(Approved by the Director of Public Instruction, Bengal
Vide Calcutta Gazette, Dated the 11th December 1924.)

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় শব্দ এবং তাহার ব্যুৎপত্তি ও [illegible] অর্থ,
ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক বিষয়, জীবনচরিত,
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহের বিবরণ, উপন্যাসিক ও নাটকীয়
চরিত্রবিচার, বৈষ্ণব পদাবলীর অর্থ, প্রবাদরূপে প্রচলিত
সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা প্রবাদ ও
তাহার ব্যাখ্যা, আদালতী ও মহাজনী শব্দাবলী,
বর্ণলিপির সঙ্কেত প্রভৃতি সংবলিত
বিস্তৃত শব্দকোষ।

সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত

ষষ্ঠ সংস্করণ

কলিকাতা
শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র ও শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত।
নেশন প্রেস—৯৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

CALCUTTA.

PRINTED BY

DHIRENDRA NATH BHATTACHARJEE,

The New Bengal Press

68, College Street.

সরল বাঙ্গালা অভিধানের সংকলয়িতা [illegible]

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"সরল বাঙ্গালা অভিধান" ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত ও অনেকাংশ পুনর্লিখিত হইয়াছে। এবারে অনেক নূতন সংস্কৃতমূলক শব্দ ও দেশ প্রচলিত সাধারণ শব্দ এবং প্রাচীন কবিগণের কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ প্রভৃতি প্রায় পঞ্চ সহস্র শব্দ প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এবারে অনেক নূতন খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনীও দেওয়া হইল। তাহাতে সাধারণ ছাত্রমণ্ডলী এবং বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই সবিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় ভাগেও বহু নূতন পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুই কারণে পুস্তকের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগদ্বয় এই সংস্করণে বর্জ্জিত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে উপন্যাস-নাটকাদিতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্র-চিত্রণ ছিল। ঐ সকল চরিত্র দ্বিতীয় ভাগে পুস্তক-পরিচয় মধ্যেই পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই অধ্যায়ের আবশ্যকতা না থাকায় তৃতীয় অধ্যায়টি পরিত্যক্ত হইল। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের ব্যবহৃত অল্পসংখ্যক শব্দ ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে উহা বহুল পরিমাণে প্রথম ভাগে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় স্বতন্ত্র চতুর্থ ভাগের কিছুমাত্র উপযোগিতা না থাকাতে এই ভাগটিও তুলিয়া দেওয়া হইল।

ফলতঃ পুস্তকখানিকে সর্ব্বসাধারণের অধিকতর উপযোগী করিবার নিমিত্ত যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করা হয় নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

এবারকার এই সংস্কারসাধন কার্য্যে আমাদের চিরসুহৃৎ প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয়গণ সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইতি—

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১০ই জানুয়ারী ১৯২৮ সাল।

প্রকাশক।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"সরল বাঙ্গালা অভিধান" পঞ্চমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানি এবারে আদ্যোপান্ত সংশোধিত ও কিয়দংশ পুনর্লিখিত হইয়াছে, এবং অনেক অভিনব ও প্রয়োজনীয় তথ্য ও বহুতর খ্যাতনামা মৃত ও জীবিত ব্যক্তির জীবনকথা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী আগে সংক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় এই পুস্তকখানি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকারদর্শী ও চিত্তাকর্ষক হয়, তৎপক্ষে যত্নচেষ্টার ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করা হয় নাই। পরন্তু সে বিষয়ে কতদূর সফলকাম হইতে পারিয়াছি, তাহা সুধীসমাজের বিচারসাপেক্ষ।

চতুর্থ বারের মুদ্রিত পঞ্চসহস্র (৫০০০) খণ্ড অভিধান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষে বিক্রীত হইয়া যায় এবং ইহার পুনর্মুদ্রণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু নানা কারণবশতঃ যথাসময়ে ইহা আরম্ভ করা হয় নাই। পূর্ব্ব সংস্করণে যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ছিল, সে সকল বর্ত্তমান সংস্করণে অতীব যত্ন ও অবধানের সহিত সংশোধিত হইয়াছে, কিন্তু অতি ক্ষিপ্রকারিতায় ইহা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নির্দ্দোষ হইয়াছে, একথা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারা যাইতেছে না। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকগণ কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পাইলে অনুগ্রহ করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন; এবং কোন মহাত্মা তৎপ্রতি আমাদের

মনোযোগ আকর্ষণ করিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহার যথাবিহিত সংশোধন করিব ও সেই মহাত্মার নিকট চিরদিন অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

সকলেই অবগত আছেন যে, বঙ্গভাষা অধুনা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই যথোচিত সমাদর লাভ করিয়াছে; প্রতীচ্য জগতে—ইউরোপ ও আমেরিকার সকল অংশে ইহা আদরণীয় ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এম, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইহা পাঠ্য ও শিক্ষণীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ কারণে, স্বদেশী বিদেশী বঙ্গভাষাপাঠিমাত্রের সুবিধার নিমিত্ত সংস্কৃতমূলক ও খাঁটি বাঙ্গালা ব্যতীত অন্যান্য ভাষা হইতে গৃহীত অথচ চলিত বাঙ্গালায় সচরাচর প্রচলিত এমন অনেক নূতন শব্দ ও তাহার অর্থ এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। আশা করা যায় এতদ্দ্বারা পাঠকমাত্রেই লাভবান্ হইবেন।

এই গ্রন্থের পরিবর্ত্তন সংশোধন প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ বি, এল (Principal Uttarpara College) এবং শ্রীযুক্ত হরিচরণ সরকার মহোদয়গণের নিকট পরামর্শ এবং সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
জানুয়ারি, ১৯২৩।

প্রকাশক

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সরল বাঙ্গালা অভিধানের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আগ্রহাতিশয্যে সাফল্যের প্রমাণ এবং, এ ক্ষেত্রে, এই গ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণ সেই প্রমাণের অভিব্যক্তি। বিচক্ষণ সাহিত্যসেবী ও ভূয়োদর্শী ৺সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অকাতর অর্থব্যয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে এই গ্রন্থের যে সূচনা ও পরিপুষ্টি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহা তাঁহারই অর্থে রমণীয়তা, কান্তি, সংস্কার ও উপকারিতা লইয়া জ্ঞান ও কল্যাণের পথে অধিকতর পরিণতি লাভ করিতে চলিয়াছে। ক্ষোভের বিষয়, স্বীয় শ্রম ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করিতে ও তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ন্যায্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে তিনি নাই। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, কৃষ্ণনগর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আচার্য্যতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ইঁহাদের প্রাণনিধিরা সুবল বাবুর এই অক্ষয় কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান সম্পাদককে যে নিঃসঙ্কোচ আনুকূল্য ও অবাধ যৌক্তিকতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই কীর্ত্তি স্থায়ী করিবার পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই উপযুক্ত। ভবিষ্যৎ সংস্করণে বাঙ্গালা সাহিত্যে এই কীর্ত্তি যে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব লাভ করিবে, এমন ভরসা করিবার সময়ও আসিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণকে আশানুরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ না হইলেও যে অনুপাতে ইহাতে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ সাফল্য যে লাভ হয় নাই এ কথা অস্বীকার করিলে সত্য গোপন করা হইবে। এরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ আছে এবং দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, দেশবাসীর অনুৎসাহ, ঔদাস্য ও বিতৃষ্ণাই তন্মধ্যে প্রধান। সাধারণের সাহায্য ব্যতীত এরূপ দায়িত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সফল হওয়া যে কত দুরূহ তাহা সহজেই অনুমেয়। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াও অনেক স্থলে এই গ্রন্থের আবশ্যক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ইহার উপর জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রতা ও আলস্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ বর্ত্তমান সংস্করণে যেরূপ হওয়া উচিত ছিল ও যে পরিমাণে আধুনিক বিচারসিদ্ধ শুদ্ধতথ্যপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। এই ত্রুটী কেবলমাত্র বর্ত্তমান সম্পাদকের দুর্ভাগ্য নহে। তবে আশা সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের নিবন্ধ যতদূর সম্ভব প্রমাণসিদ্ধ করিয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞেরা আবশ্যকমত প্রবন্ধে উল্লিখিত স্থান পরিদর্শন ও পরোক্ষান্তে প্রমাণতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আরও সময় দিতে পারিলে হয় ত অধিকতর সফলতা লাভ হইতে পারিত, কিন্তু পূর্ব্ব সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। গ্রাহকবর্গ ও যাঁহারা এই গ্রন্থের উপকারিতা উপলব্ধি করেন তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন, সুতরাং আর অধিক বিলম্ব করা অবিধেয় জ্ঞানে এই সময়ের মধ্যে যে সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে তাহা দিয়াই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। * * * * *

বঙ্গভাষায় বর্গীয় ও অন্তঃস্থ বকারের কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। উচ্চারণ বা প্রয়োগেও ইহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না। অথচ দুইটী 'ব' পৃথক্ থাকায় শব্দাদির অনুসন্ধানে পাঠককে যথেষ্ট আয়াস ও অসুবিধা স্বীকার করিতে হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া সাধারণের সুবিধার জন্য দুইটী 'ব' একত্র করিয়া বর্গ্য 'ব'এ প্রকাশিত করা গেল।

এই গ্রন্থ ছাত্রমণ্ডলীর কাজে আসিলেও ইহার সঙ্কলন কেবল তাহাদের জন্যই হয় নাই। ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য আমাদের আরও নানাবিধ স্বল্প মূল্যের অভিধান আছে। ছাত্রজীবনের বাহিরে অভিধানের যে উপকারিতা ও আবশ্যকতা, তাহার প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়াই বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পাদিত হইয়াছে। ছাত্রজীবনের আশু জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যতীত বহু বিষয়ের সমাবেশ ইহাতে আছে। যে ছাত্র ভবিষ্যতে সুলেখক, সমালোচক ঐতিহাসিক বা তত্ত্ববিদ্রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে এ গ্রন্থ অমূল্য; বর্ত্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, এই অভিধানে এরূপ ভাবে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে যে, ইহার একখানি গৃহে থাকিলে সাধারণতঃ জ্ঞাতব্য বিষয়সকলের জন্য বিভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্র গ্রন্থ ক্রয় করা বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে আবশ্যক হইবে না।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গভাষা ভারতের অন্যান্য ভাষাসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষার অভিধান যতদূর উন্নত প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া ভাষার প্রসারণে সহায়তা করিতে পারে, সেইরূপ প্রণালী অবলম্বনে এই সংস্করণ সম্পাদিত হইল। * * * * *

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থ সম্পাদনে রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর, বি, এ, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার, ভূতপূর্ব্ব নিয়োগ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুপ্ত ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

নিউ বেঙ্গল প্রেস।
কলিকাতা।
চৈত্র, ১৩২৩।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সাহিত্যসেবী ও ছাত্রবৃন্দের নিকট আশাতীত আদর লাভ করায় সরল বাঙ্গালা অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ অত্যল্প কাল মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণের বহুলাংশ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন সমাসান্ত অনেক শব্দের প্রয়োগ আছে যে, তাহাদের অর্থগ্রহ করা সাধারণের ও ছাত্রবৃন্দের কষ্টকর; একটী সমাসান্ত শব্দের অর্থ সংগ্রহার্থ অভিধানের দুই তিন স্থান খুলিয়া দেখিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত সমাসান্ত শব্দগুলিকে শব্দাবলীর মধ্যে সংযোজিত করা হইল। ইহাতে শব্দার্থ-বিভাগে শব্দ-সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক অনেক নূতন নামও এবার সংযোজিত হইয়াছে। জীবনী অংশ মুদ্রিত হইবার পর ইতোমধ্যে যে সকল ঘটনা আমাদের জ্ঞান-গোচরে আসিয়াছে, সূচীপত্রে টীকাস্বরূপে সেইগুলি উল্লিখিত হইল। এবারে "[illegible]" শীর্ষক একটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিস্তর বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য, তাহার ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনানুসারে উহার গল্পাংশ বিবৃত হইল। বৈষ্ণবগ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং সচরাচর ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দাবলীর সংখ্যাও বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সকল কারণে ইহার আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া যাওয়াতে মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইল। এক্ষণে পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় বর্ত্তমান সংস্করণ সাধারণের নিকট আদরণীয় হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
কলিকাতা
ফেব্রুয়ারি—১৯১২।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী ১৯০৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর "সরল বাঙ্গালা অভিধান" সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ কর্ত্তৃক আশাতীত আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের বহুল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে। এবার পুস্তকখানি প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—

প্রথম ভাগ—এই ভাগে শব্দার্থ ও জীবনচরিত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে শব্দ, তৎপরে উহার অর্থ, তাহার পর ধাতু ও প্রকৃতিপ্রত্যয় বিভাগসহকারে উহার বিস্তৃত ব্যুৎপত্তি, অনন্তর উহার বিশেষ্য বিশেষণাদি শ্রেণী ও লিঙ্গনির্ণয়—এইরূপ পর্য্যায় অবলম্বিত হইয়াছে। শব্দার্থ প্রকাশ কালে একার্থক বা তুল্যার্থক শব্দগুলির মধ্যে (,) চিহ্ন এবং ভিন্নার্থক শব্দগুলির মধ্যে সেমিকোলন (;) চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল স্থলে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি ও বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, সেই স্থলে ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যা সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি ও অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। একই শব্দ কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ, কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও বা স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে; এরূপ স্থলেও ঐ প্রভেদ বুঝাইবার জন্য ১, ২ প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাগে সহজবোধ্য দেশজ শব্দ প্রদত্ত হয় নাই; সাধুভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃতমূলক শব্দগুলিই ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তিসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে জীবনচরিত ব্যতীত পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের প্রকাশিত জীবনচরিতের অনেকগুলি এবারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং অনেকগুলি নূতন লিখিত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে প্রখ্যাত দেশীয় ও বিদেশীয় জীবিত বা পরলোকগত অনেক মহাত্মার নাম এবারে সংযোজিত হইল। অনেক বাঙ্গালা সাহিত্যগ্রন্থে সংস্কৃত ভাষাবিৎ বহু বিদেশীয় পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত এবং তাঁহাদের মন্তব্যসকল উদ্ধৃত হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেকেরই অভিজ্ঞতা নাই। সেই সকল বিদেশীয় পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মনীতিক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে, কি কলাবিদ্যাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যাঁহারা ভারতের ইতিহাসে স্থান অধিকার করিয়াছেন, এরূপ বহু ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়া এই ভাগে যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে জীবনচরিতের মোট সংখ্যা প্রায় বার শত। এতাদৃশ অধিকসংখ্যক লোকের জীবনকথা অদ্যাপি আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা-প্রণালী অর্থপুস্তক প্রচারের অনুকূল নহে। এজন্য সরল বাঙ্গালা অভিধানখানি এমনভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ইহাকে নিত্যসহচর করিয়া লইলে ছাত্রমণ্ডলীকে আর অর্থ-পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে হইবে না।

দ্বিতীয় ভাগ—এই ভাগে প্রায় সার্দ্ধ সপ্ত শত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ সকল পুস্তক কোন্ জাতীয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্য বক্তব্য বিষয় কি, ইহাই বিবৃত করা হইয়াছে। যাবতীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পুস্তকই এই ভাগে আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সমস্ত কাব্য, নাটক ও প্রহসনাদির এবং রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের প্রধান প্রধান উপন্যাস ও নাটকাদির গল্পাংশ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে সন্নিবেশিত নাটকাদি কোন্ সময়ে কোন্ রঙ্গমঞ্চে প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল, তাহাও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগ—এই ভাগে উপরোক্ত গ্রন্থকর্ত্তৃগণ প্রণীত উপন্যাস নাটকাদির পাত্রপাত্রীগণের প্রত্যেকের বিশেষ বিবরণ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং তদুক্ত স্মরণীয় বাক্যগুলিও সবিস্তারে উদ্ধৃত হইয়াছে। রঙ্গালয়ে এই সকল চরিত্র অভিনয় করিয়া যাঁহারা প্রশংসালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামও তৎসহ কথিত হইয়াছে। যতদূর জানা আছে তাহাতে বলিতে পারা যায়, বাঙ্গালা কোন গ্রন্থে আজি পর্য্যন্ত এরূপ ভাবের সঙ্কলন প্রকাশিত হয় নাই।

চতুর্থ ভাগ—এই ভাগে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীতে যে সকল মৈথিলী বা প্রাকৃত শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সেই সকল শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পঞ্চম ভাগ—এই ভাগে সংস্কৃত প্রবাদ বাক্যসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রয়োগ বাহুল্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃত শ্লোকের একাংশমাত্র প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই সকল শ্লোক সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত ও তদানুষঙ্গিক উপাখ্যানসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ষষ্ঠ ভাগ—এই ভাগে আদালতে এবং জমিদারী ও মহাজনী কার্য্যে ব্যবহৃত আরবী, পারসী ও ইংরাজী ভাষামূলক শব্দের ব্যাখ্যা ও ইংরেজী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, প্রথম সংস্করণে সন্নিবেশিত পরিশিষ্টগুলি—যথা "ভাষাবিচার", "অর্থভেদ শব্দবিভাগ", ও "সচরাচর ব্যবহৃত সম্বন্ধ পদের তালিকা"—কতকাংশ বর্দ্ধিত হইয়া প্রদত্ত হইল, এবং "হিন্দু-সঙ্গীত", "স্বরলিপি-সঙ্কেত", "প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী" ও "ভিন্ন ভিন্ন টাইপের নাম ও আকৃতির পরিচয়" নামধেয় তিনটী নূতন পরিশিষ্ট সংযোজিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণে এই গ্রন্থখানি যাহাতে এককালে ছাত্রবৃন্দ, সাহিত্যসেবী, নাট্যামোদী ও বিষয়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক অপরিহার্য্য সহায়রূপে গৃহীত ও সমাদৃত হয়, তাহার জন্য যত্ন, চেষ্টা, অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করি নাই। কিন্তু প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণখানিকে কিঞ্চিৎ ত্বরান্বিতভাবে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। তজ্জন্য আমাদিগের অভিলষিত সকল বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। এরূপ বিষয়-বাহুল্যবিশিষ্ট বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলনে অনেক ত্রুটি বা প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব সুধীগণ-সমীপে নিবেদন, তাঁহারা ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক এতন্মধ্যস্থ ত্রুটি বা প্রমাদ প্রদর্শন করিলে, এবং ইহার উন্নতিকল্পে পরামর্শ দান করিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদের পরামর্শের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে কলিকাতা রাজকীয় টঙ্কশালার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর আমাকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী লিপিবদ্ধ প্রয়োজনীয় নোটগুলি আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, অনেক স্থান দেখিয়া দিয়াছেন, এবং অন্যান্য নানা প্রকারে উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার সাহায্য না পাইলে, এই পুস্তক যেরূপভাবে প্রকাশিত হইল, সেরূপভাবে কিছুতেই প্রকাশিত হইত না। তাঁহার নিকট আমি অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিষয়-পরিমাণ প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বর্দ্ধিত হইলেও ইহার মূল্য বর্দ্ধিত হইল না। এক্ষণে ভরসা করি, প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণও বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সমাদর প্রাপ্ত হইবে।

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
কলিকাতা।
সেপ্টেম্বর—১৯০৯।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

—বিশেষ্য।
বিণ—বিশেষণ।
ক্রি-বিণ—ক্রিয়াবিশেষণ।
সর্ব্ব—সর্ব্বনাম।
অ—অব্যয়।
—কর্ত্তৃবাচ্য।
—কর্ম্মবাচ্য।
—করণবাচ্য।
সম্প্র—সম্প্রদানবাচ্য।
—অপাদানবাচ্য।
অধি—অধিকরণবাচ্য।

ভা—ভাববাচ্য।
পু—পুংলিঙ্গ।
স্ত্রী—স্ত্রীলিঙ্গ।
ক্লী—ক্লীবলিঙ্গ।
ত্রি—ত্রিলিঙ্গ।
দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সমাস।
বহু—বহুব্রীহি সমাস।
কর্ম্মধা—কর্ম্মধারয় সমাস।
২তৎ—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।
৩তৎ—তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।
৪তৎ—চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস।

৫তৎ—পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস।
৬তৎ—ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।
৭তৎ—সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।
নঞ্তৎ—নঞ্তৎপুরুষ সমাস।
উপ—উপপদ সমাস।
অলুক উপ—অলুক্ উপপদ সমাস।
প্রাদি—প্রাদি সমাস।
মপী—মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস।
ক, প্র—কাব প্রয়োগ।
প্রা, ক—প্রাচীন কবি প্রয়োগ।
বাং—বাংলা ভাষায় প্রচলিত।

বর্ণানুযায়ী পত্রাঙ্ক সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
প্রথম ভাগ।	
শব্দার্থ, জীবনচরিত প্রভৃতি	১—১২৯৬
দ্বিতীয় ভাগ।	
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১২৯৭—১৩৮১
তৃতীয় ভাগ।	
আদালতে, মহাজনী ও জমিদারী সেরেস্তায় ব্যবহৃত শব্দাবলী	১৩৮২—১৩৯৯
চতুর্থ ভাগ।	
প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী	১৪০০—১৪১৮
পঞ্চম ভাগ।	
বাঙ্গালা প্রবাদ ও প্রবচন	১৪১৯—১৫৪০
১ম পরিশিষ্ট।	
ভাষাবিচার	১৫৪১—১৫৪২
২য় পরিশিষ্ট।	
অর্থভেদে শব্দবিভাগ	১৫৪২—১৫৪৬
৩য় পরিশিষ্ট।	
সচরাচর ব্যবহৃত অশুদ্ধ পদের তালিকা	১৫৪৬—১৫৪৭
৪র্থ পরিশিষ্ট।	
হিন্দুসঙ্গীত	১৫৪৮—১৫৫০
৫ম পরিশিষ্ট।	
প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী	১৫৫১—১৫৫২
ভিন্ন ভিন্ন টাইপের নাম ও আকৃতির পরিচয়	১৫৫৩

জীবনী-সূচী।

অ

নাম	পৃষ্ঠা
অংশুধর	১
অংশুমান্	[illegible]
অকম্পন	[illegible]
অক্টার্লনি (Sir David Ochterlony)	[illegible]
অক্রূর	[illegible]
অক্রোধন	[illegible]
অকলণ্ড, লর্ড (Earl of Auckland)	[illegible]
অক্ষপাদ	[illegible]
অক্ষমালা	[illegible]
অক্ষয়	[illegible]
অক্ষয়কুমার দত্ত	৮
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	৮
অক্ষয়কুমার বড়াল	৯
অক্ষয়চন্দ্র সরকার	[illegible]
অগস্ত্য	১২
অগ্নি	[illegible]
অগ্নিকুমার	[illegible]
অগ্নিবাহু	[illegible]
অগ্নিমাঠর	[illegible]
অগ্নিমারুতি	[illegible]
অগ্নিমিত্র	[illegible]
অগ্নিবর্ণ	[illegible]
অগ্নিবেশ্য	[illegible]
অগ্নিশর্ম্মা	[illegible]
অগ্নিষ্বাত্ত	[illegible]
অগ্নীধ্র	[illegible]
অঘমর্ষণ	[illegible]
অঘাসুর	১৮
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮
অঙ্গ	২০
অঙ্গদ	২০
অঙ্গারপর্ণ	২১
অঙ্গিরা	২১
অঙ্গিরা	২২
অচ্যুত	[illegible]
অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি	[illegible]
অচ্যুত রায়	[illegible]
অজ	[illegible]
অজমীঢ়	[illegible]
অজাতশত্রু	[illegible]
অজাতারি	[illegible]

নাম	পৃষ্ঠা
অজামিল	[illegible]
অর্জ্জিন	[illegible]
অজীগর্ত্ত	[illegible]
অঞ্জনা	[illegible]
অঞ্জনাবতী	[illegible]
অণীমাণ্ডব্য	[illegible]
অতিকায়	[illegible]
অতিথি	[illegible]
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	[illegible]
অতুলকৃষ্ণ মিত্র	[illegible]
অত্রি	[illegible]
অথর্ব্বা	[illegible]
অদিতি	[illegible]
অদৃশ্যন্তী	[illegible]
অদ্বৈত	[illegible]
অধিরথ	[illegible]
অনংশা	[illegible]
অনঙ্গ	[illegible]
অনঙ্গপাল	[illegible]
অনঙ্গভীমদেব	[illegible]
অনন্ত	[illegible]
অনন্তবীর্য্য	[illegible]
অনমিত্র	[illegible]
অনরণ্য	[illegible]
অনল	[illegible]
অনসূয়া	[illegible]
অনিরুদ্ধ	[illegible]
অনিল	[illegible]
অনু	[illegible]
অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	[illegible]
অনুরূপা দেবী	[illegible]
অনুশাল্ব	[illegible]
অনুসূয়া	[illegible]
অনূপ	[illegible]
অন্ধক	[illegible]
অন্নপূর্ণা	[illegible]
অপর্ণা	[illegible]
অপ্পয় দীক্ষিত	[illegible]
অভয়া	[illegible]
অভিজিৎ	[illegible]
অভিমন্যু	[illegible]
অভ্রমু	[illegible]
অমরসিংহ	[illegible]

নাম	পৃষ্ঠা
অমরু	[illegible]
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	[illegible]
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	[illegible]
অমৃতলাল বসু	[illegible]
অম্বরীষ	[illegible]
অম্বা	[illegible]
অম্বালিকা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
অরণি	[illegible]
অরবিন্দ ঘোষ	[illegible]
অরিমর্দ্দন	[illegible]
অরিষ্ট	[illegible]
অরিষ্টনেমি	[illegible]
অরিহা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
অরুণা	[illegible]
অরুন্ধতী	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী	[illegible]
অলকট (H. S. Olcott)	[illegible]
অলকনন্দা	[illegible]
অলক্ষ্মী	[illegible]
অলম্বুষ	[illegible]
অলম্বুষা	[illegible]
অলর্ক	[illegible]
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	[illegible]
[illegible]	[illegible]
অবীক্ষিৎ	[illegible]
অশোক	[illegible]
অশোকসুন্দরী	[illegible]
অশ্মক	[illegible]
অশ্ব	[illegible]
অশ্বগ্রীব	[illegible]
অশ্বতর	[illegible]
অশ্বত্থ	[illegible]
অশ্বত্থামা	[illegible]
অশ্বপতি	[illegible]
অশ্বমেধ	[illegible]
অশ্বসেন	[illegible]

নাম

অশ্বিনী ...

অশ্বিনীকুমার ...

অশ্বিনীকুমার দত্ত ...

অম্বা ...

অষ্টক ...

অষ্টাবক্র ...

অসঙ্গ ...

অসমঞ্জস ...

অসিক্লী ...

অসিত ...

অসিতলেখা ...

অসুর ...

অস্থি ...

অহল্যা ...

অহল্যাবাই ...

অহীনগু ...

আ

আউটরাম (সার জেম্‌স্) ...

আউলচাঁদ ...

আউলিয়া মনোহর দাস ...

আওরঙ্গজেব ...

আকবর ...

আক্রীড় ...

আগা খাঁ ...

আঙ্গিরস ...

আচার্য্য চূড়ামণি ...

আজমল খাঁ (হাকিম) ...

আজমীঢ় ...

আজু গোসাঞী ...

আজ্যপ ...

আডাম সাহেব ...

আণ্টুনি ...

আত্মারাম সরকার ...

আত্রেয় ...

আত্রেয়ী ...

আদম ...

আদিত্য ...

আদিশূর ...

আধিরথি ...

আনকদুন্দুভি ...

আনন্দকৃষ্ণ বসু ...

আনন্দ গিরি ...

আনন্দচালা ...

আনন্দময়ী ...

আনন্দমোহন বসু ...

আনন্দীবাই জোশী ...

আনর্ত্ত ...

আপস্তম্ব ...

পৃষ্ঠাঙ্ক | নাম

১৩৮ আবদুল করিম (মৌলবী) ...

১৩৮ আবদুল গণি (খাজা) ...

১৩৮ আবদুল লতিফ ...

১৩৮ আবি ...

১৩৯ আবুল ফজল ...

১৪০ আবুল ফৈজী ...

১৪১ আবুল হোসেন (ডাক্তার) ...

১৪৩ আমহার্ষ্ট (লর্ড) ...

১৪৪ আমির আলি (সৈয়দ) ...

১৪৫ আয়ান ...

১৪৫ আয়ু ...

১৪৬ আয়ুষ্মান্ ...

১৪৭ আয়োদধৌম্য ...

১৫১ আরণল্ড, স্যার্ এডউইন (Sir Edwin

১৫১ Arnold.) ...

১৫২ আরিষ্টটল্ ...

আরুণি ...

আর্য্যভট্ট ...

আর্য্যরাজ ...

১৫৩ আলাওল (অলওয়াল) সাহেব, সৈয়দ

১৫৩ আল্‌তামাস (সুলতান) ...

১৫৬ আলপ্তগিন ...

১৫৪ আলফ্রেড ...

১৫৭ আলমগীর (১ম) ...

১৬১ আলমগীর (২য়) ...

১৬৩ আলাউদ্দিন খিলিজি ...

১৬৬ আলি ...

১৬৬ আলি ইমাম (সার) ...

১৬৭ আলিবর্দ্দি খাঁ ...

১৬৮ আলেক্‌জাণ্ডার (দি গ্রেট্) ...

১৬৯ আবদার রহিম (সার) ...

১৬৯ আশানন্দ ...

১৭১ আশানন্দ ঢেঁকি ...

১৭১ আশুতোষ চৌধুরী ...

১৭৭ আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) ...

১৭৮ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ...

১৭৮ আশ্বলায়ন ...

১৭৮ আসুরী ...

১৭৯ আস্তিক (আস্তীক) ...

১৮০ আহম্মদ ...

১৮১ আহম্মদ (সার সৈয়দ) ...

১৮১ আহুক ...

১৮১

১৮২

ই

১৮২

১৮২ ইক্ষ্বাকু ...

১৮২ ইছাই ঘোষ ...

১৮৩ ইড়া ...

১৮৩ ইন্দিরা দেবী (সুরূপা) ...

১৮৪ ইন্দুমতী ...

পৃষ্ঠাঙ্ক | নাম | পৃষ্ঠাঙ্ক

১৮৮ ইন্দ্র ... ২২২

১৮৮ ইন্দ্রজিৎ ... ২২৩

১৮৮ ইন্দ্রদ্যুম্ন ... ২২৩

১৮৮ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২২৩

১৮৯ ইন্দ্রপ্রমিত ... ২২৪

১৮৯ ইন্দ্রবল ... ২২৪

১৮৯ ইন্দ্রসাবর্ণি ... ২২৪

১৯১ ইন্দ্রসেন ... ২২৪

১৯১ ইন্দ্রসেনা ... ২২৪

১৯২ ইন্দ্রাণী ... ২২৪

১৯৩ ইম্পে (সার ইলাইজা) ... ২২৫

১৯৪ ইরা ... ২২৫

১৯৬ ইরাবতী ... ২২৬

ইরাবান্ ... ২২৬

১৯৬ ইলবিলা ... ২২৬

১৯৬ ইলা ... ২২৬

১৯৬ ইলাবৃত ... ২২৬

১৯৭ ইল্বল ... ২২৭

১৯৮

ঈ

১৯৮

১৯৯ ঈশ্বর ... ২২[illegible]

১৯৯ ঈশ্বরকৃষ্ণ ... ২২

১৯৯ ঈশ্বরচন্দ্র (রাজা) ... ২[illegible]

২০০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ... ২[illegible]

২০০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ... ২[illegible]

২০০

উ

২০০

২০০

২০৩ উইলকিন্স, স্যার চার্লস্ (Sir Charles

২০৪ Wilkins) ...

২০৫ উইলসন, হোরেস্ হেমান্ (Horace

২০৭ Hayman Wilson) ... ২

২০৮ উগ্রচণ্ডা ...

২০৮ উগ্রতারা ... ২

২০৯ উগ্রশ্রবা ... ২

২০৯ উগ্রসেন ...

২১১ উজ্জ্বল দত্ত ...

২১৪ উতঙ্ক

২১৫ উতথ্য

২১৫ উৎকল

২১৫ উত্তম

২১৭ উত্তমৌজাঃ

উত্তর

উত্তরা

উত্তানপাদ

২১৮ উদয়নাচার্য্য

২১৯ উদয়নারায়ণ

২১৯ উদয়সিংহ

২২১ উদয়াদিত্য

২২১ উদ্দালক

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
উদ্ধব	...	২৫২
উদ্ধারণ দত্ত (ঠাকুর)	...	২৫২
উদ্দ্যোতকর	...	২৫৪
উপকীচক	...	২৫৬
উপগুপ্ত	...	২৫৭
উপনন্দ	...	২৫৯
উপমন্যু	...	২৬০
উপরিচর	...	২৬১
উপবর্ষ	...	২৬২
উপসুন্দ	...	২৬৩
উপেক্ষ	...	২৬৫
উপেন্দ্র	...	২৬৬
উপেন্দ্রনাথ দাস	...	২৬৬
উমা	...	২৬৬
উমাচরণ মুখোপাধ্যায় (সর্দ্দার)		২৬৭
উমিচাঁদ	...	২৬৭
উমেশচন্দ্র দত্ত (১)	...	২৬৭
উমেশচন্দ্র দত্ত (২)	...	২৬৮
উমেশচন্দ্র দত্ত (৩)	...	২৬৮
উমেশচন্দ্র বটব্যাল	...	২৬৮
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৬৯
উর্ব্ব	...	২৭০
উর্ব্বশী	...	২৭০
উলূক	...	২৭০
উলূপী	...	২৭০
উল্মূক	...	২৭১
উশীনর	...	২৭১
উষা	...	২৭১

ঊ

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
ঊর্দ্ধরেতাঃ	...	২৭৪
ঊর্মিলা	...	২৭৪
ঊর্ব্ব	...	২৭৫
ঊর্ব্বশ	...	২৭৫
ঊষ্ম	...	২৭৫

ঋ

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
ঋক্ষ	...	২৭৫
ঋচীক	...	২৭৫
ঋতধ্বজ	...	২৭৬
ঋতুপর্ণ (ঋতুপর্ণ)	...	২৭৬
ঋভু	...	২৭৭
ঋষভ	...	২৭৭
ঋষিবর মুখোপাধ্যায়	...	২৭৮
ঋষ্যশৃঙ্গ	...	২৭৮

এ

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
একজটা	...	২৮০
একদংষ্ট্র (একদন্ত)	...	২৮০
একপর্ণা	...	২৮১
একপাটলা	...	২৮১
একপিঙ্গ (একপিঙ্গল)	...	২৮২
একলব্য	...	২৮৪
এডওয়ার্ড, ৭ম	...	২৮৫
এলিজাবেথ	...	২৮৭
এলেনবরা (লর্ড)	...	২৮৭
এল্গিন্ লর্ড (১ম)	...	২৮৮
এল্গিন্ লর্ড (২য়)	...	২৮৮

ঐ

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
ঐতরেয়		২৮৯
ঐন্দ্রিলা	...	২৯০

ও

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
ওঘবতী	...	২৯০
ওঘবান্	...	২৯০
ওয়াজিদ্ আলি সাহ্	...	২৯১
ওয়াট্সন	...	২৯১
ওয়ারেন্, হেন্‌রী ক্লার্ক (Henry clarke Warren)	...	২৯১
ওয়ারেন হেষ্টিংস	...	২৯১
ওয়ার্ড, রেভঃ উইলিয়ম্ (Rev. William Ward)	...	২৯২
ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ (উইলিয়ম)	...	২৯২
ওয়েবর এলব্রেট ফ্রেডরিক (Albrecht Friedrick Weber)		২৯২
ওয়েলিংটন, ডিউক অব্ (First Duke of Wellington)	...	২৯২
ওয়েলেস্লী রিচার্ড কলী, মারকুইস অব্ (Richard Colley Marquis Welleley)	...	২৯৩

ঔ

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
ঔদ্দালক	...	২৯৪
ঔর্ব্ব	...	২৯৪
ঔশনসী	...	২৯৪

ক

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
কংস		২৯৫
কংসবতী		২৯৫
ককুৎস্থ		২৯৫
ককুদ্মী		২৯৬
কঙ্ক		২৯৬
কঙ্কা		২৯৬
কঙ্কু		২৯৭
কচ		২৯৭
কচুরায়		২৯৯
কটন, স্যার হেন্‌রি জন (Sir Henry Cotton)	...	২৯৯
কণ্ঠ	...	৩০০
কণাদ	...	৩০০
কণিক	...	৩০১
কণ্ব	...	৩০২
কণ্বী	...	৩০২
কদ্রু (কদ্রূ)	...	৩০৩
কনকায়ু	...	৩০৪
কনিংহাম, স্যার এলেকজাণ্ডার (Alexander Cuningham.)	...	৩০৪
কনিষ্ক	...	৩০৫
কন্দর্প	...	৩০৫
কন্দর্পনারায়ণ রায়	...	৩০৫
কন্দলী	...	৩০৫
কন্ফিউসিয়াস	...	৩০৫
কপর্দ্দী	...	৩০৬
কপালমোচন		৩০৭
কপিঞ্জল	...	৩০৭
কপিল	...	৩০৭
কপিলা	...	৩০৭
কপোত	...	৩০৮
কপোতেশ্বর	...	৩০৮
কবন্ধ		৩০৮
[illegible] দেব		৩০৯
কমলা		৩০৯
কমলাকর ভট্ট		৩০৯
কমলকান্ত ভট্টাচার্য্য	...	৩০৯
কমলে-কামিনী	...	৩১০
কয়াধু	...	৩১০
করন্ধম	...	৩১১
করম্ভি	...	৩১২
করুণা	...	৩১৩
করেণুমতি		৩১৪
কর্কোটক	...	৩১৫
কর্জ্জন লর্ড	...	৩১৫
কর্ণ	...	৩১৫
কর্ণওয়ালিস্ লর্ড		৩১৬
কর্ণপূর	...	৩১৬
কর্ণাবতী		৩১৮
কর্ণিক		৩১৮
কর্ণী		৩১৯
কর্দ্দম		৩১৯
কর্পূরদেবী		৩২০
কলম্বস্		৩২২
কলা		৩২৩
কলাবতী		৩২৩
কলি		৩২৪
কল্কি		৩২৫
কল্মাষপাদ		৩২৬
কবি		৩২৬
কবিকঙ্কণ		৩২৮

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
কবিরাজ পণ্ডিত	৩২৭
কবীর	৩২৭
কশ্যপ	৩২৮
কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার এম্	৩২৮
কহোড়	৩২৯
কাউয়েল্ দি রাইট্ অনারেবল্ স্যার রিচার্ড	৩২৯
কাউয়েল্ এড্ওয়ার্ড বাইল্‌স	৩২৯
কাঞ্চনপ্রভ	৩৩১
কাত্যায়ন	৩৩২
কাত্যায়নী	৩৩৫
কান্তবাবু	৩৩৬
কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৩৭
কামদেব	৩৩৮
কামধেনু	৩৩৮
কারমাইকেল, লর্ড	৩৪১
কার্ত্তবীর্য্য (অর্জ্জুন)	৩৪২
কার্ত্তিক	৩৪২
কার্ত্তিকেয়	৩৪২
কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়	৩৪২
কার্লাইল, স্যার রবার্ট ওয়ারাল্ড	৩৪৩
কালকেতু	[illegible]
কালকেয়	৩৪৪
কালনেমি	৩৪৪
কালপুরুষ	[illegible]
কালভৈরব	[illegible]
কালযবন	[illegible]
কালাপাহাড়	[illegible]
কালিকাদাস দত্ত	৩৪৬
কালিদাস	[illegible]
কালিদাস চট্টোপাধ্যায়	৩৪৭
কালিদাস দত্ত	৩৪৭
কালিন্দী	৩৪৮
কালিয়	৩৪৮
কালী	৩৪৮
কালীকুমার দত্ত	৩৪৮
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	৩৪৯
কালীকৃষ্ণ দেব	৩৪৯
কালীকৃষ্ণ মিত্র	৩৪৯
কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী	[illegible]
কালীচরণ ঘোষ (জেনারেল কালু ঘোষ)	[illegible]
কালীচরণ ঘোষ (২য়)	৩৫০
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫০
কালীনারায়ণ রায় (রাজা)	৩৫০
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ	৩৫০
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৩৫০
কালীপ্রসন্ন সিংহ	৩৫১
কালীময় ঘটক	৩৫১
কালী মির্জ্জা	৩৫১

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
কালীমোহন বসু	৩৫১
কাশীনাথ ঘোষ	৩৫২
কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গ	৩৫৩
কাশীপ্রসাদ ঘোষ	৩৫৩
কাশীরাম দাস (দেব)	৩৫৪
কাশ্যপ	৩৫৫
কাশ্যপি	৩৫৫
কিচনার (হোরেসিও হার্বার্ট)	৩৫৬
কিরণচন্দ্র দে (আই, সি, এস)	৩৫৬
কিরণচাঁদ দরবেশ	৩৫৮
কির্মীর	৩৫৮
কিশোরীচাঁদ মিত্র	৩৫৯
কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫৯
কীচক	৩৫৯
কীর্ত্তিচাঁদ (রাজা)	৩৬০
কীর্ত্তিমান্	৩৬০
কীর্ত্তিবাস	৩৬০
কুকুর	৩৬১
কুটিলা	৩৬১
কুণাল	৩৬২
কুণ্ডভেদী	[illegible]
কুণ্ডশায়ী	[illegible]
কুণ্ডাশী	[illegible]
কুতব উদ্দীন এবেক	[illegible]
কুথোদরী	৩৬৬
কু[illegible] (কুন্তী)	৩৬৬
কুন্তিভোজ	[illegible]
কুবলাশ্ব	[illegible]
কুবের	[illegible]
কুব্জা	৩৬৭
কুমারপাল	৩৬৮
কুমারিল ভট্ট	৩৬৮
কুমুদ	৩৬৮
কুম্ভ	৩৬৮
কুম্ভকর্ণ	৩৬৮
কুম্ভক	৩৬৮
কুম্ভাণ্ড	৩৬৯
কুম্ভীনসী	৩৬৯
কুরু	৩৬৯
কুলিক	৩৭০
কুল্লুক ভট্ট	৩৭০
কুবলয়াশ্ব	৩৭০
কুশ	৩৭০
কুশধ্বজ	৩৭১
কুশনাভ	৩৭০
কুশলব	৩৭১
কুশাগ্র	৩৭১
কুশিক	৩৭১
কুশীলব	৩৭১
কুশ	৩৭৫

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
কুহক	৩৭৬
কুহমা	৩৭৭
কুহবীর্য্য	৩৭৭
কৃত্তিকা	৩৭৭
কৃত্তিবাস ওঝা	৩৭৭
কৃপ	৩৭৮
কৃপী	৩৭৮
কৃশাশ্ব	৩৭৯
কৃষ্ণ	৩৭৯
কৃষ্ণকমল গোস্বামী	৩৮১
কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী	৩৮১
কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত	৩৮১
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	৩৮১
কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজ)	৩৮১
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ	৩৮২
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	৩৮২
কৃষ্ণদাস পাল	৩৮২
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন	৩৮২
কৃষ্ণপান্থী	৩৮৩
কৃষ্ণমিশ্র	৩৮৩
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৩
কৃষ্ণরাম দাস	৩৮৩
কৃষ্ণরাম বসু	৩৮৩
কৃষ্ণরাম বসু (২য়)	৩৮৩
কৃষ্ণ সিংহ	৩৮৪
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ	৩৮৪
কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব (রাগসাগর)	৩৮৫
কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	৩৮[illegible]
কেকয়	৩৮[illegible]
কেকয়ী	৩৮৫
কেতকাদাস	৩৮[illegible]
কেতু	৩৮৬
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৮৬
কেদারনাথ মজুমদার	৩৮৬
কেদার রায়	৩৮৬
কেরী	৩৮৭
কেশরী	৩৮৮
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৩৮৮
কেশবচন্দ্র সেন	৩৮৮
কেশব ভারতী	৩৮৯
কেশবানন্দ মহাভারতী (স্বামী)	৩৮৯
কেশিনী	৩৯০
কেশী	৩৯০
কৈকসী	৩৯০
কৈকেয়ী	৩৯০
কৈটভ	৩৯০
কৈলাসচন্দ্র বসু	৩৯১
কোঙ্কণা	৩৯২
কোলব্রুক, হেনরী টমাস (Henry Thomas Colebrooke)	৩৯[illegible]

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
কৌটিল্য	৩৯৬
কৌশল্যা	৩৯৭
কৌশিক	৩৯৭
কৌশিকী	৩৯৮
কৌষিকী	৩৯৮
ক্যানিং লর্ড (আর্ল)	[illegible]
ক্যাম্বেল, স্যার জর্জ	৩৯৮
ক্রোধ	৪০১
ক্লাইভ (লর্ড)	৪০১
ক্লেভারিং	৪০২
ক্ষপণক	৪০৩
ক্ষীরস্বামী	৪০৪
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৪০৬
ক্ষুদ্রক	৪০৬
ক্ষুপ	৪০৭
ক্ষেমদর্শী	৪০৮
ক্ষেমবৃদ্ধি	৪০৮
ক্ষেমমূর্ত্তি	৪০৮
ক্ষেমানন্দ দাস	৪০৮

খ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
খগম	৪০৯
খট্বাঙ্গ	৪১০
খনা	৪১১
খর	৪১২
খাঁ জাহান (খান্ জাঁ খাঁ)	৪১৪
খুলনা	৪১৮
খেলাতচন্দ্র ঘোষ	৪১৯
খ্যাতি	৪২০

গ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
গঙ্গা	৪২১
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ	৪২২
গঙ্গাধর কবিরাজ	৪২২
গঙ্গারাম, স্যার লালা	৪২৩
গঙ্গু	৪২৩
গজাসুর	৪২৪
গণেশ	৪২৫
গদাধর ভট্টাচার্য্য	৪২৮
গদাধর মুখোপাধ্যায়	৪২৮
গন্ধবতী	৪২৯
গয়	৪৩১
গয়াসুর	৪৩১
গরুড়	৪৩২
গর্গ	৪৩২
গবাক্ষ	৪৩২
গাধি	৪৩৩
গান্দিনী	৪৩৩
গান্ধারী	৪৩৩
গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ	[illegible]
গায়ত্রী	
গার্গী	
গার্গ্য	
গালিলিও	
গারসুগাঁর	
গিরিকা	
গিরিধর	
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১)	
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (২)	
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	
গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য	
গুণনিধি	
গুরুগোবিন্দ	
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার	
গুরুপ্রসন্ন ঘোষ	
গুরুপ্রসাদ সেন	
গুহক (গুহ)	
গুহক	
গেটে	
গৈরিলা জুই	
গোকুলদাস তেজপাল	
গোখেল, গোপালকৃষ্ণ	
গোদা	
গোপাদিত্য	
গোপাল উড়ে	
গোপাল ভাঁড়	
গোপালদাস মিত্র	
গোপালী	
গোপীমোহন ঠাকুর	
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	
গোমাতা	
গোরক্ষনাথ (গোরখনাথ)	
গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী	
গোল্ডষ্টুকার, থিয়োডোর	
গোবর্দ্ধন	
গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	
গোবিন্দ অধিকারী	
গোবিন্দ কর্ম্মকার	
গোবিন্দচন্দ্র দাস	
গোবিন্দচন্দ্র রায়	
গোবিন্দদাস (পদকর্ত্তা)	
গৌতম	
গৌতমী	
গৌরমোহন আঢ্য	
গৌরীশঙ্কর দে	
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (তর্কবাগীশ)	
গৌরীসেন	
গ্লষ্টিক	
গ্যারিক, ফ্রেডেরিক স্যামস	
গ্রিফিথ, রাল্ফ টমাস হচ্কিন	[illegible]
[illegible] স্যার এডওয়ার্ড	
[illegible], স্যার উইলিয়াম	
[illegible] (উইলিয়াম ইওয়ার্ট)	

ঘ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঘটকর্পর	
ঘটোৎকচ	
ঘন্টাকর্ণ	
[illegible]	

চ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
চক্রপাণি দত্ত	
চণ্ড	
চণ্ডকৌশিক	
চণ্ডনায়িকা	
[illegible]	
চণ্ডীচরণ সেন	
চণ্ডীদাস	
[illegible]	

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
চামুণ্ডা	৪৯২
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯২
চার্ব্বাক	৪৯৩
চিকুর	৪৯৪
চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু)	৪৯৬
চিত্রগুপ্ত	৪৯৭
চিত্রদেবী	৪৯৭
চিত্রভানু	৪৯৭
চিত্ররথ	৪৯৭
চিত্রলেখা	৪৯৮
চিত্রসেন	৪৯৮
চিত্রা	৪৯৮
চিত্রাঙ্ক	৪৯৮
চিত্রাঙ্গদ	৪৯৮
চিত্রাঙ্গদা	৪৯৮
চিন্তা	৪৯৯
চিরকারী	৪৯৯
চিরঞ্জীব শর্ম্মা	৫০০
চৈতন্যদেব	৫০৫
চৈত্র	৫০৬
চৈৎসিং (রাজা)	৫০৬
চ্যবন	৫০৮

ছ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ছায়া	৫১৪
ছিন্নমস্তা	৫১৫

জ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
জং বাহাদুর, মহারাজ স্যার	৫১৭
জগৎ শেঠ	৫১৭
জগদানন্দ রায়	৫১৯
জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী	৫১৯
জগদীশচন্দ্র বসু (ডাক্তার, স্যার)	৫১৯
জগদীশ তর্কালঙ্কার	৫২০
জগদীশ্বর গুপ্ত	৫২০
জগদেব পমার	৫২০
জগদ্ধর ঠাকুর	৫২০
জগদ্ধাত্রী	৫২১
জগদ্বন্ধু ভদ্র	৫২১
জগদ্বন্ধু বসু (ডাক্তার)	৫২১
জগন্নাথ	৫২২
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	৫২২
জগন্নাথ বড়ুয়া	৫২৩
জটায়ু	৫২৩
জটাসুর	৫২৪
জটিল	৫২৪
জটিলা	৫২৪
জড়ভরত	৫২৫
জন অলটুধার, স্যার ব্যারনেট	৫২৫
জনক	৫২৫
জনদেব	৫২৬
জনমেজয় (জন্মেজয়)	৫২৬
জনা	৫২৬
জনার্দ্দন	৫২৬
জমদগ্নি	৫২৮
জম্বুলা	৫২৯
জয়	৫২৯
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	৫২৯
জয়চন্দ্র	৫২৯
জয়ৎসেন	৫৩০
জয়দেব	৫৩০
জয়দ্রথ	৫৩০
জয়দ্বল	৫৩১
জয়নারায়ণ ঘোষাল (মহারাজ বাহাদুর)	৫৩১
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	৫৩১
জয়ন্ত	৫৩১
জয়পাল	৫৩২
জয়সিংহ	৫৩২
জরৎকারু	৫৩৩
জরা	৫৩৩
জরাসন্ধ	৫৩৩
জর্জ্জ (সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ)	৫৩৪
জলধর সেন	৫৩৫
জলন্ধর	৫৩৬
জলি, জুলিয়স ই	৫৩৮
জব চার্ণক	৫৩৮
জবহর বাই	৫৩৯
জম্বুস্বামী	৫৩৯
জহ্নু	৫৩৯
জাঁবেরেল কাণু	৫৪০
জাজলি	৫৪০
জাতুকর্ণী	৫৪১
জানকীনাথ বসু	৫৪১
জানকীরাম (রাজা)	৫৪২
জানপদী	৫৪২
জাবালি	৫৪২
জামসেটজি জিজিভাই (ব্যারনেট)	৫৪২
জাম্ববতী	৫৪৩
জাম্ববান্	৫৪৩
জাহাঙ্গীর	৫৪৪
জাহ্নবী	৫৪৪
জিন	৫৪৫
জিনচন্দ্র সূরি	৫৪৫
জীবগোস্বামী	৫৪৬
জেম্‌স্, জন টমাস	৫৪৯
জৈগীষব্য	৫৪৯
জৈত্রপাল	৫৫০
জৈমিনি	৫৫০
জোন্স্, স্যার উইলিয়ম	৫৫০
জ্ঞানদাস	৫৫১
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৫৫২
জ্যাক্‌সন, স্যার চার্লস	৫৫২
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৫৩
জ্যোতিষ্মান্	৫৫৩

ঝ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঝিন্দনকুমারী	৫৫৬

ট

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
টড্ (Col. James Tod.)	৫৫৯
টনি, চার্লস	৫৫৯
টমসন, সার অগষ্টাস্ রিভার্স	৫৫৯
টলেমী	৫৬০
টাটা জেমসেদজী (সার্)	৫৬০
টাস্তানিয়ার	৫৬১
টার্ণার (Bishop Turner D. D.)	৫৬১
টিউনন্	৫৬২
টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ	৫৬২
টিপুসুলতান	৫৬৩
টেকচাঁদ ঠাকুর	৫৬৪
টোডরমল্ল	৫৬৫

ঠ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী	৫৬৫
ঠাকুরদাস দত্ত	৫৬৫

ড

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ডফ, রেঃ ডাঃ এলেক্‌জাণ্ডার	৫৬৬
ডফরিন, লর্ড	৫৬৭
ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জি	৫৬৭
ডারুইন্ (Charles Darwin)	৫৬৮
ডালহৌসী লর্ড	৫৬৮
ডিউসেন, পল	৫৬৯
ডিমস্থিনিস	৫৬৯
ডিম্বক	৫৭০
ডিম্ভ	৫৭০
ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান	৫৭০
ডেভিস্, টি, ডবলু রীস	৫৭০

ত

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
তক্ষ	৫৭৪
তক্ষক	৫৭৪
তন্তু	৫৭৫
তন্ত্রিপাল	৫৭৮
তপতী	৫৭৮

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
তক্ষদত্ত	৫৮০
তাঞ্জগিরি	৫৮৩
তাড়কা	৫৮৩
তানসেন	৫৮৪
তান্তিয়া তোপী	৫৮৫
তারক	৫৮৭
তারকনাথ	৫৮৭
তারকনাথ পালিত (স্যার)	৫৮৭
তারকনাথ প্রামাণিক	৫৮৮
তারকনাথ বিশ্বাস	৫৮৮
তারা	৫৮৯
তারাকুমার কবিরত্ন	৫৮৯
তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী	৫৮৯
তারানাথ তর্কবাচস্পতি	৫৮৯
তারাবতী	৫৮৯
তারাবাই	৫৯০
তালবেতাল	৫৯০
তিতুমীর	৫৯১
তিমুর (তৈমুর)	৫৯২
তিলক, বালগঙ্গাধর	৫৯৩
তিলোত্তমা	৫৯৪
তুকারাম	৫৯৪
তুম্বুরু	৫৯৫
তুরুষ্ক	৫৯৬
তুলসী	৫৯৬
তুলসীচরণ গোস্বামী	৫৯৬
তুলসীচরণ ঘোষ	৫৯৬
তুলসীদাস	৫৯৬
তুলাধার	৫৯৭
তৃণাবর্ত্ত	৫৯৮
তৈলঙ্গস্বামী	৬০০
তোডরমল্ল	৬০১
ত্রিজটা	৬০৩
ত্রিত	৬০৩
ত্রিপুর	৬০৫
ত্রিশঙ্কু	৬০৬
ত্রিশিখ	৬০৭
ত্রিশিরাঃ	৬০৭
ত্রিশোক	৬০৭
ত্রৈলঙ্গস্বামী	৬০৭
ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	৬০৭
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৬০৮

থ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
থিবো, জর্জ্জ ফ্রেডারিক উইলিয়াম্	৬০৯
দংশ	৬১০
দক্ষ	৬১০
দক্ষিণা	৬১০
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৬১১
দণ্ডগৌরী	৬১১
দণ্ডী	৬১২
দত্তাত্রেয়	৬১২
দধিমুখ	৬১৩
দধীচ (দধীচি)	৬১৩
দনু	৬১৩
দনু	৬১৩
দন্তবক্র	৬১৩
দমঘোষ	৬১৪
দমন	৬১৫
দময়ন্তী	৬১৫
দয়ানন্দ সরস্বতী	৬১৫
দয়ালচন্দ্র সোম	৬১৮
দয়াল সিং (সর্দ্দার)	৬১৮
দর্পনারায়ণ রায় (দেওয়ান)	৬১৯
দলীপ সিং (মহারাজ বাহাদুর স্যার)	৬১৯
দশরথ	৬২০
দাক্ষী	৬২০
দাদাভাই নরোজী	৬২০
দামচন্দ্র	৬২২
দামোদর মুখোপাধ্যায়	৬২২
দারা	৬২৩
দারুক	৬২৩
দাশরথি রায়	৬২৪
দিগম্বর মিত্র (রাজা)	৬২৬
দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৬২৬
দিতি	৬২৬
দিনকর ভট্ট	৬২৭
দিনকর রাও (রাজা স্যার)	৬২৭
দিলীপ	৬২৭
দিলু	৬২৮
দিবোদাস	৬২৯
দীনবন্ধু মিত্র	৬৩০
দীনেশচন্দ্র সেন	৬৩১
দীপকর	৬৩১
দীপ্তকেতু	৬৩২
দীর্ঘতমাঃ	৬৩২
দুঃখী শ্যামদাস	৬৩৩
দুঃশল	৬৩৩
দুঃশলা	৬৩৩
দুঃশাসন	৬৩৩
দুন্দুভি	৬৩৪
দুর্গ	৬৩৫
দুর্গা	৬৩৬
দুর্গাচরণ নাগ	৬৩৬
দুর্গাচরণ লাহা	৬৩৬
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৩৬
দুর্গাদাস লাহিড়ী	৬৩৭
দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৬৩৭
দুর্গারাম কর চৌধুরী	৬৩৭
দুর্গাবতী (রাণী)	৬৩৭
দুর্দ্দম	৬৩৮
দুর্ম্মুখ	৬৩৮
দুর্য্যোধন	৬৩৮
দুর্ব্বাসা	৬৪০
দুষ্মন্ত (দুষ্যন্ত)	৬৪১
দূষণ	৬৪২
দেবক (দৈবকী)	৬৪৪
দেবদত্ত	৬৪৪
দেবপাল	৬৪৫
দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৬৪৫
দেবযানী	৬৪৫
দেবরাত	৬৪৬
দেবল	৬৪৬
দেবব্রত	৬৪৬
দেবসেনা	৬৪৬
দেবহূতি	৬৪৬
দেবাপি	৬৪৬
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	৬৪৭
দেবীবর ঘটক	৬৪৭
দেবী সিং (মহারাজ বাহাদুর)	৬৪৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৪৭
দেবেন্দ্রনাথ দাস	৬৪৮
দৈত সেনা	৬৪৯
দৌলত কাজী	৬৫২
দৌষ্মন্ত	৬৫২
দ্যুমান্	৬৫২
দ্যুমৎসেন	৬৫২
দ্রুপদ	৬৫৪
দ্রোণ	৬৫৪
দ্রৌপদী	৬৫৫
দ্বারকানাথ গুপ্ত	৬৫৭
দ্বারকানাথ ঠাকুর	৬৫৭
দ্বারকানাথ মিত্র	৬৫৮
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	৬৫৮
দ্বারকানাথ সেন (মহামহোপাধ্যায়)	৬৫৯
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৬০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৬৬০
দ্বিমাতৃক	৬৬১
দ্বিবিদ	৬৬১
দ্বৈপায়ন	৬৬২

ধ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ধনঞ্জয়	৬৬৩
ধনপতি	৬৬৩
ধন্বন্তরি	৬৬৬
ধর্ম্মদাস সুর	৬৬৬
ধর্ম্মধ্বজ	৬৬৬

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক	নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক	নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ধর্ম্মপাল ...	৬৬৬	নরেশচন্দ্র সেন (ডাক্তার) ...	৬৮৭	নেলসন হোরেসিও ...	৭২৯
ধর্ম্মপুত্র ...	৬৬৬	নরোত্তম দাস ...	৬৮৭	নৈষধ ...	৭৩০
ধর্ম্মব্যাধ ...	৬৬৭	নর্থব্রুক্ লর্ড ...	৬৮৮	**প**	
ধর্ম্মাচার্য্য ...	৬৬৭	নল ...	৬৮৮		
ধাত্মমালিনী ...	৬৬৯	নলকূবর ...	৬৮৯	পওহারী বাবা ...	৭৩৩
ধাবক ...	৬৭১	নবকৃষ্ণ দেব (মহারাজ বাহাদুর)	৬৯০	পঙ্কধর মিশ্র ...	৭৩৪
ধিয়াম্পতি ...	৬৭১	নবশক্তি	৬৯২	পঙ্কজন ...	৭৩৫
ধুন্ধু ...	৬৭২	নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৯২	পঞ্চশিখ ...	৭৩৬
ধূমাবতী ...	৬৭৩	নবীনচন্দ্র সেন ...	৬৯২	পঞ্চানন তর্করত্ন ...	৭৩৭
ধূম্রকেশ ...	৬৭৩	নহুষ ...	৬৯৩	পতঞ্জলি ...	৭৩৯
ধূম্রলোচন ...	৬৭৩	নাগর ঈশান ...	৬৯৫	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ ...	৭৪২
ধূম্রাক্ষ ...	৬৭৩	নাগেশ ...	৬৯৫	পদ্মনাভ ...	৭৪২
ধৃতরাষ্ট্র ...	৬৭৪	নাড়ীজঙ্ঘ	৬৯৭	পদ্মাবতী ...	৭৪২
ধৃতবর্ম্মা ...	৬৭৪	নাদির শাহ্	৬৯৭	পদ্মিনী	৭৪৩
ধৃতিমান্ ...	[illegible]	নানক	৬৯৮	পরমেশ্বর	৭৪৬
ধৃষ্টকেতু ...	[illegible]	নানা ফড়্নবিশ্ ...	৬৯৯	পরশুরাম	৭৪৫
ধৃষ্টদ্যুম্ন ...	[illegible]	নানা সাহেব ...	৬৯৯	পরাশর ...	৭৪৯
ধৃষ্টশর্ম্মা ...	[illegible]	নারদ ...	৭০১	পরিক্ষিৎ (পরীক্ষিৎ) ...	৭৪৯
ধৃষ্টি ...	৬৭৫	নারায়ণ	৭০১	পর্জ্জন্য ...	৭৫৪
ধেনুক ...	[illegible]	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৭০২	পর্ব্বগুপ্ত ...	৭৫৫
ধৌম্য	৬৭৬	নারায়ণ স্বামী ...	৭০২	পবন	৭৫৭
ধ্রুব ...	৬৭৬	নাসত্য	৭০৪	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৭৫৯
		নিউটন (সার আইজাক)	৭০৫	পাক ...	৭৫৯
ন		নিকষা	৭০৬	পাচায়াপ্পা, ক'স্টভেরেন মুদেলিয়ার	৭৬০
নকুল ...	[illegible]	নিকুম্ভ	৭০৬	পাণিনি ...	৭৬২
নখিন্দর ...	[illegible]	নিকুম্ভী	৭০৬	পাণ্ডু ...	৭৬২
নগেন্দ্রনাথ বসু ...	[illegible]	নিখিলনাথ রায়	৭০৭	পার্থ ...	৭৬৭
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	[illegible]	নিতাই বৈরাগী	৭০৮	পার্থিবী ...	৭৬৭
নগেন্দ্র নাথ সোম ...	[illegible]	নিত্যকৃষ্ণ বসু	৭০৮	পার্ব্বতী ...	৭৬৭
নগ্নজিৎ ...	৬৮০	নিত্যানন্দ	৭০৮	পিকক (Sir Barnes Peacock Kt.)	৭৬৯
নচিকেতাঃ ...	৬৮০	নিত্যানন্দ (মিশ্র)	৭০৯	পিটার গ্রাণ্ট, স্যার জন	৭৭০
নন্দ ...	৬৮২	নিত্যানন্দ	৭০৯	পীটার দি গ্রেট ...	৭৭৩
নন্দকুমার বসু (দেওয়ান) ...	৬৮২	নিত্যানন্দ দাস	৭০৯	পীল, স্যার রবার্ট ...	৭৭৩
নন্দকুমার রায় (মহারাজ) ...	৬৮২	নিধিরাম গুপ্ত	৭১০	পুণ্ডরীক ...	৭৭২
নন্দিনী ...	৬৮৩	নিমাই	৭১১	পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ..	৭৭৫
নন্দী ...	৬৮৪	নিমি ...	৭১১	পুণ্ড্র	৭৭৫
নভগ ...	৬৮৬	নিয়তি ..	৭১১	পুরঞ্জয় ..	৭৭৭
নমুচি ...	৬৮৪	নিবাতকবচ ...	৭১২	পুরু ..	৭৭৯
নয়চন্দ্র সূরি ...	৬৮৫	নিশুম্ভ ...	৭২০	পুরূরবাঃ (পুরুরবাঃ) ...	৭৮০
নর ...	৬৮৫	নিষধ ...	৭২০	পুরোচন ...	৭৮০
নরক ...	৬৮৫	নীল ...	৭২৪	পুলস্ত্য ...	৭৮০
নরনারায়ণ ...	৬৮৬	নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ...	৭২৪	পুলহ ...	৭৮০
নরনারায়ণ সিংহ ...	৬৮৬	নীলরতন সরকার (ডাক্তার) ..	[illegible]	পুলোমা ...	৭৮১
নরসিংহ ...	৬৮৬	নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ...	[illegible]	পুষ্কর ...	৭৮১
নরসিংহদেব ...	৬৮৬	নূরজাহাঁ ...	[illegible]	পুষ্কল	৭৮১
নরহরি চক্রবর্ত্তী ...	৬৮৭	নৃগ ..	৭২৬	পুষ্পদন্ত ..	৭৮২
নরহরি দাস ...	৬৮৭	নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ	৭২৬	পূতনা ...	৭৮৩
নরাত্মক ...	৬৮৭	নৃসিংহদেব	৭২৭	পূরু ..	৭৮৩
নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (মহারাজ বাহাদুর স্যার)	৬৮৭	নেপিয়ার (স্যার্ চার্লস) ...	৭২৮	পূর্ণানন্দ পরমহংস ...	
নরেন্দ্রনাথ সেন (রায় বাহাদুর)	৬৮৭	নেপোলিয়ান বোনাপার্ট	[illegible]	পৃথা	৭৮৩

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
পৃথু	…	৭৮৫
পৃথ্বীরায় (পৃথ্বীরাজ)	…	৭৮৫
পৃশ্নি (পৃক্নি)	…	৭৮৫
পৈল	…	৭৮৭
পৌণ্ড্রক	…	৭৮৯
প্যারীচরণ সরকার	…	৭৯০
প্যারীচাঁদ মিত্র	…	৭৯০
প্যারীমোহন কবিরত্ন	…	৭৯০
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (রাজা)		৭৯০
প্রকাশানন্দ সরস্বতী	…	৭৯১
প্রকাশানন্দ স্বামী	…	৭৯১
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	…	৭৯৫
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (ডাক্তার)		৭৯৫
প্রতাপচন্দ্র রায়	…	৭৯৫
প্রতাপচন্দ্র সিংহ	…	৭৯৫
প্রতাপনারায়ণ দেব	…	৭৯৬
প্রতাপ রুদ্র	…	৭৯৬
প্রতাপ সিংহ	…	৭৯৬
প্রতাপাদিত্য রায়	…	৭৯৭
প্রতিবিন্ধ্য	…	৮০০
প্রতীপ	…	৮০২
প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	…	৮০২
প্রদ্যুম্ন	…	৮০৬
প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর	…	৮০৬
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ডাঃ পি, সি, রায়)		৮০৭
প্রভাকর	…	৮০৮
প্রভাবতী	…	৮০৮
প্রভুনারায়ণ সিংহ	…	৮০৮
প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	…	৮০৯
প্রমদ্বরা	…	৮০৯
প্রমীলা	…	৮১০
প্রবর	…	৮১১
প্রবীর	…	৮১২
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	…	৮১৩
প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী	…	৮১৩
প্রসন্নকুমার রায়	…	৮১৪
প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন	…	৮১৪
প্রসূতি	…	৮১৫
প্রহস্ত	…	৮১৬
প্রহ্লাদ	…	৮১৬
প্রাচীনবর্হিঃ	…	৮১৭
প্রাধা	…	৮১৮
প্রিন্সেপ জেমস্ (James Prinsep)		৮২১
প্রিয়নাথ বোষ	…	৮২২
প্রিয়নাথ সেন (ডাঃ)	…	৮২২
প্রিয়ম্বদা	…	৮২২
প্রিয়ব্রত	…	৮২২
প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ	…	৮২৩
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ	…	৮২৩
প্রেমানন্দ ভারতী	…	৮২৪

ফ

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
ফজলল করিম (সেখ)		৮২৫
ফতে সিং		৮২৬
ফরদৌসী		৮২৬
ফা হিয়ান (Fa Hian)		৮২৯
ফিয়ার, স্যার জন্ বাড		৮২৯
ফুলকুমারী গুপ্তা		৮৩০
ফেরিস্তা		৮৩১
ফৈজি		৮৩১
ফ্রাঙ্কলিন		৮৩২
ফ্রান্সিস্ (স্যার ফিলিপ)		৮৩২

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
বক		
বখ্তিয়ার খিলিজি		
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	…	৮৩২
বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	…	৮৩৬
বঙ্গ	…	৮৩৬
বজ্র	…	৮৩৭
বজ্রজ্বালা	…	৮৩৭
বজ্রনাভ	…	৮৩৭
বটকৃষ্ণ পাল	…	৮৩৮
বৎসরাজ	…	৮৩৯
বদরুদ্দীন তায়াবজী	…	৮৩৯
বনবিহারী কপূর (রাজা)	…	৮৪১
বপ্ ফ্রান্সিস (Francis Bopp)		৮৪৩
বপুষ্টমা	…	৮৪৩
বভ্রুবাহন	…	৮৪৩
বরদাচরণ মিত্র		৮৪৫
বররুচি	…	৮৪৬
বরাহ (বরাহমিহির)	…	৮৪৭
বরুণ	…	৮৪৭
বর্ণুফ, ইউজিনী	…	৮৪৯
বর্ণুফ, এমিলিলুই	…	৮৪৯
বর্দ্ধমান	…	৮৫১
বলদেব (বলভদ্র, বলরাম)	…	৮৫২
বলরাম ভঞ্জ	…	৮৫৩
বলাই বৈষ্ণব	…	৮৫৩
বলি	…	৮৫৩
বল্লভ	…	৮৫৪
বল্লভস্বামী	…	৮৫৫
বল্লাল সেন	…	৮৫৫
বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ)	…	৮৫৫
বসু	…	৮৫৬
বসুদেব	…	৮৫৭
বসুন্ধর	…	৮৫৭
বসুন্ধরা	…	৮৫৭
বাক্পতিরাজ	…	৮৬০
বাণ	…	৮৬৩
বাণভট্ট	…	৮৬৩
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার	…	৮৬৩
বাতাপি	…	৮৬৪
বাপুদেব শাস্ত্রী	…	৮৬৫
বাপ্পারাও	…	৮৬৬
বাবর সাহ	…	৮৬৬
বাবা শ্রীঠাকুরদাসজী	…	৮৬৬
বামদেব	…	৮৬৭
বামন	…	৮৬৭
বায়ু	…	৮৬৮
বারওয়েল	…	৮৬৯
বার্নিয়ে, ফ্রাঁসোয় (François Bernier)		[illegible]
বালখিল্য		[illegible]
বালী	…	[illegible]
বাল্মীকি		
বাসুকি	…	
বাসুদেব সার্ব্বভৌম		৮৭৪
বাহু	…	৮৭৫
বাহুক	…	৮৭৫
বিকর্ণ	…	৮৭৬
বিকর্ত্তন	…	৮৭৬
বিকুক্ষি	…	৮৭৭
বিক্রমাদিত্য	…	৮৭৭
বিচিত্রবীর্য্য	…	৮৮০
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	…	৮৮০
বিজয়চাঁদ মহাতাব	…	৮৮১
বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন (মহামহোপাধ্যায়)	…	৮৮২
বিজয় সেন	…	৮৮১
বিডন্, স্যার সিসিল	…	৮৮২
বিদুর	…	[illegible]
বিদুলা	…	[illegible]
বিদ্যা	…	[illegible]
বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য	…	৮৮৫
বিদ্যাপতি	…	[illegible]
বিদ্যুজ্জিহ্ব	…	৮৮৬
বিনতা	…	৮৮৭
বিনয়কৃষ্ণ দেব (রাজা বাহাদুর)		[illegible]
বিন্দুসার	…	[illegible]
বিন্ধ্য	…	৮৮৯
বিপ্রচিত্ত	…	৮৯১
বিভাণ্ডক	…	[illegible]
বিভীষণ	…	৮৯২
বিম্বসার	…	[illegible]
বিয়ট্লিংক (বট্লিংক)	…	[illegible]
বিরজা	…	[illegible]
বিরাট	…	[illegible]
বিরাধ	…	
বিরোচন	…	
বিবেকানন্দ স্বামী	…	

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
বিশাখ দত্ত ...	৮৯৯
বিশুদ্ধানন্দ (স্বামী) ...	৮৯৯
বিশ্রবাঃ ...	৯০০
বিশ্বকর্ম্মা ...	৯০১
বিশ্বনাথ কবিরাজ ...	৯০১
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ...	৯০১
বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব ...	৯০১
বিশ্বরূপ ...	৯০২
বিশ্বামিত্র ...	৯০২
বিশ্বাবসু ...	৯০৩
বিষ্ণু ...	৯০৫
বিষ্ণুশর্ম্মা ...	৯০৫
বিহারিলাল গুপ্ত ...	৯০৮
বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় ...	৯০৮
বিহারিলাল সরকার ...	৯০৮
বীচক্রফট্ চার্লস্ পোর্টেন ...	৯০৮
বীতশোক ...	৯০৯
বীতহব্য ...	৯০৯
বীভৎসু ...	৯১০
বীরবল ...	৯১০
বীরভদ্র ...	৯১০
বীরসেন ...	৯১১
বীরেশ্বর পাঁড়ে ...	৯১১
বুদ্ধ ...	৯১২
বুধ ...	৯১৪
বৃত্র ...	৯১৪
বৃন্দা ...	৯১৫
বৃন্দাবন দাস ...	৯১৭
বৃষকেতু ...	৯১৭
বৃহদ্বল ...	৯১৮
বৃহন্নলা ...	৯১৮
বৃহস্পতি ...	৯১৮
বেকার (স্যার এড্ওয়ার্ড নরম্যান্ বেকার)	৯১৮
বেণ ...	৯১৯
বেণ্টলী (John Bentley) ...	৯১৯
বেণ্টিঙ্ক (লর্ড উইলিয়ম) ...	৯১৯
বেথুন, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার	৯২০
বেদবতী ...	৯২১
বেদব্যাস ...	৯২১
বেন্‌কে থিয়োডোর ...	৯২২
বেলি, স্যার ষ্টুয়ার্ট কল্ভিন ...	৯২৪
বেশান্ত আনি ...	৯ ৫
বেহুলা ...	৯২৬
বৈকুণ্ঠনাথ বসু (রায় বাহাদুর)	৯২৭
বৈকুণ্ঠনাথ সেন (রায় বাহাদুর)	৯২৭
বৈশম্পায়ন ...	৯৩০
বোপদেব ...	৯৩১
ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ...	৯৩৬
ব্যোমকেশ মুস্তফী ...	৯৩৬
ব্রহ্মগুপ্ত ...	৯৩৮

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ব্রজমোহন মল্লিক ...	৯৩৯
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ...	৯৪০
ব্রহ্মা ...	৯৪১
ব্রুস (রবার্ট) ...	৯৪২
ব্রুকম্যান ...	৯৪২
ব্লাভাস্কী, হেলেনা পেট্রোভ্না	৯৪২

ভ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভগদত্ত ...	৯৪৩
ভগবান্ দাস ...	৯৪৪
ভগীরথ ...	৯৪৪
ভট্টনারায়ণ ...	৯৪৫
ভট্টি ...	৯৪৫
ভরত ...	৯৪৬
ভরতমল্লিক ...	৯৪৭
ভরদ্বাজ ...	৯৪৭
ভর্ত্তৃহরি ...	৯৪৮
ভবভূতি ...	৯৪৮
ভব সিংজী ...	৯৪৯
ভবানন্দ মজুমদার ...	৯৪৯
ভবানী (রাণী) ...	৯৪৯
ভবানী বণিক্ ...	৯৫০
ভাগীরথী ...	৯৫২
ভাণ্ডারি ...	৯৫২
ভাণ্ডারকার, রামকৃষ্ণগোপাল	৯৫২
ভানুমতী ...	৯৫৩
ভারতচন্দ্র রায় ...	৯৫৩
ভারবি ...	৯৫৪
ভাবমিশ্র ...	৯৫৫
ভাসকবি ...	৯৫৫
ভাস্কর পণ্ডিত ...	৯৫৬
ভাস্করাচার্য্য ...	৯৫৬
ভাস্করানন্দ স্বামী ...	৯৫৬
ভাস্কো ডি গামা ...	৯৫৬
ভিক্টোরিয়া ...	৯৫৭
ভীম ...	৯৫৮
ভীমসেন ...	৯৫৮
ভীষ্ম ...	৯৫৯
ভীষ্মক ...	৯৬০
ভুবনমোহন দাশ ...	৯৬২
ভুবনমোহন রায় চৌধুরী ...	৯৬২
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ...	৯৬৪
ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ...	৯৬৫
ভূপেন্দ্র নাথ বসু ...	৯৬৫
ভূরিশ্রবাঃ ...	৯৬৬
ভৃগু ...	৯৬৭
ভোজ ...	৯৬৯
ভোলানাথ চন্দ্র ...	৯৭০
ভোলানাথ বসু (ডাক্তার) ...	৯৭০
ভোলা ময়রা ...	৯৭০
ভ্যান্সিটার্ট ...	৯৭১
ভ্রামরী ...	৯৭২

ম

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
মণ্ডলা বক্স ...	৯৭২
মকরাক্ষ ...	৯৭৩
মঙ্গলদাস নাথুভয় (স্যার) ...	৯৭৪
মণিবেগম ...	৯৭৬
মণিমান্ ...	৯৭৬
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (স্যার্, মহারাজ)	৯৭৬
মণ্টেগু, এডউইন (স্যামুয়েল) ...	৯৭৭
মতঙ্গ ...	৯৭৮
মতিলাল ঘোষ ...	৯৭৮
মতিলাল নেহেরু ...	৯৭৯
মতিলাল রায় ...	৯৭৯
মতিলাল শীল ...	৯৮০
মৎস্যগন্ধা ...	৯৮০
মদন মাষ্টার ...	৯৮১
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ...	৯৮১
মদনমোহন মালব্য ...	৯৮২
মদালসা ...	৯৮৩
মধু ...	৯৮৩
মধুকৈটভ ...	৯৮৩
মধুসূদন কিন্নর ...	৯৮৪
মধুসূদন দত্ত (মাইকেল) ...	৯৮৪
মনসা ...	৯৮৭
মনিয়ার উইলিয়াম্স্ ...	৯৮৭
মনু ...	৯৮৮
মনোমোহন ঘোষ ...	৯৮৮
মনোমোহন বসু ...	৯৮৮
মনোরমা ...	৯৮৯
মন্থরা ...	৯৯০
মন্দোদরী ...	৯৯০
মন্মথচন্দ্র বসু মল্লিক ...	৯৯০
মন্মথনাথ ঘোষ ...	৯৯১
মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য ...	৯৯১
মমতাজমহল ...	৯৯১
ময় ...	৯৯২
ময়রা, লর্ড (Earl of Moira)	৯৯২
মরীচি ...	৯৯৩
মরুৎ ...	৯৯৩
মরুত্ত ...	৯৯৩
মল্লিনাথ ...	৯৯৬
মহম্মদ ...	৯৯৭
মহম্মদ আলি (মৌলানা) ...	৯৯৭
মহম্মদ আলি (জিন্না) ...	৯৯৮
মহম্মদ ইক্‌বাল স্যার ...	৯৯৮
মহম্মদ ঘোরী ...	৯৯৮
মহম্মদ মহসিন (হাজি) ...	৯৯৯
মহম্মদ সফি ...	৯৯৯

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
মহম্মদ হবিবুল্লা, স্যার	...	১০০০
মহসিন উল-মুল্ক	...	১০০০
মহতাব চাঁদ	...	১০০১
মহাদেব	...	১০০১
মহানন্দ	...	১০০২
মহামায়া	...	১০০৪
মহাসিংহ	...	১০০৭
মহিষাসুর	...	১০০৭
মহীপতরাম	...	১০০৮
মহীপাল	...	১০০৮
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	...	১০০৯
মহেন্দ্রনাথ সরকার (ডাক্তার)	...	১০০৯
মহেশ কাণা	...	১০০৯
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (মহামহোপাধ্যায়)		১০০৯
মাইকেল এঞ্জেলো	...	১০১০
মাঘ	...	১০১১
মাণিকচাঁদ দেওয়ান	...	১০১২
মাণিক্যনন্দী	...	১০১২
মাণ্ডবী	...	১০১২
মাণ্ডব্য	...	১০১২
মাতলি	...	১০১২
মাদ্রী	...	১০১৪
মাধবদাস বাবাজী	...	১০১৪
মাধব রাও (রাজা স্যার), ট্যাঞ্জোর		১০১৫
মাধবাচার্য্য	...	১০১৬
মাধাই	...	১০১৬
মানসিংহ	...	১০১৭
মান্ধাতা	...	১০১৭
মায়াবতী	...	১০১৮
মায়াবী	...	১০১৮
মারীচ	...	১০১৯
মারুত	...	১০১৯
মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়	...	১০১৯
মার্ক্‌বি, স্যার উইলিয়াম	...	১০১৯
মার্সম্যান, জন ক্লার্ক	...	১০২০
মালাধর বসু	...	১০২১
মালাবারী, বাহারামজী মারওয়ানজী		১০২১
মাল্যবান্	...	১০২১
মিথাহিনিস	...	১০২২
মিবেল, রেভারেণ্ড ডাক্তার মারে		১০২২
মিড্‌লটন	...	১০২৩
মিণ্টো (লর্ড)	...	১০২৩
মিণ্টো, লর্ড (২য়)	...	১০২৩
মিরকাসিম	...	১০২৫
মিরজাফর	...	১০২৫
মিরজুমলা	...	১০২৬
মিলটন	...	১ ২৬
মিহির	...	১০২৬
মীনা	...	১০২৭

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
মীনাবাই	...	১০২৭
মীরাবাই	...	১০২৭
মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ)		১০২৭
মুচুকুন্দ	...	১০২৯
মুধোলকার, রঙ্গনাথ নরসিংহ	...	১০৩১
মুর	...	১০৩১
মুরজা	...	১০৩১
মুরাদ	...	১০৩১
মুরারি গুপ্ত	...	১০৩১
মুসা (Moses)	...	১০৩৪
মৃকণ্ডু	...	১০৩৪
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	...	১০৩৫
মেকেঞ্জি, স্যার আলেকজাণ্ডার		১০৩৫
মেঘনাদ	...	১০৩৫
মেটকাফ চার্লস্	...	১০৩৬
মেটা, ফিরোজশা মেহের বানজী		১০৩৬
মেধাতিথি	...	১০৩৭
মেনকা (মেনা)	...	১০৩৭
মেনাহাতী	...	১০৩৭
মেয়ো, লর্ড	...	১০৩৭
মেহেরুন্নিসা	...	১০৩৮
মৈনাক	...	১০৩৮
মোহনচাঁদ বসু	...	১০৩৯
মোহনপ্রসাদ	...	১০৩৯
মোহনলাল (রাজা)	...	১০৩৯
মোহন সরকার	...	১০৩৯
মোহিনী	...	১০৪০
ম্যাক্‌ফার্সন, সার জন্	...	১০৪১
ম্যাক্স মুলার, ডাক্তার	...	১০৪১
ম্যাডান, জে, এফ	...	১০৪১
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০৪২
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা সার)		১০৪৩
যতীন্দ্রমোহন রায়	...	১০৪৩
যদু	...	
যদুনাথ মজুমদার	...	
যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)		
যদুনাথ সরকার	...	১০৪৫
যম	...	১০৪৫
যমলার্জ্জুন	...	১০৪৬
যমুনা	...	১০৪৬
যযাতি	...	১০৪৬
যযাতিকেশরী	...	১০৪৬
যশোদা (যশোমতী)	...	১০৪৭
যাজ্ঞবল্ক্য	...	১০৪৮
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১০৪৯
যামিনীভূষণ রায় (কবিরাজ, এম, এ, এম, বি)	...	১০৪৯
যিশুখৃষ্ট	...	১০৫

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
যুধিষ্ঠির	...	১০৫২
যুযুৎসু	...	১০৫৩
যুবনাশ্ব	...	১০৫৪
যোগমায়া	...	১০৫৪
যোগীন্দ্রনাথ বসু	...	১০৫৫
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু	...	১০৫৫
যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১০৫৫
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	...	১০৫৫
যোগেন্দ্রনাথ সেন	...	১০৫৬
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (জে, চৌধুরী)		১০৫৬
যোজনগন্ধা	...	১০৫৬

র

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক
রক্তবীজ	...	১০৫৮
রক্তরজা	...	১০৫৯
রঘু	...	১০৫৯
রঘুনন্দন (রায় রায়ান)	...	১০৫৯
রঘুনন্দন গোস্বামী	...	১০৫৯
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য	...	১০৫৯
রঘুনাথ দাস	...	১০৬০
রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে		১০৬০
রঘুনাথ শিরোমণি	...	১০৬০
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়	...	১০৬১
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০৬১
রজনীকান্ত গুপ্ত	...	১০৬২
রজনীকান্ত সেন	...	১০৬২
রণজিৎ সিংজী	...	১০৬৩
রণজিৎ সিংহ	...	১০৬৩
রতি	...	১০৬৪
রত্নাকর	...	১০৬৪
রমানাথ ঠাকুর (মহারাজ)	...	১০৬৬
রমাবাই (পণ্ডিতা)	...	১০৬৬
রমেশচন্দ্র দত্ত (R. C. Dutt)		১০৬৬
রমেশচন্দ্র মিত্র (স্যার)	...	১০৬৭
রম্ভা	...	১০৬৭
রবার্ট, স্যার চেম্বার্স	...	১০৬৭
রবার্টস (লর্ড)	...	১০৬৭
রবিবর্ম্মা (রাজা)		১০৬৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
রষ্ট, ডাক্তার		
রসময় দত্ত	...	
রসময় মিত্র (রায় বাহাদুর)	...	
রসিকচন্দ্র রায়	...	৭১
রসিকলাল দত্ত, ডাক্তার	...	৭১
রহিমতুল্যা মহম্মদ সায়ানী	...	৭২
রাখালদাস ন্যায়রত্ন (মহামহোপাধ্যায়)		
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	...	
রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী	...	
রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার (কাপ্তেন)		
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
রাজকৃষ্ণ রায়	১০৭৫
রাজনারায়ণ বসু	১০৭৬
রাজবল্লভ (রাজা)	১০৭৭
রাজশেখর	১০৭৮
রাজসিংহ	১০৭৮
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১০৭৯
রাজীবলোচন রায়	১০৭৯
রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (রায় বাহাদুর)	১০৭৯
রাজেন্দ্র দত্ত	১০৮০
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (স্যার)	১০৮০
রাজেন্দ্র মল্লিক (রাজা বাহাদুর)	১০৮০
রাজেন্দ্রলাল মিত্র (রাজা)	১০৮০
রাণাডে, মহাদেও গোবিন্দ	১০৮১
রাধা	১০৮২
রাধাকান্ত দেব (রাজা স্যার)	১০৮২
রাধানাথ বসু মল্লিক	১০৮৩
রাধানাথ শিকদার	১০৮৪
রাম	১০৮৪
রামকমল সেন (দেওয়ান)	১০৮৬
রামকানাই দত্ত	১০৮৬
রামকুমার নন্দী (কবি)	১০৮৭
রামকৃষ্ণ (পরমহংস)	১০৮৭
রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)	১০৮৭
রামগতি ন্যায়রত্ন	১০৮৮
রামগোপাল ঘোষ	১০৮৮
রামচন্দ্র দত্ত	১০৮৯
রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (কবিরাজ)	১০৮৯
রামতনু লাহিড়ী	১০৮৯
রামদাস সেন	১০৯০
রামদাস স্বামী	১০৯০
রামদুলাল সরকার	১০৯০
রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত	১০৯১
রামনারায়ণ তর্করত্ন	১০৯২
রামনিধি গুপ্ত	১০৯২
রামপ্রসাদ সেন	১০৯২
রামপ্রাণ গুপ্ত	১০৯২
রামমূর্ত্তি, নাইডু	১০৯৩
রামমোহন রায় (রাজা)	১০৯৩
রামমোহন বসু	১০৯৩
রামরাম বসু	১০৯৩
রামশর্ম্মা	১০৯৪
রামানন্দ	১০৯৪
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১০৯৪
রামানন্দ নন্দী	১০৯৫
রামানুজ	১০৯৫
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১০৯৫
রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)	১০৯৬
রামেশ্বর সিংহ (মহারাজ বাহাদুর স্যার)	১০৯৬
রায়ন (Sir Edward Ryan)	১০৯৬
রাবণ	১০৯৬
রাসমণি (রাণী)	১০৯৭
রাসবিহারী ঘোষ	১০৯৮
রায়নৃসিংহ	১০৯৯
রাসেল (স্যার হেনরী)	১০৯৯
রাহুল	১০৯৯
রিপন্ (লর্ড, মার্কুইস্ অভ্)	১১০০
রুক্মাঙ্গদ	১১০১
রুক্মিণী	১১০১
রুক্মী	১১০১
রুচি	১১০১
রুদ্র	১১০২
রুমা	১১০২
রুরু	১১০২
রূপ	১১০৩
রূপচাঁদ পক্ষী	১১০৩
রেডিং (লর্ড)	১১০৪
রেণুকা	১১০৪
রেবত	১১০৪
রেবতী	১১০৪
রোণাল্ডসে, লর্ড	১১০৫
রোথ (Rudolph Von Roth)	১১০৫
রোহিণী	১১০৬
রোহিতাশ্ব	১১০৭

ল

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
লক্ষ্মণ	১১০৮
লক্ষ্মণসেন	১১০৮
লক্ষ্মণা	১১০৯
লক্ষ্মী	১১০৯
লক্ষ্মীধর	১১০৯
লক্ষ্মীবাই	১১০৯
লঙ, রেভাঃ জেমস্	১১১০
ললিতা	১১১২
লব	১১১২
লবণ	১১১৩
লাফোঁ রেভাঃ ফাদার	১১১৪
লালমোহন ঘোষ	১১১৪
লালমোহন বিদ্যানিধি	১১১৫
লালবিহারী দে, রেভাঃ	১১১৫
লালাবাবু	১১১৫
লালা লাজপৎ রায়	১১১৫
লালু নন্দলাল	১১১৫
লাসেন (Christian L. Lassen)	১১১৬
লিটন (এডওয়ার্ড বুলওয়ার লর্ড)	১১১৬
লিটন (এডওয়ার্ড রবার্ট লর্ড)	১১১৬
লিটন (লর্ড)	১১১৭
লীলাবতী	১১১৭
লেফ্রয়	১১১৯
লোকনাথ ব্রহ্মচারী	১১১৯
লোচন দাস	১১২০
লোপা (লোপামুদ্রা)	১১২১
লোমপাদ (রোমপাদ)	১১২১
লোমশ	১১২১
লোমহর্ষণ	১১২১
ল্যান্সডাউন, মার্কুইস অভ্ (লর্ড)	১১২২

শ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
শক	১১২২
শকারি	১১২২
শকুনি	১১২২
শকুন্তলা	১১২৩
শক্তি	১১২৩
শঙ্করন্ নেয়ার (সার)	১১২৪
শঙ্করাচার্য্য	১১২৪
শঙ্কু	১১২৫
শঙ্খ	১১২৫
শঙ্খচূড়	১১২৫
শচি, শচী	১১২৬
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১২৬
শতদলবাসিনী বিশ্বাস	১১২৭
শতধন্বা	১১২৭
শতানন্দ	১১২৭
শতানীক	১১২৭
শত্রুঘ্ন	১১২৮
শনি	১১২৮
শমীক	১১২৯
শম্বর	১১২৯
শম্বুক	১১২৯
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)	১১৩০
শম্ভুজী (শম্ভোজী)	১১৩০
শম্ভুজী (২য়)	১১৩০
শম্ভুনাথ পণ্ডিত	১১৩১
শরচ্চন্দ্র দাস (রায় বাহাদুর)	১১৩১
শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	১১৩২
শরৎকুমার বসু মল্লিক	১১৩২
শরৎকুমার লাহিড়ী	১১৩২
শরৎচন্দ্র চৌধুরী	১১৩২
শরদ্বান্	১১৩৩
শরভঙ্গ	১১৩৩
শর্ম্মিষ্ঠা	১১৩৪
শর্য্যাতি	১১৩৪
শল্য	১১৩৪
শবরী	১১৩৫
শবলা	১১৩৫
শশাঙ্ক	১১৩৫
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১১৩৫
শাকটায়ন	১১৩৬
শাক্য (শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ)	১১৩৬
শাণ্ডিল্য	১১৩৭
শাতাতপ	১১৩৭

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
শান্তনু	১১৩৭
শান্তা	১১৩৮
শামসুল হুদা, (সৈয়দ, নবাব, স্যর)	১১৩৮
শাম্ব	১১৩৮
শায়েস্তা খাঁ	১১৩৮
শালিগ্রাম (রায় বাহাদুর)	১১৪০
শালিবাহন	১১৪০
শাহ	১১৪০
শাহজাহান (শাহজহাঁ)	১১৪১
শিখণ্ডী	১১৪৩
শিনি	১১৪৩
শিলাদিত্য	১১৪৫
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	১১৪৬
শিবনাথ শাস্ত্রী	১১৪৬
শিবরতন মিত্র	১১৪৭
শিবাজী	১১৪৭
শিবি	১১৫০
শিশিরকুমার ঘোষ	১১৫০
শিশুপাল	১১৫০
শুক	১১৫২
শুক্র	১১৫২
শুক্রাচার্য্য	১১৫৩
শুচিশ্রবাঃ	১১৫৩
শুজা (সাহ)	১১৫৩
শুদ্ধানন্দ স্বামী	১১৫৪
শুদ্ধোদন	১১৫৪
শুনঃশেফ	১১৫৪
শুভঙ্কর	১১৫৪
শুম্ভ	১১৫৫
শূদ্রক	১১৫৬
শূরসেন	১১৫৬
শূর্পণখা	১১৫৬
শৃঙ্গী	১১৫৭
শের আফগান	১১৫৮
শের আলি	১১৫৮
শেলবু	১১৫৮
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার	১১৫৯
শৈব্যা	১১৫৯
শোভা সিংহ	১১৬০
শোর, সার্ জন্	১১৬০
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (রাজা স্যর)	১১৬১
শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী	১১৬২
শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৬২
শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস)	১১৬২
শ্যামাচরণ বল্লভ	১১৬৩
শ্যামাচরণ সরকার	১১৬৩
শ্রদ্ধানন্দ স্বামী	১১৬৪
শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম	১১৬৬
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন	১১৬৬
শ্রীগোপাল বসু মল্লিক	১১৬৬
শ্রীচন্দ্র	১১৬৬
শ্রীদাম	১১৬৬
শ্রীধর আচার্য্য	১১৬৬
শ্রীধর কথক	১১৬৬
শ্রীধর স্বামী	১১৬৬
শ্রীনাথ ঘোষ	১১৬৭
শ্রীনিবাস	১১৬৭
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী	১১৬৭
শ্রীমতী	১১৬৮
শ্রীবৎস	১১৬৮
শ্রীবাস পণ্ডিত	১১৬৯
শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী (রায় বাহাদুর)	১১৬৯
শ্রীহর্ষ	১১৬৯
শ্রুতকীর্ত্তি	১১৬৯
শ্রুতশ্রবাঃ	১১৬৯
শ্রুতায়ুঃ	১১৬৯
শ্বেত	১১৭০
শ্বেতকী	১১৭১

ষ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ষণ্ড	১১৭২
ষষ্ঠীবর সেন	১১৭৩

স

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
সংগ্রাম সিংহ	১১৭৪
সংজ্ঞা	১১৭৪
সংযুক্তা	১১৭৫
সংবরণ	১১৭৬
সংবর্ত্ত	১১৭৬
সংসারচন্দ্র সেন (রাও বাহাদুর)	১১৭৮
সক্রেটীজ্ (Socrates)	১১৮০
সখারাম গণেশ দেউস্কর	১১৮১
সগর	১১৮১
সঞ্জয়	১১৮৪
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১৮৫
সতানন্দ	১১৮৫
সতী	১১৮৫
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১১৮৬
সত্রাজিৎ	১১৮৭
সত্যচরণ শাস্ত্রী	১১৮৭
সত্যভামা	১১৮৭
সত্যবতী	১১৮৭
সত্যবান্	১১৮৮
সত্যব্রত সামশ্রমী	১১৮৮
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৮৯
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, ল	১১৮৯
সত্রাজিৎ	১১৯০
সনক	১১৯১
সনৎকুমার	১১৯১
সনাতন	১১৯১
সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	১১৯২
সমরসিংহ	১১৯৬
সমরু	১১৯৭
সমরু (বেগম)	১১৯৭
সমরেন্দ্র সিংহ	১২০১
সমুদ্র গুপ্ত	১২০২
সম্পাতি	১২০২
সরফরাজ খাঁ	১২০৫
সরমা	১২০৫
সরলাদেবী	১২০৫
সরস্বতী	১২০৬
সরোজিনী নাইডু	১২০৬
সর্ব্বার্থসিদ্ধ	১২০৯
সলিম	১২০৯
সহদেব	১২১১
সা আদম	১২১২
সাতুরায়	১২১৪
সাত্যকি	১২১৪
সাদৎ আলি	১২১৪
সান্দীপনি	১২১৬
সামন্ত সেন	১২১৭
সারণ	১২১৮
সারদাচরণ মিত্র	১২১৮
সারদারঞ্জন রায়	১২১৮
সারস্বত	১২১৯
সালারজঙ্গ (স্যর)	১২২০
সাবর্ণ (সাবর্ণি)	১২২০
সাবিত্র	১২২০
সাবিত্রী	১২২০
সাহেব ধনী	১২২২
সিংহবাহু	১২২২
সিংহিকা	১২২২
সিন্ধু	১২২৪
সিন্ধুদ্বীপ	১২২৪
সিরাজদ্দৌলা	১২২৪
সিষ্টার নিবেদিতা	১২২৬
সিসিরো	১২২৭
সীজার, জুলিয়স	১২২৭
সীতা	১২২৮
সীতারাম রায়	১২২৯
সুকন্যা	১২৩০
সুকেতু	১২৩০
সুকেশ	১২৩০
সুগ্রীব	১২৩১
সুজাউদ্দৌলা	১২৩২
সুতীক্ষ্ণ	১২৩২
সুদামা	১২৩২
সুনীতি	১২৩৩
সুন্দ	১২৩৩
সুপার্শ্ব	১২৩৪
সুবলচন্দ্র মিত্র	১২৩৫

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
সুবুদ্ধি শিরোমণি ...	১২৩৪
সুব্রহ্মণ্য আয়ার ...	১২৩৬
সুভদ্রা ...	১২৩৬
সুভাষচন্দ্র বসু ...	১২৩৬
সুমালী ...	১২৩৭
সুমিত্রা ...	১২৩৭
সুযুপ ...	১২৩৭
সুরথ ...	১২৩৮
সুরভি (সুরতী) ...	১২৩৮
সুরসা ...	১২৩৮
সুরুচি ...	১২৩৯
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)	১২৩৯
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যার)	১২৩৯
সুরেশচন্দ্র দত্ত ...	১২৪০
সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (কর্ণেল) ...	১২৪১
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ...	১২৪১
সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ডাক্তার, এম, ডি ...	১২৪১
সুশর্ম্মা ...	১২৪২
সুশ্রুত ...	১২৪৩
সুষেণ ...	১২৪৩
সূর্য্য ...	১২৪৪
সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী (রায় বাহাদুর)	১২৪৫
সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী (ডাঃ গুডিভ চক্রবর্ত্তী)	১২৪৬
সৃঞ্জয় ...	১২৪৬
সেকন্দর (বা সিকন্দর) লোদী	১২৪৭
সেকন্দর সাহ ...	১২৪৭
সেকন্দর (বা সিকন্দর) সাহ	১২৪৭
সেক্সপীয়ার (বা সেক্ষপীয়র), উইলিয়াম	১২৪৭
সের আলি ...	১২৪৮
সের শাহ ...	১২৪৮
সেসাদ্রি (শেষাদ্রি) আয়ার ...	১২৪৯
সোপেনহাওয়ার ...	১২৫০
সোমদত্ত ...	১২৫০
সোমেশচন্দ্র বসু (ব্রহ্মচারী) ...	১২৫০
সোরাবজী (মিস্ কর্ণেলিয়া) ...	১২৫১
সোলন ...	১২৫১
সৌদাস ...	১২৫২
সৌভরি ...	১২৫২
স্কিন (Francis Henry Skrine, I. C. S.) ...	১২৫৫
স্টাওার্স'ন, স্যার ল্যান্সলেট	১২৬২
স্বর্ণকুমারী দেবী ...	১২৬৫
স্বর্ণময়ী (মহারাণী) ...	১২৬৫
স্বামিজী মহারাজ ...	১২৬৭
স্বাহা ...	১২৬৮

হ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
হংস ...	১২৬৯
হণ্টার (স্যার উইলিয়াম) ...	১২৭০
হনুমান, হনূমান ...	১২৭১
হবিবর রহমান ...	১২৭২
হবিবুল্লা খাঁ ...	১২৭২
হয়গ্রীব ...	১২৭২
হরগৌরী শঙ্কর জ্যোতির্ব্বিনোদ	১২৭২
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ...	১২৭৩
হরিদাস সাধু ...	১২৭৩
হরিদাস সাধু (২) ...	১২৭৪
হরিনাথ দে ...	১২৭৫
হরিনাথ মজুমদার ...	১২৭৫
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ...	১২৭৬
হরিশ্চন্দ্র ...	১২৭৬
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	১২৭৬
হরিশ্চন্দ্র সাহ ...	১২৭৭
হরুঠাকুর ...	১২৭৭
হর্য্যশ্ব ...	১২৭৭
হর্শেল, উইলিয়ম ...	১২৭৭
হর্ষদেব ...	১২৭৮
হর্ষবর্দ্ধন ...	১২৭৮
হলায়ুধ ...	১২৭৮
হানিবল ...	১২৮০
হানিমান ...	১২৮১
হাম্বীর ...	১২৮১
হায়দার আলি ...	১২৮১
হারাণচন্দ্র রক্ষিত ...	১২৮২
হার্ডিঞ্জ, হেনরী ...	১২৮২
হার্ডিঞ্জ ...	১২৮৩
হালহেড ...	১২৮৪
হালিডে, স্যর ফ্রেডরিক জেম্স	১২৮৩
হাসান ইমাম (সৈয়দ) ...	১২৮৪
হিড়িম্ব ...	১২৮৫
হিড়িম্বা ...	১২৮৬
হিমালয় ...	১২৮৭
হিরণ্যকশিপু ...	১২৮৭
হিরণ্যাক্ষ ...	১২৮৭
হিবার রেজিস্তাও ...	১২৮৭
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত .	১২৮৮
হুইটনি .	১২৮৮
হুমায়ুন .	১২৮৯
হুয়েন্থ সাং .	১২৯০
হুসেন সাহ .	১২৯১
হুসেন বিলগ্রামি (সৈয়দ) .	১২৯১
হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব .	১২৯২
হেগ .	১২৯২
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় .	১২৯৩
হেমচন্দ্র সূরি .	১২৯৩
হেমা	১২৯৩
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১২৯৩
হেয়ার ডেভিড	১২৯৪
হেষ্টিংস ওয়ারেন্	১২৯৪
হৈহয়	১২৯৬
হোমার	১২৯৬

ভৌগোলিক বিবরণ।

অ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
অজন্তা	২৫
অজমীঢ়	২৫
অজয়	২৬
অজয়গড়	২৬
অঙ্ক	৬৬
অমরকোট	৮৯
অমরনাথ	৮৯
অমরাবতী	৮৯
অমৃতসর	৯৩
অম্বর	৯৩
অম্বষ্ঠ	৯৪
অম্বালা	৯৪
অযোধ্যা	৯৮
অর্ব্বুদ	১০৯
অবন্তি	১২২
অবন্তিকা	১২২
অহিচ্ছত্র	১৫২

আ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
আগ্রা	১৬৪
আজমীঢ়	১৬৮
আজমীর-মেড়ওয়ারা	১৬৮
আটক	১৭০
আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ	১৭১
আফগানিস্থান	১৮৬
আবর পাহাড়	১৮৮
আবুপর্ব্বত	১৮৯
আভা	১৮৯
আম্রাতক	১৯২
আরকট	১৯৪
আরা	১৯৫
আরাকান	১৯৫
আরাবলী	১৯৫
আর্য্যাবর্ত্ত	১৯৮
আলওয়ার	১৯৮
আলমোরা	২০০
আলাহাবাদ	২০১
আলিওয়াল	২০২
আলিগড়	২০২
আলিনগর	২০৩
আসাম	২১৩
আহম্মদনগর	২১৩
আহম্মদাবাদ	২১৩

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ইন্দোর	২২২
ইন্দ্রকীল	২২২
ইন্দ্রপ্রস্থ	২২৪
ইরাণ	২২৫
ইরাবতী	২২৬
ইলাবৃত	২২৬
ইলোরা	২২৬

উ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
উজ্জয়িনী	২৩৭
উড়িষ্যা	২৩৯
উৎকল	২৬০
উটকামণ্ড	২৪০
উত্তরকুরু	২৪২
উত্তরকেন্দ্র	২৪২
উদয়গিরি	২৪৭
উদয়নালা	২৪৭
উদয়পুর	২৪৭

ঋ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঋষ্যকূট	২৭৭
ঋষ্যমূক	২৭৮

এ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
একচক্রা	২৭৯
এডেন	২৮৬
এভারেষ্টপর্ব্বত	২৮৬
এলিফান্টাদ্বীপ	২৮৭

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
কঙ্কণ	২৯৬
কচ্ছ	২৯৭
কটক	২৯৮
কনখল	৩০৪
কণ্বাশ্রম	৩০৬
কপিলবাস্তু	৩০৭
কপিলাশ্রম	৩০৭
করাচি	৩১২
কর্ণাট	৩১৭
কলিকাতা	৩২০
কলিঙ্গ	৩২৪
কাছাড়	৩৩২
কাঞ্চনজঙ্ঘা	৩৩২
কাঞ্জিভরম	৩৩৩
কাঠমাণ্ডু	৩৩৩
কাণপুর	৩৩৪
কান্দাহার	৩৩৭
কান্যকুব্জ	৩৩৭
কাবুল	৩৩৮
কামরূপ	৩৩৯
কামাখ্যা	৩৩৯
কালনা	৩৪৪
কালিকট	৩৪৬
কালীঘাট	৩৪৯
কাবেরী	৩১২
কাশ্মীর	৩৫৪
কাশীমবাজার	৩৫৬
কুচবিহার	৩৬২
কুরুক্ষেত্র	৩৬২
কূর্গ	
কৃষ্ণনগর	
কেরল	
কৈলাস	৩৯০
কোচিন	৩৯২
কোলার	৩৯২
কোশল (কোসল)	৩৯৩

খ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
খণ্ডগিরি	
খাণ্ডব	৪১৪
খান্দেশ	৪১৫
খাসী ও জয়ন্তী পাহাড়	৪১৬
খিদিরপুর	৪১৬
খুলনা	
খেলাত	

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
গঙ্গা	৪২১
গঙ্গাসাগর	৪২৩
গজনী	৪২৮
গয়া	৪২১
গাড়োয়াল	৪৩৬
গান্ধার	৪৩৭
গারোপাহাড়	৪৩৯
গুজরাট	৪৪২
গোকুল	৪৪১
গোয়া	৪৪৫
গোয়ালিয়র	৪৫৬
গোরক্ষপুর	৪৫৯
গোলকুণ্ডা	৪৫৯
গৌড়	৪৬০
গৌরীশঙ্কর	৪৬১
গৌহাটী	৪৬২

ঘ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঘাটগিরি	

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
চট্টগ্রাম	৪৭৫
চন্দ্রদ্বীপ	৪৮১
চন্দ্রনগর	৪৮১
চন্দ্রনাথ পাহাড়	৪৮১
চন্দ্রভাগা	৪৮২
চম্পা	৪৮৪
চম্পারণ	৪৮৪
চাকণ-পরগণা	৪৮৭
চিতোর	৪৯৫
চিত্রকূট	৪৯৭
চুঁচড়া	৫০২
চুণার	৫০২
চুর্ণ	৫০৪
চের	৫০৬
চোল	৫০৭

ছ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ছোটনাগপুর	৫১৬

জ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
জব্বলপুর	৫০৮
জম্বু	৫২৯
জয়পুর	৫৩২
জলপাইগুড়ি	৫৩৬
জ্বালামুখী	৫৪৪

ঝ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঝাঁসি	

ট

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
টঙ্ক	

ড

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ডেরা ইসমাইল খাঁ	৫৭১
ডেরাগাজী খাঁ	৫৭১
ডেরাডুন	৫৭২

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঢাকা	৫৭২
ঢোলসমুদ্র	৫৭৩

ত

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
তক্ষশিলা	
তমসা	
তাজমহল	

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
তাঞ্জোর	৫৮৩
তাপ্তী	৫৮৫
তাম্রলিপ্ত	৫৮৬
তারকেশ্বর	৫৮৮
তারাপীঠ	৫৮৯
তুঙ্গভদ্রা	
তেলেঙ্গা	৫৯৯
ত্রিপুরা	৬০৫
ত্রিবাঙ্কুর	৬০৬
ত্রিবেণী	৬০৬
ত্রিস্রোতাঃ	৬০৭

থ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
থানেশ্বর	৬০৯

দ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
দক্ষিণাপথ	৬১১
দাক্ষিণাত্য	৬১৯
দার্জ্জিলিঙ্গ	৬২৪
দিনাজপুর	৬২৭
দিল্লী	৬২৮
দীপবতী	৬৩১
দেবগিরি	৬৪৪
দ্রাবিড়	৬৫৩
দ্বারকা	৬৫৬

ধ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ধারা	৬৭০

ন

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
নদীয়া	৬৮১
নর্ম্মদা	৬৮৮
নবদ্বীপ	৬৯১
নাগপুর	৬৯৪
নাটোর	৬৯৬
নালন্দা	৭০৩
নাসিক	৭০৪
নীলগিরি	৭২৪
নেপাল	৭২৭

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
পঞ্চনদ	৭৩৫
পঞ্চবটী	৭৩৬
পলাশী	৭৫৬
পাটনা	৭৬১
পাণিপথ	৭৬২
পাণ্ডা	৭৬৩
পার্শ্বনাথ	৭৬৭
পুণা	৭৭৪
পুরী	৭৭৮
পুষ্কর	৭৮১
পুষ্পপুর	৭৮১
পেশোয়ার	৭৮৭
প্রভাস	৮০৮
প্রয়াগ	৮১০

ফ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ফতেপুর সিক্রী	৮২৬
ফরিদপুর	৮২৭

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
বক্সার	৮৩৪
বদরিকাশ্রম	৮৩৯
বদ্রীনাথ	৮৪০
বম্বে (বা বোম্বাই)	৮৪৪
বরোদা	৮৪৭
বর্দ্ধমান	৮৫০
বাঁকুড়া	৮৬০
বাখরগঞ্জ	৮৬০
বারাণসী	৮৬৯
বালেশ্বর	৮৭২
বিন্ধ্য	৮৮৯
বিহার	৯০৭
বীরভূম	৯১০
বুদ্ধগয়া	৯১৩
বৃন্দাবন	৯১৫
বেনারস	৯২২
বেলুচিস্থান	৯২৪
বৈদ্যনাথ	৯২৮
ব্রহ্ম (বর্ম্মা)	৯৩৭

ভ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভরতপুর	৯৪৭
ভাগলপুর	৯৫১
ভারতবর্ষ	৯৫৪
ভুটান	৯৬১
ভুবনেশ্বর	৯৬৩
ভূপাল	৯৬৪

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
মণিকর্ণিকা	৯৭৫
মণিপুর	৯৭৫
মথুরা	৯৮০
মহারাষ্ট্র	১০০৫
মাদুরা	১০১৩
মান্দ্রাজ	১০১৪
মালদহ	১০২০
মিথিলা	১০২৪
মুঙ্গের	১০২৯
মুর্শিদাবাদ	১০৩১
মুলতান	১০৩৩

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
যশোহর	১০৪৭
যোধপুর	১০৫৬

র

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
রঙ্গপুর	১০৬১
রাওলপিণ্ডী	১০৭২
রাজগৃহ	১০৭৫
রাজপুতানা	১০৭৬
রাজমহল	১০৭৭
রাজসাহী	১০৭৮
রামেশ্বর	১০৯৫
রেঙ্গুন	১১০৩

ল

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
লক্ষ্ণৌ	১১০৭
লঙ্কা	১১১১
লাহোর	১১১৬

শ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
শিলঙ্গ	১১৬৫
শ্রাবস্তি	১১৬২
শ্রীক্ষেত্র	১১৬৬
শ্রীনগর	১১৬৭

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
সারনাথ	১২১৯
সিকিম	১২২৩
সিন্ধু	১২২৪
সিমলা	১২২৫
সিলেট	১২২৬
সুন্দরবন	১২৩৩
সুরাট	১২৩৮
সেকেন্দ্রা	১২৪৭
সেতুবন্ধ	১২৪৮
সোমগিরি	১২৫০
সোমনাথ	১২৫০

হ

নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
হরিদ্বার	১২৭৪
হস্তিনাপুর	১২৭৯
হায়দ্রাবাদ	১২৮১
হিমালয়	১২৮৭
হুগলী	১২৮৯

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

অ

অ—১। আদ্য স্বরবর্ণ। ২। বিষ্ণু। অব (রক্ষা করা)+ড ক। সং; পু। ৩। অভাব। বিণ; ব্য। অভাবে নঞ নো নাপি ইত্যমরঃ। অভাব অর্থে নহি, অ, নো, ন এবং না অব্যয়। ৪। সম্বোধন। অ অনন্ত ইতি বোপদেবঃ। নঞের স্থানে যে 'অ' হয়, তাহা নঞের তুল্যার্থক। তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ। স্বার্থেঽপি চ প্রয়োগঃ স্যাদ্ অকূপারাদিদর্শনাৎ। সাদৃশ্য, অভাব, অন্যতা, অল্পতা, অপ্রশস্ততা ও বিরোধ নঞের এই ছয়টী অর্থ। নঞের প্রয়োগ স্বার্থেও হয়; যেমন কূপার=সমুদ্র, অকূপার=সমুদ্র।

অকারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। অকুহ বিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ ইতি পাণিনিঃ। পাণিনি বলেন যে, অকার, কবর্গ, হ এবং বিসর্গ ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। অকার ১৮ প্রকার; হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতভেদে তিন প্রকার, ঐ তিন প্রকারের প্রত্যেকে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ভেদে তিন প্রকার, এবং ঐ ৩×৩ =৯ প্রকারের প্রত্যেকে অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। অতএব অকার ৩×৩×২=১৮ প্রকার হইল।

অই—সম্মুখে; ওখানে। অদস্ শব্দের অপভ্রংশ। পদ্যে "অই" শব্দের পরিবর্তে কখন কখন "ওই" শব্দ ব্যবহৃত হয়। কাব্যে যতি ও ছন্দঃ প্রভৃতির অনুরোধে "অই" পদের পরিবর্তে "ঐ"এর ব্যবহার দেখা যায়।

অঋণী (অঋণিন্)—যে ঋণী নয়, যে কাহারও কিছু ধারে না, ঋণশূন্য; ঋণমুক্ত। ন ঋণী, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। "অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।" হে বারিচর! যে অঋণী ও অপ্রবাসী সে সুখী। পক্ষে 'অনৃণী'ও হয়। নঞ্তৎপুরুষ সমাস না করিয়া বহুব্রীহি সমাস করিলে 'অনৃণ'ও হইতে পারে। স্ত্রী অঋণিনী।

অও—আর, এবং। প্রা, ক।

অংশ—১। বিভাগ; বণ্টন; ভাগ; স্থান; খণ্ড; অঙ্গ; অবতার; বিষয়; ভূপরিধির ৩৬০ ভাগের এক এক ভাগ; রাশিচক্রের ত্রিংশৎ ভাগের এক ভাগ; অঙ্কাংশ; ভগ্নাংশ। অন্শ+ঘঞ্ ভা। ২। স্কন্ধ, কাঁধ। অম +শ ক। সং; পু।

অংশক—১। ভাগ; দিবস, দিন; অল্পভাগ। অংশ+কণ্ স্বার্থে, অথবা অংশ+ক অল্পার্থে। সং; ক্লী। ২। দায়াদ, জ্ঞাতি; ভাগকারী। অন্শ+ণক ক। সং; পু।

অংশকূট, অংসকূট—ককুদ, বৃষের স্কন্ধোপরিস্থ উন্নত ভাগ, ষাঁড়ের ঝুঁটি। ৬তৎ। সং; পু।

অংশগত—বিভাগসম্বন্ধীয়। অংশকে গত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অংশগতা

অংশগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—ভাগগ্রহণকারী, অংশভাগী, অংশী, সরিক। উপ; অংশ—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —গ্রাহিণী। [অংশ+তস্। ব্য।

অংশতঃ(—তস্)—কিয়দংশে, কতক, খানিকটা।

অংশন—বিভজন, ভাগ করা। অন্শ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অংশনীয়—অংশ বা ভাগ করিবার উপযুক্ত, বিভাজ্য, বিভজনীয়। অন্শ+অনীয় য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অংশনীয়া।

অংশপ্রার্থী (—প্রার্থিন্)—বিভাগ প্রার্থনাকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অংশপ্রার্থিনী।

অংশভাক্ (—ভাজ্)—অংশভাগী, অংশী, উত্তরাধিকারী। উপ; অংশ শব্দ—ভজ+বিণ্ ক। বিণ; ত্রি।

অংশভাগী (—ভাগিন্)—অংশগ্রহণকারী বা অংশ পাইবার যোগ্য, দায়াদ, অংশী, সরিক। উপ; অংশ শব্দ—ভজ+ঘিনুন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অংশভাগিনী।

অংশমান—যে অংশ করিতেছে, ভাগ করিতেছে এরূপ। অন্শ+শান ক। বিণ; ত্রি।

অংশল—১। অংশগ্রাহী। অংশ শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। ২। বলবান্। অংশ শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অংশলা।

অংশহর—অংশগ্রাহী, দায়াদ। অংশ শব্দ—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

অংশাংশ—১। পৃথক্ পৃথক্ ভাগ। দ্বন্দ্ব। ২। কলা; ভাগ ভাগ। ৬তৎ। সং; পু।

অংশাংশি—ভাগাভাগি; যথাযোগ্য প্রাপ্য অংশে বিভক্ত; ভাগ বাটোয়ারা। দেশজ; ব্য।

অংশান্তর—১। অন্য ভাগ। নিত্য। ২। অংশদ্বয়ের ব্যবধান বা পার্থক্য। অংশের অন্তর, ৬তৎ। সং; পু।

অংশিত—বিভক্ত, বিভাজিত, যাহা ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। অন্শ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অংশিতা।

অংশিত্ব—ভাগিতা, ভাগ পাইবার অধিকার, সরিকানা। অংশীর ভাব এই অর্থে অংশিন্ +ত্ব। সং; ক্লী।

অংশী (অংশিন্)—অংশ পাইবার উপযুক্ত; অংশযোগ্য; ভাগী; অবশিষ্ট। অংশ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী অংশিনী।

অংশীদার—অংশভাগী, দায়াদ, জ্ঞাতি, সরিক। সং। দেশজ শব্দ।

অংশু—কিরণ, প্রভা; সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ; সূর্য্য; বস্ত্র; বেগ। [প্র, সহস্র, হিম, সুধা প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা ইহার সমাস হয়। যথা—প্রাংশু, সহস্রাংশু, হিমাংশু, সুধাংশু]। অন্শ+উ ক। সং; পু।

অংশুক—বস্ত্র; শুভ্র বস্ত্র; উত্তরীয় বস্ত্র; সূক্ষ্ম বস্ত্র; তেজপত্র বা তেজপাত। অংশু শব্দ—কাশ+ড ক। সং; ক্লী।

অংশুকার—যাহাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল অংশুতুল্য; যেমন প্রবাল কীট, তারা মৎস্য প্রভৃতি। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কারা।

অংশুধর—১। সূর্য্য। অংশু শব্দ—ধৃ+অন্ ক, উপ; অথবা অংশুর ধর, ৬তৎ। ২। সূর্য্যবংশীয় অসমঞ্জ রাজা, ইনি সগররাজের পুত্র ও মধুর পিতা। সং; পু।

অংশুপট্ট—ক্ষৌমবস্ত্র, রেশমী কাপড়, গেলী, তসর গরদ প্রভৃতি। অংশু (সূক্ষ্মসূত্র) রচিত যে পট্ট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অংশুপতি—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

অংশুমৎ—অংশুমান্ দেখ।

অংশুমতী—১। অংশুযুক্তা। অংশুমান্ দেখ। অংশুমৎ+স্ত্রী ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শালপর্ণী বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

অংশুমৎফলা—কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। অংশুমান্ দেখ। অংশুমৎ ফল যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

অংশুমান্ (—মৎ)—১। অংশুযুক্ত, কিরণবিশিষ্ট, প্রভাশালী। অংশু+মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অংশুমতী। ২। সূর্য্য। সং; পু।
৩। সূর্য্যবংশীয় অসমঞ্জের পুত্র ও সগররাজের পৌত্র। কপিল মুনি সগররাজের ষষ্টিসহস্র পুত্রকে কোপানলে ভস্মীভূত করিলে, ইনি অশ্বের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। অংশুমান্ পাতালে গমনপূর্ব্বক স্তব দ্বারা মুনিবরকে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কপিল মুনি অংশুমানকে বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মর্ত্তে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে গঙ্গার পবিত্র জলে সগর-বংশের উদ্ধারসাধন হইবে। অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া সগররাজ যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সগরের পর অংশুমান্ রাজা হন। নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক ইনি তপস্যার নিমিত্ত বনগমন করেন।

অংশুমালা—কিরণরাশি, জ্যোতিঃসমূহ। অংশুর মালা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অংশুমালী (—মালিন্)—কিরণমালী, সূর্য্য; দ্বাদশ সংখ্যা। অংশুমালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

অংশুল—১। প্রভাবিশিষ্ট, উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত। অংশু শব্দ (প্রভা)+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অংশুলা। ২। চাণক্য মুনি। সং; পু।

অংশুহস্ত—অংশুমালী, সূর্য্য। অংশু (কিরণ) হস্ত স্বরূপ যাহার, বহু। সং; পু।

অংশ্যমান—যাহা ভাগ করা হইতেছে এরূপ। অন্‌শ+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

অংস—১। স্কন্ধ, কাঁধ; দুই স্কন্ধের অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্নায়ুবিশিষ্ট স্থান, এই স্থান আহত হইলে বাহুস্তম্ভ হয়। অন্‌স+অন্ ক। সং; পু বা ক্লী। ২। বিভাগ, বণ্টন। অন্‌স+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অংসকূট—অংশকূট দেখ।

অংসত্র—স্কন্ধাবরণ কবচবিশেষ। অংস শব্দ —ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

অংসফলক—স্কন্ধের অস্থি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অংসভার—স্কন্ধস্থিত ভার, কাঁধের বোঝা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অংসল—বলবান্, বলিষ্ঠ। অংস শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অংসলা।

অংহঃ (অংহস্)—পাপ; স্বধর্ম্মপরিত্যাগ। অন্‌হ (অধোগমন করা)+অস্ ণ। সং; ক্লী।

অংহতি, অংহতী—১। পরিত্যাগ; দান। অন্‌হ+ণিচ্+অতি ভা। ২। ব্যাধি, রোগ। অন্‌হ+অতি ণ। সং; স্ত্রী।

অংঘ্রি—অঙ্ঘ্রি দেখ।

অংঘ্রিপ—অঙ্ঘ্রিপ দেখ।

অক—১। সুখাভাব, দুঃখ; পাপ। ন (নয়) ক (সুখ), নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। বক্রগতি, বাঁকাভাবে গমন। অক (বক্রগমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

অকচ—১। কেতু। ন (থাকে না) কচ (মেঘ) যাহা হইতে, অর্থাৎ যাহার সঞ্চারে মেঘ থাকে না, বহু। সং; পু। ২। কেশশূন্য, নেড়া। ন (নাই) কচ (কেশ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকচা।

অকটু—কটুহীন, স্বাদু, মিষ্ট। ন কটু, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অকঠিন—কাঠিন্যশূন্য, শক্ত নয় এরূপ; অকঠোর; নম্র, নরম; অকর্কশ; মৃদু। ন কঠিন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকঠিনা।

অকঠোর—অকঠিন, কাঠিন্যরহিত; মৃদু, নম্র, নরম; অকর্কশ; মধুর, মিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকঠোরা।

অকণ্টক—কণ্টকশূন্য, কাঁটা নাই এরূপ; প্রতিবন্ধকহীন; শত্রুশূন্য; নিরাপদ; বিবাদশূন্য। ন (নাই) কণ্টক যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকণ্টকা।

অকথন—১। কুকথা, দুর্বাক্য, গর্হিত বচন। ২। অনুক্তি; না বলা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ৩। অকথ্য, অবাচ্য, অবক্তব্য। বিণ; ত্রি।

অকথনীয়—যাহা কহিবার উপযুক্ত নয় এরূপ; যাহা বলা উচিত নয় এরূপ; অকথ্য, অবক্তব্য; অনির্ব্বচনীয়। ন কথনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকথনীয়া।

অকথা—কুৎসিত কথা, কুবাক্য। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অকথ্য—১। বলিবার অযোগ্য; যাহা বলা উচিত নয় এরূপ। ন কথ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকথ্যা। ২। দুর্বাক্য; নিষ্ফল বাক্য। সং; ক্লী।

অকনিষ্ঠ—১। কনিষ্ঠরহিত, যাহার কনিষ্ঠ নাই। ন (নাই) কনিষ্ঠ যাহার, বহু। ২। পাপাসক্ত, পাপী। অকে (পাপে) নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকনিষ্ঠা। ৩। বুদ্ধদেব। অকে (বেদনিন্দাদি পাপে) নিষ্ঠা যাহার, বহু। সং; পু।

অকপট—কপটহীন, ছলনাশূন্য, সরল। ন (নাই) কপট যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকপটা।

অকমনীয়—অনভিলষণীয়, অবাঞ্ছনীয়; অমনোরম, অসুন্দর, বিশ্রী, বিরূপ। ন কমনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকমনীয়া। বিশেষ্যে অকমনীয়তা, অকমনীয়ত্ব।

অকম্প—কম্পশূন্য, স্থির। ন (নাই) কম্প যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকম্পা।

অকম্পন—১। কম্পনশূন্য, স্থির, ধীর। ন (নাই) কম্পন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকম্পনা। ২। রাবণের এক সেনাপতির নাম। সং; পু।

অকম্পিত—১। কম্পনশূন্য, স্থির, ধীর। ন কম্পিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকম্পিতা। ২। বৌদ্ধদিগের গণাধিপতি। সং; পু।

অকম্প্র—অকম্পিত, স্থির, অটল। ন কম্প্র, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকম্প্রা।

অকর—করশূন্য, রাজস্বহীন; হস্তশূন্য। ন (নাই) কর (রাজস্ব বা হস্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকরা।

অকরণ—১। পরমাত্মা। ন (নাই) করণ (ইন্দ্রিয়) যাহার, বহু। সং; পু। ২। ইন্দ্রিয়শূন্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকরণা। ৩। নিবৃত্তি; অন্যায় কার্য্য। ন করণ, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অকরণি—বিফলতা; আক্রোশ; শাপ। ন (অ) —কৃ (করা)+অনি ভা। সং; স্ত্রী।

অকরণী—যে রাশিকে কোন রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, যে রাশির মূল সহজেই নিষ্কাশিত হয় (Rational)। সং; স্ত্রী।

অকরণীয়—করণের অযোগ্য, অকর্ত্তব্য, অনুচিত। ন করণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অকরুণ—করুণাশূন্য, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর; হৃদয়হীন। ন (নাই) করুণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকরুণা। বিশেষ্যে অকারুণ্য।

অকরোটি,—টী—যে সকল জন্তুর মাথার খুলি একেবারেই নাই বা সামান্য মাত্র আছে (Acrania)। ন (নাই বা অল্প) করোটি বা করোটী যাহার, বহু। সং; পু বা স্ত্রী।

অকর্কশ—অকঠিন, শক্ত নয়; অকঠোর; মসৃণ, সমান, চৌরস, তেলা; নম্র, নরম, কোমল, মিষ্ট। ন কর্কশ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অকর্ণ—১। কর্ণহীন অর্থাৎ শ্রবণশক্তিশূন্য; বধির, কালা; হাইলশূন্য। ন (নাই) কর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকর্ণা। ২। সর্প। [সর্পের কর্ণ নাই, চক্ষু দ্বারা সর্পজাতি শুনিতে পায় এইরূপ জনপ্রবাদ আছে]। সং; পু।

অকর্ণধার—১। কর্ণধারশূন্য, নৌকাচালক বা মাঝি নাই এরূপ। ন (নাই) কর্ণধার যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকর্ণধারা। ২। কুৎসিত কর্ণধার, মন্দ নৌকাচালক, আনাড়ি মাঝি। ন কর্ণধার, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অকর্ত্তন—খর্ব্ব, বামন। ন (নাই) কর্ত্তন (কর্ত্তনশক্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অকর্ত্তব্য—অনুচিত, অবিধেয়। ন কর্ত্তব্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অকর্ত্তব্যতা।

অকর্ত্তা (অকর্ত্তৃ)—যে কর্ত্তা নয় এরূপ। ন কর্ত্তা, নঞ্‌তৎ। বিণ বা সং; পু।

অকর্ত্তৃত্ব—অপ্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্বের অভাব। ন কর্ত্তৃত্ব, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অকর্ম্ম (অকর্ম্মন্)—অপকর্ম্ম, কুৎসিত কর্ম্ম; দুষ্কর্ম্ম; নিন্দনীয় কার্য্য; কর্ম্মের অভাব। ন কর্ম্ম, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অকর্ম্মক—যাহার কর্ম্ম নাই এরূপ; কর্ম্মের অনুপযুক্ত; (ব্যাকরণে) যাহার অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কর্ম্মপদ নাই। ন (নাই) কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। নিম্নলিখিত অর্থে ধাতুসকল অকর্ম্মক হয়; যথা—সত্তা, জীবন, দর্প, ভয়, শয়ন, ক্রীড়া, নিবাস, ক্ষয়, অব্যক্ত শব্দ, নভোগতি, স্থিতি, জরা, লজ্জা, প্রমাদ, উদয়, উন্মাদ, পলায়ন, ভ্রমণ, খ্যাতি, ক্ষব (হাঁচি দেওয়া), খোটন (খঞ্জতা), মোহ, ধাবন, যুদ্ধ, শুদ্ধি, হদন (পুরীষোৎসর্গ), শান্তি, প্রভৃতি, মজ্জন, দীপ্তি, জাগরণ, বক্রগমন, শুষ্কতা, উৎসাহ, মৃত্যু, সংশয়, গ্লানি, মন্দগতি, চেষ্টা, ক্রোধ, রোদন, বৃদ্ধি, হাবকরণ, সিদ্ধি, বিরতি, হর্ষ, কম্প, উদ্বেগ, নিমেষ, সঙ্গ, যত্ন, স্বেদ ইত্যাদি।

অকর্ম্মঠ—অকর্ম্মক্ষম, অকার্য্যতৎপর, অক্রিয়া-কুশল, কাজে চটপটে বা চালাক নয় এরূপ, জড়, অলস, দীর্ঘসূত্র, নিশ্চেষ্ট। ন কর্ম্মঠ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকর্ম্মঠা।

অকর্ম্মণ্য—কার্য্যাক্ষম; কার্য্যে অপটু; কাজের অযোগ্য, অকেজো। ন কর্ম্মণ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকর্ম্মণ্যা। বিশেষ্যে অকর্ম্মণ্যতা।

অকর্ম্মভোগ—১। কৃত কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হইতে নিষ্কৃতি। কর্ম্মের ভোগ=কর্ম্মভোগ (৬তৎ), ন কর্ম্মভোগ (নঞ্‌তৎ)। ২। কৃত দুষ্কার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্তি। ন কর্ম্ম=অকর্ম্ম (নঞ্‌তৎ), তাহার ভোগ (৬তৎ)। সং; পু।

অকর্ম্মা (অকর্ম্মন্)—যে কোন কর্ম্ম সাধন করিতে পারে না এরূপ; কার্য্যের অনুপযুক্ত; অকেজো। ন (নাই) কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অকলঙ্ক—নিষ্কলঙ্ক, কলঙ্কশূন্য; নির্দ্দোষ; নির্ম্মল। ন (নাই) কলঙ্ক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকলঙ্কা।

অকলঙ্কিত—যে বা যাহা কলঙ্কযুক্ত নহে, কলঙ্কশূন্য, নিষ্কলঙ্ক, বেদাগ, নিখুঁত, নির্দ্দোষ; নিষ্পাপ। ন কলঙ্কিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকলঙ্কিতা।

অকলঙ্কী (অকলঙ্কিন্)—কলঙ্কশূন্য, দাগরহিত; নির্ম্মল, নির্দ্দোষ; বিশুদ্ধ, পবিত্র; সাধু, সৎ। ন কলঙ্কী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অকলঙ্কিনী।

অকলুষ—কলুষশূন্য; অপাপ; নির্দ্দোষ, নির্ম্মল। ন (নাই) কলুষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকলুষা।

অকলুষিত—নিষ্পাপ; অকলঙ্ক; নির্দ্দোষ; নির্ম্মল। ন কলুষিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকলুষিতা।

অকল্ক—কল্কশূন্য; বিমল; নিষ্পাপ; দম্ভহীন। ন (নাই) কল্ক যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকল্কা।

অকল্পিত—যাহা কল্পিত নয়, যথার্থ, প্রকৃত, অকৃত্রিম, বাস্তবিক। ন কল্পিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকল্পিতা।

অকল্মষ—অপাপ, নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ, নিরপরাধ; বিশুদ্ধ, পবিত্র, সাধু। ন (নাই) কল্মষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকল্মষা।

অকল্য—অসুস্থ, রুগ্ন, পীড়িত। ন (নয়) কল্য (সুস্থ), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকল্যা।

অকল্যাণ—অশুভ, অমঙ্গল, অশিব। ন কল্যাণ, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অকবি—কুৎসিত কবি, হীনকাব্যকার; কবিত্বরহিত; রসবোধবিহীন। ন কবি, নঞ্‌তৎ। বিণ বা সং; পু বা স্ত্রী।

অকষ্ট—কষ্টশূন্য, ক্লেশহীন। ন (নাই) কষ্ট যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকষ্টা।

অকষ্টকল্পনা—স্বাভাবিক রচনা, যে রচনার জন্য লেখককে কিছুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। অকষ্টা কল্পনা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অকষ্টকল্পিত—যাহা কষ্টে কল্পিত বা রচিত নহে, অক্লেশে উদ্ভাবিত, অনায়াসে রচিত, অকৃচ্ছ্রসাধিত, স্বাভাবিক। ন কষ্টকল্পিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকষ্টকল্পিতা।

অকষ্টবন্ধ—১। অপ্রতিহার্য্য বিপদ্। সং; ক্লী। ২। অতিশয় কষ্টে পতিত। ন (নাই) কষ্টবন্ধ যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকষ্টবন্ধা।

অকস্মাৎ—জানি না কোথা হইতে; সহসা, হঠাৎ; অসম্ভাবিতরূপে। ব্য। ["পূর্ব্ব লক্ষণ ব্যতিরেকে, কোথা হইতে উপস্থিত হইল তাহার স্থিরতা নাই" ইহাই অকস্মাৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ]।

অকা—নির্ব্বোধ, বোকা, হাঁদা। দেশজ; বিণ।

অকাজ—অপকর্ম্ম, নিন্দনীয় কর্ম্ম, কুকর্ম্ম; বৃথা কার্য্য। অকার্য্য শব্দের অপভ্রংশ।

অকাট্য—যাহা যুক্তি দ্বারা খণ্ডন বা কর্ত্তন করা যায় না, অখণ্ডনীয়। ন কাট্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকাট্যা।

অকাঠিন্য—কঠিনতার অভাব, শক্ত নয় এরূপ ভাব; অকঠোরতা; অকার্কশ্য; মৃদুতা; নম্রতা। ন কাঠিন্য, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অকাণ্ড—১। স্কন্ধশূন্য (বৃক্ষ), যাহার গুঁড়ি নাই। ন (নাই) কাণ্ড যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকাণ্ডা। ২। অসময়, অকাল। ন (নয়) কাণ্ড (অবসর), নঞ্‌তৎ। সং; পু বা ক্লী।

অকাণ্ডজাত—অকালজাত, অসময়ে উৎপন্ন; অকস্মাৎ জাত, সহসা উৎপন্ন, হঠাৎ উদ্ভূত। অকাণ্ডে জাত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকাণ্ডজাতা।

অকাতর—অব্যাকুল; নির্ভয়, নিঃশঙ্ক। ন কাতর, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকাতরা।

অকাতরে—কাতর না হইয়া; অব্যাকুলচিত্তে; ধীরে ধীরে; সহিষ্ণুতার সহিত। ন (নাই) কাতর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অকাম—অকামী (সকল অর্থে)। ন (নাই) কাম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকামা।

অকামী (অকামিন্)—কামনারহিত, ইচ্ছাশূন্য; বাসনাবর্জ্জিত, লালসাবিহীন; কামভাববর্জ্জিত, সুরতেচ্ছারহিত। ন কামী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অকামিনী।

অকামুক—অকামী (সকল অর্থে)। ন কামুক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অকাম্য—অনভিলষণীয়, অবাঞ্ছনীয়। ন কাম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকাম্যা।

অকায়—১। অবয়বহীন, দেহশূন্য। ন (নাই) কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকায়া। ২। পরমাত্মা। সং; ক্লী। ৩। রাহুগ্রহ। সং; পু। মহাভারতে বর্ণিত আছে,—রাহু ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিলে নারায়ণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহার শরীর দ্বিখণ্ডিত করেন। সেই সময়ে অমৃত তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল বলিয়া সে অমরত্ব লাভ করিল বটে, কিন্তু দেহশূন্য হইল; [মস্তকাংশটি রাহু নামে ও কণ্ঠ হইতে নিম্ন শরীর পর্য্যন্ত অংশটি কেতু নামে কথিত হইয়া থাকে]।

অকার—অ এই স্বরবর্ণ মাত্র। অ+কার স্বার্থে। সং; পু।

অকারণ—১। কারণশূন্য, অহেতুক; অনর্থক, নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) কারণ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকারণা। ২। বিনা কারণে। ক্রি-বিণ।

অকারাদি—১। অ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বর্ণসকল। অকার হইয়াছে আদি যাহাদের,

বহু। ২। যাহার (যে শব্দাদির) গোড়ায় অ এই বর্ণ আছে। অকার আছে আদিতে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অকারান্ত—যে শব্দের শেষ বর্ণ অকার ; যথা— দেব, নর, ফল, জল ইত্যাদি। অকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকারান্তা।

অকার্পণ্য—কৃপণতা না করা, কার্পণ্যরাহিত্য। ন কার্পণ্য (কৃপণতা), নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। একাদশীতত্ত্বে লিখিত আছে—
"স্তোকাদপি চ দাতব্যমদীনেনৈব বাঞ্ছনা।
অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদকার্পণ্যং হি তৎ স্মৃতম্॥"
অর্থাৎ অত্যল্প ধন হইতেও প্রতিদিন অদীনচিত্তে কিছু কিছু দান করা কর্ত্তব্য ; এইরূপ দানকেই অকার্পণ্য কহে।

অকার্য্য—১। কুৎসিত কার্য্য, অপ্রশস্ত কার্য্য ; অপকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম। ন কর্ম্ম, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। অকর্ত্তব্য। ৩। কার্য্যাভাবগ্রস্ত, কার্য্যহীন। ন (নাই) কার্য্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকার্য্যা।

অকার্য্যকর—১। অকর্ম্মনির্ব্বাহক ; যে কোন কাজ করে না, অকর্ম্মকর্ত্তা, নিষ্ক্রিয়, কর্ম্মশূন্য, অলস ; বেকার ; অফলোপধায়ক ; অকর্ম্মণ্য, অকেজো। ন কার্য্যকর, নঞ্‌তৎ। ২। কুৎসিতকর্ম্মকারী, দুষ্কর্ম্মকারক। অকার্য্যের কর (কারক), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকার্য্যকরী।

অকার্য্যকারক—অকার্য্যকারী (সকল অর্থে)। ন কার্য্যকারক, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অকার্য্যকারী (–কারিন্)—১। যে কোন কাজ করে না, কর্ম্মশূন্য, নিষ্ক্রিয়, অলস, বেকার ; অকর্ম্মণ্য, অকেজো। ন কার্য্যকারী, নঞ্‌তৎ। ২। যে খারাপ কাজ করে, মন্দকর্ম্মকর্ত্তা, অসৎক্রিয়াকারক, দুরাচার। অকার্য্য করে যে, উপ। অকার্য্য—কৃ+ণিন্। বিণ ; পু। স্ত্রী অকার্য্যকারিণী।

অকার্য্যক্ষম—কার্য্যকরণে অপারক, কর্ম্মসম্পাদনে অসমর্থ ; কাজ করিবার অনুপযুক্ত, অযোগ্য, নির্গুণ। ন কার্য্যক্ষম, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকার্য্যক্ষমা।

অকাল—১। অসময় ; অপ্রশস্ত সময় ; আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব সময় ; অশুভ বা অশুদ্ধ কাল ; দুর্ভিক্ষ ; মলমাসাদি সময়, বৃহস্পতি ও শুক্রের বৃদ্ধাস্তবাল্যাদি কাল ; (জ্যোতিষমতে) উপনয়ন-বিবাহাদি শুভ কর্ম্মের অযোগ্য কাল। ন কাল (সময়), নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। কৃষ্ণবর্ণের অভাববিশিষ্ট, কাল রঙের নয়। ন কাল (কৃষ্ণ), নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকালা।

অকালকুষ্মাণ্ড—সকল কার্য্যের অনুপযুক্ত ব্যক্তি। গান্ধারী অকালে কুষ্মাণ্ডের আকারবিশিষ্ট একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্য্যোধন প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল। অনন্তর সেই সকল সন্তান হইতে কুরুকুল বিনষ্ট হয়। সেই জন্য এক্ষণে সমাজের বা স্বীয় পরিবারের মধ্যে কেহ কোন ক্ষতিকর কার্য্য সাধন করিলে লোকে তাহাকে "অকালকুষ্মাণ্ড" বলিয়া থাকে। অকালকুষ্মাণ্ড শব্দটী শিষ্টসম্মত প্রয়োগ নহে। অকালে (অসময়ে জাত) কুষ্মাণ্ড (কুমড়া), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। অসময়ে যে কুষ্মাণ্ড জন্মে, তাহা দেবপূজাদিতে লাগে না।

অকালকুসুম—অসময়জাত ফুল। অকালজাত যে কুসুম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অকালজ—অসময়জাত, অপূর্ণ কালে উৎপন্ন। অকালে জন্মে যে এই বাক্যে উপ ; অকাল শব্দ—জন ধাতু+ড ক। বিণ ; ত্রি।

অকালজলদোদয়—অসময়ে মেঘের আবির্ভাব ; কুয়াসা। অকালে জলদোদয়, ৭তৎ। সং ; পু।

অকালজাত—অসময়ে জাত, অপূর্ণকালে উৎপন্ন, সময় পূর্ণ হইবার অগ্রেই উদ্ভূত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকালজাতা।

অকালপক্ব—অসময়ে পক্ব, সময় পূর্ণ না হইতে পাকিয়াছে বা পাকিয়া উঠে এরূপ ; বাল্যে বৃদ্ধবৎ আচরণকারী, এঁচোড়ে পাকা। অকালে পক্ব, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকালপক্বা। বিশেষ্যে অকালপক্বতা।

অকালবোধন—অসময়ে জাগান ; বিশেষতঃ দুর্গাদেবীর আশ্বিন মাসে নিদ্রাভঙ্গকরণ। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অকালমৃত্যু—অসময়ে মরণ, আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হইতে (অল্প বয়সে) মরণ। অকালে মৃত্যু, ৭তৎ। সং ; পু।

অকালমেঘোদয়—অসময়ে মেঘের আবির্ভাব ; কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা। ৭তৎ। সং ; পু।

অকালবৃষ্টি—অসময়ে জলবর্ষণ, মাঘাদি মাসে বৃষ্টি। অকালে বৃষ্টি, ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

অকালসহ—যাহার কালবিলম্ব সয় না এরূপ, অধৈর্য্য। ন—কাল—সহ (সহ্য করা) +অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —সহা।

অকাল্পনিক—বাস্তব, যথার্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকাল্পনিকী।

অকিঞ্চন—যাহার কিছুই নাই এরূপ, দরিদ্র, নিঃস্ব। ন (নাই) কিঞ্চন (কিঞ্চিন্মাত্র ধনাদি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অকিঞ্চনতা, অকিঞ্চনত্ব—সামান্য মাত্র সঙ্গতি না থাকা, নির্ধনতা, দরিদ্রতা, দৈন্য ; হীনতা ; বিনয়নম্রতা ; যোগাভ্যাসে সংযত যোগীর অর্থস্পৃহাশূন্যতা। অকিঞ্চন+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অকিঞ্চিৎ—তুচ্ছ, অতি সামান্য। নঞ্‌তৎ। বা।

অকিঞ্চিৎকর—যাহা কিছুই করে না এরূপ, তুচ্ছ, সামান্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অকীর্ত্তি—অপযশঃ, অযশঃ, অখ্যাতি। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অকীর্ত্তিকর—অখ্যাতিজনক, অযশস্কর। অকীর্ত্তির কর, ৬তৎ বা নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অকীর্ত্তিমান্ (–মৎ)—১। অযশস্বী, অখ্যাত্যাপন্ন, অপ্রসিদ্ধ। নঞ্‌তৎ। ২। অপযশস্বী, অখ্যাতিসম্পন্ন, অসৎ বিষয়ে প্রসিদ্ধ। অকীর্ত্তি+মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অকীর্ত্তিমতী।

অকু—ঘটনা ; অপরাধাত্মক ব্যাপার ; ঘটনাস্থল। দেশজ ; সং।

অকুআৎ—অকুসকল, ঘটনাসমূহ। সং।

অকুটিল—কুটিল নয় এরূপ, কৌটিল্যশূন্য, অবক্র, ঋজু, সরল, সোজা ; অকপট। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকুটিলা। বিশেষ্যে অকুটিলতা, অকুটিলত্ব, অকৌটিল্য।

অকুণ্ঠ—অসঙ্কুচিত ; অনমিত ; কার্য্যক্ষম ; প্রতিভাযুক্ত ; প্রতিবন্ধকতাশূন্য, অব্যাহত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকুণ্ঠা।

অকুণ্ঠিত—অসঙ্কুচিত ; প্রশস্ত ; অক্ষুব্ধ ; অদুঃখিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকুণ্ঠিতা।

অকুণ্ঠিতচিত্ত—অদীনচিত্ত, অক্ষুব্ধ, অকাতর ; অসঙ্কুচিতহৃদয়, কুণ্ঠাশূন্য, সঙ্কোচরহিত, দ্বিধাশূন্য। অকুণ্ঠিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —চিত্তা। বিশেষ্যে, —চিত্ততা।

অকুণ্ঠিতহৃদয়—অকুণ্ঠিতচিত্ত (সকল অর্থে)। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —হৃদয়া।

অকুতোভয়—নির্ভয়, যাহার কিছুতেই ভয় নাই এরূপ। ন (নাই) কুতঃ (কাহা হইতে) ভয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ভয়া।

অকুতোভয়ে—নির্ভীকভাবে, কোন ভয় না করিয়া। ন (নাই) কুতঃ (কোন স্থান হইতে) ভয় যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অকুৎসা—অনিন্দা, নিন্দাভাব ; অনিন্দ্যতা ; নির্দ্দোষত্ব। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অকুৎসিত—অনিন্দিত ; অতিরস্কৃত ; অনিন্দ্য ; বরণীয় ; অবিশ্রী, সুন্দর, সুরূপ, সুঠাম। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকুৎসিতা।

অকুপ্য—সুবর্ণ ; রজত, রূপা। নঞ্‌তৎ। কুপ্য দেখ। সং ; ক্লী।

অকুব—জ্ঞান, বোধ ; বুদ্ধি। যাবনিক ; সং।

অকুল—১। বংশমর্য্যাদাশূন্য। ন (নাই) কুল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অকুলা। ২। শিব, মহাদেব। সং ; পু।

অকুলন—অপ্রতুল, অভাব, অনটন। ন (অ)—কুল (রাশি করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অকুলান—অকুলন (তাহা দেখ)। দেশজ।

অকুলীন—যে কুলীন নয়; মর্য্যাদাশূন্য; নীচ-বংশোৎপন্ন; কুলবন্ধনবহির্ভূত। [তন্ত্রশাস্ত্রে পশ্বাচার, বীরাচার ও কুলাচার নামে ত্রিবিধ আচারের উল্লেখ আছে। পশ্বাচারে মৎস্য মাংস মদ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হয়, বীরাচারে ঐগুলি অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে হয় এবং কুলাচারে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ দ্রব্য, দুগ্ধঘৃতাদি বা মদ্যমাংসাদি না হইলেও চলে। তন্ত্রে কুলাচারের বহু প্রশংসা আছে। তৎসমুদায় কুলাচার শব্দে দেখ। উল্লিখিত কুলাচারপরায়ণকে কুলীন বলে]। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকুলীনা।

অকুশল—১। অশিব, অকল্যাণ, অমঙ্গল, অহিত; দুর্ভাগ্য, দুর্দ্দৈব। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। ২। অশুভ, অমঙ্গলজনক, অপকারী; অপ্রসন্ন, প্রতিকূল, বাম। ন (নাই) কুশল যাহা হইতে বা যাহার, বহু। ৩। অনিপুণ, অপটু, আনাড়ি। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকুশলা। বিশেষ্যে অকুশলতা।

অকূপার—১। সূর্য্য; কচ্ছপ। ন (অ)—কুপ—ঋ+ষণ্ ক। ২। সমুদ্র। ন কূপার (সমুদ্র), নঞ্‌তৎ [এস্থলে স্বার্থে নঞের প্রয়োগ; অ দেখ]। সং; পু।

অকূর্চ্চ—১। কপটশূন্য, সরল। ন (নাই) কূর্চ্চ (কপট) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকূর্চ্চা। ২। বুদ্ধ। সং; পু।

অকূল—কূলহীন, অপার। ন (নাই অর্থাৎ দৃষ্ট হয় না) কূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অকূলপাথার—অপার বা মহাবিস্তৃত সমুদ্র, মহাসাগর; (ভাবার্থ) বিপৎসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় ভয়ানক বিপদ্ বা বিপদ্‌রাশি, মহাবিপদ্। কর্ম্মধা। সং; পু।

অকৃত—১। অননুষ্ঠিত, যাহা করা হয় নাই এরূপ; অনিষ্পন্ন। ন কৃত, নঞ্‌তৎ। ২। নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) কৃত (কর্ম্ম অর্থাৎ প্রয়োজন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতা। [কাল অতীত হইলে যাহা করা হয়, তাহাকেও অকৃত কহে। "কালাতীতন্তু যৎ কুর্য্যাদ্ অকৃতন্তদ্ বিনির্দ্দিশেৎ।"]

অকৃতকর্ম্মা (–কর্ম্মন্)—অকর্ম্মণ্য; অকেজো; যে কার্য্যক্ষম নয় এরূপ। ন কৃত কর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক, বহু; অথবা ন কৃতকর্ম্মা, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অকৃতকার্য্য, অকৃতকৃত্য—বিফলমনোরথ, ব্যর্থকাম, বিফলচেষ্ট, বিফলমনা। ন কৃত কার্য্য বা কৃত্য যৎকর্ত্তৃক, বহু; অথবা ন কৃতকার্য্য বা কৃতকৃত্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অকৃতকার্য্যতা, অকৃতকৃত্যতা—বিফলমনোরথত্ব, বিফলচেষ্টা, বৈফল্য, ব্যর্থতা। অকৃতকার্য্য বা অকৃতকৃত্য+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অকৃতকীর্ত্তি—কীর্ত্তিরহিত, অলব্ধযশাঃ; যশস্করকার্য্যহীন। ন কৃতা কীর্ত্তি যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

অকৃতকৃত্য—অকৃতকার্য্য দেখ।

অকৃতঘ্ন—যে কৃতঘ্ন নহে; কৃতজ্ঞ। ন কৃতঘ্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতঘ্নী।

অকৃতজ্ঞ—যে কৃতজ্ঞ নহে, যে উপকারীর নিকট বাধ্য থাকে না, বা উপকার স্মরণ রাখে না, প্রত্যুত তাহার অনিষ্ট চিন্তা করে; কৃতঘ্ন। ন কৃতজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতজ্ঞা। [ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অকৃতজ্ঞতা—কৃতঘ্নতা। অকৃতজ্ঞ শব্দ দেখ।

অকৃতদার—১। যাহার (যে পুরুষের) এখনও বিবাহ হয় নাই এরূপ, অবিবাহিত, অকৃতবিবাহ, অপরিণীত। অকৃত (অগৃহীত) হইয়াছে দার যৎকর্ত্তৃক, বহু; অথবা ন কৃতদার, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। ২। অবিবাহিত পুরুষ। সং; পু।

অকৃতবিবাহ—অকৃতদার সকল অর্থে।

অকৃতাদর—১। যাহাকে আদর করা হয় নাই; অনাদৃত, অসম্মানিত। ন কৃত আদর যাহার, বহু। ২। যে আদর করে নাই, অনাদরকারী, অসম্মানকারী। ন কৃত আদর যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতাদরা।

অকৃতাপরাধ—নিরপরাধ, নির্দ্দোষ। ন কৃত অপরাধ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতাপরাধা।

অকৃতার্থ—১। অকৃতকার্য্য, বিফলমনোরথ। ন কৃতার্থ, নঞ্‌তৎ। ২। যে অর্থের উপার্জ্জন বা সঞ্চয় করে নাই এরূপ; নিঃসম্বল; নির্ধন। ন কৃত (উপার্জ্জিত বা সঞ্চিত) অর্থ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতার্থা। বিশেষ্যে অকৃতার্থতা।

অকৃতাহ্নিক—নিত্যক্রিয়াশূন্য, সন্ধ্যাবন্দনাদির অননুষ্ঠাতা। ন কৃত আহ্নিক যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতাহ্নিকা।

অকৃতিত্ব—অযোগ্যতা, অক্ষমতা; অকার্য্যকুশলতা, অনিপুণতা, অপটুতা, আনাড়িত্ব; অপাণ্ডিত্য, অজ্ঞতা, মূর্খতা; অকৃতার্থতা; অকৃতীর ভাব এই অর্থে অকৃতিন্+ত্ব। সং; ক্লী।

অকৃতী (অকৃতিন্)—যে কৃতী নহে; যোগ্যতাহীন; অক্ষম, অযোগ্য; অকার্য্যকুশল, অনিপুণ, অপটু, আনাড়ি; অপণ্ডিত, অজ্ঞ, মূর্খ; অকৃতার্থ, অকৃতকার্য্য। ন কৃতী, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতিনী।

অকৃতোত্তর—১। যে উত্তর করে নাই বা জবাব দেয় নাই। ন কৃত উত্তর যৎকর্ত্তৃক, বহু। ২। যাহার উত্তর করা হয় নাই বা জবাব দেওয়া হয় নাই। ন কৃত উত্তর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতোত্তরা।

অকৃতোদ্বাহ—যে বিবাহ করে নাই, অপরিণীত, অবিবাহিত। ন কৃত উদ্বাহ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃতোদ্বাহা।

অকৃত্য—১। করণাযোগ্য, যাহা করা উচিত নয় এরূপ, অকর্ত্তব্য। ন কৃত্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃত্যা। ২। অকার্য্য, নিন্দিত কর্ম্ম। সং; ক্লী।

অকৃত্রিম—কৃত্রিম নহে এরূপ, ঈশ্বরকৃত, স্বাভাবিক; কাল্পনিক নহে এরূপ; প্রকৃত, যথার্থ; অকপট, ছলনাশূন্য; খাঁটি, বিশুদ্ধ; অমিশ্রিত। ন কৃত্রিম, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃত্রিমা। বিশেষ্যে অকৃত্রিমতা।

অকৃপ—কৃপাশূন্য, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। ন (নাই) কৃপা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃপা।

অকৃপণ—কার্পণ্যদোষশূন্য, মুক্তহস্ত, বদান্য; ব্যয়শীল, বহুলব্যয়ী। ন কৃপণ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃপণা।

অকৃপা—১। কৃপাহীনতা; অনুগ্রহরাহিত্য; নির্দ্দয়তা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। ২। কৃপাহীনা, নির্দ্দয়া। বহু। অকৃপ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

অকৃশ—কৃশ অর্থাৎ কাহিল নহে এরূপ, অতনু, অদুর্ব্বল; পীন, পীবর, স্থূল, মোটা। ন কৃশ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃশা।

অকৃষ্ট—যাহা কর্ষণ করা যায় নাই এরূপ, কর্ষণবর্জ্জিত, অচষা। ন কৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৃষ্টা।

অকৃষ্টক্ষেত্র—যাহাতে চাষ দেওয়া হয় নাই এমন ক্ষেত্র। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অকৃষ্টপচ্য—অকৃষ্টক্ষেত্রে স্বয়ং পক্ব, কর্ষণাদি বিনা যাহা স্বয়ং ক্ষেত্রে জন্মিয়া পক্ব হয় এরূপ [নীবার ধান্য, তৃণধান্য, উড়ি]। অকৃষ্ট—পচ+কাপ্ কর্ম্ম কর্ত্তৃ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পচ্যা।

অকৃষ্ণ—১। কৃষ্ণেতর, কাল ভিন্ন অন্য বর্ণের, কৃষ্ণবর্ণশূন্য; শ্বেত; পীত; অনিন্দ্য, নির্দ্দোষ। ন কৃষ্ণ, নঞ্‌তৎ। ২। কৃষ্ণবর্জ্জিত। ন (নাই) কৃষ্ণ যেখানে, বহু। বিণ; ত্রি।

অকৃষ্ণকর্ম্মা (–কর্ম্মন্)—নিন্দিতকার্য্যশূন্য, নিষ্পাপ; সদাচারী। অকৃষ্ণ (অনিন্দিত) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অকেজো—অকার্য্যকর, যাহা কোন কাজের নয়; অকর্ম্মণ্য; বৃথা; নিষ্কর্ম্মা। দেশজ; বিণ।

অকেশ—১। কেশহীন, চুলশূন্য; টেকো; নেড়া। ন (নাই) কেশ যাহার, বহু। ২। অল্প বা অপ্রশস্ত কেশযুক্ত। ন (অল্প বা অপ্রশস্ত) কেশ যাহার, বহু। ৩। দুঃখীর ঈশ্বর। ন (নাই) ক (সুখ) যাহার সে অক, বহু; তাহার ঈশ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকেশা।

অকেশ-পরাগকোষ—কেশরশূন্য পরাগকোষ। কর্ম্মধা। সং; পুং বা ক্লী।

অকৈতব—অকপট, ছলশূন্য; অকৃত্রিম; ঋজু; সরল। ন (নাই) কৈতব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকৈতবা।

অকোট—গুবাকবৃক্ষ। ন—কুট (কৌটিল্য) +অন্ ক, যে কুটিলভাব ধারণ করে না, অর্থাৎ সরলভাবে বর্দ্ধিত হয়। সং; পুং।

অকোপ—১। কোপাভাব, রোষহীনতা, অক্রোধ। ন কোপ, নঞ্‌তৎ। সং; পুং। ২। ক্রোধশূন্য, রোষহীন, অক্রোধী। ন (নাই) কোপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকোপা।

অকোপী (অকোপিন্)—অক্রোধী, রোষহীন, ক্রোধশূন্য; যে সহজে রাগে না। ন কোপী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী অকোপিনী।

অকোমল—কোমলতাশূন্য, অনম্র, নরম নয় এরূপ; অমৃদু; কঠোর, কঠিন। ন কোমল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকোমলা। বিশেষ্যে অকোমলতা, অকোমলত্ব।

অকোবিদ—অপণ্ডিত, অজ্ঞ, জ্ঞানহীন; মূর্খ, মূঢ়। ন কোবিদ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অকোবিদা।

অকৌটিল্য—কৌটিল্যহীনতা, ঋজুতা, আর্জ্জব, সরলতা। ন কৌটিল্য, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অকৌশল—কৌশলাভাব, অপটুতা; মনোমালিন্য, মনোভঙ্গ, বিরোধ। ন কৌশল, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অক্কা—১। মাতা, জননী। অক (দুঃখ)+ক্রি=অকি, অকি নামধাতু+ক্বিপ্ ক= অক্ (অর্থাৎ দুঃখিত); অক্—কৈ (শব্দ করা)+ড ক+আপ্ অর্থাৎ যিনি প্রসবকালে দুঃখিতা হইয়া শব্দ করেন। সং; স্ত্রী। ২। চলিত ভাষায় অক্কা শব্দে মৃত্যু বুঝাইয়া থাকে। যথা—সে অক্কা পাইয়াছে, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আরও দুই একটী গ্রাম্য শব্দ আছে, যদ্দারা মৃত্যুকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন সে পটোল তুলিয়াছে; সে শিঙ্গা ফুঁকিয়াছে। এগুলি শিষ্টাচারসম্মত প্রয়োগ নহে।

অক্টার্লনি, স্যার ডেভিড (Sir David Ochterlony)—ইনি দিল্লীর রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে হুলকার দিল্লী আক্রমণ করিলে ইনি সাতিশয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপালীদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি গুর্খা সেনাপতি অমরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। ইঁহার স্মরণার্থে কলিকাতার গড়ের মাঠে একটী মনুমেণ্ট নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা অক্টার্লনি কলম নামে অভিহিত।

অক্টোবার—ইংরাজী বৎসরের দশম মাসের নাম (বাং আশ্বিন-কার্ত্তিক)। সং।

অক্ত—১। মিশ্রিত; লিপ্ত; ব্যাপ্ত। অন্জ (ম্রক্ষণ, মাখা)+ক্ত ক। [অক্ত শব্দটী প্রায় অন্য শব্দের সহিত সমাসযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, তৈলাক্ত, বিষাক্ত, রক্তাক্ত ইত্যাদি]। ২। গত। অন্জ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্তা।

অক্রম—১। ক্রমবিপর্যায়, ব্যতিক্রম। ন ক্রম, নঞ্‌তৎ। সং; পুং। ২। ক্রমরহিত। ন (নাই) ক্রম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অক্রান্ত—১। অনাক্রান্ত, যাহাকে আক্রমণ করা হয় নাই। ২। যাহা পার হওয়া যায় নাই এরূপ, অনতিক্রান্ত। ন ক্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্রান্তা।

অক্রিয়—১। ক্রিয়ারহিত, কর্ম্মশূন্য, নিশ্চেষ্ট, বেকার। ন (নাই) ক্রিয়া যাহার, বহু। ২। অক্রিয়ান্বিত, দুষ্কর্ম্মবিশিষ্ট; অসৎকর্ম্মশীল; দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন। ন (অপ্রশস্ত অর্থাৎ নিন্দিত) ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্রিয়া। ৩। কর্ম্মাদিশূন্য পরমাত্মা। সং; পুং।

অক্রিয়া—১। অক্রিয় দেখ। অক্রিয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অবৈধ ক্রিয়া; অপ্রশস্ত কর্ম্ম; নিন্দিত কার্য্য; শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য। ন (কুৎসিত) ক্রিয়া, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অক্রিয়ানিরত—অসৎকার্য্যে অনুরক্ত, কুক্রিয়াপ্রবৃত্ত। অক্রিয়াতে নিরত (ব্যাপৃত), ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্রিয়ানিরতা।

অক্রিয়ান্বিত—সৎকার্য্যরহিত; নিন্দিত কর্ম্মকারী; শাস্ত্রবিরুদ্ধকার্য্যকারী। অক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্রিয়ান্বিতা।

অক্রীত—যাহা ক্রয় করা হয় নাই; যাহা কেনা নয়। ন ক্রীত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অক্রুদ্ধ—অকুপিত; ক্রোধশূন্য। ন ক্রুদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্রুদ্ধা।

অক্রূর—১। যিনি ক্রূর নহেন; সরল, অকপট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। যাদববিশেষ। সং; পুং। যদুবংশে শাফল্কের ঔরসে এবং গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, ইঁহার পিতা শাফল্ক সাতিশয় পুণ্যবান্ ছিলেন। কোন সময়ে কাশীরাজের রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। শাফল্ক সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র সকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়। অনন্তর কাশীরাজ স্বীয় কন্যা গান্দিনীকে শাফল্কের সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করেন। পরে অক্রূরের জন্ম হয়। পূর্ব্বে অক্রূর কংসালয়েই থাকিতেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে বিনষ্ট করিবার জন্য কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামকে আনয়ন করিবার জন্য কংস-কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে প্রেরিত হন। ইনি প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়া কংসের অত্যাচার হইতে যাদবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। অতঃপর কৃষ্ণহস্তে কংস ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের কিরূপ মনোভাব, তাহা অবগত হইবার জন্য কৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা সত্রাজিতের স্যমন্তক নামে একটী মণি ছিল। শতধন্বা নামক জনৈক ব্যক্তি সত্রাজিতের প্রাণসংহার করিয়া স্যমন্তক মণি হস্তগত করেন। অক্রূরই ঐ বিষয়ের উৎসাহদাতা ছিলেন। শতধন্বাকে কৃষ্ণ স্যমন্তক মণির জন্য উৎপীড়িত করিলে, তিনি উহা গোপনে অক্রূরের হস্তে সমর্পণ করিয়া পলায়ন করেন। অক্রূর সেই রত্ন বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রাখিতেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, স্যমন্তক মণি হইতে নিত্য প্রভূতপরিমাণ স্বর্ণ নির্গত হইত; গান্দিনীপুত্র সেই সমস্ত স্বর্ণ দ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞ ও দানাদি সম্পাদন করিয়া যশস্বী হন। স্যমন্তক মণি অক্রূরের নিকট আছে বলিয়া কৃষ্ণ সন্দেহ করিয়া কৌশলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে অক্রূর সত্য ঘটনা প্রকাশ করেন। এক্ষণে অক্রূর কৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি প্রদানে উদ্যত হইলে কৃষ্ণ স্বয়ং উহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকেই উহার অধিকারী করিলেন। যদুকুলের সহিত অক্রূরও বিনষ্ট হন।

অক্রেয়—ক্রয় করিতে পারা যায় না এরূপ; মহার্ঘ, যাহা প্রকৃত বা ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় এরূপ, দুর্মূল্য, আক্রা। ন ক্রেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্রেয়া।

অক্রোধ—১। ক্রোধরাহিত্য, ক্রোধাভাব; গৃহস্থের দশটী ধর্ম্মের অন্তর্গত একটী ধর্ম্ম। ["ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥" (মনু)।

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ]। ন ক্রোধ, নঞ্‌তৎ। সং; পুং। ২। ক্রোধহীন। ন (নাই) ক্রোধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্রোধা।

অক্রোধন—১। যাহার ক্রোধ নাই এরূপ; সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হন না এরূপ; ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ, অকোপ। ন ক্রোধন, নঞ্‌তৎ।

বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অক্রোধনা । ২ । কুরুবংশীয় অযুতায়ুসের পুত্র । সং ; পু ।

অক্রোধী (অক্রোধিন্)—ক্রোধশূন্য, অকোপী, সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হন না এরূপ, যে সহজে রাগে না । ন ক্রোধী, নঞ্‌তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রী অক্রোধিনী ।

অক্লণ্ড, লর্ড (Earl of Auckland)—ইনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন । ইঁহার শাসনের ৬ বৎসর কাল কেবল কাবুল যুদ্ধের গোলযোগে অতিবাহিত হয় ।

জন্ম ১৭৮৪ ; মৃত্যু ১৮৪৯ । ইনি বিবাহ করেন নাই, সুতরাং এই বংশ এক্ষণে বিলুপ্ত ।

অক্লান্ত—ক্লান্ত হয় না এরূপ, ক্লান্তিশূন্য, অশ্রান্ত ; যে পরিশ্রম করিয়া কাতর হয় না । ন ক্লান্ত, নঞ্‌তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অক্লান্তা ।

অক্লান্তি— ক্লান্তিহীনতা, ক্লমাভাব, অশ্রম । ন ক্লান্তি, নঞ্‌তৎ । সং ; স্ত্রী ।

অক্লিন্ন—অসিক্ত, অনার্দ্র, অ-ভিজা ; অমলিন ; ক্লেদশূন্য । ন ক্লিন্ন, নঞ্‌তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অক্লিন্না ।

অক্লিষ্ট—ক্লান্তিশূন্য, পরিশ্রমে যাহার ক্লেশ বোধ হয় না । ন ক্লিষ্ট, নঞ্‌তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা (–কর্ম্মন্)—১ । যে অক্লেশে কার্য্য সম্পাদন করে । ন ক্লিষ্টকর্ম্মা, নঞ্‌তৎ । ২ । যিনি অধিক পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হন না, অতিশ্রমপটু । অক্লিষ্ট (ক্লেশবর্জ্জিত) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু । বিণ ; পু বা স্ত্রী ।

অক্লিষ্টকান্তি—অবিবর্ণ, যাহার কান্তি বিবর্ণ হয় নাই এরূপ । ন ক্লিষ্টকান্তি, নঞ্‌তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অক্লীব—বীর ; ধীর ; সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশালী ; অবন্ধ্য । ন ক্লীব, নঞ্‌তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অক্লেদ্য—যাহা ক্লিন্ন হয় না, অপচ্য । ন ক্লেদ্য, নঞ্‌তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অক্লেদ্যা ।

অক্লেশ—১ । ক্লেশাভাব । ন ক্লেশ, নঞ্‌তৎ । সং ; পু । ২ । ক্লেশবর্জ্জিত । ন (নাই) ক্লেশ যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অক্লেশা ।

অক্লেশে—ক্লেশ ব্যতিরেকে, বিনাক্লেশে, সহজে, অনায়াসে । ন (নাই) ক্লেশ যাহাতে, বহু । ক্রি-বিণ ।

অক্ষ—১ । পাশক, পাটি ; (বৈদ্যশাস্ত্রে) এক ভরি, ষোল মাষার ভার ; (ভূগোলশাস্ত্রে) গোলকপৃষ্ঠে বিষুবরেখার উত্তর পার্শ্বের যে কোন স্থানের দূরত্ব ; (খগোলে) রবিমার্গ হইতে কোন নক্ষত্র বা গ্রহের দূরত্ব-পরিমাণ ; আত্মা ; রথচক্র ; ক্রয়বিক্রয়-চিন্তা ; বিভীতকী বৃক্ষ, বহেড়াগাছ ; সর্প ; রথ, শকট ; চক্র ; চক্রের মধ্য মণ্ডল ; রুদ্রাক্ষ ; ইন্দ্রাক্ষ ; জপমালা ; জাতান্ধ ; কুন্তি ; গরুড় ; রাবণপুত্র ; ব্যবহারশাস্ত্র ; বিবাদ-বিজ্ঞানতত্ত্ব ; গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ ; রাশিচক্রের অবয়ব । সং ; পু । ২ । ইন্দ্রিয় ; রুদ্রাক্ষবীজ ; তুঁতে ; রসাঞ্জন । অক্ষ+অন্ ক অথবা অশ+স ণ । সং ; ক্লী ।

অক্ষকূট—চক্ষুর তারকা, নয়নতারা । অক্ষির কূট, ৬তৎ । সং ; পু ।

অক্ষকোবিদ—অক্ষক্রীড়ায় সুপণ্ডিত, পাশকক্রীড়ায় পারদর্শী, পাশাখেলায় নিপুণ । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অক্ষকোবিদা ।

অক্ষক্রীড়া—দ্যূতক্রীড়া, পাশা-খেলা । অক্ষ দ্বারা ক্রীড়া, ৩তৎ । সং ; স্ত্রী । হিন্দুশাস্ত্রে পাশক্রীড়া সাতিশয় দোষাবহ ; "পাশা কর্ম্মনাশা" । পুরাণে বর্ণিত আছে, মহাদেব পাশক্রীড়ার প্রথম সৃষ্টি করেন । কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে পশুপতি পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করেন । পার্ব্বতীর জয় ও পশুপতির পরাজয় হইল —তদবধি পার্ব্বতীর দিন সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল এবং পশুপতির দুঃখের অবসান হইল না । স্মৃতিশাস্ত্রে দশমীর দিনে এই ক্রীড়া নিষিদ্ধ । যথা—

"শাকং মাষং মসুরঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনে ।
দ্যূতমত্যম্বুপানঞ্চ দশম্যাং বৈষ্ণবস্ত্যজেৎ ॥"

অর্থাৎ বৈষ্ণব ব্যক্তি দশমীতে শাক, মাষকলায়, মসুর, দুইবার ভোজন, মৈথুন, পাশক্রীড়া এবং অতিশয় জলপান পরিত্যাগ করিবে । কিন্তু পুরাণান্তরে দ্বাদশীর দিনে পাশক্রীড়ার নিষেধ দৃষ্ট হয় । আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার রাত্রিতে এই ক্রীড়া করিবার বিধান আছে ।

অক্ষচক্র—১ । ধুর ও চক্র । দ্বন্দ্ব সমাস । ২ । যন্ত্রবিশেষ । সং ; ক্লী ।

অক্ষজ—বজ্র । অক্ষ শব্দ—জন (জন্মান)+ড ক । দেহ হইতে জাত অর্থাৎ দধীচি মুনির দেহ (দেহের প্রধান অংশ অস্থি) হইতে উৎপন্ন । কেহ কেহ বলেন যে, অক্ষজ শব্দ লিপিকর প্রমাদবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ গ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহা প্রকৃতপক্ষে "অস্থিজ" হইবে । সং ; পু ।

অক্ষত—১ । ক্ষত নয় ; অখণ্ডিত ; ক্লীব ; অনাহত ; অবিদারিত ; নির্দ্দোষ ; নিখুঁত । ন ক্ষত, নঞ্‌তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অক্ষতা । ২ । আতপ তণ্ডুল ; যব ; লাজা, খই । সং ; পু বা ক্লী । ৩ । সর্ব্বশস্য । সং ; ক্লী ।

অক্ষতদেহ—১ । ক্ষতশূন্য শরীর ; অনাহত কায় । অক্ষত যে দেহ, কর্ম্মধা । সং ; পু । ২ । ক্ষতশূন্য শরীরবিশিষ্ট, অনাহতকায়, যাহার দেহে ক্ষত নাই, যাহার শরীরে আঘাত লাগে নাই । অক্ষত হইয়াছে দেহ যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

অক্ষতদেহে—অনাহত গাত্রে, গায়ে আঁচড়টি লাগে নাই এমন ভাবে । অক্ষত হইয়াছে দেহ যাহাতে, বহু । ক্রি-বিণ ।

অক্ষতযোনি—১ । যে স্ত্রীর পুরুষ-সঙ্গম হয় নাই, কুমারী । ন (না) ক্ষত (বিদারিত) হইয়াছে যোনি যাহার, বহু । সং ; স্ত্রী । ২ । পুরুষসঙ্গম-রহিতা । বিণ ; স্ত্রী ।

অক্ষতা—১ । অক্ষত দেখ । অক্ষত+আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । পুরুষসংসর্গরহিতা স্ত্রী ; কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়া শৃঙ্গী । সং ; স্ত্রী ।

অক্ষতাঙ্গ—অক্ষতদেহ (সকল অর্থে) ।

অক্ষদণ্ড—চক্রধুর, চাকার ধুরো ; পৃথিবীর মধ্যদেশভেদী ও উত্তর কেন্দ্রসংস্পর্শী কাল্পনিক সরল রেখা । ঐ কল্পিত ব্যাসোপরি পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রতিদিন আবৃত্তি হয় (Axis) । সং ; পু ।

অক্ষদর্শক—ব্যবহারদ্রষ্টা, বিচারক । ৬তৎ । সং ; পু ।

অক্ষদৃক্ (অক্ষদৃশ্)—ব্যবহারদ্রষ্টা, বিচারক । অক্ষ—দৃশ ধাতু+ক্বিপ্ ক । সং ; পু ।

অক্ষদেবন—পাশা খেলা, কূপন খেলা । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

অক্ষদেবী (অক্ষদেবিন্)—পাশক্রীড়ক, দ্যূতকারী । অক্ষ শব্দ—দিব (খেলা)+ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী,–দেবিনী ।

অক্ষদ্যূত—পাশকক্রীড়া, পাশা দ্বারা জুয়াখেলা, কূপন খেলা । ৬তৎ । সং ; পু ।

অক্ষধর—১ । চক্রধারী, বিষ্ণু ; শাখোট বৃক্ষ, আসসেওড়া । ৬তৎ । সং ; পু । ২ । চক্রধারক ; পাশক্রীড়ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অক্ষধরা ।

অক্ষধুর—চক্রাগ্র, চাকার অগ্রভাগ ; চাকার ধুরো, গাড়ীর বম্ । ৬তৎ । সং ; পু ।

অক্ষধূর্ত্ত—১ । পাশক্রীড়ক, জুয়াড়ী । অক্ষে (অক্ষক্রীড়ায়) ধূর্ত্ত (নিপুণ), ৭তৎ । ২ । বৃষ । সং ; পু ।

অক্ষপাদ—পুরাণে লিখিত আছে, বেদব্যাস গৌতম-প্রণীত ন্যায়সূত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর বেদব্যাসের মুখ দর্শন করিবেন না । অনন্তর বেদব্যাস বিবিধ স্তবস্তুতি করাতে মুনিবর প্রসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে স্বাভাবিক চক্ষু দ্বারা মুখ দর্শন না করিয়া স্বীয় চরণে চক্ষুর সৃষ্টি করণান্তর তদ্দ্বারা বেদব্যাসের মুখদর্শন করিয়াছিলেন । তদবধি মুনিবর "অক্ষপাদ" নামে খ্যাত হইলেন । ইহার অন্যার্থ—চক্রাঙ্গ ; তার্কিক, নৈয়ায়িক । অক্ষি পাদে যাহার, অথবা অক্ষ (অর্থাৎ জ্ঞান) দ্বারা পাদ (গমন) হয় যাহার, বহু । সং ; পু ।

অক্ষম—১। যাহার কোন ক্ষমতা নাই এরূপ, ক্ষমতাশূন্য; অকৃতী; অযোগ্য; দুর্ব্বল; অপটু; অসমর্থ, অপারক। ন ক্ষম (সমর্থ), নঞ্‌তৎ। ২। ক্ষমাহীন। ন (নাই) ক্ষমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষমা।

অক্ষমতা, অক্ষমত্ব—ক্ষমতাহীনতা, শক্তিরাহিত্য, অশক্তি, অসামর্থ্য, অপারকতা; অযোগ্যতা, নির্গুণতা; ক্ষমাহীনতা, অমার্জ্জনশীলতা, মাফ না করা। অক্ষম+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অক্ষমা—১। অক্ষম দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষমাশূন্যতা, অসহিষ্ণুতা; ক্রোধ; ঈর্ষ্যা। ন ক্ষমা, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অক্ষমালা—১। জপমালা; রুদ্রাক্ষমালা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। বশিষ্ঠপত্নী—এইরূপ কথিত আছে যে, ইনি প্রথমে শূদ্রকন্যা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষির সংসর্গে ইনি পরম গুণবতী রমণীরূপে পরিণতা হইয়াছিলেন।

অক্ষয়—১। ক্ষয়রহিত, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, সদা বিদ্যমান; অশেষ। ন (অর্থাৎ নাই) ক্ষয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষয়া। ২। পরমাত্মা। সং; পু।

৩। রাক্ষসরাজ রাবণের এক পুত্রের নাম, মন্দোদরীর গর্ভজাত। যে সময় হনুমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া রাবণের প্রমোদ-কানন ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে ইনি সাতিশয় বীরত্বসহকারে হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন। এই রাক্ষস অক্ষয় কুমার নামেও খ্যাত ছিলেন। সং; পু।

অক্ষয়কীর্ত্তি—অবিনশ্বর যশ, চিরস্থায়িনী খ্যাতি। অক্ষয়া কীর্ত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অক্ষয়কুমার—রাবণের এক পুত্র, শুদ্ধ 'অক্ষয়' নামেও পরিচিত। অক্ষয় দেখ।

অক্ষয়কুমার দত্ত—বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা। তিন ভাগ চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, পদার্থ-বিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, দুই ভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহারই রচিত।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী পূর্ব্বস্থলীর সন্নিহিত চুপী গ্রামে পীতাম্বর দত্তের ঔরসে ও দয়াময়ীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে স্বগ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। অনন্তর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ইংরেজী শিক্ষা করিবার জন্য ইনি কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সুতরাং পরিবার প্রতিপালনের জন্য এই অল্প বয়সেই ইঁহাকে বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে একটী পাঠশালা ছিল। উনিশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে ঐ পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হন। অনন্তর ইনি স্বীয় প্রভূত চেষ্টা দ্বারা বিদ্যাবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদ শূন্য হইলে, অক্ষয়কুমার ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানবত্তার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। অক্ষয়কুমার "মাদক-সেবনের অপকারিতা" সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ প্রচারিত করিয়াছিলেন।

ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ বালীগ্রামে বহুকাল অবস্থান করেন। ইঁহার উদ্যানে নানাপ্রকার উদ্ভিদ সংগৃহীত ছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ উকীল ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক। বাং ১২৬৮ সালের ১লা মাঘ তারিখে নদীয়া জেলার নওয়াপাড়া থানার এলাকাধীন সিমলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয়। মাতার নাম সৌদামিনী দেবী। ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহার মাতামহ রাজসাহীর বৈদ্যনাথ বাগ্‌চী। তিনি সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অক্ষয়বাবুর পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস রাজসাহী জেলার গুড়নই গ্রামে ছিল। নীলকর-দৌরাত্ম্যে অক্ষয়কুমারের পিতামহী পুত্রকন্যা লইয়া তাঁহার পিত্রালয় কুমারখালি গ্রামে পলাইয়া আসেন। অক্ষয়কুমারের পিতা মথুরানাথ ও কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) একত্রযোগে গ্রামের বহু উন্নতি বিধান করেন। মথুরানাথ কুমারখালির ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। পরে তিনি সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রাজসাহীতে গমন করেন। বালক অক্ষয়কুমার কখনও কুমারখালিতে, কখনও রাজসাহীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। কাঙ্গাল হরিনাথ ইঁহার সাহিত্য-গুরু। অক্ষয়কুমার ১৮৭৮ সালে রামপুর বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া রাজসাহী জেলায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া পনর টাকা বৃত্তিলাভ করেন। পরে রাজসাহী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম-এ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। রাজসাহী কলেজ হইতে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হইতে রাজসাহীতে ওকালতী করিতেছেন।

প্রথমে অক্ষয়কুমার কাব্য চর্চ্চা করিতেন। বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয় উপলক্ষ করিয়া ইনি "বঙ্গবিজয়" নামে প্রথমে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার বাল্য রচনা রাজসাহীর "হিন্দুরঞ্জিকা" ও কুমারখালির "গ্রামবার্ত্তা"র প্রকাশিত হইত। এন্ট্রেন্স এ্যাক্ট পাশ হইবার পর কাঙ্গাল হরিনাথ অবসর গ্রহণ করিলে অক্ষয়কুমার, জলধর সেন প্রভৃতির সহযোগে "গ্রামবার্ত্তা" কিছুদিন পরিচালন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের দিকে ইঁহার দৃষ্টি পড়ে। বাং ১২৯০ সালে ইনি সমরসিংহ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রাজসাহী কলেজে এফ-এ পড়িবার সময় মেকলের ক্লাইব ও হেষ্টিংসের গ্রন্থ কলেজের পাঠ্য থাকায় উহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উপলক্ষে কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডাউডিং সাহেবের সহিত অক্ষয়কুমারের বাদানুবাদ চলিত। ইনি অধ্যাপক সাহেবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, মেকলে ও হেষ্টিংসের বর্ণনা সত্য নহে, এবং আপনার উক্তি সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণের অনুসন্ধান করিতেন। এইরূপে বহু প্রমাণ সংগৃহীত হইলে, সেই সকল উপাদান অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চিত্র—"রাণীভবানী", "সিরাজ-উদ্দৌলা", "সীতারাম", "মীরকাশিম" প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হইয়া "সাধনা", "ভারতী", "সাহিত্য" প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়; পরে কোন কোন গ্রন্থ পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। বড় লাট লর্ড কার্জ্জনের পাঠের জন্য ইনি Gour under the Hindus নামক একটী প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু এসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বার এবং এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন প্রকাশ করেন। ইনি বহুবার সরকার কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় এবং রসায়ন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইঁহার অসামান্য অধিকার। ইনি রেশমশিল্প সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া সরকারে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া প্রশংসা অর্জ্জন করেন। রাজসাহীতে ইনি সংস্কৃত নাটক শকুন্তলা, বেণীসংহার প্রভৃতির অভিনয়ের সূত্রপাত করেন। ক্রিকেট ও ব্যাডমিণ্টনেও ইনি সিদ্ধহস্ত। সরকার ইঁহাকে

সি-আই-ই উপাধি প্রদান করিয়া গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত—প্রত্যহ স্নানের পর মাতৃ-প্রণাম না করিয়া জলগ্রহণ করেন না।

অক্ষয়কুমার বড়াল—বঙ্গের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। ইঁহার রচিত কবিতাগুলির মৌলিকতা, বস্তুতন্ত্রতা, সরলতা বড়ই মর্মস্পর্শী। বড়াল কবি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার চোরবাগান-পল্লীস্থ শ্রীনাথ রায়ের গলিতে সুবর্ণবণিক্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। ইঁহাদের আদিনিবাস ফরাসডাঙ্গা। অক্ষয়কুমার হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের সে শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। তবে ইঁহার জ্ঞানলাভ-স্পৃহা অদম্য ছিল, সেই জন্য গৃহে জ্ঞানার্জ্জনের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ইঁহার অধ্যয়নস্পৃহা প্রবল ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের ন্যায় অক্ষয়কুমারও কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। ইনি সওদাগরী অফিসে কর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, এবং গৃহে কাব্য-চর্চ্চা করিয়া অবসর সুখাতিবাহিত করিতেন। সন ১২৮৯ সালে সঞ্জীববাবু-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনে" ইঁহার প্রথম কবিতা "রজনীর মৃত্যু" প্রথম প্রকাশিত হয়। সন ১২৯০ সালের চৈত্র মাসে ইঁহার প্রথম খণ্ডকাব্য গ্রন্থ "প্রদীপ" এবং তাহার দুই বৎসর পরে "কনকাঞ্জলি" প্রকাশিত হয়। তাহার দুই বৎসর পরে তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "ভুল" প্রকাশিত হয়। সন ১৩১৩ সালে পত্নীবিয়োগের পর লোকান্তরিত পত্নীর উদ্দেশে লিখিত কবিতাগুলি ইঁহার "এষা" গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। "শঙ্খ" নামে ইঁহার আরও একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। ইঁহার কবিতাগুলি যে বাঙ্গালী পাঠকগণের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াছে—গ্রন্থগুলির একাধিক সংস্করণই তাহার প্রমাণ। ইঁহার বেশভূষা, চালচলন প্রকৃত কবিজনোচিত অনাড়ম্বর ছিল। ইঁহার হৃদয় আবার সেই প্রতিভার সঙ্গে পরদুঃখসহানুভূতিসম্পন্নও ছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ লেখক, পত্রসম্পাদক ও সমালোচক। ইনি "সাধারণী" নামে সাপ্তাহিক এবং "নবজীবন" নামে মাসিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। এই "সাধারণী" পত্রিকা সন ১২৯৩ সালে "নববিভাকর" পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া "নববিভাকর-সাধারণী" নাম গ্রহণ করে। ইনি সারদাচরণ মিত্র (উত্তরকালে হাইকোর্টের জজ) মহাশয়ের সহযোগিতায় কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী "প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ" নামে সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত পয়ার ছন্দে রচিত "গোচারণের মাঠ", মূল রামায়ণের সংক্ষিপ্ত গদ্য-অনুবাদ "সংক্ষিপ্ত রামায়ণ", বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক "আলোচনা", কবিতাপুস্তক "শিক্ষানবিশের পদ্য", প্রহসন "হাতে হাতে ফল", নিজের ও পিতার সাহিত্য-জীবনী "পিতা-পুত্র", হিন্দুধর্ম্ম, দর্শন ও সমাজ-সম্বন্ধীয় পুস্তক "সনাতনী", এবং কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্যালোচনাপূর্ণ "কবি হেমচন্দ্র" ইঁহার প্রণীত পুস্তক। এতদ্ভিন্ন ইঁহার মৃত্যুর পরে ইঁহার রচিত বহুতর প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও রসচিত্র বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া "মোতিকুমারী", "মহাপূজা", "সাহিত্যপাঠ", "সাহিত্য-সাধন" এবং "রূপক ও রহস্য" নামে পাঁচখানি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও ইঁহার বহু রচনা বাঙ্গালার নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং "বঙ্গদর্শন" প্রকাশে ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ইনি প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে বঙ্গদর্শনে "প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" লিখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনের কতক গুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইঁহারই রচিত। সেগুলি ইনি স্বনামযুক্তে পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এইরূপ ভরসা আছে। ইঁহার রচিত সেই প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গদেশে অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্য লেখক অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

অক্ষয়চন্দ্র সন ১২৫৩ সালের ২রা অগ্রহায়ণ হুগলী জেলার চুঁচুড়া নগরে ইঁহার পৈতৃক বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৪ সালের ১৬ই আশ্বিন সেই বাটীতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতা রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর সব্‌জজ ছিলেন; তিনি সিনিয়র স্কলার, সুলেখক ও সুকবি; "ঋতুবর্ণন" তাঁহার প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। অক্ষয়চন্দ্র পিতার একমাত্র সন্তান। ইং ১৮৫৭ অব্দের ২রা জুন ইনি হুগলী কলিজিয়েট্ স্কুলে ভর্ত্তি হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই দুই মাস পরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ইনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্জাবও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত ছিল। ইনি হুগলী কলেজ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এফ-এ, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি-এ, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি-এল পাশ করিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই, ১৭ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহার পত্নী অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন, সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আদর করিয়া তাঁহাকে "অসাধারণী" বলিয়া ডাকিতেন। ১২৯৭ সালে তিনি অকালে সতীলোকে গমন করেন। বি-এল পাশ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র মাত্র চারি বৎসর বহরমপুরে ওকালতি করিয়াছিলেন। সেই সময়েই বঙ্গে "বঙ্গদর্শনে"র আবির্ভাব। তদনন্তর ইঁহার সমগ্র জীবন এক বিরাট্ সাহিত্য-সাধনা। সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রাজনীতি আলোচনা করিবার জন্য "সাধারণী"র এবং নির্জীব হিন্দুধর্ম্মে সজীবতা তথা নবজীবন প্রদান করিবার জন্য "নবজীবনের" প্রকাশ। ষোল বৎসর "সাধারণী" এবং ছয় বৎসর "নবজীবন" অতি যোগ্যহস্তে পরিচালিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া "ভারতরাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ করিলে লর্ড লিটনের অধিনায়কতায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে যে প্রথম দরবার হইয়াছিল, সেই দরবারে সাধারণী-সম্পাদকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ইনি বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং "আজীবন সদস্য" ছিলেন। চুঁচুড়ার পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং পর বৎসর চট্টগ্রামে উক্ত সম্মিলনের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান্ ও ক্রিয়াবান্ হিন্দু এবং সচ্চরিত্র, তেজস্বী, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী পুরুষ ছিলেন।

অক্ষয়তা—অক্ষয়ত্ব, অবিনশ্বরত্ব। অক্ষয় + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অক্ষয়তৃতীয়া—চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। এইরূপ কথিত আছে যে, এই দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। অক্ষয়-তৃতীয়া, কল্পাদ্যা। সং; স্ত্রী।

অক্ষয়ত্ব—অবিনশ্বরত্ব, অবিধ্বংসিতা, চিরস্থায়িত্ব, নিত্যত্ব। অক্ষয় + ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

অক্ষয়বট—প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর, জগন্নাথপুরী, বৈতরণীতট প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে এক একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বৃক্ষগুলির নামই অক্ষয়বট। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ঐ সকল বটবৃক্ষে জলসেক ও পূজা করিলে অতিশয় পুণ্যলাভ হয়। কল্পবৃক্ষ। সং; পুং।

অক্ষয়স্বর্গ, অক্ষয়স্বর্গলোক—নিত্যদিব্যধাম, চিরস্থায়ী সুরলোক। কর্ম্মধা। সং; পু।

অক্ষয়স্বর্গবাস—চিরস্থায়ী স্বর্গবসতি, যে স্বর্গবাস হইতে কখন বিচ্যুত হইতে হয় না। অক্ষয় যে স্বর্গবাস, কর্ম্মধা। সং; পু।

অক্ষয়া—১। অক্ষয় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বার ও তিথি ঘটিত যোগবিশেষ। সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী এবং বৃহস্পতিবারে অষ্টমী হইলে তাহাকে "অক্ষয়া" বলে। ন (নাই) ক্ষয় (পাপ অথবা পুণ্যের ধ্বংস) যাহা হইতে, বহু। [এই যোগে পাপ অথবা পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল ষাট হাজার জন্মেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এইজন্য ইহার নাম অক্ষয়া]। সং; ক্লী।

অক্ষয্য—১। ক্ষয়ের অযোগ্য, যাহা কখনও ক্ষয় যায় না, অবিনাশী। ন (অ)—ক্ষি (ক্ষয় হওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষয্যা। ২। ঘৃত-মধুমিশ্রিত জল। অক্ষয় শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

অক্ষর—১। ক্ষরণশূন্য; ক্রিয়াশূন্য; অনশ্বর; স্থায়ী; স্থির। ন ক্ষর, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষরা। ২। ব্রহ্মা; পরমেশ্বর; জীবাত্মা; মোক্ষ; উদক, জল; শিব; বিষ্ণু; গগন; ধর্ম্ম; তপস্যা; অপামার্গ, আপাং গাছ; শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও অখণ্ড অংশ, অকারাদি বর্ণ। ন (নাই) ক্ষর (ক্ষরণ) যাহার বা যাহাতে, বহু। সং; ক্লী। "মুদ্রালিপিঃ শিলালিপি র্লিপির্লেখনিসম্ভবা। গুণ্ডিকাঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ॥" অর্থাৎ মুদ্রালিপি, শিলালিপি, লেখনিসম্ভূত-লিপি, এবং গুণ্ডিকা ও ঘুণ সমুৎপন্ন লিপি এই পাঁচ প্রকার অক্ষর লিপি।

অক্ষরচণ—লিপিকর্ম্মে পটু, সুলেখক। অক্ষর শব্দ+চণ। বিণ; ত্রি। "অক্ষরচন" শব্দও হয়।

অক্ষরচুঞ্চু—অক্ষরচণ; লিখন কর্ম্মে খ্যাত। অক্ষর শব্দ+চুঞ্চু। বিণ; ত্রি।

অক্ষরজননী—লেখনী, কলম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অক্ষরজীবক—লেখন কর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, অক্ষরজীবী (তাহা দেখ)। উপ; অক্ষর শব্দ—জীব্+অক ক। বিণ বা সং; পু।

অক্ষরজীবিক—১। মসিজীবী, অক্ষরজীবী। অক্ষর জীবিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষরজীবিকা।

অক্ষরজীবিকা—১। মসিজীবিনী। বহু; অক্ষরজীবিক দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। লেখকবৃত্তি। অক্ষর দ্বারা নির্ব্বাহিতা জীবিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অক্ষরজীবী (—জীবিন্)—লিখন-ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে, লেখক। অক্ষর শব্দ—জীব+ণিন্ ক; উপ। বিণ; পু। স্ত্রী,—জীবিনী। [স্ত্রী।

অক্ষরতুলিকা—লেখনী, কলম। ৬তৎ। সং;

অক্ষরনিবদ্ধ, অক্ষরবদ্ধ—লিপিবদ্ধ, লিখিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বদ্ধা।

অক্ষরন্যাস, অক্ষরবিন্যাস—১। অক্ষরসংস্থাপন, অক্ষরলিখন। ৬তৎ। ২। লিপি। অক্ষরের ন্যাস বা বিন্যাস আছে যাহাতে, বহু। সং; পু। [চিনা। ৬তৎ। সং; পু।

অক্ষরপরিচয়—বর্ণজ্ঞান, অক্ষর জানা, আখর

অক্ষরবদ্ধ—অক্ষরনিবদ্ধ দেখ।

অক্ষরমালা—বর্ণমালা, অকারাদি অক্ষরসমূহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অক্ষরমুখ—১। অক্ষরের আদিবর্ণ, অ। ৭তৎ। সং; ক্লী। ২। শিষ্য। অক্ষর (প্রণবাদি বর্ণ) মুখে যাহার, বহু। সং; পু। ৩। শাস্ত্রাভিজ্ঞ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী।

অক্ষরবিন্যাস—অক্ষরন্যাস দেখ। সং; পু।

অক্ষরসংস্থান—অক্ষরন্যাস, লিখন। অক্ষরের সংস্থান, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অক্ষরেখা—(Lines of Latitude) নিরক্ষ রেখার উত্তর-দক্ষিণে সমদূরবর্ত্তী কতকগুলি রেখা; এগুলি গোলকের পূর্ব্ব-পশ্চিমে মণ্ডলাকারে চিত্রিত থাকে। সং; স্ত্রী।

অক্ষবতী—১। অক্ষবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। পাশক্রীড়া, পাশাখেলা। সং; স্ত্রী।

অক্ষবাট—দ্যূতস্থান; পাশার ছক; মল্লভূমি, কুস্তীর আখড়া। ৬তৎ। সং; পু।

অক্ষবান্ (—বৎ)—অক্ষযুক্ত, অক্ষবিশিষ্ট। অক্ষ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অক্ষবতী।

অক্ষবিৎ (—বিদ্)—অক্ষক্রীড়াবেত্তা, পাশকক্রীড়াজ্ঞ, পাশা-খেলায় নিপুণ; ব্যবহারশাস্ত্রবেত্তা, আইনজ্ঞ। উপ; অক্ষ—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অক্ষবৃত্ত—নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল এবং বৃত্ত হইতে ক্রমশঃ দশ দশ অংশ অন্তরে কল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত (Parallels of Latitude)।

অক্ষসূত্র—জপমালা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অক্ষাংশ—ভৌগোলিকগণ বিষুবরেখার উত্তর-দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ব-পশ্চিম ভূভাগকে যে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করেন, তাহার এক এক ভাগের নাম Degree বা অক্ষাংশ। সং; পু।

অক্ষাগ্রকীলক—চাকার খিল। অক্ষের অগ্র, তাহার কীলক, ৬তৎ। সং; পু।

অক্ষান্তি—অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা। ন ক্ষান্তি, নঞ্ তৎ। সং; স্ত্রী।

অক্ষার—ক্ষার-রহিত, ক্ষারপদার্থশূন্য; লবণহীন। ন (নাই) ক্ষার যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষারা।

অক্ষারলবণ—সৈন্ধবাদি লবণ; অশৌচকালীন ভক্ষ্য ঘৃত দুগ্ধ আতপতণ্ডুল মুগ যব তিল প্রভৃতি হবিষ্য দ্রব্য। ন (নাই) ক্ষারলবণ যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

"গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গাযবাস্তিলাঃ। সামুদ্রং সৈন্ধবঞ্চৈবমক্ষারলবণং স্মৃতম্॥"

অক্ষি—চক্ষুঃ, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়। অক্ষ (ব্যাপ্তি)+কি অধি, যাহাতে রূপাদি বিষয় ব্যাপ্ত হয়। সং; ক্লী। অপভ্রংশে "আঁখি"।

অক্ষিকূটক—চক্ষুর তারকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অক্ষিগত—১। নেত্রগোচর। ২তৎ। ২। দ্বেষাস্পদ; শত্রু, দ্বেষ্য। অক্ষি দ্বারা গত (জ্ঞাত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা।

অক্ষিগোলক—চক্ষুর সমস্ত গোল অংশ (Eye-ball)। ৬তৎ। সং; পু।

অক্ষিতারকা, অক্ষিতারা—চক্ষুর তারা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অক্ষিপক্ষ্ম (—পক্ষ্মন্)—চক্ষুর পাতার লোম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অক্ষিপট—অক্ষিগোলকের সূক্ষ্ম ঝিল্লি, যাহার উপর আলোক পড়িলে দৃষ্টির বোধ জন্মে (retina)। ৬তৎ। সং; পু।

অক্ষিভেষজ—নেত্রৌষধি, চক্ষুরোগের ঔষধ; অঞ্জন, সুরমা; পাটকালোধ্র, এক প্রকার লোধগাছ। ৬তৎ। সং; পু।

অক্ষিব—সামুদ্রিক লবণ; শোভাঞ্জন বৃক্ষ। ন (অ)—ক্ষিব+অন্ ক। সং; পু।

অক্ষিবিকূণিত—অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ। অক্ষি (চক্ষুঃ) বিকূণিত (সঙ্কুচিত) হয় যাহাতে, বহু; অথবা অক্ষির বিকূণিত (বিকূণন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

অক্ষীণ—অকৃশ, ক্ষীণ নয় এরূপ, স্থূল। ন ক্ষীণ, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষীণা।

অক্ষীণবৃত্ত—বেদবিহিত-আচারনিষ্ঠ; চরিত্রবান্। অক্ষীণ (দৃঢ়) হইয়াছে বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষীণবৃত্তা।

অক্ষীব—১। অমত্ত। ন ক্ষীব (উন্মত্ত), নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। ২। সামুদ্রিক লবণ। ন—ক্ষীব+অন্ ক। সং; ক্লী।

অক্ষুণ্ণ—ক্ষুণ্ণ নয় এরূপ, অদুঃখিত, অক্ষুব্ধ; পূর্ণ; অনালোড়িত; সুস্থ; অকর্ত্তিত; অক্ষত; অজিত; অচূর্ণিত। ন ক্ষুণ্ণ, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষুণ্ণা।

অক্ষুধ—ক্ষুধাহীন; আহারে স্পৃহাশূন্য। ন (নাই) ক্ষুধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষুধা।

অক্ষুধা—১। ক্ষুধাহীনা। বহু। অক্ষুধ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষুধার অভাব, ক্ষুধারাহিত্য; আহারে অস্পৃহা। নঞ্ তৎ। সং; স্ত্রী।

অক্ষুব্ধ—ক্ষুব্ধ নয় এরূপ, ক্ষোভশূন্য, অদুঃখিত; ভয় অথবা বিপদ্ উপস্থিত হইলে ব্যাকুলিত

হয় না এরূপ, অনাকুল, অব্যাকুল ; ধীর। ন ক্ষুব্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষুব্ধা।

অক্ষুভিত—অক্ষুব্ধ (সকল অর্থে)। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষুভিতা।

অক্ষেত্র—অযোগ্যপাত্র ; মরুভূমি। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অক্ষেম—অশুভ, অমঙ্গল। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অক্ষোট, অক্ষোড়—ফলবিশেষ বা তাহার গাছ, আখরোট। সং ; পু।

অক্ষোভ—১। ক্ষোভরহিত, ক্ষোভশূন্য। ন (নাই) ক্ষোভ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষোভা। ২। ক্ষোভাভাব ; হস্তিবন্ধন-স্তম্ভ, আলান। ন ক্ষোভ, নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অক্ষোভণীয়—অক্ষোভ্য (তাহা দেখ)। নঞ্‌-তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষোভণীয়া।

অক্ষোভিত—অবিচালিত ; অনুদ্বেজিত ; অনা-লোড়িত। ন ক্ষোভিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষোভিতা।

অক্ষোভী (-ভিন্)—অক্ষুব্ধ, অত্রাসিত ; অবিষণ্ণ ; অনুদ্বেজিত ; অনালোড়িত। ন ক্ষোভী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অক্ষোভিণী।

অক্ষোভ্য—অবিচলনীয়, অধৃষ্য। ন (অ)-ক্ষুভ্‌+য ম্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অক্ষোভ্যা।

অক্ষৌহিণী—[অক্ষ+ঊহিনী ; অক্ষ শব্দের অকারের পরস্থিত ঊহিনী শব্দের ঊকারের বৃদ্ধি হয়]। অসংখ্য সেনা। অক্ষৌহিণী শব্দের অন্য অর্থ, যথা—১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী এবং ২১৮৭০ রথ, এতৎসংখ্যক সেনা।

"একেভৈক-রথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চ-পদাতিকা।
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্।
সেনামুখং গুল্ম-গণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণী—॥"

একটী হস্তী, একখানি রথ, তিনটী অশ্ব ও পাঁচজন পদাতি লইয়া এক পত্তি হয়, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহি-নীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনায় এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী, এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়।

অখট্টি—মন্দ আচরণ, আব্দার, আখটি বা গোঁ। ন—খট্‌+টি ভাবে। সং ; পু।

অখণ্ড—খণ্ডহীন, পূর্ণ, গোটা ; সমগ্র, সম্পূর্ণ, নিখুঁত ; অবিভক্ত ; অক্ষত। ন (নাই) খণ্ড যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অখণ্ডদণ্ড—অব্যাহতপ্রভুত্ব, একাধিপত্য। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অখণ্ডদ্বাদশী—অগ্রহায়ণের শুক্লা দ্বাদশী। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অখণ্ডন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ; কাল। ন (নাই) খণ্ডন যাহার, বহু। সং ; পু।

অখণ্ডনীয়—খণ্ডন করিতে পারা যায় না এরূপ, অকাট্য ; অলঙ্ঘনীয় ; অবিভাজ্য। ন খণ্ডনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অখণ্ডনীয়া।

অখণ্ডমণ্ডলাকার—গোটা চাকার মত আকৃতি-বিশিষ্ট, সম্পূর্ণ গোল। অখণ্ড যে মণ্ডল সে অখণ্ডমণ্ডল (কর্ম্মধা), তাহার ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কারা।

অখণ্ডিত—খণ্ডিত নয় এরূপ ; অবিভক্ত ; অক-র্ত্তিত ; লিপ্ত, জোড়া। ন খণ্ডিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অখণ্ডিতা।

অখণ্ডিতক্ষুর, -খুর—১। পূর্ণখুরবিশিষ্ট, যাহার খুর কাটা বা চেরা নয় এরূপ (পশু)। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অখণ্ডিতক্ষুরা। ২। গোটা খুর, যে খুর কাটা বা চেরা নয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অখণ্ডিতপত্র—১। যে পত্রের পার্শ্বদেশ খণ্ডিত নহে, আম কাঁটাল প্রভৃতির পাতা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। যাহার পত্র কাটা বা চেরা নয় এরূপ (বৃক্ষ)। বহু। বিণ ; ত্রি।

অখল—খলতা-রহিত ; অক্রূর ; অকপট, সরল। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অখলা।

অখাত—যাহা খাত নহে, যে জলাশয় খনন করা নহে, দেবখাত, স্বাভাবিক খাত। ন খাত, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। এই অর্থে অখাতা শব্দও হয়।

অখাদিত—১। অভুক্ত, যাহা খাওয়া হয় নাই ; অনাস্বাদিত। ২। যে খায় নাই, উপবাসী। ন খাদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অখাদিতা।

অখাদ্য—ভোজনের অনুপযুক্ত, অভক্ষ্য। ন খাদ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অখিন্ন—ক্লেশহীন, খেদশূন্য ; অশ্রান্ত। ন খিন্ন নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অখিন্না।

অখিল—সমস্ত, সমগ্র। ন (নাই) খিল (শূন্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অখিলা।

অখ্যাত—১। অপ্রসিদ্ধ। ন খ্যাত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অখ্যাতা। ২। অপবাদ, কুৎসা, নিন্দা। সং ; ক্লী।

অখ্যাতনামা (-নামন্)—অপ্রসিদ্ধনামবিশিষ্ট, যাহার নাম প্রসিদ্ধ হয় নাই। ন খ্যাতনামা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অখ্যাতি—অপ্রতিষ্ঠা, অপযশঃ ; নিন্দা, অপবাদ। ন খ্যাতি, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অখ্যাতিকর, -জনক—অপযশস্কর, নিন্দাজনক, অপবাদজনক। অখ্যাতির কর বা জনক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—করী,—জনিকা।

অখ্যাতিকারক—অপযশঃকীর্ত্তনকারী, অপবাদ-ঘোষক। নঞ্‌তৎ ও ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কারিকা।

অখ্যাতিজনক—অখ্যাতিকর দেখ।

অগ—১। বৃক্ষ ; পর্ব্বত ; সূর্য্য। ন—গম (গমন করা)+ড ক, যে গমন করে না [সূর্য্য যে সৌরজগৎ সম্বন্ধে স্থির তাহা প্রাচীন ঋষিরাও অবগত ছিলেন, এ কারণ সূর্য্যের নাম 'অগ' রাখা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, বক্রগমনার্থক অগ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অন্ করিয়া অগ (যিনি বক্রগমন করেন) হইয়াছে। সূর্য্যের ৬ মাস উত্তরায়ণ ও ৬ মাস দক্ষিণায়ন, এ কারণ তিনি বিষুব-রেখাকে বৎসরের মধ্যে দুই দিন মাত্র স্পর্শ করেন, অর্থাৎ সরল গমন না করিয়া বক্র গমন করেন]। ২। সর্প। অগ (বক্র গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু। ৩। গমনরহিত, অচল, চলচ্ছক্তিহীন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগা।

অগঙ্গ—গঙ্গাশূন্য ; গঙ্গা হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত (দেশ)। ন (নাই) গঙ্গা যেখানে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগঙ্গা।

অগজ—১। বৃক্ষজাত ; শৈলজাত। অগ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। ২। যে স্থানে গজ অর্থাৎ হস্তী নাই, হস্তিশূন্য। ন (নাই) গজ (হস্তী) যেখানে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগজা।

অগড়-বগড়—অগড়ম-বগড়ম (তাহা দেখ)।

অগড়ম-বগড়ম—বিবিধ দ্রব্যের সংমিশ্রণ, জগা-খিচুড়ি ; নানা তুচ্ছ সামগ্রী, ফর্টিক-নাটিক ; উন্মত্তপ্রলাপ, অর্থহীন বাক্য, বাজে বকুনি ; ছাইভস্ম, মাথামুণ্ড। প্রাদেশিক। সং।

অগণন—গণনা করা যায় না এরূপ, অগণ্য, অসংখ্য ; বহুসংখ্যক। ন (নাই) গণন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগণনা।

অগণনীয়, অগণ্য—অসংখ্য ; অগ্রাহ্য, গ্রাহ্য করিবার যোগ্য নহে এরূপ ; তুচ্ছ। ন গণনীয় বা গণ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগণনীয়া, অগণ্যা।

অগণিত—অসংখ্য ; গণনা করিয়া শেষ করা যায় না এরূপ। ন গণিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগণিতা।

অগণ্তি—অগণ্য, অসংখ্য, বেশুমার। অগণিত শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

অগণ্য—অগণনীয় দেখ।

অগত—যে বা যাহা গত হয় নাই বা যায় নাই ; অনতীত, বর্ত্তমান, উপস্থিত, বিদ্যমান ; অপ্রাপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অগতি—১। গতিহীন, গমনশূন্য, অচল ; নিরু-পায় ; অসহায়, নিরাশ্রয়, অনাথ। ন (নাই) গতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। গতির অর্থাৎ উপায়ের অভাব। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অগত্যা—কোন গতি না থাকাতে, গত্যন্তর অভাবে, অনুপায়ে ; সুতরাং, কাজে

কাজে। ব্য ; ক্রি-বিণ। [সংস্কৃত ভাষায় অগতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'অগত্যা' হয়, উহাই অবিকৃতভাবে বঙ্গভাষায় চলিতেছে]।

অগদ—১। নীরোগ, সুস্থ। ন (নাই) গদ (রোগ) যাহার, বহু। (অ—গদা) গদাহীন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগদা। ২। ঔষধ। ন (হয় না) গদ (রোগ) যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

অগদঙ্কার—চিকিৎসক, বৈদ্য, কবিরাজ। অগদ (নীরোগ)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

অগন্তব্য—গমনের অযোগ্য ; দুর্গম, যেখানে যাওয়া যায় না। ন গন্তব্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগন্তব্যা।

অগভীর—যাহা অধিক গভীর নহে ; অল্পগভীর, সামান্য-গভীরতা-বিশিষ্ট ; ভাসা ভাসা ; অপ্রগাঢ়। ন গভীর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগভীরা। বিশেষ্যে অগভীরতা,—ত্ব।

অগম—১। গতিশূন্য। ন (নাই) গম (গমন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগমা। ২। বৃক্ষ ; পর্ব্বত। সং ; পু।

অগমতা—অমর্য্যাদা, অসম্মান, অবমাননা : অগম+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অগমনীয়—অগম্য (সকল অর্থে) । ন গমনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগমনীয়া।

অগম্য—গমনের অযোগ্য ; যেখানে যাওয়া যায় না এরূপ, যেখানে গতিবিধির উপায় নাই এরূপ, দুর্গম ; দুষ্প্রবেশ ; অপ্রাপ্য ; দুর্ব্বোধ, অজ্ঞেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগম্যা।

অগম্যা—গমনের অযোগ্যা বা অসাধ্যা ; যাহার সহিত সঙ্গম নিষিদ্ধ এরূপ (স্ত্রীলোক), যাহার সহিত সম্ভোগ করিলে নরকে যাইতে হয় এরূপ (নারী)। ন গম্যা, নঞ্‌-তৎ। বিণ ; স্ত্রী। [গুরুপত্নী, রাজপত্নী, সুতা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, গর্ভবতী রমণী, ভগিনী, সহোদর ভ্রাতার স্ত্রী, ভগিনীর কন্যা, ভ্রাতার কন্যা, শিষ্যা, শিষ্যপত্নী, ভাগিনেয়ের স্ত্রী, ভ্রাতৃপুত্রের পত্নী, শূদ্রের পক্ষে বিপ্রপত্নী, বিপ্রের পক্ষে শূদ্রকামিনী শাস্ত্রে অগম্যা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অগম্যা স্ত্রীর গমনে মহাপাতক হইয়া থাকে]।

অগম্যাগমন—অগম্যা-স্ত্রী-সম্ভোগ। অগম্যার বা অগম্যাতে গমন, ৬ বা ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অগম্যাগামী (—গামিন্)—১। অগম্যা-নারী-সম্ভোগকারী, শাস্ত্রনিষিদ্ধা স্ত্রীর সহিত সঙ্গমকর্ত্তা। উপ ; অগম্যা—গম+ণিন্ ক। বিণ ; পু। ২। যে পুরুষ অগম্যা নারী সম্ভোগ করে। সং ; পু।

অগর—১। অগরু (তাহা দেখ)। গ্রাম্য। সং। ২। যদি। হিন্দী। ব্য।

অগরু—সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ, এক প্রকার চন্দন ; চলিত ভাষায় কেহ কেহ ইহাকে 'অগর' বলে। সং ; পু।

অগর্ভবতী, অগর্ভিণী—যাহার গর্ভ হয় নাই এরূপ (স্ত্রী), অগুর্ব্বিণী। ন গর্ভবতী বা গর্ভিণী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অগর্ব্ব—১। গর্ব্বাভাব, অহঙ্কারহীনতা, নিরহঙ্কারত্ব ; বিনয় ; বিনীতভাব। ন গর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। গর্ব্বরহিত, অহঙ্কারশূন্য। ন (নাই) গর্ব্ব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগর্ব্বা।

অগর্ব্বিত—অনহঙ্কৃত, অহঙ্কারশূন্য, নিরহঙ্কার ; অনুদ্ধত ; বিনীত ; বিনয়ী। ন গর্ব্বিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগর্ব্বিতা।

অগর্হ—নিন্দাহীন, যাহার কোন নিন্দা নাই। ন (নাই) গর্হা (নিন্দা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগর্হা।

অগর্হিত—অনিন্দিত, প্রশংসাজনক। ন গর্হিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগর্হিতা।

অগল—অগ্রগণ্য, অগ্রগামী, অগ্রসর। প্রাদেশিক। বিণ।

অগস্তি—অগস্ত্য ঋষি। সং ; পু।

অগস্ত্য—বক ফুল, বা তাহার গাছ ; মুনি-বিশেষ*। অগ—স্ত্যৈ+ড ক। সং ; পু।

*ঋগ্বেদে কথিত আছে যে, যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয়। সেই শুক্র যজ্ঞীয় কুম্ভে পতিত হইলে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের উৎপত্তি হয়। অগস্ত্য মহাতপা ও মহাতেজা তপস্বী ছিলেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, তদানীন্তন অসুরগণ সমুদ্রমধ্যে লুক্কায়িত থাকিত এবং সুযোগমত দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। দেবতারা বিষম বিপন্ন হইয়া অসুরগণের অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অগস্ত্যকে অনুরোধ করেন। মুনিবর সমুদ্রজল পান করিয়া নিঃশেষিত করেন। সুতরাং অসুরগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অগস্ত্য গৌড়মণ্ডলবাসী বলিয়া কথিত হন। ভগবান্ অগস্ত্য প্রথমে বিবাহ করিবেন না বলিয়াই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন ; কিন্তু একদা ইনি দেখিতে পাইলেন যে, একটী গর্ত্তের ভিতর তাঁহার পিতৃপুরুষগণ দোদুল্যমান অবস্থায় অধোমুখে অবস্থিতি করিতেছেন। মহর্ষি তাঁহাদিগের এইরূপ ভাবে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, বৎস ! আমরা তোমার পিতৃপুরুষ ; তুমি বংশ রক্ষা না করিলে আমাদের সদগতি হইবে না। এই কথায় অগস্ত্য বিবাহের জন্য অভিলাষী হইয়া সমুদায় জীবের শ্রেষ্ঠাঙ্গ লইয়া একটী মনোহারিণী কন্যার সৃষ্টি করিলেন। সেই সময়ে বিদর্ভরাজ পুত্র-কামনায় তপস্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্য সেই কন্যাটী মহারাজকে প্রদান করিলেন। সেই কন্যা বিদর্ভরাজের গৃহে প্রতিপালিতা হইয়া লোপামুদ্রা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। বলা বাহুল্য, উত্তরকালে এই কন্যার সহিত মুনিবরের বিবাহ হয়।

সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঈপ্সিত অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একদা অগস্ত্য দানবরাজ ইল্বলের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। ইল্বল মুনির প্রাণবধ করিবার বাসনায় মৃগরূপী ভ্রাতা বাতাপির মাংস দ্বারা তাঁহাকে ভোজনে তৃপ্ত করিল। মুনিবর তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া আহারান্তে তপোবলে বাতাপিকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ইল্বল ভীত হইয়া অগস্ত্যকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ অর্থ প্রদান করিল।

কথিত আছে, অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্ব্বতের গুরু ছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত সূর্য্যকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ করিলে সূর্য্য তাহাতে অসম্মত হন। এই অপমান বশতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বত স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া সূর্য্যের পরিভ্রমণপথ রুদ্ধ করিতে অভিলাষী হন। সূর্য্যের এই দারুণ বিপদে দেবগণ চিন্তাকুল হইয়া তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত অগস্ত্য মুনির সহায়তা প্রার্থনা করেন। মুনিবর বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পর্ব্বতরাজ প্রণাম করিবার জন্য অবনত হইলেন। তখন গুরু আদেশ করিলেন যে, "যাবৎ আমি দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমন না করিতেছি, তাবৎ তুমি এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত করিবে।" মুনিবর আর প্রত্যাগমন করিলেন না, বিন্ধ্যাচলও আর উন্নত হইতে পারিলেন না।

অগস্ত্যকে দ্রাবিড় সভ্যতার প্রবর্ত্তক বলিয়া অনেকে কীর্ত্তন করেন। অগস্ত্য-প্রণীত ব্যাকরণ তামিল ভাষার আদি ব্যাকরণ।

এই মহর্ষি এক্ষণে নক্ষত্ররূপে আকাশের দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিতেছেন।

অগস্ত্যযাত্রা—ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে অগস্ত্য-মুনি বিন্ধ্যাচলের নিকট হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, সেই জন্য মাসের প্রথম দিন মাত্রই অগস্ত্যযাত্রা বলিয়া কথিত হয়। যাত্রার পক্ষে ঐ দিন অপ্রশস্ত বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। অগস্ত্য দেখ।

অগস্ত্যসংহিতা—অগস্ত্যকর্ত্তৃক সংগৃহীত সংহিতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অগস্ত্যোদয়—অগস্ত্য নামক নক্ষত্রের উদয় ;

ভাদ্রমাসের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ দিনে অগস্ত্য মুনির নক্ষত্ররূপে গগনে আবির্ভাব। [অগস্ত্যোদয়ে শরৎ ঋতুর চিহ্নসকল প্রকাশিত হইতে থাকে এবং আকাশ ও জল পরিষ্কৃত হয়]। ৬তৎ। সং ; পু।

অগা—১। অচলা ইত্যাদি। অগ দেখ। অগ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নির্ব্বোধ, জড়বুদ্ধি, মূর্খ। দেশজ, গ্রাম্য। বিণ।

অগাগি—সঙ্গ। প্রা, ক।

অগাত্মজা—হিমালয়কন্যা, পার্ব্বতী। অগের (পর্ব্বতের) আত্মজা (কন্যা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অগাত্র—গাত্ররহিত, দেহশূন্য, অঙ্গহীন, অনঙ্গ, অশরীরী। ন (নাই) গাত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগাত্রা।

অগাধ—১। তল স্পর্শ করিতে পারা যায় না এরূপ, অতলস্পর্শ ; অতি গভীর ; অপরিমেয় ; প্রগাঢ় ; অসাধারণ। ন (নাই) গাধ (তলস্পর্শ) যাহার, বহু। অথবা ন গাধ (তলস্পর্শযোগ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগাধা। ২। গর্ত্ত। সং ; ক্লী।

অগাধজল—১। অতলস্পর্শ বা অতি গভীর জল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী ২। হ্রদ। অগাধ জল যাহার, বহু। সং ; পু। ৩। অতি গভীর জলবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

অগামারা—অগা, জড়বুদ্ধি, বোকা, নির্ব্বোধ ; অকর্ম্মণ্য। দেশজ। বিণ। [সং ; ক্লী।

অগার—গৃহ, আগার। অগ—ঋ + অণ্ র্ম।

অগারাম—বোকারাম, ভেড়াকান্ত, নির্ব্বোধ, বোকা। দেশজ। বিণ।

অগির—১। অগ্নি ; সূর্য্য ; স্বর্গ ; রাক্ষস। ন (নাই) গির (ভক্ষক, বিজ্ঞাপক) যাহা হইতে, বহু। সং ; পু। ২। বাক্‌শক্তিহীন, বোবা। ন (নাই) গিরা (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগিরা।

অগু—১। কিরণশূন্য। ন (নাই) গো (কিরণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। রাহুগ্রহ। সং ; পু।

অগুণ—১। অনিষ্ট, অহিত, অমঙ্গল, অপকার ; দোষ। ন গুণ (গুণবিরোধী), নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। গুণহীন, নির্গুণ, গুণরহিত। ন (নাই) গুণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগুণা। বিশেষ্যে অগুণতা, অগুণত্ব।

অগুণকারক—অহিতকর, অপকারী, অনিষ্টজনক ; নির্গুণকারী, গুণহীনতাজনক, গুণনাশক। অগুণের কারক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কারিকা।

অগুপ্ত—অনাবরিত, অপ্রচ্ছন্ন, অগূঢ় ; প্রকাশিত, ব্যক্ত। ন গুপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগুপ্তা।

অগুরু—১। কৃষ্ণবর্ণ চন্দন ; গুগ্‌গুল। সং ; পু বা ক্লী। ২। অধিক ভারবিশিষ্ট, অতি ভারী। ন (নাই) গুরু (ভারী) যাহা হইতে, বহু। ৩। গুরুহীন, উপদেশকশূন্য। ন (নাই) গুরু যাহার, বহু। ৪। গৌরবশূন্য ; লঘু, হালকা। ন গুরু, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অগুহ্য—অগোপনীয়, অগূঢ় ; প্রকাশ্য। ন গুহ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগুহ্যা।

অগূঢ়—অগুপ্ত, প্রকাশিত, ব্যক্ত। ন গূঢ়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগূঢ়া।

অগূঢ়গন্ধ—হিঙ্গু। অগূঢ় (প্রকাশিত) গন্ধ যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

অগৃহ—১। গৃহহীন, ঘরবাড়ীশূন্য। ন (নাই) গৃহ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগৃহা। ২। গৃহহীন-পুরুষ ; সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। সং ; পু।

অগেয়ান—অজ্ঞান শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

অগেয়ানী—অজ্ঞান, জ্ঞানহীন। অজ্ঞানী শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

অগোচর—১। বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারা যায় না এরূপ ; অপ্রকাশ্য ; অবিজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয় ; অজ্ঞাত ; অতীন্দ্রিয়। ন গোচর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। অগোচরে, অপ্রকাশ্যে ; অজ্ঞাতসারে ; পরোক্ষে ; চুপি চুপি। ক্রি-বিণ।

অগোপন—১। গোপনাভাব, প্রকাশ। ন গোপন, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। গোপনহীন, অগুপ্ত, প্রকাশমান। ন (নাই) গোপন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগোপনা।

অগোপনীয়—যাহা গোপন করিবার বা রাখিবার নহে, গোপনের অসাধ্য বা অযোগ্য ; প্রকাশ্য। ন গোপনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগোপনীয়া।

অগোর, অগৌর—অগুরু, কৃষ্ণচন্দন। দেশজ, অগুরু শব্দের অপভ্রংশ। সং।

অগৌকাঃ (অগৌকস্)—১। পর্ব্বতবাসী ; বৃক্ষবাসী। অগ (পর্ব্বত বা বৃক্ষ) হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। সিংহ ; শরভ ; পক্ষী। সং ; পু।

অগৌণ—মুখ্য, প্রধান। ন গৌণ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগৌণী।

অগৌণে—অবিলম্বে, শীঘ্র। ন (নাই) গৌণ (বিলম্ব) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। দেশজ।

অগৌর—১। গৌরবর্ণ নয়। ন গৌর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগৌরী। ২। অগুরু। অগোর দেখ।

অগৌরব—১। গৌরবহীনতা, অমর্য্যাদা, অসম্মান ; গুরুত্বহীনতা, অপ্রয়োজনীয়ত্ব। ন গৌরব, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। অসম্মানিত, মর্য্যাদাহীন। ন (নাই) গৌরব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগৌরবা।

অগ্নায়ী—১। অগ্নির স্ত্রী, স্বাহা। অগ্নি + ঈপ্ পত্নী অর্থে। ২। ত্রেতাযুগ। সং ; স্ত্রী।

অগ্নি—১। বহ্নি, অনল, আগুন [অগ্নি ত্রিবিধ, যথা—ভৌম, দিব্য ও জাঠর ; কাষ্ঠাদি পার্থিব পদার্থসম্ভূত অগ্নিকে ভৌমাগ্নি ; জল, বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বজ্র প্রভৃতিকে দিব্যাগ্নি ; ও অন্নপানাদি পরিপাককারী উদরস্থ অগ্নিকে জঠরাগ্নি বলা যায়]। সং ; পু।

পরমপুরুষের মুখ হইতে অনলদেবের জন্ম হয়। মতান্তরে ধর্ম্মের ঔরসজাত ও বসুভার্য্যার গর্ভোৎপন্ন বলিয়া কথিত আছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে যে, অগ্নি স্থূলকায়, রক্তবর্ণ ও লম্বোদর ; ইঁহার কেশ, শ্মশ্রু, ভ্রূ ও চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ, হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র। ইঁহার বাহন ছাগ।

ইনি অষ্টতম দিক্‌পাল ও পূর্ব্বদক্ষিণ দিকের অধিপতি। স্বাহা ইঁহার স্ত্রী। একদা শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে প্রচুরপরিমাণে হবিঃ ভোজন করিয়া অগ্নি পীড়িত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট রোগের প্রতিকারের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতে পারিলে রোগ প্রশমিত হইতে পারিবে। অনন্তর অগ্নি খাণ্ডব বন দগ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবরক্ষিত বন সহজে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। অর্জ্জুন সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, তাহার অভাব জ্ঞাপন করিলেন। অগ্নি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া স্বীয় সখা বরুণদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক অনেকগুলি অস্ত্র সংগ্রহ করিলেন। বরুণদেবের নিকট হইতে আনীত কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অর্জ্জুনকে এবং সুদর্শনচক্র ও কৌমোদকী গদা কৃষ্ণকে প্রদত্ত হইল। কথিত আছে, কৃষ্ণার্জ্জুনের সহায়তায় খাণ্ডব কানন দগ্ধীভূত হইলে অগ্নি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

অগ্নিকণ, অগ্নিকণা—স্ফুলিঙ্গ, আগুনের ফিন্‌কি। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

অগ্নিকর্ম্ম, অগ্নিকার্য্য—হবিদান ; অগ্নিজ্বালন ; মৃত ব্যক্তির দাহক্রিয়া। অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম বা কার্য্য, অথবা অগ্নির প্রীত্যর্থে কর্ম্ম বা কার্য্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; কিংবা অগ্নিদ্বারা কর্ম্ম বা কার্য্য, ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

অগ্নিকলা—ধূম্রার্চিঃ উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রী সুরূপা কপিলা হব্যবহা কব্যবহা—অগ্নির এই দশ অবয়ব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিকল্প—বহ্নিপ্রায়, অনলতুল্য,আগুনের মত; প্রচণ্ড, উগ্র। অগ্নি হইতে ঈষৎ উন এই অর্থে অগ্নি+কল্প। বিণ; ত্রি।

অগ্নিকাণ্ড—গৃহদাহ; আগ্নেয়াস্ত্রপ্রয়োগ; দহন ব্যাপার। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিকারক—বহ্নিজনক, অনলোৎপাদক; পাচক; পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক; মৃতব্যক্তির দাহকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিকারিকা।

অগ্নিকারিকা—১। অগ্নিকারক দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অগ্নিকার্য্য। সং; স্ত্রী।

অগ্নিকার্য্য—অগ্নিকর্ম্ম দেখ।

অগ্নিকাষ্ঠ—১। অগুরুকাষ্ঠ। ২। যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, অরণি। ৩। ইন্ধন, জ্বালানী কাঠ। অগ্নি উৎপাদনের জন্য কাষ্ঠ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্নিকুক্কুট—জ্বলন্ত তৃণগুচ্ছ, জ্বলন্ত নুড়া। অগ্নি কুক্কুট তুল্য, উপমিত সমাস; অথবা কুক্কুটাকার অগ্নি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অগ্নিকুণ্ড—অগ্ন্যাধানের স্থল; হোম করিবার কুণ্ড; আগুন জ্বালাইবার গর্ত্ত। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিকুমার—কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। সং; পু। একদা অগ্নিদেব, বশিষ্ঠ অত্রি অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষির ভার্য্যা অরুন্ধতী প্রভৃতির রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দক্ষরাজদুহিতা অগ্নিপত্নী স্বাহা স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অরুন্ধতী ব্যতীত অন্য ছয়জন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক স্বামীর সহিত ছয়বার বিহার করেন। বিহার সমাধানান্তে স্বাহাদেবী একটী কাঞ্চন কুণ্ডে রেতঃ নিক্ষিপ্ত করেন। সেই তেজো বিশিষ্ট রেতঃ হইতে একটী সন্তান উদ্ভূত হয়। সেই সন্তানই অগ্নিকুমার বা কার্ত্তিকেয় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

অগ্নিকোণ—পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ, ঐ কোণের দিক্‌পাল অগ্নি। অগ্নির কোণ, ৬তৎ; কিংবা অগ্নিপতিক কোণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্নিক্রিয়া—বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে মৃতের দাহ কার্য্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিক্রীড়া—আগুন লইয়া খেলা করা, বাজী পোড়ান। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিগর্জ্জন—আগুনের উচ্চ শব্দ, জোরে আগুন জ্বলিলে যে এক অব্যক্ত ভীষণ শব্দ হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিগর্ভ—অগ্নিজার বৃক্ষ; সূর্য্যকান্তমণি, আতসী পাথর। [সূর্য্যকিরণে আতসী পাথর ধরিয়া তাহার নিম্নে একখানি সোলা বা অঙ্গার ধরিলে কিঞ্চিৎকাল পরে উহা জ্বলিয়া উঠে]। অগ্নি গর্ভে যাহার, বহু। সং; পু।

অগ্নিগর্ভা—মহাজ্যোতিষ্মতীলতা, শমীলতা। [কথিত আছে, এই বৃক্ষের গহ্বরে অগ্নি লুক্কায়িত ছিলেন]। অগ্নি গর্ভে যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অগ্নিচিৎ—সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নি—চি (চয়ন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

অগ্নিচিত্যা—অগ্নিসঞ্চয়। অগ্নি—চি (চয়ন করা)+ক্যপ্ ভাবে+আপ্। সং; স্ত্রী।

অগ্নিচূর্ণ,—**চূর্ণক**—বারুদ। অগ্নিকারক চূর্ণ বা চূর্ণক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্নিজ—১। অগ্নি হইতে জাত, বহ্নিজাত, অনলোৎপন্ন। উপ; অগ্নি—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিজা। ২। কার্ত্তিকেয় (অগ্নিকুমার দেখ); ঔষধি বৃক্ষ বিশেষ। সং; পু। ৩। স্বর্ণ। সং; ক্লী।

অগ্নিজনক—অনলোৎপাদক; পাচক, পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিজনিকা।

অগ্নিজিহ্ব—১। অনলবৎ জিহ্বাবিশিষ্ট। অগ্নির জিহ্বার ন্যায় জিহ্বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিজিহ্বা। ২। বিষ্ণু; দেবতা। অগ্নি জিহ্বা যাহার, বহু। সং; পু।

অগ্নিজিহ্বা—১। অগ্নিজিহ্ব দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অগ্নির সপ্তবিধ শিখা। কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা, অগ্নির এই সপ্তশিখা সপ্ত জিহ্বা বলিয়া কীর্ত্তিত। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিজ্বালা—অগ্নিশিখা; জলপিপ্পলী। অগ্নির জ্বালা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিতপ্ত—অগ্নি দ্বারা তাপিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিতপ্তা।

অগ্নিতরঙ্গ—আগুনের ঢেউ, বাতাসের বেগে ঢেউখেলান আগুন। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিতুল্য—বহ্নিসম, অনলসদৃশ, আগুনের মত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিতুল্যা।

অগ্নিত্রয়—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নি। গৃহপতির অর্থাৎ গৃহস্বামীর সহিত নিত্য সম্বন্ধ যে অগ্নি, তাহাকে গার্হপত্য অগ্নি কহে। গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমের জন্য যাহার সংস্কার করা হয়, তাহা আহবনীয় নামে খ্যাত। দক্ষিণ দিকের অগ্নির নাম দক্ষিণাগ্নি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিদ—অগ্নিদাতা, যে আগুন লাগাইয়া দেয়; অগ্নি প্রদান দ্বারা যে হত্যার চেষ্টা করে, ছয় প্রকার আততায়ীর মধ্যে অন্যতম। অগ্নি দেওয়া যে, উপ; অগ্নি—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিদা।

অগ্নিদগ্ধ—১। (যাহাদিগের দেহ যথাশাস্ত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে) পিতৃপুরুষ। সং; পু। ২। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ,আগুনে পোড়া। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিদগ্ধা।

অগ্নিদগ্ধপ্রস্তর—অগ্নিসংযোগে জাত প্রস্তর। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, প্রস্তর দুই প্রকার—(১) অগ্নিদগ্ধ বা আগ্নেয় প্রস্তর এবং (২) বারুণ প্রস্তর। আগ্নেয় প্রস্তরের যে বর্ত্তমান অবস্থা দেখা যায়, উহা অগ্নি দ্বারা দ্রব হইয়া শীতল হইয়া জন্মিয়াছে। কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্নিদাতৃ (—**দাতৃ**)—অগ্নিদানকারী, অগ্নিসংযোগকর্ত্তা, যে আগুন লাগাইয়া দেয়; মৃতদেহ দহনকারী, মুখাগ্নিকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অগ্নিদাত্রী।

অগ্নিদান—আগুন দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিদাহ—আগুনে পোড়া, আগুন লাগা। ৩তৎ। সং; পু।

অগ্নিদীপন—অগ্নি প্রজ্বলিতকারী, অনলোদ্দীপক; জঠরাগ্নির উদ্দীপক, পাচক, পরিপাক-শক্তিবর্দ্ধক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অগ্নিদীপ্ত—প্রজ্বালিত; জ্বলন্ত। অগ্নি দ্বারা দীপ্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিদীপ্তা।

অগ্নিদেব—১। বহ্নিদেবতা, অনলদেব। অগ্নিনামক যে দেব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অগ্নিপূজক। অগ্নি দেব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিদেবা।

অগ্নিদেবতা—বহ্নিদেবতা, অনলদেব। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অগ্নিদেবা—১। অগ্নিপূজিকা। বহু; অগ্নিদেব দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কৃত্তিকা নক্ষত্র। সং; স্ত্রী।

অগ্নিদ্রবার্হ—অগ্নিতে দ্রব হইবার উপযুক্ত, যাহা অগ্নিতাপে গলিয়া যায়। দ্রবের অর্হ দ্রবার্হ (৬তৎ), অগ্নি দ্বারা দ্রবার্হ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিদ্রবার্হা।

অগ্নিপক্ব—অগ্নিতে পাক করা (দ্রব্য)। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিপক্বা।

অগ্নিপরীক্ষা—অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ স্থিরীকরণ; আগুনে স্বর্ণাদি ধাতুর বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতার পরখ। [বিশুদ্ধ স্বর্ণ তাপের মধ্যে রাখিলে বিবর্ণ হয় না; কিন্তু কৃত্রিম স্বর্ণ বিবর্ণ হইয়া যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে আগুনে পরীক্ষা করা হইত। সীতা প্রজ্বলিত আগুনের মধ্যে উপবেশন করিয়া আপনার সচ্চরিত্রতার পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে লাঙ্গলের ফাল উত্তপ্ত করিয়া ঐ স্ত্রীলোককে

লেহন করিতে বলা হইত। স্ত্রী সতী হইলে তাহার জিহ্বা দগ্ধ হইত না। প্রাচীনকালে চৌরদিগের দোষাদোষ বিচার করিতে হইলে অগ্নির সাহায্য গ্রহণ করা হইত। এক্ষণে ঐ সমস্ত নিয়ম প্রচলিত নাই]। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিপুরাণ—অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণ-বিশেষ। অগ্নি নামক যে পুরাণ, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২য় ভাগে পুরাণ শব্দ দেখ।

অগ্নিপ্রভ—অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী। অগ্নির প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিপ্রভা।

অগ্নিপ্রদ—অগ্নিদ (তাহা দেখ)। উপ; অগ্নি – প্র – দা (দেওয়া) + ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, – প্রদা।

অগ্নিপ্রভা—১। অগ্নিপ্রভ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বহ্নিবিভা, অনলের জ্যোতিঃ, আগুনের হল্কা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

অগ্নিপ্রয়োগ—অগ্নিদান, আগুন লাগান। ৬তৎ।

অগ্নিপ্রস্তর—অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর, চকমকির পাথর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্নিবাহু—১। নরপতিবিশেষ, প্রিয়ব্রত নামক নৃপতির পুত্র, ইঁহার মাতার নাম কাম্যা, ইঁনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অগ্নিতুল্য পরাক্রান্ত বাহু যাহার, বহু। ২। (অগ্নির বাহুস্বরূপ) ধূম। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিভ—১। কৃত্তিকা নক্ষত্র। অগ্নিদেবতার ভ (নক্ষত্র), ৬তৎ। ২। স্বর্ণ। অগ্নির ন্যায় ভা (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং; ক্লী। ৩। অগ্নিবর্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিভা।

অগ্নিভূ—১। কার্ত্তিকেয়। অগ্নি শব্দ – ভূ + ক্বিপ্ ক; উপ। সং; পু। ২। জল। ["আকাশাজ্জায়তেবায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ। রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।" অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে ভূমি উৎপন্ন হয়]। সং; ক্লী। ৩। অগ্নি হইতে উৎপন্ন। বিণ; ত্রি।

অগ্নিমণি—সূর্য্যকান্তমণি; আতসী পাথর। অগ্নি-জনক মণি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্নিমন্থ—বৃক্ষবিশেষ, গণিকারিকা বৃক্ষ। অগ্নি – মন্থ (মন্থন করা) + ঘঞ্ ণ্ম। সং; পু।

অগ্নিময়—অগ্নিব্যাপ্ত। অগ্নি + ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিময়ী।

অগ্নিমাঠর—ঋগ্বেদাধ্যাপক ঋষিবিশেষ। ইনি বাস্কলির শিষ্য। সং; পু।

অগ্নিমান্ (– মৎ)—অগ্নিযুক্ত, অনলবিশিষ্ট; আগ্নিক, প্রদীপ্ত; জ্বলন্ত; প্রচণ্ড। অগ্নি + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অগ্নিমতী।

অগ্নিমান্দ্য—ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাকশক্তির হ্রাস, অজীর্ণ রোগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিমারুতি—অগস্ত্য মুনি। অগ্নিমরুৎ + ফি অপত্যার্থে। সং; পু।

অগ্নিমিত্র—১। অগ্নির মিত্র বা বন্ধু; বায়ু। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। অনলসখা। অগ্নি যাহার মিত্র, বহু। ৩। নরপতিবিশেষ, ইনি বিদিশার অধীশ্বর ও পুষ্পমিত্রের বন্ধু ছিলেন। সং; পু।

অগ্নিমুখ—দেবতা [দেবতারা অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা হব্য পান করেন]; ব্রাহ্মণ (অগ্নি মুখে যাহাদের—ব্রাহ্মণদিগের মুখের অভি-সম্পাতসূচক বাক্য অগ্নির ন্যায় দাহক); ভেলা, ভল্লাতক, চিতা। বহু। সং; পু।

অগ্নিমূর্ত্তি—১। অগ্নির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রোধসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি। ২। অগ্নির মূর্ত্তি বা চেহারা, অগ্নি-তুল্য উগ্র মূর্ত্তি বা চেহারা, ক্রোধান্বিতভাব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিমূল্য—দুর্মূল্য, মহার্ঘ, অত্যন্ত অধিক। অগ্নির ন্যায় মূল্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অগ্নিযন্ত্র—আগ্নেয়াস্ত্র, কামান, বন্দুক। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্নিরক্ষণ—১। অগ্ন্যাধান; অগ্নিস্থাপন। অগ্নির রক্ষণ, ৬তৎ। ২। অগ্নিহোত্র; গৃহ অগ্নির রক্ষণ হয় যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

অগ্নিরহিত—অগ্নিশূন্য, অনলবিহীন, নিরগ্নিক; পরিপাকশক্তিহীন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অগ্নিরেতঃ (– রেতস্) স্বর্ণ। অগ্নির রেতঃ সদৃশ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিলোক—অগ্নিপতিক দেশ, যে দেশের অধি-পতি অগ্নি; ইহা মেরুর অধোভাগে অবস্থিত। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিবর্ণ—১। অনলবৎবর্ণবিশিষ্ট; অতি উত্তপ্ত; জ্বলন্ত। অগ্নির বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিবর্ণা। ২। সূর্য্য-বংশীয় নরপতিবিশেষ। মহারাজ সুদর্শন ইঁহার পিতা। সুদর্শন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণ সুস্বচ্ছন্দে বাস করিত এবং রাজ্য নিরুপদ্রব ছিল। অগ্নিবর্ণ রাজা হইয়া কুৎসিত আমোদপ্রমোদে মত্ত হইলেন। ব্যভিচারের পরিণামে যাহা ঘটিয়া থাকে, অগ্নিবর্ণেরও তাহাই হইল। অল্প বয়সেই দুশ্চিকিৎস্য রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সং; পু।

অগ্নিবর্দ্ধক—পরিপাকশক্তির বৃদ্ধিকারক, পাচক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অগ্নিবর্দ্ধন—১। অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধিকারক। অগ্নির বর্দ্ধন (বৃদ্ধিজনক), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, – বর্দ্ধনা। ২। অগ্নি বর্দ্ধিত-করণ, অনলোত্তেজন; পরিপাক-শক্তির বৃদ্ধিসাধন; পাচক ঔষধ। সং; ক্লী।

অগ্নিবল্লভ—অগ্নির মিত্র বা সখা; শালবৃক্ষ; সর্জ্জরস, ধূনা। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিবাণ—অনল উদ্গিরণকারী শর; আগ্নেয়াস্ত্র; আতসবাজি, হাউইবাজি। অগ্নিবর্ষণকারী বাণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্নিবাহ—ছাগ; ধূম। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিবাহন—ছাগ [শাস্ত্রে কথিত আছে যে ছাগ অগ্নির বাহন]। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিবীজ—স্বর্ণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিবীর্য্য—অনলের শক্তি বা প্রভাব, আগুনের তেজ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিবৃদ্ধি—জঠরাগ্নির বৃদ্ধি, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিবৃষ্টি—অনলবর্ষণ; সময়ে সময়ে আকাশ হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার, ভস্ম প্রভৃতি বৃষ্টি হয়, তাহাকেই অগ্নিবৃষ্টি কহে। অত্যন্ত উত্তাপ বোধ হইলেও সাধারণতঃ তাহাকে অগ্নি-বৃষ্টি কহে। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিবেশ্ম (– বেশ্মন্)—অগ্নিগৃহ, যে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিবেশ্য—জনৈক ঋষি। অগ্নি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইনি অগ্নিবেশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তৎকালীন কোন ব্যক্তিই ধনুর্বিদ্যায় ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ দ্রোণাচার্য্য ইঁহারই প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ইনি আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা। চরক ইঁহারই প্রণীত তন্ত্রের প্রতিসংস্কার করেন।

অগ্নিশর্ম্মা (অগ্নিশর্ম্মন্)—১। সাতিশয় ক্রোধ-সম্পন্ন, মহাক্রোধী। [কেহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে এইরূপ বলা যায়, তিনি যেন অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন]। অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ দ্বারা শর্ম্ম অর্থাৎ সুখ হয় যার, বহু। বিণ; পু। ২। জনৈক ঋষির নাম। সং; পু।

অগ্নিশিখ—কুঙ্কুম; কুসুম্ভ পুষ্প; দীপ; স্বর্ণ; বাণ। অগ্নির শিখার ন্যায় শিখা (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অগ্নিশিখা—১। আগুনের শীষ। ৬তৎ। ২। বিষলাঙ্গলি বৃক্ষ; ঝুঁয়াড়া শাক। অগ্নির শিখার ন্যায় শিখা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অগ্নিশুদ্ধ—অগ্নি সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত। অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিশুদ্ধা। [সং; স্ত্রী।

অগ্নিশুদ্ধি—অগ্নি সংস্পর্শে পবিত্র হওয়া। ৩তৎ।

অগ্নিষ্টুৎ—যজ্ঞবিশেষ, বসন্তকালে পঞ্চদিনে সম্পাদ্য যাগবিশেষ [প্রথমে প্রজাপতি এই যজ্ঞ করেন]। অগ্নি – স্তু + ক্বিপ্ ক বা অধি। সং; পু।

অগ্নিষ্টোম—যজ্ঞবিশেষ ; চাক্ষুষ মনুর পুত্র। অগ্নি—স্তু+মন্ অধি। সং ; পু।

অগ্নিষ্ঠ—কটাহ, কড়া। অগ্নি স্থ (স্থিতি-কারক) যাহাতে, বহু। সং ; পু।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, —স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফিন্‌কি। ৬তৎ। সং ; পু।

অগ্নিষ্বাত্ত, অগ্নিস্বাত্ত—পিতৃলোক, ইঁহারা মরীচির পুত্র, এবং চন্দ্রলোকবাসী। অগ্নি—সু—আ—দা+ক্ত র্ম। সং ; পু।

অগ্নিসংস্কার—দাহকার্য্য ; অগ্নিদ্বারা পরিশুদ্ধী করণ। ৩তৎ। সং ; পু।

অগ্নিসখা—বায়ু। অগ্নি জ্বলিলেই বায়ুর সমাগম হয়, এজন্য অগ্নি বায়ুর সখা বলিয়া অভিহিত। অগ্নি সখা যাহার, বহু। সং ; পু।

অগ্নিসংকার—দাহকার্য্য। ৩তৎ। সং ; পু।

অগ্নিসন্দীপন—১। জঠরাগ্নিবর্দ্ধক ঔষধবিশেষ। অগ্নির সন্দীপন হয় যদ্দ্বারা, বহু। ২। অগ্নি-প্রজ্বালন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অগ্নিসম্ভব—১। অগ্নিজাত, অনলোৎপন্ন। অগ্নি হইতে সম্ভব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগ্নিসম্ভবা। ২। বন্য কুসুম্ভ, বুনা কুসুম ফুল। সং ; ক্লী।

অগ্নিসহায়—১। বায়ু। ৬তৎ। সং ; পু। ২। বনকপোত। অগ্নিতুল্য সহায় (অর্থাৎ সহগামী) মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অগ্নিসাৎ—অগ্নিতে পরিণত, অনলসাৎ, ভস্ম-সাৎ। অগ্নি+চসাৎ। ব্য।

অগ্নিসার—রসাঞ্জন। অগ্নি সার যাহার, বহু। সং ; পু।

অগ্নিসেবন—অগ্নির উত্তাপ উপভোগ, আগুন পোয়ান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অগ্নিস্তম্ভ—১। স্তম্ভাকার অগ্নি। অগ্নিময় যে স্তম্ভ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মন্ত্র বা ঔষধাদি দ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তির নিবারণ। অগ্নির স্তম্ভ (স্তব্ধীভাব) হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখ।

অগ্নিস্বাত্ত—অগ্নিষ্বাত্ত দেখ।

অগ্নিহোত্র—সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম। ৩ বা ৬তৎ। সং ; ক্লী [এই হোম সাগ্নিকগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে করিয়া থাকেন। ইহা দ্বিবিধ। এক মাসে এই যজ্ঞ উদ্‌যাপন করা যায়, আবার যাবজ্জীবনও ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে। যাবজ্জীবন যে হোম করা যায়, সেই হোমের অগ্নিদ্বারা সাগ্নিকগণের অন্তিমে দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। বৃথাগ্নি দ্বারা দাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে সাগ্নিকগণ সদ্গতির সন্দেহ করেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের সূক্ষ্ম স্থূল প্রকরণ এই। অন্ধ, বধির এবং পঙ্গুর পক্ষে এই যজ্ঞ নিষিদ্ধ]।

অগ্নিহোত্রী (—হোত্রিন্)—অগ্নিহোত্রযাগকারী ; সাগ্নিক। অগ্নিহোত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

অগ্নীধ্র—১। ঋত্বিক্‌বিশেষ, অগ্নি সংরক্ষণে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ। অগ্নি শব্দ—ইন্ধ (দীপ্ত করা)+রক্ ক। সং ; পু। ২। নরপতিবিশেষ। ইনি জম্বুদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে কাম্যার গর্ভে উৎপন্ন। ইনি পুত্রকামনায় তপস্যা করিয়া নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামক নয়টী পুত্র লাভ করেন। পরে ইঁহারা জম্বুদ্বীপকে নয় ভাগে বিভক্ত করেন।

অগ্নীন্ধন—আগুন জ্বালাইবার কাঠ ; আগুন জ্বালান। অগ্নির ইন্ধন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অগ্ন্যগার, অগ্ন্যাগার—অগ্নিহোত্রীর হোমের ঘর। অগ্নি রক্ষণার্থ অগার বা আগার (গৃহ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অগ্ন্যভাব—আগুন না থাকা, অনলের অবিদ্যমানতা ; অগ্নিমান্দ্য, পরিপাকশক্তির নাশ। অগ্নির অভাব, ৬তৎ। সং ; পু।

অগ্ন্যস্ত্র—কামান বন্দুক প্রভৃতি। অগ্নি উদ্গারী অস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অগ্ন্যাগার—অগ্ন্যগার দেখ।

অগ্ন্যাধান—অগ্নিস্থাপন ; শাস্ত্রবিহিত অগ্নি সংস্কার ; অগ্নিহোত্র। অগ্নির আধান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অগ্ন্যালয়—অগ্ন্যাগার, আগুন রাখিবার ঘর। অগ্নির আলয়, ৬তৎ। সং ; পু।

অগ্ন্যাহিত—সাগ্নিক। আহিত অগ্নি যৎকর্ত্তৃক, বহু ; অগ্নি পদের প্রাগ্‌ভাব। সং ; পু।

অগ্ন্যুৎপাত—আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্নিপতন ; উল্কাপাত ; যে কোন প্রকারে অগ্নির দ্বারা উপদ্রব। অগ্নিসংক্রান্ত উৎপাত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অগ্ন্যুৎসব—১। প্রচণ্ড আগুন জ্বালিয়া আমোদ-করণ। ২। দোলযাত্রার পূর্ব্বদিন করণীয় উৎসব বিশেষ, চাঁচর। অগ্নি দ্বারা উৎসব, ৩তৎ। সং ; পু।

অগ্ন্যুদ্গম—অগ্নির ঊর্দ্ধগমন, আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নির ঊর্দ্ধভাগে গমন। অগ্নির উদ্গম, ৬তৎ। সং ; পু।

অগ্ন্যুদ্গার—আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি-নিঃসরণ। অগ্নির উদ্গার, ৬তৎ। সং ; পু।

অগ্র—১। প্রথম ; আদ্য ; প্রাপ্য ; অধিক ; শ্রেষ্ঠ। বিণ ; ত্রি। ২। অগ্রভাগ ; উচ্চতম ভাগ ; শেষভাগ ; সমূহ ; অবলম্বন ; পূর্ব্ব সময় ; পল। সং ; ক্লী। অগ+রক্ র্ম। অগ্রে=আগে, পূর্ব্বে ; সম্মুখে। ক্রি-বিণ।

অগ্রকর—১। রশ্মির প্রথম বা শেষভাগ। করের অগ্র, ৬তৎ। ২। দক্ষিণ হস্ত। কর্ম্মধা। ৩। অগ্রিমপণবিন্দু। সং ; পু।

অগ্রকায়—দেহের পূর্ব্বভাগ। অর্থাৎ মস্তক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত অংশ। কায়ের অগ্র, ৬তৎ। সং ; পু।

অগ্রগ—অগ্রগামী। অগ্র—গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগ্রগা।

অগ্রগণ্য—প্রধান, যাঁহাকে অগ্রে গণনা করা যায় ; শ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —গণ্যা।

অগ্রগতি, অগ্রগমন—অগ্রে বা পূর্ব্বে যাওয়া ; অগ্রবর্ত্তিতা ; উন্নতি। ৭তৎ। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অগ্রগামী (—গামিন্)—পুরঃসর, অগ্রেসর ; পুরোগামী। উপ ; অগ্র—গম+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অগ্রগামিনী।

অগ্রজ—১। পূর্ব্বজ, জ্যেষ্ঠ ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। [কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকিলে যে সন্তান প্রথম স্ত্রীর গর্ভে জন্মিবে, সে অবশ্য জ্যেষ্ঠ হইবে না। যে অগ্রে জন্মিবে সেই অগ্রজ বা জ্যেষ্ঠ]। উপ ; অগ্র—জন+ড ক ; বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগ্রজা। ২। ব্রাহ্মণ। [ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়। উল্লিখিত অঙ্গচতুষ্টয় মধ্যে মুখ প্রধান ; প্রধান স্থান মুখ হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রজ নামে অভিহিত]। সং ; পু।

অগ্রজঙ্ঘা—জঙ্ঘার অগ্রভাগ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অগ্রজন্মা (—জন্মন্)—১। ব্রাহ্মণ ; ব্রহ্মা। সং ; পু। ২। প্রথমোৎপন্ন, জ্যেষ্ঠ। অগ্রে জন্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অগ্রজা—১। পূর্ব্বজা, জ্যেষ্ঠা। অগ্রজ দেখ। অগ্রজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সং ; স্ত্রী।

অগ্রজাত, অগ্রজাতক—ব্রাহ্মণ। অগ্রে জাত, ৭তৎ ; অথবা অগ্র (প্রধান স্থান) হইতে জাত, ৫তৎ। সং ; পু।

অগ্রজাতি—ব্রাহ্মণ। অগ্র (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে জাতি যাহার, কিংবা অগ্রে জাতি (জন্ম) যাহার, বহু। সং ; পু।

অগ্রজিহ্বা—অলিজিহ্বা, আগজিভ বা আলজিভ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অগ্রণী—১। অগ্রগামী নায়ক, নেতা ; প্রথম ; শ্রেষ্ঠ ; অধ্যক্ষ। অগ্র—নী+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। সেনাপতি ; অগ্নি। সং ; পু।

অগ্রতঃ (—তস্)—প্রথমে ; অগ্রে ; সম্মুখে। অগ্র শব্দ+তস্ ৭মী স্থানে। ব্য।

অগ্রতঃসর—অগ্রগামী, আগুয়ান। অগ্রতঃ—সৃ (যাওয়া)+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —সরী।

অগ্রদানী (—দানিন্)—প্রেতোদ্দিষ্টদানগ্রাহী ;

দান গ্রহণ দ্বারা পতিত (ব্রাহ্মণ) ; প্রেত-কার্য্যের ষড়ঙ্গতিলাদি গ্রহণকারী। [বঙ্গদেশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত ; বঙ্গের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা অন্য এক শ্রেণীভুক্ত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে লোক-লৌকিকতা বা আহার-ব্যবহার প্রচলিত নাই]। অগ্রে দান=অগ্রদান, ৭তৎ ; অগ্রদান+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

অগ্রদ্বীপ—গঙ্গার গর্ভে চর পড়িয়া প্রথমে যে দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহাই এক্ষণে অগ্রদ্বীপ নামে কথিত। অগ্রজাত দ্বীপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু বা স্ত্রী।

অগ্রনিরূপণ—অগ্রেই নির্দ্ধারণ, পূর্ব্বাবধারণ ; ভবিষ্যৎকথন ; ভবিষ্যদ্বাণী। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অগ্রনেতা (–নেতৃ)—অগ্রণী ; সেনাপতি। অগ্র–নী (লওয়া)+তৃন্ ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী অগ্রনেত্রী।

অগ্রপর্ণী—আলকুশী গাছ। অগ্র (প্রধান) হইয়াছে পর্ণ যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অগ্রপশ্চাৎ—পূর্ব্বাপর ; ভূত-ভবিষ্যৎ ; ভাল-মন্দ। দ্বন্দ্ব। ব্য ; ক্রি-বিণ।

অগ্রপাণি—হস্তাগ্র ; দক্ষিণ হস্ত। পাণির অগ্র, ৬তৎ ; বা অগ্র (প্রধান) যে পাণি, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অগ্রভাগ—প্রথমের ভাগ, অগ্রদেশ, ডগা, মুড়া, প্রান্ত ; শীর্ষদেশ, মাথা, চূড়া ; শ্রেষ্ঠ অংশ, সেরা ভাগ ; অবশেষ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অগ্রভূমি—প্রাপ্য স্থান ; প্রধান স্থান ; প্রধান আশ্রয়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অগ্রমহিষী—প্রথমা বা প্রধানা রাজ্ঞী, পাটরাণী। অগ্রা মহিষী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অগ্রমাংস—বুকের কলিজার অগ্রভাগের মাংস ; হৃদয় ; রোগবিশেষ, এই রোগে বক্ষঃস্থল ও উদরের মধ্যস্থিত উপাস্থিখণ্ডের বৃদ্ধি হয়। অগ্র (শ্রেষ্ঠ) যে মাংস, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অগ্রমাস—অগ্রমাংস শব্দের অপভ্রংশ।

অগ্রযান—১। সৈন্যাগ্রে গমন। ৭তৎ। ২। সেনাপতির অগ্রগামী সৈন্য। অগ্রে যান (গমন) যাহাদের, বহু। সং ; ক্লী।

অগ্রযায়ী (–যায়িন্)—অগ্রগ, অগ্রগামী। অগ্র –যা (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অগ্রযায়িনী।

অগ্রবাহু—বাহুর অগ্রভাগ, ভুজাগ্র। বাহুর অগ্র, ৬তৎ। সং ; পু।

অগ্রসন্ধান—পূর্ব্বেই অনুসন্ধানকরণ। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অগ্রসন্ধানী (–সন্ধানিন্)—১। পূর্ব্বেই অনুসন্ধানকারী। ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অগ্রসন্ধানিনী। ২। পূর্ব্বে অনুসন্ধানকারী দূত। সং ; পু।

অগ্রসন্ধানী—যমপঞ্জিকা, ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম লিখিত আছে। অগ্র–সম্–ধা+অন ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অগ্রসন্ধ্যা—ঊষা, ভোর। (সন্ধ্যা তিনটী—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা ; ইহাদের মধ্যে সূর্য্যের উদয়জ্ঞাপক প্রাতঃসন্ধ্যাই প্রথম)। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অগ্রসর—অগ্রগামী, পুরঃসর। উপ। অগ্র শব্দ –সৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–সরী।

অগ্রসামান্তবন্ধনী—পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড, ইহা কতকগুলি অঙ্গুরীয়াকার অস্থিখণ্ড দ্বারা বিনির্ম্মিত। এই অস্থিখণ্ডগুলি পরস্পর উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত। সং ; স্ত্রী।

অগ্রসূচনা—পূর্ব্বে জ্ঞাপন, আগে জানান ; পূর্ব্বজ্ঞান ; পূর্ব্বস্বাদ ; পূর্ব্বলক্ষণ। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

অগ্রস্ত্রী—প্রথম বিবাহিতা পত্নী। অগ্রে গৃহীতা স্ত্রী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অগ্রস্থ, অগ্রস্থিত—পূর্ব্বে বা সম্মুখে স্থিতিকারী ; পূর্ব্ববর্ত্তী ; সম্মুখস্থ, সম্মুখীন ; ভাবী, ভবিষ্যৎ। ৭তৎ ; বিণ।

অগ্রহ—বনপ্রস্থ, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী। ন (নাই) গ্রহ যাহার, বহু। সং ; পু।

অগ্রহণীয়—গ্রহণের অযোগ্য, অগ্রাহ্য, অনাদরণীয় ; অবজ্ঞেয়, উপেক্ষাযোগ্য। ন গ্রহণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অগ্রহায়ণ—হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস। হায়নের (বৎসরের) অগ্র (প্রথম), ৬তৎ—অগ্রপদের পূর্ব্বনিপাত। সং ; পু। পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসে বৎসর আরম্ভ হইত এবং কার্ত্তিক মাসে বৎসর শেষ হইত, তজ্জন্য মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে অগ্রহায়ণ মাসে বৎসর আরম্ভ হইত, তাহার বিশেষ কারণ আছে। চন্দ্র-সূর্য্যের গতি দর্শন করিয়া বৎসর গণনা করা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহারা স্বভাবের সামান্য সামান্য লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া বৎসর নির্দ্ধারণ করিত। অগ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, হায়ন অর্থাৎ ব্রীহি (ধান, শস্য), যে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রীহি উৎপন্ন হয়। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সামান্য ব্যক্তিগণ ব্রীহির উৎপত্তি দেখিয়া বৎসর গণনা করিত।

অগ্রাহ্য—গ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত নয় গ্রহণের অযোগ্য ; অজ্ঞেয়, অবজ্ঞেয়। ন গ্রাহ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগ্রাহ্যা।

অগ্রিম—প্রথম ; পূর্ব্বোৎপন্ন ; প্রধান ; জ্যেষ্ঠ ; শ্রেষ্ঠ। অগ্র+ডিম ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগ্রিমা।

অগ্রিমা—১। প্রথমা ইত্যাদি। অগ্রিম দেখ। অগ্রিম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লবলীফল, নোনা আতা। সং ; স্ত্রী।

অগ্রিয়, অগ্রীয়—১। প্রধান ; প্রথম ; জ্যেষ্ঠ ; শ্রেষ্ঠ। অগ্র শব্দ+ইয়, ঈয় ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–য়া। ২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সং ; পু।

অগ্রেগ—অগ্রগ, অগ্রগামী। অলুক্ উপ ; অগ্রে –গম+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগ্রেগা।

অগ্রেগু—অগ্রগ, অগ্রগামী। অলুক্ উপ ; অগ্রে –গম+ডু ক। বিণ ; ত্রি।

অগ্রেদিধীষু—পুনর্ভূ-বিবাহকর্ত্তা, যাহার ভার্য্যার পূর্ব্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল। অগ্রে দিধীষু যাহার, বহু। সং ; পু।

অগ্রেদিধীষূ—অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে বিবাহিতা কনিষ্ঠা সহোদরা।

"জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কন্যায়ামুহ্যতেঽনুজা।
সা চাগ্রেদিধীষূর্জ্ঞেয়া পূর্ব্বা চ দিধীষূঃ স্মৃতা।"

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে কনিষ্ঠা বিবাহিতা হইলে ঐ কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিধীষূ বলিয়া জানিবে, এবং জ্যেষ্ঠা দিধীষূ বলিয়া কথিত হয়। অলুক্ ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

অগ্রেবণ—১। বনাগ্রভাগ। বনের অগ্র, ৬তৎ। ২। আগ্রানগর। সং ; ক্লী।

অগ্রেসর—অগ্রগামী ; প্রধান ; শ্রেষ্ঠ। অলুক্ উপ ; অগ্রে–সৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–সরী,–সরা।

অগ্র্য—প্রধান ; শ্রেষ্ঠ ; জ্যেষ্ঠ ; আদ্য। অগ্র শব্দ+য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অগ্র্যা।

অগ্লানি—১। গ্লানিহীন, অক্লান্ত, অশ্রান্ত ; অবিরক্ত। ন (নাই) গ্লানি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। গ্লানিহীনতা। ন গ্লানি, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অঘ—১। পাপ ; দোষ ; দুঃখ ; ব্যসন ; কলঙ্ক। অঘ+অল্ ভা। সং ; ক্লী। ২। জনৈক অসুরের নাম (অঘাসুর দেখ)। সং ; পু।

অঘট—১। অঘটন (তাহা দেখ)। ন (অ) –ঘট (ঘটা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অঘটা। ২। যাহা ঘট নহে। ন ঘট, নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অঘটন—যাহা ঘটে না ; যাহা ঘটা সম্ভব নয় ; অসম্ভব। ন (অ)–ঘট (ঘটা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অঘটনা।

অঘটনঘটন,–ঘটনা—অসম্ভব বিষয়ের সংঘটন। অঘটনের ঘটন বা ঘটনা, ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অঘটনঘটনকুশল—অসম্ভব ব্যাপার ঘটাইতে নিপুণ। অঘটনঘটনে কুশল, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–কুশলা।

অঘটনঘটনকৌশল—অসম্ভব বিষয় সংঘটনে দক্ষতা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অঘটনঘটনপটীয়সী—অসম্ভব বিষয়কে সম্ভব করণে সমর্থা। ৭তৎ। বিণ ; স্ত্রী। [এই

পদটী সচরাচর মায়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ.]। পু,—পটীয়ান্।

অঘটনঘটন-পটু—অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করিয়া তুলিতে নিপুণ। অঘটনঘটনে পটু, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

অঘটনঘটনা—অঘটনঘটন দেখ।

অঘটনীয়—যাহা ঘটিতে পারে না, অসম্ভব। ন ঘটনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

অঘটিত—যাহা ঘটে নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ;

অঘমর্ষণ—১। বেদমন্ত্রবিশেষ। অঘের (পাপের) মর্ষণ (নাশক), ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। তন্মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি। সং; পু। ৩। পাপনাশক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঘমর্ষণা।

অঘর্ম্ম—১। ঘর্ম্মাভাব, স্বেদহীনতা, ঘাম না হওয়া; তাপাভাব, অনুষ্ণতা, শীতলতা, শৈত্য। ন ঘর্ম্ম, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। ঘর্ম্মশূন্য, স্বেদবিহীন, ঘামরহিত; অনুষ্ণ, শীতল। ন (নাই) ঘর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঘর্ম্মা।

অঘর্ম্মধামা (—ধামন্)—চন্দ্র। অঘর্ম্ম (শীতল) ধাম (আলয়) যাহার, বহু। সং; পু।

অঘর—অযোগ্য ঘর বা বংশ, নীচঘর। সং।

অঘবান্ (—বৎ)—অঘবিশিষ্ট, দোষযুক্ত, দোষী, পাপী। অঘ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অঘবতী। [বিণ।

অঘা—অগা, নির্ব্বোধ, জ্ঞানহীন, মূঢ়। দেশজ;

অঘাট—যাহা ঘাট নহে; জলাশয়ের ঘাটহীন পার্শ্ব। দেশজ; সং।

অঘাটি, অঘাটী—ঘাটিশূন্য, দোষরহিত, ত্রুটিহীন। প্রাদেশিক। বিণ।

অঘাতক, অঘাতুক—অহত্যাকারী, অনাশক, যে বধ করে না, অহিংসক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অঘাতী (অঘাতিন্)—অঘাতক (তাহা দেখ)। বিণ; পু। স্ত্রী অঘাতিনী।

অঘাতুক—অঘাতক দেখ।

অঘাসি—মন্দ ঘাস, দাম, কাঁচড়া। প্রাদেশিক।

অঘাসুর—অঘ নামক অসুর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। এই অসুর পুতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অঘাসুর কংসের অনুগত ভৃত্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে অবস্থিতি সময়ে কংস কৃষ্ণের নিধনার্থ পুতনা ও বকাসুরকে নন্দালয়ে প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, ইহারা কৃষ্ণের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে আপনারাই বিনষ্ট হইয়াছিল। ভ্রাতা ও ভগিনীর মৃত্যুতে অঘাসুর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক মায়া বিস্তার করিয়া এক ভয়ানক অজগরের রূপ ধারণ করে এবং পথপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে থাকে। পর্ব্বতগহ্বর বিবেচনায় গোপবালকগণ ইহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। গোপবালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য ও অঘাসুরকে বিনষ্ট করিবার জন্য কৃষ্ণ ইহার মুখমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিজের দেহ এরূপ বিস্তারিত করিয়াছিলেন যে, তাহাতেই অঘাসুরের মৃত্যু হয়।

অঘাহ—দোষযুক্ত দিবস, অপবিত্র বা অশুভ দিন। অঘযুক্ত অহন্ (দিন), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অঘৃণ—ঘৃণাশূন্য, নির্ঘৃণ, নির্লজ্জ; দয়াশূন্য, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। ন (নাই) ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঘৃণা।

অঘোঃ (অঘোস্)—সম্বোধনসূচক শব্দ, হে, অহে, অরে। ব্য। ইহারই অপভ্রংশে বাঙ্গালা অগো বা ওগো।

অঘোর—১। শিব। ন (নাই) ঘোর (ভয়ানক) যাহা হইতে, বহু। সং; পু। ২। অতি ভয়ানক; প্রচণ্ড; দুর্দ্ধর্ষ। বিণ; ত্রি। ৩। অভয়ানক, যিনি ভয়ানক নহেন, সৌম্যরূপবিশিষ্ট। ন (নয়) ঘোর (ভয়ানক), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঘোরা। ৪। ঘোর, গাঢ়, গভীর। গ্রাম্য; বিণ।

অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় (ডাক্তার)—ইনি পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণগাঁ গ্রামে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকায় এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন। অধ্যয়ন শেষে গিলক্রাইষ্ট স্কলারসিপ্ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বৎসর বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া Doctor of Science উপাধি লাভ করেন। এডিনবরায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ডাক্তার অঘোরনাথ রসায়নশাস্ত্রের সবিশেষ চর্চ্চা করিবার জন্য জার্ম্মানীতে গমন করেন এবং Bohn বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর বিশেষ সম্মানের সহিত অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদ নিজামরাজ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। নিজাম কলেজের উন্নতিসাধন ইঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহার স্বনামধন্যা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কবি বলিয়া জগতে বিখ্যাতা হইয়াছেন।

অঘোরপন্থা—১। শিবোপাসক সম্প্রদায়বিশেষের বীভৎস ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতি। অঘোর এমন পন্থা, কর্ম্মধা। ২। শিবোপাসক, শৈব। অঘোর (অতি ভয়ানক) পন্থা (পথ) যাহার, বহু। সং; পু। দেশজ।

অঘোরপন্থী (—পন্থিন্)—১। অঘোরী, শৈবসম্প্রদায়-বিশেষ। অঘোর (অতি ভয়ানক) যে পন্থা সে অঘোরপন্থা, কর্ম্মধা; তাহা অবলম্বন করে যে এই অর্থে অঘোরপন্থা+ইন্। সং; পু। বরোদা অঞ্চল ইহাদের আদি স্থান। তদ্ভিন্ন কাটিওয়াড় প্রভৃতি স্থানেও অনেক অঘোরপন্থী দৃষ্ট হইত। এক্ষণে রাজওয়াড়ের অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে এই সম্প্রদায়ের শৈব দৃষ্ট হয়। ইহারা নিতান্ত নির্ঘৃণ ও বিকাররহিত। ইহারা মদ্য, মাংস, এমন কি নিজের মলমূত্রও খায়। দুর্গন্ধ, অখাদ্য, কাঁচা, পাকা, যে যাহা দেয়, ইহারা অম্লানবদনে তাহা খাইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, নির্ব্বিকারচিত্ত হওয়াই অঘোরীদিগের ধর্ম্মনীতির প্রধান সূত্র। কোথাও শবদাহ হইলে অঘোরীরা মন্ত্রের সহিত সেই শবমাংস লইয়া ভক্ষণ করে। ইহারা মুখ পরিষ্কার করে না। ইহাদের মুখভরা দাড়ি, গোঁপ। কাহারও মাথায় লম্বা লম্বা চুল, কাহারও মাথায় জটা। পরিধানে কৌপীন ও বহির্বাস। মদ্যপানের জন্য ইহাদের সঙ্গে কপালপাত্র অর্থাৎ মড়ার মাথার খুলি থাকে। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদের সঙ্গে মালা বা অন্য কোনও বিশেষ পরিচ্ছদ থাকে না। ইহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা তাহার উত্তর দিতে চায় না। বরোদারাজ্যে অঘোরেশ্বর নামে ইহাদের মঠ ছিল। অঘোরস্বামী তথায় বাস করিতেন। এই সম্প্রদায় এক্ষণে প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে। এই মত নূতন নহে। প্রাচীন কালেও যে এরূপ সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কোপলো, প্লিনী, অরিষ্টটল প্রভৃতি বৈদেশিকগণের গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পূর্ব্বে পারস্যদেশেও এই শ্রেণীর এক প্রকার সাধকের বাস ছিল। ইহাতেই অনুমান হয়, এই সম্প্রদায়ের শৈব নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়েও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে কখন কখন এই সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া আসে এবং জনপদে নানাপ্রকার উপদ্রব করে। ইহাদের মাথায় জটা, গলায় নানাপ্রকার পাথরের ও স্ফটিকের মালা, পরিধানে ঘাগরা, হস্তে ত্রিশূল।

২। দুরাচার উন্মার্গগামী সম্প্রদায়। এই হেতু যাহাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, তাহাদিগকে লোকে "অঘোরপন্থী" বলিয়া থাকে।

অঘোরা—১। অতি ভয়ানকা ইত্যাদি। অঘোর

দেখ। অঘোর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। এই তিথিতে শিবপূজা করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। অঘোর (শিব)+অ সম্বন্ধার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আ। সং; স্ত্রী।

অঘোরী (অঘোরিন্)—শৈববিশেষ, অঘোরপন্থী। অঘোর দেবতা ইহার এই অর্থে অঘোর+ইন্। সং; পু।

অঘোষ—১। গোপশূন্য (দেশাদি); শব্দশূন্য। ন (নাই) ঘোষ (গোপ অথবা শব্দ) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঘোষা। ২। কলাপ ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ। সং; পু।

অঘোস্ (অঘোঃ)—সম্বোধনসূচক অব্যয়।

অঘ্ন, অঘ্ন্য—১। ব্রহ্মা। অঘ (আরম্ভ করা)+ন, স্ন্ ক, যিনি এই জগৎ আরম্ভ অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সং; পু। ২। বধের অযোগ্য। ন (অ)–হন (বধ করা)+যক্ র্ম নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঘ্না, অঘ্ন্যা।

অঘ্না, অঘ্ন্যা—১। অবধ্যা। অঘ্ন দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। গবী। সং; স্ত্রী।

অঘ্ন্য—অঘ্ন দেখ।

অঘ্ন্যা—অঘ্ন দেখ।

অঘ্রাণ—১। ঘ্রাণাভাব, গন্ধগ্রহণ না করণ, না শোঁকা। নঞ্তৎ। সং; ক্লী। ২। নির্গন্ধ। ন (নাই) ঘ্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। অগ্রহায়ণ মাস। অগ্রহায়ণ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

অঘ্রাত—যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই, শোঁকা হয় নাই এইরূপ, অনাঘ্রাত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঘ্রাতা।

অঙাগি—সঙ্গ। প্রা, ক।

অঙ্ক—১। চিহ্ন; কলঙ্ক; অপরাধ; সংখ্যাস্থাপন; সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্ন, যথা—১, ২, ৩, ইত্যাদি। অনক+অল্ ণ। ২। আঁক; রেখা; ক্রোড়; চিত্রযুদ্ধ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় যুদ্ধোপকরণ লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া প্রকৃত যুদ্ধপ্রণালী প্রদর্শন; নাটকের পরিচ্ছেদ বা সর্গ; দৃশ্যকাব্যবিশেষ; শরীর; স্থান; (দেশভেদে) সিংহাসনাধিরোহণকাল হইতে বর্ষ গণনা। অনক+অল্ অধি। সং; পু।

অঙ্কগ—১। ক্রোড়স্থ। উপ; অনক–গম্ (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। ক্রোড়স্থ শিশু, কোলের ছেলে। সং; পু।

অঙ্কগত—ক্রোড়গত, ক্রোড়ে আসীন; ভাবার্থ—হস্তগত, আয়ত্ত। অঙ্ককে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্কগতা।

অঙ্কতন্ত্র—সংখ্যাশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা; পাটীগণিত বা বীজগণিত। অঙ্কবিষয়ক যে তন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অঙ্কতি—১। বহ্নি; ব্রহ্মা; অগ্নিহোত্রী। অনচ (পূজা করা)+অতি র্ম। ২। বায়ু। অনচ (যাওয়া)+অতি ক। সং; পু।

অঙ্কন—সংখ্যালিখন; চিহ্নকরণ; রেখাপাতন। অনক+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অঙ্কনীয়—যাহা আঁকিতে হইবে বা আঁকা উচিত; চিত্রণীয়; চিহ্নিতব্য, যাহা চিহ্নিত করিতে হইবে বা করা উচিত; বর্ণনীয়; যাহা সংখ্যাত করিতে হইবে, গণনীয়, গণ্য। অনক+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্কনীয়া।

অঙ্কপরিবর্তন—পার্শ্বপরিবর্তন, পাশফিরা; সংখ্যা বা রাশি বদলান; গণিতের আঁক বদলান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্কপাত—অঙ্কসংস্থাপন; চিহ্নিতকরণ। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্কপালি, অঙ্কপালী—অঙ্কপালিকা (সকল অর্থে)। সং; স্ত্রী।

অঙ্কপালিকা—১। আশ্লেষ, আলিঙ্গন। অঙ্ক–পাল (পালন করা)+ণক ক+স্ত্রীলিঙ্গে আ। ২। ধাত্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্কপালী—অঙ্কপালি দেখ। সং; স্ত্রী।

অঙ্কপূরণ—১। গণিতসংখ্যার গুণন। ৬তৎ। ২। শূন্যস্থানে সংখ্যা বা চিহ্ন স্থাপন। অঙ্ক দ্বারা পূরণ, ৩তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্কভাক্ (–ভাজ্)—ক্রোড়ভোগকারী, ক্রোড়স্থ। উপ; অঙ্ক–ভজ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অঙ্কভাগ—গণিতসংখ্যার হরণ। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্কভাগী (–ভাগিন্)—অঙ্কভাক্। উপ; অঙ্ক–ভজ+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –ভাগিনী।

অঙ্কলক্ষ্মী—ভার্য্যা, জায়া, পত্নী, স্ত্রী। ৬তৎ। সং।

অঙ্কলগ্ন—ক্রোড়ে সংলগ্ন বা সংসক্ত; ক্রোড়স্থ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –লগ্না।

অঙ্কবিদ্যা—অঙ্কশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা, পাটীগণিতাদি। অঙ্কবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অঙ্কবিদ্যাবিৎ (–বিদ্)—গণিতশাস্ত্রজ্ঞ; আঁকে পণ্ডিত, আঁক কষিতে পটু। উপ; অঙ্কবিদ্যা–বিদ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অঙ্কবিদ্যাবেত্তা (–বেতৃ)—অঙ্কবিদ্যাবিৎ, গণিতজ্ঞ। অঙ্কবিদ্যার বেত্তা, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অঙ্কবিদ্যাবেত্রী।

অঙ্কশায়ী (–শায়িন্)—ক্রোড়ে শয়ান বা শয়নকারী; ক্রোড়স্থ; ভাবার্থ—হস্তগত, আয়ত্ত। অঙ্কে শয়ন করে যে, উপ; অঙ্ক–শী+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অঙ্কশায়িনী।

অঙ্কশাস্ত্র—গণিতশাস্ত্র, যথা—বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি। ইহা প্রধানতঃ সরল ও মিশ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং ত্রিকোণমিতি, এইগুলি সরল গণিত, এবং পরিমিতি, যন্ত্রবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি মিশ্রগণিত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অঙ্কশাস্ত্রবিৎ (–বিদ্)—অঙ্কবিদ্যাবিৎ দেখ।

অঙ্কশাস্ত্রবেত্তা (–বেতৃ)—অঙ্কবিদ্যাবেত্তা দেখ।

অঙ্কস্থ—ক্রোড়স্থ, অঙ্কগত, ক্রোড়ে স্থিতিকারী; ভাবার্থ—হস্তগত, আয়ত্ত; অঙ্কপ্রিয়। অঙ্কে থাকে যে, উপ; অঙ্ক–স্থা+অ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্কস্থা।

অঙ্কস্থিত—অঙ্কস্থ (সকল অর্থে)। অঙ্কে স্থিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্কস্থিতা। [ক্লী।

অঙ্কহরণ—(গণিতে) ভাগক্রিয়া। ৬তৎ। সং;

অঙ্কাগত—অঙ্কগত (সকল অর্থে)। অঙ্ককে আগত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্কাগতা।

অঙ্কিত—লক্ষিত; চিহ্নিত; চিত্রিত; গণিত। অনক (লক্ষ্য করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অঙ্কী (অঙ্কিন্)—কলঙ্কিত; চিহ্নবিশিষ্ট। অঙ্ক শব্দ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী অঙ্কিনী।

অঙ্কুর, অঙ্কূর—অচিরজাত উদ্ভিদ্, আঁকুর; মুকুল; নবোৎপন্ন বস্তু; আদি, আরম্ভ; অগ্রভাগ; লোম; জল; রক্ত। অনক (লক্ষ্য করা)+উর বা উর ক। সং; পু।

অঙ্কুরক—পক্ষীর কুলায়, নীড়। অনক+উরন্ অধি+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

অঙ্কুরিত—জাতাঙ্কুর, যাহার অঙ্কুর জন্মিয়াছে এইরূপ; মুকুলিত; রোমা[ঞ্চি]ত; আবির্ভূত, প্রকাশিত। অঙ্কুর শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্কুরিতা।

অঙ্কুরোদয়—অঙ্কুরোদ্গম, আঁকুর বাহির হওয়া। অঙ্কুরের উদয়, ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্কুরোদ্গম—মুকুলোৎপত্তি, আঁকুরের উদ্ভব। অঙ্কুরের উদ্গম, ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্কুরোদ্ভব—অঙ্কুরের উৎপত্তি, আঁকুর জন্মান। অঙ্কুরের উদ্ভব, ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্কুশ, অঙ্কুষ—লৌহনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র হস্তিতাড়নদণ্ড, ডাঙ্গশ। অনক (গমন করা)+উশ বা উষ ণ। সং; পু বা ক্লী।

অঙ্কুশগ্রহ—হস্তিচালক, হাতীর মাহুত। উপ; অঙ্কুশ–গ্রহ+অন্ ক। সং; পু।

অঙ্কুশদুর্ধর—অঙ্কুশ প্রহারেও যাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় না, দুষ্ট হস্তী। ৩তৎ। সং; পু।

অঙ্কুষ—অঙ্কুশ দেখ।

অঙ্কূর—অঙ্কুর দেখ।

অঙ্কোপরি—ক্রোড়ের উপর। অঙ্কের উপরি, ৬তৎ। বা।

অঙ্কোলিকা—আলিঙ্গন। অঙ্কের (ক্রোড়ের) উলি (দাহ)—অঙ্কোলি, ৬তৎ; অঙ্কোলি–কৃ (হনন করা)+ড ক+স্ত্রী আ; যে বক্ষোদাহ নাশ করে। সং; স্ত্রী।

অঙ্ক্য—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মৃদঙ্গ, খোল। অঙ্ক শব্দ (ক্রোড়)+য। সং; পু।

"সার্দ্ধতালত্রয়ায়ামশ্চতুর্দ্দশাঙ্গুলাননঃ।
হরীতক্যাকৃতির্যঃ স্যাদঙ্কোঽঙ্কে স হি বাদ্যতে॥"
অর্থাৎ যাহা সাড়ে তিন তাল বিস্তৃত, যাহার মুখ ১৪ অঙ্গুলি পরিমিত, যাহার আকার হরীতকীর ন্যায়, এবং যাহা অঙ্কে রাখিয়া বাজাইতে হয়, তাহার নাম অঙ্ক্য।

অঙ্গ—১। অবয়ব; শরীর; মন; উপায়; বেদাঙ্গ; বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ; (ব্যাকরণে) প্রত্যয় পরে থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতি। সং; ক্লী। ২। দেশবিশেষ, ভগলপুর। সং; পু। ৩। গৌণ, অপ্রধান; অধীন। বিণ; ত্রি। ৪। সম্বোধন; স্বীকার। ব্য। অন্‌গ (গমন করা বা রোধ করা)+অল্ র্ম। [অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে প্রভেদ কি? অঙ্গ শব্দে বৃহৎ অঙ্গকে ও প্রত্যঙ্গ শব্দে ক্ষুদ্র অঙ্গকে বুঝায়। যেমন মস্তক অঙ্গ; ইহার প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, দন্ত, জিহ্বা প্রভৃতি]।
৫। বলিরাজপুত্র একজন রাজা। ইঁহার মাতার নাম সুদেষ্ণা। ইনি সাতিশয় প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। যে দেশে ইনি রাজত্ব করিতেন, সেই দেশের নাম ইঁহার নামানুসারে "অঙ্গদেশ" রাখা হয়।

অঙ্গক—দেহ, শরীর, গাত্র, অবয়ব। অঙ্গ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

অঙ্গগ্রহ—অঙ্গবিশেষের আক্ষেপ, শরীরের কোন অংশের আকস্মিক কুঞ্চন, খেঁচুনি; গাত্রব্যথা, দেহ-বেদনা। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গগ্লানি—শরীরের ক্লান্তি বা অবসন্নতা, অবসাদ; দেহের কষ্ট; দেহের মল প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গচালন, –চালনা—অবয়বের চালনা, হস্তপদাদির সঞ্চালন, ব্যায়াম। ৬তৎ। সং; ক্লী, স্ত্রী।

অঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদন—শরীরাবয়বের ছেদন, হস্তপদাদির কর্ত্তন, হাত পা প্রভৃতি কাটিয়া ফেলা; অঙ্গীভূত অংশের বিচ্ছেদ। অঙ্গের ছেদ, ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গচ্ছেদক—১। শরীরাবয়ব-ছেদনকর্ত্তা। অঙ্গের ছেদক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্গচ্ছেদিকা। ২। নাড়ী কাটিবার অস্ত্র প্রভৃতি। সং; পু।

অঙ্গচ্ছেদন—অঙ্গচ্ছেদ দেখ।

অঙ্গজ—১। শরীরোৎপন্ন। বিণ; ত্রি। উপ; অঙ্গ শব্দ–জন (জন্ম)+ড ক। ২। রক্ত। সং; ক্লী। ৩। পুত্র; কেশ; রোগ; কাম। সং; পু। স্ত্রী অঙ্গজা।

অঙ্গজনু—অঙ্গজ, সন্তান, পুত্র বা কন্যা। অঙ্গ হইতে জনু (জন্ম) যাহার, বহ। সং; পু বা স্ত্রী।

অঙ্গজা—১। অঙ্গজ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। পুত্রী, তনয়া, কন্যা, দুহিতা। সং; স্ত্রী।

অঙ্গণ—অঙ্গন, চত্বর, উঠান, আঙ্গন বা আঙ্গিনা। অন্‌গ (গমন করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

অঙ্গতি—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; অগ্নি; অগ্নিহোত্রী। অন্‌চ (পূজা করা)+অতি র্ম। সং; পু।

অঙ্গত্যাগ—তনুত্যাগ, দেহ বিসর্জ্জন, শরীর রক্ষা, স্বাভাবিক মৃত্যু। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গত্র, অঙ্গত্রাণ—অঙ্গরক্ষক; কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। অঙ্গ শব্দ–ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড, অন্ ক। সং; ক্লী।

অঙ্গদ—১। বাহুভূষণ, বাজু অনন্ত ইত্যাদি। অঙ্গ শব্দ–দা (দেওয়া) কিংবা দৈ (পরিষ্কার করা)+ড ক। সং; ক্লী। ২। বালিরাজপুত্র*। অঙ্গ শব্দ–দে (পোষণ করা)+ড ক। সং; পু।
*তারার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। রামের হস্তে বালী নিহত হইলে অঙ্গদ স্বীয় পিতৃব্য সুগ্রীবের আশ্রয়ে থাকিয়া যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে বানরসেনার প্রধান অধিনায়ক হইয়া রামের সপক্ষে লঙ্কাসমরে গমন করেন, এবং রামচন্দ্রের দূত হইয়া রাবণের নিকট যাইয়া রামভার্য্যা সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া গোলযোগ নিষ্পত্তি করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু রাবণ সে কথায় কর্ণপাত না করায় ইনি তাঁহার যথোচিত লাঞ্ছনা করিয়া ফিরিয়া আসেন।
৩। রাম-ভ্রাতা লক্ষ্মণের অঙ্গদ নামে এক পুত্র ছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে কারূপথের রাজা করিয়াছিলেন।

অঙ্গদা—দক্ষিণস্থিত দিগ্‌হস্তীর ভার্য্যা। অঙ্গ–দৈ+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গন—১। গমন। অন্‌গ (গমন করা)+অনট্ ভ। ২। চত্বর, উঠান, আঙ্গন বা আঙ্গিনা। অন্‌গ+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

অঙ্গনা—অঙ্গসৌষ্ঠবশালিনী রমণী; নারী; উত্তরদিগ্‌হস্তিনী; কন্যারাশি। অঙ্গ (দেহ)+ন প্রশস্তার্থে, অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ যাহার প্রশস্ত দেহ আছে। সং; স্ত্রী।

অঙ্গনাজন—নারীজন, স্ত্রীলোক। অঙ্গনাই যে জন, কর্ম্মধা। সং; পু।

অঙ্গনাপ্রিয়—১। স্ত্রীলোকের প্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –প্রিয়া। ২। অশোকফুলের গাছ [অশোক ফুলের গুচ্ছ দ্বারা অঙ্গনা-সকল কেশরচনা করেন, তজ্জন্য ইহা স্ত্রীলোকের প্রিয়বৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; অথবা সাংসারিক ও মানসিক শোকের নিবৃত্তি করিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা অশোক-পুষ্প দ্বারা অশোকষষ্ঠীর ব্রত করেন, সে কারণে উহা অঙ্গনাদের প্রিয়বৃক্ষ বলিয়া কথিত হয়]; দক্ষিণদিগ্‌হস্তিবিশেষ। সং; পু।

অঙ্গনিগ্রহ—উপবাস-তপস্যাদি দ্বারা স্বেচ্ছায় শরীরকে ক্লেশ প্রদান। (Mortification)। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গন্যাস—যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হৃদয়, মস্তক, শিখা, নেত্র, বাহু ও করতলের স্পর্শন। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গপালি—আলিঙ্গন। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গপালিত—১। কৃতালিঙ্গন। অঙ্গপালি+ইত জাতার্থে। ২। অঙ্গে ধৃত। অঙ্গে পালিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –পালিতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ছোট বড় সমস্ত শরীরাবয়ব। হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে প্রভেদ কি, তাহা "অঙ্গ" শব্দে দ্রষ্টব্য]।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত—অশৌচকালজাত অঙ্গাশুদ্ধির শোধনার্থ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। অঙ্গশোধক প্রায়শ্চিত্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের পূর্ব্বে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য]।

অঙ্গভঙ্গ, অঙ্গভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গী—অঙ্গসঞ্চালন, শরীরের বিকৃতিসাধন; অঙ্গচালনা দ্বারা মনোভাবের প্রকাশ। ৬তৎ। সং; পু ও স্ত্রী।

অঙ্গভঙ্গিমা (–ভঙ্গিমন্)—অঙ্গভঙ্গী। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গমর্দ্দক—গাত্র-সংবাহক সেবক, গা-টেপা চাকর। অঙ্গ শব্দ–মৃদ+অন্, ণক ক। বিণ; ত্রি। [মর্দ্দন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গমর্দ্দন—গাত্রসংবাহন, গা টেপা। অঙ্গের

অঙ্গমর্দ্দী (–মর্দ্দিন্)—অঙ্গমর্দ্দক, গাত্র-সংবাহক ভৃত্য, গা-টেপা চাকর। অঙ্গ–মৃদ+ণিন্ ক। সং; পু।

অঙ্গরক্ষণী, অঙ্গরক্ষিণী—আঙরাখা, যথা–কোর্ত্তা, পিরাণ ইত্যাদি; কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। অঙ্গ শব্দ–রক্ষ (রক্ষা করা)+অন, ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গরক্ষা—অঙ্গরক্ষণী, বর্ম্ম। অঙ্গ–রক্ষ+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গরক্ষিণী—অঙ্গরক্ষণী দেখ।

অঙ্গরাগ—১। কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্বারা গাত্রবিলেপন। অঙ্গের রাগ, ৬তৎ। ২। লেপনদ্রব্য। অঙ্গ–রন্‌জ (রং করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

অঙ্গরাজ—অঙ্গরাট্ দেখ।

অঙ্গরাজ—অঙ্গদেশের অধিপতি, কর্ণ। অঙ্গের রাজা, ৬তৎ। সং; পু। [পু।

অঙ্গরাট্ (–রাজ্)—অঙ্গরাজ। ৬তৎ। সং;

অঙ্গরুহ—লোম, কেশ; পশম। উপ; অঙ্গ শব্দ–রুহ (জন্মা)+ক ক। সং; পু।

অঙ্গরোম (–রোমন্), অঙ্গলোম (–লোমন্)—অঙ্গরুহ (সকল অর্থে)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গলেপ—শরীরে লেপনের উপযুক্ত বস্তু, কুঙ্কুমচন্দনাদি। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গলোম—অঙ্গরোম দেখ।

অঙ্গবিকৃতি—অপস্মার রোগ। অঙ্গের বিকৃতি হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

অঙ্গবিক্ষেপ—অঙ্গভঙ্গী, নৃত্যাদিকালীন অঙ্গচালন; হাত পা ছোড়া। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গবিহীন—অঙ্গহীন (সকল অর্থে)। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্গবিহীনা।

অঙ্গবৈকৃত—অঙ্গভঙ্গী; অঙ্গবিকার; ইসারা। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গসংস্কার—কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্বারা অঙ্গের শোভাসম্পাদন; শরীরমার্জ্জন। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গসঙ্গ—দৈহিক সংসর্গ, শারীরিক মিলন বা সংস্পর্শ; স্ত্রীসঙ্গম, মৈথুন। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গসঞ্চালন—অঙ্গচালনা, হস্তপদাদি অবয়বের চালনা, ব্যায়াম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গসেবা—কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্বারা দেহের শোভা সম্পাদন; শরীরের পারিপাট্যবিধান। অঙ্গের সেবা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গসৌষ্ঠব—দেহের সৌন্দর্য্য; অঙ্গের সংগঠনে ত্রুটিহীনতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গস্পর্শ—দেহ স্পর্শ করা। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গহানি—অঙ্গের ত্রুটি, কোন একটা অঙ্গ না থাকা; কাটোর অংশবিশেষের অনমুষ্ঠান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গহার, অঙ্গহারি—অঙ্গবিক্ষেপ, নৃত্যাদিকালীন অঙ্গভঙ্গী। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গহীন—অবয়বহীন, এক বা একাধিক অঙ্গ নাই এরূপ; হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত পরিমাণহীন, বিকৃতাঙ্গ; অসম্পূর্ণ; ত্রুটিযুক্ত; দ্রব্যকালাদি উপকরণশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্গহীনা।

অঙ্গহীনতা—অবয়বের ন্যূনতা, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত পরিমাণহীনতা; অসম্পূর্ণতা; ত্রুটি। অঙ্গহীন+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অঙ্গাঙ্গি—উভয় পক্ষে অঙ্গ দ্বারা যে যুদ্ধ করা হয়, যথা,—হাতাহাতি, চুলোচুলি। বঙ্গভাষায় স্ব স্ব পক্ষের লোকের প্রতি পক্ষপাত বা টান; প্রধান অপ্রধান ভাবে বিবেচনা। অঙ্গে অঙ্গে প্রবৃত্ত যে যুদ্ধ, ব্যতীহার বহু। ব্য। [৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গাঙ্গিভাব—গৌণ-মুখ্যভাব; আত্মীয়তা।

অঙ্গাধিপ, অঙ্গাধিপতি—অঙ্গরাজ, কর্ণ। অঙ্গের (অঙ্গপ্রদেশের) অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গার—১। কালি; কলঙ্ক; আঙরা, কয়লা। সং; ক্লী। অনগ (পাওয়া)+আরন্ ক। ২। মঙ্গলগ্রহ। সং; পু। ৩। রক্তবর্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্গারা।

অঙ্গারক—১। আঙরা, কয়লা। অঙ্গার শব্দ +কণ্ স্বার্থে। সং; পু বা ক্লী। ২। মঙ্গল গ্রহ। সং; পু। ৩। তৈলবিশেষ। সং; ক্লী। [সং; পু।

অঙ্গারকমণি—প্রবাল, পলা। কর্ম্মধা।

অঙ্গারকৃষ্ণ—কয়লার বা কালির মত কাল, মসীকৃষ্ণ। অঙ্গার তুল্য কৃষ্ণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃষ্ণা।

অঙ্গারতুল্য—অঙ্গারসদৃশ, কয়লার মত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তুল্যা।

অঙ্গারধানিকা—অঙ্গারধানী (তাহা দেখ)। অঙ্গারধানী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারধানী—অগ্নিপাত্র, আগুনের মালসা; ধুনুচী। অঙ্গার শব্দ—ধা (ধারণ করা)+অন অধি+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারপরিপাচিত—জ্বলন্ত আঙরার উপরে রন্ধিত বা ভর্জ্জিত, অগ্নিপক্ব, কাবাব করা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পাচিতা।

অঙ্গারপর্ণ—১। চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের উদ্যান; অঙ্গার (রক্তবর্ণ) পর্ণ (পত্র) যাহাতে, বহু। সং; ক্লী। ২। চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব [চিত্ররথ শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ। সং; পু।

অঙ্গারপর্ণী—ব্রাহ্মণযষ্টিকা, বামুনহাটীর গাছ বহু। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারপুষ্প—ইঙ্গুদী বৃক্ষ; ভিয়াপুতা। অঙ্গারের ন্যায় পুষ্প যাহার, বহু। সং; পু।

অঙ্গারমলিন—অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মলিনা।

অঙ্গারবর্ণী—অঙ্গারপর্ণী (তাহা দেখ)।

অঙ্গার-বল্লরী, —বল্লী—গুঞ্জন, কুঁচ গাছ, নাটাকরঞ্জ; ভাগী; বামুনহাটীর গাছ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারশকটী—অগ্নিপাত্র, আগুনের খাপরা।

অঙ্গারসদৃশ—অঙ্গারতুল্য, কয়লার মত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সদৃশী।

অঙ্গারাম্ল—অঙ্গার ও অম্লজান বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন অম্লদ্রব্যবিশেষ [Carbonic acid]। ইহা দুই প্রকার—একাম্ল-অঙ্গার ও দ্ব্যম্ল-অঙ্গার। উভয়ই বিষাক্ত আমরা বায়ুর যে অম্লজান গ্রহণ করি তাহা শরীরস্খলিত অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্ব্যম্ল-অঙ্গার নামক বাষ্প উৎপন্ন করে। ঐ দ্ব্যম্ল-অঙ্গার বাষ্প আমরা শ্বাস পরিত্যাগ সহকারে শরীর হইতে বহির্গত করিয়া দিই এবং উদ্ভিদেরা উহা খাইয়া জীবিত থাকে। অঙ্গার মিশ্রিত অম্ল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অঙ্গারি—অঙ্গারধানী, অগ্নিপাত্র। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারিকা—অগ্নিপাত্র; ইক্ষুকাণ্ড; পলাশকলিকা। অঙ্গার শব্দ+ইক বিদ্যমানার্থে +আপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারিণী—অগ্নিপাত্র; সূর্য্যত্যক্ত দিক্। অঙ্গার +ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারিত—১। দগ্ধপ্রায়। অঙ্গার+ইত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্গারিতা। ২। পলাশকলিকার উদ্গম। সং; পু।

অঙ্গারীয়—অঙ্গার সম্বন্ধীয় বা অঙ্গারঘটিত। অঙ্গার+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

অঙ্গাবরণ—যাহা দ্বারা অঙ্গ আবৃত করা যায়, অঙ্গাচ্ছাদন বস্ত্র; উত্তরীয়; কোট্, পিরাণ ইত্যাদি। অঙ্গের আবরণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গিক—আঙ্গিক, অঙ্গীয়, দৈহিক, শারীরিক। অঙ্গ+ইক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্গিকা।

অঙ্গিকা—১। অঙ্গিক দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কাঁচুলি। অঙ্গ+ইক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরস্)—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। অঙ্গ (জ্ঞান)+ইরস্ অস্ত্যর্থে, অথবা অনগ (গমন করা)+ইরস্ নামার্থে। সং; পু। অঙ্গিরাঃ ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং অঙ্গিরা-সংহিতার প্রণেতা। শ্রদ্ধা (মতান্তরে স্মৃতি) ইঁহার ভার্য্যা। ইঁহার দুই পুত্র, বৃহস্পতি এবং উতথ্য।

অঙ্গী (অঙ্গিন্)—দেহী; প্রধান; মুখ্য। অঙ্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অঙ্গিনী।

অঙ্গীকরণ—স্বীকারকরণ; প্রতিশ্রবণ। অঙ্গ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অঙ্গী)—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অঙ্গীকার—পূর্ব্বে যাহা ছিল না তাহা স্বীয় অঙ্গকরণ; স্বীকার; প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি। অঙ্গ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অঙ্গী)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অঙ্গীকৃত—স্বীকৃত; প্রতিশ্রুত। অঙ্গ (দ)+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অঙ্গী)—কৃ (করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্গীকৃতা।

অঙ্গীভূত—অঙ্গত্বপ্রাপ্ত, পূর্ব্বে যাহা অঙ্গ ছিল না এক্ষণে অঙ্গ হইয়াছে এরূপ; অঙ্গ+চ্বি (=অঙ্গী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অঙ্কু—হস্ত; অঙ্গ। সং; পু।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী—অঙ্গুলি; পদবৃদ্ধাঙ্গুলি; অঙ্গুলিভূষণ, আংটী। অনগ (গমন করা, পাওয়া)+উরি ণ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গুরীয়, অঙ্গুরীয়ক—১। অঙ্গুলিভূষণ, আংটী; শনিগ্রহের বেষ্টনী অর্থাৎ বেড় [Ring of the planet Saturn; শনিগ্রহ দেখিতে অতি চমৎকার, উহার চারিদিকে তিনটী বেড় আছে, তাহাদিগকে অঙ্গুরীয়ক কহে। একটী বড় বৃত্তের ভিতর আর একটী ছোট বৃত্ত থাকিলে উভয় বৃত্তের পরিধির মধ্যবর্ত্তী স্থানকেও অঙ্গুরীয়ক বলে]। সং; পু। অঙ্গুরীয়—অঙ্গুরী শব্দ+ছ্ণ ইদমর্থে। অঙ্গুরীয়ক—অঙ্গুরীয় শব্দ+কণ্ স্বার্থে।

অঙ্গুল—১। করশাখা, আঙ্গুল; অঙ্গুষ্ঠ; বাৎস্যায়ন মুনি। অন্‌গ (গমন করা)+উল ণ। সং; পু। ২। অষ্টযবোদর পরিমাণ, আটটী যব সারি সারি রাখিলে যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে তাহা। সং; ক্লী।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী—করপদশাখা, আঙ্গুল; [অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই পাঁচটী হস্তাঙ্গুলি]; গজকর্ণিকা (হাতি-শুঁড়োর গাছ); করি-শুণ্ডের অগ্রভাগ। অন্‌গ+উলি ণ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গুলিগ—অঙ্গুলীতে ভর দিয়া চলে এরূপ। অঙ্গুলি—গম+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —গা। [৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গুলিগ্রন্থি—অঙ্গুলসন্ধি, আঙ্গুলের গাঁইট।

অঙ্গুলি-ঠার—অঙ্গুলি-সঙ্কেত, আঙুল নাড়িয়া ইসারা। দেশজ। সং।

অঙ্গুলিতোরণ—ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক। অঙ্গুলিকৃত তোরণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অঙ্গুলিত্র, অঙ্গুলিত্রাণ—অঙ্গুলিবদ্ধ চর্ম্ম, জ্যাকর্ষণ নিমিত্ত ধানুষ্কেরা ইহা অঙ্গুলীতে ধারণ করেন; অঙ্গুস্তানা; দস্তানা। অঙ্গুলি—ত্রৈ+ড ক, অনট্‌ ণ। সং; ক্লী।

অঙ্গুলিধ্বনি—আঙ্গুলের শব্দ, তুড়ি, চুট্‌কি; আঙ্গুল মটকান শব্দ। অঙ্গুলিদ্বারা কৃত ধ্বনি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অঙ্গুলিনিপীড়িত—অঙ্গুলি দ্বারা তাড়িত। ৩তৎ; বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঙ্গুলিনিপীড়িতা।

অঙ্গুলিনির্দ্দেশ—অঙ্গুলি দ্বারা ভাব প্রকাশ, আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া। অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ, ৩তৎ। সং; পু।

অঙ্গুলিপঞ্চক, অঙ্গুলীপঞ্চক—পঞ্চাঙ্গুলের সমষ্টি, এক সঙ্গে পাঁচ আঙ্গুল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গুলিপর্ব্ব (—পর্ব্বন্‌)—অঙ্গুলিগ্রন্থি; আঙ্গুলের পাব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গুলিমুদ্রা—১। দেবারাধনাকালে কর্ত্তব্য অঙ্গুলির এক এক প্রকার ভঙ্গি। অঙ্গুলি-কৃতা মুদ্রা, মপী কর্ম্মধা। ২। নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গুলিমুদ্রিকা—অঙ্গুলিমুদ্রা। অঙ্গুলিমুদ্রা+কণ্‌ স্বার্থে+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

অঙ্গুলিমূল—আঙ্গুলের গোড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ক্লী।

অঙ্গুলিমোটন—আঙ্গুল মটকান। ৬তৎ। সং;

অঙ্গুলিসংজ্ঞা—অঙ্গুলিসন্দেশ। ৩তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

অঙ্গুলিসঙ্কেত—অঙ্গুলি দ্বারা ইসারা। ৩তৎ।

অঙ্গুলিসন্দেশ—অঙ্গুলি দ্বারা ইসারা; অঙ্গুলি-মোটন, আঙ্গুল মটকান। ৩তৎ। সং; পু।

অঙ্গুলিসম্ভূত—অঙ্গুলীসম্ভূত দেখ।

অঙ্গুলিস্ফোটন—অঙ্গুলিমোটন, আঙ্গুল মটকান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গুলী—অঙ্গুলি দেখ।

অঙ্গুলীক—অঙ্গুরীয়, আংটি। অঙ্গুলী+কণ্‌ ইদমর্থে। সং; পু ও ক্লী।

অঙ্গুলীপঞ্চক—অঙ্গুলিপঞ্চক দেখ।

অঙ্গুলীয়ক—অঙ্গুলিভূষণ, আংটী। অঙ্গুলি+ঈয় ইদমর্থে+কণ্‌ স্বার্থে। সং; ক্লী।

অঙ্গুলীসম্ভূত, অঙ্গুলিসম্ভূত—১। অঙ্গুলী হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —সম্ভূতা। ২। নখ। সং; পু।

অঙ্গুল্যগ্র—অঙ্গুলির অগ্রভাগ, আঙ্গুলের আগা বা ডগা। অঙ্গুলির অগ্র, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গুল্যস্থি—অঙ্গুলী হড্ড, আঙ্গুলের হাড়। অঙ্গুলির অস্থি, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গুষ্ঠ—হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল। উপ; অঙ্গু (হস্ত) —স্থা (থাকা)। ড ক। সং; পু।

অঙ্গুষ্ঠানা, অঙ্গুস্তানা—অঙ্গুলিত্র; সেলাই করিবার সময়ে ধারণীয় অঙ্গুলিরক্ষার্থ ধাতু-ময় আবরণ, আঙ্গুলের ঠুসি বা ঠুলি। যাবনিক; সং।

অঙ্‌ঘ্রূষ—শর, বাণ; নকুল। অন্‌গ (যাওয়া) +উষ ক। সং; পু।

অঙ্গ্রিয়া [Angria]—ইনি একজন মারহাট্টা দলপতি। সুবিখ্যাত মারহাট্টা বীর শিবা-জীর জনেক সেনানায়কের বংশসম্ভূত। ইতিহাসে ইনি জলদস্যু বলিয়া বর্ণিত হইয়া-ছেন। ইনি কঙ্কণ উপকূলে গেরিয়া নামে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইনি পেশওয়ার অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ইহাতে পেশওয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহাকে দমন করিবার জন্য ইংরাজদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। এতদর্থে ক্লাইভ ও নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন প্রেরিত হন। ওয়াট্‌সন অঙ্গ্রিয়ার জাহাজগুলি বিনষ্ট করেন, এবং স্থলে ক্লাইব ইঁহার দুর্গটী অধিকার করেন।

অঙ্ঘঃ (অঙ্ঘস্‌)—পাতক, পাপ। অন্‌ঘ (যাওয়া)। অস্‌ ণ। সং; ক্লী।

অঙ্ঘ্রি—পদ, পা। অন্‌ঘ+ই ণ। সং; পু।

অঙ্ঘ্রি—১। চরণ, পা; বৃক্ষমূল। অন্‌ঘ (যাওয়া)+রি ণ। ২। শ্লোকের চরণ। অন্‌ঘ+রি অধি। সং; পু।

অঙ্ঘ্রিকমল, অঙ্ঘ্রিপদ্ম—চরণকমল, পাদপদ্ম। অঙ্ঘ্রি কমল বা পদ্ম তুল্য, উপমিত। সং; ক্লী।

অঙ্ঘ্রিপ—পাদপ, বৃক্ষ। অঙ্ঘ্রি (পাদ বা মূল) দ্বারা পান করে যে, উপ; অঙ্ঘ্রি—পা+ড ক। সং; পু।

অঙ্ঘ্রিপদ্ম—অঙ্ঘ্রিকমল দেখ।

অঙ্ঘ্রিপর্ণী—চিত্রপর্ণী বৃক্ষ, চাকুলিয়া গাছ। অঙ্ঘ্রির ন্যায় পর্ণ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

—অচমকিত, চমকায় নাই এরূপ; অস্তিমিত; অনাতঙ্কিত, অত্রাসিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচকিতা।

অচক্র—চক্রবিহীন, চাকাশূন্য; অচল। ন (নাই) চক্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অচক্ষু (অচক্ষুস্‌)—১। কুৎসিত চক্ষু। ন (কুৎসিত) চক্ষুঃ, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। নেত্রহীন, যাহার দর্শনশক্তি নাই, অন্ধ। ন (নাই) চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অচঞ্চল—অচপল; স্থির। ন চঞ্চল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচঞ্চলা।

অচণ্ড—ধীর, শান্ত, মৃদু, নম্র। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অচণ্ডা, অচণ্ডী।

অচণ্ডী—১। অচণ্ড দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। শান্ত গবী, ঠাণ্ডা গাই। ন চণ্ডী, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অচতুর—চাতুরীশূন্য; অপটু। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অচতুরা।

অচন্দ্রিক—চন্দ্রিকাবিহীন, জ্যোৎস্নাবিরহিত, চন্দ্রালোকে অনুদ্ভাসিত। ন (নাই) চন্দ্রিকা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচন্দ্রিকা।

অচপল—অচঞ্চল, স্থির; স্থিরমতি। ন চপল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচপলা।

অচর—অচল, স্থাবর, যাহা একস্থানে স্থির হইয়া থাকে—সেখান হইতে নড়িতে পারে না। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচরা।

অচরিতার্থ—অকৃতার্থ, অসিদ্ধকাম, বিফল-মনোরথ, অতৃপ্ত; অতৃপ্তিজনক। ন চরি-তার্থ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচরিতার্থা।

অচরিত্র—১। কুৎসিত চরিত্র, মন্দ স্বভাব। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। চরিত্রহীন, অসচ্চরিত্র, দুঃশীল। ন (নাই) চরিত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচরিত্রা।

অচর্চ্চ—চর্চ্চাহীন, অননুশীলিত, বিবেচনাশূন্য, অবিবেচক। ন (নাই) চর্চ্চা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচর্চ্চা।

অচর্চ্চা—১। অচর্চ্চ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। চর্চ্চার অভাব, অননুশীলন। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অচর্ব্বণ—না চিবান। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অচর্ব্বণীয়, অচর্ব্ব্য—চর্ব্বণের অসাধ্য বা অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অচর্ব্বিত—চিবান হয় নাই এরূপ, দন্ত দ্বারা অপিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অচর্ব্ব্য—অচর্ব্বণীয় দেখ।

অচল—১। গতিশক্তিহীন, যে চলিতে পারে না এরূপ; স্থির, দৃঢ়, অনড়; অপ্রচলিত; অব্যবহৃত; যাহা দ্বারা কাজ চলে না এরূপ; দোষ বা ত্রুটিযুক্ত; নির্ব্বাহের উপায়হীন। ন চল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

স্ত্রী অচলা। ২। পর্ব্বত; প্রস্তর, পাষাণ; শঙ্কু, গোঁজ, খোঁটা; ব্রহ্ম; আত্মা; মহাদেব। সং; পু।
অচলকীলা—পৃথিবী। অচল (পর্ব্বত) কীল (স্তম্ভ) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।
অচলজাত—পর্ব্বতোৎপন্ন, পার্ব্বত্য, পাহাড়িয়া। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জাতা।
অচলজাতা—১। অচলজাত দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। পার্ব্বতী, দুর্গা। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।
অচলতড়িৎ—স্থির সৌদামিনী। কর্ম্মধা। সং;
অচলতা—গতিহীনতা, স্থিরত্ব। অচল+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
অচলত্রাতা (—ত্রাতৃ)—বৌদ্ধপ্রধানের উপাধি। সং; পু।
অচলত্ব—গতিশূন্যতা, স্থিরতা। অচল+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।
অচলন—চলনের অভাব, না চলা; অপ্রচলন; অব্যবহার। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।
অচলপতি—হিমালয় পর্ব্বত। ৬তৎ। সং; পু।
অচলা—১। অচঞ্চলা; স্থিরা; অটলা। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। (পূর্ব্বাচার্য্যেরা পৃথিবীকে স্থিরা এবং নক্ষত্রাদিকে গতিশীল মনে করিতেন বলিয়া) পৃথিবী; লক্ষ্মী। সং; স্ত্রী। [সং; পু।
অচলাধিপ,—পতি—হিমালয় পর্ব্বত। ৬তৎ।
অচলিত—অপ্রচলিত, অব্যবহৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচলিতা।
অচলিষ্ণু—অচলনশীল, চলিতেছে না এরূপ, অচল; স্থির; স্থাবর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অচাক্ষুষ—চক্ষু দ্বারা অদৃশ্য, যাহা চোখে দেখা যায় না; অপ্রত্যক্ষ। ন চাক্ষুষ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচাক্ষুষী।
অচাঞ্চল্য, অচাপল্য—অচঞ্চলতা, অচপলত্ব, স্থিরতা; স্থিরমতিত্ব; দৃঢ়তা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।
অচাতুর্য্য—চতুরতার অভাব; বুদ্ধিহীনতা; অকৌশল, অনিপুণতা; শাঠ্যহীনতা; অপ্রবঞ্চনা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।
অচাপল্য—অচাঞ্চল্য দেখ।
অচালনীয়, অচাল্য—যাহা চালনা করা যায় না বা করিতে নাই; স্থানান্তরিত করণের অসাধ্য বা অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অচালয়িতব্য—অচালনীয় (তাহা দেখ)।
অচালিত—যাহা চালনা করা হয় নাই, নাড়াচাড়া করা হয় নাই এরূপ, অস্থানান্তরিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অচাল্য—অচালনীয় দেখ।
অচিকিৎসনীয়, অচিকিৎস্য—দুশ্চিকিৎস্য, চিকিৎসা দ্বারা যাহার প্রতিকার হওয়া অসাধ্য বা অসম্ভব এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া,—স্যা।
অচিকিৎসা—চিকিৎসাভাব; কুচিকিৎসা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।
অচিকিৎসিত—যাহার চিকিৎসা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অচিকিৎস্য—অচিকিৎসনীয় দেখ।
অচিকীর্ষু—করিতে অনিচ্ছুক; অনভিলাষী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অচিক্কণ—চিক্কণ বা চকচকে নহে এরূপ; অমসৃণ; অপিচ্ছিল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচিক্কণা।
অচিৎ—১। সংজ্ঞাহীন, অচেতন; অজ্ঞান, মূর্খ। ন (নাই) চিৎ (চেতনা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। রামানুজসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মতানুসারে পদার্থের প্রকারভেদবিশেষ। তাঁহাদের মতে পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। তাঁহারা জীবাত্মাকে ভোক্তা ও নিত্য চেতনস্বরূপ বলিয়া চিৎ, এবং প্রত্যক্ষগোচর যাবতীয় পদার্থকে অচিৎ বলিয়া থাকেন। অচিৎও আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—অন্নজলাদি ভোজ্যবস্তু, ভোজনপাত্রাদি ভোগোপকরণ এবং শরীরাদি ভোগায়তন।
অচিন—চিহ্নহীন, দাগশূন্য, অচিহ্নিত; অপরিচিত, অচিনা, অজ্ঞাত, অজানা। দেশজ। বিণ।
অচিনা, অচেনা—অপরিচিত, অজ্ঞাত, না জানা। দেশজ; বিণ।
অচিন্ত—চিন্তারহিত, ভাবনাশূন্য; বিবেচনাবর্জ্জিত, অবিবেকী; জ্ঞানহীন, অজ্ঞান; অচেতন, নির্জ্জীব। ন (নাই) চিন্তা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচিন্তা। বিশেষ্যে অচিন্তনা, অচিন্তত্ব।
অচিন্তনীয়—অচিন্ত্য, চিন্তাতীত, ভাবিয়া স্থির করা যায় না এরূপ, অভাবনীয়। ন (অ)—চিন্ত্‌+ক্রি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।
অচিন্তা—১। চিন্তারহিতা ইত্যাদি। বহু। অচিন্ত দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। চিন্তাভাব; ভাবনারাহিত্য; বিবেচনাশূন্যতা, অবিবেকিতা; উপেক্ষা, হেলা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।
অচিন্তিত—যাহা চিন্তা করা যায় নাই এরূপ, অভাবিত; যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অচিন্তিতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে ভাবা যায় নাই, অভাবিত; অপ্রত্যাশিত। পূর্ব্বে অচিন্তিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পূর্ব্বা।
অচিন্ত্য—১। অচিন্তনীয়; চিন্তাতীত, যাহা চিন্তা করিয়া স্থির বা নির্ণয় করা যায় না এরূপ, অভাবনীয়। ন চিন্ত্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচিন্ত্যা। ২। ঈশ্বর (কারণ তিনি চিন্তার অতীত)। সং; পু।
অচির—১। অল্পকালস্থায়ী; অদীর্ঘ, অল্প। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শীঘ্র, সত্বর। ক্রি-বিণ।
অচিরকারী (—কারিন্)—অচিরক্রিয় (তাহা দেখ)। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—কারিণী। [সং; পু।
অচিরকাল—স্বল্পকাল, কিছুসময়। কর্ম্মধা।
অচিরক্রিয়—চিরক্রিয় নহে এরূপ, অদীর্ঘসূত্র, ক্ষিপ্রকারী, যে খুব শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করে, চট্‌পটে। ন চিরক্রিয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচিরক্রিয়া।
অচিরজীবী (—জীবিন্)—অল্পকাল জীবন ধারণকারী, অল্পদিন বাঁচিয়া থাকে এরূপ, স্বল্পায়ুঃ; অল্পকালস্থায়ী। উপ; অচির-জীব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—জীবিনী।
অচিরত্ব—অল্পকাল স্থিতিশীলতা, অনিত্যতা; অদীর্ঘতা, অল্পত্ব। অচির+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।
অচিরদ্যুতি, অচিরপ্রভা, অচিররোচিঃ (—রোচিস্), অচিরাংশু—ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। অচির (অল্পকালস্থায়ী) দ্যুতি, প্রভা, রোচিঃ, বা অংশু যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।
অচিরস্থায়ী (—স্থায়িন্)—অল্পকালস্থায়ী, অস্থায়ী, ক্ষণিক। ন চিরস্থায়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—স্থায়িনী।
অচিরাংশু—অচিরদ্যুতি দেখ।
অচিরাৎ—অবিলম্বে, শীঘ্র। ব্য; ক্রি-বিণ।
অচিরাতে—অচিরাৎ, অবিলম্বে, সত্বর, শীঘ্র। দেশজ; ক্রি-বিণ। [যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।
অচিরাভা—ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। অচিরা আভা
অচিরে—অবিলম্বে, শীঘ্র। ন (নাই) চির (বিলম্ব) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
অচিহ্ন—চিহ্নহীন, দাগশূন্য। ন (নাই) চিহ্ন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।
অচিহ্নিত—যাহাতে কোনরূপ চিহ্ন বা দাগ নাই; কোনও চিহ্ন দ্বারা পরিচিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচিহ্নিতা।
অচিহ্নিত কর্ম্মচারী—যে সকল কর্ম্মচারীর সহিত রাজার কোনও নির্ব্বন্ধ নাই [Uncovenanted Servants]।
অচূড়—১। চূড়াহীন, শিখরশূন্য; কেশরহিত, নেড়া বা টেকো। ন (নাই) চূড়া যাহার, বহু। ২। অকৃতচূড়, যাহার চূড়াকরণ সংস্কার হয় নাই। ন (হয় নাই) চূড়া (চূড়াকরণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচূড়া।
অচূর্ণ—চূর্ণ নহে এরূপ, যাহা গুঁড়া নহে; অখণ্ড, গোটা, আদৎ, আস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অচূর্ণনীয়, অচূর্ণ্য—চূর্ণ করিতে অশক্য, অ-গুণ্ডনসাধ্য, যাহা গুঁড়া করিতে পারা যায় না। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অচূর্ণিত—চূর্ণ বা গুঁড়া করা হয় নাই এরূপ, অগুঁড়িত; অখণ্ডিত; অবিধ্বস্ত, অবিনাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অচূর্ণ্য—অচূর্ণনীয় দেখ।

অচৃষ্য—যাহা চুষিয়া লইতে পারা যায় না। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অচেত—অচেতন, সংজ্ঞাশূন্য; জ্ঞানশূন্য, বোধরহিত। ন (নাই) চেত (চেতনা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচেতা।

অচেতন—যাহার চেতনা নাই এরূপ, নির্জ্জীব, জড়; জীবন আছে অথচ চেতনা নাই এরূপ, সংজ্ঞাহীন, অজ্ঞান। ন (নাই) চেতনা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচেতনা।

অচেতাঃ (অচেতস্)—১। জ্ঞানহীন, তত্ত্বজ্ঞানরহিত। ন (নাই) চেতঃ (জ্ঞান) যাহার, বহু। ২। হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। ন (নাই) চেতঃ (চিত্ত, অন্তঃকরণ) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অচেনা—অচিনা দেখ।

অচেষ্ট—চেষ্টাহীন, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, জড়, আনড়। ন (নাই) চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচেষ্টা।

অচেষ্টা—১। চেষ্টাহীনা ইত্যাদি। (অচেষ্ট দেখ)। বিণ; স্ত্রী। ২। চেষ্টাহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অচেষ্টিত—যাহা চেষ্টা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচেষ্টিতা।

অচৈতন্য—১। সংজ্ঞাহীনতা, জ্ঞানশূন্যতা, অজ্ঞানতা; সংজ্ঞালোপ, মোহ। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। সংজ্ঞাহীন, মূর্চ্ছিত, অজ্ঞান। ন (নাই) চৈতন্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচৈতন্যা।

অচ্ছ—১। নির্ম্মল, পরিষ্কৃত; প্রতিবিম্বজনক। ন (নাই) ছ (নির্ম্মল) যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্ছা। ২। ভল্লুক; স্ফটিক। সং; পু। ৩। আভিমুখ্য; সম্মুখ। ব্য।

অচ্ছত্র—ছত্রহীন, ছাতাশূন্য; রাজশূন্য, অরাজক। ন (নাই) ছত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্ছত্রা।

অচ্ছদ—আচ্ছাদন-রহিত, অনাবৃত, আঢাকা; ছাদবিহীন; পত্রশূন্য। ন (নাই) ছদ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্ছদা।

অচ্ছদ্ম—ছদ্মহীন, ছলনা-রহিত, অকপট; আচ্ছাদন-শূন্য; অনাবৃত। ন (নাই) ছদ্ম যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্ছদ্মা।

অচ্ছভল্ল—ভল্লুক। অচ্ছ শব্দ—ভল্ল (বধ করা)+অন্ ক। সং; পু।

অচ্ছা—১। নির্ম্মলা ইত্যাদি। অচ্ছ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিষ্ণুর আচ্ছাদন। সং; স্ত্রী।

অচ্ছায়—ছায়াহীন। ন (নাই) ছায়া যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্ছায়া।

অচ্ছায়া—১। ছায়াহীনা। বহু। অচ্ছায় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। হীনছায়া, আবছায়া। ন ছায়া, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অচ্ছিদ্র—ছিদ্রহীন, যাহাতে ছিদ্র নাই এরূপ; নির্দ্দোষ, ত্রুটিশূন্য, অঙ্গহানিশূন্য, সম্পূর্ণ। ন (নাই) ছিদ্র যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্ছিদ্রা।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—কর্ম্মশেষে তাহার অঙ্গহানি আশঙ্কা নিবারণার্থ বিষ্ণুস্মরণ; "আজ অমুক মাসে, অমুক তিথিতে মৎকৃত এই কর্ম্ম অচ্ছিদ্র হউক" এইরূপ বাক্য কথন। অচ্ছিদ্রের অবধারণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অচ্ছিদ্রিত—যাহা ছিদ্র করা হয় নাই, রন্ধ্রহীন। ন ছিদ্রিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অচ্ছিন্ন—অখণ্ডিত, অবিভক্ত; ছেঁড়া নয় এরূপ; ছেদশূন্য। ন (অ) ছিন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্ছিন্না।

অচ্ছিন্নসংশয়—গুরুবাক্যে সন্দিগ্ধ; শাস্ত্রে সন্দেহযুক্ত। অচ্ছিন্ন হইয়াছে সংশয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্ছিন্নসংশয়া।

অচ্ছেদ্য—ছেদনের অসাধ্য, ছেদন করিতে পারা যায় না এরূপ; যাহা ছেদন করা অকর্ত্তব্য এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী

অচ্ছোদ—১। স্বচ্ছ সলিল, নির্ম্মল জল। অচ্ছ সে উদ (জল), কর্ম্মধা। ২। হিমালয়-প্রদেশস্থ এতন্নামক সরোবর। [ইহার জল অতি নির্ম্মল বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহারই তীরে কাদম্বরী-বর্ণিত মহাশ্বেতার আশ্রম ছিল]। অচ্ছ হইয়াছে উদ যাহার বা যাহাতে, বহু। সং; ক্লী। ৩। স্বচ্ছসলিল, নির্ম্মল জলবিশিষ্ট (জলাশয়)। অচ্ছ (নির্ম্মল) উদ (জল) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্ছোদা।

অচ্যুত—১। অচঞ্চল, স্থির; বিনাশশূন্য, অবিনশ্বর। ন (নাই) চ্যুত (ভ্রংশ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অচ্যুতা। ২। বিষ্ণু, কৃষ্ণ। ন (অ)—চ্যুত (ক্ষরণ)+ক ক, যিনি ক্ষরিত হন না, অথবা ন (অ)—চ্যু (গমন বা পতন)+ক্ত ক, যিনি স্থির বা যাঁহার পতন নাই। সং; পু। ৩। অদ্বৈত প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ও সদাচারী ছিলেন। [অদ্বৈত দেখ]।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ভক্ত বৈষ্ণব। সন ১২৭২ সালে শ্রীহট্ট জেলায় ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম অদ্বৈতচরণ চৌধুরী। অচ্যুত বাবু আবাল্য বীণাপাণির আরাধক এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে সবিশেষ অভিজ্ঞ। নানা সাময়িক পত্রে ইনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। তত্ত্বগীতি—ভক্ত-নির্ব্বাণ, রঘুনাথ দাসের জীবনী, গোপাল ভট্ট জীবনী, হরিদাস জীবনী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীচৈতন্য-চরিত, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ (২ খণ্ড), সাধুচরিত, নিতাইলীলালহরী, শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণ প্রভৃতি অনেকগুলি মূল্যবান্ পুস্তক লিখিয়াছেন। ইঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিত পুস্তক ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হইলে ইনি বৃন্দাবন হইতে একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৩০৬ সালে শ্রীহট্টের প্রথম মাসিক পত্র "শ্রীহট্টদর্পণ" বাহির হইলে ইনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং এই সময়ে বৃন্দাবন পণ্ডিত সমাজ হইতে "তত্ত্বনিধি" উপাধি প্রাপ্ত হন। আজীবন এইরূপ অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনার নিমিত্ত ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী লিটারারি পেন্‌সন (Literary Pension) অর্থাৎ সাহিত্য-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অচ্যুতরায়—দাক্ষিণাত্য প্রদেশান্তর্গত বিজয়নগরের জনৈক রাজার নাম। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণদেব রায় ও পিতামহের নাম নরসিংহ রায়। নরসিংহ রায়ই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অচ্যুতরায় খ্রীষ্টীয় ১৫৩০ হইতে ১৫৪২ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার তিন পুত্র,—সদাশিব, রামরাজা ও তিরুমল্ল।

অচ্যুতাগ্রজ—কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বলদেব; ইন্দ্র। অচ্যুতের অগ্রজ, ৬তৎ। সং; পু।

অচ্যুতাবাস—বৈকুণ্ঠ; অশ্বত্থবৃক্ষ। অচ্যুতের (বিষ্ণুর) আবাস, ৬তৎ। সং; পু। [সং।

অছি—তত্ত্বাবধারক, অভিভাবক। বৈদেশিক।

অছিলা—ছল, ব্যপদেশ, ওজর, ছুতা। যাবনিক। সং।

অছু—ইহার। প্রা, ক।

অজ—১। জন্মরহিত। উপপদ সমাস (পরে দেখ)। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজা। ২। ঈশ্বর; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; জীবাত্মা। জন্মে না যে, উপ; ন (অ)—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু। ৩। ছাগ, ছাগল; মেষ [কথিত আছে যে, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গকালে অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা মেষের রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন]; মেষরাশি। অজ (গমন করা)+অন্ ক, যে ঘাস খাইতে গমন করে। ৪। কন্দর্প; চন্দ্র। অ (বিষ্ণু) হইতে জ (জাত), উপ। বিষ্ণুর (কৃষ্ণের) ঔরসে কন্দর্পের এবং বিষ্ণুর মন হইতে চন্দ্রের উদ্ভব হওয়াতে এই দুইজনের নাম অজ হইয়াছে। ৫। মাক্ষিক ধাতু। অজ+অল্ র্ম। সং; পু।

৬। রামচন্দ্রের পিতামহ ও দশরথের পিতা। ইঁহার পিতা মহারাজ রঘু কোশল-

রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়া যাওয়ায় অজ সচ্ছন্দে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর উপস্থিত হইলে ইনি সসৈন্যে বিদর্ভ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নর্মদানদীর তীরে শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব প্রিয়ংবদকে হস্তিরূপ হইতে মুক্ত করিয়া অজ প্রিয়ংবদের নিকট হইতে সম্মোহন নামক বাণ লাভ করেন। পরে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলে ইন্দুমতী ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিয়া পতিত্বে বরণ করেন। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে অন্যান্য নরপতিগণ ইঁহাকে আক্রমণ করিলে অজ গন্ধর্বপ্রাপ্ত সম্মোহন শরে তাঁহাদের সকলকেই পরাস্ত করেন। ইন্দুমতীর গর্ভে ইঁহার দশরথ নামে এক পুত্র জন্মে। কিছুকাল পরে ইন্দুমতীর মৃত্যু হইলে তদীয় শোকে অজরাজ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। তন্নিবন্ধন দশরথের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তপশ্চরণে অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত ইনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

অজকর্ণ—১। ছাগলের কাণ। ৬তৎ। ২। অসনবৃক্ষ। অজকর্ণ (অর্থাৎ অজকর্ণাকার পত্র) আছে ইহার এই অর্থে অজকর্ণ শব্দ +অচ্। সং; পু।

অজকব, অজকাব—মহাদেবের ধনু। অ (বিষ্ণু) ক (ব্রহ্মা) যাহাতে বিদ্যমান সে অজক; অজক+ব অস্ত্যর্থে। সং; পু বা ক্লী।

অজকা—শিশু ছাগী; ছাগলের গলদেশে লম্বিত স্তনাকৃতি মাংসখণ্ড। অজ+ক সম্বন্ধার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

অজকাব—অজকব দেখ।

অজগ—১। বিষ্ণু। অজ (ব্রহ্মা)-গৈ (গান করা)+ড কর্ম। সং; পু। ২। অগ্নি; মহাদেবের পিনাক, সুপ্রসিদ্ধ শিবধনুঃ। অজ-গম (যাওয়া)+ড ক। সং; ক্লী।

অজগন্ধা—বনযোয়ান গাছ। অজের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অজগন্ধিকা—বাবুই তুলসী। সং; স্ত্রী।

অজগর—ছাগভক্ষক একজাতীয় বৃহৎ সর্প, ইহারা এত বড় হয় যে, আস্ত আস্ত ছাগল গিলিয়া ফেলে; পাহাড়ে বোড়া সাপ। উপ; অজ-গৄ+অন্ ক। সং; পু।

অজগরব্রত—নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছু, অক্ষিপ্রকর্মা, আলস্যপরায়ণ, 'গোঁপখেজুরে'। অজগরের ন্যায় ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজগরব্রতা।

অজগব, অজগাব—শিবের ধনুক, এই ধনুক দ্বারা শিব ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। অজ (বিষ্ণু) গো (বাহন) যাহার সে অজগু (মহাদেব), বহু; বিষ্ণু কোন সময়ে মহাদেবের বাহন হইয়াছিলেন, অথবা বিষ্ণুরূপী বৃষ শিববাহন; অজগু+অ ইদমর্থে। সং; ক্লী।

অজচ্ছল—অপর্যাপ্ত, অপরিমিত; নিরন্তর। দেশজ; অজস্র শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

অজজীবক—ছাগপালক, ছাগ পালনের দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। অজ (ছাগ)-জীব (বাঁচা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

অজজীবিক—ছাগপালক। অজ হইয়াছে জীবিকা যাহার, বহু। সং; পু।

অজটা—ভূমি আমলকী। ন (নাই) জটা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অজড়—জড় নহে এরূপ, অনচেতন, চেতন, সজীব; অনিষ্ক্রিয়, সচেষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজড়া।

অজড়া—১। অজড় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। আলকুশী। ন জড়া, নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অজনক—১। জনকশূন্য, পিতৃহীন। ন (নাই) জনক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজনকা। ২। অজন্মদাতা; অনুৎপাদক; অকর্তা, অকারক; অনির্মাতা, অরচয়িতা; অস্রষ্টা। ন জনক, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজনিকা।

অজনি, অজননি—জন্মাভাব, অনুৎপত্তি, জন্মরাহিত্য। নঞ্তৎ। সং; পু ও স্ত্রী।

অজন্ত—১। স্বরান্ত, যাহার শেষে স্বরবর্ণ আছে। অচ্ অন্তে যাহার, বহু। ২। দন্তহীন। ন (নাই) জন্ত (দন্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজন্তা। ৩। ভেক; স্পৃহ্য। সং; পু।

অজন্তা—হায়দারাবাদের নিজামের রাজ্যভুক্ত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে অজন্তা গুহা অবস্থিত। পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত ও চিত্রিত ২৪টী বিহার ও ৫টী চৈত্য বৌদ্ধযুগের শিল্পগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। চৈন পরিব্রাজক হুয়েনৎসাং বলেন, দিঙ্নাগ নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত এই গুহায় থাকিতেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই গুহার কারুকার্য্যের সময় খ্রীঃ পূঃ ২০০ হইতে খ্রীঃ ৬০০ অব্দ; সুতরাং ইহাতে বৌদ্ধশিল্পের কল্পনা ও কার্য্যের ক্রমবিকাশ ও চরম অবস্থা দৃষ্ট হয়। সর্বশেষে নির্মিত চৈত্যটি দেখিলে বোধ হয় যে, সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীঃ ফার্গুসন সাহেবের প্রবন্ধ পাঠে জনসাধারণের দৃষ্টি এই গুহার উপর পতিত হয়। ইহার চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, ভারত গবর্ণমেন্ট মেজর গিলকে ইহাদের অনুলিপি করিতে আদেশ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অনুলিপিগুলি বিলাতের কৃষ্টাল প্যালেসে ১৮৭০ খ্রীঃ অগ্নিসাৎ হইয়া যায়।

অজন্ম (অজন্মন্)—জন্মাভাব, অনুৎপত্তি; জন্মরাহিত্য, মোক্ষ। নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অজন্মা (অজন্মন্)—১। মোক্ষ। সং; পু। ২। জন্মশূন্য, উৎপত্তির অভাববিশিষ্ট। ন (নাই) জন্ম যাহার, বহু। ৩। জারজ। ন (কুৎসিত) জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ৪। (চলিত ভাষায়) শস্যাদির অনুৎপত্তি, দুর্ভিক্ষ। সং।

অজন্মিত—হীনজন্মা, বিজন্মা, জারজ। প্রাদেশিক অপভাষা। বিণ।

অজন্য—১। অমঙ্গলসূচক ভূকম্পনাদি উৎপাত। ন (অ)-জন্য জন বা জনি+য কর্ম। সং; ক্লী। ২। অনুৎপাদ্য। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজন্যা।

অজপ—১। ছাগপালক। অজ (ছাগ)-পা (পালন করা)+ড ক। ২। জপরহিত, জপ করে না এরূপ। ন (নাই) জপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। কুপাঠক। ন (কুৎসিত) হইয়াছে জপ (উচ্চারণ) যাহার, বহু। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী অজপা।

অজপা—১। জপরহিতা। বহু। অজপ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রাণবায়ু। ন (অ)-জপ +অল্ ভাবে+আপ্। ৩। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নির্গমন ও প্রবেশ ক্রিয়া দ্বারা "হং সঃ" মন্ত্র জপ। সং; স্ত্রী। "বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ। অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী॥" অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার বিনা জপেই জপ হয়, একারণ ইহাকে অজপা কহে; ইহা সংসার-পাশচ্ছেদিকা। জীব প্রতিদিন ইহা একুশ হাজার ছয় শত বার জপ করে।

অজপাদ—১। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। অজের (মেষরাশির) পাদের (চতুর্থাংশের) ন্যায় পাদ যাহার, বহু। ২। রুদ্রবিশেষ। অজের (ছাগের) পাদের ন্যায় পাদ যাহার, বহু। সং; পু। [বিণ।

অজবুক—নির্বোধ, বোকা, মূর্খ। বৈদেশিক।

অজমীঢ়—১। যুধিষ্ঠির। ২। ভারতবর্ষান্তর্গত একটী প্রদেশের নাম, অধুনা আজমীর নামে খ্যাত। ৩। চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজার নাম; হস্তী রাজার পুত্র, ইনি বহু যজ্ঞাদি করিয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন, ইঁহার পুত্রের নাম সম্বরণ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

অজমোদা, অজমোদিকা—যমানিকা, যোয়ান।

অজম্ভ—১। দন্তহীন। ন (নাই) জম্ভ (জম্ভ বা দন্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজম্ভা।

২। সূর্য্য [কথিত আছে যে দক্ষযজ্ঞ নাশ-কালে সূর্য্য দন্তহীন হইয়াছিলেন]; ভেক। সং; পু।

অজয়—১। জয়াভাব, পরাজয়। ন জয়, নঞ্-তৎ। ২। অগ্নি। অজ (ছাগ)—যা (গমন করা) +অ ক, যিনি অজবাহনে গমন করেন। সং; পু। ৩। অজেয়, দুর্জ্জয়। ন (নাই) জয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজয়া।

৪। ভাগীরথীর একটী উপনদের নাম অজয়। ইহার উৎপত্তিস্থান হাজারিবাগের উত্তরপূর্ব্বাংশস্থিত পাহাড়। ইহা তথা হইতে সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের দক্ষিণভাগ এবং বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহারই উত্তর তীরে সুকবি জয়দেব গোস্বামীর বাসভূমি কেন্দুবিল্ব গ্রাম (কেঁদুলী) অবস্থিত।

অজয়গড়—ইহার আর এক নাম অজিতগড়।

অজয়া—১। অজেয়া। বহু; অজয় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সিদ্ধি, ভাঙ্গ। ন (নাই) জয় যাহার, (অর্থাৎ যাহা খাইলে সকলকেই নেশার বশীভূত হইতে হয়), বহু। সং; স্ত্রী।

অজয়ী (অজয়িন্)—যে জয়কারী নহে, অবিজেতা। •ন জয়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অজয়িনী।

অজয্য—অজেয়, অজয়, দুর্জ্জয়; অদম্য, দুর্দ্দমনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজয্যা।

অজর—১। জরাশূন্য, বার্দ্ধক্যহীন; জীর্ণ নয় এরূপ; অত্যন্ত কঠিন। ন (নাই) জরা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজরা। ২। দেবতা। [দেবগণ ত্রিদশ অর্থাৎ তিনটী অবস্থা বিশিষ্ট (বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় নামক দশাত্রয় আপন্ন), উঁহাদের জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য নাই]। সং; পু।

অজরা—১। জরারহিতা। বহু। অজর দেখ। বিণ স্ত্রী। ২। ঘৃতকুমারী। সং; স্ত্রী।

অজরামর—জরা ও মৃত্যু শূন্য, বার্দ্ধক্য ও মরণ রহিত। অজর অথচ অমর, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজরামরা।

অজরামরবৎ—বার্দ্ধক্য ও মরণ রহিতের ন্যায়। অজরামর+চ্বৎ তুল্যার্থে। ব্য।

অজর্য্য—১। সঙ্গত; সৌহৃদ্য। ন (অ)—জৄ (জীর্ণ হওয়া)+য ক, নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। যাহা জীর্ণ হইবার নহে, জরারহিত; অক্ষয়, অবিনাশী। বিণ; ত্রি।

অজলোমা (অজলোমন্)—শূয়াশিম্বী। অজের লোমের ন্যায় লোম যাহার, বহু। সং; পু।

অজবীথী—আকাশে ছায়াপথ নামক নক্ষত্রশ্রেণী। সং; স্ত্রী।

অজশৃঙ্গী—গাড়র শিঙ্গী গাছ। অজশৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

অজস্র—নিরন্তর, সর্ব্বদা। ন (অ)—জস (ত্যাগ করা)+র ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজস্রা।

অজহৎ—অজহন্ দেখ।

অজহৎস্বার্থা—যে লক্ষণা স্বীয় অর্থ ত্যাগ করে না। অজহৎ (অপরিত্যাগী) স্বার্থ যার, বহু। সং; স্ত্রী। শব্দের ত্রিবিধ বৃত্তি, যথা—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। অভিধান বা ব্যাকরণ অনুসারে শব্দের যে অর্থ, তদ্বোধিনী বৃত্তিকে অভিধা কহে। মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে যে বৃত্তি দ্বারা মুখ্যার্থ সহ সম্বন্ধ অন্য অর্থের বোধ হয়, তাহাকেই লক্ষণাবৃত্তি কহে। বাক্যের গূঢ়ার্থ-প্রকাশিকা বৃত্তিকে ব্যঞ্জনা বলে। যথা—গঙ্গায় বাস করিতেছে এখানে যে বৃত্তি দ্বারা গঙ্গা শব্দের অর্থ ভগীরথ-খাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ বুঝাইতেছে, উহা অভিধাবৃত্তি। কিন্তু জলপ্রবাহে বাস করা অসম্ভব বলিয়া মুখ্যার্থের বাধ হইতেছে, একারণ তৎসহ সম্বন্ধ অন্য অর্থ অর্থাৎ গঙ্গাতীর অর্থ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা শৈত্য, পাবনত্ব প্রভৃতি গুণসম্পন্ন স্থলে বাস প্রতীত হইতেছে।

যে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা স্বীয় অর্থের অপরিত্যাগ হয়, এবং স্বীয় অর্থ উপাদানরূপে থাকে তাহাকে অজহৎস্বার্থা লক্ষণা কহে। যেমন—কুন্তসমূহ প্রবেশ করিতেছে=কুন্তধারী পুরুষগণ প্রবেশ করিতেছে।

অজহন্ (অজহৎ)—যে বা যাহা ত্যাগ করে না; ছাড়িতেছে না এরূপ; অত্যাগশীল। নঞ্‌তৎ। ন—হা (ত্যাগ করা)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অজহতী।

অজহল্লিঙ্গ—যে শব্দ বিশেষণরূপে প্রয়োগেও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে না। "যথা বেদঃ শ্রুতির্বা প্রমাণম্," বেদ কিংবা শ্রুতিই প্রমাণ; এখানে বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ এবং শ্রুতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; প্রমাণ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু বেদ ও শ্রুতি শব্দের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে নাই। অর্থাৎ বেদ শব্দের বিশেষণস্বরূপ বলিয়া ইহা পুংলিঙ্গ ও শ্রুতি শব্দের বিশেষণ বলিয়া ইহা স্ত্রীলিঙ্গ হয় নাই। নারী প্রধানং উত পুরুষঃ প্রধানং =নারী প্রধান কি পুরুষ প্রধান? এখানে প্রধান শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নারী শব্দের এবং পুংলিঙ্গ পুরুষ শব্দের বিশেষণ হইয়াও স্বীয় ক্লীবত্ব পরিত্যাগ করে নাই। অজহৎ (অত্যাগশীল) হইয়াছে লিঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

অজা—১। জন্মরহিতা। অজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ছাগী; মায়া, মোহ; আদ্যাশক্তি। সং; স্ত্রী।

অজাগর—১। জাগরণরহিত, চিরনিদ্রিত। ন (নাই) জাগর (জাগরণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজাগরা। ২। ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ। সং; পু। ৩। পাহাড়িয়া বোড়া সাপ। অজগর শব্দের অপভ্রংশ। [স্ত্রী।

অজাজি—জীরা। অজ শব্দ—অজ+ই র্ম। সং;

অজাজীব—ছাগব্যবসায়ী, ছাগপালক। অজ (ছাগ) হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

অজাত—জন্মে নাই এরূপ; অনুৎপন্ন। ন জাত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজাতা।

অজাতব্যবহার—অপ্রাপ্তব্যবহার, অপরিণতবয়স্ক, নাবালক। অজাত ব্যবহার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজাতব্যবহারা।

অজাতশত্রু, অজাতারি—১। যাহার শত্রু নাই এরূপ। অজাত (অনুৎপন্ন) হইয়াছে শত্রু বা অরি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। যুধিষ্ঠির (কারণ তিনি কখনও কাহারও দ্বেষ করেন নাই)। সং; পু।

৩। অজাতশত্রু নামে মগধের একজন রাজা ছিলেন। [মহারাজ জরাসন্ধতনয় সহদেব মগধে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া লোকান্তরিত হইলে আরও ৩৪ জন রাজা ক্রমে তথায় রাজত্ব করেন। তৎপরে অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা বুদ্ধদেব জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধমত অবলম্বন করেন]। সং; পু।

অজাতশ্মশ্রু—যাহার দাড়ি উঠে নাই এরূপ, অল্পবয়স্ক। ন জাত শ্মশ্রু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অজাতারি—অজাতশত্রু দেখ।

অজাতি—১। জাতিহীন, জাতিভ্রষ্ট; সমাজচ্যুত। ন (নাই) জাতি যাহার, বহু। ২। হীনজাতীয়। বিণ; ত্রি। ৩। হীন জাতি। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অজানত—অজানতঃ, না জানিয়া বা না জানাতে। ক্রি-বিণ।

অজানয়—অজানেয় (সকল অর্থে)। [বিণ।

অজানা—অজ্ঞাত, অপরিচিত, অচেনা। দেশজ;

অজানি—পত্নীহীন; অবিবাহিত বা বিপত্নীক। ন (নাই) জায়া যাহার, বহু (নিপাতনে)। বিণ; পু। [দেশজ; বিণ।

অজানিত—অজানা, অজ্ঞাত, অপরিচিত।

অজানেয়—১। উৎকৃষ্ট অশ্ব। অজ—আ—নী+য র্ম। সং; পু। ২। কুলীন, সুজাত; উৎকৃষ্ট; ভয়রহিত, নির্ভীক। বিণ; ত্রি।

অজ্ঞান্তে—অজ্ঞানত (তাহা দেখ)।

অজাপালক—ছাগরক্ষক। অজার পালক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজাপালিকা।

অজামিল—পুরাণোক্ত জনৈক দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ। ইনি নিজের সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া একটি বারবিলাসিনীর প্রণয়ে আসক্ত হইয়া দিবারাত্র তাহার আলয়ে অতিবাহিত করিতেন। এই বারাঙ্গনার গর্ভে ইঁহার আটটী পুত্র জন্মে। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের প্রতি ইনি সমধিক স্নেহানুরক্ত ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে সেই স্নেহানুরাগবশতঃ প্রিয়তম পুত্রকে "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া অবিরত ডাকিতে ডাকিতে ইঁহার মন সেই সচ্চিদানন্দ নারায়ণে নিবিষ্ট হয়, এবং তাহাতেই নারায়ণ লাভ করেন।

অজিজ্ঞাসনীয়, অজিজ্ঞাসিতব্য, অজিজ্ঞাস্য—যাহা জিজ্ঞাসা করিবার নহে, জিজ্ঞাসার অনুপযুক্ত, প্রশ্নের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া,—তব্যা,—স্যা।

অজিজ্ঞাসিত—জিজ্ঞাসা করা হয় নাই এরূপ (প্রশ্ন বা ব্যক্তি)। ন জিজ্ঞাসিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজিজ্ঞাসিতা।

অজিজ্ঞাসিতব্য—অজিজ্ঞাসনীয় দেখ।

অজিজ্ঞাসু—জানিতে অনিচ্ছু ; অকৌতূহলী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অজিজ্ঞাস্য—অজিজ্ঞাসনীয় দেখ।

অজিত—১। অপরাভূত, অপরাজিত ; অনায়ত্ত, অবশ। ন জিত, নঞ্‌তৎ। ২। অতিপরাজিত। ন (নাই) জিত যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজিতা। ৩। বিষ্ণু ; শিব ; বুদ্ধদেব। সং ; পু।

অজিতবল্লভা—লক্ষ্মীদেবী। অজিতের (বিষ্ণুর) বল্লভা (প্রিয়া), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অজিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়জয় করিতে অক্ষম, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অবশেন্দ্রিয়, রিপুপরবশ। ন জিতেন্দ্রিয়, নঞ্‌তৎ ; অথবা অজিত ইন্দ্রিয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

অজিন—১। মৃগচর্ম্ম ; পশুচর্ম্ম ; চর্ম্ম। অজ (প্রাপ্ত হওয়া)+ইন র্ম [ব্রতাকাঙ্ক্ষী যাহা প্রাপ্ত হন]। সং ; ক্লী। ২। নরপতিবিশেষ ; পৃথুবংশীয় হবির্ধানের ঔরসে ধিষণার গর্ভে ইঁহার জন্ম। সং ; পু।

অজিনধারী (—ধারিন্)—স্বীয় অঙ্গে মৃগচর্ম্মধারণকারী ; পশুচর্ম্মপরিহিত। উপ ; অজিন—ধৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অজিনধারিণী।

অজিনপত্রা—চর্ম্মচটিকা, চামচিকা, বাদুড়। অজিনময় পত্র (পাখা) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অজিনপত্রিকা—চামচিকা। অজিনপত্রা বা অজিনপত্রী+কণ্‌ স্বার্থে+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

অজিনপত্রী—চার্মচিকা। অজিনময় পত্র (পক্ষ) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অজিনযোনি—মৃগ। ৬তৎ। সং ; পু।

অজির—১। বায়ু ; ভেক। অজ (গমন করা) +ইর ক। ২। বিষয় ; শরীর ; প্রাঙ্গণ, উঠান। অজ+কির অধি। সং ; ক্লী।

অজিহ্ম—১। অবক্র, সরল, ঋজু, সোজা। ন জিহ্ম, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজিহ্মা। ২। ভেক। সং ; পু।

অজিহ্মগ—১। ঋজুগামী। উপ ; অজিহ্ম—গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজিহ্মগা। ২। শর, বাণ। সং ; পু।

অজিহ্ব—১। জিহ্বা রহিত, রসনাহীন। ন (নাই) জিহ্বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজিহ্বা। ২। ভেক, বেঙ্গ। সং ; পু।

অজীগর্ত্ত—ঋষিবিশেষ, শুনঃশেফের পিতা ; ইনি ঋচিক নামেও প্রসিদ্ধ। সং ; পু।

অজীর্ণ—১। যাহা জীর্ণ হয় নাই এরূপ ; যাহা পরিপাক পায় নাই এরূপ। ন জীর্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজীর্ণা। ২। অপাক রোগ, অপচার, জীর্ণ বা পরিপাক না হওয়া। সং ; ক্লী।

অজীব—জীবনহীন, নিৰ্জ্জীব ; মৃত ; অবসন্ন। ন (নাই) জীব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজীবা।

অজীবনি—জীবনাভাব, মরণ ; অভিসম্পাত-জনিত মৃত্যু ; শাপ ; ধিগ্‌জীবন। ন (অ) —জীব (বাঁচা)+অনি ভা। সং ; স্ত্রী।

অজীবিক—জীবিকাহীন, জীবনোপায়রহিত, নিঃস্ব, দীন ; জীবনশূন্য, নিৰ্জ্জীব। ন (নাই) জীবিকা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অজুগুপ্সিত—অনিন্দিত। ন জুগুপ্সিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজুগুপ্সিতা।

অজুহাত—কারণ, হেতু, যুক্তি, ওজর। বৈদেশিক। সং।

অজেয়—যাহাকে জয় করা যায় না এরূপ, অপরাভবনীয় ; দুর্জ্জয়, অদম্য, দুর্দ্দমনীয়। ন জেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজেয়া।

অজৈকপাদ—রুদ্রবিশেষ, শিবের একমূর্ত্তি। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজৈবী

অজৈব—জীবসম্বন্ধীয় ভিন্ন। ন জৈব, নঞ্‌তৎ।

অজ্ঞ—জ্ঞানহীন, মূর্খ, যে কিছুই জানে না। ন (অ)—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজ্ঞা। [ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী

অজ্ঞতা—জ্ঞানহীনতা, মূর্খতা। অজ্ঞ ভাব+তা

অজ্ঞতামূলক—অজ্ঞতাজনিত, না জানা হেতু উৎপন্ন। অজ্ঞতা মূল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অজ্ঞত্ব—অজ্ঞতা, জ্ঞানহীনতা, মূর্খতা। অজ্ঞ+ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

অজ্ঞাত—যে জানিতে পারে নাই বা যাহা জানিতে পাবা যায় নাই ; অনবগত, অবিদিত ; অপ্রকাশিত, গুপ্ত। ন জ্ঞাত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজ্ঞাতা।

অজ্ঞাতকুলশীল—যাহার বংশ বা স্বভাব জানা নাই। কুল ও শীল=কুলশীল, দ্বন্দ্ব ; অজ্ঞাত হইয়াছে কুলশীল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজ্ঞাতকুলশীলা।

অজ্ঞাতচরিত্র—১। যাহার ব্যবহার জানা নাই এরূপ, অবিদিতচরিত্র। অজ্ঞাত হইয়াছে চরিত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজ্ঞাতচরিত্রা। ২। অজানা আচরণ বা স্বভাব। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অজ্ঞাতনাম (—নামন্)—যে নাম জানা নাই বা কেহ জানে না ; অপ্রসিদ্ধ নাম। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অজ্ঞাতনামা (—নামন্)—অপ্রসিদ্ধ-নাম-বিশিষ্ট, যাহার নাম জানা নাই এরূপ। অজ্ঞাত হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অজ্ঞাতপিতৃক—যাহার বাপের ঠিক নাই, জারজাত। অজ্ঞাত পিতা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজ্ঞাতপিতৃকা।

অজ্ঞাতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে জানা যায় নাই। পূর্ব্বে অজ্ঞাত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পূর্ব্বা।

অজ্ঞাতযৌবনা—যাহার যৌবন জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ (স্ত্রীলোক) ; অপ্রকাশিতযৌবনা। [মুগ্ধনায়িকার প্রকারভেদ]। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অজ্ঞাতবাস—অপ্রকাশিত বাস, গুপ্তভাবে বা ছদ্মবেশে স্থিতি, লুকাইয়া থাকা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অজ্ঞাতসারে—অগোচরে, জানিতে বা বুঝিতে না পারা যায় এমন ভাবে। অজ্ঞাত সার যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞাতা—অনবগতা, ইত্যাদি। অজ্ঞাত দেখ। অজ্ঞাত+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অজ্ঞাতা (অজ্ঞাতৃ)—যে (পুরুষ) জানে না, জ্ঞানহীন, অনবগত। ন (অ) জ্ঞা (জানা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অজ্ঞাত্রী।

অজ্ঞাতি—১। জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ভিন্ন অন্য। ন জ্ঞাতি, নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। জ্ঞাতিহীন। ন (নাই) জ্ঞাতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [চরে। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞাতে—অজ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতভাবে, অগো-

অজ্ঞান—১। জ্ঞানাভাব ; মায়া, অবিদ্যা। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। জ্ঞানহীন, মূঢ় ; অচৈতন্য, সংজ্ঞাহীন, মূর্চ্ছিত। ন (নাই) জ্ঞান যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজ্ঞানা।

অজ্ঞানকৃত—১। জ্ঞান না থাকায় অনুষ্ঠিত, না জানা হেতু আচরিত। অজ্ঞান হেতু কৃত, ৫তৎ। ২। জ্ঞানহীন জন দ্বারা অনুষ্ঠিত, মূর্খ লোকের করা। অজ্ঞান দ্বারা কৃত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অজ্ঞানকৃতা।

অজ্ঞানজনিত—জ্ঞানহীনতা হইতে উদ্ভূত; মূর্খতা হইতে উৎপন্ন। অজ্ঞান দ্বারা জনিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজ্ঞানজনিতা।
অজ্ঞানতঃ (–তস্)—জ্ঞানহীনতাবশতঃ, অজ্ঞতাপ্রযুক্ত, মূর্খতাজন্য; অজ্ঞানতভাবে, না জানিয়া। অজ্ঞান+তস্। ব্য।
অজ্ঞানতা—জ্ঞানহীনতা, মূর্খতা। অজ্ঞান শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
অজ্ঞানতিমির—অজ্ঞতারূপ অন্ধকার। অজ্ঞানরূপ তিমির, রূপক কর্মধা। সং; ক্লী।
অজ্ঞানত্ব—জ্ঞানহীনতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা। অজ্ঞান+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।
অজ্ঞানী (–নিন্)—জ্ঞানহীন, অজ্ঞ; মূর্খ, মূঢ়; অবিজ্ঞ। ন জ্ঞানী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অজ্ঞানিনী।
অজ্ঞাপনীয়—জানাইবার অযোগ্য বা অসাধ্য, অনিবেদ্য। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।
অজ্ঞাপিত—অনিবেদিত, অগোচরীকৃত, অপ্রকাশিত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।
অজ্ঞেয়—যাহা জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ, অনবগম্য, অবোধ্য, জ্ঞানাতীত। ন জ্ঞেয়, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।
অজ্যেষ্ঠ—১। জ্যেষ্ঠ নহে এরূপ, জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্য। ন জ্যেষ্ঠ, নঞ্তৎ। ২। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) জ্যেষ্ঠ যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অজ্যেষ্ঠা।
অজ্বর—বিগতজ্বর, বিজ্বর; জ্বরশূন্য, নীরোগ। ন (নাই) জ্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অঝর—অঝোর দেখ।
অঝরা—নির্ঝর, ঝরণা; অশ্রু-প্রবাহ। প্রা, ক।
অঝোর, অঝর—অজস্র, নিরন্তর, অবিরাম, অবিশ্রান্ত। প্রাদেশিক। বিণ। [সং; পু।
অঞ্চতি—বায়ু। অন্চ (গমন করা)+অতি ক।
অঞ্চল—১। বস্ত্রপ্রান্ত, আঁচলা, আঁচল। অন্চ (গমন করা)+অল ণ। ২। প্রান্ত। অন্চ+অল অধি। ৩। অংশ, প্রদেশ। অন্চ+অল র্ম। সং; পু বা ক্লী।
অঞ্চলপ্রভাব—স্ত্রীলোকের প্রভুত্ব বা ক্ষমতা, প্রণয়িনীর প্রাদুর্ভাব। ৬তৎ। সং; পু।
অঞ্চিত—পূজিত; গ্রথিত; ভূষিত, চারু; আকুঞ্চিত, বক্রীকৃত; উত্থিত। অন্চ (পূজা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঞ্চিতা।
অঞ্চিতভ্রূ—১। চারুভ্রূবিশিষ্ট। অঞ্চিতা ভ্রূ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। সুন্দর ভ্রূযুক্তা নারী। সং; স্ত্রী।
অঞ্জন—১। যাহা দ্বারা চক্ষু রঞ্জিত করা যায়, কজ্জল, কাজল; মসী; রসাঞ্জন; দেবার্চ্চনায় ব্যবহৃত বট্ প্রকার অঞ্জনের অন্যতম। অন্জ (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ ণ। সং; ক্লী। ২। গমন; ব্যক্তকরণ; ম্রক্ষণ। অন্জ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
৩। পশ্চিমদিগ্‌হস্তী; পর্ব্বতবিশেষ; জ্যোষ্ঠী, আজনাই। অন্জ+অন ক। সং; পু।
অঞ্জনকেশী—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। অঞ্জনের ন্যায় কেশ হয় যাহা হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।
অঞ্জনা—১। উত্তরদিগ্‌হস্তিনী, অঙ্গনা; (অলঙ্কার শাস্ত্রে) ব্যঞ্জনাবৃত্তি। অন্জ+অন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।
২। অঞ্জনানাম্নী এক বানরী ছিল। কুঞ্জরতনয়া নামে এক বিদ্যাধরী বিশ্বামিত্রের শাপে বানরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার গর্ভে অঞ্জনার জন্ম হয়। সুমেরুর রাজা কেশরীর সহিত অঞ্জনার বিবাহ হয়। পবনদেবের বরে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়।
অঞ্জনাতনয়—হনুমান্। ৬তৎ। সং; পু।
অঞ্জনানন্দন—হনুমান্। ৬তৎ। সং; পু।
অঞ্জনাবতী—অঞ্জন নামক দিগ্‌গজের স্ত্রী, ঈশানকোণের হস্তিনী। অঞ্জন শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। [কচিৎ হ্রস্বস্থ দীর্ঘতা—বতু প্রভৃতি প্রত্যয় পরে থাকিলে কোন কোন স্থলে হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়, এ কারণ দীর্ঘ হইল]। সং; স্ত্রী।
অঞ্জনিকা—প্রতীক নামক দিগ্‌গজের পত্নী; জ্যেষ্ঠীবিশেষ, আজনাই। অঞ্জন+ইক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
অঞ্জনিয়া—অঞ্জন লাগাইয়া, কাজল পরিয়া। দেশজ। প্রা; ক।
অঞ্জলি—করপুট, আঁজল; পরিমাণবিশেষ, আঁজলা। অন্জ (প্রকাশ পাওয়া)+অলি ণ। সং; পু।
অঞ্জলিকা—বালমূষিকা। অঞ্জলি+কণ্ অল্পার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।
অঞ্জলিকারিকা—লজ্জাবতী লতা; পুত্তলিকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
অঞ্জলিপুট—পাত্রাকারে হস্তদ্বয়ের একত্র মিলন, মিলিত করদ্বয়, যোড়হাত। অঞ্জলিরূপ পুট, রূপক কর্মধা। সং; পু বা ক্লী।
অঞ্জলিপুটে—কৃতাঞ্জলি হইয়া, হাতজোড় করিয়া, যোড়হাতে। অঞ্জলিরূপ পুট তাহে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
অঞ্জলিবদ্ধ—বদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি। অঞ্জলি হইয়াছে বদ্ধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।
অঞ্জলিবন্ধ, –বন্ধন—অঞ্জলি বাঁধা, আঁজলা করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।
অঞ্জস—১। সমান; ঋজু, সরল। অন্জ+অস ক। ২। প্রকৃত, যথার্থ। অন্জ+অস র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অঞ্জসা।
অঞ্জসা—১। অঞ্জস দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। শীঘ্র; দ্রুত; প্রকৃত, যথার্থ। ব্য।
অঞ্জাম—সরবরাহ, যোগান; আয়োজন, উদ্যোগ। বৈদেশিক। সং।
অট্টিহিষা—খাইবার ইচ্ছা। সনন্ত অদ্ (গমন করা) ক ভাবে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
অঞ্জুমান—সভা, সমিতি। বৈদেশিক। সং।
অটট্ট—অতি উচ্চ শব্দ বা হাস্য। ব্য।
অটন—ভ্রমণ, গমন। অট+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
অটনি, অটনী—কোটি, ধনুর প্রান্তভাগ। অট (গমন করা)+অনি ণ। সং; স্ত্রী।
অটমান—ভ্রমণশীল। অট (গমন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অটমানা। [অট ধাতু পরস্মৈপদী বলিয়া এই পদটী ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ। তবে ইহার অনুকূলে এই মাত্র বলা যায় যে,
"আত্মনেপদমেবাহুঃ পরস্মৈপদিনঃ কচিৎ।"
অর্থাৎ আচার্যগণ কোন কোন স্থানে পরস্মৈপদী ধাতুরও আত্মনেপদ বিধান করেন]।
অটমি, অটমী—অষ্টমী শব্দের অপভ্রংশ। প্রা; ক।
অটল—অচঞ্চল, অচল, স্থির; দৃঢ়। ন (অ) টল (টলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অটলা। বিশেষ্যে অটলতা, অটলত্ব।
অটবি, অটবী—বন, জঙ্গল। অট (গমন করা)+অবি অধি। সং; স্ত্রী।
অটা—ভ্রমণ, পর্যটন। অট+কিপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।
অটাট্যা—ভ্রমণ, পর্যটন। যঙ্লুগন্ত অট+কিপ্ ভাবে। আপ্। সং; স্ত্রী।
অটুট—ত্রুটিহীন, সম্পূর্ণ, গোটা, অক্ষুণ্ণ, অভগ্ন। বিণ। অত্রুটি শব্দের অপভ্রংশ।
অটো—সুরভিসার, আতর। ইং শব্দ (otto)। সং।
অটোল—নিটোল, টোল পড়া নহে এরূপ, পূর্ণাঙ্গ; পরিপুষ্ট। দেশজ। বিণ।
অট্ট—১। অট্টালিকা; প্রাকারসন্নিহিত সৈন্যগৃহ; প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ; গুম্‌টি ঘর। অট্ট (অতিক্রম করা)+অল্ ণ বা র্ম। সং; পু। ২। অন্ন, ভাত। অট্ট+অল্ ণ। সং; ক্লী। ৩। উচ্চ, সমধিক। অট্ট+অচ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অট্টা।
অট্টট্ট—অত্যুচ্চ। ব্য।
অট্টহসিত—উচ্চহাস্য। কর্মধা। সং; ক্লী।
অট্টহাস—উচ্চহাস্য। কর্মধা। সং; পু।
অট্টহাসক—১। কুন্দবৃক্ষ, কুঁদ ফুলের গাছ। অট্টহাস শব্দ+কণ্ সাদৃশ্যার্থে। সং; পু। ২। উচ্চ হাস্যকারী। অট্ট–হস+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অট্টহাসিকা।
অট্টহাসি—উচ্চহাস্য। দেশজ। সং।
অট্টহাসী (–হাসিন্)—১। মহাদেব, শিব। অট্টহাস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। উচ্চহাস্যকারী। অট্ট–হস (হাসা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অট্টহাসিনী।

অট্টহাস্য—উচ্চহাস্য। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অট্টাল, অট্টালক—প্রাসাদ ; ইষ্টকাদি নির্ম্মিত হর্ম্ম্য, কোটা-বাড়ী, দালান, ইমারত। অট্ট (ভবন)—অল (ভূষিত করা)+অন্, ণক ক। সং ; পু।

অট্টালিকা—প্রাসাদ ; ইষ্টকাদি নির্ম্মিত উত্তুঙ্গ বাটী, কোটা-বাড়ী, ইমারত। অট্টালক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অট্টালিকাকার—প্রাসাদ প্রস্তুতকারক, রাজমিস্ত্রী। অট্টালিকা—কৃ+ষণ্ ক। সং ; পু।

অট্যা—ভ্রমণ, পর্য্যটন। অট+ক্যপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অঠেল—অপর্য্যাপ্ত, প্রচুর। দেশজ। বিণ।

অড়ং বড়ং—ছাই ভস্ম, অর্থহীন বাক্য, বৃথা প্রলাপ। দেশজ। সং।

অড়হর—কলায় বিশেষ, অড়র দাল। সং।

অণক, অনক—নিন্দনীয় ; কুৎসিত ; নিকৃষ্ট, নীচ। অণ (শব্দ করা)+অক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কা।

অণব্য—চীনা নামক সূক্ষ্ম ধান্যের ক্ষেত্র। অণু শব্দ+ব্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

অণি, অণী—১। প্রান্ত, সীমা ; সূচী প্রভৃতির অগ্রভাগ। অণ+ই ণ। ২। চাকার ধুরার প্রান্তস্থ খিল। অণ (শব্দ করা)+ই ক। সং ; পু বা স্ত্রী।

অণিমা (অণিমন্)—অণুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, অতি সূক্ষ্মপরিমাণ ; ঐশ্বর্য্যবিশেষ, অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যের অন্যতম [ঐশ্বর্য্য দেখ] ; স্বকীয় দেহকে ইচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা, এই শক্তির প্রভাবে দেবগণ ও সিদ্ধগণ ইচ্ছামত আপনাদের দেহ সূক্ষ্ম করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন ; কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। অণু শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। সং ; পু।

অণী—অণি দেখ।

অণীমাণ্ডব্য—জনৈক ব্রহ্মর্ষির নাম। ইনি স্বীয় আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া মৌনাবলম্বনে তপশ্চরণ করিতেন। একদা কতিপয় তস্কর নগর হইতে দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া পলাইবার সময়ে নগরপালগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে এক কুটীরে অপহৃত দ্রব্যাদি গোপন করিয়া আপনারা লুক্কায়িত রহিল। নগরপালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মাণ্ডব্যকে তস্করদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মৌনব্রতাবলম্বী ঋষি তাহাদের কথার উত্তর দিলেন না। তখন তাহারা আশ্রম অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং তথায় অপহৃত দ্রব্য পাইয়া তস্করদিগের সহিত মাণ্ডব্যকেও বিচারালয়ে উপস্থিত করিল। বিচারে ইঁহার প্রতি শূল-দণ্ডের বিধান হইল। শূলে বিদ্ধ হইয়াও ঋষি জীবিত রহিলেন দেখিয়া রাজপুরুষদিগের চৈতন্য হইল। তখন তাহারা ইঁহাকে ছাড়িয়া দিল। শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মাণ্ডব্য যমালয়ে গমনপূর্ব্বক যমরাজকে আপনার শূলে বিদ্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে, তিনি বাল্যকালে পতঙ্গ ধরিয়া তাহার পুচ্ছদেশে তৃণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এই শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছে। ঋষিবর এইরূপ অনুচিত দণ্ড বিধানে কুপিত হইয়া যমরাজকে শাপ দিয়া মর্ত্ত্যলোকে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন, এবং এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন যে, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কেহ দণ্ডভাক্ হইবে না।

অণীয়ান্ (অণীয়স্)—অতিসূক্ষ্ম। অণু+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অণীয়সী।

অণু—১। ক্ষুদ্র, অল্প, কিঞ্চিৎ ; সূক্ষ্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অণু, অণ্বী। ২। সূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতি, কণা, কণিকা। অণ (শব্দ করা) +ড ক। সং ; পু। ৩। ধান্যবিশেষ, চীনা ধান। অন (বাঁচা)+উ ণ। সং ; ক্লী।

অণুক—ক্ষুদ্র ; পটু, নিপুণ। অণু শব্দ+ক স্বার্থে অথবা অণু—কৃ+ড ক, যিনি সূক্ষ্মকার্য্য করিতে পারেন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অণুকা।

অণুচ্ছেদ—ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ [Paragraph]। অণু যে ছেদ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অণুজীব—জীবাণু, চক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম প্রাণী (Microbe)। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অণুতা, অণুত্ব—পরমাণুর ভাব ; কণিকাত্ব ; সূক্ষ্মতা ; ক্ষুদ্রত্ব। অণু+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অণুদর্শন—১। সূক্ষ্মদর্শন, অন্তর্দৃষ্টি। ৬তৎ। ২। অণুবীক্ষণযন্ত্র (Microscope)। অণু শব্দ—দৃশ (দেখা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

অণুভা—বিদ্যুৎ। অণু (সূক্ষ্ম) ভা (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অণুমাত্র—সামান্যপরিমাণ, কিঞ্চিন্মাত্র। অণু (ক্ষুদ্র) মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহু ; অথবা অণু শব্দ+মাত্র পরিমাণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অণুমাত্রা।

অণুমাত্রিক—কণিকামাত্র ; অল্প ; অতি সূক্ষ্ম ; অতি ক্ষুদ্র। অণুই যে মাত্রা সে অণুমাত্রা (কর্ম্মধা), অণুমাত্রা+ফিক। বিণ ; ত্রি।

অণুরেণু—অতিসূক্ষ্ম ধূলি ; ধূলিকণা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অণুবীক্ষণ—যে যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র বস্তুসকল দৃষ্টিগোচর হয় [Microscope] ; এই যন্ত্রের আকৃতি নলের মত—এক প্রান্ত সূক্ষ্ম ও অপর প্রান্ত স্থূল। অণুর বীক্ষণ (দর্শন সাধন যন্ত্র), ৬তৎ। বীক্ষণ= বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

অণুব্রীহি—সূক্ষ্ম ধান্য। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অণ্ড—ডিম্ব ; মুষ্ক ; অণ্ডকোষ ; শুক্র ; মৃগনাভি। অণ+ড ণ। সং ; ক্লী। [পু।

অণ্ডক—অণ্ডকোষ। অণ্ড+ক স্বার্থে। সং ;

অণ্ডকটাহ—বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড। অণ্ড (বিশ্ব) কটাহের ন্যায়, উপমিত কর্ম্মধা, (ব্রহ্মাণ্ডই কটাহ স্বরূপে জীবগণের পাকস্থান), [বকরূপী ধর্ম্মের "কা বার্ত্তা ?" এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "অহো মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।" অর্থাৎ কাল যে মহামোহময় কটাহে ভূতসকলকে পাক করিতেছে ইহাই বার্ত্তা। এই ব্রহ্মাণ্ডই মহামোহময় কটাহ]। সং ; পু।

অণ্ডকোশ—অণ্ডকোষ, মুষ্ক। অণ্ডের (বীর্য্যের) কোশ (আধার), ৬তৎ। সং ; পু।

অণ্ডকোষ—মুষ্ক, অণ্ডকোশ ; ফল, ফলের খোসা বা খোলা ; সীমা। ৬তৎ। সং ; পু।

অণ্ডকোষক—অণ্ডকোশ, মুষ্ক। অণ্ডকোষ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

অণ্ডজ—১। ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে এরূপ, ডিম্বজাত। উপ ; অণ্ড—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অণ্ডজা। ২। যে সকল প্রাণী ডিম্ব হইতে জন্মে, পক্ষী, মৎস্য, সর্প, কৃকলাস প্রভৃতি। সং ; পু।

অণ্ডজা—১। ডিম্বজাতা। অণ্ডজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মৃগনাভি, কস্তুরিকা। সং ; স্ত্রী।

অণ্ডপ্রসূ—ডিম্বপ্রসবকারিণী। উপ ; অণ্ড—প্র—সূ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; স্ত্রী।

অণ্ডনালা—ডিম্বের মধ্যস্থ শ্বেত অংশ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অণ্ডাকার, অণ্ডাকৃতি—ডিম্বাকৃতি, ডিম্বের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, বাদামে। অণ্ডের ন্যায় আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অণ্ডাকারা।

অণ্ডাম্বু—১। অণ্ডযুক্ত, ডিমওয়ালা। অণ্ড—আম্বু যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। মৎস্য। সং ; পু। [bumen)। সং

অণ্ডিল—ডিম্ব মধ্যস্থ শ্বেতাংশবৎ পদার্থ (al-

অণ্ডীর—১। বলিষ্ঠ, সমর্থ ; শক্ত। অণ্ড+ঈর। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অণ্ডীরা। ২। পুরুষ, মানব। সং ; পু।

অণ্ডীল—ধনাঢ্য, ঐশ্বর্য্যশালী, সম্পত্তিপন্ন, আণ্ডেল ; অণ্ডীর শব্দজ। বিণ।

অণ্বী—১। সূক্ষ্মা, ক্ষুদ্রা, ক্ষীণা। অণু দেখ। অণু+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অঙ্গুলি। সং ; স্ত্রী। [বিণ।

অত—তৎপরিমিত, তাদৃশপরিমাণ। দেশজ।

অতএ—অতএব ; অতঃপর ; এই। প্রা, ক।

অতঃ (অতস্)—এই হেতু, এজন্য, অতএব। এতদ্+তস্ হেত্বর্থে পঞ্চমীর স্থানে। ব্য।
অতঃপর—অনন্তর, ইহার পর, পশ্চাৎ। অতঃ (ইহার) পর, ৬তৎ। ব্য।
অতএব—এ নিমিত্ত, এই হেতু, এই কারণ। ব্য। অতঃ+এব; এখানে কেবল সন্ধি হইয়াছে, সন্ধি সূত্রানুসারে বিসর্গের লোপ হইয়াছে এবং বিসর্গলোপের পরে আর সন্ধি হয় না—এই নিয়মানুসারে পশ্চাৎ স্বরসন্ধি হইল না, হইলে "অতৈব" হইত।
অতট—১। ভৃগুভূমি, পর্ব্বতাদির উচ্চস্থান; নদ্যাদির আড়ুলি। ন (নাই) তট যাহার বা যেখানে, বহু। সং; পু। ২। তটশূন্য, তীরবিহীন, অকূল, অপার; বিপুল, বিশাল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতটা।
অতথোচিত—তাহার অনুচিত, সে অবস্থার অযোগ্য; অযথাযোগ্য। ন তথোচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতথোচিতা।
অতথ্য—অবাস্তব, মিথ্যা, অলীক। ন তথ্য (সত্য), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতথ্যা।
অতথ্যভাষী (–ভাষিন্)—মিথ্যাবাদী। উপ। অতথ্য–ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অতথ্যভাষিণী।
অতথ্যবাদী (–বাদিন্)—অসত্যভাষী, মিথ্যাবাদী। উপ। অতথ্য–বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,–বাদিনী।
অতদ্বির—তদ্বিরের (অর্থাৎ দেখা শুনার) অভাব; অমনোযোগ; অতত্ত্বাবধান; প্রতিকারচেষ্টাহীনতা। গ্রাম্য। সং।
অতনু—অক্ষীণ, অস্বল্প; অক্ষীণাঙ্গ, অকৃশকায়; স্থূল, পীবর, পীন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতনু বা অতন্বী।
অতন্দ্র—তন্দ্রাহীন; অনলস; অবহিত, সাবধান, সতর্ক। ন (নাই) তন্দ্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতন্দ্রা।
অতন্দ্রিত—অনলস, অবিরাম; অবহিত। ন তন্দ্রিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।
অতন্বঙ্গ—১। অক্ষীণ দেহ, অকৃশ শরীর, স্থূল কায়। অতনু যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অক্ষীণাঙ্গ, অকৃশকায়, স্থূলদেহ, পীবর, পীন। অতনু অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতন্বঙ্গা বা অতন্বঙ্গী।
অতন্বঙ্গী (–ঙ্গিন্)—অতন্বঙ্গ (সকল অর্থে)। অতন্বঙ্গ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী অতন্বঙ্গিনী।
অতন্বঙ্গী—অতন্বঙ্গ দেখ। বিণ; স্ত্রী।
অতপাঃ (অতপস্)—অতপশ্চর্য্যাকারী, যে তপস্যা করে না, তপস্যাহীন। ন (নাই) তপঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।
অতরণীয়—উত্তীর্ণ হইতে অশক্য, যাহা পার হওয়া যায় না। ন তরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতরণীয়া।

অতরু—বৃক্ষশূন্য, পাদপহীন; বন্ধ্যা, উষর। ন (নাই) তরু যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।
অতরুণ—যুবা নহে; অনল্পবয়স্ক; পরিণতবয়স্ক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। ন তরুণ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতরুণা বা অতরুণী।
অতরে—অন্তরে। প্রা, ক।
অতর্ক—১। অহেতুক; শুষ্কতর্কপরায়ণ। ন (নাই) তর্ক যাহার বা যাহাতে, অথবা ন (কুৎসিত) হইয়াছে তর্ক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতর্কা। ২। তর্কাভাব, যুক্তিহীনতা; অবিবেচনা। ন তর্ক, নঞ্‌তৎ। সং; পু।
অতর্কণীয়, অতর্ক্য—তর্ক দ্বারা যাহার নির্ণয় হইতে পারে না এরূপ; যাহা ঘটিবে বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায় না এরূপ, অভাবনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -য়া, -র্ক্যা।
অতর্কিত—যাহা ঘটিবে বলিয়া ভাবা যায় নাই এরূপ, অভাবিত, অচিন্তিত; অলক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতর্কিতা।
অতর্কিতচর—পূর্ব্বে অবিবেচিত। অতর্কিত+চরট্ ভূতপূর্ব্ব অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -চরী।
অতর্ক্য—অতর্কণীয় দেখ।
অতর্পণীয়—অপরিতোষণীয়, সন্তোষসাধনের অসাধ্য; দুস্তোষ্য। ন তর্পণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতর্পণীয়া।
অতর্পিত—অতোষিত, যাহার সন্তোষসাধন করা হয় নাই এরূপ। ন তর্পিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতর্পিতা।
অতল—১। তলশূন্য, অগাধ। ন (নাই) তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতলা। ২। সপ্ত পাতালের মধ্যে প্রথম পাতাল, ভূগর্ভ [পাতাল দেখ]। ইহার তল, ৬তৎ (ইদম্ স্থানে অকার আদেশ)। সং; ক্লী।
অতলতল—অগাধ তলবিশিষ্ট। অতল হইয়াছে তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তলা।
অতলস্পর্শ—যাহার তল (অর্থাৎ অধোদেশ) স্পর্শ করা যায় না এরূপ, অগাধ, অতিগভীর। ন (নাই) তলস্পর্শ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতলস্পর্শা।
অতলস্পৃক্ (–স্পৃশ্)—১। অতলস্পর্শ, অগাধ, অতিগভীর। ২। যে তলদেশ স্পর্শ করে না, উপরি ভাসমান। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অতশত—তাদৃশ বহুল, ওরূপ বহুবিস্তৃত। গ্রাম্য। বিণ।
অতস্—অতঃ দেখ।
অতস—আত্মা; বায়ু; অস্ত্র; বল্কলবস্ত্র, ছালটির কাপড়। অত (যাওয়া)+অস সংজ্ঞার্থে। সং; পু।
অতসী—শণগাছ; মসীনা। অত+অস ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অতসীকুসুমবর্ণা—১। শণফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, স্বর্ণবর্ণা, হরিতালের ন্যায় রঙ্গযুক্তা। অতসীর কুসুম=অতসীকুসুম (৬তৎ), তাহার বর্ণের ন্যায় বর্ণ যে স্ত্রীর (বহু)। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গাদেবী। সং; স্ত্রী।
অতসীপুষ্পবর্ণাভ—শণফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, স্বর্ণবর্ণ। অতসীপুষ্পের বর্ণ=অতসীপুষ্পবর্ণ (৬তৎ), তাহার আভার ন্যায় আভা যাহার (বহু)। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–বর্ণাভা।
অতসীপুষ্পবর্ণাভা—১। অতসীপুষ্পবর্ণাভ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গাদেবী। সং; স্ত্রী।
অতি—অতিশয়; অতিক্রম; উৎকর্ষ; পূজন; অসম্ভাবন; প্রশংসা। ব্য। [অব্যয়া দ্যোতকা নতু বাচকাঃ। অর্থাৎ অব্যয় সকল দ্যোতক, বাচক নহে। যে শব্দ নিজেই অর্থপ্রকাশে সমর্থ সে বাচক, এবং যে শব্দ অন্য শব্দের সহিত মিলিত না হইয়া অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, অন্য শব্দসংযোগে অর্থ প্রকাশ করে, তাহা দ্যোতক। অব্যয়ও দ্যোতক, ইহারা অন্য শব্দ-সংযোগ ব্যতীত অর্থপ্রকাশে অসমর্থ। কিন্তু উচ্চৈস্, নীচৈস্, বহিস্, স্বর, অন্তর প্রভৃতি জাতীয় অব্যয় বাচক। একারণ অব্যয়ের দুইটী বিভাগ, যথা—স্বরাদিগণ ও নিপাত। নিপাত চাদিগণ ও উপসর্গ। অতএব স্বরাদিগণ অর্থাৎ স্বর্, প্রাতর্, অন্তর্ প্রভৃতি অব্যয় বাচক, এবং চাদিগণ অর্থাৎ চ বা তু হি প্রভৃতি ও উপসর্গ প্র পরা অব প্রভৃতি দ্যোতক, বাচক নহে। অতএব 'অতি' এই অব্যয়ের যে যে অর্থ লিখিত হইল, অতি অব্যয় ঐ সকল অর্থের বাচক নহে, দ্যোতক; অর্থাৎ উহা অন্য শব্দ বা ধাতুর যোগে ঐ সকল অর্থ প্রকাশ করিবে। এইরূপ অন্য স্থানেও জ্ঞাতব্য]।
অতিকথ—অশ্রদ্ধেয়; নষ্ট। অতি কথা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিকথা।
অতিকথা—১। অশ্রদ্ধেয়া; নষ্টা। অতিকথ দেখ; বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। বৃথা কথন, নিষ্ফল বাক্য। অতিশয়িতা কথা, নিত্য। সং; স্ত্রী।
অতিকায়—১। প্রকাণ্ড-দেহ। অতিশয়িত কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিকায়া। ২। জনৈক রাক্ষসের নাম। রাবণের ঔরসে ধান্যমালিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অতি বিশালদেহ ও বলবান্ ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম "অতিকায়" হইয়াছিল। রামরাবণের যুদ্ধে ইনি রামানুজ লক্ষ্মণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সং; পু।
অতিকৃচ্ছ্র—অতিশয় কষ্ট; ছয়দিন এক এক

গ্রাস অন্নভোজন এবং তিনদিন অনশনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। অতিশয়িত কৃচ্ছ্র, নিত্য; বা অতিশয়িত হইয়াছে কৃচ্ছ্র যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

অতিকৃতি—ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

অতিকৃশ—সাতিশয় ক্ষীণাঙ্গ, অতিতনু, নেহাৎ কাহিল, অস্থিচর্ম্মসার। অতিশয়িত কৃশ, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিকৃশা।

অতিক্রম—উল্লঙ্ঘন, লঙ্ঘন; অধিক হওয়া; বিপর্য্যয়; শত্রুকে আক্রমণ; কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলেও ক্রিয়াপ্রবৃত্তি। অতি (বাহিরে) —ক্রম (গতি)+অল্ ভা। ["উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।" অর্থাৎ উপসর্গ কর্ত্তৃক ধাতুর অর্থ বলপূর্ব্বক অন্যত্র নীত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধাতুর যে অর্থ গণপাঠে নির্দ্দিষ্ট আছে, উপসর্গ যোগে তাহার অন্যপ্রকার অর্থ হয়। যথা—হৃ ধাতুর অর্থ হরণ, কিন্তু প্রহার=আঘাত, আহার=ভোজন, বিহার=ক্রীড়া, সংহার =ধ্বংস, পরিহার=ত্যাগ। এখানেও সেইরূপ জ্ঞাতব্য]। সং; পু।

অতিক্রমণীয়—যাহা অতিক্রম করিতে পারা যায় বা করা কর্ত্তব্য এরূপ, লঙ্ঘনীয়। অতি —ক্রম+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

অতিক্রমী (—ক্রমিন্)—অতিক্রামক (সকল অর্থে)। অতি—ক্রম ধাতু+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অতিক্রমিণী।

অতিক্রান্ত—লঙ্ঘিত; অতীত, গত; আক্রান্ত; অনাদৃত। অতি (বাহিরে)—ক্রম (পাদক্ষেপ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিক্রান্তা।

অতিক্রামক—অতিক্রমকারী (যে ডিঙ্গাইয়া বা ছাড়াইয়া যায়); লঙ্ঘনকর্ত্তা; ক্রমোল্লঙ্ঘনকারী; আধিক্য-প্রাপক; শ্রেষ্ঠতালাভকারী। অতি—ক্রম ধাতু+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিক্রামিকা।

অতিক্ষেত্র—জ্যামিতিক যন্ত্ররৈখিক ক্ষেত্রবিশেষ, অধিক্ষেপণী (hyperbola)। সং; স্ত্রী।

অতিগ—অতিক্রম করিয়া গমনকারী। অতি—গম+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিগা।

অতিগণ্ড—যোগবিশেষ, বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত ষষ্ঠ যোগ। সং; পু।

অতিগন্ধ—১। সাতিশয় গন্ধসম্পন্ন। অতি (অধিক) গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিগন্ধা। ২। চম্পকবৃক্ষ; গন্ধক; মুদ্গলতা, মুগ; ভূতৃণ। সং; পু।

অতিগর্ব্ব—অত্যন্ত অহঙ্কার, অতিদর্প, বেজায় দেমাক। নিত্য। সং; পু।

অতিগর্ব্বিত—সাতিশয় অহঙ্কারযুক্ত। অতিগর্ব্ব+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অতিগর্ব্বী (—গর্ব্বিন্)—অত্যন্ত অহঙ্কারী, সাতিশয় দাম্ভিক, ঘোর দর্পকারী। নিত্য। বিণ; পু। স্ত্রী অতিগর্ব্বিণী।

অতিগর্হিত—অত্যন্ত নিন্দনীয়; নিতান্ত কুৎসিত; অতি জঘন্য; নিতান্ত ঘৃণ্য; সাতিশয় অন্যায্য বা অনুচিত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অতিগুহ—যে গুহা অতিক্রম করিয়াছে; গুহাতিক্রমকারী। গুহাকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিগুহা।

অতিগুহা—১। অতিগুহ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্র চাকুলিয়া গাছ। সং; স্ত্রী।

অতিচর—অতিক্রমকারী, যে ছাড়াইয়া যায়। অতি—চর ধাতু+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিচরা।

অতিচরা—১। অতিচর দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। স্থলপদ্মিনী। সং; স্ত্রী।

অতিচার—দ্রুতগমন; অতিক্রম, ছাড়াইয়া যাওয়া; (জ্যোতিষে) গ্রহগণের নিজ নিজ রাশি অতিক্রম করিয়া অন্য রাশিতে গতি। [মঙ্গলাদি গ্রহ এইরূপে যদি পূর্ব্বরাশিতে গমন করে, তবে তাহাকে বক্রাতিচার, এবং পররাশিতে গমন করিলে তাহাকে অতিচার কহে]। অতি—চর+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অতিচ্ছত্র—জলতৃণ; ছত্রক, বেঙের ছাত। সং; পু। [ছাতা। সং; স্ত্রী।

অতিচ্ছত্রা—শুলফা শাক; ছত্রক, বেঙের

অতিজগতী—ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

অতিজব—১। অতিশয় বেগ। অতিশয়িত জব, নিত্য। সং; পু। ২। অতিশয় বেগযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিজবা।

অতিজাগর—নীলক্রৌঞ্চ, কাল বক। জাগরকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

অতিজাগরণ—অতিরিক্ত জাগিয়া থাকা। নিত্য।

অতিডীন—পক্ষীদিগের অতিশয় দীর্ঘ গমন। অতিশয়িত ডীন, নিত্য। সং; ক্লী।

অতিতর—অত্যন্ত, অধিকতর। অতি+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিতরা।

অতিতরাং—অত্যন্ত, অত্যধিক। অতি+তরাম্ দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে। ব্য।

অতিতীক্ষ্ণ—সাতিশয় তীক্ষ্ণ বা খর, প্রখর, অত্যন্ত ধারাল; অতিতীব্র, অত্যন্ত কটু বা ঝাল; অতিশয় কষ্টকর। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিতীক্ষ্ণা।

অতিতীব্র—অতিতীক্ষ্ণ; অত্যন্ত কটু বা ঝাল; প্রচণ্ড। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিতীব্রা।

অতিতীব্রা—১। অতিতীব্র দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। গণ্ডদূর্ব্বা। সং; স্ত্রী।

অতিথ—অভ্যাগত জন, গৃহাগত ব্যক্তি; ভিক্ষুক, ফকির; পথিক। অতিথি শব্দের অপভ্রংশ।

অতিথি—১। আগন্তুক, অভ্যাগত, গৃহাগত। ন (নাই) তিথি (নির্দ্ধারিত দিন) যাহার, বহু। সাধারণতঃ অতিথিরা কোনও স্থানে এক দিনের অধিক থাকে না এবং তাহাদের আগমনেরও নির্দ্ধারিত দিন নাই। সং; পু। ২। গোচর। অত+ইথিন্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজার নাম। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র। কুশের ঔরসে ও নাগরাজভগিনী কুমুদ্বতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়।

অতিথিক্রিয়া—অতিথির পরিচর্য্যা রূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম; গৃহাগত জনের সমাদর, অতিথিসংকার। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অতিথিদ্বেষ—অতিথির প্রতি শত্রুবৎ আচরণ; অতিথি সংকারবিমুখতা। ৭তৎ। সং; পু।

অতিথিপরিচর্য্যা—গৃহাগত জনের সেবা, অতিথিসংকার। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অতিথিপূজক—গৃহাগতজনের পরিচর্য্যাকারী, অতিথিসেবক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অতিথিপূজন—অতিথিপূজা, অতিথিসেবা। অতিথির পূজন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অতিথিপূজা—অতিথিসেবা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অতিথিপ্রিয়—১। অতিথির প্রতি প্রীতিযুক্ত, অতিথিপূজক, অতিথিসেবক, অতিথিভক্ত। অতিথি হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। ২। অতিথির প্রীতিজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিথিপ্রিয়া।

অতিথিভক্ত—গৃহাগত জনের প্রতি ভক্তিযুক্ত; অতিথিপূজক, অতিথিসেবক, অতিথিপ্রিয়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিথিভক্তা।

অতিথিভক্তি—গৃহাগত জনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা বা সমাদর; অতিথিপ্রিয়তা, অতিথিসেবা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

অতিথিশালা—অভ্যাগতদিগের থাকিবার গৃহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

অতিথিসংকার—অতিথির পরিচর্য্যা। ৬তৎ।

অতিথিসেবক—গৃহাগত জনের পরিচর্য্যাকারী; অতিথিসংকারকর্ত্তা, অতিথিপূজক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিথিসেবিকা।

অতিথিসেবা—অতিথিসংকার, অতিথিপূজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অতিদর্প—অত্যধিক অহঙ্কার, অতিরিক্ত দেমাক। নিত্য। সং; পু।

অতিদর্পী (—দর্পিন্)—অত্যধিক অহঙ্কারী, অতিরিক্ত দেমাককারী। নিত্য। বিণ; পু। স্ত্রী অতিদর্পিণী।

অতিদাতা (—দাতৃ)—অত্যধিক দানশীল, অতিরিক্ত বদান্য, অপরিমিত দানকারী। নিত্য। বিণ; পু। স্ত্রী অতিদাত্রী।

অতিদান—অপরিমিত দান। অতিশয়িত দান, নিত্য। সং; ক্লী।

অতিদাহ—অত্যধিক জ্বলন, খুব বেশী রকমে

পোড়া ; অপরিমিত তাপ ; অসহ্য রকমের গা জ্বালাপোড়া করা। নিত্য। সং ; পু।

অতিদিষ্ট—আরোপিত ; পরিশিষ্ট; সংযোজিত। অতি–দিশ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অতিদীন—একান্ত নিঃস্ব, নিতান্ত দরিদ্র, নেহাৎ গরীব ; সাতিশয় বিনীত বা বিনম্র ; অত্যন্ত দুঃখিত, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ; যার পর নাই দুঃখজনক। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–দীনা।

অতিদীপ্ত—অত্যন্ত প্রজ্বলিত ; সাতিশয় ভাস্বর বা উজ্জ্বল। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–দীপ্তা।

অতিদীর্ঘ—অত্যন্ত দীর্ঘ, অপরিমিত লম্বা। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিদীর্ঘা।

অতিদুঃখ—অত্যন্ত কষ্ট বা ক্লেশ ; অসহ্য শোক; অপরিমিত খেদ বা ক্ষোভ ; যার পর নাই দৈন্য বা দারিদ্র্য। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

অতিদুঃখিত—নিতান্ত দুঃখযুক্ত, অত্যন্ত ব্যথিত ; অপরিমিত খেদযুক্ত। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

অতিদুঃখী (–দুঃখিন্)—সাতিশয় দুঃখযুক্ত, অত্যন্ত ব্যথিত ; একান্ত শোকসন্তপ্ত, নিতান্ত দীন, একান্ত দরিদ্র, নেহাৎ গরীব। নিত্য। বিণ ; পু। স্ত্রী,–দুঃখিনী।

অতিদুঃসহ—নিতান্ত অসহ্য, একান্ত অসহনীয়। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিদুঃসহা।

অতিদুরূহ—অত্যন্ত দুস্তর্ক্য ; নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ; যৎপরোনাস্তি দুর্বোধ ; অত্যন্ত কঠিন ; অতিদুষ্কর। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–দুরূহা।

অতিদুর্গত—নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন ; অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

অতিদুর্গতি—অত্যন্ত দুরবস্থা, যার পর নাই দুর্দ্দশা ; অতিদীনতা। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

অতিদুষ্কর—অত্যন্ত দুঃসাধ্য, নিতান্ত দুরূহ,সাতিশয় কঠিন, খুব শক্ত। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

অতিদেশ—অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপণ। যেমন ইণ ধাতুর বিষয় বলিয়া শেষে সূত্র করিলেন যে, "ইণ্‌বদিক্‌" অর্থাৎ ইক্ ধাতুর কার্য্য ইণ ধাতুর ন্যায় হইবে। এখানে ইণের ধর্ম্ম ইকে আরোপ করা হইল। অতি–দিশ+অল্ ভা। সং ; পু।

অতিদৈন্য—নিতান্ত দীন দশা, দারুণ দুঃখ বা দারিদ্র্য। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

অতিদৈব—দৈবেরও অনায়ত্ত। দৈবকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিদৈবী।

অতিদ্বয়—অদ্বিতীয়। দ্বয়কে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিদ্বয়ী।

অতিধৃতি—ঊনবিংশাক্ষরা বৃত্তিবিশেষ। সং;স্ত্রী।

অতিনিদ্র—১। নিতান্ত নিদ্রাপ্রিয়, বেজায় ঘুমের ভক্ত। অতি নিদ্রা যাহার, বহু। ২। নিদ্রাহীন, বিনিদ্র, সজাগ। নিদ্রাকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–নিদ্রা।

অতিনিদ্রা—১। অতিনিদ্র দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। অপরিমিত নিদ্রা, বেজায় বেশী ঘুম – নিত্য। সং ; স্ত্রী।

অতিনীল—গাঢ় নীলবর্ণ। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিনীলা।

অতিনৌ—নৌকা হইতে তীরে আগত। নৌকাকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অতিপক্ব—অত্যধিক পাকপ্রাপ্ত,খুব বেশী পাকা ; সুপক্ব ; অতিরঞ্জিত ; সুরঞ্জিত। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিপক্বা।

অতিপতন—অতিক্রম ; অকর্ত্তব্যে আস্থা, কর্ত্তব্যে অনাস্থা ; যাপন, ক্ষেপণ, কাটান ; হানি, ক্ষতি। অতি–পত+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অতিপত্তি—অনিষ্পত্তি। অতি–পদ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অতিপথ—উত্তম পথ। নিত্য। সং ; পু।

অতিপাত—অতিপতন (সকল অর্থে)। অতি–পত+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অতিপাতক—মহাপাপবিশেষ, (পুরুষের পক্ষে) মাতা, দুহিতা ও পুত্রবধূ অভিগমনরূপ পাপ, (স্ত্রীলোকের পক্ষে) পুত্র, পিতা ও শ্বশুর অভিগমনরূপ পাপ। নিত্য। সং ; ক্লী।

অতিপাতকী (–কিন্)—মহাপাপী, উৎকট-পাপাচারী ; অগম্যাগমনরূপ মহাপাপকারী। অতিপাতক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অতিপাতকিনী।

অতিপাতী (–পাতিন্)—অতিক্রমকারী। অতি–পত+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অতিপাতিনী।

অতিপেশল—সাতিশয় মৃদু ; অত্যন্ত কোমল, সুনম্র ; অতিশয় চতুর ; সুনিপুণ, সুদক্ষ ; অত্যন্ত সুন্দর। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–লা।

অতিপ্রকৃত—অতি যথার্থ, অতিশয় সত্য। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিপ্রকৃতা।

অতিপ্রবন্ধ—অতিসাতত্য। অতি–প্র–বন্ধ +অল্ ভা। সং ; পু।

অতিপ্রসক্তি—পুনরুক্তি, বাহুল্য, বাড়াবাড়ি ; সাতিশয় আসক্তি ; অলক্ষ্যে লক্ষ্য গমন। নিত্য। সং ; স্ত্রী। [পু।

অতিপ্রসঙ্গ—অতিপ্রসক্তি (সকল অর্থে)। সং ;

অতিপ্রাকৃত—অতিস্বাভাবিক, স্বভাবাতীত, অনৈসর্গিক (supernatural)। প্রাকৃতকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিপ্রাকৃতী।

অতিবড়—অতিশয় বৃহৎ ; অত্যধিক, খুব বেশী ; অত্যন্ত ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; উৎকৃষ্ট ; খুব কঠিন। দেশজ। বিণ।

অতিবল—অত্যন্ত বলশালী, প্রবল। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিবলা।

অতিবলা—১। প্রবলা। বহু ; অতিবল দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। পীতবলা, হলুদ রঙের ঘাড়িয়ালা ; একপ্রকার বিদ্যা [এই বিদ্যার প্রভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কার্য্যের বাধা ঘটে না। বিশ্বামিত্র ঋষি কৃশাশ্ব মুনির নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি রাক্ষসদিগের অত্যাচার দমনার্থে যে সময়ে রাম ও লক্ষ্মণকে আপনার আশ্রমে লইয়া যান, সেই সময়ে ভ্রাতৃদ্বয়কে এই বিদ্যা প্রদান করিয়া তাড়কা রাক্ষসীর বনমধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন]। সং ; স্ত্রী।

অতিবাড়—অতিরিক্ত বৃদ্ধি ; অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ; অধিক অহঙ্কার। দেশজ। সং।

অতিভক্তি—প্রয়োজনাতিরিক্ত বা অনুচিত অধিক ভক্তি। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

অতিভার—অত্যন্ত ভার, অতি গুরুত্ব। অতিশয়িত ভার, নিত্য। সং ; পু।

অতিভারগ—খেসর, অশ্বতর। অতিভার–গম (যাওয়া)+ড ক। সং ; পু।

অতিভারাক্রান্ত—অত্যধিক ভারে প্রপীড়িত ; গুরুদায়িত্বগ্রস্ত। অতি ভার দ্বারা আক্রান্ত (৩তৎ), বা ভার দ্বারা আক্রান্ত=ভারাক্রান্ত (৩তৎ), অতি (অতিশয়িত) ভারাক্রান্ত (নিত্য)। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–ক্রান্তা।

অতিভী—বজ্রজ্বালা, বিদ্যুৎচমক। অতি–ভী +ক্বিপ্ অপা। সং ; পু।

অতিভূমি—আধিক্য ; কুলাতিক্রম। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

অতিভৃত—১। অতি মাত্রায় পোষিত, অধিক আদরের সহিত পালিত। অতি–ভৃ+ক্ত র্ম। ২। অতি মাত্রায় ভোজন করিয়াছে এরূপ। অতি–ভু+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অতিভোক্তা (–ভোক্তৃ)—অপরিমিত ভোজনকর্ত্তা, অত্যধিক খাদক, যে খুব বেশী খায়। নিত্য। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী, –ভোক্ত্রী।

অতিভোজন—গুরুতর ভোজন, অপরিমিত আহার। প্রাদি বা নিত্য। সং ; ক্লী।

অতিমঙ্গল্য—১। সাতিশয় মঙ্গলজনক। নিত্য। বিণ ; ত্রি। ২। বিল্ববৃক্ষ। সং ; পু।

অতিমর্ত্ত্য—মানবাতীত, অতিমানুষ, অমানুষিক ; লোকাতীত, অলৌকিক। মর্ত্ত্যকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–মর্ত্ত্যা।

অতিমর্য্যাদ—সীমাতীত ; অপরিসীম, অশেষ ; অত্যধিক, অতিরিক্ত। মর্য্যাদাকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিমর্য্যাদা।

অতিমাত্র—অত্যধিক, অতিশয়, অত্যন্ত। অতি (অতিশয়িতা) মাত্রা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অতিমাত্রা।

অতিমাত্রা—১। অতিমাত্র দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। অপরিমিত মাত্রা, অত্যধিক পরিমাণ। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

অতিমান—১। অনুচিত অতিরিক্ত অভিমান। নিত্য। সং ; পু। ২। পরিমাণাধিক।

মানকে অতিক্রান্ত, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিমানা।

অতিমানুষ—অমানুষিক, অলৌকিক, লোকাতীত। মানুষকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিমানুষী।

অতিমানুষ-শক্তি—অলৌকিক ক্ষমতা, অমানুষিক তেজঃ। কর্মধা। সং; স্ত্রী।

অতিমায়—মায়াতীত; মায়া কাটাইয়াছে এরূপ; মোক্ষপ্রাপ্ত, অবিদ্যামুক্ত। মায়াকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অতিমিত—১। অনার্দ্র, ভিজা নয়, শুষ্ক; অস্থির, চঞ্চল। ন তিমিত নঞ্‌তৎ। ২। অত্যধিক রূপে পরিমিত; অপরিমিত বা অপরিমেয়; অতিরিক্ত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

অতিমুক্ত—১। নির্বাণমুক্তিপ্রাপ্ত; নিঃসঙ্গ; বন্ধ্য। অত্যুৎকৃষ্ট মুক্ত, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিমুক্তা। ২। মাধবীলতার গাছ; তিনিশ বৃক্ষ। সং; পু।

অতিরক্ত—অত্যন্ত লোহিতবর্ণ; অতিশয় অনুরাগভাজন। অতিশয়িত রক্ত (লালবর্ণ বা অনুরক্ত), নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ক্তা।

অতিরথ—এক শ্রেণীর যোদ্ধা, যে বীর অসংখ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। রথকে (অর্থাৎ রথারোহীদিগকে) অতিক্রান্ত, ২তৎ। সং; পু।

অতিরম্য—সাতিশয় রমণীয়, পরম মনোরম, মহামনোজ্ঞ। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অতিরসা—রাস্না, লতাফটকী, শতমূলী। বহু। সং; স্ত্রী।

অতিরাত্র—এক রাত্রি সাধ্য যাগবিশেষ; চাক্ষুষ মনুর পুত্র। ২তৎ। সং; পু।

অতিরিক্ত—শ্রেষ্ঠ; ভিন্ন; অধিক; উন্নত। অতি—রিচ (শূন্য করা) + ক্ত ক; অথবা রিক্তকে (শূন্যকে) অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিরিক্তা।

অতিরেক—আধিক্য; প্রাধান্য; ভিন্নতা। অতি—রিচ (শূন্য করা) + ঘঞ্‌ ভা। সং; পু।

অতিরেকী (—রেকিন্)—অতিক্রমকারী; অতিরিক্ত, অত্যধিক; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। অতিরেক + ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —রেকিণী।

অতিরোগ—ক্ষয়রোগ। অতি (অত্যুৎকট) রোগ, নিত্য। সং; পু।

অতিরোমশ—১। অতিশয় রোমযুক্ত। অতি (অতিশয়িত) রোমশ, নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। বানর; বন-ছাগল। সং; পু।

অতিলঙ্ঘন—অতিক্রম। অতি—লন্‌ঘ + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অতিবক্তা (—বক্তৃ)—অত্যধিক বাক্যকথনশীল, অতিরিক্ত বাচাল। নিত্য। বিণ; পু। স্ত্রী অতিবক্ত্রী।

অতিবয়াঃ (—বয়স্)—বৃদ্ধ। অতিশয়িত হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অতিবর্তন—অতিবাহন, অতিপাত; লঙ্ঘন; অতিক্রম। অতি—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অতিবর্তনীয়—অতিবাহনীয়; লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমণীয়। অতি—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি + অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিবর্তনীয়া।

অতিবর্তিত—অতিবাহিত; লঙ্ঘিত; অতিক্রান্ত। অতি—বর্ত্তি + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

অতিবর্তী (—বর্ত্তিন্)—অতিবাহনকারী; অতিক্রমকারী। অতি—বৃত (থাকা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অতিবর্তিনী।

অতিবাত—প্রবল বাত্যা, ঝঞ্ঝা, ঝড়। নিত্য। সং; পু।

অতিবাদ—অত্যধিক বাক্যকথন, বাচালতা; অত্যুক্তি; অতি কঠোর নিন্দোক্তি, অপ্রিয় বাক্য। নিত্য। সং; পু।

অতিবাদী (—বাদিন্)—অত্যধিক বাক্যকথনশীল; বাচাল; অত্যুক্তিকারী; পরুষভাষী। অতি—বদ (বলা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অতিবাদিনী।

অতিবাহন—যাপন, কাটান। অতি—ণিজন্ত বহ বা বাহি + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অতিবাহিত—যাপিত। অতি—ণিজন্ত বহ বা বাহি + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

অতিবিকট—১। অতি ভয়ানক। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিবিকটা। ২। দুষ্ট হস্তী। সং; পু।

অতিবিশাল—অত্যন্ত বৃহৎ, অতিশয় প্রকাণ্ড, খুব বড়। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —লা।

অতিবিষ—বিষাতীত; বিষপ্রতিষেধক; বিষক্রিয়ার নিবারক। বিষকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিবিষা।

অতিবিষা—১। অতিবিষ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। একপ্রকার বিষাক্ত গাছ, আতৈষ বা আতৈচ। সং; স্ত্রী।

অতিবিষাণ—মহিষ। অতি (অতিরিক্ত) বিষাণ (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। সং; পু।

অতিবৃত্ত—উদ্বৃত্ত; অতিক্রান্ত। অতি—বৃত (থাকা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ত্তা।

অতিবৃদ্ধ—অত্যন্ত বর্ষীয়ান্, খুব বুড়া; অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, খুব বাড়িয়াছে এরূপ। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিবৃদ্ধা।

অতিবৃদ্ধি—অতিরিক্ত বৃদ্ধি, খুব বেশী বাড় বা বাড়া; সমৃদ্ধি; অত্যন্ত উন্নতি। নিত্য। সং; স্ত্রী।

অতিবৃষ্টি—প্রয়োজনাতিরিক্ত বা ক্ষতিকর অধিক বর্ষণ। অতিশয়িতা বৃষ্টি, নিত্য। সং; স্ত্রী।

অতিবেল—অধিক; অসীম; মর্য্যাদাতিক্রান্ত। বেলাকে (সীমাকে) অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিবেলা।

অতিব্যগ্র—অতিশয় আগ্রহান্বিত; অত্যন্ত ব্যাকুল মহাব্যস্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অতিব্যথা—তীব্র বেদনা। নিত্য। সং; স্ত্রী।

অতিব্যয়—অতিরিক্ত ব্যয়, অথবা অধিক খরচ। নিত্য। সং; পু।

অতিব্যয়ী (—ব্যয়িন্)—অত্যধিক ব্যয়শীল, অথবা অধিক খরচকারী, অমিতব্যয়ী। অতিব্যয় + ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অতিব্যয়িনী।

অতিব্যস্ত—অতিশয় ব্যগ্র, অত্যন্ত অধীর। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিব্যস্তা।

অতিব্যাপ্তি—অধিক ব্যাপন; অলক্ষ্যে লক্ষ্য গমন। [ইংরাজজাতিকে সুশিক্ষিত বলিতে অভিলাষ করিয়া যদি বলা হয়, "পশ্চিমদেশীয়েরা সুশিক্ষিত।" তাহা হইলে ইহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে কেননা পশ্চিমদেশে অশিক্ষিত বহু জাতিও আছে]। অতি (অতিশয়) ব্যাপ্তি, নিত্য। সং; স্ত্রী।

অতিশক্তি—১। অতিশয় সামর্থ্য। নিত্য। সং; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত-শক্তি-সম্পন্ন, অতিশয়িত শক্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অতিশক্তিতা—মহাবল; অত্যন্ত সামর্থ্য; পরাক্রম, বিক্রম। অতিশক্তি + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অতিশক্তিভাক্ (—ভাজ্)—সাতিশয় সামর্থ্যবিশিষ্ট; মহাবল; পরাক্রান্ত, বিক্রান্ত। অতিশক্তি—ভজ + ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অতিশয়—১। অত্যন্ত, অতিরিক্ত, অধিক; অতি—শী + অল্ ক। বিণ; ত্রি। ২। আধিক্য। অতি—শী + অল্ ভা। সং; পু।

অতিশয়িত—অধিক, অতিরিক্ত। অতি—শী + ক্ত ক; অথবা, অতিশয় শব্দ + ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিশয়িতা।

অতিশয়ী (—শয়িন্)—অতিশয়িত, অত্যধিক, অতিরিক্ত; বর্দ্ধিত। অতিশয় + ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অতিশয়িনী।

অতিশয়োক্তি—কাব্যালঙ্কারবিশেষ। উপমেয়ের একবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করার নাম অতিশয়োক্তি। যথা—প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে। এখানে প্রসূন অর্থাৎ পুষ্পরূপ লক্ষ্মণকে বাঁচাও, এই অর্থ প্রকাশার্থে লক্ষ্মণের উল্লেখ না করিয়া উপমান পুষ্পকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে [Hyperbole]। অলঙ্কার দেখ। অতিশয় যে উক্তি, কর্মধা; বা, অতিশয় হইয়াছে উক্তি যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

অতিশায়ন—আতিশয্য, আধিক্য; প্রকর্ষ। অতি–শায়ি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অতিশায়ী (–শায়িন্)—অধিক হয় এরূপ; অতিক্রমকারী। অতি–শী+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অতিশায়িনী।

অতিশোভন—অতিশয় শোভাযুক্ত; শ্রেষ্ঠ; অতিসুন্দর। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–শোভনা।

অতিশ্রম—অতিরিক্ত পরিশ্রম, খুব বেশী খাটুনি; ক্লান্তি। নিত্য। সং; পু।

অতিশ্রান্ত—অত্যধিক শ্রমক্লিষ্ট বা পরিশ্রান্ত, খুব ক্লান্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –শ্রান্তা।

অতিশ্রান্তি—অত্যধিক শ্রম বা আয়াস; অত্যন্ত ক্লান্তি। নিত্য। সং; স্ত্রী।

অতিষ্ঠ—কোন স্থানে থাকিতে অসমর্থ; অস্থির। দেশজ; বিণ।

অতিসংহিত—বঞ্চিত, প্রতারিত; প্রচারিত, প্রকাশিত। অতি–সম্–ধা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতিসংহিতা।

অতিসন্ধান—প্রবঞ্চনা। অতি–সম্–ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অতিসর্গ—উৎসর্গ; ত্যাগ, বিসর্জ্জন। অতি–সৃজ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অতিসর্জ্জন—দান, উৎসর্গ; ত্যাগ, বিসর্জ্জন; বধ। অতি–সৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অতিসার, অতীসার—উদরাময়, পেটের অসুখ, পেট নামান [Diarrhœa, Cholera]। অতি–সৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অতিসারক—সাতিশয় রেচক, অত্যন্ত ভেদজনক। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–সারিকা।

অতিসারকী (–কিন্)—অতিসার রোগযুক্ত, উদরাময় রোগী। অতিসার শব্দ+কিন্। বিণ; পু। স্ত্রী অতিসারকিণী।

অতিসারী (–সারিন্)—১। অতিসাররোগগ্রস্ত, অতিসারকী। অতিসার+ইন্ আছে অর্থে। ২। অতিসারক, সাতিশয় রেচক, অত্যন্ত ভেদজনক। উপ; অতি–সারি+ণিন্ ক। ৩। অত্যন্ত সারবান্। নিত্য। বিণ; পু। স্ত্রী অতিসারিণী।

অতিসৃষ্ট—সৃষ্ট, ত্যক্ত; দত্ত; নিযুক্ত। অতি–সৃজ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অতিসৌরভ—১। অতিশয় গন্ধযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। ২। আম্রবৃক্ষ। সং; পু।

অতিহসিত, অতিহাস্য—অতিশয় হাস্য, অশ্বচীৎকারের ন্যায় হাসি। কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

অতিহুঁ—অতীব, অতিশয়। ব্রজবুলি।

অতীক্ষ্ণ—অপ্রখর; ধারাল বা ঝাঁজাল নয়; অতীব্র; অকটু। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অতীচ্ছ—অত্যন্ত ইচ্ছুক, একান্ত অভিলাষী; ব্যগ্র, ব্যাকুল। অতি ইচ্ছা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতীচ্ছা

অতীত—১। গত, অতিক্রান্ত, ভূত; মৃত। অতি–ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতীতা। ২। ভূত কাল। সং; ক্লী।

অতীতবেত্তা (–বেতৃ)—অতীতবেদী (সকল অর্থে)। অতীতের বেত্তা, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অতীতবেত্রী।

অতীতবেদী (–বেদিন্)—ভূতদর্শী; প্রাচীন; অভিজ্ঞ, বৃদ্ধ; ইতিহাস-বেত্তা। অতীত (ভূত)–বিদ (জানা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অতীতবেদিনী।

অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়াতীত, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর; অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ। ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতীন্দ্রিয়া।

অতীব—নিরতিশয়, অত্যন্ত। অতি+ইব অব ধারণার্থে। ব্য।

অতীসার—অতিসার দেখ।

অতুঙ্গ—অনুচ্চ, অনুন্নত; নিম্ন; খর্ব্বাকার। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতুঙ্গা।

অতুর—কাতর; পীড়িত; অনুপায়। আতুর শব্দের অপভ্রংশ।

অতুল—১। তুলনারহিত, অনুপম; অপরিমেয়। ন (নাই) তুলা (তুলনা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতুলা। ২। তিলগাছ। সং; পু।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—ইনি কলিকাতা নিমুলিয়া নিবাসী স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পুত্র। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ দখল। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, শ্রীপাদঈশ্বরপুরী, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, বৃহৎ ভাগবতামৃত প্রভৃতি অনেকগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থের সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া ইনি সাধারণের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইনি একদিকে যেমন সুলেখক, অন্য দিকে তেমনই সুবক্তা।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—ইনি অনেকগুলি গীতিনাট্য, নাটক ও সঙ্গীত রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার "নন্দবিদায়" নাটক এক সময়ে এমারেল্ড থিয়েটারে খুব প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এমারেল্ড, ক্লাসিক, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য অতুলকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ৭ই অক্টোবর (বাং ১৩১৮ সালের ২১শে আশ্বিন) ইনি কালগ্রাসে পতিত হন।

অতুলন—তুলনারহিত, অনুপম। ন (নাই) তুলনা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–না।

অতুলনীয়—যাহার তুলনা দেওয়া যায় না এরূপ, অতুল, তুলনারহিত, অনুপম। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতুলনীয়া।

অতুলিত—যাহা তৌল করা হয় নাই এরূপ, অমিত; তুলনারহিত, অন্য কিছুর সহিত যাহার তুলনা দেওয়া যায় না এরূপ, অনুপম। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

অতুল্য—অসমান, অসদৃশ; তুলনারহিত। ন তুল্য, নঞ্তৎ, অথবা ন (নাই) তুল্য (সমান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতুল্যা।

অতুষ্ট—অপ্রীত; অতৃপ্ত; অসন্তুষ্ট; বিরক্ত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতুষ্টা।

অতুষ্টি—অপ্রীতি, অতৃপ্তি; অসন্তোষ। নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অতুষ্টিকর—অতৃপ্তিজনক, অপ্রীতিদায়ক; অসন্তোষজনক। অতুষ্টির কর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতুষ্টিকরী।

অতৃপ্ত—তৃপ্ত হয় নাই এরূপ, অতুষ্ট; যাহার আশা মিটে নাই এরূপ। ন তৃপ্ত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অতৃপ্তা।

অতৃপ্তি—অপরিতোষ, তৃপ্ত না হওয়া; অনভিলাষ। ন তৃপ্তি, নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অতেজঃ (–জস্)—ছায়া। ন তেজঃ, নঞ্তৎ; অথবা তেজের অভাব, অব্যয়ীভাব। সং; ক্লী।

অতেজস্বী (–স্বিন্)—প্রভাশূন্য, নিষ্প্রভ; অনুজ্জ্বল; তেজোহীন, নিস্তেজ; সাহসহীন, ভীরু; ক্ষীণ, দুর্ব্বল। নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অতেজস্বিনী।

অতেব—অতএব পদের অপভ্রংশ।

অতৈল—তিলোৎপন্ন স্নেহদ্রব্যসদৃশ দ্রব্য, সর্ষপাদির রস। "অতৈলং সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।" অর্থাৎ সর্ষপতৈল ও ফুলল তেল অতৈল। যে যে বিষয়ে তৈল সেবন নিষিদ্ধ, তাহাতে সর্ষপ তৈল বা ফুলল তৈল ব্যবহার করিতে পারা যায়। ন তৈল, নঞ্তৎ। সং; ক্লী।

অৎক—১। পথবাহী, পান্থ। বিণ; ত্রি। ২। পথিক; দেহাবয়ব। অৎ (গমন করা)+ক। সং; পু।

অত্তা (অত্তৃ)—ভোজনকর্ত্তা, ভোক্তা। অদ ধাতু+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অত্ত্রী।

অত্তা—(নাট্যোক্তিতে) মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী; শ্বশ্রূ। সং; স্ত্রী।

অত্তি, অত্তিকা—(নাট্যোক্তিতে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সং; স্ত্রী।

অত্থু—অতীব, অতিশয়, খুব। প্রা, ক।

অত্যতি—অতীব, অত্যন্ত, যার পর নাই। অতি হইতেও অতি, ৫তৎ। ব্য; বিণ।

অত্যধিক—অতিরিক্ত অধিক, খুব বেশী, যত বেশী হওয়া আবশ্যক বা উচিত নয়। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যধিকা।

অত্যন্ত—নিরতিশয়, খুব বাড়াবাড়ি, অতিরিক্ত অধিক, যতটা হওয়া বা করা উচিত নয়। অন্তকে অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যন্তা।

অত্যন্তগামী (-গামিন্)—অতিশীঘ্র গমনকারী, অতি দ্রুতগামী; সাতিশয় ভ্রমণশীল। অত্যন্ত-গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যন্তগামিনী।

অত্যন্তসংযোগ—ব্যাপ্তি। কর্ম্মধা। সং; পু।

অত্যন্তসুকুমার—১। সাতিশয় মৃদু বা নম্র; নিতান্ত অল্পবয়স্ক, অতি শিশু; খুব কচি। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। ২। কঙ্গুনি, কাঙ্গনিধান। সং; পু।

অত্যন্তাভাব—সম্যক্ অভাব। কর্ম্মধা। সং; পু।

অত্যন্তিক—অত্যন্তগামী, অতিশয় ভ্রমণশীল। অত্যন্ত+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যন্তিকী।

অত্যন্তিম—অতি চরম। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অত্যন্তীন—অত্যন্তগামী; অধিক। অত্যন্ত+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যন্তীনা।

অত্যম্ল—১। খুব বেশী টক। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যম্লা। ২। তিন্তিড়ী, তেঁতুল। সং; ক্লী।

অত্যম্লপর্ণী—আমরুল শাক। অত্যম্ল পর্ণ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অত্যম্লা—১। অত্যম্ল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। টাবালেবু। সং; স্ত্রী।

অত্যয়—বিনাশ, অভাব; মৃত্যু; অপচয়; অতিক্রম; দোষ; দণ্ড; কৃচ্ছ্র; দুঃখ। অতি-ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

অত্যয়িত—মৃত; অতীত; অতিক্রান্ত। অত্যয়+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-তা।

অত্যর্থ—অত্যধিক, বিস্তর। ২তৎ। সং; ক্লী।

অত্যল্প—অতিশয় অল্প, যৎকিঞ্চিৎ। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যল্পা।

অত্যশন—অতি ভোজন, অতিরিক্ত আহার। নিত্য। সং; ক্লী।

অত্যসম—অত্যন্ত অসমান; নিতান্ত অমসৃণ, নেহাৎ আবড়োখাবড়ো; অত্যন্ত বিসদৃশ, নিতান্ত ভিন্ন। অতি (অতিশয়িত) অসম, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যসমা।

অত্যহিত—অতি অমঙ্গল। নিত্য। সং; ক্লী।

অত্যাকার—তিরস্কার; ধিক্কার। অতি-আ-কৃ+ঘঞ্ ভাবে। সং; পু।

অত্যাচার—অসদাচরণ, অভদ্র-আচরণ; অন্যায়াচরণ, উপদ্রব, উৎপীড়ন, দৌরাত্ম্য। অতি-আ-চর+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অত্যাচারপরায়ণ—অন্যায়াচরণশীল, সর্ব্বদা উপদ্রবকারী। অত্যাচার হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যাচারপরায়ণা।

অত্যাচারী (-চারিন্)—অত্যাচারকারী, উৎপীড়ক। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; পু। স্ত্রী অত্যাচারিণী।

অত্যাজ্য—পরিত্যাগের অযোগ্য, যাহা পরিত্যাগ করা যায় না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যাজ্যা।

অত্যাধান—উপশ্লেষ। অতি-আ-ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অত্যায়ত—অতি বিস্তৃত। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যায়তা।

অত্যারূঢ়—১। অতিশয় বৃদ্ধি। অতি-আ-রুহ+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। প্রবৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ...+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -রূঢ়া।

অত্যারূঢ়ি—অতিবৃদ্ধি; সাতিশয় উন্নতি। অতি-আ-রুহ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অত্যাল—রক্তচিত্রক, রাঙচিতা গাছ। অতি-আ-অল+অন্ ক। সং; পু।

অত্যাবশ্যক—অতি প্রয়োজনীয়, অতিশয় দরকারী। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -শ্যকা।

অত্যাশা—অতিরিক্ত আশা, অনুচিত প্রত্যাশা। নিত্য। সং; স্ত্রী।

অত্যাশ্চর্য্য—অতিশয় বিস্ময়জনক, অত্যদ্ভুত। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যাশ্চর্য্যা।

অত্যাসক্ত—অত্যন্ত অনুরক্ত, নিতান্ত লিপ্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যাসক্তা।

অত্যাহার—অতিরিক্ত আহার, অত্যশন, অতিভোজন; অপরিমিত ভোজন। নিত্য। সং; পু।

অত্যাহারী (-হারিন্)—অতিভোজনকারী, অতিরিক্ত আহারকর্ত্তা; উদরসর্ব্বস্ব পেটুক, উদরসর্ব্বস্ব। নিত্য। বিণ; পু। স্ত্রী অত্যাহারিণী।

অত্যাহিত—অদ্ভুত, অমঙ্গল; মহাভয়। অতি-আ-ধা+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অত্যুক্তি—অধিক উক্তি, বাড়াইয়া বলা, অতিরিক্ত বর্ণনা; অতিরোপিত কথন; অসম্ভব উক্তি; অলঙ্কার বিশেষ, এই অলঙ্কারে আশ্চর্য্য শৌর্য্য ও ঔদার্য্য প্রভৃতির বর্ণন থাকে। যেমন হে রাজেন্দ্র, আপনি দাতা হইলে যাচকেরা কল্পবৃক্ষ হয়। অতি (অতিরিক্ত) যে উক্তি, নিত্য। সং; স্ত্রী।

অত্যুগ্র—অতিশয় উৎকট, অত্যন্ত প্রখর। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যুগ্রা।

অত্যুজ্জ্বল—অতিশয় দীপ্যমান। অতিশয়িত উজ্জ্বল, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যুজ্জ্বলা।

অত্যুৎকট—অতিশয় উগ্র। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যুৎকটা।

অত্যুৎকৃষ্ট—অত্যুত্তম, খুব ভাল। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যুৎকৃষ্টা।

অত্যুত্তম—অত্যুৎকৃষ্ট, খুব ভাল, সর্ব্বসেরা। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যুত্তমা।

অত্যুষ্ণ—অত্যন্ত গরম, অতিশয় উত্তপ্ত। অতিশয়িত উষ্ণ, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্যুষ্ণা।

অত্যূহ—১। অতিশয় বিতর্ক। অতিশয়িত ঊহ (তর্ক), নিত্য। ২। ডাক পাখী। অতি-ঊহ+অন্ ক। সং; পু।

অত্র—এইস্থানে, এখানে। এতদ্ শব্দ+ত্র সপ্তমী স্থানে। অব্যয়।

অত্রত্য—এতদ্দেশীয়, এই দেশের, এই স্থানের, এই স্থানসম্বন্ধীয়; এই স্থানে জাত। অত্র (এই স্থানে)+ত্যপ্ ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্রত্যা।

অত্রপ—ত্রপাশূন্য, লজ্জাহীন; নির্লজ্জ, বেহায়া। ন (নাই) ত্রপা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্রপা।

অত্রভবান্—সম্মানার্হ, মান্য, পূজ্য। বিণ; পু। স্ত্রী অত্রভবতী।

অত্রস্ত—অভীত; অব্যগ্র। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্রস্তা।

অত্রস্থ—এই স্থানে স্থিত; এখানকার। অলুক্ ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্রস্থা।

অত্রি—ঋষিবিশেষ। ন (নাই) ত্রি (সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ) যাহার, বহু। সং; পু। অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং সপ্তর্ষির অন্যতম। ইনি দক্ষকন্যা অনসূয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র—দত্ত, সোম ও দুর্ব্বাসা। ইঁহার নেত্রজল হইতে চন্দ্রের উদ্ভব। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র ইঁহার আশ্রমে অতিথি [illegible] হইয়াছিলেন।

[illegible] ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [illegible] সং; পু।

অত্রিদৃগ্জ—চন্দ্র। অত্রিদৃশ্-জন+ড ক।

অত্রিদৃশ্—অত্রিদৃক্ দেখ।

অত্রিনেত্র—অত্রি ঋষির চক্ষু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অত্রিনেত্রজ—চন্দ্র। অত্রিনেত্র-জন+ড ক। [illegible] পু।

অত্রিনেত্রভূ—চন্দ্র। অত্রিনেত্র-ভূ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

অত্বর—ত্বরাহীন, যে তাড়াতাড়ি করে না; [illegible] ধীর; অচপল, মন্থর। ন (নাই) ত্বরা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অত্বরা।

অথ, অথো—অনন্তর; প্রশ্ন; দুঃখ; [illegible] আরম্ভ; মঙ্গল; সংশয়; অধিকার; সাকল্য; বিকল্প; সমুচ্চয়; প্রকরণ। [illegible] ক। অ।

অথচ—তাহার সঙ্গে [illegible] বা [illegible], অপরপক্ষে, [illegible]। দেশজ। [illegible]।

অথচ—আরও; [illegible]। অ।

অথর্ব্ব (অথর্ব্বন্)—চারি বেদের চতুর্থ বেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে নিঃসৃত। ভাগবতকার বলেন, অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মার পূর্ব্ব-মুখ হইতে বিনিঃসৃত। বিষ্ণুপুরাণে জানিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে এক বেদ ছিল; পরে ব্রহ্মার আদেশে ব্যাসদেব

তাহা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পৈলকে ঋক্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তকে অথর্ব্ব-বেদ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করেন। কাহারও কাহারও মতে অথর্ব্ব বেদ মধ্যে গণ্য নহে। মহামতি মনু ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোষেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, অথর্ব্ব চতুর্থ বেদ, এবং পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম বেদ। উইলসন সাহেবের মতে অথর্ব্ব বেদ নহে, বেদের ক্রোড়পত্রমাত্র। অথ শব্দ (মঙ্গল) —ঋ (গমন করা)+বনিপ্ ক। সং; ক্লী।

অথর্ব্বণ—শিব, মহাদেব। সং; পু।

অথর্ব্বণি—অথর্ব্ববেদজ্ঞ। অথর্ব্বন্+ঞি জ্ঞাতার্থে। বিণ; ত্রি।

অথর্ব্বন্—অথর্ব্ব ও অথর্ব্বা দেখ।

অথর্ব্ববিৎ—অথর্ব্ববেদজ্ঞ। অথর্ব্বন্—বিদ (জানা) +ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

অথর্ব্বা (অথর্ব্বন্)—১। বেদের ব্রাহ্মণভাগ। ২। জনৈক ঋষির নাম। ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে সকল বিদ্যার মূলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন। অথর্ব্বা আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার নিকট প্রকাশ করেন। অঙ্গিরা আবার সত্য-বাহের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। সত্যবাহ আবার সেই বিদ্যা অঙ্গিরসকে প্রদান করেন। কথিত আছে যে, অথর্ব্বা প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করেন, এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যদিগের যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। ইনি কর্দ্দম প্রজাপতির শান্তিনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত দধীচি মুনি ইঁহার পুত্র। বঙ্গভাষায় ইনি অথর্ব্ব নামে পরিচিত।

অথর্ব্ববেদে অথর্ব্বা ও বরুণ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান বর্ণিত আছে। বরুণ অথর্ব্বাকে একটী নিত্যবৎসা পয়স্বিনী দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বরুণ আবার সেই ধেনু পুন-র্গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইলে অথর্ব্বা বরুণকে বলিয়াছিলেন,—'আমরা উভয়ে বন্ধু এবং এক বংশে জন্মিয়াছি।' এই অংশ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অথর্ব্বা ও বশিষ্ঠ একই ব্যক্তি, এবং বরুণ ও বিশ্বামিত্র অভিন্ন। [কবিপ্রয়োগ।

অথল—তলবিহীন, অতলস্পর্শ, অথই। প্রাচীন

অথবা—পক্ষান্তরে। ব্য।

অথাই—সংজ্ঞাহীন। ব্রজবুলি।

অথান্তর—প্রয়াস; আয়াস, কষ্ট; অসুবিধা; সঙ্কট, মুস্কিল। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ; সং। ইহারই অপভ্রংশে গ্রাম্য আতান্তর শব্দ।

অথিক—হয়। ব্রজবুলি।

অথির—অস্থির শব্দের অপভ্রংশ। কবিপ্রয়োগ।

অথো—অথ দেখ।

অদক্ষিণ—১। প্রতিকূল, বাম; অকর্ম্মণ্য; অনুদার; কুটিল। নঞ্‌তৎ। ২। দক্ষিণা-শূন্য। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদক্ষিণা।

অদণ্ড—১। দণ্ডাভাব, শাস্তিহীনতা, অশাসন। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। দণ্ডরহিত, শাস্তি-শূন্য; শাসনহীন; অদণ্ডিত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদণ্ডা।

অদণ্ডনীয়—দণ্ডের অযোগ্য, যাহার দণ্ড হওয়া অনুচিত এরূপ, অদণ্ড্য। নঞ্‌তৎ; অথবা, ন (অ)—দণ্ড+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অদণ্ডিত—যাহাকে বা যাহার শাস্তি দেওয়া হয় নাই; অশাসিত; অদমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি; স্ত্রী অদণ্ডিতা।

অদণ্ড্য—অদণ্ডনীয়, যে দণ্ডযোগ্য নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদণ্ড্যা।

অদত্ত—অনর্পিত, যাহা দান করা হয় নাই; ন্যায়বিগর্হিতভাবে দত্ত বা অর্পিত। নঞ্‌-তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদত্তা। অদত্ত ষোড়শ প্রকার; যথা—

(১) ভয়হেতু বন্দিগ্রাহাদিকে যাহা দেওয়া হয়।

(২) ক্রোধহেতু বৈরনির্যাতনের জন্য অন্যকে যাহা দেওয়া হয়।

(৩) পুত্রবিয়োগাদিজন্য শোকাবিষ্ট হইয়া যাহা দান করে।

(৪) কার্য্যের প্রতিবন্ধনিবারণার্থ উৎকোচরূপে যাহা দেওয়া হয়, অর্থাৎ ঘুষ।

(৫) পরিহাস করিয়া যাহা দেওয়া হয়।

(৬) একে আপন জিনিষ অন্যকে দান করি-তেছে, অন্যও তাহাকে দান করিতেছে, ইহাকে দানব্যত্যাস কহে। দানব্যত্যাসে যাহা দেওয়া হয়।

(৭) ছল করিয়া দান অর্থাৎ শত দান অভিসন্ধি করিয়া সহস্র বলিয়া যে দান করা হয়।

(৮) বালক অর্থাৎ ষোড়শন্যূনবর্ষবয়স্ক কর্ত্তৃক যে দান।

(৯) মূঢ় অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ কর্ত্তৃক যে দান।

(১০) অস্বতন্ত্র অর্থাৎ পুত্রদাসাদি কর্ত্তৃক যে দান।

(১১) আর্ত্ত অর্থাৎ রোগাভিভূত ব্যক্তি যাহা দান করে।

(১২) মত্ত অর্থাৎ সুরা প্রভৃতি সেবনে জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তি যাহা দান করে।

(১৩) উন্মত্ত অর্থাৎ বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি যাহা দান করে।

(১৪) এ আমার এই কর্ম্ম করিবে, এই প্রতি-লাভেচ্ছায় যাহা দান করা হয়।

(১৫) যে চতুর্ব্বেদ জানে না সে বলিল, আমি চতুর্ব্বেদ জানি, ইহা শুনিয়া তাহাকে যে দান করা হয়।

(১৬) আমি যজ্ঞ করিব এই কথা বলিয়া ধন পাইলে যে দ্যূতক্রীড়াদিতে ঐ ধন ব্যয় করে, তাহাকে যে দান করা হয়।

এই ষোড়শপ্রকার দত্ত অদত্ত বলিয়া কথিত হয়।

"গৃহ্লাত্যদত্তং যো লোভাদ্ যশ্চাদেয়ং প্রযচ্ছতি।
অদেয়দায়কো দণ্ড্যস্তথাঽদত্তপ্রতীচ্ছকঃ॥"
ইতি নারদঃ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি লোভবশে অদত্ত গ্রহণ করে, এবং যে অদেয় দান করে, তাহাদের মধ্যে অদেয়দায়কও দণ্ডনীয় এবং অদত্ত-গ্রাহকও দণ্ডার্হ।

অদত্তা—অনর্পিতা; যে কন্যার (বিবাহার্থ) সম্প্রদান হয় নাই, অনূঢ়া, অবিবাহিতা। ন দত্তা, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অদন—১। ভক্ষণ। অদ (ভক্ষণ করা)+ অনট্ ভা। ২। ভক্ষ্যদ্রব্য। অদ+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

অদনীয়—ভক্ষণীয়, আহার্য্য। অদ ধাতু+ অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদনীয়া।

অদন্ত, অদন্তক—দন্তহীন, যাহার দন্ত উঠে নাই বা পড়িয়া গিয়াছে এরূপ। ন (নাই) দন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদন্তা, অদন্তকা।

অদন্তী (অদন্তিন্)—দন্তহীন (প্রাণী)। ন দন্তী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু।

অদভুত—বিচিত্র, আশ্চর্য্য। অদ্ভুত শব্দের অপ-ভ্রংশ। প্রা, ক। [নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অদভ্র—অনল্প, বহু, প্রচুর, বিস্তর, অধিক।

অদমনীয়, অদম্য—দমনের অসাধ্য, দমন করিতে পারা যায় না এরূপ; দুর্দ্দান্ত; অজেয়, দুর্জ্জয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অদয়—দয়াহীন, নির্দ্দয়, নিষ্করুণ, নিষ্ঠুর। ন (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদয়া। [গ্রাম্য। বিণ।

অদরকারী—অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক।

অদর্শন—১। দর্শনাভাব; বিনাশ। দর্শনের অভাব, অব্যয়ী। সং; ক্লী। ২। দর্শনহীন; দৃষ্টির বহির্ভূত; অতীন্দ্রিয়। ন (নাই) দর্শন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদর্শনা।

অদল—১। দলহীন, পত্রশূন্য। ন (নাই) দল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদলা। ২। হিজ্জল বৃক্ষ। সং; পুং।

অদলবদল—আদান-প্রদান, বিনিময় (inter-change)। দেশজ। সং।

অদলা—১। দলহীনা। বহু। অদল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ঘৃতকুমারী। সং; স্ত্রী।

অদস্—উনি, উহা, ঐ, অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ্য। সর্ব্ব। বিণ; ত্রি।

অদহনীয়—দহনের অযোগ্য, অদাহ্য। ন (অ) —দহ+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।
অদাতা (অদাতৃ)—দানের প্রবৃত্তিহীন, ধনাদি থাকিতেও দান করিতে কাতর, কৃপণ। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলেন যে, "অদাতা বংশদোষেণ" অর্থাৎ বংশদোষে অদাতা হয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অদাত্রী।
অদান—দানাভাব, অনর্পণ, ধনাদির অবিতরণ; অন্যায় দান। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।
অদান্ত—অদমিত, অশাসিত, অনির্জ্জিত; দুর্দ্দান্ত, অদম্য; তপঃক্লেশাসহিষ্ণু। ন দান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অদাহ্য—অদহনীয়; অদহনশীল; শাস্ত্রানুসারে অগ্নিসংস্কারের অযোগ্য। ন দাহ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদাহ্যা।
অদিতি—১। দেবমাতা, দক্ষরাজকন্যা ও কশ্যপ মুনির পত্নী। ইঁহার গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্য্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, বরদমনু ও পর্জ্জন্য এই দ্বাদশ দেবতার জন্ম হয়; এই হেতু ইনি দেবমাতা বলিয়া কথিতা। সমুদ্রমন্থনে যে কুণ্ডল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্র ইঁহাকেই প্রদান করেন। পারিজাত লইয়া বিষ্ণু ও ইন্দ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অদিতি তথায় উপস্থিত হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন। বামন অবতারের সময় বিষ্ণু ইঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২। পৃথিবী। ন (অ)—দো (ছেদন করা)+ক্তি র্ম, যাহাকে ছেদন করিতে পারা যায় না। সং; স্ত্রী। [সং; পু।
অদিতিজ—দেবতা। অদিতি—জন+ড ক।
অদিতিনন্দন—দেবতা। ৬তৎ। সং; পু।
অদিন—অশুভদিন; অপ্রশস্ত দিবস; অশুভকাল; দুরবস্থার সময়, সঙ্কটকাল, অসময়; দুর্গতি, দুরবস্থা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।
অদীক্ষিত—যাহার দীক্ষা হয় নাই; অগৃহীতমন্ত্র, যে মন্ত্র লয় নাই; অনুপদিষ্ট; অসংস্কৃত; নিয়ম বা সঙ্কল্পপূর্ব্বক কর্ম্মে অপ্রবৃত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
অদীন—ধনী; অকাতর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদীনা।
অদীনসত্ত্ব—মহাপ্রাণ, মহাশয়; বদান্য; ধর্ম্মশীল। অদীন সত্ত্ব (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদীনসত্ত্বা।
অদীর্ঘ—দীর্ঘ নহে এরূপ, লম্বা নয়; খর্ব্ব; স্বল্প। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদীর্ঘা।
অদীর্ঘদর্শিতা—অদূরদর্শিতা, অপরিণামদর্শিতা। অদীর্ঘদর্শিন্+তা। সং; স্ত্রী।
অদীর্ঘদর্শী (—দর্শিন্)—অদূরদর্শী, অপরিণামদর্শী। উপ; অদীর্ঘ—দৃশ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অদীর্ঘদর্শিনী।
অদূর—১। নিকটবর্ত্তী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। নিকট, নিকটবর্ত্তিস্থান। সং; ক্লী।
অদূরদর্শিতা—অপরিণামদর্শিতা। অদূরদর্শিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
অদূরদর্শী (—দর্শিন্)—অপরিণামদর্শী, যে পরিণাম বিবেচনা করে না এরূপ। অদূর—দৃশ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অদূরদর্শিনী।
অদূরবর্ত্তিতা—নিকটবর্ত্তিতা, সামীপ্য। অদূরবর্ত্তিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
অদূরবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—অদূরস্থ, নিকটবর্ত্তী। উপ; অদূর—বৃত+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অদূরবর্ত্তিনী।
অদূরস্থ—অনতিদূরে স্থিত; নিকটবর্ত্তী। অদূরে থাকে যে, উপ; অদূর—স্থা+অ, ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদূরস্থা।
অদৃক্ (অদৃশ্)—চক্ষুহীন; অন্ধ। ন (নাই) দৃক্ (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; পু।
অদৃশ্য—দৃষ্টির বহির্ভূত, চক্ষুর অগোচর, দর্শনপথ হইতে অন্তর্হিত; অজ্ঞেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদৃশ্যা।
অদৃশ্যন্তী—বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তি মুনির ভার্য্যা, এবং পরাশরের মাতা। সং; স্ত্রী।
অদৃষ্ট—১। ভাগ্য, নিয়তি। [ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম (পাপ ও পুণ্য) ভেদে অদৃষ্ট দ্বিবিধ, জন্মান্তরীণ সংস্কার। "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।" অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত কর্ম্মকেই দৈব বা অদৃষ্ট কহে। পুরুষকার দ্বারা সামান্য অদৃষ্টের প্রতিরোধ হয়, কিন্তু প্রবল অদৃষ্টের নিরোধ হয় না। ভোগ দ্বারা অদৃষ্টের নাশ হয়, আর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে অদৃষ্টের ধ্বংস হয়]। সং; ক্লী। ২। অবীক্ষিত, অনবলোকিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদৃষ্টা।
অদৃষ্টক্রমে—ভাগ্যবশতঃ, কপালক্রমে। অদৃষ্টের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
অদৃষ্টচক্র—চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল ভাগ্য। অদৃষ্ট চক্রের ন্যায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
অদৃষ্টচর, অদৃষ্টপূর্ব্ব—পূর্ব্বে অনবলোকিত, যাহা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই এরূপ। অদৃষ্ট+চরট্ ভূতপূর্ব্ব অর্থে—অদৃষ্টচর; পূর্ব্বে (পূর্ব্বকাল ব্যাপিয়া) অদৃষ্ট—অদৃষ্টপূর্ব্ব, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চরী, —পূর্ব্বা।
অদৃষ্টপরীক্ষা—ভাগ্যপরীক্ষা, ভাগ্যে শুভ বা অশুভ আছে, তাহা পরখ করিয়া দেখা। অদৃষ্টের পরীক্ষা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
অদৃষ্টপুরুষ—ভাগ্যনিয়ামক দেবতা, ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা পুরুষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
অদৃষ্টপূর্ব্ব—অদৃষ্টচর দেখ।
অদৃষ্টবাদ—ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এইরূপ উক্তি। ৬তৎ। সং; পু।
অদৃষ্টবাদী (—বাদিন্)—অদৃষ্টে বিশ্বাসকারী, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এইরূপ বিশ্বাসী। উপ; অদৃষ্ট—বদ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অদৃষ্টবাদিনী।
অদৃষ্টবান্ (—বৎ)—শুভাদৃষ্টযুক্ত, ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী। অদৃষ্ট+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অদৃষ্টবতী।
অদৃষ্টাকাশ—ভাগ্য-গগন, ভাগ্যরূপ আকাশ। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।
অদৃষ্টায়ত্ত—ভাগ্যাধীন, দৈববশ। অদৃষ্টের আয়ত্ত (অধীন), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদৃষ্টায়ত্তা।
অদৃষ্টি—১। বিরক্তিসূচক দৃষ্টি, রোষপূর্ণ দৃষ্টি। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। ২। দৃষ্টিহীন। ন (নাই) দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অদেখা—অদৃষ্ট, অলক্ষিত; অদৃষ্টিগোচর, দৃষ্টিপথের বহির্ভূত। দেশজ। বিণ।
অদেয়—দিবার অযোগ্য; যাহা দেওয়া যায় না বা দেওয়া উচিত নয় এরূপ, অনর্পণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদেয়া।
অদেবমাতৃক—দেবমাতৃকভিন্ন, নদীমাতৃক, অবৃষ্টি প্লাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কা।
অদোষ—১। দোষশূন্য, নির্দ্দোষ। ন (নাই) দোষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদোষা। ২। গুণ। ন দোষ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।
অদ্দা—সূত। সং; পু। [ক। বা।
অদ্ধা—সত্য, যথার্থ, প্রকৃত। অৎ—ধা+ক্বিপ্
অদ্ভুত—১। বিস্ময়, আশ্চর্য্য। অৎ—ভূ+ডুতচ্ অধি। সং; ক্লী। ২। বিস্ময়জনক; আকস্মিক। অদ্ভুত+অ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদ্ভুতা। ৩। (কাব্যে) রসবিশেষ। সং; পু।
অদ্ভুতকর্ম্মা (—কর্ম্মন্)—আশ্চর্য্যজনক কার্য্যকারী। অদ্ভুত হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।
অদ্ভুতরস—কাব্যরস দেখ।
অদ্ভুত রামায়ণ—ইহা ২৭ সর্গে বিভক্ত, এবং ইহাতে সংপ্রবদ্ধ রাবণ বধের বর্ণনা আছে। ইহা বাল্মীকির রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সং; ক্লী।
অদ্ভুতসার—খদিরসার। অদ্ভুত হইয়াছে সার (স্থিরাংশ) যাহার, বহু। সং; পু।
অদ্ভুতস্বন—শিব, মহাদেব। অদ্ভুত হইয়াছে স্বন (শব্দ) যাহার, বহু। সং; পু।
অদ্মনি—অগ্নি। অদ+মনি ক। সং; পু।
অদ্মর—ভোজনপ্রিয়, পেটুক। অদ (ভোজন করা)+মর ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অদ্মরা।
অদ্য—আজি; এক্ষণে। অব।

অদ্যকার—বর্ত্তমান দিবসীয়, আজিকার, এই দিনের। অদ্য+কার ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

অদ্যতন—বর্ত্তমান দিবসীয় ; অদ্যকার, অতীত রাত্রির শেষ প্রহর হইতে আগামিনী রাত্রির প্রথম প্রহর পরিমিত কাল। অদ্য শব্দ+তন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্যতনী।

অদ্যপ্রভৃতি, অদ্যাবধি—অদ্য হইতে, আজি অবধি। অদ্য (বর্ত্তমান কাল) হইয়াছে প্রভৃতি, অবধি (প্রথম সীমা) যাহার বা যাহাতে, বহু। [এখানে অদ্য এই সপ্তম্যন্ত পদ প্রথমান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে, ইহা প্রাচীনদিগের সম্মত বলিয়া নির্দ্দোষ। ইহা ক্রিয়াবিশেষণরূপেই প্রায়শঃ প্রযুক্ত হয়, কখন কখন অন্যরূপও হয়]। ব্য।

অদ্যশ্বীন—যাহা আজি কালি হইবে এরূপ। অদ্য (আজি)+শ্বস্ (কালি)+ঈন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্যশ্বীনা।

অদ্যশ্বীনা—১। শীঘ্র হইবে বা ঘটিবে এরূপ, আসন্না ; আসন্নপ্রসবা। অদ্যশ্বীন দেখ। অদ্যশ্বীন+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আসন্নপ্রসবা গবী। সং ; স্ত্রী।

অদ্যাপি—আজিও, আজি পর্য্যন্ত, এখনও, এখন পর্য্যন্ত। অদ্য+অপি। ব্য।

অদ্যাবধি—অদ্যপ্রভৃতি দেখ।

অদ্রব—অগলনশীল, যাহা গলে না এরূপ। ন দ্রব, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্রবা।

অদ্রব্য—১। মন্দ দ্রব্য, খারাপ বস্তু। নঞ্তৎ। সং ; ক্লী। ২। বস্তুহীন। ন (নাই) দ্রব্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্রব্যা।

অদ্রি—পর্ব্বত ; সূর্য্য ; বৃক্ষ ; পরিমাণবিশেষ। ন—দ্রম (গতি)+ডি ক, যে গমন করে না ; অথবা ন—দ্রা (পলায়ন ও নিদ্রা)+ ড়ি ক, যে পলায়ন করে না, বা নিদ্রা যায় না, অথবা অদ (ভোজন)+ক্বিপ্ শ্ম= অদ্ (যাহা ভোগ্য) ; অদ্—রা (দান করা) +ডি ক, যে ভোগ্য পদার্থ দান করে। সং ; পু।

অদ্রিকর্ণী—অপরাজিতা লতা। অদ্রির ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অদ্রিকীলা—পৃথিবী। অদ্রি (পর্ব্বত) কীল (শঙ্কু) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

অদ্রিজ—১। শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্য ; গিরিমাটী। সং ; ক্লী। ২। পর্ব্বতজাত ; পার্ব্বত্য। উপ ; অদ্রি শব্দ (পর্ব্বত)—জন (জন্মা) +ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্রিজা।

অদ্রিজা—১। শৈলজা, পর্ব্বতজাতা। অদ্রিজ দেখ। অদ্রিজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পার্ব্বতী, হর-পত্নী ; সৈংহলী বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

অদ্রিতনয়া—পার্ব্বতী, দুর্গা। অদ্রির (হিমালয়ের) তনয়া, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

অদ্রিনন্দিনী—পার্ব্বতী, দুর্গা। ৬তৎ। সং ;

অদ্রিভিৎ (—ভিদ্)—গোত্রভিৎ, ইন্দ্র। উপ ; অদ্রি—ভিদ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু। পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পূর্ব্বে পর্ব্বতসকলের পক্ষ ছিল, তাহারা ইচ্ছামত উড়িয়া লোকালয়ে পতিত হইয়া বহুসংখ্যক প্রাণী সংহার করিত। ইহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন।

অদ্রিভূ—১। অদ্রিজ, পর্ব্বতজাত, পার্ব্বত্য। উপ ; অদ্রি—ভূ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। মূষকর্ণী, ইঁদুরকাণী। সং ; পু।

অদ্রিরাজ্—অদ্রিরাট্ দেখ।

অদ্রিরাজ—গিরিরাজ, হিমালয়। অদ্রির রাজা, ৬তৎ। সং ; পু। [হিমালয়ের ন্যায় উন্নত ও বিশাল পর্ব্বত পৃথিবীতে আর নাই, একারণ ইহাকে অদ্রিরাজ, গিরিরাজ প্রভৃতি বলে]।

অদ্রিরাট্ (—রাজ্)—গিরিরাজ, হিমালয়। উপ ; অদ্রি (পর্ব্বত)—রাজ (দীপ্তি পাওয়া) +ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

অদ্রিবহ্নি—পর্ব্বতানল, পাহাড়ের আগুন। ৬তৎ। সং ; পু।

অদ্রিশ—গিরিশ, মহাদেব। উপ, অদ্রি—শী (শয়ন করা)+ড ক। সং ; পু। [ক্লী।

অদ্রিশৃঙ্গ—গিরিচূড়া, পর্ব্বতশিখর। ৬তৎ। সং ;

অদ্রিসার—১। গিরিসার, লৌহ। ৬তৎ। সং ; পু। ২। লৌহবৎ কঠিন। অদ্রির ন্যায় সার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্রিসারা।

অদ্রীশ—১। হিমালয় পর্ব্বত। অদ্রির ঈশ, ৬তৎ। ২। শিব। অদ্রিস্থিত ঈশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অদ্রোহ—১। দ্রোহাভাব, দ্বেষহীনতা, ঈর্ষ্যাশূন্যতা ; অবিরোধ ; নিরীহতা ; শান্তি ; নঞ্তৎ। সং ; পু। ২। দ্রোহশূন্য, দ্বেষহীন, নিরীহ, অবিরোধী ; শান্তিময়। ন (নাই) দ্রোহ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্রোহা।

অদ্রোহী (অদ্রোহিন্)—দ্রোহরহিত, দ্বেষহীন, ঈর্ষ্যাশূন্য ; অবিরোধী, শান্ত, শান্তিপ্রিয় ; নিরীহ, অনপকারী। নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অদ্রোহিণী।

অদ্বয়—১। দ্বয়হীন, যাহার দ্বিতীয় নাই এরূপ। ন (নাই) দ্বয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্বয়া। ২। ব্রহ্ম। সং ; ক্লী। ৩। বৌদ্ধ। সং ; পু।

অদ্বয়বাদ—অদ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ, একাধিক ঈশ্বর না মানা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অদ্বয়বাদী (—বাদিন্)—১। বৌদ্ধ। সং ; পু। ২। অদ্বৈতবাদী, যে দ্বিতীয় স্বীকার করে না, একেশ্বরবাদী, যে একের অধিক ঈশ্বর মানে না। [ইহাদের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্বরূপ। যেরূপ রজ্জু প্রকৃত সর্প না হইয়াও সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু এক ব্রহ্মের আদর্শস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা নাই]। উপ ; অদ্বয় শব্দ—বদ (বলা) +ণিন ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অদ্বয়বাদিনী।

অদ্বার—দ্বাররহিত। ন (নাই) দ্বার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্বারা।

অদ্বিতীয়—১। দ্বিতীয়রহিত, যাহার দ্বিতীয় বা সমান নাই এরূপ ; তুলনারহিত, অতুল। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্বিতীয়া। ২। ব্রহ্ম। সং ; ক্লী।

অদ্বৈত—১। দ্বৈতরহিত, দ্বিতীয়বর্জ্জিত, অভেদ। ন (নাই) দ্বৈত (দ্বিতীয়ত্ব) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অদ্বৈতা। ২। ব্রহ্ম। সং ; ক্লী।

৩। অদ্বৈত প্রভু নামে একজন পরম কৃষ্ণভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর। ইনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন, তবে তাঁহার অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কারণ কথিত আছে যে, তিনি বাল্যকালে সর্ব্বদাই বলিতেন যে, "নবদ্বীপে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন [অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ] আমি তাঁহার অনুচর হইব।" এ বিষয়ে ইঁহাকে জন্ দি ব্যাপ্টিষ্টের (John the Baptist) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে কলেবর পরিগ্রহ করেন। তৎকালে অদ্বৈত প্রভুর বয়ঃক্রম ২০ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্ম ১৩৮৭ শকে হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন, অদ্বৈত প্রভুও সেই সময়ে সংসারের মায়া কাটাইয়া তাঁহার অনুচর হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে ইনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং ইঁহার আটটী পুত্র জন্মিয়াছিল। আট জনের মধ্যে সাত জন যথেচ্ছাচারী ছিল, কেবল কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুত পিতার ন্যায় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, এজন্য অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। গৌরাঙ্গ দেব ও অদ্বৈত প্রভু যে সময়ে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে চারিদিক্ প্লাবিত করিয়া তুলিতেছিলেন, সেই সময়ে খড়দহের নিত্যানন্দ প্রভুও আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। প্রভুত্রয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের তিন জনের তিনটী দারুময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করেন। অদ্যাপি সেই সকল মূর্ত্তির যথানিয়মে সেবা হইয়া থাকে। শান্তিপুরের উড়ে গোস্বামী ভিন্ন

অন্য যাবতীয় গোস্বামীরা সকলেই প্রায় অদ্বৈত প্রভুর সন্তান। এই বংশে অনেক সুবিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর প্রতিষ্ঠিত একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে, তাঁহার নাম শ্রীশ্রীমদনগোপাল। বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতাচার্য্যকে শিবের অবতার বলিয়া থাকেন।

অদ্বৈতবাদ—এক ব্যতীত ঈশ্বর নাই এইরূপ উক্তি, একেশ্বরবাদ। কর্ম্মধা। সং; পু।

অদ্বৈতবাদী (—বাদিন্)—অদ্বয়বাদী দেখ। স্ত্রী অদ্বৈতবাদিনী।

অধঃ (অধস্)—নিম্নে, নীচে; পশ্চাৎ। ব্য।

অধঃকায়—নিম্নাঙ্গ, শরীরের নিম্নভাগ, চরণাদি। কর্ম্মধা। সং; পু।

অধঃকৃত—নিক্ষিপ্ত; পরাভূত। অধস্ শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা।

অধঃক্ষিপ্ত—অবক্ষিপ্ত, অধস্ত্যক্ত, নিম্নে নিক্ষিপ্ত, নীচে ফেলিয়া দেওয়া। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

অধঃখনন—নিম্নদেশে খাতকরণ, নীচে খোঁড়া। ৭তৎ। সং; ক্লী। [৭তৎ। সং; ক্লী।

অধঃপতন—নিম্নগতি, অধঃপাত, উচ্ছন্ন যাওয়া।

অধঃপতিত—নিম্নগতিপ্রাপ্ত, যে উচ্ছন্ন গিয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি; স্ত্রী অধঃপতিতা।

অধঃপাত—অধঃপতন; উচ্ছন্ন যাওয়া। ৭তৎ। সং; পু।

অধঃপাতিয়া, অধঃপেতে—যে অধঃপাতে বা উচ্ছন্ন গিয়াছে; অধঃপাতে যাইবার যোগ্য। দেশজ। বিণ।

অধঃশিরাঃ (—শিরস্)—যাহার মস্তক নিম্নদিকে এরূপ। অধঃ (নিম্নে) শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অধঃস্থ—নিম্নস্থ, নীচের দিকে স্থিত। অধস্—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। ['অধস্থ'ও হয়, কারণ যাহার পরে বর্গের ১ম বা ২য় বর্ণ থাকে এরূপ শ, ষ, স, পরে থাকিলে বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয়]। স্ত্রী,—স্থা।

অধঃস্থিত—অধঃস্থ, নিম্নস্থ, নিম্নে অবস্থিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। 'অধস্থিত' এইরূপও হইতে পারে, পূর্ব্বপদ দেখ। স্ত্রী,—স্থিতা।

অধন—১। ধনহীন, নির্ধন, দরিদ্র। ন (নাই) ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধনা। ২। ধনাভাব। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অধম—১। অপকৃষ্ট, নীচ, জঘন্য, তুচ্ছ; নিন্দিত। অধস্+ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধমা। ২। নায়কবিশেষ, ভয়, দয়া ও লজ্জাহীন এবং কামক্রীড়ায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারশূন্য নায়ক। সং; পু।

অধমর্ণ—ঋণী, ঋণ করিয়াছে এরূপ, দেনদার, খাতক, ধেরো। ঋণে অধম, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধমর্ণা।

অধমাঙ্গ—পদ, চরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অধমাধম—অধম হইতেও অধম, হীন হইতেও হীন, অতি হীন, অতি নিকৃষ্ট, নিতান্ত অপকৃষ্ট। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ধমা।

অধম্ম—অধর্ম্ম শব্দের অপভ্রংশ।

অধর—১। নিম্নোষ্ঠ, নীচের ঠোঁট; কখনও কখনও নীচের ও উপরের দুই ঠোঁটকেই বুঝায়। সং; পু। ২। অধম, নিম্ন, নীচ। নঞ্‌—ধৃ (ধরা)+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধরা।

অধরচুম্বন—অধরে চুম্বনদান, ঠোঁটে চুমো খাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অধরচুম্বিত—অধর দিয়া যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে অথবা অধরে যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে। ৩তৎ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

অধরতঃ (—তস্)—অধোদেশে, অধোভাগে নিম্নে, নীচে। অধর+তস্। ব্য।

অধরপল্লব—অধররূপ নবপত্র, অর্থাৎ নবোদ্গত পত্রবৎ কোমল অধর। অধর পল্লব প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

অধরপ্রান্ত—অধরের সীমা, ঠোঁটের শেষভাগ। ৬তৎ। সং; পু।

অধরমধু—১। বক্ত্রাসব, মুখে গৃহীত সুরা। অধর-স্পৃষ্ট মধু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। অধরামৃত, অধররস। অধরের মধু (মধুতুল্য উৎকৃষ্ট রস), ৬তৎ। সং; ক্লী।

অধর রস—অধরসুধা, অধরামৃত, অধরমধু। ৬তৎ। সং; পু।

অধরসুধা—অধরামৃত, অধররস। অধরের সুধা (সুধাতুল্য উৎকৃষ্ট রস), ৬তৎ। সং; স্ত্রী

অধরস্তাৎ, অধরস্মাৎ—অধোদিকে, নিম্নে, নীচে। অধর+স্তাৎ, স্মাৎ। ব্য।

অধরাৎ, অধরেণ—অধোদিকে, নিম্নে, নীচে। অধর (নিম্ন)+আৎ, এন। ব্য।

অধরামৃত—অধরসুধা; অধরমধু, অধররস। অধরের অমৃত, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অধরীকৃত—অধঃকৃত; পরাভূত। অধর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (—অধরী)—কৃ (করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধরীকৃতা।

অধরীণ—ধিক্কৃত, নিন্দিত; তিরস্কৃত। অধর +ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধরীণা।

অধরু—১। ধৈর্য্যহারা, অস্থির। অধীর শব্দের অপভ্রংশ। ২। অধরে। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অধরেণ—অধরাৎ দেখ।

অধরেদ্যুঃ (—দ্যুস্)—অন্য এক দিন; কোনও দিন; আগামী পরশ্ব। অধর+এদ্যুস্। ব্য।

অধর্ম্ম—১। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, পাপ, দুষ্কৃত; নঞ্‌তৎ। সং; পু। অথবা অব্যয়ী। সং; ক্লী। ২। পুণ্যহীন, পাপময়। ন (নাই) ধর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধর্ম্মা।

অধর্ম্মচারী (—চারিন্)—অধর্ম্মাচারী (সকল অর্থে)। অধর্ম্ম—চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অধর্ম্মচারিণী।

অধর্ম্মনিষ্ঠ—অধর্ম্ম-পরায়ণ, অধার্ম্মিক, পাপী। ন ধর্ম্মনিষ্ঠ, নঞ্‌তৎ; অথবা অধর্ম্মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধর্ম্মনিষ্ঠা।

অধর্ম্মপরায়ণ—অধার্ম্মিক, পাপাচারী, পাপী। ন ধর্ম্মপরায়ণ, নঞ্‌তৎ; অথবা অধর্ম্ম হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরায়ণা।

অধর্ম্মাক্রান্ত—অধর্ম্মগ্রস্ত, পাপগ্রস্ত, পাপী। অধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্রান্তা। [সং; ক্লী।

অধর্ম্মাচরণ—পাপাচরণ, দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান। ৬তৎ।

অধর্ম্মাচারী (—চারিন্)—পাপানুষ্ঠাতা, দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী। অধর্ম্ম—আ—চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অধর্ম্মাচারিণী।

অধর্ম্মাত্মা (—ত্মন্)—ধর্ম্মহীন মানসযুক্ত; অধর্ম্মপরায়ণ, অধার্ম্মিক, পাপী। ন ধর্ম্মাত্মা, নঞ্‌তৎ; অথবা অধর্ম্মে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অধর্ম্মিয়া, অধর্ম্মে—অধার্ম্মিক, অসাধু, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। অধর্ম্মী পদের অপভ্রংশ।

অধর্ম্মিষ্ঠ—অধর্ম্মনিষ্ঠ, অধর্ম্মপরায়ণ, অধার্ম্মিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পাপাচারী, পাপী। ন ধর্ম্মিষ্ঠ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধর্ম্মিষ্ঠা।

অধর্ম্মী (অধর্ম্মিন্)—অধর্ম্মাচারী, অধার্ম্মিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পাপাচারী; পুণ্যরহিত। অধর্ম্ম+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অধর্ম্মিণী।

অধর্ম্ম্য—অধর্ম্মযুক্ত, ধর্ম্মবিরুদ্ধ। অধর্ম্ম+য, যুক্তার্থে; অথবা, ন ধর্ম্ম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধর্ম্ম্যা।

অধর্ষণীয়—অধৃষ্য, অনভিভবনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধর্ষণীয়া।

অধশ্চর—১। অধোগামী। উপ; অধস্—চর (গমন করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধশ্চরী। ২। চোর। সং; পু।

অধশ্চোর—সিঁদেল চোর। অধোভেদক চৌর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অধস্—অধঃ দেখ।

অধস্তন—নিম্নগত, নিম্নস্থিত; নিম্নোৎপন্ন। অধস্+তন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধস্তনী।

অধস্তাৎ—নিম্নে, নীচের দিকে, পশ্চাৎ। অধস্ শব্দ+তাৎ। ব্য।

অধস্ত্বক্ (—ত্বচ্)—বহিশ্চর্ম্মের নিম্নস্থ চামড়ার পর্দ্দা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

অধস্থ—অধঃস্থ দেখ।

অধস্থিত—অধঃস্থিত দেখ।

অধার্ম্মিক—অধর্ম্মাচারী, পাপী, পাপিষ্ঠ। ন ধার্ম্মিক, নঞ্‌তৎ; অথবা, অধর্ম্ম+ষ্ণিক শীলাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধার্ম্মিকা, অধার্ম্মিকী।

অধি—১। আধিক্য; অধিকার; ঐশ্বর্য্য; উপরি; আধিপত্য; অধীনতা। ব্য, উপসর্গ। ২। আধি; মনঃপীড়া। সং; পু।

অধিক—১। অতিরিক্ত; অনেক; বেশী; উত্তম; বলবান্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিকা। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ, যেস্থলে আধার ও আধেয় এতদুভয়ের মধ্যে একের আধিক্য বর্ণিত হয়। [অলঙ্কার দেখ]। অধি—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

অধিকতম—সর্ব্বাধিক, সবচেয়ে বেশী। অধিক +তম উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি।

অধিকতর—অপেক্ষাকৃত অধিক। অধিক+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিকতরা।

অধিকন্তু—আরও, অপিচ, বাড়ার ভাগ। অধিকং+তু। ব্য।

অধিকরণ—১। (ব্যাকরণে) কারকবিশেষ, বাচ্যবিশেষ; স্থান; বিচারালয়; পাত্র; আধার; বিষয়াদি পঞ্চ অবয়বসম্পন্ন গ্রন্থ [বিষয়াদি পঞ্চ যথা—বিষয়, বিশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও নির্ণয়। বিচারযোগ্য বাক্যকে বিষয় কহে। ইহার এইরূপ অর্থ কি না এই প্রকার সংশয়কে বিশয় বলে। প্রকৃতার্থ বিরোধী তর্কের উপন্যাসকে পূর্ব্বপক্ষ কহে। সিদ্ধান্তের অনুকূল তর্কের উপন্যাসকে উত্তর কহে, এবং মহাবাক্যার্থ তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে নির্ণয় কহে]; মীমাংসাদর্শনের গ্রন্থবিশেষ। অধি—কৃ (করা) +অনট্ অধি। ২। আধিপত্য; দখল করা। অধি—কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিকরণিক—বিচারকর্ত্তা, প্রাড়্‌বিবাক্, বিচারপতি। অধিকরণ+ষ্ণিক। সং; পু।

অধিকর্দ্ধি—সমৃদ্ধিসম্পন্ন, অধিক ধনশালী; সর্ব্বতোভাবে সুখী। অধিকা ঋদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অধিকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—অধ্যক্ষতা, তত্ত্বাবধান, কর্ত্তৃত্ব। নিত্য। সং; ক্লী।

অধিকর্ম্মিক—হট্টাধ্যক্ষ, হাটের কর্ত্তা, বাজার দারোগা। অধিকর্ম্মন্+ষ্ণিক। সং; পু।

অধিকাংশ—১। বেশীর ভাগ। অধিক যে অংশ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। বেশীর ভাগ-যুক্ত; অনেক। অধিক অংশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অধিকাঙ্গ—১। অতিরিক্ত অঙ্গবিশিষ্ট। অধিক অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিকাঙ্গী। ২। অতিরিক্ত অঙ্গ; কটিবন্ধন। অধিক যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অধিকার, অধীকার—১। স্বামিত্ব, স্বত্ব; আধিপত্য; ক্ষমতা; সম্পর্ক; প্রবেশ, নিয়োগ; আরম্ভ; অনুষ্ঠান; স্বীকার; দখল; রাজাদের ছত্রচামরাদি ধারণ; ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ অনুবৃত্তি [ইহা তিন প্রকার, যথা—
"সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডূকপ্লুতিরেব চ।
গঙ্গাস্রোত ইতি খ্যাতঃ অধিকারাস্ত্রয়ো মতাঃ॥"
অর্থাৎ সিংহদৃষ্টি, মণ্ডূকপ্লুতি ও গঙ্গাস্রোতঃ এই তিন প্রকার অধিকার। মতান্তরে গোযূথ নামক আর একটী অধিকার আছে], প্রকরণ। অধি—কৃ+ঘঞ্ ভা। ২। পদ। অধি—কৃ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

অধিকারগত—আয়ত্ত, হস্তগত, স্বামিত্বের অন্তর্গত, দখলীকৃত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিকারগতা।

অধিকারচ্যুত, —ভ্রষ্ট—অধিকার হইতে স্খলিত, হস্তচ্যুত, দখলছাড়া; আয়ত্তের বহির্ভূত, অনায়ত্ত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

অধিকারী (—কারিন্)—যাহার অধিকার আছে, স্বামী, স্বত্ববান্; অধ্যক্ষ। অধিকার শব্দ+ ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী অধিকারিণী।

অধিকৃত—১। যাহা অধিকার করা হইয়াছে এরূপ; নিযুক্ত; আয়ত্ত। অধি—কৃ (করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। কার্য্যনির্ব্বাহক; অধ্যক্ষ; আয়ব্যয়াবেক্ষক; অধিকারী। অধি—কৃ+ক্ত ক। সং; পু।

অধিক্রম—আক্রমণ। অধি—ক্রম (গমন করা) +অল্ ভা। সং; পু।

অধিক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; তিরস্কৃত; নিন্দিত। অধি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিক্ষিপ্তা।

অধিক্ষেপ—নিক্ষেপ; প্রেরণ; তিরস্কার; নিন্দা। অধি—ক্ষিপ+অল্ ভা। সং; পু।

অধিগত—প্রাপ্ত, লব্ধ; স্বীকৃত; জ্ঞাত, অধীত, শিক্ষিত। অধি—গম (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিগতা।

অধিগম—প্রাপ্তি, লাভ; স্বীকার; জ্ঞান, শিক্ষা। অধি—গম+অল্ ভা। সং; পু।

অধিগম্য—প্রাপ্য, লভ্য; স্বীকার্য্য; জ্ঞেয়; শিক্ষণীয়। অধি—গম+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অধিজনন—১। জন্ম। অধি—জন+অনট্ ভা। ২। উৎপাদন, জন্মদান। অধি—ণিজন্ত জন (=জনি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিজিহ্ব—জিহ্বাব্রণ, জিভের ঘা। জিহ্বাকে অধিকার করিয়া, ২তৎ। সং; পু।

অধিজ্য—জ্যাযুক্ত (ধনুঃ), ছিলে পরাণ (ধনুক)। জ্যাকে অধিকৃত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অধিত্যকা—পর্ব্বতোপরি বিস্তৃত ভূমি (Table land)। [পর্ব্বতের আসন্ন ভূমি উপত্যকা, এবং ঊর্দ্ধভূমি অধিত্যকা। কিন্তু অমরকোষের টীকাকার বলেন যে, পর্ব্বত শব্দ উপলক্ষণ মাত্র, সন্নিহিত ঊর্দ্ধভূমি অধিত্যকা]। অধি (উপরি)+ত্যকন্ ভবার্থে +আপ্। সং; স্ত্রী।

অধিত্বক্ (—ত্বচ্)—বহিশ্চর্ম্ম, সব উপরের চামড়া। নিত্য। সং; স্ত্রী।

অধিদন্ত—অতিরিক্ত দশন, বাড়ার ভাগ দাঁত, 'গজদাঁত'। নিত্য। সং; পু।

অধিদেব—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; অন্তর্যামী পুরুষ। অধিষ্ঠাতা দেব, নিত্য। সং; পু।

অধিদেবতা—অধিদেব। সং; স্ত্রী।

অধিদৈবত—অধিদেব দেখ। সং; ক্লী। [সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী বিরাট্ পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাঁহাকে অধিদৈবত বলে]।

অধিনায়ক—নেতা; পরিচালক; প্রধান; অধ্যক্ষ। অধি—নী+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিনায়িকা।

অধিপ, অধিপতি—রাজা; প্রভু; অধিকারী, স্বামী। অধিপ=অধি—পা+ড ক। অধিপতি=অধি—পা+ডতি ক, অথবা পা+ ডতি=পতি, অধি (অধিক) পতি, নিত্য। সং; পু।

অধিপুরুষ—পরমেশ্বর; স্বায়ম্ভুব মনু। অধিষ্ঠাতা পুরুষ, নিত্য। সং; পু।

অধিভূ—প্রভু, স্বামী; রাজা; পরমপুরুষ। অধি—ভূ (হওয়া)+কিপ্ ক। সং; পু।

অধিভূত—যাহা বিনশ্বর দেহাদি পদার্থভূত সকলকে অধিকার করিয়া আছে, ভূতবিষয়ক; পরমপুরুষ। ভূতগণকে অধিকার করিয়া আছে, অব্যয়ী। সং; ক্লী।

অধিমাংস—অতিরিক্ত মাংস, মাংসাধিক্য; নেত্ররোগবিশেষ, অক্ষিগোলকের অর্ব্বুদ। নিত্য। সং; ক্লী।

অধিমাংসক—দন্তরোগবিশেষ। মাংসকে অধিকার করিয়া অধিমাংস, অব্যয়ী; অধিমাংস —কৃ (হিংসা করা)+ড ক। সং; পু।

অধিমাস—বৎসরের বর্দ্ধিত মাস, মলমাস। এই মাসে শুভকার্য্য সম্পন্ন করা বিধেয় নহে। অধিক মাস, নিত্য। সং; পু।

অধিযজ্ঞ—কৃষ্ণ, বিষ্ণু। যজ্ঞকে অধিকার করিয়া স্থিত, ২তৎ। সং; পু। [শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "আমি এই দেহযজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছি, এই নিমিত্ত আমি অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি]।

অধিরথ—১। অতিরথ; মহারথ। অধিকৃত রথ যৎকর্ত্তৃক, বহু [বহুব্রীহি সমাসে অব্যয়ের পরস্থিত কৃদন্ত পদের লোপ হয়, এই নিয়ম অনুসারে 'কৃত' অংশের লোপ]। সং; পু।
২। কর্ণের পালক পিতার নাম। কুন্তীদেবী আপনার কুমারী অবস্থায় পুত্র কর্ণকে ভাসাইয়া দিলে অধিরথ তাহাকে স্বীয় আলয়ে আনিয়া ভার্য্যা রাধার হস্তে তাহার লালনপালনের ভার অর্পণ করেন।

অধিরথ জাতিতে ক্ষত্রিয় হইলেও সারথির কার্য্য করিতেন বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে সূতবংশীয় বলিয়াই জানিত এবং কর্ণও তাঁহার পুত্ররূপে পরিচিত হওয়ায় জনসমাজে সূতপুত্র আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। অধিরথের পিতার নাম সত্যবর্ম্মা।

অধিরাজ—মহারাজ, সার্ব্বভৌম, সম্রাট্। অধি (অধিক) রাজা, নিত্য। সং; পু।

অধিরাজ্য—১। মহারাজত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব; সর্ব্বময় প্রভুত্ব। অধিরাজ+ষ্য ভাবার্থে। ২। সাম্রাজ্য। অধি (অধিক) যে রাজ্য, নিত্য। সং; ক্লী।

অধিরাট্ (−রাজ্)—অধিরাজ, মহারাজ, সার্ব্বভৌম, সম্রাট্। অধি−রাজ ধাতু+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

অধিরূঢ়—আরূঢ়; আক্রমণকারী; আক্রান্ত। অধি−রুহ+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অধিরোপণ—আরোহণ করান; শরাসনে শরযোজনা। অধি−ণিজন্ত রুহ (=রোপি) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিরোপিত—আরোপিত, কৃতারোহণ, যাহাকে চড়ান হইয়াছে এরূপ; উত্থাপিত; অধিষ্ঠিত। অধি−ণিজন্ত রুহ (=রোপি) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিরোপিতা।

অধিরোহণ—আরোহণ, উপরে উঠা, চড়া। অধি−রুহ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিরোহণী—আরোহণী, কাষ্ঠ বা ইষ্টকাদিনির্ম্মিত সোপান, সিঁড়ি বা মই। অধি−রুহ+অন ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অধিরোহিণী—১। আরোহিণী, আরোহণকারিণী। অধিরোহী দেখ। অধিরোহিন্ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অধিরোহণী, আরোহণী, সিঁড়ি বা মই। সং; স্ত্রী।

অধিরোহী (−রোহিন্)—আরোহী, আরোহণকারী। অধি−রুহ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অধিরোহিণী।

অধিলোক—মর্ত্তলোক, ভুবন, জগৎ, বিশ্ব। নিত্য। সং; পু। [অনট্ ণ। সং; ক্লী।

অধিবচন—নাম, সংজ্ঞা। অধি−বচ বা ব্রূ+

অধিবাস—১। নিবাস; বাসস্থান; ধন্না দিয়া থাকা। অধি−বস+ঘঞ্ ভা বা অধি। সং; পু। ২। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কার [গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারে নিম্নলিখিত ২২টী দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। যথা—মৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলিনির্ম্মিত দ্রব্য), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা (হরিদ্রা), শ্বেতসর্ষপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ ও প্রশস্তপাত্র (সর্ব্বদ্রব্যযুক্ত ডালা)]; কোন পূজার পূর্ব্বদিনে অথবা কোন শুভ কার্য্যের পূর্ব্বদিনে সম্পাদিত কার্য্য বিশেষ [পূজার পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল প্রথমে দেবদেবীর ললাটে পরে ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া প্রশস্ত পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক সেই পাত্র পূর্ব্বোক্তক্রমে বারত্রয় স্পর্শ করাইতে হয়, ইহাকে পূজার অধিবাস কহে]; বিবাহের পূর্ব্বদিন শেষ রাত্রিতে দধিমঙ্গলাদি সম্পাদন করা, অথবা বিবাহ যে দিবসের রাত্রিতে হইবে, সেই দিবসে বরপক্ষীয়েরা যে বস্ত্র গন্ধদ্রব্যাদি কন্যাপক্ষের নিকট প্রেরণ করে, তাহাই অধিবাস শব্দে কথিত হয়। অধি−বাস (উপসেবা)+অল ভা। ৩। পরিমল, সৌরভ। অধি−বস+ঘঞ্ অধি। ৪। স্থাপন। অধি−ণিজন্ত বস বা বাসি+ ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অধিবাসন—১। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারসাধন [অধিবাস দেখ]। অধি−বাস (উপসেবা)+অনট্ ভা। ২। সুরভীকরণ, সুবাসিত করণ। ৩। যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে দেবতা স্থাপন। অধি−ণিজন্ত বস (=বাসি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিবাসিত—১। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা কৃতসংস্কার [অধিবাস দেখ]। অধি−বাস+ ক্ত র্ম্ম। ২। সুরভিত, সুবাসিত, সুগন্ধীকৃত। ৩। স্থাপিত। অধি−ণিজন্ত বস (=বাসি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,−তা।

অধিবাসী (−বাসিন্)—বাসকারী ব্যক্তি, যে বাস করে, বাসিন্দে। অধি−বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অধিবাসিনী।

অধিবিদ্য—অতিশয় বিদ্যাবান্ বা পণ্ডিত। অধি (অধিক) বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিবিদ্যা।

অধিবিদ্যা—১। অতিবিদুষী, সাতিশয় পণ্ডিতা। বহু। অধিবিদ্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বিদ্যার্জ্জনের উপায় ও উদ্দেশ্য। সং; স্ত্রী।

অধিবিন্না—দ্বিতীয়বার বিবাহিত পুরুষের জীবিতা প্রথমা স্ত্রী, প্রথম বিবাহিতা যে পত্নী জীবিতা থাকিতে পতি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে; একাধিক বিবাহকারী স্বামীর প্রথম বিবাহিতা ভার্য্যা। অধি−বিদ+ক্ত র্ম্ম+আপ্। সং বা বিণ; স্ত্রী।

অধিবেত্তা (−বেত্তৃ)—প্রথমা স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় বিবাহকারী। অধি−বিদ+তৃন্ ক। বিণ বা সং; পু।

অধিবেদন—প্রথমা স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় পত্নী-গ্রহণ। অধি−বিদ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিবেশন—উপবেশন, বসা; বৈঠক; অধিষ্ঠান। অধি−বিশ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিশয়িত—শয়িত; অধিষ্ঠিত। অধি−শী+ ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিশয়িতা।

অধিশায়িত—অধিষ্ঠাপিত; সম্যক্ শায়িত। অধি−ণিজন্ত শী (=শায়ি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিশায়িতা।

অধিশ্রয়—অধিশ্রয়ণ (সকল অর্থে)। অধি−শ্রি+অল্ ভা। সং; পু।

অধিশ্রয়ণ—পাকার্থ চুল্লীর উপর স্থাপন, উননের উপর চড়ান; পাককরণ, রন্ধন; দূরবীক্ষণযন্ত্রের মুকুরের মধ্য দিয়া যাইয়া আলোকের কিরণরেখাসমূহ যে স্থানে মিলিত হয়, অধিশ্রয়ণ বিন্দু (Focus)। অধি−শ্রি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিশ্রয়ণী, অধিশ্রয়িণী—চুল্লী, উনন। অধিশ্রয়ণী=অধি−শ্রি+অনট্ অধি+ঈপ্। অধিশ্রয়িণী=অধিশ্রয়+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অধিশ্রিত—আশ্রিত; প্রাপ্ত; স্থাপিত। অধি−শ্রি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধিশ্রিতা।

অধিষ্ঠাতা (−ষ্ঠাতৃ)—অবস্থিতিকারী; অধ্যক্ষ। অধি−স্থা (থাকা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অধিষ্ঠাত্রী।

অধিষ্ঠাত্রী—অধিষ্ঠানকারিণী, স্থিতিকারিণী [যে দেবতা যে স্থানে অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থিতি করেন, তাঁহাকে সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলে]; আশ্রয়দাত্রী। অধিষ্ঠাতা দেখ। অধিষ্ঠাতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অধিষ্ঠান—১। সন্নিধান, স্থিতি; উপবেশন; উপস্থিতি; আশ্রয়; অধিকরণ। অধি−স্থা +অনট্ ভা। ২। প্রভাব; চক্র। অধি−স্থা+অনট্ ণ। ৩। নগর। অধি−স্থা+ অনট্ অধি। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

অধিষ্ঠানভূমি—আশ্রয়স্থান; উপবেশনস্থল। তত্‌।

অধিষ্ঠিত—অবস্থিত; উপস্থিত; আবির্ভূত। অধি−স্থা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,−তা।

অধীত—১। যাহা অধ্যয়ন করা হইয়াছে এরূপ, পঠিত। অধি−ই+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধীতা। ২। অধ্যয়ন। অধি−ই+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অধীতি—পঠন, অধ্যয়ন। অধি−ই+ক্তি ভা।

অধীতী (−তিন্)—১। অধ্যয়নকারী; কৃতাধ্যয়ন যাহার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। অধীত +ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। ২। যে অধ্যয়ন করিতেছে, ছাত্র (Student)। সং; পু। স্ত্রী অধীতিনী।

অধীন—আশ্রিত; আয়ত্ত, বশতাপন্ন, অনুগত। অধিকারী হইয়াছে ইন (প্রভু) যাহার, বহু; অথবা ইনকে (প্রভুকে) অধিশ্রিত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধীনা।

অধীনা নদী—উপনদী, তোয়দা নদী, উপকারিণী নদী, যে নদী পর্ব্বতাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্য নদীতে পতিত হইয়াছে; যেমন গঙ্গার অধীনা নদী বা উপনদী রামগঙ্গা,

কালী, ঈশা, যমুনা, গোমতী, ঘর্ঘরা, শোণ, গণ্ডকী ইত্যাদি। (Tributary river)।

অধীনতা—বশবর্ত্তিতা, আদেশানুবর্ত্তিতা, আনুগত্য, অন্যের বশে থাকা। অধীন শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অধীয়ৎ (−য়ৎ)—স্মরণকারী। অধি−ই+শতৃ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অধীয়তী।

অধীয়ান—অধ্যয়নকারী, ছাত্র। অধি−ই+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অধীয়ানা।

অধীর—ধৈর্য্যহীন, অসহিষ্ণু ; অস্থির, চঞ্চল ; কাতর ; ভীত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অধীরা।

অধীরচিত্ত—১। অস্থিরমনাঃ, চঞ্চলমতি, কাতরচিত্ত। অধীর হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অধীরচিত্তা। ২। অস্থির মন, ধৈর্য্যহীন হৃদয়, চঞ্চলা মতি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অধীরতা—চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ; ধৈর্য্যহীনতা, অসহিষ্ণুতা। অধীর+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অধীরা—১। অস্থিরা, চঞ্চলা ; ধৈর্য্যহীনা। ন ধীরা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। চপলা, বিদ্যুৎ ; নায়িকাবিশেষ। সং ; স্ত্রী। [অধীরা নায়িকা দুই প্রকার ;—মধ্যা-অধীরা ও প্রৌঢ়া-অধীরা। কঠোরভাষিণী এবং পরুষবাক্য দ্বারা কোপ প্রকাশকারিণী নায়িকা মধ্যা, এবং তর্জ্জন ও তাড়নাদি দ্বারা কোপ প্রকাশকারিণী নায়িকা প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়া অধীরা দুই প্রকার—জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা]।

অধীশ, অধীশ্বর—১। মহারাজ, রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্, সামন্ত রাজগণ যাঁহার নিকট সতত নত বা প্রণতভাবে স্থিত ; সামন্ত রাজা। অধি (অধিক) ঈশ বা ঈশ্বর, নিত্য ; অথবা অধি (অধিশ্রিত) হইয়াছে ঈশ বা ঈশ্বর (রাজগণ) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। প্রভু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অধীশা, অধীশ্বরী। [ত্রি।

অধুত, অধূত—অকম্পিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ;

অধুনা—বর্ত্তমান সময়ে, এক্ষণে ; সংপ্রতি, ইদানীং। ব্য।

অধুনাতন—ইদানীন্তন, বর্ত্তমানকালীন, যাহা সংপ্রতি হইয়াছে বা জন্মিয়াছে এরূপ। অধুনা শব্দ+ট্যন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অধুনাতনী।

অধূত—অধুত দেখ।

অধৃত—১। অকৃতধারণ, যাহা ধরা হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অধৃতা। ২। বিষ্ণু। সং ; পু।

অধৃতি—অধরণ, না ধরা ; শৈথিল্য ; অধৈর্য্য, অধীরতা ; অস্থিরতা ; অদার্ঢ্য, চাঞ্চল্য। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অধৃষ্ট—অপ্রগল্‌ভ, সলজ্জ, বিনীত। ন ধৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অধৃষ্টা।

অধৃষ্য—অপরাজেয়, অনভিভবনীয় ; দুর্দ্ধর্ষ, যাহার নিকট যাইতে ভয় হয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। ন (অ)−ধৃষ+ক্যপ্ কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অধৃষ্যতা—অনভিভবনীয়তা ; দুর্দ্ধর্ষত্ব। অধৃষ্য শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অধৃষ্যা—১। অধর্ষণীয়া, অনভিভবনীয়া। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

অধৈর্য্য—১। ধৈর্য্যহীন, অধীর ; অসহিষ্ণু ; অস্থির, চঞ্চল ; উতলা। ন (নাই) ধৈর্য্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অধৈর্য্যা। ২। অধীরতা, ধৈর্য্যহীনতা ; অসহিষ্ণুতা ; অস্থিরতা, চঞ্চলতা ; উদ্বেগ, অশান্তি। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অধোংশুক—কটিদেশে পরিধেয় বস্ত্র, ধুতি, শাড়ী, ঘাগরা প্রভৃতি। অধঃ (নিম্নভাগের) অংশুক (বস্ত্র), ৬তৎ ; অথবা অধঃ (অধোদেশে) ধৃত অংশুক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অধোক্ষজ—বিষ্ণু। অধঃ (নিম্ন) স্থিত যে অক্ষ (ইন্দ্রিয়), ইতি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাসে অধোক্ষ (পাদ), তদুত্তরে জন (জন্ম)+ড ক (যিনি কোন কল্পে মহাদেবের পাদদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন)। সং ; পু।

অধোগত—নিম্নগত, নীচে গিয়াছে এরূপ ; অবতীর্ণ, অবরুঢ় ; অধঃপতিত ; অপকৃষ্ট দশাপ্রাপ্ত, অবমানিত। অধঃ (নিম্ন) গত, ৭তৎ বা ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −গতা।

অধোগতি—নিম্নদিকে গতি ; অবতরণ, অবরোহণ ; অপকৃষ্ট দশাপ্রাপ্তি ; দুর্দ্দশা ; নরকগমন। অধঃ (নীচে) গতি, ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

অধোগমন—অধোগতি (সকল অর্থে)। অধঃ (নিম্নে) গমন, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অধোগামী (−গামিন্)—১। নিম্নগামী, নিম্নদিকে গমনশীল ; নামিয়া যাইতেছে এরূপ, অবতরণশীল ; মজ্জনশীল, বা মজ্জমান ; অপকৃষ্ট দশাপ্রাপ্তিশীল। অধস্−গম +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অধোগামিনী।

অধোঙ্গ—নিম্নাঙ্গ ; গুহ্যদেশ ; স্ত্রীযোনি। অধঃস্থিত যে অঙ্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অধোজিহ্বিকা—তালুমূলস্থিত ক্ষুদ্র জিহ্বা, আলজিভ্। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অধোদৃষ্টি—১। নিম্নদিকে দৃষ্টি ; যোগাভ্যাস সময়ে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে বদ্ধ দৃষ্টি। অধঃ দৃষ্টি, ৭তৎ ; অথবা অধঃস্থিতা দৃষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। নিম্নভাগে দর্শনকারী। অধঃ (নিম্নে) দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অধোভাগ—নিম্নভাগ, নিম্নাংশ ; তলদেশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অধোভুবন—পাতালদেশ। অধঃস্থিত ভুবন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অধোমর্ম্ম (−মর্ম্মন্)—গুহ্যদ্বার। অধঃস্থিত মর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। মর্ম্ম অর্থাৎ জীবনস্থানসমূহের মধ্যে গুহ্যদেশ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন বা রহস্য গোপনীয়)। সং ; ক্লী।

অধোমুখ, অধোবদন—১। নিম্নমুখ, অবনতানন ; যে লজ্জায় মুখ বা মাথা হেঁট করিয়া আছে এরূপ। অধঃ (নিম্নে) মুখ বা বদন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −মুখা, −মুখী, −বদনা, −বদনী। ২। নক্ষত্রগণবিশেষ। সং ; পু।

অধোমুখে, অধোবদনে—নতাননে, মুখ নত করিয়া বা নামাইয়া। অধঃ মুখ বা বদন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অধোলোক—অধোভুবন, পাতাল। অধঃ স্থিত লোক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অধোবদন—অধোমুখ দেখ।

অধোবদনে—অধোমুখে দেখ।

অধোবায়ু—অপান বায়ু, শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর মধ্যে যে বায়ু নিম্নদেশে বিচরণশীল। [প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটী শরীরস্থ বায়ু, হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুহ্যদেশে অপান বায়ু, নাভিদেশে সমান বায়ু, কণ্ঠদেশে উদান বায়ু, এবং সর্ব্বশরীরে বিচরণশীল ব্যান বায়ু। অপান বায়ু যখন গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়, তখন জপাদি কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে]। সং ; পু।

অধোবিন্দু—নভোমণ্ডলের যে বিন্দু ঠিক আমাদের পদতলের নিম্নে অবস্থিত (Nadir)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অধ্যক্ষ—১। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গোচর। অক্ষকে (ইন্দ্রিয়কে) অধিকার করিয়া আছে, অব্যয়ী। বিণ ; ত্রি। ২। প্রধান কর্ম্মকারক ; প্রভু, যাহার হস্তে কোনও কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার থাকে, তত্ত্বাবধায়ক। অধি−অক্ষ (সম্পন্ন করা)+অন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী অধ্যক্ষা।

অধ্যক্ষতা—প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব ; তত্ত্বাবধান। অধ্যক্ষ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।

অধ্যক্ষর—প্রণব, ওঁকার মন্ত্র। নিত্য। সং ;

অধ্যগ্নি—১। অগ্নিসমীপে। অগ্নির অধি (সমীপে) ব্য। ২। বিবাহকালে অগ্নিসমীপে কন্যাকে প্রদত্ত ধন। অব্যয়ী। সং ; ক্লী।

অধ্যণ্ডা—আলকুশী ; ভূমি আমলকী। সং ; স্ত্রী।

অধ্যধীন—১। দাস। নিত্য। সং ; পু। ২। সম্পূর্ণ অধীন। বিণ ; ত্রি।

অধ্যয়ন—পঠন, পড়া ; বেদপাঠ। অধি−ই +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অধ্যয়নশীল—পঠনশীল, পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত, পাঠরত। অধ্যয়ন শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্যয়নশীলা।

অধ্যর্দ্ধ—অর্দ্ধাধিক এক, সার্দ্ধ, দেড়। অধি (অধিক) অর্দ্ধ, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –র্দ্ধা।

অধ্যবসায়—অবিচলিত যত্ন, কার্য্যসাধনে দৃঢ়তা, কার্য্যসাধনে অবিচলিত উৎসাহ (Perseverance); নিশ্চয়। অধি–অব–সো (নষ্ট করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অধ্যবসায়শীল—অধ্যবসায়ী, অবিশ্রান্ত যত্নবান্। অধ্যবসায়ই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্যবসায়শীলা।

অধ্যবসায়ারূঢ়—কার্য্য সাধনে দৃঢ় যত্নবান্; অবিচলিত-প্রচেষ্টান্বিত। অধ্যবসায়কে আরূঢ়, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –রূঢ়া।

অধ্যবসায়ী (–সায়িন্)—অধ্যবসায়বিশিষ্ট, অবিশ্রান্ত যত্নশীল, যে সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন না করিয়া ছাড়িতে চায় না, কার্য্য-সম্পাদন-বিষয়ে দৃঢ়ব্রত। অধ্যবসায় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অধ্যবসায়িনী।

অধ্যশন—জীর্ণ না হইলেও ভোজন, অজীর্ণে ভোজন। অধি (অধিক) অশন (ভোজন), নিত্য। সং; ক্লী। [বি। স্ত্রী অধ্যশা।

অধ্যস্ত—আরোপিত। অধি–অস+ক্ত ক্ম। বিণ;

অধ্যাত্ম—আত্মবিষয়ক; পরমাত্মসম্পর্কীয়; চিত্তবিষয়ক; দেহবিষয়ক; ঐহিক; পরব্রহ্ম। আত্মাকে অধিকার করিয়া, অব্যয়ী। বা।

অধ্যাত্মতত্ত্ব—ঈশ্বরবিষয়ক সত্য, পরমেশ্বরবিষয়ক তত্ত্ব। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ (–বিদ্)—আত্মতত্ত্বে পারদর্শী। অধ্যাত্মতত্ত্ব–বিদ (জানা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অধ্যাত্ম রামায়ণ—"সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামক অধ্যায়ে দেখ।

অধ্যাত্মা (–ত্মন্)—আত্মা; জীবাত্মা; পরমাত্মা। নিত্য। সং; পু।

অধ্যাত্মিক—আধ্যাত্মিক দেখ। বিণ; ত্রি।

অধ্যাপক—শিক্ষক, শিক্ষাগুরু, আচার্য্য, শিক্ষাদাতা। অধি–ণিজন্ত ই (=আপি)+ণক ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী অধ্যাপিকা।

অধ্যাপন—অধ্যয়ন করান, শিক্ষাদান, পড়ান; বেদাদি শাস্ত্র পড়ান। অধি–ণিজন্ত ই (=আপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধ্যাপনা—অধ্যাপন, পড়ান। অধ্যাপন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অধ্যাপয়িতা (–য়িতৃ)—অধ্যাপক, শিক্ষক, গুরু। অধি–ণিজন্ত ই (=আপি)+তৃন্ ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী অধ্যাপয়িত্রী।

অধ্যাপিত—কৃতাধ্যাপন, পাঠিত, যাহাকে পড়ান হইয়াছে; শিক্ষিত। অধি–ণিজন্ত ই (=আপি)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

অধ্যায়—গ্রন্থের অংশবিশেষ। সর্গ, বর্গ, পর্ব্ব, পরিচ্ছেদ, স্কন্ধ, কাণ্ড, অঙ্ক, উল্লাস, উচ্ছ্বাস, স্তবক, পটল, প্রকরণ, আহ্নিক ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ঐ অংশ প্রকাশিত হয়। অধি–ই+ঘঞ্ কর্ম্ম। সং; পু।

অধ্যারূঢ়—আরোহণ করিয়াছে এতাদৃশ; অধিক। অধি–আ–রুহ (আরোহণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্যারূঢ়া।

অধ্যারোপ, অধ্যারোপণ—বিমোহ অর্থাৎ ভ্রান্তি, একে অন্য জ্ঞান। জ্ঞান ত্রিবিধ—নিশ্চয়, সংশয় ও ভ্রম। রজ্জুতে যে রজ্জুজ্ঞান, তাহা নিশ্চয়জ্ঞান, রজ্জুতে যে ইহা সর্প না কৃত্রিম অন্য কোনও পদার্থ ইত্যাদি জ্ঞান তাহার নাম সংশয়, এবং রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান, উহাই ভ্রমজ্ঞান। অতত্ত্বরূপ বস্তুকে তত্ত্বরূপ বস্তু কল্পনা; বস্তুতে অবস্তুর আরোপ, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি সকল জড়ের আরোপ, অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পারোপ। অধ্যারোপ=অধি–আ–ণিজন্ত রুহ (=রোপি)+অল্ ভা; সং; পু। অধ্যারোপণ=অধি–আ–ণিজন্ত রুহ (=রোপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধ্যাবাহনিক—বিবাহের পর পতিগৃহে গমনকালে পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত ধন। অধি–আ–ণিজন্ত বহ (=বাহি)+অনট্ ভা। অধ্যাবাহন, তদ্ভবে ঠিক। সং; ক্লী।

অধ্যাস—১। উপবেশন; অধিষ্ঠান। অধি–আস (উপবেশন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞান [যেমন পূর্ব্বে সর্প দেখা থাকাতে তাহার অবয়ব সম্বন্ধে মনে যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা দ্বারা পরে রজ্জু দেখিয়া রজ্জুকে সর্প বলিয়া জ্ঞান]। অধি–অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অধ্যাসন—অধিষ্ঠান, উপস্থিত; উপবেশন, বসা। অধি–আস+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধ্যাসিত—১। আরূঢ়। অধি–আস+ক্ত ক। ২। অধিষ্ঠাপিত, আরূঢ়; উপবেশিত। অধি–ণিজন্ত আস (=আসি)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্যাসিতা।

অধ্যাসীন—উপবিষ্ট। অধি–আস+শানচ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্যাসীনা।

অধ্যাহরণ—অধ্যাহার (সকল অর্থে)। অধি–আ–হৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধ্যাহার—অসম্পূর্ণ-বাক্য-পূরণার্থ পদান্তর যোজনা, অস্পষ্টার্থের পদান্তর যোজনা দ্বারা স্পষ্টীকরণ; আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক পদানুসন্ধান; ঊহ করা; তর্ক। অধি–আ–হৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অধ্যাহার্য্য—তর্ক্য; ঊহ্য; অনুমেয়। অধি–আ–হৃ+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –র্য্যা।

অধ্যাহৃত—তর্কিত, বিচারিত; অনুসংহিত; নিবেশিত, অনুপূরিত। অধি–আ–হৃ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্যাহৃতা।

অধ্যুষিত—যে স্থানে বা যে দিকে বাস করা যায় এমন; কৃতবাস; লোকের বসবাসযুক্ত; অধিষ্ঠিত; উপবিষ্ট। অধি–বস+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্যুষিতা।

অধ্যুষ্ট—খ্যাত, প্রসিদ্ধ। অধি–বস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্যুষ্টা। [কেহ কেহ বলেন যে, এই শব্দে "সার্দ্ধ ত্রি অর্থাৎ সাড়ে তিন" বুঝায়]।

অধ্যুষ্ট্র—উষ্ট্রবাহিত শকটাদি। উষ্ট্রকে অধি (অধিকৃত), ২তৎ। সং; পু।

অধ্যূঢ়—সমৃদ্ধ; বৃদ্ধিযুক্ত। অধি–বহ+ক্ত ক্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্যূঢ়া।

অধ্যূঢ়া—১। সমৃদ্ধা, বৃদ্ধিযুক্তা, সম্যক্ বর্দ্ধিতা; অধিবেদন দোষযুক্তা। অধ্যূঢ় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অধিবেদন-দোষযুক্তা স্ত্রী, স্ত্রী জীবিত থাকিতে যাহার স্বামী পুনরায় বিবাহ করে; অনেক বিবাহকারী পুরুষের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

অধ্যেতা (–তৃ)—অধ্যয়নকারী, শিষ্য, ছাত্র, অধ্যায়ী। অধি–ই+তৃন্ ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী অধ্যেত্রী।

অধ্যেষণ—সবিনয় জিজ্ঞাসা বা প্রবর্ত্তন; প্রার্থনা। অধি–ইষ (ইচ্ছা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধ্যেষণা—অধ্যেষণ (সকল অর্থে)। অধ্যেষণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

অধ্রুব—অনিশ্চিত; অস্থির; অনিত্য। ন ধ্রুব, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্রুবা।

অধ্ব (অধ্বন্)—১। পথ। অত (গমন করা)+ক্বনিপ্ অধি। ২। অবয়ব; উপায়। অত+বনিপ্। ৩। কাল, সময়। অত+বন্ ক। ৪। আক্রমণ। অত+বন্ ভা। সং; পু।

অধ্বগ—১। পথিক, পান্থ, পথগামী। অধ্বন্–গম+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্বগা। ২। উট; উষ্ট্র। সং; পু।

অধ্বগা—১। পথগামিনী। অধ্বগ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীপথিক; (নিরন্তর পথে গমনশীলা বলিয়া) গঙ্গা। সং; স্ত্রী।

অধ্বগামী (–গামিন্)—পথিক। অধ্বন্–গম+ণিন্ ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী, –মিনী।

অধ্বজ—ধ্বজরহিত, পতাকাবিহীন। ন (নাই) ধ্বজ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্বজা।

অধ্বজা—১। খর্জ্জুরী বৃক্ষ। অধ্বন্ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। ধ্বজশূন্যা, পতাকারহিতা (সেনা)। ন (নাই) ধ্বজ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

অধ্বন্—অধ্ব ও অধ্বা দেখ।

অধ্বনীন, অধ্বন্য—পর্য্যটনকারী, যে দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়; পথিক। অধ্বন্ শব্দ (পথ)+ঈন, য সাধু অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্বনীনা, অধ্বন্যা।

অধ্বর—১। যজ্ঞ। অধ্বন্ শব্দ—রা+ড ক। সং; পু। ২। সাবধান, অবহিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অধ্বরা। ৩। অষ্ট বসুর মধ্যে একটী বসুর নাম। নঞ্ (অ) ধ্বৃ+অন্ ক। সং; পু।

অধ্বরথ—পথ-গমনোপযোগী রথ; পথাভিজ্ঞ দূত। অধ্ব (পথ) রথ যাহার, বহু। সং; পু।

অধ্বর্য্যু—যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্। অধ্বর—যা+কু ক। সং; পু। অধ্বর দেখ।

অধ্বশল্য—অপামার্গ, আপাং গাছ। সং; পু।

অধ্বা (অধ্বন্)—পথ; অঙ্গ; কাল; আক্রমণ; সংস্থান; স্কন্ধ; শাস্ত্র। অধ্ব দেখ। সং; পু।

অধ্বান্ত—তিমির; ঈষদন্ধকার; ক্ষীণআলোক। ন (ঈষৎ) ধ্বান্ত (অন্ধকার), নঞ্তৎ; অথবা অধ্বার (পথের) অন্ত (শেষ) হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু।

অধ্বান্তশাত্রব—শ্যোনাক বৃক্ষ। সং; পু।

অনংশ—অংশরহিত; ভাগের অযোগ্য; অনধিকারী। ন (নাই) অংশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনংশা।

অনংশা—১। অংশরহিতা; ভাগের অযোগ্যা; অনধিকারিণী। বহু। অনংশ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। নন্দ ও যশোদার কন্যা; সুতরাং সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের একরূপ ভগিনী। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং অনেক সময়ে ইঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। সং; স্ত্রী।

অনংশুমৎফলা—কদলী। সং; স্ত্রী।

অনঃ (অনস্)—১। রথ, শকট, গাড়ী; মাতাপিতা; অন্ন। অন+অস্ ণ। ২। জন্ম; জীবন। অন+অস্ ভা। সং; ক্লী।

অনক—অধম, নীচ। অন (শব্দ করা)+অ+ক নিন্দার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনকা।

অনক্ষ—১। নিরিন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়শূন্য; চক্রহীন। ন (নাই) অক্ষ (ইন্দ্রিয় বা চক্র) যাহার, বহু। ২। অক্ষিশূন্য, নেত্রহীন, অন্ধ। ন (নাই) অক্ষি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনক্ষী।

অনক্ষর—১। লুপ্তবর্ণ; অপাঠ্য, দুষ্পাঠ্য; বর্ণ-জ্ঞানহীন, নিরক্ষর, মূর্খ। ন (নাই) অক্ষর (বর্ণ) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনক্ষরা। ২। অবাচ্য, নিন্দা। অন্ (কুৎসিত) অক্ষর যাহার বা যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

অনগার—১। অগাররহিত, গৃহশূন্য। ন (নাই) অগার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —গারা। ২। সন্ন্যাসী, ঋষি। সং; পু।

অনগ্ন—অবিবসন, অনুলঙ্গ, নেংটা নহে, বসনধারী, আবৃত-দেহ। ন নগ্ন, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনগ্না।

অনগ্নি—১। অগ্নিরহিত, নিরগ্নিক; দাহ-সংস্কার-বিহীন (শব)। ন (নাই) অগ্নি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অগ্নি রক্ষা করে না। সং; পু।

অনঘ—নিষ্পাপ; নির্ম্মল; দুঃখহীন; মনোজ্ঞ। ন (নাই) অঘ (পাপ) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনঘা।

অনঙ্গ—১। অঙ্গহীন, নিরবয়ব। ন (নাই) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনঙ্গা। ২। আকাশ; চিত্ত। সং; ক্লী। ৩। কন্দর্প, মদন, কামদেব। [উমার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়া মদন যখন শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন, তখন পরমযোগী সদাশিব স্বীয় বিকার অনুভব করিতে পারিয়া স্বশক্তি দ্বারা তাহার নিবারণ করেন এবং সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কামকে দেখিতে পান, এবং দেখিয়াই অতি ক্রুদ্ধ হন। তখন শঙ্করের তৃতীয় নেত্র হইতে ক্রোধোদ্দীপিত অগ্নিশিখা ভীষণ মূর্ত্তিতে নির্গত হইয়া কামদহনে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে দেবগণ উচ্চস্বরে "ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি"—হে প্রভো! ক্রোধ সংবরণ কর, ক্রোধ সংবরণ কর বলিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কামদেব ভস্মীভূত হইলেন। অতঃপর কামদেব পুনর্ব্বার অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াও অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইঁহার অনেক নাম, যথা—কন্দর্প, দর্পক, অনঙ্গ, কাম, পঞ্চশর, স্মর, মনসিজ, কুসুমেষু, অনন্যজ, পুষ্পধন্বা, রতিপতি, মকরধ্বজ, আত্মভূ ইত্যাদি]। সং; পু।

অনঙ্গপাল—ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুইজন রাজার নাম। ১। ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অনঙ্গ-পাল-নামক তোমারবংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের সন্নিধানে দিলু নরপতি-প্রতিষ্ঠিত দিল্লী নগরীর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া এ স্থানে স্বীয় রাজ্যস্থাপন করেন। এই বংশের উনিশ জন রাজা ক্রমান্বয়ে এই স্থান শাসন করিয়াছিলেন।

২ পূর্ব্বোক্ত তোমারবংশীয় শেষ রাজার নামও অনঙ্গপাল। ইনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজের মাতামহ। আজমীরের চৌহান-বংশীয় রাজা বিশালদেব ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী জয় করাতে অনঙ্গপালকে বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত এই নিয়মে সন্ধি করিতে হইল যে, বিশাল দেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত তাঁহার দুহিতার বিবাহ দিবেন এবং এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র দিল্লীর সিংহা-সনের উত্তরাধিকারী হইবে। এই সূত্রে সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ দিল্লীর রাজাসনে অধিষ্ঠিত হন।

অনঙ্গ-ভীমদেব—গাঙ্গদেব নামক চোলবংশীয় জনৈক রাজা ১০৮১ ও ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়ে উৎকল রাজ্য জয় করিয়া বিজয়-স্তম্ভ-স্বরূপ পুরী নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই বংশীয় পঞ্চম রাজা অনঙ্গ-ভীম-দেব মন্দিরটীকে সুন্দররূপে ভূষিত ও সজ্জিত করিয়া বিগ্রহদেবের সেবার বন্দো-বস্ত করিয়া দেন।

অনঙ্গাসুহৃৎ (সুহৃদ্)—মহাদেব। অনঙ্গের অসুহৃৎ (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

অনঙ্গুলি—অঙ্গুলিশূন্য। ন (নাই) অঙ্গুলি যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অনচ্ছ—অনির্ম্মল, মলযুক্ত, ঘোলা। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনচ্ছা।

অনঞ্জন—১। অঞ্জনরহিত, কজ্জলহীন, কাজল-শূন্য। ন (নাই) অঞ্জন যাহার বা যাহাতে, বহু। ২। দোষশূন্য। ন—অন্জ+অনট্ ণ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনঞ্জনা। ৩। নিরঞ্জন পুরুষ, পরব্রহ্ম; আকাশ। সং; ক্লী।

অনটন—অচল হওন, গমনে বিরতি; অভাব, অপ্রতুল। নঞ্ (অন্)—অট (চলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [দেশজ। বিণ।

অনড়—যাহা নড়ে না, অটল, স্থির, অচল।

অনডুহ—অনড্বান্ দেখ। [+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অনড়ুহী—গবী, গাভী। অনড্বান্ দেখ। অনডুহ্

অনড্বান (অনডুহ্)—বৃষ, ষাঁড়, বলদ। অনস্ শব্দ—বহ+ক্বিপ্ ক। সং; পু। স্ত্রী অন-ডুহী, অনড্বাহী।

অনড্বাহী—গবী, গাভী বা গাই। অনড্বান্ দেখ। অনডুহ+ঈপ্; নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

অনত—১। যে নত নহে, অনবনত; অবক্রী-ভূত; ঋজু; উন্নত; অবিনীত; গর্ব্বিত, দাম্ভিক। ন নত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনতা। ২। অন্য স্থান। অন্যত্র শব্দের অপভ্রংশ; ব্য। [প্রয়োগ। ব্য।

অনতহি—অন্যত্র, অপর স্থানে। প্রাচীন কবি-

অনতিকাল—অধিক কাল নহে, অল্পসময়। ন অতিকাল, নঞ্তৎ। সং; পু।

অনতিক্রম, অনতিক্রমণ—অতিক্রম না করণ, অনুল্লঙ্ঘন, অনতিবর্ত্তন। নঞ্ (অন্)—অতি—ক্রম+অল্, অনট্ ভা। সং; পু ও ক্লী।

অনতিক্রমণীয়, অনতিক্রম্য—যাহা অতিক্রম করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নয় এরূপ, অনুল্লঙ্ঘনীয়, অনতিবর্ত্তনীয়। ন

অতিক্রমণীয় বা অতিক্রম্য, নঞ্‌তৎ; অথবা নঞ্‌ (অন্) - অতি - ক্রম + অনীয়, য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -মণীয়া, -ম্যা।

অনতিক্রান্ত—যাহা অতিক্রম করা হয় নাই; অনুল্লঙ্ঘিত; অনতিবর্ত্তিত; অনতিবাহিত, অযাপিত। ন অতিক্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনতিক্রান্তা।

অনতিতপ্ত—যাহা অধিক গরম নহে, ঈষদুষ্ণ, কবোষ্ণ। ন অতিতপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনতিতপ্তা।

অনতিদীর্ঘ—যাহা অধিক দীর্ঘ নয় এরূপ। ন অতিদীর্ঘ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -দীর্ঘা।

অনতিদূর—যাহা অধিক দূর নয় এরূপ, নিকট। ন অতিদূর, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনতিদূরা।

অনতিদূরবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্)—অধিক দূরস্থিত নহে এরূপ, অনধিক দূরে অবস্থিত, অল্পদূরস্থ; সমীপস্থ। উপ; অনতিদূর - বৃৎ + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -বর্ত্তিনী।

অনতিপরিস্ফুট—অবিস্পষ্ট, যাহা বেশ পরিস্ফুট নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনতিপরিস্ফুটা।

অনতিপূর্ব্ব—অতিপূর্ব্বে নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনতিপূর্ব্বা।

অনতিযত্ন—বিশেষ যত্ন ব্যতীত, অল্প যত্নে। ন (নাই) অতিযত্ন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনতিরিক্ত—যাহা অতিরিক্ত নহে, অনত্যধিক; অনতিক্রান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনতিরিক্তা।

অনতিবর্ত্তন—অনতিক্রমণ, অতিক্রম না করা, অনুল্লঙ্ঘন। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনতিবর্ত্তনীয়—অনুল্লঙ্ঘনীয়, অনতিক্রমণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনতিবর্ত্তনীয়া।

অনতিবিলম্ব—অধিক বিলম্ব ব্যতিরিক্ত, বেশী দেরী না করিয়া। ন (নাই) অতিবিলম্ব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনতিবিস্তৃত—অধিক বিস্তৃত নয় এরূপ। ন অতিবিস্তৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনদ্ধ—শ্বেতসর্ষপ, গৌরসর্ষপ। সং; পু।

অনদ্যতন—অতীতকাল। ন অদ্যতন, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনধিক—অল্প, কিঞ্চিৎ, ঈষৎ, কম। ন অধিক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনধিকা।

অনধিকার—অধিকারাভাব, স্বত্বহীনতা, অধিকারশূন্যতা। ন অধিকার, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনধিকারচর্চ্চা—যাহাতে অধিকার নাই তাহাতে হস্তক্ষেপ বা তাহা লইয়া আলোচনা। অনধিকারের অর্থাৎ অধিকারশূন্য বিষয়ের চর্চ্চা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অনধিকারচর্চ্চী (-চর্চ্চিন্)—যাহাতে অধিকার নাই এরূপ বিষয়ের আলোচনাকারী; কোন বিষয়ে অযাচিতভাবে বা অকারণে হস্তক্ষেপকর্ত্তা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনধিকারচর্চ্চিনী।

অনধিকারপ্রবিষ্ট—যাহাতে অধিকার নাই এমন স্থানে প্রবিষ্ট। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনধিকারপ্রবিষ্টা।

অনধিকারপ্রবেশ—যাহাতে অধিকার নাই এমন স্থানে প্রবেশ। সং; পু।

অনধিকারী (-কারিন্)—অধিকারশূন্য; স্বত্বহীন; অস্বত্ববান্; অস্বামী; দখলিকার নহে এরূপ। ন অধিকারী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনধিকারিণী।

অনধিকৃত—অধিকৃত নহে এরূপ, অধিকারভুক্ত নয় এরূপ, যাহাতে দখল নাই। ন অধিকৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনধিকৃতা।

অনধিগত—অলব্ধ, অপ্রাপ্ত; অবিদিত, অজ্ঞাত; অপঠিত, অনধীত। ন অধিগত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনধিগতা।

অনধিগম্য—অগম্য, যাহার মধ্যে বুদ্ধি প্রবেশ করে না, বুদ্ধির অতীত। ন অধিগম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনধিগম্যা।

অনধিষ্ঠিত—১। অস্থাপিত; অপ্রতিষ্ঠিত; অনুপস্থাপিত; অনারোপিত, অনবস্থিত; ন - অধি - স্থা + ক্ত র্ম্ম। ২। অনুপস্থিত; অনুপবিষ্ট, অনাসীন। ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনধিষ্ঠিতা।

অনধীত—অপঠিত, যাহা অধ্যয়ন করা হয় নাই এরূপ। ন অধীত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনধীতা।

অনধীন—কাহারও অধীন নহে এরূপ, অপরবশ; স্ববশ, আত্মবশ; স্বাধীন, স্বতন্ত্র। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনধীনা।

অনধীনতা, -ত্ব—কাহারও অধীন নহে এইরূপ ভাব বা অবস্থা, অপরবশতা; স্ববশতা; স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য। অনধীন + তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অনধ্যক্ষ—অপ্রত্যক্ষ, অদৃষ্টিগোচর, অদৃশ্য; অননুভবনীয়; অতত্ত্বাবধায়ক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনধ্যক্ষা।

অনধ্যায়—অধ্যয়নাভাব, পাঠাভাব; যে কালে বা দিবসে অধ্যয়ন নাই বা নিষিদ্ধ; বচনাভাব। ন অধ্যায়, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অননুকরণীয়—অনুকরণের অসাধ্য বা অযোগ্য, যাহার অনুকরণ করিতে পারা যায় না অথবা করা কর্ত্তব্য নয়। ন অনুকরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অননুকরণীয়া।

অননুকূল—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপরীত। ন অনুকূল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অননুজ্ঞাত—অননুমত, যাহাতে অনুজ্ঞা বা অনুমতি লাভ হয় নাই। ন অনুজ্ঞাত; নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অননুজ্ঞাতা।

অননুভবনীয়—অনুভবের অতীত, যাহা অনুভব করিয়া পাওয়া যায় না। ন অনুভবনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অননুভবনীয়া।

অননুভূত—যাহা অনুভব করা হয় নাই এরূপ। ন অনুভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

অননুভূতপূর্ব্ব—পূর্ব্বে যাহা অনুভব করা হয় নাই এরূপ। ন অনুভূতপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অননুভূতপূর্ব্বা।

অননুমত—অননুজ্ঞাত। ন অনুমত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অননুমতা।

অননুমেয়—যাহা অনুমান করিতে পারা যায় না এরূপ; অবোধ্য। ন অনুমেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অননুমেয়া।

অননুমোদন—অনুমোদনাভাব, অনুমোদন না করা, আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মতি না দেওয়া, অগ্রাহ্য বা বাতিল করা; অসম্মতি, অস্বীকৃতি। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অননুমোদিত—যাহার অনুমোদন করা হয় নাই এরূপ। ন অনুমোদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অননুমোদিতা।

অননুশীলন—অনুশীলনাভাব, আলোচনা না করা। নঞ্ (অন্)—শীল (প্রবৃত্ত হওয়া) - অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অননুশীলিত—যাহার অনুশীলন করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

অননুষ্ঠিত—যাহার অনুষ্ঠান করা হয় নাই এরূপ, অকৃত। ন অনুষ্ঠিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অননুষ্ঠিতা।

অনন্ত—১। অন্তহীন, অশেষ; অনবধি, অসীম; অনশ্বর, অক্ষয়। ন (নাই) অন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্তা। ২। গগন; আকাশ। সং; ক্লী। ৩। বিষ্ণু; বলদেব; মেঘ; বৃক্ষবিশেষ, নিসিন্দা গাছ; সর্পরাজ, শেষ নাগ। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'শেষ' নামে দ্রষ্টব্য]। ন (নাই) অন্ত (শেষ বা ক্ষয়) যাহার, বহু। সং; পু। সর্পরাজের নাম অনন্ত। ইহার আর এক নাম শেষ। কদ্রুর গর্ভে মহামুনি কশ্যপের ঔরসে ইঁহার জন্ম। তুষ্টির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ভ্রাতৃগণের অসদাচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া ইনি তপস্যার্থ গমন করেন। দীর্ঘকাল সুকঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট বর লাভ করেন। ব্রহ্মার আদেশে অনন্তরাজ পাতালে গমন করিয়া স্বীয় মস্তকোপরি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। ৪। স্ত্রীলোকের বাহুভূষণবিশেষ, উপর হাতের এক প্রকার তাগা। দেশজ। সং। ●[সং; পু।

অনন্তকাল—অনন্ত সময়, চিরকাল। কর্ম্মধা।

অনন্তকালব্যাপী (-ব্যাপিন্)—আবহমান কালব্যাপী, চিরকাল যাবৎ ব্যাপ্তিশীল। অনন্তকালকে ব্যাপে যে এই বাক্যে উপ; অনন্তকাল—বি -আপ -ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনন্তকালব্যাপিনী।

অনন্তকালস্থায়ী (-স্থায়িন্)—চিরকালস্থিতিশীল। অনন্তকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্তকালস্থায়িনী।

অনন্ত-চতুর্দ্দশী—ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশী। এই দিনে অনন্ত-ব্রত সম্পাদিত হয়। অনন্ত প্রাপিকা (ব্রহ্ম-প্রাপিকা) চতুর্দ্দশী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অনন্ততা, -ত্ব—অশেষত্ব, অসীমত্ব; অক্ষয়ত্ব, অবিনশ্বরত্ব। অনন্ত+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অনন্তদেব—বিষ্ণু। কর্ম্মধা। সং; পু।

অনন্তনিদ্রা—যে নিদ্রার অন্ত নাই অর্থাৎ মৃত্যু। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অনন্তপ্রকার—অশেষবিধ, অসংখ্য রকমের। অনন্ত (অশেষ) প্রকার (বিধা) যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্তপ্রকারা।

অনন্তপ্রবাহী (-বাহিন্)—অশেষরূপে বহমান, নিরন্তর বহমান; অবিরাম, নিরন্তর; অসীম, অশেষ; চিরস্থায়ী। অনন্ত যথা তথা প্রবাহী, ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -হিণী।

অনন্তর—১। পশ্চাদ্বর্ত্তী; সন্নিহিত; অব্যবহিত। ন (নাই) অন্তর (ব্যবধান) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্তরা। ২। অব্যবহিতরূপে, (তাৎপর্য্যার্থে) ঠিক পরে। ব্য, ক্রি-বিণ।

অনন্তরকরণীয়—পশ্চাৎ কর্ত্তব্য, যাহা পরে করিতে হইবে। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অনন্তরজ—পশ্চাৎ-জাত, অনুজ; অনুলোম জাত। উপ; অনন্তর শব্দ—জন +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্তরজা।

অনন্তরাশি—(গণিত শাস্ত্রে) যে রাশির বা সংখ্যার শেষ সীমা নাই। কর্ম্মধা। সং; পু।

অনন্তরূপ—১। অশেষ মূর্ত্তিবিশিষ্ট; অসংখ্য প্রকার, অশেষবিধ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। অশেষ মূর্ত্তি বা ভাব; অসংখ্য প্রকার। কর্ম্মধা। সং; পু।

অনন্তবিজয়—যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম। অনন্তের বিজয় হইয়াছে যদ্দারা, বহু। সং; পু।

অনন্তবীর্য্য—১। অসীম বীর্য্যসম্পন্ন। অনন্ত হইয়াছে বীর্য্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্তবীর্য্যা। ২। ভাবী কল্পে জিনদিগের যে ২৪ জন তীর্থঙ্কর জিন হইবেন, তাহার মধ্যে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর জিন। সং; পু।

অনন্ত-ব্রত—ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে করণীয় ব্রতবিশেষ। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে;—'সকল পাপের হরণকারী শুভ এই অনন্তব্রত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকে।" ইহা দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই এই ব্রত করিতে পারেন, ইহা জানা যাইতেছে। কিন্তু এদেশে প্রায় স্ত্রীলোকেরাই এই ব্রত করেন। কুশনির্ম্মিত অনন্ত প্রস্তুত করিয়া ঘটের উপর রাখিবে। পরে ভক্তিভাবে গন্ধ ও পুষ্পাদি এবং নানাবিধ নৈবেদ্য, চতুর্দ্দশ ফল এবং জলজাত কেশুরাদি মূল দ্বারা সেই অনন্তের পূজা করিবে। পরে যব কিংবা গম অথবা চাউলের গুঁড়া দ্বারা ঘৃত-পক্ব দুইখানি বড়া প্রস্তুত করিয়া তাহার একখানি অনন্তদেবকে নিবেদন করিয়া দিবে, আর একখানি নিজে খাইবে। খাইবার পূর্ব্বে কার্পাসের সূতার একগাছি ডোর কুঙ্কুম বা হরিদ্রা দ্বারা ছোবাইয়া লইবে। পরে বিষ্ণুনাম স্মরণপূর্ব্বক চৌদ্দটা গাঁইট দিয়া পুরুষ দক্ষিণ বাহুতে তাগার মত ধারণ করিবে এবং স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ বাম বাহুতে ধারণ করিবে। এদেশে জনপ্রবাদ আছে যে, অনন্তব্রতের ডোর ধরিয়া শীত নামিতে থাকে অর্থাৎ এই দিন হইতে শীতের আরম্ভ হয়। সাপেরাও এই দিন হইতে নাকি মুখ লইতে আরম্ভ করে। সং; ক্লী।

অনন্তশয়ন—১। অনন্তশয্যা, যে শয্যার অন্ত নাই, বিষ্ণুর শয্যা; অনন্ত নাগরূপ শয্যা। কর্ম্মধা ও রূপক কর্ম্মধা। ২। অশেষ নিদ্রা, যে ঘুম কখনও ভাঙ্গে না, অর্থাৎ মৃত্যু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ৩। অশেষ শয্যাবিশিষ্ট। অনন্ত শয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্তশয়না।

অনন্তশয্যা—১। বিষ্ণুর শয্যা। ৬তৎ। ২। চিরশয্যা, অনন্ত শয়ন, অর্থাৎ মৃত্যু; যে বিছানা চিরকাল পাতা থাকে, কখনও গুটান হয় না। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অনন্তশীর্ষ—১। অসংখ্য মস্তক বিশিষ্ট, অনন্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্তশীর্ষা। ২। বাসুকি। সং; পু।

অনন্তশীর্ষা—১। অসংখ্য মস্তকবিশিষ্টা। বহু; অনন্তশীর্ষ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বাসুকির পত্নী। সং; স্ত্রী।

অনন্তা—১। অন্তহীনা, শেষরহিতা, অশেষা, ইত্যাদি। বহু; অনন্ত দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী; দুর্গা; দূর্ব্বা; অনন্তমূল; গুড়ুচি; আমলকী; হরীতকী; পিপ্পলী। সং; স্ত্রী।

অনন্য—১। অভিন্ন; যাহা অন্য নহে; অন্যের সহিত সম্পর্কশূন্য। ন অন্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্যা। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

অনন্যকর্ম্মা (-কর্ম্মন্)—অন্য কার্য্যশূন্য, যাহার অন্য কর্ম্ম নাই, অর্থাৎ কোনও বিশেষ কার্য্যসাধনার্থ অন্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ। ন (নাই) অন্যকর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অনন্যগতি, অনন্যগতিক—গত্যন্তরশূন্য, যাহার অন্য গতি বা উপায় নাই, নিতান্ত নিঃসহায় বা নিরুপায়, একাশ্রয়। ন (নাই) অন্য গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনন্যগামী (-গামিন্)—অন্য বিষয়ে বা অপর স্থানে কিংবা অন্য কাহারও নিকট যে গমন করে না; অন্যের সহিত সঙ্গম রহিত; একাসক্ত, একানুরক্ত। ন অন্যগামী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনন্যগামিনী।

অনন্যচিত্ত—একবিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত, অনন্যমনা, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট। অনন্য হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -চিত্তা।

অনন্যচিত্তে—একমনে, অন্য বিষয়ে মন না দিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

অনন্যচিন্তা—অন্য বিষয়ের ভাবনা না করা। নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

অনন্যজ—অনঙ্গ, কামদেব। ন অন্যজ, নঞ্তৎ।

অনন্যতন্ত্র—অপরাধীন, স্বাধীন; স্বকীয়, নিজ; অসাধারণ, অসামান্য। অন্যের তন্ত্র (অধীন)-অন্যতন্ত্র, ৬তৎ; ন অন্যতন্ত্র, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্যতন্ত্রা।

অনন্যতন্ত্রতা, -ত্ব—অপরাধীনতা, স্বাধীনতা; স্বকীয়ত্ব, নিজত্ব; মৌলিকতা। অনন্যতন্ত্র +তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

অনন্যদৃষ্টি—অন্য কোন দিকে বা বিষয়ে দৃষ্টিহীন, লক্ষ্যীভূত বিষয় হইতে ভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিহীন, একমাত্র লক্ষ্যদর্শী। ন (নাই) অন্যতে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনন্যধর্ম্মা (-ধর্ম্মন্)—যাহার অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই এরূপ, যে একমাত্র ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আছে, একধর্ম্মা। ন অন্যধর্ম্মা, নঞ্তৎ। [অন্যধর্ম্মা-অন্য ধর্ম্ম যাহার, বহু; সমাসান্ত অন্ প্রত্যয়। অকারান্ত অনন্যধর্ম্ম পদও সাধু।] বিণ; পু বা স্ত্রী।

অনন্যপূর্ব্ব—যাহা অন্যপূর্ব্ব নহে, যাহা পূর্ব্বে অন্যের ছিল না। অন্যপূর্ব্ব দেখ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্যপূর্ব্বা।

অনন্যপূর্ব্বা—১। অনন্যপূর্ব্ব দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। যে স্ত্রীর পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই, অবিবাহিতা বালিকা, কুমারী। সং; স্ত্রী।

অনন্যমনস্ক—অনন্যচিত্ত, অনন্যমনাঃ, একাগ্রচিত্ত, একবিষয়ে নিবিষ্ট, অভিনিবিষ্ট। ন অন্যমনস্ক, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -মনস্কা।

অনন্যমনাঃ (-মনস্)—যাহার অন্য কোনও দিকে বা বিষয়ে মন নাই এরূপ, লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্রচিত্ত। ন (নাই) অন্যতে মনঃ (মনস্) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অনন্যমাতৃক—যাহার অন্য মাতা নাই। ন (নাই) অন্যা মাতা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্যমাতৃকা।

অনন্যবৃত্তি—একমাত্র বৃত্তি; অনন্যবিষয়, একাগ্রচিত্ত; একাগ্র। ন (নাই) অন্যে বৃত্তি (প্রবৃত্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনন্যব্রত—যাহার অন্য ব্রত নাই। ন (নাই) অন্য ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্যব্রতা।

অনন্যব্রতা—১। অনন্যব্রত দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। যে স্ত্রীর পতিসেবা ব্যতীত অন্য ব্রত নাই। সং; স্ত্রী।

অনন্যশরণ—যাহার অপর আশ্রয় নাই; যাহার অপর গৃহ নাই। ন (নাই) অন্য শরণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শরণা।

অনন্যসহায়—যাহার অপর সাহায্যকারী নাই। ন (নাই) অন্য সহায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্যসহায়া।

অনন্যসাধারণ—অন্যের সহিত সমান নয় এরূপ, অসাধারণ; যাহাতে অন্যের অংশ বা অধিকার নাই। অন্যের সাধারণ (তুল্য, বা একবিধ) = অন্যসাধারণ, ৬তৎ; ন অন্যসাধারণ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সাধারণী।

অনন্যসুলভ—যাহা অপরাপরে সহজে পাওয়া যায় না বা দৃষ্ট হয় না; অসামান্য, অসাধারণ; বিশিষ্ট। অন্যে সুলভ অন্যসুলভ ৭তৎ; ন অন্যসুলভ, নঞ্তৎ। বিণ ত্রি। স্ত্রী অনন্যসুলভা।

অনন্যোপায়—অনন্যগতিক, যাহার অন্য উপায় নাই। ন (নাই) অন্য উপায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্যোপায়া।

অনন্বয়—১। অন্বয়শূন্য, পরস্পর সম্বন্ধরহিত। ন (নাই) অন্বয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনন্বয়া। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ যেস্থানে একই বস্তুকে একই বাক্যে উপমা ও উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হয়। অলঙ্কার দেখ। ৩। সম্বন্ধাভাব; অসঙ্গতি। ন অন্বয়, নঞ্তৎ। সং; পু।

অনন্বিত—সম্বন্ধরহিত, সম্পর্কশূন্য; অসঙ্গত অসংলগ্ন। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনপকার—অনহিত, অক্ষতি, কাহারও অপকার বা অনিষ্ট না করা। ন অপকার নঞ্তৎ। সং; পু।

অনপকারক—অনপকারী, যে অপকার করে না; নিরীহ। ন অপকারক, নঞ্তৎ বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনপকারিকা।

অনপকারিতা,—ত্ব—অনহিতকারিতা, অনিষ্ট করত্ব; নিরীহত্ব। অনপকারিন্+তা, ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অনপকারী (—কারিন্)—অনপকারক, অক্ষতিকর, অনিষ্টকর্তা; নিরীহ। ন অপকারী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনপকারিণী।

অনপচয়—অপচয়াভাব, ক্ষয়শূন্যতা। ন অপচয়, নঞ্তৎ। সং; পু।

অনপচিত—অক্ষয়িত; অনাশিত; উপেক্ষিত। ন অপচিত (ক্ষয়িত বা পূজিত), নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনপচিতা।

অনপত্য—১। অপত্যশূন্য, নিঃসন্তান। ২। যাহার সন্তান জন্মে নাই, অজাতাপত্য। ৩। যাহার সন্তান জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন বিদ্যমান নাই, মৃতাপত্য। ন (নাই) অপত্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনপত্যা।

অনপত্যতা—সন্তানহীনতা; অজাতাপত্যতা; মৃতাপত্যতা। অনপত্য+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অনপত্রপ—অনির্লজ্জ, সলজ্জ, লজ্জাশীল। অপ (অপগতা) ত্রপা (লজ্জা) যাহার সে অপত্রপ, বহু; ন অপত্রপ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনপত্রপা।

অনপরাধ—১। নির্দোষ। ন (নাই) অপরাধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনপরাধা। ২। অপরাধাভাব, নির্দোষতা, অপরাধ না থাকা। ন অপরাধ, নঞ্তৎ। সং; পু।

অনপরাধী (অনপরাধিন্)—নির্দোষ, দোষশূন্য, অপরাধরহিত। ন অপরাধী, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনপরাধিনী।

অনপায়ী (অনপায়িন্)—অপায়রহিত, অবিনশ্বর। নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনপায়িনী।

অনপেক্ষ—নিরপেক্ষ, কাহারও অপেক্ষা করে না এরূপ। ন (নাই) অপেক্ষা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনপেক্ষা। বিশেষ্যে অনপেক্ষতা, অনপেক্ষত্ব।

অনপেক্ষিত—অপ্রত্যাশিত, অসম্ভাবিত, অতর্কিত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনপেত—যাহা অপেত (অপগত) নহে, বিদ্যমান; যুক্ত, বিশিষ্ট। ন অপেত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনপেতা।

অনভিজাত—অসৎকুলোৎপন্ন, অসদ্বংশজাত, অকুলীন। ন (নয়) অভিজাত (সদ্বংশজাত), নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জাতা।

অনভিজ্ঞ—অভিজ্ঞতাশূন্য, অজ্ঞান, মূঢ়; অনিপুণ। ন অভিজ্ঞ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অনভিজ্ঞতা—অভিজ্ঞতাশূন্যতা, বহুদর্শিতারাহিত্য। অনভিজ্ঞ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অনভিপ্রেত—অনভিমত, অনভীষ্ট। ন অভিপ্রেত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রেতা।

অনভিভবনীয়—অনতিক্রমণীয়, অপরাজেয়, অভিভবের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অনভিভূত—অব্যাহত; অপরাজিত; অব্যাকুল। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনভিভূতা।

অনভিমত—অনভিপ্রেত, অসম্মত, অননুমোদিত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনভিলষণীয়—অবাঞ্ছনীয়, যাহা অভিলাষ করা কর্তব্য নহে অথবা যাহার অভিলাষ করা অসাধ্য এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনভিলষণীয়া।

অনভিলষিত—অনভীষ্ট, অনীপ্সিত, অবাঞ্ছিত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনভিলষিতা।

অনভিলাষ—অনিচ্ছা। নঞ্তৎ। সং; পু।

অনভিলাষী (—ষিন্)—অনিচ্ছুক; উদাসীন। ন অভিলাষী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনভিলাষিণী।

অনভিব্যক্ত—অস্পষ্ট প্রকাশিত, অব্যক্ত, অস্ফুট, অবিস্পষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্তা।

অনভ্যস্ত—অভ্যাসরহিত, যাহার কোন বিষয়ে অভ্যাস নাই; অনায়ত্তীকৃত, অশিক্ষিত, অকণ্ঠস্থ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্তা।

অনভ্যাস—১। অভ্যাসের অভাব, অভ্যাস না করা। নঞ্তৎ। সং; পু। ২। অভ্যাসশূন্য। ন (নাই) অভ্যাস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনভ্যাসা।

অনম—যে নত বা প্রণত হয় না, ব্রাহ্মণ। ন(অ)—নম (নমস্কার করা)+অন্ ক। সং; পু।

অনমনীয়—যাহা নমনসাধ্য নহে, যাহা নত করা যায় না। ন নমনীয়, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অনমস্য—নমস্কারের অযোগ্য। ন নমস্য নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনমস্যা।

অনমিত্র—১। যে শত্রু নহে। ন মিত্র = অমিত্র, নঞ্তৎ; ন অমিত্র, নঞ্তৎ। সং; ক্লী। ২। বৃষ্ণির পৌত্র এবং সুমিত্রের পুত্র। সং; পু।

অনম্বর—১। অম্বরহীন, বিবস্ত্র, নগ্ন। ন (নাই) অম্বর (বসন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনম্বরা। ২। এক শ্রেণীর বৌদ্ধ। সং; পু। ৩। (আবরণশূন্য বলিয়া) আকাশ। সং; ক্লী।

অনয়—১। নীতিজ্ঞানশূন্য, নীতিবিহীন। ন অর্থাৎ নাই নয় অর্থাৎ নীতিজ্ঞান যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ব্যসন; বিপদ; দুর্নীতি। ন (নয়) নয়, নঞ্তৎ। সং; পু।

অনরণ্য—সূর্য্যবংশীয় নরপতিবিশেষ। মহারাজ বাণের পুত্র। সং; পু।

অনর্গল—অর্গলহীন, যাহার খিল নাই; স্বেচ্ছাচারী; অপ্রতিবন্ধক, যাহার কোনও প্রতিবন্ধক নাই। ন (নাই) অর্গল (খিল বা প্রতিবন্ধক) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লা।

অনর্ঘ—মূল্যহীন; অমূল্য, অর্ঘের মূল্য। ন অর্ঘ (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনর্ঘা।

অনর্ঘ রাঘব—মুরারি-মিশ্র-প্রণীত রামচরিতাত্মক সংস্কৃত নাটক। সং; ক্লী।

অনর্ঘ্য—অসম্পূজ্য, অপূজনীয় ; অনাদরণীয় ; অমূল্য ; মূল্যহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনর্থ—১। অনিষ্ট, অশুভ। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। অর্থশূন্য। ন (নাই) অর্থ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনর্থা।

অনর্থক—১। অর্থহীন, ব্যর্থ, নিরর্থক ; অহেতুক, নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি ; স্ত্রী অনর্থকা। ২। অসম্বদ্ধ প্রলাপ। সং ; ক্লী।

অনর্থকর—অশুভজনক, অহিতকর, অনিষ্টজনক, অপকারী ; ক্লেশজনক। অনর্থের কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —করী।

অনর্থপাত—অনিষ্টাপাত, বিপৎসংঘটন, অশুভ ঘটনা। অনর্থের পাত, ৬তৎ। সং ; পু।

অনর্থহেতু—অশুভকারণ, বিপদের মূল। অনর্থের অর্থাৎ অশুভের হেতু, ৬তৎ। সং ; পু।

অনর্হ—অনুপযুক্ত, অযোগ্য। ন (নয়) অর্হ (যোগ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনর্হা।

অনল—১। অগ্নি, বহ্নি ; পিত্ত ; চিত্রক ; রাঙচিতা। অন+কল ণ। ২। অষ্টবসুর মধ্যে ষষ্ঠ বসু। অন+কল ক। সং ; পু।

অনলপ্রভ—অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, বহ্নিতুল্য দীপ্তিমান্, আগুনের মত উজ্জ্বল। অনলের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনলপ্রভা।

অনলপ্রভা—১। অনলপ্রভ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। জ্যোতিষ্মতী লতা। ৩। অগ্নিশিখা, আগুনের দীপ্তি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনলপ্রিয়া—অগ্নিভার্য্যা, স্বাহা। ৬তৎ। সং।

অনলস—আলস্যশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনলি—বকবৃক্ষ। সং ; পু। [স্ত্রী অনল্লা।

অনল্প—অধিক ; মহৎ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনবকাশ—অবকাশাভাব, অনবসর, অবকাশরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অনবগত—অবিদিত, অজ্ঞাত। ন অবগত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনবগতা।

অনবগীত—দোষশূন্য, অনিন্দিত। ন অবগীত (বিন্দিত), নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনবগুণ্ঠিতা—অবগুণ্ঠন-রহিতা, মুখে ঘোমটা দেয় নাই এরূপ (স্ত্রী)। ন অবগুণ্ঠিতা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অনবদ্য—নির্দ্দোষ, অনিন্দ্য ; অনুমোদনীয়। ন অবদ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনবদ্যা। বিশেষ্যে অনবদ্যতা, —ত্ব।

অনবধান—১। অমনোযোগী, অযত্নপরায়ণ, উপেক্ষাকারী। ন (নাই) অবধান যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনবধানা। ২। অমনোযোগ, অযত্ন, উপেক্ষা। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনবধানতঃ (—তস্)—মনোযোগের ত্রুটিহেতু। অনবধান+তস্। ব্য।

অনবধানতা—অমনোযোগ। অনবধান+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অনবমাননীয়—অনুপেক্ষ্য, অবজ্ঞার অযোগ্য। ন অবমাননীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —নীয়া।

অনবর—অকনিষ্ঠ ; অযবিষ্ঠ ; অনিকৃষ্ট, সমান বা শ্রেষ্ঠ ; প্রধান ; অন্যূন। ন অবর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনবরা।

অনবরত—১। নিরন্তর, অবিরাম। ন (নাই) অবরত (বিরাম) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনবরতা। ২। সতত, অবিশ্রামরূপে। ক্রি-বিণ।

অনবরার্দ্ধ—প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; উৎকৃষ্ট, উত্তম। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনবরুদ্ধ—যে বা যাহা অবরুদ্ধ নহে, অবরোধশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনবরুদ্ধা।

অনবরোধ—অবরোধাভাব, অনিরোধ ; না বাধা ; না আটকান ; স্ত্রীলোকদিগকে আটকাইয়া না রাখা ; স্ত্রীস্বাধীনতা ; অবাধা ; বিঘ্নাভাব। ন অবরোধ, নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অনবলম্ব, অনবলম্বন—অবলম্বনশূন্য, নিরাশ্রয় ; নিঃসহায়। ন (নাই) অবলম্ব বা অবলম্বন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —লম্বা, —না।

অনবলোভন—গর্ভিণীর চতুর্থ মাসে কর্ত্তব্য গর্ভসংস্কার ; ন (অন্) —অব—লুভ (লোভ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনবসর—অবসরাভাব, অনবকাশ ; অসময়, অনুপযুক্ত সময়। নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অনবসিত—অসমাপ্ত। ন অবসিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনবসিতা।

অনবস্কর—আবর্জ্জনাশূন্য, জঞ্জালরহিত, মলশূন্য, নির্ম্মল, পরিষ্কৃত। ন (নাই) অবস্কর যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনবস্করা।

অনবস্থা—অবস্থার অভাব ; অস্থিরতা ; অনিশ্চয় ; অবিশ্রান্তি, তর্কের দোষবিশেষ, যে তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম নাই। ন অবস্থা (স্থিরতা), নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনবস্থিত—অব্যবস্থিত, অস্থির, চঞ্চল ; অবস্থাহীন, সংস্থানবিহীন, অসচ্ছল। ন অবস্থিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনবস্থিতা।

অনবস্থিতচিত্ত—অস্থিরচিত্ত, ক্ষণে ক্ষণে যাহার মতের পরিবর্ত্তন হয় এরূপ। অনবস্থিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —চিত্তা। বিশেষ্যে, —চিত্ততা, —চিত্তত্ব।

অনবস্থিতি—না থাকা ; অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ; ইন্দ্রিয়সংযমাভাব ; কামুকতা। ন অবস্থিতি, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনবহিত—অনবধান, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উপেক্ষাপরায়ণ। ন অবহিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা। [বিণ ; ত্রি।

অনবাপ্ত—অপ্রাপ্ত, অলব্ধ। ন অবাপ্ত, নঞ্‌তৎ।

অনশন—১। উপবাস, অভোজন, অনাহার। ন অশন, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। ভোজনশূন্য। ন (নাই) অশন (ভোজন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনশনা।

অনশনক্লিষ্ট—উপবাস জন্য কাতর। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ক্লিষ্টা। [ক্লী।

অনশনব্রত—আহার পরিত্যাগরূপ নিয়ম। সং ;

অনশ্বর—অবিনাশশীল, চিরস্থায়ী, অক্ষয়। ন নশ্বর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনশ্বরী। বিশেষ্যে অনশ্বরতা, —ত্ব।

অনসূয়—অসূয়াশূন্য। ন (নাই) অসূয়া যাহার বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনসূয়া।

অনসূয়া—১। অসূয়ারহিতা। বহু ; অনসূয় দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। অসূয়াহীনতা। ন অসূয়া, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী। ৩। অত্রি মুনির পত্নী। দক্ষ প্রজাপতির ঔরসে প্রসূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। [মতান্তরে কর্দ্দম ঋষির ঔরসে দেবহুতির গর্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে]। বনবাস গমনকালে রামচন্দ্র ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ অত্রি মুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলে অনসূয়া সীতাদেবীকে সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক বিবিধ বসনভূষণে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং আশ্চর্য্যরূপে অঙ্গরাগে চর্চ্চিত করিয়াছিলেন।

৪। স্বনাম-প্রসিদ্ধ শকুন্তলার একজন সখীর নামও অনসূয়া ছিল। ইনি অতি সুশীলা ছিলেন। শকুন্তলা যে সময়ে কণ্ব-মুনির আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন, সেই সময়ে অনসূয়া তাঁহার প্রধানা সহচরী ছিল।

অনহঙ্কার—১। অহঙ্কার-রহিত, নিরহঙ্কার, গর্ব্বশূন্য। ন (নাই) অহঙ্কার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনহঙ্কারা। ২। অহঙ্কারাভাব, দর্পরাহিত্য, অগর্ব্ব। নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অনহঙ্কারী (—রিন্)—অহঙ্কার-রহিত, দেমাকশূন্য, নিরহঙ্কার, গর্ব্বশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অনহঙ্কারিণী।

অনহঙ্কৃত—অহঙ্কারবিহীন, নিরহঙ্কার। ন অহঙ্কৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

অনহঙ্কৃতি—অনহঙ্কার (সকল অর্থে)। ন অহঙ্কৃতি, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনাকর্ণনীয়—অশ্রোতব্য, শুনিবার অযোগ্য। ন (নয়) আকর্ণনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনাকর্ণনীয়া।

অনাকার—আকারবিহীন আকৃতিশূন্য, নিরাকার। ন (নাই) আকার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনাকারা।

অনাকাল—১। অতি দুর্ভিক্ষ। ন (নাই) আকাল (দুর্ভিক্ষ) যাহা হইতে, বহু। ২। দুর্ভিক্ষের অভাব, সুভিক্ষ। ন আকাল, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনাকুল—অব্যাকুল, অব্যগ্র; স্থির; অসঙ্কীর্ণ। ন আকুল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —লা।

অনাকুলিত—অব্যগ্র, স্থির, অনাকুল। ন আকুলিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

অনাক্রান্ত—যাহাকে আক্রমণ করা হয় নাই এরূপ। ন আক্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাক্রান্তা।

অনাগত—ভবিষ্যৎ; অনায়াত; অনুপস্থিত; অজ্ঞাত। ন আগত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাগতা।

অনাগত-বিধাতা (—ধাতৃ)—অনাগতের বিধাতা অর্থাৎ বিধানকর্ত্তা, ভবিষ্যতের জন্য সংস্থানকারী, ভবিষ্যকারী। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী অনাগত-বিধাত্রী।

অনাগতার্ত্তবা—কুমারী, অজাতরজাঃ কন্যা, যে কন্যার ঋতু হয় নাই। অনাগত (অনুপস্থিত) আর্ত্তব (স্ত্রীরজঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ বা সং; স্ত্রী।

অনাগম—১। অনাগত, অনায়ত্ত; অনুপস্থিত; অপ্রাপ্তিশীল, অপ্রাপ্ত; বিহীন, রহিত, রিক্ত; আগম ভিন্ন, শাস্ত্রবহির্ভূত, অশাস্ত্রীয়। ন (নাই) আগম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাগমা। ২। অনাগমন, না আসা; অনুপস্থিতি। ন আগম, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনাগমন—না আসা, আগমনাভাব। ন আগমন, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনাগম্য—অপ্রাপ্য, অলভ্য; দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ; অনধিগম্য; দুর্গম। ন আগম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাগম্যা।

অনাঘ্রাত—আঘ্রাণ করা হয় নাই এরূপ, যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এরূপ। ন আঘ্রাত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাঘ্রাতা।

অনাচরণ—কুৎসিত আচরণ, কদাচার, গর্হিত ব্যবহার, অভদ্র আচরণ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ বা চালচলন। ন আচরণ, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনাচার—১। কদাচার, অভদ্র আচরণ, গর্হিত আচার; শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ আচরণ। ন (কুৎসিত) আচার, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। আচরণহীন; কদাচারী; শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধাচারী। ন (কুৎসিত) আচার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাচারা।

অনাচারী (—চারিন্)—কদাচারী, গর্হিতাচরণকারী, যাহার আচরণ কুৎসিত। অনাচার +ইন্ শীলার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —রিণী।

অনাচ্ছন্ন—অনাবৃত; অবিজড়িত; অনভিভূত; অনভিপ্লুত। ন আচ্ছন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাচ্ছন্না।

অনাছিষ্টি—অনাসৃষ্টি দেখ। [সং; স্ত্রী।

অনাটন—অনটন, অভাব, অপ্রতুল। গ্রাম্য।

অনাড়ম্বর—১। আড়ম্বরাভাব, আড়ম্বরশূন্যতা, জাঁক বা ঘটা না থাকা, সমারোহহীনতা; সাদাসিদে রকমের ভাব বা অবস্থা। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। আড়ম্বরবিহীন, জাঁকরহিত, ঘটাশূন্য; সাদাসিদে। ন (নাই) আড়ম্বর যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাড়ম্বরা।

অনাঢ্য—ধনহীন, সম্পত্তিশূন্য, অধিকসঙ্গতিরহিত; নির্ধন, নিঃস্ব, দরিদ্র। ন আঢ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাঢ্যা।

অনাতপ—আতপাভাব, রৌদ্রহীনতা, ছায়া। ন আতপ (রৌদ্র), নঞ্‌তৎ। সং; পু। [আতপের অভাব এই বাক্যে অব্যয়ীভাব সমাস করিলে ক্লীবলিঙ্গ হয়]।

অনাতুর—অরুগ্ন, পীড়িত নয় এরূপ; অক্লিষ্ট। ন আতুর, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —রা।

অনাত্মজ্ঞ—আত্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, যে আপনাকে জানে না বা বুঝে না এরূপ। ন (নয়) আত্মজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাত্মজ্ঞতা—আত্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতা। অনাত্মজ্ঞ দেখ। অনাত্মজ্ঞ + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অনাত্মনীন—নিজের অনিষ্টজনক। ন (নয়) আত্মনীন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাত্মবেদিতা, —ত্ব—অনাত্মজ্ঞতা, আত্মবিষয়ে অজ্ঞান। অনাত্মবেদিন্ শব্দ + তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অনাত্মবেদী (—বেদিন্)—অনাত্মজ্ঞ, আত্মবিষয়ে (আপনার বিষয়ে বা আত্মার বিষয়ে) অনভিজ্ঞ। অনাত্মন্ শব্দ + বিদ (জানা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনাত্মবেদিনী।

অনাত্মীয়—আত্মীয় নহে এরূপ, পর, বিপক্ষ, বিরুদ্ধ, বিদ্বেষী। ন আত্মীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাত্মীয়া।

অনাত্মীয়তা, —ত্ব—পরভাব; অসৌহৃদ্য; অসদ্ভাব; বিপক্ষতা; শত্রুতা। অনাত্মীয় + তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অনাথ—নাথহীন, অস্বামিক, অসহায়, নিরাশ্রয়। ন (নাই) নাথ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাথা।

অনাথনাথ—যাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই তাহার আশ্রয়। অনাথের নাথ, ৬তৎ। সং; পু। বিশেষণরূপেই অনেক স্থলে প্রযুক্ত হয়।

অনাথনিবাস—অসহায় বা নিরাশ্রয়দিগের বাসস্থান, মাতাপিতৃহীনগণের আশ্রয়স্থল। ৬তৎ। সং; পু।

অনাথপালক—অসহায় বা নিরাশ্রয়দিগের ভরণপোষণকর্ত্তা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাথপালিকা।

অনাথপালন—অসহায় বা নিরাশ্রয়দিগের প্রতিপালন, অনাথরক্ষণ, মাতাপিতৃহীনদিগের ভরণপোষণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অনাথরক্ষণ—১। নিরাশ্রয়ের রক্ষাকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। অনাথ-পালন, অসহায়গণের ভরণপোষণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অনাথশরণ—১। নাথহীনের আশ্রয়, অসহায়ের সহায়, অনাথপালক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। দীননাথ, পরমেশ্বর। সং; পু।

অনাথসহায়—অনাথনাথ, অনাথপালক, অসহায়দিগের রক্ষক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাথা—স্বামিহীনা, পতিহীনা, বিধবা; অসহায়া, নিরাশ্রয়া। ন (নাই) নাথ (স্বামী) যে স্ত্রীলোকের, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অনাথাশ্রম—১। অনাথ-নিবাস, মাতাপিতৃহীন বালকবালিকাদিগের আশ্রয়স্থান। অনাথদিগের আশ্রম, ৬তৎ। ২। অসহায়া বিধবাদিগের আশ্রয়স্থল। অনাথার আশ্রম, ৬তৎ। সং; পু।

অনাথিনী—স্বামিহীনা, বিধবা; দুঃখিনী বিধবা; অসহায়া, নিরাশ্রয়া; রক্ষকবিহীনা। দেশজ শব্দ। বিণ; স্ত্রী।

অনাদর—আদরাভাব, অসমাদর, অযত্ন, অসম্মান; উপেক্ষা, অবহেলা, তাচ্ছীল্য; অবজ্ঞা, অপমান। ন আদর, নঞ্‌তৎ। সং; পু বা ক্লী।

অনাদরণীয়—আদরের অযোগ্য, উপেক্ষণীয়, অবজ্ঞেয়। ন আদরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাদরণীয়া।

অনাদায়—অসংগ্রহ, অপ্রাপ্তি। দেশজ। সং।

অনাদায়ী—অসংগৃহীত, অপ্রাপ্ত; বাকিপড়া। দেশজ। বিণ।

অনাদি—১। আদিশূন্য, উৎপত্তিরহিত। ন (নাই) আদি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জগদীশ্বর। সং; পু।

অনাদিক—অনাদিসম্বন্ধীয়, আদিহীনের। অনাদি + কণ্ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাদিকা।

অনাদিম—অনাদ্য, অপ্রথম, অপ্রথমভব; অপ্রধান; অনাদি, উৎপত্তিরহিত। ন আদিম, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাদিমা।

অনাদীনব—দোষশূন্য, নির্দ্দোষ। ন (নাই) আদীনব (দোষ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনাদৃত—হতাদর, অবমানিত, অসম্মানিত; উপেক্ষিত; অবহেলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাদৃতা।

অনাদেয়—আদানের বা গ্রহণের অযোগ্য, অগ্রহণীয়, অগ্রাহ্য। ন আদেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাদেয়া।

অনাদ্য—অনাদিম (সকল অর্থে)। ন আদ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাদ্যা।

অনাদ্যা—১। অনাদিমা, আদিহীনা, জন্মরহিতা, সনাতনী। ন আদ্যা, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

২। দুর্গা। ন (নাই) আস্থা যাহা হইতে, বহু; [অর্থাৎ সর্ব্বাদিভূতা]। সং; স্ত্রী।

অনাধৃষ্ট—অদম্য, দুর্দ্দমনীয়; অজেয়, দুর্জ্জয়। ন আধৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ষ্টা।

অনাপন্ন—অপ্রাপ্ত, অলব্ধ; অনধিগত; অবিপন্ন, অবিপদ্‌গ্রস্ত, অসঙ্কটাপন্ন। ন আপন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাপন্না।

অনাপ্ত—অপ্রাপ্ত, অলব্ধ, অনর্জ্জিত; অনধিগত; অসম্পাদিত, অসংসাধিত। ন আপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাপ্তা।

অনামক—নামবিহীন, আখ্যাশূন্য, সংজ্ঞারহিত; খ্যাতিশূন্য, অবিখ্যাত, অপ্রসিদ্ধ। ন (নাই) নাম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনামকা, অনামিকা।

অনাময়—১। রোগহীনতা, আরোগ্য, সুস্থতা। ন আময়, নঞ্‌তৎ। সং; পু। অথবা আময়ের অভাব, অব্যয়ীভাব। সং; ক্লী। ২। নিরাময়, নীরোগ, সুস্থ; দোষহীন; নিষ্পাপ; বিশুদ্ধ, অনাবিল, বিমল। ন (নাই) আময় (রোগ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাময়া। ভাববাচক বিশেষ্যে -তা,-ত্ব।

অনামা (অনামন্)—অনামিকা, কনিষ্ঠা ও মধ্যমার মধ্যস্থিত অঙ্গুলি, অনামিকা। ন (নাই) নাম যাহার, বহু। সং; পু।

অনামিকা—১। নামহীনা ইত্যাদি। অনামক দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ও মধ্যমার মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলি [Ring-finger. অঙ্গুলি দেখ]। ইহা দ্বারা ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম গ্রহণ অকর্ত্তব্য। সং; স্ত্রী।

অনামুখা, অনামুখো—অশুভবদন, যাহার বদন অশুভসূচক, যাহার মুখ দেখিলে দিন ভাল যায় না; দুর্লক্ষণাক্রান্ত বদনবিশিষ্ট; দুর্ম্মুখ। প্রাদেশিক। বিণ।

অনায়ত—অবিস্তৃত, অদীর্ঘ, দীর্ঘ নয় এরূপ; সন্নিহিত; অসংযত। ন আয়ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনায়তা।

অনায়ত্ত—আয়ত্ত নয় এরূপ, যাহা আয়ত্ত করিতে পারা যায় না, অসামাল; অবশ, অবশীভূত, অবশতাপন্ন, অবাধ্য। ন আয়ত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনায়ত্তা।

অনায়াস—১। ক্লেশাভাব, অক্লেশ; অল্প আয়াস, সামান্য পরিশ্রম। ন আয়াস, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। প্রযত্নশূন্য; শিথিলযত্ন; অক্লেশ; সহজ। ন (নাই) আয়াস যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনায়াসা।

অনায়াসকৃত—সহজে কৃত, অনায়াসে সাধিত; যাহা অক্লেশে করা হইয়াছে। ন আয়াসকৃত, নঞ্‌তৎ; বা অনায়াস দ্বারা কৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনায়াসকৃতা।

অনায়াসলব্ধ—অক্লেশে অর্জ্জিত, স্বল্পপরিশ্রমে বা সহজে প্রাপ্ত। ন আয়াসলব্ধ, নঞ্‌তৎ; বা অনায়াস দ্বারা লব্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অনায়াসলভ্য—অক্লেশে প্রাপ্য, যাহা পাইতে ক্লেশভোগ করিতে হয় না। ন আয়াসলভ্য, নঞ্‌তৎ; বা আয়াস দ্বারা লভ্য, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনায়াসলভ্যা।

অনায়াসসাধ্য—অক্লেশে সম্পাদনীয়, বিনা পরিশ্রমে করণীয়, যাহা সহজে করা যাইতে পারে, সুকর, সহজ। ন আয়াসসাধ্য, নঞ্‌তৎ; বা অনায়াস দ্বারা সাধ্য, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনায়াসসাধ্যা।

অনায়াসসিদ্ধ—অক্লেশে নিষ্পন্ন, বিনা কষ্টে সম্পন্ন। ন আয়াসসিদ্ধ, নঞ্‌তৎ; বা অনায়াস দ্বারা সিদ্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অনায়াসে—সহজে, ক্লেশ বোধ না করিয়া। ন (নাই) আয়াস যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

অনারত—অবিশ্রান্ত, বিশ্রামরহিত, নিরন্তর। ন (নাই) আরত (বিশ্রাম) যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

অনারব্ধ—যাহার আরম্ভ করা হয় নাই। ন আরব্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনারব্ধা।

অনারম্ভ—আরম্ভাভাব, কোন কাজ আরম্ভ না করা; প্রারম্ভেই বা গোড়াতেই ত্রুটি। ন আরম্ভ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনারোগ্য—আরোগ্যাভাব, নীরোগ না হওয়া; স্বাস্থ্যহীনতা, অসুস্থতা। ন আরোগ্য, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনারোগ্যকর,—জনক—অস্বাস্থ্যজনক, ব্যাধিকর, রোগোৎপাদক; স্বাস্থ্যের হানিজনক, অস্বাস্থ্যকর। ন আরোগ্যকর বা—জনক, নঞ্‌তৎ; কিংবা অনারোগ্যের কর বা জনক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী,—জনিকা।

অনার্জ্জব—১। কুটিল, কপট। ন (নাই) আর্জ্জব (ঋজুতা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বা। ২। কুটিলতা, কপটতা। ন (নাই) আর্জ্জব (ঋজুতা), নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনার্ত্তব—অঋতুকালীন; অসাময়িক। ন আর্ত্তব, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনার্ত্তবা।

অনার্ত্তবা—১। অঋতুকালীনা; অসাময়িকী। নঞ্‌তৎ; অনার্ত্তব দেখ। ২। অজাতরজস্কা, রজস্বলা হয় না এরূপ (বালিকা)। ন (হয় নাই) আর্ত্তব (রজঃ) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অনার্য্য—অসৎকুলজাত; অভদ্র; অসাধু; অসচ্চরিত্র; অপ্রধান; আর্য্যজাতি হইতে পৃথগ্‌জাতীয়। ন আর্য্য, নঞ্‌তৎ। আর্য্য দেখ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনার্য্যা।

অনার্য্যক—অগুরু কাষ্ঠ, কৃষ্ণচন্দন কাষ্ঠ। অনার্য্য+কণ্‌ ইদমর্থে। সং; ক্লী।

অনার্য্যজ—অগুরু, কৃষ্ণচন্দন। অনার্য্য—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; ক্লী।

অনার্য্যজাতি—আর্য্যগণের ভারতে আগমনের পূর্ব্বকাল হইতে যে সকল অসভ্যজাতি এখানে বাস করিত বা এখন পর্য্যন্ত করিতেছে, তাহাদিগকে অনার্য্যজাতি বলে। এই সকল জাতিকে আর্য্যগণ "দস্যু" বা "দাস" আখ্যায় অভিহিত করিতেন। বৈদিক শ্লোকে ইহারা "যজ্ঞবিঘ্নকারী", "আমমাংসাশী", "নাসিকাহীন", "ধর্ম্মহীন", "কৃষ্ণবর্ণ" প্রভৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আর্য্যজাতি উত্তরভারতে আসিয়া ইহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে থাকিলে ইহারা বহুলাংশে দক্ষিণভারতে এবং পর্ব্বত জঙ্গলে অবস্থান করিতে থাকে। এখন ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জাতি বিদ্যমান আছে। উহাদের কতক পূর্ব্বকালের ন্যায় অসভ্য অবস্থায় কালযাপন করিতেছে; অপর কতকগুলি ইংরাজের সুশাসনে অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়াছে। অবশিষ্ট কতকগুলি হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিম্ন শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে।

অনার্য্য জাতিগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীই আর্য্যদিগের আগমনের বহুকাল পূর্ব্বে মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিল। (১) তিব্বত-ব্রহ্ম (Tebets-barman)—ইহারা হিমালয় পর্ব্বতে এবং ইহার পূর্ব্বশাখা সমূহে বাস করে। কাছাড়ী, গারো, ভুটিয়া, লেপ্‌চা, আকা, মিস্‌মী, নাগা, কুকি, আবর, কোচ, আহম প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

(২) কোল (Kolarion)।—এই শ্রেণী দ্রাবিড় শ্রেণীর সংঘর্ষে আসিয়া পরাজিত হয় এবং দলভ্রষ্ট হইয়া নানাস্থানে জাতি স্থাপন করে। সাঁওতাল, কুরকু, জুয়াঙ্গ, মুণ্ডা, শবর প্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীভুক্ত। কোলেরা প্রধানতঃ বঙ্গদেশে, উড়িষ্যায় ও ভারতের মধ্য প্রদেশে বাস করে। সাঁওতালজাতি প্রধানতঃ বঙ্গদেশে বাস করে। ইহাদের সরলতা লোক-প্রসিদ্ধ। সাঁওতালগণের জাতি-দেবতা, দল দেবতা ও পারিবারিক-দেবতা আছে। ইহা ব্যতীত ইহারা নদী-দানব, পর্ব্বত-দানব, বনদানব, পিতৃ-পুরুষের আত্মা প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। শাল বৃক্ষে ইহাদের উপাস্যগণ বাস করে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস; ছাগ বা কুক্কুট বলি দিয়া, অভাবে রক্তপুষ্প দিয়া ইহাদের প্রীতিসম্পাদন করিতে হয়।

(৩) দ্রাবিড় (Dravidian)—ইহারা পঞ্জাব প্রদেশের দিক দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। মধ্যভারতে কোলজাতির সংঘর্ষে

আসিয়া ঐ জাতিকে পরাজিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে, পরে দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করে। আর্য্যগণের প্রভাবে ইহাদের অধিকাংশ সভ্য-সমাজ-ভুক্ত হয়। তামিল, তেলেগু মলয়ালম, কানারা প্রভৃতি ভাষা এই শ্রেণীর ভাষা হইতে উৎপন্ন। টোডা, গোঁড়, কাঁধ প্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণ ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ এই শ্রেণী হইতে উৎপন্ন। গোঁড় জাতি মধ্যপ্রদেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সাতপুরা পর্ব্বতনিম্নস্থ সমতল ভূমিতে গোঁড়েরা রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। কাঁধ জাতির এক অংশ হিন্দু ধর্ম্মের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। অপর এক অংশ হিন্দুরাজগণের বৃত্তিভোগী হইয়া যুদ্ধকার্য্যে সহায়তা করিত। অবশিষ্টাংশ পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া অসভ্য অথচ স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। সাঁওতালগণের ন্যায় ইহাদের নানা দেবতা আছে ও তন্মধ্যে পৃথিবী মাতা সর্ব্বপ্রধানা। বৎসরে দুইবার এই দেবীর নিকট নরবলি দিতে হইত, ব্রাহ্মণ ও কাঁধ জাতি বর্জ্জন করিয়া বলি নির্দ্ধারিত হইত। খৃঃ ১৮৩৩ সালে এই জাতি ইংরাজের অধীনে আসে। সেই সময় হইতে উক্ত নৃশংস অনুষ্ঠান রহিত হইয়াছে। এই জাতি এখন ব্যবসায় বাণিজ্য করে। ভীল ও মীনা নামক অপর দুইটী আদিম ভারতবাসীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রধানতঃ মধ্যভারত ও বোম্বে প্রদেশে বাস করে। ভীলেরা কি ভাবে দুরবস্থ রাণা প্রতাপসিংহের সহায়তা করিয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন। ইহারা কৃষিকর্ম্ম ও সৈনিকের কার্য্য করিয়া থাকে। মহাদেবের ঔরসে ও জনৈকা জঙ্গলবিহারিণীর গর্ভে অনেকগুলি সন্তান জন্মে; ইহারাই আদি ভীল এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ভীলেরা এক সময়ে মধ্যভারতে বিলক্ষণ প্রভাবশালী ছিল। তাহার নিদর্শন স্বরূপ এখনও মালব, গুজরাট ও রাজপুতানার অন্তর্গত অনেক সামন্ত রাজ্যে নবাভিষিক্ত রাজাকে স্বীয় ললাটে ভীলের বৃদ্ধাঙ্গুলির রক্তের টীকা লইতে হয়। ভীলেরা পানাসক্ত এবং চৌর্য্যপ্রিয়, কিন্তু সত্যবাদী। জয়পুর রাজ্যের অধিকাংশ স্থান পূর্ব্বে মীনাদের অধিকৃত ছিল। অধুনা যে সকল মীনা জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্যে বাস করে, তাহারা দুই সম্প্রদায়ভুক্ত;—জমীদার (কৃষক) ও চৌকিদার। শেষোক্ত সম্প্রদায় লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। রাজপুতেরা মীনাদের হস্তে আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। জয়পুরের নবাভিষিক্ত রাজাকে মীনার জনৈক অধিনায়ক টীকা পরাইয়া দেয়।

অনার্য্যতা, -ত্ব—অনার্য্যের ভাব বা ধর্ম্ম, অনার্য্যের কার্য্য। অনার্য্য শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অনালোচনীয়, অনালোচ্য—আলোচনার অযোগ্য বা অসাধ্য, অননুশীলনীয়, অচিন্তনীয়, অতর্ক্য, অবিচার্য্য, অকথ্য। ন আলোচনীয় বা আলোচ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনালোচিত—যাহার আলোচনা করা হয় নাই এরূপ, অননুশীলিত; অপরিদৃষ্ট; অবিবেচিত। ন আলোচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনালোচ্য—অনালোচনীয় দেখ।

অনালোড়িত—যাহা আলোড়িত হয় নাই, অনান্দোলিত; অক্ষুব্ধ। ন আলোড়িত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনালোড়িতা।

অনাবশ্যক—অপ্রয়োজনীয়, যাহাতে প্রয়োজন নাই এরূপ। ন আবশ্যক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কা। বিশেষ্যে অনাবশ্যকতা ক্লী।

অনাবিল—যাহা ঘোলা নয়, অপঙ্কিল, নির্ম্মল; অকলুষিত; অসংক্লিষ্ট। ন আবিল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাবিলা। বিশেষ্যে, -তা।

অনাবিষ্কৃত—আবিষ্কার করা হয় নাই এরূপ। অপ্রকাশিত, অজ্ঞাত, অনুদ্ভাবিত। ন (হয় নাই) আবিষ্কৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এরূপ। পূর্ব্বে আবিষ্কৃত=আবিষ্কৃতপূর্ব্ব, ৭তৎ। ন আবিষ্কৃতপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাবিষ্কৃতপূর্ব্বা।

অনাবিষ্ট—আবিষ্ট নহে এরূপ, অমনোযোগী। ন আবিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ষ্টা।

অনাবৃত—আবৃত নয় এরূপ, অনাচ্ছাদিত, মুক্ত, খোলা। ন আবৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাবৃতা।

অনাবৃত্তি—আবৃত্তি না করা, অনভ্যাস, অপুনরাগমন। ন আবৃত্তি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অনাবৃষ্টি—বর্ষণাভাব, পর্য্যাপ্ত বৃষ্টির অভাব, উপযুক্ত কালে বৃষ্টি না হওয়া। ন আবৃষ্টি, (সম্যক্ বর্ষণ), নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। [অনাবৃষ্টি ষড়্‌বিধ ঈতির মধ্যে অন্যতম]।

অনাবেশ—আবেশাভাব, অমনোযোগ, অযত্ন, উপেক্ষা, তাচ্ছীল্য। ন আবেশ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনাশুষী—অনাশ্বান্ দেখ।

অনাশ্য—নাশের অযোগ্য বা অসাধ্য, অবিনাশী, অক্ষয়। ন নাশ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাশ্রম—১। যাহার আশ্রম নাই, আশ্রমহীন। ন (নাই) আশ্রম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাশ্রমা। ২। আশ্রমের অভাব। নঞ্‌তৎ। সং; পু। অব্যয়ী। সং; ক্লী।

অনাশ্রমব্রত—১। আশ্রমাচারশূন্য, আশ্রমনির্দ্দিষ্ট ব্রতরহিত। ন (নাই) আশ্রমব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। আশ্রমনির্দ্দিষ্ট ব্রতের অভাব। ন আশ্রমব্রত, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনাশ্রমব্রতধর্ম্ম—আশ্রমবিশেষে বিহিত নিয়মরূপ ধর্ম্মের অভাব। আশ্রমব্রতই যে ধর্ম্ম, সে আশ্রমব্রতধর্ম্ম, রূপক কর্ম্মধা; ন আশ্রমব্রতধর্ম্ম, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনাশ্রয়—১। আশ্রয়াভাব, শরণহীনতা, আশ্রয়শূন্যতা। ন আশ্রয়, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, সহায়শূন্য, অশরণ। ন (নাই) আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাশ্রয়া।

অনাশ্বান্ (-স্বস্)—অভোজনকারী, খাইতেছে না এরূপ; অনাহারী, উপবাসী। ন আ-অশ ধাতু+ক্বসু ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনাশুষী।

অনাসন্ন—আসন্ন নয় এরূপ, অনিকটস্থ, দূরবর্ত্তী; অপ্রত্যাসন্ন। ন আসন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাসন্না।

অনাসিক—নাসিকাবিহীন, নাসাশূন্য, খাঁদা বা খন্দা। ন (নাই) নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাসিকা।

অনাসৃষ্ট—সৃষ্টির বহির্ভূত, সৃষ্টিছাড়া, অস্বাভাবিক; অপরূপ, বিচিত্র, অদ্ভুত। অব্যয়ীভাব। বা। বিণ; ক্লী। ইহারই অপভ্রংশে গ্রাম্য 'অনাছিষ্টি' শব্দ হইয়াছে।

অনাস্থা—অনাদর, উপেক্ষা, অবহেলা, তাচ্ছীল্য, অমনোযোগ। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অনাস্বাদিত—যাহা আস্বাদন করা হয় নাই, চাকা হয় নাই এরূপ; অভক্ষিত, অখাদিত। ন আস্বাদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

অনাহত—১। অপ্রাপ্তাঘাত, আঘাত পায় নাই এরূপ, অক্ষত; নূতন। ন আহত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাহতা। ২। অধৌত নূতন-বস্ত্র; তন্ত্রোক্ত হৃদয়স্থিত সুষুম্নামধ্যস্থ দ্বাদশদল পদ্ম [যে স্থানে জীবাত্মা বাস করেন তাহাকে অনাহত বলে]। সং; ক্লী।

অনাহরণীয়—আহরণের অযোগ্য বা অসাধ্য, অনাহার্য্য, অসঙ্কলনীয়, দুঃসংগ্রহ। ন আহরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —য়া।

অনাহার—১। আহারাভাব, উপবাস, অনশন। ন আহার, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। আহারশূন্য, অকৃতাহার। ন (হয় নাই) আহার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাহারা।

অনাহারী (-রিন্)—উপবাসী, অনাহারক্লিষ্ট,

আহার করে নাই এরূপ। ন–আ–হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনাহারিণী।

অনাহারে—ভোজন না করিয়া। ন (নাই) আহার যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

অনাহার্য্য—অভক্ষ্য; অগ্রাহ্য; অনাহরণীয়, অসঞ্চলনীয়; অগ্রহণীয়, দুর্গ্রাহ্য। ন আহার্য্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাহার্য্যা।

অনাহূত—অনিমন্ত্রিত, অনামন্ত্রিত, যাহাকে ডাকা হয় নাই। ন আহূত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাহূতা।

অনাহ্লাদ—আহ্লাদশূন্যতা, অসন্তুষ্টি, অপ্রীতি, বিষাদ। ন আহ্লাদ, নঞ্তৎ। সং; পু।

অনাহ্লাদিত—অনানন্দিত, অপ্রহৃষ্ট, অপ্রীত, অসন্তুষ্ট। ন আহ্লাদিত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনাহ্লাদিতা।

অনি—অন্য, অপর। প্রা, ক।

অনিঃসরণ—অনির্গমন, বাহির না হওয়া। ন নিঃসরণ, নঞ্তৎ। সং; ক্লী।

অনিঃসৃত—অনির্গত, অ-বহির্গত, বাহির হয় নাই এরূপ। ন নিঃসৃত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিঃসৃতা।

অনিগীর্ণ—অকথিত, অনুক্ত। ন নির্গীর্ণ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিগীর্ণা।

অনিগ্রহ—১। নিগ্রহাভাব, অপীড়ন, অনুগ্রহ। ন নিগ্রহ, নঞ্তৎ। সং; পু। ২। অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত, অদমিত। ন (হয় নাই) নিগ্রহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–হা।

অনিচ্ছা—ইচ্ছার অভাব অবাঞ্ছা, অনভিলাষ। ন ইচ্ছা, নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অনিচ্ছাকৃত—যাহা ইচ্ছা করিয়া করা হয় নাই। ন ইচ্ছাকৃত, নঞ্তৎ; বা অনিচ্ছা দ্বারা কৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিচ্ছাকৃতা।

অনিচ্ছাসত্ত্বে—ইচ্ছার অবিদ্যমানতায়, ইচ্ছা না থাকাতে। অনিচ্ছার সত্ত্বে (বিদ্যমানতায়), ৬তৎ। ভাবে সপ্তমী। সং; ক্লী।

অনিচ্ছু, অনিচ্ছুক—ইচ্ছাবিহীন, অনভিলাষী। ন ইচ্ছু বা ইচ্ছুক, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অনিত্য—নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে এরূপ, অচিরস্থায়ী, অস্থায়ী, বিধ্বংসী, নশ্বর। ন নিত্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিত্যা।

অনিত্যতা—অনিত্যপদার্থনিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম্ম, অনিত্যের ভাব, স্থায়ী না হওয়া, অস্থায়িত্ব, নশ্বরত্ব। অনিত্য+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অনিদান—১। অহেতুক, অকারণ। ন (নাই) নিদান যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কারণশূন্যতা, হেতুরাহিত্য। ন নিদান, নঞ্তৎ; কিংবা নিদানের অভাব, অব্যয়ীভাব। সং; ক্লী। ৩। অকারণে। ন (নাই) নিদান (কারণ) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনিদ্র—নিদ্রাহীন, বিনিদ্র, সজাগ। ন (নাই) নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিদ্রা।

অনিদ্রা—১। নিদ্রাহীনা ইত্যাদি। বহু; অনিদ্র দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। নিদ্রার অভাব, নিদ্রা না হওয়া, জাগরণ। নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অনিন্দনীয়, অনিন্দ্য—নিন্দার অযোগ্য, অনবদ্য, অগর্হিত। ন নিন্দনীয় বা নিন্দ্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিন্দনীয়া, অনিন্দ্যা।

অনিন্দিত—যাহার কেহ কখনও নিন্দা করে নাই এরূপ, অবিগর্হিত, অবিগীত, অদূষণীয়। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিন্দিতা।

অনিন্দ্য—অনিন্দনীয় দেখ।

অনিপুণ—অকুশল, অপটু, আনাড়ী। ন নিপুণ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিপুণা। বিশেষ্যে অনিপুণতা,–ত্ব।

অনিবদ্ধ—অনিরুদ্ধ, অ-বাঁধা; অসংযত; অনিয়মিত; অনুৎপাদিত; অবিহিত। ন নিবদ্ধ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিবদ্ধা।

অনিভৃত—অগুপ্ত; চঞ্চল। ন নিভৃত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিভৃতা।

অনিমন্ত্রিত—অনাহূত, যাহার নিমন্ত্রণ হয় নাই। ন নিমন্ত্রিত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

অনিমিক, নিখ—নিমেষশূন্য, পলকবিহীন, স্থির। অনিমিষ শব্দের অপভ্রংশ; বিণ

অনিমিষ, অনিমেষ—১। নিমেষশূন্য, পলকরহিত, যাহার পলক পড়ে না এরূপ; স্থির, স্পন্দনশূন্য। ন (নাই) নিমিষ বা নিমেষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–ষা। ২। দেবতা; মৎস্য; অতি সূক্ষ্ম কালপরিমাণ। সং; পু।

অনিমিষাচার্য্য—বৃহস্পতি। অনিমিষগণের (দেবগণের) আচার্য্য, ৬তৎ। সং; পু।

অনিমেষ—অনিমিষ দেখ।

অনিয়ত—নিয়ত নহে এরূপ; অসংযত; অ-নিয়ন্ত্রিত; অনিয়মিত; অনিশ্চিত, অস্থির। ন নিয়ত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

অনিয়তাকার—১। যাহার আকারের স্থিরতা নাই, অনিয়মিত-আকৃতিবিশিষ্ট। অনিয়ত আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অনিশ্চিত বা অনিয়মিত আকৃতি। অনিয়ত যে আকার, কর্ম্মধা। সং; পু।

অনিয়ন্ত্রিত—চালকশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল; অনিবারিত। ন নিয়ন্ত্রিত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

অনিয়ম—১। নিয়মরহিত, নিয়মশূন্য; অনিয়ন্ত্রিত; অনিয়মিত; অনিশ্চিত; অস্থির। ন (নাই) নিয়ম যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিয়মা। ২। নিয়মাভাব, নিয়ম না থাকা; নিয়মলঙ্ঘন, নিয়ম পালন না করা। ন নিয়ম, নঞ্তৎ। সং; পু।

অনিয়মিত—নিয়মশূন্য, যাহার নিয়ম নাই এরূপ; অনিশ্চিত, অনিরূপিত, অনির্দ্দিষ্ট, অনির্দ্ধারিত। ন নিয়মিত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অনিরাকরণ—অনিবারণ; অখণ্ডন; অনিরূপণ, অনির্দ্ধারণ। নঞ্তৎ। সং; ক্লী।

অনিরাকরণীয়—যাহার নিবারণ হয় না এরূপ, অনিবার্য্য। ন নিরাকরণীয়, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিরাকরণীয়া।

অনিরাকৃত—যাহার নিরাকরণ করা হয় নাই এরূপ, অনিবারিত। ন নিরাকৃত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিরাকৃতা।

অনিরুদ্ধ—১। অপ্রতিরুদ্ধ, অনিবারিত, অপ্রতিহত। ন নিরুদ্ধ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিরুদ্ধা। ২। দূত, চর। সং; পু। ৩। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইনি শৌর্য্যবীর্য্যে অতুলনীয়, মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধে কেহই ইঁহার গতিরোধ করিতে পারিত না, এই জন্য ইঁহার নাম অনিরুদ্ধ। ভোজকটের রাজা রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার সহিত ইঁহার প্রথম বিবাহ হয়। ইঁহার পুত্রের নাম বজ্র। অনিরুদ্ধ পরে উষার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের ঘটনাটি অতি বিচিত্র। শোণিতপুরের রাজা বাণদৈত্যের উষা নামে একটী পরমরূপবতী কন্যা ছিল। পার্ব্বতীর বরে উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন, এবং স্বীয় সখী চিত্রলেখা দ্বারা তাঁহাকে আপনার কক্ষে লইয়া আসেন। অনিরুদ্ধ উষার সহিত অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন, এই সংবাদ বাণ রাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধকে বধ করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। অনিরুদ্ধ তাহাদের সকলকেই বিনাশ করেন। পরে বাণ রাজা ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করিয়া কৃষ্ণপৌত্রকে নাগপাশে বদ্ধ করেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন সসৈন্যে শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের পর বাণ পরাস্ত হইলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যাদবগণ অনিরুদ্ধ ও নববধূ উষাকে লইয়া দ্বারকায় প্রতিগমন করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় অনিরুদ্ধও নিহত হন।

অনিরুদ্ধপথ—১। আকাশ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অবারিত-গতি। অনিরুদ্ধ পথ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিরুদ্ধপথা।

অনিরুদ্ধভাবিনী—অনিরুদ্ধের ভার্য্যা, বাণরাজার কন্যা উষা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অনিরূপণীয়—অনির্ণেয়, অনির্দ্দেশ্য, অনির্দ্ধার্য্য। ন নিরূপণীয়, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–য়া।

অনিরূপিত—অনির্ণীত, অনির্দ্ধারিত, অনির্দ্দিষ্ট। ন নিরূপিত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অনির্গত—অনিঃসৃত, অ-বহির্গত, বাহির হয় নাই এরূপ। ন নির্গত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনির্গম, অনির্গমন—অনিঃসরণ, অবহির্গমন,

বাহির না হওয়া। ন নির্গম বা নির্গমন, নঞ্‌তৎ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

অনির্ণয়—অনির্দ্ধারণ, অনিশ্চয়। ন নির্ণয়, নঞ্‌তৎ। সং; পু। [নির্ণয়ের অভাব এই বাক্যে অব্যয়ীভাব সমাসে ক্লীবলিঙ্গ হইবে]।

অনির্ণীত—যাহার নির্ণয় হয় নাই এরূপ, অনির্দ্ধারিত, অনিরূপিত, অনিশ্চিত। ন নির্ণীত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্ণীতা।

অনির্ণেয়—যাহার নির্ণয় করা যায় না, অনিরূপণীয়, অনির্দ্ধারণীয়। ন নির্ণেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্ণেয়া।

অনির্দ্দিষ্ট—যাহার নির্দ্দেশ করা হয় নাই, অনুক্ত; অনির্দ্ধারিত, অনিরূপিত, অনিশ্চিত, অনিয়মিত। ন নির্দ্দিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্দ্দিষ্টা।

অনির্দ্দেশ—নির্দ্দেশাভাব, নির্দ্দিষ্ট না করা; অনবধারণ, অনিশ্চয়; অনুল্লেখ। ন নির্দ্দেশ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনির্দ্দেশ্য—যাহা নির্দ্দেশ করা যায় না, অনির্ণেয়; অনুল্লেখ্য। ন নির্দ্দেশ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্দ্দেশ্যা।

অনির্দ্ধারণীয়, অনির্দ্ধার্য্য—নির্দ্ধারণের অযোগ্য, অনির্ণেয়, অনির্দ্দেশ্য, অনিরূপণীয়। ন নির্দ্ধারণীয় বা নির্দ্ধার্য্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্দ্ধারিত—অনিরূপিত, অনির্ণীত, অনিয়মিত, অনিশ্চিত। ন নির্দ্ধারিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্দ্ধার্য্য—অনির্দ্ধারণীয় দেখ।

অনির্ভর—১। সামান্য, অল্প। ন নির্ভর, নঞ্‌তৎ। ২। লঘু। ন (নাই) নির্ভর (ভার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্ভরা। ৩। নির্ভরাভাব, কাহারও উপর ভর না করা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনির্ম্মম—যে মমতাশূন্য নহে, মমতাযুক্ত, অনিষ্ঠুর, সদয়। ন নির্ম্মম, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্ম্মমা।

অনির্ম্মল—অপরিষ্কৃত, মলিন; আবিল। ন নির্ম্মল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্ম্মলা।

অনির্ম্মাল্য—যাহা নির্ম্মাল্য নহে, যে পুষ্প দেবোদ্দেশে নিবেদিত নহে, অথবা যে পুষ্পাভরণ উপভোগ করা হয় নাই তৎসমুদায়। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনির্ব্বচনীয়—বচনাতীত, বর্ণনাতীত, যাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্ব্বচনীয়া।

অনির্ব্বাচ্য—যাহা ব্যাখ্যা করিয়া উঠা যায় না এরূপ; অনির্ব্বচনীয়, অকথ্য; অনিরূপণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্ব্বাচ্যা।

অনির্ব্বাণ—নির্ব্বাণশূন্য; অম্লান। ন (নাই) নির্ব্বাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ণা।

অনির্ব্বাত—যাহা বায়ুরহিত নহে, অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট। ন নির্ব্বাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্ব্বাদ—নির্ব্বিবাদ, অনবজ্ঞা, অবজ্ঞা না করা। ন নির্ব্বাদ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনির্ব্বাপণ—না নিবান। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনির্ব্বাপিত—যাহা নিবান হয় নাই, অনিবান। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনির্ব্বাহ—অপ্রতুল, অভাব; অনিষ্পাদন, অসম্পাদন, অকরণ; অসংলগ্নতা, অসঙ্গতি। ন নির্ব্বাহ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনির্ব্বিণ্ণ—নির্ব্বাহের উপায়শূন্য; নিঃস্ব, দরিদ্র, দুঃখী; ভয়শোকাদিতে অকাতর; অখিন্ন। ন নির্ব্বিণ্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনির্ব্বিৎ (—র্ব্বিদ্)—যে নির্ব্বেদযুক্ত নহে, নির্ব্বেদরহিত, আত্মগ্লানি হইতে বিমুক্ত; ভয়শোকাদি হইতে মুক্ত, অকাতর, অখিন্ন, অদুঃখিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনির্বৃতি—অসংস্থান, অভাব; অসন্তোষ; অশান্তি; দারিদ্র্য। ন (নাই) নির্বৃতি (স্বাচ্ছন্দ্য), নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অনির্ব্বেয়—নির্ব্বাণের অযোগ্য, যাহা নিবাইতে পারা যায় না এরূপ। ন নির্ব্বেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনির্ব্বেয়া।

অনিল—১। বায়ু, পবন, বাতাস; অষ্ট বসুর মধ্যে পঞ্চম বসু। অন (বাঁচা)+ইল, যাহা দ্বারা বাঁচা যায়। সং; পু। ২। ভূমিশূন্য; দেশবিহীন; কপর্দ্দকরহিত। ন (নাই) ইল (ভূমি বা দেশ কিংবা বাণী) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিলা।

অনিলসখ—অগ্নি, বহ্নিদেব, হুতাশন। অনিলের (বায়ুর) সখা, ৬তৎ। সং; পু।

অনিলাময়—বাতরোগ, বায়ুজন্য যে রোগ জন্মে। অনিলজাত যে আময় অর্থাৎ রোগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অনিলাশিনী—১। বায়ুভক্ষণকারিণী ইত্যাদি। অনিলাশী দেখ। অনিলাশিন্+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সর্পী। সং; স্ত্রী।

অনিলাশী (—শিন্)—১। বায়ুভক্ষণকারী বায়ুভুক্; অনাহারী, উপবাসী। অনিল-অশ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনিলাশিনী। ২। অহি, সর্প। সং; পু।

অনিলোচিত—১। অনালোচিত; অবিবেচিত। ন নিলোচিত, নঞ্‌তৎ। ২। বাতোপযুক্ত, বায়ুসমুচিত। অনিলের উচিত, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিলোচিতা।

অনিবার—অনিবারণীয়, অনিবার্য্য; নিরন্তর, সতত, অবিরত। ন (নাই) নিবার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিবারা।

অনিবারণীয়, অনিবার্য্য—নিবারণের অসাধ্য বা অযোগ্য, অপ্রতিষেধনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -য়া, —র্য্যা। বিশেষ্যে,—তা।

অনিবারিত—যাহার নিবারণ করা হয় নাই এরূপ, অপ্রতিষিদ্ধ, অনিষিদ্ধ। ন নিবারিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিবারিতা।

অনিবার্য্য—অনিবারণীয় দেখ।

অনিশ—সর্ব্বদা, অবিরাম, নিরন্তর, অনবরত; (তাৎপর্য্যার্থে) সতত। ন (নাই) নিশা (বিরামকাল) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। [এই শব্দটী প্রায়ই ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, তখন উহা ক্লীবলিঙ্গ]।

অনিশ্চয়—১। নিশ্চয়ের অভাব। ন নিশ্চয়, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। অনিশ্চিত, সন্দেহযুক্ত বা সন্দেহস্থানীয়। ন (নাই) নিশ্চয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

অনিশ্চয়তা—নিশ্চয়রাহিত্য, নিশ্চয়াভাব। অনিশ্চয়+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অনিশ্চিত—যাহার নিশ্চয় বা স্থিরতা নাই এরূপ, অস্থির, সন্দেহস্থল; অনিয়মিত, অনির্ণীত। ন নিশ্চিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনিষিদ্ধ—যাহার নিষেধ করা হয় নাই এরূপ, অপ্রতিষিদ্ধ, অনিবারিত; অবারিত। ন নিষিদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দ্ধা।

অনিষ্ট—১। ক্ষতি, হানি, অপকার; পাপ; দুঃখ। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। অবাঞ্ছিত, অনভিলষিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিষ্টা।

অনিষ্টকর, অনিষ্টকারক, অনিষ্টজনক—অহিতকর, অপকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিষ্টকরী, —কারিকা, —জনিকা।

অনিষ্টচিন্তা—অহিত-সাধনের ভাবনা, অপকার করিবার কল্পনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অনিষ্টজনক—অনিষ্টকর দেখ। [সং; স্ত্রী।

অনিষ্টশঙ্কা—অনিষ্টাশঙ্কা (সকল অর্থে)। ৬তৎ।

অনিষ্টা—১। অনভিলষিতা। ন ইষ্টা, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। নাগবালা। সং; স্ত্রী।

অনিষ্টাচরণ—অহিতানুষ্ঠান, অপকারসম্পাদন। অনিষ্টের আচরণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অনিষ্টাপাত—অপ্রীতিকর ঘটনা, অশুভ ঘটনা, মঙ্গলাগমের অভাব। অনিষ্টের আপাত (উপস্থিতি বা আগমন), ৬তৎ। সং; পু।

অনিষ্টাশঙ্কা—অহিতশঙ্কা, অপকার বা অমঙ্গল ঘটনার ভয়; অনিষ্টের আশঙ্কা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অনিষ্ঠা—নিষ্ঠারাহিত্য; অনাস্থা; অপ্রত্যয়, অনিশ্চয়; অস্থিরতা, চাঞ্চল্য। ন নিষ্ঠা, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অনিষ্ণাত—অনিপুণ, অপটু, আনাড়ী; অপ্রবীণ; অবিচক্ষণ, অর্ব্বাচীন, অপ্রাজ্ঞ, অনভিজ্ঞ; অকৃতী। ন নিষ্ণাত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনিষ্পন্ন—অসম্পন্ন, অসিদ্ধ; নিষ্পত্তিরহিত; অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। ন নিষ্পন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিষ্পন্না।

অনিসর্গ—অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন, স্বভাববর্হি-

ভূত বা স্বভাববিরুদ্ধ, বিকৃতভাবাপন্ন। ন (নাই) নিসর্গ (স্বভাব, অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনিস্তার—১। নিস্তার-হীনতা, নিষ্কৃতিরাহিত্য; অমুদ্ধার, অমুক্তি, অপরিত্রাণ; অনুত্তরণ। ন নিস্তার, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। নিস্তাররহিত, উদ্ধারবিহীন; পরিত্রাণহীন; অমুক্ত; অনুত্তীর্ণ। ন (নাই) নিস্তার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিস্তারা।

অনিস্তীর্ণ—অনুত্তীর্ণ, যাহা পার হওয়া হয় নাই; অনতিক্রান্ত; অখণ্ডিত। ন নিস্তীর্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনিস্তীর্ণা।

অনীক—১। সৈনিকপুরুষ; সৈন্য; বৃন্দ। অন (বাঁচা)+ঈকন্‌ ণ, যাহা দ্বারা (রাজ্য) বাঁচে। সং; পু। ২। যুদ্ধ, কলহ। ন (অ)—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্বিপ্‌ অপা+কণ্‌ প্রত্যয়। সং; পু বা ক্লী।

অনীকস্থ—১। সৈন্য; রাজরক্ষি-সৈন্য; হস্তিপক; ধ্বজাদি যুদ্ধচিহ্ন; রণবাদ্য। সং; পু। ২। যুদ্ধস্থিত। অনীক শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্থা।

অনীকিনী—১০,৯৩৫ পদাতি, ৬,৫৬১ অশ্ব, ২,১৮৭ গজ, ২,১৮৭ রথ,—সমুদায়ে ২১,৮৭০ সংখ্যক সেনাদল [অক্ষৌহিণী দেখ]; সেনা। অনীক+ইন অস্ত্যর্থে+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

অনীত—১। যাহা লইয়া যাওয়া হয় নাই। ন নীত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনীতা। ২। নীতিবিগর্হিত, অনুচিত, নিন্দনীয়। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ। বিণ। ২। দুর্নীতি, অনুচিত কর্ম্ম, অন্যায়। অনীতি শব্দের অপভ্রংশ। সং।

অনীতি—দুর্নীতি; নীতিবিরুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান। ন নীতি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অনীদৃশ—এবম্প্রকার নহে, এরূপ নয়; অন্য প্রকার, বিসদৃশ, ভিন্ন। ন ঈদৃশ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনীদৃশী।

অনীশ—১। নিরীশ্বর, ঈশ্বরবিহীন; প্রভুবিহীন, স্বামিরহিত। ন (নাই) ঈশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

অনীশ্বর—১। ঈশ্বরহীন, নিরীশ্বর; নাস্তিক; প্রভুহীন। ন (নাই) ঈশ্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনীশ্বরা। ২। অক্ষম, অসমর্থ। ন ঈশ্বর, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনীশ্বরী। বিশেষ্যে অনীশ্বরতা,—ত্ব।

অনীশ্বরবাদ—ঈশ্বর নাই এই কথা বলা, পরমেশ্বর না মানা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, নাস্তিক্যবাদ। কর্ম্মধা। সং; পু।

অনীশ্বরবাদী (—বাদিন্‌)—যে ঈশ্বর স্বীকার করে না, নাস্তিক। ন ঈশ্বরবাদী, নঞ্‌তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী অনীশ্বরবাদিনী।

অনীহ—ঈহাশূন্য, চেষ্টারহিত, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, অলস; উদ্যমবিহীন, নিরুৎসাহ; নিরীহ; স্পৃহাশূন্য; উদাসীন। ন (নাই) ঈহা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনীহা।

অনীহা—১। ঈহাশূন্যা, চেষ্টারহিতা ইত্যাদি। বহু; অনীহ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। চেষ্টাভাব, নিশ্চেষ্টতা, আলস্য; উদ্যমাভাব, যত্নরাহিত্য, অনুৎসাহ; স্পৃহাহীনতা; ঔদাসীন্য। ন ঈহা, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অনু—১। পশ্চাৎ; সদৃশ; হীন; বীপ্সা; সহ; সমীপ; ভাগ; চিহ্ন; অনুক্রম; ইত্থম্ভাব; আয়াস। বা; উপসর্গ।

২। রাজা যযাতির পুত্র। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে ইঁহার জন্ম। এই অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। সং; পু।

অনুক—কামুক, কামী, লম্পট। অনু—কম (অভিলাষ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

অনুকথন—পশ্চাদ্ভাষণ, পরে কথা বলা; কথোপকথন। প্রাদি। সং; ক্লী।

অনুকম্পা—দয়া, করুণা, সহানুভূতি, অন্যের অবস্থা দর্শনে আপনাকে তদবস্থ জ্ঞান করা (Pity)। অনু (সহিত)—কম্প+অ ভা+আপ্‌। যে গুণ দ্বারা অপরের দুঃখে অনু (সহ) কাঁপে অর্থাৎ যে গুণ প্রভাবে অন্যের দুঃখ দর্শনে সহানুভূতি দ্বারা আপনার দুঃখ বোধ হয়, সুতরাং অন্যের দুঃখ দূরীভূত করিতে ইচ্ছা হয়। সং; স্ত্রী।

অনুকম্প্য—অনুকম্পার পাত্র, কৃপার্হ। অনু—কম্প+য কর্ম্ম, অর্হার্থে। বিণ; ত্রি।

অনুকরণ—প্রতিরূপকরণ, সদৃশীকরণ, অন্যের সম্পাদিত কার্য্য দেখিয়া তদ্রূপকরণ, নকল করা। অনু—কৃ+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

অনুকরণপ্রবৃত্তি—তুল্য কার্য্য করিবার বাসনা, নকল করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অনুকরণপ্রিয়—সদৃশকর্ম্ম-করণানুরাগী, যে নকল করিতে ভালবাসে। অনুকরণ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রিয়া। বি,—প্রিয়তা,—ত্ব।

অনুকরণবৃত্তি—প্রাণিগণ যে বৃত্তির দ্বারা কোনও বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। অনুকরণের বৃত্তি, ৬তৎ; কিংবা অনুকরণসাধনী বৃত্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অনুকরণশব্দ—অনুকার শব্দ, অন্য ধ্বনির তুল্য ধ্বনি, কোন শব্দের অনুরূপ শব্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অনুকরণশীল—অনুকরণ করাই শীল অর্থাৎ স্বভাব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা। বি,—শীলতা,—ত্ব।

অনুকরণীয়—অনুকরণ করিবার উপযুক্ত, যাহার অনুকরণ করা আবশ্যক। অনু—কৃ (করা)+অনীয় কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুকরণীয়া।

অনুকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—অনুকারী, অনুকরণকারী, অন্যের অভিনয়কারী, নকুলে। প্রাদি; অনু—কৃ (করা)+তৃন্‌ ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী অনুকর্ত্রী।

অনুকর্ম্ম (—কর্ম্মন্‌)—সদৃশ কার্য্য, অনুকরণ, নকল; পশ্চাৎকৃত-কার্য্য। নিত্য। সং; ক্লী।

অনুকর্ষ—১। রথনিম্নস্থ কাষ্ঠ। অনু—কৃষ (টানা)+অল্‌ কর্ম্ম। ২। অনুবর্ত্তন; ব্যাকরণে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিধির পরসূত্রে অনুবর্ত্তন; আকর্ষণ। অনু—কৃষ (টানা)+অল্‌ ভা। সং; পু।

অনুকর্ষণ—অনুকর্ষ; অবকর্ষণ; আকর্ষণ। অনু—কৃষ+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

অনুকর্ষা (—কর্ষন্‌)—অনুকর্ষ; রথের বা শকটের তলকাষ্ঠ। সং; পু।

অনুকল্প—গৌণকল্প, অপ্রধান কল্প, মুখ্যের স্থানপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, যেমন 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' অর্থাৎ মধু অভাবে গুড় দিবে। এখানে গুড় মধুর অনুকল্প। 'ব্রীহ্যভাবে নীবারৈর্যজেত' অর্থাৎ ব্রীহির অভাবে নীবার দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এখানে ব্রীহি মুখ্যকল্প এবং নীবার অনুকল্প। [ব্রীহি আশুধান্য। নীবার উড়িধান্য]। অনু—কৢপ+অল্‌ ভা। সং; পু।

অনুকামীন—কামগামী; স্বচ্ছন্দচারী; স্বেচ্ছাবিহারী। অনু—কাম শব্দ (ইচ্ছা)+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুকামীনা।

অনুকার—অনুকরণ, অনুরূপকরণ, সদৃশীকরণ, নকল করা; সদৃশ বেশভূষাদির আবিষ্করণ। অনু—কৃ (করা)+ঘঞ্‌ ভা। সং; পু।

অনুকারশব্দ—অনুকরণশব্দ দেখ।

অনুকারিতা—অনুকরণকারীর ধর্ম্ম; অনুকরণ করা। অনুকারিন্‌+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অনুকারিত্ব—অনুকারিতা। অনুকারিন্‌+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

অনুকারী (—কারিন্‌)—অনুকরণকারী, যে নকল করে। অনু—কৃ (করা)+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনুকারিণী।

অনুকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; বিস্তৃত; ব্যাপ্ত। অনু—কৄ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুকীর্ণা।

অনুকূল—১। সহায়, সদয়, পোষকতাকারী; সাহায্যকারী; অপ্রতিকূল; অনুগ্রহকারী; অনুরক্ত; যোগ্য। অনু—কূল (আবরণ করা)+ক ক, যে দোষাদির আবরণ করে; অথবা কূল অর্থাৎ নদ্যাদির তীর, তাহার অনু (সদৃশ), কূলের অনুকারী এই অর্থে ৬তৎ, অর্থাৎ জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে সমীপাগত কূল যেরূপ সহায়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুকূলা। ২। নায়কবিশেষ,

যে নায়ক বারাঙ্গনাপরাঙ্মুখ হইয়া স্ব-স্ত্রীতে আসক্ত ; (কাব্যে) অলঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং ; পু।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। অনুকূলচন্দ্র হিন্দুকলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কিছুদিন হাবড়ার ফৌজদারী আদালতে নাজিরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কলেজ ছাড়িয়া বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও ইঁহার অধ্যয়ন-প্রবৃত্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। আদালতের কর্ম্ম করিয়া অবসর সময়ে ইনি আইন-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি যোগ্যতার সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর ইনি কলিকাতা সদর কোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার এইরূপ যোগ্যতা দর্শন করিয়া ইঁহাকে "উকিল-সরকার" নিযুক্ত করিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে পরিগণিত হইলেন। ওকালতী ব্যবসায়ে ইনি আপন যোগ্যতা এরূপভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই কলিকাতা হাইকোর্টের জজরূপে মনোনীত হইলেন। অনুকূলচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন যোগ্য সভ্য ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট ইনি পরলোক গমন করেন।

অনুকূলতা,–ত্ব—আনুকূল্য, সহায়তা, সাহায্য ; পোষকতা, অনুগ্রহ। অনুকূল+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অনুকূলা—১। সহায়া ইত্যাদি। অনুকূল দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দন্তী বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

অনুকৃত—১। যাহার অনুকরণ করা হইয়াছে, সদৃশীকৃত। অনু–কৃ+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুকৃতা। ২। অনুকরণ। অনু–কৃ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

অনুক্ত—যাহা উক্ত বা কথিত হয় নাই, অকথিত। ন উক্ত, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুক্তকর্ত্তা (–কর্ত্তৃ)—(ব্যাকরণে) কর্ম্মবাচ্যে তৃতীয়ান্ত কর্ত্তৃপদ। কর্ম্মধা। সং।

অনুক্রম—পর্য্যায় ; যথাক্রম ; অনুপূর্ব্ব। অনু–ক্রম+অল্ ভা। সং ; পু।

অনুক্রমণ—পশ্চাদ্‌গমন, অনুসরণ, অনুগমন, অনুবর্ত্তন ; ক্রমানুসারে গমন বা ক্রিয়াকরণ। প্রাদি। সং ; ক্লী।

অনুক্রমণিকা—গ্রন্থের অবতরণিকা, ভূমিকা, মুখবন্ধ ; উপক্রমণিকা ; নির্ঘণ্ট। অনু–ক্রম (গমন করা)+অনট্ ভা+কণ্+স্ত্রীং আপ্। সং ; স্ত্রী।

অনুক্রিয়া—অনুকর্ম্ম। অনুরূপা ক্রিয়া, নিত্য সং ; স্ত্রী।

অনুক্রোশ—অনুকম্পা, কৃপা, দয়া। অনু–ক্রুশ (দুঃখ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অনুক্ষণ—প্রতিক্ষণ, সর্ব্বদা, নিরন্তর। ক্ষণে ক্ষণে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ব্য ; ক্রি-বিণ।

অনুখন—নিরন্তর, সর্ব্বদা। অনুক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

অনুগ—অনুগমনকারী, পশ্চাদ্‌গামী ; অনুচর ; অনুসর। অনু (পশ্চাৎ)–গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুগা।

অনুগত—১। বশংবদ ; আশ্রিত, অধীন, বশবর্ত্তী, মতানুবর্ত্তী ; অনুজীবী। অনু–গম (গমন করা)+ক্ত ক। ২। অনুসৃত। অনু–গম+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

অনুগম—পশ্চাদ্‌গমন ; সঙ্গতি ; মীমাংসা ; অনুলোম। অনু–গম+অল্ ভা। সং ; পু।

অনুগমন—পশ্চাদ্‌গমন, সঙ্গে গমন ; অনুসরণ ; মতানুবর্ত্তিতা ; অনুমরণ, সহমরণ। অনু–গম+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনুগমনীয়, অনুগম্য—অনুগমনযোগ্য, পশ্চাদ্‌গমনসাধ্য, যাহার পশ্চাতে যাইতে হইবে, অনুসরণীয় ; অনুকরণীয়। অনু–গম+অনীয়, য ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুগব—দৈর্ঘ্য। অনু–গো+অ। সং ; ক্লী।

অনুগবীন—গোর অনুগামী, গোরক্ষক, রাখাল। গোর পশ্চাৎ–অনুগব (ব্য) ; অনুগব শব্দ+খীন। সং ; পু।

অনুগামী (–গামিন্)—পশ্চাদ্‌গামী, অনুগমনকারী ; সহচর, সঙ্গে গমনকারী ; অধীন ; বশংবদ। অনু–গম+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুগামিনী।

অনুগুণ—অনুগত ; অনুকূল। গুণের অনুকূল, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুগুণা।

অনুগৃহীত—অনুগ্রহ পাত্র, যাহার প্রতি অনুগ্রহ করা হইয়াছে ; অনুগ্রহপ্রাপ্ত। অনু–গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুগ্র—উগ্র নহে ; অপ্রচণ্ড, অনুৎকট ; অক্রোধী ; অক্রূর, অনিষ্ঠুর ; অপ্রখর, অতীব্র ; মৃদু, ঠাণ্ডা। ন উগ্র, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুগ্রা।

অনুগ্রহ—অনিষ্ট বারণ পূর্ব্বক ইষ্টসাধন, আনুকূল্য ; উপকার, দয়া ; প্রসাদ, প্রসন্নতা। অনু–গ্রহ+অল্ ভা। সং ; পু।

অনুগ্রহপাত্র, –ভাজন—দয়ার পাত্র, কৃপাভাজন, যাহার প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য। ৬তৎ। বিণ ; ক্লী। পাত্র ও ভাজন শব্দ অজহল্লিঙ্গ বলিয়া বিশেষণ অবস্থায়ও ক্লীবলিঙ্গ হয়।

অনুগ্রহ-বিহীন, –শূন্য, –হীন—নিরনুগ্রহ, যে অনুগ্রহ করে না, অপ্রসন্ন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –বিহীনা, –শূন্যা, –হীনা।

অনুগ্রাহক—অনুগ্রহকারী। অনু–গ্রহ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুগ্রাহিকা।

অনুগ্রাহী (–গ্রাহিন্)—অনুগ্রহকারী। অনু–গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুগ্রাহিণী।

অনুগ্রাহ্য—অনুগ্রহপাত্র ; গ্রহণীয় ; গ্রহণযোগ্য। অনু–গ্রহ+ণ্যৎ ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুচর—১। অনুগামী, পশ্চাদ্‌গামী, সহচর। অনু–চর (গমন করা)+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুচরী। ২। যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে ; ভৃত্য, যে ব্যক্তি অন্যের আদেশে কার্য্য করে। সং ; পু।

অনুচরী—১। অনুগামিনী। অনুচর দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। পরিচারিকা, দাসী। সং ; স্ত্রী।

অনুচারিণী—১। অনুগামিনী। অনুচারী দেখ। অনুচারিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পরিচারিকা, দাসী। সং ; স্ত্রী।

অনুচারী (–চারিন্)—১। অনুগামী, অনুচর। অনু–চর (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুচারিণী। ২। পরিচারক, ভৃত্য। সং ; পু।

অনুচিকীর্ষা—অনুকরণ করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। অনু–সনন্ত কৃ+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অনুচিকীর্ষিত—যে বিষয়ে অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। অনু–সনন্ত কৃ+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুচিকীর্ষিতা।

অনুচিকীর্ষু—অনুকরণেচ্ছু। অনু–সনন্ত কৃ+উ ক। বিণ ; ত্রি।

অনুচিত—অবিহিত, অন্যায়, অবৈধ, অযুক্তিযুক্ত ; অনভ্যস্ত। ন উচিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুচিতা।

অনুচিন্তন, –চিন্তা—অনুক্ষণ চিন্তন বা আন্দোলন ; স্মরণ। প্রাদি। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অনুচ্চ—উঁচু নহে এরূপ, অনুন্নত, অনুচ্ছ্রিত ; নিম্ন। ন উচ্চ, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুচ্চারণীয়, অনুচ্চার্য্য—উচ্চারণের অসাধ্য বা অযোগ্য। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুচ্ছিষ্ট—উচ্ছিষ্ট নহে এরূপ, যাহা এঁটো নয় ; শুদ্ধ, পবিত্র ; অব্যবহৃত। ন উচ্ছিষ্ট, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুচ্ছিষ্টা।

অনুজ—১। পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ, কনীয়ান্, যবীয়ান্ ; অবরজ। অনু–জন+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুজা। ২। কনিষ্ঠভ্রাতা। সং ; পু। ৩। এক প্রকার গন্ধদ্রব্য, প্রপৌণ্ডরিক নামক সুগন্ধি দ্রব্য। সং ; ক্লী।

অনুজন্মা (অনুজন্মন্)—অনুজ। অনু (পশ্চাৎ) জন্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অনুজা—১। পশ্চাজ্জাতা, কনিষ্ঠা। অনুজ দেখ। অনুজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী ; বলাড়ম্বর ; গন্ধভাদুলয়। সং ; স্ত্রী।

অনুজাত—অনুজ। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুজাতা।

অনুজাতা—১। অনুজা। অনুজাত দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী। সং; স্ত্রী।

অনুজিঘৃক্ষা—অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা। অনু—সনন্ত গ্রহ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অনুজীবী (—জীবিন্)—যে অন্যকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, আশ্রিত, ভৃত্য, পোষ্য; অনুবর্ত্তী, সহচর। অনু—জীব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বিনী।

অনুজ্জ্বল—যাহা উজ্জ্বল নহে, অভাস্বর, দীপ্তিহীন। ন উজ্জ্বল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুজ্ঝিত—অনুৎসৃষ্ট, অপরিত্যক্ত; অনপচিত; অবিকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুজ্ঞা—আজ্ঞা, আদেশ। অনু—জ্ঞা (জানা)+ঃ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অনুজ্ঞাত—আদিষ্ট, অনুমত, যে বিষয়ে অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; আদেশ-প্রাপ্ত, অনুজ্ঞা-প্রাপ্ত, যাহাকে অনুজ্ঞা করা হইয়াছে। অনু—জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুতপ্ত—অনুতাপযুক্ত, পরিতপ্ত। অনু—তপ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুতপ্তা।

অনুতর—তরপণ্য, পারঘাটের দান, খেয়ার কড়ি; ভাটক, ভাড়া। অনু—তৃ+অল্ গ। সং; ক্লী।

অনুতর্ষ—অভিলাষ; তৃষ্ণা, পিপাসা। অনু—তৃষ (পানের ইচ্ছা)+অল্ ভা। সং; পু।

অনুতর্ষণ—১। মদ্যপান-পাত্র। অনু—তৃষ (পানেচ্ছা)+অনট্ ণ বা অধি। ২। মদ্যবিতরণ। ... অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুতাপ—অনুশোচনা, পশ্চাত্তাপ, কোনও অন্যায্য কার্য্য করিয়া তজ্জন্য পশ্চাৎ খেদ। [পাপকার্য্যমাত্রেরই প্রকৃতি এই যে, উহার সম্পাদন কালে প্রায়শঃ সুখবোধ হয়, কিন্তু পরিণামে সম্পাদিত বা চিন্তিত পাপকার্য্যের জন্য মনে কষ্ট জন্মে, ঐ ক্লেশকে অনুতাপ কহে]; অনু (পশ্চাৎ)—তপ (তপ্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুতাপী (—তাপিন্)—অনুতাপযুক্ত, অনুতপ্ত, অনুশোচনাকারী, পরিতপ্ত। অনুতাপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অনুতাপিনী।

অনুৎক—অনুন্মনাঃ, অনুদ্বিগ্ন; অনুৎসুক। ন উৎক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুৎকা।

অনুৎকর্ষ—অপকর্ষ, নিকৃষ্টতা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনুত্তম—১। অধম, নিকৃষ্ট। ন উত্তম, নঞ্‌তৎ। ২। অত্যুত্তম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ন (নাই) উত্তম যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অনুত্তর—১। নিরুত্তর, উত্তরদানে অসমর্থ। ন (নাই) উত্তর (প্রতিবচন) যাহার, বহু। ২। অশ্রেষ্ঠ, অধম, নিকৃষ্ট। ন উত্তর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্‌তৎ। ৩। অনুত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) উত্তর (শ্রেষ্ঠ) যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুত্তরা। ৪। উত্তরাভাব, কথার উত্তর না দেওয়া; অযথা বা অসংলগ্ন উত্তর। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনুত্তান—অনূর্দ্ধমুখ, যাহা চিৎ নহে, উপুড়। ন উত্তান, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুৎপত্তি—উৎপত্তির অভাব, উৎপন্ন না হওয়া, না জন্মা; অজন্মা। ন উৎপত্তি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুৎপন্না।

অনুৎপন্ন—অজাত, যাহা জন্মে নাই। নঞ্‌তৎ।

অনুৎসাহ—১। উৎসাহাভাব, অনুদ্যম। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। উৎসাহশূন্য, নিরুৎসাহ, উদ্যমরহিত। ন (নাই) উৎসাহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অনুৎসাহী (—সাহিন্)—উৎসাহরহিত, নিরুৎসাহ, উদ্যমহীন। ন উৎসাহী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনুৎসাহিনী।

অনুদগ্র—১। যাহার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধমুখে উদ্গত নহে; অনূর্দ্ধমুখ; অনুদ্গত; অনুন্নত। ন উদগ্র, নঞ্‌তৎ। ২। অত্যুন্নত। ন (নাই) উদগ্র যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুদগ্রা।

অনুদয়—না উঠা, অপ্রকাশ, অনাবির্ভাব; সূর্য্যের অপ্রকাশ। ন উদয়, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনুদর—ক্ষীণোদর, কৃশ, ক্ষীণকায়, ক্ষীণমধ্য। ন (অল্প) উদর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনুদাত্ত—১। নিম্নস্বর; বৈদিক স্বরবিশেষ। [উচ্চস্বরকে উদাত্ত, নীচস্বরকে অনুদাত্ত এবং উচ্চনীচ সমাহার স্বরকে স্বরিত কহে। যে স্বরের আদ্য অর্দ্ধ উদাত্ত এবং শেষার্দ্ধ অনুদাত্ত, তাহাকে স্বরিত কহে]। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। উদাত্তভিন্ন। বিণ; ত্রি।

অনুদার—১। নীচ, অসাধু, অসৎ; কৃপণ, নীচাশয়। ন উদার, নঞ্‌তৎ। ২। অতিশয় দাতা, অতিমহান্। ন (নাই) উদার যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। যাহার স্ত্রী অনুগতা, অনুগতদার। অনু (অনুগত) দার যাহার (সে পুরুষের), বহু। বিণ; পু।

অনুদিত—১। অনুক্ত, অকথিত। নঞ্ (অন্)—বদ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। ২। অপ্রকাশিত; অনুদ্গত। ন উদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুদিন—প্রতিদিন, প্রত্যহ। দিনে দিনে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ব্য।

অনুদ্গত—ঊর্দ্ধগত নহে এরূপ, যাহা উপরদিকে উঠে নাই; অনুদগ্র; অনুত্থিত; অবহিঃপ্রসৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনুদ্ঘাতী (—তিন্)—অনুচ্চাবচ, সমতল। ন উদ্ঘাতী (উন্নতানত), নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনুদ্ঘাতিনী।

অনুদ্দিষ্ট—যাহার উদ্দেশ নাই এরূপ, যে বিদেশগত ব্যক্তির বহুকাল খোঁজখবর নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুদ্দিষ্টা।

অনুদ্দেশ—উদ্দেশ না পাওয়া, বিদেশগত ব্যক্তির বহুকাল খোঁজখবর না পাওয়া। নঞ্ (অন্)—উৎ—দিশ+অল্ ভা। সং; পু।

অনুদ্ধত—বিনম্র, বিনীত। ন উদ্ধত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুদ্ধতা।

অনুদ্ধরণ, অনুদ্ধার—অনুত্তোলন, না তোলা, না উঠান; অঙ্কের লেখা অবিকল না তোলা; বিপদ্ হইতে মুক্ত না করা; অপরিত্রাণ। নঞ্‌তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

অনুদ্ধৃত—অনুত্তোলিত, যাহা উঠান যায় নাই এরূপ; অঙ্কের লেখা হইতে অবিকল তুলিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ; অমোচিত, অপরিত্রাত। ন উদ্ধৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুদ্ভিন্ন—অপ্রকাশিত; অনুদ্গত; অপরিপুষ্ট। ন (নয়) উদ্ভিন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুদ্ভিন্নদেহ—১। অপুষ্টশরীর, অপরিপুষ্ট-কলেবর, অপ্রকাশিত-দেহ। অনুদ্ভিন্ন হইয়াছে দেহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দেহা। ২। অপ্রকাশিত কলেবর, অপরিপুষ্ট শরীর। নঞ্‌তৎ। সং; পু বা ক্লী।

অনুদ্যত—অনুদ্যমযুক্ত, অনুদ্যুক্ত, অপ্রস্তুত; অনুত্থিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনুদ্যুক্ত—অনুদ্যত, অনুদ্যোগী, অপ্রস্তুত। ন উদ্যুক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্তা।

অনুদ্যোগ—উদ্যোগাভাব, আলস্য, অবহেলা, ঔদাস্য। ন উদ্যোগ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনুদ্যোগী (—গিন্)—উদ্যোগবিহীন, অনুদ্যত, অপ্রস্তুত; নিশ্চেষ্ট, অলস। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনুদ্যোগিনী।

অনুদ্রুত—১। অনুগত, পশ্চাদ্ধাবিত। অনু—দ্রু (পলায়ন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুদ্রুতা। ২। সূক্ষ্ম কাল-পরিমাণবিশেষ; সঙ্গীতশাস্ত্রে দ্রুতের অর্দ্ধমাত্রা। [শব্দরত্নাবলীতে উক্ত হইয়াছে যে অর্দ্ধমাত্রাকে দ্রুত ও দ্রুতার্দ্ধকে অনুদ্রুত বলে]। সং; ক্লী।

অনুদ্বাহ—অপরিণয়, বিবাহ না করা, কৌমার্য্য। ন উদ্বাহ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনুদ্বিগ্ন—উদ্বেগরহিত, উৎকণ্ঠাশূন্য, নিশ্চিন্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুদ্বিগ্না।

অনুদ্বেগ—উদ্বেগাভাব, উৎকণ্ঠারাহিত্য, দুশ্চিন্তাহীনতা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনুধাই—অনুধাবন বা অনুধ্যান করিয়া, চিন্তা করিয়া। ক্রি। প্রা, ক।

অনুধাবন—পশ্চাদ্গমন; অনুসন্ধান; অভিনিবেশ, মনোযোগ; তত্ত্ব-নিশ্চয়ানুসরণ। অনু—ধাব+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুধাবিত—পশ্চাদ্ধাবিত ; মনোযোগী ; অভিনিবিষ্ট। অনু—ধাব+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুধ্যান—মঙ্গলচিন্তা, ইষ্টচিন্তা ; গভীর চিন্তা। অনু—ধ্যৈ+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

অনুনয়—স্তব, স্তুতি, বিনয়, শিষ্টতা ; কাতরোক্তি ; ক্রোধাপনয়ন ; প্রার্থনা। অনু—নী+অল্ ভা। সং ; পু।

অনুনয়-বিনয়—অনুনয় দেখ। বিনয়=নম্রতা। এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ থাকিলেও বঙ্গীয় রীতি অনুসারে "ভরণ-পোষণাদি" বৎ প্রথম কথাটার বলবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। সং ; পু।

অনুনয়ী (—য়িন্)—অনুনয়যুক্ত, অনুনয়কারী ; প্রার্থনাকারী, প্রার্থী ; বিনয়ী, বিনীত। অনুনয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু।

অনুনাদ—পশ্চাৎ শব্দ, প্রতিধ্বনি। নিত্য। সং ; পু।

অনুনাদিত—সম শব্দবিশিষ্ট, একসঙ্গে শব্দিত ; সমকালে ধ্বনিত ; প্রতিশব্দিত। অনুনাদ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনুনাসিক—১। নাসিকা-সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণ, যথা—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ইত্যাদি। সং ; পু। ২। নাসিকা দ্বারা উচ্চার্য। নাসিকাকে অনুগত, ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুনাসিকা, অনুনাসিকী।

অনুনীত—বিনীত ; প্রার্থিত ; প্রসাদিত, যাহাকে প্রসন্ন করা হইয়াছে। অনু—নী+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুনীতা।

অনুনেয়—অনুনয়যোগ্য। অনু—নী+য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুনেয়া।

অনুন্নত—অনুচ্ছ্রিত ; অনুচ্চ, নিম্ন। ন উন্নত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুন্নতা।

অনুন্মত্ত—যে মাতে নাই, মাতাল নহে ; অনুন্মাদগ্রস্ত, অক্ষিপ্ত, পাগল নহে, প্রকৃতিস্থ। ন উন্মত্ত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুন্মত্তা। বি অনুন্মত্ততা।

অনুপ—উপমারহিত, সাদৃশ্যহীন, অনুপমেয়। ন (নাই) উপ (উপমা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অনুপকার—অপকার, অনিষ্ট, হানি, ক্ষতি ; অগুণ। ন উপকার, নঞ্তৎ। সং ; পু।

অনুপকারক—অপকারক, অনুপকারী, অপকারী ; অগুণকারক। ন উপকারক, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপকারিকা।

অনুপকারিণী—অনিষ্টকারিণী, অহিতকারিণী। অনুপকারী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

অনুপকারিতা—অপকারিতা ; অনিষ্টকারিতা। অনুপকারিন্+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অনুপকারী (—কারিন্)—অপকারী, অহিতকারী, অনিষ্টকারী। নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুপকারিণী।

অনুপকৃত—যে উপকার প্রাপ্ত হয় নাই, যাহার উপকার করা হয় নাই। ন উপকৃত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপকৃতা।

অনুপদ—১। অনুগামী, পশ্চাদ্গামী। অনু (পশ্চাৎ) পদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপদা, অনুপদী। ২। পদে পদে, অনন্তর, পশ্চাৎ। অব্যয়ী। ব্য। ৩। যে পদ বা বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়, ধুয়া। পদের অনু (পশ্চাৎ), অব্যয়ী। সং ; স্ত্রী।

অনুপদিষ্ট—অশিক্ষিত, যে উপদেশ পায় নাই। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপদিষ্টা।

অনুপদী (—দিন্)—অনুগামী, পশ্চাদ্গামী ; অনুবর্ত্তী ; অনুকর্ত্তা ; অন্বেষণকারী। অনুপদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী,—দিনী।

অনুপদীনা—পদাচ্ছাদন, মোজা, জুতা প্রভৃতি ; পদায়ত উপানৎ (টাইট্ বুট)। অনু—পদ শব্দ+ঈন+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অনুপপত্তি—অসঙ্গতি ; অসংলগ্নতা ; অনুৎপত্তি ; অযুক্তি ; অসিদ্ধি। নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনুপপন্ন—অসঙ্গত ; অনুৎপন্ন ; অসংলগ্ন ; অযুক্ত ; অসিদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুপভুক্ত—যাহা ভোগ করা হয় নাই এরূপ ; অভক্ষিত ; অব্যবহৃত। ন উপভুক্ত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপভুক্তা।

অনুপম—উপমারহিত, নিরুপম, তুলনাশূন্য, অত্যুৎকৃষ্ট। ন (নাই) উপমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপমা।

অনুপমা—১। উপমারহিতা, অতুলা, নিরুপমা, সর্ব্বোৎকৃষ্টা। বহু। অনুপম দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নৈঋত কোণে যে দিগ্গজ আছে, তাহার স্ত্রীর নাম। ৩। উপমারাহিত্য, উপমার অভাব। নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনুপমিত—অতুলিত, যাহার তুলনা করা হয় নাই ; অতুলনীয়, অনুপম, অতুল। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপমিতা।

অনুপমেয়—উপমারহিত, উপমানাভাবপ্রযুক্ত যাহা উপমেয় হয় না ; অনুপম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ন উপমেয়, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

অনুপযুক্ত—অযোগ্য ; অযুক্ত, অনুচিত। ন উপযুক্ত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপযুক্তা। বিশেষ্যে অনুপযুক্ততা।

অনুপযোগ—অনুপযুক্ততা, অযোগ্যতা। ন উপযোগ, নঞ্তৎ। সং ; পু।

অনুপযোগিতা—অনুপযুক্ততা, অযোগ্যতা। অনুপযোগিন্+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অনুপযোগী (—গিন্)—অনুপযুক্ত, অযোগ্য। ন উপযোগী, নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুপযোগিনী।

অনুপলক্ষিত—অলক্ষিত, অদৃষ্ট ; অযাচিত। ন উপলক্ষিত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুপলব্ধ—অলব্ধ, অপ্রাপ্ত, অনর্জ্জিত ; অননুভূত ; মনোমধ্যে ধৃত নহে, অনববুদ্ধ ; অনুপভুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুপলব্ধি—অপ্রাপ্তি ; অননুভূতি ; ধারণার অভাব ; প্রত্যক্ষাভাব। নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনুপস্থান—অনুপস্থিতি। ন উপস্থান (উপস্থিতি), নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনুপস্থাপক—যে স্থাপন করে না, অস্থাপনকর্ত্তা ; যে কোন বিষয় উপস্থিত করে না। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপস্থাপিকা।

অনুপস্থাপন—অস্থাপন, স্থাপন না করা, না রাখা ; কোন বিষয় উপস্থিত না করা ; প্রসঙ্গ না করা। নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনুপস্থাপিত—অস্থাপিত, স্থাপন করা হয় নাই এরূপ, যাহা রাখা হয় নাই ; যাহা উপস্থিত করা হয় নাই, অপ্রস্তাবিত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপস্থাপিতা।

অনুপস্থায়ী (—য়িন্)—অনুপস্থিত ; অসমীপস্থ, দূরবর্ত্তী। নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—য়িনী।

অনুপস্থিত—উপস্থিত নহে এরূপ, অনাগত। ন উপস্থিত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনুপস্থিতি—উপস্থিতির অভাব, অনাগমন। ন উপস্থিতি, নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনুপহত—অনাহত ; অবিনাশিত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপহতা।

অনুপাত—পশ্চাৎ পতন ; পশ্চাদ্গমন ; (গণিতে) একরাশির সহিত অন্য একরাশির যে সম্বন্ধ (Ratio) ; ত্রৈরাশিক। প্রাদি বা নিত্য। সং ; পু।

অনুপাতক—মহাপাতকের তুল্য পাতক (পাপ)। অনুপাতক ৩৫ পঁয়ত্রিশ প্রকার ; যথা—(১) নীচ জাতি হইয়া আপনাকে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান, (২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ প্রকাশ করণ, (৩) পিতার মিথ্যা দোষকথন, এই তিনটী ব্রহ্মহত্যার সমান। (৪) বেদত্যাগ অর্থাৎ অধীত বেদের বিস্মৃতি ; (৫) বেদের নিন্দা, (৬) কৌট সাক্ষ্য—ইহা দুই প্রকার, জ্ঞাত বিষয় না বলা ও মিথ্যা কথা বলা ; (৭) সুহৃদ্বধ ; (৮) জ্ঞানপূর্ব্বক অভ্যাস যোগে গহিত খাদ্যের অর্থাৎ বিষ্ঠাদিতে উৎপন্ন দ্রব্যের ভক্ষণ ; (৯) অভক্ষ্য ভক্ষণ, এই ছয় প্রকার সুরাপানের তুল্য। (১০) গচ্ছিত দ্রব্য হরণ, (১১) মানুষ চুরি, (১২) ঘোড়া চুরি, (১৩) রূপা চুরি, (১৪) ভূমি চুরি, (১৫) হীরা চুরি, (১৬) মণি চুরি, এই সাত প্রকার স্বর্ণ হরণের সমান। এবং এতদ্ভিন্ন সাপিণ্ডী, কুমারী, অন্ত্যজা, বন্ধুর স্ত্রী, ঔরস ভিন্ন পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রী, সহোদরা, মাসী, পিসী, মামী, শাশুড়ী, প্রভৃতি ১৯

প্রকার অগম্যাগমন গুরুপত্নী-হরণের তুল্য। অনু (সদৃশ) পাতক, নিত্য। সং ; স্ত্রী।

অনুপান—ঔষধের সহিত বা ঔষধ সেবনের পরে পেয় রসাদি, ঔষধের সহকারী দ্রব্য। নিত্য বা প্রাদি। সং ; স্ত্রী। [প্রয়োগ।

অনুপাম—অনুপম, অতুলনীয়। প্রাচীন কবি-

অনুপায়—উপায়াভাব, অগতিত্ব ; অসঙ্গতি, অন্‌ন্যায়। নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অনুপাল্য—প্রতিপাল্য, পোষ্য ; রক্ষণীয় ; আশ্রিত। অনু—পালি+যর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুপাসিত—অনারাধিত, অপূজিত, অসম্মানিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনুপুষ্প—শর, নল, খাগড়া। সং ; পু।

অনুপূর্ব্ব—১। যথাক্রম, আনুক্রমিক। পূর্ব্বকে অনুগত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপূর্ব্বা। ২। অনুক্রম। সং ; পু।

অনুপেত—অসংযুক্ত, অবশিষ্ট। ন উপেত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপেতা।

অনুপ্ত—যাহা বোনা হয় নাই এরূপ। ন উপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুপ্তা।

অনুপ্রবিষ্ট—অন্তঃপ্রবিষ্ট, অন্তর্নিবিষ্ট, মধ্যগত ; সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত ; অধিষ্ঠিত। অনু—প্র—বিশ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ষ্টা।

অনুপ্রবেশ—অন্তঃপ্রবেশ ; অনুরূপ প্রবেশ ; অধিষ্ঠান। অনু—প্র—বিশ (প্রবেশ করা) +অল্‌ ভা। সং ; পু।

অনুপ্রশ্ন—প্রশ্নের অনুগত, আড় দিকে ঘটিত। প্রশ্নের অনুগত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুপ্রাণন—অনুপ্রাণনা (সকল অর্থে)। অনু—প্র—ণিজন্ত অন+অনট্‌ ভা। সং ; স্ত্রী।

অনুপ্রাণনা—সঞ্জীবন,জীবনীশক্তির অনুপ্রবেশ ; প্রত্যাদেশপ্রদান ; উৎসাহ-জনন, উদ্দীপন ; বিষয়ান্তর দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের দার্ঢ্য-সম্পাদন ; অন্য লোক দ্বারা অভীষ্ট ব্যক্তির তেজোবর্দ্ধন। অনু—প্র—ণিজন্ত অন+অন ভা+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

অনুপ্রাণিত—সঞ্জীবিত ; সবলীকৃত ; প্রোৎসাহিত ; কার্য্যসাধনী শক্তি দ্বারা সংবর্দ্ধিত ; নব শক্তি যোগে প্রভাবান্বিত ; প্রত্যাদিষ্ট। অনু—প্র—ণিজন্ত অন+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুপ্রাস—শব্দালঙ্কারবিশেষ, স্বরের বৈষম্য হইলেও যে শব্দসাম্য, তাহাকে অনুপ্রাস বলে [অলঙ্কার দেখ]। অনু—প্রস (বিস্তার করা)+অল্‌ ভা। সং ; পু।

অনুপ্লব—সহায় ; সহচর,অনুচর। অনু (পশ্চাৎ) —প্লু+অল্‌ ক। সং ; পু।

অনুবদ্ধ—পশ্চাৎবদ্ধ, পরে বাঁধা বা গাঁথা ; গ্রথিত ; সম্পৃক্ত, সংশ্লিষ্ট, সংক্রান্ত। অনু—বন্ধ ধাতু+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুবন্ধ—১। বন্ধন ; অবিচ্ছেদ ; সম্বন্ধ ; অনুবৃত্তি ; আরোপণ ; অনুরোধ ; উপক্রম, আরম্ভ, উপলক্ষ ; প্রাচীন ব্যাকরণে কোনও কার্য্যের নিমিত্ত গৃহীত বর্ণ, উহা কার্য্যকালে থাকে না, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে যাহাকে "ইৎ" বলে, প্রাচীন ব্যাকরণে উহাকেই অনুবন্ধ বলে। অনু—বন্ধ+অল্‌ ভা। ২। পিতৃপ্রভৃতি গুরুজনের অনুযায়ী শিশু ; মুখ্যানুযায়ী,প্রধানের অনুগামী। অনু—বন্ধ +অল্‌ ক। সং ; পু।

অনুবন্ধী (—বন্ধিন্‌)—১। অনুবন্ধযুক্ত ; সম্বন্ধবিশিষ্ট ; সম্বদ্ধ, সম্পৃক্ত ; পশ্চাদ্বর্ত্তী, ফলস্বরূপে আগত ; অবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর ; অব্যাহত। অনুবন্ধ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুবন্ধিনী। ২। সঙ্গী, সহচর। সং ; পু।

অনুবন্ধী—পিপাসা, তৃষ্ণা ; হিক্কা। অনু—বন্ধ (বন্ধন করা)+অন্‌ ক+ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

অনুবোধ—পশ্চাৎ জ্ঞান ; গন্ধের উদ্দীপন ; স্নানান্তে গন্ধদ্রব্যের পুনরুদ্দীপন ; পূর্ব্বগৃহীত চন্দনাদির গন্ধ ন্যূন হইলে প্রযত্নবিশেষ দ্বারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ব সৌরভ উৎপাদন। অনু—বুধ (বোধ করা)+অল্‌ ভা। সং ; পু।

অনুভব—বোধ, উপলব্ধি, জ্ঞান ; ধারাবাহিক জ্ঞান ; স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞান অর্থাৎ অনুমান প্রভৃতি। অনু—ভূ (হওয়া)+অল্‌ ভা। সং ; পু।

অনুভাব—প্রভাব, কোষদণ্ডজ মহত্ত্ব ; মহিমা ; তেজ ; স্বভাব ; সামর্থ্য ; সংব্যক্তিদিগের মতি নিশ্চয় ; সংব্যক্তিদিগের অভিপ্রায়ের নিশ্চয় ; নিশ্চয় ; মনোগত ভাবপ্রকাশক ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতি, রত্যাদিসূচক গুণশ্রেণী, চক্ষুর চাতুর্য্য, ভ্রূক্ষেপ, মুখরাগ প্রভৃতি। উপসর্গ পূর্ব্বক ভূ ধাতুর ঘঞ্‌ হয় না, অল্‌ হয়, একারণ অগ্রে ভাব পদ সাধিয়া পশ্চাৎ অনু পদের সহিত সমাস করিতে হইবে। অনুরূপ বা অনুকৃত ভাব, এই বাক্যে প্রাদি সমাস। সং ; পু।

অনুভাবি—ভাব সঞ্চারিত করিয়া। প্রা, ক।

অনুভূত—যাহা অনুভব করা হইয়াছে, উপলব্ধ, জ্ঞাত। অনু—ভূ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুভূতি—অনুভব (তাহা দেখ)। অনু—ভূ (হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অনুমগন—নিমগ্ন। বিণ। প্রা, ক।

অনুমত—অনুজ্ঞাত, আদিষ্ট ; অনুমোদিত ; স্বীকৃত, সম্মত। অনু—মন (বোধ করা)। ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুমতা।

অনুমতি—১। আদেশ, অনুজ্ঞা, অনুমোদন, সম্মতিপ্রদান। অনু—মন (বোধ করা)+ক্তি ভা। ২। যে পূর্ণিমাতে এক কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়, চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা। অনু—মন+ক্তি অধি। সং ; স্ত্রী।

অনুমতিপত্র—অনুজ্ঞা-লিপি, যে চিঠিতে হুকুম দেওয়া হয়। অনুমতিসূচক পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অনুমতিসূচক—অনুজ্ঞাব্যঞ্জক,আদেশপ্রকাশক ; অনুমোদনবাচক, সম্মতিপ্রকাশক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুমতিসূচিকা।

অনুমন্তা (—মন্তৃ)—আদেশকারী, অনুমতিকারক। অনু—মন (বোধ করা)+তৃন্‌ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুমন্ত্রী।

অনুমন্ত্রণ—মন্ত্রোচ্চারণ সহকৃত যজ্ঞীয় সংস্কারবিশেষ। অনু—মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+অনট্‌ ভা। সং ; স্ত্রী।

অনুমন্ত্রিত—মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে যজ্ঞে সংস্কৃত। অনু—মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুমরণ—মৃতপতির অনুগমন, সহমরণ, পতির মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া জ্বলন্ত চিতায় পত্নীর জীবনবিসর্জ্জন ; মৃতপতির দেহের অপ্রাপ্তিতে পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক জ্বলন্ত চিতানলে পত্নীর দেহত্যাগ। অনু (পশ্চাৎ বা সহিত) —মৃ (মরা)+অনট্‌ ভা। সং ; স্ত্রী।

অনুমা—অনুমান (সকল অর্থে)। অনু—মা (পরিমাণ করা)+ও ভা আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

অনুমান—অনুমিতি, ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপক বস্তু নিশ্চয়, কার্য্য দৃষ্টে কারণ বা কারণ দৃষ্টে কার্য্যবোধ, কিংবা কোনও সিদ্ধ বস্তুর জ্ঞান হইতে অনায়াসে যে অন্য কোনও জ্ঞান জন্মে [যেমন কোনও স্থানে ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিলে আমাদের পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তথায় আগুন আছে বলিয়া আমরা 'অনুমান' করিয়া লই]। আন্দাজ ; যুক্তি, বোধ, বিবেচনা ; অর্থালঙ্কারবিশেষ, সাধ্য বিষয়ের সাধন হয় বলিয়া যে অনুভব, তাহাকে অনুমান অলঙ্কার কহে ; (জ্যামিতিতে) কোন প্রতিজ্ঞার উপপত্তি হইতে প্রতিজ্ঞান্তরের সিদ্ধান্ত-বোধ। অনু—মা ধাতু+অনট্‌ ভা। সং ; স্ত্রী।

অনুমানসিদ্ধ—১। অনুমান দ্বারা সাধিত, অনুমিতিলব্ধ, আন্দাজী, আনুমানিক। ৩তৎ। ২। অনুমান বিষয়ে পটু ; আন্দাজ করিতে পাকা। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুমানোক্তি—অনুমান দ্বারা নিরূপিত বাক্য, আন্দাজী কথা ; বাগ্‌বিচার, যুক্তিতর্ক। অনুমানসাধিত উক্তি,মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অনুমাপক—অনুমানের কারণ, অনুমানজনক। অনু—ণিজন্ত মা—মাপি ধাতু(পরিমাণ করান) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুমাপিকা।

অনুমিত—হেতু দ্বারা অবধারিত ; বিবেচিত ; যে বিষয়ের অনুমান করা হইয়াছে। অনু—মা (পরিমাণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুমিতি—অনুমান, আন্দাজ। অনু—মা+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অনুমৃত—সহমৃত ; পশ্চাৎ মৃত। অনু (পশ্চাৎ বা সহিত) মৃত, প্রাদি। বিণ ; স্ত্রী।

অনুমৃতা—পতির মৃতদেহের সহিত চিতানলে দেহত্যাগকারিণী ; মৃত পতির পাদুকাদি গ্রহণে চিতানলে শরীর বিসর্জ্জনকারিণী। অনুমৃত+আপ্। বিণ বা সং ; স্ত্রী।

অনুমেয়—অনুমান দ্বারা জ্ঞেয়। অনু—মা (পরিমাণ করা)+য কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুমোদক—অনুমোদনকর্ত্তা, আহ্লাদ-পূর্ব্বক সম্মতিদাতা ; প্রবর্ত্তনকর্ত্তা, প্রবর্ত্তক। অনু—ণিজন্ত মুদ (=মোদি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুমোদিকা।

অনুমোদন—আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মতিদান ; মত-প্রদান ; প্রবর্ত্তন ; প্রবৃত্তিদান। অনু—ণিজন্ত মুদ (=মোদি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনুমোদিত—যাহা অনুমোদন করা হইয়াছে এরূপ ; অনুজ্ঞাত ; প্রোৎসাহিত। অনু—ণিজন্ত মুদ (=মোদি)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুযাত—অনুগত ; অনুসৃত, পশ্চাদ্‌গত, অনুকৃত। অনু—যা+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অনুযাত্র—অনুযায়ী ; অনুগামী। অনু (সহ) যাত্রা (গমন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুযাত্রা।

অনুযাত্রা—১। অনুযায়িনী, অনুগামিনী। বহু ; অনুযাত্র দেখ। অনুযাত্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অনুগমন, পশ্চাদ্‌গমন, সহগমন। প্রাদি বা নিত্য। সং ; স্ত্রী।

অনুযাত্রিক—অনুগামী, সহগামী, অনুচর, সম ভিব্যাহারী। অনুযাত্রা+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুযাত্রিকী।

অনুযাত্রী (—যাত্রিন্)—অনুগামী, সহগামী, অনুচর, সমভিব্যাহারী। নিত্য বা প্রাদি। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুযাত্রিনী।

অনুযায়ী (—যায়িন্)—অনুগামী ; সদৃশ, অনু-রূপ ; অনুচর। অনু—যা (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুযায়িনী।

অনুযুক্ত—তিরস্কৃত ; জিজ্ঞাসিত ; বেতন দিয়া অধ্যয়নকারী। অনু—যুজ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুযোক্তা (—যোক্তৃ)—অনুযোগকারী ; তিরস্কারকারক ; বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনকারী। অনু—যুজ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুযোক্ত্রী।

অনুযোগ—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন ; তিরস্কার ; অন্যের নিকট প্রাপ্য অনাদর বা অযত্ন জন্য আক্ষেপ প্রকাশ। অনু—যুজ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অনুযোগী (—গিন্)—অনুযোগকারী, অনু-যোক্তা ; তিরস্কারকর্ত্তা ; নিন্দাকারী ; প্রশ্ন-কর্ত্তা, জিজ্ঞাসাকারী ; সংযোগসাধক, সাম্মিলিতকারী। অনু—যুজ ধাতু+ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুযোগিনী।

অনুযোজক—অনুযোগকারী। অনু—যুজ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুযোজিকা। [স্ত্রী।

অনুযোজন—প্রশ্ন। অনু—যুজ+অনট্ ভা। সং ;

অনুযোজ্য—যাহার বিরুদ্ধে অনুযোগ করা যায়, অনুযোগের যোগ্য ; নিন্দনীয়। অনু—যুজ +য কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুযোজ্যা।

অনুরক্ত—১। অনুরাগবিশিষ্ট, যাহার অনুরাগ জন্মিয়াছে, আসক্ত, রত, প্রীত। অনু—রন্‌জ +ক্ত ক। ২। রঞ্জিত। অনু—রন্‌জ ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুরক্তা।

অনুরক্তি—অনুরাগ, আসক্তি। অনু—রন্‌জ ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অনুরঞ্জক—অনুরঞ্জনকারী, প্রীতিসম্পাদক অনু—ণিজন্ত রন্‌জ (=রঞ্জি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুরঞ্জিকা।

অনুরঞ্জন—সন্তোষসাধন, প্রীতিসম্পাদন, অনু-রাগ জন্মান ; প্রীত বা তুষ্ট করণ ; রঞ্জিত করণ, রং করা। অনু—ণিজন্ত রন্‌জ (=রঞ্জি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনুরণন—অনুগত স্বর ; প্রতিশব্দ, প্রতিধ্বনি, আহত বস্তুর নিঃক্ষণস্থায়ী শব্দ। অনু—রণ (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনুরত—অনুরক্ত, অনুরাগবিশিষ্ট। অনু—রম (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অনুরতি—অনুরাগ, আসক্তি, প্রেম, প্রীতি ; ভক্তি, শ্রদ্ধা। অনু—রম ধাতু+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

অনুরথ্যা—ক্ষুদ্রমার্গ, গলিপথ। নিত্য। সং ;

অনুরাগ—প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা ; আসক্তি, প্রবৃত্তি ; আদর, যত্ন। অনু—রন্‌জ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অনুরাগযুক্ত—অনুরাগী, প্রীতিবিশিষ্ট, প্রেমিক। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুরাগযুক্তা।

অনুরাগবান্ (—বৎ)—অনুরাগযুক্ত, অনুরাগী, প্রীতিযুক্ত, প্রেমিক। অনুরাগ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুরাগবতী।

অনুরাগবিহীন, —শূন্য—প্রীতিরহিত, প্রেমশূন্য, বিরাগী ; উদাসীন ; উপেক্ষাপরায়ণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —বিহীনা, —শূন্যা।

অনুরাগসঞ্চার—প্রেমসঞ্চার, প্রেমের প্রথম অবস্থা। ৬তৎ। সং ; পু।

অনুরাগ-সিন্ধু—প্রেমসাগর। অনুরাগের সিন্ধু (সমুদ্র), ৬তৎ। সমুদ্রে যেমন জলরাশি অমেয়, তদ্রূপ যাঁহার প্রেমরাশির পরিমাণ করা যায় না। বিণ ; পু।

অনুরাগহীন—অনুরাগবিহীন (সকল অর্থে)। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুরাগহীনা।

অনুরাগহীনতা—প্রেমরাহিত্য ; প্রেমাভাব, বিরাগ ; ঔদাসীন্য। অনুরাগহীন শব্দে তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অনুরাগানল—প্রেমাগ্নি, প্রবল প্রীতি ; কামাগ্নি অনুরাগ রূপ অনল (অগ্নি), রূপক। সং ; পু।

অনুরাগান্ধ—অত্যন্ত ভালবাসার জন্য দোষগুণ দর্শনে অসমর্থ। অনুরাগহেতু অন্ধ, ৫ বা ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুরাগান্ধা।

অনুরাগার্হ—প্রীতিযোগ্য, ভালবাসার উপযুক্ত। অনুরাগের অর্হ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুরাগী (—গিন্)—অনুরাগবিশিষ্ট, আসক্ত, অনুরক্ত। অনুরাগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অনুরাগিণী।

অনুরাধা—সপ্তদশ নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে যশস্বী, কান্তিমান্, শত্রুগণের জেতা এবং নৃত্যগীত বাদিত্রা-দিতে দক্ষ হয়। অনুরাধার আকার সর্পের ন্যায়। প্রত্যেক নক্ষত্রই কতিপয় তারার সমষ্টি, অনুরাধা সপ্ত তারাময়ী, কিন্তু দীপিকার টীকাকার বলেন যে, উহাতে তারাচতুষ্টয় দৃষ্ট হয়।

আর্য্যেরা প্রত্যেক পদার্থেরই অধিষ্ঠাতৃ-দেব কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়া-ছেন যে, অনুরাধার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিত্র।

অনুরুদ্ধ—যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে ; যে বিষয়ে অনুরোধ করা হইয়াছে ; উপরুদ্ধ। অনু—রুধ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুরূপ—সদৃশ, তুল্য ; অনুযায়ী ; যোগ্য ; অনুগামী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুরূপা।

অনুরূপচেষ্ট—সদৃশ-চেষ্টান্বিত, একবিধ-প্রয়াসী ; যথাযোগ্য ভাবে বা যথোচিতরূপে কার্য্য করিতে চেষ্টিত। অনুরূপা চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনুরূপচেষ্টা।

অনুরূপচেষ্টা—১। অনুরূপচেষ্ট দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। সদৃশ-চেষ্টা, একবিধ-প্রয়াস ; যথাযোগ্যভাবে বা যথোচিতরূপে কার্য্য করিতে যত্ন। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী—বঙ্গসাহিত্যে সুপরি-চিতা লেখিকা। ইনি রায় মুকুন্দদেব বাহাদুরের কন্যা এবং সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী। উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। শিখর বাবু গণিতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং পরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মজঃফরপুরে ওকালতী করিতেছেন।

শ্রীমতী অনুরূপা প্রথমে পিতা ও পিতা-মহের নিকট শিক্ষালাভ করেন, তৎপরে জনৈক দার্শনিক পণ্ডিতের নিকট কিছু দর্শন এবং স্বামীর নিকট ইংরাজী কাব্যাদি অধ্যয়ন করেন। ইনি অনেকগুলি উপ-ন্যাস লিখিয়াছেন, যথা—পোষ্যপুত্র, জ্যোতিঃহারা, চক্র, পথহারা, বাগ্‌দত্তা, মন্ত্রশক্তি,

ইত্যাদি। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুইখানি সর্ব্ব-শ্রেণীর যাবতীয় পাঠকপাঠিকার ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। অন্যগুলিও অল্প প্রশংসা লাভ করে নাই। এতদ্ব্যতীত ইঁহার কয়েকখানি গল্পের বহি এবং বিল্বা-রণ্য নামে একখানি নাটক আছে।

অনুরোধ—উপরোধ, অভীষ্টলাভার্থ প্রবৃত্তি প্রদান, সুপারিস; খাতির; প্রতীক্ষা; প্রতিরোধ। অনু—রুধ (রোধ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

অনুরোধক—অনুরোধকর্ত্তা, উপরোধকারী, সুপারিসকারক; প্রতিরোধক, বাধক; প্রতীক্ষাকারী। অনু—রুধ ধাতু+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুরোধিকা।

অনুল—১। অপ্রতুল, নূন। বিণ। ২। অনটন, অভাব। দেশজ। সং।

অনুলাপ—পুনঃ পুনঃ কথন, বার বার বলা। অনু—লপ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুলিপ্ত—লিপ্ত, যাহা লেপন করা হইয়াছে; অনুরঞ্জিত, যাহা রং করা হইয়াছে। অনু—লিপ (লেপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুলেপ—লেপন, মাখান। অনু—লিপ(লেপন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

অনুলেপক—লেপনকর্ত্তা, ম্রক্ষণকারী। অনু—লিপ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লেপিকা।

অনুলেপন—১। লেপনসাধন দ্রব্য, যথা চন্দন, কুঙ্কুম, পাউডার প্রভৃতি। অনু—লিপ (লেপন করা)+অনট্ ণ। ২। গন্ধ-দ্রব্যাদির লেপন। অনু—লিপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুলেপী (—লেপিন্)—অনুলেপক, লেপন-কর্ত্তা, ম্রক্ষণকারী। অনু—লিপ ধাতু+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনুলেপিনী।

অনুলেহ—স্নেহ, অনুরাগ, প্রণয়, প্রীতি, সদ্ভাব। ব্রজবুলি; প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অনুলোম—১। প্রতিরোমে। ব্য। ২। অনুকূল। বিণ; ত্রি। ৩। অনুক্রম, যথাক্রম। অনুগত যে লোম, প্রাদি। সং; পু। ৪। সোজা দিকে (বিপরীত দিকে নয়); প্রকৃত প্রণালীক্রমে (বিপরীত প্রণালীক্রমে নহে); ক্রমানুসারে, যার পর যা এই ভাবে। ক্রি-বিণ। অব্যয়ী। [উচ্চতর-জাতীয় পুরুষ নিম্নতরজাতীয়া রমণীর পাণি-গ্রহণ করিলে সেই বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলে, এবং হীনতরজাতীয় পুরুষ উচ্চতরজাতীয়া কন্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। যথা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার কি বৈশ্যার এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যার পাণিগ্রহণ করিলে উহা অনুলোম বিবাহ। আর বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণকন্যার পাণি-গ্রহণ করিলে উহা প্রতিলোম বিবাহ বলিয়া কথিত হয়]।

অনুলোমজ—ক্রমানুসারে উৎপন্ন; যথাক্রমে জাত, উত্তমবর্ণের ঔরসে অধমবর্ণার গর্ভে জাত। অনুলোম—জন+ড ক। বিণ; ত্রি।

অনুল্লঙ্ঘন—উল্লঙ্ঘন না করা, অনতিক্রম, অনতি-বর্ত্তন। ন উল্লঙ্ঘন নঞ্তৎ। সং; ক্লী।

অনুল্লঙ্ঘনীয়—উল্লঙ্ঘনের অসাধ্য বা অযোগ্য, অনতিক্রমণীয়, অনতিবর্ত্তনীয়। ন উল্লঙ্ঘনীয়, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুল্লঙ্ঘনীয়া। বিশেষ্যে অনুল্লঙ্ঘনীয়তা।

অনুবচন—সদৃশবাক্য, একবিধ বাক্য; অপ্রধান বা অধীন বাক্য, গৌণবাক্য। অনু (সদৃশ) বচন (বাক্য), নিত্য। সং; ক্লী।

অনুবৎসর—চান্দ্রবৎ,দ্বাদশ চান্দ্রমাস; সংবৎসর, সম্পূর্ণ এক বৎসর। নিত্য। সং; পু।

অনুবর্ত্তন—অনুবৃত্তি, সেবা; অনুগমন, পশ্চাদ্-গমন; অনুকরণ; অবিচ্ছেদ; পশ্চাদ্গমন; স্থানান্তর গমন; পূর্ব্বসূত্রস্থ পদের পরসূত্রে উপস্থিতি। অনু (পশ্চাৎ) বৃত (থাকা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুবর্ত্তিতা—অনুবর্ত্তীর ভাব বা কার্য্য, অনুবর্ত্তন। অনুবর্ত্তিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অনুবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—পশ্চাদ্বর্ত্তী, অনুগামী, অনুযায়ী, সহগামী; যে অন্যের কথামত চলে। অনু—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনুবর্ত্তিনী।

অনুবল—ক্ষমতানুযায়ী, ক্ষমতানুসারী। বলের অনুগত অর্থাৎ বলকে অনুগমন করে যে, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুবলা।

অনুবাক—বেদের অধ্যায়; সাম ও যজুর্বেদের অংশবিশেষ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

অনুবাক্যা—দেবতার আহ্বানসাধক ঋক্‌বিশেষ।

অনুবাদ—পশ্চাৎ কথন; পুনঃ পুনঃ কথন; ভাষান্তরকরণ; অনুকরণ; অপবাদ, নিন্দা; কুৎসিতার্থ বাক্য। অনু—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুবাদক—ভাষান্তরকারক; পশ্চাৎকথক;পুনঃ পুনঃ কথক; নিন্দক; সদৃশ। অনু—বদ +ণক ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বাদিকা।

অনুবাদিত—অনুবাদযুক্ত, যাহার অনুবাদ হই-য়াছে। অনুবাদ শব্দ+ইত। বিণ; ত্রি।

অনুবাদী (—দিন্)—অনুবাদকারী; সদৃশ, তুল্য, অনুরূপ। অনু বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনুবাদিনী।

অনুবাদ্য—অনুবাদযোগ্য, অনুবাদনীয়; অনু করণীয়; উদ্দেশ্য; অনুকথনীয়। অনু বদ—ণ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুবাদ্যা।

অনুবার—বার বার, পুনঃ পুনঃ, ভূয়োভূয়ঃ। বারে বারে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ব্য।

অনুবাসন—ধূপন, বস্তিক্রিয়াবিশেষ। অনু—বস (=বাস)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [স্নেহাক্তৈরনুবাসনম্ অর্থাৎ স্নেহাদি পদার্থ দ্বারা বস্তিশোধনক্রিয়াকে অনুবাসন কহে]।

অনুবিদ্ধ—খচিত; যুক্ত; মিশ্রিত; ব্যাপ্ত; গুম্ফিত, গ্রথিত। অনু—ব্যধ (বিদ্ধ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুবিধায়ী (—য়িন্)—অনুবর্ত্তী, অনুগামী, অনুযায়ী। অনু বি—ধা ধাতু ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনুবিধায়িনী।

অনুবিম্ব—প্রতিবিম্ব, ছায়া। অনুরূপ বিম্ব, নিত্য। সং; ক্লী।

অনুবৃত্তি—পশ্চাদ্গমন; অনুকরণ; অনুবন্ধ; অনুরোধ; সেবা; (ব্যাকরণশাস্ত্রে) পূর্ব্ব-সূত্র হইতে পরসূত্রে বিধির উপস্থিতি। অনু —বৃত(বর্ত্তমান থাকা)—ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অনুবেল—১। প্রতিক্ষণ, নিরন্তর; সমুদ্রের তীরে তীরে। বেলায় বেলায় (ক্ষণে ক্ষণে অথবা তীরে তীরে), বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। কূলসমীপে, উপকূলে। বেলার সমীপে,সামীপ্যার্থে অব্যয়ী। সং; স্ত্রী।

অনুব্যবসায়—(ন্যায়শাস্ত্রে) প্রত্যক্ষাদির জ্ঞান; (বেদান্তে) নিশ্চয় জ্ঞান; অনু—বি—অব —সো। ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুব্যাধ—সংযোগ; মিলন। অনু—ব্যধ+ ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুব্রজ—অনুব্রজন, পশ্চাদ্গমন; প্রত্যুদ্গমন। অনু—ব্রজ (যাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

অনুব্রজন—গৃহাগত শিষ্ট ব্যক্তিরা যখন গমন করেন, তৎকালে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহা-দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনরূপ শিষ্টাচার। অনু—ব্রজ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুব্রজ্যা—পশ্চাদ্গমন, অনুসরণ। অনু—ব্রজ (যাওয়া)+ক্যপ্ ভা। আপ্। সং; স্ত্রী।

অনুব্রত—১। ব্রতবিশেষ। নিত্য। সং; ক্লী। ২। বৃত ব্যক্তি। অনু—বৃ (বরণ করা)। অচ্ র্ম্ম। সং; পু। ৩। অনুক্ষণ,নিরন্তর, সর্ব্বদা। অনবরত শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

অনুশয়—অনুতাপ; দ্বেষ, পূর্ব্ববৈর; অনুবন্ধ; অনুধাবন; মনোনিবেশ। অনু—শী+অল্ ভা। সং; পু।

অনুশয়ান—অনুতাপযুক্ত, যে অনুতাপ করি তেছে। অনু—শী+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুশয়ানা (—পরকীয়ান্তর্গত নায়িকা বিশেষ; ইষ্টহানজনিত অনুতাপে দগ্ধা)।

অনুশয়িত—অনুতপ্ত, দুঃখিত। অনু—শী+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুশয়িতা।

অনুশয়ী (—য়িন্)—অনুতাপকারী; দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পাদমূলে শয়নকারী। অনুশয় +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—য়িনী।

অনুশয়ী—পদরোগবিশেষ। সং; স্ত্রী।

অনুশর—রাক্ষস। অনু—শৄ (হিংসা করা)+অন্ ক। সং; পু।

অনুশল্য—জনৈক মহাপরাক্রমশালী দেবদ্বেষী দৈত্যের নাম। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইনি অতি-ক্রোধ ছিলেন। ভারত-যুদ্ধের পর যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে অবিস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই দৈত্য হস্তিনাপুর অবরোধ করে। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই ইহার নিকট একে একে পরাজিত হন। পরে কর্ণতনয় মহাবীর বৃষকেতু অনুশল্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বন্দী করেন। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যকে নানা সদুপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে দৈত্যের চৈতন্যোদয় হইলে তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন।

অনুশাসন—আজ্ঞা; নিয়োগ; উপদেশ; শিক্ষা-দান; ব্যুৎপাদন। অনু—শাস (শাসন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুশিষ্ট—অনুজ্ঞাত; উপদিষ্ট; ব্যুৎপাদিত। অনু—শাস+ক্ত ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুশিষ্টা।

অনুশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। অনু (সদৃশ) শিষ্য, নিত্য। সং; পু।

অনুশীলন—পুনঃ পুনঃ আলোচনা, আন্দোলন, অভ্যাস; অনুক্ষণ সেবা। অনু—শীল+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুশীলনসাপেক্ষ—অনুশীলনাপেক্ষ, অনুশীলন ব্যতিরেকে যাহা হয় না। সাপেক্ষ=অপেক্ষা বিশিষ্ট। অনুশীলনের (চর্চ্চার) সাপেক্ষ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুশীলনী—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) এক বা তদধিক নির্দ্ধারিত প্রতিজ্ঞা দ্বারা সম্পাদ্য বা উপাদ্য অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা; (অন্য শাস্ত্রে) অনুশীলনসাধন। অনু—শীল+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

অনুশীলনীয়—অনুশীলনের যোগ্য, আলোচ্য যাহার অনুশীলন করা আবশ্যক বা উচিত অনু—শীল+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

অনুশীলিত—যাহার অনুশীলন করা হইয়াছে অভ্যস্ত; পুনঃ পুনরালোচিত। অনু—শীল ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুশীলিতা।

অনুশোক—অনুশোচনা, পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ পরিতাপ; শোক, দুঃখ। নিত্য। সং; পু

অনুশোচন—পশ্চাত্তাপ, যাহা গত হইয়াছে তদ্বিষয়ে চিন্তা ও আক্ষেপ; শোক। অনু—শুচ (শোক করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী

অনুশোচনা—পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ, পরিতাপ কোন অন্যায় কার্য্য সম্পাদনের পর যে মনঃক্লেশ জন্মে তাহা; শোক। অনু—শুচ+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অনুশোচিত—পশ্চাত্তাপিত, যাহার অনুশোচনা করা হইয়াছে এরূপ। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

অনুষক্ত—প্রসক্ত; আসক্ত; সংসক্ত, সংলগ্ন; অনুগত। অনু—সন্‌জ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অনুষঙ্গ—প্রসঙ্গ; সম্বন্ধ; আসক্তি; অনুকম্পা; স্নেহ, প্রীতি, প্রণয়। অনু—সন্‌জ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুষ্টুপ্ (অনুষ্টুভ্)—অষ্টাক্ষরা বৃত্তি [অনুষ্টুপ ছন্দে যে আটটী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে সকল চরণেরই পঞ্চম বর্ণ লঘু ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইবে এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের ৭ম বর্ণ লঘু হইবে, অন্য বর্ণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই]; সরস্বতী। অনু—স্তুভ+ক্বিপ্ র্ম সং; স্ত্রী।

অনুষ্ঠাতা (—ষ্ঠাতৃ)—অনুষ্ঠানকর্ত্তা, কর্ম্মারম্ভকারক; সম্পাদক। অনু—স্থা+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনুষ্ঠাত্রী।

অনুষ্ঠান—আরম্ভ; কর্ম্মারম্ভ; সম্পাদন, নির্ব্বাহ, প্রদান। অনু—স্থা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুষ্ঠিত—আরব্ধ; সম্পাদিত, নির্ব্বাহিত। অনু—স্থা+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনুষ্ঠেয়—যাহা আরম্ভ করিতে হইবে বা করা উচিত; সম্পাদনীয়, করণীয়, সম্পাদ্য, কর্ত্তব্য। অনু—স্থা+য র্ম। বিণ; ত্রি।

অনুষ্যূত—অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর সম্বদ্ধ। অনু—ষিব+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অনুষ্ণ—১। অনুত্তপ্ত, যাহা গরম নহে; শীতল, (কর্ম্মনির্ব্বাহের উপযুক্ত তেজঃশূন্য বলিয়া) আগ্রহশূন্য, উদ্যমহীন, অলস, জড়। ন উষ্ণ, নঞ্‌তৎ। ২। অত্যুষ্ণ। ন (নাই) উষ্ণ যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুষ্ণা। ৩। উৎপল। সং; ক্লী।

অনুসংহিত—কৃতানুসন্ধান, অনুসন্ধান করা হইয়াছে এরূপ; যাহার সন্ধান করা হইতেছে; অন্বিষ্ট। অনু—সম্—ধা ধাতু+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হিতা।

অনুসঙ্গ—অনুষঙ্গ (তাহা দেখ)।

অনুসন্ধান—অন্বেষণ; কোনও বিষয়ের নির্ণয়ার্থ চেষ্টা বা যত্ন। অনু—সম্—ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুসন্ধানাত্মিকা—অনুসন্ধানপ্রধান, অন্বেষণমূলা। অনুসন্ধানই আত্মা যাহাতে, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অনুসন্ধানী (—নিন্)—অনুসন্ধানপটু; কৌতুহলী; অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত। অনুসন্ধান শব্দ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী অনুসন্ধানিনী।

অনুসন্ধায়ী (—য়িন্)—অনুসন্ধানকারী, অনুসন্ধান-পটু। অনু—সম্—ধা+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনুসন্ধায়িনী।

অনুসন্ধিৎসা—অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা, অন্বেষণ করিবার বাসনা; কৌতুহল, ঔৎসুক্য।

অনু—সম্—সনন্ত ধা+ত ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অনুসন্ধিৎসু—অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক বা ব্যগ্র; অন্বেষণেচ্ছু; কৌতুহলী, উৎসুক। অনু—সম্—সনন্ত ধা+উ ক। বিণ; ত্রি।

অনুসন্ধেয়—অনুসন্ধানের যোগ্য; যাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনু—সম্—ধা+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুসন্ধেয়া।

অনুসরণ—পশ্চাদ্গমন, অনুগমন; অনুবর্ত্তন; অনুকরণ, অনুরূপকরণ; আচার। অনু-সৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুসরণীয়—যাহার অনুসরণ করিতে হইবে বা করা উচিত, অনুগমনীয়, অনুগমনসাধ্য, অনুগমনযোগ্য। অনু—সৃ+অনীয়, র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনুসরণীয়া।

অনুসার—অনুগমন, অনুবর্ত্তন; অনুকরণ; আচার। অনু—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুসারী (—রিন্)—অনুসরণকারী; অনুগামী, অনুযায়ী; অনুরূপ। অনু—সৃ ধাতু+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অনুসারিণী।

অনুসারে—অতিক্রম না করিয়া; অনুকরণ করিয়া; অবলম্বন করিয়া। ক্রি-বিণ।

অনুসূদন—অনুসন্ধান, অন্বেষণ; অনুশোচনা, ভাল মন্দ বিচার। দেশজ। সং।

অনুসূয়া—(কাহারও কাহারও মতে) অত্রিমুনির পত্নীর ও শকুন্তলার সহচরীর নাম "অনসূয়া" ছিল। অনসূয়া দেখ। অনু—সূ (প্রসব করা)+ক্যপ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

অনুস্মরণ, অনুস্মৃতি—পশ্চাৎস্মৃতি, পরে মনে করা, গত বিষয়ের স্মরণ। প্রাদি। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অনুস্যূত—উত্তমরূপে সেলাই করা; সংগ্রথিত; ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; সংসক্ত। অনু—সিব (সেলাই করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অনুস্বর, অনুস্বার—বিন্দুমাত্র বর্ণ, "ং"। অনু—স্বৃ (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুহরণ, অনুহার—সদৃশীকরণ; অনুকরণ; তুলনা; সদৃশ গমন। অনু—হৃ (হরণ করা)+অনট্, ঘঞ্ ভা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

অনূক—১। অতীত জন্ম। সং; পু। ২। স্বভাব; কুল, বংশ। অনু—উচ+ক ক। সং; ক্লী। ৩। মুত্রবাস্ত। সং।

অনূচান—১। শিক্ষা কল্পাদিযুক্ত ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়নকারী। অনু—বচ (বলা)+কান ক। সং, পু। ২। অতিবিদ্বান্, পাণ্ডিত; বিনীত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনূচানা।

অনূচী—অনূঢ় দেখ। বিণ; স্ত্রী।

অনূঢ়—অবিবাহিত, অপরিণীত, আইবুড়ো। ন ঊঢ় (বিবাহিত), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনূঢ়া—অবিবাহিতা। অনূঢ়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনূঢ়ান্ন—আইবুড়ো ভাত। অনূঢ়ার্থক অন্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [কেহ কেহ 'আইবুড়ো ভাত' বুঝাইতে আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন পদের ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ব্যাকরণসম্মত নহে। কারণ আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন শব্দের অর্থ করিলে, 'আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিকল্পে ভোজ্য অন্ন' এইরূপই বুঝা যায়]।

অনূদিত—১। পশ্চাৎ-কথিত; ভাষান্তরিত, যাহার অনুবাদ করা হইয়াছে। অনু—বদ (বলা)+ক্ত ম্ম। ২। পশ্চাৎ উদিত, পরে প্রকাশিত। অনু—উৎ—ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনূদিতা।

অনূদ্য—পশ্চাৎ-কথনীয়, যাহা পরে বলিতে হইবে বা বলা কর্ত্তব্য। অনু—বদ (বলা) +য ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনূদ্যা।

অনূন—অখণ্ড, সম্পূর্ণ, সমগ্র, সকল। ন (অন্) ঊন (অল্প), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনূনক—অনূন, সম্পূর্ণ, সমগ্র, সকল, অখণ্ড। অনূন শব্দ+কন্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনূনকা।

অনূপ—১। সজল (দেশাদি), জলপ্রায় (স্থানাদি)। অনুগত হইয়াছে অপ্ অর্থাৎ জল যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনূপা। ২। সজল ভূমি, জলা, বিল; মহিষ। সং; পু।

অনূপজ—আর্দ্রক, আদা। অনূপ দেখ। অনূপ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

অনূপ-দেশ—জলপ্রায় দেশ, জলপ্রধান দেশ, জলবহুল দেশ; যে দেশে নদী, হ্রদ, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় অনেক আছে। অনূপ দেশে হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিগণ সর্ব্বদা বাস করে; বরাহ, মহিষ, রুরু প্রভৃতি পশুগণ সতত অবস্থিতি করে, নানাজাতীয় বৃক্ষ ইহার শোভা বৃদ্ধি করে, এবং তথায় নানাবিধ শস্য, সুমিষ্ট ফল এবং অপূর্ব্ব সৌরভপূর্ণ কুসুমসমূহ অধিবাসীদিগের আনন্দ, স্বাস্থ্য ও শান্তি বিধান করে। এতাদৃশ দেশেই কদলী ইক্ষু প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। কর্ম্মধা। সং; পু।

অনূরু—১। অরুণ, সূর্য্যসারথি। ন (নাই) ঊরুদ্বয় যাহার, বহু (ইঁহার মাতা অকালে ডিম্ব ভঙ্গ করায় ইঁহার অবয়ব সম্পূর্ণ হয় নাই]। সং; পু। ২। ঊরুশূন্য, সক্‌থিহীন। বিণ; ত্রি।

অনূরুসারথি—সূর্য্য। অনূরু (অরুণ) হইয়াছে সারথি যাঁহার, বহু। সং; পু।

অনূচ—অনুপনীত বালক, যে বালকের উপনয়নসংস্কার হয় নাই; সুতরাং সে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে পারে নাই। অনধিগতা ঋক্ (বেদমন্ত্র) যৎকর্তৃক, বহু। সং; পু।

অনৃজু—কুটিল, বক্র, অসরল; ধূর্ত্ত। ন (নয়) ঋজু (সরল), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনৃজুতা, অনৃজুত্ব।

অনৃণ—অনৃণী, ঋণশূন্য, অ-ঋণী। ন (নাই) ঋণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনৃণা। বিশেষ্যে অনৃণতা, অনৃণত্ব।

অনৃণী (—ণিন্)—ঋণশূন্য, অঋণী। ন ঋণী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অনৃণিনী।

অনৃত—১। অসত্য, মিথ্যা। ন ঋত (সত্য), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনৃতা। ২। কৃষিকর্ম্ম। ন (নাই) ঋত (হিংসা) যাহা হইতে, বহু। সং; ক্লী।

অনৃতভাষী (—ভাষিন্), অনৃতবাদী (—বাদিন্) —মিথ্যাবাদী, অসত্যবাদী। উপ, অনৃত শব্দ—ভাষ, বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ভাষিণী, —বাদিনী। বিশেষ্যে ভাষিতা, ত্ব, —বাদিতা, ত্ব।

অনৃতবাদী—অনৃতভাষী দেখ।

অনেক—একাধিক, দুই তিন ইত্যাদি, বহু। ন এক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনেকা। বিশেষ্যে অনেকতা, অনেকত্ব।

অনেকজ—১। একাধিকবার জাত; বহুজাত। অনেকবার জন্মে যে এই বাক্যে উপ; অনেক—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনেকজা। ২। (দ্বি' বারের) পক্ষী। সং; পু।

অনেকধা—বহুবিধ, নানাপ্রকার, বহুধা। অনেক শব্দ+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

অনেকপ—হস্তী। অনেক পা (পান করা) +ড ক। সং; পু। স্ত্রী অনেকপা।

অনেকপ্রকার—বহুবিধ, বিবিধ, নানারকমের। অনেক হইয়াছে প্রকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনেকপ্রকারা।

অনেকরূপ—নানামূর্ত্তিবিশিষ্ট। অনেকপ্রকার, বহুবিধ, বিবিধ। অনেক হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনেকরূপা।

অনেকবিধ—নানাপ্রকার, বিবিধ, নানারকমের। অনেকা বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —বিধা। [বারার্থে। ব্য।

অনেকশঃ(—শস্)—বহুবার। অনেক শব্দ+শস্

অনেড়মূক—যে বোবা ও কালা, যে কেবল কালা বা কেবল বোবা নহে, কিন্তু যে কালা ও বোবা; শঠ। এড়—কালা, বধির। মূক—বোবা। ন (নাই) এড়মূক যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনেড়মূকা।

অনেনাঃ (—নস্)—পাপরহিত, নিষ্পাপ; নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ, পবিত্র। ন (নাই) এনঃ (পাপ) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অনেহাঃ (—হস্)—যে প্রত্যাবৃত্ত হয় না, কাল, সময়। ন (অন্)—আ—ঈহ (গমন করা)+অস্ ক। সং; পু।

অনৈকান্তিক—অস্থির, চঞ্চল; ব্যভিচারী। ন ঐকান্তিক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনৈকান্তিকী।

অনৈক্য—১। ঐক্যশূন্য, একতারহিত। ন (নাই) ঐক্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনৈক্যা। ২। ঐক্যের অভাব, অমিলন। ন ঐক্য, নঞ্‌তৎ। ৩। অনেকত্ব। ন ঐক্য (একত্ব), নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনৈপুণ্য—অকুশলতা, অপটুতা, আনাড়িত্ব। ন নৈপুণ্য, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনৈসর্গিক—অস্বাভাবিক, কৃত্রিম; লোকাতীত, অলৌকিক। ন নৈসর্গিক (স্বাভাবিক), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অনৈসর্গিকী।

অনোকহ—বৃক্ষ। অনস্এর (শকটের) অক (গতি)—অনোক, ৬তৎ; অনোক—হন (বধ করা)+ড ক। যে শকটের গতি রোধ করে। সং; পু।

অনৌচিত্য—ন্যায়বিরুদ্ধতা, অবৈধতা, অযুক্ততা, অকর্ত্তব্যতা। ন ঔচিত্য, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অন্ত—১। নাশ; শেষাবয়ব; প্রান্ত; সীমা, অবধি; নিশ্চয়। অম (গমন করা)+তন্ ভা। সং; পু। ২। অবসান, শেষ। সং; পু বা ক্লী। ৩। স্বরূপ; স্বভাব। সং; ক্লী। ৪। নিকটস্থ; সুন্দর। অম (গমন করা) +তন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তা।

অন্তঃ (অন্তর্)—মধ্য; চিত্ত; স্বীকার। অন্ত শব্দ—রা (গ্রহণ করা)+কিপ্ ক, নিপাতনে সিদ্ধ। ব্য।

অন্তঃকরণ—অন্তরিন্দ্রিয়, মন। অন্তঃস্থিত (মধ্যস্থিত) করণ(ইন্দ্রিয়), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। চিত্ত, চেতঃ, হৃদয়, স্বান্ত, হৃদ্, মানস, মনঃ এই সকল শব্দে অন্তঃকরণ বুঝায়। বেদান্ত মতে অন্তঃকরণের কার্য্য-ভেদে চারিটী নাম, যথা—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। ইহাদিগের বিষয় যথাক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ।

অন্তঃকুটিল—১। কুটিলহৃদয়। অন্তর্ (মনে) কুটিল, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —লা। ২। (মধ্যদেশ কুটিল বলিয়া) শঙ্খ। সং; পু।

অন্তঃকুপিত—মনে মনে ক্রুদ্ধ, ভিতরে ভিতরে রুষ্ট। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তঃকুপিতা।

অন্তঃক্রুদ্ধ—হৃদয়ে রুষ্ট, মনে মনে কুপিত, যে ভিতরে ভিতরে রাগিয়াছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তঃক্রুদ্ধা।

অন্তঃপট—ভিতরের কাপড়, কৌপীন। অন্তঃস্থ (মধ্যস্থিত) পট (বস্ত্র), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

অন্তঃপাতী (—তিন্)—মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্গত। অন্তর্—পত+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —তিনী।

অন্তঃপুর—স্ত্রীগৃহ, বাটীর যে অংশে স্ত্রীলোকেরা থাকে, অন্দরমহল। পুরের অন্তঃ, ৬তৎ;

অথবা অন্তঃস্থ (মধ্যবর্ত্তী) যে পুর, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অন্তঃপুরচারী (–রিন্)—স্ত্রীগৃহে বিচরণ করিবার অধিকারী। অন্তঃপুরে চরে যে, উপ ; অন্তঃপুর শব্দ–চর ধাতু+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্তঃপুরচারিণী।

অন্তঃপুররক্ষক—স্ত্রীগৃহের রক্ষাকর্ত্তা, অন্দরমহলের রক্ষণাবেক্ষণকর্ত্তা। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অন্তঃপুরাধ্যক্ষ—স্ত্রীগৃহের তত্ত্বাবধায়ক, অন্দরমহলের রক্ষণাবেক্ষণকর্ত্তা, অন্তঃপুররক্ষক। ৬তৎ। সং ; পু।

অন্তঃপুরিকা—অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রী ; কঞ্চুকী। অন্তঃপুর শব্দ+ইক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অন্তঃশত্রু—অন্তরস্থ শত্রু, অর্থাৎ কামক্রোধাদি রিপুগণ ; দেশের মধ্যস্থ বৈরী। অন্তঃস্থিত শত্রু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্তঃশিলা—অন্তঃসলিলা শব্দের অপভ্রংশ।

অন্তঃসংজ্ঞ—আভ্যন্তরীণ-জ্ঞানযুক্ত। অন্তঃ (মধ্যে) সংজ্ঞা (জ্ঞান) আছে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্তঃসংজ্ঞা।

অন্তঃসংজ্ঞা—১। অন্তঃসংজ্ঞ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। চৈতন্য। অন্তঃস্থিতা সংজ্ঞা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অন্তঃসত্ত্বা—১। গর্ভিণী, গুর্ব্বিণী, গর্ভবতী। অন্তর্ (মধ্যে) সত্ত্ব (জন্তু) যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভল্লাতক, ভেলা। সং; স্ত্রী।

অন্তঃসলিল—১। অভ্যন্তরস্থ বারি ; ভূতলস্থ বা মৃত্তিকার নিম্নস্থ জল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। ভূতলে বা মৃত্তিকার নিম্নে জলবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

অন্তঃসলিলবাহিনী—যে নদী কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত প্রকাশিতভাবে গমন করে, পশ্চাৎ মৃত্তিকার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হয় ; তখন উপরিভাগে নদী দেখা যায় না, কিন্তু কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা অপসৃত করিলেই উৎকৃষ্ট জল পাওয়া যায়। যে নদী প্রবাহিত হইতে হইতে পথে কোমল মৃত্তিকাবিশিষ্ট সুদৃঢ় পর্ব্বতখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সেই পর্ব্বতের নিম্নদেশে ঐ কোমল মৃত্তিকা বিধৌত করিয়া তৎস্থান দিয়া প্রবাহিত হয়। যেমন গয়া প্রভৃতি স্থানে ফল্গু নদী। বিণ বা সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অন্তঃসলিলবাহী (–হিন্)।

অন্তঃসলিলা—অন্তঃসলিল দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

অন্তঃসার—১। অন্তর্গত স্থিরাংশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অন্তর্গত স্থিরাংশবিশিষ্ট। অন্তঃ (মধ্যে) সার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্তঃসারা।

অন্তঃসারশূন্য,–হীন—যাহার ভিতরে কিছুমাত্র সারাংশ নাই, রিক্তগর্ভ, পদার্থহীন, নির্গুণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–শূন্যা,–হীনা।

অন্তঃস্থ, অন্তস্থ—১। মধ্যস্থিত। অন্তর্–স্থা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–স্থা। ২। য, র, ল, ব—এই বর্ণচতুষ্টয় [কেননা ইহারা স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে অবস্থিত]। সং ; পু।

অন্তঃস্বেদ—মদস্রাবী হস্তী। অন্তঃ (মধ্যে) স্বেদ (মদস্বেদ) যাহার, বহু। সং ; পু।

অন্তক—১। শমন, যম। ণিজন্ত অন্ত (=অস্তি) +ণক ক, অথবা অন্ত শব্দ–কৃ+ড ক। সং ; পু। ২। নাশক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্তিকা বা অন্তকা।

অন্তকর—নাশকারী, বিনাশক। অন্ত শব্দ–কৃ +ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্তকরী।

অন্তকাল—শেষ সময়, চরমকাল, মৃত্যুকাল। অন্তস্থিত যে কাল, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্তগ—প্রান্তবর্ত্তী ; পারগামী ; মৃত। উপ। অন্ত শব্দ–গম+ড ক। বিণ ; ত্রি।

অন্ততঃ (–তস্)—ন্যূনকল্পে ; শেষকল্পে, শেষে। অন্ত শব্দ+তস্ প্রত্যয়। ব্য।

অন্তর্—অন্তঃ দেখ।

অন্তর—১। অবকাশ, ফাঁক ; অবসর ; মধ্য ; অবধি ; ছিদ্র, রন্ধ্র। অন্ত শব্দ–রা (দান করা)+ড ক। ২। পরিধান-বস্ত্র।···+ড ণ। ৩। অন্তর্দ্ধান ; ব্যবধান ; বহিঃস্থান ; তারতম্য ; প্রভেদ ; আধিক্য ; তাৎপর্য্য ; ব্যতিরেক।···+ড ভা। ৪। আত্মা।···+ড ক। সং ; ক্লী। ৫। আত্মীয় ; সদৃশ ; ভিন্ন ; অন্য। বিণ ; ত্রি।

অন্তরঙ্গ—১। অন্তঃকরণ, চিত্ত। অন্তর্ (মধ্যস্থ) অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। মধ্যস্থিত। অন্তর্ শব্দ–গম+খচ্ ক। বিণ ; ত্রি। ৩। আত্মীয়জন, স্বজন, বান্ধব ; (ব্যাকরণে) প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য্য। অন্তর্ (সদৃশ) অঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু। স্ত্রী অন্তরঙ্গা।

অন্তরঙ্গতা—আত্মীয়তা। অন্তরঙ্গ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অন্তরজ্ঞ—মর্ম্মজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ। অন্তর জানে যে, উপ ; অন্তর্–জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্তরজ্ঞা।

অন্তরটিপুনি—ভিতরে ভিতরে টেপা বা চিমটি দেওয়া ; অলক্ষিতভাবে গলা টিপিয়া ধরা ; গুপ্তভাবে বাধা প্রদান। দেশজ। সং।

অন্তররহস্য—মধ্যের রহস্য, চিত্তগত রহস্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্তরস্থ—মধ্যগত, আন্তরিক, মনোগত। উপ। অন্তর্–স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

অন্তরা—১। ব্যতিরেকে ; মধ্যে ; নিকটে। অন্তর্ শব্দ–ই (গমন করা)+ড' অধি। ব্য। ২। কবিগানের চিতানের পরবর্ত্তী অংশ ; "ধুয়ার পরবর্ত্তী পদ"। দেশজ। সং।

অন্তরাত্মা (–ত্মন্)—অন্তঃকরণ ; আত্মা ; জীবাত্মা। অন্তঃস্থিত আত্মা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্তরাপত্যা—গর্ভবতী, গুর্ব্বিণী, অন্তঃসত্ত্বা। অন্তরে অপত্য যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অন্তরায়—বাধা, প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন। অন্তর্ শব্দ–ই (গমন করা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

অন্তরাল—মধ্যবর্ত্তী স্থান, ব্যবধান, আড়াল। অন্তরা–লা+ড ক। সং ; পু।

অন্তরালবর্ত্তী (–র্ত্তিন্)—আড়ালে স্থিত। উপ ; অন্তরাল (আড়াল)–বৃত+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্তরালবর্ত্তিনী।

অন্তরি—অন্তরে, চিত্তে, সমরে, ভিতরে। ব্য। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অন্তরিক্ষ—আকাশ, নভোমণ্ডল, গগন, শূন্য। অন্তর্গত হইয়াছে ঋক্ষ (নক্ষত্র) যাহার, বহু, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

অন্তরিক্ষবিদ্যা, অন্তরীক্ষবিদ্যা—যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে আকাশের সমস্ত তত্ত্ব জানা যায়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অন্তরিত—ব্যবহিত ; অপসৃত ; মৃত ; অন্তর্গত। অন্তর্ শব্দ–ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্তরিতা।

অন্তরিন্দ্রিয়—অন্তঃকরণ, চিত্ত, মনঃ। অন্তর্গত ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্তরীক্ষ—আকাশ, গগন, নভোমণ্ডল ; শূন্য। অন্তর্ ঈক্ষ ধাতু+অল্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

অন্তরীক্ষচর—১। আকাশে ভ্রমণকারী, শূন্যে বিচরণকারী, খেচর। অন্তরীক্ষে চরে যে, উপ ; অন্তরীক্ষ–চর ধাতু+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–চরী। ২। পক্ষী। সং ; পু।

অন্তরীক্ষজল—আকাশবারি, দিব্যোদক, বৃষ্টি, শিশির। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্তরীক্ষমণ্ডল—নভোমণ্ডল, গোলাকার আকাশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্তরীক্ষবাসী (–বাসিন্)—আকাশনিবাসী, শূন্যবাসী। উপ ; অন্তরীক্ষ–বস+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্তরীক্ষবাসিনী।

অন্তরীক্ষবিদ্যা–অন্তরিক্ষবিদ্যা দেখ।

অন্তরীণ—রাজাজ্ঞায় স্থানবিশেষে অবরুদ্ধ বা অবরোধ। ইং Intern শব্দের রূপান্তর।

অন্তরীপ—জলবেষ্টিত ভূভাগ, দ্বীপ ; যে ভূভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া জলাভিমুখে গমন করিয়াছে তাহার অগ্রভাগ (cape)। অন্তর্–অপ্ (জল)+অ প্রত্যয়। সং ; ক্লী।

অন্তরীয়, অন্তরীয়ক—অধোবস্ত্র ; যথা,–ধুতি ; ইজের, ইত্যাদি। অন্তর্+ঈয় ইদমর্থে, পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে।

অন্তরে—মধ্যে ; অন্তর্ শব্দ–ই (গমন করা) +বিচ্ ক। ব্য।

অন্তরেণ—মধ্যে ; বিনা, ব্যতিরেকে। অন্তর্

শব্দ—ই (গমন করা)+ন। ব্য। [অন্তরে অন্তরা ও অন্তরেণ এই তিনটী অব্যয় শব্দে মধ্য বুঝায়]।

অন্তর্গত—মধ্যগত; মধ্যবর্ত্তী; হৃদ্গত; বিস্মৃত। অন্তর্—গম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অন্তর্গূঢ়—মনে গুপ্ত, বাহিরে অপ্রকাশিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তর্গূঢ়া।

অন্তর্গৃহ—গৃহের মধ্যস্থিত গৃহ, চোরকুঠারী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্তর্ঘন—অভ্যন্তর প্রদেশ; গৃহের অবকাশ প্রদেশ। অন্তর্—হন (বধ করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

অন্তর্জঠর—উদরের মধ্যভাগ; কুক্ষিমধ্য; পাকাশয়; কোষ্ঠ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্তর্জল—জলমধ্যে; স্থল-জলে [মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মুমূর্ষু ব্যক্তির কিয়দংশ জলে ও কিয়দংশ স্থলে রাখা হয়, ইহাকেই সাধারণতঃ অন্তর্জল বলে]। জলের অন্তঃ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অন্তর্জলী—মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গঙ্গাজলে নামান। দেশজ। সং। অন্তর্জল দেখ।

অন্তর্জলোৎস—ভূগর্ভস্থ উৎস। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে জল আছে, তরল পদার্থের সাধারণ ধর্ম্মানুসারে উহা সর্ব্বদাই সমপৃষ্ঠ থাকে। যদি কোনও বিশেষ কারণে তাহার ব্যত্যয় হয়, তবে ঐ জল ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, ইহাকে অন্তর্জলোৎস কহে। (Artesian fountain)। সং; পু।

অন্তর্জাত—মধ্যে জাত, অভ্যন্তরে উৎপন্ন; হৃদয়জাত, অন্তঃকরণে উৎপন্ন। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তর্জাতা।

অন্তর্জ্যোতিঃ (—তিস্)—অন্তরাত্মা। অন্ত (মধ্যে) জ্যোতি, যাহার, বহু; অথবা অন্তঃস্থিত জ্যোতিঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্তর্দ্দাহ—অগ্নিদাহের ন্যায় মনের বিষম ক্লেশ, মন পুড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

অন্তর্দ্দাহন—মন পোড়ান, মনের ভস্মীকরণবৎ অতি ক্লেশোৎপাদন। ৭তৎ। সং; ক্লী।

অন্তর্দুষ্ট—ভিতরে ভিতরে দুরন্ত, মনে মনে দুরভিসন্ধিযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অন্তর্দ্দেশ—অভ্যন্তরপ্রদেশ; দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান। অন্তঃস্থিত দেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্তর্দ্ধা—অন্তর্দ্ধান। অন্তর্—ধা+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অন্তর্দ্ধান—তিরোধান, অদৃশ্য হওয়া; ব্যবধান। অন্তর্—ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [পু।

অন্তর্দ্ধি—অন্তর্দ্ধান। অন্তর্ ধা+কি ভা। সং;

অন্তর্দ্বার—বাটীর মধ্যবর্ত্তী গুপ্তদ্বার; খিড়কী দরজা। মধ্যপদলোপী কর্ম্ম। সং; ক্লী।

অন্তর্নিহিত—অন্তঃকরণে স্থাপিত; যাহা কেবল মনোমধ্যে আছে, কিন্তু বাহিরে অপ্রকাশিত। ৭তৎ [অন্তঃ+নিহিত]। বিণ; ত্রি।

অন্তর্বাণিজ্য—দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্তর্ভব—অন্তর্জাত, অভ্যন্তরে উৎপন্ন। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তর্ভবা।

অন্তর্ভাব—অন্তর্নিবেশ, মধ্যে পতন; আন্তরিক ভাব। অন্তর্ (মধ্যে) ভাব, ৭তৎ। সং; পু।

অন্তর্ভাবনা—হৃদয়মধ্যে ভাবনা, মনে মনে চিন্তা; দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

অন্তর্ভুক্ত—অন্তর্গত, মধ্যবর্ত্তী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তর্ভুক্তা।

অন্তর্ভূত—অন্তর্গত, মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্থিত। অন্তর্—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অন্তর্মনাঃ (—মনস্)—ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন; সমাহিতচিত্ত; গূঢ়চেতাঃ, যাহার মনোগত ভাব টের পাওয়া যায় না। অন্তর (অন্তর্হিত অর্থাৎ অজ্ঞাত) হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অন্তর্মুখ—যে বাহিরে যায় না কেবল ভিতরের দিকেই যায়; বাহ্য বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্ম-বিষয়ে নিবিষ্টমনাঃ। অন্তরে মুখ যাহার, [অন্তঃ+মুখ], বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তর্মুখা, অন্তর্মুখী।

অন্তর্যামী (—মিন্)—১। অন্তরাত্মা; জীবের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিয়ামক; জগদীশ্বর। অন্তর্ শব্দ—ণিজন্ত যম (—যামি)+ণিন্ ক। সং; পু। ২। আন্তরিক ভাববেত্তা, অন্তরের কথা যিনি জানিতে পারেন। বিণ; পু। স্ত্রী অন্তর্যামিণী।

অন্তর্বংশিক—অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, স্ত্রীগৃহরক্ষক, অন্দরমহলের তত্ত্বাবধায়ক। বংশের অন্তঃ = অন্তর্বংশ (অন্তঃপুর), ৬তৎ; তদুত্তরে ষ্ণিক। সং; পু। [অন্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

অন্তর্বৎ—মধ্যবিশিষ্ট; অন্তর্গত। অন্তর্ শব্দ+বতু

অন্তর্বত্নী—গর্ভবতী, গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। অন্তর্ শব্দ+বতু+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্তর্ব্বমি—অপাক, অজীর্ণ। অন্তঃ (উদর মধ্যে) বমি হয় যাহার, বহু। সং; পু।

অন্তর্বর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্ভূত, অন্তর্গত। উপ; অন্তর্—বৃত+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অন্তর্বর্ত্তিনী। বি, —বর্ত্তিতা।

অন্তর্বাণি—শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত। অন্তঃ (চিত্তে) বাণী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অন্তর্বাস, অন্তর্বাসঃ (—সস্)—অন্তঃপরিধেয় বস্ত্র, বৈষ্ণবদিগের দ্বিবিধ পরিচ্ছেদের মধ্যে ভিতরের পরিধেয়, কৌপীন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। বিপরীত বহির্ব্বাস।

অন্তর্বাহ—কোন তরল পদার্থপূর্ণ একটী পাত্রের এক মুখ পশু-চর্ম্মাবৃত করিয়া যদি অন্য-প্রকার তরল পদার্থপূর্ণ আর একটী পাত্রে নিমগ্ন করা যায়, আর ঐ দুই প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে যদি সংসক্তি থাকে, তাহা হইলে একটা প্রবাহ চর্ম্মের মধ্য দিয়া বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে, এবং আর একটী প্রবাহ ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এই প্রবাহদ্বয়ের প্রথম প্রকারকে অন্তর্বাহ ও দ্বিতীয় প্রকারকে বহির্বাহ বলে। সং; পু।

অন্তর্বিগ্রহ—গৃহযুদ্ধ, ঘরোয়া লড়াই বা বিবাদ, আত্মকলহ, আপনা আপনির মধ্যে ঝগড়া। ৭মী কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্তর্বিপ্লব—ঘরওয়ানা বিবাদ, আত্মবিরোধ, স্বদেশের মধ্যে তদ্দেশীয়দিগের পরস্পর কলহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্তর্বিরোধ—গৃহবিবাদ, আত্মকলহ, ঘরাও ঝগড়া। ৭মী কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্তর্বেদনা—মনের যাতনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অন্তর্বেদ, অন্তর্বেদী—দুই নদীর মধ্যস্থ দেশ, দোয়াব; ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ; প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অন্তর্বেশ্ম (—শ্মন্)—অন্তঃপুর, স্ত্রীগৃহ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্তর্হাস—গূঢ়হাস্য, চাপা হাস। মধ্যপদলোপী

অন্তর্হিত—১। তিরোহিত, যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে; ব্যবহিত, অদৃষ্ট। অন্তর্—ধা+ক্ত ক। ২। আবৃত। …+ক্ত শ্ম। বিণ; ত্রি।

অন্তর্বান্ (—বৎ)—অন্তবিশিষ্ট, সান্ত, যাহার শেষ আছে; সসীম। অন্ত+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অন্তবতী।

অন্তবাসী (—সিন্)—অন্তেবাসী, ছাত্র, শিষ্য। অন্ত—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

অন্তশয্যা—মৃত্যুকালীন ভূমিশয্যা; মৃত্যু; শ্মশান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অন্তস্তল—মধ্যবর্ত্তী স্থান, ভিতর; মনঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্তস্থ—অন্তঃস্থ দেখ।

অন্তাবসায়ী (—য়িন্)—নাপিত; চণ্ডালাদি। অন্ত—অব—সো (নাশ করা)+ণিন্ ক। সং; পু। স্ত্রী অন্তাবসায়িনী।

অন্তি—১। (নাট্যে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সং; স্ত্রী। ২। সমীপে, সামীপ্য। ব্য।

অন্তিক—১। সন্নিহিত। অন্ত+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তিকী। ২। সামীপ্য, সন্নিধান। সং; ক্লী।

অন্তিকতম—অতি নিকট। অন্তিক শব্দ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

অন্তিকা—১। সন্নিহিতা। অন্তি+ক স্বার্থে

+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। (নাট্যে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী; চুল্লী, চুলা, উনান; চামার কথা। সং; স্ত্রী।

অন্তিম—চরম, শেষ; অন্তকালীন; অতি নিকট। অন্ত+ডিম ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্তিমা। [কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্তিমকাল—চরম সময়, মৃত্যুর সন্নিহিত কাল।

অন্তিমশয্যা—মৃত্যুশয্যা, যে শয্যায় শয়ান থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু হয়। কর্ম্মধা। স্ত্রী।

অন্তুজ—নীচকুলজাত, ইতর, ছোটলোক। অন্ত্যজ শব্দের অপভ্রংশ।

অন্তেবাসী (-সিন্)—১। সমীপবর্ত্তী। অলুক্ উপ; অন্তে-বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অন্তেবাসিনী। ২। শিষ্য, ছাত্র; চণ্ডালাদি নীচ জাতি। সং; পু।

অন্ত্য—১। অন্তিম, চরম; অবশিষ্ট; নীচ, নীচজাতীয়। অন্ত শব্দ+য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। চণ্ডাল। সং; পু। ৩। পরার্দ্ধের দশ ভাগ বা শত ভাগ সংখ্যা। সং; ক্লী।

অন্ত্যজ—১। নীচকুলজাত; অধম, নীচাশয়। উপ; অন্ত্য শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র। সং; পু।

অন্ত্যজন্মা (—জন্মন্)—নীচকুলজাত, অধম; নীচাশয়, চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র। অন্ত্য হইতে জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অন্ত্যভ—শেষ নক্ষত্র, রেবতী নক্ষত্র; শেষরাশি, মীনরাশি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্ত্যবর্ণ—চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র; শেষ অক্ষর। কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্ত্যাবসায়ী—অন্তাবসায়ী দেখ।

অন্ত্যেষ্টি—শবদাহাদি চরম সংস্কার, মৃতসংকার; চরম যজ্ঞ। অন্ত্যা যে ইষ্টি (যাগ বা সংস্কার), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—শেষ যজ্ঞ; শবদাহাদি ও পিণ্ডদানাদি কার্য্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অন্ত্র—নাড়ীভুঁড়ি, আঁতড়ি। অম (রুগ্ন হওয়া)+ত্রণ। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

অন্ত্রবৃদ্ধি—রোগবিশেষ (Hernia)। ৬তৎ।

অন্দর—ভিতর, মধ্য, অভ্যন্তর; অন্তঃপুর, জানানা। বৈদেশিক। সং।

অন্দরমহল—ভিতরবাড়ী, নারীগণাধিষ্ঠিত ভবনাংশ, বাটীর যে অংশে স্ত্রীলোকেরা থাকেন তাহা। বৈদেশিক। সং।

অন্দু, অন্দূ—হস্তীর পদবন্ধনশৃঙ্খল; নিগড়; স্ত্রীলোকের পাদভূষণ, মল। অন্দ (বন্ধন করা)+উ, উ ক। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

অন্দুক, অন্দূক—অন্দু (সকল অর্থে)। অন্দু বা অন্দূ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

অন্দূ—অন্দু দেখ।

অন্দূক—অন্দুক দেখ।

অন্ধ—১। অন্ধকার; জল। ণিজন্ত অন্ধ (—অন্ধি)+অল্ ণ। সং; ক্লী। ২। দৃষ্টিহীন, দর্শনশক্তিহীন, দুই চক্ষুহীন। ণিজন্ত অন্ধ (=অন্ধি)+অল্ র্ম্ম। ৩। অন্ধকারক; নিবিড়; অন্ধকারময়। অন্ধ শব্দ+ণিচ (=অন্ধি নামধাতু)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্ধা। [ক্লী।

অন্ধঃ (অন্ধস্)—অন্ন। অদ+অস্ ণ। সং;

অন্ধক—১। অন্ধ। অন্ধ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। অন্ধকার। সং; ক্লী। ৩। দেশবিশেষ। সং; পু।

৪। জনৈক মুনির নাম। তিনি নিজে বৈশ্য এবং ইঁহার ভার্য্যা শূদ্রকন্যা ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই অন্ধ ছিলেন। নদীর তীরে ইঁহাদের আশ্রম ছিল। একদা দশরথ সেই বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। অন্ধক মুনির শিশুপুত্র সিন্ধুক রজনীকালে অন্ধ জনকজননীর নিমিত্ত কুম্ভে জল পূরিতে ছিলেন। দশরথ সেই শব্দে হস্তিভ্রমে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া সিন্ধুককে বধ করেন। অন্ধক মুনি পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভার্য্যাসহ জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করেন এবং দশরথকে শাপ দেন যে, তাঁহাকে পুত্রশোকে কাতর হইয়া "হা পুত্র! হা পুত্র" করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দশরথের শাপে বর হইল, কারণ তৎকালে তিনি অপুত্রক ছিলেন। ইহার পর তাঁহার রামচন্দ্রাদি চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

৫। জনৈক দৈত্যের নামও অন্ধক। দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ব্রহ্মার তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া মহাদেব ভিন্ন অন্য সকলের অবধ্য হওয়াতে দেবতাদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকেন। ইঁহার অত্যাচারে অস্থির হইয়া দেবগণ নারদ ঋষির আশ্রয় গ্রহণ করিলে একদা নারদ মন্দর পর্ব্বতের উদ্যানস্থিত মন্দার পুষ্পের মালা গলায় দিয়া অন্ধকের নিকট উপস্থিত হন। দৈত্যরাজ সেই পুষ্পের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই পুষ্প আহরণার্থে মন্দরপর্ব্বতে গমন করেন। তথায় মহাদেবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় অন্ধক মহাদেবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। এই জন্য মহাদেবের এক নাম অন্ধকান্তক।

৬। উতথ্যের পুত্রের নাম। মমতার গর্ভে বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের ঔরসে ইঁহার জন্ম।

৭। যদুবংশীয় জনৈক নৃপতির নামও অন্ধক। মহারাজ সাত্বতের সাত পুত্র, তন্মধ্যে অন্ধক চতুর্থ। অন্ধকের চারিটী পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম,—কুকুর, ভজমান, শুচিকম্বল, এবং বর্হিষ।

অন্ধকরিপু—১। মহাদেব। অন্ধকের (অন্ধকাসুরের) রিপু, ৬তৎ। ২। সূর্য্য; অগ্নি; চন্দ্র। অন্ধকের (অন্ধকারের) রিপু, ৬তৎ। সং; পু।

অন্ধকার—তিমির, তমঃ, আঁধার। অন্ধ—কৃ+অণ্ ক। সং; পু বা ক্লী। [ধ্বান্ত, তমিস্র, তিমির ও তমঃ এই কয়েকটী শব্দে অন্ধকার বুঝায়। অন্ধতমস শব্দে গাঢ় অন্ধকার, অবতমস শব্দে অল্পকার, এবং সন্তমস শব্দে ব্যাপী অন্ধকার বুঝায়।

অন্ধকারময়—তিমিরময়, অন্ধকারপূর্ণ, আলোকশূন্য। অন্ধকার শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্ধকারময়ী।

অন্ধকারাচ্ছন্ন, অন্ধকারাবৃত—অন্ধকারময়, তিমিরাচ্ছন্ন, আঁধারে ঢাকা। অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন, আবৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অন্ধকারি—মহাদেব। অন্ধকের অরি, ৬তৎ। সং; পু।

অন্ধকাসুহৃদ—মহাদেব। অন্ধকের (দৈত্যবিশেষের) অসুহৃদ (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

অন্ধকূপ—আবৃত অন্ধকারময় কূপ, এঁদো পাতকুয়া; নরকবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্ধকূপহত্যা—বাঙ্গালার সুবাদার আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (এপ্রিল, ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দ)। অল্পকাল মধ্যে সিরাজ উদ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত ইংরাজদের কাশিমবাজারস্থ কুঠি লুঠ করিলেন এবং [illegible] সৈন্য লইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজদিগের কেবল [illegible] জন লোক ছিল, তাহার মধ্যে আবার অনেকেই সমরব্যবসায়ী নহেন। যাহা হউক, ইঁহারা প্রাণপণে চারিদিন পর্য্যন্ত সুবাদারের সৈন্যকে বাধা দিলেন, কিন্তু পঞ্চম দিনে উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। মাণিকচাঁদ নামক নবাবের জনৈক হিন্দুস্থানী সেনাপতি ১৪৬ জন ইংরাজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহাদিগকে একটী অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। গৃহটীতে বায়ু চলাচলের সুবিধামত গবাক্ষাদি না থাকায় বন্দী ইংরাজগণ জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সমস্ত রাত্রি ছটফট্ করিয়া জল জল করিতে লাগিল, রুদ্ধ বায়ুতে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় একে একে কালের ক্রোড়ে ঢলিয়া

পড়িতে লাগিল। পরদিন প্রাতে দ্বার খুলিলে দেখা গেল যে, ১২৩ জন ইংরাজ শমনভবনে গমন করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ২৩ জনের প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে, তাঁহাদের কাহা'রও বাক্‌শক্তি নাই। পরে শুশ্রূষা দ্বারা এই ২৩ জনের প্রাণরক্ষা করা হইয়াছিল (২১শে জুন, ১৭৫৬)। এই ভীষণ লোমহর্ষণ ঘটনা ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যা (Massacre of Black Hole) নামে বিখ্যাত। কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও যথার্থ তথ্য নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, এরূপ ঘটনা আদৌ ঘটে নাই।

অন্ধগোলাঙ্গুল-ন্যায়—ন্যায় দেখ।

অন্ধতম—অতিশয় অন্ধকার বিশিষ্ট। অন্ধ শব্দ+তম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্ধতমা।

অন্ধতমঃ (—তমস্)—অন্ধতমস, নিবিড় অন্ধকার। অন্ধকারক যে তমঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [এই শব্দটি ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ। অন্ধতমোময় দেখ]।

অন্ধতমস—গাঢ় অন্ধকার। মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্ধতমসাচ্ছন্ন, অন্ধতমসাবৃত—নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা, গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অন্ধতমস দ্বারা আচ্ছন্ন, আবৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অন্ধতমোময়—গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ। অন্ধতমস্ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। [এইটী অশুদ্ধ পদ, "অন্ধতমসময়" হইবে। কারণ 'ধ্বান্তে গাঢ়ে অন্ধতমসম্' ইত্যমরঃ। অর্থাৎ অমর বলেন যে, গাঢ় অন্ধকারকে অন্ধতমস কহে; সমাসান্ত অ প্রত্যয় হয়]।

অন্ধতা, অন্ধত্ব—দৃষ্টিহীনতা। অন্ধ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অন্ধতামিস্র—১। অন্ধকারময় নরকবিশেষ। অন্ধ (গাঢ়) হইয়াছে তামিস্র (অন্ধকার) যাহাতে, বহু। ২। ঘন অন্ধকার, ঘোর আঁধার। অন্ধকারক তামিস্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্ধত্ব—অন্ধতা দেখ।

অন্ধপঙ্গু-ন্যায়—ন্যায় দেখ।

অন্ধপরম্পরা-ন্যায়—ন্যায় দেখ।

অন্ধপ্রায়—অন্ধসদৃশ, দৃষ্টিশক্তিবিহীনের তুল্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্ধপ্রায়া।

অন্ধভাবে—দর্শনশক্তিরহিতভাবে; হিতাহিত বিবেকশূন্যভাবে। অন্ধের ভাবের ন্যায় ভাব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অন্ধলা—অন্ধ; আলোআঁধারি। হিন্দী। সং।

অন্ধস্—অন্ধঃ দেখ।

অন্ধহস্তি-ন্যায়—ন্যায় দেখ।

অন্ধাহি—কুঁচে। অন্ধ (দৃষ্টিহীন) যে অহি (সর্প), কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্ধিকা—রাত্রি; দ্যূতক্রীড়াবিশেষ; নেত্ররোগ-বিশেষ; সর্পী। অন্ধি (অন্ধ করা)+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অন্ধি-সন্ধি—অলিগুলি; রন্ধ্র, অবকাশ, ফাঁক; অনুসন্ধান, তত্ত্ব, উদ্দেশ। দেশজ। সং।

অন্ধীকরণ—অন্ধ করা, দৃষ্টিশক্তিনাশন। অন্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অন্ধী)—কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অন্ধীকৃত—যাহাকে অন্ধ বা দৃষ্টিশক্তিহীন করা হইয়াছে। অন্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অন্ধী)—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা।

অন্ধীভূত—যে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, নষ্টদৃষ্টি। অন্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অন্ধী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্ধীভূতা।

অন্ধু—কূপ, কূয়া। অম (গমন করা)+তু সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

অন্ধুল—শিরীষ গাছ। সং; পু।

অন্ধ্র—ব্যাধ; দেশবিশেষ*, কলিঙ্গের পশ্চিম; জাতিবিশেষ। সং; পু।

*ইহা প্রাচীন দ্রাবিড় দেশের পঞ্চবিভাগের অন্যতম। অপর কয়েকটী বিভাগের নাম—চোল, পাণ্ড্য, কেরল ও কর্ণাট। অন্ধ্র রাজ্যের নাম পুরাণে বর্ণিত আছে। প্লিনিও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে সমস্ত তেলঙ্গ দেশ অন্ধ্র নামে অভিহিত হইত। সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ তেলুগু ভাষাকে অন্ধ্র-ভাষা বলেন। ওয়ারঙ্গল নামক স্থান অন্ধ্র রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। বর্তমান সময়ে ভিজাগাপাটাম জেলার অন্তর্গত ... গ্রাম সন্নিহিত একটী ক্ষুদ্র স্থান অন্ধ্ররাজ্যের ভগ্নাবশেষ স্বরূপে বিদ্যমান আছে।

অন্ন—১। ওদন, ভক্ত, ভাত; প্রধান খাদ্যবস্তু। অদ (ভোজন করা)+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। সূর্য্য; বিষ্ণু। সং; পু। ৩। ভক্ষিত, ভুক্ত, খাদিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্না।

অন্নকষ্ট—অন্নের নিমিত্ত ক্লেশ, অন্নাভাবে ক্লেশ। অন্ন নিমিত্তক কষ্ট, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্নকূট—অন্নস্তূপ, অন্নক্ষেত্র; রাশীকৃত খাদ্য-দ্রব্য। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

অন্নকোষ্ঠক—তণ্ডুলাদি রক্ষা করিবার গৃহ, গোলা। ৬তৎ। সং; পু। [সং; ক্লী।

অন্নক্ষেত্র—অন্নকূট, রাশীকৃত খাদ্যদ্রব্য। ৬তৎ।

অন্নগত—অন্নের উপর নির্ভরশীল। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্নগতা।

অন্নগতপ্রাণ—১। যে অন্নাভাবে বাঁচে না। অন্নগত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রাণা। ২। যে প্রাণ অন্নাভাবে বাঁচে না। কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্নগন্ধি—উদরাময় রোগ, পেটের ব্যারাম। অন্নের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহাতে, বহু। সং; পু।

অন্নছত্র—অন্নসত্র শব্দের অপভ্রংশ।

অন্নজ—অন্নজাত, ভুক্ত বস্তু হইতে উৎপন্ন। উপ; অন্ন—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্নজা।

অন্নজল—খাদ্যজল, খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় জল। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

অন্নদ—অন্নদাতা। উপ; অন্ন শব্দ—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অন্নদা।

অন্নদা—১। অন্নদাত্রী। অন্নদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বরী। সং; স্ত্রী।

অন্নদাতা (—দাতৃ)—যিনি অন্ন দান করেন, প্রতিপালক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অন্নদাত্রী (অন্নদানকারিণী)।

অন্নদান—খাদ্যপ্রদান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অন্নদাস—যে ব্যক্তি অন্নের নিমিত্ত পরের দাসত্ব করে; যে ব্যক্তি অন্যের গলগ্রহ হইয়া নির্লজ্জভাবে তাহার অন্ন ধ্বংস করে, ভাতমারা। ৪তৎ। সং; পু।

অন্ননালী—অন্নবহনালী দেখ।

অন্নপূর্ণ—প্রচুর অন্নযুক্ত, অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণা—১। অন্নদ্বারা পরিপূর্ণা। ৩তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অন্নই যাঁহার আছে, লোকে প্রাতঃকালে যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে সে দিনের জন্য আর অন্নের অভাব ঘটে না। আদ্যাশক্তি ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ; এই মূর্ত্তি দ্বিভুজ, বামহস্তে সুবর্ণময় অন্নপাত্র, দক্ষিণ হস্তে দর্ব্বী (হাতা) লইয়া আশুতোষকে অন্ন পরিবেশন করিয়া দিতেছেন। দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় অন্নপূর্ণা চতুর্ভুজা। চারি হস্তে পদ্ম, অঙ্কুশ, অভয় ও দান। পবিত্র বারাণসীধামে এই মূর্ত্তি একটী সুন্দর মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সং; স্ত্রী।

অন্নপ্রাশন—বালকের ৬ষ্ঠ বা ৮ম মাসে এবং বালিকার ৫ম বা ৭ম মাসে প্রথম অন্নভোজন সংস্কার। অন্নের প্রাশন (ভোজন), ৬তৎ। সং; ক্লী। [জ্যোতিস্তত্ত্ব নামক গ্রন্থে উক্ত আছে যে, পিতা অলঙ্কৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া দেবসমীপে উপবেশন করিলে স্বর্ণপাত্রে অন্নস্থাপন-পূর্ব্বক বালককে দিবে। এবং মধু, ঘৃত ও স্বর্ণের সহিত পায়সান্ন ঐ বালককে ভোজন করাইবে। বালক অন্নভোজন করিলে পর পিতা শিশুকে তাহার মাতার ক্রোড়ে দিবেন। পরে দেবাগ্রে সর্ব্বপ্রকার শিল্পভাণ্ড, শাস্ত্র ও শস্ত্রসমূহ রাখিয়া লক্ষণ দেখিবে। বালক শিল্পভাণ্ড ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে যাহা প্রথমে স্বয়ং স্পর্শ করিবে, ভবিষ্যতে তাহাই ঐ বালকের জীবিকা হইবে। এই সকল ব্যাপার যে শাস্ত্রোক্ত

শুভদিনে সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য]।

অন্নব্রহ্ম (—ব্রহ্মন্)—অন্নরূপে বিবেচিত ব্রহ্ম। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্নভোক্তা (—ভোক্তৃ)—অন্নভোজী ; পংক্তিভোজী, যাহার সহিত এক সঙ্গে বসিয়া ভোজন করা যায়। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্নভোক্ত্রী (=অন্নভোজিনী)।

অন্নভোজী (—ভোজিন্)—অন্নভোক্তা ; পংক্তিভোজী। উপ ; অন্ন—ভুজ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্নভোজিনী।

অন্নময়—অন্ন দ্বারা রচিত ; অন্নপূর্ণ ; অন্নজ ; অন্নগত, অন্ন দ্বারা রক্ষিত। অন্ন+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্নময়ী।

অন্নময়-কোষ—অন্ন দ্বারা রক্ষিত কোষ ; (বেদান্তে) স্থূলশরীর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্নমল—মদ্য, ধেনো মদ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্নরস—পাকাশয় মধ্য দিয়া ভুক্তদ্রব্যের গমন কালে তাহা হইতে উদ্ভূত একপ্রকার দুগ্ধবৎ রস (chyle)। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্নবর্জ্জন—অন্নপরিত্যাগ, ভাত খাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্নবহনালী—যে নালী দিয়া ভুক্তদ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হয় ও তাহার অসার ভাগ নির্গত হইয়া যায়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অন্নবিকার—বিষ্ঠা ; শুক্র। ৬তৎ। সং ; পু।

অন্নবিবর্জ্জন—অন্নবিসর্জ্জন, অন্নত্যাগ, কিয়ৎকালের জন্য বা যাবজ্জীবনের জন্য ভাত না খাওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্নব্যঞ্জন—ভাত ও তরকারী। অন্ন শব্দে রুটি প্রভৃতিও বুঝায়, ফলতঃ প্রধান খাদ্যকেই অন্ন কহে। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

অন্নশেষ—ভুক্তাবশেষ, খাওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, পাতের এঁটো। ৬তৎ। সং ; পু।

অন্নসংস্থান—অন্নের বা আহারের যোগাড় ; জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থসম্পত্তি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্নসত্র—অন্নদানার্থ সদাব্রত, নিরন্তর অন্নদান। ৬তৎ। সং ; ক্লী। সত্র শব্দে গৃহও বুঝায়, সুতরাং অন্নসত্র=অন্নগৃহ, যে গৃহে নিরন্তর অন্ন পাওয়া যায়।

অন্নহীন—যাহার অন্নসংস্থান নাই, নিরন্ন, নিঃস্ব। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্নহীনা। বিশেষ্যে অন্নহীনতা, —ত্ব।

অন্নাচ্ছাদন—অন্নবস্ত্র, অশনবসন, ভাতকাপড়। অন্ন ও আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

অন্নাদ—১। অন্নভোক্তা। অন্ন—অদ (খাওয়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্নাদী। ২। বিষ্ণু। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

অন্নাভাব—অন্ন না থাকা। অন্নের অভাব,

অন্নার্থী (—র্থিন্)—অন্নের যাচক, যে অন্ন চায়। অন্ন—অর্থি নিজন্ত ধাতু (প্রার্থনা করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্নার্থিনী।

অন্নাহার—অন্নভোজন, ভাতরুটি খাওয়া। অন্নের আহার, ৬তৎ। সং ; পু।

অন্নাহারী (—রিন্)—অন্নভোজনকারী, অন্নভোক্তা। উপ ; অন্ন—আ—হৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্নাহারিণী।

অন্য—ভিন্ন, অপর ; সদৃশ। অন (বাঁচা)+য ক। সর্ব্ব ; ত্রি। স্ত্রী অন্যা।

অন্যকৃত—অপরের দ্বারা কৃত বা সম্পাদিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যকৃতা।

অন্যগত—অপরসংক্রান্ত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অন্যগতপ্রাণ—যাহার প্রাণ অন্যকে দিয়াছে অর্থাৎ সে বাঁচিলে বাঁচে, মরিলে মরে এইরূপ। অন্যগত প্রাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যগতপ্রাণা।

অন্যগামী (—মিন্)—অপরের নিকট গমনকারী ; অন্য স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গমকারী, ব্যভিচারী। উপ ; অন্য—গম+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্যগামিনী।

অন্যচ্চ—আরও, অধিকন্তু, অপিচ, পক্ষান্তরে। অন্যৎ+চ (সন্ধি), ব্য। [নচেৎ। ব্য।

অন্যৎ—অন্য, ইতর, অপর, অন্যথা নতুবা,

অন্যতঃ (—তস্)—অন্য হইতে ; অন্যত্র। অন্য শব্দ+৫মী বা ৭মী স্থানে তস্ প্রত্যয়। ব্য।

অন্যতম—বহুর মধ্যে একজন বা একটি, ভিন্নতম। অন্য শব্দ+তম প্রত্যয়। বিণ ; ত্রি।

অন্যতর—দুইএর মধ্যে একজন বা একটি ; অন্য শব্দ+তর প্রত্যয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী —তরা।

অন্যতস্—অন্যতঃ দেখ।

অন্যত্র—অন্যস্থানে ; অন্য বিষয়ে ; ভিন্ন, ব্যতিরেকে। অন্য শব্দ+৭মীতে ত্র। ব্য।

অন্যথা—অন্য প্রকারে ; বিনা ; নতুবা ; বিপরীত, বিরুদ্ধ। অন্য+থাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

অন্যথাকরণ—অন্যপ্রকার করণ, আর এক রকম করা ; রহিতকরণ, বিপরীতকরণ, উল্টান, অমান্যকরণ ; উল্লঙ্ঘন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্যথাকারী (—রিন্)—অন্যপ্রকারকারী, আর এক রকম করে ; বিপরীতকারী, যে উল্টায় ; রহিতকারী ; অমান্যকারী, উল্লঙ্ঘনকারক। উপ ; অন্যথা—কৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্যথাকারিণী।

অন্যথাচরণ—বিপরীত ব্যবহার, অন্যথাকরণ, অন্যথা যে আচরণ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্যথাচার—অন্যথাচরণ, বিপরীত ব্যবহার, অন্যথাকরণ। অন্যথা যে আচার, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্যথাচারী (—রিন্)—অন্যথাচরণকারী, বিপরীত ব্যবহারকারী ; অন্যথাকারী ; অমান্যকারী। উপ ; অন্যথা—চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্যথাচারিণী।

অন্যথাভাব—অন্যপ্রকার হওয়া, যেরূপ হওয়া উচিত বা আবশ্যক তাহার বিপরীত হওয়া। অন্যথা যে ভাব (সত্তা), কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্যথাবাদী (—দিন্)—অন্যপ্রকার বাক্যভাষী, যে আর এক রকম বা উল্টা কথা বলে। উপ ; অন্যথা—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্যথাবাদিনী।

অন্যথাসিদ্ধি—অন্যপ্রকারে সিদ্ধি ; যেরূপ সম্ভাবনা করা যায় না তদ্রূপ ফলের উৎপত্তি ; হেতুর দোষ ; হেত্বাভাসবিশেষ। [কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিতা থাকিতে কার্য্যের উৎপাদক না হওয়াকে অন্যথাসিদ্ধি কহে। ইহা পাঁচ প্রকার]। সং ; স্ত্রী।

অন্যদা—অন্য সময়ে, কালান্তরে, সময়ান্তরে। অন্য শব্দ+দা কালার্থে। ব্য।

অন্যদীয়—অন্যসম্বন্ধীয়, অন্যের, অপরের। অন্যৎ+ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যদীয়া।

অন্যদেশ—ভিন্নদেশ, বিদেশ। কর্ম্মধা। সং।

অন্যদেশীয়—ভিন্নদেশীয়, বৈদেশিক, বিদেশী। অন্যদেশ+ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যদেশীয়া।

অন্যধর্ম্মাবলম্বী (—লম্বিন্)—অপরধর্ম্মাশ্রয়ী, ভিন্নধর্ম্মমতবিশ্বাসকারী। অন্য যে ধর্ম্ম সে অন্যধর্ম্ম, কর্ম্মধা, তাহা অবলম্বন করে যে এই বাক্যে উপ ; অন্যধর্ম্ম—অব—লম্ব+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্যধর্ম্মাবলম্বিনী।

অন্যপুষ্ট—পরভৃত, কোকিল। অন্য কর্ত্তৃক (অর্থাৎ কাকের দ্বারা) পুষ্ট (পালিত), ৩তৎ। [কোকিলশাবক যে কাক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ]। সং ; পু। স্ত্রী অন্যপুষ্টা।

অন্যপুষ্টা—কোকিলা। অন্যপুষ্ট দেখ। সং ; স্ত্রী।

অন্যপূর্ব্বা—যে কন্যা বাগ্‌দানাদি দ্বারা পূর্ব্বে অন্যদীয়া হইয়াছিল, বাগ্‌দানাদির পরে মৃতপতিকা বা অস্বীকৃত-ভর্ত্তৃকা ; অর্থাৎ বাগ্‌দানাদির পরে যদি বরের মৃত্যু হয় বা বর কোনও কারণে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে ঐ কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা বলে। অন্যপূর্ব্বা সাত প্রকার ; যথা—(১) বাগ্‌দত্তা, (২) মনোদত্তা, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা, (৪) উদকস্পর্শিতা (যাহাকে জলস্পর্শ করান হইয়াছে) (৫) পাণিগৃহীতিকা (যাহার পাণিগ্রহণ করা হইয়াছে), (৬) অগ্নিপরিগতা (যে অগ্নির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে) এবং (৭) পুনর্ভূপ্রভবা। এই সাত প্রকার কন্যা অগ্নির ন্যায় কুল দগ্ধ করে। বিণ বা সং ; স্ত্রী।

অন্যপূর্ব্বাগামী (—মিন্)—যে অন্যপূর্ব্বা কন্যাকে বিবাহ করে। উপ ; অন্যপূর্ব্বা—গম (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

অন্যভৃৎ—কাক। অন্যকে যে ভরণ (পোষণ) করে, অন্য—ভৃ+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

অন্যভৃত—কোকিল। অন্য কর্ত্তৃক ভৃত অর্থাৎ পুষ্ট বা পালিত, ৩তৎ। সং ; পু।

অন্যমত—১। যাহার অভিপ্রায় অন্যপ্রকার। অন্য মত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যমতা। ২। ভিন্ন মত। অন্য যে মত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্যমনঃপ্রযুক্ত—বিষয়ান্তরে মনোনিবেশনিবন্ধন। কর্ম্মধা ও ৬তৎ। ক্রি-বিণ।

অন্যমনস্ক—অন্যাসক্তচিত্ত, যাহার মনঃ অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট। অন্যে মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যমনস্কা।

অন্যমনাঃ (—মনস্)—যাহার চিত্ত বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট। অন্যে মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি। ২। কোকিল। সং ; পু।

অন্যবর্দ্ধিত—১। অন্যপুষ্ট, অপরকর্ত্তৃক পালিত।

অন্যবাদী (—বাদিন্)—ইতরভাষী, যে অন্য কথা বলে ; অন্যথাবাদী ; অস্থিরভাষী, যাহার কথার ঠিক নাই। উপ ; অন্য—বদ +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —বাদিনী।

অন্যবিধ—অন্যপ্রকার। অন্যা বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যবিধা।

অন্যাদৃক্ (—দৃশ্), অন্যাদৃশ—অন্যপ্রকার, বিভিন্ন আকার। অন্য শব্দ—দৃশ (দর্শন করা)+ক্বিপ্, টক্ প্র। বিণ ; ত্রি।

অন্যাধীন—অপর লোকের অধীন বা বশবর্ত্তী। অন্যের অধীন, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যাধীনা।

অন্যান্তর—অন্যস্থানে, অন্যত্র। প্রা, ক।

অন্যান্য—অপরাপর ; ভিন্ন ভিন্ন। দ্বন্দ্ব। বিণ।

অন্যায়—১। অবিচার ; অনৌচিত্য, ন্যায়বহির্ভূতত্ব। নঞ্তৎ। সং ; পু। ২। ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিত, অন্যায্য। ন (নাই) ন্যায় যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যায়া।

অন্যায়তঃ (—তস্)—অন্যায়পূর্ব্বক, অন্যায়রূপে। অন্যায় শব্দ+তস্ প্রত্যয়। বা।

অন্যায়াচরণ—ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার, অন্যায্য ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্যায়াচারী (—রিন্)—ন্যায়বিরুদ্ধ আচরণকারী, অনুচিত ব্যবহারকারী। উপ ; অন্যায়—আ—চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্যায়াচারিণী।

অন্যায়োপজীবী (—জীবিন্)—ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। উপ ; অন্যায়—উপ—জীব ধাতু+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্যায়োপজীবিনী।

অন্যায্য—ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিত ; অযোগ্য। ন ন্যায্য, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যায্যা। বিশেষ্যে অন্যায্যতা, —ত্ব।

অন্যাসক্ত—অন্যের প্রতি আসক্ত বা অনুরক্ত ; অন্যমনস্ক। অন্যে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যাসক্তা।

অন্যূন—ন্যূন নহে ; অনল্প ; সমগ্র। ন ন্যূন, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যূনা।

অন্যেদ্যুঃ (—দ্যুস্)—অন্যদিনে ; পরদিনে। অন্য শব্দ+এদ্যুস্। বা।

অন্যোদর্য্য—একপিতৃক হইয়াও যে অন্য উদরে জন্মিয়াছে, বৈমাত্রেয়, বিমাতার গর্ভজাত। অন্য উদরে ভব এই অর্থে অন্য—উদর+য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্যোদর্য্যা।

অন্যোন্য—১। ইতরেতর, পরস্পর। অন্য অন্যের প্রতি এই বাক্যে ২তৎ বা সুপ্সুপা, অন্য +অন্য, এস্থলে পূর্ব্বপদের অন্তে সম্ আগম হওয়ায়—অন্যস্ বা অন্যঃ, অন্যঃ+অন্য (সন্ধি)। বিণ ; ত্রি। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং। [যেখানে পরস্পর উপকার হয়, তথায় অন্যোন্য নামক অলঙ্কার হয়। যথা ; রাত্রি চন্দ্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে এবং চন্দ্র রাত্রি দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। এখানে পরস্পর উপকার হইতেছে বলিয়া অন্যোন্য অলঙ্কার হইয়াছে]।

অন্যোন্যভেদ—পরস্পরের ভিন্নতা বা বিরোধ, পরস্পরের বিদ্বেষ বা শত্রুতা। ৬তৎ। সং ; পু।

অন্যোন্যবিরোধী (—ধিন্)—পরস্পরবিরোধী, পরস্পর অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী। অন্যোন্যের (পরস্পরের) বিরোধী, ৬তৎ। [যেমন সর্প ও নকুল পরস্পর বিরোধী]। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্যোন্যবিরোধিনী।

অন্যোন্যাভাব—পরস্পরের অভাব। অন্যোন্যের (পরস্পরের) অভাব, ৬তৎ। সং ; পু।

অন্যোন্যাশ্রয়—পরস্পর জ্ঞানসাপেক্ষ-জ্ঞানাশ্রয়। [যেখানে কএর জ্ঞান ব্যতীত খএর জ্ঞান হয় না, এবং খএর জ্ঞান ব্যতিরেকে কএর জ্ঞান হয় না, তথায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। যেমন, যাহাতে অনেক দেশ আছে, তাহাকে মহাদেশ বলে, এবং মহাদেশের এক এক অংশকে দেশ বলে। এস্থলে মহাদেশের জ্ঞান ব্যতীত দেশের জ্ঞান হইতে পারে না, এবং দেশের জ্ঞান ব্যতিরেকেও মহাদেশের জ্ঞান হয় না, এজন্য এখানে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়াছে]। বিণ ; ত্রি।

অন্বক (অন্বচ্)—১। অনুগামী। অনু—অন্চ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনূচী। ২। পশ্চাৎ, অনুপদ। বা।

অন্বক্ষ—১। অনুগামী। অনু (অনুগত) অক্ষ (ইন্দ্রিয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্বক্ষা। ২। প্রত্যক্ষে, সমক্ষে। অক্ষির (চক্ষুর) অনু (সমীপে), অব্যয়ী।

অন্বচ্ (অন্বঞ্চ্)—অনুগমনকারী। অনু—অন্চ +বিচ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অনূচী।

অন্বচ্—অন্বক দেখ।

অন্বয়—বংশ, কুল ; আদিপুরুষ ; সন্তান ; অনুবৃত্তি ; সম্বন্ধ ; পদের পরস্পর সম্বন্ধ ; ধারা, পরস্পর সম্বদ্ধ বাক্য বা পদসমূহের যথারীতি বিন্যাস ; সত্তা ; বিদ্যমানতা। অনু—ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অন্বয়জ্ঞ—কুলতত্ত্ববেত্তা, বংশবিৎ। উপ ; অন্বয়—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

অন্বয়-যোজনা—বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের (যথা কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতির) পরস্পর সম্বন্ধনিরূপণ (Parsing)। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অন্বয়বোধ—বাক্যস্থ পদ ও পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধনিরূপণ। ৬তৎ। সং ; পু।

অন্বয়ব্যতিরেক—অন্বয়—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা অর্থাৎ তাহা থাকিলে তাহা থাকা। ব্যতিরেক—তদসত্ত্বে তদসত্তা অর্থাৎ তাহা না থাকিলে তাহা না থাকা। মূল কথা, অনুগুণ হেতু দ্বারা সাধ্যসাধনকে অন্বয়, এবং বিপরীত ভাবে সাধ্যসাধনকে অর্থাৎ যদি ইহা না হয়, তবে এই এই দোষ হইতে পারে, এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক সাধ্য-সাধনকে ব্যতিরেক বলে। অন্বয় ও ব্যতিরেক, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

অন্বয়ব্যতিরেকী (—কিন্)—সাধ্যসাধন হেতু। অন্বয়ী হেতু ও ব্যতিরেকী হেতু এই—তুমি কোন্ আশ্রমী? এই প্রশ্নে উত্তরদাতা বলিলেন যে, যে আশ্রমে দারপরিগ্রহ ও অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, আমি সেই আশ্রমী। ইহাতে বুঝা গেল যে, তিনি গৃহী অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমী, কেননা গৃহস্থাশ্রমে ঐগুলি করিতে হয়। আবার যদি তিনি বলিতেন যে, আমি ব্রহ্মচারী নহি, বানপ্রস্থও নহি এবং ভিক্ষুও নহি, তাহা হইলেও উহা বুঝাইত অর্থাৎ তিনি গৃহস্থাশ্রমী। এখানে প্রথম পক্ষে অন্বয়ী হেতুতে উত্তর এবং শেষ পক্ষে ব্যতিরেকী হেতুতে উত্তর দেওয়া হইল বলা যায়।

প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যনির্দ্দেশ সম্বন্ধে এই হেতুদ্বয় যে কিরূপ প্রযুক্ত হয়, তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে। মনে কর, "কোনও ত্রিভুজের যে কোণের পার্শ্বস্থ দুই বাহুর বর্গদ্বয়ের সমষ্টি তৃতীয় বাহুর বর্গের সমান হয়, সেই কোণ সমকোণ।" ইহা ইউক্লিড যে হেতুতে সপ্রমাণ করিয়াছেন, উহা অন্বয়ী হেতু। আর যদি দেখান যায় যে, ঐ কোণ সমকোণ না হইলে হয় স্থূল কোণ, না হয় সূক্ষ্ম কোণ হইবে, কিন্তু স্থূল কোণ হইলে এই এই দোষ এবং সূক্ষ্ম কোণ হইলে এই এই দোষ হয়, অতএব যখন উহা স্থূল কোণ বা সূক্ষ্ম কোণ হইতে পারিল না, তখন উহা অবশ্যই সমকোণ হইবে। এইরূপ প্রমাণ যে হেতু অবলম্বনে সম্পাদিত হয়, তাহাই ব্যতিরেকী হেতু। আবার মনে

কর, "ঈশ্বর আছেন" এই একটী প্রতিজ্ঞা হইল। এই সৃষ্টি ক্রিয়া, আর ক্রিয়ামাত্রেই সকর্তৃক, অতএব সৃষ্টির কর্তা কেহ অবশ্যই আছেন, তিনিই ঈশ্বর। এইরূপ প্রমাণ যে হেতু অবলম্বনে উপপন্ন হইল, উহাই অন্বয়ী হেতু। আর যদি এইরূপ প্রমাণ করা যায় যে, যদি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা না থাকিতেন, তবে ইহা এক্ষণে যেমন সুচারুরূপে চলিতেছে, কখনই তদ্রূপ চলিতে পারিত না। তাহাতে এই এই দোষ হইত, অতএব "ঈশ্বর নাই," ইহা যখন বলিতে পার না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে "ঈশ্বর আছেন"। এই শেষোক্তরূপ প্রমাণ যে হেতু অবলম্বনে উপপন্ন করা হইল, ইহার নাম ব্যতিরেকী হেতু। ইত্যাদি। অন্বয়ব্যতিরেক শব্দ। ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

অন্বয়ী (অন্বয়িন্)—অন্বয়যুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। অন্বয় +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্বয়িনী।

অন্বর্থ—প্রকৃত অর্থযুক্ত ; যুক্ত, যথার্থ ; সঙ্গত, অর্থানুগত। [শব্দটার যে অর্থ, উহার অভিধেয়ও যদি তাহাই হয়, তবে ঐ শব্দটাকে অন্বর্থ বলা যায় ; যেমন একজনের নাম দুর্মুখ। সে যদি কঠোর বাক্য বলে, তবে তাহার নাম অন্বর্থ বলা যায়]। অনু (অনুগত) অর্থ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অন্ববসর্গ—কামচারানুজ্ঞা, যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তি। অনু—অব—সৃজ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অন্ববায়—বংশ, গোত্র, কুল। অনু—অব ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অন্বষ্টকা—আশ্বিন পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা নবমী ; উক্ত তিথিতে সাগ্নিকগণের মাতৃকশ্রাদ্ধ। সং ; স্ত্রী।

অন্বহ—অনুদিন, প্রতিদিন, প্রত্যহ। অহনি অহনি অর্থাৎ দিনে দিনে, অব্যয়ী। ব্য।

অন্বাচয়—অনুষঙ্গ, আনুষাঙ্গিকতা, একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহিত অপর একটা অনুদ্দেশ্য বিষয়ের সিদ্ধি। অনু (সহিত)—আ চি (চয়ন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অন্বাধি—১। অমুককে ইহা দান করিও, ইহা বলিয়া যাহা গচ্ছিত রাখা যায়। অনু আ—ধা+কি র্ম্ম। ২। পুনর্বন্ধক, দ্বিতীয় বার বন্ধক দেওয়া ; অনুতাপ, অনুশোচনা। অনু (পশ্চাৎ) আধি (মনঃপীড়া), নিত্য। সং ; পু।

অন্বাধেয়—বিবাহের পরে ভর্তৃকুল বা মাতাপিতৃকুল হইতে লব্ধ স্ত্রীধন। অনু (পশ্চাৎ) আধেয়, প্রাদি বা নিত্য। সং ; ক্লী।

অন্বাসন—১। অনুশোচনা ; পশ্চাৎ উপবেশন, পরে বসা ; উপাসনা। অনু—আস+অনট্ ভা। ২। শিল্পগৃহ। অনু—আস+অনট্ অধি। ৩। স্নেহদ্রব্য। অনু—আস+অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

অন্বাসিত—সেবিত, আরাধিত ; পশ্চাদুপবেশিত। অনু—আস+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অন্বাহার্য্য—পিতৃলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ। অনু আ—হৃ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

অন্বাহিত—একজনের নিকট হইতে লইয়া অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখা। অনু (পশ্চাৎ) আহিত (গচ্ছিত), প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

অন্বিত—মিলিত ; সংলগ্ন ; যুক্ত, বিশিষ্ট, অন্বয়বিশিষ্ট, সম্বন্ধবিশিষ্ট। অনু—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্বিতা।

অন্বিষ্ট—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে ; আকাঙ্ক্ষিত। অনু—ইষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অন্বীক্ষণ—অন্বেষণ, অনুসন্ধান। অনু—ঈক্ষ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

অন্বীক্ষা—অনুমান। অনু—ঈক্ষ+অ ভা+আপ্

অন্বেষক—অন্বেষণকারী, অনুসন্ধানকর্তা। অনু ইষ (ইচ্ছা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্বেষিকা।

অন্বেষণ—অনুসন্ধান, গবেষণা ; আকাঙ্ক্ষা। অনু—ইষ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অন্বেষণা—তর্কাদি সহকারে ধর্ম্মান্বেষণ ; অন্বেষণ। অনু ইষ+অন ভ+আপ্ স্ত্রী।

অন্বেষণীয়—যাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক বা উচিত অথবা করিতে হইবে, অনুসন্ধেয়। অনু ইষ+অনীয় ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অন্বেষিত—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে বা করা যায়, অন্বিষ্ট, গবেষিত। অনু—ণিজন্ত ইষ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অন্বেষিতা।

অন্বেষী (—ষিন্)—অন্বেষক, অন্বেষণকারী। অনু —ইষ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্বেষিণী।

অন্বেষ্টব্য—অন্বেষণীয়, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। অনু—ইষ+তব্য ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অন্বেষ্টা (অন্বেষ্টৃ)—অন্বেষক। অনু—ইষ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অন্বেষ্ট্রী।

অপ্—সলিল, জল, বারি। আপ (পাওয়া)+ক্বিপ্ ম্ম। সং ; স্ত্রী। (নিত্যবহুবচনান্ত)।

অপ—অপকর্ষ ; অপগম ; বর্জ্জন ; অপমান ; অনাদর ; অপচয় ; বিয়োগ ; বৈপরীত্য ; বিকৃতি ; হ্রস ; নির্দ্দেশ ; চৌর্য্য। নঞ্ (অ)—পা (পাওয়া)+ড ক। ব্য।

অপএ—অর্পণ করে। প্রা, ক।

অপঃ (অপস্)—যজ্ঞকর্ম্ম। আপ (প্রাপ্ত হওয়া) +অসুন্ ণ ; যাহা দ্বারা কাম্য ফল পাওয়া যায়। সং ; ক্লী।

অপকর্তা (—কর্তৃ)—দুষ্কর্মকর্তা, মন্দকার্য্যকারী ; অহিতকারী, অনিষ্টকারক, অপকারী। অপ —কৃ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

অপকর্ম্ম (অপকর্ম্মন্)—কুকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম। অপ (অপকৃষ্ট) যে কর্ম্ম, নিত্য। সং ; ক্লী।

অপকর্ম্মা (—কর্ম্মন্)—দুষ্কর্মকারী। অপ (অপকৃষ্ট) কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অপকর্ষ—অপকৃষ্টতা, হীনতা, জঘন্যতা ; নিম্নাকর্ষণ ; অপ্রধানতা। অপ—কৃষ+অল্ ভা। সং ; পু। [নিত্য। সং ; পু।

অপকলঙ্ক—মিথ্যাপবাদ, অকারণ দুর্নাম।

অপকার—ক্ষতি, হানি, অনিষ্ট ; দ্বেষ। অপ —কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অপকারক—অপকারী। অপ—কৃ (করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপকারিকা।

অপকারার্থী (—রার্থিন্)—অপরের ক্ষতিসাধনে চেষ্টিত, যে অন্যের অনিষ্ট করিতে চায়। অপ ; অপকার—ণিজন্ত অর্থ (=অর্থি)+ণিন ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অপকারার্থিনী।

অপকারী (—রিন্)—অপকারক, অহিতকারী, অনিষ্টকারক, ক্ষতিজনক। অপ—কৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অপকারিণী।

অপকীর্ত্তি—অযশঃ, অখ্যাতি, দুর্নাম। অপকৃষ্টা কীর্ত্তি, নিত্য বা প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

অপকৃত—১। যাহার অপকার করা হইয়াছে। অপ—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপকৃতা। ২। অপকার। +ক্ত ভা। সং ; ক্লী। [ভা। সং ; স্ত্রী।

অপকৃতি—অপকার। অপ—কৃ (করা)+ক্তি

অপকৃষ্ট—নিকৃষ্ট, হীন, অধম, জঘন্য ; নিম্নাকৃষ্ট; অপনীত। অপ—কৃষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপকৃষ্টা। বিশেষ্যে অপকৃষ্টতা,—ত্ব।

অপক্তি—অপাক, অজীর্ণতা ; অপক্কতা। ন (অ) পচ ধাতু+ক্তি ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অপক্রম—প্রস্থান, পলায়ন। অপ—ক্রম+অল্ ভ। সং ; পু।

অপক্রমণ—অপগম, অপসরণ, পলায়ন। অপ ক্রম+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অপক্রান্ত—পলায়িত, অপসৃত, অপগত। অপ —ক্রম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অপক্রিয়া—১। অপকার, ক্ষতি, হানি। অপ— কৃ+কাপ্ ভা+আপ্। ২। অপকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, অপকৃষ্ট কর্ম্ম, মন্দ কাজ। অপকৃষ্টা ক্রিয়া, নিত্য বা প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

অপক্রোশ—নিন্দা, তিরস্কার। অপ—ক্রুশ (চীৎকার করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অপক্ক—অপরিণত, পাকা নয়, কাঁচা ; অরন্ধিত, অরাঁধা। ন পক্ক, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপক্ষপাত—পক্ষপাতের অভাব, কোনও দিকে বা কাহারও দিকে না টানা, নিরপেক্ষতা, ন্যায়োচিত ব্যবহার বা কার্য্য। ন পক্ষপাত, নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অপক্ষপাতী (—তিন্)—নিরপেক্ষ, যে কোনও এক পক্ষের সহায়তা করে না, ন্যায়োচিত কার্য্যকারী। নঞ্ তৎ। বিণ, পু। স্ত্রী, পাতিনী। বি,—পাতিতা,—ত্ব।

অপগত—প্রস্থিত; পলায়িত; অপসৃত; রহিত। অপ—গম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপগতা। [ভা। সং; পু।

অপগম—অপগমন; নাশ। অপ—গম+অল্

অপগমন—নাশ; প্রস্থান; পলায়ন। অপ—গম+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপগা—নিম্নগা, স্রোতস্বতী, নদী। অপ—গম+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

অপগ্রহ—প্রতিকূল গ্রহ, বিরুদ্ধ গ্রহ। নিত্য।

অপঘন—১। মেঘশূন্য, নির্মেঘ। অপ (অপগত) ঘন (মেঘ) যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপঘনা। ২। শরৎকাল; অবয়ব। অপগত হয় ঘন যে সময়ে, বহু। সং; পু।

অপঘাত—অপকৃষ্ট মরণ, বিনা রোগে কোনও রূপ আকস্মিক কারণে মৃত্যু। [যেমন বৃক্ষ হইতে পতিত বা জলে মগ্ন অথবা সর্পাদি দষ্ট হইয়া যে মৃত্যু হয়]। অপ—হন (নাশ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু

অপঘাতক—অপঘাতকারী। অপ—হন (নাশ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপঘাতিকা (=অপঘাতকারিণী)।

অপঘাতী (—তিন্)—অপঘাতকারী। অপ—হন+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ঘাতিনী।

অপঘৃণ—ঘৃণাশূন্য, লজ্জাহীন, নির্লজ্জ; নির্দয়। অপ (অপগতা) ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপঘৃণা।

অপঘৃণা—১। ঘৃণাশূন্যা ইত্যাদি। বহু; অপঘৃণ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত ঘৃণা। নিত্য বা প্রাদি। সং; স্ত্রী।

অপচয়—নাশ, হ্রাস, ক্ষয়, ক্ষতি; অন্যায় ব্যয়। অপ—চি+অল্ ভা। সং; পু।

অপচায়িত—১। অপব্যয়িত। অপ—ণিজন্ত চি (=চায়ি)+ক্ত র্ম্ম। ২। পূজিত; শাণিত। অপ—চায়+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপচার—অহিতাচার; স্বধর্ম্মব্যতিক্রম, স্বীয় ধর্ম্মের অন্যথাচরণ; কুপথ্যসেবন; অজীর্ণ-রোগ, অপাক। অপ—চর (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অপচিকীর্ষা—অপকার করিবার ইচ্ছা। অপ সনন্ত কৃ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অপচিকীর্ষু—অপকার করিতে ইচ্ছু; হিংস্র। অপ—সনন্ত কৃ+উ ক। বিণ; ত্রি।

অপচিত—১। ব্যয়িত; ক্ষীণ। অপ—চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপচিতা। ২। জিত্। অপ—চায়+ক্ত র্ম্ম। সং; পু।

অপচিতি—১। অপচয়, ক্ষয়; ব্যয়। অপ—চি+ক্তি ভা। ২। পূজা; নিয়তি। অপ—চায়+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অপচীয়মান—ক্ষীয়মাণ; হ্রসমান। অপ—চি+শানর্ম্মবা ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

অপচেতা (—চেতৃ)—অপচয়কর্ত্তা, ক্ষয়কারী; অপব্যয়কারী। অপ—চি+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অপচেত্রী।

অপচ্ছায়—১। ছায়াহীন। অপ (অপগতা) ছায়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপচ্ছায়া। ২। দেবতা; উপদেবতা। সং; পু।

অপচ্ছায়া—১। ছায়াহীনা। অপচ্ছায় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্রশস্ত ছায়া; অবচ্ছায়া। নিত্য। সং; স্ত্রী। [জয়, প্রাদি। সং; পু।

অপজয়—পরাভব, পরাজয়। অপ (বিপরীত)

অপঞ্চীকৃত—যাহার পঞ্চীকরণ করা হয় নাই। পঞ্চভূতের সৃষ্টির পরে প্রত্যেক ভূতকে প্রথমে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। অনন্তর প্রত্যেকের প্রথমার্দ্ধ ঠিক রাখিয়া শেষার্দ্ধ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অবশিষ্ট চারি ভূতে এক এক অংশ অর্থাৎ মূল ভূতের অষ্টমাংশ দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে যে পঞ্চভূত হয়, উহাদিগকে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত কহে। উহাদিগের দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। যৎকাল পর্য্যন্ত পঞ্চভূতের পূর্ব্বোক্তরূপে পঞ্চীকরণ হয় নাই, তাবৎ উহারা অপঞ্চীকৃত ছিল; পঞ্চভূত। ন পঞ্চী[illegible] নঞ্‌তৎ। সং;

অপঞ্জরী (—রিন্)—পঞ্জররহিত, মেরুদণ্ড হীন (প্রাণী)। ন পঞ্জরী (পঞ্জরবিশিষ্ট), নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অপঞ্জরিণী।

অপটান্তর—ব্যবধানশূন্য, অব্যবহিত, সংলগ্ন। ন (নাই) পটান্তর (ব্যবধান) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপটান্তরা।

অপটী—বস্ত্রাবরণ, কানাৎ, পর্দ্দা। ন (অল্প) পট (বস্ত্র) অপট, নঞ্‌তৎ, উত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অপটীক্ষেপ—(নাট্যে) পটক্ষেপ বিনা সহসা রঙ্গে পাত্রের প্রবেশ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অপটু—অনিপুণ, অক্ষম, অশক্ত, অসমর্থ; রোগী, অসুস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপট্বী বা অপটু।

অপটুতা, অপটুত্ব—অপটুর ধর্ম্ম, অনৈপুণ্য, অক্ষমতা, অসামর্থ্য, অশক্ততা, অশক্তি; রোগ, অসুস্থতা। অপটু+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অপঠিত—যাহা পাঠ করা হয় নাই, অনধীত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপঠিতা।

অপড়—পড়নবিহীন, যাহার পড়ন নাই, যাহা পড়ে না, অবিনাশী। গ্রাম্য। বিণ।

অপণ্ডিত—শাস্ত্রাদি জ্ঞানবর্জ্জিত, মূর্খ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপণ্ডিতা।

অপণ্য—অবিক্রেয়। ন পণ্য (বিক্রেয়), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপণ্যা।

অপতর্পণ—রোগের প্রথম অবস্থায় ভোজন না করা, লঙ্ঘন। অপ—তৃপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপতিব্রতা—যে (স্ত্রী) পতিপরায়ণা নহে, অসাধ্বী, অসতী, কুলটা, ব্যভিচারিণী। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অপত্নীক—১। মৃতপত্নীক, গৃহশূন্য। ন (নাই) পত্নী যাহার, বহু, ক প্রত্যয়। ২। স্ত্রীশূন্য, যাহার স্ত্রী নাই, অবিবাহিত। বিণ; পু।

অপত্য—সন্তান, সন্ততি, পুত্র বা কন্যা। নঞ্ (অ)—পত (পতিত হওয়া)+য ণ, যাহার জন্ম হেতু বংশ পতিত (অর্থাৎ লুপ্ত) হয় না। সং; ক্লী।

অপত্যঘাতক—অপত্যঘাতী (তাহা দেখ)। অপত্যের ঘাতক, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অপত্যঘাতিকা।

অপত্যঘাতিনী—পুত্র কন্যা-নাশিনী, সন্তান-ধ্বংসিনী। অপত্যঘাতী দেখ। অপত্যঘাতিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অপত্যঘাতী (—ঘাতিন্)—আত্মসন্তান-নাশক, আপনার পুত্রকন্যা-বধকারী। উপ; অপত্য—হন+ণিন ক বিণ; পু। স্ত্রী,—তিনী।

অপত্যদ—সন্তানদায়ক। উপ; অপত্য—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপত্যদা।

অপত্যদা—১। সন্তানদায়িকা। অপত্যদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গর্ভদাত্রী বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

অপত্যনির্ব্বিশেষে—পুত্রকন্যার সহিত প্রভেদ না করিয়া, সন্তানতুল্যরূপে। বিশেষের (প্রভেদের) অভাব নির্ব্বিশেষ, অব্যয়ী; অপত্য হইতে নির্ব্বিশেষ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

অপত্যপথ—স্ত্রীযোনি, ভগ। ৬তৎ। সং; পু।

অপত্যবিক্রয়—সন্তানবিক্রয়, আপনার ছেলেমেয়ে বেচা। ৬তৎ। সং; পু।

অপত্যবিক্রয়ী (—য়িন্)—অপত্যবিক্রেতা, আত্মসন্তান বিক্রয়কারী। উপ; অপত্য—বি—ক্রী+ণিন ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বিক্রয়িণী।

অপত্যবিক্রেতা (—ক্রেতৃ)—আত্মসন্তানবিক্রয়কারী, যে আপনার ছেলে মেয়ে বেচে। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অপত্যবিক্রেত্রী।

অপত্যশত্রু—কর্কট, কাঁকড়া। অপত্য হইতে শত্রু (মৃত্যুকারণ) যাহার, বহু। সং; পু। [সন্তান হইলেই কাঁকড়ার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে]।

অপত্যসংস্কারবিধি—নবজাত সন্তানের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য জাতকর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের নিয়ম। অপত্যের সংস্কার, তাহার বিধি, ৬তৎ। সং; পু।

অপত্যস্নেহ—সন্তানবাৎসল্য, পুত্রকন্যার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ বা ভালবাসা। অপত্যের প্রতি স্নেহ, ৭তৎ। সং; পু।

অপত্যহীন—সন্তানরহিত, নিঃসন্তান, অনপত্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপত্যহীনা।

অপত্রপ—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। অপ (অপগতা) ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
অপত্রপা—১। লজ্জাহীনা। বহু ; অপত্রপ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নির্লজ্জতা ; ধৃষ্টতা। নিত্য। সং ; স্ত্রী।
অপত্রপিষ্ণু—লজ্জাশীল, লাজুক। অপ—ত্রপ+ইষ্ণু শীলার্থে। বিণ ; ত্রি।
অপত্রস্ত—ত্রাসযুক্ত, ভীত। অপ—ত্রস (ভীত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, অপত্রস্তা।
অপথ—১। কুপথ, কুৎসিত পথ। নঞ্‌ তৎ। সং ; ক্লী। ২। পথাভাব। পথের অভাব, অব্যয়ী। সং ; ক্লী। ৩। পথশূন্য। ন (নাই) পথ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
অপথিন্—অপন্থাঃ দেখ।
অপথ্য—কুপথ্য, রোগীর ভোজনের অযোগ্য নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপথ্যা।
অপদ—১। পদহীন। ন (নাই) পদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপদা। ২। চরণাভাব। নঞ্‌ তৎ। সং ; পু।
অপদস্থ—পদচ্যুত, অবমানিত, অনাদৃত, পরাজিত। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—স্থা।
অপদান—অবদান, বীরকর্ম্ম ; প্রশংসনীয় কার্য্য, সৎকর্ম্ম। অপ—দা+অনট্। সং ; ক্লী।
অপদান্তর—সংযুক্ত, অব্যবহিত। ন (নাই) পদান্তর (অন্য পদ) যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপদান্তরা।
অপদার্থ—১। পদার্থহীন, যাহাতে কোনও পদার্থ নাই ; অসার, অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য। ন (নাই) পদার্থ যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপদার্থা। ২। কুৎসিত পদার্থ ; অকর্ম্মণ্য বস্তু। নঞ্‌ তৎ। সং ; পু।
অপদিশ—কোনও নিকটবর্ত্তী দিগ্‌দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোণ ; অগ্নি, নৈঋ‌ত, বায়ু ও ঈশান কোণ, দিগ্‌দ্বয়ের মধ্য, বিদিক্। [দুই দিকের মধ্য বুঝাইবার জন্য অপদিশ ও বিদিক্ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তন্মধ্যে অপদিশ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, আর বিদিক্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ]। অব্যয়ী।
অপদী (—দিন্)—১। অপদ, পদহীন। ন পদী, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অপদিনী। ২। পদহীন প্রাণী, সরীসৃপ। সং ; পু।
অপদেবতা—ভূত, প্রেত, পিশাচাদি। নিত্য। সং ; স্ত্রী। [বিদ্যাধর, অপ্সরাঃ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত ইহারা দেবযোনি অর্থাৎ দেবাংশ, কারণ দেবতারা ইহাদের আদিকারণ]।
অপদেশ—১। নির্দ্দেশ। অপ—দিশ (বলা)+অল্ ভা। ২। ছল ; চিহ্ন ; নিমিত্ত। অপ—দিশ+অল্ ণ। ৩। লক্ষ্য ; স্থান। অপ—দিশ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।
অপধ্যান—অসদভিপ্রায় ; অমঙ্গল চিন্তা। নিত্য। সং ; ক্লী।

অপধ্বংস—ত্যাগ ; নিন্দা ; পতন ; অপঘাত। অপ—ধ্বন্‌স+অল্ ভা। সং ; পু।
অপধ্বংসজ—সঙ্কর (জাতি)। অপধ্বংস শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।
অপধ্বস্ত—ত্যক্ত ; নিন্দিত ; পতিত ; চূর্ণিত। অপ—ধ্বন্‌স+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।
অপনয়—অপনয়ন (সকল অর্থে)। অপ—নী+অল্ ভা। সং ; পু।
অপনয়ন—দূরীকরণ ; পরিত্যাগ ; অপনোদন, নিবারণ ; মোচন, খণ্ডন ; প্রমার্জ্জন, মোছা ; অপহরণ ; অপকার। অপ—নী। অনট্ ভা। সং ; ক্লী।
অপনীত—দূরীকৃত ; নিবারিত ; খণ্ডিত, প্রমার্জ্জিত ; অপহৃত ; অপচিত। অপ—নী+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপনীতা।
অপনুব—অপরূপ, অপূর্ব্ব ; আশ্চর্য্য। প্রা, ক।
অপনেয়—অপসারণীয়, দূরীকরণীয় ; অপনোদ্য। খণ্ডনীয় ; নিরাকরণীয় ; মোচ্য। অপ—নী+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।
অপনোদ—অপনোদন (সকল অর্থে)। অপ—নুদ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।
অপনোদন—দূরীকরণ, অপসারণ ; খণ্ডন, মোচন ; অপচয়। অপ—ণিজন্ত নুদ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।
অপনোদিত—দূরীকৃত, অপসারিত ; মোচিত ; খণ্ডিত ; অপচিত। অপ—ণিজন্ত নুদ (নোদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।
অপন্থাঃ (অপথিন্)—অপথ, কুপথ। নঞ্‌ তৎ। সং ; পু।
অপন্যায়—অন্যায় কার্য্য, অযথা কর্ম্ম। নিত্য। [সং ; পু।
অপপাঠ—অযথা পাঠ, অন্যায় পাঠ, অশুদ্ধ পাঠ। নিত্য। সং ; পু।
অপপ্রয়োগ—অযথা ব্যবহার, অশুদ্ধ প্রয়োগ, ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ প্রয়োগ। অপকৃষ্ট (অর্থাৎ সদোষ) যে প্রয়োগ, প্রাদি। সং ; পু।
অপভয়—ভয়শূন্য, নির্ভয়। অপ (অপগত) ভয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
অপভাষ—অসাধু বাক্য, গর্হিত কথা, নিন্দা। অপ—ভাষ (বলা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।
অপভাষা—অপকৃষ্ট ভাষা, অসাধু বাক্য, সংস্কৃতেতর ভাষা ; কটু কথা ; ইতর ভাষা, চাষার ভাষা। অপকৃষ্টা যে ভাষা, নিত্য। সং ; স্ত্রী।
অপভ্রংশ—অপভাষা ; ব্যাকরণদুষ্ট পদ, অশুদ্ধ কথা ; শব্দের প্রকৃত আকারের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত তাহার বিকৃত অংশ (Corruption of words) ; স্খলন ; পতন। অপ—ভ্রন্‌শ (ভ্রষ্ট হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।
অপভ্রষ্ট—বিচ্যুত, স্খলিত, পতিত ; পদের প্রকৃত আকার হইতে বিকৃত ; ব্যাকরণ দুষ্ট। অপ—ভ্রন্‌শ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অপমর্শ, অপমর্ষ—অপহরণ ; নিন্দা। অপ—মৃশ বা মৃষ+অল্ ভা। সং ; পু।
অপমান—মানহানি ; অমর্য্যাদা ; অবজ্ঞা, অনাদর। অপ—মান+অল্ ভা। সং ; ক্লী। [অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহে সংঘটিত দুশ্চরিত্রতা, বঞ্চনা ও অপমান—মতিমান্ লোকে এই পাঁচটী প্রকাশ করিবেন না]।
অপমানজনক—অবমাননাজনক, মানহানিকর, অমর্য্যাদাকর। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপমানজনিকা।
অপমানসূচক—মানহানি-প্রকাশক। অপমানের সূচক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—সূচিকা।
অপমানিত—অসম্মানিত, অবমানিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত। অপ—মান+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।
অপমত—উপেক্ষিত, অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত ; অবিভূষিত, অনলঙ্কৃত, অসজ্জিত। অপ—মন+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
অপমৃত্যু—অপকৃষ্ট মৃত্যু, অপঘাত, অস্বাভাবিক কারণে (অর্থাৎ রোগাদি ভিন্ন কোন আকস্মিক কারণে) প্রাণ হারান। অপকৃষ্ট মৃত্যু, নিত্য বা প্রাদি। সং ; পু। [পক্ষী, মৎস্য, মৃগ, দন্তী, শৃঙ্গী, নখী ও বজ্রাগ্নি দ্বারা অথবা পতন, অনশন, বিষপান, উদ্বন্ধন, জলপ্রবেশ, অস্ত্রক্ষত প্রভৃতি দ্বারা সম্পাদিত মরণ]।
অপযশঃ (অপযশস্)—অখ্যাতি, অপকীর্ত্তি, দুর্নাম, কলঙ্ক। অপকৃষ্ট যশঃ (খ্যাতি), নিত্য। সং ; ক্লী।
অপযশস্কর—অপকীর্ত্তিকর, অখ্যাতিজনক, দুর্নামজনক। উপ ; অপযশস্—কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপযশস্করী।
অপয়া—কুলক্ষণযুক্ত, অশুভ, অমঙ্গলজনক, দুর্ভাগ্য। দেশজ। বিণ।
অপযায়ী (—য়িন্)—পলায়নকারী, পলায়মান, পলাতক। অপ—যা+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অপযায়িনী। [ভা। সং ; ক্লী।
অপযান—পলায়ন, অপগমন। অপ—যা+অনট্
অপর—১। অন্য, ভিন্ন। ন (নাই) পর যাহা হইতে, বহু। ২। শত্রুভিন্ন ; প্রতিকূল ; পশ্চাদ্বর্ত্তী ; বিপরীত। ন পর (শত্রু), নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরা। ৩। হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ বা পদ। সং ; ক্লী।
অপরক্ত—অনুরাগশূন্য ; বিরক্ত, বিরাগী। অপ—রন্‌জ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরক্তা।
অপরঞ্চ—আরও, আর, কিঞ্চ। অপরম্+চ (সাঙ্ক) ; বা। [ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।
অপরতা—অপরত্ব (সকল অর্থে)। অপর+তা
অপরতি—নিবৃত্তি ; বিরতি ; বিরাগ। অপ—রম+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।
অপরত্র—অন্যত্র ; পরলোকে বা পরকালে। অপর শব্দ+ত্র সপ্তম্যর্থে। অ।

অপরত্ব—অপরের ভাব, ভিন্নতা ; প্রতিকূলতা, বিরুদ্ধতা, শত্রুতা ; বৈপরীত্য ; পশ্চাদ্বর্ত্তিতা। অপর+ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

অপরপক্ষ—১। কৃষ্ণপক্ষ [ইহাই পিতৃপক্ষ ; পূর্ব্বপক্ষ দেবতাদিগের, অপরপক্ষ পিতৃগণের]। কর্ম্মধা। ২। (শাস্ত্রবিচারস্থলে) উত্তর। উত্থাপিত প্রশ্নকে পূর্ব্বপক্ষ বলে। সং ; পু।

অপররাত্র—রাত্রির শেষ প্রহর, শেষরাত্রি। রাত্রির অপর (শেষভাগ), ৬তৎ। সং ; পু।

অপরা—১। অন্যা ইত্যাদি। অপর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পশ্চিমদিক্। ৩। জরায়ু। সং ; স্ত্রী।

অপরাগ—বিরাগ ; বিতৃষ্ণা ; বিদ্বেষ। অপ—রন্‌জ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অপরাঙ্মুখ—অনিবৃত্ত, কর্ত্তব্য বিষয়ে যে বিমুখ নয়। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—খী।

অপরাজিত—১। অপরাভূত, অজিত। ন পরাজিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। শিব ; বিষ্ণু ; ঋষিবিশেষ। সং ; পু।

অপরাজিতা—১। অপরাভূতা। ন পরাজিতা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দূর্ব্বা ; দুর্গা ; স্বনামপ্রসিদ্ধ লতাবিশেষ ; ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

অপরাজেয়—অজেয়, দুর্জ্জয়, অদম্য। ন পরাজেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরাজেয়া।

অপরাদ্ধ—অপরাধী ; স্খলিত, ভ্রষ্ট ; ভ্রান্ত। অপ—রাধ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরাদ্ধা।

অপরাদ্ধপৃষৎক, অপরাদ্ধেষু—ভ্রষ্টলক্ষ্য, যাহার বাণ লক্ষ্যে লাগে নাই। অপরাদ্ধ (ভ্রষ্ট) হইয়াছে পৃষৎক অথবা ইষু (বাণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপরাধ—দুষ্কর্ম্ম জন্য দোষ, পাপ, নিয়মলঙ্ঘন, আইনের বিরুদ্ধাচারণ, ত্রুটি। অপ—রাধ +অল্ ভা। সং ; পু।

অপরাধিনী—কৃতাপরাধা, অপরাধকারিণী, অপরাধবিশিষ্টা। অপরাধ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অপরাধী (—ধিন্)—দোষী, অপরাধকারী। অপরাধ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে ; অথবা অপ-রাধ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—ধিনী।

অপরাধীন—১। অনন্যাধীন, যে অপরের অধীন বা বশবর্ত্তী নহে, স্বাধীন, আত্মবশ, স্বতন্ত্র। ন পরাধীন, নঞ্‌তৎ। ২। অন্যাধীন, অপরের অধীন বা বশবর্ত্তী, অনাত্মবশ, অস্বতন্ত্র। অপরের অধীন, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরাধীনা। বিশেষ্যে অপরাধীনতা,—ত্ব।

অপরান্ত—১। পশ্চিমদিগন্ত। অপরার অন্ত, ৬তৎ। বিণ ; পু। ২। পশ্চিমদিক্ স্থিত ; পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্য। অপরান্ত+ক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরান্তা।

অপরাপর—অন্যান্য। দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি।

অপরামর্শ—অসৎ পরামর্শ, কুমন্ত্রণা, অযুক্তি, অনুচিত যুক্তি। নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অপরার্দ্ধ—অন্য অর্দ্ধাংশ, বাকি আধখানা। অপর যে অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অপরাস্ত—অপরাজিত, অপরাভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপরাহ্ন—দিনের শেষভাগ, সমস্ত দিনমানকে তিন সমান অংশে বিভক্ত করিলে যে অংশটী শেষ ভাগে পড়ে, বিকাল। অহ্নের (দিনের) অপর (শেষ ভাগ), ৬তৎ। সং ; পু।

অপরাহ্ণতন, অপরাহ্লেতন—দিবসের শেষভাগে ভব বা জাত, দিবাশেষে কৃত ; আপরাহ্ণিক, সায়াহ্নীয়। অপরাহ্ণ বা অপরাহ্লে+ট্যুন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তনী।

অপরিকলিত—অদৃষ্ট, অলক্ষিত ; অজ্ঞাত। ন (অ)—পরি—কল+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অপরিক্লিন্ন—অক্লিন্ন, অনার্দ্র, অভিজা ; অতরল, অজলীয়। ন (অ)—পরি—ক্লিদ ধাতু+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্লিন্না।

অপরিক্লিষ্ট—অক্লিষ্ট ; সহজসাধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিক্লিষ্টা।

অপরিগৃহীত—যাহা গ্রহণ করা হয় নাই, অগৃহীত, অস্বীকৃত, প্রত্যাখ্যাত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিগৃহীতা।

অপরিগ্রহ—১। পরিজনশূন্য। ন (নাই) পরিগ্রহ (পরিজন বা স্ত্রী) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিগ্রহা। ২। স্ত্রীশূন্য। বিণ ; পু। ৩। গ্রহণ না করা, অত্যাবশ্যক বস্তুর অগ্রহণ। ন পরিগ্রহ, নঞ্‌তৎ। ৪। উদাসীন, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক। ন অর্থাৎ নাই পরিগ্রহ অর্থাৎ অপরের দানগ্রহণ যাহার, বহু। সং ; পু।

অপরিচিত—যাহার সহিত পরিচয় নাই, অজ্ঞাত, অচেনা। ন পরিচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিচিতা।

অপরিচ্ছন্ন—অপরিষ্কৃত, সমল, মলিন ; পরিচ্ছদ রহিত, বেশহীন, বসনশূন্য, উলঙ্গ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিচ্ছন্না। বিশেষ্যে অপরিচ্ছন্নতা।

অপরিচ্ছিন্ন—যাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় নাই, অসীম ; বিচ্ছেদরহিত, নিরবচ্ছিন্ন ; অবকাশশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপরিজ্ঞাত—অবিদিত, যাহা জানা যায় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিজ্ঞাতা।

অপরিজ্ঞান—জ্ঞানাভাব, না জানা, না চিনা, অপরিচয়। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অপরিজ্ঞেয়—যাহা জানিতে পারা যায় না, দুর্জ্ঞেয়, দুর্ব্বোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপরিণত—অপরিপক্ব, কাঁচা। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিণতা।

অপরিণত-বুদ্ধি—১। তরল-বুদ্ধি, যাহার বুদ্ধির পরিপক্কতা হয় নাই। অপরিণতা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অপক্কবুদ্ধি, কাঁচা বুদ্ধি। অপরিণতা যে বুদ্ধি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অপরিণতবয়স্ক—তরুণবয়স্ক, যাহার অধিক বয়স নয় ও তজ্জন্য বহুদর্শিতা হয় নাই ; অল্পবয়স্ক ; কিশোর। ন পরিণতবয়স্ক, নঞ্‌তৎ ; অথবা অপরিণত বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বয়স্কা।

অপরিণতবয়াঃ (—বয়স্)—অপরিণতবয়স্ক (সকল অর্থে)। অপরিণত বয়ঃ যাহার, বহু ; অথবা ন পরিণতবয়াঃ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু বা স্ত্রী। [তৎ। সং ; পু।

অপরিণয়—বিবাহ না করা, কৌমার্য্য। নঞ্

অপরিণামদর্শিতা—পরিণাম চিন্তা না করা, পরিণাম-দৃষ্টিরাহিত্য। অপরিণামদর্শিন্+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অপরিণামদর্শী (—দর্শিন্)—যে পরিণাম চিন্তা করে না, উত্তরকালে কি ঘটিবে তাহা যে ভাবে না, অবিবেচক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অপরিণামদর্শিনী।

অপরিণীত—অবিবাহিত, যাহার পরিণয় অর্থাৎ বিবাহ হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিণীতা। [ত্রি।

অপরিতুষ্ট—অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ;

অপরিতৃপ্ত—অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট। নঞ্‌তৎ। ত্রি।

অপরিত্যাজ্য—অত্যাজ্য, যাহা ত্যাগ করিবার নহে, অপরিহার্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপরিপক্ব—যাহা ভাল রকম পাকে নাই, ঈষৎ পক্ক ; অপক্ক ; কাঁচা ; অপটু, অনিপুণ ; অপরিণত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিপক্বা। বিশেষ্যে অপরিপক্কতা,—ত্ব।

অপরিপন্থী (—পন্থিন্)—অবিরোধী, অপ্রতিকূল, অনুকূল। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিপন্থিনী।

অপরিপাক—১। অপরিণতি ; অপক্কতা ; অজীর্ণতা। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। অপরিণত, অপক্ক, কাঁচা ; অজীর্ণ। ন (হয় নাই) পরিপাক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপরিপূর্ণ—অসম্পূর্ণ ; অপালিত, অরক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিপূর্ণা।

অপরিমাণ—অমিত, অপরিমেয়, অত্যধিক। ন (নাই) পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপরিমিত—পরিমাণাতিরিক্ত, অপর্য্যাপ্ত, প্রচুর, অত্যন্ত অধিক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপরিমেয়—যাহার পরিমাণ করা যায় না, পরিমাণাতিরিক্ত, অসীম, অত্যন্ত অধিক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপরিমেয়া। বিশেষ্যে অপরিমেয়তা,—ত্ব।

অপরিম্লান—১। ম্লানিশূন্য, নির্ম্মল। ন পরিম্লান,

নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপরিম্লানা। ২। রক্তাম্লান বৃক্ষ। সং; পু।

অপরিবর্ত্তন—পরিবর্ত্তনাভাব, এক ভাবে স্থিতি, রূপান্তর বা অবস্থান্তর অপ্রাপ্তি। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অপরিবর্ত্তনীয়—যাহার পরিবর্ত্তন করা যায় না, পরিবর্ত্তনানর্হ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —নীয়া। বিশেষ্যে—নীয়তা, —ত্ব।

অপরিবৃত—অপরিবেষ্টিত, অ ঘেরা; অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত, অপ্রচ্ছন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরিবেষ্টিত—অবেষ্টিত, অপরিবৃত, অ-ঘেরা। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরিশীলন—অননুশীলন, চর্চ্চা না করা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অপরিশীলিত—অননুশীলিত, অচর্চ্চিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপরিশীলিতা।

অপরিশুদ্ধ—অবিশুদ্ধ, সম্যক শুদ্ধ নয়, একেবারে নির্দ্দোষ নয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরিশোধনীয়, অপরিশোধ্য—পরিশোধের অযোগ্য, যাহার পরিশোধ করা অসাধ্য; দুর্ম্মোচ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরিশোধিত—যাহার পরিশোধ করা হয় নাই, যাহা শোধ দেওয়া হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরিশোধ্য—অপরিশোধনীয় দেখ।

অপরিষ্কার—১। পরিষ্কারের অভাব, পরিষ্কৃতি রাহিত্য। ন পরিষ্কার, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। অপরিষ্কৃত। অবিদ্যমান হইয়াছে পরিষ্কার যাহার, বহু। বিণ। [বঙ্গভাষায় পরিষ্কার শব্দ বিশেষণভাবেও প্রযুক্ত হয়, কিন্তু তাহা সাধুপ্রয়োগ বলিয়া আদৃত নহে]।

অপরিষ্কৃত—অপরিচ্ছন্ন, সমল, মলিন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপরিষ্কৃতা।

অপরিষ্কৃতি—পরিষ্কৃতিরাহিত্য, পরিষ্কারাভাব, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্নতা, সমলতা, মালিন্য। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অপরিসীম—যাহার সীমা নাই, অসীম, অনন্ত, অশেষ। ন (নাই) পরিসীমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপরিসীমা।

অপরিস্ফুট—যাহা পরিস্ফুট নহে, অস্পষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —স্ফুটা।

অপরিস্ফুটরূপে—অস্পষ্টরূপে। বহু। ক্রি-বিণ।

অপরিহরণীয়—অপরিহার্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরিহার্য্য—যাহা পরিহার করিবার নহে, যাহা এড়াইবার যো নাই, অত্যাজ্য। ন পরিহার্য্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরীক্ষিত—অপর্য্যবেক্ষিত, যাহার পরীক্ষা বা পরখ করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপরীক্ষিতা।

অপরূব—অপরূপ শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অপরূপ—১। আশ্চর্য্য, বিস্ময়জনক, অপূর্ব্ব। অপ (অপগত) হইয়াছে রূপ (স্বরূপ) যাহার, বহু; [যাহার স্বরূপ স্থির করিতে পারা যায় না, অতএব বিস্ময়কর]। ২। কুৎসিত রূপবিশিষ্ট, কদাকার। অপকৃষ্ট হইয়াছে রূপ (আকার বা শরীর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপরূপা। ৩। কুৎসিত রূপ, বিশ্রী আকার। অপকৃষ্ট রূপ, নিত্য। সং; ক্লী।

অপরেদ্যুঃ (—দ্যুস্)—অন্য দিনে; পরশ্ব। অপর শব্দ + এদ্যুস্ দিনার্থে। অ। [ক্রি

অপরোক্ষ—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ। নঞ্‌তৎ। সং

অপর্ণ—পত্রহীন, নিষ্পত্র। ন (নাই) পর্ণ (পত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপর্ণা।

অপর্ণা—১। পত্রহীনা। বহু; অপর্ণ দেখ। বিণ, স্ত্রী। ২। উমা, দুর্গা, পার্ব্বতী। ন [illegible] নয়) পর্ণ (বৃক্ষপত্র) সংকর্ত্তৃক, বহু [কথিত আছে যে পার্ব্বতী মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিবার কালে প্রথমে গলিত বৃক্ষপত্র ভোজন করিতেন, পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন]। সং; স্ত্রী।

অপর্য্যাপ্ত—১। পর্য্যাপ্তাধিক, অসীম, প্রচুর। ন (নাই) পর্য্যাপ্ত (প্রচুর) যাহা হইতে, বহু। ২। অপ্রচুর; অসম্পূর্ণ; অসমর্থ। ন পর্য্যাপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —প্তা।

অপর্য্যাপ্তি—পর্য্যাপ্তাধিক্য, সুপ্রচুরতা, [illegible] অপ্রাচুর্য্য, অসম্পূর্ণতা; অসামর্থ্য। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অপর্য্যায়—১। পর্য্যায়ের অভাব, ক্রমরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। পর্য্যায়রহিত, ক্রমশূন্য। ন (নাই) পর্য্যায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপর্য্যায়া। [illegible] বিণ; ত্রি।

অপর্য্যুষিত—টাটকা, সদ্যোজাত। নঞ্‌তৎ।

অপশ্রী—ভাগ্যহীন, কুশ্রী, যাহাকে দেখিলে অমঙ্গল হয়। দেশজ। বিণ।

অপক্ষ—পক্ষহীন, পক্ষশূন্য; সঙ্গিরহিত। ন (নাই) পক্ষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি

অপল—১। আলপিন; কীলক, খোঁটা। অপ—লা (গ্রহণ করা) + ড ক। সং; পু। ২। মাংসহীন। ন (নাই) পল (মাংস) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অপলক—পলকরহিত, যাহা পলক ফেলে না, নিমেষশূন্য, নির্নিমেষ। ন (নাই) পলক যাহার, বহু। দেশজ। বিণ।

অপলপিত—যাহার অপলাপ করা হইয়াছে অপহ্নুত, অস্বীকৃত। অপ—লপ+ক্ত ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপলপিতা।

অপলাপ—অপহ্নব, অস্বীকার, গোপন, ভাঁড়ান; প্রেম। অপ—লপ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অপলাপী (—পিন্)—অপলাপকারী, অপহ্নুতিকারক, অস্বীকারকারী। অপ—লপ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অপলাপিনী।

অপলাষিকা—তৃষ্ণা, পিপাসা। অপ—লষ+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অপবরক—অন্তর্গৃহ, গর্ভগৃহ, গৃহমধ্যস্থ গৃহ। অপ—বৃ (আবরণ করা) +অন্ ক = অপবর, তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

অপবর্গ—মুক্তি, সংসারবন্ধনমোচন, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন; দান; ত্যাগ; নিষ্পত্তি; ফলসিদ্ধি; সমাপ্তি। অপ—বৃজ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অপবর্গদ—মুক্তিদায়ক, মোক্ষপ্রদ। অপবর্গ—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপবর্গদা।

অপবর্জন—মুক্তি; দান; ত্যাগ, বিসর্জ্জন; পরিহার। অপ—বৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপবর্জ্জিত—ত্যক্ত; পরিত্যক্ত; দত্ত; অপাচিত। অপ—বৃজ+ক্ত ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

অপবর্তক—নিরবশেষরূপে ভাজক, যে রাশি দ্বারা অন্য একটী রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, তাহাকে ঐ রাশির অপবর্তক কহে। অপ—বৃত+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপবর্ত্তিকা।

অপবর্তন—পরিবর্ত্তন; বিচলন; সংক্ষিপ্তকরণ, কোন একটী রাশিকে তদপেক্ষা একটী ক্ষুদ্র রাশি দ্বারা ভাগ করা; ভাজ্যভাজকের বিভজন। অপ—বৃত+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপবর্ত্তিত—পরিবর্ত্তিত; বিচালিত। অপ—ণিজন্ত বৃত (=বর্ত্ত)+ক্ত। বিণ; ত্রি।

অপবর্ত্ত্য—শুদ্ধ ভাজ্য, যে রাশিকে অন্য কোন রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, তাহাকে ঐ রাশির অপবর্ত্ত্য বলে। বিণ।

অপবাদ—নিন্দা, দোষারোপ, দুর্নাম; অপহ্নব; কুৎসিত বাক্য; (ব্যাকরণে) বিশেষ বিধি; আজ্ঞা, নিয়ম। অপ—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভ। সং; পু।

অপবাদক—অপবাদকারী, দুর্নামঘোষক, কুৎসাকারক, নিন্দক। অপ—বদ (বলা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপবাদিকা।

অপবাদী (—দিন্)—১। অপবাদক, দুর্নামকারী, নিন্দক। অপ—বদ ধাতু+ণিন্ ক। ২। অপবাদগ্রস্ত, দুর্নামযুক্ত, নিন্দিত। অপবাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অপবাদিনী।

অপবারণ—বর্জ্জন, ব্যবধান; অন্তর্দ্ধান। অপ—বারি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপবারিত—আচ্ছাদিত; বাঞ্ছিত; দূরে নিহিত। অপ—বারি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অপবাহিত—প্রেরিত, স্থানান্তরপ্রাপিত, অপসারিত। অপ—বাহি+ক্ত। বিণ; ত্রি।

অপবিত্র—অশুদ্ধ, অশুচি, অপূত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপবিত্রা।

অপবিত্রতা—অশুচিত্ব, অশুদ্ধতা। অপবিত্র+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অপবিদ্ধ—১। পরিত্যক্ত; প্রক্ষিপ্ত; প্রত্যাখ্যাত, নিরস্ত; চূর্ণিত; প্রেরিত। অপ—ব্যধ (তাড়না করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পুত্রবিশেষ, মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অপর-গৃহীত পুত্র; যে ছেলেকে তাহার মাতা ও পিতা পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু অপরে গ্রহণ করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছে। সং; পু।

অপবৃত্ত—বিপর্য্যস্ত, উল্টান, ঘুরান, ফিরান; অনাবৃত; উদ্ঘাটিত, উন্মোচিত; বিরহিত। অপ—বৃত+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [পু।

অপবেধ—অযথাভাবে বিদ্ধকরণ। প্রাদি। সং;

অপব্যয়—অপকৃষ্ট ব্যয়, অকারণ অর্থের অপচয়; বৃথা ব্যয়। অপকৃষ্ট ব্যয়, প্রাদি। সং; পু।

অপব্যয়িত—অনুচিতভাবে ব্যয়িত, বৃথা অপচিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপব্যয়িতা।

অপব্যয়িতা—১। অযথাব্যয়িতা। অপব্যয়িত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অপব্যয়কারিত্ব, অযথাব্যয়শীলতা; অর্থের অযথা অপচয়। অপব্যয়ীর ভাব এই অর্থে অপব্যয়িন্ শব্দ+তা। সং; স্ত্রী।

অপব্যয়িত্ব—অপব্যয়িতা, অযথাব্যয়শীলতা। অপব্যয়িন্ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

অপব্যয়ী (—য়িন্)—অপব্যয়কারী, অযথোচিত ব্যয়শীল, অমিতব্যয়ী। অপব্যয় শব্দ+ইন্ শীলাদ্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অপব্যয়িনী।

অপব্যবহার—অন্যায়রূপে ব্যবহার, অযথা প্রয়োগ, অনুচিতভাবে কার্য্যে নিয়োজন; দুর্ব্যবহার, দুরাচরণ। অপকৃষ্ট যে ব্যবহার, প্রাদি। সং; পু।

অপশঙ্ক—শঙ্কারহিত, নির্ভয়। অপ (অপগতা) শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপশঙ্কা।

অপশঙ্কা—১। শঙ্কারহিতা। বহু; অপশঙ্ক দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুঃশঙ্কা, মন্দ আশঙ্কা। অপকৃষ্টা শঙ্কা, প্রাদি বা নিত্য। সং; স্ত্রী।

অপশদ, অপসদ—নীচ, অধম। অপ—শদ বা সদ (গমন করা)+অন্ ক। বিণ বা সং; পু।

অপশব্দ—নিকৃষ্ট শব্দ; অসংস্কৃত শব্দ; ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ, অপভ্রংশ শব্দ। সং; পু।

অপশুক্ (—শুচ্)—আত্মা। অপ—শুচ। ক্বিপ ক। সং; পু।

অপশোক—১। শোকশূন্য। অপ (অপগত) হইয়াছে শোক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শোকা। ২। অশোক বৃক্ষ। সং; পু।

অপষ্ঠ—অঙ্কুশের অগ্রভাগ। অপ—ষ্ঠন (শব্দ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

অপষ্ঠু—১। বিরুদ্ধ, প্রতিকূল; বিপরীত। অপ—স্থা। কু ক। বিণ; ত্রি। ২। নির্দ্দোষ। বা। ৩। কাল। সং; পু।

অপষ্ঠুর, অপষ্ঠুল—প্রতিকূল, বাম, বিরুদ্ধ, বিপরীত। অপষ্ঠু—রা বা লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রা,—লা।

অপসর—অপসরণ। অপ—সৃ+অল্ ভা। পু।

অপসরণ—অপগমন; পলায়ন; স্থানান্তরে গমন, সরিয়া যাওয়া। অপ—সৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপসরী—অপ্সরী দেখ।

অপসর্জ্জন—বিসর্জ্জন, দান, ত্যাগ; মারণ; মুক্তি। অপ—সৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপসর্প—১। অপসর্পণ। অপ—সৃপ (গমন করা)+অল্ ভা। ২। গুপ্তচর, গোয়েন্দা; দূত, বার্ত্তাবাহক, হরকরা। অপ—সৃপ+অল্ ক। সং; পু।

অপসর্পক—গুপ্তচর, গোয়েন্দা; দূত, বার্ত্তাবাহক, হরকরা। অপ—সৃপ (গমন করা)+ণক ক; অথবা অপসর্প+ক। সং; পু।

অপসর্পণ—স্থানান্তরগমন, পলায়ন। অপ—সৃপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপসব্য—১। বিপরীত (দিক্), দক্ষিণ (দিক্); প্রতিকূল, অননুকূল। সব্য অর্থাৎ বাম হইতে অপগত, তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সব্যা। ২। পিতৃতীর্থ। সং; ক্লী।

অপসার—১। অপসরণ, প্রয়াণ, প্রস্থান, সরিয়া পড়া। অপ—সৃ+ঘঞ্ ভা। ২। প্রয়াণপথ, যাইবার রাস্তা। অপ—সৃ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

অপসারণ—দূরীকরণ, নিষ্কাশন, চালন, সরান। অপ—ণিজন্ত সৃ (—সারি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপসারিত—চালিত; দূরীকৃত, নিষ্কাশিত, তাড়িত; বিবৃত; খোলা; বিস্তারিত। অপ—ণিজন্ত সৃ (—সারি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপসৃত—অপগত, অপক্রান্ত, পলায়িত। অপ—সৃ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপসৃতা।

অপসৃতি—অপসরণ (সকল অর্থে)। অপ—সৃ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অপস্কর—রথাবয়ব, চক্র, যুগ, অক্ষ প্রভৃতি; বিষ্ঠা। অপ—কৃ+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

অপস্নাত—অশৌচান্তে স্নাত; মৃত্যুর পর স্নাত। অপ—স্না+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অপস্নান—মৃত্যুর পর স্নান; অশৌচান্তে স্নান। অপ—স্না+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপস্পশ—চরশূন্য। অপগত হইয়াছে স্পশ (চর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপস্পশা।

অপস্মার—মূর্চ্ছারোগবিশেষ, মৃগীরোগ (Epilepsy)। অপ (অপগত) স্মার (স্মরণশক্তি) যাহাতে, বহু। সং; পু।

অপহত—বিনষ্ট। অপ—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপহতা।

অপহতা—১। বিনষ্টা। অপহত দেখ। অপহত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। হতভাগ্য, অনাথ, অসহায় রামা। বিণ।

অপহরণ—অন্যায়রূপে গ্রহণ, চুরি, চৌর্য্য; কাড়িয়া লওয়া। অপ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপহর্ত্তা (—র্ত্তৃ)—অপহরণকর্ত্তা, অপহারক, চোর। অপ—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অপহর্ত্রী।

অপহসিত—অপকৃষ্ট হাস্য, অশ্রুৎপাদক উচ্চহাস্য। প্রাদি। সং; ক্লী।

অপহস্ত—১। হস্তবহির্ভূত, বেহাত। হস্ত হইতে অপগত, তৎ। ২। গলহস্তাদি দ্বারা বহিষ্কৃত, হস্ত দ্বারা অপসারিত। তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপহস্তা। ৩। হস্তচ্যুতি। হস্ত হইতে অপগম, তৎ। সং; পু।

অপহস্তিত—হস্তবহির্ভূত, বেহাত; পরিত্যক্ত। অপহস্ত শব্দ+ইত। বিণ; ত্রি।

অপহা (—হন্)—উচ্ছেদক, বিনাশকারী। অপ—হন+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অপহার—অপহৃতি, অপচয়; চুরি যাওয়া, অপহরণ; সঙ্গোপন; অপনয়ন। অপ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অপহারক—অপহরণকারক, চোর; ক্ষতিকারক। অপ—হৃ (হরণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপহারিকা।

অপহারিত—যাহা হারান গিয়াছে; নাশিত। অপ—ণিজন্ত হৃ (—হারি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপহারী (—রিন্)—অপহরণকারী, অপহারক। অপ—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—রিণী।

অপহাস—বৃথা হাস্য। প্রাদি। সং; পু।

অপহৃত—চোরিত; অপচিত। অপ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপহৃতা।

অপহৃত-চেতন—চেতন্যহীন, যাহার চেতনা অপহৃত হইয়াছে। অপহৃতা চেতনা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপহৃতচেতনা।

অপহ্নব—অপহ্নুতি, জানিয়া গোপন করা, ভাঁড়ান; অপলাপ; অস্বীকার; চৌর্য্য; স্নেহ, প্রেম। অপ—হ্নু (গোপন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

অপহ্নুত—অপলপিত, অস্বীকৃত। অপ—হ্নু (গোপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপহ্নুতি—অপহ্নব, জানিয়া গোপন করা, ভাঁড়ান; অপলাপ, অস্বীকার; অর্থালঙ্কারবিশেষ (Denial) [অলঙ্কার দেখ]। অপ—হ্নু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অপাংক্তেয়—অপাঙ্‌ক্তেয় দেখ।

অপাংনাথ, অপান্নাথ—সমুদ্র ; বরুণ। অপাং (জলসমূহের) নাথ (প্রভু), অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

অপাংনিধি, অপান্নিধি—সমুদ্র ; বিষ্ণু। অপাং (জলরাশির) নিধি (ধারক), অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

অপাংপতি, অপাম্পতি—সমুদ্র ; বিষ্ণু। অপাং (জলরাশির) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

অপাংপিত্ত, অপাম্পিত্ত—অগ্নি ; চিত্রকবৃক্ষ। অপাং (জলসমূহের) পিত্ত, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

অপাক—১। অজীর্ণরোগ, অপচার ; অপকাবস্থা। ন পাক, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। অজীর্ণ ; অপক্ব। ন (হয় নাই) পাক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাকা। ৩। অশুচি, অপবিত্র। দেশজ। বিণ।

অপাকরণ—অপসারণ ; নিরাকরণ ; প্রশমন ; বিকৃতি, প্রকৃতির অন্যথাভাব ; পরিশোধ। অপ—আ—কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপাকৃত—অপসারিত ; নিরাকৃত ; পরিশোধিত ; প্রশমিত। অপ—আ—কৃ+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাকৃতা।

অপাকৃতি—অপাকরণ। সকল অর্থে। অপ—আ—কৃ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অপাক্ষ—১। নেত্রশূন্য। অপগত হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাক্ষা। ২। কুৎসিত নেত্রবিশিষ্ট। অপকৃষ্ট অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাক্ষী। ৩। কুৎসিত ইন্দ্রিয়। অপকৃষ্ট অক্ষ, প্রাদি। সং; ক্লী। [ন পাংক্তেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপাংক্তেয়—একপঙ্‌ক্তিতে ভোজনের অযোগ্য।

অপাঙ্গ—১। চক্ষুর প্রান্তভাগ ; কটাক্ষ ; তিলক। অপ (অপকৃষ্ট) অনগ (গমন করা)+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। অঙ্গহীন। অপগত অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাঙ্গা, অপাঙ্গী।

অপাঙ্গক—১। আপাংগাছ। অপাঙ্গ। কন্। সং; পু। ২। অঙ্গহীন। অপগত অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাঙ্গিকা।

অপাঙ্গদর্শন,—দৃষ্টি—কটাক্ষপাত, আড়চোখে চাওয়া। ৩তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অপাচ্য—পাকের অযোগ্য, যাহা জীর্ণ হয় না। ন পাচ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাচ্যা। বিশেষ্যে অপাচ্যতা,—ত্ব।

অপাটব—অপটুতা, অনৈপুণ্য ; জড়তা ; অক্ষমতা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অপাঠ্য—দুষ্পাঠ্য, যাহা পড়িতে পারা যায় না ; পাঠের অযোগ্য, অশ্লীল। ন পাঠ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাঠ্যা। বি অপাঠ্যতা।

অপাত্র—কুপাত্র, অধম পাত্র ; অযোগ্য পাত্র। ন (অপ্রশস্ত) পাত্র, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অপাত্রদাতৃ (—দাতৃ)—অযোগ্য পাত্রে ধনাদি বিতরণকর্ত্তা। ৪তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অপাত্রদাত্রী। [৪তৎ। সং; ক্লী।

অপাত্রদান—অযোগ্য পাত্রে ধনাদি বিতরণ।

অপাত্রন্যস্ত—অপাত্রে রক্ষিত, অনুপযুক্ত লোকের নিকট গচ্ছিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপাত্রন্যাস—অযোগ্য পাত্রে অর্পণ বা বিশ্বাসপূর্ব্বক স্থাপন, খারাপ লোকের নিকট গচ্ছিত রাখা। ৭তৎ। সং; পু।

অপাত্রস্থ—১। যাহা কোন পাত্রে বা আধারে নাই; কোন পাত্রকে অর্থাৎ লোককে দেওয়া হয় নাই এরূপ। ন পাত্রস্থ, নঞ্‌তৎ। ২। অযোগ্য পাত্রে স্থিত, অনুপযুক্ত লোকের হস্তে অর্পিত। উপ ; অপাত্র—স্থা (থাকা)+অ ক। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপাত্রীকরণ—নিন্দিত ব্যক্তি হইতে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা, মিথ্যা কথন, বিপ্রের এই চারি প্রকার পাপ ; নববিধ পাপের মধ্যে অষ্টম পাপ। অপাত্র+অভূততদ্ভাবে চ্বি (—অপাত্রী)—কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপাদ—পদহীন, চরণশূন্য। ন (নাই) পদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপদা।

অপাদপ—বৃক্ষবর্জ্জিত, পাদপবিহীন। ন (নাই) পাদপ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপাদান—ব্যাকরণে কারকবিশেষ, [illegible] বিশেষ। অপ—আ—দা+অনট্। ক্লী।

অপান—১। গুহ্যদেশস্থ বায়ু ; বাতকর্ম্ম। অপ—অন (বাঁচা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু। [শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর মধ্যে অন্যতম। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি শরীরস্থ বায়ু। প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপানবায়ু গুহ্যদেশে, সমানবায়ু নাভিদেশে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করে]। ২। গুহ্যদেশ, মলদ্বার। অপান শব্দ+অচ্ বিশেষার্থে। সং; ক্লী।

অপান্নাথ—অপাংনাথ দেখ।

অপান্নিধি—অপাংনিধি দেখ।

অপাপ—নিষ্পাপ, পাপশূন্য। ন (নাই) পাপ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাপা।

অপাপবিদ্ধ—যে বা যাহা পাপকলঙ্কিত নহে, পাপ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ। পাপদ্বারা বিদ্ধ পাপবিদ্ধ, ৩তৎ; ন পাপবিদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপাপী (—পিন্)—অপাপ, নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ। ন পাপী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অপাপিনী।

অপামার্গ—আপাঙ গাছ। অপ—আ—মৃজ্+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

অপাম্পতি—অপাংপতি দেখ।

অপাম্পিত্ত—অপাংপিত্ত দেখ।

অপায়—নাশ ; অপগম, চলন ; প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন। অপ—ই+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অপায়ন—১। প্রস্থান, পলায়ন। অপ—অয় বা ই+অনট্ ভা। ২। গতি, উপায়। —অনট্ [illegible]। সং; ক্লী।

অপায়ী (—য়িন্)—অপায়যুক্ত; বিনশ্বর। অপায়+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অপায়িনী।

অপার—১। অকূল ; অসীম ; অত্যন্ত অধিক ; অগাধ। ন (নাই) পার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অপর কূল বা তীর। অনধিগত পার, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অপারক—অক্ষম, অসমর্থ, অশক্ত। ন পারক, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপারিকা।

অপারগ—যে কোন বিষয়ের পার গমন করে নাই, অপারদর্শী ; অনিপুণ ; অপারক, অক্ষম, অসমর্থ। ন পারগ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপারগা।

অপার্থ—১। অর্থশূন্য ; নিরর্থক ; নিষ্ফল, ব্যর্থ। অপগত হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপার্থা। বি অপার্থতা,—ত্ব। [illegible] কাব্যদোষবিশেষ। সং; পু।

অপার্থতা,—ত্ব—অপার্থ দেখ।

অপার্থিব—অজড়, যাহা পৃথিবীর বস্তুগত নহে, অলৌকিক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপার্থিবী। বি অপার্থিবতা,—ত্ব।

অপার্য্যমাণ—১। যাহা পূরণ করিতে পারা যাইতেছে না ; যাহাকে পোষণ বা পালন করা যায় না। ন (অ)—[illegible] পৃ (পারা)+শানচ্ ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপার্য্যমাণা। ২। পারিতেছে না এরূপ, অপারক, অক্ষম, অসমর্থ। দেশজ। বিণ।

অপালন—পালনাভাব, পালন বা রক্ষা না করা, অপোষণ, অরক্ষণ। ন পালন, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অপাবরণ—উদ্ঘাটন ; প্রকাশ। অপ—আ—বৃ (আবরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপাবর্ত্তন—প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসা। অপ—আ—বৃৎ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপাবৃত—অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত ; প্রকাশিত, উদ্ঘাটিত। অপ—আ—বৃ+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাবৃতা।

অপাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত ; ভূলুণ্ঠিত। অপ—আ—বৃৎ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অপাবৃত্তি—অপাবর্ত্তন, প্রত্যাবর্ত্তন। অপ—আ—বৃৎ ধাতু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অপাশ্রয়—১। আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়। অপগত হইয়াছে আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাশ্রয়া। ২। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, সামিয়ানা। অপকৃষ্ট আশ্রয়, প্রাদি। সং; পু।

অপাসঙ্গ—তূণীর, বাণাধার, তূণ। অপ—আ—সন্‌জ (সংলগ্ন হওয়া)+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

অপাসন—অপসারণ, দূরীকরণ ; মারণ ; বধ। অপ—অস+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপাস্ত—নিরস্ত ; অপসারিত ; দূরীকৃত ; অগ্রাহ্য ; অপগত ; খণ্ডিত। অপ—অস+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপাস্তা।

অপাহরণ—অপনোদন ; আকর্ষণ। অপ—আ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অপি—সম্ভাবনা ; নিন্দা ; সমুচ্চয় ; অবধারণ ; প্রশ্ন ; শঙ্কা ; অনুজ্ঞা ; যুক্তপদার্থ ; কামচার ; অল্পতা ; সন্দেহ ; পুনঃ। ব্য ; উপসর্গ।

অপিগীর্ণ—বর্ণিত ; কথিত ; স্তুত। অপি—গৄ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অপিচ—আরও, কিন্তু, অপরঞ্চ। ব্য।

অপিচ্ছল, অপিচ্ছিল—পিচ্ছলতারহিত, যাহা পিছল নহে বা পিছলায় না। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —লা।

অপিতু—কিন্তু ; যদি। ব্য।

অপিতৃক—পিতৃহীন। ন (নাই) পিতা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপিতৃকা।

অপিধান—তিরোধান ; আচ্ছাদন। অপি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অপিনদ্ধ—অঙ্গে বদ্ধ বা ধৃত, পরিহিত। অপি—নহ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অপিশুন—অখল, অক্রূর ; অকপট, সরল ; উদার, দক্ষিণ। ন পিশুন, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপিশুনা।

অপীত—১। যাহা পান করা হয় নাই ; যে পান করে নাই ; পীত ভিন্ন অন্য বর্ণযুক্ত, যাহা হলদে রঙের নহে। ন পীত, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপীতা। ২। পীত ভিন্ন অন্য বর্ণ, হলদে ছাড়া অন্য রঙ। সং ; ক্লী।

অপীনস—১। পীনসরোগশূন্য। ন (নাই) পীনস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপীনসা। ২। পীনস রোগ। অপীন (অতিস্থূলতা)—সো (নাশ করা)+ড ক। সং ; ক্লী।

অপুচ্ছ—পুচ্ছরহিত, লেজহীন। ন (নাই) পুচ্ছ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপুচ্ছা।

অপুচ্ছা—১। পুচ্ছরহিতা। বহু ; অপুচ্ছ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। শিংশপা, শিশুগাছ। সং ; স্ত্রী।

অপুচ্ছাঙ্কুর—যাহাদের মুখগহ্বর ও মস্তক বৃহৎ, পুচ্ছ নাই এবং অগ্রপাদ পশ্চাৎ পাদের অপেক্ষা খর্ব্ব ও উল্লম্ফনশীল, (মণ্ডূকাদি প্রাণী)। পুচ্ছের অঙ্কুর=পুচ্ছাঙ্কুর, ৬তৎ ; ন (নাই) পুচ্ছাঙ্কুর যাহার, বহু। সং ; পু।

অপুচ্ছী (অপুচ্ছিন্)—পুচ্ছহীন, লেজশূন্য, মণ্ডূকাদি প্রাণী। ন পুচ্ছী, নঞ্ তৎ। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী অপুচ্ছিনী।

অপুণ্য—১। পুণ্যরহিত, ধর্ম্মকর্ম্মশূন্য, অধার্ম্মিক। ন (নাই) পুণ্য যাহার, বহু। ২। অপবিত্র। ন পুণ্য, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপুণ্যা। ৩। পুণ্যাভাব, অধর্ম্ম, পাপাচরণ। নঞ্ তৎ। সং ; ক্লী।

অপুত্র, অপুত্রক—পুত্রহীন। ন (নাই) পুত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ত্রা, —কা।

অপুনরাবৃত্তি—পুনর্জ্জন্ম না হওয়া, নির্ব্বাণমুক্তি ; অপুনরাগমন, ফিরিয়া না আসা। ন পুনরাবৃত্তি, নঞ্ তৎ। সং ; স্ত্রী। [শাস্ত্রকারেরা বলেন যে মুক্তি হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না]।

অপুনর্ভব—পুনর্জ্জন্ম না হওয়া, নির্ব্বাণমুক্তি। ন (অ)—পুনর্—ভূ+অল্ ভা। সং ; পু।

অপুরোদন্তী (—দন্তিন্)—যাহাদের মুখের সম্মুখভাগে দন্ত নাই। পুরঃ (সম্মুখে) দন্ত আছে যাহার সে পুরোদন্তী, পুরোদন্ত+ইন ; ন পুরোদন্তী, নঞ্ তৎ। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী অপুরোদন্তিনী।

অপুষ্ট—অপোষণপ্রাপ্ত, কৃশ। ন পুষ্ট, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপুষ্টা।

অপুষ্প, অপুষ্পক—পুষ্পহীন, কুসুমরহিত, যাহাদের ফুল হয় না। ন (নাই) পুষ্প যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপুষ্পফলদ, —প্রদ—১। পুষ্প ব্যতিরেকে ফল উৎপাদনকারী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —দা। ২। পুষ্প ব্যতীত যে বৃক্ষে ফল জন্মে ; কাঁঠাল গাছ। সং ; পু।

অপূত—অপবিত্র, অশুচি ; সংস্কারবিহীন ; ব্রাত্য। ন পূত, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপূপ—পিষ্টক, পিঠা, রুটি ; গোধূম, গম। ন (সদৃশ) পূপ, নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অপূপ্য—গোধূমচূর্ণ, ময়দা, আটা। অপূপ (গোধূম)+য ভবার্থে। সং ; পু।

অপূরণী—শিমুল গাছ। সং ; স্ত্রী।

অপূর্ণ—অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত ; যাহা পূর্ণভাব প্রাপ্ত নহে। ন পূর্ণ, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপূর্ণা ; বিশেষ্যে অপূর্ণতা, —ত্ব।

অপূর্ব্ব—১। যাহা পূর্ব্বে হয় নাই, আশ্চর্য্য, অভূতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অত্যুত্তম। যাহা পূর্ব্বে ন অর্থাৎ হয় নাই, সুপ্‌সুপা সমাস। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপূর্ব্বা। বিশেষ্যে অপূর্ব্বতা, —ত্ব। ২। অদৃষ্ট। সং ; ক্লী।

অপূর্ব্বসুন্দরী—অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যসম্পন্না। নঞ্ তৎ ও কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

অপৃষ্ট—অজিজ্ঞাসিত। ন পৃষ্ট, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপৃষ্ঠবংশী (—বংশিন্)—পৃষ্ঠাস্থিরহিত, মেরুদণ্ড-বিহীন জন্তু। ন পৃষ্ঠবংশী, নঞ্ তৎ। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী অপৃষ্ঠবংশিনী।

অপেক্ষক—অপেক্ষাকারী, প্রতীক্ষাকারী ; প্রত্যাশী। অপ—ঈক্ষ+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

অপেক্ষণ—পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ। অপ—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অপেক্ষণীয়—অপেক্ষার যোগ্য, প্রতীক্ষা করিবার যোগ্য ; যাহার অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করিতে হইবে ; যাহার আশা করা যাইতে পারে ; অভিলষণীয়, বাঞ্ছনীয়। অপ—ঈক্ষ। অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ণীয়া।

অপেক্ষা—১। প্রতীক্ষা ; অনুরোধ ; সম্যক্ দর্শন ; বিবেচনা ; সম্বন্ধ ; আকাঙ্ক্ষা। অপ—ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। তুলনায়, চাইতে বা চেয়ে। ব্য। যথা, —সে আমা "অপেক্ষা" কিসে বড় ?

অপেক্ষাকৃত—তুলনাকৃত ; সম্যক্ দর্শন দ্বারা সম্পাদিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

অপেক্ষাবুদ্ধি—এই একটী এই একটী, ইত্যাকার অনেকত্ব বিষয়িণী বুদ্ধি। অপেক্ষাবিষয়িণী বুদ্ধি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অপেক্ষিত—প্রতীক্ষিত ; অনুরুদ্ধ ; পর্য্যবেক্ষিত ; সম্বন্ধ ; আকাঙ্ক্ষিত। অপ—ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

অপেক্ষিতব্য—অপেক্ষণীয় (সকল অর্থে)। অপ—ঈক্ষ ধাতু+তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি।

অপেক্ষী (—ক্ষিন্)—অপেক্ষক (সকল অর্থে)। অপ—ঈক্ষ ধাতু+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অপেক্ষিণী।

অপেক্ষ্য—অপেক্ষণীয় (সকল অর্থে)। অপ—ঈক্ষ ধাতু+য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ক্ষ্যা।

অপেত—১। অপগত ; নির্গত। অপ—ই (গমন করা)+ক্ত ক। ২। ত্যক্ত। —+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপেতা।

অপেতরাক্ষসী—তুলসীগাছ। অপেতা (অপগতা) রাক্ষসী (রাক্ষসপ্রকৃতি) যাহা দ্বারা, বহু। সং ; স্ত্রী।

অপেয়—পানের অযোগ্য, যাহা পান করিতে নাই। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপেয়া।

অপেশল—মৃদু নহে, অকোমল ; অচতুর ; অনিপুণ অপটু। ন পেশল, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপৈশুন্য—অক্রূরতা, অখলতা ; অকপটতা, সরলতা, উদারতা, দাক্ষিণ্য। ন পৈশুন্য, নঞ্ তৎ। সং ; ক্লী।

অপোগণ্ড—শিশু, নাবালক, অপ্রাপ্তবয়স্ক ; বিকলাঙ্গ ; ভীরু ; বলিযুক্ত। অপ—গম (গমন করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

অপোড়—অসম্পূর্ণ দগ্ধ, আধপোড়া, আমা। আমা। বিণ।

অপোঢ়—পরিত্যক্ত ; উদ্ঘাটিত ; অতিক্রান্ত ; ভীত ; নিরস্ত। অপ—বহ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপোঢ়া।

অপোদিকা—পূতিকা, পুঁইশাক। অপকৃষ্ট উদক (জল অর্থাৎ রস) যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

অপোহ—অপনোদন ; তর্ক। অপ—উহ+অল্ ভা। সং ; পু।

অপোহিত—অপনোদিত ; তর্কিত। অপ—উহ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপোহিতা।

অপৌরুষ—১। অগৌরব, পুরুষত্বহীনতা, পুরুষকার না থাকা। ন পৌরুষ, নঞ্‌ তৎ। সং; ক্লী। ২। পুরুষকার-রহিত, পুরুষত্বহীন। ন (নাই) পৌরুষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ষা। ৩। অমানবরচিত, অকৃত্রিম। নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপৌরুষী।

অপৌরুষেয়—পুরুষের অর্থাৎ মানুষের কৃত নয়, অমানুষিক, অলৌকিক, অমানবরচিত, স্বাভাবিক। নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপৌরুষেয়ী।

অপ্‌চ—অপব্যয়, লোকসান, নাশ; নষ্ট। প্রাদেশিক। অপচয় শব্দের অপভ্রংশ।

অপ্পতি—সমুদ্র; বরুণ। অপের (জলের) পতি, (অপ্‌+পতি), ৬তৎ। সং; পু।

অপ্পয় দীক্ষিত—কর্ণাটদেশীয় জনৈক পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি মূল্যবান্ মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন, এবং ন্যায় দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট টীকা করেন। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

অপ্পিত্ত—অগ্নি; চিত্রক বৃক্ষ। অপের (জলের) পিত্ত, অপ্‌+পিত্ত, ৬তৎ। সং; পু।

অপ্রেয়ে—অলপ্রেয়ে। তাহা দেখ।

অপ্রকট—অপ্রকাশ, অব্যক্ত, অবিস্পষ্ট, অপ্রত্যক্ষ। নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—টা।

অপ্রকম্প—কম্পন রহিত, অকম্পিত, অটল স্থির, দৃঢ়; অনুত্তর। ন (নাই) প্রকম্প যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রকম্পা।

অপ্রকর্ষিত—অনতিক্রান্ত। ন (অ)—প্র—কর্ষি ধাতু+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অপ্রকাণ্ড—১। অবিশাল, অনতিবৃহৎ, মধ্যমাকার। ন প্রকাণ্ড, নঞ্‌ তৎ। ২। কাণ্ডশূন্য, গুঁড়িরহিত। ন (নাই) প্রকাণ্ড (প্রকৃষ্ট কাণ্ড) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রকাণ্ডা। ৩। গুল্ম; গুল্ম। সং; পু।

অপ্রকাশ—১। প্রকাশাভাব, অনুদয়; গোপন। ন (অ)—প্র—কাশ+অল্‌ ভা। সং, পু। ২। অপ্রকাশিত, গুপ্ত। +অন্‌ ক। বিণ, ত্রি। স্ত্রী,—কাশা। ৩। (নাট্যে) জনান্তিকে।

অপ্রকাশিত—গুপ্ত, অপ্রকাশ। ন প্রকাশিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রকাশিতা।

অপ্রকাশ্য—যাহা প্রকাশযোগ্য নয়, যাহা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বা করা কর্তব্য নয়, গোপনীয়। ন প্রকাশ্য, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রকৃত—অযথার্থ, মিথ্যা, কল্পিত। ন প্রকৃত, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রকৃতা।

অপ্রকৃতিস্থ—অস্বাভাবিক-অবস্থাপন্ন, বিকৃতি প্রাপ্ত; পীড়িত; অসুস্থ, রুগ্ন; বিকৃত, বিকল। ন প্রকৃতিস্থ, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রকৃষ্ট—১। অনুৎকৃষ্ট, অনুত্তম, অধম, মন্দ। ন প্রকৃষ্ট, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রকৃষ্টা। ২। কাক। সং; পু।

অপ্রখর—অতীক্ষ্ণ। ন প্রখর, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রখরা। বি অপ্রখরতা,—ত্ব।

অপ্রগল্‌ভ—অধৃষ্ট; অনুদ্ধত; বিনীত। ন প্রগল্‌ভ, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভা।

অপ্রগুণ—ব্যস্ত; ব্যাকুল, কাতর। ন (নাই) প্রগুণ (ধৈর্য্যাদি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অপ্রচার—যাহার প্রচার নাই। বহু। বিণ; ত্রি।

অপ্রচুর—অপর্য্যাপ্ত, অবহুল, অল্প, ন্যূন। ন প্রচুর, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রচুরা। বি অপ্রচুরতা,—ত্ব, অপ্রাচুর্য্য।

অপ্রজ—প্রজাশূন্য; নিঃসন্তান। ন (নাই) প্রজা যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রজা।

অপ্রজা—১। প্রজারহিত; সন্তানহীন। বহু; অপ্রজ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সন্তানহীনা নারী। সং; স্ত্রী।

অপ্রণয়—অসদ্ভাব, বিরোধ, প্রণয়ভঙ্গ। ন প্রণয়, নঞ্‌ তৎ। সং; পু।

অপ্রণয়ী (য়িন্‌)—প্রণয়শূন্য। ন প্রণয়ী, নঞ্‌ তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অপ্রণয়িনী।

অপ্রণিধান—অমনোযোগ। নঞ্‌ তৎ। সং; ক্লী।

অপ্রণিহিত—অমনোযোগী। ন প্রণিহিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রণিহিতা।

অপ্রতিকার, অপ্রতীকার—প্রতীকারাভাব, প্রতিবিধানরাহিত্য, অপ্রতিবিধান, কোন অন্যায়ের প্রতিকার না করা; প্রতিফল না দেওয়া। নঞ্‌ তৎ। সং; পু।

অপ্রতিকার্য্য, অপ্রতীকার্য্য—প্রতিকারের অসাধ্য, অচিকিৎস্য, অপ্রতিবিধেয়। নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কার্য্যা।

অপ্রতিকূল—প্রতিকূল বা বাম নহে এরূপ; অবিরোধী। ন প্রতিকূল, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রতিগ্রহ—(দানাদি) না লওয়া, অস্বীকার। নঞ্‌ তৎ। সং; পু।

অপ্রতিপক্ষ—১। অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নঞ্‌ তৎ। ২। প্রতিপক্ষরহিত, বিপক্ষশূন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। নাই প্রতিপক্ষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অপ্রতিপত্তি—অপ্রতিষ্ঠা, অগৌরব; অস্বীকার; অনিশ্চয়; জড়তা; কর্ত্তব্যাজ্ঞানশূন্যতা। ন প্রতিপত্তি, নঞ্‌ তৎ। সং; স্ত্রী।

অপ্রতিপন্ন—অপ্রতিষ্ঠাম্বিত, অপ্রতিষ্ঠিত, অসম্মানিত, অগৌরবান্বিত, যুক্ত্যাদিদ্বারা অসমর্থিত, অপ্রমাণিত। নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রতিবদ্ধ—অব্যাহত, প্রতিবন্ধকশূন্য, অপ্রতিহত। নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বদ্ধা।

অপ্রতিবন্ধ—১। প্রতিবন্ধরহিত, ব্যাঘাতশূন্য, অবাধ। ন (নাই) প্রতিবন্ধ যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। প্রতিবন্ধহীনতা, অব্যাঘাত। নঞ্‌ তৎ বা অব্যয়ী। সং; পু বা ক্লী।

অপ্রতিভ—প্রতিভাশূন্য, হতবুদ্ধি, লজ্জিত, অপ্রস্তুত; দীপ্তিহীন, নিষ্প্রভ। ন (নাই) প্রতিভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অপ্রতিম—তুলনারহিত, অনুপম, নিরুপম, অতুল। ন (নাই) প্রতিমা (তুলনা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রতিমা।

অপ্রতিরথ—১। প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য, প্রতিযোদ্ধৃহীন, যাহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই। ন (নাই) প্রতিরথ (প্রতিযোদ্ধা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অতুলনীয় যোদ্ধা। সং; পু। ৩। সামবেদ-কথিত মন্ত্রবিশেষ; যুদ্ধার্থ যাত্রা; যুদ্ধার্থ যাত্রাকালীন অনুষ্ঠিত মঙ্গলকার্য্য। সং; ক্লী।

অপ্রতিরুদ্ধ—যাহার প্রতিরোধ করিতে পারা যায় নাই, অনিবারিত, অবাধিত। নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রতিরুদ্ধা।

অপ্রতিরূপ—যাহার সমকক্ষ নাই; যাহার দ্বিতীয় নাই, অদ্বিতীয়। ন (নাই) প্রতিরূপ (সদৃশ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রূপা। বি,—রূপতা,—ত্ব।

অপ্রতিবিধান—১। প্রতিবিধান না করা, অপ্রতিকার। ন প্রতিবিধান, নঞ্‌ তৎ। সং; ক্লী। ২। প্রতিবিধানরহিত, প্রতিকারশূন্য। ন (নাই) প্রতিবিধান যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রতিবিধানা।

অপ্রতিবিধেয়—যাহার প্রতিবিধান বা প্রতিকার করা অসাধ্য, অপ্রতিকার্য্য। ন প্রতিবিধেয়, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বিধেয়া। বি অপ্রতিবিধেয়তা,—ত্ব।

অপ্রতিবিহিত—যাহার প্রতিবিধান করা হয় নাই, অকৃত প্রতীকার; যাহার প্রতিফল দেওয়া হয় নাই। ন প্রতিবিহিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রতিবিহিতা।

অপ্রতিষিদ্ধ—অনিষিদ্ধ, অনিবারিত। ন প্রতিষিদ্ধ, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ষিদ্ধা।

অপ্রতিষেধনীয়—নিষেধের অযোগ্য, অনিবার্য্য। নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।

অপ্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠাহীন, যশোহীন; অনির্দ্দিষ্ট, স্থিতিশূন্য। ন (নাই) প্রতিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রতিষ্ঠা।

অপ্রতিষ্ঠা—১। অপ্রতিষ্ঠ দেখ। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রতিষ্ঠাভাব, যশোহীনতা, অপ্রসিদ্ধি; অখ্যাতি, অপযশ; অসম্মান; অস্থিতি, না থাকা। নঞ্‌ তৎ। সং; স্ত্রী।

অপ্রতিষ্ঠিত—প্রতিষ্ঠাহীন, অপ্রতিষ্ঠ, অপ্রসিদ্ধ, অখ্যাত; অসম্মানিত, অগৌরবান্বিত, অস্থাপিত, যাহা স্থাপন করা হয় নাই, অস্থিত; অবদ্ধমূল। ন প্রতিষ্ঠিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রতিষ্ঠিতা।

অপ্রতিসমাধেয়—প্রতিকারের অযোগ্য বা অসাধ্য, অপ্রতিকার্য্য, অপ্রতিবিধেয়। ন প্রতিসমাধেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রতিহত—অব্যাহত, যাহাতে কেহ বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। ন প্রতিহত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রতিহতা।

অপ্রতিহতবেগে—যাহাতে বেগের প্রতিঘাত না হয় এরূপে, অব্যাহতবেগে। অপ্রতিহত হইয়াছে বেগ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অপ্রতীকার—অপ্রতিকার দেখ।

অপ্রতীকার্য্য—অপ্রতিকার্য্য দেখ।

অপ্রতুল—১। প্রকৃষ্টপরিমাণাভাব; অভাব, অনটন; অনিবৃত্তি; অসঙ্গতি। প্রকৃষ্টা তুলা (পরিমাণ) প্রতুল, প্রাদি; তাহার অভাব, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। প্রকৃষ্ট পরিমাণ-রহিত; ন্যূন। ন (নাই) প্রকৃষ্টা তুলা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রতুলা।

অপ্রতুলতা—১। অনুপমতা। ২। অভাব, অনটন। প্রকৃষ্টা তুলা (উপমা বা পরিমাণ) যাহার সে প্রতুল, বহু; ন প্রতুল অপ্রতুল, নঞ্‌তৎ; তদুত্তরে ভাবার্থে তা। সং; স্ত্রী।

অপ্রত্যক্ষ—যাহা প্রত্যক্ষ নয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অতীন্দ্রিয়; পরোক্ষ। ন প্রত্যক্ষ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রত্যক্ষা।

অপ্রত্যক্ষভাষী (-ভাষিন্)—যে পরোক্ষে নানা কথা বলে। উপ; অপ্রত্যক্ষ-ভাষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অপ্রত্যক্ষভাষিণী।

অপ্রত্যক্ষবাদ—১। পরোক্ষবাদ, পরোক্ষে নানা কথা বলা। ৭তৎ। ২। অতীন্দ্রিয়বাদ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় স্বীকার করা। ৬তৎ। সং; পু।

অপ্রত্যক্ষবাদী (-বাদিন্)—১। অপ্রত্যক্ষভাষী, পরোক্ষবাদী। উপ; অপ্রত্যক্ষ-বদ+ণিন্ ক। ২। অতীন্দ্রিয়বাদী, যে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় স্বীকার করে। অপ্রত্যক্ষবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -বাদিনী।

অপ্রত্যয়—১। অবিশ্বাস। ন প্রত্যয়, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। অবিশ্বাসী, সন্দিগ্ধ। ন (নাই) প্রত্যয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রত্যয়া। ৩। ব্যাকরণে—যাহা প্রত্যয় নহে।

অপ্রত্যয়ী (-য়িন্)—প্রত্যয়রহিত, বিশ্বাসবিহীন, অবিশ্বাসী, সন্দিগ্ধ। ন প্রত্যয়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অপ্রত্যয়িনী।

অপ্রত্যাখ্যাত—যাহার প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই, স্বীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

অপ্রত্যাখ্যেয়—প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য, যাহাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না বা করা উচিত নয়। ন প্রত্যাখ্যেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রত্যাশিত—যাহার প্রত্যাশা করা হয় নাই, অভাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

অপ্রথিত—অপ্রসিদ্ধ, অবিখ্যাত, অপ্রতিষ্ঠ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রথিতা।

অপ্রধান—১। যাহা প্রধান নয়, অনুৎকৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রধানা। ২। গৌণ। সং; ক্লী।

অপ্রধৃষ্য—অধৃষ্য, যাহাকে পরাভূত করা যায় না, অপরাভবনীয়, অজেয়, দুর্দ্দমনীয়, দুর্জ্জয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ধৃষ্যা।

অপ্রফুল্ল—অপ্রসন্ন, বিষণ্ণ, ম্লান। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রফুল্লা। বি অপ্রফুল্লতা।

অপ্রফুল্লকর—ম্লান-রশ্মিবিশিষ্ট। অপ্রফুল্ল কর (কিরণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। "যে অপ্রফুল্ল করে" এই অর্থে উক্ত পদটী শুদ্ধ নহে, তখন উহা "অপ্রফুল্লতাকর" হইবে।

অপ্রবল—প্রকৃষ্টবলহীন, অসবল, অ-জোরাল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রবলা। বি অপ্রবলতা, -ত্ব।

অপ্রভ—প্রভাহীন, নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল; অতীক্ষ্ণ, অপ্রখর; অধম। ন (নাই) প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রভা।

অপ্রভা—১। অপ্রভ দেখ। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রভাহীনতা, নিষ্প্রভত্ব, অনুজ্জ্বলতা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অপ্রভূত—অবহুল, অপ্রচুর, অপর্য্যাপ্ত, অল্প। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রভূতা।

অপ্রমত্ত—অবহিত, সাবধান, সতর্ক। ন প্রমত্ত (প্রমাদযুক্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রমত্তা। বি অপ্রমত্ততা।

অপ্রমা—প্রমার অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান, ভ্রমজ্ঞান। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অপ্রমাণ—১। প্রমাণশূন্য, অপ্রামাণিক, অযোগ্য, বিশ্বাসের অযোগ্য। ন (নাই) প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রমাণা। ২। প্রমাণাভাব। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অপ্রমাদ—১। প্রমাদহীনতা, অবধান। নঞ্‌তৎ। সং। ২। অপ্রমত্ত, অবহিত; প্রমাদশূন্য। ন (নাই) প্রমাদ (অনবধানতা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রমাদা।

অপ্রমাদী (-মাদিন্)—প্রমাদরহিত, ভ্রমশূন্য; অপ্রমত্ত, অবহিত, সাবধান, সতর্ক। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অপ্রমাদিনী।

অপ্রমিত—অপরিমিত, অপর্য্যাপ্ত; অগণিত, অসংখ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

অপ্রমেয়—১। অপরিমেয়, যাহার পরিমাণ করা অসাধ্য; অগণনীয়; অপরিজ্ঞেয়; অজ্ঞেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। ব্রহ্ম। সং; ক্লী।

অপ্রযত্ন—১। প্রকৃষ্ট যত্নের অভাব, যত্নহীনতা, অপ্রয়াস, নিশ্চেষ্টতা, উদ্যমাভাব। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। যত্নহীন, নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম। ন (নাই) প্রযত্ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অপ্রয়াস—চেষ্টাহীনতা, উদ্যমাভাব, অপ্রযত্ন। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অপ্রযুক্ত—অব্যবহৃত; অসঙ্গত; অন্যায়; অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -যুক্তা।

অপ্রযুক্ততা—অসঙ্গতি; অযোগ্যতা; অসঙ্গত পদ প্রয়োগরূপ কাব্যালঙ্কার দোষ। [যে শব্দ অভিধানে থাকিলেও সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, সেইরূপ শব্দের ব্যবহার]। অপ্রযুক্ত+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অপ্রয়োগ—প্রয়োগাভাব, অব্যবহার; অপ্রয়োগ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অপ্রয়োজন—প্রয়োজনহীনতা, অনাবশ্যকতা। নঞ্‌তৎ বা অব্যয়ী। সং; ক্লী।

অপ্রয়োজনীয়—অনাবশ্যক, অদরকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -নীয়া। বি, -নীয়তা, -নীয়ত্ব।

অপ্রলম্ব—১। বিলম্বাভাব, ত্বরা, শীঘ্রতা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। বিলম্বহীন, ত্বরিত, শীঘ্র। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রলম্বা।

অপ্রবর্ত্তক—যে অন্যকে প্রবর্ত্তিত করে না অর্থাৎ কোন বিষয়ে লওয়ায় না; কার্য্যে অনিযুক্ত, অব্যাপৃত, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রবর্ত্তিকা।

অপ্রবাস—নিজ বাস, স্বদেশ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অপ্রবাসী—নিজ গৃহে বাসকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -বাসিনী।

অপ্রবীণ—প্রবীণতাশূন্য, অপ্রাচীন। ন প্রবীণ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রবীণা।

অপ্রবৃত্ত—কার্য্যে অনিযুক্ত, অব্যাপৃত, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট; পরাঙ্মুখ, অনিচ্ছুক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রবৃত্তা।

অপ্রবৃত্তি—কার্য্যে অনিয়োগ, নিষ্ক্রিয়তা; অনিচ্ছা, অরুচি, বিতৃষ্ণা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অপ্রশংসনীয়—প্রশংসার অযোগ্য, অশ্লাঘ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রশংসনীয়া।

অপ্রশংসা—প্রশংসাভাব, অস্তুতি, অশ্লাঘা; প্রশংসা না করা, অসুখ্যাতি; অখ্যাতি, নিন্দা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অপ্রশংসিত—নিন্দিত, গর্হিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রশস্ত—অপকৃষ্ট, খারাপ; প্রতিকূল, অশুভ; নিন্দিত; অসচ্ছন্দ। ন প্রশস্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রশস্তা।

অপ্রশুদ্ধ—অপরিশুদ্ধ। ন প্রশুদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রশুদ্ধা।

অপ্রসন্ন—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত; বিষণ্ণ, দুঃখিত, শুষ্ক; ম্লান। ন প্রসন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রসন্নতা—বিষাদ, অসন্তোষ, বিরক্তি, দুঃখ; ক্ষোভ; ম্লানতা। ন প্রসন্নতা, নঞ্‌তৎ; অথবা অপ্রসন্ন+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অপ্রসাদ—বিষাদ, প্রসাদের অভাব, অপ্রসন্নতা; অননুগ্রহ। ন প্রসাদ, নঞ্তৎ। সং; পু।

অপ্রসিদ্ধ—অবিখ্যাত; অজ্ঞাত; অসিদ্ধ, অনিষ্পন্ন; অমূলক, অপ্রামাণিক। ন প্রসিদ্ধ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রসিদ্ধা।

অপ্রসিদ্ধি—প্রসিদ্ধিহীনতা, অপ্রতিপত্তি, অবিখ্যাতি, অপ্রতিষ্ঠা। নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অপ্রসূত—নিঃসন্তান, বাঁজা। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অপ্রস্তুত—যাহা প্রস্তুত নয়, অনিষ্পন্ন; অপ্রাসঙ্গিক; অপ্রতিভ, লজ্জিত। ন প্রস্তুত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রস্তুতা।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা—অর্থালঙ্কারবিশেষ। অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা যদি প্রস্তুত বিষয়ের হয়, তবে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেস্থলে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি জন্মে, সে স্থলে অপ্রস্তুত প্রশংসা নামক অলঙ্কার হয় [অলঙ্কার দেখ]। সং; স্ত্রী।

অপ্রহত—অক্ষুণ্ণ; খিল, অকৃষ্ট; অনাহত; লোকের গমনাগমনবিরহিত; অপদদলিত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রহতা।

অপ্রাকরণিক—যাহা প্রস্তাবিত নয়, অপ্রাস্তাবিক। ন প্রাকরণিক, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রাকরণিকী।

অপ্রাকৃত—১। অসাধারণ। প্রাকৃতের অর্থাৎ নীচ জনের হয় না যাহা, সুপ্সুপা সমাস। ২। অলৌকিক। ন প্রাকৃত (লৌকিক), নঞ্তৎ। ৩। অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, কৃত্রিম। ন প্রাকৃত (প্রকৃতিজাত), নঞ্তৎ। ৪। যাহা প্রজা-সংক্রান্ত নয়। ন প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি (প্রজা) সম্বন্ধীয়, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রাকৃতী।

অপ্রাগ্র্য—অমুখ্য, গৌণ, অপ্রধান। ন (নয়) প্রাগ্র্য (প্রধান), নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রাচীন—অবয়ীয়ান্, অবৃদ্ধ, যে বুড়া নহে; অপুরাতন, নবীন, নব্য; আধুনিক, ইদানীন্তন; প্রাচী (পূর্ব্ব) ভিন্ন অন্য দিগ্ভব। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রাচীনা।

অপ্রাজ্ঞ—অবিজ্ঞ, জ্ঞানহীন, মূর্খ; অজ্ঞাত। ন প্রাজ্ঞ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রাজ্ঞা। বি অপ্রাজ্ঞতা।

অপ্রাণ—১। প্রাণাভাব, প্রাণহীনতা, জীবনশূন্যতা; মৃত্যু। ন প্রাণ, নঞ্তৎ। সং; পু। ২। প্রাণহীন, জীবনশূন্য; মৃত; নির্জ্জীব, অচেতন। ন (নাই) প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রাণা। বি অপ্রাণতা, —ত্ব।

অপ্রাণী (—ণিন্)—১। প্রাণহীন, জীবনশূন্য; নির্জ্জীব, অচেতন। নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অপ্রাণিনী। ২। প্রাণী ভিন্ন অন্য বস্তু, অচেতন পদার্থ। সং; পু।

অপ্রাপ্ত—১। যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, অনধিগত, অলব্ধ। ২। প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ (ব্যক্তি), যে পায় নাই। ন প্রাপ্ত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রাপ্তা।

অপ্রাপ্তকাল—১। অনুপযুক্ত সময়, অকাল। প্রাপ্ত যে কাল সে প্রাপ্তকাল, কর্ম্মধা; ন প্রাপ্তকাল, নঞ্তৎ। সং; পু। ২। অনাসন্নমৃত্যু, যাহার মরণকাল এখনও আসে নাই; অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তব্যবহার, নাবালক; অযথাকালীন, অসাময়িক, যথাকালের পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রাপ্ত হইয়াছে কাল যৎকর্ত্তৃক সে প্রাপ্তকাল, বহু; ন প্রাপ্তকাল, নঞ্তৎ। অথবা অপ্রাপ্ত কাল যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কালা।

অপ্রাপ্তযৌবন—যে এখনও যৌবনপ্রাপ্ত হয় নাই, অযুবা, বালক বা কিশোর। ন প্রাপ্ত যৌবন যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—যৌবনা।

অপ্রাপ্তলক্ষণ—অলব্ধচিহ্ন। ন প্রাপ্ত (লব্ধ) লক্ষণ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ণা।

অপ্রাপ্তবয়স্ক—যে দায়াধিকারাদি বিষয়ে উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয় নাই, অপ্রাপ্তব্যবহার, নাবালক। প্রাপ্ত হইয়াছে বয়স যৎকর্ত্তৃক সে প্রাপ্তবয়স্ক, বহু; ন প্রাপ্তবয়স্ক, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রাপ্তবয়স্কা (ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্তা)।

অপ্রাপ্তবয়াঃ (—বয়স্)—অপ্রাপ্তবয়স্ক শব্দ দেখ। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অপ্রাপ্তব্যবহার—যে ব্যবহারযোগ্য কাল (বয়স) প্রাপ্ত হয় নাই, দায়াধিকারাদি বিষয়ে উপযুক্ত বয়স যে পায় নাই, নাবালক, অপ্রাপ্তবয়স্ক। অপ্রাপ্ত (অলব্ধ) হইয়াছে ব্যবহার (অর্থাৎ ঋণাদানাদি অষ্টাদশ প্রকার ব্যাপার) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হারা।

অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রম—যে ব্যবহার (আচার অর্থাৎ সদাচরণ) এবং আশ্রম (গৃহস্থাশ্রম) প্রাপ্ত হয় নাই। ব্যবহার ও আশ্রম ব্যবহারাশ্রম, দ্বন্দ্ব; অপ্রাপ্ত হইয়াছে ব্যবহারাশ্রম যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শ্রমা।

অপ্রাপ্তি—১। প্রাপ্তিরাহিত্য, না পাওয়া; অসদ্ভাব, অভাব, অসম্ভব; অনুপপত্তি। নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী। ২। প্রাপ্তিশূন্য, লাভশূন্য। ন (নাই) প্রাপ্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অপ্রাপ্য—যাহা পাওয়া অসাধ্য, সুদুষ্প্রাপ্য, সুদুর্লভ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্যা।

অপ্রাপ্যতা—অলভ্যতা; দুর্লভতা। অপ্রাপ্য শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অপ্রামাণিক, অপ্রামাণ্য—অপ্রমাণসিদ্ধ, অশ্রদ্ধেয়, হেয়, অগ্রাহ্য, অবিশ্বাসযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রামাণিকতা—অপ্রমাণসিদ্ধতা; অশ্রদ্ধেয়তা। অপ্রামাণিক শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অপ্রামাণ্য—অপ্রামাণিক দেখ।

অপ্রামাণ্যতা—অপ্রামাণিকতা। অপ্রামাণ্য + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অপ্রাসঙ্গিক—প্রাসঙ্গিকবিষয়াতিরিক্ত, যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে তদিতর। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রাসঙ্গিকী।

অপ্রিয়—১। যে কাহারও প্রীতি বা ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে না; অপ্রীতিকর; অশুভ, অনিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রিয়া। ২। অনিষ্ট, ক্ষতি; নিন্দা। সং; ক্লী।

অপ্রিয়ংবদ—অপ্রিয়ভাষী, অপ্রীতিকর বাক্যকথক, যে মনোরম কথা বলে না, পরুষভাষী। ন প্রিয়ংবদ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অপ্রিয়কারী (—কারিন্)—অপ্রীতিকর কার্য্যকারক; অনিষ্টকারী, ক্ষতিকারক, বৈরী। ন প্রিয়কারী, নঞ্তৎ। অথবা অপ্রিয় করে যে, উপ; অপ্রিয়—কৃ (করা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অপ্রিয়কারিণী।

অপ্রিয়ভাষ—অপ্রীতিকর বাক্য, পরুষবচন, কটুকথা। অপ্রিয় যে ভাষ, কর্ম্মধা। সং; পু।

অপ্রিয়ভাষিণী—অপ্রিয়বাদিনী, যে (রমণী) কঠোর বাক্য বলে। অপ্রিয়ভাষী দেখ। অপ্রিয়ভাষিন্ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অপ্রিয়ভাষিতা—অপ্রিয়কথনশীলতা, অপ্রীতিকর কথা বলা। অপ্রিয়ভাষিন্ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অপ্রিয়ভাষী (—ষিন্)—যে অপ্রীতিকর কথা বলে, পরুষভাষী, কর্কশবাদী, কটুভাষী। অপ্রিয়—ভাষ (বলা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অপ্রিয়ভাষিণী।

অপ্রিয়বাদিতা—অপ্রিয়বাক্যকথনশীলতা, নিরন্তর অপ্রিয় বাক্যকথন। অপ্রিয়বাদী দেখ। অপ্রিয়বাদিন্ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অপ্রিয়বাদিনী—অপ্রিয়কথনশীলা, যে (রমণী) নিরন্তর অপ্রীতিকর বাক্য বলে, অপ্রিয়ভাষিণী। অপ্রিয়বাদী দেখ। অপ্রিয়বাদিন্ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অপ্রিয়বাদী (—বাদিন্)—অপ্রিয়কথনশীল, যে সর্ব্বদা অপ্রিয় কথা বলে, অপ্রিয়ভাষী, যে মর্ম্মান্তিক কথা কয়। অপ্রিয়—বদ + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী।

অপ্রিয়া—১। যে প্রীতিদায়িনী নহে, অপ্রীতিকরী, যে রমণীর আচরণ দর্শনে প্রীতি জন্মে না। ন প্রিয়া, নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। শৃঙ্গী মৎস্য, শিঙ্গি মাছ। সং; স্ত্রী।

অপ্রীত—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। ন প্রীত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রীতা।

অপ্রীতি—প্রীতির অভাব ; অপ্রণয়, বিবাদ ; বিরোধ ; অসন্তোষ, বিরক্তি। ন প্রীতি, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অপ্রীতিকর—অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর। ন প্রীতিকর, নঞ্‌তৎ ; অথবা অপ্রীতির কর (কারক), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –করী। বি, –করতা, –করত্ব।

অপ্রীতিজনক—অপ্রীতিকর, অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর। ন প্রীতিজনক, নঞ্‌তৎ ; অথবা অপ্রীতির জনক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অপ্রীতিজনিকা।

অপ্রীতিপাত্র—অপ্রীতিভাজন, অসন্তোষের আস্পদ। ৬তৎ। বিণ বা সং ; ক্লী।

অপ্রীতিভাজন—অসন্তোষের পাত্র, যাহার প্রতি অসন্তোষ জন্মিয়াছে। ৬তৎ। বিণ বা সং ; ক্লী। [নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রেত—অপ্রয়াত, অমৃত, মরে নাই এরূপ।

অপ্লুত—অদ্রুত, ধীর। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্সর—অপ্সরস্ শব্দের অপভ্রংশ। অপ্সরাঃ দেখ।

অপ্সরস্—অপ্সরাঃ দেখ।

অপ্সরা—স্বর্বেশ্যা, স্বর্গকামিনী। অপ্ (জল) –সৃ+অস্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অপ্সরাঃ (অপ্সরস্)—অপ্সরা, স্বর্গবেশ্যা, উর্ব্বশী-প্রভৃতি। অপ্ (জল) –সৃ+অস্ ক। স্ত্রী।

অপ্সরী, অপসরী—অপ্সরা। গ্রাম্য। সং ; স্ত্রী।

অপ্সরোগণ—অনেক অপ্সরাঃ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অপ্সরোনিন্দিত—অপ্সরাঃ অপেক্ষাও প্রশংসিত। অপ্সরা নিন্দিতা হয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। [এই পদটা স্ত্রীলোকের বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হয়, তৎকালে উহা "অপ্সরো-নিন্দিতা" হইবে। আর রূপাদির বিশেষণ হইলে "অপ্সরোনিন্দিত"ই হয়]।

অফল—১। ফলহীন, যাহার ফল হয় না, বন্ধ্য ; নিষ্ফল, বিফল। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ঝাবুক, ঝাউ গাছ। সং ; পু। স্ত্রী অফলা।

অফলদর্শী (–দর্শিন্)—অফলাকাঙ্ক্ষী ; অফলোপধায়ক, বিফল, ব্যর্থ। ন ফলদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, –দর্শিনী। বি, –দর্শিতা, –ত্ব।

অফলন্ত—যাহা ফলে না বা ফল প্রসব করে না, অফলা, বাঁজা। দেশজ। বিণ।

অফলা—১। ফলরহিতা, নিষ্ফলা। বহু ; অফল দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভূমি আমলকী ; ঘৃতকুমারী। সং ; স্ত্রী। ৩। অফলন্ত, বাঁজা, আঁড়া। দেশজ। বিণ।

অফলাকাঙ্ক্ষী (–কাঙ্ক্ষিন্)—ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষারহিত, যে ফল পাইবার ইচ্ছা রাখে না, কামনাশূন্য, নিষ্কাম। ন ফলাকাঙ্ক্ষী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, –কাঙ্ক্ষিণী।

অফলোপধায়ক—নিষ্ফল, বিফল, ব্যর্থ, মোঘ। ন ফলোপধায়ক, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –ধায়িকা। বি, –ধায়কতা।

অফুট—অপরিস্ফুট, অব্যক্ত, অপ্রকাশিত ; অবিকসিত, অপ্রস্ফুটিত। অস্ফুট শব্দের অপভ্রংশ। বিণ। [বিণ।

অফুটন্ত—অপ্রস্ফুটিত, অবিকসিত। দেশজ।

অফুরন্ত—ফুরায় না এরূপ, অক্ষয়, অশেষ। দেশজ। বিণ। [দেশজ। বিণ।

অফুরান—যাহা ফুরায় না, অফুরন্ত, অশেষ।

অফুল্ল—অপ্রস্ফুটিত, অবিকসিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অফুল্লা।

অফেন—১। ফেনশূন্য। ন (নাই) ফেন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অফেনা। ২। অহিফেন, আফিম। ন (কুৎসিত) ফেন (নির্য্যাস) যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

অফেরু—পেয়ারা। সং। প্রা, ক।

অবদ্ধ—যাহা বদ্ধ নয়, অ-বাঁধা ; অসম্বদ্ধ ; অসংগত ; নিরর্থক ; প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী ; বৃথা। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবদ্ধমুখ—দুর্ম্মুখ, মুখর, অপ্রিয়ভাষী। অবদ্ধ মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –মুখা, –মুখী।

অবধ্য—বধের অযোগ্য, যাহাকে বধ করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নহে ; অলঙ্ঘ্য ; অর্থশূন্য, নিরর্থক, বৃথা। ন বধ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবধ্যা।

অবনিবনাও—অসদ্ভাব, অপ্রণয়, অমিল, অনৈক্য। দেশজ। সং।

অবন্ধুর—অনুন্নতানত, অনুচ্চাবচ, সমতল, মসৃণ, অকর্কশ ; অরমণীয়, অমনোরম, অপ্রীতিকর। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবন্ধুরা। বি অবন্ধুরতা, –ত্ব।

অবন্ধ্য—ফলবান ; সফল, সার্থক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবন্ধ্যা। বি অবন্ধ্যতা, –ত্ব।

অবল—১। বলশূন্য, দুর্ব্বল। ন (নাই) বল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবলা। ২। বরুণবৃক্ষ। সং ; পু।

অবলা—১। বলহীনা। বহু ; অবল দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। যোষিৎ, নারী। সং ; স্ত্রী।

অবহুজ্ঞ—বহুবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অল্পজ্ঞ। ন বহুজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবহুজ্ঞা। বি অবহুজ্ঞতা, –ত্ব।

অবাধ—বাধাহীন, ব্যাঘাতরহিত ; নির্ব্বিঘ্ন ; পীড়াশূন্য। ন (নাই) বাধা (পীড়া) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবাধা।

অবাধক—অপ্রতিবন্ধক, অব্যাঘাতজনক, অপ্রতিরোধক। ন বাধক, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবাধিকা।

অবাধা—১। বাধাহীনা, ইত্যাদি। বহু ; অবাধ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। বাধাভাব, বাধাহীনতা, অব্যাঘাত, নির্ব্বিঘ্নতা, অপ্রতিরোধ। ন বাধা, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অবাধিত—অরোধিত, অব্যাহত, অপ্রতিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবাধিতা।

অবাধে—বাধাশূন্যরূপে, অনায়াসে, নির্ব্বিঘ্নে। নাই বাধা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অবাধ্য—বাধ্য হইবার অযোগ্য বা অশক্য ; অবশ্য, বাধ্য নয় এরূপ, অবশীভূত, অবশ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবাধ্যা।

অবাধ্যতা—অবাধ্য হওয়া, বাধ্য না থাকা, বশীভূত না থাকা। অবাধ্য+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অবান্ধব—বান্ধবশূন্য, বন্ধুহীন, মিত্রহীন। ন (নাই) বান্ধব (বন্ধু) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবান্ধবা।

অবিন্ধন—বাড়বানল। অপ্ (জল) হইয়াছে ইন্ধন যাহার, বহু। সং ; পু।

অবুঝ—অবোধ, বোধহীন ; যে বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না, নেকামী করে। দেশজ। বিণ।

অবুদ্ধি—১। বুদ্ধিহীন, নির্ব্বোধ, অবোধ। ন (নাই) বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বুদ্ধি না থাকা, বুদ্ধিহীনতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, অবোধত্ব। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অবুদ্ধিমান্ (– মৎ)—বুদ্ধিহীন, নির্ব্বোধ, অবোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, –মতী। বি, –মত্তা, –মত্ত্ব।

অবোধ—১। বোধহীন, অজ্ঞান। ন (নাই) বোধ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। জ্ঞানাভাব, বোধহীনতা। নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অবোধগম্য—অবোধ, দুর্ব্বোধ, বোধাতীত, যাহা বুঝিতে পারা যায় না। ন বোধগম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবোধগম্যা।

অবোধ্য—অবোধগম্য, দুর্ব্বোধ, বোধাতীত ; যাহা বুঝিতে পারা যায় না। ন বোধ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবোধ্যা।

অবোল, অবোলা—বাক্‌শক্তিহীন, মূক ; নির্ব্বাক্, নীরব ; নিরীহ। দেশজ। বিণ।

অব্জ—১। পদ্ম, কমল ; সংখ্যাবিশেষ, শতকোটি। অপ্ (জল) হইতে জন্মে যে এই বাক্যে উপ ; অপ্–জন+ড ক। সং ; ক্লী। ২। (জলোৎপন্ন বলিয়া) শঙ্খ, শাঁক। সং ; পু বা ক্লী। ৩। (সমুদ্রের জল হইতে জাত বলিয়া) চন্দ্র ; ধন্বন্তরি। সং ; পু।

অব্জজ—১। পদ্মজাত। অব্জ হইতে জন্মে যে, উপ ; অব্জ–জন+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা (অব্জযোনি দেখ)। সং ; পু।

অব্জ-নয়ন, –নেত্র—পদ্মলোচন, পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

অব্জভোগ—পদ্মকন্দ, পদ্মের বীজকোষ। অব্জের (পদ্মের) ভোগ, ৬তৎ। সং ; পু।

অব্জযোনি—ব্রহ্মা। অব্জ (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। [ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিকেরা নির্দ্দেশ করেন]। সং ; পু।

অব্জলোচন—কমললোচন, পদ্মনেত্র। অব্জের

ন্যায় লোচন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অব্জলোচনা।

অব্জবাহন—মহাদেব, শিব। অব্জের (চন্দ্রের) বাহন (বাহক), ৬তৎ; মহাদেবের ললাটে চন্দ্র বিরাজিত, সুতরাং তিনি চন্দ্রের বহনকারী। সং ; পু।

অব্জহস্ত—সূর্য্য। অব্জ (পদ্ম) হস্তে যাহার, বহু। সং ; পু।

অব্জিনী—কমলিনী, পদ্মলতা, পদ্মিনী, পদ্মসমূহ। অব্জ শব্দ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

অব্জিনীপতি—কমলিনীনাথ, সূর্য্য। ৬তৎ।

অব্দ—১। জলদ, মেঘ ; মুস্তক, মুতা ; পর্ব্বতবিশেষ। উপ ; অপ্—দা (দান করা)+ড ক। ২। বর্ষ, বৎসর। অব (রক্ষা করা)+দ ক। সং ; পু।

অব্দসার—কর্পূরবিশেষ। অব্দে (সংবৎসরে) সার হয় যাহার, বহু। সং ; পু।

অব্দার্দ্ধ—অর্দ্ধ বৎসর, আধ বছর। অব্দের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অব্দুর্গ—জলদুর্গ, জলবেষ্টিত কেল্লা। অপ্-বেষ্টিত দুর্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অব্ধি—সমুদ্র। উপ ; অপ্—ধা (ধারণ করা) +কি ক। সং ; পু।

অব্ধিকফ—সমুদ্রের ফেনা। ৬তৎ। সং ; পু।

অব্ধিজ—১। সমুদ্রজাত। উপ ; অব্ধি—জন+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অব্ধিজা। ২। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। [সংস্কৃত ভাষায় ইহা দ্বিবচনান্ত আকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে]। সং ; পু।

অব্ধিজা—১। সমুদ্রজাতা। অব্ধিজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মদিরা, সুরা, মদ। সং ; স্ত্রী।

অব্ধিফেন—সমুদ্রের ফেনা। ৬তৎ। সং ; পু।

অব্ধিশয়ন—বিষ্ণু। অব্ধি শয়ন (শয্যা) যাহার, বহু। সং ; পু। [সং ; পু।

অব্ধ্যগ্নি—বাড়বানল। অব্ধির অগ্নি, ৬তৎ।

অব্ভক্ষ—অহি, সর্প। উপ ; অপ্ (জল)—ভক্ষ (ভক্ষণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

অব্‌ভ্র—জলধর, মেঘ ; ধাতুবিশেষ। উপ ; অপ্—ভৃ (ধারণ করা)+ক ক। সং ; ক্লী।

অব্‌ভ্রমাতঙ্গ—করিরাজ, ঐরাবত। অব্‌ভ্রের (জলধরের) মাতঙ্গ, ৬তৎ। সং ; পু।

অব্‌ভ্রিয়—জলদসম্বন্ধীয়, মেঘোদ্ভব। অব্‌ভ্র শব্দ +ইয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অব্‌ভ্রিয়া।

অব্রহ্মচর্য্য—১। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন ; ইন্দ্রিয়সংযমরহিত। ন (নাই) ব্রহ্মচর্য্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ; সুরত, মৈথুন। ন ব্রহ্মচর্য্য, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অব্রহ্মণ্য—১। (নাট্যে) অবধ্য কথন। সং ; ক্লী। ২। ব্রাহ্মণের অযোগ্য। ন ব্রহ্মণ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অব্রহ্মণ্যা।

অব্রাহ্মণ—১। অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, নিন্দিত ব্রাহ্মণ। ন (অপ্রশস্ত বা অপকৃষ্ট) ব্রাহ্মণ, নঞ্‌তৎ। ২। যে ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি। ন (না) ব্রাহ্মণ, নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অব্রুবাণ—বাক্‌শক্তিহীন, যাহার কথা কহিবার ক্ষমতা জন্মে নাই, শিশু। ন (অ)—ব্রু (বলা)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

অভক্ত—অভক্তিমান্, ভক্তিহীন ; অননুরক্ত ; অনুরাগবিহীন, বিরাগী ; বিতৃষ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভক্তা।

অভক্তি—অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ; (ভক্তির অভাবজনিত দোষ বলিয়া) অবিশ্বাস ; অনাদর, অসম্মান। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অভক্ষণ—অভোজন, না খাওয়া ; অনাহার, উপবাস। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অভক্ষণীয়—অভক্ষ্য, অখাদ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অভক্ষিত—অখাদিত ; অভুক্ত। ন ভক্ষিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভক্ষিতা।

অভক্ষ্য—অখাদ্য, অভোজ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভক্ষ্যা। বি অভক্ষ্যতা, —ত্ব।

অভক্ষ্যভক্ষণ—অখাদ্য ভোজন, যাহা খাওয়া উচিত নয় তাহা খাওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অভগ্ন—যাহা ভগ্ন নহে। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অভঙ্গ—ভঙ্গরহিত, অভগ্ন, অভাঙ্গা, অটুট, সম্পূর্ণ, গোটা। ন (নাই) ভঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

অভঙ্গুর—অভঞ্জনশীল, অভঙ্গপ্রবণ, যাহা সহজে ভাঙ্গে না ; অবিনাশী, অবিধ্বংসী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভঙ্গুরা।

অভদ্র—১। যে ভদ্র নয়, অসাধু, অশিষ্ট অসভ্য। নঞ্‌তৎ। স্ত্রী অভদ্রা। ২। অশুভ, অমঙ্গল ; দুঃখ। সং ; ক্লী।

অভদ্রতা—অসাধুতা, অশিষ্টতা, অসভ্যতা, অসাধু ব্যবহার। অভদ্র+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অভয়—১। ভয়শূন্য, নির্ভয়। ন (নাই) ভয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভয়া। ২। ভয়াভাব, ভয়শূন্যতা ; উশীরমূল, বেণা ঘাসের শিকড় ; ধস্‌খস্। নঞ্ (অ)—ভী (ভয় করা)+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

অভয়ডিণ্ডিম—যুদ্ধস্থলে বাদনীয় ঢক্কা, রণপটহ, জয়ঢাক। অভয় জ্ঞাপক ডিণ্ডিম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অভয়দ—অভয়প্রদ, আশ্বাসদায়ক। উপ ; অভয়—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভয়দা।

অভয়দক্ষিণা—কাহারো অঙ্গে প্রদত্ত অভয়, অভয়দান। অভয়ই দক্ষিণা অর্থাৎ ব্রতান্ত ব্যাপার, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অভয়দাতা (—দাতৃ)—অভয়প্রদ, আশ্বাস প্রদানকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —দাত্রী।

অভয়দান—অভয়প্রদান, আশ্বাসদান, সাহস দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অভয়প্রদ—অভয়প্রদানকারী, আশ্বাসদায়ক, সাহসদাতা। উপ ; অভয়—প্র—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভয়প্রদা।

অভয়প্রদান—আশ্বাসদান, ভয় নাই বলিয়া সাহস দান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অভয়বাক্য—অভয়বাণী। অভয়প্রদ যে বাক্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অভয়বাণী—ভয় নাই এরূপ কথা, আশ্বাসবাক্য, সাহসপ্রদ বচন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। স্ত্রী।

অভয়া—১। ভয়রহিতা। বহু ; অভয় দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। হরীতকী ; আদ্যাশক্তি ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ, এই মূর্ত্তি অষ্টভুজা ও সিংহবাহিনী। সং ; স্ত্রী।

অভরসা—অবিশ্বাস। প্রা, ক।

অভব্য—১। অযুক্ত ; দুর্ভাগ্য ; অমঙ্গল, অশুভ। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। অসাধু ; অসভ্য, অভদ্র ; দুর্ভাগ্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভব্যা।

অভব্যতা—অসাধুতা, অসভ্যতা, অভদ্রতা ; দুরদৃষ্টবিশেষতা। অভব্য+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অভাগা, অভাগিয়া—দুরদৃষ্ট, হতভাগ্য, পোড়াকপালিয়া ; দীন, দুঃখী, কৃপাভাজন। দেশজ। বিণ।

অভাগিনী—অভাগী (১) দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

অভাগী (—গিন্)—যে ভাগী বা অংশী নয়, ভাগবিহীন, অংশরহিত ; ভাগ্যহীন, হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু।

অভাগী—অভাগিনী, হতভাগ্যা, পোড়াকপালী। গ্রাম্য শব্দ। বিণ ; স্ত্রী।

অভাগ্য—১। হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য। ন (অপ্রশস্ত) ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভাগ্যা। ২। মন্দভাগ্য, অশুভাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট। ন (অপ্রশস্ত) ভাগ্য, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অভাজন—১। আধার-রহিত ; নিরাশ্রয়। ন (নাই) ভাজন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভাজনা। ২। অপাত্র, অযোগ্য পাত্র ; দুর্ভাগ্য জন, দুঃস্থ ব্যক্তি। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অভাব—অবিদ্যমানতা, অসত্তা, না থাকা ; মৃত্যু। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। [ত্রি।

অভাবগ্রস্ত—অভাবে পতিত। ৬তৎ। বিণ ;

অভাবনা—ভাবনাভাব, ভাবনাহীনতা, চিন্তারাহিত্য ; যাহা ভাবা যায় না, অকল্পনা ; ধ্যানাভাব। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অভাবনিরাকরণ—অভাবের দূরীকরণ, অভাবনিবারণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অভাবনিবারণ—অভাবের নিবারণ বা দূরীকরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অভাবনীয়—অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়, কল্পনাতীত, অননুমেয় ; অবোধ্য, দুর্ব্বোধ ; অপ্রত্যাশিত, অসম্ভব। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —য়া।

অভাবপক্ষে—একান্তপক্ষে, ন্যূনকল্পে। ক্রিবিণ।

অভাব-পূরণ—যাহা নাই তাহার সংস্থান করিয়া দেওন; অভাব-নিবারণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
অভাবমুক্ত—অভাব হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত, অভাবনিষ্কৃত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মুক্তা।
অভাব-মোচন—অভাবের দূরীকরণ, অভাব-শূন্যতা-সাধন, যাহাতে অভাব যায় তাহা করণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
অভাবিত—অচিন্তিত, অসম্ভাবিত। ন ভাবিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভাবিতা।
অভাষণ—কথা না বলা, মৌন। নঞ্‌তৎ। ক্লী।
অভি—সমন্তাৎ; বীপ্সা; ইত্থম্ভাব; চিহ্ন; নিকট; আভিমুখ্য; অভিলাষ; সাদৃশ্য; উৎকর্ষ। ব্য; উপসর্গ।
অভিক—লম্পট, কামুক। অভি—কম (ইচ্ছা করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিকা।
অভিক্রম—আরম্ভ; আক্রমণ; আরোহণ; যুদ্ধ-যাত্রা, ভয়শূন্য হইয়া যুদ্ধে শত্রুর সমীপে গমন। অভি—ক্রম+অল্ ভা। সং; পু।
অভিক্ষেপ—পরাজয়, অভিভব। অভি—ক্ষিপ+অল্ ভা। সং; পু।
অভিখ্যা—১। শোভা; খ্যাতি, কীর্ত্তি, সুনাম। অভি—খ্যা+ঙ ভা+আপ্। ২। নাম, সংজ্ঞা। ...+ঙ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।
অভিগত—সমীপগত, সমীপস্থ, সন্নিহিত, সন্নিকৃষ্ট; দর্শনার্থ নিকটে আগত। অভি—গম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। অভিগতা।
অভিগম—প্রত্যুদ্গমন; প্রাপ্তি; সেবা; আশ্রয়। অভি—গম+অল্ ভা। সং; পু।
অভিগমন—প্রত্যুদ্গমন; প্রাপ্তি; আশ্রয়; সেবা। অভি—গম+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
অভিগামী (—মিন্)—নিকটে গমনকারী। অভি—গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—গামিনী।
অভিগ্রস্ত—আক্রান্ত; কবলিত। অভি—গ্রস (গ্রাস করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
অভিগ্রহ—স্পর্দ্ধা; আক্রমণ; অভিযোগ; লুণ্ঠন; গৌরব। অভি—গ্রহ+অল্ ভা। সং; পু।
অভিগ্রহণ—চৌর্য্য, লুণ্ঠন, লুঠ। অভি—গ্রহ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
অভিঘাত—আঘাত, দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার; যন্ত্রণা; তাড়না; বিনাশ। অভি—হন (বধ করা) +ঘঞ্ ভা। সং; পু।
অভিঘাতী (—তিন্)—১। শত্রু। অভি—হন +ণিন্ ক। সং; পু। ২। আঘাতকারী; বিনাশকারী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিঘাতিনী।
অভিঘার—১। হোম। অভি—ঘৃ+ঘঞ্ ভা। ২। হোমের ঘৃত; হবনীয় দ্রব্য। অভি—ঘৃ+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।
অভিচর—পরিচারক, সেবক, ভৃত্য, চাকর। অভি—চর+অন্ ক। সং; পু।
অভিচার—অন্যের অনিষ্টসাধনের উদ্দেশে কৃত তান্ত্রিক প্রক্রিয়াবিশেষ; ইহা ছয় প্রকার, যথা—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ; পরহিংসা। অভি—চর+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
অভিচারক—অভিচারী, অভিচারকর্ত্তা। অভি—চর+ণক ক। বিণ; ত্রি স্ত্রী,—চারিকা।
অভিচারমন্ত্র—পরহিংসা-সাধক তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মন্ত্র। ৬তৎ। সং; পু।
অভিচারী (—রিন্)—অভিচারকারী [অভিচার দেখ]। অভি—চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অভিচারিণী।
অভিজন—১। কুলশ্রেষ্ঠ। অভি—জন (জন্ম)+অন্ ক। ২। বংশ; জন্মভূমি। অভি—জন+অল্ অধি। ৩। খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। অভি—জন+অল্ ণ। সং; পু।
অভিজাত—সদ্বংশজাত, সৎকুলোদ্ভব, কুলীন; জ্ঞানী; পণ্ডিত; বুধ; ন্যায্য; শ্রেষ্ঠ; সুন্দর; মনোহর; মধুর। অভি (অভিমত) জাত (জন্ম) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
অভিজাততন্ত্র—রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা রাজ্যশাসন (Aristocracy)। সং; ক্লী।
অভিজাতত্ব—অভিজাতের ভাব বা ধর্ম; আভিজাত্য, কৌলীন্য; পাণ্ডিত্য। অভিজাত+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।
অভিজিৎ—১। নক্ষত্রবিশেষ, এই নক্ষত্র খ-গোলকের দক্ষিণ দিকে নিরীক্ষিত হয়; প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। অভি—জি+ক্বিপ্ ণ। ২। কুতপলগ্ন; দিবামানকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার অষ্টম ভাগ বা মুহূর্ত্ত। ...ক্বিপ্ অধি। সং; ক্লী বা স্ত্রী। ৩। যদুবংশীয় ভবের পুত্র। সং; পু।
অভিজ্ঞ—ভূয়োদর্শন দ্বারা লব্ধজ্ঞান, দুঃখভোগী (Experienced); জ্ঞানী; বিজ্ঞ; বিদ্বান্, পণ্ডিত; নিপুণ। অভি—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিজ্ঞা।
অভিজ্ঞতা—ভূয়োদর্শন দ্বারা লব্ধজ্ঞানতা, বহুদর্শন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়; জ্ঞানবত্তা, বিজ্ঞতা; বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য; নৈপুণ্য। অভিজ্ঞ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
অভিজ্ঞা—১। অভিজ্ঞ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রথমসঞ্জাত জ্ঞান, আদ্য জ্ঞান। অভি—জ্ঞা+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।
অভিজ্ঞাত—১। চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত। অভি—জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম। ২। অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত। অভি—জ্ঞা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
অভিজ্ঞান—১। স্মৃতিকারক চিহ্ন, স্মরণের উদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু। অভি—জ্ঞা (জানা)+অনট্ ণ। ২। নিশ্চিত জ্ঞান। অভি—জ্ঞা অনট্ ভা। সং; ক্লী।
অভিজ্ঞান-পত্র—ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়জ্ঞাপক পত্র, পরিচয়-নিদর্শন-লিপি (Certificate)। অভিজ্ঞানই পত্র, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
অভিজ্ঞান-শকুন্তল—মহাকবি কালিদাসরচিত সংস্কৃত নাটক। এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ।
অভিতঃ (—তস্)—সম্মুখে; অভিমুখে; সকল দিকে; উভয় দিকে; নিকটে। অভি+তস্। ব্য।
অভিতপ্ত—অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত; দুঃখিত। অভি—তপ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিতপ্তা।
অভিতাপ—সন্তাপ, প্রবল উত্তাপ; মনস্তাপ, দুঃখ, শোক, উদ্বেগ। অভি—তপ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
অভিদ্যোতিত—প্রকাশিত; উল্লসিত; শোভিত; কৃতপ্রমাণারম্ভ; প্রকাশিত হইতে আরম্ভকারী। অভি—দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিদ্যোতিতা।
অভিদ্রবণ—বেগে গমন, দ্রুত যাওয়া। অভি—দ্রু (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
অভিদ্রুত—বেগে পলায়িত, দ্রুত প্রস্থিত। অভি—দ্রু (পলায়ন)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
অভিদ্রোহ—অপকার; আক্রোশ, অনিষ্টচিন্তা। অভি—দ্রুহ+অল্ ভা। সং; পু।
অভিধর্ষণ—সম্যক ধর্ষণ, অত্যন্ত পীড়ন, অযথা অত্যাচার; ভূতপিশাচাদির অভিষঙ্গ বা আবেশ। অভি—ধৃষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
অভিধা—১। নাম, সংজ্ঞা। অভি—ধা (ধারণ করা)+ঙ ভা+আপ্। ২। [শব্দের শক্তিবিশেষ (শব্দের যে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা নামে তিনটী শক্তি আছে, তন্মধ্যে প্রথম শক্তি। এই শক্তি দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থের জ্ঞান হয়। ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার ও সিদ্ধপদসান্নিধ্য দ্বারা মুখ্যার্থ বা অভিধাশক্তি প্রকাশিত হয়]। অভি—ধা+ঙ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।
অভিধান—১। কথন। অভি—ধা+অনট্ ভা। ২। নাম, সংজ্ঞা। অভি—ধা+অনট্ ণ। ৩। শব্দার্থকোষ (Dictionary)। অভি—ধা+অনট্ অধি। সং; ক্লী।
অভিধাবন—পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ। অভি—ধাব+অনট্ ভা। সং; পু।
অভিধেয়—১। বাচ্য, প্রতিপাদ্য; শব্দার্থবোধক; বক্তব্য। অভি—ধা ধাতু+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিধেয়া। ২। নাম; অর্থ। অভি—ধা+য ণ। সং; ক্লী।
অভিধেয়রহিত,—বর্জ্জিত,—বিহীন,—হীন—নামরহিত, সংজ্ঞাশূন্য, অভিধাবিহীন; অর্থশূন্য, নিরর্থক। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
অভিধ্যা—চিন্তা; অভিলাষ; পরদ্রব্যে স্পৃহা। অভি—ধ্যৈ+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।
অভিধ্যান—চিন্তা; সান্নিবেশ চিন্তা; অভিলাষ; পরস্বে স্পৃহা। অভি—ধ্যৈ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিনন্ধ—সংবন্ধ, বাঁধা। অভি—নহ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভিনন্দন—১। সন্তোষপূর্ব্বক প্রশংসা,সন্তোষসহকারে গুণকীর্ত্তন ; অনুমোদন। অভি—নন্দ+ণি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। সর্ব্বতোভাবে আনন্দজনক।…+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নন্দনা। ৩। অভিনন্দনপত্র, সসন্তোষে গুণকীর্ত্তনজ্ঞাপক পত্রাদি। …+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। ৪। চতুর্থ জৈন তীর্থঙ্কর। সং ; পু।

অভিনন্দনপত্র—সন্তোষসহকারে গুণকীর্ত্তনাদি সংবলিত পত্র বা লিপি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অভিনন্দিত—সম্যক্ তোষিত ; যাহার অভিনন্দন করা হইয়াছে বা যাহাকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইয়াছে। অভি—ণিজন্ত নন্দ (=নন্দি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নন্দিতা।

অভিনয়—শরীরের চেষ্টাদি দ্বারা অবস্থানুকরণ ; রঙ্গভূমিতে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ভাবভঙ্গী, কার্য্যকলাপ, কথোপকথনাদি অবস্থার অনুকরণ, অর্থাৎ তাহাদের মত সাজিয়া ঠিক সেই ভাব দেখান ; রসভাবাদি-ব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষ, সঙ্ সাজিয়া তাহার অনুকরণ প্রদর্শন। অভি—নী+অল্ ভা। সং ; পু।

অভিনব—১। নূতন, নবীন। অভি—নু+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভিনবা। ২। স্তব। অভি—নু+অল্ ভা। সং ; পু।

অভিনবোদ্ভিৎ (—দ্ভিদ্)—নবাঙ্কুর। অভিনব যে উদ্ভিৎ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অভিনহন—সুদৃঢ় বন্ধন। অভি—নহ (বন্ধন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভিনির্ম্মুক্ত—১। পরিত্যক্ত ; সূর্য্যাস্তকালে নিদ্রিত,যে সন্ধ্যাকালেই নিদ্রা যায়। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্তা। ২। যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়। সং ; পু।

অভিনির্য্যাণ—যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধার্থে গমন। অভি—নির্—যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভিনিবিষ্ট—১। আগ্রহযুক্ত ; অতিশয় মনোযোগী; প্রবিষ্ট। অভি—নি—বিশ+ক্ত ক। ২। অন্তর্ভাবিত।…+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভিনিবেশ—প্রবেশ ; আগ্রহ ; আবেশ ; প্রণিধান ; মনোযোগ ; সবিশেষ যত্ন ; আবেগ ; যোগশাস্ত্রমতে—মরণ জন্য ভয়জনক অবিদ্যাবিশেষ। অভি—নি—বিশ+অল্ ভা। সং ; পু।

অভিনিবেশশক্তি—একাগ্র হইবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অভিনিবেশশালী (—লিন্)—অভিনিবেশবিশিষ্ট, মনোযোগী। অভিনিবেশ+শালিন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী,—শালিনী।

অভিনিষ্ক্রমণ—নিষ্ক্রমণ, বহির্গমন ; সবেগে নির্গমন। প্রাদি। সং ; ক্লী।

অভিনিষ্ক্রান্ত—নিষ্ক্রান্ত, নির্গত ; সবেগে বহির্গত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নিষ্ক্রান্তা।

অভিনিষ্পতন—সবেগে নির্গমন; যুদ্ধাদির নিমিত্ত বেগের সহিত নির্গত হওয়া। অভি—নির—পত+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভিনিষ্পত্তি—সমাপন, সমাপ্তি। অভি—নির—পদ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অভিনিষ্পন্ন—সম্পন্ন ; সমাপ্ত। অভি—নির—পদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভিনিষ্পন্না।

অভিনীত—কৃতাভিনয়, যাহার অভিনয় করা হইয়াছে ; সজ্জিত ; বিনীত। অভি—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভিনীতি—অভিনয় ; অনুকরণ ; প্রিয়বাক্য সমন্বিত যুক্তি। অভি—নী+ক্তি। সং ; স্ত্রী।

অভিনেতা (—নেতৃ)—১। অভিনয়কারী, যে অভিনয় করে। অভি—নী+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অভিনেত্রী। ২। নট। সং ; পু।

অভিনেত্রী—১। অভিনয়কারিণী। অভিনেতৃ দেখ অভিনেতৃ+ঈপ্। স্ত্রী ২। নটী। সং ; স্ত্রী।

অভিনেয়—অভিনয়ের বিষয়ীভূত, অভিনয়ের যোগ্য, যাহার অভিনয় করিতে হইবে ; অভি—নী+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভিনেয়া।

অভিন্ন—ভেদরহিত, অনন্য, একরূপ ; অবিদারিত ; অভগ্ন ; অবিদলিত ; একীভূত ; মিশ্রিত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভিন্না।

অভিন্নহৃদয়—১। একরূপ চিত্ত বা অন্তঃকরণ কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। একচিত্ত,সমপ্রাণ ; অভিন্ন হইয়াছে হৃদয় যাহার,বহু। বিণ ; ত্রি।

অভিপন্ন—১। বিপন্ন ; শরণাগত ; স্বীকৃত ; অপরাধী ; সরল ; পলায়িত। অভি—পদ+ক্ত ক। ২। অভিগ্রস্ত ; শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত। অভি—পদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভিপন্না।

অভিপ্রণীত—বেদমন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত ; সম্যক্ রচিত ; আরাধিত। অভি—প্র—নী+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভিপ্রণীতা।

অভিপ্রায়—১। আশয়, উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি ; তাৎপর্য্য, অর্থ, মনোভাব ; মত। অভি—প্র—ই বা অয়+ঘঞ্ ভা। ২। অভিপূরণ, সম্যক্ পূরণ। অভি—প্রা+ঘঞ্ ভা। ৩। সর্ব্বতোভাবে প্রীণন ; সম্যক্ কামনা। অভি—প্রী+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অভিপ্রায়সিদ্ধি—উদ্দেশ্যসাধন, ইচ্ছার পূর্ণতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অভিপ্রেত—১। অভীষ্ট, বাঞ্ছিত, উদ্দিষ্ট ; সম্মত। অভি—প্র—ই+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অভিপ্রায়।…+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

অভিপ্লুত—প্লাবিত, জলাদিদ্বারা সমাচ্ছাদিত ; অতিপূর্ণ, উচ্ছলিত ; অভিভূত। অভি—প্লু+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভিপ্লুতা।

অভিভব—পরাভব ; অবমান, অনাদর ; তিরস্কার ; আকুলীভাব ; আক্রমণ। অভি—ভূ+অল্ ভা। সং ; পু।

অভিভবনীয়—পরাভবনীয়, দমনীয়। অভি—ভূ+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।

অভিভাব—অভিভব (সকল অর্থে)। অভিভূত ভাব, প্রাদি। [সোপসর্গ ভূ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ হয় না]।

অভিভাবক—রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ; আশ্রয়দাতা ; অভিভবকারক। অভি—ভূ+ণক ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী অভিভাবিকা।

অভিভাবিকা—রক্ষিকা, তত্ত্বাবধায়িকা ; পরাজয়কারিণী। অভিভাবক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ। বিণ বা সং ; স্ত্রী।

অভিভাষণ—আলাপন,সম্ভাষণ ; আত্মবক্তৃতা। অভি—ভাষ (বলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভিভূত—১। পরাভূত, পরাজিত ; তিরস্কৃত ; আবৃত। অভি—ভূ (হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। ২। বিহ্বল ; আকুল ; অবশ। অজ্ঞান। অভি—ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভিভূতা।

অভিভূতি—অভিভব ; অনাদর, অবজ্ঞা। অভি—ভূ (হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অভিমত—১। সম্মত, স্বীকৃত ; অভিপ্রেত, মনোমত, প্রিয়। অভি—মন (মনে করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। মত, অভিপ্রায়। অভি—মন+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

অভিমতি—অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ; মত ; ইচ্ছা। অভি—মন+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অভিমনাঃ (—মনস্)—তৃপ্ত ; সন্তুষ্ট। অভিমুখ মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অভিমন্ত্রণ—আমন্ত্রণ, সম্বোধন, আহ্বান ; অভিপ্রণয়ন। অভি—মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভিমন্ত্রিত—আমন্ত্রিত, সম্বোধিত, আহূত। অভি—মন্ত্র ধাতু+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভিমন্থ—নেত্ররোগবিশেষ। অভি—মন্থ (মথিত করা)+অল্ ণ। সং ; পু।

অভিমন্যু—১। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র মন্যু (ক্রোধকে) অভিগত, ২তৎ। সং ; পু। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম বিরাট-রাজ-তনয়া উত্তরার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি স্বীয় জনকের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া বাল্যকালেই মহাপরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়াছিলেন। ভারত যুদ্ধের সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র। প্রথম দিবসের যুদ্ধেই ইনি অদ্ভুত সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া বিপুলবিক্রমে সহ কুরুসৈন্যের বিনাশসাধন এবং [illegible]

ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করেন। ত্রয়োদশ দিবসের সমরে যৎকালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সহিত দূরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই অবসরে দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে একা অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই সে ব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল জানিতেন না। কেবল অভিমন্যুই পিতার নিকটে এই ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু নির্গমের উপায় শিক্ষা করেন নাই। অসমসাহসে অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একাই কুরুসেনা বিমথিত করিতে লাগিলেন দেখিয়া দ্রোণ কর্ণাদি সপ্তরথী মিলিয়া অন্যায় সমরে অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করেন। এই সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন; সেই গর্ভে অভিমন্যুর পরীক্ষিৎ নামে একটী পুত্র হয়।

২। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, চাক্ষুষমনুর পুত্রের নামও অভিমন্যু। নড়লার গর্ভে ইঁহার জন্ম।

৩। কথিত আছে যে, শ্রীমতী রাধিকার লৌকিক স্বামী আয়ানেরও পূর্ব্ব নাম অভিমন্যু।

৪। অভিমন্যু নামে কাশ্মীরে দুইজন রাজা ছিলেন। প্রথম জন শকাব্দের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। এই সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। মহারাজ কিন্তু স্বয়ং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিয়মিত তাঁহার পূজা করিতেন। চান্দ্রব্যাকরণকার সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্য্য মহারাজ প্রথম অভিমন্যুর জনৈক সভাপণ্ডিত ছিলেন।

৫। কাশ্মীরের দ্বিতীয় অভিমন্যু ৮৮০ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার পিতার নাম ক্ষেমগুপ্ত। ইঁহাকে বাল্যকালেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

অভিমর—অবরোধ; স্বপক্ষ হইতে ভয়; যুদ্ধ; বিনাশ, বধ। অভি—মৃ (মরা)+অল্ ভা। সং; পু।

অভিমর্দ্দ—যুদ্ধ; শত্রুকৃত পীড়ন; মর্দ্দন, দলন; চূর্ণন। অভি—মৃদ+অল্ ভা। সং; পু।

অভিমর্দ্দন—অভ্যুক্ষণ; ওষ্ঠাধর লেহন দ্বারা অপরাধজ্ঞাপন। অভি—মৃষ (সেচন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিমাতি—বৈরী, শত্রু। অভি—মা (পরিমাণ করা)+তি ণ। সং; পু।

অভিমান—গর্ব্ব, দর্প, অহঙ্কার; প্রণয়ী, স্নেহভাজন ইত্যাদির প্রতি মনোদুঃখজনিত ক্রোধ; প্রণয়, প্রেম-প্রার্থনা; প্রতীতি, জ্ঞান; হিংসা। অভি—মন (মনে করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিমানবান্ (—বৎ)—অভিমানী। অভিমান+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—বতী।

অভিমানিতা,—ত্ব—অভিমান। অভিমানিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অভিমানী (—মানিন্)—গর্ব্বিত, দর্পিত, অহঙ্কৃত; অনাদর জন্য অপমানবোধে ক্রোধাবিষ্ট। অভিমান শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অভিমানিনী।

অভিমায়—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বিহ্বল, হতবুদ্ধি; অভিভূত। অভিতঃ (সম্যক্) মায়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিমায়া।

অভিমুখ—১। সম্মুখ, সমক্ষ; উদ্দেশ। অব্যয়ী। সং; ক্লী। ২। সম্মুখবর্ত্তী; কোনও কাজ করিতে উদ্যত। অভিগত মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখী,—মুখা। [ত্রি।

অভিমুখীন—সম্মুখবর্ত্তী। অভিমুখ+ঈন। বিণ;

অভিমৃষ্ট—স্পৃষ্ট, যাহাকে স্পর্শ করা হইয়াছে এরূপ; সম্বদ্ধ; সম্পর্কিত। অভি—মৃশ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিযাচিত—সমক্ষে পথিত। অভি—যাচ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিযাত—১। আক্রান্ত। অভি—যা+ক্ত ম্ম। ২। গত। অভি—যা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অভিযান—যুদ্ধযাত্রা, আক্রমণার্থ গমন; অভিগমন। অভি—যা+অনট্। সং; ক্লী।

অভিযুক্ত—আক্রান্ত, শত্রুকর্ত্তৃক অবরোধিত; যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে, প্রতিবাদী; ভর্ৎসিত; কথিত; আবিষ্ট। অভি—যুজ (যোগ করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিযুক্তা।

অভিযোক্তা (—যোক্তৃ)—আক্রমণকারী; অভিযোগকারী, যে নালিশ করে, বাদী। অভি—যুজ (যোগ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অভিযোক্ত্রী।

অভিযোগ—আক্রমণ; যুদ্ধার্থ আহ্বান; উদ্যম; বিচারকের নিকট কাহারও বিরুদ্ধে দোষারোপপূর্ব্বক বিচার প্রার্থনা, নালিশ, অভিনিবেশ; উদ্যোগ; শপথ, দিব্য; ভর্ৎসনা, দোষারোপ। অভি—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিরক্ষণ—সম্যগ্ রক্ষণ, সকল দিক বা বিষয় রক্ষা করা; সুরক্ষণ। অভি—রক্ষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। | সং; স্ত্রী।

অভিরক্ষা—অভিরক্ষণ (সকল অর্থে)। প্রাদি।

অভিরক্ষিত—সম্যগ্রক্ষিত; সুরক্ষিত। অভি—রক্ষ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রক্ষিতা।

অভিরত—অনুরক্ত, আসক্তিযুক্ত; নিযুক্ত; প্রীত। অভি—রম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অভিরতি—অনুরাগ, আসক্তি; প্রীতি। অভি—রম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অভিরাদ্ধ—আরাধিত; প্রসাদিত, যাহাকে প্রসন্ন করা হইয়াছে এরূপ। অভি—রাধ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিরাদ্ধা।

অভিরাম—রমণীয়, সুন্দর, প্রীতিকর, মনোহর। অভি—রম+ঘঞ্ অধি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিরামা। বি অভিরামতা।

অভিরুচি—অভিলাষ, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, স্পৃহা; দীপ্তি। অভি—রুচ+কি ভা। সং; স্ত্রী।

অভিরূপ—১। অনুরূপ; প্রিয়, মনোহর; পণ্ডিত। রূপকে অভিগত, ২তৎ বা প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিরূপা। ২। বিষ্ণু; শিব; চন্দ্র; কাম, মদন। সং; পু।

অভিরোধ—পীড়ন। অভি—রুধ (রোধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিরোষ—সম্যক্ কোপ, অতিশয় ক্রোধ; অভিমানজনিত কোপ। প্রাদি। সং; পু।

অভিলষণীয়—বাঞ্ছনীয়, আকাঙ্ক্ষণীয়, স্পৃহণীয়। অভি—লষ+অনীয় ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিলষিত—১। বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত, অভীষ্ট। অভি—লষ (ইচ্ছা করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিলষিতা। ২। ইচ্ছা, বাঞ্ছা। অভি—লষ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অভিলাপ—সংকল্পের অঙ্গীকৃত বাক্য। অভি—লপ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিলাব—লবন; ছেদন। অভি—লূ (ছেদন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিলাষ—বাঞ্ছা, স্পৃহা, ইচ্ছা; অনুরাগ; লোভ। অভি—লষ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিলাষী (—লাষিন্)—স্পৃহাযুক্ত, বাঞ্ছাযুক্ত, ইচ্ছুক; লোলুপ, লুব্ধ, লোভী। অভি—লষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অভিলাষিণী।

অভিলাষুক—অভিলাষী। অভি—লষ (ইচ্ছা করা)+উকঞ্ ক। বিণ; ত্রি।

অভিলাস—অভিলাষ, ইচ্ছা। অভি—লস+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিলিখিত—লিখিত, লিপিবদ্ধ; লিপিমধ্যে সন্নিবেশিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

অভিবন্দন—সম্যক্ বন্দনা, আরাধনা, পূজা, উপাসনা; অভিবাদন। অভি—বন্দ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিবাদ—অপবাদ, অখ্যাতি; বন্দনা। অভি—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিবাদক—১। অভিবাদনকারী, বন্দনশীল। অভি—ণিজন্ত বদ (বলা)+ণক ক। ২। নিন্দক, অপ্রিয়কথক, অপবাদক। অভি—বদ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বাদিকা।

অভিবাদন—বন্দনা, নমস্কার। অভি—ণিজন্ত বদ (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিবাদ্য—অভিবাদনযোগ্য, নমস্য, বন্দ্য। অভি—ণিজন্ত বদ (বলা)+যং ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিবিধি—অতিব্যাপ্তি, সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তি। অভি—বি—ধা+কি ভা। সং; পু।

অভিবিনীত—অতিবিনীত, অত্যন্ত বিনয়ী; ভক্ত; ধর্ম্মপরায়ণ। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

অভিবীক্ষণ—সম্যক্ দর্শন, পর্য্যবেক্ষণ। প্রাদি। সং; ক্লী। [ত্রি।

অভিব্যক্ত—প্রকাশিত; স্পষ্ট। প্রাদি। বিণ;

অভিব্যক্তি—প্রকাশ; স্পষ্টতা। অভি—বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অভিব্যাপ্ত—সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিব্যাপ্তা।

অভিব্যাপ্তি—সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তি, সকল দিকে ব্যাপন, অভিবিধি। প্রাদি। সং; স্ত্রী।

অভিশংসন—মিথ্যা অভিযোগ বা অপবাদ, অথবা কুৎসা। অভি—শন্স+অনট্ ভা। সং; ক্লী [প্রাদি। সং; স্ত্রী।

অভিশঙ্কা—সর্ব্বথা আশঙ্কা; সংশয়; ভ্রান্তি।

অভিশঙ্কিত—অতিশয় শঙ্কাযুক্ত, সভয়, ভীত; সন্দেহযুক্ত, সন্দিগ্ধ, সন্দিহান। অভিশঙ্কা শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

অভিশঙ্কী (—শঙ্কিন্)—সংশয়ী; অভিশঙ্কাযুক্ত। অভিশঙ্কা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অভিশঙ্কিনী।

অভিশপন—শাপ দেওয়া, অভিশাপ, অভিসম্পাত; অভিশংসন। অভি—শপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিশপ্ত—অভিশাপগ্রস্ত, যাহাকে অভিসম্পাত করা হইয়াছে। অভি—শপ (শাপ দেওয়া) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিশপ্তা।

অভিশব্দিত—সম্যগ্ধ্বনিত, সর্ব্বত্রকথিত, বিঘোষিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

অভিশস্ত—মিথ্যা অপবাদে দূষিত, কলঙ্কিত। অভি—শন্স (প্রশংসা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিশস্তা।

অভিশস্তি—মিথ্যাপবাদ, কলঙ্ক, অভিশাপ; হিংসা; যাচ্ঞা। অভি—শন্স+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অভিশাপ—অভিসম্পাত, কোনও কারণে কাহারও প্রতি কুপিত হইয়া তাহার অমঙ্গল প্রার্থনা। অভি—শপ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিষঙ্গ, অভীষঙ্গ—অপবাদ; অভিশাপ; ব্যসন; শোক, দুঃখ; পরাভব; আক্রোশ; শপথ; হিংসা; আসক্তি; ভূতাবেশ। অভি—সন্জ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিষব, অভিষবণ—১। যজ্ঞান্ত স্নান; সোমরস পান; মদ্যসন্ধান, মদ্য প্রস্তুত করা; কাঁজি। অভি—সু (স্নান করা)+অল্, অনট্ ভা। ২। যজ্ঞ। অভি—সু+অল্, অনট্ সম্প্র। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

অভিষিক্ত—মন্ত্রপূত বা পবিত্র সলিল দ্বারা স্নাপিত, যাহার অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে; নিযুক্ত। অভি—সিচ (সেচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিষিক্তা।

অভিষুত—সোমরস; কাঁজি। অভি—সু+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী।

অভিষেক—১। স্নান; রাজ্যাধিকারার্থ মন্ত্রপূত পবিত্র সলিল দ্বারা অভিষেচন, সমুদ্র ও পবিত্রতোয়া নদীর অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী প্রভৃতির জল সংগ্রহ করিয়া রাজ্যাভিষেক সময়ে যে স্নান করান হয়, উহাকে অভিষেক বলে। অভি—সিচ (সেচন করা) +ঘঞ্ ভা। ২। স্নাপন। অভি—ণিজন্ত সিচ (—সেচি)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিষেচন—জলাদি দ্বারা সম্যক্ সেচন, ভিজান; অভিষেক। প্রাদি। সং; ক্লী।

অভিষেণন—যুদ্ধযাত্রা, জয়ার্থ শত্রুসৈন্যের অভিমুখে গমন। অভি—সেনি নামধাতু+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিষ্টুত—১। স্তুত, প্রশংসিত; বর্ণিত। অভি—স্তু+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। স্তুতি, স্তব। অভি—স্তু+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অভিষ্যন্দ, অভিস্যন্দ—অতিবৃদ্ধি, স্ফীতি, নেত্ররোগবিশেষ; ক্ষরণ; অতিরেক। অভি—স্যন্দ+অল্ ভা। সং; পু।

অভিষ্যন্দনগর—শাখা নগর, প্রধান নগরের উদ্বৃত্ত লোক দ্বারা কৃত নগর, নবস্থাপিত নগর, উপনগর। অভিষ্যন্দ—উদ্বৃত্ত লোক কৃত নগর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অভিষ্যন্দবমন—দেশে লোকসংখ্যার আধিক্য হইলে কিয়দংশ লোককে স্থানান্তরে প্রেরণ। অভিষ্যন্দের বমন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অভিষ্যন্দরমণ—অভিষ্যন্দনগর, উপনগর, সহরতলী। অভিষ্যন্দের রমণ (আনন্দ) হয় যে স্থানে, বহু। সং; ক্লী।

অভিষ্যন্দী (—ন্দিন্)—১। ক্ষরণশীল, ক্ষরিতেছে বা চুয়াইতেছে এরূপ; যাহার চক্ষু দিয়া জল ক্ষরিতেছে বা শ্লেষ্মা নির্গত হইতেছে। অভি—স্যন্দ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অভিষ্যন্দিনী। ২। কোন স্থানের উদ্বৃত্ত লোক; জন বাহুল্য। অভিষ্যন্দ+ইন্। সং; পু।

অভিষ্বঙ্গ—আসক্তি, অনুরাগ; আলিঙ্গন। অভি—ষ্বন্জ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিসংহিত—বঞ্চিত, প্রতারিত; উদ্দিষ্ট, অভিপ্রেত, অভীষ্ট। অভি—সম্—ধা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিসংহিতা।

অভিসন্তাপ—১। তাপ; মনস্তাপ, দুঃখ; অভিশাপ। অভি—সম্—তপ+ঘঞ্ ভা। ২। যুদ্ধ। —+ঘঞ্ আধ। সং; পু।

অভিসন্ধান—প্রবঞ্চনা; সম্মিলন, সন্ধি; সম্যোগ; অভিসন্ধি, উদ্দেশ। অভি—সম্—ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিসন্ধি—উদ্দেশ, অভিপ্রায়; প্রতারণা, বঞ্চনা; সমুদ্যোগ; সন্ধি। অভি—সম্—ধ (ধারণ করা)+কি ভা। সং; পু।

অভিসম্পাত—১। যুদ্ধ। অভি—সম্—পত+ঘঞ্ ভা। ২। শাপপ্রদান, অভিশাপ। অভি—সম্—পত+ণিচ্+ঘঞ্ ভা। সং।

অভিসর—অনুচর; সহায়। অভি (পশ্চাৎ) —সৃ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

অভিসরণ—অনুসরণ, অনুগমন; অভিসার, নায়ক নায়িকাদের সঙ্কেত স্থানে গমন। অভি—সৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিসর্জ্জন—দান, বিসর্জ্জন, ত্যাগ; বধ। অভি—সৃজ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিসার—১। যুদ্ধ; সম্ভোগাভিলাষে নায়ক-নায়িকাদের সঙ্কেতস্থানে গমন। অভি—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। বল; সাধন। —+ঘঞ্ ণ। ৩। সহায়। —+ঘঞ্ ক। সং; পু। ৪। জাতিবিশেষ, পূর্ব্বকালে ইহারা কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিত।

অভিসারক—কাম্যার্থে সঙ্কেতস্থানে গমনকারী (পুরুষ); অভিমুখে গমনকারী। অভি—সৃ (গমন করা)+ণক ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী অভিসারিকা।

অভিসারিকা—কাম্যার্থে সঙ্কেতস্থানেগমনকারিণী নারী। 'কাম্যার্থিনী' হইয়া যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিক, অর্থাৎ যে নারী কাম্যার্থিনী হইয়া সঙ্কেতস্থানে গমন করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। অভিসারক+আপ্। বিণ বা সং; স্ত্রী।

অভিসারিণী—অভিসারিকা। অভি—সৃ+ণিন্ ক+ঙীপ্। বিণ বা সং; স্ত্রী।

অভিসারী (—সারিন্)—কাম্যার্থে সঙ্কেতস্থানে গমনকারী (পুরুষ), অভিসারক। অভি—সৃ+ণিন্ ক। বিণ বা সং; পু।

অভিসৃষ্ট—দত্ত, পরিত্যক্ত, বিসৃষ্ট। অভি—সৃজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিস্যন্দ—অভিষ্যন্দ দেখ।

অভিহত—আহত, আঘাত-প্রাপ্ত; বিনষ্ট; পরাজিত; তাড়িত; গুণিত। অভি—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভিহতা।

অভিহরণ—অপহরণ, চৌর্য্য; আহরণ; বিবাহকালীন যৌতুকদান। অভি—হৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিহার—আক্রমণ; লুণ্ঠন; বর্ম্মধারণ; অভিযোগ; ...পুণ্য। অভি—হৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিহিত—কথিত, উক্ত, উল্লিখিত; আখ্যাত। অভি—ধা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অভী—১। নির্ভীক, ভয়রহিত, নিঃশঙ্ক, ...নাই ...ভয় যাহার,

বহু। বিণ; ত্রি।২। ভয়াভাব, নির্ভীকতা; সাহস। ন ভী, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অভীক—১। নির্ভীক, ভয়রহিত, নির্ভয়; খল, ক্রূর; উৎসুক; কামুক। ন (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। স্বামী, পতি, নায়ক, প্রণয়ী; কবি। সং; পু।

অভীক্ষ্ণ—১। ভূয়োভূয়ঃ কৃত বা সজ্ঘটিত, পৌনঃপুনিক; ভৃশ, সাতিশয়; অবিরত। অভি—ক্ষ্ণু (তীক্ষ্ণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভীক্ষ্ণা। ২। ভূয়োভূয়ঃ, পুনঃপুনঃ, অবিরাম, নিরন্তর। অব্য।

অভীত—অত্রস্ত, অশঙ্কিত, ভয়রহিত, নির্ভয়; অভীরু। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভীতা।

অভীতি—অভয়, ভয়রাহিত্য। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অভীপ্সা—পাইবার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা। অভি—সনন্ত আপ্+উ+আপ্। সং; স্ত্রী।

অভীপ্সিত—অভিলষিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত। অভি—সনন্ত আপ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভীপ্সু—অভিলাষুক, ইচ্ছুক। অভি—সনন্ত আপ (প্রাপ্ত হওয়া)+উ ক। বিণ; ত্রি।

অভীর—১। আভীর, গোপজাতি, গোয়ালা। অভি—ঈর+অন্ ক। সং; পু। ২। দাক্ষিণাত্যদেশবিশেষ। সং।

অভীরু—১। ভীতস্বভাব নহে, অভয়শীল, যে সহজে ভয় পায় না, ভয়রহিত, নির্ভীক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। ভৈরব। সং; পু। ৩। শতমূলী। সং; স্ত্রী।

অভীরুপত্রী—শতমূলী। অভীরু পত্র যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অভীশু—১। প্রগ্রহ, বল্গা, ঘোড়ার লাগাম বা বাগডোর; রশ্মি, কিরণ। অভি—অশ (ব্যাপা)+কু ক, নিপাতনে। সং; পু। ২। অঙ্গুলি। সং; স্ত্রী।

অভীষঙ্গ—অভিষঙ্গ দেখ।

অভীষু—১। প্রগ্রহ, লাগাম; রশ্মি, কিরণ। অভি—ইষ (ইচ্ছা করা)+কু র্ম্ম। ২। কাম; অনুরাগ।...+কু ভা। সং; পু।

অভীষুমান্ (অভীষুমৎ)—১। সূর্য্য। অভীষু (কিরণ)+মতু অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। দীপ্তিশালী; কামুক। বিণ; পু। স্ত্রী অভীষুমতী।

অভীষ্ট—অভিলষিত, বাঞ্ছিত; প্রিয়। অভি—ইষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভীষ্টা।

অভীষ্টজনক—বাঞ্ছিত-ফলোৎপাদক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভীষ্টজনিকা।

অভীষ্ট-দেব, —দেবতা—ইষ্টদেবতা, আরাধ্যদেব। কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

অভীষ্টপ্রদ—অভিলষিত-ফল-প্রদানকারী। উপ; অভীষ্ট—প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভীষ্টপ্রদা।

অভীষ্টফলপ্রদ—বাঞ্ছিত-ফল প্রদানকারী, অভিপ্রেতসাধনকারী। অভীষ্ট যে ফল সে অভীষ্টফল (কর্ম্মধা), তাহা প্রদান করে যে এই বাক্যে উপ; অভীষ্টফল—প্র—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভীষ্টফলপ্রদা।

অভীষ্টলাভ—ইষ্টলাভ, অভিলষিতপ্রাপ্তি, অভিপ্রেতসিদ্ধি। ৬তৎ। সং; পু।

অভীষ্টসিদ্ধি—অভিলষিতপ্রাপ্তি, ইষ্টলাভ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অভীষ্টসিদ্ধিলাভ—বাঞ্ছিতবিষয়ে সফলতাপ্রাপ্তি। সিদ্ধির লাভ=সিদ্ধিলাভ, ৬তৎ; অভীষ্টে (অভীষ্টবিষয়ে) সিদ্ধিলাভ, ৭তৎ; অথবা অভীষ্টা যে সিদ্ধি সে অভীষ্টসিদ্ধি (কর্ম্মধা), তাহার লাভ, ৬তৎ। সং; পু।

অভীষ্টা—১। অভিলষিতা, বাঞ্ছিতা; প্রিয়া। অভীষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রেণুকা-নামক গন্ধদ্রব্য। সং; স্ত্রী।

অভুক্ত—যাহার ভোজন হয় নাই, উপবাসী, অনাহারী; অভক্ষিত, অখাদিত, যাহা খাওয়া হয় নাই; যাহা ভোগ করা হয় নাই। ন ভুক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অভুগ্ন—অকুব্জীকৃত, অনবনত; অবক্র, অকুটিল, ঋজু, সরল, সোজা; অরুগ্ন, অপীড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভুগ্না।

অভুজ—ভুজরহিত, বাহুহীন, হস্তশূন্য। ন (নাই) ভুজ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভুজা।

অভূত—যাহা হয় নাই বা জন্মে নাই; অবিদ্যমান; অনতীত, যাহা গত হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভূতা।

অভূতভাব—যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা হওয়া। অভূতের তদ্ভাব, ৬তৎ। সং; পু।

অভূতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে কখন হয় নাই। পূর্ব্বে ভূত=ভূতপূর্ব্ব, ৭তৎ; ন ভূতপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভূতপূর্ব্বা।

অভূমি—ভূমি না থাকা, স্থানাভাব; আধারাভাব, অনাধার; অনাশ্রয়, আশ্রয়াভাব। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অভূয়িষ্ঠ—অবহুল, অপ্রচুর, অল্প। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভূয়িষ্ঠা।

অভূষিত—অনলঙ্কৃত, অপ্রসাধিত, অশোভিত, অসজ্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

অভেদ—১। ভেদাভাব, অবিশেষ, অভিন্নতা, একতা। ন ভেদ, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। ভেদরহিত, নির্ব্বিশেষ, অভিন্ন, এক। ন (নাই) ভেদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অভেদাত্মা (—ত্মন্)—অভিন্নহৃদয়, একবিধ-মনোভাব-বিশিষ্ট, সমপ্রাণ। অভেদ আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অভেদী (—দিন্)—অভেদ, ভেদ-বিরহিত, নির্ব্বিশেষ। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অভেদিনী।

অভেদে—ভিন্নভাব ব্যতিরেকে, ভিন্ন জ্ঞান না করিয়া, নির্ব্বিশেষে। ন (নাই) ভেদ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অভেদ্য—অভেদসাধ্য, যাহা ভেদ করিতে পারা যায় না। ন ভেদ্য, নঞ্‌তৎ। স্ত্রী অভেদ্যা।

অভোক্তা (—ক্তৃ)—অভোজনকারী, যে খায় না, অনাহারী, উপবাসী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অভোক্ত্রী।

অভোগ—ভোগাভাব, ভোগ না করা; অব্যবহার। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অভোগ্য—ভোগের অযোগ্য, যাহা ভোগ করা উচিত নয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অভোগ্যা—যে স্ত্রীকে সম্ভোগ করা উচিত নয়, অগম্যা। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অভোজন—না খাওয়া, অনাহার, উপবাস; লঙ্ঘন। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অভোজ্য—অভক্ষ্য, অখাদ্য, অভক্ষণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভোজ্যা।

অভ্যক্ত—আপাদমস্তক তৈলাক্ত, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়াছে এরূপ। অভি—অন্‌জ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যক্তা।

অভ্যগ্র—অগ্রবর্ত্তী; আসন্ন; সমীপ, নিকট; অভিনব। অগ্রকে অভিগত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যগ্রা।

অভ্যঙ্গ—তিলকল্ক, তিলের খোল। অভি—অনচ+স অধি। সং; পু।

অভ্যঙ্গ, অভ্যঞ্জন—১। তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দ্দন, আভাঙ্ করিয়া গায়ে তেল মাখা। অভি—অন্‌জ (মাখা)+ঘঞ্, অনট্ ভা। ২। যাহা আভাঙ্ করিয়া মাখা যায়, তৈলাদি। ঘঞ্, অনট্ ণ। সং; ক্রমে পু ও ক্লী।

অভ্যধিক—অতিশয় অধিক; সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যধিকা।

অভ্যনুজ্ঞা—অনুমতি, আদেশ, এই কার্য্য কর এইরূপ আজ্ঞা; সম্মতি। অভি—অনু—জ্ঞা+অ ভাবে+আপ্। সং; স্ত্রী।

অভ্যনুজ্ঞাত—অনুজ্ঞাত, আদিষ্ট। অভি—অনু—জ্ঞা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যনুজ্ঞাতা।

অভ্যন্তর—১। অন্তরাল, ভিতর, মধ্যস্থান। অভি (সম্যক্) অন্তর, সুপ্‌সুপা। সং; ক্লী। ২। অন্তর্গত, মধ্যবর্ত্তী। অভিগত অন্তরকে, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যন্তরা।

অভ্যন্তরীণ—অন্তর্বর্ত্তী, মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্থিত। অভ্যন্তর+ঈন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

অভ্যন্তরীণ-বিবাদ—গৃহবিচ্ছেদ, গৃহকলহ, ঘরোয়া ঝগড়া। কর্ম্মধা। সং; পু।

অভ্যমিত—পীড়িত, রোগী, আতুর। অভি—অম (রোগ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অভ্যমিত্রীণ, অভ্যমিত্রীয়, অভ্যমিত্র্য—১। সম্মুখীন যোদ্ধা, স্বীয় ক্ষমতায় শত্রুর সম্মুখগামী ব্যক্তি। অভি (সম্মুখ বা বিরুদ্ধ)—অমিত্র

(শত্রু)+ঈন, ঈয়, য গমনার্থে। সং ; পু। ২। শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী। বিণ ; ত্রি।

অভ্যর্ণ—সমীপস্থিত, নিকটবর্ত্তী। অভি—অর্দ্দ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অভ্যর্থন—যাচ্ঞা, প্রার্থনা ; সম্ভাষণ ; সংবর্দ্ধনা, অভ্যাগত ব্যক্তির সৎকার ও সমাদর। অভি—অর্থ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভ্যর্থনা—অভ্যর্থন (সকল অর্থে)। অভি—অর্থ+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অভ্যর্থনা-সমিতি—অভ্যাগত ব্যক্তির সংবর্দ্ধনা ও সৎকারের নিমিত্ত সভা। ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

অভ্যর্থনীয়—প্রার্থনীয়, যাচনীয় ; সংবর্দ্ধনীয়। অভি—অর্থ+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভ্যর্থিত—যাচিত, প্রার্থিত ; সংবর্দ্ধিত। অভি—অর্থ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভ্যর্হিত—১। পূজিত, সম্মানিত, সমাদৃত। অভি—অর্হ+ক্ত র্ম্ম। ২। শ্রেষ্ঠ ; উচিত। অভি—অর্হ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অভ্যবকর্ষণ—উৎপাটন, শল্যাদির উদ্ধার করণ, আকর্ষণ। অভি—অব—কৃষ (ভূমি চষা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভ্যবস্কন্দ, অভ্যবস্কন্দন—আক্রমণ ; অবরোধ ; প্রহার, শত্রুকে মারা। অভি—অব—স্কন্দ +অস্, অনট্ ভা। সং ; ক্রমে পু ও ক্লী।

অভ্যবহরণ—ভক্ষণ, আহার, ভোজন। অভি—অব—হৃ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভ্যবহার—ভক্ষণ, আহার, ভোজন। অভি—অব—হৃ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অভ্যবহার্য্য—আহার্য্য, ভক্ষ্য। অভি—অব—হৃ +ণ্যৎ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যবহার্য্যা।

অভ্যবহৃত—ভুক্ত,খাদিত,যাহা খাওয়া হইয়াছে। অভি—অব—হৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভ্যসন—অভ্যাস, আলোচনা। অভি—অস (অনুশীলন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভ্যসনীয়—যাহা অভ্যাস করিতে হইবে ; যাহা মুখস্থ করিতে হইবে বা করা আবশ্যক। অভি—অস+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভ্যসূয়—অসূয়াযুক্ত, ঈর্ষ্যান্বিত। অভিগতা অসূয়া যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যসূয়া।

অভ্যসূয়া—১। অভ্যসূয় দেখ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গুণে দোষারোপ ; নিন্দা ; ঈর্ষ্যা। অভিগতা অসূয়া, প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

অভ্যস্ত—যাহা অভ্যাস করা হইয়াছে, শিক্ষিত, কণ্ঠস্থ ; অভ্যাসানুরূপ ; (ব্যাকরণে) দ্বিরুক্ত। অভি—অস+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভ্যাকাঙ্ক্ষিত—১। আকাঙ্ক্ষিত, অভিলষিত, বাঞ্ছিত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কাঙ্ক্ষিতা। ২। আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিলাষ ; মিথ্যা অভিযোগ, মিছা দাবী। সং ; ক্লী।

অভ্যাখ্যান—মিথ্যাভিযোগ, মিছা দাবী। প্রাদি। সং ; ক্লী।

অভ্যাগত—১। গৃহাগত ব্যক্তি, অতিথি। প্রাদি। সং ; পু। ২। সম্মুখাগত। বিণ ; ত্রি।

অভ্যাগম, অভ্যাগমন—বিবাদ, বিরোধ ; যুদ্ধ ; মারণ ; সমীপাগমন ; স্বীকার ; ফলপ্রাপ্তি ; অভ্যুত্থান ; সমীপ, নিকট। প্রাদি। সং ; ক্রমে পু ও ক্লী।

অভ্যাগারিক—পরিজন-ব্যাপৃত, পরিবার প্রতিপালনে মনোযোগী। আগারকে অভিগত=অভ্যাগার, ২তৎ ; অভ্যাগার+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

অভ্যাঘাত—সম্মুখে প্রহার ; আক্রমণ। প্রাদি।

অভ্যাদান—সম্মুখস্থ হইয়া গ্রহণ ; আরম্ভ। অভি—আ—দা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভ্যাপাত—বিপৎপাত। প্রাদি। সং ; পু।

অভ্যামর্দ্দ—সংগ্রাম, যুদ্ধ। অভি—আ+মৃদ ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [হওয়া। প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

অভ্যাবৃত্তি—পৌনঃপুন্য, অসকৃদ্ভাব, বার বার

অভ্যাশ—আবৃত্তি ; নিকট। অভি—অশ (ব্যাপা)+ঘঞ্ ক। সং ; পু।

অভ্যাস—আবৃত্তি, পুনঃপুনঃ কথন ; কোনও কার্য্য পুনঃ পুনঃ করণ ; বাণক্ষেপ ; নিকট ; (ব্যাকরণে) দ্বিত্ব। অভি—অস (থাকা বা হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অভ্যাসগত—অভ্যস্ত ; স্বাভাবিক। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যাসগতা।

অভ্যাসসাপেক্ষ—অভ্যাসাপেক্ষ, অভ্যাসাধীন, যাহা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অপেক্ষার সহ বর্ত্তমান যে সে সাপেক্ষ, বহু ; অভ্যাসের সাপেক্ষ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অভ্যাসাদন—প্রহার ; আক্রমণ ; শত্রুর সম্মুখে গমন। অভি—আ—ণিজন্ত সদ (=সাদি) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভ্যাসাধীন—অভ্যাসের অধীন (বশ), অভ্যাস সাপেক্ষ ; অভ্যাসলভ্য। অভ্যাসের অধীন, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যাসাধীনা।

অভ্যাসী (—সিন্)—অভ্যাসকারী, যে অনায়াসে অভ্যাস করে। অভি—অস ণিন্+ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অভ্যাসিনী।

অভ্যাহার—দস্যুতা, অপহরণ, ডাকাতি ; আক্রমণ ; ভোজন ; পৌনঃপুন্য। অভি—আ—হৃ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অভ্যুক্ষণ—জলসেচন, প্রোক্ষণ, জল ছিটান। অভি—উক্ষ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভ্যুক্ষণীয়—প্রোক্ষণযোগ্য, যাহাতে জল সেচন করিতে হইবে। অভি—উক্ষ (সেচন করা) +অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।

অভ্যুক্ষিত—প্রোক্ষিত, যাহার উপর জল সেচন করা হইয়াছে। অভি—উক্ষ (বর্ষণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যুক্ষিতা।

অভ্যুচ্চয়—সমুচ্চয়, পুঞ্জ, রাশি। অভি—উৎ—চি+অল্ ভা। সং ; পু।

অভ্যুচ্ছ্রিত—অতিশয় উন্নত ; সমর্থ, পারগ। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যুচ্ছ্রিতা।

অভ্যুত্থান—উদয় ; উদ্যম ; উন্নতি ; অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি ; সুখ্যাতি ; প্রত্যুদ্গমন, অভ্যাগত ব্যক্তির গৌরবার্থে আসন হইতে উত্থান ; কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। অভি—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভ্যুত্থায়ী (—য়িন্)—অভ্যুত্থানকারী, প্রত্যুদ্গামী। অভি—উৎ—স্থা+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অভ্যুত্থায়িনী।

অভ্যুত্থিত—উদিত ; প্রজ্বলিত ; প্রবৃত্ত ; কাহারও সম্মানার্থ আসন হইতে উত্থিত ; কাহারও প্রতিকূলে উদ্যত। অভি—উৎ—স্থা (থাকা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যুত্থিতা।

অভ্যুদয়—উত্থান, উদয় ; উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ; মঙ্গল ; উৎসব ; বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। প্রাদি। অভি—উৎ—ই+অল্ ভা। সং ; পু।

অভ্যুদয়হেতু—সদ্বৃত্তির কারণ ; যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, দর্শনশাস্ত্রে তাহাকে অভ্যুদয়হেতু বলে, কারণ এই পুণ্য দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ হয়। সং ; পু।

অভ্যুদাহরণ—প্রতিকূল উদাহরণ, বিপরীত দৃষ্টান্ত। প্রাদি। সং ; ক্লী।

অভ্যুদিত—উদিত, উত্থিত ; সূর্য্যোদয়কালশায়ী, সূর্য্যোদয়েও নিদ্রিত ; উন্নত ; সমৃদ্ধ ; প্রকাশিত ; মঙ্গলার্থ প্রবৃত্ত। অভি—উৎ—ই+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অভ্যুদীরিত—কথিত, উক্ত ; বিক্ষিপ্ত। অভি—উৎ—ঈর+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অভ্যুদ্ধৃত—সম্যগ্‌রূপে উদ্ধৃত। অভি (সম্যক্) উদ্ধৃত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অভ্যুদ্যত—সম্যক্ উদ্যুক্ত ; উত্থিত ; উদিত ; প্রবৃত্ত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যুদ্যতা।

অভ্যুপগত—১। নিকটাগত ; আসক্ত। অভি—উপ—গম+ক্ত ক। ২। নির্ণীত ; প্রতিজ্ঞাত, প্রতিশ্রুত ; স্বীকৃত ; প্রাপ্ত। …+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যুপগতা।

অভ্যুপগম—নিকটে গমন ; নির্ণয় ; প্রতিজ্ঞা, স্বীকার ; প্রাপ্তি ; আসক্তি ; মত। অভি—উপ—গম+অল্ ভা। সং ; পু।

অভ্যুপপত্তি—অনুগ্রহ ; উপকার ; রক্ষণ ; স্বীকার ; অঙ্গীকার ; সান্ত্বনা। অভি—উপ—পদ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অভ্যুপপন্ন—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত। অভি—উপ—পদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্যুপপন্না।

অভ্যুপায়—১। সদুপায়। অভি—উপ—ই+অল্ ক। ২। প্রতিজ্ঞা ; অঙ্গীকার, স্বীকার। +অল্ ভা। সং ; পু। ●

অভ্যুপায়ন—উপহার, উপঢৌকন, ভেট। অভি-মত উপায়ন, প্রাদি। সং ; ক্লী।

অভ্যুপাবৃত্ত—প্রতিনিবৃত্ত। অভি-উপ-আ-বৃত (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ·

অভ্যুপেত—১। উপাগত। অভি-উপ-ই+ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত ; অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত ; প্রতিজ্ঞাত।···+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অভ্যুষ, অভ্যূষ—ঈষৎ ভৃষ্ট শস্যাদি, অল্প ভাজা কলায়াদি ; পোলিকা ; রোটী। অভি-উষ বা উষ (দগ্ধ করা)+ক ক। সং ; পু।

অভ্র—১। আকাশ। ন (অ)-ভৃ (ভরণ করা)+ক ক। ২। মেঘ। অপ্ (জল)-ভৃ (ধারণ করা)+ক ক। ৩। ধাতুবিশেষ, অভ্‌ভর ; স্বর্ণ। অভ্র (গমন করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী। [এইরূপ কথিত আছে, বৃত্রবধসময়ে বজ্রীর বজ্র বিস্ফুলিঙ্গসকল গগনে পরিসর্পিত হইয়া গিরিশিখরসমূহে পতিত হইয়াছিল ; তাহা হইতেই অভ্রের উৎপত্তি হয়। ইহা শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে চতুর্ব্বিধ, এবং পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র ভেদে চতুর্ব্বিধ। এই সমুদায় অভ্রের মধ্যে বজ্রাভ্রই উৎকৃষ্ট, ইহা ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও মরণ হরণ করিতে সমর্থ]।

অভ্রংলিহ—১। গগনস্পর্শী, আকাশচুম্বী, অত্যুচ্চ। উপ ; অভ্র (আকাশ)-লিহ (লেহন করা)+খশ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -লিহা। ২। বায়ু। সং ; পু।

অভ্রক—অভ্রধাতু, আভ্র, অভ্‌ভর। অভ্র শব্দ+ক স্বার্থে। সং ; ক্লী।

অভ্রঙ্কষ—১। গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ। অভ্র (আকাশ)-কষ+খ ক, যে আকাশকে বধ (অর্থাৎ ভেদ) করিতে সমর্থ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্রঙ্কষা। ২। বায়ু। সং ; পু।

অভ্রপিশাচ—রাহু। অভ্রচারী পিশাচ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [সং ; পু।

অভ্রপিশাচক—রাহু। অভ্রপিশাচ+ক স্বার্থে।

অভ্রপুষ্প—১। আকাশ-কুসুম। ৬তৎ। ২। জল। অভ্রের (আকাশের বা মেঘের) পুষ্প (অর্থাৎ পুষ্পের ন্যায় পদার্থ), ৬তৎ। সং ; ক্লী। ৩। বেতস বৃক্ষ। অভ্র হইয়াছে পুষ্প (অর্থাৎ পুষ্পবৎ) যাহার, বহু। সং ; পু।

অভ্রভেদী (-দিন্)—অভ্রঙ্কষ, মেঘলোকভেদকারী, গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ। অভ্রকে (মেঘকে) ভেদ করে যে এই বাক্যে উপ ; অভ্র-ভিদ (ভেদ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অভ্রভেদিনী।

অভ্রম—১। ভ্রমাভাব, ভুল না করা বা না হওয়া, অপ্রমাদ। ন ভ্রম, নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। ভ্রমশূন্য, প্রমাদবিহীন, ভ্রান্তিহীন, ভুল-রহিত। ন (নাই) ভ্রম যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অভ্রমা।

অভ্রমাংসী—লতাবিশেষ, একপ্রকার জটামাংসী। অভ্রতুল্য মাংস যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অভ্রমাতঙ্গ—দেবহস্তী, ঐরাবত। অভ্র-গোচর মাতঙ্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অভ্রমালা—জলদাবলী, মেঘপরম্পরা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অভ্রমু—পূর্ব্বদিকের হস্তিনী, ঐরাবতের স্ত্রী। অ-ভ্রম (ভ্রমণ করা)+উ ক, অথবা অভ্র (মেঘ)-মা+ডু ক। সং ; স্ত্রী।

অভ্রমুপ্রিয়—ঐরাবত হস্তী। ৬তৎ। সং ; পু।

অভ্রমুবল্লভ—ঐরাবত। ৬তৎ। সং ; পু।

অভ্ররোহ—বৈদূর্য্যমণি। অভ্র হইতে (অভ্র শব্দে) রোহ (উৎপত্তি) যাহার, বহু। সং ; পু।

অভ্রবাটিক—আম্রাতক, আমড়া। অভ্র (গগন) বাটি (আলয় বা বাসস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু।

অভ্রাতৃক—ভ্রাতৃহীন, যাহার ভাই নাই। ন (নাই) ভ্রাতা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অভ্রান্ত—ভ্রান্তিশূন্য, ভ্রমহীন, যাহার ভুল হয় না। ন ভ্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অভ্রান্তলক্ষ্য—যিনি লক্ষ্যভেদ বিষয়ে ভ্রমে পতিত হন না, যাহার তাক কখনও বিফল হয় না। অভ্রান্ত (ভ্রমশূন্য) লক্ষ্য (ভেদ্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-লক্ষ্যা। বি, -লক্ষ্যতা,-ত্ব।

অভ্রান্তি—অভ্রম, অপ্রমাদ। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অভ্রাবকাশ—মেঘজলবর্ষণ, বৃষ্টি। অভ্র (গগন) অবকাশ (স্থান) যাহার, বহু। সং ; পু।

অভ্রি, অভ্রী—নৌকাপরিষ্কারক কাষ্ঠকুদ্দাল, কেয়ো। অভ্র (গমন করা)+ই ক, বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অভ্রিয়—মেঘজাত, মেঘসম্বন্ধীয় ; আকাশসংক্রান্ত। অভ্র+ইয় ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

অভ্রী—অভ্রি দেখ।

অভ্রেষ—১। ন্যায়, ঔচিত্য ; পদস্খলনরাহিত্য। ন (অ)-ভ্রেষ (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। গতিশূন্য, অচল। ন (নাই) ভ্রেষ (গমন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অভ্রোত্থ—বজ্র, বাজ। অভ্র (মেঘ) হইতে উত্থ (উত্থিত), ৫তৎ। সং ; ক্লী।

অম—শীঘ্র বা শীঘ্রতা ; অল্প। ব্য।

অম—১। আময়, পীড়া, রোগ। অম (রুগ্ন হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। অপক্ব, কাঁচা। অম+অল্ অপা। বিণ ; ত্রি।

অমঙ্গল—১। মঙ্গলাভাব, অশুভ, অকল্যাণ। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। এরণ্ডবৃক্ষ, ভেরেন্ডাগাছ। সং ; পু। ৩। মঙ্গলশূন্য, অশুভযুক্ত। ন (নাই) মঙ্গল যাহা হইতে, যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অমঙ্গলজনক—অশুভকর, অনিষ্টকারক। নঞ্‌তৎ ও ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-জনিকা।

অমঙ্গলসূচক—অকল্যাণ-জ্ঞাপক, অশুভ সঙ্ঘটনের লক্ষণ-প্রকাশক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমঙ্গলসূচিকা।

অমঙ্গলাশঙ্কা—অশুভ ঘটিবার ভয়। অমঙ্গলের আশঙ্কা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অমঙ্গল্য—অমঙ্গলজনক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অমণ্ডিত—অনলঙ্কৃত, অভূষিত, অশোভিত, অসজ্জিত ; অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমণ্ডিতা।

অমত—১। অসম্মত, অস্বীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমতা। ২। মতের অভাব, মত না থাকা, অসম্মতি। সং ; ক্লী। ৩। রোগ ; মৃত্যু, কাল। অম+অত ণ। সং ; পু।

অমতি—১। দুর্ম্মতি, দুর্ব্বুদ্ধি, দুষ্ট। ন (কুৎসিতা) মতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কাল, সময় ; চন্দ্র। ন (নাই) মতি (বিচারণা) যাহার, বহু। সং ; পু। ৩। অভিপ্রায়াভাব ; অজ্ঞানতা ; অপ্রবৃত্তি, অরুচি, বিতৃষ্ণা। ন মতি, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অমত্ত—অপ্রমত্ত, মত্ততারহিত, অমাতাল। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমত্তা।

অমত্র—ভোজনপাত্র ; জলপাত্র। অম (ভোজন করা)+অত্রন্ অধি। সং ; ক্লী।

অমৎসর—অসূয়াশূন্য, অহিংসক। ন মৎসর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমৎসরা।

অমন—ঐ রকম, সেরূপ। গ্রাম্য। বিণ।

অমনি—সেই প্রকার, ঐ রকম ; শুদ্ধ, কেবল ; রিক্ত, শূন্য ; খালি ; খোলা ; রিক্তহস্তে, বিনা সম্বলে ; অকারণে ; অনর্থক ; সদ্যঃ, তৎক্ষণাৎ। গ্রাম্য শব্দ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অমনুষ্যত্ব—মনুষ্যত্বের অভাব, মনুষ্যত্ব না থাকা। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অমনোনীত—অপছন্দ, অমনস্তুষ্ট। ন মনোনীত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অমনোযোগ—মনোযোগের অভাব, অপ্রণিধান, অনভিনিবেশ। নঞ্‌তৎ। সং ; পু

অমনোযোগী (-গিন্)—যাহার মনোযোগ নাই, অনভিনিবিষ্ট। ন মনোযোগী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অমনোযোগিনী।

অমন্ত্র—মন্ত্রহীন। ন (নাই) মন্ত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমন্ত্রা।

অমন্ত্রা—১। মন্ত্রহীনা। বহু ; অমন্ত্র দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। গ্রাসচতুষ্টয়পরিমিত ভিক্ষান্ন। অম+অন্ত্র র্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অমন্থর—অমন্দ, অমৃদু, ক্ষিপ্র ; সত্বর। ন মন্থর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমন্থরা।

অমন্দ—১। যাহা মন্দ নহে, মধ্যবিধ, ভাল ; অমন্থর, দ্রুত, ত্বরিত, ক্ষিপ্র ; প্রবল, প্রচণ্ড। ন মন্দ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী

অমন্দা। ২। বৃক্ষ, গাছ। সং; পু। ৩। মন্দ, খারাপ। গ্রাম্য। বিণ।

অমম—মমতাশূন্য, নির্মম, নিষ্ঠুর, নৃশংস; স্বার্থবোধশূন্য, উদাসীন। ন (নাই) মম (আমার বোধ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমমা। বি অমমতা, –ত্ব।

অমর—১। মরণহীন, মৃত্যুর অনধীন, অবিনশ্বর, অক্ষয়; যে নানা প্রকার ভাল কাজ করিয়া চিরস্মরণীয় নাম রাখিয়া গিয়াছে। ন মর (মৃত্যুর অধীন), নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। ২। দেবতা [মৃত্যুহীন বলিয়া দেবতাদের এই নাম হইয়াছে]; পারদ। সং; পু।

অমরকোট—সিন্ধুনদের পরপারস্থ একটী প্রসিদ্ধ নগর। হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া যৎকালে পলায়ন করেন, সেই সময়ে এই নগরে মহামতি আকবরের জন্ম হয় (রবিবার, ১৫ই অক্টোবর, ১৫৪২ খ্রীঃ)। যথাযথ বর্ণন সমন্বিত একখণ্ড প্রস্তর-ফলক দ্বারা স্থানটী চিহ্নিত করা আছে।

অমরকোষ—"সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ"—৪র্থ ভাগ দেখ।

অমরত্ব—মরণহীনতা, মৃত্যুর অনধীনত্ব, অবিনশ্বরত্ব; দেবত্ব; সৎকার্য্যাদির দ্বারা চিরস্মরণীয়ত্ব। অমর+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

অমরদারু—দেবদারু। অমরানুগৃহীত দারু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অমরদ্বিজ—দেবল, পূজারি ব্রাহ্মণ। অমর-পূজক দ্বিজ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অমরনাথ—সুররাজ, ইন্দ্র; দুইটী প্রসিদ্ধ স্থানের* নাম। ৬তৎ। সং; পু।

*১। বোম্বে প্রদেশের থানা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার সন্নিকটে একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি হিন্দু স্থপতিকার্য্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। মন্দিরগাত্রস্থ লিপি হইতে জানা যায় যে, ৯৮২ শকে (১০৬০ খৃঃ) চিত্তরাজদেব-পুত্র মাম্বানিরাজকর্ত্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব্ব-সীমা-পর্ব্বতগাত্রস্থ গুহা। গুহাটি মহাদেবের বাসস্থান বলিয়া কথিত। "কাশ্মীরে ভ্রমণ" নামক পুস্তকে (১৮৪২ খৃঃ) ডাঃ ভীন (Vigne) লিখিয়াছেন, গুহাভ্যন্তরস্থ কপোতগণ যদি যাত্রিগণের উচ্চস্বরে নিবেদিত প্রার্থনাকালে বাহিরে উড়িয়া যায়, তাহা হইলে প্রার্থনা সফল হইবে বলিয়া যাত্রিগণ মনে করে। গুহার ছাদ হইতে যে জল গুহাকারে পতিত হয়, তাহা শিবলিঙ্গ-মূর্ত্তির অনুরূপ, এবং চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিটির হ্রাসবৃদ্ধি হয়, যাত্রিগণের এইরূপ বিশ্বাস।

অমরপতি—সুররাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

অমরপুষ্পক—কল্পবৃক্ষ; কাশতৃণ, কেশে। অমর (অর্থাৎ অম্লান) পুষ্প যাহার, বহু। সং; পু।

অমরপুষ্পিকা—অধঃপুষ্পী বৃক্ষ। অমরাবৃত পুষ্প যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অমরভর্ত্তা (–ভর্ত্তৃ)—ইন্দ্র। সং; পু।

অমররত্ন—স্ফটিক; কাচ। অমরপ্রিয় রত্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অমরলোক—দেবলোক, স্বর্গ। ৬তৎ। সং; পু।

অমরবাঞ্ছিত—দেবাভীষ্ট, সুরগণপ্রার্থিত, যাহা দেবতারাও ইচ্ছা করেন। অমর দ্বারা বাঞ্ছিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –বাঞ্ছিতা।

অমরসিংহ—১। জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্নের মধ্যে তৃতীয়। ইনি "অমরকোষ" নামক সংস্কৃত পদ্য অভিধান প্রণয়ন করিয়া স্বীয় নাম অন্বর্থ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, অমরসিংহ জৈন-মতাবলম্বী ছিলেন, এবং বুদ্ধগয়াতে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার অনেক গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক নষ্ট হয়। ২। প্রতাপসিংহের পুত্রের নাম অমরসিংহ। মহাবীর প্রতাপ স্বাধীনতার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনপূর্ব্বক পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়াও যে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, অমর তাহা সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

অমরসেবিত—দেবগণকর্ত্তৃক আরাধিত বা উপাসিত; দেবতাদিগের উপভুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –তা। [সং; স্ত্রী।

অমরস্ত্রী—দিব্যাঙ্গনা, স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা। ৬তৎ।

অমরা—১। মরণহীনা। ন মরা, নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবনগরী, ইন্দ্রের পুরী; গুড়ূচী; দূর্ব্বা; বিছাটি; ঘৃতকুমারী; বটবৃক্ষ; জরায়ু। সং; স্ত্রী।

অমরাঙ্গনা—অমরস্ত্রী, অপ্সরা। অমরের অঙ্গনা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অমরাত্মা (–ত্মন্)—১। যশস্বী; ধার্ম্মিক। অমর আত্মা যাহার, অথবা অমরের আত্মার ন্যায় আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। অবিনশ্বর আত্মা। কর্ম্মধা। সং; পু।

অমরাদ্রি—সুমেরুপর্ব্বত। অমরসেবিত যে অদ্রি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; কথিত আছে, এই পর্ব্বতেই দেবতাদিগের বাসস্থান। সং; পু।

অমরাপগা—সুরনদী, স্বর্গঙ্গা। অমরসেবিতা যে অপগা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অমরাপুরী—ইন্দ্রপুরী, দেবনগরী, স্বর্গ। অমরা-নাম্নী পুরী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অমরালয়—দেবপুরী, স্বর্গ। অমরের আলয় (বাসস্থান), ৬তৎ। সং; পু।

অমরাবতী—১। ইন্দ্রালয়, স্বর্গ। অমর+বতু+ঈপ্। সং; স্ত্রী। কথিত আছে যে, এই পুরী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা সুমেরু পর্ব্বতের উপরে অধিষ্ঠিত এবং দেবতাদিগের আবাসভূমি। এখানে শোক তাপ জরা মৃত্যু কিছুই নাই; চিরবসন্ত বিরাজমান। এখানে নন্দনকানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি সুখসাধন সামগ্রী সমস্তই বিদ্যমান, এবং অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ সর্ব্বদা নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন।

২। কৃষ্ণানদীর তীরে এই নামের একটী প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে। উড়িষ্যার রাজা সূর্য্যদেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই নগর নির্ম্মাণ করেন। এখানে বৌদ্ধদের অনেক মন্দিরাদি ছিল।

৩। বেরার প্রদেশের জেলাবিশেষ। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, রুক্মিণী দেবীর বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার যাগক্রিয়া দর্শনাভিলাষী হইয়া "বরুহারী" নামক বৃহৎ সম্প্রদায়-বিশেষ এই স্থানে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। এই "বরুহারী" নাম হইতে "বেরার" নাম উৎপন্ন হইয়াছে। বেরার প্রদেশ বহু শতাব্দী যাবৎ রাজপুত রাজগণের অধীন ছিল। ১২৯৪ খৃঃ এই প্রদেশ দিল্লীশ্বর ফিরোজ সা খিলজাইর ভাগিনেয় ও জামাতা আলাউদ্দিনের হস্তগত হয়, এবং তদবধি দিল্লী-সাম্রাজ্য-ভুক্ত থাকে। পরে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রতিনিধি চিন্‌কিলিচ্ খাঁ নিজাম-উল-মুল্ক পুরস্কারস্বরূপ এই প্রদেশ প্রাপ্ত হন (১৭২৪)। ১৮৫৩ ও ১৮৬১ খৃঃ নিজামের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি স্থাপন হয়, তাহার সর্ত্তে অমরাবতী জেলা ইংরাজের অধিকারে আসে। অমরাবতী সহরে এক হাজার বৎসরের পুরাতন একটী ভবানী-মন্দির আছে। এই মন্দিরের অপর নাম অম্বা-মন্দির। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই "অম্বা" নাম হইতে "অমরাবতী" নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

অমরু—একজন প্রসিদ্ধ কবি। অমরুশতক ব্যতীত ইহার আর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ইনি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি ও স্বদেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইঁহারই অগ্রজ। জন্ম ১৮৭৬ খৃঃ ও মৃত্যু ১৯১৬ খৃঃ ৯ই জানুয়ারী। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটার (Classic Theatre) সংস্থাপন করিয়া তাহার অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করেন। ইনি একদিকে যেমন সুদক্ষ

অধ্যক্ষ, অন্তদিকে তেমনই উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন। ইনি কয়েকখানি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতির কয়েকখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইনি 'নাট্যমন্দির' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

অমরেশ, অমরেশ্বর—ইন্দ্র। অমরগণের ঈশ বা ঈশ্বর (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

অমর্ত—সুধা। অমৃত শব্দের অপভ্রংশ।

অমর্ত্ত্য—১। অমর, দেবতা। ন মর্ত্ত্য, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। দিব্য, স্বর্গীয়। বিণ; ত্রি।

অমর্ত্ত্যভুবন—দেবলোক, স্বর্গ। অমর্ত্ত্যদিগের ভুবন, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অমর্দ্দিত—অদলিত; যাহা রগড়ান হয় নাই; অনিষ্পীড়িত; অনুৎপীড়িত; অজিত, অদমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অমর্য্যাদ—সীমারহিত, অসীম; মর্য্যাদারহিত, সম্ভ্রমহীন। ন (নাই) মর্য্যাদা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমর্য্যাদা।

অমর্য্যাদক—লোকের অবমাননাকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমর্য্যাদিকা।

অমর্য্যাদা—১। সীমারহিতা; মর্য্যাদাহীনা। বহু; অমর্য্যাদ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অসম্মান, অগৌরব, অবমাননা, অনাদর। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অমর্ষ—১। অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা; ক্রোধ। ন (অ)—মৃষ (ক্ষমা করা)+অল্‌ ভা। সং; পু। ২। অক্ষমী, ক্রোধী। ন (নাই) মর্ষ (ক্ষমা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমর্ষণ—১। অক্ষমাপরায়ণ, অসহনশীল; ক্রোধী। ন (নাই) মর্ষণ (ক্ষমা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমর্ষণা। ২। অক্ষমা, ক্রোধ। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অমর্ষপরায়ণ—অত্যন্ত কোপন-স্বভাব। অমর্ষ (ক্রোধ) হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরায়ণা।

অমর্ষবান্‌ (—বৎ)—অমর্ষযুক্ত, ক্রোধী, কোপন-স্বভাব; অক্ষমী, অসহিষ্ণু, অধীর। অমর্ষ-শব্দ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অমর্ষবতী।

অমর্ষিত—অমর্ষযুক্ত, ক্রোধান্বিত। অমর্ষ (ক্রোধ) শব্দ+ইত,জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অমর্ষী (অমর্ষিন্‌)—অমর্ষযুক্ত, ক্রোধী, রাগী। অমর্ষ (ক্রোধ)+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

অমল—১। নির্ম্মল, পরিষ্কৃত; শুভ্র। ন (নাই) মল যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমলা। ২। অভ্রক ধাতু, অভ্রক। সং; স্ত্রী।

অমলক—অধিত্যকাস্থিত বাসভূমি; আমলকী। অম—সৃ+ড ক+কণ্‌। সং; পু বা স্ত্রী।

অমলা—১। মলরহিতা, নির্ম্মলা। বহু; অমল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী; নাভিনাড়ী; ভূমি আমলকী। সং; স্ত্রী।

অমলিন—মলরহিত, নির্ম্মল, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, বিশদ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—না।

অমসৃণ—অসমতল; উচ্চাবচ,কর্কশ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমসৃণা।

অমস্তক—মস্তকহীন, নির্ম্মুণ্ড। ন (নাই) মস্তক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমস্তকা।

অমা—১। অপক্কা। অম দেখ। অম+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। সহিত; নিকট। ন (অ)—মা (পরিমাণ করা)+কিপ্‌ র্ম। ব্য। ৩। অমাবস্যা; চন্দ্রের কলাবিশেষ। [এই কলা মালাসূত্রের ন্যায় অপরগুলিতে বিদ্ধ। ইহার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। অপর কলাসমূহ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে]। সং; স্ত্রী।

অমাংস—মাংসহীন, ক্ষীণ, কৃশ, দুর্ব্বল। অবিদ্যমান (অর্থাৎ অল্পপরিমাণ) মাংস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমাংসা।

অমাংসল—মাংসহীন, কৃশ, ক্ষীণ, দুর্ব্বল। ন মাংসল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লা।

অমাতৃক—মাতৃহীন। ন (নাই) মাতা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমাতৃকা।

অমাত্য—মন্ত্রী, সভাসদ্‌; সহচর। অমা (নিকট)—অত+য। সং; পু।

অমাত্র—মাত্রাহীন, পরিমাণরহিত, অপরিমেয়। ন (নাই) মাত্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমানন—না মানা, অসম্মান, অনাদর, উপেক্ষা; বিতৃষ্ণা, বিরাগ। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অমানব—অমানুষিক, অলৌকিক। ন মানব, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমানবী।

অমানস্য—মনঃপীড়া, ব্যথা। ন (অ)—মনস্‌ শব্দ+ষ্য। সং; স্ত্রী।

অমানিশা—অমাবস্যা রজনী। অমার (অমাবস্যা তিথির) নিশা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অমানুষ—১। মানুষ ভিন্ন অন্য জন্তু; মন্দ মানুষ, পাষাণ লোক, দুর্জ্জন। ন মানুষ, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। অমানুষিক, অলৌকিক, অসামান্য; অমনুষ্যোচিত; মানুষ ভিন্ন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমানুষী।

অমানুষিক—মানুষাতীত, অলৌকিক, অসামান্য; অমনুষ্যোচিত, পাশব, নিষ্ঠুর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমানুষিকী।

অমান্য—অসম্মানার্হ, অবমাননীয়, অনাদরণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমান্যা।

অমামসী, অমামাসী—অমাবস্যা। অমা (সহিত)—মস (পরিমাণ করা)+অল্‌, স্ত্রীকে গঞ্জ্‌ +ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

অমায়—সরল, অকপট; অবঞ্চক; মায়াশূন্য। ন (নাই) মায়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমায়িক—কপটশূন্য, সরল, অকপট; সরলান্তঃকরণ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

অমায়িকতা—অমায়িক আচরণ। অমায়িক শব্দ +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অমার্গ—১। মার্গরহিত, পথহীন। ন (নাই) মার্গ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমার্গা। ২। মার্গাভাব, পথহীনতা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অমার্গিত—যাহার অন্বেষণ করা হয় নাই, অনন্বিষ্ট, অননুসংহিত। ন মার্গিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমার্গিতা।

অমার্জ্জিত—অ-মাজা, যাহা মাজাঘষা হয় নাই, অপরিষ্কৃত; অসংস্কৃত; অপোষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমার্জ্জিতা।

অমাবসী—অমাবস্যা। অমা (সহিত)—বস (বাস করা)+অন্‌ ক+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

অমাবস্যা, অমাবাস্যা—কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী বা শেষ তিথি, যে তিথিতে চন্দ্র অদৃশ্যভাবে উদয় হয়; মাসান্ত। অমাবস্যা=অমা (সহ) —বস (বাস করা)+য অধি+আপ্‌। অমাবাস্যা=অমা (সহ)—বস+ঘ্যণ্‌, অধি +আপ্‌; যে তিথিতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত সমসূত্রে বাস করেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; স্ত্রী।

অমাবাসী—অমাবস্যা। অমা (সহিত)—বস (বাস করা)+ণঞ্‌ ক+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

অমাবাস্য—অমাবস্যাজাত। অমাবস্যা+ষ্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

অমিঞ, অমিঞা—অমৃত। প্রা, ক।

অমিত—১। অপরিমিত, অসীম। ন মিত, নঞ্‌তৎ। ২। পীড়িত, রুগ্ন; গত। অম (রুগ্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অমিততেজাঃ (—জস্‌)—অপরিমিত শক্তিশালী, যাহার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই, অসীম প্রভাবসম্পন্ন। অমিত তেজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অমিতবল—১। অপরিমিত শক্তিশালী, অত্যন্ত বলবান্‌। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বলা। ২। অপরিমিত শক্তি, সমধিক সামর্থ্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

অমিতব্যয়—অযথা অতিরিক্ত খরচ। কর্ম্মধা।

অমিতব্যয়িতা—অপরিমিত ব্যয়শীলতা, উপযুক্ত রূপের অধিক ব্যয় করা। অমিতব্যয়ীর ভাব এই অর্থে অমিতব্যয়িন্‌ শব্দ+তা। সং; স্ত্রী।

অমিতব্যয়ী (—য়িন্‌)—আয়ের অনুপাতে অত্যন্ত অধিক ব্যয়শীল, আয় যেরূপ তদধিক ব্যয়শীল। অমিতব্যয়+ইন্‌। বিণ; পু। স্ত্রী অমিতব্যয়িনী।

অমিতহস্ত—পরিমাণাধিক বা পরিমাণার হস্ত-বিশিষ্ট। অমিত হস্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমিতহস্তা।

অমিতাচার—১। (পানভোজনাদি বিষয়ে) অযথা আচরণ বা অনুচিত ব্যবহার। অমিত যে আচার, কর্মধা। সং; পু। ২। অমিতাচারী। অমিত আচার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমিতাচারা।

অমিতাচারী (-চারিন্)—অপরিমিতভাবে ভক্ষ্যপানীয়াদির ব্যবহারকারী। অমিত-আ-চর (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অমিতাচারিণী।

অমিতৌজাঃ (-জস্)—অপরিমিত ক্ষমতাশালী, অতিশয় বলবান্। অমিত হইয়াছে ওজঃ (বল) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অমিত্র—যে মিত্র নয়, শত্রু। নঞ্তৎ। সং; পু।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ—যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত-বর্ণের মিল থাকে না, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। ছন্দঃ দেখ।

অমিয়, অমিয়া—সুধা; সুধাতুল্য মিষ্ট। অমৃত শব্দের অপভ্রংশ; কবিপ্রয়োগ।

অমিল—অনৈক্য; বিরোধ। দেশজ। সং।

অমিশ্র—যাহা মিশ্র নয়, বিশুদ্ধ, খাঁটি, আটিল, সরল। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অমিশ্রিত—যাহা মিশ্রিত নয়, বিশুদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অমিষ—১। লৌকিক সুখ। ন (নাই) মিষ (সুখ) যাহা হইতে, বহু। ২। ছলাভাব। ন মিষ, নঞ্তৎ। সং; ক্লী।

অমী (অমিন্)—রোগযুক্ত, রোগী। অম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমিনী।

অমীমাংসা—অসিদ্ধান্ত, অনিষ্পত্তি। নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অমীমাংসিত—যাহার মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত হয় নাই; যাহার নিষ্পত্তি হয় নাই, অনিষ্পন্ন; অস্থিরীকৃত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অমীব, অমীবা—দুঃখ, কষ্ট; পাতক, পাপ। অম+ঈব ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অমুক—[অদস্ শব্দ হইতে উৎপন্ন] অনির্দিষ্ট-নামা, উদ্দিষ্টনামা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-কী।

অমুক্ত—১। মোক্ষরহিত; অপরিত্রাণপ্রাপ্ত; অনুদ্ঘাটিত; অপরিত্যক্ত। ন মুক্ত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমুক্তা। ২। ছুরি প্রভৃতি অস্ত্র, যাহা হস্তে ধৃত থাকে। সং; ক্লী।

অমুখ্য—অপ্রধান; অশ্রেষ্ঠ; সামান্য; গৌণ; অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ। ন মুখ্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমুখ্যা।

অমুত্র—পরলোকে, জন্মান্তরে। অদস্ শব্দ+ত্র সপ্তমী বিভক্তির অর্থে। ব্য।

অমুষ্যপুত্র—সদ্বংশজাত, প্রসিদ্ধবংশোদ্ভব। অমুষ্য অর্থাৎ উঁহার (কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির) পুত্র, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী,-পুত্রী।

অমুষ্যায়ণ, আমুষ্যায়ণ—সদ্বংশজাত, প্রসিদ্ধ-বংশোদ্ভব। অমুষ্য+ফায়ন। বিণ; পু।

অমূদৃক্ (-দৃশ্) **অমূদৃক্ষ**—এইরূপ, এই প্রকার, এতদ্রূপ। অদস্-দৃশ (দেখা) +ক্বিপ্, সক্, র্ম। বিণ; ত্রি।

অমূদৃশ—এইরূপ, এবম্প্রকার, এইরূপ। অদস্ -দৃশ (দেখা)+টক্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমূদৃশী।

অমূর্ত্ত—১। মূর্ত্তিহীন, আকৃতিশূন্য, নিরবয়ব; ন্যায়ে—আকাশ, কাল প্রভৃতি; বেদান্তে-বায়ু, অন্তরীক্ষ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমূর্ত্তা। ২। শিবের নাম। সং; পু।

অমূর্ত্তগুণ—(ন্যায়ে) অমূর্ত্তদ্রব্যাশ্রিত গুণ, যথা—আকাশের শব্দ গুণ, আত্মার বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখাদি গুণ। ৬তৎ। সং; পু।

অমূল—মূলশূন্য, মূলরহিত। অবিদ্যমান মূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমূলা।

অমূলক—মূলশূন্য,আদিকারণশূন্য;অপ্রামাণিক, কাল্পনিক, মিথ্যা। ন (নাই) মূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমূলকা।

অমূলা—১। মূলরহিতা। বহু; অমূল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অগ্নিশিখাবৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

অমূলে—মূল্যহীন করে। ক্রি। প্রা, ক।

অমূল্য—মূল্যের ইয়ত্তা নাই এরূপ, মহার্ঘ, বহু-মূল্য; মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায় না এরূপ, মূল্যহীন। ন (নাই) মূল্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমূল্যা। বি, অমূল্যতা, -ত্ব।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর (১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ) মাসে কলিকাতা ৫২।১ বীডন ষ্ট্রীটে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উদয়চাঁদ ঘোষ মজুমদার। অমূল্যচরণ কাশীধামে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন; ইনি হিন্দী, উর্দু, পার্সী, আরবী, ইংরাজী, গ্রীক,লাটিন,ইতালিয়ান, জর্ম্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ২৬টী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রাকৃত ভাষায়ও ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও পাশ্চাত্য দর্শনে ইঁহার জ্ঞান প্রগাঢ়। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞানে আমাদের দেশে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত অতি অল্পই আছেন। ইঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী অথচ ইনি অভিমানবর্জ্জিত।

১৮৯৭ সালে বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাদি অনুবাদের জন্য Translating Bureau নাম দিয়া ইনি একটী আফিস খোলেন। ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা শিক্ষার জন্য Edward Institution স্থাপন করেন। ইহাই ভারতে প্রথম ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্যর আলেকজান্দর পেডলার বলিয়াছিলেন—"The best school in Calcutta maintained by private Enterprise" এই বিদ্যালয়ের ইনি অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯০৫ সালে ইনি Metropolitan Institution এর (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের) অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইনি ১৩১১ হইতে ১৩১৭ সাল পর্য্যন্ত 'বাণী' নামক প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া পরিচালনা করেন। ১৩১৯ সালে বিশেষতঃ ইঁহারই সম্পাদকতায় "ভারতবর্ষ" নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইনি ইহার প্রথম সম্পাদক। এক বৎসর পরে ইনি ইহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন। দুই বৎসর পরে "Indian Academy of Arts" নামক একখানি ইংরাজি সাময়িক-পত্র ইনি দুই বৎসর সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৩২৩ সাল হইতে ইনি কাশিমবাজারের মহারাজের অনুরোধে "শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" নামক একখানি বৈষ্ণব-পত্র সম্পাদন করিতেছেন। এখানি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মুখপত্র।

বঙ্গদেশের বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংশ্লিষ্ট। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর ইনি পুরাতন সদস্য। ১৩১৯ সালে কলিগ্রামে মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৩২৭ সালে শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মিলনের ইনি সভাপতি হন। ১৩২৯ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার এবং ১৩৩৪ সালে বেহার-সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শন-শাখার সভাপতি হন। ১৩০৫ সাল হইতে ইনি বহু ইংরাজি ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইঁহার সর্ব্বতোমুখী বিদ্যার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। Punjab Sanskrit Series তাঁহার অনূদিত জৈনজাতক (Jain Jataka) গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইঁহার সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণবিলাস" এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" মুদ্রিত করিয়াছেন।

অমৃণাল—বেণার মূল। ন (নাই) মৃণাল যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

অমৃত—১। পীযূষ, সুধা, যাহা পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছেন; যজ্ঞশেষ; অন্ন; জল; ঘৃত; দুগ্ধ; পারদ; স্বর্ণ; বিষ; নবনীত; তক্র, ঘোল; মুক্তি; যোগবিশেষ। ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহা হইতে, বহু।

সং ; ক্লী। ২। অমর, দেবতা ; ধন্বন্তরি। ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহার, বহু। সং ; পু। ৩। মরণশূন্য, অমর ; প্রীতিকর, প্রিয় ; সুন্দর। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমৃতা। [অমৃত যে কি বস্তু, তাহা কেহ কখনও আস্বাদন করে নাই বা দেখেও নাই, তথাপি অমৃত বলিলে এক অত্যাশ্চর্য্য মোহনভাব মনোমধ্যে উদিত হয়, যেন অমৃত শব্দ সর্ব্বসুখদ বিষয়ের পরাকাষ্ঠা-বোধক]। প্রকৃতপক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য, যাহা সর্ব্বাধিক শ্রুতিসুখপ্রদ, যাহার তুল্য উৎকৃষ্ট স্বাদু আর নাই, যাহার সৌরভে সর্ব্ব সদ্গন্ধ অপেক্ষা সমধিক আনন্দ লাভ হয়, যাহা স্পর্শ করিলে অন্যবিধ যাবতীয় সুখস্পর্শ দ্রব্য বিস্মৃত হইতে হয়, এবং যাহা চিন্তা করিলে অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতে হয়, এতাদৃশ পদার্থই অমৃত, সুধা ও পীযুষ বলিয়া অভিহিত। এই কারণেই

অমৃতং শিশিরে বহ্নি-
রমৃতং পণ্ডিতঃ সুতঃ।

অর্থাৎ শীতকালে অগ্নি অমৃত এবং পণ্ডিত পুত্র অমৃত ইত্যাদি বাক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যোগমার্গাবলম্বীরা বলেন যে, সহস্রার হইতে অতি সুখদ, সর্ব্বসন্তাপনাশক এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি-নিবারক একপ্রকার অপূর্ব্ব তরল পদার্থ নির্গত হয়, উহাই অমৃত।

মুমুক্ষুরা বলেন যে, ভগবচ্চিন্তনকালে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় পদার্থ সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া সাধককে অসাধ্য সাধনে সমর্থ করে, উহাই অমৃত।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দেবতারা যে অমৃত সেবন করিয়া মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছেন, এবং নানাবিধ সুদুর্লভ শক্তি লাভ করিয়াছেন, উহা নিম্নলিখিতরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল ;—

পৃথুরাজার উপদেশ অনুসারে ধরিত্রীকে গাভীরূপা ও ইন্দ্রকে বৎস করিয়া দেবতাদিগের দ্বারা হিরণ্ময় পাত্রে পয়ঃ দোহন করা হইলে তাহা হইতে যে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা দুর্ব্বাসার শাপে সমুদ্র-গর্ভে পতিত হয়। পরে ইন্দ্র দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। তাহাতে বিষ্ণু নিজে কূর্ম্মরূপ ধারণ করেন, এবং মন্দার পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করা হইলে তাহা হইতে অমৃত, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি উত্থিত হইয়াছিল]। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অমৃতকণা—সুধাবিন্দু, অমৃতের ক্ষুদ্র অংশ।

অমৃতকর—সুধাংশু, চন্দ্র। অমৃততুল্য কর যাহার, বহু। সং ; পু।

অমৃতকল্প—সুধাতুল্য, পীযূষবৎ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমৃতকল্পা। [ক্লী।

অমৃতকুণ্ড—সুধাকূপ, সুধাভাণ্ড। ৬তৎ। সং ;

অমৃতজটা—জটামাংসী। অমৃতা (প্রীতিকরী) জটা যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অমৃততরঙ্গিণী—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। অমৃতপূর্ণা তরঙ্গিণী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অমৃততুল্য—অমৃতসদৃশ, পীযূষপ্রায়, সুধাকল্প। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমৃততুল্যা।

অমৃতদীধিতি—সুধাকর, চন্দ্র। অমৃততুল্য দীধিতি (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

অমৃতধারা—সুধাস্রোত। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অমৃতনির্ঝর—সুধার উৎস। ৬তৎ। সং ; পু।

অমৃতপ—১। বিষ্ণু ; দেবতা। অমৃত—পা (রক্ষা বা পান করা)+ড ক। সং ; পু। ২। অমৃতপানকারী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী—পা।

অমৃতপূর্ণ—পীযূষপূরিত, সুধাময়। অমৃত দ্বারা পূর্ণ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমৃতপূর্ণা।

অমৃতপ্রাশ—কাশপ্রভৃতি নানা রোগের মহৌষধ ঘৃতবিশেষ। অমৃততুল্য প্রাশ (ভক্ষ্য), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অমৃতফল—১। রুচিফল, নাসপাতি ; পেঁপে। অমৃততুল্য ফল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পটোলগাছ ; পারাবত বৃক্ষ। অমৃততুল্য ফল যাহার, বহু। সং ; পু।

অমৃতফলা—আমলকী বৃক্ষ ; দ্রাক্ষালতা। অমৃতবৎ ফল যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

অমৃতবোধ—সুধাজ্ঞান, অমৃতে যেরূপ জ্ঞান তদ্রূপ জ্ঞান। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং ; পু।

অমৃতভাণ্ড—সুধাভাজন, অমৃত রাখিবার পাত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অমৃতভাষী (—ষিন্)—যাহার কথা অতি সুমিষ্ট, মধুরভাষী। উপ ; অমৃত—ভাষ (কথা বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অমৃতভাষিণী। [কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অমৃতমদিরা—সুধাতুল্য মদ্য। মধ্যপদলোপী

অমৃতমধুর—সুধার ন্যায় সুমিষ্ট। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমৃতমধুরা।

অমৃতময়—সুধাময়। অমৃত শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অমৃতময়ী।

অমৃতযোগ—(জ্যোতিষশাস্ত্রে) বার ও তিথি বা নক্ষত্র যোগে উৎপন্ন যোগবিশেষ। [যেমন সূর্য্য অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ অমৃতযোগ বিশিষ্টা ভদ্রা, ব্যতীপাত, পাপযোগ প্রভৃতি দোষসমূহকে নষ্ট করে। এ কারণ অমৃতযোগ যাত্রায় অতি প্রশস্ত] মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অমৃতরস—সুধারস, সুধাতুল্য মধুর স্বাদ, অতি মিষ্ট স্বাদ ; অমৃতসুধা ; এক প্রকার ঔষধের নাম। অমৃততুল্য যে রস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অমৃতরসা—কপিল দ্রাক্ষা। অমৃততুল্য রস যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

অমৃতলাল বসু—ইনি ১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালা National Theatre সংস্থাপন সময়ে ইনি উহার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। প্রথমে ইনি সাধারণের নিকট অভিনেতৃরূপেই পরিচিত হন, পরে দুই একখানি প্রহসন লিখিয়া নাট্যসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেন। অতঃপর ইনি কিছুদিনের জন্য বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। এই সময়ে ইনি ব্রজলীলা নামক একখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। পরে পুনরায় ইনি National Theatreএ গমন করেন। যখন ষ্টার থিয়েটার বীডন ষ্ট্রীটে সংস্থাপিত হয়, তখন ইনি বিবাহবিভ্রাট নামে একখানি সামাজিক প্রহসন প্রণয়ন করিয়া সাধারণের নিকট যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই বিবাহবিভ্রাটে অমৃতলাল "মিষ্টার সিংহের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছিলেন। ষ্টার থিয়েটার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে নবনির্ম্মিত হইলে ইনি উহার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন এবং অন্যতম অংশিরূপে পরিগণিত হন। এইখানে ইনি অনেকগুলি প্রহসন এবং দুই একখানি নাটক রচনা করেন। ইঁহার সামাজিক নাটক "তরুবালা" ও "বিজয়বসন্ত" এবং ধর্ম্মমূলক নাটক "হরিশ্চন্দ্র" অতিশয় সুখ্যাতির সহিত এইখানে অভিনীত হয়। হাস্যরস-প্রধান অভিনয়ে ইনি অতি সুনিপুণ। অধিকন্তু গম্ভীরভাবাপন্ন অভিনয়েও ইনি সিদ্ধহস্ত। ইঁহার রসিকতা বড়ই স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইঁহার ন্যায় সামাজিক লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে পণ্ডিত, ইংরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, সুচতুর, সুরসিক, বাগ্মিতা-শক্তিসম্পন্ন,—একাধারে বহুগুণশালী। সাধারণ নাট্যশালার মধ্যে যে দুই চারিজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনিও একজন। অধুনা বৃদ্ধাবস্থায় স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে রঙ্গালয় ত্যাগ করিয়াছেন।

অমৃতলালের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ ;—তরুবালা, বিজয়বসন্ত, হরিশ্চন্দ্র, বিবাহবিভ্রাট, তাজ্জব ব্যাপার,

রাজা বাহাদুর, কালাপানি, যাদুকরী, অবতার, একাকার এবং খাসদখল প্রভৃতি।

অমৃতবর্ষ,-বর্ষণ—সুধাবৃষ্টি; সুধার ছড়াছড়ি। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

অমৃতবল্লী—গুড়ূচী, গুলঞ্চ। অমৃতপূর্ণা যে বল্লী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অমৃতবৃষ্টি—সুধাবর্ষণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অমৃতসম্ভবা—গুড়ূচী, গুলঞ্চ। অমৃতের সম্ভব হয় যাহা হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

অমৃতসর—লাহোর বিভাগের একটী জেলা ও তাহার প্রধান সহর। এই সহরটি শিখধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল। মোগলসম্রাট্ আকবরের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে, শিখগণের চতুর্থ গুরু রামদাস এই সহর নির্ম্মাণ করেন। তিনিই "অমৃতসর" নাম দিয়া একটী সরোবর খনন করেন এবং তাহার মধ্যস্থলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র অর্জ্জন (শিখদিগের পঞ্চম গুরু) এই মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত করেন। দিল্লীর সম্রাটের সহিত শিখগণের বহুবার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং অনেকবার সহরটি মুসলমান হস্তে পতিত হয়। নব ধর্ম্মে দীক্ষিত শিখগণ নবোৎসাহে সহরটিকে বার বার শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করে। অবশেষে আহম্মদ সা দুরানী ১৭৬১ খৃঃ শিখগণকে দ্বিতীয় পাণিপথ যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সরোবরটি কর্দ্দমপূরিত ও মন্দিরটি গোরক্তে কলুষিত করণানন্তর বারুদে উড়াইয়া দিয়া যান। ইহার এক বৎসর পরে শিখেরা নবীন উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া মন্দিরের উদ্ধার ও সংস্কার সাধন করে। রণজিৎসিংহ ১৭৯৯ খৃঃ লাহোর এবং ১৮০২খৃঃ অমৃতসর অধিকার করেন। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর (১৮৪৯ খৃঃ) পঞ্জাব প্রদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়; সুতরাং অমৃতসর অধুনা ইংরাজ অধিকারে আছে। অমৃতসরের প্রধান দৃশ্য শিখদিগের স্বর্ণমন্দির। রণজিৎ সিংহ মন্দিরের উপরিভাগ স্বর্ণপত্রমণ্ডিত তাম্র আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া দেন। সেইজন্য এই মন্দিরটি স্বর্ণমন্দির (Golden temple) বলিয়া প্রখ্যাত। শিখেরা মন্দিরটিকে "দরবার সাহেব" বলে। অমৃতসর ব্যবসায় বাণিজ্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। তিব্বতদেশীয় ছাগজাত-পশম নির্ম্মিত শাল এস্থানের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য।

অমৃতসাগর—সুধাসিন্ধু, সুধার সমুদ্র। অমৃতপূর্ণ সাগর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অমৃতসারজ—খাঁড় গুড়। অমৃতের সার—অমৃতসার, ৬তৎ; তদুত্তরে জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

অমৃতসিন্ধু—সুধাসমুদ্র। অমৃতপূর্ণ সিন্ধু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অমৃতসূ—১। চন্দ্র। অমৃত শব্দ—সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি। সং; স্ত্রী।

অমৃতস্রবা—লতাবিশেষ; রুদন্তীগাছ। সং; স্ত্রী।

অমৃতস্রুৎ—অমৃতবর্ষী, সুধাক্ষরণশীল। অমৃত—স্রু+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অমৃতা—১। মরণরহিতা। বহু; অমৃত দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অতিবিষা; জ্যোতিষ্মতী লতা; হরীতকী; আমলকী; ইন্দ্রবারুণী; তুলসী; পিপ্পলী; গুড়ূচী; মদিরা, সুরা। সং; স্ত্রী।

অমৃতান্ধাঃ (-ন্ধস্)—সুধাভুক্, দেবতা। অমৃত অন্ধঃ (অন্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

অমৃতায়মান—অমৃততুল্য, সুধোপম। অমৃত+ক্যঙ্ (=অমৃতায়) নাম ধাতু+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমৃতায়মানা।

অমৃতার্ণব—সুধাসিন্ধু। অমৃতপূর্ণ অর্ণব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অমৃতাশন—দেবতা। অমৃত অশন (ভোজন) যাহার, বহু। সং; পু।

অমৃতাষ্টক—হরীতকী প্রভৃতি অষ্টদ্রব্যের সমবায়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অমৃতাকটুকারিষ্ট পটোল ঘনচন্দনম্।
নাগরেন্দ্রযবকৈঃতদমৃতাষ্টকম্॥

অমৃতাহরণ—১। সুধাসংগ্রহ। অমৃতের আহরণ, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। গরুড়। উপ; অমৃত—আ—হৃ+অন ক। সং; পু।

অমৃতাহ্ব—নাসপাতি ফল। অমৃত আহ্বা (নাম) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অমৃতি, অমৃতী—এক প্রকার বহু পাকবিশিষ্ট জিলাপী। দেশজ। সং।

অমৃতোৎপন্ন—১। সুধাজাত। অমৃত হইতে উৎপন্ন, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমৃতোৎপন্না। ২। তুর্থবিশেষ, এক প্রকার তুঁতে। সং; ক্লী।

অমৃতোৎপন্না—১। সুধাজাতা। ৫তৎ। অমৃতোৎপন্ন দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মক্ষিকা। সং; স্ত্রী।

অমৃতোদ্ভব—১। অমৃতোৎপন্ন, সুধাজাত। অমৃত হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমৃতোদ্ভবা। ২। তুথ, তুঁতে। সং; ক্লী।

অমৃতোপম—অমৃতের ন্যায় মধুর ও সুখদ, সুধাসদৃশ, অমৃতায়মান। অমৃত উপমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমৃতোপমা।

অমেঘ—মেঘশূন্য, নির্মেঘ। ন (নাই) মেঘ যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অমেধাঃ (-ধস্)—মেধাহীন, নির্ব্বোধ, মূর্খ। ন (নাই) মেধা (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অমেধ্য—১। অপবিত্র বস্তু; পুরীষ, বিষ্ঠা। ন (নয়) মেধ্য (পবিত্র), নঞ্তৎ। সং; ক্লী। ২। অপবিত্র, অযজ্ঞিয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমেধ্যা। বি অমেধ্যতা,-ত্ব।

অমেয়—অপরিমেয়, যাহার পরিমাণ করা যায় না; ইয়ত্তাশূন্য, অসীম। ন মেয়, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমেয়া। বি অমেয়তা।

অমেয়াত্মা (-ত্মন্)—১। অপরিচ্ছেদ্য স্বরূপ, পরিমাণাতীত বুদ্ধি। অমেয় যে আত্মা, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অমিতমানসিকশক্তিসম্পন্ন, সাতিশয় বুদ্ধিমান্; মহানুভাব। অমেয় আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

[দেশজ। সং।

অমেল—অমিল, অনৈক্য, অসদ্ভাব, বিরোধ।

অমোঘ—১। অব্যর্থ, সফল, সার্থক। ন মোঘ (নিষ্ফল), নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমোঘা। ২। বিষ্ণু; নদবিশেষ। সং; পু।

অমোঘত্ব—সার্থকতা, সফলতা। অমোঘ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

অমোঘরেতাঃ (-রেতস্)—অব্যর্থবীর্য্য, যাহার বীর্য্য ব্যর্থ হয় না এরূপ। অমোঘ রেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু।

অমোঘবীর্য্য—অব্যর্থবীর্য্য। অমোঘ বীর্য্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমোঘা—১। অব্যর্থা। অমোঘ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। পটোল লতা, পলতা; হরীতকী; বিড়ঙ্গ। সং; স্ত্রী।

অমোচ্য—মোচন করিতে অসাধ্য, বা যাহা মোচন করা উচিত নয়, দুর্মোচ্য; অত্যাজ্য; অবিলোপনীয়। ন মোচ্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমোচ্যা।

অমোহিত—যে মোহপ্রাপ্ত হয় নাই, অবিমুগ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অমোহিতা।

অম্নে—ওদিকে; ওখানে। গ্রাম্য শব্দ।

অম্ব—আহ্বান, সম্বোধন; গমন। ব্য।

অম্বক—১। নেত্র, নয়ন; তাম্র। অম্ব+ণক ক। সং; ক্লী। ২। পিতা। অম্ব+অল্ শব্দ+কন্ স্বার্থে। সং; পু।

অম্বর—১। আকাশ; তন্ত্র; বস্ত্র; স্বনামখ্যাত সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষ; কার্পাস। অম্ব (গমন করা)+অরন্ ক। সং; ক্লী।

২। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম অম্বর। টলেমীর বিবরণে 'অম্বর' নাম দৃষ্ট হয়। পুরাকালে ইহা মীনাদের অধিকারে ছিল। কাছোয়াবংশীয় রাজপুতেরা ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থানটি নিজাধিকারে আনয়ন করে, এবং তথায় আপনাদের রাজধানী স্থাপন করে। অনুমান ১৬০০ খৃঃ রাজা মানসিংহ এইখানে

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, এই প্রাসাদের দেওয়ান-ই-খাসের রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভগুলি এরূপ সুন্দরভাবে খোদিত হইয়াছিল যে, তাহা বাদসাহের প্রাসাদের সৌন্দর্য্য অতিক্রম করিয়াছে মনে করিয়া ঈর্ষ্যাবশে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর উহা ভগ্ন করিয়া দিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। সম্রাট্-প্রেরিত লোক আসিবার পূর্ব্বেই মির্জ্জারাজা চুণ-বালী দিয়া কারুকার্য্যগুলি আবৃত করিয়া ফেলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ আর সে কারু-কার্য্যগুলি লোক-লোচনের গোচরীভূত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এখনও ভ্রমণ-কারিগণ স্থানে স্থানে আবরণ ভগ্ন করিয়া ভিতরের কার্য্য দেখিয়া থাকেন। জয়সিংহ (যিনি কাশীতে মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন) অম্বরের প্রাসাদ সমাপ্ত করেন। কিন্তু ১৭২৮ খৃঃ তিনি জয়পুরের বর্ত্তমান রাজধানী স্থাপন করেন। সেই অবধি অম্বরের প্রাসাদ পরিত্যক্তভাবে বিদ্য-মান। প্রাসাদ মধ্যে একটী কালীমন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যশোহরেশ্বরী কালীকে অম্বরে স্থাপিত করেন, ইনি সেই যশোহরেশ্বরী। অপরাপরের মতে ইনি কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত দেবী। বাঙ্গালী পূজারী এই কালীর পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। প্রাসাদ-সংলগ্ন দুর্গমধ্যে একটী কারাগার ও ধনা-গার আছে। রাজপুতানাবাসিগণ অম্বরকে "আমের" বলিয়া থাকে।

অম্বরচর—নভশ্চর, গগনবিহারী। অম্বর—চর ধাতু+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্বরচরী।

অম্বরচারী (—চারিন্)—আকাশবিহারী, নভশ্চর। অম্বর—চর ধাতু+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অম্বরচারিণী।

অম্বরমণি—সূর্য্য। ৭তৎ। সং; পু।

অম্বরযুগ—বস্ত্রযুগল, এক জোড়া বা দুইখানা কাপড়; পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অম্বরলেহী (—লেহিন্)—গগনস্পর্শী, অভ্রভেদী। অম্বর (আকাশ)—লিহ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অম্বরলেহিনী।

অম্বরবিহারী (—রিন্)—গগনবিহারী, আকাশে ভ্রমণকারী, নভশ্চর। ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অম্বরবিহারিণী।

অম্বরান্ত—গগনপ্রান্ত, চক্রবাল, দিগ্‌বলয়; বস্ত্রপ্রান্ত, অঞ্চল, আঁচল। অম্বরের অন্ত, ৬তৎ। সং; পু।

অম্বরিষ—ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনাখোলা। অম্ব ধাতু+ঈষন্ ক, নিপাতনে। সং; ক্লী।

অম্বরী (অম্বরিন্)—অম্বর নামক গন্ধদ্রব্য-মিশ্রিত সুবাসিত তামাক। অম্বর আছে ইহাতে এই অর্থে অম্বর+ইন্। সং; পু।

অম্বরী—অম্বরদেশীয়; সুগন্ধি (তামাকু)। দেশজ শব্দ।

অম্বরীষ—১। ভর্জ্জনপাত্র,ভাজনা খোলা; যুদ্ধ, অন্তরীক্ষ, আকাশ। অম্ব (শব্দ করা)+ঈষন্ ক, নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। সূর্য্য; শিব; বিষ্ণু; বালক; অনুতাপ; নরক-বিশেষ; আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ; সূর্য্যবংশীয় দুই জন রাজার নাম*। সং; পু।

৩। জনৈক ঋষি, ইনি পুলহ নামক ব্রহ্মর্ষির পুত্র।

৪। মান্ধাতার ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভে অম্বরীষ নামে এক পুত্র জন্মেন; তাঁহার অপর নাম ধর্ম্মসেন।

৫। সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি সুশ্রুকের পুত্র। একদা ইনি একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্র ইঁহার যজ্ঞীয় পশু হরণ করেন। অম্বরীষ ঋচক মুনির পুত্র শুনঃশেফকে বধ করিবার নিমিত্ত ক্রয় করিয়া আনেন।

৬। সূর্য্যবংশীয় আর একজন নরপতির নাম অম্বরীষ। ইঁহার পিতার নাম নাভাগ। ইনি অতিশয় প্রবলপরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। বিষ্ণুর প্রতি ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল; এই জন্য বিষ্ণু ইঁহার রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক সময়ে ইনি বর্ষব্যাপী এক ব্রতের উদ্‌যাপন করিতেছিলেন; তিন দিন অভুক্ত থাকিয়া চতুর্থ দিবসে দানাদি কার্য্য সমাপনান্তে পারণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে স্বগজটাকলাপ মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আতিথ্য-স্বীকার করিয়া নদীতে স্নানার্থ গমন করি-লেন। মহর্ষির প্রত্যাগত হইতে বিলম্ব হওয়ায় পারণের সময় অতীত হয় দেখিয়া উপস্থিত মুনিঋষিগণের পরামর্শে মহারাজ পারণা করিতে বসিয়া জলপান করেন। ইত্যবসরে দুর্ব্বাসা নদী হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাজার জলগ্রহণবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত-হুতাশনতুল্য হইয়া উঠি-লেন, এবং রাজার বিনাশার্থ স্বীয় জটা হইতে এক উগ্রদেবতার সৃষ্টি করিলেন। উগ্রদেব অম্বরীষকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র আসিয়া তাহাকে ভস্মীভূত করিল এবং দুর্ব্বাসার প্রাণ-সংহারার্থে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। দুর্ব্বাসা ত্রিভুবন ঘুরিয়া কোন খানে নিস্তার না পাইয়া অবশেষে আবার অম্বরীষের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করেন। বিষ্ণুভক্তির এমনই মহিমা।

অম্বল—অম্ল। অম্ল বা অম্লু শব্দের অপভ্রংশ। তাহা দেখ।

অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যা কন্যার গর্ভে জাত দ্বিজাতিবিশেষ; পঞ্জাবের অন্ত-র্গত প্রাচীন স্থানবিশেষ; এইস্থানের ক্ষত্রিয় অধিবাসীরাও অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত। অম্ব (পিতা)—স্থা (থাকা)+ড ক। সং; পু।

অম্বষ্ঠা—যুঁই গাছ; আমরুল; আমড়া; আক-নাদি। অম্বষ্ঠ+আপ্। সং; স্ত্রী।

অম্বা—১। মাতা; দুর্গা। অম্ব (গমন করা)+অল ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

২। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতার নাম অম্বা। ইঁহার অপর দুই ভগিনীর নাম অম্বিকা ও অম্বালিকা। স্বয়ংবর স্থল হইতে ভীষ্ম ইঁহাদের তিন জনকেই হরণ করিয়া আনেন। হস্তিনাপুরে আসিয়া, ভীষ্ম শুনিলেন যে, অম্বা মনে মনে শাম্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ভীষ্ম ইঁহাকে শাম্বরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। ভীষ্ম ইঁহাকে হরণ করিয়া ইঁহার পতি হইবার অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া শাম্বরাজ ইঁহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন। পরে অম্বা পরশুরামসহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলে গুরু পরশুরামের আদেশেও ভীষ্ম ইঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় দুইজনে তুমুল যুদ্ধ হয়। ত্রয়োবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর পরশুরাম পরাজিত হইলে অম্বা ভীষ্মের বধের নিমিত্ত তপস্যা করিতে গমন করেন। কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিলে মহাদেব অম্বাকে এই বর দেন যে, তুমি জন্মান্তরে দ্রুপদগৃহে ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মের বধের কারণ হইবে। পরে অম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরি-ত্যাগ করেন।

অম্বালা—১। মাতা; দুর্গা। অম্ব—অল (ভূষিত করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

২। পাঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত দিল্লী বিভাগের একটী জেলা, তাহার প্রধান নগরের নামও অম্বালা। এখান হইতে সিমলা পাহাড় ৪০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

অম্বালা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হিন্দু-দিগের পুরাতন ইতিহাসের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত এবং তাঁহাদিগের চক্ষে পরম পবিত্র। এই স্থানের মধ্য দিয়া প্রসন্ন-সলিলা সরস্বতী প্রবাহিতা। সরস্বতী ঘর্ঘরা নদীর একটী শাখা। উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে বসতি স্থাপন এবং ধর্ম্মমত গঠন করেন। অদ্যাপি বহু

স্থান হইতে সরস্বতী-তীরে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। তীরে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের গৌরব-কাহিনীতে গরীয়ান্। অম্বালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশগুলি যথাক্রমে গজনী, ঘোর ও মোগল-বংশীয় রাজগণের অধিকারে আসে। মহারাষ্ট্রীয় ও আফগান শক্তির সংঘর্ষে যখন মোগল-সাম্রাজ্য হীনবল হইতেছিল, সেই সময়ে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা প্রভৃতির শিখরাজগণ পঞ্জাবের এক এক অংশ স্ব স্ব অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ১৮০৮ খৃঃ রণজিৎ সিংহ শতদ্রু পার হইয়া উপরি উক্ত রাজগণের নিকট কর চাহেন। রাজগণ মিলিত হইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হন। ১৮০৯ খৃঃ রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে উক্ত রাজগণ রণজিৎ সিংহের রাজ্যবৃদ্ধি-লালসার হস্ত হইতে রক্ষা পান। রাজগণকে ইংরাজ কর দিতে বাধ্য করেন নাই। কেবলমাত্র তাহাদিগকে অম্বালায় প্রতিষ্ঠিত পলিটিকেল এজেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়াছিলেন। রাজগণ আশানুরূপ ব্যবহার না করায় ১৮৪৯ খৃঃ জুন মাসে, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের অবসানে, ইঁহারা শাসন-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া ইংরাজের সামন্তরূপে পরিগণিত হন। ইতঃপূর্ব্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ইংরাজ শাসনাধীনে আসে। ১৮৬২ খৃঃ থানেশ্বর জেলাও অম্বালা বিভাগের সহিত মিলিত হয়। চারি বৎসর পরে বিনিময়সূত্রে আরও কতকগুলি স্থান ইংরাজহস্তে আসে; এই সমস্ত স্থানের সমষ্টি লইয়া অম্বালা বিভাগের বর্ত্তমান চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পলিটিকেল এজেন্সি উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিভাগটি জনৈক কমিশনারের শাসনাধীনে আসিয়াছে। এই অম্বালা সহরেই ১৮৬৯ খৃঃ মার্চ্চ মাসে, আফগানিস্থানের আমীর সের আলীর সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো একটা বৃহৎ দরবারের অনুষ্ঠান করেন। •

অম্বালিকা—১। মাতা; দুর্গা। অম্বালা (মাতা) +কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

২। কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যার নাম অম্বালিকা। ইঁহার অগ্রজা দুই ভগিনীর নাম অম্বা ও অম্বিকা। স্বয়ংবর স্থল হইতে ভীষ্ম ইঁহাদের তিন জনকেই হরণ করিয়া আনেন, এবং নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত অম্বালিকার বিবাহ দেন। পতির মৃত্যুর পর ইনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুরোধে ব্যাসদেবের ঔরসে পাণ্ডু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি বনে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

অম্বিকা—১। মাতা; দুর্গা; দেবমাতা; জৈন-দেবীবিশেষ; অম্বষ্ঠা। অম্বা (মাতা)+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

২। কাশীরাজের মধ্যমা কন্যার নাম অম্বিকা। ভীষ্ম স্বয়ংবর স্থল হইতে ইঁহাকে ভগিনীদ্বয় সহিত হরণ করিয়া স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অম্বিকা আপনার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুরোধে ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র নামে অন্ধ পুত্র প্রসব করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি কনিষ্ঠা ভগিনী পাণ্ডু-জননী অম্বালিকার সহিত বনে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

৩। আদ্যাশক্তি ভগবতীর এক নাম অম্বিকা। এই নামে ইনি শুম্ভনিশুম্ভনামক প্রবল পরাক্রান্ত দেবশত্রু দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন। দৈত্যদ্বয় কর্ত্তৃক নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ ভগবতীর শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবতী শুম্ভ-নিশুম্ভের প্রাণবধের প্রতিজ্ঞা করেন, এবং স্বয়ং ভুবনমোহিনী ষোড়শীর রূপ ধারণ করিয়া হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। শুম্ভের চরেরা ইঁহাকে দৈত্যরাজের মহিষী হইবার জন্য অনুরোধ করায় ইনি উত্তর করেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ, তিনি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। শুম্ভ এই কথা শুনিয়া ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি মহাবীরদিগকে একে একে ইঁহার নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সকলেই ইঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। পরে নিশুম্ভ যুদ্ধার্থে আসিলে সেও হত হয়। অবশেষে শুম্ভ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং অচিরে শমন-সদনে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধ দেবীযুদ্ধ নামে প্রখ্যাত।

অম্বিকানাথ, অম্বিকাপতি—মহাদেব। অম্বিকার নাথ, পতি, ৬তৎ। সং; পুং।

অম্বিকেয়—কার্ত্তিকেয়; গণেশ; ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকা+এয় অপত্যার্থে। সং; পুং।

অম্বু—সলিল, জল, বারি। অম্ব (শব্দ করা)+উ ক। সং; ক্লী। [যথাক্রমে পুং ও স্ত্রী।

অম্বুকণ, -কণা—জলবিন্দু, শীকর। ৬তৎ। সং;

অম্বুকণ্টক—নক্র, কুম্ভীর। ৭তৎ। সং; পুং।

অম্বুকিরাত—কুম্ভীর। ৭তৎ। সং; পুং।

অম্বুকীশ—শিশুমার, শুশুক। অম্বুতে (জলে) কীশ (বানর), ৭তৎ। সং; পুং।

অম্বুকূর্ম্ম—শিশুমার, শুশুক। ৭তৎ। সং; পুং।

অম্বুকেশর—ছোলঙ্গ লেবু। অম্বুপূর্ণ কেশর যাহার, বহু। সং; পুং।

অম্বুচর—জলচর। উপ; অম্বু-চর+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্বুচরী।

অম্বুচামর—শৈবাল। ৭তৎ। সং; ক্লী।

অম্বুচারী (-চারিন্)—অম্বুচর, জলচর। উপ; অম্বু-চর+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী, -রিণী।

অম্বুজ—১। জলজাত। উপ; অম্বু (জল) -জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্বুজা। ২। জলজ, পদ্ম; বজ্র। সং; ক্লী। ৩। চন্দ্র; নিচুলবৃক্ষ, হিজল গাছ। সং; পুং। ৪। শঙ্খ। সং; পুং বা ক্লী। [বহু। সং; ক্লী।

অম্বুজন্ম (-জন্মন্)—পদ্ম। অম্বুতে জন্ম যাহার,

অম্বুতাল—শৈবাল, শেওলা। ৭তৎ। সং; পুং।

অম্বুদ—১। জলদানকারী। উপ; অম্বু (জল) -দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্বুদা। ২। জলদ, মেঘ; মুস্তক; অভ্র। সং; পুং।

অম্বুদাগম—জলদাগম, বর্ষাকাল। অম্বুদের আগম হয় যাহাতে, বহু। সং; পুং।

অম্বুধর—জলধর, মেঘ। ৬তৎ। সং; পুং।

অম্বুধি—জলধি, সমুদ্র; জলপাত্র; ৪ সংখ্যা। উপ; অম্বু (জল)-ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; পুং।

অম্বুধিস্রবা—ঘৃতকুমারী। অম্বুধি-স্রু (ক্ষরণ করা) +অস্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। [পুং।

অম্বুনিধি—জলধি, সমুদ্র, সাগর। ৬তৎ। সং;

অম্বুপ—১। জলপানকারী। উপ; অম্বু -পা (পান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্বুপা। ২। জলাধিপতি, বরুণ; চক্রমর্দ্দ, চাকুন্দিয়া; শতভিষা নক্ষত্র। অম্বু -পা (রক্ষা করা)+ড ক। সং; পুং।

অম্বুপতি—বরুণ; সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পুং।

অম্বুপদ্ধতি—জলপ্রণালী, জলপ্রবাহ, জলস্রোত। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অম্বুপ্রসাদ, -প্রসাদন—নির্ম্মলী ফল। অম্বু-প্র-সিদ্ধ সদ (=সাদি)+ঙ, অনট্ ক। সং; যথাক্রমে পুং ও ক্লী।

অম্বুভৃৎ—সমুদ্র; মেঘ; মুস্তক, মুথা; অভ্রধাতু। উপ; অম্বু-ভৃ+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

অম্বুমাত্রজ—শম্বুক, শামুক। উপ; অম্বুমাত্র শব্দ-জন (জন্মা)+ড ক। সং; পুং।

অম্বুমান্ (অম্বুমৎ)—১। জলবিশিষ্ট। অম্বু (জল)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী অম্বুমতী। ২। জলময় স্থান; কচ্ছ, নদী-তট, কূল। সং; পুং।

অম্বুমুক্ (অম্বুমুচ্)—জলধর, মেঘ। উপ; অম্বু -মুচ (মোচন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

অম্বুর—দ্বারের অধঃকাষ্ঠ, বনকাঠ বা গোবরাট। উপ; অম্বু-রা+ড ক। সং; পুং।

অম্বুরাশি—জলধি, সমুদ্র। অম্বুর রাশি, ৬তৎ; অম্বুর রাশি যাহাতে, বহু। সং; পু।

অম্বুরী—অম্বরী (তাহা দেখ)। দেশজ।

অম্বুরুহ—জলজ, পদ্ম। উপ; অম্বু—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক ক। সং; ক্লী।

অম্বুরুহা—স্থলপদ্ম। উপ; অম্বু—রুহ+ক ক +আপ্। সং; স্ত্রী।

অম্বুরোহিণী—নলিনী, পদ্ম। উপ; অম্বু—রুহ +ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অম্বুবাচি, অম্বুবাচী—রজস্বলা পৃথিবী, মিথুন রাশিস্থ সূর্য্যের আর্দ্রানক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগকাল। এই স্থিতিকাল তিন দিন কুড়ি দণ্ড। সূর্য্য প্রতি মাসে দুই পূর্ণনক্ষত্র একপাদ ভোগ করিয়া থাকেন। বৈশাখমাসে অশ্বিনী ও ভরণী এই দুই পূর্ণনক্ষত্র ও কৃত্তিকার একপাদ, জ্যৈষ্ঠমাসে কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ,সম্পূর্ণ রোহিণী ও মৃগশিরার দুই পাদ; আষাঢ় মাসের প্রথম ছয় দিন চল্লিশ দণ্ডে মৃগশিরার শেষ দুই পাদ ভোগ করিয়া থাকেন। তাহার পরে যে তিন দিন কুড়ি দণ্ড সূর্য্য আর্দ্রানক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকেন, তাহারই নাম অম্বুবাচী। এই সময়ে পৃথিবী ভিতরে ভিতরে রজস্বলা হন। (খুব সম্ভবতঃ পৃথিবী বারিপাতে রসযুক্তা হইয়া বীজাদি অঙ্কুরিত করিবার উপযোগিনী হন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ)। এই সময় হইতে বর্ষার সূচনা হয় বলিয়া ইহাকে অম্বুবাচী বলে। এই তিন দিন বেদবেদাঙ্গের অধ্যয়ন ও ভূমিকর্ষণ নিষিদ্ধ। এই নিমিত্ত অনেকে শৌচার্থে পূর্ব্বে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই কালে যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বপাক বা পরপাক অন্ন ভোজন চণ্ডালান্ন ভোজনের তুল্য। অম্বুবাচীতে দুগ্ধপান করিলে সর্পভয় থাকে না, ইহাই স্মৃতির মত। অম্বু—বচ (বলা) +ই ক, বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অম্বুবাসিনী—১। জলে বাসকারিণী। ১ম অম্বুবাসী দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। পাটলা পুষ্প, পারুল। সং; স্ত্রী।

অম্বুবাসী (—সিন্)—জলে বাসকারী, জলচর। উপ; অম্বু—বস ধাতু+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অম্বুবাসিনী।

অম্বুবাসী—পাটলা বৃক্ষ, পারুল। সং; স্ত্রী।

অম্বুবাহ—১। জলবহনকারী। অম্বু—বহ+ অণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্বুবাহী। ২। মেঘ; মুথা; অভ্রধাতু। সং; পু।

অম্বুবাহনী—জল-সেচনী, সিউনী। উপ; অম্বু —ণিজন্ত বহ (—বাহি)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অম্বুবাহিনী—১। জলবহনকারিণী। অম্বুবাহী দেখ। অম্বুবাহিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত জল-সেচন-পাত্র, জলসেচনী। সং; স্ত্রী।

অম্বুবাহী (—হিন্)—জলবহনকারী। উপ; অম্বু—বহ (বহন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অম্বুবাহিনী। [পু বা ক্লী।

অম্বুবিম্ব—জলবিম্ব (তাহা দেখ)। ৬তৎ। সং;

অম্বুবেতস—জলবেতস। অম্বুজাত বেতস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অম্বুসর্পিণী—জলৌকা, জোঁক। অম্বু শব্দ—সৃপ (গমন করা)+ণিন্ ক+ঈপ্—যে জলে গমনশীলা। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

অম্বুসেচনী—জলসেচনী, সিউনী। ৬তৎ। সং;

অম্বূকৃত—থুথুবিশিষ্ট (বাক্য বা রব)। অম্বু শব্দ +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (—অম্বূ)—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা। [পু।

অম্ব্র—অম্ল, টক, অম্বল। অম্ব+রু ক। সং;

অম্ভঃ (অম্ভস্)—জল। অম্—অস্+কিপ্ ক। সং; ক্লী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

অম্ভঃসরণ, অম্ভস্সরণ—জলস্রোত, জলপ্রবাহ।

অম্ভঃসার, অম্ভস্সার—মুক্তা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অম্ভঃসূ, অম্ভস্সূ—ধূম। অম্ভস্—সূ (উৎপাদন করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

অম্ভঃস্থ—জলস্থিত। উপ; অম্ভস্ শব্দ—স্থা+ ড ক। বিণ; ত্রি।

অম্ভস্—অম্ভঃ দেখ।

অম্ভোজ—১। জলজাত। উপ; অম্ভস্ (জল) —জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্ভোজা। ২। জলজ, পদ্ম। সং; ক্লী। ৩। (সমুদ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া) চন্দ্র। সং; পু।

অম্ভোজন্ম (—জন্মন্)—পদ্ম, কমল। অম্ভঃ হইতে জন্ম যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অম্ভোজন্মজনি—ব্রহ্মা। অম্ভোজন্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) হইতে জনি (উৎপত্তি) যাহার, বহু। সং; পু।

অম্ভোজন্মযোনি—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। অম্ভোজন্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) যোনি (উৎপত্তিস্থল) যাহার, বহু। সং; পু।

অম্ভোজিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়; পদ্মলতা; পদ্মযুক্ত দেশ। অম্ভোজ শব্দ+ইন্ সমূহার্থে +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অম্ভোদ—জলদ, মেঘ। উপ; অম্ভস্ (জল) —দা (দান করা)+ড ক। সং; পু।

অম্ভোধর—জলধর, মেঘ। অম্ভের ধর (ধারণকর্ত্তা), অম্ভঃ+ধর, ৬তৎ। সং; পু।

অম্ভোধি—জলনিধি, সমুদ্র। উপ; অম্ভস্—ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; পু।

অম্ভোধিবল্লভ—প্রবাল অম্ভোধি বল্লভ (প্রিয়) যাহার, বহু। সং; পু।

অম্ভোনিধি—জলধি, সমুদ্র। অম্ভের নিধি (অম্ভঃ+নিধি), ৬তৎ। সং; পু।

অম্ভোরাশি—অম্বুরাশি, সমুদ্র। অম্ভের রাশি (অম্ভঃ+রাশি), ৬তৎ; অথবা অম্ভের রাশি আছে যাহাতে; বহু। সং; পু।

অম্ভোরুহ—১। জলজ, পদ্ম। অম্ভস্—রুহ (জন্মা)+ক ক। সং; ক্লী। ২। জলজ, জলজাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্ভোরুহা।

অম্ময়—জলময়। অপ্ (জল)+ময়ট্ তত্রপার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্ময়ী।

অম্র—১। আম্রফল, আম। অম (ভোজন করা)+র র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। আম্রবৃক্ষ, আমগাছ। অম্র আছে ইহাতে এই অর্থে অম্র+অ। সং; পু।

অম্রাত, অম্রাতক—১। আমড়া। অম্র—অত +অন্ ক; ২য় পক্ষে+তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। আমড়াগাছ। সং; পু।

অম্ল—১। টক রস। অম (রুগ্ন হওয়া)+ল ণ। সং; পু। ২। দধ্যম্ল, তক্র, ঘোল। সং; ক্লী। ৩। অম্লরসযুক্ত, টক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্লা, অম্লী।

অম্লক—লকুচী, মাদার বা ডেলুয়া। সং; পু।

অম্লকাণ্ড—লবণতৃণ। অম্ল নাশক কাণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অম্লকেশর—গোঁড়ালেবু, বীজপূর, টাবালেবু। অম্ল কেশরে যাহার, বহু। সং; পু।

অম্লগোরস—তক্র, ঘোল। অম্ল যে গোরস, কর্ম্মধা। সং; পু।

অম্লচুক্রিকা—চুকাপালঙ্গ বা টকপালঙ্গ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অম্লচূড়—অম্লশাক, টকপালঙ্গ বা চুকাপালঙ্গ। অম্লা চূড়া যাহার, বহু। সং; পু।

অম্লজনক—১। অম্লোৎপাদক; যাহাতে অম্বল রোগ জন্মে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অম্লজনিকা। ২। অম্লজান বাষ্প। সং; পু।

অম্লজম্বীর—গোঁড়ালেবু। কর্ম্মধা। সং; পু।

অম্লজান—বায়ুর উপাদানভূত বাষ্পসমূহের অন্যতম অদৃশ্য-বাষ্প (Oxygen)। শুষ্ক বায়ুর মধ্যে শতকরা ২০·৯৬ ভাগ অর্থাৎ মোটামুটি প্রায় পঞ্চমাংশ অম্লজান বাষ্প থাকে। ইহা স্বাদগন্ধরহিত। জীবগণ বায়ুস্থিত অম্লজান বাষ্প শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করে। ইহা দ্বারা রক্তবিশোধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। অম্লের জান অর্থাৎ জন্ম বা উৎপত্তি হয় যাহা হইতে, বহু; প্রাচীন পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে,এই বাষ্পের যোগেই অম্লরস জন্মে, একারণ ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। অম্ল হইতে জান (জন্ম) যাহার, বহু। সং; পু।

অম্লপঞ্চফল—অম্লরসবিশিষ্ট পাঁচ প্রকার ফল; যথা—অম্লবেতস, দাড়িম, কুল, তেঁতুল, চুকাপালঙ্গ। পঞ্চফলের সমাহার—পঞ্চফল,

(সমাহার দ্বিগু) ; অম্ল যে পক্বফল,কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

অম্লপনস—লকুচী, মাদার, ডেগুয়া বা ডেহুয়া।

অম্লপিত্ত—ব্যাধিবিশেষ, অম্বলরোগ। অম্লদূষিত পিত্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অম্লপিষ্ট—আমরুল শাক। সং ; ক্লী।

অম্লফল—১। তিন্তিড়ী, তেঁতুল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। আম্রবৃক্ষ, আমগাছ। অম্ল ফল যাহার, বহু। সং ; পু।

অম্লরস—১। অম্বল রস ; টক স্বাদ, অম্বল তার। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অম্বল, টক। অম্ল রস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অম্লরসা। [+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অম্ললোণিকা—আমরুল। অম্ললোণী+কণ্ স্বার্থে

অম্ললোণী—আমরুল। অম্ল লূন (ছিন্ন) হয় যদ্দ্বারা, বহু। নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

অম্লবতী—১। অম্লযুক্তা। অম্ল শব্দ+বতু আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আমরুল। সং ; স্ত্রী।

অম্লবর্গ—বিবিধ অম্লদ্রব্যের (বা অম্লফলোৎপাদক বৃক্ষের) গণ। ৬তৎ। সং ; পু।

অম্লবাটক—আম্রাতক, আমড়া। অম্ল—বট (বেষ্টন করা)+ণক ক। সং ; পু। [ক্লী।

অম্লবাস্তুক—চুক্র, চুকাপালঙ্গ। কর্ম্মধা। সং ;

অম্লবীজ—তিন্তিড়ী, তেঁতুল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অম্লবৃক্ষ—১। তেঁতুল গাছ। অম্লজনক বৃক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল। সং ; ক্লী। [পু।

অম্লবেতস—আমলকুচি গাছ। কর্ম্মধা। সং ;

অম্লশাক—১। অম্লদ্রব্যবিশেষ। সং ; পু। ২। চুক্র, চুকাপালঙ্গ শাক ; বৃক্ষাম্ল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অম্লসার—১। কাঞ্জিক, কাঁজি। অম্ল সার যাহার, বহু। সং ; ক্লী। ২। অম্লবেতস ; হিন্তাল ; নিম্বুক। সং ; পু।

অম্লহরিদ্রা—শটী ; আম আদা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অম্লাক্ত—অম্লযুক্ত, অম্ল মাখান ; অম্বল, টক। অম্ল দ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অম্লান—১। ম্লান নয়, বিমল, পরিষ্কার, প্রফুল্ল, অবিষণ্ণ। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অম্লানা। ২। বৃক্ষবিশেষ, মহাসহা, আঁম্লা। সং ; পু।

অম্লান-কুসুম—যে পুষ্প কখনও মলিন হয় না। সকল পুষ্পই কালাত্যয়ে ম্লান হয়, একারণ কবিগণ পরমসুন্দরী রমণীকে 'অম্লান-কুসুম' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কারণ রমণীপুষ্প সামান্য পুষ্পের ন্যায় হঠাৎ ম্লান হয় না। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ভক্তেরা পরমেশ্বরকেও অম্লান-কুসুম বলেন, কেননা তাহা কখনও ম্লান হয় না।

[যে ব্যক্তি, বিশেষতঃ যে রমণী, সর্ব্বদা সহাস্যবদনা, তাহাকেও কবিগণ অম্লান কুসুম বলিয়া থাকেন]।

অম্লানমুখ—১। অসঙ্কোচে, কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া। অম্লান হইয়াছে মুখ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। ২। প্রফুল্লমুখ, যাহার মুখ ম্লান নয়। অম্লান মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী।

অম্লানবদনে—প্রফুল্লমুখে, অসঙ্কোচে। অম্লান বদন যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

অম্লিকা, অম্লীকা—তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তেঁতুল গাছ ; চেতাম্লিকা ; পলাশীলতা ; অম্লোদ্গার। অম্ল+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অম্লী—১। অম্লরসযুক্তা। অম্ল দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তেঁতুল গাছ। সং ; স্ত্রী।

অম্লীকা—অম্লিকা দেখ।

অম্লোদ্গার—অম্বল ঢেকুর, চোঁয়া ঢেকুর। অম্ল যে উদ্গার, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অয়—১। শুভাদৃষ্ট, সৌভাগ্য ; নরকবিশেষ। অয় বা ই+অল ণ। ২। পাশার গুটি বিশেষ। অয় বা ই+অল্ ভা। ৩। লাভ, লভ্য। অয় বা ই+অস্ শ্ম। সং ; পু।

অয়ঃ (অয়স্)—লৌহ, লোহা ; [illegible] ; লৌহনির্ম্মিতদ্রব্য। অয় বা ই+অস ক। সং ; ক্লী।

অয়ঃপিণ্ড—লৌহপিণ্ড, লোহার তাল ; লৌহগোলক। ৬তৎ। সং ; পু।

অযজ্ঞ—যজ্ঞহীন, যাগরহিত। ন (নাই) যজ্ঞ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অযজ্ঞিয়, অযজ্ঞীয়—অযাজ্ঞিক, যাহা যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নহে ; যাহা যজ্ঞের উপযুক্ত নহে, অপবিত্র। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযতী (—তিন্)—অসংযতেন্দ্রিয় ; কামুক। নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অযতিনী।

অযত্ন—১। যত্নাভাব, অবহেলা,অনাদর ; অনায়াস। নঞ্তৎ। সং ; পু। ২। যত্নহীন। অবিদ্যমান যত্ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অযত্নকারী (—কারিন্)—যত্নহীন, নিরুদ্যম ; চেষ্টারহিত, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, অলস ; যে যত্ন করে না, উপেক্ষাপরায়ণ, অবহেলাকারী, অনবধান, উদাসীন। ন যত্নকারী, নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অযত্নকারিণী।

অযত্নকৃত—বিনা চেষ্টায় সম্পাদিত ; অনায়াস সম্পন্ন। ন যত্নকৃত, নঞ্তৎ ; অথবা অযত্ন দ্বারা কৃত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা।

অযত্নপালিত—যত্নব্যতিরেকে পোষিত বা বর্দ্ধিত ; যাহাকে অবহেলার সহিত পালন করা হইয়াছে। ন যত্নপালিত, নঞ্তৎ ; অথবা অযত্ন দ্বারা পালিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযত্নপালিতা।

অযত্নসম্ভূত—বিনা যত্নে বা চেষ্টায় উদ্ভূত, অনায়াসসিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযথা—অনুপযুক্তরূপে, অন্যায়রূপে ; অপ্রকৃত, অমূলক, অলীক ; অযোগ্য। ব্য।

অযথাতথ—যেমন হওয়া উচিত তেমন নহে ; অনুচিত ; অসঙ্গত, অযোগ্য। তথাকে অতিক্রম না করিয়া যথাতথ, অব্যয়ী ; ন যথাতথ, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযথাভাবে—যেরূপ অবস্থায় কার্য্য করা উচিত, সেরূপভাবে নহে। অযথা অর্থাৎ মিথ্যা হইয়াছে ভাব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অযথাভূত—যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে, অংশতঃ হীন বা ত্রুটিবিশিষ্ট। ন যথাভূত, নঞ্তৎ ; কিংবা অযথা—ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযথাভূতা।

অযথার্থ—অপ্রকৃত, মিথ্যা, অলীক ; অন্যায্য, অনুচিত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—র্থা।

অযথার্থতা,—ত্ব—অসত্যতা, অলীকতা ; অন্যায্যতা ; অনৌচিত্য। অযথার্থ শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অয়ন—১। স্থান, ভূমি ; গৃহ, বাসস্থান ; আশ্রয়, বিশ্রামস্থান ; যুদ্ধভূমি। অয় বা ই (গমন করা)+অনট্ অধি। ২। পথ ; শাস্ত্র। +অনট্ ণ। ৩। গমন, গতি ; জন্ম ; সূর্য্যের উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন ; যথাক্রমে দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ নামে কথিত হইয়া থাকে। [১১ই পৌষ হইতে ৬ মাস উত্তরায়ণ এবং অবশিষ্ট ৬ মাস দক্ষিণায়ন]। +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অয়নকাল—সূর্য্যের উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন করিবার সময় ; উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়। ৬তৎ। সং ; পু।

অয়ন-চলন—পথে গমন ; যুদ্ধভূমিতে যাত্রা ; গৃহে গমন। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অয়নমণ্ডল—রাশিচক্র ও রাশিচক্রস্থিত সূর্য্যগমনের দৃশ্যমান পথ (Ecliptic)। অয়নের মণ্ডল, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অয়নবৃত্ত—অয়নমণ্ডল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অয়নাংশ—প্রাচীনেরা বলেন, সূর্য্যের গতি বিশেষের ভাগ। বিষুব রেখা হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত ৯০ এবং কুমেরু পর্য্যন্ত ৯০ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে এক এক অংশ বলে। অয়নের অর্থাৎ সূর্য্যগতির প্রকাশক অংশকে অয়নাংশ বলে। সং ; পু।

অয়নান্ত—সূর্য্যের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে গমনের শেষ সীমা ; ক্রান্তি। অয়নের অন্ত, ৬তৎ। সং ; পু।

অয়নান্তপ্রদেশ—অয়নান্ত বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অয়নান্তবৃত্ত—সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনের সীমানির্দ্ধারক কল্পিত গোলাকার

রেখা (Tropics)। এই দুই বৃত্ত বিষুব রেখার সার্দ্ধ ২৩ অক্ষাংশ উত্তরে ও দক্ষিণে কল্পিত হইয়া থাকে। উত্তরের রেখাটীকে কর্কটক্রান্তি (Tropic of cancer) এবং দক্ষিণেরটীকে মকরক্রান্তি (Tropic of capricorn) বলে। অয়নের (সূর্য্যগমনের) অন্ত = অয়নান্ত (৬তৎ) ; অয়নান্ত সূচক বৃত্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অযশ্মিত—অনিয়মিত ; অবাধ, অব্যাহত ; অনর্গল। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

অযশ—অযশঃ পদের অপভ্রংশ।

অযশঃ (অযশস্)—অপযশ, অখ্যাতি ; দুর্নাম, নিন্দা। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অযশস্কর—অকীর্ত্তিকর, অখ্যাতিজনক। ন যশস্কর, নঞ্‌তৎ ; বা অযশঃ করে যে এই বাক্যে উপ ; অযশস্–কৃ (করা)+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযশস্করী।

অযশস্য—অকীর্ত্তিকর, দুর্নামজনক। ন (নয়) যশস্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –স্যা।

অযশস্বী (–স্বিন্)—অকীর্ত্তিমান্, কীর্ত্তিহীন, অবিখ্যাত, অপ্রসিদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অযশস্বিনী।

অয়স্—অয়ঃ ও অয়াঃ দেখ।

অয়স্কান্ত—লৌহাকর্ষক মণি, চুম্বক পাথর। অয়সের কান্ত (প্রিয়), ৬তৎ। সং ; পু।

অয়স্কার—লৌহকার, কর্ম্মকার, কামার ; জঙ্ঘার উপরিভাগ। উপ ; অয়স্ শব্দ–কৃ (করা) +যণ্ ক। সং ; পু।

অয়স্কুম্ভ—লৌহ-ঘট, লোহার কলসী বা হাঁড়ি। অয়ঃনির্ম্মিত যে কুম্ভ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অয়াঃ (অয়স্)—বহ্নি, অগ্নি। অয় বা ই+ অস্ ক। সং ; পু।

অযাচক—যে যাচ্ঞা করে না, অপ্রার্থী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযাচিকা।

অযাচনীয়—অযাচ্য, অপ্রার্থনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযাচনীয়া।

অযাচিত—১। অপ্রার্থিত, যাহা চাওয়া হয় নাই। ন যাচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –তা। ২। উপবর্ষ নামা মুনি। সং ; পু।

অযাচ্য—অপ্রার্থনীয়, যাহা প্রার্থিতব্য নহে। ন (অ)–যাচ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

অযাজ্য—যাহা যাজনীয় নয় ; পতিতশ্রুতিস্মৃতি-নিষিদ্ধ-যাজন। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযাজ্যযাজন—পতিত ব্যক্তির যাজন। অযাজ্য দেখ। অযাজ্যের যাজন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অযাজ্যযাজী (–যাজিন্)—অযাজ্য-যাজনকারী, পতিত ব্যক্তির যাজনাকারী। উপ ; অযাজ্য শব্দ–যজ+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

অযাত্রা—অশুভ যাত্রা ; যাত্রাকালে অশুভ লক্ষণ। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অযাত্রিক—যাত্রার অনুপযুক্ত, যাত্রার অপ্রশস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযাত্রিকী।

অযাথার্থ্য—অযথার্থতা। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অযান—অগমন, না যাওয়া ; স্বভাব। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অয়ি—সম্বোধন ; জিজ্ঞাসা। ব্য।

অযুক্ (অযুজ্)—অযুগ্ম, বিযোড়, যেমন ১, ৩, ৫, ৭, ইত্যাদি। ন (অ)–যুজ (যোগ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

অযুক্ছদ, অযুগ্মচ্ছদ—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। অযুক্ বা অযুগ্ম (বিযোড়) হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; পু।

অযুক্ত—যুক্তিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত, অনুচিত ; সংযোগ-রহিত, অসংযুক্ত, পৃথক্ ; অনিয়োজিত ; অনবহিত। ন যুক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযুক্তি—অন্যায়, অনৌচিত্য ; অসৎ যুক্তি, অপরামর্শ ; অসংযোগ, বিয়োগ। ন যুক্তি, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অযুক্তিযুক্ত, অযুক্তিসিদ্ধ—অযৌক্তিক, যুক্তিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত ; অনুচিত ; অপরামর্শসিদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –যুক্তা, –দ্ধা।

অযুগ, অযুগ্ম—যুগ্ম ভিন্ন, বিষম, বিযোড়, যেমন ৩, ৫, ৭, ইত্যাদি। ন (নাই) যুগ বা যুগ্ম যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –গা, –গ্মা।

অযুগল—অযুগ্ম, বিষম, বিযোড়। ন (নাই) যুগল যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযুগলা।

অযুগার্চ্চিঃ (–র্চ্চিস্)—অগ্নি। অযুগ হইয়াছে অর্চ্চিঃ যাহার, বহু। সং ; পু।

অযুগ্ম—অযুগ দেখ।

অযুত—১। অসংযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। দশসহস্র সংখ্যা, ১০০০০ ; সং ; ক্লী।

অযুতনায়ী (–নায়িন্)—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি-বিশেষ। মহাভৌমের ঔরসে ও প্রাসেন-জিৎ-তনয়া সুযজ্ঞার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অযুতসংখ্যক নরমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই ইঁহার নাম অযুতনায়ী। ইনি পৃথুশ্রবার কন্যা কামার পাণিগ্রহণ করেন। কামার গর্ভে অক্রোধন নামে ইঁহার এক পুত্র হয়। [সম্ভ্রম ; ক্লান্তি। ব্য।

অয়ে—সম্বোধন ; স্মরণ ; বিষাদ ; ক্রোধ ; ভয় ;

অযোগ—১। যোগাভাব, বিচ্ছেদ, বিশ্লেষ ; ধ্যানাভাব ; যোগ্যতাভাব, অনুপযোগিতা ; অননুরাগ ; বিরহ ; অসম্বন্ধতা ; কঠিনোদ্যম ; কষ্ট ; (জ্যোতিষ শাস্ত্রে) অশুভযোগ, কুযোগ ; বিরাগ, বিদ্বেষ। ন যোগ, নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। যোগরহিত, বিযুক্ত। ন (নাই) যোগ যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। স্বর্ণকারের কূট, নাভি (নাই)। উপ ; অয়স্–গম+ড ক। সং ; পু।

অয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে উৎপন্ন সঙ্করজাতিবিশেষ। শাস্ত্রানুসারে প্রতিলোম জাতিতে এক বর্ণের ব্যবধান থাকিলে তাহাকে স্পর্শ করা চলে। বৈশ্যে ও শূদ্রে কেবল এক বর্ণের ব্যবধান থাকায় অয়োগব জাতিকে স্পর্শ করা যায়। পরন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত অয়োগব জাতি কাহারা ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অয়সের (লৌহের) ন্যায় গো (বাক্য) যাহার, বহু। সং ; পু।

অযোগবাহ—বাঙ্গালায় অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুইটী বর্ণকে অযোগবাহ বলে। অযোগ–ণিজন্ত বহ–বাহি (বহান)+অন্ ক। সং ; পু।

অয়োগুড়—অয়োগুল, লোহার গুলি বা ভাঁটা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অয়োগুল—লোহার গুলি ; লৌহচূর্ণাদি নির্ম্মিত ঔষধের বড়ি। অয়ঃ (লৌহ) নির্ম্মিত গুল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অয়োগোলক—লৌহনির্ম্মিত গোলাকার বস্তু, লোহার গোলা। অয়ঃ নির্ম্মিত যে গোলক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অযোগ্য—অনুপযুক্ত, অনুপযোগী ; অক্ষম, অকর্ম্মণ্য, অনুচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযোগ্যতা, অযোগ্যত্ব—যোগ্য না হওয়া, যোগ্যতার অভাব, অনুপযুক্ততা, গুণহীনতা, নির্গুণত্ব ; অনুপযোগিতা। অযোগ্য+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অযোগ্যম্মন্য—যে আপনাকে অযোগ্য বিবেচনা করে। অযোগ্য শব্দ–মন্ (মনে করা)+খশ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযোগ্যম্মন্যা।

অয়োগ্র—লৌহবদ্ধ লগুড় ; লোহার মুষল ; হাতুড়ি। অয়ঃ (লৌহ) অগ্রে যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

অয়োঘন—লৌহপিণ্ড, হাতুড়ি, মুদ্গার। অয়স্ শব্দ–হন+অল্ ণ। সং ; পু।

অযোত্র—১। যোত্রাভাব, ধনহীনতা, দৈন্য। ন যোত্র, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। যোত্র-হীন, নিঃস্ব, নির্ধন ; দেউলিয়া। ন (নাই) যোত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযোত্রা।

অযোধ্য—যুদ্ধানর্হ, যুদ্ধে অশক্য, দুর্দ্ধর্ষ, অজেয়। নঞ্‌তৎ ; নঞ্ (অ)–যুধ (যুদ্ধ করা)+ ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অযোধ্যা।

অযোধ্যা—১। যুদ্ধানর্হা। অযোধ্য দেখ। অযোধ্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

২। যুক্ত প্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত নগর। অযোধ্যার সমৃদ্ধি ও গৌরব রামায়ণে বিশিষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নগরটি সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে উহা সবিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। কথিত আছে যে, তৎকালে উহা দৈর্ঘ্যে ১২ যোজন ও প্রস্থে ২ যোজন বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান কালে কেবল বিস্তৃত ভগ্নস্তূপ সেই সমৃদ্ধি ও

গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। স্বয়ং মনু এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। মনু হইতে ১১২ পুরুষ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুমিত্র অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় শেষ সম্রাট্। জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতির রাজগণ এই বংশ-সম্ভূত। সুমিত্রের মৃত্যুর অনেক পরে বিক্রমাদিত্য কিছুদিন রাজত্ব করেন। বিক্রমাদিত্যের পরে রাজধানী সমন্বিত কোশল রাজ্য যথাক্রমে সমুদ্রপাল, শ্রীবস্তু ও কান্যকুব্জ রাজগণের অধীনতায় আসে। পরে মুসলমান রাজগণ উহা অধিকৃত করেন। কোশল রাজ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয়ের জন্মভূমি এবং উভয় ধর্ম্মের আদি কর্ম্মক্ষেত্র। মুসলমান অধিকারের সাক্ষ্য স্বরূপে বাবর ও আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তিনটী মসজিদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান কালে দর্শন সিংহ বা মানসিংহের মন্দির ও হনুমানগড় নামক অট্টালিকা অযোধ্যার প্রধান দ্রষ্টব্য।

আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া যে যে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, অযোধ্যা প্রদেশ তাহাদের অন্যতম। ঘর্ঘরা নদীর কয়েক ক্রোশ উত্তরে, কর্ণেলগঞ্জ নামক স্থানের সন্নিকটে অগস্ত্য মুনির সমাধি অধিষ্ঠিত, এইরূপ লোকপ্রবাদ। উত্তর কালে স্থানটি বৌদ্ধ ধর্ম্মের এবং বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র স্বরূপ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কান্যকুব্জের রাঠোর রাজা (শ্রীচন্দ্র দেব) রাজ্যটিকে বিধ্বস্ত করেন। সাহাবুদ্দিন ঘোরী কান্যকুব্জ জয় করিয়া অযোধ্যা আক্রমণ করেন (১১৯৪ খৃঃ)। ১২৪২ খৃঃ কমর-উদ্দিন কৈরাণ্ডি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতে অযোধ্যা দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু যে সকল হিন্দু সামন্ত পূর্ব্বাবধি এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, স্ব স্ব অধিকার মধ্যে তাঁহাদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, অযোধ্যার হিন্দু-রাজগণ অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা লাভ করেন। সাদত আলি খাঁ নামক জনৈক পারস্যদেশীয় বণিক্ খৃঃ ১৭৩২ অব্দে মোগল সম্রাটের পক্ষ হইতে অযোধ্যার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনিই অযোধ্যার মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি দিল্লীর সম্রাটের উজীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং পদটিকে বংশানুক্রমিক করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে অযোধ্যা বহুলাংশে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭৪৩ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে ইঁহার জামাতা সফদর জঙ্গ ইঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন। দশ বৎসর পরে তাহার পুত্র সুজা-উদ্দৌলা পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি দেখিলেন যে, বঙ্গদেশে ইংরাজের সহিত বাঙ্গালার সুবাদার মীর কাসিমের যুদ্ধ চলিতেছে। সেই অবসরে বিহারপ্রদেশ নিজাধিকারে লইবার অভিপ্রায়ে সুজা-উদ্দৌলা, হীন প্রভ মোগল বাদসাহ সা আলম ও নির্ব্বাসিত মীর কাসিমকে সঙ্গে লইয়া, পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৭৬৪ খৃঃ মেজর মনরো বক্সারের যুদ্ধে ইঁহাকে পরাজিত করেন। তাহার ফলে মীর কাসিম বেরেলীতে পলায়ন করেন, এবং সা আলম ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কোরা এবং এলাহাবাদ অযোধ্যার শাসনভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ খৃঃ যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে এই দুইটি স্থান বাদশাহকে দেওয়া হয়, অবশিষ্ট স্থানগুলি অযোধ্যাপতিকে দেওয়া হয়। বাদশাহ উক্ত স্থান দুইটী মহারাষ্ট্রীয়গণকে দান করেন। এ কার্য্যটি সন্ধির সর্ত্ত বিরুদ্ধ বলিয়া ইংরাজ রাজ এই দুইটী স্থান ৫০ লক্ষ টাকায় অযোধ্যাপতিকে বিক্রয় করেন; ইহার বিনিময়ে অযোধ্যাপতি ইংরাজ প্রেরিত সাহায্যকারী প্রত্যেক সেনাদলের ব্যয় স্বরূপে প্রতিমাসে ২,১০,০০০ সিক্কা টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৭৭৫ খৃঃ সুজা-উদ্দৌলার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র আসফ-উদ্দৌলা পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার সহিত ইংরাজ নূতন সন্ধি স্থাপন করেন। তাহার ফলে বেনারস, জৌনপুর, গাজিপুর, এবং চৈৎ সিংহের সমস্ত সম্পত্তি ইংরাজের অধিকারে আসে। এ পর্য্যন্ত ফায়জাবাদই অযোধ্যাপতির বাসস্থান স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। আসফ-উদ্দৌলা লক্ষ্ণৌ সহরে স্বীয় বাসস্থান স্থাপিত করেন। ১৭৮১খৃঃ ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাজেয়াপ্ত জায়গীর গুলির পুনঃপ্রাপ্তির অনুমতি লাভ করেন। এই সুযোগে আসফ-উদ্দৌলা স্বীয় মাতা ও পিতামহীর সম্পত্তি নিজাধিকারে আনেন। আসফ-উদ্দৌলার মৃত্যুর পরে, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাদত আলি খাঁ অযোধ্যাপতির পদ অধিকার করেন (১৭৯৮)। ১৮০১ খৃঃ ইনি ইংরাজের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহার ফলে রোহিলখণ্ড সমেত ইঁহার প্রায় অর্দ্ধেক সম্পত্তি ইংরাজের হস্তে আসে। ইঁহার পুত্র গাজেস উদ্দিন হায়দার (১৮১৪ খৃঃ) কিং (King) উপাধি সর্ব্বপ্রথমে লাভ করেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে নাসের উদ্দিন হায়দার (১৮২৭), মহম্মদ আলি সা (১৮৩৭), এবং আমজাদ আলি সা (১৮৪২), যথাক্রমে অযোধ্যার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ওয়াজেদ আলি সা অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিই অযোধ্যার শেষ মুসলমান রাজা।

১৮৩১ খৃঃ লর্ড বেণ্টিঙ্ক অযোধ্যাপতিকে শাসন-সংস্কার করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইহার বিশ বৎসর পরে অযোধ্যার তদানীন্তন রেসিডেণ্ট কর্ণেল শ্লীম্যান সাহেব প্রদেশটি স্বয়ং পর্য্যটন করিয়া দেশের আভ্যন্তরিক দুরবস্থা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ মন্তব্য লাটসাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ১৮৫৬ খৃঃ লর্ড ডালহৌসী ওয়াজেদ আলি সার নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করেন:—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ ভাবে অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করিবেন, অযোধ্যাপতি ও তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারিগণ "কিং" (রাজা) এই উপাধিভূষিত থাকিবেন, এবং তাঁহাদের মর্য্যাদোচিত ব্যয়সঙ্কুলনার্থে বারলক্ষ টাকা এবং প্রাসাদ-রক্ষক সেনার বেতন স্বরূপে তিন লক্ষ টাকা বৎসরে বৎসরে পাইবেন; লক্ষ্ণৌ দিলখোষ ও বিবিপুর উদ্যান মধ্যে প্রাণদণ্ড প্রদান ব্যতিরেকে রাজার প্রভুত্ব সর্ব্ববিষয়ে অক্ষুণ্ণ থাকিবে; রাজবংশীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র বৃত্তি দিবেন।

এই প্রস্তাবে সম্মতি দিবার জন্য ওয়াজেদ আলি তিন দিন সময় পাইলেন, ওয়াজেদ আলি সম্মতিদানে অস্বীকৃত হইলে, ১৮৫৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত করা হয়; পরে ১২ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিয়া ওয়াজেদ আলি সাকে কলিকাতার সন্নিকট মুচিখোলা নামক স্থানে বাস করিবার জন্য আনয়ন করা হয়। কয়েক বৎসর হইল এইখানে ওয়াজেদ আলি সার মৃত্যু হইয়াছে।

অযোধ্যা-নাথ,—পতি—অযোধ্যার রাজা; শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

অযোধ্যানাথ (পণ্ডিত)—১৮৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আগ্রা নগরীতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা জাত্যংশে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হইলেও ইঁহার পিতা পণ্ডিত কেদারনাথ ধনী বণিক্ ছিলেন, এবং কিছুকাল জাফরের নবাবের দেওয়ানীও করিয়াছিলেন। মেধাবী অযোধ্যানাথ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আগ্রাতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার প্রধান বাসস্থল আগ্রা হইতে আলাহাবাদে পরিবর্ত্তিত হইলে অযোধ্যানাথও আগ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক আলাহাবাদে যাইয়া আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক

সভায় অযোধ্যানাথই প্রথম দেশীয় সভ্য। তিনি আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েরও এক জন উৎসাহশীল সদস্য ছিলেন।

তিনি ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যোগদান করেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই উক্ত সভার অন্যতম নেতা হইয়া উঠেন। সাধারণ হিতকর সকল কার্য্যই তিনি নিঃস্বার্থভাবে সম্পন্ন করিতেন, কদাপি তাহাতে স্বার্থসাধনের প্রয়াস পাইতেন না। এই মনস্বী ভারত-সন্তান ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অকালে কালকবলিত হন। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রীতি অধুনা বিরল। তাঁহার সকল কার্য্যেই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইত।

অযোধ্যাপতি—অযোধ্যানাথ দেখ।

অযোধ্যারাম—সাধারণে ইনি আজু গোসাঞী নামে পরিচিত। ইঁহার নিবাস কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বাসস্থান হালিসহর। ইঁহার পিতা রামরাম গোস্বামী সংস্কৃতশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। আজু গোসাঞী তাদৃশ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র কিছু অসাধারণ প্রকার ছিল। তাঁহার কতকটা যেন পাগলামী ছিল, পরন্তু সেই পাগলামীর ভিতর খানিকটা কবিত্ব-শক্তিও ছিল। কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্র হালিসহরে আসিলে কবিরঞ্জন ও আজু গোসাঞীকে আনাইয়া কৌতুক দেখিতেন। কবিরঞ্জন কোনও গান রচনা করিলে আজু গোসাঞী বিদ্রূপ করিয়া তাহার উত্তরে আর একটী গান রচনা করিয়া শুনাইতেন।

২। অযোধ্যারাম নামে আরও একজন কবি ছিলেন। ইনি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। ইনি তাদৃশ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না।

অযোনি—১। যোনি ভিন্ন অন্যস্থান। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। ২। অজন্ম, জন্মরহিত; নিত্য। ন (নাই) যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অযোনিজ—১। অগর্ভজাত, যাহা যোনি হইতে জন্মে নাই, (যেমন উদ্ভিদ্‌ ও কৃমিদংশাদি)। ন যোনিজ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অযোনিজা। ২। পরমেশ্বর; ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদাদি। সং; পু।

অযোনিজা—১। অগর্ভজাতা। ন যোনিজা, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। আদ্যাশক্তি; (লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে অর্থাৎ ভূমি হইতে উৎপন্না বলিয়া) সীতা; (যজ্ঞ হইতে উৎপন্না বলিয়া) দ্রৌপদী। সং; স্ত্রী।

অযোনিসম্ভব—অযোনিসম্ভূত, অযোনিজ, অগর্ভজাত। ন যোনিসম্ভব, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অযোনিসম্ভবা।

অযোনিসম্ভবা—১। অযোনিজা। নঞ্‌তৎ; অযোনিসম্ভব দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সীতা, জানকী। সং; স্ত্রী।

অযোনিসম্ভূত—অগর্ভজাত, যোনি হইতে যাহার উৎপত্তি হয় নাই। যোনি হইতে সম্ভূত=যোনিসম্ভূত, ৫তৎ; ন যোনিসম্ভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সম্ভূতা।

অয়োময়—লৌহময়, লৌহনির্ম্মিত বা লৌহপূর্ণ। অয়স্‌ শব্দ+ময়ট্‌। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অয়োময়ী।

অয়োমল—লৌহমল, লোহার মরিচা। ৬তৎ। অয়ঃ+মল। সং; ক্লী।

অয়োমুখ—১। লৌহাগ্র বাণ; দানববিশেষ। অয়ঃ আছে মুখে যাহার, বহু। সং; পু। ২। অয়োমুখবিশিষ্ট, লৌহমুখবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী।

অযৌক্তিক—যুক্তিবিরুদ্ধ, যুক্তিবহির্ভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অযৌক্তিকী।

অযৌক্তিকতা—যুক্তিবিরুদ্ধতা, যুক্তিবহির্ভূতত্তা। অযৌক্তিক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অর—১। চাকার পাখি। ঋ+অল্‌ ণ। সং; ক্লী। ২। শীঘ্র। ঋ+অস্‌ ক। ৩। শীঘ্রগামী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরা।

অরক—শৈবাল; পর্পটবৃক্ষ। ঋ (গমন করা) + অণ ক + কণ্‌ স্বার্থে। সং; পু।

অরক্ষণীয়—যাহা রক্ষা করা অসাধ্য; যাহা রাখিতে পারা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরক্ষণীয়া।

অরক্ষিত—যাহা রক্ষা করা হয় নাই; অপালিত; অপ্রতিপালিত; অসঞ্চিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরক্ষিতা।

অরগধ—সোঁদালী গাছ। সং; পু।

অরঘট্ট, অরঘট্টক—কূপ, ইঁদারা, পাতকূয়া; কূপ হইতে জলোত্তোলন যন্ত্র। অর–ঘট্ট ধাতু (চালিত করা)+অন্‌। ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্‌ স্বার্থে। সং; পু।

অরঘট্টনাটিকা—কূপের ভিত্তিগর্ত্ত; কূপের পাড়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অরঙ্গ—১। রঙ্গহীন। ন(নাই) রঙ্গ যাহার, বহু। ২। শীঘ্রগামী। অর—গম (গমন করা)+খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরঙ্গা।

অরজন—অর্জ্জন শব্দের অপভ্রংশ।

অরজস—অরজাঃ দেখ।

অরজস্বলা—অনার্ত্তবা, অঋতুমতী, যাহার ঋতু হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অরজাঃ (অরজস্‌)—১। অনার্ত্তবা স্ত্রী, যে স্ত্রী ঋতুমতী হয় নাই। ন (হয় নাই) রজঃ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। ২। রজোগুণরহিত। ন (নাই) রজঃ (রজোগুণ) যাহার, বহু। ৩। ধূলিশূন্য। ন (নাই) রজঃ (ধূলি) যাহাতে, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ৪। অনার্ত্তবা, অরজস্বলা। ন (হয় নাই) রজঃ যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অরণি—১। ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাঠ। ঋ (গমন করা)+অনি। সং; পু বা স্ত্রী। ২। গণিকারিকা বৃক্ষ; চকমকির পাথর। সং; পু। ৩। সূর্য্য; অগ্নি। ঋ+অনি ক। সং; পু।

অরণী—অরণি,ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাঠ। অরণি+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

অরণীকেতু—গণিকারিকা বৃক্ষ, ইহার কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। অরণী কেতু যাহার, বহু। সং; পু।

অরণ্য—১। বন। ঋ (গমন করা)+অন্য অধি। সং; ক্লী। ২। কট্‌ফলবৃক্ষ, কয়াফলের গাছ; রৈবত মনুর পুত্র। ঋ+অণ্য ক। সং; পু।

অরণ্যকদলী—গিরিকদলী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অরণ্যকার্পাসী—বনকার্পাসী। অরণ্যজাতা যে কার্পাসী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অরণ্যকুলত্থিকা—বনকুলত্থী। অরণ্যজাতা যে কুলত্থিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অরণ্যকুসুম—বনকুসুম, বুনা কুসুম ফুল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অরণ্যচর—বনচর, বনবিহারী, যাহারা বনে বনে ভ্রমণ করে। উপ; অরণ্য–চর+টক্‌ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরণ্যচরী।

অরণ্যজ—বনজাত, বন্য, বুনা। অরণ্য–জন +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরণ্যজা।

অরণ্যজাত—বনজাত, বন্য, বুনা। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরণ্যজাতা।

অরণ্যজীর—বনজীরা। অরণ্যজাত যে জীর মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অরণ্যধান্য—নীবার,উড়িধান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অরণ্যমক্ষিকা—দংশ, ডাঁশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অরণ্যময়—বনময়, বনে পূর্ণ। অরণ্য শব্দ+ময়ট্‌। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরণ্যময়ী।

অরণ্যমুদ্গ—বনমুগ। অরণ্যজাত যে মুদ্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অরণ্যরক্ষক—বনরক্ষক,বনরক্ষাকারী কর্ম্মচারী। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

অরণ্যবায়স—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। ৬তৎ। সং; পু।

অরণ্যবাস—১। বনবাস, বনে থাকা। ৭তৎ। ২। বনমধ্যস্থ আশ্রম। অরণ্যমধ্যস্থ বাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অরণ্যবাসী (–বাসিন্‌)—বনবাসী। অরণ্য–বস (বাস করা)+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অরণ্যবাসিনী।

অরণ্যশালি—নীবার, উড়িধান। অরণ্যজাত শালি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অরণ্যশুনী—বৃকী, নেকড়েবাঘিনী। অরণ্যশ্বা দেখ। অরণ্যশ্বন্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অরণ্যশূকর—বন্যবরাহ। ৬তৎ। সং; পু।

অরণ্যশূরণ—বুনো ওল। অরণ্যজাত শূরণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অরণ্যশ্বা (-শ্বন্)—বৃক, নেকড়ে বাঘ। অরণ্যের শ্বা (কুকুর), ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী অরণ্যশুনী (=বৃকী)।

অরণ্যষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লষষ্ঠী; জামাইষষ্ঠী; বাঁটাষষ্ঠী [এই ষষ্ঠীতে হিন্দুললনারা এক হস্তে ব্যজন ধরিয়া অরণ্যে গমনপূর্ব্বক সুসন্তানলাভার্থে ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করে এবং কন্দ ফলমূল আহার করিয়া থাকে]। সং; স্ত্রী।

অরণ্যানী—বৃহৎবন, মহাবন; অতি বিস্তৃত অটবী। অরণ্য শব্দ+আন মহদর্থে+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অরত—অপ্রবৃত্ত, অনিযুক্ত; অনাসক্ত; অননুরক্ত; অসন্তুষ্ট, বিরক্ত; বিতৃষ্ণ; বিরাগী, উদাসীন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অরতত্রপ—১। রতিক্রিয়া বিষয়ে লজ্জাবোধবিহীন। ন (নাই) রতে (রমণে) ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ত্রপা। ২। কুকুর। সং; পু।

অরতল—অনুরক্ত। বিণ। প্রা, ক।

অরতি—১। অস্থির চিত্ত; মনের ব্যাকুলিত ভাব; রাগের অভাব, বিরাগ; রতিবিরহ; উদ্বেগ; ইষ্টবিয়োগ; অসন্তোষ। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। ২। উদ্বেগ; ক্রোধ। ঋ (গমন করা)+অতি। সং; পু। ৩। রতিহীন, আসক্তিহীন; অনুরাগহীন; প্রীতিরহিত। ন (নাই) রতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অরত্নি—কফোণি, কূর্পর, কনুই; কনুই হইতে বিস্তৃত কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত হস্তপরিমাণ; কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুষ্টি। ন (অ) —ঋ (গমন করা)+কত্নি ক। সং; পু।

অরন্ধন—১। পাকাভাব, রান্না না হওয়া। ন রন্ধন, নঞ্‌তৎ। ২। বাঙ্গালা দেশে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে ও আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধনের ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্থানে দশহরার দিন হইতে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি পঞ্চমীতে এবং অন্যান্য অনেক দিনে অরন্ধন পালিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে "আরন্দ" বলে। অরন্ধনের পূর্ব্ব রাত্রিতে স্ত্রীলোকেরা অন্নব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া রাখেন, এবং ভাত নষ্ট হইবে বলিয়া তাহাতে জল দিয়া থাকেন। অরন্ধনের দিন উনান জ্বালিতে নাই। সে দিন গৃহিণীরা উনানের বাহিরে ও ভিতরে আলিপনা দেন এবং পরে মনসা পূজা করেন। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে যে অরন্ধন হয়, তাহাকে 'বুড়ী-আরন্দ' এবং অন্যান্য দিনের অরন্ধনকে 'ইচ্ছা-আরন্দ' বলে। ন (নাই) রন্ধন যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

অরম—অধম, অপকৃষ্ট, গর্হিত, নিন্দিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরমা।

অরমণীয়, অরম্য—অমনোরম, অপ্রীতিকর, অসুন্দর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অরর—১। কোষ, আবরণ, পাপ। ঋ (গমন করা)+অরন্ অধি। ২। বংশকোষ; কবাট। ঋ+অরন্ ক। সং; ক্লী। ৩। ক্ষুর; চর্ম্মভেদক ছুরিকা। সং; পু। [পু।

অররু—শত্রু। ঋ (বধ করা)+অরুক। সং;

অররে—সম্বোধন। ব্য।

অরব—১। রবের অভাব, শব্দহীনতা। ন রব, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। রবহীন, নীরব, নিঃশব্দ। ন (নাই) রব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরবা।

অরবিন্দ—পদ্ম; নীলোৎপল; রক্তকমল। সারস পক্ষী; তাম্র। অর-বিদ+শ ক সং; ক্লী।

অরবিন্দ ঘোষ—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। সুবিখ্যাত ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ ইঁহার পিতা ও প্রথিতনামা ব্রাহ্মসংস্কারক রাজনারায়ণ বসু ইঁহার মাতামহ। ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ ইংলণ্ডে গিয়া আই, এম্, এস্ হইয়া আসিয়াছিলেন এবং পুত্রগণকে সম্পূর্ণ ইংরাজী আদর্শে শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অরবিন্দ অতি শৈশবে কিছু দিন দার্জ্জিলিং সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে পাঠ করিয়া সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। ইনি ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে কিয়দ্দিন কোনও শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া, লণ্ডন নগরে সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দেন, এবং গুণানুসারে দশম স্থান অধিকার করেন। গ্রীক্ ভাষায় ইনি প্রথম হইয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বারোহণ বিদ্যার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় ইনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ইনি কেম্ব্রিজে বৃত্তিলাভ করত কিংস্ কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে উপাধি পরীক্ষা দিয়া ক্লাসিকাল ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ইতঃপূর্ব্বেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বরদার মহারাজার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অরবিন্দ তাঁহার সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বরদায় আইসেন। সেখানে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইয়া পরিশেষে বরদা কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যালের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং ৭৫০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইতে থাকেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' উপলক্ষে 'স্বদেশী' ও 'বয়কটে'র মহা আন্দোলন উপস্থিত হইলে ইনি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন। উক্ত সালের শেষভাগে ইনি "ন্যাশন্যাল কলেজে"র প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন এবং স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রতিষ্ঠিত "বন্দে মাতরম্" নামক নূতন ইংরাজী সংবাদপত্রের অন্যতম ডিরেক্টর মনোনীত হন। ইঁহার অধ্যক্ষতায় উক্ত পত্র অবিলম্বে জনসমাজে অত্যধিক সমাদর ও প্রচার লাভ করে, এবং এই সময় হইতেই ইঁহার নাম ও যশঃসৌরভ ভারতময় বিকীর্ণ হয়। ইঁহার ওজস্বিনী ভাষা, ভাবের গম্ভীরতা ও যুক্তির সারবত্তায় সকলে চমৎকৃত হইলেন, এবং ইনি শীঘ্রই ন্যাশনলিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট কন্‌ফারেন্স ও সুরাটের কংগ্রেস সভায় ইনি যোগদান করেন এবং শেষোক্ত সভায় সাম্প্রদায়িক বিরোধবশতঃ কংগ্রেস ভঙ্গ হওয়ার পর, ইনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, এবং কিঞ্চিদধিক দুই মাস পরে ইনি রাজদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অন্যান্য বহুব্যক্তির সহিত একত্র বিচারোপলক্ষে বৎসরাধিক কাল কারাবাসের পর সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের যত্নে ইনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। ভারতবর্ষে এরূপ রাষ্ট্রীয় মোকদ্দমা (State Trial) অদ্বিতীয়। "বন্দে মাতরম্" পত্র বন্ধ হইয়া গেলে ইংরাজীতে এক সাপ্তাহিক পত্র "কর্ম্মযোগীন" বাহির হয়। অরবিন্দ তাহাতেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন ও ইহাতে প্রথম তাঁহার বঙ্কিমের আনন্দমঠের ইংরাজী অনুবাদ বাহির হইতে থাকে। পরে "কর্ম্মযোগীন"ও উঠিয়া যায়। তদবধি ইনি রাজনৈতিক এবং সকল প্রকার সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া ফরাসী পণ্ডিচেরীতে নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তায় দিনযাপন করিতেছেন। তথায় অবস্থান করিয়া অরবিন্দ আর্য্য নামক একখানি ইংরাজী দার্শনিক মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন। ইঁহার তুল্য বিদ্বান্, উদারচেতা, শরীরবলী, আত্মত্যাগী ও স্বদেশবৎসল

মনীষী পুরুষ সচরাচর নয়নগোচর হয় না। ইঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে—"Urvasie," "Songs to Myrtilla and other Poems" নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ এবং "The Hero and the Nymph" নামক কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী'র ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

অরবিন্দিনী—পদ্মিনী; পদ্মসমূহ; পদ্মাকর। অরবিন্দ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অরস—রসহীন, বিরস, নীরস; স্বাদহীন, বিস্বাদ, বেতার। ন (নাই) রস যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরসা।

অরসজ্ঞ—রসবোধহীন, অরসিক। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরসজ্ঞা।

অরসিক—রসবোধহীন, যাহার রসবোধ নাই। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরসিকা।

অরাজক—রাজশূন্য, যে দেশে রাজা নাই; রাজশাসনশূন্য, যে দেশে রাজা থাকিলেও রাজার তেমন শাসন নাই। ন (নাই) রাজা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরাজকা।

অরাতি—শত্রু, অরি, রিপু। ন (অ)—রা (দান করা)+তি ক। সং; পু।

অরাতিতপন—শত্রুপীড়ক, বিপক্ষদমনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তপনা।

অরাতিদমন—১। বিপক্ষনিবারণ, শত্রুনাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। শত্রুদমনকারী, অরাতিতপন। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

অরাতিভঙ্গ—শত্রুনাশ, বিপক্ষদমন। ৬তৎ।

অরাম—রামশূন্য। ন (নাই) রাম যেখানে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরামা।

অরাল—১। নত, কুটিল, বক্র, বাঁকা। অর শব্দ—আ—লা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরালা। ২। বক্রহস্ত; মত্তগজ, বন্যহস্তী; ধূনা। সং; পু।

অরালা—১। নতা, কুটিলা। অরাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বেশ্যা; বিনীতা স্ত্রী; যে রমণীর শীঘ্রই বিশ্বাস জন্মে। সং; স্ত্রী।

অরাবণ—রাবণহীন, দশাননশূন্য। ন (নাই) রাবণ যথা, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরাবণা।

অরি—অরাতি, শত্রু, বিপক্ষ; কামক্রোধাদি ষড়্ রিপু; রথচক্র; ৬ সংখ্যা। ঋ—(বধ করা)+ই ক। সং; পু।

অরিঘ্নী—শত্রুনাশিনী। অরিহা দেখ। বিণ; স্ত্রী।

অরিতা, অরিত্ব—শত্রুতা, বৈর, বিপক্ষতা। অরি শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অরিত্র—নৌকার কর্ণ, হাল বা দাঁড়; গমনসাধন বাহনাদি। ঋ (গমন করা)+ইত্র ণ। সং; ক্লী।

অরিত্ব—অরিতা দেখ।

অরিনন্দন—১। শত্রুর আনন্দজনক, বিপক্ষের হর্ষবর্দ্ধক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরিনন্দনা। ২। শত্রুতনয়। সং; পু।

অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। উপ; অরি (শত্রু)—দম (দমন করা)+খ ক। বিণ; ত্রি।

অরিন্দমী (—মিন্)—শত্রুদমনকারী, অরাতিবিজয়ী। অলুক্ সমাস; অরিম্ (শত্রুকে)—দম (দমন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অরিন্দমিনী।

অরিমর্দ্দ—কালকাসান্দা গাছ। উপ; অরি (শত্রু, রোগ)+মৃদ (মর্দ্দন করা)+অন্ ক। সং; পু।

অরিমর্দ্দন—১। শত্রুদমনকারক, অরাতিনাশক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরিমর্দ্দনা। ২। শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। ৩। অর্জ্জুনের নামান্তর। ৪। শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে জাত পুত্র, অক্রূরের সহোদর। সং; পু। [ক্লী।

অরিমিত্র—শত্রুর বন্ধু বা সহায়। ৬তৎ। সং;

অরিমেদ—বিট্খদির, গুয়েবাবলা। অরি—মিদ+অল্ ক। সং; পু।

অরিমেদক—অরিমেদ, গুয়েবাবলা। অরিমেদ+কন্ স্বার্থে। সং; পু [ক্লী।

অরিরাষ্ট্র—শত্রুর রাজ্য। ৬তৎ। সং; পু বা

অরিষ্ট—১। সূতিকাগৃহ, আঁতুড় ঘর; অন্তঃপুর; শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট। ন (নাই) রিষ্ট (অমঙ্গল) যাহাতে, বহু। ২। মৃত্যুচিহ্ন; মদ্য; তক্র, ঘোল; অনিষ্টসূচক উৎপাত; ঔষধবিশেষ। ন (হয় না) রিষ্ট (অশুভ) যাহা হইতে, বহু। সং; ক্লী। ৩। নিম্ববৃক্ষ; লশুনবৃক্ষ। ন (নাই) রিষ্ট (অনিষ্ট) যাহা হইতে, বহু। ৪। কাক; কঙ্কপক্ষী, কাক। ন (নাই) রিষ্ট (অকালমৃত্যু) যাহার, বহু। সং; পু। ৫। মৃত্যুহীন, অবিনশ্বর; অক্ষত, অহিংসিত; কুশল, নিপুণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরিষ্টা।

৬। অসুরবিশেষ, বলি নামক দানবের পুত্র। অরিষ্ট কংসরাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বধার্থে কংসকর্ত্তৃক নন্দালয়ে প্রেরিত হইলে অসুর বৃ‌ভের রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বৃষরূপী অরিষ্ট তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ইহার শৃঙ্গধারণপূর্ব্বক ইহাকে নিরতিশয় নিপীড়িত করিলেন, এবং বামশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা বৃষরাজকে আঘাত করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে অরিষ্টাসুরের ভবলীলার সাঙ্গ হয়।

অরিষ্টতাতি—মঙ্গলকর, সুখকর, শুভজনক। অরিষ্ট শব্দ+তাতি। বিণ; ত্রি।

অরিষ্টদুষ্ট—মৃত্যুচিহ্ন দ্বারা দুষ্ট; মদ্যপান দ্বারা দুষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দুষ্টা।

অরিষ্টদুষ্টধী—আসন্নমৃত্যু জন্য দূষিতবুদ্ধি; মরণকুবুদ্ধিযুক্ত। অরিষ্টদুষ্টা ধী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [গর্ভে ইঁহার জন্ম।

অরিষ্টনেমি—১। কশ্যপমুনির পুত্র, বিনতার ২। জনৈক প্রজাপতি, ইনি দক্ষের চারিটী কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

৩। বৃষ্ণির প্রপৌত্র, চিত্রকের পুত্র।

৪। সূর্য্যের রথে অধিষ্ঠিত যক্ষের নামও অরিষ্টনেমি।

৫। তীর্থঙ্কর জিনবিশেষ। সং; পু।

অরিষ্টসূদন—১। অরিষ্টনাশক। অরিষ্টের সূদন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু।

অরিষ্টা—১। মরণহীনা, ইত্যাদি। অরিষ্ট দেখ। অরিষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কটকী ফলের গাছ। সং; স্ত্রী।

৩। দক্ষের অন্যতমা কন্যা, কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে ইনি চতুর্থ।

অরিহা (—হন্)—১। শত্রুহননকারী, রিপুনাশক। উপ; অরি—হন (হনন করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অরিঘ্নী। ২। পুত্র। সং; পু।

অরিহিংসক—শত্রুনাশক, বৈরিঘাতক; বৈরনির্য্যাতক, শত্রুতার প্রতিশোধদানকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সিকা।

অরিহিংসা—শত্রুনাশ, বৈরিহনন; বৈরনির্য্যাতন, শত্রুতার প্রতিশোধ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অরীতি—অপ্রথা, অপ্রচলন; অনিয়ম। নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অরু—১। রক্তবর্ণ। অরুণ শব্দের অপভ্রংশ। ২। আর; অন্য। দেশজ। বিণ।

অরুঃ (অরুস্)—১। সূর্য্য; রক্ত খদির। ঋ+উস্ ক, যে গমন করে। সং; পু। ২। ব্রণ, স্ফোটক; ক্ষত, ঘা। সং; পু বা ক্লী। ৩। মর্ম্ম; সন্ধিস্থান। ব্য।

অরুক্ (অরুজ্)—রোগহীন, নীরোগ, সুস্থ। ন (অ)—রুজ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অরুগ্ন—রোগহীন, নীরোগ, সুস্থ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরুগ্না। বি অরুগ্নতা,—ত্ব।

অরুচি—১। বিরাগ, অনভিলাষ, অপ্রীতি; বিতৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা; আহারে অনিচ্ছারূপ রোগবিশেষ। ন রুচি, নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী। ২। ইচ্ছাহীন; দীপ্তিশূন্য। ন (নাই) রুচি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অরুচিকর,—জনক—অপ্রীতিদায়ক, অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর; বিতৃষ্ণাজনক, অশ্রদ্ধাকর, অভক্তিজনক; ধিক্কারজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী,—জনিকা।

অরুচির—অমধুর, অপ্রীতিকর; অমনোজ্ঞ, অরমণীয়, অসুন্দর; অমুজ্জ্বল। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরুচিরা।

অরুজ্—অরুক্ দেখ।

অরুণ—১। রক্তবর্ণযুক্ত। ঋ (গমন করা)+উনন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরুণা। ২। কুঙ্কুম; সিন্দুর। সং; ক্লী। ৩। সূর্য্য; কৃষ্ণলোহিত বর্ণ; অব্যক্ত রক্তবর্ণ; কপিলবর্ণ; সন্ধ্যারাগ; কুষ্ঠবিশেষ; নিঃশব্দ ব্যক্তি, মূক,বোবা; আকন্দ গাছ; গুড়। সং; পু। ৪। সূর্য্যের সারথির নাম। কশ্যপ মুনির ঔরসে বিনতার গর্ভে ইঁহার জন্ম। যে অণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়, তাহা অকালে ভগ্ন হওয়াতে ইনি জানুহীন হন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম অনূরু। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম গরুড়। শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ু নামে অরুণের দুই পুত্র হয়।

অরুণকমল—রক্তোৎপল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অরুণ-জ্যোতিঃ (-তিস্)—সূর্য্যসারথির দ্যুতি; বালসূর্য্যের দীপ্তি; উষালোক, প্রভাতের আলো; সৌরকর,রৌদ্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অরুণ-নয়ন—নেত্র—১। রক্তবর্ণ চক্ষু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। আরক্তলোচন, রাঙ্গা চক্ষুবিশিষ্ট। অরুণ নয়ন বা নেত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-নয়না,-নেত্রা।

অরুণ-প্রভা—অরুণ-জ্যোতিঃ (সকল অর্থে)। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অরুণলোচন—১। রক্তবর্ণ নেত্র। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। আরক্তনয়ন, রক্তবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট। অরুণ লোচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। পারাবত, পায়রা। সং; পু।

অরুণবসন—১। রক্তবস্ত্র। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। রক্তবস্ত্রধারী। অরুণ বসন যাহার, বহু। বিণ;ত্রি। স্ত্রী অরুণবসনা। [বহু। সং;পু।

অরুণসারথি—সূর্য্য। অরুণ হইয়াছে সারথি যাহার,

অরুণা—১। রক্তবর্ণা। অরুণ দেখ। অরুণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মঞ্জিষ্ঠা; শ্যামা ঘাস; অতিবিষা; কদম্ব পুষ্প; ইন্দ্রবারুণী; গুঞ্জা; তেউড়ী; প্লক্ষদ্বীপস্থ প্রধান নদীর নাম। সং; স্ত্রী।

৩। অপ্সরাবিশেষ; কশ্যপের ঔরসে তাঁহার প্রধান নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইঁহার জন্ম।

অরুণাগ্রজ—গরুড়। অরুণ হইয়াছে অগ্রজ যাহার, বহু। [অরুণ দেখ]। সং; পু।

অরুণাত্মজ—অরুণ-তনয়, জটায়ু পক্ষী। অরুণের আত্মজ, ৬তৎ। সং; পু।

অরুণানুজ—গরুড় পক্ষী [অরুণ ও গরুড় দেখ]। অরুণের অনুজ, ৬তৎ। সং; পু।

অরুণাবরজ—গরুড়। অরুণের অবরজ (কনিষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু। অরুণ দেখ।

অরুণিত—লোহিতবর্ণপ্রাপ্ত। অরুণ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

অরুণিম—রক্তাভ,আরক্তবর্ণ। দেশজ। অরুণিমন্ শব্দের অপভ্রংশ (অরুণিমা দেখ)। বিণ।

অরুণিমা (-মন্)—রক্তিমা, লোহিতবর্ণত্ব। অরুণ শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পু।

অরুণোদয়—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল, সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারি দণ্ড পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে অরুণোদয় বলে। অরুণের উদয় হয় যৎকালে, বহু। সং; পু।

অরুণোদয়-সপ্তমী—মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী, মাকরী সপ্তমী। অরুণোদয়ে স্থিতা সপ্তমী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী সূর্য্যগ্রহণতুল্য, ঐ তিথিতে অরুণোদয় বেলায় স্নান করিলে মহাফল হয়]।

অরুণোপল—পদ্মরাগমণি, চুনী। অরুণ (রক্তবর্ণ) যে উপল (প্রস্তর), কর্ম্মধা। সং; পু।

অরুদ্ধ—অবদ্ধ, অনাবদ্ধ, না বাঁধা; যাহা বদ্ধ করা হয় নাই বা আটকান হয় নাই; অবাধ, অব্যাহত। ন রুদ্ধ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরুদ্ধা।

অরুন্তুদ—মর্ম্মপীড়াদায়ক, মর্ম্মভেদী, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক; পরুষ, কঠোর। অরুস্ (মর্ম্মস্থান)—তুদ (পীড়া দেওয়া)+খশ্ ক, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরুন্তুদা।

অরুন্ধতী—১। মহামুনি বশিষ্ঠের পত্নী। ন (অ)—রুধ (রোধ করা)+তৃন্ ক+ঙীপ্, নিপাতনে। সং; স্ত্রী। কর্দ্দম মুনির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি পতিভক্তি ও পতিসেবার অক্ষয় কীর্ত্তি এই মর্ত্তলোকে রাখিয়া গিয়াছেন, ও সেই ধর্ম্মফলে স্বামীর সহিত নক্ষত্রলোকে গমন করিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে অরুন্ধতীর উদয় হয়। কথিত আছে যে, যাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, সে ঐ নক্ষত্র দেখিতে পায় না। এদেশের হিন্দুরা বিবাহ করিয়া কুশণ্ডিকার সময়ে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখায়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অরুন্ধতী যেরূপ পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অতুল সুখ ও যশোভাগিনী হইয়াছেন, নববধূও যেন সেইরূপ পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালন করিয়া অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নবতী হন।

২। দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা।

অরুন্ধতীজানি—বশিষ্ঠ। অরুন্ধতী জায়া যাহার, বহু। সং; পু। (বহুব্রীহি সমাসে 'জায়া' শব্দ স্থানে "জানি" আদেশ; যথা যুবজানি]। [সং; পু।

অরুন্ধতী-নাথ,-পতি—বশিষ্ঠমুনি। ৬তৎ।

অরুষ্ক—১। মর্ম্মন্তুদ, পীড়াদায়ক। অরুস্ (মর্ম্মস্থান)—কৈ (পীড়া দেওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরুষ্কা। ২। ভেলাগাছ। সং;পু।

অরুষ্কর—১। ব্রণজনক; ক্ষতকারক; ক্ষয়সাধক। অরুস্—কৃ (করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরুষ্করী। ২। ভল্লাতক, ভেলাফল। সং; ক্লী। ৩। ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

অরুষ্ট—অকুপিত, অক্রুদ্ধ, অবিরক্ত। নঞ্তৎ।

অরুস—অরুঃ দেখ।

অরুহা—ভূমি আমলকী। ন (অ)—রুহ+অন্ ক-আপ্। সং; স্ত্রী।

অরুংষিকা—রোগবিশেষ; এই রোগে মস্তকে বহুমুখযুক্ত ব্রণসমূহ উদ্ভূত হয়। [ইহার ইংরাজী নাম Porrigo]। সং; স্ত্রী।

অরূপ—রূপহীন, মূর্ত্তিশূন্য, নিরাকার; বিরূপ, কুরূপ, বেঢপ,কদাকার, কুৎসিত। ন (নাই বা কুৎসিত) রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরূপা। বি অরূপতা,-ত্ব।

অরূপরাশি—যে রাশির বর্গমূল, ঘনমূল,ইত্যাদি ঠিক বাহির করা যায় না, করণী (Surd)। সং; পু।

অরূপবান্ (-বৎ)—রূপহীন, মূর্ত্তিরহিত; কুরূপ, কদাকার, অসুন্দর, কুৎসিত। নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অরূপবতী।

অরূণ—নাগবিশেষ; সূর্য্য। ঋ (গমন করা)+উনন্ ক। সং; পু।

অরে—ক্রোধ বা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন। ব্য।

অরেরে—সক্রোধ বা নীচ সম্বোধন। ব্য।

অরোক—দীপ্তিশূন্য, নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল; ছিদ্রশূন্য। ন (নাই) রোক যাহার,বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরোকা।

অরোগ—১। রোগাভাব, সুস্থতা। নঞ্তৎ। সং; পু। ২। রোগহীন, নীরোগ; আরোগ্যপ্রাপ্ত, রোগমুক্ত। ন (নাই) রোগ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরোগা।

অরোগী (-গিন্)—রোগহীন, নীরোগ, সুস্থদেহ। নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অরোগিণী। বি অরোগিতা,-ত্ব।

অরোচক—১। অরুচিজনক। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরোচিকা। ২। অরুচিজনক রোগবিশেষ, ইহাকে সাধারণতঃ অরুচি বলে। সং; পু।

অরোধ্য—যাহা রোধ করিতে পারা যায় না, যাহার রোধ করা দুঃসাধ্য, বাধা দিতে অশক্য। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-ধ্যা।

অরোপণ—রোপণ না করা, না রোয়া, না বসান। নঞ্তৎ। সং; ক্লী।

অরোষ—১। রোষাভাব, অক্রোধ। নঞ্তৎ। সং; পু। ২। রোষহীন, অক্রোধী, অকুপিত। ন (নাই) রোষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরোষা।

অরৌদ্র—১। যাহা ভয়ানক নহে, অভীষণ, অভয়ঙ্কর। ন রৌদ্র, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অরৌদ্রী। ২। রৌদ্রাভাব, অনাতপ, ছায়া। রৌদ্রের অভাব, অব্যয়ী। সং; স্ত্রী।

অর্ক—১। সূর্য্য; রবিবার; আকন্দ গাছ। অর্ক (তাপ দেওয়া)+অন্ ক। ২। ইন্দ্র; বিষ্ণু; পণ্ডিত; স্ফটিক; তাম্র; আলোক, কিরণ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা। অর্চ (পূজা করা)+ঘঞ্ র্ম। সং; পু। ৩। নির্য্যাস, আরক। সং; পু বা ক্লী।

অর্ককান্তা—হুড়হুড়িয়া গাছ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অর্ক-চন্দন—রক্তচন্দন। অর্কপ্রিয় চন্দন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অর্কজ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। অর্ক-জন+ড ক। সং; পু। [সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটি দ্বিবচনান্ত রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে]।

অর্কতনয়—সূর্য্যপুত্র; কর্ণ [কারণ সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম]; যম; সুগ্রীব; শনি; মনু; অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অর্কতনয়া—যমুনা; তপতী (তাপ্তি) নদী।

অর্কনন্দন—অর্কতনয় (সকল অর্থে)। ৬তৎ। সং; পু।

অর্কপত্র—১। আকন্দগাছের পাতা। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। আকন্দগাছ। অর্কের ন্যায় তীক্ষ্ণ পত্র যাহার, বহু। সং; পু।

অর্কপত্রা—ঈশের মূল। অর্কের ন্যায় তীক্ষ্ণ পত্র যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

অর্কপর্ণ—অর্কপত্র (সকল অর্থে)।

অর্কপাদপ—নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ। অর্কপ্রিয় পাদপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অর্ক-পুষ্পিকা, -পুষ্পী—কুটুম্বিনী নামক বৃক্ষবিশেষ, ইহাকে অর্কহুলী এবং হুলীপুষ্পও বলে। সং; স্ত্রী।

অর্কপ্রিয়া—রক্তজবা ফুল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অর্কবন্ধু, অর্কবান্ধব—বৌদ্ধধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা গৌতম, সূর্য্যবংশে জন্মহেতু ইনি এই নাম পাইয়াছিলেন [বুদ্ধ দেখ]। ৬তৎ। সং; পু।

অর্কভক্তা—হুড়হুড়িয়া গাছ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অর্কমণ্ডল—সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্যের বেড়; গোলাকার সূর্য্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অর্করেতোজ—সূর্য্যতনয়-বিশেষ, ইহার আর এক নাম রেবন্ত। অর্কের (সূর্য্যের) রেতঃ (বীর্য্য)=অর্করেতঃ (৬তৎ), তাহা হইতে জন্মে যে, উপ; অর্করেতস্ শব্দ-জন+ড ক। সং; পু।

অর্কবৎসর—সৌরাব্দ, সৌরবৎসর; ৬তৎ। সং; পু।

অর্কবর্ষ—সৌরবৎসর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অর্কবিদ্যা—স্ফটিক তত্ত্ব। অর্কবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অর্কব্রত—১। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী প্রভৃতি তিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। অর্ক (সূর্য্য) তোষণ ব্রত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। প্রজাদিগের করাদানরূপ রাজগণের ব্রত। অর্কব্রত সদৃশ ব্রত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অর্কসূনু—যম। ৬তৎ। সং; পু।

অর্কসোদর—ঐরাবত হস্তী। ৬তৎ। সং; পু।

অর্কাশ্ম (-শ্মন্)—প্রস্তরবিশেষ, সূর্য্যকান্তমণি। অর্ক প্রিয় যে অশ্মা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অর্কিড—মনোহর পুষ্প বিশেষ (রাস্না বর্গের অন্তর্গত)। ইং Orchid। সং।

অর্কোপল—সূর্য্যকান্তমণি। অর্কপ্রিয় যে উপল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অর্গল—১। খিল, হুড়কা; গোঁজ; প্রতিবন্ধক, অন্তরায়; দেবীমাহাত্ম্যের স্তোত্রবিশেষ। অর্জ্জ (উপার্জ্জন করা)+কল ণ। সং; পু। ২। কল্লোল। সং; পু বা ক্লী।

অর্গলা—অর্গল (সকল অর্থে)। অর্গল+আপ্। সং; স্ত্রী।

অর্গলিকা—ক্ষুদ্র অর্গল, হুড়কা। অর্গল+কণ্ অল্পার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

অর্গলিত—অর্গলযুক্ত, খিলবদ্ধ, হুড়কা দিয়া আঁটা। অর্গল+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

অর্ঘ—১। মূল্য, দাম। অর্ঘ (ক্রয় করা)+অল্ ণ। ২। পূজা। অর্হ (পূজা করা)+অল্ ভা। ৩। পূজার উপচারবিশেষ *। অর্হ (পূজা করা)+অল্ ণ। সং; পু।
*আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্। যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ অর্থাৎ জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, তণ্ডুল, যব ও সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ) এই অষ্টাঙ্গযুক্ত অর্ঘ শাস্ত্রকারেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অর্ঘার্হ—পূজোপচার প্রদানের যোগ্য; পূজনীয়। অর্ঘের অর্হ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অর্ঘ্য—১। পূজ্য, মান্য। অর্ঘ (পূজা)+য অর্হার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্ঘ্যা। ২। পূজাসামগ্রীবিশেষ, অর্ঘ, দেবতা ও পূজ্য পূজার নিমিত্ত ব্যবহৃত জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, আতপতণ্ডুল, যব ও শ্বেতসর্ষপ, এই অষ্ট প্রকার দ্রব্য; (কাহারও কাহারও মতে) অর্ঘার্থ জল; বন্য মধু। সং; ক্লী।

অর্চক—পূজক, উপাসক, পূজাকারী। অর্চ +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্চিকা।

অর্চন, অর্চনা—পূজন, পূজা। অর্চন=অর্চ +অনট্ ভা। সং; ক্লী। অর্চনা=অর্চ +অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অর্চনীয়—পূজনীয়, মাননীয়। অর্চ (পূজা করা)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -য়া।

অর্চা—১। নির্ম্মিত দেবতা, প্রতিমা। অর্চ (পূজা করা)+অ র্ম+আপ্। ২। পূজা। ...অল্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অর্চি—অর্চিঃ (সকল অর্থে)। অর্চ+ই ণ ও ভা। সং; স্ত্রী।

অর্চিঃ (অর্চিস্)—বহ্নিশিখা, জ্বালা; কিরণ; দীপ্তি। অর্চ+ইস্ ণ ও ভা। ক্লী বা স্ত্রী।

অর্চিত—পূজিত, উপাসিত; মান্য; দীপ্ত। অর্চ (পূজা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অর্চিষ্মান্ (-ষ্মৎ)—১। দীপ্তিমান্; প্রজ্বলিত। অর্চিস্+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অর্চিষ্মতী। ২। অগ্নি; সূর্য্য; দেবর্ষিবিশেষ। সং; পু।

অর্চিস্—অর্চিঃ দেখ।

অর্চ্য—পূজ্য, আরাধ্য; মান্য। অর্চ (পূজা করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্চ্যা।

অর্জ্জক—১। উপার্জ্জনকর্ত্তা, যে উপার্জ্জন করে, যে রোজগার করে, রোজগেরে। অর্জ্জ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্জ্জিকা। ২। শ্বেতপর্ণাস, বাবুই। সং; পু।

অর্জ্জন—উপার্জ্জন, লাভ, রোজগার; উপায়। অর্জ্জ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অর্জ্জয়িতা (-তৃ)—উপার্জ্জক, উপার্জ্জনকর্ত্তা, রোজগেরে। অর্জ্জ ধাতু+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অর্জ্জয়িত্রী।

অর্জ্জিত—উপার্জ্জিত, লব্ধ। অর্জ্জ (উপার্জ্জন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্জ্জিতা।

অর্জ্জুন—১। শ্বেতবর্ণ, শুক্ল, সাদা। অর্জ্জ (সংস্কার বা পরিষ্কার করা)+উনন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্জ্জুনা, অর্জ্জুনী। ২। তৃণ; নেত্ররোগবিশেষ, আঞ্জনি। সং; ক্লী। ৩। শ্বেত বর্ণ, সাদা রঙ্গ; ককুভ বৃক্ষ; তৃতীয় পাণ্ডব;* মাতার একমাত্র পুত্র; ময়ূর। সং; পু।

*তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তৃতীয় সহোদর। পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে ইঁহার জন্ম। সে কালে ইঁহার ন্যায় ধনুর্বিদ্যাবিশারদ যোদ্ধা অতি অল্পই ছিল। ইনি প্রথমে কৃপাচার্য্যের ও পরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্রোণের যাবতীয় শিষ্যের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ইনি দ্রুপদতনয়া দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় গমনপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন, এবং মাতার নির্দেশক্রমে পঞ্চ ভ্রাতা তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। একদা কোনও ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ অস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া তথায় যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে এক শয্যায় দেখিতে পান। এই পাপে ইনি দ্বাদশ বৎসর বনবাসের নিমিত্ত গৃহত্যাগ করেন। এই সময়ে ইনি নাগকন্যা উলূপীর ও মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে ইঁহার বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র হয়।

কৃষ্ণের পরামর্শে ইনি সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকর্ম্মা নামে ইঁহার দুই পুত্র হয়। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যমুনাতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে অগ্নিদেব খাণ্ডববন দহনার্থে অর্জ্জুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অর্জ্জুন সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, পরন্তু দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের অভাব জ্ঞাপন করিলেন। হুতাশন সখা বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ ইঁহাকে অর্পণ করিলেন। এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে অর্জ্জুন খাণ্ডববনরক্ষক দেবতাদিগকে পরাস্ত করেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় রাজ্যচ্যুত হইলে ইনি ভ্রাতৃগণসহ বনগমন করেন। এই সময়ে ইনি মহাদেবকে তপস্যায় ও যুদ্ধে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হন। কামপীড়িতা উর্ব্বশী অর্জ্জুন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ইঁহাকে এক বৎসর কাল নপুংসক হইবার অভিসম্পাত প্রদান করেন। এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময়ে এই শাপই অর্জ্জুনের পক্ষে বরস্বরূপ হইয়াছিল। অনন্তর দেবশত্রু নিবাতকবচ ও হিরণ্যপুরবাসী দৈত্যগণকে বধ করিয়া ইনি দেবতাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাল স্বর্গে বাস করিয়া ধনঞ্জয় মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসহ বাস করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে সপরিবারে বন্দী করিলে অর্জ্জুন চিত্রসেনকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দুর্য্যোধনাদিকে মুক্ত করিয়া দেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর কাল অজ্ঞাতবাসের সময়ে অর্জ্জুন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ বিরাটরাজ-ভবনে উপস্থিত হন, এবং উর্ব্বশীর শাপে তথায় নপুংসকভাবে বৃহন্নলা নাম ধারণপূর্ব্বক বিরাটরাজতনয়া উত্তরার নৃত্যগীতাদির শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিরাটরাজের গোধন হরণ করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধন সসৈন্যে উত্তর গোগৃহে আগত হইলে, অর্জ্জুন বিরাটরাজতনয় উত্তরের সারথি হইয়া যুদ্ধে গমন করেন, এবং কুরুসৈন্য দর্শনে উত্তর ভীত হইলে পার্থ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধনাদিকে পরাজিত করিয়া গোধন উদ্ধার করেন। অজ্ঞাতবাসান্তে বিরাটরাজ সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় তনয়া উত্তরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে অর্জ্জুন পিতা কন্যাতুল্যবোধে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া আপনার পুত্র অভিমন্যুর সহিত তাহার বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে মহাবীর ভীষ্ম, কর্ণ, এবং অধিকাংশ কুরুসৈন্য ইঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। বিজয়লাভান্তে পাণ্ডব-রাজ্য সংস্থাপিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; ঐ সময়ে অর্জ্জুন যজ্ঞের অশ্বের সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। মণিপুরে উপস্থিত হইলে স্বীয় তনয় বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে ইনি হতচেতন হন। ইঁহার অন্যতমা পত্নী উলূপী পাতাল হইতে সঞ্জীবনী আনিয়া ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ইহার পর অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্ব সহ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। যদুবংশের ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হন, এবং প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের ও যাদবগণের বিনাশে একান্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। অনন্তর দারুকের নিকট কৃষ্ণের অভিলাষ অবগত হইয়া যাদবগণের স্ত্রীবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করেন। ইহার পর পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়া অর্জ্জুন, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থান করেন। লোহিত-সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলে অগ্নিদেবের আদেশে অর্জ্জুন গাণ্ডীব পরিত্যাগ করেন। অতঃপর সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে ক্রমে দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতন হইলে ইঁহার মৃত্যু হয়। কৌরবসৈন্য একদিনে বিনষ্ট করিবেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার অপরাধে, এবং সর্ব্বদা অন্যান্য বীরদিগকে অবজ্ঞা করায় ইঁহার যে পাপস্পর্শ হইয়াছিল, সেই পাপে ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। অর্জ্জুন ভিন্ন ইঁহার আরও কতকগুলি নাম ছিল, যথা—ধনঞ্জয়, বিজয়, শ্বেতবাহন, ফাল্গুনী, কিরীটী, বীভৎসু, সব্যসাচী, জিষ্ণু, কৃষ্ণ, পার্থ, কৌন্তেয়, ইত্যাদি।

৩। মাহিষ্মতী পুরীতে অর্জ্জুন নামে এক নরপতি ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম কৃতবীর্য্য। এজন্য ইনি সাধারণতঃ কার্ত্তবীর্য্য ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে পরিচিত। কথিত আছে যে, ইনি অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অনেক বর লাভ করিয়াছিলেন, যথা—সহস্র বাহু, ইচ্ছাগামী রথ, যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক অধৃষ্যতা, দুষ্ট দমন ক্ষমতা ইত্যাদি। ইনি স্বীয় রাজ্য এরূপ সুশাসিত করিয়াছিলেন যে, ইঁহার অধিকার মধ্যে চৌর্য্যাদি উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। লঙ্কেশ্বর রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ইঁহার নিকট আগত হইলে ইনি রাবণকে পরাজয় করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে দয়াপরবশ হইয়া ছাড়িয়া দেন। একদা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ার্থ গমন করিয়া জমদগ্নি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। মুনিবর কামধেনু নন্দার সাহায্যে কার্ত্তবীর্য্যকে সসৈন্যে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান। কামধেনুর অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া রাজা লোভপরবশ হইয়া মুনির নিকট কামধেনু প্রার্থনা করিলে মুনিবর তৎপ্রদানে অসম্মত হন। ইহাতে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় দুইজনে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নন্দার সাহায্যে জমদগ্নি অসীম বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরিশেষে হত হন। জমদগ্নি-সুত পরশুরাম এইরূপে পিতৃনিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া অতি দীনমনে মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। আশুতোষ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করেন। অতঃপর পরশুরাম "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হন। যুদ্ধে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ইঁহার মহিষী মনোরমা সন্ধি করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহা বীরধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলে মনোরমা যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। অনন্তর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বীয় তনয়কে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যুদ্ধে গমন করেন এবং জামদগ্ন্যের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

অর্জ্জুনচ্ছবি—শ্বেত, ধবল, সাদা। অর্জ্জুন (শুভ্র) ছবি (মূর্ত্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অর্জ্জুনদ্রুম—আজন গাছ। অর্জ্জুন নামক দ্রুম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অর্জ্জুনধ্বজ—হনুমান্। অর্জ্জুন (শ্বেত) ধ্বজ যাহার, বহু। সং; পু।

অর্জ্জুনী—১। শ্বেতবর্ণা। অর্জ্জুন দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। গাভী; কুট্টনী; করতোয়া নদী; অনিরুদ্ধ-পত্নী উষা। সং; স্ত্রী।

অর্জ্জুনোপম—১। অর্জ্জুনতুল্য। অর্জ্জুন হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শাকবৃক্ষ, শেগুন গাছ। সং; পু।

অর্ণ—১। অক্ষর, অকারাদি বর্ণ; শেগুন গাছ; জল। ঋ (গমন করা)+ন ক। সং; পু বা স্ত্রী। ২। পীড়াযুক্ত, পীড়িত। বিণ; ত্রি।

অর্ণঃ (অর্ণস্)—সলিল, জল। ঋ বা অর্ণ (গমন করা)+অস্ ক। সং; ক্লী।

অর্ণব—জলধি, সমুদ্র। অর্ণস্ শব্দ+ব অস্ত্যর্থে, সকারের লোপ। সং; পু।

অর্ণবজ—১। সমুদ্রজাত। উপ; অর্ণব—জন (জন্মান)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্ণবজা। ২। সমুদ্রের ফেনা। সং; পু বা স্ত্রী।

অর্ণবতরি, অর্ণবতরী—সমুদ্রে গমনযোগ্য তরণী,

জাহাজ। অর্ণববাহী তরী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অর্ণবপোত, অর্ণবযান—অর্ণবতরি, জাহাজ। অর্ণববাহী যে পোত বা যান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অর্ণবমন্দির—বরুণ। অর্ণব (সমুদ্র) হইয়াছে মন্দির (গৃহ) যাহার, বহু। সং ; পু।

অর্ণবযান—অর্ণবপোত দেখ।

অর্ণস্—অর্ণঃ দেখ।

অর্ণোদ—জলদ, মেঘ। উপ ; অর্ণস্—দা (দান করা)+ড ক। সং ; পু।

অর্ণোভব—১। জলোৎপন্ন, যাহা জল হইতে উৎপন্ন হয়। অর্ণস্ (জল) হইতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্ণোভবা। ২। শঙ্খ, শাঁখ। সং ; পু।

অর্ত্তন—অপবাদ, নিন্দা, কলঙ্ক। ঋত+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অর্ত্তি—পীড়া, যন্ত্রণা ; ধনুকের অগ্রভাগ। অর্দ্দ (পীড়া দেওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অর্ত্তিক—১। পীড়াযুক্ত, পীড়িত। অর্ত্তি+কণ্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্ত্তিকা। ২। পিষ্টক বিশেষ, আস্কে পিঠা। সং ; পু।

অর্ত্তিকা—১। পীড়িতা। অর্ত্তিক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। (নাট্যে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সং ; স্ত্রী।

অর্থ—১। প্রার্থনা ; প্রয়োজন। অর্থ (যাচ্ঞা করা)+অল্ ভা। ২। বিত্ত, ধন, ঐশ্বর্য্য ; বস্তু, পদার্থ, ধনাদি দ্রব্য। অর্থ+অস্ র্ম্ম। ৩। শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য, মানে [অলঙ্কারশাস্ত্রে অর্থ ত্রিবিধ, যথা—মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ। যে শক্তি দ্বারা ব্যাকরণাদি উপায়সমূহের সাহায্যে পরিজ্ঞেয় শব্দার্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে অভিধা-শক্তি বলে, এবং এই অভিধা দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ বলে। মুখ্যার্থের বোধ হইলে তৎসংক্রান্ত যে অর্থান্তর কল্পিত হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ কহে ; যথা—"যদু গঙ্গাবাসী হইয়াছে ;" এস্থলে গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ 'ভগীরথখাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ', পরন্তু জলপ্রবাহে যদুর বাস অসম্ভব, একারণ গঙ্গা শব্দে 'গঙ্গাতীর' অর্থ কল্পিত হয় ; এইরূপ অর্থকে লক্ষ্যার্থ বলে। কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে, যদি অভিধা ও লক্ষণা শক্তির সাহায্যে বক্তার অভিপ্রায় পরিস্ফুটরূপে বোধগম্য না হয়, তাহা হইলে সে স্থলে অর্থপ্রতীতির নিমিত্ত অন্য যে শক্তির আবশ্যক হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনা বলে। ব্যঞ্জনা দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে ব্যঙ্গার্থ বলে ; যথা ;—

'তোমার সিঁথির সিন্দুর বজায় থাকুক', এই বাক্যটি কোনও রমণীর প্রতি উচ্চারিত হইলে, তাহার অর্থ হয় এই যে, 'তুমি চিরকাল সধবা থাক' ; পরন্তু কি অভিধা, কি লক্ষণা কোনও শক্তি দ্বারাই এ অর্থের প্রতীতি হয় না ; একমাত্র ব্যঞ্জনা দ্বারাই উহা প্রকাশিত হয়] ; রাজার স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় রাজনীতি ; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি। ঋ (গমন করা)+থন্ র্ম্ম। ৪। কারণ, হেতু। ঋ+থন্ ণ। ৫। প্রকার, প্রণালী, রীতি ; নিবৃত্তি, নিষেধ। ঋ+থন্ ভা। ৬। বিষয় ; ফল ; সৌভাগ্য ; কাব্য। ঋ+থন্ অধি। সং ; পু।

অর্থকর—ফলজনক, ফলোপধায়ক, সফল ; বিত্তোৎপাদক, ধনলাভজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থকরী।

অর্থকরী বিদ্যা—ধনাগম সাধিকা বিদ্যা, যে বিদ্যাদ্বারা ধন উপার্জ্জন করা যায়। অসমস্ত পদদ্বয়। ১তৎ। সং ; স্ত্রী।

অর্থকষ্ট—ধনক্লেশ, অর্থকৃচ্ছ্র। অর্থ বিষয়ে কষ্ট,

অর্থকাম—১। অর্থলাভের বাসনা, ধনলিপ্সা। ৬তৎ। সং ; পু। ২। অর্থাভিলাষী ; ধনলোভী। অর্থ কাম যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্থকামী (—কামিন্)—বিত্তাভিলাষী, ধনলোভী। অর্থ—কম (ইচ্ছা করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অর্থকামিনী।

অর্থকৃচ্ছ্র—অর্থক্লেশ, ধনকষ্ট। অর্থ বিষয়ে কৃচ্ছ্র, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থগরীয়ান্ (—রীয়স্)—অর্থগৌরবযুক্ত, অভিধেয়ের গুরুত্ববিশিষ্ট, তাৎপর্য্যপূর্ণ, ভাবময়। ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অর্থগরীয়সী।

অর্থগৃধ্নু—অর্থলোলুপ, ধনলোভী। ৬তৎ বা উপ ; অর্থ (ধন)—গৃধ (লোভ করা)+ক্নু ক। বিণ ; ত্রি।

অর্থগৌরব—তাৎপর্য্যের গুরুত্ব, ভাবাতিশয্য ; ধনগর্ব্ব। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থগ্রহ—অর্থবোধ, অভিধেয়জ্ঞান, তাৎপর্য্যাবধারণ, মানে বুঝা। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থঘ্ন—বিত্তনাশক, ধনক্ষয়কারী, অপব্যয়ী বা অপব্যয়যুক্ত। উপ ; অর্থ—হন ধাতু+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থঘ্নী।

অর্থজ্ঞ—অভিধেয়বিৎ, তাৎপর্য্যজ্ঞানবিশিষ্ট, ভাববেত্তা ; প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ। অর্থ জানে যে এই বাক্যে উপ ; অর্থ শব্দ—জ্ঞা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থজ্ঞা। বি অর্থজ্ঞতা, —ত্ব।

অর্থতঃ (—তস্)—ফলতঃ ; বস্তুতঃ ; কার্য্যতঃ ; অর্থাৎ। অর্থ শব্দ+তস্। অব্য।

অর্থতত্ত্ব—প্রকৃত বিষয় স্বরূপ, যাথার্থ্য ; ধনবিজ্ঞান, অর্থনীতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থদ—ধনপ্রদ, বিত্তপ্রদানকারী, অর্থকর, ধনজনক ; ধনবিতরণকারী, বদান্য ; অনুকূল, অনুগ্রহপরায়ণ। অর্থ দেয় যে, উপ ; অর্থ—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থদা।

অর্থদণ্ড—টাকাকড়ি জরিমানা করা। অর্থের বা অর্থসংক্রান্ত দণ্ড, ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

অর্থদাতা (—দাতৃ)—বিত্তপ্রদানকারী, ধনবিতরণকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অর্থদাত্রী।

অর্থদান—বিত্তপ্রদান, ধনবিতরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থদায়ক—অর্থদ (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থদায়িকা।

অর্থদূষণ—অষ্টবিধ ব্যসন মধ্যে একতম ব্যসনবিশেষ ; অপব্যয়, বাজে খরচ ; পরস্বাপহরণ ; ঋণ অস্বীকার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থন, অর্থনা—প্রার্থনা, যাচনা, যাচ্ঞা। অর্থ+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে+অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অর্থনীতি—ধনের ব্যবহার বিষয়ক নিয়ম, ধনবিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অর্থপতি—ধনাধিপতি ; কুবের ; রাজা, ধনশালী, ধনী। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থপর—অর্থলোভী, ধনার্জ্জনে আসক্ত ; কৃপণ। অর্থ পর (প্রধান বস্তু) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থপরা। বিশেষ্যে অর্থপরতা, —ত্ব।

অর্থপরায়ণ—অর্থপর (সকল অর্থে)। অর্থ হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থপরায়ণা। বি, —তা।

অর্থপিপাসা—ধনলিপ্সা, অর্থলালসা, ধনলোভ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অর্থপিপাসু—অত্যন্ত অর্থলোভী। ২তৎ। বিণ।

অর্থপিশাচ—যে ব্যক্তি ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার বিমুখ হইয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনেই আত্মবিসর্জ্জন করে, যৎপরোনাস্তি ধনলোভী ব্যক্তি। ৭তৎ। সং ; পু।

অর্থপ্রদ—অর্থদ (সকল অর্থে)। উপ ; অর্থ শব্দ—প্র—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

অর্থপ্রয়োগ—বৃদ্ধিলাভার্থ ধনের বিনিয়োগ, টাকাকড়ি সুদে খাটান, ধারাদি বাড়ি দেওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থপ্রাপ্তি—ধনলাভ, টাকাকড়ি পাওয়া ; প্রয়োজনলাভ, অভীষ্টসিদ্ধি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অর্থভাক্ (—ভাজ্)—অর্থভাগী, ধনভাগী। অর্থ—ভজ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

অর্থভাগী (—গিন্)—ধনের অংশ পাইবার অধিকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —ভাগিনী।

অর্থভাগ্য—ধনলাভের কপাল। অর্থবিষয়ে ভাগ্য, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থভাজ্—অর্থভাক্ দেখ।

অর্থভাণ্ডার—ধনাগার ; ধনরাশি, তহবিল, ধনভাণ্ডার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থভেদ—অর্থের বিভিন্নতা, অর্থবৈলক্ষণ্য। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থলাভ—ধনপ্রাপ্তি,টাকাকড়ি পাওয়া। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

অর্থলালসা—অর্থলিপ্সা, ধনলোভ। ৬তৎ।

অর্থলুব্ধ—ধনলোভী, অর্থগৃধ্নু। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

অর্থলোভ—ধনলিপ্সা, অর্থপিপাসা। ৬তৎ।

অর্থলোভী (—ভিন্)—ধনলিপ্সু, অর্থপিপাসু। অর্থলোভ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অর্থলোভিনী।

অর্থবাদ—স্তুতিবাদ ; প্রশংসা, গুণকীর্ত্তন ; সাভিপ্রায়-উক্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থবান্ (—বৎ)—অর্থযুক্ত ; ধনশালী ; সার্থক ; অভিপ্রায়যুক্ত, উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। অর্থ শব্দ +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অর্থবতী। বি অর্থবত্তা।

অর্থবিজ্ঞান—শব্দশক্তিগ্রহ, শব্দার্থজ্ঞান ; অর্থতত্ত্ব, অর্থনীতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থবিৎ (—বিদ্)—অর্থজ্ঞ ; শব্দার্থ-পণ্ডিত ; জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ ; কার্য্যাভিজ্ঞ। উপ ; অর্থ —বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

অর্থবিনিয়োগ—অর্থপ্রয়োগ ; কুসীদব্যবহার ; টাকাকড়ি লাগান। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থবৃদ্ধি—ধনের বৃদ্ধি বা বাড়। ৬তৎ। সং।

অর্থবেত্তা (—বেত্তৃ)—অর্থবিৎ (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অর্থবেত্রী।

অর্থব্যয়—ধনের ব্যয়, টাকাকড়ি খরচ। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থব্যবহার—১। ধনের যথোচিত আচরণ। ৬তৎ। সং ; পু। ২। অর্থনীতিশাস্ত্র। অর্থের ব্যবহার আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র—শাস্ত্রবিশেষ, এই শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কিরূপে অর্থের উপার্জ্জন, রক্ষণ ও ব্যয় করিতে হয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে ; অর্থনীতিশাস্ত্র, বার্ত্তানীতি। অর্থ ব্যবহার বিষয়কশাস্ত্র, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অর্থশালী (—লিন্)—ধনশালী, ধনবান্, সঙ্গতিপন্ন, ধনী। অর্থ+শালিন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অর্থশালিনী।

অর্থশাস্ত্র—অর্থোৎপাদকশাস্ত্র ; নীতিশাস্ত্র ; কৃষিশাস্ত্র ; অর্থতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, অর্থনীতি। অর্থবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [ত্রি। স্ত্রী, —ঘটিতা।

অর্থশাস্ত্রঘটিত—অর্থনীতি-সংক্রান্ত। ৩তৎ। বিণ ;

অর্থশুচি—যে ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অর্থশূন্য—অর্থহীন, অভিধেয়-রহিত, তাৎপর্য্যবিহীন ; অনর্থক, নিরর্থক, বৃথা ; ধনহীন, নিঃস্ব, নির্ধন, দীন, দরিদ্র ; অসফল, অকৃতকার্য্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থশূন্যা।

অর্থশৌচ—অর্থবিষয়ে সাধুতা, টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাউথুড়ি ; ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন। অর্থবিষয়ে শৌচ, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থসংগ্রহ—ধনসঞ্চয় ; ধনভাণ্ডার। ৬তৎ। সং ; পু। [সচ্ছলতা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থসংস্থান—ধনসঞ্চয় ; অর্থসঙ্গতি, টাকাকড়ির

অর্থসঙ্গতি—অভিধেয়ের উপযোগিতা, অর্থের মিল, মানে খাটা ; ধনের সংস্থান, টাকাকড়ির সচ্ছলতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [পু।

অর্থসঞ্চয়—ধনসংগ্রহ, ধনাহরণ। ৬তৎ। সং ;

অর্থসাপেক্ষ—ধনাপেক্ষ, যাহাতে ধনের অপেক্ষা আছে। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [ক্লী।

অর্থসাহায্য—ধন দ্বারা সহায়তা। ৩তৎ। সং ;

অর্থসিদ্ধ—১। সিদ্ধমনোরথ, সফলকাম, কৃতকার্য্য। ৭তৎ। ২। ধন দ্বারা সম্পন্ন বা সাধিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —সিদ্ধা।

অর্থসিদ্ধি—প্রয়োজনসিদ্ধি, ইষ্টসিদ্ধি, সাফল্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অর্থহর—১। ধনভাগী, দায়াধিকারী। অর্থ হরণ করে যে, উপ ; অর্থ—হৃ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থহরা। ২। ধনাপহারক, তস্কর। সং ; পু।

অর্থহানি—ধনহানি, ধনক্ষয়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অর্থহীন—অর্থশূন্য (সকল অর্থে)। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —হীনা। বি, —হীনতা, —ত্ব।

অর্থাগম—ধনাগম, উপার্জ্জন, আয়। অর্থের আগম, ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থাৎ—অর্থবশতঃ, তাৎপর্য্যাধীন, তাৎপর্য্যবশতঃ ; বস্তুতঃ, ফলতঃ। অর্থ শব্দ+আৎ পঞ্চমী স্থানে। ব্য।

অর্থাধিকার—ধনের অধিকার,টাকাকড়ি থাকা ; ধনরক্ষকত্ব, ধনাধ্যক্ষত্ব। অর্থের অধিকার, ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থাধিকারী (—কারিন্)—ধনের অধিকারবিশিষ্ট, ধনবান্,ধনী ; ধনরক্ষক, ধনাধ্যক্ষ। অর্থের অধিকারী, ৬তৎ। বিণ ; পু।

অর্থান্তর—অন্য অর্থ, অপর অর্থ ; অর্থভেদ ; অভিপ্রায়ভেদ। নিত্য। সং ; ক্লী।

অর্থান্তরন্যাস—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ। অলঙ্কার দেখ। সং ; পু।

অর্থান্বিত—অর্থযুক্ত, অভিধেয়বিশিষ্ট, সার্থক ; প্রয়োজনযুক্ত, উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ; অর্থশালী, ধনবান্, ধনী। অর্থদ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থান্বিতা।

অর্থাপত্তি—সুতরাং প্রাপ্তি, অনুমানবিশেষ ; (কাব্যে) অলঙ্কারবিশেষ। অলঙ্কার দেখ। সং ; স্ত্রী।

অর্থার্থী (অর্থার্থিন্)—ধনযাচী, ধনপ্রার্থনাকারী, ধনান্বেষী, ধনের অন্বেষণকর্ত্তা। অর্থ (ধন) —অর্থ (চাওয়া)। ণিন ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অর্থার্থিনী।

অর্থিক—১। যাচক, ভিক্ষুক। অর্থিন্ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থিকা। ২। স্তুতিপাঠক, বৈতালিক। সং ; পু।

অর্থিত—প্রার্থিত, যাচিত ; জিজ্ঞাসিত, পৃষ্ট। অর্থ (প্রার্থনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অর্থিতা—অর্থিত ও অর্থী দেখ।

অর্থিত্ব—অর্থী দেখ।

অর্থী (অর্থিন্)—১। যাচক, ভিক্ষুক ; প্রার্থী, অভিলাষী ; অভিযোগকারী, বাদী ; সেবক, ভৃত্য ; সহায়, সহচর। অর্থ (যাচ্ঞা করা) —ণিন্ ক। ২। অর্থবান্, অর্থশালী, ধনী। অর্থ+ইন্ আছে অর্থে বিণ ; পু। স্ত্রী অর্থিনী। বি অর্থিতা, অর্থিত্ব।

অর্থে—নিমিত্তে। অর্থ+ঙে ক। ব্য।

অর্থেপ্সু—ধনলিপ্সু, ধনলোভী। অর্থকে ঈপ্সু, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অর্থোপার্জ্জক—ধনার্জ্জনকারী, রোজগেরে। অর্থের উপার্জ্জক, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্থোপার্জ্জিকা।

অর্থোপার্জ্জন—ধনার্জ্জন, ধনসংগ্রহ। অর্থের উপার্জ্জন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থ্য—১। ন্যায্য, সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ; অর্থযুক্ত, সপ্রয়োজন ; বুদ্ধিমান্। অর্থ শব্দ+য। ২। প্রার্থনীয়, প্রার্থনাযোগ্য ; জিজ্ঞাস্য, জিজ্ঞাসাযোগ্য। অর্থ (যাচ্ঞা করা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। শিলাজতু ; গৈরিক। সং ; ক্লী।

অর্দ্দন—১। প্রার্থনা, যাচ্ঞা ; পীড়া ; রণ ; হিংসা, হনন। অর্দ্দ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। বিনাশক, হন্তা। অর্দ্দ+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্দনা।

অর্দ্দিত—১। প্রার্থিত, যাচিত, পীড়িত ; হিংসিত, হত। অর্দ্দ+ক্ত র্ম। ২। গত। অর্দ্দ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৩। পীড়া ; বায়ুরোগবিশেষ। অর্দ্দ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধ—১। অংশ ; সমাংশ ; একদেশ। ঋধ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অস্ ণ। সং ; পু। ২। সমান অর্দ্ধাংশ, ঠিক অর্দ্ধেক। সং ; ক্লী। ৩। দ্বিধাকৃত, দুই ভাগ করা। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধকথন—অর্দ্ধোক্তি, অসম্পূর্ণ ভাবে বলা। অর্দ্ধ যে কথন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধকথিত—অর্দ্ধোক্ত, অসম্পূর্ণ ভাবে ভাষিত। অর্দ্ধ যথা তথা কথিত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধকৃত—দ্বিধা বিভক্ত, দ্বিখণ্ডিত, দুই ভাগে বিভক্ত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধকৃতা।

অর্দ্ধগার—থালীর অর্দ্ধেক। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধগঙ্গা—কাবেরী নদী (ইহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের অর্দ্ধেক ফললাভ হয়)। অর্দ্ধা গঙ্গা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

অর্দ্ধগুচ্ছ—২৪ কণ্ঠি হার। গুচ্ছের অর্দ্ধ, ৬তৎ।

অর্দ্ধগ্রস্ত—গ্রহণ সময়ে সূর্য্য বা চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ [illegible] পড়িলে, উহাদিগকে অর্দ্ধগ্রস্ত [illegible]

যাহাকে অর্দ্ধরূপে গ্রাস করা হইয়াছে। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধগ্রস্তা।

অর্দ্ধগ্রাস—১। আধ গাল পরিমাণ; অর্দ্ধকবল। কর্ম্মধা। ২। আধ খাওয়া; আধখানা খাওয়া; গ্রহণকালে চন্দ্র সূর্য্যের অর্দ্ধাংশের অন্তর্দ্ধান। ২তৎ। সং; পুং।

অর্দ্ধঘটিকা—আধ ঘণ্টা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অর্দ্ধচন্দ্র—চন্দ্রখণ্ড; গলহস্ত, যাহা কাহারও গলদেশে অর্পণ করিয়া তাহাকে দূরীকৃত করা হয়, গলাধাক্কা; অর্দ্ধচন্দ্রাকার অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণ; গজাভরণবিশেষ; ময়ূরপুচ্ছের অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি চন্দ্রক; ললনাদিগের ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকার তিলক; অর্দ্ধচন্দ্রাকার নখক্ষত। চন্দ্রের অর্দ্ধ, ৬তৎ; অথবা অর্দ্ধ যে চন্দ্র, কর্ম্মধা। সং; পুং।

অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি—যাহার আকার অর্দ্ধচন্দ্রের আকৃতি তুল্য। অর্দ্ধচন্দ্রের আকার বা আকৃতির ন্যায় আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কারা।

অর্দ্ধজরতীয়-ন্যায়—ন্যায় দেখ।

অর্দ্ধজীবিত—অর্দ্ধপরিমাণে জীবিত, অর্দ্ধমৃত। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধজীবিতা।

অর্দ্ধনারীশ, অর্দ্ধনারীশ্বর—উমা-মহেশ্বর, মহাদেবের মূর্ত্তিবিশেষ, এই মূর্ত্তিতে মহেশ্বর অর্দ্ধেক নারী ও অর্দ্ধেক পুরুষ হইয়া আছেন। নারীসহিত ঈশ বা ঈশ্বর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; অর্দ্ধ এমন নারীশ্বর, কর্ম্মধা। সং; পুং। এই মূর্ত্তি মণির ন্যায় চিক্কণ, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ; হস্তে পাশ, রক্তপদ্ম, নরকপাল ও শূল। তদনুসারে মহাদেবের এই মূর্ত্তির নিম্নলিখিত রূপ ধ্যান লিখিত আছে:—

"নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপল-কপালক-শূলহস্তম্।
অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দু-বদ্ধ-মুকুটং প্রণমামি রূপম্॥"

অর্দ্ধনাব—নৌ অর্থাৎ নৌকার অর্দ্ধেক। নৌ-এর অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অর্দ্ধনিদ্রা—যেরূপ অবস্থায় নিদ্রাজন্য আরামও বোধ হয়, অথচ বাহিরের বিষয়ও জানা যায়, তাদৃশী নিদ্রা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অর্দ্ধনিমগ্ন—যাহার অর্দ্ধভাগ জলাদির অন্তঃপ্রবিষ্ট, আধডুবা। অর্দ্ধ যথা তথা নিমগ্ন, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধমগ্না।

অর্দ্ধনিমীলিত—আংশিকভাবে মুদ্রিত, কিছু অংশ বোজা ও কিছু অংশ খোলা এরূপ। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লিতা।

অর্দ্ধনির্ম্মিত—অর্দ্ধরচিত। অর্দ্ধ রূপে নির্ম্মিত, সুপ্সুপেতি; অথবা অর্দ্ধ হইয়াছে নির্ম্মিত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধনির্ম্মিতা।

অর্দ্ধপথ—পথের অর্দ্ধেক। ৬তৎ। সং; পুং।

অর্দ্ধপরিস্ফুট—অসম্যক্‌স্ফুট, অংশতঃ ব্যক্ত, আধ ফুটন্ত, আধ আধ। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

অর্দ্ধপাদ—কবাটবিশেষ; আধ পা বা আধ ফুট পরিমাণ। পাদের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; পুং।

অর্দ্ধপুলায়িত—অশ্বের গতিবিশেষ। পুলায়িতের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অর্দ্ধব্রাহ্মণ—আধ বামুন, আংশিক ব্রাহ্মণ; পরশুরাম কর্ত্তৃক দক্ষিণ দেশে সমুদ্রের নিকটস্থ স্থানে উপবেশিত ব্রাহ্মণগণ এই আখ্যায় অভিহিত। কর্ম্মধা। সং; পুং।

অর্দ্ধভাক্ (—ভাজ্)—অর্দ্ধাংশভাজন, অর্দ্ধাংশের অধিকারী, অর্দ্ধেক অংশীদার। উপ; অর্দ্ধ—ভজ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অর্দ্ধভাগ—অর্দ্ধেক অংশ; কিয়দংশ। কর্ম্মধা। সং; পুং।

অর্দ্ধভাগী (—ভাগিন্)—অর্দ্ধভাক্, অর্দ্ধাংশের অধিকারী, অর্দ্ধেক অংশীদার। অর্দ্ধভাগ+ইন্। বিণ; পুং। স্ত্রী অর্দ্ধভাগিনী।

অর্দ্ধভাস্কর—মধ্যাহ্ন। অর্দ্ধে (গগনার্দ্ধে) থাকেন ভাস্কর যে সময়ে, বহু। সং; পুং।

অর্দ্ধভূমণ্ডল—ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ; ইউরোপীয়েরা ভূপৃষ্ঠকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—এক পৃষ্ঠে এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা, এবং অপর পৃষ্ঠে আমেরিকা—এবং এই দুই ভাগের প্রত্যেকটীকে এক একটী অর্দ্ধভূমণ্ডল (Hemisphere) নাম দিয়াছেন। ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অর্দ্ধমাণব, অর্দ্ধমাণবক—দ্বাদশ যষ্টিহার, বারনর হার। মাণবের বা মাণবকের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; পুং।

অর্দ্ধমাত্রা—অর্দ্ধপরিমাণ; অর্দ্ধচন্দ্রাকারা ব্রহ্মরূপিণী মহেশ্বরী, যথা—ওঁ, এই শব্দের উপরিস্থ ৺অর্দ্ধচন্দ্রবিন্দুবৎ চিহ্ন। এ বিষয়ের প্রমাণ—

"অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে
মকারো ভগবান্ রুদ্রোঽপ্যর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী।"

কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অর্দ্ধমূর্চ্ছিত—মূর্চ্ছা জন্য যাহার অর্দ্ধজ্ঞান অপসারিত হইয়াছে। অর্দ্ধ যথা তথা মূর্চ্ছিত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা।

অর্দ্ধমৃত—আধমরা, মৃতকল্প, মৃতপ্রায় (half dead)। অর্দ্ধ যথা তথা মৃত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধমৃতা।

অর্দ্ধযাম—অর্দ্ধপ্রহর। ৬তৎ। সং; পুং।

অর্দ্ধরথ—যে রথারোহী যোদ্ধা অন্য রথীর সহযোগিতায় যুদ্ধ করে। অর্দ্ধ হইয়াছে রথ যাহার, বহু। সং; পুং।

অর্দ্ধরাত্র—নিশীথ, মধ্যরাত্র; মহানিশা, সার্দ্ধ প্রহর হইতে সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত। রাত্রির অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; পুং।

অর্দ্ধরুদ্ধ—যাহা অর্দ্ধভাগে অবরুদ্ধ; যাহার অর্দ্ধেক আটকান। অর্দ্ধ যথা যথা রুদ্ধ, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধরুদ্ধা।

অর্দ্ধর্চ—বেদ মন্ত্রের অর্দ্ধভাগ। অর্দ্ধ যে ঋক্, কর্ম্মধা। সং; পুং বা ক্লী।

অর্দ্ধলক্ষ্মীহরি—বিষ্ণু। অর্দ্ধ (অর্দ্ধাঙ্গ) লক্ষ্মী যাহার তিনি অর্দ্ধলক্ষ্মী, বহু; অর্দ্ধলক্ষ্মী যে হরি, কর্ম্মধা। সং; পুং।

অর্দ্ধলুকায়িত—অর্দ্ধগুপ্ত, যাহার অর্দ্ধভাগ দৃষ্টির বহির্ভূত। অর্দ্ধ যথা যথা লুকায়িত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধলুকায়িতা।

অর্দ্ধবক্র—আধ বাঁকা, কুঁজো, ন্যুব্জ, আংশিক অবনত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অর্দ্ধবয়স্ক—সচরাচর লোকে যতদিন বাঁচে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে যে ব্যক্তির বয়ঃক্রম হইয়াছে, আধবয়সী (middle-aged)। অর্দ্ধ হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধবয়স্কা।

অর্দ্ধবীক্ষণ—১। চক্ষুর অর্দ্ধাংশ দ্বারা দর্শন, অপাঙ্গদৃষ্টি, কটাক্ষ। অর্দ্ধরূপে বীক্ষণ (দর্শন), সুপ্সুপেতি। ২। আধ দেখা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অর্দ্ধব্যক্ত—অর্দ্ধোচ্চারিত; অংশতঃ প্রকাশিত; অসম্যক্‌স্ফুট, অপরিস্ফুট, অস্পষ্ট, আধ আধ। অর্দ্ধ যথা তথা ব্যক্ত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধব্যক্তা।

অর্দ্ধব্যক্তস্বর—১। যে কণ্ঠধ্বনির অর্দ্ধভাগ মাত্র প্রকাশিত। অর্দ্ধব্যক্ত যে স্বর, কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। যাহার কণ্ঠধ্বনি অর্দ্ধ প্রকাশিত হয়। অর্দ্ধ ব্যক্ত হইয়াছে স্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধব্যক্তস্বরা।

অর্দ্ধশত—১। শতার্দ্ধ, আধ শ, ৫০। কর্ম্মধা; বা শতের অর্দ্ধ, ৬তৎ। ২। সার্দ্ধশত, দেড়শ, ১৫০। অর্দ্ধযুক্ত যে শত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অর্দ্ধশন—অর্দ্ধাশন, অপ্রচুর ভোজন, আধপেটা খাওয়া। অর্দ্ধ অশন, কর্ম্মধা; পক্ষে অর্দ্ধাশন। সং; ক্লী।

অর্দ্ধশফর, অর্দ্ধসফর—মৎস্যবিশেষ, দাঁড়িকা মাছ। কর্ম্মধা। সং; পুং।

অর্দ্ধসিক্ত—অর্দ্ধার্দ্র, আধ ভিজা। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধসিক্তা।

অর্দ্ধস্ফুট—আধফুটন্ত, অস্পষ্ট, আধ আধ। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধস্ফুটা।

অর্দ্ধহার—চৌষট্টিনরহার, হারের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; পুং।

অর্দ্ধাংশ—অর্দ্ধভাগ; আধখানা। অর্দ্ধ যে অংশ, [কর্ম্মধা। সং; পুং।

অর্দ্ধাংশভাগী (—ভাগিন্)—অর্দ্ধভাগী, অর্দ্ধেক ভাগ পাইবার অধিকারী, অর্দ্ধেক অংশীদার। অর্দ্ধাংশের ভাগী, ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী অর্দ্ধাংশভাগিনী।

অর্দ্ধাংশী (–শিন্)—অর্দ্ধভাগী, অর্দ্ধেক ভাগ পাইবার অধিকারী। অর্দ্ধাংশ আছে ইহার এই অর্থে অর্দ্ধাংশ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী অর্দ্ধাংশিনী।

অর্দ্ধাঙ্গ—দেহের অর্দ্ধ; পত্নী। অঙ্গের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; ক্লী। [৬তৎ। সং; পু।

অর্দ্ধার্দ্ধ—একচতুর্থাংশ, সিকি। অর্দ্ধের অর্দ্ধ,

অর্দ্ধার্দ্ধি—দুই সমান ভাগ, আধা আধি। অর্দ্ধে অর্দ্ধে প্রবৃত্ত যে ভাগ, ব্যতীহারে বহুব্রীহি। ব্য।

অর্দ্ধাবশিষ্ট—অর্দ্ধশেষ, অর্দ্ধেক বাকী। অর্দ্ধ যথা তথা অবশিষ্ট, সুপ্সুপেতি; কিংবা অর্দ্ধ হইয়াছে অবশিষ্ট যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অর্দ্ধাবৃত—অর্দ্ধভাগ আচ্ছাদিত, আধ ঢাকা; অর্দ্ধ লুক্কায়িত। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

অর্দ্ধাশন—অর্দ্ধভোজন, আধ খাওয়া; অর্দ্ধাংশ ব্যাপ্তি। অর্দ্ধ যে অশন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অর্দ্ধাসন—আসনের অর্দ্ধাংশ; স্নেহপ্রকাশ; নিন্দামোচন। আসনের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং।

অর্দ্ধী (অর্দ্ধিন্)—অর্দ্ধভাগী, অর্দ্ধেক অংশীদার। অর্দ্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অর্দ্ধিনী।

অর্দ্ধেন্দু—অর্দ্ধচন্দ্র; নখচিহ্ন, গলহস্ত, গলা ধাক্কা; অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ; প্রৌঢ়া স্ত্রীর যোনিদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অঙ্গুলি যোজন। ইন্দুর অর্দ্ধ, ৬তৎ; কিংবা অর্দ্ধ ইন্দু, কর্ম্মধা। সং; পু।

অর্দ্ধেন্দু-মৌলি—চন্দ্রশেখর, শিব। অর্দ্ধেন্দু মৌলিতে যাহার, বহু। সং; পু।

অর্দ্ধেন্দু-শেখর—চন্দ্রশেখর, শিব। অর্দ্ধেন্দু শেখরে যাহার, বহু। সং; পু।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী—ইনি ১২৫৮ সালের ১০ই মাঘ বুধবার কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতুল-পুত্র। ইঁহাকে 'আজন্ম অভিনেতা' বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। অতি বাল্যকাল হইতেই ইঁহার আশ্চর্য্য অনুকরণ পটুতা দৃষ্ট হইত। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার (১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ) National Theatre নামক যে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা সংস্থাপিত হয়, অর্দ্ধেন্দুশেখর তাহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথমেই ৺দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হয়। ইনি গোলক বসু, সাবিত্রী, উড্ সাহেব ও এক জন চাষা এই চারি জনের ভূমিকা অভিনয় করেন। এই ভিন্ন ভিন্ন চারিটী ভূমিকাই একই অভিনয়ক্ষেত্রে ইনি এমন সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন যে দর্শকবৃন্দ তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখর যে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা সেই সময়েই সকলে ইহা বুঝিতে পারিল। সেই সাধারণ নাট্যশালার প্রথম সংস্থাপন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি কোন না কোন থিয়েটারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি যে কেবল উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু সুদক্ষ অভিনয়শিক্ষকও ছিলেন। ইনি যেরূপ শিখাইতে পারিতেন, এমন শিক্ষক আজিকালি প্রায় দেখা যায় না। ইনি সাহেব সাজিয়া এমন অভিনয় করিতেন যে, স্বর ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া অনেক সময় প্রকৃত সাহেব বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হইত। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ইঁহার সমকক্ষ হইতে কেহই সমর্থ হন নাই। আবার হাস্যরসাত্মক অভিনয়েও ইঁহার অদ্ভুত পারদর্শিতা লক্ষিত হইত। নবীন তপস্বিনীতে জলধর সাজিয়া ইনি দর্শকবৃন্দকে হাসাইয়া অধীর করিয়া তুলিতেন। ফলতঃ, অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনেতার আদর্শ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের অভিনেতাদিগের সে আদর্শে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হইবে। প্রাদেশিক ভাষাসমূহে তাহার আশ্চর্য্য অধিকার ছিল। ঢাকার কথা, চট্টগ্রামের কথা, বাঁকুড়ার কথা, বর্দ্ধমানের কথা,—ইনি যখন যে স্থানের কথা বলিতেন, তখনই ইঁহাকে তত্তৎস্থানবাসী বলিয়াই মনে হইত। একজন অভিনেতার পক্ষে ইহা অল্প গুণের কথা নহে। গম্ভীর বিষয়ের অভিনয়েও ইঁহার আশ্চর্য্য পটুতা ছিল। অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর শরীরপাত করিয়াছিলেন।

১৩১৫ সালের ২১শে ভাদ্র বুধবার অর্দ্ধেন্দুশেখর দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী "সাহিত্য পরিষদের" সহকারী সম্পাদক এবং সুপরিচিত সাহিত্যসেবী ছিলেন। ব্যোমকেশের মত চরিত্র অধুনা দুর্লভ। ১৯শে চৈত্র, ১৩২২ সালে ইঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

অর্দ্ধোক্ত—১। অর্দ্ধ-কথিত, অসম্পূর্ণরূপে কথিত। অর্দ্ধ যথা তথা উক্ত, সুপ্সুপেতি। স্ত্রী অর্দ্ধোক্তা। ২। অর্দ্ধকথন, অসম্পূর্ণরূপে কথন অর্থাৎ বলা। অর্দ্ধ যে উক্ত (বচন), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অর্দ্ধোক্তি—অর্দ্ধ কথন, অসম্পূর্ণ বাক্য, সমুদয় কথা না বলা। অর্দ্ধা যে উক্তি (অর্দ্ধ+উক্তি), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অর্দ্ধোচ্চারিত—যাহার অর্দ্ধভাগমাত্র উচ্চারণ করা হইয়াছে। অর্দ্ধ যথা তথা উচ্চারিত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–রিতা।

অর্দ্ধোত্তোলন—অর্দ্ধেক তুলা, আধখান উঠান, কিয়দংশে উত্থাপন। সুপ্সুপেতি। সং; ক্লী।

অর্দ্ধোত্তোলিত—অর্দ্ধেক তুলা হইয়াছে এরূপ, আধ উঠান, কিয়দংশে উত্থাপিত। অর্দ্ধ যথা তথা উত্তোলিত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধোত্তোলিতা।

অর্দ্ধোদয়—১। আধখান উঠা, অর্দ্ধেক প্রকাশ। অর্দ্ধের উদয়, ৬তৎ; বা অর্দ্ধ যে উদয়, কর্ম্মধা। ২। যোগবিশেষ [পৌষ কিংবা মাঘ মাসের অমাবস্যায় রবিবার, ব্যতীপাত যোগ, এবং শ্রবণা নক্ষত্র একত্র মিলিত হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, ইহা কোটি সূর্য্যগ্রহণের সদৃশ। এরূপ সম্মিলন কচিৎ ঘটিয়া থাকে। ১২৭০ সালে, ১২৯৭ সালে, ১৩০৯ সালে এবং ১৩১৪ সালে হইয়াছিল। এই যোগ দিবাভাগেই প্রশস্ত, রাত্রিতে কদাচ প্রশস্ত নহে]। অর্দ্ধের (অর্থাৎ সমৃদ্ধ পুণ্যের) উদয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

অর্দ্ধোদিত—অর্দ্ধোত্থিত; অর্দ্ধপ্রকাশিত; অর্দ্ধকথিত। অর্দ্ধ যথা তথা উদিত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্দ্ধোদিতা।

অর্দ্ধোরুক—রমণীদিগের অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত (উরুদেশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত) ঘাঘরার ন্যায় পরিধেয় বস্ত্র, কাচ, 'শায়া', ছোট কঞ্চুক। [যে সকল রমণী সূক্ষ্ম বসন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেমন গলদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত একটী শেমিজ পরিধান করেন, তদ্রূপ কেহ কেহ নাভি হইতে উরুদেশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত একটী স্থূলাবরণ (শায়া) ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাকেই অর্দ্ধোরুক বলে। উরুর অর্দ্ধ অর্দ্ধোরু, ৬তৎ; অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত এই অর্থে অর্দ্ধোরু+ক। সং; ক্লী।

অর্পণ—দান, দেওয়া; স্থাপন, ন্যাস; নিক্ষেপ। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অর্পণা—অর্পণ (সকল অর্থে)। অর্পি+অন ভা +আপ্। সং; স্ত্রী।

অর্পণীয়—দানীয়, দেয়; ত্যাজ্য; ন্যস্ত করিবার যোগ্য। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্পণীয়া।

অর্পয়িতা (–তৃ)—অর্পণকারী। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+তৃন্। বিণ; পু। স্ত্রী অর্পয়িত্রী।

অর্পিত—যাহা অর্পণ করা হইয়াছে এরূপ; দত্ত; স্থাপিত, ন্যস্ত; নিক্ষিপ্ত। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

অর্পিশ—হৃদয়। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+ইশ ক। সং; পু।

অর্পিস—হৃদয়, বক্ষঃ, বুক; অগ্রমাংস। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+ইসন্ ক। সং; পু।

অর্ব্বুদ—১। দশকোটি সংখ্যা; রোগবিশেষ, আব; স্ত্রীগর্ভস্থ শুক্রশোণিতাত্মক বস্তু, গর্ভের দ্বিতীয় মাসে ইহাকে অর্ব্বুদ বলে। সং; পু বা ক্লী। ২। পর্ব্বতবিশেষ, আবু

পাহাড় [ইহা রাজপুতানার অন্তর্গত আরাবলি শৈলশ্রেণীভুক্ত এবং প্রসিদ্ধ তীর্থ; এখানে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বিদ্যমান; এখানে উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়]। সং; পু।

অর্ভ—১। বালক; ছাত্র; ঔষধি, কলায়াদি শস্য; শিশির। ঋ (গমন করা)+ভ ক। সং; পু। ২। দীপ্তিহীন, মলিন, প্রভাশূন্য, অল্পতেজঃসম্পন্ন। বিণ; ত্রি।

অর্ভক—১। শিশু, বালক; পশুশাবক; অজ্ঞ, মূর্খ। অর্ভ শব্দ+কণ্ স্বার্থে; অথবা ঋভ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ণক ক। সং; পু। ২। স্বল্প; ক্ষীণ; তুল্য, সদৃশ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্ভিকা।

অর্ম, অর্মন্—নেত্ররোগবিশেষ। ঋ+ম, মন্ ক। সং; পু বা ক্লী।

অর্মণ—দ্রোণপরিমাণ, ৩২ সের ওজন। ঋ (গমন করা)+মন র্ম। সং; পু।

অর্মন্—অর্ম দেখ।

অর্য—১। শ্রেষ্ঠ; স্বামী। ঋ (গমন করা বা পাওয়া)+য ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্যা। ২। স্বামী; বৈশ্য। সং; পু। স্ত্রী অর্যী (বৈশ্যপত্নী), এবং অর্যা বা অর্যাণী (বৈশ্যজাতীয়া নারী)।

অর্যমা (−মন্)—সূর্য; পিতৃলোকবিশেষ; বেদমন্ত্রবিশেষ; উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র; অর্ক বৃক্ষ। ঋ+যণিন্ ক। সং; পু।

অর্বতী—১। কুৎসিতা, ইত্যাদি। অর্বা দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ঘোটকী; দূতী, কুট্টনী। সং; স্ত্রী।

অর্বা (অর্বন্)—১। অশ্ব, ঘোটক; ইন্দ্র। ঋ+বনিপ্ ক। সং; পু। ২। কুৎসিত, বিশ্রী; অধম, হীন। বিণ; পু। স্ত্রী অর্বতী।

অর্বাক্ (অর্বাচ্)—১। পশ্চাৎ; আদি; সমীপ। ব্য। ২। পরবর্ত্তী; নিকট; নিকৃষ্ট। বিণ; ত্রি।

অর্বাচীন—পশ্চাদ্বর্ত্তী; বিপরীত; অধম; অপ্রবীণ, যাহার বয়স হইয়াছে অথচ বুদ্ধির পরিপক্বতা জন্মে নাই এরূপ। অর্বাচ্ শব্দ+ঈন, তদর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্বাচীনা। বি অর্বাচীনতা, −ত্ব।

অর্বুদ—পূর্ব্বে দেখ।

অর্শ—মলাশয়ের গুহ্যদেশের রোগবিশেষ (Hemorrhoids, Piles); এই রোগ সরলান্ত্রের নিম্নে মলদ্বারের বাহিরে ও ভিতরে জন্মে। ঋ+শ ক। সং; ক্লী। [ক্লী।

অর্শঃ (অর্শস্)—অর্শ রোগ। ঋ+শস ক। সং;

অর্শস—অর্শোরোগযুক্ত। অর্শস্ শব্দ+অ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্শসা।

অর্শা, অর্শান—বর্ত্তান; যাওয়া; অধিগত হওয়া; প্রাপ্য হওয়া। ক্রি। দেশজ।

অর্শী (অর্শিন্)—অর্শোরোগগ্রস্ত। অর্শ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অর্শিনী।

অর্শোঘ্ন—১। ভল্লাতক বৃক্ষ; শূরণ, ওল। অর্শস্−হন+টক্ ক। সং; পু। ২। অর্শনাশক, অর্শরোগের প্রতিকারক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্শোঘ্নী।

অর্শোঘ্নী—১। অর্শনাশিকা। অর্শোঘ্ন দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। তালমূলী। সং; স্ত্রী।

অর্সঃ (অর্সস্)—অর্শরোগ। ঋ+সস্ ক। সং; ক্লী।

অর্হ—১। পূজা; মান্য। অর্হ (পূজা করা)+অস্ ম্ম। ২। যোগ্য; উপযুক্ত। অর্হ (যোগ্য হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্হা। ৩। পরমেশ্বর; ইন্দ্র। সং; পু।

অর্হণ—পূজা; সম্মান; যোগ্যতা। অর্হ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অর্হণা—অর্হণ (সকল অর্থে)। অর্হ+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অর্হণীয়—পূজনীয়, সম্মাননীয়। অর্হ (পূজা করা)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, −য়া।

অর্হণীয়তা—পূজনীয়ত্ব, পূজ্যতা; পূজা; সম্মান। অর্হণীয়+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অর্হৎ—অর্হন্ দেখ।

অর্হত্তম—যোগ্যতম; অতি প্রশস্ত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অর্হৎ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

অর্হত্তর—যোগ্যতর; অধিকতর প্রশস্ত। অর্হৎ শব্দ+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, −রা।

অর্হন্ (অর্হৎ)—১। বুদ্ধ; বৌদ্ধমতাবলম্বী, বৌদ্ধক্ষপণক। অর্হ+শতৃ ক। সং; পু। ২। পূজ্য, প্রশস্ত; যোগ্য। বিণ; ত্রি।

অর্হন্ত—১। পূজ্য, আরাধ্য, মান্য। অর্হ+শতৃ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অর্হন্তী। ২। শিব; বুদ্ধ; ক্ষপণক। সং; পু।

অর্হা—১। পূজ্যা; যোগ্যা। অর্হ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পূজা, আরাধনা, সম্মাননা; যোগ্যতা। অর্হ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অর্হিত—পূজিত; প্রশংসিত; সম্মানিত। অর্হ (পূজা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, −তা।

অল—বৃশ্চিকাদির পুচ্ছ, হুল; হরিতাল। অল+অন্ ক। সং; ক্লী।

অলং, অলম্—ভূষণ; সামর্থ্য; সম্পূর্ণতা; প্রাচুর্য্য; নিষেধ, বারণ; অত্যর্থ; ব্যর্থতা। ব্য।

অলক—১। চূর্ণকুন্তল, স্ত্রীলোকের গণ্ডদেশে লম্বিত কেশ, ঝাপটা; কুন্তল; চূর্ণকুন্তলাকার মেঘ; অঙ্গে বিলেপিত কুঙ্কুম। অল (ভূষিত করা)+অক ক। সং; ক্লী। ২। ক্ষিপ্ত কুকুর। সং; পু।

অলকট্ (Col. H. S. Olcott)—আমেরিকাবাসী কর্ণেল অলকট্, ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সাহচর্য্যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করে স্থানে স্থানে উক্ত সোসাইটির শাখাসমিতি স্থাপিত হয়। ইনি আজীবন মূল সভার সভাপতি এবং থিয়সফিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সুযোগ্য সম্পাদকের গুণে এই পত্রিকা অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মবীর উক্ত পত্রিকা, ক্ষুদ্রবৃহৎ অনেকগুলি গ্রন্থপ্রকাশ এবং অন্যান্য বিবিধ কার্য্য দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন করেন। তাঁহার দীর্ঘ কেশ, লম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উন্নত চরিত্র, পবিত্র জীবন, সৌম্য শান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিলে তাঁহাকে ঋষিকল্প বলিয়া বোধ হইত। অলকট্‌সাহেব হস্তচালনা (Mesmeric pass) ও জলপড়া (Mesmerised water) দ্বারা অনেকের দুরূহ দুরারোগ্য রোগ অদ্ভুত অলৌকিক শক্তিবলে আরোগ্য করিতেন। ইনি পাশ্চাত্য দেশবাসী হইয়াও নিরামিষভোজী ছিলেন। এই মহাপুরুষ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব যাহাতে সকলসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয়, সে বিষয়ে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে আপনার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র মান্দ্রাজ সহরের আদিয়ার (Adyar) নামক স্থানে এই মহাত্মা লোকলীলা সংবরণ করেন।

অলকদাম (−দামন্)—চূর্ণকুন্তলসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অলকনন্দা—কুমারী, বালিকা; ভারতবর্ষের গঙ্গা [বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মলোকে পতিত হন। ব্রহ্মপুরী পরিবেষ্টন করিয়া ইনি চারিটী ধারায় বিভক্ত হন। ধারা চারিটীর নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ, ভদ্রা। অলকনন্দা ভারতবর্ষের অভিমুখে ধাবিত হইয়া দক্ষিণ দিক্ ব্যাপিয়া সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরসঙ্গমে পতিত হইয়াছেন। এই অলকনন্দাকে মহেশ্বর শত শত বৎসর আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর ইনি ভগীরথের আরাধনায় ভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করেন। পদ্মপুরাণের মতে অলকনন্দা স্বর্গের নদী। গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে মেরুপর্ব্বতের নিম্নে গঙ্গোত্তরীতে নামিয়া অধোগঙ্গা, জাহ্নবী ও অলকনন্দা নামে ত্রিধারায় বিভক্ত হন। অধোগঙ্গা পাতালের, জাহ্নবী পৃথিবীর এবং অলকনন্দা স্বর্গের নদী]। দেব;

অলকা (কুবেরপুরী)—নন্দি (আনন্দিত করা +অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অলকপ্রভা—অলকা, কুবেরপুরী। অলকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

অলকবন্ধন—ক্ষিপ্তকুন্তল বাঁধা; চূর্ণ কুন্তল-বন্ধন; কুন্তলবন্ধন, চুলবাঁধা; চুল বাঁধিবার দড়ি বা ফিতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অলকমেঘ—যে সকল মেঘ আকাশে চূর্ণকুন্তলের বা বিক্ষিপ্ত কার্পাসের ন্যায় দৃশ্যমান হয়। অলকাকার মেঘ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

অলকরাজি—চূর্ণকুন্তলসমূহ,ঝাপ্টাসকল; চূর্ণ কুন্তলাকার মেঘসমূহ; ক্ষিপ্ত কুন্তলনিচয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

অলকসংহতি—চূর্ণকুন্তল সমষ্টি। ৬তৎ। সং;

অলকস্তর—যে সকল মেঘ প্রথমতঃ চূর্ণকুন্তলের আকারে উৎপন্ন হইয়া ছাড়া ছাড়া মেঘের সহিত মিশ্রিত হয়। ৬তৎ। সং ;পু।

অলকস্তূপ—যে সকল মেঘ প্রথমতঃ চূর্ণকুন্তলের আকারে উৎপন্ন হইয়া স্তূপমেঘের সহিত মিশ্রিত হয়। ৬তৎ। সং; পু।

অলকস্পর্শী (–স্পর্শিন্)—চূর্ণকুন্তল-স্পর্শকারী; মেঘস্পর্শকারী, গগনচুম্বী, অভ্রংলিহ। উপ; অলক – স্পৃশ (ছোঁওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অলকস্পর্শিনী।

অলকা—কুবেরপুরী [হিমালয়ের উপরিভাগে অলকনন্দা তটে অবস্থিত]; আট হইতে দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা; শ্বেত আকন্দ। অলক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অলকা-তিলকা—অঙ্গলিপ্ত কুঙ্কুম, তিলপুষ্পাকৃতি চিহ্নবিশেষ। সং; স্ত্রী।

অলকাধিপ, অলকাধিপতি—কুবের। অলকার অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। সং; পু।

অলকাবলী—১। অলকসমূহ। অলকের আবলী, ৬তৎ। ২। অলকাসমূহ। অলকার আবলী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অলক্ত—লাক্ষা; লাক্ষারস, আলতা। ন (নাই) রক্ত (লোহিতবর্ণ) যাহা হইতে, বহু; র স্থানে ল। সং; পু।

অলক্তক—লাক্ষা; অলক্ত, আলতা। অলক্ত শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। [সং; পু।

অলক্তক-রস—আলতাভিজান জল। ৬তৎ।

অলক্তকরাগ—আলতার রঙ্। ৬তৎ। সং; পু।

অলক্তকাঙ্কিত—আলতা দ্বারা চিহ্নিত। অলক্তক দ্বারা অঙ্কিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি; স্ত্রী,–তা।

অলক্ষণ—১। কুলক্ষণ, অশুভ চিহ্ন; দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য। ন (অপ্রশস্ত) লক্ষণ, নঞ্তৎ। সং; ক্লী। ২। কুলক্ষণাক্রান্ত, অশুভচিহ্ন-যুক্ত; দুর্ভগ; লক্ষণহীন। ন (অপ্রশস্ত) লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলক্ষণা।

অলক্ষণে, অলক্ষুণে, অলুক্ষণে—দুর্লক্ষণাক্রান্ত, অশুভ নিদর্শনযুক্ত; অপয়া; অমঙ্গলসূচক; অশুভ। দেশজ; অলক্ষণ বা অলক্ষণা শব্দের অপভ্রংশ।

অলক্ষিত—লক্ষিত হয় নাই এরূপ, অনিরীক্ষিত, অদৃষ্ট; অজ্ঞাত; অতর্কিত; অকৃতলক্ষণ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলক্ষিতা।

অলক্ষিতে—অলক্ষিতভাবে, অলক্ষ্যে, অদৃষ্টভাবে, গোপনে। ন (নাই) লক্ষিত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অলক্ষুণে—অলক্ষণে দেখ।

অলক্ষ্মী—১। লক্ষ্মীর বিরোধিনী দেবতা, দুষ্ট লক্ষ্মী, দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী। [ইনি লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সমুদ্রমন্থনকালে ইঁহার উৎপত্তি হইলে সুরাসুর কেহই ইঁহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পরে দুঃসহ নামক জনৈক মহাতপা মুনি ইঁহাকে বিবাহ করেন। পরন্তু ইঁহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া কিছুদিন পরে তিনিও ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, সমুদ্র হইতে উত্থিতা হইয়া ইনি দেবগণকে আপনার বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণ এইরূপ উত্তর করেন—"যেস্থানে সর্বদা কলহ, বিবাদ, অস্থি ও চিতাভস্ম বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে তুমি বাস করিবে। আর যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করে; যে কদাচারী, পদ ধৌত না করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যায়, তুষ অঙ্গার অস্থি প্রভৃতির দ্বারা যে দন্ত পরিষ্কার করে; আর যে ব্যক্তি রাত্রিতে গাজর, লাউ, বেল ও ছাতিম প্রভৃতি আহার করে; তুমি সেই সকল ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া বাস করিবে। বিশেষতঃ যে গৃহে পতিপত্নীর মধ্যে সর্বদা কলহ হয়, সেই গৃহে তুমি গাঢ় প্রবেশ করিতে পারিবে।" ইঁহার মূর্তি কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিভুজ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান, লৌহের অলঙ্কারে ভূষিত, কাঁকরের চন্দন সর্বাঙ্গে লিপ্ত, হস্তে ঝাঁটা, ইনি গর্দভে আরূঢ় এবং সর্বদাই কলহপ্রিয়।] ২। দুর্ভাগ্য, দুর্দশা। সং; স্ত্রী।

অলক্ষ্মীক—লক্ষ্মীছাড়া; হতভাগা; ধনহীন; অপ্রিয়দর্শন ও অপ্রিয়ভাষী। "যে ব্যক্তি লোকের মর্মপীড়ক; পরুষভাষী, ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।"—(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত)। ন (নাই) লক্ষ্মী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অলখিতে—অলক্ষ্যে, অদৃশ্যভাবে, গোপনে। অলক্ষিতে পদের অপভ্রংশ; প্রাচীন কবি প্রয়োগ।

অলক্ষ্য—অদৃশ্য; অচিহ্নিত, অনির্দেশ; অসমকক্ষ, যাহাকে প্রতিযোগী বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না এরূপ। ন লক্ষ্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলক্ষ্যা।

অলক্ষ্যে—১। যাহা লক্ষ্য করা যায় না তাদৃশ বিষয়ে। সং; ক্লী, অধি। ২। অলক্ষিতভাবে। ক্রি-বিণ।

অলগর্দ, অলগর্দ্দ—জলঢোঁড়া সাপ; কেউটে সাপ। অলক শব্দ – অর্দ্দ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

অলগ্ন—অসঙ্গত, অসংযুক্ত, অসংসক্ত, বিচ্ছিন্ন। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলগ্না।

অলঘু—যাহা লঘু নহে; গুরু; দীর্ঘ; অশীঘ্র; প্রবল; সারবিশিষ্ট, গম্ভীর। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। বি অলঘুতা,–ত্ব।

অলঙ্করণ—১। ভূষিত করণ, সজ্জিত করণ, সাজান। অলম্–কৃ+অনট্ ভা। ২। আভরণ, ভূষণ। +অনট্ ণ। সং; ক্লী।

অলঙ্করিষ্ণু—ভূষক, প্রসাধনকারী। অলম্ শব্দ –কৃ+ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি।

অলঙ্কর্তা (–র্ত্তৃ)—প্রসাধনকর্তা, ভূষক। অলম্ শব্দ–কৃ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অলঙ্কর্ত্রী।

অলঙ্কর্মীণ—কার্যদক্ষ, কর্মপটু। অলম্ – কর্মন্ শব্দ+ঈন স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–ণা।

অলঙ্কার—আভরণ, ভূষণ, যাহা দ্বারা শরীরকে ভূষিত করা যায় (যেমন হার, বলয় প্রভৃতি); প্রসাধন, ভূষিতকরণ; কাব্যাঙ্গশাস্ত্রবিশেষ। শব্দ ও অর্থের ভূষণ। অলম্ – কৃ (করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু। হার বলয় প্রভৃতি যেরূপ মানব-শরীরের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার বলে, সেইরূপ অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি কাব্যের অঙ্গস্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভাসম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার বলে। অলঙ্কার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, কাকু ও বক্রোক্তি, এই কয়েকটী শব্দালঙ্কার; এবং উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, প্রভৃতি বহুবিধ অর্থালঙ্কার প্রচলিত আছে।

(ক) শব্দালঙ্কার।

১। অনুপ্রাস (Alliteration);—একরূপ ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে; যথা—

"কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে॥"

২। যমক (Analogue);—একাকার ভিন্নার্থক পদদ্বয়ের বিন্যাসকে যমক বলে। যমক চারি প্রকার; যথা—আদ্য যমক, মধ্য যমক, অন্ত্য যমক, ও সর্ব্ব যমক।

(১) আদ্য যমক।

(ক) "ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।"

(খ) "উদয় উদয়পুরে প্রচুর অন্তরে।"

(২) মধ্য যমক।

(ক) "পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা।"

(খ) "ভানু করে করে ঝলমল।"

(৩) অন্ত্য যমক।

(ক) "কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব ভব।"

(খ) "হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে।"

(গ) "আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।"

(ঘ) "দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল,
সুলভ দেখিনু হাটে—নাহি যায় ফল।"

সর্ব্ব যমক।

"কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে।"

৩। শ্লেষ (Paronomasia);—একই শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগের নাম শ্লেষ; যথা—

(ক) "গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত।"

(খ) "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

৪। কাকু (Tone of voice);—স্বরভঙ্গির নাম কাকু; যথা—

(ক) "ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?"

(খ) "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?"

৫। বক্রোক্তি (Equivoque);—কোন বাক্যে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ যদি অন্য কোনও ব্যক্তি শ্লেষ বা কাকু দ্বারা অর্থান্তরে পরিণত করিয়া লয়, তবে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়; যথা—

প্রশ্ন। "দ্বিজরাজ হ'য়ে কেন বারুণী সেবন?
উত্তর। রবির ভয়েতে তথা করে পলায়ন।"

[এস্থলে দ্বিজরাজ অর্থে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং বারুণী অর্থে সুরা, ইহাই প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রেতার্থ; কিন্তু উত্তরদাতা দ্বিজরাজ শব্দের চন্দ্র ও বারুণী শব্দের পশ্চিমদিক্ অর্থ করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছেন]।

প্রশ্ন। "কেন সখি তাপ পাও অমৃত সেবনে?
উত্তর। মৃত হ'লে বল তাপ পায় কোন্ জনে"

[এস্থলে অমৃত শব্দের অর্থ সুধা, ইহাই প্রশ্নকর্ত্রীর অভিপ্রেতার্থ; কিন্তু উত্তরদাত্রী যে 'মৃত নহে' এইরূপ অর্থ করিয়া উত্তর দিয়াছেন]।

(খ) অর্থালঙ্কার।

১। স্বভাবোক্তি (Description);—পদার্থ সমূহের বর্ণনা চমৎকারজনক * হইলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে; অর্থাৎ যথাযথ বস্তুবর্ণনকে স্বভাবোক্তি কহে। যথা—

"সারি সারি তরণী সুধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায়;
কেহ বা বসিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।"

২। উপমা (Simile);—কোনও অংশে একধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য-কথনকে উপমা বলে। ইহাতে যথা, সম, সমান, ন্যায়, যেমন প্রভৃতি উপমার বাচক শব্দগুলির স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলে পূর্ণোপমা এবং না থাকিলে লুপ্তোপমা বলা হইয়া থাকে; যথা—

পূর্ণোপমা।

(ক) "উত্তাল তরঙ্গময় সাগর সমান।
কোলাহল পূর্ণ ছিল যেই জনস্থান।"

(খ) "স্বনিছে পবন দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা।"

লুপ্তোপমা।

(ক) "বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল।"

(খ) "পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।"

মালোপমা;—একটী উপমেয়ের* একাধিক উপমান* থাকিলে তথায় মালোপমা হয়। যথা—

(ক) "মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত,
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত।"

*মন্তব্য। চমৎকারজনকত্ব সকল অলঙ্কারের পক্ষেই আবশ্যক, পরন্তু এ কথাটির আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিব না।

*মন্তব্য। যে বস্তুর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রদর্শনার্থে অন্য বস্তুর সহিত তুলনা দেওয়া হয়, তাহাকে উপমেয়, এবং সেই অন্য বস্তুকে উপমান বলে; যথা—চন্দ্রতুল্য বদন, তিলফুলতুল্য নাসা, এস্থলে বদন ও নাসা উপমেয়, এবং চন্দ্র ও তিলফুল উপমান।

(খ) "মলিন-বদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।"

৩। রূপক (Metaphor);—উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ কল্পনাকে রূপক অলঙ্কার বলে। রূপক দুই প্রকার—পরম্পরিত রূপক ও সাঙ্গ রূপক; যথা—

(ক) "বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়।"

(খ) "ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধুজলে মন।"

(গ) "আশার সরসে রাজীব।"

পরম্পরিত রূপক;—এক বস্তুর আরোপ-সিদ্ধির নিমিত্ত অন্য বস্তুর আরোপ করার নাম পরম্পরিত রূপক; যথা—

(ক) "প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি-পদ্ম প্রকাশিয়া রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।"

[এখানে রাজলক্ষ্মীর আসনের নিমিত্ত পদ্মের আরোপ করা হইয়াছে; পরন্তু প্রস্ফুটিত পদ্ম না হইলে আসন হয় না, আর সৌরতাপ না হইলে পদ্মের প্রস্ফুটন হয় না, সেই জন্য প্রতাপে তপনের আরোপ করা হইয়াছে]।

(গ) "শান্তির সরসী-মাঝে সুখ-সরোরুহ রাজে
কোথা তুমি মধুক হইবে;
হে বিশ্বের করুণাধার বিদ্রোহ-বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে।"

সাঙ্গরূপক;—যেস্থলে অঙ্গীতে কোনও বস্তুর আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া তদঙ্গভূত বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপ করা হয়, সেস্থলে সাঙ্গ রূপক হইয়া থাকে; যথা—

"—শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন-
নিশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রু-বারিধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।"

[এস্থলে ঝড়ে শোকের আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া ঝড়ের অঙ্গভূত বিদ্যুৎ, মেঘ, ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিতে যথাক্রমে বামাকুল (অর্থাৎ তাহাদের রূপ), মুক্তকেশ, নিশ্বাস ও অশ্রুধারার আরোপ হইয়াছে]।

৪। প্রতীপ (Reversed Simile);—প্রকৃত উপমানকে উপমেয়রূপে বর্ণনা করিলে অথবা উপমানের বৈকল্য বর্ণনা করিলে তথায় প্রতীপ অলঙ্কার হয়; যথা—

(ক) "সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল।"

(খ) "দুর্জ্জন যথায় তথা কেন হলাহল,
জাতি যথা, কেন তথা প্রদীপ্ত অনল।"

৫। ব্যতিরেক (Excess of object or subject);—উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনা করিলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়; যথা—

(ক) "কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল,
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল।"

(খ) "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।"

(গ) "ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।"

(ঘ) "যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না
যৌবন।"

৬। অতিশয়োক্তি (Hyperbole);—উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করার নাম অতিশয়োক্তি অলঙ্কার; যথা—

(ক) "দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা বরিষণে।"

(খ) "——প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে।"

(গ) "উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর।"

৭। অধিক (Excess of container or contained);—আধার ও আধেয়কে প্রথমে বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার পর ছোট আধেয় বা ছোট আধারকে মহত্তর বলিয়া যদি বর্ণনা করা যায়, তবেই অধিক অলঙ্কার হয়; যথা—

(ক) "প্রলয়কালে যিনি আপনাতে জীব সকলকে সংহৃত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই কৈটভারি শ্রীকৃষ্ণের যে শরীরে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়াও স্থান ছিল, তপোধন নারদের আগমনজনিত আনন্দ সে শরীরে আর ধরিল না।"

[এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের শরীর আধার। প্রথমে সেই আধারকে এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎ তাহাতে লীন হইয়াছিল, এবং লীন হইয়াও আরও কত বস্তু ধরিতে পারিবার মত স্থান ছিল। পরে নারদের আগমনজনিত আনন্দ আধেয়। সেই আনন্দকে আবার এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে শরীরে সমস্ত জগতের সচ্ছন্দে স্থান-সমাবেশ হইয়াছিল, সে শরীরে আনন্দের স্থান সঙ্কুলান হইল না, একেবারে উথলিয়া পড়িল। কেহ কেহ এস্থলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলেন]।

(খ) "হে মহারাজ! আপনার যশোরাশি অপরিমিত হইলেও ত্রিভুবনের উদর এত বৃহৎ যে, উহাতে তাহার পরিমাণ করা যাইতেছে।"

[এস্থলে যশোরাশি আধেয়। প্রথমে উহাকে এত বড় বলা হইয়াছে যে, উহার আদৌ পরিমাণ করা যায় না। পরে ত্রিভুবন আধার। উহাকে আবার এত বড় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সেই অপরিমেয় যশোরাশিকে উহা অনায়াসে ধারণ করিতে পারে]।

৮। উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor) ;—উপমেয়কে উপমানরূপে বিতর্ক করিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেন, বুঝি, প্রভৃতি শব্দ ইহার দ্যোতক। উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ;—যে স্থলে যেন, বুঝি, প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকে, তথায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হইয়া থাকে ; যথা—

(ক) "তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে,
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে।"

(খ) "—যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ——।"

(গ) "ধবল নামেতে গিরি হিমাচল শিরে ;
অভ্র-ভেদী দেব-আত্মা ভীষণদর্শন,
সতত ধবলাকৃতি অচল অটল,
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা শুভ্র-বেশধারী
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী।"

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা ;—যে স্থলে যেন, বুঝি, প্রভৃতি উৎপ্রেক্ষাবোধক শব্দের উল্লেখ না থাকে, তথায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

"কজ্জল কিরণে শোভা করিছে নয়ন
মেঘের আবলি মাঝে শোভে তারাগণ।"

৯। সমাসোক্তি (Personification) ;—সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ, ও সমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় নির্জ্জীব পদার্থে অন্য কোনও সজীব পদার্থের ব্যবহার সম্যক্ আরোপ করিলে তথায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা—

"সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন,
নব পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন,
ফুল্ল ফুল দূর্ব্বাদল চারু আভরণে,
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্য বদনে ;
বিহঙ্গ নিনাদচ্ছলে গাও সুললিত ;
তখন না হয় কার মানস মোহিত ?"

১০। উল্লেখ ; (Manifold of Predication) ;—একই পদার্থের অনেক প্রকারে উল্লেখকে উল্লেখ অলঙ্কার কহে ; যথা—

"কেহ বা জিহোবা, জোব, কেহ প্রভু কয়।"

১১। দীপক (Identity of Action or Agent) ;—একই ক্রিয়ার সহিত প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয় বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে অথবা একই কর্ত্তৃপদের অনেকগুলি ক্রিয়া থাকিলে দীপক অলঙ্কার হয় ; যথা,—

(ক) "পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে,
উৎসবে সম্পদ্ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে।"

(খ) "অজিন, রঞ্জিত আহা কত শত রঙে,
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাহিতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি,
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত কান্তি !—।"

১২। তুল্যযোগিতা (Identity of Attribute) ;—একই গুণ বা ক্রিয়ার সহিত নানা পদার্থের সম্বন্ধ থাকিলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয় ; যথা—

(ক) "তীর, তারা, উল্কা, বায়ু, শীঘ্রগামী যেবা,
বেগ শিখিবারে সঙ্গে বেগে যাবে কেবা।"

(খ) "লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়।"

(গ) "———————চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"

১৩। অপ্রস্তুত প্রশংসা (Allegory) ;—যে স্থলে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি জন্মে, সে স্থলে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

"কিন্তু ভেবে দেখি যদি ভয় হয় মনে !
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময় নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ, নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে।"

১৪। অর্থান্তরন্যাস (Corroboration) ;—যেস্থলে অন্য বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থন করা যায়, সেস্থলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। ইহাতে কখনও সামান্য দ্বারা বিশেষের এবং কখনও বা বিশেষ দ্বারা সামান্য অর্থের সমর্থন করিতে হয় ; যথা—

(ক) "কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ।"

(খ) "দশে মিলে করিলে মহৎকার্য্য হয়,
তৃণের সংহতি রজ্জু হ'য়ে বাঁধে হয়।"

(গ) "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি।"

(ঘ) "চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?"

১৫। দৃষ্টান্ত (Parallel) ;—দৃষ্টান্ত কথনকে অর্থাৎ সমভাবাপন্ন বিষয়ের সাদৃশ্য কথনকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলে। ইহাতে যথা* প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে না, এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক হয় না ; যথা—

(ক) "দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার,
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।"

(খ) "কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়,
শোভাকর পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়।"

১৬। প্রতিবস্তূপমা (Parallel Simile) ;—যেস্থলে যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ থাকে না, অথচ দুইটী বিষয়ের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয় এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক হয়, সেস্থলে প্রতিবস্তূপমা* অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

(ক) "ধন্য ধন্য দময়ন্তী তব গুণ-গণ ;
যে গুণে করিলে নল-মন আকর্ষণ।"

(খ) "কৌমুদী জলধি জল করে উত্তোলন,
তাহাতে প্রশংসা তার আছে কি তেমন।"

নিদর্শনা (Transference of Attributes) ;—যে স্থলে সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপর কোন অবাস্তবিক ধর্ম্মের বা কার্য্যের আরোপ করা যায়, তথায় নিদর্শনা অলঙ্কার হয় ; যথা—

(ক) "রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারি
বধিল সম্মুখ রণে ! ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?"

---

*মন্তব্য। যথা প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকিলে উপমা অলঙ্কার হয়, এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক হইলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হয়। পরে দেখ।

(খ) "কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর অনিবার ?
হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার ?"

১৮। বিভাবনা (Effect without Cause) ;—যে স্থলে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, সে স্থলে বিভাবনা অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—
"বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে চাহিল আকাশ পানে ;
বরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।"

১৯। বিশেষোক্তি (Cause without Effect) ;—যে স্থলে কারণ সত্ত্বেও কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—
"যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই।"

২০। বিরোধ (Rhetorical Contradiction) ;—যে স্থলে প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নাই, কিন্তু আপাততঃ বিরোধ বলিয়া বোধ হয়, তথায় বিরোধ অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—
"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি।"
[এ কবিতাটী ঈশ্বরবিষয়ক বলিয়া বাস্তবিক ইহাতে বিরোধ নাই]।

২১। অসঙ্গতি ;—এক স্থানে কারণ ও অন্য স্থানে কার্য্য ঘটনা হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয় ; যথা—
"একের কপালে রহে আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।"

২২। ব্যাজস্তুতি (Irony) ;—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বুঝাইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয় ; যথা—
(ক) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥"
(খ) "সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যথা তথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।"
(গ) "তব হে জনম অতি বিপুলে,
ভুবন-বিদিত অজের কুলে,
জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরি।"

২৩। অপহ্নুতি (Denial) ;—যে স্থলে উপমেয়ের গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন করা যায়, তথায় অপহ্নুতি অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—
(ক) "কণ্ঠে গরল নহে মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥"
(খ) "শিশির বিন্দুর ছলে উষাদেবী কুতুহলে
ফুল্লনলিনীর ভালে পরায়েছে মুকুতার মালা।"
(গ) "ও নহে আকাশ নীল নীরনিধি হয় ;
ও নহে তারকাবলী নব ফেনচয় ;
ও নহে শশাঙ্ক কুণ্ডলিত ফণিবর ;
ও নহে কলঙ্ক তাহে শয়িত কেশব।"

২৪। ভ্রান্তিমান (Rhetorical Mistake) ;—অত্যন্ত সাদৃশ্য হেতু প্রকৃত বিষয়ে অপর বস্তুর যে কবি-কল্পিত ভ্রম, তাহাকে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার বলে ; যথা—
(ক) "দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব ক'রে দরশন,
জলে কুবলয় ভ্রমে, বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন।"
(খ) " ——রথ চূড়া'পরে,
শোভিল দেবপতাকা যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারিদিকে মেঘকুল
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তি মদে মাতি
ভাবি তারে অচলা চপলা দ্রুতগামী
গজ্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুর-সুন্দরী।"——

২৫। সন্দেহ (Rhetorical Doubt) ;—কবি-কল্পনাকৃত সংশয়কে সন্দেহ অলঙ্কার বলে ; যথা—
"বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥"

২৬। সহোক্তি ;—সহার্থ-বাচক শব্দ দ্বারা গুণ ক্রিয়াদির সমতা বা সমকালিকতার উল্লেখ করিলে সহোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা—
(ক) "শন্ শন্ সমীরণ বহিল প্রবল,
করকা সহিত পড়ে বৃষ্টি অবিরল॥"
(খ) "বিকসিত কামিনী-কুসুম-গুচ্ছতলে,
বসিলাম চিন্তা সখী সহ কুতুহলে।"

২৭। বিনোক্তি ;—বিনা বা বিনার্থক শব্দ সহযোগে কোনও বস্তুর শোভা প্রতীয়মান হইলে বিনোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা—
(ক) "সরোজিনী বিনা সরঃ অংশু বিনা দিন,
নিশাপতি বিনা নিশা হয় প্রভাহীন।"
(খ) "তারে নাহি বলি জল যাতে নাহিক কমল,
চারু কমল সে নয় যাতে মধুপ না রয়।
তারে মধুপ কে ধরে যেবা কল না গুঞ্জরে,
তাহা গুঞ্জন কে কয় যাহা মনোহর নয়।"

২৮। অনুকূল ;—যে স্থলে অনিষ্টাচরণ হইতে ইষ্টলাভ হয়, তথায় অনুকূল অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—
"অপরাধ করিয়াছি, হজুরে হাজির আছি,
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।"
[পাশাদি দ্বারা গলা বন্ধন করা একটা দণ্ড। কিন্তু ভুজপাশ দিয়া বাঁধিলে কথার কথা একটা দণ্ড হয় বটে, কিন্তু সে অনিষ্টে নায়কের ইষ্টসিদ্ধি।]

২৯। অর্থাপত্তি ;—দণ্ডাপূপ ন্যায়* দ্বারা যে অর্থের সিদ্ধি হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি। ইহাতে কখনও প্রস্তাবিত অর্থ দ্বারা অপ্রস্তাবিত অর্থের, আবার কখনও বা অপ্রস্তাবিত অর্থ দ্বারা প্রস্তাবিত অর্থের উপস্থিতি হয় ; যথা—
(ক) "এই হার রমণীর স্তনের উপর লুণ্ঠিত হইতেছে। মুক্তাবলীরই যখন এই দশা, তখন আমরা ত কন্দর্পের দাস, আমাদের আর কথা কি ?
[মুক্তাবলী অচেতন পদার্থ বলিয়া তাহাদের পক্ষে রমণীর আলিঙ্গন অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব হইলেও তাহারাই যখন স্ত্রী-আলিঙ্গন করিতেছে, তখন সজীব আমাদের পক্ষে ইহা তো নিতান্ত সম্ভবপর। এখানে প্রস্তাবিতের অর্থ দ্বারা অপ্রস্তাবিতের উপস্থিতি করা হইয়াছে। মুক্তাবলী বর্ণনীয় বলিয়া উহা প্রস্তাবিত বিষয়, আর কামপীড়িত ব্যক্তির কথা অপ্রস্তাবিত]।
(খ) "অজরাজ স্বাভাবিক ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। অতি তপ্ত হইলে লোহাই যখন গলিয়া যায়, তখন শরীরীর আর কথা কি ?
[এখানে অপ্রস্তাবিতের অর্থ দ্বারা প্রস্তাবিতের উপস্থিতি করা হইয়াছে। বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া শরীরী প্রস্তাবিত, এবং বর্ণনীয় নয় বলিয়া লোহ অপ্রস্তাবিত বিষয়]।

অলঙ্কার-কৌস্তুভ—কবি কর্ণপুর-বিরচিত অলঙ্কার গ্রন্থ। এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ।

অলঙ্কার-রহিত,-বর্জ্জিত,-বিহীন—নিরলঙ্কার, যাহাতে বা যাহার অলঙ্কার নাই, নিরাভরণ, ভূষণহীন, গহনাশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-রহিতা,-বর্জ্জিতা,-বিহীনা।

অলঙ্কারশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে শব্দের ও বাক্যের অলঙ্কার সকল আলোচিত হইয়াছে ; শব্দালঙ্কার ও বাক্যালঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অলঙ্কার-শূন্য,-হীন—নিরলঙ্কার, অলঙ্কাররহিত, নিরাভরণ, গহনাবিহীন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-শূন্যা,-হীনা।

অলঙ্কৃত—অলঙ্কার দ্বারা প্রসাধিত, সজ্জিত, ভূষিত। অলম্ (ভূষিত)—কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অলঙ্কৃতা।

অলঙ্কৃতি—অলঙ্কার (সকল অর্থে)। অলম্—কৃ+ক্তি। সং ; স্ত্রী।

অলঙ্ক্রিয়া—অলঙ্করণ, ভূষিতকরণ ; অলঙ্কার,

* দণ্ডাপূপ ন্যায়ের অর্থ ন্যায় শব্দে দেখ। সংস্কৃতে তাহার এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও বহুপ্রকার অলঙ্কার দেখা যায়।

ভূষণ। অলম্ শব্দ—কৃ+শ ভা বা ণ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অলঙ্ঘন—অনতিক্রম, অনতিবর্ত্তন, লঙ্ঘন না করা ; অনুপহাস। নঞ্তৎ। সং ; ক্লী।

অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য—যাহা লঙ্ঘন করিবার নহে এরূপ, লঙ্ঘনের অসাধ্য বা অযোগ্য, অনতিক্রমণীয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অলঙ্ঘনীয়া, অলঙ্ঘ্যা। বি অলঙ্ঘনীয়তা,—ত্ব ; অলঙ্ঘ্যতা,—ত্ব।

অলজ্জ—লজ্জাহীন, যাহার লজ্জা নাই। ন(নাই) লজ্জা যাহার,বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অলজ্জা।

অলজ্জা—১। লজ্জাহীনা। বহু ; অলজ্জ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। লজ্জাভাব, লজ্জাহীনতা, নির্লজ্জতা। নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অলঞ্জর—মৃন্ময় বহুজলধারক পাত্র, অলিঞ্জর, জালা। অলম্—জৄ (জীর্ণ হওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

অলঞ্জীবিক—জীবিকার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। জীবিকা বিষয়ে অলম্, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অলন্ধূম—প্রভূত ধূম, ধূমসংহতি। অলম্ (বহুল) ধূম, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অলপ—অল্প শব্দের অপভ্রংশ।

অলপ্পেয়ে, অল্পেয়ে—অল্পকাল জীবনধারণকারী, অচিরজীবী ; অপয়া ; ভাগ্যহীন। দেশজ। অল্পায়ুঃ পদের অপভ্রংশ।

অলবড্যা, অলবড্ডে—শৃঙ্খলারহিত; অগোছাল; নিটপিটে, চিরক্রিয় ; অল্পবুদ্ধি, হাবাগোবা। দেশজ। বিণ।

অলব্ধ—অপ্রাপ্ত, অনধিগত। ন লব্ধ নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অলব্ধা।

অলভ্য—অপ্রাপ্য, অনধিগম্য, সুদুষ্প্রাপ্য। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অলভ্যা।

অলম্পুরুষীণ—পুরুষোচিত, পৌরুষ। অলম্—পুরুষ+ঈন অর্হার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ষীণা।

অলম্বুদ্ধি—অলংজ্ঞান, প্রয়োজন নাই এইরূপ জ্ঞান। অলম্ (ব্যর্থ) যে বুদ্ধি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অলম্বুষ—১। প্রহস্ত। অলম্—বুষ (ত্যাগ করা) +ক র্ম্ম। ২। বমন। ⋯+ক ভা। সং ; পু। ৩। রাক্ষসবিশেষ, রাবণের জনৈক মন্ত্রী। ৪। আর একজন রাক্ষসের নাম, জটাসুরের পুত্র। পিতৃহন্তা পাণ্ডবদিগের প্রতি ইহার জাতক্রোধ ছিল। কুরুক্ষেত্র-সমরে অভিমন্যুর সহিত নানাপ্রকার মায়া-যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ঘটোৎকচের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

অলম্বুষা—১। লজ্জাবতী লতা ; মঞ্জিষ্ঠা ; কুক-শিম ; অন্যের প্রবেশ নিবারণার্থ দত্ত রেখা। অলম্বুষ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

২। স্বর্বেশ্যাবিশেষ। কশ্যপের ঔরসে তাঁহার প্রধা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। তৃণবিন্দু রাজার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার পুত্রের নাম বিশাল রাজা।

অলয়—১। লয়ের অভাব, ধ্বংসহীনতা, অবিনাশ। ন লয়, নঞ্তৎ। সং ; পু। ২। লয়রহিত, অবিধ্বংসী, অক্ষয়, অমর ; গৃহহীন। ন (নাই) লয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অলয়া। ৩। (সঙ্গীতে) লয়রহিত, সঙ্গতিশূন্য, মিলহীন ; অসংলগ্ন। বিণ।

অলর্ক—১। ক্ষিপ্ত কুকুর ; শ্বেত আকন্দ। অলম্—অর্ক+অন্ ক, নিপাতন। সং ; পু।

২। অষ্টপাদ তীক্ষ্ণদন্ত কৃমিবিশেষ। সত্যযুগে দংশ নামে এক অসুর ছিল। সেই অসুর বলপূর্ব্বক ভৃগু মুনির ভার্য্যাকে হরণ করায় ভৃগু রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ প্রদান করেন,—"রে দুর্ম্মতি! তুই যে পাপ করিলি, ইহাতে তুই মূত্র-শ্লেষ্মভোজী কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিবি।" অসুর অনুতপ্ত হইয়া ভৃগুর পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় মুনিবর পুনরপি বলিলেন,—"আমার বংশে রাম নামে এক মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার শুভ দর্শনে তুই শাপমুক্ত হইবি।" অতঃপর দ্বাপরযুগে কর্ণ ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণরূপে পরশু-রামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে গমন করেন। একদা পরশুরাম কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে একটা ভীষণাকার কীট আসিয়া কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিয়া রক্ত পান করিতে লাগিল। সেই কৃমির অষ্ট পদ, সূচির তুল্য লোম এবং শূকরের ন্যায় আকার। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে কর্ণ নিশ্চল ভাবে অবস্থিত রহিলেন। অতঃপর কর্ণের উরু হইতে রুধিরধারা নির্গত হইয়া পরশু-রামের অঙ্গ প্লাবিত করিল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, নিকটে একটা ভীষণদৃশ্য কীট রহিয়াছে। রামের দর্শন-মাত্রে সেই কীট শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হইল।

৩। কাশীরাজ-বিশেষ। ঋতধ্বজের ঔরসে মদালসার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জননী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও তত্ত্বদর্শিনী রমণী ছিলেন। মাতা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন। কথিত আছে যে, অলর্ক রাক্ষস হস্ত হইতে কাশীরাজ্য উদ্ধার করিয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী করিয়া দেন, এবং দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করেন। এই মহাত্মা যোগাভ্যাস দ্বারা রিপুসমূহকে পরাজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে ইনি পুত্র সন্নতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

অলল—উচ্ছৃঙ্খল ; অনির্দ্দিষ্ট। পারসিক। বিণ।

অলবাল—আলবাল, বৃক্ষমূলে জলসেকার্থ মৃত্তিকাবেষ্টনী, আইল। ন (অ)—লূ (ছেদন করা)+আল র্ম্ম। সং ; ক্লী।

অলবালক—আলবাল। অলবাল দেখ ; অলবাল+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

অলস—১। শ্রমকাতর ; অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক ; দীর্ঘসূত্র, কুঁড়ে ; ক্রিয়ামন্দ ; কার্য্যকরণে জড়প্রায়। ন (অ)—লস+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অলসা। ২। পাদরোগবিশেষ, পাঁকুই ; বৃক্ষবিশেষ। সং ; পু।

অলসক—১। উদরাময় রোগবিশেষ। অলস শব্দ—কৃ+ড ক। সং ; পু। ২। আলস্য-যুক্ত। অলস+কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

অলসতা,—ত্ব—আলস্য, শ্রমকাতরতা, দীর্ঘ-সূত্রতা, কুঁড়েম। অলস শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অলসপরতন্ত্র—যে ব্যক্তি আলস্যযুক্ত বলিয়া পরাধীন। যে অলস সেই পরতন্ত্র, কর্ম্মধা। অলসের পরতন্ত্র এরূপ বাক্যে অলস লোকের অধীন বুঝায়। বিণ ; ত্রি।

অলসপ্রকৃতি—১। কুঁড়ে। অলসের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কুঁড়ে স্বভাব। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অলস-প্রধান—অত্যন্ত অলস। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

অলস-প্রাণ—শ্রমবিমুখ, উৎসাহশূন্য, নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট, কুঁড়ে। অলসের প্রাণের ন্যায় প্রাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অলস-প্রাণা।

অলস-বিন্যস্ত—১। আলস্যপরায়ণে সম্যক্ ন্যস্ত। ৭তৎ। ২। অযত্ন-সজ্জিত ; শিথিলভাবে স্থাপিত। অলস যথা তথা বিন্যস্ত, সুপ্সুপেতি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বিন্যস্তা।

অলসা—১। শ্রমকাতরা, ইত্যাদি। অলস+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। হংসপদীলতা। সং ; স্ত্রী।

অলসেক্ষণা—মন্দলোচনা, নিশ্চলনেত্রা, অচঞ্চল-নয়না। অলস হইয়াছে ঈক্ষণ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অলাত—অলন্ত অঙ্গার ; অঙ্গার, কয়লা। ন (অ)—লা+ক্ত র্ম্ম। সং ; পু বা ক্লী।

অলাতচক্র—অঙ্গার চক্র, চক্রাকার বহ্নি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অলাত-শিলা—মৃদঙ্গার, পাথুরে কয়লা। অলাত তুল্য শিলা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অলাবু, অলাবূ—তুম্বী, লাউ, কদু। ন (অ) লম্ব+উ, ঊ ক। সং ; স্ত্রী।

অলাভ—ক্ষতি, অপগম, নাশ ; অপ্রাপ্তি, অনধিগম। নঞ্তৎ। সং ; পু।

অলার—দ্বার, দরজা, কবাট। অল শব্দ—ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

অলি—১। ভ্রমর ; কাক ; কোকিল ; বৃশ্চিক

বা বিছা; বৃশ্চিকরাশি; মদ্য। অল (ভূষিত করা)+ই ক। সং; পু বা স্ত্রী। ২। অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক। বৈদেশিক। সং। [সম্পত্তিরক্ষক। বৈদেশিক। সং।

অলি-অছি—[নাবালকের] অভিভাবক ও

অলিক—ললাট। অল (ভূষিত করা)+ইকন্ র্ম। সং; ক্লী।

অলিকুল—ভ্রমরসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অলিকুলসঙ্কুল—১। ভ্রমরসমূহে ব্যাপ্ত। ৬ ও ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সঙ্কুলা। ২। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, কুব্জক বা কুজা; গোলাপ গাছ। সং; পু।

অলিগর্দ্দ, অলিগর্দ্ধ—অলগর্দ্দ দেখ।

অলিগলি—সঙ্কীর্ণ পথ, সরু রাস্তা, ঘুঁড়ি পথ; অন্ধিসন্ধি; আনাচকানাচ। দেশজ। সং।

অলিঙ্গ—১। লিঙ্গশূন্য, পরব্রহ্ম। ন (নাই) লিঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু। ২। চিহ্নবিহীন। বহু। বিণ; ত্রি।

অলিজিহ্বা—জিহ্বামূলের উপরিভাগে সংলগ্ন উপজিহ্বা, আলজিভ্। অলিতুল্যা যে জিহ্বা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অলিজিহ্বিকা—অলিজিহ্বা, আলজিভ্। অলিজিহ্বা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

অলিঞ্জর—মৃণ্ময় জলপাত্র, জালা, কলসী। অলি—জৄ (জীর্ণ হওয়া)+খশ্ ক। সং; পু।

অলিদূর্ব্বা—মালাদূর্ব্বা, মালঘাস, গেঁটে দূর্ব্বা। অলি সদৃশী যে দূর্ব্বা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অলিন্দ—দ্বারের বহিঃস্থিত রক, বারান্দা, চাতাল। অল+কিন্দ ক। সং; পু।

অলিপক, অলিম্পক—ভ্রমর; কোকিল; খা, কুকুর। ন (অ)—লিপ (লেপ দেওয়া)+অক ক। সং; পু।

অলিপর্ণী—বৃশ্চিকালী বৃক্ষ, বিছুটী গাছ। অলির ন্যায় পর্ণ (পত্র) যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

অলিপিজ্ঞ—যে লিখিতে জানে না, নিরক্ষর, মূর্খ। লিপি জানে যে সে লিপিজ্ঞ, উপ; ন লিপিজ্ঞ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জ্ঞা।

অলিপ্ত—যাহা মাখান নহে; অসংশ্লিষ্ট। ন লিপ্ত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলিপ্তা।

অলিপ্রিয়—১। ভ্রমরের প্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলিপ্রিয়া। ২। রক্তপদ্ম, রক্তোৎপল। সং; ক্লী।

অলিপ্সা—লিপ্সার অভাব, অলোভ; অনাকাঙ্ক্ষা। ন লিপ্সা, নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অলিপ্সু—অলোভী, অনাকাঙ্ক্ষী। ন লিপ্সু, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অলিমক—ভ্রমর; কোকিল; ভেক; পদ্মের কেশর; মধুক বৃক্ষ। অলি শব্দ—মা+ড ক+কণ্ স্বার্থে; অথবা অল (ভূষিত করা)+ম ক+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

অলিমালা—অলিরাজি, ভ্রমরপংক্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অলিম্পক—অলিপক দেখ। [সং; স্ত্রী।

অলিরাজি—অলিমালা, ভ্রমরপংক্তি। ৬তৎ।

অলিবাহিনী—কোবিকা পুষ্প। উপ; অলি—বহ+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অলী (অলিন্)—১। অলযুক্ত, হুলবিশিষ্ট। অল শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। ২। ভ্রমর; বৃশ্চিক, বিছা। সং; পু। স্ত্রী অলিনী।

অলীক—১। অসত্য, মিথ্যা; ললাট; আকাশ, স্বর্গ। অল+ঈকন্ র্ম। সং; ক্লী। ২। অসত্য, মিথ্যা, অপ্রামাণিক, অমূলক; অসুখজনক; অপ্রীতিকর, অপ্রিয়; ক্ষুদ্র, অল্প। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলীকা। বি অলীকতা,—ত্ব।

অলীকমৎস্য—অঙ্গারের উপর তিল তৈলে ভাজা মাষকলায়ের পিঠা। কর্ম্মধা। সং; পু।

অলুক্ (অলুচ্)—যাহার লোপ হয় নাই, বা যাহা লোপ করে না। ন (নাই) লুক্ (লোপ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অলুক্‌সমাস—যে সমাসে পূর্ব্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না। [সমাস দেখ]। কর্ম্মধা। সং; পু।

অলুব্ধ—লোভশূন্য, নির্লোভ। ন লুব্ধ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলুব্ধা।

অলূন—অচ্ছিন্ন, অকর্ত্তিত, যাহা কাটা হয় নাই। ন লূন নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অলোক—১। পাতাল। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ব্য। নির্জ্জন, জনশূন্য। ন (নাই) লোক যেখানে, বহু। বিণ; ত্রি।

অলোকসাধারণ—অলোকসামান্য, যাহা সাধারণ লোকে নাই। লোকে সাধারণ লোক-সাধারণ, ৭তৎ; ন লোক-সাধারণ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সাধারণী।

অলোকসামান্য—অলোকসাধারণ, মহৎ, অসাধারণ, অলৌকিক। লোকে সামান্য লোক-সামান্য, ৭তৎ; ন লোকসামান্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলোকসামান্যা।

অলোকসুন্দর—জগতে যেরূপ সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না তাদৃশ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। লোকে সুন্দর—লোকসুন্দর, ৭তৎ; ন লোকসুন্দর, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলোকসুন্দরী।

অলোক-স্পন্দন—১। অতিসুখকর স্পন্দন, জগতে যেরূপ সুখপ্রদ স্পন্দন অনুভূত হয় না তাদৃশ স্পন্দন। নঞ্তৎ ও ৭তৎ। ২। অতিসুখকর স্পন্দনবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলোক-স্পন্দনা। [বিণ; ত্রি।

অলোকিত—অনিরীক্ষিত, অদৃষ্ট। নঞ্তৎ।

অলোভ—১। লোভশূন্য। ন (নাই) লোভ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। লোভের অভাব, লোভ না থাকা। নঞ্তৎ। সং; পু।

অলোভী (-ভিন্)—লোভরহিত, নির্লোভ, অলিপ্সু, অনাকাঙ্ক্ষী। ন লোভী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অলোভিনী।

অলোল—অশিথিল, অশ্লথ, যাহা আলগা বা ঢিল নহে, আঁট, টান টান; অবিচলিত, স্থির, শান্ত। ন লোল, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলোলা। বি অলোলতা,—ত্ব।

অলোহিত—১। অরক্তবর্ণ, যাহা রাঙ্গা বা লালচে নহে। ন লোহিত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। ২। রক্তোৎপল। ন (নাই) লোহিত যাহা হইতে, বহু। সং; ক্লী।

অলৌকিক—লোকাতীত; লোকে অবিদিত; অসাধারণ, অসামান্য; লোকব্যবহারে অনভিজ্ঞ, লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় সে বিষয়ে অজ্ঞ। ন লৌকিক, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অলৌকিকী।

অলৌকিকতা,—ত্ব—অসামান্যতা; লোকাতীত ব্যবহার। অলৌকিক শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অল্প—ক্ষুদ্র; ঈষৎ, কম; অতি সামান্য; যৎকিঞ্চিৎ, কিছু। অল (বারণ করা)+প ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পা।

অল্পক—১। অল্প (সকল অর্থে)। অল্প শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। কণ্টকবৃক্ষবিশেষ, দুরালভা। সং; পু।

অল্পকাল—১। সামান্য সময়, কিয়ৎকাল; অল্পবয়স। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অল্পায়ুঃ। অল্প কাল (জীবিতকাল) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পকালা।

অল্পকালস্থায়ী (-স্থায়িন্)—সামান্য সময় স্থিতিশীল, যাহা অল্প সময় মাত্র থাকে। অল্পকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অল্পকালস্থায়িনী।

অল্পকেশী—অপ্রশস্তকেশী। অল্প কেশ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

অল্পগন্ধ—রক্ত কৈরব। অল্প গন্ধ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অল্পচেতাঃ (-চেতস্)—লঘুচেতাঃ, ক্ষুদ্রমনাঃ। অল্প (ক্ষুদ্র) চেতঃ (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অল্পজীবী (-বিন্)—যে অল্পকাল বাঁচে। উপ; অল্প—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অল্পজীবিনী।

অল্পজ্ঞ—সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট, অবহুজ্ঞ; কোনও বিষয়ে সবিশেষ অবগত নহে এরূপ, অপারদর্শী। উপ; অল্প শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পজ্ঞা।

অল্পজ্ঞতা—অল্পজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম, অবহুজ্ঞতা। অল্পজ্ঞ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অল্পতনু—খর্ব্বদেহ, বামন, দুর্ব্বল, ক্ষীণকায়। অল্পা (ক্ষুদ্র) তনু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পতা, অল্পত্ব—ক্ষুদ্রতা, অল্পের ভাব। অল্প+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অল্পদক্ষিণ—সামান্য দক্ষিণা দানকারী; যে ক্রিয়াদিতে সামান্য দক্ষিণা দেওয়া হয়। অল্পা দক্ষিণা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পদক্ষিণা।

অল্পদক্ষিণা—১। অল্পদক্ষিণ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সামান্য দক্ষিণা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অল্পদর্শিতা—অল্পদর্শনের ভাব, অবহুদর্শিতা, অবিচক্ষণতা, অবিজ্ঞতা। অল্পদর্শী দেখ। অল্পদর্শিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অল্পদর্শিত্ব—অল্পদর্শিতা। অল্পদর্শী দেখ। অল্পদর্শিন্+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

অল্পদর্শী (-দর্শিন্)—অবহুদর্শী, অবিজ্ঞ, অবিচক্ষণ। উপ; অল্প শব্দ-দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অল্পদর্শিনী।

অল্পধন—১। সামান্য বিত্ত, কিঞ্চিৎ অর্থ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সামান্য বিত্তশালী, কিঞ্চিৎ ধনবান্, দরিদ্র, গরীব। অল্প ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পধনা।

অল্পধী—অল্পবুদ্ধি। অল্পা ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অল্পপত্র—ক্ষুদ্র তুলসী। অল্প (ক্ষুদ্র) পত্র

অল্পপদ্ম—রক্তপদ্ম, রক্তোৎপল। অল্প (ক্ষুদ্র) যে পদ্ম, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অল্পপ্রমাণক—১। ক্ষুদ্র পরিমাণ; খর্ব্ব; অল্পপ্রমাণবিশিষ্ট। অল্প হইয়াছে প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। খরমুজ। সং; পু।

অল্পপ্রাণ—ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণজীবী; যাহার সামর্থ্য বা ক্ষমতা অল্প এরূপ; (ব্যাকরণে) বর্ণভেদ, যাহাদের উচ্চারণে অল্প প্রাণবায়ুর কার্য্য হয় এরূপ; বর্গের প্রথম, তৃতীয়, ও পঞ্চম বর্ণ, এবং য র ল ব, ইহারা অল্পপ্রাণ বর্ণ। অল্প হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পপ্রাণা।

অল্পবল—১। সামান্য শক্তি, কমজোর। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সামান্য সামর্থ্যসম্পন্ন, কিঞ্চিৎশক্তি-শালী, কমজুরী, দুর্ব্বল। অল্প বল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পবলা।

অল্পবুদ্ধি—১। অল্পধী, ক্ষীণমতি, জড়বুদ্ধি। অল্পা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সামান্য বুদ্ধি, বুদ্ধির ন্যূনতা। অল্পা যে বুদ্ধি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অল্পভাষিতা—অল্পভাষীর ভাব বা ধর্ম্ম, মিতভাষিতা। অল্পভাষিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অল্পভাষী (-ষিন্)—যে অল্প কথা কয়, মিতভাষী। উপ; অল্প-ভাষ (কথা বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অল্পভাষিণী।

অল্পমতি—১। সামান্য বুদ্ধি। অল্পা মতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন? অল্পা মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পমাত্র—সামান্যপরিমিত, যৎসামান্য, যৎকিঞ্চিৎ, স্বল্প। অল্পা মাত্রা যাহার, বহু; অথবা অল্প শব্দ+মাত্র পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পমাত্রা।

অল্পমাত্রা—১। সামান্য-পরিমিতা। বহু; অল্পমাত্র দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সামান্য পরিমাণ। অল্পা মাত্রা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অল্পমারিষ—ছোট নটেশাক। কর্ম্মধা। সং; পু।

অল্পমূল্য—১। সামান্য মূল্য, কম দাম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সামান্য মূল্যের, কমদামী। অল্প হইয়াছে মূল্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পমেধাঃ (-ধস্)—অল্পধী, অল্পবুদ্ধি। অল্পা মেধা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অল্পবয়ঃ (-বয়স্)—কম বয়স। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অল্পবয়স্—অল্পবয়ঃ ও অল্পবয়াঃ দেখ।

অল্পবয়স্ক—অনধিকবয়স্ক, কম বয়সের। অল্প বয়স যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পবয়স্কা। বি অল্পবয়স্কতা, -ত্ব।

অল্পবয়াঃ (-বয়স্)—অল্পবয়স্ক, কমবয়সী। অল্প বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অল্পবাদিতা, -ত্ব—অল্পভাষিতা। অল্পবাদিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অল্পবাদী (-দিন্)—অল্পভাষী, মিতবাক্। উপ; অল্প শব্দ-বদ ধাতু+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অল্পবাদিনী।

অল্পবিৎ (-বিদ্)—অল্পজ্ঞ। উপ; অল্প শব্দ-বিদ ধাতু+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অল্পবিদ্য—যে অল্পপরিমাণে লেখাপড়া জানে, অল্পজ্ঞ। অল্পা বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পবিদ্যা।

অল্পবিদ্যা—১। অল্পবিদ্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সামান্য লেখাপড়া জ্ঞান। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অল্পশঃ (-শস্)—অল্পে অল্পে, অল্প অল্প করিয়া, কিছু কিছু বা একটু একটু করিয়া। অল্প শব্দ+শস্। ব্য।

অল্পশক্তি—১। যৎকিঞ্চিৎ সামর্থ্য, কমজোর, সামান্য ক্ষমতা। অল্পা যে শক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। অল্পবল, কমজুরী, সামান্য-ক্ষমতাপন্ন। অল্পা শক্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পসরঃ (-সরস্)—ক্ষুদ্র সরোবর, পল্বল, ডোবা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অল্পসার—দুর্ব্বল, শক্তিহীন। অল্প সার (শক্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পসারা।

অল্পস্বল্প—যৎকিঞ্চিৎ, সামান্য কিছু। বিণ।

অল্পাই—অচিরজীবী, আসন্নমৃত্যু। অল্পায়ুঃ শব্দের অপভ্রংশ।

অল্পাকাঙ্ক্ষা—সামান্য কামনা। অল্পা আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অল্পাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—অল্পাশয়, যে অধিক আকাঙ্ক্ষা করে না। অল্পাকাঙ্ক্ষা+ইন আছে অর্থে; অথবা অল্প-আ-কাঙ্ক্ষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অল্পাকাঙ্ক্ষিণী।

অল্পাধিক—কম বেশী। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

অল্পাধিক-পরিমাণ—১। কমবেশ এতৎপরিমিত। অল্প বা অধিক হইয়াছে পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-পরিমাণা। ২। কম বা বেশী মাত্রা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অল্পায়ত—অল্প বিস্তৃত, যাহার বিস্তার অল্প। অল্প পরিমাণে আয়ত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

অল্পায়ুঃ (-য়ুস্)—১। যাহার আয়ুষ্কাল অল্প, অদীর্ঘজীবী, অল্পজীবী। অল্প আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ছাগ। সং; পু বা স্ত্রী।

অল্পাল্প—অল্পে অল্পে; অত্যল্প। বিণ; ত্রি।

অল্পাশয়—১। সামান্য আশয় বা আকাঙ্ক্ষা। অল্প যে আশয়, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অনধিক আশয়বিশিষ্ট, অল্পাকাঙ্ক্ষী। অল্প হইয়াছে আশয় (মনোগত ভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পাশয়া। বি অল্পাশয়তা, -ত্ব।

অল্পাহার—১। সামান্য আহার, পরিমিত ভোজন। অল্প যে আহার, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। সামান্য আহারকারী, পরিমিতভোজী। অল্প হইয়াছে আহার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পাহারা।

অল্পাহারী (-রিন্)—অল্পাহার, পরিমিতভোজী। উপ; অল্প শব্দ-আ-হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-হারিণী।

অল্পিষ্ঠ—অতি অল্প, স্বল্প, যৎসামান্য। অল্প শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-ষ্ঠা।

অল্পীয়ান্ (-য়স্)—অল্পিষ্ঠ, অত্যল্প, স্বল্প। অল্প+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অল্পীয়সী।

অল্পেয়ে—অল্পজীবী, অচিরায়ুঃ। গ্রাম্য, অল্পায়ুঃ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

অল্পোপভুক্ত—যাহা অল্প পরিমাণে উপভোগ করা হইয়াছে। অল্প যথা তথা উপভুক্ত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অল্পভুক্তা।

অল্ল—পরমেশ্বর; মুসলমানেরা এই নামে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে, "আল্লা"। অল্ (পর্য্যাপ্ত)-লা (গ্রহণ করা)+ড ক, যিনি সর্ব্বগ্রাহী, ইহাই বৃৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; পু।

অল্লা—১। পরমদেবতা; (নাট্যে) মাতা। অল্ল দেখ, অল্ল শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। আল্লা, খোদা, পরমেশ্বর। বৈদেশিক। সং।

অব—১। ন্যূনতা; নিম্নতা; অনাদর; নিশ্চল; পরিভব; আদেশ; নিয়োগ; আলম্বন; ব্যাপ্তি; বিশ্রাম; শুদ্ধি; হীনতা; বিজ্ঞান; পুষ্টি। ব্য, উপসর্গ। ২। এক্ষণে, এখন। হিন্দীমূলক; প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অবংশ-নির্ম্মিত—যাহা বাঁশ দিয়া তৈয়ার করা নহে। বংশদ্বারা নির্ম্মিত=বংশনির্ম্মিত,

তৎ; ন বংশনির্ম্মিত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবংশ-নির্ম্মিতা।

অবকট—১। বিপরীত; নিম্ন। অব (রক্ষা করা)+কটচ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবকটা। ২। বৈপরীত্য, বিরূপতা। সং; স্ত্রী।

অবকর—১। আবর্জ্জনা, জঞ্জাল; সম্মার্জ্জনী-নিক্ষিপ্ত ধূলি, ঝাঁটার ধূলা। অব—কৄ (বিক্ষেপ করা)+অল্ র্ম। ২। বিক্ষেপ। অব—কৄ+অল্ ভা। সং; পুং।

অবকর্ত্তন—১। কর্ত্তন, ছেদন, কাটা; সূত্র-নির্ম্মাণ, কাটনাকাটা। অব—কৃত+অনট্ ভা। ২। চরকা। ...+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

অবকর্ষণ—বলপূর্ব্বক আকর্ষণ; অধোনয়ন। অব—কৃষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবকলিত—সংকলিত, সমাহৃত, বদ্ধ; জ্ঞাত। অব—কল (শব্দ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অবকাশ—অবসর; কার্য্য হইতে বিরাম, ছুটী; দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কাল; স্থান; অব-স্থান। অব—কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং।

অবকীর্ণ—১। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; বিধ্বস্ত; চূর্ণিত; ন্যস্ত। অব—কৄ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবকীর্ণা। ২। উল্লঙ্ঘন। ...+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অবকীর্ণী (—কীর্ণিন্)—ক্ষতব্রত, ব্রতলঙ্ঘনকারী। অবকীর্ণ শব্দ+ইন্। বিণ; পুং।

অবকুঞ্চন—কুঞ্চন, কোঁকড়ান; নমন, নতকরণ, মোয়ান। অব—কুন্চ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবকুণ্ঠন—বেষ্টন, ঘেরা; আকর্ষণ। অব—কুন্ঠ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবকুণ্ঠিত—বেষ্টিত; আকৃষ্ট। অব—কুন্ঠ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবকুণ্ঠিতা।

অবকুম্বন—কুম্বন, কোঁথান। অব—কুন্ভ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবকৃষ্ট—অপসারিত; নিষ্কাশিত; বহিষ্কৃত, তাড়িত; অধম, হেয়। অব—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবকৃষ্টা।

অবকে—একক্ষণে, এমনই, অতঃপর। হিন্দী মূলক; প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অবকেশী (—শিন্)—১। অফল বৃক্ষ, বাঁজা গাছ। অবকেশ (নিষ্ফলা)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পুং। ২। নিষ্ফল, বন্ধ্য; অবকেশ-বিশিষ্ট। বিণ; পুং। স্ত্রী অবকেশিনী।

অবকোটক—বক। অব—কুট (বক্র হওয়া)+ণক ক। সং; পুং।

অবক্তব্য—যাহা বলা উচিত নয় এরূপ, অকথ্য, অকথনীয়; অনির্ব্বচনীয়, বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে এরূপ। ন বক্তব্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবক্তব্যা।

অবক্র—বাঁকা নহে, অকুটিল, ঋজু, সরল। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবক্রা।

অবক্রন্দন—উচ্চৈঃক্রন্দন, তারস্বরে রোদন, চেঁচাইয়া কাঁদা। অব—ক্রন্দ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবক্রয়—১। নিষ্ক্রয়, মূল্য, দাম; ভাড়া। অব—ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ ণ। ২। অন্যায্য ভাবে ক্রয়, অসৎ উপায়ে খরিদ। প্রাদি। সং; পুং।

অবক্রান্তি—অধোগমন, অবতরণ; নিকটে গমন। অব—ক্রম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অবক্রিয়া—অকর্ম্ম; উদাসীনতা, অনাদর। অব—কৃ (করা)+শ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অবক্রীত—অন্যায্যভাবে ক্রীত, অসৎ উপায়ে কেনা। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবক্রীতা।

অবক্রুষ্ট—তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত; অভিশপ্ত। অব—ক্রুশ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবক্রুষ্টা।

অবক্রোশ—ভর্ৎসনা, তিরস্কার; চীৎকার; শাপ। অব—ক্রুশ+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

অবক্ষয়—ক্ষয়, অপচয়, নাশ। প্রাদি। সং; পুং।

অবক্ষিপ্ত—অধঃক্ষিপ্ত, যাহাকে নীচে ফেলা হইয়াছে; উপহাসের সহিত উক্ত; যাহাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে এরূপ। অব—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অবক্ষীণ—ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত, কৃশীভূত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবক্ষীণা।

অবক্ষুত—১। ক্ষুৎ, হাঁচি। প্রাদি। সং; ক্লী। ২। যাহার উপর হাঁচা হইয়াছে। অব—ক্ষু+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবক্ষুতা।

অবক্ষেপ—অধঃক্ষেপণ; শ্লেষোক্তি; তিরস্কার; বিক্ষেপ। অব—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং; পুং।

অবক্ষেপক—তিরস্কারকারী; নিক্ষেপকারী; যে শ্লেষোক্তি করে। অব—ক্ষিপ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবক্ষেপিকা।

অবক্ষেপণ—অধঃক্ষেপণ, নীচে ফেলা; বিক্ষেপণ, ছড়ান; নিন্দা, অপবাদ; শ্লেষোক্তি; তিরস্কার। অব—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবগণিত—অবমানিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত; তিরস্কৃত। অব—গণ (গণনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবগণিতা।

অবগণ্ড—গণ্ডস্থ ব্রণ, বয়স ফোড়া। অব—গন্ড+অন্ ক। সং; পুং।

অবগত—১। জ্ঞাত, বিদিত; পরিজ্ঞাত। অব—গম+ক্ত র্ম বা ক। ২। স্থিত; অপগত; নির্গত। অব—গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবগতা।

অবগতি—বোধ, জ্ঞান; প্রস্থান, অপসরণ। অব—গম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অবগথ—প্রাতঃস্নায়ী। অব—গা (গমন করা)+থক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবগথা।

অবগদিত—অকথিত, অনুচ্চারিত; নিন্দিত। অব—গদ (বলা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অবগন্তব্য—জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়, বোধ্য; পরিহার্য্য, ত্যাজ্য। অব—গম (গমন করা)+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবগন্তব্যা।

অবগম—অবগতি, জ্ঞান; প্রস্থান, অপসরণ। অব—গম+অল্ ভা। সং; পুং।

অবগর—এতদ্ব্যতীত, ইহা ভিন্ন। প্রা; ক।

অবগাই—অবগাহন করিয়া বা করিতেছে। প্রশমন করিয়া, শান্ত করিয়া; বিশ্রাম। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অবগাঢ়—নিবিড়, নিশ্ছিদ্র; নিমগ্ন; নিম্ন; অন্তঃপ্রবিষ্ট; স্নাত। অব—গাহ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবগাঢ়া।

অবগাঢ়বান্ (—বৎ)—কৃতাবগাহন, অবগাহন করিয়াছে এরূপ, স্নাত। অব—গাহ+ক্তবতু ক। বিণ; পুং। স্ত্রী অবগাঢ়বতী।

অবগাঢ়ি—অভিভূত। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অবগাদ—নৌকার জলসেচনের পাত্র। অব—গম+ডাদক্ ক। সং; পুং।

অবগাহ—১। অবগাহন। (সকল অর্থে)। অব—গাহ (স্নান করা)+অল্ ভা। ২। স্নানের ঘাট। অব—গাহ+অল্ অধি। সং; পুং। ৩। মগ্ন। প্রা, ক।

অবগাহন—স্নান, জলে নামিয়া স্নান; জলমধ্যে গমন; মজ্জন; অন্তঃপ্রবেশ। অব—গাহ (স্নান করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবগাহি—অবগাহন করিয়া; অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, তলাইয়া। প্রা, ক।

অবগাহিত—জলমধ্যে নীত; মজ্জিত; অন্তঃপ্রবেশিত; যাহাকে জলে নামাইয়া স্নান করান হইয়াছে এরূপ। অব—ণিজন্ত গাহ (গাহি)+ক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবগাহিতা।

অবগীত—১। নিন্দিত; গীত অব—গৈ (গান করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবগীতা। ২। অপবাদ; মন্দ গীত, কুৎসিত গান। অব—গৈ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অবগুণ—অগুণ, দোষ। প্রাদি। সং; পুং।

অবগুণ্ঠন—১। স্ত্রীলোকদিগের মুখাচ্ছাদন বস্ত্র, ঘোমটা। অব—গুন্ঠ (বেষ্টন করা)+অনট্ ণ। ২। মুখাচ্ছাদন, মুখ ঢাকা দেওয়া। ...+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা—অবগুণ্ঠন বিষয়ক অঙ্গুলিমুদ্রা। যে সরস্থ বস্ত্র দ্বারা রমণীগণের অবগুণ্ঠন প্রস্তুত করে, সেই বস্ত্র প্রকারবিশেষে ধারণ করাকে অবগুণ্ঠনমুদ্রা বলে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠনবতী—ঘোমটা দেওয়া, আচ্ছাদন-বস্ত্র দ্বারা আবৃতমুখী। অবগুণ্ঠন+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠিকা—মুখাচ্ছাদন-বস্ত্র ; যবনিকা। অব—গুন্ঠ্+ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠিত—কৃতাবগুণ্ঠন, ঘোমটা-দেওয়া ; আচ্ছাদিত, আবৃত। অব—গুন্ঠ্ (বেষ্টন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অবগৃহ—(ব্যাকরণে) বিভক্তি। অব—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ র্ম। সং ; ক্লী।

অবগোরণ—হননার্থ অস্ত্রাদি উত্তোলন, মারিবার জন্য লাঠী প্রভৃতি উঠান। অব—গুর (উত্তোলন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবগ্রহ, অবগ্রাহ—অবরোধ ; প্রতিবন্ধ ; অনাবৃষ্টি ; গ্রহণ, স্বীকার ; হরণ, অপসারণ ; তিরস্কার ; নিগ্রহ ; অনাদর ; হস্তি-ললাট ; ভ্রমজ্ঞান ; অর্দ্ধমাত্রা-কাল। অব—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অবগ্রহণ—অবজ্ঞা, অনাদর ; প্রতিরোধ ; অপাকরণ। অব—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবগ্রাহ—অবগ্রহ দেখ।

অবগ্রাহ্য—অবজ্ঞের ; অপাকৃত্য। অব—গ্রহ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবগ্রাহ্যা।

অবঘট্ট—গর্ত্ত ; ঘরট্ট। অব—ঘট্ট (চালিত করা)+অন্ ক। সং ; পু। [ক্লী।

অবঘর্ষণ—ঘর্ষণ, ঘষা, রগড়ান। প্রাদি। সং ;

অবঘর্ষিত—ঘর্ষিত, যাহা ঘষা হইয়াছে, রগড়ান। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবঘর্ষিতা।

অবঘাত—সাঙ্ঘাতিক প্রহার ; দারুণ আঘাত ; অপহত্যা ; ধান্যাদি কণ্ডন, চাউল কাঁড়া। অব—হন+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অবঘাতী (—ঘাতিন্)—অবঘাতকারক। অব—হন (বধ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

অবঘূর্ণন—ঘূর্ণন, চক্রাকারে ভ্রমণ, আবর্ত্তন, ঘুরন, ঘোরা। প্রাদি। সং ; ক্লী।

অবঘূর্ণিত—ঘূর্ণিত, চক্রাকারে ভ্রমিত, ঘুরান হইয়াছে এরূপ। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

অবচনীয়—অকথ্য, অবক্তব্য ; অনিন্দনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবচনীয়া।

অবচয়—চয়ন, ফলাদি ছেদন ; অপচয়। অব—চি (চয়ন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অবচস্কর—অনাজ্ঞাকারী, কথার অবশ, অবাধ্য। বচঃ (বাক্য) করে যে সে বচস্কর (উপ), বচস্ শব্দ—কৃ+টক্ ক ; ন বচস্কর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবচস্করী।

অবচিত—যাহা চয়ন করা হইয়াছে, চিত ; সঞ্চিত ; আহৃত ; অপব্যয়িত। অব—চি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবচিতা।

অবচূড়—মাল্য ; চামর ; ধ্বজার অগ্রভাগে বদ্ধ অধোলম্বিত বস্ত্র। অব (নিম্নে) চূড়া যাহার, বহু। সং ; পু।

অবচূর্ণন—চূর্ণন, গুণ্ডন, গুঁড়া করা। প্রাদি। সং ; ক্লী।

অবচূর্ণিত—চূর্ণীকৃত, গুণ্ডিত, গুঁড়ান, পিষ্ট। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবচূর্ণিতা।

অবচূল—পতাকার অধোভাগে নিবদ্ধ বস্ত্র ; ধ্বজাগ্রবদ্ধ চামর। অব (নিম্নে) চূড়া যাহার, বহু ; ড় স্থানে ল। সং ; পু। [ক্লী।

অবচূলক—চামর। অবচূড়+কণ্ স্বার্থে। সং ;

অবছায়া, অবচ্ছায়া—আপছায়া, অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি। অব (অবকৃষ্টা) ছায়া, মিত্য। সং ; স্ত্রী।

অবচ্ছিন্ন—বিশিষ্ট, যুক্ত ; মিশ্রিত ; ছিন্ন ; বিভক্ত, বিশ্লিষ্ট ; ইতরব্যাবৃত্ত ; সঙ্কুচিত। অব—ছিদ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অবচ্ছুরিত—১। ব্যাপ্ত ; মিশ্রিত। অব—ছুর (ছেদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবচ্ছুরিতা। ২। অট্টহাস্য। —ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

অবচ্ছুরিতক—অট্টহাস্য। অবচ্ছুরিত শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

অবচ্ছেদ—পরিচ্ছেদ, সীমা ; একদেশ ; বিচ্ছেদ ; খণ্ড, ছিন্নাংশ ; কর্ত্তন ; বিরাম ; নির্দ্ধারণ। অব—ছিদ+অল্ ভা। সং ; পু।

অবচ্ছেদক—পরিচ্ছেদক ; বিভাজক ; নিয়ামক ; নির্দ্ধারক। অব—ছিদ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবচ্ছেদিকা।

অবচ্ছেদন—ছেদন, কর্ত্তন, কাটা ; বিভজন, ভাগ করা ; বিশেষণ, পৃথক করণ। অব—ছিদ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবচ্ছেদাবচ্ছেদ—প্রভেদ নিবারণপূর্ব্বক নামাস্থাপন। অবচ্ছেদের বিচ্ছেদের অবচ্ছেদ (কর্ত্তন), ৬তৎ। সং ; পু।

অবজনিত—উৎপাদিত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

অবজয়—বিজয়, জয়লাভ। অব—জি (জয় করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অবজান—প্রণিধান ; অবজ্ঞা, অনাদর। প্রা,ক।

অবজিত—পরাজিত ; বিজিত। অব—জি (জয় করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অবজিতি—পরাজয়সাধন, বিজয়। অব—জি (জয় করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অবজ্ঞা—অবমাননা, অনাদর, হেয়জ্ঞান। অব—জ্ঞা (জানা)+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অবজ্ঞাত—অবমানিত, অনাদৃত, উপেক্ষিত, ঘৃণিত। অব—জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবজ্ঞাতা।

অবজ্ঞাতা—অনাদৃতা, উপেক্ষিতা। অবজ্ঞাত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অবজ্ঞাতা (—জ্ঞাতৃ)—অবজ্ঞাকর্ত্তা, অনাদরকারী, উপেক্ষাকারক, অবহেলাকারী। অব—জ্ঞা+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অবজ্ঞাত্রী। [ভা। সং ; ক্লী।

অবজ্ঞান—অবজ্ঞা। অব—জ্ঞা (জানা)+অনট্

অবজ্ঞেয়—অবজ্ঞার যোগ্য, অশ্রদ্ধেয়, হেয়, অনাদরণীয়। অব—জ্ঞা (জানা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবজ্ঞেয়া।

অবট—কূপ ; গহ্বর ; স্বাভাবিক গর্ত্ত ; ব্রণাদিজনিত ক্ষত ; ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর। অব (রক্ষা করা)+অটন্ ক। সং ; পু।

অবটি—কূপ ; গর্ত্ত ; দেহস্থিত ছিদ্রাদি। অব+অটিন্ ক। সং ; পু।

অবটী—অবটি (সকল অর্থে)। অবটি শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অবটীট—নতনাসিক, খাঁদা। অব (নত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহুব্রীহি সমাসে নাসিকা শব্দ স্থানে টীট আদেশ। বিণ ; ত্রি।

অবটু—১। কূপ ; গর্ত্ত ; গ্রীবা, ঘাড়। অব—টীক (গমন করা)+ডু ক। সং ; পু বা স্ত্রী। ২। বৃক্ষবিশেষ। সং ; পু।

অবডক্ক, অবডঙ্গ—হট্ট, হাট, বাজার। অব—ডম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৈ (শব্দ করা), গৈ (গমন করা)+ড ক। সং ; পু।

অবডীন—১। পক্ষীর গতিবিশেষ, পক্ষীর অধোগমন। অব—ডী+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। উড্‌ডীন।—+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অবতংস—ভূষণ ; কর্ণভূষণ ; শিরোভূষণ ; কিরীট। অব—তন্স (ভূষিত করা)+অল্ ণ। সং ; পু বা ক্লী।

অবতংসিত—১। ভূষিত, অলঙ্কৃত। অব—তন্স+ক্ত র্ম। ২। আভরণযুক্ত, অলঙ্কারশোভিত ; কর্ণভূষণ-শোভিত ; কিরীটভূষিত। অবতংস+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

অবততি—সমূহ, সংহতি, দল। অব—তন (বিস্তার করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অবতমস—ঈষৎ অন্ধকার। অব (অল্প) যে তমঃ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [গাঢ় অন্ধকারকে অন্ধতমস এবং ক্ষীণান্ধকারকে অবতমস বলে]।

অবতর—১। অবতরণ (সকল অর্থে)। অব—তৃ (পার হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। অবতীর্ণ হও। বাঙ্গালা ক্রিয়া, অনুজ্ঞা ; কবিপ্রয়োগ।

অবতরণ—অবরোহণ, নীচে নামা ; উত্তরণ, পার হইয়া যাওয়া ; উল্লিখন ; উৎপত্তি, অবতার। অব—তৃ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবতরণিকা—ভূমিকা, গ্রন্থের প্রস্তাবনা। অবতরণ+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অবতরা—অবতরণ করা, অবতীর্ণ হওয়া, নামা। বাং ক্রি। ক, প্র।

অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া। বাঙ্গালা অসমাপিকা ক্রিয়া ; কবিপ্রয়োগ।

অবতরিবারে—অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত। বাঙ্গালা অসমাপিকা ক্রিয়া, কবিপ্রয়োগ।

অবতরু—অবতীর্ণ। প্রা, ক।

অবতান—বিস্তার ; আবরণ, আচ্ছাদন। অব—তন+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অবতার—১। উৎপত্তি ; প্রাদুর্ভাব ; অবতরণ, অবরোহণ, নামা ; দেবতাদিগের অংশোদ্ভব, দেবগণের ভূলোকে আবির্ভাব, [বিষ্ণুর দশ অবতার, যথা—(১)—মৎস্য, (২) কূর্ম্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, (৮) কৃষ্ণ-বলরাম, (৯) বুদ্ধ, (১০) কল্কী]। অব—তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। নদ্যাদির ঘাট, তীর্থ।…+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

অবতারণ—অবরোপণ, নামান ; প্রস্তাবন ; ভূতাদি-গ্রহ ; বস্ত্রাঞ্চল ; অর্চ্চনা। অব—ণিজন্ত তৃ—তারি (পার করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবতারণা—অবতারণ (সকল অর্থে)। অব—তারি+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অবতারণিকা, অবতারণী—উপক্রমণিকা ; শিঁড়ি। অবতারণী=অব—ণিজন্ত তৃ (=তারি)+অন ণ+ঈপ্। অবতারণিকা= অবতারণী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অবতারস্বরূপ—অবতারতুল্য ; অবতারবিশেষ। ৬তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

অবতারিত—অবরোপিত, যাহা নামান হইয়াছে এরূপ। অব—ণিজন্ত তৃ=তারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। অবতারিতা।

অবতীর্ণ—আবির্ভূত ; ভূমণ্ডলে আবির্ভূত ; নির্গত, অবরূঢ় ; উত্তীর্ণ ; অবগাঢ়। অব—তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অবতোকা—গর্ভস্রাববশিষ্টা গবী। অব (অপগত) হইয়াছে তোক (অপত্য) যাহা হইতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

অবদংশ—সুরাপানানুষঙ্গিক চর্ব্বণদ্রব্য, চাট্। অব—দন্শ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

অবদত্ত—প্রদত্ত, বিতীর্ণ ; বিলীন ; সম্পাদিত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবদত্তা।

অবদাত—১। নির্ম্মল ; মনোজ্ঞ, সুন্দর ; শুক্লগুণবিশিষ্ট, শ্বেত। অব—দৈ (শুদ্ধ হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবদাতা। ২। শ্বেতবর্ণ ; পীতবর্ণ। সং ; পু।

অবদান—১। সম্পাদিত কর্ম্ম ; পরাক্রম, বিক্রমপ্রকাশ ; সর্ব্বজনপ্রশংসনীয় কর্ম্ম। অব—দা (দান করা)+অনট্। ২। ছেদন ; ছেদ, খণ্ড। অব—দো (ছেদন করা)+ অনট্ ভা। ৩। শোধন। অব—দৈ (শুদ্ধ করা)+অনট্ ভা। ৪। পালন ; উশীর, বেণার মূল। অব—দে (পালন করা)+ অনট্। সং ; ক্লী।

অবদারক—১। খননাস্ত্র। অব—ণিজন্ত দৃ=দারি (বিদীর্ণ করা)+ণক ক। সং ; পু। ২। বিদারণকারী ; খনক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবদারিকা।

অবদারণ—১। বিদারণ, কাটান, চিরা ; খনন, খোঁড়া। অব—ণিজন্ত দৃ (=দারি)+অনট্ ভা। ২। খননাস্ত্র, কোদাল খন্তা সাবল ইত্যাদি। অব—দারি+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

অবদাহ—১। জ্বরাদিজনিত দাহ। অব—দহ (তাপিত করা)+ঘঞ্ ণ। ২। দাহনাশক দ্রব্য, বেণামূল, খস্ খস্। অব (অপগত) হয় দাহ যদ্দারা, বহু। সং ; ক্লী।

অবদাহেষ্ট—উশীর, বেণামূল। অবদাহে ইষ্ট, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অবদীর্ণ—বিদীর্ণ, ভিন্ন ; গলিত, দ্রবীভূত, অব—দৃ (বিদীর্ণ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অবদোহ—দুগ্ধ। অব—দুহ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

অবদ্ধ—১। অসংযত, আবাঁধা ; সম্বন্ধবিহীন। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবদ্ধা। ২। বিফল বাক্য। ন (অ)—বন্ধ+ক্ত র্ম্ম। সং ; ক্লী।

অবদ্ধমুখ—অপ্রিয়ভাষী, দুর্ম্মুখ। অবদ্ধ (অসংযত) মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অবদ্য—১। অকথ্য ; নিন্দনীয় ; অধম, নীচ। ন (অ)—বদ (বলা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অনিষ্ট ; দোষ, পাপ, নিন্দা। সং ; ক্লী। স্ত্রী অবদ্যা। বি অবদ্যতা,—ত্ব।

অবধান—প্রণিধান, মনোযোগ, অভিনিবেশ। অব—ধা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবধানপর—সাবধান, অবহিত, মনোযোগী ; সাবধানে দর্শনশীল, সতর্ক, সজাগ। অবধানে পর (আসক্ত), ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পরা। বি—পরতা,—ত্ব।

অবধান-পরায়ণ—অবধানপর (সকল অর্থে)। অবধান হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পরায়ণা। বি,—পরায়ণতা।

অবধারণ—স্থিরীকরণ, নির্ণয়, নিরূপণ, নিশ্চয় ; ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ, সীমানির্দ্ধারণ, পরিমাণনিশ্চয়। অব—ণিজন্ত ধৃ=ধারি (ধারণ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবধারণীয়, অবধার্য্য—যাহা অবধারণ করিতে হইবে, যাহা স্থির করা আবশ্যক বা উচিত, নিরূপণীয়, নির্ণেয়, নিশ্চয়। অব—ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অনীয়, ষ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবধারা—অবধারণ করা। বাং ; ক্রি। ক,প্র।

অবধারিত—স্থিরীকৃত, নির্ণীত, নিরূপিত, নির্দ্ধারিত। অব—ণিজন্ত ধৃ=ধারি (ধারণ করান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবধারিতা।

অবধার্য্য—অবধারণীয় দেখ।

অবধাবন—পশ্চাদ্ধাবন, পিছু পিছু ছুটা, অনুসরণ ; ধাবন, প্রক্ষালন, ধোয়া। প্রাদি। সং ; ক্লী।

অবধাবিত—পশ্চাদ্ধাবিত ; অনুসৃত ; প্রক্ষালিত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবধাবিতা।

অবধি—১। সীমা, অবসান ; অন্ত ; অবধান ; নিয়ম। অব—ধা (ধারণ করা)+কি ভা। ২। সময়।…+কি ণ। ৩। গর্ত্ত…+কি অধি। সং ; পু। ৪। প্রথম আরম্ভ, পর্য্যন্ত। অব্য।

অবধীরণ, অবধীরণা—অবমাননা, হেয়জ্ঞান, অবজ্ঞা। অবধীর+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা+আপ্। সং ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অবধীরণীয়—অবজ্ঞেয়, অনাদরণীয়, উপেক্ষণীয়। অবধীর+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবধীরিত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, উপেক্ষিত। অবধীর+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অবধূত—১। কম্পিত, আন্দোলিত ; বিক্ষিপ্ত, চালিত ; তিরস্কৃত ; অনাদৃত ; অভিভূত ; ত্যক্ত ; সংসারমায়ামুক্ত। অব—ধূ (কম্পিত হওয়া)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবধূতা। ২। সন্ন্যাসিবিশেষ*। সং ; পু। স্ত্রী অবধূতী (সংস্কৃত), অবধূতানী (দেশজ)।

* অবধূত সন্ন্যাসী প্রধানতঃ দুই প্রকার—শৈব ও বৈষ্ণব। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শৈব অবধূতদিগের বিবরণ লিখিত আছে। উক্ত তন্ত্রে চারি শ্রেণীর অবধূতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, বীরাবধূত ও কুলাবধূত।

তিন বর্ণের দ্বিজ ব্রহ্মোপাসক হইলে তাঁহাদিগকে যতি বা ব্রহ্মাবধূত বলা যায়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে গৃহস্থাশ্রমেও থাকিতে পারেন, অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসও অবলম্বন করিতে পারেন।

বিধিপূর্ব্বক পূর্ণাভিষিক্ত সন্ন্যাসীকে শৈবাবধূত বলে।

বীরাবধূতদিগের সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, যথা,—"দেবি, যেরূপে অবধূত হয়, বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি সতত পঞ্চতত্ত্ব সেবায় তৎপর থাকিয়া বীরাচারবিশিষ্ট স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিবেন। সন্ন্যাসসংক্রান্ত সমস্ত উৎকৃষ্ট বিষয়ের যেরূপ বিবরণ করিয়াছি, তিনি সেইরূপ বীরপ্রিয়ভাবে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। দণ্ডী সকলে অমাবস্যার দিনে যেরূপ মস্তক মুণ্ডন করেন, প্রিয়ে! বীরাবধূত সেরূপ করিবে না। অসংস্কৃত কুন্তলরাশি ও লম্বমান মুক্তকেশসমূহ ধারণ করিবে। অস্থিমালায় শোভিত হইবে, বা রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিবে। বীরশ্রেষ্ঠ অবধূতেরা বিবস্ত্র থাকিবে বা কৌপীন ধারণ করিবে এবং শরীরে রক্তচন্দন ও ভস্ম লেপন করিবে।"

কুলাচার মতে অভিষিক্ত হইয়া যে সাধক গৃহাশ্রমে থাকেন, তাঁহাকে কুলাবধূত বলে।

শঙ্করবিজয়ে দশ প্রকার অবধূতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) তীর্থ,

(২) আশ্রম, (৩) বন, (৪) অরণ্য, (৫) গিরি, (৬) পর্ব্বত, (৭) সাগর, (৮) সরস্বতী, (৯) ভারতী, (১০) পুরী। "যে সকল সন্ন্যাসী ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থ-স্থানে থাকিয়া স্নানাদি করেন, তাঁহাদের নাম তীর্থ। যে সকল সন্ন্যাসী আশাবিবর্জ্জিত হন এবং সাধন দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদিগকে আশ্রম কহে। বনে এবং নির্ঝরে যাঁহারা বাস করেন, তেমন যোগীকে বন বলা যায়। যাঁহারা অরণ্যে বাস করেন, এবং সর্ব্বদাই আনন্দিত, তাদৃশ সন্ন্যাসীর নাম অরণ্য। যে সকল সন্ন্যাসী গিরিতে বাস করেন, যাঁহারা গীতাভ্যাসে নিরত এবং যাঁহাদের বুদ্ধি গভীর ও অচল, তাঁহাদিগকে গিরি বলা যায়। যাঁহারা পর্ব্বতের মূলে বাস করেন, যাঁহারা ধ্যানে প্রবীণ এবং সারাৎসার পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তেমন সন্ন্যাসীকে পর্ব্বত কহে। যে সকল সন্ন্যাসী সাগরসদৃশ গম্ভীরভাবে বসিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদের নাম সাগর। যে সকল সন্ন্যাসী স্বরবাদী এবং সুকবি, তাঁহাদের নাম সরস্বতী। যে সকল সন্ন্যাসী সদ্বিদ্বান্ এবং দুঃখবিবর্জ্জিত, তাঁহাদিগকে ভারতী বলা যায়। তত্ত্বজ্ঞ এবং পরব্রহ্মনিরত সন্ন্যাসীর নাম পুরী।"

"অবধূত বৈষ্ণবেরা রামানন্দের শিষ্য। এখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব অনেক দেখা যায়। ইহাদের আচারব্যবহার অতিশয় কুৎসিত। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিভেদ মানে না এবং তাহাদের পান ভোজনেরও কোন নিয়ম নাই। তাহাদের মাথায় বড় বড় চুল, গলায় স্ফটিক প্রভৃতির মালা, কটিতে কৌপীন, গায়ে খিল্কা কিংবা কাঁথা, হাতে নারিকেলের কিস্তী। ইহারা সর্ব্বদাই অতি অপরিষ্কার ভাবে থাকে। লোকে ইহাদিগকে বাউলও বলে। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ইহাদের আখড়া আছে। এক একটী আখড়ায় দুই তিন জন অবধূত এবং তাহাদের অনেকগুলি করিয়া সেবাদাসী থাকে। ইহারা ভেক দিয়া সকল জাতিকেই আপনাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করে। ডুবকী, গুপীযন্ত্র, একতারা প্রভৃতি ইহাদের বাদ্যযন্ত্র। ভিক্ষা করিবার সময়ে ইহারা প্রথমে গৃহস্থের দ্বারে গিয়া 'বীর অবধূত' এইরূপ নাম স্মরণ করে, তাহার পর বাদ্য বাজাইয়া গান করিয়া থাকে।"

অবধূতানী—'এ দেশীয় স্ত্রীলোকবিশেষে যেমন ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হয়, সেইরূপ পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় কোন কোন স্ত্রীলোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অবধূতানী নাম প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগকে অবধূতী বলে। ইহারা সন্ন্যাসীদের ন্যায় বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি শৈব-চিহ্ন ধারণ করে, মধ্যে মধ্যে তীর্থপর্য্যটন করিতে যায় ও ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাগিরি নামে একটী স্ত্রীলোক প্রথমে অবধূতানী হয়। সন্ন্যাসীই যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, সেইরূপ অবধূতানীর গুরু অবধূতানী।' (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ)।

অবধূতী—শিবাদেবী, ভগবতী; একপ্রকার সন্ন্যাসিনী। অবধূত+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অবধেয়—অবধানযোগ্য, যে বিষয়ে অবধান করা কর্ত্তব্য। অব—ধা (ধারণ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবধেয়া।

অবধৌত—১। যাহা ধোয়া হইয়াছে, প্রক্ষালিত। অব—ধাব+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবধৌতা। ২। অবধূত সম্বন্ধীয়। অবধূত শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবধৌতী।

অবধৌতিক—অবধূত সম্বন্ধীয়, অবধৌত। অবধূত শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবধৌতিকী।

অবধ্য—বধের অযোগ্য, যাহাকে বধ করা বিধেয় নয়। ন বধ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবধ্যা। বি অবধ্যতা, অবধ্যত্ব।

অবধ্বংস—চূর্ণন, গুণ্ডন, গুঁড়া করা; চূর্ণ, গুঁড়া; বর্জ্জন, ত্যাগ; নিন্দা। অব-ধ্বন্‌স+অল্। সং; পু।

অবধ্বস্ত—চূর্ণিত, গুণ্ডিত, গুঁড়ান; বর্জ্জিত, ত্যক্ত; নিন্দিত। অব—ধ্বন্‌স+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবধ্বস্তা।

অবন—রক্ষণ; প্রীণন; প্রাপ্তি; বৃদ্ধি, প্রার্থনা; গ্রহণ; বধ; শক্তি; বন্ধন; আলিঙ্গন; তৃপ্তি; প্রবেশ; স্পৃহা; অনুষ্ঠান। অব ধাতু+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবনত—নিম্নীভূত, নিম্নদিকে নত; প্রণত। অব—নম (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অবনতমস্তক—১। অধোগত মস্তক, হেঁট মাথা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অধোগত মস্তকবিশিষ্ট, যে মাথা নোয়াইয়াছে, হেঁটমুণ্ড। অবনত মস্তক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবনত-মুখ, —বদন—১। অধোগতমুখ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অধোমুখে স্থিত। অবনত হইয়াছে মুখ বা বদন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মুখা, —মুখী; —বদনা।

অবনতি—নমন; অধোনমন; প্রণতি; বিনয়; অধোগমন, অস্তগমন। অব—নম (নত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অবনদ্ধ—১। সংবদ্ধ, বাঁধা; আচ্ছাদিত, আবৃত; লিপ্ত; খচিত। অব—নহ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবনদ্ধা। ২। মৃদঙ্গাদি বাদ্য; ঢক্কা, ঢাক। ৩। বসনাদি পরিধান।...ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অবনমন—নিম্নাভিমুখে আনয়ন, নতকরণ, নোয়ান। অব—নম্ বা নমি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবনমিত—নিম্নাভিমুখে আনীত; বক্রীকৃত। অব—ণিজন্ত নম=নমি (নোয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বি; ত্রি। স্ত্রী অবনমিতা।

অবনয়, অবনায়—নিম্নাভিমুখে আনয়ন, অধঃপাতন, নিপাতন। অব—নী (লওয়া)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অবনয়ন—অধঃপাতন, নিপাতন; অবনতি। অব—নী (লওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবনাট—নতনাসিক, খাঁদা। অব (অবনত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহুব্রীহি সমাসে নাসিকা স্থানে নাট আদেশ। বিণ; ত্রি।

অবনায়—অবনয় দেখ।

অবনাহ—বন্ধন; পরিধান। অব—নহ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অবনি, অবনী—পৃথিবী, ভূমি; ত্রায়মাণ লতা। অব (রক্ষা করা)+অনি ক, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ। সং; স্ত্রী।

অবনিতল, অবনীতল—ধরাতল, ভূপৃষ্ঠ; পৃথিবী, ধরাধাম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অবনিপতি, অবনীপতি—ভূপতি, মহীপাল, পৃথ্বীধর, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

অবনিবনাও—পরস্পর অনৈক্য বা অসদ্ভাব, অসৌহৃদ্য। দেশজ। সং।

অবনিমণ্ডল, অবনীমণ্ডল—ভূমণ্ডল, গোলাকার পৃথিবী। অবনির বা অবনীর মণ্ডল, ৬তৎ; কিংবা অবনি বা অবনী মণ্ডল-প্রায়, উপমিত। সং; ক্লী।

অবনী—অবনি দেখ।

অবনীতল—অবনিতল দেখ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ দৃষ্ট হয়। অবনীন্দ্রনাথ পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে বিবিধ বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বহু প্রদর্শনী হইতে পুরস্কার স্বরূপে ইনি অনেকগুলি পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার চিত্রগুলি ভারতবর্ষীয় পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত হইয়া থাকে। ইনি যে কেবল চিত্রকর তাহা নহে, পরন্তু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও সবিশেষ অনুরাগী। অনেক মাসিক পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইনি মিষ্টভাষী এবং সামাজিক। ইনি কিছুকাল গবর্ণমেণ্ট আর্ট

স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট সি, আই, ই (C. I. E.) উপাধি লাভ করেন। কিছু দিন হইল ইনি আর্ট স্কুলের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কলা-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

অবনীশ, অবনীশ্বর—ভূপতি, রাজা। অবনির বা অবনীর ঈশ, ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পুং।

অবনেজন—প্রক্ষালন; পিণ্ডোপরি বা পিণ্ডদানার্থ আস্তৃত কুশে জলসেচন। অব—নিজ (ধৌত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবন্তি—১। মালবদেশ। প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর; জাতিবিশেষ, বোধ হয় ইহারা মালবদেশের অধিবাসী ছিল। অব (রক্ষা করা)+অন্তি ক। সং; পুং। ২। অবনিবনাও, পরস্পর অনৈক্য বা অসদ্ভাব। দেশজ। সং।

অবন্তিকা, অবন্তী—১। উজ্জয়িনী নগরীর প্রাচীন নাম,—বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। ইহা অবন্তী নদীর কূলে অবস্থিত। পুরাকালে এই নগরী শ্রীসৌন্দর্য্যের এবং বিদ্যার নিমিত্ত অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। অবন্তীর বর্ত্তমান নাম উজিন,—উজ্জয়িনী শব্দের অপভ্রংশ। এই নগরী এক্ষণে সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত। স্কন্দপুরাণে অবন্তিকা নগরী মোক্ষদায়িকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সং; স্ত্রী। উজ্জয়িনী দেখ।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

২। নদীবিশেষ,—অবন্তী নগরীর নিকট দিয়া প্রবাহিতা, পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা। কেহ কেহ বলেন, শিপ্রা ও অবন্তী নদী অভিন্ন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ ও ভগবতী-ভাগবতের মতে এই দুইটী ভিন্ন ভিন্ন নদী।

অবন্তিবর্ম্মা—কাশ্মীরের জনৈক ভূপতি। ইঁহার পিতার নাম সুখবর্ম্মা। তাৎকালিক মন্ত্রী শূর উৎপলাপীড় নামক নরপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অবন্তিবর্ম্মাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনি ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়া ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন।

অবন্তিসোম—কাঞ্জিক, কাঁজি, আমানি। অবন্তি শব্দ—সু+ম র্ম্ম। সং; ক্লী।

অবন্তী—অবন্তিকা দেখ।

অবন্ধক—বন্ধকবিহীন। ন (নাই) বন্ধক যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবন্ধকা।

অবন্ধকপ্রয়োগ—বন্ধক না রাখিয়া ঋণদান। অবন্ধক যে প্রয়োগ, কর্ম্মধা। সং; পুং।

অবন্ধ্য—ফলবান্; সফল, সার্থক। ন (নয়) বন্ধ্য (বিফল), নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অবপতন—অবনতি; অধঃপতন; অধোগমন, অবতরণ। প্রাপ্তি। সং; ক্লী।

অবপতিত—অধঃপতিত; অধোগত, অবতীর্ণ; অবনত। অব—পত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অবপন্ন—অধোগত; অধঃপতিত। অব—পদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অবপাত—১। অধঃপতন; অবতরণ, নীচে নামা; নাট্যে—ভয়াদিহেতু পলায়নাদি দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের পরিবর্ত্তন। অব—পত (পতিত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। হস্তী প্রভৃতি ধরিবার জন্য প্রস্তুত তৃণাচ্ছন্ন গর্ত্ত। ...+ঘঞ্ অধি। সং; পুং।

অবপ্লুত—১। সহসা অবতীর্ণ। অব—প্লু+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবপ্লুতা। ২। সহসা অবতরণ, হঠাৎ নামা। ...+ক্ত ভা সং; ক্লী।

অববুদ্ধ—জ্ঞাত, বিদিত; অনুভূত; জাগরিত। অব—বুধ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অববুদ্ধা।

অববোধ—১। জ্ঞান, পরিজ্ঞান; অনুভব; জাগরণ, জাগা। অব—বুধ+অল্ ভা। ২। জ্ঞাপন, নিবেদন, জানান; জাগরণ, জাগান। অব—ণিজন্ত বুধ=বোধি (বোধ করান)+অল্ ভা। সং; পুং।

অববোধন—জ্ঞাপন, জানান; বিনিদ্রকরণ, জাগান। অব—ণিজন্ত বুধ (=বোধি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবভাস—স্ফুরণ, প্রকাশ; জ্ঞান; আরোপ; সাক্ষাৎকার। অব—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং।

অবভৃথ—যজ্ঞান্তে স্নান; প্রধান যজ্ঞের অঙ্গীভূত যজ্ঞ। অব—ভৃ (পোষণ করা)+কথন্ ক। সং; পুং।

অবভ্রট—নতনাসিক, খাঁদা। অব (অবনত) নাসিকা যাহার, বহু; সমাসে নাসিকাস্থানে ভ্রট আদেশ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবভ্রটা।

অবম—ন্যূন; নিকৃষ্ট, অধম; জ্যোতিষে—এক দিনে তিন তিথির যোগ। অব (কামনা বা বধ করা)+অম ক। বিণ; ত্রি।

অবমত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, তিরস্কৃত। অব—মন (বোধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবমতাঙ্কুশ—দুর্দ্দান্ত হস্তী, যে হস্তী ডাঙ্গসের আঘাত মানে না। অবমত হইয়াছে অঙ্কুশ সংকর্ত্তৃক, বহু। সং; পুং।

অবমতি—১। অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, হেয়জ্ঞান। অব—মন (বোধ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ২। প্রভু। ...+ক্তিচ্ ক। সং; পুং।

অবমন্তা (—মন্তৃ)—অবজ্ঞাকারী, অবমাননাকারক, হেয়জ্ঞানকারী, তিরস্কারক। অব—মন+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী অবমন্ত্রী। বি, অবমন্তৃতা, —ত্ব।

অবমন্য—অবজ্ঞেয়, উপেক্ষণীয়। অব—মন+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবমন্যা।

অবমর্দ্দ—১। দলন, পীড়ন। অব—মৃদ (মর্দ্দন করা)+অল্ ভা। ২। সংমর্দ্দ, সঙ্ঘট্ট, ভিড়। ...+অল্ অধি। সং; পুং।

অবমর্দ্দন—১। পীড়নকারী, ধ্বংসকারক। অব—মৃদ (মর্দ্দন করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবমর্দ্দনা। ২। দলন, পীড়ন, ধ্বংস, উচ্ছেদ। ...+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবমর্শ, অবমর্ষ—অসহন, অক্ষমা; বিলোপ; বিস্মৃতি। অব—মৃশ বা মৃষ+অল্ ভা। সং; পুং।

অবমর্শন, অবমর্ষণ—অবমর্শ (সকল অর্থে)। অব—মৃশ বা মৃষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবমান—অপমান, অবজ্ঞা। অব—মান (পূজা করা)+অল্ ভা। সং; পুং।

অবমাননা—অপমান, অবজ্ঞা। অব—মান+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অবমাননীয়—অবজ্ঞেয়, অনাদরণীয়, উপেক্ষণীয়। অব—মান+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবমানয়িতা (—য়িতৃ)—অন্যের অবমাননাকারক। অব—মান+ণিচ্+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী অবমানয়িত্রী।

অবমানিত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, অপমানিত। অব—মান+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অবমান্য—অবমাননীয়, অবজ্ঞেয়। অব—মান+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবমান্যা।

অবমূর্দ্ধন—অবমূর্দ্ধা দেখ।

অবমূর্দ্ধশয়—অধোমুখে শয়নকারী। উপ; অবমূর্দ্ধন্ শব্দ—শী (শয়ন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শয়া। [দেবতারা উত্তানশয় (ঊর্দ্ধমুখে শয়নকারী) এবং মনুষ্যেরা অবমূর্দ্ধশয় (অধোমুখে শয়নকারী)]।

অবমূর্দ্ধশায়ী (—শায়িন্)—অবমূর্দ্ধশয়, অধোমুখে শয়নকারী। উপ; অবমূর্দ্ধন্ শব্দ—শী+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী অবমূর্দ্ধশায়িনী।

অবমূর্দ্ধা (—মূর্দ্ধন্)—অধোমস্তক; অধোমুখ। অবগত হইয়াছে মূর্দ্ধা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অবমোচন—ত্যাগ; মুক্তি, ছাড়িয়া দেওয়া। অব—মুচ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবমোটন—মোচড়ান, মটকান। অব—মুট+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবয়ব—দেহ; অঙ্গ, হস্তপদাদি; উপকরণ; অংশ; (ন্যায়ে) প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চক। অব—যু (মিশ্রিত করা)+অল্ ণ। সং; পুং।

অবয়বী (—বিন্)—অবয়ববিশিষ্ট, দেহী, অঙ্গী; উপকরণযুক্ত; অংশবিশিষ্ট। অবয়ব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী অবয়বিনী।

অবর—১। অশ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, অধম; অপর, পশ্চাদ্বর্ত্তী, পশ্চিম; কনিষ্ঠ। ন বর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্তৎ। ২। অতিশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) বর (শ্রেষ্ঠ) যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

স্ত্রী অবরা। ৩। হস্তিজঙ্ঘার পশ্চাদ্ভাগ। সং; স্ত্রী।

অবরজ—১। পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ; হীনবংশজাত, নিকৃষ্ট। অবর জন (জন্মা +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরজা। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা; অবর বর্ণ, শূদ্র। সং; পু। স্ত্রী অবরজা।

অবরজা—১। কনিষ্ঠা; নিকৃষ্টা। অবরজ+আপ্ বিণ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী। সং; স্ত্রী।

অবরত—বিরত, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। অব—রম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরতা। [+তস্। ব্য।

অবরতঃ (—তস্)—পশ্চাৎ, পরে, অন্তিমে। অবর

অবরতি—নিবৃত্তি, বিরাম, বিশ্রাম; ত্যাগ। অব—রম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অবরবর্ণ—১। চতুর্থ বর্ণ। অবর (শেষ) যে বর্ণ (জাতি), কর্ম্মধা। ২। শূদ্র। অবর হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। সং; পু।

অবরবর্ণক—অবরবর্ণ, শূদ্র। অবরবর্ণ শব্দ+ কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

অবরস্তাৎ—পশ্চাৎ, পরে। অবর+স্তাৎ। ব্য।

অবরা—১। অশ্রেষ্ঠা; অতিশ্রেষ্ঠা। অবর দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। ন (নাই) বরা যাহা হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

অবরার্দ্ধ—পশ্চার্দ্ধ, শেষার্দ্ধ। অবর যে অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অবরার্দ্ধ্য—পশ্চার্দ্ধভব, শেষার্দ্ধজাত। অবরার্দ্ধ —য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরার্দ্ধ্যা।

অবরীণ—নিন্দিত, তিরস্কৃত। অব—রী (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরীণা।

অবরুগ্ণ—রোগপ্রাপ্ত, পীড়িত; ভগ্ন। অব—রুজ +ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরুগ্ণা।

অবরুদ্ধ—আচ্ছাদিত, আবৃত; পরিবৃত; বেষ্টিত; বদ্ধ, আবদ্ধ; প্রতিরুদ্ধ, ব্যাহত; বন্দী, কয়েদী। অব—রু (আবরণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরুদ্ধা।

অবরূঢ়—অবতীর্ণ; নিম্নাগত। অব—রুহ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরূঢ়া।

অবরেণ্য—অশ্রেষ্ঠ; অপ্রার্থনীয়। ন বরেণ্য, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরেণ্যা।

অবরে-সবরে—দায়ে দৈবে, কদাচিৎ, সময়-সিরে, আবশ্যকমত। দেশজ; গ্রাম্য। সং।

অবরোধ—১। আবরণ, আচ্ছাদন; বেষ্টন, পরিবৃতি; নিরোধ, আটকান; প্রতিরোধ; প্রতিবন্ধ। অব—রুধ (আবরণ করা)+ অল্ ভা। ২। অন্তঃপুর। অব—রুধ+অল্ অধি। ৩। অন্তঃপুর-স্ত্রী। অব—রুধ+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

অবরোধক—১। অবরোধকারী, নিরোধকারী অব—রুধ (আবরণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরোধিকা। ২। বৃতি, বেড়া। সং; ক্লী। ৩। অন্তঃপুররক্ষক। সং; পু।

অবরোধন—১। প্রতিবন্ধ; নিরোধ। অব—রুধ (আবরণ করা)+অনট্ ভা। ২। অন্তঃপুর। অব—রুধ+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

অবরোধিক—অন্তঃপুররক্ষক। অবরোধ শব্দ+ ইক। সং; পু।

অবরোধিকা—১। অবরোধকারিণী। অবরোধক +আপ্। ২। অন্তঃপুর-রক্ষিকা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

অবরোধী (—রোধিন্)—অবরোধক, অবরোধকারী। অব—রুধ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অবরোধিনী।

অবরোপণ—অবতারণ, নামান; উৎপাটন; অপনয়ন। অব—ণিজন্ত রুহ=রোপি (আরোহণ করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবরোপিত—অবতারিত, যাহা নামান হইয়াছে এরূপ; উৎপাটিত, অপসারিত। অব—ণিজন্ত রুহ=রোপি। (আরোহণ করান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরোপিতা।

অবরোহ—১। অবতরণ, নামা; আরোহণ; লতোদ্গম। অব—রুহ (আরোহণ করা) +অল্ ভা। ২। লম্বমান শাখারূঢ় শিকড়, নামনা, ঝুরি। অব—রুহ+অন ক। ৩। স্বর্গ। অব—রুহ+অল্ অপা। সং; পু।

অবরোহক—অবরোহণকারী। অব—রুহ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবরোহিকা।

অবরোহণ—অবতরণ, নামা; আরোহণ, অধিরোহণ, উপরে উঠা। অব—রুহ (আরোহণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবরোহিকা—১। অবরোহণকারিণী। অবরোহণ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বগন্ধা লতা। সং; স্ত্রী।

অবরোহী (—হিন্)—১। অবতরণকারী। অব—রুহ (আরোহণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অবরোহিণী। অবরোহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। বটবৃক্ষ। সং; পু।

অবর্ণ—১। অপবাদ, নিন্দা। ন বর্ণ, নঞ্তৎ। ২। 'অ' এই অক্ষর। অও যে বর্ণও সে, কর্ম্মধা। সং; পু। ৩। বর্ণহীন। ন (নাই) বর্ণ যাহার, বহু। ৪। নীচ জাতি। অপ্রশস্ত বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবর্ণনীয়—বর্ণনাতীত, বর্ণনের অসাধ্য, অনিরুচনীয়; বর্ণনার অযোগ্য, অকথ্য। ন বর্ণনীয়, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবর্ণনীয়া।

অবর্ত্তমান—অবিদ্যমান; যাহা নাই; অনুপস্থিত; গত, মৃত। ন বর্ত্তমান, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবর্ত্তমানা।

অবলক্ষ—১। মূর্খ; শুক্লবর্ণবিশিষ্ট, শুভ্র। অব—লক্ষ (চিহ্ন করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবলক্ষা। ২। শুক্লবর্ণ। সং; পু।

অবলগিত—দৃশ্যকাব্যের প্রস্তাবনাবিশেষ। অব—লগ+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী।

অবলগ্ন—১। সংলগ্ন, সংযুক্ত, মিলিত। অব—লগ (লাগিয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবলগ্না। ২। কটিদেশ, কোমর, কাঁকাল। সং; পু বা ক্লী।

অবলম্ব—১। অবলম্বন, আশ্রয়; উপায়। অব—লম্ব (লম্বিত হওয়া)+অল্ ভা। ২। আশ্রয়স্থান। ...+অল্ অধি। ৩। আশ্রয়সাধন যষ্ট্যাদি। ...+অল্ ণ। সং; পু। ৪। অবলম্বী। ...অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবলম্বা।

অবলম্বন—আশ্রয়; ধারণ; ভর; নির্ভর; গতি, উপায়; ঝুলন। অব—লম্ব ধাতু+ অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবলম্বিত—১। লম্বমান; অবনত, অধোগত; আশ্রিত। অব—লম্ব (লম্বিত হওয়া)+ক্ত ক। ২। ধৃত; গৃহীত; আশ্রিত; রক্ষিত, পালিত। অব—লম্ব+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবলম্বী (—লম্বিন্)—অবলম্বনকারী, আশ্রয়কারী; অধোবিলম্বী। অব—লম্ব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অবলম্বিনী।

অবলা—১। পূর্ব্বে বর্গীয় 'ব'এ দেখ। ২। বাক্শক্তিহীন, কথা বলিতে অক্ষম। প্রা, ক।

অবলিপ্ত—১। গর্ব্বিত। অব—লিপ্ (লেপন করা)+ক্ত ক। ২। প্রলিপ্ত। অব—লিপ +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবলিপ্তা।

অবলিপ্ততা—গর্ব্ব, অহঙ্কার। অবলিপ্ত শব্দ+ তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অবলী (অবলিন্)—বলহীন, দুর্ব্বল, শক্তিহীন। ন বলী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবলিনী।

অবলীঢ়—লেহন করা (অর্থাৎ চাটা) হইয়াছে এরূপ; আস্বাদিত; ভক্ষিত; বিনাশিত; ব্যাপ্ত; দগ্ধ। অব—লিহ (লেহন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবলীঢ়া।

অবলীলা—যাহা ক্রীড়া অপেক্ষা সহজ, অনায়াস, অক্লেশ; অনাদর; অসঙ্কোচ। প্রাদি। সং; স্ত্রী।

অবলীলাকৃত—অনায়াসে সাধিত। অবলীলা দ্বারা কৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অবলীলাক্রমে—অনায়াসে, অক্লেশে, খেলিতে খেলিতে। অবলীলার ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

অবলুণ্ঠন—ভূমিতে লোটা অর্থাৎ গড়াগড়ি দেওয়া। অব—লুণ্ঠ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবলুণ্ঠিত—অবলুণ্ঠন করিয়াছে বা করিয়া আছে এরূপ। অব—লুণ্ঠ (লোটা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবলুণ্ঠিতা।

অবলেপ—অহঙ্কার, গর্ব্ব, দর্প; দূষণ, নিন্দন; ক্ষেপণ; আক্ষেপ; প্রলেপ; ভূষণ; সঙ্গ, সম্বন্ধ। অব—লিপ্+অল্ ভা। সং; পু।

অবলেপন—গর্ব্বপ্রকাশ; প্রলেপন, ম্রক্ষণ, মাখা। অব—লিপ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবলেহ—১। জিহ্বা দ্বারা লেহন, চাটা; আস্বাদন। অব—লিহ্+অল্ ভা। ২।

লেহ্য ঔষধাদি।…+অল্ র্ম্ম। সং; পু। ৩। লেহনকারী।…+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

অবলেহন—জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন, চাটা। অব—লিহ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবলেহ্য—লেহনীয়, যাহা চাটিয়া খাইতে হইবে, চাটিবার উপযুক্ত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

অবলোকন—১। দর্শন, দেখা; অনুসন্ধান। অব—লোক+অনট্ ভা। ২। নয়ন,চক্ষুঃ; আলোক।…অনট্ ণ। সং; ক্লী।

অবলোকনীয়—নিরীক্ষণীয়, দর্শনযোগ্য। অব—লোক+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।

অবলোকিত—১। দৃষ্ট,নিরীক্ষিত। অব—লোক (দর্শন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবলোকিতা। ২। দর্শন, নিরীক্ষণ। অব—লোক+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৩। জৈন-মুনিবিশেষ, লোকনাথ। সং; পু।

অববাদ—অপবাদ, নিন্দা; অনুজ্ঞা, আদেশ; বিশ্বাস, প্রত্যয়। অব—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অববাহিকা—কোন নদীর দুই পারের যত দূর হইতে জল আসিয়া সেই নদীতে পড়ে, তত দূর পর্য্যন্ত ভূভাগকে ঐ নদীর অববাহিকা (Basin) বলে। অব—ণিজন্ত বহ্—বাহি (বহন করান)+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অবশ—অনায়ত্ত, অনধীন, অবশীভূত; পরবশ, পরাধীন; দুর্ব্বল, অবসন্ন, শিথিল, অসাড়। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবশা।

অবশক্‌থিক—বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় একত্র বন্ধনপূর্ব্বক উপবিষ্ট। বিণ; ত্রি।

অবশক্‌থিকা—বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় একত্র বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, ফাঁড় বাঁধিয়া বসা; ঐরূপে বসিবার নিমিত্ত বন্ধনবস্ত্রাদি। সং; স্ত্রী।

অবশাঙ্গ—১।অসাড় অঙ্গ বা অবয়ব। অবশ যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।২।যাহার শরীরের কোন অঙ্গ বা অবয়ব অসাড় হইয়াছে, অবসন্নদেহ। অবশ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবশিষ্ট—১। যাহা শেষ থাকে এরূপ, পরিশিষ্ট, বাকি, উদ্বৃত্ত। অব—শিষ (শেষ থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবশিষ্টা। ২। বাকি, বিয়োগফল, ভাগশেষ। সং; ক্লী।

অবশিষ্টাংশ—শেষভাগ, বাকিটুকু; বিয়োগ-ফলের শেষাংশ; ভাগশেষ; অবশিষ্ট যে অংশ, কর্ম্মধা। সং; পু।

অবশীকৃত—যাহাকে বশ করা হয় নাই, অনি-র্জ্জিত, অদমিত, অশাসিত। ন বশীকৃত, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবশীকৃতা।

অবশীভাব—বশীভূত না হওয়া, বশীভূত না থাকা, অবাধ্যতা। ন বশীভাব, নঞ্ তৎ। সং; পু।

অবশীভূত—যে বশ হয় নাই বা বশে আসে নাই এরূপ, অবশ, অনায়ত্ত, অবাধ্য। ন বশী-ভূত, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভূতা।

অবশেন্দ্রিয়—১। যাহার ইন্দ্রিয় সকল অবশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়। অবশ হইয়াছে ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবশেন্দ্রিয়া। ২। অবশীভূত বা অনায়ত্ত ইন্দ্রিয়। অবশ যে ইন্দ্রিয়, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অবশেষ—১। পরিশেষ, অবসান, অন্ত; নিঃ-শেষ; যাহা অবশিষ্ট থাকে, বাকি। অব—শিষ+অল্ ভা। সং; পু। ২। অবশিষ্ট, পরিশিষ্ট, বাকি। অব—শিষ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবশেষা।

অবশ্য—১। অবশ, অবাধ্য, অনায়ত্ত। ন বশ্য, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবশ্যা। ২। নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ, নিশ্চয়; অনিবার্য্য। সংস্কৃত 'অবশ্যম্' শব্দের অপভ্রংশ। ব্য।

অবশ্যকরণীয়—অবশ্যকর্ত্তব্য। অবশ্য যথা তথা করণীয়, সুপ্ সুপেতি। বিণ; ত্রি।

অবশ্যকর্ত্তব্য—যাহা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। অবশ্য যথা তথা কর্ত্তব্য, সুপ্ সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবশ্যকর্ত্তব্যা।

অবশ্যপালনীয়,—পাল্য—যাহা পালন করা আবশ্যক বা উচিত, যাহা নিশ্চয়ই পালন করিতে হইবে। অবশ্য যথা তথা পালনীয়, পাল্য, সুপ্ সুপেতি। বিণ; ত্রি।

অবশ্য-প্রতিপালনীয়—অবশ্য-প্রতিপাল্য, অবশ্য-পালনীয়। অবশ্য যথা তথা প্রতিপালনীয়, সুপ্ সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পালনীয়া।

অবশ্য-প্রতিপাল্য—যাহাকে নিশ্চয়ই পালন করিতে হইবে। অবশ্য যথা তথা প্রতি-পাল্য, সুপ্ সুপেতি। বিণ; ত্রি।

অবশ্যম্—নিশ্চিত, অনিবার্য্য। অব—শ্যৈ (গমন করা)+ডম্ র্ম্ম। ব্য।

অবশ্যম্ভাবিতা, অবশ্যম্ভাবিত্ব—নিশ্চিত সাধ্যত্ব; অনিবার্য্যতা। অবশ্যম্ভাবী দেখ; অবশ্যম্ভা-বিন্+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অবশ্যম্ভাবী (—বিন্)—যাহা নিশ্চয়ই হইবে এরূপ, অনিবার্য্য। অবশ্যম্ শব্দ—ভূ (হওয়া)+ণিন্ ক, ভবিষ্যদর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অবশ্যম্ভাবিনী।

অবশ্যম্ভাব্যতা—অবশ্যম্ভাবিতা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পদটী অশুদ্ধ হইলেও বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 'অবশ্যম্ভাব্য' পদই ব্যাকরণমতে অসাধ্য, তাহার উত্তর আবার ভাবার্থে তা প্রত্যয় নিতান্তই অসঙ্গত। ১মতঃ, ভাব্য পদই আবশ্যক অর্থে হয়। যথা, যাপোরা-বশ্যক। ২য়তঃ, ভাব্য এই কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত পদ পরে থাকিলে "অবশ্যম্" শব্দের অন্ত্য মকারের লোপ হওয়া আবশ্যক। অপর, অবশ্যম্ভাবিন্ শব্দের উত্তর প্রথমে ষ্য করিয়া তদুত্তরে তা প্রত্যয় করাও একটা হাস্যজনক ব্যাপার হইয়া পড়ে।

অবশ্যা—১। অবশীভূতা। নঞ্ তৎ; অবশ্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা। অব—শ্যৈ+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অবশ্যায়—গর্ব্ব, অভিমান, দেমাক; কুজ্ঝটিকা, শিশির, হিম। অব—শ্যৈ (গমন করা)+ণ ক। সং; পু।

অবশ্রয়ণ—চুল্লী হইতে অবতারণ, উনান হইতে নামান। অব—শ্রী (পাক করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবষ্কয়ণী—চিরপ্রসূতা গবী, কেলেন গাই, যে গাই দীর্ঘকাল ব্যবধানে বৎস প্রসব করে। ন বষ্কয়ণী, নঞ্ তৎ স্বার্থে; বষ্কয়ণী দেখ। সং; স্ত্রী।

অবষ্টব্ধ—১। আরব্ধ; রক্ষিত; বদ্ধ; প্রতি-রুদ্ধ; অবিবর্দ্ধিত; অভিভূত; আক্রান্ত; অবলম্বিত, ঝুলান, টাঙ্গান; আবৃত। অব—স্তন্ভ+ক্ত র্ম্ম। ২। গর্ব্বিত; আশ্রিত; নিকট।…+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অবষ্টম্ভ—প্রারম্ভ; সূচনা; রোধ; অবলম্বন; আক্রমণ; স্তম্ভ; স্তব্ধীভাব, নিশ্চলতা; গর্ব্ব, অহঙ্কার। অব—স্তন্ভ+অল্ ভা। সং; পু।

অবস—১। রাজা; সূর্য্য। অব (রক্ষা করা)+অস ক। সং; পু। ২। রক্ষণ। অব+অস ভা। সং; ক্লী। ৩। ব্যতিরেকে। ব্য।

অবসক্ত—১। আসক্ত, রত; সংসক্ত, সংশ্লিষ্ট, সংলগ্ন; ব্যাপৃত, নিযুক্ত। অব—সন্জ+ক্ত ক। ২। নিক্ষিপ্ত; স্থাপিত; আরব্ধ।…+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবসক্তা।

অবসক্তি—আসক্তি, রতি; সংসক্তি, সংশ্লেষ; ব্যাপৃতি; নিক্ষেপ; আরম্ভ। অব—সন্জ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অবসক্‌থিকা—পর্য্যঙ্ক, খট্বা, খাট; পর্য্যঙ্কবন্ধ বস্ত্র; অবশক্‌থিকা, বস্ত্রাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে জানুবন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন। অব—সক্‌থি শব্দ (উরু)+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

অবসথ,অবসথ্য—আবাস; গ্রাম; আড্ডা; পাঠশালা। ন—বস (বাস করা)+অথচ্, অথি, পক্ষে তদুত্তরে য স্বার্থে। সং; পু।

অবসন্ন—বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ; অবনত; বলহীন; বিনষ্ট; ক্ষয়প্রাপ্ত, নিঃশেষিত, সমাপ্ত। অব—সদ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবসন্না।

অবসন্নতা—অবসাদ। অবসন্ন শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অবসর—১। যোগ্যকাল; অবকাশ, সময়; প্রবেশ; প্রারম্ভ; প্রস্তাব; পর্য্যায়, বার; বৃষ্টি; গুপ্তমন্ত্রণা। অব—সৃ (গমন করা)

+অল্ ভা। ২। বৎসর ; ক্ষণ। অব-সৃ +অল্ অধি। সং ; পু।

অবসর্গ—অপ্রতিবন্ধ ; স্বেচ্ছাচার। অব-সৃজ (সৃষ্টি করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অবসর্প—গুপ্তচর ; দূত। অব-সৃপ (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

অবসর্পিণী—জৈনদিগের কালভেদ, ইহা দশ কোটি বর্ষে সমাপ্ত হইয়া থাকে। অব-সৃপ +ণিন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অবসব্য—বামেতর, দক্ষিণ, ডান ; বাম, প্রতিকূল। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবসব্যা।

অবসাই—অবসান হওয়া। প্রা, ক।

অবসাদ—অবসন্নতা ; বিষাদ ; জড়তা, স্ফূর্ত্তিহীনতা ; বিনাশ ; ভ্রংশ ; অবসান, শেষ। অব-সদ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অবসাদক—অবসাদজনক, অবসন্নতাকারক ; শ্রান্তিজনক, ক্লান্তিকর ; জড়ভাবোৎপাদক, স্ফূর্ত্তিনাশক, উৎসাহহীনতাজনক। অব-ণিজন্ত সদ (=সাদি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবসাদিকা।

অবসাদন—অবসন্ন-করণ, হীনবল-করণ ; স্ফূর্ত্তিনাশন ; সমাপন, নিঃশেষকরণ ; বিনাশন। অব-সাদি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবসাদিত—অবসন্নতাপ্রাপিত ; বিষাদিত ; ক্ষীণ। অব-সাদি+ক্ত র্ম ; অথবা অবসাদ +ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবসাদিতা।

অবসান—শেষ, সমাপ্তি ; মৃত্যু ; সীমা ; নিশ্চয়। অব-সো অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবসানা—অবসান, অন্ত। প্রা, ক।

অবসায়—অবসান, শেষ, সমাপ্তি ; নিশ্চয়। অব -সো+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অবসারণ—দূরীকরণ, বহিষ্করণ। অব-ণিজন্ত সৃ (=সারি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবসারিত—দূরীকৃত, বহিষ্কৃত। অব-ণিজন্ত সৃ (=সারি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অবসিত—১। বদ্ধ। অব-সি+ক্ত র্ম। ২। সমাপ্ত ; পরিণত। অব-সো+ক্ত ক। ৩। জ্ঞাত ; সঞ্চিত ; বর্দ্ধিত ; নিশ্চিত। অব-সো+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ৪। অবসান। অব-সো+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

অবসৃত—অপসৃত, স্থানান্তরগত ; অবসরপ্রাপ্ত ; দূরীভূত। অব-সৃ (=সরা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবসৃতা।

অবসেক—সেক, সেচন, জলে ভিজান বা জল ছিটান। প্রাদি। সং ; পু।

অবস্কন্দ—১। সৈন্যাবাস, শিবির, ছাউনি। অব-স্কন্দ (গমন করা)+অল্ অধি। ২। অবতরণ, অবগাহন ; আক্রমণ।…+অল্ ভা। সং ; পু।

অবস্কন্দন—আক্রমণ ; রোদন ; অবগাহন, অবতরণ। অব-স্কন্দ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবস্কন্দিত—১। আক্রান্ত। অব-স্কন্দ+ক্ত র্ম। ২। অধোগত, অবরূঢ় ; অবতীর্ণ ; অবগাঢ়, স্নাত।…+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অবস্কর—আবর্জ্জনা, ওঁচ্‌লা ; ঝাঁটার ধূলি ; বিষ্ঠা ; ময়লা। অব-কৃ (নিক্ষেপ করা)+ অল্ র্ম, সুমাগম। সং ; পু।

অবস্তাৎ—শেষে, পশ্চাৎ। ব্য।

অবস্তার—আস্তরণ ; যবনিকা, পরদা। অব-স্তৃ (বিস্তৃত করা)+ঘঞ্ র্ম। সং ; পু।

অবস্তু—১। অপদার্থ, অসার। ন (নাই) বস্তু যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অপকৃষ্ট পদার্থ। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অবস্ত্র—বস্ত্রহীন, বিবসন, নগ্ন, উলঙ্গ। ন (নাই) বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবস্ত্রা।

অবস্থা—ভাব, প্রকার ; দশা, গতি, কালকৃত বৈলক্ষণ্য ; অবস্থান, স্থিতি ; কালকৃত দেহবৈলক্ষণ্য, ইহা বৈদ্যশাস্ত্রমতে চারি প্রকার, যথা—১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বাল্য, ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, তাহার পর বার্দ্ধক্য, এবং স্মৃতিশাস্ত্র মতে, ৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কৌমার, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তাহার পর ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, (মতান্তরে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, তাহার পর তরুণ, তাহার পর যৌবন, ৭০ হইতে ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্য, তাহার পর বর্ষীয়ান্)। অব-স্থা (থাকা)+ঙ ভা +আপ্। সং ; স্ত্রী।

অবস্থাচতুষ্টয়—মানুষের চারি অবস্থা বা কালকৃত দেহবৈলক্ষণ্য, যথা—(১) বাল্য, (২) কৌমার, (৩) যৌবন, (৪) বার্দ্ধক্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অবস্থাত্রয়—মানুষের জাগৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অবস্থাদ্বয়—মানুষের দুই অবস্থা বা দশা—(১) সুখ ও (২) দুঃখ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অবস্থান—১। স্থিতি, থাকা ; অবস্থা, দশা। অব-স্থা+অনট্ ভা। ২। অবস্থিতিস্থান, আবাস। অব-স্থা+অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

অবস্থান্তর—অন্য অবস্থা, ভাবান্তর, দশান্তর। অন্যা অবস্থা, নিত্য। সং ; ক্লী।

অবস্থাপক—স্থাপনকর্ত্তা, স্থাপয়িতা, যে স্থাপিত করে। অব-ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবস্থাপিকা।

অবস্থাপন—স্থাপিতকরণ ; স্থিরীকরণ, নির্দ্ধারণ। অব-ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (স্থাপন করা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবস্থাপন্ন—সঙ্গতিশালী, আঢ্য, ধনবান্। অবস্থাকে আপন্ন, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবস্থাপয়িতা (-তৃ)—অবস্থাপক, স্থাপনকর্ত্তা। অব-ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী অবস্থাপয়িত্রী।

অবস্থাপিত—স্থাপিত ; স্থিরীকৃত ; নির্দ্ধারিত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবস্থাপিতা।

অবস্থাভেদ, অবস্থাবিশেষ—অবস্থার বা দশার ভিন্নতা ; অন্য প্রকার অবস্থা ; বিশেষ বিশেষ অবস্থা। ৬তৎ। সং ; পু।

অবস্থায়ী (-য়িন্)—অবস্থানকারী, স্থিতিশীল, অবস্থিত। অব-স্থা (থাকা)+ণিন্ ক। স্ত্রী অবস্থায়িনী।

অবস্থাহীন—সঙ্গতি-রহিত, অনাঢ্য, নির্ধন, দরিদ্র। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-হীনা।

অবস্থিত—যে বা যাহা স্থিতি করিয়াছে এরূপ, স্থিত ; সুস্থির, অচঞ্চল ; অবিচলিত ; আশ্রিত ; নিবিষ্ট। অব-স্থা (থাকা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবস্থিতা।

অবস্থিতচিত্ত—১। সুস্থিরমনাঃ। অবস্থিত চিত্ত যাহার,বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবস্থিতচিত্তা। ২। সুস্থির মন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অবস্থিতি—অবস্থান, স্থিতি, থাকা ; বাস। প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

অবস্যন্দন—ক্ষরণ ; হিংসা। অব-স্যন্দ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবস্রংসন—ক্ষরণ ; অধঃপতন। অব-স্রন্‌স (ক্ষরিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবস্রস্ত—ক্ষরিত ; চ্যুত ; অধঃপতিত। অব-স্রন্‌স+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবস্রস্তা।

অবহত—আহত, প্রহৃত ; থেঁতলান ; আছড়ান। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবহতা।

অবহনন—আঘাতকরণ, তাড়ন ; থেঁতলান। অব-হন+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবহরণ—অপহরণ। প্রাদি। সং ; ক্লী।

অবহসিত—উচ্চৈঃহাস্য। অব-হস (হাস্য করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

অবহস্ত—হস্তপৃষ্ঠ, হাতের অপর পিঠ। প্রাদি। সং ; পু।

অবহার—১। আহ্বান, নিমন্ত্রণ ; প্রত্যর্পণ ; অন্য ধর্ম্মগ্রহণ ; দূত ; সমীপ। অব-হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। চৌর ; হাঙ্গর ; জলহস্তী। অব-হৃ+ণ ক। সং ; পু।

অবহারক—১। অপহারক ; যুদ্ধাদি-নিবর্ত্তক। অব-হৃ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবহারিকা। ২। হাঙ্গর ; জলহস্তী। সং ; পু।

অবহার্য্য—সমর্পণীয় ; উদ্ধার্য্য ; দণ্ডনীয়। অব -হৃ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অবহার্য্যা।

অবহি—এখনই, অবিলম্বে। হিন্দীমূলক। ব্য।

অবহিত—১। অবধানযুক্ত, সাবধান ; মনোযোগী। অব-ধা+ক্ত ক। ২। জ্ঞাত, বিদিত ; অব-ধা+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অবহিত্থ—মনোভাব গোপন ; আকারগুপ্তি। ন

—বহিস্ (বাহিরে)—স্থা (থাকা)+ড ভা। সং; স্ত্রী।

অবহিত্থা—অবহিত্থ, আকারগুপ্তি, রত্যাদি-সূচক মুখরাগাদি গোপন। অবহিত্থ+আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

অবহীন—পশ্চাৎ পতিত। অব—হা+ক্ত র্ম্ম।

অবহুঁ—এক্ষণে, এখন বা এখনই। প্রা, ক।

অবহুক্ত—পূর্ব্বে দেখ।

অবহৃত—অপহৃত; উদ্ধৃত; দণ্ডিত। অব—হৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবহৃতা।

অবহেল, অবহেলন—অবহেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অযত্ন, অনাদর। অব—হেড়+অন্, অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

অবহেলনীয়—অনাদরণীয়, উপেক্ষণীয়, অবজ্ঞেয়। অব—হেড়+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবহেলা—অবজ্ঞা, অনাদর, অযত্ন, উপেক্ষা; অনায়াস। অব—হেড়+অল্ ভা+আ। সং; স্ত্রী।

অবহেলিত—অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত। অব—হেড়+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অবহেলে—হেলায়, অনায়াসে, অবলীলাক্রমে। বাং ক্রি-বিণ। ক, প্র।

অবাক্ (অবাচ্)—১। বাক্যরহিত, বাক্শক্তিহীন, মূক; অত্যন্ত বিস্ময়হেতু বাক্যস্ফুরণশূন্য, বিস্ময়বিহ্বল; অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য্য, বিস্ময়জনক। ন (নাই) বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অবাঙ্মুখ, নতানন; অধোবদন, হেঁটমুখ। অব—অন্চ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাচী। ৩। নিম্নপ্রদেশ, অধোদেশ; পশ্চাৎকাল। ব্য।

অবাক্-জলপান—অতি আশ্চর্য্য রকমের জলপান, যাহা পাইলে অবাক্ অর্থাৎ বিস্ময়বিহ্বল হইতে হয়। দেশজ। সং।

অবাক্পটু—কথোপকথনে অনিপুণ, বচনরচনায় অদক্ষ, বাক্‌নৈপুণ্যশূন্য। ন বাক্পটু, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবাক্পুষ্পী—শতপুষ্পী, শুল্ফাশাক; চোরপুড়কী; মৌরী। অবাক্ (অধোগত) হইয়াছে পুষ্প যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অবাক্‌শিরাঃ (—রস্)—নতমস্তক, অধোবদন। অবাক্ (অধোগত) হইয়াছে শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অবাক্ষ—রক্ষক, অভিভাবক। অব—অক্ষ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাক্ষা।

অবাগ্র—নতবদন, অধোমুখ; নম্র। অব (বিপরীত অর্থাৎ অধঃ) হইয়াছে অগ্র (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাগ্রা।

অবাঙ্ (অবাক্)—নতানন, অধোবদন। অব—অন্চ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাচী।

অবাঙ্মুখ—অধোমুখ, অধোবদন, লজ্জাদিবশতঃ হেঁটমুখ। অবাক্ (নিম্নপ্রদেশগত) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—খা,—খী।

অবাচী—১। নতাননা, ইত্যাদি। অবাক্ ও অবাঙ্ দেখ; বিণ; স্ত্রী। ২। অধোদেশ; দক্ষিণ দিক্। সং; স্ত্রী।

অবাচীন—অধঃস্থ; অধোগত; দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণদেশীয়; অধোমুখ। অবাচ্ শব্দ+ঈন স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাচীনা।

অবাচ্য—১। নিন্দিত বাক্য, অকথা। ন অপ্রশস্ত বাচ্য (বাক্য), নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। অকথ্য, অবক্তব্য; নিন্দার্হ। ন (না) বাচ্য (কথ্য), নঞ্‌তৎ। ৩। দক্ষিণদেশীয়। অবাচ্ শব্দ য্য। বিণ; ত্রি।

অবাচ্যদেশ—ভগ, যোনি। কর্ম্মধা। সং; পু।

অবাঞ্চৎ—অধোবদন; অধোগামী। অব—অন্চ (গমন করা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

অবাত—নির্ব্বাত, বায়ুবিহীন। ন (নাই) বাত (বায়ু) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অবাতবিক্ষোভিত—বায়ু দ্বারা চঞ্চল বা চালিত হয় নাই এরূপ। বাতদ্বারা বিক্ষোভিত=বাতবিক্ষোভিত, ৩তৎ; ন বাতবিক্ষোভিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অবাদী (—দিন্)—অকথনশীল, অবক্তা, যে কথা কয় না; অবিবাদী, অবিরোধী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবাদিনী।

অবাধ—বাধাশূন্য, প্রতিবন্ধরহিত, নির্ব্বিঘ্ন অব্যাহত, অনর্গল। ন (নাই) বাধ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাধা।

অবাধে—বিনাবাধায়, অব্যাহতভাবে, নির্ব্বিঘ্নে, অক্লেশে। ন (নাই) বাধ বা বাধা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অবাধ্য—অবশ, অনধীন, অনায়ত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাধ্যা। বি অবাধ্যতা।

অবান্তর—অন্তঃপাতী; প্রধানের অঙ্গভূত বা মধ্যগত; সামান্যের মধ্যে বিশেষ; প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত; প্রাসঙ্গিক। অব (অবগত) অন্তরকে (মধ্যকে), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অবান্তর-বিভাগ—ভেদের ভেদ, বিভাগের বিভাগ। অবান্তরগত বিভাগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অবান্তর-শাসন—রাজ্যের অন্তর্গত বিষয়সমূহ যে শাসনের অধীন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ক্লী।

অবাপিত—১। প্রাপিত। অব—ণিজন্ত আপ (আপি (পাওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। ২। অমুণ্ডিত; যাহা বোনা নহে, রোপিত। ন বাপিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাপিতা।

অবাপিত-ধান্য—যে ধান বুনিয়া তৈয়ার করা হয় নাই, রোয়া ধান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অবাপ্ত—প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত। অব—আপ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাপ্তা।

অবার—১। অবারণীয়, অনিবার্য্য। ন (অ)—বৃ (আবৃত করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবারা। ২। (নদ্যাদির) নিকটবর্ত্তী তীর, এপার। অব—ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

অবারণীয়, অবার্য্য—বারণাশক্য, দুর্ব্বার, অনিবার্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবারণীয়া, অবার্য্যা। বি অবারণীয়তা, অবার্য্যতা।

অবারপার—সমুদ্র। অবার হইয়াছে পার যাহার, বহু। সং; পু।

অবারপারীণ—পারগত, পরপারে উত্তীর্ণ। অবারপার শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি।

অবারিকা—ধন্যাক, ধনিয়া। ন (নাই) বারি (জল) যাহাতে (যে স্ত্রীতে), বহু। সং; স্ত্রী।

অবারিত—অনিবারিত, অপ্রতিষিদ্ধ, অরুদ্ধ, অনির্ব্বন্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবারীণ—পারগত, পরপারে উত্তীর্ণ। অবার শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবারীণা।

অবার্য্য—অবারণীয় দেখ।

অবাসাঃ (—সস্)—বস্ত্রহীন, বিবসন, নগ্ন, উলঙ্গ। ন (নাই) বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অবাস্তব, অবাস্তবিক—অযথার্থ, অপ্রকৃত, অমূলক, অলীক; ভ্রমাত্মক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবাস্তবী, অবাস্তবিকা।

অবি—১। সূর্য্য; প্রভু; পর্ব্বত; ছাগ; মেষ; মূষিক; বায়ু; কম্বল; প্রাচীর। অব (রক্ষা করা বা গমন করা)+ই ক। সং; পু। ২। রজস্বলা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

অবিক—হীরক। অবি+কণ্। সং; ক্লী।

অবিকচ—অবিকশিত, অপ্রস্ফুটিত; মুদ্রিত। ন বিকচ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিকট—১। অভয়ঙ্কর, অবীভৎস; অবিশাল, অবিপুল, অবৃহৎ; অবিস্তৃত। ন বিকট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিকটা। ২। মেষদল, ভেড়ার পাল। ৬তৎ। সং; পু।

অবিকত্থ—আত্মশ্লাঘারহিত, অগর্ব্বিত, নিরহঙ্কার। ন (অ)—বি—কত্থ ধাতু+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিকত্থা।

অবিকত্থন—১। অগর্ব্বিত, নিরহঙ্কার, আত্মশ্লাঘাশূন্য। ন (নাই) বিকত্থন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিকত্থনা। ২। আত্মশ্লাঘা না করা, গর্ব্বপ্রকাশ না করা। ন বিকত্থন, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অবিকল—কোনও অংশে অঙ্গহীন নয় এরূপ, সম্পূর্ণ; যাহার কল বিগড়ায় নাই, অবিকৃত; ঠিকঠাক; অখণ্ড, অভগ্ন; অবিসংবাদী। ন বিকল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিকার—১। বিকার-রহিত, নির্ব্বিকার; অটল, স্থির, অপরিবর্ত্তিত। ন (নাই) বিকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী

অবিকার। ২। বিকার-রাহিত্য; স্থিরতা। ন বিকার, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অবিকারী (-রিন্)—অবিকারসাধক, যাহা বিকৃত করে না, যে বিকার জন্মাইতে পারে না, অপরিবর্ত্তনসাধক; বিকার-রহিত, নির্ব্বিকার। ন বিকারী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিকারিণী।

অবিকার্য্য—অবিকারসাধ্য, বিকারসাধনের অযোগ্য, যাহা বিকৃত করা যায় না, নির্ব্বিকার; অপরিবর্ত্তনসাধ্য, অপরিবর্ত্তনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিকার্য্যা।

অবিকৃত—বিকৃত হয় নাই এরূপ, ভাবান্তর-প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, বিকাররহিত, অপরিবর্ত্তিত; অচঞ্চল। ন বিকৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিকৃতা।

অবিক্রম—১। বিক্রমরহিত, প্রতাপশূন্য, পরাক্রমবিহীন, অপরাক্রান্ত, সাহসহীন, ভীরু। ন (নাই) বিক্রম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিক্রমা। ২। বিক্রমাভাব, পরাক্রমরাহিত্য, সাহসহীনতা, ভীরুতা। ন বিক্রম, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অবিক্রয়—বিক্রয়াভাব, বিক্রয় না হওয়া, না বেচা। ন বিক্রয়, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অবিক্রান্ত—অবিক্রম, পরাক্রমরহিত, অপরাক্রান্ত, সাহসহীন, ভীরু। ন বিক্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিক্রান্তা।

অবিক্রীত—বিক্রীত হয় নাই এরূপ, যাহা বেচা হয় নাই। ন বিক্রীত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিক্রেয়—বিক্রয়ের অযোগ্য, যাহা বিক্রয় করা যায় না বা করা অকর্ত্তব্য। ন বিক্রেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিক্রেয়া।

অবিক্লব—অকাতর, প্রশান্ত, অব্যাকুল, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিক্লবা।

অবিক্ষত—অক্ষত, অনাহত, আঘাতপ্রাপ্ত নয় এরূপ; অখণ্ডিত, সম্পূর্ণ; অদূষিত। ন বিক্ষত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিক্ষতা।

অবিক্ষিৎ—বিশেষরূপ-ক্ষয়শূন্য, অবিক্ষীণ। ন বিক্ষিৎ, নঞ্‌তৎ। [বিক্ষিৎ—বি—ক্ষি+ক্বিপ্ ক; যে বিশিষ্টরূপে ক্ষীণ নয়, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ]। বিণ; ত্রি।

২। সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইঁহার আর এক নাম অবিক্ষি। বিদিশাধিপ-তনয়া ভামিনীর স্বয়ংবর উপস্থিত হইলে, ইনি স্বয়ংবর-সভা হইতে ভামিনীকে তাৎকালিক ক্ষাত্ররীত্যনুসারে হরণ করেন। ইহাতে অন্যান্য রাজগণ রোষাবিষ্ট হইয়া ইঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু একে একে সকলেই ইঁহার হস্তে পরাজয় প্রাপ্ত হন। পরে সকল রাজা একত্র হইয়া অন্যায় যুদ্ধে ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। এ সংবাদ অবিক্ষিতের পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সসৈন্যে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া রাজগণকে পরাজিত করিয়া পুত্রকে মুক্ত করেন। ইহাতে ভামিনীর পিতা, অবিক্ষিতের সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিতে সম্মত হন, পরন্তু অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করাতে অবিক্ষিৎ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বনগমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করেন। এদিকে ভামিনীও অন্য-পুরুষকে স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে অসম্মতা হইয়া যে বনে অবিক্ষিৎ তপস্যার্থে গমন করিয়াছিলেন, সেই বনে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর প্রণয়াসক্ত হইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর অবিক্ষিৎ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল রাজ্যভোগের পর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রণয়িযুগল বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সং; পু।

অবিক্ষিপ্ত—অবিকীর্ণ, যাহা ছড়ান হয় নাই; অচঞ্চল, স্থির; সাবধান। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিক্ষোভ—ক্ষোভাভাব, অক্ষুব্ধতা, অনালোড়ন, অচঞ্চলতা, স্থিরতা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অবিখ্যাত—অযশস্বী, অপ্রসিদ্ধ, অপ্রতিষ্ঠ, অখ্যাতনামা। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিগত—যাহা চলিয়া যায় নাই, অনতীত, বর্ত্তমান, উপস্থিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিগর্হিত—অনিন্দিত, সাধুসম্মত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। [illegible] নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিগীত—অনিন্দিত, অবগর্হিত; প্রশংসিত।

অবিগ্ন—করমর্দ্দক বৃক্ষ, পানি আমলার গাছ। ন (অ)—বিজ+ক্ত ণ। সং; পু।

অবিগ্রহ—বিগ্রহরাহিত, মূর্ত্তিহীন, নিরাকার, অশরীরী। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিগ্রহা।

অবিঘ্ন—১। বিঘ্নাভাব। ন বিঘ্ন, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। নিরাপদ, নির্বিঘ্ন। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিঘ্না।

অবিচক্ষণ—অদক্ষ, অনিপুণ, আনাড়ী; বিবেচনারহিত, অবিবেচক, অবিবেকী; জ্ঞানহীন, অবিজ্ঞ, মূর্খ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিচল—অবিচলিত (সকল অর্থে)।

অবিচলিত—বিচলিত নয় এরূপ, স্থির; অব্যাকুল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চলিতা।

অবিচলিত-ভাব—১। স্থিরতা। ৬তৎ। সং; পু। ২। স্থিরভাববিশিষ্ট। অবিচলিত ভাব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভাবা।

অবিচার—১। বিচারাভাব, অযথার্থ বিচার, অনুচিত বিচার; অবিবেচনা; অহিতাচার; অত্যাচার। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিচাররহিত; বিবেচনাশূন্য। ন (নাই) বিচার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবিচারক—যে (যথোচিত) বিচার করে না, অনুচিত বিচারকর্ত্তা; অবিবেচক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিচারিকা।

অবিচারিত—যাহার বিচার করা হয় নাই; অবিবেচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিচ্ছিন্ন—বিচ্ছেদশূন্য, অবাধ, অবিরাম, ধারাবাহিক; অখণ্ড। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিচ্ছেদ—১। বিচ্ছেদশূন্যতা, অখণ্ডতা, সম্পূর্ণতা; সঙ্গতি, সংশ্লেষ, সম্বন্ধ। ন বিচ্ছেদ, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিচ্ছেদশূন্য, অবিভক্ত, অখণ্ডিত; ধারাবাহিক। ন (নাই) বিচ্ছেদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবিচ্ছেদে—বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে, একাদিক্রমে, ধারাবাহিকরূপে। ন (নাই) বিচ্ছেদ যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

অবিচ্ছেদ্য—বিচ্ছেদের অযোগ্য বা অসাধ্য, যাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নহে। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিচ্যুত—অস্খলিত, অবিভ্রষ্ট, অপতিত। ন বিচ্যুত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিচ্যুতা।

অবিজ্ঞ—অনভিজ্ঞ, অর্ব্বাচীন, অপ্রবীণ; অশিক্ষিত, মূর্খ। ন বিজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিজ্ঞা। বি অবিজ্ঞতা।

অবিজ্ঞাত—১। অপরিজ্ঞাত, অবিদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিজ্ঞাতা। ২। পরমেশ্বর (কারণ তাঁহার স্বরূপ কেহ জানিতে পারে না)। সং; পু।

অবিজ্ঞেয়—অনবগম্য, অপরিজ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিজ্ঞেয়া।

অবিডীন—পক্ষীদিগের ঋজুভাবে নভোগমন। ন (অ)—বি-ডী+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অবিত—রক্ষিত, রক্ষিত, পালিত। অব (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিতা।

অবিতথ—১। অমিথ্যা, সত্য, যথার্থ। ন বিতথ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিতথা। ২। যাথার্থ্য। সং; ক্লী।

অবিতৃপ্ত—অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট, অপরিতৃপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিতৃপ্তা।

অবিতৃষ্ণ—বিতৃষ্ণ হয় নাই এরূপ, বিতৃষ্ণারহিত; সতৃষ্ণ, সাকাঙ্ক্ষ, সাভিলাষ। ন বিতৃষ্ণ, নঞ্‌তৎ; বা, ন (নাই) বিতৃষ্ণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিতৃষ্ণা।

অবিতৃষ্ণা—১। বিতৃষ্ণারাহিত্য। নঞ্‌তৎ বা বহু। অবিতৃষ্ণ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বিতৃষ্ণার অভাব, রুচি, স্পৃহা, ইচ্ছা। ন বিতৃষ্ণা, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অবিত্ত—১। বিত্তহীন, সম্পত্তিরহিত, নির্ধন, দরিদ্র। ন (নাই) বিত্ত যাহার, বহু। ২। অনভ্য; অজ্ঞাত। ন বিত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিত্তা।

অবিত্যজ—রস, পারদ, পারা। ন (অ)—বি—

ত্যজ (ত্যাগ করা) + অন্ ক । সং ; পু বা ক্লী । [বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিধ্যা ।

অবিধ্য—মেষের যোগ্য । অবি (মেষ) + ধ্যান্ ।

অবিদিত—অনবগত, অজ্ঞাত । ন বিদিত, নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিদিতা ।

অবিদীর্ণ—অভিন্ন, যাহা চেরা (বা ফাড়া) হয় নাই, যাহা কাটে নাই ; অভগ্ন । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিদীর্ণা ।

অবিদূর—নিকট, সমীপস্থ । ন বিদূর, নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিদূরা ।

অবিদুস্—মেষদুগ্ধ । অবি + দুস । সং ; ক্লী ।

অবিদ্ধ—যাহা ফোঁড়া হয় নাই, অবেঁধা ; অচ্ছিদ্রিত ; অপ্রোথিত । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অবিদ্ধকর্ণা—ভৃঙ্গরাজ ; কেশুরিয়া ; অম্বষ্ঠা, আকনাদি । অবিদ্ধ কর্ণ যাহার, বহু । সং ; স্ত্রী । [যাহার, বহু । সং ; স্ত্রী ।

অবিদ্ধকর্ণী—অম্বষ্ঠা, আকনাদি । অবিদ্ধ কর্ণ

অবিদ্য—বিদ্যাশূন্য, মূর্খ ; বিদ্যা বা জ্ঞানের অবিষয়ীভূত । ন (নাই) বিদ্যা যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিদ্যা ।

অবিদ্যমান—অবর্তমান, অনুপস্থিত ; সত্তাশূন্য, অস্তিত্ববিহীন । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিদ্যমানা । বি অবিদ্যমানতা, –ত্ব ।

অবিদ্যা—১ । বিদ্যাহীনা । বহু ; অবিদ্য দেখ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । অজ্ঞান, মায়া,—'দেহই আমি' এইরূপ যে জ্ঞান তাহাকেই অবিদ্যা বলে ; তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা ; প্রকৃতি । ন বিদ্যা, নঞ্তৎ । সং ; স্ত্রী ।

অবিদ্বান্ (অবিদ্বস্)—অবিদ্য, বিদ্যাহীন, মূর্খ । ন বিদ্বান্, নঞ্তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রী অবিদুষী । [বিধা, নঞ্তৎ । সং ; স্ত্রী ।

অবিধা—কুবিধা, অসুবিধা । ন (অপ্রশস্ত)

অবিধান—অব্যবস্থা, অবিধি, অন্যায় বিধি । ন বিধান, নঞ্তৎ । সং ; ক্লী ।

অবিধি—১ । অব্যবস্থা, অনিয়ম, অশাস্ত্র । ন বিধি, নঞ্তৎ । সং ; পু । ২ । ব্যবস্থাবিরুদ্ধ, বিধিবিগর্হিত । ন (নাই) বিধি যাহাতে, বহু । বিণ ; ত্রি ।

অবিধেয়—অনুচিত, অকর্তব্য ; অযোগ্য । ন বিধেয়, নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিধেয়া । বি অবিধেয়তা ।

অবিধ্বংসী (–সিন্)—অবিনাশী, অনশ্বর, অক্ষয়, অমর, নিত্য । ন বিধ্বংসী, নঞ্তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রী অবিধ্বংসিনী ।

অবিন—১। বহ্নি ; বায়ু ; রাজা ; সমুদ্র । অব (রক্ষা করা) + ইনচ্ ক । সং ; পু । ২ । যজ্বা, যাগকারী । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিনা ।

অবিনত—অবিনীত, অবিনয়ী । ন বিনত, নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিনতা ।

অবিনয়—১ । বিনয়াভাব ; অশিষ্টতা, ঔদ্ধত্য । নঞ্তৎ । সং ; পু । ২ । বিনয়শূন্য, অবিনীত ; অশিষ্ট, উদ্ধত । ন (নাই) বিনয় যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিনয়া ।

অবিনয়ী (–য়িন্)—বিনয়রহিত, অবিনীত ; অশিষ্ট, উদ্ধত । ন বিনয়ী, নঞ্তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রী অবিনয়িনী ।

অবিনশ্বর—অবিনাশী, মরণরহিত, নাশহীন, অমর, অক্ষয় । ন বিনশ্বর, নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিনশ্বরী ।

অবিনাভাব—তদসত্তায় তদসত্তা, অর্থাৎ না থাকিলে না থাকা । ৬তৎ । সং ; পু ।

অবিনাশী (–শিন্)—নাশশীল নয় এরূপ, অবিধ্বংসী, অবিনশ্বর, অক্ষয় । ন বিনাশী, নঞ্তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রী অবিনাশিনী ।

অবিনীত—অশিষ্ট, উদ্ধত, বিনয়-রহিত ; অশিক্ষিত ; অসৎ । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অবিনীতা—অশিষ্টা, উদ্ধতস্বভাবা ; অসতী, কুলটা । নঞ্তৎ । বিণ ; স্ত্রী ।

অবিন্যস্ত—যাহার বিন্যাস করা হয় নাই ; অসজ্জিত । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –স্তা ।

অবিন্যাস—বিন্যাসাভাব, না সাজান, স্থাপন না করা, গচ্ছিত না রাখা ; যথোচিত বিন্যাসের অভাব, খারাপ ভাবে সাজান । ন বিন্যাস, নঞ্তৎ । সং ; পু ।

অবিপক্ষ—১ । বিপক্ষরহিত, প্রতিপক্ষশূন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন, শত্রুহীন । ন নাই বিপক্ষ যাহার, বহু । ২ । অপ্রতিপক্ষ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অবিরোধী, অপ্রতিকূল, অনুকূল । ন বিপক্ষ, নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিপক্ষা । বি অবিপক্ষতা, –ত্ব ।

অবিপট—মেষলোমবস্ত্র, পশমী কাপড়, কম্বলাদি । অবিজাত পট, কর্মধা । সং ; পু ।

অবিপন্ন—বিপদ্গ্রস্ত নহে, অসঙ্কটাপন্ন ; অক্ষত, অনাহত ; অদূষিত, অকলঙ্কিত, অমলিন । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিপন্না ।

অবিপশ্চিৎ—অপণ্ডিত, অবিদ্য ; অবিজ্ঞ, জ্ঞানহীন । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অবিপাক—অপক্কতা ; অপরিণতি ; পরিপাকাভাব, অজীর্ণতা ; বিপাকাভাব, দুর্গতিহীনতা, ভাল অবস্থা । নঞ্তৎ । সং ; পু ।

অবিপ্রকৃষ্ট—সন্নিকৃষ্ট, সন্নিহিত, অদূর । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –কৃষ্টা ।

অবিপ্রিয়—১ । অবিরক্তিকর ; অপ্রতিকূল । ন (নয়) বিপ্রিয়, নঞ্তৎ ; বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিপ্রিয়া । ২ । শ্যামা ঘাস । অবির (ছাগলের বা মেষের) প্রিয়, ৬তৎ । সং ; পু ।

অবিপ্লুত—১ । অক্ষত ; অবিনষ্ট ; অবাধে প্রবর্তিত । নঞ্তৎ । ২ । আচরিত । ন (অ) –বি–প্লু + ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –তা ।

অবিভক্ত—ভাগ করা হয় নাই এরূপ, অপৃথক্কৃত ; ভাগ করিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ পৃথক্ হয় নাই এরূপ, অপৃথগ্ভূত ; সম্মিলিত । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিভক্তা ।

অবিভাজ্য—বিভাগানর্হ, যাহা ভাগ করা যায় না বা করা উচিত নয় এরূপ । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিভাজ্যা ।

অবিভাতি—অবিবাহিত বা অবিবাহিতা । প্রাচীন কবিপ্রয়োগ । বিণ ।

অবিমল—অনির্মল, মলিন, অবিশুদ্ধ । ন বিমল, নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিমলা । বি অবিমলতা, –ত্ব ।

অবিমিশ্র—যাহার মিশ্রণ করা হয় নাই, বিশুদ্ধ, খাঁটি । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –শ্রা ।

অবিমুক্ত—১ । অপরিত্যক্ত । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিমুক্তা । ২ । বারাণসী, কাশী (যেহেতু উহা হরগৌরী বা মুমুক্ষুব্যক্তি কর্তৃক অপরিত্যক্ত) । সং ; ক্লী বা পু ।

অবিমুক্তেশ্বর—বিশ্বেশ্বর, কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ । অবিমুক্তের ঈশ্বর, ৬তৎ । সং ; পু ।

অবিমৃশ্য—অবিবেচনা করিয়া, বিবেচনা না করিয়া । ব্য ।

অবিমৃষ্যকারিতা, –ত্ব—সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য-করণ, অবিবেকিতা । অবিমৃষ্যকারী দেখ ; অবিমৃষ্যকারিন্ + তা, ত্ব ভাবে । সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী ।

অবিমৃষ্যকারী (–রিন্)—সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্যকারী ; পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া চিন্তিয়া সহসা কার্য্যকারী, অবিবেকী । অবিমৃষ্য – কৃ (করা) + ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী, –কারিণী ।

অবিমৃষ্যভাষী (–ভাষিন্)—বিবেচনা না করিয়া যে কথা বলে । অবিমৃষ্য–ভাষ (বলা) + ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী, –ভাষিণী ।

অবিমৃষ্যবাদী (–বাদিন্)—যে বিবেচনা না করিয়া কথা বলে, অবিবেচ্যভাষী । অবিমৃষ্য–বদ (বলা) + ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী, –বাদিনী । বি, –বাদিতা, –ত্ব ।

অবিযুক্ত—অবিচ্ছিন্ন, সংযুক্ত, মিলিত ; অবিরহিত । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –যুক্তা ।

অবিয়োগ—বিয়োগাভাব, অবিচ্ছেদ, সংযোগ, সম্মিলন ; অবিরহ ; অমরণ । ন বিয়োগ, নঞ্তৎ । সং ; পু ।

অবিরক্ত—বিরক্তিশূন্য, বিরাগশূন্য ; অনুরক্ত, আসক্ত । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –রক্তা ।

অবিরত—অবিশ্রান্ত, ক্রমাগত ; অনিবৃত্ত ; অনবরত, সতত । নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –তা । [সং ; স্ত্রী ।

অবিরতি—অনিবৃত্তি ; বিরামাভাব । নঞ্তৎ ।

অবিরল—সান্দ্র, নিবিড়, ঘন ; নিরন্তর । ন বিরল, নঞ্তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী অবিরলা ।

অবিরাম—বিরামশূন্য, ক্রমিক, অবিশ্রান্ত । নাই বিরাম যাহার বা যাহাতে, বহু । বিণ ; ত্রি ।

অবিরুদ্ধ—বিরুদ্ধ নয় এরূপ, অবিপরীত, অনুযায়ী; অপ্রতিকূল, অনুকূল; অনুরক্ত; সংলগ্ন, সঙ্গতিবিশিষ্ট; অনিবারিত; নির্দোষ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিরুদ্ধা।

অবিরোধ—১। বিরোধাভাব, বিবাদহীনতা; সম্মতি; সমন্বয়। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিরোধবিরহিত। ন (নাই) বিরোধ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অবিরোধী (–ধিন্)—কাহারও বিরোধী নয় এরূপ, অবিবাদপ্রিয়; অবিরুদ্ধ, অনুযায়ী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিরোধিনী।

অবিলম্ব—১। বিলম্বাভাব, ত্বরা। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিলম্বশূন্য, ত্বরিত। ন (নাই) বিলম্ব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিলম্বা।

অবিলম্বন—না ঝুলান; বিলম্বাভাব, দেরি না করা; শীঘ্রতা, ত্বরা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অবিলম্বিত—১। ত্বরিত, ত্বরায় সম্পন্ন, শীঘ্র নিষ্পন্ন; অলম্বমান, যাহা ঝুলিতেছে না; ঝুলান বা টাঙ্গান হয় নাই এরূপ। ন বিলম্বিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিলম্বিতা। ২। অবিলম্বন, বিলম্বাভাব, ত্বরা, শীঘ্রতা। সং; ক্লী।

অবিলম্বে—বিলম্বব্যতিরেকে, সত্বর, শীঘ্র, তৎক্ষণাৎ। ন (নাই) বিলম্ব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অবিলাস—১। বিলাসাভাব, বিলাসরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিলাসরহিত, অবিলাসী। ন (নাই) বিলাস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিলাসা।

অবিলাসিতা, –ত্ব—অবিলাসী দেখ।

অবিলাসী (–সিন্)—বিলাসরহিত, অভোগাসক্ত, অসৌখীন, যে বাবুগিরি করিতে ভাল বাসে না। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিলাসিনী। বি অবিলাসিতা, –ত্ব।

অবিবক্ষিত—বিবক্ষাবিরহিত, যাহা বলা অভিপ্রেত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিবাদ—১। অবিরোধ। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিরোধশূন্য। ন (নাই) বিবাদ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অবিবাদী (–দিন্)—অবিরোধী, অবিবাদপ্রিয়, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিবাদিনী।

অবিবাহিত—অপরিণীত, অকৃতদার, অনূঢ়। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিবাহিতা।

অবিবিক্ত—অবিজন, অনিভৃত; অপবিত্র, অবিশুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিবেক—১। বিবেকাভাব, সদসদ্বিবেচনাহীনতা, অবিমৃষ্যকারিতা; ভ্রম। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিবেকরহিত, বিবেচনাশূন্য, অবিমৃষ্যকারী। ন (নাই) বিবেক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিবেকা।

অবিবেকিতা, –ত্ব—বিবেকরাহিত্য, অবিবেচনা; অজ্ঞতা, মূঢ়তা। অবিবেকিন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অবিবেকী (–কিন্)—অবিবেচক, অবিমৃষ্যকারী। ন বিবেকী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিবেকিনী।

অবিবেচক—বিবেচনাশূন্য, অবিবেকী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিবেচিকা।

অবিবেচনা—বিবেচনাভাব; অন্যায় বিবেচনা, অবিচার। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অবিবেচনীয়, অবিবেচ্য—বিবেচনার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিবেচিত—বিবেচনা করা হয় নাই এরূপ; অবিচারিত; অনালোচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিবেচিতা।

অবিবেচ্য—অবিবেচনীয় দেখ।

অবিব্রত—অব্যাকুল, অব্যতিব্যস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিশঙ্কা—শঙ্কাহীনতা, ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অবিশঙ্কিত—অসন্ত্রস্ত, অভীত, ভয়রহিত, শঙ্কাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিশঙ্কিতা।

অবিশুদ্ধ—অনির্মল, সমল, সদোষ, অপবিত্র; মিশ্রিত, খাঁটি নয়; দুষ্ট, অধার্মিক, অস্পষ্ট, অব্যক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি; স্ত্রী অবিশুদ্ধা। বি অবিশুদ্ধতা, –ত্ব।

অবিশেষ—১। বিশেষাভাব, ভেদরাহিত্য, অভেদ। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিশেষবিরহিত, অভিন্ন। ন (নাই) বিশেষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিশেষা।

অবিশেষজ্ঞ—১। বিশেষ জ্ঞানরহিত, অনভিজ্ঞ; সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞানহীন, যে মর্মকথা জানে না; ভেদজ্ঞানরহিত। ন বিশেষজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –জ্ঞা। বি, –জ্ঞতা।

অবিশ্রান্ত—অবিশ্রাম, অবিরাম, ধারাবাহিক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিশ্রান্তা।

অবিশ্রাম—অবিরাম। ন (নাই) বিশ্রাম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিশ্রামা।

অবিশ্রুত—অবিখ্যাত, অপ্রসিদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –শ্রুতা।

অবিশ্বসনীয়, অবিশ্বাস্য—বিশ্বাসের অযোগ্য, অপ্রত্যয়যোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিশ্বস্ত—যাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হওয়া গিয়াছে এরূপ, অবিশ্বাসী, অবিশ্বাসযোগ্য, প্রত্যয়ের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিশ্বস্তা। বি অবিশ্বস্ততা।

অবিশ্বাস—১। বিশ্বাসাভাব, অপ্রত্যয়। ন বিশ্বাস, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিশ্বাসবিহীন, অপ্রত্যয়শীল; অবিশ্বস্ত, অবিশ্বাসযোগ্য। ন (নাই) বিশ্বাস যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিশ্বাসা।

অবিশ্বাসযোগ্য—বিশ্বাসের অযোগ্য, প্রত্যয়ানর্হ, যাহা বিশ্বাস করা যায় না। ন বিশ্বাসযোগ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –যোগ্যা।

অবিশ্বাসী (–সিন্)—অবিশ্বাসযোগ্য, অবিশ্বস্ত; বিশ্বাসবিহীন, অপ্রত্যয়শীল। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিশ্বাসিনী।

অবিশ্বাস্য—অবিশ্বসনীয় দেখ।

অবিষ—১। বিষহীন, নির্বিষ। ন (নাই) বিষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিষা; ২। সমুদ্র; আকাশ; রাজা। অব (গমন করা)+টিষ ক। সং; পু।

অবিষণ্ণ—বিষাদরহিত, অদুঃখিত; প্রসন্ন; হৃষ্ট, প্রফুল্ল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ণ্ণা।

অবিষয়—১। বিষয়াতীত; অজ্ঞাত; ইন্দ্রিয়জ্ঞানহীন। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিষয়া। ২। অপ্রকাশ, অদর্শন। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অবিষয়ী (–য়িন্)—অবিষয়াসক্ত, অভোগাসক্ত; অসংসারাসক্ত, বিষয়কর্মে অব্যাপৃত; ধনহীন, সম্পত্তিরহিত, অসঙ্গতিপন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিষয়িণী।

অবিষাদ—১। বিষাদাভাব, বিষাদরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিষাদরহিত, অবিষণ্ণ। ন (নাই) বিষাদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিষাদা।

অবিষী—নদী; পৃথিবী; স্বর্গ। অব (গমন করা, রক্ষা করা)+টিষ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অবিসংবাদ—অবিতণ্ডা, অবিবাদ, অবিরোধ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অবিসংবাদিত—অবিরোধিত; অপ্রতিরোধিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিসংবাদিতা।

অবিসংবাদিতা—অবিসংবাদিত ও অবিসংবাদী দেখ।

অবিসংবাদিত্ব—অবিরোধিত্ব। অবিসংবাদী দেখ। অবিসংবাদিন্+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

অবিসংবাদিরূপে—প্রতিবাদকারী না থাকে এরূপে, সর্বসম্মতিক্রমে। অবিসংবাদীর রূপ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অবিসংবাদী (–দিন্)—অবিবাদী, অবিরোধী। ন বিসংবাদী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিসংবাদিনী। বি অবিসংবাদিতা।

অবিসর্গী (–সর্গিন্)—১। অত্যাগী, অবর্জনশীল, যাহা ছাড়ে না। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অবিসর্গিণী। ২। যে জ্বর ছাড়ে না, অবিরাম জ্বর। সং; পু।

অবিস্তীর্ণ, অবিস্তৃত—অব্যাপ্ত, অপ্রসৃত, যাহা ছড়ান নহে; অবহুলীকৃত; বিস্তারবিহীন, স্বল্পপ্রস্থ, কম চওড়া। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিস্পষ্ট—১। অস্পষ্ট, অস্ফুট, অব্যক্ত। ন

বিস্পষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিস্পষ্টা। ২। অস্পষ্ট বাক্য। সং; ক্লী।

অবিস্ময়—১। বিস্ময়াভাব, চমৎকার বোধ না করা, আশ্চর্য্যান্বিত না হওয়া, অনাশ্চর্য্য। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিস্ময়রহিত, অবিস্মিত, অচমৎকৃত। ন (নাই) বিস্ময় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিস্ময়া।

অবিস্মরণ—অবিস্মৃতি, ভুলিয়া না যাওয়া, মনে রাখা, স্মরণ। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অবিস্মিত—বিস্ময়রহিত, অচমৎকৃত, অনাশ্চর্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিস্মিতা।

অবিস্মৃত—বিস্মৃত নহে, যে ভুলে নাই, যে স্মরণ রাখিয়াছে; যাহা ভুলা যায় নাই, যাহা স্মরণ রাখা হইয়াছে, স্মৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিস্মৃতা। [সং; স্ত্রী।

অবিস্মৃতি—অবিস্মরণ, না ভুলা। নঞ্‌তৎ।

অবিহিত—বিধিবিরুদ্ধ, অবৈধ; অন্যায্য, অনুচিত, অকর্ত্তব্য; অব্যবস্থিত; নিষিদ্ধ; অসম্পাদিত, অননুষ্ঠিত, অকৃত। ন বিহিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিহিতা।

অবিহ্বল—বিহ্বল নহে, শোকভয়াদি দ্বারা অনভিভূত; অবিক্লব। ন বিহ্বল,নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবিহ্বলা।

অবী—ঋতুমতী স্ত্রী, রজস্বলা। অব (রক্ষা করা) +ই ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। সং; স্ত্রী।

অবীক্ষণ—১। দর্শনাভাব। ন বীক্ষণ, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। দর্শনশূন্য। ন (নাই) বীক্ষণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ণা।

অবীক্ষিত—১। অদৃষ্ট। ন বীক্ষিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবীক্ষিতা। ২। দর্শনাভাব, অদর্শন। সং; ক্লী।

অবীচি—১। তরঙ্গশূন্য। ন (নাই) বীচি (তরঙ্গ) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। নরকবিশেষ [ভাগবতে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি দ্রব্য বিনিময়ে বা দানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে ব্যক্তি শত যোজন ঊর্দ্ধ গিরিশৃঙ্গ হইতে অধোমস্তক হইয়া অবীচি নরকে নিক্ষিপ্ত হয়]। ৩। তরঙ্গাভাব; শ্রেণীহীনতা; অবকাশাভাব; অসুখ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অবীজ—১। বীজরহিত। ন (নাই) বীজ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবীজা। ২। বীজাভাব, বীচি না থাকা; অপকৃষ্ট বীজ। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অবীজক—বীজরহিত। ন (নাই) বীজ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অবীর—১। বীর নয়, দুর্ব্বল, হীনবীর্য্য। নঞ্‌তৎ। ২। বীরশূন্য। ন (নাই) বীর যেখানে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবীরা।

অবীরা—১। বীররহিতা। বহু। ২। পতিপুত্রহীনা। ন বীরা, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অবুঝ, অবুঝা—যে বুঝে না বা বুঝিতে পারে না; যে বুঝিয়াও বুঝে না; অবিবেচক; অসাধ্বনীয়, যে প্রবোধ মানে না। দেশজ।

অবুধ—১। অপণ্ডিত, অজ্ঞান। নঞ্‌তৎ। বিণ বা সং; পু। ২। অবোধ, অবুঝ। প্রা, ক।

অবৃদ্ধ—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নহে; অপ্রাচীন; অর্ব্বাচীন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবৃদ্ধা।

অবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিহীন, কুসীদরহিত, সুদশূন্য। ন (নাই) বৃদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবেক্ষক—নিরীক্ষণকর্ত্তা, দ্রষ্টা, দর্শক; অনুসন্ধানকারী, পরীক্ষক। অব—ঈক্ষ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবেক্ষিকা।

অবেক্ষণ—দর্শন,নিরীক্ষণ; আলোচনা; বিচার; মনোযোগ; পালন; অনুসন্ধান,অনুরোধ; প্রতীক্ষা। অব—ঈক্ষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবেক্ষণীয়—দর্শনীয়, অবলোকনীয়। অব—ঈক্ষ (দেখা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবেক্ষমাণ—নিরীক্ষমাণ, দেখিতেছে এরূপ। অব—ঈক্ষ+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ণা।

অবেক্ষা—অবেক্ষণ (সকল অর্থে)। অব—ঈক্ষ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অবেক্ষিত—দৃষ্ট, অবলোকিত; আলোচিত; পালিত। অব—ঈক্ষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবেণীবদ্ধ,—সংবদ্ধ—বেণী করিয়া বা বিনাইয়া বাঁধা হয় নাই এরূপ (কেশ), এলোথেলো, আলুলায়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবেদনীয়—অবেদ্য, অজ্ঞেয়, দুর্ব্বোধ, অননুভবনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

অবেদবিৎ (—বিদ্)—বেদজ্ঞানরহিত; বেদবিষয়ে অজ্ঞ। বেদ জানে যে সে বেদবিৎ (উপ), ন বেদবিৎ (নঞ্‌তৎ)। বিণ; ত্রি।

অবেদবিহিত—বেদে যাহার বিধান নাই, বেদবিরুদ্ধ। বেদ দ্বারা বিহিত =বেদবিহিত (৩তৎ), ন বেদবিহিত (নঞ্‌তৎ)। বিণ; ত্রি।

অবেদ্য—১। দুর্জ্ঞেয়,অজ্ঞেয়,জ্ঞানাতীত; অবিবাহ্য। ন বেদ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবেদ্যা। ২। গোবৎস, বাছুর। সং; পু।

অবেল—১। অপহ্নব, অপলাপ, অন্ধীকার বা গোপন করা। অ (অনাদর) উদ্গার (বাণীর) যাহাতে, বহু। সং; পু। ২। বেলারহিত, অসাময়িক। ন (নাই) বেলা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবেলা।

অবেলা—১। বেলারহিতা। বহু; অবেল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অসময়; অপগত সময়; শেষ বেলা; চর্ব্বিতগুবাক, চিবান গুপারি। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অবৈতনিক—অবেতনগ্রাহী, বিনা বেতনে কর্ম্মচারী; যাহাতে বেতন পাওয়া যায় না বা লওয়া হয় না এরূপ (পদ)। ন বৈতনিক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবৈতনিকী।

অবৈদ্য—অপকৃষ্ট বৈদ্য, কুচিকিৎসক, আনাড়ী বা হাতুড়িয়া কবিরাজ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অবৈধ—বিধিবিরুদ্ধ, অবিহিত; অনুচিত, অকর্ত্তব্য। ন বৈধ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবৈধী। বি অবৈধতা।

অবোদ—১। বিকলবাক্য। অব—বদ (বলা) +ক ভা। সং; ক্লী। ২। আর্দ্র, ভিজা। অব—উন্দ (আর্দ্র হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অবোদা।

অবোল, অবোলা—বাক্যহীন, মূক, বাক্‌শক্তিরহিত। দেশজ। বিণ।

অব্দ—১। বৎসর। অব (রক্ষা করা)+দ ক। ২। জলদ, মেঘ; পর্ব্বতবিশেষ। অপ্ (জল) —দা (দান করা)+ড ক। সং; পু।

অব্যক্ত—১। অপ্রকাশিত; অস্পষ্ট; অজ্ঞাত; অতিসূক্ষ্ম; অদৃশ্য। ন ব্যক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যক্তা। ২। বিষ্ণু; শিব; কন্দর্প; মূর্খ ব্যক্তি। সং; পু। ৩। ব্রহ্ম; প্রকৃতি; কারণ। সং; ক্লী।

অব্যক্তপুষ্পক—যাহার পুষ্প দেখা যায় না। অব্যক্ত পুষ্প যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অব্যক্তরাগ—ঈষৎ লোহিতবর্ণ, অল্প লাল রং। কর্ম্মধা। সং; পু।

অব্যক্তরাশি—(গণিতশাস্ত্রে) অজ্ঞাতরাশি [Unknown quantity]। সং; পু।

অব্যক্তশিরস্ক—অস্পষ্ট-মস্তক, যাহার মস্তক স্পষ্ট দেখা যায় না। অব্যক্ত (অস্পষ্ট) শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অব্যঙ্গ—১। অবিকলাঙ্গ, অঙ্গহীনতাশূন্য, পূর্ণাঙ্গ। ন ব্যঙ্গ, নঞ্‌তৎ। ২। ব্যঙ্গরহিত, পরিহাসবিহীন। ন (নাই) ব্যঙ্গ যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যঙ্গা।

অব্যঞ্জন—১। অব্যক্ত, অস্ফুট, অস্পষ্ট; তরকারিবিহীন। ন (নাই) ব্যঞ্জনা বা ব্যঞ্জন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শৃঙ্গহীন পশু। সং; পু।

অব্যণ্ডা—আলকুশী। ন (অ) বি (বিনির্গত) অণ্ড যাহা হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

অব্যতিক্রম—অনতিক্রম, না ছাড়াইয়া যাওয়া; অবিপর্য্যয়; অনুল্লঙ্ঘন; অব্যভিচার; অপরিবর্ত্তন; অবিরোধ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অব্যথ—১। ব্যথাশূন্য; অ-পরপীড়ক। ন (নাই) ব্যথা যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যথা। ২। সর্প। ন (নাই) ব্যথ (ব্যথাদায়ক) যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

অব্যথা—১। ব্যথারহিতা। বহু; অব্যথ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। হরীতকী। ৩। ব্যথারাহিত্য। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অব্যথ্য—ব্যথারহিত; যে ব্যথা দেয় না। ন (অ)—ব্যথ+ণ্যপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অব্যাভার—অপব্যবহার বা অব্যবহার শব্দের অপভ্রংশ।

অব্যভিচার—ব্যভিচারাভাব, অবৈধ সুরত না করা; অনতিক্রম; অকদাচার; অযথাচরণরাহিত্য; অচঞ্চলতা, স্থিরতা। ন ব্যভিচার, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অব্যভিচারিণী—অভ্রষ্টাচারা, অযথাচরণরহিতা; পরপুরুষানণুরক্তা, অকুলটা। ন ব্যভিচারিণী, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অব্যভিচারিত—বাধাশূন্য, অপ্রতিবন্ধক। ন ব্যভিচারিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যভিচারী (−রিন্)—অপরিবর্ত্তনশীল, স্থির; ব্যভিচাররহিত; অবিচল; ধর্ম্ম হইতে অবিচলিত; অবিসংবাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু।

অব্যয়—১। ব্যয়রহিত; কৃপণ; অক্ষয়; অবিকৃত। ন (নাই) ব্যয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যয়া। ২। ব্রহ্ম। সং; ক্লী। ৩। বিষ্ণু; শিব। সং; পু। ৪। ব্যাকরণে সর্ব্ববিভক্তিতে একরূপ শব্দ*। ন (অ)−বি−ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু বা ক্লী।

* যে সকল শব্দ সকল লিঙ্গে এবং সকল বিভক্তির সকল বচনে একরূপ থাকে, কোন পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগকে অব্যয় শব্দ বলে; যথা,—(সংস্কৃত) প্রত্যুত, ফলতঃ, প্রভৃতি, অতএব, অচিরাৎ, ঈষৎ, উচ্চৈঃ ইত্যাদি; (বাঙ্গালা) আজি, কালি, এখন, কখন, কাজে কাজেই, কেন, কেননা, ইত্যাদি। সংস্কৃত অব্যয়সমূহের মধ্যে প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আঙ্, এই বিংশতিটী ধাতুর সহিত নানা অর্থ প্রকাশ করে, এজন্য ইহাদিগকে উপসর্গ কহে। [মহর্ষি পাণিনির মতে ঐ বিংশতি ভিন্ন নিস্ ও দুস্ দুইটিও গৃহীত হইয়াছে]।

অব্যয়া—১। ব্যয়রহিতা, ইত্যাদি। বহু; অব্যয় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

অব্যয়ী (−য়িন্)—ব্যয়রহিত, অ-খরচে, থাকিতে যে খরচ করে না, কৃপণ। ন ব্যয়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অব্যয়িনী।

অব্যয়ীভাব—ব্যয়শূন্যতা, অবিনাশিত্ব, মরণ-ধর্ম্মরাহিত্য; সমাসবিশেষ [সমাস দেখ]। অব্যয় শব্দ+চি্ব অভূততদ্ভাবার্থে (=অব্যয়ী−ভূ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অব্যর্থ—সার্থক, সফল, অমোঘ। ন ব্যর্থ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যর্থা। বি অব্যর্থতা, −ত্ব।

অব্যলীক—যাহা অসত্য নহে, সত্য, সত্যপ্রিয়, সত্যবাদী; যাহা অপ্রিয় বা অপ্রীতিকর নহে, প্রীতিকর, মনোরম। ন ব্যলীক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, −লীকা।

অব্যবধান—১। ব্যবধানশূন্য, অব্যবহিত; প্রমত্ত; অনবহিত। ন (নাই) ব্যবধান যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যবধানা। বি অব্যবধানতা, −ত্ব। ২। ব্যবধানহীনতা, অদূরত্ব। ন ব্যবধান, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অব্যবসায়—ব্যবসায়াভাব; অননুশীলন, উদ্যোগাভাব, চেষ্টাশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অব্যবসায়ী (−য়িন্)—ব্যবসায়ী নয় এরূপ; যে পেশাদার নয়; অননুশীলনশীল, ক্রিয়াশূন্য, চেষ্টাবিরহিত। ন ব্যবসায়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অব্যবসায়িনী।

অব্যবস্থ—ব্যবস্থারহিত; অনির্দ্দিষ্ট; অস্থির, অনিশ্চিত। ন (নাই) ব্যবস্থা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যবস্থা।

অব্যবস্থা—১। ব্যবস্থারহিতা, ইত্যাদি। বহু; অব্যবস্থ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অবিধি; অনিয়ম; অস্থৈর্য্য। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অব্যবস্থিত—অস্থির; অনিয়মিত। ন ব্যবস্থিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, −স্থিতা।

অব্যবস্থিত-চিত্ত—১। অস্থিরচিত্ত, যাহার কোনও বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা নাই, চঞ্চলমতি অব্যবস্থিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, −চিত্তা। বি, চিত্ততা। ২। অস্থির মন, চঞ্চলা মতি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অব্যবহার—ব্যবহারাভাব, ব্যবহার না করা; অপ্রয়োগ; দুর্ব্ব্যবহার, দুরাচরণ; অত্যাচার। ন ব্যবহার, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অব্যবহার্য্য—ব্যবহারের অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য, অনাচরণীয়; অনুপভোগ্য। ন ব্যবহার্য্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যবহার্য্যা।

অব্যবহিত—ব্যবধানবিরহিত, নিকটস্থ, সন্নিহিত। ন ব্যবহিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যবহৃত—যাহা কেহ ব্যবহার করে নাই এরূপ, অনাচরিত; অনুপভুক্ত; অপ্রচলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, −হৃতা।

অব্যাবু—বোধহীন, সংজ্ঞাশূন্য, মূঢ়, মোহিত। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অব্যসন—১। ব্যসনরহিত, অদুষ্ক্রিয়ারত। ন (নাই) ব্যসন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যসনা। ২। ব্যসনাভাব, দুষ্ক্রিয়ারাহিত্য। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অব্যসনী (−নিন্)—অব্যসনাসক্ত, ব্যসনরহিত, অদুষ্ক্রিয়ারত। ন ব্যসনী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অব্যসনিনী।

অব্যস্ত—অবিক্ষিপ্ত; অবিভক্ত, অবিচ্ছিন্ন; সমস্ত, সমাসবদ্ধ; অব্যাকুল; অত্বরান্বিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যস্তা।

অব্যাকুল—ব্যাকুলতাশূন্য, চিত্তের চঞ্চলতাশূন্য; আগ্রহশূন্য। ন ব্যাকুল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যাকৃত—১। বেদান্তে—ব্রহ্মব্যতীত জগতের উৎপত্তির বীজ; সাংখ্যে—অব্যক্ত। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। অবিভক্ত; অভিন্ন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যাকৃতা।

অব্যাখ্যাত—বিশিষ্টরূপে অকথিত, অবর্ণিত; যাহার অর্থ প্রকাশ করা হয় নাই, যাহা বুঝান হয় নাই। ন ব্যাখ্যাত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যাখ্যাতা।

অব্যাখ্যেয়—দুর্ব্বোধ্য, যাহা ব্যাখ্যা করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যাঘাত—১। ব্যাঘাতশূন্য, অবাধ, নির্ব্বিঘ্ন। ন (নাই) ব্যাঘাত যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাঘাতাভাব, বাধাশূন্যতা, নির্ব্বিঘ্নতা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অব্যাজ—১। অকপট; অমায়িক; বাধারহিত; বিলম্বরহিত, শীঘ্র, সত্বর। ন (নাই) ব্যাজ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অকপটতা, সরলতা; শীঘ্র, ত্বরা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অব্যাজে—অকপটে, অগোপনে, অবিলম্বে, সত্বর। ন (নাই) ব্যাজ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অব্যাপক—অব্যাপ্তিশীল, যাহা ব্যাপে না, যাহা না ছড়াইয়া এক জায়গায় বা এক বিষয়ে থাকে; সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ। ন ব্যাপক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যাপিকা। বি অব্যাপকতা, −ত্ব।

অব্যাপনীয়—অব্যাপ্য, ব্যাপ্তিরহিত, যাহা ব্যাপে না। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যাপার—১। ব্যাপাররহিত, ব্যাপারশূন্য; অভ্যাসহীন। ন (নাই) ব্যাপার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাপারাভাব; অব্যবসায়; অনভ্যাস। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অব্যাপ্ত—অব্যাপ্তিযুক্ত, যাহা ব্যাপে নাই, সীমাবদ্ধ; অবিস্তারিত, যাহা ছড়ান হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যাপ্তা।

অব্যাপ্তি—ব্যাপনাভাব, ব্যাপ্তিরাহিত্য, না ব্যাপা, না ছড়ান; লক্ষ্য বিষয়ে লক্ষণাগমন। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অব্যাপ্য—অব্যাপনীয়; ব্যাপ্তিরহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যাপ্যা।

অব্যাপ্যবৃত্ত—১। একাংশে অবস্থিতি। আত্মার বিশেষ গুণ—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ও ভাবনাখ্য সংস্কার। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ। সামান্য গুণ সংযোগ ও বিভাগ। এই দ্বাদশটী অব্যাপ্যবৃত্ত। সং; স্ত্রী। ২। একাংশে অবস্থিত, যাহা কোথাও থাকে কোথাও থাকে না এরূপ; প্রাদেশিক। অব্যাপ্য বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অব্যাহত—ব্যাঘাতশূন্য, অপ্রতিহত; অকুণ্ঠিত, অবাধ। ন ব্যাহত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যাহতভাবে, −রূপে—ব্যাঘাতশূন্যরূপে, অবাধে।

অব্যাহত হইয়াছে ভাব,রূপ যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

অব্যাহৃতি—অব্যাঘাত; মুক্তি, নিষ্কৃতি, নিস্তার, পরিত্রাণ। ন (অ)–বি–আ–হৃন (বধ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অব্যাহৃত—অকথিত, অযুক্ত, অনুচ্চারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ক্রি। স্ত্রী অব্যাহৃতা।

অব্যুৎপন্ন—ব্যুৎপত্তিহীন; অনভিজ্ঞ, অজ্ঞান। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যুৎপন্না।

অব্যূঢ়—অনূঢ়, অবিবাহিত, অপরিণীত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্যূঢ়া।

অব্যূঢ়ান্ন—অনূঢ়ান্ন দেখ।

অব্রণ—ব্রণরহিত, অক্ষত। ন (নাই) ব্রণ যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রী অব্রণা।

অব্রত—ব্রতরহিত; ব্রতাচরণবিহীন। ন (নাই) ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অব্রতা।

অব্রতী (–তিন্)—ব্রতাচরণবিহীন; অনমুষ্ঠায়ী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অব্রতিনী।

অশকুন—১। দুর্লক্ষণ, অশুভ চিহ্নদর্শন; অমঙ্গল। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। অযাত্রিক; ন (মঙ্গল বা অশুভ) শকুন (চিহ্ন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশকুনা।

অশকুম্ভী—জলের পানা। অশ (ব্যাপা + অন্ ক=অশ (ব্যাপক): অশা যে কুম্ভী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অশক্ত—শক্তিহীন, অক্ষম, অসমর্থ, অপারক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশক্তা।

অশক্তি—১। শক্তিহীনতা,অসামর্থ্য,অপারকতা। সং; স্ত্রী। ২। শক্তিশূন্য, সামর্থ্যহীন, অক্ষম। বহু। বিণ; ত্রি।

অশক্য—শক্তিবহির্ভূত, সাধ্যাতীত, অসাধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশক্যা।

অশঙ্ক—শঙ্কাহীন, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়; নিশ্চিন্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশঙ্কা।

অশঙ্কনীয়—যাহাতে কোন ভয় নাই। ন শঙ্কনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –নীয়া।

অশঙ্কা—১। শঙ্কারহিতা, নিশ্চিন্তা। বহু; অশঙ্ক দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। শঙ্কারাহিত্য, অভয়; দুর্ভাবনারাহিত্য; সন্দেহাভাব। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অশঙ্কিত—অভীত, নিঃশঙ্ক; নিরুদ্বেগ,নিশ্চিন্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশঙ্কিতা।

অশঠ—শঠতাবিহীন, অধূর্ত; অক্রূর, অখল; অকপট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অশত্রু—১। শত্রুরহিত, প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন। ন (নাই) শত্রু যাহার, বহু। ২। যে নিজে শত্রুভাবাপন্ন নয়, বন্ধুভাবাপন্ন, অবিরোধী, অপ্রতিকূল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ৩। চন্দ্র। সং; পু।

অশথ, অশোথ—অশ্বত্থ শব্দের অপভ্রংশ।

অশন—১ ভোজন, ভক্ষণ। অশ (ভক্ষণ করা) +অনট্ ভা। ২। ভক্ষ্যবস্তু, খাদ্য। অশ +অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী। ৩। ভক্ষক। অশ +অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশনা। ৪। অসনবৃক্ষ; পিয়াশাল। সং; পু।

অশননলী—গলনলী, যে নলী দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্য জঠরে নীত হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অশনপর্ণী—বৃক্ষবিশেষ, অপরাজিতা, মারাটী। অশনের পর্ণের ন্যায় পর্ণ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অশন-বসন—খাদ্য ও পরিধেয়; খাওয়া-পরা, অন্নবস্ত্র, ভাতকাপড়। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

অশনাচ্ছাদন—অশন-বসন (তাহা দেখ)। অশন ও আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

অশনায়া—ভোজনেচ্ছা, বুভুক্ষা, ক্ষুধা। অশন শব্দ+ক্যচ্=অশনায় নামধাতু, তদুত্তরে অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

অশনায়িত—বুভুক্ষিত, ক্ষুধিত। অশনায়া শব্দ +ইত অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –য়িতা।

অশনি—বজ্র; বিদ্যুৎ। অশ (ভক্ষণ করা)+ অনি ক। সং; পু বা স্ত্রী।

অশনিপতন—বজ্রপাত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অশনিপাত, –সম্পাত—বজ্রপতন। ৬তৎ। সং; পু।

অশরণ—অনাথ, অসহায়, নিরাশ্রয়, গৃহশূন্য। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশরণা।

অশরীর—১। শরীরহীন, দেহহীন। ন (নাই) শরীর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশরীরা। ২। কন্দর্প; পরমাত্মা। সং; পু।

অশরীরিবাক্ (–বাচ্)—দৈববাণী, আকাশবাণী। অশরীরিণী বাক্ ইতি কর্ম্মধা, কিংবা অশরীরীর বাক্ ইতি ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অশরীরী (–রিন্)—শরীরহীন, দেহশূন্য, নিরবয়ব, নিরাকার। ন শরীরী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অশরীরিণী।

অশর্ম্ম (অশর্ম্মন্)—অসুখ, দুঃখ, কষ্ট। ন (নয়) শর্ম্ম (সুখ), নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অশর্ম্মা (অশর্ম্মন্)—সুখহীন, দুঃখিত, ক্লিষ্ট, ব্যথিত, পীড়িত। ন (নাই) শর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অশাখ—শাখাহীন। ন (নাই) শাখা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশাখা।

অশাখা—১। শাখাহীনা। বহু; অশাখ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। গুল্মীতৃণ গাছ। সং; স্ত্রী।

অশান্ত—শমগুণরহিত, অসৌম্য; অশিষ্ট, চঞ্চল, দুরন্ত, দুর্বৃত্ত, দুর্দান্ত। ন শান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশান্তা।

অশান্তি—শান্তির অভাব; শমরাহিত্য; অস্থিরতা; উপদ্রব, উৎপাত। ন শান্তি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অশারীরিক—অকায়িক, অদৈহিক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশারীরিকী।

অশাশ্বত—অসনাতন, অসদাকালস্থায়ী, অনিত্য, অচিরস্থায়ী, ক্ষণিক। ন শাশ্বত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশাশ্বতী।

অশাসন—শাসনাভাব, অরাজকতা; কুশাসন। ন শাসন, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অশাসনীয়—অদমনীয়, যাহাকে শাসন করা যায় না। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –নীয়া।

অশাসিত—যাহাকে শাসন করা হয় নাই বা করিতে পারা যায় নাই এরূপ, অদমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশাসিতা।

অশাস্ত্র—১। বেদাদিবিরুদ্ধ শাস্ত্র; শাস্ত্রাভাব; অবিধি। ন শাস্ত্র, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। বেদাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ; শাস্ত্রবহির্ভূত; অবিহিত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশাস্ত্রা।

অশাস্ত্রীয়—অশাস্ত্রসিদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবহির্ভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশাস্ত্রীয়া। [সং; স্ত্রী।

অশিক্ষা—শিক্ষার অভাব; কুশিক্ষা। নঞ্‌তৎ।

অশিক্ষিত—অবিজ্ঞ, অজ্ঞ, মূর্খ; অসভ্য, অভব্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশিক্ষিতা।

অশিত—১। তৃপ্ত। অশ+ক্ত ক। ২। ভক্ষিত। অশ (ভক্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ৩। অশাণিত। ন শিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশিতা।

অশিত্র—তস্কর, চোর; চরু। অশ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ইত্র ক। সং; পু।

অশিথিল—শিথিল নহে, অশ্লথ; অনলস। ন শিথিল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশিথিলা।

অশির—১। নিশাচর, রাক্ষস; অগ্নি; সূর্য্য। অশ (ভক্ষণ করা)+ইর ক। সং; পু। ২। হীরক। ন (নাই) শিরা যাহার, বহু। সং; ক্লী। স্ত্রী অশিরা।

অশিরস্ক—মস্তকবিহীন। ন (নাই) শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশিরস্কা।

অশিরা—নিশাচরী, রাক্ষসী। অশির দেখ। অশির শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অশিরাঃ (–রস্)—মস্তকহীন। ন (নাই) শিরঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অশিব—১। অমঙ্গল। ন শিব, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। অশুভ, অনিষ্টকর। বিণ; ত্রি।

অশিশু—১। শিশুভিন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। শিশুরহিত, অনপত্য, নিঃসন্তান। ন (নাই) শিশু যাহার, বহু। বিণ; পু।

অশিশ্বিকা—শিশুরহিতা, অনপত্যা, সন্তানহীনা, আঁটকুড়ী। অশিশ্বী শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অশিশ্বী—শিশুরহিতা, সন্তানহীনা, পুত্রকন্যাহীনা। ন (নাই) শিশু যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

অশিষ্ট—অশান্ত, দুরন্ত; দুর্বৃত্ত, দুর্দান্ত; অসভ্য, অভব্য। ন শিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশিষ্টা। বি অশিষ্টতা।

অশিষ্টাচরণ—অভদ্রব্যবহার, অশিষ্টতা ; দুর্বৃত্ততা, দুরাচরণ। অশিষ্ট যে আচরণ,কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অশিষ্টাচার—১। অভদ্রব্যবহার, অশিষ্টতা ; দুর্ব্বৃত্ততা, দুরাচরণ। অশিষ্ট যে আচার, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অভদ্রব্যবহারকারী, দুরাচার, দুর্ব্বৃত্ত, অশিষ্ট। অশিষ্ট আচার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—চারা।

অশীত—শৈত্যরহিত, অশীতল, উষ্ণ। নঞ্-তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশীতা।

অশীত-কর,—দীধিতি,—মরীচি—সূর্য্য। অশীত কর, দীধিতি, মরীচি যাহার, বহু। সং ; পু।

অশীতি—১। ৮০ সংখ্যা। অষ্টদশন্ শব্দ+তি নিপাতনে। সং; স্ত্রী। ২। ৮০ সংখ্যক। বিণ ; ত্রি।

অশীতিক—অশীতিবর্ষবয়স্ক, আশী বছরের। অশীতি শব্দ+ক যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

অশীতিতম—আশী এই সংখ্যার পূরণ, উনআশীর পরবর্ত্তীটী। অশীতি শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশীতিতমী।

অশীতিপর—আশীর অধিক ; আশীর অধিক বয়স্ক। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পরা।

অশীল—দুঃশীল, দুষ্টস্বভাব, দুর্ব্বৃত্ত, দুরাচার ; অভদ্র, অশিষ্ট, অসভ্য। ন (অপ্রশস্ত) শীল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশীলা। বি অশীলতা,—ত্ব।

অশুচি—অশুদ্ধ,অপবিত্র। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশুদ্ধ—অশুচি, অপবিত্র, অবিশুদ্ধ ; অসংশোধিত, ভুলযুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশুদ্ধা। বি অশুদ্ধতা।

অশুদ্ধি—১। অপবিত্রতা, অশৌচ ; ভুল। নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। শুদ্ধিবিরহিত, অশুচি, অপবিত্র। ন (নাই) শুদ্ধি যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অশুদ্ধিপত্র—ভ্রমসংবলিত পত্র, যে পাতায় পুস্তকাদির সমস্ত ভুল এক সঙ্গে লিখা থাকে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অশুদ্ধিশোধন—ভ্রমসংশোধন, ভুল সারা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অশুভ—১। অমঙ্গল। নঞ্তৎ। ২। পাপ। ন (নাই) শুভ যাহা হইতে, বহু। সং ; ক্লী। ৩। অমঙ্গলজনক, অহিতকর। ন (নাই) শুভ যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অশুভকর—অমঙ্গলজনক। ন শুভকর,নঞ্তৎ, অথবা উপ, অশুভ—কৃ+টক্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—করী। [হয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অশুভক্ষণ—যে সময়ে যাত্রাদি করিলে অমঙ্গল

অশুভসূচক—অমঙ্গলদ্যোতক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশুভসূচিকা।

অশূন্য—অরিক্ত, যাহা খালি নহে ; পরিপূর্ণ ; সম্পন্ন। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশূন্যা।

অশৃত—অপক্ব, কাঁচা। ন শৃত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশৃতা।

অশেষ—১। শেষাভাব। নঞ্তৎ। সং ; পু। ২। শেষহীন ; সম্পূর্ণ ; সমুদায় ; অসীম ; অনন্ত, অসংখ্য। ন (নাই) শেষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশেষা।

অশেষজ্ঞ—সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, যাহার সব জানা আছে এরূপ,সর্ব্ববিৎ। অশেষ—জ্ঞা (জানা) +ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—জ্ঞা।

অশেষতত্ত্বজ্ঞ—অসংখ্য বিষয়ের স্বরূপবেত্তা, সকল বিষয়ের মর্ম্ম জানেন বা বুঝেন এরূপ। অশেষ যে তত্ত্ব সে অশেষতত্ত্ব (কর্ম্মধা), তাহা জ্ঞাত আছে যে (উপ), অশেষতত্ত্ব—জ্ঞা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

অশেষপ্রকার—অশেষবিধ (সকল অর্থে)। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রকারা।

অশেষবিধ—অসংখ্য প্রকার, সর্ব্ববিধ ; বহু প্রকার। নানারকম। অশেষা বিধা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশেষবিধা।

অশোক—১। শোকহীন, বিগতশোক। ন (নাই) শোক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশোকা। ২। পারদ। সং ; ক্লী। ৩। বিষ্ণু ; স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ [কথিত আছে যে, এই বৃক্ষমূলে বসিয়া তপস্যা করতঃ গৌরী সিদ্ধমনোরথা হইয়া গতশোকা হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম অশোক ; অঙ্গনাপ্রিয় দেখ] ; দশরথের মন্ত্রী ; দুইজন রাজার নাম। সং ; পু।

*১। প্রথম অশোক মগধের প্রথম রাজা। ইঁহার পিতা শিশুনাগ মৌর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের সেনাপতি ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। অশোকের মাতা শিশুনাগের নর্ত্তকী ছিলেন, পরে মহারাজ তাঁহাকে বিবাহ করেন।

২। দ্বিতীয় অশোকই ইতিহাসে সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইনি সুবিখ্যাত মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। ইনি অতি সাহসী, অধ্যবসায়শীল ও প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে যে, বাল্যকালে ইনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন, এবং আপনার ভ্রাতাদিগের প্রাণসংহার করিয়া খ্রীঃ পূঃ ২৬৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরন্তু ইঁহার কয়েক বৎসর পরে (খ্রীঃ পূঃ ২৫৮) হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ইঁহার স্বভাবেরও বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। ইনি ধর্ম্মপ্রচারার্থে আপনার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, ইনি সর্ব্বসমেত ৮৪,০০০ বুদ্ধচৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রজাদিগের শিক্ষার্থে প্রস্তরস্তম্ভে ও গিরিগাত্রে ভারতবর্ষের নানাস্থানে অনুশাসন ও উপদেশবাক্য ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন, এবং স্থানে স্থানে কূপ ও পুষ্করিণী খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি অশেষবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে মগধ রাজ্য হিমালয় হইতে কুমারিকা ও উড়িষ্যা হইতে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইনি নিজে বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুদিগের প্রতি কখনও অত্যাচার করিতেন না, প্রত্যুত সকল শ্রেণীর প্রজাকেই অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। এইরূপে ৩৭ বৎসর রাজত্ব করার পর অশোক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। খ্রীঃ পূঃ ২২৬ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অশোকবন, অশোকবনিকা—১। রাবণের লঙ্কাপুরীস্থ বিহারকানন। এই স্থানে প্রবেশ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে সকল প্রকার শোক দূরীভূত হইত বলিয়া ইহার নাম অশোকবন। ২। অযোধ্যায় রামচন্দ্রেরও এই নামে একটী প্রমোদ উদ্যান ছিল। রাবণ বধের পর তিনি অনেক সময় সীতার সহিত এইখানে বাস করিতেন। কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অশোকষষ্ঠী—চৈত্র মাসের শুক্লষষ্ঠী। [এই দিনে বঙ্গ দেশের পুত্রবতী ললনারা পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে ষষ্ঠীপূজা এবং ছয়টী অশোককলিকার জল পান করেন। কথিত আছে যে, এরূপ করিলে তাঁহাদিগকে পুত্রবিয়োগজনিত শোক পাইতে হয় না]। অশোকা যে ষষ্ঠী, কর্ম্মধারয়। সং ; স্ত্রী।

অশোকসুন্দরী—পার্ব্বতীর কন্যা, নহুষের পত্নী এবং যযাতির জননী। সং ; স্ত্রী।

অশোকা—১। শোকহীনা। বহু; অশোক দেখ। বিণ, স্ত্রী। ২। কটকী। ন (নাই) শোক যাহা হইতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

অশোকারি—কদম্বৃক্ষ, কদমগাছ। অশোকের অরি, ৬তৎ ; কিংবা অশোক হইয়াছে অরি যাহার, বহু। সং ; পু।

অশোকাষ্টমী—চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী। অশোকা যে অষ্টমী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

লিঙ্গ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে এই দিনে আটটী অশোক-কলিকাযুক্ত জল পান করিলে শোক পাইতে হয় না। লিঙ্গপুরাণের বচনটী এই ;—

"চৈত্রে মাসে সিতপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্।
পিবেচ্ছোককলিকাঃ স্নাত্বা লৌহিত্যবারিণি।"

এই বচনে কেবল অশোক-কলিকার জল পানের বিধান নাই, অধিকন্তু লৌহিত্যবারিতে স্নানেরও বিধি রহিয়াছে। লোহিত সরোবরে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হওয়ায় এই নদের আর একটী নাম লৌহিত্য। উক্ত

বিধানানুসারে ঐ দিবসে ব্রহ্মপুত্র-স্নানেরও যোগ হইয়া থাকে।

অশোচনীয়, অশোচ্য—শোকের অযোগ্য; যে বিষয়ে শোক করিতে নাই এইরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া,—শোচ্যা।

অশোচিত—যাহার জন্য শোক করা হয় নাই; অবিলপিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অশোচ্য—অশোচনীয় দেখ।

অশোধন—শোধনাভাব, শোধন না করা; অনির্ম্মলীকরণ; অপরিষ্করণ; অমার্জ্জন; অসংশোধন, না সারা; অপরিশোধ,ঋণাদি না শোধা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অশোধনীয়, অশোধ্য—শোধনের অশক্য; অসংশোধ্য, যাহা সারিতে পারা যায় না বা সারিবার নহে; অপরিশোধ্য, যাহা শোধ দিতে পারা যায় না। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশোধনীয়া, অশোধ্যা।

অশোধিত—অনির্ম্মলীকৃত, অপরিষ্কৃত, অমার্জ্জিত; অসংশোধিত; অপরিশোধিত, যাহার শোধ দেওয়া হয় নাই। ন শোধিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশোধিতা।

অশোধ্য—অশোধনীয় দেখ।

অশোভন—শোভাহীন, অসুন্দর, অপরিপাটী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশোভনা।

অশোভিত—অবিভূষিত, অনলঙ্কৃত, অসজ্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশোভিতা।

অশৌচ—অশুদ্ধি, অপবিত্রতা; অশৌচ নানাপ্রকার, যথা—জননাশৌচ, মরণাশৌচ, কালাশৌচ, ইত্যাদি। ন শৌচ, নঞ্‌তৎ; অথবা অশুচি শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

অশৌচান্ত—অশৌচসমাপ্তি, অশৌচের শেষ। অশৌচের অন্ত, ৬তৎ। সং; পু।

অশ্ম—প্রস্তর, শিলা, পাথর; পর্ব্বত; মেঘ। অশ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ম ক। সং; পু।

অশ্মা (অশ্মন্)—শিলা, প্রস্তর; পর্ব্বত। অশ (ব্যাপা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

অশ্মক—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। দময়ন্তীর গর্ভে সৌদাসের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ইঁহার জননী সাত বৎসর কাল ইঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে একখণ্ড তীক্ষ্ণধার অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর দ্বারা স্বীয় উদর ভেদ করাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

অশ্মকুট্ট, অশ্মকুট্টক—১। প্রস্তরোপরি ধান্য পেষণকর্ত্তা, যে জন পাথরের উপর রাখিয়া ধান কুটে। অশ্মন্ (প্রস্তর)—কুট্ট (পেষণ করা)+অল্ ক; ২য় পক্ষে তদুত্তরে স্বার্থে কণ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কুট্টা,—কুট্টকা। ২। মুনিবিশেষ। সং; পু।

অশ্মগর্ভ—মরকতমণি, পান্না। অশ্ম (পর্ব্বত) গর্ভ (যোনি) যাহার, বহু। সং; পু।

অশ্মগর্ভজ—মরকতমণি, পান্না। অশ্মের গর্ভ—... (৬তৎ), তাহা হইতে জন্মে যে, (উপ); অশ্মগর্ভ—জন+ড ক। সং; ক্লী।

অশ্মঘ্ন—পাষাণভেদী বৃক্ষ, হাথাজুড়ি। অশ্মন্—হন (বধ করা)+টক্ ক। সং; পু।

অশ্মজ—১। লৌহ; শৈলেয়; গিরিমাটী। অশ্মন্—জন (জন্মান)+ড ক। সং; ক্লী। ২। শিলাজাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্মজা।

অশ্মজতুক—শিলাজতু; অশ্মজাত যে জতুক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অশ্মদারণ—১। প্রস্তর-বিদারণ, পাথর ফাটান বা ভাঙ্গা। অশ্মের দারণ, ৬তৎ। ২। পাষাণভেদকারী অস্ত্র, টঙ্ক, টাঙ্গি। অশ্মের দারণ হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; ক্লী।

অশ্মন্—অশ্ম (২) দেখ।

অশ্মন্ত—১। চুল্লী, উনান; অমঙ্গল; মৃত্যু; ক্ষেত্র। অশ্মের অন্ত হয় যাহাতে, বহু। সং; ক্লী। ২। অশুভ; অসীম। বিণ; ত্রি।

অশ্মন্তক—১। চুল্লী; অগ্নিস্থান; দীপাচ্ছাদন, সেতু। অশ্মন্ত+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। বৃক্ষবিশেষ, অম্লকুচি। সং; পু।

অশ্মপুষ্প—শিলাজতু; গন্ধদ্রব্যবিশেষ, শৈলেয়। অশ্মের পুষ্পতুল্য, উপমিত। সং; ক্লী।

অশ্মভাল—দ্রব্যাদি বিচূর্ণনের লৌহপাত্র, হামানদিস্তা। উপ; অশ্মন্ (প্রস্তর)—ভাজ (গুঁড়ান)+অন্ ক, জ স্থানে ল। সং; ক্লী।

অশ্মভিৎ (—ভিদ্)—১। পাষাণভেদী, প্রস্তরভেদকারী। অশ্মন্ (প্রস্তর)—ভিদ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। পাষাণভেদী বৃক্ষ। সং; পু।

অশ্মভেদ—পাষাণভেদী বৃক্ষ। উপ; অশ্মন্ (পাষাণ) ভিদ+অন্ ক। সং; পু।

অশ্মযোনি—মরকতমণি। অশ্ম (পর্ব্বত) যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। সং; পু।

অশ্মর—প্রস্তরযুক্ত; প্রস্তরময়; প্রস্তরসম্বন্ধীয়। অশ্ম+র। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্মরা।

অশ্মরী—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। ত্রিদোষ হইতে ইহার জন্ম এবং বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজভেদে ইহা চতুর্বিধ; ইহার চলিত নাম পাথরী। অশ্ম বা অশ্মন্ (প্রস্তর)+র অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অশ্মরীঘ্ন—বরুণবৃক্ষ। অশ্মরী—হন+টক্ ক। সং; পু।

অশ্মরীহর—ধান্যবিশেষ, দেধান। অশ্মরী—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

অশ্মসার—লৌহ; লোহার মরিচা। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

অশ্মীর—অশ্মরী রোগ, পাথরী; অশ্মন্ (পাথর)+ঈর। সং; পু বা ক্লী।

অশ্মোত্থ—শিলাজতু। অশ্ম (শিলা)—উৎ—স্থা+ড ক। সং; ক্লী।

অস্র—চক্ষুর্জল; শোণিত; কোণ। অশ (ব্যাপ্ত হওয়া)+রক্ ক। সং; স্ত্রী।

অশ্রদ্দধান—শ্রদ্ধাশূন্য, শ্রদ্ধা করে না এরূপ। ন শ্রদ্দধান, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—না।

অশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহীন, ভক্তিরহিত; আস্থাশূন্য, বিশ্বাসহীন, অপ্রত্যয়ী। ন (নাই) শ্রদ্ধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রদ্ধা।

অশ্রদ্ধা—১। শ্রদ্ধাহীনা; ইত্যাদি। বহু; অশ্রদ্ধ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অভক্তি; ঘৃণা; অনাদর; অযত্ন; অনাস্থা, অবিশ্বাস। ন শ্রদ্ধা, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অশ্রদ্ধিত—ঘৃণিত; অনাদৃত। ন শ্রদ্ধিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রদ্ধিতা।

অশ্রদ্ধেয়—শ্রদ্ধার অযোগ্য; অবিশ্বাস্য; ঘৃণ্য; হেয়। ন শ্রদ্ধেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্রপ—১। শোণিতপায়ী, রুধির-পানকারী। উপ; অস্র (রক্ত)—পা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্রপা। ২। রাক্ষস। সং; পু।

অশ্রম—১। শ্রমাভাব, পরিশ্রম না করা, ক্রিয়ারাহিত্য, নিশ্চেষ্টতা, আলস্য; অশ্রান্তি, অক্লান্তি, স্ফূর্ত্তি। ন শ্রম, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। শ্রমহীন, পরিশ্রমরহিত, অপরিশ্রমী, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, অলস; অশ্রান্ত, অক্লান্ত। ন (নাই) শ্রম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রমা।

অশ্রবণ—১। শ্রবণাভাব, অনাকর্ণন, না শুনা; শ্রুতিহীনতা, বধিরত্ব। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। শ্রুতিহীন, কর্ণরহিত; যে শুনে না, বধির। ন (নাই) শ্রবণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রবণা।

অশ্রাদ্ধ—১। শ্রদ্ধাহীন, অশ্রদ্ধ। ন শ্রাদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রাদ্ধী। ২। শ্রাদ্ধহীন, যাহার (অর্থাৎ যে মৃতের) শ্রাদ্ধ করা হয় নাই; শ্রাদ্ধরহিত, যে ক্রিয়াদিতে শ্রাদ্ধ করা হয় নাই। ন (নাই) শ্রাদ্ধ যাহার বা যাহাতে বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রাদ্ধা।

অশ্রাদ্ধভোজী (—জিন্)—শ্রাদ্ধান্নের অভক্ষক। ন শ্রাদ্ধভোজী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অশ্রাদ্ধভোজিনী।

অশ্রান্ত—অক্লান্ত; অবিরত; ক্রমিক, ধারাবাহিক। ন শ্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রান্তা।

অশ্রান্তি—অক্লান্তি; অবিরাম। ন শ্রান্তি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অশ্রাব্য—শ্রবণের অযোগ্য; অশ্লীল, কুৎসিত; কটু। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রাব্যা।

অশ্রি, অশ্রী—অগ্রপ্রান্ত, খড়্গাদির ধার; কোণ। ন—শ্রি (সেবা করা)+ক্বিপ্ ক; অথবা অশ (ভোজন করা)+ক্রি ক; ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অশ্রু—চক্ষুর্জল, নয়নবারি ; বাষ্প, কণ্ঠবারি। ন (অ)—শ্রি+ক্রুন্ ক। সং ; ক্লী।

অশ্রুগদ্গদ—বাষ্পের আতিশয্য হেতু রুদ্ধকণ্ঠ বা অস্ফুট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশ্রুগদ্গদকণ্ঠ—বাষ্পহেতু রুদ্ধকণ্ঠ বা অপরিস্ফুট-বাক্। অশ্রুগদ্গদ হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কণ্ঠা,—কণ্ঠী।

অশ্রুজল—অশ্রুবারি, নয়নজল ; বাষ্পবারি। অশ্রুই যে জল, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অশ্রুত—শুনা যায় নাই এরূপ ; শ্রুতিবিরুদ্ধ, বেদবিরুদ্ধ ; শাস্ত্রজ্ঞানহীন। ন শ্রুত, নঞ্-তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রুতা।

অশ্রুতচর—যাহা পূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতপূর্ব্ব। অশ্রুত+চরট্ ভূতপূর্ব্ব অর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রুতচরী।

অশ্রুতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতচর। পূর্ব্বে (পূর্ব্বকাল ব্যাপিয়া) শ্রুত=শ্রুতপূর্ব্ব, ২তৎ। অথবা, পূর্ব্বে শ্রুত=শ্রুতপূর্ব্ব, ৭তৎ ; ন শ্রুতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশ্রুতরঙ্গ—অত্যধিক চোখের জল, এত অশ্রুবারি পতিত হইতেছে যেন তাহাতে তরঙ্গ উঠিয়াছে। ৬তৎ। সং ; পু।

অশ্রুতস্বর—১। যে কণ্ঠধ্বনি পূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই, অপরিচিত কণ্ঠধ্বনি ; যে কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই, অতিমৃদুকণ্ঠ ধ্বনি। অশ্রুত যে স্বর, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। যাহার কণ্ঠধ্বনি কখনও শ্রুত হয় নাই ; অতিমৃদু কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। অশ্রুত স্বর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অশ্রুধারা—নয়ননির্গত-জলধারা, ধারারূপে পতিত নেত্রজল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অশ্রুনয়ন, অশ্রুনেত্র—১। অশ্রুযুক্ত চক্ষুঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অশ্রুযুক্ত নেত্রবিশিষ্ট। অশ্রু নয়নে বা নেত্রে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নয়না,—নেত্রা।

অশ্রুপাত—নয়নবারি পতন, চক্ষু হইতে বারিধারার নির্গম। ৬তৎ। সং ; পু।

অশ্রুপূর্ণ—নয়নবারিপ্লুত, বাষ্পাকুল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রুপূর্ণা।

অশ্রুপূর্ণ-নয়ন, —নেত্র, —লোচন—অশ্রুনয়ন (সকল অর্থে)। স্ত্রী,—নয়না,—নেত্রা, —লোচনা। [সং ; পু।

অশ্রুপ্রবাহ—ধারারূপে পতিত নেত্রজল। ৬তৎ।

অশ্রুপ্লাবিত—চক্ষের জলে ভাসিতেছে এরূপ ; অশ্রুসিক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অশ্রুভরা—অশ্রুপূর্ণ। বিণ। দেশজ শব্দ।

অশ্রুভার—চক্ষের জলের বোঝা, অর্থাৎ অত্যধিক নয়নবারি। ৬তৎ। সং ; পু।

অশ্রুভারাক্রান্ত—চক্ষের জলে বোঝাই ; অশ্রুপূর্ণ। অশ্রুভার দ্বারা আক্রান্ত, ৩তৎ। বিণ।

অশ্রুময়—অশ্রুপূর্ণ। অশ্রু শব্দ+ময়ট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রুময়ী।

অশ্রুমান্ (—মৎ)—অশ্রুযুক্ত, অশ্রুপূর্ণ, সাশ্রু ; অশ্রুবিমোচনকারী, যে চক্ষের জল ফেলিতেছে। অশ্রু শব্দ+মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অশ্রুমতী।

অশ্রুমুখ—১। নয়নজলে প্লাবিত বদন। অশ্রুযুক্ত মুখ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। নয়নজলাপ্লুত-বদন বিশিষ্ট। অশ্রু মুখে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী।

অশ্রুমোচন—নয়নবারি ত্যাগ, চক্ষের জল ফেলা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অশ্রুযুক্ত—নয়নবারিবিশিষ্ট, বাষ্পাকুল, সাশ্রু। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—যুক্তা।

অশ্রুলোচন—অশ্রুনয়ন (সকল অর্থে)। স্ত্রী অশ্রুলোচনা।

অশ্রুবারি—নেত্রজল। অশ্রুও যে বারিও সে, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অশ্রুবিন্দু—অশ্রুকণা, এক ফোঁটা চক্ষের জল। ৬তৎ। সং ; পু।

অশ্রুবিমোচন—অশ্রুমোচন, নয়নবারি বিসর্জ্জন, চক্ষের জল ফেলা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অশ্রুবিসর্জ্জন—নেত্রজল পরিত্যাগ। ৬তৎ। সং।

অশ্রুসিক্ত—অশ্রু দ্বারা আর্দ্র। অশ্রুদ্বারা সিক্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রুসিক্তা।

অশ্রেয়ঃ (—য়স্)—অমঙ্গল, অশুভ, অনিষ্ট, অনর্থ। ন শ্রেয়ঃ, নঞ্তৎ। সং ; ক্লী।

অশ্রেয়স্কর—অমঙ্গলজনক ; অবিধেয়, অনুচিত। ন শ্রেয়স্কর, নঞ্তৎ। অথবা অশ্রেয়ঃ করে যে, উপ ; অশ্রেয়স্—কৃ (করা)+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রেয়স্করী।

অশ্রেয়ান্ (—য়স্)—১। অমঙ্গলজনক ; অধম, হীন। ন (নাই) শ্রেয়ঃ যাহা হইতে, বহু। ২। অবরিষ্ঠ ; অপ্রশস্ত ; অনুৎকৃষ্ট ; অশুভকর, অমঙ্গলজনক। ন শ্রেয়ান্, নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অশ্রেয়সী।

অশ্রোতব্য—শ্রবণের অযোগ্য, অশ্রাব্য। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্রোতব্যা।

অশ্রোত্রিয়—১। বেদপাঠবিহীন ব্রাহ্মণ। ন শ্রোত্রিয়, নঞ্তৎ। সং ; পু। ২। শ্রোত্রিয়রহিত, বেদজ্ঞব্রাহ্মণহীন (স্থান)। ন (নাই) শ্রোত্রিয় যথায়, বহু। বিণ ; ত্রি।

অশ্লাঘনীয়, অশ্লাঘ্য—অপ্রশংসার্হ, প্রশংসার অযোগ্য, অপ্রশংসনীয়, অধন্য। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্লাঘনীয়া, অশ্লাঘ্যা।

অশ্লীল—১। বিশ্রী, জঘন্য, কুৎসিত, লজ্জাজনক, অভদ্র, কুরুচিপূর্ণ, অসাধু। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্লীলা। ২। লজ্জাজনক গ্রাম্য বাক্য। সং ; ক্লী।

অশ্লীলতা,—ত্ব—কৌৎসিত্য, জঘন্যতা, লজ্জাকরত্ব ; কুরুচিপূর্ণতা ; অভদ্রতা, অসাধুতা, অভব্যতা। অশ্লীল শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অশ্লীলপ্রিয়—অশ্লীল বাক্য শুনিতে বা বলিতে যে ভালবাসে। অশ্লীল হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রিয়া।

অশ্লীলভাষী (—ভাষিন্)—অশ্লীলবাদী, যে অশ্লীল কথা বলে। অশ্লীল—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—ভাষিণী।

অশ্লেষা—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে নবম নক্ষত্র, ইহার আকার চক্রের ন্যায়। [ইহা অশুভ নক্ষত্র। ইহাতে জন্মিলে দুষ্ট, কোপনস্বভাব ও উৎপীড়ক হয়। এই নক্ষত্রে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ছয়মাস পর্য্যন্ত তাহার মুখ দেখিতে নাই, এই জন্যই ঐ নক্ষত্রের নাম অশ্লেষা]। ন (অ)—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+যক্, ষ্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অশ্লেষাভব,—ভূ—কেতু গ্রহ। উপ ; অশ্লেষা—ভূ (হওয়া)+অন্, ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

অশ্ব—ঘোটক, ঘোড়া, তুরঙ্গ, হয়, বাজি ; অশ্বজাতীয় পুরুষ ; নৃপতিবিশেষ ; বৃষ্ণিবংশীয় চিত্রকের পুত্র। অশ (ভক্ষণ করা)+ব ক। সং ; পু। স্ত্রী অশ্বা, অশ্বী।

অশ্বকর্ণ, অশ্বকর্ণক—শালগাছ। অশ্বের কর্ণের ন্যায় কর্ণ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; পু।

অশ্বকিনী—অশ্বিনী নক্ষত্র। অশ্ব+কণ্+ইন্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অশ্বকোবিদ—অশ্বতত্ত্বে পণ্ডিত ব্যক্তি ; সুদক্ষ অশ্বারোহী। ৭তৎ। সং ; পু।

অশ্বখুর—ঘোড়ার খুর ; [আকৃতিতে তত্তুল্য বলিয়া] গন্ধদ্রব্যবিশেষ, নখী। ৬তৎ। সং ; পু।

অশ্বখুরা, অশ্বখুরী—অপরাজিতা লতা। অশ্বখুর+অ সাদৃশ্যার্থে+আপ্, ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অশ্বগতি—১। ঘোটকের গমন বা চলন ; ছন্দোবিশেষ। [ছন্দ দেখ]। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। অশ্বের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, অতিদ্রুতগামী। অশ্বের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অশ্বগন্ধা—স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ। অশ্বের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অশ্বগোযুগ—অশ্বদ্বয়, এক জোড়া ঘোড়া। অশ্ব শব্দ+গোযুগ প্রত্যয়। সং ; ক্লী।

অশ্বগোষ্ঠ—অশ্বশালা, ঘোড়ার চালা, আস্তাবল। অশ্ব শব্দ+গোষ্ঠ, প্রত্যয়। সং ; ক্লী।

অশ্বগ্রীব—১। ঘোটকের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, বক্রগ্রীব। অশ্বের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি ; স্ত্রী অশ্বগ্রীবা।

২। বৃষ্ণিবংশীয় জনৈক নরপতি, ইনি চিত্রকের পুত্র ও বৃষ্ণির পৌত্র।

৩। বিষ্ণুদ্বেষী জনৈক অসুর, ইহার আর এক নাম হয়গ্রীব। ●

অশ্বগ্রীবা—১। অশ্বগ্রীব দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঘোটকের কন্ধরা, ঘোড়ার ঘাড় বা গর্দ্দান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পুং।

অশ্বঘ্ন—করবীর বৃক্ষ। অশ্ব শব্দ—হন+টক্‌ ক।

অশ্বচালনা—ঘোটকের চালনা, ঘোড়াকে চালান, ঘোড়দৌড় করা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অশ্বচিকিৎসক—ঘোটকরোগের প্রতিকারক, ঘোড়ার ডাক্তার। ৬তৎ। সং বা বিণ ; পুং।

অশ্বচিকিৎসা—ঘোটকরোগের প্রতিকার চেষ্টা, ঘোড়ার ডাক্তারি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অশ্বডিম্ব—ঘোড়ার ডিম, তত্তুল্য অলীক বস্তু, আকাশকুসুম। অশ্বের ডিম্বপ্রায়, ৬তৎ। দেশজ। সং।

অশ্বতর—১। দ্রুতগামী। অশ্ব শব্দ—তৃ (পার হইয়া যাওয়া)+অন্‌ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অশ্বতরা। ২। ঘোটকের ঔরসে গর্দ্দভীর গর্ভে বা গর্দ্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভে জাত অশ্ব, খচ্চর ; পুংবৎস, পশুশাবক ; গন্ধর্ব্ববিশেষ ; নাগবিশেষ*। অশ্ব শব্দ+তর অল্পার্থে। সং ; পুং। স্ত্রী অশ্বতরী।

*কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে যে সহস্র সংখ্যক বহুশিরস্ক প্রবলপরাক্রমশালী নাগের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে অশ্বতর নাগ অন্যতম প্রধান। এই নাগ ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে যোজিত থাকে।

অশ্বতরী—স্ত্রী-অশ্বতর, খচ্চরী। অশ্বতর+স্ত্রী-লিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

অশ্বতীর্থ—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ; কান্যকুব্জদেশে কালী নদী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এই তীর্থ অবস্থিত। সং ; ক্লী।

অশ্বত্থ—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ* ; সূর্য্য। ন (শ্ব)—শ্বঃ (কল্য) [কল্য নয় অর্থাৎ বহুকাল]—স্থা (থাকা)+ড ক, যে বহুকাল ধরিয়া আছে ; অথবা, অশ্ব শব্দ—স্থা+ড ক, নিপাতনে, অশ্বের স্থায় যে থাকে। সং ; পুং। ২। জল। সং ; ক্লী।

*অশ্বত্থ হিন্দুদিগের পবিত্র বৃক্ষ। এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া কাঠ করিতে নাই, এমন কি ইহার পাতাও ছিঁড়িতে নাই। এই বৃক্ষের মূল বাঁধাইয়া দিলে, এবং বৈশাখ মাসে তাহাতে জলসেচন করিলে মহাফল হয়। অনেকে এই বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ স্বয়ং বিষ্ণুরূপী। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার কথার প্রচার আছে ; যথা—

১ম। একদিন হরগৌরী নির্জ্জনে ক্রীড়া কৌতুক করিতেছেন, এমন সময়ে অগ্নি, দেবগণের আদেশে তথায় উপস্থিত হন। ইহাতে রোষাবিষ্টা হইয়া পার্ব্বতী দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন, "তোমরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও"। সেই শাপে ব্রহ্মা পলাশবৃক্ষ, বিষ্ণু অশ্বত্থ, ও রুদ্র বটবৃক্ষ হইলেন।

২য়। জলন্ধর নামক জনৈক রাক্ষস স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবার আশায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন রাক্ষসের সহিত মহাদেব মহাহবে প্রবৃত্ত হইলেন। এ যুদ্ধে জলন্ধরের পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহার পতিপ্রাণা পত্নী বিন্দা পতির জীবনরক্ষার্থ অনন্যমনে বিষ্ণুর তপস্যা করাতে রাক্ষসের বধ কিছুতেই হয় না। ইহাতে দেবগণ সন্ত্রাসিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরিয়া বিন্দার তপোভঙ্গ করাতে রাক্ষসের পতন হইল। পরে বিন্দা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু বিন্দাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন, "তুমি তোমার পতির অনুগামিনী হও ; তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে, সেই বৃক্ষের পূজা করিলে আমি পরিতৃপ্ত হইব।" এইরূপে বিন্দার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ, এই চারি বৃক্ষ হইল।

ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—'সকল বৃক্ষের মধ্যে আমাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া জানিবে।'

অশ্বত্থা—পূর্ণিমা তিথি। অশ্বত্থ (জল)+অ আছে অর্থে+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

অশ্বত্থামা (—মন্‌)—১। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র। উপ ; অশ্ব শব্দ—স্থা (থাকা)+মনন্‌ ক। সং ; পুং। কৃপাচার্য্যের ভগিনী কৃপী ইঁহার জননী। ইঁনি জন্মিয়াই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁনি স্বীয় পিতা দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পিতার নিকট ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র পাইয়া ইনি অত্যন্ত হৃষ্ট হন, এবং ভূমণ্ডলে অজেয় হইবার আশায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মশিরের বিনিময়ে তাঁহার সুদর্শন চক্র প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ ইঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চক্র উত্তোলন করিতে বলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অশ্বত্থামা লজ্জিত হন। অশ্বত্থামা সুষুপ্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি অনেকের প্রাণবধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের ছিন্ন মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট প্রত্যাগমন করেন। অশ্বত্থামা এত সহজে কৃষ্ণ-সপক্ষ পাণ্ডবের প্রাণসংহারে সমর্থ হইয়াছেন, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনে ইহা প্রত্যয় না হওয়ায়, তিনি ভীমের মস্তক পরীক্ষা করিতে চাহেন। ভীমের মস্তক বলিয়া অনুমিত ভীমতনয়ের মস্তক অন্ধরাজের হস্তে প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা অনায়াসে নিষ্পেষিত করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। জলপিণ্ড-লুপ্ত বংশধরগণের এইরূপ নৃশংস হত্যায় ধৃতরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হইলেন। দুর্য্যোধনেরও হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার জীবনান্ত হইল। অতঃপর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের ভয়ে গঙ্গাতীরে ব্যাসের নিকট পলায়ন করিলে, দ্রৌপদীর উত্তেজনায় ভীম তাঁহার বধার্থে যাত্রা করেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরসহ তাঁহার অনুগামী হইলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া অশ্বত্থামা ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তখন অর্জ্জুন আত্মরক্ষার্থ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। পরন্তু ব্যাসও নারদ কর্ত্তৃক স্বীয় শর সংযত করিয়া লইতে আদিষ্ট হইলে, অর্জ্জুন জিতেন্দ্রিয় বলিয়া তাহাতে সমর্থ হন। তখন অশ্বত্থামার শর উত্তরার গর্ভে নিপতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যোগবলে গর্ভস্থ শিশু রক্ষিত হয়। অতঃপর অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বীয় মস্তকস্থ সহজমণি প্রদানপূর্ব্বক বনগমন করেন। সং পুং।

২। পাণ্ডবপক্ষীয় মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার হস্তীর নামও অশ্বত্থামা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য মহাবিক্রমে পাণ্ডবসৈন্য নষ্ট করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, দ্রোণকে উন্মনা করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। তাই তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন, 'তোমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা কর যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে।' পাণ্ডবপক্ষীয়েরা তাহাই করিল, কিন্তু দ্রোণ কাহারও কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের মুখে এ কথা না শুনিলে আমার বিশ্বাস হয় না।' যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, মিথ্যা কথায় তাঁহার নরক অপেক্ষাও ঘৃণা। এদিকে আবার ও কথা না বলিলেও যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মালবরাজের অশ্বত্থামা হস্তী হত হয়। এই সুযোগে যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' বলিলেন। পরন্তু 'ইতি গজঃ' শব্দ দুইটী বলিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এরূপ উচ্চ বাদ্যধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন যে, তাহাতে দ্রোণ কেবল 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই অংশমাত্র শুনিতে পাইলেন, অবশিষ্টাংশ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। এই ঘটনা হইতে "হত গজ করিয়া সারা" এই প্রবাদ বাক্যটি প্রচলিত হইয়াছে। কোন কথা স্পষ্ট করিয়া না বলা বা দ্ব্যর্থে প্রয়োগ করা অর্থে "হত গজ করা" বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অশ্বথী—পিপ্পলী, পিপুলগাছ। অশ্বথ শব্দ+স্বার্থে। সং; স্ত্রী।

অশ্বদংষ্ট্রা—১। ঘোটক-দন্ত, ঘোড়ার দাঁত ৬তৎ। ২। গোক্ষুর বৃক্ষ [তত্তুল্যাকৃতি বলিয়া]। সং; স্ত্রী।

অশ্বপতি—১। ঘোটকস্বামী; অশ্বপাল, ঘোটকরক্ষক। ৬তৎ। ২। কেকয় দেশের রাজা, কৈকেয়ীর পিতা। ৩। মদ্র দেশের রাজা, সাবিত্রীর পিতা। সং; পুং।

অশ্বপাল, অশ্বপালক—অশ্বরক্ষক, ঘোটকপালকর্ত্তা, ঘোড়ার সহিস। অশ্বের পালক, ৬তৎ। সং; পুং।

অশ্ববাল—ঘোড়ার কেশর; [তত্তুল্য বলিয়া] কেশে ঘাস। ৬তৎ। সং; পুং।

অশ্বমহিষিকা—চিরশত্রুতা, অশ্ব এবং মহিষের ন্যায় নিত্য বিরোধ। অশ্ব ও মহিষ=অশ্বমহিষ, দ্বন্দ্ব, তদন্তরে ইক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অশ্বমার, অশ্বমারক—করবীর বৃক্ষ। অশ্ব—মৃ=মারি (মারা)+ষণ্, ণক ক। সং; পুং।

অশ্বমুখ—কিন্নর, কিম্পুরুষ। অশ্বের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। সং; পুং। স্ত্রী অশ্বমুখী।

অশ্বমুখী—কিন্নরী। সং; স্ত্রী। অশ্বমুখ দেখ।

অশ্বমেধ—১। পূর্ব্বকালের প্রধান যজ্ঞবিশেষ [এই যজ্ঞে ঘোটক বলি দিয়া হোম করা হইত। বড় বড় রাজারাই এই যজ্ঞ করিতেন। নিরানব্বইটী যজ্ঞ করার পর সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত একটী অশ্বের ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সেই অশ্ব এক বৎসরকাল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিত। তাহার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত থাকিত। কেহ অশ্বকে বন্ধন করিলে সঙ্গী সৈন্যেরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিত। এইরূপে বৎসরান্তে অশ্ব প্রত্যাগত হইলে তাহাকে বধ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলের মেদ অগ্নিতে সংস্কার করা হইত, এবং দেহের অবশিষ্টাংশ দ্বারা হোম করা হইত। এই যজ্ঞের ফল ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্বপ্রকার পাপের ক্ষয় এবং স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ]। অশ্বের মেধ (বধ) যাহাতে, বহু; অথবা অশ্ব দ্বারা কৃত মেধ (যজ্ঞ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

২। জনৈক রাজর্ষি, ভরতের পুত্র। অশ্বের মেধ (বধ) হইয়াছিল যৎকর্তৃক, বহু। সং; পুং।

অশ্বমেধজ্ঞ—অশ্বমেধযজ্ঞবিৎ, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয় জ্ঞাত আছেন। অশ্বমেধ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জ্ঞা।

অশ্বমেধিক—মেধ্যাশ্ব, অশ্বমেধের যোগ্য অশ্ব; মহাভারতের পর্ব্ববিশেষ। অশ্বমেধ শব্দ+ইক। সং; পুং।

অশ্বমেধীয়—১। অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়। অশ্বমেধ শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ধীয়া। ২। অশ্বমেধিক, অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্বন্ধীয় অশ্ব। সং; পুং।

অশ্বযুক্ (অশ্বযুজ্)—আশ্বিন মাস; অশ্বিনী নক্ষত্র। অশ্ব—যুজ (যোগ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

অশ্বযুজ—আশ্বিন মাস। উপ; অশ্ব—যুজ+অ ক। সং; পুং।

অশ্বরক্ষ—অশ্বপাল, সহিস। উপ; অশ্ব—রক্ষ+অন্ ক। সং; পুং।

অশ্বরক্ষক—অশ্বপাল। ৬তৎ। সং; পুং।

অশ্বরজ্জু—বল্গা, প্রগ্রহ, কবিকা, লাগাম মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অশ্বরোধক—করবীর বৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পুং।

অশ্বলালা—১। ঘোড়ার মুখের ফেনা। ৬তৎ ২। [তত্তুল্য বলিয়া] এক প্রকার সর্প সং; স্ত্রী।

অশ্ববক্ত্র—কিন্নর। অশ্বের বক্ত্রের ন্যায় বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। সং; পুং।

অশ্ববড়ব—ঘোটক ঘোটকী, ঘোড়াঘুড়ী। অশ্ব ও বড়বার সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস করিলে সংস্কৃত মতে পুংলিঙ্গ এবং দ্বিবচন ও বহুবচন হইতে পারে।

অশ্ববহ, অশ্ববাহ—ঘোটকবাহন, অশ্বারোহী। অশ্ব হইয়াছে বহ বা বাহ (বাহন) যাহার, বহু। সং; পুং।

অশ্ববার—অশ্বারোহী। অশ্ব—বৃ (পোষণ করা)+ঘঞ্ ক। সং; পুং।

অশ্ববারণ—গবয়। অশ্ব শব্দ—ণিজন্ত বৃ (=বারি)+অন ক। সং; পুং।

অশ্ববাহ—অশ্ববহ দেখ।

অশ্ববাহন—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। অশ্ব বাহন যাহার, বহু। বিণ বা সং; পুং।

অশ্ববিৎ (—বিদ্)—১। ঘোটকতত্ত্বজ্ঞ। উপ; অশ্ব—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। ২। অশ্ববিদ্যাবিশারদ নল রাজা। সং; পুং।

অশ্ববৈদ্য—অশ্বচিকিৎসক, ঘোড়ার ডাক্তার। ৬তৎ। সং; পুং।

অশ্বশালা—মন্দুরা, ঘোড়া থাকিবার ঘর, আস্তাবল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পুং।

অশ্বশাব—অশ্বশাবক, ঘোটকশিশু। ৬তৎ।

অশ্বশাবক—ঘোটকশিশু, ঘোড়ার ছানা, বাচ্চা ঘোড়া। ৬তৎ। সং; পুং।

অশ্বশৃগালিকা—অশ্ব ও শৃগালের স্বাভাবিক শত্রুতা। অশ্ব ও শৃগাল ইতি অশ্বশৃগাল (দ্বন্দ্ব), তদন্তরে ইক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অশ্বষড়্গব—ঘোটকষট্‌ক, ছয় ঘোড়া। অশ্ব শব্দ+ষড়্গব প্রত্যয়। সং; ক্লী।

অশ্বসাদি—অশ্বারোহী। উপ; অশ্ব—সদ (গমন করা)+ইঞ ক। সং; পুং।

অশ্বসাদী (—সাদিন্)—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। অশ্ব—সদ+ণিন্ ক। সং; পুং।

অশ্বসেন—১। সনৎকুমারের পিতার নাম। ২। দ্রোণাচার্য্যের সারথির নাম। সং; পুং। ৩। নাগবিশেষ, তক্ষকের পুত্র। খাণ্ডববনদাহনকালে এই নাগ মাতার ও ইন্দ্রের সাহায্যে পরিত্রাণ লাভ করে, পরন্তু ইহার মাতা অর্জ্জুনের শরে নিহত হয়। ইহাতে অশ্বসেন ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হয়, এবং কুরুক্ষেত্র সমরকালে কর্ণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার তূণমধ্যে সর্প বাণরূপে অবস্থিতি করে। কর্ণ বাণরূপী সর্পকে অর্জ্জুনের প্রতি ক্ষেপণ করিলে, অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া অর্জ্জুনের রথ কিঞ্চিৎ নিম্ন করেন, তাহাতে অর্জ্জুনের কিরীট ইহা দ্বারা ছেদিত হয়। তখন নাগ স্বয়ং অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়, এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হয়।

অশ্বস্তন—অসঞ্চয়ী, যে কল্যকার জন্য সঞ্চয় করে না। শ্বঃ (পরদিনে) ভব এই অর্থে শ্বস্ শব্দ+তন=শ্বস্তন; ন (নাই) শ্বস্তন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্বস্তনা, অশ্বস্তনী।

অশ্বা—ঘোটকী। অশ্ব+আপ্। সং; স্ত্রী।

অশ্বাক্ষ—সর্জ্জ বৃক্ষ। অশ্বের অক্ষির ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহু। সং; পুং।

অশ্বাধ্যক্ষ—ঘোটক সমূহের তত্ত্বাবধায়ক; অশ্বপাল; অশ্বের অধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং; পুং।

অশ্বারি—মহিষ। অশ্বের অরি (শত্রু), ৬তৎ; কিংবা অশ্ব অরি যাহার, বহু। সং; পুং।

অশ্বারূঢ়—ঘোটকে আরোহণ করিয়াছে এরূপ। অশ্বকে আরূঢ়, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অশ্বারোহ—১। অশ্বারূঢ় বা অশ্বারোহী, সাদী, ঘোড়সওয়ার। অশ্বে আরোহণ করে যে, উপ; অশ্ব—আ—রুহ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্বারোহা। ২। অশ্বারোহী যোদ্ধা, সাদীসৈনিক। সং; পুং।

অশ্বারোহণ—ঘোড়ায় চড়া; অশ্বে আরোহণ, ২ বা ৭তৎ। সং; ক্লী।

অশ্বারোহা—১। অশ্বারোহিণী। অশ্বারোহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বগন্ধা বৃক্ষ। অশ্বের ন্যায় আরোহ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অশ্বারোহী (—হিন্)—অশ্বারোহণকারী, ঘোড়সওয়ার, সাদী। অশ্বে আরোহণ করে যে এই বাক্যে, উপ; অশ্ব—আ—রুহ+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী অশ্বারোহিণী।

অশ্বাবরোহক—অশ্বগন্ধা বৃক্ষ। অশ্ব—অব—রুহ+ণক ক। সং; পুং।

অশ্বাসন—নাগবিশেষ। উপ, অশ্ব—অস (ক্ষেপণ করা)+অন ক; কিংবা অশ্ব আসন যাহার, [illegible]

অশ্বাহ্বা—অশ্বগন্ধা। সং; স্ত্রী।

অশ্বিন্—অশ্বী (১) দেখ।

অশ্বিন—অশ্বের এক দিনে গমন যোগ্য। অশ্ব শব্দ+ইন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্বিনা।

অশ্বিনী—১। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, চন্দ্রের পত্নী। চন্দ্রের সপ্তবিংশতি ভার্য্যা অর্থাৎ সাতাশ নক্ষত্রের মধ্যে ইনি প্রথম। এই নক্ষত্রের আকার অশ্বমস্তকের ন্যায় বলিয়া ইঁহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই নক্ষত্রের নামানুসারে আশ্বিন মাস নাম হইয়াছে। অশ্ব (অশ্বাকার)+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

২। ঘোটকীরূপ-ধারিণী সূর্য্যপত্নী। ইঁহার আর এক নাম সংজ্ঞা। সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের শরীর হইতে স্বসদৃশরূপা ছায়া নাম্নী এক কামিনীকে বহির্গত করিয়া তাহাকে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া সংজ্ঞা পিত্রালয়ে পলায়ন করিলেন। ইঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা কন্যার ঈদৃশ আচরণে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তনয়াকে বলিলেন, 'তুমি পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া অতি অন্যায় করিয়াছ, আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।' তখন সংজ্ঞা অভিমানে পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তর কুরুবর্ষে গমন করিয়া ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য্য যোগবলে সকল কথা জানিতে পারিলেন। তখন তিনিও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুবর্ষে গমন করিলেন। তথায় কিছুদিন অশ্বিনীর সহিত অবস্থিতি করায় তাঁহার গর্ভে অশ্বরূপী সূর্য্যের ঔরসে যমজ দুই পুত্র জন্মে। সেই দুই পুত্র অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহারা চিকিৎসাবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া স্বর্গে চিকিৎসা করায় স্বর্গবৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। "চিকিৎসা-সার-তন্ত্র" গ্রন্থ তাঁহাদের রচিত। তাঁহারাই মাদ্রীসুত, নকুল ও সহদেবের জনক।

অশ্বিনীকুমার—স্বর্বৈদ্য, দেবচিকিৎসক। অশ্বিনী ও অশ্বী (১) দেখ। ৬তৎ। সং; পু।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—বরিশালের স্বনামধন্য আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক, রাজনীতিক, জননায়ক ও সাহিত্যসেবী। ইনি অলোকসাধারণ সত্য-নিষ্ঠ ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। ইং ১৮৫৬ সালে ২০শে জানুয়ারি বরিশাল জেলার পটুয়াখালী নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ৺ব্রজমোহন দত্ত কলিকাতা ছোট আদালতের একজন বিখ্যাত জজ ছিলেন।

অশ্বিনীকুমার ১৮৬৯ সালে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সের সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং তৎপরে ৭২ সালে এফ, এ, ৭৮ সালে বি, এ, ৭৯ সালে এম, এ, এবং ৮০ সালে বি, এল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি ইঁহার অগোচরে ইঁহার বয়স বাড়াইয়া লিখাইয়া দিয়াছিলেন। এফ, এ পরীক্ষার পর এই প্রতারণা ধরা পড়ে, এবং অতঃপর মিথ্যা বয়স লিখাইয়া পরীক্ষা দিতে অশ্বিনী-কুমার অসম্মত হন। সেইজন্যই বি, এ পরীক্ষায় তাদৃশ বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

বি, এল পাশ করিয়াই ইনি বরিশালে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই ব্যবসায় মনোমত না হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই উহা ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং ব্রজমোহন কলেজে একাদি-ক্রমে ১৭ বৎসর ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ইঁহার পিতা বরিশাল সহরে স্বনামে ব্রজমোহন স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে পুত্র ১৮৮৯ সালে উহাকে কলেজে পরিণত করেন, এবং এই কলেজের গৃহনির্ম্মাণে ৩৫ হাজার টাকা স্বয়ং ব্যয় করেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে অশ্বিনীবাবু জাতীয় দল ভুক্ত এবং কংগ্রেসের একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে, দেশময় যে তুমুল স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়, অশ্বিনীবাবু তাহাতে মনে প্রাণে যোগদান করেন। শেষে পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার কিছুতেই ইঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ১৮০৩ সালের ৩ আইন অনুসারে ইঁহাকে অন্য কতিপয় নেতার সহিত নির্ব্বাসিত করেন। ইনি পরে মুক্তি লাভ করেন।

বরিশালে একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, অশ্বিনীবাবু নিদারুণ বহুমূত্র রোগে পীড়িত অবস্থাতেও ১০০টি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া ৭ মাস কাল যাবৎ প্রতি সপ্তাহে ৬ হাজার টাকা করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই উত্তমরূপে লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার ইঁহার সমান ক্ষমতা ছিল। ইঁহার রচিত "ভক্তিযোগ" বঙ্গসাহিত্যে অমূল্য রত্নবিশেষ। এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ বহু প্রতীচ্য পণ্ডিতের ভূয়সী সুখ্যাতি আকর্ষণ করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত "প্রেম", "দুর্গোৎসব-তত্ত্ব", "ভারতনীতি" প্রভৃতি আরও কতিপয় পুস্তক ইঁহার রচিত।

যে বহুমূত্র ও অজীর্ণ রোগে অশ্বিনীবাবু প্রায় আজীবন কষ্ট পাইয়াছিলেন, সেই বিষম রোগে কলিকাতা মহানগরীতে ১৯২৩ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখে এই মহাপুরুষ অমরধামে গমন করেন।

অশ্বিনীপুত্র, *সুত—অশ্বিনীকুমার। ৬তৎ। সং; পু।

অশ্বী (অশ্বিন্)—অশ্বিনীকুমার *, স্বর্গবৈদ্য। অশ্বিনী শব্দ+অ অপত্যার্থে, নিপাতনে। সং; পু।

* ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—"ত্বষ্টার দুইটি যমজ সন্তান হয়, তন্মধ্যে একটি কন্যা, নাম সরণ্যু ও অপরটী পুত্র, নাম ত্রিশিরা। বিবস্বানের সহিত তিনি সরণ্যুর বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিবস্বানের ঔরসে যম ও যমী নামে যমজ পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল। সরণ্যু ঠিক আপনার ন্যায় একটি কামিনী স্বামীর অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিকট নিজের যমজ সন্তান দুইটি রাখিয়া স্বয়ং অশ্বিনীর রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিবস্বান্ না জানিয়া সেই কামিনীর গর্ভে মনু নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। মনু পিতার ন্যায় তেজস্বী ও রাজর্ষি হইয়াছিলেন। ইনিই বৈবস্বত মনু। পরে বিবস্বান্ ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর পলায়ন বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। এদিকে সরণ্যুও হয়রূপী বিবস্বান্‌কে চিনিতে পারিয়া মৈথুনের নিমিত্ত স্বামীর সমীপস্থ হওয়ায় বিবস্বান্ তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তাহাতেই দুইটী কুমারের জন্ম হয়, একটীর নাম নাসত্য ও অপরের নাম দস্র। অশ্বিদ্বয় নামে তাঁহাদেরই স্তব করা হয়।"

অশ্বী—ঘোটকী। অশ্ব+আপ্ স্থানে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [পদটী ব্যাকরণানুসারে অসাধু]।

অশ্বীন—অশ্বের একদিনে গমনযোগ্য। অশ্ব শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্বীনা।

অশ্বীয়—১। অশ্বসম্বন্ধীয়। অশ্ব শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্বীয়া। ২। অশ্বসমূহ। সং; ক্লী।

অশ্বোরস—১। শ্রেষ্ঠ অশ্ব। অশ্ব মধ্যে উরস, ৭তৎ। সং; ক্লী। ২। বিশালবক্ষাঃ। অশ্বের উরসের ন্যায় উরস্ (বক্ষ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অশ্বোরসা।

অষড়ক্ষীণ—ষট্‌চক্ষুর অদৃষ্ট, অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির অগোচর, কেবল দুই ব্যক্তির গোচর বা জ্ঞাত; গুপ্ত। ন (নাই) ষড়ক্ষি (ষট্ অক্ষি অর্থাৎ ছয় চক্ষু) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অষড়ক্ষীণা।

অষুদ, অষুধ—১। ভেষজ, রোগপ্রতিকারক দ্রব্য। ঔষধ শব্দের অপভ্রংশ। ২। জনম ও মরণ জন্য অশৌচ। অশৌচ শব্দের—অপভ্রংশ।

অষ্ট (অষ্টন্)—আট, ৮ ; আটসংখ্যক। সং বা বিণ ; ত্রি।

অষ্টক—১। অষ্ট, আট। অষ্টন্+ক স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অষ্টকা। ২। অষ্ট অধ্যায়-বিশিষ্ট বা অষ্ট শ্লোকাত্মক গ্রন্থ ; পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থ। সং ; ক্লী।
৩। বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র, দৃষদ্বতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। সং ; পু।
৪। জনৈক নরপতি, যযাতির দৌহিত্র। ইনি পরম পুণ্যবান্ ছিলেন। কথিত আছে যে, যযাতি স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট আপনার পুণ্যকাহিনী বিবৃত করায় ভূতলে পতিত হইতে উদ্যত হইলে অষ্টক স্বীয় পুণ্যের অংশ যযাতিকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে পুনরায় স্বর্গে স্থাপন করেন, এবং নিজেও পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করেন।

অষ্টকর্ণ—ব্রহ্মা। অষ্ট কর্ণ যাহার, বহু ; কেননা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। সং ; পু।

অষ্টকা—১। আট। অষ্টক দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। শ্রাদ্ধবিশেষ ; পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্ত্তব্য পুপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং শাকাষ্টকা নামক শ্রাদ্ধ। অশ (ভোজন করা)+তকন্ অধি+স্ত্রী লিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অষ্টকাঙ্গ—পাশার ছক। অষ্টক অঙ্গ যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

অষ্টকুলাচল—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, হিমালয়—এই আট কুলপর্ব্বত। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অষ্টক্ষীর—গাভী, মেষ, ছাগ, মহিষ,মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রের দুগ্ধ। সমাহার দ্বি। সং ; ক্লী।

অষ্টগব—আটটী গরুর সমষ্টি। অষ্ট গোর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

অষ্টচত্বারিংশ—৪৮ এর পূরণ। অষ্টচত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—রিংশী।

অষ্টচত্বারিংশৎ—আটচল্লিশ, ৪৮। অষ্ট দ্বারা অধিকা যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং ; স্ত্রী।

অষ্টচত্বারিংশত্তম—আটচল্লিশের পূরণ, ৪৭ ও ৪৯ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেটী ঠিক সেই একটী। অষ্টচত্বারিংশৎ শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—শত্তমী।

অষ্টদিক্ (—দিশ্)—পূর্ব্ব, ঈশান, উত্তর, বায়ু, পশ্চিম, নৈঋ‌র্ত,দক্ষিণ, অগ্নি এই আট দিক্। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অষ্টদিক্পাল—আট দিকের পালনকর্ত্তা অর্থাৎ রক্ষক দেবতা ; যথা—ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের,বহ্নি অগ্নিকোণের, যম দক্ষিণদিকের, নিঋ‌র্তি নৈঋ‌র্তকোণের, বরুণ পশ্চিমের, মরুৎ বায়ুকোণের, কুবের উত্তরের, ঈশ ঈশানকোণের। অষ্ট দিক্পাল,কর্ম্মধা। সং ; পু।

অষ্টদিগ্‌গজ—পূর্ব্বাদি আট দিকের রক্ষক হস্তী—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম, সুপ্রতীক এই আটটী হস্তী। দিকের গজ দিগ্‌গজ, ৬তৎ ; অষ্ট দিগ্‌গজ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অষ্টধা—আট প্রকার ; আট বার। অষ্টন্ শব্দ +ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

অষ্টধাতু—সুবর্ণ (সোনা), রজত (রূপা), তাম্র (তামা), সীসক (সীসা), কান্তিক (কান্তি লৌহ), রঙ্গ (রাঙ্), লৌহ (লোহা), তীক্ষ্ণ লৌহ (ইস্পাত), এই আট প্রকার ধাতু। অষ্ট ধাতুর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

অষ্টনবতি—আটানব্বই, ৯৮। অষ্টাধিকা যে নবতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অষ্টনবতিতম—৯৮এর পূরণ, ৯৭ ও ৯৯ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেটী সেই একটি। অষ্টনবতি শব্দ+তমট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

অষ্টনাগ—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ, এই আট প্রকার সর্প। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী, এই অষ্ট নায়িকা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অষ্টপঞ্চাশ—অষ্টপঞ্চাশত্তম (তাহা দেখ)। অষ্টপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি।

অষ্টপঞ্চাশৎ—আটান্ন, ৫৮। অষ্টাধিকা যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অষ্টপঞ্চাশত্তম—আটান্নর পূরণ, ৫৭ ও ৫৯ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেটী সেই একটী। অষ্টপঞ্চাশৎ+তমট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

অষ্টপাৎ (অষ্টপাদ্)—শরভ ; ঊর্ণা ; লূতা, মাকড়সা। অষ্ট পাদ্ যাহার, বহু। সং ; পু।

অষ্টপাদ—এক প্রকার মাকড়সা। অষ্ট পাদ যাহার, বহু। সং ; পু।

অষ্টপাশ—মায়াবন্ধন ; ঘৃণা, অপমান, লজ্জা, মান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ ও বৈশুন্য। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অষ্টপ্রকার—১। অষ্টবিধ, আট রকমের। অষ্ট প্রকার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —প্রকারা। ২। আট রকম। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অষ্টপ্রহর—১। আট প্রহরের সমষ্টি, সমস্ত দিবারাত্র। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী। ২। সমস্ত দিন রাত ব্যাপিয়া, ২৪ ঘণ্টাই। ক্রি-বিণ ; ক্লী। ৩। সমস্ত দিবারাত্র-ব্যাপী হরিনাম সংকীর্ত্তন। দেশজ। সং।

অষ্টভুজ—১। অষ্টবাহু, আটহাত। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অষ্টবাহু-বিশিষ্ট, আটহাতযুক্ত ; আট রেখা দ্বারা বেষ্টিত। অষ্ট ভুজ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অষ্টভুজা। ৩। আট রেখা দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র। সং ; ক্লী।

অষ্টভুজা—১। অষ্টবাহু বিশিষ্ট। বহু ; অষ্টভুজ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গার মূর্ত্তি-ভেদ। সং ; স্ত্রী।

অষ্টভৈরব—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, সংহার এই আট ভৈরব। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অষ্টম—আটের পূরণ, আটেরটি। অষ্টন্+মট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অষ্টমী।

অষ্টমঙ্গল—১। আটপ্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য, যথা—ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, স্বর্ণ, ঘৃত, আদিত্য, জল ও রাজা ; সিংহ, বৃষ, হস্তী, জলকুম্ভ, ব্যজন, ধ্বজ, শঙ্খ, দ্বীপ, এই আট বস্তু। সমাহার দ্বিগু। ২। আটপ্রকার ঔষধ দ্রব্যযুক্ত পক্ব ঘৃত বিশেষ। সং ; ক্লী। ৩। পুরচতুষ্টয়, পুচ্ছ, মুখ, বক্ষঃ ও পৃষ্ঠ, এই আট স্থানে মঙ্গলসূচক শ্বেতবর্ণ আছে এরূপ অশ্ব। অষ্ট মঙ্গল যাহাতে, বহু। সং ; পু।

অষ্টমতঃ (—তস্)—আটের স্থানে, আটের মধ্যে। অষ্টম শব্দ+তস্ সপ্তমী স্থানে। ব্য।

অষ্টবর্ষ—অষ্টমবৎসর, আটের বছর। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অষ্টবর্ষীয়—অষ্টমবৎসর সম্বন্ধীয়, আটের বছরের ; অষ্টমবৎসর-বয়স্ক, আট বছর বয়সের। অষ্টমবর্ষ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি ; স্ত্রী,—বর্ষীয়া।

অষ্টমবার্ষিক—অষ্টমবর্ষীয়, অষ্টমবৎসর-সম্বন্ধীয়, আটের বছরের। অষ্টমবর্ষ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বার্ষিকী।

অষ্টমাংশ—আটভাগের একভাগ। অষ্টম অংশ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অষ্টমান—বৈদ্যকশাস্ত্রে পরিমাণবিশেষ, ৩২ তোলা। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

অষ্টমিকা—বৈদ্যকশাস্ত্রে পরিমাণবিশেষ, ৪ তোলা। অষ্টম+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অষ্টমী—১। আটের। অষ্টম দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ, যে তিথিতে চন্দ্রের অষ্টকলার ক্রিয়া হয়। সং ; স্ত্রী।

অষ্টমূত্র—গো মেষ ছাগ মহিষ হস্তী ঘোটক গর্দ্দভ উষ্ট্র, ইহাদের মূত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অষ্টমূর্ত্তি—১। আটমূর্ত্তি বা আকার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। আটমূর্ত্তি বিশিষ্ট। অষ্ট মূর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। শঙ্কর, শিব। সং ; পু। শিবের আটমূর্ত্তি এই এই,—সর্ব্বনামে ক্ষিতিমূর্ত্তি, ভবনামে জলমূর্ত্তি, রুদ্রনামে অগ্নিমূর্ত্তি, উগ্রনামে বায়ুমূর্ত্তি, ভীমনামে আকাশমূর্ত্তি, ঈশাননামে সূর্য্যমূর্ত্তি, মহাদেবনামে চন্দ্রমূর্ত্তি, এবং পশুপতি নামে যজমানমূর্ত্তি। মতান্তরে

পঞ্চভূত এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই আটটি শিবের মূর্ত্তি।

অষ্টমূর্ত্তিধর—শঙ্কর, শিব। অষ্টমূর্ত্তির ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু। অষ্টমূর্ত্তি দেখ।

অষ্টরম্ভা—(দেশজ) আটটী কলা, অর্থাৎ শূন্য, কিছু না; ফাঁকি। সং; স্ত্রী।

অষ্টলোহক—সুবর্ণ, রজত, তাম্র, রঙ্গ, সীস, কান্তলৌহ, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, এই আট ধাতু। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

অষ্টবর্গ—(জ্যোতিষে) জন্মকালীন শুভাশুভফলসূচক আটটী গ্রহের সমুদায়; জীবকাদি অষ্টপ্রকার ঔষধবিশেষ—জীবক, ঋষভ, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, এবং ক্ষীরকাকোলী। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

অষ্টবসু—আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যুষ, প্রভব, এই আট বসু। সং; পু।

অষ্টবিধ—আট প্রকারের। অষ্ট বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বিধা।

অষ্টশ্রবাঃ (—বস্)—অষ্টকর্ণ, ব্রহ্মা। অষ্ট শ্রবস্ (কর্ণ) যাহার, বহু। সং; পু।

অষ্টষষ্টি—আটষট্টি, ৬৮। অষ্টাধিকা যে ষষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী; বা বিণ; ত্রি।

অষ্টষষ্টিতম—আটষট্টির পূরণ, ৬৭ ও ৬৯ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেটী সেই একটী। অষ্টষষ্টি+তমট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

অষ্টসপ্ততি—আটাত্তর, ৭৮। অষ্টাধিকা যে সপ্ততি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী, বা বিণ; ত্রি।

অষ্টসপ্ততিতম—আটাত্তরের পূরণ, ৭৭ ও ৭৯ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেটী সেই একটী। অষ্টসপ্ততি+তমট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

অষ্টসিদ্ধি—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা, কামাবসায়িতা, এই আটপ্রকার সিদ্ধি। সং; স্ত্রী।

অষ্টাংশিত—আটভাগে বিভক্ত। অষ্ট যথা তথা অংশিত, সুপ্সুপা। বিণ; ত্রি।

অষ্টাকপাল—১। অষ্টকপালে যাহার পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে; দুঃখী। অষ্ট কপাল আছে যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পালা। ২। যজ্ঞবিশেষ। সং; পু।

অষ্টাকট্টে—চারি কড়া কড়ি লইয়া এক প্রকার ছেলে খেলা। দেশজ। সং।

অষ্টাঙ্গ—১। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই আট প্রকার যোগ; অষ্টাঙ্গে প্রণাম যথা—জানু, পদ, হস্ত, উরঃ, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য, চক্ষুঃ। অষ্ট অঙ্গ আছে যাহাতে, বহু। সং; পু। ২। দেহের আটটি অবয়ব যথা—দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড; কিংবা দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, জানু ও দুই চরণ; অথবা দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, মন, এবং বাক্য; রাজনীতির অঙ্গভূত আটপ্রকার উপায়। অষ্ট অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম—অষ্টাঙ্গ দেখ।

অষ্টাঙ্গ যোগ—অষ্টাঙ্গ দেখ।

অষ্টাত্রিংশ—অষ্টাত্রিংশত্তম, ৩৮ সংখ্যার পূরণ। অষ্টাত্রিংশৎ+ডট্। বিণ; ত্রি।

অষ্টাত্রিংশৎ—আটত্রিশ, ৩৮। অষ্টাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী, বা বিণ; ত্রি।

অষ্টাত্রিংশত্তম—অষ্টাত্রিংশ, আটত্রিশের পূরণ, ৩৭ ও ৩৯ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেটী সেই একটী। অষ্টাত্রিংশৎ শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শত্তমী।

অষ্টাদশ—আঠার সংখ্যার পূরণ, আঠারয়টি। অষ্টাদশন্ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

অষ্টাদশ (—দশন্)—আঠার, ১৮। অষ্টাধিক দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

অষ্টাদশ পুরাণ—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড। সং।

অষ্টাদশ বিদ্যা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এই ষড়ঙ্গ, এবং চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব, অর্থশাস্ত্র, সর্ব্বশুদ্ধ এই আঠার প্রকার বিদ্যা। সং; স্ত্রী।

অষ্টাদশাঙ্গ—আঠার প্রকার দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত পাচনবিশেষ। অষ্টাদশ অঙ্গ আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

অষ্টাপদ—১। সারিফলক, সতরঞ্চফলক, পাশার ছক। অষ্ট (আট প্রকার) পদ (স্থান) আছে যাহার, বহু। ২। স্বর্ণ। অষ্টন্ (অষ্টপ্রকারধাতুর মধ্যে) পদ (প্রতিষ্ঠা) যাহার, বহু। ৩। ধুস্তূর, ধুতুরা। সং; পু বা ক্লী। ৪। শরভ; মর্কট; কীট, কীলক, লূতা, মাকড়সা; বনমল্লিকা; কৈলাস পর্ব্বত। সং; পু। [সং; ক্লী।

অষ্টাপদপত্র—স্বর্ণপত্র, সোণার পাত। ৬তৎ।

অষ্টাপদী—বনমল্লিকা। অষ্ট (আট) পদ (দল) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অষ্টাবক্র—জনৈক মুনি। অষ্ট (অষ্ট অঙ্গ) বক্র যাহার, বহু; পিতৃশাপে ইঁহার দেহের অষ্টস্থান বক্র হইয়াছিল, এই জন্য ইনি অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন। সং; পু।

উদ্দালকতনয়া সুজাতার গর্ভে কাহোড় মুনির ঔরসে ইঁহার জন্ম। কথিত আছে যে, ইনি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই সমুদায় বেদ বেদাঙ্গ ও শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। একদা গর্ভস্থ শিশু স্বীয় জনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আমি শ্রবণ করিতেছি আপনার অধ্যয়ন সম্যক্ হইতেছে না।" শিষ্যগণসমক্ষে গর্ভস্থ শিশু কর্ত্তৃক অপমানিত হওয়ায় কাহোড় ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "তুমি গর্ভে থাকিয়া এইরূপে আমার অবমাননা করিলে, অতএব তোমার দেহের অষ্ট স্থল বক্র হইবে।" পিতার শাপে ইনি বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াতে ইঁহার নাম অষ্টাবক্র হইল। অতঃপর একদা অষ্টাবক্র স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গ ভগীরথ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, ইঁহার সম্মানার্থে ভগীরথ গাত্রোত্থান করিতে বৃথা প্রয়াস পান। অষ্টাবক্র মনে করিলেন, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই মহারাজ ঐরূপ করিতেছেন। ইহাতে কোপাবিষ্ট হইয়া ইনি ভগীরথকে শাপ দিলেন যে, 'যদি তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাক, তবে আমার ন্যায় বিকলাঙ্গ হও, নচেৎ উত্তমাঙ্গ হও।' ভগীরথের পক্ষে শাপে বর হইল, তিনি উত্তমাঙ্গ হইলেন। এক সময়ে কাহোড় মুনি জনকরাজসভায় বন্দী নামক জনৈক তার্কিকের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া পূর্ব্বকৃত পণানুসারে জলে নিমজ্জিত হন। অষ্টাবক্র এই সংবাদ অবগত হইয়া অচিরাৎ জনকরাজের সভায় উপস্থিত হন, এবং বন্দীকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় জনককে উদ্ধার করেন। অতঃপর পিতার উপদেশে সমঙ্গ নদীতে স্নান করিলে ইঁহার বিকলাঙ্গতা দূর হয়। অষ্টাবক্র-সংহিতা নামক স্বনামখ্যাত যোগশাস্ত্র ইঁহারই রচিত।

অষ্টাবক্রসংহিতা—যোগশাস্ত্রবিশেষ। [অষ্টাবক্র দেখ]। সং; স্ত্রী।

অষ্টাবিংশ—অষ্টাবিংশতিতম, ২৮ সংখ্যার পূরণ। অষ্টাবিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অষ্টাবিংশী।

অষ্টাবিংশতি—আটাশ, ২৮। অষ্টন্ ও বিংশতি, দ্বন্দ্ব; অথবা অষ্টাধিকা যে বিংশতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী, বা বিণ; ত্রি।

অষ্টাবিংশতিতম—অষ্টাবিংশ, ২৮ সংখ্যার পূরণ, ২৭ ও ২৯ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেটী সেই একটী। অষ্টাবিংশতিশব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

অষ্টাশি, অষ্টাশী—৮৮। অষ্টাশীতি শব্দের অপভ্রংশ।

অষ্টাশীতি—অষ্টাশী বা আটাশী, ৮৮। অষ্টাধিকা অশীতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; অথবা অষ্ট ও অশীতি, দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী, বা বিণ; ত্রি।

অষ্টাশীতিতম—৮৮ সংখ্যার পূরণ, ৮৭ ও ৮৯ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেটী সেই একটী। অষ্টাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অষ্টাশীতিতমী।

অষ্টাহ—আট দিন। অষ্ট অহনের (দিনের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু। [সমাহার দ্বিগু না হইলে "অহন্" স্থানে অহ্ন হয়, যেমন তিন দিনে জাত, ত্রি+অহন্=ত্র্যহ্ন; তদ্রূপ, সর্ব্ব+অহন্=সর্ব্বাহ্ন। এইরূপ পূর্ব্বাহ্ন। কিন্তু এক শব্দের পরস্থিত 'অহন্' শব্দ স্থানে অহ্ন হয় না, যথা—একাহ]। সং; পু।

অষ্টি—আঁটি, বীচি; ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। অশ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্তি। সং; স্ত্রী।

অষ্টেপৃষ্ঠে—আট পিঠে বা পাশে, সকল দিকে, সর্ব্বাঙ্গে, সকল অবয়বে; খুব আঁটিয়া বা কসিয়া। দেশজ।

অষ্ঠি—আঁটি, ফলের বীচি। ন (অ)—স্থা+ক্তি ক। সং; স্ত্রী।

অষ্ঠীলা—গোলাকার প্রস্তরখণ্ড; অষ্ঠি, আঁটি; নাভির অধোদেশে গুল্মবৎ রোগবিশেষ; আঘাতজনিত কালশিরা। অষ্ঠি শব্দ—লা ধাতু+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অষ্ঠীবৎ—জানু, হাঁটু। অস্থি শব্দ+বতু আছে অর্থে। সং; ক্লী।

অষ্ঠীবান্ (—বৎ)—জানু, হাঁটু। অস্থি শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু।

অসংখ্য, অসখ্য—সংখ্যাতীত, অগণ্য। ন (নাই) সংখ্যা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংখ্যা, অসখ্যা।

অসংখ্যাত, অসখ্যাত—অগণিত, অসংখ্য, অগণ্য। ন সংখ্যাত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংখ্যাতা।

অসংখ্যেয়, অসখ্যেয়—সংখ্যাতীত, অগণ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংখ্যেয়া।

অসংজ্ঞ—সংজ্ঞাহীন, চেতনাশূন্য, অচেতন। ন (নাই) সংজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসংবদ্ধ—অসম্বদ্ধ দেখ।

অসংযত—বন্ধনবিহীন, অবদ্ধ, অরুদ্ধ; অনিয়মিত; অদমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংযম—সংযমাভাব, ইন্দ্রিয়নিচয়ের ও কাম ক্রোধাদি রিপুগণের দমনাভাব। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসংযমী (—মিন্)—ইন্দ্রিয়-সংযমরহিত, অজিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বশ, রিপুপরতন্ত্র, কামুক, ক্রোধপরবশ। ন সংযমী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অসংযমিনী।

অসংযুক্ত—বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—যুক্তা।

অসংযোগ—সংযোগাভাব, বিচ্ছেদ, বিশ্লেষ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসংলগ্ন—অসংবদ্ধ, অসংসক্ত, যাহা লাগিয়া নাই; সম্বন্ধবিরহিত, পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ, অসঙ্গত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লগ্না।

অসংবর—অনিবার্য্য, যাহা সংবরণ করা যায় না এরূপ। ন—সম্—বৃ+অল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

অসংবরণীয়—অসংবর, অনিবার্য্য; সংবরণের অসাধ্য বা অযোগ্য। ন সংবরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংবরণীয়া।

অসংবিদান—স্বীকারহীন, অঙ্গীকারশূন্য; অজ্ঞ। ন—সম্—বিদ (জানা)+শানচ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংবিদানা।

অসংবৃত—অনাচ্ছাদিত, অনাবৃত, আবরণশূন্য; অসংযত, অনিবারিত, অনিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংবৃতা।

অসংশনীয়—নিঃসন্দেহ, যাহাতে সংশয় হইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংশয়—১। সংশয়াভাব, সন্দেহ না থাকা। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। সংশয়শূন্য, সন্দেহহীন, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংশয়া।

অসংশয়ান—অসন্দিহান। ন সংশয়ান, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংশয়ানা।

অসংশয়িত—অসন্দিগ্ধ। ন সংশয়িত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংশয়িতা।

অসংশোধন—সংশোধনাভাব, শুদ্ধ না করা, না শোধরান, না সারা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসংশোধিত—সংশোধনরহিত, অশোধিত, যাহা শুদ্ধ করা হয় নাই, যাহা শোধরান বা সারা হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ধিতা।

অসংশ্লিষ্ট—অসম্বদ্ধ, অসংযুক্ত, অসম্পৃক্ত, অসংসৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শ্লিষ্টা।

অসংসক্ত—সংসারবিরহিত, অসংশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন। ন সংসক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সক্তা।

অসংসাহস—দুঃসাহস, অযথা অতিরিক্ত সাহস, গোঁয়ারতমি। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসংসাহসিক—দুঃসাহসিক; দুঃসাহস-সাধ্য; অসংসাহস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সিকী। বি অসংসাহসিকতা।

অসংসৃষ্ট—অসম্পৃক্ত, অসংশ্লিষ্ট; বিচ্ছিন্ন। ন সংসৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সৃষ্টা।

অসংস্কৃত—সংস্কারবিহীন, যাহার রীতিমত সংস্কার হয় নাই এরূপ; অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংস্কৃতা।

অসংস্কৃত বাক্য—সংস্কৃত ভিন্ন অন্য বাক্য; অপভাষা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অসংস্থান—সংস্থানাভাব, অপ্রতুল, অনটন; অসঙ্গতি। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসংহত—১। ব্যূহবিশেষ। সং; পু। ২। অসংযুক্ত, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংহতা।

অসকাল—বিকাল, সন্ধ্যা; শেষ, অবসান; অকাল, অসময়; বিলম্ব, গৌণ, দেরী। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অসকৃৎ—মুহুর্ম্মুহুঃ, পুনঃ পুনঃ, অনেকবার। ন সকৃৎ, নঞ্‌তৎ। ব্য।

অসকৃদ্গর্ভবাস—পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ। গর্ভে বাস=গর্ভবাস (৭তৎ); অসকৃৎ গর্ভবাস, সুপ্সুপেতি। সং; পু।

অসক্ত—অনাসক্ত, অপ্রতিবদ্ধ; বিষয়বিরাগী; অসংলগ্ন। ন সক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসক্থ—সক্থিরহিত, উরুহীন। ন (নাই) সক্থি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—থী।

অসখা (অসখি)—অমিত্র, অসুহৃদ, বিরোধী, শত্রু। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসখ্য—অসৌহৃদ্য, অমিত্রতা, অসদ্ভাব, শত্রুতা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসগোত্র—ভিন্নগোত্রীয়, অন্যবংশোদ্ভব। ন সগোত্র, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসগোত্রা।

অসঙ্কল্পিত, অসংকল্পিত—যাহার সঙ্কল্প করা হয় নাই; অনভিপ্রেত; অনভিলষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ল্পিতা।

অসঙ্কীর্ণ—অসঙ্কুল, অনল্পপ্রস্থ, বিস্তৃত; অজনাকীর্ণ; অসঙ্কুচিত; অমিশ্রিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসঙ্কীর্ণা।

অসঙ্কুচিত, অসংকুচিত—সঙ্কোচশূন্য; অকুণ্ঠিত; অকুঞ্চিত, কোঁকড়ান নয়, জড়সড় নয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চিতা।

অসঙ্কুল, অসংকুল—বিস্তীর্ণ; অমিলিত; পরস্পর অবিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসঙ্কোচ, অসংকোচ—১। সঙ্কোচরাহিত্য, দ্বিধাহীনতা, সঙ্কোচ না করা। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। সঙ্কোচবিহীন। ন (নাই) সঙ্কোচ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসখ্যা—অসংখ্য দেখ।

অসখ্যাত—অসংখ্যাত দেখ।

অসখ্যেয়—অসংখ্যেয় দেখ।

অসঙ্গ—১। সঙ্গরহিত, নির্লিপ্ত; অপ্রতিহত। ন (নাই) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসঙ্গা। ২। বৈরাগ্য, ভোগাভিলাষরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। ৩। চন্দ্রবংশীয় যুযুধানের পুত্রের নাম। সং; পু।

অসঙ্গত—অসংলগ্ন; পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ; অযৌক্তিক, যুক্তিবিরুদ্ধ; অনুচিত। ন সঙ্গত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসঙ্গতা।

অসঙ্গতি—অসংলগ্নতা; সংসর্গাভাব; অসংস্থান, অপ্রতুল; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অসঙ্গম—সঙ্গমাভাব, সংসর্গরাহিত্য, সঙ্গ না করা; মৈথুনাভাব, সুরতরাহিত্য, স্ত্রীপুরুষে সহবাস না করা; অসঙ্গতি, অসংলগ্নতা; অমিলন; অসংযোগ, বিয়োগ, বিচ্ছেদ। ন সঙ্গম, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসচ্চরিত্র—১। দুশ্চরিত্র, দুরাচার, দুর্ব্বৃত্ত। ন সচ্চরিত্র, নঞ্‌তৎ; অথবা অসৎ চরিত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসচ্চরিত্রা। ২। মন্দ চরিত্র, অসাধুশীলতা। অসৎ যে চরিত্র কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অসজ্জন—অসাধু লোক। ন সজ্জন, নঞ্‌তৎ; অথবা ন সৎ=অসৎ (নঞ্‌তৎ), অসৎ যে জন, কর্ম্মধা। সং; পু।

অসজ্জনোচিত—অসাধুসম্মত, অভদ্রোচিত; দুষ্ট লোকের উপযুক্ত। সজ্জনের উচিত=সজ্জনোচিত (৬তৎ), ন সজ্জনোচিত, নঞ্‌তৎ; কিংবা অসজ্জনের উচিত (কর্ত্তব্য), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসজ্জনোচিতা।

অসৎ—১। অসাধু; গর্হিত, নিন্দিত, কু, খারাপ; অবিদ্যমান। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। [সংস্কৃত মতে প্রথমা বিভক্তিতে পুংলিঙ্গে অসন্‌, ক্লীবলিঙ্গে অসৎ এবং স্ত্রীলিঙ্গে অসতী]। ২। অনাদর। ব্য।

অসতর্ক—অসাবধান, সতর্কতারহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—র্কা। বি,—র্কতা।

অসতী—গর্হিতা, নিন্দিতা; দুশ্চরিত্রা; অসাধ্বী; কুলটা, ব্যভিচারিণী, পুংশ্চলী, স্বৈরিণী, ধৃষ্টা। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অসতীসুত—কুলটার পুত্র। ৬তৎ। সং; পু।

অসৎকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—দুষ্কর্ম, মন্দ কার্য্য, খারাপ কাজ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অসৎকর্ম্মা (—কর্ম্মন্)—দুষ্কর্ম্মকারী, দুষ্ক্রিয়ান্বিত, দুশ্চরিত্র। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অসৎকৃত—যাহার সৎকার করা হয় নাই, অপুরস্কৃত; অসমাদৃত, অনাদৃত, অসম্মানিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অসত্তা—অবিদ্যমানতা, না থাকা; অসতের ভাব, অসাধুতা, দুষ্টতা। অসৎ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অসৎপথ—কুপথ, মন্দপথ। কর্ম্মধা। সং; পু।

অসৎপথাবলম্বী (—লম্বিন্)—কুপথাশ্রয়কারী, যে মন্দ পথ ধরিয়াছে, দুষ্ক্রিয়াসক্ত, দুশ্চরিত্র। অসৎপথ অবলম্বন করে যে, উপ; অসৎপথ—অব—লম্ব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অসৎপথাবলম্বিনী।

অসৎপরিগ্রহ—১। দান স্বরূপে অযোগ্য বা অনুচিত বস্তু লওয়া। ৬তৎ। ২। অযোগ্য ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ। ৫তৎ। সং; পু।

অসৎপুত্র—১। পুত্রহীন, নিঃসন্তান। অসৎ (অবিদ্যমান) পুত্র যাহার, বহু। ২। কুপুত্রবিশিষ্ট, মন্দ পুত্রের জনক। অসৎ (কু) পুত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসৎপুত্রা। ৩। কুপুত্র, মন্দ ছেলে। কর্ম্মধা। সং; পু। স্ত্রী অসৎপুত্রী।

অসত্য—১। মিথ্যা, অনৃত; অলীক। ন সত্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসত্যা। ২। অলীক বাক্য, মিথ্যা কথা। সং; ক্লী।

অসত্যবাদী (—বাদিন্)—মিথ্যাবাদী। ন সত্যবাদী, নঞ্‌তৎ; অথবা উপ; অসত্য শব্দ—বদ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বাদিনী।

অসত্যসন্ধ—বিফলপ্রতিজ্ঞ; কপটাচার; কৃতঘ্ন। ন সত্যসন্ধ, নঞ্‌তৎ; অথবা, অসত্যা সন্ধা (অভিসন্ধি) যাহার, কিংবা অসত্যে সন্ধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসত্যসন্ধা।

অসত্যসন্নিভ—অসত্যসদৃশ, মিথ্যাতুল্য, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব। অসত্যের সন্নিভ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসত্যসন্নিভা।

অসৎ-সংসর্গ,—সঙ্গ—অসজ্জনের সহবাস, কুসঙ্গ, দুষ্টলোকের সঙ্গে থাকা। অসৎ যে সংসর্গ বা সঙ্গ, কর্ম্মধা; কিংবা অসতের সংসর্গ বা সঙ্গ, ৬তৎ। সং; পু।

অসদধ্যেতা (—ধ্যেতৃ)—অসৎবিষয় অধ্যয়নকারী, মন্দ লেখার পাঠক। অসতের অধ্যেতা, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অসদধ্যেত্রী।

অসদাচরণ—কদাচরণ, দুর্ব্যবহার, দুশ্চরিত্রতা, দুর্বৃত্ততা। অসৎ যে আচরণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অসদাচার—১। কদাচরণ, দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ। অসৎ যে আচার, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। কদাচারী, দুর্ব্যবহারকারী, দুরাচার, দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত। অসৎ আচার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসদাচারা।

অসদাচারী (—চারিন্)—কদাচারী, দুর্ব্যবহারকারী, দুরাচার, দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত। ন সদাচারী ইতি নঞ্‌তৎ; কিংবা অসৎ আচরণ করে যে এই বাক্যে উপ; অসৎ—আ—চর ধাতু+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—চারিণী।

অসদুপদেশ—কুশিক্ষা, কুপরামর্শ। অসৎ যে উপদেশ, কর্ম্মধা। সং; পু।

অসদৃশ—বিসদৃশ, বিরুদ্ধ; অনুপযুক্ত; অননুরূপ; বিষম; অনুপম, অসাধারণ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসদৃশী।

অসদ্গ্রহ—অসৎ বিষয়ে প্রবৃত্তি বা আগ্রহ; অপটু, আপুটি, শিশুর গোঁ বা অযথা আবদার। অসতে গ্রহ (আগ্রহ), ৭তৎ। সং; পু।

অসদ্গ্রাহী (—গ্রাহিন্)—অনুচিত দানগ্রহণকারী, অশাস্ত্রীয় দানগ্রহীতা; ধনলোভী। অসৎ যে গ্রাহী (গ্রহণকারী), কর্ম্মধা; অথবা অসৎ হইতে গ্রাহী, ৫তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অসৎগ্রাহিণী।

অসদ্ভাব—অসত্তা, অবিদ্যমানতা; অভাব, অসংস্থান; অপ্রণয়; দুষ্টভাব, দুঃস্বভাব। ন সদ্ভাব, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসদ্বৃত্তি—১। অসদাচরণ, দুর্ব্যবহার, দুরাচরণ, দুর্বৃত্ততা; নিন্দিত ব্যবহার। অসতী বৃত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। দুরাচার, দুর্বৃত্ত। অসতী বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসদ্ব্যবহার—১। দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ; কদাচরণ, দুর্বৃত্ততা; অপব্যবহার, অযথাভাবে নিয়োগ। কর্ম্মধা। সং, পু। ২। দুর্ব্যবহারকারী, অসদাচার, দুরাচার, দুর্বৃত্ত। অসৎ ব্যবহার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসদ্ব্যবহারী (—হারিন্)—দুর্ব্যবহারকারী, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট। উপ; অসৎ—বি—অব—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—হারিণী।

অসন্ (অসৎ)—১। অসৎ দেখ। বিণ; পু। স্ত্রী অসতী। ২। ইন্দ্র। সং; পু।

অসন—১। ক্ষেপণ। অস (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বৃক্ষবিশেষ, পিয়াসাল; আর এক প্রকার বৃক্ষ, আসন গাছ। সং; পু।

অসন্তুষ্ট—অপরিতুষ্ট, অতৃপ্ত; বিরক্ত। ন সন্তুষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসন্তুষ্টা।

অসন্তুষ্টি—অসন্তোষ, অতৃপ্তি; বিরক্তি। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অসন্তোষ—অসন্তুষ্টি, অতৃপ্তি; বিরক্তি। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসন্দিগ্ধ—সন্দেহশূন্য, নিঃসন্দেহ, অসংশয়িত; নিশ্চিত, অবধারিত, স্থির। ন সন্দিগ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসন্দিগ্ধা।

অসন্দিগ্ধচিত্ত—১। সংশয়শূন্য হৃদয়, যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই এরূপ মন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অসংশয়িত-হৃদয়, যাহার মনে কোন প্রকার সন্দেহ নাই এরূপ (লোক)। অসন্দিগ্ধ চিত্ত যাহার, বহু; অথবা সন্দিগ্ধ চিত্ত যাহার সে সন্দিগ্ধচিত্ত (বহু), ন সন্দিগ্ধচিত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসন্দিগ্ধচিত্তা।

অসন্দিহান—অসন্দেহকারী, অসংশয়ান। ন সন্দিহান, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হানা।

অসন্নদ্ধ—অকৃতসন্নাহ, অবর্ম্মিত, বর্ম্মহীন; গর্ব্বিত, পণ্ডিতাভিমানী; সমুদ্ধত, ভ্রান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসন্নদ্ধা।

অসন্নিকর্ষ—অসান্নিধ্য, দূরত্ব। ন সন্নিকর্ষ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসন্নিকৃষ্ট—অসন্নিহিত, দূরস্থিত। ন সন্নিকৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসন্নিকৃষ্টা।

অসন্নিধান—অসন্নিকর্ষ, অসামীপ্য, অনৈকট্য, দূরত্ব; অনুপস্থিতি, নিকটে না থাকা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসন্নিহিত—অসন্নিকৃষ্ট, অসমীপস্থ, দূরবর্ত্তী; নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসন্নিহিতা।

অসপত্ন—শত্রুহীন, অরিশূন্য। ন (নাই) সপত্ন (শত্রু) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসপিণ্ড—সপ্তমপুরুষেতর, সাতপুরুষের বহির্ভূত; অসগোত্র। ন সপিণ্ড, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসপিণ্ডা।

অসভ্য—সভার অনুপযুক্ত, ভদ্রসমাজের অযোগ্য; অভদ্র, অশিষ্ট; খল। ন সভ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসভ্যা।

অসভ্যতা—ভদ্রসমাজের অযোগ্যতা; অশিষ্টতা,

অভব্যতা, অভদ্রতা। অসভ্য শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অসম—১। অসমান; অসদৃশ; অসমঞ্জস; অনুপম; বিষম, বিজোড়। ন সম, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসমা। ২। বুদ্ধ। ন (নাই) সম (তুল্য) যাহার, বহু। সং; পু।

অসমক্ষ—অগোচরে, অসাক্ষাতে। ন সমক্ষ, নঞ্‌তৎ। ক্রি-বিণ। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ক্ষা।

অসমগ্র—অসম্যক্, অসমস্ত, অসম্পূর্ণ। নঞ্‌তৎ।

অসমঞ্জস—১। অসদৃশ; অসঙ্গত; অনুপযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসমঞ্জসা।
২। সগর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইঁহার জননীর নাম কেশিনী। ইনি যৌবনের প্রারম্ভে অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠেন, এজন্য ইঁহার পিতা ইঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অতঃপর ইনি সাধুশীল হইয়া তপশ্চরণে জীবন উৎসর্গ করেন। সং; পু।

অসমতল—যাহা সমতল নহে, যাহার পৃষ্ঠদেশ সম নহে, যাহার উপরিভাগ উচ্চনীচ, বন্ধুর। ন সমতল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসমতা, —ত্ব—অসমানত্ব; বৈষম্য; বিজোড়ত্ব; বৈসাদৃশ্য, ভিন্নতা; অনুপমত্ব। নঞ্‌তৎ; অথবা অসমের ভাব এই অর্থে অসম+তা, ত্ব। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অসমদর্শী (—দর্শিন্)—যে সকলকে সমান চক্ষে দেখে না, পক্ষপাতী। ন সমদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —দর্শিনী। বি, —দর্শিতা।

অসময়—অপ্রকৃত সময়; অযোগ্য কাল; দুঃসময়। অপ্রশস্ত সময়, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসমর্থ—অশক্ত, অপারক, অক্ষম, দুর্ব্বল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসমর্থা। বি অসমর্থতা, —ত্ব।

অসমর্থন—সমর্থন না করা; অননুমোদন। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসমর্থ-সমাস—যে শব্দের সহিত যাহার সমাস হওয়া উচিত তাহাকে ব্যতিক্রম করিয়া অন্য শব্দের সহিত সমাস। কর্ম্মধা। সং; পু।

অসমর্পণ—অনর্পণ, অসম্প্রদান; সঁপিয়া না দেওয়া। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসমর্পিত—অনর্পিত, অপ্রদত্ত; যাহা সঁপিয়া দেওয়া হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসমবায়িকারণ—(ন্যায়মতে) সমবায়িকারণের আসন্নতর কারণ, সমবায়িকারণের প্রত্যাসন্ন হইয়া যাহা কারণ হয়; আগন্তুক বা নৈমিত্তিক হেতু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অসমবায়ী (—বায়িন্)—অসম্বদ্ধ, অসম্পৃক্ত; নৈমিত্তিক, আগন্তুক। ন সমবায়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী অসমবায়িনী।

অসমশীর্ষ—যাহাদিগের শীর্ষ (যে সকল বর্ণের উপরিভাগ) সম অর্থাৎ একরেখায় নহে, যাহা সমশীর্ষ নহে। অসম শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসমশীর্ষা।
বর্ণবিন্যাসের নিয়ম এই—
সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।
অর্থাৎ অক্ষরগুলি সম, সমশীর্ষ, ঘন ও বিরল হইবে। লাইন সোজা না হইলেই অক্ষরগুলিকে অসমশীর্ষ বলা যায়।

অসমসাময়িক—অসমকালীন, এক সময়ে (বা যুগপৎ) বিদ্যমান নহে এরূপ। ন সমসাময়িক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —য়িকী।

অসমসাহস—অসংসাহস, দুঃসাহস। কর্ম্মধা। সং; পু।

অসমসাহসিক—দুঃসাহসান্বিত; সম্ভাবিত বিপদ বিষয়ের অসঙ্কোচে সাধনকারী। অসমসাহস শব্দ+ষ্ণিক কৃতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —সিকী। বি, —সিকতা, —ত্ব।

অসমসাহসী (—সিন্)—অসংসাহসী, দুঃসাহসী। অসমসাহস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অসমসাহসিনী।

অসমস্ত—সমাসরহিত, ব্যস্ত; অসমগ্র; অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসমাঙ্গ—১। অসমান বা অসমঞ্জস অবয়ব, সৌষ্ঠববিহীন দেহাংশ। অসম অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অসমান বা অসমঞ্জস অবয়ববিশিষ্ট, যাহার সকল অঙ্গ চৌরস নহে, সৌষ্ঠববিহীন দেহাংশধারী। অসম অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ঙ্গা, —ঙ্গী।

অসমান—অসম; অসদৃশ; ভিন্নজাতীয়। ন সমান, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসমানা। বিশেষ্যে অসমানতা, —ত্ব।

অসমাপক—অসমাপ্তিসাধক, কার্য্যাদি যে সমাপ্ত করে না; অসম্পাদক। ন সমাপক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসমাপিকা।

অসমাপিকা—অসমাপক দেখ।

অসমাপিকা ক্রিয়া—ক্রিয়া দেখ।

অসমাপিত—অসমাপ্তি প্রাপিত, যাহা সমাপ্ত করা হয় নাই; অসম্পাদিত; অনিষ্পন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসমাপিতা।

অসমাপ্ত—অসম্পূর্ণ, অনবসিত। ন সমাপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী অসমাপ্তা।

অসমাপ্তি—অসম্পূর্ণতা, শেষ না করা। ন সমাপ্তি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অসমীক্ষ্যকারিতা, —ত্ব—অবিমৃষ্যকারিতা, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া কার্য্যকরণ। অসমীক্ষ্যকারীর ভাব এই অর্থে অসমীক্ষ্যকারিন্+তা, ত্ব। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অসমীক্ষ্যকারী (—কারিন্)—সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কার্য্যকারী, হঠকারী, অবিমৃষ্যকারী। ন (অ)—সম্—ঈক্ষ+যপ্=অসমীক্ষ্য=সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ বিবেচনা না করিয়া; অসমীক্ষ্য—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অসমীক্ষ্যকারিণী।

অসমীক্ষ্যভাষী (—ভাষিন্)—যে সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কথা বলে। অসমীক্ষ্য—ভাষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অসমীক্ষ্যভাষিণী।

অসমীচি—অসম্যক্ এবং অসম্যঙ্ দেখ।

অসমীচীন—অনুপযোগী; অসঙ্গত; অনুত্তম, নিকৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —চীনা।

অসমৃদ্ধি—সম্যক্ ঋদ্ধির অভাব, বৃদ্ধিরাহিত্য; সমৃদ্ধিরাহিত্য, সৌভাগ্যহীনতা। ন সমৃদ্ধি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অসম্পর্ক—১। সম্বন্ধাভাব, সম্পর্ক না থাকা। ন সম্পর্ক, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। সম্পর্করহিত, নিঃসম্বন্ধ। ন (নাই) সম্পর্ক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসম্পর্কীয়—সম্পর্কশূন্য, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —য়া।

অসম্পূর্ণ—অসমাপ্ত; অপূর্ণাঙ্গ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্পূর্ণা।

অসম্পৃক্ত—সম্পর্কশূন্য, সম্বন্ধবিহীন, অসংশ্লিষ্ট। ন সম্পৃক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ক্তা।

অসম্বদ্ধ (বা অসংবদ্ধ)—অবদ্ধ, যাহা বাঁধা নয়; সম্বন্ধশূন্য, অসংলগ্ন; অসঙ্গত। ন সম্বদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্বদ্ধা।

অসম্বদ্ধপ্রলাপ—সম্বন্ধশূন্য বাক্যকথন, অসঙ্গত উক্তি, আবল তাবল বকা। কর্ম্মধা। সং।

অসম্বদ্ধপ্রলাপী (—লাপিন্)—অসম্বদ্ধভাষী, অসংলগ্ন বাক্যকথক, যে অসঙ্গত কথা বলে বা আবল তাবল বকে। কর্ম্মধা। বিণ; পু। স্ত্রী অসম্বদ্ধপ্রলাপিনী।

অসম্বদ্ধভাষী (—ভাষিন্)—অসম্বদ্ধপ্রলাপী, যে অসঙ্গত কথা বলে। উপ; অসম্বদ্ধ—ভাষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অসম্বদ্ধভাষিণী।

অসম্বর—অধৈর্য্য, অধীর, অস্থির, অসামাল। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

অসম্বাধ—বাধাশূন্য; পরস্পর সংঘর্ষরহিত; জনতারহিত; বিরল; অধিগম্য। ন (নাই) সম্বাধ যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ধা।

অসম্ভব—১। সম্ভব নয় এরূপ, যাহা ঘটিতে পারে না। ন (নাই) সম্ভব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্ভবা। ২। সম্ভবরাহিত্য; অলৌকিক ঘটনা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসম্ভাবনীয়—সম্ভাবনাশূন্য, যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এরূপ। ন সম্ভাবনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্ভাবনীয়া।

অসম্ভাবিত—অতর্কিত, যাহা ঘটিবে বলিয়া সম্ভাবনা করা যায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্ভাবিতা।

অসম্ভাব্য—যাহা সম্ভাবনা যোগ্য নহে এরূপ। ন সম্ভাব্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্ভাব্যা। বি অসম্ভাব্যতা, —ত্ব।

অসম্ভূত—অনুদ্ভূত, অনুৎপন্ন, অজাত। ন সম্ভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্ভূতা।

অসম্ভোগ—অনুপভোগ, ভোগাভাব, ভোগ না করা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসম্ভ্রম—১। অসম্মান, অমর্য্যাদা, অনাদর; চাঞ্চল্যাভাব, স্থিরতা। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। অচঞ্চল, স্থির; মর্য্যাদাশূন্য। ন (নাই) সম্ভ্রম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্ভ্রমা।

অসম্ভ্রান্ত—সম্ভ্রমহীন, মর্য্যাদাশূন্য; অচঞ্চল, ধীর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্ভ্রান্তা।

অসম্মত—অননুমত, অনভিমত; অস্বীকৃত; যে বিষয়ে সম্মতি নাই এরূপ; বিরোধী; প্রতিকূল; অপ্রিয়। ন সম্মত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসম্মতা। [সং; স্ত্রী।

অসম্মতি—সম্মতির অভাব, অমত। নঞ্‌তৎ।

অসম্মান—অমর্য্যাদা, অবমাননা, অনাদর। ন সম্মান, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসম্মানিত—অনারাধিত, অপূজিত; অসমাদৃত, অনাদৃত; অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত; অবমানিত। ন সম্মানিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসম্যক্ (অসম্যচ্)—অসুষ্ঠু, অসুন্দর; অসমস্ত; অসম্পূর্ণ; অপর্য্যাপ্ত, অপ্রচুর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসমীচী।

অসম্যক্‌কারী (-রিন্)—অসম্পূর্ণ-কার্য্যকারী, যে কার্য্য সম্পূর্ণ করে না। উপ; অসম্যক্ শব্দ-কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অসম্যক্‌কারিণী।

অসম্যঙ্ (অসম্যঞ্চ্)—অসম্যক্ (সকল অর্থে)। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসমীচী।

অসম্যচ্—অসম্যক্ দেখ।

অসম্যঞ্চ্—অসম্যঙ্ দেখ।

অসম্শ্লিষ্ট—অসংসৃষ্ট, সংস্রবশূন্য, অসংযুক্ত। ন সংশ্লিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসংশ্লিষ্টা।

অসরল—অনৃজু, সোজা নয়, বক্র, বাঁকা, কুটিল; কপটী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসরলা। বি অসরলতা, -ত্ব।

অসরু—বৃক্ষবিশেষ, কুকুরশোঁকা বা কুকুরশোঙ্গা। সং; পু।

অসবর্ণ—ভিন্নজাতীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -বর্ণা।

অসবর্ণ-বিবাহ—বিভিন্ন জাতীয় বরকন্যার বিবাহ। ৬তৎ। সং; পু।

অসহ—১। অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য। ন সহ, নঞ্‌তৎ। ২। অসহনীয়, দুঃসহ, অসহ্য। ন-সহ+অ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসহা।

অসহন—১। অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য। ন (অ)-সহ+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। শত্রু। সং; পু। ৩। সহ্য না করা, না সহা, সহনাভাব, অসহিষ্ণুতা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অসহনীয়—অসহ্য, দুঃসহ, সহ্য করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -নীয়া।

অসহমান—অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য। ন-সহ (সহ্য করা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -মানা।

অসহায়—সহায়হীন; সঙ্গশূন্য, একাকী। ন (নাই) সহায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসহায়া। বি অসহায়তা।

অসহিষ্ণু—অসহনশীল; সহিষ্ণুতাশূন্য, সহ্য করিতে অশক্ত; ধৈর্য্যহীন, অধৈর্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসহিষ্ণুতা—সহিষ্ণুতারাহিত্য, অসহনশীলতা; ধৈর্য্যহীনতা, অধৈর্য্য। অসহিষ্ণু শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অসহ্য—অসহনীয়, সহা যায় না এরূপ, দুঃসহ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসহ্যা।

অসাক্ষাৎ—অগোচরে, অপ্রত্যক্ষে। অ্য।

অসাক্ষাৎকার—দেখা না হওয়া; পরোক্ষজ্ঞান; প্রত্যক্ষাভাব। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসাক্ষিক—সাক্ষিহীন, যাহার কোন সাক্ষী নাই; অধিষ্ঠাতৃহীন। ন (নাই) সাক্ষী (সাক্ষাৎদ্রষ্টা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসাক্ষী (-ক্ষিন্)—অসাক্ষাৎদ্রষ্টা, অপ্রত্যক্ষদর্শী; অনুপযুক্ত সাক্ষী; সাক্ষী হইবার অনুপযুক্ত। ন সাক্ষী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী সাক্ষিণী।

অসাজন্ত—সাজন্ত নহে এরূপ, যাহার অঙ্গে সাজে না, বেমানান, অশোভন। দেশজ। বিণ।

অসাড়—(অঙ্গাদির পক্ষে) অবশ; অনুভূতিশূন্য, বোধরহিত, অসান। দেশজ। বিণ।

অসাড়তা—অসাড় হওয়া। দেশজ। সং।

অসাড়ে—অজ্ঞানে, বোধশূন্যভাবে; অজ্ঞাতে; অগোচরে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

অসাত্ত্বিক, অসাত্বিক—সত্ত্বগুণরহিত; অধার্ম্মিক বা অধর্ম্ম্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসাত্ত্বিকী, অসাত্বিকী।

অসাধ—অনিচ্ছা। দেশজ। সং।

অসাধনীয়—অসাধ্য দেখ।

অসাধারণ—যাহা সকলের নাই এরূপ; সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; অসামান্য, অলৌকিক; বিশেষ। ন সাধারণ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসাধারণী।

অসাধারণত্ব—অসামান্যতা, অলৌকিকত্ব; বিশিষ্টতা, বিশেষত্ব। অসাধারণ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

অসাধিত—যাহা সাধন করা হয় নাই; অসম্পাদিত; অনিষ্পাদিত; অপ্রতিপাদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসাধিতা।

অসাধু—অসৎ; দুশ্চরিত্র; দূষণীয়, নিন্দার্হ, গর্হিত; অপ্রিয়; অশিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসাধু বা অসাধ্বী। বি, -তা, -ত্ব।

অসাধ্য, অসাধনীয়—অসম্পাদ্য, যাহা সম্পন্ন করিতে পারা যায় না এরূপ; দুষ্কর, দুঃসাধ্য, সাধ্যাতীত; অনায়ত্ত; অপ্রতিকার্য্য, অচিকিৎস্য; প্রমাণদ্বারা অনির্ণেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসাধ্যা, অসাধনীয়া। বি অসাধ্যতা, অসাধনীয়ত্ব।

অসাধ্যসাধন—যাহা অপরে করিতে পারে না এরূপ বিষয়ের সম্পাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অসাধ্বস—১। ভয়হীনতা, নির্ভীকতা; অব্যাকুলতা; অসম্ভ্রম। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। ভয়রহিত, অকুতোভয়, নির্ভীক; অব্যাকুল। ন (নাই) সাধ্বস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসাধ্বী—অসতী, কুলটা। ন সাধ্বী, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী। অপিচ অসাধু দেখ।

অসান—অসাড়, সংজ্ঞাহীন, বোধরহিত, অনুভূতিশূন্য। দেশজ। বিণ।

অসান্দ্র—অনিবিড়, বিরল, ফাঁক ফাঁক; অঘন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসান্দ্রা।

অসামঞ্জস্য—অসমঞ্জসের ভাব, অসঙ্গতি; অসৌষ্ঠব, অপারিপাট্য; অসদৃশতা; অনুপযুক্ততা, অযোগ্যতা। অসমঞ্জস শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

অসাময়িক—যাহা সময়োপযোগী নহে, কালানুপযুক্ত। ন সাময়িক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসাময়িকী।

অসামর্থ, অসামর্থ্য—অসমর্থের ভাব, অসমর্থ হওয়া, শক্তিহীনতা, অক্ষমতা, অপারকত্ব। অসমর্থ শব্দ+ষ্ণ, ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

অসামাজিক—যাহা সমাজ সম্বন্ধীয় নহে; সমাজের সহিত সম্পর্কশূন্য; অসাম্প্রদায়িক; সমাজের অনুপযুক্ত, অসমাজপ্রিয়, অসভ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসামাজিকী। বি অসামাজিকতা।

অসামান্য—অসাধারণ, যাহা সচরাচর ঘটে না এরূপ; লোকাতীত, অলৌকিক; অনুপম। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসামান্যা। বি অসামান্যতা, -ত্ব।

অসামাল—যে সামলাইয়া উঠিতে পারে না, অসুবিধার অবস্থায় প্রতি কার্য-সাধনে অসমর্থ; আত্মরক্ষায় অপারক, অসহায়; বিব্রত; পরিধেয়াদি সম্বন্ধে অসাবধান; মলমূত্রের বেগধারণে অসমর্থ হইয়া যে কাপড় চোপড় নষ্ট করে। দেশজ; গ্রাম্য। বিণ।

অসাম্প্রতম্—অকর্ত্তব্য, অনুচিত, অযুক্ত। নঞ্‌তৎ। অ্য।

অসাম্প্রদায়িক—যাহা সম্প্রদায়ঘটিত নহে, সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্করহিত; অসামাজিক; দলাদলির সহিত অসম্পৃক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসাম্প্রদায়িকী। বি অসাম্প্রদায়িকতা, -ত্ব।

অসাম্য—অসমতা, অসমানত্ব; অসাদৃশ্য; বিভিন্নতা; অনুপযুক্ততা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসার—১। সারহীন; আসল বস্তুশূন্য; অপ-

দার্থ ; দুর্ব্বল। ন (নাই) সার যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অসারা। ২। এরণ্ড বৃক্ষ। সং; পু। ৩। অগুরু। সং; ক্লী।

অসারতা—সারশূন্যতা ; দুর্ব্বলতা। অসার শব্দ +তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অসারা—১। সারহীনা,ইত্যাদি। অসার দেখ। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অসার,সারহীন ; যাহা (যে বৃক্ষাদি) সারে নাই। দেশজ। বিণ।

অসাবধান—অসতর্ক, অনবহিত,প্রমাদী। নঞ্‌-তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ধানা।

অসাবধানতা—অসাবধানের ভাব, সাবধান না হওয়া, অসতর্কতা। অসাবধান শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অসি—১। খড়্গ, তরবারি, কৃপাণ, করবাল। অস (ক্ষেপণ করা)+ই র্ম্ম। সং ; পু। ২। পৌরাণিক নদীবিশেষ। এই নদীটী বরুণা নাম্নী নদীর দক্ষিণে গঙ্গাতে সংমিলিত হইয়া তাহার পর উত্তরবাহিনী হইয়া বরুণাতে যাইয়া পতিত হইয়াছে। কাশীধাম এই দুই নদীর মধ্যগত হওয়াতে উহার অপর নাম বারাণসী। সং ; স্ত্রী। ৩। আছ, হও বা হইতেছ। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

অসিক—অধর ও চিবুকের মধ্যভাগ। অস (ক্ষেপণ করা)+ইকন্ ক। সং ; ক্লী।

অসিক্লিকা—অসিক্লী ; কিঙ্করী, দাসী। অসিক্লী +কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অসিক্লী—১। অন্তঃপুরচারিণী অ-বৃদ্ধা দাসী। অসিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, বিকল্পে নিপাতনে অসিক্লী, পক্ষে অসিতাও হয়। ২। নদীবিশেষ। ৩। বীরণ প্রজাপতির কন্যা, দক্ষ প্রজাপতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। সং ; স্ত্রী।

অসিগণ্ড—ক্ষুদ্র বালিশ, কাণবালিশ। অসি (নিক্ষিপ্ত) গণ্ড যাহাতে, বহু। সং ; পু।

অসিচর্ম্ম—তরবারি ও ফলক, ঢাল তলওয়ার। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

অসিত—১। কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামল, কাল। ন সিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অসিতা, পক্ষে অসিক্লী (তাহা দেখ)। ২। কৃষ্ণ বর্ণ, কাল রঙ্গ ; কৃষ্ণপক্ষ ; শনিগ্রহ ; পর্ব্বতবিশেষ। সং ; পু। ৩। সূর্য্যবংশীয় নরপতিবিশেষ, ইনি ভরতের পুত্র। ৪। মুনিবিশেষ, ব্যাসদেবের শিষ্য। সং ; পু।

অসিতপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অসিতলোমা (—লোমন্)—একজন দানব। অসিত হইয়াছে লোম যাহার, বহু। সং ; পু। কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ব্রহ্মার বরে এই দানব সকলের অজেয় হইয়া পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হন এবং দেবতাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবতারা ইঁহার ভয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে বিষ্ণু আপনার দেহ হইতে মহালক্ষ্মী নাম্নী এক শক্তির উদ্ভব করেন। সেই মহালক্ষ্মী এই দানবকে বধ করেন।

অসিতবরণ—অসিতবর্ণ শব্দের অপভ্রংশ।

অসিতবর্ণ—১। কৃষ্ণ বর্ণ, কাল রঙ্গ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। কৃষ্ণবর্ণ, কালরঙ্গের। অসিত বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অসিতা—১। কৃষ্ণবর্ণা। অসিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ ; অন্তঃপুরচারিণী,অবৃদ্ধা দাসী, অসিক্লী ; স্বনামখ্যাত অপ্সরা। সং ; স্ত্রী।

অসিতাঙ্গ—১। কৃষ্ণবর্ণ দেহ। অসিত অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। কৃষ্ণবর্ণ দেহবিশিষ্ট। অসিত অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অসিতাঙ্গী, অসিতাঙ্গা।

অসিতাপাঙ্গী—কৃষ্ণবর্ণ নেত্রপ্রান্তবিশিষ্টা (স্ত্রী)। অসিত (কৃষ্ণ) হইয়াছে অপাঙ্গ (চক্ষুঃপ্রান্ত) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অসিতার্চ্চিঃ (—র্চ্চিস্)—বহ্নি, অগ্নি। অসিত অর্চ্চিঃ (শিখা) যাহার, বহু। সং ; পু।

অসিতালু—নীল আলু। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অসিতাশ্ম (—শ্মন্)—নীলকান্ত মণি। অসিত যে অশ্ম, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অসিতোৎপল—নীলোৎপল, নীলপদ্ম। অসিত (নীল) উৎপল, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অসিতোপল—নীলকান্ত মণি। অসিত যে উপল, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অসিদংষ্ট্র,—দংষ্ট্রক—জলজন্তুবিশেষ, মকর ; হাঙ্গর। অসির ন্যায় দংষ্ট্রা (দন্ত) যাহার, বহু। সং ; পু।

অসিদ্ধ—অসম্পন্ন, অনিষ্পন্ন ; অসম্পূর্ণ ; অসিদ্ধিপ্রাপ্ত, যে সাধনায় কৃতকার্য্য হয় নাই ; সফলতাশূন্য ; সিদ্ধিরহিত, অকৃতকার্য্য ; অপ্রামাণিক ; অপক্ব, অরন্ধিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অসিদ্ধা। ভাবে অসিদ্ধতা।

অসিদ্ধি—অনিষ্পত্তি ; অসম্পূর্ণতা ; সফলতারাহিত্য ; অপ্রামাণিকতা। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অসিধারা—অসির অগ্রভাগ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অসিধারা-ব্রত—সঙ্গম নিবারণার্থে স্ত্রীপুরুষের মধ্যস্থলে উন্মুক্ত অসি স্থাপনপূর্ব্বক এক শয্যায় শয়ন ; যুবকযুবতীর অবিকৃতচিত্তে একত্র অবস্থানরূপ ব্রত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অসিধাব, অসিধাবক—অস্ত্রাদির ধারকারক, যে অস্ত্রাদিতে শাণ দেয়। অসি—ধাব (পরিষ্কার করা)+অন্, ণক ক। সং ; পু।

অসিধেনু, অসিধেনুকা—ছুরিকা। অসি ধেনু যাহার সে অসিধেনু, বহু ; অসিধেনু+কণ্ স্বার্থে+আপ্ = অসিধেনুকা। সং ; স্ত্রী।

অসিনৈপুণ্য—অসিচালনায় দক্ষতা, খড়্গ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারগতা। অসিতে নৈপুণ্য, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অসিপত্র—১। খড়্গবৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষ, ইক্ষুবৃক্ষ ; নরকবিশেষ, এই নরকে খড়্গাধারের উপর চাপিয়া কাটা হয়। অসির ন্যায় পত্র যাহার, বহু। সং ; পু। ২। খড়্গকোষ, তরওয়ালের খাপ ; ইক্ষুপত্রের ন্যায় উভয় দিকে ধারবিশিষ্ট খড়্গ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অসিপত্রক—ইক্ষু, আক। অসির ন্যায় পত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

অসিপত্রবন—নরকবিশেষ, এই নরক-বনের বৃক্ষপত্রসকল খড়্গাবৎ। শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী ও উন্মার্গগামী যে সকল ব্যক্তি এই নরকে যায়, তাহাদিগের গাত্র ঐ সকল খড়্গাকার পত্র নিয়ত ছেদন করিতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণের মতে, যে সকল ব্যক্তি অকারণে বৃক্ষ ছেদন করে, তাহারা এই নরকে প্রেরিত হয়। সং ; ক্লী।

অসিপুচ্ছ, অসিপুচ্ছক—শিশুমার, শুশুক। অসির ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। সং ; পু।

অসিপুত্রিকা, অসিপুত্রী—ছুরিকা, ছুরী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অসিমেদ—বিট্‌খদির। অসির ন্যায় (তীক্ষ্ণ) মেদ (নির্য্যাস) যাহার, বহু। সং ; পু।

অসিসাধক—খড়্গসাধনাকারী, অসিব্যবসায়ী, যুদ্ধোপজীবী, যোদ্ধা। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অসিহেতি—খড়্গাধারী যোদ্ধা। অসি হইয়াছে হেতি (অস্ত্র) যাহার, বহু। সং ; পু।

অসীম—সীমাশূন্য, অনন্ত, অশেষ। ন (নাই) সীমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অসীমা।

অসু—১। প্রাণ ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,—শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু। অস (নিক্ষেপ করা)+উণ। সং ; পু। ২। চিত্ত। অস+উ ক। ৩। তাপ, উপতাপ। অস+উ ক্ষ। সং ; ক্লী।

অসুকর—কষ্টসাধ্য, দুষ্কর। ন সুকর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—করা।

অসুক্ষণ—অবজ্ঞা, অনাদর। সং ; ক্লী।

অসুখ—১। দুঃখ, কষ্ট, সন্তাপ ; পীড়া, রোগ। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। দুঃখজনক, ক্লেশকর। ন (নাই) সুখ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অসুখা।

অসুখকর—ক্লেশজনক, দুঃখপ্রদ, কষ্টদায়ক। ন সুখকর, নঞ্‌তৎ ; অথবা অসুখ করে যে, উপ ; অসুখ—কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—করী।

অসুখজনক—দুঃখজনক, ক্লেশকর, পীড়াদায়ক ; রোগোৎপাদক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অসুখড়—অসুখপ্রদ, দুঃখদায়ক, অপ্রীতিজনক। অসুখপ্রদ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

অসুখদ—অসুখজনক, দুঃখপ্রদানকারী, ক্লেশকর। উপ; অসুখ—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসুখদা।

অসুখদায়ক—অসুখদ, দুঃখজনক, পীড়াদায়ক, ক্লেশকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অসুখাবহ—অসুখজনক, দুঃখদায়ক, ক্লেশকর। ন সুখাবহ, নঞ্‌তৎ; কিংবা অসুখের আবহ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বহা।

অসুখিত—অসুখযুক্ত, পীড়াগ্রস্ত। অসুখ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসুখিতা।

অসুখী (অসুখিন্)—অসুখিত, দুঃখিত, পীড়িত। ন সুখী, নঞ্‌তৎ; অথবা অসুখ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী অসুখিনী।

অসুগম—যেখানে সহজে যাওয়া যায় না, দুর্গম; অসুবোধ্য, দুঃসাধ; অসুকর, দুষ্কর, দুরূহ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসুগমা।

অসুত—পুত্রহীন, অপুত্রক, নিঃসন্তান। ন (নাই) সুত বা সুতা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসুতা।

অসুধারণ—প্রাণধারণ, জীবন, বাঁচিয়া থাকা। অসুর ধারণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অসুন্দর—কুৎসিত, কুরূপ; অনুচিত। ন সুন্দর, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসুন্দরী।

অসুপ্ত—অনিদ্রিত, নিদ্রাহীন, বিনিদ্র, জাগ্রৎ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসুপ্তা।

অসুভৃৎ—প্রাণী, জীবন্ত, সজীব। অসু (প্রাণ)—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অসুমান্ (—মৎ)—প্রাণী, সজীব, জীবন্ত। অসু (প্রাণ)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

অসুমার—অগণিত, অসংখ্য, অশেষ, অত্যধিক। বৈদেশিক; বিণ।

অসুর—১। সুরবিরোধী, দৈত্য, দানব। [ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে, "ব্রহ্মা অম্ভোনামক বিখ্যাত চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে, সেই সময়ে তাঁহার জঘন হইতে অসুরগণ উৎপন্ন হয়। সুরা অর্থাৎ বারুণীকে ইহারা অগ্রাহ্য করিয়াছিল বলিয়া ইহাদিগের নাম অসুর হয়"]; সূর্য্য; রাহু। ন সুর, নঞ্‌তৎ; অথবা অস (ক্ষেপণ করা, দীপ্তি পাওয়া)+উরন্ ক। সং; পু।
২। দানববিশেষ, ময়দানবের পুত্র। এই দানবের হাই উঠিলে ইন্দ্রজালপ্রভাবে তাহার মুখ হইতে তিনটী পুংশ্চলী স্ত্রী নির্গত হইয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিত।

অসুররিপু—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

অসুরসা—বর্ব্বরী, বাবুই তুলসী। ন (নয়) সু (সুমিষ্ট) রস যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অসুরা—রাত্রি; রাশি। ন (অ)—সু—রা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অসুরাহ্ব—কাংস্য, কাঁসা। অসুরের আহ্বার (ডাকের) ন্যায় আহ্বা (ডাক) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অসুরী—১। অসুরপত্নী, দানবী। অসুর+ঈপ্। ২। রাজিকা, রাইসরিষা। অস (ক্ষেপণ করা)+উর র্ম+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অসুলভ—দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসু-সম—১। প্রাণপ্রতিম, প্রাণতুল্য, প্রাণপ্রিয়, প্রিয়তম। অসুর সম, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসু-সমা। ২। প্রিয়তম, স্বামী, প্রণয়ী। সং; পু।

অসুসার—অসঙ্গতি, গোত্রহীনতা, অসচ্ছল অবস্থা; দৈন্য। দেশজ। সং।

অসুস্থ—রুগ্ন, পীড়িত। ন সুস্থ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসুস্থা। বি অসুস্থতা।

অসুহৃৎ (—হৃদ্)—অসখা, অমিত্র, শত্রু, প্রতিপক্ষ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অসূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম নয়, অক্ষুদ্র, যাহা সরু বা মিহি নহে; স্থূল, মোটা। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসূক্ষ্মদর্শিতা—সূক্ষ্মদর্শিতার অভাব, পুঙ্খানুপুঙ্খদর্শনরাহিত্য, তলাইয়া না দেখা, মোটামুটি দেখা; স্থূলবুদ্ধিতা। ন সূক্ষ্মদর্শিতা, নঞ্‌তৎ; অথবা অসূক্ষ্মদর্শীর ভাব এই অর্থে অসূক্ষ্মদর্শিন্+তা। সং; স্ত্রী।

অসূক্ষ্মদর্শী (—দর্শিন্)—সূক্ষ্মদর্শিতারহিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ-দর্শনবিহীন, যে তলাইয়া দেখে না; যে মোটামুটি দেখে, স্থূলদর্শী; স্থূলবুদ্ধি। নঞ্‌তৎ বিণ; পু। স্ত্রী,—দর্শিনী।

অসূনু—অসুত, অপুত্রক, নিঃসন্তান। ন (নাই) সূনু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসূয়ক—অসূয়াকারী, পরগুণে দোষাবিষ্কারক। অসূয় নামধাতু (অনাদর করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসূয়িকা।

অসূয়া—পরগুণে দোষারোপ, অসহ্য নিন্দা; ঈর্ষা, দ্বেষ; ক্রোধ; স্পর্দ্ধা। অসু+কণ্ড্বা=অসূয় (নামধাতু)+অ স্ত্রী+আপ্। সং; স্ত্রী।

অসূয়া-পর, —পরতন্ত্র, —পরবশ, —পরায়ণ—পরগুণে দোষাবিষ্কারক; ঈর্ষাপরায়ণ। অসূয়াতে পর=অসূয়াপর, ৭তৎ; অসূয়ার পরতন্ত্র=অসূয়াপরতন্ত্র, ৬তৎ; অসূয়ার পরবশ=অসূয়াপরবশ, ৬তৎ; অসূয়া হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার সে অসূয়াপরায়ণ, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরা,—তন্ত্রা,—বশা,—পরায়ণা।

অসূর্য্যম্পশ্য—সূর্য্যকেও দেখিতে পায় না এরূপ, অর্থাৎ যাহার গাত্রে সূর্য্যকিরণের পাত হয় না, অথবা যে স্থানে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না। সূর্য্যকে দেখে যে এই বাক্যে উপপদ সমাসে সূর্য্যম্পশ্য, সূর্য্য—দৃশ (দেখা)+খশ্ ক; ন সূর্য্যম্পশ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসূর্য্যম্পশ্যা।

অসূর্য্যম্পশ্যরূপা—যাহার রূপ কখনও সূর্য্যের মুখ দেখে না এমন (স্ত্রী), অর্থাৎ কখনও অন্তঃপুরের বা গৃহের বাহির হয় না এরূপ (রমণী)। অসূর্য্যম্পশ্য হইয়াছে রূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

অসৃক্ (অসৃজ্)—শোণিত, রক্ত, রুধির; কুঙ্কুম, জাফরান; (জ্যোতিষে) সপ্তবিংশতি যোগের মধ্যে ষোড়শ যোগ। ন (অ)—সৃজ (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্ ক; অথবা অস (ক্ষেপণ করা)+ঋক্ র্ম। সং; ক্লী।

অসৃক্-কর—শারীর রস। ৬তৎ। সং; পু।

অসৃক্‌প—১। রক্তপানকারী। উপ; অসৃজ্—পা (পান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসৃক্‌পা। ২। রাক্ষস। সং; পু।

অসৃকপাত—রক্তপাত, রুধিরস্রাব। ৬তৎ। সং; পু। [মোক্ষণ। ৬তৎ। সং; পু।

অসৃক্স্রাব—রক্তস্রাব, শোণিতপাত, রুধির-

অসৃক্স্রাবী (—স্রাবিন্)—রুধিরক্ষরণকারী, রক্তমোক্ষণকারী; রক্তপাতসমন্বিত। উপ; অসৃজ্ (রক্ত)—স্রু (ক্ষরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—স্রাবিণী।

অসৃগ্ধরা—ত্বক্, চর্ম্ম, চামড়া। অসৃজ্ (রক্ত)—ধৃ+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অসৃগ্ধারা—১। রুধিরধারা, রক্তস্রোত। অসৃকের ধারা, ৬তৎ। ২। ত্বক্, চর্ম্ম, চামড়া। অসৃজ্—ধারি+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অসৃগ্বহা—রক্তবহা, রক্তবাহিনী নাড়ী। অসৃকের বহা (অসৃক্+বহা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অসৃগ্বিমোক্ষণ—রক্তমোক্ষণ, রুধিরস্রাব। অসৃকের বিমোক্ষণ (অসৃক্+বিমোক্ষণ), ৬তৎ। সং; ক্লী।

অসৃপাট, অসৃপাটী—রুধিরধারা, রক্তস্রোত। ন (অ)—সৃপ (গমন করা)+আটি ক, ২য় পক্ষে স্ত্রীত্বে ঈপ্। সং; ক্রমে পু ও স্ত্রী।

অসৃষ্ট—যাহা সৃষ্ট নহে, যাহা সৃষ্টি করা হয় নাই; অনির্ম্মিত; অরচিত; অকৃত্রিম, নৈসর্গিক, স্বাভাবিক; অপরিত্যক্ত, অবর্জ্জিত; অদত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসেচনক—সৌম্যদর্শন, যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির শেষ হয় না, অতি প্রিয়দর্শন। ন (নাই) সেচন যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অসেবন—সেবনাভাব, সেবা না করা, অপরিচর্য্যা; অনারাধনা; অসমাদর, অনাদর, অবজ্ঞা, উপেক্ষা; অপালন, লঙ্ঘন; অনুপভোগ; ঔষধাদি না খাওয়া। ন সেবন, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসেবনীয়, অসেব্য—সেবনের অযোগ্য বা অসাধ্য; যাহার সেবা করা অনুচিত বা অনাবশ্যক; অনারাধ্য; অসমাদরণীয়; অনুপভোগ্য; অভক্ষ্য; যাহা খাইতে হয় না। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসেবিত—যাহার সেবা করা হয় নাই; অসমাদৃত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত; অপালিত, অনারাধিত; অনুপভুক্ত; অভক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসেবিতা।

অসেব্য—অসেবনীয় দেখ।

অসৈরণ—যাহা সহা যায় না, অসহ্য ব্যাপার, অন্যায় বিষয়। দেশজ। সং।

অসৌজন্য—সৌজন্যাভাব, অসুজনতা, দৌর্জন্য, অশিষ্টতা, অসদ্ব্যবহার, অভদ্রতা। ন সৌজন্য, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসৌম্য—অশান্ত; অসুন্দর, কদাকার, কুৎসিত; অকমনীয়; অপ্রীতিকর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসৌম্যা, অসৌম্যী।

অসৌম্যদর্শন—অসুদৃশ্য, অসুন্দর-মূর্ত্তি, কদাকার, কুৎসিত, দেখিতে বিশ্রী। অসৌম্য দর্শন যাহার,বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দর্শনা।

অসৌম্যমূর্ত্তি—অশান্তাকৃতি; কুরূপ,কদাকার। অসৌম্যা মূর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসৌম্যস্বর—১। অপ্রীতিকর কণ্ঠরব, কর্কশ স্বর, কড়া আওয়াজ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অপ্রীতিকর-কণ্ঠরবযুক্ত, কর্কশস্বর-বিশিষ্ট। অসৌম্য স্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসৌম্যস্বরা।

অসৌরস—অসৌহার্দ্দ, অসদ্ভাব, বিরোধ, মনোমালিন্য,অপ্রণয়। অস্বরস শব্দের অপভ্রংশ।

অসৌষ্ঠব—১। সৌষ্ঠব না থাকা, অপারিপাট্য, অসৌন্দর্য্য; অস্বরস, অকৌশল, অমনোমিলন; (অলঙ্কারে) স্বরদশাবিশেষ। ন সৌষ্ঠব, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। সুষ্ঠুতাশূন্য, সৌন্দর্য্যহীন, কদাকার। ন (নাই) সৌষ্ঠব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অসৌষ্ঠবা।

অসৌহার্দ্দ, অসৌহার্দ্দ্য, অসৌহৃদ্য—অসখ্য, অমিত্রতা, বন্ধুতা না থাকা, অসদ্ভাব, বৈর, শত্রুতা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অস্খলিত—স্খলনরহিত; অপ্রতিহত; অব্যাহত; অবিচলিত,অচঞ্চল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্ত—১। পশ্চিমাচল। অস+ক্ত অধি। সং; পু। ২। (চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাদির) অস্তগমন; অবসান; মৃত্যু। অস+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৩। নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; চালিত; ত্যক্ত; অবসানপ্রাপ্ত। অস+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অস্তক—মোক্ষ, নির্ব্বাণ। অস্ত+কণ্ স্বার্থে; অথবা অস্ত (অবসান অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মাদির শেষ)—কৃ (করা)+ড ক। সং; পু।

অস্তগত—পশ্চিমাচলপ্রাপ্ত, অস্তমিত; দৃষ্টিবহির্ভূত, অদৃশ্যভূত। অস্তকে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা।

অস্তগমন—পশ্চিমাচলপ্রাপ্তি, অস্তমিত হওয়া; অদৃশ্য হওন। অস্তে গমন,২তৎ। সং; ক্লী।

অস্তগমনোন্মুখ—অস্তাচলে গমনোদ্যত, অস্ত যাইতেছে এরূপ। অস্তগমনে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—খা,—খী।

অস্তগামী (—গামিন্)—অস্তাচলে গমনশীল, অস্ত যাইতেছে এরূপ; অস্তম্রিয়মাণ,বিলীয়মান। উপ; অস্ত—গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অস্তগামিনী।

অস্তগিরি—সূর্য্যের অস্তগমনের পর্ব্বত, অস্তাচল, পশ্চিমাচল। অস্তনামক যে গিরি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অস্তব্ধ—অজড়ীভূত, অচমৎকৃত, অবিহ্বল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্তব্ধা। বি অস্তব্ধতা।

অস্তম্—অদর্শন; বিনাশ। অস (ক্ষেপণ করা) +তম্ ভা। ব্য।

অস্তমন—অস্তগমন অস্তম্ নামধাতু+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অস্তময়—বিনাশ, ক্ষয়, ধ্বংস; মহাপ্রলয়। অস্তম্—ই+অল্ ভা। সং; পু।

অস্তময়ন—অস্তগমন, অস্ত যাওয়া, ডুবা, অদৃশ্য হওয়া; অন্তর্ধান,বিলোপ, বিধ্বংস। অস্তম্—ই বা অয় ধাতু+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অস্তমিত—অস্তগত; বিলুপ্ত; নষ্ট। অস্তম্‌কে ইত (প্রাপ্ত),২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

অস্তবনীয়—অপ্রশংসনীয়, অশ্লাঘ্য। ন স্তবনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।

অস্তব্যস্ত—১। অত্যন্ত ব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির, ব্যাকুল। অস্ত ও ব্যস্ত, দ্বন্দ্ব। ২। অস্তাচলে নিক্ষিপ্ত। অস্তে ব্যস্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্তব্যস্তে, অস্তেব্যস্তে—ব্যস্তসমস্ত হইয়া,অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে, খুব তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ।

অস্তর—প্রথম রঙ্গ; কাপড়ের ভিতরকার কাপড় অর্থাৎ যে কাপড় প্রথমে গাত্র-সংলগ্ন হয়। বৈদেশিক। সং।

অস্তাঘ—অতি গভীর, অগাধ। অস্ত শব্দ—হন (গমন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

অস্তাচল—অস্তগিরি, পশ্চিম পর্ব্বত। অস্তনামক অচল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অস্তাচলগত—অস্তমিত, অস্তগিরিশিখরারূঢ়। অস্তাচলকে গত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্তাচলগামী (—গামিন্)—অস্তগমনোদ্যত, অস্তগামী; অস্তাচলগত। অস্তাচল—গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—গামিনী।

অস্তাচলচূড়া—অস্তনামক পর্ব্বতের শিখরদেশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অস্তাচলচূড়াবলম্বী (—লম্বিন্)—অস্ত নামক পর্ব্বতের শিখরাশ্রিত; অস্তগমনোদ্যত। অস্তাচলচূড়া—অব—লম্ব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী অস্তাচলচূড়াবলম্বিনী।

অস্তাচলবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—অস্ত নামক পর্ব্বতে স্থিত, অস্তমিত। অস্তাচল—বৃত+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

অস্তি—১। বিদ্যমানতা; বিদ্যমান। অস (হওয়া)+তিপ্ ক। ব্য। ২। আছে। অস (থাকা)+লট্ তি। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। ৩। কংসের পত্নী, মহারাজ জরাসন্ধের কন্যা। সং; স্ত্রী।

অস্তিত্ব—বিদ্যমানতা, সত্তা, স্থিতি, স্থায়িত্ব। অস্তি+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

অস্তি নাস্তি—বিদ্যমান কি অবিদ্যমান, আছে কি নাই। দ্বন্দ্ব। ব্য।

অস্তু—১। হউক। অস (হওয়া)+তু অনুজ্ঞায়। সংস্কৃত ক্রিয়া। ২। প্রশংসা; অনুজ্ঞা; অসূয়া; পীড়া; লক্ষণ; প্রতিক্ষেপ। অস +তুন্ ভাবে। ব্য।

অস্তুত—অকৃতস্তব, যাহার স্তব করা হয় নাই; অপ্রশংসিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্তুতি—স্তবাভাব, স্তব না করা; অপ্রশংসা। ন স্তুতি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অস্তেন—অস্তেয়, অচৌর্য্য, চুরি না করা। ন স্তেন, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অস্তেয়—অচৌর্য্য, চৌর্য্যাভাব, চুরি না করা। ন স্তেয়, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অস্তেব্যস্তে—অস্তব্যস্তে দেখ।

অস্তোদয়—১। সূর্য্যের অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত নিয়মপূর্ব্বক কার্য্যকরণ; অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত কাল। সং; পু। ২। অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত। ক্রি-বিণ।

অস্তোন্মুখ—অস্তগমনোদ্যত। অস্তে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্তোন্মুখা, অস্তোন্মুখী।

অস্ত্বথ—আছে, রহিয়াছে; থাকিবে, রহিবে। অস্তি+অথ। ব্য।

অস্ত্যর্থ—১। আছে এই অর্থ। অস্তির অর্থ, ৬তৎ। সং; পু। ২। আছে এই অর্থবোধক। অস্তি অর্থ যাহার, বহু। বিণ; পু।

অস্ত্যর্থক—আছে অর্থ বোধক। অস্তি অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্ত্যর্থকা।

অস্ত্যান—তিরস্কার, ভর্ৎসনা; নিন্দা। অ—স্ত্যৈ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অস্ত্র—ক্ষেপণীয় প্রহারসাধন দ্রব্য, যেমন বাণ; খড়্গ; শস্ত্রমাত্র, আয়ুধ, প্রহরণ। অস (ক্ষেপণ করা)+ত্র ক্ম। সং; ক্লী।

অস্ত্রকণ্টক—শর, বাণ। অস্ত্ররূপ যে কণ্টক, কর্ম্মধা। সং; পু।

অস্ত্রকার, অস্ত্রকারক—অস্ত্রনির্ম্মাতা, আয়ুধ প্রস্তুতকারক, প্রহরণ-রচক। অস্ত্র করে যে এই বাক্যে উপ; অস্ত্র—কৃ+ষণ্, ণক ক। সং বা বিণ; পু।

অস্ত্রক্ষত—অস্ত্রাঘাতজনিত ক্ষত, অস্ত্রের আঘাত লাগিয়া যে ঘা হয়। অস্ত্র কৃত ক্ষত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অস্ত্রক্ষেপ—অস্ত্র নিক্ষেপ করা। ৬তৎ। সং; পু।

অস্ত্রক্ষেপক—অস্ত্রমোচনকর্ত্তা, অস্ত্রত্যাগকারী; যে বাণাদি ছুড়ে। ৬তৎ। সং বা বিণ; পু।

অস্ত্রক্ষেপণ—অস্ত্রমোচন, বাণাদি ছোড়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অস্ত্রচিকিৎসক—অস্ত্রদ্বারা চিকিৎসাকারী, যে ছুরিকাদি দ্বারা ব্রণাদি রোগের প্রতিকার করে। ৩তৎ। সং বা বিণ ; পুং।

অস্ত্রচিকিৎসা—ছুরিকাদি অস্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা ব্রণাদি রোগের প্রতিকারসাধন [Surgery]। ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

অস্ত্রজীব—বেতনভোগী সৈনিক বা যোদ্ধা। অস্ত্র জীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং ; পুং।

অস্ত্রজ্ঞ—শস্ত্রবিৎ, আয়ুধবেত্তা, অস্ত্রের ব্যবহারে পারদর্শী। অস্ত্র—জ্ঞা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

অস্ত্রত্যাগ—শস্ত্রমোচন, আয়ুধ-ক্ষেপণ, বাণাদি ছোড়া ; আয়ুধ-বর্জ্জন, যুদ্ধের প্রহরণ ছাড়িয়া বা ফেলিয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং ; পুং।

অস্ত্রধারণ—আয়ুধ-গ্রহণ, খড়্গাদি লওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অস্ত্রধারী (–রিন্)—অস্ত্রধারণকারী, ধৃতাস্ত্র। উপ ; অস্ত্র শব্দ—ধৃ (ধরা)+ণিন্ ক। বিণ ; পুং। স্ত্রী অস্ত্রধারিণী।

অস্ত্রনিবারণ—শত্রুকর্তৃক ক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিরোধ অর্থাৎ তাহা গায়ে লাগিতে না দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অস্ত্রমার্জ্জ, –মার্জ্জক—অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কারকর্তা ; শাণাজীব, শাণকর। ৬তৎ। সং ; পুং।

অস্ত্রযুদ্ধ—অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া সংগ্রাম। অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ, ৩তৎ। সং ; ক্লী।

অস্ত্রযোদ্ধা (–যোদ্ধৃ)—অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধকারী। অস্ত্রদ্বারা যোদ্ধা, ৩তৎ। বিণ বা সং ; পুং। স্ত্রী অস্ত্রযোদ্ধ্রী।

অস্ত্রলেখা—অস্ত্রের লেখা (রেখা, চিহ্ন, শ্রেণী বা শ্লথ) অস্ত্ররেখা, অস্ত্রচিহ্ন অস্ত্রশ্রেণী, অস্ত্রশ্লথ ; (চলিত ভাষায়) অস্ত্র দ্বারা লিখন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অস্ত্রবিৎ (–বিদ্)—অস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। অস্ত্র—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

অস্ত্রবিদ্যা—অস্ত্রসংক্রান্ত বিদ্যা ; অস্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা ; অস্ত্রক্ষেপবিদ্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

অস্ত্রবৃষ্টি—অস্ত্রবর্ষণ, নিরন্তর অস্ত্রক্ষেপণ। ৬তৎ।

অস্ত্রবেদ—অস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্রশাস্ত্র ; সমরবিজ্ঞান, যুদ্ধশাস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

অস্ত্রবেশ্ম (–বেশ্মন্)—অস্ত্রগৃহ, আয়ুধাগার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অস্ত্রবৈদ্য—অস্ত্রচিকিৎসক। ৩তৎ। সং ; পুং।

অস্ত্রশস্ত্র—ক্ষেপণীয় ও ধারণীয় যুদ্ধোপকরণ। অস্ত্র ও শস্ত্র, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অস্ত্রশালা—আয়ুধাগার, অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার ঘর।

অস্ত্রসায়ক—নারাচ নামক অস্ত্র, সম্পূর্ণ লৌহময় বাণ। উপ ; অস্ত্র—সো (নাশ করা)+ণক ক। সং ; পুং।

অস্ত্রহীন—আয়ুধরহিত, শস্ত্রশূন্য, নিরস্ত্র। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্ত্রহীনা।

অস্ত্রাগার—অস্ত্রশালা, আয়ুধালয়, অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার ঘর। অস্ত্রের আগার, ৬তৎ। সং ; পুং বা ক্লী।

অস্ত্রাঘাত—অস্ত্রদ্বারা প্রহার। ৩তৎ। সং ; পুং।

অস্ত্রালয়—আয়ুধশালা, অস্ত্রাগার। ৬তৎ। সং।

অস্ত্রাহত—অস্ত্রদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। অস্ত্রের দ্বারা আহত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –হতা।

অস্ত্রী (অস্ত্রিন্)—অস্ত্রধারী। অস্ত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী অস্ত্রিণী।

অস্ত্রীক—পত্নীরহিত ; যাহার স্ত্রী নাই, বা স্ত্রী যাহার সঙ্গে নাই ; বিপত্নীক। ন (নাই) স্ত্রী যাহার, বহু। বিণ ; পুং।

অস্থান—১। কুস্থান ; অযোগ্য স্থান, অনুচিত স্থান ; অপবিত্র দেশ ; যোনিপ্রদেশ, পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ ; অযোগ্য পাত্র, অপাত্র। নঞ্তৎ। সং ; ক্লী। ২। অতলস্পর্শ। অপ্রাপ্য হইয়াছে স্থান (অর্থাৎ তলপ্রদেশ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্থানা।

অস্থাঘ—অতি গভীর, অতলস্পর্শ, অগাধ। অপ্রাপ্য স্থাঘ (স্থিতি স্থান) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্থাঘা। ইহারই অপভ্রংশে চলিত বাঙ্গালায় অথই বা অথাই হইয়াছে।

অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব—স্থিতিরাহিত্য, ভঙ্গুরতা, নশ্বরত্ব। অস্থায়িন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অস্থায়ী (–য়িন্)—চিরদিন থাকে না এরূপ, ভঙ্গুর, নশ্বর। ন স্থায়ী, নঞ্তৎ। বিণ ; পুং।

অস্থাবর—১। অস্থিতিশীল, গমনশীল, জঙ্গম, যাহা এক স্থানে নিবদ্ধ থাকে না এরূপ। ন স্থাবর, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্থাবরা। ২। স্থাবর ভিন্ন ধন, জঙ্গম দ্রব্য [Movable property]। সং ; ক্লী।

অস্থি—হাড় [Bone] ; বীজ, অষ্টি, আঁটি। অস (ক্ষেপণ করা)+কথিন্ থ। সং ; ক্লী।

অস্থিকুৎ—শরীরের মেদ বা মজ্জা। উপ ; অস্থি—কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পুং।

অস্থিগ্রন্থি—হাড়ের গাঁইট, যেস্থলে দুইখণ্ড মিলিয়া একটি সন্ধি দ্বারা বদ্ধ আছে। ৬তৎ। সং ; পুং।

অস্থিচর্ম্ম (–চর্ম্মন্)—হড্ড ও ত্বক, হাড় ও চামড়া। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট—হাড় চামড়ামাত্র ধারী, মাংসহীন, অতি কৃশকায়। অস্থিচর্ম্মদ্বারা বিশিষ্ট, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –বিশিষ্টা।

অস্থিচর্ম্মসার—কঙ্কালাবশেষ, যাহার কেবল হাড় আর চামড়া আছে, মাংসহীন, শীর্ণকায়। অস্থিচর্ম্ম সার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট—যাহার শরীরে কেবল চামড়া ও হাড় কয়খানি আছে—রক্ত মাংসাদি কিছু নাই এরূপ, কঙ্কালাবশেষ, অত্যন্ত কৃশ। অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে অবশিষ্ট যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –শিষ্টা।

অস্থিচর্ম্মাবশেষ—অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট, হাড়চামড়া সার। অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে অবশেষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –শেষা।

অস্থিচর্বণ—হাড় চিবান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অস্থিজ—মজ্জা। অস্থি—জন+ড ক। সং ; পুং।

অস্থিত—১। স্থিতিরহিত, অবিদ্যমান, যাহা নাই ; অস্থির, অনিশ্চিত। ন স্থিত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্থিতা। ২। অপ্রতুল, অনটন, অভাব। দেশজ।

অস্থিত-পক্কক, –পক্কম—অস্থির পক্কক দেখ।

অস্থিত পাটীগণিত—অঙ্কশাস্ত্রবিশেষ [Arithmetic of infinites]।

অস্থিতি—অনবস্থান, না থাকা, অবিদ্যমানতা ; অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ; সঙ্গতিহীনতা। ন স্থিতি, নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অস্থিতিস্থাপক—১। স্থিতিস্থাপক গুণের অভাব। নঞ্তৎ। সং ; পুং। ২। যাহা স্থিতিস্থাপক গুণোপেত নহে। ন (নাই) স্থিতিস্থাপক যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্থিতুণ্ড—পক্ষী। অস্থিময় তুণ্ড যাহার, বহু। সং ; পুং। স্ত্রী অস্থিতুণ্ডা।

অস্থিতোদ—হাড়ের বেদনা। ৬তৎ। সং ; পুং।

অস্থিধন্বা (–ধন্বন্)—শঙ্কর, শিব। অস্থিময় ধনুঃ যাহার, বহু। সং ; পুং।

অস্থিপঞ্জর—চক্ষুরক্তমাংসাদিশূন্য শরীরের অস্থিসমূহ, অস্থিমাত্রাকার শরীর, কঙ্কাল। পঞ্জরের (পিঞ্জরের) ন্যায় অস্থি, উপমিত ; অথবা অস্থিরূপ যে পঞ্জর, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পুং।

অস্থিভক্ষ—কুকুর, হাড়গিলা পক্ষী। অস্থি—ভক্ষ+অন্ ক। সং ; পুং। স্ত্রী অস্থিভক্ষা।

অস্থিভঙ্গ—১। অস্থিভেদ, প্রহারাদি দ্বারা জীবশরীরের হাড় ভাঙ্গা। ৬তৎ। ২। বৃক্ষবিশেষ, হাড়ভাঙ্গা বা হাড়জোড়া গাছ। সং ; পুং।

অস্থিভুক্ (–ভুজ্)—১। অস্থি ভোজনকারী, হাড়পেকো। অস্থি—ভুজ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। কুকুর বা কুক্কুরী। সং ; পুং বা স্ত্রী।

অস্থিভেদ—অস্থিভঙ্গ। ৬তৎ। সং ; পুং।

অস্থিভেদী (–ভেদিন্)—অস্থিভঙ্গকারী, যে হাড় ভাঙ্গিয়া দেয়। অস্থির ভেদী (ভেদকারী), ৬তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রী অস্থিভেদিনী।

অস্থিময়—তস্থাত্মক ; অস্থিনির্ম্মিত ; অস্থিরূপ অবয়ববিশিষ্ট ; অস্থিপূর্ণ ; অস্থিবহুল। অস্থি+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্থিময়ী।

অস্থিমান্ (–মৎ)—অস্থিবিশিষ্ট, যাহার শরীরে হাড় আছে ; মেরুদণ্ডী। অস্থি+মতু আছে অর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী অস্থিমতী।

অস্থিমালা—হাড়ের মালা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অস্থিমালী (−মালিন্)—১। অস্থিমালাধারী, যে হাড়ের মালা পরে। অস্থিমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,−মালিনী। ২। শিব। সং; পু।

অস্থির—চঞ্চল, চপলস্বভাব; ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত; অনিশ্চিত; অধীর; অস্থায়ী, নশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্থিরা।

অস্থিরচিত্ত—১। চঞ্চল মন, যে মন স্থির থাকে না। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। চঞ্চলমনাঃ, যাহার মনের স্থিরতা নাই; অব্যবস্থিতচিত্ত, যাহার মন একটী নির্দ্দিষ্ট পথে চলে না, অস্থির চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,−চিত্তা। বি,−চিত্ততা।

অস্থিরতা, অস্থিরত্ব—চাঞ্চল্য; ব্যাকুলতা; অধীরতা; অনিশ্চয়তা; অস্থায়িত্ব। অস্থির+তা, ত্ব ভাবে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অস্থির-পঙ্কক,−পঙ্কম—পাটীগণিতের অঙ্কবিশেষ। (Indeterminate Equation); বিষম সঙ্কটের বিষয়। সং; ক্লী।

অস্থিরবুদ্ধি—১। চঞ্চল মতি, অব্যবস্থিত চিত্ত। অস্থিরা যে বুদ্ধি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। চঞ্চলমতি, চপলস্বভাব, অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থিরা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অস্থিরমতি—১। চঞ্চল মন, অব্যবস্থিত চিত্ত। অস্থিরা যে মতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। চঞ্চলমনাঃ, চপলবুদ্ধি; অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থিরা মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অস্থিরমনাঃ (−মনস্)—চঞ্চলমতি; অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থির মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অস্থির-বায়ুমণ্ডল—বায়ুমণ্ডলের স্থিরতাবিহীন অংশ, অর্থাৎ যে অংশ কখনও প্রবলবাতবিশিষ্ট এবং কখনও বা নির্ব্বাত থাকে। অস্থির যে বায়ুমণ্ডল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অস্থিবিগ্রহ—শিবানুচর ভৃঙ্গি। অস্থিময় বিগ্রহ (শরীর) যাহার, বহু। সং; পু।

অস্থিবিজ্ঞান—অস্থিবিদ্যা, অস্থিতত্ত্ব। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অস্থিবিদ্যা—অস্থিবিষয়ক বিদ্যা, যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে অস্থির অবস্থান ও অঙ্গাদির সংস্থান বিষয়ক জ্ঞান জন্মে (Anatomy)। অস্থিবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অস্থিশৃঙ্খলা—হাড়জোড়া বা হাড়ভাঙ্গা গাছ। অস্থির শৃঙ্খলা হয় যদ্দ্বারা, কিংবা অস্থির ন্যায় শৃঙ্খল যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অস্থিশেষ—অস্থিমাত্রাবশেষ, রক্তমাংসশূন্য, কঙ্কালসার। অস্থি হইয়াছে শেষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,−শেষা।

অস্থিসংযোগ—হাড়ের মিলন, হাড় জোড়া দেওয়া; অস্থিসন্ধি। ৬তৎ। সং; পু।

অস্থিসংহার—হাড়জোড়া গাছ। অস্থির সংহার হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু।

অস্থিসংহারক—১। হাড় ধ্বংসকারী; অস্থিভোজনকারী, হাড় খেকো। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,−হারিকা। ২। হাড়গিলা পাখী। সং; পু।

অস্থিসংহারী—হাড়জোড়া গাছ। অস্থির সংহার হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; স্ত্রী।

অস্থিসঞ্চয়—মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে দগ্ধ দেহের অস্থিসংগ্রহরূপ কার্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

অস্থিসন্ধি—অস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থল, হাড়ের জোড়ের জায়গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অস্থিসমর্পণ—গঙ্গায় মৃতদেহের অস্থিনিক্ষেপ। অস্থির সমর্পণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অস্থিসার—১। মজ্জা। ৬তৎ। সং; পু। ২। কঙ্কালাবশেষ, রক্তমাংসশূন্য। অস্থি মাত্র সার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,−সারা।

অস্থূল—স্থূলতাশূন্য, সূক্ষ্ম। ন স্থূল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্থূলা।

অস্থৈর্য্য—অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; অধীরতা; ব্যাকুলতা; অনিশ্চয়ত্ব; অস্থায়িত্ব, নশ্বরত্ব। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অস্নাত—স্নানরহিত, যে স্নান করে নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্নাতা।

অস্নাতক—যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যসমাপনপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকালীন নিয়মিত স্নান করে নাই, অর্থাৎ যাহার ব্রহ্মচর্য্য সমাপন হয় নাই। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অস্নান—স্নানাভাব, স্নান না করা, অনবগাহন। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অস্নাবির—শিরাশূন্য; স্থূলদেহ ভিন্ন; যাহার স্থূল দেহ নাই। স্নায়ু আছে ইহার এই অর্থে স্নায়ু+ইর=স্নাবির, নিপাতনে; ন স্নাবির, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্নাবিরা।

অস্নিগ্ধ—স্নেহদ্রব্যরহিত, তৈলপদার্থবিহীন; অতৈলা, অমসৃণ, কর্কশ; অশীতলকারক; অমধুর, অপ্রীতিকর। ন স্নিগ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্নিগ্ধা।

অস্নিগ্ধদারু—১। অমসৃণ বা কর্কশ কাষ্ঠ। কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী। ২। একপ্রকার দেবদারু। অস্নিগ্ধ দারু যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অস্নেহ—১। স্নেহাভাব, না ভালবাসা; তৈলদ্রব্যরাহিত্য; অমসৃণতা, কর্কশতা। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। স্নেহশূন্য, যাহার ভালবাসা নাই, তৈলদ্রব্যরহিত; অস্নিগ্ধ, অমসৃণ, অচিক্কণ। ন (নাই) স্নেহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্নেহা।

অস্পন্দ—স্পন্দনশূন্য, কম্পনরহিত, অচল, অনড়, স্থির; অবশ, অসাড়। ন (নাই) স্পন্দ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অস্পন্দিত—অকম্পিত, কম্পনরহিত, অচল, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,−তা।

অস্পর্শ—১। স্পর্শাভাব, স্পর্শ না করা, না ছোঁয়া; অশুচিসংস্রব ত্যাগ। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। স্পর্শশূন্য; যাহাকে স্পর্শ করা যায় না। ন (নাই) স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্পর্শা।

অস্পর্শনীয়, অস্পর্শ্য—স্পর্শের অযোগ্য, অশুচি; অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্পষ্ট—অস্ফুট, অব্যক্ত; অপরিষ্কার, ভাল শুনিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্পষ্টা।

অস্পষ্টগর্ভা—যাহার গর্ভলক্ষণ স্পষ্ট অনুভূত হয় না একরূপ (স্ত্রী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

অস্পষ্টতা, অস্পষ্টত্ব—অব্যক্ততা; অস্ফুটতা; অপরিষ্কৃত ভাব বা অবস্থা; অপরিষ্কার। অস্পষ্ট+তা, ত্ব ভাবে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অস্পষ্টভাষী (−ভাষিন্)—অস্পষ্টবাদী, যে অস্পষ্ট কথা বলে। উপ; অস্পষ্ট−ভাষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,−ভাষিণী। বি, −ভাষিতা, −ভাষিত্ব।

অস্পষ্টলক্ষ্য—১। অস্ফুট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। যাহার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্পষ্ট নহে বা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। অস্পষ্ট লক্ষ্য যাহার, বহু। ৩। অপরিস্ফুটরূপে দৃষ্ট। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্পষ্টবাক্ (−বাচ্)—অস্ফুটবাক্ (সকল অর্থে)।

অস্পষ্টবাদী (−বাদিন্)—অস্পষ্টভাষী, যে অস্পষ্টভাবে কথা বলে। উপ; অস্পষ্ট−বদ ধাতু+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, বাদিনী। বি, −বাদিতা, −বাদিত্ব।

অস্পষ্টালোক—যে আলোকে স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। কর্ম্মধা। সং; পু।

অস্পৃশ্য—স্পর্শের অযোগ্য, অস্পর্শনীয়, অশুচি। ন স্পৃশ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,−শ্যা।

অস্পৃষ্ট—স্পর্শশূন্য, যাহাকে স্পর্শ করা হয় নাই এরূপ। ন স্পৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্পৃহ—স্পৃহাশূন্য, বিগতস্পৃহ, নির্লোভ; উদাসীন। ন (নাই) স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্পৃহা।

অস্পৃহণীয়—অনাকাঙ্ক্ষণীয়, অবাঞ্ছনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী অস্পৃহণীয়া।

অস্পৃহা—১। স্পৃহারাহিত্য। বহু; অস্পৃহ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। স্পৃহাভাব, অনভিলাষ, অনিচ্ছা, অপ্রবৃত্তি; অরুচি; বিতৃষ্ণা; লোভাভাব, নির্লোভত্ব; ঔদাসীন্য। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অস্ফীত—স্ফীতিরহিত, যাহা ফুলে নাই বা ফাঁপে নাই। ন স্ফীত নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্ফীতি—স্ফীতিরাহিত্য, না ফুলা বা ফাঁপা। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অস্ফুট—অস্পষ্ট ; অব্যক্ত ; অপ্রকাশিত ; অবিকসিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্ফুটা।

অস্ফুটকণ্ঠ—১। অস্পষ্ট বাণী, যে কণ্ঠস্বর স্পষ্টরূপে উচ্চারিত নহে। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অস্পষ্ট কণ্ঠরববিশিষ্ট। অস্ফুট কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –ণ্ঠী, –ণ্ঠা।

অস্ফুটতা, –ত্ব—অস্পষ্টতা ; অব্যক্ততা। অস্ফুট + তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অস্ফুটফল—কার্য্যাদির অস্পষ্ট ফল ; স্থূল ক্ষেত্রফল, জমি প্রভৃতির মোটামুটি কালি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অস্ফুটবাক্ (–বাচ্)—১। অস্পষ্ট বাক্য। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। অস্পষ্ট বাক্যবিশিষ্ট, অস্পষ্টভাষী, যে আধ আধ কথা বলে। অস্ফুটা বাক্ (বাণী) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্ফুটস্বর—১। অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। অস্ফুট স্বর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্ফুটস্বরা।

অস্ফুটস্বরে—অস্পষ্ট কণ্ঠরবে। অস্ফুট হইয়াছে স্বর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অস্মদ্—উত্তমপুরুষ, আমি। অস (হওয়া) + মদ্ ক। সর্ব্ব ; ত্রি।

অস্মদাদি—আমরা এবং আমাদিগের ন্যায় অন্যান্য লোক। অস্মদ্ (আমরা) আদি যাহাদের, বহু। এইটি বিশেষণ, কিন্তু বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

অস্মদীয়—অস্মৎসম্বন্ধী, আমাদিগের, আমাদের। অস্মদ্ + ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –য়া।

অস্মন্ত—অশ্মন্ত, চুল্লী। সং ; ক্লী।

অস্মরণ—স্মরণাভাব, মনে না রাখা বা না করা ; বিস্মরণ। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অস্মরণীয়—যাহা স্মরণ রাখিতে হইবে না, যাহা স্মরণ করা যায় না, স্মরণের অযোগ্য বা অসাধ্য ; স্মরণাতীত। ন স্মরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্মরণীয়া।

অস্মার্ত্ত—স্মৃতিশাস্ত্রাজ্ঞ, যে স্মৃতি জানে না ; স্মৃতিশাস্ত্র অমান্যকারী ; স্মৃতিবিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয় ; অবৈধ ; স্মরণাতীত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্মার্ত্তী।

অস্মি—১। আছি বা হই। অস ধাতু + লট্–মি ক। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। ২। আমি। অস + মি ক। ব্য।

অস্মিতা—অহংজ্ঞান, অহঙ্কার, অভিমান। অস্মি শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অস্মৃত—যাহা স্মরণ রাখা হয় নাই ; বিস্মৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্মৃতা। [স্ত্রী।

অস্মৃতি—অস্মরণ (সকল অর্থে)। নঞ্‌তৎ। সং ;

অস্র—১। বস্ত্র বা গৃহাদির কোণ ; কেশ। অস (ক্ষেপণ করা) + র কর্ম্ম। সং ; পু। ২। রক্ত ; অশ্রু, চক্ষুর জল। সং ; ক্লী।

অস্রক্ (অস্রজ্)—মাল্যরহিত। ন (নাই) স্রক্ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্রকণ্ঠ—বাণ। অস্র (কোণ) আছে কণ্ঠে যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

অস্রখদির—রক্তখদির, বিটখদির। অস্রবর্ণ (রক্তবর্ণ) যে খদির, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; পু।

অস্রজ্—অস্রক্ দেখ। [সং ; ক্লী।

অস্রজ—মাংস। উপ ; অস্র–জন + ড ক।

অস্রপ—১। রক্তপানকারী। উপ ; অস্র শব্দ–পা (পান করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্রপা। ২। রাক্ষস। সং ; পু।

অস্রপা—১। রক্তপানকারিণী। অস্রপ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রাক্ষসী ; জলৌকা, জোঁক। সং ; স্ত্রী।

অস্রু—অশ্রু, বাষ্প, চক্ষুর জল, নয়নবারি। অস (ক্ষেপণ করা) + রু কর্ম্ম। সং ; ক্লী।

অস্ব, অস্বক—১। অস্বকীয়, অনিজ, যাহা আপনার নহে ; পরকীয়, অন্যদীয়। নঞ্‌তৎ। ২। নিঃস্ব, নির্ধন, দরিদ্র। ন (নাই) স্ব (ধন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্বচ্ছ—অনচ্ছ, প্রতিবিম্বধারণাক্ষম, যাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, বা যাহার মধ্য দিয়া দেখা যায় না ; অনির্ম্মল, আবিল। ন স্বচ্ছ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্বচ্ছা। বি অস্বচ্ছতা, –ত্ব।

অস্বচ্ছন্দ—অস্বায়ত্ত, পরাধীন ; অসুখী। ন স্বচ্ছন্দ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –ন্দা। বি, –তা।

অস্বতন্ত্র—পরাধীন, পরবশ। ন স্বতন্ত্র, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বি অস্বতন্ত্রতা, –ত্ব।

অস্বতন্ত্রা—অস্বাধীনা, পরাধীনা (নারী)। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অস্বত্ব—১। স্বত্বাভাব, স্বামিত্বহীনতা। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। স্বত্বহীন, স্বামিত্বরহিত। ন (নাই) স্বত্ব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্বত্বা।

অস্বস্ত—অশুভ, অমঙ্গল ; অপ্রস্থ, চুল্লী। সু যে অস্ত সে স্বস্ত (কর্ম্মধা) ; ন (নাই) স্বস্ত যাহা হইতে, বহু। সং ; ক্লী।

অস্বপন—অস্বপ্ন শব্দের অপভ্রংশ।

অস্বপ্ন—১। নিদ্রাশূন্য, বিনিদ্র। ন (নাই) স্বপ্ন (নিদ্রা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্বপ্না। ২। সুর, দেবতা। সং ; পু। ৩। স্বপ্নাভাব, নিদ্রারাহিত্য, না ঘুমান, জাগরণ। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অস্বর—১। স্বরবর্ণ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ। নঞ্‌তৎ। ২। উদাত্তাদি স্বরশূন্য লৌকিক উচ্চারণ। ন (নাই) স্বর যাহাতে, বহু। সং ; পু। ৩। মন্দস্বরবিশিষ্ট। ন (অপ্রশস্ত) স্বর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্বরা।

অস্বরস—অকৌশল, মনোমালিন্য। নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অস্বর্গ্য—স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, অধোগতিবিধায়ক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্বর্গ্যা।

অস্বস্তি—অশান্তি, অমঙ্গল ; অস্বচ্ছন্দতা, অসুখ। নঞ্‌তৎ। ব্য।

অস্বস্থ—অপ্রকৃতিস্থ, অসুস্থ। ন স্বস্থ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্বস্থা।

অস্বাতন্ত্র্য—পরাধীনতা, পরবশতা ; অপার্থক্য। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অস্বাদু—উত্তম স্বাদরহিত ; স্বাদহীন, বিস্বাদ, বিরস, বেতার। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বি অস্বাদুতা, –ত্ব।

অস্বাধ্যায়—১। বেদাধ্যয়নের নিষিদ্ধ দিন, অনধ্যায়কাল। ন (নাই) স্বাধ্যায় যাহাতে, বহু। সং ; পু। ২। বেদাধ্যয়নশূন্য। বিণ।

অস্বাভাবিক—স্বভাববিরুদ্ধ ; অপ্রাকৃতিক, অনৈসর্গিক ; লোকাতীত, অলৌকিক, অসাধারণ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অস্বাভাবিকী। বি অস্বাভাবিকতা।

অস্বামিক—যাহার স্বামী অর্থাৎ প্রভু বা অধিকারী নাই এরূপ, স্বামিহীন, বেওয়ারিস। ন (নাই) স্বামী যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্বামিবিক্রয়—স্বামী ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক বিক্রয়, যাহার কোন স্বত্ব নাই এমন লোকের বেচা। অস্বামী দ্বারা বিক্রয়, ৩তৎ। সং ; পু।

অস্বামী (–মিন্)—১। স্বামী ভিন্ন অন্য, যাহার কোন স্বত্ব নাই এরূপ, স্বত্বহীন ; অনধিকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী অস্বামিনী। বি অস্বামিতা, –ত্ব। ২। স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি, যাহার কোন স্বত্ব নাই এরূপ লোক ; পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ, পর পুরুষ। সং ; পু। [ক্লী।

অস্বাম্য—স্বত্বাভাব, অনধিকার। নঞ্‌তৎ। সং ;

অস্বার্থ—স্বার্থহীন ; উদ্দেশ্যশূন্য ; ভিন্নার্থক। ন (নাই) স্বার্থ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্বাস্থ্য—অসুস্থতা, পীড়া ; উপদ্রব। ন স্বাস্থ্য, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অস্বীকার—অপলাপ, অপহ্নব ; অসম্মতিপ্রকাশ, অনভিমতজ্ঞাপন। নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অস্বীকৃত—অসম্মত ; অননুমোদিত ; অপহ্নুত, অপলপিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

অস্বীকৃতি—অস্বীকার। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অস্বৈরিণী—অস্বতন্ত্রা, অস্বেচ্ছাচারিণী ; অব্যভিচারিণী। অস্বৈরিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অস্বৈরী (–রিন্)—অস্বাধীন, পরবশ ; অস্বেচ্ছাচারী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। [ব্য।

অহ—প্রশংসা ; নিয়োগ ; আক্ষেপ ; নিগ্রহ।

অহং—অহম্ দেখ।

অহংমদ, অহম্মদ—অহঙ্কার, 'আমি বড়' এইরূপ অভিমান। অহম্ ইতি মদ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অহংযু—১। গর্ব্বিত, অভিমানী, অহঙ্কৃত।

অহং+যু অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। যোদ্ধা। সং ; পু।

অহঃ (অহন্)—দিন, দিবা। ন (অ)—হা (ত্যাগ করা)+কণিন্ ক। সং ; ক্লী।

অহঃপতি—সূর্য্য। অহনের পতি, ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

অহঃশেষ—দিবাবসান, সায়াহ্ন, সন্ধ্যাকাল।

অহঙ্কার—আত্মাভিমান, গর্ব্ব, অভিমান। অহম্—কৃ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অহঙ্কারবান্ (—বৎ)—অহঙ্কারী, গর্ব্বিত। অহঙ্কার শব্দ+বতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অহঙ্কারবতী।

অহঙ্কারী (—রিন্)—আত্মাভিমানী, গর্ব্বিত, অভিমানী। অহঙ্কার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী অহঙ্কারিণী।

অহঙ্কৃত—অহঙ্কারী, গর্ব্বিত। অহম্—কৃ (করা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহঙ্কৃতা।

অহঙ্কৃতি—অহঙ্কার। অহম্—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অহত—১। অবিনাশিত ; অক্ষত, অনাহত ; অতাড়িত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহতা। ২। নববস্ত্র। সং ; ক্লী।

অহন্—অহঃ দেখ।

অহম্ (বা অহং)—১। আমি। অস্মদ্ শব্দের ১মার ১বচন। সর্ব্ব। পু বা স্ত্রী। ২। অহঙ্কার, অভিমান। অন্হ (ব্যাপা)+ অন্ ক। ব্য।

অহমহমিকা—পরস্পরের গর্ব্ব বা বড়াই, 'আমিই বড় আমিই বড়' এইরূপ পরস্পরে অহঙ্কার প্রকাশ। অহম্—অহম্+কণ্+ আপ্। সং ; স্ত্রী।

অহমিকা—অহঙ্কার, গর্ব্ব, আত্মাভিমান। অহম্ +কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অহম্পূর্ব্ব—'আমি পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বে' এইরূপ বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত। অহম্ পূর্ব্বে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহম্পূর্ব্বা।

অহম্পূর্ব্বিকা—'আমি পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বে' বলিয়া যোদ্ধৃগণের আগ্রহপ্রকাশ। অহম্পূর্ব্ব+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অহম্বুদ্ধি—আমিই বড় এইরূপ জ্ঞান, অহঙ্কার। অহম্ ইতি বুদ্ধি, কর্ম্মধা।

অহম্মতি—অবিদ্যা, অজ্ঞান। অহম্ ইতি মতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অহম্মদ—অহংমদ দেখ।, [ও অহঃ, দ্বন্দ্ব। ব্য।

অহরহঃ—দিন দিন, প্রতিদিন ; সর্ব্বদা। অহঃ

অহর্গণ—মাস। ৬তৎ (অহঃ+গণ)। সং ; পু।

অহর্দিব—অহরহঃ। অহঃ ও দিবা শব্দ দ্বন্দ্ব সমাসে নিষ্পন্ন। সং ; ক্লী।

অহর্নিশ—দিবারাত্র। অহঃ ও নিশা, দ্বন্দ্ব। ব্য।

অহর্পতি—দিননাথ, সূর্য্য। ৬তৎ (অহঃ+ পতি)। সং ; পু।

অহর্বান্ধব—সূর্য্য ; অর্কবৃক্ষ। ৬তৎ (অহঃ+ বান্ধব)। সং ; পু।

অহর্ম্মণি—দিবাকর, সূর্য্য। ৬তৎ (অহঃ+ মণি)। সং ; পু।

অহর্ম্মুখ—দিনের আদি, প্রত্যূষ, প্রভাত। ৬তৎ (অহঃ+মুখ)। সং ; স্ত্রী।

অহল্য—অকৃষ্ট, লাঙ্গলাদি দ্বারা যাহা কর্ষণ করা হয় নাই। ন হল্য (হলকৃষ্ট), নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহল্যা।

অহল্যা—১। অকৃষ্টা। অহল্য দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। বৃদ্ধাশ্বের কন্যা, গৌতম ঋষির পত্নী। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র শতানন্দ জনকরাজের পুরোহিত ছিলেন। একদা প্রত্যূষে গৌতম ঋষি স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, এই অবকাশে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার কামাভিলাষ ব্যক্ত করেন। অহল্যা তাঁহাকে দেবরাজ বলিয়া চিনিতে পারিয়াও তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। এদিকে ইন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান না করিতেই গৌতম স্নান করিয়া প্রত্যাগত হন এবং সমুদায় ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া উভয়কে অভিসম্পাত প্রদান করেন। ঋষিবরের শাপে ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যোনি-চিহ্ন প্রকাশিত হইল। অহল্যা নিরাহারা, বাতভক্ষা, ভস্মশায়িনী পাষাণরূপিণী হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রসহ মিথিলা গমন কালে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে অহল্যার শাপ মোচন হয়। তখন প্রায়শ্চিত্তান্তে গৌতম পুনরায় ইঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন।

কুমারিল ভট্টের মতে অহল্যা ও ইন্দ্রের উপাখ্যান রূপক বর্ণনামাত্র। অহল্যা শব্দে রাত্রিকে এবং ইন্দ্র শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়। দিবসে সূর্য্যোদয় হইলে রাত্রি থাকে না, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, পুরাণে কথিত আছে যে, অহল্যার নাম স্মরণ করিলে, মহাপাতক নাশ হয় ; যথা—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনং॥"

৩। অপ্সরাবিশেষ, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী। কথিত আছে যে, এই অপ্সরা অহল্যা, গৌতমপত্নী অহল্যা ও দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্তান্ত শুনিয়া, ইন্দ্র নামক এক ব্যক্তির প্রণয়ে আসক্ত হন। রাজা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ইঁহাকে নগর হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

অহল্যাবাই—মালবপ্রদেশের প্রসিদ্ধা রাজ্ঞী ; সুবিখ্যাত মলহর রাওএর পুত্র কুণ্ডজী রাওএর পত্নী। ইঁহার মালীরাও নামে এক পুত্র, ও মুক্তাবাই নামে এক কন্যা ছিল। যশোবন্ত রাওএর সহিত এই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা বর্ত্তমানেই কুণ্ডজীর মৃত্যু হয়। পরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মলহর রাও হোলকারের লোকান্তর হইলে, কুণ্ডজীর পুত্র মালীরাও মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু ৯ মাস পরে মালীরাওএর মৃত্যু হইলে অহল্যাবাই পুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাতে রাজ্যের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ও কর্ম্মচারী মিলিত হইয়া ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হইলে ইনিও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। পরন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বিনা রক্তপাতেই সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ইনি স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভারতের অন্যান্য রাজধানীতে ইনি দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং ইঁহার রাজধানীতেও অন্যান্য রাজগণের দূত ছিল। ইনি অতিশয় দয়াদাক্ষিণ্যবতী ও লোক-হিতৈষিণী রমণী ছিলেন। ইনি লেখাপড়াও উত্তমরূপ জানিতেন, এবং হিন্দু-ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ইঁহারই নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। ইনি হিন্দু-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহার নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন সিংহাসনাধিরোহণকালে ইনি রাজকোষে দুই কোটি টাকা মজুত পাইয়াছিলেন। এ সমস্ত অর্থই ইনি দেবমন্দির, ধর্ম্মশালা, রাজপথ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে ব্যয় করেন। ইনি কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ এবং কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত গয়াধামের বিষ্ণুপদমন্দির ও নাটমন্দিরের তুল্য উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম্ম ভূমণ্ডলে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ষষ্টি বৎসর বয়সে এই পুণ্যবতী রমণী নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করেন।

অহল্যাহ্রদ—গৌতম আশ্রমস্থ স্বনামখ্যাত তীর্থবিশেষ। অহল্যা দ্বারা কৃত যে হ্রদ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অহস্কর, অহস্পতি—দিবাকর, দিননাথ, সূর্য্য ; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৬তৎ। সং ; পু।

অহহ, অহহা—খেদ ; অদ্ভুত ; সম্বোধন ; প্রকর্ষ। অহন্ শব্দ—হা (ত্যাগ করা)+ ড, ক্বিপ্ ক। ব্য।

অহার্য্য—১। হরণের অযোগ্য বা অসাধ্য, যাহা হরণ করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নয়, অহরণীয় ; অভেদ্য। ন হার্য্য, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহার্য্যা। ২। পর্ব্বত। সং ; পু।

অহি—১। সর্প ; বৃত্রাসুর ; সূর্য্য ; রাহু ;

পথিক ; খল ; বঞ্চক ; অশ্লেষানক্ষত্র। আ—হন (বধ করা)+ইন্ ক, নিপাতনে। ২। জল। অহ (ব্যাপ্ত)+ইন্ ক। সং ; পু। ৩। ব্যাপক ; ব্যাপ্ত। বিণ ; ত্রি।

অহিংসক—হিংসাবর্জ্জিত। ন হিংসক, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহিংসিকা।

অহিংসনীয়—অহিংস্র দেখ।

অহিংসা—হিংসার অভাব ; কাহাকেও পীড়া না দেওয়া। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী।

অহিংসিত—যাহার হিংসা করা হয় নাই ; অহত ; অনাহত, অক্ষত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহিংসিতা।

অহিংস্য, অহিংসনীয়—অবধ্য ; যাহার হিংসা করা উচিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অহিংস্র—অহিংসক, হিংসাশীল নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহিংস্রা।

অহিংস্রা—১। অহিংসনশীলা, হিংসারহিতা। অহিংস্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুলিক বৃক্ষ, কুলেখাড়া। সং ; স্ত্রী।

অহিকা—শাল্মলী, শিমুল গাছ। সং ; স্ত্রী।

অহিকান্ত—বায়ু। ৬তৎ। সং ; পু।

অহিচ্ছত্র—আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত পঞ্চালরাজ্যের উত্তর অর্দ্ধাংশ [পঞ্চাল রাজ্য প্রথমে দিল্লী নগরীর উত্তর ও পশ্চিম দিকে হিমালয় হইতে চম্বলনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে দ্রোণাচার্য্য পঞ্চালরাজ দ্রুপদকৃত অবমাননার প্রতিশোধস্বরূপ অর্জ্জুনের সহায়তায় দ্রুপদরাজকে পরাজিত করিয়া পঞ্চালরাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করেন। গঙ্গার উত্তরতীরস্থ অর্দ্ধাংশ স্বয়ং রাখিয়া গঙ্গার দক্ষিণবর্ত্তী অর্দ্ধাংশ পরাজিত দ্রুপদকে প্রত্যর্পণ করেন। সেই উত্তর অর্দ্ধাংশের নাম অহিচ্ছত্র] ; মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ। অহির ছত্র প্রায়, ৬তৎ। সং ; পু।

অহিচ্ছত্রা—পুরীবিশেষ ; শর্করা, চিনি। সং ; স্ত্রী।

অহিজিৎ—শ্রীকৃষ্ণ ; ইন্দ্র। উপ ; অহি-জি (জয় করা)+কিপ্ ক। সং ; পু।

অহিত—১। শত্রু। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। অমঙ্গল, অনিষ্ট, অপকার ; কুপথ্য। সং ; ক্লী। ৩। অমঙ্গলজনক, অনিষ্টকর ; অযোগ্য। বিণ ; ত্রি।

অহিতকর—অনিষ্টকর, অমঙ্গলজনক, অপকারী। অহিতের কর, ৬তৎ ; কিংবা ন হিতকর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —করী।

অহিতকারী (—রিন্)—অনিষ্টকারক, অমঙ্গলসাধক, অপকারক, ক্ষতিজনক। ন হিতকারী, নঞ্‌তৎ ; বা উপ ; অহিত শব্দ—কৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —কারিণী।

অহিতাচরণ—১। অনিষ্টকর ব্যবহার। অহিত আচরণ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অহিতাচারসম্পন্ন। অহিত আচরণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহিতাচরণা।

অহিতাচারী (—রিন্)—অহিতকর, অনিষ্টকারী, অপকারী। উপ ; অহিত—আ—চর+ণিন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —চারিণী।

অহিতুণ্ডিক—ব্যালগ্রাহী, সর্পখেলক, সাপুড়ে। অহির (সর্পের) তুণ্ড (মুখ)=অহিতুণ্ড, ৬তৎ ; অহিতুণ্ড শব্দ+ষ্ণিক। সং ; পু।

অহিদ্বিট্ (—দ্বিষ্)—গরুড় ; ময়ূর ; ইন্দ্র। উপ ; অহি—দ্বিষ+কিপ্ ক। সং ; পু।

অহিনকুল—সাপ ও বেজি ; যাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ আছে। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

অহিনকুলতা—সাপ-বেজির বিদ্বেষভাব ; চিরবিদ্বেষ, নিত্য বিরোধ। অহিনকুল শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অহিনকুলিকা—অহিনকুলতা, আজন্ম বিদ্বেষ, চিরবিরোধ। অহিনকুল শব্দ+কণ্ ভাবে+আপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

অহিনাথ, অহিপতি—বাসুকি ; শেষনাগ। ৬তৎ।

অহিপুত্রক—একপ্রকার নৌকা। অহির পুত্রকপ্রায়, ৬তৎ। সং ; পু।

অহিপূতন—শিশুদিগের গুহ্যদেশে জাত রোগবিশেষ, ব্রণরোগ। সং ; পু।

অহিফেন—সর্পগরল, সাপের লাল ; আফিং। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

অহির্বুধ্ন—শিব ; রুদ্রবিশেষ ; [তদ্রূপাকৃতি বলিয়া] উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। অহির্ভূষিত বুধ্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অহিরধ্ন—শিব ; রুদ্রবিশেষ। অহিশোভিত যে ব্রধ্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অহিব্রধ্ন দেবতা—উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। অহিব্রধ্ন দেবতা যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অহিভয়—সর্পভীতি ; রাজাদিগের বিপক্ষভয়। ৫তৎ। সং ; ক্লী।

অহিভয়দা—ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা। উপ ; অহিভয়—দা+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

অহিভুক্ (—ভুজ্)—১। সর্পভোজী, সাপখেকো। উপ ; অহি—ভুজ+কিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। গরুড় ; ময়ূর ; নকুল, বেজি ; নাকুলী বৃক্ষ ; গন্ধনাকুলী। সং ; পু।

অহিভূষণ—শিব, মহাদেব। অহি ভূষণ যাঁহার, বহু। সং ; পু।

অহিম—অশীতল, উষ্ণ, তপ্ত, গরম। ন হিম নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অহিমতেজাঃ (—তেজস্)—সূর্য্য, রবি। অহিম (উষ্ণ) তেজঃ যাহার, বহু। সং ; পু।

অহিমর্দ্দনী—গন্ধনাকুলী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অহিমাংশু—সূর্য্য। অহিম অংশু যাঁহার, বহু। সং ; পু। [রাবণ। সং ; পু।

অহিমার, অহিমেদক—অরিমেদক বৃক্ষ, গুয়ে

অহিরাজ—গোখুরা জাতীয় শঙ্খচূড় নামক বিষধর সর্প বিশেষ, ইহার গায়ে শাঁখা বা চুড়ীর ন্যায় রেখা আছে, দৈর্ঘ্যে গোখুরা অপেক্ষা বৃহৎ কিন্তু ফণা তদনুরূপ বড় হয় না। ৬তৎ। সং ; পু।

অহিলতা—নাগবল্লী লতা ; পাণ গাছ। অহিতুল্য লতা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অহীন—১। সর্পরাজ বাসুকি ; অনন্ত নাগ। অহিদিগের (সর্পদিগের) ইন (পতি, শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং ; পু। ২। হীন নহে এরূপ ; অন্যূন। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহীনা।

অহীনগু—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি, দেবানীকের পুত্র। সং ; পু।

অহীন্দ্র—সর্পরাজ বাসুকি ; শেষ নাগ। অহিদিগের ইন্দ্র, ৬তৎ। সং ; পু।

অহীরণি—দ্বিমুখ সর্প। অহি (সর্প)—ঈর (প্রেরণ করা)+অনি ক। সং ; পু।

অহীশ, অহীশ্বর—সর্পরাজ বাসুকি ; অনন্ত নাগ। অহিদিগের ঈশ, ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

অহূত—অনাহূত, যাহাকে আহ্বান করা হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহূতা।

অহৃত—যাহা হরণ করা হয় নাই ; অচোরিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহৃতা।

অহৃদ্য—অকমনীয়, অপ্রীতিকর। ন হৃদ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহৃদ্যা।

অহৃষ্ট—অনাহ্লাদিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রীত, অপ্রফুল্ল। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী অহৃষ্টা।

অহে—সমবয়স্ক বা আপনার অপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তিদিগের সম্বোধনসূচক শব্দ। বা।

অহেতু—হেতুশূন্য, কারণহীন। ন (নাই) হেতু যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অহেতুক—হেতুশূন্য, অকারণ ; মূলহীন ; আকস্মিক ; অনর্থক। বহু। বিণ ; ত্রি।

অহেতুকী—হেতুশূন্যা, স্বতোজাতা। [অহেতুকী ভক্তি—যে ভক্তি কোনও লাভাদির জন্য নহে]। অহেতুক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; ত্রি। কেহ কেহ অনিৎ প্রত্যয় না করিয়া সেৎ প্রত্যয় করেন এবং তদনুসারে "অহৈতুকী" পদ সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

অহেরু—শতমূলী। ন (অ)—হি+রু ক, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

অহৈতুকী—অহেতুকী দেখ।

অহো—সম্বোধন ; শোক, অনুতাপ ; নিন্দা ; দয়া ; বিষাদ ; আশ্চর্য্য ; প্রশংসা ; বিতর্ক ; খেদ ; অসূয়া ; অন্তএব ; পাদপূরণ। বা।

অহোরাত্র—১। দিবারাত্র, সূর্য্যের এক উদয় কাল হইতে অন্য উদয় কাল পর্য্যন্ত সময়। অহঃ ও রাত্রি, দ্বন্দ্ব। সং ; পু। ২। নিরন্তর, সর্ব্বদা, অবিরত। বা।

অহোবত—খেদ ; বিস্ময় ; সম্বোধন। বা।

অহোহো—সম্বোধন, বিস্ময় ; খেদ। বা।

অহ্নায়—শীঘ্র, ঝটিতি, দ্রুত। বা।

আ

আ—১। দ্বিতীয় স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ২। শিব ; ব্রহ্মা ; অনন্ত। আপ (ব্যাপা)+ডা ক। সং ; পু। ৩। স্মরণ ; নিশ্চয় ; জ্ঞান ; স্বীকার ; স্পর্দ্ধা ; হাঁ ; আঃ, কোপ ; পীড়া। ব্য। ৪। ঈষৎ ; সম্যক্ ; সীমা ; ব্যাপ্তি ; (ক্রিয়াযোগে) বিস্তৃতি, বৈপরীত্য। সংস্কৃত আঙ্। আপ (ব্যাপা)+ডাঙ্ ক। উপসর্গ।

আই—১। মাতা ; মাতামহী, দিদিমা। দেশজ। সং ; স্ত্রী। ২। ছি, ধিক্। বাঙ্গালা অব্যয়। ৩। আয়। বাঙ্গালা ক্রিয়া। ৪। পরমায়ু। গ্রাম্য ; আয়ুঃ পদের অপভ্রংশ। সং।

আইও, আইয়ো, আইহ—সধবা নারী। গ্রাম্য। সং ; স্ত্রী।

আইড়—১। ক্ষেতের আইল, সীমা, বাঁধ ; মৎস্যবিশেষ। গ্রাম্য। সং। ২। আড়, বাঁকা, কাত। বিণ। [গ্রাম্য। বিণ।

আইঢাই—অস্থির, আকুল, কাতর, ছটফট্।

আইন—ব্যবহারশাস্ত্র। পারস্য ভাষা। সং।

আইন-ই-আকবরি—এই অভিধানের তৃতীয় ভাগে ইহার বিবরণ দেখ।

আইন্দা, আএন্দা—১। আগামী, ভবিষ্যৎ। ২। ভবিষ্যতে, পুনরায়, ব'রদিগর। বৈদেশিক শব্দ।

আইবড়, আইবুড়—অবিবাহিত। অব্যূঢ় শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আইমা—মাতামহী, দিদিমা। গ্রাম্য। সং ; স্ত্রী।

আইয়ো—আইও দেখ।

আইল—১। ক্ষেত্রাদির সীমা বা বাঁধ। আলি শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। আসিল এই বাঙ্গালা ক্রিয়ার অপভ্রংশ।

আইশাশ—শাশুড়ীর মাতা, দিদি-শাশুড়ী। গ্রাম্য। সং ; স্ত্রী।

আইহ—আইও দেখ।

আউওল, আউয়োল—উত্তম, উৎকৃষ্ট, উমদা ; প্রথম শ্রেণীর। বৈদেশিক। বিণ।

আউজান, আওজান—ভেজান, (কপাটাদি) অর্গলবদ্ধ না করিয়া কেবল ঠেসাইয়া বন্ধ করা। গ্রাম্য ক্রিয়া।

আউটরাম (সার জেমস্)—একজন বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডার্বিশায়ারে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম বেন্‌জামিন আউটরাম। ইনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নিম্ন শ্রেণীর সেনানী হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিছুদিন পরে ইনি বোম্বাই নগরের দেশীয় পদাতি সৈন্যের লেফ্‌টেনাণ্ট ও আড্‌জুটাণ্ট হন। ১৮৩৫ হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি মাহীকাণ্ঠার সুশৃঙ্খলা স্থাপনে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ইনি গুজরাটের পলিটিক্যাল এজেণ্ট ও সিন্ধু প্রদেশের কমিশনার হন। এবং পরে সাতারা ও বরদার রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। অযোধ্যা প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইলে গবর্ণর জেনারেল ডালহাউসি আউটরামকে অযোধ্যার রেসিডেণ্ট ও কমিশনার নিযুক্ত করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে ইনি লেফটেনাণ্ট জেনারেল এবং অযোধ্যার চিফ কমিশনার হন। পরিশেষে ইনি ভারতবর্ষের সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ ৬০ বৎসর বয়সে ইনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে কালগ্রাসে পতিত হন। কলিকাতার গড়ের মাঠ নামক ময়দানে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

আউটান, আওটান—আবর্ত্তন করা, (দুগ্ধাদি) আগুনের উপর ফুটাইয়া গাঢ়তর করা। গ্রাম্য ক্রিয়া।

আউড়—১। খড়ের আঁটি, বিচালি। দেশজ। সং। ২। আড়, কুটিল, বাঁকা, অপাঙ্গ। বিণ।

আউড়ি—১। ধান রাখিবার ছোট গোলা। গ্রাম্য। সং। ২। আউড়িয়া, ফিরিয়া। ক্রিয়া। [অসামলান। গ্রাম্য। বিণ।

আউদড়, আউদর—অসংবদ্ধ, অবদ্ধ, আলুলায়িত,

আউর—১। আউড়, বিচালি। প্রাদেশিক। সং। ২। আর। হিন্দীমূলক। বা।

আউরৎ, আওরৎ—স্ত্রীলোক, মেয়েমানুষ। বৈদেশিক। সং।

আউল—১। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিশেষ। "ইহাদের আর একটী নাম সহজ কর্ত্তাভজা। প্রকৃতি-সাধনবিষয়ে অনেকানেক সম্প্রদায়ের অনেকরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় কোন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদারভাব অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের পরমার্থসাধন কেবল দুই একটি নিজ প্রকৃতি সহবাসে পর্য্যাপ্ত হয় না ; কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য, ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদের সাধনসম্পাদনে নিযুক্ত থাকে। ফলতঃ ইহারা কিরূপ সরলমতাবলম্বী, তাহা কি বলিব? শুনিয়াছি, আপনার প্রকৃতিকে অন্যদীয় সংসর্গে অনুরক্ত দেখিলেও কিছুমাত্র ঈর্ষা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। প্রত্যুত, ওরূপ অনুষ্ঠান আপন মতানুগত সহজ সাধনের অঙ্গীভূত বলিয়াই অঙ্গীকার করে। বাউল ও নেড়া'রা যেরূপ শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোমাদি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয়, ইহারা সেরূপ করে না ; ঐ উভয়ই ক্ষৌরী হইয়া থাকে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতার শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একটি আউল ও তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল। এক্ষণে এ সম্প্রদায়ী লোক এ প্রদেশে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।" [ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়]। দেশজ। সং। ২। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল ; ব্যাকুল, অস্থির। গ্রাম্য। বিণ।

আউলচাঁদ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামে মহাদেব দাস নামক একজন বারুই ছিল। সে একদা পাণের বরজ মধ্যে একটী পরম সুন্দর শিশুকে দেখিতে পাইয়া বাটীতে লইয়া আসিল। শিশুর বয়স তখন ৮ বৎসর, সে আত্মপরিচয় কিছুই দিতে পারিল না। মহাদেবের স্ত্রী শিশুটীকে পরম সুন্দর দেখিয়া উহার নাম "পূর্ণচন্দ্র" রাখিলেন।

পূর্ণচন্দ্র অনেক দিন মহাদেবের বাটীতে ছিল, কিন্তু মহাদেবের তাড়না অসহ্য হওয়াতে সে হরিহর নামক জনৈক বিষ্ণু-ভক্তের বাটীতে গেল। এখানে অবস্থান সময়ে সে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিল।

১২৬৭ সালে ফুলিয়া গ্রামে গমনপূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্র বৈষ্ণবচূড়ামণি বলরাম দাসের নিকটে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই অবধিই পূর্ণচন্দ্রের নাম আউলচাঁদ হইল।

বাঙ্গালা দেশে কর্ত্তাভজা নামে যে সম্প্রদায় আছে, আউলচাঁদই তাহার প্রবর্ত্তক। আউলচাঁদ ভারতের বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া বজর গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইনি মধুর বাক্যে লোকদিগকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিতেন। এরূপও কিংবদন্তী আছে যে, আউলচাঁদ অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ ও খঞ্জকে সুস্থপদ করিতে পারিতেন। তিনি বহুসংখ্যক লোককে দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

আউলচাঁদের ২২ জন প্রধান শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, খেলারাম মাল, পাঁচু মুচি, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস, শ্যামচাঁদ, লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতি প্রধান। আউলচাঁদ শূল ব্যাধি হইতে রামশরণকে মুক্ত করায় সে তাঁহার শিষ্য হয়। রামশরণ ও তাঁহার বংশধরেরা সম্প্রদায়ের সকল ভার প্রাপ্ত হন।

আউলচাঁদ নবাগত শিষ্যদিগকে মন্ত্রদান করিয়া দশটি কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেন এবং কতকগুলি উপদেশ দিতেন। যথা—

পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহত্যা বা পরপীড়ন এই তিনটী কায়কর্ম্ম ; পরদ্রব্যহরণেচ্ছা, পরহত্যা-করণেচ্ছা এবং পরস্ত্রীগমনেচ্ছা এই তিনটী মনঃকর্ম্ম, এবং মিথ্যা-

কথন, কটুকথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ ভাষণ এই চারিটী বাক্যকর্ম্ম, এই সমুদায়ে দশটী কর্ম্ম নিষিদ্ধ।

উপদেশ—(১) একমাত্র পরম চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবে। কদাচ অন্য দেবতাদিগের নিন্দা করিবে না।

(২) মন্ত্রদাতা গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিবে না এবং তাঁহাকে প্রত্যহ মানসে ও প্রত্যক্ষে প্রদক্ষিণ করিবে।

(৩) নিয়ত আত্মোন্নতির অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ হরিনাম উচ্চারণ করিবে এবং সংকর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

(৪) সর্ব্বস্থানে ও সকল সময়ে সংকথা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা করিবে।

(৫) কায়মনোবাক্যে আতিথ্য করিবে।

(৬) প্রাতঃ ও সায়ং সময়ে ধৌত বস্ত্র ধারণ করিবে।

(৭) ভোজনের পূর্ব্বে তুলসীতলস্থ মৃত্তিকা খাইয়া দেহ শুদ্ধ করিবে।

(৮) সকল জাতির অন্ন খাইবে, কিন্তু কখনও আমিষান্ন খাইবে না।

(৯) এই সম্প্রদায়সম্বন্ধীয় কোন কথা কাহাকেও বলিবে না।

(১০) সর্ব্বদা সত্যাচরণ করিবে এবং গুরু সত্য ও বিপদ্ মিথ্যা এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস করিবে।

এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম মহাশয়, শিষ্যের নাম বরাতি। ইঁহারা শিষ্যকে প্রথমে "গুরু সত্য" এই মন্ত্র এবং পরে "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি-ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু।" এই মন্ত্র প্রদান করেন।

এই সম্প্রদায়ীরা প্রতি বর্ষে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঘোষপাড়ায় একটী উৎসব করিয়া থাকেন।

আউলচাঁদ ১৬৯১ শকের বৈশাখ মাসে সায়ংসময়ে বোয়ালিয়া গ্রামে গতাসু হন। প্রবাদ আছে যে, বোয়ালিয়া হইতে কৃষ্ণদাসের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আউলচাঁদ তথায় গমন করেন এবং শিষ্যদিগকে বলিয়া যান যে, আমিও আর বেশী দিন বাঁচিব না, এমন কি বোয়ালিয়া হইতে আর আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আউলচাঁদ বোয়ালিয়ায় গমন করিয়াই জ্বরাক্রান্ত হইলেন এবং কয়েক দিবস পরে তাঁহার অন্তিম শয্যা প্রস্তুত হইল, তিনি হরিনাম শুনিতে শুনিতে এবং কিয়ৎক্ষণ অস্পষ্টভাবে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। আউলচাঁদ যথার্থ ভক্ত ছিলেন।

আউলান—আলুলায়িত করা, বিশৃঙ্খল করা, বন্ধনমুক্ত করা, খুলিয়া ফেলা। গ্রাম্য ক্রিয়া।

আউলিয়া—১। আউল সম্প্রদায়ভুক্ত; উচ্ছৃঙ্খল; বাতুল; অল্পবুদ্ধি; বিকৃত-মস্তিষ্ক। দেশজ। বিণ। ২। দেববিগ্রহের সেবক। সং।

আউলিয়া মনোহর দাস—বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ইঁহার বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ "পদ সমুদ্রে" দেড় হাজার পদ আছে। ইনি ষোড়শ খৃষ্টীয় শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। "দিনমণি চন্দ্রোদয়" নামে তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ আছে। তিনি বিষ্ণুপুর-রাজ বিষ্ণুভক্ত বীর হাম্বিরের গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর হুগলী জেলার বদনগঞ্জ নামক স্থানে আসিয়া "পাট" স্থাপন করেন, ও সমাধিলাভ করেন। এখানে প্রতিবৎসর মকর সংক্রান্তিতে একটী মেলা বসে। বাঁকুড়া জেলার সোণামুখী গ্রামে তিনি কিছুদিন বাস করায় সেখানেও তাঁহার স্মরণার্থ রামনবমী তিথিতে একটী মেলা হয়। ইনি অষ্টম পদকর্ত্তা ও বন্ধু জ্ঞানদাসের সহিত খেতুরীর মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ইনি সখীভাবে সালঙ্কারা সখীর বেশে সাধন করিতেন।

আউলী—১। শৃঙ্খলাশূন্য; অস্থির, ব্যাকুল। দেশজ। বিণ। ২। বিশৃঙ্খলা। সং।

আউশ—বর্ষাকালজাত ধান্য। আশু শব্দের অপভ্রংশ। বিণ বা সং।

আএস্তা—আইস্তা দেখ। ক্রিয়া। আইস বা এস, আগমন কর। হিন্দী

আওজান—আউজান দেখ।

আওটান—আউটান দেখ।

আওড়—স্রোতের জল যেখানে পাক মারিয়া বিপরীতমুখে প্রবাহিত হয়। দেশজ। সং।

আওড়ান—আবৃত্তি করা তোতা পাখীর মত মুখস্থ বলিয়া যাওয়া বা মুখস্থ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ বলা। প্রাদেশিক। ক্রিয়া।

আওতা—অনাতপ, ছায়া। দেশজ। সং।

আওয়াজ—শব্দ, রব। বৈদেশিক। সং।

আওয়ারি, আওয়ারী—বাড়ী, ঘর। গ্রাম্য। সং।

আওয়াস—আবাস শব্দের অপভ্রংশ; বাসস্থান, বাসগৃহ, সৌধ, অট্টালিকা; প্রাসাদ। সং।

আওরঙ্গজেব—দিল্লীর মোগল সম্রাট্ শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র, এবং জাহাঙ্গীরের পৌত্র ও আকবরের প্রপৌত্র। ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। শাহজাহানের চারি পুত্র,—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দারা পিতার নিকটে থাকিয়া রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন। দ্বিতীয় শাহ-সুজা। শাহজাহান তাঁহাকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবকে তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চতুর্থ মুরাদ গুজরাটের সুবাদারী করিতেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে শাহজাহান সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র আওরঙ্গজেব সম্রাট্ হইবার অভিসন্ধিতে আগ্রার দিকে ছুটিলেন। তিনি মুরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় অলস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিশেষতঃ দারা তো বিধর্ম্মী। তাঁহাদের কেহ সম্রাট্ হন, ইহা আওরঙ্গজেবের ইচ্ছা নহে। আবার আওরঙ্গজেবের নিজেরও রাজ্য লোভ নাই। অতএব মুরাদকে সম্রাট্ করাই তাঁহার ইচ্ছা। সরলবিশ্বাসী মুরাদ ইহাতে ভুলিয়া গেলেন। তখন উভয়ের মিলিত সৈন্য রাজধানীর দিকে ধাবিত হইল। এদিকে শাহসুজা তৎপূর্ব্বেই বাঙ্গালা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পরন্তু দারার পক্ষীয় রাজপুতদিগের হস্তে তিনি পরাজিত হন। মালবাধিপতি যশোবন্ত সিংহ দারার পক্ষাবলম্বী হইয়া মুরাদ ও আওরঙ্গজেবের সৈন্যদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উজ্জয়িনীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বীয় রাজধানীতে পলায়ন করেন (এপ্রেল, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। ইতোমধ্যে শাহজাহান আরোগ্যলাভ করিয়া পুত্রদিগের মধ্যে গৃহ-বিবাদ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিলেন। আওরঙ্গজেব ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে আগ্রার নিকট দারার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। দারা পরাজিত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করিলেন (জুন, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। অতঃপর আওরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করিয়া শাহজাহানকে বন্দী করিলেন, এবং মুরাদকে কপটভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে আলমগির উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পশ্চিমে দারা ও পূর্ব্বে শুজা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। আওরঙ্গজেব অচিরাৎ স্বীয় প্রিয়সখা মীরজুমলাকে শুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া নিজেও তাঁহার অনুগামী হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর শুজা পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করেন (জানুয়ারি ১৬৫৯ খৃঃ)। ওদিকে দারা দিল্লীতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া লাহোরে

পলায়ন করেন; পরে লাহোর হইতে মুলতানে, মুলতান হইতে বক্করে, এবং বক্কর হইতে গুজরাটে পলাইয়া যান। পরন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহার অনুসরণ করিয়া জয়পুরের নিকট তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পলায়নপর হইতে বাধ্য করেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দারাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে অর্পণ করিলে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। আওরঙ্গজেবের আদেশে মুরাদ ইতঃপূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে আওরঙ্গজেব আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিবাজী নামক জনৈক মারাট্টা বীর প্রবল হইয়া উঠেন। তিনি প্রথমতঃ বিজাপুর রাজ্যে ও তৎপরে মোগল অধিকারে প্রবেশ করিয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করেন। সম্রাট্ শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পরাস্ত হন, এবং শিবাজীকে কোনও কোনও সুবার চৌথ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ও তাঁহার পুত্রকে পঞ্চসহস্রসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির উপর নির্ভর করিয়া শিবাজী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লী গমন করেন। দরবারে উপস্থিত হইলে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের সহিত বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ইহাতে শিবাজী অপমানিত বোধ করিয়া সক্রোধে দরবার ত্যাগ করেন। আওরঙ্গজেব কিন্তু তাঁহাকে নজরবন্দীতে রাখেন এবং গুপ্তঘাতক দ্বারা তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতে থাকেন। শিবাজী সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর তিনি কৌশলে দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৎসর পরে আপনার রাজধানী রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের এইরূপ আচরণে শিবাজী মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। [এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ শিবাজীর জীবনচরিতে দেখ]।

আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান সম্রাটেরা হিন্দু প্রজাদিগের উপর জিজিয়া নামক কর স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমান প্রজাদিগকে এই কর দিতে হইত না। মহামতি আকবর এই পক্ষপাতমূলক কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুদিগের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। সম্রাটের রাজপুত সেনাপতিরা এই করের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়া ফল না পাওয়াতে বিদ্রোহী হন। বিশেষতঃ সম্রাট্ যশোবন্ত সিংহের পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করাতে বিদ্রোহ-বহ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। পরন্তু আওরঙ্গজেবের কার্য্যতৎপরতায় বিদ্রোহ শীঘ্রই উপশমিত হয়। রাজপুতদিগের মধ্যে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সম্রাট্ তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে আর একটী ঘটনায় আওরঙ্গজেবকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। দিল্লীর সমীপবর্ত্তী কোনও স্থানে সত্নরামী নামে একটী সাধু হিন্দুসম্প্রদায় বাস করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত সম্রাটের জনৈক পদাতির বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ক্রমে তাহা তুমুল যুদ্ধে পরিণত হয়। অবশেষে সত্নরামী সম্প্রদায় পরাজিত হন (১৬৭৬ খৃঃ)।

অতঃপর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নামক ২টী স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিয়া আওরঙ্গজেব আপনার সেনাপতিগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যগুলি জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। মারাট্টার তাহাদিগের গিরিদুর্গের পশ্চাতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইবার ভাগ্যলক্ষ্মী সম্রাটের প্রতি প্রসন্না হইলেন। শম্ভুজি কঙ্কন প্রদেশে সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া সম্রাটের জনৈক সেনাধ্যক্ষ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে বলায় শম্ভুজি আওরঙ্গজেবের প্রতি এরূপ অপমানজনক পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন যে, সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার জিহ্বা ছেদন ও চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা করিলেন (১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ)। পরন্তু আওরঙ্গজেব কিছুতেই মারাট্টাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। উহারা ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যের যাবতীয় সুবা লুণ্ঠন করিয়া প্রথমে মালব ও তৎপরে গুজরাট আক্রমণ করিল। এদিকে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে সম্রাটের কোষাগার অর্থশূন্য হইয়া পড়ায় মোগলেরা আর যুদ্ধ চালাইতে পারিতেছিল না। কাজেই মারাট্টারা একে একে আপনাদের গিরিদুর্গগুলি পুনরধিকার করিয়া লইল। সম্রাট্ হতাশমনে আহম্মদনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আশ্রয় লইলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আহম্মদনগরে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

আওরঙ্গজেব একদিকে যেমন মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরব সর্ব্বোচ্চ সীমায় উন্নীত করিয়াছিলেন, অন্য দিকে আবার তিনি উহার ধ্বংসের বীজও বপন করিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক সাজিয়া মুসলমান প্রজাবর্গের প্রিয় হইবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতেন। এইরূপে তিনি হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাবরূপ সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলেন। যে রাজপুতের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আকবর ভারতের অধিকাংশ স্থলকে আপনার পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব সেই রাজপুতদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে সমদর্শিতাগুণে আকবর তাঁহার হিন্দুপ্রজাবর্গের নিকট 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব আপনার অসমদর্শিতা দোষে সেই হিন্দু প্রজাদিগের নিরতিশয় ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, এমন কি আপনার পুত্রদিগকেও তিনি অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। আওরঙ্গজেবের মনে সর্ব্বদা ভয় ছিল যে, তিনি স্বীয় পিতা শাহজাহানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সুযোগ পাইলে তাঁহার পুত্রেরাও তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে। অন্যান্য মুসলমান সম্রাট্দিগের ন্যায় তিনি অলস, বিলাসী বা অমিতব্যয়ী ছিলেন না। অবসর সময়ে তিনি একপ্রকার টুপি প্রস্তুত করিতেন। কথিত আছে যে, সেই টুপি বিক্রয় করিয়া তাঁহার সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব বিদ্যাশিক্ষায় কখনও আলস্য করেন নাই। তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

আওরং—আউরং দেখ।

আওল—১। আসিল, আগমন করিল। প্রা, ক। ২। আর্দ্র নিম্নভূমি; আলোকহীন; অপরিচ্ছন্ন স্থল; বন, জঙ্গল। বৈদেশিক। সং।

আওলা—আওল, বন, জঙ্গল। বৈদেশিক। সং।

আওলাৎ—১। উচ্চতর ভূস্বামীর অধীন জমা; স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি; বাগাৎ, বাগিচা; ফলকর বৃক্ষাদি; বংশের সন্তান। বৈদেশিক। সং। ২। উচ্চতরের অধীন। বিণ।

আওসান—কিয়ৎক্ষণ শুকাইয়া দেওয়া বা যাওয়া; ভেজান। গ্রাম্য ক্রি। [বৈদেশিক। সং।

আওহাল—হাল, দশা, অবস্থা; বিষয় সম্পত্তি।

আং, আঙ্গ—অঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

আংট, আংটা—অঙ্গুরীয়, বলয়াকার ধাতু দ্রব্য। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

আংটি, আংটী—ছোট আংটা, অঙ্গুরী।

আংশিক—অংশ-সম্বন্ধীয়; একদেশ-সম্বন্ধীয়; কতক। অংশ শব্দ+ঞ্চিক। বিণ; ক্রি।

আঃ (আস্)—ক্রোধ; বিরক্তি; ক্লেশ; স্মরণ; তর্জ্জন; স্পর্দ্ধা। বা।

আঁইস—শল্ক; বৃক্ষের ফল-পত্র-বল্কলাদির সূক্ষ্ম সূত্রবৎ অংশ। দেশজ। সং।

আঁওত, আওদ—যে রজ্জু দ্বারা বৃষকে লাঙ্গল ও গোয়ালের সহিত আবদ্ধ করা হয়। গ্রাম্য। সং।

আঁক—অঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ। অঙ্ক দেখ।

আঁকচিল—আঁচিল (তাহা দেখ)।

আঁকড়সী—আঁকশি বা আঁকসি, লগি বা লগা। আকর্ষী শব্দের অপভ্রংশ।

আঁকড়া—যে বলয়াকার বস্তু দ্বারা কোন দ্রব্য ধরা যায় বা ঝুলাইয়া রাখা যায়; বাঙ্গালা 'ক' অক্ষরের মস্তকস্থ বক্রাকার চিহ্ন। দেশজ। সং।

আঁকড়ান—জড়াইয়া বা জাপ্টাইয়া ধরা, বেষ্টন করা; জাপ্টাজাপ্টি করা। দেশজ। ক্রি।

আঁকড়ি,-ড়ী—ছোট আঁকড়া (সকল অর্থে)। দেশজ। সং।

আঁকশলা, আঁকশলি (-শলী), আঁকসলি (-সলী)—যে দণ্ড ঢেঁকি ভেদ করিয়া উভয় পার্শ্বে পোয়ার উপর থাকে। গ্রাম্য। সং।

আঁকশি, আঁকুশি—যে বক্রাগ্র দীর্ঘ দণ্ড দ্বারা কোন বস্তু উচ্চ হইতে পাড়া যায়; লগা বা লগি। দেশজ। সং।

আঁকা—অঙ্কিত করা; রেখাদি টানা; অগ্নির উত্তাপে ধরিয়া বা ছুঁইয়া যাওয়া। বাং ক্রি।

আঁকাড়, আঁকাড়ি—যে পরিমাণ দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরা যায়; রাশি; বেষ্টন, জড়াইয়া ধরণ। প্রাদেশিক। সং।

আঁকান—অঙ্কিত করান; অগ্নির উত্তাপে ধরাইয়া বা ছুঁয়াইয়া দেওয়া। বাং ক্রি।

আঁকা-বাঁকা—(দীর্ঘ বস্তু) একাধিক স্থলে বক্র; ফিরান-ঘুরান। দেশজ। বিণ।

আঁকুড়ি—আঁকড়ি বা আঁকড়া (তাহা দেখ)।

আঁকুবাঁকু—ব্যাকুল বা ব্যাকুলতা; ব্যগ্র বা ব্যস্ততা, অস্থির বা অস্থিরতা। দেশজ।

আঁকুশি—আঁকশি দেখ।

আঁখ—আঁখি, চক্ষু। হিন্দীমূলক, অক্ষি-দেশজ।

আঁখর—অক্ষর শব্দের অপভ্রংশ।

আঁখি—অক্ষি, চক্ষু। দেশজ। সংস্কৃত অক্ষি শব্দের অপভ্রংশ। সং।

আঁখিঠার—নেত্রদ্বারা ইঙ্গিত; চক্ষুর ইসারা; অপাঙ্গ দৃষ্টি। দেশজ। সং।

আঁচ—অগ্নির তাপ, উষ্ণতা, উত্তাপ; ভাপ; অনুমান, আন্দাজ। দেশজ। সং।

আঁচড়া—ভূমি কর্ষণের নিমিত্ত একপ্রকার বহু দীর্ঘ দন্ত-বিশিষ্ট যন্ত্র; বিদা বা বিদে। প্রাদেশিক। সং।

আঁচড়াকুড়—আঁস্তাকুড়, আবর্জ্জনাস্তূপ; জঞ্জাল ফেলিবার স্থল। প্রাদেশিক। সং।

আঁচড়ান—আঁচড় পাড়া, দাগ কাটা; নখাঘাত করা, ছড়িয়া দেওয়া; জমির উপর দিয়া আঁচড়া চালান। বাং ক্রি।

আঁচর, আঁচোর—বস্ত্রপ্রান্ত, আঁচল। অঞ্চল শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

আঁচল—বস্ত্রপ্রান্ত। অঞ্চল শব্দের অপভ্রংশ।

আঁচলা—আঁচল, অঞ্চল; ফুল-তোলা বা নকাসি করা বস্ত্রপ্রান্ত; দেবপ্রতিমার রাংতার ঐরূপ সাজ। দেশজ। সং।

আঁচা—সামান্য পুড়িয়া যাওয়া, ধরিয়া বা ছুঁইয়া যাওয়া; অনুমান করা। দেশজ। ক্রি। [করণ। দেশজ। সং।

আঁচা-আঁচি—পরস্পর অনুমান বা আন্দাজ

আঁচান—ধরাইয়া বা ছুয়াইয়া দেওয়া; খাওয়ার পর মুখ হাত ধোয়া। বাং ক্রি

আঁচিল, আঁচীল—শরীরস্থ স্থায়ী ক্ষুদ্র ব্রণ বিশেষ, আঁকচিল, ক্ষুদ্র বা গণ্ড প্রাচীর বা বেড়া। প্রাদেশিক। সং।

আঁজল, আঁজলা—অঞ্জলি পরিমাণ। দেশজ। সং।

আঁজল-পাঁজল—ঢিকট-পাকট; পঞ্জরাস্থির বন্ধন শৈথিল্য। প্রাদেশিক। সং।

আঁজি—সূক্ষ্ম দীর্ঘ রেখা; বস্ত্রপ্রান্তের সূক্ষ্ম দীর্ঘ সূত্র। দেশজ। সং।

আঁট—১। কসা, খাটি, টানটান। দেশজ। বিণ। ২। টান; অধ্যবসায়, যত্ন; আগ্রহ। সং।

আঁটকুড়, -কুড়া—নিঃসন্তান পুরুষ। গ্রাম্য। স বা বিণ; পু। [বিণ ব স; স্ত্রী।

আঁটকুড়ি, -কুড়ী—নিঃসন্তানা স্ত্রী। গ্রাম্য।

আঁটনি, আঁটুনি—কষণি; কসা, টান; বাঁধুনি; আগ্রহ, যত্ন। দেশজ। সং।

আঁটা—১। কসা, টান, শক্ত, দৃঢ়। দেশজ। বিণ। ২। কুলান; ধরা, তাঁত্যাম; জুড়িয়া দেওয়া; সমকক্ষতা করিতে পারা। ক্রি।

আঁটা-আঁটি—টানাটানি, শক্তাশক্তি, কসাকসি; দৃঢ়তা; দৃঢ় যত্ন, আগ্রহ। দেশজ। সং। [বাং ক্রি।

আঁটান—ধরান, কুলান, সোগাইতে পারা।

আঁটাল—আঁটযুক্ত; শক্ত, কঠিন; কসা; কৃপণ; হিসাবী। প্রাদেশিক। বিণ।

আঁটি, আঁঠি—১। আটি, তাড়া, গোছা; ফলের মধ্যস্থ কঠিন বীজ। দেশজ। সং। ২। আটিয়া ক্রিয়ার সংক্ষেপ। ক। প্র।

আঁটু, আঁঠু—হাঁটু, জানু। গ্রাম্য। সং।

আঁটুনি—আঁটনি দেখ।

আঁটুনিয়া, আঁটুন্তা—কসা, সঞ্চয়ী, হিসাবী, মিতব্যয়ী; শক্ত, কঠিন, দৃঢ়। দেশজ। বিণ।

আঁটুপাটু, আঁটুবাটু—আগ্রহ, প্রযত্ন, সবিশেষ চেষ্টা। দেশজ। সং।

আঁটুল-বাটুল—শিশুদিগের পরস্পরের আঁটু বা হাঁটু স্পর্শ পূর্ব্বক ক্রীড়া বিশেষ। দেশজ। সং।

আঁটুলি, এঁটুলি—লোমকীট বিশেষ,—ইহা চর্ম্মে শক্ত করিয়া কামড়াইয়া লাগিয়া থাকে। দেশজ। সং।

আঁঠি—আঁটি দেখ।

আঁড়রা—১। এক ঠোকা, একগুঁয়ে, অবাধ্য; কঠিন, শক্ত; অধিক বয়সে ছিন্ন-মুষ্ক (গবাদি)। প্রাদেশিক। বিণ। ২। মুষ্ক, এঁড়। সং। [প্রাদেশিক। বিণ।

আঁড়রা-কাটা—অধিক বয়সে ছিন্ন-মুষ্ক (গবাদি)।

আঁড়া—বাঁজা, নিষ্ফল, বন্ধ্যা। দেশজ। বিণ।

আঁড়িয়া, এঁড়ে—১। পুং (বৎসাদি)। দেশজ। বিণ। ২। পুংবৎস; ষণ্ড, বৃষ; শিশুর পুনঃগর্ভিণী জননীর স্তন্যপান হেতুক বাল-কৃশতা রোগ। সং। [শব্দের অপভ্রংশ।

আঁত—অন্ত্র, উদর, পেট, গর্ভ; অন্তর। অন্ত্র

আঁতকান—চমকিয়া বা শিহরিয়া উঠা; সহসা ভয়কম্পিত হওয়া। বাং ক্রি।

আঁতড়ি—অন্ত্র, নাড়ীভুঁড়ি। গ্রাম্য। সং।

আঁতর—অন্তর, ব্যবধান; অভ্যন্তর, ভিতর। দেশজ। সং। [সং।

আঁতুড়—প্রসবগৃহ, সূতিকাগার। প্রাদেশিক।

আঁতুড়ি, আঁতুড়ী—নাড়ীভুঁড়ি; সূতিকাগারের অগ্নি বা অগ্নিস্থল। প্রাদেশিক। সং।

আঁতে পুঁতে—জনক-জননীতে ও সন্তানে; পিতা-পুত্রে। প্রাদেশিক। সং।

আঁদি—আঁধার, তিমির; ঘূর্ণি, ঝড়; পাক-জল। দেশজ। সং।

আঁদিসাঁদি—অন্ধিসন্ধি (তাহা দেখ); অবকাশ, ফাঁক; প্রবেশপথ; পারিপাট্য, শৃঙ্খলা। দেশজ। সং।

আঁধল, আঁধলা—অন্ধ, দৃষ্টিহীন, নেত্রহীন। গ্রাম্য। বিণ বা সং। [ভ্রংশ।

আঁধা—দৃষ্টিহীন। অন্ধ বা আন্ধা শব্দের অপ-

আঁধার—তিমির। অন্ধকার শব্দের অপভ্রংশ।

আঁধারি, আঁধারিয়া—১। আঁধারের ভাব, আংশিক অন্ধকার; চালের উপরের যে খড় মটকার খড় দিয়া ঢাকা থাকে। দেশজ। সং। ২। অন্ধকার করিয়া। ক্রি। ক; প্র।

আঁধি, আঁধী—যে ঝড় উঠিয়া চারিদিক্ ধূলি-সমাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় করিয়া ফেলে; চোরাই মালের খালিদার; 'কাণামাছি' খেলায় যাহার চোখ বাঁধা হয়। দেশজ। সং।

আঁব—আম, আম্র। প্রাদেশিক। সং।

আঁবুই—ভ্রাতা বা ভগ্নীর শ্বশুর বা শাশুড়ী। প্রাদেশিক। সং।

আঁশ, আঁস—শল্ক, আমিষ; ফলাদির ভিতরের ছোবড়া; কেঁসো। দেশজ। সং।

আঁশ-আঁষফল—দেখিতে কতকটা লিচুর মত কিন্তু মৎস্যগন্ধ ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। দেশজ। সং।

আঁশান—ফেঁসো তুলা; কতকটা শুকাইয়া লওয়া। প্রাদেশিক। ক্রি।

আঁশাল—আঁশযুক্ত; ফেঁসো তোলা। প্রাদেশিক। বিণ।

আঁশটিয়া, আঁশটে—আঁশের মত; আঁশযুক্ত; আমিষগন্ধী, মৎস্যগন্ধ; নোংরা। প্রাদেশিক। বিণ।

আঁস—আঁশ দেখ।

আক, আখ—ইক্ষু। দেশজ। সং।

আক-কাটা—অবোধ, জ্ঞানহীন, মূর্খ; গোঁয়ার গোবিন্দ। প্রাদেশিক। বিণ।

আকছার—সর্ব্বদা, হামেসা, সচরাচর। বৈদেশিক। ব্য।

আকচ, আখচ—দ্বেষ, বৈরিতা, শত্রুভাব; বিরোধ, বিবাদ। বৈদেশিক। সং।

আকণ্ঠ—কণ্ঠ পর্য্যন্ত, গলদেশ পর্য্যন্ত। অব্যয়ী।

আকণ্ঠভোজন—কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভক্ষণ, গলা তাবত খাওয়া; অতিরিক্ত আহার, অতিভোজন। সুপ্সুপেতি। সং; ক্লী।

আকণ্ঠমগ্ন—যাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছে। আকণ্ঠ যথা তথা মগ্ন, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -মগ্না।

আকতা, আখতা—১। ছিন্নমুষ্ক। (ঘোটকাদি), বলদা, খাসি। বৈদেশিক। বিণ। ২। ছিন্নমুষ্ক ঘোটক। সং।

আকনি—পোলাও প্রভৃতি রাঁধিবার জন্য মসলা-সিদ্ধজল। বৈদেশিক। সং।

আকন্দ—অর্কবৃক্ষ। দেশজ। সং।

আকপিল—ঈষৎ কপিলবর্ণ, আপিঙ্গল। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -পিলা।

আকপিশ—ঈষৎ কপিলবর্ণ। নিত্য। বিণ; ত্রি।

আকবরী, আকব্বরী—আকবর বাদসাহের বা তাঁহার আমলের, আকবর প্রবর্ত্তিত। বৈদেশিক। বিণ।

আকম্প, আকম্পন—ঈষৎকম্প, সামান্য বিচলিত হওয়া, অল্প কাঁপা বা নড়া। প্রাদি বা নিত্য। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

আকম্পিত—ঈষৎ কম্পিত, সামান্য বিচলিত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

আকম্প্র—কম্পবিশিষ্ট, কম্পমান। আ—কম্প (কাঁপা)+র ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকম্প্রা।

আকর—১। খনি; উৎপত্তিস্থান; আদি, মূল; আধার, আস্পদ। আ—কৃ (করা)+অল্ অধি। ২। সমূহ। আ—কৃ+অল ভা। সং; পু। ৩। শ্রেষ্ঠ, প্রধান। আ—কৃ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকরা।

আকরকরা—বৃক্ষবিশেষ। সং।

আকরজ, আকরজাত—খনিজ, আকরোৎপন্ন, আকরিক। আকরজ=উপ; আকর-জন (জন্মা)+ড ক। আকরজাত=আকর হইতে জাত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

আকরিক—১। খনিজ, খনিজাত; খনিতে নিযুক্ত। আকর শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। খনিজ দ্রব্য; খনিখনক। সং; পু।

আকরীয়—আকর সম্বন্ধীয়, খনি-ঘটিত; আকরজাত, খনিজ। আকর শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকরীয়া।

আকরোৎপন্ন, আকরোদ্ভূত—খনিতে উৎপন্ন, খনিজ। ৭তৎ বা ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আকর্ণ—কর্ণ পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব।

আকর্ণচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), -নয়ন, -লোচন—যে চক্ষুঃ কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আকর্ণ বিস্তৃত যে চক্ষুঃ, নয়ন, লোচন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আকর্ণন—শ্রবণ। আ—কর্ণি (ভেদ করা, শ্রবণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আকর্ণ নয়ন—আকর্ণচক্ষু দেখ।

আকর্ণনীয়—শ্রবণীয়, শ্রবণযোগ্য, শ্রোতব্য। আ—কর্ণি+অনীয় ণ্ম। বিণ; ত্রি।

আকর্ণপূরিত—কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট, কর্ণ পর্য্যন্ত যাহাকে পূর্ণ করা বা আকর্ষণ করা হইয়াছে। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

আকর্ণয়িতা (-তৃ)—শ্রোতা, যে শুনে। আ—কর্ণি+তৃন্ ক। বিণ; পু।

আকর্ণলোচন—আকর্ণচক্ষু দেখ।

আকর্ণবিস্তৃত—কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বা প্রসারিত। কর্ণ পর্য্যন্ত টানা, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

আকর্ণসন্ধান—ধনুকের ছিলা কাণ পর্য্যন্ত টানিয়া লক্ষ্য করণ। সং; ক্লী।

আকর্ণিত—শ্রুত। আ—কর্ণি (ভেদ করা, শ্রবণ করা)+ক্ত ণ্ম। বিণ; ত্রি।

আকর্ষ—১। আকর্ষণ; পাশক্রীড়া। আ—কৃষ (কর্ষণ করা)+অল্ ভা। ২। অক্ষ, পাশা; ইন্দ্রিয়। আ—কৃষ+অল্ ণ্ম। ৩। আঁকুশি; চুম্বক পাথর। আ—কৃষ+অল্ ণ। ৪। পাশফলক। আ—কৃষ+অল্ অধি। সং; পু।

আকর্ষক—১। আকর্ষণকারী। আ—কৃষ (কর্ষণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকর্ষিকা। ২। চুম্বক পাথর। সং; পু।

আকর্ষণ—১। টানা, টানিয়া আনা বা লওয়া; জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে পরমাণুসকল পরস্পরকে স্ব স্ব অভিমুখে আনয়ন করিবার চেষ্টা করে সেই গুণ [Attraction]; তন্ত্রোক্ত কার্য্যবিশেষদ্বারা লোহাদির আনয়ন। আ—কৃষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। আকর্ষণকারী। +অন ক। বিণ; ত্রি।

আকর্ষণী—১। আঁকুশি। আ—কৃষ+অনট্ণ +ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। আকর্ষণকারিণী। … +অন ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আকর্ষিক—১। আকর্ষক। আ—কৃষ (কর্ষণ করা)+ইক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, আকর্ষিকা। ২। অয়স্কান্ত, চুম্বক লৌহ। সং; পু।

আকর্ষিণী—১। আকর্ষণকারিণী; স্ত্রীজননসমাকর্ষণকারিণী। আকর্ষী দেখ। আকর্ষিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আঁকুশি। সং; স্ত্রী।

আকর্ষিত—আকর্ষণকারিত বা আকর্ষণপ্রাপিত, (অন্যের দ্বারা) টানান বা টানা করান। আ—ণিজন্ত কৃষ (=কর্ষি)+ক্ত ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকর্ষিতা।

আকর্ষী (-র্ষিন্)—আকর্ষণকারী। আ—কৃষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আকর্ষিণী।

আকলন—আকর্ষণ; অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা; বন্ধন; গণন; সংগ্রহ; অনুসন্ধান; ধারণ। আ—কল। অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আকলিত—আকৃষ্ট; অভিলষিত, আকাঙ্ক্ষিত; বদ্ধ, গণিত; সংগৃহীত; গ্রথিত। আ—কল+ক্ত ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকলিতা।

আকল্প—১। ভূষণ, আভরণ; বেশ, সজ্জা। আ—কৃপ (চিত্রিত করা ইত্যাদি)+অল্ ণ। ২। কল্পনা; উন্নতি; ব্যাধি, পীড়া। আ—কৃপ+অল্ ভা। সং; পু। ৩। কল্পান্ত পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আকল্পক—মূর্চ্ছা, মোহ; ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা; গ্রন্থি; তম, আনন্দ। আ—কৃপ+ণক ক। সং; পু।

আকবর—দিল্লীর তৃতীয় মোগল সম্রাট্। বাবরতনয় হুমায়ুন, শের খাঁ (শের শাহ) কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, যৎকালে দেশে দেশে পলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মহিষী হামিদা বেগম ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর তারিখে অমরকোট নগরে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। সেই পুত্রই বিশ্ববিশ্রুত মহামতি আকবর। যে দিবস হুমায়ুন কোন সামরিক কার্য্যোপলক্ষে অমরকোট হইতে একদিনের পথ দূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সুসংবাদ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার এমনই দুরবস্থা যে, তাঁহার বন্ধুবর্গকে প্রীতি উপহার দেন, এরূপ সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। তাঁহার নিকট কেবল এক কৌটা কস্তুরী মাত্র ছিল। তিনি কৌটা খুলিয়া তাহা হইতে মৃগনাভি লইয়া উপস্থিত প্রিয়জনগণকে বিতরণ করিলেন এবং বলিলেন,—"এই কস্তুরীর সৌরভের ন্যায় আমার নবকুমারের যশঃসৌরভ যেন দিগন্তব্যাপী হয়।" হুমায়ুনের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

অত্যল্পকাল পরেই হুমায়ুনকে অমরকোট ত্যাগ করিয়া পারস্যাভিমুখে পলায়ন করিতে হয়। যাইবার সময়ে হুমায়ুন সমাতৃক আকবরকে হীরাটের শাসনকর্তা নিজ অনু-

তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিণ্ডালের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। চারি বৎসরকাল আকবর এই পিতৃব্যের আশ্রয়ে ছিলেন। পরে পারস্যরাজের সহায়তায় হুমায়ুন কাণ্ডাহার জয় করিলে, আকবর পিতার নিকটে প্রেরিত হন। অতঃপর কাবুলের অধিকার লইয়া হুমায়ুনের অন্যতম ভ্রাতা কামরানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আকবর দুইবার কামরানের হাতে পড়েন, এবং দুইবারই আসন্নমৃত্যুর হস্ত হইতে ভাগ্যে ভাগ্যে পরিত্রাণ লাভ করেন। অবশেষে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন কামরানের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া কাবুলে নিশ্চিন্তভাবে বসেন। এই সময় হইতে আকবর পিতার নিকট থাকিয়া রাজকার্য্যে তাঁহার সহায়তা ও নিজে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। গজনী অবরোধ কালে এই শিশু রাজকুমার পিতার পার্শ্বে থাকিয়া বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করেন।

এদিকে শের শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সলিম ও সলিম লোকান্তরিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ, আদিলি নাম ধারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিলি, হিমু নামক জনৈক হিন্দু প্রিয়পাত্রের হস্তে সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করেন। আদিলি ও হিমু যৎকালে চুনারের বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই অবকাশে ইব্রাহিম শূর নামক আদিলির জনৈক আত্মীয় আগ্রা ও দিল্লী, এবং সিকন্দর শূর পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করেন। এইরূপ গৃহ-বিবাদের সুযোগ পাইয়া হুমায়ুন পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া সিকন্দর শূরের প্রতিনিধিকে তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি সিকন্দরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। পরন্তু ইহার পর বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, শিশু আকবর চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

হিমু হুমায়ুনের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ৩০ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অনায়াসে আগ্রা অধিকার করিলেন, এবং হুমায়ুনের সৈন্যদিগকে দিল্লী হইতে দূর করিয়া স্বয়ং মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করিলেন। এই সময়ে আকবর পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিমু কালবিলম্ব না করিয়া পঞ্জাব অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে আকবরের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। আকবরের পারিষদবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে কাবুলে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিল। একমাত্র আকবর এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও অভিভাবক বৈরাম খাঁ এরূপ ঘৃণিত কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সুপ্রসিদ্ধ পাণিপথক্ষেত্রে নির্ভয়ে হিমুকে আক্রমণ করিলেন। হিমু অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পাঠান সৈন্যগণের হঠকারিতায় তিনি পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)। ইতিহাসে ইহাই দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। হিমুকে আকবরের সমক্ষে উপস্থিত করা হইলে বৈরাম খাঁ আকবরের হস্তে একখানি নিষ্কোষিত তরবারি প্রদান করিয়া "কাফেরের" মস্তকচ্ছেদন করিতে বলিলেন। পরন্তু আকবর বৈরামের ন্যায় নিষ্ঠুর ছিলেন না। তিনি তরবারি গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা হিমুর মস্তকমাত্র স্পর্শ করিলেন। ইহা দেখিয়া বৈরাম এক আঘাতে হিমুর মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর আকবর আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিলেন। মোগলসাম্রাজ্য এই সময়ে চারিদিকে বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত থাকিলেও একমাত্র বৈরামের চেষ্টাতেই সাম্রাজ্য সুরক্ষিত ছিল। এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, তাঁহার চরিত্রে অন্য প্রকারের অনেক দোষ ছিল। তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত ও নিষ্ঠুর স্বভাব ছিলেন। কাহারও প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। হিমু যৎকালে দিল্লী অবরোধ করেন, তৎকালে তর্দ্দীবেগ খাঁ নামক এক ব্যক্তি মোগলপক্ষের দিল্লীস্থ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি হিমুর হস্তে নগর সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই অপরাধে বৈরাম বিনা বিচারে তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। এবম্প্রকারে তিনি আরও অনেক প্রধান প্রধান ওমরাহের প্রাণবধ করেন। করুণহৃদয় আকবর ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া এতাদৃশ নৃশংস অভিভাবকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। স্বীয় জননীর পীড়ার ব্যপদেশে আকবর বৈরামের শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক পীড়িতা জননীকে দেখিতে যাইতেছেন বলিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৫৬০ খ্রীঃ)। বৈরাম বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হইলেন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মক্কা যাইবার অনুমতি দিলেন, পরন্তু গুজরাটে উপস্থিত হইলে বৈরামের অনেক পূর্ব্বশত্রু তাঁহার প্রাণবধ করে। ১৫৬০ হইতে ১৫৬৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই সাত বৎসরকাল আকবরকে আপনার অনুচরবর্গের বিদ্রোহ দমনেই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

এইরূপে ২৫ বৎসর বয়সে আকবর আপনার বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই রাজপুতদিগের বলবিক্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহাদিগের সহিত নানাপ্রকারে মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধেও আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিম (জাহাঙ্গীর) যোধপুরের রাজপুত কন্যার গর্ভজাত। জয়পুর-রাজ বিহারী মল্লকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিহারী মল্লের পুত্র ভগবান্ দাস পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, এবং ভগবান্ দাসের পুত্র মানসিংহ প্রধান সেনাপতিরূপে বৃত হইলেন। মাড়ওয়ারের রাজা কিছুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে তিনিও সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। কেবল চিতোরের রাণা উদয় সিংহই আকবরের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। আকবর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চিতোর আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন (১৫৬৮ খ্রীঃ)। পরন্তু ইহার আট বৎসর পরে উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ পৈত্রিক রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজপুতানার মধ্যে একমাত্র উদয়পুরের রাণারাই দিল্লীর মুসলমান নরপতিদিগের অধীনতা স্বীকার বা তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। আকবরের সুদক্ষ রাজস্ব সচিব তোডরমল্ল হিন্দু ছিলেন। আরও অনেকানেক হিন্দু উচ্চ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আকবরের ৪১৫জন মনসব্‌দারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিলেন।

বাঙ্গালার মুসলমানগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, আকবর বাঙ্গালায় হিন্দু সুবাদার নিযুক্ত করিয়া বঙ্গরাজ্য স্থায়িরূপে আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। প্রথমে মানসিংহ ও তাহার পরে তোডরমল্ল অনেক দিন বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন।

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর ও সিন্ধু জয় করিয়া এবং ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার পুনরধিকার করিয়া, দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর জয় করিবার জন্য আকবর আপনার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ ও বৈরাম খাঁর পুত্র মির্জ্জা খাঁকে প্রেরণ করেন। ইঁহারা আহম্মদনগরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আহম্মদনগরের সুলতানের তনয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধা চাঁদবিবি ঐ নগর অধিকার করিয়া আপনার শিশু ভ্রাতৃতনয়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলেন। পরন্তু মোগলেরা আহম্মদ নগর অবরোধ করিলে চাঁদবিবি তাঁহাদিগকে বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করেন। ইহার অল্পকাল পরেই চাঁদবিবি বিশ্বাসঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, আহম্মদনগরে আবার অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে মোগলেরা পুনরায় আহম্মদনগর আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করেন এবং শিশু রাজকুমারকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করেন। ইহার পর খান্দেশ জয় করিয়া আকবর আপনার তৃতীয় পুত্র দানিয়ালকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের নরপতিদ্বয় আকবরের সভায় দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিম বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করেন। সে সময়ে আকবর সলিমকে আপনার ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিয়া এবং তাঁহাকে আজমিরের সুবাদারি পদ প্রদান করিয়া ও উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যের প্রধান অধিনায়ক করিয়া শান্ত করেন। পরে আকবর যৎকালে দাক্ষিণাত্যের সমরে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে সলিম পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া রাজোপাধি ধারণপূর্ব্বক বিহার, প্রয়াগ ও অযোধ্যা অধিকার করেন। আকবর তাঁহাকে সস্নেহ পত্র লিখিয়া এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদারি পদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন। অতঃপর সলিম আগ্রায় প্রত্যাগমন করিলে পিতা তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গনদানে বঞ্চিত করেন নাই। অমিতাচারে সলিমের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় আকবর প্রয়াগে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের এবং ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় পুত্র দানিয়ালের অতিরিক্ত পানদোষে মৃত্যু হয়। এই সমস্ত পুত্রশোকে আকবরের স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় তিনি উৎকট রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র সলিমই তখন জীবিত ছিলেন। সুতরাং আইনানুসারে সিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য; কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইয়া প্রজাদিগের বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু মানসিংহের ভগিনীর গর্ভসম্ভূত এবং খানি আজিম নামক জনৈক ওমরাহের জামাতা। এ কারণ অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। গতিক দেখিয়া সলিম রাজপ্রাসাদে যাতায়াত রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সলিমের তৃতীয় পুত্র খুরম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আকবর জীবিত থাকিতে তিনি পিতামহের রোগশয্যা পরিত্যাগ করিবেন না। আকবর এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া সলিমকে আপনার নিকট ডাকাইয়া আনাইয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিলেন, এবং প্রধান প্রধান ওমরাহগণের সহিত সলিমের পুনর্ম্মিলন করাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি করিয়া বিস্তীর্ণ মোগলসাম্রাজ্য সুদৃঢ় রাখিয়া অর্দ্ধশতাব্দী কাল রাজত্ব করার পর আকবর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন।

আকবর মুসলমান সম্রাট্দিগের শিরোভূষণস্বরূপ। তিনি যেমন অমায়িক, প্রিয়ভাষী, দয়াশীল, সুধীর ও মিতাচারী ছিলেন, তেমনই কার্য্যদক্ষ, অধ্যবসায়শীল, এবং বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমদর্শী ছিলেন এবং হিন্দুদিগকে উচ্চ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরাজিত রাজগণকে নিহত না করিয়া তাঁহাদিগকে তিনি করদ ও আশ্রিত নরপালরূপে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আফগান নরপতিগণ মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর জিজিয়া নামক যে পক্ষপাতমূলক কর স্থাপন করিয়াছিলেন, আকবর তাহা রহিত করেন, এবং তীর্থযাত্রিগণকে কর প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। ফলতঃ আকবর সর্ব্বপ্রকারেই আদর্শ নরপতি ছিলেন। এই জন্যই হিন্দুরা সমস্বরে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া তাঁহার স্তব করিত। বলিতে কি, এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও বৈদেশিক নরপতি আকবরের ন্যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাবর্গের ভক্তি শ্রদ্ধা সমভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই।

আকবরনামা—এই অভিধানের পশ্চাদ্ভাগে "সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামক অধ্যায় দেখ।

আকবরী, আকব্বরী—পূর্ব্বে দেখ।

আকষ—কষ্টিপাথর। আ—কষ (ঘষ করা)+অল্ ণ। সং; পু।

আকষক, আকষিক—কষকারী যে ধাতু কষে। আ—কষ+ণক, ইক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকষিকা।

আকস্মিক—অহেতুক, অচিন্ত্যনিমিত্তক, কারণ জানা যায় না অথচ কোথা হইতে আবির্ভূত; অকস্মাদুৎপন্ন, সহসা উপস্থিত বা উদ্ভূত। অকস্মাৎ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকস্মিকী। [সং।

আকা, আগা—চুল্লী, চুলা, উনান। প্রাদে।

আকাঁড়া—যাহা কাঁড়া হয় নাই, অনিস্তুষীকৃত, অপরিষ্কৃত; আঝোড়া; আস্ত, আদত, গোটা; অপরিমিত; রূঢ়; অন্তর্ভেদী। প্রাদেশিক। বিণ।

আকাঙ্ক্ষণীয়—বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয়; প্রার্থনীয়। আ—কান্ক্ষ+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকাঙ্ক্ষণীয়া। বি, —ণীয়তা, —ত্ব।

আকাঙ্ক্ষা—অভিলাষ, বাঞ্ছা, ইচ্ছা; স্পৃহা; অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা; (ব্যাকরণে) বাক্যের অর্থগ্রহণজন্য এক পদ শ্রবণের পরেই অন্য পদ শ্রবণের যে ইচ্ছা হয়; যথা,—"রাম বনে" বলিবামাত্র "গমন করিয়াছিলেন" বা ঐরূপ কোন ক্রিয়া শ্রবণের ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। আ—কান্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

আকাঙ্ক্ষিত—বাঞ্ছিত, অভিলষিত, অভীষ্ট; প্রার্থিত; জিজ্ঞাসিত; আবশ্যক। আ—কান্ক্ষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

আকাঙ্ক্ষী, —ক্ষিন্—অভিলাষী, ইচ্ছু; প্রার্থী; জিজ্ঞাসু। আ—কান্ক্ষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আকাঙ্ক্ষিণী।

আকাট—জড়বৎ, নিশ্চল, আড়ষ্ট, অসাড়; নিরেট, নেহাত। দেশজ। ব্য।

আকাঠা—হীন বা অকর্ম্মণ্য কাষ্ঠ, যে কাঠে কোন ভাল কাজ হয় না; অন্তঃসারশূন্য কাষ্ঠ। দেশজ। সং।

আকামান—যাহা কামান হয় নাই, অপরিষ্কৃত, অমাৰ্জ্জিত; যাহার বিষ দাঁত ভাঙ্গা হয় নাই এরূপ (সর্প); তীব্র বিষধর; খুব রাগী। প্রাদেশিক। বিণ।

আকায়—বসতি, নিবাস, বাসস্থান; চিতা। আ—চি+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

আকার—১। 'আ' এই বর্ণ মাত্র। আ+কার স্বার্থে। ২। আকৃতি, মূর্ত্তি; দেহ। আ—কৃ (করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ৩। ইঙ্গিত, হৃদ্গতভাব; শোকহর্ষাদি সূচক মুখভঙ্গ্যাদি চিহ্ন। আ—কৃ+ঘঞ্ ণ। ৪। আহ্বান। আ—ণিজন্ত কৃ বা কারি (করান)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

আকারগুপ্তি—মুখবিকৃতি বা হৃদ্গত ভাবের গোপন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আকারগোপন—যাহাতে আকার (অর্থাৎ আকৃতি) দর্শন করিয়া অপরে মনোগত অভিসন্ধি বোধ করিতে সমর্থ না হয় এরূপ কার্য্য করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আকারণ—সম্বোধন, আহ্বান। আ—ণিজন্ত কৃ (—কারি)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

আকারণা—আকারণ, আহ্বান। আ-ণিজন্ত কৃ (=কারি)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

আকারপ্রকার—আকৃতি ও প্রকৃতি ; অঙ্গবৈলক্ষণ্য ও প্রকার। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

আকারবান্ (-বৎ)—আকৃতিবিশিষ্ট, সাকার, মূর্ত্তিমান্ ; সুগঠিত, সৌষ্ঠবসম্পন্ন, সুন্দর। আকার শব্দ+বতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী আকারবতী।

আকারাদি—১। আ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী অন্যান্য (বর্ণ)। আকার আদি যাহাদের, বহু। ২। যাহার গোড়ায় 'আ' এই বর্ণ আছে। আকার আদি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

আকারানুভাবকতা—যে বৃত্তি দ্বারা আকারের অনুভব করা যায়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আকারান্ত—যাহার শেষে 'আ' এই বর্ণ আছে। আকার অন্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

আকারিত—আহূত ; অনুমোদিত, অনুজ্ঞাত ; জিজ্ঞাসিত। আ-ণিজন্ত কৃ (=কারি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আকারিতা।

আকারোপলক্ষিত—আকারধারী, আকৃতিবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-তা।

আকাল—দুঃসময় ; দুর্ভিক্ষ। দেশজ। সংস্কৃত অকাল শব্দ হইতে উৎপন্ন। সং।

আকালিক—অসময়োৎপন্ন, অকালে জাত বা উদ্ভূত ; ক্ষণবিধ্বংসী, অচিরস্থায়ী। অকাল শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আকালিকী। বি আকালিকতা,-ত্ব।

আকালিক-প্রলয়—কপিলের শাপে অকালে (অর্থাৎ অসময়ে) জগৎপ্লাবন রূপ ধ্বংস বিশেষ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

আকালিকী—১। অসাময়িকী অসময়োৎপন্না, ইত্যাদি। আকালিক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিদ্যুৎ। সং ; স্ত্রী।

আকাশ—গগন, শূন্যদেশ, অন্তরীক্ষ, নভঃস্থল। আ-কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং ; পু। [আকাশ প্রথম ভূত ; উহা হইতেই অন্যান্য ভূতসকল উৎপন্ন, অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, এবং জল হইতে ভূমি উৎপন্ন হয়]।

আকাশকক্ষা—বৃত্তাকার গগনস্থ গোলক্ষেত্র, চক্রবাল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আকাশকল্প—আকাশস্থ পরমাত্মা। আকাশ শব্দ+কল্প। সং ; পু।

আকাশকুসুম—খ-পুষ্প, অলীক কল্পনা। আকাশ জাত যে কুসুম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [আকাশে কখনও ফুল জন্মে না, এ কারণ "বন্ধ্যাপুত্র", "কূর্ম্মলোম" প্রভৃতির ন্যায় "আকাশকুসুম" ও অলীক ও অবাস্তবিক। উন্মত্তাদির উক্তিতে এই সকল ব্যবহৃত হয়। চলিত কথায় যেমন হাতীর শিং, ঘোড়ার ডিম, সাধুভাষায় তদ্রূপ আকাশকুসুম]।

আকাশগ—১। আকাশগামী, ব্যোমচারী। আকাশ-গম্+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-গা। ২। খেচর জীব, পক্ষী। সং ; পু।

আকাশগঙ্গা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। আকাশস্থিতা গঙ্গা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

আকাশচর—১। গগনবিহারী। উপ, আকাশ-চর্+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আকাশচরী। ২। পক্ষিপ্রভৃতি। সং ; পু।

আকাশচিত্র—আকাশের চিত্র, আকাশের মানচিত্র ; আকাশের কোথায় কোন্ গ্রহ উপগ্রহাদি আছে, তন্নিরূপক চিত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আকাশজ—গগনজাত, শূন্যোৎপন্ন। উপ ; আকাশ-জন ধাতু+ড ক। বিণ ; ত্রি।

আকাশজননী (-নিন্)—প্রগণ্ডীর মধ্যস্থিত মানবদিগের বাহ্য বিষয় দর্শনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র। ঐ ছিদ্র দ্বারা কামান বন্দুকের গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। (Loophole)। আকাশ-জনন+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

আকাশজাত—আকাশজ, গগনজাত, শূন্যোৎপন্ন। ৭তৎ বা ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

আকাশদীপ, আকাশপ্রদীপ—লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে শূন্যদেশে যে প্রদীপ দেওয়া হয়। সং ; পু।

আকাশদুহিতা (-হিতৃ)—প্রতিশব্দ, প্রতিধ্বনি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আকাশপট—১। আকাশচিত্র। ৬তৎ। ২। গগনরূপ পট, নভঃস্থল, শূন্যদেশ। রূপক। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

আকাশপথ—গগনমার্গ, নভঃস্থল, শূন্যদেশ।

আকাশ-পরমাণু, আকাশাণু—ব্যোমপদার্থের অণু বা সূক্ষ্মতম কণিকা ; অণুসমষ্টি। ৬তৎ। সং ; পু।

আকাশপ্রদীপ—আকাশদীপ দেখ।

আকাশপ্রান্ত—আকাশের শেষভাগ, যে স্থানে পৃথিবী ও আকাশ মিলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, চক্রবাল। ৬তৎ। সং ; পু।

আকাশভাষিত—আকাশবাণী, দৈববাণী ; (নাট্যোক্তিতে) কথিত বাক্য না শুনিয়াও 'কি বলিতেছ' ইত্যাদি উক্তি। আকাশে (শূন্যে) যে ভাষিত, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

আকাশমণ্ডল—গগনমণ্ডল, নভোমণ্ডল। আকাশই মণ্ডল, কর্ম্মধা। সং ; পু।

আকাশমুখী (-মুখিন্)—উর্দ্ধমুখ সন্ন্যাসী, যে সকল সন্ন্যাসী সর্ব্বদা আকাশের দিকে মুখ করিয়া থাকে। সং ; পু।

আকাশমূলী—জলের পানা। আকাশে (শূন্যে) মূল যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

আকাশযান—ব্যোমযান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আকাশযান—ব্যোমযান, বেলুন। ৬তৎ। সং।

আকাশরক্ষী (-রক্ষিন্)—দুর্গের বহিঃপ্রাচীরের উপরিস্থিত প্রহরী। ৬তৎ। সং ; পু।

আকাশবচন—দৈববাণী, অশরীরিবাক্য। আকাশের বচন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আকাশবাণী—দৈববাণী, অশরীরিবাক্য। ৫তৎ বা ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আকাশসলিল—আকাশ হইতে পতিত জল, বৃষ্টি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আকাশস্থ,-স্থিত—গগনে স্থিতিশীল, যাহা আকাশে থাকে বা আছে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আকাশাণু—আকাশ পরমাণু দেখ।

আকাশে—(নাট্যে) রঙ্গভূমিতে দৃষ্ট না হইলেও কোন পাত্রকে উদ্দেশ করিয়া সম্ভাষণ করা। কেহ কেহ ইহাকে সপ্তম্যন্ত পদ বলেন। তাঁহাদের মতে, আকাশে=আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া। অপরে বলেন যে ঐটী একারান্ত অব্যয় শব্দ।

আকিঞ্চন—১। নির্ধনতা, দারিদ্র্য, দৈন্য, দীনতা। অকিঞ্চন+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী। ২। যত্ন, চেষ্টা, আগ্রহ। দেশজ। সং।

আকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত ; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। আ-কৄ (বিক্ষিপ্ত করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

আকুঞ্চন—সঙ্কোচন, কোঁকড়ান ; বক্রণ, বাঁকিয়া যাওয়া। আ-কুন্চ+অনট্। সং ; ক্লী।

আকুঞ্চনীয়—কুঞ্চনসাধ্য, যাহাকে কুঞ্চিত করিতে (কোঁকড়াইতে) পারা যায় ; কুঞ্চনশীল। আ-কুন্চ+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

আকুঞ্চনীয়তা—যে গুণ থাকাতে জড়পদার্থসকল বলপ্রয়োগ বা শৈত্যসংযোগাদি দ্বারা কুঞ্চিত হয় অর্থাৎ তাহাদের আয়তনের হ্রাস হয়। আকুঞ্চনীয়+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আকুঞ্চিত—সঙ্কুচিত ; ঈষৎ বক্রীকৃত ; সঙ্কোচিত, নমিত। আ-কুন্চ (বক্র হওয়া)+ক্ত ক বা র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-তা।

আকুড়া, আকুরা—আঁকড়া, বক্রাগ্র দণ্ডযন্ত্র, যেমন লাঙ্গল-দণ্ডের সহিত যুগ আবদ্ধ করিবার বক্রাগ্র দণ্ড ; বড়শীর ন্যায় বক্রমুখ অস্ত্রবিশেষ। প্রাদেশিক। সং।

আকুণ্ড-কুণ্ড—অকারণে ঘোর বিবাদ ; তুমুল কলহ, বিষম দ্বন্দ্ব। দেশজ। সং।

আকুত—আকূত (তাহা দেখ)।

আকুরা—আকুড়া দেখ।

আকুল—১। ব্যাকুল, অস্থিরচিত্ত ; ব্যগ্র ; বিহ্বল ; চকিত, ভীত ; চলিত ; সঙ্কুল ; সঙ্কীর্ণ ; পূর্ণ ; সন্নিহান ; অবহ ; অস্পষ্ট। আ-কুল+ক ক। ২। ব্যাপ্ত। আ-কুল+ক র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আকুলা।

আকুল-চিত্ত, আকুলিত-চিত্ত—১। অস্থির

হৃদয়, উৎকণ্ঠিত মন। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। অস্থিরহৃদয়, উৎকণ্ঠিতমনাঃ, উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্বিগ্ন, বিহ্বল। আকুল বা আকুলিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –চিত্তা।

আকুলহৃদয়—আকুলচিত্ত (সকল অর্থে)।

আকুলিত—ব্যাকুলিত, অস্থির; বিপর্যস্ত; বিক্ষিপ্ত; উদ্‌ভ্রান্ত; সঞ্চালিত, আন্দোলিত। আ–কুল+ক্ত ক বা র্ম। বিণ; ত্রি।

আকুলিতচিত্ত—আকুলচিত্ত দেখ।

আকুলি-বিকুলি, আকুলি-ব্যাকুলি—১। অত্যন্ত আকুল বা ব্যাকুল, অস্থির। দেশজ। বিণ। ২। ব্যাকুলভাবে, ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ। ৩। ব্যাকুলতা, ব্যস্ততা, ব্যগ্রতা, কাতরতা, বিহ্বলতা; অনুনয়-বিনয়, কাতরপ্রার্থনা। সং।

আকুলীকৃত—ব্যাকুলীকৃত, বিক্ষোভিত। আকুল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=আকুলী)–কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকুলীকৃতা।

আকুলীভূত—কাতরীভূত, উদ্‌ভ্রান্ত। আকুল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=আকুলী)–ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ভূতা।

আকূত—মনোভাব; তাৎপর্য; ইচ্ছা, আশয়। আ–কূ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আকৃতি—অবয়বসংস্থান, আকার, মূর্তি; বপুঃ, শরীর; প্রকার; রূপ; দ্বাবিংশাক্ষর ছন্দো বিশেষ (ছন্দঃ দেখ)। আ–কৃ (করা) +ক্তি ণ বা অধি। সং; স্ত্রী।

আকৃষ্ট—যাহাকে আকর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ, টানা; বশীকৃত; গৃহীত; প্রলোভিত। আ–কৃষ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আকৃষ্টা।

আকৃষ্টি—আকর্ষণ। আ–কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আকৃষ্যমাণ—বলপূর্বক আনীয়মান, যাহাকে আকর্ষণ করা হইতেছে, টানা হইতেছে এরূপ। আ–কৃষ+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

আকেকর—ঈষদ্‌-বক্রাক্ষ, কিঞ্চিৎ টেরা। আ (ঈষৎ) কেকর (টেরা), নিত্য। বিণ; ত্রি।

আকোরা—আক্রা (তাহা দেখ)।

আক্কেল—বুদ্ধি, বোধ, জ্ঞান। বৈদেশিক। সং।

আক্কেল-গুড়ুম—হতবুদ্ধি, বিভ্রান্ত, বিহ্বল, স্তম্ভিত। বিণ।

আক্কেলদাঁত—বুদ্ধিদন্ত, যে দাঁত সব শেষে উঠে, বুড়ো দাঁত (Wisdom tooth)। সং।

আক্কেলবন্ত—বুদ্ধিমান্‌, জ্ঞানবান্‌। বিণ।

আক্কেল-সেলামি—নির্বুদ্ধিতাপ্রকাশের দণ্ড। সং।

আক্তা, আখ্‌তা—আকতা দেখ।

আক্রন্দ—১। নাদ, ধ্বনি; আহ্বান, দূরাহ্বান; ক্রন্দন-ধ্বনি, রোদন; তুমুল যুদ্ধ। আ–ক্রন্দ+অল্‌ ভা। ২। বলপূর্বক রাজ্যাদি গ্রহণকারী; রাজা, স্বামী; সহোদর; বন্ধু। আ–ক্রন্দ+অল্‌ ক। সং; পু।

আক্রন্দিত—ক্রন্দন, আর্তধ্বনি। আ–ক্রন্দ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আক্রম—অতিক্রম; অভিভব, পরাভব; অধিকার, প্রাপ্তি; বিক্ষেপ; আক্রমণ; অধিষ্ঠান; উদয়; পরাক্রম, বিক্রম। আ–ক্রম (পদক্ষেপ করা)+অল্‌ ভা। সং; পু।

আক্রমণ—অন্যায়পূর্বক অন্যের প্রতি বল প্রকাশ, চড়াও হওয়া, জোর করিয়া ধরণ; [অন্যান্য অর্থের জন্য আক্রম দেখ]। আ–ক্রম+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

আক্রমণীয়—আক্রমণের যোগ্য, যাহা বা যাহাকে আক্রমণ করা আবশ্যক বা উচিত এরূপ। আ–ক্রম+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ণীয়া। বি, –ণীয়তা, –ত্ব।

আক্রান্ত—যাহাকে আক্রমণ করা হইয়াছে এরূপ; অতিক্রান্ত; অভিভূত; অধিষ্ঠিত; অধিগত; ব্যাপ্ত। আ–ক্রম (পদক্ষেপ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আক্রান্তা।

আক্রান্তি—আক্রম বা আক্রমণ (সকল অর্থে)। আ–ক্রম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আক্রামক—আক্রমণকারী। আ–ক্রম+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আক্রামিকা।

আক্রীড়—১। ক্রীড়া, খেলা। আ–ক্রীড় +অল্‌ ভা। ২। রাজার সাধারণ উদ্যান, কেলিকানন; ক্রীড়াস্থান। আ–ক্রীড় +অল্‌ অধি। ৩। পুরুবংশীয় নরপতি-বিশেষ। আ–ক্রীড়+অন্‌ ক। সং; পু। ৪। কলরবযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আক্রীড়া।

আক্রীড়ন—ক্রীড়া বা কেলি করণ, খেলা করা। আ–ক্রীড়+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

আক্রীড়পর্বত—কেলিপর্বত, রাজাদিগের বিহারার্থ কৃত্রিম শৈল। আক্রীড় সাধক পর্বত, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

আক্রীড়ভূমি—বিহারস্থান, ক্রীড়াস্থল। আক্রীড়-সাধিকা ভূমি, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; স্ত্রী।

আক্রুষ্ট—নিন্দিত; অভিশপ্ত; তিরস্কৃত; আহূত। আ–ক্রুশ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

আক্রোশ, আক্রোশন—ভর্ৎসন; শাপ, অভিসম্পাত; গালিদান; নিন্দা, অভিযোগ; ক্রোধ; আহ্বান। আ–ক্রুশ+অল্‌, অনট্‌ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

আক্রোশক—তিরস্কারক, নিন্দক, অভিযোক্তা। আ–ক্রুশ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আক্রোশিকা।

আক্রোশন—আক্রোশ দেখ।

আক্রোশনীয়—নিন্দনীয়, ভর্ৎসনীয়, তিরস্কার্য; অভিশপ্তব্য, শাপ দিবার যোগ্য। আ–ক্রুশ +অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –নীয়া।

আক্লান্ত—নিরতিশয় ক্লান্ত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

আক্ষপাটিক—অক্ষদর্শক; ধর্মাধ্যক্ষ, বিচারক। অক্ষপাট শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

আক্ষরিক—অক্ষরসম্বন্ধীয়, বর্ণঘটিত; অক্ষর-রচিত, বর্ণাত্মক; অক্ষরানুযায়ী, অক্ষরে অক্ষরে, বর্ণে বর্ণে। অক্ষর শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আক্ষরিকী।

আক্ষার—অপবাদ, ব্যভিচারজনিত দোষারোপ। আ–ক্ষার+ঘঞ্‌ ভা। সং; পু।

আক্ষারণ, আক্ষারণা—অপবাদ, ব্যভিচারজনিত দোষারোপ। আ–ণিজন্ত ক্ষর (=ক্ষারি)+অনট্‌ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আক্ষারিত—দূষিত, নিন্দিত, অপবাদগ্রস্ত। আ–ক্ষারি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

আক্ষিক—১। পাশক্রীড়াবিষয়ক; পাশক্রীড়া দ্বারা জিত। অক্ষ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আক্ষিকী। ২। পাশক্রীড়ক, জুয়াড়ি; আচ্ছুক বৃক্ষ। সং; পু। ৩। পাশক্রীড়ানিমিত্ত ঋণ। সং; ক্লী।

আক্ষিপ্ত—আক্ষেপযুক্ত, দুঃখিত, ক্ষুব্ধ; ভর্ৎসিত; নিন্দিত; বিক্ষিপ্ত; আকৃষ্ট; অবসিত। আ–ক্ষিপ+ক্ত ক বা র্ম। বিণ; ত্রি।

আক্ষীব—শোভাঞ্জন বৃক্ষ, শজিনা গাছ। অক্ষীব শব্দ+অ স্বার্থে। সং; পু।

আক্ষেপ—ভর্ৎসনা, নিন্দা; ক্ষোভ, মনস্তাপ; বিক্ষেপ; আকর্ষণ; অবসান; হাত পা খেঁচা [Convulsion]। আ–ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্‌ ভা। সং; পু।

আক্ষেপক—১। ভর্ৎসনাকারী, নিন্দক। আ–ক্ষিপ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আক্ষেপিকা। ২। বাতরোগবিশেষ। সং; পু।

আক্ষোট, আক্ষোড়—আখরোট। সং; পু।

আক্ষোদন—মৃগয়া। আ–ক্ষুদ (চূর্ণ করা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

আখ—১। খননাস্ত্র, খনিত্র, খন্তা। আ–খন্‌+ড ক। সং; পু। ২। ইক্ষু, আক। দেশজ।

আখজ, আখেজ—শত্রুতা; দ্বেষ, হিংসা; বিরোধ। বৈদেশিক। সং।

আখট, আখটি, আখট্টি—শিশুর আব্দার বা বায়না, খোট, জেদ। দেশজ। সং।

আখড়া, আখাড়া—মঠ; সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম। কলাবিদ্যা মল্লবিদ্যা প্রভৃতি অভ্যাসের স্থান; আড্ডা। দেশজ। সং।

আখড়াই—যাত্রাগানের আরম্ভিক বাদ্য; অভিনয়াদি শিক্ষার নিমিত্ত প্রাথমিক অভ্যাস; অনুক্রমণিকা; সূত্রপাত; গৌরচন্দ্রিকা। দেশজ। সং। [বিণ বা সং।

আখড়াধারী—মঠাধিকারী বা মঠাধ্যক্ষ। দেশজ।

আখণ্ডল—ইন্দ্র। আ–খন্‌ড (ভগ্ন করা)+অল ক, যিনি সম্যগ্‌রূপে (পর্বত বক্র দ্বারা) ভগ্ন করেন। সং; পু।

আখণ্ডলধনুঃ (–ধনুস্‌)—ইন্দ্রধনুঃ, রামধনুক। ৬৮২। সং; ক্লী।

আখতা—আকতা দেখ। [সং ; পু।

আখন—খনিত্র, খন্তা। আ—খন্+অন্ ক।

আখনিক, আখনিকবক—১। খননসাধন, খনিত্র ; মূষিক ; শূকর ; চোর। আ—খন +ইক, ইকবক ক। সং ; পু। ২। খনক, খননকারক। বিণ ; ত্রি।

আখবর, আখবার—খবরের কাগজ, সংবাদ-পত্র। বৈদেশিক। সং।

আখম্বা, আখাম্বা—দীর্ঘাকৃতি, অতিদীর্ঘ, ভীষণাকার। বৈদেশিক। বিণ।

আখর—১। খনিত্র, খন্তা। আ—খন (খনন করা)+র ণ। সং; পু। ২। কীর্ত্তন গানের সময়ে গায়কগায়িকা কর্ত্তৃক সময়োপযোগী দুই চারিটি শ্রুতিমধুর অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োগ ; অক্ষর, বর্ণ। দেশজ ; সংস্কৃত অক্ষর শব্দের অপভ্রংশ। সং।

আখরিয়া—অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট ; অক্ষর বিন্যাস কারক, লিপিকর, লেখক ; উত্তম হস্তাক্ষর-লেখক। দেশজ। বিণ বা সং।

আখরোট—বাদামের মত এক প্রকার ফল। বৈদেশিক। সং।

আখাত—দেবখাত, অকৃত্রিম জলাশয়। অখাত শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু ও ক্লী।

আখাম্বা—আখম্বা দেখ।

আখির, আখের—অন্ত, অবসান, শেষ পরিণাম, শেষ দশা। বৈদেশিক। সং।

আখিরী, আখেরী—অন্তিম, শেষ, অন্তম। বৈদেশিক। বিণ।

আখু—মূষিক ; শূকর ; সিঁদেল চোর ; কৃপণ বিশেষ। আ—খন+ডু ক। সং ; পু।

আখুকর্ণী—লতাবিশেষ, ইন্দুরকাণী। আখুর কর্ণের ন্যায় কর্ণ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

আখুগ—মূষিকবাহন, গণেশ। উপ ; আখু শব্দ —গম+ড ক। সং ; পু।

আখুটি, আখুটী—শিশুদের খোঁট, বায়না, বা আব্দার। দেশজ। সং।

আখুপর্ণিকা, আখুপর্ণী—ইঁদুরকাণী লতা। আখুকর্ণের ন্যায় পর্ণ (পত্র) যাহার সে আখুপর্ণী, বহু। আখুপর্ণী+কণ্ স্বার্থে+ আপ্=আখুপর্ণিকা। সং ; স্ত্রী।

আখুভুক্ (—ভুজ্)—মার্জ্জার, বিড়াল। উপ ; আখু শব্দ—ভুজ+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

আখুরথ—গণেশ। আখু (ইন্দুর) হইয়াছে রথ যাহার, বহু। সং ; পু।

আখুবিষহা—দেবতাড় বৃক্ষ। আখুর বিষ আখুবিষ (৬তৎ) ; আখুবিষ—হন (নাশ করা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

আখেট, আখেটন—ত্রাস, ভয় ; মৃগয়া। আ—খেট+অল্, অনট্। সং ; ক্রমে পু ও ক্লী।

আখেটক—১। মৃগয়াশীল, শিকারী, ত্রাসজনক। আ—খেট+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আখেটিকা। ২। মৃগয়া। সং ; পু।

আখেটন—আখেট দেখ।

আখেটিক—১। মৃগয়াজীব, ব্যাধ ; শিকারী কুকুর। আখেট শব্দ (মৃগয়া)+ইক নিপুণার্থে। সং ; পু। ২। মৃগয়াবিষয়ক ; ত্রাসজনক ; মৃগয়াকারী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আখেটিকা। [আখরোট ফল। সং ; ক্লী।

আখোট—১। আখরোট গাছ। সং ; পু। ২।

আখোটি—বিরোধ, বিবাদ, কলহ, দ্বেষ, শত্রুতা; নষ্টামি। সং ; স্ত্রী।

আখ্যা—১। নাম, সংজ্ঞা, অভিধা। আ—খ্যা (বলা)+ঙ ণ+আপ্। ২। কথন। [illegible] +অঙ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

আখ্যাত—১। কথিত, উল্লিখিত ; অভিহিত ; সূচিত ; প্রকাশিত ; ব্যাখ্যাত ; প্রসিদ্ধ। আ—খ্যা (বলা)+ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আখ্যাতা। ২। ব্যাকরণে তিঙ্ সুপন্, তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত বিভক্তিযুক্ত পদ। সং ; ক্লী।

আখ্যাতব্য—আখ্যেয় দেখ। স্ত্রী আখ্যাতব্যা।

আখ্যান—কথন ; নামোল্লেখ ; ইতিহাস ; উপাখ্যান, কাহিনী আখ্যায়িকা, আখ্যান মহাকাব্যের (রামায়ণমহাভারতাদির) সর্গ। আ—খ্যা+অনট্ ভা, ণ, অধি। সং ; ক্লী।

আখ্যায়ক—কথক, প্রচারক ; প্রকাশক ; বার্ত্তাহর। আ—খ্যা (বলা)+ণক ক। সং ; পু। স্ত্রী আখ্যায়িকা।

আখ্যায়িক—১। আখ্যায়ক দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। ইতিহাস বা উপাখ্যানবিষয়ক প্রবন্ধবিশেষ, বৃত্তান্ত, কথা। সং ; স্ত্রী।

আখ্যায়ী—[illegible]। কথক, বক্তা। আ—খ্যা+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী আখ্যায়িনী।

আখ্যেয়, আখ্যাতব্য—কথনীয়, বক্তব্য। আ—খ্যা (বলা)+য, তব্য ক্ম। বিণ ; ত্রি।

আগ—১। অগ্র, পূর্ব্ব ; অগ্রভাগ ; আগে, প্রথম, চরম, উচ্চতম, অগ্রগামী ; অগ্রবর্ত্তী, অগ্রবর্ত্তিতা।—স্ত্রীলোকদিগের এক প্রকার শুভাশুভ গণনা। দেশজ। ২। আগুন, অগ্নি। হিন্দীমূলক। ৩। আগুনে। বক্‌বুলি।

আগঃ (আগস্)—দোষ, অবর্ম্ম, পাপ ; অপরাধ। আ—ই+অস্ ক। সং ; ক্লী।

আগচ্ছমান—আসিতেছে এরূপ, আগমনশীল। আ—গম+শানক বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

আগড়—প্রবেশদ্বারাদির অপসারণ সাধ্য আটক বা বেড়া, ঝাঁপ। গ্রাম্য। সং।

আগড়তলা—স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী, পুরাতন রাজধানীর পশ্চিম দিকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের পর এই নবরাজধানী স্থাপিত, এবং সাধারণতঃ "নূতন হাবেলী" নামে অভিহিত।

আগড়বাগড়, আগড়ম বাগড়ম—এটা সেটা, ফটকি-নাটকি, তুচ্ছ বা অকেজো জিনিস ; বিবিধ দ্রব্য ; অনর্থক বাক্য, প্রলাপ। প্রাদেশিক। সং।

আগড়া—তুষ-ধান্য, শস্যহীন ধান ; তুষ, ভুষি। প্রাদেশিক। সং।

আগাড়, আগড়ী—১। অগ্রভাগ বা অগ্রদেশ, সম্মুখ ; ঘোড়ার অগ্রপদ-বন্ধন রজ্জু। হিন্দীমূলক। সং। ২। অগ্রবর্ত্তী। বিণ।

আগড়োম বাগড়োম—খেটক-সজ্জা, ঘোড়ার সাজ ; শিশু ক্রীড়াবিশেষের অর্থহীন বাক্য। প্রাদেশিক। সং।

আগণ্য—যাহা গণ্য নহে, অগণিত ; গণা যায় না এরূপ, অগণ্য, অসংখ্য। প্রাদে। বিণ।

আগত—১। আসিয়াছে এরূপ ; আয়াত, উপস্থিত। আ—গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আগতা। ২। আগমন। আ—গম+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আগত-কল্য—আগামী কল্য, আসছে কাল। গ্রাম্য অসাধু প্রয়োগ।

আগতপ্রায়—প্রায় আগত, অল্প সময়ের মধ্যেই যে আগমন করিতেছে, এলো এলো। আগতের প্রায় (তুল্য), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

আগতি—আগমন, আসা। আ—গম্+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

আগদান—অগ্নিদগ্ধ লৌহাদি ধাতু পিটিয়া বাড়ান বা যোড় দেওয়া ; পেটা, মারা, প্রহার করা। গ্রাম্য। ক্রি।

আগন্তু, আগন্তুক, আগান্তু—১। অতিথি, অভ্যাগত ব্যক্তি ; নবাগত অপরিচিত ব্যক্তি ; আতিথ্যাদি দ্বারা উপজীবী জন। আগন্তু ও আগান্তু আ—গম (গমন করা)+তুন্ ক। আগন্তুক=আগন্তু+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু। ২। আগমনশীল ; বাহির হইতে আগত, অচিরস্থায়ী, নৈমিত্তিক। বিণ ; ত্রি।

আগম—১। বেদাদিশাস্ত্র ; তন্ত্রশাস্ত্র ; শাস্ত্রজ্ঞান। [যাহা শিবমুখ হইতে নিঃসৃত, পার্ব্বতী কর্ত্তৃক আকর্ণিত, এবং বাসুদেবের অনুমোদিত, তাহাই আগম নামে কথিত হয়]। আ—গম (গমন করা)—অল্ ণ। সং ; পু বা ক্লী। ২। লেখ্যাদি প্রমাণ। ৩। আগমন ; উপদেশ ; আশ্রয়। আ—গম+অল্ ভা। ৪। (ব্যাকরণে) প্রকৃত্যাদির অনুপলাতে উপস্থিত বর্ণ, প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের মধ্যে কাহারও বিনাশ না করিয়া তৎসম্বন্ধে বর্ণবিশেষের যে উপস্থিতি, তাহাকেই আগম কহে। আ—গম+অল্ ক। সং ; পু।

আগমজ্ঞ—আগমবেদী, শাস্ত্রবেত্তা, পণ্ডিত। উপ ; আগম—জ্ঞা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

আগমন—আগত, উপস্থিতি, আসা ; মৈথুন, স্ত্রীসঙ্গম। আ—গম+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আগম-নিরপেক্ষ—যাহা লেখ্যাদি প্রমাণের উপর নির্ভর করে না। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আগমনী—আগমন-গাথা, বিশেষতঃ পার্ব্বতীর পিত্রালয়ে আগমনের গান; উদ্বোধন-গাথা; অভ্যর্থনা সঙ্গীত। সং; স্ত্রী।

আগমবিরোধ—শ্রুতিবিরোধ; (অলঙ্কারশাস্ত্রে) কাব্যের অর্থদোষবিশেষ। ৬তৎ। সং; পুং।

আগমবেদী (-বেদিন্)—১। শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত। উপ; আগম শব্দ–বিদ (জানা)+ণিন ক। বিণ; পুং। স্ত্রী, -বেদিনী। ২। শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়পাদাচার্য্য। সং; পুং।

আগম সাপেক্ষ—যাহা লেখ্যাদি প্রমাণের উপর নির্ভর করে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আগমাপায়ী (-পায়িন্)—অচিরস্থায়ী, ক্ষণবিধ্বংসী, ক্ষণিক। আগমের অপায়ী, ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী আগমাপায়িনী।

আগমিত—জ্ঞাপিত; প্রাপিত; অধ্যাপিত, অভ্যাসিত। আ–ণিজন্ত গম=গমি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আগমিতা।

আগয়ান, আগেয়ান, আগোয়ান—অজ্ঞানশব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

আগর—১। সম্বোধন পদ। দেশজ। বা। ২। অগ্রণী, অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ; দক্ষ, নিপুণ; অগ্রসর; আগার, গৃহ, আলয়; আধার; আগল। প্রা, ক। ৩। কাষ্ঠাদি ছিদ্র করিবার একপ্রকার তুরপুন বা ভ্রমর যন্ত্র। ইং শব্দ; সং।

আগরি—আগার, গৃহ, আধার; অগ্র; অগ্রসর। প্রা, ক।

আগরী—অঘোর, অচেতন। প্রা, ক।

আগল—১। আগর, অগ্রণী, অগ্রবর্ত্তী; অগ্রদূত; কাতর। প্রা, ক। ২। আগড়, আটক, বেড়া, ঝাঁপ; রক্ষণাবেক্ষণের ভার। গ্রাম্য। সং।

আগলা, আগলান—রক্ষণাবেক্ষণ করা; রক্ষা করা; আবৃত করা, ঢাকা। গ্রাম্য। ক্রি।

আগলি—১। অগ্রগামী অগ্রবর্ত্তী; সুনিপুণ, দক্ষ; প্রথম, প্রধান; পারপূর্ণ; আগার, আলয়। প্রা, ক। ২। আগল করিয়া, আগলাইয়া। ক, প্র। ক্রি। ৩। প্রথম স্থান, সর্ব্বাগবর্ত্তিতা; সকলকে পশ্চাতে ফেলা। গ্রাম্য।

আগস্—আগঃ দেখ।

আগস্কর, আগস্কৃত—অপরাধী, দোষী; পাপী। আগস্–কৃ+ক্বিপ্ ক; ২য় পক্ষে আগ কৃত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

আগা—১। অগ্রভাগ, ডগা; প্রান্তভাগ, অগ্র, মস্তক, শেষভাগ, মুড়া। দেশজ। সং। ২। মুসলমান ওমরাহবিশেষ। বৈদেশিক।

আগাও—আগাম, অগ্রিম। গ্রাম্য। বিণ।

আগা খাঁ—বর্ত্তমান আগা খাঁ সার সুলতান মহম্মদ শাহ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে করাচী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্যের এক সম্ভ্রান্ত শিয়াবংশজাত; এবং 'সৈয়দ' বলিয়া আরবের মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশীয়ও বটে। ইঁহার পিতা হুসেন আলি খাঁ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া সিন্ধু প্রদেশে উপস্থিত হন। এখানে তিনি সিন্ধুদেশের আমীরগণের বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সেনাপতি সার চার্লস নেপিয়ারের সহায়তা করেন। ১৮৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে আফগান সমর উপলক্ষে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার একটা মোটা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং বংশানুক্রমে "হিজ হাইনেস" উপাধি দেন। খোজা সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন বলিয়া তিনি বোম্বাই নগরে আগমন করিলে, উক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মহাসমাদরে অভ্যর্থিত হন। [illegible] খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার [illegible] বৎসরের মধ্যেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র [illegible] খাঁ পরলোকে গমন করিলে বর্ত্তমান আগা খাঁ খোজা সম্প্রদায়ের নেতা হন; তখন তাঁহার বয়স মাত্র [illegible] বৎসর। ইহার বিদুষী, বুদ্ধিমতী জননীর [illegible] ও [illegible] ধানে তিনি সুশিক্ষিত হন। তিনি আরবী ও পার্শী সাহিত্য ও [illegible] সুপণ্ডিত; পাশ্চাত্য শিক্ষায়ও তিনি [illegible]। [illegible] বক্তৃতা ক্রীড়াকৌতুকেও ইঁহার বিলক্ষণ [illegible] আছে। [illegible] মহোদয়কে [illegible] ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ [illegible] দেখিয়া থাকে, আগা খাঁ [illegible] সেইরূপ [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible]। সে হিসাবে তিনি [illegible] সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে [illegible] হইবেন [illegible]। এই জন্য খোজা সম্প্রদায়ের [illegible] ইঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] আয়ের একটা নির্দিষ্ট [illegible] আগা খাঁ মহোদয়কে প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে যে প্রচুর আয় হয়, [illegible] অধিকাংশ টাকাই আগা খাঁ [illegible] সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক উন্নতিকল্পে ব্যয় করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের বাহিরেও খোজা-সম্প্রদায়ভুক্ত বহু লোক আছে। আগা খাঁর সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় বা সম্বন্ধ না থাকিলেও, তাহারাও তাঁহাকে নেতা বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। খোজা সম্প্রদায় তাঁহাকে এমন শ্রদ্ধাভক্তি [illegible] যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই অঞ্চলে [illegible] হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় আগা [illegible] আজ্ঞানুসারে খোজা-সম্প্রদায় দাঙ্গায় [illegible] বিরত ছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে [illegible] প্রদেশে প্লেগের ও দুর্ভিক্ষের উৎ[illegible] সময় আগা খাঁ মহোদয় তাঁহার [illegible] প্রচুর পরিমাণে সাহায্য [illegible]। বস্তুতঃ, আগা খাঁ জন[illegible] সকল সদ্গুণে বিভূষিত। খোজা-[illegible] ব্যতীত, বোম্বাইয়ের সাধারণ [illegible] সম্প্রদায়ও তাঁহার অল্প অনুরাগী [illegible]। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-[illegible] উৎসব উপলক্ষে বোম্বায়ের মুসলমান [illegible] তাঁহাকেই তাহাদের প্রতিনিধিরূপে [illegible] লর্ড এলগিনের দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

[illegible] অব্যবহিত পরেই আগা খাঁ [illegible] করেন। বিলাতে ও ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই তিনি সম্মানিত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া বহুবার তাঁহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থান-কালে তিনি কে, সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইয়োরোপের অন্যত্রও তিনি [illegible] রাজ-সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। [illegible] ইয়োরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে [illegible] মহোদয় জার্ম্মাণ সম্রাট কৈসর-[illegible] উপাধি বর্জ্জন করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আলিগড় কলেজের সুপ্রসিদ্ধ বিধান-[illegible] দিল্লীতে মুসলমানগণের যে পরামর্শ-[illegible], আগা খাঁ তাহার সভাপতিত্ব [illegible]। দরবার উপলক্ষে ভারতের [illegible] রাজন্যবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্ম-[illegible] দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। [illegible] মধ্যে অনেকেই উক্ত কনফারেন্সে [illegible] করেন। এই সভায় সভাপতির [illegible] আগা খাঁ মহোদয় যথেষ্ট যোগ্য-[illegible] প্রদান করেন। তিনি সভাপতির [illegible] মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-[illegible] এক কোটী টাকা প্রার্থনা করেন। [illegible] খৃষ্টাব্দে স্বতন্ত্র মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] কল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে কতকটা অগ্র-[illegible] আগা খাঁর নেতৃত্বে [illegible] হয়। ইহার পূর্ব্বে [illegible] সভার সম্বন্ধে [illegible] অনেক সদনুষ্ঠানের [illegible] করিয়াছিলেন। নিখিল ভারতীয় [illegible] প্রতিষ্ঠার সময় অন্যান্য মুসল-[illegible] সহিত আগা খাঁ মহোদয়ও [illegible] করেন নাই। [illegible] তিনি তাহার প্রথম [illegible] হন, এবং বহু বৎসর [illegible]

এই পদে কার্য্য করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে সদা অবহিত থাকিলেও আগা খাঁ মহোদয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে উদাসীন নহেন। হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু সভ্যতা শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি মসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। অন্যান্য উপায়েও তিনি হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দের নববর্ষের প্রথম দিবসে এলাহাবাদ নগরে হিন্দু-মুসলমান কনফারেন্সের বৈঠক হয়। শ্রীযুক্ত আগা খাঁ, সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মালব্য, সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা প্রমুখ হিন্দু-মুসলমান-প্রধানগণ এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত আগা খাঁ দক্ষিণ আফ্রিকার দুঃপীড়িত ভারতবাসীদের কথা সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন, এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিবার উপায় অনুসন্ধানে সদাই তৎপর। এ বিষয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীজীকে অনেক সমর্থন ও সাহায্য করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের মঙ্গলসাধনোদ্দেশ্যে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট্ মহোদয় তাঁহার সম্মানার্থ ১১টি তোপ দাগিবার অনুমতি দিয়াছেন, এবং যাবজ্জীবন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রথম শ্রেণীর সামন্তরাজের তুল্য সম্মান প্রদান করিয়াছেন।

আগা-গোড়া—আদ্যন্ত, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সমুদায়। দেশজ।

আগাছা—হীন বৃক্ষ, অকর্ম্মণ্য বা অনিষ্টকর ছোট গাছ। দেশজ। সং।

আগাড়ি—অগ্রে, আগে, সম্মুখে, পূর্ব্বে, প্রথমে, অগ্রিম, আগাম। হিন্দীমূলক।

আগান্ত—আগন্ত দেখ।

আগা-পাছতলা, আগাপান্তাড়া—আপাদমস্তক, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত, আগাগোড়া, সর্ব্বাঙ্গে। প্রাদেশিক।

আগাম—অগ্রিম, আগাড়ি বা আগুড়ি, দাদনস্বরূপ। দেশজ। বিণ।

আগামী (-মিন্)—পরে আসিবে বা হইবে এরূপ, ভাবী, ভবিষ্যৎ। আ-গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আগামিনী। [সং; স্ত্রী।

আগার—আলয়, গৃহ। আগার শব্দ+ক স্বার্থে।

আগাল—অগ্রভাগ; আগালে বা ডগালে; অবশিষ্ট; খুদ। গ্রাম্য। সং।

আগালি, আগালে—অগ্রভাগ; ডগালে বা ডগলা; খুদ; অগ্রবর্ত্তী পশু বা পশুযুগ; শিবিকার অগ্রবাহক; আগাড়ি, আগকড়ি। প্রাদেশিক।

আগি—১। আগুন। হিন্দীমূলক। সং। ২। অগ্নিতুল্য বিষমক্রুদ্ধ, ঘোররাগী। বিণ।

আগু—অগ্রে, আগে; অগ্রগামী, অগ্রবর্ত্তী; অগ্রিম, আগাম। দেশজ।

আগুঃ (আগুর্)—অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা। সং; স্ত্রী।

আগুড়ি—আগাড়ি, আগাম, অগ্রিম; অগ্রগামী, অগ্রবর্ত্তী; আগকড়ি। প্রাদেশিক।

আগুন—অগ্নি, অনল। দেশজ। সং।

আগুনি—আগুন, অগ্নি; জ্বালা। প্রা, ক।

আগুপাছু—অগ্র পশ্চাৎ। প্রাদেশিক।

আগুয়ান, আগুসর—অগ্রসর। দেশজ।

আগুরি—হিন্দুজাতিবিশেষ, উগ্রখ্যাতি বা উগ্রক্ষত্রিয় জাতি। প্রাদেশিক।

আগুল্ফ—গোড়ালি পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আগুল্ফলম্বিত—গুলফ পর্য্যন্ত লম্বমান। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লম্বিতা।

আগুসর—আগুয়ান দেখ।

আগুসরি—অগ্রসর হইয়া। প্রা, ক।

আগুসার—অগ্রসর, আগুয়ান। প্রা, ক।

আগূ—প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার, শপথ। আ-গূ+ক্বিপ্ ভা, বা আ-গম+ডূ র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

আগে—১। অগ্রে, সম্মুখে, পূর্ব্বে; আদিতে। ২। অগ্র; পূর্ব্ব; আদি। ৩। 'আগফিরে'; ফিরে আয়। প্রা, ক।

আগেকার—পূর্ব্বের; পূর্ব্ব সময়ের; প্রথমের। দেশজ।

আগে পাছে—অগ্রে ও পশ্চাতে বা পরে। দেশজ।

আগেভাগে—সকলের আগে; সর্ব্বপ্রথমে, সর্ব্বাগ্রে। দেশজ।

আগেয়ানী—অজ্ঞান, অবোধ; অচেতন। অজ্ঞানী পদের অপভ্রংশ।

আগো—সম্বোধন—ওগো, হাঁগো। ব্য।

আগোয়ান—আগুয়ান দেখ।

আগোরল—আগুলিল বা আগলাইল; অধিকার বা ভোগ করিল; প্রকাশ করিল। প্রা, ক।

আগোরি—১। আগার, আলয়; আবার। সং। ২। আগুলিয়া বা আগলাইয়া; ঢাকিয়া; আটকাইয়া। ক্রি। প্রা, ক।

আগ্নীধ্র—১। অগ্নীধ্র, অগ্নিরক্ষণে নিযুক্ত ঋত্বিক্। অগ্নীধ্র শব্দ+ক স্বার্থে। সং; পু। ২। যজ্ঞাগ্নির স্থান, হোমকুণ্ড। অগ্নীধ্র শব্দ+ক ইদমর্থে। সং; ক্লী।

আগ্নেয়—১। অগ্নিসম্বন্ধীয়; অগ্নিবিশিষ্ট; অগ্নিধর, অগ্নিগর্ভ; অগ্নিসংযোগে ক্রিয়াশীল; অগ্নিজনক; অগ্নির বৃদ্ধিকারী; দীপ্তিমান্। অগ্নি শব্দ+ঢেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আগ্নেয়ী। ২। স্বর্ণ; ঘৃত; শোণিত; অগ্নিপুরাণ; ভস্ম দ্বারা স্নান; বাণপুর। সং; ক্লী। ৩। মহামুনি অগস্ত্য। সং; পু।

আগ্নেয়গিরি,—পর্ব্বত—যে পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে সময়ে সময়ে ধূম, অগ্নিশিখা, ভস্ম, ধাতুনিঃস্রব প্রভৃতি নির্গত হয় [Volcano]। কর্ম্মধা। সং; পু।

আগ্নেয়প্রস্তর,—শিলা—যে সকল প্রস্তর অগ্নির সাহায্যে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমে অগ্নিতাপে দ্রব হইয়া পরে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

আগ্নেয়াস্ত্র—যে সকল অস্ত্র অগ্নির সাহায্যে ক্রিয়াশীল হয়, অথবা যে সকল অস্ত্র অগ্নি উদ্গিরণ করে, যথা—কামান, বন্দুক প্রভৃতি। [পূর্ব্বকালেও যে এ দেশে আধুনিক কামান-বন্দুকের ন্যায় অস্ত্রের প্রচলন ছিল, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে যে শতঘ্নী নামক ভীষণ আগ্নেয় প্রহরণের উল্লেখ দেখা যায়, এবং যাহা স্থলবিশেষে ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত, বা একঘ্নী নামে আখ্যাত হইয়াছে, তাহা এইরূপ অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ কবি অনেক স্থলে নলনালা নামক একপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেই অনুমান হয় যে, ভারতে যবনরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও এদেশে কামান, বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল]। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আগ্নেয়ী—১। আগ্নেয় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অগ্নায়ী, অগ্নিপত্নী, স্বাহা; অগ্নিকোণ; উরুর পত্নী। সং; স্ত্রী।

আগ্রথন—গ্রন্থন, গাঁথা; বন্ধন। আ-গ্রথ (গাঁথা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আগ্রহ—অভিগ্রহ; অতিব্যগ্রতা; অভিনিবেশ, আসক্তি; গ্রহণ; অনুগ্রহ; আক্রমণ; অতিক্রম, অতিবর্ত্তন। আ-গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

আগ্রহযুক্ত—আগ্রহান্বিত, অতিযত্নশীল, ব্যগ্র। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আগ্রহযুক্তা।

আগ্রহাতিশয়—অত্যন্ত আগ্রহ। আগ্রহের অতিশয় (আধিক্য), ৬তৎ। সং; পু।

আগ্রহান্বিত—আগ্রহযুক্ত, অতি যত্নশীল, ব্যগ্র। আগ্রহ দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আগ্রহায়ণ, আগ্রহায়ণিক—অগ্রহায়ণ মাস। অগ্রহায়ণ+ক, ঠিক স্বার্থে। সং; পু।

আগ্রহায়ণী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথি; মৃগশিরানক্ষত্র। অগ্রহায়ণ শব্দ+ক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

আগ্রহারিক—অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। অগ্রহার শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

আগ্রা—উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি বিভাগ, জেলা ও সহর। প্রাচীন ইতিহাসে আগ্রার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সিকন্দর লোদী দিল্লী হইতে এইখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সে রাজধানীটি যমুনা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। মোগলসম্রাট্ বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে রাজধানী অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ১৫৪০ খৃঃ এই স্থান হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার পুত্র আকবর বাদসাহ অধিকাংশ সময় আগ্রাতেই অতিবাহিত করিতেন। তিনিই যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে বর্ত্তমান সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৬৬ খৃঃ সমাপ্ত রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দুর্গ এবং দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদের কিয়দংশ এবং তন্মধ্যে চিতোরের তোরণদ্বার স্থাপন তাঁহারই কীর্ত্তিগৌরব। ফতেপুর সিকরী নামক সহর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। আগ্রার ৫ মাইল দূরে সিকান্দ্রা নামক স্থানে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁহার সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্য শাসনকালের অন্তিমভাগে জাহাঙ্গীর আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাব ও কাবুলে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র সাজাহান ১৬৩৭ খৃঃ দিল্লীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। কিন্তু এই আগ্রাতেই তাঁহার প্রিয়তম মহিষী মমতাজমহলের জন্য জগদ্বিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মাণ করেন, এবং পুত্র আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া এই আগ্রা দুর্গেই এক প্রকার বন্দিভাবে সাত বৎসর বাস করেন। ১৬৬৬ খৃঃ হইতে আগ্রার প্রাধান্য ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৬৫ খৃঃ সুরজমল্ল ও সমরুর নেতৃত্বাধীনে ভরতপুরের জাঠগণ আগ্রা অধিকার করে। পরে ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হয়। ১৮০৩ খৃঃ বিজয়ী লর্ড লেকের অধীনে আসিয়া আগ্রা ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ আলাহাবাদ হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী আগ্রা সহরে উঠাইয়া আনা হয়। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে আগ্রা বিদ্রোহী-দিগের অন্যতম কেন্দ্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই সময়ের ছোটলাট কলভিন্ সাহেব দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হন, এবং কিছু দিন পরে তদবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধি-কার্য্য দুর্গ মধ্যেই সাধিত হয়। ১৮৭২ খৃঃ রাজধানী পুনরায় আলাহাবাদে লইয়া যাওয়া হয় "ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ" এই নামের পরিবর্ত্তে কয়েক বৎসর হইতে "আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ" এই নাম ব্যবহৃত হইতেছে।

আগ্রার মোগল-গৌরব পরিচায়ক অনেক দৃশ্য আছে; তন্মধ্যে দুর্গ, মতি মসজিদ, খাস মহল, জাহাঙ্গীর মহল, জুম্মা মসজিদ, জাহাঙ্গীরের সমাধি মন্দির, সিকান্দ্রা (আকবরের সমাধি মন্দির), ফতেপুর সিক্রী ও তাজমহল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাজমহল সর্ব্ববাদিসম্মত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিকার্য্য। এই বিশাল সৌধটির নির্ম্মাণকার্য্যে বহুকোটি মুদ্রা ব্যয়িত হয় [তাজমহল দেখ]। সমাধি মন্দিরটির সৌন্দর্য্য, বিশালতা ও রত্ন-খচিত কারুকার্য্যের সম্যক বর্ণনা করা দুরূহ।

আগ্রায়ণ—নব শস্য নিমিত্ত যজ্ঞ, নবান্নশ্রাদ্ধ। অগ্রায়ণ শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। সং; ক্লী।

আঘট্টক—রক্তাপামার্গ বৃক্ষ, লাল আপাং গাছ। আ—ঘট্ট+অক ক। সং; পু।

আঘট্টন—ঘর্ষণ, সংঘর্ষ; স্পর্শ; আলোড়ন, ঝাঁকা। আ—ঘট্ট+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আঘট্টিত—ঘৃষ্ট; স্পৃষ্ট; আলোড়িত। আ—ঘট্ট+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আঘট্টিতা।

আঘাট—১। অপামার্গ বৃক্ষ, আপাং গাছ। সীমা। আ—ঘাটি। (হিংসা করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। কুঘাট; ঘাট ভিন্ন অন্য স্থান। দেশজ শব্দ।

আঘাটা—ঘাট ভিন্ন অন্য স্থান, আঘাট বা অঘাট। দেশজ। সং।

আঘাত—১। প্রহার; তাড়ন, আস্ফালন; বধ, ছেদন। আ—হন (বধ করা)+অন্ ভা। ২। বধস্থান, বধ ভূমি। আ—হন। ঘঞ্ অধি। সং; পু।

আঘাতক—আঘাতকারী। আ—হন+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আঘাতিকা।

আঘাতন—১। আঘাত, প্রহার, মারা; বধ; বধসম্পাদন। আ—ণিজন্ত হন (=ঘাতি) +অনট্ ভা। ২। বধস্থান, বধ্যভূমি। +অনট্ অধি। সং; ক্লী।

আঘাতপ্রতিঘাত—কোনও বস্তুকে আঘাত করিলে আহত বস্তুও আঘাতকারীকে আঘাত করে, এই শেষোক্ত আঘাতকে প্রতিঘাত বলে। যেমন একটী রবারের বল ভূমিকে আঘাত করিল, ভূমিও উক্ত বলকে তখনই যে আঘাত করে, তাহাকে প্রতিঘাত বলে। আঘাত ও প্রতিঘাত প্রায় এক সময়েই সম্পন্ন হয়, এবং উহারা প্রতিকূলভাবে কার্য্য করে। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

আঘাতসহ—প্রহারসহনক্ষম, মার বা পিটন সহ্য করিতে পারে এরূপ; আঘাত পাইলেও না ভাঙ্গিয়া বিস্তৃত হইতে পারে এরূপ গুণ বিশিষ্ট (ইহাকে সাধারণতঃ 'ঘাতসহ' বলে)। উপ; আঘাত—সহ (সহ করা) +অন্ ব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আঘাতসহা।

আঘাতসহত্ব—যে গুণ থাকাতে বস্তুসকল আঘাত প্রাপ্ত হইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হয়। আঘাতসহ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

আঘাতিয়া—১। আঘাত করিয়া। ক্রি। ২। আঘাতকারক, আঘাতজনক; সাংঘাতিক। বিণ; ক, প।

আঘাতী (আঘাতিন্)—আঘাতপ্রাপ্ত, আহত, যাহাকে আঘাত লাগিয়াছে এরূপ। আঘাত +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —তিনী।

আঘাবিঘা—বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বাধা। দেশজ। সং।

আঘার—১। আজ্য, ঘৃত। আ—ঘৃ (সেচন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। পাক; হোম।… +ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আঘাস—তৃণজাতীয় ঘাস; দেখিতে ঘাসের মত কিন্তু প্রকৃত ঘাস নহে এরূপ আগাছা। প্রাদেশিক; সং।

আঘূর্ণন—১। চক্রের ন্যায় ভ্রমণ, ঘুরা। আ—ঘূর্ণ (ভ্রমণ করা)+অনট্ ভা। ২। পরিভ্রামণ, ঘুরান। আ—ণিজন্ত ঘূর্ণ=ঘূর্ণি (ভ্রমণ করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আঘূর্ণিত—ভ্রমিত, ঘুরান। আ—ণিজন্ত ঘূর্ণ ঘূর্ণি (ভ্রমণ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আঘোষিত—যাহার ঘোষণা করা হইয়াছে, প্রচারিত। আ—ঘোষি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আঘ্রাণ—গন্ধগ্রহণ; গন্ধ; তৃপ্তি। আ—ঘ্রা (ঘ্রাণ লওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আঘ্রাত—১। যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এরূপ। আক্রান্ত। আ—ঘ্রা+ক্ত র্ম্ম। ২। তৃপ্ত। আ—ঘ্রা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আঘ্রায়ক—আঘ্রাণকারী। আ—ঘ্রা+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আঘ্রায়িকা।

আঙ্—১। আ এই উপসর্গ। ব্য। ২। অঙ্গ; অঙ্গার। দেশজ। সং। ৩। আধপোড়া, আমা। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

আস্ত, আগস্ত—আস্ত, গোটা, অখণ্ডিত। দেশজ। বিণ। [অপভ্রংশ।

আঙরা, আংরা—জ্বলন্ত কয়লা। অঙ্গার শব্দের

আঙরাখা—গাত্রাবরণ, ছোট জামা; তমুক, কাচ। অঙ্গরক্ষী শব্দের অপভ্রংশ।

আঙলান—আঙ্গুল দিয়া নাড়া চাড়া করা বা ঘাঁটা। প্রাদেশিক। ক্রি।

আঙিনা, আঙ্গনা—চত্বর, উঠান। অঙ্গন শব্দের অপভ্রংশ।

আঙিয়া—ছোট জামা। হিন্দী; সং। [সং।

আঙুট—আংটা বা আংটী, অঙ্গুরী। হিন্দী;

আঙুর, আঙ্গুর—দ্রাক্ষা। বৈদেশিক। সং।

আঙুল, আঙ্গুল—অঙ্গুলি। দেশজ। সং।

আঙুলহাড়া—অঙ্গুলির অগ্রভাগে ব্যথা বা ব্রণ। দেশজ। সং।

আঙোট—আংটাবার, আঙুল রাখিবার লোহ

পাত্র ; লোহার তোলা উনান ; কর্ম্মশালার অগ্নি। হিন্দীমূলক। সং।

আঙ্কুশিক—আঁকুশি। অঙ্কুশ+ষ্ণিক। সং ; পু।

আঙ্গ—১। অঙ্গসম্বন্ধীয়, শারীর। অঙ্গ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আঙ্গী। ২। কোমল অঙ্গ। সং ; ক্লী।

আঙ্গার—১। অঙ্গারসম্বন্ধীয়। অঙ্গার শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আঙ্গারী। ২। অঙ্গাররাশি, অঙ্গারসমূহ। সং ; ক্লী।

আঙ্গারপি—একপ্রকার লৌহময় অস্ত্র। প্রা, ক।

আঙ্গারি—আঙ্গার, কয়লা ; সন্তানপ্রসবের পর জল ও রক্তস্রাব। হিন্দীমূলক।

আঙ্গারান্তর—ভৌগোলিকদিগের মতে, বারুণ স্তর তিন যুগে উৎপন্ন, তন্মধ্যে আবার প্রথম যুগে ছয় জাতীয় স্তর উৎপন্ন হয়। সেই ছয় জাতীয় স্তরের পঞ্চম জাতীয় স্তরের নাম আঙ্গারান্তর [Carboniferous Stratum]। সং ; পু।

আঙ্গিক—১। অঙ্গসম্বন্ধীয় ; অঙ্গজাত, দৈহিক, কায়িক ; অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ... । অঙ্গ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আঙ্গিকী। ২। মৃদঙ্গবাদক। সং। ৩। মৃদঙ্গবাদ্য। ... ; ক্লী।

আঙ্গিনা—আঙিনা দেখ।

আঙ্গিয়া—১। আঙিয়া (তাহা দেখ)। ২। আঙ্গিনা, উঠান। প্রা, ক।

আঙ্গিরস—অঙ্গিরা মুনির পুত্র, দেবগুরু বৃহস্পতি, গোত্রবিশেষ। অঙ্গিরস্ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু। অঙ্গিরাঃ দেখ।

আঙ্গুটী—আঙ্গুলের বলয়, আংটী। অঙ্গুলীয়ক অঙ্গুরীয় শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। সং ; পু।

আঙ্গুষ্ঠী—মূল হইতে অঙ্গুলিযোগ। দেশজ। সং।

আঙ্গুর—দ্রাক্ষালতার ফল, (দ্রাক্ষালতা—Vitis vinefera, ফল grapes)। বৈদেশিক। সং।

আঙ্গুল—আঙুল দেখ।

আচকা—আচমকা, আচম্বিতে ; হঠাৎ ; আজগুবি ; অনর্থক, অকারণে ; আনুমানিক, ঠাওকো। দেশজ। বা। [সং

আচকান—বক্ষোবস্ত্রবিহীন চাপকান। বৈদেশিক।

আচক্ষমাণ—কথনশীল, বলিতেছে এরূপ। আ—চক্ষ+শানক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, মাণা।

আচক্ষুঃ (আচক্ষুস্)—১। চক্ষু পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। বা। ২। বিদ্বজ্জন, পণ্ডিত। আ (সম্যক্) চক্ষুঃ (দৃষ্টি) যাহার, বহু। সং ; পু।

আচঞ্চল—ঈষৎ চঞ্চল। আ (ঈষৎ) চঞ্চল নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আচঞ্চলা।

আচমকা—অতর্কিতভাবে, সহসা আচম্বিতে। দেশজ। বা।

আচমন—পূজাদির পূর্ব্বে জল দ্বারা বিধিপূর্ব্বক দেহ শুদ্ধি ; সন্ধ্যাবন্দনাদির পূর্ব্বে হস্ত দ্বারা মুখে বারত্রয় জলপ্রদানপূর্ব্বক নাসিকাদি অষ্টাঙ্গ হস্তস্পর্শ ; ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে হস্ত দ্বারা স্বল্প জলপান ; ভোজনান্তে হস্তমুখ প্রক্ষালন। আ—চম (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [আচমন করিবার জল কখন কাংস্য, লৌহ, ত্রপু, সীসক, কিংবা পিত্তল নির্ম্মিত পাত্রে গ্রহণ করিবে না, কারণ এই সকল পাত্রের জলে শতবার আচমন করিলেও শরীর শুদ্ধ হয় না]।

আচমনক—নিষ্ঠীবন পাত্র, পিকদানি, ডাবর। আচমনের ক (জল) থাকে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

আচমনীয়—১। আচমনের উপযুক্ত, বা আচমনের আবশ্যক। আ—চম+অনীয় ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। আচমনার্থ বারি, মুখপ্রক্ষালনের জল ; ভক্ষ্যদ্রব্য। সং ; ক্লী।

আচম্বা—আচমকা, সহসা, আচম্বিতে, হঠাৎ। হিন্দীমূলক।

আচম্বিতে—হঠাৎ, সহসা। দেশজ। বা।

আচর—আচার, ব্যবহার ; রীতি ; অনুষ্ঠান আ—চর+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আচরণীয়—ব্যবহারযোগ্য, যাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, ব্যবহার্য ; যাহার সহিত ... যাইতে পারে ; যাহা করিতে হইবে ; কর্ত্তব্য, আবশ্যক, অনুষ্ঠেয়। আ—চর+অনীয় ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আচরণীয়া।

আচরা—১। আচরণ করা, ব্যবহার করা, সরা। কি। ক, প্র। ২। আচরা, দেখ। সং। প্র, ক।

আচরিত—১। ব্যবহৃত ; অনুষ্ঠিত। আ—চর+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আচরিতা। ২। আচরণ। আ—চর+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আচষা—অকর্ষিত, পতিত (ভূমি)। দেশজ। বিণ।

আচান্ত—কৃতাচমন, আচমন করিয়াছে এরূপ আ—চম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্তা।

আচাভূয়া—বিস্ময়াবিষ্ট, বিস্ময় বিহ্বল, হতবুদ্ধি ; নির্ব্বোধ ; অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, কিম্ভূতকিমাকার। দেশজ। বিণ।

আচাম—১। আচমন ; পান। আ—চম+ঘঞ্ ভা। ২। ভাতের মাড়। আ—চম+ঘঞ্ কর্ম্ম। সং ; পু।

আচার—১। আচরণ ; ব্যবহার ; প্রথা ; রীতি। আ—চর (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। তৈল-লবণ সংযোগে রক্ষিত ফল, কাশন্দি। বৈদেশিক। সং।

আচারচ্যুত, আচারভ্রষ্ট—আচারহীন, সদাচার বর্জ্জিত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আচারচ্যুতা, আচারভ্রষ্টা।

আচারনিষ্ঠ—শাস্ত্রবিহিত আচরণে শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত, শাস্ত্রবিহিত আচারের অনুষ্ঠাতা। আচারে নিষ্ঠা আছে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নিষ্ঠা। বি,—নিষ্ঠতা।

আচারনিষ্ঠা—১। শাস্ত্রবিহিত আচার পালনে রতা। বহু। আচারনিষ্ঠ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। শাস্ত্রবিহিত আচরণে ভক্তিশ্রদ্ধা ; শাস্ত্রবিহিত আচারের যথোচিত অনুষ্ঠান। ৭তৎ। সং পু।

আচারপূত—আচার দ্বারা পবিত্র, সদাচার। আচার দ্বারা পূত, ৩তৎ। বিণ। ত্রি।

আচারভ্রষ্ট—আচারচ্যুত দেখ।

আচারবর্জ্জিত—সদাচারভ্রষ্ট ; নিয়মশূন্য, অব্যবস্থিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

আচারবান্ (—বৎ)—আচারবিশিষ্ট, সদাচার ; নিয়মবান। আচার শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী আচারবতী।

আচারবিরুদ্ধ—প্রচলিত প্রথার বা রীতির বিপরীত, নিয়মবিরুদ্ধ, প্রচলিত নিয়মের বিপরীত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—দ্ধা।

আচারবিশিষ্ট—আচারবান্, সদাচার, ভদ্র, শিষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বিশিষ্টা।

আচারবিহীন—আচারভ্রষ্ট, সদাচারবর্জ্জিত, অসদাচার ; অভদ্র, অশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

আচারব্যবহার—আচরণ ও রীতি। দ্বন্দ্ব ; দুইটি সমার্থক শব্দের একত্র সন্নিবেশ। সং ; পু।

আচারহীন—আচারবর্জ্জিত, সদাচারভ্রষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আচারহীনা।

আচারী (—রিন্)—১। আচারবিশিষ্ট, আচার পূত, সদাচার। আচার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। আচরণকারী, অনুষ্ঠাতা। আ—চর+ণিন ক। বিণ ; পু। স্ত্রী আচারিণী।

আচারী—হিলমোচিকা, হিলঞ্চা বা হিঞ্চা। আ (সম্যক্) চার (প্রসরণ) যাহার, বহু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।

আচার্য্য—বেদাধ্যাপক ; শিক্ষাগুরু ; যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রধান সম্পাদক ; দ্রোণাচার্য্য ; একজাতীয় ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র। আ—চর (গমন করা)+ণ্যৎ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আচার্য্যা, পত্নী অর্থে আচার্য্যানী। (কেহ কেহ বলেন 'আচার্য্যী'ও হয়)। ভাববাচক বিশেষ্যে আচার্য্যতা, —ত্ব।

আচার্য্যক—আচার্য্যের কর্ম্ম, উপদেশ। আচার্য্য শব্দ+কণ্। সং ; ক্লী। আচার্য্য দেখ।

আচার্য্যচূড়ামণি—১। অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ। ৬তৎ। ২। অনেক বিদ্যায় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এবং ব্যবস্থা সংগ্রহকারক। সং ; পু।

আচার্য্যা—ব্যাখ্যাকারিণী, শিক্ষাদাত্রী ; বেদ মন্ত্রাদির উপদেষ্ট্রী। সং ; স্ত্রী। আচার্য্য দেখ।

আচার্য্যানী—আচার্য্যপত্নী, গুরুপত্নী। সং ; স্ত্রী। আচার্য্য দেখ। [ঙীষ্ হইবে না]।

আচার্য্যোপাসন, —সনা—আচার্য্যের (গুরুর) পরিচর্য্যা, গুরুসেবা। আচার্য্যের উপাসন

বা উপাসনা, ৬৩৫। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আচালা—যাহা চালা হয় নাই, অচালা, অছাঁকা; অপরিষ্কৃত। দেশজ। বিণ।

আচিত—১। ব্যাপ্ত, আকীর্ণ; একত্র সন্নিবেশিত, রাশীকৃত; একত্রিত। আ—চি+ক্ত ক, র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আচিতা। ২। এক শকটভার, এক গাড়ির বোঝা। সং; পু। ৩। দশভার পরিমাণ, ২৪ মণ। সং; ক্লী। [বৃতি, বেড়া। প্রা, ক।

আচির, আচীর—অনুচ্চ বা ক্ষুদ্র প্রাচীর;

আচূষণ—আকর্ষণ, চুষিয়া লওয়া; রক্তমোক্ষণ। আ—চূষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আচোট—অনাহত, অক্ষত; অকর্ষিত, অচষা। দেশজ। বিণ।

আচ্ছন্ন—আবৃত; অভিভূত। আ—ছদ (আবৃত করা)+ণি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্না।

আচ্ছা—১। উত্তম, ভাল। দেশজ। বিণ। ২। সম্মতি বা স্বীকৃতিসূচক অথবা ভয়প্রদর্শক শব্দ। ব্য।

আচ্ছাদ—বসন, কাপড়। আ—ছদ+ঘঞ্ ক। সং; পু।

আচ্ছাদক—আচ্ছাদনকারী, আবরক; তিরোধায়ক। আ—ণিজন্ত ছদ (=ছাদি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আচ্ছাদিকা।

আচ্ছাদন—১। আবরণ। আ—ণিজন্ত ছদ (=ছাদি)+অনট্ ভা। ২। আচ্ছাদন বস্ত্র; ঢাকনি। আ—ছাদি+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

আচ্ছাদনহীন—আবরণশূন্য, অনাবৃত, ঢাকনিরহিত। ৩৬৫। বিণ; ত্রি।

আচ্ছাদনীয়—আচ্ছাদনযোগ্য; যাহা আবৃত করা আবশ্যক এরূপ। আ—ছাদি+অনীয় ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আচ্ছাদনীয়া।

আচ্ছাদিত—আবৃত, যাহা ঢাকা গিয়াছে এরূপ। আ—ণিজন্ত ছদ (=ছাদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আচ্ছাদিতা।

আচ্ছিন্ন—বল দ্বারা গৃহীত; অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদিত। আ—ছিদ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আচ্ছিন্না।

আচ্ছুরিত—১। নখাদি দ্বারা আহত; ক্ষিপ্ত। আ—ছুর (ছেদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আচ্ছুরিতা। ২। নখে নখে শব্দ; উচ্চহাস্য। সং; ক্লী।

আচ্ছুরিতক—আচ্ছুরিত, নখে নখে শব্দ; অট্টহাস্য। আচ্ছুরিত+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

আচ্ছেদ—বল দ্বারা গ্রহণ; ছেদন, কর্তন। আ—ছিদ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আচ্ছেদক—আচ্ছেদকর্তা, বলপূর্ব্বক গ্রহণকারী, যে কাড়িয়া লয়; ছেদনকর্তা, কর্তনকারী। আ—ছিদ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আচ্ছেদিকা।

আচ্ছেদী (—দিন্)—আচ্ছেদক (তাহা দেখ)। আ—ছিদ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আচ্ছেদিনী।

আচ্ছোদন—মৃগয়া, শিকার। আ—ছিদ ধাতু+অনট্ ভা, নিপাতনে। সং; ক্লী।

আছইতে, আছিতে—১। থাকিতে, বিদ্যমানে, বর্তমানে; সত্ত্বে। ২। অগ্রে, আগে; প্রথমে। প্রা, ক।

আছড়া—১। যাহা ছড়া নহে, যাহার ছাল ছাড়ান হয় নাই। দেশজ। বিণ। ২। শস্যাদির তাড়া বা আটি; ছড়া; পড়া; পণনা। প্রাদে। সং। [কাছাড়। দেশজ। সং।

আছড়া-আছড়ি—পুনঃ পুনঃ আছাড়; আছাড়

আছড়ান—আছাড় মারা, সবলে বা ভূমিতে নিক্ষেপ করা; পিটা বা পেটা। দেশজ। ক্রি।

আছাঁকা—যাহা ছাঁকা নহে। বিণ।

আছাঁটা—যাহা কাটা বা কাড়া নহে। বিণ।

আছা—থাকা, রহা; হওয়া। দেশজ। ক্রি।

আছাড়—সবলে পতন; সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ। দেশজ। সং।

আছাড় কাছাড়, আছাড়-বিছাড়—পুনঃপুনঃ আছড়ান বা আছাড় খাওয়া, আছাড়ি-পাছাড়ি; মাটিতে পড়িয়া ছটফট করণ। দেশজ। সং।

আছানা—আছাঁকা। বিণ।

আছালতন—স্থায়ী, পাকা (Permanent); অপরকীয়, স্বকীয়, নিজ (Substantive)। বৈদেশিক। বিণ।

আছোলা—যাহা ছোলা বা চাঁচা নহে, অমসৃণ, কর্কশ, বন্ধুর, অশুদ্ধ, অমার্জিত, [illegible]। প্রাদেশিক। বিণ।

আজ—১। গমন। অজ+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। ঘৃত। আ—অজ+অন্ ক। সং; ক্লী। ৩। অজসম্বন্ধীয়, ছাগের। অজ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আজী। ৪। অদ্য। দেশজ। ব্য।

আজক—ছাগসমূহ, ছাগের পাল। অজ+কণ্ সমূহার্থে। সং; ক্লী।

আজকার—১। শিবের বৃষ। আজ—কৃ+অণ্ ক। সং; পু। ২। অদ্যদিবসের। দেশজ।

আজকাল—অদ্য বা কল্য; অধুনা, এক্ষণে, ইদানীং, সম্প্রতি। দেশজ।

আজকালকার, আজকালের—বর্তমান সময়ের, ইদানীন্তন কালের, অধুনাতন। দেশজ।

আজগব—শিবের ধনুঃ। অজগব+অণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

আজগাব—আজগুবি (তাহা দেখ)।

আজগুবি—অদ্ভুত, বিস্ময়জনক, অপূর্ব; অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, গুলিখুরি; [illegible]। আকস্মিক। বৈদেশিক। বিণ।

আজড়ান—(পাত্রাদি) শূন্য করা; পাত্র হইতে পাত্রান্তরে রাখা বা ঢালা; [illegible] বস্ত্রাদি ত্যাগ করা, পরিবর্তন করা বা খুলিয়া ফেলা। প্রাদেশিক। ক্রি। [সং; ক্লী।

আজন্ম—যাবজ্জীবন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। অব্যয়ী।

আজনই—সরীসৃপবিশেষ, একপ্রকার গিরগিটী; চক্ষুর রোগ। প্রাদেশিক। সং।

আজন্ম—জন্মাবধি; যাবজ্জীবন। অব্যয়ী। ব্য।

আজন্মকাল—জন্ম সময় হইতে, জন্মাবধি; যাবজ্জীবন। জন্মের কাল—জন্মকাল, ৬৩৫। জন্মকাল হইতে আ (আরম্ভ করিয়া), অব্যয়ী। [বৈদেশিক। বিণ।

আজব—আশ্চর্য, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, বিচিত্র।

আজবক—[illegible]ক, আহাম্মক; নির্বোধ; [illegible] বাতুল; নির্ব্বোধ। বৈদেশিক।

[illegible] যাদুঘর (museum)। সং।

আজব[illegible]—[illegible] দ্রব্যশালা, চিত্রশালিকা,

আজবোক—অবুঝ; নির্বোধ, বোকা। হিন্দীমূলক। বিণ।

আজমল খাঁ হাকিম—ইঁহার পূর্বপুরুষেরা মধ্য এসিয়ার তুর্কিস্থান দেশের অন্তর্গত কাসগড় নগরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার একজন পূর্বপুরুষ সম্রাট্ বাবরের সহিত ভারতে আগমন করেন। ইনি যদিও সৈনিক ছিলেন, কিন্তু ইঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন।

হাকিম আজমল খাঁর পিতার নাম হাকিম মহম্মদ খাঁ। হিজিরা ১২৮৬ সালের [illegible] তারিখে হাকিম আজমল খাঁর জন্ম হয়। [illegible] দিল্লীতে টিব্বিয়া স্কুল নামে একটি [illegible] হাকিমি চিকিৎসা-বিদ্যালয় আছে; হাকিম আজমল খাঁ নিজ চিকিৎসা-বিদ্যার প্রভাবে অল্প বয়সেই সেই স্কুলের অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত হন। যৌবনে হাকিম সাহেব ইসলাম ধর্মানুমোদিত সকল [illegible] করেন। পার্শী ভাষা, আরবী ব্যাকরণ, কোরাণ, ন্যায়, পদার্থবিজ্ঞান, সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে ইঁহার অধিকার অনন্যসাধারণ। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার তাদৃশ অধিকার না থাকিলেও উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য আছে। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার পিতার নিকট, পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া এক্ষণে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। মেসোপটেমিয়া, বসরা, ভূপালের, কুৎ-অল-আমারা, [illegible] প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া হাকিম সাহেব প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। [illegible] ইয়োরোপেরও অনেক দেশে [illegible] করিয়াছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের [illegible] তারিখে তিনি লণ্ডনে ভারত সম্রাটের অভিষেকোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বিদেশ [illegible]কালে বৈদেশিক চিকিৎসা

বিদ্যালয় ও হাসপাতালগুলির কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করার দিকেই তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য থাকায় তিনি যে নব নব অভিজ্ঞতা লাভ করেন, দিল্লীতে প্রত্যাগমনের পর টিব্বিয়া কলেজের উন্নতিবিধানকল্পে তিনি সেই সকল অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করেন।

ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরে স্থানান্তরিত হইলে লেডী হার্ডিং সাহেবা দিল্লীর স্বাস্থ্যের এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনে মনোযোগী হন। সেই সূত্রে হাকিম আজমল খাঁর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দিল্লী প্রবেশকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ আততায়ী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বোমার দ্বারা আহত হইলে, লর্ড দম্পতির তৎকালীন ঔদার্য্যে মোহিত হন; এবং তিনি দিল্লীতে যে নূতন হাসপাতাল স্থাপন করেন—লর্ড দম্পতির নামে তাহার নামকরণ করেন। হাকিম সাহেব চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর হাকিম সাহেব রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তবে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন। তৎকালে কেবল হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব স্থাপনের দিকেই তাঁহার প্রধানতঃ লক্ষ্য ছিল। তিনি আলিগড়ে এম, এ, কলেজ এবং মস্‌লেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি মস্‌লেম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, হাকিম সাহেব তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদে কার্য্য করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে পঞ্চনদ প্রদেশে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণার্থ হাকিম সাহেব অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত হইয়া উঠেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইনি কর্ত্তব্য বোধে কংগ্রেসের কর্ণধারের পদগ্রহণে সম্মত হন। ডাক্তার এ, এম, আনসারির সহায়তায় তিনি যোগ্যতার সহিত এই ভার বহন করেন। এই বৈঠকে তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত—হিন্দু-মুসলমানে মিলনের জন্য প্রাণপণ করেন। এ যাবৎ দিল্লী প্রদেশে তিনিই একমাত্র অবিসম্বাদী নেতা।

আজমীঢ়—১। পাণ্ডবপক্ষীয় বিদুর; যদুবংশীয় নরপতিবিশেষ। অজমীঢ় শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। সং; পু।

২। রাজপুতানার অন্তর্গত একটী জেলা ও সহরের নাম। স্থানটি ভারতের ইতিহাসের সহিত বিশিষ্টভাবে জড়িত। কিংবদন্তী এই যে "অজ" নামে জনৈক চৌহান রাজপুত রাজা খ্রী: ১৪৫ সালে আজমীঢ়নগর ও তথায় একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গটী প্রথমে নাগ পাহাড়ের শিরোভাগে নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করা হয়; কিন্তু রাজার দুষ্টগ্রহ, দিবসে যতটুকু নির্ম্মিত হইত রাত্রিকালে তৎসমস্তই ভাঙ্গিয়া যাইত। সেই জন্য রাজা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া তারাগড় নামক নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গটিকে "গড়বিটলী" আখ্যা দেওয়া হয়, এবং ইন্দ্রকোট নামধেয় উপত্যকায় রাজার নামানুসারে "আজমীঢ়" সহর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে আজমীঢ়রাজ বিশালদেব "বিশাল সাগর" নামক একটি বৃহৎ হ্রদ, এবং ইঁহার পৌত্র অনা, সুবিখ্যাত "অনা সাগর" নামক বৃহৎ হ্রদ নির্ম্মাণ করেন। অনা হইতে নিম্নতর তিন পুরুষের প্রতিনিধি সোমেশ্বর, তুয়ার বংশীয় দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে পৃথ্বীরাজের জন্ম। অনঙ্গপাল পৃথ্বীকে পোষ্য স্বরূপ গ্রহণ করায় পৃথ্বী দিল্লী ও আজমীঢ় এই উভয় রাজ্যেরই অধীশ্বর হন। ১১৯৩ খ্রীঃ সাহাবুদ্দিন ঘোরী পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। দিল্লী পাঠানের করগত হইল এবং আজমীঢ় পৃথ্বীরাজের জনৈক জ্ঞাতিকে প্রচুর কর বিনিময়ে প্রদত্ত হইল। ইঁহাকে অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। পাঠান শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করায় কুতব উদ্দিন আজমীঢ় আক্রমণ করিলে, রাণা অনন্যোপায় হইয়া মহিষীগণ সহ অগ্নিপ্রবেশ করেন। আজমীঢ় পাঠানের হস্তগত হইলে, সায়েদ হোসেন তারাগড় দুর্গের রক্ষণভার প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল পরে, রাঠোর ও চৌহানগণ মিলিত হইয়া দুর্গ আক্রমণ করে, এবং সমস্ত পাঠানকে নিহত করিয়া আজমীঢ় অধিকার করে। কুতব-উদ্দীনের উত্তরাধিকারী সামস-উদ্দীন আল্‌তামাস আজমীঢ় পুনরায় পাঠানশক্তির অধীনতায় আনিয়াছিলেন।

তুগলকবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আজমীঢ় মালবের মুসলমান রাজার অধিকারভুক্ত হয় (১৪৬৯ খ্রীঃ)। ১৫৩১ খ্রীঃ মালব রাজ্য গুজরাট রাজ্যের সহিত মিলিত হইলে, আজমীঢ় মাড়বারের রাঠোর রাজা মালদেবের হস্তে আসে। ১৫৫৬ খ্রীঃ আকবর ইহাকে মোগলরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। আজমীঢ় নগরের বহির্ভাগে আকবর একটী দুর্গপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান মধ্যে মধ্যে এইখানে আসিয়া বাস করিতেন। এই স্থানেই ইং ১৬৫৯ খ্রীঃ আওরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার সৈন্যকে পরাজিত করেন। উত্তরকালে আজমীঢ় মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে যায়। ১৮১৮ খ্রীঃ ২৫শে জুন মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার সর্ত্ত অনুসারে আজমীঢ় জেলা ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

আজমীঢ় সহরের প্রধান দৃশ্য খাজা মইজ-উদ্দীন চিস্তির দরগা। ইনি ১২৩৫ খৃঃ আজমীঢ়ে আগমন করিয়া বহুলোককে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সহরে একটি জৈন মন্দির ছিল। কুতবুদ্দিন (বা আল্‌তামাস্) সেইটিকে ভগ্ন করিয়া একটি মস্‌জিদে পরিণত করেন। ইহার কারুকার্য্য অতীব প্রশংসনীয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ নগর মধ্যে তারাগড় পর্ব্বতের পাদদেশে "মেয়ো রাজ-কুমার কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে রাজপুতানার রাজগণের পুত্রেরা বিদ্যাধ্যয়ন করেন।

আজমীঢ়-মেড়ওয়ারা—রাজপুতানার বিভাগ-বিশেষ। মেড়ওয়ারা আজমীঢ়ের সংলগ্ন নহে; মধ্যে কতকগুলি সামন্ত রাজ্য ব্যবধান থাকিলেও, উক্ত মিলিত দুই নামে বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। মেড়ওয়ারা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের হস্তগত হয়। বিভাগটি জনৈক কমিশনারের শাসনাধীন। তিনি আবার রাজপুতানাস্থ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধির কর্ত্তৃত্বাধীন।

আজল—অজ্ঞ; যেন কিছুই জানে না এইরূপ ভাবাপন্ন, নেকা-বোকা; হাবা-গোবা। প্রাদেশিক। বিণ। স্ত্রী আজল, আজলী।

আজা—নানা, মাতামহ, ঠাকুরদাদা। বৈদেশিক। সং; পু।

আজাড়—১। শূন্য, রিক্ত, খালি; নিঃশেষ, উজাড়। প্রাদে। বিণ। ২। মোচন, ত্যাগ; গুরুত্ব; অবসর। সং।

আজান—আহ্বান, মুসলমানদিগকে নমাজ পড়িবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। বৈদেশিক। সং। [ক্রি-বিণ।

আজানত—অজ্ঞাতসারে; না জানিয়া। দেশজ।

আজানা—অজ্ঞাত, অবিদিত, অপরিচিত। দেশজ। বিণ। [ক।

আজানী—অল্পবুদ্ধি-স্ত্রীলোক, আজলী। প্রা,

আজানু—জানু পর্য্যন্ত, হাঁটু পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আজানুবাহু—১। সুদীর্ঘ-বাহু, জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান বাহু-বিশিষ্ট। আজানুলম্বিত বাহু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জানু পর্য্যন্ত

লম্বিত বাহু, সুদীর্ঘ ভুজ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

আজানুলম্বিত—জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান, হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুপ্সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

আজানেয়—শ্রেষ্ঠ ঘোটক, উৎকৃষ্টজাতীয় অশ্ব। অজানেয় শব্দ+ক। সং ; পু।

আজি—১। সংগ্রাম, যুদ্ধ ; আক্ষেপ ; গমন। আ—অজ (গমন করা)+ইণ্ ভা। ২। যুদ্ধভূমি ; সমতলভূমি ; নির্দ্দিষ্ট ক্ষণ।…ইণ্ অধি। ৩। নিন্দা ; মর্য্যাদা। সং ; স্ত্রী। ৪। অদ্য। দেশজ। ব্য। ৫। নানী, দাদী, মাতামহী। বৈদেশিক। সং ; স্ত্রী।

আজিকার—আজকার (তাহা দেখ)।

আজিকালি—আজকাল (তাহা দেখ)।

আজিকে—অদ্য, আজ। দেশজ।

আজিক্রিয়া—যুদ্ধকার্য্য ; সমর, সংগ্রাম, লড়াই। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আজিগীষা—জিগীষা, জয়লাভেচ্ছা। আ—সনন্ত জি+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

আজিগীষু—জিগীষু, জয়েচ্ছু, বিজয়াভিলাষী। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। [বৈদেশিক। সং।

আজিমা—আইমা, দিদীমা, মাতামহী, নানী।

আজিহান—আগমনশীল, যে আসিতেছে এরূপ। আ—হা (গমন করা)+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আজিহানা। [স্ত্রী।

আজী—মাতামহী, দিদীমা। বৈদেশিক। সং ;

আজীব—জীবিকা, প্রাণধারণোপায়। আ—জীব (বাঁচা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

আজীবন—১। জীবিকা। আ—জীব (বাঁচা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। ২। যাবজ্জীবন, মরণকাল পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজীব্য—১। উপজীব্য ; সহায়, আশ্রয়, অবলম্বন। আ—জীব (বাঁচা)+য ণ। বিণ ; ত্রি। ২। জীবিকা, জীবনোপায়। সং ; ক্লী।

আজু—১। অবৈতনিক কার্য্য বা কার্য্যকারী ব্যক্তি, বেগার। আজুঃ পদের অপভ্রংশ। ২। আজ, অদ্য, আজি। প্রা, ক।

আজুঃ (আজুর্)—অবৈতনিক কার্য্য, বেগার। আ—জু+উর্। সং ; স্ত্রী।

আজুক—১। আজিকে, অদ্য দিবসে। ২। আজিকার, অদ্য দিবসের। প্রা, ক।

আজুগোসাঞী—অযোধ্যারাম গোস্বামী দেখ।

আজুল, আজুলি—নেকা, আজল (তাহা দেখ) ; আউল বা বাউল, বাতুল। প্রা, ক।

আজূ—বিনা বেতনে কর্ম্ম, বেগার। আ—জু+উ ক। সং ; স্ত্রী।

আজ্‌জান—বপন বা রোপণ করা, গাছপালা লাগান, বীজ বা চারা বসান। প্রাদে। ক্রি। [বৈদেশিক। সং।

আজ্জার—উচ্চভূমি, যাহা জলপ্লাবিত হয় না।

আজ্ঞপ্ত—যাহার প্রতি আজ্ঞা করা হইয়াছে এরূপ, আদিষ্ট ; অনুমতিপ্রাপ্ত। আ—ণিজন্ত জ্ঞা (=জ্ঞাপি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আজ্ঞপ্তি—আজ্ঞা, আদেশ, অনুমতি। আ—ণিজন্ত জ্ঞা (=জ্ঞাপি)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

আজ্ঞা—আদেশ, নিদেশ, হুকুম ; অনুমতি। আ—জ্ঞা+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

আজ্ঞাকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—নিদেশ প্রদানকারী, আদেশদাতা, আদেষ্টা, যে হুকুম করে। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —কর্ত্রী।

আজ্ঞাকারী (—কারিন্)—অন্যের আদেশানুসারে কার্য্যকারী, আজ্ঞাবহ, আদেশানুবর্ত্তী। উপ ; আজ্ঞা শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী আজ্ঞাকারিণী। বি, —কারিতা, —ত্ব।

আজ্ঞাক্রমে—আদেশানুসারে, হুকুমমত। আজ্ঞার ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

আজ্ঞাচক্র—(তন্ত্রে) ষট্‌চক্রান্তর্গত চক্রবিশেষ, ষষ্ঠ চক্র। আজ্ঞা নামক যে চক্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আজ্ঞাতিক্রম—আদেশ লঙ্ঘন, হুকুম না মানা, কথা না শুনা। ৬তৎ। সং ; পু।

আজ্ঞাদাতা (—দাতৃ)—আজ্ঞাকর্ত্তা, আদেশপ্রদানকারী, আদেষ্টা। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী আজ্ঞাদাত্রী।

আজ্ঞাধীন—আদেশানুবর্ত্তী, আজ্ঞাকারী। আজ্ঞার অধীন, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আজ্ঞাধীনা। বি, —ধীনতা, —ত্ব।

আজ্ঞানুযায়ী (—যায়িন্)—নিদেশানুসারী ; আদেশানুরূপ। আজ্ঞার অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী আজ্ঞানুযায়িনী। বি, —যায়িতা, —ত্ব।

আজ্ঞানুরূপ—আদেশানুরূপ, অনুমত্যনুযায়ী। আজ্ঞার অনুরূপ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

আজ্ঞানুবর্ত্তন—আদেশপালন, হুকুম মানা, কথা শুনা। আজ্ঞার অনুবর্ত্তন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আজ্ঞানুবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—আজ্ঞাকারী, নিদেশানুসারী, আজ্ঞাধীন, আদেশপালক, হুকুম মান্যকারী। আজ্ঞার অনুবর্ত্তী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী। বি, —বর্ত্তিতা, —ত্ব।

আজ্ঞানুসারী (—সারিন্)—আজ্ঞানুযায়ী, আদেশানুবর্ত্তী, অনুমত্যনুযায়ী। আজ্ঞার অনুসারী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —সারিণী।

আজ্ঞানুসারে—আদেশক্রমে, আজ্ঞাক্রমে, হুকুম মতে। আজ্ঞার অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

আজ্ঞাপক—আজ্ঞাকর্ত্তা, আদেষ্টা, অনুমতিকারক ; নিয়োগকর্ত্তা। আ—ণিজন্ত জ্ঞা =জ্ঞাপি (জানান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আজ্ঞাপিকা।

আজ্ঞাপত্র—আদেশপত্র, হুকুমনামা। আজ্ঞাসূচক পত্র ; মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আজ্ঞাপন—আদেশদান, নিয়োজন। আ—ণিজন্ত জ্ঞা (=জ্ঞাপি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আজ্ঞাপালক—আদেশপালনকর্ত্তা, আজ্ঞাকারী, আদেশানুবর্ত্তী, হুকুমমত কার্য্যকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আজ্ঞাপালিকা।

আজ্ঞাপালন—আদেশরক্ষণ, আদেশানুবর্ত্তন, আদেশানুযায়ী কার্য্যের সম্পাদন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আজ্ঞাপিত—আজ্ঞপ্ত, আদিষ্ট। আ—জ্ঞাপি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আজ্ঞাপিতা।

আজ্ঞাপ্রমাণ—আদেশানুরূপ, হুকুমমত। বহু। বিণ ; ত্রি।

আজ্ঞাভঙ্গ, আজ্ঞালঙ্ঘন—আজ্ঞাতিক্রম, আদেশানিবর্ত্তন, হুকুম না মানা, কথা না শুনা। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

আজ্ঞাবন্দী—আজ্ঞাধীন, আজ্ঞাবহ, আজ্ঞাকারী। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

আজ্ঞাবহ—আজ্ঞাকারী, আদেশপালক। উপ ; আজ্ঞা শব্দ—বহ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

আজ্ঞে—মাননীয় ব্যক্তির প্রশ্নের বা আহ্বানের উত্তরে ; আজ্ঞা করুন। ব্য।

আজ্য—হবিঃ, ঘৃত। আ—অন্‌জ (মাখান)+ক্যপ্ ণ ; অথবা অজা+ক্য। সং ; ক্লী।

আজ্যপ—১। ঘৃতপায়ী। উপ ; আজ্য (ঘৃত) —পা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আজ্যপা। ২। পিতৃলোকবিশেষ ; ইঁহারা পুলস্ত্যের সন্তান এবং বৈশ্যজাতির পিতা। সং ; পু।

আজ্যভাগ—হোমীয় ঘৃতের একাংশ ; বৈদিকগণের ঘৃতাহুতিবিশেষ ; যজুর্ব্বেদীদিগের বহ্নির উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘৃতধারা ; ঋগ্বেদিগণের বহ্নির উত্তরভাগে স্রুবদ্বারা অগ্নিসম্প্রদানক আহুতি এবং দক্ষিণভাগে সোমসম্প্রদানক আহুতি। ৬তৎ। সং ; পু।

আজ্যভুক্ (—ভুজ্)—১। ঘৃতভোজী। উপ ; আজ্য (ঘৃত)—ভুজ্+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। হুতাশন, অগ্নি। সং ; পু।

আঞ্জনেয়—অঞ্জনা-তনয়, হনুমান্। অঞ্জনা শব্দ+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

আঝালা—যাহা ঝালা বা জোড়া হয় নাই এরূপ। বিণ।

আঝোড়া—যাহার ডালপালা ঝোড়া বা কাটা হয় নাই এরূপ। বিণ।

আঞ্জনী—১। চোখের পাতার নিকট যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ-বিশেষ। সং। ২। চিক্কণ দেহ ইষ্টকবর্ণ জোঁক-বিশেষ। সং। ৩। কৃষ্ণবর্ণ লৌহবৎ খনিজবিশেষ। সং।

আঞ্জা—২৩ বত বৎসর অন্তরে নারীর সন্তান জন্মে। নারী ভাবার)। সং।

আঞ্জাম—সরবরাহ, যোগাড় ; বন্দোবস্ত ; নির্ব্বাহ ; সমাধা। বৈদেশিক। সং।

আঞ্জিনেয়—সরীসৃপবিশেষ, আঞ্জনাই। অঞ্জন+ ঢেয় অস্ত্যর্থে, নিপাতনে। সং; পু।

আঞ্জুমান—সভা, সমিতি। বৈদেশিক। সং।

আট—অষ্ট পদের অপভ্রংশ।

আটক—১। আবরণ; বাধা; প্রতিবন্ধক; রোধ; অবরোধ। দেশজ। সং। ২। বদ্ধ, অবরুদ্ধ। বিণ।

৩। পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী নগর ও দুর্গের নাম আটক। ইহা সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-তীরে অবস্থিত। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ আকবর এই নগর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা এই-খানে সিন্ধুনদের উপর দিয়া রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, এই আটক ও প্রাচীন তক্ষশীল অভিন্ন।

আট-কপালিয়া, -কপালে—অতি ভাগ্যবান্; ভাগ্যহীন, হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট, পোড়া-কপালিয়া। দেশজ। বিণ।

আটকা—আটক (তাহা দেখ)।

আট-কাট, -কাঠ—আটঘাট, সকল দিক্, সব বিষয়। দেশজ। সং।

আটকান—আটক করা, আগলান, রোধ করা, বদ্ধ করা। দেশজ। ক্রি। [সং।

আটকান—অনুমান, আঁচ, অন্দাজ। গ্রাম্য;

আটকিয়া—১। আটক দিয়া বা করিয়া, বদ্ধ করিয়া, রোধ করিয়া; আবদ্ধ রাখিয়া। গ্রাম্য। ক্রি। ২। আটকে (তাহা দেখ); সং। [হইল। প্রা, ক।

আটকিল—আটকাইল, আটক পড়িল, বদ্ধ

আটকে—১। পুরীধামে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বা খিচুড়ী ভোগ। প্রাদে। সং। আট-কাইয়া। গ্রাম্য। ক্রি।

আটকৌড়ে—আটকড়াই বা আটকলাই শব্দের অপভ্রংশে জাত। সন্তান জন্মগ্রহণের পর জাতকের মঙ্গল কামনায় অষ্টম দিবসে যে শুভ অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকেই "আট-কৌড়ে" বলে। উক্ত শুভ অনুষ্ঠানে আট রকম ভাজা কলাই আত্মীয়স্বজনকে বিতরণ করিতে হয়। সচরাচর যে যে কলাই এই অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় তাহাদিগের নাম,—মটর কলাই, বর্ব্বটী কলাই, ছোলা বা বুট কলাই, মুগ কলাই, মসুর কলাই, বীরি কলাই, হনমুনে কলাই ও মাষ কলাই।

আটখাট—সতার বাদ্যযন্ত্রের স্বরগ্রাম নির্দ্দেশক সমস্ত পরদা; চারিদিকের সমুদায় অবস্থা; সকল পথ বা উপায়; সমস্ত কৌশল। দেশজ। সং।

আটচল্লিশ—৪৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। অষ্টাচত্বারিংশৎ শব্দের অপভ্রংশ।

আটচাল—আটচালা ঘর; লাঙ্গলের মুড়ার ছিদ্র-মধ্যে ঈষ দৃঢ় সংযুক্ত রাখিবার নিমিত্ত কাঠের গুঁজি। দেশজ। সং।

আটচালা—১। আটখানি চালাবিশিষ্ট। দেশজ। বিণ। ২। আটখানি চালবিশিষ্ট ঘর; তৃণাচ্ছাদিত বৃহৎ গৃহ। সং।

আটত্রিশ—৩৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। অষ্টাত্রিংশৎ শব্দের অপভ্রংশ।

আটন—১। বেদী। প্রা, ক। ২। সত্য-নারায়ণের সিণীতে পঞ্চদেবতার ভোগের ৫ ভাগের ১ ভাগ। প্রাদে। সং।

আটপর—আটপ্রহর (তাহা দেখ)।

আট-পিটে, -পিঠে—সকল বিষয়ে পটু; ক্লেশ-সহিষ্ণু; শ্রমশীল; ডাংপিটে, দুরন্ত, অবাধ্য, গোঁয়ার। দেশজ। বিণ।

আটপৌরে—বাটীতে পরিধেয়; সর্ব্বদা ব্যব-হার্য্য; সাধারণ; ইতর। দেশজ; বিণ।

আটপ্রহর—অষ্টপ্রহর, দিবারাত্র, দিনরাত; সমস্ত সময়; অহোরাত্রব্যাপী হরিনাম সংকীর্ত্তন। দেশজ। সং।

আটলা—আট, তাড়া; ভারবাহকের মাথায় দিবার বিঁড় বা বিঁড়ে। প্রাদেশিক। সং।

আটবিক—১। অটবীসম্বন্ধীয়; আরণ্য, বন্য। অটবী শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আটবিকী। ২। বন্য জন, অরণ্যচর ব্যাধাদি; আরণ্যক সেনা। সং; পু। [ষষ্টি শব্দের অপভ্রংশ।

আটষট্টি—৬৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। অষ্ট-

আটহাঁড়ি—বিবাহে স্ত্রী-আচারবিশেষ, বিবাহান্তে আটটী হাঁড়ি লইয়া বরকন্যার ঠাকুরালি। প্রাদেশিক।

আটা—স্থূল গোধূমচূর্ণ-বিশেষ; সুজি সহিত ময়দা; সংসক্তিসাধক বস্তু, আঠা। দেশজ। সং। [সংখ্যক। দেশজ।

আটাইশ, আটাশ—২৮ এই সংখ্যা বা তৎ-

আটা-কাটি, -কাঠি—ছোট পাখী ধরিবার জন্য আঠা লাগান কাঠি বা শলাকা; দৃঢ় প্রযত্ন; পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, নাছোড়বান্দা ভাব। প্রাদেশিক। [দেশজ।

আটাত্তর—৭৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক।

আটানই, আটানব্বই—৯৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ। [দেশজ।

আটান্ন—৫৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক।

আটাশ—আটাইশ দেখ।

আটাশি, আটাশী—৮৮ এই সংখ্যা বা তৎ-সংখ্যক। অষ্টাশীতি শব্দের অপভ্রংশ।

আটাশিয়া, আটাশে—গর্ভের অষ্টম মাসে প্রসূত (সন্তান), সুতরাং দুর্ব্বল বা অক্ষম; অষ্টাবিংশ (দিবস); মাসের অষ্টাবিংশ দিন। দেশজ।

আটি—১। শরালি পক্ষী। আ—অট (গমন করা) +ই ক। সং; পু। ২। শস্যাদির আঁটা। দেশজ। সং।

আটোপ—গর্ব্ব, দেমাক, অহঙ্কার; সংরম্ভ; সম্ভ্রম। আ—টুপ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আটোপ-টঙ্কার—দৃপ্তবাক্য, দম্ভোক্তি, জাঁক-জারি, বড়াই, আস্ফালন। মসী কর্ম্মধা। সং; পু। [দৃঢ়প্রযত্ন। গ্রাম্য। সং।

আঠা—সংসক্তিসাধক বস্তু, আটা; বৃক্ষনির্য্যাস;

আঠার—১৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ। [বিণ।

আঠাল—আঠাযুক্ত, চটচটে; বন্ধনশীল। দেশজ।

আড়—বক্র, তির্য্যক্, বাঁকা, টেরচা; অপাঙ্গ; প্রস্থ, বিস্তার। দেশজ।

আড়-ওড়—বাঁকচোর; আড়াল-বিড়াল, অন্ত-রাল; গাঁথোঁত; গুপ্তস্থল। দেশজ। সং।

আড়ং, আড়ঙ্গ—পণ্য বিক্রয়ের বা নির্ম্মাণের স্থান, গঞ্জ, খটি, হাট, বাজার; গোলা। দেশজ। সং।

আড়ংঘাটা, আড়ঙ্গঘাটা, আড়ঙ্ঘাটা—নৌকায় আরোহণ করিবার ঘাট বা স্থল। দেশজ। সং। [প্রাদে।

আড়ং-বাড়ং—বাঁকাচোরা; আগড়ম বাগড়ম।

আড়-কাট, -কাঠি—চা-বাগান প্রভৃতির জন্য কুলি-মজুর সংগ্রহকারী; সৈনিক সংগ্রাহক; জাহাজের জল-মাপা কর্ম্মচারী; জাহাজের পথপ্রদর্শক; কাণ্ডারী, কর্ণধার। প্রাদে-শিক। সং।

আড়কাঠ, -কাঠা—ঘরের উপরিভাগে আড়-দিকের কাঠ বা বাঁশ, আড়া, কড়ি। দেশজ। সং।

আড়কালা—ঈষৎ বধির। দেশজ। বিণ।

আড়গড়া—কাঠের বেড়া; কাষ্ঠবেষ্টিত স্থল; অশ্বশালা। দেশজ। সং।

আড়চা—সামান্য আড়, ঈষৎ বক্র বা কুটিল, আড়ে আড়ে; সামান্য সঙ্কেত বা ইঙ্গিত, ঠার, ইসারা; লালসা, লোভ। দেশজ।

আড়চাল—ঘরের আড় বা প্রস্থ দিকের চাল; আটচাল, লাঙ্গলের মুড়ার ছিদ্র মধ্যে ঈষ দৃঢ় সংযুক্ত করিবার গুঁজি; কাজলা, মেক; বিতস্তিপরিমাণ, বিঘত। দেশজ। সং।

আড়ত—পাইকারী বিক্রয়ের স্থান বা দোকান।

আড়তদার—আড়তের মালিক; আড়তরক্ষক।

আড়-পাগল, -পাগলা—অর্দ্ধোন্মাদ, আধখেপা।

আড়পার—ওপার, পরপার, অপর তীর। দেশজ। সং।

আড়বাঁক—আংশিক বক্রতা। দেশজ। সং।

আড়বাঁকা—আংশিক বক্র। দেশজ। বিণ।

আড়মাতলা—আধমাতাল, অর্দ্ধমত্ত। দেশজ।

আড়মাদলা—যাহার দৈর্ঘ্যের অনুপাতে বিস্তার অধিক; আড়ভাবাপন্ন, আড়াআড়ি। দেশজ।

আড়মোড়া—শরীরের বক্রতা বা আড়ষ্টভাব দূরী-করণ, আলস্যভঙ্গ। দেশজ। সং।

আড়ম্বর—তূর্য্যধ্বনি, রণবাদ্য; হস্তিধ্বনি; মেঘ-

ধ্বনি ; আরম্ভ ; বাহুল্য ; গর্ব্ব ; জাঁক ; সমারোহ, ঘটা ; হর্ষ ; ক্রোধ ; পদ্ম, অক্ষিলোম। আ—ডম্ব্ (প্রেরণ করা) +অর্ ভা। সং ; পু।

আড়ম্বর-রহিত, —বর্জ্জিত, —বিহীন, —শূন্য, —হীন—সমারোহ-বর্জ্জিত, ঘটাশূন্য, যাহাতে জাঁকজমক নাই ; গর্ব্বরহিত, নিরহঙ্কার, দেমাকশূন্য, বিনীত বা বিনয়ী। তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —রহিতা, —বর্জ্জিতা, —বিহীনা, —শূন্যা, —হীনা।

আড়ম্বরি, আড়ম্বরী—জাঁকজারি, আস্ফালন, ধুমধাম, ঘটা, দম্ভ, দর্প ; বহ্বারম্ভ। দেশজ। সং।

আড়ম্বরী (—রিন্)—সমারোহযুক্ত, ঘটাবিশিষ্ট, জাঁকাল ; গর্ব্বিত ; অহঙ্কারী, দেমাকযুক্ত। আড়ম্বর শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী আড়ম্বরিণী।

আড়রি—আড়ুরি (তাহা দেখ)।

আড়ষ্ট—অবশ ; অসাড় ; অবশাঙ্গ ; জড়সড়, সঙ্কুচিত। দেশজ। বিণ।

আড়সা—১। আড়ভাবাপন্ন, কুটিল, টেরা ; পরিত্যক্ত, বর্জ্জিত। দেশজ। বিণ। ২। আবর্জ্জনা, জঞ্জাল ; কুস্থান। সং।

আড়া—১। পোড়ো ঘরের স্থূল অবলম্বন দণ্ড ; কড়ি ; বর্ষাকালে মাঠ হইতে পুষ্করিণীতে প্রবাহিত জলের সহিত আগত ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত গর্ত্ত ও তাহার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ; আয়তন ; আকার। দেশজ। সং। ২। পরিমাণবিশেষ। আঢ়ক শব্দের অপভ্রংশ। আঢ়ক দেখ।

আড়াই—সার্দ্ধদ্বি, দুই এবং একের অর্দ্ধেক। দেশজ। বিণ। [দেশজ। সং।

আড়ানি—বড় পাখা ; একরকম বড় ছাতা।

আডাম সাহেব—ইনি ভারতের গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব্ হেষ্টিংসের কৌন্সিলের প্রধান মেম্বার অর্থাৎ সদস্য ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়া ইংল্যাণ্ড গমন করিলে আডাম সাহেব কয়েক মাস প্রতিনিধিগবর্ণর-জেনারেলরূপে কার্য্য করেন। ইঁহারই প্রযত্নে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিলোপ হওয়ায় ইনি সাধারণের অতিশয় অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

আড়ামোড়া—আড়মোড়া (তাহা দেখ)।

আড়ারি—আড়ুরি (তাহা দেখ)।

আড়াল—অন্তরাল ; ব্যবধান ; বেড়া। দেশজ।

আড়ি—১। শরালি পক্ষী [কথিত আছে যে কোনও সময়ে বিশ্বামিত্রের অভিশাপে বশিষ্ঠ মুনি আড়ি পক্ষীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। আ—অড় (গমন করা)+ই ক। সং ; পু। ২। পরিমাণবিশেষ। আঢ়ক শব্দের অপভ্রংশ। ৩। অন্য লোকদিগের কথোপকথন গোপনে শুনিবার জন্য গুপ্তভাবে অবস্থিতি ; অসদ্ভাব, অপ্রণয়, অসৌহৃদ্য। দেশজ। সং।

আড়ুরি, আড়ুলি—নদ্যাদির উচ্চ তীর ; নদীতীরস্থ উচ্চস্থান বা ভৃগু ; কাছাড় ; নদীগর্ভ ; ঢালু, গড়ানিয়া জায়গা। দেশজ। সং।

আড্ডা—অবস্থিতি স্থান, বাসা ; গাড়ী প্রভৃতি থাকিবার বা থামিবার স্থান, ষ্টেশন ; আপড়া ; অনেক লোক জটলা করিবার জায়গা। দেশজ। সং।

আঢ়ক—ধান্যাদির পরিমাণবিশেষ, চতুঃপ্রস্থ পরিমাণ, আড়ি ; দুই মণ ; (জ্যোতিষে) পরিমাণবিশেষ, আড়া [কেহ কেহ বলেন এই পরিমাণ শত যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন আয়ত, আবার কাহারও কাহারও মতে ত্রিশ যোজন আয়ত, শত যোজন বিস্তীর্ণ ও বিংশ যোজন গভীর]। আ—ঢৌক (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু বা ক্লী।

আঢ়কিক, আঢ়কীন—আঢ়ক পরিমিত বীজ বপনের উপযুক্ত (ক্ষেত্রাদি)। আঢ়ক শব্দ +ষ্ণিক, ঈন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —কিকী, —কীনা। [ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

আঢ়কী—অড়র বা অরহর কলায়। আঢ়ক+

আঢ়কীন—আঢ়কিক দেখ।

আঢাকা—যাহা ঢাকা নয়, অনাবৃত। অনাচ্ছাদিত, খোলা। প্রাদেশিক। বিণ।

আঢ্য—ধনী, ঐশ্বর্য্যশালী ; যুক্ত, বিশিষ্ট ; পূর্ণ ; সম্পন্ন। আ—ধ্যৈ (ধ্যান করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আঢ্যা। বি আঢ্যতা, আঢ্যত্ব।

আঢ্যঙ্করণ—১। সমৃদ্ধিসাধন, যদ্দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া যায়, যাহাতে ধনী করে। আঢ্য শব্দ —কৃ (করা)+অনট্ ণ। ২। ধনবান্ করণ, সমৃদ্ধিসম্পাদন, ধনী করা। … +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আঢ্যচর—ভূতপূর্ব্ব ধনী, যে পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। আঢ্য শব্দ+চরট্ ভূতপূর্ব্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আঢ্যচরী।

আঢ্যম্ভবিষ্ণু, আঢ্যম্ভাবুক—পূর্ব্বে ধনী ছিল না এক্ষণে হইয়াছে। আঢ্য শব্দ—ভূ (হওয়া) +খিষ্ণু, খুকঞ্ ক। বিণ ; ত্রি।

আণ—শব্দ, ধ্বনি। অণ (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

আণক—১। অল্প, ঈষৎ, ক্ষুদ্র, অপকৃষ্ট। আ—অণ (শব্দ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আণিকা। ২। রতিবিশেষ। সং ; ক্লী।

আণবিক—অণুসম্বন্ধীয় ; অণু দ্বারা সাধিত। অণু+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —বিকী।

আণবিক আকর্ষণ—আকর্ষণ দেখ।

আণবিক বিপ্রকর্ষণ—বিপ্রকর্ষণ দেখ।

আণবীন—অণুধান্য বপনের উপযুক্ত। অণু শব্দ +খীন তবাপ্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —না।

আণি—অস্রি, খড়্গাদির ধার ; সীমা ; রথচক্রের অগ্রস্থিত কীলক, গাড়ির চাকার বঁদিল। অণ (শব্দ করা)+ণিক। সং ; পু।

আণ্টাল, আণ্ডাল—বর্ত্তুল, গুলি ; ভাঁটা, সাহেবদের বিলিয়ার্ড খেলা।

আণ্টুনি—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। কেহ কেহ বলেন, ইনি ফরাসডাঙ্গার জনৈক বিখ্যাত ফরাসীর পুত্র। আবার কাহারও কাহারও মতে ইনি জাতিতে পর্ত্তুগীজ। ব্যবসায় কর্ম্ম উপলক্ষে ইনি এ দেশে আসিয়া ফরাসডাঙ্গায় বাস করেন। এখানে এক ব্রাহ্মণযুবতীর সহিত ইঁহার গুপ্ত প্রণয় হয়, এবং শেষে তাহাকে লইয়া গরীটির নিকটে বাস করেন। বহুদিন বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর সংসর্গে থাকিয়া ইনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। কবির গাওনা শুনিয়া ইনি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। ইনি প্রথমে এক হিন্দু কবিওয়ালার দলে প্রবেশ করেন ; পরে নিজেই দল বাঁধেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত সখের দল চালাইয়া ইঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। শেষে ইনি পেশাদারী দল করেন। তাহাতে আণ্টুনি যথেষ্ট অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি চাদর পরিধান করিতেন। ইঁহার নিজের গানেই আছে—"ভজন পূজন জানিনে মা জেতে ফিরিঙ্গী।"

আণ্ডা—ডিম্ব, ডিম। অণ্ড শব্দের অপভ্রংশ।

আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ—বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। প্রধান নগর পোর্ট ব্লেয়ার। দ্বীপগুলি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ;—গ্রেট আণ্ডামান (Great Andaman) ও লিটিল আণ্ডামান (Little Andaman)। প্রথমোক্তটি আবার তিন অংশে বিভক্ত,—উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আণ্ডামান। শেষোক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে প্রসিদ্ধ পোর্ট ব্লেয়ার বন্দর অবস্থিত। আণ্ডামান দ্বীপগুলি পাহাড় ও জঙ্গলে সমাকীর্ণ। জঙ্গলে গৃহসজ্জা নির্ম্মাণের উপযোগী নানাবিধ মূল্যবান্ বৃক্ষ আছে। জলে মৎস্য ও কচ্ছপ অপর্য্যাপ্ত। এখানকার কচ্ছপ বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া থাকে।

অত্রত্য আদিমনিবাসীরা নিগ্রো-জাতির শ্রেণীবিশেষ বলিয়া অনুমিত। পুরুষেরা কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ ও ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি। ইহাদের মস্তকের কেশ কুঞ্চিত ও মেষলোমের ন্যায়। ইহারা মৎস্য, কূর্ম্ম, শূকর ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ধনুর্ব্বাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র। "ডোঙ্গা" ইহাদের বাহন। ইহারা সাতিশয় সন্তরণপটু। স্ত্রীলোকেরা মুণ্ডিতমস্তক এবং দেখিতে পুরুষগণ অপেক্ষা কুৎসিত। ইহা-

দের তিনটির অধিক সন্তান হয় না; কেহ কেহ একেবারেই বন্ধ্যা। ইহারা সর্ব্বাঙ্গে গিরিমাটি মাখে এবং উল্কি পরে। পুরুষেরা একাধিক রমণী বিবাহ করে না। এজাতির মধ্যে ব্যভিচার-দোষ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ইহারা জঙ্গল-দেবতার আরাধনা করে। প্রথমতঃ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এইখানে একটি বন্দিনিবাস স্থাপিত হয়। কিন্তু স্থানের অস্বাস্থ্যকরতা, আদিমবাসীদিগের উপদ্রব এবং খাদ্যাদির অভাব-নিবন্ধন, ১৭৯৬ খৃঃ উক্ত নিবাস উঠাইয়া দিয়া বন্দিগণকে ভারতবর্ষে পুনরানয়ন করা হয়। পরন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পরে ১৮৫৮ খৃঃ এখানে বন্দি-নিবাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন আবাসের নাম "পোর্ট ব্লেয়ার" দেওয়া হয়। ১৭৬৯ খৃঃ নিকোবার দ্বীপ ইংরাজ অধিকারে আসে। ১৮৭২ খৃঃ আণ্ডামান ও নিকোবার দ্বীপ জনৈক চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। তিনি পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরে অবস্থান করেন। উক্ত অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো এই স্থানে সের আলী নামক জনৈক মুসলমানের ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

ভারতবর্ষের যে সকল অপরাধী আজীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে কিংবা দীর্ঘকালব্যাপী কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহারাই আণ্ডামান আবাসে প্রেরিত হয়। সেখানে তাহাদিগকে এমনভাবে কার্য্য করিতে হয়, যাহাতে তাহাদিগের স্বাবলম্বন ও সংযম শিক্ষা হয়। দশ বৎসর কাল এইভাবে থাকিয়া তাহারা "Ticket of Leave" প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে তাহারা দ্বীপ মধ্যে স্বাধীন-ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। তখন তাহারা কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে, বিবাহ করিতে পারে, কিংবা স্বদেশ হইতে পুত্র পরিবার আনাইয়া তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে পারে। সন্তোষজনক ব্যবহার প্রদর্শন করিলে, কেহ কেহ ২০ হইতে ২৫ বৎসর কাল অতীত হইলে একেবারে মুক্তিলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারে। বন্দিনিবাসে অবস্থানকালে, ইহাদিগের সন্তানগণকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়।

আণ্ডিল, আণ্ডীল, আণ্ডেল—ধনাঢ্য, অতি ধনী। দেশজ।

আণ্ডীর—বহু ডিম্ববিশিষ্ট। অণ্ড+ক (=আণ্ড) +ঈর অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রা।

আতঙ্ক—শঙ্কা, ভয়; রোগ, পীড়া; জ্বর; সন্তাপ; যাতনা; মুরজধ্বনি। আ—তনক (কষ্টে বাঁচা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আতঙ্কিত—শঙ্কিত, ভীত; সন্তপ্ত; রুগ্ন। আতঙ্ক +ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

আতঙ্গ—আতঙ্ক। আ—তন্‌গ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আতঞ্চন—নিক্ষেপ, ক্ষেপণ; গলিত দ্রব্যে চূর্ণ নিক্ষেপ; দুগ্ধে দম্বল দেওয়া; উপদ্রব; বেগ; আপ্যায়ন, তুষ্টিসাধন। আ—তন্‌চ +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আতত—১। বিস্তৃত; আরোপিত; প্রসারিত। আ—তন+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বীণাদি বাদ্য, মুরজধ্বনি। সং; ক্লী।

আততজ্য—অধিজ্য, বিস্তৃত ছিলাসম্পন্ন। আতত হইয়াছে জ্যা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আততায়ী (–য়িন্)—বধোদ্যত; অনিষ্টকারী; আক্রমণকারী। শাস্ত্রে ছয় প্রকার আততায়ীর উল্লেখ আছে, যথা—গৃহে অগ্নিদাতা, বিষপ্রয়োগকর্ত্তা, শস্ত্রপাণি (অর্থাৎ প্রাণ-ঘাতক), ধনাপহারী, ভূম্যপহারী, এবং দারাপহারী। আততায়ীকে বধ করিলে দোষ হয় না। আতত শব্দ—ই (গমন করা, ব্যাপা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আততায়িনী। বি আততায়িতা, —ত্ব।

আতপ—১। রবিকর, রৌদ্র। আ—তপ (তাপ দেওয়া)+অন্ ক। সং; পু। ২। ধান সিদ্ধ না করিয়া কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে ভানিয়া যে চাউল প্রস্তুত হয়। স্থানবিশেষে ইহাকে 'আরুয়া'ও বলে।

আতপ-তণ্ডুল—আলো চাল। আতপ দ্বারা কৃত তণ্ডুল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আতপত্র—ছত্র, ছাতা। উপ; আতপ শব্দ—ত্রৈ (রক্ষা করা)+ড ক। সং; ক্লী।

আতপত্রক—ছত্র, ছাতা। আতপত্র শব্দ+কন্ স্বার্থে। সং; ক্লী। [ক্লী।

আতপবারণ—আতপত্র, ছত্র। ৬তৎ। সং;

আতপাভাব—রৌদ্রহীনতা, অনাতপ, ছায়া। আতপের অভাব, ৬তৎ। সং; পু।

আতর—১। তরপণ্য, খেয়ার কড়ি, নদীপারার্থ নৌকাভাড়া। আ—তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+অল্ ণ। সং; পু। ২। সুগন্ধি দ্রব্য-বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

আতর্পণ—তৃপ্তিসম্পাদন; প্রীতকরণ; তৃপ্তি, প্রীতি, সন্তোষ; আলিপনা। আ—তৃপ (তৃপ্ত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আতস—১। অতসীসম্বন্ধীয়; শণবটিত; মসীনা-সূত্রনির্ম্মিত। অতসী শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আতসী। ২। আগুনের ঝাঁজ, উত্তাপ, আতপ; অনল। দেশজ। সং। ৩। সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিবার শক্তিসম্পন্ন। বৈদেশিক। বিণ।

আতসবাজি, –বাজী—অনলক্রীড়াবিশেষ, তুবড়ি হাউই প্রভৃতি। আতস (অগ্নি) বাজি (খেলা)। বৈদেশিক। সং।

আতসী—১। আতস দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অতসী পুষ্প। দেশজ। ৩। আতস কাচ। বৈদেশিক। সং। ৪। আগ্নেয়। বিণ।

আতা—সুখাদ্য ফলবিশেষ। আতৃপ্য শব্দের অপভ্রংশ।

আতাই—১। সামান্য অশিক্ষিত গায়ক, যে রীতিমত গান বাজনা শিক্ষা করে নাই অথচ উহাই তাহার পেশা। সং; পু। ২। ঢং; ভাণ। প্রাদেশিক। সং।

আতান্তর—১। ঘোর সঙ্কট, মহাবিপদ; উপায়হীন অবস্থা। সং। ২। বিপন্ন, সঙ্কটাপন্ন; উপায়হীন। প্রাদেশিক। বিণ।

আতাপী (–পিন্), আতায়ী (–য়িন্)—চিল, চিল পাখী। আ—তপ, তয়+ণিন্ ক। সং; পু। স্ত্রী আতাপিনী, আতায়িনী।

আতাম্র—ঈষৎ তাম্রবর্ণ, তামাটে, পাটল। বিণ বা সং।

আতার—আতর, তরপণ্য, নদী পার হইবার নৌকা ভাড়া। আ—তৃ (পার হওয়া)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আতালি—১। মঞ্চ, মাচা, ভারা, ছাদের নীচের কার্ণিশ। বৈদেশিক। ২। আলিপনা, এলুন। প্রাদেশিক। সং।

আতালিপাতালি—সর্ব্বত্র, চারিদিকে। দেশজ।

আতি—এতাবৎ, এত। প্রা, ক। আতিক্ত—ঈষৎ তিক্ত, আপতিত, তিতকুটে, আতিত। বিণ।

আতিত—অতিক্ত শব্দের অপভ্রংশ।

আতিথেয়—১। অতিথির উপযুক্ত; অতিথি-সেবার উপযোগী; অতিথিসেবাপরায়ণ। অতিথি শব্দ+ঢেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আতিথেয়ী। ২। অতিথিসেবার বস্তু। সং; ক্লী।

আতিথ্য—১। অতিথির ভাব বা অবস্থা, অতিথি হওয়া; অতিথিসেবা। অতিথি শব্দ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী। ২। অতিথি। সং; পু। ৩। অতিথির উপযুক্ত বা অতিথির নিমিত্ত আবশ্যক (দ্রব্যাদি)। বিণ; ত্রি।

আতিথ্যস্বীকার—অতিথি হওয়া [মদন, ফকীরের ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিল, অর্থাৎ অতিথি হইল]। ৬তৎ। সং; পু।

আতিদেশিক—অতিদেশপ্রাপ্ত, অন্যত্র আরোপিত। অতিদেশ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

আতিবিতি—আস্তে ব্যস্তে, শশব্যস্তে, সসম্ভ্রমে, ক্ষিপ্রতার সহিত, তাড়াতাড়ি। দেশজ।

আতিশয্য—আধিক্য। অতিশয় শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আতিষ্ঠদণ্ড—গোসমূহের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত। গোসমূহ যে কালে থাকে, এই অর্থে (তিষ্ঠৎ

+গো) অব্যয়ীভাব সমাসে নিপাতনে তির্ষ্ঠদগু ; পুনরায় আ এই উপসর্গের সহিত অব্যয়ীভাব সমাস। ব্য।

আতু—উড়ূপ, ভেলা। আ—তৃ (পার হওয়া) +ডু ণ। সং ; পু।

আতুর—রোগী, পীড়িত ; কাতর, অভিভূত। আ—তুর+ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আতুরা।

আতুরনিবাস, আতুরালয়, আতুরাবাস—চিকিৎসার্থী পীড়িত ব্যক্তিদিগের থাকিবার আশ্রম, হাঁসপাতাল। ৬তৎ। সং ; পু।

আতৃপ্য—১। তৃপ্তিসাধন যোগ্য ; প্রীতিকর। আ—তৃপ (তৃপ্ত করা)+ক্যপ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আতৃপ্যা। ২। আতাগাছ। সং ; পু। ৩। আতা ফল। সং ; ক্লী।

আতেলো—তৈলবিহীন। প্রাদেশিক। বিণ।

আতোদ্য—তত (বীণাদি বাদ্য), অনদ্ধ (মুরজাদি বাদ্য), শুষির (বংশাদি বাদ্য), ঘন (কাংস্য-তালাদি বাদ্য), এই চতুর্বিধ বাদ্য ; বাদ্য-মাত্র, বাজনা ; বাদ্যযন্ত্র। আ—তুদ (পীড়ন করা)+ঘ্যণ্ র্ম। সং ; ক্লী।

আত্ত—গৃহীত ; হৃত। আ—দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আত্তা।

আত্তগন্ধ—গৃহীতগন্ধ, আঘ্রাত ; হতগর্ব্ব, পরাভূত। আত্ত (গৃহীত) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—গন্ধা।

আত্তগর্ব্ব—হৃতগর্ব্ব, পরাভূত। আত্ত (হৃত) হইয়াছে গর্ব্ব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

আত্তদণ্ড—গৃহীতদণ্ড, দণ্ডপাণি। আত্ত হইয়াছে দণ্ড যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—দণ্ডা।

আত্তশস্ত্র—গৃহীতশস্ত্র, ধৃতাস্ত্র, শস্ত্রপাণি। আত্ত (গৃহীত) শস্ত্র যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

আত্তি—অন্তর, মন ; মনের সাধ, আকাঙ্ক্ষা ; আত্মীয়তা, মমতা। প্রাদেশিক। সং।

আত্তিগুড (আত্তিগুড়)—কথার বশ, সুবাধা ; লোকপ্রিয় ; মমতাশালী। প্রাদে। বিণ।

আত্ম—আত্মন্ শব্দের রূপ। আত্মা দেখ।

আত্মকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—স্বকীয় কর্ম্ম, স্বজাতির করণীয় কার্য্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মকলহ—আপনা আপনির মধ্যে ঝগড়া, স্বজনবিরোধ, গৃহবিবাদ, অন্তর্বিগ্রহ। ৭তৎ। সং ; পু।

আত্মকৃত—স্বকৃত, নিজের অনুষ্ঠিত। আত্মকর্ত্তৃক কৃত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা।

আত্ম-ক্ষমতা—আপনার ক্ষমতা, নিজ শক্তি, স্বকীয় সামর্থ্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মগত—স্বগত, মনে মনে ; আত্মনিষ্ঠ। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা।

আত্মগরিমা (—গরিমন্)—নিজগৌরব। আত্মার গরিমা (গৌরব), ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মগুণ—বুদ্ধি হর্ষ অভিলাষ চেষ্টা ঘৃণা পরিমাণ সংখ্যা মিলন বিচ্ছেদ বিরহ গুণরাহিত্য ধারণা মেধা স্মৃতি আত্মার এই চতুর্দ্দশ প্রকার গুণ। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মগুণাভিমানী (—মানিন্)—যে আপনার গুণের গর্ব্ব বা অভিমান করে। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—মানিনী।

আত্মগুপ্ত—১। আপনাতে লুকায়িত ; অপ্রকাশিতভাবে অবস্থিত। ৭তৎ। ২। স্বরক্ষিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আত্মগুপ্তা।

আত্মগুপ্তা—১। আত্মগুপ্ত দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। আলকুশী। ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মগোপন—মনোগত ভাবাদির অপ্রকাশ ; যাহাতে মনের ভাব প্রকাশিত না হয়, এরূপভাবে কার্য্য করা ; লুকায়ন ; লুকাইয়া থাকা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মগৌরব—আত্মাভিমান, নিজের গরিমা, স্বকীয় গুরুত্ব। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মগ্রাহিতা,—ত্ব—স্বার্থপরতা, উদরম্ভরিতা। আত্মগ্রাহী দেখ ; আত্মগ্রাহিন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মগ্রাহী (—হিন্)—স্বার্থপর, উদরম্ভরি, স্বোদরপূরক। আত্মন্ শব্দ—গ্রহ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী আত্মগ্রাহিণী।

আত্মগ্লানি—কোনও অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনোমধ্যে যে গ্লানি জন্মে, তাহাকে আত্মগ্লানি বলে। আত্মগ্লানিই পাপকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মঘাত—১। আত্মহত্যা। আত্মার ঘাত (হনন), ৬তৎ। ২। অজ্ঞানতা। আত্মার ঘাত হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

আত্মঘাতক—আত্মঘাতী, আত্মহত্যাকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ঘাতিকা।

আত্মঘাতী (—তিন্)—আত্মহত্যাকারী, নিজজীবন-নাশক। উপ ; আত্মন্—হন (নাশ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী আত্মঘাতিনী।

আত্মঘৃণা—নিজের প্রতি ধিক্কার। ৬তৎ। [সং ; স্ত্রী।

আত্মঘোষ—কাক ; কুক্কুট, মোরগ। উপ ; আত্মন্ শব্দ—ঘুষ+ক ক। সং ; পু।

আত্মজ—১। সন্তান, পুত্র। উপ ; আত্মন্ শব্দ—জন+ড ক। সং ; পু। ২। নিজ দেহ হইতে জাত ; স্বয়ং সঞ্জাত, আপনিই উৎপন্ন, স্বয়ম্ভু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আত্মজা।

আত্মজন্ম (—জন্মন্)—আপনার উৎপত্তি, পুত্ররূপে আত্মোৎপত্তি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মজন্মা (—জন্মন্)—পুত্র বা কন্যা। আত্মা হইতে জন্ম যাহার, বহু। সং ; পু বা স্ত্রী।

আত্মজা—১। নিজ দেহ হইতে জাতা ; স্বয়মুৎপন্না। আত্মজ দেখ। আত্মজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কন্যা, দুহিতা। সং ; স্ত্রী।

আত্মজ্ঞ—পণ্ডিত, বুধ ; আপনার অবস্থা জানে অর্থাৎ বুঝিতে পারে এরূপ ; পরমাত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট, তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট। উপ ; আত্মন্ শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আত্মজ্ঞা। বি আত্মজ্ঞতা।

আত্মজ্ঞান—আপনাকে জানা, নিজে কি তাহা বুঝা ; পরমাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মস্বরূপপরিজ্ঞান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মতত্ত্ব—আত্মযাথার্থ্য, আত্মার স্বরূপ, আত্মার প্রকৃত অবস্থা ; আত্মরহস্য, আপনার স্বরূপ, নিজের প্রকৃত অবস্থা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ—পরমাত্মযাথার্থ্যজ্ঞানী, ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানী। উপ ; আত্মতত্ত্ব—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—জ্ঞা।

আত্মতা—পরমাত্মতা, ব্রহ্মস্বরূপত্ব ; আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, প্রণয়। আত্মন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

আত্মতিরস্কার—আপনাকে ভর্ৎসনা, নিজনিন্দা ; আপনাকে ধিক্কার, আত্মঘৃণা। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মতুল্য—নিজতুল্য, আপনার সমান, স্বসদৃশ, নিজের মত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মত্যাগ—আত্মহত্যা ; জগতের উপকারার্থ ধনাদির কথা দূরে থাকুক, আত্মাকে (শরীরকে) পর্য্যন্ত ত্যাগ করা ; স্বার্থবিসর্জ্জন। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মত্যাগী (—গিন্)—আত্মঘাতী, বিষশস্ত্রাদি দ্বারা আত্মহননকারী ; আত্মবিসর্জ্জনকারী, স্বার্থবর্জ্জনকারী। আত্মার ত্যাগী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী আত্মত্যাগিনী।

আত্মত্রাণ—আত্মরক্ষা, আপনাকে বাঁচান ; নিজের বিপদুদ্ধার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মত্ব—আত্মতা (সকল অর্থে)। আত্মন্ শব্দ +ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

আত্মদমন—আত্মসংযম, কামক্রোধাদি রিপুগণের শাসন, ইন্দ্রিয়-নিরোধ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মদর্শ—দর্পণ, মুকুর, আদর্শ। উপ ; আত্মন্ শব্দ—দৃশ+অল্ অধি। সং ; পু।

আত্মদর্শক—আপনাকে ভাল করিয়া দেখে যে, স্বকীয় দোষগুণের প্রতি দৃষ্টিস্থাপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—দর্শিকা।

আত্মদর্শন—পরমাত্ম সাক্ষাৎকার ; ঈশ্বরলাভ ; জীবাত্মাকে দেখা ; আপনার দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মদর্শিতা—আত্মদর্শীর ভাব বা কার্য্য। আত্মদর্শিন্+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আত্মদর্শী (—র্শিন্)—আপনাকে ভাল করিয়া দেখে এরূপ, স্বকীয় দোষগুণের প্রতি লক্ষ্যকারী। উপ ; আত্মন্ (আপনাকে)—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী আত্মদর্শিনী।

আত্মদান—আত্মোৎসর্গ, আত্মত্যাগ ; স্বার্থবিসর্জ্জন, আত্মার দান, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মদোষ—নিজদোষ, স্বকৃত অপরাধ। আত্মার দোষ, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মদোষ-ক্ষালন,—খণ্ডন—স্বকৃত দোষ খণ্ডন, নিজের নির্দ্দোষতাজ্ঞাপন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মদোষজ্ঞ—যে নিজের দোষ বুঝিতে পারে। উপ; আত্মদোষ—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি।

আত্মদ্রোহ—নিজের অনিষ্টাচরণ; আত্মহত্যা। আত্মার দ্রোহ, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মদ্রোহিতা,—ত্ব—আত্মদ্রোহীর ভাব বা কার্য্য; নিজের অনিষ্টসাধন; আত্মবিনাশ, আত্মহত্যা। আত্মদ্রোহী দেখ। আত্মদ্রোহিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মদ্রোহী (—হিন্)—আত্মপীড়নকারী; নিজের অনিষ্টকারী; আত্মঘাতী; সদাবিষণ্ণ। উপ; আত্মন্ (আপনাকে)—দ্রুহ (পীড়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আত্মদ্রোহিণী।

আত্মন্—আত্মা দেখ।

আত্মনাশ—স্বহস্তে আপনার প্রাণবধ, আত্মহত্যা, আত্মদ্রোহ। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মনাশক—আত্মদ্রোহী, আত্মঘাতী, আত্মহত্যাকারী। আত্মার নাশক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মনাশিকা।

আত্মনাশী (—শিন্)—আত্মঘাতী, আত্মহত্যাকারী। উপ; আত্মন্—নশ (নাশ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—নাশিনী।

আত্মনিগ্রহ—আপনাকে ক্লেশ প্রদান; আত্মসংযম; ইন্দ্রিয়দমন। আত্মার নিগ্রহ, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মনিন্দা—নিজেই নিজের নিন্দা করা, আত্মতিরস্কার, আত্মগ্লানি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মনিমগ্ন—যে আত্মাতেই ডুবিয়া রহিয়াছে, একমাত্র আত্মসংক্রান্ত বিষয়পরায়ণ, বাহ্যবিষয়ে অলিপ্ত ও অন্তর্বিষয়ে একান্ত লিপ্ত; আপনার বিষয় লইয়া এরূপ ব্যস্ত যে অপরের বিষয় দেখিতে শুনিতে পায় না। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মগ্না।

আত্মনির্ভর—আপনার প্রতি নির্ভর, অন্যের প্রতি নির্ভর না করা, স্বাবলম্বন; ঈশ্বরে নির্ভর। ৭তৎ। সং; পু।

আত্মনির্ভরকারী (—কারিন্)—যে আপনার উপর নির্ভর করে, অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না; স্বাবলম্বী; আত্মপ্রত্যয়ী। উপ; আত্মনির্ভর শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আত্মনির্ভরকারিণী।

আত্মনির্ভরশীল—আত্মনির্ভরকারী, স্বাবলম্বী; আত্মপ্রত্যয়ী; ভগবানে প্রত্যয়বান্। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মনির্ভরশীলা।

আত্মনিবিষ্ট—আপনাতে ডুবিয়া আছে এরূপ, আত্মনিমগ্ন। আত্মাতে বা আত্মতে নিবিষ্ট, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

আত্মনিবেদন—আপনার বিষয় বিনীতভাবে জ্ঞাপন; আত্মোৎসর্গ, স্বার্থবিসর্জ্জন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মনিষ্ঠ—আত্মদর্শী; আত্মজ্ঞানান্বেষী; ব্রহ্মনিষ্ঠ; আত্মগত। আত্মতে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মনিষ্ঠা।

আত্মনিষ্ঠা—১। আত্মদর্শিনী, ইত্যাদি। বহু; আত্মনিষ্ঠ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। আত্মদর্শিতা, আত্মজ্ঞানান্বেষণ; ব্রহ্মনিষ্ঠা। আত্মাতে নিষ্ঠা, ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মনীন—১। আত্মহিতকারী; আত্মসম্বন্ধীয়, আপনার; পথ্য। আত্মন্ শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মনীনা। ২। পুত্র; শ্যালক; বিদূষক। সং; পু।

আত্মনীনা—১। আত্মহিতকারিণী, ইত্যাদি। আত্মনীন দেখ। আত্মনীন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা। সং; স্ত্রী।

আত্মনেপদ—(ব্যাকরণে) যে তিঙ্ আত্মফলভাগিত্ব প্রকাশ করে। সং; ক্লী।

আত্মপর—১। আপন জন ও অপর জন। ২। আত্মম্ভরি, স্বার্থপরায়ণ; আত্মনিষ্ঠ; ব্রহ্মনিষ্ঠ। আত্মাতে পর। আসক্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরা। বি,—পরতা, ত্ব।

আত্মপরভেদ—স্বজন ও অপর ব্যক্তি এইরূপ পার্থক্য। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মপরায়ণ—স্বার্থপর আত্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ। আত্মা হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, ণা।

আত্মপরিচয়—স্বীয় পরিচয়, "আমার নাম এই, আমি অমুকের সন্তান, এই এই কার্য্য করি এবং আমার বাস অমুক স্থানে" ইত্যাদি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আপনার বিষয় জ্ঞাপন। আত্মার পরিচয়, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মপরীক্ষা—আপনাকে ভাল করিয়া দেখা বা বুঝা, আত্মদর্শন, আত্মদর্শিতা। আত্মার পরীক্ষা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মপীড়ন—আপনাকে ক্লেশ দেওয়া, স্বয়ং কষ্ট ভোগ করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মপীড়া—আপনাকে ক্লেশপ্রদান, আত্মনিগ্রহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মপূজক—যে আপনাকে দেবতা জ্ঞানে বা দেবতার ন্যায় আরাধনা করে। আত্মার পূজক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পূজিকা।

আত্মপূজন,—পূজা—আপনাকে দেবতাজ্ঞানে বা দেবতার ন্যায় আরাধনা করা। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আত্মপোষক—যে নিজে নিজের পোষণ করে, স্বপালক; যে আপনার পেট ভরায়, আত্মম্ভরি। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পোষিকা।

আত্মপোষণ—নিজে নিজের পুষ্টিসাধন করা; স্বপালন; কেবল আপনার পেটভরান, আত্মম্ভরিতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মপ্রকাশ—স্বরূপপ্রকটন; নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন; আপনার পরিচয় প্রদান। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মপ্রতারক—আত্মবঞ্চক (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মপ্রতারিকা।

আত্মপ্রতারণ—আত্মপ্রতারণা (সকল অর্থে)। আত্মার প্রতারণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মপ্রতারণা—আত্মবঞ্চন, দানভোগহীন জীবনযাপন; মনকে ভুল বুঝান, কোন পাপকার্য্য করিয়া "ইহা এ অবস্থায় পাপ নহে" বলিয়া মনে প্রবোধদান। আত্মার প্রতারণা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মপ্রতিজ্ঞা—স্বীয় পণ, নিজের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মপ্রতিশ্রুতি—স্বীয় প্রতিজ্ঞা, আপনার অঙ্গীকার। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মপ্রত্যয়—নিজশক্তিগত বিশ্বাস; ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভগবানে নির্ভর। ৭তৎ। সং; পু।

আত্মপ্রত্যয়শীল—আত্মপ্রত্যয়ী (সকল অর্থে)। আত্মপ্রত্যয় শীল আছে অর্থে। বিণ; ত্রি।

আত্মপ্রত্যয়ী (—য়িন্)—নিজ শক্তিতে বিশ্বাসকারী; ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্, ব্রহ্মে নির্ভরশীল। আত্মপ্রত্যয় শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আত্মপ্রত্যয়িনী।

আত্মপ্রমাদ—নিজ ভ্রম, আপনার ভুল; চিত্তবিভ্রম, আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া। আত্মার প্রমাদ, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মপ্রমাদী (—দিন্)—নিজভ্রমযুক্ত; চিত্তবিভ্রমযুক্ত, যে আপনাকে ভুলিয়া যায়। আত্মপ্রমাদ শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আত্মপ্রমাদিনী।

আত্মপ্রবঞ্চক—আত্মবঞ্চক (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বঞ্চিকা।

আত্মপ্রবঞ্চন,—প্রবঞ্চনা—আত্মপ্রতারণা (সকল অর্থে)। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আত্মপ্রশংসা—আত্মশ্লাঘা, নিজেই নিজের সুখ্যাতি করণ, 'আপনার ঢাক আপনি বাজান'। আত্মার প্রশংসা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মপ্রশ্রয়—নিজ প্রবৃত্তিকে অযথা আদর বা নাই দেওয়া; যথেচ্ছ ভোগসুখে প্রবৃত্ত হওয়া। আত্মার প্রশ্রয়, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মপ্রশ্রয়ী (—য়িন্)—নিজ প্রবৃত্তিকে অযথা আদর প্রদানকারী, যে যথেচ্ছ ভোগসুখে রত হয়। আত্মপ্রশ্রয় শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—প্রশ্রয়িণী।

আত্মপ্রসাদ—কোন সৎকর্ম্ম করিলে মনে যে সুখসঞ্চার হয়। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মপ্রাধান্য—স্বীয় শ্রেষ্ঠতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

[—১। আপনার বন্ধু, নিজের মিত্র; স্বজন, আত্মীয়; (দায়ভাগে) নিজের পিতৃষ্বসৃপুত্র, মাতৃষ্বসৃপুত্র, এবং মাতুলপুত্র, ৭৫

তিন প্রকার আত্মবন্ধু। ৬তৎ। ২। স্বজন ও বান্ধব। বন্ধু। সং; পু।

আত্মবলি—আপনাকে বলি দেওয়া, অর্থাৎ আত্মোৎসর্গ, স্বার্থত্যাগ; নিজ সুখ বিসর্জ্জন। আত্মার বলি, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মবলিদান—পরোপকারার্থে নিজজীবনোৎসর্গ; নিজসুখবিসর্জ্জন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মবুদ্ধি—স্বকীয় বোধশক্তি, নিজধী; আত্মবোধ, আত্মজ্ঞান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মবোধ—ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান, আত্মসাক্ষাৎকার; আত্মবিষয়ক জ্ঞান। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মভর্ৎসনা—আত্মতিরস্কার, আত্মঘৃণা, আত্মগ্লানি, আত্মনিন্দা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মভব—১। মনোজাত, মানসজন্মা। আত্মা হইতে ভব (জন্ম) যাহার, বহু; কিংবা আত্মা হইতে ভব (উৎপন্ন), ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভবা। ২। কামদেব, কন্দর্প। ৩। আত্মবিদ্যমানতা। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মভাব—স্বকীয় ভাব বা প্রকৃতি; স্বভাব। আত্মার ভাব, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মভূ—১। স্বয়ং উৎপন্ন। আত্মন্ শব্দ—ভূ (হওয়া)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; কন্দর্প। সং; পু।

আত্মমর্য্যাদা,—মান,—সম্ভ্রম,—সম্মান—নিজের সম্ভ্রম, আপনার মান; আত্মসমাদর, আত্মগৌরব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী, পু, পু, পু।

আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, আত্মসম্মানজ্ঞান—নিজমানের বোধ, আত্মগৌরবের ধারণা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানহীন, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন—যাহার নিজ মানের বোধ নাই, যে আপনার গৌরব বুঝে না; আত্মসমাদর-রহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হীনা।

আত্মমর্য্যাদা,-বর্জ্জিত,—বিহীন,—শূন্য,—হীন—যাহার নিজের মানবোধ নাই, যে আত্মগৌরবের মর্ম্ম বুঝে না। ৩তৎ, ও ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্জ্জিতা,—বিহীনা,—শূন্যা,—হীনা।

আত্মমর্য্যাদাশালী (—শালিন্), আত্মসম্ভ্রমশালী (—শালিন্)—যাহার নিজের মানবোধ আছে, যে আপনার সম্ভ্রমের মর্ম্ম বুঝে; আত্মসমাদরবিশিষ্ট, আত্মগৌরব-যুক্ত। আত্মমর্য্যাদা, আত্মসম্ভ্রম+শালিন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আত্মমর্য্যাদাশালিনী।

আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন—আত্মমর্য্যাদাশালী (সকল অর্থে)। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আত্মমানী (—মানিন্)—আত্মমর্য্যাদাশালী (সকল অর্থে)। আত্মমান শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আত্মমানিনী।

আত্মমূলী—দুরালভা লতা, যবাস। আত্মাই মূল যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

আত্মম্ভরি—স্বোদরমাত্রপূরক; স্বার্থপর। উপ; আত্মন্ শব্দ—ভৃ+খি ক। বিণ; ত্রি।

আত্মম্ভরিতা, আত্মম্ভরিত্ব—স্বোদরমাত্রপূরণ, আত্মপোষণ; স্বার্থপরতা। আত্মম্ভরি শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মযোনি—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; কামদেব। আত্মাই যোনি যাহার, বহু। সং; পু।

আত্মরক্ষা—১। আত্মত্রাণ; আপনাকে বাঁচান, নিজের অনিষ্ট নিবারণ। ৬তৎ। ২। মহেন্দ্রবারুণী, বড় মাকাল। আত্মাকে (আপনাকে) রক্ষা করে যে স্ত্রী এই বাক্যে উপ; আত্মন—রক্ষ+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

আত্মরক্ষার্থ—আত্মত্রাণের নিমিত্ত, আপনাকে বাঁচাইবার জন্য। আত্মরক্ষার নিমিত্ত ইহা এই বাক্যে নিত্যসমাস। বা।

আত্মরক্ষার্থে—আত্মত্রাণের নিমিত্তে, আপনাকে বাঁচাইবার জন্য। আত্মরক্ষার অর্থে (নিমিত্তে), ৬তৎ। বা।

আত্মরূপ—১। আপনার সাদৃশ্য; নিজের শ্রী। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। আপনার রূপে আপনি প্রকাশমান। আত্মাই রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মরূপা।

আত্মলাভ—নিজের লাভ, উৎপত্তি; জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান। আত্মার লাভ, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মলীন—আপনাতে লয় প্রাপ্ত, আত্মনিমগ্ন। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

আত্মবঞ্চক—আত্মবঞ্চনাকারী; শান্তিভোগহীন জীবনযাপক; যে আপনার মনকে ভুল বুঝায়, পাপকার্য্য করিয়া তাহা পাপ নয় বলিয়া যে মনকে প্রবোধ দেয়। আত্মার বঞ্চক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বঞ্চিকা।

আত্ম-বঞ্চন,—বঞ্চনা—আত্মপ্রতারণা (সকল অর্থে)। ৬তৎ। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আত্মবৎ—১। আপনার ন্যায়, নিজের মত। আত্মন্ শব্দ+বৎ তুল্যার্থে। বা। ২। আত্মবান্ দেখ। বিণ; ত্রি।

আত্মবত্তা—আত্মসাদৃশ্য, সকলকেই আপনার মত জ্ঞান, ভেদবুদ্ধিরাহিত্য, পক্ষপাতবিরহ; মনস্বিতা। আত্মবৎ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

আত্মবশ—আপনার বশ, স্বায়ত্ত, স্বাধীন, আপনার ইচ্ছানুসারে গতিবিধি করিতে সমর্থ। আত্মার বশ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বশা।

আত্মবান্ (—বৎ)—স্বত্ববান্; মনস্বী। আত্মন্+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আত্মবতী।

আত্মবিকাশ—স্বকীয় স্ফূর্ত্তি; স্বীয় পুষ্টি; আত্মপ্রকাশ। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মবিক্রয়—আপনাকে বেচা, অর্থাৎ অর্থলোভে অন্যের হীনানুগতা; নিতান্ত চাটুকারতা। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মবিক্রয়ী (—ক্রয়িন্)—আত্মবিক্রেতা (তাহা দেখ)। উপ; আত্মন্—বি—ক্রী+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বিক্রয়িণী।

আত্মবিক্রেতা (—ক্রেতৃ)—আত্মবিক্রয়কারী, যে আপনাকে বেচে, অর্থাৎ অর্থবশ হইয়া পরের আনুগত্যকারী; হীন চাটুকার। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—বিক্রেত্রী।

আত্মবিগ্রহ—আপনা আপনি লোকের মধ্যে বিরোধ, গৃহবিবাদ, অন্তর্বিচ্ছেদ। আত্মাতে বিগ্রহ, ৭তৎ। সং; পু।

আত্মবিচ্ছেদ—আত্মবিরহ, আপনা আপনি লোকের মধ্যে অপ্রণয় বা বিবাদ, গৃহবিবাদ, অন্তর্বিগ্রহ। ৭তৎ। সং; পু।

আত্মবিৎ (—বিদ্)—আত্মজ্ঞ; পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মবিৎ; জ্ঞানী। উপ; আত্মন্ শব্দ—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

আত্মবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা; অধ্যাত্মবিদ্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আত্মবিনাশ—আত্মনাশ, আত্মঘাত, আত্মহত্যা। আত্মার বিনাশ, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মবিনাশক—আত্মনাশ-কর্ত্তা, আত্মহত্যাকারী, আত্মঘাতী। আত্মার বিনাশক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বিনাশিকা।

আত্মবিনাশী (—শিন্)—আত্মনাশক, আত্মঘাতী। উপ; আত্মন্—বি—নশ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বিনাশিনী।

আত্মবিরোধ—আপনার লোকের সহিত কলহ; নিজের বৈপরীত্য। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মবিরোধী (—ধিন্)—স্বজনসহ কলহকারী, গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত; নিজেরই বিপরীত। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—বিরোধিনী।

আত্মবিশ্বাস—নিজ শক্তিতে বিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়। আত্মাতে বিশ্বাস, ৭তৎ। সং; পু।

আত্মবিশ্বাসী (—সিন্)—নিজ শক্তিতে বিশ্বাসবান্; আত্মপ্রত্যয়ী। আত্মাতে বিশ্বাসী, ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—বিশ্বাসিনী।

আত্মবিসর্জ্জন—আত্মত্যাগ; স্বার্থত্যাগ; জীবনত্যাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মবিস্মরণ, আত্মবিস্মৃতি—নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া যাওয়া, আপনার দোষগুণাদির প্রতি লক্ষ্য না করা। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আত্মবিস্মরণশীল—আত্মবিস্মৃতিপরায়ণ, যে সহজেই আপনার অবস্থা বা কার্য্যাদি ভুলিয়া যায়; নিজ দোষগুণাদির প্রতি লক্ষ্যহীন। আত্মবিস্মরণ শীল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা। বি,—শীলতা,—ত্ব।

আত্মবিস্মৃত—নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ; আপনার দোষগুণাদির প্রতি লক্ষ্যহীন বা তাহা বুঝিতে অক্ষম। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্মৃতা।

আত্মবিস্মৃতি—আত্মবিস্মরণ দেখ। সং; স্ত্রী।

আত্মবিস্মৃতিপর—আত্মবিস্মরণশীল (সকল অর্থে)। ৬তৎ ও ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —পরা। বি, —পরতা, —পরত্ব।

আত্মবিস্মৃতিপরায়ণ—আত্মবিস্মরণশীল (সকল অর্থে)। আত্মবিস্মৃতি পর (প্রধান) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —পরায়ণা। বি, —পরায়ণতা, —ত্ব।

আত্মবিহ্বল—আপনার বিষয়ে একান্ত অভিভূত। আত্মাতে বিহ্বল, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —বিহ্বলা। বি, —বিহ্বলতা, —ত্ব।

আত্মবেদিতা, —ত্ব—আত্মবেদীর ভাব, আত্মজ্ঞতা, স্বরূপজ্ঞতা। আত্মবেদিন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মবেদী (—দিন্)—আত্মবিৎ, আত্মজ্ঞ ; স্বরূপজ্ঞ, আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে সমর্থ। উপ ; আত্মন্—বিদ (জানা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —বেদিনী।

আত্মশক্তি—নিজ সামর্থ্য, স্বকীয় বল, আপনার ক্ষমতা ; সহজ শক্তি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মশল্যা—শতাবরী ; শতমূলী। আত্মার শল্যতুল্যা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মশাসন—১। মনঃ ও বহিরিন্দ্রিয়ের দমন। আত্মার শাসন, ৬তৎ। ২। স্বায়ত্তশাসন, রাজার অনুমতিক্রমে আপনারাই (প্রজারাই) আপনাদিগের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা। আত্মা দ্বারা শাসন, ৩তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মশিক্ষা—১। আপনার শিক্ষাবিধান। ৬তৎ। ২। নিজে নিজে শিখা। ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মশিক্ষিত—যে নিজে নিজে শিখিয়াছে ; স্বয়মর্জ্জিতবিদ্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মশুদ্ধি, আত্মশোধন—নিজের পবিত্রতা, আপনার নির্দ্দোষতা ; চিত্তশোধন, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা স্বকৃত পাপের খণ্ডন। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মশ্লাঘা—আত্মপ্রশংসা, স্বকীয় সুখ্যাতি ; আপনাকে খুব বড় বা ভাল বলিয়া বর্ণন, নিজের বড়াই বা জাঁকজারি। আত্মার শ্লাঘা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মশ্লাঘী (—ঘিন্)—আত্মপ্রশংসাকারী, আপনাকে খুব বড় বা ভাল বলিয়া বর্ণনাকারী, যে নিজের বড়াই করে। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —শ্লাঘিনী।

আত্মসংক্রান্ত—স্বসম্বন্ধীয়, আপনার, নিজের। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ক্রান্তা।

আত্মসংযম—আত্মদমন, ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়তা। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মসংযমী (—যমিন্)—ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী, জিতেন্দ্রিয়। আত্মসংযম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, —সংযমিনী।

আত্মসংবরণ—উপস্থিত স্বীয় দুঃখাদির সংগোপন ; আত্মদমন, চিত্তনিরোধ। আত্মার সংবরণ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মসংশয়, আত্মসন্দেহ—১। আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ বা অবিশ্বাস। ৬তৎ। ২। আপনার শক্তিতে বিশ্বাসের অভাব ; মনে মনে সন্দেহ। ৭তৎ। সং ; পু।

আত্মসংশয়ী (—শয়িন্)—আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহবিশিষ্ট ; আপনার কার্য্যে বা কথায় সন্দেহযুক্ত। আত্মসংশয়+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, —সংশয়িনী।

আত্মসংশোধক—নিজ চরিত্রের শোধনকর্ত্তা, যে আপনার চালচলন শোধরায়। আত্মার সংশোধক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ধিকা।

আত্মসংশোধন—নিজ চরিত্র বিশুদ্ধ করণ, আপন স্বভাবের দোষ ত্রুটি শোধরান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মসংস্রব—নিজের সংস্রব, স্বসম্পর্ক। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মসদৃশ—নিজ তুল্য, আপনার মত। ৬তৎ। [বিণ ; ত্রি।

আত্মসমর্থন—আপনাকে সমর্থিত করা, নিজে যাহা বলিয়াছে বা করিয়াছে তাহা প্রমাণসিদ্ধ করণ। আত্মার সমর্থন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মসমর্পণ—আপনাকে দান করা ; নিজেকে কাহারও হাতে সঁপিয়া দেওয়া ; আপনাকে ও আপনার লোকদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বিপক্ষের অধীনতা স্বীকার করা। আত্মার সমর্পণ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মসমাদর—আত্মাদর, আত্মগৌরব ; আত্মসম্ভ্রম, আত্মমর্য্যাদা। আত্মার সমাদর, ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মসমালোচন, —লোচনা—নিজ দোষগুণাদির বিচার। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আত্মসম্পর্ক—স্বকীয় সম্বন্ধ ; আত্মসংস্রব। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মসম্পর্কীয়—স্বসম্পর্কীয়, সম্বন্ধবিশিষ্ট ; আত্মসংক্রান্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —কীয়া।

আত্মসম্বন্ধ—আত্মসম্পর্ক, স্বসম্বন্ধ। ৬তৎ। সং।

আত্মসম্বন্ধীয়—আত্মসম্পর্কীয় ; স্বসংক্রান্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ন্ধীয়া।

আত্মসম্ভব—কামদেব, কন্দর্প ; পুত্র। আত্মা হইতে সম্ভব যাহার, বহু। সং ; পু।

আত্মসম্ভবা—আত্মজা, কন্যা। আত্মা হইতে সম্ভব (জন্ম) যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী।

আত্মসম্ভ্রম—আত্মমর্য্যাদা দেখ। সং ; পু।

আত্মসম্ভ্রমসম্পন্ন—আত্মমর্য্যাদাশালী, আত্মসমাদরবিশিষ্ট। ৬তৎ ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মসম্মত—স্বসম্মত, নিজের অভিপ্রেত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —সম্মতা।

আত্মসম্মতি—নিজের সম্মতি, আপনার অভিমতি বা অনুমোদন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মসম্মান—আত্মমর্য্যাদা দেখ।

আত্মসম্মানী (—নিন্)—আত্মমর্য্যাদাশালী, আত্মসমাদরবিশিষ্ট। আত্মসম্মান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, —সম্মানিনী।

আত্মসম্মিত—স্বসদৃশ, আত্মানুরূপ, আপনার তুল্য পরিমিত। আত্মার সম্মিত, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আত্মসম্মিতা।

আত্মসাৎ—১। আত্মাধীন, আপনার আয়ত্ত, নিজের হস্তগত। আত্মন্ শব্দ+চসাৎ। ব্য।

আত্মসার—১। আত্মম্ভরি, স্বার্থপর। আত্মা সার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —সারা। ২। আগে আপনাকে সামলান, অগ্রে আত্মরক্ষার উপায় বিধান। দেশজ। সং।

আত্মসুখ—নিজ সুখ, স্বীয় সুখ ; আপনার দুঃখনিবৃত্তি। আত্মার সুখ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মসুখপরায়ণ—যে কেবল আপনার সুখই চায়। আত্মসুখ হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —পরায়ণা। বি, —পরায়ণতা, —ত্ব।

আত্মসুখরত—কেবল নিজের সুখেই মত্ত ; স্বার্থপর। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —রতা।

আত্মসুত—স্বতনয়, নিজপুত্র। আত্মার সুত, ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মসুতা—স্বতনয়া, নিজদুহিতা। আত্মার সুতা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মস্তুতি—আত্মার স্তুতি, স্বীয় গুণকীর্ত্তন, আত্মশ্লাঘা। আত্মার স্তুতি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মস্থ—স্বস্থ, প্রকৃতিস্থ ; আত্মলীন, আত্মনিবিষ্ট। উপ ; আত্মন্—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

আত্মহত্যা—আত্মনাশ, স্বহস্তে আপনার বধসাধন। আত্মার হত্যা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মহনন—স্বহস্তে নিজ প্রাণনাশ, আত্মহত্যা। আত্মার হনন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মহন্তা (—হন্তৃ)—আত্মহা, আত্মবিনাশী, আত্মনাশী। আত্মার হন্তা, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —হন্ত্রী।

আত্মহা (—হন্)—আত্মঘাতী, আত্মবিনাশী, আত্মহত্যাকারী ; আত্মজ্ঞানবিরহিত, অজ্ঞ। উপ ; আত্মন্ শব্দ—হন (বধ করা)+কিপ্, ক। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

আত্মহারা—আত্মবিস্মৃত, বিহ্বল। দেশজ। বিণ।

আত্মহিত—নিজের ইষ্ট, আপনার মঙ্গল। আত্মার হিত, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মহিতকর—স্বীয় মঙ্গলপ্রদ। আত্মহিত—কৃ (করা)+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —করী।

আত্মহীন—স্বার্থরহিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —হীনা। বি, —হীনতা, —ত্ব।

আত্মা—(আত্মন্)—ব্রহ্ম ; জীব ; স্বয়ং, আপনি ; স্বরূপ ; দেহ ; হৃদয় ; মনঃ ; স্বভাব ; যত্ন ; বুদ্ধি ; ধৈর্য্য ; সূর্য্য ; বহ্নি ; বায়ু ;

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আ—অত (গমন করা)+মন্ ক। সং; পু। [আর্য্যশাস্ত্রানুসারে আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা]।

আত্মাদর—আত্মসমাদর, আত্মগৌরব, নিজের সম্মানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, আপনাকে নীচ মনে না করা। আত্মার আদর, ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।

আত্মাদর্শ—নিজ দৃষ্টান্ত। আত্মার আদর্শ, ৬তৎ।

আত্মাধীন—১। স্ববশ, স্বাধীন; স্বতন্ত্র; আয়ত্ত; স্বাবলম্বী; প্রাণবিশিষ্ট, সজীব। আত্মার অধীন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মাধীনা। ২। প্রাণী, জীব; পুত্র; শ্যালক; বিদূষক, ভাঁড়, মস্করা। সং; পু।

আত্মানুসন্ধান, আত্মান্বেষণ—আত্মপরীক্ষা, আত্মদর্শন, আত্মদর্শিতা; আত্মার স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা; ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের প্রয়াস। আত্মার অনুসন্ধান বা অন্বেষণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মান্বেষী (—ষিন্)—আত্মপরীক্ষাকারী, আত্মদর্শী; আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে চেষ্টিত; ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের প্রয়াসী। উপ; আত্মন্—অনু—ইষ (অন্বেষণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আত্মান্বেষিণী।

আত্মাপরাধ—স্বকৃত দোষ, নিজের কৃত অপরাধ। আত্মার অপরাধ, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মাপহার—আত্মগোপন। আত্মার অপহার, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মাপহারক—আত্মগোপনকারী; বঞ্চক, শঠ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —হারিকা।

আত্মাপহারী (—রিন্)—আত্মাপহারক, আত্মগোপনকারী; বঞ্চক, শঠ। উপ; আত্মন্—অপ—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ণী।

আত্মাভিমান—আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া অভিমান বা গর্ব্ব, অহমিকা, অহঙ্কার। আত্মার অভিমান, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মাভিমানী (—মানিন্)—আত্মাভিমানবিশিষ্ট, আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া গর্ব্বিত, অহমিকাযুক্ত, অহঙ্কারী। আত্মাভিমান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —মানিনী।

আত্মারাম—১। আত্মস্বরূপজ্ঞানহেতু সদা পরমানন্দে মগ্ন, সন্তুষ্টচিত্ত। আত্মাতে আরাম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —রামা। ২। এদেশে যাহারা নানাজাতীয় শুক পক্ষী পুষিয়া তাহাদিগকে রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম বলিতে শিক্ষা দেয়, তাহারা সাধারণতঃ ঐ সকল পক্ষীকে 'আত্মারাম' নামে সম্বোধন করিয়া থাকে।

আত্মারাম সরকার—বঙ্গের বিখ্যাত ভোজবিদ্যাবিশারদ। ইঁহার প্রাদুর্ভাবকাল সঠিকরূপে জানা যায় না। "ভারতবর্ষ" পত্রে শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ রায় লিখিয়াছেন যে, আত্মারাম "বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত প্রকাশ-ছিলিম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" কিন্তু আত্মারামের বংশধর শ্রীমান্ জীবনকৃষ্ণ সরকার উক্ত পত্রেই লিখিয়াছেন যে, আত্মারামের বাসস্থান হুগলী (বর্ত্তমান হাওড়া) জেলার অন্তর্গত কমলাপুর• গ্রামে ছিল। আত্মারামের পিতার নাম মাধবরাম সরকার। মাধবরামের ৪ পুত্র,—(১) বাঞ্ছারাম, (২) আত্মারাম, (৩) গোবিন্দরাম, (৪) রামপ্রসাদ। এক বাঞ্ছারাম ব্যতীত অপর তিন ভ্রাতার বংশ নাই। প্রোক্ত জীবনকৃষ্ণ বাঞ্ছারামের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। সুতরাং তাঁহার কথাই অধিক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ।

শুনা যায়, আত্মারাম কামরূপ কামাখ্যা হইতে যাদুবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন, এবং দেশে আসিয়া বাজিকরদিগের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিতেন বলিয়া বাজিকরেরা অদ্যাপি তাঁহাকে গালি দিয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনা যায়। তিনি নাকি চালুনি ও ধুচুনিতে জল স্থির রাখিতে পারিতেন; এবং ভূতপ্রেত বশ করিয়া তাহাদের দ্বারা শিবিকা বহন করাইতেন। শেষে ভূতেরাই নাকি ছিদ্র পাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে।

আত্মার্থ—১। নিজ প্রয়োজন বা ইষ্ট, স্বার্থ। আত্মার অর্থ, ৬তৎ। সং; পু। ২। আত্মহিতে রত, স্বার্থপর। আত্মা হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মার্থা। ৩। নিজ নিমিত্ত, আপনার জন্য। আত্মার নিমিত্ত ইহা, নিত্য সমাস। বা।

আত্মার্থে—নিজের নিমিত্ত, আপনার জন্য। আত্মার অর্থে (নিমিত্তে), ৬তৎ। বা।

আত্মাবমাননা—আত্মার অবমাননা, আপনাকে নীচ ভাবিয়া গ্লানিভোগ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মাবলম্বন—স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর, কোনও বিষয়ের জন্য অপরের সাহায্যের প্রত্যাশী না হইয়া স্বয়ং তাহার সাধন বা সাধনচেষ্টা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মাবলম্বিতা, —ত্ব—আত্মাবলম্বীর ভাব বা কার্য্য, স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর। আত্মাবলম্বীর ভাব এই অর্থে আত্মাবলম্বিন্ শব্দ+তা, ত্ব। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মাবলম্বী (—লম্বিন্)—স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল। উপ; আত্মন্—অব—লম্ব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —লম্বিনী।

আত্মাশী (—শিন্)—মৎস্য। উপ; আত্মন্—অশ (খাওয়া)+ণিন্ ক। সং; পু।

আত্মাশ্রয়—আত্মাবলম্বন, স্বাবলম্বন। আত্মার আশ্রয়, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মাশ্রয়ী (—শ্রয়িন্)—আত্মাবলম্বী, স্বাবলম্বী। উপ; আত্মন্—আ—শ্রি+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আত্মাশ্রয়িণী।

আত্মাহুতি—আপনাকে আহুতিদান, আত্মবলি, আত্মোৎসর্গ, আত্মবিসর্জ্জন। আত্মার আহুতি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মীয়—আত্মসম্পর্কীয়, স্বকীয়; স্বজন, অন্তরঙ্গ; বন্ধুজন। আত্মন্ শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মীয়া।

আত্মীয়তা—স্বকীয়ত্ব; অন্তরঙ্গতা, বন্ধুত্ব, স্বজনত্ব। আত্মীয়+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

আত্মীয়বিহীন আত্মীয়হীন—স্বজনবিরহিত, অন্তরঙ্গশূন্য, যাহার আপনার লোক কেহ নাই; বন্ধুবান্ধবশূন্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আত্মীয়স্বজন—আপনার লোক। দ্বন্দ্ব। উভয় শব্দই তুল্যার্থক। সং; পু।

আত্মোৎকর্ষ—নিজ উৎকৃষ্টতা, আত্মোন্নতি, আপনার শ্রীবৃদ্ধি। আত্মার উৎকর্ষ, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মোৎসর্গ—আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন, স্বার্থবর্জ্জন; জগতের হিতের জন্য আত্মসুখ এমন কি আত্মজীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ। আত্মার উৎসর্গ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মোদর—আপনার পেট; স্বার্থ। আত্মার উদর, ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মোদ্ভব—১। আত্মজাত, নিজ দেহ হইতে উদ্ভূত; স্বয়মুৎপন্ন। আত্মা হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্মোদ্ভবা। ২। আত্মজ, পুত্র; কন্দর্প। সং; পু।

আত্মোদ্ভবা—১। আত্মজাতা; স্বয়মুৎপন্না। বহু; আত্মোদ্ভব দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। আত্মজা, কন্যা। সং; স্ত্রী।

আত্মোন্নতি—স্বীয় উৎকর্ষ সাধন, আত্মোৎকর্ষ, আপনার শ্রীবৃদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আত্মোপকার—আত্মহিত, আপনার উপকার, স্বীয় ইষ্ট, নিজ মঙ্গল; স্বার্থ। আত্মার উপকার, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মোপকারক, আত্মোপকারী (—কারিন্)—আত্মহিতকর, আপনার উপকার সাধক, নিজ মঙ্গলজনক; স্বার্থপর। আত্মার উপকারক বা উপকারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —কারিকা, —কারিণী।

আত্মোপম—স্বসদৃশ, আত্মতুল্য। আত্মা হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —পমা।

আত্মৌপম্য—আত্মতুল্যতা, স্বসাদৃশ্য; আত্মতুলনা, নিজের সহিত তুলনা; সহানুভূতি। আত্মোপম+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

আত্যন্তিক—অতিশয়িত, অতিরিক্ত; অসীম, যৎপরোনাস্তি; অনন্ত, অশেষ। অত্যন্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আত্যন্তিকী। ভাব আত্যন্তিকতা।

আত্যন্তীন—আত্যন্তিক (সকল অর্থে)। অত্যন্ত শব্দ+ঈন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।
আত্যয়িক—নাশ-সম্বন্ধীয়; অশুভনিমিত্তক; দুঃখজনক; বিপৎসূচক। অত্যয় শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি; স্ত্রী আত্যয়িকী।
আত্যূহ—ডাহুক বা ডাকপাখী। অত্যূহ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।
আত্রাই—উত্তর বঙ্গের নদী-বিশেষ।
আত্রেয়—অত্রি মুনির পুত্র (দত্ত, সোম, ও দুর্ব্বাসা:); অত্রিবংশোদ্ভব; আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক মুনিবিশেষ, নাড়ীজ্ঞান প্রকরণ নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত; শরীররস। অত্রি শব্দ+ষ্ণেয়। সং; পু।
আত্রেয়িকা—ঋতুমতী স্ত্রী। আত্রেয়ী শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।
আত্রেয়ী—অত্রিপত্নী; অত্রিবংশীয়া স্ত্রী; ঋতুমতী স্ত্রী; নদীবিশেষের নাম। অত্রি শব্দ+ষ্ণেয়+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
আথর্ব্বণ—১। অথর্ব্ববেদজ্ঞ; অথর্ব্ববেদবিহিত। অথর্ব্বন্ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি; স্ত্রী আথর্ব্বণী। ২। অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; কুলপুরোহিত। সং; পু। ৩। অথর্ব্বমুনিপ্রণীত সূক্ত; শান্তিগৃহ। সং; ক্লী।
আথর্ব্বণিক—১। অথর্ব্ববেদজ্ঞ। অথর্ব্বন্ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আথর্ব্বণিকী। ২। অথর্ব্ববেদজ্ঞব্রাহ্মণ। সং; পু।
আথান্তর—যাহা অনুমিত হইয়াছিল তাহা নহে, সুতরাং চিন্তাসঙ্কট, কষ্ট। সং।
আথাল—গোশালা, গোয়ালঘর; আলিপনা, এলুন। প্রাদেশিক। সং।
আথাল-পাথাল, আথালি পাথালি—আতালি পাতালি, এলোথাবাড়ি, চারিদিকে, সর্ব্বত্র। প্রাদেশিক। [দেশজ। ক্রি-বিণ।
আধিবিথি, আধেব্যথে—ব্যস্তসমস্ত হইয়া।
আদ—১। আধ, অর্দ্ধেক। অর্দ্ধ শব্দের অপভ্রংশ। ২। মূল, গোড়া, জড়; আদিম; আদ্য, প্রথম। আদি শব্দের অপভ্রংশ।
আদড়া—খসড়া; কোন কার্য্যের প্রথম চেষ্টা; মুসাবিদা; চিহ্ন; সাদৃশ্য। প্রাদে। সং।
আদত—গোটা, আস্ত, আসল, খাঁটি। দেশজ। বিণ। [ক্রি-বিণ।
আদতে—আদৌ, মূলেই, মোটেই। দেশজ।
আদত্ত—আত্ত, গৃহীত। আ—দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদত্তা।
আদপে, আদবে—আদতে (তাহা দেখ)।
আদব—আচার, প্রথা, রীতি; শিষ্টাচার, ভদ্রব্যবহার। বৈদেশিক। সং।
আদব-কায়দা—রীতিনীতি, শিষ্টাচার পদ্ধতি; আচার ব্যবহার, চালচলন। বৈদেশিক। সং।
আদম—খ্রীষ্টিয়ানদিগের মতে প্রথমসৃষ্ট পুরুষ (Adam). ইঁহার স্ত্রীর নাম ইভ্ (Eve)।
আদমসুমারী—মনুষ্যগণনা (Census)। বৈদেশিক। সং।
আদমি, আদমী—মানুষ, লোক; পুরুষ; স্বামী, পতি। বৈদেশিক। সং।
আদর—যত্ন; সম্মান; ভক্তি, শ্রদ্ধা; আসক্তি; আরম্ভ। আ—দৃ+অল্ ভা। সং; পু।
আদরণীয়—আদরের যোগ্য; মাননীয়; গ্রহণীয়। আ—দৃ+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদরণীয়া। বি আদরণীয়তা,—ত্ব।
আদরা—১। আদড়া (তাহা দেখ)। সং। ২। আদর করা। ক্রি। ক, প্র।
আদরী (—রিন্)—আদরপ্রাপ্ত; অতিরিক্ত আদর পাইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে এরূপ। আদর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আদরিণী।
আদর্শ—দর্পণ, মুকুর; যাহা দেখিয়া অন্য কিছু লেখা বা করা যায়, দৃষ্টান্ত, নমুনা। আ—দৃশ+অল্ অধি, র্ম্ম। সং; পু।
আদর্শচরিত,—চরিত্র—১। যে চরিত্র দর্শনপূর্ব্বক আপন আপন চরিত্র সংশোধন করা কর্ত্তব্য; অত্যুৎকৃষ্ট চরিত্র বা আচরণ। আদর্শভূত যে চরিত, বা চরিত্র, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অত্যুৎকৃষ্টচরিত্রবিশিষ্ট। আদর্শভূত চরিত, বা চরিত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চরিতা,—চরিত্রা।
আদর্শনারী,—মহিলা, —রমণী, —ললনা—আদর্শচরিত্র স্ত্রীলোক, যে স্ত্রীলোকের চরিত্র সর্ব্বথা অন্যান্য স্ত্রীলোকের অনুকরণীয়। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
আদর্শপতি—আদর্শচরিত্র ভর্ত্তা, যে পতির আচরণ অন্যান্য পতির অনুকরণীয়। আদর্শ স্থানীয় যে পতি, কর্ম্মধা। সং; পু।
আদর্শপত্নী,—ভার্য্যা—আদর্শচরিত্রা স্ত্রী, যে স্ত্রীর চরিত্র অন্যান্য স্ত্রীর অনুকরণীয়। আদর্শ স্থানীয়া যে পত্নী বা ভার্য্যা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
আদর্শপুরুষ—যে পুরুষের কার্য্যকলাপ দর্শনপূর্ব্বক চরিত্রের বিশুদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিতে হয়। আদর্শ স্থানীয় যে পুরুষ, কর্ম্মধা। সং; পু।
আদর্শপুস্তক—যে পুস্তক দেখিয়া "বর্ণগুলি কিরূপে লেখা কর্ত্তব্য" এই বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
আদর্শবিদ্যালয়—যে বিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ জ্ঞাত হইয়া অন্যান্য বিদ্যালয় চালান যাইতে পারে, "মডেল স্কুল"। কর্ম্মধা। সং; পু।
আদর্শস্থানীয়—আদর্শ হইবার যোগ্য; আদর্শস্বরূপ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্থানীয়া।
আদর্শস্বভাব—১। যে প্রকৃতি দর্শন করিয়া স্বীয় স্বভাবের দোষ সংশোধন ও গুণোন্নতি সম্পাদন করিতে হয়। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অত্যুৎকৃষ্টস্বভাববিশিষ্ট। আদর্শস্থানীয় স্বভাব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
আদর্শস্বরূপ—আদর্শতুল্য, নমুনার মত; দৃষ্টান্তস্বরূপ; নমুনা হইবার যোগ্য, আদর্শস্থানীয়। ৬তৎ বা বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্বরূপা।
আদা—আর্দ্রক শব্দের অপভ্রংশ।
আদাঙ্গা—অর্দ্ধকৃত, অসম্পূর্ণ। অর্দ্ধাঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ। [সং।
আদাড়—আঁস্তাকুড়, নোংরা জায়গা। দেশজ;
আদাড়-পাদাড়—আনাচকানাচ, গৃহের পার্শ্বস্থ অপরিষ্কৃত স্থান। গ্রাম্য। সং।
আদাড়িয়া (আদাড়ে)—আদাড়সংক্রান্ত; আদাড়ে উৎপন্ন; বন্য, বুনা; দুরন্ত, দুষ্ট, অশান্ত, অবাধ্য। গ্রাম্য। বিণ।
আদান—১। গ্রহণ, প্রতিগ্রহ; স্বীকার। আ—দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। ২। অশ্বাভরণ। আ—দা+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।
আদানপ্রদান—দেওয়া লওয়া; বিনিময়; বিবাহসম্বন্ধে কন্যার সম্প্রদান ও প্রতিগ্রহ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।
আদানী—হস্তিঘোষা লতা। আ—দো (ছেদন করা)+অনট্ র্ম্ম+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
আদাব—বন্দেগি, সেলাম। বৈদেশিক। সং।
আদায়—গ্রহণ, লওয়া। দেশজ। ব্য।
আদালত—বিচারালয়; কাছারি; এজলাস। বৈদেশিক। সং।
আদি—১। প্রথম; অবয়ব; প্রারম্ভ; কারণ, উৎপত্তি, হেতু; মূল। আ—দা (দেওয়া)+কি র্ম্ম। ২। গ্রহণ। আ—দা+কি ভা। সং; পু। ৩। আদিম, প্রাথমিক, সর্ব্বপ্রথম। বিণ; ত্রি।
আদিকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—প্রথম স্রষ্টা, ব্রহ্মা। কর্ম্মধা। সং; পু।
আদিকবি—প্রথম কবি; ব্রহ্মা; বাল্মীকি। কর্ম্মধা। সং; পু।
আদিকারণ—প্রথম কারণ, মূলকারণ; কণাদমতে—সমবায়ি কারণ; অপর দর্শনের মতে—উপাদান কারণ; বৈষ্ণবমতে—কার্য্যের কারণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
আদি গদাধর—কাশীস্থ ও গয়াধামস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তি। কর্ম্মধা। সং; পু।
আদিতঃ (—তস্)—প্রথমতঃ, প্রথম স্থলে, আদিতে, গোড়ায়; প্রথম হইতে, আদি হইতে, গোড়া থেকে। আদি শব্দ+তস্ ৭মী বা ৫মী স্থানে। ব্য।
আদিতা, আদিত্ব—আদিমত্ব, আদ্যতা; প্রথমত্ব; অগ্রবর্ত্তিতা; প্রারম্ভ। আদি+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।
আদিতেয়—অদিতি-তনয়, দেবতা। অদিতি শব্দ+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।
আদিত্য—অদিতি-তনয়, দেবতা; সূর্য্য;

পুনর্ব্বসু নক্ষত্র। অদিতি শব্দ+ষ্য অপত্যার্থে। সং; পু। অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, যথা—ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্‌, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন; সেই দ্বাদশ খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন নামে দ্বাদশ মাসে উদিত হইয়া থাকে; যথা—মাঘ মাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য, চৈত্র মাসে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতাঃ, কার্ত্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু; ইঁহারাই কশ্যপ-তনয় দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রকীর্ত্তিত। ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছয়,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, এবং অংশু। তৈত্তিরীয়ে আট,—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, এবং বিবস্বান্‌।

আদিত্যপত্র—১। আকন্দ গাছ। আদিত্য তুল্য পত্র যাহার, বহু। সং; ক্লী। ২। ক্ষুপ, ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। সং; পু।

আদিত্যপুষ্পিকা—রক্তার্ক, রাঙ্গা আকন্দ। আদিত্যতুল্য পুষ্প যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

আদিত্যভক্তা—হুড়হুড়িয়া গাছ। আদিত্যের ভক্তা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আদিত্য-সূনু—বানররাজ সুগ্রীব; যম; শনি; মনু। আদিত্যের (সূর্য্যের) সূনু (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু।

আদিত্য—আদিত্য দেখ।

আদিৎসা—গ্রহণেচ্ছা। আ—সনন্ত দা (দানেচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

আদিৎসু—গ্রহণেচ্ছু। আ—সনন্ত দা (দানেচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি।

আদিদেব—বিষ্ণু; শিব; ব্রহ্মা; সূর্য্যের নামবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

আদিদেবী—বিশ্বেশ্বরী, জগন্মাতা, দুর্গা। কর্ম্মধা।

আদিনাথ—বিশ্বেশ্বর, মহাদেব; জগৎপতি, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদিপুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদিপুরুষ—প্রথমপুরুষ, যাহা হইতে কোনও বংশের গণনা আরম্ভ হয়; বিষ্ণু। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদিভূত—১। আদিম, প্রথম, আদ্য। আদি শব্দ—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদিভূতা। ২। আকাশ, পঞ্চভূতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভূত। আদি যে ভূত, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ৩। ব্রহ্মা। সং; পু।

আদিম—আদ্য; প্রথম, প্রথমভব। আদি শব্দ +ম ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদিমা।

আদিমনিবাসী (—সিন্‌)—প্রথম অধিবাসী, কোন স্থানের মূল বাসিন্দা। কর্ম্মধা। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী,—নিবাসিনী।

আদিরস—রস দেখ।

আদিরসাশ্রিত—শৃঙ্গাররসপূর্ণ। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শ্রিতা। যে সকল কাব্যে আদিরসের বিষয়ই বর্ণিত হয়, তৎসমুদায় আদিরসাশ্রিত।

আদিরাজ—পৃথু; বৈবস্বত মনু। আদি (প্রথম) যে রাজা, কর্ম্মধা। সং; পু।

আদিবরাহ—নারায়ণ, বিষ্ণু। [বিষ্ণু প্রথমে বরাহরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়জলধিজলে নিমগ্ন ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন]। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদিশূর—হিন্দুরাজত্বকালে বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত রাজা। ইনি অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সময়ে বঙ্গে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবহেতু উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশধরেরাই সম্ভবতঃ বাঙ্গালার বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এবং তাহাদের সহিত যে কয়েকজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বঙ্গের উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ। বহুকাল অপুত্রক থাকায় আদিশূর পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ উপলক্ষে ইনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনান। এই ব্রাহ্মণগণই বঙ্গের বর্ত্তমান রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ, এবং এই সকল ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরেরাই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। এই যজ্ঞের পর আদিশূরের একটী পুত্র জন্মে। কিন্তু অল্প বয়সেই পুত্রটী কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় আদিশূর স্বীয় তনয়া লক্ষ্মীকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। ইনি ঠিক কোন্‌ সময়ে কোথায় রাজত্ব করিতেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ কেহ বলেন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামে (সোণার গাঁ) ইঁহার রাজধানী ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় কর্ণসুবর্ণ (বর্ত্তমান কাণসোণা) নামক স্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল। পশ্চিমবঙ্গে শশাঙ্ক নামে এক প্রবল নরপতি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন। কাহারও মতে আদিশূর শশাঙ্কের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। আদিশূর হিন্দু রাজা এবং বঙ্গদেশের হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে বিশেষ যত্নবান্‌ ছিলেন।

আদিষ্ট—১। আজ্ঞপ্ত; অনুমত; নিযুক্ত; উপদিষ্ট; কথিত; (ব্যাকরণে) আদেশপ্রাপ্ত। আ—দিশ (আদেশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদিষ্টা। ২। ভুক্তাবশেষ, উচ্ছিষ্ট। আ—দিশ+ক্ত ভা। সং; ক্লী। [অন্ত্যার্থে। সং; পু।

আদীনব—ক্লেশ; দোষ। আ—দীন+ব

আদীপন—উদ্দীপন, প্রজ্বালন; আলিপনা। আ—দীপ+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

আদুড়, আদুল—অনাবৃত, অবদ্ধ, খোলা, মুক্ত, আলুলায়িত। দেশজ। বিণ।

আদুরিয়া, আদুরে—অধিক আদর প্রাপ্ত, অধিক আদর পাওয়ায় নষ্ট, অতি প্রশ্রয় প্রাপ্ত। দেশজ। বিণ।

আদুরী—আদরিণী। (আদরী দেখ)।

আদুলি—আধুলি (তাহা দেখ)।

আদৃত—১। যাহাকে আদর করা হইয়াছে; সম্মানিত; পূজিত। আ—দৃ+ক্ত র্ম্ম। ২। আদরযুক্ত। আ—দৃ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আদৃত্য—আদরযোগ্য, আদরণীয়। আ—দৃ+ক্যপ্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদৃত্যা।

আদেখলা—যে কখনও কোন ভাল জিনিস দেখে নাই বা ভোগ করে নাই; ঔদরিক, পেটুক; অতিলোভী, লালুপে। দেশজ। বিণ।

আদেখা—অপরিদৃষ্ট, অলক্ষিত। গ্রাম্য। বিণ।

আদেয়—গ্রহণীয়, হরণীয়; আদানযোগ্য, যাহা আদায় করা যাইতে পারে। আ—দা+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদেয়া।

আদেশ—১। আজ্ঞা, অনুমতি; উপদেশ; কথন; প্রদর্শন, দেখান। আ—দিশ+অল্‌ ভা। ২। (ব্যাকরণে) বর্ণস্থানে বর্ণান্তরোৎপত্তি, প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের অথবা ঐ উভয়ের বিনাশ করিয়া অন্য কোন বর্ণের বা বর্ণসমূহের উৎপত্তি। আ—দিশ+অল্‌ র্ম্ম। সং; পু।

আদেশক—আদেশকর্ত্তা, আদেষ্টা, হুকুমকারক; উপদেষ্টা। আ—দিশ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদেশিকা।

আদেশকর্ত্তা (—কর্তৃ)—আদেষ্টা, আজ্ঞাদাতা, হুকুমকারক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী আদেশকর্ত্রী।

আদেশক্রমে—আজ্ঞাক্রমে, আদেশানুসারে, হুকুমমতে। আদেশের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

আদেশদাতা (—দাতৃ)—আদেশকর্ত্তা, আদেষ্টা, আজ্ঞাকর্ত্তা, উপদেষ্টা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী আদেশদাত্রী।

আদেশপত্র—আজ্ঞালিপি, হুকুমনামা। আদেশযুক্ত পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদেশপালক—আজ্ঞাকারী, আজ্ঞানুসারে কার্য্যকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পালিকা।

আদেশপালন—আজ্ঞাপালন, আজ্ঞানুবর্ত্তন, হুকুমমত কার্য্যকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আদেশলঙ্ঘন—আজ্ঞালঙ্ঘন, আজ্ঞাকর্ত্তন, হুকুম না মানা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আদেশানুযায়িতা,—ত্ব—আদেশানুযায়ীর ভাব বা কার্য্য, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, আজ্ঞাকারিত্ব; আজ্ঞানুবর্ত্তন, আজ্ঞাপালন। আদেশানুযায়ীর ভাব এই অর্থে আদেশানুযায়িন্ শব্দ +তা, ত্ব। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আদেশানুযায়ী (—যায়িন্)—১। আজ্ঞানুযায়ী, আজ্ঞানুবর্ত্তী, আজ্ঞাকারী। আদেশের অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—যায়িনী। ২। আজ্ঞানুসারে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

আদেশানুবর্ত্তন—আজ্ঞানুবর্ত্তন, আজ্ঞাপালন, হুকুমমানা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আদেশানুবর্ত্তিতা,—ত্ব—আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, আজ্ঞাকারিত্ব; আজ্ঞাপালন, হুকুমমানা। আদেশানুবর্ত্তীর ভাব এই অর্থে আদেশানুবর্ত্তিন্ শব্দ+তা, ত্ব। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আদেশানুবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—আজ্ঞানুবর্ত্তী, আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাপালক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

আদেশানুসারী (—সারিন্)—আজ্ঞানুযায়ী, আজ্ঞানুবর্ত্তী, আজ্ঞাকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—সারিণী।

আদেশানুসারে—আজ্ঞাক্রমে, হুকুমমতে। আদেশের অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

আদেশী (—শিন্)—১। আদেশকর্ত্তা, আদেষ্টা, হুকুমকারী; উপদেশক। আ—দিশ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আদেশিনী। ২। দৈবজ্ঞ, গণক। সং; পু।

আদেষ্টা (আদেষ্টৃ)—১। আদেশকর্ত্তা; উপদেশক। আ—দিশ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আদেষ্ট্রী। ২। যষ্টা, যজমান। সং; পু।

আদৌ—অগ্রে, প্রথমে, আদিতে। সংস্কৃতভাষায় আদি শব্দের ৭মীর ১বচনে নিষ্পন্ন। ব্য। ["মোটেই" "আদপেই" এইরূপ ভুল অর্থে অনেক স্থলে ইহার ব্যবহার দেখা যায়]।

আদ্দাশ, আদ্দাস—সন্ধান, খোঁজা; আবেদন, নিবেদন; অভিযোগ, নালিশ; আক্ষেপ, পরিতাপ, আপশোষ। বৈদেশিক। সং।

আদ্ধা—অর্দ্ধ প্রমাণের সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ; বাদ্যের অর্দ্ধপরিমিত তালবিশেষ। সং।

আদ্ধি—সূক্ষ্ম কার্পাস-সূত্রের বস্ত্রবিশেষ। সং।

আদ্য—১। আদিম, প্রথম; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। আদি শব্দ+য্য ভবার্থে। ২। ভক্ষ্য। অদ (ভক্ষণ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদ্যা। ৩। ভক্ষ্যদ্রব্য; ধান্য। সং; ক্লী।

আদ্যন্ত—আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ; প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া। আদি ও অন্ত, দ্বন্দ্ব। সং বা বিণ; পু। স্ত্রী আদ্যন্তা।

আদ্যন্তবান্ (—বৎ)—আদি ও অন্তবিশিষ্ট, যাহার প্রথম ও শেষ আছে, যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, অচিরস্থায়ী, অনিত্য। আদ্যন্ত শব্দ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আদ্যন্তবতী।

আদ্যপ্রান্ত—আদ্যন্ত, পূর্ব্বাপর। আদ্যাবচ্ছিন্ন প্রান্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ক্রি-বিণ।

আদ্যমাষক—এক মাষা, পাঁচ রতি পরিমাণ। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদ্যরস—আদিরস, শৃঙ্গাররস; কুলীনদিগের বৈবাহিক ক্রিয়াবিশেষ; বিবাহ। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদ্যলীলা—প্রথম অবস্থার কেলি, বাল্যক্রীড়া, ছেলেখেলা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আদ্যবীজ—আদিকারণ, মূল কারণ; (সাংখ্যে) প্রধান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদ্যশ্রাদ্ধ—মরণাশৌচান্তের পরদিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, প্রথম কৃত্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদ্যা—১। আদিভূতা। আদ্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রধানা শক্তি, ভগবতী, মহাদুর্গা, কালী। সং; স্ত্রী।

আদ্যূন—১। স্বার্থপর; ঔদরিক, পেটুক; বিজিগীষারহিত। আ—দিব (ক্রীড়া করা) +ক্ত ক। ২। আদিশূন্য, অনাদি। আদি দ্বারা ঊন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আদ্যূনা।

আদ্যোপান্ত—আদ্যন্ত, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া। অন্তের উপ (সমীপ) =উপান্ত, অব্যয়ী; আদ্যাবচ্ছিন্ন উপান্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদ্রক—আদা। আর্দ্রক শব্দের অপভ্রংশ।

আদ্রিয়মাণ—যাহাকে আদর করা হইতেছে এরূপ; পূজ্যমান, আরাধ্যমান। আ—দৃ +শান র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মাণা।

আধ—অর্দ্ধেক, আংশিক। অর্দ্ধ শব্দের অপভ্রংশ।

আধ-কপালিয়া,—কপালে—কপালের এক পাশের ব্যথা বা কামড়ানি, এক রগ ধরা, অর্দ্ধ-শিরঃশূল। দেশজ। সং।

আধ-কাণা—অন্ধপ্রায়, আংশিক দৃষ্টিহীন। দেশজ। বিণ।

আধ-ক্ষেপা,—খেপা—অর্দ্ধোন্মাদ, মাথাপাগলা, খেপাটিয়া। দেশজ। বিণ।

আধ-ধেড়ে—আধ-বুড়া, অধিক বয়স্ক, প্রায় সাবালক। গ্রাম্য। বিণ।

আধন—১। আধুনিক; নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর; নাশশীল, ক্ষয়প্রবণ; অস্থায়ী। বিণ। প্রা, ক। ২। চাউল ডা'ল ফুটাইবা ভাত প্রভৃতি রন্ধনের জন্ম আবশ্যক জল। হিন্দী। সং।

আধ-পাগল,—পাগলা—আধক্ষেপা, অর্দ্ধক্ষিপ্ত, অর্দ্ধোন্মাদ। দেশজ। বিণ। [গ্রাম্য]। বিণ।

আধপেটা—অর্দ্ধোদর, সম্পূর্ণ পেট না ভরা।

আধ-বুড়া,—বুড়ো—অর্দ্ধবৃদ্ধ, বৃদ্ধপ্রায়, পরিণতবয়স্ক, প্রৌঢ়। দেশজ। বিণ।

আধ-ভরা—পূর্ণ-প্রায়, অর্দ্ধপূর্ণ। দেশজ। বিণ।

আধমন—বন্ধক। আ—ধা+ডমন ভা। সং; ক্লী।

আধ-মাতাল—অর্দ্ধমত্ত, সুরাপান জন্ম আংশিক জ্ঞানশূন্য। দেশজ। বিণ।

আধর্ষণ—অবমানন, কাহাকেও অপমান করা; আক্রমণ; পরাভব। আ—ধৃষ—অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আধর্ষিত—অপমানিত; আক্রান্ত; পরাভূত। আ—ধৃষ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

আধলা—আধেলা, আধ পয়সা মূল্যের মুদ্রা; অর্দ্ধাংশ, আধখানা; ইষ্টকার্দ্ধ। দেশজ।

আধা—আধ, অর্দ্ধেক। হিন্দীমূলক। [দেশজ]।

আধা-আধি—অর্দ্ধা-অর্দ্ধি, দুই সমান ভাগে।

আধা খেঁচড়া—অসম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণভাবে; যেমন তেমন করিয়া। গ্রাম্য।

আধাঙ্গা, আধেঙ্গা—অসম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণভাবে। অর্দ্ধাঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

আধান—স্থাপন, সম্পাদন; গ্রহণ; উৎপাদন; গর্ভাধান; বন্ধক দেওয়া। আ—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আধানিক—১। গর্ভাধানসংস্কার। আধান শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু। ২। ইদানীন্তন। আধুনিক শব্দজ। বিণ।

আধার—স্থান; পাত্র; আলম্ব; আলবাল; বাঁধ; (ব্যাকরণে) অধিকরণকারকবিশেষ [কারক দেখ]। আ—ধৃ (ধারণ করা) +ঘঞ্ অধি। সং; পু।

আধার্ম্মিক—অধার্ম্মিক, ধর্ম্মহীন, অধর্ম্ম্য। অধর্ম্ম শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কা,—কী।

আধা-সার,—সারি—অর্দ্ধাবশেষ; প্রায় আধা-আধি। দেশজ। বিণ।

আধি—১। মনঃপীড়া, মনোবেদনা; বিপদ্; স্থান; আশা। আ—ধা (ধারণ করা)+ কি অধি। ২। স্থাপন; বন্ধক দেওয়া। আ—ধা+কি ভা। সং; পু।

আধিকরণিক—বিচারকর্ত্তা, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি। অধিকরণ+ষ্ণিক নিযুক্তার্থে। সং; পু।

আধিকারিক—অধিকারসম্বন্ধীয়, স্বত্বসংক্রান্ত; পদসম্বন্ধীয়, পদীয়। অধিকার শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আধিকারিকী।

আধিক্য—অধিকতা, আতিশয্য; শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য, উৎকর্ষ। অধিক+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আধিক্লিষ্ট—মনঃপীড়ায় ব্যথিত। আধি দেখ; আধি দ্বারা ক্লিষ্ট, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আধিক্ষীণ—মনঃপীড়াবশতঃ কৃশকায়। আধি দ্বারা ক্ষীণ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্ষীণা।

আধিজ—মনোবেদনাজাত, দুঃখহেতুক। উপ; আধি—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জা।

আধিজ্ঞ—বেদনাপ্রাপ্ত, ব্যথিত; বক্র। উপ; আধি—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জ্ঞা।

আধিদৈবিক—দেবতাকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত, দেবতা হইতে উৎপন্ন, দৈবজাত, অতিবাত, বজ্রপাতাদিজনিত (দুঃখ)। দেবকে অধি (অধিকার করিয়া) অধিদেব, অব্যয়ী; অধিদেব শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আধিদৈবিকী।

আধিপত্য—প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব; রাজ্যশাসন প্রজাপালনাদি রাজকার্য্য। অধিপতি শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আধিভৌতিক—ভূতকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত, প্রাণিগণ হইতে উৎপন্ন, ভূতজাত, দংশমশক বা ব্যাঘ্রসর্পাদি জাত (দুঃখ)। ভূতকে অধি (অধিকার করিয়া) অধিভূত, অব্যয়ী; অধিভূত শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আধিভৌতিকী।

আধিমন্থ—জ্বরাগ্নি, জ্বরের উত্তাপ বা জ্বালা। আধি (পীড়া) জাত যে মন্থ্য (দুঃখ) সে আধিমন্থ্য,মপী কর্মধা; তাহা আছে ইহাতে এই অর্থে আধিমন্থ্য+অ। সং; পু।

আধিরথি—কুন্তীপুত্র কর্ণ [জন্মের অব্যবহিত পরেই মাতৃকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অধিরথ ইঁহাকে লালনপালন করেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কর্ণ দেখ]। অধিরথ শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

আধিরাজ্য—আধিপত্য। অধিরাজ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আধিবেদনিক—অধিবেদনকালে প্রাপ্ত, দ্বিতীয় বিবাহকালে প্রথমা স্ত্রীকে প্রদত্ত (ধনাদি)। অধিবেদন শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে বা দেয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আধিবেদনিকী।

আধিব্যাধি—মনঃপীড়া ও শারীর রোগ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

আধিশ্রয়ণ—আধিশ্রয়নিক দেখ।

আধিশ্রয়ণ-ব্যবধি—মুকুরের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাংশ ও অধিশ্রয়ণ এতদুভয়ের অন্তর। সং; পু।

আধিশ্রয়ণিক, আধিশ্রয়ণ—অধিশ্রয়ণসম্বন্ধীয়। অধিশ্রয়ণ দেখ। অধিশ্রয়ণ+ষ্ণিক, ষ্ণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ণিকী,—ণী।

আধুত, আধূত—ঈষৎ কম্পিত; ব্যাকুলিত, অভিভূত। আ—ধু, ধূ (কম্পিত হওয়া) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

আধুনিক—সাম্প্রতিক, ইদানীন্তন, নব্য। অধুনা শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

আধুলি, আধুলী—অর্দ্ধতঙ্কা, আট আনা মূল্যের মুদ্রা, আটানি। দেশজ। সং।

আধূত—আধুত দেখ।

আধেক—অর্দ্ধেক শব্দের অপভ্রংশ।

আধেলা—আধলা দেখ।

আধেয়—১। ধারণীয়, আধারস্থিত; স্থাপনীয়; উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য; বন্ধক দিবার যোগ্য, বন্ধকীয়; আ—ধা (ধারণ করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আধেয়া। ২। আধার স্থিত দ্রব্য। সং; ক্লী।

আধোয়া—অধৌত, অপ্রক্ষালিত; আনকরা, কোরা। দেশজ। বিণ।

আধোরণ—হস্তীর চালক, মাহুত। আ—ধোর +অন ক। সং; পু।

আধ্মাত—১। শব্দিত। আ—ধ্মা+ক্ত র্ম। ২। বায়ুপূরিত; স্ফীত; দগ্ধ। আ—ধ্মা +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আধ্মাতা। ৩। শব্দ; স্ফীতি; আধ্মান, ফুলা রোগ; দাহ। আ—ধ্মা+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আধ্মান—শব্দিতকরণ, বাদন, বাজান; উচ্চারণ; স্ফীত হওয়া, স্ফীতি; বৃদ্ধি; উদরাধ্মান, পেট ফাঁপা। আ—ধ্মা (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আধ্মানী—নলিকা নামক গন্ধ দ্রব্য। আ—ধ্মা +অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আধ্যা—ধ্যান, চিন্তা; দুশ্চিন্তা; উৎকণ্ঠা; স্মরণ; স্মৃতি। আ—ধ্যৈ ধাতু+ড ভা+ আপ্। সং; স্ত্রী।

আধ্যাত্মিক—মানসিক (দুঃখ); আত্মসম্বন্ধীয়, ব্রহ্মবিষয়ক। অধ্যাত্ম+ষ্ণিক। বিণ, ত্রি। স্ত্রী আধ্যাত্মিকী।

আধ্যান—ধ্যান, চিন্তা; স্মরণ উৎকণ্ঠাযুক্ত চিন্তা, দুশ্চিন্তা। আ—ধ্যৈ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আধ্যাপক—অধ্যাপক, অধ্যাপনাকর্ত্তা। অধ্যাপক+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ; ত্রি।

আন—১। শ্বাস; প্রশ্বাস। অন ধাতু+ঘঞ্। সং; পু। ২। অন্য, অপর; অন্যথা। অন্য শব্দের অপভ্রংশ। ৩। আনয়ন কর। দেশজ ক্রিয়া।

আনক—১। শব্দায়মান, উৎসাহকারী। আ—অন (শব্দ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনিকা। ২। ভেরী; পটহ, ঢাক; মৃদঙ্গ; শব্দযুক্ত মেঘ। সং; পু।

আনকদুন্দুভি—১। বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের জনক। সং; পু। [ইঁহার জন্মকালে আনক এবং দুন্দুভির বাদ্য হইয়াছিল বলিয়া আনকদুন্দুভি নাম হইয়াছে]। ২। বৃহৎ পটহ, বড় ঢাক। কর্মধা। সং; পু বা স্ত্রী।

আনকরা, আনকোরা—আধোয়া, কোরা; অব্যবহৃত, সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব। প্রাদেশিক। বিণ।

আনখ—নখ পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। বা।

আনখা—অদেখা, অপরিচিত। দেশজ। বিণ।

আনচান—অস্থির, আকুল। প্রাদেশিক। বিণ।

আনত—নম্রীভূত, অবনত; বিনীত; পতিত। আ—নম (নম্র হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আনতি—প্রণাম; অবনতি; নম্রতা। আ—নম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আনন্দকর—পরিতোষসাধক, সন্তুষ্টকারী, আহ্লাদজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রী।

আনদ্ধ—১। বদ্ধ; গ্রথিত; বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত। আ—নহ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র; বেশভূষাদি। আ—নহ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আনদ্ধক—চর্ম্মাবৃতবাদ্য যন্ত্র, মৃদঙ্গ ঢাক ঢোল টিকারা তবল ইত্যাদি। কর্মধা। সং; ক্লী।

আনন—বদন, মুখ। আ—অন (বাঁচা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

আনন্তর্য্য—অনন্তরতা, অব্যবধান। অনন্তর শব্দ +ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আনন্ত্য—অনন্তত্ব, অশেষত্ব, অসীমত্ব; বাহুল্য। অনন্ত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আনন্দ—১। হর্ষ; বাসুদেবের বলবিশেষ। আ—নন্দ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্ ভা। ২। মদ্য, আত্মা; ব্রহ্ম; পূর্ব্ব, পশ্চিম, এবং দক্ষিণ এই তিন দ্বারবিশিষ্ট গৃহ। আ—নন্দ+অল্ ণ। সং; পু। ৩। আনন্দিত, আহ্লাদিত, হৃষ্ট, সুখী। —+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনন্দা।

আনন্দকর—হর্ষজনক, প্রীতিপ্রদ, আহ্লাদজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী।

আনন্দকৃষ্ণ বসু—ইনি ১৭৪৪ শকে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) ১২ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয় ইঁহার মাতামহ। আনন্দকৃষ্ণ সমস্ত জীবন সাহিত্যসেবায় অতিবাহিত করেন। নানা বিদ্যানুশীলনই ইঁহার একমাত্র প্রিয় কার্য্য ছিল। বিশেষতঃ ইনি ইংরাজী ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিতেন। বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির প্রথম শিক্ষা আনন্দকৃষ্ণের নিকট আরম্ভ হয়। Shakespeare বা অন্য ইংরাজ গ্রন্থকারের পুস্তক অধ্যয়নে অনেকেই ইঁহার সাহায্য পাইয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দকৃষ্ণের নিকট ইংরাজী ভাষাও অধ্যয়ন করিতেন। ১৯০৯ ইং সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিয়মিত প্রত্যহ গীতাপাঠের পর আনন্দকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ব্যতীত গ্রীক, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, হিন্দু, পারসীক ভাষাতেও আনন্দবাবু ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি বাঙ্গালার একখানি বিস্তৃত ইতিহাসের ও বাঙ্গালার একখানি বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের খসড়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।

আনন্দগিরি—ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। 'শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তি' নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। ইঁহার রচিত গীতার টীকা প্রসিদ্ধ।

আনন্দ চার্লু—(P. Ananda Charlu, Rai Bahadur, C. I. E.)—ইনি ১৮৪২ ইং সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাদ্রাজ হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ও বড়লাটের কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্য ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বঙ্গে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ইঁহাকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি প্রদান করেন। পরে গবর্ণমেণ্ট 'রায় বাহাদুর' ও 'সি, আই, ই' উপাধি দান করেন। ইনি মাদ্রাজে 'মহাজনসভা' স্থাপন করিয়া এবং পিপ্‌লস মেগাজিন নামক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত ও সম্পাদিত করিয়া দেশের প্রভূত হিতসাধন করেন। ইনি ১৮৯১ খৃঃ অব্দে নাগপুরে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে কিঞ্চিদধিক ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

আনন্দজনক—হর্ষোৎপাদক, আহ্লাদজনক, প্রীতিপ্রদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —নিকা।

আনন্দথু—১। আনন্দ, হর্ষ। আ—নন্দ (হৃষ্ট হওয়া)+অথু ভা। সং; পু। ২। আনন্দিত, আহ্লাদিত, হৃষ্ট।...+অথু ক। বিণ; ত্রি।

আনন্দদায়ক—প্রীতিপ্রদ, আহ্লাদজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনন্দদায়িকা।

আনন্দন—১। আনন্দোৎপাদন; সংবর্দ্ধন; স্বাগত জিজ্ঞাসা; গমনাগমন সময়ে সুহৃৎ প্রভৃতির আলিঙ্গন, আরোগ্য ও স্বাগতাদি প্রশ্ন দ্বারা আনন্দোৎপাদন। আ—ণিজন্ত নন্দ=নন্দি (হৃষ্ট করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। আনন্দজনক; সুখজনক। আ—নন্দি+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনন্দনা।

আনন্দপট—নবোঢ়ার বস্ত্র। আনন্দজনক যে পট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আনন্দপ্রভব—শুক্র, রেতঃ, বীর্য্য। ৬তৎ বা বহু। সং; ক্লী।

আনন্দময়—১। আনন্দপূর্ণ, সদানন্দ। আনন্দ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ময়ী। ২। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। সং; ক্লী।

আনন্দময়কোষ—(বেদান্তে) পঞ্চ কোষের মধ্যে পঞ্চম কোষ, কারণশরীর; সত্ত্বপ্রধান জ্ঞান। কর্ম্মধা। সং; পু।

আনন্দময়ী—হরিলীলা-কাব্য-প্রণেত্রী। ইনি বিবিধ কবিতা, সঙ্গীত এবং খুল্লতাত লালা জয়নারায়ণ সেনের সহযোগিতায় উক্ত কাব্য প্রণয়ন করেন। আনন্দময়ীর পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাস যশোহর জেলার ইটনা গ্রামে ছিল। বেদগর্ভ সেন বিদ্যালাভার্থ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রামে গিয়া বাস করেন; ক্রমে তথায় বিস্তর ভূসম্পত্তিও অর্জ্জন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠের বংশে আনন্দময়ীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা লালা রামগতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। পিতা ও পিতৃব্যের যত্নে আনন্দময়ী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। বেদগর্ভের বংশীয় রাজা রাজবল্লভ একদা রামগতি সেনের নিকট অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের নক্সা চাহিয়া পাঠান। রামগতি তখন একটী পুরশ্চরণে নিযুক্ত থাকায় আনন্দময়ী পিতার আদেশে বিবিধ প্রমাণসহ প্রতিকৃতি পাঠাইয়া দেন। রাজা রাজবল্লভের সভার পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন। আনন্দময়ীর সংগৃহীত প্রমাণপঞ্জী ও প্রতিকৃতি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়। উক্ত বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে সংস্কৃত শিবপূজাপদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিলেন; আনন্দময়ী তাহার অনেক অশুদ্ধি প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপক কৃষ্ণদেবের নিকট অনুযোগ করেন যে, তিনি পুত্রের শিক্ষায় মনোযোগী নহেন। আনন্দময়ীর জন্মকাল ১৭৫২ শকাব্দ। ৯ বৎসর বয়সে ১৭৬০ শকে অযোধ্যারাম কবীন্দ্রের সহিত আনন্দময়ীর পরিণয় হয়। পিতৃকুলের ন্যায় আনন্দময়ীর শ্বশুরকুলও বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধ। তবে আনন্দময়ী স্বামীর অপেক্ষা অধিক শিক্ষিতা ছিলেন। পতির মৃত্যুর সময় আনন্দময়ী পিতৃগৃহে ছিলেন। পতির মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র তিনি তাঁহার বাধা (খড়ম) বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া স্বামীর অনুগমন করেন।

আনন্দমোহন বসু—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় আনন্দমোহনের জন্ম হয়। ইনি দেশের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অতঃপর অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়া এফ এ, বি এ ও এম এ পরীক্ষা দেন, এবং সকল পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উচ্চ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি ইংলণ্ডে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তথায় গমনের পূর্ব্বে ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিয়া দশ সহস্র টাকা বৃত্তি পাইলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া ইনি প্রভূত পরিশ্রম সহকারে কেম্ব্রিজে তিন বৎসর গণিতবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। এতদ্দেশীয়ের মধ্যে যে উপাধি পূর্ব্বে কেহ কখনও প্রাপ্ত হন নাই, আনন্দমোহন সেই গৌরবাত্মক Wrangler উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে ইনি অতি যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যস্বরূপে পরিগণিত হইলেন। পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদানের একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স ছিল। একমাত্র আনন্দমোহনের বিশেষ আন্দোলনে এ নিয়ম উঠিয়া যায়। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। আবার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় "সিটি স্কুল" সংস্থাপন করেন। অল্পদিন পরে ইহা "সিটি কলেজ" নাম ধারণ করে। ইনি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রভূত পরিশ্রমে ইঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যলাভার্থ ইনি বৎসরাধিক ইয়ুরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ইনি জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজ সমিতির ১৪শ বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে ইনি এই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর প্রথম রাখী-বন্ধন দিনে জাতীয় বন্ধনজ্ঞাপক Federation Hall নির্ম্মাণ অভিপ্রায়ে সার্কুলার রোডে ঐ গৃহের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে যে বৃহৎ সভা আহূত হয়, তথায় পীড়িত ও শয্যাগত আনন্দমোহনকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই উপলক্ষে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করেন। প্রবন্ধটী স্বদেশভক্তিতে পূর্ণ মুমূর্ষু হতাশ ব্যক্তির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। সাধারণ সভায় এই তাঁহার শেষ আগমন ও শেষ বক্তৃতা। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট পক্ষাঘাত রোগে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর ভবনে এই কর্ম্মবীরের দেহত্যাগ ঘটে। এইরূপ দেশহিতৈষী, দানশীল, ধর্ম্মপরায়ণ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ড রিপণ ইঁহার যোগ্যতায় বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন।

আনন্দরস—আনন্দরূপ রস। রূপক কর্ম্মধা। সং; পুং। [গাবগুবাগুব। সং।

আনন্দলহরী—এক প্রকার সতার বাদ্যযন্ত্র;

আনন্দলাড়ু—ঘৃত বা তৈলে ভাজা তণ্ডুলচূর্ণ নারিকেল কোরা ও গুড়ের লাড়ু। সং।

আনন্দলোক—আহ্লাদপূর্ণ ভুবন, সুখধাম, স্বর্গলোক। মপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

আনন্দবর্দ্ধন,-বিবর্দ্ধন—১। আনন্দের বৃদ্ধিজনন, আহ্লাদ বাড়ান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। আনন্দের বৃদ্ধিকারক। বিণ; ত্রি।

আনন্দবিহ্বল—সাতিশয় আনন্দযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনন্দবিহ্বলা।

আনন্দ-সন্দোহ—আহ্লাদসুধা, আনন্দকর, সুখরাশি, মহানন্দ। ৬তৎ। সং; পুং।

আনন্দসাগর—সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় অপরিমেয় আনন্দ। আনন্দরূপ সাগর, বা আনন্দ সাগরসদৃশ, রূপক কর্ম্মধা বা উপমিত। সং; পুং।

আনন্দস্রোতঃ (-স্রোতস্)—সুখপ্রবাহ, ধারাবাহিক সুখ। আনন্দরূপ স্রোতঃ, রূপক কর্ম্মধা; অথবা আনন্দ স্রোতঃসদৃশ, উপমিত। সং; স্ত্রী।

আনন্দা—১। আনন্দিতা, হৃষ্টা। আনন্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিজয়া, সিদ্ধি, ভাঙ্গ; সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ; আরামশীতলা।

আনন্দাশ্রু—সুখাশ্রু, আহ্লাদ জন্য অশ্রু। আনন্দজনিত অশ্রু, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আনন্দি—আনন্দ, আহ্লাদ, হর্ষ, প্রীতি। আ-নন্দ (হৃষ্ট হওয়া)+ই ভা। সং; পুং।

আনন্দিত—হৃষ্ট, আহ্লাদিত। আ-নন্দ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত ক; অথবা আনন্দ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনন্দিতা।

আনন্দী (আনন্দিন্)—আনন্দযুক্ত, হৃষ্ট, আহ্লাদিত। আনন্দ শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী আনন্দিনী।

আনন্দীবাই জোশী—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কল্যাণ নগরে গণপত রাও অমৃতেশ্বর জোশীর ঔরসে ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম যমুনা। ইনি বাল্যকালে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ইনি গোপাল বিনায়ক জোশীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাহার পর আনন্দী বাই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে স্বামীকে কলিকাতায় রাখিয়া ইনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন, এবং ফিলাডেলফিয়া নগরে একটী চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে আনন্দী বাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ডাক্তার" উপাধি পান, এবং ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া কোলাপুরে এলবার্ট এডওয়ার্ড হাসপাতালের স্ত্রী-বিভাগের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ২৭শে মে যক্ষ্মারোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার চিতাভস্ম আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া তথায় প্রোথিত হয়।

আনন্দোচ্ছ্বাস—সুখের স্ফীতি, যেমন জলের বৃদ্ধি হইয়া উহার স্ফীতি হয়, তদ্রূপ বৃদ্ধি জন্য আনন্দের স্ফীতি। আনন্দের উচ্ছ্বাস, ৬তৎ। সং; পুং।

আনপুড়ি—নির্ব্বন্ধ; জ্বালা। সং।

আনমন—নতকরণ, নোয়ান, বাঁকান। আ-নম-অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। [ভ্রংশ। বিণ।

আনমনা—অন্যমনস্ক। অন্যমনা পদের অপ-

আনমিত—যাহাকে নোয়ান হইয়াছে, বক্রীকৃত, বাঁকান, নোয়ান। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনমিতা। [পুং।

আনয়—উপনয়ন। আ-নী+অল্ ভা। সং;

আনয়ন—স্থানান্তরপ্রাপণ, আনা। আ-নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

আনয়নীয়, আনেতব্য, আনেয়—আনা আবশ্যক বা উচিত এরূপ, যাহা আনিতে হইবে বা আনিতে পারা যায়, আনয়নযোগ্য বা আনয়নসাধ্য। আ-নী+অনীয়, তব্য, য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-য়া,-ব্যা,-য়া।

আনর্ত্ত—নৃত্যশালা, রঙ্গালয়; জল; রণ; দেশবিশেষ, দ্বারকা, গুজরাটের একাংশ; স্বনামখ্যাত রাজা, রেবার পিতা; স্বনামখ্যাত পৌরবরাজ, ইঁহার পিতার নাম বিভু ও পুত্রের নাম সুকুমার। আ-নৃৎ (নৃত্য করা)+ঘঞ্ অধি। সং; পুং।

আনর্ত্তিত—কম্পিত; নর্ত্তিত, নাচান। আ-নৃৎ+ণি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আনর্থক্য, আনর্থ—অনর্থতা, ব্যর্থতা, বৈফল্য, নিষ্ফলত্ব। অনর্থক বা অনর্থ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

আনল—১। অনল সম্বন্ধীয়, আগ্নেয়, অগ্নিগর্ভ। অনল+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনলী। ২। অনল, অগ্নি। অনল+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পুং। ৩। আনিল, আনয়ন করিল। ক্রি। প্রা, ক।

আনলা—নল; একনলা বন্দুক। প্রা, ক।

আনলি—আনিলি, আনয়ন করিলি; আনিল, আনয়ন করিল। ক্রি। প্রা, ক।

আনবেশ—অন্যবেশ, ভিন্নসাজ; অন্যরূপ, ভিন্ন প্রকার। প্রা, ক।

আনা—১। একটাকার ১৬ ভাগের ১ ভাগ। দেশজ। সং। ২। আনয়ন করা। ক্রি।

আনাগোনা—গমনাগমন; যাতায়াত, যাওয়া আসা। দেশজ। সং।

আনাচ-কানাচ—আঁনাড়-পাঁদাড়, গৃহের পার্শ্বস্থ অপরিষ্কৃত স্থান। দেশজ। সং।

আনাজ—অরন্ধিত তরকারী। প্রাদে। সং।

আনাড়ি, আনাড়ী—অজ্ঞ, অপটু, অনিপুণ। দেশজ। বিণ।

আনান—আনয়ন করান। দেশজ। ক্রি।

আনামৎ—গচ্ছিত, জমা। আমানৎ শব্দের রূপভেদ।

আনায়—১। জাল, ফাঁদ। আ-নী (লওয়া)+ঘঞ্ ণ। ২। আনয়ন। আ-নী+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

আনায়ী (-য়িন্)—জালিক, ব্যাধ। আনায় দেখ। আনায় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পুং।

আনায্য—অগ্নিগৃহের দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি হইতে আনীত হইয়া যে দক্ষিণাগ্নি আরোপিত হয়। আ-নী (লওয়া)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং; পুং।

আনার—ডালিম, বেদানা। বৈদেশিক। সং।

আনারস—অম্ল-মধুর রসবিশিষ্ট স্বনামখ্যাত উপাদেয় ফলবিশেষ (Pine-apple)। দেশজ। সং।

আনারসী—আনারসের ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট, অম্লমধুর। দেশজ। বিণ।

আনাহ—রোগবিশেষ, মলমূত্ররোধক পীড়া। আ-নহ+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

আনিল—১। পবনপুত্র, হনুমান্ বা ভীম। অনিল (বায়ু)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পুং। ২। অনিলসম্বন্ধীয়। অনিল+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনিলী।

আনিলি—পবনপুত্র, হনুমান্ বা ভীমসেন। অনিল শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পুং।

আনিলী—১। অনিলসম্বন্ধীয়া। আনিল ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বাতী নক্ষত্র। সং; স্ত্রী।

আনী—আনি, এক আনা মূল্যের মুদ্রা। দেশজ। সং।

আনীত—কৃতানয়ন, আনা হইয়াছে এরূপ। আ-নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনীতা।

আনীল—১। ঈষৎ নীলবর্ণ। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনীলা। ২। নীলবর্ণ অশ্ব। সং; পুং।

আনু—১। আন, অন্য, আর। প্রা, ক। ২। আইলাম, আসিলাম। প্রাদে। ক্রি।

আনুকূল্য—সাহায্য; পোষকতা; উপকার; অনুগ্রহ। অনুকূল+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

আনুগত্য—অনুগতভাবে থাকা, অনুবৃত্তি, অনুগ্রহলাভাশায় অন্যের তোষামোদ বা উপাসনা। অনুগত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

আনুপদিক—পশ্চাদ্গামী। অনুপদ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনুপদিকা।

আনুপূর্ব্ব, আনুপূর্ব্ব্য—অগ্র পশ্চাদ্ভাবরূপ ক্রম, যথাক্রম; অনুলোম; পরিপাটী। অনুপূর্ব্ব শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য। সং; স্ত্রী।

আনুপূর্ব্বিক—যথাক্রম, যার পর যা এরূপ ক্রমে স্থিত, কৃত, বা নিষ্পন্ন, আগাগোড়া ঠিক ঠিক, পর পর। অনুপূর্ব্ব শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী। বি,—তা,—ত্ব।

আনুপূর্ব্বী—অনুক্রম, যথাক্রম; পরিপাটী। অনুপূর্ব্ব+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আনুপূর্ব্ব্য—আনুপূর্ব্বী দেখ।

আনুমানিক—অনুমানবিষয়ীভূত, অনুমানসিদ্ধ; আন্দাজি। অনুমান শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনুমানিকী।

আনুরক্তি—অনুরাগ, আসক্তি, ভালবাসা। অনুরক্ত শব্দ+ক্তি ভাবে। সং; স্ত্রী।

আনুরূপ্য—সাদৃশ্য; তুল্যতা। অনুরূপ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আনুলোম্য—বর্ণানুক্রম। অনুলোম্য+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আনুবিধিৎসা—উপকারীর অপ্রত্যুপকার (বা অপকার) করিবার ইচ্ছা, কৃতঘ্নতা, নিমকহারামি। অনু-বি-সনন্তধা ধাতু+ড ভা+আপ্=অনুবিধিৎসা, তদুত্তরে ষ্ণ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

আনুশাসনিক—রাজনীতির অনুশাসন বিষয়ক (মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্ববিশেষ)। অনুশাসন+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

আনুষঙ্গিক—যাহা অন্য কিছুর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এরূপ, সংসর্গীয়; অপ্রধান; আবশ্যক। অনুষঙ্গ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

আনুষ্ঠানিক—অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয়, অনুষ্ঠানীয়, আচারঘটিত; আরম্ভসম্বন্ধীয়, প্রারম্ভিক, প্রাথমিক,আদ্য। অনুষ্ঠান শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আনুষ্ঠানিকী।

আনূপ—১। অনূপদেশস্থ জন্তু। অনূপ শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। সং; ক্লী। ২। তদ্দেশস্থ জন্তু, মহিষ, গণ্ডার, শূকরাদি। সং; পু। ৩। জলবহুল, বহুজলবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

আনৃণ্য—ঋণরাহিত্য, ঋণ হইতে মুক্তি; প্রত্যুপকারদ্বারা অন্যকৃত উপকারের প্রতিশোধ। অনৃণ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আনৃশংস্য—১। অক্রূরতা; অনুকম্পা; দয়া, করুণা। অনৃশংস শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। ২। সম্যক্ ক্রূরতা। আ (সম্যক্) নৃশংস আনৃশংস, অব্যয়ী; আনৃশংস শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আনেতব্য—আনয়নীয় দেখ।

আনেতা (আনেতৃ)—আনয়নকর্ত্তা, যে আনে, আহর্ত্তা। আ—নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আনেত্রী।

আন্ত—১। গত। অন (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্তা। ২। অন্তসম্বন্ধীয়; অন্তিম, অন্ত্য, শেষ। অন্ত শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্তী।

আন্তর—অন্তর্গত; মনোগত; আন্তরিক। অন্তর শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্তরী।

আন্তরিক—অন্তর্গত; হৃদ্গত, মনোগত; আভ্যন্তরীণ; প্রকৃত; অন্তরের সহিত; অকপট; ঐকান্তিক। অন্তর শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্তরিকী।

আন্তরিকতা—আভ্যন্তরীণতা; হৃদ্গতত্ব; অকপটতা; ঐকান্তিকতা; মনোগত ভাব। আন্তরিক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আন্তরিক স্রোতঃ (-স্রোতস্)—ভূমণ্ডলের গতি এবং সমুদ্রের কোন আভ্যন্তরিক কারণবশতঃ উহার অভ্যন্তরে নিরন্তর প্রবাহিত স্রোত। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আন্তরীক্ষ—১। অন্তরীক্ষজাত, আকাশসম্বন্ধীয়। অন্তরীক্ষ শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্তরীক্ষী। ২। অন্তরীক্ষ, আকাশ, গগন। অন্তরীক্ষ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী।

আন্তরীণ—অন্তর্ব্বর্ত্তী, মধ্যস্থ। অন্তর শব্দ+ঈন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্তরীণা।

আন্তর্য্য—সাদৃশ্য, তুল্যতা। অন্তর শব্দ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী। [+অন্+আপ্। সং; স্ত্রী।

আন্ত্রিকা—অম্বিকা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী। অম্বিক

আন্তে—আনয়ন করিতে, লইয়া আসিতে। আনিতে ক্রিয়ার সংক্ষেপ।

আন্ত্রিক—অন্ত্রসম্বন্ধীয়। অন্ত্র শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্ত্রিকী।

আন্দাজ—অনুমান, আঁচ, অনুভব; পরিমাণ। বৈদেশিক। সং। [বৈদেশিক। সং।

আন্দু—হস্তীর পদবন্ধন-রজ্জু বা শৃঙ্খল।

আন্দোলন—১। দোলন, কম্পন; অনুশীলন, আলোচনা। আন্দোল (দোলা)+অনট্ ভা। ২। দোলনা, দোলা। আন্দোল+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

আন্দোলনীয়—আন্দোলনের যোগ্য, যাহার আন্দোলন কর্ত্তব্য, যে বিষয়ের আন্দোলন করা আবশ্যক। আন্দোল (দোলন)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্দোলনীয়া।

আন্দোলিত—দোলিত, ইতস্ততঃ চালিত, কম্পিত; অনুশীলিত,আলোচিত। আন্দোল+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্দোলিতা।

আন্ধ—অন্ধ, দৃষ্টিহীন, কাণা। অন্ধ+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ; ত্রি।

আন্ধসিক—সূপকার, পাচক। অন্ধস্ শব্দ। ষ্ণিক কৃতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্ধসিকী।

আন্ধা—অন্ধ, দৃষ্টিহীন, কাণা। হিন্দী।

আন্ধার, আঁধার—তিমির। অন্ধকার শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। সং।

আন্ধারিয়া—১। আঁধার, অন্ধকার। প্রা, ক। ২। তিমিরাচ্ছন্ন, প্রায় অন্ধকারময়। দেশজ। বিণ। ৩। এক প্রকার চোরা লণ্ঠন; চালের মটকার ভিতরের খড়। সং।

আন্ধ্র—অন্ধ্রদেশীয়; অন্ধ্রবাসী। অন্ধ্র শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্ধ্রী।

আন্ন—অন্নসম্বন্ধীয়; খাদ্যঘটিত; ভুক্ত। অন্ন শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্নী।

আন্বয়িক—সৎকুলজাত, কুলীন; সাধকবিশেষ, কুলাচারী; অন্বয়সঙ্গত। অন্বয় শব্দ+ষ্ণিক জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আন্বয়িকী।

আন্বাহিক—নৈত্যিক, প্রতিদিনসাধ্য(পাকাদি)। অন্বহ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

আন্বীক্ষিকী—অধ্যাত্মবিদ্যা; তর্কবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র। অনু—ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা+আপ্ (=অন্বীক্ষা)+ষ্ণিক প্রয়োজনার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আপ্—১। জলরাশি। অপ্ শব্দ (জল)+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী। ২। অষ্ট বসুর মধ্যে পরিগণিত বসুবিশেষ। সং; পু। ৩। আপনি (ভবান্)। হিন্দী।

আপঃ (আপস্)—জল; পাপ। আপ (পাওয়া)+অস র্ম। সং; ক্লী।

আপকা—আপনার। হিন্দী।

আপক্ব—ঈষৎ পক্ব, অর্দ্ধপক্ব; ভর্জ্জিত। আ (ঈষৎ) পক্ব, নিত্য। বিণ; ত্রি।

আপগা—নদী; স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ। আপ শব্দ—গম+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

আপটকা—পলকা, কম মজবুত, ভঙ্গপ্রবণ; ক্ষীণ, দুর্ব্বল; পতন-প্রবণ। গ্রাম্য। বিণ।

আপণ—হট্ট, হাট, বাজার; বিক্রয়স্থান, দোকান। আ—পণ (বাণিজ্য করা)+অল্ অধি। সং; পু।

আপণিক—১। বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, দোকানী; আপণসম্বন্ধীয়। আপণ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আপণিকী। ২। বণিক্, দোকানদার। সং; পু।

আপৎ (আপদ্)—বিপদ্, বিপত্তি, সঙ্কট, দায়; দুর্ভাগ্য; দুর্দ্দৈব, দুর্ঘটনা। আ—পদ+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

আপতন—পতন, পড়া; আগমন; অভিধাবন; অবরোহণ; ঘটন। আ—পত (পড়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আপতিক—১। অকস্মাৎ উপস্থিত। আ—পত+ইক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আপতিকা। ২। শ্যেন, বাজপাখী। সং; পু।

আপতিত—পতিত; আগত; অবরূঢ়; ঘটিত, যাহা ঘটিয়াছে এরূপ। আ—পত (পড়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আপতিতা।

আপৎকাল—বিপদের সময়, সঙ্কটকাল; দুঃসময়। ৬তৎ। সং; পু।

আপত্তি—আপদ্প্রাপ্তি; অসম্মতি; বাধকতা; তর্কদোষ; ভর্ৎসনা। আ—পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আপত্তি-কর,—জনক—আপত্তির উৎপাদক;

আপত্তিযোগ্য। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -করী, -জনিকা।

আপত্তিযোগ্য—আপত্তি করিবার উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপত্তিযোগ্যা।

আপৎপ্রাপ্ত—আপন্ন, বিপদ্‌গ্রস্ত, বিপন্ন। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

আপত্য—আপত্তি শব্দের অপভ্রংশ।

আপদ্—আপৎ দেখ। [অব্যয়ী। ব্য।

আপদ—আপাদ, পদ পর্য্যন্ত, পা অবধি।

আপদ-চুম্বিত, -লম্বিত—চরণ পর্য্যন্ত স্পর্শকারী, পা অবধি ঝুলান। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

আপদা—আপৎ, বিপত্তি। আ—পদ+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

আপদ্‌গ্রস্ত—বিপদ্‌গ্রস্ত, বিপন্ন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপদ্‌গ্রস্তা।

আপদ্ধর্ম্ম—বিপদ্‌কালে অবলম্বিত অন্যায্য ধর্ম্ম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

আপদ-বিপদ—নানা প্রকারের বিপত্তি বা দায়। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

আপন—১। প্রাপণ, প্রাপ্তি, পাওয়া ; মরীচ। আপ (পাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। স্বকীয়, নিজের। দেশজ। বিণ।

আপন-ওয়ালি—আপনার হিতচেষ্টা বা ইষ্ট চিন্তা ; স্বার্থপরতা। প্রা, ক।

আপন-কি—আপনার। প্রা, ক।

আপনা—স্বয়ং, নিজ বা নিজকে। দেশজ।

আপনা-আপনি—নিজে নিজে ; স্বগত ; স্বতঃ ; স্বভাবতঃ ; পরস্পর। দেশজ। [দেশজ।

আপনি—তুমি (সম্ভ্রমার্থে) ; স্বয়ং, নিজে ; স্বতঃ।

আপন্ন—১। বিপন্ন, বিপদ্‌গ্রস্ত। আ—পদ (গমন করা)+ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ। আ—পদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপন্না।

আপন্ন-সত্ত্বা—অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভিণী। আপন্ন (প্রাপ্ত) সত্ত্ব যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

আপমিত্যক—বিনিময়প্রাপ্ত বস্তু, পরিবর্ত্তনলব্ধ দ্রব্য। অপ—মে+যপ্+কণ্। সং ; ক্লী।

আপরাহ্নিক—অপরাহ্নসম্বন্ধীয় ; অপরাহ্নে করণীয় ; দিবসের ভাগত্রয়ের তৃতীয় ভাগে ভব। অপরাহ্ন+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -কী।

আপশান—আস্ফালন করা, আছড়ান, আছাড়-বিছাড় করা। দেশজ। ক্রি।

আপশোশ, আপশোষ, আপসোস—আক্ষেপ, পরিতাপ, মনস্তাপ। বৈদেশিক। সং।

আপস্—আপঃ দেখ।

আপস, আপোস—আপনি ; আপনা-আপনি ; পরস্পর ; আপনা-আপনি বা পরস্পরে বিবাদ মিটাইয়া লওয়া, রফা নিষ্পত্তি। বৈদেশিক।

আপসোস—আপশোশ দেখ। [ক্লী।

আপস্কার—গাত্রমল। অপস্কার শব্দ+ষ্ণ। সং ;

আপস্তম্ব—ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক স্বনামখ্যাত ঋষি-বিশেষ। সং ; পু।

আপা, আপাগাড়ি—বর্ষার সময় মাঠের মাছ ধরিয়া জিয়াইয়া রাখিবার খানা। প্রাদেশিক। সং।

আপাং—অপামার্গ, চড়চড়ে গাছ। সং।

আপাক—১। ঈষৎ পাক। আ—পচ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা। ২। কুম্ভকারের পোয়ান। আ—পচ+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

আপাকথা—জনরব, গুজব, হুপুই। গ্রাম্য। সং।

আপাকা—অপক্ব, কাঁচা ; ঈষৎ পক্ব। দেশজ। বিণ।

আপাঙ্গ—বৃক্ষবিশেষ, অপামার্গ। সং।

আপাটল—ঈষৎ পাটলবর্ণ। আ (ঈষৎ) পাটল, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপাটলা।

আপাণ্ডর, আপাণ্ডুর—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -রা।

আপাত—১। পতন ; ঘটন ; আগমন, উপস্থিতি। আ—পত+ঘঞ্ ভা। ২। পথ ; তৎকাল, প্রথম সময়, কোন কিছু ঘটিবার সময়। আ—পত+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

আপাতক—আপাততঃ পদের অপভ্রংশ।

আপাতকঠিন, -কঠোর—যাহা প্রথমে কঠিন, কিন্তু পরিণামে কঠিন নয়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -কঠিনা, কঠোরা।

আপাতকঠোর—আপাতকঠিন দেখ।

আপাতকর্কশ—প্রথমানুষ্ঠান সময়ে কর্কশ, কিন্তু পরিণামে নহে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আপাততঃ (-তস্)—প্রথমতঃ ; সংপ্রতি, এক্ষণে। আপাত শব্দ+তস্। ব্য।

আপাতমধুর—প্রথমতঃ মধুর, আপাততঃ মধুর কিন্তু পরিণামে নয়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আপাত-মনোরম, -মনোহর—আপাততঃ চিত্তাকর্ষক বটে, কিন্তু পরিণামে নহে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -রমা, -হরা।

আপাত-রমণীয়, -রম্য—আপাততঃ মনোজ্ঞ বটে কিন্তু পরিণামে নহে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -ণীয়া, -রম্যা।

আপাতবিরস—যাহা প্রথমে বিরসবৎ প্রতীয়মান হয় কিন্তু পরিণামে সরস বলিয়া জানা যায়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -রসা।

আপাত-সরস, -সুরস—আপাততঃ উত্তম রসবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান বটে, কিন্তু পরিণামে তদ্বিপরীত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আপাতসুন্দর—যাহা আপাততঃ সুন্দর বটে কিন্তু পরিণামে নহে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -রী।

আপাত-সুরস—আপাতসরস দেখ।

আপাত্য—আক্রমণার্থ আগত ; আগন্তুক। আ—পত+ণ্যৎ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -ত্যা।

আপাদ—পা হইতে বা পা পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আপাদমস্তক—পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত। ক্রি-বিণ।

আপাদিত—সম্পাদিত, নির্ব্বাহিত, অনুষ্ঠিত। আ—ণিজন্ত পদ বা পাদি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আপান—সুরাপানগোষ্ঠী ; মদের চক্র বা জটলা ; যে স্থানে অনেকে একত্র বসিয়া সুরাপান করে ; সুরাবিক্রয়স্থান (Alehouse, grog-shop)। আ—পা (পান করা)+অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

আপানভূমি—সুরাপানস্থান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আপামর—পামর পর্য্যন্ত, সর্ব্বসাধারণে। অব্যয়ী। ব্য।

আপায়—যায়, গত হয়। প্রা, ক।

আপালি—কেশকীট, উকুন। আ—পল (গমন করা)+ইন্ ক। সং ; পু। [সং।

আপিং, আপিঙ্গ—অহিফেন, আফিম। দেশজ।

আপিঙ্গল—ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ। আ (ঈষৎ) পিঙ্গল, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপিঙ্গলা।

আপিঞ্জর—স্বর্ণ। আ (সম্যক্) পিঞ্জর (পীতবর্ণ) নিত্য। সং ; ক্লী।

আপিল—আবেদন ; উচ্চতর আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনা। ইং (Appeal)। সং।

আপিস, আফিস—কার্য্যালয়, কর্ম্মস্থান, কাছারী। ইং (Office)। সং।

আপীড়—১। কিরীট, শিরোভূষণ ; শিখাস্থ মালা। আ—পীড় (পীড়ন করা)+অল্ ণ। ২। পীড়াদান ; সম্যক্ পীড়া ; বন্ধনবিশেষ, গৃহবহির্নিঃসৃত কাষ্ঠ। আ—পীড় +অল্ ভা। সং ; পু।

আপীড়ন—গাঢ় আলিঙ্গন ; সম্যক্ পীড়ন ; দৃঢ় বন্ধন। আ—পীড় (পীড়ন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আপীড়িত—গাঢ়ালিঙ্গিত ; নিষ্পীড়িত ; বেদনাপ্রাপ্ত ; দৃঢ় বদ্ধ ; শোভিত ; ভূষিত। আ—পীড়+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী

আপীত—১। ঈষৎ পীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ। নিত্য। ২। সম্যক পীত। আ—পা (পান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপীতা। ৩। মাক্ষিক ধাতু। সং ; ক্লী।

আপীন—১। পশ্বাদির স্তন, গরুর পালান। আ—প্যায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক ; অথবা, আ—পী (পান করা)+ক্ত র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। ঈষৎ স্থূল ; সম্যক্ স্থূল, সুপুষ্ট। আ—প্যায+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপীনা। ৩। কূপ। আ—পী (পান করা)+ক্ত অধি। সং ; পু।

আপীল—উচ্চতর আদালতে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা (Appeal)। হাইকোর্টই এদেশের উচ্চতম আপীল আদালত। ইংরাজী শব্দ।

আপূপিক—১। পিষ্টক-ব্যবসায়ী, হালুইকর ; পিষ্টকপ্রিয়। অপূপ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -কী। ২। আপূপসমূহ। সং ; ক্লী।

আপূপ্য—অপূপসাধন বস্তু, ময়দা ছাতু প্রভৃতি। অপূপ শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। সং ; পু।

আপূর্ত্ত—খাতাদি খনন। আ—পূ ধাতু+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আপূষ—রঙ্গধাতু, রাং। আ—পূষ ধাতু+অল্ ণ। সং ; ক্লী।

আপৃচ্ছা—আলাপ, আভাষণ ; আবাহন ; জিজ্ঞাসা। আ—প্রচ্ছ+ঙ ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

আপেক্ষিক—অপেক্ষাকৃত, তুলনাকৃত। অপেক্ষা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপেক্ষিকী।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—সমায়তন-সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর গুরুত্বের যে সম্বন্ধ, তাহাকেই আপেক্ষিক গুরুত্ব। (Specific gravity) বলে।

আপেক্ষিকতা—অপেক্ষা করা, তুলনা করা। আপেক্ষিক শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আপেল—স্বনামখ্যাত ফল। ইং (apple)।

আপোষ—পরস্পর, আপনা আপনি ; আপনা-আপনি নিষ্পত্তি, রফা। বৈদেশিক।

আপোস—আপস দেখ।

আপ্ত—১। বিশ্বস্ত ; প্রত্যয়িত ; সন্নিকৃষ্ট, আত্মীয় ; অভিযুক্ত, দূষিত ; অভ্রান্ত, প্রামাণিক ; হিতোপদেষ্টা, ভ্রমাদিশূন্য তত্ত্বার্থবেদী। আপ+ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত। আপ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপ্তা।

আপ্তকাম—পূর্ণাভিলাষ, সফলমনোরথ। আপ্ত হইয়াছে কাম যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

আপ্তকারী (—কারিন্)—যাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া যাবতীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া যায়। আপ্ত—কৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী আপ্তকারিণী।

আপ্তখুকী—আত্মগরজী ; স্বেচ্ছাপরতন্ত্র ; স্বার্থপর ; স্বেচ্ছাকৃত। দেশজ। বিণ।

আপ্তগরজী—যে আপনার গরজটাই বেশী বুঝে ; আত্মম্ভরি, স্বার্থপর, আপ্তখুকী। দেশজ।

আপ্তপর—আত্মপর, স্বজন ও অপর ব্যক্তি। দেশজ। [দেশজ।

আপ্তবন্ধু—আত্মবন্ধু, আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধব।

আপ্তবচন—আপ্তবাক্য দেখ।

আপ্তবাক্ (—বাচ্)—বেদ, আগম, আপ্তশ্রুতি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

আপ্তবাক্য, আপ্তবচন—বিশ্বস্ত বাক্য, দোষগুণের বিচার না করিয়া যে বাক্য প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আপ্তসার—(দেশজ) ১। অমঙ্গল নিবারণার্থ কার্য্যবিশেষ, প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন দ্বারা আত্মদেহ রক্ষা। সং। ২। স্বার্থপর। বিণ।

আপ্তা—১। বিশ্বস্তা, প্রাপ্তা, ইত্যাদি। আপ্ত দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। জটা। সং ; স্ত্রী।

আপ্তি—প্রাপ্তি, লাভ ; ব্যাপ্তি ; সম্বন্ধ ; উপযোগিতা ; যোগ্যতা। আপ (প্রাপ্ত হওয়া) +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

আপ্য—১। প্রাপ্তব্য, লভ্য। আপ (পাওয়া) +য র্ম্ম। স্ত্রী আপ্যা। ২। জলময়, জলজ ; জলীয়। অপ্ শব্দ (জল)+ষ্ণ্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপ্যী। ৩। কর্ম্মের শেষভূত মন্ত্রাদি ; ব্যাপ্য বৃক্ষ, কুড়। আপ+য ক। সং ; ক্লী। [ত্রি। স্ত্রী আপ্যানা।

আপ্যায়ন—আপীন। আ—প্যায়+ক্ত ক। বিণ ;

আপ্যায়ন—১। বৃদ্ধি, উন্নতি ; পুষ্টি ; তৃপ্তি ; তর্পণ ; প্রীতি। আ—প্যায়+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। পুষ্টিকর ; বৃদ্ধিকর ; তৃপ্তিকর ; প্রীতিজনক। আ—প্যায়+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপ্যায়না।

আপ্যায়িত—প্রবৃদ্ধ ; তৃপ্ত ; প্রীত। আ—প্যায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

আপ্রচ্ছন—আভাষণ ; জিজ্ঞাসা। আ—প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আপ্রচ্ছন্ন—১। আভাষণ ; জিজ্ঞাসা। আ—প্র—ছদ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। ঈষৎ গুপ্ত ; সম্যক্ লুক্কায়িত। আ (ঈষৎ বা সম্যক্) প্রচ্ছন্ন, নিহ্নত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আপ্রচ্ছন্না।

আপ্রপদ—পাদাগ্র পর্য্যন্ত। প্রপদ (পাদাগ্র) অবধি, অব্যয়ী। সং ; ক্লী।

আপ্রপদীন—স্কন্ধ হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত আবৃত (বস্ত্রাদি)। আপ্রপদ শব্দ+খীন। বিণ ; ত্রি।

আপ্লব, আপ্লাব—স্নান ; জলপ্লাবন ; উল্লম্ফন ; গতি ; সম্যক্ আবরণ। আ—প্লু (গতি হওয়া) + অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

আপ্লাবন—প্লাবন। আ—ণিজন্ত প্লু বা প্লাবি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আপ্লাবিত—জলপ্লাবিত ; সিক্ত। আপ্লাব শব্দ + ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

আপ্লুত—১। সিক্ত ; স্নাত ; উৎপতিত। আ—প্লু+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। স্নান ; উল্লম্ফন। আ—প্লু+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আফগান—আফগানিস্থান ও তন্নিকট-দেশবাসী মুসলমান জাতিবিশেষ ; পাঠান। বৈদেশিক।

আফগানিস্থান—ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত দেশ। আফগানিস্থানের অধিবাসী সকলেই যে আফগান তাহা নহে। দুরাণী, মিলজাই, য়ুসুফজাই, কাকর, মোমান্দজাই, আফ্রিদি, ইত্যাদি আফগান জাতীয়। খিজিলবাসী, আইমক, হাজারা, হিন্দকি, প্রভৃতি আফগান জাতীয় নহে। আফগানিস্থানের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পারসীভাষায় অভিজ্ঞ। পারসীভাষাই আদালতের ভাষা। কিন্তু "পুস্তু"ই সাধারণ জাতীয় ভাষা। এই ভাষায় বিবিধ সাহিত্য-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আফগানিস্থানের সকল জাতিকেও পাঠান বলা যায় না। মোগল বাদসাহগণের পূর্ব্বে যে সকল মুসলমান বংশ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে তাঁহাদিগকে পাঠান-বংশ বলা হয় ; কিন্তু এক "লোদী" বংশ ব্যতিরেকে, কোন বংশকেই প্রকৃতপক্ষে পাঠান-বংশ বলা যায় না। আফগানিস্থানের অধিকাংশ অধিবাসী "সুন্নী" শ্রেণীস্থ মুসলমান।

প্রাচীনকালে আফগানিস্থান যে গ্রীস শক্তি ও বৌদ্ধশক্তির অধীনে আসিয়াছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমানকালে কিয়দংশে লক্ষিত হয়। হুয়েনথ সাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার সময়ে (খৃঃ ৬৩০—৬৪৫) কাবুলের সান্নিধ্যে হিন্দু ও তুর্কীজাতীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। খৃঃ ১০ম শতাব্দীতে হিন্দুরাজ্যের উচ্ছেদ হয়, এবং সবক্তগিন নামক জনৈক তুর্কী গজনীতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারই পুত্র মামুদ দ্বাদশবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পরে আলাউদ্দিন "ঘোর" বংশীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সাহাবুদ্দিনঘোরী পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বেনারস পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে বাবরসাহ কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন। ১৭৩৭—১৭৩৮ খৃঃ পারস্য-রাজ নাদিরসাহ উভয় স্থানই নিজাধিকারে আনেন। নাদিরসাহ ১৭৪৭ খৃঃ নিহত হইলে কান্দাহারবাসিগণ আবদালীবংশীয় আমেদ সাকে রাজা স্বরূপে গ্রহণ করে। আমেদ সা আপনাকে "দুর-ই-দুরাণ্" (তৎসময়ের মুক্তাস্বরূপ) এই আখ্যায় ভূষিত করেন। সেই সময় হইতেই আমেদ সার বংশ "দুরাণী" বংশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই বংশই বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আফগানিস্থানে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে।

আমেদ সা ১৭৭৩ খৃঃ প্রাণত্যাগ করেন। ১৮০৯ খৃঃ ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আলেকজান্দার বর্ণস্ (Burnes) পেশোয়ার, আফগানিস্থানের তাৎকালিক অধীশ্বর সা সুজার সহিত সাক্ষাৎ করেন ; অভিপ্রায় দুই রাজ্যমধ্যে সখ্যস্থাপন। ইংরাজ প্রতিনিধি আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট হন। ইহার পরে দোস্ত মহম্মদ রাজ্য অধিকার করেন এবং সা সুজা ভারতে আসিয়া ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খৃঃ পারস্যরাজ হিরাট আক্রমণ করেন এবং রুষরাজও রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট চিন্তান্বিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত

বর্ণস্ সাহেবকে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপে কাবুল নগরে রেসিডেণ্ট করিয়া পাঠান। দোস্ত মহম্মদ এই সময়ে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের নিকট যাহা প্রস্তাব করেন, তাহাতে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট অস্বীকৃত হন। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট সা সুজাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবার সংকল্প করিয়া আফগানিস্থানে সৈন্য প্রেরণ করেন। ফলে কাবুল, কান্দাহার ও গজনী দোস্ত মহম্মদের হস্তচ্যুত হয়, এবং সা সুজা সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হন। দোস্ত মহম্মদ পলায়ন করেন এবং ১৮৪০ খৃঃ ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করায় ভারতে প্রেরিত হইয়া এখানে সাবধানে রক্ষিত হন। সা সুজাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজ-সৈন্য ভারতে প্রত্যাগমন করে। বর্ণস্ রেসিডেণ্ট স্বরূপে এবং স্যার উইলিয়ম ম্যাক্‌ন্যাটন (Macnaghten) দূত (Envoy) স্বরূপে সা সুজার রাজধানীতে রহিলেন। প্রজাগণ সা সুজাকে স্নেহচক্ষে দেখিল না। ক্রমে দেশে অন্তর্বিদ্রোহের আবির্ভাব হইল; তাহার ফলে ১৮৪১ খৃঃ বর্ণস্‌কে হত্যা করা হয়। দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ বিদ্রোহিগণের নেতা হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ম্যাক্‌ন্যাটন সাহেব সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়া তাঁহারই হস্তে নিহত হন। এইবারে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে আফগানিস্থানে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। দেশ সম্যক্ ভাবে শাসিত করিয়া ইংরাজসৈন্য ১৮৪২ খৃঃ আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসে। সা সুজা বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, দোস্ত মহম্মদ নির্ব্বাসন-মুক্ত হইয়া রাজ্যভার পুনরায় গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু ঘটিবার পরে ইঁহার পুত্র সের আলি সিংহাসন অধিকার করেন। ১৮৬৯ খৃঃ এপ্রেল মাসে ইনি আম্বালার দরবারে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইংরাজের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন।

১৮৭৮ খৃঃ সের আলী রুষরাজ প্রেরিত দূতকে কাবুলে সমাদর করিয়া আতিথ্য প্রদান করেন। ভারত-গভর্ণমেণ্টও এরূপ দূত প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সের আলী সম্মতি সূচক প্রত্যুত্তর করিলেন না। ইহাতে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড লীটন সের আলীর রাজ্য আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে সুবিখ্যাত বীর (লর্ড) রবার্টস্ ও অন্যান্য সেনাপতিকে সসৈন্যে তথায় প্রেরণ করেন। সের আলী রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং মাজার-ই-সরিফ নামক স্থানে ১৮৭৯ খৃঃ প্রাণত্যাগ করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার পুত্র য়াকুব খাঁ (যিনি পিতা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ ছিলেন) মুক্তি লাভ করিয়া কাবুলের সিংহাসন গ্রহণ করেন। ইনি গণ্ডামক নামক স্থানে ইংরাজ শিবিরে আসিয়া ১৮৭৯ খ্রীঃ মে মাসে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধিপত্রের প্রধান সর্ত্ত এই যে, কাবুলরাজ কেবল ইংরাজের সহিতই সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিবেন এবং রাজধানীতে ইংরাজ প্রতিনিধিকে স্থায়িভাবে থাকিতে দিবেন। এই সন্ধির ফল বিপরীত হইল। সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে, স্যার লুই ক্যাভানারী (Cavanari), (যিনি তখন ইংরাজের পক্ষ হইতে কাবুলে রেসিডেণ্টস্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন) রক্ষী ও কর্ম্মচারিগণ সহিত নিহত হন। আবার ইংরাজসৈন্য কাবুলে প্রেরিত হইল। য়াকুব খাঁ আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহাকে ভারতবর্ষে অবস্থান জন্য প্রেরণ করা হইল। ১৮৮০ খ্রীঃ আবদুর রহমন নামক সের আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র, সিংহাসন লাভ অভিপ্রায়ে দোস্ত মহম্মদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, তিনি নির্ব্বাসিত হইয়া রুষরাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া লর্ড লীটন তাঁহাকেই আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া কাবুল সিংহাসনে বসাইলেন। কান্দাহার তখন ইংরাজের খাস দখলে ছিল। কান্দাহার একণে তাঁহাকেই অর্পণ করা হইল, এবং হিরাটও সের আলীর কনিষ্ঠ পুত্র আয়ুবের হস্ত হইতে আবদুর রহমন অধিকার করিলেন। ইঁহার রাজত্ব কালে আফগানিস্থান একটী শক্তিশালী রাজ্য বলিয়া সাধারণ্যে স্বীকৃত হইল। ইঁহারই রাজত্বকালে প্রান্তদেশে রুষিয়া ও বৃটিশ-শক্তির রাজ্যসীমা-নির্দ্দেশ সমাপ্ত হয়।

১৯০১ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর আবদুর রহমন প্রাণত্যাগ করেন। দুই দিন পরে ইঁহার পুত্র হবিবুল্লা সিংহাসন গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে রাজ্যের আভ্যন্তরিক উন্নতি অনেক ঘটিয়াছে। লর্ড কর্জ্জন যখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন, তখন ইঁহাকে ভারতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইনি কিন্তু সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। ইঁহার পুত্র নাসিরউল্লা বিলাতে ও ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে স্যার লুই ডেন (Sir Louis Dane) ও অন্যান্য ইংরাজ-কর্ম্মচারী কাবুলে গমন করেন; উদ্দেশ্য নূতন সন্ধিস্থাপন। ১৯০৫ খ্রীঃ মে মাসে ইঁহার সহিত যে সন্ধিস্থাপন হয়, তাহা ইঁহার পিতার স্বাক্ষরিত সন্ধি পত্রের পুনরুল্লেখ মাত্র। লর্ড মিণ্টোর নিমন্ত্রণে আমীর মহোদয় ১৯০৭ খ্রীঃ ভারতে আগমন করেন। সেই সময় বকর-ঈদ উৎসব হইতেছিল। এই উৎসব উপলক্ষে যাহাতে গোহত্যা করিয়া হিন্দুদিগের মনে কষ্ট দেওয়া না হয়, তদ্বিষয়ে ইনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার প্রজা নও, সুতরাং আমি তোমাদিগকে কোনরূপ আদেশ করিতে পারি না; তথাপি আমি আশা করি যে তোমরা আমার এ অনুরোধটি রক্ষা করিবে।" আমীর মহোদয় ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন। ইনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট ১৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি স্বরূপে পাইতেন। ইঁহার সহিত ১৯০৫ খৃঃ যে সন্ধি স্থাপনা হয় তাহাতে ইঁহাকে "His Majesty" এই আখ্যা দেওয়া হয়। আমীর হবিবুল্লা মহোদয় গুপ্তঘাতকের হস্তে হত হইলে, উক্ত নাসিরুল্লা আমীর হন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সকলের অপ্রিয় হওয়ায় সিংহাসনচ্যুত হন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমানুল্লা সিংহাসন অধিকার করেন। ইনিই আফগানিস্থানের বর্ত্তমান আমীর। ইঁহার সময়ে ইংরাজদিগের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ ঘটে। তাহার ফলে যে সন্ধি হয়, তদনুসারে আমীরের ১৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি রহিত হয়, এবং ইংলণ্ডে আমীরের দূত ও আফগানিস্থানে ইংলণ্ডের দূত থাকিবার নিয়ম হয়।

আফলা—অফলন্ত, যাহাতে ফল ধরে না, বাঁজা, আঁড়া। দেশজ। বিণ।

আফলোদয়—ফলসিদ্ধি পর্য্যন্ত। ফলের উদয় ফলোদয়, ৬ষ্ঠ; ফলোদয় পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। বা, ক্রি বিণ।

আফলোদয়কর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—ফলসিদ্ধি পর্য্যন্ত কার্য্যকারী। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

আফিং, আফিম—অহিফেন; একবর্ষী (১০ মাসের) শাক বিশেষ—পুষ্প চতুর্দ্দলবিশিষ্ট—রং লাল এবং সাদা—ফলের রস শুকাইয়া আফিম হয়। সং।

আফিম[illegible] যে বেশী আফিং খায়। সং।

আফুলা—যাহাতে ফুল ধরে নাই এরূপ। বিণ।

আফোটা—অপ্রস্ফুটিত। বিণ।

আব—[illegible], মাংসকীল (tumour)। সং।

আবওয়াব—নির্দ্দিষ্ট খাজানার অতিরিক্ত প্রজার নিকট জমিদারের বাজে আদায়। বৈদেশিক। সং।

আবছায়া—ভূতযোনির আভাষ ; অস্পষ্ট দর্শন। সং। অপচ্ছায়া শব্দের অপভ্রংশ।

আবডাল—আড়াল, অন্তরাল। গ্রাম্য। সং।

আবদার—আখট্টি, খোট, বাহানা বা বায়না, উৎকট বাসনা ; সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ; অযথা জেদ। দেশজ। সং।

আবদারে, আবদেরে—উৎকট বাসনাযুক্ত, খোটেল, খেয়ালী ; অযথা জেদী। দেশজ। বিণ।

আবদুল করিম (মৌলবী)—ইং ১৮৬৫ সালে শ্রীহট্ট সহরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সেই-খানেই প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন, এবং ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় আসিয়া বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বি, এ উপাধি লাভ করেন। পরে কলিকাতা মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন ; তৎপরে কিছুকাল সহকারী স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদে কার্য্য করিয়া বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হন। দেশের, বিশেষতঃ স্বজাতির শিক্ষা বিস্তা-রার্থে যথেষ্ট যত্ন পরিশ্রম করিয়াছেন। "ভারতে মুসলমান রাজত্ব" নামক একখানি ইতিহাস গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি ১৯২০ সালে সুরমা উপত্যকা সম্মিলনীর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আবদুলগণি (খাজা)—ঢাকার প্রসিদ্ধ মুসল মান জমিদার। জন্ম ১৮৩০ খৃঃ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীরবাসী। সিপাহি বিদ্রোহের সময় এবং তাহার পরে অনেক সময় ইনি গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়া-ছিলেন। ইনিই ঢাকা সহরে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া কলের জল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৬১ সালে বঙ্গীয় এবং পর বৎসর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য হন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "সি, এস, আই," এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে "কে, সি, এস, আই" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৫ সালে ইনি নবাব হন এবং ১৮৭৭ সালে ১লা জানু-য়ারি এই উপাধি বংশগত থাকিবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮৯৬ সালে ঢাকা সহরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র নবাব বাহাদুর স্যার্ খাজে আসানুল্লা ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আসানুল্লা সাহেব পিতার ন্যায় বদান্য ছিলেন। আসানুল্লার পর তৎপুত্র খাজে সলিমুল্লা ঢাকার নবাব হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি সলিমুল্লা সাহেব "কে, সি, আই, ই" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

আবদুল লতিফ—ইনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ইঁহার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলায় জন্ম-গ্রহণ করেন। স্কুলের লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ডেপুটি ম্যাজি-ষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ পদেই ইঁহার জীবিতকাল অতিবাহিত হয়। মধ্যে কিছুদিনের জন্য লতিফ সাহেব কলিকাতা পুলিস আদালতের অন্যতর ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বহুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও কলি-কাতা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য ছিলেন। মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইনি বিস্তর চেষ্টা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহা-রই বিশেষ যত্নে Mohamedan Lite-rary Society প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি তাহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ইঁহারই সম্পাদকতায় এই সভা পরিচালিত হইয়াছিল। অমায়িকতা, পরোপকারিতা, পক্ষপাতশূন্যতা প্রভৃতি গুণে ইনি সকল সমাজেরই অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। ইনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে "নবাব," ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে "সি, আই, ই" এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "নবাব বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি গভর্ণমেণ্টের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তালতলা লেনে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব আবদুর রহমন (ব্যারিষ্টার) এক্ষণে কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি "নবাব" উপাধি লাভ করেন।

আবদেরে—আবদারে দেখ।

আবদ্ধ—বদ্ধ, যাহা বা যাহাকে বদ্ধ করা হই-য়াছে ; প্রতিরুদ্ধ, আটকান ; যাহা বন্ধক দেওয়া হইয়াছে এরূপ ; সংলগ্ন ; সংশ্লিষ্ট ; প্রাপ্ত ; ব্যাপৃত। আ—বন্ধ (বদ্ধ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আবদ্ধা।

আবন্ধ—১। দৃঢ়বন্ধন। আ—বন্ধ + ঘঞ্ ভা। ২। যোক্ত্র, যোতদড়ি ; যোঁয়াল ; প্রেম ; ভূষণ। আ—বন্ধ + ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

আবর—১। বস্ত্রের বা পরিচ্ছদের বহির্ভাগ। বৈদেশিক। ২। মেঘ। হিন্দীমূলক। সং। ৩। অবোধ, অজ্ঞান, বোকা। দেশজ। বিণ। ৪। আবরণ কর। ক্রি। ক, প্র।

আবর পাহাড়—ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড। আসামী ভাষায় "আবর" অর্থে বর্ব্বর বা স্বাধীন। এই ভূমিখণ্ডে যাহারা বাস করে, তাহারা তিব্বতীয় জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত। ইহারা সাতিশয় কলহপ্রিয় এবং অসন্তুষ্ট-চিত্ত। পূর্ব্বে ইহারা আসাম প্রদেশে আসিয়া উপদ্রব করিত। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টও ইহাদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হইতেন।

আবরা—১। আবরণ, ওয়াড়, খোল। দেশজ। সং। ২। আবরণ করা, ঢাকা। ক্রি। ক, প্র।

আবরু—পর্দ্দা, যবনিকা, আবরণ ; স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম বা লজ্জাশীলতা, সতীত্ব ; সম্মান, মর্য্যাদা। বৈদেশিক। সং।

আবলুস—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গুরুভার কঠিন কাষ্ঠ-বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

আবল্য—দৌর্ব্বল্য ; স্ফূর্ত্তিহীনতা, জড়তা ; আলস্য। ন (নাই) বল যাহার সে অবল, বহু; তাহার ভাব এই অর্থে অবল + ষ্য। সং ; ক্লী।

আবহাওয়া—জলবায়ু ; জলবায়ু জন্য স্থান বিশেষের অবস্থা। বৈদেশিক। সং।

আবহি, আভি -এখনই, অবিলম্বে। হিন্দী-মূলক। ব্য। [দেশজ। বিণ।

আবাঁধা—অবদ্ধ, অনাবদ্ধ, আলুলায়িত।

আবাগী—অভাগ নারী, হতভাগিনী, পোড়া-কপালী। অভাগিনী শব্দের অপভ্রংশ।

আবাগে—হতভাগা, দুরদৃষ্ট ; দুরন্ত। অভাগ শব্দের অপভ্রংশ। [দেশজ। বিণ।

আবাছা—বাছা হয় নাই এরূপ ; অনির্ব্বাচিত।

আবা-থাবা—ক্ষিপ্রতা, ত্বরা ; তাড়াতাড়ি ; যেমন তেমন করিয়া ; মুখচাপা ; অবিস্তীর্ণ, সংক্ষিপ্ত। দেশজ।

আবাদ—চাষ, কৃষিকর্ম্ম ; কৃষ্ট ভূমি ; লোকের বসতি সহিত নবকর্ষিত ভূমি ; আবাস, বাসস্থান ; লোকালয় ; গ্রাম, নগর, জন-পদ। বৈদেশিক। সং।

আবাদী—আবাদের উপযুক্ত, কর্ষণযোগ্য ; কৃষ্ট, উঠিত্। বৈদেশিক। বিণ।

আবাধ—১। পীড়া ; ক্লেশ। আ—বাধ (পীড়া দেওয়া) + ঘঞ্ ভা। ২। ত্রিভুজক্ষেত্রের মধ্যস্থ লম্বরেখার দুই পার্শ্বস্থ ভূমি। আ—বাধ + ঙ ক। সং ; ক্লী। [প্রা, ক।

আবাস্তর—তাবৎ বৃত্তান্ত, সকল কথা, ইতিহাস।

আবার—পুনর্ব্বার, পুনরায়, ফের, বারদিগর, আরও, পুনশ্চ। দেশজ। ব্য।

আবাল—বালক পর্য্যন্ত ; বাল্যকাল হইতে। অব্যয়ী। ব্য।

আবালবৃদ্ধ—বালক ও বৃদ্ধ পর্য্যন্ত। বাল ও বৃদ্ধ = বালবৃদ্ধ, দ্বন্দ্ব ; তাহা পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ব্য।

আবালবৃদ্ধবনিতা—বালক, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্য্যন্ত। বাল ও বৃদ্ধ ও বনিতা = বালবৃদ্ধ-বনিতা, দ্বন্দ্ব ; তাহা পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ব্য।

আবাল্য—বাল্যকাল হইতে, আশৈশব। অব্যয়ীভাব। ব্য।

আবি—মহাদেব যে অন্ধক দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া অন্ধকারি নামে খ্যাত হন, আবি

সেই অন্ধকের তনয়। আবির উৎপত্তির পরে অন্ধক ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়, এবং তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করে। ইহাতে ব্রহ্মা বর গ্রহণার্থ আদেশ করিলে, অন্ধক এই বর চাহিল যে, "আবি রূপান্তর প্রাপ্ত না হইলে কেহই ইহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না।" ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে শিব অন্ধককে বিনষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু বরদৃপ্ত আবিকে ধ্বংস করিতে পারিলেন না। আবিও পিতৃহন্তার বিনাশ জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে শিবের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইল। একদা পার্ব্বতী স্থানান্তরে গমন করিলে দৈত্য সর্পরূপ ধারণ ও দ্বার অতিক্রম করিয়া, দেবীর রূপ ধারণ করিল, এবং মনে মনে মহা আনন্দিত হইল যে, এবার যখন মহাদেবকে একাকী পাইয়াছি,তখন ইহাকে নিশ্চয় ধ্বংস করিতে পারিব। অনন্তর দেবীরূপধারী আবি শিবসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যেমন হাস্যকৌতুক আরম্ভ করিল, মহাদেব অমনি সমস্ত জ্ঞাত হইয়া উহার বিনাশ সাধন করিলেন। এইরূপে রূপান্তর পরিগ্রহ করায়, "আবি" দৈত্যের বিনাশ হয়।

আবৃত্ত—(নাটকাদিতে) ভগিনীপতি। আ—বৃধ (জানা)+ক্ত ক, নিপাতনে। সং ; পু।

আবু-পর্ব্বত—রাজপুতানার অন্তর্গত সিরোহী রাজ্যে অবস্থিত। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল টড্ ই ংরাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই স্থান দর্শন করেন। পাহাড়টী আরাবল্লী পর্ব্বতের অংশ বলিয়া আপাততঃ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। পাহাড়টী উক্ত পর্ব্বত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আবু পাহাড়ের একাংশে ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়াযুক্ত শিখর অবস্থিত। উপরিভাগে সুবৃহৎ সমতল ভূমিখণ্ড। সেখানে "নখীতালাও" নামধেয় একটী হ্রদ আছে। আবু পর্ব্বতের প্রধান দৃশ্য জৈন মন্দিরগুলি। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন। ১০৩১ খৃঃ বিমাল সা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আদীশ্বর মন্দির, এবং ১১৯৭-১২৪৭ খৃঃ বস্তুপাল ও তেজপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নেমিনাথের মন্দিরও বিশিষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য। আবু-পর্ব্বতে ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি (রাজপুতানার এজেণ্ট) অবস্থান করেন।

আবুল ফজল—ইনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ প্রথিতনামা মহামতি আকবরের অতি সুদক্ষ, সুপণ্ডিত ও প্রিয় অমাত্য ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম মুবারিক। ১৫৫১ খৃঃ অব্দে আগ্রা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম আবুল ফৈজী। উভয় ভ্রাতাই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, অধিকন্তু জ্যেষ্ঠ অতি সুকবি ছিলেন। উভয়েই আকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সম্রাট্ অনেক কার্য্যেই আবুল ফজলের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মুসলমানধর্ম্মে ও কোরাণে ইঁহার আস্থা ছিল না। কথিত আছে, ইঁহারই উপদেশে আকবর নূতন ইলাহী ধর্ম্মের প্রচার করেন। পরন্তু আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিম (জাহাঙ্গীর) নানা কারণে আবুল ফজলের ঘোর শত্রু ছিলেন। সলিম উড়ওার রাজা বীরসিংহকে উৎকোচ-প্রদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা আবুল ফজলের প্রাণবধ করান (১৬০২ খৃঃ)। আবুল ফজল অতি সুলেখক ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে "আকবর-নামা" ও "আইন ই-আকবরি" সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি অতিশয় সাধু ও সত্যপরায়ণ লোক ছিলেন।

আবুল ফৈজী—বিখ্যাত পারসিক কবি এবং আকবরের প্রধান অমাত্য। আকবর ইঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক আবুল ফজল ইঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর, ইঁহার অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট। ইনি সাধারণতঃ ফৈজী নামে প্রখ্যাত।

আবুল হোসেন (ডাক্তার) —ইনি ১২৬৯ বঙ্গাব্দে হুগলি জেলার বাগনান গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত হইতে ইনি জার্ম্মানি ও ফ্রান্সাদি দেশ ভ্রমণ করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। ইনি নানা নগরে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ডেনভার মেডিকেল কলেজ হইতে এম, ডি উপাধি পান। তাহার পর নিউজার্সি হইতে C. L. S. C. উপাধি পাইয়া সায়েন্সের উপর অধিকার লাভ করেন। ইনি নিজ আবিষ্কৃত হোসেনী ছন্দে যমজভগিনী, স্বর্গারোহণ এবং জীবন্ত পুতুল এই কাব্যত্রয় লিখিয়াছেন। ইংরাজি শিক্ষাসোপান, এসলাম ইতিহাস, স্পেন বিজয় ও সতীদাহ প্রভৃতি বহু পুস্তক ইঁহার প্রণীত।

আবোর—অবোধ, অজ্ঞান, মূর্খ, বোকা। দেশজ। বিণ।

আবোল তাবোল—এলোমেলো কথা, অসংলগ্ন প্রলাপ, যা তা বলা, অর্থহীন-বাক্য। দেশজ। সং।

আব্রহ্মস্তম্ব—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির অতি হীন পদার্থ পর্য্যন্ত। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব পর্য্যন্ত, অব্যয়ীভাব। ব্য।

আভরণ—১। ভূষণ, অলঙ্কার। আ—ভৃ (ধারণ করা)+অনট্ র্ম্ম। ২। সম্যগ্ ভরণ, পোষণ। প্রাদি। সং ; ক্লী।

আভা—১। দীপ্তি, প্রভা ; শোভা, কান্তি ; সাদৃশ্য। আ—ভা+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

২। উত্তর ব্রহ্মের একটী প্রধান নগরের নাম। ইহা ব্রহ্মরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ; উত্তর ব্রহ্মে ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। আভার প্রাচীন নাম "যদনপুরা" অর্থাৎ মণিমাণিক্যের সহর। "পগন" রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ১৩৬৪ খৃঃ থাদোবিন্ পয়া আভায় রাজধানী স্থাপিত করেন। এইখানে প্রায় চারি শতাব্দী ব্যাপিয়া এক এক করিয়া বিশ জন রাজা রাজত্ব করেন। তাহার পরে ১৭৮২ খৃঃ বোদাও পয়া অমরাপুরা নামক স্থানে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৮২৩ খৃঃ বাগ্গিদাও পয়া কর্ত্তৃক উক্ত স্থান পরিত্যক্ত হয় এবং আভায় রাজধানী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৭ খৃঃ রাজা থারাওয়াদি সিংহাসনচ্যুত হইলে রাজধানী আবার অমরাপুরায় নীত হয়। ১৮৫০ খৃঃ রাজা মিন্দন মান্দালয়ে রাজধানী স্থাপিত করেন।

আভাং, আভাঙ্গ—অভাঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

আভাঙ্গা—অভগ্ন। দেশজ। বিণ। [স্ত্রী।

আভাতি—শোভা। আ—ভা+ক্তি ভা। সং ;

আভাষ—১। মুখবন্ধ, ভূমিকা ; প্রবেশিকা ; অনুষ্ঠান ; আলাপ। আ—ভাষ (বলা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। ইঙ্গিত। দেশজ।

আভাষণ—আলাপ, পরস্পর কথোপকথন ; সম্ভাষণ। আ—ভাষ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আভাষিত—কথিত, উক্ত। আ—ভাষ (বলা)+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আভাষিতা।

আভাষ্য—আলাপের যোগ্য। আ—ভাষ+ঘ্যণ্ ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আভাষ্যা।

আভাস—১। দীপ্তি ; প্রতিবিম্ব ; অভিপ্রায় ; সাদৃশ্য। আ—ভাস+অল্ ভা। সং ; পু। ২। ইঙ্গিত। দেশজ।

আভাসমান—দীপ্যমান ; প্রকাশমান ; প্রতীয়মান। আ—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আভাসমানা।

আভাস্বর—১। চৌষট্টি গণদেবতাবিশেষ। আ—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+বর ক। সং ; পু। ২। সম্যক্ দীপ্ত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

আভিজন—কৌলীন্য। অভিজন (কুলীন)+ষ্ণ ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

আভিজাতিক—অভিজাতসম্বন্ধীয় ; বংশপরিচায়ক। অভিজাত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আভিজাতিকী।

আভিজাতিক-চিহ্ন—বংশপরিচায়ক চিহ্ন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আভিজাত্য—কৌলীন্য, সদ্বংশে জন্ম, বংশমর্য্যাদা; লজ্জা; পাণ্ডিত্য। অভিজাত (কুলীন)+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আভিধানিক—অভিধানসংক্রান্ত, কোষসম্বন্ধীয়। অভিধান+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

আভিমুখ্য—সাম্মুখ্য, সম্মুখীনতা; আনুকুল্য। অভিমুখ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আভিরূপ্য—সৌন্দর্য্য। অভিরূপ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আভিষেচনিক—রাজাদিগের অভিষেক সম্বন্ধীয়, বা তদর্থে প্রয়োজনীয়, অথবা সেই কার্য্যের উপযুক্ত। অভিষেচন শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আভিষেচনিকী।

আভীক্ষ্ণ, আভীক্ষ্ণ্য—আধিক্য; পৌনঃপুন্য। অভীক্ষ্ণ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আভীর—ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে জাত জাতিবিশেষ, গোপ, গোয়ালা। আ—ভী শব্দ (ভয়)—রা (দান করা)+ড ক; অথবা, আ—অভি—ঈর (প্রেরণ করা)+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রী আভীরী।

আভীরপল্লি, আভীরপল্লী—গোপপল্লী, গোয়ালাপাড়া। ৬৩২। সং; স্ত্রী।

আভীরবালা—গোপরমণী, গোয়ালিনী। ৬৩২। সং; স্ত্রী।

আভীরী—গোপী, গোয়ালিনী। আভীর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আভীল—১। ক্লেশযুক্ত; ভয়ানক। আ—ভী (ভয়)—লা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আভীলা। ২। দৈহিক ক্লেশ। আ—অভি—ইল (কষ্ট পাওয়া)+অন্ ভা। সং; ক্লী।

আভুগ্ন—ঈষদ্বক্র, আকুঞ্চিত; চারি ধারে ভগ্ন। আ (ঈষৎ বা সম্যক্) ভুগ্ন (বক্র বা ভগ্ন), প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আভুগ্না।

আভেরী—রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

আভোগ—পরিপূর্ণতা; উপভোগ; বিস্তার; প্রয়াস; বিমর্দ্দ; বরুণচ্ছত্র, সর্পফণা; সঙ্গীতের চারি চরণের চতুর্থ চরণ। আ—ভুজ (ভোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। [কবির নামযুক্ত গীতসমাপিকা কবিতা, চলিত কথায় ইহাকে "ভণিতা" কহে। যেমন—"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে।" "তোর একা হইতে না হয় যদি রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।" ইত্যাদি।

"যত্রৈব কবিনাম স্যাৎ
স আভোগ ইতীরিতঃ।"

অর্থাৎ যেখানেই কবির নাম থাকে, তাহাকেই আভোগ কহে]।

আভ্যন্তর—অভ্যন্তরসম্বন্ধীয়, মধ্যের, ভিতরের। অভ্যন্তর+ষ্ণ বিণ; ত্রি। স্ত্রী আভ্যন্তরী।

আভ্যন্তরীণ—অভ্যন্তরসম্বন্ধীয়; মধ্যস্থ, ভিতরের। অভ্যন্তর+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রীণা।

আভ্যাসিক—অভ্যাসসম্বন্ধীয়; অভ্যাসকারী; অভ্যস্ত; প্রচলিত, সাধারণ। অভ্যাস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আভ্যাসিকী।

আভ্যুদয়িক—১। মাঙ্গলিক; শুভকার্য্য-নিমিত্তক; উন্নতিপ্রদ। অভ্যুদয়+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়িকী। ২। বিবাহাদিকালীন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ। অভ্যুদয় অর্থাৎ ইষ্টলাভ দ্বিবিধ, ভূত ও ভবিষ্যৎ। পুত্রজন্মাদি ভূত এবং বিবাহাদি ভাবী। একারণ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধও দ্বিবিধ। প্রথম অন্নারম্ভাদি সময়ে এবং দ্বিতীয় বিবাহাদি কালে কর্ত্তব্য। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধ। সং; ক্লী।

আম—১। অপক্ব, কাঁচা; অরন্ধিত, পাক করা নয় এরূপ। আ—অম+ঘঞ্ ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমা। ২। অজীর্ণ রোগ; রোগ, পীড়া। আ—অম+ঘঞ্ ক। সং; পু। ৩। স্বনামখ্যাত ফল। আম্র শব্দের অপভ্রংশ। ৪। প্রকাশ্য, সাধারণ, সাধারণের ব্যবহার্য্য। বৈদেশিক। বিণ। ইহার বিপরীত শব্দ খাস।

আম-আদা, আমাদা—আম্রগন্ধি আদাক বা শটী বিশেষ, আম হলদী। দেশজ। সং।

আম-আচার, আমাচার—গোটা বা কাটা আমের চাটনি। দেশজ; সং।

আমকুম্ভ—অদগ্ধ মৃৎকলস, কাঁচা মাটির কলসী। কর্ম্মধা। সং; পু।

আমগন্ধি—দুর্গন্ধবিশিষ্ট, অপক্ব দ্রব্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট; আমের (অপক্ব মাংসাদির) গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আমচুর, আমসি—রৌদ্রে শুকান কাঁচা আমের ফালি। দেশজ। সং।

আমজ—আমজনিত, অপক্বরসজাত, ব্যাধিজনিত। উপ; আম—জন্+ড ক। বিণ; ত্রি।

আমট—আমসত্ত্ব। প্রাদে। সং। [অপভ্রংশ।

আমড়া—অম্লফল বিশেষ। আম্রাতক শব্দের

আমদ—আমদানী। বৈদেশিক। সং।

আমদ-রপ্ত,—রফ্ত—আমদানী-রপ্তানী। বৈদেশিক। সং।

আমদানী—আয়; বাণিজ্য দ্রব্য স্থানান্তর হইতে আনয়ন। বৈদেশিক। সং।

আমধুর—ঈষৎ মধুর রসবিশিষ্ট, অল্পমিষ্ট। আ (ঈষৎ) মধুর, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রা।

আমন—ধান্যবিশেষ, শালি ধান্য। হৈমন্তিক শব্দের অপভ্রংশ।

আমনস্য—পীড়া, কষ্ট, দুঃখ। অমনস্ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আমন্ত্রণ, আমন্ত্রণা—সম্বোধন, আহ্বান; নিমন্ত্রণ; অভিনন্দন, সম্বর্দ্ধনা; নিয়োজন; যাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই। আ—মন্ত্র+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে—+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী স্ত্রী।

আমন্ত্রয়িতা (—য়িতৃ)—আমন্ত্রণকারক। আ—মন্ত্রি+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—য়িত্রী।

আমন্ত্রিত—সম্বোধিত, আহূত; নিমন্ত্রিত; অভিনন্দিত; নিয়োজিত। আ—মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

আম মোক্তার—বিষয় সম্পত্তি ঘটিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত প্রতিনিধি। বৈদেশিক। সং।

আময়—১। রোগ, ব্যাধি। আম শব্দ—মা (যাওয়া, পাওয়া)+ড ক। সং; পু। ২। কুষ্ঠনামক ওষধি, কুড়। সং; ক্লী। [বিণ।

আময়দা—অপর্য্যাপ্ত, অপরিমিত, অসীম। প্রাদে।

আময়াবী (—য়াবিন্)—রুগ্ন, রোগী, ব্যাধিগ্রস্ত। আময়—অব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আময়াবিনী।

আময়িক—রোগসম্বন্ধীয়; রোগ-প্রতিকার সংক্রান্ত। আময়+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

আমরক্ত—রোগবিশেষ, রক্তমলস্রাবরূপ পীড়া। আমজনিত রক্ত যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

আমরণ—মরণকাল পর্য্যন্ত; যাবজ্জীবন। অব্যয়ী। বা।

আমরণস্থায়ী (—স্থায়িন্)—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থিতিশীল। আমরণ শব্দ—স্থা (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আমরণস্থায়িনী।

আমরণান্ত—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। আমরণ হইয়াছে অন্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

আমরণান্তিক—আমরণস্থায়ী, যাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকে। আমরণান্ত+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমরণান্তিকী।

আমরস—অপক্বরস, কাঁচারস। কর্ম্মধা। সং; পু।

আ-মরি, আহা-মরি—প্রশংসা-বিদ্রূপাদি সূচক বাঙ্গালা অব্যয় শব্দ।

আমরুত—পেয়ারা ফল (guava)। হিন্দী। সং।

আমরুল—অম্লরস শাকবিশেষ। অম্ললোনী শব্দের অপভ্রংশ।

আমর্শ—স্পর্শ; ধর্ষণ; পরামর্শ; ভক্ষণ; চিন্তা। আ—মৃশ (স্পর্শ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

আমর্শন—আমর্শ (সকল অর্থে)। আ—মৃশ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [পু।

আমর্ষ—ক্রোধ। আ—মৃষ+অল্ ভা। সং;

আমল—সময়; শাসনকাল; অধিকারকাল; অধিকার। বৈদেশিক। সং।

আমলক—১। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, আমলকী গাছ। আ—মল (ধারণ করা)+ণক ক। সং; পু। ২। ফলবিশেষ। আমলকী শব্দ+ক। সং; ক্লী।

আমলকী—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। আমলক+ ঙীপ্। সং : স্ত্রী।

ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—সখীগণ পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ তরু তুলসী ও বিল্বের ন্যায় শিবের ও বিষ্ণুর প্রিয়?" ভগবতী উত্তর করিলেন, "আমলকীই শিব ও বিষ্ণুর প্রিয়। এক সময়ে কোনও পুণ্যাহে সকল দেবী প্রভাসে উপস্থিত হইলে তথায় লক্ষ্মী ও আমি হরিহরের পূজার নিমিত্ত পরস্পরের মনোগত ভাব বিজ্ঞাপিত করিলাম। অনন্তর আমাদিগের নেত্র হইতে অমল প্রেমাশ্রু বিচালিত হইয়া ভূপতিত হইলে তাহাতে চারিটী বিমলপ্রভ বৃক্ষ জন্মিল। সেই বৃক্ষে বিল্ব ও তুলসীর গুণ একত্র আছে, এবং তাহারই নাম আমলকী।"

আমলকী-বর্ত্তন—আমলা বাঁটা। প্রা, ক।

আমল-নামা—ভূম্যাদি সম্পত্তি ভোগদখল করিবার মালিক প্রদত্ত অনুমতি-পত্র; কর্ম্মচারীর নিয়োগ-পত্র। বৈদেশিক। সং।

আমলা—১। আমলকী। আমলক শব্দের অপভ্রংশ। ২। কেরাণী মুহুরী প্রভৃতি লেখক কর্ম্মচারী; রাজকর্ম্মচারী, রাজপুরুষ। বৈদেশিক। সং।

আমলা-তন্ত্র—আমলাদিগের শাসন, শাসন-কার্য্যে আমলাদিগের প্রভুত্ব, আমলা সম্প্রদায় (Bureaucracy)। দেশজ। সং।

আমলান—ক্রমে ব্যথাযুক্ত হওয়া, টাটান। দেশজ। ক্রি।

আমলা-ফয়লা—লেখক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী; নানা শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী। বৈদেশিক। সং।

আমবাত—বাতরোগবিশেষ। আম (পীড়াদায়ক) বাত, কর্ম্মধা। সং; পু।

আমবিকার—উদরাময়, অজীর্ণরোগ, আমাশয়। ৬তৎ। সং; পু।

আমশূল—আমজনিত উদরের বেদনা, শূলরোগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [সং।

আমসত্ব—রৌদ্রে শুকান আম্ররস, আমট। দেশজ।

আমসি—আমচুর দেখ।

আমসুপারি—পেয়ারা ফল। প্রাদেশিক। সং।

আম-হরিদ্রা—আম-আদা (তাহা দেখ) প্রাদে। সং।

আমহার্ষ্ট (লর্ড)—ইনি ১৮২৩ হইতে ১৮২৮খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দের প্রথমে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস ইংলণ্ডে গমন করিলে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বার আডাম সাহেব কয়েক মাস গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য করেন। অতঃপর লর্ড আমহার্ষ্ট গভর্ণর জেনারেল হইয়া ১৮২৩ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে এদেশে আসেন। ইঁহার আগমনের কয়েক মাস পরেই বর্ম্মার মগদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে ইংরাজেরা আসাম, আরাকান ও টেনাসারিম, এই তিনটী প্রদেশ, এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ এক কোটী টাকা প্রাপ্ত হন (১৮২৬ খ্রীঃ)।

ইঁহার শাসনকালে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কলিকাতায় একটী শিক্ষা কমিটী নিযুক্ত হয়, এবং দিল্লী ও আগ্রা কলেজ এবং উইলসন সাহেবের প্রযত্নে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট পদত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। ইঁহারই শাসনকালে শিমলা শৈলে গভর্ণর জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ ১৩ই মার্চ্চ ইনি কালগ্রাসে পতিত হন। জন্ম ১৪ই জানুয়ারি, ১৭৭৩ খৃঃ।

আমা—১। অপক্ব ইত্যাদি। আম দেখ। আম +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আধপোড়া, কাঁচা। দেশজ। বিণ। ৩। আমি, আমাকে, আমার। দেশজ। সর্ব্ব। ক, প।

আমাতিসার, আমাতীসার—উদরাময়বিশেষ, অতিশয় আম রেচন, রক্তামাশয়। ৬তৎ। সং; পু। [। সং অর্থে। সং; পু।

আমাত্য—অমাত্য, সচিব, মন্ত্রী। অমাত্য শব্দ

আমানৎ—গচ্ছিৎ, জমা। প্রাদে। সং।

আমানত্ত—আমনত্ত দেখ। অমানত্ত। মধ্য ভাবে।

আমানি—পান্তাভাতের জল, কাঁজি। দেশজ। সং। [চাল। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আমান্ন—অপক্ব ভক্ষ্য; আতপ তণ্ডুল; তণ্ডুল,

আমামা—এক প্রকার পাগড়ি। বৈদেশিক। সং।

আমারী—গো-গাড়ীর ধুরার সহিত চাল বাঁধিবার দড়ি; আচ্ছাদনবিহীন হাওদা। বৈদেশিক। [শব্দ+সং। বিণ; ত্রি।

আমাবাস্ত—অমাবস্যার কর্ত্তব্য। অমাবাস্য

আমাশয়—আমস্থলী; রোগবিশেষ। আমের আশয়, ৬তৎ। সং; পু।

আমিক্ষা, আমীক্ষা—দুগ্ধবিকার, উষ্ণ দুগ্ধে দধি ক্ষেপণ করিলে যাহা জন্মে, ছানা। আ মিষ। সক্ স্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

আমিক্ষীয়—১। আমিক্ষাজাত। আমিক্ষা শব্দ +ঈয় ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমিক্ষীয়া। ২। আমিক্ষার উপকরণ, দধি। সং; স্ত্রী।

আমিন—আমীন দেখ।

আমির, আমীর—মুসলমান রাজা, জমিদার, সম্ভ্রান্তব্যক্তি, বা বড়লোক; নবাব। বৈদেশিক। সং।

আমির আলি (সৈয়দ)—১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল চুঁচুড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি বাল্যকালেই বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি, এ উপাধি ও পরবৎসর এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন; পরে সম্মানের সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কলিকাতার হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অল্পদিন পরেই গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি (State scholarship) পাইয়া ইংলণ্ডে যান এবং ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পর বৎসর ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে মহম্মদীয় আইনের (Mahommedan Lawএর) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি পাঁচ বৎসর কাল এই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় হইতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়ে এবং মুসলমানদিগের উন্নতি সাধনে তৎপর হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি Central National Mahommedan Association নামক সভা স্থাপিত করেন এবং ২৫ বৎসর কাল ইহার সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৮৭৭ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি হুগলী ইমামবাড়ার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

পাঁচ বৎসর হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিবার পর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় Presidency Magistrate নিযুক্ত হন, এবং এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই Chief Presidency Magistrateএর পদ অস্থায়িভাবে প্রাপ্ত হন। পরে যখন এই পদ পাকা হইবার কথা হয়, তখন ইনি হঠাৎ চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া পুনর্ব্বার হাইকোর্টে যোগদান করেন। ইনি এই সময় হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইহার পরই ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনি Tagore Law Professor নিযুক্ত হন। এবং গভর্ণমেণ্ট ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে সি, আই, ই, (C. I. E.) উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইনি ১৪ বৎসর বিশেষ সম্মানের সহিত এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯০৪ অব্দে বিচার-

পতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। ইংলণ্ডে Moslem leagueএর যে শাখা আছে, ইনি তাহার সভাপতিরূপে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

১৯০৯ সালে ইনি Privy Councilএর অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ভারতবাসীর মধ্যে ইনিই প্রথম সম্রাটের মন্ত্রণাসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। উক্ত পদে ইনি এখনও আসীন আছেন। ইনি মুসলমানদিগের আইন, ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি ইংরাজী পুস্তক লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে "The spirit of Islam", "Ethics of Islam", "Life and Teachings of Mahomed", "The History of the Saracens", "Mahomedan Law", "Law of Evidence" ও "Bengal Tenancy Act" এই পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমিরী, আমীরী—আমিরের ধরণধারণ বা চালচলন, নবাবী, বড়মানুষী। সং।

আমিষ—মাংস; ভোগ্যবস্তু; সুন্দর বস্তু; উৎকোচ; কামগুণ, অভিলাষ; ভোজন; লোভ; লোভ্য বস্তু; রূপাদি বিষয়। অম (রুগ্ন হওয়া)+টিষ্‌ ণ। সং; পু বা ক্লী।

আমিষগৃধ্নু—আমিষলুব্ধ দেখ।

আমিষপ্রিয়—১। মাংসলোলুপ। আমিষ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমিষপ্রিয়া। ২। কঙ্কপক্ষী। সং; পু।

আমিষভক্ষণ, -ভোজন—মৎস্যমাংস ভোজন, মাছমাংস খাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আমিষভুক্‌ (-ভুজ্‌)—মৎস্য-মাংসভোজী। উপ; আমিষ শব্দ—ভুজ (ভোজন করা) +ক্বিপ্‌ ক। বিণ; ত্রি।

আমিষভোজী (-ভোজিন্‌)—মৎস্যমাংসভক্ষণকারী; মাংসলোভী। আমিষ—ভুজ+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আমিষভোজিনী।

আমিষলুব্ধ, আমিষগৃধ্নু—আমিষভোজী, মাংসলোভী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -লুব্ধা।

আমিষলোলুপ—মৎস্যমাংসপ্রিয়, মৎস্য-মাংসভোজনার্থ অত্যন্ত অভিলাষী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমিষলোলুপা।

আমিষাশী (-শিন্‌)—আমিষভোজী, মৎস্যমাংসভক্ষণকারী; মাংসলোভী। উপ; আমিষ শব্দ—অশ (ভক্ষণ করা)+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আমিষাশিনী।

আমিষী—জটামাংসী। আ—মিষ+অন্‌ ক+ঙীপ্‌। সং; স্ত্রী।

আমীক্ষা—আমিক্ষা দেখ।

আমীন, আমিন—তত্ত্বাবধায়ক; তদারককারী; জমি জরিপের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। বৈদেশিক।

আমীর—আমির দেখ।

আমীর-ওমরাহ—আমীর ও তাদৃশ বড়লোক, আঢ্য সম্প্রদায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। বৈদেশিক। সং।

আমীরী—আমিরী দেখ।

আমুক্ত—বদ্ধ, পরিহিত; ত্যক্ত, নিক্ষিপ্ত। আ—মুচ (মোচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আমুখ—প্রস্তাবনা, আরম্ভ। মুখকে আ (ব্যাপিয়া), অব্যয়ী। সং; ক্লী।

আমুদিয়া, আমুদে—আমোদপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয়, কৌতুকপ্রিয়। দেশজ। বিণ।

আমুষ্মিক—পারলৌকিক। অমুষ্মিন্‌ (পরলোকে) +ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কী।

আমুষ্যায়ণ—সদ্বংশীয়, প্রসিদ্ধ-বংশোৎপন্ন। অমুষ্য+ফায়ন অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমুষ্যায়ণী। [অব্যয়ী। ব্য।

আমূল—মূল পর্য্যন্ত, প্রথমাবধি, আগাগোড়া।

আমূলতঃ (-তস্‌)—মূল হইতে। আমূল শব্দ +তস্‌ ৫মী বিভক্তির স্থানে। ব্য।

আমৃষ্ট—মর্দ্দিত; মার্জ্জিত; উচ্ছিন্ন। আ—মৃষ (সহা)+ক্ত র্ম্ম; অথবা আ—মৃজ (শুদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমৃষ্টা।

আমেজ—ঈষৎ বিকাশ, আভাস; ভাব; আভা; কিঞ্চিদংশ, লেশ। বৈদেশিক। সং।

আমোচন—পরিধান; সংযোগ; মুক্তি। আ—মুচ (মোচন করা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

আমোদ—১। দূরগামী সুগন্ধ। আ—মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্‌ ণ। ২। হর্ষ, আনন্দ। আ—মুদ+অল্‌ ভা। সং; পু।

আমোদজনক—হর্ষোৎপাদক, আনন্দদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমোদজনিকা।

আমোদন—১। প্রীণন; আনন্দদান; সৌরভসম্পাদন। আ—ণিজন্ত মুদ (—মোদি)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। আমোদজনক। ...+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমোদনা।

আমোদপ্রিয়—যে আমোদ আহ্লাদ ভালবাসে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আমোদপ্রিয়া।

আমোদা—আমোদিত করা, আহ্লাদিত করা; আমোদ করা। ক্রি। ক, প্র।

আমোদি—আমোদিত করিয়া, আহ্লাদিত করিয়া; আমোদ করিয়া। ক্রি। ক, প্র।

আমোদিত—সুরভিত; হৃষ্ট, আনন্দিত। আমোদ শব্দ+ইত যুক্তার্থে; অথবা আ—মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আমোদী (-দিন্‌)—১। আমোদযুক্ত, সদ্গন্ধবিশিষ্ট; হর্ষযুক্ত, সানন্দ; সদানন্দ; আমোদপ্রমোদ করা যাহার স্বভাব এরূপ। আমোদ শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আমোদিনী। ২। মুখের সুগন্ধজনক দ্রব্য, যথা কর্পূরাদি যোগে কৃত বটিকা, বা আধুনিক তাম্বূলবিহারাদি। সং; পু।

আম্নাত—আখ্যাত, কথিত; বর্ণিত; পঠিত; অভ্যস্ত। আ—ম্না (অভ্যাস করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আম্নাতা।

আম্নায়—বেদ; আগম; নিগম; গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উপদেশ; উপদেশ মাত্র; কুল; কুলক্রম। আ—ম্না+য। সং; পু।

আম্বর—১। আকাশীয়, গাগনিক; বস্ত্রসম্বন্ধীয়। অম্বর+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আম্বরী। ২। সুগন্ধ সাধন ও রঞ্জন দ্রব্যবিশেষ। ইং (amber)। সং।

আম্বা—উচ্চাভিলাষ, দুরাকাঙ্ক্ষা, স্পর্দ্ধা, অভিমান, আস্ফালন; জাঁকজারি, বড়াই, আড়ম্বর, দেমাক; সামর্থ্য, শক্তি, বল, ক্ষমতা, বিক্রম, বীর্য্য। দেশজ। সং।

আম্বিকেয়—অম্বিকাতনয়, কার্ত্তিকেয়, ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

আম্ভস—জলীয়, জলজ, জলময়। অম্ভস্‌ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আম্ভসী।

আম্র—১। আমগাছ। অম্র+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। ২। আমফল। [আম্র, চূত ও রসাল এই তিনটী আম্রের নাম এবং ঐ আম্র যদি অতি সৌরভযুক্ত হয়, তবে তাহা সহকার বলিয়া খ্যাত হয়]। আম্র+ষ্ণ। সং; ক্লী।

আম্রকানন—আমবাগান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আম্র-পেশী, -পেষী—আমসি, আমচুর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

আম্রবন—আম্রকানন, আমবাগান। ৬তৎ।

আম্রাত—১। আমড়াগাছ। আম্র—অত (গমন করা)+অন্‌ ক। সং; পু। ২। আমড়া ফল। আম্রাত শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

আম্রাতক—১। আমড়া গাছ; আমসত্ত্ব। আম্র শব্দ—অত (গমন করা)+ণক ক। সং; পু। ২। আমড়াফল। আম্রাতক শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী। ৩। কামরূপের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ; এখানে আম্রাতকেশ্বর নামে শিব ও সিদ্ধিগঙ্গা নামে গঙ্গাদেবী আছেন।

আম্রাবর্ত্ত—আমসত্ত্ব। আম্রের আবর্ত্ত, ৬তৎ; কিংবা আম্রের আবর্ত্ত আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

আম্রেড়ক—পুনঃ পুনঃ কথনকারী, যে এক বিষয় বার বার বলে। আ—ম্রেড় (উন্মত্ত হওয়া) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আম্রেড়িকা।

আম্রেড়ন—এক বিষয় পুনঃ পুনঃ কথন। আ—ম্রেড় (উন্মত্ত হওয়া)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

আম্রেড়িত—১। দ্বি-ত্রিরুক্তি, দুই। তিন বার বলা। আ—ম্রেড়+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। দুই তিন বার কথিত, পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত। ...+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

আম্ল—অম্লরসযুক্ত, টক। অম্ল+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

আম্লিকা—অম্লোদ্গার ; তিন্তিড়ী বৃক্ষ। আম্ল দেখ। আম্ল+কণ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

আয়—১। ধনাগম ; প্রাপ্তি ; লাভ ; অন্তঃপুর-রক্ষক ; (জ্যোতিষে) লগ্নের একাদশ স্থান। আ—ই বা অয়+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। [তুই] আগমন কর্। ক্রি। গ্রাম্য।

আয়কর—১। ধনাগমসাধক, লাভজনক। উপ ; আয়—কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —করী। ২। প্রজার আয়ের পরিমাণে রাজনির্দ্ধারিত কর বা টেক্স (Income tax)। ৪তৎ। সং ; পু।

আয়ত—১। দীর্ঘ ; বিস্তৃত ; বিশাল। আ—যম (নিয়মিত করা, বেষ্টন করা)+ক্ত ক। ২। আকৃষ্ট ; সংযত। আ—যম+ক্ত র্ম্ম। ৩। সম্যক্ যত্নশীল। আ—যত (যত্ন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আয়তা। ৪। (জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে) যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের অভিমুখীন ভুজ দুইটী পরস্পর সমান, কিন্তু সকল ভুজ সমান নহে, এবং চারিটী কোণের প্রত্যেকটীই সমকোণ, তাহাকে আয়ত কহে, অথবা যে সমান্তরিক চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের প্রত্যেক কোণ সমকোণ, তাহার নাম আয়ত। সং ; ক্লী। ৫। সধবাত্ব, স্ত্রীলোকের পতিবিদ্যমানতা। দেশজ।

আয়তচ্ছদা—কদলীবৃক্ষ। আয়ত (বিস্তৃত) ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

আয়ততল—যাহার তলদেশ বিস্তৃত। আয়ত তল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তলা।

আয়তন—১। যজ্ঞস্থান ; আলয় ; স্থান ; দেবাদি বন্দন স্থান, পুণ্যতীর্থাদি ; ভদ্রাসন। আ—যত (যত্ন করা)+অনট্ অধি। ২। সম্যক্ যত্ন ; বিস্তার ; পরিসর ; পরিমাণ। আ—যত+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আয়তলোচন—১। বিশাল নেত্র। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। বিস্তৃত নেত্রবিশিষ্ট। আয়ত লোচন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

আয়তাক্ষী—বিশাললোচনা (স্ত্রী)। আয়ত অক্ষি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

আয়তি—১। উত্তরকাল, ভবিষ্যৎকাল, ফলদানকাল ; প্রভাব, গৌরব। আ—যা (যাওয়া)+ডতি ক। ২। দৈর্ঘ্য ; প্রাপণ ; মিলন ; যত্ন। আ—যম+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। ৩। আয়ত্রী, সধবা ; সধবাত্ব ; সধবার লক্ষণ। বাঙ্গালা কবিপ্রয়োগ।

আয়তী—আয়ত্রী, সধবা ; সধবাত্ব, সধবার লক্ষণ। দেশজ। সং।

আয়তীগব—যে সময় গোসকল গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসে। নিপাতনে। বা ; ক্লী।

আয়ত্ত—বশীভূত, অধীন। আ—যত (যত্ন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আয়ত্তা।

আয়ত্ততা—বশ্যতা, বশবর্ত্তিতা। আয়ত্ত শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আয়ত্তি—অধীনতা ; অনুরাগ ; প্রভাব ; সামর্থ্য ; দৈর্ঘ্য ; সীমা। আ—যত (যত্ন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

আয়ন্ (আয়ৎ)—আগমনশীল, আসিতেছে এরূপ। আ—ই+শতৃ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী আয়ন্তী।

আয়না—আরসি, মুকুর, দর্পণ। দেশজ। সং।

আয়ন্দা, আয়েন্দা—আগামী, ভাবী, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতে। বৈদেশিক। [অপভ্রংশ।

আয়বড়, আয়বুড়—অবিবাহিত। অব্যূঢ় শব্দের

আয়মা—মুসলমান রাজার দত্ত নিষ্কর ভূমি। বৈদেশিক। সং।

আয়মাদার—আয়মা জমি ভোগকারী। বৈদেশিক। সং।

আয়ব্যয়—জমা ও খরচ ; অর্থের আগম ও অর্থ ব্যয়িত করণ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

আয়স—১। লৌহ ; লৌহময় বাণের ফলক। অয়স্ শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; ক্লী। ২। লৌহময়, লৌহনির্ম্মিত। অয়স্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আয়সী।

আয়সী—১। লৌহময়ী, লৌহনির্ম্মিতা। আয়স দেখ। আয়স+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বর্ম্ম, লৌহময় কবচ। সং ; স্ত্রী।

আয়স্ত—১। নিক্ষিপ্ত ; ক্লেশিত, পীড়িত ; তীক্ষ্ণীকৃত ; আহত। আ—যস (যত্ন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। সযত্ন ; শ্রান্ত ; কুপিত ; উৎসুক। আ—যস+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

আয়স্ত্রী—এয়ো, সধবা। দেশজ। সং।

আয়া—১। ধাত্রী, ধাই বা দাই ; শিশু-পালিকা দাসী ; পরিচারিকা। ২। পিতামহ বা মাতামহ, দাদা বা নানা। বৈদেশিক। সং।

আয়াত—১। আগত। আ—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আয়াতা। ২। আগমন। আ—যা+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আয়ান—আগমন ; স্বভাব, প্রকৃতি। আ—যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আয়ান—ব্রজধামবাসী জনৈক গোপপ্রধান। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পালয়িত্রী নন্দ-রাণী যশোদার সম্পর্কে ভ্রাতা ছিলেন। ধর্ম্মে ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধা বা রাধিকার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কথিত আছে যে, ইনি পুরুষত্বহীন ছিলেন।

আয়াপান—ঔষধ গুল্ম বিশেষ ; বিশল্যকরণী। বৈদেশিক। সং।

আয়াম—বিস্তার ; লম্বতা, দৈর্ঘ্য। আ—যম+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

আয়াস—অতি যত্ন ; শ্রম, শ্রান্তি ; পীড়া, ক্লেশ। আ—যস (যত্ন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

আয়াসসাধ্য—কষ্টসাধ্য, ক্লেশসম্পাদ্য, যাহা সম্পাদনে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, দুষ্কর, দুরূহ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

আয়াসী (—সিন্)—আয়াসকারী, পরিশ্রমী ; শ্রান্ত ; ক্লান্ত। আয়াস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী আয়াসিনী।

আয়ু—১। জীবিতকাল, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায় ; জীবন। আ—যা (যাওয়া)+ডু ক। সং ; পু। ২। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। পুরুরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় ; চ্যবন ঋষির আশ্রমে জন্মিয়া ইনি সেইখানেই পালিত হইয়াছিলেন। নহুষাদি ইঁহার চারিটি পুত্র হয়। ৩। অসুরবিশেষ।

আয়ুঃ (আয়ুস্)—১। জীবিতকাল, যতদিন বাঁচা যায় ; স্থিতিকাল ; ঘৃত। ই (গমন করা)+উস্। সং ; ক্লী। ২। পুরুরবার পুত্র। সং ; পু।

আয়ুঃক্ষয়—জীবিতকালের ক্ষয়। ৬তৎ। সং ; পু। পাপানুষ্ঠানে আয়ুর ক্ষয় হয়, এতদ্ভিন্ন স্বভাবের নিয়মেও ক্রমশঃ আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে। [সত্যযুগে মনুষ্যগণ রোগশূন্য, সর্ব্বসিদ্ধার্থ এবং চারিশতবর্ষজীবী ছিলেন, ত্রেতাদি যুগে ইঁহাদের আয়ুঃ চতুর্থ ভাগ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ সত্যে ৪০০ ত্রেতায় ৩০০, দ্বাপরে ২০০, এবং কলিতে ১০০ বৎসর আয়ুঃ]।

আয়ুঃপ্রদ—যাহাতে আয়ু দান করে, যাহাতে আয়ুর বৃদ্ধি হয়। [সৎকর্ম্ম করিয়া, পাপানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইলে এবং সিদ্ধপুরুষের আদিষ্ট পথে চলিলে দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে]। উপ ; আয়ুস্—প্র—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

আয়ুঃশেষ—১। জীবনাবসান, মৃত্যু ; জীবনের শেষভাগ। ৬তৎ। সং ; পু। ২। মৃত ; মুমূর্ষু। আয়ুঃ শেষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

আযুক্ত—নিযুক্ত ; ব্যাপারিত ; নিপুণ। আ—যুজ (যোগ করা)+ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ ; ত্রি।

আয়ুধ—অস্ত্র, শস্ত্র, প্রহরণ। আ—যুধ (যুদ্ধ করা)+ক ণ। সং ; ক্লী।

আয়ুধাগার—অস্ত্রাগার, শস্ত্রশালা। আয়ুধের অগার বা আগার, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আয়ুধিক, আয়ুধীয়—শস্ত্রধারী ; শস্ত্রজীবী। আয়ুধ শব্দ+ষ্ণিক, ঈয়। বিণ ; ত্রি।

আয়ুর্দ্রব্য—ঔষধ। আয়ুঃ রক্ষক দ্রব্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আয়ুর্যোগ—ঔষধ। আয়ুর যোগ হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু। [অনেকে আয়ুঃ সত্ত্বেও কালগ্রাসে পতিত হয়। যেমন তৈল থাকিলেও বায়ু প্রভৃতি দ্বারা দীপের নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ আয়ুঃ সত্ত্বেও কখনও কখনও মানুষ মরিয়া যায়। ঔষধ দ্বারা ঐ আয়ুর যোগ হয় অর্থাৎ উহা ভোগের উপযুক্ত হয় বলিয়া ঔষধকে আয়ুর্যোগ বলে]।

আয়ুর্বৃদ্ধি—আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আয়ুর্বৃদ্ধিকর—আয়ুষ্কর, যাহা আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি করে। আয়ুর্বৃদ্ধি করে যে, উপ; আয়ুর্বৃদ্ধি—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি।

আয়ুর্বৃদ্ধান্ন—অনুঢ়ান্ন দেখ।

আয়ুর্বেদ—চিকিৎসাশাস্ত্র। আয়ুঃ বিষয়ক বেদ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ভাবপ্রকাশের মতে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা ঋগ্বেদের উপবেদ। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এইরূপ লিখিত আছে;—"ঋগাদি চতুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিয়া সেই সমুদায়ের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে প্রজাপতি আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর এই পঞ্চম বেদ সৃষ্টি হইলে ইহা ভাস্করকে প্রদান করিলেন। ভাস্কর সেই বেদ হইতে স্বীয় ষোড়শ শিষ্যকে সংহিতা শিক্ষা দিলেন। শিষ্যেরাও গুরুদত্ত সেই সংহিতা হইতে প্রত্যেকে এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন।"

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞানসম্পন্ন, চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। উপ; আয়ুর্ব্বেদ শব্দ—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জ্ঞা।

আয়ুর্ব্বেদবিৎ (—বিদ্)—চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। আয়ুর্ব্বেদ—বিদ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

আয়ুর্ব্বেদবেত্তা (—বেত্তৃ)—চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। উপ; আয়ুর্ব্বেদ শব্দ—বিদ (জানা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আয়ুর্ব্বেদবেত্রী।

আয়ুর্ব্বেদী (—দিন্)—চিকিৎসক, কবিরাজ; আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ। আয়ুর্ব্বেদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আয়ুর্ব্বেদিনী।

আয়ুর্ব্বেদীয়—আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয়, চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত। আয়ুর্ব্বেদ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আয়ুর্ব্বেদীয়া।

আয়ুষ্কর—আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, পরমায়ুর্বর্দ্ধক। উপ; আয়ুস্—কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রী।

আয়ুষ্কাম—আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি অভিলাষী। আয়ুঃ হইয়াছে কাম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আয়ুষ্মতী—আয়ুষ্মান্ দেখ।

আয়ুষ্মান্ (আয়ুষ্মৎ)—১। দীর্ঘায়ুঃ, চিরজীবী। আয়ুস্+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আয়ুষ্মতী। বি আয়ুষ্মত্তা। ২। তিথিনক্ষত্রের যোগবিশেষ। ৩। উত্তান প্রজাপতির পুত্র, সুনৃতার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। সং; পু।

আয়ুষ্য—১। আয়ুর্বৃদ্ধিকারক। আয়ুস্+য। বিণ; ত্রি। ২। অন্ন। সং; ক্লী।

আয়েম—আমল, সময়। বৈদেশিক। সং।

আয়েস—স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, আরাম, সুখভোগ; বিশ্রাম। দেশজ। সং।

আযোগ—গন্ধমাল্যোপহার; ব্যাপার। আ—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত জাতিবিশেষ। অয়োগব শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

আয়োজক—আয়োজনকারী, সংগ্রহকারক, যে যোগাড় করে; উদ্যোগী। আ—যুজ (যোগ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কা।

আয়োজন—১। উদ্যোগ; আহরণ, সংগ্রহ। আ—যুজ (যোগ করা)—অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। যোজন পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আয়োজিত—আহৃত, সংগৃহীত। আ—যোজি (যোগ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আয়োদধৌম্য—জনৈক ঋষি। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে ইঁহার তিন জন শিষ্য ছিল। ইনি সাতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। সং; পু।

আয়োধন—১। যুদ্ধ; বধ। আ—যুধ (যুদ্ধ করা)+অনট্ ভা। ২। যুদ্ধক্ষেত্র। আ—যুধ+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

আয়োস্থয়ো—আয়স্থী লোকেরা, সধবাগণ; সখী সাথী, সই সাঙ্গাতী। প্রাদে। সং।

আর—১। মঙ্গলগ্রহ; শনিগ্রহ; ফলবৃক্ষবিশেষ, রেফল। ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু। ২। পিত্তল; মুণ্ডলোহ; প্রান্তভাগ; কোণ; চক্রাঙ্গ কাষ্ঠবিশেষ। সং; ক্লী। ৩। এবং, অপি, ও; অন্য, অপর। দেশজ।

আরক—তরল নির্য্যাস বা ঔষধ; আসব, মদিরা; রস। বৈদেশিক। সং।

আরকট—মান্দ্রাজ প্রদেশে উত্তর আরকট ও দক্ষিণ আরকট নামে দুইটী জেলা আছে। আরকট সহর উত্তর আরকট জেলার অন্তর্গত। আরকট পূর্ব্বে কর্ণাটিকের নবাবের অধিকারভুক্ত ছিল; খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ণাটিকের সিংহাসন লইয়া মহম্মদ আলী ও চান্দা (চাঁদ) সাহেবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা প্রথমোক্ত ব্যক্তির এবং ফরাসীরা শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করেন। আরকট দুর্গ বিনা বাধায় ক্লাইভের হস্তগত হয়। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চান্দা সাহেব দুর্গ উদ্ধারার্থে স্বীয় পুত্র রাজা সাহেবকে সসৈন্যে দুর্গাভিমুখে প্রেরণ করেন। যুদ্ধফল চান্দার সৈন্যের পলায়ন। ১৭৮৫ খৃঃ আরকট ফরাসীর হস্তে যায়। দুই বৎসর পরে ইংরাজ পক্ষের সেনানায়ক কর্ণেল কুট (Coote) দুর্গটি পুনরধিকার করেন। তাহার পর বিশ বৎসর যাবৎ আরকট ইংরাজ-বন্ধু মহম্মদ আলীর শাসনাধীন থাকে; পরে ইহা মহীশূরাধিপতি হায়দর আলীর রাজ্যভুক্ত হয়। তাহার পুত্র, টিপু সুলতান দুর্গটি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। ১৮০১ খৃঃ কর্ণাটিকের নবাব আজিম উদ্‌দৌলা বিপুল বৃত্তির বিনিময়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আরকট ইংরাজের হস্তে প্রদান করেন। তদবধি ইহা ইংরাজের অধিকারে আছে। তামিল ভাষায় আরকটের নাম "আরু কদু," অর্থাৎ ছয় বন। এই "ছয় বন" মধ্যে প্রাচীন চোল রাজগণের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির বিদ্যমান আছে।

আরকূট—পিত্তলাভরণ; পিত্তলরাশি। আরের (পিত্তলের) কূট, ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

আরক্ত—১। ঈষৎ রক্তবর্ণ, আলোহিত; গাঢ় রক্তবর্ণ। আ (ঈষৎ) রক্ত, নিত্য। ২। সম্যক্ অনুরক্ত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

আরক্ত-নয়ন,—নেত্র,—লোচন—১। আলোহিত-চক্ষুঃ, যাহার চক্ষুঃ ঈষৎ লাল বর্ণ হইয়াছে। আরক্ত নয়ন, নেত্র, লোচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নয়না,—নেত্রা,—লোচনা। ২। ঈষৎ রক্তবর্ণ বা গাঢ় রক্তবর্ণ চক্ষু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আরক্তিম—ঈষৎ রক্তবর্ণ। আ (ঈষৎ) রক্তিমা = আরক্তিমা, নিত্য। [আরক্তিমা এই পদটী বাঙ্গালায় "আরক্তিম" আকারে ব্যবহৃত হয়। উহার পরে অন্য শব্দ থাকিলে এবং সমাস হইলে "আরক্তিম"ই হয়।

আরক্ষ—১। হস্তীর মস্তকচর্ম্ম; গজকুম্ভের অধোভাগ; সৈন্য; ঘাটী, থানা। আ—রক্ষ (রক্ষা করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। রক্ষক, রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত। ৩। রক্ষণীয়; রক্ষিত।···+অন্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আরক্ষক—১। রক্ষাকারী, রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরক্ষিকা। ২। প্রহরী, পাহারাদার বা পাহারাওয়ালা। সং; পু।

আরগ্বধ—বৃক্ষবিশেষ, সোঁদালি বা সোণালু। আ—রগ (শঙ্কা করা)+ক্বিপ্ ক (= আরগ্, অর্থাৎ রোগ)—হন (নাশ করা)+অল্ ক। সং; পু।

আরজ—প্রার্থনা, আবেদন, নিবেদন, দরখাস্ত। বৈদেশিক। সং।

আরজবেগ—যে কর্ম্মচারী বিচারপতির নিকট দরখাস্ত দেয়, পেস্কার, আধুনিক 'বেঞ্চ ক্লার্ক' (Bench clerk)। বৈদেশিক। সং।

আরজি, আরজী—বিচারপতির নিকট অর্পিত আবেদনপত্র বা দরখাস্ত। বৈদেশিক। সং।

আরট্ট—দেশবিশেষ। সং; পু।

আরট্টজ—১। আরট্টদেশে উৎপন্ন। উপ; আরট্ট—জন (জন্মান)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জা। ২। আরট্ট-দেশজাত অশ্ব। সং; পু।

আরণল্ড, স্যার্ এড্‌উইন (Sir Edwin Arnold)—জন্ম ১০ই জুন, ১৮৩২ খৃঃ। ইনি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত পুনানগরস্থিত গভর্ণমেণ্ট ডেকান কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ অব্দে

ইনি "কে, সি, এস, আই" উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯৭ অব্দে একটী জাপানী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফ নামক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইনি শ্যাম, জাপান, তুরস্ক ও পারস্য দেশের রাজগণের প্রদত্ত অর্ডার (Order) লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি, অধ্যাপক ও সাময়িক-পত্রচালক ছিলেন। বুদ্ধচরিত অবলম্বনে রচিত লাইট্ অব্ এসিয়া (Light of Asia) ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হিতোপদেশের অনেক শ্লোকেরও ইনি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

আরণি—জলাবর্ত্ত, ঘূর্ণিত জল। আ—ঋ (গমন করা)+অনি ক। সং; পু।

আরণ্য—অরণ্যসম্বন্ধীয়, বন্য। অরণ্য শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরণ্যী।

আরণ্যক—১। বনজাত, বন্য। আরণ্য শব্দ+কণ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরণ্যকা। ২। বনপথ; হস্তী; অধ্যায়; গোময় সং; পু। ৩। বেদাংশবিশেষ। সং; ক্লী।

আরণ্যপশু—বনপশু, বন্যজন্তু, বুনা জানোয়ার; ইহা সাত প্রকার বলিয়া কথিত, যথা—মহিষ, বানর, ভল্লুক, মৃগ, পৃষৎ, রুরু ও সরীসৃপ। কর্ম্মধা। সং; পু। [স্ত্রী।

আরণ্যমুদ্গা—মুদ্গপর্ণী, মুগানী। কর্ম্মধা। সং;

আরত—রত, আসক্ত, অনুরক্ত; রতিদক্ষ, রমণপটু। বিণ। প্রা, ক।

আরতি—বিরতি, নিবৃত্তি; প্রতিমার সমক্ষে দীপাবর্ত্তন। আ—রম (ক্রীড়া করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আরদালী, আর্দালী—চাপরাসী, পদাতি, পেয়াদা, বার্ত্তাবাহক। ইং (orderly)। সং।

আরদ্র—হরিদ্রা, হলদী, হলুদ। সং। প্রা, ক।

আরনাল, আরনালক—কাঞ্জিক, কাঁজি, আমানি। অর (শীঘ্র)—নল (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ক (=অরনাল)+ষ্ণ ইদমর্থে; ২য় পক্ষে তদ্ধুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

আরন্দ, আরব্ধ—অরন্ধনী পর্ব্ব। দেশজ। সং।

আরব্ধ—যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে এরূপ, কৃতারম্ভ, উপক্রান্ত; অনুষ্ঠিত। আ—রভ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরব্ধা।

আরভটি, আরভটী—১। অভিনয়, নাট্যরঙ্গ; রচনাবিশেষ; মহিমা। আ—রভ (আরম্ভ করা)+অটি, অটী র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। বীর; ধূর্ত্ততা। আর শব্দ+ক্ত (=আর)-ভট (পোষণ করা)+ই ক। সং; পু।

আরম্ভ—১। সূত্রপাত, উপক্রম; উদ্যোগ; প্রস্তাবনা; অনুষ্ঠান; উৎপত্তি; ত্বরা; গর্ব্ব; বধ। আ—রভ (সবেগে গমন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। ব্যাপার, কার্য্য। আ—রভ+ঘঞ্ র্ম্ম। ৩। উপায়। আ—রভ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আরম্ভক—জনক, উৎপাদক। আ—রভ (আরম্ভ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরম্ভিকা।

আরব—১। শব্দ, ধ্বনি। আ—রু (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। দেশবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

আরবী—১। আরবদেশীয়। বিণ। ২। আরব দেশের ভাষা। সং।

আরশী, আরসী—দর্পণ, আয়না। দেশজ। সং।

আরশুলা, আরসুলা—তৈলপায়িকা, তেলাপোকা। প্রাদেশিক। সং।

আরা—১। ছুরিকা; চর্ম্মকারের বেধনাস্ত্র। ঋ+ণ্যঞ্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

২। বিহার-প্রদেশের পাটনা বিভাগস্থ সাহাবাদ জেলার মহকুমা। যে খাল দ্বারা শোণ নদীকে গঙ্গার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে, আরা সেই খালের উপকূলে অবস্থিত। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, কতকগুলি বিদ্রোহী কুমার সিংহের নেতৃত্বে আরা আক্রমণ করে। পরে মেজর ভিন্সেন্ট আয়ার (Eyre) দানাপুর হইতে সসৈন্যে আসিয়া বিদ্রোহিগণকে বিতাড়িত করেন।

আরাকান—নিম্নব্রহ্মদেশের বিভাগবিশেষ। আরাকান বিভাগ ৪টি জেলায় বিভক্ত;—(১) আকায়াব, (২) উত্তর আরাকান পার্ব্বত্য প্রদেশ (Hill tracts), (৩) সাণ্ডোওয়ে (Sandoway), এবং (৪) কায়কপিউ (Kyaukpyu)। আরাকানবাসীরা বলে তাহাদের ইতিহাস খৃঃ পূঃ ২৬৬৬ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। তাহারা বলে যে, এক সময়ে তাহাদের রাজ্য ব্রহ্মদেশের আভা ও চীনদেশের ও বঙ্গদেশের কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সে কথা প্রচলিত ইতিহাসের দ্বারা সপ্রমাণ হয় না। সময়ে সময়ে মোগলগণ এবং পেগুগণ আরাকান আক্রমণ করিয়াছিল; পর্ত্তুগীজগণ কিয়ৎকাল এখানে আধিপত্য করিয়াছিল। ১৭৮২ খৃঃ ব্রহ্মদেশীয়েরা আরাকান অধিকার করে। যানডাবুর (Jandaboo) সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে আরাকান ইংরাজের অধিকারে আসে (১৮২৬ খৃঃ)। প্রাচীন আরাকান সহর পরিত্যক্ত হইয়া আকায়াব অধুনা প্রধান নগররূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। আরাকানবাসিগণ সাধারণতঃ "মগ" বলিয়া পরিচিত। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের ভাষা ও রীতিনীতি ব্রহ্মবাসীদিগের ভাষা ও রীতিনীতি হইতে স্বতন্ত্র।

আরাগ্র—অর্দ্ধচন্দ্রাদি অস্ত্রের মুখ। আরার অগ্র, ৬তৎ। সং; ক্লী।

আরাৎ—দূর; নিকট। অ্য।

আরাতি—বিপক্ষ, শত্রু। আ—রা (দান করা)+অতি ক। সং; পু।

আরাত্রিক—নীরাজন, আরতি। আ—রাত্রি শব্দ+ষ্ণিক। সং; ক্লী।

আরাধক—আরাধনাকারী, উপাসক, পূজক; সেবক। আ—রাধ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরাধিকা।

আরাধন—অর্চ্চনা, পূজা, উপাসনা; সেবা, পরিচর্য্যা; অভ্যাস; প্রাপ্তি। আ—রাধ (নিষ্পন্ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আরাধনা—আরাধন (সকল অর্থে)। আ—রাধ+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

আরাধনীয়—পূজনীয়, উপাস্য, আরাধ্য। আ—রাধ (আরাধনা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরাধনীয়া।

আরাধিত—অর্চ্চিত, পূজিত, উপাসিত; সেবিত; অভ্যস্ত; প্রাপ্ত। আ—নিজন্ত রাধ (=রাধি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

আরাধ্য—উপাস্য, পূজ্য। আ—রাধ+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরাধ্যা।

আরাধ্যমান—পূজ্যমান; সেব্যমান। আ—রাধ (আরাধনা করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আরাম—১। উপবন, উদ্যান, বাগান। আ—রম (ক্রীড়া করা)+ঘঞ্ অধি। ২। বিশ্রাম, বিরাম; প্রীতি; সাচ্ছন্দ্য। আ—রম+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আরারুট—শটীর ন্যায় একপ্রকার মূলের চূর্ণ। ইং (Arrowroot)। সং।

আরালিক—১। বক্রগামী। অরাল (বক্র)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরালিকী। ২। পাচক। সং; পু।

আরাব—রব, শব্দ, ধ্বনি। আ—রু (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আরাবলী—এই পর্ব্বত-শ্রেণী রাজপুতানা ও আজমীর-মেরওয়ারা প্রদেশের মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে চলিয়াছে। এই পর্ব্বতের উচ্চ শিখরগুলি তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের ন্যায় দেখিতে শুভ্র। কিন্তু এ শুভ্রতা তুষারজনিত নহে; কাচ-জাতীয় প্রস্তর বিশেষের বিদ্যমানতা বশতঃ শিখরগুলি শুভ্র দেখায়। আরাবলী পর্ব্বতের অধিকাংশ ভাগ অনুর্ব্বর বালুকাময় ভূমি। এখানকার আদিমবাসীরা মেয়ার (Mhair) নামে অভিহিত। আজমীর দেশ ১৮১৮ খৃঃ ইংরাজের অধিকারে আসিলে, এই আদিম অধিবাসিগণকে শিক্ষা দিয়া সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করা

হয়। লর্ড কিচ্‌নার ১৯০৩ খৃঃ যে নূতন ব্যবস্থা করেন, তাহার ফলে ইহাদিগকে লইয়া 50th Merwara Infantry নামে পদাতিক সেনাদল গঠিত হয়। [প্রা, ক।

আরি—আলি বা আইল, আলবাল। সং।

আরিন্দা—পেয়াদা, নগদী; বার্ত্তাবাহক, যে পত্র বা খাজানা প্রভৃতি লইয়া যায়। বৈদেশিক। সং।

আরিষ্টটল—প্রাচীন গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। খৃঃ পূর্ব্ব ৩৮৪ অব্দে ইঁহার জন্ম। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে যশস্বী হইয়া উঠিলে, ইনি মাসিডনের রাজপুত্র সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডারের (সেকেন্দারের) শিক্ষক নিযুক্ত হন। আথেন্স্‌ নগরে অবস্থিতি করিয়া ইনি শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ইঁহাকে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার বিদ্যাবত্তার ও প্রকৃষ্ট অধ্যাপনা প্রণালীর খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক শিষ্য বিদ্যাশিক্ষার্থ ইঁহার নিকট আগমন করিয়াছিল। ইনি বিবিধ বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। অলঙ্কার, কবিতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ন্যায়, অঙ্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ইনি গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আরু—বৃক্ষবিশেষ; কাঁকড়া; শূকর; পিঙ্গল বর্ণ। ঋ (গমন করা)+উণ্‌ ক। সং; পু।

আরুণি—জনৈক ব্রাহ্মণকুমারের নাম। ইনি বিদ্যাশিক্ষার্থ আয়োদধৌম্য নামক ঋষির শিষ্য হইয়াছিলেন, এবং অতর্কিতভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতেন। ইঁহার গুরুভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একদা ধৌম্য ইঁহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে নিযুক্ত করেন। জলের প্রবল স্রোতে আলি ভাসিয়া যাওয়ায়, এবং জল রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া আরুণি স্বয়ং তথায় শয়ন করিয়া ক্ষেত্রের জল রক্ষা করেন। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ধৌম্য সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি যত্নসহকারে শিক্ষা দিয়া অল্পকাল মধ্যে আরুণিকে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া দিলেন।

আরুরুক্ষা—আরোহণেচ্ছা। আ—সনন্ত রুহ+অ ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

আরুরুক্ষু—আরোহণ করিতে ইচ্ছুক। আ—সনন্ত রুহ+উ ক। বিণ; ত্রি।

আরুষ—১। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি। ২। পিঙ্গলবর্ণ। সং; পু।

আরুক—ওষধিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

আরূঢ়—আরোহণ করিয়াছে এরূপ, কৃতারোহণ। আ—রুহ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আরূঢ়-যৌবনা—যৌবনপ্রাপ্তা, নবযুবতী; পতিপ্রসঙ্গপ্রিয়া। আরূঢ় যৌবন যে স্ত্রী দ্বারা, বহু। বিণ; স্ত্রী।

আরে—১। সম্বোধনসূচক শব্দ। ব্য। ২। অপরে, অন্তে, অন্যজনে। ক, প্র।

আরোগ্য—রোগাভাব, নীরোগতা, সুস্থতা; রোগোপশম। অরোগ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

আরোগ্যলাভ—নীরোগত্বপ্রাপ্তি, রোগের প্রতিকার পাওয়া, আরাম হওয়া। ৬তৎ। সং।

আরোগ্যশালা—চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, আরোগ্যের নিমিত্ত শালা, ৪তৎ। সং; পু।

আরোগ্য-সাধক—রোগনাশ, ব্যাধিহর, নির্ব্যাধিকারক, সুস্থতাজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —সাধিকা।

আরোগ্যসাধ্য—যাহা আরাম করিতে পারা যায়, প্রতিকার্য্য, প্রতিবিধেয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আরোপ—কোন বস্তুতে অন্য ধর্ম্মের স্থাপন; উদ্ভাবন, কল্পনা। আ—ণিজন্ত রুহ (=রোপি)+অল্‌ ভা। সং; পু।

আরোপক—আরোপকর্ত্তা, যে আরোপ করে। আ—রোপি+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরোপিকা।

আরোপণ—আরোপকরণ; আরোহণ করান; সংস্থাপন; শরাসনে জ্যা-সংযোজন। আ—ণিজন্ত রুহ (=রোপি)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

আরোপিত—অন্য পদার্থে স্থাপিত; কল্পিত; স্থাপিত; গচ্ছিত। আ—ণিজন্ত রুহ (=রোপি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

আরোপ্যমাণ—১। আরোপ্যমাণ, যাহাকে আরোহণ করান হইতেছে। আ—ণিজন্ত রুহ (=রোপি)+শান র্ম্ম। ২। বিমোক্ষমান, যাহাকে বিমুক্ত করান হইতেছে। আ—ণিজন্ত রূপ (=রোপি)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আরোপ্যমাণা।

আরোয়া—১। অরোপিত, (যে গাছ) রোয়া বা পোঁতা নয়। দেশজ। ২ আতপ (তণ্ডুল), আলো (চাউল)। হিন্দীমূলক। বিণ।

আরোহ—১। উচ্চতা; দৈর্ঘ্য; ভার। আ—রুহ+অল্‌ ভা। ২। স্ত্রীনিতম্ব। আ—রুহ+অল্‌ র্ম্ম। ৩। আরোহী। আ—রুহ+অন্‌ ক। সং; পু।

আরোহক—আরোহণকারী। আ—রুহ (আরোহণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

আরোহণ—উপরে উঠা, চড়া। আ—রুহ (আরোহণ করা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

আরোহণী—সোপান, সিঁড়ি। আ—রুহ+অনট্‌ ণ+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

আরোহিত—যাহাকে আরোহণ করান হইয়াছে এরূপ। আ—ণিজন্ত রুহ—রোহি (আরোহণ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

আরোহী (—হিন্‌)—আরোহণকারী, চড়নদার, সওয়ার। আ—রুহ+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আরোহিণী।

আর্ক—সূর্য্যসম্বন্ধীয়, সৌর। অর্ক শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আর্কী।

আর্ক-ফলা—রেফ (´); তদ্বৎ কেশগুচ্ছ, শিখা, চৈতন, টিকী। দেশজ। সং।

আর্কি—রবিসুত, সূর্য্যের পুত্র। অর্ক শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

আর্ক্ষ—১। ঋক্ষসম্বন্ধীয়, গ্রহনক্ষত্রাদিসম্বন্ধীয়। ঋক্ষ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আর্ক্ষী। ২। ঋক্ষগণ, গ্রহনক্ষত্রাদি সমূহ। সং; ক্লী।

আর্গল—অর্গল, খিল, হুড়কা। অর্গল+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

আর্ঘা—এক জাতীয় মধুমক্ষিকা। সং; স্ত্রী।

আর্ঘ্য—আর্ঘা নামক মধুমক্ষিকাজাত মধু। আর্ঘা শব্দ+ষ্য ভবার্থে। সং; ক্লী।

আর্জ্জব—ঋজুতা, সরলতা, অকাপট্য। ঋজু শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

আর্ত্ত—পীড়িত; দুঃখিত; ক্লিষ্ট; উৎপীড়িত; বিপন্ন। আ—ঋ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আর্ত্তনাদ—পীড়িতের চীৎকার, কাতরধ্বনি। ৬তৎ। সং; পু।

আর্ত্তব—১। স্ত্রীরজঃ। ঋতু শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; স্ত্রী। ২। স্ত্রীরজঃসংক্রান্ত; গ্রীষ্মাদি ঋতুসংক্রান্ত। ঋতু+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আর্ত্তবী।

আর্ত্তবী—১। ঋতুসম্বন্ধীয়া। আর্ত্তব+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। ঘোটকী। সং; স্ত্রী।

আর্ত্তস্বর—১। আর্ত্তনাদ, কাতরধ্বনি। ৬তৎ। ২। দুঃখযুক্ত কণ্ঠস্বর। কর্ম্মধা। সং; পু।

আর্ত্তা—১। পীড়িতা, ইত্যাদি। আর্ত্ত দেখ; আর্ত্ত+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীরজঃ। সং; স্ত্রী।

আর্ত্তি—১। পীড়া, রোগ; ক্লেশ, মনোব্যথা। আ—ঋ+ক্তি ভা। ২। ধনুকের অগ্রভাগ। আ—ঋ+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী। ৩। সাধ, আকাঙ্ক্ষা, লালসা। গ্রাম্য। সং।

আর্ত্বিজীন—পুরোহিত। ঋত্বিজ্‌ শব্দ+ষ্ণ (=আর্ত্বিজ)+ঈন। বিণ বা সং; পু।

আর্ত্বিজ্য—পৌরোহিত্য, পুরোহিতের কর্ম্ম। ঋত্বিজ্‌ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

আর্থ—অর্থসম্বন্ধীয়। অর্থ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আর্থী।

আর্থিক—অর্থগ্রাহী; অর্থের নিয়োগকারী, মহাজন; অর্থসম্বন্ধীয়। অর্থ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আর্থিকী।

আর্দ্দালী—আরদালী দেখ।

আর্দ্ধমাসিক—অর্দ্ধমাসসম্বন্ধীয়, মাসার্দ্ধে করণীয়, পাক্ষিক; অর্দ্ধমাসস্থায়ী। অর্দ্ধমাস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মাসিকী।

আৰ্দ্ধিক—অৰ্দ্ধসম্বন্ধীয় ; অৰ্দ্ধাংশভাগী। অৰ্দ্ধ+ ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আৰ্দ্ধিকী।

আর্দ্র—সজল, ভিজা ; মৃদু ; নূতন ; শিথিল ; কাঠিন্যশূন্য। অৰ্দ্দ+র ক। বিণ ; ত্রি।

আর্দ্রক—আদা। আর্দ্র শব্দ+কণ্। সং ; ক্লী।

আর্দ্রতা—আর্দ্রের ভাব। আর্দ্র দেখ। আর্দ্র শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আর্দ্রা—১। সজলা, ইত্যাদি। আর্দ্র দেখ। আর্দ্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ষষ্ঠ নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

আর্ম্মাণী, আর্ম্মানী—আর্ম্মিনিয়াদেশীয়, তদ্দেশজাত, তদ্দেশবাসী। বৈদেশিক। বিণ।

আর্য্য—মানী ; জ্যেষ্ঠ ; শ্রেষ্ঠ ; গুরু ; স্বামী ; সজ্জন ; সদ্বংশোদ্ভব ; উচিত, সঙ্গত। ঋ (গমন করা)+ঘ্যণ্ ক ; অথবা, অর্য্য শব্দ+ক। ঋ ধাতু গমনার্থক বলিয়া জ্ঞানার্থক, কারণ "সর্ব্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ" অর্থাৎ সমুদায় গমনার্থক ধাতু জ্ঞানার্থক ও প্রাপ্ত্যর্থক। অতএব যাঁহারা জ্ঞানশীল, অথবা যাঁহারা (শাস্ত্রসীমায়) গমন করেন, কিংবা যাঁহারা (শাস্ত্রের পার প্রাপ্ত হন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আর্য্যা।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, আর্য্যগণ প্রথমে পশুপালন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া কতকগুলি পশু সমভিব্যাহারে লইয়া তৃণপূর্ণ প্রদেশে গমন করিতেন ; পরে সেই স্থানের তৃণরাশি তাঁহাদের পশুসমূহ কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা অন্য কোনও তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশে যাইতেন। এইরূপে তাঁহারা নিরন্তর এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন বলিয়া আর্য্য (গমনশীল) নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কালে আর্য্যগণ নিরন্তর এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া এক স্থানে অবস্থিতির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, এবং কৃষিকর্ম্মরূপ উপায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই ব্রতী হন। এজন্য তাঁহারা আর্য্য (অর্থাৎ কৃষিকর্ম্মকারী) এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শেষোক্ত পক্ষে আর্য্য শব্দের অর্থ কৃষিকর্ম্মকারী, কারণ ঋ ধাতুর কর্ষণার্থও আছে।

এতদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় শাস্ত্রে কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেও আর্য্য শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকমাত্রেই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণই আর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে আর্য্য, এবং চতুর্থ বর্ণকে শূদ্র বলা হইয়াছে। ইহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শূদ্রবর্ণ আর্য্যবংশীয় নহে ; আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া শূদ্রনামক অনার্য্য জাতিবিশেষকে আপনাদের সমাজভুক্ত করিয়া লন। পরন্তু সেই "অনার্য্য শূদ্র" যে কাহারা, তাহা অদ্যাপি কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ফলতঃ এ বিষয়ের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।

আর্য্যক—১। পিতামহ ; মাতামহ। আর্য্য শব্দ +কণ্ প্রশস্তার্থে। সং ; পু। ২। শ্রেষ্ঠ ; মানী। আর্য্য শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আর্য্যকা।

আর্য্যকা—১। শ্রেষ্ঠা, মান্যা। আর্য্যক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠা বা মাননীয়া স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

আর্য্যগৃহ্য—আর্য্যপক্ষীয়, সাধুপক্ষীয় ; সজ্জনাশ্রিত। ৩ বা ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

আর্য্যচরিত—সদাচারসম্পন্ন। আর্য্যোচিত চরিত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আর্য্যচরিতা।

আর্য্যজাতি—মানবজাতি ও আর্য্য দেখ।

আর্য্যতা—সদাচার, ধর্ম্মশীলতা। আর্য্য শব্দ+ তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আর্য্যধর্ম্ম—আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, হিন্দুধর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; পু।

আর্য্যপুত্র—গুরুপুত্র ; পতি, স্বামী। [সংস্কৃত নাটকাদিতে স্বামীকে আর্য্যপুত্র আখ্যায় অভিহিত করার রীতি আছে]। ৬তৎ। সং ; পু।

আর্য্যভট্ট—স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইঁহার গ্রন্থে জানা যায় যে, ইনি কুসুমপুরনিবাসী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সূর্য্যপ্রদক্ষিণ ও আহ্নিকগতি ইনিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। পরন্তু বরাহমিহির প্রভৃতি ইঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইঁহার মত গ্রাহ্য করেন নাই। অনন্তর পিথাগোরাস, কোপর্নিকস, গালিলিও, নিউটন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ মত সত্য বলিয়া প্রচার করেন। আর্য্যসিদ্ধান্ত ও বীজগণিত নামক গ্রন্থদ্বয় ইঁহারই রচিত।

আর্য্যভাষা—অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (মোক্ষমুলার) বলেন, আর্য্যজাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহাই আর্য্যভাষা। এস্থলে কাহারা আর্য্যজাতিভুক্ত, তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই ; সুতরাং হিন্দু, গ্রীক, রোমান, জর্ম্মান, কেল্ট্ বা সেল্ট্, স্লাভ প্রভৃতি জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহাই আর্য্যভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় না। "আর্য্য" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও শব্দটী যে Indo European জাতির প্রাচ্যবিভাগের সংজ্ঞাস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন বিসংবাদ নাই। প্রাচ্যবিভাগের যে অংশ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহাই "Indo-Aryan" নামে অভিহিত। ব্যাক্ট্রিয়া ও পারস্যদেশে যে অংশ রহিল, তাহার সংজ্ঞা হইল Iranian। সম্ভবতঃ "ইরাণ" নাম "আর্য্য" শব্দেরই অপভ্রংশ। যে অংশ ভারতবর্ষে বাসস্থাপন করিল, সে অংশকে কেহ কেহ Aryo Indian এই সংজ্ঞা দিয়া থাকেন ; উদ্দেশ্য দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণের সহিত এই অংশের পার্থক্য নির্দ্দেশ। অধুনা কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আর্য্যজাতি অপর কোন স্থান হইতে এখানে আসে নাই। ভারতবর্ষই এ জাতির উৎপত্তি স্থান। যে যাহা হউক, প্রচলিত পাশ্চাত্য মতানুসারে আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের অপর দিক হইতে খৃঃ পূঃ আনুমানিক ২০০০ বৎসরে ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং অম্বালা জেলার নিকটবর্ত্তী স্থানে ঋগ্বেদ রচনা করেন।

এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে, ভারতে প্রচলিত আর্য্যজাতীয় ভাষাসমূহ সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বলেন, এ ভাষাগুলি সাক্ষাৎ-ভাবে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নহে, উত্তর ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যে সকল আর্য্য আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রচলিত ভাষাগুলি তাঁহাদেরই কথিত ভাষা হইতে উৎপন্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, বৈদিকগণের ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীনতর কোন ভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত (প্রাচীন কথিত ভাষাগুলি) এবং বর্ত্তমান সময়ের কথিত ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, সেই প্রাচীনতর ভাষাটী, বৈদিক কালের পূর্ব্ব হইতেই দুইটী স্রোতে বিভক্ত হইয়াছিল ; একটী স্রোত সংস্কৃত ভাষা-সমুদ্রে আসিয়া মিশিল, অপরটী প্রাকৃত বা প্রাচীন কথিত ভাষাসমূহে পরিণত হইল। পাণিনি ব্যাকরণ (আনুমানিক ৩৫০ খৃঃ পূঃ) সংস্কৃত ভাষার চরম সংস্কারের নিদর্শন ; এবং বররুচি প্রাকৃতব্যাকরণ-প্রণেতার অগ্রণী। প্রাকৃত ভাষাগুলি প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে :—(১) মহারাষ্ট্রীয় (যাহা বোম্বাই বিভাগে প্রচলিত) ; (২) শৌরসেনী (যাহা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত) ; (৩) মাগধী (যাহা বিহার অঞ্চলে প্রচলিত) ; (৪) পৈশাচী (যাহা দ্রাবিড় প্রদেশে প্রচলিত এবং

অনার্য্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত)। সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণগণের; মাগধী ভাষা বৌদ্ধগণের; এবং মহারাষ্ট্রী ভাষা জৈনগণের অবলম্বিত হইল। কালবশে প্রাকৃত ভাষা হইতে অনেকগুলি স্থানীয় ভাষার উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে প্রাকৃত ভাষা বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করে। আনুমানিক ৩০৭ খৃঃ পূঃ বৌদ্ধ প্রচারকগণ মাগধী প্রাকৃত লইয়া সিংহলে গমন করেন। এই মাগধী ভাষাই পালী ভাষার জননী। খৃঃ দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাকৃত ভাষাগুলির প্রচলন দৃষ্ট হয়। তাহার পরেই বর্ত্তমান কথিত ভাষাগুলি উহাদের স্থান অধিকার করে। অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই প্রাকৃতভাষাগুলি ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইতেছিল। বর্ত্তমান কালে ব্যবহৃত আর্য্যভাষাগুলির মধ্যে সাতটী প্রধান; যথা—সিন্ধী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, হিন্দী, মারাঠী, বাঙ্গালা ও উৎকলী। এই সাতটী ভাষার প্রত্যেকটীতে তিন জাতীয় শব্দ সন্নিবেশিত; যথা—তৎসম, তদ্ভাব ও দেশজ। যে শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে অবিকৃতভাবে গৃহীত, তাহাকে "তৎসম" বলে। যে শব্দ অবিকল সংস্কৃত শব্দ নহে, কিন্তু সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বা তদনুরূপ, তাহাকে "তদ্ভাব" বলে। আর যে শব্দ আদিমনিবাসীদের নিকট প্রাপ্ত, তাহাকে "দেশজ" বলে। উপরি উক্ত সাতটী ভাষার মধ্যে মারাঠী, বাঙ্গালা ও উৎকলী এই তিনটীতে "তৎসম" শব্দ প্রধান। গুজরাটী, পাঞ্জাবী ও হিন্দী এই তিনটী ভাষায় "তদ্ভাব" শব্দ প্রধান। আর সিন্ধী ভাষায় "দেশজ" শব্দ প্রধান। এই ভাষায় লিখিত উল্লেখ-যোগ্য সাহিত্য একেবারে নাই বলিলেও চলে। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান কালে প্রচলিত আর্য্য ভাষাগুলির মধ্যে অধুনা অনেক বৈদেশিক শব্দ স্থান পাইয়াছে।

এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, "তৎসম" প্রভৃতি ভাষার যে তিনটী প্রকৃতির কথা বলা হইল, তাহা সংস্কৃত বৈয়াকরণগণের মত-সম্মত। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমানে প্রচলিত আর্য্যভাষাগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন।

আর্য্যমিশ্র—প্রসিদ্ধ; মান্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আর্য্যরাজ—কাশ্মীরের জনৈক নরপতি। জয়েন্দ্রের মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন (খ্রীঃ পূঃ ২২)।

আর্য্যলিঙ্গ—আর্য্যের নিদর্শন, আর্য্যসূচিত লক্ষণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আর্য্যলিঙ্গী (-লিঙ্গিন্)—আর্য্যোচিত লক্ষণবিশিষ্ট। আর্য্যলিঙ্গ+ইন্। বিণ; পু।

আর্য্যবৃত্ত—১। সদাচারসম্পন্ন, সাধুশীল। আর্য্যোচিত বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সদাচরণ, সাধুতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আর্য্যসমাজ—দয়ানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ; ইঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম মানেন, কিন্তু মূর্ত্তি পূজাদি করেন না ও জাতিভেদ স্বীকার করেন না। সং।

আর্য্যসিদ্ধান্ত—আর্য্যভট্টপ্রণীত জ্যোতিষগ্রন্থবিশেষ। আর্য্যভট্ট দেখ। সং; পু।

আর্য্যা—১। মান্যা, ইত্যাদি। আর্য্য দেখ। আর্য্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভগবতী, পার্ব্বতী; ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী। ৩। অঙ্ক কসিবার শুভঙ্করী সাঙ্কেতিক নিয়ম। দেশজ। সং।

আর্য্যাবর্ত্ত—উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আসমুদ্র ব্যাপ্ত দেশ। ৬তৎ। সং; পু।

আর্শথ—প্রজাবর্গের প্রত্যেকের অধিকৃত জমির হিসাব। বৈদেশিক। সং।

আর্শি, আর্সি—আরসি, আয়না। দেশজ। সং।

আর্ষ—১। ঋষিসম্বন্ধীয়; ঋষিপ্রণীত; ঋষিপ্রযুক্ত। ঋষি শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আর্ষী। ২। বিবাহবিশেষ। বিবাহ দেখ। সং; পু। [ষি অপত্যার্থে। সং; পু।

আর্ষভি—ঋষভপুত্র, মহারাজ ভরত। ঋষভ+

আর্ষেয়—আর্ষ, ঋষিপ্রণীত, ঋষিপ্রযুক্ত। ঋষি+ঢেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আর্ষেয়ী।

আর্হত—বৃদ্ধবিশেষ; এই মতে আত্মা অবিনশ্বর, জীবের পরিমাণ দেহ-সদৃশ, এবং অর্হৎই ঈশ্বর। অর্হৎ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

"আর্হতেরা দিগম্বর। ইহারা বলে, যদি প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান না করে, তাহা হইলে ঐহিক ফলসাধনের নিমিত্ত কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কারণ আপনার ফলভোগের জন্যই সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে; যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্ত্তা যে আত্মা, সে ফল ভোগ কালে উপস্থিত না থাকে, তবে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি, সকল লোকেরই এই অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য। ইহাদের মতে সম্যগ্দর্শন, সম্যগ্জ্ঞান ও সম্যক্চরিত্র এই তিনকে রত্নত্রয় কহে।" ভাঃ।

আল—১। বহুল, অধিক; শ্রেষ্ঠ। ণিজন্ত অল্=আলি (ভূষিত করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আলা। ২। হরিতাল। সং; ক্লী। ৩। ভূমির আলি বা আইল। দেশজ। সং।

আলওয়ান—পশমী চাদর বা ওড়না, পাইড়শূন্য শাল। বৈদেশিক। সং।

আলওয়ার—রাজপুতানার অন্তর্গত একটী মিত্ররাজ্য। পূর্ব্বে ইহা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দারের সম্পত্তির সমষ্টিমাত্র ছিল। বর্ত্তমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রতাপসিংহ। তিনি প্রথমে আড়াইপালি গ্রামের অধিকারী ছিলেন। খৃঃ ১৭৭১—৭৬ সালে তিনি বর্ত্তমান রাজ্যের দক্ষিণাংশ নিজাধিকারে আনেন। জাঠগণের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগের সহায়তা করাতে তিনি পুরস্কারস্বরূপে "রাওরাজা" উপাধি এবং মাচারী (Machari) জেলার আধিপত্য প্রাপ্ত হন, এবং ১৭৭৬ খৃঃ আলওয়ারের দুর্গ ও সহর জাঠ হস্ত হইতে লইয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। তদীয় দত্তক পুত্র বখ্‌তাওর সিংহের রাজত্বকালে ইংরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের যুদ্ধ ঘটে। তিনি ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং পুরস্কারস্বরূপে, লাস্‌ওয়ারী যুদ্ধাবসানে (১৮০৩ খৃঃ), বর্ত্তমান রাজ্যের উত্তরাংশ প্রাপ্ত হন। বখ্‌তাওর সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বাণি সিংহ আলওয়ারের পরবর্ত্তী রাজা। ১৮৫৭ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র সিওদান সিংহ ১৩ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যে ইংরাজের Political Agency স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খৃঃ তিনি অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। "নরুক" রাজপুতগণের নির্ব্বাচনে ঠাকুর মঙ্গল সিংহ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। ইঁহারই সময়ে রাজ্যমধ্যে ভারতরাজ্যের মুদ্রা প্রচলিত হয়। ১৮৯২ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে, জয়সিংহ দশ বৎসর বয়ঃক্রমে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজ্যেশ্বরের বর্ত্তমান উপাধি "মহারাও রাজা।"

আলকাতরা—পাথুরিয়া কয়লা চুয়াইলে যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ নিঃসৃত হয়। দেশজ। সং।

আলকুশী—কণ্ডূতি ও জ্বালাজনক একপ্রকার লতা বা তাহার ফল। দেশজ। সং।

আলক্ষ্য—সম্যক্ জ্ঞেয়, লক্ষণ দ্বারা অনুমেয়। আ—লক্ষ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

আলখাল্লা, আলখিল্লা—লম্বা ঢিলা জামা। বৈদেশিক। সং।

আলগছে, আলগোছে—দূর হইতে, তফাৎ থেকে, স্পর্শ না করিয়া। হিন্দীমূলক।

আলাওল (অলওয়াল) সাহেব, সৈয়দ—আলাওল

সাহেব প্রসিদ্ধ প্রাচীন বঙ্গীয় মুসলমান কবি। অনুমান, খ্রীষ্টীয় ১৬২৫ অব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোন সময়ে ইনি স্বীয় পিতার সহিত নৌকাযোগে রোসাঙ্গে (আরাকানে) গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে পোর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা (হার্ম্মাদগণ) নৌকা আক্রমণ করিয়া পিতাকে নিহত করে, এবং পুত্র কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া রোসাঙ্গে পৌঁছিয়া তত্রত্য বৌদ্ধ নরপতি শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আশ্রয় প্রাপ্ত হন। জীবনের অবশিষ্ট কাল কবি আলাওল আরাকানেই যাপন করেন। আরাকান-রাজ শ্রীচন্দ্র এবং রাজামাত্য মাগন ঠাকুর, সোলেমান প্রভৃতির প্রিয়পাত্র হইলেও, এই নবাগতকে রাজানুগ্রহ লাভ করিতে দেখিয়া কয়েকজন সভাসদ আলাওল সাহেবের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা শাহ সুজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে রোসাঙ্গ-রাজের বিরাগ-ভাজন হইয়া সপরিবারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। এই সময়ে আরাকানে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং আলাওলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ সভাসদগণের ষড়যন্ত্রক্রমে আলাওল সাহেবকে কারাবদ্ধ করা হয়। পরে ইঁহাকে নিরপরাধ জানিয়া সসম্মানে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। আরাকানে অবস্থানকালে কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে চিতোরাধিপতি ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর উপাখ্যান অবলম্বনে পদ্মাবতী কাব্য, সয়ফল মুলুক ও বদি উজ্জমাল নামক একখানি পার্শী গ্রন্থের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করেন। ইনি সপ্তপয়কর নামক আর একখানি পার্শী কথাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, দারা সেকন্দর নামক পার্শী কাব্যের বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ, লোর চন্দ্রাণী এবং সতী ময়না নামক অপর দুইখানি গ্রন্থ এবং আরবী তাউফা নামক গ্রন্থের বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ রচনা করেন। ইহা ছাড়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বহুসংখ্যক পদাবলীও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। কবি আলাওল সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, এবং হিন্দুর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পরিণত বয়সে আরাকানেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

আলগর্দ্দ—জলগর্দ্দ, জলঢোঁড়া; কেউটেসাপ। অলগর্দ্দ+ক স্বার্থে। সং; পুং।

আলগা—শিথিল, ঢিলা, ফস্‌কা; শৈথিল্য, ঢিল। হিন্দীমূলক।

আলগুছী, আলগোছী—শিশুদিগের প্রথম হাঁটিতে শিখিবার সময় নিরবলম্বে দাঁড়াইবার প্রয়াস। প্রাদেশিক।

আলগোছে—তফাত থেকে,না ছুঁইয়া। প্রাদে।

আলগোছী—আলগুছি দেখ।

আলগোছে—আলগুছে দেখ।

আলঙ্কারিক—অলঙ্কার সম্বন্ধীয়; অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ; অলঙ্কারশাস্ত্রের লেখক, অলঙ্কারযুক্ত। অলঙ্কার+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

আল-জিব,—জিভ—টাকরার ছোট জিভ। অলিজিহ্বা শব্দের অপভ্রংশ।

আল-টপ্‌কা,—টপ্পা—আলগোছে,বিনা আয়াসে, অক্লেশে, আলগো; হঠাৎ, সহসা, আচম্বিতে। প্রাদেশিক।

আলতা—সধবা ও কুমারীদিগের পায়ে দিবার এক প্রকার লাল রঙ্গ। অলক্ত শব্দের অপভ্রংশ।

আলতামাস (সুলতান)—দিল্লীর দাসরাজ-শ্রেণীর দ্বিতীয় সুলতান। ১২১৬ হইতে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার রাজত্ব কাল। ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান রাজ্য সংস্থাপক কুতবুদ্দিনের ন্যায় আল্‌তামাসও একজন ক্রীতদাস ছিলেন। পরে ক্রমশঃ কুতবুদ্দিনের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। কুতবুদ্দিনের মৃত্যু হইলে ইনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মালিক খিলিজিকে পরাস্ত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে মুলতান, সিন্ধু, কচ্ছ, কাশ্মকুণ্ড, গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি অনেক স্থান অধিকার করেন, এবং উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করিয়া মহাকালের মন্দির বিধ্বস্ত করেন (১২৩২ খ্রীঃ)। ইঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ মোগলবীর নৃশংস চঙ্গিস খাঁ সমগ্র মধ্য এসিয়া উৎসন্ন করিয়া ভারতাক্রমণাভিপ্রায়ে সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সিন্ধু পার হইতে না পারিয়া প্রতিগমন করেন (১২২৯ খৃঃ)। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌তামাস পরলোক গমন করেন।

আলনা—বস্ত্রাদি রাখিবার কাষ্ঠময় দণ্ডাধার। দেশজ। সং। [অপভ্রংশ।

আলপনা—আলিপনা, এলুন। অলিম্পন শব্দের

আলপ্তগিন—ইনি প্রথমে জনৈক মুসলমান নরপতির ক্রীতদাস ছিলেন, এবং ক্রমে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। পরন্তু ইঁহার প্রভুর মৃত্যু হইলে শত্রুপক্ষের ভয়ে ইনি ৩ সহস্র তুর্কি ক্রীতদাস সমভিব্যাহারে গজনির নিকটবর্ত্তী কোনও দুর্গম প্রদেশে ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। ইনি প্রখ্যাত ভারতাক্রমণকারী মামুদের মাতামহ। ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আলফ্রেড—প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের জনৈক প্রখ্যাত রাজা। এথেল্ উল্‌ফের ঔরসে অসবার্গার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। (৮৪৯ খ্রীঃ)। বাল্যকালেই ইনি বিদ্যাশিক্ষায় সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া অতি অল্প বয়সে বিলক্ষণ উন্নতি করেন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হইলে আলফ্রেড তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই উভয় কার্য্যই তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৮৭১ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে ইনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে দিনেমারেরা ইংল্যাণ্ড জয় করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে। তাহাদের সহিত ইঁহাকে অনেকবার যুদ্ধ করিতে হয়। একবার সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া ছদ্মবেশে জনৈক কৃষকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, একদিন কৃষকপত্নী ইঁহাকে অগ্নির উপরিস্থ রুটী উল্টাইতে বলিয়া কার্য্যান্তরে গমন করে। একে তো আলফ্রেড রাজা, এ সকল কার্য্যে অনভ্যস্ত, তাহার উপর তিনি আপনার দেশোদ্ধারের চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন, কাজেই রুটী উল্টাইতে বিস্মৃত হওয়ায় রুটী পুড়িয়া যায়। কৃষকপত্নী ফিরিয়া আসিয়া ইহা দেখিয়া আলফ্রেডকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া বলে, 'আহাম্মক, খেতে পার, আর কাজ ক'র্ত্তে পার না।'

আলফ্রেড বীণাবাদকের বেশে দিনেমারদের শিবিরে গমনপূর্ব্বক স্বচক্ষে তাহাদের বলাবল পরিদর্শন করিয়া আসেন, এবং তাহার পর আপনার সৈন্যসামন্তগণকে একত্র করিয়া এডিংটন নামক স্থানের যুদ্ধে দিনেমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। অতঃপর উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইলে, আলফ্রেড দেশের কিয়দংশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্টাংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। নৌ-সেনার সৃষ্টি করিয়া ইনি দিনেমারদস্যুদিগের উপদ্রব হইতে দেশের উপকূলভাগ নিরাপদ্ করেন।

এই সকল যুদ্ধ ভিন্ন আলফ্রেড দেশের আভ্যন্তরিক শাসনপ্রণালীর অনেক উন্নতিসাধন এবং বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ইনি সুবিহিত বিধিসমূহের প্রণয়ন করিয়া বিচারকার্য্যের সৌকর্য্যসাধন করেন। অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে স্থলবিশেষে কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া দেশ শাসনের সুগমতা করেন। দেশে বিদ্যাচর্চ্চারও যথেষ্ট সুবিধা করিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধন করেন।

ইান সমস্ত দিবসকে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ ধর্ম্মকার্য্যে, আর এক ভাগ রাজকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন, এবং অবশিষ্ট এক ভাগ আহার ও নিদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ইঁহার মহিষীর নাম অল্‌সউইথ। তাঁহার গর্ভে ইঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। ৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।

আলবৎ, আলবত্তা— বস্তুই, নিশ্চয়, নিঃসন্দেহ। বৈদেশিক।

আলমগীর (১ম)—দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ শাহ্ জাঁহার তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী করিয়া এবং ভ্রাতৃত্রয়ের প্রাণসংহার করিয়া "আলমগীর" অর্থাৎ 'জগদ্বিজেতা' আখ্যা গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৫৮ খ্রীঃ)। [আওরঙ্গজেব দেখ]।

আলমগীর (২য়)—দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ আহম্মদ শাহ্ ও তদীয় উজির (প্রধান মন্ত্রী) গাজিউদ্দিনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গাজিউদ্দিন সম্রাটের প্রাণবধ করিয়া জাহান্দার শাহ্এর এক পুত্রকে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি দিয়া দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৫৪ খ্রীঃ), এবং স্বয়ং তাঁহার উজির হন। অতঃপর গাজিউদ্দিন শঠতাপূর্ব্বক পঞ্জাব অধিকার করায় আহম্মদ শাহ্ আবদালি তৃতীয়বার ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি নগর লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। অনন্তর গাজিউদ্দিন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তায় পঞ্জাব পুনরধিকার করেন। ইহাতে আহম্মদ শাহ্ আবদালী চতুর্থবার ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক মাহারাট্টাদিগকে পরাস্ত করেন (১৭৫৯)। এই কারণে গাজিউদ্দিন প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সম্রাট্ আলমগীরকে হত্যা করিয়া শাহ্জাঁহা নামক এক ব্যক্তিকে সম্রাট্ করেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার না করাতে আলমগীরের পুত্র শাহ্ আলম আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন (১৭৫৯খৃঃ)।

আলমারি—কপাটযুক্ত দণ্ডায়মান আধারবিশেষ। দেশজ। সং।

আলমোরা—যুক্তপ্রদেশস্থিত কুমায়ুন বিভাগের জেলা ও প্রধান সহর। বহু শতাব্দী যাবৎ এই স্থানটী দেশীয় শাসকগণের অধিকারে ছিল। রোহিলাগণই সর্ব্বপ্রথমে আলমোরা অধিকার করে, কিন্তু দেশের দারিদ্র্যে এবং ঋতুর কঠোরতায় বিরক্ত হইয়া কয় মাস পরেই স্থানটী পরিত্যাগ করেন ১৭৯০ খৃঃ গুর্খারা সহরটি হস্তগত করিয়া তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ১৮১৫ খ্রীঃ এইখানেই ইংরাজ-সৈন্য গুর্খাগণের উপর জয়লাভ করিয়া নেপাল যুদ্ধের অবসান করে। উচ্চতা ও শৈত্যগুণ জন্য স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীকে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য অধুনা অনেক চিকিৎসক এইখানে যাইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

আলম্ব—১। অবলম্বন। আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+অন্ ভা। ২। আশ্রয়। আ—লম্ব্+অন্ র্ম্ম। সং; পু।

আলম্বন—অবলম্বন, আশ্রয়করণ। আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আলম্বিত—ধৃত, আশ্রিত। আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

আলম্বী (—ম্বিন্)—অবলম্বনকারী, আশ্রয়ী। আ—লম্ব্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আলম্বিনী।

আলম্ভ—বধ, হিংসা; স্পর্শ; যুদ্ধ। আ—লম্ভ্ (হিংসা করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আলম্ভ্য—হিংসনীয়, হননীয়, বধ্য; লভ্য, প্রাপ্য। আ—লম্ভ্+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলয়—১। গৃহ; আবাস, বাসস্থান। আ—লী (লয় পাওয়া)+অল্ অধি। সং; পু। ২। লয় পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আলয়াতি—চোরাই মালের খালিদার; দুষ্ট। প্রা, ক।

আলর্ক—১। ক্ষিপ্ত-কুক্কুরবিষ। অলর্ক শব্দ (কুক্কুর)+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী। ২। অলর্কসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আলর্কী।

আলবাল—বৃক্ষমূলে বেষ্টিত জলাধার। আ—ল (ছেদন করা)+আল র্ম্ম। সং; ক্লী।

আলস—১। অলস, কুঁড়ে। অলস+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। আলস্য। অলস+ক ভাবার্থে। সং; ক্লী।

আলসহি—আলস্যে। প্রা, ক।

আলসিয়া, আলসে—১। অলস, শ্রমকাতর, কুঁড়ে। দেশজ। বিণ। ২। ছাদের পাথর অনুচ্চ প্রাচীর। সং।

আলস্য—অলসতা, সামর্থ্য-সত্ত্বেও কর্ম্মে অনুৎসাহ, শ্রমবিমুখতা, শ্রমকাতরতা, কুঁড়েমি। অলস শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আলস্য-ত্যাগ—কুঁড়েমি ছাড়া; গাত্রভঙ্গ, গা-ভাঙ্গা; গা মোড়ামুড়ি দেওয়া; জৃম্ভণ; হাইতোলা। ৬তৎ। সং; পু।

আলস্যপর—শ্রমবিমুখ, আলসে, কুঁড়ে। আলস্যে পর (আসক্ত), ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রা।

আলস্যপরতন্ত্র—আলস্যের অধীন, অলস, শ্রমবিমুখ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্ত্রা।

আলস্যপরবশ—আলস্যের অধীন, অলস, শ্রমবিমুখ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বশা।

আলস্যপরায়ণ—অলস, শ্রমবিমুখ, কুঁড়ে, সামর্থ্যসত্ত্বেও কর্ম্মে অনুৎসাহী। আলস্য পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরায়ণা।

আলা—১। বহুলা; শ্রেষ্ঠা। আল দেখ; আল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আলোক, আলো। দেশজ। সং। ৩। আলোকিত, আলোকময়; ব্যবহারের পর অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত, অকেজো। দেশজ। বিণ। ৪। প্রধান, শ্রেষ্ঠ, প্রথম। বৈদেশিক। বিণ।

আলাই—আপদ্, কণ্টক, উৎপাত। দেশজ। সং।

আলাই-বালাই—আপদ বিপদ্, বিষম উৎপাত, অমঙ্গল, অশুভ। দেশজ। সং।

আলাইয়া—১। এলাইয়া, আলুলায়িত করিয়া, খুলিয়া। প্রা, ক। ২। বিরক্ত করিয়া তুলিয়া; বিরক্ত করিয়া কর্ম্মত্যাগ করাইয়া। প্রাদেশিক।

আলাইল—১। এলাইল, আলুলায়িত করিল, খুলিল। প্রা, ক। ২। বিরক্ত করিয়া তুলিল; বিরক্ত করিয়া কর্ম্মত্যাগ করাইল। প্রাদেশিক। ক্রি।

আলাউদ্দিন খিলিজি—ইনি দিল্লীর প্রথম খিলিজি সম্রাট্ জলালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র। জলালউদ্দিন ইঁহাকে কারার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনি ৮০০০ সৈন্যসমভিব্যাহারে বিন্ধ্যাচল পার হইয়া দেবগিরির অধিপতি রামরাজাকে ও মহারাষ্ট্রপতি যাদবকে পরাস্ত করিয়া বিস্তর ধনরত্নসহ দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং সদাশয় পিতৃব্যের কৃত উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ তাঁহার প্রাণবধ করিয়া স্বয়ং রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৯৫খৃঃ), এবং কিছু দিন পরেই জলালউদ্দিনের পুত্রদ্বয়েরও প্রাণ সংহার করিয়া স্বীয় রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। ১২৯৭ খ্রীঃ ইনি গুজরাট অধিকার করিয়া তথাকার রাজমহিষী কমলাদেবীকে হরণ করেন। অতঃপর চিতোর-রাজ্ঞী পদ্মিনীর অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে চিতোর আক্রমণ করিয়া উহা বিধ্বস্ত করেন (১৩০৩ খ্রীঃ), কিন্তু কামাজের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। পদ্মিনী শেষমুহূর্ত্তে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। রাণাও পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে মোগলেরা পাঁচবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। মালিক কাফুর নামক ইঁহার একজন সেনানী দক্ষিণাবর্ত্তের অন্তর্গত তৈলঙ্গ, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি

অনেক স্থান অধিকার করেন। আলাউদ্দিন নির্দ্দয় অথচ বীর্য্যশালী ও সদ্বিচারক ছিলেন। ১৩১৬ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। [প্রা, ক।

আলাঞ্চা—এলাইয়া, আলুলায়িত করিয়া।

আলাত—জ্বলন্ত অঙ্গার। অলাত শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী।

আলাদ—জাহাজের কাছি। বৈদেশিক। সং।

আলাদা—পৃথক্, স্বতন্ত্র, জুদা। আলাহিদা শব্দের বাঙ্গালারূপ।

আলান—১। গজবন্ধন-স্তম্ভ, বন্ধনের খোঁটা। আ—লা (গ্রহণ করা)+অনট্ অধি। ২। গজবন্ধনরজ্জু। আ—লা+অনট্ ণ। ৩। বন্ধন। আ—লা+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। এলান, আলুলায়িত করা, খুলা; বিরক্ত করিয়া তুলা, বিরক্ত করিয়া কার্য্য-ত্যাগ করান। দেশজ। ক্রি।

আলাপ—কথোপকথন, পরিচয়; জানাশুনা; উচ্চারণ; রাগরাগিণীর স্বর-সাধন। আ—লপ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আলাপন—কথোপকথন, আভাষণ। আ—ণ্যন্ত লপ (=লাপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আলাপনীয়—আলাপযোগ্য। আ—ণিজন্ত লপ (=লাপি)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলাপন্তি—আলাপ করে। প্রা, ক।

আলাপ-পরিচয়—পরস্পর কথাবার্ত্তা ও জানা-শুনা। দ্বন্দ্ব। সং।

আলাপ-সালাপ—গল্প-গুজব, গাল-গল্প; কথো-পকথন। দেশজ। সং।

আলাপিত—সম্ভাষিত; পরিচিত। আ—ণিজন্ত লপ (=লাপি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলাপী (—পিন্))—পরিচিত; আলাপপ্রিয়। আলাপ শব্দ+ইন্; বা আ—লপ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আলাপিনী।

আলাপ্য—আলাপযোগ্য। আ—ণিজন্ত লপ (=লাপি)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলাভোলা—আলাভুলা, অনবহিত, অসতর্ক, বেঁহুস, আত্মবিস্মৃত; সরল, সাদাসিদে। প্রাদেশিক। বিণ।

আলায়—১। আলোকে। দেশজ। সং। ২। জ্বালায়, জ্বালাতন করে, ত্যক্ত বিরক্ত করে। প্রাদেশিক। ক্রি।

আলায়-আলায়—আলো থাকিতে থাকিতে, দিনে দিনে, বেলায় বেলায়; যথাকালে, উপ-যুক্ত সময়ে, নির্ব্বিঘ্নে; অধিক আপদ্ না ঘটাইয়া। প্রাদেশিক।

আলাল—ঐশ্বর্য্যশালী, ধনী, আঢ্য, বড়মানুষ। হিন্দীমূলক। [রের চাক। ক, প্র।

আলাল-চক্র—অলাত-চক্র, কুলাল-চক্র, কুমা-

আলাবর্ত্ত—বস্ত্রনির্ম্মিত ব্যজন। আল—আ-বৃত (চালিত করা)+অল্ র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

আলাবু, আলাবূ—অলাবু, তুম্বী, লাউ, কদু। অলাবু+উণ্ উণ্, স্বার্থে। সং; স্ত্রী।

আলাহাবাদ (বা এলাহাবাদ)—যুক্ত প্রদেশের অন্যতম বিভাগ, জেলা ও সহর। ইহার হিন্দু নাম প্রয়াগ। প্রয়াগ অতি প্রাচীন স্থান। প্রয়াগ অর্থে যাগ (যজ্ঞ) স্থল। ইহারই অন্তর্গত শৃঙ্গবের পুরে রামচন্দ্রের মিত্র গুহক চণ্ডালের রাজধানী ছিল। আলাহা-বাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশেই মহাভারতোক্ত বারণাবত। বর্ত্তমান কালের আলাহা-বাদের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ তত্রত্য অশোকস্তম্ভে বিদ্যমান। এই স্তম্ভটী খৃঃ পূঃ ২৪০ অব্দে মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক রচিত হয়। ইহাতে তাঁহার অনুশাসন লিপি ক্ষোদিত আছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত আপনার যুদ্ধজয় বার্ত্তা এই স্তম্ভেই ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহ ১৬০৫ খৃঃ ইহার সংস্কার করিয়া পারস্য ভাষায় আপনার সিংহাসন অধিকারের সংবাদ এতদুপরি ক্ষোদিত করান। ১১৯৪ খৃঃ পর্য্যন্ত আলাহাবাদের সবিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। উক্ত অব্দে সাহাবুদ্দিন ঘোরী এই প্রদেশটী অধিকার করেন। ১৫২৯ খৃঃ বাবর সাহ পাঠান হস্ত হইতে আলাহাবাদ নিজাধিকার-ভুক্ত করেন। যুবরাজ সেলিম পিতার রাজত্বকালে শাসনকর্ত্তা স্বরূপে আলাহাবাদে বাস করিতেন। পরবর্ত্তীকালে, এই দেশ কখনও মহারাষ্ট্রীয়গণের, কখনও বা অযোধ্যার নবাবের হস্তে থাকে। ১৭৬১ খৃঃ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই স্থানটী মহারাষ্ট্রীয়-গণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহ সাহ আলমকে প্রদান করেন। কিছুকাল এই স্থান মোগল বাদসাহের রাজধানী স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৭৭১ খৃঃ সাহ আলম রাজধানী দিল্লীতে উঠাইয়া লইয়া যান এবং মহারাষ্ট্রীয়-গণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদসাহ ইহা পরিত্যাগ করিলে ইংরাজ ৫০ লক্ষ টাকায় ইহা অযোধ্যার নবাবকে বিক্রয় করেন। নবাবের দেয় রাজস্ব অনেক বাকী পড়ায় তিনি তদ্বিনিময়ে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশগুলি ইংরাজকে প্রদান করেন (১৮০১ খ্রীঃ)। তদবধি উক্ত দেশান্তর্গত আলাহাবাদ ইংরাজের হস্তেই আছে।

আলাহাবাদে প্রতি বৎসরে মাঘমেলা হইয়া থাকে। সেই উপলক্ষে সঙ্গমস্থলে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ হিন্দু সমাগত হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে যে কুম্ভ মেলা হয়, তাহাতে প্রায় দশ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া থাকে। আলাহাবাদই প্রদেশীয় শাসকের আবাস এবং শাসন কার্য্যের কেন্দ্রস্থল। ভারত-গভর্ণর লর্ড কর্জ্জনের সময়ে প্রদেশটী "ইউ-নাইটেড্ প্রভিন্সেস্ অব্ আগ্রা এণ্ড আউড" এই অভিধা প্রাপ্ত হয়। সহরে একটী হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

আলি—১। সখী; শ্রেণী; ক্ষেত্রের জলনির্গমন নিবারণার্থে নির্ম্মিত অনতি-উচ্চ বাঁধ, আইল। অল+ইণ্ ক। সং; স্ত্রী। ২। ভ্রমর; বৃশ্চিক। সং; পু। ৩। সরল; অনর্থ। বিণ; ত্রি। ৪। অব্যাহত; দিল-দরিয়া, উদার, উচ্চ, মহৎ। বৈদে। বিণ।

৫। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জামাতার নাম আলি। ইঁহার পিতার নাম তালিব। ৬২১ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মহম্মদ ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি বলি-তেন, 'আমি জ্ঞানের ভাণ্ডার; আলি তাহার দ্বার। আমি আলির নিমিত্ত, আলিও আমার নিমিত্ত।' ফতেমার গর্ভে হাসান ও হুসেন নামে আলির দুই পুত্র জন্মে। অকালে ফতেমার মৃত্যু হইলে, আলি আরও কতকগুলি পত্নী গ্রহণ করেন, সেই সকল পত্নীর গর্ভে ইঁহার আরও ১৮টী পুত্র ও ..টী কন্যা জন্মে। মহম্মদের মৃত্যুর পর আলি শ্বশুরের পদলাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু ওসমান ও ওমার কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া আরবে পলায়ন করেন। এইস্থানে আলির মুখে কোরাণের সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণে অনেকে মোহিত হইয়া ইঁহার শিষ্য হয়। তৃতীয় খলিফা ওসমানের মৃত্যু হইলে আরব ও মিসরের লোকেরা ইঁহাকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করে (৬৫৫ খৃঃ); কিন্তু পাঁচ বৎসরের পরে ইনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ৬৬১ খৃঃ অব্দে একদা ইনি মস্-জিদে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, এমন সময়ে আবদুর রহমান নামক এক ব্যক্তি পশ্চাদ্দিক্ হইতে ইঁহার পৃষ্ঠদেশে নিদারুণ আঘাত করিয়া পলায়ন করে। সেই আঘাতে চারি দিন পরে আলির মৃত্যু হয়।

আলি ইমাম (সার)—সার আলি ইমাম লর্ড মিণ্টোর পরে গবর্ণর জেনারেলের একজি-কিউটিভ কাউন্সিলের আইন-সদস্যের পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর তিনি হায়দরা-বাদের নিজাম বাহাদুরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতির পদে কার্য্য করেন। পাটনা নগরের নিকটবর্ত্তী ই, আই, রেলের একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশন নেওরা গ্রামে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে

ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সৈয়দবংশীয়; ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মোগল আমলের পূর্ব্বে এদেশে আগমন করেন। সার আলি ইমামের কয়েকজন পূর্ব্বপুরুষ মোগল ও ইংরেজের আমলে বিশেষ উচ্চ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সার আলি ইমাম প্রথমে আরা জেলা স্কুলে, পরে পাটনা কলেজে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপনার্থ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে গমনপূর্ব্বক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসর ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি হইতে সার গণেশনারায়ণ চন্দাবরকর, মিঃ সালেম রামাস্বামী মুদালিয়ার ও স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটেশন নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলে সার আলি ইমাম তাঁহাদের অনেক সহায়তা করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সার আলি ইমাম ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন; এবং অল্পকাল মধ্যে যথেষ্ট সফলতা ও প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেন। আরার স্পেশিয়াল জজের এজলাসে ডুমরাওনরাজের দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত মামলায় সার আলি ইমাম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে ইঁহার প্রতিষ্ঠা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে হাই-কোর্টের জজিয়তিও ইনি অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সরকার কর্ত্তৃক ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের পদে নিযুক্ত হন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আলিগড় কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টী নির্ব্বাচিত হন। মুসলমান শিক্ষাসমিতির কার্য্যেও ইনি অগ্রণী ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সার আলি ইমাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিহার প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর নগরে নিখিল ভারতীয় মসলেম লীগের যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, সেই বৈঠকে মুসলমান সম্প্রদায় সার আলি ইমামকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচন করেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ঈষ্টার পর্ব্বের ছুটীতে ভাগলপুরে বিহার প্রাদেশিক সমিতির একটী অধিবেশন হয়। তৎকালে মিঃ আলি ইমাম মিঃ গোখলের সহিত অনেক পরামর্শের পর মিশ্র-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব উক্ত সমিতির বৈঠকে উপস্থাপন করেন, এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কেবল কয়েকটী বিশেষ বিশেষ বিষয়ে মুসলমানদিগের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাজনীতিক্ষেত্রে মিঃ আলি ইমাম উদার মতাবলম্বী। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমভাব প্রদর্শন করিয়া ইনি উভয় সম্প্রদায়েরই সমান শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া উদার জাতীয়-তারই ইনি সমধিক পক্ষপাতী।

বড়লাট বাহাদুরের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে আইন-সদস্যের পদে কার্য্য করিবার কালে সার আলি ইমাম এরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, যে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিং প্রকাশ্য বক্তৃতায় তাঁহার প্রশংসা করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সার আলি ইমাম মিঃ জাষ্টিস সরফ-উদ্-দীনের স্থলে পাটনা হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর রাজ্যশাসন সৌকর্য্যার্থ একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করেন। তিনি সার আলি ইমাম মহোদয়কে যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই সমিতির প্রথম সভাপতির পদে নির্ব্বাচন করেন। ইঁহার অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার সুযোগ লাভ করিয়া প্রথম হইতেই সমিতির কার্য্য সুপরিচালিত হইতে থাকে। ইহার পর বৎসর অক্টোবর মাসে বড় লাট বাহাদুর তাঁহাকে ভারতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে যোগদানার্থ প্রেরণ করেন। জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সার আলি ইমাম নিজাম বাহাদুরের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতির কার্য্যভার পুনরায় গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু অনতিকাল বিলম্বে নিজাম বাহাদুর সার আলি ইমামকে পুনরায় আহ্বান করেন। বেরার জেলা পূর্ব্বে নিজামের সম্পত্তি ছিল। হায়দরাবাদের নিজামের মঙ্গলের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদে কিছু সৈন্য রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, ১৮৫৩ ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজামের পক্ষে বেরার প্রদেশের শাসনভার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এই বেরার প্রদেশ ফিরিয়া পাইবার জন্য নিজাম বাহাদুর কিছু কাল হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই বিষয়ে সাহায্য পাইবার জন্য তিনি সার আলি ইমামকে নিযুক্ত করেন।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজাম বাহাদুর সার আলি ইমামকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিলাতে সার আলি ইমামের চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।

বিলাতে দ্বিতীয় বার প্রবাসকালে সার আলি ইমাম ভারতের জন্য আরও অনেক কিছু করিয়াছেন। তিনি বিলাতবাসীদের ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিবার জন্য অনেক বক্তৃতা ও অপরাপর চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে সার আলি ইমাম তাঁহার সুচিন্তিত মন্তব্য ভারতের রাজপুরুষগণের গোচর করিয়াছেন।

আলিওয়াল—পঞ্জাব প্রদেশে লুধিয়ানা জেলার গ্রাম বিশেষ। গ্রামটী শতদ্রু নদীর বামপার্শ্বে অবস্থিত। স্থানটী প্রথম শিখযুদ্ধের একটি প্রধান ঘটনার নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৮৪৬ খৃঃ জানুয়ারি মাসের শেষভাগে রঞ্জুর সিংহ নামক জনৈক শিখ সসৈন্যে নদী পার হইয়া লুধিয়ানা আক্রমণ মানসে এই স্থানটী অধিকার করে। ২৮শে জানুয়ারি সার হ্যারি স্মিথ্‌ ইংরাজাধিকৃত দেশগুলি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আক্রমণ করেন, এবং তুমুল সংগ্রামের পর তাহার সৈন্যকে হটাইয়া নদীমুখে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলস্বরূপে নদীর পূর্ব্বদিকস্থ সমস্ত দেশ ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে।

আলিগড়—যুক্ত প্রদেশের মিরাট বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা ও সহর। আলিগড়ের অপর নাম কোইল। কথিত আছে, বলরাম এইখানে কোল নামক দৈত্যকে সংহার করেন এবং স্থানটাকে কোইল নামে অভিহিত করেন। মুসলমানগণের প্রথম ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে জেলাটী ডোর রাজপুতগণের অধিকারে ছিল। ১১৯৪ খ্রীঃ কুতবউদ্দিন কোইল জেলা আক্রমণ করেন এবং মুসলমান শাসকের অধীন করিয়া দেন। মোগলগণকর্ত্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইলে বাবরসাহ কবক আলিকে কোইলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। এখানে মুসলমানের প্রভুত্ব ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অনেক চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে জেলাটি প্রথমে মহারাষ্ট্রীয়গণের, পরে জাঠগণের হস্তে যায়। ১৭৫০ খ্রীঃ জাঠগণ আফগানগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। ১৭৮৪ খ্রীঃ সিন্ধিয়া এই জেলা অধিকার করেন। মহারাষ্ট্রীয় অধিকার কালে এখানে একটী সুদৃঢ় দুর্গ

নির্ম্মিত হয়। ১৮০২ খ্রীঃ একপক্ষে হোলকার, সিন্ধিয়া ও নাগপুর দেশের রাজা, এবং অপর পক্ষে ইংরাজ, নিজাম ও পেশোয়া —এই দুইপক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, আলিগড় রক্ষার ভার সিন্ধিয়ার প্রসিদ্ধ ফরাসী সেনাপতি পেরণের হস্তে থাকে। ১৮০৩ খ্রীঃ লর্ড লেক আলিগড় অভিমুখে আগমন করিলে, পেরণ দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। পরে দুর্গ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়।

আলিগড় মুসলমানগণের শিক্ষা-বিধান জন্য অধুনা সম্যক্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সার্ সৈয়দ আহম্মদ এ সম্বন্ধে সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্‌যোগে এখানে আলিগড় ইন্‌স্‌টিটিউট নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মুসলমানী ভাষায় অনুবাদ সমিতির অন্যতম কার্য্য। এই মহানুভবেরই যত্নে, "মুসলমান আংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ" নামক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় এই স্থানে সংস্থাপিত হইয়া মুসলমানগণের উচ্চশিক্ষালাভপক্ষে প্রভূত সহায়তা করিতেছে।

আলিঙ্গন—পরস্পর আশ্লেষ, প্রীতিপূর্ব্বক পরস্পর বাহু ও বক্ষঃ মধ্যে সংযোজন, কোলাকুলি ইত্যাদি। আ—লিন্‌গ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আলিঙ্গনীয়—যাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে বা করা যাইতে পারে, আলিঙ্গনযোগ্য, আশ্লেষণীয়। আ—লিন্‌গ+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আলিঙ্গনীয়া।

আলিঙ্গা—আলিঙ্গন করা। ক, প্র।

আলিঙ্গিত—যাহাকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে এরূপ, আশ্লিষ্ট। আ—লিন্‌গ (গমন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আলিঙ্গিতা।

আলিঙ্গী (—ঙ্গিন্)—১। আলিঙ্গনকারী, আশ্লেষী। আ—লিন্‌গ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী আলিঙ্গিনী। ২। যবাকৃতি মৃদঙ্গ বিশেষ, মাদোল। সং ; পু।

আলিঙ্গ্য—১। আশ্লেষণীয়, যাহাকে আলিঙ্গন করা উচিত। আ—লিন্‌গ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। আলিঙ্গী, মাদোল। সং ; পু।

আলিঞ্জর—মৃত্তিকানির্ম্মিত জলপাত্র, জালা। অলিঞ্জর শব্দ+ক স্বার্থে। সং ; পু।

আলিনগর—কলিকাতার নামান্তর। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিবার পর ইহার এই নাম রাখিয়াছিলেন।

আলিপন—আলিম্পন শব্দের অপভ্রংশ।

আলিপনা—পিটালি গোলা দ্বারা চিত্রণ, এলুন। আলিম্পন শব্দের অপভ্রংশ।

আলিম্পন—আলিপনা। আ—লিপ (লেপন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আলিম্পনা—আলিম্পন, আলিপনা। আ—লিপ+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

আলিবর্দ্দি খাঁ—১৭৩৯ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন। সুজা মৃত্যুকালে সরফরাজকে হাজি মহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ করিয়া চলিতে বলিয়া যান ; কিন্তু সরফরাজ সিংহাসনে বসিয়াই ইঁহাদিগকে অপমানিত করেন। তাঁহারা যোগাড় করিয়া দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দি খাঁর নামে সুবাদারি সনন্দ আনয়ন করেন। আলিবর্দ্দি খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সসৈন্যে মুরশিদাবাদ যাত্রা করিয়া যুদ্ধে সরফরাজকে নিহত করেন, এবং স্বয়ং বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হন (১৭৪০ খৃঃ)। ইঁহার তিনটী কন্যা ছিল। আপনার ভ্রাতা হাজি মহম্মদের তিন পুত্রের সহিত এই তিন কন্যার বিবাহ দেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ জামাতা নোয়াজেস মহম্মদকে ঢাকার, মধ্যম সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার, এবং কনিষ্ঠ জৈনউদ্দিনকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সৈয়দ আহম্মদ উড়িষ্যায় পদার্পণ করিয়াই নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। ইহাতে দেশের সম্রান্ত লোকেরা পূর্ব্বশাসনকর্ত্তার পক্ষ হওয়াতে সৈয়দ আহম্মদ কারারুদ্ধ হইলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ এই সংবাদ পাইয়া উড়িষ্যায় গমন করিয়া জামাতাকে উদ্ধার করেন।

প্রসিদ্ধ বর্গীর হাঙ্গামাই আলিবর্দ্দির শাসনকালের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে মাহাট্টা নামে এক হিন্দুসম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া মোগলসাম্রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া বিধ্বস্ত করিতেছিল। নাগপুরের মাহাট্টা রাজ রঘুজি ভোঁসলা ও তাঁহার মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করেন এবং আলিবর্দ্দিকে পরাস্ত করিয়া জগৎশেঠের গৃহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক আড়াই কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। আলিবর্দ্দি খাঁ দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্‌এর সাহায্য প্রার্থনা করিলে সম্রাট্ পেশওয়া বালাজি বাজিরাওকে বাঙ্গালা রক্ষা করিতে আদেশ করেন। পেশওয়া অবিলম্বে বাঙ্গালায় গমন করিয়া রঘুজিকে তাড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং দেশলুণ্ঠন করিলেন। ইহাতে আলিবর্দ্দি সম্রাটের দেয় রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিয়া একরূপ স্বাধীন হইয়া উঠেন। পর বৎসর রঘুজি পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করেন এবং বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের উপর যারপরনাই অত্যাচার করেন। আলিবর্দ্দি প্রকাশ্য যুদ্ধে ইঁহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া শঠতাপূর্ব্বক গুপ্তঘাতক দ্বারা ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণসংহার করাইলেন। ইহাতে মার্হাট্টারা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালায় ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমাগত নয় বৎসর যুদ্ধের পর আলিবর্দ্দি কিছুতেই মার্হাট্টাদিগের উপদ্রব নিবারণ করিতে না পারিয়া অগত্যা তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং বাঙ্গালা ও বিহারের চৌথস্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন (১৭৫২ খ্রীঃ)। ইহাই বর্গীর হাঙ্গাম নামে প্রসিদ্ধ। বর্গীদের উৎপাতে বাঙ্গালা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বর্গীদিগের অত্যাচার হইতে কলিকাতা রক্ষা করিবার জন্য আলিবর্দ্দি কলিকাতার ইংরাজদিগকে উহার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিবার অনুমতি দেন। এই খাত 'মার্হাট্টা ডিচ্' নামে প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি উহার নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। বর্গীদিগের নিদারুণ অত্যাচারের কথা মনে [illegible] করিয়া দেয়। বর্গীর নাম শুনিলে সে কালে লোকের সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইত ; [illegible] আপন আপন শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়াইবার সময়ে বলিতেন "ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?"

যে সময়ে বর্গীর হাঙ্গামায় সমস্ত বঙ্গরাজ্য উৎসন্ন হইতেছিল, সেই সময়ে দেশমধ্যে আরও তিনটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ সেনাপতি মুস্তফা খাঁ বিদ্রোহী হন, কিন্তু বিহারের শাসনকর্ত্তা জৈনউদ্দিন কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয়তঃ হাজি আহম্মদ[illegible] সমসের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক জৈনউদ্দিন ও হাজি আহম্মদের প্রাণনাশ করেন। পরন্তু আলিবর্দ্দি খাঁ ইঁহাকে পরাস্ত [illegible] প্রেরণ করেন (১৭৪৯ খ্রীঃ)। তৃতীয়তঃ সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের পরিত্যক্ত বিহার রাজ্যের সিংহাসনের প্রার্থী হইয়া পাটনা আক্রমণ করিতে [illegible] কারারুদ্ধ হন। আলিবর্দ্দি যাইয়া ইঁহাকে মুক্ত করেন। ১৬ বৎসর এইরূপে রাজত্ব করার পর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ঠা এপ্রেল [illegible] ৮০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহারই শাসনকালে [illegible] শ্রীরামপুরে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। [illegible] ব্যাপার লইয়া ইনি ইংরাজদিগের সহিত বা অপর ইয়োরোপীয়

জাতির সহিত বিবাদ বিসংবাদে লিপ্ত হন নাই।

আলিস—১। অলস। বিণ। ২। আলস্য। সং। প্রা, ক।

আলিসা—আলসে, ছাদের প্রান্ত বা প্রান্তস্থ অনুচ্চ প্রাচীর। দেশজ। সং।

আলী—১। সখী; পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, সারি; সেতু; বৃশ্চিক, বিছা। আলি+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। আলি (সকল অর্থে)। ৩। ইসলামধর্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জামাতা (আলি দেখ)।

আলীঢ়—১। আস্বাদিত, ভক্ষিত; যাহা লেহন করা হইয়াছে এরূপ, চাটা; ক্ষত। আ—লিহ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আলীঢ়া। ২। শরাদি ক্ষেপণকালে উপবেশনবিশেষ। আ—লিহ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আলীন—লয়প্রাপ্ত; প্রস্তুত, ব্যাপ্ত। আ—লী (লয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আলীবক—রঙ্গধাতু। আলীন+কণ্। সং; ক্লী।

আলু—১। জলাধার, ঘটী বাটী ইত্যাদি। আ—লূ (ছেদন করা)+ড় র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। মূলবিশেষ; ভেলা। সং; ক্লী। ৩। পেচক; চন্দ্র। অ+উণ্ ক। সং; পু।

আলুক—১। মূলবিশেষ, আলু। আলু+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। কাসালু; শেষ ভাগ। সং; পু। [বিণ।

আলুথালু—বিশৃঙ্খল; অসংযত, অবদ্ধ। দেশজ।

আলুকা—আল্‌গো, বিনা ঝক্কিতে বা খরচে, আলটপ্পা। প্রাদেশিক।

আলুবোখারা—বদরী জাতীয় ঈষদম্ল ফল বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

আলুয়ায়—এলায়, এলাইয়া যায়, আলুলায়িত করে বা হয়। প্রা, ক। [প্রা; ক।

আলুল—এলান, আলুলায়িত, খোলা।

আলুলায়িত—অসংযত, অবদ্ধ, উন্মুক্ত। আ—লুল (বিমর্দ্দন করা)+ক ক—আলুল; আলুল শব্দ+ক্যঙ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলুলায়িতকুন্তলা—অসংযতবেণী, এলোকেশী। আলুলায়িত হইয়াছে কুন্তল যাহার (সে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

আলুলায়িতকেশা—অসংযতবেণী, এলোকেশী, যাহার চুল বাঁধা নহে এরূপ (রমণী)। আলুলায়িত হইয়াছে কেশ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। পক্ষে "আলুলায়িতকেশী"ও হয়।

আলূন—ঈষচ্ছেদিত; সম্যক্‌ছেদিত। আ—লূ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলেকম—মুসলমানদের প্রতি-নমস্কার সূচক শব্দ [অর্থ—আপনারও (শান্তি হউক)]।

আলেক্‌জাণ্ডার (দি গ্রেট্)—গ্রীস দেশের অন্তর্গত মাসিডনের বিখ্যাত রাজা। ইনি সাধারণতঃ সেকেন্দর বাদসাহ নামে পরিচিত। ফিলিপের ঔরসে ওলিম্পিয়ার গর্ভে খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, হোমারের ইলিয়াড নামক গ্রন্থ সর্ব্বদাই ইঁহার সঙ্গে থাকিত। ইনি মহাবীর আকিলিসের বীরত্বকাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আকিলিসের বীরত্বের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলেই আলেক্‌জাণ্ডার বীরমদে মাতিয়া উঠিতেন।

পিতার মৃত্যু হইলে বিংশবর্ষ বয়সে ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে ইনি এশিয়া-বিজয়ের মানসে ৪০,০০০ সৈন্যসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। পথে রোড্‌স্, এশিয়া-মাইনর, আইওনিয়া, কোরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি বহু জনপদ জয় করিয়া ক্রমে পারস্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পারস্যরাজ দরায়ুসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধের পর দরায়ুস্ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন (৩৩১ খ্রীঃ পূঃ)। পর বৎসর আলেক্‌জাণ্ডার মিসর জয় করিয়া তথায় আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নামক নগর স্থাপন করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ইনি ভারতবিজয়ে অগ্রসর হইলেন, এবং পর বৎসর পঞ্জাবে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে তক্ষশিলারাজ ইঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া নানা প্রকারে ইঁহার সাহায্য করায় আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। পুরু নামক একজন হিন্দু রাজা ইঁহার গতিরোধে দণ্ডায়মান হইলে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অবশেষে পুরুরাজ পরাস্ত হইলেন। পরন্তু বীর বীরের পূজা করিতে জানে। হিন্দুরাজের বীরত্বদর্শনে আলেক্‌জাণ্ডার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন এবং অনেকগুলি জনপদ জয় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। অনন্তর আলেক্‌জাণ্ডার মগধরাজ্য আক্রমণের অভিলাষী হন, কিন্তু ইঁহার সৈন্যেরা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় অগত্যা ইঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। ইনি সৈন্যগণের কিয়দংশ জলপথে প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া স্থলপথে বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া পারস্যে গমন করিলেন; অতঃপর বাবিলনে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১২ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করার পর এইখানেই মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার জীবের চরমগতি প্রাপ্ত হন। ইনি যে কেবল নররুধিরে মেদিনী প্লাবিত করিয়া কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন তাহা নহে; বিজিত রাজ্যসমূহে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিস্তারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আলেখা—অলিখিত, সাদা; অনঙ্কিত; অ-চিত্রিত; অগণিত। দেশজ। বিণ।

আলেখ্য—১। চিত্র, চিত্রময় প্রতিমূর্ত্তি, ছবি। আ—লিখ+য র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। লেখনীয়, চিত্রনীয়। বিণ; ত্রি। ৩। লিখন; চিত্রকরণ। আ—লিখ+য ভা। সং; ক্লী।

আলেখ্যশেষ—চিত্রাবশিষ্ট, মৃত। আলেখ্য হইয়াছে শেষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আলেপ, আলেপন—লেপন; আলিপনা। আ—লিপ+অল্, অনট্ ভা। সং; ক্রমে পু, ক্লী।

আলেয়া—গলিত পদার্থাদি হইতে উৎপন্ন বাষ্পোদ্ভূত আলোক। দেশজ। সং।

আলো—১। আলোক; প্রকাশ। সং। ২। আলোকিত; আলোকময়; অসিদ্ধ, অফুটান, আতপ (তণ্ডুলাদি)। দেশজ। বিণ।

আলো-আঁধারি—আলোক ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ। দেশজ। সং।

আলোক—১। অবলোকন, দর্শন। আ—লোক+অল্ ভা। ২। দীপ্তি, আলো; দৃষ্টিপথ; জয়ধ্বনি; স্তুতি। ঐ+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

আলোকগৃহ—আলোকস্তম্ভ দেখ।

আলোকচিত্র—আলোর সাহায্যে তোলা ছবি, 'ফটোগ্রাফ'। মধ্যী কর্ম্মধা। সং; পু।

আলোকন—১। দর্শন, দেখা। আ—লোক (দেখা)। অনট্ ভা। ২। প্রদর্শন, দেখান। আ—ণিজন্ত লোক—লোকি (দেখান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আলোকনীয়—অবলোকনীয়, নিরীক্ষ্য, দর্শনীয়। আ—লোক্+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলোকপিণ্ড—পিণ্ডাকার আলোক, গোলাকার লৌহাদি উত্তপ্ত হইলে দূর হইতে যে গোলাকার আলোক দৃষ্ট হয়। ৬তৎ। সং।

আলোকময়—আলোকপূর্ণ, আলোকিত, সমধিক আলোকবিশিষ্ট, খুব আলোযুক্ত। আলোক শব্দ। ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ; ত্রি।

আলোক-রহিত, —বর্জ্জিত, —বিহীন, —শূন্য, —হীন—যেখানে বা যাহাতে আলো নাই, তিমিরাচ্ছন্ন, অন্ধকারময়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আলোকবিজ্ঞান—আলোক ও দর্শনবিষয়ক বিদ্যা (Optics)। সং; ক্লী।

আলোকস্তম্ভ, আলোকগৃহ—যে স্তম্ভে (থামে) বা গৃহে আলোক প্রদত্ত হয়। অত্যুচ্চ স্তম্ভোপরি এই উদ্দেশ্যে আলোক প্রদত্ত হয় যে, উহা অতি দূরদেশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা প্রায়শঃ সমুদ্রতীরেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। আলোকযুক্ত স্তম্ভ, গৃহ, মধ্যী কর্ম্মধা। সং; পু।

আলোকিত—১। আলোকবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্। আলোক+ইত যুক্তার্থে। ২। অবলোকিত, দৃষ্ট। আ—লোক+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলোচন—১। লোচন পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

২। অবলোকন, দর্শন ; আন্দোলন, অনুশীলন, চর্চা ; নিরূপণ। আ—লোচ (দেখা) + অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

আলোচনা—আলোচন, দর্শন, অবলোকন, দেখা ; আন্দোলন, চর্চা, অনুশীলন। আ—লোচ + অন ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

আলোচনীয়—অনুশীলনীয়, আলোচনার যোগ্য। আলোচ + অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

আলোচিত—দৃষ্ট ; আন্দোলিত, চর্চ্চিত, অনুশীলিত ; নিরূপিত, অবধারিত। আ—লোচ (দেখা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

আলোচ্য—আলোচনাযোগ্য, আলোচনার বিষয়ীভূত, অনুশীলনীয়। আ—লোচ (দেখা) + য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —চ্যা।

আলোড়ন—মন্থন ; ঘোঁটা ; আন্দোলন ; বিলোড়ন ; আলোচনা ; সম্মেলন। আ—লুড় + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আলোড়িত—মথিত ; আলোচিত ; মেলিত। আ—লুড় + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

আলোনা—লবণহীন, ঈষৎ লবণযুক্ত। আলবণ শব্দজ। বিণ। [দেখ)।

আলোয়-আলোয়—আলায়-আলায় (তাহ

আলোল—ঈষৎ চঞ্চল। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

আলোলিকা—উলুধ্বনি। আলোল + ইক যুক্তার্থে + আপ্। সং ; স্ত্রী।

আলোহিত—ঈষৎ লোহিতবর্ণ, আরক্ত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আলোহিতা।

আলোহিতনয়ন, —নেত্র, —লোচন—১। আরক্ত চক্ষু। কর্মধা। সং ; ক্লী। ২। যাহার চক্ষুঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ। বহু। বিণ ; ত্রি।

আল্না—বস্ত্রাদি ঝুলাইয়া রাখিবার আধারদণ্ড বা রজ্জু। আলম্বনী শব্দজ। সং।

আল্পাকা—আমেরিকা দেশের উষ্ট্রাদিবর্গের আল্পাকা নামক প্রাণিবিশেষের লোমসূত্রজাত বস্ত্র। ইং (alpaca)। সং।

আল্পিন—কাগজ কাপড় আঁটিবার পিতলের ছোট কাঁটা। বৈদেশিক। সং।

আল্বাটী—আলতা সোনার বাটী ; পিকদানী। প্রাদেশিক। সং।

আল্বাত—নিশ্চয়। বৈদেশিক। সং।

আল্বোলা—দীর্ঘ নলবিশিষ্ট হুঁকা। বৈদেশিক। সং।

আল্যা—শিশুর আবদার। দেশজ। সং।

আল্যায়—এলায়, এলাইয়া পড়ে। প্রা, ক।

আল্লা—(মুসলমানী ভাষায়) পরমেশ্বর। বৈদেশিক। সং।

আব, আবে—১। এখন। হিন্দী। ২। আসে, আসিতেছে। প্রা, ক।

আবলু—আসিয়াছে, আসিতেছে। প্রা, ক।

আবনেয়—অবনী-তনয়, মঙ্গলগ্রহ। [কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা-শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে, মহাদেব পত্নীশোকে কাতর হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার ললাট হইতে এক বিন্দু ঘর্ম্ম ভূতলে পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে লোহিতাঙ্গ একটী কুমারের উদ্ভব হয়। পৃথিবী স্ত্রীজাতি-সুলভ স্নেহবশতঃ সেই কুমারের লালনপালন করেন ; সেই হেতু কুমারের আবনেয়, মাহেয় প্রভৃতি নাম হইল]। অবনী (পৃথিবী) + ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

আবপন—১। ধান্যস্থাপন পাত্র ; আধার, পাত্র, ভাণ্ড। আ—বপ + অনট্ অধি। ২। রোপণ, বীজবপন ; মুণ্ডন, কেশাদির সমূলে ছেদন। আ—বপ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আবরক—আচ্ছাদক ; ঢাকনি। আ—বৃ (ঘেরা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আবরিকা।

আবরণ—১। আচ্ছাদন ; বেষ্টন ; অবরোধ। আ—বৃ + অনট্ ভা। ২। আচ্ছাদনসাধন ; ঢাকনি ; ঢাল। আ—বৃ + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

আবরণশক্তি—যে শক্তিদ্বারা বস্তুর স্বরূপ তিরোহিত হইয়া অন্যরূপ প্রতীতি হয়, মায়াশক্তি। কর্মধা। সং ; স্ত্রী। [যেমন এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ বহু বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকে মনুষ্যের দৃষ্টি হইতে আবৃত রাখিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অতি সামান্য অজ্ঞানও পরমাত্মাকে মনুষ্যের মনশ্চক্ষু হইতে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।

আবরা—১। আবরণ, ঘোমটা, ওয়াড়। প্রাদে। সং। ২। আবরণ কর, ঢাকা, গোপন কর। ক্রি। ক, প্র।

আবর্জ্জন—ত্যাগ ; নিক্ষেপ, ফেলিয়া দেওয়া। আ—বৃজ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আবর্জ্জনা—১। আবর্জ্জন, ত্যাগ, নিক্ষেপ। আ—বৃজ + অন ভা + আপ্। ২। ত্যক্ত বা নিক্ষিপ্ত বস্তু, যাহা ফেলিয়া দেওয়া যায়, জঞ্জাল। ... + অন র্ম + আপ্। সং ; স্ত্রী।

আবর্জ্জিত—ত্যক্ত ; প্রক্ষিপ্ত ; দত্ত ; আনত ; সংনমিত ; আনমিত। আ—বৃজ (ত্যাগ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

আবর্ত্ত—১। জলভ্রম, জলের পাক, ঘূর্ণি জল ; ঘূর্ণন ; পরিবর্ত্ত ; চিন্তা। আ—বৃত (থাকা) + অল্ ভা। ২। স্বনামখ্যাত মেঘাধিপবিশেষ। আ—বৃত + অন্ ক। সং ; পু।

আবর্ত্তক—১। আবরক ; আবৃত্তিকারক। আ—বৃত + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী আবর্ত্তিকা। ২। জলভ্রম, পাকজল ; মেঘবিশেষ। আবর্ত্ত + কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

আবর্ত্তন—প্রত্যাবর্ত্তন ; ঘূর্ণন ; আলোড়ন, ঘোঁটা, আওটান ; গুণন ; দ্রবীকরণ, গলান ; পুনঃপুনঃ করণ। আ—বৃত (হওয়া, থাকা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আবর্ত্তনমণি—রাজাবর্ত্তনামক উপরত্ন। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু।

আবর্ত্তনী—আবর্ত্তনযষ্টি, মন্থনদণ্ড, আলোড়নদণ্ড, ঘোঁটনা, ঘুঁটিবার কাঠি, আওটাইবার হাতা ; মূষ, ধাতু গলাইবার মুচি। আ—বৃত ধাতু + অনট্ ণ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

আবর্ত্তমান—ফিরিয়া আসিতেছে এরূপ ; ঘূর্ণায়মান। আ—বৃত + শান ক। বিণ ; ত্রি।

আবর্ত্তবাত্যা—ঘূর্ণিবায়ু, যে ঝড় জলের পাকের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। আবর্ত্ত সদৃশী বাত্যা, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; স্ত্রী।

আবর্ত্তিত—প্রত্যাবর্ত্তিত ; ঘূর্ণিত ; আলোড়িত ; দ্রবীকৃত ; গুণিত ; অভ্যস্ত। আ—ক্রান্ত (... বর্দ্ধি) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

আবদার রহিম (সার)—সার আবদার রহিম ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা মৌলবী আবদার রব, মেদিনীপুর জেলার অন্যতম জমিদার ছিলেন, এবং পিতামহ জমিদার ও ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। সার আবদার রহিমের বংশ শিক্ষার যথেষ্ট আদর করিতেন। আবদার রহিম মেদিনীপুর হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ... হইয়া কলিকাতার আলিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন, এবং কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই প্রথমশ্রেণীর সম্মানের সহিত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি ইংরেজী ভাষায় এম্‌-এ পরীক্ষা দিয়া বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে প্রথম হন। অনন্তর ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য বিলাত গমন করেন। ভূপালের বেগমসাহেবা বিলাতে আইন পরিক্ষার্থীগণের জন্য যে বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আবদার রহিম এই বৃত্তি লাভ করেন, এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সেই বৎসরেরই শেষ ভাগে ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং তিন চার বৎসরের মধ্যে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইঁহার গুণপনা দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই তরুণ ব্যারিষ্টারকে ডেপুটী লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার পদে নিযুক্ত করেন। ইহাই ইঁহার সরকারী চাকুরীর প্রথম সোপান। পরে ধাপে ধাপে পদোন্নতি লাভ করিয়া ক্রমে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার পদস্থ হইয়াছিলেন। ডেপুটী লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার পদে দেড় বৎসর কার্য্য করিবার পর ইনি পুনরায় স্বাধীনভাবে ব্যারিষ্টার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে ইনি কলিকাতার উত্তর

বিভাগের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০০ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসর সুখ্যাতির সহিত এই কার্য্য করিবার পর তিনি পুনরায় ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ঠাকুর ল লেক্‌চারারের পদ লাভ করেন, এবং মেহমেডান জুরিস্‌প্রুডেন্স বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তৎপরে ইনি মান্দ্রাজের হাইকোর্টের পিউনী জজ পদে নিযুক্ত হইয়া মান্দ্রাজে গমন করেন। ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে সার আবদার রহিম যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—ইঁহার মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইবার পর, ঐ সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ইহাতে ইনি মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। এই সকল তথ্যের মধ্যে মুসলমানের সহিত অমুসলমানের সম্বন্ধ বিচারই প্রধান। মান্দ্রাজ হাইকোর্টে জজিয়তিতেও সার আবদার রহিম যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন। চারি বৎসর জজিয়তি করিবার পর ইনি পাবলিক সার্ভিসেস্ কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তিন বৎসর পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আবার মান্দ্রাজ হাইকোর্টের পিউনি জজের পদে প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা সিনিয়র জজ ছিলেন বলিয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে চারি মাসের জন্য একবার, এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ঐ সময়ের জন্য আর একবার অস্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করেন। জজিয়তি করিবার কালে কয়েক বৎসরের জন্য ইনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়াছিলেন। এই সূত্রে ইনি মান্দ্রাজ ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্‌ভোকেশন্ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। সার আবদার রহিমের মান্দ্রাজে আগমনের পূর্ব্বেই মসলেম লীগ গঠিত হইয়াছিল। এই লীগ গঠনে ও তাহার আইন-কানুন প্রণয়নে ইঁহার হাত বড় অল্প ছিল না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পুণা নগরে মুসলমানদের ধর্ম্ম সভা হয়, সার আবদার রহিম তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরে ঐরূপ একটা ধর্ম্মসভার মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। ইনি আলিগড় ইউনিভার্সিটীর অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন। ইনি মান্দ্রাজের সরকারী মুসলমান কলেজের পরিদর্শক সভার সভাপতি ছিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কর্ম্মচারিরূপে সুন্দর ভাবে কাজ করার জন্য সার আবদার (তখন মিঃ আবদার রহিম) দ্বিতীয় শ্রেণীর কৈসর-ই-হিন্দি মেডাল প্রাপ্ত হন। পরে সরকার তাঁহাকে সার উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুণা নগরে নিখিল ভারতীয় এ্যাঙ্গলো-ওরিয়েণ্টাল এডুকেশন কনফারেন্সের ২৯শ বার্ষিক অধিবেশন হয়। আবদার রহিম এই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণে ইনি সরকারী সাহায্যে মসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থন করেন। মুসলমানদের শিক্ষার বাহনরূপে উর্দ্দু ভাষাকে গ্রহণ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যরূপে ইনি এদেশে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করেন। সার আবদার মুডিম্যান কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে দ্বৈত শাসন সম্বন্ধে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আবর্হিত—উন্মূলিত, উৎপাটিত; আ—বর্হ + ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

আবলি, আবলী—শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, সারি; বংশ। আ—বল(গমন করা) + ই ভা। সং; স্ত্রী।

আবশ্যক—১। প্রয়োজনীয়, দরকারী; অবশ্য-কর্ত্তব্য। অবশ্য শব্দ + কণ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আবশ্যকা। ২। প্রয়োজন। সং; ক্লী।

আবশ্যকতা—প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োজন, দরকার। আবশ্যক + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আবসথ—গৃহ, আবাস; ব্রতবিশেষ। আ—বস (বাস করা) + অথন্ অথ্। সং; পু।

আবসথিক—গৃহবাসী, গৃহস্থ। আবসথ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ষ্ণিকী।

আবসিত—সুপঠিত, রাশীকৃত; অবধারিত, নির্ণীত; সমাপ্ত; ভাণ্ডারে ন্যস্ত। আ—অব —সো (স্থাপন করা) + ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

আবস্থা—দুরবস্থা, দুর্দ্দশা, দুঃখ। অবস্থা শব্দের অপপ্রয়োগ।

আবহ—১। বহনকারী; জনক, উৎপাদক। আ—বহ (বহন করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। জনক; দাতা; বায়ুবিশেষ। সং; পু।

আবহন—বহন; উৎপাদন। আ—বহ (বহন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আবহমান—ক্রমাগত, যাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে এরূপ। আ—বহ (বহন করা) + শানচ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মানা।

আবা-আবা—আহ্বান ধ্বনিবিশেষ। ব্য।

আবাপ—১। বীজবপন; নিক্ষেপ; শত্রুবিমর্দ্দ-চিন্তা; রাজ্যরক্ষা। আ—বপ (বপন করা) + ঘঞ্ ভা। ২। আলবাল; বলয়, বালা; অম্বর; একত্রাবাস; অঙ্কুর ভূমি; ধান্যাদি-স্থাপন পাত্র, থলি; ভাণ্ড; প্রধান হোম। + ঘঞ্ অধি। ৩। কম্বলাদি ভূষণ। ... + ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আবাল—১। আলবাল। আ—বল + ঘঞ্ ম্ম। সং; পু। ২। বালক হইতে আরম্ভ করিয়া। অব্যয়ী। ব্য।

আবাস—বাসস্থান; গৃহ। আ—বস (বাস করা) + ঘঞ্ অধি। সং; পু।

আবাসভূমি—নিবাসস্থল। আবাস যোগ্যা ভূমি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আবাহন—আহ্বান; আমন্ত্রণ; মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক দেবতাহ্বান। আ—ণিজন্ত বহ (—বাহি) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আবাহনী—দেবতা আহ্বানার্থ মুদ্রাবিশেষ। আ—ণ্যন্ত বহ (—বাহি) + অনট্ ণ + ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

আবাহিত—আহূত; আমন্ত্রিত। আ—ণিজন্ত বহ (—বাহি) + ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

আবি—দেবতাবিশেষ [পূর্ব্বে দেখ]।

আবিঃ (আবিস্)—স্পষ্ট, প্রকাশ্য। ব্য।

আবিক—১। মেষসম্বন্ধীয়; পশমী। অবি (মেষ) + কণ্ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আবিকা। ২। কম্বল। সং; পু।

আবিগ্ন—১। উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন। আ—বিজ (কাঁপা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। করমর্দ্দক, করঞ্জা; পানি আমলা। সং; পু।

আবিদ্ধ—বিদ্ধ, ছিদ্রিত; নিক্ষিপ্ত; বক্র; ভগ্ন; নিরস্ত; অভিভূত; মূঢ়। আ—ব্যধ (তাড়না করা) + ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

আবির—আবীর, ফাগ। দেশজ। সং।

আবির্ভবন—আবির্ভাব (সকল অর্থে)। আবিস্—ভূ (হওয়া) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আবির্ভাব—প্রকাশ, উদ্ভব; অধিষ্ঠান; প্রাদুর্ভাব। আবিস্ (প্রকাশ)—ভূ (হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আবির্ভূত—প্রকাশিত; উদ্ভূত; অবতীর্ণ; অধিষ্ঠিত; প্রাদুর্ভূত। আবিস্ (প্রকাশ) —ভূ (হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আবিল—কলুষিত; পঙ্কিল, ঘোলা; আকুল; সাপঙ্ক। আ—বিল + ক ক। বিণ; ত্রি।

আবিলতা—আবিলের ভাব, পঙ্কিলতা, ইত্যাদি। আবিল + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আবিষ্করণ—আবিষ্কার, নূতন প্রকাশ। আবিস্ —কৃ (করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আবিষ্করণীয়—আবিষ্কারযোগ্য, যাহা আবিষ্কার করিতে হইবে বা করা উচিত এরূপ। আবিস্—কৃ (করা) + অনীয় ম্ম। বিণ; ত্রি।

আবিষ্কর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—আবিষ্কারক, নূতন প্রকাশক। আবিস্—কৃ (করা) + তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আবিষ্কর্ত্রী।

আবিষ্কার—নূতন প্রকাশ, আবিষ্করণ। আবিস্ শব্দ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আবিষ্কারক—আবিষ্কারকর্ত্তা, আবিষ্কর্ত্তা, নূতন প্রকাশক। আবিস্—কৃ (করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আবিষ্কারিকা।

আবিষ্কৃত—নূতন প্রকাশিত। আবিস্—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

আবিষ্ক্রিয়া—আবিষ্কার। আবিস্ শব্দ—কৃ(করা)+শ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

আবিষ্ট—১। [ভূতাদিদ্বারা] গ্রস্ত; ব্যাপ্ত। আ—বিশ+ক্ত র্ম্ম। ২। অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী; প্রবিষ্ট। আ—বিশ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আবীত—১। অতীত, গত। আ—বী (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আবীতা। ২। দক্ষিণাংসস্থাপিত যজ্ঞসূত্র। আ—অজ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত ণ, অজ স্থানে 'বী' আদেশ। সং; ক্লী।

আবীর—রঞ্জনকারী দ্রব্যবিশেষ, ফাগ। আ—বি—ঈর+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

আবীরচূর্ণ—ফল্গু, ফাগ। আবীর নামক যে চূর্ণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আবুক—(নাট্যোক্তিতে) পিতা। আ—অব (রক্ষা করা)+উক ক। সং; পু।

আবুত্ত—(নাট্যোক্তিতে) ভগিনীপতি। আ—তন (বিস্তার করা)+ড ক। সং; পু।

আবৃত—১। বেষ্টিত; আচ্ছাদিত; ব্যাপ্ত; পূরিত। আ—বৃ (ঘেরা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণের ঔরসে উগ্রকন্যার গর্ভসম্ভূত (বর্ণবিশেষ)। বিণ; পু।

আবৃতি—১। বেষ্টন; আচ্ছাদন। আ—বৃ (ঘেরা)+ক্তি ভা। ২। আবরণ; প্রাচীর। আ—বৃ+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

আবৃত্ত—১। পঠিত; অভ্যস্ত; গুণিত। আ—বৃত (হওয়া, থাকা)+ক্ত র্ম্ম। ২। আগত; প্রত্যাবৃত্ত; নিবৃত্ত। আ—বৃত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আবৃত্তা।

আবৃত্তি—পঠন; গুণন; অভ্যাস; আলোচন; প্রত্যাগমন। আ—বৃত (হওয়া, থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আবে—আব দেখ।

আবেগ—ত্বরা; সম্ভ্রম; ব্যাকুলতা, চিত্তচাঞ্চল্য। আ—বিজ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আবেদক—বিজ্ঞাপক; প্রার্থক; অভিযোক্তা। আ—ণিজন্ত বিদ=বেদি (জানান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আবেদিকা।

আবেদন—সবিনয় নিবেদন; নিবেদন, বিজ্ঞাপন; প্রার্থনা; দরখাস্ত; নালিশকরণ। আ—ণিজন্ত বিদ (=বেদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আবেদনীয়—নিবেদনীয়, যে বিষয়ের আবেদন করিতে হইবে। আ—বেদি (জানান)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।

আবেদিত—নিবেদিত, বিজ্ঞাপিত; প্রার্থিত। আ—ণিজন্ত বিদ=বেদি (জানান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আবেদিতা।

আবেদ্য—নিবেদনীয়, আবেদনীয়। আ—বিদ+ণি+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আবেদ্যা।

আবেশ—প্রবেশ; অভিনিবেশ, মনোযোগ; অধিষ্ঠান; গর্ব্ব; অনুরাগ। আ—বিশ+অল্ ভা। সং; পু।

আবেশন—১। প্রবেশ। আ—বিশ+অনট্ ভা। ২। শিল্পশালা; সূর্য্যাদির পরিধি। আ—বিশ+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

আবেশিক—আগন্তুক, অতিথি। আবেশ শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

আবেষ্টক—বৃতি, প্রাচীর। আ—বেষ্ট (বেষ্টন করা)+ণক ণ। সং; পু।

আবোধন—বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান। আ—বুধ (জানা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আশ—১। অশন, ভোজন, আহার। অশ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। প্রত্যাশা; ভরসা; আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, সাধ। আশা শব্দের অপভ্রংশ। ক; প্র।

আশ, আস—গানের একটি বর্ণে পরে পরে দুই তিন স্বরের যোগ; স্বরে পরে পরে বিরাম না দিয়া একত্র ধ্বনি উৎপাদন, তন্মধ্যে প্রথমটি প্রবল হয়। দেশজ। সং।

আশংসন—আশংসা (সকল অর্থে)। আ—শন্‌স+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আশংসা—আশা; ইচ্ছা; কথন। আ—শন্‌স+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

আশংসিত—১। বাঞ্ছিত; কথিত। আ—শন্‌স+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশংসিতা। ২। আশা; ইচ্ছা; কথন। আ—শন্‌স+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আশংসিতা—বাঞ্ছিতা, ইত্যাদি। আশংসিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আশংসিতৃ (—সিতা)—আশংসাকারী, প্রত্যাশী; আকাঙ্ক্ষী, ইচ্ছু। আ—শন্‌স+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আশংসিত্রী।

আশংসু—ইচ্ছু, আকাঙ্ক্ষী; আশংসাকারী, প্রত্যাশী। আ—শন্‌স+উ ক। বিণ; ত্রি।

আশক, আসক—১। আসক্ত, অনুরক্ত। বিণ। ২। আসক্তি। সং। প্রা, ক।

আশকারা—প্রশ্রয়, নাই; রহস্যোদ্ভেদ, অনুসন্ধান দ্বারা সত্য আবিষ্কার, কিনারা; প্রকাশ। দেশজ। সং।

আশক্ত—সমর্থ। আ—শক+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আশঙ্কনীয়—আশঙ্কাযোগ্য। আ—শন্‌ক (ভয় করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আশঙ্কা—ত্রাস, ভয়; সন্দেহ; সঙ্কোচ; বিতর্ক। আ—শন্‌ক (ত্রাস হওয়া)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

আশঙ্কাস্থল—আশঙ্কার যোগ্য, আশঙ্কার বিষয়, যে বিষয়ে আশঙ্কা করিতে হয়। ৬তৎ। ক্লী।

আশঙ্কিত—১। ত্রস্ত, ভীত; সন্দিগ্ধ; সংশয়িত। আ—শন্‌ক (ত্রাস হওয়া)+ক্ত ক। ২। যাহার আশঙ্কা করা হইয়াছে এরূপ। আ—শন্‌ক+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

আশনক—অশন বৃক্ষ। অশন শব্দ+ক স্বার্থে। সং; পু।

আশনা—বন্ধু; প্রণয়ী। বৈদেশিক। সং।

আশনাই, আসনাই—বন্ধুত্ব; প্রেম, প্রীতি, প্রণয়; স্ত্রীপুরুষের অবৈধ প্রণয়। বৈদেশিক। সং।

আশপাশ—এদিক ওদিক, এধার ওধার, আনাচ কানাচ; চতুষ্পার্শ্ব বা চতুষ্পার্শ্বে, চতুর্দ্দিক বা চতুর্দ্দিকে। দেশজ।

আশমান, আসমান—আকাশ, গগন। বৈদেশিক। সং।

আশমানী, আসমানী—আকাশসম্বন্ধীয়, গাগনিক; আকাশতুল্য (বর্ণ), আনীল। বৈদেশিক। বিণ।

আশয়—১। অভিপ্রায়; ইচ্ছা। আ—শী (শয়ন করা)+অল্ ভা। ২। বিভব; মনঃ, অদৃষ্ট; অভ্যন্তর। আ—শী+অল্ অধি। সং; পু।

আশয়াশ—আশয়াশ, অগ্নি। উপ; আশয়—অশ (ভোজন করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

আশর—১। অগ্নি; রাক্ষস। আ—শৄ (হিংসা করা)+অল্ ক। সং; পু। ২। সভা, মজলিস, সভাস্থল। বৈদেশিক। সং।

আশরফী—স্বর্ণমুদ্রা, মোহর। বৈদেশিক। সং।

আশল—আশা করিল। প্রা, ক।

আশা—১। আকাঙ্ক্ষা; প্রত্যাশা; দিক্; বৈদেশ। আ—অশ (ব্যাপা)+ড ভা+আপ্। দিকের পক্ষে অধিকরণবাচ্যে। সং; স্ত্রী। ২। দণ্ডবিশেষ, আশা সোঁটা নামদেয় দুইপ্রকার দণ্ডের অন্যতর; যোগীদিগের দণ্ডবিশেষ, এই দণ্ড কুক্ষিতলে স্থাপনপূর্ব্বক তদবলম্বনে কোন কোন যোগী যোগসাধন করেন। দেশজ। সং।

আশাতরু—আশাপাদপ, প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষারূপ বৃক্ষ। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

আশাতিরিক্ত—আশাতীত, আশার অধিক, যাহা আশা করা হইয়াছিল তাহার বেশী। আশার অতিরিক্ত, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আশাতীত—বাসনাতীত, আশার অধিক, যত দূর বাসনা করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষাও অধিক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তীতা।

আশান, আসান—লাঘব, বিরাম, রেহাই; নিস্তার, নিষ্কৃতি, উদ্ধার; প্রতীকার। বৈদেশিক। সং।

আশানন্দ—রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম।

রামানন্দের দেহান্তর হইলে ইনিই গুরুর গদীতে অধিষ্ঠিত হন। সং; পু।

আশানন্দ ঢেঁকি—জনৈক বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবীর। নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শান্তিপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গদেশের নানাস্থানে ইঁহার অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনীর প্রচার আছে। সে সময়ে এদেশে ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলার বড় বড় জমিদারেরা লাটের সময়ে আশানন্দের নিকট কালেক্টারীর দেয় টাকা পাঠাইয়া দিতেন। আশানন্দ তাঁহাদের লোকজন-সমভিব্যাহারে সেই টাকা কালেক্টরীতে যাইয়া পৌঁছাইয়া দিতেন। কথিত আছে, এক সময়ে ইনি এইরূপ অনেক টাকা লইয়া যাইবার সময়ে পথে রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় জনৈক আত্মীয়ের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। ডাকাতেরা টাকার সন্ধান পাইয়া গভীর নিশীথে বাটী আক্রমণ করিল। গোলমালে আশানন্দের সহসা নিদ্রা-ভঙ্গ হওয়ায়, ইনি তাড়াতাড়ি আর কিছু না পাইয়া ঢেঁকিশালা হইতে একটা ঢেঁক লইয়া তাহাই ঘুরাইতে ঘুরাইতে দস্যুদলের সম্মুখীন হইলেন, এবং ঢেঁকির প্রহারে ডাকাতগণকে জর্জ্জরিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে ইঁহার নাম হইল "আশানন্দ ঢেঁকি"। এইরূপ অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়া ইনি অনেকবার ডাকাতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ইঁহার বিলক্ষণ আহারশক্তি ছিল। দরিদ্রের প্রতি ইঁহার অসাধারণ দয়া ছিল।

আশান্বিত—আশাযুক্ত। আশা দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশান্বিতা।

আশাপথ—আশা রূপ পথ। রূপক। সং; পু।

আশাপাদপ—আশাতরু (তাহা দেখ)। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

আশাপ্রাপ্ত—যে কোনরূপ আশা পাইয়াছে; আশান্বিত, প্রত্যাশী; যে আশার বস্তু পাইয়াছে, কৃতার্থ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

আশাবদ্ধ—আশায় বাঁধা, যে আশায় আশায় আছে, অভীষ্ট লাভের আকাঙ্ক্ষায় স্থিতিকারী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —বদ্ধা।

আশাবন্ধ—আশ্বাস; প্রত্যাশা; মর্কট-জাল, মাকড়সার জাল। ৬তৎ। সং; পু।

আশাবাই—আশার বাতিক বা উন্মাদ, উৎকট প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা। দেশজ। সং।

আশাভঙ্গ—প্রত্যাশা নাশ, যাহা পাইব বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল তাহা না পাওয়া; নৈরাশ্য। ৬তৎ। সং; পু।

আশাভরসা—চলিত বাঙ্গালা শব্দ। উভয় শব্দই একার্থ বোধক; একটী অপরটীকে প্রবল করিতেছে মাত্র। আশা দেখ। [স্ত্রী।

আশালতা—আশা রূপ লতা। রূপক। সং; স্ত্রী।

আশাবরী—রাগিণী বিশেষ। সং; স্ত্রী।

আশাবান্ (—বৎ)—যাহার আশা আছে, আশাযুক্ত, আশান্বিত; প্রত্যাশী। আশা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আশাবতী।

আশাশূন্য—যাহার আশা নাই, আশারহিত, নিরাশ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [সং।

আশাসোটা—রাজনিদর্শন দণ্ড। বৈদেশিক।

আশাস্পদ—আশার স্থল, যেখানে আশা করা যায়। ৬তৎ। বিণ বা সং; ক্লী।

আশাহত—নষ্টাশ, হতাশ। আশা হতা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, আশাহতা।

আশাহীন—আশাশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আশি—৮০ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। অশীতি শব্দের অপভ্রংশ।

আশিত—১। ভুক্ত; তৃপ্ত। আ—অশ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। ভোজন; তৃপ্তি। আ—অশ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আশিতঙ্গব—প্রচুর তৃণপূর্ণ (ক্ষেত্র), যে ক্ষেত্রে তৃণ ভক্ষণ করিয়া গোসকল তৃপ্তি লাভ করে। আশিত—গো+অ। বিণ; ত্রি।

আশিতঙ্গবীন—যে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে গরুসকল চরিয়া পূর্ব্বে তৃপ্তিলাভ করিত। আশিত শব্দ—গো শব্দ+খ্যান। বিণ; ত্রি।

আশিতা—ভুক্তা; তৃপ্তা। আশিত দেখ। আশিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আশিতা (আশিতৃ)—অতিভোজী, বহু ভোক্তা, পেটুক। আ—অশ+তৃন ক। বিণ; পু। স্ত্রী আশিত্রী।

আশিস্—আশীঃ দেখ।

আশী—১। সর্পের বিষদন্ত; সর্পবিষ; শুভকামনা, মঙ্গল প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ। আ—অশ+ক্কিপ্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। আশি (৮০)। অশীতি শব্দের অপভ্রংশ।

আশীঃ (আশিস্)—১। শুভকামনা, মঙ্গল প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ; বাসনা, অভিলাষ। আ—শাস+ক্কিপ ভা। ২। সর্পের বিষদন্ত।…+ক্কিপ্ ণ। সং; স্ত্রী।

আশীর্বচন, আশীর্ব্বচন—আশীর্ব্বাদ। [আশীর্ব্বাদ দেখ]। আশিস্ শব্দ—বচ (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আশীর্বাদ, আশীর্ব্বাদ—আশীর্বচন, শুভাকাঙ্ক্ষা-সূচক বাক্য, ইষ্টার্থের কথন। [আশিস্ দেখ]। আশিস্ শব্দ (আশীঃ)—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আশীর্ব্বাদক—আশীর্ব্বাদকারী, শুভপ্রার্থক। আশিস্ (আশীঃ)—বদ (বলা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশীর্ব্বাদিকা।

আশীবিষ—সর্প। আশী (দন্তে) বিষ যাহার, বহু। সং; পু। স্ত্রী আশীবিষী।

আশীষা—আশীর্ব্বাদ করা। ক্রি। ক, প্র।

আশু—১। আউশ ধান। অশ (ব্যাপা)+উণ্ ক। সং; পু বা ক্লী। ২। শীঘ্র। ব্য।

আশুকারী (—কারিন্)—ক্ষিপ্রকারী, সত্বর কার্য্যসাধক, যে শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। আশু—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আশুকারিণী।

আশুগ—১। শীঘ্রগামী। উপ; আশু—গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশুগা। ২। বাণ; বায়ু; সূর্য্য। সং; পু।

আশুগতি—১। শীঘ্রগামী। আশু (শীঘ্র) গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বায়ু। সং; পু। ৪। শীঘ্রগমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আশুগামী (—গামিন্)—১। শীঘ্রগামী। উপ; আশু—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আশুগামিনী। ২। সূর্য্য। সং; পু।

আশুত, আশোত—প্রসিদ্ধ বৃক্ষ বিশেষ, অশ্বত্থ বৃক্ষ। অশ্বত্থ (Ficus religiosa) শব্দের অপভ্রংশ। সং।

আশুতর—অধিকতর শীঘ্র। আশু শব্দ+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশুতরা।

আশুতোষ—১। সহজে সন্তুষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। মহাদেব, শিব। সং; পু।

আশুতোষ চৌধুরী—ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের চৌধুরী বংশের সন্তান। হরিপুরের চৌধুরীরা জাতিতে বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং উত্তরবঙ্গের একটী প্রাচীন ও সুপরিচিত জমিদারবংশ। পাবনা জেলার সুপ্রসিদ্ধ বাগের রায়-পরিবার ইঁহার মাতুলবংশ। এই বাগ গ্রামে, মাতুলালয়ে ইং ১৮৫৯ সালের জুন মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺দুর্গাদাস চৌধুরী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কর্ম্মোপলক্ষে বহুদিন দক্ষিণ-বঙ্গে বাস করেন। বাল্যকালে আশুতোষ প্রথমে যশোহরের স্কুলে ও কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট্ স্কুলে, এবং তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এক সঙ্গে বি-এ এবং এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বিলাত গমন করেন, এবং সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের St. John's Collegeএ প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনি তথায় গণিতশাস্ত্রে বি-এ এবং পরবৎসর আইনে Ld. M. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তাহার পর ১৮৮৬ খৃঃ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এপ্রিল মাসে কলিকাতার হাইকোর্টে যোগদান করেন। এই বৎসরেই ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

পৌত্রী এবং ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা দেবীকে বিবাহ করেন। আইন ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর কৃতিত্ব লাভ করিয়া ইনি ক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অগ্রগণ্য ব্যারিষ্টার হইয়া উঠেন। ১৯১২ খৃঃ ইনি হাইকোর্টের জজিয়তি পদ লাভ করেন। ইং ১৯২০ সালে ইনি জজিয়তি ত্যাগ করেন, এবং এই সময়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট 'সার' (Sir) উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি আবার ব্যারিষ্টারি করিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার পত্নী ১৯২২ সালে কালগ্রাসে পতিত হন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল ; পত্নীবিয়োগ শোকে ইঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে ; অবশেষে ইং ১৯২৪ সালের ২৩ শে মে তারিখে ইনি প্রিয়ার অনুগামী হন। ইনি বাঙ্গালার আইন সভার সদস্য ছিলেন। ইনি চিরজীবন সাধারণের হিতকর নানারূপ অনুষ্ঠানে যোগদান এবং সহায়তা করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ইনি কংগ্রেস দলভুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বর্দ্ধমান অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া স্বীয় অভিভাষণে সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, "পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। উত্তরকালে অসহযোগ আন্দোলনে এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ইনি যথার্থ স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন,—স্বদেশী আন্দোলনের যুগে মনে প্রাণে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। Bengal Landholders' Association ইঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়, এবং বহুবৎসর যাবৎ ইনি তাহার Secretary ছিলেন। Bengal National College of Educationএর প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ইনি একজন প্রধান, এবং বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পেও ইনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। দিনাজপুরের সাহিত্যসম্মিলনে সভাপতির আসন এবং কলিকাতার সাহিত্যপরিষদে সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ইনি আন্তরিক বঙ্গসাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আশুতোষ দেব—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের স্বর্গীয় রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাধারণতঃ ইনি "ছাতুবাবু" নামেই পরিচিত ছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যায়' ইঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ইনি বিবিধবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া সাধারণ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে উৎসাহবর্দ্ধনার্থ ইনি অনেক সময় তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন। ফলতঃ ইনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সঙ্গীতজ্ঞের আদর করিয়া নিজ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেন, এবং সঙ্গীতের উৎকর্ষসাধনকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। তারকেশ্বর ও কাশীধামে ছাতুবাবুর অনেক কীর্ত্তি আছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—ইনি কলিকাতা ভবানীপুরনিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র; জন্ম ইং ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন। ইঁহাদের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত জীরাট-বলাগড় গ্রামে। গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতার কাঁসারিপাড়ায় বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তদবধি কলিকাতাতেই বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমে কলিকাতার মলঙ্গা লেনে থাকিতেন, আর এইখানেই আশুতোষের জন্ম হয়। গঙ্গাপ্রসাদ পরে এম, বি পাশ করিয়া ভবানীপুরে যাইয়া ডাক্তারী করিতে আরম্ভ করেন, এবং পরে সেইখানেই রসারোডে নিজে বাটী নির্ম্মাণ করেন। সেই বাটীতেই আশুতোষ আজীবন বাস করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৫ খৃঃ আশুতোষ গণিতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন, তৎপূর্ব্বে বি, এ পরীক্ষাতেও প্রথম হইয়াছিলেন। পরবৎসর রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর বি, এল (আইন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ১৮৮৮ খৃঃ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন, এবং পরবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সভ্যস্বরূপে মনোনীত হন। ইনি ১৮৯৯ এবং পুনরায় ১৯০১ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, এবং ১৯০৩ খৃঃ আবার উক্ত সভার প্রতিনিধিস্বরূপ বড়লাটের সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ১৯০৪ খৃঃ ইনি হাইকোর্টের জজ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৯৪ খৃঃ ইনি ডি, এল, উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলারের পদে আসীন হইয়া ইনি শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ও একাদিক্রমে আটবৎসরকাল উক্ত পদের কর্ত্তব্য সমাধানানন্তর ১৯১৪ খৃঃ ঐ পদ ত্যাগ করেন। তৎপূর্ব্বে ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট ১৯০৭ খৃঃ "সি, এস, আই" (C. S. I.) এবং দিল্লীর করোনেসন দরবার উপলক্ষে ১৯১১ খৃঃ "নাইট্" (স্যার্) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ খৃঃ ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ইঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া নদীয়ার পণ্ডিতগণ ইঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি দিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যেও ইঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। কলিকাতার সাহিত্য-সভা ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এক বৎসর ইনি সাহিত্য-সভার সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৯০৮ খৃঃ ইনি স্বীয় বালবিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়াতে হিন্দুসমাজের এক অংশে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ডাক্তার নীলরতন সরকারের কার্য্যকালের অন্তে ইনি পুনর্ব্বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলার মনোনীত হইয়া মরণকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেবল শেষ ২ বৎসর মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু ঐ পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি ১৯২০ সালে হাইকোর্টে অস্থায়িরূপে চীফ জাষ্টিসের পদ প্রাপ্ত হন। বড়লাট চেম্‌সফোর্ডের শাসনকালে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে কমিসন বসে, ইনি তাহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইনি পালি ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ইনি হাইকোর্টের জজের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আবার ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ডুমরাওনের রাজার পক্ষে একটী মোকদ্দমা পরিচালনা জন্য ইনি পাটনা গমন করেন, এবং সেই স্থানে রোগাক্রান্ত হইয়া সহসা বিদেশে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন (২৫শে মে ১৯২৪ খৃঃ)।

আশুধান্য—আউশ ধান। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আশুপ্রতিকার, -প্রতীকার—সত্বরপ্রতিবিধান; শীঘ্র আরোগ্য। কর্ম্মধা। সং ; পু।

আশুরোষ—শীঘ্র কুপিত, সহজ রাগী, কোপনস্বভাব, উগ্রপ্রকৃতি। আশু রোষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

আশুবিশ্বাস—সহজেই প্রত্যয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

আশুবিশ্বাসী (-সিন্)—শীঘ্র প্রত্যয়শীল, যে সহজেই কোন কথা বিশ্বাস করে। সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; পু। স্ত্রী আশুবিশ্বাসিনী।

আশুব্রীহি—আউশ ধান্য। কর্ম্মধা। সং; পু।

আশুশুক্ষণি—অগ্নি; বায়ু। আ—সনন্ত শুষ (শুষ্ক করা)+অনি ক। সং; পু।

আশুসন্তুষ্ট—যিনি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হন। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশুসন্তুষ্টা।

আশৈশব—বাল্যকাল হইতে। অব্যয়ী। ব্য।

আশোয়াস—আশা, ভরসা; প্রবোধ। আশ্বাস শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

আশোয়াসলূ,—লুঁ—আশ্বাস দিলাম, আশ্বাসিত করিলাম। প্রা, ক।

আশৌচ—অশৌচ [অশৌচ দেখ]। অশৌচ শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

আশ্চর্য্য—১। বিস্ময়জনক, অপূর্ব্ব, অদ্ভুত; বিস্মিত, চমৎকৃত। আ—চর+ঘ্যণ্ র্য্ম। অদ্ভুতার্থে সুমাগম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশ্চর্য্যা। ২। বিস্ময়। সং; ক্লী।

আশ্চর্য্যজনক—বিস্ময়কর, যাহাতে বিস্ময় জন্মে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশ্চর্য্যজনিকা।

আশ্চর্য্যান্বিত—বিস্মিত, বিস্ময়যুক্ত, জাতবিস্ময়। আশ্চর্য্য দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ অথবা আশ্চর্য্যকে অন্বিত (অনুগত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

আশ্মন—১। প্রস্তরসম্বন্ধীয়। অশ্মন্ শব্দ+ষ্ণ বিণ; ত্রি। ২। অরুণ, সূর্য্যসারথি। সং; পু। ৩। প্রস্তরসমূহ। সং; ক্লী।

আশ্যান—শুষ্ক, নীরস; চট্‌চটে। আ (ঈষৎ) শ্যান (শুষ্ক), প্রাদি। বিণ; ত্রি।

আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য, শাস্ত্রোক্ত এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা * [মহানির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য আশ্রম নাই; ব্যাসদেবও বলিয়াছেন,—কলির ৪৪০০ বৎসর পরে তিনটী মাত্র আশ্রম থাকিবে, সন্ন্যাস কেহ করিবে না]; তাপসাদির আবাস, তপোবন; বন; আশ্রয়স্থান; মঠ। আ—শ্রম (তপস্যা করা)+অল্ অধি। সং; পু।

* প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর আদেশ পালন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হয়। এই সময়ে রাজপুত্র হইতে দরিদ্রপুত্র পর্য্যন্ত সকলকেই গুরুর আজ্ঞাপালন, দুঃখসহিষ্ণুতা ও সুখে স্থিরতা অভ্যাস করিতে হয়। জীবনের এই অংশই পরবর্ত্তী অংশসমূহের মূলভিত্তি। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমীকে ব্রহ্মচারী কহে। ব্রহ্মচারীকে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তন্মধ্যে নিরামিষভোজন একটী প্রধান কার্য্য। ব্রহ্মচারীমাত্রকেই ঊর্দ্ধরেতা হইতে হয়। এই সময়ে শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞান, গুরূপদেশশ্রবণ, এবং ঐ সকল ও উহাদিগের অনুরূপ ব্যাপার দ্বারা মনঃসংযম অভ্যাস একান্ত আবশ্যক। দুর্নিবার কামরিপুকে সংগ্রামে পরাভূত ও আত্মবশ্য রাখাই এই আশ্রমীর প্রধান কার্য্য। এই আশ্রমে সঞ্চিত পুণ্যপ্রভাবেই গার্হস্থ্যাশ্রমে সুখসমৃদ্ধি লব্ধ হইতে পারে।

দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য—এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া পত্নী পরিগ্রহ, সন্তান উৎপাদন, এবং পত্নী ও সন্তানবর্গের ভরণপোষণ করিতে হয়। যাঁহাদিগের কৃপায় এই জগতে আগমন এবং নিরুদ্বেগে বাল্যজীবন যাপন হয়, সেই পরমারাধ্যা জননী ও পরম পূজ্যপাদ জনক জীবিত থাকিলে, যথোচিত ও যথাসাধ্য যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভরণপোষণ, সুখস্বাস্থ্যসংবর্দ্ধন প্রভৃতি সম্পাদন করা গৃহীর পক্ষে পরমধর্ম্ম।

গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে যে সকল গুণবিশিষ্ট হওয়া ও যেরূপ নিয়মে চলা একান্ত আবশ্যক, তাহা শাস্ত্রানুসারে নিম্নে লিখিত হইল।—

(১) গৃহী স্বপত্নীরত হইবে, কখনও পরনারীর প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইবে না; পরস্ত্রীর প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে।

(২) শিষ্টাচারসম্পন্ন হইবে। লোকে যাহাতে বিরক্ত হয়, শক্তিসত্ত্বে কখনও সেরূপ কার্য্য করিবে না।

(৩) গুরুজনে ও দেবগণে ভক্তিমান্ হইবে। যথোচিত যত্নপূর্ব্বক অতিথি সেবা করিবে। অতিথিকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া বিবেচনা করিবে।

(৪) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তদনুরূপ অধ্যাপনাদি কার্য্য করিবে।

(৫) গৃহী ব্রাহ্মণ বা কর্ম্মাভিষিক্ত হইলে, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও শুদ্ধ হইতে পরিগ্রহ করিবে। বৈশ্য হইলে যাজন করিবে না, তৎপরিবর্ত্তে চিকিৎসাকার্য্য করিবে এবং অন্য পঞ্চ কার্য্যই করিবে। ক্ষত্রিয় হইলে যজন, অধ্যয়ন, দান ও রক্ষণ এই কার্য্যচতুষ্টয় সম্পন্ন করিবে, এবং বৈশ্য হইলে কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি ক্রিয়ায় নিরত থাকিবে। অপর, শূদ্র সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিবে।

(৬) শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি অভ্যাস করিবে। ক্ষমা অশক্তের গুণ ও শক্তের ভূষণ।

(৭) ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবনের চতুর্থ ভাগ ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিয়া দ্বিতীয় ভাগে গৃহস্থাশ্রমে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহে অবস্থিতি করা বিধেয়। অদ্রোহে বা অল্পদ্রোহে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। কদাচ গর্হিত কর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা করিবে না। শরীরকে নিতান্ত ক্লিষ্ট করিয়া ধনসঞ্চয় করা অনুচিত। যাহাতে শারীরিক বা মানসিক সবিশেষ ক্লেশ না হয়, এরূপে ধনসঞ্চয় করিবে।

অবস্থানুসারে ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত বা সত্যানৃত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পার, কিন্তু শ্ববৃত্তি দ্বারা কখনও জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না। উঞ্ছশিলকে ঋত, অযাচিতকে অমৃত, যাচিতকে মৃত, কৃষিকার্য্যকে প্রমৃত এবং বাণিজ্যকে সত্যানৃত কহে। আর সেবাকে শ্ববৃত্তি বলে, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে।

তৃতীয় আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ—পুত্র উৎপাদন ও বনবাসে গমনপূর্ব্বক অকৃষ্টপচ্য ফলাদি ভক্ষণ করিয়া যে ঈশ্বরারাধনা করে, তাহাকে বানপ্রস্থ কহে। বানপ্রস্থ দ্বিবিধ—অশ্মকুট্ট ও দন্তোদূখলিক। বানপ্রস্থের ধর্ম্ম এই—ভূমিতলে থাকিয়া মূল ও ফল খাইবে; স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ন্যায়ানুসারে সংবিভাগ ইহাদের ধর্ম্ম। বানপ্রস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা তপঃকৃশ ও ধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, ভার্য্যাকে পুত্রের নিকটে রাখিয়া অথবা তাহাকে লইয়া বনে যাইবে। বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী, সাগ্নিক, উপাসনাযুক্ত ও ক্ষমাবান্ হইবে। ফালকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, অফালকৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা অগ্নি, পিতৃদেবতা ও অতিথিদিগের এবং ভৃত্যবর্গের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে। শ্মশ্রু, জটা ও লোম ধারণ করিবে, আত্মবান্, দান্ত, বারত্রয়স্নায়ী, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত, স্বাধ্যায়বান্, ধ্যানশীল ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইবে। দিনে মাসে বা ছয় মাসে একবার অন্নগ্রহণ করিবে। আশ্বিন মাসে কার্য্য ত্যাগ করিবে, ঐ সময় ব্রতাদি দ্বারা অতিবাহিত করিবে। যাহারা পক্ষান্তে বা মাসান্তে ভোজন করে, তাহাদিগকে দন্তোদূখলিক কহে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থ, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলশায়ী এবং হেমন্তে আর্দ্র বস্ত্রধারী হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, জটিত্ব, অগ্নিহোত্রিত্ব, ভূশয্যা, অজিনধারণ, বনে বাস, পয়ঃপান, মূল ভক্ষণ, নীবার ও ফল দ্বারা জীবিকা, প্রতিষিদ্ধ বিষয় হইতে নিবৃত্তি, তিনবার স্নান, ব্রতধারণ, এবং দেবতা ও অতিথির পূজা এইগুলি বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রাজ্ঞব্যক্তি সন্তানের সন্তান দর্শন করিয়া আপনার শুদ্ধির নিমিত্ত বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবেন। সেখানে আরণ্য দ্রব্যের উপভোগ এবং তপস্যা দ্বারা আত্মদর্শন করিবে। ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পিতৃগণের, দেবগণের ও অতিথিদিগের পূজা, হোম,

ত্রিবার স্নান, জটাবল্কল ধারণ ও বক্ষ স্নেহ নিষেবণ—এইগুলি বানপ্রস্থ বিধি। ব্যাস দেব বলেন যে, গৃহস্থাশ্রমে আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ থাকিয়া পত্নীর ও অগ্নির সহিত বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবে। অথবা ভার্য্যাকে পুত্রদিগের নিকটে রাখিয়া স্বয়ং গমন করিবে। অপত্যের অপত্য দেখিয়া, জর্জ্জরীকৃতশরীর হইয়া উত্তরায়ণে প্রশস্ত দিনে শুক্লপক্ষের প্রথম ভাগে গমন করিয়া অরণ্য-নিয়মে সমাহিত হইয়া তপস্যা করিবে। ফল, মূল ও পত্র আহার করিবে, এবং ঐ আহার প্রতিদিন আহরণ করিবে। আহার্য্য যাহা পাইবে, তদ্দ্বারা পিতৃগণের, দেবতাদিগের ও অতিথিবর্গের সেবা করিবে। প্রতিদিন অতিথির পূজা করিবে, এবং স্নান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। অথবা গ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজন করিবে। প্রত্যহ জটা ধারণ করিবে, নখ ও রোম ত্যাগ করিবে না, সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করিবে, অন্য হইতে বাগ্‌যত হইবে, অগ্নিহোত্রে হোম করিবে, মুনিজনোচিত বিবিধ পবিত্র অন্ন দ্বারা ও শাক মূল ফল দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, চীরবস্ত্রধারী, শুচি, সর্ব্বভূতানুকম্পী ও প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিত হইবে। স্বয়ংকৃত লবণ খাইবে। মদ্য মাংসাদি পরিত্যাগ করিবে, ফালকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না, গ্রামজাত কিছুই খাইবে না, রাত্রিতে কিছুই আহার করিবে না, তৎকালে ধ্যানপরায়ণ হইবে জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, তত্ত্বজ্ঞানবিচিন্তক এবং ব্রহ্মচারী হইবে। পত্নীকে আশ্রয় করিবে না। যে ব্যক্তি পত্নীর সহিত বনে গমন করিয়া কামবশতঃ মৈথুনাচরণ করে, তাহার সেই ব্রত লুপ্ত এবং সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। এই সংস্রবে যে গর্ভ জন্মে, দ্বিজাতিদিগের পক্ষে তাহাকে স্পর্শ করা অবিধেয়। ইহার বেদাধিকার থাকে না।

চতুর্থ আশ্রমের নাম ভৈক্ষ্য। এই আশ্রমে নিরন্তর ঈশ্বরারাধনাই কার্য্য। জীবিকা নির্ব্বাহার্থে ভিক্ষাই প্রশস্ত ও কর্ত্তব্য, কিন্তু "অন্নদান কর বা অন্য কিছু দান কর" বলিয়া প্রার্থনা করিবে না, কেবল গৃহস্থ ভবনে বা বানপ্রস্থ আশ্রমীদিগের আশ্রমে গমন করিবে। তাহারা যদি ভিক্ষা দেয়, সেবা করায়, তবেই তথায় উপযুক্তকাল থাকিবে, নতুবা অন্যত্র যাইবে। সর্ব্বদাই হৃদয়ে পরমাত্মার স্মরণ করিবে। যদি ভাগ্যবান্ হয়, তবে নিয়ত তদ্দর্শন সুখে পরমানন্দে কালযাপন করিবে। ইত্যাদি।

আশ্রমগুরু—আশ্রম বিশেষের ধর্ম্মাচার্য্য; মঠাধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

আশ্রমধর্ম্ম—আশ্রমচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের যথা-বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ৬তৎ। সং; পু।

আশ্রমভ্রষ্ট—আশ্রম বিশেষের কর্ত্তব্য পালন হইতে স্খলিত; কোন মঠ হইতে তাড়িত। ৫তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, –ভ্রষ্টা।

আশ্রমবাসী (–বাসিন্)—আশ্রমে বাসকারী; তপোবনে বাসশীল। আশ্রম—বস+ণিন ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –বাসিনী।

আশ্রমস্থ—আশ্রমে স্থিত, তপোবনে অবস্থিত। উপ; আশ্রম—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি।

আশ্রমিক—আশ্রমী, আশ্রমবাসী। আশ্রম শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

আশ্রমী (আশ্রমিন্)—আশ্রমবিশিষ্ট; আশ্রমস্থ। আশ্রম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আশ্রমিণী।

আশ্রয়—১। অবলম্বন; ব্যপদেশ; সামীপ্য। আ–শ্রি (সেবা করা)+অল্ ভা। ২। গৃহ; আধার; বিষয়; কারণ; রক্ষক; সহায়। আ–শ্রি+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

আশ্রয়ণ—২। আশ্রয়করণ, অবলম্বন করা। আ–শ্রি+অনট্ ভা। ২। আশ্রয়, অবলম্বন। আ–শ্রি+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

আশ্রয়ণীয়—আশ্রয়যোগ্য, যাহাকে আশ্রয় করা যায় এরূপ। আ–শ্রি (সেবা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ণীয়া।

আশ্রয়দাতা (–দাতৃ)—আশ্রয় দানকর্ত্তা, যিনি আশ্রয় দান করেন। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী আশ্রয়দাত্রী।

আশ্রয়দান—আশ্রয় দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আশ্রয়প্রার্থী (–প্রার্থিন্)—যে আশ্রয় প্রার্থনা করে, শরণার্থী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী আশ্রয়প্রার্থিনী।

আশ্রয়ভুক্ (–ভুজ্)—আশ্রয়ভোজী, কাক চিল প্রভৃতি পক্ষী। উপ; আশ্রয় শব্দ–ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ বা সং।

আশ্রয়বিহীন, –হীন—আশ্রয়রহিত, যাহার কোনরূপ আশ্রয় নাই, নিরাশ্রয়; অবলম্বনশূন্য, নিরবলম্বন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আশ্রয়া—আশ্রয় দেওয়া, আশ্রয় করা। ক্রি। ক, প্র।

আশ্রয়ার্থী (আশ্রয়ার্থিন্)—আশ্রয় অন্বেষণকারী, যে আশ্রয় চাহিতেছে; আশ্রয়প্রার্থী। আশ্রয়ের অর্থী, ৬তৎ; কিংবা, আশ্রয়–অর্থ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –র্থিনী।

আশ্রয়াশ—১। হুতাশন, অগ্নি। উপ; আশ্রয়–অশ+অন্ ক। সং; পু। ২। আশ্রয়নাশক; আশ্রয়ব্যাপক। বিণ; ত্রি।

আশ্রয়ী (আশ্রয়িন্)—আশ্রয়প্রাপ্ত; অবলম্বনপ্রাপ্ত। আশ্রয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আশ্রয়িণী।

আশ্রব—১। প্রতিশ্রুতি, স্বীকার; ক্লেশ। আ–শ্রু (শ্রবণ করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। কথার বাধ্য, বশীভূত। আ–শ্রু+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশ্রবা।

আশ্রিত—আশ্রয়প্রাপ্ত; শরণাগত; সেবক; স্থিত। আ–শ্রি+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আশ্রিতবৎসল—শরণাগতবৎসল, শরণাগতের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

আশ্রিতবাৎসল্য—শরণাগত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ। ৭তৎ। সং; ক্লী।

আশ্রুত—শ্রুত, প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত। আ–শ্রু (শ্রবণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আশ্লিষ্ট—১। আলিঙ্গিত। আ–শ্লিষ+ক্ত র্ম্ম। ২। ব্যাপ্ত; সংযুক্ত; সংবদ্ধ; শ্লেষোক্তিবিশিষ্ট। আ–শ্লিষ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আশ্লেষ—আলিঙ্গন; মিলন; একদেশ সম্বন্ধ; শ্লেষ। আ–শ্লিষ+অল্ ভা। সং; পু।

আশ্ব—১। অশ্বসমূহ। অশ্ব শব্দ+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী। ২। অশ্ববাহ্য; অশ্বসম্বন্ধীয়। অশ্ব+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশ্বী।

আশ্বত্থ—১। অশ্বত্থসম্বন্ধীয়। অশ্বত্থ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশ্বত্থী। ২। অশ্বত্থ ফল। সং; ক্লী।

আশ্বত্থিক—অশ্বত্থ সম্বন্ধীয়; অশ্বত্থবৃক্ষজাত। অশ্বত্থ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

আশ্বমেধিক—অশ্বমেধসম্বন্ধীয়; মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধবিকৃত (পর্ব্ববিশেষ)। অশ্বমেধ শব্দ+ষ্ণিক। [অশ্বমেধ দেখ]। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশ্বমেধিকী।

আশ্বযুজ—১। আশ্বিন মাস। অশ্বযুজ+ষ্ণ। সং; পু। ২। আশ্বিন মাসসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশ্বযুজী।

আশ্বযুজী—১। আশ্বযুজ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। সং; স্ত্রী।

আশ্বলায়ন—বেদ-স্মৃতি-প্রণেতা জনৈক ঋষি। ["ইনি স্বীয় গুরু শৌনক প্রণীত আর্যানুক্রমণি প্রভৃতি দশখানি সূত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলেন, এবং দ্বাদশ অধ্যায়যুক্ত শ্রৌতসূত্র, চতুরাধ্যায়িক গৃহসূত্র, এবং ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক প্রণয়ন করেন"]। অশ্বলায়ন শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

আশ্বস্ত—আশ্বাসপ্রাপ্ত। আ–শ্বস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশ্বস্তা।

আশ্বাস—আশা প্রদান, প্রবোধন; সান্ত্বনা; অনুনয়; বিশ্রাম, পরিচ্ছেদ। আ–শ্বস+ঘঞ ভা। সং; পু।

আশ্বাসক—আশ্বাসদাতা; সান্ত্বনাবিধায়ক। আ–ণিজন্ত শ্বস (–শ্বাসি)+ণক ক। বিণ; পু। স্ত্রী আশ্বাসিকা।

আশ্বাসন—আশ্বাসপ্রদান; আহ্লাদান। আ–

শিজন্ত শ্বস (=শ্বাসি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আশ্বাসিত—আশ্বাস-প্রাপিত; প্রবোধিত; অনুনীত। আ—শ্বাসি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

আশ্বিক—১। অশ্বসম্বন্ধীয়, ঘোটকীয়; অশ্ববাহ্য, ঘোটকাকৃষ্ট। অশ্ব+ফিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। অশ্বারোহী। সং; পু।

আশ্বিন—স্বনামখ্যাত মাস। অশ্বিনী শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। [এই মাসে সূর্য্য কন্যারাশিস্থ হন। এই মাসে জন্মিলে জাতক রাজার প্রিয়, কাব্যকলায় সুপণ্ডিত, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুখী, দাতা ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হয়।]

আশ্বিনী—অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। অশ্বিনী+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আশ্বিনেয়—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নাসত্য, দস্র [অশ্বিনীকুমার দেখ]; মাদ্রীতনয়, নকুল সহদেব (কেননা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ইঁহাদের জন্ম)। অশ্বিনী শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

আশ্বীন—অশ্বের একদিন গম্য (পথ), একদিনে ঘোড়া যতটা পথ যাইতে পারে। অশ্ব শব্দ+খীন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আশ্বীনা।

আশ্বীয়—১। অশ্বসম্বন্ধীয়। অশ্ব শব্দ+ণীয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। অশ্বসমূহ। সং; ক্লী।

আষাঢ়—স্বনামপ্রসিদ্ধ মাস, বাঙ্গালা বৎসরের তৃতীয় মাস; দণ্ড; পলাশদণ্ড। আষাঢ়ী আছে ইহাতে এই অর্থে আষাঢ়ী+ষ্ণ। সং; পু। [এই মাসে সূর্য্য মিথুনরাশিগত হন। ইহাতে পূর্ব্ব বা উত্তরাষাঢ়াযুক্ত পৌর্ণমাসী হয়। এই মাসে জন্মিলে জাতক কুভাষী, প্রমদাভিলাষী, অনবধান, গুরুর প্রতি ভক্তিমান্, বহুব্যয়শীল ও মন্দাগ্নি হয়।]

আষাঢ়ক—আষাঢ় মাস। আষাঢ়+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

আষাঢ়া—নক্ষত্রবিশেষ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। আ—সহ+অন্ ক+আপ্, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

আষাঢ়িয়া, আষাঢ়ে—আষাঢ় মাসীয়, আষাঢ়ঘটিত; আষাঢ়-জাত; উদ্ভট, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য (আষাঢ়ে গল্প)। দেশজ। বিণ।

আষাঢ়ী—আষাঢ়া নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। আষাঢ়া+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আস—১। আসন; উপবেশনস্থান। আস (উপবেশন করা)+ঘঞ্ অধি। ২। ধনুক। অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আসক—আশক দেখ।

আসকত—আলস্য; চিরকারিতা; ঔদাস্য; অবসাদ। প্রা, ক।

আসক্ত—১। অনুরক্ত; সংসক্ত; লগ্ন। আ—সন্জ (সঙ্গ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। নিরন্তর, সতত। ব্য।

আসক্তচিত্ত—১। অনুরক্ত হৃদয়, একান্ত নিবিষ্ট মন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অনুরক্তহৃদয়, নিবিষ্টমনাঃ, একাগ্রচিত্ত। আসক্ত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চিত্তা।

আসক্তচেতাঃ (—চেতস্), আসক্তমনাঃ (—মনস্)—আসক্তচিত্ত, নিবিষ্টহৃদয়, একাগ্রচিত্ত। আসক্ত হইয়াছে চেতঃ বা মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

আসক্তি—অনুরাগ; সঙ্গ; অভিনিবেশ; ভোগাভিলাষ। আ—সন্জ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আসঙ্গ—আসক্তি (সকল অর্থে)। আ—সন্জ (সঙ্গ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আসঙ্গলিপ্সা—সহবাস-স্পৃহা, অন্যের সহিত একত্র বা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আসত্তি—সন্নিধি, নৈকট্য; মিলন; লাভ; বুদ্ধির অবিচ্ছেদ; (ব্যাকরণে) বাক্যবিন্যাসে যোগ্য ও সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহের অব্যবধানে বিদ্যমানতা, যথা—"রাম বনে" এই কথা এখন বলিয়া দীর্ঘকাল পরে "গমন করিয়াছিলেন" বলিলে আসত্তির অভাববশতঃ বাক্য হয় না, কিংবা "রাম গমন ছিলেন করিয়া বনে" ইত্যাকাররূপে পদস্থাপন করিলেও বাক্য হয় না। আ সদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আসন—১। বসিবার স্থান বা আধার,—যেমন পীঠ, পিঁড়ি, কম্বল, চৌকি, চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি; হস্তিস্কন্ধ। আস (উপবেশন করা)+অনট্ অধি। ২। উপবেশন, বসা; জিগীষু ও শত্রুর পরস্পর কাল প্রতীক্ষার্থ অবস্থান; পদ্মাসনাদি উপবেশন বিশেষ, ইহা অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় যোগ এবং পঞ্চ প্রকার, যথা—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন, বীরাসন। আস+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [দুই পাদতল দুই উরুর উপরিভাগে বিন্যস্ত করিয়া ব্যুৎক্রমে হস্তদ্বয় দ্বারা অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বদ্ধ করিবে (ধারণ করিবে) ইহাকে পদ্মাসন কহে। ইহা যোগিগণের অতি প্রিয়।

দুই পাদতল জানু ও উরুর মধ্যে সম্যগ্‌ভাবে রাখিয়া সরল দেহ হইয়া মন্ত্রাদি জপ করিবে। ইহাকে পণ্ডিতেরা স্বস্তিকাসন বলেন।

গুল্‌ফযুগ্ম পাদগ্রন্থিদ্বয় সীবনীর (লিঙ্গমূল হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত যে সেলাই আছে তাহার) পার্শ্বদ্বয়ে স্থিরভাবে রাখিবে এবং বৃষণের অধোদেশে হস্তদ্বয় দ্বারা পাদপার্ষ্ণি বন্ধন করিবে। ইহাকে যোগীরা ভদ্রাসন বলেন।

পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি প্রত্যঙ্মুখ করিয়া পাদদ্বয় যথাক্রমে উরুদ্বয়ে বিন্যস্ত করিবে, এবং তাহাতে করদ্বয় স্থাপন করিবে, এই অত্যুৎকৃষ্ট আসনকে বজ্রাসন বলে।

এক পদ অবনমিত এবং অন্য পদ উরুদেশে বিন্যস্ত করিয়া সরল শরীরে অবস্থিতি করিবে, ইহাকে বীরাসন বলে।]

আসনগ্রহণ—আসন লওয়া অর্থাৎ বসা, উপবেশন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আসন-পরিগ্রহ—আসনগ্রহণ, আসন লওয়া, বসা, উপবেশন। ৬তৎ। সং; পু।

আসনপীঁড়ি—উপবেশন-পীঠ, বসিবার কাষ্ঠাসন; আসন পাতিয়া আরামে উপবেশন, থাবন গাড়িয়া বসা। দেশজ। সং।

আসনবন্ধ—যোগশাস্ত্রোক্ত পদ্মাসনাদি উপবেশন বিন্যাস। ৬তৎ। সং; পু।

আসনা—১। উপবেশন, বসা; স্থিতি, থাকা। আস+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। বন্ধু, প্রণয়ী। বৈদেশিক। সং।

আসনাই—আশনাই দেখ।

আসনাঙ্গুরি—দেবারাধনার নিমিত্ত রূপার ক্ষুদ্র আসন এবং আংটি। আসন ও অঙ্গুরি, দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

আসনী—১। উপবেশন, বসা; স্থিতি, থাকা। আস+অনট্ ভা+ঈপ্। ২। ক্ষুদ্র আসন, চৌকি; বিপণি, দোকান। আস+অনট্ অধি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আসন্দ—১। বাসুদেব, কৃষ্ণ। আস+দ ক। ২। আসন, চৌকি, পীঁড়ি; ক্ষুদ্র পট্ট। আস+দ অধি। সং; পু।

আসন্দী—ক্ষুদ্রপট্ট; চৌকি; আসন। আস+দ অধি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আসন্ন—নিকটস্থ, সন্নিহিত; আগতপ্রায়; উপস্থিত। আ—সদ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আসন্নকাল—মুমূর্ষু সময়, মৃত্যুকাল; বিপৎকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

আসন্নপ্রসবা—যাহার সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আসন্ন হইয়াছে প্রসব যাহার (সে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

আসন্নমৃত্যু—১। যাহার মরণকাল নিকটবর্ত্তী। আসন্ন মৃত্যু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। মরণের নিকটবর্ত্তিতা। আসন্ন যে মৃত্যু, কর্ম্মধা। সং; পু।

আসমান—আশমান দেখ।

আসমানী—আশমানী দেখ।

আসমুদ্র—সমুদ্র পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আসমুদ্রকরগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—সম্রাট্, রাজচক্রবর্ত্তী, যিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কর গ্রহণ করে যে সে করগ্রাহী (উপ), কর—গ্রহ (লওয়া)+ণিন্ ক; আসমুদ্র যে করগ্রাহী, সুপ্সুপেতি। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী আসমুদ্রকরগ্রাহিণী।

আসর—১। রাক্ষস। আ–সৃ (হিংসা করা)+অল্ ক। সং; পু। ২। সভা, মজলিস। বৈদেশিক। সং।

আসল—১। প্রকৃত, মূল, খাঁটি। বৈদেশিক। বিণ। ২। মূলধন, গোড়ার পুঁজি, দাদনের টাকা। সং। [বৈদেশিক।

আসলে—মূলে, গোড়ায়, আদতে, প্রকৃতপক্ষে।

আসব—১। চোয়ান মাদকদ্রব্য, মদিরা, মদ্য; মধু। আ–সু+অল্ র্ম। ২। মদ্যপাত্র। আ–সু+অল্ ণ। সং; পু।

আসবদ্রু—তালবৃক্ষ। আসবজনক দ্রু (বৃক্ষ), মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

আসবপায়ী (–পায়িন্)—মদ্যপানকারী। উপ; আসব–পা (পান করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আসবপায়িনী।

আসবসেবী (–সেবিন্)—সুরাপায়ী, যে নিরন্তর সুরা পান করে। আসব–সেব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –সেবিনী।

আসবাব—গৃহসামগ্রী, গৃহসজ্জার জিনিস। বৈদেশিক। সং।

আসা—১। আগমন করা। বাং ক্রি। ২। আশানামক দণ্ড, আশাসোটা। সং।

আসা-আসি—পুনঃ পুনঃ আগমন, বার বার আসা যাওয়া। দেশজ। সং। [বিণ।

আসাঁতোলা—যাহা সাঁতোলা নহে। দেশজ।

আসাদন—সন্নিধান; স্থাপন; পঁহুছন; প্রাপ্তি। আ–ণিজন্ত সদ (=সাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আসাদিত—প্রাপিত বা প্রাপ্ত; সন্নিধাপিত; সম্পাদিত। আ–ণিজন্ত সদ (=সাদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আসাদিতা।

আসান—আশান দেখ।

আসাপ, আসাপা—বিষহীন সর্প; তীব্র বিষধর সঙ্করজাতীয় সর্প। দেশজ। সং।

আসা-বরদার—আসা নামক দণ্ডবাহক। সং।

আসাম—ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে স্থিত একটী প্রদেশ। পর্ব্বতবাহুল্যবশতঃ ভূমি অসমতল বলিয়া প্রদেশটি "অসম" (অপভ্রংশে "আসাম") নামে অভিহিত—এই মত কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অপর মতে আহম্ জাতি কর্ত্তৃক এক সময়ে অধিকৃত ছিল বলিয়া প্রদেশটির নাম "আসাম" হইয়াছে। আসামের অন্যতম নগর কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুর। এখানে পৌরাণিক যুগে নরক নামধেয় জনৈক রাজা ছিলেন। তাঁহারই পুত্র মহাভারতবর্ণিত ভগদত্ত। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের নাম যোগিনীতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তি গৌহাটি প্রভৃতি স্থানে এখনও কিয়দংশে দৃষ্ট হয়। ৬৪০ খৃঃ অব্দে হুয়েনথ্‌সাং যখন এই প্রদেশে পর্য্যটন করেন, তখন কুমার ভাস্কর বর্ম্ম নামক জনৈক হিন্দু রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। পরে পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ এখানে কিছুকাল রাজত্ব করেন। খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আহম জাতি এস্থান অধিকার করে। এই জাতি উত্তর ব্রহ্ম এবং চীনসীমান্তবাসী "সান" বংশ-সম্ভূত। এই জাতির রাজা চুহুম ফা সর্ব্বপ্রথম হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজার অব্যবহিত পরবর্ত্তী আহম জাতীয় রাজা চুচেং ফা ১৬১১ হইতে ১৬৪৯ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে শিবসাগরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দুধর্ম্মই রাজধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা চুটুম্‌লা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক জয়ধ্বজ নামে অভিহিত হন (১৬৫০ খ্রীঃ)। ইঁহার রাজত্বকালে মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সুবিখ্যাত সেনাপতি মীরজুমলা রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি বিশেষভাবে সফলকাম হইতে পারেন নাই। ইঁহার পরে আহমরাজগণ গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন।

আহমরাজগণের মধ্যে রুদ্রসিংহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আহমরাজগণ অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণবশতঃ হীনবল হইয়া পড়েন। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে রাজা গৌরীনাথ সিংহ, দারাংএর কোচ রাজা এবং মোয়ামারিয়া নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। ভারতের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, এই নীতি অবলম্বন করিয়া উদাসীন থাকাতে, আহম্ রাজা ব্রহ্মরাজকে মধ্যস্থতা করিতে আহ্বান করেন। তাহার ফলে ব্রহ্মবাসীরা রাজ্য অধিকার করে এবং কঠোর ভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতে থাকে। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৮২৬ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজের যে সন্ধিস্থাপনা হয়, তাহার ফলে ইংরাজ এই প্রদেশটী প্রাপ্ত হন। নিম্ন আসাম তখনই সাক্ষাৎভাবে ইংরাজের শাসনাধীন হয়। ১৮৩২ খৃঃ "বার সেনাপতি" বা "মাটক" রাজ্য ব্যতীত উত্তর আসাম প্রদেশটী আহম্ সিংহাসনাধিকার-প্রার্থী পুরন্দর সিংহকে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহার সময়ে উক্ত প্রদেশে শাসন সম্বন্ধে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায়, উহাও ইংরাজ অধিকারে আসে।

বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের সঙ্গেই শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া ইংরাজের অধিকারভুক্ত হয় (১৭৬৫ খৃঃ)। অপুত্রক রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর কাছাড় ইংরাজের হস্তগত হয় (১৮৩০ খৃঃ)। পরে তুলারাম সেনাপতির দেশ, গারো পর্ব্বত, খাসী পর্ব্বত, জয়ন্তী পর্ব্বত, নাগা পর্ব্বত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করে।

শাল, শিশু প্রভৃতি কাষ্ঠ আসাম প্রদেশের প্রধান লাভজনক পণ্য। বন্য হস্তী হইতেও প্রভূত আয় হয়। মুগা ও এণ্ডি রেশম এদেশের বিখ্যাত ব্যবসায়ের দ্রব্য। চায়ের চাষেও বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। অধুনা বহু ইংরাজ কোম্পানী চা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং ভারতের নানাস্থান হইতে কুলী সংগ্রহ করিয়া তথায় লইয়া গিয়া তাহাদের দ্বারা চা প্রস্তুত করাইয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন।

বাঙ্গালা ভাষার সহিত আসামী ভাষার সৌসাদৃশ্য এত অধিক যে, বাঙ্গালা ভাষাই এ প্রদেশের আদালতের এবং রাজকার্য্যের ভাষা বলিয়া পূর্ব্বে পরিগণিত হইত। কিন্তু প্রদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সহিত ভাষারও উন্নতি হওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৩ খৃঃ আসামী ভাষাকেই বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে প্রবর্ত্তিত করেন।

আসাম প্রদেশ প্রথমে বাঙ্গালার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের অধীনে রাখা হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃঃ ইহাকে জনৈক চিফ্-কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। ১৯০৫ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে এই প্রদেশকে পূর্ব্ববঙ্গের সহিত মিলিত করিয়া জনৈক নূতন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের অধীন করা হয়, এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা পুরাতন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন থাকে। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেসন দরবার উপলক্ষে সম্রাট্ যে ঘোষণা পাঠ করেন, তাহার ফলে দুই বঙ্গ মিলিয়া একটী প্রদেশ, আর বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া একটী নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। প্রথমটী একজন গবর্ণর এবং দ্বিতীয়টী একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের অধীনতায় দেওয়া হয়; আর আসাম প্রদেশকে পূর্ব্বের ন্যায় জনৈক চিফ্‌কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। ১৯১২ খৃঃ এপ্রেল মাস হইতে এই ঘোষণা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। পরে ১৯২১ অব্দের নূতন সংস্কার বিধি অনুসারে বড় বড় প্রদেশগুলির ন্যায় আসামও একজন গবর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে।

আসামী—১। আসাম দেশীয়; আসামবাসী। দেশজ। বিণ। ২। আসামের ভাষা। সং। ৩। প্রজা, রাইয়ত; কৃষক; দেনাদার, খাতক; প্রতিবাদী (defendant or accused)। বৈদেশিক। সং।

আসা-যাওয়া—১। যাতায়াত, গমনাগমন, আনা গোনা। দেশজ। সং। ২। ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়া, ইতর বিশেষ হওয়া। ক্রি।

আসার—১। বৃষ্টিপাত, প্রবেশ; প্রসরণ; শত্রুকে বেষ্টন; বিস্তার। আ—সৃ+ঘঞ্ ভা। ২। জলকণা; সুহৃদসম্পদ্। আ—সৃ+ঘঞ্ ক। সং; পুং। [ক্রি।

আসি—আগমন করি; (স্থলবিশেষে) যাই। বাং

আসিক—১। উপবেশনকারী। আস শব্দ+ষ্ণিক। ২। অসিযোদ্ধা, তরবারিচালক, খড়্গধারী। অসি শব্দ+ষ্ণিক। বিণ বা সং; পুং। স্ত্রী আসিকী।

আসিকা—স্থিতি, অবস্থান। আস+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

আসিক্ত—ঈষৎ সিক্ত, কিঞ্চিৎ বা আংশিক আর্দ্র, কিছু ভিজা; সম্যক্ সিক্ত, সম্পূর্ণ আর্দ্র, খুব বেশী ভিজা। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

আসিত—১। উপবিষ্ট; স্থিত। আস (উপবেশন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। উপবেশন। আস+ক্ত ভা। ৩। আসন, বসিবার স্থান। আস+ক্ত অধি। সং; ক্লী। ৪। অসিত মুনির পুত্র, ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর। অসিত শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পুং।

আসিদ্ধ—১। বিচারকের আদেশানুসারে ধৃত। আ—সিধ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আসিদ্ধা। ২। অসিদ্ধ। দেশজ। বিণ।

আসিধার—যুবকযুবতীর একত্রে অবিকৃতচিত্তে অবস্থানরূপ ব্রত। অসিধারা+ষ্ণ। সং; ক্লী।

আসীন—উপবিষ্ট; উদ্যোগশূন্য, অনুদ্যোগী। আস+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আসীনা।

আসীন-প্রচলায়িত—উপবেশনাবস্থায় তন্দ্রাবেশে দোলন, বসিয়া বসিয়া ঢুলা। ২৩২। সং; ক্লী।

আসুতি—প্রসব; মদ চোয়ান। আ—সু (প্রসব করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আসুর—১। অসুরসম্বন্ধীয়; নিন্দিত, গর্হিত; অপবিত্র; ভয়ঙ্কর। অসুর শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আসুরী। ২। বিবাহবিশেষ, কন্যাকে ও কন্যার আত্মীয়স্বজনকে অর্থ প্রদানপূর্ব্বক কন্যাপরিণয় [বিবাহ দেখ]। সং; পুং। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী আসুরিকী।

আসুরিক—অসুরসম্বন্ধীয়। অসুর শব্দ+ষ্ণিক।

আসুরী—১। অসুরসম্বন্ধীয়া ইত্যাদি। আসুর দেখ। আসুর+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি সংহিতান্তর্গত ছন্দোবিশেষ; রাজিকা, রাই সরিষা। সং; স্ত্রী। ৩। জনৈক মুনি, ইনি সাংখ্য-প্রণেতা কপিলের শিষ্য। সং; পুং।

আসেচন—১। সম্যক্ সেক। প্রাদি। সং; ক্লী। ২। অতি তৃপ্তিকর, যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির শেষ হয় না। অসেচন+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আসেচনী।

আসেচনক—অসেচনক; অতিতৃপ্তিকারক। অসেচন+কণ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নকা।

আসেদ্ধা (আসেদ্ধৃ)—আসেধকর্ত্তা, অবরোধকারী, যে ধরে বা গ্রেপ্তার করে। আ—সিধ+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী আসেদ্ধ্রী।

আসেধ—অবরোধ; প্রতিষেধ। আ—সিধ+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

আসেধক—আসেদ্ধা, আসেধকর্ত্তা, অবরোধকারক। আ—সিধ+ণক ক। বিণ; ত্রি স্ত্রী আসেধিকা।

আসেধনীয়, আসেধ্য—অবরোধযোগ্য; প্রতিষেধ্য। আ—সিধ+অনীয়,য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আসেবা—সম্যগ্‌রূপে সেবা; পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি। আ—সেব+অ ভা+টাপ্। সং; স্ত্রী।

আস্কন্দন—আক্রমণ; আস্ফালন; যুদ্ধ; তিরস্কার, শোষণ; হনন; ধাবন; অশ্বের গতিবিশেষ আ—স্কন্দ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আস্কন্দিত—অশ্বের গতিবিশেষ। আ—স্কন্দ (=স্কন্দি)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আস্কারা—আশকারা (তাহা দেখ)।

আস্কিয়া, আস্কে—আপূপবিশেষ, কবোষ্ণ জলে তণ্ডুলচূর্ণ গুলিয়া অগ্নিতাপে সরায় কিছু ঘি করিয়া ঢালিয়া চাপা দিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়, স্থলবিশেষে ইহাকে চিতই পিঠাও বলে। প্রাদে। সং। [দেশজ। বিণ

আস্ত—আদত, গোটা, অখণ্ড, পূর্ণ; নীরেট

আস্তর—১। আস্তরণ (সকল অর্থে)। আ—স্তৃ+অল্ র্ম্ম। সং; পুং। ২। জামা প্রভৃতির ভিতরের আবরণবস্ত্র; সজ্জাব। বৈদেশিক।

আস্তরণ—শয্যা; শয্যার উত্তরচ্ছদ, বিছানার চাদর; কম্বল; হস্তিপৃষ্ঠস্থ কম্বলাদি, উত্তরীয়বস্ত্র। আ—স্তৃ+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

আস্তানা—আড্ডা; আশ্রম। বৈদেশিক। সং

আস্তাবল—অশ্বশালা। ইং Stable। সং।

আস্তিক—ঈশ্বরবাদী; পরলোকবাদী। অস্তি+কণ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আস্তিকা।

আস্তিক, আস্তীক—জনৈক মুনি। ইঁহার পিতার নাম জরৎকারু, বাসুকির ভগিনী জরৎকারু (মনসাদেবী) ইঁহার জননী। কথিত আছে যে, জরৎকারু, (অর্থাৎ মনসাদেবী) স্বামীর নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলে জরৎকারু মুনি "অস্তি" (অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে) বলিয়া চলিয়া যান, সেই হেতু ইঁহার নাম "আস্তিক"। অর্জ্জুন তনয় মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে তক্ষক দংশনে মৃত্যু হওয়ায়, তৎপুত্র জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়া নাগকুল নির্ম্মূল করিতে আরম্ভ করিলে, সর্পরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীর দ্বারা আস্তিককে সমুদায় জ্ঞাপন করান। আস্তিক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞ হইতে বিরত করেন। অতঃপর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, আস্তিক বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন। আস্তিক দেখ। আস্তীক =অস্তি (আছে)+ষ্ণিক। সং; পুং।

আস্তিকতা, আস্তিকত্ব, আস্তিক্য—আস্তিকের ভাব, পরমেশ্বরে বা পরলোকে বিশ্বাস, ঈশ্বরবাদিত্ব। আস্তিক শব্দ+তা, ত্ব, ষ্য ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী, ক্লী।

আস্তিকার্থদ—রাজা জনমেজয়। আস্তিকের অর্থ (প্রয়োজন)=আস্তিকার্থ (৬তৎ), তাহা দিয়াছেন যিনি (উপ); আস্তিকার্থ—দা (দেওয়া)+ড ক সং; পুং।

আস্তিক্য—আস্তিকতা দেখ।

আস্তিন, আস্তীন—(জামার) হাত বা হাতা। বৈদেশিক। সং।

আস্তীক—আস্তিক (২) দেখ।

আস্তীকজননী,—মাতা (—মাতৃ)—আস্তিক মুনির মাতা, জরৎকারু বা মনসাদেবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আস্তীন—আস্তিন দেখ।

আস্তীর্ণ—বিস্তীর্ণ; বিস্তারিত; আচ্ছাদিত; পীড়িত। আ—স্তৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আস্তৃত—বিস্তৃত; প্রীণিত; রক্ষিত। আ—স্তৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আস্তৃতা।

আস্তে—ধীরপদে, মৃদুগতিতে; ধীরে, মৃদুস্বরে, চুপে, নিঃশব্দে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

আস্তে ব্যস্তে—শশব্যস্তে, ব্যস্তসমস্ত হইয়া, সসম্ভ্রমে, তাড়াতাড়ি। দেশজ। ক্রি-বিণ।

আস্থা—১। স্থিতি; অবলম্বন; শ্রদ্ধা; বিশ্বাস, অপেক্ষা; আদর; মনোযোগ। আ—স্থা (থাকা)+ঙ ভা। ২। আস্থান, সভা। আ—স্থা+ঙ অধি। সং; স্ত্রী।

আস্থান—১। আস্থা; স্থিতি। আ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। ২। স্থান; সভা। আ—স্থা+অনট্ অধি। সং; ক্লী। ৩। কুস্থান, মন্দ জায়গা। অস্থান শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। ৪। আড্ডা, আশ্রম। আস্তানা শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

আস্থায়ী (—য়িন্)—সঙ্গীতের মুখবন্ধ, সঙ্গীতের প্রথম চরণ। [সঙ্গীতের চারি চরণের মধ্যে প্রথম চরণের নাম আস্থায়ী, দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয় চরণের নাম সঞ্চারী এবং ৪র্থ চরণের নাম আভোগ]। আ—স্থা (থাকা)+ণিন্ ক। সং; পুং।

আস্থিত—১। অধিষ্ঠিত; আক্রান্ত; ব্যাপ্ত। আ-

—স্থা (থাকা)+ক্ত র্ম। ২। আশ্রিত; প্রাপ্ত; আরূঢ়।…+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৩। স্থিতি।…+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আস্পদ—১। স্থান; আধার, পাত্র; পদ। আ—পদ+অল্ অধি, সুমাগম। ২। প্রতিষ্ঠা; প্রভুত্ব; কার্য্য।…+অল্ ভা। সং; ক্লী।

আস্পদ্দা—দুঃসাহস, তেজ, বাড়, অহঙ্কার, দেমাক। আস্পর্দ্ধা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

আস্পন্দন—কম্পন, স্পন্দন। আ—স্পন্দ (কাঁপা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আস্পর্দ্ধা—আস্ফালন; পরাভিভবেচ্ছা; মাৎসর্য্যপ্রকাশ; প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আ—স্পর্দ্ধ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

আস্পর্দ্ধী (আস্পর্দ্ধিন্)—আস্পর্দ্ধাকারী। আ—স্পর্দ্ধ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আস্পর্দ্ধিনী।

আস্ফাল—হস্তীর কর্ণসঞ্চালন। আ—ণিজন্ত স্ফল (=স্ফালি)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আস্ফালন—তাড়ন; ধূনন; সংঘর্ষ; আত্মোৎকর্ষখ্যাপন, গর্ব্বপ্রকাশ; কোপপ্রকাশ। আ—স্ফালি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আস্ফালা—আস্ফালন করা। ক্রি। ক, প্র।

আস্ফালিত—চালিত; তাড়িত। আ—ণিজন্ত স্ফল (=স্ফালি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

আস্ফোট—১। মল্লদিগের তালঠোকা; সংঘর্ষজনিত শব্দ; আঘাত। আ—স্ফুট+অল্ ভা। ২। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।…+অল্ ক। সং; পু।

আস্ফোটক—১। আখরোট গাছ। আ—স্ফুট+ণক ক। সং; পু। ২। আখরোট ফল। সং; ক্লী।

আস্ফোটন—আস্ফোট (১—সকল অর্থে)। আ—স্ফুট+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আস্ফোটনী—বেধনিকা, ইহাকে চলিত ভাষায় তুরপুন, ভ্রমর বা ভোমর ইত্যাদি বলে। আ—স্ফুট+ণি+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আস্ফোত—আকন্দ; ভূপলাশ; কোবিদার। সং; পু। [সং; পু।

আস্ফোতক—আকন্দ। আস্ফোত+কণ্, স্বার্থে।

আস্ফোতা—অপরাজিতা; শ্যামালতা; বনকাপাস, হাপরমালী। সং; স্ত্রী।

আস্য—১। বক্ত্র, মুখ; মুখমধ্য (mouth)। অস+ঘ্যণ্ অধি; অথবা আ—স্যন্দ+ড অধি। সং; ক্লী। ২। মুখসম্বন্ধীয়, মুখভব। আস্য+ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আস্যা।

আস্যপত্র—পদ্ম। আস্যপ্রায় পত্র যাহার, বহু। সং; ক্লী।

আস্যলাঙ্গল—শূকর। আস্য লাঙ্গলপ্রায় যাহার, বহু। সং; পু। [সং; ক্লী।

আস্যলোম (—লোমন্)—শ্মশ্রু, দাড়ি। ৬তৎ।

আস্যবিবর—বদনগহ্বর, মুখের অভ্যন্তর (mouth)। ৬তৎ। সং; পু।

আস্যা—১। আস্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। জিহ্বা। ৩। স্থিতি। আস+ঘ্যণ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

আস্যাসব—মুখামৃত, লালা, থুথু। আস্যের আসব, ৬তৎ। সং; পু।

আস্রব—১। দুঃখ, ক্লেশ। আ—স্রু+অল্ ণ। ২। ক্ষরণ।…+অল্ ভা। সং; পু।

আস্বনিত—১। সম্যক্ শব্দিত। আ—স্বন+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আস্বনিতা। ২। সম্যক্ শব্দ। আ—স্বন+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আস্বাদ—১। মধুরাদি রস, তার। আ—স্বদ+ঘঞ্ র্ম। ২। আস্বাদন; পান; ভোজন। আ—স্বদ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আস্বাদক—স্বাদগ্রহণকারী। আ—ণিজন্ত স্বদ (=স্বাদি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আস্বাদিকা।

আস্বাদন—স্বাদগ্রহণ, রসানুভব, চাকা; পান; ভোজন। আ—ণিজন্ত স্বদ (=স্বাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আস্বাদনীয়—স্বাদগ্রহণযোগ্য। আ—ণিজন্ত স্বদ (=স্বাদি)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

আস্বাদিত—যাহার স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ; পীত; ভুক্ত। আ—ণিজন্ত স্বদ (=স্বাদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

আস্বাদ্য—আস্বাদনীয়, স্বাদগ্রহণযোগ্য। আ—ণিজন্ত স্বদ (=স্বাদি)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আস্বাদ্যা।

আস্‌সেওড়া—ক্ষুদ্র বন্যবৃক্ষবিশেষ, ইহা দিয়া অনেকে দাতন করে। আশ্‌সেওড়া শব্দের উচ্চারণভেদ। সং।

আহ—১। নিক্ষেপ, প্রেরণ; নিয়োগ, আজ্ঞা; দৃঢ় সম্ভাবনা। ব্য। ২। বারণ। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

আহড়—আড়াল, অন্তরাল। প্রা, ক।

আহড়-বিহড়—আড়াল-বিড়াল। প্রা, ক।

আহত—১। আঘাতপ্রাপ্ত; প্রহৃত; তাড়িত; গুণিত; জ্ঞাত; দগ্ধ; মৃষার্থক (বাক্য), যথা—'আমি বন্ধ্যার পুত্র'। আ—হন+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। নববস্ত্র; জীর্ণবস্ত্র। সং; ক্লী। ৩। ঢক্কা। সং; পু।

আহতলক্ষণ, আহিতলক্ষণ—গুণ দ্বারা খ্যাত। আহত (গুণিত) হইয়াছে লক্ষণ যাহার, বা আহিত (স্থাপিত) হইয়াছে লক্ষণ (সুলক্ষণ) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

আহতি—আঘাত; তাড়ন; গুণন। আ—হন+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। [শিক। সং।

আহমাল—জিনিসপত্রের বোঝা সকল। বৈদে-

আহম্মদ—জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত। ইঁহার পিতৃপুরুষেরা সিন্ধুপ্রদেশবাসী ছিলেন। দিল্লীর প্রথিতনামা সম্রাট্ আকবরের গুণগ্রাহিতার খ্যাতি শুনিয়া আহম্মদ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আকবরের সভায় আগমন করেন (১৫৮২ খৃঃ)। ইতঃপূর্ব্বে ইনি 'খুলাসাৎ উল্ হয়াৎ' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সম্রাট্ ইঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে 'তারিখি অল্‌কি'র সঙ্কলন-ভার অর্পণ করিলেন, এবং ইঁহার যথেষ্ট আদর করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কতকগুলি স্বার্থপরায়ণ লোকে মনে মনে ইঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। মির্জ্জা ফুলাদ নামক এক ব্যক্তি একদা গভীর নিশীথে আহম্মদকে আহ্বান করিল। সরলচিত্ত আহম্মদ তাহার সহিত গমন করিলেন। দুর্বৃত্ত লাহোরের পথে ইঁহার প্রাণবধ করিল। আকবর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং মির্জ্জা ফুলাদকে হস্তিপদতলে মর্দ্দিত করিয়া তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন।

আহম্মদ (সার সৈয়দ)—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর ইনি দিল্লী সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন, এবং মোগলসম্রাটদিগের অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে আহম্মদ খাঁ ইংরাজ সরকারের অধীনতায় কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সব-জজের পদে উন্নীত হন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইনি ইংলণ্ডে যান। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ইনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, এবং পর বৎসর আলিগড়ের এংগ্লো ওরিয়েণ্টাল (Anglo-Oriental) কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে যত্নবান হন। এই কলেজ ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি, এবং মুসলমানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রভূত চিন্তার ফল। ইনি উত্তর-পশ্চিম গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার, পরে ১৮৭৮ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার, সভ্যরূপে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক হিতকর কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃঃ ইনি কে, সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন। ইনি প্রত্নতত্ত্বানুরাগী ও শিক্ষা সংস্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার সময়ে ইনি মুসলমান-সমাজের একজন ক্ষমতাশালী মুখপাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন। অনেক প্রয়োজনীয় ইংরাজি গ্রন্থ ইনি উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত করাইয়াছেন। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ইনি প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে দিল্লীর একখানি ইতিহাস লিখেন। "মুসলমানেরা ধর্ম্মতঃ মহারাণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য কি না?" এই মর্ম্মে হণ্টার সাহেব

একখানি পুস্তক লিখেন। সৈয়দ আহম্মদ ইহার একটি উত্তর প্রণয়ন করেন। ১৮৯৮ খৃ: ২৭শে মার্চ্চ ইনি লোকান্তরিত হন। একটি বক্তৃতা উপলক্ষে ইনি বলিয়াছিলেন, "হিন্দু ও মুসলমান একটি সুন্দরী রমণীর চক্ষুর্দ্বয়স্বরূপ; একটি চক্ষু আঘাত পাইয়া নষ্ট হইলে, অপরটিও নষ্ট হইবে।" ইহাতে ইঁহার রাজনৈতিক মতের উদারতার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার পুত্র সৈয়দ মামুদ এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

আহম্মদনগর—বোম্বাই প্রদেশের মধ্যবিভাগস্থ একটি জেলা ও সহর। সহরটি ১৪৯৪ খৃ: আহম্মদ নিজাম সা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি বাহমনি রাজ্যের জনৈক কর্ম্মচারী ছিলেন; উক্ত রাজ্যের লোপ হইলে, তিনি স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় নামে এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বুর্‌হান নিজাম সা রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাজ্যটিকে বিশিষ্টভাবে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলেন। ১৫৪৬ খ্রী: বিজাপুরের রাজা ইব্রাহিম আদিল সা তাঁহাকে পরাজিত করেন। তাঁহার পুত্র হোসেন নিজাম সাও বিজাপুর-রাজকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হন (১৫৬২)। পরে হোসেন সা বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, এবং বিদারের রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া, ১৫৬৪ খ্রী:, বিজয়নগরের রাজা রামকে পরাভূত করিয়া নিহত করেন। হোসেন নিজাম সা "দেওয়ানা" নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিরণ হোসেন তাঁহাকে নিহত করিয়া দশ মাস মাত্র রাজত্ব করেন। মিরণ হোসেন রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে পর, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইস্‌মাইল নিজাম সা রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া "দ্বিতীয় বুর্‌হান নিজাম সা" নাম ধারণপূর্ব্বক রাজত্ব করেন। ১৫৯৪ খ্রী: তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম নিজাম সা চারি মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া বিজাপুর-রাজের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারান। তাহার পরে, আহম্মদ নামক জনৈক রাজবংশীয় লোককে সিংহাসনে বসান হয়। অনতিকাল পরে জানা গেল যে, এই ব্যক্তি প্রকৃত রাজবংশীয় নহে, সুতরাং তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া বিজাপুরের আলী আদিল সার বিধবা পত্নী সুবিখ্যাতা চাঁদবিবির সহায়তায়, ইব্রাহিম সার নিজপুত্র বাহাদুর সাকে সিংহাসনে বসান হয়। এই চাঁদবিবি আহম্মদনগরের মর্ত্তাজা নিজাম সার ভগিনী ছিলেন। আহম্মদনগর যখন মোগল বাদসাহ আকবরের পুত্র মুরাদ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তখন চাঁদবিবি অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া নগর রক্ষা করেন এবং শত্রুগণকে বিতাড়িত করেন। এই ঘটনা ১৫৯৫ খ্রী: ঘটে। চারি বৎসর পরে আকবরের অন্যতম পুত্র দানিয়াল মির্জ্জা আহম্মদনগর আক্রমণ করেন। ১৬৩৬ খ্রী: পর্য্যন্ত আহম্মদনগরের রাজগণ ক্ষীণভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। এই বৎসরে সাহজাহাঁ বাদসাহ আহম্মদনগর রাজ্যের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করেন। ১৭৫৯ খৃ: নগরের মোগলশাসনকর্ত্তাকে উৎকোচ দানে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া নগরটিকে হস্তগত করেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নগরটি পেশোয়া কর্ত্তৃক দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে প্রদত্ত হয়। ১৮০৩ খৃ: ইংরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের যে যুদ্ধ হয়, তদুপলক্ষে জেনারেল ওয়েলেসলির অধিনায়কতায় আহম্মদনগর ইংরাজের হস্তে আসে। পরে ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে পুনরর্পিত হয়। ১৮১৭ খ্রী: পুনায় যে সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহার সর্ত্ত অনুসারে আহম্মদনগর পুনরপি ইংরাজহস্তে আসে, এবং তদবধি ইঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া আছে।

আহম্মদাবাদ—বোম্বাই প্রদেশের উত্তর বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও নগর বিশেষ। নগরটী আহম্মদ সা কর্ত্তৃক ১৪১১ খ্রী: স্থাপিত হয়। এই আহম্মদ সা গুজরাটের মুসলমান রাজগণের পর্য্যায়ে দ্বিতীয়। সমস্ত গুজরাটের সহিত আহম্মদাবাদ ১৫৭৩ খ্রী: আকবর বাদসাহের অধীনতায় আসে। খৃ: ১৮শ শতাব্দীতে গুজরাট দেশে মোগল-প্রতাপ ক্ষীয়মাণ হইলে, দামাজী গাইকোয়াড় ও মোমিন খাঁ ১৭৩৮ খ্রী: আহম্মদাবাদ অধিকার করিয়া মিলিতভাবে ইহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে দামাজী পেশোয়া কর্ত্তৃক কারানিক্ষিপ্ত হন। সেই অবসরে মোমিন খাঁ আহম্মদাবাদের সমস্তটাই নিজাধিকারে আনেন। দামাজী কারামুক্ত হইলে, সমস্ত মহারাষ্ট্রশক্তি মিলিত হইয়া গুজরাট আক্রমণ এবং আহম্মদাবাদ অধিকার করেন (১৭৫৩ খৃ:)। তিন বৎসর পরে আহম্মদাবাদ পুনর্ব্বার মোমিন খাঁর হস্তে যায়। পর বৎসরেই আবার ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৮০ খৃ: ইংরাজ সৈন্য নগরটি আক্রমণ করে, কিন্তু অব্যবহিতকাল পরেই উহা মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে পুনরর্পিত হয়। পেশোয়া রাজত্বের অবসানে, নগরটি পুনরায় ১৮১৮ খৃ: ইংরাজের হস্তে আসে, এবং তদবধি ইংরাজের হস্তেই আছে।

আহর—১। আহরণ। আ—হৃ (হরণ করা) +অল্ ভা। সং; পুং। ২। আহরণকারী। আ—হৃ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

আহরণ—সংগ্রহ, সঞ্চয়; আনয়ন; আয়োজন। আ—হৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আহরণীয়, আহর্ত্তব্য—আহরণযোগ্য। আ—হৃ +অনীয়, তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আহরা—আহরণ করা। ক্রি। ক, প্র।

আহরিৎ—১। ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, অল্প সবুজ, সবুজের আভাযুক্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। সামান্য সবুজ রঙ্গ। সং; পু।

আহর্ত্তব্য—আহরণীয় দেখ।

আহর্ত্তা (আহর্ত্তৃ)—আহরণকর্ত্তা, সংগ্রাহক, সঙ্কলয়িতা। আ—হৃ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী আহর্ত্রী।

আহল—আড়াল, অন্তরাল। প্রা, ক।

আহল-বাহল, -বিহল—এপাশ ওপাশ, এদিক্ সেদিক্, আনাচ-কানাচ, আড়াল-বিড়াল। প্রা, ক।

আহব—১। যুদ্ধ, সংগ্রাম। আ—হ্বে+অল্ অধি, নিপাতনে। ২। যজ্ঞ। আ—হু+অল্ অধি। সং; পু।

আহবনীয়—১। যজ্ঞ বা হোম করিবার যোগ্য। আ—হু+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। যজ্ঞাগ্নিবিশেষ।...+অনীয় অধি। সং; পু।

আহা—খেদ বা আক্ষেপসূচক শব্দ। দেশজ।

আহা-মরি—বিস্ময়-প্রশংসা-বিদ্রূপাদি সূচক শব্দ। দেশজ। ব্য।

আহাম্মক, আহাম্মুক—নির্ব্বোধ, মূর্খ, বোকা, বেকুব। অহম্মূর্খ শব্দের অপভ্রংশ।

আহার—১। ভোজন; সংগ্রহ, আহরণ; বহন। আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। ভক্ষ্যবস্তু। আ—হৃ+ঘঞ্ র্ম্ম বা অপা। সং; পু। [যাহা আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধন করে, যাহা উৎকৃষ্ট রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থির ও প্রিয় তাহাই সাত্ত্বিক জনের প্রিয় বলিয়া সাত্ত্বিক আহার শব্দে কথিত হয়।

যাহা কটু, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহী, সুতরাং দুঃখ, শোক ও পীড়াদায়ক, তাদৃশ আহার রাজসের ইষ্ট বলিয়া রাজসিক নামে খ্যাত।

যাহা এক প্রহরের অধিক কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, যাহার রস গত হইয়াছে অর্থাৎ যাহা শুকাইয়া গিয়াছে বা বিকৃত হইয়াছে, যাহা দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট, এবং অপবিত্র, তাদৃশ আহার তামসপ্রিয়]।

আহার-দাতা (-দাতৃ), -দায়ী (-দায়িন্)—

আহার-প্রদানকর্ত্তা, ভোজ্যবস্তু অর্পণকারী, যে খাবার দেয়। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —দাত্রী, —দায়িনী।

আহারনিদ্রা—ভোজন ও নিদ্রা, খাওয়া ও ঘুম। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

আহারপুষ্ট—ভোজন দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত। ৩তৎ।

আহারপ্রার্থী (—প্রার্থিন্)—ভোজনপ্রার্থনাকারী, ভোজ্যবস্তুর যাচক, যে খাইতে বা খাবার চায়। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —প্রার্থিনী।

আহারপ্রিয়—ভোজনানুরাগী, আহার করিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

আহারবিহার—ভোজন ও ক্রীড়া। দ্বন্দ্ব। সং; পু। [বঙ্গীয় রীতিতে "আহার বিহার" পদে ভোজনাদি ক্রিয়া বুঝায়। কারণ প্রায় সমার্থক শব্দের পর সংযোগ এই প্রণালীর অভিমত]।

আহারসম্ভব—শরীরস্থ রস ধাতু। আহার হইতে সম্ভব যাহার, বহু। সং; পু।

আহারান্ত—১। আহারের অন্ত বা অবসান, ভোজনের শেষ। ৬তৎ। সং; পু। ২। ভোজনের পরবর্ত্তী। আহারের অন্তে হয় যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আহারান্তা।

আহারাভাব—ভোজন না হওয়া, খাইতে না পাওয়া, অনাহার, অনশন। আহারের অভাব, ৬তৎ। সং; পু।

আহারার্থী (আহারার্থিন্)—ভোজনপ্রার্থী, ভোজনাভিলাষী। আহারের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী আহারার্থিনী।

আহারী (আহারিন্)—ভোজনপটু, যে বিলক্ষণ খাইতে পারে। আহার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আহারিণী।

আহার্য্য—আহরণীয়; আহারীয়, ভোজ্য; যত্নসাধ্য; কৃত্রিম, অস্বাভাবিক; আরোপিত। আ—হৃ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আহার্য্যশোভা—কৃত্রিম সৌন্দর্য্য, অলঙ্কার চিত্র প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গের সৌষ্ঠবসাধন। আহার্য্যা যে শোভা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আহাল—অবস্থা; যোত্র। বৈদেশিক। সং।

আহাব—১। কূপসমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্র জলাশয়; যুদ্ধ; বহ্নি। আ—হ্বে+ঘঞ্ অধি। ২। আহ্বান।…+ঘঞ্ ভা। ৩। দ্রোণকলস। …+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আহিক—কেতু গ্রহ; পাণিনি মুনি। সং; পু।

আহিক্ষে—আকাঙ্ক্ষা, লালসা, লোভ; সাধ; ক্ষুধা; তৃষ্ণা। আকাঙ্ক্ষা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

আহিত—স্থাপিত; ন্যস্ত; নিষিক্ত; আরোপিত। আ—ধা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আহিতলক্ষণ—আহতলক্ষণ দেখ।

আহিতাগ্নি—অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক। আহিত হয় অগ্নি যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু। [আহিতাগ্নি প্রভৃতি পদে পূর্ব্বপদের পরনিপাত বিকল্পে হয়, সুতরাং অগ্ন্যাহিতও হইতে পারে]।

আহিতুণ্ডিক—সর্পখেলক, সাপুড়ে। অহিতুণ্ড (সর্পমুখ)+ষ্ণিক। সং; পু।

আহুক—জনৈক নৃপতি। ইঁহার দুই পুত্র, দেবক ও উগ্রসেন। দেবক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মাতামহ; উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের খুল্ল-মাতামহ, কংসের পিতা। সং; পু।

আহিলকার, আহেলকার—লিপিজ্ঞ, লেখাপড়া জানা, মুন্সী; লেখক কর্ম্মচারী, মুহুরি, সরকার। বৈদেশিক। [উচ্চারণ ভেদ।

আহীর—গোপ, গোয়ালা। আভীর শব্দের

আহুত—১। সম্যগ্রূপে হুত। আ—হু+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আহুতা। ২। গৃহস্থের করণীয় পঞ্চযজ্ঞ। আ—হু+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আহুতি—হোম, দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপ। আ—হু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আহূত—যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে, আমন্ত্রিত। আ—হ্বে+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আহূতপলায়ী (—য়িন্)—বিচারালয়ে আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া পরে পলায়নকারী (প্রতিবাদী বা সাক্ষী)। কর্ম্মধা। বিণ; পু।

আহূতি—আহ্বান, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ। আ—হ্বে+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আহৃত—সংগৃহীত, সঙ্কলিত, সঞ্চিত; আনীত; আয়োজিত। আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আহৃতা।

আহেয়—সর্পসম্বন্ধীয়, সাপের। অহি+ঢেয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আহেয়ী।

আহেল, আহেলী, আহোল—আসল, খাঁটি, খাস; নূতন, নবীন, আনকোরা। বৈদেশিক; বিণ।

আহেলকার—আহিলকার দেখ।

আহেলী—আহেল দেখ। [প্রশ্ন। বা।

আহো, আহোস্বিৎ—বিকল্প, যদি; বিচার,

আহোয়াল—অবস্থা, দশা; গোত্র, সঙ্গতি। বৈদেশিক। সং।

আহোল—আহেল দেখ।

আহ্ন—১। দিনসমূহ। অহন্ (দিন)+ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। দৈনিক। বিণ; ত্রি।

আহ্নিক—১। দিনকৃত্য; দৈনিক। অহন্ (দিন)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আহ্নিকী। ২। দৈনিক করণীয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য, নিত্যক্রিয়া *; গ্রন্থের অংশবিশেষ। সং; ক্লী।

* ১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সেই দিনের কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহ চিন্তা করিবে। অনন্তর মলমূত্রাদি ত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন ও দন্তধাবন করিবে। তৎপরে স্নান করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

২। দ্বিতীয় যামার্দ্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্যাস করিবে।

৩। তৃতীয় যামার্দ্ধে গুরু, দেবতা ও ধার্ম্মিকদিগকে প্রণাম করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

৪। ৪র্থ যামার্দ্ধে মধ্যাহ্ন স্নান, গাত্র মার্জ্জনাদি করিবে।

৫। ৫ম যামার্দ্ধে অতিথিকে ভোজন করাইবে অথবা ভিক্ষা দিবে, এবং যথাবিধি ভোজন করিবে।

৬। ৭। ৬ষ্ঠ ও ৭ম যামার্দ্ধে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণ করিবে।

৮। ৮ম যামার্দ্ধে লৌকিক চিন্তা, সায়ংসন্ধ্যা, এবং ইষ্টদেবতাদি স্মরণ করিবে।

৯। রাত্রিকালে উপাসনা ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে অগ্রে ভোজন করাইবে, অনন্তর অবশ্য ভরণীয় পরিবারবর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে।

১০। অবিবাহিত না হইলে একাকী এবং বিবাহিত হইলে উপযুক্ত পত্নীর সহিত শয়ন করিবে।

শাস্ত্রকারগণ এইরূপ নিত্যক্রিয়ার বিধান করিয়াছেন।

আহ্নিকগতি—পৃথিবী আপন কক্ষপথে এক বৎসরে অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সূর্য্যমণ্ডলকে ঘুরিয়া আসে, এবং এইরূপ ঘুরিবার সময়ে আপনার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে সমস্ত দিবারাত্রে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আপনার দেহকে একবার আবর্ত্তন করে; এই আবর্ত্তনকে পৃথিবীর আহ্নিকগতি (Diurnal motion) বলে। আহ্নিকী গতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আহ্লাদ—আনন্দ, হর্ষ। আ—হ্লাদ (আহ্লাদিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

আহ্লাদক—আহ্লাদজনক, আনন্দকর। আ—ণিজন্ত হ্লাদ (=হ্লাদি)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

আহ্লাদজনক—আনন্দবিধায়ক, হর্ষোৎপাদক, সন্তোষদায়ক, প্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি; স্ত্রী আহ্লাদজনিকা।

আহ্লাদন—প্রীণন, আহ্লাদজনন; প্রীতি, সন্তোষ। আ—ণিজন্ত হ্লাদ (=হ্লাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আহ্লাদিত—আনন্দিত, হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত। আহ্লাদ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

আহ্লাদিয়া, আহ্লাদে—সর্ব্বদা আহ্লাদে মত্ত, সদানন্দ; আমুদে; আদুরে। দেশজ। বিণ।

আহ্লাদী (—দিন্)—সানন্দস্বভাব, সতত আনন্দ করাই যাহার প্রকৃতি। আহ্লাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী আহ্লাদিনী।

আহ্লাদী—সদা আহ্লাদিতা নারী; আদুরী। দেশজ। বিণ বা সং; স্ত্রী।

আহ্লাদে—অ'হ্লাদিয়া দেখ। [সং; পু।

আহ্বয়—সংজ্ঞা, নাম। আ—হ্বে+অল্ ণ।

আহ্বা—আখ্যা, সংজ্ঞা, নাম। আ—হ্বে+ড ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

আহ্বান—আমন্ত্রণ, ডাকা; সম্বোধন। আ—হ্বে (আহ্বান করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আহ্বায়—১। আহ্বান, ডাকা। আ—হ্বে (আহ্বান করা)+ঘঞ্ ভা। ২। নাম, আখ্যা। আ—হ্বে+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আহ্বায়ক—১। আহ্বানকারী। আ—হ্বে (আহ্বান করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী আহ্বায়িকা। ২। দূত। সং; পু।

ই

ই—১। বাঙ্গালা বর্ণমালার তৃতীয় স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। কামদেব। অ (বিষ্ণু)+ক্তি অপত্যার্থে। সং; পু। ৩। নিরাকরণ; নিন্দা; খেদ; কোপ; বিস্ময়; সম্বোধন। সংস্কৃত ব্য। ৪। কেবলার্থক; নিশ্চয়ার্থক; খেদপ্রকাশক। দেশজ। ব্য।

ইংরাজ, ইংরেজ—ইংলণ্ডদেশীয় লোক। সং।

ইংরাজী, ইংরেজী—১। ইংরাজজাতীয়। বিণ। ২। ইংরাজের ভাষা। সং।

ইংরেজ—ইংরাজ দেখ।

ইংরেজী—ইংরাজী দেখ। [শব্দ। সং।

ইংলণ্ড—ইংরাজদিগের স্বদেশ, বিলাত। ইং

ইংলিশ—ইংলণ্ড দেশসংক্রান্ত বা তন্নিকটস্থ; বিলাতী। ইং শব্দ। বিণ।

ইঃ (ইস্)—খেদ, ক্রোধ, বা বিস্ময়সূচক অব্যয়।

ইঁদুর—মূষিক। উন্দুর শব্দের অপভ্রংশ। [সং।

ইঁদারা—বৃহৎ বা গভীর কূপ, কুয়া। হিন্দী।

ইকট—বংশাঙ্কুর। প্রাদেশিক। সং।

ইকড়—১। বংশাঙ্কুর। দেশজ; সং। ২। নীরেট, কড়া, শক্ত। বিণ।

ইকড়া—মূষিক, ইন্দুর। প্রাদেশিক। সং।

ইকরার—একরার (তাহা দেখ)। [সং; পু।

ইকার—ই এই বর্ণ মাত্র। ই+কার স্বার্থে।

ইকারাদি—যাহার গোড়ায় ই এই অক্ষর আছে, ই এই বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী। বহু। বিণ; ত্রি।

ইকারান্ত—যাহার শেষে ই এই অক্ষর আছে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইকারান্তা।

ইকুন—উকুন, কেশকীট। উৎকুন শব্দজ। সং।

ইক্ষু—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, আক। ইষ (ইচ্ছা করা)+কৃস্ ৰ্ম। সং; পু।

ইক্ষুকাণ্ড—১। আকের ডাঁটা, অর্থাৎ আসল আক। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী। ২। কাশ-তৃণ; শরতৃণ। ইক্ষুর ন্যায় কাণ্ড যাহার, বহু। সং; পু। [ক্লী।

ইক্ষুচ্ছায়—আকসকলের ছায়া। ৬তৎ। সং;

ইক্ষুতুল্য—ইক্ষুসদৃশ, আকের মত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইক্ষুতুল্যা।

ইক্ষুদণ্ড—ইক্ষুকাণ্ড, আকের ডাঁটা অর্থাৎ আসল আক। ৬তৎ। সং; পু।

ইক্ষুপত্র—১। আকগাছের পাতা। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। জোয়ার ধান্য। বহু। সং; পু।

ইক্ষুমতী—নদীবিশেষ, সাঙ্কাস্যনগরী ইহার তীরে অবস্থিত। মহাভারতের মতে এই নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে। কনিংহাম সাহেব বলেন, ইহার অপর নাম ঈশানী। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

ইক্ষুযন্ত্র—ইক্ষুরসনিষ্পীড়ক যন্ত্র, আকমাড়া কল।

ইক্ষুযোনি—পুঁড়ি আক। ৬তৎ। সং; পু।

ইক্ষুরস—১। আকের রস বা গুড়। ৬তৎ। ২। কাশতৃণ। বহু। সং; পু। [পু।

ইক্ষুরসকাথ—আকের গুড়, খাঁড়। ৬তৎ। সং;

ইক্ষুরসোদ—ইক্ষুসমুদ্র। ইক্ষুরস উদ (জল) যাহার, বহু। সং; পু। [সং; পু।

ইক্ষুবিকার—আকের গুড়; মিষ্টান্ন। ৬তৎ।

ইক্ষুশাকট, —শাকিন—ইক্ষুক্ষেত্র, আকের ক্ষেত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইক্ষুসার—আকের গুড়। ৬তৎ। সং; পু।

ইক্ষ্বাকু—১। সূর্য্যবংশীয় প্রথম নরপতি। বৈবস্বত মনুর ঔরসে তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অতিশয় প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। ইঁহার শত পুত্র হইয়াছিল। ইনি অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে, ইনি মনুর নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইক্ষু শব্দ আ—কৃ+ডু ক। সং; পু। ২। কটু তুম্বী, তিত লাউ। সং; স্ত্রী।

ইঙ্গ—১। ইঙ্গিত; জ্ঞান। ইন্‌গ+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। ; অদ্ভুত। স্ত্রী ইঙ্গা। ৩। ইংলণ্ড বা ইংরাজ শব্দের সংক্ষেপ। দেশজ।

ইঙ্গ-বঙ্গ—ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় (ভাষাভিজ্ঞ); ইংরাজীভাবাপন্ন বাঙ্গালী; সাহেবী সাজ-পোষাক ও চালচলনের অনুকারী বাঙ্গালী। দেশজ।

ইঙ্গিত—চেষ্টিত, চেষ্টা; হৃদ্গতভাব; হৃদ্গত-ভাব প্রকাশক ভঙ্গি, ইসারা। ইন্‌গ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ইঙ্গিতজ্ঞ—ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ, ইসারার মনের কথা বুঝিয়া লইতে পারে এরূপ। ইঙ্গিত শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ইঙ্গুদ—তৈলপ্রদ তাপস-তরু, ইহার ফলের তৈল ঋষিরা ব্যবহার করিতেন। ইন্‌গ (গমন করা)+উ ভা=ইঙ্গু, ইঙ্গু (গমন)—দা (দেওয়া)+ড ক; উপ। সং; পু।

ইঙ্গুদী—তৈলপ্রদ বৃক্ষবিশেষ, ইঙ্গুদ। ইঙ্গুদ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

ইঙ্গুল—ইঙ্গুদী। ইঙ্গু (গমন)—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।

ইঙ্গুলী—ইঙ্গুদী বৃক্ষ। ইঙ্গুল+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

ইঙ্গ্রেজ—লণ্ডন-দেশজাত জাতিবিশেষ।

ইচড়—ছোট কাঁচা কাঁঠাল (ইহা তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়)। দেশজ। সং।

ইচড়ে-পাকা—অকালপক্ব, বাল-পক্ব (pre-cocious)। দেশজ। বিণ।

ইচলা—চিঙ্গট বা চিঙ্গড়ীমাছ, চুণামাছ; ইতর-লোক, ছেপলা, ফচকে। পূর্ব্ববঙ্গীয় শব্দ।

ইচ্ছক—১। ইচ্ছাকারী, অভিলাষী। ইষ (ইচ্ছা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইচ্ছিকা। ২। টাবা লেবু। সং; পু।

ইচ্ছন্ (ইচ্ছৎ)—ইচ্ছা করিতেছে এরূপ, অভিলাষকারী; ইচ্ছা করিয়া। ইষ+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইচ্ছন্তী।

ইচ্ছা—১। বাঞ্ছা, অভিলাষ; স্পৃহা। ইষ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। ইচ্ছা করা, বাসনা করা। ক্রি। ক, প্র।

ইচ্ছাকৃত—যাহা ইচ্ছা করিয়াই করা হইয়াছে, জ্ঞানকৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছাজনিত, —জন্য—অভিলাষদ্বারা উৎপাদিত; বাঞ্ছাহেতুক। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [দেখ।

ইচ্ছাতন্ত্র রাজত্ব বা শাসনপ্রণালী—শাসনপ্রণালী

ইচ্ছাধীন—ইচ্ছার বশীভূত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছানিমিত্তক—অভিলাষ-হেতুক, ইচ্ছাজন্য, ইচ্ছাজনিত; ইচ্ছাধীন। বহু। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছানিবৃত্তি—বাসনার শান্তি, কামনা নাশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ইচ্ছানুগত—ইচ্ছাধীন, ইচ্ছার বশবর্ত্তী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইচ্ছানুগতা।

ইচ্ছানুগামী (—গামিন্)—ইচ্ছার অনুসরণ-কারী, ইচ্ছামত কার্য্যকারী; ইচ্ছাধীন; যথেচ্ছ। ইচ্ছার অনুগামী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী ইচ্ছানুগামিনী।

ইচ্ছানুযায়ী (—যায়িন্)—ইচ্ছানুগামী (সকল অর্থে)। ইচ্ছার অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী ইচ্ছানুযায়িনী।

ইচ্ছানুরূপ—ইচ্ছামত; যথাসাধ্য। ইচ্ছার অনুরূপ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —রূপা।

ইচ্ছানুসার—ইচ্ছার পশ্চাদ্গমন, অর্থাৎ যেরূপ ইচ্ছা তদনুরূপ করা। ৬তৎ। সং; পু।

ইচ্ছানুসারে—ইচ্ছার অনুসরণক্রমে, ইচ্ছাক্রমে, যথেচ্ছভাবে, ইচ্ছামত। ইচ্ছার অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছাপত্র—নিজ ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির বিনি-য়োগপত্র, 'উইল'। ইচ্ছাকৃত যে পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ইচ্ছাপূর্ব্বক—বাসনাপুরঃসর, অভিলাষ বা অভিপ্রায় করিয়া। ইচ্ছা হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার, বহু। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছাভাব—ইচ্ছার অভাব বা অবিদ্যমানতা, অনভিলাষ, বাসনা না থাকা। ৬তৎ। সং; পু।

ইচ্ছামত—ইচ্ছানুরূপ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছাময়—ইচ্ছাত্মক, অভিলাষময়। ইচ্ছা শব্দ +ময়ট্ তদ্রূপ অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়ী।

ইচ্ছামরণ—ইচ্ছামৃত্যু (সকল অর্থে)।

ইচ্ছামৃত্যু—১। ইচ্ছা না করিলে যাঁহার মৃত্যু হয় না এবং তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে। ইচ্ছা দ্বারা মৃত্যু যাহার, অথবা ইচ্ছানুগত মৃত্যু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ইচ্ছানুসারে মরণ; আত্মহত্যা। ইচ্ছানুগত মৃত্যু, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

ইচ্ছায়ত্ত—ইচ্ছাধীন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছাবসন্ত—খাঁটি আসল বসন্ত, মসূরিকা রোগ। দেশজ। সং।

ইচ্ছাবসু—কুবের। ইচ্ছানুগত বসু অর্থাৎ ধন যাহার, বহু। সং; পু।

ইচ্ছাবান্ (—বৎ)—ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী; বাসনাবিশিষ্ট; স্পৃহাযুক্ত; আকাঙ্ক্ষী; লোভী; কামুক। ইচ্ছা শব্দ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ইচ্ছাবতী।

ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। ক্রি। ক, প্র।

ইচ্ছিত—ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী। ইচ্ছা শব্দ + ইত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইচ্ছিতা।

ইচ্ছু—ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী। ইষ (ইচ্ছা করা) +উ ক নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছুক—১। ইচ্ছু, ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী। ইচ্ছু +কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইচ্ছুকা। ২। টাবা লেবু। সং; পু।

ইচ্লো—মৎস্যবিশেষ, চিংড়িমাছ। দেশজ; সং।

ইছাই ঘোষ—অজয় নদের তীরবর্ত্তী ঢেঁকুর নামক জনপদের অধিপতি। ইনি জাতিতে গোপ, শক্তির উপাসক। সে সময়ে ঢেঁকুর, বঙ্গের পালবংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল। মহাশক্তির করুণাপ্রভাবে ইছাই স্বাধীন হইলেন, গৌড়রাজকে কর দিতে চাহিলেন না। গৌড়রাজ ইঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, যুদ্ধে গৌড়রাজ পরাজিত হইলেন। ইছাই ঘোষ বহুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলেন। এদিকে গৌড়রাজের ভাগিনেয় লাউসেন মহাযোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। গৌড়রাজ ভাগিনেয় লাউসেনকে ইছাই ঘোষের দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। দুই বীরে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। এবার ধর্ম্মবীর লাউসেনের জয় হইল,—ইছাই নিহত হইলেন। অজয় নদের পারে এখনও ইছাই ঘোষের রাজবাটীর চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। [ঘনরাম কৃত ধর্ম্মমঙ্গল]।

ইছিয়া—ইচ্ছা করিয়া। ক্রি। প্র, ক।

ইছে—ইচ্ছায়। সং। প্রা, ক।

ইজমালী—এজমালী (তাহা দেখ)।

ইজলাস—এজলাস (তাহা দেখ)।

ইজা—হিসাবে জমার বা খরচের সমষ্টি এক ফর্দ্দের তলা হইতে অন্য ফর্দ্দের মাথায় লইয়া যাওয়া, জের। দেশজ। সং।

ইজাকা—জেয়াদা, বেশী, অধিক, অতিরিক্ত। বৈদেশিক। বিণ।

ইজাদ—আবিষ্কার; অতিরিক্ত ভূমি। বৈদেশিক। সং।

ইজার, ইজের—পাজামা, প্যাণ্ট্ বা প্যাণ্টালুন; জমা, জোতজমি। বৈদেশিক। সং।

ইজারদার—যে ইজারা লয়, ইজারা সম্পত্তির ভোগকারী। বৈদেশিক। সং।

ইজারবন্দ—পাজামা আঁটিবার কটিবন্ধ। বৈদেশিক। সং।

ইজারা—মেয়াদী বন্দোবস্ত, নির্দ্ধারিত খাজানায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তি ভোগের অধিকার; ঠিকা বন্দোবস্ত। বৈদেশিক। সং।

ইজাহার—এজাহার (তাহা দেখ)।

ইজ্জত—মান, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা। বৈদেশিক। সং।

ইজ্জল—নিচুলবৃক্ষ, হিজ্জল গাছ; জিউলি গাছ। ই (গমন করা)+ক্বিপ্ ক = ইৎ (গমনকারী; ইৎ জল যাহাতে, বহু। সং; পু।

ইজ্য—১। দেবগুরু, বৃহস্পতি; বিষ্ণু; পরমেশ্বর; গুরু; শিক্ষক; পুষ্যানক্ষত্র। যজ (পূজা করা)+ক্যপ্ ম্ম। সং; পু। ২। পূজ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইজ্যা।

ইজ্যা—১। পূজ্যা। ইজ্য দেখ। ইজ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পূজা; যজ্ঞ; দান; সঙ্গম, মিলন। যজ (পূজা করা)+ক্যপ্ ভা+আপ্। ৩। প্রতিমা; গবী, গরু; কুট্টনী। যজ+ক্যপ্ ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

ইজ্যাশীল—পুনঃপুনঃ যজ্ঞকারী। বহু। বিণ বা সং; পু।

ইকাক—মৎস্যবিশেষ, মোচা বা খুদে চিংড়ি, ইচ্‌লা। সং; পু।

ইঞ্চি—এক ফুটের ১২ ভাগের ১ ভাগ, বুরুল। ইং (Inch)। সং।

ইঞ্জিন—উত্তপ্ত বাষ্পাদি দ্বারা চালনকল। ইং (Engine)। সং।

ইঞ্জিনিয়ার—কলনির্ম্মাতা, কলচালক। ইং (Engineer)। সং।

ইট—ইষ্টক শব্দের অপভ্রংশ।

ইটা—ইট, ইষ্টক; আইড় মৎস্যের ন্যায় মৎস্যবিশেষ, ইহাকে 'রিটা'ও বলে। দেশজ। সং।

ইটান—ইষ্টকাঘাত করা, ইট ছুড়িয়া মারা। দেশজ। ক্রি।

ইটাল—ভাঙ্গা ইট, ইষ্টকখণ্ড। সং।

ইড়কি, ইড়িক—ঠোকর, গুঁতা; অশ্বারোহী কর্তৃক অশ্বের উদরে পদাঘাত দ্বারা সঙ্কেত। প্রাদেশিক। সং।

ইড়া—পৃথিবী; গবী, ধেনু; বাক্য, বাক্য; বাণী বা বাগ্দেবী; স্বর্গ; ইক্ষ্বাকুকন্যা, বুধপত্নী, ইঁহার অপর নাম ইলা [ইলা দেখ]; দক্ষকন্যা, কশ্যপপত্নী, মনুকন্যা [ইড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ;—"প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় মনু পাকযজ্ঞ করেন। যজ্ঞার্থ ঘৃত, নবনী ও আমিক্ষা জলে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে সংবৎসর মধ্যে এক কন্যা উৎপন্ন হন। সেই কন্যাকে লইয়া কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মনু প্রজাপতি হইলেন"]; শরীরের বামপার্শ্বস্থ রক্তবহা নাড়ীবিশেষ ["মেরুদণ্ডের বাহির্ভাগে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট চন্দ্রসূর্য্যাত্মক ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী আছে; তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনের গুণবিশিষ্ট। সাধকের পক্ষে ইড়া নাড়ী গঙ্গা, ও পিঙ্গলা যমুনাস্বরূপ। এ উভয় নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না সরস্বতীস্বরূপ। এই তিনের মিলনের নাম ত্রিবেণী; যোগিগণ এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ-মুক্ত হন। যাঁহারা কামনাপূর্ব্বক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় ভবধামে আনিতে এইটিই যানস্বরূপ হন। সুষুম্না ব্রহ্মনাড়ী, উঁহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত"]। ইড় (গমন করা)+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ইড়িক—ইড়কি দেখ।

ইৎ—(ব্যাকরণে) কোন কার্য্যের নিমিত্ত উচ্চার্য্যমাণ অতিরিক্ত বর্ণ, কার্য্যকালে তাহা পরিত্যাজ্য। বা। "কর্ম্মেচিৎ কার্য্যায় উচ্চার্য্যমাণো বর্ণ ইৎ সংজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য কার্য্যে অনুচ্চারঃ।"

ইত—১। গত; প্রাপ্ত। ই+ক্ত ক। ২। জ্ঞাত; লব্ধ। ই+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইতা।

ইতঃ (ইতস্)—ইহা হইতে; এখান হইতে, এদিক হইতে; ইহাতে; এখানে, এদিকে। ইদম্ শব্দ+তস্, ৫মী বা ৭মী স্থানে। বা।

ইতঃইতঃ—এখানে এখানে, হেথায় হেথায়, এদিকে (সে)। বা।

ইতঃপর—ইহার পর, অনন্তর। ৫তৎ। বা।

ইতঃপূর্ব্বে—ইহার পূর্ব্বে, অগ্রে বা আগে। বা।

ইতর—১। নীচ; পামর। ই শব্দ—তৃ+অস্ ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অন্য, ভিন্ন। বিণ; সং।

ইতরজন, লোক—নীচলোক, হীন ব্যক্তি, অধম জন; পামর; অন্য লোক, ভিন্ন ব্যক্তি। কর্মধা। সং; পু।

ইতরজাতি—১। নীচজাতি; মনুষ্যেতর জাতি। কর্মধা। সং; স্ত্রী। ২। নীচজাতীয়; মনুষ্যেতর জাতীয়। বহু। বিণ; ত্রি।

ইতরজাতীয়—ভিন্ন জাতিভুক্ত, অন্য জাতির অন্তর্গত; ভিন্ন শ্রেণীর; মনুষ্য ভিন্ন অপর

জাতির অন্তর্গত ; নীচজাতীয়, হীনজাতি-ভুক্ত। ইতরজাতি শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ইতরজাতীয়া।

ইতরতা—নীচতা, পামরত্ব, ছোট লোকের মত ব্যবহার। ইতর+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

ইতরথা—অন্যথা, অন্যপ্রকার ; নতুবা। ইতর শব্দ+থাচ্‌ প্রকারার্থে। ব্য। [স্ত্রী।

ইতরভাষা—অপভাষা। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং ;

ইতরলোক—ইতরজন দেখ।

ইতরবিশেষ—সামান্যবিশেষ ; অন্য প্রভেদ ; ভেদাভেদ, ভিন্নতা। ইতর ও বিশেষ, দ্বন্দ্ব ; কিংবা ইতর হইতে বিশেষ,৫তৎ। সং ; পু।

ইতরাম, ইতরামি—ইতরতা (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।

ইতরেতর—অন্যোন্য ; পরস্পর। দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি।

ইতরেতরযোগ—দ্বন্দ্ব। ৬তৎ। সং ; পু।

ইতরেতরাশ্রয়—পরস্পরকে আশ্রয় করা। ইতরেতরের আশ্রয়, ৬তৎ। সং ; পু।

ইতরেতরাশ্রয়ী (–শ্রয়িন্‌)—পরস্পরাবলম্বী, যাহারা কার্য্যসাধনার্থ পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করে। ইতরেতরাশ্রয় শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ইতরেতরাশ্রয়িণী।

ইতরেদ্যুঃ (–দ্যুস্‌)—অপর দিনে, অন্যদিনে। ইতর+এদ্যুস্‌। ব্য।

ইতশ্চেতঃ—এখানে সেখানে, এদিকে সেদিকে। ইতঃ+চ+ইতঃ। ব্য।

ইতস্‌—ইতঃ দেখ।

ইতস্ততঃ—এদিক্‌ সেদিক্‌ ; চারিদিকে। ইতঃ+ততঃ। ব্য।

ইতি—এই হেতু ; এই প্রকার ; ইহা ; সমাপ্তি ; প্রকরণ ; উপক্রম ; প্রকাশ ; প্রকর্ষ। ই (গমন করা)+ক্তি ভা। ব্য।

ইতিউতি—এদিক্‌সেদিক্‌, ইতস্ততঃ। প্রা, ক।

ইতিকথ—অশ্রদ্ধেয়, অবিশ্বাস্য ; নষ্ট। ইতি কথা যাহার,বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–কথা।

ইতিকথা—১। অশ্রদ্ধেয়া, ইত্যাদি। বহু। ইতিকথ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। ইহা কথা মাত্র ; নিরর্থক কথন ; উপকথা। সং ; স্ত্রী।

ইতিকর্ত্তব্য—ইহাই কর্ত্তব্য, ইহাই করা উচিত বা আবশ্যক অথবা করার যোগ্য ; কার্য্য-সম্পাদনে আনুষঙ্গিকভাবে প্রয়োজনীয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–কর্ত্তব্যা।

ইতিকর্ত্তব্যতা—'ইহাই কর্ত্তব্য' এইরূপ জ্ঞান। ইতিকর্ত্তব্য শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়—কর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–মূঢ়া।

ইতিপূর্ব্বে—ইতাগ্রে, ইহার আগে। ব্য।

ইতিমধ্যে—ইহার মধ্যে, এমন সময়ে। ব্য।

ইতিলা—এত্তলা বা এত্তেলা (তাহা দেখ)।

ইতিবৃত্ত—এই প্রকার চরিত্র ; পূর্ব্ববৃত্তান্ত, ইতিহাস। সুপ্‌সুপা। সং ; ক্লী।

ইতিবৃত্তকার, –লেখক—ইতিহাস-রচয়িতা, ঐতিহাসিক। ৬তৎ। বিণ বা সং ; পু।

ইতিহ—পরম্পরাগত উপদেশ ; প্রাচীন কথা। ইতি (এবম্প্রকার)–হ (সমাচার), এই গাছে ভূত আছে এই প্রকার পরম্পরাগত প্রবাদ, ইহাই মৌলিক অর্থ। ব্য।

ইতিহাস—পুরাবৃত্ত ; প্রাচীন আখ্যান ; ইতিবৃত্ত ; অষ্টাদশ শাস্ত্রান্তর্গত শাস্ত্রবিশেষ। ইতিহ দেখ। ইতিহ–অস (নিক্ষেপ করা)+ঘঞ্‌ অধি। সং ; পু।

মহাভারতের মতে, "যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে, তাহাই ইতিহাস"। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মতে, "ঋষিপ্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষিচরিত, এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম্মকথাদি যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস"। আধুনিক পাশ্চাত্য মতে, "জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনার বর্ণন দ্বারা সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি করাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য"।

ইতিহাস-কার, –লেখক—ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা, ইতিবৃত্তরচক, ঐতিহাসিক। ৬তৎ। বিণ বা সং ; পু।

ইতিহাসজ্ঞ—ইতিহাস শাস্ত্রে পণ্ডিত, পুরাবৃত্ত বিষয়ে জ্ঞানী ; ইতিহাস গ্রন্থের লেখক। উপ ; ইতিহাস–জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–জ্ঞা।

ইতিহাসবিৎ (–বিদ্‌)—ইতিহাসজ্ঞ (সকল অর্থে)। উপ ; ইতিহাস–বিদ (জ্ঞান)+ক্বিপ্‌ ক। বিণ ; ত্রি।

ইতিহাসবেত্তা (–বেতৃ)—ইতিহাসজ্ঞ (সকল অর্থে)। উপ ; ইতিহাস–বিদ (জানা)+তৃন্‌ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,–বেত্রী।

ইতিহাসবেদী (–বেদিন্‌)—ইতিহাসজ্ঞ (সকল অর্থে)। উপ ; ইতিহাস–বিদ (জানা)+ণিন্‌ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,–বেদিনী।

ইতু—কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি দিবসে ঘট স্থাপনা করিয়া তদবধি অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সেই ঘটে যে ঠাকুরের পূজা করা হয়, কিংবা সেই ঘট ; কেহ কেহ বলেন, মিত্রপূজা শব্দ হইতে চলিত ভাষায় ইতুপূজা হইয়াছে।

ইতোমধ্যে—ইতিমধ্যে, ইহার মধ্যে। ব্য।

ইত্থম্‌—এবংবিধ, এই প্রকার। ইদম্‌ (এই)+থম্‌ প্রকারার্থে। ব্য।

ইত্থম্ভূত—এবংভূত, ঈদৃশ ; এই প্রকার জাত। ইত্থম্‌–ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ইত্য—গম্য। ই (গমন করা)+ক্যপ্‌ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ইত্যা।

ইত্যনুসারে—ইহার অনুসরণক্রমে, এতদনুযায়ী, এই মত। ইতির অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ইত্যবসরে—এই অবসরে, এই সুযোগে, এমন সময়ে, ইতিমধ্যে। কর্ম্মধা। সং ; অধি।

ইত্যাকার—এবম্প্রকার, এতদ্বিধ, এইরূপ। ইতি (ইহা) আকার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ইত্যাদি—এবং এইরূপ, এইরূপ আরও, এতৎপ্রভৃতি। ইতি হইয়াছে আদি যাহাদের, বহু। বিণ ; ত্রি।

ইত্বর—গমনকারী, পথিক ; ক্রূরকর্ম্মা, নৃশংস ; নীচ ; অধম, ইতর ; মূঢ় ; মূর্খ ; দীন, দরিদ্র। ই (গমন করা)+ক্বরপ্‌ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ইত্বরী।

ইত্বরী—১। গমনকারিণী ইত্যাদি। ইত্বর দেখ। ইত্বর+ঙপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। অসতী,ভ্রষ্টা নারী ; অভিসারিকা। সং ; স্ত্রী।

ইথে—ইহাতে ; ইহার ; ইহা। ক, প্র।

ইদম্‌—এই, ইহা,ইনি। ইন্দ (প্রভুত্ব করা)+কম্‌ ক। সর্ব্ব ; ত্রি।

ইদমীয়—এতৎসম্বন্ধীয়, এতদীয়। ইদম্‌ (এই)+ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–য়া।

ইদা—সংবৎসরাদি বর্ষপঞ্চকের অন্তর্গত তৃতীয় বৎসর। ই (গমন করা)+ক্বিপ্‌ ক (=ইৎ)+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

ইদানীন্তন—অধুনাতন, বর্ত্তমানকালীন ; আধুনিক, সাম্প্রতিক, অনতিপূর্ব্বকালীন, নব্য, এখনকার, হালী। ইদানীম্‌ শব্দ+তন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ইদানীন্তনী।

ইদানীম্‌—সম্প্রতি, অধুনা ; বর্ত্তমান সময়ে, এক্ষণে। ইদম্‌ (এই)+দানীম্‌। ব্য।

ইদাবৎসর—ত্রিশটী সূর্য্যোদয়ে যে মাস হয়, তাহার দ্বাদশ মাসে এক ইদাবৎসর হয়। ইদা নামক যে বৎসর, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [এই বৎসরে অন্নবস্ত্র দান করিলে মহাপুণ্য হয়]। [কাল। বৈদেশিক।

ইদ্দৎ—মুসলমান বিধবার বিবাহ-নিষেধের নির্দ্দিষ্ট

ইদ্ধ—১। প্রজ্বলিত ; দীপ্ত ; পরিষ্কৃত, নির্ম্মল ; অপ্রতিহত। ইন্ধ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। সমূহ ; দীপ্তি ; আতপ ; আশ্চর্য্য। সং।

ইদ্বৎসর—ইদাবৎসর। ই (গমন করা)+ক্বিপ্‌ ক=ইৎ ; ইৎ (গমনশীল) যে বৎসর, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ইধ্ম—জ্বালানি কাঠ। ইন্ধ+মক্‌ ণ। সং ; ক্লী।

ইধ্মবাহ—ঋষিবিশেষ, অগস্ত্যের পুত্র। সং ; পু।

ইন—সূর্য্য ; পতি ; প্রভু ; নৃপ ; রাজা। ই (গমন করা)+নক্‌ ক। সং ; পু। আর্য্য-মতে সূর্য্যের গতি আছে।

ইনকম—আয়। ইং (Income)। সং।

ইনকম্‌-টেক্স—আয় কর। ইং (Income-tax)। সং।

ইনসভ—রাজসভা। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।
ইন্‌সল্‌ভেন্ট—দেউলিয়া, ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, যোত্রহীন। ইং (Insolvent)।
ইন্‌সাফ—বিচার, সরিয়াফ্‌ৎ; সুবিচার। বৈদেশিক। সং। [সং।
ইনাম—পুরস্কার, পারিতোষিক। বৈদেশিক।
ইনামভূমি—পুরস্কারস্বরূপে প্রদত্ত ভূমি; লাখেরাজ জমি। প্রা, ক।
ইনামেল—এনামেল (তাহা দেখ)।
ইনি—এই ব্যক্তি (সম্ভ্রমার্থে)। বাং সর্ব্ব। [সং।
ইস্তাকাল—ক্রোক; মালক্রোক। বৈদেশিক।
ইস্তাজার—এস্তাজার (তাহা দেখ)।
ইস্তাজারি—এস্তাজারি (তাহা দেখ)।
ইন্তিজান—ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত; বিবেচনা। বৈদেশিক। সং।
ইন্দম্বর—নীলপদ্ম। ইন্দ্ (প্রভুত্ব করা)+অন্ ক=ইন্দ (পুষ্প); ইন্দদিগের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ, ম্ আগম। সং; ক্লী।
ইন্দারা—কূপ, ইঁদারা। হিন্দী শব্দ। সং।
ইন্দি, ইন্দী—লক্ষ্মী। ইন্দ (প্রভুত্ব করা)+ই ক, ২য় পক্ষে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ইন্দিন্দির—ভ্রমর। ইন্দ্ (প্রভুত্ব করা) দ্বিত্ব +ইর ক। সং; পু।
ইন্দিরা—লক্ষ্মী, কমলা। ইন্দ (প্রভুত্ব করা) +ইর ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
ইন্দিরা দেবী (স্বরূপা)—রায় ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি শৈশবে ও বাল্যে পিতামহ স্বনামপ্রসিদ্ধ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। হুগলীর বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকাল হইতেই ইন্দিরা দেবীর অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। দশ এগার বৎসর বয়স হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের মধ্যে পিতামহের নিকট সংস্কৃত কুমারসম্ভব, ভট্টি, বাল্মীকি রামায়ণের সুললিত পদ্যানুবাদ ও কবিতায় সাবিত্রীচরিত রচনা করেন।

ইঁহার রচিত কয়েকখানি উপন্যাস ও ছোট গল্পের বহি আছে। তন্মধ্যে স্পর্শমণি নামক সুবৃহৎ উপন্যাসখানি বিশেষরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ছোট গল্পের লেখক-লেখিকাদের মধ্যেও ইঁহার নাম সবিশেষরূপে আদৃত। ইঁহার রচিত উপন্যাস স্পর্শমণি, পরাজিতা, স্রোতের গতি, প্রত্যাবর্ত্তন ও সৌধরহস্য, এবং ছোট গল্পের বহি নির্ম্মাল্য, কেতকী, মাতৃহীন ও ফুলের তোড়া বঙ্গসাহিত্যে আদরের সামগ্রী।
ইন্দিরামন্দির—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; ক্লী।
ইন্দিরালয়—১। লক্ষ্মীর বাসস্থান। ইন্দিরার আলয়, ৬তৎ। সং; পু। ২। পদ্ম। সং; ক্লী। [বর (প্রিয়), ৬তৎ। সং; ক্লী।
ইন্দিরাবর—নীলোৎপল। ইন্দিরার (লক্ষ্মীর)
ইন্দিবর, ইন্দীবর, ইন্দিবার, ইন্দীবার—নীলোৎপল, নীলপদ্ম। ইন্দির বা ইন্দীর (লক্ষ্মীর) বর (প্রিয়), ৬তৎ; দ্বিতীয় পক্ষেও তাই, তবে নিপাতনে। সং; ক্লী।
ইন্দিবার—ইন্দিবর দেখ।
ইন্দী—ইন্দি দেখ।
ইন্দীবর—ইন্দিবর দেখ।
ইন্দীবরিণী—উৎপলিনী। ইন্দীবর+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ইন্দীবার—ইন্দিবর দেখ।
ইন্দু—চন্দ্র, শশী; মৃগশিরা নক্ষত্র, কারণ ঐ নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র; কর্পূর। উন্দ (আর্দ্র করা)+উ ক, যিনি অমৃতধারা দ্বারা ভুবনকে আর্দ্র করেন; অথবা ইন্দ্ (প্রভুত্ব করা)+উক, যিনি নক্ষত্রদিগের উপর প্রভুত্ব করেন। সং; পু।
ইন্দুকমল—শ্বেতপদ্ম। ইন্দু সদৃশ কমল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
ইন্দুকলা—চন্দ্রের ষোল ভাগের এক এক ভাগ; (১) পূষা, (২) যশা, (৩) সুমনসা, (৪) রতি, (৫) প্রাপ্তি, (৬) ধৃতি, (৭) ঋদ্ধি, (৮) সৌম্যা, (৯) মরীচি, (১০) অংশুমালিনী, (১১) অঙ্গিরা, (১২) শশিনী, (১৩) ছায়া, (১৪) সম্পূর্ণমণ্ডলা, (১৫) তুষ্টি, (১৬) অমৃতা, এই ষোলটীর এক একটীকে ইন্দুকলা, চন্দ্রকলা, বা শশিকলা বলে। কালমাধবীয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে;—চন্দ্রের প্রথম কলা অগ্নি পান করেন, দ্বিতীয় সূর্য্য, ৩য় বিশ্বদেবগণ, ৪র্থ বরুণ, ৫ম বষট্‌কার, ৬ষ্ঠ চন্দ্র, ৭ম স্বর্গীয় ঋষিগণ, ৮ম বিষ্ণু, কৃষ্ণপক্ষীয় নবম কলা যম, ১০ম বায়ু, ১১শ উষা, ১২শ অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণ, ১৩শ কুবের, ১৪শ শিব, ১৫শ ব্রহ্মা, এবং ষোড়শ কলা সর্ব্বদাই জলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; এইজন্য অমাবস্যার দিনে চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না; ঐ দিন চন্দ্র ওষধিতে পরিণত হয়; অনন্তর সেই ওষধি গবীরা ভক্ষণ করে, তাহাতে দুগ্ধ ও ঘৃতের উদ্ভব হয়; সেই দুগ্ধঘৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞের ফলে অমৃতের উৎপত্তি, এবং সেই অমৃতে চন্দ্রকলা পুনরায় পূর্ণ হয়। ইন্দুর কলা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
ইন্দুকলিকা—কেতকী। ইন্দুপ্রায় (শ্বেতা) কলিকা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।
ইন্দুকান্ত—চন্দ্রকান্ত মণি, চন্দ্রোদয়ে এই মণি অতি উজ্জ্বল শোভা ধারণ করে। ইন্দু (চন্দ্র) কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু। সং; পু।
ইন্দুকান্তা—রাত্রি; তারকা, নক্ষত্র। ইন্দু কান্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।
ইন্দুজ—১। চন্দ্রজাত, চন্দ্র হইতে উৎপন্ন। উপ; ইন্দু শব্দ—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। ● স্ত্রী ইন্দুজা। ২। চন্দ্রপুত্র, বুধ। সং; পু।
ইন্দুজনক—সমুদ্র, সাগর। [সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়]। ৬তৎ। সং; পু।
ইন্দুজা—১। চন্দ্রজাতা। ইন্দুজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নর্ম্মদা নদী। সং; স্ত্রী।
ইন্দুনিভানন—চন্দ্রবদন। ইন্দুনিভ আনন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ননা।
ইন্দুপুত্র—বুধ। ৬তৎ। সং; পু।
ইন্দুপুষ্পিকা—বিষলাঙ্গলী বৃক্ষ। ইন্দুর ন্যায় পুষ্প যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।
ইন্দুভূষণ—শঙ্কর, শিব, মহাদেব। ইন্দু (চন্দ্র) ভূষণ যাহার, বহু। সং; পু।
ইন্দুভৃৎ—চন্দ্রশেখর, মহাদেব। উপ; ইন্দু শব্দ—ভৃ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।
ইন্দুমতী—১। পূর্ণিমা। ইন্দু শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

২। সূর্য্যবংশীয় অজ নামক রাজার পত্নী; দশরথের মাতা, সুতরাং রামচন্দ্রের পিতামহী। ইঁহার স্বয়ংবরকালে ইনি অন্যান্য নৃপবৃন্দকে উপেক্ষা করিয়া মহারাজ অজকে বরমাল্য প্রদান করেন। ইহাতে উপেক্ষিত রাজগণ অজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, অজ তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়া ইন্দুমতী সহ অযোধ্যায় উপনীত হন। কিছুকাল পরে, এক দিন ইন্দুমতী পতির সহিত উদ্যানে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে শূন্যপথগামী দেবর্ষি নারদের বীণা হইতে পারিজাত-মালা স্খলিত হইয়া ইঁহার দেহে পতিত হওয়ায় ইঁহার মৃত্যু হয়।
ইন্দুমুখী—চন্দ্রবদনা, চন্দ্রমুখী। ইন্দুর ন্যায় মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।
ইন্দুমৌলি—শিব, মহাদেব। ইন্দু মৌলিতে (মস্তকে) যাঁহার, বহু। সং; পু। [পু।
ইন্দুর—মূষিক, আখু। উন্দ+উর ক। সং;
ইন্দুর-কাণি, —কাণী—জলের এক রকম পানা। দেশজ। সং।
ইন্দুরতন—ইন্দুরত্ন (তাহা দেখ)।
ইন্দুরত্ন—মুক্তা। ইন্দু সদৃশ রত্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
ইন্দুরেখা—চন্দ্রকলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
ইন্দুলেখা—শশিকলা; সোমলতা; অমৃতা; যমানিকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
ইন্দুলোহক—রৌপ্য। ইন্দুতুল্য লোহক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [পূর্ব্বে লোহ ও লোহকাদি শব্দ স্বর্ণরৌপ্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হইত, এইরূপ দেখা যায়, এবং হিরণ্য শব্দ লৌহ অর্থেও দৃষ্ট হয়।]

ইন্দুবল্লী—সোমলতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ইন্দুব্রত—চান্দ্রায়ণ ব্রত, এই ব্রত করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি ও সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী। [পু। স্ত্রী ইন্দুরী।

ইন্দুর—মূষিক, ইন্দুর। উন্দ+উর ক। সং;

ইন্দোর—মধ্যভারতের অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য। ইন্দোরের রাজগণ "হোলকার"নামে খ্যাত। হোলকার অর্থে হোল-বাসী। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মল্হাররাও দাক্ষিণাত্য প্রদেশস্থিত "হোল" বা "হাল" গ্রামনিবাসী জনৈক মেষপালের পুত্র ছিলেন। যৌবনে পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ইনি জনৈক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়ের অধীনে কর্ম্ম করেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মল্হাররাও পেশোয়ার অধীনে ৫০০ অশ্বারোহীর অধিনায়করূপে নিযুক্ত হন। চারিবৎসর পরে ইনি পুরস্কারস্বরূপে বিস্তৃত ভূমি প্রাপ্ত হন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ইনি মালবের মোগল সম্রাট্-প্রতিনিধিকে পরাজিত করেন, এবং জয়লব্ধ ভূমিখণ্ডের সহিত ইন্দোর দেশ লাভ করেন।

১৭৬৫ অব্দে ইঁহার দেহান্তর ঘটিলে, বালক পৌত্র মালীরাও রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নয়মাস পরে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার মাতা সুপ্রসিদ্ধা অহল্যা বাই সাতিশয় দক্ষতার সহিত ত্রিশ বৎসরকাল রাজ্য পরিচালনা করেন। ১৭৯৫ অব্দে অহল্যা বাই লোকান্তরিতা হইলে রাজ্যটি অন্তর্বিদ্রোহে কিছুকালের জন্য সাতিশয় হীনবল হইয়া পড়ে। পরে তাঁহার সহযোগী ও সেনাপতি তুকাজির পুত্র যশোবন্ত রাও পুনরায় ইন্দোরের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮১১ অব্দে যশোবন্তের মৃত্যু ঘটিলে, তদীয় উপপত্নী তুলসী বাই অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্র মল্হার রাওয়ের পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। আবার রাজ্যমধ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হয়। তুলসী বাই ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। এই সময়ে ইংরাজের সহিত পেশোয়ার মনোন্তর ঘটে, এবং ইন্দোররাজা ইংরাজের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে। তুলসী বাই ধৃতা ও নিহতা হন। তৎপরেই হোলকারের সৈন্য মেহিদপুরে ইংরাজের হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ১৮১৮ সালের ৮ই জানুয়ারি মণ্ডেসর(Mandesar) নামক স্থানে যে সন্ধিস্থাপন হয়, তাহার ফলে হোলকারকে স্বীয় রাজ্যের বহুস্থান ত্যাগ করিতে হয়, এবং ইংরাজের করদ-রাজ রূপে পরিগণিত হইতে হয়। এই সন্ধি এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

১৮৩৩ অব্দে মল্হার রাও অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে তাঁহার মহিষী মার্ত্তণ্ডরাও নামক জনৈক বালককে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই রাজ্যভার প্রদান করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা সাধারণের প্রীতিকর না হওয়ায় হরিসিংহ নামক জনৈক জ্ঞাতি ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ সালে হরিসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার দত্তক পুত্র কয়েকমাস মাত্র রাজ্য পরিচালনা করিয়া অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপরে রাজা নির্ব্বাচনের ভার ন্যস্ত হওয়ায়, তুকাজি রাও মনোনীত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে ইন্দোর রাজ্য সাক্ষাৎভাবে "এজেণ্ট টু দি গবর্ণর জেনারেল ইন্ সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া"র অধীন ছিল। ১৮৯৯ অব্দ হইতে রাজ্যটির পর্য্যবেক্ষণ ভার জনৈক রেসিডেণ্টের উপরে অর্পিত হইয়াছে। ১৯০৩ খৃঃ অঃ শিবাজী রাও দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র তুকাজিকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

ইন্দ্র—১। দেবরাজ *; সূর্য্য; আত্মা; রাজা; শ্রেষ্ঠ; যোগবিশেষ; কুটজ; জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র; দ্বীপবিশেষ। ইন্দ (আধিপত্য করা)+র ক। সং; পু। ২। অধিপ, প্রভু; ঐশ্বর্য্যশালী; শ্রেষ্ঠ, উত্তম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইন্দ্রা।

* পৌরাণিক মতে, দেবমাতা অদিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ইন্দ্রের জন্ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব ভিন্ন অন্যান্য দেবগণ সকলেই ইঁহার অধীন। ইঁহার রাজ্য অমরাবতী (স্বর্গ), উদ্যানের নাম নন্দন (তথায় পারিজাত বৃক্ষ আছে), প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রচাপ, অস্ত্র বজ্র। তিলোত্তমা সৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে তিলোত্তমার দর্শনলালসায়, ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে সহস্রসংখ্যক নেত্রের উদ্ভব হয়, তাহাতেই ইন্দ্র সহস্রলোচন হন। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে, গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করায়, তদীয় পতি গৌতমের শাপে ইঁহার সর্ব্বগাত্রে নেত্রাকার সহস্রসংখ্যক স্ত্রীচিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইন্দ্র পুলোম-নামক দানবের কন্যা শচীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ, ও মীঢ়। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ও বানররাজ বালী ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া কথিত।

এক সময়ে বৃত্রাসুর দ্বারা পরাজিত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইন্দ্র পরে দধীচির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাহার প্রাণবধ করিয়া অমরাবতী পুনরধিকার করেন।

এতদ্ভিন্ন অহি, শুষ্ক, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, পণি, বৃষস প্রভৃতি প্রধান প্রধান অসুরকেও ইন্দ্র সংহার করেন। নমুচিবধবৃত্তান্ত শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ লিখিত আছে;—

"নমুচি নামক অসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সুরাসহ সোমপাত্র হরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমি নমুচির নিকট শপথ করিয়াছি যে, দিবাভাগে বা রাত্রিতে, দণ্ডে বা ধনুকে, চপটাঘাতে বা মুষ্টিপ্রহারে, শুষ্ক বা আর্দ্র স্থানে আমি তোমাকে হনন করিব না। তোমরা আমার এই সকল দ্রব্য আহরণ কর'। তিনি আরও বলিলেন, 'তাহা আমাদের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর।' অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেন দ্বারা বজ্রকে সিক্ত করিলেন, এবং বলিলেন, 'ইহা আর্দ্রও নয় শুষ্কও নয়'। তাহা (বজ্র) দ্বারা ইন্দ্র নমুচির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন, এই সময়ে রাত্রিশেষ হইয়াছে, অথচ আদিত্যেরও উদয় হয় নাই, কাজেই না রাত্রি না দিন।"

কথিত আছে যে, শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারিলে ইন্দ্রত্ব পদ লাভ হয়। সেই জন্য ইন্দ্র নৃপতিগণের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধানে ব্যাঘাত জন্মাইতেন। তপস্বী মুনিঋষিরাও ইঁহার ভীতিস্থল, এজন্য স্বর্গীয় অপ্সরা দ্বারা ইনি তাঁহাদের তপোভঙ্গের চেষ্টা দেখিতেন।

ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন, এবং বজ্র বিদ্যুৎ পরিচালন করেন।

ইন্দ্রক—সভাগৃহ, আহ্বানগৃহ। ইন্দ্র—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

ইন্দ্রকল্প—ইন্দ্রতুল্য। ইন্দ্র শব্দ+কল্প প্রায়ার্থে। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রকীল—পর্ব্বত; পর্ব্বতবিশেষ [ইহা হিমাদ্রি প্রদেশে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে ইহা মন্দর পর্ব্বতের নামান্তর মাত্র। শিশুপাল বধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এইখানে অনেক ক্রীড়াদি করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন; আর কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত এইখানেই তাঁহার যুদ্ধ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, মহেন্দ্র পর্ব্বতই ইন্দ্রকীল]। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রকুঞ্জর—ঐরাবত হস্তী। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রকৃষ্ট—বৃষ্টিজলবর্দ্ধিত (ধান্য)। ইন্দ্র দ্বারা কৃষ্ট, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃষ্টা।

ইন্দ্রকোষ—খট্টা; মঞ্চ, মাঁচা; বারাণ্ডা; গোঁজলা। ইন্দ্র (উত্তম) কোষ (স্থান), কর্ম্মধা। সং; পু।

ইন্দ্রগোপ—রক্তবর্ণ কীটবিশেষ। ইন্দ্র শব্দ—গো শব্দ—পা+ডক। সং; পু।

ইন্দ্রচক্র—আয়ুধবিশেষ, একপ্রকার অস্ত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইন্দ্রচন্দন—হরিচন্দন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইন্দ্রচাপ—ইন্দ্রধনু, রামধনু। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রজাল—ভোজবাজী, ভেল্কি, কুহক; মায়া। ইন্দ্রগণের (ইন্দ্রিয়গণের) জাল (আবরক), বা ইন্দ্রের জাল (মায়া), ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইন্দ্রজালক—ইন্দ্রজালিক, যাদুকর। প্রা, ক।

ইন্দ্রজালিক—ইন্দ্রজালসম্ভূত; বাজীকর। ইন্দ্রজাল শব্দ+ফিক। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রজিৎ—রাবণের পুত্র, ইঁহার অপর নাম মেঘনাদ, ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইনি ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হন; ইঁহার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর সেকালে অতি অল্পই ছিল; ইনি মেঘের অন্তরালে লুকায়িত থাকিয়া, অর্থাৎ বিপক্ষের অদৃশ্যভাবে অবস্থিত হইয়া, যুদ্ধ করিতে পারিতেন; নিকুম্ভিলা যজ্ঞকালে রামানুজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইঁহার নিপাত সাধন করেন। [এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখিয়া কবিবর মাইকেল অমরত্ব লাভ করিয়াছেন]। উপ; ইন্দ্র শব্দ—জি (জয় করা)+ক্বিপ্, ক। সং; পু।

ইন্দ্রজিদ্বিজয়ী (—জয়িন্), **ইন্দ্রজিদ্বিজেতা** (—জেতৃ)—১। ইন্দ্রজিতের পরাভবকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। ২। রামানুজ লক্ষ্মণ। সং; পু।

ইন্দ্রতুল, ইন্দ্রতুলক—আকাশপতিত সূত্র, আকাশ-বুড়ীর সূতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইন্দ্রত্ব—ইন্দ্রের ভাব বা পদ; প্রাধান্য; রাজত্ব। ইন্দ্র শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

ইন্দ্রদারু—দেবদারু বৃক্ষ। ইন্দ্রপ্রিয় যে দারু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—১। ইনি সূর্য্যবংশীয় এবং অবন্তীর (মালবের) রাজা। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ইনি একদা পুরুষোত্তম বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণকে নীলাচলে প্রেরণ করেন। বিদ্যাপতি নীলাচলে নারায়ণের দর্শন লাভ করিলেন, এবং প্রত্যাগত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বরূপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা পরিবার ও প্রজাবর্গসহ দেবর্ষি-নারদের সমভিব্যাহারে বিষ্ণুদর্শনাভিপ্রায়ে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে নানারূপ অমঙ্গল দর্শন করিয়া নারদকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি উত্তর করিলেন, 'রাজন্! যে দিন বিদ্যাপতি নীলাচল পরিত্যাগ করেন, সেই দিন রমাপতিও অন্তর্হিত হইয়াছেন।' ইহা শুনিয়া রাজা হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে বিষ্ণুর চারিটী দারুময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের আদেশে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি মুহূর্ত্তেক অপেক্ষা কর, আমি সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তোমাকে বর দিব।' এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত মর্ত্ত্যলোকের ৬০,০০০ বৎসর। ব্রহ্মলোকে থাকিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া রাজাকে বলিলেন, 'তুমি একবার তোমার নিজ রাজ্য হইতে ঘুরিয়া আইস, তৎপরে আমি তোমাকে এক মূর্ত্তি প্রদান করিব।' ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, তাঁহার রাজ্যের চিহ্নমাত্র নাই। এই কালের মধ্যে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজের রাজ্য চিনিতেও পারিলেন না। অবশেষে সেকালের একটি পেচক ও পরে একটি কূর্ম্ম তাঁহার পূর্ব্বকাহিনী বর্ণন করিল। অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন আবার রাজা হইলেন। কৌমাণ্ড-রাজের কন্যা মাল্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। তৎপরে তিনি প্রস্তরনির্ম্মিত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। একদিন জনৈক দূত আসিয়া রাজাকে জানাইল যে, সমুদ্রতীরে একখানি কাষ্ঠ ভাসিতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিম্ববৃক্ষে প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই নিম্ববৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রের তীরে লাগিবে। রাজা মহাসমারোহে সেই কাষ্ঠ সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সেই কাষ্ঠে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথদেবের সহিত স্বীয় তনয়া সত্যবতীর বিবাহ দেন। ইন্দ্র তুল্য দ্যুম্ন (ধন) যাহার, বহু। সং; পু।

২। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে আর একজন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথদেবের মন্দির পুনঃসংস্কার করান।

৩। একজন অসুরের নাম, শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে বিনাশ করেন।

৪। জনৈক ঋষির নাম, শতপথব্রাহ্মণে ইনি ভাল্লবেয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

৫। জনৈক রাজর্ষির নাম।

৬। মগধের পালবংশীয় শেষ রাজার নামও ইন্দ্রদ্যুম্ন।

৭। একটী সরোবরের নাম।

ইন্দ্রদ্রু—অর্জ্জুন বৃক্ষ; কুটজ, কুড়চি। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রদ্রুম—অর্জ্জুন বৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রধনুঃ (—ধনুস্)—শক্র-ধনু, রামধনু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বৃষ্টিকালে সূর্য্যোদয় হইলে সূর্য্যের বিপরীত দিকে প্রায়ই রামধনু দৃষ্ট হয়। বৃষ্টির জলকণায় সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইলে উহার আণবিক শক্তির প্রভাবে উক্ত নৈসর্গিক ব্যাপার সাধিত হয়। বৃষ্টির জলে চন্দ্রের আভা পড়িলেও সময়ে সময়ে রামধনু উঠে, কিন্তু তাহা অতি বিরল।

ইন্দ্রধ্বজ—ভাদ্র-শুক্ল-দ্বাদশীতে বর্ষার্থে রাজগণ কর্ত্তৃক পুরদ্বারে উচ্ছ্রিত ইন্দ্রদেবতাক ধ্বজ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে;—অসুরকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ একদা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করায়, ব্রহ্মা তাহাদিগকে ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া নারায়ণের স্তব করিতে বলিয়া দিলেন। দেবতারা তাহাই করিলে, নারায়ণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে এক কেতু (ধ্বজ) দিলেন। ইন্দ্র তাহা পাইয়া অসুরদিগকে বিনষ্ট করিলেন। দেবতারা বেণুময় যষ্টি প্রোথিত করিয়া যথাবিহিত পূজা করিলে ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যে রাজা এইরূপে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিবে, তাঁহার রাজ্যে প্রজাবৃদ্ধি ও শস্যাদি হইবে, তাঁহার প্রজারা নীরোগ হইবে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৭৭১ শকে ২রা জ্যৈষ্ঠ মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। ইনি ক্যাথিড্রাল কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন হেতমপুর স্কুলে হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইন্দ্রনাথ কিছুদিন পূর্ণিয়াতে ওকালতি করেন। অতঃপর কিছুদিন মুঙ্গেরের কার্য্য করিয়া তাহাতে অসুবিধা হওয়াতে ইনি দিনাজপুরে পুনরায় ওকালতি করেন। পরে কিছুদিনের জন্য ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন এবং সেইখানেই স্থায়িভাবে ওকালতি করেন।

ইন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি অদ্ভুত। সরস হাস্য পরিহাসে ও রঙ্গরসিকতায় তদানীন্তন কালে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্লেষব্যঙ্গপূর্ণ "পঞ্চানন্দ" মাসিক পত্রিকাই তাহার প্রমাণ। এই পঞ্চানন্দ পূর্ব্বে পৃথগ্‌ভাবে বাহির হইত, পরে 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারীর অনুরোধে 'বঙ্গবাসী'তেই পঞ্চানন্দ বাহির হইতে থাকে। ইনি "ভারত উদ্ধার" নামে

একখানি ব্যঙ্গকাব্য প্রণয়ন করিয়া অনেক বাক্যবীরকে এক সময়ে লজ্জা দিয়াছিলেন। ইঁহার 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' উপন্যাস পাঠ করিলে ইনি যে একজন চিন্তাশীল, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, ও সকল দিকে প্রখরদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে ধারণা হইবে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "সাধারণী"র ইনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে জন্মভূমি, বঙ্গবাসী প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িক পত্রে ইঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইঁহার সকল লেখাই মৌলিক ; ইনি চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেন না। ইঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী এই তিন ভাষাতেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাং ১৩১৭ সাল ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

ইন্দ্রনীল—নীলকান্তমণি, মরকত (Emerald), পান্না ; দুধে নীল গুলিলে যে রঙ্ হয়, তাহাকেও ইন্দ্রনীল বলে। ইন্দ্র (উত্তম) নীল (নীলবর্ণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

ইন্দ্রনীলক—ইন্দ্রনীল, মরকতমণি, পান্না। ইন্দ্রনীল শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

ইন্দ্রপুরী—অমরাবতী। ইন্দ্রের (দেবরাজের) পুরী (নগরী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্রপুরোহিতা—পুষ্যানক্ষত্র। ইন্দ্র পুরোহিত যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্রপুষ্প—ইন্দ্রযব ; লবঙ্গ। ইন্দ্র (উত্তম) পুষ্প যাহার, বহু। সং ; পু।

ইন্দ্রপুষ্পা, -পুষ্পিকা—বিষলাঙ্গলী। ইন্দ্র (উত্তম) পুষ্প যাহার (যে স্ত্রীর) সে ইন্দ্রপুষ্পা, বহু। ইন্দ্রপুষ্পা+কণ্ স্বার্থে+আপ্= ইন্দ্রপুষ্পিকা। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্রপ্রমিত—ঋগ্বেদাচার্য্য ঋষিবিশেষ। ইনি পৈলের ছাত্র, এবং মার্কণ্ডেয়ের গুরু। ইঁহার পুত্রের নাম মণ্ডক্য। সং ; পু।

ইন্দ্রপ্রস্থ—যুধিষ্ঠিরের রাজধানী, প্রাচীন দিল্লী। এই নগরটি খাণ্ডবারণ্যের মধ্যবর্ত্তী ; মহারাজ যুধিষ্ঠির এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বর্ত্তমান দিল্লীতে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ঐ স্থানকে হিন্দি ভাষায় 'ইন্দরপথ' বলে। এই স্থানে পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইহার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ হয়। সং ; ক্লী।

ইন্দ্রপ্রহরণ—দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্র, বজ্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ইন্দ্রভেষজ—শুঁঠ। ইন্দ্র (অত্যুত্তম) ভেষজ,

ইন্দ্রযব—কুটজের (কুড়চির) বীজ ; যবাকৃতি তিক্ত বীজবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

ইন্দ্রলুপ্ত, ইন্দ্রলুপ্তক—কেশনাশক শিরোরোগবিশেষ, টাক। ইন্দ্রগণ (ইন্দ্রনীলবর্ণ কেশসমূহ) লুপ্ত হয় যদ্দ্বারা সে ইন্দ্রলুপ্ত, বহু। ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং ; পু বা ক্লী। [পু।

ইন্দ্রলোক—সুরপুরী, অমরাবতী। ৬তৎ। সং ;

ইন্দ্রবজ্র—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্রবল—জনৈক প্রাচীন শবর রাজা, ইঁহার পিতার নাম উদয়ন। ইনি শবর হইলেও আপনাকে পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সং ; পু।

ইন্দ্রবারুণী—রাখাল শসা। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্রবৃক্ষ—দেবদারু বৃক্ষ। ইন্দ্রপ্রিয় যে বৃক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ইন্দ্রব্রত—রাজধর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ইন্দ্রশত্রু—বৃত্রাসুর। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রসাবর্ণি—চতুর্দ্দশ (অর্থাৎ শেষ) মনু। [এই মন্বন্তরে অবতার বৃহদ্ভানু, ইন্দ্রের নাম শুচি, পবিত্রচাক্ষুষাদি দেবতা, অগ্নিবাহু শুক্র মাগধাদি সপ্তর্ষি, এবং উরু গম্ভীর প্রধাদি মনুপুত্রগণ হইবেন। (ভাগবত)] ইন্দ্রতুল্য যে সাবর্ণি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ইন্দ্রসুত—জয়ন্ত ; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ; বানররাজ বালী ; অর্জ্জুনবৃক্ষ। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রসেন—১। স্বনামখ্যাত নৃপতি, ইনি পরীক্ষিতের পুত্র। ২। যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ৩। নলের পুত্র, দময়ন্তীর গর্ভসম্ভূত। ৪। সূর্য্যবংশীয় পূর্ণের পুত্র ; ইঁহার পুত্রের নাম বীতিহোত্র। ৫। যুধিষ্ঠিরের সারথি। ইন্দ্রের ন্যায় সেনা যাহার, বহু। সং ; পু।

ইন্দ্রসেনা—রাজা নলের মহিষী দময়ন্তীর গর্ভজাতা কন্যা। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্রা—ইন্দ্রপত্নী, শচী ; কাঁচা জামির। ইন্দ্র+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্রাগ্নিধূম—হিম। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী [ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্রপত্নীর নাম প্রসহা] ; শিবা, দুর্গা ; অষ্টমাতৃকার একমাতৃকা ; রতিবন্ধবিশেষ ; সোন্দাল ; নিসিন্দা ; বড় এলাচ ; ছোট এলাচ। ইন্দ্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্রানুজ, ইন্দ্রাবরজ—উপেন্দ্র, বামনদেব। ইন্দ্রের অনুজ বা অবরজ, ৬তৎ। সং ; পু। [ইন্দ্রের জন্মের পর কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম হইয়াছিল]।

ইন্দ্রায়ুধ—ইন্দ্রধনু, রামধনু। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ইন্দ্রারি—দৈত্য, অসুর। ইন্দ্রের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রালয়—স্বর্গ, অমরাবতী। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রাবরজ—ইন্দ্রানুজ দেখ।

ইন্দ্রাসন—দেবরাজ ইন্দ্রের বসিবার আসন ; রাজাসন, সিংহাসন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ইন্দ্রিয়—১। জ্ঞানসাধন, যাহা দ্বারা পদার্থের জ্ঞান জন্মে [ইন্দ্রিয় সমুদায়ে চতুর্দ্দশটী ;— চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয় ; মন সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক] ; অন্তরিন্দ্রিয়, মনঃ ; শুক্র, বীর্য্য ; বল। ইন্দ্র শব্দ+ইয় লিঙ্গার্থে। সং ; ক্লী। ২। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ—ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য ; চিত্তবিভ্রম। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রিয়গম্য—ইন্দ্রিয়গোচর, জ্ঞানগম্য ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়গোচর—ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, জ্ঞানপথবর্ত্তী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ইন্দ্রিয়গোচরা।

ইন্দ্রিয়গ্রাম—ইন্দ্রিয় সকল। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় অর্থাৎ অনুভবনীয়, জ্ঞানগম্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়ঘাত—ইন্দ্রিয়ের শক্তিবিলোপ। ৬তৎ। সং।

ইন্দ্রিয়জয়—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশ করা। ইন্দ্রিয়ের জয়, ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রিয়জয়ী (-জয়িন্)—ইন্দ্রিয়সমূহের জয়কারী, ইন্দ্রিয় দমনকারক, যে ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া রাখে, জিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী ইন্দ্রিয়জয়িনী।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, -পরিতৃপ্তি—কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগের দ্বারা সুখলাভ ; রমণ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়দমন—ইন্দ্রিয়জয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ইন্দ্রিয়দোষ—ইন্দ্রিয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ; লাম্পট্য। ইন্দ্রিয়ের দোষ, ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—ইন্দ্রিয়ের দমন, ইন্দ্রিয়সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রিয়নিরোধ—ইন্দ্রিয়দমন, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করা। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দ্রিয়পর—ইন্দ্রিয়সুখলাভে রত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ইন্দ্রিয়ে পর (আসক্ত), ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -পরা। বি, -পরতা, -ত্ব।

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র—ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -তন্ত্রা। বি, -তন্ত্রতা, -ত্ব।

ইন্দ্রিয়পরবশ—ইন্দ্রিয়ের বশ বা বাধ্য, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -বশা। বি, -বশতা, -ত্ব।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ—ইন্দ্রিয়সেবায় তৎপর, ভোগসুখাদিতে রত। ইন্দ্রিয়, হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -পরায়ণা। বি, পরায়ণতা, -ত্ব।

ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দেখ।

ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর—ইন্দ্রিয়ের মোহজনক, রূপদর্শন-অঙ্গস্পর্শনাদির দ্বারা স্ব স্ব কার্য্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়দিগের উদ্দীপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়লালসা—ইন্দ্রিয়সুখের অত্যন্ত লাভেচ্ছা। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়বশ—ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়বিষয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর। ৬তৎ।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি—ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার,—দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়সংযম—ইন্দ্রিয়ের দমন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়তা। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রিয়সেবক—ইন্দ্রিয় সমূহের পরিতৃপ্তিসাধক, ভোগসুখাদিতে অনুরক্ত; বিলাসপরায়ণ; কামুক; লম্পট। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়সেবা—ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধন, ভোগসুখাদিতে আসক্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়সেবী (−সেবিন্)—ইন্দ্রিয়সেবক (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, −সেবিনী।

ইন্দ্রিয়স্বাপ—জ্ঞানলোপ, সংজ্ঞাহীনতা, অচৈতন্য; প্রলয়। ৬তৎ। সং; পু। [সং; ক্লী।

ইন্দ্রিয়ায়তন—ইন্দ্রিয়ের আধার, শরীর। ৬তৎ।

ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু [রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি, মনোহরা যুবতী, বংশীগীত, স্বাদুরস, কর্পূরাদি গন্ধ, অনুরাগান্বিত স্পর্শ প্রভৃতি]। ইন্দ্রিয়ের অর্থ, ৬তৎ। সং; পু।

*ইন্দ্রেজ্যা—দেবগুরু বৃহস্পতি। ইন্দ্রের ইজ্যা, ৬তৎ। সং; পু।

ইন্ধন—১। জ্বালানি কাঠ; অধুনা জ্বালানি দ্রব্যমাত্রকে (অর্থাৎ কাঠ, ঘুঁটে, পাথুরে কয়লা প্রভৃতিকে) ইন্ধন বলা যায়। ইন্ধ (প্রজ্বলিত করা)+অনট্ ণ। ২। উদ্দীপন। ইন্ধ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ইভ—১। হস্তী; নাগকেশর বৃক্ষ। ই (গমন করা)+ভক্ ক। সং; পু। স্ত্রী ইভী। ২। সমাসে উত্তর পদস্থ হইলে শ্রেষ্ঠ বাচক।

ইভপালক—গজরক্ষক, হস্তিপক, মাহুত। ৬তৎ। সং; পু।

ইভমাচল—সিংহ। অলুক্ উপপদ সমাস, ইভম্ (হস্তীকে)−আ−চল (আক্রমণ করা) +অন্ ক, যে হস্তীকে আক্রমণ করে। সং; পু। [সং; পু।

ইভরাজ—ঐরাবত। ইভদিগের রাজা, ৬তৎ।

ইভরাট্ (−রাজ্)—ঐরাবত হস্তী। উপ; ইভ−রাজ+কিপ্ ক। সং; পু।

ইভ্যা—সর্ণকীর বৃক্ষ। ইভ শব্দ−যা+ক ক +আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

ইভাখ্যা—নাগকেশর। ইভ আখ্যা যাহার, বহু।

ইভোষণা—গজপিপ্পলী। ইভতুল্যা উষণা পিপ্পলী), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ইভ্য—ধনবান্, ধনী। ইভ+য অর্হার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইভ্যা।

ইভ্যা—১। ধনবতী। ইভ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। হস্তিনী; সল্লকী বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

ইমন—রাগিণীবিশেষ। দেশজ। সং।

ইমনকল্যাণ—বাঙ্গালা সঙ্গীতের রাগবিশেষ।

ইমন কেদারা—বাঙ্গালা রাগিণীবিশেষ।

ইমান—ধর্ম্ম, বিশ্বাস, সাধুতা। বৈদেশিক। সং।

ইমানদার—ধর্ম্মশীল, বিশ্বাসী, সাধু। বৈদেশিক। বিণ। [বৈদেশিক। সং।

ইমানদারী—ধর্ম্মশীলতা, সাধুতা, বিশ্বস্ততা।

ইমাম—খোদার প্রেরিত ব্যক্তি বা দূত; মসজিদের যে কর্ম্মচারী নমাজের সময় হইলে লোকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে তাহা জানাইয়া দেয়। বৈদেশিক। সং।

ইমামবাড়া—মহরম পর্ব্বের বাড়ী, যেখানে তাজিয়া রাখা হয়। বৈদেশিক। সং।

ইমারৎ, এমারত—অট্টালিকা, পাকা বাড়ী, দালান। বৈদেশিক। সং।

ইম্পে (সার ইলাইজা)—ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে ইম্পে কলিকাতাস্থ সুপ্রীম কোর্ট (আধুনিক হাইকোর্ট) নামক বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি এবং হেষ্টিংসের পরম বন্ধু ছিলেন। কৌন্সিলের মেম্বারদিগের সহিত হেষ্টিংসের বিরোধ উপস্থিত হইলে, নানা জনে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ উপস্থিত করিতে লাগিল। মহারাজ নন্দকুমার নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে বাঙ্গালার নবাবসরকারে চাকুরি করিয়া দিবার সময়ে তাঁহার নিকট হইতে হেষ্টিংস অনেক টাকা নজরানা লইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে পার্লেমেণ্ট হইতে নিয়ম হইয়াছিল যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এদেশীয় কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে নজরানা লইতে পারিবেন না। নন্দকুমারের কথায় কৌন্সিলের মেম্বারেরা হেষ্টিংসকে সেই টাকা সরকারী খাজানাখানায় জমা করিয়া দিতে বলিলেন। হেষ্টিংস অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন, অধিকন্তু নন্দকুমারের নামে ষড়যন্ত্র করিবার নালিশ রুজু করিলেন। এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটী জালের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ইম্পের নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হইল। ইম্পে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন (১৭৭৫ খ্রীঃ)। জাল করার অপরাধে এদেশে কোনও কালে প্রাণদণ্ডের বিধি প্রচলিত ছিল না, এখনও নাই। বিলাতে পূর্ব্বকালে জাল করা অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান প্রচলিত ছিল বটে, এক্ষণে তাহা রহিত হইয়াছে। তবে ইম্পে নন্দকুমারের প্রতি যে এইরূপ অবৈধ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার হেতুস্বরূপে কেহ কেহ বলেন যে, ইম্পে হেষ্টিংসের পরম বন্ধু, আর নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিপক্ষ। যে কোনও রূপে নন্দকুমারকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে তাহার আনীত অভিযোগ সপ্রমাণীকৃত হইতে পারিত। এই জন্যই ইম্পে তদ্রূপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইয়ৎ, ইয়তী—ইয়ান্ দেখ।

ইয়ত্তা—এতাবত্তা, এতাবৎ পরিমাণ, এতখানি; সীমা; সংখ্যা। ইয়ৎ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। [শেষ। ৬তৎ। সং; পু।

ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ—সীমা নির্দ্দেশ; সীমা, অন্ত,

ইয়াদ—স্মরণ। বৈদেশিক। সং। [সং।

ইয়াদদস্ত—স্মারকলিপি (memo)। বৈদেশিক।

ইয়ান্ (ইয়ৎ)—এতন্মিত, এতাবৎ, এতৎপরিমিত, এত, এইটুকু, এতখানি। ইদম্+বতু পরিমাণার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ইয়তী।

ইয়ার, এয়ার—সখা, বয়স্য, সুহৃদ্ (boon companion); রহস্যপ্রিয়, রসিকতাপ্রিয়। বৈদেশিক। সং।

ইয়ারকি, এয়ারকি—রহস্যপ্রিয়তা, অসার আমোদ প্রমোদ। বৈদেশিক। সং।

ইয়ারিং—কানের বালা ও দুল একত্র অলঙ্কার বিশেষ, কুণ্ডল। ইং (Ear-ring)। সং।

ইয়ুনানী—গ্রীকজাতীয়। বৈদেশিক। সং বা বিণ।

ইরণ, ইরিণ—১। ঊষর, অনুর্ব্বর, মরু। ঋ (গমন করা)+ইন র্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইরণা, ইরিণা। ২। ঊষর ভূমি, অনুর্ব্বর স্থান, মরুভূমি। সং; পু বা ক্লী।

ইরম্মদ—হস্তী; বজ্রাগ্নি, বিদ্যুৎ, বাজ; বাড়বানল। ইরা (জল)−মদ (ক্রীড়া করা)+খশ্ ক; জলের সহিত বা মেঘের সহিত যে ক্রীড়া করে, উপ। সং; পু।

ইরসাল—প্রেরণ করা, প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় করা খাজানা জমিদারের নিকট বা সদর কাছারিতে প্রেরণ। বৈদেশিক। সং।

ইরা—১। ভূমি, পৃথিবী; রাত্রি; জল; অন্ন; সুরা; বাক্য, বাকা; সরস্বতী। ই (গমন করা)+রক্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।
২। কশ্যপের ধর্ম্মপত্নীগণের মধ্যে একজনের নাম ইরা; তাঁহা হইতে বৃক্ষ, লতা, বল্লী, এবং সমস্ত তৃণজাতি উৎপন্ন হয়।

ইরাচর—১। ভূচর; জলচর। উপ; ইরা শব্দ −চর+ট্ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইরাচরী। ২। করকা, শিল। সং; ক্লী।

ইরাজ—মদন, কামদেব। উপ; ইরা (পৃথিবী) −জন+ড ক। সং; পু।

ইরাণ—একটী দেশের নাম, সম্ভবতঃ আধুনিক পারস্যই প্রাচীন কালের ইরাণ। এই

ইরাণই আর্য্যদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়া ঐরূপ নাম।

ইরাবতী—১। জলযুক্তা, জলময়ী। ইরাবান্ দেখ। ইরাবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পঞ্জাবের অন্তর্গত নদীবিশেষ; ভব নামক রুদ্রের পত্নী। সং; স্ত্রী। ৩। ব্রহ্মদেশের প্রধান নদী। মালী (Mali) ও ন'মাই (N'mai) নদীর সহযোগে ইহার উৎপত্তি। ইরাবতীর মূল এখনও পর্য্যন্ত কেহ সন্তোষজনক ভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। নদীটির বিস্তার সকল স্থানে সমান নহে, সুতরাং সকল স্থানে ষ্টীমার যাতায়াত করিতে পারে না। জ্ঞাত মূল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০০ মাইল। ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজগুলি এই নদীর বক্ষে পণ্যদ্রব্য ও গভর্ণমেণ্টের "মেল" (ডাক) বহন করিয়া থাকে। এত বড় নদীর উপরে কোন স্থানেই সেতু নাই। নদীর উভয় পারে রেলওয়ে লাইন আছে। এক পার হইতে অপর পারে লইয়া যাইবার জন্য দুইটি ফেরী ষ্টীমার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইরাবান্ (ইরাবৎ)—১। জলযুক্ত, জলময়। ইরা +বতু অস্ত্যর্থে। স্ত্রী ইরাবতী। ২। সমুদ্র। সং; পু।

৩। অর্জ্জুনের এক পুত্রের নাম ইরাবান্। নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী গোপনে একাসনে অবস্থিত আছেন, অর্জ্জুন সহসা ইহা দর্শন করিয়া যৎকালে দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে নাগকন্যা উলূপীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ও সেই সময়ে উলূপীর গর্ভসঞ্চার হয়, সেই গর্ভে ইরাবানের জন্ম [অর্জ্জুন দেখ]। মতান্তরে কথিত আছে, নাগ ঐরাবতের পুত্র গরুড়-কর্ত্তৃক নিহত হইলে, বংশরক্ষার্থ নাগ চিন্তিত হন, এবং বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অনুনয়বিনয়ে সন্তুষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় পুত্রবধূর গর্ভে ইরাবান্ নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া লন।

যাহা হউক, ইরাবান্ নাগলোকেই প্রতিপালিত হন, এবং একজন মহাবীর ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়া উঠেন। কুরুক্ষেত্র সমরকালে, পিতা ইহলোকে বর্ত্তমান আছেন শুনিয়া ইনি তথায় গমনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুন তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, ইনি অষ্টম দিনের যুদ্ধে আপনার অশ্বসেনা দ্বারা সৌবলরাজের অশ্বসেনা ধ্বংস করেন। অতঃপর অলম্বুষ রাক্ষসের হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

ইরিণ—ঈরণ দেখ।

ইরেশ—বিষ্ণু; বরুণ; ভূপতি। ইরার ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

ঈর্ম্ম (ঈর্ম্মন)—ব্রণ, ক্ষত। ঋ+মন্ ণ। সং; ক্লী।

ইর্ব্বারু, ইর্ব্বালু—কর্কটী, কাঁকুড়। সং; পু।

ইলচিয়া, ইলচে—নোংরা; চঞ্চল, অস্থির। গ্রাম্য। বিণ।

ইলবিলা—কুবেরের জননী। ইনি তৃণবিন্দুর কন্যা ও বিশ্রবার পত্নী। মতান্তরে ইঁহার নাম ইড়বিড়া ও ইঁহাকে পুলস্ত্যপত্নী বলা হইয়াছে। সং; স্ত্রী।

ইলম—বিদ্যা। বৈদেশিক। সং।

ইলা—১। পৃথিবী; ধেনু, গবী; বাণী। ইল (প্রেরণ করা)+ক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

২। বৈবস্বত মনুর কন্যা, বুধের পত্নী। মনু একটি যজ্ঞ করিয়া মিত্রাবরুণের উপাসনা করেন; পরন্তু তাহাতে সামান্য ত্রুটী হওয়াতে পুত্রের পরিবর্তে কন্যা উৎপন্ন হয়। পরে সেই কন্যা বিষ্ণুর বরে পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। অনন্তর একদিন মৃগয়াব্যপদেশে মহাদেবের অভিশপ্ত কুমারবনে প্রবেশ করিয়া ইনি পুনরায় স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। পুরোহিত বশিষ্ঠ মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন যে, ইনি একমাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রী হইবেন। এইরূপ স্ত্রী অবস্থায় বুধের সহিত ইঁহার বিবাহ ও তাঁহার ঔরসে ইঁহার গর্ভে পুরূরবা নামে পুত্র হয়। পুরুষ অবস্থায় ইঁহার তিন পুত্র হয়,—উৎকল, গয় ও বিমল। মতান্তরে কথিত আছে, কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র ইল কার্ত্তিকের জন্মস্থানে গমন করিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলে ইলা নামে খ্যাত হন। অনন্তর ভগবতীর আরাধনা করিয়া একমাস পুরুষভাব ও একমাস স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন।

ইলাগোল—ভূমণ্ডল, গোলাকার পৃথিবী। ইলার গোল (মণ্ডল), ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইলাতল—ভূভাগ, ধরাতল, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইলাবৃত—১। জম্বুদ্বীপের নববর্ষের চতুর্থ বর্ষ। ইলাবৃতবর্ষ মেরুপর্ব্বত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তরে নীলপর্ব্বত, দক্ষিণে নিষধ, পশ্চিমে মাল্যবান্ ও পূর্ব্বে গন্ধমাদন।

২। যে স্থানে অভিশপ্ত স্ত্রীরূপা ইলা বুধের সহিত বাস করিতেন, তাহারও নাম ইলাবৃত, উহা কৈলাসের সন্নিহিত।

৩। অগ্নীধ্রের পুত্র, ইনি পিতার নিকট ইলাবৃতবর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪। বুধগ্রহ। সং; পু।

ইলাহি, এলাহি—১। খোদা, ঈশ্বর, আল্লাহ্‌বান্। বৈদেশিক। সং। ২। অত্যধিক, অপর্য্যাপ্ত, অপরিমিত; কুণ্ঠিত, অকাতর। বিণ।

ইলিকা—পৃথিবী। ইলা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

ইলীশ—স্বনামখ্যাত মৎস্যবিশেষ। ইল (গমন করা)+ক্বিপ্, ক=ইল্ (জলচর); ইলের ঈশ (ইল+ঈশ), ৬তৎ। সং; পু।

ইলেক—গণ্ডার অঙ্ক বুঝাইতে অঙ্কের বামে ও নিম্নের বক্ররেখা যথা (৫); টাকার অঙ্ক বুঝাইতে অঙ্কের দক্ষিণে বক্র রেখা বিশেষ, (১)। সং।

ইলোরা—হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্যভুক্ত একটি গ্রাম। ১৮১৮ খৃঃ অঃ হোলকার এই গ্রামটি ইংরাজকে প্রদান করেন; ৪ বৎসর পরে ইংরাজ আবার ইহা হায়দ্রাবাদের সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে নিজামের হস্তে প্রদান করেন। ইলোরার অপর নাম "ইলুর" বা "বিরুল"। এতন্মধ্যস্থ গিরিগাত্রে ক্ষোদিত গুহাগুলি সমস্ত জগতে বিখ্যাত। অজন্তা গুহা হইতে ইলোরা গুহার প্রধান প্রভেদ এই যে, ইলোরার ক্ষোদিত কার্য্য পাহাড়ের ঢালু গাত্রের উপরেই প্রকটিত; আর অজন্তা গুহার ক্ষোদিত কার্য্য লম্বমান পাহাড়ের গাত্রে। ইলোরার ক্ষোদিত অংশের বিস্তৃতি ১॥০ মাইল। ক্ষোদিত কার্য্য তিনটি পৃথক্ পর্য্যায়ে বিভক্ত;—বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন। সর্ব্ব দক্ষিণ দিকে বৌদ্ধ পর্য্যায়; ইহাতে ১২টি গুহা আছে। তৎপরে হিন্দু পর্য্যায়; ইহাতে ১৭টি বড় এবং অনেকগুলি ছোট গুহা আছে। অন্তিম অর্থাৎ উত্তর দিকে জৈন পর্য্যায়; ইহাকে ইন্দ্রসভা বলে, এবং তদন্তর্গত একটি সুবৃহৎ জিন মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। স্বপ্রণীত হিন্দুস্থানের ইতিহাসে ডাউ (Dow) সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৩০৬ খৃঃ অঃ আলাউদ্দিন বা তাঁহার কোন সেনাপতি এই গুহাগুলি পরিদর্শন করেন, কারণ এইস্থানে লুক্কায়িতা অনেকা গুজরাটদেশীয়া হিন্দুরাজকন্যা ধৃতা হন, ও পরে দিল্লী নগরে নীতা হইয়া আলাউদ্দিনের পুত্রের সহিত বিবাহিতা হন। যে সকল ইউরোপীয় পর্য্যটক এই গুহাগুলি দর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে থেবনট্ (Thevenot) সর্ব্বপ্রথম। ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ভূমিকম্পে ও দেবদ্বেষী মুসলমানগণের হস্তে গুহাগুলির বিশেষ অনিষ্ট ঘটে নাই। পাহাড়ের গাত্র খুদিয়া এমন দেবালয় শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ইলোরা, ঘৃষ্ণেশ্বর নামক শিবতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এই তীর্থদর্শনমানসে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ, জৈন, ও হিন্দুসন্তান এখানে আগমন করিতেন।

ইন্নৎ—মল, ময়লা, নোঙরা জিনিস; মালিন্য, অপরিচ্ছন্নতা, নোঙরাম। বৈদেশিক। সং।

ইন্নতিয়া, ইন্নুতে—মলযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন, মলপ্রিয়, নোঙরা। বৈদেশিক। বিণ।

ইল্লিশ, ইল্লীশ—মৎস্যবিশেষ, ইলীশ মাছ। ইল (গমন করা)+কিপ্ ক=ইল্; ইল্—লিশ বা লীশ+ক ক। সং; পু।

ইল্লী—অজ্ঞাত নগরের নাম, (লক্ষণায়) কাজের ঘোর পথ। সং।

ইল্লুতে—ইন্নতিয়া দেখ।

ইল্বকা, ইল্বলা—মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরোদেশস্থ ক্ষুদ্র তারকাপঞ্চক। সং; স্ত্রী। সংস্কৃতমতে নিত্য বহুবচনান্ত।

ইল্বল—১। অতি চঞ্চল মৎস্যবিশেষ; নক্ষত্রবিশেষ। ইল+বল ক। সং; পু।

২। জনৈক দৈত্য, সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির ঔরসে ইহার জন্ম, এই জন্য ইহার আর এক নাম সৈংহিকেয়। মণিমতীপুরে ইহার বাসস্থান ছিল। এই দৈত্য এত মায়া জানিত যে, যে ব্যক্তি মরিয়া যমালয়ে গিয়াছে, ইল্বল ডাকিলে সেই মৃত ব্যক্তি সশরীরে উপস্থিত হইত।

ইহার কনিষ্ঠ বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট ইন্দ্রতুল্য পুত্রের বর প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ তাহার অভিমত বর না দেওয়ায় বাতাপি ও ইল্বল উভয়েই ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তদবধি ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইল। ইল্বল আপনার কনিষ্ঠ বাতাপিকে মেষরূপ ধারণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে কাটিত, এবং তাহার মাংস উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে খাওয়াইত। পরে ইল্বল বাতাপিকে ডাকিবামাত্র সে সজীব হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা পঞ্চত্ব পাইতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণের বিনাশ সাধন করিলে পর, একদা অগস্ত্যমুনি কতকগুলি রাজর্ষি সমভিব্যাহারে ইল্বলের নিকট উপস্থিত হইলে, ইল্বল পূর্ব্বের ন্যায় মেষরূপী বাতাপিকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস পাক করিল। [পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য অগস্ত্য দেখ।]

ইল্বলা—ইল্বকা দেখ।

ইব—সাদৃশ্য; উৎপ্রেক্ষা; ঈষৎ; নিয়োগ; অবধারণ, নির্ণয়; বাক্যালঙ্কার। ইন্ব (ব্যাপ্ত)+ক ক। ব্য।

ইবা—এই। প্রা, ক।

ইবেশ—এই বেশ, এই ভাল। প্রা, ক।

ইশপিশ—অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য প্রকাশ; আগ্রহের ভাবপ্রদর্শন। প্রাদেশিক।

ইশাদী, ইসাদী—সাক্ষী। বৈদেশিক। সং।

ইশারা, ইসারা—ইঙ্গিত, সঙ্কেত। দেশজ। সং।

ইশীকা—হস্তীর অক্ষিগোলক। ইষ (গমন করা)+ইকন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ইষ, ইস—আশ্বিন মাস। ইষ (গমন করা)+ক অধি। সং; পু।

ইষিকা—হস্তীর নেত্রগোলক; তূলি। ইষ (গমন করা)+ইকন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ইষির—১। গতিশীল। ইষ+কির ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইষিরা। ২। বহ্নি। সং; পু।

ইষীকা—হস্তীর অক্ষিগোলক; তূলি; কাশতৃণ। ইষ+ইকন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ইষু—বাণ, তীর; পঞ্চ সংখ্যার চিহ্ন। ইষ (গমন করা)+উ ক। সং; পু বা স্ত্রী।

ইষু—বিবাদী বস্তু, বিচার্য্য বিষয়। ইং (issue)। সং।

ইষুধর—ধনুর্দ্ধর, তীরন্দাজ। ৬তৎ। সং; পু।

ইষুধি—শরধি, বাণাধার, তূণ। উপ; ইষু শব্দ—ধা+কি ক। সং; স্ত্রী।

ইষুমান্ (—মৎ)—ইষুযুক্ত, বাণবিশিষ্ট। ইষু+মতু অস্ত্যার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ইষুমতী।

ইষ্ট—১। বাঞ্ছিত, অভিলষিত; অভিপ্রেত; প্রার্থিত; প্রিয়; প্রশংসিত। ইষ (ইচ্ছা করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ইষ্টা। ২। অভিলাষ; হিত, উপকার। ৩। যজ্ঞাদি কর্ম্ম। যজ (পূজা করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৪। যজ্ঞ; এরণ্ড বৃক্ষ। সং; পু।

ইষ্টক—দগ্ধ মৃত্তিকাখণ্ড, ইট। ইষ+তকন্ ক। সং; পু।

ইষ্টকখণ্ড—একখানা ইট, খান ইট; ভাঙ্গা ইটের টুকরা। ৬তৎ। সং; পু।

ইষ্টকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—(গণিতশাস্ত্রে) ইষ্টলাভার্থে প্রক্রিয়াবিশেষ। ইষ্টকর্ম্ম প্রকরণে জ্ঞান থাকিলে অজ্ঞাত রাশি নির্ণীত করার উপায় জ্ঞাত হওয়া যায়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ইষ্টকবচ—ইষ্টমন্ত্রসংবলিত কবচ বা মাদুলী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

ইষ্টকা—ইষ্টক, ইট। ইষ্টক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ইষ্টকান্যাস—গৃহের ভিত্তি স্থাপন, ভিত গাঁথা। ইষ্টকার ন্যাস, ৬তৎ। সং; পু।

ইষ্টকাপথ—১। ইষ্টকনির্ম্মিত পথ, পাকা রাস্তা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। উশীর, বেণার মূল। ইষ্ট হইয়াছে কাপথ (কুৎসিত পথ) যাহার, বহু। সং; ক্লী। [সং; পু।

ইষ্টকারাশি—ইষ্টকপুঞ্জ, ইটের পাঁজা। ৬তৎ।

ইষ্টকালয়—ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ, পাকাবাড়ী, কোঠাঘর। ইষ্টক বা ইষ্টকা নির্ম্মিত যে আলয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

ইষ্টগন্ধ—১। সুগন্ধযুক্ত। ইষ্ট হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সুগন্ধিদ্রব্য; বালুকা। ৩। সকাঞ্চ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ইষ্টতম—প্রিয়তম, অতিশয় অভিলষিত। ইষ্ট শব্দ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

ইষ্টতর—প্রিয়তর, দুইএর মধ্যে অধিক অভিলষিত। ইষ্ট+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি।

ইষ্টদেব—অভীষ্ট বা উপাস্য দেবতা, দীক্ষাগুরু, মন্ত্রদাতা। কর্ম্মধা। সং; পু।

ইষ্টদেবতা—অভীষ্ট দেবতা, উপাস্য দেবতা; দীক্ষাগুরু। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ইষ্টবিয়োগ—প্রিয়বিচ্ছেদ। ৬তৎ। সং; পু।

ইষ্টসাধন—অভিলষিত সম্পাদন। ৬তৎ। সং।

ইষ্টসিদ্ধি—অভিলষিত বিষয়ের সাধন, ফলোৎপাদন। ১৬২ বা ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

ইষ্টাকিন—মোজা। ইং (stocking)। সং।

ইষ্টাট—পরিমিত ভূসম্পত্তি; বিষয়সম্পত্তি। ইং (state or estate)। সং।

ইষ্টাপত্তি—ইষ্টলাভ, অভিলষিত প্রাপ্তি; উপকার। ইষ্টের আপত্তি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ইষ্টাপূর্ত—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ; বাপীকূপতড়াগাদি খনন এবং দেবালয় নির্ম্মাণ। ইষ্ট ও পূর্ত্তের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

ইষ্টাম্প—মুদ্রণ; মুদ্রণ করিবার যন্ত্র; শুল্ক আদায়ের চিহ্নপত্র বা টিকিট। ইং (stamp)। সং।

ইষ্টার্থ—বাঞ্ছিত প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, অভীষ্ট। ইষ্ট যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং; পু।

ইষ্টার্থোদ্যুক্ত—অভীষ্টসাধন বিষয়ে উদ্যোগযুক্ত, উদ্যোগী, উৎসাহযুক্ত। ইষ্টার্থে উদ্যুক্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —দ্যুক্তা।

ইষ্টালাপ—সদালাপ, পরস্পর ভদ্রালাপ। ইষ্ট যে আলাপ, কর্ম্মধা। সং; পু।

ইষ্টি—১। যজ্ঞ। যজ (পুজা করা)+ক্তি ভা। ২। ইচ্ছা। ইষ (ইচ্ছা করা)+ক্তি ভা। ৩। ছন্দোবিশেষ। ইষ+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

ইষ্টিকা—ইষ্টক, ইট। ইষ্টক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ইষ্টিমার—উত্তপ্ত বাষ্পে চালিত নৌকা। ইং (steamer)। সং।

ইষ্টিসেন—স্থান, আড্ডা। যেমন রেল-ইষ্টিসেন, রেলগাড়ী থামিবার স্থান। ইং (station)। সং।

ইষ্টী (ইষ্টিন্)—ইচ্ছাযুক্ত, ইচ্ছু, অভিলাষী, আকাঙ্ক্ষী। ইষ্ট+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ইষ্টিনী।

ইষ্টু—ইচ্ছা। ইষ+তু ভা। সং; স্ত্রী।

ইষ্ম—বসন্তকাল; কন্দর্প। ইষ (ইচ্ছা করা)+মক্ ক বা অপা। সং; পু।

ইষ্য—বসন্তকাল। ইষ (ইচ্ছা করা)+য ণ বা অপা। সং; পু।

ইষসন—চাপ, ধনু। ইষু—অস (নিক্ষেপ করা)+অনট্ ক বা অপা। সং; ক্লী।

ইষাস—১। ধনু। ইষু (বাণ)—অস (নিক্ষেপ করা)+অণ্ ক বা অপা। সং; পু। ২।

ধনুর্দ্ধারী, শরক্ষেপক, তীরন্দাজ। ইষু—অস +বং ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ইষ্বাসা।

ইস্—খেদ ; ক্রোধ ; বিস্ময়। ব্য।

ইসদন্ত—বিষদাঁত ; কয়েৎ দাঁত। প্রা, ক।

ইসপগুল,ইসবগুল—ঔষধবীজ-বিশেষ। দেশজ। সং।

ইসপিস—ইশপিশ (তাহা দেখ)।

ইসরমূল, ইসেরমূল—সর্পের বিষ বা বীর্য্যরোধক মূলবিশেষ। দেশজ। সং।

ইসলাম—মুসলমান বা মুসলমানধর্ম্ম। বৈদেশিক। সং।

ইসাদ, ইসাদী—সাক্ষী। বৈদেশিক। সং।

ইসারা—ইঙ্গিত। বৈদেশিক। সং।

ইস্তক—অবধি, হইতে,পর্য্যন্ত ; [তাসখেলায়] রঙ্গের সাহেব বিবির একহাতে মিলন।

ইস্তফা—পদত্যাগ, চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া ; অবসান,শেষ ; ক্ষমা,মাফ। বৈদেশিক। সং।

ইস্তমরারি—কায়েমী বা চিরস্থায়ী (জমিজমার বন্দোবস্ত)। বৈদেশিক। বিণ।

ইস্তাহার—ঘোষণাপত্র ; বিজ্ঞাপন। বৈদেশিক।

ইস্তিমারী—চিরস্থায়ী, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বৈদেশিক। বিণ।

ইস্তেমাল—ব্যবহার, রীতি। বৈদেশিক। সং।

ইস্ত্রী—কাপড়ে মাড় লাগাইয়া চিক্কণ করিবার লৌহ-যন্ত্র (ধোবার)। (হিন্দি ইস্তরী শব্দজ)। সং।

ইস্পাত—টান লৌহবিশেষ। ইং (steel-plate)। সং।

ইস্প্রিং—কামানি; স্থিতিস্থাপক লৌহ। ইং [(spring)]। সং।

ইহ—এই স্থানে, এই সময়ে, ইত্যাদি। ইদম্ শব্দ+হ ৭মী স্থানে। ব্য।

ইহকাল—এই সংসারে যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, ইহজীবন। সং ; পু।

ইহজগৎ—এই দৃশ্যমান ভুবন। সং ; ক্লী। [ইহ সপ্তম্যন্ত বলিয়া জগৎ শব্দেও ৭মী বিভক্তি দিয়া পদ রচনা করা আবশ্যক]।

ইহজন্ম (–জন্মন্)—এই জন্ম। সং ; ক্লী।

ইহজীবন—এই লোকে যতকাল বাঁচা যায়। সং ; ক্লী। [ত্রি।

ইহত্য—অত্রত্য। ইহ শব্দ+ত্য ভবার্থে। বিণ ;

ইহলোক, ইহসংসার—এই জগৎ, পৃথিবী। সং ; পু।

ইহা—এই বস্তু। দেশজ। সর্ব্ব।

ইহুদী—জু জাতীয় লোক ; জু নামক জাতির ভাষা। সং। স্ত্রী ইহুদিনী।

ঈ

ঈ—১। চতুর্থ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু ; কন্দর্প। ২। লক্ষ্মী, কমলা। অ (বিষ্ণু)+ঈপ্ স্ত্রীলিঙ্গে। সং ; স্ত্রী। ৩। বিষাদ ; অনুকম্পা ; কোপ ; দুঃখ ; প্রত্যক্ষ ; নিকট। ঈ+ক্বিপ্ ক। ব্য।

ঈকার—ঈ এই বর্ণ মাত্র। ঈ+কার স্বার্থে। সং ; পু।

ঈকারাদি—১। দীর্ঘ ঈকার হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী অন্যান্য (বর্ণ), ঈকার প্রভৃতি। ঈকার আদি যাহাদের, বহু। বিণ বা সং ; পু। ২। আদিতে ঈকারবিশিষ্ট, যাহার গোড়ায় ঈকার আছে এরূপ (শব্দ)। ঈকার আদিতে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ঈকারান্ত—যাহার অন্তে (শেষে) ঈ এই অক্ষর আছে। ঈকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্তা।

ঈক্ষণ—১। দর্শন, দেখা। ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। ২। নেত্র, নয়ন, চক্ষুঃ। ঈক্ষ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

ঈক্ষণিক—দৈবজ্ঞ, শুভাশুভদর্শী। ঈক্ষণ+ষ্ণিক (অনিং)। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঈক্ষণিকা।

ঈক্ষমাণ—দর্শনকারী,দেখিতেছে এরূপ। ঈক্ষ+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঈক্ষমাণা।

ঈক্ষিত—১। দৃষ্ট। ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী। ঈক্ষিতা। ২। দর্শন, দেখা। ঈক্ষ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ঈক্ষিতা—দ্রষ্টা। ঈক্ষিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ঈক্ষিতৃ (ঈক্ষিতৃ)—দ্রষ্টা, দর্শক। ঈক্ষ (দেখা) +তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ঈক্ষিত্রী।

ঈগল—বৃহৎজাতীয় শ্যেনবিশেষ, এক প্রকার উৎক্রোশ। ইং (Eagle)। সং।

ঈড়া—স্তব, স্তুতি ; প্রশংসা ; শ্লাঘা। ঈড় (স্তুতি করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঈড়িত, ঈলিত—স্তুত ; প্রশংসিত। ঈড়+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঈড়িতা, ঈলিতা।

ঈড্য—স্তবনীয় ; প্রশংসনীয়, শ্লাঘ্য। ঈড+য ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঈড্যা।

ঈতি—১। গতি। ঈ (গমন করা)+ক্তি ভা। ২। অতিবৃষ্টি,অনাবৃষ্টি,পতঙ্গ,মূষিক,পক্ষী, অতিসন্নিহিত রাজা,—শস্যহানিকর এই ছয় প্রকার উপদ্রব। ঈ+ক্তি ম্ম। সং ; স্ত্রী। অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টি র্মূষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ। অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ।

ঈদ—মুসলমানী পর্ব্ববিশেষ, বা তৎপর্ব্বদিবস। বৈদেশিক। সং।

ঈদুজ্জোহা—মুসলমানদিগের পশু বলিদান-পর্ব্ব। বৈদেশিক। সং।

ঈদুলফেতর—একমাস রোজা (উপবাস) পরে পারণা-পর্ব্ব। বৈদেশিক। সং।

ঈদৃক্ (ঈদৃশ্)—ঈদৃশ, এতাদৃশ, এইরূপ। ইদম্—দৃশ+ক্বিপ্ ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ঈদৃক্ষ—ঈদৃশ, এতাদৃশ। ইদম্—দৃশ+সক্ ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঈদৃক্ষা।

ঈদৃশ—এতাদৃশ, এইরূপ, এই প্রকার। ইহার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে এই বাক্যে ইদম্—দৃশ+টক্ ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঈদৃশী।

ঈদ্‌গা—মুসলমানদিগের ঈদ পর্ব্বে সাধারণের নমাজ করিবার স্থান। বৈদেশিক। সং।

ঈপ্সা—প্রাপ্তীচ্ছা, পাইবার ইচ্ছা ; ইচ্ছা। সনন্ত আপ+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঈপ্সিত—১। বাঞ্ছিত, অভিলষিত। সনন্ত আপ+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। মনোরথ ; স্পৃহা। সনন্ত আপ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ঈপ্সু—প্রাপ্তীচ্ছু, পাইতে অভিলাষী ; ইচ্ছুক। সনন্ত আপ+উ ক। বিণ ; ত্রি।

ঈরণ,ঈরিণ—ইরণ দেখ।

ঈরাণ—ইরাণ দেখ।

ঈরিণ—ইরণ দেখ।

ঈরিত—১। উচ্চারিত, কথিত ; প্রেরিত ; ক্ষিপ্ত ; বিক্ষিপ্ত ; বিনষ্ট ; কম্পিত। ঈর+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঈরিতা। ২। উক্তি, কথন। ঈর+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ঈর্ম্ম—ঈর্ম্ম দেখ।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অন্যের সুখসৌভাগ্যাদি দর্শনে অসুখানুভব ; দ্বেষ ; পতির অন্য-স্ত্রী-সহবাস-চিহ্ন-দর্শনে স্ত্রীর অভিমানবিশেষ। ঈর্ষ্য (দ্বেষ করা)+অ ভা+আপ্। বিকল্পে যকার লোপ। সং ; স্ত্রী।

ঈর্ষানল, ঈর্ষ্যানল—হিংসারূপ অগ্নি। ঈর্ষা (ঈর্ষ্যা) রূপ যে অনল, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঈর্ষান্বিত, ঈর্ষ্যান্বিত—ঈর্ষাযুক্ত। ঈর্ষা (ঈর্ষ্যা) দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

ঈর্ষাপর, ঈর্ষ্যাপর—ঈর্ষাবশ, হিংসার বশবর্ত্তী, বিদ্বেষপরায়ণ, ঈর্ষান্বিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পরা। বি,—পরতা,—ত্ব।

ঈর্ষাপরতন্ত্র, ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র—ঈর্ষাপর (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তন্ত্রা।

ঈর্ষাপরবশ,ঈর্ষ্যাপরবশ—ঈর্ষাপর (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বশা।

ঈর্ষাপরায়ণ, ঈর্ষ্যাপরায়ণ—ঈর্ষাপর (সকল অর্থে)। ঈর্ষা (ঈর্ষ্যা) হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পরায়ণা। বি,—পরায়ণতা।

ঈর্ষামূলক, ঈর্ষ্যামূলক—যাহার মূল ঈর্ষা। ঈর্ষা মূল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ঈর্ষালু, ঈর্ষ্যালু—পরশ্রীকাতর, হিংসাযুক্ত। ঈর্ষা (বা ঈর্ষ্যা)শব্দ+আলু যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

ঈর্ষাবশ, ঈর্ষ্যাবশ—ঈর্ষাপর (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বশা।

ঈর্ষাবশতঃ, ঈর্ষ্যাবশতঃ—হিংসানিমিত্ত, পরশ্রীকাতরতাবশতঃ। ৬তৎ। ব্য।

ঈর্ষী (ঈর্ষিন্), ঈর্ষ্যী (ঈর্ষ্যিন্)—ঈর্ষ্যাযুক্ত, পরশ্রীকাতর। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ঈর্ষিণী, ঈর্ষ্যিণী।

ঈর্ষ্যা, ইত্যাদি—ঈর্ষা ইত্যাদি দেখ।

ঈলা—পৃথিবী, বাণী ; ধেনু, স্তব। ঈড়+ক র্ম্ম +আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঈশ—১। ঈশ্বর ; শিব। ঈশ (প্রভুত্ব করা) +ক ক। সং ; পু। ২। স্বামী ; নিয়ন্তা ; শ্রেষ্ঠ ; সমর্থ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঈশা।

ঈশসখ—কুবের। ঈশের (মহাদেবের) সখা, ৬তৎ। সং ; পু।

ঈশা—১। হলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ্ ; শিবপত্নী, দুর্গা ; ঈশ্বরী। ঈশ+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। স্বামিনী ইত্যাদি। ঈশ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ৩। খৃষ্টিয়ানদিগের যিশু। বৈদেশিক। সং।

ঈশাদন্ত, ঈষাদন্ত—১। অতিবৃহৎ দন্তযুক্ত হস্তী। ঈশার (বা ঈষার) ন্যায় দন্ত যাহার, বহু। ২। গজদন্ত, হাতীর দুই পাশের লম্বা দাঁত। ঈশা (বা ঈষা) তুল্য যে দন্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঈশান—১। মহেশ্বর, শিব ; একাদশ রুদ্রমধ্যে রুদ্রবিশেষ ; শিবের অষ্টমূর্ত্তি মধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি। ঈশ (আধিপত্য করা)+শান ক। সং ; পু। স্ত্রী ঈশানী। ২। প্রভু। বিণ ; ত্রি।

ঈশানকোণ—পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ (ঐ কোণের অধিপতি শিব)। ৬তৎ। সং ; পু। [ঈশান+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ঈশানী—মহেশ্বরী, দুর্গা ; শমীবৃক্ষ। ঈশানদেখ।

ঈশিতা—ঈশিত্ব দেখ। সং ; স্ত্রী।

ঈশিতা (ঈশিতৃ)—১। ঈশ্বর। ঈশ (আধিপত্য করা)+তৃন্ ক। সং ; পু। ২। সমর্থ ; শ্রেষ্ঠ। বিণ ; পু। স্ত্রী ঈশিত্রী।

ঈশিত্ব, ঈশিতা—ঈশ্বরত্ব ; সামর্থ্য ; অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের অন্যতম, এই ঐশ্বর্য্য থাকাতে স্থাবরাদি সর্ব্বভূত ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী। ঈশিন্ ঈশীর ভাব এই অর্থে+ত্ব, তা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ঈশী (ঈশিন্)—ঈশ্বর ; প্রভু ; পতি। ঈশ (প্রভুত্ব করা)+ণিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী ঈশিনী।

ঈশের মূল—ইসরমূল (তাহা দেখ)।

ঈশ্বর—১। স্বামী ; সমর্থ ; শ্রেষ্ঠ। ঈশ (আধিপত্য করা)+বর ক। বিণ ; ত্রি। ২। শিব ; ব্রহ্মা ; পরমেশ্বর, ভগবান্ ; কামদেব। সং ; পু। স্ত্রী ঈশ্বরা, ঈশ্বরী।

৩। সঙ্গীত-শাস্ত্রকারবিশেষ ; ভরত মুনি প্রভৃতির ন্যায় ইনিও সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেন।

৪। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার ; রামস্তোত্র ও কৃষ্ণস্তুতি ইঁহারই রচিত।

ঈশ্বরকৃপা—জগদীশ্বরের করুণা, ভগবানের দয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঈশ্বরকৃষ্ণ—একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইঁহার প্রণীত সাংখ্যকারিকা। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ। সং ; পু।

ঈশ্বরচন্দ্র (রাজা)—পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের অন্যতম রাজা। ইঁহার পিতার নাম শিবচন্দ্র। ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে ঈশ্বরচন্দ্র রাজা হন। ইনি যেমন রূপবান্, তেমনি বলবান্ ছিলেন। সঙ্গীতে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইঁহার সভায় বাক্‌পতি নামক একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ থাকিতেন। তিনি "সারদা মঙ্গল" নামে একখানি বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে ৫৫ বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র নামে একটী পুত্র রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি, কাঁচড়াপাড়ানিবাসী বৈদ্যজাতীয় হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গালা ১২১৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি বড় দুরন্ত ছিলেন ; লেখাপড়ায় ইঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহাই আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। কথিত আছে যে, ইনি ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় দেড়মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্যন্ত অর্থ সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা লিখিবার সখ ছিল। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র মহেশচন্দ্রের সহিত ইঁহার কবিতার লড়াই হইত। মহেশচন্দ্র একজন স্বভাবকবি ছিলেন। কোন কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র জীবিত থাকিতে তিনি আর কবিতা লিখিবেন না। ফলতঃ এ প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন মহেশচন্দ্রকে ঠাট্টা করিয়া বলেন, "দাদা! লেজ গুটালে কেন?" তাহাতে মহেশচন্দ্র এই উত্তর করেন ;—

"ওরে দুই ভায়ের দুই থাকলে লেজ,
থাকতো না সংসার।
একে তোমার লেজে গেছে মজে,
সোণার লঙ্কা ছারখার।"

দশমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করায় ঈশ্বরচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন ; এখানে থাকিয়া ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের চেষ্টা করেন, কিন্তু অনুরাগের অভাবে তাহাতেও অধিক উন্নতি করিতে পারেন নাই। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। দুর্গামণি নাকি দেখিতে তেমন সুশ্রী ছিলেন না, অধিকন্তু কতকটা হাবা বোবার মত ছিলেন। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র এ বিষয়েও সুখী হইতে পারিলেন না।

কলিকাতার ঠাকুরবংশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বদাই ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। উভয়েই সমবয়স্ক। কথিত আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে যোগেন্দ্রমোহনেরও রচনাশক্তি জন্মিয়াছিল। এই যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ১২৩৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদ প্রভাকর" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ প্রভাকরও অদৃশ্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও রচনাশক্তি দেখিয়া আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক ঐ বৎসরেই "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র উক্ত পত্রিকায় লেখা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন এবং শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শন করিয়া ১২৪২ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১২৪৫ সালে সংবাদ প্রভাকর দৈনিক আকার ধারণ করে। বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে প্রভাকরই প্রথম। ইহার কিছুদিন পরে স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুবিধবার বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পুস্তিকা প্রচার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রতিবাদস্বরূপ ব্যঙ্গ কবিতাসমূহ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া বিধবা-বিবাহবিরোধীদিগের চিত্তরঞ্জন করেন। ১২৫৩ সালে ইনি "পাষণ্ডপীড়ন" নামে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে "ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) "রসরাজ" নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্রও পাষণ্ডপীড়ন পত্রে গৌরীশঙ্করের কবিতার উত্তর দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দুইখানি পত্রই উঠিয়া যায়। তখন ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালে "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের কবিতা ও প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় ১০ বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বহু যত্ন ও পরিশ্রমে ভারতচন্দ্র, রাম

প্রসাদ সেন, রাম বসু, হরুঠাকুর, নিতাই দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত ও অনেক লুপ্ত কবিতা প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত উদ্ধার বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। ১২৬৪ সালে ইনি সংবাদ প্রভাকর পত্রে 'প্রবোধ প্রভাকর', 'হিত প্রভাকর' ও 'বোধেন্দুবিকাশ' নামক তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; পরন্তু মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত মহেশচন্দ্র গভীর দুঃখের সহিত গাহিয়াছিলেন;—

"দাত মেড়াতে জড় হ'য়ে নষ্ট কর্‌লে প্রভাকর।
জন্মে কলম ধরে নিকো, রাম হ'ল এডিটর।
আগা পাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হ'ল কমাণ্ডর।"

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম কেবল লেখনীর উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইনি বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন ও সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি তাহার সদ্ব্যয়ও করিতেন। ইনি মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। ইঁহার বাড়ীতে সদাব্রত ছিল। অন্নপ্রার্থী হইয়া কেহ কখনও বিমুখ হয় নাই। ইনি খুব উচ্চশ্রেণীর কবি না হইলেও একজন স্বভাবকবি ছিলেন। ইঁহার রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল, তবে অনুপ্রাসের ভারে মধ্যে মধ্যে পীড়িত। হাস্যরসে ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। বস্তুতঃ হাস্যরসে ইনি অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'বাঙ্গালী' হইতে উদ্ধৃত ইঁহার প্রসঙ্গ প্রণিধানযোগ্য:—

"কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৈতৃক ভিটাটুকু এতকাল পরে কুম্ভকারের হস্তগত হইল।......গুপ্ত কবি বাঙ্গালীর নিতান্ত আপনার জন। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী কবি। ......তিনি নব্য বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু অমর বঙ্কিমচন্দ্রের ও রসরাজ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধুর গুরু; সুতরাং বাঙ্গালীর গুরুর গুরু। সে যুগে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধকে কবিতায় যে অভিব্যক্তি দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বাঙ্গালার সুপ্রভাতে নবজীবনের নূতন স্পন্দন সম্ভব হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকর" আজ অস্তমিত, কিন্তু সে সূর্য্যের দীপ্তি, তেজ বাঙ্গালীর সমাজে যে জীবনীশক্তি ঢালিয়া দিয়াছিল, জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট। ঈশ্বর গুপ্ত এক হিসাবে যুগান্তের কবি, অন্য হিসাবে যুগপ্রবর্ত্তক। বাঙ্গালী তাঁহার নিকট ঋণী। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রধান নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ। ......ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন।' তিনি বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ স্বজন। তাঁহার ভিটাটুকু বাঙ্গালী কিনিয়া ভবিষ্যদ্বংশের তীর্থ করিয়া রাখুন।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত স্বনামখ্যাত পণ্ডিত। বাঙ্গালা ১২২৭ সালের (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের) ১২ই আশ্বিন তারিখে বীরসিংহা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সে সময়ে বীরসিংহা হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে বাঙ্গালার খ্যাতনামা লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে উহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস কলিকাতার অতি অল্প বেতনের চাকুরি করিতেন,—পরিবার লইয়া বিদেশে থাকিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে মাতা ও পিতামহীর সহিত বীরসিংহায় থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালায় তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। নয় বৎসর বয়সের সময় ইনি পিতার সহিত পদব্রজে কলিকাতায় আগমন করেন। পথে আসিবার সময় মধ্যে মধ্যে মাইল-নির্দ্দেশ-প্রস্তরসকল (Mile stones) দেখিয়া ইনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা! রাস্তায় শিলের মত ও গুলা কি পোঁতা রহিয়াছে?" ঠাকুরদাস সকল কথা বলিলে, বালক উহা হইতেই ইংরেজী অঙ্কচিহ্নগুলি (১, ২, ৩, ইত্যাদি) শিখিয়া লইয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রত্যেকবারেই বার্ষিক-পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, ব্যবহার প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ হইতে "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করিলেন। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের দুই কনিষ্ঠ সহোদর বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। পাচক বা দাসদাসী রাখিয়া বাসায় এতগুলি লোকের ও দেশের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিবার শক্তি ঠাকুরদাসের ছিল না। বালক ঈশ্বরচন্দ্র স্বহস্তে বাসার সমস্ত কাজ করিয়া ও তৎপরে পাক করিয়া পিতাকে ও ছোট ভাই দুইটিকে খাওয়াইয়া, তবে নিজে খাইতেন। দুই বেলাই এইরূপ করিতে হইত, কাজেই রীতিমত পুস্তক-পাঠের সময় তাঁহার ছিল না। তিনি পাক করিবার সময়েও পুস্তক নিকটে রাখিতেন, এবং অবকাশ পাইলেই একটু পড়িয়া লইতেন। এইরূপে দারিদ্র্যে লালিত-পালিত হওয়াতেই বিদ্যাসাগর দরিদ্রের মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দয়ার সাগর নামে পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। বিলাত হইতে আগত নূতন সিভিলিয়ান সাহেবেরা এই কলেজে কিছু দিন এদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া তবে স্ব স্ব পদে পাকা হইতেন। এক্ষণে বিদ্যাসাগরকে সর্ব্বদাই সাহেবদিগের সংস্রবে আসিতে হইত;—ইংরেজী জানা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া তিনি ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্পকালমধ্যে তাহাতেও সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। সাহেবদিগের পরীক্ষার হিন্দি কাগজও তাঁহাকে দেখিতে হইত। এই নিমিত্ত তিনি হিন্দি ভাষাও শিক্ষা করিয়া লইলেন। ফলতঃ বিদ্যাসাগরের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

বিদ্যাসাগরের কার্য্যকারিতা ও বিচক্ষণতা-দর্শনে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ইঁহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে উদ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত ইঁহার মতের মিল না হওয়ায়, পর বৎসরেই ইনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর আপনার প্রথম বাঙ্গালা গদ্য পুস্তক বেতাল-পঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করেন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন।

এবারে তথাকার প্রধান কেরাণী (Head Writer) হন। ঐ পদের মাসিক বেতন ৮০৲ টাকা। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপালের (Principal) পদ ছিল না। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্ট হইলে বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে প্রথম প্রিন্সিপাল হন। এইখানে ইঁহার বেতন ক্রমে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে কলেজের অধ্যক্ষতা সত্বেও গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে বিশেষ বিদ্যালয়-পরিদর্শক (Special Inspector of Schools) নিযুক্ত করেন। দুই পদে এক্ষণে বিদ্যাসাগরের বেতন মাসিক ৫০০৲ টাকা হইল।

এই সময়ে ইনি একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দু-বাল-বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত, তাহারই প্রতিপাদনার্থ পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দুসমাজের সম্রান্ত অসম্রান্ত, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার প্রাণবধেরও কল্পনা করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর স্বদেশীয় লোকের নিন্দাবাদ, কুৎসা, নির্য্যাতন প্রভৃতি অকাতরে সহ্য করিয়া অকুতোভয়ে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর বহু যত্ন ও পরিশ্রমে ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইলেন। তিনি কেবল আইন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার যত্নে ও ব্যয়ে দেশের নানা স্থানে কয়েকটি বিধবা-বিবাহও সম্পন্ন হয়। এমন কি, নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রেরও একটি বিধবার সহিত বিবাহ দেন। বিধবা-বিবাহের আইন প্রচলন-কার্য্যে তাঁহার ঐকান্তিকতা, অধ্যবসায়, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য্য করিবার সময়ে বিদ্যাসাগর বঙ্গের তদানীন্তন ছোট-লাট হ্যালিডে সাহেবের পরামর্শে দেশের নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে ইয়ং নামক এক অল্পবয়স্ক যুবক সিভিলিয়ান নূতন ডিরেক্টর হন। কোন কোন বিষয়ে এই সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের মতের অমিল হওয়ায় উভয়ের মধ্যে মনের অকৌশল চলিতেছিল। বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপনের ৫।৬ মাস পরে বিদ্যাসাগর ঐ সকল স্কুলের বিল করিলে ইয়ং সাহেব সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। এই সকল এবং অন্যান্য নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর অনায়াসে ৫০০৲ টাকা বেতনের গবর্ণমেণ্টের চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন।

মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তা যাহা কিছু করেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। বিদ্যাসাগরের এই কর্ম্মত্যাগ দেশের প্রভূত মঙ্গলের নিদান হইল। তাঁহাকে এক্ষণে একমাত্র লেখনীর উপরই আত্মনির্ভর করিতে হইল। তাঁহার ব্যয়ও বড় কম ছিল না। সেই ব্যয়ের অধিকাংশই দানে যাইত। তাঁহার দানের কথা আর কি বলিব? তিনি যথার্থই মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, "দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে?" বস্তুতঃ দরিদ্রের দুর্দ্দশার কথা শুনিলে, দুঃখীর দুঃখ দেখিলে, তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইত, নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। ১৮৬৬।৬৭ খৃঃ অব্দে দেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়—যাহা বাঙ্গালায় মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—সেই দারুণ দুঃসময়ে বিদ্যাসাগর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলিয়া প্রায় ছয় মাস কাল প্রত্যহ সহস্রাধিক অন্নপ্রার্থীকে অন্ন বিতরণ করেন। তদ্ভিন্ন দুই সহস্র টাকার বস্ত্র কিনিয়া বস্ত্রহীনদিগকে দান করেন। এই সকল ব্যতীত তিনি গোপনে কত দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের যে সাহায্য করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেবল বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া তিনি এই সকল ব্যয়নির্ব্বাহ ও সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। তিনি যদি দানশীল ও মুক্তহস্ত না হইতেন, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৫ খানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছেন। বলিতে কি, বিদ্যাসাগরই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জনক। তিনি কার্য্য পরিত্যাগ না করিলে, আমরা এতগুলি সুন্দর বাঙ্গালা পুস্তক পাইতাম না। তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার কর্ম্মত্যাগে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তাঁহার মেট্রপলিটান কলেজ। এই সময়ে সকলের ধারণা ছিল, সাহেব অধ্যাপক না হইলে কলেজ চলিতে পারে না। অনেক সাহেবও বলিতেন, বাঙ্গালীদের কলেজ চালাইবার ক্ষমতা নাই। বিদ্যাসাগর কিন্তু নিজব্যয়ে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। প্রথম বর্ষের (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের) এফ্‌, এ পরীক্ষার ফল দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে বিদ্যাসাগরকে ধন্য ধন্য কহিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজে বি, এ, ক্লাশ খুলেন। বি, এ, পরীক্ষাতেও প্রথম বৎসরেই (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ১৬ জন ছাত্র প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া "ডিগ্রী" প্রাপ্ত হইল। একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিঃস্বার্থতাই এরূপ উন্নতির একমাত্র কারণ। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সি আই ই উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইলেন। তাঁহার দেখাদেখি অনেক স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের অনেকগুলিই এক একটি দোকান—আয়ের সম্পত্তি। বিদ্যাসাগর কখনও আপনার কলেজের এক কপর্দ্দকও নিজ ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতেন না। কলেজের উদ্বৃত্ত টাকা, কলেজের উত্তমবাটী, সুন্দর পুস্তকালয়, যন্ত্রাগার প্রভৃতি ব্যাপারেই ব্যয়িত হইত।

ইহা ভিন্ন তিনি জন্মভূমি বীরসিংহা গ্রামে একটি অবৈতনিক উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শত শত বালককে অন্নবস্ত্র ও আপনার বাটীতে স্থান দিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। যে কোনও অনাথ বালক যখনই তাঁহার নিকট আপনার দুরবস্থার কথা জানাইয়াছে, তখনই বিদ্যাসাগর সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সকল অভাব দূর করিয়া তাহার বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এত দয়া না থাকিলে তাঁহার নাম 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' হইবে কেন? শেষ অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলে তিনি বৈদ্যনাথের নিকট কর্ম্মাটাঁড় নামক স্থানে নিভৃতনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া থাকিতেন। সেখানকার অসভ্য সাঁওতালদিগকে তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন। তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দান করিতেন; তাহাদের রোগের সময়ে ঔষধ পথ্য দিতেন, সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তাহারাও বিদ্যাসাগরকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় যেমন কোমল ছিল, তেমনই হৃদয়ে অসাধারণ বলও ছিল। দুঃখীর দুঃখ দেখিলে যেমন তাঁহার হৃদয় করুণারসে বিগলিত হইত, আত্মীয় স্বজনের দোষ দেখিলে আবার সেই হৃদয় তেমনই ক্রোধাগ্নিতে বজ্রাদপি কঠোর হইয়া পড়িত। অজ্ঞ লোকের সহস্র দোষ তিনি উপেক্ষা

করিতে পারিতেন, ক্ষমা করিয়া তাহার দোষ-সংশোধনের চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু আপনার পরিজনবর্গের কাহারও দোষ দেখিলে তাহা তাঁহার অসহ্য হইত। তিনি মনে করিতেন, তিনি যেরূপ আদর্শপুরুষ, তাঁহার পরিবারের প্রত্যেকেই সেইরূপ আদর্শপুরুষ হইবে। তাহার অন্যথা দেখিলেই তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। অধিক কথা কি, তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের ব্যবহারে তিনি এতদূর বিরক্ত ও রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি নারায়ণকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। এইরূপ কতিপয় কারণে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন বিষাদময় হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত পরহিতব্রত ত্যাগ করেন নাই।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় ভক্তিময় ছিল। জনকজননীকে তিনি আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। একবার কাশীধামে জনৈক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মানেন কি না?" বিদ্যাসাগর হাসিতে হাসিতে আপনার মাতাপিতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর করেন, "ইনিই আমার বিশ্বেশ্বর, আর ইনিই আমার অন্নপূর্ণা।" বস্তুতঃ তিনি মাতাপিতাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেন। বৃদ্ধ মাতাপিতার মৃত্যুতে প্রৌঢ় বিদ্যাসাগর মাতৃহীন শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন, এবং কিছুদিন বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন এবং অনবরত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। এরূপ মাতাপিতৃভক্ত লোক আধুনিক সময়ে এ দেশে নিতান্ত বিরল, সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগর বড়, মহাপ্রাণতায় ও লোকহিতৈষিতায়। পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মানা বেশ্যারাও দয়ার সাগরের দানে বঞ্চিত হইত না; বাস্তবিকই বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই রাত্রি ২টার সময়ে (ইংরাজী হিসাবে ৩০শে জুলাই) ভারতমাতার এই সুসন্তান সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরত্ব—ঈশ্বরভাব, ভগবানের প্রকৃতি, দেবত্ব; প্রভুত্ব; আধিপত্য; রাজত্ব। ঈশ্বর+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ঈশ্বরদত্ত—জগদীশ্বর কর্তৃক অর্পিত, যাহা ঈশ্বর দিয়াছেন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দত্তা।

ঈশ্বরদূত—পরমেশ্বরের বার্ত্তাবাহক বা চর। ৬তৎ। সং; পু। [খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে উক্ত angel শব্দের অনুবাদে এই পদটি কেহ কেহ প্রয়োগ করিয়াছেন]।

ঈশ্বরনিষ্ঠ—ঈশ্বরপরায়ণ, জগদীশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল, ভগবদ্ভক্ত। ঈশ্বরে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈশ্বরনিষ্ঠা।

ঈশ্বরনিষ্ঠা—১। ঈশ্বরপরায়ণা, ইত্যাদি। বহু। ঈশ্বরনিষ্ঠ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ঈশ্বরপরায়ণতা, জগদীশ্বরে একান্ত নির্ভর, ভগবদ্ভক্তি। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বরপরায়ণ—জগদীশ্বরে অত্যন্ত রত। ঈশ্বরই পর অয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরায়ণা। বি,—পরায়ণতা।

ঈশ্বরপূজক—ভগবানের আরাধনাকারী, পরমেশ্বরের উপাসক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরপূজা—ভগবানের আরাধনা, পরমেশ্বরের উপাসনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বর-প্রণোদিত, -প্রেরিত—ভগবানের পাঠান বা দেওয়া; জগৎপতিকর্তৃক অনুপ্রাণিত, প্রত্যাদিষ্ট বা উত্তেজিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরপ্রসাদ—জগদীশ্বরের প্রসন্নতা, ভগবানের কৃপা, ঈশ্বরানুগ্রহ। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশ্বরপ্রসাদাৎ—ঈশ্বরানুগ্রহবশতঃ। ঈশ্বরপ্রসাদ শব্দ+সংস্কৃত ৫মীর ১বচন। ব্য।

ঈশ্বরপ্রীতি, ঈশ্বরপ্রেম (-প্রেমন্)—১। পরমেশ্বরের ভালবাসা বা দয়া। ৬তৎ। ২। পরমেশ্বরের প্রতি ভালবাসা বা ভক্তি, ভগবদ্ভক্তি। ৭তৎ। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ঈশ্বর-প্রেমিক—জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতিমান্, ভগবদ্ভক্ত। ঈশ্বরপ্রেমন্ শব্দ+ষ্ণিক, "ইহ কর্তৃক কৃত" অর্থে। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরভক্ত—ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরভক্তি—ভগবানের প্রতি ভক্তি বা আন্তরিক শ্রদ্ধা, ঈশ্বরপ্রেম, ভগবদ্ভক্তি। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বরভাব—ঈশ্বরত্ব, দেবভাব, দেবত্ব; প্রভুত্ব; রাজপ্রকৃতি। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশ্বরভীরু—পরমেশ্বরের প্রতি ভয়শীল, জগদীশ্বরের প্রতি ভীতিযুক্ত; ভগবদ্ভক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরবাদ—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপক মত, আস্তিক্য। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশ্বরবাদী (-বাদিন্)—ঈশ্বরবিশ্বাসী, আস্তিক। ঈশ্বর—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ঈশ্বরবাদিনী।

ঈশ্বরবিরোধ—স্বামীর সহিত বিবাদ, মনিবের সহিত ঝগড়া; জগদীশ্বরকৃত নিয়মের অন্যথাচরণ; নাস্তিক্য। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশ্বরবিরোধী (-ধিন্)—ভগবানের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অন্যথাচরণকারী; পরমেশ্বরে ভক্তিহীন, জগদীশ্বরের প্রতি আস্থাশূন্য; নাস্তিক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—বিরোধিনী। [বহু। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরবিষয়ক—পরমেশ্বরসম্বন্ধীয়, ঐশ, দৈব।

ঈশ্বর-বৃত্তি—ব্যবসায়ীদিগের হিসাবে দেবসেবাদি সৎকর্ম্মের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অর্থ। দেশজ। সং।

ঈশ্বরসভা—রাজসভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বরসাধক—ভগবানের সাধনাকারী, জগদীশ্বর লাভের নিমিত্ত যথানিয়মে উপাসনাদি কার্য্যকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরসাধনা,-সাধন—ঈশ্বরলাভার্থ সাধনা, যাহাতে ঈশ্বরলাভ হয় গুরুর উপদেশ অনুসারে তাদৃশী উপাসনা। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ঈশ্বরসৃষ্ট—জগদীশ্বরকর্তৃক রচিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈশ্বরসৃষ্টা।

ঈশ্বরসেবক—ঈশ্বরপূজক, পরমেশ্বরের উপাসক, ভগবানের আরাধনাকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈশ্বরসেবিকা।

ঈশ্বরসেবা—ঈশ্বরপূজা, ভগবানের আরাধনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বরা—১। স্বামিনী, ইত্যাদি। ঈশ্বর দেখ। ঈশ্বর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; লক্ষ্মী; সরস্বতী; যাবতীয় আদি শক্তি। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বরাধীন—পরমেশ্বরের আয়ত্ত, যাহা ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; প্রভুর বশীভূত বা আজ্ঞাকারী। ঈশ্বরের অধীন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈশ্বরাধীনা।

ঈশ্বরারাধক—ঈশ্বরপূজক, ভগবানের উপাসক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈশ্বরারাধিকা।

ঈশ্বরারাধনা—ঈশ্বরপূজা, পরমেশ্বরের ভজনা, ভগবানের উপাসনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বরাবতার—ভূমণ্ডলে ভগবানের নশ্বর জীবের আকারে আবির্ভাব; কোন শক্তিমান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে লোকে তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলে। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ—জগদীশ্বরের আশীর্ব্বচন; পরমেশ্বরের দয়া, ভগবৎকৃপা। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশ্বরী—১। স্বামিনী, ইত্যাদি। ঈশ্বর দেখ। ঈশ্বর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবী; দুর্গা; লক্ষ্মী; সরস্বতী; সমস্ত আদি শক্তি; রুদ্রজটা লতা; লিঙ্গিনী বৃক্ষ; নাকুলী; বন্ধ্যা কর্কোটকী। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বরেচ্ছা—পরমেশ্বরের অভিলাষ বা অভিপ্রায়, ভগবদ্বাসনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বরোপাসক—ঈশ্বরপূজক, ভগবানের আরাধক। ঈশ্বরের উপাসক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরোপাসনা—ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তনাদি, ভগবানের আরাধনা। ঈশ্বরের উপাসনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঈষ—ঈষ দেখ।

ঈষৎ—অল্প, কিঞ্চিৎ। ঈষ+অৎ ক। ব্য।

ঈষৎকর—অল্প; অনায়াসসাধ্য; অকিঞ্চিৎকর। ঈষৎ—কৃ (করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

ঈষৎপাণ্ডু—১। ধূসরবর্ণ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ধূসরবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

ঈষদুষ্ণ—অল্প উষ্ণ, কবোষ্ণ, সামান্য গরম। ঈষৎ উষ্ণ, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ষ্ণা।

ঈষদূন—কিঞ্চিৎ ন্যূন, কিছু কম। ঈষৎ যে উন, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈষদূনা।

ঈষদ্গম্ভীর—অল্পগভীর, সামান্য গভীর; অগভীর, ভাসা ভাসা। ঈষৎ যে গভীর, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈষদ্গম্ভীরা।

ঈষদ্দর্শন—সামান্য দেখা, কটাক্ষ। ঈষৎ যে দর্শন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ঈষদ্দীর্ঘ—অল্পপরিমাণে দীর্ঘ। ঈষৎ যে দীর্ঘ, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈষদ্দীর্ঘা।

ঈষদ্ভিন্ন—অল্পরূপে পৃথক্। ঈষৎ যে ভিন্ন, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈষদ্ভিন্না।

ঈষদ্রক্ত—১। সামান্য লাল রঙ্গ। ঈষৎ যে রক্ত, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অল্প লোহিত-বর্ণযুক্ত, সামান্য রাঙ্গা, লালচে। বিণ; ত্রি।

ঈষদ্বিকসিত—অল্প প্রস্ফুটিত, আধফুটন্ত। ঈষৎ যে বিকসিত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

ঈষন্মাত্র—অল্পমাত্র। ঈষৎ মাত্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ত্রা। [আপ্। সং; স্ত্রী।

ঈষা—লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ। ঈষ+ক ক+

ঈষাদণ্ড—অক্ষ এবং যুগধারক দণ্ড; লাঙ্গলের বোঁটা। ৬তৎ। সং; পু।

ঈষাদন্ত—ঈশাদন্ত দেখ।

ঈষিকা—তুলিকা; কাশতৃণ; শরের মাজা; হস্তীর নেত্রগোলক; অস্ত্রবিশেষ। ঈষ+ইকন্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঈষির—বহ্নি, অগ্নি। ঈষ+কির ক। সং; পু।

ঈষীকা—তুলিকা; মুচিতে ধাতু গলিয়াছে কি না দেখিবার জন্য তন্মধ্যে প্রবেশিত শলাকা। ঈষ+ইকন্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঈষ্ম—কামদেব; বসন্ত ঋতু। ঈষ+ম ক। সং; পু।

ঈহমান—চেষ্টমান; উদ্যুক্ত; প্রবর্ত্তমান। ঈহ+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈহমানা।

ঈহা—চেষ্টা; ইচ্ছা; উদ্যোগ, উদ্যম। ঈহ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঈহামৃগ—বৃক, নেকড়ে, ঘোঘ; দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত রূপক শ্রেণীর একবিধ [ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। দেবদেবী ইহার নায়ক-নায়িকা। প্রেম ও কৌতুকবর্ণনাই ইহার উদ্দেশ্য]। ঈহায় মৃগ যাহার, বহু। সং; পু।

ঈহাবৃক—ঈহামৃগ, বৃক, নেকড়ে, খোন। ঈহাযুক্ত যে বৃক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ঈহিত—১। চেষ্টিত; ইষ্ট। ঈহ+ক্ত র্ম। ২। উদ্যত। ঈহ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঈহিতা। ৩। চেষ্টা; ইচ্ছা; উদ্যোগ; উদ্যম। ঈহ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ঈহিনী—কাঙ্ক্ষিণী, অভিলাষিণী; প্রাপ্তীচ্ছা-কারিণী; ঈপ্সিতা, অভিলষিতা, বাঞ্ছিতা। বিণ; স্ত্রী। ক, প্র।

উ

উ—১। পঞ্চম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; শিব। অত (গমন করা)+ডু ক। সং; পু। ২। ভোঃ, সম্বোধন; বিতর্ক; ক্রোধোক্তি; দয়া; বিস্ময়; নিয়োগ; পাদপূরণ। উ (শব্দ করা)+কিপ্ অধি। ব্য।

উই—একপ্রকার কীট, রুই পোকা, পুত্তিকা, বল্মীক। দেশজ। সং।

উইচিংড়া—কীটবিশেষ, উচিঙ্গা। দেশজ। সং।

উইঢিপি—বল্মীকস্তূপ (Ant hill)। দেশজ। সং।

উইল—চরমপত্র, ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির শেষ বিনিয়োগপত্র। ইং (Will)। সং।

উইল্‌কিন্স, স্যার্ চার্লস (Sir Charles Wilkins)—জন্ম ১৭৪৯ বা ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দ। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইংরাজদিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। উইল্‌কিন্স সাহেব কেবল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, পরন্তু যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়া স্বজাতির মধ্যে প্রচারিত হয়, এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। এতৎকল্পে ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের আনুকুল্যে ভগবদ্গীতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৭৮৫ খ্রীঃ এই অনুবাদ ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৯ খ্রীঃ ইনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত করেন। প্রথম বাঙ্গালা ও পারসী টাইপ ইঁহারই দ্বারা প্রস্তুত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন সময়ে ইনি স্যার্ উইলিয়াম জোন্সকে বিস্তর সাহায্য করেন। ইনিই "এসিয়াটিক রিসার্চেস" নামক মহামূল্য ধারাবাহিক গ্রন্থ প্রচারের অনুষ্ঠান করেন। ইঁহার হিতোপদেশ ও শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংল্যাণ্ডে প্রতিগমন করেন এবং ১৮০৮ খ্রীঃ আর একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ চতুর্থ জর্জ্জ ইঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। ইঁহারই গীতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় উক্ত গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৩ই মে এই মহাত্মা পরলোকে গমন করিয়াছেন।

উইলসন, হোরেস হেম্যান (Horace Hayman Wilson)—১৭৮৬ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। ১৮১৬ হইতে ১৮৩২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা টাঁকশালে "এসে মাষ্টার" এর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮১১ হইতে ১৮৩৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি রামকমল সেনের প্রধান বন্ধু ও সহায় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ইনি কালিদাসের মেঘদূত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর ইনি একখানি সুবৃহৎ সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন করিবার সংকল্প করেন, এবং বহুদিনের প্রভূত পরিশ্রমে এই অভিধান মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইনি ঐতিহাসিক, রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ, মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ, অভিনেতা ও সঙ্গীত-বিদ্যানিপুণ ছিলেন। থিয়েটার অব্ দি হিন্দুস্ (Theatre of the Hindus) নামক দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। ঐ গ্রন্থে ইনি নাটকাকারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, মুদ্রারাক্ষস ও রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত নাটকনাটিকা প্রকরণ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঐ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। ইঁহার অধ্যক্ষতায় ইঁহারই অনূদিত উত্তররাম-চরিত স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়ার বাগানে ১৮৩১ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে অভিনীত হয়। হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায় ও দর্শন-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া ইনি পুস্তকাকারে ১৮৪০ খৃঃ প্রকাশিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত উইলসন সাহেবের এই পুস্তক অবলম্বনেই 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রণয়ন করেন। ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদও ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। ১৮৬০ খৃঃ মে মাসে এই মহাপুরুষের দেহত্যাগ ঘটে।

উঃ—যাতনা-দুঃখ-ক্রোধাদিসূচক শব্দ। ব্য।

উঁকি—আড়াল হইতে বা ফাঁক দিয়া সামান্য দৃষ্টি, উঁক, কটাক্ষপাত। দেশজ। সং।

উঁকি ঝুঁক—গোপনে এদিক্ সেদিক্ কটাক্ষপাত। গ্রাম্য। সং।

উঁচ, উঁচু—উচ্চ, উন্নত। দেশজ। বিণ।

উঁচকপালী—উচ্চ কপালযুক্তা, উন্নত ললাট-বিশিষ্টা প্রাণি। বিণ; স্ত্রী। ইহা দুর্লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

উঁচট, উঁচোট—চলিতে চলিতে পদে বা পদাঙ্গুলিতে টক্কর, হোঁচট। দেশজ। সং।

উঁচনীচ, উঁচুনীচু—উচ্চনীচ, উন্নতানত, অসমতল, অসমান। দেশজ। বিণ।
উঁচান—উন্নত করা, মারিবার জন্য (অস্ত্রাদি) উত্তোলন করা বা উঠান, উত্থান। বাং, ক্রি।
উঁচু—উঁচ দেখ।
উঁচু নীচু—উঁচনীচ দেখ।
উঁচোট—উঁচট দেখ।
উঁহুঁ—অসম্মতিসূচক শব্দ, না। দেশজ। ব্য।
উক, উকা—লৌহময় ঘর্ষণযন্ত্র (file); দগ্ধ বা দহ্যমান তৃণাদি, উল্কা; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; মশাল। দেশজ। সং।
উকটান, উটকান—অন্বেষণ করা, অনুসন্ধান করা, খুঁজা তল্লাস করা। প্রাদে। ক্রি।
উকড়া—মুড়কি। হিন্দিমূলক। সং।
উকড়ান—উপড়ান, উৎপাটিত করা বা হওয়া। প্রাদেশিক। ক্রি। [দেখ)।
উকনঠেঙ্গা, উকুনঠেঙ্গা—উকুনবাড়ি (তাহা
উকা—উক দেখ।
উকাচাকা, উকোচাকা—খোঁজখবর, সন্ধান; আন্দোলন; উচ্চবাচ্য। দেশজ। সং।
উকার—উ এই বর্ণ; মহাদেব। উ+কার স্বার্থে।
উকারাদি—১। যাহার গোড়ায় উ এই অক্ষর আছে। উকার আদিতে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। হ্রস্ব উকার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য বর্ণ, উকার প্রভৃতি। উকার হইয়াছে আদি যাহাদের, বহু। সং; পু।
উকারান্ত—যাহার শেষে উ এই অক্ষর আছে; উ এই বর্ণ দ্বারা সমাপ্ত। উকার, অন্তে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্তা।
উকি—উঁকি (তাহা দেখ); বমনচেষ্টা, ওয়াক, উদ্গার, হিক্কা। দেশজ। সং।
উকি ঝুঁকি—উঁকিঝুঁকি (তাহা দেখ)।
উকিল, উকীল—উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি; ব্যবহারাজীব, আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আইনজ্ঞ কর্মচারী। বৈদেশিক। সং।
উকীল-সরকার—সরকারী উকিল, রাজপক্ষের ব্যবহারাজীব। বৈদেশিক। সং।
উকুণ—কেশকীট। উৎকুণ শব্দের অপভ্রংশ।
উকুন-বাড়ি—উকন-ঠেঙ্গা, অগ্রভাগে বক্র লৌহ শলাকাযুক্ত দীর্ঘ বংশদণ্ড। প্রাদে। সং।
উকূল—অপর সমুদ্র। অকূল শব্দের অপভ্রংশ।
উক্ত—১। কথিত; উল্লিখিত। বচ বা ব্রূ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উক্তা। ২। কথন। ব্রূ বা বচ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।
উক্তকর্তা (—কর্তৃ)—কর্তৃবাচ্যীয় ক্রিয়ার প্রথমান্ত কর্তৃপদ। কর্মধা। সং; পু।
উক্তকর্ম (—কর্মন্)—কর্মবাচ্যীয় ক্রিয়ার প্রথমান্ত কর্মপদ। কর্মধা। সং; ক্লী।
উক্তবাক্য—১। কথিত বচন; উল্লিখিত বাক্য; আদেশ, আজ্ঞা। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। যে কোন কথা বলিয়াছে; যে কোন রূপ মত বা সাক্ষ্য দিয়াছে। উক্ত হইয়াছে বাক্য যদ্দ্বারা, বহু। বিণ; ত্রি।
উক্তানুক্ত—কথিত এবং অকথিত, যাহা বলা হইয়াছে এবং যাহা বলা হয় নাই। উক্ত ও অনুক্ত, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্তা।
উক্তি—কথন; বাক্য। ব্রূ বা বচ (বলা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।
উক্থ—সামবেদের অংশবিশেষ; যজ্ঞবিশেষ। বচ (বলা)+থক্ র্ম। সং; ক্লী।
উক্ষ—সিক্ত, ভিজান বা ভিজা; ধৌত, পরিষ্কৃত। উক্ষ্ + অস্ ক বা র্ম। বিণ; ত্রি।
উক্ষণ—সেচন, ভিজান। উক্ষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
উক্ষতর—মহাবৃষ, প্রকাণ্ড ষাঁড়। উক্ষা দেখ। উক্ষন্ + তর অতিশয়ার্থে। সং; পু।
উক্ষা (উক্ষন্)—বৃষ, ষণ্ড, ষাঁড়। উক্ষ+কনিন্ ক। সং; পু।
উক্ষিত—লিপ্ত; সিক্ত; প্রোক্ষিত; অভিষিক্ত। উক্ষ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
উখ—১। ইক্ষু, আক বা আখ। হিন্দিমূলক। ২। লৌহময় ঘর্ষণ যন্ত্র, উকা। দেশজ। সং।
উখড়ন, উখড়ান—উপড়ান, উৎপাটিত করা বা হওয়া; ঠিকরান। প্রাদেশিক। ক্রি।
উখড়া—মুড়কি। হিন্দী। সং।
উখড়ান—উখড়ন দেখ।
উখড়ি—উড়কি। প্রাদে; সং।
উখড়ো—শরান, রাস্তা, সড়ক। প্রাদে। সং।
উখন—বসন, মার্জ্জন। প্রা, ক।
উখা—১। পাকস্থলী; হাঁড়ী; আখা, উনান। উখ+ক অধি+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। লৌহময় ঘর্ষণযন্ত্রবিশেষ। দেশজ। সং।
উখাড়া, উখারা—উপড়ান, উৎপাটিত করা বা হওয়া, উত্তোলন করা, ঠিকরান; হোঁচট খাওয়া। হিন্দীমূলক। ক্রি।
উখি—মাথার খুস্কি। প্রাদেশিক। সং।
উখুনপাশী—উকন-ঠেঙ্গা, উকুন-বাড়ি। প্রাদেশিক। সং। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী উখ্যা।
উখ্য—স্থালীপক্ব (মাংসাদি)। উখ+য র্ম।
উগ—রুক্ষ, তীব্র, প্রখর। প্রা, ক। উগ্র শব্দের অপভ্রংশ।
উগরন, উগরান—উদ্গিরণ করা, বমন করা, ঢালিয়া দেওয়া। প্রাদেশিক। ক্রি।
উগারই—উদ্ঘাটন করে, খুলিয়া রাখে। প্রা, ক। [বিণ। প্রা, ক।
উগারা—১। উদ্গিরণ করা। ক্রি। ২। উদ্গীর্ণ।
উগারি—১। উদ্গীর্ণ করিয়া। ২। প্রকাশ করিয়া। ক্রি। প্রা, ক।
উগারী—বিবস্ত্রা, উলঙ্গিনী। প্রা, ক।
উগ্র—১। ক্রুদ্ধ; তীব্র, প্রখর; প্রচণ্ড; উৎকট; ক্রূর, নিষ্ঠুর। উচ+রক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উগ্রা। ২। শিব; শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে বায়ুমূর্তি; পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, মঘা ও ভরণীনক্ষত্র; কেরল দেশ; শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজিনা গাছ; রাজবিশেষ; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জাত জাতি বিশেষ, আগুরি [বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায়, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশে, এবং হুগলি ও নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে ইহাদের বাস; ইহারা অতিশয় উগ্রস্বভাব ও স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরাজত্বকালে রাজার অন্তঃপুর ও কোষাগার রক্ষাই ইহাদের কার্য ছিল, সুতরাং ইহারা অতিশয় বিশ্বাসী; অধুনা কৃষি ও বাণিজ্যই ইহাদের প্রধান অবলম্বন]। সং; পু।
উগ্রকর্মা (—কর্মন্)—ভীষণ-কর্মকারী। উগ্র কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।
উগ্রকাণ্ড—কারবেল্ল, করলা। উগ্র কাণ্ড যাহার, বহু। সং; পু। [কর্মধা। সং; পু।
উগ্রক্ষত্রিয়—উগ্রখ্যাতি বা আগুরি জাতি।
উগ্রখ্যাতি—উগ্রক্ষত্রিয়, আগুরি জাতি। উগ্র খ্যাতি যাহার, বহু। সং; পু।
উগ্রগন্ধ—১। তীব্র গন্ধ। কর্মধা। সং; পু। ২। তীব্রগন্ধবিশিষ্ট। উগ্র গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উগ্রগন্ধা। ৩। লশুন; চম্পক, চাঁপা; কটফল। সং; পু। ৪। হিঙ্গু, হিং। সং; ক্লী।
উগ্রগন্ধা—১। তীব্রগন্ধযুক্তা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অজগন্ধা; যবানী; বচ। সং; স্ত্রী।
উগ্রচণ্ডা—চণ্ডিকাদেবী, ভগবতীর মূর্তিবিশেষ, এই মূর্তি অষ্টাদশভুজা, ভগবতী এই মূর্তিতে মহিষাসুরের প্রথম মূর্তি বিনষ্ট করেন,—দক্ষযজ্ঞ বিনাশহেতু আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে কোটি যোগিনীর সহিত এই মূর্তি প্রথম আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সং; স্ত্রী।
উগ্রতা, উগ্রত্ব—উগ্রের ভাব বা কর্ম; তীব্রতা, ক্রূরতা, ইত্যাদি। উগ্র শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।
উগ্রতারা—ভগবতীর মূর্তিবিশেষ। এক সময়ে দেবগণ শুম্ভনিশুম্ভ দানবভ্রাতৃদ্বয়ের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত হিমালয়ের গঙ্গাবতরণস্থানে গমন করিয়া মহামায়ার স্তব করিতে থাকেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবতী মাতঙ্গিনীর রূপ ধারণপূর্বক দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'দেবগণ! তোমরা কাহার স্তব করিতেছ?' ইত্যবসরে তাঁহার শরীরকোষ হইতে এক দেবী বহির্গতা হইয়া বলিলেন, 'দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন, আমি শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করিব।' উগ্র-নিস্তৃত (—তারি)+অন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

উগ্রত্ব—উগ্রতা দেখ। [ত্রি।
উগ্রদন্ত—নির্মম, নিষ্ঠুর, নৃশংস। বহু। বিণ;
উগ্রদর্শন—১। ভয়ঙ্করী মূর্তি, ভয়ানক চেহারা। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। দেখিতে ভয়ঙ্কর, ভীষণমূর্তি, ভয়াবহ। উগ্র দর্শন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উগ্রদর্শনা।
উগ্রধন্বা (—ধন্বন্)—১। মহাধনুর্দ্ধর। উগ্র হইয়াছে ধনুঃ যাহার, বহু। বিণ; পু। ২। শঙ্কর, শিব; ইন্দ্র। সং; পু।
উগ্রপ্রকৃতি—১। ক্রুদ্ধ স্বভাব, কড়া মেজাজ। কর্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ক্রুদ্ধস্বভাবযুক্ত, সহজে ক্রোধশীল, চটা মেজাজী, রুক্ষস্বভাব। উগ্রা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
উগ্রভাব—উগ্রতা। ৬তৎ। সং; পু।
উগ্রম্পশ্য—ভীমদর্শন। উপ; উগ্র শব্দ—দৃশ (দেখা)+খশ্ ম্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শ্যা।
উগ্রবক্তা (—বক্তৃ)—কর্কশভাষী, রূঢ়বাক্, পরুষবাক্যকথক, রুক্ষবাদী। কর্মধা। বিণ; পু। স্ত্রী উগ্রবক্ত্রী।
উগ্রবীর্য—১। তীব্র বীরত্বসম্পন্ন; মহাতেজস্বী; খুব তেজাল বা ঝাঁজাল। উগ্র বীর্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বীর্য্যা। ২। তীব্র বীরত্ব; প্রবল বা প্রচণ্ড তেজ; খুব ঝাঁজ। কর্মধা। সং; ক্লী।
উগ্রশেখরা—জাহ্নবী, গঙ্গা। উগ্রের (শিবের) শেখরা (কিরীটরূপা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
উগ্রশ্রবাঃ (—শ্রবস্)—১। রোমহর্ষণপুত্র সূত। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। বহু। সং; পু।
উগ্রসেন—১। পরীক্ষিৎপুত্র, জনমেজয়ের ভ্রাতা। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। ৩। মথুরার যাদববংশীয় একজন রাজা, কংসের পিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ দেবকের ভ্রাতা। ইঁহার পিতার নাম আহুক। দুর্বৃত্ত পুত্র কংস ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন। পরে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া আবার ইঁহাকে রাজা করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর ইঁহার মৃত্যু হয়। উগ্রা সেনা যাহার, বহু। সং; পু।
উগ্রসেনজ—উগ্রসেনের পুত্র, কংস। উপ; উগ্রসেন—জন+ড ক। সং; পু।
উগ্রস্বভাব—১। ক্রোধশীল প্রকৃতি, রুক্ষ স্বভাব, কড়া বা চটা মেজাজ। কর্মধা। সং; পু। ২। কোপনস্বভাব, রুক্ষমেজাজী। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উগ্রস্বভাবা।
উগ্রস্বর—১। কঠোর বা কর্কশ কণ্ঠরব, কড়া আওয়াজ। কর্মধা। সং; পু। ২। কঠোর বা কর্কশ কণ্ঠরববিশিষ্ট, যাহার গলার আওয়াজ কড়া। উগ্র স্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উগ্রস্বরা।
উগ্রা—১। কুঙ্কা, ইত্যাদি। উগ্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উগ্রজাতীয়া স্ত্রী; যোগিনীবিশেষ; কোপনা নারী; যবানী; বচ। সং; স্ত্রী।
উগাড়, উগার—উদ্ঘাটিত, প্রকাশিত, ব্যক্ত। প্রা, ক। বিণ।
উগারী—বিবস্ত্রা, উলঙ্গিনী। প্রা, ক।
উঙানি—ওয়ানি বা রোয়ানি, অতি সূক্ষ্ম মশকবিশেষ। প্রাদেশিক। সং।
উকুন—উকুণ, ডেঙ্গর। প্রাদেশিক। সং।
উচ, উচল—উচ্চ, উন্নত, উঁচু। প্রা, ক।
উচকই—উচ্চ করিয়া, উঠাইয়া, তুলিয়া। ক্রি। প্রা, ক।
উচক, উচকা—১। অপরিণত, যৌবনোন্মুখ, উঠতি (বয়স্)। প্রাদে। বিণ। ২। চোর, তস্কর। সং। ৩। সহসা, আচম্বিতে। হিন্দী।
উচক্কা—উগ্রস্বভাব; দুঃসাহসী। দেশজ। বিণ।
উচতি—উচিত। প্রা, ক।
উচর—উচ্চ, উন্নত। প্রা, ক।
উচল—উচ দেখ।
উচা—উচ্চ। প্রাদেশিক। বিণ।
উচাই—উচ্চতা, খাড়াই। দেশজ। সং।
উচাটন—অন্যমনস্ক, অনাবিষ্ট; অধীর, অস্থির, চঞ্চল; ব্যাকুল; উৎকণ্ঠিত। দেশজ। বিণ। [illegible] উস্কান। দেশজ। ক্রি।
উচান—উচ্চ করা, (প্রহরণ) উত্তোলন করা।
উচারে—উচ্চারণ করে। প্রা, ক। [অপভ্রংশ।
উচিংড়া—উচ্চিংড়া, কীটবিশেষ। উচ্চিঙ্গট শব্দের
উচিত—ন্যায়ানুগত, ন্যায্য; বৈধ, বিহিত, বিধেয়; উপযুক্ত; পরিচিত; অভ্যস্ত। উচ+ক্ত ক; অথবা বচ+কিতচ্। বিণ; ত্রি।
উচিতকারী (—কারিন্)—বৈধকর্মকর্তা, যে ন্যায়ানুগত কার্য করে। উচিত করে যে এই বাক্যে উপ; উচিত—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উচিতকারিণী।
উচিতভাষী (—ভাষিন্)—উচিতবাদী, স্পষ্টবক্তা। উপ; উচিত—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উচিতভাষিণী।
উচিতবক্তা (—বক্তৃ)—উচিতভাষী, ন্যায্যবাককথক, যে উচিত কথা বলে, স্পষ্টবাদী ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী উচিতবক্ত্রী।
উচিতবাদী (—বাদিন্)—যে উচিত কথা বলে, স্পষ্টবক্তা। উপ; উচিত—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উচিতবাদিনী।
উচু—উচ্চ। দেশজ। বিণ।
উচুঙ্গ—উচ্চিঙ্গট (তাহা দেখ)।
উচুর—উচ্চ; অধিক। প্রা, ক।
উচোট—হুঁচোট, চলিতে চলিতে পদে বা পদাঙ্গুলিতে টক্কর। দেশজ। সং।
উচ্চ—উন্নত, তুঙ্গ, উচ্ছ্রিত, উঁচু। উৎ—চি। ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উচ্চা।
উচ্চকবি—প্রধান কবি, উৎকৃষ্ট কাব্যলেখক। কর্মধা। সং; পু।
উচ্চকুল—উন্নত বংশ, সম্ভ্রান্ত বংশ। কর্মধা। সং; ক্লী।
উচ্চকুলজাত,—সম্ভূত—সম্ভ্রান্ত বংশে উৎপন্ন। ৫ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা। [ব্য।
উচ্চৈঃ (—কৈস্)—উচ্চৈঃ; অতিশয় উচ্চ।
উচ্চটা—দর্প, দম্ভ; আচরণ, প্রথা, অভ্যাস; একপ্রকার লশুন; গুঞ্জা, কুঁচ; নিরুবী তৃণ, নাগরমুস্তা; ভূমি আমলকী। উৎ চট ধাতু+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।
উচ্চণ্ড—অতিকোপন; উদ্দাম, দুর্দান্ত; ত্বরান্বিত। উৎ—চণ্ড+অন্ ক। বিণ; ত্রি।
উচ্চতম, উচ্চতর—সাতিশয় উচ্চ, বহু বা দুয়ের মধ্যে উচ্চ। উচ্চ শব্দ+তম, তর অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমা,—তরা।
উচ্চতরু—নারিকেল বৃক্ষ; যে কোন উঁচু গাছ। কর্মধা। সং; পু।
উচ্চতা—উন্নতা, উন্নতি, উচ্চত্ব, উচুভাব। উচ্চ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
উচ্চতাল—পানোৎসবকালীন নৃত্যগীতবাদ্য। কর্মধা। সং; ক্লী।
উচ্চদেব—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। কর্মধা। সং; পু।
উচ্চনাদ—উচ্চ ধ্বনি। কর্মধা। সং; পু।
উচ্চনীচ—উন্নত ও অবনত, সম্ভ্রান্ত এবং ইতর, উত্তম ও অধম; উচুনীচু, উচ্চাবচ, নিম্নোন্নত, অসমতল। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।
উচ্চন্দ্র—রাত্রির অবসান, শেষ রাত্রি। উৎ (ক্ষীণ) হয় চন্দ্র যাহাতে, বহু। সং; পু।
উচ্চপদ—উঁচু পদ, উন্নত মর্যাদা, প্রধান কর্ম, বড় চাকরি। কর্মধা। সং; ক্লী।
উচ্চপদস্থ—প্রধান কার্যকারী, রাজকার্য সমূহের মধ্যে অতি প্রধান কার্যসম্পাদক। উপ; উচ্চপদ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।
উচ্চপদাস্থিত—উচ্চপদস্থ, উন্নত পদে অবস্থিত, উঁচু পদে কার্যকারী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
উচ্চপ্রকৃতি—১। উন্নত স্বভাব, উঁচু মেজাজ; প্রশস্ত হৃদয়। উচ্চা যে প্রকৃতি, কর্মধা। সং; স্ত্রী। ২। উন্নত-স্বভাববিশিষ্ট, উঁচু মেজাজী, প্রশস্তচিত্ত। উচ্চা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
উচ্চভাব—১। উন্নত ভাব বা প্রবৃত্তি, উঁচু চাল। কর্মধা। ২। উচ্চতা; উন্নতি। ৬তৎ। সং; পু।
উচ্চভাষী (—ভাষিন্)—তারস্বরে বাক্যকথনশীল, যে চেঁচাইয়া কথা বলে; কঠোরবাদী, রূঢ়বাক্, স্পষ্টবাদী। উপ; উচ্চ—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ভাষিণী।
উচ্চমনাঃ (—মনস্)—উন্নতচিত্ত, মহাশয়। উচ্চ মন যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।
উচ্চয়, উচ্চায়—১। চয়ন। উদ্—চি+অল্, ঘঞ্ ভা। ২। পুঞ্জ, রাশি; নারী-কটিবস্ত্রগ্রন্থি, নীবি। +অল্, ঘঞ্ ণ। সং; পু।

উচ্চরণ—উচ্চৈঃ কীর্ত্তন ; ঊর্দ্ধগমন। উদ্—চর (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উচ্চরবে—উচ্চকণ্ঠে, তারস্বরে, চীৎকার পূর্ব্বক। উচ্চরবে পদের অপভ্রংশ। ক, প্র। ক্রি-বিণ।

উচ্চরিত—কীর্ত্তিত ; শব্দিত। উদ্—চর (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

উচ্চরোল—উচ্চরব, তুমুল চীৎকার। প্রা, ক। সং। [ক্লী।

উচ্চল—মন, চিত্ত। উদ্—চল+অন্ ক। সং ;

উচ্চলগ্ন—অত্যুৎকৃষ্ট শুভকার্য্যসম্পাদক কাল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উচ্চললাট—১। উন্নত ভাল, উচু কপাল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। উন্নত ভাল বিশিষ্ট, উচ্কপালযুক্ত। উচ্চ ললাট যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উচ্চললাটা।

উচ্চললাটা—উন্নতভালা, উচুকপালযুক্তা (নারী), উচ্কপালী। [স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অলক্ষণ বলিয়া কথিত]। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

উচ্চলিত—নির্গত ; প্রস্থিত। উদ্—চল (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

উচ্চাগ্য—উচ্চকথা ; কথাটি মাত্র ; উঁকোচাকা। দেশজ। সং।

উচ্চশিরঃ (—শিরস্)—উন্নতমস্তক, উচু মাথা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উচ্চশিরস্ক—উন্নত-মস্তকবিশিষ্ট। উচ্চ শিরঃ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উচ্চশিরস্কা।

উচ্চশিরাঃ (—শিরস্)—উন্নত-মস্তকবিশিষ্ট। উচ্চ শিরঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

উচ্চস্বভাব—উচ্চপ্রকৃতি (সকল অর্থে)।

উচ্চহাস্য—উচুগলায় হাসি, চীৎকার করিয়া হাসা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উচ্চহৃদয়—১। উন্নত মনঃ, প্রশস্ত চিত্ত, মহৎ অন্তঃকরণ ; উদার স্বভাব, মহাশয়ত্ব। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। উন্নতমনাঃ, মহৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট, প্রশস্তচিত্ত ; উদার প্রকৃতি, মহাশয়, মহাত্মা। উচ্চ হৃদয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উচ্চহৃদয়া।

উচ্চাকাঙ্ক্ষ—উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উচ্চাভিলাষী। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা—১। উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী। বহু ; উচ্চাকাঙ্ক্ষ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। উচ্চাভিলাষ ; প্রধানত্ব লাভের বাসনা, বড় হইবার প্রবল ইচ্ছা। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী (—কাঙ্ক্ষিন্)—উচ্চাভিলাষী, প্রধানত্বলাভের বাসনাযুক্ত, বড় হইতে ইচ্ছুক। উচ্চাকাঙ্ক্ষা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী।

উচ্চাটন—উন্মূলন, উৎপাটন ; চঞ্চল করণ ; উৎকণ্ঠা ; বিষাদ ; তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত অভিচারবিশেষ, ইহার দ্বারা বৈরীর মনের ব্যাকুলতা উৎপাদন ও তাহাকে দেশত্যাগ করান। উদ্—চাটি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উচ্চাভিলাষ—উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রধানত্বলাভের বাসনা, বড় হইবার ইচ্ছা। উচ্চ যে অভিলাষ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

উচ্চাভিলাষী (—লাষিন্)—উচ্চাকাঙ্ক্ষী, প্রধানত্বলাভের প্রয়াসী, বড় হইতে ইচ্ছুক। উচ্চাভিলাষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী উচ্চাভিলাষিণী।

উচ্চায়—উচ্চয় দেখ।

উচ্চার—১। বিষ্ঠা ; মল। উদ্—চর+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। উচ্চারণ। ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উচ্চারণ—কীর্ত্তন, কথন, শব্দপ্রয়োগ। উদ্—ণিজন্ত চর (=চারি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উচ্চারণার্থ—১। উচ্চারণ-হেতুক, উচ্চারণনিমিত্তক, উচ্চারণের জন্য আবশ্যক। উচ্চারণ হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উচ্চারণার্থা। ২। উচ্চারণের সুবিধার জন্য। উচ্চারণের নিমিত্ত শব্দ, নিত্য সমাস। ব্য।

উচ্চারণার্থক—উচ্চারণহেতুক, উচ্চারণ নিমিত্তক ; উচ্চারণ বোধক। বহু। বিণ ; ত্রি।

উচ্চারণীয়—উচ্চারণযোগ্য। উদ্—ণিজন্ত চর (=চারি)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উচ্চারা—উচ্চারণ করা। ক্রি। ক, প্র।

উচ্চারিত—কীর্ত্তিত, কথিত, শব্দিত। উদ্—ণিজন্ত চর (=চারি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উচ্চার্য্য—উচ্চারণযোগ্য, কথনীয়। উদ্—ণিজন্ত চর (=চারি)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উচ্চার্য্যা।

উচ্চার্য্যমাণ—যাহা উচ্চারণ করা যাইতেছে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত চর (=চারি)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —মাণা।

উচ্চাবচ—ভালমন্দ ; বিবিধ, নানাপ্রকার ; উচ্চনীচ ; উন্নতানত, উচুনীচু, অসমতল। উদক্ (উৎকৃষ্ট) ও অবাক্ (নিকৃষ্ট), নিপাতনে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —বচা।

উচ্চাশ—উচ্চাভিলাষী, উচ্চাকাঙ্ক্ষ। উচ্চা আশা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উচ্চাশা।

উচ্চাশয়—উন্নতাভিপ্রায়সম্পন্ন, উচ্চমনাঃ। উচ্চ আশয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —শয়া।

উচ্চাশা—১। উচ্চাভিলাষিণী। বহু ; উচ্চাশ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। উচু আশা, উচ্চাভিলাষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

উচিংড়া—উচ্চিঙ্গট শব্দের অপভ্রংশ।

উচ্চিঙ্গট—উইচিংড়া বা উচিঙ্গা ; কোপনস্বভাব পুরুষ। নিত্য। সং ; পু।

উচ্চিত—সংগৃহীত, সঞ্চিত। উদ্—চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

উচ্চিঙ্গ—উইচিংড়া বা উচিঙ্গা। সং ; পু।

উচ্চূল—ধ্বজবস্ত্র, নিশানের কাপড়। উৎ (ঊর্দ্ধে) চূড়া যাহার, বহু। সং ; পু।

উচ্চে—১। উচুতে, উচু জায়গায়, ঊর্দ্ধে ; উপরে। সং। ২। উচ্চকণ্ঠে, উচু গলায়, চেঁচাইয়া। ক্রি-বিণ।

উচ্চৈঃ (উচ্চৈস্)—উন্নত, উচ্চ ; প্রচুর ; অধিক। উদ্—চি (চয়ন করা)+ডৈস্। ব্য।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ (—শ্রবস্)—১। ইন্দ্রের ঘোটক, সমুদ্রমন্থনে ইহার উৎপত্তি। উচ্চৈঃ শ্রবঃ (কর্ণ) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। উচ্চকর্ণযুক্ত ; বধির। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

উচ্চৈঃস্বরে—উচ্চরবে, তেজ গলায়, তারস্বরে, চেঁচাইয়া। উচ্চৈঃ স্বর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

উচ্চৈর্ঘুষ্ট—উচ্চনাদ ; কলরব, কোলাহল, তুমুল শব্দ ; উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উচ্চৈস্তম—সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ; অতিশয় উচ্চ, অত্যুন্নত। উচ্চৈস্+তম। বিণ ; ত্রি।

উচ্চৈস্তমাম্—উচ্চে, ঊর্দ্ধে ; অতিশয় উচ্চ ; উচ্চস্বরে। উচ্চৈস্+তমাম্। ব্য।

উচ্চৈস্তর—উচ্চতর, উন্নততর ; অতিশয় উচ্চ, অত্যুন্নত। উচ্চৈস্+তর। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

উচ্ছন্ন—উৎসন্ন, নষ্ট। উদ্—ছদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ;

উচ্ছল—সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত। উদ্—শল (যাওয়া) +অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উচ্ছলা।

উচ্ছলন—উল্লম্ফন ; উৎক্ষেপ ; উছলিয়া উঠা বা উথলিয়া পড়া। উদ্—শল (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উচ্ছলিত—উদ্গত ; উৎক্ষিপ্ত ; উত্থিত ; উপলিয়া উঠিয়াছে এরূপ। উদ্—শল (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

উচ্ছাদন—উৎসাদন ; উদ্বর্ত্তন ; গন্ধদ্রব্য দ্বারা শরীরনির্ম্মলীকরণ,—যেমন সাবান পোমেটম প্রভৃতি মাখা। উদ্—ণিজন্ত ছদ (=ছাদি) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উচ্ছাস্ত্র—শাস্ত্রবিরোধী, অশাস্ত্রীয়। উৎক্রান্ত শাস্ত্রকে, কাম্যার্থে ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

উচ্ছাহ—উৎসাহ, ফূর্ত্তি, উদ্যম। উৎসাহ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

উচ্ছিখ—উদ্গত শিখাযুক্ত, যাহার শিখ উঠিতেছে এরূপ (অগ্নি বা দীপ), জ্বলন্ত, প্রদীপ্ত ; উন্নত-শিখাবিশিষ্ট, উচ্চিচূড়, উচ্চচূড়। উৎ(উদ্গতা) শিখা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উচ্ছিত্তি—উচ্ছেদ, বিনাশ। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

উচ্ছিদ্যমান—যাহার উচ্ছেদ করা হইতেছে। উদ্—ছিদ্+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উচ্ছিন্ন—উৎপাটিত, উন্মূলিত ; বিনাশিত। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উচ্ছিয়া, উচ্ছে—ঈষৎ তিক্ত সুখাদ্য তরকারি বিশেষ, ছোট করলা। দেশজ। সং।

উচ্ছিষ্ট—১। ভুক্তাবশিষ্ট, খাওয়ার পর যাহা পাতে পড়িয়া থাকে; এঁটো; রন্ধিত অন্নাদির সংস্পর্শ জন্য অপবিত্র; ভোজনান্তে অসংস্কৃত বা অপরিষ্কৃত। উদ্—শিষ (শেষ থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উচ্ছিষ্টা।

উচ্ছিষ্টভোক্তা (—ভোক্তৃ)—অন্যের ভুক্তাবশেষ ভোজনকর্তা, পরের পাতের এঁটো খেকো। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—ভোক্ত্রী।

উচ্ছিষ্টভোগী (—ভোগিন্)—উচ্ছিষ্টভোজী (সকল অর্থে)। উচ্ছিষ্ট ভোগ করে যে, উপ; উচ্ছিষ্ট—ভুজ+ঘিণুন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ভোগিনী।

উচ্ছিষ্টভোজন—১। অন্যের ভুক্তাবশেষ ভক্ষণ, পরের এঁটো খাওয়া; নিতান্ত হীনবৃত্তি। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। উচ্ছিষ্টভোক্তা, অন্যের ভুক্তাবশেষ ভক্ষণকারী। উচ্ছিষ্ট হয় ভোজন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভোজনা। ৩। দেবনৈবেদ্যাবলি ভক্ষক পুরুষ। সং; পু।

উচ্ছিষ্টভোজী (—ভোজিন্)—অন্যের ভুক্তাবশেষ ভক্ষণকারী, পরের এঁটো খেকো; অতি হীন। উচ্ছিষ্ট ভোজন করে যে, উপ; উচ্ছিষ্ট—ভুজ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ভোজিনী। [ক্লী।

উচ্ছিষ্টমোদন—সিক্থ, মোম। কর্মধা। সং;

উচ্ছিষ্টান্ন—পরিত্যক্ত খাদ্য, ভুক্তাবশেষ, পাতের এঁটো। উচ্ছিষ্ট যে অন্ন,কর্মধা। সং; ক্লী।

উচ্ছীর্ষক—উপাধান, বালিশ। উৎ (উন্নত) হয় শীর্ষ যাহা দ্বারা, বহু। সং; ক্লী।

উচ্ছুষ্ক—শুষ্ক, শুকনা, শীর্ণ। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

উচ্ছূন—স্ফীত; বর্দ্ধিত; উন্নত; উচ্চ। উদ্—শ্বি+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—না।

উচ্ছৃঙ্খল—বিশৃঙ্খল, অনিয়মিত; স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী, উদ্দাম। উৎক্রান্ত শৃঙ্খলকে, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উচ্ছৃঙ্খলা।

উচ্ছৃঙ্খলতা—উচ্ছৃঙ্খলের ভাব। উচ্ছৃঙ্খল শব্দ +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

উচ্ছে—উচ্ছিয়া দেখ।

উচ্ছেত্তা (উচ্ছেতৃ)—উচ্ছেদকারক; বিনাশক। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উচ্ছেত্রী।

উচ্ছেদ—উৎপাটন, উন্মূলন; বিনাশ, ধ্বংস। উদ্—ছিদ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উচ্ছেদক—উচ্ছেদকর্তা, উচ্ছেত্তা, বিনাশক। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উচ্ছেদিকা।

উচ্ছেদনীয়—উৎপাটনীয়; ধ্বংসযোগ্য, বিনাশ্য। উদ্—ছিদ+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

উচ্ছেদসাধক—উচ্ছেদক, উৎপাটক; বিনাশক, ধ্বংসকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উচ্ছেদসাধিকা।

উচ্ছেদসাধন—উচ্ছেদন, উৎপাটন, উন্মূলন; বিনাশন, ধ্বংসকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়—উচ্চতা, উন্নতি; উৎকর্ষ। উদ্—শ্রি+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উচ্ছ্রিত—উন্নত; উদিত; উৎপন্ন; প্রবৃদ্ধ। উদ্—শ্রি (সেবা করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উচ্ছ্রিতি—উচ্ছ্রায়, উচ্চতা, উন্নতি। উদ্—শ্রি (সেবা করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উচ্ছ্বসন—উচ্ছ্বাস। উদ্—শ্বস (শ্বাসপ্রশ্বাস করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উচ্ছ্বসিত—১। কম্পিত; বিকসিত; জীবিত; স্ফুটিত; বিশ্লিষ্ট; শিথিলীভূত; স্ফীত; উচ্ছলিত। উদ্—শ্বস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উচ্ছ্বসিতা। ২। উচ্ছ্বাস; নিশ্বাস; কম্পন। উদ্—শ্বস+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উচ্ছ্বাস—স্ফীতি; উচ্ছলন; প্রশ্বাস; প্রাণ, বিশ্বাস; বিকাশ; আশ্বাস; গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ। উদ্—শ্বস+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উচ্ছ্বাসিত—উল্লেখিত; বিশ্লেষিত। উদ্—ণিজন্ত শ্বস (—শ্বাসি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

উচট, উচোট—হুঁচোট, চলিতে চলিতে পদে বা পদাঙ্গুলিতে টক্কর। প্রাদেশিক। সং।

উছড়ন, উছড়ান—উদ্গিরণ করা, বমি করা। দেশজ। ক্রি। [বিণ।

উছর—উচ্চ; অধিক; উচ্ছ্রয়ন। প্রা, ক।

উছল—১। উচ্ছ্বসিত; উথলান। উচ্ছলিত শব্দের অপভ্রংশ। বিণ। ২। উথলিয়া উঠা ক, প্র। [প্রাদে। সং।

উছিলা—অছিলা, ওজর, ব্যপদেশ, ছল, ছুতা।

উছোট—উছট দেখ।

উজড়, উজাড়—নির্মূল, সমূলে বিনষ্ট, উচ্ছন্ন; শূন্য, খালি; লোকশূন্য। দেশজ। বিণ।

উজন—উজান দেখ।

উজবক, উজবুক—১। তাতার জাতিবিশেষ। বৈদেশিক। সং। ২। তজ্জাতীয়; তজ্জাতি তুল্য; বেকুব, বোকা, আহাম্মক। বিণ।

উজর, উজোর—উজ্জ্বল, দীপ্যমান, ভাস্বর। উজ্জ্বল শব্দের অপভ্রংশ। বিণ। প্রা, ক।

উজল—১। উজ্জ্বল। ক, প্র। বিণ। ২। জলাদির নীচে উপরে যাওয়া আসা; সন্তরণ; উল্লম্ফন। প্রাদে। সং। [প্রাদে। সং।

উজল-পাজল—উপর নীচে হওয়া; উলট-পালট।

উজলা—উজ্জ্বল করা; উৎক্ষেপণ করা; উলট-পালট করিয়া ঝাড়া; উথলান। ক্রি। ক, প্র। [উজ্জ্বল। বিণ। প্রা, ক।

উজলি—১। উজ্জ্বল করিয়া। ক্রি। ক, প্র। ২।

উজা—সোজা, সরল। গ্রাম্য। বিণ।

উজা-উজি—সোজাসুজি, সরলভাবে। গ্রাম্য।

উজাগর—জাগরণ; কোজাগরী পূর্ণিমা। সং। প্রা, ক। [করিয়া। প্রা, ক।

উজাটিয়া—উলটাইয়া; ঘৃণা করিয়া। …

উজাড়—উজড় দেখ।

উজাড়া—উজাড় করা; আজাড় করা; খালি করা; নিঃশেষ করা। প্রাদেশিক। ক্রি।

উজান, উজন—১। স্রোতের বিপরীত দিক্। দেশজ। সং। ২। স্রোতের প্রতিকূলে চলা; উত্থাপন করা; শেষ করা। ক্রি।

উজান-ভাটি, -ভাটী—স্রোতের বিপরীত ও অভিমুখীন দিক্। দেশজ। সং।

উজানিবেলা—মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব সময়, পূর্ব্বাহ্ণ। দেশজ। সং।

উজালা—উজ্জ্বল; আলোকময়। প্রা, ক।

উজিয়ার, উজিয়ারা—উজ্জ্বল; আলোকিত। প্রা, ক। [বৈদেশিক। সং।

উজির, উজীর—রাজার মন্ত্রী, সচিব, অমাত্য।

উজিরালি, উজীরী—উজিরের কর্ম্ম বা পদ, মন্ত্রিত্ব। সং।

উ—নমাজের পূর্ব্বে মুসলমানের হস্তপদাদি প্রক্ষালন, শৌচ কর্ম্ম। বৈদেশিক। সং।

উজোড়—১। উজ্জ্বল। প্রা, ক। ২। উজাড় (উজড় তাহা দেখ)। দেশজ।

উজোর—উজর দেখ।

উজ্জয়নী, উজ্জয়িনী—গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত মালব প্রদেশের রাজধানী। বিশালা এবং অবন্তী নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। ইহা অতি প্রাচীন নগরী। গ্রীকগণ ইহাকে ওজিন (Ozene) বলিত। মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়েই ইহা সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সে প্রাচীন উজ্জয়িনী এক্ষণে ভূগর্ভে প্রোথিত। তাহারই অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে বর্ত্তমান নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। আলাউদ্দিন খিলিজির সময়ে (১২৯৬—১৩১৭ খ্রীঃ অঃ) উজ্জয়িনী সহ মালবদেশ দিল্লী-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। ১৩৮৭ খৃঃ অঃ ইহার শাসনকর্ত্তা স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তদবধি ১৫৩১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মালবদেশ স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। শেষোক্ত অব্দে বাহাদুর সাহ ইহাকে গুজরাট রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৫৭১ খৃঃ অঃ আকবরসাহ ভারতবর্ষের এই অংশগুলি মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৭৯২ অব্দে হোল্কার উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া ভস্মীভূত করেন। পরে তাহার প্রতিযোগী সিন্ধিয়ার হস্তে এই নগরটি আনীত হয়। ১৮১০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই স্থানেই সিন্ধিয়ার রাজধানী ছিল। উক্ত অব্দে দৌলতরাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। বর্ত্তমান সময়ের উজ্জয়িনীতে অনেক হিন্দু মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রাসাদের অনতিদূরে একটি মানমন্দির লক্ষিত হয়, এই

যারটি বিক্রমাদিত্যের দুর্গের অংশবিশেষ বলিয়া কথিত। বর্ত্তমান সহরের দক্ষিণ দিকে জয়পুররাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক একটি মানমন্দির মহম্মদসাহ বাদসাহের সময়ে স্থাপিত হয়। উজ্জয়নী=উদ্–জি+অন ক+ঈপ্। উজ্জয়িনী=উদ্–জি+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [বিশেষ)। সং; পু।

উজ্জয়ন্ত—রৈবত পর্ব্বত (বিন্ধ্যাচলের অংশ-

উজ্জয়িনী—উজ্জয়নী দেখ। [শব্দের অপভ্রংশ।

উজ্জাপন—উদ্‌যাপন, সমাপন, সমাধা। উদ্যাপন

উজ্জাসন—বধ, মারণ, হনন। উদ্–ণিজন্ত জস (=জাসি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উজ্জীবন—মূর্চ্ছা বা অচৈতন্যের পর চৈতন্য লাভ। উদ্–জীব+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উজ্জীবিত—মূর্চ্ছা বা অচৈতন্যের পর চৈতন্য প্রাপ্ত। উদ্–জীব+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

উজ্জুগী, উজ্জোগী—উদ্যমযুক্ত; আয়োজক, যোগাড়কারী। উদ্যোগী শব্দের অপভ্রংশ।

উজ্জৃম্ভ—বিকাশ; মুখ-বিকাশ, হাইতোলা। উদ্–জৃম্ভ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উজ্জৃম্ভিত—১। বিকাশ; হাইতোলা। উদ্–জৃম্ভ (হাইতোলা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। বিকসিত, উন্মীলিত। উদ্ জৃম্ভ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উজ্জৃম্ভিতা।

উজ্জোগ—উদ্যম; আয়োজন, যোগাড়। উদ্যোগ শব্দের অপভ্রংশ।

উজ্জোগী—উজ্জুগী দেখ।

উজ্জ্বল—১। নির্ম্মল; ভাস্বর, দীপ্ত; শোভমান উদ্–জ্বল+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শৃঙ্গার রস। সং; পু। ৩। স্বর্ণ। সং; ক্লী।

উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বলত্ব—নির্ম্মলতা; দীপ্তি। উজ্জ্বল+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উজ্জ্বল দত্ত—জনৈক বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি উণাদি সূত্রের বৃত্তি রচনা করেন।

উজ্জ্বলন—জ্বলিয়া উঠা, প্রদীপ্ত হওয়া; ভাস্বর হওয়া, ঝক্‌ঝক্ করা। উদ্–জ্বল+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উজ্জ্বলিত—প্রদীপ্ত, জ্বলিয়া উঠিয়াছে এরূপ। উদ্–জ্বল (জ্বলা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উজ্ঝ—বর্জ্জন, বিসর্জ্জন, ত্যাগ। উজ্ঝ (ত্যাগ করা)+অ ভা। সং; পু।

উজ্ঝিত—ত্যক্ত; উৎসৃষ্ট। উজ্ঝ বা উদ্–ঝ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

উঞ্ছ—বৃত্তিবিশেষ, উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া। উন্ছ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উঞ্ছবৃত্তি—১। উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া রূপ জীবিকা। উঞ্ছই যে বৃত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। উঞ্ছশীল, উঞ্ছজীবী। উঞ্ছ বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উঞ্ছশিল—উঞ্ছবৃত্তি, উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া। উঞ্ছই যে শিল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উঞ্ছশীল—উঞ্ছবৃত্তি, উঞ্ছজীবিক। উঞ্ছই শীল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

উট—১। তৃণ, পর্ণ, কুট। উ (শব্দ করা) +ট ক। সং; পু। ২। উষ্ট্র। দেশজ, উষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ।

উটকন, উটকান—অন্বেষণ করা, খুঁজা, তল্লাস করা। প্রাদেশিক, ক্রি।

উট-কপালী—উটের ন্যায় উন্নত বা উচ্চ ললাটবিশিষ্টা, উচ্চকপালী (ইহা কুলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত)। দেশজ। বিণ; স্ত্রী।

উটকা, উটকো—নবাগত; অপরিচিত; অস্থির-চিত্তা, পতিগৃহ হইতে সতত পলায়নপরা। প্রাদেশিক; বিণ।

উটকান—উটকন দেখ।

উটকান পাটকান—উলট পালট করিয়া বা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা। প্রাদে। ক্রি।

উটকো—উটকা দেখ।

উটকরা, উটকা—উটকা বা উটকো; আগন্তুক; নবাগত, অপরিচিত। প্রাদেশিক। বিণ।

উটজ—তৃণকুটীর, পর্ণশালা, কুঁড়েঘর। উট; উট–জন্+ড ক। সং; পু বা ক্লী।

উটজ-শিল্প—কুটীরশিল্প, বিনা কলকারখানায় গৃহে বসিয়া অনায়াসে নিষ্পাদিত শ্রমসাধ্য কারুকার্য্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উটন—উঠান, অঙ্গন, আঙ্গিনা। দেশজ। সং।

উটনা—উঠনা (তাহা দেখ)।

উটপক্ষী—উষ্ট্রের ন্যায় উন্নতগ্রীব আফ্রিকাদেশীয় পক্ষিবিশেষ, অষ্ট্রিচ্ (ostrich) পাখী। দেশজ। সং।

উঠই—উঠিতে, উত্থিত হইতে। প্রা, ক।

উঠতি—১। উত্থিতি; উন্নতি; বৃদ্ধি; বিক্রয়। দেশজ। সং। ২। উঠন্ত, উত্থীয়মান; উন্নতিশীল; বৃদ্ধিশীল, বর্দ্ধমান। বিণ।

উঠতি-পড়তি—উত্থান-পতন; উঠা-নামা; হ্রাস বৃদ্ধি; লাভ লোকসান। দেশজ। সং।

উঠন—উঠান দেখ।

উঠনা—একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দাম শোধ করিবার করারে দোকানে ধারে জিনিষপত্র খরিদ। দেশজ সং।

উঠনু—উঠিলাম, উত্থিত হইলাম। প্রা, ক।

উঠন্ত—উত্তিষ্ঠমান, যে বা যাহা উঠিতেছে; বৃদ্ধিশীল; উন্নতিশীল। দেশজ। বিণ।

উঠবন্দী—কৃষিভূমির একপ্রকার অস্থায়ী বন্দোবস্ত। দেশজ। সং বা বিণ।

উঠবোস—উঠাবসা, ক্রমাগত উঠিয়া দাঁড়ান এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় উপবেশন। দেশজ। সং।

উঠসার—দাবা খেলায় কোন গুটী স্বস্থান হইতে উঠিলেই রাজাকে যে কিস্তি পড়ে। সং।

উঠা—উত্থিত হওয়া, উপরে যাওয়া; আরোহণ করা; স্থান ত্যাগ করা; বমন হওয়া; জাগরিত হইয়া শয্যাত্যাগ করা। দেশজ। ক্রি।

উঠা-উঠি—পুনঃপুনঃ উত্থান; বারবার উপর নীচে করা বা উঠা বসা; স্কুলে ছাত্রদিগের নিম্নশ্রেণী হইতে তদূর্দ্ধ শ্রেণীতে গমন। দেশজ। সং।

উঠান—১। উত্থাপন করা, খাড়া করা; উত্তোলন করা, তুলা; স্থানচ্যুত করা; উচ্ছেদ করা; উৎপাটন করা, উপড়ান; গমন করান। দেশজ। ক্রি। ২। অঙ্গন, আঙ্গিনা, গৃহচত্বর। সং।

উঠানামা—১। ঊর্দ্ধে গমন ও নিম্নে আগমন, আরোহণ ও অবতরণ; উত্থান-পতন, উঠতি-পড়তি, উন্নতি-অবনতি, ভেদবমি, ওলাউঠা। দেশজ। সং। ২। ঐ সকল অর্থবোধক ক্রিয়াও হয়।

উঠানি—১। আরোহণী, গোড়েন ঢালু জায়গা। দেশজ। সং। ২। উত্থান; আক্রোশ; আক্রমণ। প্রা, ক।

উঠা-পড়া—উঠতি-পড়তি (সকল অর্থে)।

উঠিত—কর্ষিত, আবাদী। দেশজ; বিণ।

উঠিত-পতিত—কর্ষিত ও অকর্ষিত, আবাদী ও অনাবাদী; যে জমি কোন বার উঠে এবং কোন বার পড়িয়া থাকে। দেশজ। বিণ।

উড়, উড়ো—উড়ন্ত, যাহা উড়িতেছে বা উড়িয়া যায়; বেনামী (চিঠী)। দেশজ। বিণ।

উড়ই—উড়িতে। প্রা, ক।

উড়াক, উড়কী—উড়িবান, নারিকেল মালার বা তাল বীজের বা কাঠের একপ্রকার হাতা বা পলা। সং।

উড়কুড়—উপকূল; কুলকিনারা, ঠাই ঠিকানা, সন্ধান, নিদর্শন; আদ্যন্ত, পরিসীমা, শেষ। প্রাদেশিক। সং।

উড়ন্ত—উড্ডীয়মান, উড্ডয়নশীল, উড্ডয়নক্ষম, উড়ন্ত। দেশজ। বিণ।

উড়ন—উড্ডয়ন, নভোগমন; ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ান, অস্থিরতা; অঙ্গে ধারণ, পরিধান; উপরিভাগে আবরণ। দেশজ। সং।

উড়নচড়িয়া, -চড়ে—উড়নচণ্ডী (তাহা দেখ)।

উড়নচণ্ডী, -চণ্ডে—অমিতব্যয়ী, অপব্যয়ী; অযথা ব্যয়ে সঞ্চিত-ধন-নাশক। দেশজ। বিণ।

উড়ন-পেকে—উড়নচণ্ডী (তাহা দেখ)।

উড়নি, উড়ানি—ওড়না, চাদর, দোছুট, দোপাটা, কোতা। দেশজ। সং।

উড়ন্ত—উড্ডীয়মান, উড়িতেছে এরূপ; উড্ডয়নক্ষম; অপব্যয়ী। দেশজ। বিণ।

উড়প—শষ্যাকীট, ছারপোকা। প্রাদে। সং।

উড়া—১। উড্ডীন হওয়া, নভোগমন করা; উবিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া। দেশজ। ক্রি। ২। ওড়া, পরিধান করা। প্রা, ক। ৩। উড্ডীন, উড্ডীয়মান; বাতাসে আগত; জনরবে শ্রুত। দেশজ। বিণ।

উড়াতাড়—অস্থিরতা প্রকাশ। প্রা, ক।

উড়াতাড়া—উড়াতাড় (তাহা দেখ) ; প্রকৃত কার্য্যহীন মৌখিক তাড়না। দেশজ। সং।

উড়ান—১। উড্ডীন, করা ; ফুঁকি দেওয়া, অপব্যয়ে নষ্ট করা। দেশজ। ক্রি। ২। অনাদর, উপেক্ষা। প্রা, ক।

উড়ানি—উড়নি দেখ।

উড়াপাক—মল্ল ও যোদ্ধাদিগের শূন্যে লম্ফদানপূর্ব্বক স্পর্দ্ধাসহকারে মাথার উপর দিয়া হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে চক্রাকারে ভ্রমণ ; শূন্যে লম্ফপ্রদান ; উল্লম্ফন। দেশজ। সং।

উড়া-শালী, -সালী—ধান্যবিশেষ। সং।

উড়ি, উড়ী—ধান্যবিশেষ, নীবার দেশজ। সং।

উড়িয়া—১। উড্ডীন হইয়া ; ভাসিয়া ; পরিয়া। দেশজ। ক্রি। ২। উড়িষ্যাদেশীয়, উড়িষ্যাবাসী। বিণ। ৩। উড়িষ্যার লোক ; উড়িধান। সং।

উড়িষ্যা—বাঙ্গালার দক্ষিণস্থ একটি অতি পুরাতন রাজ্য। ইহার প্রাচীন নাম ওড্র ও উৎকল। এই ওড্র শব্দ হইতে উড়িয়া ও উড়িষ্যা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। উড়িষ্যাদেশ পুণ্যভূমি বলিয়া খ্যাত। ইহাতে চারিটী প্রধান তীর্থস্থান আছে। বৈতরণী নদী পার হইলেই হিন্দুপথিক পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করে। বৈতরণীর তীরে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে। নদীর অপর পারে যাজপুর বা যজ্ঞপুর। যাজপুর বিজয়ী বা পার্ব্বতী ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সূর্য্য বা হর ক্ষেত্র, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে শিব (অর্ক বা পদ্ম) ক্ষেত্র। একসময়ে এস্থানে পুণ্য হ্রদ বেষ্টন করিয়া সাতহাজার মন্দির ছিল,—এইরূপ প্রসিদ্ধি। ইহার পরে প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে বিষ্ণু বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ইহা সাধারণতঃ 'পুরী' নামে খ্যাত। এই পুরী নগরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

জগন্নাথের মন্দিরে যে সকল পুঁথি রক্ষিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ১০৭ জনেরও অধিক নৃপতি উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঁচশত বৎসর উড়িষ্যা বৌদ্ধগণের প্রভাবাধীন থাকে। সিংহলের পুঁথিতে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধদন্ত খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে পুরীধামে আনীত হয়। এই সময়ে "যবন"-গণ উত্তরদিক হইতে আসিয়া উড়িষ্যাদেশ বিধ্বস্ত করে, এবং এই সময় হইতে ৩২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ উড়িষ্যার নানাস্থানে বিবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত মঠ গুহা ক্ষোদিত করে। কেশরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা যযাতি কেশরী ৪৭৪ খৃঃ অঃ যবনগণকে উড়িষ্যা হইতে নিঃশেষে বিতাড়িত করেন। কেশরী-রাজবংশ খৃঃ ১১৩২ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করে। বংশপ্রতিষ্ঠাতা যবন-ভয়ে লুক্কায়িত জগন্নাথদেবকে জঙ্গল হইতে উদ্ধার করিয়া সমারোহে পুরীতে আনেন। কেশরীবংশের রাজত্ব সময়ে ভুবনেশ্বর-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণদেশবাসী চোর-গঙ্গা নামক জনৈক রাজা, যুদ্ধ ও কৌশলে যযাতিবংশীয় রাজাকে পরাভূত করিয়া, ১১৩২ খৃঃ অঃ উড়িষ্যার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। এই বৈষ্ণব রাজবংশের পঞ্চম রাজা অনঙ্গ ভীমদেব বিশেষভাবে গৌরবান্বিত ছিলেন (১১৭০—১২০২)। তিনিই জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৩২ অব্দে গঙ্গা-বংশের শেষ রাজার দেহান্তর ঘটিলে, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী রাজবংশের পুরুষমাত্রকেই নিহত করিয়া ১৫৩৪ অব্দে রাজ্য অধিকার করেন।

১৫১০ অব্দে বঙ্গদেশের পাঠান রাজা হুসেন সাহের সেনাপতি ইসমাইল খাঁ কটক ও পুরীধাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে সময়ের উড়িষ্যারাজ পাঠান সৈন্যকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৫৬৭-৬৮ অব্দে, বঙ্গের পাঠানরাজ সোলেমান, সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত উড়িষ্যায় আগমন করিয়া যাজপুরে উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

১৫৭৪ খৃঃ একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার ফলে সোলেমানের পুত্র দায়ুদ খাঁ নিহত হন, এবং উড়িষ্যাদেশ সম্রাট্ আকবরের রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

১৭৪২ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে উড়িষ্যাকে কেন্দ্রস্থল করিয়া লয়। ১৭৫১ অব্দে বঙ্গের সুবাদার আলীবর্দ্দী খাঁ বর্গী (মহারাষ্ট্রীয়) গণের লুণ্ঠন ব্যাপারে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া তাহাদিগকে উড়িষ্যাদেশ একপ্রকার ছাড়িয়া দেন। সেই সময় হইতে ১৮০৩ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীন ছিল।

১৭৬৫ খৃঃ ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" প্রাপ্ত হন। ১৮০৩ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরাজসৈন্য কটক, পুরী ও বালেশ্বর অধিকার করে। পরে সমস্ত দেশই ইংরাজের প্রভুত্বাধীন হয়। ইংরাজের সময়ে প্রথমে পুরীই মহকুমা ছিল। ১৮১৬ অব্দে কটকে মহকুমা স্থাপিত হয়। উড়িষ্যা অধুনা একটি বিভাগ। ইহা কটক, পুরী, বালেশ্বর, সম্বলপুর ও আঙ্গুল, এই পাঁচটী জেলায় বিভক্ত। ১৯০৫ অব্দে বঙ্গবিভাগ সময়ে মধ্যপ্রদেশ হইতে পাঁচটী ও ছোটনাগপুর হইতে দুইটী স্থান উড়িষ্যা বিভাগভুক্ত করা হয়। এখন উড়িষ্যাকে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ বলে এবং তাহা একজন গভর্ণরের শাসনাধীনে রহিয়াছে।

ইংরাজাধিকৃত উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে কয়েকটি করদরাজ্য আছে। এগুলিকে "উড়িষ্যা ট্রিবিউটারী মহাল" বলে। ইহাদের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝার, ঢেঁকানাল, বোদ ও নয়াগড় প্রধান। করদরাজ্যগুলি, উড়িষ্যার ইংরাজ কমিসনারের পর্য্যবেক্ষণের অধীন। উড়িষ্যায় করণ নামে এক জাতি দেখা যায়। ইহারা শাস্ত্রোক্ত "বৈশ্য" বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই মসীজীবী।

উড়ী—উড়ি দেখ।

উড়ু—১। নক্ষত্র, তারা। উদ্-ডী (উড়া) + ডু ক। সং ; ক্লী বা স্ত্রী। ২। জল। উড় (স্ফূর্ত্তি করা) + উ ক। সং ; ক্লী।

উড়ুকুসংজ্ঞ—একজাতীয় মাছ, ইহারা সময়ে সময়ে জল ছাড়িয়া ২০।২৫ হাত উর্দ্ধে উড়িতে পারে বলিয়া ইহাদের এইরূপ নাম হইয়াছে (Flying fish)।

উড়ুপ, উড়ূপ—১। ভেলা, মাড়। উড়ু বা উড়ূ -পা (পালন করা) + ড ক। সং ; পুং বা ক্লী। ২। নক্ষত্রপতি, চন্দ্র। সং ; পুং।

উড়ুপতি—চন্দ্র ; বরুণ। ৬তৎ। সং ; পুং।

উড়ুপথ—আকাশ ; বরাবর। ৬তৎ। সং ; পুং।

উড়ুম্বর—১। যজ্ঞডুম্বুর গাছ। উদ্-উ-বৃ (আবৃত করা) + খশ্ ক। সং ; পুং। ২। যজ্ঞডুম্বুর ফল। উড়ুম্বর + ষ্ণ। সং ; ক্লী। ৩। তাম্র। উড়ু-বৃ + অল্ ণ। সং ; পুং।

উড়ুষ—ছারপোকা। সং। [সং ; স্ত্রী।

উড়ু—তারা ; অপ্, জল। উড়ু + উ স্ত্রীলিঙ্গে।

উড়ূপ—উড়ুপ দেখ।

উড্ডো—উড় দেখ।

উড্ডয়ন—নভোগতি, উড়া। উদ্-ডী (উড়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উড্ডয়মান, উড্ডীয়মান—নভোগমনকারী, উড়িতেছে এরূপ, উড্ডস্থ। উদ্-ডী (উড়া) + শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী. -মানা।

উড্ডামর—অত্যুৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, অতি প্রচণ্ড। উৎক্রান্ত ডামরকে, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

উড্ডীন—১। নভোগত, উড়িয়াছে এরূপ। উদ্-ডী + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। নভোগতি, উড়া। উদ্-ডী + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

উড্ডীয়মান—উড্ডয়মান দেখ।

উৎ—প্রশ্ন, বিতর্ক ; সন্দেহ। ব্য।

উৎ (উদ্)—উদ্ দেখ। ব্য।

উত—১। সন্দেহ ; বিতর্ক ; বিকল্প ; প্রশ্ন ; অত্যর্থ, সমুচ্চয় ; পাদপূরণ। উ (শব্দ

করা)+ক্ত ক। ব্য। ২। স্যূত, সূত্র-গ্রথিত (বস্ত্রাদি), বোনা। বে (বয়ন করা)+ ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উতা।

উতকামণ্ড—মান্দ্রাজ প্রদেশের নীলগিরি জেলার মহকুমা। অধুনা এস্থানটি মান্দ্রাজের গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। সিমলা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি গ্রীষ্মাবাস হইতে এস্থানটির পার্থক্য এই যে, এখানে সমতলভূমির পরিমাণ অধিক। সহরটি পাহাড়ে বেষ্টিত, এবং ১॥০ দেড় মাইল দীর্ঘ একটি কৃত্রিম হ্রদ ইহার মধ্যে অবস্থিত। এখানে সিন্‌কোনা, চা, কাফি ও এপিকাকুয়ানার চাষ হয়। একদল তামাক-চোরের অনুসরণকালে দুই-জন মান্দ্রাজী সিভিলিয়ান এই স্থানটির আবিষ্কার করেন (১৮১৯ খৃঃ অঃ)। দুই বৎসর পরে জেলার কালেক্‌টার এইখানে সর্ব্বপ্রথমে গৃহ নির্ম্মাণ করান। ১৮৫৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এখানে "লরেন্স এসাই-লাম" নামধেয় একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমটি সৈনিকগণের সন্তান-দিগের বাসস্থান। উতকামণ্ড সমুদ্রতল হইতে ৭২৩০ ফুট উচ্চ।

উতঙ্ক—১। বেদ নামক মুনির শিষ্য। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও গুরুভক্ত ছিলেন। একদা বেদমুনির প্রবাস-কালে তদীয় ভার্য্যা ঋতুমতী হইয়া উতঙ্ককে তাঁহার ঋতু রক্ষা করিতে বলেন। গুরুপত্নী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও উতঙ্ক এরূপ কুকর্ম্ম করিলেন না। বেদমুনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের এবম্প্রকার আশ্চর্য্য বিশুদ্ধ চরিত্রের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হই-লেন, এবং 'তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে' এইরূপ বর প্রদান করিয়া উতঙ্ককে বিদায় দিলেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে, বেদমুনি স্বীয় পত্নীর আদেশ পালন করিতে অনুমতি করিলেন। গুরুপত্নী পৌষ্যরাজ-পত্নীর কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। উতঙ্ক পৌষ্যরাজের নিকট কুণ্ডল ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিবার সময় পথে তক্ষক কৌশলে তাহা হরণ করে। পরে উতঙ্ক বহু কষ্টে ইন্দ্রের সাহায্যে সেই কুণ্ডল উদ্ধার করিয়া গুরুপত্নীকে প্রদান করেন। তৎপরে গুরুর নিকট বিদায় লইয়া জনমে-জয়ের নিকট আগমন করেন, এবং তক্ষক বিনাশার্থে ইনিই জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞে উত্তেজিত করেন।

২। জনৈক মহর্ষি, গৌতম মুনির শিষ্য। ইনি অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুপত্নী অহল্যার আদেশে ইনি সৌদাসরাজপত্নীর কুণ্ডল আনিয়া দেন। গৌতম ইঁহাকে বড় ভালবাসিতেন বলিয়া প্রায় শতবর্ষ নিজের নিকট রাখিয়া পরে স্বীয় কন্যার সহিত উতঙ্কের বিবাহ দিয়া গৃহগমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর উতঙ্ক কোন মরুভূমিতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন। বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, ঋষিবর বলেন, "আমার বুদ্ধি যেন সতত ধর্ম্মে, সত্যে ও দমে নিরতা থাকে। আমার চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ যেন তোমার প্রতিই নিয়ত ভক্তিপ্রবণ হয়।" ত্রিলোকের হিতার্থে উতঙ্ক কুবলাশ্বরাজ দ্বারা দৈত্য ধুন্দুর বিনাশসাধন করেন।

উতথ্য—জনৈক মুনি, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ। মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইঁহার জন্ম। মমতার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা নামে ইঁহার এক অন্ধ পুত্র জন্মে।

উতথ্য তনয়—গৌতম মুনি। ৬তৎ। সং; পু।

উতথ্যানুজ—বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং; পু।

উতথ্যানুজন্মা (–জন্মন্)—বৃহস্পতি। উতথ্যের অনুজন্মা, ৬তৎ। সং; পু। [প্রা, ক।

উতপত—উত্তপ্ত; উৎপন্ন, উদ্ভূত, উদ্গত। বিণ।

উতপতি—উৎপত্তি, উদ্ভব। সং। প্রা, ক।

উতর—১। জবাব; কাটান, খণ্ডন। উত্তর শব্দের অপভ্রংশ; সং। ২। উত্তীর্ণ বা অবতীর্ণ হও, নাম। ক্রি। ক, প্র।

উতরণ—১। পার হওন; অবতরণ, নামন; অতিক্রম, কাটাইয়া উঠন। উত্তরণ শব্দের অপভ্রংশ। ২। উত্তরায়ণ শব্দের অপ-ভ্রংশ। সং।

উতরা—উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া; অতিক্রম করা, কাটান, কাটাইয়া উঠা; অবতরণ করা, নামা। গ্রাম্য। ক্রি। ক, প্র।

উতরোল—১। উচ্চরব, তুমুল নাদ, গোর-গোল; ঝঙ্কার। সং। ২। উচ্চরব করে। ক্রি। ৩। উৎকণ্ঠিত, বিহ্বল। বিণ; পা, ক। স্ত্রী উতরোলী।

উতলা—১। ব্যাকুল, অস্থির, চঞ্চল; উৎক-ণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন; কাতর। বিণ। ২। উথলিয়া উঠা, উচ্ছ্বসিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

উতা, উতো—১। আগুন জ্বালিবার প্রথম আয়োজন, আঁচ। প্রাদে। সং। ২। ওথা, ওখানে, তথায়। গ্রাম্য।

উতাপ—তাপ, উষ্ণতা। উত্তাপ শব্দের অপ-ভ্রংশ। প্রা, ক।

উতাপই—উত্তপ্ত করে। ক্রি। প্রা, ক।

উতার—১। নিম্নতা; ঢালু; আদর্শ; নকল। সং। ২। নামাও; ঢাল। ক্রি। হিন্দীমূলক।

উতারল—নামাইল; খুলিল। ক্রি। প্রা, ক।

উতারা—১। আদর্শ; নকল। সং। ২। নামা; নানান; ঢালা; আজাড় করা। ক্রি। হিন্দীমূলক।

উতারি—নামাইয়া; খুলিয়া। ক্রি। প্রা, ক।

উতাহো, উতাহোস্বিৎ—চিন্তা, বিকল্প; বিচার।

উতোর—উত্তর, জবাব, কাটান, খণ্ডন; উপ-যুক্ত উত্তর; মুখের মত জবাব। দেশজ। সং।

উৎক—উন্মনাঃ, অন্যমনস্ক; উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত; উৎসুক। উদ+ক বা কন্। বিণ; ত্রি।

উৎকট—১। অধিক; দুঃসাধ্য; উগ্র, তীব্র; উদগ্র; বিষম। উদ্+কটচ্, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উৎকটা। ২। মত্তহস্তী; মদ, মত্ততা, অহঙ্কার; রক্তেক্ষু; শর। উদ্+কট, নিপাতনে। সং; পু। ৩। গুড়ত্বক, দারুচিনি। সং; ক্লী।

উৎকটতা, -ত্ব—আধিক্য; দুঃসাধ্যতা, কাঠিন্য; বিষমত্ব; তীব্রতা; উদগ্রতা। উৎকট+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উৎকণ্ঠ—১। উদ্গ্রীব; উদ্বিগ্ন। উদ্গত কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উৎকণ্ঠা। ২। শৃঙ্গারের ষোড়শ বন্ধান্তর্গত ত্রয়োদশ বন্ধ। সং; পু।

উৎকণ্ঠা—১। উদগ্রীবা, উদ্বিগ্না। উৎকণ্ঠ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ঔৎসুক্য; উদ্বেগ; বেদনা। উদ্—কন্ঠ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

উৎকণ্ঠিত—উদ্বিগ্ন; উৎসুক। উৎকণ্ঠা শব্দ+ ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উৎকণ্ঠিতা—১। উদ্বিগ্না; উৎসুকা। উৎক-ণ্ঠিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকা-বিশেষ। সং; স্ত্রী।

উৎকতা—১। উৎকের ভাব, উদ্বেগ, উৎ-কণ্ঠা; ঔৎসুক্য। উৎক+তা ভাবার্থে। ২। গর্ভপিপ্পলী। উৎক–তন (বিস্তৃত হওয়া)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

উৎকন্ধর—উন্নত গ্রীবাবিশিষ্ট। উৎ (উন্নতা) কন্ধরা (গ্রীবা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উৎকর—রাশি, স্তূপ, গাদা, পালা। উদ্—কৃ (করা)+অ র্ম্ম। সং; পু।

উৎকর্ণ—উত্থাপিতশ্রুতি, কাণ খাড়া করিয়া আছে এরূপ; শ্রবণোৎসুক, অবহিত। উদ্ (উত্থিত) কর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উৎকর্ত্তন—খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন। উদ্—কৃত (কাটা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উৎকর্ষ—১। অতিশয়; আধিক্য; শ্রেষ্ঠতা। উদ্—কৃষ+অল্ ভা। সং; পু। ২। উৎ-কৃষ্ট। …+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

উৎকর্ষণ—আকর্ষণ, অপসারণ, টানিয়া লওয়া। উদ্—কৃষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উৎকল—১। উড়িষ্যা দেশ [উড়িষ্যা দেখ]; সুদ্যুম্ন বা ইলার পুত্র, পুরুষ অবস্থায় ইঁহার এই পুত্র হয় [ইলা দেখ]; ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উদ্—কল+অল্ অধি। সং; পু। ২। ভারবাহক, মুটে; ব্যাধ। উৎকল শব্দ—লা+ড ক। সং; পু।

•উৎকলিকা—উৎকণ্ঠা ; পুষ্পমুকুল, ফুলের কুঁড়ি ; ঊর্ম্মি। উদ্—কল (গমন করা) +ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উৎকলিকাকুল—উদ্বেগহেতু অত্যন্ত ব্যাকুল, অতিশয় উৎকণ্ঠিত। উৎকলিকা দ্বারা আকুল, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কুলা।

উৎকলিত—উৎকণ্ঠিত ; তরঙ্গিত ; প্রবুদ্ধ। উদ্—কল (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উৎকা—১। উদ্বিগ্না, উৎকণ্ঠিতা ; উৎসুকা। উৎক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। সং ; স্ত্রী।

উৎকাকা—প্রতিবর্ষে প্রসূতা গবী, বছরবিয়ানী গাই। উৎক—অক (গমন করা)+অস্ ক +আপ্। সং ; স্ত্রী।

উৎকার—ধান্য উৎক্ষেপণ, ধান ঝাড়া বা সারা ; ধান্য রাশি করণ। উদ্—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উৎকাশ, উৎকাস—কাশরোগবিশেষ। উদ্—কশ বা কস+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উৎকীর্ণ—উল্লিখিত ; বিদ্ধ ; ক্ষোদিত ; চিত্রিত ; উৎক্ষিপ্ত। উদ্—কৄ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎকীর্ত্তন—বর্ণন ; প্রচার। উদ্—কীর্ত্ত (কীর্ত্তন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উৎকুট—উত্তান শয়ন, চিত হইয়া শোওয়া। উদ্—কুট+অ ভা। সং ; ক্লী।

উৎকুণ—কেশকীট, উকুণ, ডেঙ্গুর। উদ্—কুণ (হিংসা করা)+ক ক। সং ; পু।

উৎকূট—ছত্র, ছাতা। উৎ—কূট (দগ্ধ করা)+ক ক। সং ; পু।

উৎকূলিত—কূলপ্রাপ্ত ; উদ্বেল। উদ্—কূল+ক্ত র্ম্ম, বা উৎকূল শব্দ+ইত। বিণ ; ত্রি।

উৎকৃতি—ষড়্‌বিংশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

উৎকৃত্ত—খণ্ডিত, খণ্ড খণ্ড কৃত ; ছিন্ন ; উৎখাত। উদ্—কৃত (কাটা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠ ; উত্তম ; সম্যক্ আকৃষ্ট ; ঊর্দ্ধে কৃষ্ট। উদ্—কৃষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎকৃষ্টা। [ভাবে। সং ; স্ত্রী।

উৎকৃষ্টতা—শ্রেষ্ঠতা ; উত্তমতা। উৎকৃষ্ট+তা।

উৎকৃষ্টভূম—প্রশস্ত-ভূমিবিশিষ্ট দেশ। উৎকৃষ্টা ভূমি যাহার, বহু। সং ; পু। [পু।

উৎকোচ—ঘুষ। উদ্—কুচ+ঘঞ্ ণ। সং ;

উৎকোচক—উৎকোচদানকারী, যে ঘুষ দেয়। উদ্—কুচ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎকোচিকা।

উৎকোচগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—ঘুষখোর, যে সতত উৎকোচ গ্রহণ করে। উপ ; উৎকোচ—গ্রহ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

উৎকোচ-দাতা (—দাতৃ)—উৎকোচপ্রদানকর্ত্তা, উৎকোচক, যে ঘুষ দেয়। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—দাত্রী। [সং ; ক্লী।

উৎকোচ-দান,—প্রদান—ঘুষ দেওয়া। ৬তৎ।

উৎক্রম—ব্যতিক্রম ; উচ্চলন ; মরণ। উদ্—ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

উৎক্রান্ত—অতিক্রান্ত ; উদ্গত ; মৃত। উদ্—ক্রম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উৎক্রান্তি—উৎক্রম ; মরণ। উদ্—ক্রম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

উৎক্রোশ—১। কুরর পক্ষী। উৎ—ক্রুশ (ক্রন্দন করা)+অন্ ক। ২। চীৎকার। উৎ—ক্রুশ +অল্ ভা। সং ; পু।

উৎক্ষিপ্ত—১। ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত। উৎ—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎক্ষিপ্তা। ২। ধুস্তুর ফল, ধুতুরা। সং ; পু।

উৎক্ষিপ্ত-কম্প,—কম্পন—একপ্রকার ভূমিকম্প, ইহাতে ভূমি যেন ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। সং ; পু, ক্লী।

উৎক্ষিপ্তিকা—এক প্রকার কর্ণভূষণ। উৎক্ষিপ্ত +কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উৎক্ষেপ—ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ ; উদ্গিরণ, বমন। উৎ—ক্ষিপ+অল্ ভা। সং ; পু।

উৎক্ষেপক—ঊর্দ্ধে ক্ষেপণকারী। উৎ—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎক্ষেপিকা।

উৎক্ষেপণ—১। ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ ; উদ্গিরণ, বমন। উদ—ক্ষিপ+অনট্ ভা। ২। ব্যজন ; ধান ঝাড়িবার কুলা। +অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

উৎখলা—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, মুরা। সং ; স্ত্রী।

উৎখাত—উৎপাটিত, উন্মূলিত ; বিদারিত ; অবদারিত। উৎ—খন (খনন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎখাতা।

উৎখাতকেলি—বৃষাদির শৃঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকা খনন, বপ্রক্রীড়া। ৩তৎ। সং ; পু।

উত্ত—আর্দ্র। উন্দ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উত্তংস—শেখর ; শিরোভূষণ ; কর্ণাভরণ। উদ্—তন্স+অল্ ণ। সং ; পু বা ক্লী।

উত্তপ্ত—১। উষ্ণ ; দগ্ধ ; পরিপ্লুত, স্নাত। উদ—তপ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উত্তপ্তা। ২। শুষ্ক মাংস। সং ; ক্লী।

উত্তম—১। উৎকৃষ্ট, ভাল ; শ্রেষ্ঠ ; চরম। উদ্—তম (ইচ্ছা করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উত্তমা। ২। বিষ্ণু ; তৃতীয় মনু, প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র ; উত্তানপাদ রাজার পুত্র, সুরুচির গর্ভে ইঁহার জন্ম ; মৃগয়া-ব্যাজে হিমাদ্রি প্রদেশে এক যক্ষের বনে প্রবেশ করিলে তাঁহার হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন। সং ; পু।

উত্তমতা—উত্তমের ভাব, উত্তম অবস্থা। উ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

উত্তমপদ—শ্রেষ্ঠপদ বা মর্য্যাদা ; উচ্চপদ, বড় চাকরি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উত্তমপুরুষ—উৎকৃষ্ট পুরুষ, ভাল লোক, ভদ্র, সাধু, ;(ব্যাকরণে) অস্মদ্, আমি বা আমরা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

উত্তমফলিনী—দুগ্ধিকাবৃক্ষ, ক্ষীরাই। উত্তম ফল আছে যাহার (যে ক্ষীর) এই অর্থে উত্তমফল+ইন্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

উত্তমমধ্যম—খুব ভালরকম প্রহার এবং মাঝারি রকমের লাঞ্ছনা, বেশ বা বিলক্ষণ প্রহার, মারপিট করা ও কাণমলা প্রভৃতি দেওয়া।

উত্তমর্ণ—ঋণদাতা, মহাজন। উত্তম (প্রধান) ঋণ যাহার, বহু ; অথবা ঋণে উত্তম, ৭তৎ। বিণ বা সং ; ত্রি। স্ত্রী উত্তমর্ণা।

উত্তমর্ণিক—উত্তমর্ণ, ঋণদাতা, মহাজন। উত্তম যে ঋণিক, কর্ম্মধা। বিণ বা সং ; ত্রি।

উত্তমর্ণী (—র্ণিন্)—উত্তমর্ণ, ঋণদাতা ; মহাজন। উত্তম যে ঋণী, কর্ম্মধা। বিণ বা সং ; পু।

উত্তমসংগ্রহ—পরদারগমন। কর্ম্মধা। সং ; পু।

উত্তমসাহস—দুঃসাহস ; দণ্ডবিশেষ ; এক হাজার বা আশী হাজার পণ দণ্ড। কর্ম্মধা। সং ; পু।

উত্তমা—১। উৎকৃষ্টা, শ্রেষ্ঠা। উত্তম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ, অহিতকারী প্রিয়তমেও যে নায়িকা হিতকারিণী ; ক্ষীরাই গাছ। সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

উত্তমাঙ্গ—মস্তক। উত্তম যে অঙ্গ, কর্ম্মধা।

উত্তমারণী—ইন্দীবর, নীলপদ্ম। সং ; স্ত্রী।

উত্তমোত্তম—অতিশয় উত্তম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উত্তম হইতে উত্তম, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

উত্তমৌজাঃ (—জস্)—১। প্রধান তেজস্বী। উত্তম ওজঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। দশম-মন্বন্তরাধিপতি মনুর পুত্র। সং ; পু।

উত্তম্ভ, উত্তম্ভন—উত্তোলন ; স্তব্ধীভাব ; নিবৃত্তি। উদ্—স্তন্ভ (স্তব্ধ করা)+ঘঞ্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

উত্তর—১। জিজ্ঞাসিত বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ, প্রতিবচন, জবাব ; দোষভঞ্জন বাক্য ; সিদ্ধান্ত ; প্রতিকার। উদ্—তৄ (পার হওয়া)+অল্ ণ। সং ; ক্লী। ২। দক্ষিণের বিপরীত (দিক্)। ৩। উত্তীর্ণ ; উত্তম, শ্রেষ্ঠ ; ঊর্দ্ধ ; উচ্চ ; অনন্তর। উদ্—তৄ+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উত্তরা। ৪। শিব ; উপরিভাগ ; পর্ব্বতবিশেষ। উদ্—তৄ+অল্ ক। সং ; পু।

৫। বিরাটরাজের পুত্রের নাম উত্তর। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীসহ পঞ্চভ্রাতা যখন ছদ্মবেশে বিরাটরাজভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বিরাটরাজ, সুশর্ম্মা রাজার সহিত যুদ্ধে গমন করিলে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কুরুবীরগণ বিরাটরাজের উত্তর-গোগৃহে উপস্থিত হইয়া গোধনসকল হরণ করিয়া লইয়া

যাইতেছিলেন। রাজধানীতে কেবল উত্তর ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, "এ সময়ে আমি একজন সারথি পাইলে গোধনমোচন করিতে পারিতাম।" তখন ক্লীববেশধারী অর্জ্জুন উত্তরের সারথ্য স্বীকার করিয়া যুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু কুরুসৈন্যদর্শনে ভয়াভিভূত হইয়া উত্তর রথ ফিরাইতে বলেন। অর্জ্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া উত্তরকে রথের সহিত বাঁধিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করেন, এবং কুরুবীরগণকে পরাস্ত করিয়া গোধন মোচন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিবসেই উত্তর শল্যের হস্তে নিহত হন। উত্তরের আর এক নাম ভূমিঞ্জয়। সং; পু।

উত্তরকাণ্ড—রামায়ণের শেষ কাণ্ড। কর্ম্মধা। সং; পু।

উত্তরকাল—ভবিষ্যৎকাল; পরবর্ত্তী সময়; গৌণকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

উত্তরকালীন—উত্তরকালসম্বন্ধীয়, পরবর্ত্তী সময়ের; যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে। উত্তরকাল +ঈন (অনিং)+ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

উত্তর-কুরু—জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ, বর্ত্তমান রুশীয় তাতার, তুর্কিস্থান ও তিব্বতের উত্তর পশ্চিমাংশকে অতি পূর্ব্বকালে উত্তরকুরু বলিত। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান ইরাণই উত্তরকুরুবর্ষ। সং; পু বা ক্লী।

উত্তরকেন্দ্র—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, সুমেরু। সূর্য্যের গতি-বিপর্য্যয়ে এস্থানে ক্রমাগত ছয় মাস দিবা ও ছয় মাস রাত্রি হইয়া থাকে।

উত্তরকোশল—প্রাচীন জনপদবিশেষ, বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশ। সং। [স্ত্রী।

উত্তরকোশলা—প্রাচীন অযোধ্যা নগরী। সং;

উত্তরক্রিয়া—শ্রাদ্ধাদি কার্য্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

উত্তরখণ্ডন—প্রতিবচন নিরসন, জবাবের কাটান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উত্তরগামী (-গামিন্)—উত্তরাভিমুখে গমনকারী। উপ; উত্তর-গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উত্তরগামিনী।

উত্তরঙ্গ—১। দ্বারোপরিস্থিত বক্র কাষ্ঠ, কুম্ভীরক। উত্তর-গম+খশ্ ক। সং; ক্লী। ২। উদ্গত-তরঙ্গ, তরঙ্গিত। উদ্গত হইয়াছে তরঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উত্তরচ্ছদ—আস্তরণবস্ত্র, বিছানার চাদর। উত্তর যে ছদ, কর্ম্মধা। সং; পু।

উত্তরজ—১। অনন্তর জাত, পরে জন্মিয়াছে এরূপ। উপ; উত্তর-জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্তরজা। ২। উত্তর পুরুষ, পরবংশ। সং; পু।

উত্তরণ—পার হওয়া; নির্গমন। উদ্-তৃ (পার হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উত্তরণস্থান—(নৌকাদি হইতে) নামিবার জায়গা বা ঘাট; পান্থশালা, সরাই, আড্ডা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উত্তরণীয়—পারগমনীয়, যাহা পার হইতে হইবে; অতিক্রমণীয়; গমনীয়, গম্য; প্রাপ্য। উদ্-তৃ+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উত্তরতঃ (-তস্)—উত্তরে বা উত্তর হইতে। উত্তর+তস্ ৭মী বা ৫মী স্থানে। ব্য।

উত্তরত্র—উত্তর দিকে; পরে। উত্তর+ত্র ৭মী স্থানে। ব্য।

উত্তরদাতা (-দাতৃ)—প্রতিবচন-প্রদানকর্ত্তা, যে জবাব দেয়। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -দাত্রী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

উত্তরদান—প্রতিবচন প্রদান, জবাব দেওয়া।

উত্তরদায়ক—প্রতিবচনপ্রদ, জবাব প্রদানকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -দায়িকা।

উত্তরধেয়—অনন্তর করণীয়, পশ্চাৎ কর্ত্তব্য, যাহা পরে করিতে হইবে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

উত্তরপক্ষ—বিচারপক্ষ, পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক সিদ্ধান্তপক্ষ; উত্তরবিকল্প; কৃষ্ণপক্ষ। কর্ম্মধা। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উত্তরপদ—সমাসের শেষপদ; সমাসযোগ্যপদ।

উত্তরপুরুষ—উত্তরজ, পরবর্ত্তী সবংশীয় বা সগোত্রজ; (ব্যাকরণে) প্রথম পুরুষ। কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

উত্তরপ্রচ্ছদ—উত্তরচ্ছদ, আস্তরণবস্ত্র। কর্ম্মধা।

উত্তর-প্রত্যুত্তর—প্রতিবচন এবং তাহার প্রতিবাক্য, জবাব এবং তাহার কাটান জবাব; বাদানুবাদ, তর্ক বিতর্ক। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

উত্তরফল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দ্বাদশ নক্ষত্র। সং; স্ত্রী।

উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদা—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ষড়্বিংশ নক্ষত্র। সং; স্ত্রী।

উত্তরমানস—মানসের উত্তরস্থ তীর্থবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

উত্তর-মীমাংসা—বেদান্ত শাস্ত্র। কর্ম্মধা। সং;

উত্তরমেরু—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত (North Pole)। কর্ম্মধা। সং; পু।

উত্তরয়, উত্তরয়ে—উত্তীর্ণ হয়, পার হয়; অবতীর্ণ হয়; উপস্থিত হয়। ক্রি। ক, প্র।

উত্তর-রহিত, -বর্জ্জিত, -বিহীন, -শূন্য, -হীন —প্রতিবচন-বিহীন, যাহার আর জবাব নাই; নিরুত্তর, নির্ব্বাক্। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

উত্তরলক্ষণ—প্রতিবচন-নিদর্শন, জবাবের চিহ্ন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উত্তরযোগ্য প্রশ্ন—যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতেই তাহার কিরূপ উত্তর দিতে হইবে তাহার আভাস পাওয়া যায় (Leading question)। সং। সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

উত্তরবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্)—উত্তর দিকে স্থিত। উত্তর -বৃত+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -বর্ত্তিনী।

উত্তরবাদী (-বাদিন্)—প্রতিবাদী, আসামী। উত্তর শব্দ-বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -বাদিনী।

উত্তরবারুণী—রাথাল শসা। সং; স্ত্রী।

উত্তরসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—পরসাক্ষী; সহকারী; স্বপক্ষ সম্বন্ধীয় বাক্য পরিভাষণশীল, সাক্ষীদিগের বাক্য যে শ্রবণ করে বা করায়। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -সাক্ষিণী।

উত্তরসাধক—সাহায্যকারী; কার্য্যসম্পাদনবিষয়ে উত্তরকালে সহায়; উত্তেজক, উৎসাহদাতা। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -সাধিকা।

উত্তরা—১। উত্তীর্ণা, ইত্যাদি। উত্তর দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তরদিক্। সং; স্ত্রী। ৩। বিরাটরাজতনয়ার নাম উত্তরা, উত্তরের ভগিনী। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা বিরাটরাজভবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই সময়ে বৃহন্নলানামধারী ক্লীববেশী অর্জ্জুন ইঁহাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতেন। অজ্ঞাতবাসান্তে বিরাটরাজ সকলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া উত্তরা কন্যারত্ন অর্জ্জুনকে ভার্য্যারূপে সম্প্রদান করিতে চাহেন। শিষ্যা কন্যাস্থানীয়া বলিয়া অর্জ্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া আপনার পুত্র অভিমন্যুর সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। সপ্তরথী কর্ত্তৃক অন্যায় সমরে অভিমন্যু নিহত হইলে, উত্তরা দ্বাদশবর্ষ বয়সে যখন বিধবা হন, তখন পরীক্ষিৎ ইঁহার গর্ভে ছিলেন। পরে অশ্বত্থামা ঐষিকাস্ত্র প্রয়োগে গর্ভস্থ শিশুকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলে শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে শিশুকে রক্ষা করেন।

উত্তরাখণ্ড—ভারতের উত্তর-সীমাস্থিত হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্গত গাড়োয়াল প্রভৃতি প্রদেশ। সং; পু।

উত্তরাৎ—উত্তর দিকে বা কালে। ব্য।

উত্তরাধর—১। ওষ্ঠ, উপরের ঠোঁট। উত্তর যে অধর, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ঊর্দ্ধ এবং অধঃ, উপর ও নীচ; উত্তম ও অধম, শ্রেষ্ঠ ও হীন, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, ভাল মন্দ। উত্তর ও অধর, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ধরা।

উত্তরাধিকার—উত্তরকালের অধিকার, মৃত ধনস্বামীর সহিত সম্পর্ক হেতু তাহার ত্যক্ত ধনে অধিকার। ৬ বা ৭তৎ। সং; পু।

উত্তরাধিকারী (-কারিন্)—উত্তরকালের অর্থাৎ ভবিষ্যতের ধনাধিকারী, পূর্ব্বস্বামীর অভাবে তাহার সহিত সম্পর্কনিবন্ধন তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি পাইবার স্বত্ববিশিষ্ট, ওয়ারিশ। উত্তরে অধিকারী, ৭তৎ; কিংবা উত্তরের অধিকারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -কারিণী।

উত্তরাপথ—উত্তরদেশ; আর্য্যাবর্ত্ত। উত্তরা+পথিন্ শব্দ+অ। সং; পু।

উত্তরাভাস—অসৎ উত্তর; অপ্রকৃত উত্তর। উত্তরের আভাস, ৬তৎ। সং; পু।

উত্তরায়ণ—১। উত্তরদিগ্বর্ত্তী সূর্য্যের গমনপথ। উত্তরের অয়ন (পথ), ৬তৎ। ২। সূর্য্যের উত্তরে গতি। উত্তরে অয়ন (গতি), ৭তৎ। ৩। যে সময়ে সূর্য্যের উত্তরে গতি হয়, মাঘাদি ছয় মাস। উত্তরে অয়ন হয় যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

উত্তরায়ণান্তবৃত্ত—বিষুবরেখার ২৩।• অক্ষাংশ উত্তরে সূর্য্যগমনের সীমানিরূপক কল্পিত বৃত্তাকার রেখা, ইহার অপর নাম কর্কটক্রান্তি (Tropic of Cancer)। সং; ক্লী।

উত্তরার্দ্ধ—পরার্দ্ধ, শেষার্দ্ধ [কোন দ্রব্যের দুই অঙ্গ থাকিলে প্রথম অর্দ্ধকে পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধকে উত্তরার্দ্ধ বলে]; শেষ খণ্ড। উত্তর যে অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। সং; পু।

উত্তরাশা—১। প্রতিবচন লাভের প্রত্যাশা। উত্তরের আশা, ৬তৎ। ২। উত্তরদিক্। উত্তরা যে আশা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

উত্তরাশাপতি—উত্তরদিকের অধিপতি, কুবের। ৬তৎ। সং; পু।

উত্তরাষাঢ়া—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের একবিংশতিতম নক্ষত্র। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

উত্তরাসঙ্গ—উত্তরীয় বস্ত্র; আচ্ছাদন বাস। উত্তর যে আসঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; পু।

উত্তরাস্য—১। উত্তরদিকে মুখ। উত্তর যে আস্য, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। উত্তরমুখী। উত্তরে আস্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্তরাস্যা।

উত্তরী—উত্তরীয় বস্ত্র, দোছুট, চাদর; উপবীতের ভাবে ধৃতবস্ত্র; গাজনের সন্ন্যাসী প্রভৃতির চিহ্নস্বরূপ ধৃত গলসূত্র। উত্তরীয় শব্দের অপভ্রংশ।

উত্তরীয়—ঊর্দ্ধদেহধারণীয় বস্ত্র, চাদর, ফোতা, উড়ানী। উত্তর শব্দ+ঈয়। সং; ক্লী।

উত্তরেণ—উত্তর দিকে বা কালে। ব্য।

উত্তরেদ্যুঃ (–দ্যুস্)—পরবর্ত্তী কোন দিন; পর দিবস বা পর দিবসে; আগামী পরশ্ব। উত্তর+এদ্যুস্। ব্য।

উত্তরোত্তর—ক্রমশঃ, পর পর। উত্তর হইতে উত্তর, ৫তৎ। ক্রি বিণ।

উত্তান—ঊর্দ্ধমুখ, চিৎ; ঊর্দ্ধতল; অগভীর। উদ্–তন+ঘঞ্ ক'। বিণ; ত্রি।

উত্তানপাদ—জনৈক নরপতি, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইঁহার দুই স্ত্রী, সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুপরায়ণ পুত্র জন্মেন। সুরুচির বাক্যে রাজা সপুত্রা সুনীতিকে বনবাসে দেন। পরে কিন্তু অনুতপ্ত হইয়া যথাসময়ে ধ্রুবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। উত্তান (চিৎ) পাদ যাহার, বহু। সং; পু।

উত্তানপাদজ—উত্তানপাদনন্দন, ধ্রুব। উপ; উত্তানপাদ–জন+ড ক। সং; পু।

উত্তানশয়—১। চিৎ হইয়া শয়নকারী। উপ; উত্তান শব্দ–শী+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–শয়া। ২। শিশু। সং; পু।

উত্তানশায়ী (–শায়িন্)—ঊর্দ্ধমুখে শয়ান, চিতভাবে শয়নকারী। উপ; উত্তান–শী+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,–শায়িনী।

উত্তাপ—উষ্ণতা; সন্তাপ। উদ্–তপ (তপ্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উত্তাপন—তপ্ত বা তাপিত করণ। উদ্–ণিজন্ত তপ (=তাপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উত্তাপিত—উষ্ণীকৃত; সন্তাপিত। উদ্–ণিজন্ত তপ (=তাপি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উত্তার—১। উদ্গত-তারক (নেত্র)। উদ্গতা তারা যাহার, বহু। ২। অত্যুচ্চ (শব্দাদি); শ্রেষ্ঠ। উন্নত তার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্তারা। ৩। উদ্গিরণ; বমন। উদ্–তৃ (পার হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উত্তারী (–রিন্)—চপল, চঞ্চল, অস্থির, কম্পমান। উদ্–তৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উত্তারিণী।

উত্তাল—১। উন্নত; উৎকট; শ্রেষ্ঠ। মহৎ; ত্বরিত; বিকটশব্দকারী। উদ্–তল+ণ ক। বিণ; ত্রি। ২। প্লবঙ্গম। সং; পু।

উত্তিষ্ঠমান—উঠিতেছে এরূপ, উত্থানশীল; বর্দ্ধমান, বর্দ্ধনশীল। উৎ–স্থা (থাকা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–মানা।

উত্তীর্ণ—পারগত; উত্থিত; নির্গত; অতিক্রান্ত; উপস্থিত। উদ্–তৃ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উত্তুঙ্গ—উন্নত, অত্যুচ্চ। উদ্ (অতিশয়) তুঙ্গ (উচ্চ), নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্তুঙ্গা।

উত্তুষ—ভৃষ্ট ধান্য, লাজ, খই। উদ্গত হইয়াছে তুষ যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

উত্তেজক—তীক্ষ্ণকারক, তীব্রতাসাধক; উদ্দীপক; প্রবর্ত্তক; প্রোৎসাহক, উৎসাহজনক, উৎসাহদাতা; তেজস্কর, তেজোজনক; জীবনীশক্তির বর্দ্ধক বা সঞ্চারক। উদ্–তিজ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্তেজিকা।

উত্তেজন—তীক্ষ্ণীকরণ, ধার দেওয়া; উদ্দীপন; সন্ধুক্ষণ; প্রবর্ত্তন; প্রোৎসাহন, উৎসাহদান; তেজোজনন, তেজঃপ্রদান। উদ্–তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উত্তেজনা—উত্তেজন (সকল অর্থে)। উদ্–তিজ+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

উত্তেজিত—১। শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত, উদ্দীপিত; প্রোৎসাহিত, প্রবর্ত্তিত। উদ্–তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্তেজিতা। ২। অশ্বের গতিবিশেষ। উদ্–তিজ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উত্তোরণ—উচ্চ তোরণবিশিষ্ট বহির্দ্বার; যে নগরের বহির্দ্বার অতিশয় উচ্চ। উৎ (উচ্চ) তোরণ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

উত্তোলক—উত্তোলনকর্ত্তা, উত্থাপক, যে তুলে বা উঠায়। উদ্–তুল+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্তোলিকা।

উত্তোলন—উত্থাপন, উপরে উঠান, তুলা। উদ্–তুল+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উত্তোলিত—উত্থাপিত; উন্নমিত; উৎক্ষিপ্ত। উদ্–ণিজন্ত তুল (=তোলি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্তোলিতা।

উত্ত্যক্ত—পরিত্যক্ত; উৎক্ষিপ্ত; বিরক্ত। উদ্–ত্যজ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্ত্যক্তা।

উত্ত্রাস—অতিশয় ভয়। উদ্ (অতিশয়) ত্রাস, নিত্য। সং; পু।

উত্থ—উত্থিত; উৎপন্ন। উদ্–স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্থা।

উত্থনা—সংবর্দ্ধনা; বরণ। সং। প্রা, ক।

উত্থান—১। উত্থিতি, উঠা; উদয়; উন্নতি; উৎপত্তি; মলবেগ। উদ্–স্থা+অনট্ ভা। ২। উদ্যম; উৎসাহ; হর্ষ। ...+অনট্ ণ। ৩। রাজ্যচিন্তা; পৌরুষ; রণ; পুস্তক। ...+অনট্ অধি। সং; ক্লী। ৪। বরণ; বরণডালা। প্রাদেশিক। সং।

উত্থানপতন—উন্নতি ও অধোগমন, উঠা পড়া; হ্রাস বৃদ্ধি। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [উত্থানের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াই পার্থিব বিষয়ের পতন হয়]।

উত্থানপতনশীল—ক্রমাগত উঠাপড়া করাই যাহার স্বভাব; যে একবার উঠিতেছে আবার পড়িয়া যাইতেছে। উত্থানপতনই শীল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–শীলা।

উত্থানশক্তি—উন্নতিলাভের ক্ষমতা, যে শক্তিদ্বারা উন্নত হইতে পারা যায়; (শয্যাদি হইতে) উঠিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

উত্থানশক্তিরহিত, –বিহীন, –শূন্য, –হীন—উন্নতিলাভের ক্ষমতাশূন্য, যাহার উন্নতিলাভের ক্ষমতা নাই; (শয্যাদি হইতে) উঠিবার ক্ষমতাশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

উত্থানৈকাদশী—কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী। উত্থানের একাদশী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

উত্থাপক—উত্থাপনকর্ত্তা, যে উঠায়, উত্তোলক; প্রস্তাবকারী। উদ্–ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উত্থাপিকা।

উত্থাপন—উত্তোলন, উঠান; প্রেরণ; প্রবোধন, উত্তেজন; প্রস্তাবন; ক্ষোভণ। উদ্–ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উত্থাপনীয়—ঊর্দ্ধে স্থাপনীয়; উত্থাপনসাধ্য বা উত্থাপনযোগ্য; যাহাকে উঠাইতে হইবে, উত্তোলনীয়; প্রসঙ্গরূপে উপস্থাপনীয়। উপ–স্থাপি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উত্থাপিত—উত্তোলিত; প্রেরিত; প্রস্তাবিত;

উত্তেজিত ; প্রবোধিত ; ক্ষোভিত। উদ্‌-পিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

উত্থিত—কৃতোত্থান, উঠিয়াছে এরূপ ; উন্নত ; উৎপন্ন ; উদ্গত ; বর্দ্ধিত। উদ্‌-স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-তা।

উত্থিতাঙ্গুলি—বিস্তৃতাঙ্গুলি করতল, আঙ্গুল ছড়ান হাত, চপেট, চাপড়। উত্থিত হইয়াছে অঙ্গুলি যাহাতে, বহু। সং ; পু।

উত্থিতি—উত্থান (সকল অর্থে)। উদ্‌-স্থা +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

উৎপত—১। পক্ষী। উদ্‌-পত (পড়া)+অন্ ক। সং ; পু। ২। ঊর্দ্ধগামী। বিণ ; ত্রি।

উৎপতন—ঊর্দ্ধগমন ; উড্ডয়ন, উড়া ; উত্থান ; উৎপ্লবন ; উদয় ; উৎপত্তি। উদ্‌-পত (পড়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উৎপতিত—উত্থিত ; উড্ডীন ; উদ্গত ; উদিত। উদ্‌-পত (পড়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎপতিতা।

উৎপতিতা—উৎপতিত দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

উৎপতিতা (-তিতৃ)—উৎপতনশীল, ঊর্দ্ধগমনশীল। উদ্‌-পত+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উৎপতিত্রী।

উৎপতিষ্ণু—উৎপতনশীল ; ঊর্দ্ধগমনশীল। উদ্‌-পত (পড়া) +ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি।

উৎপত্তি—আবির্ভাব ; উদ্ভব, জন্ম। উদ্‌-পদ +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

উৎপত্তিমূল—জন্মের গোড়া, উদ্ভবস্থল ; আদি। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

উৎপত্তিস্থান—উদ্ভবস্থল, আদি, মূল, গোড়া।

উৎপথ—কুপথ, অসৎপথ। নিত্য। সং ; পু।

উৎপথগামী (-গামিন্)—কুপথগামী, অসৎপথাবলম্বী। উপ ; উৎপথ—গম (যাওয়া) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,-গামিনী।

উৎপথপ্রতিপন্ন—অসৎপথাবলম্বী, কুপথে চলিতে উদ্যত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

উৎপথপ্রবৃত্ত—অসন্মার্গাবলম্বী। উৎপথে প্রবৃত্ত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-বৃত্তা।

উৎপথাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্)—অসৎপথাবলম্বী, উন্মার্গগামী ; কদাচারী, সদাচারভ্রষ্ট। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,-শ্রয়িণী।

উৎপদ্যমান—জায়মান, যাহা জন্মিতেছে। উদ্‌-পদ (যাওয়া)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

উৎপন্ন—১। জাত ; উদ্ভূত ; আবির্ভূত ; উত্থিত। উদ্‌-পদ (গমন করা)+ক্ত ক। ২। লব্ধ। উদ্‌-পদ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎপন্নবুদ্ধি,-মতি—১। উপস্থিত বুদ্ধিবিশিষ্ট, কার্য্যকালে যাহার বুদ্ধির সহসা উদয় হয়। উৎপন্না বুদ্ধি বা মতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ঝটিতি বুদ্ধি, কার্য্যকালে সহসা উপস্থিত বুদ্ধি। উৎপন্না যে বুদ্ধি বা মতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

উৎপন্নমতিত্ব—উৎপন্নমতির ভাব, ঝটিতি বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্না মতি ; কাজ পড়িলেই চট করিয়া বুদ্ধি যোগান। উৎপন্নমতি+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

উৎপল—১। জলপুষ্প ; পদ্ম ; কুষ্ঠবৃক্ষ। উৎ-পল (গমন করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী। ২। নির্ম্মাংস, মাংসহীন। পলকে (মাংসকে) উৎক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

উৎপল-নয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল চক্ষু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল চক্ষুযুক্ত। উৎপলতুল্য নয়ন, নেত্র, লোচন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -নয়না, -নেত্রা, -লোচনা।

উৎপলপত্র—কমলদল, পদ্মের পাতা বা পাবড়ি ; স্ত্রীলোকের নখাঘাত ; তিলক। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

উৎপলশারিবা—শ্যামালতা। উৎপলা যে শারিবা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

উৎপলাক্ষ—পদ্মলোচন, কমলনেত্র। উৎপলের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎপলাক্ষী।

উৎপলিনী—পদ্মিনী ; পদ্মসমূহ। উৎপল শব্দ +ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

উৎপলী—তুষচর্পটী, তুষের চাপড়া। উৎ-পল ধাতু+অন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

উৎপবন—কুশণ্ডিকা ক্রিয়ায় পবিত্র বস্তুর মধ্য দিয়া জলাদির উৎক্ষেপণ ; জলীয় দ্রব্য ছাঁকিয়া লওয়া ; বিশুদ্ধ করণ, শোধন। উদ্‌-পূ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উৎপশ্য—ঊর্দ্ধদৃষ্টি, উন্মুখ, যে উপর দিকে তাকাইয়া আছে। উদ্‌-দৃশ+অ ক। বিণ ; ত্রি।

উৎপাটক—উৎপাটনকারী, উন্মূলক। উদ্‌-ণিজন্ত পট (=পাটি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎপাটিকা।

উৎপাটন—উন্মূলন, উপাড়িয়া ফেলা। উদ্‌-ণ্যন্ত পট (=পাটি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উৎপাটনীয়—উন্মূলনযোগ্য, যাহার উৎপাটন করা কর্ত্তব্য বা করিতে হইবে। উদ্‌-ণিজন্ত পট (=পাটি)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-নীয়া।

উৎপাটিত—উন্মূলিত, উপড়ান। উদ্‌-ণিজন্ত পট (=পাটি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎপাটী (-টিন্)—উৎপাটনকারী, উৎপাটক, উন্মূলক। উৎ-ণিজন্ত পট (=পাটি)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উৎপাটিনী।

উৎপাত—উৎপতন ; উপদ্রব ; দৈব অমঙ্গল, ইহা দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম ভেদে তিন প্রকার। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণাদি দিব্য, উল্কাপাতাদি আন্তরীক্ষ, ভূকম্পাদি ভৌম। উদ্‌-পত (পড়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উৎপাতকেতু—উল্কাপাতাদি অমঙ্গল-চিহ্ন। ৬তৎ। সং ; পু।

উৎপাদক—১। উৎপাদনকারী, জনক, জন্মদাতা ; (গণিতে) গুণনীয়ক (Factor, Divisor)। উদ্‌-ণিজন্ত পদ (=পাদি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎপাদিকা। ২। শরভ। উদ্‌ (ঊর্দ্ধস্থিত) পাদ যাহার, বহু। সং ; পু।

উৎপাদন—জনন, উৎপত্তিকরণ, জন্মান। উদ্‌-ণ্যন্ত পদ (=পাদি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য—জননীয়, উৎপাদন করিবার যোগ্য। উদ্‌-ণিজন্ত পদ (=পাদি) +অনীয়, য র্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎপাদয়িতা (-দয়িতৃ)—উৎপাদক, জনক। উদ্‌-ণিজন্ত পদ (=পাদি)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উৎপাদয়িত্রী।

উৎপাদশয়ন—টিট্টিভ পক্ষী, তিতির পাখী। উৎপাদে (ঊর্দ্ধপদে) শয়ন যাহার, বহু। সং ; পু। স্ত্রী,-শয়না।

উৎপাদিকা—১। উৎপাদনকারিণী, জন্মদাত্রী, ইত্যাদি। উৎপাদক দেখ। উৎপাদক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। হিলমোচিকা, হেলেঞ্চা বা হেঞ্চা ; পুতিকা, পুঁই ; দেহিকা নামক কীট, বল্মীক, উই। সং ; স্ত্রী।

উৎপাদিত—জনিত, যাহাকে জন্মান হইয়াছে। উদ্‌-ণিজন্ত পদ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎপাদী (-পাদিন্)—উৎপত্তিশীল, জন্ম। উদ্‌-পদ (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উৎপাদিনী।

উৎপাদ্য—উৎপাদনীয় দেখ।

উৎপাদ্যমান—যাহার উৎপাদন করা হইতেছে। উদ্‌-ণিজন্ত পদ+শান ক। বিণ ; ত্রি।

উৎপালী—আরোগ্য। উদ্‌-পাল (রক্ষা করা) +ঘঞ্ ভা+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

উৎপিঞ্জর—পিঞ্জর হইতে মুক্ত ; বন্ধন-মোচিত ; কারামুক্ত। পিঞ্জরকে উৎক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎপিঞ্জরা।

উৎপিঞ্জল—পিঞ্জরমুক্ত ; বন্ধনমোচিত ; অত্যন্ত আকুল ; বিহ্বল, হতবুদ্ধি। পিঞ্জলকে উৎক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-লা।

উৎপিপাসু—অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ; অতি ব্যাকুল ; উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। উৎ যে পিপাসু, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

উৎপিষ্ট—পিষ্ট, চূর্ণিত ; মর্দ্দিত। উদ্‌-পিষ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-পিষ্টা।

উৎপীড়—১। ফেন। উদ্‌-পীড়+ক ক। ২। উৎপীড়ন ; বাধা ; সংঘর্ষণ ; আধিক্য, চাপাচাপি।…+অল্ ভা। সং ; পু।

উৎপীড়ক—উৎপীড়নকারী, উপদ্রবকারক, অন্যের উপর পীড়নকর্ত্তা, অত্যাচারী। উদ্‌-পীড় +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎপীড়িকা।

উৎপীড়ন—বাধা ; সংঘর্ষণ ; উপদ্রব, পীড়াপীড়ি;

• উত্তেজন ; প্রবর্ত্তন ; আধিক্য, ছাপাছাপি। উদ্‌—পীড়+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

উৎপীড়নকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—যে উৎপীড়ন করে, উৎপীড়ক, পরের উপর পীড়নকারী, অত্যাচারী। ৬তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

উৎপীড়নকারী (—কারিন্‌)—উৎপীড়ক, পরের উপর পীড়নকর্ত্তা ; অত্যাচারী। উপ ; উৎপীড়ন—কৃ (করা)+ণিন্‌ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—কারিণী।

উৎপীড়িত—উপদ্রুত, ক্লিষ্ট ; উত্তেজিত ; প্রবর্ত্তিত। উদ্‌—পীড়+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎপ্রাস, উৎপ্রাসন—ঈষৎ হাস্য ; উপহাস; উৎক্ষেপ। উৎ—প্র—অস+অল্‌, অনট্‌ ভা। সং ; পু।

উৎপ্রেক্ষণ—উৎপ্রেক্ষা (সকল অর্থে)। উৎ—প্র—ঈক্ষ+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

উৎপ্রেক্ষা—উদ্ভাবন ; বিতর্ক ; অনুমান ; উপেক্ষা ; অনবধান ; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। উৎ—প্র—ঈক্ষ (দেখা) + অ ভা+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

উৎপ্লব—উৎপ্লবন দেখ।

উৎপ্লবন, উৎপ্লব—উল্লম্ফন ; উন্মজ্জন, ভাসা ; সন্তরণ ; উদ্রেক। উদ্‌—প্লু+অনট্‌, অল্‌ ভা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

উৎপ্লবা—নৌকা। উৎ—প্লু (লাফান)+অন্‌ ক+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

উৎফল—উত্তম ফল। উৎকৃষ্ট যে ফল, নিত্য। সং ; ক্লী।

উৎফাল—উল্লম্ফন ; বৃদ্ধি। উৎ—ফল (যাওয়া) +ঘঞ্‌ ভা। সং ; পু।

উৎফুল্ল—১। বিকসিত ; প্রফুল্ল, হৃষ্ট ; স্ফূর্ত্তিযুক্ত। উদ্‌—ফুল্ল+ক্ত বা অন্‌ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ফুল্লা। ২। যোনি। সং ; ক্লী।

উত্রী—পিতামাতার পরলোকপ্রাপ্তি জন্য গলে উত্তরীয় (দীনতাসূচক) ; গাজনের সন্ন্যাসীর গলে পইতা। গ্রাম্য। সং।

উৎস—প্রস্রবণ, যেস্থানে মন্দবেগে অজস্র জল প্রবাহিত হয়, নির্ঝর, ফোয়ারা। উন্দ (আর্দ্র হওয়া)+স ক। সং ; পু।

উৎসঙ্গ—১। মধ্যভাগ ; উরু ; ঊর্দ্ধদেশ ; শৈল কটক। উদ্‌—সন্‌জ (আলিঙ্গন করা)+ ঘঞ্‌ র্ম। ২। অঙ্ক, ক্রোড়।…+ঘঞ্‌ অধি। ৩। সঙ্গ, সংসর্গ ; যোগ, মিলন।…+ঘঞ্‌ ভাবে। সং ; পু। ৪। সঙ্গরহিত। উৎসৃষ্ট হইয়াছে সঙ্গ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

উৎসঙ্গিত—অঙ্কগত, ক্রোড়ে স্থাপিত; সঙ্গপ্রাপ্ত, মিলিত, সম্পৃক্ত, সংযুক্ত। উৎসঙ্গ+ইত গতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসঙ্গিতা।

উৎসঙ্গী (—সঙ্গিন্‌)—১। উৎসঙ্গযুক্ত ; সঙ্গী, সহচর। উৎসঙ্গ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী উৎসঙ্গিনী। ২। গভীর ক্ষত। সং ; পু।

উৎসজ্জন—উৎক্ষেপণ ; উত্তোলন। উৎ—সন্‌জ +অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

উৎসন্ন—নষ্ট, বিধ্বস্ত; উত্থিত। উদ্‌—সদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্না।

উৎসর্গ—ত্যাগ ; দান; দেবোদ্দেশে দান; পুরীষত্যাগ ; যাগবিশেষ ; (ব্যাকরণে) সামান্য বিধি ; উদ্‌—সৃজ+ঘঞ্‌ ভা। সং ; পু।

উৎসর্গপত্র—(পুস্তকাদির) যে পত্রে কোন সম্মানভাজনের নামে দানের কথা লিখিত থাকে [Dedication]। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উৎসর্জ্জন—ত্যাগ ; দান। উদ্‌—সৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

উৎসর্পণ—উল্লঙ্ঘন ; পরিত্যাগ ; ঊর্দ্ধগমন। উদ্‌ —সৃপ (যাওয়া)+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

উৎসর্পী (—সর্পিন্‌)—উল্লঙ্ঘনশীল ; ঊর্দ্ধগামী ; পরিত্যাগকারী। উদ্‌—সৃপ (যাওয়া)+ণিন্‌ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উৎসর্পিণী।

উৎসর্য্যা—ঋতুমতী গবী, পাল লইতে উদ্যত গাই। উদ্‌—সৃ+যৎ ক+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

উৎসব—প্রসব ; আনন্দ; আনন্দজনক ব্যাপার; উৎসেক ; কোপ ; ইচ্ছা ; উন্নতি, অভ্যুদয়। উদ্‌—সু বা সূ (প্রসব করা)+ অল্‌ ভা। সং ; পু।

উৎসব-কৌতুক—উৎসবজনিত হর্ষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উৎসবময়—আনন্দজনক ব্যাপারে পরিপূর্ণ ; আমোদে ভরা। উৎসব+ময়ট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসবময়ী।

উৎসবসঙ্কেত—প্রাচীন পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ, ইহাদের দাম্পত্য নিয়ম নাই, স্ত্রীপুরুষে অনুরাগ হইলেই ইহারা স্বেচ্ছাবিহার করিয়া থাকে। বহু। সং ; পু।

উৎসবামোদ—উৎসবজনিত আনন্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

উৎসাদন—বিনাশন, উৎসন্নকরণ ; উন্মূলন ; তৈলচন্দনাদি দ্বারা পরিশোধন। উদ্‌—ণিজন্ত সদ (=সাদি)+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

উৎসাদনীয়—বিনাশযোগ্য, উন্মূলনীয়। উদ্‌—ণিজন্ত সদ(=সাদি)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎসাদিত—বিনাশিত ; উন্মূলিত, উৎপাটিত ; নিষ্ফলীকৃত। উদ্‌—ণিজন্ত সদ (=সাদি) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসাদিতা।

উৎসারক—১। উৎসারণকর্ত্তা, অপসারক, দূরীকারক। উদ্‌—ণিজন্ত সৃ (=সারি) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসারিকা। ২। দ্বারপাল, দ্বারী ; রক্ষক; অভিভাবক। সং ; পু।

উৎসারণ—নিরাকরণ, দূরীকরণ। উদ্‌—ণিজন্ত সৃ (=সারি)+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

উৎসারণীয়—নিরাকরণীয়, নিরসনযোগ্য। উদ্‌ —ণিজন্ত সৃ (=সারি)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসারণীয়া।

উৎসারিত—নিরাকৃত, অপসারিত ; দূরীকৃত ; স্থানান্তরিত। উদ্‌—ণিজন্ত সৃ (=সারি) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসারিতা।

উৎসাহ—১। অগ্লানি ; আগ্রহ ; উদ্যম ; উদ্যোগ ; অধ্যবসায় ; স্থিরযত্ন ; উত্তেজনা ; হর্ষ। উদ্‌—সহ+ঘঞ্‌ ভা। ২। সূত্র, সংরম্ভ।…+ঘঞ্‌ ণ। সং ; পু।

উৎসাহক—উৎসাহদাতা, উৎসাহজনক, উত্তেজক। উৎ—সহ+ণি (=সাহি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসাহিকা।

উৎসাহজনক—সবিশেষ আগ্রহ উৎপাদক, উৎসাহক, উত্তেজক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

উৎসাহদাতা (—দাতৃ)—যে কোন বিষয়ে অন্যকে উৎসাহ দেয়, উৎসাহক, উত্তেজক, প্রণোদক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—দাত্রী।

উৎসাহদান, —প্রদান—অন্যকে উৎসাহ দেওয়া, উত্তেজন, প্রণোদন, প্রবর্ত্তন। ৬তৎ। সং।

উৎসাহদায়ক—উৎসাহদাতা (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসাহদায়িকা।

উৎসাহন—১। উৎসাহদান, উত্তেজন, প্রবর্ত্তন, প্রণোদন। উদ্‌—ণিজন্ত সহ (=সাহি)+ অনট্‌ ভা। ২। উৎসাহপ্রদানসাধন।… অনট্‌ ণ। সং ; ক্লী।

উৎসাহনাশ—উৎসাহভঙ্গ, আগ্রহলোপ। ৬তৎ। [সং ; পু।

উৎসাহনীয়—উৎসাহযোগ্য, যাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে। উদ্‌—সহ+ণি+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসাহনীয়া।

উৎসাহভঙ্গ—উৎসাহনাশ। ৬তৎ। সং ; পু।

উৎসাহবর্দ্ধক—অন্যের উৎসাহবৃদ্ধিকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসাহবর্দ্ধিকা।

উৎসাহবর্দ্ধন—১। উৎসাহবর্দ্ধক। উৎসাহ শব্দ —ণিজন্ত বৃধ (=বর্দ্ধি)+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্দ্ধনা। ২। বীররস। সং ; পু। ৩। কাহারও উৎসাহ বাড়ান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

উৎসাহবান্‌ (—বৎ)—উৎসাহযুক্ত, উৎসাহী, আগ্রহান্বিত। উৎসাহ+বতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী উৎসাহবতী।

উৎসাহশীল—উৎসাহবিশিষ্ট, উৎসাহী, আগ্রহান্বিত, উদ্যোগী। উৎসাহই শীল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উৎসাহশীলা।

উৎসাহশূন্য, —হীন—উৎসাহরহিত, নিরুৎসাহ, আগ্রহবিহীন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

উৎসাহসম্পন্ন—উৎসাহযুক্ত, উৎসাহান্বিত, বিশেষ আগ্রহযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

উৎসাহান্বিত—উৎসাহযুক্ত, উৎসাহশীল, উৎসাহী, আগ্রহযুক্ত, উদ্যমবিশিষ্ট। উৎসাহ দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

উৎসাহিত—১। উৎসাহযুক্ত, উত্তেজিত। উৎ-

সাহ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। ২। যাহাকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, প্রণোদিত, প্রবর্ত্তিত, উত্তেজিত। উদ্—ণিজন্ত সহ (=সাহি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উৎসাহিতা—১। উৎসাহযুক্তা, উত্তেজিতা, ইত্যাদি। উৎসাহিত দেখ। উৎসাহিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উৎসাহশীলতা। উৎসাহীর ভাব এই অর্থে উৎসাহিন্+তা। সং; স্ত্রী।

উৎসাহিত্ব—উৎসাহশীলতা। উৎসাহীর ভাব এই অর্থে উৎসাহিন্+ত্ব। সং; ক্লী।

উৎসাহী (—সাহিন্)—উৎসাহশীল, উৎসাহান্বিত, আগ্রহী। উৎসাহ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী উৎসাহিনী।

উৎসিক্ত—সিক্ত; আর্দ্রীকৃত; উদ্ধত, অবিনীত; গর্ব্বিত; বর্দ্ধিত; উদ্রিক্ত। উদ্—সিচ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উৎসিক্তা।

উৎসিচ্যমান—সেচন করিতেছে এরূপ; উদ্রিচ্যমান; বর্দ্ধমান। উদ্—সিচ+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উৎসিচ্যমানা।

উৎসুক—অভীষ্টবিষয়ে উদযুক্ত, ইচ্ছুক; কৌতূহলী; উৎকণ্ঠিত, উন্মনাঃ; ব্যগ্র; অনুরক্ত। উদ্—সূ (প্রসব করা)+কক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উৎসুকা।

উৎসুকতা—উদ্যোগিতা; ব্যগ্রতা; কৌতূহল; উৎকণ্ঠা। উৎসুক+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

উৎসূর—দিবাবসান। সূরকে (সূর্য্যকে) উৎক্রান্ত, ২তৎ। সং; পু।

উৎসৃষ্ট—ত্যক্ত, বিসৃষ্ট; দত্ত; উৎসর্গীকৃত; নিবেদিত; প্রযুক্ত। উদ্—সৃজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উৎসৃষ্টা।

উৎসৃষ্টার্থ—১। ত্যক্ত ধন, দত্ত ধন। উৎসৃষ্ট যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ধনদাতা; যাহার মত ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উৎসৃষ্ট অর্থ যৎকর্ত্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [অনুবাদ সময়ে যদি কোনও শব্দের অর্থ অনূদিত না হয়, তবে তাহাকে উৎসৃষ্টার্থ বলা যায়]। স্ত্রী উৎসৃষ্টার্থা।

উৎসেক—উদ্রেক; গর্ব্ব, অভিমান; দর্প। উদ্—সিচ (সিক্ত করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উৎসেচন—উত্তেজন; উপরিসেক, উপচান বা উথলান। উদ্—সিচ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উৎসেধ—১। উচ্চতা; ঔদ্ধত্য; হনন, বধ। উদ্—সিধ (গমন করা)+অল্ ভা। ২। উপরিভাগ। উদ্—সিধ+অন্ ক। সং; পু বা ক্লী। ৩। দেহ। সং; ক্লী।

উৎসেধাঙ্ক—উচ্চতাসূচক অঙ্ক, উচ্চতাজ্ঞাপক চিহ্ন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

উথল—১। উদ্বেল অবস্থা বা ভাব; উচ্ছলন; উচ্ছ্বাস; স্ফীতি, ঝাঁপি। দেশজ। সং। ২। উত্থিত বা উদিত হইল, উঠিল; উত্থাপিতহইল। ক্রি। প্রা, ক।

উথলন—উথল (সকল অর্থে)।

উথলা—উচ্ছলিত বা উচ্ছ্বসিত হওয়া; উপচিয়া উঠা; ফাঁপিয়া বা ফুলিয়া উঠা; উদ্বেল হওয়া। দেশজ। ক্রি।

উথলান—উথলা, উথলিয়া উঠা; উচ্ছলিত বা উচ্ছ্বসিত করা। দেশজ। ক্রি।

উথলিত—যাহা উথলাইয়াছে, উচ্ছলিত বা উচ্ছ্বসিত; উদ্বেল। দেশজ। বিণ।

উথাল—উথল, উচ্ছ্বাস, উদ্বেল ভাব; উত্তাল তরঙ্গ বা স্রোত। সং। প্রা, ক।

উদ্—উৎকর্ষ; প্রকাশ; ঔদ্ধত্য; বিপরীত; উচ্চতা; বিভাগ; লাভ; প্রাবল্য; প্রাধান্য; সামর্থ্য; বন্ধন; নৈকট্য; মোচন। উদ (আঘাত করা)+ক্বিপ্ ক। ব্য।

উদ—জল। উন্দ+অন্ ক। সং; ক্লী।

উদক্ (উদচ্)—১। উত্তর দিক্ বা দেশ বা কাল। উদ্—অন্চ+ক্বিপ্। ব্য। ২। উত্তরাভিমুখ। বিণ; ত্রি।

উদক—সলিল, জল। উন্দ+ণক ক। সং; ক্লী।

উদকক্রিয়া—প্রেতের উদ্দেশে জলদান, তর্পণাদি। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

উদকদ—১। সলিলদাতা, জলদানকারী, তর্পণকারী। উপ; উদক—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদকদা। ২। শ্রাদ্ধাধিকারী বা উত্তরাধিকারী নিকটজ্ঞাতি। সং; পু।

উদকদাতা (—দাতৃ)—সলিলদানকর্ত্তা, জলপ্রদানকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —দাত্রী।

উদকদান—সলিলার্পণ, জল দেওয়া; তর্পণ করণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উদকপ্রতীকাশ—জলতুল্য, জলবৎ, জলীয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদকপ্রতীকাশা।

উদকস্পর্শ—জলছোঁয়া (যেমন দিব্যাদি করিবার সময়ে); শরীরের বিভিন্ন স্থানে জল ঠেকান। ৬তৎ। সং; পু।

উদকাধার—সলিলের আধার, জলপাত্র; জলাশয়, চৌবাচ্চা প্রভৃতি। উদকের আধার, ৬তৎ। সং; পু।

উদকার্থী (—কার্থিন্)—জলপ্রার্থনাকারী, যে জল (পাইতে) চাহে, পিপাসিত, তৃষ্ণাতুর। উদকের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী উদকার্থিনী।

উদকুম্ভ—জলপূর্ণ কলস; কমণ্ডলু। জলপূর্ণ কুম্ভ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

উদক্ত—ঊর্দ্ধগত; উত্থিত; আরূঢ়। উদ্—অন্চ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদক্তা।

উদক্য—জলসম্বন্ধীয়, জলীয়; স্ত্রীরজঃসম্বন্ধীয়। উদক+য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদক্যা।

উদক্যা—জলীয়া; স্ত্রীরজঃসম্বন্ধিনী; রজঃস্বলা, ঋতুমতী। উদক্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদগদ্রি—উত্তরাচল, হিমালয় পর্ব্বত। উদক্ (   ) স্থিত যে অদ্রি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

উদগয়ন—সূর্য্যের উত্তরায়ণ। উদক্ (উত্তরে) অয়ন (গমন), ৭তৎ। সং; ক্লী।

উদগীম—উদ্গ্রীব। বিণ। প্রা, ক।

উদগ্র—ঊর্দ্ধাভিমুখ; উদ্গত; উচ্চ, উন্নত, উচ্ছ্রিত; বৃহৎ। উদ্গত অগ্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদগ্রা।

উদগ্রদৎ, —দতী—উদগ্রদন্ দেখ।

উদগ্রদন্ (—দৎ) ১। উদ্গতদশন, বৃহৎদন্তযুক্ত, গজদন্ত। উদগ্র দন্ত যাহার, বহু, দন্ত স্থানে দৎ আদেশ। বিণ; পু। স্ত্রী, —দতী। ২। উদ্গতদন্ত হস্তী। সং; পু।

উদঙ্ (উদক্)—উত্তর; ঊর্দ্ধ; অনন্তর, পরবর্ত্তী। উদ্—অন্চ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদীচী।

উদঙ্মুখ—উত্তরমুখ; ঊর্দ্ধমুখ। উদঙ্ মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মুখা, —মুখী।

উদচ্—উদক্ দেখ।

উদজ—১। পশুপ্রেরণ। উদ্—অজ+অল্ ভা। সং; পু। ২। উদকজাত, জলজ। উপ; উদ—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদজা।

উদজান—জলজান নামক বাষ্প (Hydrogen)। সং।

উদঞ্চ্—উদঙ্ দেখ।

উদঞ্চন—১। আচ্ছাদন পাত্র; জল তুলিবার পাত্র। উদ্—অন্চ+অনট্ ণ। ২। উদ্গমন; ঊর্দ্ধক্ষেপণ। ...+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদঞ্চিত—১। পূজিত। উদ্—অন্চ (পূজা করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। আকুঞ্চিত; উৎক্ষিপ্ত। উদ্—অন্চ (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। ৩। উদ্গত। ...+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

উদড়া, উদড়ান—উন্মোচন করা, তুলিয়া ফেলা। গ্রাম্য। ক্রি।

উদধি—জলধি, সমুদ্র। উপ; উদ—ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; পু।

উদধিমল—সমুদ্রফেন। ৬তৎ। সং; পু।

উদধিমেখলা—ধরণী, পৃথিবী। উদধি হইয়াছে মেখলা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

উদধিসুতা—লক্ষ্মীদেবী; দ্বারকাপুরী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

উদপাত্র—জলপাত্র, জলাধার। ৬তৎ। সং; [ক্লী।

উদপান—কূপসমীপস্থ ক্ষুদ্র জলাধার; কূপ, জলাশয়। উদ (জল)—পা (পান করা)+অনট্ অধি। সং; পু বা ক্লী।

উদভট্—উদ্ভট। প্রা, ক।

উদম, উদাম—১। উদ্যম; ধূমধাম, গোলযোগ; উচ্ছৃঙ্খলতা; উপদ্রব। দেশজ। সং। ২। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল; নগ্ন, দেংটা, উলঙ্গ; আবরণশূন্য, উন্মুক্ত, অঢাকা, খোলা। বিণ।

উদমেঘ—জলপূর্ণ মেঘ। মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু।

•উদয়—১। পূর্ব্ব পর্ব্বত। উদ্—অয়, ই, বা ঈ (গমন করা)+অল্ অপা। ২। উৎপত্তি; উত্থান; আবির্ভাব; প্রাদুর্ভাব; বৃদ্ধি; লাভ; উৎকর্ষ; ফলসিদ্ধি; পরাক্রম; সামর্থ্য।…+অল্ ভা। ৩। লগ্ন।…+অল্ অধি। সং; পু। [সং; পু।

উদয়কাল—সূর্য্য চন্দ্রাদির উঠিবার সময়। ৬তৎ।

উদয়গিরি—১। উদয়াচল, যে পর্ব্বতে সূর্য্য ও চন্দ্রকে প্রথমে উদিত দেখা যায়। উদয়ার্থ গিরি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

২। পুরী জেলায় অবস্থিত বালুকা প্রস্তরের পাহাড়। এই পাহাড়টি অন্ত-গিরি পাহাড় হইতে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দ্বারা বিচ্ছিন্ন। দুইটি পাহাড়ই কাটিয়া অনেকগুলি মন্দির ও গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। উদয়গিরির "ব্যাঘ্রগুহা" বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। গুহাটির আকার চক্ষু কর্ণ সমন্বিত বন্য জন্তুর ব্যাঘ্র মুখ। দন্তগুলি গুহার প্রবেশ পথে বিলম্বিত। খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে এই গুহাটি নির্ম্মিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

উদয়ন—১। উদয়। উদ্—অয় বা ই (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। অগস্ত্য। ৩। বৎসরাজ [বৎসরাজ দেখ]। ৪। বৃষভরাজ। ৫। উদয়নাচার্য্য (তাহা দেখ)।…+অন্ ক। সং; পু।

উদয়নাচার্য্য—বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেব ও উদয়নাচার্য্য এক দিনে জন্মগ্রহণ করেন। উদয়নের জন্মস্থান সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে ইঁহার জন্মস্থান মিথিলা। কুসুমাঞ্জলি নামক প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। লঘুভারত-রচয়িতার মতে, ইনি তীর্থ-পর্য্যটন কালে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেব ইঁহার ধর্ম্মশিক্ষক ছিলেন। বস্তুতঃ উদয়নাচার্য্য দুইজন। একজন মৈথিল উদয়নাচার্য্য; ইনি ন্যায় কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় উদয়নাচার্য্য বাঙ্গালী; ইঁহার নাম উদয়ন ভাদুড়ী। ইনি খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (কোন কোন মতে ১২শ শতাব্দীর লোক)। ইনি কুলুক ভট্টের সমসাময়িক। সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থে উক্ত আছে, ইনি রাজসাহীর নিসিন্দা গ্রামের অধিবাসী। ইনি কাশী-ধামে গমন করিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং জীবন পণ রাখিয়া বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। বৌদ্ধ-পণ্ডিত বিচারে পরাজিত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কাশীপ্রবাসকালে ইনি কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী, আত্মতত্ত্ব বিবেক, কণাদসূত্রের টীকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি কুলশাস্ত্র সংগ্রহ ও কুলীনদিগের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি পুরীধামে গমন করিলে পুরীর পাণ্ডারা মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

উদয়নারায়ণ—১। মুর্শিদাবাদের বড় নগরের সন্নিধানে বিনোদ নামে একখানি গ্রাম ছিল। উদয়নারায়ণ ঐ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে কিরূপ বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানা যায় না। তবে তিনি যে শিক্ষিত, ন্যায়পরায়ণ ও স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উদয়নারায়ণের বংশধরেরা 'লালা' উপাধি ধারণ করেন; ইহাতে আপাততঃ বোধ হয় যে, উঁহারা কায়স্থ ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। উঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

উদয়নারায়ণ সমস্ত রাজসাহী চাকলার জমীদার ছিলেন। এই চাকলা পদ্মার উভয় পারেই ছিল। ফলতঃ, বর্ত্তমান রাজ-সাহী বিভাগের দুই একটী জেলা এবং মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত ছিল। উদয়-নারায়ণের নানারূপ সুখ্যাতি শ্রবণ এবং তাঁহার রক্ষার্থে স্বয়ং নবাবেরই প্রেরিত সেনাপতি গোলাম মহম্মদের প্রভাব দর্শন করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, উদয়ের যেরূপ অভ্যুদয় এবং মহম্মদের যেরূপ প্রভাব, তাহাতে ইহারা মিলিয়া অনায়াসে নবাবী গ্রহণ করিতে পারে, অত-এব আর বৃদ্ধি হইতে না দিয়া এই সময়েই ইহাদের ধ্বংসসাধন করা কর্ত্তব্য। অসতের ছলের অসদ্ভাব হয় না। এই সময়ে রাজ-সাহীর রাজস্ব বাকী ছিল, এবং উদয়ের অধীন সৈন্যগণ বেতন না পাওয়ায় প্রজাবর্গের উপরে উৎপাত করিতেছে—এইরূপ হেতু বিশ্বাস করিয়া, নবাব রাজসাহীর অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহম্মদ জান নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ দলের অধিনায়ক ছিলেন। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামও নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ এই সংবাদে চমৎকৃত ও ভীত হইলেন, কিন্তু গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমা-দারের উত্তেজনায় অবশেষে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন গোলাম মহম্মদ ঊনবিংশতি জন সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া, নিভৃত স্থানে পরামর্শপ্রবৃত্ত মহম্মদজান ও রঘুরাম প্রভৃতি ৪।৫ জনকে আক্রমণ করেন। এত-দর্শনে মহম্মদজান ভীত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইলে, রঘুরাম তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং স্বয়ং এক বিষাক্ত বাণ গোলাম মহম্মদের বক্ষোদেশে নিক্ষেপ করেন। গোলাম ঐ শরাঘাতেই দেহত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহার পরে যে যুদ্ধ হয়, তাহা-তেও রাজা পরাজিত হন।

গোলামের মৃত্যুর পরে রাজা উদয় ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত ও কারাযন্ত্র-ণায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বিষপানে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এইরূপে উদয়নারায়ণের উদয়, অভ্যুদয় ও অপায় সংঘটিত হইল। ইনি হিন্দুধর্ম্মে সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। সাঁওতাল পর-গণা জেলার বীরকিটি নামক স্থানের রাধা-গোবিন্দ, রামপুরহাটের অপরাজিতা, বড়নগরের মদনগোপাল এবং বননওগাঁ গ্রামের গিরিধারী মূর্ত্তি প্রভৃতি তদীয় ধর্ম্মানু-রাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উদয়-নারায়ণের পরে রাজসাহীর ভার রামজীবন ও কুমার কানুর উপরে প্রদত্ত হয়। রাম-জীবন নাটোরের রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের ভ্রাতা।

২। উদয়নারায়ণ নামে আর একজন রাজাও ছিলেন। ইনি বঙ্গজ কায়স্থকুলে মিত্রবংশে পূর্ব্ববঙ্গের উলাইল গ্রামে জন্ম-গ্রহণ এবং দৌহিত্রতানিবন্ধন বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যলাভ করেন। এই উদয়-নারায়ণও পরাক্রমশালী ছিলেন। ইনি ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন।

উদয়নালা (বা উধুনালা)—বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত রাজমহল হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে গ্রাম ও নালা। এই স্থানে ১৭৬৩ অব্দে মেজর আডামের হস্তে বাঙ্গালার নবাব মীর কাসীম পরাজিত হন। সেনানিবেশ স্থানের ভগ্নাবশেষ এখনও কতক কতক দেখা যায়। নালার উপরে মোগল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেতুটির ভগ্নাবশেষও দৃষ্টিগোচর হয়।

উদয়পর্ব্বত—উদয়গিরি, উদয়াচল। উদয় নামক যে পর্ব্বত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

উদয়পুর—অপর নাম মেবার বা মেওয়ার। মেও নামক মিশ্র রাজপুত জাতি হইতে মেওয়ার নাম উদ্ভূত—কেহ কেহ একথা

বলিয়া থাকেন। উদয়পুর রাজপুতানার অন্তর্গত করদরাজ্য। গৌরবে উদয়পুর রাজপুতানার রাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানীয়। উদয়পুরের রাজবংশ সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্র হইতে সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন। অপরাপর রাজপুতানার রাজবংশের ন্যায় উদয়পুরের রাজবংশ মুসলমান সম্রাট্‌কে কন্যাদান করেন নাই—এইটি বংশের প্রধান গৌরব। অপর গৌরব এই যে, মুসলমান সম্রাট্‌গণের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্য স্থায়িভাবে অধিকার করিতে দেন নাই। শুনা যায়, এখনও পর্য্যন্ত রাজপুতানার অপর রাজগণকে সিংহাসন আরোহণ সময়ে উদয়পুরের অধিপতির নিকট রাজটীকা গ্রহণ করিতে হয়।

রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব কণকসেন ১৪৪ খৃঃ অঃ উদয়পুর-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। গেহ্‌লট-বংশ-স্থাপয়িতা বাপ্পারাওল ৭২৮ খৃঃ অঃ চিতোর নগরে রাজ্যস্থাপন করেন। ১২০১ অব্দে চিতোররাজ রাহুপ "রাওল" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "রাণা" উপাধি গ্রহণ করেন, এবং "গেহ্‌লট" বংশের অবান্তর বিভাগীয় "শিশোদীয়" বংশীয় বলিয়া রাজবংশকে পরিচিত করেন। রাহুপ হইতে আরম্ভ করিয়া নবম রাণা লক্ষ্মণসিংহের রাজত্বকালে (১২৭৫-১২৯০) আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। অনতিকাল পরে, তদানীন্তন রাণা হামির নগর উদ্ধার করেন। ১৫২৭ অব্দে সম্রাট্‌ বাবর মেবার রাজ্য আক্রমণ করিলে, রাণা সঙ্গ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু প্রথমে জয়লাভ করিলেও শেষে মেবার সৈন্য মোগল হস্তে পরাজিত হয়। ১৫৩০ অব্দে রাণা সঙ্গের মৃত্যু ঘটিলে রাণা রত্ন পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। রত্নের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা রাণা হইলেন, কিন্তু অনতিকাল পরেই অসন্তুষ্ট সম্রান্তগণ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইলেন।

বনবীর কিছুদিনের জন্য মেবার সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার পরে, রাণা সঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র উদয় সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইঁহারই সময়ে, ১৫৬৮ অব্দে, আকবর সাহ চিতোর আক্রমণ ও অধিকার করেন। রাজধানী হারাইয়া উদয় সিংহ আরাবল্লী পর্ব্বতের গিরওয়া নামক উপত্যকায় গমন করেন, এবং সেই স্থানেই স্বীয় নামে উদয়পুর নামক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৭২ অব্দে তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাণা প্রতাপ সিংহ সিংহাসন গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রাণা অমর সিংহকে আকবর সাহের রাজত্বের অবশিষ্টকালের মধ্যে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু আকবর-পুত্র সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর রাণার রাজ্য আক্রমণ করিয়া দুইবার তাঁহাকে পরাজিত করেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহকে (মতান্তরে শুগ্র) অমরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান করাইতে চেষ্টা করেন। সাত বৎসর এই প্রকার বিরুদ্ধাচরণের পরে লজ্জিত হইয়া, শুগ্র রাণাকে চিতোরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া, সম্রাট্‌ প্রথমে স্বীয় পুত্র পারভিজকে, ও পরে সুদক্ষ সেনাপতি মহবত খাঁকে, রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয়েই আশানুরূপ জয়লাভ করিতে অক্ষম হইল দেখিয়া, সম্রাট্‌ স্বয়ং অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। রাণার সৈন্য এই বিপুল বাহিনীর পরাক্রম নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। রাণা ১৬১৩ অব্দে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্‌ তৎপ্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু রাণা বহুদিন এ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৬১৬ অব্দে তিনি রাজ-পদ ত্যাগ করিয়া পুত্র করণসিংহকে সিংহাসনে আরোপিত করিলেন।

করণসিংহ ১৬২৮ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলে, তৎপুত্র জগৎ সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৬৫৪ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র রাজসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৮১ সালে রাজসিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জয়সিংহ মেবাররাজ্যে অধি-ষ্ঠিত হন। সম্রাটের হিন্দুধর্ম্ম-বেষিতার জন্য রাজপুতগণ তৎপ্রতি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হয়, এবং মাড়ওয়ার, মেবার ও অম্বর (জয়পুর) রাজ্যের রাজত্রয় মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। ইঁহারা মিলিত হইয়া ১৭১৩ অব্দে (সম্রাট্‌ ফেরোকসিয়ারের রাজত্বকালে) রাজ্য হইতে মুসলমানগণকে বিতাড়িত করেন এবং হিন্দুমন্দিরের উপরি স্থাপিত মসজিদ-গুলি ভূমিসাৎ করেন। কিন্তু এই সখ্য বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। মাড়ওয়ারপতি অজিত সম্রাটের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় কন্যা বিবাহার্থে দান করিলেন। মেবারপতি অমরাও সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

১৭১৬ অব্দে ওমরা দেহত্যাগ করিলে তৎপদে সংগ্রামসিংহ অধিষ্ঠিত হন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় জগৎ সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মোগল সম্রাট্‌ মহারাষ্ট্রীয়গণকে চৌথ্ দিতে স্বীকার করায় রাজপুতানা মোগলরাজ্যের অধীন বলিয়া তাহারা রাজপুতগণের নিকটও চৌথ্ আদায় করিতে লাগিল। ১৭৩৬ অব্দে বাজীরাও শিশোদীয় রাণার সহিত যে সন্ধি স্থাপন করেন, তাহার সর্ত্ত অনুসারে তিনি রাণার নিকট ১৬০,০০০ টাকা চৌথ্ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। ১৭৫২ অব্দে জগৎসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে, তৎপুত্র প্রতাপ মেবারপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার তিন বৎসর ব্যাপী, এবং তৎপুত্র রাজ-সিংহের সাত বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ রাজ্যমধ্যে নানাবিধ উৎপাত করে। পরবর্ত্তী রাণা উর্ষি সামন্তগণের অপ্রিয় ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রত্নসিংহকে তৎপদে অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। সিন্ধিয়া রত্নসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ১৭৬৮ অব্দে রাণাকে রণে পরাজিত করেন। পরিশেষে সিন্ধিয়া রাণার পক্ষ হইতে প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া রত্নসিংহের পক্ষ ত্যাগ করেন। এই সময়ে হোলকার ও মাড়ওয়ারপতি মেবারের কতকগুলি প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। শিকার উপলক্ষে রাণা উর্ষি বুন্দি রাজপুত কর্ত্তৃক নিহত হইবার পরে, রাণার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র হামির রাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৭৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, এবং তৎসহোদর ভীমসিংহ রাণা পদ গ্রহণ করেন। এই ভীমসিংহই সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণার (কৃষ্ণকুমারীর) পিতা। ১৮২৮ অব্দে ভীমসিংহ লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার একমাত্র পুত্র জুয়ানসিংহ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। দশ বৎসর পরে জুয়ানসিংহ অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে, ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি সর্দার-সিংহ মেবার সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮৪২ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ও দত্তকস্বরূপে গৃহীত ভ্রাতা স্বরূপসিংহ রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। ১৮৬১ অব্দে তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তকপুত্র শম্ভুসিংহ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৪ অব্দে তিনি লোকান্তর গমন করেন, এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সজ্জনসিংহ রাণার পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ অব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে, এবং ফতেসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উদয়মান—উৎপদ্যমান; জায়মান; প্রকাশ-মান। উদ্—অয়+শান ক। বিণ, ত্রি।

উদয়সিংহ—১। মেওয়ারের সুপ্রসিদ্ধ রাণা সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র, মেওয়ারের অধিপতি এবং উদয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা [উদয়পুর দেখ]।

২। মাড়ওয়ারের একজন রাজার নামও উদয়সিংহ। ইঁহার পিতার নাম মালদেব। ইনি দিল্লীশ্বর আকবরের অন্যতম প্রধান সভাসদ্ ছিলেন। ইনি ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের সহিত আপনার কন্যা বালমতীর বিবাহ দেন। ঐ কন্যার গর্ভে শাহজাহাঁর জন্ম। মাড়ওয়ার রাজ্য (যোধপুর) আকবর উদয়সিংহকে জায়গীর দেন। ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে উদয়সিংহের মৃত্যু হইলে, ইঁহার চারি পত্নী পতির মৃতদেহের সহিত চিতারোহণ করেন।

উদয়াচল—উদয় পর্ব্বত। উদয়গিরি দেখ। উদয় নামক যে অচল, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

উদয়াদিত্য—সুবিখ্যাত মালবাধিপতি ভোজরাজের পুত্র। ১০৯২ খৃঃ অব্দে ভোজ নরপতির মৃত্যু হইলে উদয়াদিত্য মালবের রাজা হন। ইনি পিতৃবৈরী চেদি ও চালুক্যদিগকে মালব হইতে দূরীভূত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন।

উদযান—জলযান, পোত, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি। উপ ; উদ (জল)—যা (যাওয়া)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

উদয়াস্ত—১। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত। ক্রি-বিণ। ২। চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ এবং অন্তর্দ্ধান; উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত কাল, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা। উদয় ও অস্ত, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

উদয়ী (উদয়িন্)—উদয়শীল, উদীয়মান ; আবির্ভূয়মান। উদ্—অয় বা ই+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উদয়িনী।

উদয়োন্মুখ—উদিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এরূপ। উদয়ে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদয়োন্মুখা, -খী।

উদর—১। জঠর, পেট। উদ্—ঋ (গমন করা)+অন্ ক। ২। অভ্যন্তর ; মধ্য। উদ্—দৃ+অল্ অধি। সং ; ক্লী। [পু।

উদরগ্রন্থি—রোগবিশেষ, গুল্মরোগ। ৭তৎ। সং;

উদরত্রাণ—উদর রক্ষার্থ কবচ বা বর্ম্ম ; কোমরবন্ধ। উদরের ত্রাণ হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং ; ক্লী।

উদরপর—উদরসর্ব্বস্ব, ঔদরিক, পেটুক। উদরই পর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উদরপরায়ণ—উদরসর্ব্বস্ব, ঔদরিক, উদরম্ভরি। উদর হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -পরায়ণা।

উদরভঙ্গ—রোগবিশেষ, উদরাময়, ভেদ হওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

উদরম্ভরি—ঔদরিক, পেটুক, আত্মম্ভরি। উপ ; উদর শব্দ—ভৃ (ভরণ করা)+খি ক। বিণ ; ত্রি। বি উদরম্ভরিতা।

উদর-রোগ—উদর সম্বন্ধীয় যে কোন পীড়া, পেটের অসুখ। ৬তৎ। সং ; পু।

উদরসর্ব্বস্ব—ঔদরিক, উদরম্ভরি, পেটুক। উদরই সর্ব্বস্ব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উদরসাৎ—উদরে দেয় ; উদরস্থ, ভক্ষিত, গ্রস্ত। উদর শব্দ+সাৎ দেয় অর্থে। ব্য।

উদরাধ্মান—পেট ফাঁপা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

উদরান্ন—পেটের ভাত। উদরপূরক অন্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উদরাময়—উদরের রোগ, পেটের অসুখ। উদরের আময়, ৬তৎ। সং ; পু।

উদরাবর্ত্ত—নাভি। ৬তৎ। সং ; পু।

উদরিণী—স্থূলোদরা ; অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভবতী। উদর শব্দ+ইন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উদরিল—স্থূলোদর, ভুঁড়ে। উদর শব্দ+ইল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -লা।

উদরী (-রিন্)—স্থূলোদর, ভুঁড়ে। উদর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু।

উদরী—উদরস্ফীততা রোগবিশেষ। উদ্—দৃ+অন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

উদর্ক—ভবিষ্যৎকাল ; ভাবিফল ; বৃক্ষবিশেষ ; মদনকণ্টকবৃক্ষ। উদ্—অর্চ (স্তুতি করা)+ঘঞ্ ম্ম। সং ; পু।

উদর্চ্চিঃ (উদর্চ্চিস্)—১। উচ্ছিখ, প্রজ্বলিত। উদ্গত অর্চ্চিঃ (প্রভা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শিব ; অগ্নি ; কন্দর্প। সং ; পু।

উদলা—আদুড়, অনাবৃত, অঢাকা ; আবরণহীন, নগ্ন। হিন্দীমূলক। বিণ।

উদলাবণিক—লবণাক্ত জল দ্বারা প্রস্তুত বা রক্ষিত (মৎস্যফলাদি)। উদ ও লবণ - উদলবণ (দ্বন্দ্ব), তদ্দ্বারে ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদলাবণিকী।

উদবাস—জলে বাস বা অবস্থিতি ; জলের মধ্যস্থ বা সমীপস্থ গৃহ। ৭তৎ। সং ; পু।

উদবাহক—জলবহনকর্ত্তা, জলের ভারী। ৬তৎ। সং বা বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -বাহিকা।

উদবাহন—মেঘ ; জলযান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

উদবাহী (-বাহিন্)—জলবহনকারী। উপ ; উদ (জল)—বহ (বহন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, -বাহিনী।

উদবিন্দু—জলের ফোঁটা, এক ফোঁটা জল। ৬তৎ। সং ; পু।

উদশ্বিৎ—অর্দ্ধজলমিশ্রিত তক্র। উদ (জল)—শ্বি (বৃদ্ধি পাওয়া)+কিপ্ ক। সং ; ক্লী।

উদসল—উদ্ঘাটিত করিল, খুলিল। প্রা, ক।

উদস্ত—উৎক্ষিপ্ত ; নিক্ষিপ্ত ; দূরীকৃত ; অপসারিত ; বিক্ষিপ্ত। উদ্—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদস্তা।

উদহার—মেঘ ; জলবাহক। উদ হরণ করে যে এই বাক্যে উপ। উদ—হৃ+অণ্ ক। সং ; পু।

উদা—ওদা, আর্দ্র, ভিজা। হিন্দী। বিণ।

উদাত্ত—১। উচ্চস্বরবিশেষ ; মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি ঊর্দ্ধভাগ হইতে যে স্বর উচ্চারিত হয়, তাহাই উদাত্ত ; প্রযত্নপ্রেরিত বায়ু ঊর্দ্ধভাগে প্রতিহত হইয়া যে উচ্চ স্বরকে ব্যক্ত করে, তাহা উদাত্ত। উদ্—আ—দা (দান করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। দাতা ; মহৎ ; সমর্থ। +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদাত্তা।

উদান—১। কণ্ঠদেশস্থিত বায়ু ; নাভি। উদ্ অন (বাঁচা)+ঘঞ্ ণ। ২। সর্প। উদ্—আ—অন+অন্ ক। সং ; পু।

উদাম—উদ্দাম দেখ। [গ্রাম্য। বিণ।

উদামাদা—উন্মাদ ; উদ্ভ্রান্ত ; নির্ব্বোধ।

উদায়ুধ—উদ্যতায়ুধ, অস্ত্র উঁচাইয়া আছে এরূপ। উদ (উদ্যত) আয়ুধ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উদার—দানশীল, দাতা ; গম্ভীর ; দক্ষিণ ; সরল ; মহাত্মা ; উৎকৃষ্ট। উদ্—আ—রা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদারা।

উদারচরিত, -চরিত্র—১। উদারস্বভাব, মহানুভব ; রাগদ্বেষাদিশূন্য। উদার হইয়াছে চরিত বা চরিত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -চরিতা, -চরিত্রা। ২। উদার আচরণ, উন্নত সরল ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উদারচিত্ত—১। উদারহৃদয়, মহাপ্রাণ, সরলমনাঃ। উদার চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -চিত্তা। ২। উদার হৃদয়, সরল মন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উদারচেতাঃ (-চেতস্)—উন্নতমনাঃ। উদার চেতঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

উদারতন্ত্র—উদারশাস্ত্র, উদার নীতি, উন্নত ভাবের মত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উদারতন্ত্রী (-তন্ত্রিন্)—উদার নীতির অনুসরণকারী, উন্নতমতাবলম্বী। উদারতন্ত্র+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী, -তন্ত্রিণী।

উদারতা, -ত্ব—দানশীলতা, দাতৃত্ব, বদান্যতা ; মহত্ত্ব, মহানুভবতা, মহাশয়ত্ব ; দাক্ষিণ্য, সরলতা ; ভদ্রত্ব। উদার+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উদারধী—১। মহতী বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। উদারা যে ধী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। মহাবুদ্ধি, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ; মহামনাঃ, মহানুভব, উচ্চাশয়। উদারা ধী যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উদারনীতিক—উদারনৈতিক। (তাহা দেখ)।

উদারনৈতিক—উদারনীতির অনুসরণকারী, উন্নতমতাবলম্বী, উদারপন্থী। দেশজ। বিণ।

উদার-প্রকৃতি, -স্বভাব—১। উন্নত স্বভাব, মহৎ চরিত্র। কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু। ২। উন্নতস্বভাববিশিষ্ট, মহানুভব, বদান্য ; দক্ষিণ। বহু। বিণ ; ত্রি।

উদারমনাঃ—মহামনাঃ, উন্নতহৃদয় ; প্রশস্তচিত্ত, উচ্চাশয়। বহু। বিণ ; ত্রি।

উদারসত্ত্ব—উদারহৃদয়, মহামনাঃ, মহাশয়, প্রশস্তচিত্ত। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -সত্ত্বা।

উদারস্বভাব—উদারপ্রকৃতি দেখ। স্ত্রী,-স্বভাবা।

উদারা—১। দানশীলা ইত্যাদি। উদার দেখ। উদার+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বরবিশেষ, নিম্ন সপ্তকের সুর। সং; স্ত্রী।

উদাবৎসর—শুভলক্ষণাক্রান্ত বৎসরবিশেষ,—এই বৎসরে রৌপ্য দান করিলে মহাপুণ্য হয়। সং; পু।

উদাবর্ত্ত—মলমূত্রাদি-রোধক রোগবিশেষ। উদ্‌—আ—বৃত (রোধ করা)+অল্‌প। সং; পু।

উদাস—১। উদাসীন, বিরাগী। উদ্‌—আস+অন্ ক। স্ত্রী উদাসা। ২। উৎক্ষেপ; উচ্চতা; সংসারবিরাগ, ঔদাসীন্য, বিষয়-বাসনাপরিত্যাগ।…+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উদাসল—উদ্‌ঘাটিত করিল, খুলিল, অনাবৃত করিল। প্রা, ক। ক্রি।

উদাসিতা—উদাসভাব, ঔদাস্য, বৈরাগ্য। উদাসিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

উদাসিনী—বিরাগিণী, সন্ন্যাসিনী, ইত্যাদি (উদাসী দেখ); অনাথা, নিরাশ্রয়া, অসহায়া। বিণ; স্ত্রী।

উদাসী (উদাসিন্)—১। বৈরাগ্যযুক্ত, সংসার-বিরাগী। উদাস শব্দ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী উদাসিনী।

২। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা নানকের ধর্ম্মমতাবলম্বী। নানকের "গ্রন্থ" নামক ধর্ম্মগ্রন্থই ইহাদের উপাস্য। ইহারা মঠে বাস করে, এবং অপরে রাঁধিয়া দিলে তবে খায়। সকল জাতিকেই এই সম্প্রদায়-ভুক্ত দেখা যায়।

উদাসীন—বিরাগী, সংসার-ত্যাগী; মধ্যস্থ; স্বতন্ত্র, উপস্থিত বিষয়ে নির্লিপ্ত; নিঃসম্পর্ক; যাহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই এরূপ; তটস্থ। উদ্‌—আস+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদাসীনা।

উদাসীনতা,—ত্ব—ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য, বিরাগ; সংসারবাসনা পরিহার; নির্লিপ্ততা। উদাসীন+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উদাসীনসাম্যভাব—যে ভাবে অবস্থিত হইলে অবস্থান্তর জন্য সাম্যভাবের ব্যত্যয় হয় না, প্রত্যুত সেই নবাবস্থাতেও পুনরায় সাম্যভাব হয়, তাহারই নাম উদাসীনসাম্যভাব।

উদাস্থিত—১। ঊর্দ্ধস্থ; ঊর্দ্ধে স্থাপিত; নষ্টসন্ন্যাস, যাহার সন্ন্যাস নষ্ট হইয়াছে। উদ্‌—আ—স্থা+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্থিতা। ২। প্রণিধি, চর; দ্বারবান্, দ্বারী; অধ্যক্ষ। সং; পু।

উদাহরণ, উদাহার—দৃষ্টান্ত, নিদর্শন; উল্লেখ; বর্ণন; কথাপ্রসঙ্গ। উদ্‌—আ—হৃ+অনট্, ঘঞ্ ভা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

উদাহরণস্থলীয়—দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিদর্শনভূত। উদাহরণস্থল+ঈয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্থলীয়া।

উদাহার—উদাহরণ দেখ।

উদাহৃত—যাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে এরূপ; দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত; কথিত। উদ্‌—আ—হৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উদিত—১। উত্থিত; উদ্গত; উন্নত; উৎপন্ন; প্রাদুর্ভূত। উদ্‌—ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদিতা। ২। উদয়।…+ক্ত ভা। ৩। লগ্ন।…+ক্ত অধি। সং; ক্লী। ৪। উক্ত, কথিত; বদ্ধ। বদ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদিতা। ৫। বলা, কথন। বদ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উদীক্ষণ—ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ, উপর দিকে তাকান; প্রতীক্ষা; দর্শন, দেখা। উদ্‌—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদীচী—১। উত্তরা, ইত্যাদি। উদঞ্ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তর দিক্। সং; স্ত্রী।

উদীচীন—উত্তরদিক্ সম্বন্ধীয়; উত্তরদেশীয়। উদীচী শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চীনা।

উদীচ্য—১। উত্তরদেশীয়। উদীচী+য্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদীচ্যা। ২। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালা। সং; ক্লী। ৩। সরস্বতী নদীর উত্তরপশ্চিমস্থ প্রদেশ। সং; পু।

উদীচ্যবৃত্ত—পৃথিবীর উত্তর মেরুর ২৩॥০ অক্ষাংশ দক্ষিণে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয় (Arctic circle), ইহাকে উত্তর মেরু-বৃত্তও বলে। সং; ক্লী।

উদীচ্যেত্তর বৃত্ত—পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর ২৩॥০ অক্ষাংশ উত্তরে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয় (Antarctic circle), ইহাকে দক্ষিণ মেরুবৃত্তও বলে। সং; ক্লী।

উদীয়মান—উদিত হইতেছে এরূপ, যাহা উঠিতেছে; আবির্ভূয়মাণ। উদ্‌—ই+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

উদীরণ—উচ্চারণ; কথন; উদ্দীপন; বিক্ষেপণ; প্রেরণ; প্রকাশন; উৎক্ষেপণ। উদ্‌—ঈর+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদীরিত—উচ্চারিত; কথিত; প্রেরিত; বিক্ষিপ্ত; উদ্দীপিত; প্রকাশিত; উৎক্ষিপ্ত। উদ্‌—ঈর+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উদীর্ণ—উদার; মহান্; উৎকৃষ্ট, উত্তম; উত্তেজিত; দৃপ্ত, দাম্ভিক। উদ্‌—ঈর+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদীর্ণা।

উদীর্য্যমাণ—উচ্চার্য্যমাণ, কথ্যমান, যাহা উচ্চারণ করা বা বলা হইতেছে। উদ্‌—ঈর+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মাণা।

উদুম—উদাম, অনাবৃত, অঢাকা, খোলা; নগ্ন, নেংটা, উলঙ্গ। দেশজ। বিণ।

উদুম-ধুমা,—ধুমো—নগ্ন, উলঙ্গ; অধিক বয়স পর্য্যন্ত বস্ত্রপরিধান-বিমুখ; গণ্ডগোল-প্রিয়; একগুঁয়ে, গোঁয়ার। প্রাদে। বিণ।

উদুম্বর—১। যজ্ঞডুমুর গাছ; দেহলী; ক্লীব; কুষ্ঠরোগবিশেষ। উদ্‌—উ—বৃ (বেড়া)+খশ্ ক। সং; পু। ২। তাম্র। ৩। যজ্ঞডুমুর ফল। উদুম্বর শব্দ+অ। সং; ক্লী।

উদূখল—ধান্যাদি কণ্ডনার্থ পাত্রবিশেষ, এই পাত্রে তণ্ডুলাদি রাখিয়া মুষলপ্রহারে পরিষ্কার করা হয়, উখলি; গুগ্‌গুলু। উদ্‌—খ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

উদূঢ়—পরিণীত, বিবাহিত; অতিশয়, অধিক; স্থূল; ভারী। উদ্‌—বহ+ক্ত। বিণ; ত্রি।

উদেশ—উদ্দেশ, অনুসন্ধান, খোঁজ; লক্ষ্য; কারণ, হেতু। সং। প্রা, ক।

উদেস—উদাস; অনাবৃত। প্রা; ক।

উদো—অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি; নির্ব্বোধ, বোকা।—"উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।" দেশজ।

উদোম, উদোপ—উন্মুক্ত, খোলা। প্রাদে। বিণ।

উদ্গত—১। ঊর্দ্ধগত; উদিত; উত্থিত; উৎপন্ন। উদ্‌—গম+ক্ত ক। ২। উদ্ভ্রান্ত, বমিত।…+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উদ্গত-কার্য্য—ভিত্তিগাত্র হইতে উন্নত ক্ষোদাই কাজ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উদ্গতাসু—বিগতপ্রাণ, মৃত। উদ্গত হইয়াছে অসু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উদ্গতি—উদ্গম (সকল অর্থে)। উদ্‌—গম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উদ্গত্বর—উদ্গমনশীল; উদয়শীল। উদ্‌—গম+ক্বরপ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রী।

উদ্গম, উদ্গমন—উপরদিকে ঠেলিয়া উঠা; উত্থান; উদয়; উৎপত্তি; উদ্‌—গম (যাওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; ক্রমে পু ও ক্লী।

উদ্গমনীয়—১। আরোহণীয়। উদ্‌—গম+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্গমনীয়া। ২। ধৌতবস্ত্রযুগল, ধোয়া কাপড়ের যোড়। সং; ক্লী।

উদ্গাঢ়—১। অতিমাত্র, সাতিশয়। উদ্‌(অতিশয়) গাঢ়, নিত্য। ২। অতিশয়। সং; ক্লী।

উদ্গাতা (উদ্গাতৃ)—১। উচ্চৈঃস্বরে গানকর্ত্তা। উদ্ (উচ্চ) গাতা (গায়ক), নিত্য। বিণ; পু। স্ত্রী উদ্গাত্রী। ২। সামবেদপাঠক। সং; পু।

উদ্গার—১। বমন; মুখ হইতে বায়ুনির্গম, ঢেকুর; উচ্চারণ। উদ্‌—গৃ+ঘঞ্ ভা। ২। বড়িশ।…+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

উদ্গিরণ—উদ্গার, বমন। উদ্‌—গৃ (ভোজন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদ্গীত—উচ্চৈঃস্বরে গীত। উদ্‌—গৈ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্গীতা।

উদ্গীতি—উচ্চৈঃস্বরে গান; আর্য্যা-ছন্দোবিশেষ। উদ্‌—গৈ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উদ্গীথ—সামগান; সামবেদধ্বনি; সামবেদের অংশবিশেষ; প্রণব। উদ্‌—গৈ+থক্ র্ম্ম। সং; পু।

উদ্গীর্ণ—যাহা উদ্গিরণ করা হইয়াছে এরূপ, বান্ত, বমিত ; নির্গত ; উৎসৃষ্ট ; উচ্চারিত ; প্রতিবিম্বিত। উদ্—গৄ (ভোজন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্গীর্ণা।

উদ্গূর্ণ—উদ্যত ; উত্তোলিত ; উর্দ্ধে ধৃত, যাহা তুলিয়া ধরা হইয়াছে এরূপ (বস্ত্রাদি)। উদ্—গুর+ক্ত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্গূর্ণা।

উদ্গ্রন্থন—উপর দিকে গাঁথিয়া তুলা। উদ্—গ্রন্থ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্গ্রহ, উদ্গ্রহণ—তুলিয়া লওয়া ; গ্রহণ ; ধরা ; গিলন। উদ্—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

উদ্গ্রাহ—উদ্গ্রহণ ; তুলিয়া লওয়া ; ধরা ; বিদ্যাবিচার। উদ্—গ্রহ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উদ্গ্রাহিত—যাহা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে ; গ্রাহিত ; বদ্ধ ; উন্নত ; উদার ; মহৎ। উদ্—ণিজন্ত গ্রহ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উদ্গ্রীব—আগ্রহান্বিত ; ব্যগ্র ; উৎসুক ; ব্যাকুল। উৎ (উন্নতা) গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উদ্ঘট্টন—আঘাত, ধাক্কা মারা ; উন্মোচন। উদ্—ঘট্ট (চালান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্ঘট্টিত—আহত ; উন্মোচিত। উদ্—ঘট্ট (চালান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উদ্ঘন—কর্ম্মকার বা সূত্রধারের কাষ্ঠপরিষ্কারক কাষ্ঠময় বা লৌহময় আধারবিশেষ, যাহার উপর রাখিয়া কাষ্ঠাদি পরিষ্কার করা হয়। উদ্—হন (আঘাত করা)+অল্ অধি। সং ; পু।

উদ্ঘর্ষণ—ইষ্টকাদি কঠিন পদার্থের দ্বারা গাত্র পরিষ্করণ। উদ্—ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

উদ্ঘস—ভক্ষ্যবস্তু ; মাংস। উদ্—অদ+অল্ র্ম্ম।

উদ্ঘাট—১। উদ্ঘাটন। উদ্—ঘট+ঘঞ্ ভা। ২। কুত ঘাট ; করসংগ্রহের স্থান ; প্রহরিনিলয়, পাহারার ঘর, থানাঘর, ফাঁড়ি। উদ্—ঘট+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

উদ্ঘাটক—১। উদ্ঘাটনকর্ত্তা, উন্মোচনকারী, যে খুলে ; উত্তোলনকারী। উদ্—ণিজন্ত ঘট+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ঘাটিকা। ২। কূপের জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ, ঘটি ; চাবি। সং ; পু।

উদ্ঘাটন—১। উন্মোচন, খুলা ; উল্লেখ। উদ্—ণিজন্ত ঘট (—ঘাটি)+অনট্ ভা। ২। কূপের জল তুলিবার যন্ত্র।…+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

উদ্ঘাটিত—উন্মোচিত ; প্রকাশিত। উদ্—ণিজন্ত ঘট (—ঘাটি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উদ্ঘাটিতজ্ঞ—বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান্। উপ ; উদ্ঘাটিত—জ্ঞা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

উদ্ঘাটিতাঙ্গ—মুক্তগাত্র, নগ্নদেহ ; বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্। উদ্ঘাটিত অঙ্গ যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ঙ্গা,—ঙ্গী।

উদ্ঘাত—১। প্রতিঘাত, টক্কর লাগা ; পাদস্খলন ; উপক্রম ; কুম্ভক। উদ্—হন+ঘঞ্ ভা। ২। অস্ত্রবিশেষ, মুদ্গরপ্রভৃতি ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ ; অরগট্ট।…+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

উদ্ঘোষ—১। উচ্চশব্দ। উদ্—ঘুষ্+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। উচ্চশব্দকারী।…+ঘঞ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ঘোষা।

উদ্দংশ—দংশ, ডাঁস ; মশক, মশা ; মৎকুণ, উকুন বা ইকুন, ডেঙ্গুর। উদ্—দন্শ+অন ক। সং ; পু।

উদ্দণ্ড—১। উন্নতদণ্ডধারী, লাঠি তুলিয়াই আছে এরূপ ; উৎকটদণ্ডকারী ; প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত ; উদ্ধত, উপক্রান্ত। উন্নত দণ্ড যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্দণ্ডা। ২। উন্নত দণ্ড, উত্তোলিত লাঠি। নিত্য। সং ; পু।

উদ্দণ্ডপাল—দণ্ডদ্বারা শাসনকর্ত্তা, দণ্ডদাতা ; সর্পবিশেষ ; মৎস্যবিশেষ। উদ্—দণ্ড—পালি+অন্ ক। সং ; পু।

উদ্দন্তুর—উদ্গত দশনবিশিষ্ট, উন্নতদন্ত ; করাল, ভয়ঙ্কর ; তুঙ্গ, উচ্চ। উদ্—দন্ত+উর। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্দন্তুরা।

উদ্দান্ত—অতি দমিত, শান্ত। উদ্—দম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্দান্তা।

উদ্দাম—দুর্দ্দমনীয় ; উচ্ছৃঙ্খল ; স্বেচ্ছাচারী ; বন্ধনভ্রষ্ট ; উৎকট। উদ্—দম (দমন করা)+ঘঞ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মা।

উদ্দাল—বহুবার বৃক্ষ। উদ্—ণিজন্ত দল (—দালি)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

উদ্দালক—বহুবার বৃক্ষ ; ঋষিবিশেষ, যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু,—ইঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। উদ্দাল+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

উদ্দিত—বদ্ধ, বাঁধা। উদ্—দো+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উদ্দিষ্ট—উপদিষ্ট ; লক্ষীকৃত ; অভিপ্রেত ; যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে বা উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে এরূপ। উদ্—দিশ (আদেশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ষ্টা।

উদ্দীপক—প্রকাশক, উদ্ভাবক ; উত্তেজক। উদ্—দীপ+ণিচ্+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্দীপিকা।

উদ্দীপন—প্রকাশ ; উত্তেজন ; উৎসাহ ; প্রজ্বলন ; বর্দ্ধিত করণ ; প্রবল করণ। উদ্—দীপ+ণিচ্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্দীপনবিভাব—শৃঙ্গাররসের বিভাববিশেষ। উদ্দীপনজনক যে বিভাব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

উদ্দীপনা—উদ্দীপন (সকল অর্থে)। উদ্—দীপ+ণিচ্+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উদ্দীপনাময়—উত্তেজনাপূর্ণ, উৎসাহযুক্ত, তেজোময়, ওজস্বী। উদ্দীপনা+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্দীপনাময়ী।

উদ্দীপনীয়—উদ্দীপনযোগ্য, উত্তেজনীয়। উদ্—দীপ+ণিচ্+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উদ্দীপিত—প্রকাশিত ; উত্তেজিত ; প্রজ্বালিত ; বর্দ্ধিত। উদ্—ণিজন্ত দীপ (—দীপি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্দীপিতা।

উদ্দীপ্ত—প্রকাশপ্রাপ্ত ; প্রজ্বলিত, জ্বলিয়া উঠিয়াছে এরূপ। উদ্—দীপ (দীপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—প্তা।

উদ্দীপ্তমূর্ত্তি—১। জ্বলন্ত চেহারা, উত্তেজিত মুখভাব। উদ্দীপ্তা যে মূর্ত্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। জ্বলদবয়ব, জ্বলন্ত চেহারাযুক্ত, উত্তেজিত। উদ্দীপ্তা মূর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উদ্দেশ—১। প্রদেশ। উদ্—দিশ+অল্ র্ম্ম। ২। অন্বেষণ, অনুসন্ধান ; অভিসন্ধি ; উল্লেখ, নাম দ্বারা কথন।…+অল্ ভা। সং ; পু। ৩। সম্বন্ধীয়।…+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

উদ্দেশ্য—১। অভিপ্রেত ; লক্ষ্য। উদ্—দিশ+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। প্রয়োজন, তাৎপর্য্য, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি। সং ; ক্লী।

উদ্দেশ্যবিহীন,—শূন্য,—হীন—অভিসন্ধিরহিত, যাহার কোন অভিপ্রায় নাই, তাৎপর্য্যবর্জ্জিত, নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন, বৃথা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

উদ্দেশ্যানুরূপ—অভিপ্রায়ানুযায়ী। উদ্দেশ্যের অনুরূপ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—রূপা।

উদ্দ্যোত—দ্যুতি ; প্রকাশ ; আতপ, রৌদ্র। উৎ—দ্যুৎ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [পু।

উদ্দ্রাব—পলায়ন। উদ্—দ্রু+ঘঞ্ ভা। সং ;

উদ্দ্রুত—পলায়িত। উদ্—দ্রু+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্দ্রুতা।

উদ্ধত—অবিনীত, দুরন্ত ; ধৃষ্ট ; উৎক্ষিপ্ত ; উৎকট। উদ্—হন+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উদ্ধতচারী (—চারিন্)—উদ্ধতকার্য্যকারী, অবিনীত, ধৃষ্ট। উপ ; উদ্ধত—চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উদ্ধতচারিণী।

উদ্ধতপ্রকৃতি—উদ্ধতস্বভাব (সকল অর্থে)। সং বা বিণ।

উদ্ধতভাষী (—ভাষিন্)—উদ্ধত বাক্যপ্রয়োগকারী। উদ্ধত—ভাষ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—ভাষিণী। বি,—ভাষিতা।

উদ্ধতমনাঃ (—মনস্)—দুর্ব্বিনীতচিত্ত, অহঙ্কারী, অভিমানী, দেমাকী। উদ্ধত মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

উদ্ধতস্বভাব—১। দুর্ব্বিনীত-চরিত্র, ধৃষ্টা প্রকৃতি। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। দুর্ব্বিনীত প্রকৃতিবিশিষ্ট, ধৃষ্টচরিত্র ; দাম্ভিক। উদ্ধত স্বভাব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—স্বভাবা।

উদ্ধতি—উন্নতি; ধৃষ্টতা; গর্ব্ব। উদ্—হন (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উদ্ধরণ—১। উদ্ধার; ঋণশোধ। উদ্—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। ২। উত্তোলন; অন্যের বাক্য অবিকল তোলা। উদ্—ধৃ (ধরা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদ্ধর্ত্তা (উদ্ধর্ত্তৃ)—১। উদ্ধারকর্ত্তা, পরিত্রাতা; ঋণশোধক। উদ্—হৃ+তৃন্ ক। ২। ঊর্দ্ধে ধারণকর্ত্তা; উত্তোলক; পৃষ্ঠপোষক। উদ্—ধৃ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উদ্ধর্ত্রী।

উদ্ধর্ষ—অত্যধিক আনন্দ; উৎসব। উদ্—হৃষ+অল্ ভা। সং; পু।

উদ্ধর্ষণ—রোমাঞ্চ, পুলক। উদ্—ণিজন্ত হৃষ (=হর্ষি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদ্ধব—১। উৎসব। উদ্—ধু (কাঁপা)+অল্ ভা। ২। যজ্ঞাগ্নি। উদ্—হু (হোম করা)+অস্ র্ম্ম। ৩। শ্রীকৃষ্ণের সখা, ইনি সত্যকের পুত্র, বৃহস্পতির শিষ্য ও বৃষ্ণিবংশীয় মন্ত্রী; যদুবংশধ্বংসের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ দেন; ইনি শেষ দশায় বদরিকাশ্রমে জীবন অতিবাহিত করেন। উদ্—হু+অন্ ক। সং; পু।

উদ্ধান—১। উদ্ধগত, উদ্গত, আরূঢ়। উদ্—ধা+অন্ ক। ২। উদ্গীর্ণ, বমিত।……+অন্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ধানা। ৩। চুল্লী।…+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

উদ্ধান্ত—১। উদ্বান্ত, উদ্গীর্ণ, বমিত। উদ্—ধম+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ধান্তা। ২। নির্মদ হস্তী। সং; পু।

উদ্ধার—১। মোচন, মুক্তি; ঋণপরিশোধ। উদ্—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। ঋণ; ভাগ। উদ্—হৃ+ঘঞ্ র্ম্ম। ৩। উত্তোলন; অন্যের বাক্য অবিকল তোলা। উদ্—ধৃ (ধরা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উদ্ধারক—১। উদ্ধারকর্ত্তা, মোচক, পরিত্রাতা। উদ্—হৃ+ণক ক। ২। ঊর্দ্ধে ধারণকর্ত্তা; উত্তোলক। উদ্—ধৃ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ধারিকা।

উদ্ধারকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—উদ্ধর্ত্তা, মোচনকারী, পরিত্রাতা, মুক্তিসাধক, বিপন্নিবারক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী উদ্ধারকর্ত্রী।

উদ্ধার-চিহ্ন—অন্যের বাক্য অবিকল তুলিলে তাহার উভয় পার্শ্বে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় (" "); ইংরেজীতে Quotation marks বলে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উদ্ধারণ—১। ঊর্দ্ধে ধারণ; উত্তোলন। উদ্—ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অনট্ ভা। ২। বিভাজন। উদ্—ণিজন্ত হৃ (=হারি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদ্ধারণ দত্ত (ঠাকুর)—১৪০০ শকে সপ্তগ্রামে দত্তবংশে উদ্ধারণের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকর দত্ত এবং মাতার নাম ভদ্রাবতী। উদ্ধারণের জনক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, বাণিজ্যে তাঁহার প্রভূত আয় হইত। পিতার মৃত্যুর পরে উদ্ধারণ পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং বাঙ্গালার নবাব হুসেন সার নিকট হইতে এক বিশাল জমীদারী ক্রয় করিয়া আপন নামানুসারে উহার নাম "উদ্ধারণপুর" রাখেন। উদ্ধারণপুর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, উহা প্রসিদ্ধ কাটোয়া নগরের সন্নিহিত।

উদ্ধারণ পরম ভক্ত ছিলেন। যে সময়ে ধর্ম্মপ্রচারার্থে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে আগমন করেন, তৎকালে তিনি এই ধনকুবেরের বাটীতেই অবস্থিতি করিতেন। উদ্ধারণ সর্ব্বদা নিত্যানন্দের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করেন এবং তাঁহার মনে বৈরাগ্য-সঞ্চারও হয়। এই কারণে কিয়দ্দিবস পরে উদ্ধারণ সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া পরম ধন লাভার্থ নীলাচলে গমন করেন। অনন্তর বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। বৃন্দাবন গমনের পরে ১৪৬০ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে ৬০ বৎসর বয়সে তদীয় আত্মা নিত্যধামে গমন করে। ইঁহার সমাধিমন্দির বংশবাটের সন্নিহিত প্রদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প শ্রুতিগোচর হয়। একদা এক শঙ্খবিক্রেতা সরস্বতী নদীর তীর দিয়া সপ্তগ্রামে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক সুন্দরী বালিকা উপস্থিত হইয়া উহার নিকট হইতে এক-যোড়া শাঁখা লইল। মূল্যের কথা জিজ্ঞাসিত হইলে বালিকা বলিল যে, "ঐ যে দত্ত মহাশয়ের বাটী দেখা যাইতেছে, তুমি ঐ বাটীতে গিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট ইহার মূল্য গ্রহণ করিও।" বিক্রেতা তাহাতে সম্মত হইল না, তখন বালিকা বলিল যে, "যদি তিনি শঙ্খবিক্রয়ের কথায় প্রত্যয় না করেন, তবে তুমি বলিও যে, পূর্ব্ব ঘরের পশ্চিম দিকের কুলিঙ্গায় আপনার মেয়ের যে পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা আছে, উহাই আমাকে দিতে বলিয়াছেন। ইহাতেও যদি তিনি সম্মত না হন, তবে তুমি এখানে আসিয়া তোমার শাঁখা ফেরত লইয়া যাইও।"

শঙ্খবিক্রেতা তখন সম্মত হইয়া দত্ত মহাশয়ের নিকটে গেল এবং সমুদায় বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিল। দত্ত অবাক্ হইলেন, পরে কুলিঙ্গায় পাঁচটী মোহর দেখিতে পাইয়া অধিকতর বিস্ময়ের সহিত শঙ্খবণিক্‌কে বলিলেন যে, যদি সেই মেয়েটীকে দেখাইতে পার, তবে ইহা তোমাকে দিব। অনন্তর উভয়ে সরস্বতীতীরে পূর্ব্ব স্থানে আসিলেন এবং বালিকার তত্ত্ব জানিবার জন্য বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। তখন দত্তজা বলিলেন, "শাঁখারি, তোমার বড়ই সৌভাগ্য যে, তুমি মাতার দর্শন পাইয়াছিলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহাকে চিনিতে পার নাই।" এই কথা শুনিয়া শাঁখারি কাঁদিতে লাগিল। দয়াময়ী মাতা শঙ্খ-বণিকের ক্রন্দন দূর করিবার জন্য নদীগর্ভ হইতে উক্ত শঙ্খবিভূষিত হস্তদ্বয় দেখাইলেন। তখন সকলেই পরমানন্দে বিভোর হইল এবং দত্ত মহাশয় শাঁখারিকে উক্ত পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন।

বৃন্দাবন লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশটি প্রিয়সখা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, ভদ্রসেন, স্তোককৃষ্ণ, পুরাম, লবঙ্গ, মহাবাহু, গন্ধর্ব্ব ও বীরবাহু। বৈষ্ণবেরা বলেন, ইঁহারাই আবার মানবদেহ ধারণ করিয়া চৈতন্যদেবের পার্ষদ হইয়াছিলেন ও ইঁহারাই দ্বাদশগোপাল নামে অভিহিত আছেন। উদ্ধারণ দত্ত সুবাহুর অবতার ও ইঁহাদের অন্যতম। পদসমুদ্রে লিখিত আছে,—

শ্রীকর-নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ,
ভদ্রাবতী-গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস,
শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত।

ইঁহার রচিত গ্রন্থ বা পদাবলী নাই। ইনি অধ্যয়নার্থে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রীহরি-নামেই ইঁহার তন্ময়তা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত।

উদ্ধারা—১। উদ্ধার করা, নিস্তার করা, পরিত্রাণ করা; উত্তোলন করা, তুলা। ক্রি। ক, প্র। ২। গুড়ূচী। উৎ—হৃ+ণিচ্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

উদ্ধারার্থ—উদ্ধার নিমিত্ত। উদ্ধারের নিমিত্ত ইহা এই বাক্যে নিত্যসমাস, ব্য; অথবা উদ্ধার হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —র্থা।

উদ্ধারার্থে—উদ্ধারের নিমিত্ত, নিস্তারের জন্য। উদ্ধারের অর্থে, ৬তৎ। ব্য।

উদ্ধুক—ঊর্দ্ধগ শব্দের অপভ্রংশ।

উদ্ধূত—বিকম্পিত; উত্থাপিত; উৎক্ষিপ্ত; উৎপাত; উৎপাটিত উৎ—ধূ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ধূতা।

উদ্ধুর—ভারবিহীন; উৎকট, দুঃসহ; উদ্ধত, উৎসুক। উৎক্রান্ত ধুরকে, ২তৎ। বিণ; ত্রি। [ভা। সং; স্ত্রী।

উদ্ধূষণ—লোমাঞ্চ, পুলক। উদ্—ধূষ+অনট্

উদ্ধৃত—১। মোচিত; উদ্ধার দ্বারা বিভক্ত।

উদ্—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। উত্তোলিত, যাহা তুলা হইয়াছে; গৃহীত। উদ্—ধৃ (ধরা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উদ্ধৃতাংশ—অন্যের লেখা হইতে গৃহীত অংশ (Extract)। উদ্ধৃত যে অংশ, কর্ম্মধা। সং; পুং।

উদ্ধৃতি—উত্তোলন, মোচন, উৎক্ষেপণ। উদ্—ধৃ (লওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উদ্ধ্মান—চুল্লী, উনান। উদ্—ধ্মা (অগ্নিসংযোগ করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

উদ্ধ্য—নদ। সং; পুং।

উদ্বদ্ধ—উর্দ্ধে সংযত, টাঙ্গান। উদ্—বন্ধ (বাঁধা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্বদ্ধা।

উদ্বন্ধন—১। গলে রজ্জু দিয়া উর্দ্ধে বন্ধন; গলায় দড়ি দিয়া মরা, ফাঁসি। উদ্—বন্ধ (বাঁধা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বন্ধনমুক্ত। উৎ (উৎক্রান্ত) বন্ধনকে, প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্বন্ধনা।

উদ্বাহু—উর্দ্ধবাহু, উপর দিকে হাত তুলিয়া রাখিয়াছে এরূপ। উন্নত হইয়াছে বাহু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উদ্বুদ্ধ—বিকসিত; প্রবুদ্ধ। উদ্—বুধ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উদ্বোধ—কিঞ্চিৎ বোধ; সংস্কারোদ্দীপন। উদ্—বুধ+অল্ ভা। সং; পুং।

উদ্বোধক—উদ্দীপক; প্রকাশক; উদ্বোধকারক। উদ্—ণিজন্ত বুধ (=বোধি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্বোধিকা।

উদ্বোধন—১। বোধোৎপাদন, জ্ঞাপন। উদ্—ণিজন্ত বুধ (=বোধি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। জ্ঞাপক, জ্ঞানোৎপাদক।...+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্বোধনা।

উদ্ভট—১। প্রসিদ্ধ; উৎকট; শ্রেষ্ঠ; মহাশয়, মহাত্মা; গ্রন্থবহির্ভূত। উদ্—ভট (বলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ভটা। ২। কচ্ছপ; সূর্য্য। সং; পুং।

উদ্ভটী—গ্রন্থবহির্ভূত, শাস্ত্রবহির্ভূত। উদ্ভট শব্দজ। বিণ।

উদ্ভব—১। উৎপত্তি, জন্ম। উদ্—ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং। ২। উৎপন্ন। উদ্—ভূ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ভবা।

উদ্ভবকর—উৎপত্তিজনক, উৎপাদক, জন্মদ, জনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী।

উদ্ভাব—তপ্ত বস্তু হইতে উত্থিত উষ্ণ বাষ্প; উত্তাপ। দেশজ। সং।

উদ্ভাবক—উদ্ভাবনকর্ত্তা। উদ্—ণিজন্ত ভূ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ভাবিকা।

উদ্ভাবন—কল্পনা; চিন্তন; উৎপাদন। উদ্—ণিজন্ত ভূ (=ভাবি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদ্ভাবনা—উদ্ভাবন (সকল অর্থে)। উৎ—ভাবি+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

উদ্ভাবনীয়—কল্পনীয়; চিন্তনীয়; সম্পাদনীয়। উদ্—ণিজন্ত ভূ+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উদ্ভাবিত—কল্পিত; চিন্তিত; উৎপাদিত। উদ্—ণিজন্ত ভূ (=ভাবি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উদ্ভাস—উদ্দীপ্তি, প্রকাশ; শোভা। উদ্—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

উদ্ভাসক—উদ্দীপক, দীপ্তিকারক। উদ্—ভাস+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ভাসিকা।

উদ্ভাসন—উদ্দীপন, আলোকিত করণ। উদ্—ভাস+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদ্ভাসিত—দীপ্ত; আলোকিত; শোভিত। উদ্—ভাস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উদ্ভিজ্জ—উদ্ভিজ্জ দেখ।

উদ্ভিজ্জ—১। উদ্ভিদ্ হইতে জাত, যাহা গাছপালা হইতে জন্মে, ঔদ্ভিদ। উপ; উদ্ভিদ—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ভিজ্জা। ২। উদ্ভিদ, গাছপালা। সং; ক্লী।

উদ্ভিজ্জবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা—যে শাস্ত্রের দ্বারা উদ্ভিদ্বিষয়ক সকল তত্ত্ব জানা যায় (Botany)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

উদ্ভিজ্জাণু—দৃষ্টির অগোচর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। উদ্ভিজ্জের অণু, ৬তৎ। সং; পুং।

উদ্ভিজ্জাশী (-শিন্)—শাকভোজী, তৃণাদিভক্ষক; নিরামিষভোজী। উপ; উদ্ভিদ—অশ্+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী উদ্ভিজ্জাশিনী।

উদ্ভিৎ (উদ্ভিদ্), উদ্ভিদ—১। ভূমি ভেদপূর্ব্বক জননশীল, যাহা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া জন্মে। উদ্—ভিদ্+কিপ্, ক ক। বিণ; ত্রি। ২। গাছপালা ঘাস প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ মাটীতে জন্মে। সং; ত্রি।

উদ্ভিদ, উদ্ভিদ—উদ্ভিৎ দেখ।

উদ্ভিদজল—শীতল জলবিশেষ; কোন কোন মরুভূমিতে পান্থপাদপ নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, ঐ বৃক্ষের স্থানবিশেষ কর্ত্তন করিলে একপ্রকার শীতল জল নির্গত হয়, পথিকেরা তাহা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, সেই জলকে উদ্ভিদজল বলে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উদ্ভিদভোজী (-ভোজিন্), উদ্ভিদ্ভোজী (-ভোজিন্)—উদ্ভিজ্জভোজনকারী, তৃণভক্ষক, যে গাছপালা ঘাস প্রভৃতি খায়। উপ; উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ্ শব্দ—ভুজ+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী,—ভোজিনী।

উদ্ভিদবিদ্যা—উদ্ভিজ্জবিদ্যা দেখ।

উদ্ভিদবিবরণ—গাছপালা শাকসব্জির বর্ণনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উদ্ভিদবৃত্তান্ত—উদ্ভিদ্ বিবরণ (তাহা দেখ)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উদ্ভিন্ন—১। উৎপন্ন; উত্থিত। উদ্—ভিদ (ভেদ করা)+ক্ত ক। ২। দলিত; দ্বিধাকৃত। উদ্—ভিদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ভিন্না।

উদ্ভূত—উৎপন্ন; উন্নত; প্রত্যক্ষযোগ্য। উদ্—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উদ্ভূতরূপ—উৎপন্ন রূপ, চক্ষুর্গোচর রূপ। উদ্ভূত যে রূপ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উদ্ভূতি—উন্নতি; উত্তম বিভূতি। উদ্—ভূ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উদ্ভেদ—উৎপত্তি; প্রকাশ; উদ্গম; স্ফুরণ; রোমাঞ্চ। উদ্—ভিদ (ভেদ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

উদ্ভ্রম—উদ্ভ্রমণ; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা; আকুলতা; উন্মাদ; বুদ্ধিলোপ। উদ্—ভ্রম+অল্ ভা। সং; পুং।

উদ্ভ্রান্ত—ভ্রান্ত; আকুলিত; বিহ্বল, হতবুদ্ধি; ব্যস্ত; আঘূর্ণিত; উচ্ছৃঙ্খল। উদ্—ভ্রম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উদ্ভ্রান্তা।

উদ্ভ্রান্তহৃদয়—১। আকুলিত চিত্ত, বিহ্বল মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। আকুলচিত্ত, ব্যাকুলমনাঃ। উদ্ভ্রান্ত হৃদয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হৃদয়া।

উদ্য—নদ। উদ (জল)+য। সং; পুং।

উদ্যত—উদ্যুক্ত, উন্মুখ; প্রবৃত্ত; উত্থিত। উদ্—যম (বিরত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উদ্যতদণ্ড—দণ্ডদানে উদ্যত, উদ্দণ্ড, লাঠি তুলিয়া (বা উচাইয়া) আছে এরূপ। উদ্যত দণ্ড যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দণ্ডা।

উদ্যতবাহু—১। উদ্ধহস্ত; উত্তোলিত-ভুজ, যে হাত তুলিয়া আছে। উদ্যত বাহু যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। ২। উদ্ধগত বা উন্নত ভুজ, উত্তোলিত হস্ত। কর্ম্মধা। সং; পুং।

উদ্যতি—উদ্যম, উদ্যোগ, প্রবৃত্তি। উদ্—যম (বিরত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উদ্যম—উদ্যোগ; উৎসাহ; উত্থান। উদ্—যম (বিরত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং।

উদ্যমশীল—উৎসাহশীল, উদ্যোগী। উদ্যম শীল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

উদ্যমশীলতা—উৎসাহশীলতা, উদ্যোগিতা। উদ্যমশীল শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

উদ্যমী (উদ্যমিন্)—উদ্যোগযুক্ত, চেষ্টাবান্। উদ্—যম+ণিন্ ক, অথবা উদ্যম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী উদ্যমিনী।

উদ্যান—১। উপবন, বাগান। উদ্—যা (যাওয়া)+অনট্ অধি। ২। নিঃসরণ। উদ্—যা+অনট্ ভা। ৩। আবশ্যকতা, প্রয়োজন। উদ্—যা+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

উদ্যান-কুসুম, -পুষ্প, -প্রসূন—বাগানের ফুল (মেঠো ফুল নহে)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

উদ্যানপাল, -পালক—উপবনরক্ষক; বাগানের মালী। ৬তৎ। সং; পুং। স্ত্রী,—লী, -লিকা।

উদ্যানরক্ষক—উদ্যানপাল, উপবনপালক ; বাগানের মালী। ৬তৎ। সং ; পু।

উদ্যান-শোভন—উপবনের শোভাস্বরূপ, বাগানের সৌন্দর্য্যসাধক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

উদ্যানাধ্যক্ষ—বাগানের তত্ত্বাবধায়ক। উদ্যানের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং ; পু।

উদ্যানোৎসব—পাঁচজনে মিলিয়া বাগানে যাইয়া আমোদ। উদ্যানে উৎসব, ৭তৎ। সং ; পু।

উদ্‌যাপন—ব্রতাদি সমাপন। উদ্‌—ণিজন্ত যা (=যাপি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্‌যাপিত—যাহার উদ্‌যাপন করা হইয়াছে এরূপ, সমাপিত। উদ্‌—ণিজন্ত যা (=যাপি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উদ্‌যুক্ত—উদ্যোগবিশিষ্ট, চেষ্টিত ; উদ্যত ; উৎসাহিত। উদ্‌—যুজ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উদ্যোগ—উদ্যম ; চেষ্টা ; যত্ন ; উৎসাহ ; আয়োজন। উদ্‌—যুজ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উদ্যোগশীল—উদ্যোগী, উদ্যম-পরায়ণ। উদ্যোগই শীল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

উদ্যোগী (উদ্যোগিন্)—চেষ্টিত, যত্নশীল, উদ্যমপরায়ণ ; উৎসাহী। উদ্যোগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, বা উদ্‌—যুজ+ঘিনুণ্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উদ্যোগিনী।

উদ্যোতকর—জনৈক পণ্ডিত। ইনি দিঙ্‌নাগকৃত টীকার প্রতিবাদস্বরূপ ন্যায়ের এক টীকা রচনা করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

উদ্রথ—রথের বা শকটের কীলক ; কুক্কুট। উৎক্রান্ত রথকে, ২তৎ। সং ; পু।

উদ্রাব—উচ্চনাদ, চীৎকার। উৎ (উচ্চ) যে রাব, প্রাদি। সং ; পু।

উদ্রিক্ত—উত্তেজিত ; অতিশয়িত ; স্ফুট। উদ্‌—রিচ (শূন্য করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

উদ্রেক—বৃদ্ধি ; অতিশয় ; উপক্রম ; উদয় ; উত্তেজন। উদ্‌—রিচ (শূন্য করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উদ্রেকা—মহানিম। উদ্‌—রিচ (শূন্য করা)+ঘঞ্ ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উদ্বৎসর—বৎসর, বর্ষ। নিত্য। সং ; পু।

উদ্বমন—উদ্গিরণ, বমন, বমি করা। উদ্‌—বম+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্বর্ত—অতিরেক, আধিক্য। উদ্‌—বৃত (থাকা)+অল্ ভা। সং ; পু।

উদ্বর্তন—১। চন্দনাদি দ্বারা মলশোধন ; বর্ধণ ; উৎপতন ; উদ্‌লুণ্ঠন। উদ্‌—ণিজন্ত বৃত (=বর্ত্তি)+অনট্ ভা। ২। বিলেপনদ্রব্য। …+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

উদ্বর্হন—অন্তর্হাস্য, মনে মনে হাসি। উদ্‌—বর্দ্ধি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্বর্হিত—উদ্ধৃত ; উত্তোলিত ; উন্মূলিত, উৎপাটিত। উদ্‌—বর্হ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

উদ্বহ—নায়ক ; সন্তান, পুত্র ; বর ; বায়ুবিশেষ। উদ্‌—বহ+অন্ ক। সং ; পু।

উদ্বহন—ঊর্দ্ধে বহন ; বিবাহ ; বহন ; উত্তোলন। উদ্‌—বহ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্বহা—পুত্রী, কন্যা। উদ্‌—বহ+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উদ্বান—উদ্বান্ত, বমিত। বিণ ; ত্রি।

উদ্বান্ত—১। উদ্গীর্ণ, বমিত, যাহা বমি করা হইয়াছে এরূপ। উদ্‌—বম+ক্ত র্ম। ২। উদ্গত। উদ্‌—বম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্বান্তা। ৩। মদহীন গজ। সং ; পু।

উদ্বাসন—বিসর্জ্জন ; বধ। উদ্‌—ণিজন্ত বস (=বাসি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্বাস্তু—১। বাসভূমির সংলগ্ন ভূখণ্ড। দেশজ। সং। ২। বাস্তুশূন্য, বাস্তুত্যাগ করিতে বাধ্য। বিণ। [+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উদ্বাহ—বিবাহ ; বহন। উদ্‌—বহ (বহন করা)

উদ্বাহন—১। দ্বিবার কর্ষণ। উদ্‌—বহ+অনট্ ভা। ২। বিবাহদান। উদ্‌—ণিজন্ত বহ (বাহি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্বাহনী—কপর্দ্দক, বরাটক, কড়ি। উদ্‌—বাহি+অন ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

উদ্বাহিক—পরিণয়সম্বন্ধীয়, বৈবাহিক। উদ্বাহ+ইক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—হিকা।

উদ্বাহিত—বিবাহিত। উদ্‌—ণিজন্ত বহ (বাহি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উদ্বাহিনী—১। ঊর্দ্ধে বহনকারিণী, ইত্যাদি। উদ্বাহী দেখ। উদ্বাহিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রজ্জু, দড়ি। সং ; স্ত্রী।

উদ্বাহী (উদ্বাহিন্)—ঊর্দ্ধে বহনকারী ; বহন কর্ত্তা, বাহক ; উত্তোলক ; বিবাহকারী। উদ্‌—বহ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উদ্বাহিনী।

উদ্বিগ্ন—ভীত ; উদ্বেগযুক্ত, উৎকণ্ঠিত, কুণ্ঠিত। উদ্‌—বিজ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্বিগ্না।

উদ্বিড়াল—ভূচর ও জলচর জন্তুবিশেষ, জল মার্জ্জার, ধেড়ে। উদের বিড়াল, ৬তৎ। সং ; পু।

উদ্বীক্ষণ—দর্শন ; ঊর্দ্ধদর্শন। উদ্‌—বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্বীত—উচ্ছলিত ; উদ্‌গত ; প্লাবিত। উদ্‌—বি—ই (গমন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

উদ্বৃত্ত—১। দুর্বৃত্ত। উদ্ধত বৃত্ত যাহার, বহু। ২। উৎক্ষিপ্ত ; উদ্‌ঘূর্ণিত ; বমিত। উদ্‌—বৃত+ক্ত র্ম। ৩। উত্থিত ; অতিরিক্ত, বাড়তি। উদ্‌—বৃত+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উদ্বেগ—১। উৎকণ্ঠা ; ভয় ; ত্বরা ; উদ্‌গজন। উদ্‌—বিজ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। গুবাক, গুপারি। সং ; ক্লী। ৩। বেগশূন্য ; বেগহীন। উৎ (উৎকৃষ্ট বা উদ্‌গত) বেগ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্বেগা।

উদ্বেগী (উদ্বেগিন্)—উদ্বেগযুক্ত, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল। উদ্বেগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী উদ্বেগিনী।

উদ্বেজক—উদ্বেগজনক। উদ্‌—বিজ (ভয়ে কাঁপা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—জিকা।

উদ্বেজন—উৎকণ্ঠা, ভয়, উদ্বেগ ; কম্পন ; ক্লেশ। উদ্‌—বিজ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্বেজয়িতা (—য়িতৃ)—উদ্বেগজনক। উদ্‌—ণিজন্ত বিজ (বেজি)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উদ্বেজয়িত্রী।

উদ্বেজিত—ভয়প্রাপিত ; ক্লেশিত ; উদ্‌ব্যস্ত। উদ্‌—ণিজন্ত বিজ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

উদ্বেল—কূলাতিক্রান্ত ; সীমাতিক্রান্ত ; উচ্ছলিত। বেলাকে উৎক্রান্ত,২তৎ। বিণ ; ত্রি।

উদ্বেলিত—উদ্বেল (তাহা দেখ)। পদটি ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ হইলেও বঙ্গভাষায় বহুল প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং আর অশুদ্ধ বলা চলে না। বিণ।

উদ্বেষ্ট—১। অবরোধ ; আক্রমণ। উদ্‌—বেষ্ট+অল্ ভা। সং ; পু। ২। বেষ্টক।… +অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উদ্বেষ্টা।

উদ্বেষ্টন—১। উষ্ণীষ। উদ্‌—বেষ্ট+অনট্ ণ। ২। আবরণ ; বন্ধন ; বন্ধনমোচন। উদ্‌—বেষ্ট+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ৩। বেষ্টনরহিত ; বন্ধনমুক্ত। বিণ ; ত্রি।

উদ্বোঢ়া (উদ্বোঢ়্)—বিবাহকারী, বিবাহের বর। উদ্‌—বহ্+তৃন্ ক। বিণ বা সং ; পু।

উধঃ (উধস্)—গোস্তন, গরুর পালান। বহ+অস্ ক, যে দুগ্ধ বহন করে। সং ; ক্লী।

উধাও—১। উদ্ধমুখে ধাবিত ; অদৃশ্য ; ঊর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য। দেশজ। বিণ। ২। ঊর্দ্ধগমন ; পলায়ন,অনুসরণ। প্রা,ক। সং।

উধার—১। উদ্ধার। সং। ২। উদ্ধার কর। ক্রি। প্রা, ক। ৩। ধার, কর্জ্জ, দেনা। হিন্দী। সং।

উধারা—উদ্ধারা, উদ্ধার করা। ক্রি। প্রা, ক।

উধুনালা—উদয়নালা দেখ।

উধো—উদো (তাহা দেখ)।

উন—উন (তাহা দেখ)। [সং।

উনন, উনুন—রন্ধনচুল্লী, চুলা, আকা। গ্রাম্য।

উনমত, উনমতি—উন্মত্ত, পাগল, জ্ঞানহীন, অজ্ঞান। প্রা, ক।

উনমাতই—উন্মাদ করিয়া। প্রা, ক।

উনান—১। উনন, চুল্লী, আকা। সং। ২। চুয়ান, গলান। দেশজ। ক্রি।

উনি—ঐ বা সেই ব্যক্তি, সম্মুখস্থ জন ; পতি, ভর্ত্তা। দেশজ। সর্ব্ব।

উনু—নূন, অল্প, কম। উন শব্দের অপভ্রংশ।

উনুন—উনন দেখ।

উনুয়ান—উনান ; চুয়ান, ক্ষরিত হওয়া, ধীরে ধীরে উদ্গত হওয়া। ক্রি। প্রা, ক।

উন্দর, উন্দুর—মূষিক, ইঁদুর। উন্দ (আর্দ্র হওয়া)+অর, উর ক। সং ; পু বা স্ত্রী।

উন্দুর, উন্দূর—মূষিক, ইঁদুর। উন্দ+উর, উর ক। সং ; পু। স্ত্রী উন্দুরী, উন্দূরী।

উন্দুর—উন্দর দেখ।

উন্দূর—উন্দুর দেখ। [পু বা স্ত্রী।

উন্দুরু—উন্দুর, মূষিক। উন্দ+উরু ক। সং ;

উন্ন—ক্লিন্ন, আর্দ্র ; সদয়, দয়ালু। উন্দ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্না।

উন্নত—উচ্ছ্রিত, উচ্চ ; গৌরবান্বিত ; স্ফীত। উদ্—নম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উন্নতচিত্ত—উদারহৃদয়, মহাশয়। উন্নত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—চিত্তা।

উন্নতচেতাঃ (—চেতস্)—উন্নতমনাঃ, উদারহৃদয়। বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

উন্নতনাভি—১। উন্নত নাভি, উঁচু নাই, গোঁড়। কর্ম্মধা। সং ; পু বা স্ত্রী। ২। উন্নত নাভিবিশিষ্ট, গোঁড়যুক্ত ; স্থূলোদর, ভুঁড়ে। উন্নত নাভি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উন্নতশীর্ষ—উচ্চশিরাঃ, উচ্চমস্তক ; যশঃ প্রভৃতি নিবন্ধন সম্ভ্রমশালী। উন্নত শীর্ষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্নতশীর্ষা।

উন্নতহৃদয়—১। উচ্চ অন্তঃকরণ, মহৎ মন, প্রশস্ত চিত্ত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। উচ্চমনাঃ, মহাত্মা, যাহার হৃদয় (মনঃ) উন্নত। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্নতহৃদয়া।

উন্নতানত—বন্ধুর, উচ্চনীচ। যে উন্নত সেই আনত, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নতা।

উন্নতি—উচ্ছ্রায়, উচ্চতা ; বৃদ্ধি ; সমৃদ্ধি ; শ্রীবৃদ্ধি ; উদয় ; ঔদ্ধত্য ; গরুড়পত্নী। উদ্-নম+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

উন্নতিশীল—যাহার ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে। উন্নতিই শীল যাহার, বহু ; কিংবা উন্নতি+শীল আছে অর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

উন্নতিসাধক—শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্নতিসাধিকা।

উন্নতিসাধন—শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন, উৎকর্ষবিধান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

উন্নদ্ধ—উদ্বদ্ধ, ঊর্দ্ধে সংযত ; স্ফীত ; উৎকট ; বন্ধনমুক্ত, উন্মোচিত ; খুলা। উদ্—নহ (বাঁধা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্নদ্ধা।

উন্নমন—উত্থাপন, উত্তোলন। উদ্—ণিজন্ত নম (=নমি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উন্নমিত—ঊর্দ্ধীকৃত ; উত্তোলিত। উদ্—ণিজন্ত নম (=নমি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উন্নম্র—উন্নত, উচ্চ। উদ্—নম+র ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্নম্রা।

উন্নয়, উন্নায়—১। উন্নতি ; উত্থান ; সাদৃশ্য। উদ্—নী+অল্, ঘঞ্ ভা। ২। উত্তোলন। উদ্—ণিজন্ত নী+অল্ ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উন্নয়ন—ঊর্দ্ধে নয়ন ; উত্তোলন ; উন্নতি ; উন্নতিপ্রাপণ ; অনুমান ; বিতর্ক। উদ্—নী+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উন্নস—উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট। উন্নতা নাসা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্নসা।

উন্নাদ—উচ্চ ধ্বনি ; বিকট শব্দ। উদ্—নদ (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উন্নায়—উন্নয় দেখ।

উন্নায়ক—ঊর্দ্ধে নয়নকর্ত্তা, যে উপর দিকে লইয়া যায় ; উত্তোলক, যে তুলে ; উত্থাপক, যে উঠায় বা খাড়া করে। উদ্—নী+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্নায়িকা।

উন্নিদ্র—নিদ্রাহীন। উদ্গতা নিদ্রা যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্নিদ্রা।

উন্নিদ্রা—১। নিদ্রাহীনা। উন্নিদ্র দেখ ; বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। নিদ্রাহীনতা, নিদ্রার অভাব বা ব্যাঘাত, ঘুম না আসা। সং ; স্ত্রী। ক, প্র।

উন্নীত—ঊর্দ্ধে নীত ; উন্নতিপ্রাপিত ; বিতর্কিত ; অনুমিত। উদ্—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্নীতা।

উন্নেতা (উন্নেতৃ)—উন্নায়ক (সকল অর্থে) ; উন্নতিসাধক, শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদক, পরিবর্দ্ধক। উদ্—নী+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উন্নেত্রী।

উন্মগ্ন—জলাদি হইতে উত্থিত। উদ্—মস্জ (মগ্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্মগ্না।

উন্মজ্জক—১। উন্মজ্জনকারী, যে জলাদি হইতে উত্থিত হয়। উদ্—মস্জ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া তপস্যাকারী ব্যক্তি। সং ; পু।

উন্মজ্জন—জলাদির মধ্য হইতে উত্থান, ভাসা। উদ্—মস্জ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উন্মত্ত—১। উন্মাদগ্রস্ত, ক্ষিপ্ত, পাগল ; বাহ্যজ্ঞানশূন্য ; মাতাল। উদ্—মদ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। ধুস্তূর, ধুতুরা, মুচুকুন্দ বৃক্ষ। উদ্—মদ+ক্ত ণ। সং ; পু।

উন্মত্ততা—রোগবিশেষ, উন্মাদ, বাতুলতা, ক্ষিপ্ততা, পাগলামি। উন্মত্ত শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

উন্মত্তপ্রলাপ—বাতুলের অসংলগ্ন বাক্য, পাগলের (বা পাগলের মত) আবল তাবল বকা। ৬তৎ। সং ; পু।

উন্মত্তপ্রায়—বাতুলতুল্য, ক্ষিপ্তবৎ, পাগলের মত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্মত্তপ্রায়া।

উন্মত্তবৎ—উন্মত্তপ্রায়, বাতুলতুল্য, ক্ষিপ্তসদৃশ, পাগলের মত। উন্মত্ত+বৎ তুল্যার্থে। বা।

উন্মথন—অতিমন্থন, আলোড়ন ; হনন, বধসাধন, নাশন। উদ্—মন্থ্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উন্মদ—১। উন্মাদগ্রস্ত, পাগল। উদ্—মদ (মত্ত হওয়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। উন্মাদ। উদ্—মদ+অল্ ভা। সং ; পু।

উন্মদিষ্ণু—উন্মাদযুক্ত, পাগল, মত্ত, মাতাল। উদ্—মদ(মত্ত হওয়া)+ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি।

উন্মনাঃ (উন্মনস্)—উৎকণ্ঠিত ; ব্যাকুল ; উৎসুক, অন্যমনস্ক। উৎকণ্ঠিত হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

উন্মন্থ—আলোড়ন, আন্দোলন, আবর্ত্তন, ঘাঁটা বা ঘোঁটা ; বধ, মারণ। উদ্—মন্থ+অল্ ভা। সং ; পু।

উন্মন্থন—আলোড়ন, মওয়া ; আবর্ত্তন, ঘাঁটা বা ঘোঁটা, নাড়া ; মারণ, বধ, বিনাশ। উদ্—মন্থ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উন্মাথ—১। মারণ, বধ, বিনাশ। উদ্—মথ+ঘঞ্ ভা। ২। নাশক, ঘাতক ; বাগুরা, জাল, ফাঁদ। ... +ণ ক। সং ; পু।

উন্মাদ—১। চিত্তবিভ্রম, বায়ুরোগবিশেষ, বাতুলতা। উদ্—মদ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, বাতুল, পাগল। উন্মাদ শব্দ+অ অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—দা।

উন্মাদক—উন্মাদজনক, উন্মত্ততাকারক। উদ্—ণিজন্ত মদ (=মাদি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

উন্মাদকর—যাহাতে জীবজন্তুদিগকে পাগল করে, উন্মাদজনক, উন্মাদক ; মত্ততাজনক, মাদক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—করী।

উন্মাদগ্রস্ত—উন্মত্ত, পাগল, বাতুল, ক্ষিপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্মাদগ্রস্তা।

উন্মাদন—১। উন্মত্তকরণ, পাগল করা। উদ্—ণিজন্ত মদ (=মাদি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। কন্দর্পের বাণবিশেষ। ...+অন ক। সং ; পু।

উন্মাদনা—উন্মাদন, উন্মাদক, প্রবল উত্তেজনা। উদ্—মাদি+অন্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উন্মাদপ্রলাপ—উন্মত্তাবস্থায় কথিত অসংবদ্ধ বাক্য, পাগলের আবল তাবল বকা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

উন্মাদপ্রায়—উন্মত্তপ্রায়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উন্মাদপ্রায়া। [বা।

উন্মাদবৎ—উন্মত্তবৎ। উন্মাদ+বৎ তুল্যার্থে।

উন্মাদবান্ (—বৎ)—উন্মাদগ্রস্ত, ক্ষিপ্ত। উন্মাদ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী,—বতী।

উন্মাদিত—যাহাকে উন্মত্ত করা হইয়াছে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত মদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উন্মাদিনী—উন্মাদযুক্তা, উন্মত্তা, ক্ষিপ্তা ; উন্মাদিকা। উন্মাদী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

উন্মাদী (উন্মাদিন্)—১। উন্মাদযুক্ত, উন্মত্ত। উন্মাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। উন্মাদক, উন্মাদজনক, মত্ততাকারক। উদ্—মাদি+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উন্মাদিনী।

উন্মান—দ্রোণপরিমাণ। উদ্—মা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উন্মার্গ—১। উৎপথ, কুপথ। উৎকৃষ্ট মার্গ,

প্রাদি। সং; পু। ২। কুপথগামী। উৎসৃষ্ট হইয়াছে মার্গ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

উন্মার্গগামী (–গামিন্)—কুপথগামী, ভ্রষ্টাচার, অসৎপথাবলম্বী। উপ; উন্মার্গ–গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উন্মার্গগামিনী।

উন্মিত—পরিমিত, যাহা মাপ করা হইয়াছে। উদ্–মা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

উন্মিষিত—১। বিকশিত, প্রফুল্ল। উদ্–মিষ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। উন্মীলন, প্রস্ফুটন। উদ্–মিষ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উন্মিষিতযৌবন—১। নববিকশিত যৌবন বা যুবাভাব, নবোন্মীলিত তরুণ অবস্থা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বিকশিতযৌবন, নবোন্মীলিততারুণ্য, যাহার যৌবন কেবল প্রকাশিত হইয়াছে। উন্মিষিত যৌবন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–যৌবনা।

উন্মীলন—উন্মেষ, বিকাশ; (চক্ষু) খোলা। উদ্–মীল+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উন্মীলিত—বিকশিত, উন্মিষিত; প্রকাশিত; খোলা হইয়াছে এরূপ (চক্ষু)। উদ্–মীল+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উন্মীলিতা।

উন্মুক্ত—মুক্ত, খোলা হইয়াছে এরূপ। উদ্–মুচ (মোচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উন্মুখ—ঊর্দ্ধমুখ; উৎসুক; উদ্যুক্ত, উদ্যত। উত্থিত মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উন্মুখা, উন্মুখী।

উন্মুদ্র—মুদ্রারহিত, উন্মুক্ত; বিকশিত, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত। উৎক্রান্তা মুদ্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উন্মুদ্রা।

উন্মূলক—উন্মূলনকর্ত্তা, উন্মূলয়িতা, উৎপাটক। উদ্–মূল+ণক ক। বিণ; ত্রি।

উন্মূলন—উৎপাটন, উপাড়িয়া ফেলা; সমূলে বিনাশন। উদ্–মূল (রোপণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উন্মূলয়িতা (–য়িতৃ)—উন্মূলনকর্ত্তা, উন্মূলক, উৎপাটক। উদ্–মূল+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উন্মূলয়িত্রী।

উন্মূলিত—উৎপাটিত; সমূলে বিনাশিত। উদ্–মূল (রোপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উন্মেষ—উন্মীলন, বিকাশ; প্রকাশ, উদয়। উদ–মিষ+অল্ ভা। সং; পু।

উন্মোচন—মোচন, উদ্ঘাটন, খুলা; বন্ধনমুক্ত করণ; ছিনিয়া লওয়া। উদ্–মুচ (মোচন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উন্মোচিত—যাহা মোচন করা হইয়াছে। উদ্–ণিজন্ত মুচ (=মোচি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপ—আধিক্য; হীনতা; সামীপ্য, আসন্নতা; সামর্থ্য; ভূষণ; সাদৃশ্য; আরম্ভ; দোষাখ্যান; দান; মারণ; ইচ্ছা; ব্যাপ্তি; আশ্চর্য্যকরণ; পূজা; উদ্যোগ; নিদর্শন; তিরস্কার; আনুকূল্য। বপ (বপন করা) +ক ক। ব্য; উপসর্গ।

উপকণ্ঠ—১। সমীপ, নিকট। কণ্ঠকে উপগত, ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপকণ্ঠা। ২। গ্রামান্ত; অশ্বগতিবিশেষ। সং; ক্লী। ৩। কণ্ঠসমীপে। অব্যয়ী। ব্য।

উপকণ্ঠবাসী (–বাসিন্)—নিকটবাসী, নিকটে যে বাস করে। উপ; উপকণ্ঠ–বস+ণিন্ ক। বিন; পু। স্ত্রী উপকণ্ঠবাসিনী।

উপকণ্ঠীয়—উপকণ্ঠসম্বন্ধীয়, গ্রামান্তীয়; সমীপস্থ, নিকট। উপকণ্ঠ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–কণ্ঠীয়া।

উপকথা—কল্পিত গল্প; উপন্যাস; আখ্যায়িকা। নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপকরণ—১। সামগ্রী, অঙ্গদ্রব্য, কোনও কার্য্যে যে দ্রব্যটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়—যেমন, আহারে ব্যঞ্জনাদি, পূজায় পুষ্পাদি; ছত্র চামরাদি রাজচিহ্ন; পরিচ্ছদ। উপ–কৃ (করা)+অনট্ ণ। ২। উপকার। উপ–কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপকর্ত্তা (–কর্ত্তৃ)—উপকারী, হিতকারক। উপ–কৃ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপকর্ত্রী।

উপকার—১। উপকৃতি, হিত, ইষ্ট, মঙ্গল; সাহায্য, আনুকূল্য; অনুগ্রহ; উপকরণ। উপ–কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। ২। বিকীর্ণ কুসুমাদি। উপ–কৃ (ছড়ান)+ঘঞ্ ম্ম। সং; পু।

উপকারক—উপকারকর্ত্তা, হিতকারী বা হিতকর, মঙ্গলজনক। উপ–কৃ (করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপকারিকা।

উপকারকতা—উপকারিতা। উপকারক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

উপকারপরায়ণ—অন্যের ইষ্টসাধনে একাগ্র অনুরক্ত, পরহিতব্রত, উপচিকীর্ষু। উপকারই পর (প্রধান) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উপকারিকা—১। উপকারকর্ত্রী। উপকারক দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। রাজবাটী; রাজবাসযোগ্য পটমণ্ডপাদি; ধান্যাগার, ধানের মরাই; পিষ্টকবিশেষ। সং; স্ত্রী।

উপকারিণী—উপকারকর্ত্রী। উপকারী (১) দেখ। উপকারিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

উপকারিতা—উপকারকতা, হিতকরত্ব। উপকারিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

উপকারী (–কারিন্)—উপকারক, হিতকারী, আনুকূল্যকারী, ইষ্টসাধক, হিতকর। উপ–কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী। উপকারিণী।

উপকারী—উপকারিকা; রাজভবন, প্রাসাদ। উপ–কৃ+ঘণ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

উপকার্য্য—উপকারসাধ্য, উপকারযোগ্য, যাহার উপকার কারক হইবে বা করা উচিত। উপ–কৃ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপকার্য্যা—১। উপকারসাধ্যা, ইত্যাদি। উপকার্য্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। উপকারিকা; রাজভবন, প্রাসাদ; ধান্যাগার, ধানের মরাই। সং; স্ত্রী।

উপকীচক—বিরাটরাজের শ্যালক, কীচকের অনুজ। কীচক দেখ। সং; পু।

উপকুম্ভ—কুম্ভসমীপ; নিকট। কুম্ভের সমীপ, অব্যয়ী। ব্য বা সং; ক্লী।

উপকূপ জলাশয়—পশুগণের জলপানার্থে কূপসমীপস্থ বাঁধান চৌবাচ্চা। কূপের সমীপ উপকূপ (অব্যয়ী), তাহাতে যে জলাশয়, ৭তৎ। সং; পু।

উপকূল—বেলাভূমি, সমুদ্র ও নদ্যাদির তীরবর্ত্তী ভূভাগ। কূলের সমীপ, অব্যয়ীভাব। সং; ক্লী।

উপকৃত—১। যাহার উপকার করা হইয়াছে এরূপ, কৃতোপকার; অনুগৃহীত। উপ–কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপকৃতা। ২। উপকার। উপ–কৃ+ক্ত ভা। সং; ক্লী। [ভা। সং; স্ত্রী।

উপকৃতি—উপকার। উপ–কৃ (করা)+ক্তি

উপক্লৃপ্ত—১। উপক্লৃপ্ত; উৎকৃষ্ট; রচিত। উপ–কৢপ্+ক্ত র্ম্ম। ২। সমর্থ; অনুরক্ত।... +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উপকেশ—কৃত্রিম কেশ, পরচুলা। কেশের সদৃশ, অব্যয়ী। সং; ক্লী।

উপক্রন্তা (–ক্রন্তৃ)—উপক্রমকর্ত্তা, আরম্ভকারী। উপ–ক্রম+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপক্রন্ত্রী।

উপক্রম—আরম্ভ; উদ্যম, উদ্যোগ; সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক আরম্ভ; উপায়; ধর্ম্মাদি দ্বারা ভৃত্যপরীক্ষা; বশীকরণ; চিকিৎসা। উপ–ক্রম+অল্ ভা। সং; পু।

উপক্রমণিকা—ভূমিকা, অনুক্রমণিকা, প্রথম সূত্রপাত, পরে বাহুল্য রূপে যে বিষয়ের বর্ণনা করা হইবে, সংক্ষেপে তাহার পূর্ব্বাভাস (Introduction)। উপ–ক্রম+অনট্ ভা (=উপক্রমণ)+ক স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপক্রমণীয়—যাহা উপক্রম বা আরম্ভ করিতে হইবে এরূপ। উপ–ক্রম (আরম্ভ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপক্রমণীয়া।

উপক্রান্ত—১। যাহার উপক্রম করা হইয়াছে এরূপ, আরব্ধ। উপ–ক্রম+ক্ত র্ম্ম। ২। উদ্যত, উদ্যুক্ত, উদ্যোগী। উপ–ক্রম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–ক্রান্তা।

উপক্রিয়া—উপকৃতি, উপকার। উপ–কৃ (করা) +শ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপক্রোশ—১। অপবাদ, নিন্দা। উপ–ক্রুশ

+অল্ ভা। সং; পু। ২। উপগতক্রোশ, আসন্নক্রোশ। উপাগত ক্রোশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপক্রোশা।

উপক্রোষ্টা (—ক্রোষ্টৃ)—১। অপবাদক, নিন্দক। উপ—ক্রুশ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপক্রোষ্ট্রী। ২। রাসভ, গর্দ্দভ। সং; পু।

উপক্বণ—প্রক্বণ, বীণাধ্বনি। উপ—ক্বণ+অল্ ভা। সং; পু।

উপক্ষয়—ক্ষয়, অপচয়, হানি। উপ—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

উপক্ষীণ—অপচয়প্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, হানিগ্রস্ত। উপ—ক্ষি+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্ষীণা।

উপক্ষেপ—প্রক্ষেপ; উল্লেখ; প্রস্তাব; আক্ষেপ, মনঃক্ষোভ। উপ—ক্ষিপ্+অল্ ভা। সং; পু।

উপক্ষেপণ—শূদ্রস্বামিক অপক্ব দ্রব্য ব্রাহ্মণ-গৃহে পাকার্থ অর্পণ। উপ—ক্ষিপ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপক্ষেপণধর্ম্ম—ব্রাহ্মণালয়ে পাকের নিমিত্ত শূদ্র-স্বামিক অপক্ব খাদ্যদ্রব্য অর্পণ। সং; পু।

উপগত—১। স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত; প্রাপ্ত; জ্ঞাত। উপ—গম+ক্ত র্ম্ম। ২। উপস্থিত; নিকটে গত, সন্নিহিত; আসক্ত, অনুরক্ত।…+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপগতা। ৩। স্বীকারপত্র, রসিদ।…+ক্ত ণ। সং; ক্লী।

উপগম—প্রাপ্তি; জ্ঞান; স্বীকার, অঙ্গীকার; উপস্থিতি; নিকটে গমন; আসক্তি, অনু-রক্তি। উপ—গম+অল্ ভা। সং; পু।

উপগিরি—১। গিরিসমীপ, পাহাড়ের নিকট। গিরির সমীপে, অব্যয়ী। সং; ক্লী। ২। ক্ষুদ্রগিরি, ছোট পাহাড়; কৃত্রিম পাহাড়। গিরির সদৃশ, নিত্য। সং; পু।

উপগীত—গীত, কীর্ত্তিত। উপ—গৈ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপগীতা।

উপগীতি—ছন্দোবিশেষ, আর্য্যাচ্ছন্দের প্রকার-বিশেষ। ছন্দঃ দেখ। সং; স্ত্রী।

উপগুপ্ত—একজন বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ, বুদ্ধ-নির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে কালাশোকের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জাতিতে শূদ্র, সপ্ত-দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ইনি যোগবলে সমাধি-কালে বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মথুরাতে ইনি প্রায় ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সং; পু।

উপগুরু—প্রতিনিধি গুরু; গৌণ বা পরোক্ষ গুরু; গুরুতুল্য বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। গুরুর সদৃশ, নিত্য। সং; পু।

উপগূঢ়—গূঢ়, গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন, লুক্কায়িত; আলি-ঙ্গিত। উপ—গুহ+ক্ত। বিণ; ত্রি।

উপগূহন—আলিঙ্গন; বিস্ময়, আশ্চর্য্যবোধ। উপ—গুহ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপগ্রহ—১। রোধ, কারাবন্ধন; অনুরোধ; প্রার্থনা; আনুকূল্য। উপ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্ ভা। ২। অনুষঙ্গী গ্রহ, প্রধান গ্রহের সহিত সম্পৃক্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রহ,—যেমন পৃথিবী গ্রহের উপগ্রহ চন্দ্র। সং; পু। উপ (অর্থাৎ হীন) যে গ্রহ, নিত্য। ২। কারারুদ্ধ। উপ—গ্রহ+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গ্রহা।

উপগ্রহণ—সংস্কারপূর্ব্বক বেদপাঠ। উপ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপগ্রাহ্য—উপহার, উপঢৌকন, ভেট, ডালি, নজর। উপ—গ্রহ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং; পু।

উপঘাত—আঘাত; ক্ষতি; বিকলতা; বিকৃতি; রোগ। উপ—হন+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপঘাতক—উপঘাতকর্ত্তা, আঘাতকারী; বিনাশক; অনিষ্টকারক; পীড়ক। উপ—হন+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপঘাতিকা।

উপঘ্ন—নিকটাশ্রয়; সমীপস্থ সাহায্য; অব-লম্বন। উপ—হন+টক্। সং; পু।

উপচক্ষুঃ (—চক্ষুস্)—উপনেত্র, দিব্যনেত্র, চসমা। চক্ষুর সদৃশ, নিত্য। সং; ক্লী।

উপচয়—বৃদ্ধি; পুষ্টি; উন্নতি; সংগ্রহ; সমূহ; (জ্যোতিষে) লগ্নের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১১শ স্থান। উপ—চি। অল্ ভা। সং; পু।

উপচর—১। চরের সমীপ, দূতের নিকট। অব্যয়ী। ব্য বা সং; ক্লী। ২। উন্নতি, বৃদ্ধি; পুষ্টি; সমূহ। উপ—চর+অল্ ভা। সং; পু। ৩। জ্যোতিষশাস্ত্রে লগ্নের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও একাদশ স্থান। উপ—চর+অল্ অধি। সং; পু।

উপচরিত—সেবিত; আরাধিত; লক্ষণা দ্বারা বোধিত। উপ—চর (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপচর্য্যা—পরিচর্য্যা, সেবা; চিকিৎসা। উপ—চর+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপচা, উপচান—উচ্ছ্বসিত বা উচ্ছলিত হওয়া, ফাঁপিয়া উঠা বা পড়া, উথলান; উদ্বেল হওয়া; অতিরিক্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

উপচায্য—মন্ত্রসংস্কৃত অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি। উপ—চি (চয়ন করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং; পু।

উপচার—সেবা; চিকিৎসা; উপকরণ; সজ্জা; উৎকোচ, ঘুষ; ব্যবহার; লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধ। উপ—চর+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপচায্য—পরিচর্য্যা, সেবা; চিকিৎসা। উপ—চর+ঘ্যণ্ ভা। সং; পু।

উপচিকীর্ষা—উপকার করিবার ইচ্ছা, পরোপ-কারপ্রবৃত্তি; দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের প্রবৃত্তি। উপ—সনন্ত কৃ (=চিকীর্ষ)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপচিকীর্ষু—পরের উপকার করিতে অভিলাষী, পরহিতাকাঙ্ক্ষী। উপ—সনন্ত কৃ (=চিকীর্ষ)+উ ক। বিণ; ত্রি।

উপচিত—পুষ্ট; সঞ্চিত; রচিত; প্রবৃদ্ধ। উপ—চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপচীয়মান—বর্দ্ধমান, বর্দ্ধনশীল; সঞ্চীয়মান; সঞ্চয় হইতেছে এরূপ। উপ—চি (চয়ন করা)+শান কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে অথবা কর্ম্ম-বাচ্যে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

উপচ্ছন্দ—যাচ্ঞা, প্রার্থনা; অনুরোধ; মন্ত্রণা-দান, পরামর্শ দেওয়া, ফুসলান। উপ—ছন্দ+অল্ ভা। সং; পু।

উপচ্ছায়া—অপচ্ছায়া, আবছায়া। উপগম্যা (অস্পষ্টতা হেতু সাক্ষাৎ অদর্শনীয়া) ছায়া, নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপজ—১। পরে জাত, অনুজ, কনিষ্ঠ। উপ—জন+ড ক। বিণ; পু। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সং; পু। স্ত্রী উপজা।

উপজনন—১। উৎপত্তি, উদ্ভব। উপ—জন+অনট্ ভা। ২। উৎপাদন। উপ ণিজন্ত জন (=জনি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপজয়, উপজয়ে—জন্মে; ঘটে; উদিত বা উদিত হয়; উপস্থিত হয় বা করে। ক্রি। ক, প্র।

উপজল—উদিত বা আবির্ভূত হইল; উপস্থিত হইল, জন্মিল, ঘটিল; বোধ হইল,; মনে হইল। ক্রি। প্রা, ক। [২তৎ। সং; স্ত্রী।

উপজলা—জলময়া ভূমি। উপগতা জলকে,

উপজল্পী (—জল্পিন্)—অযাচিতভাবে জল্পনা-কারী। উপ—জল্প+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপজল্পিনী।

উপজা—১। অনুজা। উপজ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী। সং; স্ত্রী। ৩। জন্মান; ঘটা; আবির্ভূত হওয়া; উদিত হওয়া; বোধ হওয়া। দেশজ। ক্রি। ক, প্র।

উপজাত—অনন্তর জাত, পরে উৎপন্ন; অনুজ; অন্য কোন পদার্থ হইতে বা তৎসংস্রবে উদ্ভূত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জাতা।

উপজাতি—অনন্তর উদ্ভব, পরে জন্ম; শাখা জাতি, কোন প্রধান জাতির অঙ্গীভূত ক্ষুদ্র-জাতি, গণ, বর্ণ; ছন্দোবিশেষ। প্রাদি বা নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপজাপ—ভেদ, বিচ্ছেদ, অনৈক্য, মনোমালিন্য, বিবাদ। উপ—জপ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপজায়ল—উপজিল, জন্মিল, ঘটিল, উপস্থিত হইল, জন্মাইল, উৎপাদন করিল। ক্রি। প্রা, ক।

উপজিহ্বা—আস্‌জিভ কীটবিশেষ, একপ্রকার উই। উপগতা অর্থাৎ অপ্রধানা যে জিহ্বা, নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপজিহ্বিকা—উপজিহ্বা, আস্‌জিভ। উপজিহ্বা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপজীবক—জীবিকানির্ব্বাহকারী ; অবলম্বী, আশ্রয়ী। উপ—জীব+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—জীবিকা।

উপজীবন—জীবনোপায়, উপজীব্য, আজীব, বৃত্তি, ব্যবসায়। উপ+জীব+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

উপজীবিকা—১। উপজীবক দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। আজীব, জীবিকা, জীবনোপায়। উপজীব শব্দ+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উপজীবী (—জীবিন্)—অধীন, আশ্রিত, প্রতিপাল্য। উপ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উপজীবিনী।

উপজীব্য—১। জীবিকানির্ব্বাহার্থ অবলম্বনীয়, আশ্রয়। উপ—জীব+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উপজীব্যা। ২। জীবিকা, জীবনোপায়, আজীব, বৃত্তি, ব্যবসায়। সং ; ক্লী।

উপজ্ঞা—আদ্য জ্ঞান, বিনা উপদেশে প্রথম জাত জ্ঞান (যেমন বাল্মীকির প্রথম শ্লোক রচনায় জ্ঞান)। উপ—জ্ঞা+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উপড়—উপুড় (তাহা দেখ)।

উপড়ন, উপড়ান—উৎপাটন করা, সমূলে তুলিয়া ফেলা, উচ্ছিন্ন করা। দেশজ। ক্রি।

উপঢৌকন—উপহার, উপায়ন, ভেট, ডালি, নজর ; উৎকোচ, ঘুষ। উপ—ঢৌক+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। [কোন কোন অভিধানে কর্ম্মবাচ্যে, আবার কোন কোন অভিধানে ভাববাচ্যে, অনট্ যোগে করিয়া এই পদটি সাধা হইয়াছে ; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ ঢৌক ধাতুর অর্থ গমন করা,—যদ্দ্বারা (প্রধান লোকের) উপ (সমীপে) গমন করা যায়, ইহাই এই পদের প্রকৃত ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন মান্যগণ্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইলে উপঢৌকন (উপহারদ্রব্য) লইয়া যাইতে হইত। এখনও অনেক স্থানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে]।

উপতপ্ত—সন্তপ্ত ; পীড়িত ; কাতর। উপ—তপ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উপতপ্তা।

উপতপ্তা—সন্তপ্তা, ইত্যাদি। উপতপ্ত দেখ।

উপতপ্তা (—তপ্তৃ)—১। উপতাপজনক, পীড়াদায়ক, ক্লেশকর। উপ—তপ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উপতপ্ত্রী। ২। উপতাপের কারণ, পীড়াদায়ক ব্যাপার, ক্লেশহেতু। সং ; পু।

উপতাপ—সন্তাপ ; ক্লেশ, পীড়া ; ত্বরা। উপ—তপ (তাপ দেওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উপতারা—চক্ষুর তারার (বা মণির) চতুষ্পার্শ্বস্থ রঞ্জিত অংশ (Iris)। তারার সমীপ, নিত্য। সং ; স্ত্রী।

উপতীর—তীরলগ্নভূমি, উপকূল। উপগত তীরকে, ২তৎ। সং ; ক্লী।

উপত্যকা—পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থল ; (ভূগোলে) দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ সমতল নিম্নভূমি (Valley)। উপ+ত্যকন্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উপদংশ—১। মদ্যপানকালে ব্যবহৃত মুখরোচক ভক্ষ্য, চাট্। উপ—দন্‌শ (দংশন করা)+অল্ র্ম্ম। ২। শোভাঞ্জন, সজিনা ; মেঢ্ররোগবিশেষ, গর্ম্মিরোগ।...+অল্ ক। ৩। দংশন, কামড়ান বা কামড়।...+অল্ ভা। সং ; পু।

উপদর্শক—১। পথপ্রদর্শক। উপ—ণিজন্ত দৃশ+ণক ক। ২। তত্ত্বাবধায়ক। উপ—দৃশ+ণক ক। ৩। দ্বারবান্, দ্বারী, দ্বাররক্ষক ; অধ্যক্ষ। সং ; পু। স্ত্রী উপদর্শিকা।

উপদর্শিত—প্রদর্শিত, দেখান। উপ—দর্শি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপদা—উপায়ন, উপহার, উপঢৌকন ; উৎকোচ, ঘুষ। উপ—দা+ঙ র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

উপদানক—উৎকোচ, ঘুষ। উপ—দা+অনট্ র্ম্ম+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

উপদিক্ (—দিশ্)—দুই প্রধান দিকের মধ্যস্থিত দিক্, দিক্‌কোণ। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

উপদিশ্যমান—উপদিষ্ট হইতেছে এরূপ, যাহাকে বা যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। উপ—দিশ্+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

উপদিষ্ট—১। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; শিক্ষিত ; আদেশপ্রাপ্ত, আদিষ্ট ; কথিত। উপ—দিশ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উপদিষ্টা। ২। উপদেশ।...+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

উপদুর্গ—প্রধান দুর্গের নিকটস্থ বা বহির্ভাগস্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দুর্গ। দুর্গের সমীপ, নিত্য। সং ; ক্লী।

উপদেব—উপদেবতা। উপনত (অর্থাৎ হীন) দেব, নিত্য। সং ; পু।

উপদেবতা—দেবযোনি, ভূত, প্রেত, যক্ষ, প্রভৃতি। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

উপদেশ—১। প্রবর্ত্তনবাক্য, শিক্ষাবাক্য। উপ—দিশ+অল্ র্ম্ম। ২। শিক্ষাদান ; উদ্দেশ ; আদেশ, অনুশাসন ; মন্ত্রদান ; দীক্ষা।...+অল্ ভা। ৩। নাম।...+অল্ ণ। সং ; পু।

উপদেশক—১। উপদেশকর্ত্তা, উপদেষ্টা ; শিক্ষাদাতা, শিক্ষক। উপ—দিশ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। গুরু। সং ; পু। স্ত্রী,—শিকা।

উপদেশনীয়—উপদেশের যোগ্য, উপদেশ্য, শিক্ষণীয়। উপ—দিশ+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উপদেশনীয়া।

উপদেশমূলক—যাহার মূলে উপদেশ আছে। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উপদেশমূলকা।

উপদেশী (—দেশিন্)—উপদেশক, উপদেষ্টা, শিক্ষক। উপ—দিশ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী উপদেশিনী।

উপদেশ্য, উপদেষ্টব্য—যাহাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, উপদেশলাভের যোগ্য, শিক্ষণীয়, শিষ্য। উপ—দিশ+ঘ্যণ্, তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—দেশ্যা,—দেষ্টব্যা।

উপদেষ্টা (—দেষ্টৃ)—১। উপদেশকর্ত্তা, উপদেশক ; শিক্ষাদাতা, শিক্ষক। উপ—দিশ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। ২। গুরু। সং ; পু। স্ত্রী উপদেষ্ট্রী।

উপদ্রব—উৎপাত, দৌরাত্ম্য ; রোগবিকারবিশেষ। উপ—দ্রু+অল্ ভা। সং ; পু।

উপদ্রষ্টা (—দ্রষ্টৃ)—১। উপদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক। উপ—দৃশ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। ২। দ্বাররক্ষক ; দ্বারী। সং ; পু। স্ত্রী উপদ্রষ্ট্রী।

উপদ্রুত—১। যাহার উপর উপদ্রব করা হইয়াছে, উৎপীড়িত, উপদ্রবগ্রস্ত। উপ—দ্রু+ক্ত র্ম্ম। ২। ব্যাকুল।...+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উপদ্বীপ—ক্ষুদ্রদ্বীপ ; প্রায়োদ্বীপ, যে ভূভাগের প্রায় চারিদিক্ জল দ্বারা বেষ্টিত (Peninsula)। দ্বীপের সদৃশ, নিত্য। সং ; ক্লী।

উপধর্ম্ম—১। হীনধর্ম্ম, কাল্পনিক ধর্ম্ম ; সিদ্ধ পুরুষ ব্যতিরিক্ত জনকর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম। [যেমন প্রাচীনকালে বেদ ব্যতিরিক্ত বিষয় উপধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইত, কারণ তখন মুনিঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে যাহা জ্ঞাত হইতেন, তাহাই বেদ বলিয়া সমাদৃত হইত]। হীন যে ধর্ম্ম, নিত্য। ২। ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি, পাষণ্ড, নাস্তিক। বহু। সং ; পু।

উপধা—১। (ব্যাকরণে) অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ। উপ—ধা+ঙ র্ম্ম। ২। ধর্ম্মাদি দ্বারা মন্ত্রিপ্রভৃতি ভৃত্য পরীক্ষা ; ছলনা, ছল।...+ঙ ভা। ৩। উপায়।...+ঙ ণ। সং ; স্ত্রী।

উপধাতু—ধাতুজাতীয় পদার্থ,—স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুথ, কাংস্য, পিত্তল, সিন্দুর ও শৈলেয় ; শরীরস্থ ধাতুসদৃশ দ্রব্য, স্বেদাদি, স্তনদুগ্ধাদি। ধাতুর সদৃশ, নিত্য। সং ; পু।

উপধান—১। শিরোধান, বালিশ। উপ—ধা+অনট্ অধি। ২। ধারণ।...+অনট্ ভা। ৩। প্রণয় ; ব্রতবিশেষ।...+অনট্ র্ম্ম। ৪। বিষ।...+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

উপধানীয়—শিরোধান, বালিশ। উপ—ধা+অনীয় অধি। সং ; ক্লী।

উপধায়ক—জনক, উৎপাদক। উপ—ধা+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ধায়িকা।

উপধায়ী (—ধায়িন্)—উৎপাদক, জনক। উপ—ধা+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—ধায়িনী।

উপধি—১। প্রতারণা; ছল। উপ—ধা+কি ভা। ২। রথচক্র।…+কি ক। সং; পু।

উপধূপিত—আসন্নমৃত্যু, মুমূর্ষু, ধুক্ ধুক্ করিতেছে এরূপ। উপ—ধূপ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা। [স্ত্রী।

উপধৃতি—রশ্মি, কিরণ। উপ—ধৃ+ক্তি। সং;

উপনগর—১। নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান, নগরোপকণ্ঠ। নগরের সমীপে, অব্যয়ী। ২। ক্ষুদ্র নগর, ছোট সহর। নগরের সদৃশ, নিত্য। সং; ক্লী।

উপনত—উপস্থিত; প্রাপ্ত; অধিগত; শরণাগত। উপ—নম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উপনতি—উপস্থিতি। উপ—নম (নত হওয়া) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপনদ—১। ক্ষুদ্র নদ, শাখানদ। উপগত যে নদ, নিত্য। সং; পু। ২। নদীর সমীপস্থ স্থান। নদের সমীপে, অব্যয়ী। সং; ক্লী।

উপনদি—নদীর নিকটস্থ স্থান। নদীর সমীপে, অব্যয়ী। সং; ক্লী।

উপনদী—ক্ষুদ্র নদী, শাখা নদী; (ভূগোলে) যে নদী পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত হইয়া অন্য কোন নদীতে পড়িয়াছে (Tributary)। উপগতা যে নদী, নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপনন্দ—১। শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা গোপরাজ নন্দের অনুজ। ২। বাসুদেবের পুত্র, মদিরার গর্ভসম্ভূত। ৩। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নাগরাজবিশেষ। ৪। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র। রাজপুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুহনের সাহায্যে ইনি যুবরাজ নন্দের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সং; পু।

উপনম্র—উপনত। উপ—নম+র ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নম্রা। [ভা। সং; পু।

উপনয়—উপনয়ন। উপ—নী (লওয়া)+অল্

উপনয়ন—দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্রধারণরূপ সংস্কার; [বৃহস্পতি রবি চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে, হরি শয়ন ভিন্ন উত্তরায়ণে, গলগ্রহাদি দোষরহিত হইলে শুক্লপক্ষে, বেদ ও বর্ণের অধিপতি গ্রহ শুদ্ধ হইলে দশযোগভঙ্গ যুতযামিত্রবেধরহিতে, রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, একাদশী, দ্বাদশী ও দশমী তিথিতে, পুষ্যা, হস্তা, অশ্বিনী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে উপনয়ন প্রশস্ত, মতান্তরে সোম ও বুধবার বিহিত]; উপস্থিতি; আগমন; প্রাপ্তি। উপ—নী (লওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপনাম (—নামন্)—কল্পিত নাম; উপায়বিশেষে প্রাপ্ত উপাধি। উপগত যে নাম, নিত্য। সং; ক্লী।

উপনায়—উপনয়ন, যজ্ঞসূত্র ধারণ। উপ—নী +ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপনায়ক—১। নায়কের গুণোৎকর্ষ-কথক। নায়ককে উপগত, ২তৎ। ২। হীননায়ক; উপপতি। হীন যে নায়ক, নিত্য। সং; পু।

উপনায়ন—উপনয়নার্থ আচার্য্যের নিকট আনা; যজ্ঞসূত্র ধারণ করান। উপ—ণিজন্ত নী (=নায়ি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপনাহ—১। বীণার তন্ত্রিবন্ধনস্থান। উপ—নহ (বাঁধা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। প্রলেপ, পুল্টিস্ প্রভৃতি। উপ—নহ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

উপনিধান—উপস্থাপন; বিন্যাস; গচ্ছিত রাখা; ন্যাসধারণ। উপ—নি—ধা+অনট্। সং; ক্লী।

উপনিধি—স্তব্ধদ্রব্য, ন্যাস, গচ্ছিত বস্তু। উপ—নি—ধা+কি র্ম্ম। সং; পু।

উপনিপাত—সীমাপগমন, নিকটে উপস্থিতি। উপ—নি—পৎ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপনিমন্ত্রণ—কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবর্ত্তন। উপ—নি—মন্ত্র্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপনির্গম—১। নির্গমন। উপ—নির্—গম (গমন করা)+অল্ ভা। ২। নির্গমনপথ। +অল্ ণ। সং; পু।

উপনিবেশ—কৃষিবাণিজ্যাদির নিমিত্ত যে দূর দেশে লোক বসান যায়, বা লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাস করে (Colony)। উপ—নি—বিশ+অল্ অধি। সং; পু।

উপনিবেশিত—কৃতোপনিবেশ, দূরদেশে নিবাসিত। উপ—নি—ণিজন্ত বিশ (=বেশি) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপনিষৎ (উপনিষদ্)—১। বেদশিরোভাগ, জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত; ব্রহ্মবিদ্যা; বিদ্যা; ধর্ম্ম। উপ—নি—সদ+কিপ্ ণ। ২। সমীপস্থান; বিজন স্থান। +কিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

উপনিষ্কর—পুরপথ, সহরের রাস্তা; রাজপথ। উপ—নির—কৃ+অল্ ণ। সং; ক্লী।

উপনিষ্ক্রমণ—১। নিষ্ক্রমণ, নির্গমন; রাজপথ। প্রাদি। ২। নিষ্ক্রমণ নামক সংস্কার। নিত্য। সং; ক্লী।

উপনিহিত—নিহিত, স্থাপিত, রক্ষিত; ন্যস্ত, গচ্ছিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপনীত—১। উপনয়নসংস্কৃত, ধৃত-যজ্ঞসূত্র, যাহার উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে এরূপ; আনীত; উপায়নীকৃত; প্রাপিত। উপ—নী+ক্ত র্ম্ম। ২। উপস্থিত, আগত।…+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপনীতা। ৩। উপনয়ন।…+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উপনীতি—উপনয়ন; উপস্থিতি, আগমন। উপ—নী+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপনেতা (—নেতৃ)—উপনয়নকর্ত্তা, আনয়নকারী; উপায়নদাতা; উপনায়ক; প্রাপক। উপ নী+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপনেত্রী। [সদৃশ, নিত্য। সং; ক্লী।

উপনেত্র নেত্রপ্রতিনিধি, চসমা। নেত্রের

উপন্যস্ত—বিন্যস্ত; আবদ্ধ; উল্লিখিত; ন্যস্ত, গচ্ছিত; দত্ত। উপ—নি—অস (ক্ষেপণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্যস্তা।

উপন্যাস—১। বাক্যারম্ভ; উল্লেখ; দান। উপ—নি—অস+ঘঞ্ ভা। ২। প্রস্তাব; পাঠক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থ কল্পিত গল্প, উপকথা।…+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

উপন্যাসকার—উপন্যাসরচয়িতা, উপকথার লেখক। উপ; উপন্যাস শব্দ—কৃ+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কারী।

উপন্যাসমূলক—যাহার মূল উপন্যাস অর্থাৎ কল্পিত গল্প। বহু। বিণ; ত্রি।

উপন্যাসিকা—ক্ষুদ্র উপন্যাস, ছোট গল্প। উপন্যাস+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপপতি—স্ত্রীলোকের বিবাহিত ভিন্ন অন্য পতি, অধর্ম্মপতি, জার। হীন যে পতি, নিত্য। সং; পু।

উপপত্তি—যুক্তি; সঙ্গতি; উৎপত্তি; সিদ্ধি; কারণ, মীমাংসা; (গণিতে) সপ্রমাণকরণ (Demonstration)। উপ—পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপপত্তিমান্ (মৎ)—যুক্তিযুক্ত, যৌক্তিক, যথোচিত; সঙ্গতিবিশিষ্ট, সংলগ্ন। উপপত্তি +মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—মতী।

উপপত্নী—বিবাহিতা ভার্য্যা ভিন্ন অন্য যে নারীর প্রতি পত্নীবৎ ব্যবহার করা হয়; রক্ষিতা বেশ্যা। উপ (হীনা) পত্নী, নিত্য। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

উপপথ—অপ্রসিদ্ধ পথ, অজানা রাস্তা, গুপ্ত পথ।

উপপদ—পদসমীপস্থ পদ; পূর্ব্বপদ; অপ্রধান পদ; জাতীয় বা বংশগত উপাধি। সমীপ যে পদ, নিত্য। সং; ক্লী।

উপপদ সমাস—সমাস দেখ।

উপপন্ন—যুক্তিযুক্ত; সম্ভাবিত; সিদ্ধ; সপ্রমাণীকৃত, সম্পন্ন, উৎপন্ন; মিলিত; আগত। উপ পদ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পন্না।

উপপর্শুকা—শাখা পর্শুকা, পর্শুকার পাখাস্থি, পাঁজরার পাশের হাড়। উপস্থিত যে পর্শুকা, নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপপাতক, উপপাপ—পাপবিশেষ, গোবধাদি উনপঞ্চাশ প্রকার পাপ। উপ যে পাতক, নিত্য। সং; ক্লী। [উপপাতক উনপঞ্চাশ প্রকার ১। গোহত্যা। ২। অযাজ্যযাজন। ৩। পরদারগমন। ৪। আত্মবিক্রয়। ৫। গুরুত্যাগ। ৬। মাতৃত্যাগ। ৭। পিতৃত্যাগ। ৮। স্বাধ্যায়ত্যাগ। ৯। অগ্নিত্যাগ। ১০। [illegible]। (প্রত্যেকের প্রতি দেকন

ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা না করাকেই ত্যাগ বলে)। ১১। পরিবিত্তিতা (কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ করিলে জ্যেষ্ঠের বিবাহকরণ)। ১২। পরিবেদন (অবিবাহিত জ্যেষ্ঠসত্বে বিবাহকরণ)। ১৩। ঐরূপ ব্যক্তিকে কন্যাদান। ১৪। ঐরূপ স্থলে পৌরোহিত্য। ১৫। কন্যাদূষণ। ১৬। বার্দ্ধুষ্য। ১৭। ব্রতলোপ। ১৮। তড়াগবিক্রয়। ১৯। আরামবিক্রয়। ২০। দারবিক্রয়। ২১। অপত্যবিক্রয়। ২২। ব্রাত্যতা। ২৩। বান্ধবত্যাগ। ২৪। ভৃতাধ্যাপন। ২৫। ভৃতাধ্যয়ন। ২৬। অপণ্যবিক্রয়। ২৭। সর্ব্বাকরাধিকার। ২৮। মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তন। ২৯। ওষধিহিংসন। ৩০। স্ত্র্যাজীব। ৩১। অভিচার। ৩২। ইন্ধনার্থ অশুষ্ক দ্রুমচ্ছেদ। ৩৩। মন্ত্রৌষধ দ্বারা বশীকরণ। ৩৪। আত্মার্থ ক্রিয়ারম্ভ। ৩৫। অবৈধভোজন। ৩৬। অনাহিতাগ্নিতা। ৩৭। স্তেয়। ৩৮। ঋণাশোধন। ৩৯। অসৎশাস্ত্রাভিগমন। ৪০। কৌশীলব্যক্রিয়া। ৪১—৪৩। ধান্য-পশু ও কুপ্যস্তেয়। ৪৪। মদ্যপস্ত্রীনিষেবণ। ৪৫—৪৮। স্ত্রী শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-হত্যা। ৪৯। নাস্তিকতা]।

উপপাতকী (-পাতকিন্)—উপপাতকযুক্ত, ঊনপঞ্চাশ প্রকার উপপাতকের মধ্যে কোন প্রকার পাপকারী। উপপাতক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী উপপাতকিনী।

উপপাদক—সম্পাদক, মীমাংসক। উপ—ণিজন্ত পদ (=পাদি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপপাদিকা।

উপপাদন—সম্যক্ প্রতিপাদন; যুক্তি দ্বারা সমর্থন। উপ—ণিজন্ত পদ (=পাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপপাদনীয়, উপপাদ্য—যুক্তি দ্বারা সমর্থনীয়, প্রামাণ্য। উপ—ণিজন্ত পদ (=পাদি)+অনীয়,য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া,—দ্যা।

উপপাদিত—যুক্তি দ্বারা সমর্থিত; সপ্রমাণীকৃত; কৃত; উৎপাদিত। উপ—ণিজন্ত পদ (=পাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপপাদ্য—উপপাদনীয় দেখ।

উপপাপ—উপপাতক দেখ।

উপপুর—উপনগর, শাখানগর, বৃহৎ নগরের উপকণ্ঠস্থ ক্ষুদ্র নগর। পুরের সমীপ, নিত্য। সং; ক্লী।

উপপুরাণ—অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ, যথা—আদি, নৃসিংহ,বায়ু, শিবধর্ম্ম, দুর্ব্বাসঃ,নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দৈব, পরাশর, মরীচি, ভাস্কর। ["সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামক ভাগে এই সকল পুরাণের বিবরণ দেখ]। উপ (ক্ষুদ্র) যে পুরাণ, নিত্য। সং; ক্লী।

উপপ্রদান—উৎকোচ, ঘুষ। উপ—প্র—দা (দেওয়া)+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

উপপ্লব—উল্কাপাতাদি উপদ্রব; বিপত্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রভুশক্তির প্রতিকূলে প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান; চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ; প্রতিবন্ধ; ভয়। উপ—প্লু+অল্ ভা। সং; পু।

উপপ্লুত—উপদ্রুত; পীড়িত; রাহুগ্রস্ত; ভীত। উপ—প্লু+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপবন্ধ—কোন ব্যক্তির বন্ধনোদ্দেশে ছল করিয়া তাহার নিকট অন্য বস্তুর বন্ধন। উপ—বন্ধ+অল্ ভা। সং; পু।

উপভঙ্গ—রণে ভঙ্গ, যুদ্ধ হইতে পলায়ন। উপ—ভন্জ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপভাষা—হীনভাষা, অপভাষা, প্রদেশ বিশেষের ভাষা বা বুলি। সং; স্ত্রী।

উপভুক্ত—যাহা ভোগ করা হইয়াছে এরূপ; ভক্ষিত; ব্যবহৃত। উপ—ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, ক্তা।

উপভুজ্যমান—যাহা উপভোগ করা হইতেছে। উপ—ভুজ্+শান ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপভুঞ্জান—উপভোগ করিতেছে এরূপ; উপভোগকারী। উপ—ভুনজ্+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভুঞ্জানা।

উপভূষণ—ঘণ্টাচামরাদি গৌণ বা আনুষঙ্গিক অলঙ্কার। হীন যে ভূষণ, নিত্য। সং; ক্লী।

উপভৃৎ—বটকাষ্ঠনির্ম্মিত গোলাকার যজ্ঞপাত্র। উপ—ভৃ+কিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

উপভোক্তা (—ভোক্তৃ)—উপভোগকারী; উপযোগী। উপ—ভুজ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপভোক্ত্রী।

উপভোগ—সুখাদিভোগ; ভক্ষণ; ব্যবহার। উপ—ভুজ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপভোগ্য—উপভোগযোগ্য; যাহা উপভোগ করিতে হইবে এরূপ। উপ—ভুজ্ (ভোজন করা)+ণ্যৎ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গ্যা।

উপম—(অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্য বা সদৃশ। উপ—মা (পরিমাণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপমা।

উপমন্যু—আয়োদধৌম্য মুনির শিষ্য উপমন্যু অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। ইনি গুরুর আদেশে তাঁহার গোচারণ করিতেন, এবং সেই সময় মধ্যে ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতেন। একদা গুরু উপমন্যুকে স্থূলকায় দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উপমন্যু আপনার ভিক্ষাবৃত্তির কথা জানাইলেন। তখন গুরু বলিলেন, "দেখ উপমন্যু, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষা-দ্রব্য উপভোগ করা তোমার উচিত হয় নাই।" তদবধি উপমন্যু ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, গুরুর নিকট আনিয়া দিতেন। অতঃপর উপমন্যু এক দিন গোচারণকালে ক্ষুধার অত্যন্ত কাতর হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করাতে অন্ধ হন। এই অবস্থায় ইনি ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এক কূপমধ্যে নিপতিত হন। এদিকে আয়োদধৌম্য শিষ্যকে যথাসময়ে গৃহাগত না দেখিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপসমীপে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন উপমন্যু কূপমধ্য হইতে আপনার অবস্থা নিবেদন করিলে আয়োদধৌম্য তাঁহাকে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে উপদেশ দিলেন। উপমন্যুর স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহার চক্ষু দান করিয়া দিলেন। আয়োদধৌম্যও শিষ্যের এবংবিধ গুরুভক্তি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিলেন]

উপমর্দ্দ—নিষ্পীড়ন, নিঙড়ান; আলোড়ন; হিংসা। উপ—মৃদ্+অল্ ভা। সং; পু।

উপমা—১। তুল্য, সদৃশ। উপম দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সাদৃশ্য; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। উপ—মা+ঙ ভা। ৩। উপমান। +অ ণ। সং; স্ত্রী।

উপমাতা (—মাতৃ)—১ উপমাকর্ত্তা, তুলনাকারী। উপ—মা+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপমাত্রী। ২। মাতৃস্থানীয়া স্ত্রী; ধাত্রী, ধাই; মাতৃসদৃশী স্ত্রী, যথা—মাসী, পিসী, ইত্যাদি। মাতার সদৃশী, নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপমান—১। উপমা, সাদৃশ্য। উপ—মা+অনট্ ভা। ২। যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়। +অনট্ ণ। সং; ক্লী।

উপমালঙ্কার—অলঙ্কার দেখ। সং; পু।

উপমিত—তুলিত; সদৃশ, অনুরূপ। উপ—মা (পরিমাণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপমিত সমাস—সমাস দেখ।

উপমিতি—উপমা; সাদৃশ্য জ্ঞান। উপ—মা (পরিমাণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপমেয়—উপমার বিষয়ীভূত, যাহার উপমা দেওয়া হয়। উপ—মা+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [যাহার উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমেয়, এবং যদ্দ্বারা উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমান বলে। চন্দ্রের ন্যায় মুখ, এখানে চন্দ্র উপমান, এবং মুখ উপমেয়]।

উপমেয়োপমা—অর্থালঙ্কারবিশেষ, যেখানে উপমান ও উপমেয় উভয়েরই পর্য্যায়ক্রমে উপমান উপমেয় ভাব লক্ষিত হয়, তথায় ঐ অলঙ্কার হয়। যেমন মতির ন্যায় কমলা এবং কমলার ন্যায় মতি। সং; স্ত্রী।

উপযন্তা (—যন্তৃ)—পতি, স্বামী। উপ—যম+তৃন্ ক। সং; পু।

উপবস্ত্র—ক্ষুদ্র বস্ত্র; শাখাবস্ত্র; আনুষঙ্গিক বস্ত্র। হীন যে বস্ত্র, নিত্য। সং; ক্লী।

উপযম—বিবাহ। উপ—যম+অল্ ভা। সং ; পু।

উপযাচক—স্বয়ং যাচক, যে নিজে কাহারও নিকট যাইয়া যাচ্ঞা করে। উপ—যাচ (যাচ্ঞা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

উপযাচন—স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা করণ ; প্রার্থনা, চাওয়া। উপ—যাচ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উপযাচিকা—স্বয়ং যাচিকা বা ভিক্ষাকারিণী ; স্বয়ং পরপুরুষের নিকট যাইয়া সম্ভোগ প্রার্থনা করে এরূপ (স্ত্রী)। উপযাচক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উপযাচিত—প্রার্থিত ; নিজ ইষ্টলাভের নিমিত্ত দেবোদ্দেশে প্রদত্ত। উপ—যাচ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপযাচিতক—প্রার্থিত (বস্তু) ; ইষ্টসিদ্ধির জন্য দেবোদ্দেশে মানিত। উপযাচিত শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

উপযাত—উপগত, সমীপাগত ; প্রাপ্ত। উপ—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপযান—নিকটে গমন ; প্রাপ্তি। উপ—যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [পু।

উপযাম—বিবাহ। উপ—যম+ঘঞ্ ভা। সং ;

উপযুক্ত—ন্যায্য ; যোগ্য, উপযোগী ; ভুক্ত। উপ—যুজ (যোগ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উপযুক্ততা—ন্যায্যতা ; যোগ্যতা ; উপযোগিতা। উপযুক্ত শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

উপযোগ—১। আনুকূল্য ; উপকার ; ব্যয় ; ভোজন ; ভোগ ; উপযোগিতা ; নৈকট্য। উপ—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। কারণ।...+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

উপযোগিতা,—ত্ব—উপযুক্ততা, যোগ্যতা ; উপকারিতা ; হিতকরত্ব ; প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োজন ; আনুকূল্য। উপযোগীর ভাব এই অর্থে উপযোগিন্ শব্দ+তা, ত্ব। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উপযোগী (—যোগিন্)—উপযুক্ত, যোগ্য ; হিতকর, উপকারী ; অনুকূল। উপ—যুজ+ঘিনুণ্ ক। স্ত্রী উপযোগিনী।

উপর, উপরে—১। ঊর্দ্ধে ; ঊর্দ্ধে সংলগ্নভাবে ; উঁচু বা উঁচুতে ; বাড়া ; অধিক, বেশী, জেয়াদা ; প্রতি। দেশজ। ব্য। ২। উপরিভাগ। সং।

উপরআলা—ঊর্দ্ধতন (কর্ম্মচারী)।

উপরক্ত—১। পীড়িত ; রাহুগস্ত। উপ—রন্‌জ+ক্ত র্ম। ২। অনুরক্ত ; রক্তবর্ণ।...+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উপরক্তা। ৩। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্য ; রাহুগ্রহ। সং ; পু।

উপরক্ষ—সৈন্যের সমীপস্থ রক্ষক, যে ব্যক্তি সেনাদলের কাছে কাছে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করে। উপ—রক্ষ্+অন্ ক। সং ; পু।

উপরক্ষণ—রক্ষার্থে সৈন্যস্থাপন, ঘাঁটি বসান, চৌকি। উপ—রক্ষ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উপর-চড়া—ঊর্দ্ধ হইতে বা বাহির হইতে আক্রমণ। সং। [আদেশ। সং।

উপর-চাপ—ঊর্দ্ধস্থিত বস্তুর চাপ, উপর আলার

উপর চা'ল—সতরঞ্চ খেলায় খেলাড়ের অতিরিক্ত চা'ল চলন। সং।

উপরঞ্জক—উপরঞ্জনকর্ত্তা, যে উপরে রঙ্গ করে ; চিত্রকর। উপ—রন্‌জ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—রঞ্জিকা।

উপরঞ্জন—উপরে রঞ্জিতকরণ বা রঙ্গ মাখান ; চিত্রণ। উপ—রন্‌জ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উপরত—নিবৃত্ত ; মৃত, মৃত্যুপ্রাপ্ত। উপ—রম (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপরতস্পৃহ—বীতস্পৃহ, স্পৃহারহিত, বাসনাহীন, ইচ্ছাশূন্য। উপরতা স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—স্পৃহা।

উপরতি—ক্ষান্তি ; নিবৃত্তি ; মৃত্যু ; বৈরাগ্য। উপ—রম+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

উপরত্ন—রত্নসদৃশ চাকচিক্যময় বস্তু, যথা—কাচ, কর্পূর, প্রস্তর, মুক্তা, শুক্তি, শঙ্খ ইত্যাদি, ইহাদের গুণও রত্নের ন্যায়, তবে কিছু ইতরবিশেষ আছে। রত্নের সদৃশ, নিত্য। সং ; ক্লী। [কুদৃষ্টি। সং।

উপর-নজর—ঊর্দ্ধ হইতে বা দিকে দৃষ্টি,

উপর নজরিয়া,—নজুরে—ঊর্দ্ধে দৃষ্টি যার, নারীর মুখের দিকে দৃষ্টি যার ; সুতরাং শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। বিণ। [দেশজ। ব্য।

উপরন্তু, উপরন্ত—অধিকন্তু, তদ্ব্যতীত।

উপরপড়া—ঊর্দ্ধ হইতে পড়া, অযাচিত হস্তক্ষেপ ; অনধিকার চর্চ্চা। সং।

উপরম, উপরাম—নিবৃত্তি ; মৃত্যু ; বৈরাগ্য। উপ—রম+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উপরাগ—সূর্য্যগ্রহণ ; চন্দ্রগ্রহণ ; বিপদ্ ; অপবাদ ; বিরাগ ; প্রবৃত্তি ; সম্বন্ধ। উপ—রন্‌জ (রং করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উপরাম—উপরম দেখ।

উপরি—১। ঊর্দ্ধে, উপরে, অনন্তর, পরে। ঊর্দ্ধ শব্দ+রি। ব্য। ২। অতিরিক্ত, যেমন বহির্ভূত ; বাহির হইতে আগত। বিণ।

উপরিগত—ঊর্দ্ধে গত, উপরে গিয়াছে এরূপ ; আরূঢ়। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা।

উপরিচর—পুরুবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্ত্তক। ইনি বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশে বিচরণ করিতেন বলিয়া ইঁহার নাম উপরিচর হয়।

উপরিচর রাজার রাজধানীর নিকটে শক্তিমতী নামে একটী নদী ছিল। রাজা কোলাহল নামক পর্ব্বত বিদীর্ণ করিলে শক্তিমতী সেই বিদীর্ণ পথ দিয়া বহির্গত হইলেন। সেই পর্ব্বতের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। শক্তিমতী পুত্রকন্যা লইয়া রাজাকে অর্পণ করেন। পুত্রটি সেনানীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যথাকালে গিরিবালা গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া আপনার অবস্থা রাজার গোচর করিলেন। সে দিন রাজার পিতৃলোক তাঁহাকে মৃগয়া করিবার অনুমতি করেন। রাজা তাঁহাদিগের কথায় মৃগয়া করিতে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু গিরিকার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা অনুক্ষণ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি মৃগয়ার কথা ভুলিয়া গেলেন, এবং গিরিকাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তথায় তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। তখন রাজা অতি যত্নসহকারে সেই রেতঃ শোধন করিয়া শ্যেনপক্ষীকে দিয়া তাঁহার মহিষীর নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন। শ্যেনপক্ষী রেতঃ লইয়া আকাশপথে যাইবার সময়ে অপর এক শ্যেন তাহার চঞ্চুস্থিত শুক্রকে মাংসখণ্ড মনে করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। পরস্পরের বিবাদে রেতঃ চঞ্চুভ্রষ্ট হইয়া যমুনা নদীর জলে পতিত হইল। মৎস্যরূপা অদ্রি সেই রেতঃ ভক্ষণ করিল। এই ঘটনার দশমাস পরে জনৈক ধীবর সেই মৎস্যকে ধরিয়া তুলিলে তাহার উদর হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা বহির্গত হইল। মৎস্যজীবী সেই পুত্রকন্যা লইয়া উপরিচর রাজাকে অর্পণ করিল। রাজা পুত্রকন্যাকে গ্রহণ করিলেন। পুত্রটি মৎস্যরাজ এবং কন্যাটি মৎস্যগন্ধা নামে বিখ্যাত হন ; এই মৎস্যগন্ধাই ব্যাসদেবের জননী।

উপরিজ—ঊর্দ্ধে জাত, যাহা উপরে জন্মিয়াছে ; উচ্চ, উচ্ছ্রিত, উন্নত। উপ ; উপরি—জন+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উপরিজা।

উপরিতন—ঊর্দ্ধতন, উপরিস্থ। উপরি শব্দ+ষ্টন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী উপরিতনী।

উপরিতল—গৃহের ছাদ ; উপরতলা ; ঊর্দ্ধ পৃষ্ঠ, উপরস্থিত মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উপরিদৃষ্টি—ভূতাবেশ। দেশজ। সং।

উপরিভাগ—উপরের অংশ ; তল, পৃষ্ঠ (surface)। কর্ম্মধা। সং ; পু।

উপরিভাব—ভূতে পাওয়ার মত ভাব, ভূতাবেশ, উপরিদৃষ্টি। দেশজ। সং।

উপরিলিখিত—উপরে যাহা লিখা হইয়াছে ; পূর্ব্বোক্ত, উল্লিখিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

উপরিষ্টাৎ—ঊর্দ্ধে, উপরে ; অনন্তর, পরে। ব্য।

উপরিসৎ (—সদ্)—সোমক্ষেত্রনামক দেশবিশেষ। উপরি—সদ+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

উপরিস্থ, উপরিস্থিত—ঊর্দ্ধে অবস্থিত, যাহা উপরে আছে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

উপরুদ্ধ—অনুরুদ্ধ ; প্রতিবদ্ধ ; প্রতিবিদ্ধ ;

আবৃত ; উৎপীড়িত। উপ—রুধ (রোধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দ্ধা।
উপরূপক—রূপক ও উপরূপক ভেদে দৃশ্যকাব্য-সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। (কাব্য দেখ)। উপরূপক আবার অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত, —১। নাটিকা। ২। ত্রোটক। ৩। গোষ্ঠী। ৪। সট্টক। ৫। নাট্যরাসক। ৬। প্রস্থান। ৭। উল্লাপ্য। ৮। কাব্য। ৯। প্রেক্ষণ। ১০। রাসক। ১১। সংলাপক। ১২। শ্রীগদিত। ১৩। শিল্পক। ১৪। বিলাসিকা। ১৫। দুর্মল্লিকা। ১৬। প্রকরণিকা। ১৭। হল্লীশা। ১৮। ভাণিকা।
উপরে—উপর দেখ।
উপরোক্ত—'উপর্যুক্ত' শব্দের পরিবর্তে অসাধু প্রয়োগ। উপর্যুক্ত দেখ।
উপরোধ—অনুরোধ; প্রতিবন্ধ; আবরণ; পীড়া। উপ—রুধ+অল্ ভা। সং; পু।
উপরোধক—১। উপরোধকর্তা, অনুরোধকারী। উপ—রুধ+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। অন্তর্গৃহ, ভিতরের ঘর; বাসগৃহ। সং; ক্লী। স্ত্রী,—ধিকা।
উপর্যুক্ত—উপরে কথিত, উল্লিখিত,পূর্ববর্ণিত। উপরি উক্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্তা।
উপর্যুপরি—ক্রমাগত, পর পর। উপরি+উপরি। ব্য।
উপল—প্রস্তর; রত্ন। উপ—লা (গ্রহণ করা) +ড ক। সং; পু।
উপলক্ষ, উপলক্ষ্য—অবলম্বন; প্রয়োজন; উদ্দেশ্য। প্রাদি বা নিত্য। সং; পু।
উপলক্ষক—উদ্ভাবক; লক্ষণা দ্বারা অধিকার্থবোধক। উপ—লক্ষ (দর্শন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্ষিকা।
উপলক্ষণ—লক্ষণাদ্বারা অধিকার্থবোধন। উপ—লক্ষ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।
উপলক্ষিত—সূচিত; অনুমিত; যুক্ত, বিশিষ্ট। উপ—লক্ষ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
উপলক্ষ্য—উপলক্ষ দেখ।
উপলব্ধ—অনুভূত, জ্ঞাত; প্রাপ্ত। উপ—লভ (লাভ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
উপলব্ধার্থা—উপদেশযুক্ত কথা, আখ্যায়িকা। উপলব্ধ অর্থ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। [+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।
উপলব্ধি—জ্ঞান, অনুভূতি; প্রাপ্তি। উপ—লভ
উপলভোগ—শর্করাভোগ, চিনির নৈবেদ্য; অন্যের প্রদত্ত ভোগ। প্রা, ক।
উপলভ্য—অনুভবনীয়, জ্ঞেয়; প্রাপ্য; সাধ্য। উপ—লভ+যর্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভ্যা।
উপলম্ভ—উপলব্ধি; তিরস্কার। উপ—লভ (লাভ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
উপলম্ভ্য—শ্লাঘ্য; প্রশংসনীয়। উপ—লভ (লাভ করা)+ক্যপ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

উপলা—প্রস্তরময় ভূমি; শর্করা। উপল+অ আছে অর্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।
উপলিঙ্গ—উপদ্রব; অরিষ্ট। উপ—লিন্গ (গমন করা)+অ ক। সং; ক্লী।
উপলিপ্ত—উপরিভাগে কৃতলেপন, উপরে লেপা। উপ—লিপ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
উপলেপ, উপলেপন—এক বস্তুর দ্বারা অন্য বস্তুর উপরিভাগে লেপ দেওয়া। উপ—লিপ +অল্, অনট্ ভা। সং; ক্রমে পু ও ক্লী।
উপবক্তা (—বক্তৃ)—উপদেষ্টা; যজ্ঞাদি কার্যে উপদেশক ঋত্বিক্। উপ—বচ্+তৃন্ ক। সং; পু। [ভূমি। সং; পু।
উপবঙ্গ—বঙ্গদেশের উপকণ্ঠ; বঙ্গের সমীপস্থ
উপবন—১। উদ্যান, বৃক্ষবাটিকা, বাগান। বনের সদৃশ, নিত্য। সং; ক্লী। ২। বনসমীপে। বনের সমীপে, অব্যয়ী। ব্য।
উপবর্ণন—সূক্ষ্ম বর্ণনা। প্রাদি। সং; ক্লী।
উপবর্তন—দেশ; জনপদ; জনপদসমূহ; দেশের একাংশ, প্রদেশ। উপ—বৃত+অনট্ অধি। সং; ক্লী।
উপবর্ষ—পাণিনি, কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণের অধ্যাপক ঋষিবিশেষ। সং, পু।
উপবর্হ—উপাধান, বালিশ। উপ—বর্হ+অল্ ক। সং; পু। [অধি। সং; পু।
উপবসথ—গ্রাম। উপ—বস (বাস করা)+অথ
উপবস্ত—উপবাস। উপ—বস+ক্ত ভা। সং; ক্লী। [ভা। সং, পু।
উপবাদ—অপবাদ, নিন্দা। উপ—বদ+ঘঞ্
উপবাস—অনাহার, অনশন; বাস। উপ—বস (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
উপবাসী (—বাসিন্)—কৃতোপবাস, অনাহারী। উপবাস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ, পু। স্ত্রী উপবাসিনী।
উপবাহ্য—রাজবাহন; রাজবাহক হস্তী। উপ—বহ (বহন করা)+ণ্যৎ ক। সং; পু।
উপবিদ্যা—হীন বিদ্যা, অপবিদ্যা। হীনা যে বিদ্যা, নিত্য। সং; স্ত্রী।
উপবিধি—গৌণ বা অপ্রধান বিধি, অধীন বিধান, শাখা নিয়ম। হীন যে বিধি, নিত্য। সং; পু।
উপবিষ—বিষবিশেষ, কৃত্রিম বিষ; উপবিষ সাত প্রকার, যথা—আকন্দ, সেহুণ্ড, ধুস্তুরা, বিষলাঙ্গলা, করবীর, গুঞ্জা (কুঁচ) ও অহিফেন। হীন যে বিষ, নিত্য। সং; পু বা ক্লী।
উপবিষ্ট—আসীন, বসিয়াছে এরূপ। উপ—বিশ (প্রবেশ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
উপবীত—বামাংসস্থাপিত যজ্ঞসূত্র, পৈতা। উপ—বী+ক্ত ক। সং; ক্লী।
উপবীতী (—বীতিন্)—যজ্ঞসূত্রধারী। উপবীত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

উপবেদ—বেদসদৃশ বিদ্যা, যথা—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ, স্থাপত্যবেদ। বেদের সদৃশ, নিত্য। সং; পু।
উপবেশ—১। আসনগ্রহণ, বসা; আসক্তি। উপ—বিশ+অল্ ভা। ২। আসন গ্রহণ করান, বসান। উপ—ণিজন্ত বিশ (=বেশি)+অল্ ভা। সং; পু।
উপবেশক—১। উপবেষ্টা, উপবেশনকর্তা, যে বসে। উপ—বিশ+ণক ক। ২। উপবেশয়িতা, যে বসায়। উপ—ণিজন্ত বিশ (=বেশি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপবেশিকা।
উপবেশন—১। আসনগ্রহণ, বসা। উপ—বিশ+অনট্ ভা। ২। বসান, স্থাপন। উপ—ণিজন্ত বিশ (=বেশি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
উপবেশয়িতা (—য়িতৃ)—যে বসাইয়া দেয়। উপ—ণিজন্ত বিশ (=বেশি)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপবেশয়িত্রী।
উপবেশিত—যাহাকে বসান হইয়াছে এরূপ, স্থাপিত। উপ—ণিজন্ত বিশ (=বেশি) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
উপব্যাঘ্র—চিত্রক, চিতাবাঘ; বৃক, নেকড়ে। ব্যাঘ্রের সদৃশ, নিত্য। সং; পু।
উপশম—শান্তি; নিবৃত্তি; লাঘব; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। উপ—শম+অল্ ভা। সং; পু।
উপশমক—উপশমকারক। উপ—ণিজন্ত শম (=শমি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপশমিকা।
উপশমনীয়—উপশমের যোগ্য, যাহার উপশম করিতে হইবে। উপ—ণিজন্ত শম (=শমি) +অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।
উপশমিত—কৃতোপশম, যাহার উপশম করা হইয়াছে। উপ—ণিজন্ত শম (=শমি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
উপশয়—১। নিকটে শয়ন; পথ্যাদি দ্বারা রোগের প্রশমন। উপ—শী+অল্ ভা। ২। মৃগমারণার্থে ব্যাধের গুপ্তভাবে শয়নস্থান, গর্তবিশেষ। +অল্ অধি। সং; পু। ৩। হস্তসমীপে, হাতের কাছে। অব্যয়ী; ব্য। ৪। সুখকর, আরামজনক। বিণ; ত্রি।
উপশল্য—গ্রামের প্রান্তভাগ, গ্রামান্ত। শল্য অর্থাৎ ভাগাড়, তাহার সমীপ, সামীপ্যার্থে অব্যয়ী। ব্য বা সং; ক্লী।
উপশান্ত—উপশমপ্রাপ্ত, নিবৃত্ত। উপ—শম (শান্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
উপশান্তি—উপশম, নিবৃত্তি। উপ—শম (শান্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।
উপশায়—চৌকিদারের পালাক্রমে শয়ন; রাত্রিকালে কোন কার্যে বহু লোক নিযুক্ত হইলে তাহাদিগের পর্যায়ক্রমে শয়ন। উপ—শী+ণঞ্ ভা। সং, পু।

উপশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। হীন যে শিষ্য, নিত্য। সং; পুং।

উপশোভিত—সম্যক্ শোভিত, সমলঙ্কৃত, বিভূষিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

উপশ্রুত—প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত। উপ–শ্রু (শ্রবণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

উপশ্রুতি—প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার; স্বীকার; উপকার; দৈব শুভাশুভ প্রশ্ন। উপ–শ্রু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপশ্লেষ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন; একদেশসম্বন্ধ; বন্ধনা। উপ–শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+অল্ ভা। সং; পুং।

উপষ্টম্ভ—১। উপক্রম, আরম্ভ; স্তম্ভন; আড়ম্বর; উপলক্ষ। উপ–স্তম্ভ+অল্ ভা। ২। স্তম্ভ।...+অল্ ণ। সং; পুং।

উপষ্টম্ভক—আধিক্য, আতিশয্য। উপষ্টম্ভ+কণ্। সং; পুং। [প্রাদি। সং; পুং।

উপসংক্ষেপ, উপসঙ্ক্ষেপ—সংক্ষিপ্তসার, চুম্বক।

উপসংখ্যান, উপসঙ্খ্যান—গণনা; সংগ্রহ; (ব্যাকরণে) সমানার্থক পদ। উপ–সম্–খ্যা (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপসংগ্রহ, উপসঙ্গ্রহ—পাদস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার, প্রণাম, অভিবাদন। উপ–সম্–গ্রহ+অল্ ভা। সং; পুং।

উপসংগ্রাহ্য, উপসঙ্গ্রাহ্য—পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণম্য, অভিবাদনীয়; পূজ্য, মান্য। উপ–সম্–গ্রহ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

উপসংযম—উপসংহার, সমাপ্তি; নিবারণ; নিবৃত্তি; ইন্দ্রিয়দমন। উপ–সম্–যম্+অল্ ভা। সং; পুং।

উপসংবাদ—অঙ্গীকারপূর্ব্বক কথন; প্রতিশ্রুতি বর্ণন। উপ–সম্–বদ্+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

উপসংহরণ—উপসংহার (সকল অর্থে)। উপ–সম্–হৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপসংহার—সমাপ্তি; মৃত্যু; নিবর্ত্তন; সংগ্রহ; আক্রমণ। উপ–সম্–হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

উপসংহৃত—যাহার উপসংহার করা হইয়াছে এরূপ, সমাপিত। উপ–সম্–হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

উপসংহৃতি—উপসংহার (সকল অর্থে)। উপ–সম্–হৃ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপসত্তি—নিকটে গমন; আসন্নতা; মিলন, সঙ্গ; প্রতিপাদন; পরিচর্য্যা, সেবা; দান। উপ–সদ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপসদ—১। সমীপে গমন, নিকটবর্ত্তিতা; দান। উপ–সদ+অল্ ভা। সং; পুং। ২। সমীপগামী, নিকটবর্ত্তী। উপ–সদ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–দা।

উপসদন—১। সমীপে গমন, নিকটবর্ত্তিতা, উপস্থিতি। উপ–সদ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। গৃহের নিকটস্থ স্থান; প্রতিবেশ। সদনের সমীপে, অব্যয়ী। ব্য বা সং; ক্লী।

উপসন্তান—সন্তানতুল্য ব্যক্তি; একবংশোদ্ভব, সগোত্র, উত্তরপুরুষ। সন্তানের সদৃশ, নিত্য। সং; পুং।

উপসন্ন—উপনীত, উপস্থিত; সমীপাগত, আসন্ন, নিকটবর্ত্তী। উপ–সদ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপসন্না।

উপসম্পত্তি—অভিনব সম্পত্তি। অধিকা যে সম্পত্তি, নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপসম্পন্ন—১। পক্ব; পর্য্যাপ্ত; মৃত। উপ–সম্–পদ+ক্ত ক। ২। লব্ধ, প্রাপ্ত; প্রস্তুত; যজ্ঞার্থে হত।...+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপসম্পন্না।

উপসর—নির্গমন; অভিগমন; গোগবীসঙ্গম। উপ–সৃ+অল্ ভা। সং; পুং।

উপসর্গ—১। উপদ্রব, উৎপাত; ব্যাধি; রোগবিকার, রোগের আগন্তুক ধর্ম্ম। উপ–সৃজ+ঘঞ্ ভা। ২। (ব্যাকরণে) প্র, পরা প্রভৃতি বিংশতি অব্যয় শব্দ।...+ঘঞ্ ক। সং; পুং।

উপসর্জ্জন—১। সমীপে গমন; বর্জ্জন; পরিহার; অতিক্রমণ; উপসর্গ, উৎপাত, উপদ্রব। উপ–সৃজ+অনট্ ভা। ২। অপ্রধান ব্যক্তি বা বস্তু, প্রতিনিধি।...+অনট্ ক। সং; ক্লী।

উপসর্প—সমীপে গমন; অনুসরণ, পশ্চাদ্গমন। উপ–সৃপ+অল্ ভা। সং; পুং।

উপসর্পক—সমীপগামী, নিকটবর্ত্তী; অনুসরণকর্ত্তা, পশ্চাদ্গামী। উপ–সৃপ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপসর্পিকা।

উপসর্পণ—সমীপে গমন; উপনীতি, উপস্থিতি; আস্তে আস্তে সরিয়া পড়া; অনুসরণ। উপ–সৃপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপসর্পণা—উপসর্পণ (সকল অর্থে)। উপ–সৃপ+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপসর্য্যা—ঋতুমতী গবী; যুবতী। উপ–সৃ+য ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপসাগর—সাগর সদৃশ জলাংশ, যে সাগরাংশে প্রায় চতুর্দ্দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত (Gulf, Strait)। নিত্য। সং; পুং।

উপসার্য্য—সমীপগমনীয়, যাহার নিকটে যাইতে হইবে বা যাওয়া আবশ্যক। উপ–সৃ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপসার্য্যা।

উপসুন্দ—১। নরকাসুরের সেনাপতি, ইনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন।

২। একজন প্রতাপান্বিত দৈত্য। ইহার পিতার নাম নিকুম্ভ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুন্দ। উভয় ভ্রাতা কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর লাভ করে যে, ইহারা অন্যের অবধ্য হইবে, কেবল পরস্পরের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবে। তাহারা দেবদ্বিজদ্বেষী হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের বধের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা যাবতীয় রত্নের তিল তিল লইয়া তিলোত্তমা নাম্নী এক অলোকসামান্যা রমণীর সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমা দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়ের সমক্ষে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত দুই ভ্রাতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইল।

উপসূর্য্যক—১। সূর্য্যের মণ্ডল। সূর্য্যকে উপগত=উপসূর্য্য (২৩৫); উপসূর্য্য+ক স্বার্থে। ২। চন্দ্রের মণ্ডল। উপসূর্য্য+ক তুল্যার্থে। সং; ক্লী।

উপসৃষ্ট—১। উপসর্গযুক্ত, উৎপাতগ্রস্ত; যুক্ত; ব্যাপ্ত; বিসৃষ্ট; আক্রান্ত; কামুক। উপ–সৃজ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–সৃষ্টা। ২। মৈথুন। উপ–সৃজ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উপসেক—জলসেচনপূর্ব্বক মৃদুতাসম্পাদন, জল দিয়া নরম করা। উপ–সিচ+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

উপসেচন—উপসেক (তাহা দেখ)। উপ–সিচ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপসেবক—উপভোগকারী; পরস্ত্রীতে আসক্ত। উপ–সেব+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপসেবিকা।

উপসেবন—সেবা, পরিচর্য্যা; উপাসনা, আরাধনা; সম্ভোগ; আসক্তি। উপ–সেব+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপসেবা—পূজা; চাকরি; সম্ভোগ। নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপসেবিত—সেবিত; আরাধিত, উপাসিত, পূজিত উপভুক্ত; সম্ভুক্ত। উপ–সেব+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপসেবিতা।

উপসেবী (–সেবিন্)—সেবাকারক, উরিচর্য্যাকারী। উপ–সেব+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী উপসেবিনী।

উপস্কর, উপস্কার—রন্ধনার্থ পিষ্ট ধন্যাকসর্ষপাদি, বাটা মসলা, বাটনা, বেসার; অসম্পূর্ণ বাক্যের অর্থবোধের নিমিত্তে অন্য শব্দের অধ্যাহার। উপ–কৃ (করা)+অল্, ঘঞ্ ণ ক ভা। সং; পুং।

উপস্করণ—১। উপকরণ, উপাদান। উপ–কৃ+অনট্ ণ। ২। হিংসা, হিংসাকরণ; সজ্জীকরণ, বিভূষণ, অলঙ্কৃতি।...+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপস্কার—উপস্কর দেখ।

উপস্তম্ভ—জীবনের প্রধান অবলম্বন, খাদ্য-নিদ্রাদি। উপ–স্তন্ভ+অন্ ক। সং; পুং।

উপস্তুতি—সন্নিধানে স্তুতি, সাক্ষাতে প্রশংসা। উপ–স্তু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপস্ত্রী—উপপত্নী। স্ত্রীর সদৃশী, নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপস্থ—১। পুংচিহ্ন, শিশ্ন; স্ত্রীচিহ্ন, যোনি;

ক্রোড়। উপ—স্থা (থাকা)+ড ক। সং; পু। ২। উপরিস্থ, সমীপস্থ। বিণ; ত্রি।

উপস্থনিগ্রহ—ইন্দ্রিয়সংযম। ৬তৎ। সং; পু।

উপস্থাতা (—স্থাতৃ)—উপস্থিত; উপাসক; সেবক, ভৃত্য। উপ—স্থা (থাকা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপস্থাত্রী।

উপস্থান—উপস্থিতি; উপাসনা। উপ—স্থা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপস্থাপক—উপস্থাপনকর্তা, যে উপস্থিত করে; প্রস্তাবকর্তা; আনেতা। উপ—ণিজন্ত স্থা+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপস্থাপিকা।

উপস্থাপন—উপস্থিত করণ; প্রস্তাব করা; আনয়ন। উপ—ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপস্থাপয়িতা (—য়িতৃ)—উপস্থাপক (সকল অর্থে)। উপ—ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপস্থাপয়িত্রী।

উপস্থাপিত—কৃতোপস্থাপন, সমীপে স্থাপিত; আনীত; প্রস্তাবিত। উপ—ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

উপস্থিত—১। আগত; উপনীত; নিকটস্থিত; প্রক্রান্ত। উপ—স্থা+ক্ত ক। ২। উপাসিত; জ্ঞাত।…+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

উপস্থিতবক্তা (—বক্তৃ)—কোন কথার উল্লেখমাত্র বিনা চিন্তায় সেই বিষয় সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিতে সমর্থ। উপস্থিত বিষয়ে বক্তা, ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—বক্ত্রী।

উপস্থিতি—নিকটাগমন; উপনীতি; উপনতি; আগমন; অবগতি; প্রাপ্তি। উপ—স্থা+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপস্পর্শ, উপস্পর্শন—স্পর্শ মাত্র, কেবল (বা আলটবকা) ছোঁয়া; সংস্পর্শ; স্নান; আচমন। উপ—স্পৃশ+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

উপস্পৃষ্ট—১। কৃতস্পর্শ, স্পৃষ্ট, যাহাকে ছোঁয়া হইয়াছে। উপ—স্পৃশ+ক্ত র্ম। ২। স্নাত, যে স্নান করিয়াছে; কৃতাচমন, যে আচমন করিয়াছে।…+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উপস্বত্ব—ভূমিপ্রভৃতি সম্পত্তি হইতে যাহা পাওয়া যায়, আয়, লাভ। স্বত্বের সদৃশ, নিত্য। সং; ক্লী।

উপহত—আহত; নষ্ট; বিঘ্নিত; দূষিত; বিঘটিত। উপ—হন+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

উপহতদৃক্ (—দৃশ্)—নষ্টদৃষ্টি, যাহার চোখের নজর খারাপ হইয়া গিয়াছে, অক্ষীভূত। উপহতা দৃক্ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উপহরণ—বলপূর্ব্বক গ্রহণ, কাড়িয়া লওয়া; উপহার প্রদান; দেবোদ্দেশে অর্পণ; বলিপ্রদান; খাদ্যবণ্টন। উপ—হৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপহর্তা (—হর্তৃ)—উপহারদাতা; বলিপ্রদানকারী; খাদ্যবণ্টক। উপ—হৃ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপহর্ত্রী।

উপহসিত—১। যাহাকে উপহাস করা হইয়াছে। উপ—হস+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। হাস্য, পরিহাস।…+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উপহস্তিকা—তাম্বুলাধার, পানের ডিবা। হস্তের সমীপ ইতি উপহস্ত, নিত্য; উপহস্ত শব্দ+ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপহার—১। উপায়ন, উপঢৌকন, নজর বা নজরানা, ভেটি, ডালি। উপ—হৃ+ঘঞ্ র্ম। ২। হারের সমীপস্থ তদ্রূপশোভক দ্রব্য। হারের সমীপ, নিত্য। সং; পু।

উপহারী (—হারিন্)—উপহর্তা (সকল অর্থে)। উপ—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী উপহারিণী। [ভা। সং; পু।

উপহাস—পরিহাস, ঠাট্টা। উপ—হস+ঘঞ্

উপহাসক—উপহাসকর্তা, পরিহাসকারী; হাস্যপ্রিয়, আমুদে। উপ—হস+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপহাসিকা।

উপহাসাস্পদ—পরিহাসের পাত্র। উপহাসের আস্পদ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

উপহাস্য—উপহসনীয়, উপহাসাস্পদ। উপ—হস (হাস্য করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

উপহাস্যতা—উপহাসের ভাব, হাস্যাস্পদত্ব। উপহাস্য শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

উপহিত—নিহিত; স্থাপিত; ন্যস্ত; মিলিত, সঙ্গত; মিশ্রিত। উপ—ধা+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

উপহৃত—আহৃত; আনীত; উপসৃষ্ট; অর্পিত। উপ—হৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপা, উবা—উড়িয়া যাওয়া, অন্তর্হিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

উপাই—উপায়; উপায়ে। প্রা, ক।

উপাংশু—১। নির্জ্জনে; গোপনে। অংশুর সমীপে, অব্যয়ী। ব্য। ২। পরশ্রবণাযোগ্য জপ। অংশুর সদৃশ, নিত্য। সং; পু।

উপাংশুবধ—নির্জ্জনে বধ, গোপনে হত্যা (Assassination)। ৭তৎ। সং; পু।

উপাকরণ, উপাকর্ম (—কর্মন্)—সংস্কারপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নারম্ভ; সংস্কারপূর্ব্বক পশুবধ, বলিদান। প্রাদি। সং; ক্লী।

উপাকৃত—১। উপক্রান্ত। উপ—আ—কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাকৃতা। ২। উপদ্রব; যজ্ঞার্থে হত পশু, বলি। সং; পু।

উপাক্ষ—১। উপনেত্র, চসমা। অক্ষির সদৃশ, নিত্য। সং; ক্লী। ২। চক্ষুসমীপে। অক্ষির সমীপে, অব্যয়ী। ব্য।

উপাখ্যান—১। ইতিবৃত্ত; কল্পিত গল্প বা বৃত্তান্ত, উপন্যাস। উপ—আ—খ্যা+অনট্ র্ম। ২। কথন, বর্ণন।…+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপাগত—১। নিকটাগত; উপস্থিত। উপ—আ—গম+ক্ত ক। ২। স্বীকৃত; প্রাপ্ত, অনুভূত।…+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

উপাগম—উপস্থিতি; স্বীকৃতি; প্রাপ্তি; অনুভূতি। উপ—আ—গম+অল্ ভা। সং; পু। [প্রাদি। সং; ক্লী।

উপাগ্রহণ—সংস্কারপূর্ব্বক বেদগ্রহণ, উপাকরণ।

উপাঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ; তিলক, ফোঁটা। হীন যে অঙ্গ, নিত্য। সং; ক্লী।

উপাচার্য্য—সহকারী আচার্য্য। হীন যে আচার্য্য, নিত্য। সং; পু। [ক্রি।

উপাড়া—উৎপাটন করা, উদ্বিগ্ন করা। দেশজ।

উপাত্ত—১। গৃহীত; প্রাপ্ত; স্বীকৃত। উপ—আ—দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাত্তা। ২। মদহীন গজ। সং; পু।

উপাত্যয়—অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন; ক্রম লঙ্ঘন; আচারভ্রংশ; শাস্ত্র এবং লোকাচার উভয়ের ব্যতিক্রম। প্রাদি। সং; পু।

উপাদান—১। গ্রহণ। উপ—আ—দা+অনট্ ভা। ২। সমবায়ি কারণ, যে বস্তু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্য বস্তু উৎপাদন করে, অথবা যে বস্তুদ্বারা কোনও উদার্থ নির্ম্মিত বা প্রস্তুত হয়, যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা। উপ—আ—দা+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

উপাদানভূত—যাহা উপাদান হইয়াছে, মূলবস্তুস্থানীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাদানভূতা।

উপাদানময়—উপাদানাত্মক। [এই উদের পূর্ব্বে অন্য একটী উদ থাকা আবশ্যক। যথা তুচ্ছ উপাদানময়, মহার্ঘ্য উপাদানময় ইত্যাদি। কারণ সকল দ্রব্যই উপাদানময়]। উপাদান শব্দ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাদানময়ী।

উপাদানমূলক—উপাদানই যাহার মূল একরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাদানমূলকা।

উপাদেয়—গ্রহণীয়, গ্রাহ্য; উৎকৃষ্ট, উত্তম। উপ—আ—দা+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাদেয়া। বিশেষ্যে উপাদেয়তা,—ত্ব।

উপাধান—১। শিরোধান, বালিশ। উপ—আ—ধা+অনট্ অধি। ২। বিধি, বিধান।…+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপাধি—১। ধর্ম্মচিন্তা। উপ—আ—ধা+কি ভা। ২। সমৃদ্ধি।…+কি র্ম। ৩। আধার।…+কি অধি। ৪। ভেদক-ধর্ম্ম; ছল; কারণ; উপনাম, জাতি-বংশ-বিদ্যা প্রভৃতির উল্লিচায়ক শব্দ, খেতাব, যথা—শর্ম্মা, মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর, বি, এ ইত্যাদি।……+কি ণ। সং; পু।

উপাধিক—১। উপাধিধারী, উপাধিবিশিষ্ট; আগন্তুক, আরোপিত। উপাধি+কণ্। বিণ; ত্রি। ২। বিশিষ্ট, বিশেষ, উপায়ের। প্রা, ক।

উপাধিধারী (—ধারিন্)—উপাধিবিশিষ্ট, উপাধি-

শোভিত, খেতাবওয়ালা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—ধারিণী। [সং; ক্লী।

উপাধিপত্র—উপাধিদানসূচক পত্র। মধ্যী কর্ম্মধা।

উপাধিভূষণ—উপাধিরূপ আভরণ বা অলঙ্কার। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উপাধিভূষিত—উপাধিশোভিত; উপাধিরূপ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত, খেতাবযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাধিভূষিতা।

উপাধেয়—অভিনিবেশনীয়; আরোপ্য; উপাধির যোগ্য। উপ—আ—ধা (ধারণ করা) +য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাধেয়া।

উপাধ্যায়—অধ্যাপক; বেদের একদেশাধ্যাপক। উপ—অধি—ই+ঘঞ্ অপা। সমীপস্থ হইয়া যাহা হইতে জ্ঞানোপদেশ পাওয়া যায়, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; পু।

উপাধ্যায়া—বেদাধ্যাপিকা। উপাধ্যায় শব্দ+ আপ্। সং; স্ত্রী।

উপাধ্যায়ানী—উপাধ্যায়-পত্নী। উপাধ্যায় শব্দ +আনীপ্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

উপাধ্যায়ী—উপাধ্যায় পত্নী; অধ্যাপিকা। উপাধ্যায়+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

উপান—অপাঙ্গদৃষ্টি, আড়চোখে দেখা; আড়নয়ন। প্রা, ক।

উপানৎ (—নহ্)—চর্ম্মপাদুকা, জুতা। উপ—আ—নহ (বাঁধা)+ক্বিপ্ ণ। সং; স্ত্রী।

উপানৎকার—চর্ম্ম-পাদুকা-প্রস্তুতকারক, জুতা-নির্ম্মাতা (Shoe-maker)। উপানৎ করে যে, উপ; উপানহ্ শব্দ—কৃ (করা) +যণ্ ক। সং; পু।

উপানহ্—উপানৎ দেখ।

উপান্ত—১। সমীপ; প্রান্ত; পরিসর; শেষ। অন্তের সমীপ, নিত্য। সং; পু। ২। (ব্যাকরণে)—অন্তের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী (বর্ণ)। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপান্তা।

উপান্ত্য—১। সমীপস্থ; প্রান্তবর্ত্তী; (ব্যাকরণে) অন্তের অব্যবহিত পূর্ব্ব (বর্ণ)। উপান্ত+য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপান্ত্যা। ২। চক্ষুর কোণ। সং।

উপাপরাধ—লঘু অপরাধ বা পাতক, সামান্য দোষ বা ত্রুটি। অপরাধের সদৃশ, নিত্য। সং; পু।

উপাম—উপম, সদৃশ; তুল্য। প্রা, ক।

উপায়—১। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড,—রাজাদিগের এই চতুর্ব্বিধ সাধন; প্রতিকার; সাধন; কৌশল; গতি; পথ। উপ—ই বা অয়+ঘঞ্ ণ। ২। উপাগমন; ধনাগম, আয়, উপার্জ্জন।…+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপায়ক্ষম—উপার্জ্জনে সমর্থ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

উপায়জ্ঞ—কার্য্যসাধনের ও অনিষ্টনিবারণের উপায়বিৎ। উপায়—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি।

উপায়ন—১। উপঢৌকন, উপহার। উপ—ই বা অয়+অনট্ ণ। ২। সমীপগমন।… +অনট্ ভা। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

উপায়ান্তর—অন্য উপায়, গত্যন্তর। নিত্য।

উপায়ী (উপায়িন্)—উপায়যুক্ত; উপায়বিধানে কুশল, প্রতিকার উদ্ভাবনে পটু; কৌশলী। উপায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী উপায়িনী।

উপারত—নিবৃত্ত, বিরত। উপ—আ—রম (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উপারম্ভ—আরম্ভ, সূত্রপাত; উপক্রম। উপ—আ—রভ+অল্ ভা। সং; পু।

উপারূঢ়—আরূঢ়; প্রাপ্ত। উপ—আ—রুহ্ (আরোহণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপার্জ্জক—উপার্জ্জনকর্ত্তা, অর্জ্জনকারী, ধনাদির আহরক, রোজগেরে। উপ—অর্জ্জ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপার্জ্জিকা।

উপার্জ্জন—উপায়, অর্জ্জন, অর্থাহরণ, রোজগার; প্রাপ্তি। উপ—অর্জ্জ (অর্জ্জন করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপার্জ্জিত—অর্জ্জিত, আহৃত, সংগৃহীত, প্রাপ্ত, লব্ধ। উপ—অর্জ্জ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপালব্ধ—তিরস্কৃত। উপ—আ—লভ (লাভ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লব্ধা।

উপালম্ভ—তিরস্কার; সরোষবাক্য; দুঃখবাক্য; প্রাপ্তি। উপ—আ—লভ (লাভ করা)+ ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপাবর্ত্তন—পার্শ্বপরিবর্ত্তন, ঘূর্ণন; প্রত্যাগমন। উপ—আ—বৃত+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপাবৃত্ত—আবর্ত্তমান, ঘূর্ণিত; ভূলুণ্ঠিত, মাটীতে গড়াগড়ি দিতেছে এরূপ; প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত; নিবৃত্ত, বিরত, ক্ষান্ত। উপ—আ—বৃত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উপাশ্রয়—আশ্রয়স্থল; আস্পদ। উপ—আ—শ্রি (সেবা করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

উপাশ্রিত—১। আশ্রিত, অবলম্বিত, ধৃত। উপ—আ—শ্রি+ক্ত র্ম্ম। ২। আশ্রয়কারী; অবলম্বী।…+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উপাস—অনাহার, অভোজন, লঙ্ঘন। উপবাস শব্দের অপভ্রংশ। সং।

উপাসক—১। উপাসনাকারক, আরাধক, পূজক, সেবক। উপ—আস+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাসিকা। ২। শূদ্র। সং; পু। [ঘঞ্ অধি। সং; পু।

উপাসঙ্গ—বাণাধার, তূণ। উপ—আ—সনজ+

উপাসন—১। নিকটে উপবেশন; সেবা, পরিচর্য্যা; আরাধনা, পূজা; বিহিংসন। উপ—আস+অনট্ ভা। ২। আসন।…+ অনট্ অধি। ৩। অভ্যাসার্থ শরক্ষেপণ। উপ—অস+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপাসনা—সেবা, পূজা, আরাধনা, অর্চ্চনা। উপ—আস+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপাসনার্হ—সেবাযোগ্য, আরাধনাযোগ্য, পূজ্য, পূজার্হ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—র্হা।

উপাসনীয়—উপাস্য, আরাধ্য, পূজ্য। উপ—আস+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।

উপাসিত—১। সেবিত, পূজিত, আরাধিত। উপ—আস (থাকা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। উপাসনা।…+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উপাসী—অনাহারী, অভুক্ত; অপরিতৃপ্ত। উপবাসী শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

উপাসীন—নিকটে উপবিষ্ট। উপ—আস+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাসীনা।

উপাস্তি—১। উপাসনা। উপ—আস+ক্তি ভা। ২। শরক্ষেপ শিক্ষার্থে শরাভ্যাস। উপ—অস+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপাস্থি—শরীরের অভ্যন্তরস্থ অস্থির ন্যায় পদার্থ-বিশেষ (Cartilage)। অস্থির সদৃশ, নিত্য। সং; পু।

উপাস্য—সেব্য, আরাধ্য, পূজনীয়। উপ—আস +য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাস্যা।

উপাস্যমান—যাহার উপাসনা করা হইতেছে এরূপ, সেব্যমান, আরাধ্যমান। উপ—আস (থাকা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

উপাহিত—১। আরোপিত; যোজিত। উপ—আ—ধা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপাহিতা। ২। উল্কাপাতাদি উপদ্রব। সং; পু।

উপাহৃত—সংগৃহীত; কল্পিত। উপ—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপুড়, উবুড়—অধোমুখ; উপর মুখ নীচের দিকে উলটান। প্রাদেশিক। বিণ।

উপুষী, উপুসী—উপবাসী। গ্রাম্য। বিণ।

উপেক্ষ—শ্বফল্কের পুত্র, অক্রূরের ভ্রাতা। সং; পু।

উপেক্ষক—উপেক্ষাকারী; উদাসীন। উপ—ঈক্ষ (দেখা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপেক্ষিকা। [+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপেক্ষণ—উপেক্ষা (সকল অর্থে)। উপ—ঈক্ষ

উপেক্ষণীয়—উপেক্ষার যোগ্য। উপ—ঈক্ষ+ অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।

উপেক্ষা—ঔদাসীন্য; অবহেলা, অনাদর, অবজ্ঞা, তাচ্ছীল্য; ত্যাগ; অস্বীকার। উপ—ঈক্ষ +অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

উপেক্ষাপর—উপেক্ষাপরায়ণ, অনাদরকরণশীল, অবজ্ঞাকারী, অবহেলাকারক। উপেক্ষাতে পর (আসক্ত)। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

উপেক্ষাপরায়ণ—ঔদাসীন্যরত; অনাদরকারী, অবজ্ঞাকারক। উপেক্ষা হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উপেক্ষিত—অনাদৃত, অবজ্ঞাত; ত্যক্ত; অস্বীকৃত। উপ—ঈক্ষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপেখা—১। উপেক্ষা। সং। ২। উপেক্ষা করা। ক্রি। প্রা, ক।

উপেখি, উপেখিয়া—উপেক্ষা করিয়া। প্রা, ক।

উপেত—উপাগত; সমীপগত; উপস্থিত; প্রাপ্ত; মিলিত, যুক্ত; গর্ভাধানের নিমিত্ত স্ত্রীতে উপগত। উপ–ই (গমন করা)+ +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপেতা।

উপেন্দ্র—ইন্দ্রের কনিষ্ঠ, বামন, বিষ্ণু [বামনাবতারে বিষ্ণু অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের পরে জন্মগ্রহণ করেন]। ইন্দ্র হইতে হীন, নিত্য। সং; পু।

উপেন্দ্রনাথ দাস—বাং ১২৫৫ সালে কলিকাতার কায়স্থকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাস ইঁহার পিতা। বাল্যকাল হইতে ইনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হন, এবং পিতার অবাধ্য হইয়া উঠেন। ফলে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়াই ইনি গৃহ হইতে পলায়ন করেন, এবং নানা স্থানে ঘুরিয়া বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলনের জন্য বক্তৃতা দিতে থাকেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ইনি স্বয়ং এক উগ্রক্ষত্রিয়জাতীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি কখন স্কুলস্থাপন, কখন সংবাদপত্র প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য করিয়া ঋণজালে জড়িত হন; শেষে থিয়েটারে যোগ দিয়া 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামক দুইখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে রাজপুরুষগণের অত্যাচার ও অবিচারকাহিনী বর্ণিত থাকায় ইঁহার একমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। শেষে হাইকোর্টে আপীল করিয়া ইনি দণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর ইনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে পাঠে মন না দিয়া কেবল বক্তৃতা ও অন্যান্য বৃথা কাজে সময় নষ্ট করিয়া ১২ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়া স্বয়ং এক থিয়েটার খুলেন, এবং 'দাদা ও আমি' নাটক রচনা করেন। কিন্তু এই থিয়েটারে ইঁহাকে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ইঁহার স্বাভাবিক ধীশক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু সকল সময়ে সুপথে চালিত না হওয়ায় তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ১৩০২ সালের ২২শে শ্রাবণ ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ইঁহার এক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম,এ, বি, এল, "সময়" পত্র বহুদিন যাবৎ সুযোগ্যভাবে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

উপেন্দ্র-বজ্রা—একাদশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

উপোঢ়—১। বিবাহিত; নিকট। প–উবহ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। ব্যূহ। সং; পু।

উপোদ্‌ঘাত—উপক্রম, আরম্ভ; উপক্রমণিকা, ভূমিকা; উদাহরণ, দৃষ্টান্ত; সঙ্গতিবিশেষ। উপ–উদ্–হন+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উপোষ, উপোষণ—উপবাস, অনাহার, অনশন। উপ–উষ (রুগ্ন হওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

উপোষিত—১। কৃতোপবাস, অভুক্ত। উপ–বস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপোষিতা। ২। উপবাস। ..+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উপোষী, উপোসী—উপবাসী। গ্রাম্য। বিণ।

উপোস—উপবাস, উপাস (তাহা দেখ)।

উপোসী—উপোষী দেখ।

উপ্ত—কৃতবপন, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ; বিক্ষিপ্ত। বপ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

উপ্তকৃষ্ট—বীজবপনের পরে কর্ষিত (ভূমি)। অগ্রে উপ্ত পশ্চাৎ কৃষ্ট, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –কৃষ্টা। [ভা। সং; স্ত্রী।

উপ্তি—বপন, বোনা। বপ (বপন করা)+ক্তি

উবগার—উপকার শব্দের অপভ্রংশ; গ্রাম্য। সং।

উবচান—উপচান (তাহা দেখ)। [সং।

উবরা—পাত্র হইতে পাত্রান্তরে স্থাপন। প্রাদে।

উবরান—উদ্‌বৃত্ত হওয়া, বাড়া; পাত্র হইতে পাত্রান্তরে রাখা, আজড়ান। প্রাদে। ক্রি।

উবা—উপা দেখ। [প্রাদে।

উবু—উন্নত, উচ্চ, উর্দ্ধ; মৃত্তিকা হইতে শূন্যে।

উবুড়—উপুড় দেখ।

উভ—১। দুই (জন), উভয়। উভ (পূরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। উচ্চ। বিণ।

উভচর—জল ও স্থল এই উভয় স্থানেই বিচরণ করে এরূপ (জন্তু)। উপ; উভ শব্দ–চর+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উভচরী।

উভচোট—করতালি, হাততালি। হিন্দী। সং।

উভয়—উভ, দুই (জন)। উভ+অয়ট্; অথবা, উভ–যা (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

উভয়তঃ (–তস্)—দুই দিকে; দুই পক্ষে। উভয় শব্দ+তস্ সপ্তমী স্থানে। ব্য।

উভয়তোমুখ—দুই দিকে মুখবিশিষ্ট। উভয়তঃ মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–মুখা, –মুখী।

উভয়ত্র—দুই স্থানে। উভয় শব্দ+ত্র। ব্য।

উভয়থা—দুই প্রকার। উভয় শব্দ+থাচ্। ব্য।

উভয়দ্যুঃ (–দ্যুস্)—উভয়দিবস; দুইদিন। উভয়+এদ্যুস্ (দিনার্থে)। ব্য।

উভয়সঙ্কট—দুই দিকেই মুস্কিল, এটা করিলেও বিপদ্ ওটা করিতে গেলেও বিপদ্। ৭তৎ। সং; ক্লী। [মিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

উভয়সম্মত—উভয়ানুমত, দুইজনেরই অনুমো-

উভয়ানুমত—পরস্পরের অনুমোদনযুক্ত; উভয় পক্ষের স্বীকৃত। উভয় দ্বারা অনুমত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–মতা।

উভয়ার্থ—১। দুই অর্থ বা তাৎপর্য্য; দুই প্রয়োজন, দুই উদ্দেশ্য। উভয় যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। দ্ব্যর্থক, দুই অর্থযুক্ত; দ্বিপ্রয়োজন, দুই উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। উভয় অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উভয়ার্থা। ৩। দুইএর জন্য। উভয়ের নিমিত্ত ইহা, নিত্য। [উভয়+এদ্যুস্। ব্য।

উভয়েদ্যুঃ (–দ্যুস্)—উভয় দিবস; দুই দিন।

উভরড়ে—ত্বরিতগমনে, দ্রুতবেগে। প্রা, ক।

উভরান—উবরান (তাহা দেখ)।

উভরায়—উচ্চরবে, চীৎকার করিয়া। উভ (দুই দিকে অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাতে বা বামে ও দক্ষিণে) রা (রব)–ক্রিয়ার বিশেষণে 'য়' বিভক্তি হইয়াছে; অথবা উভ (পূর্ণ) রায় (বেগে) অর্থাৎ পূর্ণবেগে। উভয় পক্ষেই ক্রি-বিণ। [প্রা, ক।

উভরোল—উচ্চরব, তুমুল শব্দ, সোরগোল।

উভার—উর্থিত; স্ফীত; ব্যাপ্তি। প্রা, ক।

উভিষ্ট—বিনষ্ট, বিধ্বস্ত, উৎসন্ন। প্রা, ক।

উম্—কোপ; স্বীকার; প্রশ্ন; আমন্ত্রণ। উ (শব্দ করা)+ডুম্ ক। ব্য।

উম—১। তাপ, উষ্ণতা। সং। ২। তপ্ত, উষ্ণ। প্রাদেশিক। বিণ। [প্রা, ক।

উমড়ি—হুমড়িয়া; উথলিয়া; স্ফীত হইয়া।

উমত—উন্মত্ত, পাগল। বিণ। প্রা, ক।

উমতায়—উন্মত্ত করে। ক্রি। প্রা, ক।

উমতি—১। উন্মনাঃ হইয়া, অন্যমনস্কভাবে। ক্রি-বিণ। ২। উন্মত্ত; অজ্ঞান। বিণ। প্রা, ক।

উমতিনী—উন্মাদিনী, পাগলিনী। প্রা, ক।

উমর, উমির—বয়ঃক্রম, বয়স। হিন্দী। সং।

উমরভোর, উমিরভোর—যতখানি বয়স, যাবজ্জীবন। হিন্দীমূলক।

উমরা, উমড়া—সম্ভ্রান্তবর্গ, ধনিগণ, বড়লোক। বৈদেশিক। সং।

উমা—১। শিবপত্নী, দুর্গা, পার্ব্বতী। 'উ'র (শিবের) মা (লক্ষ্মী অর্থাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা), ষষ্ঠী তৎপুরুষ; অথবা 'উ' (অয়ি পার্ব্বতি !) 'মা' (না, অর্থাৎ তপস্যা করিও না), এই কথা পার্ব্বতীর মাতা মেনকা বলাতে পার্ব্বতীর এক নাম 'উমা' হইয়াছে। "উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।" [কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব]। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং শিবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত অতি অল্প বয়সে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন; সেই সময়ে মেনকা ইঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ 'উ মা' বলিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করেন, তাহাতেই পরে ইঁহার নাম 'উমা' হইল। ২। অতসী, মসীনা; হরিদ্রা। বে (বয়ন করা)+মক্ র্ম+আপ্। ৩। কীর্ত্তি; কান্তি; শান্তি।

• উ শব্দ—মা (পরিমাণ করা)+কিপ্‌, ক। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

উমাকট—অতসীধূলি, মসীনার ধূলা। ৬তৎ।

উমাকান্ত—শিব, মহেশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

উমাগুরু—হিমালয় পর্ব্বত। ৬তৎ। সং; পু।

উমাচতুর্থী—উমার জন্মচতুর্থী, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে সতী উমাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কারণ স্ত্রীলোকে সৌভাগ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত ঐ তিথিতে তাঁহাকে পূজা করিবে]।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় (সর্দ্দার)—১৮৪৯ খৃঃ ২৭এ জানুয়ারি কাশীধামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান যশোহর। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি কুইন্স্‌ কলেজে প্রবেশ করিয়া অদম্য অধ্যবসায় প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ইনি কিছুদিন কুইন্স্‌ কলেজে ও পরে আগ্রা কলেজে শিক্ষকতা করিয়া ঢোলপুরের নাবালক রাণা নেহাল সিংহের স্থায়ী শিক্ষক হইয়া ঢোলপুর গমন করেন। ঐস্থানে তিনি স্বাস্থ্যবিভাগে ও অন্যান্য বিভাগেও কার্য্য করেন। যুবরাজ রাণাপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে উমাচরণবাবু তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে বৃত হন। ১৮৯৮ খৃঃ রাণা এক প্রকাশ্য দরবারে ইঁহাকে সুদুর্লভ 'সর্দ্দার' উপাধি প্রদান করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি ইংরাজী ও ভারতীয় কয়েকটী ভাষা ব্যতীত ফরাসী ও জর্ম্মন্‌ ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় একখানি ব্যাকরণ এবং কোমৎ দর্শনের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

উমাতনয়—উমার পুত্র, গণেশ বা কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। সং; পু।

উমাধব—শিব। ৬তৎ। সং; পু।

উমান—১। পরিমাণ, মাপ; গাম্ভীর্য্য। সং। ২। তাপ দেওয়া, তাপান, গরম করা। প্রাদে। ক্রি।

উমানি—রোঁয়ানি, অতি সূক্ষ্ম মশক। প্রাদেশিক। সং। [প্রা, ক।

উমানিয়া—পরিমাণ করিয়া, মাপিয়া। ক্রি।

উমাপতি—উমানাথ, শিব। ৬তৎ। সং; পু।

উমাবন—নগরবিশেষ, ইহার নামান্তর বাণপুর বা শোণিতপুর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

উমাসহায়—শিব। ৬তৎ। সং; পু।

উমাসুত—গণেশ বা কার্ত্তিক। ৬তৎ। সং; পু।

উমিচাঁদ—খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে (আলিবর্দ্দী খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব, তখন) আমিনচাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিক্‌ অপর একজন শিখ বণিকের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই আমিনচাঁদ বাঙ্গালার ইতিহাসে উমিচাঁদ নামে পরিচিত। সে সময়ে বৈষ্ণবদাস শেঠ ও মাণিকচাঁদ শেঠ নামক দুইজন বণিক্‌ বাঙ্গালায় বহুবিস্তৃত বাণিজ্য করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আমিনচাঁদ আসিয়া সেই বণিকদের নিকট হইতে বাণিজ্য-বিষয়ক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া শীঘ্রই বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান বণিক হইয়া যথেষ্ট ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। নবাব সরকারেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাণিজ্য-সূত্রে ইংরেজদিগের সহিতও তাঁহার সদ্ভাব স্থাপিত হয়। অনেক সময় তিনিই নবাব ও ইংরাজদিগের মধ্যে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যস্থতা করিতেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ৯ই এপ্রেল আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর, তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা নবাব হইলে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। নবাবের সৈন্য কলিকাতা আক্রমণ করিলে তাহারা লুণ্ঠনে আশানুরূপ ধনরত্ন না পাইয়া আমিনচাঁদের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া ৪ লক্ষ টাকার হীরামুক্তাদি জহরৎ অপহরণ করিয়া লয়। ইহার কিছুদিন পরে যখন মিরজাফর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন আমিনচাঁদ ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া ৩০ লক্ষ মুদ্রার দাবী করেন। ক্লাইব স্বীকৃত হইয়া দুইখানি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করেন—একখানি কৃত্রিম (লাল), আর একখানি সাদা; যেখানি খাঁটি, তাহাতে ওয়াটসন প্রভৃতি সই করেন। কথিত আছে ক্লাইব ওয়াটসনের নাম জাল করেন।

মিরজাফর নবাব হইলে উমিচাঁদকে আসল চুক্তিপত্রে কোন মুদ্রার উল্লেখ নাই বলিয়া তাঁহার দাবী ৩০ লক্ষ মুদ্রার কিছুই দেওয়া হইল না। ইহাতে অত্যন্ত নিরাশ হইয়া তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হন এবং ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ৫ই ডিসেম্বর কালগ্রাসে পতিত হন।

উমিদ—আশা; আকাঙ্ক্ষা। বৈদেশিক। সং।

উমির—উমর দেখ।

উমিরজোর—উমরজোর দেখ।

উমেদ—আশা, আকাঙ্ক্ষা; কর্ম্ম, কার্য্য। বৈদেশিক। সং।

উমেদার (উমেদওয়ার)—আশাপোষক; আকাঙ্ক্ষী; কর্ম্মপ্রার্থী। বৈদেশিক।

উমেদারী (উমেদওয়ারী)—আশা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ; কর্ম্মপ্রার্থিত্ব, কর্ম্মপ্রাপ্তির চেষ্টা বা তজ্জন্য অন্যের উপাসনা। বৈদেশিক। সং।

উমেশ—শিব। উমার ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

উমেশচন্দ্র দত্ত (১)—১৮৪০ খৃঃ অব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ইনি দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে বি, এ পাশ করিয়া ইনি হিন্দুস্কুল, কোন্নগর হাইস্কুল, বেথুন কলেজ ও হরিনাভির স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শেষোক্ত স্থানে ইনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া উপাসনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গ্রামস্থ লোকের প্রতিকূলতায় উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। উত্তরকালে আবার তাঁহারাই সমাজস্থাপন উদ্দেশ্যে একখণ্ড ভূমিদান করেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। উমেশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করাতে দেশের লোকে ইঁহার উপর এক সময়ে এত বিরক্ত হইয়াছিল যে, যখন ইঁহার পিতামহী দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁহাদিগের প্ররোচনায় মজিলপুরের কোনও দোকানদার ইঁহাকে শবদাহ জন্য কাষ্ঠ বিক্রয় করে নাই। উমেশচন্দ্র অনুজ দীননাথের সহিত গৃহপার্শ্বস্থ একটি আম্রবৃক্ষ কুঠার দ্বারা স্বহস্তে ছেদন করিয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। কলিকাতাই ইঁহার শেষ এবং প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। এইখানেই ইঁহার প্রিয়তম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটি কলেজ ও মূকবধির বিদ্যালয় প্রভৃতি ইঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য ইনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৩৫ বৎসর ধরিয়া এই উদ্দেশ্যে ইনি "বামাবোধিনী" পত্রিকা পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন। উমেশচন্দ্র ধনী ছিলেন না, কিন্তু পরদুঃখমোচনে ইঁহার হৃদয় নিয়ত নিযুক্ত ছিল। তাঁহার ন্যায় আড়ম্বরশূন্য, ঈশ্বরপরায়ণ, নিস্পৃহ, নিষ্কাম ও সংযত কর্ম্মযোগী বর্ত্তমান সময়ে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি দুই বৎসর বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইয়া বাং ১৩১৪ সালের ১১ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি ১১টার সময় কলিকাতায় আপনার আন্টনী বাগান লেনস্থ "দত্তনিবাসে" প্রাণত্যাগ করেন। ইনি নিজে যেমন কর্ম্মী ছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মিগণের প্রতি তেমনই শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন। তাই প্রতি বৎসর ডেভিড হেয়ার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বেথুন প্রভৃতি কৃতিগণের মৃত্যুদিবসে তাঁহাদিগের সমাধিস্থানে বন্ধুবর্গের সহিত ভক্তিপ্রীতি উপহার প্রদান করিতেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে ১লা জুন ইনি এই উপলক্ষে হেয়ার সাহে-

বের কবরস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সেই ইঁহার সাধারণের সমক্ষে শেষ কার্য্য। সকল কার্য্যে ইনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ রাখিয়া প্রবৃত্ত হইতেন। ইঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আন্তরিকতার নিমিত্ত সকলেই ইঁহার প্রতি ভক্তিমান্ ছিল।

উমেশচন্দ্র দত্ত (২)—কলিকাতার বহুবাজারের সুবিখ্যাত কায়স্থ দত্তপরিবারে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তপরিবারের আদি পুরুষ অক্রূর দত্ত ইঁহার প্রপিতামহ। উমেশচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ ও পিতামহের নাম রামমোহন। উমেশচন্দ্র দুর্গাচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র। উমেশচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিতেন ও নবীন লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত নিজেই উৎকৃষ্ট রচনার জন্য পুরস্কার দিতেন। একবার Goldsmithএর Hermit কবিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়। উহার জন্য উমেশচন্দ্র নিজেও 'মাধবমালতী' নাম দিয়া একটি অনুবাদ পাঠান, উহাতে কেবল তাঁহার উপাধির আদি অক্ষর 'দ' ছিল। পরীক্ষকগণ অবশ্য জানিতেন না যে উহা উমেশচন্দ্রের লিখিত। পরীক্ষায় উক্ত অনুবাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মূলানুগত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রভাকর-সম্পাদকের মতে 'দ' এর রচনায় "দ পড়ে নাই।" অন্যান্য লেখকগণের মধ্যে বাবু রাধামাধব মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র বসু ছিলেন। বাং ১২৬৫ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে দেখা যায়, "বাবু রাধামাধব মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র বসুর রচনায় স্থানে স্থানে মূলের সহিত অনৈক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের উভয় কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছিল, এজন্য উপহারদাতা কবিতাবান্ধব কাব্যপ্রিয় উমেশবাবু তৎপাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত উভয় ছাত্রকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান দ্বারা আনন্দিত করিয়া আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করেন।" এই কৌতূহলজনক ব্যাপারেই বুঝা যাইতেছে, উমেশচন্দ্র অনুবাদে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইংরাজকবি মুরের অনেক কবিতার তিনি বাঙ্গালা ছন্দে অনুবাদ করেন। গান বাঁধিতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। শান্তিপুরের মতিলাল রায় এবং গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের যখন কারাদণ্ড হয়, তখন তিনি উহা উপলক্ষ করিয়া গান বাঁধেন। তাঁহার গানের একটা বিশেষত্ব ছিল, উহা ব্যঙ্গরসাত্মক। প্রজার করবৃদ্ধি ও কেরীর দশ আইন উপলক্ষে তিনি গান বাঁধিয়াছিলেন। ঐ সকল গান খর্দ্দমিনি নিবাসী হীরাজ নামক বিখ্যাত গায়ককর্ত্তৃক গীত হইত। কিশোরীচাঁদ মিত্র যখন কর্ম্মত্যাগ করেন, তখন উমেশচন্দ্রের এক হাস্যরসাত্মক গান বাহির হয়। এই সকল গানের অধিকাংশই প্রকাশিত হয় নাই, চেষ্টা করিলে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় Hindoo Metropolitan College প্রতিষ্ঠিত হইলে, উমেশচন্দ্র তাহার অন্যতম অবৈতনিক সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। তিনি দেশের অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি উমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ইঁহার সন্তানাদি নাই।

উমেশচন্দ্র দত্ত—(৩)—ইনি সাধারণতঃ 'দত্ত' উপাধিতে পরিচিত হইলেও ইঁহার বংশগত প্রকৃত উপাধি "দত্ত গুপ্ত", কারণ ইনি বৈদ্যসন্তান। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে নদীয়া-কৃষ্ণনগরে ইঁহার জন্ম হয়। উমেশচন্দ্রের বয়স যখন দুই বৎসর, সেই সময়ে ইঁহার পিতা দুর্গাপ্রসাদ দত্তের মৃত্যু হয়। "তিনি ২৪ পরগণার জজ আদালতের মুন্সী ছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত দানশীলতা হেতু অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই।" উমেশচন্দ্র দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন বলিয়া প্রথমে তাঁহার শিক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে, পরে কৃষ্ণনগরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট চার্লস্ হব্ হাউসের নিকট ইনি সাহায্য প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত ব্যয় দিতে স্বীকৃত হন। ১৮৪৬ খৃ: অব্দে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবেশ লাভ করিয়া উমেশচন্দ্র উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। একবার রিচার্ডসন সাহেব তাঁহার Merchant of Veniceএর আবৃত্তি শুনিয়া পূর্ণসংখ্যা ৫০এর মধ্যে ৬০ দিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃ: অব্দে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় ইনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি চট্টগ্রামে ১০০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ঢাকায় হেডমাষ্টারি করিয়া ১৮৫৭ খৃ: কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। ১৮৮১ খৃ: অব্দে ইনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের শেষভাগে ইনি কৃষ্ণনগরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৯১৬ খৃ: অব্দে ২১শে জুন ৮৭ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন। অবসর গ্রহণের পর মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত ইনি চারি সহস্র টাকা হিসাবে বৃত্তিভোগ করিতেন। ইঁহার বন্ধুবাৎসল্য ও প্রতিভার নানারূপ গল্প শোনা যায়। ইঁহার মত প্রতিভাশালী বাঙ্গালী ছাত্র খুবই বিরল। ইনি বাস্তবিকই বঙ্গের সুসন্তান ছিলেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুলের মধ্যস্থিত রামনগর গ্রামে বাং ১২৫৯ সালের ভাদ্রমাসে উমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দুর্গাচরণ বটব্যাল এবং মাতা প্রসন্নকুমারী। উমেশচন্দ্র রাধানগর ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৬৮ খৃ: অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজে এফ, এ, ও বি, এ অধ্যয়ন করেন এবং ৪ বৎসর অধ্যয়নের পরে ১৮৭২ খ্রী: অব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর, ১৮৭৪ খৃ: সংস্কৃতে এম, এ, এবং ১৮৭৫ খৃ: অব্দে বি, এল, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৭৬ খৃ: অব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়াট পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তখন গবর্ণমেণ্ট কাগজের শতকরা ৫৲ টাকা সুদ ছিল বলিয়া ষ্টুডেন্টসিপ পরীক্ষোত্তীর্ণগণ দশসহস্র টাকা বৃত্তি পাইতেন। উমেশচন্দ্রও তাহাই পাইয়াছিলেন।

১৮৭৭ খৃ: অব্দে উমেশচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। দশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন করার পর, ষ্টাটুটারি সিভিল সার্ব্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানা স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য করেন। বাং ১৩০৪ সালে বগুড়ায় অবস্থিতি সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক নানাবিধ চিকিৎসায় চিকিৎসিত হইয়া ১৩০৫ সালের ১লা শ্রাবণ ইনি পরলোক গমন করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এতাদৃশ বহুগুণান্বিত বঙ্গসন্তান ৪৬ বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুকালে ইঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন।

উমেশচন্দ্র স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি 'সাহিত্য' পত্রে বৈদিককালে গোহত্যাবিষয়ক যে কতিপয় প্রবন্ধ লিখেন, বোধ হয় তাহাই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। পরে তিনি "সাধনা" পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করেন। উমেশচন্দ্রের রচনার একটী প্রধান গুণ এই যে, তিনি প্রায়ই নূতন কথার অবতারণা করিতেন, পুরাতন কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দ্বারা বিরক্তি উৎপাদন করিতেন না। আর যেখানে বাধ্য হইয়া পুরাতনের উল্লেখ

করিতেন, সেখানেও পুরাতনকে নূতনবৎ সজ্জিত করিয়াই প্রকাশিত করিতেন।

বিদ্যালয়ে পাঠ সময়ে উমেশচন্দ্র পৌত্তলিকতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন এবং হিন্দুর বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতির প্রতিও আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি বেদের বহু দেববাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের আবিষ্কারে যত্ন করিয়াছিলেন। এক সময়ে নাস্তিকভাবাপন্নও হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে বর্ণচতুষ্টয়ের সম্বন্ধে বেদমূলক আচারাদি স্বীকার করিতেন, তবে বলিতেন যে, কালের পরিবর্ত্তনে ঐ সকল আচারেরও পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি সাধারণতঃ ডব্লু, সি, বনর্জ্জী (W. C. Bonerjee) নামে পরিচিত। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ২৯শে ডিসেম্বর খিদিরপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতামহ পীতাম্বর কলিয়র বার্ড কোং(Collier Bird &c. Co) নামক এটর্ণীর আফিসে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশ চন্দ্র এটর্ণী ছিলেন। বাল্যকালে উমেশ চন্দ্রের লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিল না। ইনি থিয়েটার করিয়া বেড়াইতেন। শেষে ইঁহার পিতা ইঁহাকে এক এটর্ণী আফিসে কেরাণী করিয়া দিলেন, সেখানে আইনের প্রতি ইঁহার অনুরাগ জন্মে। তাহার পর ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সেখান হইতে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারের সময় ইনিই কাজ করিয়াছিলেন। ইনিই, এদেশীয়ের মধ্যে প্রথম ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেল হয়েন। ইনি ১৮৮০ খৃঃ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য মনোনীত হয়েন। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে উহার প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ লাভ করেন। ইনি ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বোম্বাই সহরে প্রথম যে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং ১৮৯২ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয়বার জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির পদ লাভ করেন। দুইবার হাইকোর্টের জজের পদ গ্রহণের নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি ইংলণ্ডে একটী কংগ্রেস কমিটী করেন। এখান হইতে ১৯০২ সালে ইংলণ্ডে গিয়া প্রিভিকাউন্সিলে ব্যবসায় করিতে থাকেন। সেখানে ১৯০৬ সালে ক্রয়ডননামক স্থানে 'খিদির পুরহাউসে' মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

উর্ম্মদা—উৎকৃষ্ট। বৈদেশিক। বিণ।
উয়ল—১। উজ্জ্বল। বিণ। ২। উদিত হইল; প্রকাশ পাইল। ক্রি। প্রা, ক।
উয়ানি, উয়ানী—রোঁয়ানি, উমানি (তাহা দেখ)। [দেশজ। কবিপ্রয়োগ।
উর, উরহ—অবতীর্ণ হও, আবির্ভূত হও।
উরঃ (উরস্)—বক্ষঃ। ঋ+অস্ ক। সং; ক্লী।
উরঃসূত্রিকা—বক্ষোবিলম্বী মৌক্তিকহার। উরসি (বক্ষে) লম্বিতা যে সূত্রিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।
উরঃস্থল—বক্ষঃস্থল, বুক। কর্ম্মধা বা ৬তৎ।
উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম—সর্প। উরস্ (বক্ষঃ)—গম (গমন করা)+ড, পক্ষান্তরে খ ক, নিপাতনে। সং; পু। [বহু। সং; পু।
উরগভূষণ—শিব, মহাদেব। উরগ ভূষণ যাঁহার,
উরগরাজ—সর্পগণের রাজা, বাসুকি। উরগদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।
উরগস্থান—নাগলোক, পাতাল। ৬তৎ। সং।
উরগারি—গরুড়; ময়ূর। নকুল। উরগের (সর্পের) অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।
উরগাশন—গরুড়; ময়ূর; নকুল। উরগ অশন যাহার, বহু। সং; পু।
উরগেন্দ্র—সর্পরাজ, বাসুকি। উরগের (সর্পের) ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।
উরঙ্গ, উরঙ্গম—উরগ দেখ। [প্রয়োগ।
উরজ—কুচ, স্তন। উরোজ শব্দের অসাধু
উরঝাই—বিশুষ্ক; ম্লান, মলিন। প্রা, ক।
উরণ—মেষ, মেড়া; মেঘ। ঋ (গমন করা)+অন্ ক নিপাতনে। সং; পু। স্ত্রী উরণী।
উরৎ, উরত—উরু, জঙ্ঘা, দাবনা। দেশজ। সং।
উরধা—বরণ করা। ক্রি। প্রা, ক।
উরভ্র—মেষ, মেড়া। সং; পু।
উরমাল—উরুমাল দেখ।
উররী, উরী—স্বীকার; বিস্তার। অ।
উররীকার, উরীকার—স্বীকার, অঙ্গীকার। উররী বা উরী—কৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
উররীকৃত, উরীকৃত—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত; বিস্তৃত। উররী বা উরী—কৃ+ক্ত ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কৃতা।
উরল—উদিত হইল, উঠিল, প্রকাশ পাইল, আবির্ভূত হইল। ক্রি। প্রা, ক।
উরশ্ছদ—কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। উপ; উরস্—ছিদ্ ছদ (=ছাদি)+ঘ ক। সং; পু।
উরস্—উরঃ দেখ।
উরস—বক্ষঃ, বুক। সংস্কৃত উরস্ শব্দের বাঙ্গালা অপপ্রয়োগ।
উরসান—উনান, চুয়ান, ক্ষরা, ক্ষরিত হওয়া। প্রাদে। ক্রি। [৭মীর ১বচন।
উরসি—বক্ষে, বুকে। সংস্কৃতপদ, উরস্ শব্দের
উরসিজ—কুচ, স্তন। অলুক্ উপ; উরসি—জন+ড ক। সং; পু।

উরসিরুহ—উরসিজ, স্তন, কুচ। অলুক্ উপ; উরসি—রুহ+অন্ ক। সং; পু।
উরসিল—বিশালবক্ষাঃ, প্রশস্ত বক্ষোযুক্ত। উরস্+ইল আছে অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উরসিলা। [সং; পু।
উরস্কট—বক্ষোলম্বিত যজ্ঞসূত্র। উরস্+কট।
উরস্তঃ (উরস্তস্)—বক্ষঃ হইতে, বুক থেকে। উরস্+তস্ ৫মী স্থানে। অ।
উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ—কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া; বক্ষোবস্ত্র। উপ; উরস্—ত্রৈ+ড ক, অনট্ ণ। সং; ক্লী। [ক্লী।
উরস্থল—উরঃস্থল, বক্ষঃ; বুক। কর্ম্মধা। সং;
উরস্য—১। বক্ষোজাত, হৃদয়জাত; ঔরস। উরস্ শব্দ+য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উরস্যা। ২। ঔরস পুত্র। সং; পু।
উরস্যা—১। বক্ষোজাতা, ইত্যাদি। উরস্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ঔরস কন্যা। সং; স্ত্রী।
উরস্বান (উরস্বৎ)—উরসিল, বিশালবক্ষাঃ। উরস্+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী উরস্বতী।
উরহ—উর দেখ। [বাঙ্গালা কবিপ্রয়োগ।
উরহি—বক্ষে, বুকে। সংস্কৃত উরসি পদের
উরা—উদিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, উপস্থিত হওয়া, অধিষ্ঠান করা। ক্রি। ক, প্র।
উরী—উররী দেখ।
উরীকার—উররীকার দেখ।
উরীকৃত—উররীকৃত দেখ। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী উর্ব্বী।
উরু—মহৎ, বড়। ঊর্ণু+কু ক, নিপাতনে।
উরুক্রম—বামনদেব, বিষ্ণু; বুদ্ধদেব। উরু ক্রম (পাদক্ষেপ) যাহার, বহু। সং; পু।
উরুগায়—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। সং; পু।
উরুমার্গ—দীর্ঘপথ। কর্ম্মধা। সং; পু।
উরুমাল, উরমাল—রুমাল; ঘোটকের পাদত্রাণ, ঘোড়ার দাবনায় বাঁধিবার চামড়া। প্রা, ক।
উরুরী—উররী। অ।
উরোগামী (—গামিন্)—বক্ষোযোগে গমনশীল, যে বুকে হাঁটে। উপ; উরস্—গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —গামিনী।
উরোগ্রহ—বক্ষোব্যথা, বুকবেদনা। উরস্এর গ্রহ (উরঃ+গ্রহ), ৬তৎ। সং; পু।
উরোঘাত—বক্ষে আঘাত, বুক চাপড়ান; বুকবেদনা। উরসি ঘাত (উরঃ+ঘাত), ৭তৎ। সং; পু।
উরোজ—১। বক্ষোজাত। উরস্ (বক্ষঃ)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উরোজা। ২। কুচ, স্তন সং; পু।
ঊর্জ্জিত—তাক্ত; বর্দ্ধিত। ঊর্জ্জ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঊর্জ্জিতা। [সং; পু।
ঊর্ণনাভ—মাকড়সা। ঊর্ণা নাভিতে যাহার, বহু।
ঊর্ণা—ঊর্ণা দেখ। [বৈদেশিক। সং।
ঊর্দ্ধি—প্রহরী প্রভৃতির রাজনির্দ্দিষ্ট জামা।

উর্দ্দু—আরবী, পারসী ও হিন্দী এই তিন ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন ভাষা। সং।

উর্দ্দু বাজার—সেনানিবেশের বাজার। সং।

উর্ব্ব—জনৈক মুনি, ইঁহার পুত্রের নাম ঔর্ব্ব। সং; পু।

উর্ব্বর—সর্ব্বশস্যোৎপাদক (ভূমি-ক্ষেত্রাদি)। উরু শব্দ—ঋ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উর্ব্বরা। বিশেষ্যে উর্ব্বরতা।

উর্ব্বরা—১। সর্ব্বশস্যোৎপাদিকা। উর্ব্বর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সর্ব্বশস্যোৎপাদিকা ভূমি; যে কোন প্রকার ভূমি। সং; স্ত্রী।

উর্ব্বশী—স্বনামখ্যাত স্বর্বেশ্যা। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে:—"নরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলে ইন্দ্র স্বীয় রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কায় কামদেব ও অপ্সরাদিগকে তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য প্রেরণ করিলেন। নরনারায়ণ ইঁহাদিগের কার্য্যকলাপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইঁহাদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। সমাগত দেবগণ নরনারায়ণের এই অলৌকিক ইন্দ্রিয়সংযম দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নরনারায়ণ তাঁহাদিগকে অদ্ভুতদর্শন সমলঙ্কৃত রমণীমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন, এবং দেবগণকে সেই সকল রমণীর মধ্যে একটীকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। দেবগণ উর্ব্বশীকে গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থিত হইলেন।" নারায়ণের উরু ভেদ করিয়া সমুদ্ভূত হওয়ায় ইঁহার নাম উর্ব্বশী হইল।

বেদের মতে, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠের জন্ম। বৃহদ্দেবতার মতে, মিত্রাবরুণ যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দর্শন করিলে বাসতীবর যজ্ঞে তাঁহাদিগের রেতঃস্খলন হয়, তাহাতেই অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে:—"কোন সময়ে বিষ্ণু ধর্ম্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপোনিরত হন। ইন্দ্র আপনার রাজ্যচ্যুতির ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত কামদেব ও অপ্সরাদিগকে প্রেরণ করেন। অপ্সরারা বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গে অকৃতকার্য্য হইলে কামদেব স্বীয় উরু হইতে উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করিলেন। উর্ব্বশী বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহাতে ইন্দ্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উর্ব্বশীকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উর্ব্বশীও তাহাতে সম্মতা হন। অতঃপর মিত্রাবরুণ উর্ব্বশীকে কামনা করিলে উর্ব্বশী ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে মিত্রাবরুণ অসন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে উর্ব্বশী মনুষ্যভোগ্যা হইয়া রাজা পুরূরবার পত্নীরূপে দীর্ঘকাল মর্ত্ত্যলোকে বাস করেন।"

উর্ব্বশী-রমণ,—বল্লভ—চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবাঃ। উর্ব্বশী মিত্রাবরুণের শাপে মানবভোগ্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে রাজা পুরূরবা ইঁহাকে বিবাহ করেন। ৬তৎ। সং; পু।

উর্ব্বারু—কাঁকুড়। সং; পু।

উর্ব্বী—১। মহতী, বৃহতী, বিপুলা। উরু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

উর্ব্বীধর—ভূধর, মহীধর, পর্ব্বত, সর্পরাজ বাসুকি। ৬তৎ। সং; পু।

উর্ব্বীরুহ—মহীরুহ, বৃক্ষ। উপ; উর্ব্বী রুহ+অন্ ক। সং; পু।

উল—১। পশুলোম, পশম। ইং (wool)। সং। ২। অবতরণ কর, নাম। গ্রাম্য। ক্রি। [স্ত্রী উলঙ্গিনী।

উলঙ্গ—নগ্ন; বিবস্ত্র, বিবসন। দেশজ। বিণ।

উলঙ্গা—উলঙ্গ করা, নেংটা করা; অনাবৃত করা; নিষ্কোষিত করা। ক্রি। ক, প্র।

উলঙ্গিনী—উলঙ্গ দেখ।

উলট—১। বিপরীত, বিপর্য্যস্ত। দেশজ। বিণ। ২। অধোমুখ, উপুড়। প্রা, ক।

উলট-কম্বল—ঔষধ বৃক্ষবিশেষ। দেশজ।

উলট-পালট—সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত, উলটান-পালটান, উপর নীচে করা। দেশজ। বিণ।

উলটল—উল্টাইয়া গেল। প্রা, ক।

উলটা—১। বিপরীত, বিপর্য্যস্ত; ফিরান, ঘুরান। দেশজ। বিণ। ২। উলটান (গ্রাহ্য দেখ)। ক্রি। [ঘুরান। দেশজ। ক্রি।

উলটান—বিপরীত বা বিপর্য্যস্ত করা; ফিরান,

উলটা-পালটা—১। উলট পালট, সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত। দেশজ। বিণ। ২। উলট-পালট করা, বিপর্য্যস্ত করা। ক্রি।

উলটায়বি—উলটাইবি, উলটা করিবি। প্রা, ক। [সং।

উলণ—রোগবিশেষ। উৎপণ শব্দের অপভ্রংশ।

উলপ, উলুপ—১। গুল্মিনী, বিস্তীর্ণা লতা। বল ধাতু (বলবান্ হওয়া)+কপন্, কুপন ক। সং; পু বা ক্লী। ২। উলুখড়। সং; পু।

উলমা—পণ্ডিত, অধ্যাপক, আচার্য্য। বৈদেশিক।

উলসিত—আহ্লাদিত, পুলকিত। উল্লসিত শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

উলা—অবতরণ করা, নামা। প্রাদেশিক। ক্রি।

উলান—অবতরণ করান, নামান। প্রাদে। ক্রি।

উলি—নামিয়া। ক্রি। ক, প্র।

উলিন্দ—দেশবিশেষ। সং; পু।

উলু—হুলুধ্বনি, জিহ্বা দ্বারা মঙ্গলশব্দ; ঘর ছাইবার একরকম খড়। দেশজ। সং।

উলুই—অলক্ষ্মী, উড়নচণ্ডী, ডোকলা, অপব্যয়ী। প্রাদেশিক। বিণ।

উলুকা—উল্কা শব্দের অপভ্রংশ। উল্কা দেখ।

উলুখড়—ঘর ছাইবার একরকম তৃণ, ছন। দেশজ। সং।

উলুপ—উলপ দেখ।

উলুপী (—পিন্), উলূপী (—পিন্)—শিশুমার, শুশুক; কর্দ্দমার মৎস্য। সং; পু।

উলুয়া—উলো দেখ।

উলূক—১। পেচক, পেঁচা; দেবরাজ ইন্দ্র; উলপ, উলুখড়। বল ধাতু+উক ক। সং; পু। ২। মহাভারতোক্ত দুর্য্যোধনের দুর্বৃত্ত মাতুল শকুনির পুত্র। পিতার ন্যায় ইনিও দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে বাস করিতেন। বিরাটভবনে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস কালে ইনি ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক তাঁহাদের নিকটে প্রেরিত হইয়া দূতের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। পরন্তু দৌত্য ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য; সুতরাং এই কর্ম্মে কোন ব্রাহ্মণের যাওয়া উচিত ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পালকের পক্ষে থাকিয়া পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, এবং শেষ দিবসের সমরে সহদেবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

উলূপী (—পিন্)—উলুপী দেখ। সং; পু।

উলূপী—ঐরাবত-কুলসম্ভূত কৌরব্য-নামক নাগরাজের কন্যার নাম উলূপী। অর্জ্জুন একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ভ্রমণকালে এই নাগকন্যা দ্বারা আকর্ষিত হইয়া নাগলোকে গমন করেন, এবং তথায় ইঁহার প্রার্থনামতে ইঁহাকে বিবাহ করেন। উলূপী সন্তুষ্টা হইয়া অর্জ্জুনকে এই বর দেন যে, তিনি জলমধ্যে অজেয় হইবেন এবং সমস্ত জলচর জন্তুই তাঁহার বধ্য হইবে। কুরুক্ষেত্র সমরের পর অশ্বমেধযজ্ঞকালে যজ্ঞীয় অশ্ব বভ্রুবাহন বন্ধন করেন, তাহাতে অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে অর্জ্জুন পরাজিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। পরে উলূপীই নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী আনিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। সং; স্ত্রী।

উলূলু—মাঙ্গলিক ধ্বনিবিশেষ। উলু শব্দের মিত্র। সং; পু।

উলো, উলুয়া—গো-শকটের চক্রনাভির মুখলগ্ন লৌহবলয়। প্রাদেশিক। সং।

উষ্ক-খুস্ক—অবিন্যস্ত, বিশৃঙ্খল; উদাসভাবাপন্ন, সন্ত্রস্ত, ভয়চকিত। দেশজ। বিণ।

উল্কা—আকাশ হইতে পতিত অগ্নিপিণ্ড; তেজঃপুঞ্জ; অগ্নি; মশাল। উল (দগ্ধ করা)+ক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

উল্কাজিহ্ব—বহ্নি, অগ্নি। উল্কাই জিহ্বা যাহার, বহু। সং; পু।

উল্কাধারী (—ধারিন্)—মশালবাহক, মশালচী।

উপ; উল্কা—ধৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ধারিণী। [৬তৎ। সং; পু।

উল্কাপাত—আকাশ হইতে উল্কার পতন।

উল্কাপিণ্ড—আকাশ হইতে পতিত উল্কা; গোলাকার উল্কাপ্রস্তর। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু।

উল্কাপ্রস্তর—আকাশ হইতে পতিত প্রস্তর-বিশেষ; একপ্রকার পাথর। ৬তৎ। সং।

উল্কামুখ—রাক্ষস; প্রেতবিশেষ। উল্কার ন্যায় মুখ যাহার, বহু। সং; পু।

উল্কামুখী—১। রাক্ষসী; শৃগালীবিশেষ, খ্যাক-শিয়ালী। উল্কার ন্যায় মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। ২। প্রচণ্ড ক্রোধজন্য সর্ব্বদা রক্তবর্ণমুখবিশিষ্টা (স্ত্রীলোক)। বিণ; স্ত্রী।

উল্কি, উল্কী—সূচিবেধ দ্বারা গাত্রে চিরস্থায়ী কৃষ্ণবর্ণচিহ্ন (tattoo)। দেশজ। সং।

উল্টন, উল্টান—বিপরীত করা বা হওয়া; বদলান; ফিরান, ঘুরান। দেশজ। ক্রি।

উল্টা—বিপরীত, বিপর্য্যস্ত; পরিবর্ত্তিত; অধোমুখ; ফিরান, ঘুরান; খণ্ডিত, কাটান। দেশজ। বিণ।

উল্টান—উল্টন দেখ।

উল্টান-পাল্টান—উলটান-পালটান (তাহা দেখ)।

উল্টিয়া, উল্টে—পালটিয়া, ফিরিয়া, ঘুরিয়া; বিপরীত করিয়া বা হইয়া। দেশজ। ক্রি।

উল্মুক—১। অঙ্গার। উল (দগ্ধ করা)+মুক ক। সং; ক্লী। ২। বৃষ্ণিবংশীয় নরপতি বিশেষ। সং; পু।

উল্লঙ্ঘন—অনতিক্রম; লঙ্ঘন, ডিঙ্গান, লাফাইয়া পার হওয়া। উদ্—লন্ঘ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উল্লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘ্য—অতিক্রমণীয়; উল্লঙ্ঘন যোগ্য; লঙ্ঘনীয়। উদ্—লন্ঘ+অনীয় য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —নীয়া, —ঙ্ঘ্যা।

উল্লঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত; লঙ্ঘিত। উদ্—লন্ঘ (লঙ্ঘন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উল্লঙ্ঘ্য—উল্লঙ্ঘনীয় দেখ।

উল্লম্ফ, উল্লম্ফন—লাফান; অতিক্রমকরণ; লাফাইয়া পার হওয়া। উদ্—লন্ফ+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

উল্লল—কম্পান্বিত, কম্পমান; লোমশ। উদ লল+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উল্ললা।

উল্ললিত—কম্পিত; তরলিত; আন্দোলিত। উদ্—লল+ক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

উল্লসন—লোমহর্ষণ, রোমাঞ্চ। উৎ—লস্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উল্লসিত—প্রফুল্ল; আনন্দিত; শোভিত, উজ্জ্বল; উদগত; স্ফুরিত। উদ্—লস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উল্লসিতা।

উল্লাপ—ইষ্টবিয়োগ বা অনিষ্টসংযোগ জনিত শোকধ্বনি। উদ্—লপ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উল্লাপন—শাস্ত্র ব্যাখ্যান, শাস্ত্রার্থ প্রকাশ। উৎ—লাপি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উল্লাল—শিশুর হস্তপদ আস্ফালন বা ক্রোড়ে থাকিয়া নৃত্য। উদ্—লল্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উল্লাস—প্রফুল্লতা; আহ্লাদ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; ঔজ্জ্বল্য; প্রকাশ; উত্তোলন। উদ্—লস (ক্রীড়া করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উল্লাসিত—১। উল্লাসযুক্ত, হৃষ্ট, আহ্লাদিত। উল্লাস+ইত যুক্তার্থে। ২। হর্ষিত, যাহার আনন্দ জন্মান হইয়াছে। উদ্-ণিজন্ত লস (=লাসি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

উল্লাসী (উল্লাসিন্)—উল্লাসযুক্ত; আনন্দিত, আহ্লাদিত; প্রভাবসম্পন্ন; দীপ্তিযুক্ত। উল্লাস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী উল্লাসিনী।

উল্লিখিত—চিত্রিত; উৎকীর্ণ; কুন্দিত; চাঁচা-ছোলা; বর্ণিত, কথিত, উক্ত। উদ্—লিখ (লেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

উল্লুক—নীল বানর। উদ্—লুচ (উত্তোলন করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

উল্লুণ্ঠন—লুটপাট; মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি; গাত্রাবর্ত্তন; কৌতুক, পরিহাস, তামাসা। উদ্—লুন্ঠ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উল্লেখ—বর্ণন, কথন; খনন; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। উদ্—লিখ (লেখা)+অস্ ভা। সং; পু।

উল্লেখন—বমন; কোঁদা; চাঁচা, বর্ণন, কথন; খনন। উদ্—লিখ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উল্লেখযোগ্য—বলিবার উপযুক্ত, বর্ণনযোগ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —যোগ্যা।

উল্লোল—১। দুলিতেছে এরূপ, দোদুল্যমান। উদ্—লুড় (বিলোড়িত করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উল্লোলা। ২। বড় ঢেউ। সং; পু। [হওয়া)+বন্ অধি। সং; ক্লী।

উল্ব—জরায়ু, গর্ভাশয়; গর্ত। উচ (মিলিত

উল্বণ—১। স্ফুট, ব্যক্ত; বিশদ; তীক্ষ্ণ, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত; উদ্ভট। উদ্—বী (গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উল্বণা। ২। রোগবিশেষ। সং; ক্লী।

উল্‌সন, উল্‌সান—উল্লসিত হইয়া উঠা, হর্ষান্বিত হওয়া; উত্তেজিত হওয়া, উস্‌কাইয়া উঠা। প্রাদেশিক। ক্রি। [সং; পু।

উশনাঃ (উশনস্)—শুক্রাচার্য্য। বশ+অনস্ ক।

উশী—ইচ্ছা, বাসনা। বশ+ই ভা। সং; স্ত্রী।

উশীনর—১। গান্ধার দেশ। উশীপ্রদ নর আছে যথায়, বহু। সং; পু। ২। যদু-বংশীয় জনৈক নরপতি; ইঁহার পিতার নাম মহামনা ও পুত্রের নাম শিবি। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং বহু যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহার ধর্ম্মবল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদা ইন্দ্র শ্যেনমূর্ত্তি ও অগ্নিদেব কপোত-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। কপোত শ্যেন কর্তৃক অনুসৃত হইয়া উশীনর রাজার উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্যেন রাজার নিকট আপনার ভক্ষ্য কপোতকে প্রার্থনা করে। রাজা আশ্রিতপরিত্যাগ ঘোর অধর্ম্ম বলিয়া তাহাতে অসম্মত হইয়া শ্যেনকে কপোতের পরিবর্ত্তে তাহার ইচ্ছানুসারে অন্য কিছু গ্রহণ করিতে বলেন। তখন শ্যেন রাজার স্বীয় দেহ হইতে কপোত-পরিমিত মাংস প্রার্থনা করে। রাজা অম্লানবদনে আপনার শরীর হইতে স্বহস্তে মাংস কর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কপোত-পরিমিত মাংস দিতে দিতে তাঁহার শরীরের সমস্ত মাংস নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন শ্যেন ও কপোত স্ব স্ব প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করেন।

উশীর—বেণার মূল, খস্‌খস্। বশ (ইচ্ছা করা)+ঈর র্ম্ম। সং; পু বা ক্লী। [সং; পু।

উশীরস্তম্ব—বেণার মূলের ঝাড়। ৬তৎ।

উশুল—আদায়। বৈদেশিক।

উষ—১। প্রভাত; কামপরায়ণ, কামুক। উষ+ক ক। ২। গুগ্‌গুলু। উষ+ক র্ম্ম। সং; পু। ৩। পাংশু লবণ; ক্ষার মৃত্তিকা। সং; ক্লী।

উষঃ (উষস্)—প্রত্যুষ, প্রভাত। উষ (দগ্ধ করা)+অস্ ক। সং; ক্লী। [সং; পু।

উষঃকাল—প্রভাত সময়, উষা, ভোর। ৬তৎ।

উষতী—অশুভ বাক্য, অসৎ আলাপ। উষ+অৎ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

উষপ—সূর্য্য। উষ—পা+ড ক। সং; পু।

উষস্—উষঃ দেখ।

উষসি—১। প্রত্যূষে, প্রভাতে। সংস্কৃত পদ, বা উষস্ শব্দের ৭মীর ১বচন। ২। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বা ফেলিতে ফেলিতে। প্রা, ক। [সং; স্ত্রী।

উষসী—সন্ধ্যাকাল। উষ+অস্ ক+ঙীপ্।

উষা—১। রাত্রি; প্রভাত। বা। ২। রাত্রি; গবী। উষ+ক ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। দৈত্যপতি বাণরাজের কন্যার নাম উষা। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। [অনিরুদ্ধ দেখ]।

উষাকল—কুক্কুট। উপ; উষা—কল (শব্দ করা)+অন্ ক। সং; পু। [সং; পু।

উষাপতি—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। ৬তৎ।

উষারমণ—অনিরুদ্ধ। ৬তৎ। সং; পু।

উষিত—১। দগ্ধ; পর্য্যুষিত, বাসি। উষ (দগ্ধ

করা)+ক্ত র্ম। ২। কৃতবসতি, বাস করিয়াছে এরূপ; স্থিত, নিবিষ্ট। বস (বাস করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উষিতা।

উষিতঙ্গবীন—যাহাতে পূর্ব্বে গোসকল বাস করিয়াছে বা চরিয়াছে। উষিত শব্দ—গো শব্দ+খীন প্রাগ্‌ভূতার্থে। বিণ; ত্রি।

উষি-পুষি,—মুষি—অস্থিরতা প্রকাশ, চঞ্চলতা; ব্যস্ততা। প্রাদেশিক। সং।

উষীর—বেণার মূল, খশ্‌খশে। উষ (দগ্ধ করা) +ঈর র্ম। সং; পু বা ক্লী। [সং; পু।

উষেশ—উষাপতি, অনিরুদ্ধ। উষার ঈশ, ৬তৎ।

উষোশ—আরাম, বিশ্রাম, শ্রমলাঘব; অবকাশ। দেশজ। সং।

উষ্‌খুষ—অস্থিরতা প্রকাশ, চঞ্চলতা। প্রাদে।

উষ্ট্র—উট; ভারবহনকারী গাড়ী। উষ (দগ্ধ করা)+ষ্ট্রন্‌ ক। সং; পু। স্ত্রী উষ্ট্রী।

উষ্ট্রকণ্টকভোজন ন্যায়—ন্যায় দেখ।

উষ্ট্রক্রোশী (—ক্রোশিন্)—উষ্ট্রবৎ উচ্চশব্দকারী, যে উটের মত চেঁচায়। উপ; উষ্ট্র—ক্রুশ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ক্রোশিনী।

উষ্ট্রগ্রীব—১। উটের মত লম্বা গলাবিশিষ্ট। উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গ্রীবা। ২। ভগন্দর রোগ। সং; পু।

উষ্ট্রগ্রীবা—১। উষ্ট্রগ্রীব দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। উটের গলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

উষ্ট্রারূঢ়—উষ্ট্রপৃষ্ঠে আসীন, উটের পিঠে চড়িয়াছে এরূপ। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ঢ়া।

উষ্ট্রিকা—উষ্ট্রী, স্ত্রী-উট; মৃত্তিকানির্ম্মিত মত্ত ভাণ্ড। উষ্ট্র শব্দ+ক+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

উষ্ট্রী—উষ্ট্র দেখ।

উষ্ণ—১। গ্রীষ্মকাল; উষ্মা; পলাণ্ডু; আতপ। উষ (দগ্ধ করা)+নক্‌ ক। সং; পু। ২। তপ্ত, গরম; তীব্র; ক্ষিপ্রকর্ম্মা, চতুর, দক্ষ, পটু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উষ্ণা। বিশেষ্যে উষ্ণতা, উষ্ণত্ব।

উষ্ণক—১। উষ্ণকাল, নিদাঘ; আবর্ত্তন, ঘূর্ণন। উষ্ণ+কণ্‌। সং; পু। ২। ক্ষিপ্রকর্ম্মা, চতুর; প্রণত, অবনত; আর্ত্ত, আতুর। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উষ্ণকা।

উষ্ণকটিবন্ধ—উত্তরায়ণান্তবৃত্ত ও দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ (Torrid Zone)। সং; পু।

উষ্ণকর—১। উষ্ণকারক, উষ্ণতাজনক, যে বা যাহা গরম করে। উপ; উষ্ণ—কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী। ২। উষ্ণকিরণবিশিষ্ট, যাহার রশ্মি গরম। উষ্ণ কর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করা। ৩। সূর্য্য; অগ্নি। সং; পু।

উষ্ণকাল—গ্রীষ্মকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

উষ্ণতা—উত্তপ্ততা, উত্তাপ, গরমভাব; উগ্রতা, তীব্রতা, খরত্ব। উষ্ণ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

উষ্ণনদী—বৈতরণী নদী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

উষ্ণপ্রধান—গ্রীষ্মপ্রধান, যেখানে গরম বেশী। উষ্ণ প্রধান যেখানে, বহু। বিণ; ত্রি।

উষ্ণপ্রস্রবণ—যে স্বাভাবিক বিবর দিয়া ভূগর্ভস্থ উষ্ণজল ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, অথবা যেখানে জল সর্ব্বদাই উষ্ণ থাকিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাকে উষ্ণপ্রস্রবণ বলে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, এবং সেগুলি পবিত্র তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুঙ্গেরের নিকট এইরূপ একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তাহার নাম সীতাকুণ্ড। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উষ্ণরশ্মি—সূর্য্য। বহু। সং; পু।

উষ্ণবারণ—ছত্র, ছাতা। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

উষ্ণবীর্য্য—১। উগ্রবীর্য্য, তীক্ষ্ণ তেজোযুক্ত, তীব্র, খর; উষ্ণ বীর্য্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শিশুমার, শুশুক। সং; পু। ৩। উগ্রবীর্য্য, তীব্রতেজ; খুব ঝাঁজ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উষ্ণা—১। তপ্তা, ইত্যাদি। উষ্ণ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সন্তাপ; পিত্ত; ক্ষয়রোগ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

উষ্ণাংশু—সূর্য্য। উষ্ণ অংশু যাহার, বহু।

উষ্ণাগম—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের আগম হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

উষ্ণানুষ্ণ—তপ্ত বা অতপ্ত, উত্তপ্ত বা শীতল, গরম বা ঠাণ্ডা। উষ্ণ ও অনুষ্ণ, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। [যাহাতে, বহু। সং; পু।

উষ্ণাভিগম—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের অভিগম হয়

উষ্ণালু—আতপক্লান্ত; তাপসহনে অসমর্থ। উষ্ণ শব্দ+আলু। বিণ; ত্রি।

উষ্ণাসহ—হেমন্তকাল। উষ্ণের অসহ, ৬তৎ। সং; পু।

উষ্ণিক্ (উষ্ণিহ্)—উষ্ণীষ, মাথার পাক বা পাগড়ি। উৎ—স্নিহ্+কিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

উষ্ণিকা—যবের মণ্ড বা যাউ। উষ্ণ+কণ্ অল্পার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

উষ্ণীষ—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি; কিরীট। উষ্ণ+ঈষ +ক ক। সং; পু বা ক্লী।

উষ্ণীষধারী (—ধারিন্)—শিরস্ত্রাণ-ভূষিত, মস্তকে পাগড়িবিশিষ্ট। উপ; উষ্ণীষ—ধৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উষ্ণোদক—তপ্তবারি, গরমজল। উষ্ণ যে উদক,

উষ্ণোপগম—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের উপগম হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

উষ্ম—গ্রীষ্মকাল; বসন্তঋতু; ক্রোধ; উত্তাপ; তীব্রতা; শ, ষ, স, হ, এই চারি বর্ণ। উষ (দগ্ধ করা)+মক্ ক। সং; পু।

উষ্মক—গ্রীষ্মকাল। উষ্ম+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

উষ্মন্—উষ্মা দেখ।

উষ্মভাঃ (—ভাস্)—সূর্য্য। উষ্মপূর্ণ ভাঃ (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং; পু।

উষ্মবর্ণ—শ ষ স হ এই চারি বর্ণ। সং; পু।

উষ্মস্বেদ—গরম ভাপরা। ৩তৎ। সং; পু।

উষ্মা (উষ্মন্)—গ্রীষ্মঋতু, নিদাঘ; উত্তাপ; তীব্রতা; ক্রোধ। উষ+মন্ ক। সং; পু।

উষ্মাকার—উগ্রমূর্ত্তি; তেজস্বী, তেজাল। উষ্মময় আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উষ্মাগম—উষ্ণাগম, গ্রীষ্মকাল। উষ্মের বা উষ্মার আগম হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

উষ্মান্বিত—ক্রোধান্বিত, রোষাবিষ্ট, কুপিত। উষ্মদ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

উসনা—সিদ্ধ (তণ্ডুল)। হিন্দী। বিণ।

উসরি, উসরিয়া—আড় হইয়া, একপাশ হইয়া। প্রা, ক। [প্রা, ক।

উসরি-পাসরি—আড় হইয়া, একপাশ হইয়া।

উসাশ, উসাস—১। আসান, বিশ্রাম; অবকাশ, ফাঁক। দেশজ। সং। ২। শিথিল, ঢিলা; উলঙ্গ; অনাবৃত; মুক্ত। বিণ। প্রা, ক।

উসিপিসি—উষিপুষি (তাহা দেখ)।

উস্‌কন, উস্‌কান—(পলিতাদি) বাড়াইয়া দেওয়া; উত্তেজিত করা; খোঁচান বা খোঁচিয়ান; খোঁচা দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

উস্থ, উস্থা—রুক্ষ, তৈলহীন; শিথিল, আলগা। দেশজ। বিণ। [হীন। দেশজ। বিণ।

উস্থ খুস্থ—আলু-থালু, অবিন্যস্ত; রুক্ষ, তৈল

উস্থা—উস্থ দেখ।

উহ—উহা, ঐ; ও, ঐ ব্যক্তি। প্রা, ক।

উহা—ঐ বস্তু বা ব্যক্তি, সে। বাং সর্ব্ব।

উহু, উহুহু—যাতনাসূচক শব্দ। ব্য।

উহে—উহাতে। ক, প্র।

উহ্যমান—যাহা বহন করা হইতেছে; আকৃষ্যমাণ; নীয়মান। বহ+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

ঊ

ঊ—১। ষষ্ঠ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; শিব; চন্দ্র। অব+কিপ্‌ ক। সং; পু। ২। রক্ষক। বিণ; ত্রি। ৩। দুঃখাদিসূচক সম্বোধন; বাক্যারম্ভ; রক্ষা; দয়া। ব্য।

ঊঃ—যাতনা-বিক্রপাদিসূচক শব্দ। ব্য।

ঊকার—ঊ এই বর্ণ মাত্র। ঊ+কার স্বার্থে, সং; পু।

ঊকারাদি—১। দীর্ঘ ঊ হইতে আরম্ভ করিয়া আর আর (অক্ষর)। ঊকার আদি যাহাদের, বহু। ২। যাহার গোড়ায় দীর্ঘ ঊ আছে। ঊকার আদিতে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উকারান্ত—যাহার শেষে উ (ু) এই অক্ষর আছে। উকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উকারান্তা।

উখলি—ধান্যাদি কুটিবার পাত্র। উদূখল শব্দের অপভ্রংশ।

ঊঢ়—যাহা বহন করা হইয়াছে, বাহিত; বিবাহিত, পরিণীত; ধৃত; অঙ্গীকৃত। বহ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঊঢ়া।

ঊঢ়কঙ্কট—বর্ম্মিত, সন্নদ্ধ, কবচধারী। ঊঢ় কঙ্কট যদ্দ্বারা, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কঙ্কটা।

ঊঢ়া—১। বাহিতা; বিবাহিতা। ঊঢ় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বিবাহিতা স্ত্রী, ভার্য্যা। সং; স্ত্রী। [ভা। সং; স্ত্রী।

ঊঢ়ি—বিবাহ। বহন। বহ (বহন করা)+ক্তি

উত—১। কৃতবয়ন, বোনা হইয়াছে এরূপ (বস্ত্রাদি)। বে (বয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। স্যূত, সেলাই করা হইয়াছে এরূপ; গ্রথিত। উয় (সেলাই করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। রক্ষিত। অব (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উতা।

ঊতি—১। বয়ন, (কাপড়) বোনা। বে (বয়ন করা)+ক্তি ভা ২। স্যূতি, সেলাই। উয় (সেলাই করা)+ক্তি ভা। ৩। রক্ষণ; ক্ষরণ; লীলা। অব (রক্ষা করা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ঊধঃ (ঊধস্)—গোস্তন, গাই গরুর পালান। সং; ক্লী।

ঊধস্য—দুগ্ধ। ঊধস্+য ভবার্থে। সং; ক্লী।

ঊন—ন্যূন, কম; হীন; দুর্ব্বল। ঊন (কম করা)+অ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঊনা।

ঊন-আশী, ঊনাশী—৭৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

ঊনচত্বারিংশ, ঊনচত্বারিংশত্তম—ঊনচত্বারিংশতের পূরণ, আটত্রিশের পরবর্ত্তী একটি, ঊনচল্লিশেরটি। ঊনচত্বারিংশৎ শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শী,—মী।

ঊনচত্বারিংশৎ—ঊনচল্লিশ, (৩৯)। ঊনা (এক কম) যে চত্বারিংশৎ, কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

ঊনচত্বারিংশত্তম—ঊনচত্বারিংশ দেখ।

ঊনত্রিংশ, ঊনত্রিংশত্তম—ঊনত্রিংশতের পূরণ, আটাশের পরবর্ত্তীটি, ঊনত্রিশেরটি। ঊনত্রিংশৎ শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শী,—মী।

ঊনত্রিংশৎ—ঊনত্রিশ (২৯)। ঊনা (এক কম) যে ত্রিংশৎ, কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

ঊনত্রিংশত্তম—ঊনত্রিংশ দেখ। [দেশজ।

ঊনত্রিশ—২৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক।

ঊন-নই, ঊন-নব্বই—৮৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। ঊননবতি শব্দের অপভ্রংশ।

ঊননবতি—ঊননব্বই (৮৯)। ঊনা (এক কম) যে নবতি, কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

ঊননবতিতম—ঊননবতির পূরণ, আটানব্বইএর পরবর্ত্তীটি, ঊননব্বইএরটি। ঊননবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

ঊন-নব্বই—ঊননই দেখ।

ঊনপঞ্চাশ—১। ঊনপঞ্চাশতের পূরণ, ৪৮এর পরবর্ত্তীটি। ঊনপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শী। ২। বাঙ্গালার ৪৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। সং বা বিণ।

ঊনপঞ্চাশৎ—ঊনপঞ্চাশ (৪৯)। বিণ বা সং।

ঊনপঞ্চাশত্তম—ঊনপঞ্চাশতের পূরণ, আটচল্লিশের পরবর্ত্তীটি, ঊনপঞ্চাশেরটি। ঊনপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

ঊনপাঁজুরে—যাহার পাঁজরের হাড় একখানি কম এরূপ (সরু), —ইহা দুর্লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত; (সুতরাং) দুর্লক্ষণাক্রান্ত, অলক্ষুণে, অভাগা; দুরন্ত। দেশজ। বিণ।

ঊনবিংশ, ঊনবিংশতিতম—ঊনবিংশতির পূরণ, আঠারোর পরবর্ত্তীটি, ঊনিশেরটি। ঊনবিংশতি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শী,—মী।

ঊনবিংশতি—ঊনিশ (১৯)। ঊনা (এক কম) যে বিংশতি, কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

ঊনবিংশতিতম—ঊনবিংশ দেখ। [দেশজ।

ঊন-ষটি—ঊনষষ্টি শব্দের অসাধু ব্যবহার (৫৯)।

ঊনষষ্টি—ঊনষাইট (৫৯)। ঊনা (এক কম) যে ষষ্টি, কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

ঊনষষ্টিতম—ঊনষষ্টির পূরণ, আটান্নর পরবর্ত্তীটি, ঊনষাটেরটি। ঊনষষ্টি+তমট পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মী।

ঊন-ষাইট,—ষাট,—ষাটি—৫৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

ঊনসত্তর—৬৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

ঊনসপ্ততি—ঊনসত্তর (৬৯)। ঊনা (এক কম) যে সপ্ততি, কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

ঊনসপ্ততিতম—ঊনসপ্ততির পূরণ, আটষট্টির পরবর্ত্তীটি, ঊনসত্তরেরটি। ঊনসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মী।

ঊনাশী—ঊন-আশী দেখ।

ঊনাশীতি—ঊনআশী (৭৯)। ঊনা (এক কম) যে অশীতি, কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

ঊনাশীতিতম—ঊনাশীতির পূরণ, আটাত্তরের পরবর্ত্তীটি, ঊনআশীরটি। ঊনাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মী।

ঊনিশ—ঊনবিংশতি (১৯)। দেশজ।

ঊনিশা, ঊনিশে—মাসের ঊনবিংশ দিবস। দেশজ। [ব্যবহার।

ঊনু, ঊনো—ন্যূন, কম। ঊন শব্দের অপ-

উপ্, হুপ্—হনুমানের রব। ধ্ব।

ঊম্—ক্রোধমূলক শব্দ; জিজ্ঞাসা; স্পর্দ্ধা; নিন্দা। ধ্ব।

ঊর—উর (তাহা দেখ)। [বিস্তার। ধ্ব।

ঊররী, ঊরী, ঊরুরী—স্বীকার, অঙ্গীকার;

ঊরব্য—বৈশ্য। ঊরু+য্য ভবার্থে। সং; পু।

ঊরহ—উর দেখ।

ঊরী—ঊররী দেখ।

ঊরীকৃত—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত; বিস্তৃত। ঊরী—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

ঊরু—জানুর উপরিভাগ, সক্থি, ঊরত, দাবনা। ঊর্ণু (আচ্ছাদন করা)+কু র্ম্ম। সং; পু।

ঊরুজ—বৈশ্য। উপ; ঊরু শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু। স্ত্রী ঊরুজা।

ঊরুদঘ্ন—ঊরু পর্য্যন্ত উচ্চ। বিণ; ত্রি।

ঊরুপর্ব্ব (—পর্ব্বন্)—জানু, হাঁটু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঊরুপর্ব্বা (—পর্ব্বন্)—জানু, হাঁটু। ঊরুর পর্ব্ব আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

ঊরুপা—ইউরোপ দেশ। সং। ক, প্র।

ঊরুভঙ্গ—দাবনার হাড় ভাঙ্গা। ৬তৎ। সং; পু।

ঊরুস্তম্ভ—ঊরুরোগবিশেষ, ঊরুতে এক প্রকার স্ফোটক। ঊরুর স্তম্ভ হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু।

ঊরুস্তম্ভা—কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। ঊরুর ন্যায় স্তম্ভ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

ঊর্জ্জ—১। জীবন, প্রাণ; প্রাণন; বল, শক্তি, সামর্থ্য; উৎসাহ, উদ্যম। ঊর্জ্জ+অল্ ভা। ২। কার্ত্তিক মাস। —অল্ অধি। সং; পু। ৩। জল। +অল্ ণ। সং; ক্লী।

ঊর্জ্জঃ (ঊর্জ্জস্)—জীবন, প্রাণ; বল, শক্তি, সামর্থ্য; উৎসাহ, উদ্যম। ঊর্জ্জ+অস্ ভা। সং; ক্লী।

ঊর্জ্জস্বৎ, ঊর্জ্জস্বতী—ঊর্জ্জস্বান্ দেখ।

ঊর্জ্জস্বল—বলবান্, বলিষ্ঠ, ক্ষমতাশালী, তেজস্বী। ঊর্জ্জস্+বল আছে অর্থে। বিণ; ত্রি।

ঊর্জ্জস্বান্ (ঊর্জ্জস্বৎ)—ঊর্জ্জস্বল (সকল অর্থে)। ঊর্জ্জস্+বতু। বিণ; পু। স্ত্রী ঊর্জ্জস্বতী।

ঊর্জ্জস্বী (—স্বিন্)—ঊর্জ্জস্বল (সকল অর্থে)। ঊর্জ্জস্+বিন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ঊর্জ্জস্বিনী।

ঊর্জ্জিত—বলবান্, বলিষ্ঠ; অধিক; উৎকৃষ্ট, উত্তম। ঊর্জ্জ শব্দ+ইত যুক্তার্থে; অথবা ঊর্জ্জ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঊর্জ্জিতা।

ঊর্ণনাভ, ঊর্ণনাভি—মর্কটক, মাকড়সা। ঊর্ণা নাভিতে যাহার, বহু। সং; পু।

ঊর্ণা—মেষাদির লোম, পশম; ভ্রূদ্বয়মধ্যস্থ রোমাবর্ত্ত। ঊর্ণু+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঊর্ণাময়—১। মেষলোমবিকার সূত্রাদি। ঊর্ণা শব্দ+ময়ট্। সং; ক্লী। ২। মেষলোমাদি দ্বারা নির্ম্মিত, পশমী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়ী।

ঊর্ণায়ু—মেষ; মেষলোমনির্ম্মিত কম্বল; ঊর্ণনাভ, মাকড়সা। ঊর্ণা শব্দ+যু অস্ত্যর্থে। সং; পু।

ঊর্দ্দি—ঊর্দ্দি (তাহা দেখ)।

ঊর্দ্ধ—ঊর্দ্ধ (তাহা দেখ)।

ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধ—অনন্তর ; ত্যক্ত ; উক্ত ; উপরিস্থ ; উৎকৃষ্ট। উদ্‌—হ্বা+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ঊর্দ্ধক, ঊর্দ্ধক—মৃদঙ্গবিশেষ। সং ; পু।

ঊর্দ্ধকণ্ঠী—মহাশতাবরী। সং ; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধকর্ণ—উৎকর্ণ, কাণ খাড়া করিয়া আছে এরূপ। ঊর্দ্ধ কর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ঊর্দ্ধকায়—১। পূর্ব্বকায়, নাভির উপরের শরীরাংশ। ৬তৎ। সং ; পু। ২। উন্নতশরীর। ঊর্দ্ধ কায় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ঊর্দ্ধকেশ—১। উন্নত কেশ বিশিষ্ট। ঊর্দ্ধে কেশ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কেশা, —কেশী। ২। ব্রহ্মা ; কুশময় ব্রাহ্মণ। সং ; পু।

ঊর্দ্ধগ—১। ঊর্দ্ধগামী ; স্বর্গগামী। সৎপথাবলম্বী ; ধার্ম্মিক। উপ ; ঊর্দ্ধ শব্দ—গম (গমন করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—গা। ২। পরমেশ্বর ; শিরোরোগবিশেষ। সং ; পু।

ঊর্দ্ধগত—উপরিগত, উপরদিকে গিয়াছে বা উঠিয়াছে এরূপ, উত্থিত, আরূঢ়। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা।

ঊর্দ্ধগতি—উপরদিকে গমন, উত্থিতি, আরোহণ। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধগপুর—হরিশ্চন্দ্র রাজার নগর ; পুর নামক অসুরের নগর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঊর্দ্ধগামী (—গামিন্‌)—উপরদিকে গমনশীল, উত্থায়ী, আরোহণকারী ; স্বর্গগমনশীল। ২তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—গামিনী।

ঊর্দ্ধচরণ—ঊর্দ্ধপাদ (সকল অর্থে)। [সং।

ঊর্দ্ধটান—মৃত্যুকালীন উপরমুখী নিশ্বাস। দেশজ।

ঊর্দ্ধতন—ঊর্দ্ধস্থিত ; উপরিস্থ। ঊর্দ্ধ শব্দ+ট্যন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঊর্দ্ধতনী।

ঊর্দ্ধতল—উপরিতল, উপরপিঠ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধথা—ঊর্দ্ধভাবে ; উপরমুখে ; উপরদিকে। ঊর্দ্ধ+থাচ্‌ প্রকারার্থে। ব্য।

ঊর্দ্ধদৃষ্টি—১। ঊর্দ্ধদেশে দৃষ্টিক্ষেপকারী ; ঊর্দ্ধনেত্র। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী দৃষ্টি ; ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত দৃষ্টি ; মৃত্যুকালে যেরূপ দৃষ্টি হয়, লোকে যাহাকে শিবনেত্র বলে ; যোগবিশেষ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধদেব—বিষ্ণু ; পরমেশ্বর। ঊর্দ্ধ (উৎকৃষ্ট) যে দেব, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঊর্দ্ধদেহ—মরণান্তে প্রাপ্ত দেহ, লিঙ্গদেহ। ঊর্দ্ধ (উত্তরকালীন) যে দেহ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঊর্দ্ধপাতন—এক প্রকার রাসায়নিক চোলাই। [সার পি, সি, রায়]। সং।

ঊর্দ্ধপাদ—১। ঊর্দ্ধচরণ, উত্তানপাদ। ঊর্দ্ধে পাদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পাদা। ২। শরভ। সং ; পু।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র—চন্দনাদি দ্বারা ললাটে কৃত ঊর্দ্ধমুখ ফোঁটা, লম্বা ফোঁটা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঊর্দ্ধফণা—উত্তোলিত ফণাযুক্ত। ক, প্র।

ঊর্দ্ধবায়—ঊর্দ্ধবাহু (তাহা দেখ)। প্রা, ক।

ঊর্দ্ধবায়ে—ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, বাহু তুলিয়া। প্রা, ক।

ঊর্দ্ধবাহু—১। উত্তোলিত হস্ত। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। ঊর্দ্ধদিকে বাহু উত্তোলন করিয়া আছে এরূপ। ঊর্দ্ধে বাহু যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। পঞ্চম মন্বন্তরের সপ্তর্ষির অন্যতম। ৪। শৈব সন্ন্যাসিসম্প্রদায়বিশেষ। ইঁহারা এক বা উভয় বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া রাখেন, এইজন্যই ইঁহাদিগকে ঊর্দ্ধবাহু বলে। ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। একমাত্র ভিক্ষাই ইঁহাদিগের উপজীব্য। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিগম্বর বেশে থাকেন, কেহ বা কেবল গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করিয়া রাখেন। ইঁহারা শৈব এবং মস্তকে জটা ধারণ করেন। সং ; পু।

ঊর্দ্ধভাগ—উপরের অংশ ; শীর্ষদেশ ; ঊর্দ্ধতল, উপরিশিং ; শ্রেষ্ঠ অংশ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঊর্দ্ধমুখ—১। মুখের উপরিভাগ (face)। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। উন্নতানন, উপর দিকে মুখ করিয়া আছে এরূপ। ঊর্দ্ধে মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী।

ঊর্দ্ধরেতাঃ (—রেতস্‌)—১। শুক্রসংযমকারী। ঊর্দ্ধ (ঊর্দ্ধগত) রেতঃ (শুক্র) যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। মহাদেব, শিব [দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব রেতঃ ঊর্দ্ধে নীত করাতে ঊর্দ্ধরেতাঃ নাম প্রাপ্ত হন]। ৩। ভীষ্ম [মহারাজ শান্তনু, দাসরাজ-তনয়া সত্যবতীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যদর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে প্রার্থনা করিলে দাসরাজ এই বলিয়া তাহাতে অসম্মত হন যে, শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম বিদ্যমানে সত্যবতীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে না ; তখন মহানুভব ভীষ্ম পিতার তৃপ্ত্যর্থে দারপরিগ্রহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করাতে ঊর্দ্ধরেতাঃ নামে প্রখ্যাত হন]। ৪। যোগী [কারণ ইঁহারাও শুক্রসংযম করিয়া থাকেন]। ৫। সনকাদি মুনিগণ। সং ; পু।

"ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্‌। ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্য্যধারণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা। যিনি এই তপস্যা করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারেন, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনিই যথার্থ দেবতা।

ঊর্দ্ধলিঙ্গ—মহাদেব, শিব। বহু। সং ; পু।

ঊর্দ্ধলোক—স্বর্গ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঊর্দ্ধবর্ত্ম (—বর্ত্মন্‌)—গগনমার্গ, আকাশ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধশায়ী (—শায়িন্‌)—১। উত্তানশায়ী, চিৎ হইয়া শয়ন করে এরূপ (যেমন শিশু)। উপ ; ঊর্দ্ধ—শী+ণিন্‌ ক। বিণ ; পু। ২। মহাদেব, শিব। সং ; পু। স্ত্রী,—শায়িনী।

ঊর্দ্ধশ্বাস—দীর্ঘশ্বাস ; মৃত্যুকালীন শ্বাস। ঊর্দ্ধ (ঊর্দ্ধগত) যে শ্বাস, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঊর্দ্ধশ্বাসে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে ; খুব সবেগে। ঊর্দ্ধ হইয়াছে শ্বাস যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ঊর্দ্ধস্থ, ঊর্দ্ধস্থিত—উপরিস্থ, উপরিস্থিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, স্থা,—স্থিতা।

ঊর্দ্ধস্থাতা (—স্থাতৃ)—উপরে বা উচ্চে অবস্থান কর্ত্তা। ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—স্থাত্রী।

ঊর্দ্ধস্থাপয়িতা (—স্থাপয়িতৃ)—উপরে বা উচ্চে স্থাপন কর্ত্তা। ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —স্থাপয়িত্রী।

ঊর্দ্ধস্থিত—ঊর্দ্ধস্থ দেখ।

ঊর্দ্ধস্থিতি—১। ঊর্দ্ধে অবস্থান, উপরিস্থিতি, উপরে থাকা। ৭তৎ। ২। ঘোটকের পৃষ্ঠস্থান (যেখানে আরোহী বসে)। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধাম্নায়—বেদমার্গের অতিরিক্তবোধক তন্ত্রবিশেষ। দেবর্ষি নারদ ইহার বক্তা এবং ব্যাসদেব ইহার শ্রোতা। ইহাতে গুরুভক্তি, বিষ্ণুর দ্বাদশাবতার, গৌরাঙ্গের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের পূজাবিধি, নারায়ণের স্তব, গয়ামাহাত্ম্য প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধ শব্দ—আ ম্না+ঘঞ্‌ র্ম। সং ; পু।

ঊর্ম্মি—১। তরঙ্গ ; স্রোতঃ ; অঙ্গুরীয় ; বস্ত্রাদির চুনট। ঋ (গমন করা)+মি ক। ২। বেগ ; ত্বরা ; উৎকণ্ঠা ; সঙ্গ ; প্রকাশ ; ক্ষোভ ; সমূহ ; পীড়া ; ভ্রান্তি ; দেহের ছয় প্রকার ধর্ম্ম, যথা—শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা। ঋ+মি ভা। সং ; পু বা স্ত্রী। ৩। অশ্বের গতিবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

ঊর্ম্মিকা—অঙ্গুরীয় ; তরঙ্গ ; বস্ত্রের চুনট ; উৎকণ্ঠা ; ভ্রমরধ্বনি। ঊর্ম্মি—কৈ (শব্দ করা) +ড ক+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

ঊর্ম্মিমান্‌ (—মৎ)—তরঙ্গিত ; ঢেউখেলানে। ঊর্ম্মি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ঊর্ম্মিমতী। বিশেষ্যে ঊর্ম্মিমত্তা,—ত্ব।

ঊর্ম্মিমালা—লহরীমালা, তরঙ্গশ্রেণী, পর পর কতকগুলি ঢেউ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঊর্ম্মিমালী (—মালিন্‌)—সমুদ্র। ঊর্ম্মিমালা শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

ঊর্ম্মিলা—মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের কন্যা। রামানুজ লক্ষ্মণের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে লক্ষ্মণের দুই পুত্র জন্মে। ঊর্ম্মি—লা (গ্রহণ করা)+ড ক+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

উর্ম্মিলা-কান্ত,—নাথ,—পতি—রামানুজ লক্ষ্মণ। ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

উর্ম্মিলা-বিলাসী (–লাসিন্)—রামানুজ লক্ষ্মণ।

উর্ব্ব—জনৈক ঋষি, ইনি স্বীয় উরুদেশে অগ্নি স্থাপন করিয়া অগ্নিতুল্য এক পুত্র লাভ করেন। পুত্রের নাম ঔর্ব্ব, তাঁহার বাসস্থান বড়বামুখ সমুদ্র। সং; পু।

উর্ব্বর—উর্ব্বর দেখ।

উর্ব্বশ—ভরতবংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র। সং; পু।

উর্ব্বশী, উর্ব্বসী—স্বর্বেশ্যাবিশেষ। [উর্ব্বশী দেখ]। সং; স্ত্রী।

উর্ব্বষ্ঠীব—উরু ও জানু। উরু এবং অষ্ঠীবৎ (জানু), সমাহার দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

উল—শ্রেণী, ধারা, ব্যবস্থা। প্রাদেশিক। সং।

উল—উন্। ইং (wool)। সং।

উলুপী (–পিন্)—উলুপী, শিশুমার। সং; পু।

উলূক—উলূক, পেচক। সং; পু।

উষ—১। ক্ষার মৃত্তিকা; কর্ণরন্ধ্র; মলয়পর্ব্বত। উষ+ক ক। সং; পু। ২। প্রভাত, প্রত্যুষ; শুক্র, বীর্য্য। সং; ক্লী।

উষর—ক্ষারময় (ভূমি); অনুর্ব্বর, বন্ধ্য, অনুৎপাদক। উষ শব্দ+র অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

উষবান্ (–বৎ)—ক্ষার মৃত্তিকাযুক্ত, ক্ষারময়; উষর; অনুর্ব্বর। উষ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী উষবতী।

উষা—১। প্রত্যূষ। ২। ভবনামক রুদ্রের পত্নী। ৩। বেদোল্লিখিত দেবীবিশেষ। ৪। বাণরাজের কন্যা, অনিরুদ্ধের পত্নী। উষা দেখ। উষ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

উষাকালীন—প্রাতঃসময়ে সংঘটিত বা সঞ্জাত। উষাকাল শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –না।

উহ—বিতর্ক; অনুমান; অধ্যাহার, যুক্তি দ্বারা দুরূহ বা অজ্ঞাত বিষয়ের নির্ণয়চেষ্টা। উহ (তর্ক করা)+অল্ ভা। সং; পু।

উহিত—তর্কিত; অনুমিত; অধ্যাহৃত; সম্ভাবিত। উহ্ (তর্ক করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উহিতা।

উহ্য—অধ্যাহার্য্য; তর্কনীয়, তর্ক দ্বারা নির্ণেয়; ব্যবহার্য্য, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ বা অর্থসঙ্গতি করিবার জন্য যে অনুপস্থিত বাক্য বা পদের উল্লেখ আবশ্যক। উহ (তর্ক করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উহ্যা।

উহ্যমান—১। সামগান গ্রন্থবিশেষ। সং; পু। ২। তর্ক্যমাণ, যাহার তর্ক করা হইতেছে। উহ+শান র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –মানা।

ঋ

ঋ—১। সপ্তম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা; স্বর্গ। সং; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি। সং; স্ত্রী। ৩। নিন্দা; বাক্য; পরিহাস। ব্য।

ঋক্ (ঋচ্)—ঋগ্বেদ, ইহার একবিংশতি শাখা; ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র; স্তুতি; পূজা। চতুর্ব্বেদ দেখ। ঋচ (স্তুতি করা)+কিপ্ ণ। যাহা দ্বারা দেবতাদিগের স্তুতি করা যায়, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

ঋকার—'ঋ' এই অক্ষরমাত্র। ঋ+কার স্বার্থে।

ঋকারাদি—১। ঋ হইতে আরম্ভ করিয়া আর আর (অক্ষর)। ঋকার আদি যাহাদের, বহু। ২। যাহার গোড়ায় 'ঋ' এই অক্ষর আছে। ঋকার আদিতে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ঋকারান্ত—যাহার শেষে ঋ এই অক্ষর আছে। ঋকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ঋক্থ—দায়, ধন; জ্ঞাতি প্রভৃতির সম্পত্তি যাহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়; স্বর্ণ। ঋচ (স্তুতি করা)+থক্ র্ম। সং; ক্লী।

ঋক্থগ্রাহ—ধনগ্রহণকারী, বিত্তভাগী। উপ; ঋক্থ–গ্রহ+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

ঋক্থগ্রাহী (–গ্রাহিন্)—বিত্তগ্রহণকারী, ধনভাগী, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। উপ; ঋক্থ–গ্রহ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –গ্রাহিণী।

ঋক্থহর—ধনভাগী। উপ; ঋক্থ–হৃ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –হরা।

ঋক্থহারী (–হারিন্)—ঋক্থগ্রাহী, ধনভাগী। উপ; ঋক্থ–হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ঋক্থহারিণী।

ঋক্‌বেদ—ঋগ্বেদ (তাহা দেখ)।

ঋক্ষ—১। ভল্লুক; গণ্ডোয়ানাপ্রদেশস্থ পর্ব্বতবিশেষ; পুরুবংশীয় অজমীঢ় রাজার পুত্র; পৌরব বিদূরথের পুত্র; পুরুবংশীয় অরিহ রাজার পুত্র। ঋষ (বধ করা)+সক্ ক। ২। নক্ষত্র; রাশি। সং; ক্লী। ৩। বিদ্ধ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঋক্ষা।

ঋক্ষগন্ধা—বৃক্ষবিশেষ, বীরতাড় গাছ; ক্ষীরবিদারী বৃক্ষ; ক্ষিজাঙ্গল বৃক্ষ। ঋক্ষের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ঋক্ষগন্ধিকা—কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ঋক্ষের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ঋক্ষর—১। বারিধারা। ঋষ (গমন করা)+সর ক। সং; ক্লী। ২। ঋত্বিক্। সং; পু।

ঋক্ষরাজ—ভল্লুকেশ্বর জাম্ববান্; চন্দ্র। ঋক্ষদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

ঋক্ষবন্ত—শম্বর নামক অসুরের নগর; ঋক্ষবান্ পর্ব্বত। সং; পু।

ঋক্ষবান্ (–বৎ)—গণ্ডোয়ান প্রদেশস্থ পর্ব্বতবিশেষ, ঋক্ষ,—এই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ঋক্ষ+বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু।

ঋক্ষেশ—চন্দ্র; জাম্ববান্। ঋক্ষদিগের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

ঋগ্বিধান—ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্রতবিশেষের বিধান। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ঋগ্বেদ জগতের আদিগ্রন্থ। সেই ঋগ্বেদের কোন্ কোন্ মন্ত্র জপ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, ঋগ্বিধানে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঋকের বিধান (ঋক্+বিধান), ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঋগ্বেদ—প্রথম বেদ; ইহা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্রভেদে চারিপ্রকার। ঋক্‌সংহিতাই ঋগ্বেদের আদি গ্রন্থ। উহা সকল বেদ এবং পৃথিবীর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। ঋক্‌সংহিতা ঠিক কোন্ সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, "যে সময়ে আর্য্যসভ্যতা চারিদিকে বিস্তারিত হইতে আরম্ভ হয়, যে সময়ে উন্নত আর্য্যগণ অগ্নিপূজা প্রচার করিবার জন্য চারিদিকে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন, সেই প্রাচীন কালে দ্বাপরের শেষভাগে প্রথম বেদের সংহিতা ভাগ সংগ্রহ করেন।" মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ঋগ্বেদের ছন্দভাগ খৃষ্টের জন্মের ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত হয়। ইঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ঋগ্বেদই সমস্ত সভ্যজগতের আদি গ্রন্থ।

"One thing is certain; there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig Veda"—Maxmuller's *Origin and growth of Religion*.

ঋগ্বেদবিৎ (–বিদ্)—ঋগ্বেদজ্ঞ, ঋক্‌নামক বেদে সুপণ্ডিত। উপ; ঋগ্বেদ–বিদ+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

ঋগ্বেদী (–দিন্)—ঋগ্বেদবিৎ; ঋগ্বেদের অনুসরণকারী; ঋগ্বেদযাজী। ঋগ্বেদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু।

ঋচ্—ঋক্ দেখ।

ঋচীক—১। দেবতাবিশেষ, ইনি শিবের পুত্র; সূর্য্য। ঋচ (স্তুতি করা)+ঈকক্। সং; পু। ২। ভৃগুবংশীয় মুনিবিশেষ, সাধারণতঃ ভৃগুমুনি নামে পরিচিত। ইনি গাধিতনয়া সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার শত পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জমদগ্নি, বিখ্যাত শুনঃশেফও তাঁহাদের অন্যতম। সং; পু।

ঋজু—১। সরল, অবক্র, সোজা; প্রাঞ্জল, সহজ; সুবোধ, উদার। ঋজ+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। বসুদেবের পুত্রবিশেষ। সং; পু।

ঋজুকায়—১। সরল শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। সরল শরীরবিশিষ্ট। ঋজু কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –কায়া। ৩। কশ্যপ মুনি। সং; পু।

ঋজুগ—সরলগামী ; পবিত্রচিত্ত ; সহজ, অকঠিন। ঋজু—গম+ড ক। বিণ ; ত্রি।

ঋজুতা, —ত্ব,—সরলতা ; প্রাঞ্জলতা; সৌন্দর্য্য। ঋজু+তা, ত্ব ভাবে। সং ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ঋজুরেখা—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব, ইহাকে সরলরেখাও বলে (Straight or Right line)। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ঋজু-রোহিত—সরল ইন্দ্রধনুঃ। [এখানে ঋজু শব্দের অতিরিক্ত উল্লেখ হইয়াছে, কেননা রোহিত শব্দের অর্থ সরল ইন্দ্রধনুঃ]। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঋজু-স্বভাব—১। সরল প্রকৃতি, সোজা স্বভাব। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট। ঋজু স্বভাব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ঋজ্বী—সরলা ইত্যাদি (ঋজু দেখ)। ঋজু+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ঋণ—১। কর্জ্জ, ধার, দেনা। [মিতাক্ষরার মতে, মানবগণ ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যথা—ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ; ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা দেব-ঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়]। ঋ+ক্ত ক। ২। দুর্গ; (গণিতে) ব্যবকলিত সংখ্যা। ...+ক্ত অধি। সং ; পু বা ক্লী।

ঋণকর্ত্তা—যে কর্জ্জ করে, যে ধার লয়, অধমর্ণ, ঋণী, ধেরো, খাতক। ২তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী ঋণকর্ত্রী।

ঋণগ্রস্ত—ঋণাভিভূত, দেনায় ডুবিয়া আছে এরূপ, ঋণী। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —গ্রস্তা।

ঋণগ্রহণ—কর্জ্জ লওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ঋণগ্রহীতা (—গ্রহীতৃ)—ঋণগ্রহণকারী, যে কর্জ্জ লয় বা লইয়াছে, অধমর্ণ, খাতক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —গ্রহীত্রী।

ঋণগ্রাহক—ঋণগ্রহণকারী, অধমর্ণ, খাতক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —গ্রাহিকা।

ঋণগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—ঋণগ্রহণকারী, অধমর্ণ, খাতক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —গ্রাহিণী।

ঋণচিহ্ন—(গণিতে) ব্যবকলন বা বিয়োগ-চিহ্ন ('—' Minus)। ৬তৎ। সং ; পু।

ঋণজাল—ধাররূপ পাশ, দেনার জাল বা দায়। রূপক কর্ম্মধা। সং।

ঋণদ—ঋণদাতা, যে ধার দেয়, উত্তমর্ণ ; ঋণ-পরিশোধকারী। উপ ; ঋণ—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঋণদা।

ঋণদাতা (—দাতৃ)—ঋণদানকর্ত্তা, যে কর্জ্জ দেয়, উত্তমর্ণ, মহাজন ; ঋণপরিশোধকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —দাত্রী।

ঋণদায়ক—ঋণদাতা, সকল অর্থে (তাহা দেখ)। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী ঋণদায়িকা।

ঋণদাস—দাসবিশেষ, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের বিনিময়ে দাসত্ব স্বীকার করে। ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রী ঋণদাসী।

ঋণপত্র—ঋণগ্রহণের স্বীকারলিপি, খত, তমসুক (Bond)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঋণ-পরিশোধ—ধার শোধ দেওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

ঋণমুক্ত—ঋণদায় হইতে বিমুক্ত, ঋণপরিশোধ করিয়াছে এরূপ। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঋণমুক্তি—দেনার দায় হইতে নিষ্কৃতি, ঋণমোক্ষ। ৫তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঋণমোক্ষ—ঋণমুক্তি, দেনা হইতে পরিত্রাণলাভ, ঋণ-পরিশোধ। ৫তৎ। সং ; পু।

ঋণলেখ্য—ঋণপত্র, তমসুক, খত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঋণশোধ—ধার মিটাইয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং ; [পু।

ঋণাদান—ঋণগ্রহণ ; অধমর্ণের নিকট হইতে উত্তমর্ণের ঋণ আদায় ; (স্মৃতিশাস্ত্রে) অষ্টাদশ ব্যবহারের অন্যতম। ঋণের আদান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ঋণান্তক—মঙ্গলগ্রহ। ঋণের অন্তক, ৬তৎ। সং ; পু।

ঋণাপকরণ—ঋণশোধ। ঋণের অপকরণ, ৬তৎ। [সং ; ক্লী।

ঋণাপনয়ন, ঋণাপনোদন—ধার শোধ। ঋণের অপনয়ন, অপনোদন, ৬তৎ। সং ; ক্লী

ঋণী (ঋণিন্)—ঋণগ্রস্ত, দেনাদার, অধমর্ণ ; উপকাররূপ ঋণে আবদ্ধ। ঋণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ঋণিনী।

ঋত—১। পরব্রহ্ম ; সত্য ; জল ; উঞ্ছ। ঋ (গমন করা)+ক্ত ক। সং ; ক্লী। ২। পূজিত ; পীড়িত। ঋ+ক্ত ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঋতা।

ঋতধামা (—ধামন্)—বিষ্ণু। ঋত (সত্য) ধাম [যাহার, বহু। সং ; পু।

ঋতধ্বজ—১। জনৈক ব্রহ্মর্ষি। ২। জনৈক রুদ্র, একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ৩। বৈদিশ নগরের রাজা। ৪। প্রত্যর্দ্দনের নামান্তর। ৫। শত্রুজিতের পুত্র। গালবমুনির সূর্য্যপ্রদত্ত কুবলয় নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া ইনি বজ্রকেতু নামক দানবের পুত্র পাতালকেতুর বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অপহৃতা মদালসাকে বিবাহ করেন। সং ; পু।

ঋতপর্ণ, ঋতুপর্ণ—অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইঁহার পিতার নাম অযুতাশ্ব। অক্ষক্রীড়ায় ও গণনা বিদ্যায় ইনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পুণ্যশ্লোক নলরাজা কলিগ্রস্ত হইয়া বাহুক নাম ধারণ করিয়া সারথির বেশে ইঁহার আশ্রয়ে বাস করেন। নল-মহিষী দময়ন্তী নলকে পাইবার আশায় আপনার স্বয়ংবরের অলীক সংবাদ ঘোষণা করিলে ঋতপর্ণ রাজা অশ্ববিদ্যাবিশারদ নলকে সারথি করিয়া শীঘ্রগমনে বিদর্ভ নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ইনি গণনা-বিদ্যার পরিচয় দিয়া নলকে অক্ষ-বিদ্যা প্রদান করেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া তৎপর দিবস নলের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইনি পরম পরিতোষ লাভ করেন, এবং নলের নিকট অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন। এই ঋতপর্ণ রাজার মন্ত্রপ্রভাবে কলি নলের শরীর হইতে বহির্গত হয়।

ঋতম্ভর—সত্যপালক। উপ ; ঋত শব্দ—ভৃ+খ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঋতম্ভরা।

ঋতম্ভরা—১। সত্যপালিকা। ঋতম্ভর দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। সত্যজ্ঞানরূপা চিত্তবৃত্তি-বিশেষ ; প্লক্ষদ্বীপস্থ নদীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

ঋতব্রত—ব্রতবিশেষ। এই ব্রতে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পুরী প্রদান করিতে হয়। উহার ফল এই যে, উহাতে সূর্য্যালোক লাভ হয়। সং ; পু বা ক্লী।

ঋতসদন—যজ্ঞকরণার্থ উপবেশনস্থল। ৪তৎ। সং ; ক্লী। [বিষ্ণু। ৬তৎ। সং ; পু।

ঋতস্পতি—যজ্ঞপালক ; যাজ্ঞিক, যাগকর্ত্তা ;

ঋতানৃত—সত্যাসত্য, সত্য বা মিথ্যা। ঋত ও অনৃত, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

ঋতি—১। গতি ; ঘৃণা ; স্পর্দ্ধা ; নিন্দা। ঋ (গমন করা)+ক্তি ভা। ২। শুভ ; পথ ; সৌভাগ্য। ঋ+ক্তি ম। সং ; স্ত্রী।

ঋতিঙ্কর—শুভকর। উপ ; ঋতি (শুভ)—কৃ (করা)+খ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঋতিঙ্করা।

ঋতু—হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, এই ছয় কাল ; ছয় অঙ্ক ; স্ত্রীরজঃ, স্ত্রীলোকের মাসিক শোণিতস্রাব ; দীপ্তি। ঋ (গমন করা)+তুক্ ক। সং ; পু।

ঋতুকাল—স্ত্রীলোকের রজোদর্শনের প্রথম রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত। ৬তৎ। সং ; পু।

ঋতুকালীন—ঋতুকালসম্বন্ধীয় ; ঋতুকালভব। ঋতুকাল+ঈন। বিণ ; ত্রি।

ঋতুধর্ম্ম—১। স্ত্রীজাতির রজোদর্শন। ঋতু রূপ ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। ২। বসন্তাদি ঋতুতে সংঘটিত ভাব। ৬তৎ। সং ; পু।

ঋতুনাথ, —পতি, —রাজ—বসন্তকাল। ৬তৎ। [সং ; পু।

ঋতু-পরিবর্ত্ত, —পরিবর্ত্তন—এক ঋতুর পর অন্য ঋতুর আগমন ; ঋতুপর্য্যায়। ৬তৎ। সং ; পু ; ক্লী।

ঋতুপর্ণ—ঋতপর্ণ দেখ।

ঋতুপর্য্যায়—ঋতুগণের ক্রমানুসারে আবির্ভাব। ৬তৎ। সং ; পু।

ঋতুপ্রাপ্ত—অবন্ধ্য ফলোৎপাদক (বৃক্ষাদি)। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —প্রাপ্তা।

ঋতুমতী—রজস্বলা, স্ত্রীধর্ম্মিণী, পুষ্পবতী। ঋতু শব্দ (স্ত্রীরজঃ)+মতুপ্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে, "স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে প্রথম তিন দিন কুশাসনে শয়ন, করতল, শরাব, বা পত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, এবং স্বামিসহবাস করিবেন না। চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিধান ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক অগ্রে পতিকে দর্শন করিবেন। কারণ ঋতুস্নান করিয়া স্ত্রীলোক যেরূপ পুরুষ দর্শন করেন, সেইরূপ সন্তান হয়। অনন্তর সন্তান জন্য যে সকল নিয়ম আছে, পুরোহিত তাহা সমাধা করিবেন। পতি একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভার্য্যার ঋতুকালের চতুর্থ দিবসে ঘৃত ও দুগ্ধ যোগে শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবেন। পত্নীও একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সেই দিবসে তৈলমর্দ্দন ও অধিক পরিমাণে মাষকলাই সংযুক্ত অন্ন ভোজন করিবেন। পরে পতি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বাস করিয়া ও পুত্রকাম হইয়া সেই রাত্রিতে কিংবা ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ রাত্রিতে পত্নীতে উপগত হইবেন। চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে যত পরে সহবাস হয়, সন্তান ততই হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ত্রয়োদশ দিবস হইতে আর সমাগম করিবে না। ঋতুর প্রথম দিবসে গমন করিলে আয়ুক্ষয়, দ্বিতীয় দিবসে সূতিকাগৃহে সন্তান নষ্ট, এবং তৃতীয় দিবসে সন্তান অপূর্ণাঙ্গ বা অল্পায়ুঃ হয়। অতএব ঋতুর প্রথম তিন দিবস গমন করিবে না; আবার দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে পুনর্ব্বার একমাসের পর গমন করা উচিত।"

ঋতুরাজ—ঋতুনাথ দেখ।

ঋতুলিঙ্গ—বসন্তগ্রীষ্মাদি ঋতুর চিহ্ন; স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার লক্ষণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঋতুবৃত্তি—বর্ষ, বৎসর। ঋতুই বৃত্তি যাহার, বহু। সং; পু।

ঋতুসংহার—মহাকবি কালিদাস প্রণীত ষড়্‌ঋতুবর্ণনাত্মক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। সং; পু।

ঋতুসন্ধি—দুই ঋতুর মিলন কাল অর্থাৎ এক ঋতুর অন্ত্য ও পরবর্ত্তী ঋতুর আদ্য সময়। ৬তৎ। সং; পু।

ঋতুস্থলা—অপ্সরাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ঋতুস্নাতা—ঋতুর চতুর্থ দিবসে শুচি হইবার নিমিত্ত স্নান করিয়াছে এরূপ (স্ত্রীলোক)। ঋতুতে স্নাতা, ৭তৎ। বিণ; স্ত্রী।

ঋতুস্নান—রজস্বলা স্ত্রীর রজ অবসানে ঋতুর চতুর্থ দিবসে করণীয় বা কৃত স্নান। ঋতুতে স্নান, ৭তৎ। সং; ক্লী।

ঋতুহরীতকী—ঋতুভেদে দ্রব্যবিশেষ সহযোগে ব্যবহার্য্য হরীতকী। ঋতুসেবনীয়া যে হরীতকী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [ক ।খ। ।

ঋতে—বিনা, ব্যতিরেকে। ঋত (ত্যাগ করা) + কে

ঋত্বিক্ (ঋত্বিজ্)—পুরোহিত [যজ্ঞকার্য্যে চারিজন মুখ্য পুরোহিত নিযুক্ত হন,—হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা; ইঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে তিনজন করিয়া দ্বাদশজন ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইয়া থাকেন]; ঋতুযাজক। ঋতুতে যাগ করেন যিনি, উপ; ঋতু শব্দ—যজ + কিপ্ ক। সং; পু।

ঋদ্ধ—১। সমৃদ্ধিযুক্ত, সমৃদ্ধ। ঋধ + ক্ত ক। ২। সঞ্চিত; প্রচুর। ঋধ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৩। পকমর্দ্দিত ধান্য; সিদ্ধান্ত। সং; ক্লী।

ঋদ্ধি—বৃদ্ধি; সমৃদ্ধি; সৌভাগ্য; মাঙ্গলিক কার্য্য; মাতৃকাবিশেষ; লক্ষ্মী; পার্ব্বতী; সিদ্ধি, তাহ্। ঋধ + ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

ঋদ্ধিমান্ (মৎ)—সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সমৃদ্ধ, ভাগ্যবান্, ধনশালী, আঢ্য। ঋদ্ধি + মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—মতী।

ঋভু—১। দেবতা। ঋ শব্দ—ভূ + ডু ক। সং; পু। ২। দেবগণবিশেষ; পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহ ত্যাগ করিলে যৎকালে প্রমথগণ দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করে, সেই সময় ভৃগু অগ্নিকুণ্ড হইতে ঋভু নামক সৈন্যের সৃষ্টি করেন; ইঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা। ৩। ব্রহ্মার মানসপুত্র; কৌমার সৃষ্টিকালে ইনি উৎপন্ন হন; পুলস্ত্যনন্দন নিদাঘ ইঁহার শিষ্য। ৪। সুধন্বার পুত্রগণ, ইহারা শিল্পকলায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ৫। জনৈক মুনি। ৬। নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ।

ঋভুক্ষ—১। স্বর্গ। উপ; ঋভু (দেবতা) ক্ষি (বাস করা) + ড অধি। ২। ইন্দ্র, বজ্র। ঋভু শব্দ ক্ষি + ড ক। সং; পু।

ঋভুক্ষী (ঋভুক্ষিন্)—বজ্রী, বজ্রধারী, ইন্দ্র। ঋভুক্ষ + ইন্ আছে অর্থে। সং; পু।

ঋষভ—১। বৃষ, ষাঁড়; কর্ণরন্ধ্র, কুম্ভীরপুচ্ছ; (কোনও শব্দের পরবর্ত্তী হইলে তাহার) শ্রেষ্ঠতাবোধক, যথা—পুরুষর্ষভ, দেবর্ষভ; ঔষধবিশেষ; স্বরবিশেষ; মুনিবিশেষ; স্বর্ণময় পর্ব্বতবিশেষ। [ইহা কৈলাসের নিকটবর্ত্তী, এবং হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ; ইহার পার্শ্বেই রৌপ্যময় কৈলাস; এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সন্ধিনী ও সুবর্ণকরণী নামে ঔষধি আছে]; দক্ষিণসাগরস্থ একটী পর্ব্বত, এখানে রোহিত নামক গন্ধর্ব্বগণের বাস; পূর্ব্বসাগরস্থ পর্ব্বতবিশেষ। ঋষ (গমন করা) + অভক্ ক। সং; পু।

২। ভগবানের অবতার [অবতার দেখ]। ভাগবতোক্ত দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে অষ্টম; ভারতবর্ষাধিপতি নাভিরাজের ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, ইনি জন্মিবামাত্র ইঁহার অঙ্গে ভগবৎলক্ষণসকল দেখা গেল। কালক্রমে নাভিরাজ পুত্র ঋষভের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মরুদেবীসহ বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ইনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ইন্দ্র ইঁহাকে জয়ন্তী নামে একটী কন্যা পত্ন্যর্থে প্রদান করেন। জয়ন্তীর গর্ভে ইঁহার শতপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভরত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; কুশাবর্ত্তাদি ৯ জন ভরতের অনুগত, এবং কবি প্রভৃতি অপর ৯ জন ভাগবতধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। অবশিষ্ট ৮১ জন যজ্ঞশীল, বিনীত, বেদজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ হইলেন। কিছুকাল পরে ঋষভদেব জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্যভার দিয়া পরমহংস ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইনি উন্মাদের ন্যায় নগ্নাবস্থায় ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে প্রস্থান করেন এবং অচিরে মৌনব্রত অবলম্বন করেন; দুষ্ট লোকে ইঁহাকে পাগল মনে করিয়া ইঁহার গাত্রে মলমূত্রপ্রস্তরাদি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ইঁহাকে প্রপীড়িত করিবার চেষ্টা পাইত; কিন্তু ইনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, কারণ সে সময়ে ইঁহার মনোবিকার দূর হইয়াছিল। অতঃপর ইনি আজগর ব্রত অবলম্বন করেন, অর্থাৎ এক স্থানে থাকিয়া অশন, শয়ন, চর্ব্বণ ও মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার মলমূত্রে দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। এইরূপে ইনি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইঁহার দেহত্যাগের ইচ্ছা হওয়ায় নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া কুটকাচলের উপবনে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ সেই বনে দাবানল উপজাত হইল এবং সেই অনলে ইনি ভস্মীভূত হইলেন। ভাগবতের মতে, ঋষভদেব স্বয়ং ভগবান্ ও কৈবল্যপতি, যোগচর্য্যা তাঁহার আচরণ, আনন্দ তাঁহার স্বরূপ।

জৈনেরাও ঋষভদেবকে আপনাদের আদি তীর্থঙ্কর বা আদিনাথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ঋষভকূট—হেমকূট পর্ব্বত। সং; পু। [এই ঋষভকূট নামক পর্ব্বতে ঋষভ নামক তাপস ছিলেন। বোধ হয়, তপোবনের নামানুসারেই এইরূপ নাম হইয়াছে]।

ঋষভদ্বীপ—শ্বেতদ্বীপ [এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে এক পর্ব্বত আছে; কার্ত্তিকেয় এই পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন]। সং; পু।

ঋষভধ্বজ—মহাদেব, শিব। ঋষভ ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

ঋষভী—পুরুষাকৃতি স্ত্রী, পুরুষাকারা নারী; কাপিকাচ্ছু, আলকুশী; বিধবা। ঋষভ শব্দ + ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি [ঋষি সাত প্রকার,—যথা:—কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি,

ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি]; বেদ; দীধিতি, কিরণ। ঋষ (গমন করা) অথবা দৃশ (দেখা)+ইক্ ক=যিনি জ্ঞানমার্গাবলম্বনে সংসার-পারে গমন করেন তিনিই ঋষি, অথবা পরমার্থ তত্ত্বে যিনি সম্যক্ দৃষ্টি রাখেন তিনিই ঋষি, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; পু। স্ত্রী ঋষী। [রামায়ণে উক্ত সাত প্রকার ঋষি ব্যতীত আরও কুড়ি প্রকারের ঋষি দেখিতে পাওয়া যায়; –১। বৈখানস—ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ২। বালখিল্য—ব্রহ্মার লোম হইতে উৎপন্ন। ৩। মরীচিপ—ইঁহারা সূর্য্যকিরণ পান করিয়া জীবনধারণ করেন। ৪। সংপ্রক্ষাল—ইঁহারা বিষ্ণুর পাদপ্রক্ষালন জল হইতে উৎপন্ন। ৫। অশ্মকুট্ট—ইঁহারা অপক্ককুট্টিতান্ন ভোজনে জীবন ধারণ করেন। ৬। আকাশনিলয়—ইঁহারা সর্ব্বদা অনাবৃত স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ৭। অনবকাশিক—ইঁহারা এক পদে দাঁড়াইয়া থাকেন, কখন পদ পরিবর্ত্তন করিয়া অপর পদকে বিশ্রাম দেন না। ৮। দন্তোলূখল—ইঁহারা আহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই দন্ত দ্বারা পেষণ করিয়া ভক্ষণ করেন। ৯। অশয্যা—ইঁহারা কখন শয়ন করেন না, বা নিদ্রাও যান না। ১০। পত্রাহার—ইঁহারা পত্র ভোজনে জীবনধারণ করেন। ১১। উন্মজ্জক—ইঁহারা আকণ্ঠ জলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের ধ্যান করেন। ১২। গাত্রশয্যা—ইঁহারা ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন। ১৩। বায়ুভক্ষ—ইঁহারা বায়ুভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করেন। ১৪। জলাহার—ইঁহারা কেবল জলপান করিয়া জীবনধারণ করেন। ১৫। আর্দ্রপট্টবাস—আর্দ্রবস্ত্রে অবস্থান করাই ইঁহাদিগের নিয়ম। ১৬। স্থণ্ডিলশায়ী—যজ্ঞভূমিতে শয়ন করিয়া ইঁহারা রাত্রিযাপন করেন। ১৭। উর্দ্ধবাস—গিরিশিখরে অবস্থান করাই ইঁহাদের নিয়ম। ১৮। তপোনিষ্ঠ—ইঁহারা সকল সময়েই তপে নিযুক্ত থাকেন। ১৯। পঞ্চতাপান্বিত—ইঁহারা গ্রীষ্মকালে পঞ্চতাপের মধ্যে তপস্যা করেন। ২০। সযপ—ইঁহারা সর্ব্বদা যপ করেন। এতদ্ভিন্ন মহাভারতে বানপ্রস্থ, ফলাহারী, মূলাহারী প্রভৃতি কয়েকপ্রকার ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋষিক, ঋষীক—ঋষিপুত্র। ঋষি বা ঋষী+কণ্ অল্পার্থে। সং; পু।

ঋষিকুল্যা—মুনিদিগের কৃত্রিম খাল; কৃত্রিম সরোবর; নদী; তীর্থবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঋষিতুল্য—ঋষির সমান, ঋষিসদৃশ, মুনিবৎ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঋষিতুল্যা।

ঋষিপ্রোক্ত—ঋষিকর্ত্তৃক উল্লিখিত, মুনিকথিত। ৩তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী ঋষিপ্রোক্তা।

ঋষিযজ্ঞ—শাস্ত্রাধ্যয়ন। ৬তৎ। সং; পু।

ঋষিরাজ—ঋষিশ্রেষ্ঠ, মুনিপ্রধান। ঋষিদিগের রাজা, ৬তৎ। বিণ; পু।

ঋষিলোক—যে লোকে ঋষিগণ বাস করেন; উহা শনিলোকের উর্দ্ধে এবং ধ্রুবলোকের অধোদেশে অবস্থিত। ৬তৎ। সং; পু।

ঋষিবর—ঋষিশ্রেষ্ঠ, ঋষিরাজ, মুনিপ্রধান। ঋষিদিগের মধ্যে বর, ৬ বা ৭তৎ। সং; পু।

ঋষিবর মুখোপাধ্যায়—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর। ইনি অনেক দিন যাবৎ কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ইনি জম্মুর গভর্ণর পদে বরিত হন।

ঋষিশ্রাদ্ধ—ঋষিদিগের কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। এই শ্রাদ্ধে কার্য্য অপেক্ষা আড়ম্বর অধিক বলিয়া প্রবাদ আছে; সেই প্রবাদের মূল নিম্নলিখিত কবিতা—
"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"

ঋষী—ঋষিপত্নী। সং; স্ত্রী। ঋষি দেখ।

ঋষীক—ঋষিক দেখ।

ঋষ্ট—১। অশুভকর, অমঙ্গলজনক। ঋষ্+ক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঋষ্টা। ২। সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতবিন্দু শোভিত মৃগবিশেষ। ঋষ্+ক্ত ণ্ণ। সং; পু।

ঋষ্টি—১। দ্বিধার খড়্গ। ঋষ+ক্তি ণ্ণ। ২। গ্রহদোষ, অশুভ। ঋষ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ঋষ্য—শ্বেতপাদ মৃগ। ঋষ+ক্যপ্ ণ্ণ। সং; পু।

ঋষ্যমূক—ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগস্থিত পর্ব্বত বিশেষ। কেহ কেহ বলেন, এই পর্ব্বত পুষ্পঘাট ও নীলগিরি নামক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী। অপর কাহারও কাহারও মতে, অধুনা যাহার নাম পশ্চিমঘাট পর্ব্বত, তাহাই রামায়ণের ঋষ্যমূক। পম্পা নদী এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। রামভার্য্যা সীতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইলে রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া একটী পর্ব্বতে উপনীত হন। সেই পর্ব্বতবাসী কবন্ধ নামক দানব তাঁহাকে বলেন যে, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীবের নিকট যাইলে তিনি সীতার তত্ত্ব বলিতে পারিবেন। তদনুসারে রামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ ঋষ্যমূকে গমন করেন। এই পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। মতঙ্গ মুনির অভিশাপে বালিরাজা এই পর্ব্বতে যাইতে পারিতেন না বলিয়া বালি-ভয়ে ভীত তদীয় অনুজ সুগ্রীব এইখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই স্থানে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কিছুকাল বাস করেন, এবং সুগ্রীবের অনুচর হনুমানের দ্বারা সীতার সন্ধান পান। অতঃপর সুগ্রীবের সাহায্যে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া লঙ্কায় গমন করেন, এবং যুদ্ধে রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করেন।

ঋষ্য (শ্বেতপাদ মৃগ) হয় মূক (নীরব) যেস্থানে, বহুব্রীহি, যেস্থানে মৃগসমূহ নির্ভয়ত্ব হেতু নীরব থাকে; অথবা, ঋষিদিগের নিকটে অমূক (ঋষি+অমূক), ৭তৎ। যে পর্ব্বত ঋষিদিগের সম্বন্ধে বাক্শক্তিহীন নয় অর্থাৎ ঋষিদিগের সহিত কথোপকথন করিত; কিংবা ঋষিগণ হইয়াছেন অমূক (বহুভাষী) যেস্থানে, যেস্থানে ঋষিগণ বিবিধ প্রসঙ্গের কথোপকথনে কালাতিপাত করিতেন। সং; পু।

ঋষ্যশৃঙ্গ—জনৈক মুনি, কশ্যপবংশীয় বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র এবং অযোধ্যাপতি রাম-পিতা দশরথের জামাতা। কোন সময়ে অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া জলমধ্যে বিভাণ্ডক ঋষির রেতঃস্খলন হয়। এক মৃগী রেতঃসহ সেই জল পান করায় গর্ভবতী হয়। সেই গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। মৃগীর গর্ভে জন্মহেতু ইঁহার একটী শৃঙ্গ হওয়ায় ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ নাম প্রাপ্ত হন। জন্মাবধি যৌবনের আরম্ভ পর্য্যন্ত পিতা ভিন্ন অন্য নরনারীর মুখ দেখিতে না পাওয়ায় ইনি অতিশয় তপোনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠেন। এই সময়ে দশরথ-বন্ধু অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদের রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় রাজা মহা বিব্রত হইয়া পড়েন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনিতে পারিলেই অনাবৃষ্টি দূর হইবে। লোমপাদ এই কার্য্যে কতকগুলি পরম সুন্দরী বেশ্যা নিয়োজিত করেন। বেশ্যারা বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতি কালে ঋষ্যশৃঙ্গকে নানারূপে প্রলোভিত করিয়া অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করে। ইঁহার আগমনমাত্র দেশে প্রচুর বৃষ্টি হইল। তখন লোমপাদ রাজা কৃতকৃতার্থ হইয়া বিভাণ্ডক ঋষির কোপ ও অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত শান্তানাম্নী আপনার পালিতা কন্যার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দেন। এই শান্তা দশরথের ঔরসজাতা। দশরথ স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পরম মিত্র লোমপাদকে এই কন্যা দান করিয়াছিলেন। দশরথ পুত্রাভাবে ক্লিষ্ট হওয়ায় এই ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান, তাহাতেই রামচন্দ্রাদি পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন।

ঋষ্যের (শ্বেতপাদ মৃগের) ন্যায় শৃঙ্গ (লিঙ্গ বা চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

ঋৄ

ঋৄ—১। অষ্টম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা; শিব; দৈত্য; স্বর্গ; বাক্যারম্ভ। সং; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি; দৈত্যমাতা, দিতি; দনু; গতি; রক্ষা; স্মৃতি। সং; স্ত্রী। ৩। ভয়। ব্য।

ঌ

ঌ—১। নবম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত; পর্ব্বত। সং; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি; পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

ৡ—১। দশম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। সং; পু। ২। দেবনারী; মাতৃবিশেষ। সং; স্ত্রী।

এ

এ—১। একাদশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; বিষ্ণু। ই (গমন করা)+বিচ্ ক। সং; পু। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী। ৩। স্মৃতি; দয়া; অসূয়া; আহ্বান; আমন্ত্রণ। ব্য।

এই—১। নিকটস্থ, সম্মুখস্থ, দৃশ্যমান, দৃষ্টিগোচর, হাতের গোড়ায়। দেশজ। বিণ। ২। এই ব্যক্তি বা বস্তু, ইহা, ইনি। বাং সর্ব্ব। ৩। এখনই। ব্য।

এইসন, এইসা—এপ্রকার, এরকম, এরূপ, এমন। হিন্দী। বিণ। [হিন্দী-মূলক।

এইসে—এ প্রকার বা প্রকারে, এরকম, এইতো।

এও—১। এই ব্যক্তি বা বস্তুও। বাং সর্ব্ব। ২। এয়ো, আয়তী, সধবা। গ্রাম্য শব্দ।

এঁকা—শ্রেণীবদ্ধ ভূমিতে জলসেচনকালে যে ত্রিশীর্ষ দণ্ডের উপরে বাঁশ পাতিত থাকে। প্রাদেশিক। সং।

এঁটিয়া—রম্ভাতরু, কচুগাছ প্রভৃতির কঠিন মূলাংশ। দেশজ। সং।

এঁটু—এঁটো (তাহা দেখ)।

এঁটু-কাটা—এঁটো-কাটা (তাহা দেখ)।

এঁটে—১। এঁটিয়া (তাহা দেখ)। দেশজ। সং। ২। আঁটিয়া; কষিয়া; জোরে, চেঁচাইয়া। প্রাদেশিক। ক্রি।

এঁটেল—আঠাল; শুষ্ক অবস্থায় খুব শক্ত অথচ ভিজিলে আঠাল এরূপ (মাটী)। প্রাদেশিক। বিণ।

এঁটো—উচ্ছিষ্ট; ভুক্তাবশেষ; রক্ষিত বা ভুক্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে অশুচি। প্রাদেশিক।

এঁটো-কাঁটা—ভুক্তাবশেষ এবং ভোজনকালে বর্জ্জিত মৎস্যকণ্টকাদি বস্তু; অন্নাদি ভোজন জন্য অশুচি স্থান বা ভোজন-পাত্রাদি। প্রাদেশিক। সং।

এঁড়িয়া, এঁড়ে—১। পুং গোবৎস; পুংগো, ষণ্ড, বৃষ। দেশজ। সং। ২। পুংজাতীয়। বিণ। ৩। স্তন্যপায়ী শিশুর অগ্রজ সন্তানের মাতৃস্তন্য-পানজনিত বালরোগ-বিশেষ। প্রাদেশিক। সং।

এঁড়ে-গলা—ষাঁড়ের মত উচ্চ ডাক বা চীৎকার; বিকট কণ্ঠস্বর। প্রাদেশিক। সং।

এঁধো (আঁধুয়া)—অন্ধকার, গাছপালা জন্মিয়া অন্ধকারময়। বিণ।

এক—সংখ্যা; কেবল, একাকী, অদ্বিতীয়; তুল্য, অন্য; শ্রেষ্ঠ; প্রথম। ই+কন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একা।

এক-ঋক্‌থী (-ঋক্‌থিন্)—একই ধনের ভাগী, সহ-উত্তরাধিকারী। এক-ঋক্‌থ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী এক-ঋক্‌থিনী।

একক—একাকী, একলা। এক+কণ্ স্বার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী এককা।

এককর্ম্মা (-কর্ম্মন্)—একক্রিয়, একটিমাত্র কার্য্যকারী বা (অন্যের সহিত) একই কার্য্যকারী, একবৃত্তি, সমব্যবসায়ী। একই কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

এককাঁড়ি—একগাদা (তাহা দেখ)।

এককাট্টা—একত্র মিলিত, একজোট, সঙ্ঘবদ্ধ। হিন্দী। বিণ।

এককালীন—সমকালীন; এক সময়ে বা একবারে উৎপন্ন অথবা কৃত। এককাল শব্দ+ঈন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কালীনা।

এককালীনতা—যৌগপদ্য, এক কালে সংঘটন। এককালীন শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

এককুণ্ডল—বলরাম; কুবের। এক কুণ্ডল যাহার, বহু। সং; পু। [সাধারণতঃ লোকে দুই কর্ণে দুইটী কুণ্ডল ধারণ করে, কিন্তু ইঁহারা একটীমাত্র কুণ্ডল ধারণ করেন]।

একক্রিয়—এককর্ম্মা, একবৃত্তি, সমব্যবসায়ী; একা ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

এক-গঙ্গা—রাশীকৃত, বহুল, প্রভূত, প্রচুর, অপর্য্যাপ্ত। দেশজ। বিণ।

এক-গা—গাত্রময়, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী। দেশজ। বিণ।

একগাদা—একরাশি, রাশীকৃত, এককাঁড়ি, বহুল, বিস্তর। দেশজ। বিণ।

একগাল—এক গ্রাস পরিমাণ; গালভরা, মুখভরা। দেশজ। বিণ।

একগুঁয়ে, একগুয়ে—যে এক বিষয়েই জিদ ধরিয়া থাকে, একঠোকা, একরোখা, গোঁয়ার, অবাধ্য। দেশজ। বিণ।

একগুরু—একই গুরুর শিষ্য; সহপাঠী, সতীর্থ। একই গুরু যাহাদের, বহু। সং; পু।

একগ্রাম—তুল্যগ্রাম। কর্ম্মধা। সং; পু।

একগ্রামীণ—একগ্রামবাসী। একগ্রাম+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একগ্রামীণা। [দেশজ। বিণ।

একঘরিয়া, একঘরে—জাতিচ্যুত, সমাজভ্রষ্ট।

একঘেয়ে—সকল স্থানে বা সব সময়ে একরকম, পরিবর্ত্তনবিহীন, নূতনত্বরহিত। দেশজ। বিণ।

একচক্র—সূর্য্য; চক্র যাহার, বহু। সং; পু। গণ্ডার; পুরবিশেষ। এক

একচক্রা—নগরীবিশেষ। জতুগৃহদাহের পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব জননীসহ কিছুকাল এই নগরীতে বাস করেন। এই স্থানে ভীম বকাসুরের নিপাত করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, বেহার প্রদেশের অন্তর্গত বর্ত্তমান আরা নগরীই প্রাচীন একচক্রা। সং; স্ত্রী।

একচত্বারিংশ, একচত্বারিংশত্তম—একচত্বারিংশতের পূরণ, চল্লিশের পরবর্ত্তীটি, একচল্লিশেরটি। একচত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -শী, -শত্তমী।

একচত্বারিংশৎ—একচল্লিশ (৪১)। এক দ্বারা অধিকা যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

একচত্বারিংশত্তম—একচত্বারিংশ দেখ।

একচর—১। একাকী; বিজনবাসী। উপ; এক-চর+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একচরা। ২। যে একাকী বিচরণ করে; সর্পাদি হিংস্রজন্তু; গণ্ডার। সং; পু।

একচর্য্যা—একাকী চলন, অসহায় গমন। এক-চর+কাপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

একচল্লিশ—৪১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ। [বিণ।

একচাপ—একত্র মিলিত, সমবেত। দেশজ।

একচাপে—একত্র মিলিত হইয়া, একযোগে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

একচারী (-চারিন্)—১। একচর, একক ভাবে বিচরণকারী, সঙ্গিশূন্য, একাকী; বিজনবাসী। উপ; এক-চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী একচারিণী। ২। বুদ্ধসহচর। সং; পু।

একচালা—১। একটি মাত্র চালবিশিষ্ট; চালনি-দ্বারা একবার মাত্র ছাঁকা। দেশজ। বিণ। ২। একটি মাত্র চালবিশিষ্ট কুটীর; একসঙ্গে অবস্থিতি। সং।

একচিত্ত—এক বিষয়ে ভাবনাযুক্ত, এক বিষয়ে নিবিষ্টমনাঃ, একাগ্র; একমনাঃ, সমান-ভাবনাযুক্ত, একমত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একচিত্তা। বিশেষ্যে একচিত্ততা।

একচুল—অতি অল্প বা সামান্য; এক সুতা। দেশজ। বিণ।

একচেটিয়া, একচেটে—সম্পূর্ণরূপে একের অধীন বা অধিকারভুক্ত। দেশজ। বিণ।

একচোখো—একাক্ষ ; কাণ বা কাণা ; অসমদর্শী, পক্ষপাতী, অন্যায়পূর্ব্বক একপক্ষাবলম্বী। দেশজ। বিণ।

একচ্ছত্র—একমাত্র প্রভুশক্তির অধীন, রাজচক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক শাসিত; নিরঙ্কুশ প্রভুশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বোপরি রাজশক্তিবিশিষ্ট, রাজচক্রবর্ত্তী। বহু। বিণ ; ত্রি।

একচ্ছায়—অখণ্ড-ছায়াবিশিষ্ট ; সম্যক্ আবৃত, সমাচ্ছন্ন। একা ছায়া যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একচ্ছায়া।

একছুট—এক দমে লম্বা বা টানা দৌড় ; একবস্ত্র, পরিধানে কেবল একখানি কাপড়, উত্তরীয়বিহীন। দেশজ।

একজ—১। এক হইতে জাত বা উদ্ভূত। উপ ; এক শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একজা। ২। সহোদর। সং ; পুং।

একজটা—দেবীবিশেষ, উগ্রতারা [অসুরভয়ে ভীত দেবগণ মাতঙ্গী মহাবিদ্যার স্তব করিলে তাঁহার দেহ হইতে ঐ কৃষ্ণবর্ণা একজটার আবির্ভাব হইয়াছিল]। একা জটা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

একজন্মা (—জন্মন্)—১। রাজা। এক (অদ্বিতীয়) জন্ম যাহার,বহু। ২। শূদ্রজাতি। এক (একবার) জন্ম যাহার, বহু ; যাহার দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ উপনয়নাদি হয় না। সং ; পুং।

একজাই—১। মোট, একুন ; একত্র মিলিত। দেশজ। বিণ। ২। জনতা। সং। ৩। নিয়ত, বার বার, ক্রমাগত। ক্রি বিণ।

একজাত—১। এক হইতে জাত বা উৎপন্ন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একজাতা। ২। সহোদর। সং ; পুং।

একজাতি—১। শূদ্র [দ্বি-জাতি নয়]। একা জাতি (জন্ম) যাহার, অর্থাৎ যাহার দ্বিতীয় জন্ম (উপনয়নাদি) হয় না, বহু। সং ; পুং। ২। একবর্ণ, একজাতীয় ; সমশ্রেণীর ; একপ্রকার, একবিধ। বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। এক বর্ণ ; এক শ্রেণী, এক প্রকার। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

একজাতীয়—এক প্রকার, তুল্যপ্রকার। এক জাতি+ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একজাতীয়া।

একজায়—১। একপত্নীক, এক বিবাহকারী। একা জায়া যাহার, বহু। বিণ ; পুং। ২। একজাই, বার বার, নিয়ত ; একসঙ্গে, একত্র। প্রাদে। ক্রি-বিণ। ৩। তালিকা। সং। [মতাবলম্বী। দেশজ। বিণ।

একজোট—মিলিত, দলবদ্ধ, একত্রীভূত ; এক-

একজোটে—একত্র মিলিত হইয়া, দল বাঁধিয়া, একসঙ্গে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

একজ্বর—১। অবিরাম জ্বর, যে জ্বর ছাড়ে না। কর্ম্মধা। সং ; পুং। ২। অবিরাম জ্বরযুক্ত। এক জ্বর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একটানা—বরাবর একই দিকে বহমান ; অবিরাম, নিরন্তর ; বরাবর একই হারে বা নিয়মে হিসাব করিয়া যাহা হয়, চক্রবৃদ্ধি না ধরিয়া (সুদ)। দেশজ। বিণ।

একটিন—স্থায়ী কর্ম্মচারীর অনুপস্থিতিতে কর্ম্মকারী। ইং (acting)। বিণ।

একটিনি—একটিনের কর্ম্ম। সং।

একটু, একটুকু—সামান্য পরিমাণ। দেশজ। বিণ। [প্রা, ক।

একঠামা—একটুও, স্বল্পতঃ, সামান্য পরিমাণও।

একঠোকা—যে যাহা ধরে তাহা ছাড়ে না, জেদবাজ, একরোকা, একগুঁয়ে। দেশজ। বিণ।

একতঃ (—তস্)—এক দিকে ; এক দিক্ হইতে। এক+তস্ ৭মী বা ৫মী স্থানে। বা।

একতন-থেকতন—যে সে প্রকারে, যে কোন রকমে, কষ্টে সৃষ্টে। বৈদেশিক।

একতন্ত্রী (—তন্ত্রিন্)—১। একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ; একতারা। একতন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। সং ; পুং। ২। একমতাবলম্বী। বিণ ; পুং। স্ত্রী একতন্ত্রিণী।

একতম—অনেকের মধ্যে এক। এক+তম নির্দ্ধারণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তমা।

একতর—দুইয়ের মধ্যে এক ; অন্য, ভিন্ন। এক+তর। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তরা।

একতর (রো)—একপ্রকারের, সাধারণের মতন নয়। দেশজ। বিণ।

একতরফ—একদিক্, একপক্ষ। বৈদেশিক। সং।

একতরফা—একদিক্ সম্বন্ধীয় ; একপক্ষসংক্রান্ত ; এক পক্ষ অবলম্বনে অনুষ্ঠিত ; (মোকদ্দমায়) কেবল একপক্ষের উপস্থিতিতে মীমাংসিত। বৈদেশিক। বিণ।

একতলা—একতল-বিশিষ্ট ; মাটীর উপরের যে তল। বিণ বা সং।

একতা, একত্ব—ঐক্য ; সংহতি ; মিল ; সাম্য ; মুক্তিবিশেষ ; অভেদ, অভিন্নতা। এক শব্দ +তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

একতান—১। একাগ্রচিত্ত, একবিষয়াসক্ত ; তদ্গতচিত্ত। একে (এক বিষয়ে) তান যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। একযোগ স্বর, সম, লয়। কর্ম্মধা। সং ; পুং।

একতানতা—একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা। একতান শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

একতানমন—একাগ্রচিত্ত। একতানমনাঃ পদের অপভ্রংশ। বিণ।

একতানমনাঃ (—মনস্)—একাগ্রচিত্ত। একতান মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পুং বা স্ত্রী।

একতাপন্ন—ঐক্যপ্রাপ্ত। একতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পন্না।

একতার—১। একটী মাত্র নক্ষত্রবিশিষ্ট (আকাশ)। একা তারা যাহাতে, বহু। ২। একটীমাত্র তারযুক্ত (বাদ্যযন্ত্র)। এক তার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একতারা—১। একমাত্র নক্ষত্রবিশিষ্ট, ইত্যাদি। একতার দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ভিক্ষুকগণ ইহার সাহায্যে গান করিয়া ভিক্ষা করে। দেশজ। সং।

একতাল—সমাবৃত লয় ; অবিচ্ছিন্ন স্বর। কর্ম্মধা। সং ; পুং।

একতালা—বাদ্যের তালবিশেষ। সং।

একতালী—একস্বরযুক্ত যন্ত্র। সং ; স্ত্রী।

একতীর্থ—১। এক গুরু। কর্ম্মধা। সং ; পুং। ২। সতীর্থ, সহপাঠী। একই তীর্থ (গুরু) যাহার, বহু। সং ; পুং।

একতীর্থী (—তীর্থিন্)—সতীর্থ, সহাধ্যায়ী, একপাঠী। একতীর্থ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং।

একত্র—একস্থানে ; একদিকে ; এক বিষয়ে। এক শব্দ+ত্র, ৭মী স্থানে। বা।

একত্রিংশ,একত্রিংশত্তম—একত্রিশ সংখ্যার পূরণ; একত্রিশেরটি। একত্রিংশৎ শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—শী,—শত্তমী।

একত্রিংশৎ—একত্রিশ (৩১)। একাধিক যে ত্রিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং।

একত্রিংশতম—একত্রিংশ দেখ।

একত্রিত—একস্থানে জাত বা স্থিত ; মিলিত ; সংগৃহীত। একত্র দেখ। একত্র শব্দ। ইত ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একত্রিতা। [কোন কোন ব্যাকরণের মতে এই পদটী অশুদ্ধ। তাঁহারা বলেন, প্রথমান্ত পদের উত্তরই 'ইত' হয়, সপ্তম্যন্তের উত্তর 'ইত' হইতে পারে না]।

একত্রিশ—৩১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। একত্রিংশৎ শব্দের অপভ্রংশ।

একত্ব—একতা দেখ।

একদংষ্ট্র, একদন্ত—লম্বোদর, গণেশ। একই দংষ্ট্রা বা দন্ত যাহার,বহু। সং ; পুং। [কথিত আছে যে, পরশুরামের সহিত যুদ্ধকালে পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের একটী দাঁত ভগ্ন হওয়ায় সেই অবধি ইনি একদন্ত নামে প্রখ্যাত হন। মতান্তরে, কার্ত্তিকেয়ের সহিত ক্রীড়াযুদ্ধে গণেশের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহাও নহে, উহাও নহে। এক সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণের পাশক্রীড়ার নিমিত্ত পাটির প্রয়োজন হওয়ায় গণেশের একটি দন্ত রাবণ উৎপাটন করিয়া লন, তাহাতেই লম্বোদরের নাম একদন্ত হইয়াছে]।

একদম—একেবারেই, মোটেই, আদতেই, মূলেই। বৈদেশিক। ক্রি-বিণ।

একদা—এককালে, এক সময়ে ; যুগপৎ, সমকালে। এক শব্দ+দা কালার্থে। বা।

•একদাপটে—একদৌড়ে, একছুটে ; একবারে ; একদমে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

একদিঠে—এক দৃষ্টে। প্রা, ক।

একদৃক্ (−দৃশ্)—১। শিব ; তত্ত্বজ্ঞানী ; ব্রহ্মজ্ঞানী। একই (অভিন্ন) দেখেন যিনি, উপ ; এক−দৃশ+ক্বিপ্ ক। ২। কাক। একা দৃক্ (চক্ষুঃ)যাহার, বহু ; প্রবাদ এই যে, রামচন্দ্রের বাণে কাকের একটি চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছিল [একাক্ষ দেখ]। সং ; পু। ৩। একনেত্র, কাণ। বিণ ; ত্রি।

একদৃষ্টি—১। অনন্যদৃষ্টি, এক বিষয়েই যাহার দৃষ্টি ; একনেত্র, কাণ। একা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কাক। সং ; পু বা স্ত্রী।

একদেব—অদ্বিতীয় দেবতা, পরব্রহ্ম, জগদীশ্বর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

একদেশ—একস্থান ; একদিক্ ; এক অংশ ; অবয়ব। কর্ম্মধা। সং ; পু।

একদেশদর্শিতা—একদেশদর্শীর ভাব, একদিক্ মাত্র দর্শন, এক পক্ষে টান, পক্ষপাতিতা ; সঙ্কীর্ণচিত্ততা, অনুদারতা ; অদূরদর্শিতা। একদেশদর্শী দেখ। একদেশদর্শিন্+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

একদেশদর্শী (−দর্শিন্)—একটীমাত্র দিক্-দর্শনকারী, একপক্ষদ্রষ্টা, একচোখো, অযথা পক্ষপাতী ; সঙ্কীর্ণচেতা, অনুদার। একদেশের দর্শী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, −দর্শিনী।

একদেশীয়—একদেশের অধিবাসী। একদেশ শব্দ+ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −দেশীয়া।

একদেহ—১। বুধগ্রহ। এক (মুখ্য) দেহ যাহার, বহু। ২। বংশ, গোত্র ; দম্পতী, স্ত্রীপুরুষ। এক (সমান) দেহ যাহার, বহু। ৩। এক শরীর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

একধর্ম্মা (−ধর্ম্মন্)—একই ধর্ম্মবিশ্বাসযুক্ত ; যাহাদিগের ধর্ম্ম এক, তুল্যধর্ম্মবিশিষ্ট। একই ধর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

একধর্ম্মী (−ধর্ম্মিন্)—একধর্ম্মা (সকল অর্থে)। একধর্ম্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী একধর্ম্মিণী। [+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

একধা—একপ্রকার ; একবার ; একগুণ। এক

একধুর—এক ভারবাহক যে (পশু) পিঠের একদিকে মাত্র ভার বহন করে। একা ধুরা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −ধুরা।

একধুরা—১। একভারবাহিকা। একধুর দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। একটিমাত্র ভার। একা যে ধুরা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

একধুরাবহ—একধুর, একটিমাত্র ভারবাহক। একধুরা বহন করে যে, উপ ; একধুরা−বহ (বহন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

একধুরীণ—একধুর, এক ভারবাহক। একধুরা শব্দ+ঈন কুশলার্থে। বিণ ; ত্রি।

একনয়ন—১। কাণ, কাণা। একই নয়ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কাক। সং ; পু।

একনবত—একনবতিতম (তাহা দেখ)। এক-নবতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একনবতী।

একনবতি—একানব্বই (৯১)। একাধিকা যে নবতি, মপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ ; স্ত্রী।

একনবতিতম—একনবতির পূরণ, নব্বইএর পরেরটি একনবতি+তমট্ পূরণ অর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −তমী।

একনাগাড়, −নাগাড়ে—একাদিক্রমে একটানা, ক্রমাগত, অবিরাম, ধারাবাহিক। প্রাদে।

একনাথ—১। অদ্বিতীয় স্বামী বা প্রভু। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। ৭কস্বামিক, এক মাত্র প্রভুযুক্ত ; সমান প্রভুযুক্ত, সমস্বামিক। একই নাথ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একনামা (−নামন্)—একই নামযুক্ত, সমান নামধারী। একই নাম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

একনায়ক—১। অদ্বিতীয় পরিচালক বা শাসন-কর্ত্তা, সর্ব্বময় প্রভু (autocrat) কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অদ্বিতীয় পরিচালকের বা শাসনকর্ত্তার অধীন, নিরঙ্কুশ প্রভু কর্ত্তৃক শাসিত (autocratic)। একই নায়ক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একনায়ক-রাজাতন্ত্র—নিরঙ্কুশ রাজাপতির শাসনপ্রণালী (autocracy)। রাজ্যের তন্ত্র রাজাতন্ত্র, ৬তৎ। একনায়কের রাজাতন্ত্র। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

একনিষ্ঠ—একের প্রতি আস্থাসম্পন্ন বা অনু-রাগী ; একবিশ্বাসী ; বিশ্বস্ত ; একাগ্র। একে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একনিষ্ঠা। বি, −নিষ্ঠতা, −ত্ব।

একনিষ্ঠা—১। একনিষ্ঠ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। একের প্রতি আস্থা বা অনুরাগ ; একাগ্রতা। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

একপক্ষ—১। একদিক্ ; কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষ, ১৫ দিন। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সপক্ষ, সহায়। একই পক্ষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একপঞ্চাশ—১। একপঞ্চাশত্তম (তাহা দেখ)। একপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একপঞ্চাশী। ২। একান্ন (৫১) ; প্রাচ শব্দ।

একপঞ্চাশৎ—৫১ সংখ্যা। এক দ্বারা অধিক যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ ; ত্রি।

একপঞ্চাশত্তম—৫১ সংখ্যার পূরণ ; পঞ্চাশের পরবর্ত্তীটা। একপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একপঞ্চাশত্তমী।

একপত্নী—১। পতিব্রতা ; সতী, সাধ্বী। একই পতি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। সপত্নী। এক (সমান) পতি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। ৩। প্রধানা ভার্য্যা। একা (প্রধানা) যে পত্নী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

একপত্নীক একভার্য্য, একটীমাত্র স্ত্রীবিশিষ্ট। একা পত্নী যাহার, বহু। বিণ ; পু।

একপত্রোৎপত্তিক—যাহার অঙ্কুর সময়ে একটি মাত্র পত্র উদ্গত হয় এরূপ (বৃক্ষ), যথা,—নারিকেল, কদলী প্রভৃতি। এক যে পত্র সে একপত্র, কর্ম্মধা ; একপত্রের উৎ-পত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একপদ—১। একস্থান ; বৈকুণ্ঠ ; তৎকাল ; এক চরণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। এক-পদবিশিষ্ট ; একপদবাচ্য। একই পদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একপদা। ৩। শৃঙ্গারবন্ধবিশেষ। সং ; পু।

একপদী—সঙ্কীর্ণ পথ। একই পদ (চিহ্ন) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

একপদীকরণ—১। দুই বা বহু পদকে এক পদ করা ; একপদ শব্দ+চ্বি প্রত্যয়+কৃ+অনট্ ভা। ২। যে একপদ ছিল না তাহাকে একপদ করা ; দুই বা বহু পদের একপদীকরণকে সমাস বলে। সং ; ক্লী।

একপরামর্শী (−মর্শিন্)—একমতাবলম্বী। এক-পরামর্শ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী একপরামর্শিনী।

একপর্ণা—পার্ব্বতীর এক সহোদরা, অসিত দেবলের ভার্য্যা। একমাত্র পর্ণ (পত্র) ভক্ষ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

একপাটলা—অপর্ণা ; গৌরী, দুর্গা। একমাত্র পর্ণ (পত্র) ভক্ষ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

একপাটলা—পার্ব্বতীর এক সহোদরার নাম, ইনি জৈগীষব্যের ভার্য্যা। একমাত্র পাটল ভক্ষ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

একপাট্টা—লাছুট, উড়ানি, চাদর। প্রাদে। সং।

একপাঠী (−পাঠিন্)—যাহারা এক শ্রেণীতে এক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে। একপাঠ শব্দ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী একপাঠিনী।

একপাৎ (−পাদ্)—মহাদেব, শিব। বহু। সং ; পু।

একপাদ—একচরণ ; একচতুর্থাংশ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

একপিঙ্গ, একপিঙ্গল—কুবের ; যক্ষ। এক পিঙ্গ বা পিঙ্গল (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু। কথিত আছে যে গৌরীর কোপে কুবেরের এক চক্ষু নষ্ট হয় ; পরে শিবের অনুরোধে ভবানী সেই চক্ষুর স্থানে একটি পিঙ্গলবর্ণ চিহ্ন দান করেন।

একপিণ্ড—সপিণ্ড, সগোত্র, একবংশীয়, দায়াদ। একই পিণ্ড যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী। −পিণ্ডা। বিশেষ্যে −পিণ্ডতা, −ত্ব।

একপিতৃক—এক পিতার ঔরসজাত (সন্তান)। এক পিতা যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি।

এক-পুত্র,—পুত্র—১। এক মাত্র তনয়; অদ্বিতীয় নন্দন, এক ছেলে। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। এক মাত্র তনয় বিশিষ্ট, এক ছেলের বাপ। এক পুত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একপুত্রা।

একপুত্রতা—এক তনয়ত্ব, কেবল এক ছেলে থাকা। একপুত্র+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

একপেট—উদরপূর্ণ, পেট ভরিয়া। দেশজ।

একপেশে, (—পাশিয়া)—একধারে গুরুত্ববিশিষ্ট; অযথা পক্ষপাতী; একদিকে বা একের প্রতি টানযুক্ত। বিণ।

একফলা—একটী মাত্র ফলযুক্ত; একাভিপ্রায়; একবার মাত্র ফলজনক। এক ফল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একফলা। [ব্য।

একবার—সকৃৎ, দুই বা বহুবার নহে; একদা।

একবারে—একদা; চিরকালের জন্ম; দুই বা বহুবারে নহে। ব্য। [পেশে। বিণ।

একবাড়িয়া, একবেড়ে—একপাশিয়া, এক-

একভক্ত—১। একের প্রতি ভক্তিযুক্ত, এক-পূজক; একনিষ্ঠ; একাগ্র। একে ভক্ত, ৭তৎ। ২। অহোরাত্রে একবার মাত্র ভোজনকারী, একাহারী। একই ভক্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিণ; পু।

একভার্য্য—একপত্নীক, একটীমাত্র স্ত্রীবিশিষ্ট। একা ভার্য্যা যাহার, বহু। বিণ; পু।

একভার্য্যা—১। একটী পত্নী বা স্ত্রী; প্রধানা পত্নী। কর্ম্মধা। ২। এক পুরুষের পত্নী। একের ভার্য্যা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

একভিত—একপার্শ্ব বা একপার্শ্বে, একধার বা একধারে, একদিক্ বা একদিকে। প্রা, ক।

একমত—১। অভিন্ন মত, একপ্রকার মত। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। একপ্রকার মত-বিশিষ্ট, একবাক্য। একই মত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একমতা। বি একমততা,—ত্ব।

একমতাবলম্বী (—লম্বিন্)—একমত, এক-প্রকার মতধারী, একবাক্য। একমতের অবলম্বী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—লম্বিনী।

একমতি—১। একমনাঃ, একচিত্ত; এক বিষয়ে নিবিষ্ট, একাসক্ত। একা মতি যাহার বহু। বিণ; ত্রি। ২। উৎকৃষ্ট বুদ্ধি। একা যে মতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

একমনাঃ (—মনস্)—একপ্রকার চিত্তবিশিষ্ট; একাসক্ত। একে মনঃ যাহার, কিংবা এক (একনিষ্ঠ) হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। [নিবিষ্টভাবে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

একমনে—অনন্যমনাঃ হইয়া, একাগ্রচিত্তে,

একমাতৃক—এক মাতার গর্ভসম্ভূত, সোদর। একা মাতা যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি।

একমাত্র—কেবল একটী, অদ্বিতীয়। একা মাত্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একমাত্রা।

একমাত্রা—১। কেবল একটী। একমাত্র দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। এক পরিমাণ, একবার সেবনীয় ঔষধাদি, একদাগ। একা মাত্রা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

একমুখ—১। একটী মাত্র বদনবিশিষ্ট; একটী মাত্র দ্বার বা প্রবেশপথ বিশিষ্ট। এক মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী। ২। একমাত্র দ্বারবিশিষ্ট মণ্ডপবিশেষ; দ্যূতক্রীড়া বিশেষ। সং; পু। ৩। একটি মাত্র বদন বা প্রবেশদ্বার। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

একমূল—১। অদ্বিতীয় মূল, একটীমাত্র শিকড়; অভিন্ন গোড়া, অদ্বিতীয় আদি বা উৎপত্তিস্থান। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। একমাত্র মূলবিশিষ্ট, এক শিকড়িয়া; অভিন্নাদি, একই আদি হইতে উৎপন্ন। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একমূলা।

একমূলা—১। একমাত্র মূলবিশিষ্টা, ইত্যাদি। একমূল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। শালপর্ণী; অতসী। সং; স্ত্রী।

একমেটে, একমেটে—প্রথম মাটী দেওয়ান (প্রতিমাদি), আংশিকভাবে কৃত, আরব্ধ মাত্র, অসম্পূর্ণ। দেশজ। বিণ।

একযষ্টিক—একনরী হার। বহু। সং; স্ত্রী।

একযোট—মিলিত,সমবেত,দলবদ্ধ; একত্রিত; অনেকগুলি। দেশজ। বিণ।

একরঙ্গ—কেশরঞ্জন দ্রব্যবিশেষ; ভৃঙ্গরাজ-বৃক্ষ। এক—রন্জ (রঞ্জিত করা)+অন্ ণ। সং; পু।

একরত্তি—এক রতি পরিমিত, অত্যল্প; দ্রব দ্রব্যের এক ফোঁটা, টোপা, বিন্দু। বিণ।

একরার—অঙ্গীকার, স্বীকার, কবুল। বৈদেশিক। সং।

একরারনামা—অঙ্গীকারপত্র,স্বীকারপত্র,চুক্তিপত্র (agreement)। বৈদেশিক। সং।

একরূপ—একপ্রকার; অমনি এক রকম, যেমন তেমন; প্রায়। দেশজ। [দেশজ।

একরূপে—একপ্রকারে; কোনও রকমে।

এক রোকা, রোখা—একটোকা, একগুঁয়ে; কথার অবশ, অবাধ্য; কেবল একতারে বোনা (কাপড়)। দেশজ। বিণ।

একল—একক, একাকী, একলা। এক—লা +ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একলা।

একলব্য—নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। অলৌকিক গুরুভক্তি প্রদর্শন দ্বারা একলব্য অক্ষয়কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, একলব্য অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষার্থ দ্রোণসমীপে উপস্থিত হইলে নিষাদপুত্র বলিয়া দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। অতঃপর একলব্য বনগমনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অনন্যমনে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং যোগবলে ও তপোবলে অল্পদিন মধ্যে ধনুর্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। একদা দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনাদি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ একলব্যের বনে উপস্থিত হন। ইঁহাদিগের একটি কুক্কুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে জটাবল্কলধারী একলব্যকে দেখিয়া ভীষণ শব্দ করিতে থাকে। সেই চীৎকারে একলব্যের তপোবিঘ্ন হওয়ায় তিনি এককালে সাতটি শব্দভেদী শর কুক্কুরের মুখবিবরে নিক্ষেপ করেন। কুক্কুরের শব্দশক্তি তিরোহিত হইল, কুক্কুর সেই অবস্থায় অর্জ্জুনাদির নিকট ফিরিয়া আসিলে, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া শরক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে একলব্য আপনাকে নিষাদপুত্র ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন অর্জ্জুন সমুদায় বৃত্তান্ত দ্রোণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "আপনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন, আমা অপেক্ষা আপনার ভাল শিষ্য নাই, তবে নিষাদপুত্র কিরূপে এমন উত্তম শিক্ষা লাভ করিল? এবংপ্রকার শরক্ষেপবিদ্যা আপনি তো আমাকে শিক্ষা দেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল, জগতে আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর আছে।" অর্জ্জুন এই প্রকার খেদ প্রকাশ করিলে দ্রোণ তাঁহাকে লইয়া একলব্য সমীপে গমন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্ব্ববৎ আপনাকে দ্রোণের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন দ্রোণ ছল করিয়া তাঁহার নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করিলে একলব্য অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

একলষাঁড়িয়া, ষেঁড়ে—আত্মম্ভরি, ঘোর স্বার্থপর, যে সব জিনিসই নিজে একাকী ভোগ করিতে চায়, আত্মসুখে সুখী। গ্রাম্য। বিণ।

একলা—১। একাকিনী। একল দেখ। একল +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। একাকী বা একাকিনী, একক। দেশজ। বিণ; পু বা স্ত্রী।

একলা দুকলা—একজন বা দুইজন; সঙ্গিহীন। দেশজ। বিণ।

একলি—একলা, একাকী। প্রা, ক।

একলিঙ্গ—১। সিদ্ধসাধনস্থান বিশেষ, পঞ্চক্রোশমধ্যে যেখানে অন্য লিঙ্গ দেখা যায়

না। তাহাকেই একলিঙ্গ বলে, সেই স্থান সিদ্ধিপ্রদ। এক হইয়াছে লিঙ্গ যেখানে, বহু। সং; ক্লী। একই লিঙ্গ যাহার, বহু। ২। কুবের; শিবলিঙ্গ বিশেষ। সং; পুং।

একলে—একলা, একক, একাকী। প্রা, ক।

একবংশ—১। একই কুল, সমান গোত্র। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। এককুলজাত, সগোত্র। একই বংশ যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একবংশা।

একবংশীয়—একবংশোদ্ভব, সগোত্র, দায়াদ। একবংশ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

একবচন—ব্যাকরণশাস্ত্রোক্ত একত্ব-সংখ্যাবোধক ধর্ম্ম। সং; ক্লী। (বচন দেখ)।

একবর্ণী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, করতাল। সং; স্ত্রী।

একবর্ষিকা—এক বৎসর বয়স্কা গোবৎসা। এক-বর্ষ (বয়ঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

একবস্ত্র—১। একখানি মাত্র কাপড়, উত্তরীয় বা অঙ্গাবরণ বিহীন পরিধেয় মাত্র। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। একমাত্র বসনধারী, যাহার পরিধানে একখানি মাত্র কাপড়, উত্তরীয় বা অঙ্গাবরণবিহীন। একই বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বস্ত্রা।

একবাক্য—১। একার্থবোধক বাক্য, এক কথা; অবিসংবাদী বাক্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। একমত, একমতাবলম্বী; একমতানু-সারিবাক্যযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

একবাক্যতা—একবাক্যের ভাব, ঐক্য, মিল, সঙ্গতি। একবাক্য+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

একবাক্যে—একটীমাত্র কথায়, বেশী কথা না বলিয়া; সমস্বরে। বহু। ক্রি-বিণ।

একবাদ—১। একমাত্র ব্রহ্মের কথন, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, বেদান্তের এই মত। একের বাদ, ৬তৎ। ২। ডিণ্ডিম। একই বাদ যাহার, বহু। সং; পু।

একবাস—১। একমাত্র বস্ত্র, একখানি কাপড়; অভিন্ন বাসস্থান বা আবাস। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। একমাত্র বস্ত্রধারী; একত্র বাস কারী। এক বাস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একবাসা।

একবিংশ, একবিংশতিতম—২১ সংখ্যার পূরণ, ২১ সংখ্যক। একবিংশতি শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শী,—তমী।

একবিংশতি—একুশ (২১)। একাধিকা বিংশতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

একবিংশতিতম—একবিংশ দেখ।

একশফ—১। অখণ্ডিত খুরযুক্ত। এক শফ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অখণ্ডিতখুর পশু; ঘোটক। সং; পু। ৩। অখণ্ডিতখুর; একটা বা গোটা খুর। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

একশরণ—১। অদ্বিতীয় আশ্রয় বা ভরসা স্থল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। একমাত্র আশ্রয় বিশিষ্ট। একই শরণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

একশা, একসা—একসঙ্গে, একজাই, মিশ্রিত; একাকার। গ্রাম্য। বিণ।

একশিরা—একটি অণ্ডকোষের স্ফীতি রোগ। দেশজ। সং।

একশৃঙ্গ—১। একমাত্র বিষাণযুক্ত, একশিঙ্-ওয়ালা। এক শৃঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একশৃঙ্গা। ২। একমাত্র বিষাণযুক্ত পশু; বিষ্ণু। সং; পু। ৩। একমাত্র বিষাণ, একটি শিঙ্। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

একশেষ—১। দ্বন্দ্ব সমাসবিশেষ; অতিশয়। এক শেষ যাহার, বহু। সং; পু। ২। পরাকাষ্ঠা, চরম সীমা। দেশজ। সং।

একষট্টি—৬১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। একষষ্টি শব্দের অপভ্রংশ।

একষষ্ট, একষষ্টিতম—৬১ সংখ্যক। একষষ্টি শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ষষ্টী,—ষষ্টিতমী।

একষষ্টি—একষট্টি (৬১)। একাধিকা ষষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

একষষ্টিতম—একষষ্ট দেখ।

একসপ্ত, একসপ্ততিতম (৭১ সংখ্যক)। এক-সপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একসপ্ততী।

একসপ্ততি—একাত্তর (৭১)। একাধিকা সপ্ততি, মধ্য কর্ম্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

একসপ্ততিতম—৭১ এই সংখ্যার পূরক। এক-সপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একসপ্ততিতমী।

একসর, একসরি—একলা, একাকী। প্রা, ক। একেশ্বর শব্দের অপভ্রংশ।

একসর্গ—একপ্রযত্ন, একাসক্তচিত্ত, একাগ্র। এক সর্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

একতন্ত্র—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢক্কা। বহু। সং।

একস্থ—একস্থানে স্থিত, একত্রিত, মিলিত, সম-বেত। উপ; এক—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি।

একহায়নী—একবর্ষিকা, একবছরের বকন। এক হায়ন (বৎসর) বয়ঃ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। [শীর্ণ। দেশজ। বিণ।

একহারা—একগুণ বা এক ফেরা; প্রায়

একহৃদয়—১। একই রকমের অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। একরূপ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট; অভিন্নহৃদয়। এক (সমান) হৃদয় যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হৃদয়া।

একা—১। অদ্বিতীয়া; একাকিনী। বিণ; স্ত্রী। এক দেখ। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী। ৩। একক, একাকী। দেশজ। বিণ।

একাকার—১। তুল্যাকৃতি; বিচার-আচারশূন্য। এক (সমান) আকার যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি। ২। একই রকমের আকৃতি। এক যে আকার, কর্ম্মধা। সং; পু।

একাকিনী—একাকী দেখ।

একাকী (একাকিন্)—একক, অসহায়; কেবল। এক+আকিন্ অসহায় অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী একাকিনী।

একাক্ষ—১। একচক্ষুঃ, কাণ। এক হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একাক্ষী। ২। কাক। সং; পু।

[কাকের একাক্ষত্ব হইবার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে;—পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ বন গমন করিয়া যৎকালে চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে একদিন এক দুষ্ট কাক সীতার স্তনে ও ওষ্ঠাধরে নখচঞ্চুদ্বারা আঘাত করে। রাম কুপিত হইয়া তাহার বিনাশার্থ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া কাক রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়। তখন করুণহৃদয়া সীতার অনুরোধে দয়াময় রাম তাহার প্রাণ নষ্ট না করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হন। তদবধি কাক একাক্ষ হইয়াছে।]

একাগ্র, একাগ্র্য—এক বিষয়েই আসক্ত, অনাকুল। এক হইয়াছে অগ্র যাহার—একাগ্র, বহু। একাগ্র শব্দ+ষ্ণ্য স্বার্থে—একাগ্র্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একাগ্রা।

একাগ্রচিত্ত—১। এক বিষয়ে আসক্ত বা নিবিষ্ট মন। একাগ্র যে চিত্ত, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। একমনাঃ, অনন্যমনাঃ, এক বিষয়েই আসক্তহৃদয়। একাগ্র চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চিত্তা।

একাগ্রচিত্ততা—একাগ্রচিত্তের ভাব, অনন্য-মনস্কতা, একাগ্রতা। একাগ্রচিত্ত+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

একাগ্রতা—এক বিষয়ে আসক্তি, ঐকান্তিকতা। একাগ্র শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

একাঘ্নী—সাংগ্রামিক অস্ত্রবিশেষ, একপ্রকার অমোঘ শক্তি; একেকে বধ করে যে, উপ; এক—হন (বধ করা)+টক্ ক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী। এই অস্ত্র কর্ণ অর্জ্জুনকে বধ করিবার নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের অনুরোধে ইহা ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করেন। [একসপ্ততি। দেশজ।

একাত্তর—৭১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক,

একাত্মতা—অভিন্নহৃদয়ত্ব, সখ্য, সৌহৃদ্য; পর-মাত্মার একীভাব বা ঐক্য; একাত্মবাদ। একাত্মন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

একাত্মবাদ—একমাত্র পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস, বেদান্ত-মত। একাত্মার বাদ, ৬তৎ। সং; পু।

একাত্মবাদী (–বাদিন্)—বেদান্তমতাবলম্বী ; বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ। উপ ; একাত্মন্–বদ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,–বাদিনী।

একাত্মা (একাত্মন্)—১। একই প্রকারের মন, অভিন্ন চিত্ত ; পরব্রহ্ম। এক যে আত্মা, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। একমনাঃ, একরূপ অন্তঃকরণবিশিষ্ট ; অভিন্নহৃদয়। একই আত্মা যাহাদের, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

একাদশ—এগার সংখ্যার পূরণ, ১১ সংখ্যক। একাদশন্ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একাদশী।

একাদশ (–দশন্)—এগার (১১)। এক দ্বারা অধিক যে দশ, মপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ ; ত্রি।

একাদশতনু—মহাদেব ; একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ জন্য ইঁহার নাম একাদশতনু ও একাদশ রুদ্র। একাদশ নাম, যথা— অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর। একাদশ তনু যাঁহার, বহু। সং ; পু।

একাদশন্—একাদশ ২য় দেখ।

একাদশরুদ্র—একাদশতনু দেখ।

একাদশী—১। এগার সংখ্যার পূরিকা। একাদশ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ ; হরিদিন, হরিবাসর। সং ; স্ত্রী। একাদশ দেখ। [একাদশী দ্বিবিধ—শুক্লা ও কৃষ্ণা। যে সময় সূর্য্যের দৃষ্টি হইতে চন্দ্রের একাদশ কলা বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় শুক্লা একাদশী এবং যে সময় চন্দ্রের একাদশ কলা সূর্য্যের দৃষ্টিপথে প্রবেশ করে, সেই সময় কৃষ্ণা একাদশী হয়। এই তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে ক্রোধন, কষ্টসহিষ্ণু, প্রিয়ভাষী, স্বজনপালক, মহামতি, অতিহৃষ্ট, এবং দেব গুরুপ্রিয় হয়]।

একাদিক্রমে—এক হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর, পূর্ব্বাপর, আনুপূর্ব্বিকরূপে। এক হইয়াছে আদি যাহার সে একাদি, বহু ; একাদি হইয়াছে ক্রম যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

একা-দুকা—একলা-দুকলা (তাহা দেখ)।

একাধার—একই পাত্র, একাশ্রয় ; একই ব্যক্তি বা বস্তু। এক যে আধার, কর্ম্মধা। সং, পু।

একাধিক—১। একের বেশী। এক হইতে অধিক, ৫তৎ। ২। এক বেশী। এক দ্বারা অধিক, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একাধিকা।

একাধিপতি—অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সর্ব্বময় প্রভু, একেশ্বর। এক যে অধিপতি, কর্ম্মধা। সং ; পু।

একাধিপত্য—অদ্বিতীয় প্রভুত্ব, সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব। এক যে আধিপত্য, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

একানই, একানব্বই—৯১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

একান্ত—অতিশয়, অত্যন্ত, নিতান্ত ; মনুষ্যসমাগমশূন্য, নির্জ্জন ; অবধারিত। এক হইয়াছে অন্ত যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একান্তা।

একান্তর—মধ্যে এক ব্যবধানতার পর অবস্থিত, একমধ্যক, তৃতীয়ক। এক অন্তর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একান্তরা।

একান্তরিত—একান্তর, একমধ্যক, তৃতীয়ক। এক যে অন্তর সে একান্তর, কর্ম্মধা ; একান্তর+ইত ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

একান্তে—১। একান্ত পক্ষে, নিতান্তই। ক্রি-বিণ। ২। নির্জ্জনে, বিরলে। সং।

একান্ন—১। একত্র অন্নভোক্তা, সহভোজী ; একভোজী। এক হইয়াছে অন্ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একান্না। ২। দিবারাত্রে একবারমাত্র ভোজন ; একত্র আহার। এক যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ৩। ৫১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

একান্নভোজী (–ভোজিন্)—দিবারাত্রে একবার মাত্র অন্নখাদক, একাহারী ; একান্নবর্ত্তী ; কেবল একপ্রকার খাদ্য ভোজনকর্ত্তা ; সহ ভোক্তা। একান্ন ভোজন করে যে, উপ ; একান্ন–ভুজ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,–ভোজিনী।

একান্নবর্ত্তিতা—এক পরিবারের অন্তর্গত হইয়া থাকা। একান্নবর্ত্তিন্+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

একান্নবর্ত্তী (–বর্ত্তিন্)—একই অন্নের অন্তর্গত (পরিবার) ; একান্নভোজী। একান্নে বর্ত্তে (থাকে) যে, উপ ; একান্ন–বৃত+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,–বর্ত্তিনী।

একাম্র, একাম্রকানন—উৎকল দেশান্তর্গত নীলাচলের দুই যোজন উত্তরে স্থিত একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানকার ভুবনেশ্বরের মন্দির স্থাপত্য-বিদ্যা ও শিল্প-নৈপুণ্যের আদর্শস্থল। উৎকলরাজ যযাতিকেশরী ৬৯৬ শকে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সং ; ক্লী।

একায়ন—একাসক্ত, একাগ্র। এক হইয়াছে অয়ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একায়না। [সং ; পু।

একার—এ এই বর্ণ মাত্র। এ+কার স্বার্থে।

একারাদি—১। এ এই অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী আর আর (অক্ষর)। একার আদি যাহাদের, বহু। ২। যাহার গোড়ায় একার 'e' আছে। একার আদিতে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একারান্ত—যাহার শেষে একার আছে। একার অন্তে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একারান্তা।

একার্থ—১। এক অভিধেয় শব্দ ; অভিন্ন তাৎপর্য্য ; এক প্রয়োজন। এক যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। একরূপ অর্থবিশিষ্ট, অন্যের সহিত অভিন্ন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনবিশিষ্ট। একই অর্থ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একার্থা।

একার্থক—একরূপ অভিধেয় যুক্ত, একই অর্থের বোধক, অভিন্নার্থ, একরূপ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনবিশিষ্ট। একই অর্থ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একার্থকা।

একার্থতা—সমার্থতা ; সমপ্রয়োজনতা। একার্থ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

একার্থপ্রতিপাদক, একার্থবোধক—একই অর্থের প্রকাশক, একার্থক। একার্থের প্রতিপাদক, বোধক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–পাদিকা, –বোধিকা।

একাবয়ব—১। একই অঙ্গ ; অভিন্ন দেহ। এক যে অবয়ব, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। একাঙ্গ, অভিন্নাঙ্গ ; একরূপ, সদৃশ, সমান ; একভাবাপন্ন। একই অবয়ব যাহাদের, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একাবয়বা।

একাবলী—একনর মালা বা হার ; ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। একা আবলী (মালা) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

একাশি, একাশী—৮১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। একাশীতি শব্দের অপভ্রংশ।

একাশে—এক পার্শ্ব বিশিষ্ট, এক পার্শ্বে নত। দেশজ। বিণ।

একাশীতি—একাধিক অশীতি, একাশী (৮১)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

একাশীতিতম—একাশীতি সংখ্যার পূরণ, ৮১ সংখ্যক, একাশীরটা। একাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–তমী।

একাশ্রয়—১। অনন্যগতি ; একের আশ্রিত। এক আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী একাশ্রয়া। ২। এক আধার। এক যে আশ্রয়, কর্ম্মধা। সং ; পু।

একাশ্রিত—একের শরণাগত ; অনন্যগতি। একেকে আশ্রিত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

একাষ্টকা—প্রজাপতির কন্যা। সং ; স্ত্রী।

একাষ্ঠীল—বক বৃক্ষ। একা যে অষ্ঠী সে একাষ্ঠী (কর্ম্মধা), একাষ্ঠী+ল যুক্তার্থে। সং ; পু।

একাষ্ঠীলা,–লী—নিমুই গাছ। সং ; স্ত্রী।

একাসন—১। একটীমাত্র আসন, অভিন্ন আসন। এক যে আসন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। একমাত্র আসনবিশিষ্ট ; অভিন্ন আসনে উপবিষ্ট। এক আসন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একাহ—একদিন কাল। কর্ম্মধা। সং ; পু।

একাহার—১। অহোরাত্রে একবার মাত্র ভোজন। এক যে আহার, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অহোরাত্রে একবারমাত্র ভোজনকারী। এক আহার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একাহারী (–হারিন্)—অহোরাত্রে একবার

• মাত্র ভোজনকারী। একাহার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—হারিণী।

একাহিক—একদিনসাধ্য; একদিনে উৎপাদ্য। একাহ শব্দ+ফিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একাহিকী।

একিদা—একাগ্রতা, একনিষ্ঠা; অভিনিবেশ; নির্ভর; টান, ঝোঁক। বৈদেশিক। সং।

একীকরণ—একত্রীকরণ, অনেক বস্তু একত্র করা। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

একীকৃত—একরূপে পরিণত; একত্রীকৃত, সংগৃহীত, রাশীকৃত। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একীকৃতা।

একীভাব—এক হওয়া, একতা, মিলন। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—ভূ +ঘঞ্ ভা। সং; পু।

একীভূত—এক হইয়াছে এরূপ, মিলিত। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একীভূতা।

একীয়—সহায়; একপথাবলম্বী; একসম্বন্ধীয়। এক শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একীয়া।

একুন—সমষ্টি, মোট। বৈদেশিক। সং।

একুনে—সমষ্টিতে, মোটে, সমুদায়ে, সর্ব্ব সাকল্যে।

একুরাব—সমস্বর; একতান। প্রা, ক।

একুশ—২১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

একুশে—মাসের ২১ দিনের দিন। দেশজ।

একেক্ষণ—কাক [একাক্ষ দেখ]; কাণপুরুষ; শুক্রাচার্য্য [পুরাণে কথিত হইয়াছে,—ভগবান্ বামনদেব বলিরাজের নিকট ত্রিপাদ ভূমি মাত্র প্রার্থনা করায় বলি তাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তদীয় গুরু শুক্রাচার্য্য যোগবলে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বলিকে তাহা প্রদান করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু বলি প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে সে কথা না শুনিয়া ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে উদ্যত হইলেন; তখন জল ব্যতিরেকে দান অসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শুক্রাচার্য্য সূক্ষ্মরূপ ধারণপূর্ব্বক ভৃঙ্গারমুখে অবস্থিত হইয়া জলপতন রোধ করেন। বামনদেব প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া ভৃঙ্গারের ছিদ্রান্বেষণচ্ছলে কুশ প্রবেশ করাইয়া দিয়া শুক্রাচার্য্যের এক চক্ষুঃ নষ্ট করেন; সেই অবধি শুক্রাচার্য্য একনেত্র হইলেন। কথাতেই বলে "কাণাশুক্র"]। এক ঈক্ষণ যাহার, বহু। সং; পু।

একেশ্বর—১। একক হইয়াও যে ঈশ্বর (শক্তিমান্), আত্মনির্ভরশীল; একক বা একাকী; একাধিপতি। এক যে ঈশ্বর, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী একেশ্বরী। ২। একমাত্র পরমেশ্বর, অদ্বিতীয় ভগবান্। কর্ম্মধা। সং; পু।

একেশ্বরবাদ—পরমেশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এরূপ মত। ৬তৎ। স'; পু।

একেশ্বরবাদী (—বাদিন্)—পরমেশ্বর একাধিক নাই এইরূপ মতাবলম্বী, (আধুনিক) ব্রাহ্ম। একেশ্বরবাদ+ইন্ আছে অর্থে; অথবা উপ, একেশ্বর—বদ+ণিন্ ক। বিণ; পু।

ঐকৈক—এক একজন, বা এক একটি। এক ও এক, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐকৈকা।

ঐকৈকশঃ (—শস্)—এক এক করিয়া; একে একে, পৃথক্‌ভাবে। ঐকৈক+শস্। অ।

একোদক—সমানোদক, ঊর্দ্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্র। এক উদক যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি।

একোদর—সহোদর। এক (অভিন্ন) উদর (জন্মস্থান) যাহার, বহু। সং; পু। স্ত্রী,—দরা।

একোদ্দিষ্ট—এক ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ; প্রেতোদ্দেশে বার্ষিক শ্রাদ্ধ। এক হইয়াছে উদ্দিষ্ট যাহাতে, বহু। সং; ক্লী। [একটি প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া যে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়, তাহাকে একোদ্দিষ্ট কহে। ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাহ্নে মাতৃশ্রাদ্ধ, অপরাহ্নে পিতৃকশ্রাদ্ধ, প্রাতঃসময়ে বৃদ্ধিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ এবং মধ্যাহ্নে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে]। [বিণ, ত্রি। স্ত্রী একোনা।

একোন—এক কম। একের দ্বারা ঊন, ৩তৎ।

একোশিকা—আকনাদি বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

এক্ষণ—এখন, বর্ত্তমান সময়; এই দণ্ড, এই মুহূর্ত্ত। দেশজ। সং।

এক্ষণকার—এখনকার, এই সময়ের; বর্ত্তমান, উপস্থিত; অধুনাতন, ইদানীন্তন। দেশজ।

এক্ষণে—এখন, এই সময়ে; ইদানীং; অধুনা, সম্প্রতি। দেশজ।

এখন—এক্ষণ বা এক্ষণে (তাহা দেখ)।

এখনকার—এক্ষণকার (তাহা দেখ)।

এখান—এই স্থান; এই বিষয়। বা। [বিণ।

এখানকার—এই স্থান সম্বন্ধীয়; এই স্থানের।

এখো—এক, একটা। প্রা, ক।

এখোয়ো—এখনও। প্রা, ক।

এগন, এগান—অগ্রসর হওয়া, অগ্রগামী হওয়া, আগাইয়া যাওয়া। গ্রাম্য। ক্রি।

এগার—একাদশ (১১)। দেশজ।

এগু—১। অগে, আগে। গ্রাম্য। ২। একপ্রকার সকম্প জ্বর। ইং (Ague)।

এগুতে, এগুনে, এগোনে—অগ্রে, পূর্ব্বে, পূর্ব্বকালে; অগ্রভাগে, পুরোদেশে। গ্রাম্য।

এজন—কম্পন, কম্প, কাঁপা। এজ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

এজমালি—একাধিক ব্যক্তির একসঙ্গে উপভুক্ত, সাধিকী (joint)। বৈদেশিক। বিণ।

এজলাস—আদালত, বিচারালয়; বিচারাসন (bench)। বৈদেশিক। সং।

এজাহার, এজেহার—ব্যক্তকরণ, খুলিয়া বলা; উক্তি; সাক্ষ্যপ্রদান। বৈদেশিক। সং।

এজিত—১। কম্পিত। এজ+ক্ত র্ম্ম। ২। কম্পান্বিত, কম্পমান। এজ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

এজেণ্ট—কর্ম্মচারী। ইং (agent)। সং।

এজেহার—এজাহার দেখ।

এটেল, এঁটেল—আঠাল, চট্‌চটে। বিণ।

এড়—শ্রবণশক্তিহীন, বধির। আ—ঈড+অল্ ক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এড়া।

এডওয়ার্ড, সপ্তম—স্বর্গতপূর্ব্ব ইংলণ্ডেশ্বর ও ভারতসম্রাট। ইনি ১৮৪১ খৃঃ ৯ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন ও এলবার্ট এড্ওয়ার্ড নাম প্রাপ্ত হন। ইনি স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। উপযুক্ত বয়সে যথোচিত বিদ্যাশিক্ষার পর ইনি দেশভ্রমণে বহির্গত হন। ১৮৬০ খৃঃ ইনি আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য ও কানাডা দেশ পরিদর্শন, এবং ১৮৬২ খৃঃ প্রাচ্যদেশ পর্য্যটন করেন। ১৮৬৩ খৃঃ ১০ই মার্চ্চ ডেন্মার্কের রাজকুমারী আলেকজান্দ্রার সহিত ইঁহার শুভ পরিণয় হয়। মাতার জীবদ্দশায় (অর্থাৎ ১৯০১ খ্রী. পর্য্যন্ত) ইনি 'প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্' অর্থাৎ যুবরাজ ছিলেন, এবং তদবস্থায় জননীর বিবিধ রাজকার্য্য সম্পাদনে বিলক্ষণ সহায়তা করিতেন। ১৮৭৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃঃ অব্দে ২২শে জানুয়ারি ইঁহার মাতা স্বর্গারোহণ করিলে ইনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। ১৯১০ খৃঃ করাল কালে ইঁহাকে গ্রাস করে। এই দুর্ঘটনায় সাম্রাজ্যের সকল প্রজাই অকপটে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

ইনি সাতিশয় শান্তিপ্রিয় ছিলেন,—যুদ্ধবিগ্রহ আদৌ ভালবাসিতেন না। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যেশ্বরদিগের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব অক্ষুন্ন থাকে এতদুদ্দেশ্যে ইনি ইউরোপের প্রায় তাবৎ রাজধানী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টায় ফ্রান্সের সহিত বৃটেনের অচ্ছেদ্য সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে।

মহিষী আলেক্জান্দ্রার গর্ভে ৭ম এড্ওয়ার্ডের তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র এলবার্ট ভিক্টর (জন্ম ১৮৬৪ খৃঃ) ১৮৮৯ খ্রী. ভারতভ্রমণে আসেন, এবং পিতামহীর জীবদ্দশাতেই ১৮৯২ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারি কালগ্রাসে পতিত হন। দ্বিতীয় পুত্র জর্জ্জ অধুনা আমাদের সম্রাট্। জগদীশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

এড়ক—মেষ, মেড়া; বন্য ছাগ। ইল (গমন করা)+অক ক। সং; পু। [স্ত্রী।

এড়কা—মেষী। এড়ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং;

এড়া, এড়ান—পরিহার করা, বর্জ্জন করা, ছাড়া বা ছাড়ান; নিক্ষেপ করা। দেশজ। ক্রি।

এড়াটিয়া, এড়াটে—পরিহৃত, বর্জ্জিত; বাতিল; অকর্ম্মণ্য। দেশজ। বিণ।

এড়াব—এড়া দেখ।

এড়ি—১। নিক্ষেপ করিয়া; এড়াইয়া, পরিহার করিয়া, ছাড়াইয়া। ক্রি। প্রা, ক। ২। গুল্ফ; জুতার গোড়ালি। বৈদেশিক। সং।

এডিটর—গ্রন্থসংস্কারক; সংবাদপত্র-সম্পাদক। ইং (Editor)। সং।

এডেন—আরব দেশের অন্তর্গত এমেন প্রদেশস্থিত দ্বীপ ও বন্দর। এডেন লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে এডেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রসারের কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রোমানগণ এই স্থানটিকে "এরিবিয়া ফিলিকস্" এবং এটেনী (Attanae) বলিত।

ইং ১৮৩৯ অব্দের ১৬ই জানুয়ারি স্থানটি ইংরাজ অধিকারে আসে। উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া জাহাজ আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদেশ মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধে এডেনের আদর একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। স্থানটি ইংরাজাধিকারে আসিবার পরে, বাণিজ্য পুনর্ব্বার লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, এবং উত্তর কালে সুয়েজ খাল প্রতিষ্ঠিত হইলে, বাণিজ্যের প্রসার সম্যক্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এডেনের আদরও বাড়িতে থাকে। পূর্ব্বদেশগামী সকল জাহাজই এইখানে থামে এবং কয়লা লয়। এইখান হইতেই ইষ্টারণ টেলিগ্রাফ কোম্পানীর জল-মজ্জিত তার, দুইদিকে প্রেরিত হইয়াছে—একদিক ভারত ও অন্যান্য পূর্ব্বদেশ, অপর দিক জাঞ্জিবার ও উত্তমাশা অন্তরীপ।

এডেন বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অধীনে জনৈক পলিটিকেল রেসিডেণ্টের শাসনাধীন। আরবগণই এ স্থানের প্রধান অধিবাসী, এবং আরবীই প্রধান ভাষা। জলকষ্ট ও গ্রীষ্মাধিক্য সত্বেও স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রখ্যাত।

এড়ো—আড় দিকে থাকে যাহা। দেশজ। বিণ।

এণ, এণক—হরিণ; মৃগবিশেষ। ই (গমন করা)+ণ ক, ২য় পক্ষে তত্তুল্যে কণ্ স্বার্থে। সং; পু। স্ত্রী এণী।

এণতিলক—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র। এণ তিলক যাহার, বহু। সং; পু।

এণভৃৎ—চন্দ্র। এণকে ধারণ করেন যিনি, উপ; এণ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

এণরিপু—সিংহ। ৬তৎ। সং; পু।

এণাজিন—মৃগচর্ম্ম। এণের অজিন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

এণ্ডী, এণ্ডী—এরণ্ড (রেড়ীর গাছ) পত্রভোজী কোষকীটের (Attacus ricini) গুটীর সূতা, আসামী তসরবিশেষ। সং।

এত—১। আয়াত, আগত; কর্ব্বুর। আ—ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এতা। ২। মৃগ; কর্বুর বর্ণ। সং; পু। ৩। এতৎপরিমিত, এতৎসংখ্যক। দেশজ। বিণ।

এতক—এত; এ পর্য্যন্ত, এখনও, অদ্যাপি; এই পর্য্যন্ত, এই অবধি। দেশজ।

এতৎ (এতদ্)—এই, ইহা, ইতি। ই (গমন করা)+তদ্ ক। বিণ; ত্রি।

এতত্তুল্য, এতৎসম—ইহার সমান, ইহার ন্যায়, এতাদৃশ, ঈদৃশ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এতত্তুল্যা, এতৎসমা।

এতদ্—এতৎ দেখ।

এতদাদি—ইহা প্রভৃতি, এই এবং আর আর, ইত্যাদি। এতৎ আদি যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি।

এতদীয়—এতৎসংক্রান্ত, এতৎসম্বন্ধীয়। এতদ্ শব্দ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এতদীয়া। [সং; পু।

এতদ্দেশ—এই দেশ। এতৎ যে দেশ, কর্ম্মধা।

এতদ্দেশীয়—এদেশে উৎপন্ন, এদেশবাসী, এই দেশের। এতদ্দেশ শব্দ+ঈয় জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এতদ্দেশীয়া।

এতদ্ধেতু—এই কারণে, এই জন্যে। এতৎ হেতু যাহার, বহু। ক্রি-বিণ।

এতদ্ভিন্ন—ইহা (বা এই সকল) ব্যতীত, ইহা ছাড়া। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এতদ্ভিন্না।

এতদ্রূপ—এই আকারের; এবম্প্রকার, এই রকমের। এতৎ রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এতদ্রূপা।

এতদ্বৎ—এতত্তুল্য, ইহার ন্যায়, এই রকম। এতদ্+বৎ তুল্যার্থে। ব্য।

এতদ্ব্যতিরিক্ত, এতদ্ব্যতীত—এতদতিরিক্ত, এই ভিন্ন, ইহার অধিক, ইহা ছাড়া। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রিক্তা,—তীতা।

এতলা, এত্তালা, এত্তেলা, এত্তেলা—সংবাদ, খবর; জানান; বিজ্ঞাপন। বৈদেশিক। সং।

এতবার—রবিবার; বিশ্বাস, প্রত্যয়; ভরসা। বৈদেশিক। সং।

এতসি—এত। প্রা, ক।

এতহুঁ—এ সকল; এ পর্য্যন্ত। প্রা, ক।

এতাদৃক্ (—দৃশ্)—ঈদৃশ, এই প্রকার, ইহার ন্যায়। উপ; এতদ্—দৃশ+ক্বিপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

এতাদৃশ—ঈদৃশ, এই প্রকার, ইহার ন্যায়, এইরূপ। উপ; এতদ্—দৃশ+টক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এতাদৃশী।

এতালা—এতলা দেখ।

এতাবৎ—এতৎপরিমিত, এতটুকু, এতখানি। এতাবান্ দেখ। বিণ; ত্রি।

এতাবতা—ইহা অবধারিত হওয়াতে, এতাবৎ বাক্য দ্বারা। ব্য।

এতাবতী—এতাবান্ দেখ।

এতাবৎকাল—এ পর্যান্ত সময়, এই পরিমিত সময়। কর্ম্মধা। সং; পু।

এতাবান্ (—বৎ)—এতৎপরিমিত, এইটুকু, এতখানি। এতদ্+বতু পরিমাণার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী এতাবতী।

এতেক—এতৎপরিমিত, এত; এত দূর; এই অবধি; এতক; এ পর্য্যন্ত; এই সমুদায়; ইহা, এই কথা। ক, প্র।

এতেলা, এত্তেলা—এতলা দেখ।

এথা, এথায়—এইস্থানে, এখানে; এই দিকে। প্রাদেশিক। [প্রা, ক।

এদ্দিন—এতদিন, এতকাল; এতদিনের মধ্যে।

এধ—ইন্ধন, জ্বালানিকাষ্ঠ; তৃণ। এধ+অল্ ক। সং; পু।

এধঃ (এধস্)—ইন্ধন, জ্বালানি কাষ্ঠ; তৃণ। এধ+অস্ ক। সং; ক্লী।

এধিত—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; বর্দ্ধিত। এধ+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এধিতা।

এনা—হেন, এরূপ; এমন। প্রা, ক।

এন্তাকাল—ক্রোক। বৈদেশিক। সং।

এন্তাজার, এন্তেজার—অধীন, আয়ত্ত, বশ। বৈদেশিক। বিণ।

এন্তাজারি, এন্তেজারি—অধীনতা, বশতা, তাঁবেদারি, আনুগত্য; প্রতীক্ষা, অপেক্ষা; ভরসা। বৈদেশিক। সং।

এন্তেজার—এন্তাজার দেখ।

এন্তেজারি—এন্তাজারি দেখ।

এভারেষ্ট পর্ব্বত—নেপাল রাজ্যে অবস্থিত হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ। এভারেষ্ট পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহা ২৯,০০০ ফিট উচ্চ। কেহ কেহ ইহার পশ্চিমে অবস্থিত গৌরীশঙ্কর নামক পর্ব্বতশৃঙ্গকে এভারেষ্ট বলিয়া মনে করেন। গৌরীশঙ্কর এভারেষ্ট হইতে ৫০০০ ফিট নিম্ন। এই পর্ব্বতের স্থানীয় নাম না থাকায় ইহাকে "এভারেষ্ট" নামে অভিহিত করা হইয়াছে; কারণ উক্ত নামধেয় কর্ম্মচারী ১৮৫১ সালে পর্ব্বত সম্বন্ধে ত্রিকোণ মিতি-বিষয়ক গণনা শেষ ও উচ্চতা নিরূপণ করেন। স্যর জর্জ্জ এভারেষ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের সার্ভেয়ার জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এমত—১। এই অভিমত, এই মন্তব্য। সং। ২। এমন, এরূপ। দেশজ। বিণ।

এমতি—এমন, এরূপ। প্রা, ক।

এমন—১। এরূপ, এ প্রকার। দেশজ। বিণ। ২। এতেক। প্রা, ক। [দেশজ। বিণ।

এমনতর, এমনিতর—এই প্রকার, এ রকম।

এমনি—১। এই রকম, এই প্রকার, এই ভাবের; এত; অমনি, শুধু শুধু, বিনামূল্যে, বিনাব্যয়ে। দেশজ।

এমনিতর—এমনতর দেখ।

এমান—ইমান, বিশ্বাস, ধর্ম্ম। বৈদেশিক। সং।

এমারত—অট্টালিকা, পাকা দালান, কোটা বাড়ী। বৈদেশিক। সং। [সং।

এয়ারিং—কর্ণকুণ্ডল, মাকড়ি। ইং (Ear-ring)।

এযাবৎ—এপর্য্যন্ত; এতক। দেশজ। ব্য।

এয়ো—সধবা, বা সধবা নারী। দেশজ। বিণ বা সং।

এয়োৎ, এয়োত—সধবা অবস্থা। দেশজ। সং।

এয়োতি, এয়োতী—সধবা। দেশজ। বিণ।

এর—১। ইহার, এই ব্যক্তির বা বস্তুর। বাং সর্ব্ব। ২। সম্বন্ধসূচক বিভক্তি।

এরকা—গ্রন্থিহীন তৃণবিশেষ; নলখাগড়া; শরগাছ। ই (গমন করা) + রক ক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

[এরকার উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে;—"একদা মদমত্ত যাদবগণ মুনিবর দুর্ব্বাসাকে দ্বারকাধামে সমাগত দেখিয়া মনে করিল, ইনি ভণ্ড ও প্রতারক; অতএব ইঁহার পরীক্ষা করা আবশ্যক। তদনুসারে তাহারা পরমসুন্দর শাম্বকে নারীবেশে সজ্জিত করিয়া তদীয় উদরে চেলখণ্ড দ্বারা কৃত্রিম গর্ভ নির্ম্মাণপূর্ব্বক এই অভিপ্রায়ে দুর্ব্বাসার নিকট তাহাকে উপস্থিত করিল যে, ঋষি সেই গর্ভে কি সন্তান হইবে বলিলেই তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিবে। দুর্ব্বাসা যোগবলে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া সক্রোধে বলিলেন, "মূঢ়গণ! ইহার গর্ভ হইতে তোমাদের কুলনাশন মুষল উৎপন্ন হইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলে, শাম্বের উদরজড়িত চেলখণ্ড হইতে মুষল নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে মহা ভীত হইয়া তাহারা সমুদ্রতীরে উহা ঘর্ষণ করিয়া ক্ষয় করিল, এবং অত্যল্প অংশ থাকিতে জলে নিক্ষেপ করিল। ঐ মুষলঘর্ষণে যে ফেনরাশি উৎপন্ন হইল, তাহাতেই তীরভূমিতে এরকারাশি সঞ্জাত হয়। অতঃপর যাদবগণ দৈববশে কালপ্রাপ্তি-নিবন্ধন সুরাপানে মত্ত হইয়া সেই এরকারূপ অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তাহাতেই তথায় যাদবগণের ক্ষয় হয়।" [সং; পু।

এরঙ্গ, এলঙ্গ—মৎস্যবিশেষ, এলাজা, রায়খাঁড়া।

এরণ্ড—ভেরাণ্ডা গাছ। আ-ঈর (গমন করা) + অণ্ডচ্ ক। সং; পু।

এরণ্ডক—এরণ্ড, ভেরেণ্ডা গাছ। এরণ্ড + কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

এরণ্ডজ—এরণ্ড বৃক্ষ বা তাহার ফল হইতে উৎপন্ন। উপ; এরণ্ড – জন (জন্মা) + ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এরণ্ডজা।

এরণ্ডপত্রিকা—দন্তী বৃক্ষ। বহু। সং; স্ত্রী।

এরণ্ডফলা—দন্তী বৃক্ষ। বহু। সং; স্ত্রী।

এরণ্ডা—পিপ্পলী। এরণ্ড + আপ্। সং; স্ত্রী।

এরূপ—এই প্রকার, এরকম, এমন। দেশজ। বিণ।

এর্ব্বারু—কাঁকুড়, ফুটী। সং; পু।

এল—১। পুরূরবার পিতা। সং; পু। ২। আসিল, আগমন করিল। ক্রি। ৩। আলুলায়িত, শিথিল, আলগা, অবদ্ধ। দেশজ। বিণ। [ক। সং; পু।

এলক—মেষ, মেড়া। ইল (গমন করা) + অক

এলঙ্কা—১। এরকা। প্রা, ক। ২। এই লঙ্কা বা সিংহল; এতদূর। দেশজ।

এলঙ্গ—এরঙ্গ দেখ।

এলবালু, এলবালুক—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, বালুকা। সং; স্ত্রী।

এলা—এলাচি (ফল বা গাছ)। ইল (ক্ষেপণ করা) + অল্ স্ব – আপ্। সং; স্ত্রী।

এলাকা—অধিকার; আয়ত্ততা; সীমা; সংস্রব, সম্পর্ক; কর্ম্ম। বৈদেশিক। সং।

এলাচ—এলা শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ।

এলাচদানা—এলাচ বীজ; তৎসংযুক্ত এক প্রকার সন্দেশ। দেশজ। সং।

এলান—আলুলায়িত করা বা হওয়া; খুলা বা খুলিয়া যাওয়া; অনেক পুরো বন্ধন জন্য বিকৃত হওয়া, ধসধসে হইয়া পড়া বা নষ্ট হওয়া। দেশজ। ক্রি।

এলাপত্র—১। এলাচের পাতা। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। নাগবিশেষ। সং; পু।

এলাপর্ণী—কাঁচা আমরুল। এলার পর্ণের স্থায় পর্ণ যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

এলাহি—ইলাহি দেখ।

এলি—আসিলি, আগমন করিলি। গ্রাম্য। ক্রি।

এলিজাবেথ—ইংলণ্ডের প্রখ্যাতা মহারাণী। ইনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। ১৫৯৯ খ্রী: ইঁহারই নিকট অনুমতিপত্র পাইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে প্রথম বাণিজ্য করিতে আগমন করেন, এবং ক্রমে এই বিশাল-ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

এলিফাণ্টা দ্বীপ—এই দ্বীপটি বোম্বাই সহরের ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকে ইহাকে ঘারাপুরী বলে। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ৫ মাইল। ইহা দুইটি পার্ব্বত্য বিভাগে বিভক্ত—মধ্যে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। ইহাকে এলিফাণ্টা বা হস্তী দ্বীপ বলিবার কারণ এই যে, ইহার প্রবেশ দ্বারে একটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর মূর্ত্তি ছিল। ইহা একটী শৈব তীর্থ। এলিফাণ্টা দ্বীপ বম্বে প্রদেশের 'থানা' নামক জেলার অন্তর্ভুক্ত। ১৮১৪ অব্দে দ্বারের নিকটের হস্তীর মস্তক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এলুক—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; স্ত্রী।

এলেকা—এলাকা (তাহা দেখ)।

এলেনবরা (লর্ড)—ভারতবর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল। ইনি প্রথম লর্ড এলেনবরার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৯০ খৃ: অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮১৮ খৃ: অব্দে 'লর্ড' উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং সেই বৎসরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ তত্ত্বাবধায়ক সমিতি বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি মনোনীত হন। অতঃপর ১৮৪২ খৃ: অব্দে ইনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া এদেশে আসেন। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের সময়ে কাবুলের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং যুদ্ধের অবসান হইবার পূর্ব্বেই তিনি এদেশ পরিত্যাগ করেন। কাজেই এলেনবরাকে এদেশে আসিয়াই যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

এলেনবরা সর্ব্বদা যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকায় ও সিন্ধুর আমিরদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করায় এবং এইরূপ অন্যান্য কতিপয় কারণে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে ইঁহার স্থানে নিযুক্ত করেন। ইঁহার শাসনকালে এদেশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এলেম—বিদ্যা, জ্ঞান; বুদ্ধি, চাতুর্য্য। বৈদেশিক। সং।

এলেমবাজ—বিদ্যাবান্, বিদ্বান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত; বুদ্ধিমান, চতুর; দক্ষ। বৈদেশিক। [ক।

এলেমান—জাপ্মানবাসী, জাপ্মান; শিক্ষিত। প্রা,

এলো—আলুলায়িত, শিথিল, আলগা, অবদ্ধ, মুক্ত। দেশজ। বিণ।

এলোকেশ—অসংস্কৃত চলিত ভাষার শব্দ; আলুলায়িত কেশ, যে চুল আলগা রহিয়াছে।

এলোকেশী—যে রমণীর কেশপাশ অবদ্ধভাবে চারিদিকে ছড়ান আছে; শ্যামা-মা। দেশজ। বিণ বা সং; স্ত্রী।

এলোচুলী—এলোকেশী, মুক্তকেশী। গ্রাম্য শব্দ।

এলোথেলো—আলুলায়িত, শিথিল, আলগা; বিশৃঙ্খল, অবিন্যস্ত। দেশজ। বিণ।

এলোধাবাড়ি—একাগ্রহীনভাবে, ছুটোখো, ছুটোতো; যথেচ্ছ; বিশৃঙ্খল, অসংযত। দেশজ।

এলো-পাতাড়ি, —পাতালি—এলোধাবাড়ি (তাহা দেখ)।

এলোপেথি - বিদেশী চিকিৎসাসম্মত; বিরুদ্ধ-গুণ ঔষধ দ্বারা বিদেশী চিকিৎসা। ইং (Allopathy)।

এলোমেলো—বিশৃঙ্খল, অবিন্যস্ত; অসংযত; অসম্বদ্ধ; আবল-তাবল। দেশজ।

এল্‌গিন লর্ড (১ম)—ভারতবর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি। ইনি ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে এম্‌, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে ইনি প্রথমে রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে জ্যামেকা দ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া যান। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিন পরেই ইঁহাকে কানেডার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনিই প্রথমে সেখানে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া শত্রুকেও বশ করিয়া ফেলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে ইনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ক্যাণ্টন নগরে চীনীয়দিগের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে এল্‌গিন সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশেষ দূত হইয়া সসৈন্যে ক্যাণ্টন নগরস্থ ইংরেজদিগের সাহায্যার্থ যাত্রা করেন। পথে ভারতবর্ষের সিপাহী-বিদ্রোহের কথা শুনিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে লর্ড ক্যানিংএর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে সিপাহী যুদ্ধের অবসান হইলে ইনি চীনে গমন করিয়া তথাকার সকল গোলযোগ নিষ্পত্তি করেন। অতঃপর ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ক্যানিংএর কার্য্যকাল শেষ হইলে এল্‌গিন্‌ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। কিন্তু অধিকদিন এখানকার রাজকার্য্য করিতে পান নাই। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম যাত্রা করেন, এবং আগ্রায় দরবার করিয়া শিমলা শৈলে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিবার সময়ে পীড়িত হইয়া হিমালয়ের এক ধর্ম্মশালায় কালগ্রাসে পতিত হন (২০শে নভেম্বর, ১৮৬৩ খৃঃ)।

এল্‌গিন লর্ড (২য়)—ইনি কর্জ্জনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মশালায় যে গভর্ণর জেনারেল লর্ড এল্‌গিনের প্রাণান্ত হয়, ইনি সেই এল্‌গিনের পুত্র। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে এদেশে আগমন করেন। ইঁহার শাসনকালে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ও আধিব্যাধি-দুর্ভিক্ষাদি নানারূপ দৈব উৎপাতে প্রজামণ্ডলী পীড়িত হইয়াছিল। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চিত্রল রাজ্য লইয়া উমরা খাঁ নামক এক ব্যক্তির সহিত ইংরেজের বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের শরৎকালে বোম্বাই নগরে "বিউবোনিক প্লেগ" নামে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়। আবার ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে দেশব্যাপী ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া বাঙ্গালার নানাস্থানে ও আসামের প্রায় সর্ব্বত্র বহু ইষ্টকালয় ধ্বংস ও অনেক লোকের জীবন নাশ করে। ইহার অব্যবহিত পরেই আফগান সীমান্তবাসী আফ্রিদি প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। উহাদিগকে দমন করিতে ইংরেজরাজকে বহু অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করিতে হয়। পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল কার্য্য করিয়া লর্ড এল্‌গিন ১৮৯৯ খৃঃ অব্দের শেষভাগে এদেশ ত্যাগ করেন।

এব—অবধারণ; পরিসংখ্যা; সাদৃশ্য; বাক্যচ্ছেদ; নিয়ম; বাক্য পূরণ। ই (গমন করা) + বন্‌ ক। ব্য।

এবং, এবম্‌—১। এই প্রকার; সীমা; স্বীকার; নিশ্চয়; প্রশ্ন। ই (গমন করা) + বম্‌ ক। ব্য। ২। আরও, ও। দেশজ।

এবংবিধ—এই প্রকার, ঈদৃশ। এবং (এই প্রকার) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এবংবিধা। [অনেকে "এবম্বিধ" লেখেন, কিন্তু উহা অশুদ্ধ, কারণ "বিধ" ভাগের বকার বর্গীয় নহে বলিয়া অনুস্বার স্থানে ম হইতে পারে না]।

এবম্প্রকার—এবংবিধ, এইরূপ, এই রকমের, ঈদৃশ, এতাদৃশ। এবম্‌ হইয়াছে প্রকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এবম্প্রকারা।

এবম্ভূত—ঈদৃশ। এবম্‌ - ভূ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী এবম্ভূতা।

এবরা—ইস্তফা, ত্যাগ; বাতিল, নামঞ্জুর; নিষ্কৃতি, অব্যাহতি। বৈদেশিক। সং।

এবার—এদিন; এবৎসর; এ সময়; এদফা, এ পালায়; এক্ষণে। দেশজ।

এবারৎ—বাক্‌প্রণালী, পদবিন্যাস, ভাষার সঙ্কেত, রচনাপদ্ধতি। বৈদেশিক। সং।

এবে—এই সময়ে। পদ্যে পাদপূরণার্থে ব্যবহৃত হয়। ব্য।

এষণ—১। গমন, গতি। এষ + অনট্‌ ভা। ২। অভিলাষ, ইচ্ছা। ইষ + অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ৩। লৌহময় বাণ। সং; পু।

এষণা—অন্বেষণ; ইচ্ছা। ইষ + অন ভা + আপ্‌। সং; স্ত্রী।

এষা—১। অভিলাষ, ইচ্ছা। ইষ + অ ভা + আপ্‌। সং; স্ত্রী। ২। পুরোবর্ত্তিনী, এই (স্ত্রী); ইনি, তিনি। এতদ্‌ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচন। সর্ব্বনাম।

এষিতা (এষিতৃ); এষ্টা (এষ্টৃ)—অভিলাষী, ইচ্ছু। ইষ্‌ + তৃন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী এষিত্রী, এষ্ট্রী।

এষ্টব্য—এষণীয়, অভিলষণীয়, বাঞ্ছনীয়। ইষ্‌ + [তব্য র্থ। বিণ; ত্রি।

এষ্টা—এষিতা দেখ।

এসে—আসে বা আইসে, আগমন করে; আসিয়া, আগমন করিয়া। দেশজ। ক্রি।

এসেন্স—কোহলে মিশ্রিত পুষ্পাদির সুগন্ধসার। ইং (essence)। সং।

এস্তমাল, এস্তেমাল—অভ্যাস; ব্যবহার, প্রচলন। বৈদেশিক। সং।

এস্তাহার—ইস্তাহার (তাহা দেখ)।

এস্তেমাল—এস্তমাল দেখ।

এস্পার—এই পার। হিন্দীমূলক।

এস্পার কি-ওস্পার—এই পার কি ওপার, হয় ফললাভ না হয় ফলনাশ।

এস্‌রাজ, এস্‌রার—সেতার ও সারঙ্গের মিশ্রণজাত সতার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

এহ—১। সম্যক চেষ্টান্বিত, উদ্যোগী, উদ্যমশীল। ঈহ্‌ + অন্‌ ক। বিণ; ত্রি। ২। ক্রোধ। ঈহ্‌ + অন্‌ ভা। সং; পু। ৩। এই, এ, ইহা, এই ব্যক্তি বা বস্তু। প্রা, ক।

এহন—১। এরূপ, এপ্রকার; এমন। ক, প্র। ২। এখন শব্দের পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণ।

এহনি—১। এমন, এরূপ। প্রা, ক। ২। এখনই। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ।

এহার—ইহার, এর। ক, প্র।

এহি—১। এস, আইস, আসুন। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। ২। এই, ইহা, এ। ক, প্র।

এহিনে—ইহাই। প্রা, ক।

এহেন—এমন, এরূপ। ক, প্র।

এহো—এই, ইহা; ইহাও। প্র; ক।

ঐ—১। দ্বাদশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; শিব। সং; পু। ২। সম্বোধন; আমন্ত্রণ; স্মরণ। ব্য। ৩। দূরস্থ পদার্থ বা পূর্ব্বোল্লিখিত শব্দবোধক। দেশজ। বিণ।

ঐক—একসম্বন্ধীয়; একার্থবোধক। এক শব্দ + ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐকী।

ঐকতান—বাদ্যবিশেষ, কতকগুলি বিভিন্ন-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র এক স্বরে বাদিত হইলে তাহাকে ঐকতান বলে। একতান দেখ; একতান শব্দ + ক ভাবে। সং; ক্লী।

ঐকতানবাদন, —বাদ্য—কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র একসুরে বাঁধিয়া বাজান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ঐকপত্য—একাধিপত্য, একাধিকারিত্ব; নির-

ত্বপ ক্ষমতা। একপতির ভাব এই অর্থে একপতি+ষ্য। সং; ক্লী।

ঐকপদিক—এক-বিভক্ত্যন্ত পদ হইতে উৎপন্ন। একপদ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ঐকপদ্য—বহু পদের একার্থবোধক সম্পাদন। যথা—স্ত্রী, যোষিৎ, অবলা, নারী। একপদ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ঐকমত্য—মতের ঐক্য, একই প্রকার মত। একমত শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঐকরাজ্য—একরাজত্ব, একাধিপত্য, সার্ব্বভৌমত্ব। একরাজ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ঐকলব্য—১। একলব্য সম্বন্ধীয়; একলব্য-প্রবর্ত্তিত। একলব্য+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। একলব্যের শিষ্য। সং; পু।

ঐকবাক্য—একবাক্যতা, একমতাবলম্বন। এক-বাক্য শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

ঐকশতিক—একশত দ্রব্যের অধিকারী বা ব্যবসায়ী। একশত+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ঐকাগারিক—১। একগৃহসম্বন্ধীয়; এক-গৃহবাসী; চৌর্য্যব্যবসায়ী, চৌর। এক যে আগার সে একাগার, দ্বিগু; একাগার+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐকাগারিকী। ২। চোর। সং; পু। [সং; ক্লী।

ঐকাগ্র্য—একাগ্রতা। একাগ্র শব্দ+ষ্য ভাবে।

ঐকাত্ম্য—একাত্মতা, আত্মার একতা, এক-প্রাণতা; ঐক্য, অভেদ। একাত্মন্+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ঐকান্তিক—নিশ্চিত; দৃঢ়; প্রগাঢ়। একান্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐকান্তিকী।

ঐকান্তিকতা—নিশ্চয়; প্রগাঢ়তা, একাগ্রতা, সাতিশয় মনঃসংযোগ। ঐকান্তিক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ঐকার—ঐ এই অক্ষর মাত্র; বাঙ্গালায় 'ৈ', এই চিহ্ন। ঐ+কার স্বার্থে। সং; পু।

ঐকার্থ্য—একার্থতা, সমপ্রয়োজন। একার্থ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ঐকাহিক—একদিনসম্বন্ধীয়; একদিনসাধ্য; একদিনান্তরজাত। একাহ শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐকাহিকী।

ঐকাহিক জ্বর—একদিন অন্তর জ্বর। কর্ম্মধা। সং; পু।

ঐক্য—একতা, মিল; অবিরোধ; একরূপতা। এক+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঐক্ষব—১। ইক্ষুসম্বন্ধীয়; ইক্ষুজাত (গুড়, চিনি প্রভৃতি)। ইক্ষু শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐক্ষবী। ২। ইক্ষুজাত গুড় বা চিনি। সং; ক্লী।

ঐক্ষ্বাক, ঐক্ষ্বাকব—ইক্ষ্বাকুসম্বন্ধীয়; ইক্ষ্বাকু-বংশীয়; ইক্ষ্বাকুর অধিকৃত (জনপদ)। ইক্ষ্বাকু শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐক্ষ্বাকী, ঐক্ষ্বাকবী।

ঐঙ্গুদ—ইঙ্গুদী বৃক্ষের ফল। ইঙ্গুদ+ষ্ণ। সং।

ঐচ্ছিক—ইচ্ছাসম্বন্ধীয়; ইচ্ছানুযায়ী; ইচ্ছানুরূপ; ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐচ্ছিকী।

ঐছন—ঐরূপ; ঐ রকম। ব্রজবুলি।

ঐছে—ঐরূপে; উহাতে, ঐ কারণে। প্রা, ক।

ঐণ—এণসম্বন্ধীয়, এণজাত, এণমৃগের (চর্ম্মাদি)। এণ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐণী।

ঐণিক—ঐণ, এণ মৃগের (চর্ম্মাদি); এণহন্তা, এণ মৃগবধকর্ত্তা। এণ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐণিকী।

ঐণেয়—১। ঐণ, এণসম্বন্ধীয়, এণ মৃগের (চর্ম্মাদি)। এণ+ষ্ণেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐণেয়ী। ২। স্ত্রীলোকের রতিবন্ধবিশেষ। সং; ক্লী।

ঐতরেয়—ঋগ্বেদের শাখাবিশেষ। সং; ক্লী। [ভাষ্যকারদিগের মতে, মহিদাস ঐতরেয় নামক ঋষি এই শাখার প্রবর্ত্তক। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ইতরার অপত্য অর্থাৎ প্রণীত বলিয়া ইহার নাম ঐতরেয়। সায়নাচার্য্য মহিদাস ঐতরেয়ের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন;—"কোনও মহর্ষির অনেকগুলি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে একটীর নাম ইতরা। এই ইতরার গর্ভে মহিদাসের জন্ম। মহর্ষি অপরাপর পুত্রদিগকে ভালবাসিতেন, কিন্তু মহিদাসকে তাদৃশ ভালবাসিতেন না। কোনও যজ্ঞসভায় তিনি মহিদাসকে উপেক্ষা করিয়া অন্য পুত্রদিগকে কোলে করেন। ইহাতে মহিদাসজননী ইতরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আপনার কুলদেবতা ভূমির নিকট প্রার্থনা করিলে ভূমিদেবতা যজ্ঞসভায় আবির্ভূত হন, এবং মহিদাসকে দিব্য সিংহাসনে বসাইয়া অন্য সকল পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন।"]

ঐতিহাসিক—ইতিহাসসম্বন্ধীয়; ইতিহাসজ্ঞ। ইতিহাস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

ঐতিহাসিকতা—ইতিহাসজ্ঞতা, উত্তমরূপে ইতিহাস জানা। ঐতিহাসিক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। [+ষ্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

ঐতিহ্য—ইতিহ, পরম্পরাগত উপদেশ। ইতিহ

ঐন্দব—১। ইন্দুসম্বন্ধীয়; চান্দ্র। ইন্দু+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐন্দবী। ২। মৃগশিরা নক্ষত্র। সং; ক্লী।

ঐন্দ্র—১। জয়ন্ত; বালি; সুগ্রীব; অর্জ্জুন। ইন্দ্র শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। ২। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। সং; ক্লী। ৩। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐন্দ্রী।

ঐন্দ্রজালিক—কুহকসম্বন্ধীয়; কুহকী, মায়াবী, বাজিকর (Magician)। ইন্দ্রজাল+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐন্দ্রজালিকী।

ঐন্দ্রদ্যুম্ন—১। ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্বন্ধীয়। ইন্দ্রদ্যুম্ন+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দ্যুম্নী। ২। ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র। সং; পু। ৩। ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান। সং; ক্লী।

ঐন্দ্রলুপ্তিক—কেশনাশক রোগে আক্রান্ত, টেকো। ইন্দ্রলুপ্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐন্দ্রলুপ্তিকী।

ঐন্দ্রবায়ব—ইন্দ্র ও বায়ুর সম্বন্ধীয়; ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে অর্পিত। ইন্দ্রবায়ু+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বায়বী।

ঐন্দ্রি—জয়ন্ত, বালি; সুগ্রীব; অর্জ্জুন; কাক। ইন্দ্র শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

ঐন্দ্রিয়ক—ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়; ইন্দ্রিয়গোচর, প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় শব্দ+কণ্। বিণ; ত্রি।

ঐন্দ্রিলা—বৃত্রাসুরের ভার্য্যা। সং; স্ত্রী।

ঐন্দ্রী—১। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়া। ঐন্দ্র দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ইন্দ্রপত্নী, শচী; শক্তিবিশেষ, দুর্গা; পূর্ব্বদিক। সং; স্ত্রী।

ঐভী—ইন্দ্রবারুণী লতা। ইভ (হস্তী)+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঐমান—ঐমত, ঐরূপ। প্রা, ক।

ঐরাবণ—ঐরাবত হস্তী। সং; পু।

ঐরাবত—১। ইন্দ্রহস্তী; নাগরঙ্গ বৃক্ষ; সর্প-বিশেষ। ইরাবত শব্দ (সমুদ্র)+ষ্ণ ভবার্থে; প্রসিদ্ধি আছে যে, সমুদ্রমন্থনে ঐরাবত হস্তীর উৎপত্তি। সং; পু। ২। সরল ইন্দ্র-ধনুঃ। সং; ক্লী।

ঐরাবতী—ঐরাবতপত্নী, অভ্রমু; বিদ্যুৎ; নদী-বিশেষ, ইহার আধুনিক নাম রাবি। ঐরাবত+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঐরিণ—পাংশু লবণ। ইরিণ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

ঐরেয়—মদ্য। ইরা+ষ্ণেয় স্বার্থে। সং; ক্লী।

ঐল—ইলাতনয়, পুরূরবাঃ। ইলা (সপত্নী)+ষ্ণ অপত্যার্থে; ইলা দেখ। সং; পু।

ঐলবিল—কুবের। ইলবিলা+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

ঐশিহ—আসিলাম। প্রা, ক। [ত্রি। স্ত্রী ঐশী।

ঐশ—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ;

ঐশমায়া—ভগবানের মায়া। ঐশী যে মায়া, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ঐশীমায়া দেখ।

ঐশশক্তি—ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ক্ষমতা। ঐশী যে শক্তি; কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [অসমাস স্থলে ঐশী শক্তি হইবে]।

ঐশানী—ঈশান কোণ। ঈশান+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঐশিক—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐশিকী।

ঐশী—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী। বিণ; স্ত্রী। ঐশ দেখ।

ঐশীমায়া—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী মায়া। অসমস্ত পদদ্বয়। সমাসে ঐশমায়া হয়।

ঐশীশক্তি—ঐশশক্তি দেখ।

ঐশ্বর—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ্বর শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐশ্বরী।
ঐশ্বরিক—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ্বর শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐশ্বরিকী।
ঐশ্বরী—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী, ঐশী। ঐশ্বর শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
ঐশ্বর্য্য—প্রভুত্ব; সম্পত্তি; ধন; অণিমা,লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা,—এই অষ্টবিধ শক্তি। ঈশ্বর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।
"অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥"
ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব—প্রভুত্ব বা ধনজনিত অহঙ্কার। ৬তৎ। সং; পু।
ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত,—মত্ত—প্রভুত্ব জন্য অহঙ্কৃত; ধনের অহঙ্কারে স্ফীত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গর্ব্বিতা,—মত্তা।
ঐশ্বর্য্যবান্ (—বৎ)—প্রভুত্বসম্পন্ন; ধনবান্। ঐশ্বর্য্য+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ঐশ্বর্য্যবতী।
ঐশ্বর্য্যশালী (—শালিন্)—ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট; ধনবান্; আঢ্য। ঐশ্বর্য্য শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—শালিনী।
ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন—প্রভুত্বযুক্ত; ধনবান্, আঢ্য, ধনী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সম্পন্না।
ঐশ্বর্য্যান্বিত—ঐশ্বর্য্যযুক্ত, প্রভুত্বসম্পন্ন, ধনবান্, আঢ্য। ঐশ্বর্য্য দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ, অথবা ঐশ্বর্য্যকে অন্বিত (অনুগত), ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐশ্বর্য্যান্বিতা।
ঐষীক—মহাভারত গ্রন্থের পর্ব্ববিশেষ। ঈষীকা শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।
ঐষ্টিক—যজ্ঞসম্বন্ধীয়, যজ্ঞীয়, যাজ্ঞিক। ইষ্ট বা ইষ্টি+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐষ্টিকী।
ঐসে—ঐরূপে, ঐভাবে, ঐ প্রকারে। প্রা, ক।
ঐহিক—ইহলোকসম্বন্ধীয়; ইহকালসংক্রান্ত, এই কালের। ইহ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঐহিকী।
ঐহিকদর্শিতা,—ত্ব—সংসারাসক্তি, সাংসারিকতা। ঐহিকদর্শিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।
ঐহিকদর্শী (—দর্শিন্)—সংসারাসক্ত; সাংসারিক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—দর্শিনী।

ও

ও—১। ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ; সম্বোধন; অভিপ্রায়; স্মরণ; দয়া। ব্য। ২। ব্রহ্মা। সং; পু।
ওই—অই, ঐ। ক, প্র।
ওঃ—ক্রোধ-ক্লেশ-ভয়াদিসূচক শব্দ। ব্য।
ওঁ—ওঙ্কার, প্রণব, আত্মবীজ [ওম্ দেখ]। ব্য।
ওঁকার—প্রণব। ওঙ্কার শব্দের অপভ্রংশ।
ওঁচলা—আবর্জ্জনা, জঞ্জাল। প্রাদে। সং।
ওঁচা, ওঁছা—বর্জ্জিত; উপেক্ষিত; হেয়, ঘৃণিত; হীন, অধম, নীচ। প্রাদে। বিণ।
ওঁচান—উঁচু হইয়া উঠা, অতিক্রম করা; উঁচু করিয়া তুলা, (অস্ত্রাদি) উত্তোলন করা, উদ্যত করা। প্রাদে। ক্রি।
ওঁছা—ওঁচা দেখ।
ওক—১। পক্ষী; বৃষল; শূদ্র। উচ (একত্র করা)+ক ক। ২। গৃহ; আশ্রয়; স্থান। উচ+ক অধি। সং; পু।
ওকঃ (ওকস্)—গৃহ; আশ্রয়; স্থান। উচ (একত্র করা)+অস্ অধি। সং; ক্লী।
ওকড়া—১। মুড়কি। হিন্দি। ২। সকণ্টক ক্ষুদ্র গোল বস্ত ফলবিশেষ (ইহা কাপড়ে লাগিলে বিঁধিয়া আটকাইয়া যায়); তাহার গাছ। প্রাদে। সং।
ওকণ, ওকণি—কেশকীট, মৎকুণ। সং; পু। ইহারই অপভ্রংশে বাঙ্গালা 'উকুণ' বা 'ইকুণ' শব্দ হইয়াছে।
ওকৎ,ওকত—সময়; বেলা। বৈদেশিক। সং।
ওকস্—ওকঃ দেখ।
ওকার—ও এই অক্ষর মাত্র; বাঙ্গালায় 'ো' এই চিহ্ন। ও+কার স্বার্থে। সং, পু।
ওকারাদি—১। ওকার হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী অক্ষরগুলি (বর্ণ)। ওকার আদি যাহাদের, বহু। ২। যাহার গোড়ায় 'ও' এই অক্ষর আছে। ওকার আদিতে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
ওকারান্ত—যাহার শেষে ওকার আছে। ওকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
ওকালৎ, ওকালত, ওকালতি—উকিলের কর্ম্ম বা ব্যবসায়, অন্যের পক্ষসমর্থন। বৈদেশিক। সং।
ওকালত-নামা—উকিলের নিয়োগপত্র। বৈদেশিক। সং।
ওকালতি—ওকালৎ দেখ।
ওক্ত—সময়; বেলা। বৈদেশিক। সং।
ওখদ—ঔষধ। হিন্দীমূলক। প্রা, ক।
ওখান—অই স্থান।
ওখানকার—অই স্থানের, তত্রত্য। বিণ।
ওগয়রহ—ইত্যাদি, প্রভৃতি, আর আর, অন্যান্য। বৈদেশিক।
ওগরা—রোগীর নিমিত্ত চাউল-ডাইলের ঘৃতহীন খিচড়ি। সং। হিন্দীমূলক।
ওগরান—উগরান (তাহা দেখ)।
ওঘ—১। সমূহ; জলবেগ, প্রবাহ; পরম্পরা। উচ (একত্র করা)+অল্ ঘ। ২। দ্রুত-নৃত্য। উচ+অল্ অধি। ৩। উপদেশ। উচ+অল্ ভা। সং; পু।
ওঘবতী—মহাভারতোক্ত ওঘবান্ রাজার কন্যা। পতির আজ্ঞায় ইনি বিপ্ররূপধারী অতিথি ধর্ম্মকে আপনার আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করেন, তাহাতে ধর্ম্ম পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বর দেন। তদনুসারে ইনি লোকের হিতার্থে অর্দ্ধদেহের দ্বারা নদীত্ব প্রাপ্ত হন। ওঘ (জলপ্রবাহ)+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ওঘবান্ (—বৎ)—জনৈক রাজার নাম, প্রতীকের পুত্র। ওঘবতী ইঁহারই কন্যা।
ওঙ্কার—প্রণব, ওঁ। ওম্ শব্দ+কার স্বার্থে। সং; পু।
ওচাওল—পিছাড়া। প্রা, ক।
ওছি—অছি (তাহা দেখ)।
ওছিয়তনামা—অছির নিয়োগপত্র, চরমপত্র, উইল (will)। বৈদেশিক। সং।
ওজ—পদ্ম। প্রা, ক। অব্জ শব্দের অপভ্রংশ।
ওজঃ (ওজস্)—১। তেজঃ; বল; কাব্যগুণবিশেষ [কাব্যরস দেখ]। ওজ (বাঁচা)+অস্ ণ। ২। দীপ্তি; শোভা; অবষ্টম্ভ। ওজ+অস্ ভাবে। সং; ক্লী।
ওজর—হেতুপ্রদর্শন, হেতুবাদ; ব্যপদেশ, ছল, বাহানা; আপত্তি। বৈদেশিক। সং।
ওজন—দ্রব্যাদির গুরুত্বের পরিমাণ-নির্ণয়, তৌল; গুরুত্বের পরিমাণ। দেশজ। সং।
ওজস্—ওজঃ দেখ।
ওজস্বল—তেজস্বী; বলবান্। ওজস্ শব্দ+বল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ওজস্বলা।
ওজস্বিতা—তেজস্বিতা, ওজঃ, তেজঃ; বলবত্তা, বল; দীপ্তি। ওজস্বিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
ওজস্বিতাময়—ওজস্বিতাপূর্ণ, ওজস্বী, তেজস্বী বলবান্, প্রবল। ওজস্বিতা শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।
ওজস্বিনী—ওজস্বী দেখ।
ওজস্বী (ওজস্বিন্)—ওজোগুণবিশিষ্ট; তেজস্বী বলবান্; দীপ্ত। ওজস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ওজস্বিনী।
ওজা—ওঝা বা রোজা, মন্ত্রচিকিৎসক; কুহকী যাদুকর। প্রাদেশিক। সং।
ওজিষ্ঠ—তেজীয়ান্; বলবান্। ওজস্বিন্ শব্দ+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ওজিষ্ঠা।
ওজু—মুসলমানদিগের নমাজের পূর্ব্বে হস্তপদাদি প্রক্ষালন। সং।
ওজুক—সামর্থ্য, ক্ষমতা, শক্তি। প্রা, ক।
ওজুহাৎ—কারণসমূহ, আপত্তি। বৈদেশিক। সং।
ওজোগুণ—কাব্যের গুণবিশেষ। গুণ শব্দ দেখ। সং; পু।
ওজোন—বায়ুরাশিস্থ অম্লজান-নামক বাষ্পের রূপভেদবিশেষ, তড়িতসংযোগে ইহার উৎপত্তি। অম্লজান বাষ্প দ্বারা যে সকল কার্য্য ধীরে ধীরে হয়, ওজোন দ্বারা সেগুলি অতি সত্বর সাধিত হয়। ইহার শক্তিতে পূতিগন্ধ নিবারিত এবং বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। ইং (Ozone)। সং।

ওঝা—উপাধ্যায় ; দৈব চিকিৎসক, মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসক ; ভূত চিকিৎসক। সং।

ওড়—জবা। ওড্র শব্দের অপভ্রংশ।

ওড়-আড়—বাঁকচোর, ঝাঁকবাঁক ; অন্ধিসন্ধি, গলিঘুঁজি ; আড়াল-বিড়াল। প্রা, ক।

ওড়ন-পাড়ন—উত্তোলন ও পাতন, ওঠানো ও পাড়া ; উপায়। গ্রাম্য। [মূলক।

ওড়না—স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বা চাদর। হিন্দী-

ওড়নী—উড়ানি, চাদর। প্রা, ক।

ওড়পুষ্প, ওড়ফুল—জবাকুসুম। দেশজ। সং। ওড্র পুষ্পের অপভ্রংশ।

ওড়ম্বা—উড়নচণ্ডী, অমিতব্যয়ী, অপব্যয়ী ; দুশ্চরিত্র। দেশজ। বিণ।

ওড়া—১। পরিধান করা। হিন্দীমূলক। ক্রি। ২। ধামা, ঝাঁকা, বাজরা, ঝুড়ি। প্রা,ক।

ওড্র—১। জবাফুল। আ—উড+রক্ ক। সং ; ক্লী। ২। জবা গাছ ; উৎকল দেশ,উড়িষ্যা। সং ; পু। [সং।

ওৎ, ওত—ঘাঁটি ; আড়ি, আড়ালি। দেশজ।

ওত—১। যাহা বয়ন করা হইয়াছে এরূপ (বস্ত্র) ; প্রোত, অন্তর্ব্যাপ্ত। আ—বে (বয়ন করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ওতা। ২। বস্ত্রের দীর্ঘতন্তু, টানা। সং ; ক্লী।

ওতআ—আঁতঘাঁত, অন্ধিসন্ধি। প্রা, ক।

ওতএ—উহাতে, ঐখানে। প্রা, ক।

ওতপ্রোত—সর্ব্বস্থানব্যাপ্ত। ওত এবং প্রোত, দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা। [ক্রি বিণ।

ওতপ্রোতভাবে—সর্ব্বস্থানব্যাপ্তরূপে। বহু।

ওতু—বিড়াল। অব (রক্ষা করা) + তুন্ ক। সং ; পু বা স্ত্রী।

ওথা—তথায়, ঐখানে, সেখানে। গ্রাম্য।

ওদন—সিদ্ধান্ন ; ভাত। উন্দ (আর্দ্র হওয়া) + অন র্ম। সং ; পু ও ক্লী।

ওদন-প্রাশন—অন্নপ্রাশন। প্রা, ক।

ওদনাহ্বা—বেলেড়া। সং ; স্ত্রী।

ওদনিকা—বেলেড়া। সং ; স্ত্রী।

ওদা, ওদী—আর্দ্র, ভিজা। হিন্দীমূলক। বিণ।

ওধার—ঐ পার্শ্ব, ঐ দিক্, ঐ কিনারা। দেশজ।

ওপার—অপর পার, অন্য তীর ; ওধার। দেশজ।

ওম্—প্রণব, বিষ্ণুশিবব্রহ্মাত্মক বীজমন্ত্র ; ব্রহ্মা ; স্বীকার ; মঙ্গল ; আরম্ভ ; অপাকরণ। অব (রক্ষা করা) + ম্ ক ; অথবা অ (বিষ্ণু) + উ (শিব) + ম্ (ব্রহ্মা), সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে সন্ধি করিয়া পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্য।

ওম—তাপ, গরম, উষ্ণতা। প্রাদেশিক। সং।

ওমরাহ (ওমরা)—আমীর শ্রেণীর লোক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বড়লোক, অভিজাত। বৈদেশিক। সং। [শব্দ। সং।

ওয়াক—বমন চেষ্টা, বমির বেগ। অনুকরণ

ওয়াকিফ—জ্ঞাত, বিদিত, জ্ঞানবান্, অভিজ্ঞ। বৈদেশিক। বিণ।

ওয়াকিফ হাল—অবস্থাভিজ্ঞ, অবস্থাবিষয়ে জ্ঞানবান্ বা বিদিত। বৈদেশিক। বিণ।

ওয়াকুফ—বুদ্ধি বিবেচনা। বৈদেশিক। সং।

ওয়াক্তি—সময় ; বেলা। ওক্ত শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

ওয়াজিদ আলি শাহ্—অযোধ্যার শেষ নবাব। এক্ষণে অযোধ্যা ইংরেজদিগের আশ্রিত রাজ্য। ওয়াজিদ আলির সময়ে নানারূপ শাসনবিশৃঙ্খলা ঘটায় তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ডালহৌসী ইঁহাকে সতর্ক করিয়া এক পত্র লেখেন যে, দুই বর্ষ মধ্যে যদি ওয়াজিদ আলি শাসনসংস্কার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার হাত হইতে অযোধ্যা কাড়িয়া লওয়া হইবে। এই পত্রেও ওয়াজিদের চৈতন্যোদয় না হওয়ায় ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে ডালহৌসী ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে অযোধ্যা ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, এবং ওয়াজিদ আলিকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহার বার্ষিক ১২লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। অতঃপর কলিকাতার সন্নিহিত মুচিখোলায় তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি অযোধ্যার নবাববংশ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

ওয়াজ—বক্তৃতা। বৈদেশিক। সং।

ওয়াজিব—যথার্থ, ন্যায্য, ঠিক, উচিত। বৈদে।

ওয়াট্সন—জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরেজ নৌসেনাধ্যক্ষ। অন্ধকূপহত্যা দেখ। [সং।

ওয়াড়—বালিশাদির আবরণ, ঢাকন। দেশজ।

ওয়াদা—মিয়াদ, নির্দ্ধারিত সময় ; অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি। বৈদেশিক। সং।

ওয়ানি, —নী—অতিসূক্ষ্ম মশকবিশেষ। প্রাদেশিক। সং।

ওয়াপস, ওয়াপোস—ফেরত, প্রত্যর্পণ। বৈদেশিক। সং।

ওয়ার—উড়ান, অদৃশ্য, নষ্টাং। প্রাদে।

ওয়ারা—অতিরিক্ত, সুলভ। বিণ।

ওয়ারিশ, —রিস—উত্তরাধিকারী। বৈদে। সং।

ওয়ারিশান্—উত্তরাধিকারিগণ। বৈদে। সং।

ওয়ারিস—ওয়ারিশ দেখ।

ওয়ারেন, হেনরী ক্লার্ক (Henry clarke Warren)—১৮৫৪ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর ইনি বোষ্টন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ারেন আমেরিকাতেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া প্রাচ্য দর্শন-সাহিত্যে অনুরাগী হন। পালি-সাহিত্য ইঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। বুদ্ধঘোষের "বিশুদ্ধি মাগ্গ" মূল হইতে অনুবাদ করিয়া ইনি "হারভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিস" (Harvard oriental series) নামক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করেন। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি কখন প্রাচ্যদেশে আগমন করেন নাই।

ওয়ারেন হেষ্টিংস্—হেষ্টিংস্ দেখ।

ওয়ার্ড, রেভঃ উইলিয়ম্ (Rev. William Ward)—ইনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ার্ড বাল্যকালে ছাপাখানার পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। জস্যুয়া মার্সমান (Joshua Marsman) এবং ইনি মিসনরীরূপে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৯ খ্রীঃ ১৩ই অক্টোবর শ্রীরামপুরে আগমন করেন। তথায় কেরীর সহিত মিলিত হইয়া ইনি 'মিসন' স্থাপন করেন। এখানে যাজন কার্য্য ব্যতীত ওয়ার্ড ছাপাখানার কার্য্যও দেখিতেন। এইখানেই ইনি বাইবেল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মুদ্রণ জন্য টাইপ প্রস্তুত করেন, এবং কুড়িটির অধিক ভাষায় খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদিত করাইয়া মুদ্রিত করেন। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে ইনি ইংরাজী ভাষায় হিন্দুদিগের ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণ বিষয়ক এক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন এবং ১৮২৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালাদেশে খৃষ্টধর্ম্মে প্রথম দীক্ষিত হিন্দু কৃষ্ণপাল নামক জনৈক ব্যক্তির জীবনচরিত প্রকাশিত করেন। ঐ বৎসর ৭ই মার্চ্চ ওয়ার্ড বিসূচিকা রোগে শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (উইলিয়ম)—বিখ্যাত কবি। ১৭৭০ খৃঃ ইংলণ্ডের অন্তর্গত কাম্বার্ল্যাণ্ড শায়ারে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা একজন জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সেণ্টজন কলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং ১৭৯১ খৃঃ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৭৯০ খৃঃ ইনি Evening Walk (সান্ধ্য-ভ্রমণ) নামে এক ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ইহাই ইঁহার আদি রচনা। ইহার পর ইনি বহুতর কবিতা রচনা করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা পরজন্ম মানেন, পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না। কিন্তু ইনি "ওড্ অন্ ইম্মর্টালিটি" নামক কবিতায় আত্মার অবিনশ্বরতা ও পূর্ব্বজন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগে রাজকবি সাদির মৃত্যুর পর ইনি উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড পেন্‌সন পাইতেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পরলোক হয়।

ওয়াসীল—উসুল, আদায়, পাওনা। বৈদেশিক।

ওয়াসীলাত—অন্যায় প্রাপ্য সম্পত্তি পরাধিকারে থাকা সময়ের আয় বা তাহার ক্ষতিপূরণ। (mesne profits)। বৈদেশিক। সং।

ওয়াস্তা—হেতু, কারণ ; মুখাপেক্ষা, খাতির। বৈদেশিক। সং।

ওয়াস্তে—কারণে, নিমিত্তে ; খাতিরে। বৈদে।

ওয়াহাবী—আবদুল ওয়াহাব প্রবর্ত্তিত মুসলমান

ধর্ম্মমতবিশেষ। মধ্য আরবের নাজ্দ প্রদেশে অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত স্থূলত: এই,—"এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিবে এবং যাহাতে তাঁহার মহত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, এমন ভাবে মহম্মদকে বাড়াইবে না। মূর্ত্তি, উৎসব, উপবাসাদি অনুষ্ঠান নিষেধ। আর তরবারি সাহায্যে মুসলমান ধর্ম্মের প্রসারবৃদ্ধি করিতে হইবে।" মুসলমানেরা সিয়া ও সুন্নি নামে দুই দলে বিভক্ত। সিয়াগণ বাহ্যানুষ্ঠানের পক্ষপাতী। সুন্নিগণ তাহা নহে। ওয়াহাবী মত সুন্নি মতের একটি সংস্কৃত শাখা।

ওয়েবর, এলব্রেট ফ্রেডরিক (Albrecht Friedrick Weber)—জর্ম্মাণ পণ্ডিত। জন্ম—১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৫। সংস্কৃত ভাষা বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করিবার পথ যাঁহারা প্রথমে প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ খ্রী: অব্দ মধ্যে ইনি শ্বেত যজুর্ব্বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করেন। বার্লিন রাজধানীর রাজকীয় পুস্তকালয়ে যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, ওয়েবর সাহেব তাহার একটি মূল্যবান্ তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮৫০ হইতে ১৮৮৫ পর্য্যন্ত ইনি ভারতবর্ষবিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন সম্বন্ধে ইনি পথপ্রদর্শক। ইনি জৈনধর্ম্ম-সম্বন্ধেও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। অতঃপর ১৮৮২ খ্রী: অব্দে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। শেষাবস্থায় ইঁহার চক্ষুপীড়া জন্মে। ১৯০১ খ্রী: ৩০শে নভেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়।

ওয়েলিংটন, ডিউক অব্ (First Duke of Wellington)—ইনি লর্ড মর্ণিংটনের চতুর্থ পুত্র এবং ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লীর ভ্রাতা। ইঁহার জন্ম ১৭৬৯ খ্রী: অব্দ, ১লা মে। সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী হইয়া ইনি ১৭৯৭ খ্রী: অব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে আগমন করেন। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধের সময়ে ইনি সেরিংগাপাটামে উপস্থিত ছিলেন। টিপুর পরাজয় ও মৃত্যুর পর ইনি উক্ত রাজধানীর পর্য্যবেক্ষণ ভারপ্রাপ্ত হইয়া লুণ্ঠন বন্ধ ও শান্তিস্থাপন করিলেন। নবপ্রাপ্ত টিপুর রাজ্য ইনি কিছুদিন দক্ষতার সহিত শাসন করেন। ১৮০২।৩ খৃ: অব্দে সিন্ধিয়া, হোলকার ও বেরারের রাজা ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে ইনি মান্দ্রাজের সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া পুনা সহর রক্ষা করেন। ১৮০৫ খৃ: অব্দে এদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮০৯ খৃ: অব্দে টালাভেরার যুদ্ধ ও ১৮১৫ খৃ: অব্দে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন। ১৮২৮ খৃ: অব্দে রাজমন্ত্রী পদ লাভ করেন। ১৮৫২ খৃ: অব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইনি কালগ্রাসে পতিত হন।

ওয়েলেস্লী, রিচার্ড কলী, মারকুইস অব্ (Richard Colley, Marquis of Wellesley)—ইনি ভুবনবিখ্যাত ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রথম লর্ড মর্ণিংটনের পুত্র। ইনি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে রাজসরকারে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদে ১৭৯৮ খৃ: ১৮ই মে হইতে ১৮০৫ খ্রী: ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। ইঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনাগুলি নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল। টিপুসুলতানের পরাজয় ও মৃত্যু (৪ঠা মে, ১৭৯৯)। কিয়দংশ ব্যতীত মহীশূর রাজ্যের হিন্দুরাজ-হস্তে পুনর্ব্বার গমন। হাইদ্রাবাদের নিজামকে কতকগুলি প্রদেশ প্রদান এবং বন্ধু ও আশ্রিত রাজ্য বলিয়া পরিগণন। কর্ণাট প্রদেশকে কোম্পানীর অধিকারে আনয়ন। মাহারাট্টা শক্তির খর্ব্বীকরণ। ১৮০০ খ্রী: কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন। ভারতবর্ষে রবিবারকে বিশ্রাম দিন বলিয়া স্বীকরণ। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইনি বিবিধ উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৩ খৃ: ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৪২ খ্রী: ২৬শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। জীবনের অন্তিমভাগ পর্য্যন্ত ইনি বিদ্যালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

ওর—১। উহার, ঐ ব্যক্তির। দেশজ। সর্ব্ব। ২। সীমা, অবধি, শেষ সংখ্যা, ইয়ত্তা; কূল, পার। প্রা, ক। সং।

ওরফে—নামান্তরে (alias)। বৈদেশিক।

ও'রে—১। উহারে, উহাকে। দেশজ। সর্ব্ব। ২। সম্বোধনসূচক শব্দ। ব্য।

ওল—১। স্বনামখ্যাত মূলবিশেষ, শূরণ। আ—বল (বৃদ্ধি পাওয়া) + অন্ ক। সং; ক্লী। ২। আর্দ্র, ভিজা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ওলা।

ওলতলা—ছাঁচতলা। প্রাদেশিক। সং।

ওলদে—পুত্র। বৈদেশিক। সং।

ওলন—নামন, অবতরণ; ওলনদড়ির প্রান্ত লগ্ন ভার; ওলনদড়ি। দেশজ। সং।

ওলনদাড়ি—প্রান্তভাগে ভারযুক্ত যেদাড়ি বা সূতা নামাইয়া গাঁথনির সমতা বা জলের গভীরতা পরীক্ষা করা যায়। দেশজ। সং।

ওলন্দা—এক প্রকার বড় মটর, বিলাতী মটর। বৈদেশিক। সং।

ওলন্দাজ—ইউরোপের অন্তঃপাতী হল্যাণ্ড বা নেদার্লাণ্ড নামক দেশের অধিবাসীদিগকে ইংরেজীতে ডচ্ ও বাঙ্গালায় ওলন্দাজ বলে।

ওলা—১। মিছরির গুঁড়ায় মোয়া বা লাড়ু; খেজুর রসের শেষভাগ; ওলাউঠা রোগের দেবী, ওলাই চণ্ডী। দেশজ। সং। ২। উলা, নামা; ভেদ হওয়া। ক্রি। সং।

ওলাই-চণ্ডী—ওলাওঠা রোগের দেবী। দেশজ।

ওলাউঠা—রোগবিশেষ, ভেদবমন, বিসূচিকা। ওলা (নামা অর্থাৎ ভেদ) এবং উঠা (বমন)। কেহ কেহ বলেন, ওলাউঠা রোগ পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, ১৮১৭ খৃ: নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি স্থানে প্রথম দেখা দেয়, এবং তৎপরে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; আবার কেহ কেহ বলেন, এই রোগ বরাবরই এ দেশে আছে। আয়ুর্ব্বেদে যাহাকে বিসূচিকা বলে, তাহাই আধুনিক ওলাউঠা বা কলেরা (Cholera)।

ওলান—১। গোস্তন, গবাদি পশুর পালান। সং। ২। উলান, নামান। ক্রি। প্রাদেশিক।

ওলাবিবি—ইতর শ্রেণীর মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের ওলাউঠা রোগের দেবী। দেশজ। সং।

ওলাহন—গঞ্জনা, খোঁটা; দোষারোপ, নিন্দা। প্রা, ক। সং।

ওলো—প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত 'হলা' শব্দের অপভ্রংশ। স্ত্রীলোকগণ সচরাচর পরস্পর প্রণয়সূচক সম্বোধনে এই শব্দটী ব্যবহার করিয়া থাকে।

ওল্ল—ওল, শূরণ। সং; পু।

ওশ, ওস—হিম, শিশির। প্রাদেশিক। সং।

ওশার, ওসার—বহর, বিস্তার, প্রস্থ; বাড়, বৃদ্ধি, স্পর্দ্ধা; ওয়াড়, ঢাকন। দেশজ। সং।

ওশারা, ওসারা—ঘরের বারান্দা বা দাওয়া, পিঁড়ে, দলিজা। হিন্দী। সং।

ওশারো, ওসারো—ওসারা, দাওয়া; রন্ধন কুটীর, রান্নার চালা। প্রা, ক। সং।

ওষ—দাহ। উষ (দাহ করা) + অল্ ভা। সং; পু।

ওষণ—১। দাহক। উষ (দাহ করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ওষণা। ২। কটুরস, ঝাল। সং; পু।

ওষধি, ওষধী—জ্যোতির্লতা, যে সকল লতাগুল্ম হইতে রাত্রিকালে উজ্জ্বল কিরণ নিঃসৃত হয়; ফলপাকান্ত উদ্ভিদ, যে সকল উদ্ভিদের ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়, যেমন কদলী, ধান্য ইত্যাদি। ওষ শব্দ (দাহ) —ধা (ধারণ করা) + কি অধি। সং; স্ত্রী।

ওষধিগর্ভ—চন্দ্র, সূর্য্য। ওষধি গর্ভে যাহার, বহু। সং; পু।

ওষধিজ—ফলপাকান্ত উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন (রক্ত প্রভৃতি); জ্যোতির্লতা হইতে জাত

(আলোকাদি)। উপ; ওষধি—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ওষধিজা।

ওষধিনাথ, ওষধীনাথ—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

ওষধিপতি, ওষধীপতি, ওষধীশ—চন্দ্র; কর্পূর। ৬তৎ। সং; পু।

ওষধিপ্রস্থ—হিমালয়; হিমালয়স্থ পুরবিশেষ, গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে এইখানে নিপতিতা হন। সং; পু।

ওষধী—ওষধি দেখ।

ওষধীনাথ—ওষধিনাথ দেখ।

ওষধীপতি—ওষধিপতি দেখ।

ওষধীশ—ওষধিপতি দেখ।

ওষুদ—১। ভেষজ। ঔষধ শব্দের অপভ্রংশ। ২। জনন বা মরণ জন্য অশৌচ। অশৌচ শব্দের অপভ্রংশ।

ওষ্ঠ—উপর ঠোঁট, ঠোঁট। উষ (দাহ করা)+থন্ ঠ্ম। সং; পু।

ওষ্ঠপল্লব—ওষ্ঠরূপ নবপত্র, অর্থাৎ আরক্ত ওষ্ঠ, গোলাপী রঙ্গের ঠোঁট। ওষ্ঠরূপ পল্লব ইতি রূপক কর্ম্মধা, অথবা ওষ্ঠ পল্লবপ্রায় ইতি উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

ওষ্ঠপুট—ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা কৃত পাত্র বা ঠোঙ্গা; ওষ্ঠদ্বয়, ওষ্ঠাধর। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

ওষ্ঠপুষ্প—১। বাঁধুলি ফুল। ওষ্ঠতুল্য যে পুষ্প, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। ঐ ফুলের গাছ। ওষ্ঠতুল্য পুষ্প যাহার, বহু। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

ওষ্ঠব্রণ—ওষ্ঠজাত স্ফোটক, ঠোঁটের ফোড়া।

ওষ্ঠাগত—যাহা ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, বহির্গতপ্রায়। ওষ্ঠকে আগত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ওষ্ঠাগতপ্রায়—প্রায় ঠোঁটের কাছে আসিয়াছে এরূপ, ওষ্ঠসন্নিহিত; বহির্গমনোন্মুখ; শরীর হইতে নির্গমনোদ্যত। ওষ্ঠাগতের প্রায়, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রায়া।

ওষ্ঠাধর—ওষ্ঠ এবং অধর, উপরের ও নীচের উভয় ঠোঁট। দ্বন্দ্ব। সং; পু। [সং; পু।

ওষ্ঠ্য—ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য্য বর্ণ। ওষ্ঠ+য্য ভবার্থে।

ওস—ওশ দেখ।

ওসা—হিম, শিশির। হিন্দী। সং।

ওসার—ওশার দেখ।

ওসারা—ওশারা দেখ।

ওসারো—ওশারো দেখ।

ওস্তাগর—শিক্ষক, গুরু; সুনিপুণ দরজী; উচ্চশ্রেণীর শিল্পী। বৈদেশিক। সং।

ওস্তাদ—গুরু, শিক্ষক, উপদেষ্টা; কলাবিদ্যায় সুপণ্ডিত; সঙ্গীতবিশারদ। বৈদেশিক।

ওস্তাদি,—দী—ওস্তাদের কার্য্য বা ব্যবহার, শিক্ষকতা, গুরুগিরি; (ব্যঙ্গার্থে) বাহাদুরি, চালাকি। বৈদেশিক। সং।

ওহরি—অসম্মতি-বিস্ময়াদি-ভাবসূচক শব্দ। ব্য।

ওহাড়—ওয়াড় (তাহা দেখ)।

ওহাড়ন—আবরণ, আচ্ছাদন। প্রা, ক।

ওহে—সম্বোধন শব্দ। ব্য।

ওহো—খেদ-বিস্ময়াদিসূচক শব্দ। ব্য।

ঔ

ঔ—১। চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ ও কণ্ঠ; সম্বোধন; নির্ণয়; বিরোধ; শূদ্রজাতির প্রণব। ব্য। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী। ৩। অনন্ত; শব্দ। সং; পু।

ঔঁ—শূদ্রদিগের প্রণব (যেমন দ্বিজাতির প্রণব ওম্ বা ওঁ)। ব্য।

ঔকার—ঔ এই বর্ণ মাত্র, বাঙ্গালায় 'ৌ' এই চিহ্ন। ঔ+কার স্বার্থে। সং; পু।

ঔক্ষ—উক্ষসম্বন্ধীয়, বৃষীয়। উক্ষন্+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔক্ষী।

ঔখদ—ঔষধ। সং। প্রা, ক।

ঔখ্য—স্থালীপক্ব, হণ্ডিকামধ্যে রন্ধিত, হাঁড়িতে রাঁধা। উখা+ষ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔখী।

ঔঘ—জলসমূহ, বারিরাশি। ওঘ+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; পু।

ঔঘটঘাটে—আঘাটায়; অঘাটে। প্রা, ক।

ঔচিতী—ঔচিত্য, ন্যায্যতা। উচিত+ষ্ণ ভাবার্থে +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঔচিত্য—উপযুক্ততা; কর্ত্তব্যতা; ন্যায্যতা। উচিত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔচ্চ, ঔচ্চ্য—উচ্চতা, উন্নতি, উচ্ছ্রায়। উচ্চ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ঔজসিক—১। তেজস্বী, বলশালী। ওজস্ শব্দ +ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔজসিকী। ২। বীর, শূর। সং; পু।

ঔজস্য—ওজঃ, তেজস্বিতা; উগ্রতা, তীব্রতা, প্রখরতা। ওজস্+ষ্ণ্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

ঔজ্জ্বল্য—উজ্জ্বলতা; দীপ্তি। উজ্জ্বল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔড়ুপিক—উড়ুপসম্বন্ধীয়; ভেলা দ্বারা পার হওয়া যাইতে পারে এরূপ (জলস্রোত)। উড়ুপ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ঔড়ুম্বর—১। উড়ুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত; তাম্রনির্ম্মিত। উড়ুম্বর শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔড়ুম্বরী। ২। যমবিশেষ। সং; পু। ৩। তাম্র; কুষ্ঠরোগবিশেষ। সং; ক্লী।

ঔড্র—১। ওড্রসম্বন্ধীয়, উড়িষ্যাদেশীয়, উৎকলের; উৎকলবাসী। ওড্র+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔড্রী। ২। উড়িষ্যার লোক, উড়িয়া। সং; পু।

ঔৎকট্য—উৎকটতা, তীব্রতা; দারুণত্ব, বিষমত্ব; আধিক্য, আতিশয্য; দুঃসাধ্যতা, কাঠিন্য; প্রচণ্ডতা, প্রাবল্য। ক্ষিপ্ততা, মত্ততা। উৎকট+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ঔৎকর্ষ্য—উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা; উৎকর্ষজনিত যশ; শ্রীবৃদ্ধি। উৎকর্ষ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

ঔৎকোচিক—উৎকোচসম্বন্ধীয়; উৎকোচদাতা; উৎকোচগ্রাহক; উৎকোচপ্রিয়, ঘুষখোর। উৎকোচ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

ঔত্তমি—উত্তম রাজার পুত্র, ধ্রুব। উত্তম+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

ঔত্তরপথিক—১। উত্তরপথসম্বন্ধীয়; উত্তরপথগামী। উত্তরপথ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পথিকী। ২। উত্তরপথগামী ব্যক্তি; উপাসকবিশেষ। সং; পু।

ঔত্তরপদিক—উত্তরপদসম্বন্ধীয়; উত্তরপদগ্রাহী। উত্তরপদ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ঔত্তরেয়—উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর ঔরসজাত পুত্র, রাজা পরীক্ষিৎ। উত্তরা শব্দ+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

ঔত্তানপাদ, ঔত্তানপাদি—উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব। উত্তানপাদ শব্দ+ষ্ণ, পক্ষান্তরে ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

ঔৎপাতিক—উৎপাতসম্বন্ধীয়। উৎপাত+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔৎপাতিকী।

ঔৎসঙ্গিক—উৎসঙ্গসম্বন্ধীয়, অঙ্কীয়, ক্রোড়ীয়; অঙ্কে নীত; ক্রোড়স্থ। উৎসঙ্গ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔৎসঙ্গিকী।

ঔৎসর্গিক—উৎসর্গসম্বন্ধীয়। উৎসর্গ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔৎসর্গিকী।

ঔৎসুক্য—উৎসুকতা; উৎকণ্ঠা; আগ্রহ। উৎসুক শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদক—উদকসম্বন্ধীয়, জলীয়; জলময়; জলচর। উদক+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔদকী।

ঔদনিক—সূপকার, পাচক। ওদন শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔদনিকী।

ঔদরিক—উদরম্ভরি, পেটুক; স্বার্থপর। উদর+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔদরিকী।

ঔদার্য্য—উদারতা, মহত্ত্ব; বদান্যতা, দাতৃত্ব। উদার শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদাসীন্য—উদাসীনতা, বৈরাগ্য; সম্পদ্ বিপদে উপেক্ষা; অবজ্ঞা, উপেক্ষা। উদাসীন শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদাস্য—উদাসীনতা, বৈরাগ্য; অমনোযোগ; অবজ্ঞা, উপেক্ষা। উদাস+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদুম্বর—উদুম্বরসম্বন্ধীয়। উদুম্বর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔদুম্বরী।

ঔদ্দালক—জনৈক মুনি। উদ্দালক শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

ঔদ্ধত্য—বিনয়াভাব; অবিনয়; দম্ভ, দেমাক; ধৃষ্টতা; অশিষ্টতা। উদ্ধত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদ্ধারিক—১। উদ্ধারসম্বন্ধীয়; বিভাগকালে উদ্ধারার্থ দেয়। উদ্ধার+ষ্ণিক ইদমর্থে। স্ত্রী,—কী। বিণ; ত্রি। ২। আয়ধন। সং; ক্লী।

ঔদ্ভিজ্জ—১। উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদজাত, ঔদ্ভিদ।

উদ্ভিজ্জ+ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔদ্ভিজ্জী। ২। পাংশু লবণ, পাঙ্গা লুণ। সং; ক্লী।
ঔদ্ভিদ—১। উদ্ভিদসম্বন্ধীয়, গাছপালা সংক্রান্ত; উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদজাত। উদ্ভিদ্ বা উদ্ভিদ শব্দ +ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔদ্ভিদী। ২। সৈন্ধব লবণ। সং; ক্লী।
ঔদ্বাহিক—বিবাহসম্বন্ধীয়; বিবাহকালে কৃত; বিবাহকালে লব্ধ (যৌতুক)। উদ্বাহ (বিবাহ)+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔদ্বাহিকী।
ঔধস্ত্য—১। স্তন্যদুগ্ধ। উধস্+ষ্য ইদমর্থে। সং; ক্লী। ২। স্তনসম্বন্ধীয়, স্তনজাত, স্তন্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔধস্তী। [সং; ক্লী।
ঔন্নত্য—উন্নতি, উচ্চতা। উন্নত+ষ্য ভাবে।
ঔপকূলিক—উপকূলসম্বন্ধীয়; উপকূলস্থিত; উপকূলজাত। উপকূল+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, ঔপকূলিকী।
ঔপগ্রস্তিক—রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্য; গ্রহণ। উপগ্রস্ত+ষ্ণিক। সং; পু।
ঔপচারিক—১। উপচারসম্বন্ধীয়। উপচার শব্দ +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। উপচার। সং; পু। স্ত্রী ঔপচারিকী।
ঔপজানুক—জানু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত; আজানুলম্বিত। জানুর সমীপে=উপজানু (অব্যয়ী); উপজানু+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি।
ঔপদেশিক—উপদেশসম্বন্ধীয়; উপদেশ-লব্ধ। উপদেশ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔপদেশিকী।
ঔপনায়নিক—উপনয়নসম্বন্ধীয়; উপনয়ন-প্রবর্ত্তক। উপনয়ন+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।
ঔপনিবেশিক—উপনিবেশসম্বন্ধীয়; উপনিবেশ-কারী; উপনিবেশবাসী। উপনিবেশ শব্দ +ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শিকী।
ঔপনিষদ—১। উপনিষৎসম্বন্ধীয়; ব্রহ্মবিদ্যা-সংক্রান্ত; উপনিষদ্ শাস্ত্র-নির্ণীত। উপনিষদ্ +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔপনিষদী। ২। উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পরমাত্মা। সং; পু।
ঔপন্যাসিক—উপন্যাস সম্বন্ধীয়; উপন্যাসময়, উপন্যাসাত্মক; উপন্যাসতুল্য; উপন্যাস-কার। উপন্যাস+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী উপন্যাসিকী।
ঔপপত্তিক—উপপত্তিসম্বন্ধীয়; যুক্তি দ্বারা সমর্থিত; প্রতিপাদিত। উপপত্তি+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔপপত্তিকী।
ঔপমিক—উপমাসম্বন্ধীয়; উপমাদ্বারা কল্পিত বা নির্দিষ্ট। উপমা+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔপমিকী। [ভাবে। সং; ক্লী।
ঔপম্য—সাদৃশ্য, তুল্যতা। উপমা শব্দ+ষ্য
ঔপয়িক—১। উচিত, ন্যায্য, উপযুক্ত। উপায় +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔপয়িকী। ২। উপায়; যুক্তি। সং; ক্লী।
ঔপরোধিক—১। উপরোধসম্বন্ধীয়, অনুরোধ-সংক্রান্ত। উপরোধ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ধিকী। ২। পীলুদণ্ড। সং; পু।
ঔপল—উপলসম্বন্ধীয়; উপলনির্ম্মিত। উপল+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔপলী।
ঔপসর্গিক—১। উপসর্গসম্বন্ধীয়। উপসর্গ দেখ। উপসর্গ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔপসর্গিকী। ২। সন্নিপাতরোগবিশেষ। সং; পু।
ঔপাধিক—উপাধিসম্বন্ধীয়; উপাধিমাত্রধারী, নামমাত্র; অবাস্তব। উপাধি+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔপাধিকী।
ঔপাধ্যায়ক—উপাধ্যায়সম্বন্ধীয়; উপাধ্যায় হইতে প্রাপ্ত। উপাধ্যায়+কণ্ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।
ঔপায়িক—উপায়সম্বন্ধীয়; উপায়-নিষ্পন্ন; উপায়সাধ্য; উপায়লভ্য। উপায়+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔপায়িকী।
ঔপাসন—উপাসনাসম্বন্ধীয়; উপাসনাকালীন। উপাসনা+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নী।
ঔরগ—১। উরগসম্বন্ধীয়, সর্পসংক্রান্ত, সার্প। উরগ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔরগী। ২। অশ্লেষা নক্ষত্র। সং; ক্লী। ৩। উরগ, সর্প। উরগ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।
ঔরৎ—স্ত্রীলোক, জানানা। বৈদেশিক। সং।
ঔরভ্র—১। মেষসম্বন্ধীয়, ভেড়ার; মেষলোমজাত। উরভ্র (মেষ)+ষ্ণ ইদমর্থে স্ত্রী ঔরভ্রী। ২। মেষলোমজ বস্ত্র, কম্বল, গালিচা। সং; ক্লী। ৩। মেষমাংস। সং; পু।
ঔরস, ঔরস্য—১। ধর্ম্মপত্নীজাত স্বয়মুৎপাদিত (সন্তান)। উরস্+ষ্ণ, ষ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔরসী। ২। ঔরসপুত্র। সং; পু।
ঔর্ণ—ঊর্ণাসম্বন্ধীয়, ঊর্ণাময়, ঊর্ণানির্ম্মিত, পশমী। ঊর্ণা+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔর্ণী।
ঔর্দ্ধদেহিক, ঔর্দ্ধ্বদেহিক—১। অন্ত্যেষ্টিসম্বন্ধীয়। ঊর্দ্ধদেহ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী,—কী। ২। প্রেতকৃত্য, অন্ত্যেষ্টি, অগ্নিসংস্কার-তর্পণাদি ক্রিয়া। সং; ক্লী।
ঔর্ব—১। পার্থিব। উর্ব্বী শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔর্ব্বী। ২। পাংশু লবণ, পাঙ্গা লুণ। সং; ক্লী। ৩। মুনিবিশেষ; বাড়বানল। উর্ব্ব+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। [বাড়বানলের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে;—ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ভৃগু মুনির অপমানের পর ঔর্ব ঋষি যৎকালে গর্ভমধ্যে অবস্থিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা ইঁহার জননীর গর্ভ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে ঔর্ব্ব উরু ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রতিহিংসা সাধনের নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। ইঁহার উগ্র তপস্যায় সর্ব্ব প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পিতৃপুরুষ পিতৃলোক হইতে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে ক্রোধ ত্যাগ করিতে বলেন; কিন্তু ইনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পিতৃগণ ইঁহাকে বলিলেন যে, জলই সর্ব্বলোকের আশ্রয়, অতএব সর্ব্বলোকবিনাশক তাঁহার ক্রোধাগ্নি জলে নিক্ষেপ করিলেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। তদনুসারে ঔর্ব্ব সমুদ্রমধ্যে আপনার ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি বৃহৎ অশ্বমুণ্ডরূপী হইয়া মুখদ্বারা অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া সমুদ্রের জলপান করিতে লাগিলেন]।
ঔর্ব্বশেয়—উর্ব্বশীপুত্র, অগস্ত্য ঋষি। উর্ব্বশী শব্দ +ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।
ঔর্ব্বানল—বাড়বানল। ঔর্ব্বনামক যে অনল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
ঔর্ব্য—মুনিবিশেষ। সং; পু।
ঔলূক—পেচকসমূহ, পেঁচার ঝাঁক। উলূক+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী।
ঔলূক্য—১। বৈশেষিক দর্শন। উলূক+ষ্য। সং; ক্লী। ২। উক্ত দর্শনপ্রণেতা মুনি। সং; পু।
ঔশনস—১। শুক্রাচার্য্যসম্বন্ধীয়। উশনস্+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔশনসী। ২। শুক্রাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থ। সং; ক্লী।
ঔশনসী—১। শুক্রাচার্য্যসম্বন্ধীয়া। ঔশনস দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্রাচার্য্যের কন্যা এবং রাজা যযাতির পত্নী দেবযানী। উশনস্ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ঔশীর, ঔষীর—১। চামরদণ্ড। উশীর বা উষীর শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; পু। ২। উশীরময় শয়নাসন; শয্যা; আসন; বেণার মূল; চামর। সং; ক্লী। ৩। উশীরসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔশীরী, ঔষীরী।
ঔষধ—ওষধিজাত রোগনাশক দ্রব্য, ভেষজ। ওষধি+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী।
ঔষধসেবন—ভেষজগ্রহণ, ঔষধ খাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।
ঔষধাজীব—ঔষধ ব্যবসায়ী। ঔষধ আজীব যাহার, বহু। সং; পু।
ঔষধালয়—যেখানে ঔষধ থাকে বা পাওয়া যায়, ডাক্তারখানা। ঔষধের আলয়, ৬তৎ। সং; পু।
ঔষধি—ঔষধ। ক, প্র। সং।
ঔষধীয়—ঔষধসম্বন্ধীয়, ভেষজসংক্রান্ত। ঔষধ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঔষধীয়া।
ঔষর—১। উষর ভূমিজাত। উষর+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। পাংশুলবণ; অয়স্কান্ত। সং; ক্লী। [ত্রি। স্ত্রী ঔষসী।
ঔষস—উষাসম্বন্ধীয়। উষস্+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ;
ঔষীর—ঔশীর দেখ।
ঔষ্ট্র—১। উষ্ট্রসম্বন্ধীয়; উষ্ট্রজাত। উষ্ট্র+ষ্ণ।

বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঔষ্ঠী। ২। উষ্ট্রসমূহ, উষ্ট্রজাতি। সং ; ক্লী।

ঔষ্ঠ্য—ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য্য। ওষ্ঠ+ক্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঔষ্ঠ্যী।

ঔষ্ণ, ঔষ্ণ্য—উষ্ণতা, উত্তাপ। উষ্ণ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

ঔষ্ণীক—উষ্ণীষধারী। উষ্ণীষ+কণ্। বিণ ; ত্রি।

ঔষ্ণ্য—ঔষ্ণ দেখ।

ঔষ্ম্য—উষ্মা, উষ্ণতা, উত্তাপ। উষ্ম বা উষ্মন্ শব্দ +ষ্ণ্য স্বার্থে। সং ; ক্লী।

ক—১। প্রথম হলবর্ণ। ২। আত্মা ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; সূর্য্য, অগ্নি ; বায়ু ; যম ; দক্ষ ; কন্দর্প ; কাম ; রাজা ; পক্ষী ; ময়ূর ; দেহ ; শব্দ ; দীপ্তি। কৈ (শব্দ করা), অথবা কচ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং ; পু। ৩। মস্তক ; কেশ ; জল ; সুখ ; মনঃ ; ধন ; রোগ। সং ; ক্লী। ৪। কত শব্দের অপভ্রংশ।

কআ—কহা, বলা। ক্রি। প্রা, ক।

কই—১। কহি, বলি। ক্রি। ক, প্র। ২। অসম্মতি-বিস্ময়াদিসূচক শব্দ। ব্য। ৩। মৎস্যবিশেষ। সং। কবয়ী শব্দের অপভ্রংশ।

কইল—কহিল, বলিল। ক্রি। ক, প্র।

কইলা—১। কহিল, বলিল ; কহিলে, বলিলে। ক্রি। ক, প্র। ২। বকন বা নৈ বাছুর। সং। প্রাদে।

কএ—করিয়া। ক্রি। প্রা, ক।

কএক—কয়েক, কতিপয়, কতকগুলি। প্রাদে।

কওয়া—কহা, বলা। দেশজ। ক্রি।

কওরে—গ্রামে। সং। প্রা, ক।

কংশ—কংস, কাঁসা ; পানপাত্র। কম (কামনা করা)+শ র্ম। সং ; পু বা ক্লী।

কংস—১। কাংস্য, কাঁসা ; কাংস্যপাত্র ; পরিমাণবিশেষ। কম (কামনা করা)+স র্ম। সং ; পু বা ক্লী।

২। স্বনামখ্যাত অসুরবিশেষ, কৃষ্ণ-জননী দেবকীর পিতৃব্য উগ্রসেনের পুত্র, সুতরাং সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুল। ইনি জরাসন্ধ রাজার অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একে স্বয়ং স্বভাবতঃ দুর্বৃত্ত, তদুপরি জরাসন্ধের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় কংস যাবতীয় যাদবগণকে উপেক্ষা করিয়া এবং স্বীয় জনক উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া আপনি মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ইঁহার পিতৃব্যতনয়া দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হইলে কংস দৈববাণীতে অবগত হন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভসম্ভূত সন্তান তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবে। অতঃপর কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাঁহাদের এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর ইনি সেই নবপ্রসূত শিশুর প্রাণবধ করেন। নিষ্ঠুর কংস এইরূপে ক্রমান্বয়ে সাতটি সদ্যোজাত শিশুকে শমনভবনে প্রেরণ করেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব সেই রজনীতেই কৌশল করিয়া শিশু কৃষ্ণকে গোকুলে নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়া নন্দপত্নী যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে [যোগমায়াকে] আনাইয়া দেবকীর নিকট রাখিয়া দেন। পরদিন কংস সেই কন্যাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের ভাবী হন্তা জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুলে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

অতঃপর কংস তাঁহার ভাবী হন্তার প্রাণবিনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন, এবং কেশী, ধেনুক, পূতনা প্রভৃতি অনুগত অনুচর ও অনুচরীদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, "তোমরা যে বালকের শরীর বলাধিক্য দেখিবে, তাহারই প্রাণবধ করিবে।" উহারা কৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, কৃষ্ণই যে তাঁহার ভয়ের কারণ, তাহা কংস বুঝিতে পারেন। অনন্তর কৃষ্ণের বধার্থে ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা আগত হইলে তাঁহাদের বিনাশের জন্য কংস বহুবলশালী মল্ল ও মত্ত মাতঙ্গ নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণ বলরাম তাহাদের সকলকে বধ করিয়া কংসের প্রাণবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এদিকে কংসও তাঁহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে কংসেরই পতন হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ আপনার জনকজননী ও উগ্রসেনকে কারামুক্ত করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার রাজাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

কংসক—হীরাকস। কংস+কন্ সাদৃশ্যার্থে।

কংসকার—কাংস্যবণিক্, কাঁসারি। কংস শব্দ —কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

কংসজিৎ—শ্রীকৃষ্ণ। কংস শব্দ—জি (জয় করা) +কিপ্ ক। সং ; পু। [সং ; পু।

কংসবণিক্ (—বণিজ্)—কাঁসারি। ৬তৎ।

কংসবতী, কংসাবতী—কংসাসুরের ভগিনী, উগ্রসেনের কন্যা ; বসুদেবানুজের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। সং ; স্ত্রী।

কংসহা (—হন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপ ; কংস—হন +কিপ্ ক। সং ; পু। [সং ; পু।

কংসারি—শ্রীকৃষ্ণ। কংসের অরি, ৬তৎ।

কংসাবতী—কংসবতী দেখ।

ককান—কাতরান, কাতরধ্বনি করা, কাতরতা প্রকাশ করা ; (শিশুদিগের) কাঁদিতে কাঁদিতে দম আটকাইয়া আসা। ক্রি প্রাদে। [সং ; পু।

ককার—ক এই বর্ণ মাত্র। ক+কার স্বার্থে।

ককুৎ (ককুদ)—বৃষস্কন্ধের ঝুঁটি ; ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ; পর্ব্বতের অগ্রভাগ, গিরিশিখর ; শ্রেষ্ঠ। ক শব্দ (সুখ)—ক (শব্দ করা)+ কিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

ককুৎস্থ—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। রামায়ণের মতে ইনি ভগীরথের পুত্র। [মতান্তরে, ইঁহার পিতার নাম পুরঞ্জয়]। এই রাজা ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। ইঁহার আদিম নাম পুরঞ্জয় ; পরে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে ককুৎস্থ নাম প্রাপ্ত হন। কোনও সময়ে দেবগণ অসুরকর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে তিনি দেবগণকে পুরঞ্জয় রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। অনন্তর দেবগণ ঐ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বিজ্ঞাপিত করিলে রাজা মহাবৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুদে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধে গমন করেন, এবং অসুরগণের বিনাশ করিয়া সুরগণকে নিরুপদ্রব করেন। তদবধি ঐ ভূপতি ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। ককুদ্—স্থা + ড ক। সং ; পু।

ককুদ্—ককুৎ দেখ।

ককুদ—ককুৎ (সকল অর্থে)। ক (সুখ)—কু (পৃথিবী)—দা + ড ক। পু বা ক্লী।

ককুদ্মৎ—ককুদ্মান্ দেখ।

ককুদ্মতী—১। ঝুঁটিযুক্তা ; শিখরবিশিষ্টা। ককুদ্মান্ দেখ। ককুদ্মৎ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কটিদেশ। সং ; স্ত্রী।

ককুদ্মান্ (—দ্মৎ)—১। ককুদবিশিষ্ট, ঝুঁটিযুক্ত ; শিখরবিশিষ্ট। ককুদ্+(বতু স্থানে) মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ককুদ্মতী। ২। বৃষ, ষণ্ড, ষাঁড় ; পর্ব্বত, ঋষভনামক ঔষধ। সং ; পু।

ককুদ্মী (—দ্মিন্)—১। বৃষ ; পর্ব্বত ; জনৈক নৃপতি, বলদেব-পত্নী রেবতীর পিতা। ককুদ্ শব্দ+মিন্ আছে অর্থে। সং ; পু। ২। ককুদ্-বিশিষ্ট, ঝুঁটিযুক্ত ; শিখরবিশিষ্ট। বিণ ; পু। স্ত্রী ককুদ্মিনী। [সং ; স্ত্রী।

ককুন্দর, কুকুন্দর—নিতম্বস্থ আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়

ককুভ—রাগবিশেষ ; বীণার অলাবু (লাউ) ; কুটজ বৃক্ষ ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ ; পক্ষিবিশেষ। সং ; পু।

ককুভা—দিক ; রাগিণীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

ককুভাদনী—নলী নামক গন্ধদ্রব্য। সং ; স্ত্রী।

ককে—কেন। প্রা, ক।

কক্কোল—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কাঁকলা। সং; পু বা ক্লী। [স্বার্থে। সং ; স্ত্রী।

কক্কোলক—কক্কোল, কাঁকলা। কক্কোল+ক

কক্খট—কঠিন, শক্ত। কক্খ (হাস্য করা)+ অটন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কক্খটা।

কক্খটী—খটিকা, খড়িমাটী, ফুলখড়ি। কক্খট +ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [প্রাদে।

কক্খন, কক্ষণ—কখনই, কোন কালেই।

কক্ষ—১। প্রকোষ্ঠ; বাহুমূল, বগল, কাঁখ; পার্শ্ব; তৃণ; শুষ্ক তৃণ; শুষ্ক বন; লতা; স্পর্দ্ধাস্পদ, প্রতিযোগী; কচ্ছ, কাছা; বস্ত্রাঞ্চল। কষ (হিংসা করা)+স ণ। সং; পু। ২। নক্ষত্র; গ্রহগণের পরিভ্রমণ-পথ। সং; ক্লী।

কক্ষণ—কক্খন দেখ। [পু।

কক্ষতল—বগল; ঘরের মেজে। ৬তৎ। সং;

কক্ষধর—বক্ষোদেশের উভয় পার্শ্বস্থ মর্ম্মস্থল-বিশেষ। কক্ষ–ধৃ+অন্ ক। সং; পু।

কক্ষপ—কচ্ছপ, কূর্ম্ম। কক্ষ–পা+ড ক। সং; পু।

কক্ষশায়—কুকুর। উপ; কক্ষ–শী+ষণ্ ক। সং; পু। [পু।

কক্ষসেন—পরীক্ষিতের পুত্র; ঋষিবিশেষ। সং;

কক্ষস্থ—পার্শ্বস্থিত; যাহা কাঁখে আছে, ক্রোড়-স্থিত; গৃহপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত। উপ; কক্ষ –স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কক্ষস্থা।

কক্ষা—হস্তীর কক্ষ-বন্ধন-রজ্জু; কটিবন্ধ; বাহু মূল, বগল, কাঁখ; কাঞ্চী, চন্দ্রহার, গোট; কচ্ছ, কাছা; বস্ত্রাঞ্চল; গৃহপ্রকোষ্ঠ; গৃহভিত্তি; রথান্তর্গত স্থানবিশেষ; স্পর্দ্ধা স্থান, প্রতিযোগিতা; রত্তি। কষ (হিংসা করা)+স ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

কক্ষান্তর—অন্য প্রকোষ্ঠ। অন্য কক্ষ, নিত্য। সং। [৬তৎ। সং; পু।

কক্ষাপট—কৌপীন। কক্ষার পট (বস্ত্র),

কক্ষাবান্ (–বৎ)—মুনিবিশেষ। সং; পু।

কক্ষাবেক্ষক—দ্বারপাল; অন্তঃপুররক্ষী; উদ্যান-পাল; কবি; রঙ্গাজীব; বিড়্গ। কক্ষের বা কক্ষার অবেক্ষক, ৬তৎ। সং; পু।

কক্ষ্য—১। কক্ষোদ্ভব, কক্ষজাত; কক্ষপূরক। কক্ষ শব্দ+য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কক্ষ্যা। ২। রত্নবিশেষ; হর্ম্ম্যাদি প্রকোষ্ঠ; রাজান্তঃপুর; উত্তরীয় বস্ত্র; কক্ষবন্ধন রজ্জু, মেখলাদি বন্ধনের রজ্জু; পার্শ্বভাগ। সং; পু। ৩। নিক্তির পাল্লা বা বাটি। সং; ক্লী।

কক্ষ্যা—১। কক্ষোদ্ভবা, ইত্যাদি। কক্ষ্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কক্ষা (সকল অর্থে)। কক্ষ শব্দ+য+আপ্। সং; স্ত্রী।

কখন—কোন্ সময়ে; কোনও সময়ে। দেশজ। ব্য। [মধ্যে মধ্যে। দেশজ। ব্য।

কখন-কখন—কোন কোন সময়ে, সময়ে সময়ে,

কখন-সখন—কচিৎ কোনও সময়ে, বিরল, মধ্যে মধ্যে। দেশজ। ব্য।

কঙ্ক—কাঁকপক্ষী, বোধ হয় বাঙ্গালায় যাহাকে হাড়গেলা পাখী বলে; বিরাট রাজার সভায় অবস্থিতিকালীন যুধিষ্ঠিরের নাম [যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের নিয়ম ছিল। সেই অজ্ঞাতবাসের বৎসর দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব বিরাটরাজের নিকট যাইয়া আপনাদের প্রকৃত জাতি ও নাম গোপন করিয়া কল্পিত নাম ধারণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীম বল্লভ, অর্জ্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক, সহদেব তন্ত্রিপাল এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন]; ছলব্রাহ্মণ; যম; কংসের ভ্রাতা, উগ্রসেনের পুত্র। কন্‌ক+অন্ ক। সং; পু।

কঙ্কট—তনুত্র, বর্ম্ম, কবচ। উপ; ক (বায়ু)– কট্ (আবরণ করা)+অ ক।

কঙ্কটক—কঙ্কট। কঙ্কট+ক স্বার্থে। সং; পু।

কঙ্কণ—১। করভূষণ, কাঁকন, একপ্রকার বালা; বিবাহসূত্র; শেখর। যঙ্ লুগন্ত কণ (পুনঃ পুনঃ শব্দ করা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

২। বোম্বাই প্রদেশের অংশবিশেষ। এই অংশমধ্যে রত্নগিরি, কোলাবা ও থানা জেলা অবস্থিত। নিজ বোম্বাই সহর ও এলিফাণ্টা দ্বীপ, এবং করদ রাজ্যত্রয়—জোহর, সাওন্তারী ও জঞ্জিরা,—এবং পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়া প্রদেশ, এই অংশের অন্তর্ভূত। কঙ্কণ দেশের সাধারণ ভাষা মারাঠী; দক্ষিণাংশে কানারী ও উত্তরাংশে গুজরাটীও প্রচলিত আছে।

কঙ্কণ অতি প্রাচীন দেশ। খৃষ্ট জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্ব তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া মৌর্য্যবংশ এখানে রাজত্ব করিত। তাহার পরে শাতার্কনী বা অন্ধ্রভৃত্যগণ, চালুক্যগণ, শিলাহারগণ, যাদবগণ, মুসলমানগণ ও মহারাষ্ট্রীয়গণ ইহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় রাজত্বের অবসানে, এই দেশ ইংরাজদিগের অধিকারে আসে। কঙ্কণ দেশের সহিত গ্রীক ও রোমীয়গণের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। বেণী ইজরাইলগণের ও পার্সীগণের এস্থানে আগমন, কঙ্কণের ইতিহাসের প্রধান ঘটনা। বেণী ইজরাইলগণ নিরুদ্দিষ্ট ইজরাইল জাতির বংশধর—একথা অনেক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। পার্সীগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে থানা নামক সহরে বাস স্থাপন করেন (খৃঃ ৭ম শতাব্দী)।

কঙ্কণী—কিঙ্কিণী, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা। কঙ্কণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কঙ্কণীকা—কঙ্কণী, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা। কঙ্কণী+ক

কঙ্কত—১। বৃক্ষ। সং; পু। ২। কাঁকুই, চিরুণী। কন্‌ক (গমন করা)+অতচ্ ক। সং; ক্লী। স্ত্রী কঙ্কতী, কঙ্কতিকা।

কঙ্কতিকা, কঙ্কতী—কাঁকুই, চিরুণী। সং; স্ত্রী।

কঙ্কপত্র—একপ্রকার বাণ। বহু। সং; পু।

কঙ্কপুরী—বারাণসী, কাশী। কঙ্কা অর্থাৎ সুখদা যে পুরী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কঙ্কমালা—করতালবাদন। সং; স্ত্রী।

কঙ্কমুখ—চিম্‌টা; সাঁড়াশি। বহু। সং; পু।

কঙ্কর—১। কাঁকর; তক্র, ঘোল। ক শব্দ (শব্দ বা জল) কৃ (করা)+অ ক। সং; ক্লী। ২। কর্কশ; কুৎসিত। বিণ; ত্রি।

কঙ্করোল—১। কাঁকরোল গাছ। সং; পু। ২। কাঁকরোল ফল। সং; ক্লী।

কঙ্কশায়—কক্ষশায়, কুকুর। সং; পু। [স্ত্রী।

কঙ্কা—উগ্রসেনের কন্যা, কংসের ভগিনী। সং;

কঙ্কাল—অস্থিপঞ্জর (Skeleton); অস্থি; কটি। কন্‌ক+কালন্ ক। সং; পু।

কঙ্কালমালা—অস্থিপঞ্জরসমূহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কঙ্কালমালিনী—রুদ্রাণী। কঙ্কালমালা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কঙ্কালমালী (–মালিন্)—অস্থিমালাধারী, রুদ্র, শিব। সং; পু।

কঙ্কালসার—কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত, যাহার কেবল হাড় কয়খানি সার হইয়াছে, অস্থি-চর্ম্মাবশেষ, মাংসহীন, কৃশ। কঙ্কালই সার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –সারা।

কঙ্কালাবশিষ্ট, কঙ্কালাবশেষ—অস্থিমাত্রাবশিষ্ট, যাহার কেবল হাড় কয়খানি আছে, অস্থি-চর্ম্মসার, মাংসহীন, কৃশ। কঙ্কালই অবশিষ্ট বা অবশেষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কঙ্ক উগ্রসেনের পুত্র, সুতরাং কংসের ভ্রাতা; কঙ্গু, কাঙ্গনি। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

কঙ্গু, কঙ্গুকা, কঙ্গুনী—ধান্যবিশেষ, কাঙ্গনি।

কঙ্গুরা—১। শেখর, চূড়া। হিন্দী। ২। দুর্গ প্রাচীরের উপরিস্থ বুরুজ (Tower)। প্রা, ক। সং।

কচ্—তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বা দন্ত দ্বারা দ্রুত কর্ত্তনের অনুকরণ শব্দ। দেশজ।

কচ—১। বন্ধ। কচ+অল্ ভা। ২। কেশ। কচ+অল্ র্ম্ম। ৩। মেঘ; শুষ্ক ব্রণ; বৃহস্পতির পুত্র। কচ+অল্ ক। সং; পু।

বৃহস্পতিপুত্র কচের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি প্রচলিত আছে;—দেবগণ কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করেন। ইনি সবিশেষ যত্নসহকারে শুক্রাচার্য্যের ও তৎকন্যা দেবযানীর সেবা করি-

তেন। তাঁহারা উভয়েই ইঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হন। দৈত্যগণ কচের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ইঁহার প্রাণবধ করে। দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য ইঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। কিছুদিন পরে দৈত্যেরা আবার ইঁহার প্রাণসংহার করে। এবারও দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য ইঁহার প্রাণদান করেন। ফলতঃ দেবযানী মনে মনে ইঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৃতীয় বারে দেবযানীর অভিপ্রায়ক্রমে কচ পুষ্পচয়নে গমন করিলে দৈত্যগণ ইঁহাকে হত্যা করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, এবং সেই ভস্ম সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া কৌশলে শুক্রাচার্য্যকে পান করায়। দেবযানী যথাসময়ে কচকে প্রত্যাগত না দেখিয়া অনুমানে বুঝিলেন যে, দৈত্যের হস্তে কচের প্রাণত্যাগ ঘটিয়াছে। তিনি পিতাকে সবিশেষ অনুরোধ করায় শুক্রাচার্য্য কচকে পুনর্জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়া জানিতে পারেন যে, কচ তাঁহার উদরমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন শুক্রাচার্য্য কচকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিয়া বহির্গত হইতে বলেন। কচ গুরুর উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইলে শুক্রাচার্য্যের মৃত্যু হইল। কচ গুরুদত্ত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। অতঃপর কচ স্বস্থানে প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে দেবযানী মনের কথা ভাঙ্গিলেন। তিনি কচকে পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু গুরুকন্যা সহোদরাতুল্য জ্ঞানে কচ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে দেবযানী রুষ্টা হইয়া এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, কচের মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ফলপ্রদ হইবে না। কচ উত্তর করেন, "মন্ত্র অমোঘ, ইহা ব্যর্থ হইবার নহে। আমি এ মন্ত্রে ফল পাইব না বটে; কিন্তু আমি যাহাকে শিক্ষা দিব, সে অবশ্যই ফল পাইবে।" ইহা বলিয়া কচ দেবযানীকে অভিসম্পাত দিলেন যে, অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণভোগ্যা না হইয়া ক্ষত্রিয়ভোগ্যা হইবেন। এই পাপের ফলে দেবযানী ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির পত্নী হন। অতঃপর কচ আর বিলম্ব না করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, এবং তথায় দেবগণকে ঐ মন্ত্র শিক্ষা দিলেন।

কচকচানি—কচকচি (তাহা দেখ)।

কচকচি—নানাপ্রকার অনুকরণ শব্দ, কাঁচ-কোঁচ বা ক্যাচর কোঁচর ধ্বনি; বকাবকি, কলহ, ঝগড়া; গণ্ডগোল। দেশজ।

কচকচিয়া, কচকচে—১। কচ্ কচ্ শব্দকারী; অপক্ব বা কাঁচা (ফলাদি)। বিণ। ২। ঘাসবিশেষ। দেশজ। সং।

কচগ্রহ—কেশধারণ; কেশধারণপূর্ব্বক ধর্ষণ। ৬তৎ। সং; পুং।

কচটা, কচটান—চটকান। প্রাদেশিক। ক্রি।

কচড়া—হিসাব, হিসাববহি; মোটা দড়ি, কাছি; কাঁকড়ার মাটী; জঞ্জাল; পাঁক; মহুয়া ফল। প্রাদেশিক। সং।

কচপক্ষ, -পাশ—কেশপাশ, কেশসমূহ। ৬তৎ। সং; পুং। [প্রাদে। বিণ।

কচমা—শিশু, অল্পবয়স্ক, ক্ষুদ্র, ছোট, নমনীয়।

কচমাল—অগ্নি; ধূম। সং; পুং।

কচলা, কচলান—রগড়ান; রগড়াইয়া ধৌত করা; রগড়ারগড়ি করা; চটকান। দেশজ। ক্রি।

কচল-কচলি—রগড়ারগড়ি; চটকা-চটকি; দর কষাকষি; বকাবকি। দেশজ। সং।

কচলান—কচলা দেখ। [সং; পুং।

কচহস্ত—কচপক্ষ, কেশপাশ, কেশসমূহ। ৬তৎ।

কচা—১। হস্তিনী; শোভা। কচ+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। ছোট গাছের ডাল; দেশী ভেরেণ্ডা; খুব, আগালে। দেশজ। সং। ৩। পরখ করা। দেশজ ক্রিয়া।

কচাকু—১। দুর্দ্ধর্ষ, দুর্বৃত্ত, দুরাচার, দুঃশীল; দুঃসহ, অসহ্য, দুর্ধর। কচ+আকু ক। বিণ; ত্রি। ২। সর্প। সং; পুং।

কচাচিত—কেশব্যাপ্ত; বিকীর্ণকেশ; আলুলায়িত-কুন্তল। কচ দ্বারা আচিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

কচালিয়া, কচালে—১। কলহকারী, কলহপ্রিয়, ঝগড়াটিয়া। দেশজ। বিণ। ২। মর্দ্দনকারী; মর্দ্দিত, রগড়ান। প্রা, ক।

কচি—অনতিপূর্ব্বজাত, শিশু, ছোট, অল্পবয়স্ক; অপক্ব, কাঁচা; কোমল, নম্র, নরম। দেশজ। বিণ।

কচু, কচ্বী—কচু গাছ; তাহার মূল। সং; স্ত্রী।

কচুরায়—ইনি সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীন বঙ্গাধিপ প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায়ের পুত্র। কোন সময়ে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া বসন্তরায়কে সপরিবারে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলে প্রতাপ-মহিষী দয়াপরবশ হইয়া কচুরায়ের জীবন রক্ষা করেন। কচুরায় দিল্লী গমন করিয়া জাহাঙ্গীরকে সমস্ত বলিয়া মানসিংহকে লইয়া আসেন। কচুরায়ের মন্ত্রণায় মানসিংহ যুদ্ধে জয়ী ও প্রতাপ বন্দী হন। অতঃপর কচুরায় যশোহরে দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করেন।

কচুরি—মাখা ময়দার ভিতর বাঁটা কলায়ের পুর দেওয়া ও তৈল ঘৃতাদিতে ভাজা এক প্রকার খাবার। দেশজ। সং।

কচুরি-পানা—জলজ উদ্ভিদ বিশেষ (ইহার ফুল হয়), বিলাতী পানা। দেশজ। সং।

কচে বার—শুদ্ধ বার, কেবল ১২; পাশা খেলার দান, ৬+৫+১ এই তিনের যোগে উৎপন্ন বার। দেশজ। সং।

কচ্চর—১। কুৎসিত; মলিন। উপ; কু-চর +অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কচ্চরা। ২। তক্র, ঘোল। সং; ক্লী।

কচ্চিৎ—কামনা, ইচ্ছা; কুশলপ্রশ্ন। ব্য।

কচ্ছ—১ একপ্রকার বৃক্ষ, তুঁদ গাছ; নৌকার পশ্চাদ্ভাগ; জলময় দেশ, নদ্যাদির প্রান্তভাগ, কাছাড়; বস্ত্রাঞ্চল, কাছা। কচ +ছ ক। সং; পুং। ২। জলপ্রান্তস্থিত। বিণ, ত্রি। স্ত্রী কচ্ছা। ৩। বোম্বাই প্রদেশে গুজরাট বিভাগে অবস্থিত করদ রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তর দিকে "গ্রেট্ রন্" (Great Rann) এবং পূর্ব্বদিকে "লিটল্ রন্" (Little Rann) নামক দুইটী বিস্তৃত লবণাম্বু জলাভূমি অবস্থিত। ঐ ভূমি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে উহা প্রকাণ্ড মরুভূমিতে পরিণত হয়, এবং এখানে গর্দ্দভ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কচ্ছদেশে ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ বহুবার ঘটিয়াছে। কচ্ছের অধিপতিগণ "রাও" উপাধি-ভূষিত। ইঁহারা "জার" নামধেয় জনৈক রাজপুতের বংশধর। কচ্ছের সামন্তমণ্ডলগণও জার-বংশসম্ভূত। ইঁহারা পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহারা মুসলমানের হস্তে আহার গ্রহণ করেন। রাও হিন্দুমন্দিরে ও মুসলমান মসজিদে পর্য্যায়ক্রমে উপাসনা করেন।

কচ্ছটিকা, কচ্ছাটিকা—কচ্ছ, কাছা। সং; স্ত্রী।

কচ্ছপ—কূর্ম্ম, কাছিম; বিষ্ণুর অবতারবিশেষ; নিধিবিশেষ; মল্লযুদ্ধ-বন্ধবিশেষ। কচ্ছ শব্দ —পা+ড ক। সং; পুং। স্ত্রী কচ্ছপী।

কচ্ছপিকা—ক্ষুদ্র ব্রণবিশেষ। কচ্ছপী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কচ্ছপী—কচ্ছপপত্নী, কূর্ম্মী, স্ত্রীকাছিম; সরস্বতীর বীণা; ব্রণরোগবিশেষ। কচ্ছপ দেখ। কচ্ছপ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

কচ্ছাটিকা—কচ্ছটিকা দেখ।

কচ্ছভূ, কচ্ছভূমি—জলসমীপস্থ স্থল, নদ্যাদির প্রান্তস্থিত ভূমি, কাছাড়। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কচ্ছা—কচ্ছ, কাছা, ঝিঁঝিপোকা। কচ্ছ+আপ্। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পুং।

কচ্ছান্ত—নদ্যাদি জলাশয়ের প্রান্ত। কচ্ছের অন্ত,

কচ্ছু, কচ্ছূ—কণ্ডূতি, চুলকানি রোগ, খোস; পাঁচড়া। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

কচ্ছুমতী—শূকশিম্বী। কচ্ছু+মতু+ঙীপ্। সং;

কচ্ছুর—কচ্ছুরোগাক্রান্ত, পাঁচড়ারোগী, খোসো; কামুক, লম্পট। কচ্ছু+র আছে অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কচ্ছুরা।

কচ্ছ্—কচ্ছু দেখ।

কচ্ছোটিকা—কচ্ছা, কাছা। সং; স্ত্রী।

কচ্ৱী—কচু দেখ।

কছম—প্রকার, রকম। বৈদেশিক। সং।

কছু—কিছু, কিঞ্চিৎ। প্রা, ক।

কজ—১। জলজাত। উপ; ক শব্দ (জল)—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কজা। ২। পঙ্কজ, পদ্ম। সং; ক্লী।

কজ্জল—১। অঞ্জন, কাজল। কুৎসিত যে জল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। মেঘ। সং; পু।

কজ্জলধ্বজ—প্রদীপ। কজ্জল হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। সং; পু। [স্ত্রী।

কজ্জলা—মৎস্যবিশেষ। কজ্জল+আপ্। সং;

কজ্জলী—মৎস্যবিশেষ, কজ্জলা; পারদঘটিত ঔষধবিশেষ। কজ্জল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কজ্জ্বল—অঞ্জন, কাজল। কু (কুৎসিত) যে জ্বল (অগ্নিশিখা), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কঞ্চার—সূর্য্য। অলুক্ উপ; কম্ (জলকে)—চারি (শোষণ করা)+ড ক, যে জল শোষণ করে। সং; পু।

কঞ্চি, কঞ্চী—কঞ্চিকা দেখ। সং; স্ত্রী।

কঞ্চিকা—বেণুশাখা, বাঁশের গ্রন্থিমূল হইতে শাখা। কন্চ (বন্ধন করা)+ণক ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কঞ্চু—নির্ম্মোক, সাপের খোলস। কন্চ+উ ক। সং; পু।

কঞ্চুক—কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া; কাঁচুলি; জামা; বস্ত্র; নির্ম্মোক, সাপের খোলস কন্চ (বন্ধন করা)+উক ক। সং; পু।

কঞ্চুকালু—সর্প। কঞ্চুক+আলু যুক্তার্থে। সং।

কঞ্চুকী (কঞ্চুকিন্)—কবচধারী; অন্তঃপুরের বৃদ্ধ নপুংসক রক্ষক; সর্প। কঞ্চুক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

কঞ্চুকী—ওষধিবিশেষ; ক্ষীরীশ বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

কঞ্চুলিকা—স্ত্রীলোকের কাঁচুলি। কঞ্চুলী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কঞ্চুলী—কাঁচুলি। কন্চ (বন্ধন করা)+উল ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [ক্লী।

কঞ্চ্ল—রমণীদিগের অলঙ্কারবিশেষ। সং;

কঞ্জ—১। জলজাত। উপ; কম্ (জল, সুখ ইত্যাদি)—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কঞ্জা। ২। পদ্ম; অমৃত। সং; ক্লী। ৩। ব্রহ্মা; কেশ। সং; পু।

কঞ্জজ—ব্রহ্মা; কেশ। কঞ্জ (পদ্ম)—জন (জন্মা)+ড ক। পদ্ম হইতে (অর্থাৎ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে) যিনি জন্মিয়াছেন [প্রলয়পয়োধিজলে বিষ্ণু সহস্রচতুর্যুগ শয়ান থাকার পর নিয়মিত কর্ম্মসূত্রানুসারে তৎকর্ত্তৃক তদীয় দেহমধ্যে ভূর্লোকাদি তাবৎ বস্তু লক্ষিত হয়; তখন তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তাঁহার নাভি পদ্ম হইতে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার উদ্ভব হয়; এই জন্য ব্রহ্মার অন্যতম নাম পদ্মযোনি]। সং; পু।

কঞ্জন—কঞ্জক, মদন পক্ষী। ক (বাক্)—জন্+ণ ক। সং; পু।

কঞ্জনাভ—পদ্মনাভ, বিষ্ণু। কঞ্জ (পদ্ম) নাভিতে যাঁহার, বহু। সং; পু।

কঞ্জর, কঞ্জার—ব্রহ্মা; সূর্য্য; উদর; হস্তী। সং; পু।

কঞ্জুস, কঞ্জুষ—অতি কৃপণ। হিন্দীমূলক।

কট্—নানাপ্রকারের অনুকরণ শব্দ। ব্য।

কট—১। হস্তীর গণ্ড; তৃণ; তৃণাসন, মাদুর; শব; ভক্তা। কট+অন্ ক। ২। শবরথ; তৃণ রজ্জুবিশেষ, ধানের মরাই বেষ্টন করিবার বড়্। কট+অল্ ণ। ৩। শ্মশান। কট+অস্ অধি। ৪। কটি। কট+অস্ স্ম। ৫। অতিশয়; সময়বন্ধ। কট+অস্ ভা। সং; পু। ৬। ক্রিয়াকারী, কারক। কট+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কটা।

কটক—১। সানু, গিরিনিতম্ব; বলয়; সেনানিবেশ, সৈন্য; সেনারক্ষিত রাজধানী; নগর; চক্র; গজদন্তমণ্ডল; সৈন্ধবলবণ। কট (আবরণ করা)+ক ক। সং; পু বা ক্লী।

২। উড়িষ্যা প্রদেশের একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর; কটক জেলার মধ্য দিয়া তিনটি নদী প্রবাহিত—কাঠজুড়ী, মহানদী ও রাক্ষসী। কটক, উড়িয়াদিগের দেশ। উড়িয়াগণের মধ্যে খণ্ডাইৎ নামে এক জাতি দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাচীনকালের "খণ্ডধারী" স্বরূপে রাজসৈন্যের অন্তর্গত ছিল। কটকের ইতিহাস উড়িষ্যার ইতিহাসের সহিত জড়িত। (উড়িষ্যা দেখ)।

কটকট—১। অত্যন্ত; অতিশয়িত; সংলোৎকৃষ্ট। কট—দ্বিত্ব প্রকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —টা। ২। শিব; শব্দবিশেষ। সং; পু।

কটকটিয়া, কটকটে—১। কঠিন, শক্ত; কঠোর; নীরস; রূঢ়; উৎকট, দারুণ, তীব্র; বাচাল, স্পষ্টভাষী। বিণ। ২। পতঙ্গভুক পক্ষিবিশেষ; একজাতীয় ভেক; জগন্নাথদেবের এক প্রকার ভোগ প্রসাদ। দেশজ। সং।

কট্‌কবালা,—কোবালা—এক প্রকার বন্ধকী তমঃসুক। ইহাতে সর্ত্ত থাকে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেনা পরিশোধ না করিলে আবদ্ধ সম্পত্তি মহাজনের হস্তগত হইবে। বৈদেশিক। সং।

কটকার—বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, মাদুর প্রস্তুত করা এই জাতির ব্যবসায়। উপ; কট (মাদুর)—কৃ+বণ্ ক। সং; পু।

কটকিনা, কটকেনা—কঠোরতা, কাঠিন্য, কড়াকড়ি; জেদ, জোট, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; মেয়াদী ইজারা। দেশজ। সং।

কটকিনাদার—মেয়াদী ইজারদার। দেশজ।

কটকী—হিমালয়ের শাকবিশেষের কন্দ (Picrorhiza Kurroa); হিমালয়ের শাকবিশেষের তিক্ত মূল (Gentiana Kurroo)। সংস্কৃত কটুকা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

কটকী (কটকিন্)—পর্ব্বত। কটক+ইন্ আছে অর্থে। সং; পু।

কটকী—১। কটকদেশীয়, কটকের। বিণ; ত্রি। ২। পিঙ্গলবর্ণা; ফিকা সাদা। বিণ; স্ত্রী।

কট্‌কোবালা—কট কবালা দেখ।

কটকোল—নিষ্ঠীবন পাত্র, পিকদানী। সং; পু।

কটখাদক—১। অতিভোজী, অধিক ভোক্তা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—খাদিকা। ২। জম্বুক, শৃগাল; কাক; কাচপাত্র, বোতল, গেলাস। সং; পু।

কটঙ্কট—অগ্নি। উপ; কট শব্দ—কট (দগ্ধ করা)+খশ্ ক। সং; পু।

কটঙ্কেটরী—হরিদ্রা; দারুহরিদ্রা। সং; স্ত্রী।

কটদান—নারায়ণের পার্শ্বপরিবর্ত্তন। সং; পু।

কটন—স্যার হেনরি জন, কটন (Sir Henry Cotton)—জন্ম ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই সেপ্টেম্বর। সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে প্রথম আসেন এবং ক্রমে নানা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আসামের চিফ কমিসনর হন। এই পদে ১৮৯৬ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া শেষোক্ত খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রদান করেন। ইনি চিরকালই ভারতহিতৈষী এবং ভারতবাসীরাও ইঁহার চিরকাল অনুরক্ত। কটন সাহেব নিউ ইণ্ডিয়া (New India) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহার ভারতহিতৈষিতার প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি ইংলণ্ড হইতে জাতীয় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া একবার ভারতে আগমন করেন এবং সাধারণ কর্ত্তৃক অতি সাদরে ও সমারোহের সহিত অভ্যর্থিত হন। পরে কিছুদিন পার্লামেণ্টের মেম্বর থাকিয়া নানাপ্রকারে ভারতের হিতসাধনের চেষ্টা করেন। ইনি প্রত্যক্ষবাদ ধর্ম্মাবলম্বী (Positivist)। এরূপ দয়ালু, তেজস্বী ও নির্ভীক লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সমদর্শিতা গুণে ইনি প্রজাবর্গের অশেষ অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। ১৯১৫ অব্দে ইঁহার মৃত্যু

হয়। ইনি স্যার্ জন কটন (Sir John Cotton) নামেও পরিচিত।

কটপ্রূ—শিব, মহাদেব ; বিদ্যাধর ; রাক্ষস ; পাশক ক্রীড়া, পাশা খেলা ; কীট। উপ ; কট শব্দ—প্রূ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু। [গাছ। সং ; পু।

কটফল—১। কয়া ফল। সং ; ক্লী। ২। তাহার

কটফলা—বার্ত্তাকী ; বৃহতী ; গাম্ভারী বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

কটভঙ্গ—হস্তদ্বারা শস্যচ্ছেদন ; রাজবিনাশ। কটের ভঙ্গ, ৬তৎ। সং ; পু।

কটভী—জ্যোতিষ্মতীলতা, নয়াফটকী। সং ; স্ত্রী।

কটমালিনী—মদিরা। সং ; স্ত্রী।

কটম্ব—বাদ্যবিশেষ ; বাণ। সং ; পু।

কটম্বরা—কটুকী। সং ; স্ত্রী।

কটম্ভর—শ্যোনাক বৃক্ষ ; কটভী বৃক্ষ। সং ; পু।

কটরা—বাটি, পেয়ালা ; মাটির খুরি। হিন্দী। সং।

কটরি—কটোরা, বাটি। প্রা, ক।

কটব্রণ—ভীমসেন। সং ; পু।

কটশর্করা—গাঙ্গেরীলতা, নাটা। সং ; স্ত্রী।

কটা—আপিঙ্গল, খড়ের মত বর্ণবিশিষ্ট ; রুক্ষ ; কঠিন, কড়া। দেশজ। বিণ।

কটাকু—পক্ষী। সং ; পু।

কটাক্ষ—অপাঙ্গদৃষ্টি, আড় চোখে দেখা। কট (ক্রিয়াকারী) যে অক্ষি, কর্ম্মধা। সং ; পু।

কটাক্ষজাল—অপাঙ্গদৃষ্টিসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কটাক্ষদৃষ্টি—আড় চোখে চাওয়া। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। এখানে দৃষ্টি শব্দ নিরর্থক, কটাক্ষ শব্দের অর্থই আড় চোখে চাওয়া।

কটাক্ষপাত—আড়ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ। ৬তৎ। সং ; পু। [বাং ক্রি-বিণ।

কটাক্ষে—দৃষ্টিক্ষেপমাত্রে ; নিমিষে, মুহূর্ত্তেকে।

কটাখ—কটাক্ষ। প্রা, ক।

কটাখ্য—কটাক্ষ শব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গালা পদ্যে ব্যবহৃত।

কটাগ্নি—তৃণানাগ্নি ; তৃণ দ্বারা প্রজ্বলিত বহ্নি। কটরচিত অগ্নি, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; পু।

কটাং, কটাস—অনুকরণ শব্দ ; তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা কঠিন দ্রব্য কর্ত্তনের বা তীব্র দংশনের শব্দ। দেশজ।

কটান—কটা করা বা হওয়া। দেশজ। ক্রি।

কটায়ন—বীরণ, বেণার মূল। কটের অয়ন হয় যদ্দারা, বহু। সং ; ক্লী।

কটাল—অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্র ও নদীজলের স্ফীতি। সং। বিপরীতবাচক—মরা কটাল=সপ্তমী অষ্টমী তিথির জোয়ার।

কটাস—কটাং দেখ।

কটাসিয়া, কটাসে—কটাভাবের, ঈষৎ কটা, আপিঙ্গল, বাদামিয়া। দেশজ। বিণ।

কটাহ—পাত্রবিশেষ, কড়া ; কচ্ছপের খোলা ; দ্বীপবিশেষ ; মহিষশিশু ; নরকবিশেষ। কট শব্দ—আ—হন+ড ক। সং ; পু।

কটি—শ্রোণি দেশ, কোমর, কাঁকাল ; হস্তিগণ্ড। কট+ই র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

কটিকনা, কটকনা—কটকিনা। তাহা দেখ।

কটিতট—কটিদেশ, কোমর, কাঁকাল। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

কটিত্র—কটিদেশের বর্ম্ম, কোমরের সাঁজোয়া, কোমরের কাপড় ; কটিবন্ধ ; চন্দ্রহার, গোট ; ঘুনসী। উপ ; কটি শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। সং ; ক্লী।

কটিদেশ—কটিতট। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কটিপ্রোথ—কটিদেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব, পাছা। কটি—প্রোথ+অচ্ ক। সং ; পু।

কটিবন্ধ—কোমরবন্ধ ; মেখলা ; (ভূগোলে) ভূপৃষ্ঠের বিভাগসূচক ভূগোলকের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনকারী রেখাবিশেষ (Zone)। কটি—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+অল্ ণ। সং ; পু।

কটিবন্ধনী—কটিবন্ধ, কোমরবন্ধ ; মেখলা ; ঘুনসি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কটিভূষণ—কাঞ্চী, মেখলা, চন্দ্রহার, গোট। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কটিমণ্ডল—মণ্ডলাকার কটিদেশ। কটির মণ্ডল, ৬তৎ ; অথবা কটি মণ্ডলপ্রায়, উপমিত। সং ; ক্লী।

কটিরোহক—হস্তীর পশ্চাদ্ভাগস্থ আরোহী (মাহুত নহে)। উপ ; কটি—রুহ্—ণক ক। সং ; পু।

কটিল্ল—করোলা, উচ্ছে। সং ; পু।

কটিশূল—কোমরের বেদনা। ৬তৎ। সং ; পু।

কটিসূত্র—কটিস্থ, কোমরের সুতা, ঘুনসি, চাবকি, কার ; কটিবন্ধ ; কটিভূষণ, মেখলা, চন্দ্রহার, গোট। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কটী (কটিন্)—হস্তী। কট+ইন্ আছে অর্থে। সং ; পু। স্ত্রী কটিনী।

কটী—কটি, কোমর, কাঁকাল ; পিপ্পলী। কটি+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

কটীতট—কটিতট (তাহা দেখ)। পু।

কটীতল—ক্ষুদ্র অসিবিশেষ, ভোজালি। সং ;

কটীদেশ—কটিদেশ (তাহা দেখ)।

কটীর—১। জঘন ; কন্দর, গিরিগুহা। কট+ঈরন্ ক। সং ; পু। ২। কটি, নিতম্ব। সং, পু বা ক্লী। [স্বার্থে। সং ; পু।

কটীরক—কটীর, কটি, নিতম্ব। কটীর+কণ্

কটু—১। তিক্ত কষায় ; তীব্র, তীক্ষ্ণ, ঝাল ; সুরভি ; কর্কশ, রূঢ় ; মৎসর ; উগ্র ; কুৎসিত। কট+উ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কটু বা কট্বী। ২। অকার্য্য। কট+উ ক্ত। সং ; ক্লী। ৩। কটুকী ; রাজিকা, রাই সরিষা ; প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

কটুক—সুগন্ধি তৃণ ; পটোল ; কুটজ, কুড়চি ; আকন্দ গাছ ; রাজ সর্ষপ। কটু+কণ্। সং ; পু।

কটুকন্দ—১। আর্দ্রক, আদা ; মূলা ; রশুন। কর্ম্মধা। ২। সজিনা গাছ। কটু কন্দ যাহার, বহু। সং ; পু।

কটুকা—কটুকী, কটকী ; তাম্বুলী ; কুলিক বৃক্ষ কটু+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কটুকীট, কীটক—মশক, মশা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কটুতা, কটুত্ব—তিক্ততা ; উগ্রতা ; তীব্রতা ; কার্কশ্য, রূঢ়তা। কটু শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কটুতিক্তক—১। কটু ও তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি। ২। ভূনিম্ব, চিরতা ; শণ গাছ। সং ; পু।

কটুতুম্বী—তিতলাউ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কটুতৈল—সর্ষপতৈল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কটুত্রয়, ত্রিকটু ;—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

—কটুত্ব ।

কটুদলা—কর্কটী, কাঁকুড়। কটু দল যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

কটুপত্র—১। তিক্ত বা তীব্রস্বাদ পাতা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পর্পট, ক্ষেত-পাপড়া। কটু পত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

কটুপাক—১। যাহা রন্ধন করিলে খাইতে কটু বোধ হয়। কটু পাকে যে, বহু। ২। লবণাক্ত। কটুপাক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কটুফল—১। তিক্ত বা কষায় ফল ; পটোল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পটোল লতা, পলতা। কটু ফল যাহার, বহু। সং ; পু।

কটুভদ্র—আর্দ্রক, আদা ; শুঠী, শুঁঠ। কটু ভদ্র যাহার, বহু। সং ; পু।

কটুভাষ, -ভাষণ—কটু কথা, রূঢ় বচন, দুর্ব্বাক্য। কর্ম্মধা। সং ; পু ও ক্লী।

কটুভাষী (-ভাষিন্)—কটুবাক্যপ্রয়োগকারী, অপ্রিয়বাদী। উপ ; কটু শব্দ—ভাষ+ণিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী কটুভাষিণী।

কটুয়া, কটুয়া—কৌটা। সং। প্রা, ক।

কটুর—তক্র, ঘোল। কট+উরন্ ক। সং ; ক্লী।

কটুরব—১। ভেক। কটু রব যাহার, বহু। ২। কর্কশ শব্দ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কটুবাক্য—কটুবচন, কর্কশ কথা ; দুর্ব্বাক্য, গালাগালি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কটুবীজা—পিপ্পলী, পিপুল। কটু বীজ যে স্ত্রীর, বহু। স্ত্রী।

কটুস্নেহ—কটুতৈল, সর্ষপতৈল। কর্ম্মধা। ২। শ্বেত সর্ষপ। কটু স্নেহ যাহার, বহু।

কটূক্তি—কটু কথা, রূঢ়বচন, দুর্ব্বাক্য, গালাগালি। কটু যে উক্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কটোর—কটোরা, বাটি। কট+ওরন্ ক। সং; ক্লী।

কটোরা—বাটীর বাটি, খুরী; বাটিমাত্র। কট +ওরন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং।

কটোরি,কটোরী—ছোট বাটি বা খুরী। দেশজ।

কটোল—চণ্ডাল; কটুরস। সং; পু।

কট্ট—মধ্যদেশ; কটিমধ্য, মাজা, কাঁকাল। সং। ক, প্র।

কট্টার—অস্ত্রবিশেষ, কাটারি। সং; পু।

কট্‌ফল—বৃক্ষবিশেষ, কয়া ফল। সং; পু।

কট্‌মট—প্রকটন ও দম্ভ-প্রকাশে। ব্য।

কট্বী—১। তিক্তা, ইত্যাদি। কটু দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কটুকী। সং; স্ত্রী।

কঠ—১। জনৈক মুনি, ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য; কঠশাখাধ্যায়ী। কঠ+অন্ ক। ২। বেদাংশবিশেষ, উপনিষদ্‌বিশেষ। কঠ+অন্ র্ম। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

কঠধূর্ত্ত—বেদের কঠশাখার অভিজ্ঞ। ৭তৎ।

কঠমর্দ্দ—শিব, মহাদেব। সং; পু।

কঠর, কঠোর—কঠিন; জরঠ; পূর্ণ। কঠ (কষ্টে বাঁচা)+অরন্, ওরন্ ক। বিণ; ত্রি স্ত্রী কঠরা, কঠোরা। [সং; স্ত্রী

কঠশাখা—যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা

কঠাধ্যাপক—বেদের কঠ অংশের শিক্ষক কঠের অধ্যাপক, ৬তৎ। বিণ বা সং; পু

কঠিকা—তুলসী; খড়ী, খড়িমাটী। সং; স্ত্রী।

কঠিন—১। দৃঢ়, শক্ত; নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়; দুর্ব্বোধ; দুঃসহ। কঠ+ইন ক। বিণ; ত্রি। ২। স্থালী, মৃৎপাত্র। সং; ক্লী।

কঠিনতম—বহুর মধ্যে কঠিন। কঠিন শব্দ+তম, বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কঠিনতমা।

কঠিনতর—দুইএর মধ্যে কঠিন। কঠিন+তর, দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি।

কঠিনতা, কঠিনত্ব—কাঠিন্য (সকল অর্থে)। কঠিন+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কঠিনপৃষ্ঠ, -পৃষ্ঠক—কূর্ম্ম, কচ্ছপ। কঠিন পৃষ্ঠ যাহার, বহু। সং; পু।

কঠিন-হৃদয়—১। কঠোর অন্তঃকরণ, নির্দ্দয় চিত্ত, নির্দ্দয়মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কঠোর অন্তঃকরণবিশিষ্ট, নির্দ্দয় চিত্তযুক্ত, নির্দ্দয়মনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -হৃদয়া।

কঠিনা—১। দৃঢ়া, ইত্যাদি। কঠিন দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। স্থালী, মৃৎপাত্র; গুড়, শর্করা, খাঁড় গুড়। সং; স্ত্রী।

কঠিনান্তঃকরণ—কঠিনহৃদয় (সকল অর্থে)।

কঠিনিকা—খটী, খড়ী। কঠিনী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কঠিনী—খটী, খড়ী। কঠিন+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কঠিনীকৃত—যাহা দৃঢ় বা শক্ত করা হইয়াছে। কঠিন+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=কঠিনী)—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কৃতা।

কঠিনীভূত—যাহা দৃঢ় বা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কঠিন+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=কঠিনী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ভূতা।

কঠোপনিষৎ—উপনিষদ্‌বিশেষ। এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ।

কঠোর—কঠর দেখ।

কঠোল—কঠোর, কঠিন। বিণ; ত্রি।

কড়—১। অজ্ঞান, মূর্খ; উন্মত্ত, বাতুল। কড় +অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কড়া। ২। সধবার নিদর্শনস্বরূপ স্ত্রীলোকের মণিবন্ধস্থ লৌহাদির বলয়। প্রাদে। সং। ৩। বস্তা বাঁধিবার দৃঢ়সূত্র (যেমন, আকন্দ, মূর্বা গাছের আঁশ, রেশম, পাট ইত্যাদি)। সং। ৪। ফুল, পাতার কলি। ৫। হাতীর পা। সং।

কড়ই—কড়াই বা কড়া, কটাহ। প্রা, ক।

কড়ক—করকচ লবণ। কড়+অক ক। সং; ক্লী। [অনুকরণ শব্দ। ব্য।

কড়কড় ঢক্কাদির বাদ্যধ্বনি, বজ্রনাদ প্রভৃতির

কড়কড়া, কড়কড়িয়া, কড়কড়ে—শুকাইয়া কঠিন। (যেমন, কড়কড়ে ভাত, কড়কড়ে মুড়ি)। দেশজ। বিণ।

কড়কান—ধমকান, বাক্যে তাড়না বা শাসন করা। দেশজ। ক্রি।

কড়প—যুদ্ধে বীরত্বোদ্দীপক গাথা। প্রা, ক।

কড়ঙ্গ—তুম্বীপাত্র, ভিক্ষাপাত্র। দেশজ। সং।

কড়চা—১। শ্লোকাকারে রচিত বৃত্তান্ত; শ্লোক; সংক্ষিপ্ত জীবন কথা; বিবরণ। দেশজ। সং। ২। জমিদারী সেরেস্তায় যে কাগজে প্রজার ওয়াশীল বাকি লিখিত থাকে। সং। ৩। দুই তিন খাই দোড়ী পাকাইয়া মোটা দোড়ী। সং।

কড়মড়—দন্তে দন্তে ঘর্ষণের বা কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণের অনুকরণ শব্দ। ব্য।

কড়ম্ব—১। শাকাদির ডাঁটা। কড়+অম্বচ্ র্ম্ম। ২। কদম্ব; বাণ; অগ্রভাগ; অঙ্কুর; কুঁড়ি। কড়+অম্বচ্ ক। সং; পু।

কড়া—১। অজ্ঞানা, ইত্যাদি। কড় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কঠিন, শক্ত; কঠোর, রূঢ়; খর, তীব্র, উগ্র, রুক্ষ; নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর; দড়া, উচ্চ, অধিক; অলঙ্ঘনীয়। দেশজ। বিণ। ৩। কড়াই, কটাহ; কড়ি; কলের আড়াবন্ধ; কড়, সধবা স্ত্রীলোকের হাতের লৌহাদির বলয় বা বালা; শ্রমসাধ্য কর্ম্মকরণজন্য অঙ্গবিশেষের শক্ত দাগ বা জামড়ো। দেশজ। সং।

কড়াই—১। কড়া, কটাহ। দেশজ। সং। ২। হাতের কড় বা কড়া, লৌহাদির বলয় বা বালা। প্রা, ক।

কড়াকড়—১। উচ্চধ্বনির অনুকরণ শব্দ। ব্য। ২। শক্ত চাপ বা পরীক্ষা। দেশজ। সং। ৩। কঠিন, শক্ত; ভয়ঙ্কর, ভীষণ। বিণ। প্রা, ক। [কড়ির আর্য্যা। দেশজ।

কড়াকিয়া, কড়াকে—ধারাপাতে কড়ার বা

কড়াৎ—কঠিন বস্তুর বিদারণ ধ্বনি, বজ্রনাদ প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ। ব্য।

কড়ার—১। পিঙ্গলবর্ণ। সং; পু। ২। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি। ৩। অঙ্গীকার; সর্ত্ত; নিয়ম; সময়নিরূপণ। দেশজ। সং।

কড়ারি, কড়ারী—১। অঙ্গীকৃত, চুক্তিমতে ধার্য্য, নির্দ্ধারিত। দেশজ। বিণ। ২। ধুনা গুঁড়ার সহিত তৈল ও জল সংযোগে প্রস্তুত একপ্রকার আঠা বা পুটিং। প্রাদে। সং।

কড়ি—কপর্দ্দক, বরাটক; অর্থ, ধন; ছাদের ভার অবলম্বন কাষ্ঠ, আড়া। দেশজ। সং।

কড়িতুল—অসি, পড়্গ। সং; পু।

কড়িমধ্যম—স্বরবিশেষ; যন্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

কড়িয়া, কড়ে—১। কড়িয়াল, ধনী; কনিষ্ঠ, ক্ষুদ্র; বালা, বালিকা, অল্পবয়স্কা। বিণ। ২। অঙ্গুলি বা যষ্টিদ্বারা (গবাদির) পঞ্জরদেশে স্পর্শ; ঐরূপ স্পর্শহেতুক চাঞ্চল্য। দেশজ। সং।

কড়িয়া-রাঁড়ী—বালবিধবা। প্রাদেশিক। সং।

কড়িয়াল—কড়িওয়ালা, অর্থশালী, ধনী। দেশজ। বিণ।

কড়ী—১। ছোট কড়া বা বলয়; আংটা। সং। ২। উগ্র, উচ্চ। দেশজ। বিণ।

কড়ীআলা—ধনবান্। বিণ।

কড়ীকষা—কড়ীর মূল্য আনয়নরূপ গণিত। সং।

কড়ীখেলা—কড়ী লইয়া দুই কিংবা চারি জনে খেলা। সং। [দেশজ। সং।

কড়ী-পাতি—পয়সা-কড়ি, টাকাকড়ী, কড়ীটড়ী।

কড়ে—কড়িয়া দেখ।

কড়ে-রাঁড়ী—কড়িয়া রাঁড়ী (তাহা দেখ)।

কড়েল—কড়িয়াল (তাহা দেখ)।

কণ—সূক্ষ্মাংশ; অত্যল্পভাগমাত্র; ধান্যাংশ। কণ+অন্ র্ম্ম। সং; পু।

কণকণি—অনুকরণ শব্দ; কঙ্কণাদি অলঙ্কারের ধ্বনি। দেশজ। ব্য।

কণ-জীর, -জীরক—ছোট জীরা, সাদা জীরা। কর্ম্মধা। সং; পু।

কণভক্ষ—কণাদ (সকল অর্থে)। উপ; কণ—ভক্ষ+অন্ ক। সং; পু।

কণভুক্ (-ভুজ্)—কণাদ (সকল অর্থে)। উপ; কণ—ভুজ+কিপ্ ক। সং; পু।

কণা—সূক্ষ্মাংশ; ধান্যাংশ; জীরক; পিপুল; কুম্ভীর-মক্ষিকা। সং; স্ত্রী। কণ দেখ।

কণাদ—বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনি; স্বর্ণকার; চটক। উপ; কণ—অদ+অন্ ক। সং; পু। মহর্ষি কণাদের প্রকৃত নাম

এজন্য ইঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্র ঔলূক্য দর্শন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইনি তণ্ডুলের কণা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন, এজন্য ইঁহার কণাদ নাম হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইনি খৃঃ পূঃ ১২শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার প্রণীত বৈশেষিক দর্শন ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত। ইনি পরমাণুবাদী ছিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণ দ্বারা পরমাণুসমূহের সংযোগেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, ইহাই ইঁহার মত। তেজ ও আলোক যে এক মূল পদার্থের অবস্থান্তর হইতে উৎপন্ন ইহা ইনিই প্রথম প্রচার করেন।

কণিক—১। কণা; গোধূমচূর্ণ, আটা বা ময়দা, সুজি; শত্রু; নীরাজন, আরতি। কণ+ইকন্। সং; পু। ২। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। ইনি ধৃতরাষ্ট্রকে অসৎ পরামর্শ দিয়া পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই উত্তেজিত করিতেন। শত্রুকে যে কোন উপায়েই হউক না কেন নষ্ট করা উচিত এই বাক্যের দৃঢ়তা সমর্থনের জন্য ইনি স্বকপোলকল্পিত জম্বুকাদির উপাখ্যান ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। সং; পু।

কণিকা—কণা, অণু; গণিকারিকা বৃক্ষ; তণ্ডুলবিশেষ। কণ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কণিত—পীড়িতের কাতরধ্বনি, আর্ত্তনাদ, গোঙানি। কণ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

কণিশ—ধান্যাদি শস্যের শীষ। কণ+শ সংজ্ঞার্থে। সং; পু বা ক্লী।

কণী—কণিকা, কণা। কণ দেখ। সং; স্ত্রী।

কণীয়ান্ (কণীয়স্)—কনীয়ান্ দেখ।

কণ্ট—কণ্টক, কাঁটা। কন্‌ট+অচ্ ক। সং; পু বা ক্লী।

কণ্টক—১। গাছের কাঁটা; মৎস্যাদির অস্থি, মাছের কাঁটা; বিঘ্ন; ক্লেশদায়ক বস্তু; ক্ষুদ্র শত্রু; নখ; রোমাঞ্চ; কেন্দ্র; (জ্যোতিষে) দোষোক্তি। কন্‌ট+অক ক। সং; পু বা ক্লী। ২। সূচ্যগ্র; কর্ম্মস্থান; দোষ; মকর; বেণু। সং; পু।

কণ্টকদ্রুম—শাল্মলী তরু, শিমুল গাছ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কণ্টক-প্রাবৃতা—ঘৃতকুমারী। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

কণ্টকফল—১। পনসফল, কাঁটাল। কণ্টকযুক্ত যে ফল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পনস বৃক্ষ, কাঁটাল গাছ। কণ্টকযুক্ত ফল হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

কণ্টকভুক্ (-ভুজ্)—কণ্টকাশন, উষ্ট্র। উপ; কণ্টক—ভুজ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

কণ্টকময়—কাঁটায় পূর্ণ। কণ্টক শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

কণ্টকমায়—কণ্টক মধ্যে, কাঁটায় বা কাঁটা বনে। প্রা, ক।

কণ্টকলতা—কণ্টকযুক্তা বল্লী, যে লতার গায়ে কাঁটা আছে। মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কণ্টকশয্যা—কণ্টকাকীর্ণ শয়ন, কাঁটা ছড়ান বিছানা; অর্থাৎ যে অবস্থায় বিছানায় থাকা অতীব ক্লেশজনক; ঘোর বিপদের অবস্থা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কণ্টকাকীর্ণ—কণ্টকবিক্ষিপ্ত, কাঁটা ছড়ান; বিঘ্নসঙ্কুল। কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কণ্টকাকীর্ণা।

কণ্টকারিকা—কণ্টকারী নামক ক্ষুদ্র কণ্টক বৃক্ষ। কণ্টকারী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্টকারী—স্বনামখ্যাত ক্ষুদ্র কণ্টকবৃক্ষ; বিতম্বত, বৈঁচি গাছ; শাল্মলি তরু, শিমুল গাছ। কণ্টক—ঋ (গমন করা)+অণ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্টকাশন—উষ্ট্র। কণ্টক অশন যাহার, বহু; কিংবা উপ; কণ্টক—অশ+অন ক। সং; পু।

কণ্টকি-কীট—শূককীট, শুঁয়াপোকা। কণ্টকী যে কীট, কর্ম্মধা। সং; পু।

কণ্টকিত—কণ্টকযুক্ত; রোমাঞ্চিত। কণ্টক শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

কণ্টকিনী—১। কণ্টকযুক্তা। কণ্টকী (১) দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বার্ত্তাকু; শোণঝিণ্টী; মধুখর্জ্জুরী। সং; স্ত্রী।

কণ্টকিফল, কণ্টকীফল—১। কাঁটাল গাছ। কণ্টকী ফল যাহার, বহু। সং; পু। ২। কাঁটালফল। কণ্টকী যে ফল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কণ্টকিলতা—শসা গাছ। কণ্টকিনী যে লতা,

কণ্টকী (কণ্টকিন্)—১। কণ্টকযুক্ত। কণ্টক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কণ্টকিনী। ২। মৎস্য; খর্জ্জুরাদি কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ; বেউড় বাঁশ; কাঁটাল গাছ; মদন বৃক্ষ, ময়না গাছ; বদর বৃক্ষ, কুল গাছ; খদির বৃক্ষ। সং; পু।

কণ্টকী—বার্ত্তাকুবিশেষ, কাঁটা বেগুন। সং; স্ত্রী।

কণ্টকীফল—কণ্টকিফল দেখ।

কণ্টকোদ্ধার—(ক্ষেত্র বা শরীর হইতে) কণ্টক নিষ্কাশন, অর্থাৎ কাঁটা তুলিয়া ফেলা; বিঘ্ন দূরীকরণ; ক্লেশ হেতুর অপসারণ; শত্রু নিবারণ। কণ্টকের উদ্ধার, ৬তৎ। সং; পু।

কণ্টতনু—বৃহতী। কণ্ট (কণ্টক) তনুতে যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

কণ্টদলা—কেতকী, কেয়াফুল। কণ্ট (কণ্টক) দলে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

কণ্টপত্র—বিতম্বত বৃক্ষ, বৈঁচি গাছ। কণ্ট (কণ্টক) পত্রে যাহার, বহু। সং; পু।

কণ্টফল—পনস, কাঁটাল; ধুস্তূর; ক্ষুদ্র গোক্ষুর; লতাকরঞ্জ; এরণ্ড। কণ্ট (কণ্টক) ফলে যাহার, বহু। সং; পু।

কণ্টাফল—পনস বৃক্ষ, কাঁটাল গাছ। কণ্টা (কণ্টক) ফলে যাহার, বহু। সং; পু।

কণ্টালু—বার্ত্তাকু; বৃহতী; বর্ব্বুর, বাবলা; বংশ, বাঁশ। কণ্ট+আলু আছে অর্থে। সং; পু।

কণ্টী (কণ্টিন্)—কলায়; গোক্ষুর; খদির; অপামার্গ। কণ্ট+ইন্ আছে অর্থে। সং; পু।

কণ্ঠ—১। মদনবৃক্ষ। কণ (শব্দ করা)+ঠ ক। সং; পু। ২। গলদেশ; কণ্ঠধ্বনি; নিকট। সং; পু বা ক্লী।

কণ্ঠকুণিকা—বীণা। কণ্ঠ—কুণ্+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্ঠগ—কণ্ঠগত, গলব্যাপী, গলাপর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপ; কণ্ঠ—গম+ড ক। বিণ; ত্রি।

কণ্ঠগত—কণ্ঠাগত দেখ।

কণ্ঠগীত—যাহা কণ্ঠস্বর যোগে গান করা হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

কণ্ঠনালী—গলনালী, গলার নল বা চোঙ্গ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কণ্ঠবদ্ধ—গলদেশে আবদ্ধ; গললগ্ন; গলদেশ ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গনকারী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বদ্ধা।

কণ্ঠভূষণ, কণ্ঠভূষা—মালা, বালা; হার; চিক। ৬তৎ। সং; ক্লী ও স্ত্রী।

কণ্ঠমণি—গলদেশধারণীয় রত্ন। মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কণ্ঠমালা—কণ্ঠহার, গলার একপ্রকার স্বর্ণহার। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কণ্ঠরোধ—কণ্ঠস্বর বন্ধ হওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

কণ্ঠরোল—অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি; কলরব, কোলাহল। ৬তৎ। সং; পু।

কণ্ঠলগ্ন—গললগ্ন, যাহা গলার লাগিয়া আছে; কণ্ঠবদ্ধ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লগ্না।

কণ্ঠশ্বাস—গলদেশ হইতে আগত নিশ্বাস; মুমূর্ষু অবস্থা। ৬তৎ। সং; পু।

কণ্ঠসূত্র—মালা, মালা; আলিঙ্গনবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কণ্ঠস্থ—গলস্থিত; অভ্যস্ত, মুখস্থ। উপ; কণ্ঠ—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কণ্ঠস্থা।

কণ্ঠস্বর—গলার আওয়াজ। ৬তৎ। সং; পু।

কণ্ঠহার—গলদেশে পরিহিত হার নামক অলঙ্কার। কণ্ঠের হার, ৬তৎ। সং; পু।

কণ্ঠা—গলদেশ, গলা; কণ্ঠস্বর; নিকট। কণ্ঠ+আপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্ঠাগত, কণ্ঠগত—কণ্ঠ পর্য্যন্ত আগত বা উপস্থিত, বহির্গমনোদ্যত। কণ্ঠকে আগত বা কণ্ঠাকে গত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

কণ্ঠাগতপ্রাণ—১। যে প্রাণ কণ্ঠা পর্য্যন্ত আসিয়াছে, বহির্গমনোন্মুখ প্রাণ; মুমূর্ষু

অবস্থা। কণ্ঠাগত যে প্রাণ, কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। ওষ্ঠাগতপ্রাণ, যাহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ, মরণোন্মুখ, মুমূর্ষু। কণ্ঠাগত প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রাণা।

কণ্ঠাগতপ্রায়—প্রায় গলার কাছে আসিয়াছে এরূপ; দেহ হইতে প্রস্থানোন্মুখ। ২ ও ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [বহু। সং; পুং।

কণ্ঠাগ্নি—পক্ষী। কণ্ঠে অগ্নি (জঠরাগ্নি) যাহার,

কণ্ঠাভরণ—কণ্ঠভূষা, গলার হার মালা চিক ইত্যাদি। কণ্ঠের আভরণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

কণ্ঠাল—ওল, ওল; খনিত্র; নৌকা; যুদ্ধ; উষ্ট্র, এক প্রকার গোণী বা থলি। কণ্ঠ–অল (ভূষিত করা)+অন্ ক। সং; পুং।

কণ্ঠিকা—কণ্ঠী (সকল অর্থে)। কণ্ঠী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্ঠী—কণ্ঠ, গলা; এক নর হার বা মালা; ঘোটকের গ্রীবাবেষ্টক রজ্জুচর্ম্মাদি। সং; স্ত্রী।

কণ্ঠীধারী—গলায় মালা পরা বৈষ্ণব বা বৈরাগী; বৈষ্ণব মঠাধিকারী। দেশজ। সং।

কণ্ঠীবদল—আধুনিক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদিগের স্ত্রী পুরুষের গলায় মালা বিনিময় দ্বারা বিবাহ। দেশজ। সং।

কণ্ঠীরব—সিংহ; মত্তহস্তী; কপোত। কণ্ঠীতে (কণ্ঠে) রব যাহার, বহু। সং; পুং।

কণ্ঠেকাল—নীলকণ্ঠ, শিব, মহাদেব। কণ্ঠে (গলদেশে) কাল (কৃষ্ণবর্ণ) যাঁহার, বহু; সমুদ্রমন্থনোত্থিত বিষ পান করায় মহাদেবের কণ্ঠে নীলবর্ণ চিহ্ন হয়। সং; পুং।

কণ্ঠ্য—কণ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য্য (বর্ণ); কণ্ঠসম্বন্ধীয়। কণ্ঠ+য্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কণ্ঠী, কণ্ঠ্যা।

কণ্ডন—তুষনিষ্কাশন, কাঁড়া। কন্ড (ভেদ করা, কাঁড়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কণ্ডনী—মুসল; উদূখল। কন্ড (ভেদ করা, কাঁড়া)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্ডু—১। চুলকান। কন্ড (ভেদ করা)+উ ভা। সং; স্ত্রী।

২। জনৈক মুনি, মহর্ষি কণ্বের পুত্র। ইনি দীর্ঘকাল সুকঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকায় ইন্দ্র ভীত হইয়া ইঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। অপ্সরার রূপলাবণ্যে ও হাবভাবে বিমোহিত হইয়া কণ্ডু তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়া বহুকাল তাহার সহিত বাস করেন। প্রায় সহস্র বৎসর এইরূপে অতীত হইলে একদা সায়ংকালে কণ্ডু সন্ধ্যাবন্দনা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন প্রম্লোচা পরিহাস করিয়া কহিল, "এত কাল পরে কি তোমার সন্ধ্যাবন্দনা মনে পড়িল?" এই কথায় কণ্ডুর চৈতন্যোদয় হইলে তিনি অপ্সরাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং কালক্রমে সিদ্ধিলাভ করেন। সং; পুং।

কণ্ডুরা, কণ্ডূরা—শূকসিম্বি, আলকুশী। কন্ড উর, উর ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্ডূ, কণ্ডূতি—চুলকান। কণ্ডূ (চুলকান)+ক্বিপ্, ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

কণ্ডূকরী—আলকুশী। উপ; কণ্ড–কৃ+টক্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্ডূতি—কণ্ডূ দেখ।

কণ্ডূয়ন—চুলকান; চুলকনা, খোস, পাঁচড়া। কণ্ডূ+য+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কণ্ডূয়মান—কণ্ডূয়নকারী, যে চুলকাইতেছে। কণ্ডূ+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

কণ্ডূয়া—কণ্ডূয়ন (সকল অর্থে)। কণ্ডূ+য+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্ডূরা—কণ্ডুরা দেখ।

কণ্ডূল—কণ্ডূযুক্ত, চুলকনাবিশিষ্ট। কণ্ডূ শব্দ+ল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লা।

কণ্ডোল—১। ঢোল, ধান্যাদি রাখিবার পাত্রবিশেষ। কন্ড+ওল ণ। ২। উষ্ট্র। কন্ড (দর্প করা)+ওল ক। সং; পুং।

কণ্ডোলবীণা, কণ্ডোলী—কটোলবীণা, কেঁদরা। সং; স্ত্রী।

কণ্যান—অতিক্ষুদ্র; কনিষ্ঠ। কনীয়ান্ পদের বিকৃতি। প্রা, ক।

কণ্ব—১। পাপ। কণ (আর্ত্তনাদ করা)+ব ক। সং; ক্লী। ২। জনৈক মুনি, পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র এবং কণ্বমুনির জনক। মালিনী নদীর তীরে ইঁহার আশ্রম ছিল। ইনিই দুষ্মন্ত-মহিষী শকুন্তলার পালকপিতা (শকুন্তলা দেখ)। ইনি যজুর্ব্বেদীয় কাণ্ব শাখার প্রণেতা। সং; পুং।

কণ্বসুতা—দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলা [শকুন্তলা দেখ]। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কণ্বাশ্রম—কণ্বমুনির তপোবন। কণ্বের আশ্রম, ৬তৎ। সং; পুং। [মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম ছিল। উহা বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মারণ্য নামে অভিহিত হয়]।

কত—১। ফলবিশেষ, নির্ম্মলী (গাছ বা ফল); জনৈক মুনির নাম। কৈ+অত ক। সং; পুং। ২। কি পরিমাণ বা সংখ্যা। দেশজ।

কতক—১। কতবৃক্ষ, নির্ম্মলী গাছ। কত+কণ্ স্বার্থে। সং; পুং। ২। নির্ম্মলী ফল। সং; ক্লী। ৩। কতিপয়, কিঞ্চিৎ, কিছু। দেশজ।

কতকটা—কিয়ৎপরিমাণে; সামান্য মাত্রায়, ঈষৎ; আংশিক, কিয়দংশে। দেশজ।

কতম—(বহুর মধ্যে) কোন্‌টি। কিম্+ডতম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কতমা।

কতয়ে—কত। প্রা, ক

কতর—(দুইএর মধ্যে) কোন্‌টি। কিম্+ডতর। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কতরা।

কতল—খড়্গাঘাত প্রাণবধ; শিরশ্ছেদন; নরহত্যা, পুং। বৈদেশিক। সং।

কতহুঁ—কতই। প্রা, ক।

কতি—১। কিয়ৎপরিমিত, কত। কিম্‌শব্দ+ডতি পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি। ২। কি, কিসের। প্রা, ক। [সময়ে, কখন্। প্রা, ক।

কতিক্ষণে, কতিখনে—কতক্ষণে, কতপরে, কোন্

কতিপয়—কিয়ৎ, কত, কতকগুলি। কতি দেখ; কতি শব্দ+পয়। বিণ; ত্রি।

কতিবিধ—কতপ্রকার। কতি বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কতিবিধা।

কতিসঞে—কোথা হইতে। প্রা, ক।

কতিহু—কোথাও। প্রা, ক।

কতিহুঁ—কি জন্য, কেন। প্রা, ক।

কতেক—কতক; কত, কত অধিক; বিস্তর; কতকগুলি, কতিপয়, কয়েক। দেশজ।

কত্তা—কর্ত্তা পদের অপভ্রংশ। কর্ত্তা দেখ।

কতৃণ—সুগন্ধি তৃণবিশেষ; পৃশ্নি, চাকুলিয়া। কু যে তৃণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কথং (কথম্)—কি প্রকারে; কেন; প্রশ্ন; সম্ভ্রম; হর্ষ; নিন্দা; সম্ভাবনা। কিম্ শব্দ+থম্ প্রকারার্থে। বা।

কথক—বক্তা; কথোপজীবী, সজ্জনসমক্ষে পুরাণ-ব্যাখ্যাকারী। কথ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কথিকা। বিশেষ্যে কথকতা।

কথঙ্কথিক—প্রশ্নকর্ত্তা, জিজ্ঞাসক। কথম্ কথ+ইক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কা।

কথঙ্কথিকতা—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন। কথঙ্কথিক+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

কথঞ্চন—কোনও প্রকারে, কোনও রূপে। কথম্; চন, চিৎ অনিশ্চয়ার্থে। বা।

কথঞ্চিৎ—১। কোনও প্রকারে, কোনও রূপে। কথম্+চিৎ অনিশ্চয়ার্থে। বা। ২। কিঞ্চিৎ, কিছু। দেশজ; অসাধু।

কথন—উক্তি, বলা। কথ (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কথনীয়—বক্তব্য, বাচ্য, কথ্য। কথি+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কথনীয়া।

কথম—কথং দেখ।

কথম্ভূত—কিপ্রকার; কিরূপ। কথম্–ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কথম্ভূতা।

কথা—উক্তি; উচ্চারণ; সত্যমিশ্রিত গল্পগ্রন্থ। কথ (বলা)+অ ভা। সং; স্ত্রী।

কথান্তর—১। কথার অবসর। কথার অন্তর, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। অন্য কথা। অন্য কথা, নিত্য। ৩। কথা কাটাকাটি, বাগ্‌যুদ্ধ, বিবাদ, কলহ। দেশজ।

কথাপ্রবন্ধ—১। বাক্যালাপ, কথোপকথন, কথাবার্ত্তা; রচিত সন্দর্ভ বা উপন্যাস;

• উপাখ্যান, কাহিনী ; গল্প । কথার প্রবন্ধ, ৬তৎ । সং ; পু । ২ । বাক্‌ছল । দেশজ ।

কথাপ্রসঙ্গ—১ । কথোপকথন ; কথাবার্তা । ৬তৎ । ২ । বিষবৈদ্য, সাপুড়ে । কথা হইয়াছে প্রসঙ্গ যাহার, বহু । সং ; পু । ৩ । বহুভাষী, বাচাল ; ক্ষিপ্ত, বাতুল ; বিষচিকিৎসক । বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –সঙ্গা ।

কথাপ্রসঙ্গে—কথায় কথায়, প্রসঙ্গক্রমে, যথাক্রমে । কথার প্রসঙ্গ আছে যাহাতে, বহু । ব্য ; ক্রি-বিণ ।

কথাপ্রাণ—কথোপজীবী, নাট্যাচার্য্য । কথা প্রাণ যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –প্রাণা ।

কথামুখ—গ্রন্থপ্রারম্ভ । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

কথায়-কথায়—কথা বলিতে বলিতে ; কথা প্রসঙ্গে, প্রসঙ্গক্রমে । দেশজ । [সং ।

কথাবার্তা—আলাপ, কথোপকথন । দেশজ ।

কথাশেষ—কথার সমাপ্তি ; বক্তব্য বিষয়ের অবসান বা উপসংহার । ৬তৎ । সং ; পু ।

কথাসরিৎসাগর—সোমদেব ভট্ট কৃত উপদেশ-মূলক গল্পের পুস্তক । সং ; পু বা ক্লী ।

কথি—কোথায়, কোন্ স্থানে । বাঙ্গালা পদ্যে ও গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত । ব্য ।

কথিত—১ । উক্ত ; বর্ণিত ; উচ্চারিত । কথ +ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কথিতা । ২ । কথন । কথ+ক্ত ভা । সং ; ক্লী ।

কথো—কত ; কতিপয় । প্রা, ক ।

কথোদ্ঘাত—কথার উপক্রম বা আরম্ভ, প্রস্তাবনা, উপক্রমণিকা । কথার উদ্‌ঘাত, ৬তৎ । সং ; পু ।

কথোপকথন—বাকোবাক্য ; কথাবার্তা, পরস্পর আলাপ ; উক্তিপ্রত্যুক্তি ; বাদানুবাদ । কথা ও উপকথন, দ্বন্দ্ব । সং ; ক্লী ।

কথ্য—কথনীয়, বক্তব্য, বাচ্য, বলার উপযুক্ত । কথ (বলা) + য র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কথ্যা ।

কদ—জলদ, মেঘ । ক (জল) দান করে যে (উপপদ), ক – দা + ড ক ; অথবা কদ্ + অন্ ক । সং ; পু ।

কদক্ষর—১ । কুৎসিত অক্ষর, খারাপ লেখা । কু (কুৎসিত) যে অক্ষর, কর্ম্মধা । সং ; ক্লী । ২ । কুৎসিত লেখক, যাহার হাতের লেখা ভাল নয় এরূপ । কু (কুৎসিত) অক্ষর যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কদক্ষরা ।

কদগ্নি—মন্দাগ্নি, অগ্নিমান্দ্য । কু (কুৎসিত) অগ্নি, কর্ম্মধা । সং ; পু ।

কদধ্বা (কদধ্বন্)—কুপথ, অপথ । কু (কুৎসিত) যে অধ্বা, কর্ম্মধা । সং ; পু ।

কদন—মারণ, পীড়ন ; মর্দ্দন ; অবসাদ ; যুদ্ধ ; পাপ । কদি+অনট্ ভা । সং ; ক্লী ।

কদন্ন—কুৎসিত অন্ন ; অখাদ্য ভক্ষ্য । কু (কুৎসিত) যে অন্ন, কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

কদন্নভোজী (–ভোজিন্)—অখাদ্য খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণকারী । উপ ; কদন্ন–ভুজ+ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী, –ভোজিনী ।

কদভ্যাস—কু-অভ্যাস, মন্দ অভ্যাস । কু (কুৎসিত) যে অভ্যাস, কর্ম্মধা । সং ; পু ।

কদম—১ । স্বনামখ্যাত পুষ্প । কদম্ব শব্দের অপভ্রংশ । ২ । পদক্ষেপ ; পদক্ষেপদূরত্ব ; ঘোটকের গতিবিশেষ । বৈদেশিক । সং ।

কদমা—মিষ্টান্নবিশেষ, একপ্রকার লড্ডুক বা লাড়ু । দেশজ । সং । [প্রা, ক ।

কদমী—সহচর, অনুচর, সেবক, ভৃত্য । সং ।

কদম্ব—১ । বৃক্ষবিশেষ, কদমফুলের গাছ ; সর্ষপ ; দেবতাড়ক তৃণ । কদ্+অম্বচ্ ক । সং ; পু । ২ । পুষ্পবিশেষ, কদমফুল ; সমূহ । সং ; ক্লী ।

কদম্বক—কদম্ববৃক্ষ ; সমূহ ; সর্ষপ । কদম্ব শব্দ +কণ্ । সং ; ক্লী । [ক্লী ।

কদম্ব-কুসুম, –পুষ্প—কদমফুল । ৬তৎ । সং ;

কদম্বগোলক ন্যায়—ন্যায় দেখ ।

কদম্বপুষ্প—কদম্বকুসুম দেখ ।

কদর—১ । শ্বেত খদির, কাঁটা বাবলা ; অঙ্কুশ ; করপত্র, করাত ; রোগবিশেষ, কড়া, জানুড়া । ক (জল) – দৃ (বিদীর্ণ করা) + অল্ ণ । সং ; পু । ২ । একপ্রকার পায়স । সং ; ক্লী । ৩ । মূল্য, আদর, যত্ন, খাতির, সমাদর, সম্মান । বৈদেশিক । সং ।

কদর্থ—১ । কুৎসিত অর্থ, বিকৃত অর্থ ; কুৎসিত তাৎপর্য্য । কু (কুৎসিত) যে অর্থ, কর্ম্মধা । সং ; পু । ২ । ব্যর্থ, নিরর্থক । কু অর্থ যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –র্থা

কদর্থন—বিড়ম্বনা ; অবমাননা ; যাতনাদান, পীড়ন । কু শব্দ – ণিজন্ত অর্থ (= অর্থি) + অনট্ ভা । সং ; ক্লী ।

কদর্থনা—কদর্থন (সকল অর্থে) । কু – অর্থি + অন ভা + আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

কদর্থিত—দূষিত ; বিড়ম্বিত ; ক্লেশিত । কু শব্দ – ণিজন্ত অর্থ + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

কদর্থীকৃত—কুৎসিত অর্থে ব্যাখ্যাত বা গৃহীত ; ব্যর্থীকৃত, বিফলীকৃত ; মন্দীকৃত । কদর্থ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= কদর্থী)—কৃ + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

কদর্য্য—কুৎসিত ; জঘন্য ; কৃপণ ; লোভী ; ক্ষুদ্র ; নীচ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কদর্য্যা । বিশেষ্যে কদর্য্যতা, –ত্ব ।

কদল—১ । রম্ভাবৃক্ষ, কলাগাছ ; পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া । ক (বায়ু) – দল (দলন করা) + অল্ র্ম্ম । সং ; পু । ২ । রম্ভা ফল । কদলী শব্দ + ক অপত্যার্থে । সং ; ক্লী ।

কদলক—রম্ভাতরু, কলাগাছ । কদল + কণ্ স্বার্থে । সং ; পু । [+আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

কদলিকা—রম্ভাবৃক্ষ, কলাগাছ । কদলী + কণ্

কদলী—কলাগাছ ; কলা ; পতাকা ; মৃগী বিশেষ ; করিবৈজয়ন্তী, হাতীর উপরের নিশান । কদল+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

কদলীকুসুম, কদলীপুষ্প—কলার ফুল, মোচা । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

কদলীদণ্ড—থোড় । ৬তৎ । সং ; পু ।

কদলীপুষ্প—কদলীকুসুম দেখ ।

কদশ্ব—কুৎসিত অশ্ব, দুষ্ট ঘোটক, মন্দ ঘোড়া । কু যে অশ্ব, কর্ম্মধা । সং ; পু ।

কদা—কখন, কোন্ সময়ে, কবে । কিম্ শব্দ + দা কালার্থে । ব্য ।

কদাকার—১ । কুৎসিত আকৃতি, বিশ্রী চেহারা । কু যে আকার, কর্ম্মধা । সং ; পু । ২ । কুৎসিতাকার ; বিশ্রী । কু আকার যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, –রা ।

কদাচ—কখনও । কদা+চ । ব্য ।

কদাচন, কদাচিৎ—কোনও সময়ে, কখনও । কদা শব্দ + চন চিৎ । ব্য ।

কদাচরণ—কুৎসিত আচরণ, কদর্য্য ব্যবহার । কু যে আচরণ, কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

কদাচার—১ । কুৎসিত আচরণ, অভদ্র ব্যবহার । কু যে আচার, কর্ম্মধা । সং ; পু । ২ । অভদ্রাচরণকারী । কু আচার যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কদাচারা ।

কদাচারী (–চারিন্)—কুৎসিতাচরণকারী, অভদ্রাচারী । কদাচার+ইন্ অস্ত্যর্থে । বিণ ; পু । স্ত্রী কদাচারিণী ।

কদাচিৎ—কদাচন দেখ ।

কদাপি—কখনও । কদা+অপি । ব্য ।

কদাহার—১ । কুৎসিত ভোজন । কু যে আহার, কর্ম্মধা । সং ; পু । ২ । কুৎসিত ভোজনকারী । কু আহার যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কদাহারা ।

কদাহারী (–হারিন্)—কুৎসিত খাদ্যখাদক ; নিষিদ্ধদ্রব্য ভক্ষক । কদাহার+ইন্ আছে অর্থে । বিণ ; পু । স্ত্রী কদাহারিণী ।

কদ্দিচ্—কখনও কখনও । গ্রাম্য । ব্য ।

কদ্দু—তুম্বী, অলাবু, লাউ । বৈদেশিক । সং ।

কদুক্তি—কুৎসিত উক্তি, কটূবাক্য ; অশ্লীল কথন । কু যে উক্তি, কর্ম্মধা । সং ; স্ত্রী ।

কদুত্তর—১ । কুৎসিত উত্তর, কদর্য্য জবাব । কু যে উত্তর, কর্ম্মধা । সং ; ক্লী । ২ । কদুক্তি, কুৎসিত বা অশ্লীল বাক্য । প্রা, ক ।

কদুষ্ণ—১ । ঈষৎ উষ্ণতা, সামান্য গরমভাব । কু যে উষ্ণ, কর্ম্মধা । সং ; ক্লী । ২ । কবোষ্ণ, ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম । বিণ ; ত্রি ।

কদ্রথ—কুৎসিত রথ, মন্দ শকট, খারাপ গাড়ী । কু যে রথ, কর্ম্মধা । সং ; পু ।

কদ্রু—১ । পিঙ্গলবর্ণ । কদ (কামনা করা) + রু ক । সং ; পু । ২ । পিঙ্গলবর্ণযুক্ত । বিণ ।

কদ্রু, কদ্রূ—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, এবং কশ্যপ

ঋষির ভার্য্যা। পতির কৃপায় ইঁহার সহস্র নাগ সন্তান জন্মে। একদা উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক দর্শনে ইঁহার ভগিনী অথচ সপত্নী বিনতার সহিত অশ্বরের পুচ্ছের বর্ণ লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অশ্বর শুভ্রবর্ণ, কিন্তু কদ্রু উহার পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর কদ্রু আপনার তনয়গণকে তাহাদিগের দেহাবরণে অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করিতে বলেন। নাগেরা তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি তাহাদিগকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে,তাহারা রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তখন নাগগণ মাতার তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিলে পরদিন দেখা গেল যে, উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। সুতরাং পূর্ব্বনির্দ্ধারিত পণানুসারে বিনতা কদ্রুর দাসী হইলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল গত হইলে বিনতানন্দন গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃত আনিয়া দিয়া জননীর দাসীত্ব বিমোচন করেন। সং ; স্ত্রী।

কদ্বদ—কুৎসিত বক্তা ; কটুভাষী। কু—বদ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কদ্বদা।

কহি, কভি—কখনও। হিন্দীমূলক। ব্য।

কনক—১। স্বর্ণ। কন (দীপ্তি পাওয়া)+অক ক। সং ; ক্লী। ২। কিংশুক বৃক্ষ ; ধুস্তুর বৃক্ষ ; নাগকেশর ; কোবিদার ; কালীয় বৃক্ষ ; চম্পক ; কাসমর্দ্দ ; লাক্ষাতরু। সং ; পু।

কনকক্ষার—সোহাগা ; কনকের ক্ষার (দ্রবণ) হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

কনকচম্পক—হরিদ্রাবর্ণ চাঁপা ফুল, কনক চাঁপা। কনকবর্ণ যে চম্পক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কনকচুর—ধান্যবিশেষ। দেশজ। সং।

কনকটঙ্ক—স্বর্ণ কুঠার, সোণার টাঙ্গী। কনকনির্ম্মিত যে টঙ্ক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

কনকদণ্ড—১। স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ড। কনকময় যে দণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। রাজচ্ছত্র। কনকময় দণ্ড যাহার, বহু। সং ; পু।

কনকধুতুরা—সুদৃশ্য ধুস্তুর পুষ্পবিশেষ। সং।

কনকধ্বজ—১। স্বর্ণময় ধ্বজবিশিষ্ট বা ধ্বজচিহ্নযুক্ত। কনক নির্ম্মিত ধ্বজ যাহার, বহু। ২। স্বর্ণময় পতাকা বা পতাকাদণ্ড ; ধৃতরাষ্ট্রের একপুত্র। সং ; পু।

কনকনির্ম্মিত—স্বর্ণরচিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কনকপত—সোনার কাপপাত। মধ্য কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কনকপুরী—স্বর্ণময়ী নগরী। কনকনির্ম্মিতা যে পুরী, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কনকপ্রভ—স্বর্ণবৎ দীপ্তিশালী, স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। কনকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রভা।

কনকপ্রভা—১। কনকপ্রভ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নারীবিশেষ ; মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। ৩। সুবর্ণের দীপ্তি,স্বর্ণের উজ্জ্বলতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কনকময়—স্বর্ণময়, সুবর্ণনির্ম্মিত। কনক+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

কনকমুকুট—স্বর্ণময় কিরীট। কনকনির্ম্মিত যে মুকুট, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কনকরঞ্জিত—সুবর্ণ দ্বারা রঙ্গ করা ; সোণালি গিল্‌টী করা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

কনকরম্ভা—সুবর্ণকদলী, চাঁপা কলা। কনকতুল্যা যে রম্ভা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [বহু। সং ; পু।

কনকরস—হরিতাল। কনকের ন্যায় রস যাহার,

কনকলতা—স্বর্ণলতা, সুবর্ণবল্লী। কনকসদৃশী লতা, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কনকলোদ্ভব—রাল, ধুনা। সং ; পু।

কনকসূত্র—সুবর্ণসূত্র, সোণার তার। কনকনির্ম্মিত যে সূত্র, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কনকাঙ্গদ—স্বর্ণ-কেয়ূর,সোণার বাজু বা তাগা। কনকনির্ম্মিত যে অঙ্গদ, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কনকাচল—হেমাদ্রি, সুমেরু পর্ব্বত, স্বর্ণগিরি ; দানবিশেষ। কনকনির্ম্মিত যে অচল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কনকাঞ্জলি, কনকাঞ্জলী—কনকপূর্ণ অঞ্জলি ; মাঙ্গলিক ক্রিয়াবিশেষ [বঙ্গদেশে কোনও দেবপ্রতিমা বিসর্জ্জনকালে সধবা গৃহস্বামিনী অন্যান্য বেশভূষাসমন্বিতা রমণীগণে বেষ্টিতা হইয়া প্রতিমা বরণ করিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল প্রসারিত করেন, এবং সেই সময়ে গৃহস্বামী প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে অলক্ষিতভাবে মুদ্রাসমন্বিত তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র প্রতিমার উপর দিয়া গৃহস্বামিনীর প্রসারিত বস্ত্রাঞ্চলে নিক্ষেপ করেন। ইহাকেই কনকাঞ্জলি বলে। গৃহস্বামিনী সেই কনকাঞ্জলি স্বীয় মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক জলধারা দিয়া গৃহপ্রবেশ করেন। বিবাহান্তে বরকন্যার বিদায়কালেও এইরূপ কনকাঞ্জলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে]। কনকপূর্ণ যে অঞ্জলি বা অঞ্জলী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কনকাধ্যক্ষ—স্বর্ণের তত্ত্বাবধায়ক ; ধনরক্ষক। কনকের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

কনকায়ু—ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। সং ;

কনখল—যুক্তপ্রদেশান্তর্গত সাহারণপুর জেলার নগরবিশেষ, হরিদ্বারের এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। হরিদ্বারের অধিকাংশ পুরোহিতের নিবাস কনখলে। সহরের দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষেশ্বর মন্দির। কথিত আছে, এই স্থানে পুরাণোক্ত দক্ষযজ্ঞ নাশ ও সতীর দেহত্যাগ হইয়াছিল।

কনয়া—কনক, স্বর্ণ। প্রা, ক। [সং।

কনষ্টবল—পুলিশ প্রহরী। ইং (constable)।

কনিংহাম, স্যার এলেকজাণ্ডার (Alexander Cuningham—জন্ম ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ,২৩শে জানুয়ারি। সৈনিক-বিভাগে শিক্ষা পাইয়া ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া নানা কার্য্য করিয়া ১৮৬১ খৃঃ অব্দে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং পরে সৈনিক বিভাগের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন। পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম সার্ভেয়র হন ও ১৮৭০ খৃঃ ঐ বিভাগের ডাইরেক্টর হন। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে কে, সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক রচনা করেন, এবং প্রাচীন ভারতের একখানি ভূগোল ও ভারতীয় 'কাল' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে ২৮শে নভেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়।

কনিখল—তীর্থবিশেষ। ইহা কুরুক্ষেত্রের উত্তরে অবস্থিত। সং।

কনিষ্ক—'কনীষ্ক' স্থলে ভ্রমক্রমে এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে। কনীষ্ক দেখ।

কনিষ্ঠ—অনুজ ; অতিক্ষুদ্র। যুবন্ বা অল্প+ইষ্ঠ। বিণ, ত্রি। বিশেষ্যে কনিষ্ঠতা,—ত্ব।

কনিষ্ঠক—শুষ্ক তৃণ। সং ; ক্লী।

কনিষ্ঠা—১। অনুজা ; অতিক্ষুদ্রা। কনিষ্ঠ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠাঙ্গুলি, কড়ে আঙ্গুল। সং ; স্ত্রী।

কনী—কন্যা। কন+অন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কনীচি—গুঞ্জা, কুঁচ ; রথ, শকট, গাড়ী ; পুষ্পিতা লতা। সং ; স্ত্রী।

কনীনিকা—অক্ষিতারা ; কনিষ্ঠা ভগিনী ; কনিষ্ঠাঙ্গুলি। কন (দীপ্তি পাওয়া)+ঈন ক+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কনীয়স—তাম্র, তামা। সং ; ক্লী।

কনীয়সী—কনীয়ান্ দেখ।

কনীয়ান্ (কনীয়স্)—কনিষ্ঠ ; অতি ক্ষুদ্র। যুবন্ বা অল্প শব্দ+ঈয়স্। বিণ ; পু। স্ত্রী কনীয়সী।

কনীষ্ক—ইনি শকবংশীয় রাজা। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উত্তর ভারতবর্ষে ইনি রাজত্ব করিতেন। শকজাতির আদি নিবাস মধ্য এসিয়া প্রদেশ। হিন্দুরা ঐ প্রদেশকে শাকদ্বীপ বলিতেন। যে সকল শক মধ্যে মধ্যে ভারত আক্রমণ করিয়া স্থানে স্থানে রাজ্য স্থাপন করিত, কনীষ্ক তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও পরাক্রান্ত। ইঁহার রাজধানীর নাম পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশোয়ার)। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই

সময়ে বৌদ্ধগণের চতুর্থ ও শেষ 'সঙ্গীতি' আহূত হয় এবং মহাযান নাম দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধন করা হয়। এই ধর্ম্মপদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় এবং মধ্য এসিয়া, চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি উত্তর দেশে আদরের সহিত গৃহীত হয়। কেহ কেহ বলেন, কনীষ্ক "বাসুদেব" নাম গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। অপর কাহারও কাহারও মতে বাসুদেব কনীষ্কের পুত্র হবিষ্কের পুত্র। কনীষ্কের সময় হইতে শকাব্দ প্রচলিত হয়। প্রথম শকাব্দ ৭৮ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক। শকবংশ ভারতে ১৯০ বৎসর রাজত্ব করেন।

কনুই—কূর্পর, কফোণি (elbow)। দেশজ। সং।

কনে—কন্যা শব্দের অপভ্রংশ।

কনেঠ—কনিষ্ঠ। প্রা, ক।

কনে-বউ—নববধূ, বালিকা বধূ, কনিষ্ঠা বধূ। দেশজ। সং; স্ত্রী।

কনৌজ—কন্যাকুব্জ বা কান্যকুব্জ শব্দের অপভ্রংশ [কান্যকুব্জ দেখ]। [কন্যা। সং।

কন্‌কাবতী—ছেলে ভুলান গল্পের এক রাজ-

কন্তু—১। কন্দর্প, কাম। কম (কামনা করা) +তু র্ম। সং; পু। ২। চিত্ত; হৃদয়। সং; স্ত্রী। ৩। সুখী। কম্ (সুখ)+তু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

কন্থা—কাঁথা; বৃক্ষবিশেষ। কম+থন্ র্ম+আপ্।

কন্থাধারক—কাঁথা পরিধানকর্ত্তা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ধারিকা।

কন্দ—১। মূল,—যথা আলু প্রভৃতি। কম (কামনা করা)+দ র্ম; অথবা, কন্দ (আর্দ্র হওয়া)+অল্ র্ম। ২। মেদ; যোনিরোগবিশেষ। কম্ শব্দ (জল)—দা (দেওয়া)+ড ক। সং; পু।

কন্দট—শ্বেতপদ্ম। কন্দ (আর্দ্র হওয়া)+অনট্ ক। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কন্দমূল—মূলক, মূলা। কন্দযুক্ত যে মূল, মপী

কন্দর—১। গিরিগুহা; অঙ্কুশ। ক শব্দ (জল, মস্তক)—দৃ (বিদীর্ণ করা)+থ ক। সং; পু। ২। আদা, শুঁঠ। সং; স্ত্রী।

কন্দরা—গুহা। কন্দর+আপ্। সং; স্ত্রী।

কন্দরী—কন্দর, গুহা। কন্দর+ঈপ্। স্ত্রী।

কন্দর্প—কামদেব, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র; ইঁহার পত্নীর নাম রতি। জীবমাত্রেরই উপর ইনি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব একাগ্রমনে তপস্যায় নিযুক্ত হন। এদিকে সতী হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার অভিলাষিণী হন। সেই সময়ে কন্দর্প দেবগণের অনুরোধে মহাদেবের তপোভঙ্গের চেষ্টা করায় হরকোপানলে ভস্মীভূত হন। অতঃপর দেবতাদিগের প্রার্থনায় মহাদেব এই বর দেন যে, কন্দর্প অশরীরী হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণিগণের উপর আধিপত্য করিতে পারিবেন। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে, পতিবিয়োগে রতি বিলাপ করিতে করিতে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে তিনি এই বর দেন যে, ভগবান্ বিষ্ণু দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার ঔরসে কন্দর্পের পুনর্জন্ম হইবে। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। কম শব্দ—দৃপ (দর্প করা, সন্দীপিত করা)+অন্ ক। সং; পু।

কন্দর্পকূপ—স্ত্রীচিহ্ন, যোনি, ভগ। কন্দর্পের কূপ, ৬তৎ। সং; পু।

কন্দর্পকেলি—১। প্রহসনবিশেষ। কন্দর্পের কেলি আছে যাহাতে, বহু। ২। কামক্রীড়া। ৬তৎ। সং; পু।

কন্দর্পজ্বর—কামজ্বর, কামজ্বালা, শৃঙ্গারাভিলাষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কন্দর্পনারায়ণ রায়—জনৈক বাঙ্গালী রাজা। ইনি বারভূঞার অন্যতম। ইনি ১৫[illegible] খ্রীঃ অব্দে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার একটী পিত্তলনির্ম্মিত কামান এখনও ঐ স্থানে দেখা যায়। উহার দৈর্ঘ্য ৭৸০ ফুট, গোড়ার বেড় ২।০ ফুট, এবং মুখের ছিদ্রপথ ১৯॥০ ইঞ্চি। ইঁহার পুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ হইয়াছিল।

কন্দর্পমথন—শঙ্কর, শিব। উপ; কন্দর্প-মথ+অন ক। সং; পু।

কন্দল—১। কলধ্বনি; উপরাগ। কন্দ-কল[illegible] ভা। ২। খর্পর, কপাল; নবাঙ্কুর; অপযশঃ। কন্দ—লা+ড ক। সং; পু বা স্ত্রী। ৩। যুদ্ধ, কলহ, বিবাদ; স্বর্ণ। কন্দ+অল্ ণ। সং; পু।

কন্দলা—কলধ্বনি, কলরব; উপরাগ; খর্পর, কপাল; নবাঙ্কুর; অপবাদ। কন্দল+আপ্। সং; স্ত্রী। [দেশজ। বিণ।

কন্দলিয়া, কুঁদুলে—কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে।

কন্দলী—১। ভূমিকদলী; মৃগীবিশেষ; গুল্মবিশেষ; পদ্মবীজ; পতাকা। সং; স্ত্রী। ২। ঔর্ব্ব ঋষির জানুসম্ভূতা কন্যার নামও কন্দলী। ইনি অতিশয় কলহপ্রিয়া ছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হন। মহর্ষি দুর্ব্বাসার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কন্যা সম্প্রদানকালে ঔর্ব্ব ঋষি দুর্ব্বাসাকে কন্দলীর অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুরোধ করায় দুর্ব্বাসা ইঁহার শত দোষ মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হন। পরন্তু অল্পদিন মধ্যেই অপরাধের সংখ্যা একশত উত্তীর্ণ হইলে কন্দলী পতিশাপে ভস্মীভূতা হন। অতঃপর বিষ্ণুর প্রসাদে কন্দলী সেই ভস্ম হইতে কদলীবৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। [সং; স্ত্রী।

কন্দলীকুসুম—কদলীপুষ্প, মোচা। ৬তৎ।

কন্দশূরণ—ওল, ওল। কন্দও যে শূরণও সে, কর্ম্মধা। সং; পু।

কন্দসার—নন্দনকানন। কন্দই সার যেখানে, বহু। সং; স্ত্রী। [পু।

কন্দার্হ—ওল, ওল। কন্দের অর্হ, ৬তৎ। সং;

কন্দালু—চাকালু; ধরণীকন্দ; কন্দবহুলা। কন্দযুক্ত যে আলু, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কন্দী (কন্দিন্)—১। কন্দযুক্ত। কন্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কন্দিনী। ২। ওল, ওল। সং; পু।

কন্দু—লৌহময় পাকপাত্র, কড়া, তাওয়া, চাটু ইত্যাদি। কন্দ+উ ক। সং; পু বা স্ত্রী।

কন্দুক, কন্দুক—গেণ্ডুক, খেলিবার গোলা, ভাঁটা। কন্দ+উক, উক ক। সং; পু।

কন্দুকক্রীড়া—গেণ্ডুক কেলি, ভাঁটা লইয়া খেলা, বল্ খেলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কন্দুপক্ব—অগ্নির উপর বিনা জলে কটাহ মধ্যে রন্ধিত (খাদ্য), কাঠখোলায় ভাজা (চাউলভাজা, ছোলাভাজা) ইত্যাদি। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পক্বা।

কন্দূক—কন্দুক দেখ।

কন্দুকেশ্বর—কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। সং; পু।

কন্ধ—১। জলধর, মেঘ। উপ; কম্ (জল)—ধা+[illegible] ক। সং; পু। ২। কাঁধ, মাথা স্কন্ধ শব্দের অপভ্রংশ। [সং।

কন্ধ-কাটা—কবন্ধ, মস্তকহীন ভূত। দেশজ।

কন্ধর—গ্রীবা, কাঁধ; শাকবিশেষ, মারিষ; জলধর, মেঘ। ক শব্দ (মস্তক, জল)—ধৃ (ধারণ করা)+খ ক। সং; পু।

কন্ধরা—গ্রীবা, কাঁধ। কন্ধর+আপ্। সং; স্ত্রী।

কন্ধি—১। বারিধি, সমুদ্র। কম্ (জল)—ধা+কি অধি। সং; পু। ২। কন্ধরা; গ্রীবা। কং (মস্তক)—ধা+কি ক। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

কন্ন—পাপ, পাতক; মূর্চ্ছা, অচৈতন্য। সং;

কন্‌ফিউসিয়াস—চীনদেশীয় রাজনৈতিক ও ধর্ম্মযাজক। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বয়ঃক্রমকালে কতকগুলি চীনদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন; তাহার ফলে ধর্ম্মে ইঁহার অনুরাগ জন্মে। পরে ইনি স্বদেশের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন, এবং সেই পদে অবস্থান কালে সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৪৭৮ অব্দে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

কন্যকা—কন্যা, কুমারী (কন্যাকাল দেখ)। কন (দীপ্ত হওয়া)+য ক+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কন্যকাজাত—অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন,

কানীন। যথা—ব্যাসদেব, কর্ণ প্রভৃতি। কন্যকাতে জাত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

কন্যকাপতি—জামাতা। ৬তৎ। সং ; পু।

কন্যা—নারী ; গৌরী ; পুত্রী, তনয়া ; দশমবর্ষবয়স্কা কুমারী ; কন্যারাশি ; ঘৃতকুমারী ; বন্ধ্যাকর্কোটকী ; বারাহীকন্দ ; স্থূল এলা, বড় এলাচ। কন (প্রীত হওয়া)+য ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কন্যাকর্তা (–কর্তৃ)—বালিকা কুমারীর তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক ; বিবাহার্থে কন্যা সম্প্রদাতা। ৬তৎ। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী কন্যাকর্ত্রী।

কন্যাকাল—অবিবাহিতা বালিকার দশম বৎসর পর্যন্ত বয়ঃক্রম। ৬তৎ। সং ; পু।

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী,
নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা,
অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।"

অর্থাৎ ৮ বর্ষ পর্যন্ত বয়স্কাকে গৌরী, নববর্ষবয়স্কাকে রোহিণী এবং দশমবর্ষবয়স্কাকে কন্যকা বা কন্যা বলে। দশাধিক বয়স্কাকে রজস্বলা বলা যায়।

কন্যাকুব্জ—কান্যকুব্জ দেশ। কন্যাগণ হইয়াছে কুব্জ যেখানে, বহু। সং ; পু। [এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, রাজা কুশনাভের একশত পরম রূপবতী কন্যা ছিল ; পবনদেব তাহাদিগের রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় কামাভিলাষ ব্যক্ত করিলে, গর্বিতা রাজকন্যারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে ; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পবনদেব ঝটিকাপ্রবাহে তাহাদিগের মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কুব্জা করেন ; তদবধি এ দেশ কন্যাকুব্জ নামে খ্যাত হইয়াছে]।

কন্যাট—বাসভবন ; অন্তঃপুর। উপ ; কন্যা—অট+অন্ অধি। সং ; পু।

কন্যাদান—যথাবিধি বরের হস্তে কন্যাসম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কন্যাদায়—কন্যার বিবাহদানরূপ দায়, কন্যার বিবাহদানে অক্ষমতা। কন্যার নিমিত্ত দায়, ৪তৎ। সং ; পু।

কন্যাদায়গ্রস্ত—কন্যাদায়ে পীড়িত, মেয়ের বিবাহ জন্য ব্যতিব্যস্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–গ্রস্তা। [৬তৎ। বিণ ; পু।

কন্যাদূষক—কুমারী-ধর্ষণকারী। কন্যার দূষক,

কন্যাদূষণ—কুমারী-ধর্ষণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কন্যাধন—কুমারী অবস্থায় লব্ধ ধন, ইহা এক প্রকার স্ত্রীধন, এই ধনে ভ্রাতা অধিকারী হয়। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

কন্যান্তঃপুর—অন্তঃপুরের যে ভাগে রাজকন্যা বাস করেন, কন্যার অন্তঃপুর, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কন্যাপণ—বিবাহার্থে কন্যার বিক্রয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

কন্যাপতি—কন্যকাপতি, জামাতা। ৬তৎ।

কন্যাবেদী (–বেদিন্)—কন্যাপতি, জামাতা। সং ; পু। [৪তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

কন্যাশুল্ক—বিবাহার্থে কন্যার বিক্রয়, কন্যাপণ।

কন্যাশ্রম—পবিত্র তীর্থবিশেষ। এই স্থানে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে ভোজন করিলে শতসংখ্যক দিব্য কন্যা ও স্বর্গলোক লাভ হয়।

কপট—ছল ; বঞ্চনা, প্রতারণা ; শঠতা ; মায়া। কপ (চলা)+অটন্ ক। সং ; পু বা ক্লী।

কপটচারী (–চারিন্)—কপটী ; ছদ্মবেশী। উপ ; কপট শব্দ–চর (চলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,–চারিণী। বিশেষ্যে –চারিতা, –ত্ব।

কপটতা—কপটভাব, প্রতারণা, শঠতা। কপট শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

কপটতাময়—কপটভাবপূর্ণ, ছলনাময়। কপটতা+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–ময়ী।

কপটপটু—ঐন্দ্রজালিক ; কপটতায় নিপুণ ; কাপট্যে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

কপটপ্রণয়—ছলনাময় প্রেম, শঠতাপূর্ণ ভালবাসা বা বন্ধুতা। কপটপূর্ণ যে প্রণয়, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু।

কপটপ্রবন্ধ—কপটভাব, ছল, ছলনা, প্রতারণা। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু।

কপটলেখ্য—প্রতারণাপূর্ণ লিপি, কৃত্রিমপত্র, জাল দলিল। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; ক্লী।

কপটবেশ—ছদ্মবেশ। কপটযুক্ত যে বেশ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু।

কপটবেশী (–বেশিন্)—ছদ্মবেশধারী ; কপটাচারী। কপটবেশ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী,–বেশিনী।

কপটাচরণ—প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহার, অসরল আচার, ছলনা। কপটযুক্ত যে আচরণ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; ক্লী।

কপটাচার—১। কপটাচরণ ; প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহার, ছলনা। কপটযুক্ত যে আচার, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু। ২। কপটাচারী, প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারকারী, বঞ্চক, শঠ। কপটযুক্ত আচার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কপটাচারা।

কপটাচারিণী—কপটাচারী দেখ।

কপটাচারী (–চারিন্)—কপটাচরণকারী, কপটী, প্রতারক ; বঞ্চক। উপ ; কপট–আ–চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী কপটাচারিণী।

কপটিক—কপটযুক্ত, কপটী, প্রতারণাপূর্ণ। কপট+ইক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কপটিকা।

কপটিনী—১। কপটযুক্তা, ইত্যাদি। কপটী (১) দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। চীড়া-নামক গন্ধদ্রব্য। সং ; স্ত্রী।

কপটী (কপটিন্)—কপটযুক্ত, কপটাচারী, বঞ্চক, প্রতারক। কপট শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী কপটিনী।

কপটী—পরিমাণবিশেষ, এক আঁকাড়। সং ; স্ত্রী।

কপর্দ্দ, কপর্দ্দক—শিবজটা ; বরাটক, কড়ি। ক শব্দ–পৃ (পালন করা, পূরণ করা, ইত্যাদি)+ক্বিপ্ ভা=কপর্ ; কপর্–দৈ (শোধন করা)+ড ক=কপর্দ্দ। কপর্দ্দক=কপর্দ্দ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

কপর্দ্দকবিহীন, –শূন্য, –হীন—বরাটকমাত্র রহিত, যাহার এক কড়া কড়িও নাই, অর্থাৎ অতি নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–বিহীনা,–শূন্যা, –হীনা। [সং ; স্ত্রী।

কপর্দ্দিনী—শিবপত্নী, পার্ব্বতী। কপর্দ্দী দেখ।

কপর্দ্দী (কপর্দ্দিন্)—শিব ; একাদশ রুদ্রের অন্যতম, ইঁনি ঋগ্বেদে বায়ুর জনক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কপর্দ্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। স্ত্রী কপর্দ্দিনী।

কপাট, কবাট—দ্বারের আবরণ। ক (দ্বার)–পিষ্ট পট (–পাটি)+অন্ ক। সং ; পু বা ক্লী। স্ত্রী কপাটী, কবাটী।

কপাটসন্ধি—কপাটের পাতের যোড়। ৬তৎ। সং ; পু।

কপাটি, কবাটি—বালক ও যুবকদিগের ক্রীড়াবিশেষ, ইহাতে ক্রীড়কগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরকে আক্রমণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এই খেলাকে হাডুগুডু বা হাডুডুডু বলে ; দাঁতে দাঁতে খিল ধরিয়া আটকাইয়া যাওয়া। দেশজ। সং।

কপাটী—কপাট। কপাট দেখ। সং ; স্ত্রী।

কপাল—১। খর্পর, মাথার খুলি ; ললাট ; ভিক্ষাপাত্র ; কলসের অর্দ্ধাংশ ; খাপ্‌রা, খোলা। ক শব্দ–পালি+অন্ ক। ২। সমূহ। কপ+কালন্ র্ণ। সং ; পু বা ক্লী।

কপালক্রমে—অদৃষ্টবশতঃ, ভাগ্যবশে। কপালের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

কপালঠুকি—কপালে যাহা থাকে হইবে বলিয়া দুঃসাহসে ভর করিয়া কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া। প্রাদেশিক। [ক। সং ; পু।

কপালভৃৎ—শিব। উপ ; কপাল–ভৃ+ক্বিপ্

কপালমালা—খর্পরহার, মাথার খুলির মালা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [দেখ। সং ; স্ত্রী।

কপালমালিনী—শিবানী, দুর্গা। কপালমালী

কপালমালী (–মালিন্)—শিব। কপালমালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। স্ত্রী কপালমালিনী।

কপালমোচন—কাশীধামস্থ তীর্থ ; পুষ্করতীর্থ

[কথিত আছে যে, ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকের কপাল এই স্থানে মোচিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহা কপালমোচন নামে প্রসিদ্ধ হয়। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, রামচন্দ্রের বনবাসকালে তিনি দণ্ডকারণ্যে এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন; দৈবক্রমে সেই মস্তক যাইয়া মহোদর ঋষির উরুদেশ বিদ্ধ করে; ইহাতে বহু দিন ক্লেশভোগ করার পর অন্যান্য মুনিগণের পরামর্শে মহোদর ঋষি সরস্বতী নদীর তীরস্থ ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান করিলে তিনি নিষ্পাপ হন এবং তথায় তাঁহার উরুবিদ্ধ মস্তক চ্যুত হইয়া পতিত হয়; তদবধি ঐ স্থান কপালমোচন নামে খ্যাত হইয়াছে]। কপালের মোচন হইয়াছে যেখানে, বহু। সং; ক্লী।

কপালফোট—একজন পিশাচের নাম। ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথার প্রসিদ্ধি আছে;—কোন সময়ে গোবিন্দস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশীবাস করেন। অশোকদত্ত ও বিজয়দত্ত নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। এক সন্ন্যাসীর প্রমুখাৎ গোবিন্দস্বামী জানিতে পারেন যে, কিছুদিন তাঁহাকে কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ-যাতনা সহ্য করিতে হইবে। অতঃপর একদা রজনীতে বিজয়দত্ত শীতার্ত হইয়া শ্মশানাগ্নিতে শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে শ্মশানে গমন করে। সেই সময়ে তথায় শবদাহ হইতেছিল। বালসুলভ চাপল্যবশতঃ বিজয়দত্ত একখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা চিতার মধ্যস্থিত শবের কপালে আঘাত করায় তাহা হইতে বসা নির্গত হইয়া বিজয়ের মুখমধ্যে প্রবেশ করে। সেই বসার স্বাদগ্রহণমাত্র বিজয়দত্তের কপালফোটত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহাতে তাহার পিতা অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর বহুক্লেশে বিজয়দত্তের সেই পিশাচত্বপ্রাপ্তি হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল। সং; পু।

কপালি—কপাটাদির চৌকাঠের মাথার কাঠ, সরদাল; দু-চালা ঘরের দুই পাশের বেড়ার কপালের অর্থাৎ উপরের খণ্ড; নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতিবিশেষ, কপালী। দেশজ। সং।

কপালিকা—ক্ষুদ্র কপাল; খাপরা; দন্তরোগবিশেষ, দাঁতের পাথরি। কপাল শব্দ+কণ্, অল্পার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কপালিনী—১। খর্পরধারিণী; ভাগ্যবতী। কপালী দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

কপালিয়া—ভাগ্যবান্, শুভাদৃষ্টশালী; (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) শুভ বা অশুভ অদৃষ্টবিশিষ্ট, যেমন জোর-কপালিয়া, পোড়া-কপালিয়া। দেশজ। বিণ।

কপালী (কপালিন্)—১। খর্পরধারী; ভাগ্যবান্, কপালিয়া। কপাল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কপালিনী। ২। শিব; অন্ত্যজ জাতিবিশেষ,—তীবরের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত। সং; পু।

কপালে—১। ভাগ্যে, অদৃষ্টে। সং। ২। কপালিয়া (তাহা দেখ)। দেশজ। বিণ।

কপি—১। বানর; বিষ্ণু; কপিলবর্ণ; করঞ্জবিশেষ; আমলকী; সিহ্লনামক গন্ধদ্রব্য; গন্ধর্ববিশেষ। কপ+ই ক। সং; পু। ২। তরকারিরূপে ব্যবহার্য্য একপ্রকার শাক ও ফুল এবং নানাপ্রকার মূল বা কন্দ; কপিকল। দেশজ। ৩। নকল; ছাপিবার জন্য পাণ্ডুলিপি বা হস্তলেখ্য; গ্রন্থখণ্ড। ইং (copy)। সং।

কপিকন্দুক—মাথার খুলি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কপিকল—ভারোত্তোলনার্থ রজ্জুসংলগ্ন ক্ষুদ্র যন্ত্রবিশেষ (pulley)। দেশজ। সং।

কপিকেতন, কপিধ্বজ—অর্জুন। কপি হইয়াছে কেতন বা ধ্বজ যাহার, বহু। সং; পু।

কপিজ—১। বানরজাত। উপ; কপি—জন +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কপিজা। ২। শিলারস। সং; পু।

কপিঞ্জল—১। চাতকপক্ষী; তিত্তিরপক্ষী। ক (জল)—পিন্‌জ+কলচ্ ক। সং; পু। ২। মুনিবিশেষ, ইনি কাদম্বরী-বর্ণিত পুণ্ডরীকের সখা। সং; পু।

কপিতৈল—শিলারস। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কপিত্থ, কবিত্থ—১। কয়েত বেলের গাছ। কপি—স্থা+ড ক। সং; পু। ২। কয়েতবেল। কপিত্থ শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

কপিত্থাস্য—গোলাঙ্গুল বানর। কপিত্থের ন্যায় আস্য যাহার, বহু। সং; পু।

কপিধ্বজ—কপিকেতন দেখ।

কপিনামা (—নামন্)—শিলারস। কপি নাম যাহার, বহু। সং; পু।

কপিপ্রিয়—কপিত্থবৃক্ষ, কয়েতবেল গাছ; আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ। ৬তৎ। সং; পু।

কপিরথ—শ্রীরামচন্দ্র। কপি রথে যাঁহার, বহু। সং; পু।

কপিল, কবিল—১। পিঙ্গলবর্ণ। কপ বা কব (রঙ্ করা)+ইল ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কপিলা, কবিলা। ২। অগ্নি; বিষ্ণু; পিঙ্গলবর্ণ; কুকুর; গন্ধর্ববিশেষ। সং; পু। ৩। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা জনৈক মুনি, কর্দ্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইন্দ্রদেব সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকট রাখিয়া আসেন। অশ্বরক্ষকগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে ইঁহার নিকট অশ্ব দেখিয়া ইঁহাকে অশ্বচোর মনে করিয়া ইঁহার লাঞ্ছনা করায়, ইঁহার কোপানলে সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র ভস্মীভূত হয়। অতঃপর অংশুমান্ পাতালে গমনপূর্ব্বক ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া অশ্ব আনয়ন করেন। সেই সময়ে মুনিবর অংশুমান্‌কে বলিয়া দেন যে, জাহ্নবীর পূত সলিলে সগরবংশের উদ্ধার হইবে। ভাগবতের মতে ইনি পঞ্চম অবতার। [সং; পু।

কপিলদ্যুতি—সূর্য্য। কপিলা দ্যুতি যাহার, বহু।

কপিলধারা—স্বর্গঙ্গা; তীর্থবিশেষ। কপিলা ধারা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

কপিলবাস্তু—নগরবিশেষ, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান; অনেকে ইহার অবস্থিতিস্থান বারাণসীর ৫০ ক্রোশ উত্তরে নেপালের দক্ষিণে নির্দ্দেশ করেন। সং; ক্লী।

কপিলা—১। পিঙ্গলবর্ণা। কপিল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ধেনু; কামধেনু; অগ্নিকোণের হস্তিনী; শিংশপা; কপিল শিংশপা; ঘৃতকুমারী; রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য; রাজরীতি; নদীবিশেষ; জলৌকা। সং; স্ত্রী। ৩। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী। মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, রম্ভা, মনোরমা প্রভৃতি কন্যা, এবং অতিবাহু, হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে ইনি প্রসব করেন। গো, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অপত্যেরও ইনি জন্ম দেন। সং; স্ত্রী।

কপিলাক্ষ—তীর্থবিশেষ। কপিল অক্ষি যাহার, বহু। সং; ক্লী।

কপিলাশ্রম—মহর্ষি কপিলের আশ্রম, ইহা সাগর সঙ্গমে অবস্থিত। যে দ্বীপের উপর কপিলাশ্রম অবস্থিত, তাহাকে এক্ষণে সাগর দ্বীপ বলে। ঐ স্থানে প্রত্যেক বৎসরে পৌষসংক্রান্তির সময়ে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। কপিলের আশ্রম, ৬তৎ। সং; পু।

কপিলাশ্ব—১। পিঙ্গলবর্ণ ঘোটক। কপিল যে অশ্ব, কর্ম্মধা। ২। দেবরাজ ইন্দ্র। কপিল অশ্ব যাহার, বহু। সং; পু।

কপিলোহ—পিত্তল। কপিল যে লোহ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কপিবক্ত্র—নারদ ঋষি। কপির ন্যায় বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। সং; পু।

কপিশ—১। কৃষ্ণপীতমিশ্র বর্ণ। কপি শব্দ+শ। সং; পু। ২। পাঁশুটে বর্ণযুক্ত, শ্যাব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কপিশা।

কপিশা—১। কৃষ্ণপীতবর্ণা, শ্যাবা। কপিশ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ; মাধবীলতা; পিশাচমাতা। সং; স্ত্রী।

কপিশাঞ্জন—মহাদেব। কপিশ অঞ্জন যাহার, বহু। সং; পু।

কপিশীর্ষ—প্রাকারাগ্র, প্রাচীরের মস্তক। কপি শীর্ষ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

কপীন—অন্তর্বাস, কপ্‌নি। কৌপীন শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

কপীন্দ্র—সুগ্রীব; হনুমান্। কপিগণের (বানরগণের) ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

কপীষ্ট—কপিথ বৃক্ষ; রাজাদনী। কপিদিগের ইষ্ট (প্রিয়), ৬তৎ। সং; পু।

কপুষ্টিকা—মস্তকের উভয়পার্শ্বস্থ কেশগুচ্ছ। ক'র (মস্তকের) পুষ্টি হয় যে স্ত্রী দ্বারা, বহু। সং; স্ত্রী।

কপূয়—কুৎসিত, দুর্গন্ধ। কু শব্দ (কুৎসিত)—পূয় (দুর্গন্ধ হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কপূয়া।

কপুরথালা—পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের পর্য্যবেক্ষণাধীন একটি করদ রাজ্য। কপুরথালার রাজগণ আহলু দেশবাসী শিখজাতীয়। এই জন্য ইঁহাদিগকে আহলুওয়ালিয়া বলে। ইঁহারা কলাল শ্রেণীর শিখ। এক সময়ে ইঁহারা শতদ্রু নদীর উভয় পার্শ্বস্থ দেশের অধিকারী ছিলেন। বংশপ্রতিষ্ঠাতা সর্দ্দার জাসা সিংহ ১৭৮০ খৃঃ অঃ বারীদোয়াবস্থিত কতকগুলি স্থান অধিকার করেন। শতদ্রুর অপর পারের কতকগুলি স্থানও তিনি স্বীয় বাহুবলে নিজাধীন করেন। অপর কতকগুলি স্থান ১৮০৮ অব্দের পূর্ব্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইঁহাকে দান করেন। ১৮০৯ খৃঃ ইংরাজের সহিত ইঁহাদের সন্ধি স্থাপনা হয়।

কপোত—১। পারাবত, পায়রা; পক্ষী; বন কপোত, ঘুঘু। ক'র (বায়ুর) পোতস্বরূপ, ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী কপোতিকা, কপোতী। ২। জনৈক মুনি। জীবহিংসাভয়ে ইনি সর্ব্বদা কপোতরূপ ধারণ করিয়া থাকিতেন। ৩। গরুড়ের পুত্র। সং; পু।

কপোত-পালিকা, —পালী—কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত পারাবতগৃহ, পায়রার খোপ। কপোত—পালি+ণক ক+আপ্, ২য় পক্ষে—+অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কপোতবর্ণ—১। পারাবতের ন্যায় বর্ণ, পাঁশুটে রঙ্গ। কপোতের বর্ণ, ৬তৎ। সং; পু। ২। পারাবতের ন্যায় বর্ণযুক্ত। কপোতের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্ণা।

কপোতবৃত্তি—১। সঞ্চয়বিহীন জীবিকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। সঞ্চয়রহিতভাবে জীবিকানির্ব্বাহকারী। কপোতের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কপোতাক্ষ—বঙ্গদেশের নদবিশেষ। কপোতের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। সং; পু।

কপোতাভ—কপোতবর্ণ (সকল অর্থে)। কপোতের ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কপোতারি—শ্যেনপক্ষী, বাজপাখী। কপোতের অরি, ৬তৎ। সং; পু।

কপোতিকা, কপোতী—কপোত দেখ।

কপোতেশ্বর—শিব। [কথিত আছে যে, ইনি পূর্ব্বে কুশস্থলীতে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে করিতে কপোতবৎ কৃশ হন, তাহাতেই ইঁহার নাম কপোতেশ্বর হয়; মতান্তরে,—একদা হরপার্ব্বতী কপোতকপোতীরূপে বিহার করাতে শঙ্কর কপোতেশ্বর এবং শঙ্করী কপোতেশ্বরী নাম ধারণ করেন]। সং; পু।

কপোতেশ্বরী—শঙ্করী, পার্ব্বতী। কপোতেশ্বর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কপোল—গণ্ড, গল্ল, গাল। কপ (চলা, কাঁপা)+ওল ক। সং; পু।

কপোলকল্পনা—বিনা কারণে কোন অবাস্তবিক বিষয়ের কল্পনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কপোলকল্পিত—বিনা কারণে যে অবাস্তবিক বিষয়ের কল্পনা করা হয় তাহা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কল্পিতা।

কপোলকুন্তলা—আগণ্ডলম্বিত কেশান্বিতা। কপোলে কুন্তল যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

কপোলদেশ—গণ্ডদেশ, গাল। কপোলই দেশ, কর্ম্মধা। সং; পু। [ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কপোলী—জানুরক্ষিণী। কপোল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে

কপ্‌কপ্—দ্রুত গিললে অনুকরণ শব্দ। দেশজ। ব্য।

কপ্‌চান—শুকপক্ষীর বুলি শিখিবার উপক্রমে অস্ফুট কথায় শব্দ করা; কিয়দংশ বা অগ্রভাগ কর্ত্তন করা, ছাঁটা। দেশজ। ক্রি।

কফ্—জামার হাতার অগ্রভাগ বা মুখ। ইং (cuff)। সং।

কফ—শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, শ্লেষ্মা। ক শব্দ (জল)—ফল (নিষ্পন্ন হওয়া)+ড ক। সং; পু। (ত্রিদোষ দেখ)।

কফকর—শ্লেষ্মজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী। [সং; স্ত্রী।

কফকূর্চিকা—লালা, থুথু, ছেপ, গয়ের। ৬তৎ।

কফঘ্ন—শ্লেষ্মনাশক। উপ; কফ—হন+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কফঘ্নী।

কফঘ্নী—১। শ্লেষ্মনাশিকা। কফঘ্ন দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষুপবিশেষ। সং; স্ত্রী।

কফজ—শ্লেষ্মজাত। উপ; কফ—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কফজা।

কফজনক—শ্লেষ্মা উৎপাদক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কফজনিকা।

কফণি, কফোণি—কূর্পর, কনুই। ক (সুখ)—ফণ+ই ক। সং; পু বা স্ত্রী।

কফদ—শ্লেষ্মপ্রদ, শ্লেষ্মজনক। উপ; কফ—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কফদা।

কফবর্দ্ধন—১। কফবর্দ্ধক, শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কফবর্দ্ধনা ২। পিণ্ডীতগর বৃক্ষ। সং; পু।

কফান্তক—১। কফঘ্ন, শ্লেষ্মনাশক। কফের অন্তক, ৬তৎ। বিণ, ত্রি। স্ত্রী কফান্তিকা। ২। বর্ব্বুর বৃক্ষ, বাবলা গাছ। সং; পু।

কফি, কফী—এক প্রকার গাছ (ইহার বীজ চূর্ণ করিয়া চা প্রভৃতির ন্যায় পানীয় প্রস্তুত করিয়া পান করা হয়)। ইং (Coffee)। সং।

কফী (কফিন্)—১। কফযুক্ত, শ্লেষ্মরোগাক্রান্ত, সর্দ্দিরোগী। কফ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কফিনী। ২। হস্তী। সং; পু।

কফো—কফবিশিষ্ট, শ্লেষ্মপ্রধান, শ্লৈষ্মিক। দেশজ। বিণ।

কফোণি—কফণি দেখ।

কবন্ধ—১। ক্রিয়াযুক্ত নির্মস্তক দেহ, কন্ধকাটা। ক শব্দ—বন্ধ+অন্ ক। সং; পু বা ক্লী। ২। জল। সং; ক্লী। ৩। রাহু, ধূমকেতু; কুক্ষি; উদর। সং; পু।

৪। জনৈক রাক্ষস; এই রাক্ষস পূর্ব্বে দৈত্য ছিল, অথচ রাক্ষসবেশে মুনিঋষিদিগকে উৎপীড়িত করিত। একদা এই দৈত্য স্থূলশিরা মুনির ফলমূলাদি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া মুনিকে নির্য্যাতন করিলে মুনির শাপে প্রকৃত রাক্ষসরূপে পরিণত হয়। তখন রাক্ষস কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দীর্ঘায়ু হইবার বর প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবরে দৃপ্ত হইয়া রাক্ষস দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধপ্রার্থী হইলে ইন্দ্র ইহাকে মস্তক ও জঙ্ঘাহীন করেন। পরে দেবরাজের প্রসাদে ইহার যোজন-বিস্তৃত বাহু ও কুক্ষিমধ্যে দন্তযুক্ত মুখ হয়। কবন্ধ রাক্ষস এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্যে পতিত থাকিয়া সুদীর্ঘ বাহু প্রসারণে জীবজন্তু ধরিয়া ভক্ষণ করিত। দীর্ঘকাল পরে রামলক্ষ্মণ রাবণহৃতা সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলে কবন্ধ বাহু প্রসারিত করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া ফেলে। তখন রামচন্দ্র ইহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলে কবন্ধ শাপমুক্ত হইয়া দিব্যদেহ ধরিল, এবং রামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে বলিয়া গেল। সং; পু।

কবাট—কপাট দেখ।

কবিথ—কপিথ দেখ।

কবিল—কপিল দেখ। [পু।

কবুতর—পারাবত, পায়রা। বৈদেশিক। সং;

কভু—কোন সময়ে, কখন। কদাপি এই পদদ্বয়ের অপভ্রংশে উৎপন্ন। পদ্যে ব্যবহৃত হয়, গদ্যে হয় না। দেশজ। ব্য।

কম্—জল; মস্তক; সুখ; পাদপূরণ। কম (কামনা করা)+বিচ্ র্থ। ব্য।

কম—অল্প, ন্যূন। দেশজ। বিণ।

কম জম—পরিমিত। বিণ।

কম জোর—অদৃঢ়, দুর্ব্বল। বিণ।

কমঠ—১। কূর্ম্ম, কচ্ছপ; বাঁশ; দৈত্যবিশেষ; শল্লকী। কম (ইচ্ছা করা)+অঠ র্ম্ম। সং; পু। ২। যতির ভাণ্ড। সং; ক্লী বা পু।

কমঠী—কূর্ম্মী, কচ্ছপী। কমঠ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কমণ্ডলু—১। সন্ন্যাসীদিগের জলপাত্রবিশেষ। ক (ব্রহ্মা, জল)—মণ্ড (ভূষণ)—লা+ডু ক। সং; পু বা ক্লী। ২। প্লক্ষ বৃক্ষ। সং; পু।

কমতি—১। ন্যূনতা, অল্পতা, ঘাটতি। সং। ২। ন্যূন, অল্প, কম। হিন্দী। বিণ।

কমন—১। কামুক। কম+অন ক। ২। কমনীয়, সুন্দর। কম+অন র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কমনা। ৩। অশোকবৃক্ষ; কামদেব; ব্রহ্মা। সং; পু।

কমনীয়—মনোহর, সুন্দর; স্পৃহণীয়, বাঞ্ছনীয়। কম+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —নীয়া।

কমনীয়তা,—ত্ব—কান্তিকতা, মনোহরত্ব, স্পৃহণীয়তা। কমনীয় শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কমনে—কোথায়, কোন্ দিকে। ব্য।

কমন্ধ—কবন্ধ, জল। সং; ক্লী।

কমপক্ত—অল্পদিন স্থায়ী। বিণ। [বিণ; পু।

কমবক্ত্—দুর্ভগ, হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। বৈদেশিক।

কমবক্তি, কমবক্তী—দুর্ভগা, অভাগিনী, পোড়াকপালী। বৈদেশিক। বিণ; স্ত্রী। [বিণ।

কম-বেশ,—বেশী—ন্যূনাধিক, অল্পাধিক। দেশজ।

কমর—কামী, অভিলাষী; কামুক। কম+অর ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কমরা।

কমল—১। পদ্ম; আশ্রয়। কম্ (জল)—অল (ভূষিত করা)+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। সারস পক্ষী। সং; পু। ৩। তাম্র; ঔষধ; জল। কম (ইচ্ছা করা)+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী। ৪। মৃগবিশেষ। সং; পু। স্ত্রী কমলা, কমলী।

কমল কলি,—কলিকা—পঙ্কজকোরক, পদ্মের কুঁড়ি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কমলকৃষ্ণ দেব—ইনি কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের ষষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৮২০ খৃঃ। কমলকৃষ্ণ হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এবং বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য ও হিন্দুশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। গুণাকর ও ভাস্কর নামক দুইখানি সাময়িক পত্র ইঁহারই আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দুই পত্রিকাতেই ইনি অনেক সময় প্রবন্ধ লিখিতেন। ইনি বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা, অন্নসত্র প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন এবং সমস্ত সাধারণহিতকর কার্য্যের সহিত সংলিপ্ত থাকিতেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইনি "রাজা" এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। হিন্দু ধর্ম্মে ইঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং কি জনসাধারণের মধ্যে, কি রাজদরবারে ইঁহার বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হইত। ইঁহার দুইটী পুত্র ছিল। প্রথম নীলকৃষ্ণ; দ্বিতীয় বিনয়কৃষ্ণ।

কমলকোরক, কমলকোষ—পদ্মকলিকা, পদ্মের কুঁড়ি। ৬তৎ। সং; পু।

কমলজ—১। পদ্মজাত। কমল—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কমলজা। ২। ব্রহ্মা। সং; পু। ৩। রোহিণী নক্ষত্র; পদ্ম (কমলে অর্থাৎ জলে জাত)। সং; ক্লী।

কমলতুল্য—পদ্মসদৃশ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কমল-নয়ন,—নেত্র,—লোচন—১। পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল বা সুন্দর চক্ষু। কমলপ্রায় যে নয়ন, নেত্র, লোচন, উপমিত। সং; ক্লী। ২। পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল বা সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট, কমলাক্ষ। কমলপ্রায় নয়ন, নেত্র, লোচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —নয়না, —নেত্রা, —লোচনা।

কমলমালা—পদ্মফুলের মালা; পদ্মসমূহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কমলযোনি—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। কমল (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) হইয়াছে যোনি (জন্মস্থান) যাঁহার, বহু। সং; পু।

কমললোচন—কমলনয়ন দেখ।

কমলষণ্ড—পদ্মসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কমলা—লক্ষ্মী; বরস্ত্রী; সম্পত্তি; সুরঙ্গ লেবু বিশেষ, কমলালেবু; হিরণ্যকশিপুর পত্নী (অপর নাম কয়াধু)। ক (ব্রহ্মত্ব)—ম (শিবত্ব)—লা (দান করা)+ড ক+আপ্; যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব দান করেন। সং; স্ত্রী।

কমলাকর—পদ্মসরোবর; পদ্মসমূহ। কমলের আকর, ৬তৎ। সং; পু।

কমলাকর ভট্ট—একজন বিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহকার। ইঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ ভট্ট, পিতামহের নাম নারায়ণ ভট্ট। ইঁহার জন্মকাল নির্ণয় করা দুরূহ; তবে ইঁহার গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইনি ১৫৩৪ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার সময়ে ইনি একজন প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন। তত্ত্বকমলাকর, পূর্ত্তকমলাকর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ ইঁহার কৃত।

কমলাকান্ত—১। লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু। ২। অহিফেনসেবী। [বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের কমলাকান্ত হইতে]।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—বিখ্যাত সাধক। বাঙ্গালা ১২১১ সালে ইনি অম্বিকা কালনা হইতে বর্দ্ধমানে আগমন করেন, এবং তৎকালীন বর্দ্ধমানপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সভাপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। ইনি অতি সাত্ত্বিক, নিরভিমান ও দেবীভক্ত ছিলেন। ইঁহার ইষ্টনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তেজশ্চন্দ্র ইঁহাকে আপনার গুরুপদে বরণ করেন, এবং ইঁহার বাসের নিমিত্ত বর্দ্ধমানের নিকটস্থ কোটালহাট গ্রামে সুন্দর বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এইখানে কমলাকান্ত প্রতি বৎসর মহাসমারোহে শ্যামাপূজা করিতেন। পূজার দিন ইঁহার শত্রু মিত্র সকলে সমবেত হইয়া ইঁহার স্বরচিত ভক্তিগাথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইত।

রামপ্রসাদের পদাবলী যেরূপ সুধাধারা বর্ষণ করিয়া জগদম্বাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল, —অধিক কি, মা স্বয়ং রামপ্রসাদের পদাবলী শ্রবণ করিতে আসিতেন—এই সাধকের প্রেমভক্তিভরা শ্যামাসঙ্গীতও সেইরূপ অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়া চিত্তচকোরকে চরিতার্থ করে। একদিন রজনীতে কমলাকান্ত একাকী 'ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা' নামক মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি ভীষণাকার দস্যু ইঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তখন নির্ভীক কমলাকান্ত পরমানন্দে রামপ্রসাদী সুরে এই বলিয়া আপনার শ্যামা মাকে ডাকিলেন,—

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেব হলেম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতিবন্ধু সুতদারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপৎকালে কেউ কোথা নাই, ঘরবাড়ী ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখো, করুণা-নয়নে দ্যাখো,
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মা'রে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলিকাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥"

দস্যুরা সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইল। তখন তাহারা কমলাকান্তের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কমলাকান্ত মায়ামুক্ত ছিলেন না,—জীবন্মুক্ত সাধক বিবেকস্রোতে ভাসিতেন।

কমলাপতি—লক্ষ্মীকান্ত, বিষ্ণু ৬তৎ। সং; পু।

কমলালয়া—পদ্মাসনা, লক্ষ্মী, সম্পত্তি। কমল আলয় যাঁহার, বহু। সং; স্ত্রী।

কমলা-বিলাস—১। বিষ্ণু। কমলাতে বিলাস যাঁহার, বহু। সং; পু। ২। প্রাচীনকালের একপ্রকার অতি সুন্দর বস্ত্র।

কমলাসন—১। ব্রহ্মা। কমল আসন যাঁহার, বহু। সং; পু। ২। পদ্মাসন। কমলতুল্য যে আসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কমলিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। কমল+ইন্ সমূহার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কমলী—লক্ষ্মী, বরস্ত্রী। কমল দেখ। সং; স্ত্রী।

কমলে-কামিনী—ভগবতীর রূপবিশেষ। একদা ধনপতিনামক বণিক্ কোন নদীগর্ভে দেখিতে পাইলেন যে, একস্থানে পদ্মবন রহিয়াছে এবং ঐ বনে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরিভাগে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনী উপবিষ্টা থাকিয়া এক হস্ত দ্বারা একটী হস্তীকে মুখমধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক গ্রাস করিতেছেন এবং অপর হস্ত দ্বারা ঐ উদ্গীর্ণ হস্তীকে জলে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এতদ্দর্শনে বণিক্ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া রাজসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা অত্যাশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলেন যে, বণিকের বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই অলীক। তখন তিনি ধনপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে মহামায়া মহাব্যস্ত হইলেন যে, "আমার দর্শনকারীর এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল।" কিয়ৎকাল বণিক্ গৃহে প্রত্যাগত না হওয়াতে তাঁহার লহনা ও খুল্লনা নাম্নী পত্নীদ্বয় অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। অতঃপর খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত পিতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে নানারূপ বিপদে পড়িলেন, এবং অবশেষে পূর্ব্বোক্ত বনে কমলে কামিনী দর্শন করিলেন। শ্রীমন্ত রাজসকাশে উক্ত বিবরণ বর্ণন করিলে রাজা দর্শনাভিলাষী হইলেন, কিন্তু শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে কামিনী প্রদর্শন করিতে না পারাতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। শ্মশানে রাজকিঙ্করগণ দণ্ডদানে উদ্যত হইলে সেই সময়ে মহামায়া দর্শন দিলেন এবং তাঁহাদিগকে নানারূপ বিভীষিকা দেখাইয়া শ্রীমন্তের প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে মহামায়ার অনুগ্রহে রাজা তাঁহার কমলে কামিনী রূপ দর্শন করিলেন এবং ধনপতিকে মুক্তি দিয়া পুত্রসমভিব্যাহারে দেশে প্রেরণ করিলেন।

কমলোত্তর—কুসুম ফুল। কমল হইতে উত্তর (শ্রেষ্ঠ), ৫তৎ। সং; স্ত্রী।

কমা—১। ক্ষেমা। কম+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। প্রথম যতি চিহ্ন (,) যতি চিহ্ন দেখ]। ইংরেজী শব্দ; সং। ৩। কম হওয়া, হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

কমি—কমতি, ন্যূনতা, অল্পতা। দেশজ। সং।

কমিটি—পঞ্চক; কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি। সং। ইং শব্দ। [বিণ; পু। স্ত্রী কমিত্রী।

কমিতা (কমিতৃ)—কামুক। কম+তৃন্ ক।

কমিশন—বিক্রয়ে ছাড়ি বা বাদ; নিযুক্ত ব্যক্তি। সং। ইং শব্দ। [ইং শব্দ।

কমিশনর—রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। সং।

কমুণ্ডল—সন্ন্যাসীর জলপাত্র। গ্রাম্য। (কমণ্ডলু শব্দজ)।

কমুন কেমন। প্রা, ক।

কম্প—কাঁপনি। কম্প্+অল্ ভা। সং; পু।

কম্পন—১। কাঁপনি। কম্প্+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। কম্পযুক্ত, কম্পান্বিত। কম্প্+অন্ ক। ৩। কম্পকারক। ণিজন্ত কম্প্ (=কম্পি)+অন ক। বিণ; ত্রি। ৪। শিশির ঋতু, শীতকাল। সং; পু।

কম্পমান—কাঁপিতেছে এরূপ, কম্পান্বিত। কম্প্ (কাঁপা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

কম্পান্বিত—কম্পযুক্ত, কম্পিত, যাহা কাঁপিতেছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কম্পান্বিতা।

কম্পাস—দিঙ্‌নিরূপণ যন্ত্র; বৃত্তাদি আঁকিবার কাঁটা যন্ত্র। সং। ইং শব্দ।

কম্পিত—১। কম্পান্বিত; ভীত। কম্প্ (কাঁপা)+ক্ত ক। ২। চালিত। ণিজন্ত কম্প্ (কম্পি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

কম্পিতাঙ্গ—১। যাহার অঙ্গসকল কাঁপিতেছে। কম্পিত অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কম্পিতাঙ্গী। ২। অঙ্গকম্পন; কম্পিত যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কম্পোজ—লেখা ছাপার আগে অক্ষর বিন্যাস। সং। ইং শব্দ।

কম্পোজিটর—অক্ষর যোজক। সং। ইং শব্দ।

কম্প্র—কম্পিত; ভীত। কম্প্ (কাঁপা)+র ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কম্প্রা।

কম্ফর্ট, কম্ফর্টার—গলবেষ্টনী। ইং (Comforter)। সং।

কম্বর—১। চিত্র বিচিত্র বর্ণ। সং; পু। ২। চিত্র বিচিত্রবর্ণযুক্ত, কর্ব্বুর। বিণ; ত্রি।

কম্বল—১। মেষাদির লোমের আসন। কম (ইচ্ছা করা)+কল র্ম্ম নিপাতনে। ২। নাগরাজবিশেষ; সাস্না, গলকম্বল; উত্তরাসঙ্গ; কৃমি। সং; পু।

কম্বলী (কম্বলিন্)—১। কম্বলযুক্ত, কম্বলধারী; সাস্নাবিশিষ্ট। কম্বল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কম্বলিনী। ২। গলকম্বলবিশিষ্ট বৃষ। সং; পু।

কম্বু—১। শঙ্খ, শাঁখ। কম্ব্+উ ক। সং; পু বা ক্লী। ২। শম্বুক, শামুক; গজ। ৩। বলয়; অঙ্গুরীয়। কম+বুক্ র্ম্ম। সং; পু।

কম্বুকণ্ঠ—১। শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত কণ্ঠ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। শঙ্খবৎ রেখাত্রয়যুক্ত-কণ্ঠবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

কম্বুকণ্ঠী—শঙ্খবৎ রেখাত্রয়যুক্ত-কণ্ঠবিশিষ্টা (স্ত্রী)। কম্বুর ন্যায় কণ্ঠ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

কম্বুগ্রীব—শঙ্খবৎ-রেখাত্রয়-যুক্ত-গ্রীবাবিশিষ্ট। কম্বুর ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কম্বুগ্রীবা—১। শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত গ্রীবা। কর্ম্মধা। সং। স্ত্রী। ২। শঙ্খবৎ রেখাত্রয়যুক্ত গ্রীবাবিশিষ্টা (স্ত্রী)। কম্বুর ন্যায় গ্রীবা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

কম্বোজ—শঙ্খ; হস্তিবিশেষ; দেশবিশেষ। কম্ব্ (গমন করা)+ওজ ক। সং; পু।

কম্ভারী—গাম্ভারী বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

কম্র—১। কামুক। কম (কামনা করা)+র ক। ২। কমনীয়, মনোহর। কম+র র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কম্রা।

কয়—১। কতকগুলি (সংখ্যাবাচক)। দেশজ। বিণ। ২। কহে, বলে। ক্রি। ক, প্র।

কয়রা—১। কতকটা পাঁশুটে রঙ্গ; বর্ণ, রঙ্। সং। ২। কতকটা পাঁশুটে। প্রাদে। বিণ।

কয়রা-কাণা—বর্ণবিষয়ে অন্ধ। প্রাদে। বিণ।

কয়ল—করিল। ক্রি। প্রা, ক।

কয়লহুঁ, -হুঁ—করিলাম। ক্রি। প্রা, ক।

কয়লা—১। অঙ্গার, আঙরা; কাঠাঙ্গার। দেশজ। সং। ২। কহিল; করিল। ক্রি। প্রা, ক।

কয়লু—করিলাম। ক্রি। প্রা, ক।

কয়া—১। পতঙ্গবিশেষ, একপ্রকার ফড়িং। প্রাদে। সং। ২। কহা, বলা; করা। ক্রি। প্রা, ক।

কয়াধু—প্রহ্লাদের মাতা। ইনি জম্ভাসুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক পরিণীতা হন। সং; স্ত্রী।

কয়াল—মালপত্র মাপিয়া বা ওজন করিয়া দেওয়া যাহার বৃত্তি, মাপনদার। দেশজ। সং।

কয়ালি, -লী—কয়ালের প্রাপ্য। দেশজ। সং।

কয়েক—কতিপয়। দেশজ। বিণ।

কয়েত বেল—প্রায় বেলের মত একপ্রকার অম্ল ফল, কপিত্থ। দেশজ। সং।

কয়েদ—অবরোধ, আটক; আবদ্ধ। বৈদেশিক। সং বা বিণ। [সং।

কয়েদী—বন্দী; কারাবদ্ধ ব্যক্তি। বৈদেশিক।

কর—১। কিরণ; বর্ষোপল, করকা, শিলা; রাজ্যের শান্তিসংস্থাপন এবং সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে অর্থ গ্রহণ করেন, রাজস্ব; শুল্ক, টেক্স। কৃ+অল্ র্ম্ম। ২। হস্ত; শুণ্ড, শুঁড়। [illegible]+অল্ ণ। ৩। কর্ত্তা। কৃ+ট ক। বিণ, ত্রি। স্ত্রী করী। [প্রা, ক।

করই—করিতেছে; করে; করিতে। ক্রি।

করক—১। দাড়িম্ব বৃক্ষ; করঞ্জ বৃক্ষ; পলাশ বৃক্ষ; কোবিদার বৃক্ষ; বকুল বৃক্ষ; পক্ষিবিশেষ; করী। কর শব্দ+কন্। সং; পু। ২। দাড়িম্ব ফল। করক+ক্ষ। সং; ক্লী। ৩। নারিকেলের মালা; কমণ্ডলু। সং; পু বা ক্লী।

করকচ—সামুদ্রিক লবণ। কড়ক শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন।

করকচা, করকচিয়া, করকচে—অপক্ব, কাঁচা; অপুষ্ট; শক্ত। প্রাদেশিক। বিণ।

করকচি—নেয়াপাতি নারিকেলের অপুষ্ট নরম শাঁস। প্রাদেশিক। সং।

করকচিয়া, করকচে—করকচা দেখ।

করকটিয়া, করকটে—খর্ব্বাকার, যাহা আর বাড়িবে না এরূপ; কুঁজা; শক্ত। প্রাদে। বিণ।

করকণা—বঙ্ক্ষণ; কটিদেশ; আসন্ন প্রসবা গবীর প্রসবদ্বারের অবস্থাবিশেষ। প্রাদে। সং।

করকণ্টক—হাতের নখ। ৬তৎ। সং; পু।

করকমল—পদ্মতুল্য হস্ত। কর কমলপ্রায়, উপমিত। সং; ক্লী।

করকম্পন—হাতের কাঁপনি; পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া ঝাঁকন (Hand-shake)। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

করকলিত—হস্ত দ্বারা গৃহীত; হস্তধৃত। ৩তৎ।

করকবলিত—হস্তগত, অধিকৃত, আয়ত্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কবলিতা।

করকা—বর্ষোপল, শিলা। করক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

করকাক্ষ—ধবলনেত্র, শুভ্রলোচন। করকাতুল্য অক্ষি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করকাক্ষী। [সং; পু।

করকাপাত—হিমশিলাবর্ষণ, শিলপড়া। ৬তৎ।

করকাম্ভাঃ (—ম্ভস্)—নারিকেল বৃক্ষ। করকে (নারিকেলের মালায়) অম্ভঃ (জল) যাহার, বহু। সং; পু। [সং; পু বা ক্লী।

করকুড্মল—অঙ্গুলি, হাতের আঙ্গুল। ৬তৎ।

করকোষ—করকলস, হস্তপাত্র, অঞ্জলি। কর নির্ম্মিত যে কোষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

করকোষ্ঠী—করদর্শনে জ্ঞাত কোষ্ঠী। কেহ কেহ কোষ্ঠী না দেখিয়া করস্থিত রেখামাত্র অবলম্বনে কোষ্ঠী করিতে পারেন, তাঁহাদিগের ঐরূপ কোষ্ঠীকে করকোষ্ঠী বলে। সং; স্ত্রী।

করগবীজ—দাড়িম্ববীজ, ডালিমের দানা। ৬তৎ। সং। প্রাচীন বাঙ্গালা পদ্যে ব্যবহৃত; এস্থলে করগ কথাটী 'করক' শব্দের অপভ্রংশ।

করগ্রহ—১। করগ্রহণ, হস্তধারণ; পাণিগ্রহণ, বিবাহ; করাদান। ৬তৎ। সং; পু। ২। করগ্রাহক, রাজস্ব সংগ্রহকর্ত্তা, খাজানা আদায়কারী। উপ; কর—গ্রহ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করগ্রহা।

করগ্রাহ—পাণিগ্রহণকর্ত্তা, পতি; করাদান কারী। কর—গ্রহ+ষণ্ ক। সং; পু।

করগ্রাহক—রাজস্বগ্রহণকর্ত্তা, যে খাজানা লয়; রাজস্বসংগ্রহকারী, যে খাজানা আদায় করে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গ্রাহিকা।

করগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—রাজস্বগ্রহণকারী, খাজানা আদায়কারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করগ্রাহিণী।

করঘর্ষণ—১। হস্তমর্দ্দন, হাত ঘষা বা রগড়ান। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। মন্থন দণ্ড। কর দ্বারা ঘর্ষণ হয় যাহার, বহু। সং; পু।

করঙ্ক—কমণ্ডলু; খুঙ্গি, ডিপে, কৌটা; নারিকেলের মালা; মাথার খুলি; ইক্ষুবিশেষ; শরীরাস্থি। কৃ+অঙ্ক অধি। সং; পু।

করঙ্গ—জলাধার, জলপাত্র। করঙ্ক শব্দের অপব্যবহার। সং। [প্রা, ক।

করঙ্গুল—করাঙ্গুলি, হাতের আঙ্গুল। সং।

করচ্ছদ—সেওড়াগাছ। সং; পু।

করজ—১। হস্তজাত। কর (হস্ত)—জন +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করজা। ২। নখ। ৩। করঞ্জবৃক্ষ। ক শব্দ (সুখ)—ণিজন্ত রন্জ+অন্ ক। সং; পু। ৪। ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধদ্রব্য। সং; ক্লী। ৫। ধার, দেনা, ঋণ। কর্জ্জ শব্দের অপভ্রংশ।

করজোড়—যোড়হাত, যুক্তহস্ত; কৃতাঞ্জলি। দেশজ। বিণ বা সং।

করজোড়ি—হাত জোড়া গাছ। সং; পু।

করজোড়ে—হাত যোড় করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

করঞ্জ, করঞ্জক—করমচা গাছ। সং; পু।

করট—১। কাক; করিগণ্ড; কুসুম্ভ বৃক্ষ, কুসুম ফুলের গাছ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, আদ্যশ্রাদ্ধ। ক শব্দ—রট (রটনা করা)+অন্ ক। সং; পু। নিন্দাজীবী। নাস্তিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করটা।

করটক—কাক। করট+কন্ স্বার্থে। সং; পু।

করটা—১। নিন্দাজীবিনী, ইত্যাদি। করট দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুঃখদোহ্যা গবী, যে গাভীকে অতিকষ্টে দোহন করিতে হয়। সং; স্ত্রী।

করটিনী—হস্তিনী। করটী দেখ। সং; স্ত্রী।

করটী (করটিন্)—হস্তী। করট+ইন্ আছে অর্থে। সং; পু। স্ত্রী করটিনী।

করণ—১। কারণ; প্রধান কারণ; ইন্দ্রিয়; শরীর; স্থান; ক্ষেত্র; (ব্যাকরণে) কারকবিশেষ [কারক দেখ]; বাচ্যবিশেষ [বাচ্য দেখ]। কৃ+অনট্ ণ। ২। কার্য্য। কৃ+অনট্ ভা। ৩। করা; হস্তদ্বারা লেপন; নৃত্যগীতে করাঙ্গভিনয়। কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। শূদ্রাগর্ভজাত বৈশ্যপুত্র; কায়স্থ। কৃ+অন্ ক। সং; পু।

করণ কারণ—বিবাহাদি সম্বন্ধ। দেশজ। সং।

করণত্রাণ—মস্তক, মাথা। উপ; করণ—ত্রৈ +অনট্ ক। সং; ক্লী।

করণাধিপ—ইন্দ্রিয়াধিদেব, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। করণের অধিপ, ৬তৎ। সং; পু।

করণী—(গণিতে) যে রাশির বর্গমূলাদি সূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় করা যায় না (Surds)। করণ দেখ; করণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

করণীয়—কর্ত্তব্য, করিবার উপযুক্ত; যাহা করিতে হইবে বা করা উচিত। কৃ (করা) +অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করণীয়া।

করণ্ড—১। মধুচক্র; খড়্গ; পেটারি; খুঙ্গি, ঝাঁপি, সাজি, কৌটা, মাদুলি প্রভৃতি। কৃ +অণ্ডন্ র্ম। ২। হংসবিশেষ; শৈবালবিশেষ। কৃ+অণ্ডন্ ক। সং; পু।

করণ্ডিক—উদরে করণ্ডবৎ চর্ম্মময় থালীবিশিষ্ট (প্রাণী)। করণ্ড+ইকণ্। বিণ; ত্রি।

করণ্ডী (করণ্ডিন্)—মৎস্য। করণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। সং; পু।

করত—১। করে। ক্রি। প্রা, ক। ২। করিয়া। বাঙ্গালা অসাধুপ্রয়োগ।

করতঃ—করিয়া। বাং অসাধুপ্রয়োগ।

করতপ—কায়দা, কৌশল; অভ্যাস; সঙ্গীতে সুরের বিভিন্ন ভঙ্গী; কেরামত; গুণ, বিদ্যা, সুশিক্ষা। বৈদেশিক। সং।

করতল—হস্ততল, হাতের তেলো; হস্ত। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

করতাঁহি—করিতেছে। ক্রি। প্রা, ক।

করতা—১। ওজনের পাষাণ। দেশজ। সং। ২। কর্ত্তা পদের অপভ্রংশ।

করতার—কর্ত্তা, স্বামী, প্রভু, বিধাতা, ভগবান্, দেবতা। সং। প্রা, ক।

করতাল—কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কর্ত্তাল। কর দ্বারা তাল হয় যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

করতালী হাততালী; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, করতাল। সং; স্ত্রী।

করতোয়া—স্বনামখ্যাতা নদী, অধুনা জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলায় প্রবাহিত। তীর্থবিশেষে ইহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়; স্মার্ত্তগণ বলিয়াছেন, শ্রাবণ মাসে সকল নদীই রজস্বলা হওয়াতে বর্জ্জনীয়, কেবল করতোয়া অম্বুবাহিনী থাকে, সুতরাং বর্জ্জনীয় নহে। সং; স্ত্রী।

করথু—করুক, করে। ক্রি। প্রা, ক।

করদ—কর দেয় এরূপ, রাজস্ব প্রদানকারী; শুল্কপ্রদ। উপ; কর—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করদা।

করদাতা (—দাতৃ) করদ, রাজস্বপ্রদ, শুল্কপ্রদানকারী (rate-paying or rate-payer)। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—দাত্রী।

করদীকৃত—অধুনা করদরূপে পরিণত। করদ +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=করদী)—কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা।

করধৃত—হস্তধৃত, হস্তগত; যাহা হাত দিয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছে। ৭ বা ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করধৃতা।

করনু—করলাম। ক্রি। প্রা, ক।

করন্তি—করেন বা করে। ক্রি। প্রা, ক।

করন্ধম—ইক্ষ্বাকু বংশীয় খনীনেত্রের পুত্র।

ইঁহার প্রকৃত নাম সুবর্চ্চাঃ। ইনি নানা গুণালঙ্কৃত ও প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। দৈববশে ইঁহার কোষাগার অর্থশূন্য হইলে শত্রুগণ ইঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। সেই সময়ে ইনি তাহাদের নিকট আপনার করদ্বয় সংপুটিত করিয়া তন্মধ্যে মুখমারুত ত্যাগ করাতে তাহারা পলায়নপর হয়। তদবধি ইনি করন্ধম নামে খ্যাত হন। সং।

করন্যাস—তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক করচিহ্নে অঙ্গুষ্ঠাদির স্থাপন। করে ন্যাস, ৭তৎ। সং; পু। [সং; পু।

করপক্ষ—বাদুড় প্রভৃতি। করই পক্ষ যাহার, বহ।

করপত্র—ক্রকচ, করাত; জলকেলি। করই পত্র যাহার, বহ। সং; ক্লী।

করপত্রবান্ (-বৎ)—তাল বৃক্ষ। করপত্র+বতু যুক্তার্থে। সং; পু।

করপত্রিকা—করপত্র, জলকেলি। করপত্র+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

করপদ্ম—পদ্মতুল্য হস্ত, পদ্মহস্ত। কর পদ্ম-প্রায়, উপমিত। সং; ক্লী।

করপল্লব—১। পল্লবতুল্য কর, কিশলয়সদৃশ কোমল ও লোহিত আভাযুক্ত সুন্দর হস্ত। কর রূপ পল্লব; রূপক কর্ম্মধা; বা কর (হস্ত) পল্লবতুল্য, উপমিত। ২। করশাখা, অঙ্গুলি। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

করপাত্র—করকোষ, অঞ্জলি; করপত্র, জলকেলি। কর নির্ম্মিত যে পাত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [+অল্ ণ। সং; পু।

করপাল—খড়্গ; হস্তযষ্টি; সোঁটা। কর-পালি

করপালিকা, করবালিকা—ক্ষুদ্র খড়্গ, ছোরা; ক্ষুদ্র গদা, হ্রস্বদন্ত, সোঁটা। করপাল বা করবাল+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

করপালী—করপালিকা (সকল অর্থে)। করপাল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

করপীড়ন—পাণিপীড়ন, পাণিগ্রহণ, বিবাহকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

করপুট—যোড়হাত। ৬তৎ। সং; পু।

করপুটে—হাতযোড় করিয়া। বহ। ক্রি-বিণ।

করপৃষ্ঠ—হস্তের পশ্চাদ্ভাগ বা উপরিভাগ, হাতের পিঠ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

করপ্রদ—করদ, করদাতা। উপ; কর—প্র-দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -প্রদা।

করব—করিব, করিবে। ক্রি। প্রা, ক।

করবাল—করপাল, খড়্গ, তরবারি; নখ। উপ; কর-নির্জ্জিত বল (=বালি)+অল্ ণ। সং; পু।

করবালা—যে স্থানে আলীর পুত্র হসেন হত ও সমাহিত হইয়াছিলেন; যে স্থানে তাজিয়া পোতা হয়। বৈদেশিক। সং।

করবালিকা—করপালিকা দেখ।

করবি—করিবি। ক্রি। প্রা, ক।

করবে—১। করিবে; করিব। ক্রি। ২। কটিদেশ। সং। প্রা, ক।

করভ—১। মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত কর-বহির্ভাগ। কর—ভা—ড ক। ২। হস্তিশাবক; উষ্ট্র; উষ্ট্রশাবক; অশ্বতর। কৃ+অভচ্ ম্ম। সং; পু। [পু।

করভী (করভিন্)—হস্তী। করভ+ইন্। সং;

করভীর—করভপালক; করভসম্বন্ধীয়। করভ+ঈর। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করভীরা। [পু।

করভীর—সিংহ। উপ; করভী—রা+ড ক। সং;

করভূ—নখ। কর (হস্ত)—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ণ। সং; পু। [সং; ক্লী।

করভূষণ—হস্তাভরণ, কঙ্কণ, বালা, চুড়। ৬তৎ।

করম—১। কার্য্য, ক্রিয়া, কাজ। কর্ম্ম পদের অপভ্রংশ। ২। ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল। হিন্দীমূলক। সং। প্রা, ক।

করমর্দ্দ—১। হস্তদ্বারা মর্দ্দন। কর—মৃদ (মর্দ্দন করা)+অল্ ভা। ২। করঞ্জবৃক্ষ। কর-মৃদ+অল্ ণ। সং; পু।

করমর্দ্দন—উভয়ের বন্ধুত্বসূচক পরস্পরের হাত ধরিয়া নাড়া (Handshaking)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

করমাল—ধূম, ধোঁয়া। সং; পু।

করমালা—১। রশ্মিমালা, কিরণসমূহ। করের মালা, ৬তৎ। ২। জপসংখ্যা নিরূপক করাঙ্গুলি-পর্ব্ব, শাক্তের পক্ষে অনামিকার মধ্যম পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র, পরে অনামিকার অগ্র, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল, তৎপরে তর্জ্জনীর মূল, এই দশ পর্ব্বে জপ বিধি। কররূপ মালা, রূপক। সং; স্ত্রী।

করমালী (-মালিন্)—সূর্য্য; অগ্নি। করমালা+ইন আছে অর্থে। সং; পু।

করমুক্ত—হস্তচ্যুত। কর হইতে মুক্ত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

করমুষ্টি—১। করসংক্রান্ত মুষ্টি অর্থাৎ কুঞ্চিত ভাব। করই যে মুষ্টি, কর্ম্মধা। ২। কর দ্বারা মুষ্টি (চুরী), ৩তৎ। সং; পু বা স্ত্রী।

করম্ভ—দধিমিশ্রিত শক্তু (ছাতু)। ক শব্দ-রম্ভ+ঘঞ্ ম্ম। সং; পু। [ক্লী।

করম্ভক—করম্ভ। করম্ভ+কণ্ স্বার্থে। সং;

করম্ভি—যদুবংশীয় জনৈক নৃপতি, ইঁহার পিতার নাম শকুনি ও পুত্রের নাম দেবরাজ। সং।

করযষ্টি—করধৃত যষ্টি, হাতের ছড়ি বা লাঠি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

করযষ্টিভরে—হাতের লাঠির উপর ভর করিয়া। বহ। ক্রি-বিণ।

করয়ে—করে। ক্রি। ক, প্র।

কররুহ—অঙ্গুলি; নখ। উপ; কর (হস্ত)—রুহ (জন্মা)+ক ক। সং; পু।

করল—করিল। ক্রি। প্রা; ক।

করলা—বড় উচ্ছে। দেশজ। সং।

করবাল—পূর্ব্বে দেখ।

করবালিকা—করপালিকা দেখ।

করবী—১। হিঙ্গুপত্র, হিঙ্গের পাতা। সং; স্ত্রী। ২। স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ। দেশজ। করবীর শব্দের অপভ্রংশ।

করবীর—১। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, করবী ফুলের গাছ; দৈত্যবিশেষ; খড়্গ; শ্মশান। কর দ্বারা (মূল দ্বারা) বীর, ৩তৎ। সং; পু। ২। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্প, করবীফুল। করবীর+ক্ষ ভবার্থে। সং; ক্লী।

করবীরক—খড়্গ, অসি; বিষবিশেষ, করবীর-মূল; অর্জ্জুন বৃক্ষ। করবীর+কণ্। সং।

করবীরী—অদিতি; শ্রেষ্ঠগবী; একপুত্রা স্ত্রী। করবীর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

করশাখা—করাঙ্গুলি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [পু।

করশীকর—হস্তিশুণ্ডের জলকণা। ৫তৎ। সং;

করশুদ্ধি—মন্ত্রবিশেষ দ্বারা হস্তশোধন। অগ্রে শুঙ্খাদি ন্যাস করিয়া পরে "ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা করের শোধন করিতে হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

করশূক—নখ। ৬তৎ। সং; পু।

করসি—করিতেছ। সংস্কৃত "করোষি" ক্রিয়ার অপব্যবহার। প্রা, ক।

করসূত্র—হস্তের সূত্র; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্য উপলক্ষে হাতে যে সূতা বাঁধা হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

করহ—কর। ক্রি। ক, প্র।

করহাট—পদ্মমূল; মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। কর (হস্ত)—হট (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ণ। সং; পু।

করহাটক—১। মদনবৃক্ষ। করহাট+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। হস্তীয় স্বর্ণ। সং; ক্লী।

করা—করণ, অনুষ্ঠান, সম্পাদন; অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বুঝায়। বা° ক্রি। সংস্কৃত কৃ ধাতুজ।

করাঘাত—হস্তদ্বারা প্রহার বা তাড়না, চপেটাঘাত, চড় মারা। কর দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; ক্লী।

করাঙ্গন—খাজানা আদায়ের স্থান। করের অঙ্গন,

করাচি—সিন্ধু প্রদেশের জেলা ও সহর। করাচি "কলাচি" নামের অপভ্রংশ বলিয়া কথিত। খেলাতের খাঁ কালহোরা রাজগণের নিকট করাচি সহরটি পাইয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তালপুরের মীর সহরটি কাড়িয়া লয়, এবং মানোরা নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করে। সেই সময় হইতে করাচির বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। করাচি সহরটি ১৮৪২ অব্দে ইংরাজের অধিকারে আসে। সহরটি সমুদ্রকূলে সিন্ধুনদের মুখে অবস্থিত। এখানে একটি

প্রকাণ্ড বন্দর আছে। উত্তরভারত ও মধ্য এসিয়ার সহিত ইউরোপের বাণিজ্য এই স্থান দিয়াই চলিয়া থাকে।

করাত—করপত্র, ক্রকচ। দেশজ। সং।

করাতি, করাতী—১। করপত্র চালক। দেশজ। সং। ২। নাশক। বিণ। প্রা, ক।

করাধীন—যে হাতের মধ্যে আছে; হস্তগত প্রায়। করের বা করে অধীন, ৬তৎ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করাধীনা।

করামত—কেরামত, কৌশল, ফন্দী; বাহাদুরী, অসাধারণ ক্ষমতা। বৈদেশিক। সং।

করামতি—অদ্ভুত শক্তি বা কৌশল প্রকাশ। বৈদেশিক। সং।

করায়ত্ত—করাধীন; হস্তগতপ্রায়। করের আয়ত্ত, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করায়ত্তা।

করায়িকা—বলাকা, ক্ষুদ্রবক। সং; স্ত্রী।

করার—অঙ্গীকার, সর্ত্ত, চুক্তি। বৈদেশিক। সং। [শিক। সং।

করার-দাদ—স্বীকার-পত্র, চুক্তিনামা। বৈদে-

করারী—অঙ্গীকৃত; স্থিরীকৃত; চুক্তিমত। বৈদেশিক। বিণ।

করারোট—অঙ্গুরীয়ক। উপ; কর (হস্ত)–আ –রুট (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ণ। সং; পু।

করাল—১। বৃহৎ। উচ্চ; দন্তুর; ভয়ঙ্কর; ব্যাপ্ত। কর শব্দ–অল+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করালা। ২। তৈলবিশেষ, গর্জ্জন তৈল। সং; পু। ৩। কাল তুলসী। সং; স্ত্রী। [পু।

করালভৈরব—তন্ত্রবিশেষ। ভৈরববিশেষ। সং;

করালবদন—১। ভীষণ আনন, ভয়ঙ্কর মুখ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ভীষণ আনন-বিশিষ্ট, ভীমমুখ, যাহার মুখ দেখিলেই ভয় হয়। করাল বদন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

করালবদনা, করালবদনী—ভীমমুখী, যে রমণীর মুখ অতি ভীষণ। করাল বদন যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

করালা—১। বৃহতী, ইত্যাদি। করাল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অনন্তমূল। সং; স্ত্রী।

করালিক—বৃক্ষ। করের (শাখার) আলি (শ্রেণী) আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

করালী—চণ্ডিকা, বালা; অগ্নিজিহ্বা। করাল +ঈপ্। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।

করাস্ফোট—তাল ঠুকা। করের আস্ফোট,

করি-অরি—গজবৈরী, সিংহ। করীর অরি, ৬তৎ। সং। ক; প্র। সন্ধি করিলে 'কর্য্যরি' হইত। [পু।

করিকর—হস্তিশুণ্ড। করীর কর, ৬তৎ। সং;

করিকরভ—হস্তিশাবক। করীর করভ, ৬তৎ। সং; পু।

করিকা—নখাঘাত, নখের আঁচড়। কর+ইক +আপ্। সং; স্ত্রী।

করিকুম্ভ—হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ। করীর কুম্ভ, ৬তৎ। সং; পু।

করিগর্জ্জিত—বৃংহিত ধ্বনি, হস্তীর গর্জ্জন। করীর গর্জ্জিত, ৬তৎ। সং; ক্লী।

করিঞা—করিয়া। ক্রি। প্রা, ক।

করিজ—১। গজজাত, হস্তী হইতে উৎপন্ন। উপ; করিন্–জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করিজা। ২। হস্তিশাবক। সং; পু।

করিণী—হস্তিনী। করী দেখ। সং; স্ত্রী।

করিতকর্ম্মা—যে নিজে অনেক কর্ম্ম কাজ করিয়াছে, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ। দেশজ। বিণ।

করিতুঁ—করিতাম। ক্রি। প্রা; ক। [পু।

করিদারক—সিংহ। করীর দারক, ৬তৎ। সং;

করিন্—করী দেখ।

করিপথ—হস্তীর গমন পথ; দেবপথ। করীর পথ, ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।

করিপোত—হস্তিশাবক। করীর পোত, ৬তৎ।

করিবন্ধ—আলান, হস্তিবন্ধনস্তম্ভ। করীর (হস্তীর) বন্ধ (অর্থাৎ বন্ধন) হয় যাহাতে, বহু। সং; পু। [বৈদেশিক। সং।

করিম—১। দয়াময়। বিণ। ২। ভগবান্, ঈশ্বর।

করিমুখ—১। গণেশ। করীর মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। সং; পু। ২। হস্তীর মুখ। করীর মুখ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

করিয়—করিও। ক্রি। প্রা, ক।

করির, করীর—১। বংশাঙ্কুর, বাঁশের কোঁড়া। কৃ+ইরন্, ঈরন্ র্ম। সং; পু বা ক্লী। ২। ঘট; বৃক্ষবিশেষ। সং; পু।

করিবর—হস্তিশ্রেষ্ঠ। করীদিগের মধ্যে বর, ৭তৎ। সং; পু।

করিশাবক, করিশিশু—হস্তিশিশু। করীর শাবক বা শিশু, ৬তৎ। সং; পু।

করিষ্ণু—যে করিতেছে বা করে, করণশীল। কৃ+ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি।

করিষ্যমাণ—যে করিবে; যাহা করা হইবে। কৃ +স্যমান ক, র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –মাণা।

করিহ—করিও। ক্রি। ক, প্র।

করী (করিন্)—হস্তী। কর (শুণ্ড)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। স্ত্রী করিণী।

করীন্দ্র—গজশ্রেষ্ঠ; ঐরাবত হস্তী। করী-দিগের ইন্দ্র, ৬তৎ। সং; পু।

করীব—সমীপ, নিকট। বৈদেশিক।

করীম—করিম (তাহা দেখ)।

করীর—করির দেখ।

করীরা, করীরী—হস্তিদন্তের মূল; চীরিকা, ঝিঁঝি পোকা। করীর+আপ্, ঈপ্। স্ত্রী।

করীষ—শুষ্ক গোময়, ঘুঁটা, ঘুঁটে। কৃ (বিকীর্ণ করা)+ঈষন্ র্ম। সং; পু বা ক্লী।

করীষাগ্নি—ঘুঁটের আগুন। করীষের অগ্নি ইতি ৬তৎ, কিংবা করীষ রচিত অগ্নি ইতি মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

করু—করে; করুক; করিও। ক্রি। প্রা, ক।

করুই—শস্যাগার, গোলা; ভাণ্ডার। প্রাদে-শিক। সং।

করুকা—করুন। ক্রি। প্রা, ক।

করুণ—১। দীন; দুঃখিত; শোকার্ত্ত; শোক-জনক; শোকসম্বন্ধীয়; দয়ালু। কৄ (বিকীর্ণ করা)+উনন্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী করুণা। ২। রসবিশেষ [কাব্যরস দেখ]। কৄ+ উনন্ ণ। ৩। বৃক্ষবিশেষ, করুণা লেবুর গাছ। কৄ+উনন্ ক। সং; পু।

করুণা—১। দীনা, ইত্যাদি। করুণ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দয়া, কৃপা; পুলস্ত্য মুনির কনিষ্ঠা কন্যা, ইঁহার জ্যেষ্ঠার নাম মিত্রা। সং; স্ত্রী।

করুণাকর—দয়ার খনিস্বরূপ, কৃপানিধান, দয়াময়। করুণার আকরস্বরূপ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

করুণানিকর—কৃপানিধান, দয়াময়। ৬তৎ।

করুণানিদান—কৃপানিধি, করুণানিধান, দয়াময়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

করুণা নিধান, –নিধি—করুণাকর, কৃপাসাগর, দয়াময়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

করুণাপর—কৃপাবশ, দয়ালু, সদয়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –পরা।

করুণাময়—করুণাপূর্ণ, কৃপানিধি, দয়াময়। করুণা+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ময়ী।

করুয়া, করোয়া—কমণ্ডলু। সং।

করেট—নখ। সং; পু।

করেটু—পক্ষিবিশেষ, করকটিয়া পাখী। সং; পু।

করেণু—১। হস্তী; কর্ণিকার বৃক্ষ। কৃ+এণু ক। সং; পু। ২। হস্তিনী। সং; স্ত্রী।

করেণুকা—হস্তিনী। করেণু+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী। [জন্ম হয়। সং; স্ত্রী।

করেণুমতি—নকুলপত্নী, ইঁহার গর্ভে নিরমিত্রের

করেণুসুত—হস্তিশাবক; মুনিবিশেষ। করেণুর সুত, ৬তৎ। সং; পু।

করেণূ—হস্তী; হস্তিনী। সং; পু বা স্ত্রী।

করেন্দুক—ভূতৃণ। করে (দীপ্তিতে) ইন্দুপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

করেলা—করলা, বড় উচ্ছে। হিন্দী। সং।

করেবর—শিলারস। সং; পু।

করোচ—টেঁক বা ট্যাঁক। দেশজ। সং।

করোট—মস্তকের অস্থি, করোটি, মাথার খুলি। ক (মস্তক)–রুট+অন্ ক। সং; ক্লী।

করোটি, করোটী—করোট, কপাল, খর্পর, মাথার খুলি। ক। (মস্তক)–রুট (রক্ষা করা)+ই ক। সং; স্ত্রী।

করোয়া—কমণ্ডলু। সং।

কর্ক—১। বহ্নি, অগ্নি; শ্বেতাশ্ব; তিল; দর্পণ; ঘট; কণ্টক; কাঁকুড়গাছ। কৃ (করা)+ ক ক। সং; পু। ২। শ্বেতবর্ণ; শ্রেষ্ঠ;

উত্তম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্কা। ৩। বোতলের ছিপি। ইং (Cork)। সং।
কর্কচির্ভটি—সাদা ফুটী। কর্মধা। সং; পু।
কর্কট—কুলীরক, কাঁকড়া; চতুর্থ রাশি; কাঁকুড় গাছ; তুম্বী, লাউ, কদ্ব; করকটিয়া পাখী; পদ্মমূল। কর্ক+অটন্ ক। সং; পু। স্ত্রী কর্কটী। [কণ্ স্বার্থে। সং; পু।
কর্কটক—কর্কট, কুলীরক, কাঁকড়া। কর্কট+
কর্কটক্রান্তি—বিষুব রেখার ২৩।০ অক্ষাংশ উত্তরে কল্পিত রেখা (Tropic of cancer). ইহাকে উত্তরায়ণান্ত বৃত্তও বলে। সং; স্ত্রী।
কর্কটশৃঙ্গিকা,—শৃঙ্গী—কাঁকড়াশিঙ্গীগাছ। সং; স্ত্রী। [(যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।
কর্কটাখ্যা—কর্কটশৃঙ্গী। কর্কট আখ্যা যাহার
কর্কটাহ্ব—বিল্ববৃক্ষ। কর্কট আহ্বা যাহার, বহু সং; পু। [(যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।
কর্কটাহ্বা—কর্কটশৃঙ্গী। কর্কট আহ্বা যাহার
কর্কটি, কর্কটিকা—কাঁকুড়; কলসী; সর্পবিশেষ। সং; স্ত্রী।
কর্কটিনী—দারুহরিদ্রা। সং; স্ত্রী।
কর্কটিয়া, কর্কটে—করকটিয়া দেখ।
কর্কটী—কর্কট, কাঁকুড়; কর্কটশৃঙ্গী; সর্পী; শিমুল ফল; কুম্ভ, কলস। কর্কট+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
কর্কটু—করেটু পক্ষী। সং; পু।
কর্কটে—কর্কটিয়া দেখ।
কর্কন্ধু, কর্কন্ধূ—বদরীবৃক্ষ, কুলগাছ। কর্ক—ধা+ড়, ড় ক। সং; পু বা স্ত্রী।
কর্কর—১। দর্পণ। সং; পু। ২। কঙ্কর, কাঁকর। সং; স্ত্রী। ৩। কর্কশ; কঠিন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্করা।
কর্করী, কর্করীকা—নলযুক্ত জলপাত্র, গাড়ু, বদনা; ঝুঁজা। সং; স্ত্রী।
কর্করেট—অর্দ্ধচন্দ্র, গলে হস্তপ্রদান, গলাটিপি। কর্কর-ইট+অল্ তা। সং; স্ত্রী।
কর্করেটু—করেটু পক্ষী। সং; পু।
কর্কশ—১। কঠিন; রূঢ়; পরুষ; খরস্পর্শবিশিষ্ট, খশখশে; অমসৃণ; সাহসী; নির্দ্দয়; ক্রূর; কৃপণ। কর্ক শব+শ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্কশা। ২। ইক্ষু; খড়্গ; খরস্পর্শ। সং; পু।
কর্কশচ্ছদ—পটোল; শেওড়া গাছ। কর্কশ হইয়াছে ছদ (আচ্ছাদন) যাহার, বহু। সং; পু। [বহু। সং; স্ত্রী।
কর্কশচ্ছদা—কোশাতকী, ঝিঙ্গা; দগ্ধাবৃক্ষ।
কর্কশতা,—ত্ব—কার্কশ্য, কাঠিন্য; রূঢ়ত্ব, পরুষতা; খরস্পর্শতা; অমসৃণত্ব; নির্দ্দয়তা, ক্রূরতা; কার্পণ্য। কর্কশ+তা,ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। [বহু। সং; পু।
কর্কশদল—পটোল। কর্কশ দল (পত্র) যাহার,
কর্কশদলা—দগ্ধাবৃক্ষ। বহু। সং; স্ত্রী।

কর্কশা—১। কঠিনা, ইত্যাদি। কর্কশ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। শঙ্কিত-ব্যভিচারিণী স্ত্রী; বৃশ্চিকালী বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।
কর্কসার—দধিমিশ্রিত শক্তু। কর্ক সার যাহাতে, বহু। সং; ক্লী। [+উ ক। সং; পু।
কর্কারু—কুষ্মাণ্ড, পাকা চালকুমড়া। কর্ক—ঋ
কর্কি—কর্কট রাশি। সং; পু।
কর্কেতন—রত্নবিশেষ; ইহা আতাম্র পীত এবং অগ্নিবৎ উজ্জ্বল। ইহা স্বর্ণময় পত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া হস্তে কিংবা গলায় ধারণ করিলে সর্ব্ববিধ রোগ নষ্ট হয়। বল ও মনের স্থৈর্য্য প্রভৃতি গুণ বর্দ্ধিত হয়। সং; পু বা স্ত্রী।
কর্কোট—নাগবিশেষ [কর্কোটক দেখ]। কর্ক (হাস্য করা)+ওট ক। সং; পু।
কর্কোটক—১। বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ; ইক্ষু; কাঁকরোল। কর্কোট+কণ্। সং; পু। ২। নাগবিশেষ, কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে ইহার জন্ম। ইহার নামানুকীর্ত্তনে কলিভয় নাশ হয়। দেবর্ষি নারদের শাপে এই নাগ এক স্থানে অবস্থিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। দৈবক্রমে মহারাজ নল কলিপীড়িত হইয়া বনগমন করিলে এই নাগের কাতরোক্তি শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া ইহাকে মুক্ত করেন। পরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে কর্কোটক নলকে দংশন করিলে নলের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার শরীরস্থ কলি, বিষে জর্জ্জরিত হয়। অতঃপর কর্কোটক নলকে ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে পরামর্শ প্রদান করে।
কর্কোটিকা, কর্কোটী—কাঁকরোল। সং; স্ত্রী।
কর্চ্চূর—হরিতাল। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।
কর্চ্চূরিকা, কর্চ্চূরী—পিষ্টকবিশেষ, কচুরী।
কর্চ্চূর—১। স্বর্ণ। কর্চ্চ (ব্যয় করা)+উর স্ব। সং; ক্লী। ২। বৃক্ষবিশেষ। সং; পু।
কর্চ্চূরক—কর্চ্চূরক, শঠী হলুদ। কর্চ্চূর+কণ্ অল্পার্থে। সং; পু। [বৈদেশিক। সং।
কর্জ্জ, কর্জা—ধার, দেনা, ঋণ, হাওলাত।
কর্জ্জন, লর্ড—(George Nathanial Baron Curzon of Kedleston First)—জন্ম ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ ১১ই জানুয়ারি। বিদ্যাধ্যয়ন কালে ইঁহার প্রতিভা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইত। ১৮৮৫ খৃঃ ইনি লর্ড সলস্‌বেরীর (Lord Salisbury) এসিষ্টাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। ১৮৯১—৯২ খৃঃ অব্দে ভারতের অণ্ডর সেক্রেটারী এবং ১৮৯৫-৯৮ খৃঃ অব্দে পররাষ্ট্র বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারী পদে আসীন থাকেন। ইনি মধ্য এশিয়া, পারস্যদেশ, আফগানিস্থান, পামীর, শ্যাম, ইণ্ডো-চায়না, এবং কোরিয়া রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রাচ্যদেশবিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৮৬ হইতে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যস্বরূপে হাউস অব কমন্সে সাধারণ কার্য্যে যোগদান করেন। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে ৬ই জানুয়ারি হইতে ১৯০৪ খৃঃঅব্দের এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত ইনি ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইঁহারই শাসনকালে N. W. Frontier নামক সীমাপ্রদেশ স্থাপিত হইয়া উহা একজন স্বতন্ত্র শাসকের অধীন করা হয়। তিব্বত দেশে ইনি যে মিশন প্রেরণ করেন, তাহার সহিত তিব্বতবাসিগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া একটী যুদ্ধ ঘটে। ১৯০৮ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লাসার সন্ধি স্থাপন হইয়া যুদ্ধ স্থগিত হয়। ইনি Imperial Cadet Corps নামক ভারতের পশ্চিম প্রদেশে রাজবংশীয় যুবকদল চালিত একটী অবৈতনিক সৈনিক সম্প্রদায় গঠিত করেন। ১৯০১ খৃঃ অব্দে ২২শে জানুয়ারি ভারতেশ্বরীর দেহাবসান ঘটিলে তাঁহার স্মরণার্থে Victoria Memorial Hall নামক একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতায় স্থাপন মানসে ইনি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। এই হলের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের পিতা সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে ইনি ১৯০২ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি পর্য্যন্ত দিল্লী সহরে অদ্ভুত পুনঃ সমারোহে Coronation Durbar নাম দিয়া একটী মহাসভা আহূত করেন। তথায় বহুদিন যাবৎ নানাপ্রকার উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়াছিল। ইঁহার শাসন সময়ে Universities Act, Official Secrets Act, Ancient monuments Preservation Act প্রভৃতি অনেক প্রকার আইন বিধিবদ্ধ হয়। ভারতের লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিসকলের সংরক্ষণে ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষিত হয়। ইনি ভারতবর্ষে অবস্থান সময়ে অসাধারণ শ্রমশীলতা ও কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজ্য-পরিচালন-কার্য্যের সকল বিভাগের উপর ইঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মান্দ্রাজের গভর্ণর লর্ড এমথিল (Ampthil) ১৯০৪ খৃঃ এপ্রেল মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। ঐ ডিসেম্বর মাসের ১৩ই তারিখে কর্জ্জন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া লর্ড এমথিলের হস্ত হইতে স্বীয় কার্য্যভার পুনর্গ্রহণ করেন। এইবারে বঙ্গব্যবচ্ছেদ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৯০৫ খৃঃ অব্দের ১৬ই অক্টোবর (বাঙ্গালা ১৩১২ সালের

৩০শে আশ্বিন) বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিম বঙ্গের কতকাংশ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটী বিভাগ, আর বঙ্গের অবশিষ্টাংশ ও আসাম প্রদেশ লইয়া আর একটী বিভাগ গঠিত হয়। [ইঁহার প্রবর্ত্তিত এই বঙ্গব্যবচ্ছেদ ইঁহার পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হয়। দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে ১৯১১ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর রাজসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক পঠিত ঘোষণাপত্র দ্বারা ব্যবস্থিত হয় যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ পুনর্ম্মিলিত হইয়া একজন পূর্ণ গভর্ণরের শাসনাধীন হইবে; বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা এই প্রদেশত্রয় একটি নবরাজ্যে গঠিত হইয়া জনৈক লেপ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের অধীন হইবে; এবং আসাম প্রদেশ পুনরায় পূর্ব্ববৎ একজন চীফ্ কমিশনারের শাসনাধীন হইবে। ১৯১২ অব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে]। সামরিক কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচনারের সহিত কর্জ্জনের মতভেদ হয়, এবং সেই কথা বিচারার্থ বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট উপস্থিত হইলে কিচনারের জয় হয়। লর্ড কর্জ্জন ইহাতে আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া পদত্যাগ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ ১৭ই নভেম্বর লর্ড মিণ্টোর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া লর্ড কর্জ্জন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। সেখানে ১৯০৬ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই ইঁহার পত্নী লেডী কর্জ্জন দেহত্যাগ করেন। ইনি লিটর (Leiter) নামধেয় আমেরিকার জনৈক ধনকুবেরের কন্যা ছিলেন। পত্নীবিয়োগজনিত শোকে অভিভূত হইয়া লর্ড কর্জ্জন কিছুদিন সাধারণ কার্য্যে যোগদানে বিরত ছিলেন। তৎপরে ইনি আইরিস পিয়র (Irish peer) স্বরূপে হাউস অব লর্ডসের সদস্য হইয়া রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে আবার প্রবেশ করিয়াছেন। ১৯১৬ অব্দের ১লা জানুয়ারি ইনি কে, জি, (K. G.) অর্থাৎ "নাইট্ অব্ দি গার্টার" (Knight of the Garter) উপাধি প্রাপ্ত হন। লর্ড গ্রের পর ইনি পররাষ্ট্র সচিব হইয়াছিলেন। ১৯২৫ অব্দে ২০ মার্চ্চ ইংলণ্ডে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

কর্জ্জা—কর্জ্জ দেখ।

কর্ণ—১। শ্রবণেন্দ্রিয়; কাণ। কর্ণ+অল্ র্ম। ২। নৌকার হা'ল। কর্ণ+অল্ ক। ৩। সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন ভুজরেখা (Hypotenuse); চতুর্ভুজ ও বহুভুজ ক্ষেত্রের কোন এক কোণ হইতে তাহার অব্যবহিত কোণ ভিন্ন অন্য কোণ পর্য্যন্ত অঙ্কিত সরলরেখা (Diagonal)। কৃ+ন ক। ৪। কুন্তীর কানীন পুত্র।* কৃ+ন ক। সং; পু।

* পাণ্ডুপত্নী ও পাণ্ডবজননী কুন্তীর কুমারী অবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে জাত পুত্রের নাম কর্ণ। লোকলজ্জাভয়ে কুন্তীদেবী সদ্যোজাত শিশুকে মঞ্জুষা মধ্যে স্থাপন করিয়া ধাত্রীর সাহায্যে নদীতে ভাসাইয়া দেন। ঐ মঞ্জুষা সূত অধিরথের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি উহা আহরণপূর্ব্বক তন্মধ্যে জীবিত সদ্যোজাত সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত শিশুকে দেখিয়া তাহা আপনার পত্নী রাধাকে লালনপালনার্থ প্রদান করেন। এই হেতু কর্ণ, সূতপুত্র ও রাধেয় নামেও খ্যাত। অতঃপর উপযুক্ত বয়সে কর্ণ শিক্ষার্থ হস্তিনাপুরে প্রেরিত হইলেন। এখানে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সহিত ইনিও অস্ত্র শিক্ষা করেন। অস্ত্রপরীক্ষার দিন অর্জ্জুনের অস্ত্রচালনার কৌশল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। তখন কর্ণ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুনের প্রদর্শিত সমস্ত অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে পাণ্ডবভয়ে ভীত দুর্য্যোধন কর্ণের বীরত্বদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপনপূর্ব্বক ইঁহাকে অঙ্গদেশের (বর্ত্তমান ভাগলপুরের) রাজত্ব প্রদান করেন।

দ্রোণাচার্য্যের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র না পাইয়া কর্ণ মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া ব্রাহ্মণপরিচয়ে পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদা সাগরতীরে অস্ত্রক্রীড়া করিতে করিতে কর্ণ অজ্ঞাতসারে এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বধ করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ এই শাপ দেন যে, কর্ণের মৃত্যুকালে পৃথিবী তাঁহার রথচক্র গ্রাস করিবে। আর একদিন পরশুরাম কর্ণের উরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। দংশরূপী অলর্ক কর্ণের উরু ভেদ করিলেও গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে কর্ণ সেই নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। পরে শোণিত স্পর্শে পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করেন, এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি কর্ণকে অভিসম্পাত করেন যে, মৃত্যুকালে ব্রহ্মাস্ত্রসকল কর্ণের স্মরণ থাকিবে না।

স্বয়ংবর স্থল হইতে চিত্রাঙ্গদ রাজকন্যাকে হরণ করিবার সময়ে কর্ণ দুর্য্যোধনের সহায়তা করেন। এই বিবাদ উপলক্ষে মহাবীর জরাসন্ধের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হইলে কর্ণ বিজয়ী হন। জরাসন্ধ ইঁহার বীরত্বে তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে মালিনী নগরী প্রদান করেন। পরন্তু গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে কর্ণ পরাজিত ও দুর্য্যোধন আবদ্ধ হন। অর্জ্জুন এই সংবাদ পাইয়া গন্ধর্ব্বকে পরাস্ত করিয়া কুরুরাজকে মুক্ত করেন। ইহাতে দুর্য্যোধনকে নিতান্ত ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে দেখিয়া কর্ণ তাঁহার প্রীত্যর্থে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুদেশ জয় করেন এবং বিবিধ রত্নরাজি আনিয়া দুর্য্যোধনকে উপহার দেন।

এই মহাবীরের যেমন শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণগ্রাম বিদ্যমান ছিল, তেমনি অলৌকিক দাতৃত্ব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাও ছিল। এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের উপকারার্থে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার সহজাত কুণ্ডল ও কবচ প্রার্থনা করেন। কর্ণ অকুণ্ঠিতচিত্তে সে সমস্ত প্রদান করিয়া ইন্দ্রের নিকট একটি অমোঘ শক্তি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে, ইঁহার দাতৃত্ব ও সত্যপরায়ণতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ একদা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন এবং ইঁহার পুত্রের মাংসভোজনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কর্ণ ও তৎপত্নী পদ্মাবতী অম্লানবদনে প্রিয় পুত্র বৃষকেতুকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস ব্রাহ্মণের আহারার্থ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া রাজা ও রাণীর ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া বৃষকেতুকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিলেন। কিন্তু মহাভারতে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নাই।

কর্ণ অর্জ্জুনের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁহাকে বধ করিবেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন। কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্ব্বে কুন্তীদেবী গোপনে কর্ণকে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বলিয়া পাণ্ডবদিগের পক্ষে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ তাহাতে অসম্মত হন। তবে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, অর্জ্জুন ভিন্ন তিনি অন্য কাহারও প্রাণবধ করিবেন না। যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে আয়ত্ত করিয়াও জননীর নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কর্ণ তাঁহাদের প্রাণবধ করেন নাই। যুদ্ধের প্রাক্কালে ভীষ্ম ইঁহাকে অর্দ্ধরথী বলায় ভীষ্মের জীবন সত্ত্বে কর্ণ অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। সে প্রতিজ্ঞাও কর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাবীর ভীষ্মের পতন হইলে পর দ্রোণাচার্য্যের সৈনাপত্যাধীনে ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধে ইনি অন্য ছয় রথীর সহিত মিলিত হইয়া অন্যায় সমরে অর্জ্জুনপুত্র ষোড়শবর্ষীয় বালক অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ভীমতনয় মহাবীর ঘটোৎকচকে ইন্দ্রদত্ত অমোঘশক্তি

দ্বারা বধ করিতে বাধ্য হওয়ায় কর্ণ অর্জ্জুনের প্রাণনাশার্থ রক্ষিত অস্ত্রশূন্য হন। দ্রোণের মৃত্যু হইলে ষোড়শ দিবসে কর্ণ কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি হন। সপ্তদশ দিবসে অর্জ্জুনের সহিত মহাসমর করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

কর্ণওয়ালিস্, লর্ড—ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা গভর্ণর জেনারেল। ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম। ইনি কর্ণওয়ালিস্ প্রদেশের দ্বিতীয় আর্ল ও প্রথম মার্কুইস। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে ইনি পিতৃপদের অধিকারী হন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ঔপনিবেশিক ইংরাজেরা ১৭৮১ খৃঃ অব্দে স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত যুদ্ধ করে, সেই যুদ্ধে কর্ণওয়ালিস্ তাহাদের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি হইয়া আসেন। ইনি দুইবার গভর্ণর জেনারেল হন,—প্রথমবার ১৭৮৬ হইতে ১৭৯৩ খৃঃ পর্য্যন্ত।

বঙ্গদেশে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" প্রচলন লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রধান কীর্ত্তি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের সময় হইতে বাঙ্গালার জমিদার ও প্রজা উভয়েরই দুরবস্থার একশেষ হইয়া আসিতেছিল। জমিদারদিগের কোনও নির্দ্দিষ্ট কর ছিল না; ইচ্ছামত উহার পরিমাণের বৃদ্ধি হইত। কোনও জমিদারের স্থায়ী স্বত্ব ছিল না। প্রথম প্রথম প্রতি বৎসরই জমিদারী নীলামে চড়িত; যে কেহ অধিক কর দিতে স্বীকৃত হইলে অন্যের জমিদারী লইতে পারিতেন। তৎপরে প্রজার শোণিত শোষণ করিয়াও অঙ্গীকৃত টাকা আদায় করিতে পারিতেন না, তাহার ফলে আপনারা বন্দী হইতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে এক বৎসরের স্থলে পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্তের নিয়ম হইল, কিন্তু তাহাতেও উক্ত দোষের প্রতিকার হইল না। প্রত্যুত ভূমির রাজস্ব বাকি পড়ায় কোম্পানির ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষেরা ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার ভূমি সংক্রান্ত একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। মুসলমান সম্রাটেরা ভূমির উৎপন্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর নির্দ্ধারিত করিতেন। কর্ণওয়ালিস্ তাহা করিলেন না। পূর্ব্বে কোন জমিদার কত কর দিতেন, তিনি তাহারই একটা গড় নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই গড় অনুসারে জমিদারদিগের সহিত প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন (১৭৯১ খৃঃ), এবং বলিয়া দিলেন যে, বিলাতের কর্ত্তাদের অভিমত হইলে ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অতঃপর ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিলে ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। এই বন্দোবস্ত প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে দশসালা বন্দোবস্তও বলে। এই ব্যাপারে স্যার জন শোর নামক একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী এবং রাজা নবকৃষ্ণ নামক একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী কর্ণওয়ালিসের যথেষ্ট সহায়তা করেন।

কর্ণওয়ালিস কলেক্টরদিগের হাত হইতে বিচার-ক্ষমতা তুলিয়া লইলেন, এবং প্রত্যেক জেলায় এক এক জন জজ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের উপর বিচারভার অর্পণ করিলেন। ইঁহারা কেবল দেশীয় অর্থিপ্রত্যর্থীর বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ইঁহাদিগকে হিন্দু ও মুসলমান আইন বুঝাইয়া দিবার জন্য পণ্ডিত ও কাজী নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদিগের মোকদ্দমার আপীল ও দায়রার ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা এই চারি স্থানে চারিটি 'প্রভিন্সিয়াল' কোর্ট স্থাপিত হইল। এতদ্ভিন্ন প্রতি জেলায় কয়েক জন করিয়া মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে পুলিসের কার্য্যভার জমিদারদিগের হস্তে ছিল। এক্ষণে তাহা রহিত হইয়া প্রতি দশ ক্রোশ অন্তর এক এক জন দারোগার কর্তৃত্বাধীনে এক একটা থানা সংস্থাপিত হইল।

কর্ণওয়ালিসের সময়ে এদেশীয়ের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রাজপদ হইল দারোগাগিরি ও মুন্সেফি। দারোগাদিগের বেতন হইল মাসিক ২৫৲ টাকা। মুন্সেফদিগের কোনও বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল না; তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ কমিশন পাইতেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মৃত জমিদারদিগের নাবালক পুত্রের এবং অকর্ম্মণ্য উত্তরাধিকারীদিগের জন্য 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস্' স্থাপন করেন। এই সময়ে বার্লো সাহেব প্রচলিত আইনসমূহ সঙ্কলিত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রচার করিলেন (১৭৯৩ খৃঃ)। উহাই এদেশের পক্ষে ইংরেজী আইনের মূলভিত্তি। [ক। বিণ; ত্রি।

কর্ণক—কর্ণধার; নিয়ন্তা। কর্ণ শব্দ—কৈ+ড

কর্ণকণ্ডূ—কাণচুলকানি রোগ। ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ণকীটী—কৃমিবিশেষ, কাণকোটারি বা কেন্নো।

কর্ণকুণ্ডল—কর্ণবলয়, কাণবালা, মাকড়ি।

৬তৎ। সং; ক্লী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ণকুহর—কর্ণরন্ধ্র, শ্রবণবিবর, কাণের ছিদ্র।

কর্ণগ—শ্রুতি পথাগ্র বিস্তৃত; শ্রুতিবিলম্বী; কর্ণগত, কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট, শ্রুত। উপ; কর্ণ—গম+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ণগা।

কর্ণগত—শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট, শ্রুত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ণগতা। [ক্লী।

কর্ণগূথ—কর্ণমল, কাণের খইল। ৬তৎ। সং;

কর্ণগোচর—শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, শ্রবণগোচর, শ্রুতিসাধ্য; শ্রুত। কর্ণের গোচর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ণগোচরা।

কর্ণগোলক—কর্ণের গোলাকার বহির্ভাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ণগ্রাহ—কর্ণধার, মাঝি। কর্ণ (হাইল) গ্রহণ করে যে, উপ। সং; পু।

কর্ণচ্ছিদ্র—কর্ণকুহর, শ্রবণবিবর; অলঙ্কারাদি ধারণ জন্য কাণের ছেঁদা বা ফুটা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ণজপ—কর্ণেজপ (সকল অর্থে)।

কর্ণজাহ—কর্ণমূল। কর্ণ+জাহচ্। সং; ক্লী।

কর্ণজিৎ—অর্জ্জুন। কর্ণকে জয় করিয়াছেন যিনি, উপ; কর্ণ—জি+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

কর্ণধার—কাণ্ডারি, মাঝি। উপ; কর্ণ—ধৃ+ণিচ্ অণ্ ক। সং; পু।

কর্ণপট—কর্ণমধ্যস্থ সূক্ষ্ম চর্ম্মবিশেষ, উহাতে ধ্বনির প্রতিঘাত হয়, তাহাতেই শুনা যায়। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

কর্ণপরম্পরা—শ্রবণপরম্পরা, একজনে শুনিয়া অপরজনকে বলে, আবার সে শুনিয়া অন্যকে বলে, এরূপ ভাব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ণপাত—কাণ দেওয়া, শোনা। ৬তৎ। সং।

কর্ণপালী—কর্ণভূষণ বিশেষ, কর্ণফুল, কাণবালা। কর্ণ—পালি (রক্ষা করা)+অন্ ক+ ঙীপ্। সং; স্ত্রী। [ক্লী।

কর্ণপুর—কর্ণ রাজার নগর, চম্পা। ৬তৎ। সং;

কর্ণপূর—কর্ণভূষণ; নীলপদ্ম; শিরীষ বৃক্ষ; অশোক বৃক্ষ। সং; পু।

কর্ণপূর—ইঁহার পিতৃদত্ত নাম পরমানন্দ দাস। ইনি চৈতন্যদেবের প্রিয় পারিষদ কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম অনুমান ১৪৪৭ শকে। চৈতন্যদেব ইঁহাকে "পুরীদাস" এই নাম দেন। চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে থাকিতেন, সেই সময়ে শিবানন্দ প্রতি বৎসর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এক বৎসর শিবানন্দ বালক পরমানন্দকে লইয়া মহাপ্রভুর নিকট গিয়াছিলেন।

শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা॥

যখন পরমানন্দের ৭ বৎসর বয়স, তখন একদিন মহাপ্রভু বলিলেন, "পড় পুরীদাস"। পরমানন্দ একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন—

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥

কথিত আছে, ঐ শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণের বর্ণনা ছিল বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কবি "কর্ণপুর" এই উপাধি দিয়া কাব্য রচনা করিতে আদেশ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থকার বলেন—

শিশুকালে যার মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা।
পাদাঙ্গুষ্ঠ দান ছলে শক্তি সঞ্চারিলা॥

প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান্ কর্ণপুর সংস্কৃত কাব্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই ইনি "চৈতন্যচরিত মহাকাব্য" রচনা করেন। ১৪৬৪ শকে (মহাপ্রভুর তিরোভাবের ৯ বৎসর পরে) এই কাব্যের পরিসমাপ্তি হয়। তাহার পর ক্রমে অলঙ্কার কৌস্তুভ, আর্য্যাশতক, আনন্দবৃন্দাবন চম্পু প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ১৪৯৪ শকে চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকের একটী বাঙ্গালা অনুবাদ ১৬১৪ শকে কুলনগরবাসী প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা প্রেমদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" গ্রন্থ কর্ণপুর কর্ত্তৃক ১৪৯৮ শকে লিপিত হয়। এইখানি কবির শেষ গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত ইনি বঙ্গভাষায় কয়েকটি মধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন।

কর্ণভূষণ—কর্ণের অলঙ্কার, কাণের গহনা। কর্ণের ভূষণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ণমদ্গুর—মৎস্যবিশেষ, কাণমাগুর। সং; পু।

কর্ণমুকুর—কর্ণদর্পণ,তাড়ঙ্ক। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ণমূল—কর্ণের নিম্নভাগ, কাণমুতো। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ণরন্ধ্র—কর্ণকুহর, শ্রবণবিবর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ণলতিকা—কাণের পাতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ণবংশ—মঞ্চ, মাচা। সং; পু।

কর্ণবৎ—১। কর্ণবান্ দেখ। বিণ। ২। শ্রুতিতুল্য, কর্ণের ন্যায়; হাতলের মত। কর্ণ+ বৎ তুল্যার্থে। ব্য।

কর্ণবতী—কর্ণবান্ দেখ।

কর্ণবর্জ্জিত—১। কর্ণহীন, শ্রুতিরহিত, যাহার কাণ নাই। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —বর্জ্জিতা। ২। সর্প। সং; পু।

কর্ণবান্ (—বৎ)—কর্ণযুক্ত, শ্রুতিবিশিষ্ট, কাণওয়ালা; হাইলযুক্ত। কর্ণ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কর্ণবতী।

কর্ণবিলম্বী (—লম্বিন্)—কর্ণ হইতে লম্বমান বা দোদুল্যমান, কাণ হইতে ঝুলিতেছে বা ঝুলিতেছে এরূপ। কর্ণ হইতে বিলম্বী, ৫তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—লম্বিনী।

কর্ণবেধ—সংস্কারবিশেষ, চূড়াকরণ। ৬তৎ। সং; পু। [চলিত ভাষায় ইহাকে কাণ ফোঁড়া বলে। রাজপুত্রের স্বর্ণনির্ম্মিত সূচী দ্বারা, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের রৌপ্যনির্ম্মিত সূচী দ্বারা এবং শূদ্রের লৌহনির্ম্মিত সূচী দ্বারা কর্ণ বিদ্ধ করিবে। কোনও মতে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ১২শ মাসে, এবং কোনও মতে ১ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম ও দ্বাদশ মাসে কর্ণবেধ হওয়া উচিত। কর্ণবেধ শুক্লপক্ষে ও শুভ দিনে করিতে হয়। কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে কর্ণবেধ প্রশস্ত। উত্তরায়ণে কর্ণবেধ করিবে, দক্ষিণায়নে কদাচ করিবে না।

জন্মমাসে, যুগ্ম বৎসরে, হরিশয়নে, রবিদৃষ্টিকালে, কৃষ্ণপক্ষে ও জন্মনক্ষত্রে কর্ণবেধ করিবে না]।

কর্ণ-বেধনিকা,—বেধনী—কর্ণ বিদ্ধ করিবার অস্ত্র; হাতীর কাণ বিঁধিবার লৌহ-শলাকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ণবেষ্ট, কর্ণবেষ্টক—কর্ণভূষণ; কুণ্ডল, তাড়ঙ্ক; কাণবালা। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ণবেষ্টন—কর্ণবেষ্ট (সকল অর্থে)। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।

কর্ণশূল—কর্ণের যাতনা, কাণকামড়ানি। ৬তৎ।

কর্ণস্ফোটা—লতাবিশেষ, কাণফাটা। সং; স্ত্রী।

কর্ণহীন—১। যাহার কর্ণ নাই, শ্রবণশক্তিরহিত, বধির। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ণহীনা। ২। সর্প। সং; পু।

কর্ণাকর্ণি—কাণাকাণি। ব্য।

কর্ণাট, কর্ণাটিকা—দ্রাবিড়ী ভাষায় কর্ণ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ, নাট অর্থে দেশ। দক্ষিণদেশের সমতল ভূমিকে কৃষ্ণবর্ণ কাপাসভূমি বলে। ইহাই কর্ণাটিকা নামের সার্থকতা। প্রাচীনকালে যে প্রদেশটাকে কর্ণাট বলা হইত, বর্ত্তমান কালে কর্ণাট নামে সে প্রদেশটি বুঝায় না। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের মধ্যবর্ত্তী দেশ, যাহার উত্তরে বিদার (বিদর্ভ) ও দক্ষিণে পালঘাট, তাহাই প্রকৃত প্রাচীন কর্ণাট। মহীশূর ইহার অন্তর্ভুত ছিল। খৃঃ ১০ম শতাব্দীতে মুসলমানগণ বিজয়নগর রাজ্য উচ্ছিন্ন করিবার পরে, ঘাটদ্বয়ের দক্ষিণ দেশকেও কর্ণাট নাম প্রদান করেন। ইংরাজেরা মহীশূর বাদ দিয়া, কেবলমাত্র ঘাটদ্বয়ের দক্ষিণ দেশকে "কর্ণাটিক" আখ্যা প্রদান করেন। "কর্ণাটিক"—অধুনা কেবল ভৌগোলিক নাম মাত্র। শাসন কার্য্যের হিসাবে, প্রাচীন কর্ণাটকের বোম্বাই প্রদেশস্থিত অংশটিই কর্ণাট নামে অভিহিত।

বরাহ মিহির কর্ণাট দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে কর্ণাটের অংশ বিশেষ পাণ্ড্য এবং অপরাংশ চোলগণের রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমের সহিত এই প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত। খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে পল্লব রাজগণ প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহারা পাণ্ড্য ও চোলরাজগণকে হীনবল করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। ৭৪০ অব্দে বিক্রমাদিত্য চালুক্য পল্লব-প্রতাপ খর্ব্ব করেন, এবং ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে আদিত্য চোল পল্লবরাজকে একেবারেই বলহীন করিয়া ফেলেন। ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে পাণ্ড্যরাজকে ইঁহাদের প্রভুতা স্বীকার করিতে হয়। ১৩১০ খৃঃ অব্দে মালিক কফুর দক্ষিণদেশের হিন্দুরাজ্যসমূহ বিপর্য্যস্ত করেন। ১৫ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমস্ত দেশটি বিজয়নগর রাজ্যের অধিগত হয়। কর্ণাটদেশ পরে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের অধীনতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ১৭শ শতাব্দীর অন্তিমভাগে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সৈন্য এই দেশ জয় করিয়া, জুলফিকর আলীকে "কর্ণাটের নবাব" আখ্যা প্রদান করে, এবং আরকট তাঁহার শাসন কার্য্যের কেন্দ্রস্থল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আরকটের নবাবগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭৪৯ অব্দে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, ইংরাজ মহম্মদ আলীর এবং ফরাসীগণ হোসেন দোস্তের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইংরাজ অপর পক্ষকে পরাজিত করিয়া মহম্মদ আলীকে কর্ণাটের অংশ বিশেষে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৫৩ অব্দে নবাবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বংশধরগণের জন্য প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া, ইংরাজ কর্ণাট দেশটি নিজাধিকারে আনেন। [সং; পু।

কর্ণাটক—কর্ণাট দেশীয় পুরুষ। কর্ণাট+ক।

কর্ণাটিকা—কর্ণাট দেখ।

কর্ণাটী—কর্ণাটদেশীয় স্ত্রী; কর্ণাটরাজমহিষী; রাগিণীবিশেষ। কর্ণাট+ক+ঈপ্; সং; স্ত্রী।

কর্ণানুজ—রাজা যুধিষ্ঠির। কর্ণের অনুজ, ৬তৎ। সং; পু।

কর্ণান্তর—১। কর্ণের মধ্যদেশ; কর্ণপথ; কর্ণকুহর। কর্ণের অন্তর, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। অপর কর্ণ, আর একটি কাণ; অপর শ্রোতা, অন্য ব্যক্তি; আর একটি হাইল। অন্য যে কর্ণ, নিত্য; সং।

কর্ণান্দু, কর্ণান্দূ—কর্ণপালী, তাড়ঙ্ক, কাণবালা। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

কর্ণাভরণ—কর্ণভূষণ (সকল অর্থে)। ৬তৎ।

কর্ণারা—কর্ণবেধনিকা। সং; স্ত্রী।

কর্ণারি—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ; অর্জ্জুন বৃক্ষ। কর্ণের অরি, ৬তৎ। সং ; পু।

কর্ণাবতী—চিতোরপতি বিখ্যাত রাণা সংগ্রামসিংহের মহিষী। গুজরাটের মুসলমান রাজা বাহাদুর শাহ্ মালব আক্রমণ করিলে সংগ্রামসিংহ তাঁহাকে বাধা দেন। সেই ক্রোধে সংগ্রামের মৃত্যুর পর ১৫২৯ খৃঃ অব্দে বাহাদুর চিতোর অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। সংগ্রামের বিধবা মহিষী দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের নিকট "রাখি" প্রেরণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, হুমায়ুন আসিয়া চিতোর হইতে বাহাদুরের প্রতিনিধিকে দূর করিয়া দিয়া উঁহাকে স্বাধীন করিয়া দেন। কর্ণাবতী অতি বুদ্ধিমতী ও রাজকার্য্যপারদর্শিনী ছিলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌত্রের অভিভাবিকা হইয়া ইনি দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

কর্ণাস্ফাল, কর্ণাস্ফালন—(গজগবাদি জন্তুর) কর্ণ তাড়না। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

কর্ণিক—১। কর্ণযুক্ত, শ্রুতিবিশিষ্ট ; দীর্ঘকর্ণ, বৃহৎ কর্ণ ; হাইলবিশিষ্ট। কর্ণ+ইক আছে অর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কর্ণিকা, কর্ণিকী। ২। কর্ণধার, নৌকার মাঝি। সং ; পু। ৩। রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রবিশেষ। দেশজ। সং।

কর্ণিক—অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। এই ব্রাহ্মণ নিয়ত কুপরামর্শ দিয়া অন্ধরাজের হৃদয়কন্দরনিহিত বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত রাখিতেন। এই কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় অন্ধরাজ কলে কৌশলে পাণ্ডবদিগকে অশেষ ক্লেশ দিয়া শেষে নির্ব্বংশ হন। সং ; পু।

কর্ণিকা—১। কর্ণযুক্তা, ইত্যাদি। কর্ণিক দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। করিশুণ্ডের অগ্রভাগস্থ অঙ্গুলিবৎ সূক্ষ্মাংশ ; হস্ত মধ্যাঙ্গুলি ; পদ্মমধ্যস্থ বীজকোষ ; বৃন্ত, বোঁটা ; কর্ণ ভূষণ, তাড়ঙ্ক, কাণওড়কা, কেয়াপাত ; লেখনী, কলম ; অগ্নিমন্থ ; অজশৃঙ্গী বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

কর্ণিকাচল—সুমেরু পর্ব্বত। কর্ণিকাতুল্য যে অচল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কর্ণিকার—১। বৃক্ষবিশেষ, কণিয়ার ; আরগ্বধবিশেষ, ছোট সোঁদালি গাছ। কর্ণিকা—র+অন্ ক। সং ; পু। ২। পুষ্পবিশেষ ; পদ্মের বীজকোষ। কর্ণিকার শব্দ+ক। সং ; ক্লী। [আছে অর্থে। সং ; পু।

কর্ণিকী (কর্ণিকিন্)—হস্তী। কর্ণিকা+ইন্

কর্ণিন্, কর্ণিনী—কর্ণী (১) দেখ।

কর্ণিল—কর্ণযুক্ত ; দীর্ঘকর্ণ। কর্ণ+ইল যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কর্ণিলা।

কর্ণী (কর্ণিন্)—১। কর্ণবিশিষ্ট ; দীর্ঘকর্ণ ; কর্ণসম্বন্ধীয় ; শুক্তিযুক্ত ; হাইলবিশিষ্ট। কর্ণ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী কর্ণিনী। ২। কর্ণধার ; একপ্রকার বাণ ; বর্ষপর্ব্বতবিশেষ [বর্ষপর্ব্বত সমুদায়ে সাতটি—হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, মেরু, চৈত্র, কর্ণী, শৃঙ্গী]। সং ; পু।

কর্ণী—কংসাসুরের মাতা। সং ; স্ত্রী।

কর্ণীরথ—স্কন্ধবাহ্য যান, ক্রীড়ারথ, ছোট পাল্‌কি, ডুলি। ৬তৎ। সং ; পু।

কর্ণীসুত—কংস ; তস্কর ; তস্করশাস্ত্রপ্রবর্ত্তনকারী। ৬তৎ। সং ; পু।

কর্ণেজপ—সূচক, অন্যের দোষোদ্ঘাটক, গোয়েন্দা ; কুপরামর্শদাতা। অলুক উপ ; কর্ণে—জপ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কর্ণেজপা। [৬তৎ। সং ; পু।

কর্ণেন্দু—কর্ণপালী, কাণবালা। কর্ণের ইন্দুপ্রায়,

কর্ণোপকর্ণিকা—কর্ণাকর্ণি, কাণাকাণি ; জনপ্রবাদ, জনশ্রুতি। সং ; স্ত্রী।

কর্ণ্য—১। কর্ণভব, কর্ণজ। কর্ণ+য্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। কর্ণমল। সং ; ক্লী।

কর্ত্ত—ছেদ ; ভেদ। কৃৎ+অল্ ভা। সং ; পু।

কর্ত্তন—ছেদন, কাটা ; সূত্রনির্ম্মাণ, কাটনা কাটা। কৃত+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

কর্ত্তনী—কর্ত্তরিকা, ছুরি, কাঁচি। কৃত+অন ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কর্ত্তরিকা—ছুরি, কাঁচি, দা, কাটারি। কর্ত্তরী+কণ্ অল্পার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কর্ত্তরী—১। কাটারি, দা, ছুরি, কাঁচি। কৃত+অরন্ ণ+ঈপ্। ২। বাণপুঙ্খ। কৃত+অরন্+ষ্ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং।

কর্ত্তব—অভ্যাস ; গীতবাদ্যে অলঙ্কার প্রকাশ।

কর্ত্তব্য—যাহা করিতে হইবে ; করণীয়, করার যোগ্য ; উচিত, বিধেয়। কৃ (করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কর্ত্তব্যা।

কর্ত্তব্য-কর্ম্ম (কর্ম্মন্)—করণীয় কার্য্য, যে কাজ করিতেই হইবে বা করা উচিত (duty)। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কর্ত্তব্যজ্ঞান—করণীয় কার্য্যের বোধ, কি করিতে হইবে বা করা উচিত তাহা বুঝা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কর্ত্তব্যতা, —ত্ব—করণীয়ত্ব ; ঔচিত্য, বিধেয়তা। কর্ত্তব্য+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—কর্ত্তব্যপরায়ণ, করণীয় কার্য্যের প্রতি আস্থাবান্। কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —নিষ্ঠা। বি, —নিষ্ঠতা, —ত্ব।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—১। কর্ত্তব্যপরায়ণা। কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। কর্ত্তব্যপরায়ণতা, করণীয় কার্য্যের প্রতি আস্থা বা আসক্তি। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ, —বিমুখ—কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে বিমুখ বা যত্নহীন, যে করণীয় কার্য্য করিতে চায় না। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —মুখা, —মুখী।

কর্ত্তব্যপরায়ণ—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, করণীয় কার্য্য সম্পাদনে একান্ত যত্নশীল। কর্ত্তব্যই পর অয়ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —পরায়ণা। বি, —পরায়ণতা, —ত্ব।

কর্ত্তব্যপালক—করণীয় কার্য্যের যথাযথভাবে সম্পাদক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —পালিকা।

কর্ত্তব্যপালন—যথানিয়মে করণীয় কর্ম্মের সম্পাদন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কর্ত্তব্যপ্রিয়—করণীয় কার্য্যের অনুরাগী, যে করিবার কাজ ভালবাসে। কর্ত্তব্য প্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —প্রিয়া। বি, —প্রিয়তা।

কর্ত্তব্যবিমূঢ়—করণীয় কার্য্যনির্দ্ধারণে অসমর্থ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —বিমূঢ়া। বি, —বিমূঢ়তা, —ত্ব।

কর্ত্তব্যসম্পাদন—কর্ত্তব্যপালন, করণীয় কার্য্য করণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কর্ত্তব্যাতিশয়—করণীয়ের আতিশয্য, অত্যন্ত করণীয়। কর্ত্তব্যের অতিশয়, ৬তৎ। সং ; পু।

কর্ত্তা (কর্ত্তৃ)—কার্য্যকারক ; ক্রিয়ার সাধক ; প্রণেতা ; বিধাতা ; প্রভু ; অধ্যক্ষ ; প্রধান ব্যক্তি। কৃ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী কর্ত্রী।

কর্ত্তাভজা—চৈতন্য-সম্প্রদায়ের অনুরূপ বা তাহার শাখাস্বরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউলে চাঁদ প্রাদুর্ভূত হইয়া এই মত প্রথম প্রকটিত করেন। আউলে চাঁদের শিষ্যেরা তাঁহাকে 'ত্রয়কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহা হইতেই এই সম্প্রদায়ের নাম কর্ত্তাভজা হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে ঘোষপাড়ানিবাসী রামশরণ পালের যত্নেই এই মতের সমধিক প্রচার হয়। অদ্যাবধি ঘোষপাড়ায় দোলের সময়ে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের গুরুর নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম 'বরাতি'। দীক্ষার সময়ে 'মহাশয়' শিষ্য বা শিষ্যাকে প্রথমে এই উপদেশ দেন যে, 'গুরু সত্য'। অতঃপর গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবি ?' শিষ্য উত্তর করে 'পারিব'। তখন গুরু বলেন, —'তবে তুই মিথ্যাকথা কহিবি না, চুরি করিবি না, পরস্ত্রী গমন করিবি না, আপনার স্ত্রীসঙ্গও অধিক করিবি না'। শিষ্য অঙ্গীকার করে 'করিব না'। শেষে গুরু বলেন, 'বল, তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য'। শিষ্য তাহাই বলিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে। ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া

যাইতেছে যে, প্রথমে এই সম্প্রদায়ে কিছুমাত্র ব্যভিচার-দোষ ছিল না। ইঁহাদের একটি প্রচলিত বচন আছে,—'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।' এই নিয়মানুসারে পুরুষেরা সমস্ত স্ত্রীলোককে ভগিনী জ্ঞান করিতেন ও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পরন্তু কালক্রমে স্ত্রীপুরুষে একত্র বাস করিতে করিতে এক্ষণে অনেক স্থলে ব্যভিচার দোষ আসিয়া পড়িয়াছে।

কর্ত্তিত—ছেদিত, কাটা। কৃত (কাটা)+ণিচ্ +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ত্তিতা।

কর্ত্তৃ—কর্ত্তা দেখ।

কর্ত্তৃকা—ক্ষুদ্র খড়্গ বা অসি, ছোরা। কৃত (কাটা)+তৃন্ ক+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কর্ত্তৃকারক—কারক দেখ।

কর্ত্তৃত্ব—কার্য্যকারকত্ব; ক্রিয়াসাধকত্ব, প্রভুত্ব; অধ্যক্ষতা। কর্ত্তৃ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

কর্ত্তৃপক্ষ—কর্ত্তৃবর্গ, কর্ত্তৃসহায়। কর্ত্তাদিগের পক্ষ, ৬তৎ। সং; পু।

কর্ত্তৃবাচ্য—যে বাচ্যে কর্ত্তৃপদ বাচ্য (কথনীয়) হয়। কর্ত্তায় সাধারণতঃ তৃতীয়া বিভক্তি হয়, কিন্তু কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তা উক্ত হয় বলিয়া প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। রাম কর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইল, ইহা কর্ম্মবাচ্যের উদাহরণ। কর্ত্তৃবাচ্যে "রাম চন্দ্র দেখিলেন" এইরূপ হইবে। সং; ক্লী।

কর্ত্রী—১। কার্য্যকারিকা; অধ্যক্ষা; প্রধানা স্ত্রী, গৃহিণী। কর্ত্তা দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কর্ত্তরী, ছুরি, কাঁচি। কৃত+র ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [পু।

কর্দ্দ—কর্দ্দম, কাদা,পাঁক। কর্দ্দ+অ ক। সং;

কর্দ্দন—উদরধ্বনি, পেটের ডাক। কর্দ্দ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কর্দ্দম—১। কর্দ্দ, পঙ্ক, পাঁক, কাদা। সং; পু। ২। মাংস। সং; ক্লী। ৩। কীর্ত্তিমানের পুত্র,ইনি একজন প্রজাপতি। ইঁহার পুত্রের নাম অনঙ্গ। ইনি সত্য যুগে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা সৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়া, সরস্বতী তীরে বিন্দু সরোবর তীর্থে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ গরুড়ধ্বজকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার প্রসাদে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতিকে পত্নীত্বে লাভ করেন। দেবহূতির গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অরুন্ধতী, শান্তি, কলা প্রভৃতি নামে ইঁহার নয়টী কন্যাও দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। সং; পু। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ময়ী।

কর্দ্দমময়—কর্দ্দমব্যাপ্ত, পঙ্কপূর্ণ। কর্দ্দম+ময়ট্।

কর্দ্দমাক্ত—কর্দ্দমযুক্ত, পঙ্কলিপ্ত, কাদামাখান। কর্দ্দম দ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্দ্দমিত—পঙ্কিল, কর্দ্দমযুক্ত। কর্দ্দম শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্দ্দমিতা।

কর্প—কার্পাস। সং। প্রা, ক।

কর্পট—মলিন ছিন্নবস্ত্র, ময়লা কানি বা নেকড়া; পর্ব্বতবিশেষ। সং; পু।

কর্পটধারী (-ধারিন্)—মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধানকারী, ছেঁড়া কানি পরা; ভিক্ষুক; ভিখারী,কাঙ্গালা। উপ; কর্পট-ধৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -ধারিণী। [ত্রি।

কর্পটিক—কর্পটধারী। কর্পট+ইক। বিণ;

কর্পটী (কর্পটিন্)—কর্পটধারী। কর্পট+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কর্পটিনী।

কর্পর—মাথার খুলি; কটাহ; কূর্ম্মের পৃষ্ঠাস্থি; খাপ্‌রা; অস্ত্রবিশেষ; উড়ুম্বর, যজ্ঞডুমুর। কৃপ্+অরন্ ক। সং; পু।

কর্পরাংশ—ভগ্নকর্পর খণ্ড, খাপ্‌রা ভাঙ্গা, খোলা; কঙ্কর, বালুকা। কর্পরের অংশ, ৬তৎ। সং; পু।

কর্পাস—কাপাস তুলা। সং; পু বা ক্লী।

কর্পাসী—কাপাস গাছ। কর্পাস শব্দ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী। [phor)। সং; ক্লী।

কর্পূর—স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ (Cam-

কর্পূরতিলকা—পার্ব্বতীর সখীবিশেষ, অন্য নাম জয়া। সং; স্ত্রী।

কর্পূরতৈল—কর্পূরের তেল (Camphor-oil)। মসী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

কর্পূরনালিকা—কর্পূরগর্ভ মিষ্টান্নবিশেষ। সং;

কর্পূরমণি—বহুমূল্য প্রস্তরবিশেষ। সং; পু।

কর্পূররস—পারদবিশেষ, রস কর্পূর। সং; পু।

কর্ফর—মুকুর, দর্পণ। সং; পু।

কর্ব্বুর—ব্যাঘ্র। কর্ব্ব+উরন্ ক। সং; পু।

কর্ব্বরী—ব্যাঘ্রী; শিবা,শৃগাল। কর্ব্বর+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

কর্ব্বুর—১। বিবিধবর্ণ; রাক্ষস; নদীনিষ্পাব ধান্য; পাপ; শটী। কর্ব্ব (গমন করা) +উর ক। সং; পু। ২। জল; স্বর্ণ; ধুস্তুর। সং; ক্লী। ৩। নানাবর্ণযুক্ত, শবল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ব্বুরা।

কর্ব্বুরা—১। নানাবর্ণা। কর্ব্বুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বর্ব্বরা, বাবুই তুলসী; কৃষ্ণবৃন্তা, পারুলগাছ। সং; স্ত্রী।

কর্ব্বূর—১। রাক্ষস; কর্চূরক, কাঁচহলদি; শটী। কর্ব্ব (গমন করা) উর ক। সং; পু। ২। স্বর্ণ; হরিতাল। সং; ক্লী।

কর্ম্ম (কর্ম্মন্)—কার্য্য, উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণাদি ক্রিয়া; কারকবিশেষ। কৃ+মন্ ম। সং; ক্লী।

কর্ম্মকর—১। কার্য্যকারক; পরিচারক; ভৃত্য; কারিকর। কর্ম্মের কর ইতি ৬তৎ, বা কর্ম্মন্ শব্দ-কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ম্মকরী। ২। যম। সং; পু।

কর্ম্মকরী—১। কার্য্যকারিকা, ইত্যাদি। কর্ম্মকর দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দাসী। কর্ম্মকর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—কর্ম্মের (বিবাহাদি শুভ কার্য্যের বা শ্রাদ্ধাদি পুণ্যকর্ম্মের) কর্ত্তা অর্থাৎ অধ্যক্ষ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [ব্যাকরণশাস্ত্রে যে কর্ম্ম সে যদি কর্ত্তা হয়, তবে তাহাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলে। "কাষ্ঠ ভিন্ন হইল"—এখানে কাষ্ঠ আপনাকে আপনি ভিন্ন করিল—বুঝাইতেছে,এইকারণ "ভিন্ন হইল" ক্রিয়ার কর্ম্মও কাষ্ঠ এবং কর্ত্তাও কাষ্ঠ, এজন্য কাষ্ঠ কর্ম্মকর্ত্তা হইল]। স্ত্রী কর্ম্মকর্ত্রী।

কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য—যেমন কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তা ও কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্ম উক্ত হয়, তদ্রূপ যে বাচ্যে কর্ম্মকর্ত্তা উক্ত হয়, তাহাকে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য বলে। "কাষ্ঠ ভিন্ন হইল," এখানে ভিদ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা কাষ্ঠ উক্ত হইয়াছে, এজন্য ইহা কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যের উদাহরণ হইল। [সং; পু ও ক্লী।

কর্ম্মকাণ্ড—কর্ম্মসমূহ; বেদাংশবিশেষ। ৬তৎ।

কর্ম্মকার—১। বিনাবেতনে কার্য্যকারক; বেগার। উপ; কর্ম্মন্-কৃ+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ম্মকারী। ২। লৌহকার, কামার। সং; পু।

কর্ম্মকারক—কারক দেখ।

কর্ম্মকারী (-কারিন্)—যে কার্য্য করে। উপ; কর্ম্মন্-কৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -রিণী।

কর্ম্মকুণ্ঠ—কার্য্যকরণে সঙ্কুচিত বা কাতর; অল্পক্রিয়, অলস। কর্ম্মে কুণ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ম্মকুণ্ঠা।

কর্ম্মকুশল—কার্য্যপটু, কাজ করিতে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কুশলা, -কুশলী। বি, -কুশলতা।

কর্ম্মক্লান্ত—কাজ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ক্লান্তা।

কর্ম্মক্ষম—কাজ করিতে সমর্থ; কার্য্যদক্ষ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ক্ষমা। বি, -ক্ষমতা, স্ত্রী।

কর্ম্মক্ষেত্র—কর্ম্মানুষ্ঠানের স্থান, ভোগভূমি ভারতবর্ষ, এইস্থানে মানব কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ম্মগত—১। কার্য্যসংক্রান্ত। ২তৎ। ২। কার্য্যানুসারে উপস্থিত বা প্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ম্মগতা।

কর্ম্মচারী (-চারিন্)—বেতন গ্রহণে অন্যের কার্য্যকারী। উপ; কর্ম্মন্-চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কর্ম্মচারিণী।

কর্ম্মজ—কর্ম্মজাত, কার্য্য হইতে উৎপন্ন; ক্রিয়াজন্য। কর্ম্মন্-জন+ড ক। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মজ্ঞ—কার্য্যসাধনের উপায়, সন্ধি, কৌশলাদি

বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ। উপ; কর্ম্মন্ – জ্ঞা +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ম্মজ্ঞা।

কর্ম্মঠ—কর্ম্মক্ষম, কার্য্যকুশল। কর্ম্মন্+ঠ কুশলার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ম্মঠা।

কর্ম্মণ্য—কর্ম্মযোগ্য, কার্য্যের উপযুক্ত; কাজের; কেজো; কার্য্যপটু। কর্ম্মন্ শব্দ+ণ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ণ্যা। বি, –তা।

কর্ম্মণ্যভুক্ (–ভুজ্)-বেতনভোগী, বৈতনিক। কর্ম্মণ্যা (বেতন) ভোগ করে যে ইতি উপ; কর্ম্মণ্যা–ভুজ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মণ্যা—১। কর্ম্মযোগ্যা, ইত্যাদি। কর্ম্মণ্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বেতন। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মত্যাগ—চাকুরী ছাড়া; কাজ কর্ম্ম না করা; বিষয় হইতে বিরতি। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ম্মত্যাগী (–ত্যাগিন্)—কার্য্যপরিত্যাগকারী, যে কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়াছে; বিষয়ভোগবর্জ্জনকারী, সংসারবিরাগী; ক্রিয়াহীন, নিষ্কর্ম্মা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, –ত্যাগিনী।

কর্ম্মদক্ষ—কার্য্যকুশল, কর্ম্মপটু। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –দক্ষা। বি, –দক্ষতা।

কর্ম্মদুষ্ট—দুষ্কর্ম্মকারী, দুষ্ক্রিয়ান্বিত, দুরাচার, দুর্ব্বৃত্ত। ৭ বা ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মদেবী—সুপ্রসিদ্ধ চিতোরপতি সমরসিংহের অন্যতমা মহিষী। ইনি অতিশয় বীর্য্যবতী ও বুদ্ধিমতী, এবং পরাক্রমশালিনী ছিলেন। ইঁহার স্বামী সমরসিংহ বিখ্যাত তীরৌরীক্ষেত্রে স্বীয় শ্যালক দিল্লীশ্বর প্রাতঃস্মরণীয় পৃথ্বীরাজের পার্শ্বে রণশয্যায় শয়ন করিলে (১১৯৩ খৃঃ), মহম্মদ ঘোরী স্বীয় সেনাপতি কুতবউদ্দিনকে মিবার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সেই সময়ে বীর্য্যবতী কর্ম্মদেবী পুরুষবেশে রণসজ্জা করিয়া রাজপুতসেনার সৈনাপত্য গ্রহণ করেন এবং কুতবউদ্দিনকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া স্বীয় রাজ্যাধিকার হইতে দূরীভূত করেন। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মদোষ—পাপ; অসৎকার্য্যের সম্পাদন জন্য দোষ। কর্ম্মের দোষ ইতি ৬তৎ, অথবা কর্ম্ম জনিত দোষ ইতি মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কর্ম্মধারয়—সমাসবিশেষ [সমাস দেখ]। কর্ম্মন শব্দ–ধারি+শ ক। সং; পু।

কর্ম্মন্—কর্ম্ম দেখ।

কর্ম্মনাশা—বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটী নদী, চৌসার নিকটে ইহা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই নদী অতি অপবিত্র, ইহার জলস্পর্শে সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের বিনাশ হয়। পরন্তু ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে ইহা গঙ্গার তুল্যা বলিয়া বর্ণিত আছে। উক্ত ব্রহ্মখণ্ডের মতে, ইহারই তীরে তাড়কা রাক্ষসীর বন ছিল। পূর্ব্ববঙ্গেও কর্ম্মনাশা নামে একটী শাখা নদী আছে। কর্ম্ম নাশ করে যে, উপ; কর্ম্মন্–নাশি+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

কর্ম্ম-নিকাশ, –নিকেশ—কর্ম্মশেষ, কার্য্যের অবসান, ক্রিয়াসমাপ্তি; কাম খতম্, দফারফা, মৃত্যু। দেশজ। সং।

কর্ম্মনিষ্ঠ—কর্ম্মপরায়ণ, কার্য্যে আস্থাযুক্ত; শ্রমশীল, পরিশ্রমী; কর্ত্তব্যপরায়ণ। কর্ম্মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –নিষ্ঠা। বি, –নিষ্ঠতা, –ত্ব।

কর্ম্মনিষ্ঠা—১। কর্ম্মপরায়ণা, ইত্যাদি। কর্ম্মনিষ্ঠ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কার্য্যে আস্থা, কর্ম্মে ভক্তিশ্রদ্ধা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মন্দী (কর্ম্মন্দিন্)—মস্করী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী। কর্ম্মন্ অন্দ+ণিন্ ক। সং বা বিণ; পু

কর্ম্মপথ—কার্য্যের পদ্ধতি। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ম্মপরায়ণ—কর্ম্মনিষ্ঠ, ক্রিয়াসক্ত, কার্য্যানুরাগী; কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; শ্রমশীল; পরিশ্রমী। কর্ম্মই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –পরায়ণা। বি, –পরায়ণতা।

কর্ম্মফল—স্বকৃত কর্ম্মের উপযুক্ত ফল, সুখ বা দুঃখ; কামরাঙ্গা ফল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ম্ম-বন্ধ, –বন্ধন—ক্রিয়াজন্য বন্ধন, কাজের বাঁধন; কর্ম্মফল ভোগের অনবসান হেতু পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ; নিয়তি। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। [সং; স্ত্রী।

কর্ম্মভূ—কৃষ্টভূমি, চষাজমি। কর্ম্মের ভূ, ৬তৎ।

কর্ম্মভূমি—কর্ম্মক্ষেত্র, কার্য্যক্ষেত্র; আর্য্যাবর্ত্ত; ভারতবর্ষ; কৃষ্টভূমি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মভোগ—কৃত কর্ম্মের ফলভোগ; কোন বিষয়ে অনর্থক কষ্ট পাওয়া। ৬তৎ। সং. পু।

কর্ম্মমূল—কুশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ম্মযুগ—কলিযুগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ম্মযোগ—১। বেদবিহিত কর্ম্মে কৌশল; চিত্তশুদ্ধিজনক বৈদিক কর্ম্ম। ৭তৎ। ২। কর্ম্মরূপ যোগসাধন। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু। [ইহাই ক্রিয়াযোগ, ইহাই জ্ঞানযোগের সাধক। কর্ম্মযোগ ব্যতীত কাহারও জ্ঞান হইতে দেখা যায় না। কর্ম্মযোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব কর্ম্মযোগ পরম্পরা সম্বন্ধে জ্ঞানের সাধক। পুরুষ কর্ম্মের অনারম্ভে নিষ্কর্ম্মতা ভোগ করিতে পারে না, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্ম করা অর্থাৎ কর্ম্মযোগ আশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

নিষ্কাম ও সকাম ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ বলিয়া কর্ম্মযোগও দ্বিবিধ। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ ও সকাম কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়। এরূপ মনে হইতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভই যখন কর্ম্মের শেষ ফল, তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্ম করিবেন কেন? ইহার উত্তরে গীতায় উক্ত হইয়াছে;—হে অর্জ্জুন, সেই হেতু অনাসক্ত হইয়া সতত করণীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। "পুরুষ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পরম পদার্থ প্রাপ্ত হয়। জনক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোক-সংগ্রহ নিমিত্তও কর্ম্ম করা উচিত। দেখ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে, সামান্য লোকে তাহারই অনুসরণ করে, এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ করেন, সামান্য লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি।

কর্ম্মযোগী (–যোগিন্)—কর্ম্মযোগে রত; ব্রহ্মজ্ঞান ও তদ্দারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত কর্ম্মযোগপরায়ণ। কর্ম্মযোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কর্ম্মযোগিনী।

কর্ম্মরঙ্গ—কামরাঙ্গা। সং; পু বা ক্লী।

কর্ম্মবশ—কর্ম্মের বশ; কার্য্যের অধীন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –বশা।

কর্ম্মবশতঃ (–তস্)—কার্য্যবশতঃ, কার্য্যানুরোধে। ৬তৎ। ব্য।

কর্ম্মবাচ্য—যে বাক্যে কর্ম্মপদ বাচ্য হয়, অর্থাৎ কর্ম্মপদ উক্ত হওয়ায় তাহাতে প্রথমা ও কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্ম্মের অনুগামিনী হয়। কর্ত্তৃবাচ্য দেখ। সং; ক্লী।

কর্ম্মবাদ—কর্ম্মই মুক্তির সোপান এইরূপ মত। কর্ম্মই যে বাদ, কর্ম্মধা। সং; পু।

কর্ম্মবাদী (–বাদিন্)—কর্ম্মই মুক্তির সোপান এইরূপ মতস্থাপনকারী। কর্ম্মন্–বদ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –বাদিনী।

কর্ম্মবিপাক—স্বকৃত কর্ম্ম জন্য ফলভোগ; অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের পরিণাম। ৬তৎ। সং।

কর্ম্মবীর—কার্য্য সম্পাদনে তেজস্বী, অত্যধিক কার্য্যকারী, অতীব কার্য্যপ্রিয়, কর্ম্মশূর। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মব্যতীহার, কর্ম্মব্যতিহার—পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াসম্পাদন। দর্শন, স্পর্শন, চুম্বন প্রভৃতি বিষ্ণু লক্ষ্মীকে ও লক্ষ্মী বিষ্ণুকে করিতেছেন। এস্থলে উল্লিখিত দর্শন স্পর্শন চুম্বনাদির ব্যতীহার হইয়াছে। ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ শব্দ। ব্যাকরণে ব্যতীহার হইলে ধাতু-বিশেষের উত্তর আত্মনেপদের বিভক্তি হয়। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ম্মশালা—কাজ করিবার ঘর, কার্য্যালয়, কারখানা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মশীল—ক্রিয়াবান্, কার্য্যসাধনপর, কর্ম্ম সম্পাদনে যত্নবান্। কর্ম্ম হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –শীলা। বি, –শীলতা, –ত্ব। [৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মশুচি—পবিত্রকর্ম্মা, নির্দ্দোষ কার্য্যকারী।

কর্ম্মশূর—কর্ম্মক্ষম, কার্য্যদক্ষ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
কর্ম্মশৌচ—কর্ম্মশুচিত্ব, পবিত্র কর্ম্মত্ব। কর্ম্ম বিষয়ে শৌচ অর্থাৎ শুচিত্ব, ৭তৎ। সং; ক্লী।
কর্ম্মসচিব—কর্ম্মসহযোগী মন্ত্রী। ৭তৎ। সং; পু।
কর্ম্মসন্ন্যাস—কর্ম্মফলত্যাগ; কর্ম্মত্যাগ। ৬তৎ। সং; পু। [কর্ম্মত্যাগী। বিণ; পু।
কর্ম্মসন্ন্যাসী (—সন্ন্যাসিন্)—কর্ম্মফলত্যাগী;
কর্ম্মসম্ভব—কর্ম্মজ, ক্রিয়াজন্য। কর্ম্ম হইতে সম্ভব যাহার, বহ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সম্ভবা।
কর্ম্মসাক্ষী (—সাক্ষিন্)—কর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা; সূর্য্যাদি নয় জন [সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল ও পঞ্চ মহাভূত, এই নয়টী শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী]। ৬তৎ। বিণ; পু।
কর্ম্মসাধক—কার্য্য সম্পাদনকর্ত্তা, ক্রিয়াকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সাধিকা।
কর্ম্মসাপেক্ষ—কার্য্যের উপর নির্ভরকারী। বিণ; ত্রি। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।
কর্ম্মসিদ্ধি—কার্য্যসিদ্ধি; কার্য্যের সফলতা।
কর্ম্মসূত্র—কর্ম্মরূপ রজ্জু, কর্ম্মবন্ধন; কার্য্যানুরোধ। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
কর্ম্মস্থল—কর্ম্মক্ষেত্র, যেখানে কাজ করিতে হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।
কর্ম্মাকর্ম্ম—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।
কর্ম্মাক্ষম—কার্য্যকরণে অসমর্থ বা অপটু, অকর্ম্মণ্য, অকেজো। কর্ম্মে অক্ষম, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্ষমা। বিশেষ্যে —ক্ষমতা, —ত্ব। [ক্লী।
কর্ম্মাঙ্গ—শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অঙ্গ। ৬তৎ। সং;
কর্ম্মাধীন—কার্য্যবশ; ক্রিয়াধীন; ভাগ্যাধীন, অদৃষ্টসাপেক্ষ। কর্ম্মের অধীন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ম্মাধীনা।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—কার্য্যের অধ্যক্ষ। কর্ম্মের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ম্মাধ্যক্ষা।
কর্ম্মানুবন্ধ—কর্ম্মবন্ধন, কর্ম্মসূত্র; কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ; কার্য্যের উপর নির্ভর। কর্ম্মের অনুবন্ধ, ৬তৎ। সং; পু।
কর্ম্মানুবন্ধী (—বন্ধিন্)—কর্ম্মবন্ধনযুক্ত; কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ; কার্য্যসাপেক্ষ। কর্ম্মানুবন্ধ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী,—বন্ধিনী।
কর্ম্মানুরূপ—কার্য্যের উপযুক্ত, যেমন কার্য্য তাদৃশ। কর্ম্মের অনুরূপ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
কর্ম্মানুষ্ঠাতা (—ষ্ঠাতৃ)—কার্য্যসম্পাদন কর্ত্তা; ক্রিয়াসাধক; কার্য্যের আরম্ভকর্ত্তা। কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী কর্ম্মানুষ্ঠাত্রী।
কর্ম্মানুষ্ঠান—কর্ম্ম নিষ্পাদন, কার্য্যের সূচনা। কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ৬তৎ। সং; ক্লী।
কর্ম্মান্ত—১। কার্য্যের অবসান; ক্রিয়াশেষ। কর্ম্মের অন্ত; ৬তৎ। ২। কর্ম্মভূ, কৃষ্টভূমি। কর্ম্মের অন্ত হয় যাহাতে, বহ। সং; পু।
কর্ম্মান্তর—১। কার্য্যের অবকাশ; ক্রিয়ার পার্থক্য; প্রায়শ্চিত্ত। কর্ম্মের অন্তর, ৬তৎ। ২। অন্য কার্য্য। নিত্য। সং; ক্লী।
কর্ম্মান্তিক—কর্ম্মকর, চাকর। কর্ম্মান্ত+ইক। সং; পু।
কর্ম্মার—১। কামার। কর্ম্মন্—ঋ+অন্ ক। ২। কামরাঙ্গা; বাঁশ। ···+অল্ ণ। সং; পু।
কর্ম্মারম্ভ—কার্য্যানুষ্ঠান, কার্য্যের সূত্রপাত। কর্ম্মের আরম্ভ, ৬তৎ। সং; পু।
কর্ম্মার্হ—১। কার্য্যের উপযুক্ত; কার্য্যকর; কার্য্যক্ষম। কর্ম্মের অর্হ (যোগ্য), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। পুরুষ। সং; পু।
কর্ম্মিষ্ঠ—কর্ম্মঠ, কার্য্যদক্ষ; ক্রিয়াশীল। কর্ম্মন্ শব্দ+ইষ্ঠ। বিণ; ত্রি। বি কর্ম্মিষ্ঠতা।
কর্ম্মী (কর্ম্মিন্)—কর্ম্মকারী; কর্ম্মযুক্ত; কর্ম্মক্ষম। কর্ম্মন্+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কর্ম্মিণী।
কর্ম্মেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় দেখ।
কর্ব্বট—১। দুইশত গ্রামের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নগর, যেখানে গিয়া সন্নিহিত জনপদবাসীরা ক্রয়বিক্রয় কার্য্য করে। কর্ব্ব+অট। সং; পু বা ক্লী। ২। নগর, পুর। সং; ক্লী।
কর্ব্বুর, কর্ব্বূর—১। রাক্ষস। কর্ব্ব+উর, উর ক। সং; পু। ২। নানাবর্ণবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রা। [ত্রি।
কর্শিত—কৃশীকৃত। ণিজন্ত কৃশ+ক্ত ম্ম। বিণ;
কর্ষ—১। কর্ষণ, ভূমিচষা। কৃষ+অল্ ভা। সং; পু। ২। এক তোলা পরিমাণ (বৈদ্য মতে দুই তোলা)। কৃষ+অল্ ম্ম। সং; পু বা ক্লী।
কর্ষক—কর্ষণকারী, কৃষক, চাষী। কৃষ+ণক ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী কর্ষিকা।
কর্ষকবর্গ—ধর্ষকপদী শ্রেণী, যাহারা নখ দিয়া মাটী আঁচড়ায় সেই শ্রেণী। দেশজ। সং।
কর্ষণ—কৃষিকর্ম্ম, চাষ; আকর্ষণ, টানা। কৃষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
কর্ষণীয়—চাষের উপযুক্ত, কর্ষণযোগ্য, যাহা চষিতে হইবে। কৃষ+অনীয় ম্ম। বিণ; ত্রি।
কর্ষা—কর্ষণ করা, চষা। ক্রি। ক, প্র।
কর্ষাপণ—ষোল (১৬) পণ, এক কাহণ। সং।
কর্ষিণী—১। কর্ষিকা; আকর্ষণকারিণী; মনোহারিণী। কর্ষী দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। খলীন, অশ্বের মুখবন্ধন-রজ্জুসংলগ্ন লৌহখণ্ড। সং; স্ত্রী।
কর্ষিত—চাষ দেওয়ান হইয়াছে এরূপ, চষা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত কৃষ বা কর্ষি+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কর্ষিতা।
কর্ষী (কর্ষিন্)—কর্ষক; আকর্ষণকারী; মনোহর। কৃষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কর্ষিণী।
কল—১। মধুরাস্ফুট (ধ্বনি)। কল (শব্দ করা)+অন্ ক। ২। অজীর্ণ। কল+অস্ ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কলা। ৩। মধুরাস্ফুটধ্বনি। সং; পু। ৪। শুক্র। সং; ক্লী। ৫। যন্ত্র। দেশজ। সং। ৬। গরুর একগ্রাস; মানুষের গ্রাস। কবল শব্দজ। দেশজ। সং। ৭। অঙ্কুর। কলন বা কলি শব্দজ। সং।
কলকণ্ঠ—১। কোকিল; হংস; কপোত। কল (মধুরাস্ফুটধ্বনি) কণ্ঠে যাহার, বহ। সং; পু। ২। মধুরাস্ফুটধ্বনিযুক্ত; সুস্বর; সুগায়ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ণ্ঠা,—ণ্ঠী।
কলকণ্ঠধ্বনি—১। মধুর কণ্ঠস্বর। কণ্ঠের ধ্বনি=কণ্ঠধ্বনি, ৬তৎ; কল যে কণ্ঠধ্বনি, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মধুর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। কল হইয়াছে কণ্ঠধ্বনি যাহার, বহ। বিণ; ত্রি।
কলকল—কোলাহল, সমবেত বহু লোকের মিশ্রধ্বনি; অস্ফুটধ্বনি। কল শব্দ+দ্বিত্ব। সং; পু।
কলকলান—কলকল করা, মধুরাস্ফুটধ্বনি করা, কপচান; কলরব করা, কোলাহল করা, অনর্থক অধিক বকা, বাচালতা করা। দেশজ। ক্রি।
কলগী—শিরস্ক, তাজ, পাগড়ীর সম্মুখে উচ্চ ভূষণ বিশেষ। বৈদেশিক। সং।
কলঘোষ—কোকিল। কল হইয়াছে ঘোষ (রব) যাহার, বহু। সং; পু।
কলঙ্ক—চিহ্ন, তাম্রাদি পাত্রের দাগ; অযশঃ; অখ্যাতি, দুর্নাম। কল+ক্বিপ্ ক। পু।
কলঙ্ককর—কলঙ্কজনক, অপবাদকারক। কলঙ্কের কর (কারক) ইতি ৬তৎ; অথবা কলঙ্ক করে যে এই বাক্যে উপ; কলঙ্ক—কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী।
কলঙ্ককালিমা (—কালিমন্)—কলঙ্কের কাল দাগ, দারুণ দুর্নাম, বিষম অখ্যাতি। ৬তৎ। সং; পু।
কলঙ্ক-ভঞ্জন—অপবাদ নিরসন। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।
কলঙ্কষ—সিংহ। উপ; কল—কষ্+খ ক।
কলঙ্কসাগর—১। সাগরের জলরাশির ন্যায় অপরিমেয় কলঙ্ক। কলঙ্ক সাগরপ্রায়, উপমিত। সং; পু। ২। সাগরবৎ অপরিমেয় কলঙ্কবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।
কলঙ্কিত—কলঙ্কযুক্ত; অযশোভাগী; অপবাদগ্রস্ত। কলঙ্ক+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।
কলঙ্কিনী—কলঙ্কী দেখ।
কলঙ্কী (কলঙ্কিন্)—চিহ্নযুক্ত, দাগবিশিষ্ট; অযশোভাগী, অপবাদগ্রস্ত। কলঙ্ক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কলঙ্কিনী।
কলঙ্কুর—জলাবর্ত্ত, পাকজল। সং; পু।
কলঞ্জ—তাম্রকূট, তামাক, দোক্তা। সং; পু বা ক্লী।

কলট—ছাদ, ঘরের চাল। উপ; ক (জল) —লট্‌+অন্‌ ক। সং; ক্লী।
কলতানি—ক্ষতাদি হইতে নির্গত রস, তরল ক্লেদ; মৎস্য মাংসাদি হইতে নির্গত রস; কফ, শ্লেষ্মা। দেশজ। সং।
কলত্র—ভার্য্যা, পত্নী; জঘন; নিতম্ব, কটি; দুর্গ। কল—ত্রৈ+ড ক; অথবা গড় (ক্ষরিত হওয়া)+অত্রন্‌ অধি। সং; ক্লী।
কলধৃত—রৌপ্য, রূপা। ৬তৎ। সং; ক্লী।
কলধৌত—স্বর্ণ; রৌপ্য; কলধ্বনি। ৬তৎ। সং; ক্লী।
কলধ্বনি—১। মধুরাস্ফুট শব্দ। কর্ম্মধা। ২। কোকিল; হংস; পারাবত; ময়ূর। কল হইয়াছে ধ্বনি যাহার, বহু। সং; পু।
কলন—গণন, গণনা; বিবেচনা, বিচার; জ্ঞান; গ্রহণ; ধারণ, পরিধান; দর্শন; গ্রসন, গ্রাস। কল্‌+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।
কলনা—১। কলন (সকল অর্থে)। কল্‌+অন ভা+আপ্‌। সং; স্ত্রী। ২। বিনিময়, আদান প্রদান। প্রা, ক।
কলনাদ—মধুরাস্ফুটধ্বনি। কর্ম্মধা। সং; পু।
কলনাদী (—নাদিন্‌)—মধুরাস্ফুটধ্বনিকারক। উপ; কল—নদ+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কলনাদিনী।
কলন্তর—বৃদ্ধি, সুদ, কুসীদ। সং। প্রা, ক।
কলন্দর—১। লেটের ঔরসে তীবর-তনয়ার গর্ভজাত সঙ্কর জাতিবিশেষ। সং; পু। ২। কানাত, পর্দ্দা; পাইল, সামিয়ানা; এক শ্রেণীর মুসলমান ফকির বা সন্ন্যাসী; পীর। বৈদেশিক। সং।
কলন্দিকা—সর্ব্ববিদ্যা। সং; স্ত্রী।
কলপ—১। কল্প। সং। প্রা, ক। ২। কাপড়ে মাখাইবার মাড়; সাদা চুল কাল করিবার আরক বা ঔষধ। হিন্দীমূলক। সং।
কলবল—১। কলকল, কলরব; কলনাদ; জলে ছোট মাছ খেলা করিবার বা ভাত ফুটিবার অনুকরণশব্দ; যত্ন এবং শক্তি। দেশজ। সং। ২। কলরবকারী। বিণ। ক, প্র।
কলবলান—কলবল শব্দ করা। দেশজ। ক্রি।
কলবলানি—কলবল শব্দ। প্রাদে। সং।
কলভ—হস্তিশাবক; উষ্ট্রশিশু; ধুতুরা গাছ। করভ শব্দের রূপভেদ। সং; পু।
কলম—১। ধান্যবিশেষ; লেখনী। কল+অম র্ম্ম। ২। চৌর। কল+অম ক। সং; পু। ৩। রোপণার্থ বিশেষভাবে কর্ত্তিত বৃক্ষ-শাখা। দেশজ। সং।
কলম-তরাশ—কলম কাটিবার অস্ত্র, চাকু-ছুরী। বৈদেশিক। সং। [জায়গা। সং।
কলমদান—কলমের আধার, কলম রাখিবার
কলম-পেশা—লেখন-বৃত্তি। সং।
কলম-বাজ—লিপিপটু, সুন্দর লেখক; লেখক কর্ম্মচারী, মুহুরি, মুন্সি। বৈদেশিক। সং।
কলমবাজী—লেখনী-চালনা, লেখকত্ব, মুন্সি-গিরী; লেখনী-যুদ্ধ, লেখালেখি। বৈদেশিক। সং।
কলমা—১। শালিধান্যবিশেষ। কলম শব্দজ। সং। ২। ইসলামধর্ম্মের কোরাণোক্ত আত্মশুদ্ধিসাধক একেশ্বর প্রতিপাদক মন্ত্র-বচনবিশেষ। বৈদেশিক। সং।
কলমী—১। জলজ লতানিয়া শাকবিশেষ। কলম্বী শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। কলম হইতে জাত (যেমন কলমী চারা)। বিণ।
কলম্ব—১। শাকের ডাঁটা। কড়+অম্বচ্‌ র্ম্ম। ২। বাণ; কদম্ব-বৃক্ষ। কড়+অম্বচ্‌ ক। সং; পু।
কলম্বস—প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় নাবিক। ইনি ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কলম্বস বাল্য-কাল হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। ইনি পেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া নৌযুদ্ধ বিভাগে প্রবেশ করেন। এই সময়ে ইনি অবসরমত বিক্রয়ার্থ মানচিত্র প্রস্তুত করিতেন। এই কার্য্যে ইঁহার এক দিকে যেমন অর্থাগম হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই ভূগোলবিদ্যায় অভিজ্ঞতা জন্মিল। এই সময়ে ইনি ক্যাথে ও জিপাঙ্গো (চীন ও জাপান) সম্বন্ধীয় এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জলপথে ঐ স্থানে যাইবার সঙ্কল্প করেন। অতঃপর ইনি লিসবনে গমন করিয়া তত্রত্য জনৈক নৌ-কর্ম্মচারীর কন্যা ফিলিপাকে বিবাহ করেন। উক্ত নাবিক ভারতবর্ষ ও তাহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ বর্ণনাটি কলম্বসের হস্তগত হইলে তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হয়, এবং তিনি জেনোয়া, পর্টুগাল প্রভৃতি স্থানের রাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সাহায্যের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই উপহাস প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইঁহার পত্নীবিয়োগ হয় এবং উত্তমর্ণের ঋণের দায়ে ইঁহার মানচিত্রগুলি বিক্রয় করিয়া লয়। অতঃপর ইনি স্পেনে গমন করেন, এবং তথাকার রাজা ফার্দ্দিনান্দ ও রাজ্ঞী ইসাবেলার সাহায্যে ১৪৯২ খৃঃ ৩রা আগষ্ট প্যালো বন্দর হইতে সমুদ্রযাত্রা করেন।

অতঃপর কলম্বস কিউবা, সেণ্ট ডোমিঙ্গো প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া ১৪৯৩ খৃঃ মার্চ্চ মাসে প্যালো বন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে ঐ বৎসরেই পুনরায় যাত্রা করিয়া জ্যামেকা দ্বীপ আবিষ্কার করেন। অনন্তর ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার যাত্রা করেন। এইবারে আমেরিকা এবং ত্রিনিদাদ আবিষ্কৃত হয়। ১৫০২ খৃঃ চতুর্থবার বহির্গত হন, কিন্তু নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৫০৪ খৃঃ প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে ভেলাডলিড্‌নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।
কলম্বিকা—কলম্বী; কলসী। কলম্বী+কণ্‌ স্বার্থে+আপ্‌। সং; স্ত্রী।
কলম্বী—কলমী শাক। সং; স্ত্রী।
কলরব—১। মধুরাস্ফুটধ্বনি। কর্ম্মধা। ২। কোকিল; পারাবত। কল হইয়াছে রব যাহার, বহু। সং; পু।
কলল—জরায়ু; ভ্রূণ। সং; পু বা ক্লী।
কলশ—বৃহৎ জলপাত্র, ঘট, কুম্ভ, কলসী। কল—শো+ড ক। সং; পু বা ক্লী।
কলশি, কলশী—ঘট, কুম্ভ, কলস। কল শব্দ —শো+ই, ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।
কলস—বৃহৎ জলপাত্র, ঘট, কুম্ভ। ক শব্দ (জল)—লস+অন্‌ ক। সং; পু বা ক্লী।
কলসি, কলসী—ঘট, ঘটী, কুম্ভ। ক (জল)—লস (ক্রীড়া করা)+ই, ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।
কলসীসুত—অগস্ত্য মুনি। ৬তৎ। সং; পু। [অগস্ত্য দেখ]।
কলস্বন—মধুরাস্ফুট শব্দকারী। কল স্বন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কলস্বনা।
কলস্বর—১। কলধ্বনি, মধুরাস্ফুট কণ্ঠধ্বনি। কল যে স্বর, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মধুরাস্ফুট কণ্ঠধ্বনিযুক্ত, মধুরনাদী, কলকণ্ঠ, সুস্বর। কল স্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
কলস্বরে—সুস্পষ্টকণ্ঠে, মধুররবে। কল হইয়াছে স্বর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
কলহ—১। বিবাদ, ঝগড়া; যুদ্ধ। কল-হন+ড ক। সং; পু বা ক্লী। ২। খড়্গ-কোষ; পথ; ভণ্ডতা। সং; পু।
কলহংস—মরাল, কাদম্ব, বালিহাঁস; রাজ-হংস; উত্তম রাজা; ব্রহ্ম। সং; পু।
কলহকার—বাগ্‌যুদ্ধকারী। উপ; কলহ—কৃ+অণ্‌ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কারী।
কলহকারী (—কারিন্‌)—বিবাদকর্ত্তা, কোন্দল-কারক, বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত। উপ; কলহ—কৃ+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—কারিণী।
কলহপ্রিয়—১। বিবাদানুরাগী, ঝগড়া করিতে ভালবাসে এরূপ। কলহ প্রিয় যাহার; বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রিয়া। ২। নারদর্ষি, কারণ ইনি কলহপ্রিয় বলিয়া প্রবাদ আছে। সং; পু। বি,—প্রিয়তা,—ত্ব।
কলহপ্রিয়া—১। বিবাদানুরাগিণী। কলহপ্রিয় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সারিকা পক্ষিণী। সং; স্ত্রী।
কলহান্তরিতা—নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকা

• মানভরে নায়কের সহিত কলহ করিয়া পশ্চাৎ অনুতপ্তা হয়। কলহ দ্বারা অন্তরিতা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কলা—১। মধুরাস্ফুটা, ইত্যাদি। কল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের ষোড়শাংশ; অংশ; লেশ; কালপরিমাণবিশেষ; স্ত্রীরজঃ; কপট,ছল; নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি (৬৪) বিদ্যা; সুদ; শৌর্য্যাদি গুণ; কল্পনা; সামর্থ্য; বিভূতি; শরীরের যে সকল অংশ স্নায়ুসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত,জরায়ু দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহাদিগকে 'কলা' বলে। কল+অল্ র্থ+আপ্।২। ব্রহ্মার পুত্র মরীচির পত্নী [কর্দ্দমপ্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম, ইনি কশ্যপ মুনির জননী]; নৌকা। কল+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ৪। কদলী,রম্ভা; হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি; মেঢ্র, শিশ্ন; অণ্ডিম্ব ঘোড়ার ডিম, কিছুই নয়; ছল, বাণ; ন্যাকরা, নেকামি। দেশজ। সং।

কলাই—১। কলায় শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। ধাতুপাত্রে রূপার বা রূপালি রঙ্গের প্রলেপ। বৈদেশিক। সং।

কলাকুশল—নৃত্যগীতবাদ্যাদিতে নিপুণ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কুশলা।

কলাকেলি—কামদেব। কলায় কেলি যাহার, বহু। সং; পু।

কলাঙ্কুর—চৌর্য্যশাস্ত্র-প্রণেতা মূলদেব; কংসাসুর; সারসপক্ষী। সং; পু।

কলাতলা—কদলী বৃক্ষের তলদেশ বা নিকটবর্ত্তী স্থান; বিবাহকালে কদলী বৃক্ষ বেষ্টিত স্ত্রী-আচারের স্থান। দেশজ। সং।

কলাদ—স্বর্ণকার। উপ; কলা শব্দ (অংশ) —আ—দা (দেওয়া)+ড ক। সং; পু।

কলাধর—চন্দ্র। কলার ধর, ৬তৎ। সং; পু।

কলাধার—চন্দ্র। কলার আধার, ৬তৎ। সং; পু। [দেশজ। ক্রি।

কলান—অঙ্কুরিত হওয়া, গজান; যোগ করা।

কলানাথ—সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গন্ধর্ববিশেষ; ইনি সোমেশ্বরের শিষ্য। ৬তৎ। সং; পু।

কলানিধি—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

কলানুনাদী(—নাদিন্)—ভ্রমর; চটক; চাতক। উপ; কল—অনু—নদ+ণিন্ ক। সং; পু।

কলান্তর—বৃদ্ধি; সুদ; লাভ। সং; স্ত্রী।

কলাপ—সমূহ; ময়ূরপুচ্ছ; ভূষণ; কাঞ্চী; তূণ; চন্দ্র; বিদগ্ধ ব্যক্তি; স্বনামখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ। কলা—আপ+বণ্ ক। সং; পু।

কলাপক—১। কলাপ; করিগলবন্ধ। কলাপ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। একবাক্য প্রাপ্ত শ্লোকচতুষ্টয়। সং; স্ত্রী।

কলাপিনী—ময়ূরী; কোকিলা; রাত্রি; নাগরমুথা। কলাপ+ইন্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কলাপী (কলাপিন্)—১। ময়ূর; পাকুড়গাছ। কলাপ+ইন্ অস্ত্যর্থে।২। কোকিল। কল—আপ+ণিন্ ক। সং; পু। [সং।

কলা পুঁকী—কলাগাছের ছোট চারা বা তেউড়।

কলাপূর্ণ—চন্দ্র। ৩তৎ। সং; পু। [দড়ী। সং।

কলা-পেটো—কলাগাছের খোল বা তন্নির্ম্মিত

কলা বাসনা—কলাগাছের শুষ্ক খোল। সং।

কলাবউ—(কলাবধূ)—১। নবপত্রিকা। দুর্গাপূজার প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে এই নবপত্রিকা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া অর্চনা করিতে হয়,ইহাতে কদলী প্রভৃতি নয়টী পল্লব থাকে বলিয়া ইহার নাম নবপত্রিকা। প্রত্যেক পল্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বতন্ত্র;—কদলীর অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, হরিদ্রার দুর্গা, ধান্যের লক্ষ্মী, কচুর কালিকা, মানকচুর চামুণ্ডা, জয়ন্তীর কার্ত্তিকী, দাড়িম্বের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা ও বিল্বের শিবা। পূজাকালে প্রত্যেক দেবতার স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়। এই নবপত্রিকা বধূর ন্যায় বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে বলিয়া সাধারণ লোকে ইহাকে "কলাবউ" বলিয়া থাকে, এবং গণেশের মূর্ত্তির নিকটে স্থাপিত হয় বলিয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহাকে গণেশের পত্নী বলিয়া মনে করে, পরন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। দেশজ। ২। [ব্যঙ্গার্থে] দীর্ঘাবগুণ্ঠনবতী বধূ, অতি লজ্জাশীলা বউ।

কলাভৃৎ—চন্দ্র; শিব; শিল্পী। উপ; কলা শব্দ—ভৃ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

কলায়—কড়াই, কলাই। কল শব্দ—অয় (গমন করা)+অন্ ক; অথবা, ক শব্দ (বায়ু)—লা (গ্রহণ করা)+যক্ ক। সং; পু।

কলায়ন—নর্ত্তক। উপ; কলা—অয়্+অনক। সং; পু।

কলালাপ—১। মধুরালাপ; মধুরাস্ফুট ধ্বনি। কল যে আলাপ, কর্ম্মধা। ২। ভ্রমর; কোকিল। কল হইয়াছে আলাপ যাহার, বহু। সং; পু।

কলাবৎ—কালোয়াৎ, সঙ্গীতবিশারদ। দেশজ।

কলাবতী—১। কলাবিশিষ্টা। কলাবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের বীণা; নায়িকাবিশেষ। সং; স্ত্রী। ৩। শ্রীরাধিকার জননী। ইনি কান্যকুব্জরাজের দুহিতা। বৃষভানু রাজার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ৪। অপ্সরোবিশেষ। ৫। দীক্ষাবিশেষ এই দীক্ষার সবিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে কলাবতী দীক্ষায় লিখিত হইয়াছে। সং; স্ত্রী। ৬। সঙ্গীত পারদর্শীর যোগ্য। দেশজ। বিণ।

কলাবধূ—কলাবউ দেখ।

কলাবান্ (—বৎ)—১। কলাবিশিষ্ট। কলা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কলাবতী। ২। চন্দ্র। সং; পু।

কলি—১। কলিকা, কুট্মল, কোরক, কুঁড়ি; পদাবলীযুক্ত রচনাবিশেষ। সং; স্ত্রী। ২। কলহ; যুদ্ধ; মেষ; শূর; চতুর্থ যুগ*। কল+ই ক। সং; পু। ৩। কবিতা বা গানের চরণ। দেশজ। সং। ৪। চূর্ণাদির শাদা লেপ (যথা, কলি ফেরান)। সং।

* কলিযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামও কলি। ক্রোধের ঔরসে তদীয় ভগিনী হিংসার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি আবার স্বীয় ভগিনী দুরুক্তির পাণিগ্রহণ করেন। ভয় ইঁহার পুত্র এবং মৃত্যু ইঁহার কন্যা। ইঁহার অধিকার কাল ৪, ৩২,০০০ বৎসর। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে ইঁহার শাসন আরম্ভ হইয়াছে। তাহা হইলে এক্ষণে (খৃঃ ১৯২৭) কলির ৫০২৮ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে। অতঃপর আরও ৪,২৬,৯৭২ বৎসর ইনি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন। কথিত আছে যে, কলির শেষাবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম লোপ পাইবে, হিন্দু, যবন, ম্লেচ্ছ, সব একাকার হইবে। এবং কলিযুগের অন্তকালে ভগবান্ বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিবেন,—আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। এই কলি নল রাজাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছিল [নল দেখ]।

কলিকা—হুঁকার কল্কে বা কল্কে। দেশজ। সং।

কলিকা, কলী—১। কলি, কোরক, কুঁড়ি, অপ্রস্ফুটিত পুষ্প; পদসমূহযুক্ত রচনাবিশেষ। কলি+ঈপ্ =কলী। কলী+কণ্+আপ্ =কলিকা। সং; স্ত্রী।

কলিকাতা—বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান নগর। বর্ত্তমান কলিকাতা তিনখানি গ্রামের সমষ্টি;—(১) সূতানুটি—উত্তরসীমা বাগবাজারের খাল, দক্ষিণ বর্ত্তমান টাকশাল; (২) নিজ কলিকাতা—উত্তরসীমা টাকশাল, দক্ষিণসীমা বর্ত্তমান কষ্টমস্‌হাউস; (৩) গোবিন্দপুর—উত্তরসীমা বর্ত্তমান কষ্টমস্‌হাউস, দক্ষিণ ময়দানের দক্ষিণ সীমা। ১৫৯৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর একটি রাজস্বসম্বন্ধীয় নকসা প্রস্তুত করান। তাহাতে "কালকাতা" একটি গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। কালীঘাটের অপভ্রংশে কালকাটা। কালিকাটা হইতেই ইংরাজী নাম ক্যাল্‌কাটা। ইংরাজাধিকারের ৭০ বৎসর মধ্যে এখানে বহুসংখ্যক ইংরাজ মারা যায়, সেই জন্য নাবিকগণ বলিত, "গলগথা" (Golgotha) শব্দ হইতে কালকাটা নাম উৎপন্ন হইয়াছে। "গলগথা" অর্থে যে স্থানে মরা মানুষের খুলি স্তূপীকৃত করা থাকে। ●

যোগন কর্ম্মচারিগণের সহিত মনোমালিন্য

ঘটায়, জব চার্ণক-প্রমুখ ইংরাজ কুঠিয়ালগণ হুগলি পরিত্যাগপূর্ব্বক সুতানুটি গ্রামে আসিয়া ১৬৮৬ অব্দে কুঠি স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে কার্য্যস্থান নিজ কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৬৯৮ খৃঃ অঃ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পুত্র আজিমের নিকট উপরি-উক্ত গ্রামত্রয় ক্রয় করা হয়। বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্টাফিসের অধিকৃত স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা কোন কারণে ইংরাজদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া ১৭৫৬ অব্দে কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করেন; সেই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত কলিকাতার ইংরাজদুর্গের একটি ক্ষুদ্র গৃহে "অন্ধকূপহত্যা" সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয় (১৭৫৬ জুন মাস)। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সাত মাস কাল কলিকাতা সিরাজদ্দৌলার অধিকারে থাকে। ঠিক এক বৎসর পরে ক্লাইভের নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরাজসৈন্য পলাশী যুদ্ধে, নবাবকে পরাজিত করে। মীরজাফর ইংরাজগণের সাহায্যে নবাবপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে পুরাতন দুর্গটি পরিত্যক্ত হয় এবং গোবিন্দপুর গ্রামে একটি নূতন দুর্গ স্থাপনের আয়োজন করা হয়। দুর্গটি ১৭৭৩ সালে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মিত হইয়া "ফোর্ট উইলিয়ম" নাম প্রাপ্ত হয়। ইহারই সমকালে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া "ময়দান" প্রস্তুত করা হয়।

১৭০৭ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতা মাদ্রাজ প্রদেশের অধীন ছিল। ১৭০৭ হইতে ১৭৭৩ সাল পর্য্যন্ত, ইহা মাদ্রাজ ও বোম্বের ন্যায় একটি প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। শেষোক্ত অব্দে বিলাতের পার্লামেণ্ট একটি আইন প্রচার করেন; তাহার ফলে বঙ্গ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা গভর্ণর-জেনারেল আখ্যা, এবং মাদ্রাজ ও বোম্বে ব্যতীত কোম্পানির অধিকৃত ভারতের অপর স্থানগুলির শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্টও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বঙ্গের শাসনভার মুসলমান কর্ম্মচারিগণের হস্ত হইতে ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি মুরশিদাবাদ হইতে সরকারী খাজনাখানা (Treasury) কলিকাতায় আনেন। এইরূপে কলিকাতা বঙ্গের প্রধান নগর এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রাজধানী হইয়া পড়ে। ১৮৩৪ অব্দে বঙ্গের গভর্ণর জেনারেল সমগ্র ভারতের গভর্ণর জেনারেল বলিয়া আখ্যাত হন। কলিকাতায় তাঁহার অনুপস্থিতিকালে, ডেপুটি গভর্ণর আখ্যাধারী জনৈক কর্ম্মচারী নিম্ন-বঙ্গদেশ শাসন করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৪ অব্দে নিম্ন-বঙ্গের শাসনভার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর আখ্যাধারী জনৈক কর্ম্মচারীকে স্থায়িভাবে দেওয়া হয়। ১৯১২ অব্দের ১লা এপ্রিল ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে উঠাইয়া লওয়া হয়, এবং উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল খাস বঙ্গদেশটি জনৈক পূর্ণ গভর্ণরের শাসনাধীন করা হয়।

পূর্ব্বে কলিকাতার গভর্ণর পুরাতন দুর্গে বাস করিতেন। লর্ড ওয়েলেস্লী বর্ত্তমান লাটপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। ১৭৯৯ অব্দে আরব্ধ হইয়া ১৮০৪ অব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। প্রাসাদটি লর্ড কর্জ্জনের পৈত্রিকভবন "কেড্লষ্টন হল"এর অনুকরণে নির্ম্মিত। ময়দানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ইডেন গার্ডেনস্ এবং উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে কর্জ্জন গার্ডেন ও অকটরলনী মনুমেণ্ট, পশ্চিম দিকে ফোর্ট এবং দক্ষিণ প্রান্তে ভিকটোরিয়া হল। ময়দানের পূর্ব্ব দিকে চৌরঙ্গী রোড। এই রাস্তার পূর্ব্ব ধারে মিউজিয়ম বা যাদুঘর। ময়দানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং বহু রাজপ্রতিনিধি ও সৈনিক পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। টাউনহলটি কলিকাতাবাসিগণের ব্যয়ে ১৮০৪ অব্দে নির্ম্মিত হয়। গঙ্গার ধারে নূতন টাঁকশাল। ১৮৩৫ অব্দ হইতে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মূর্ত্তি ও নামাঙ্কিত টাকা প্রথম মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান টাঁকশালের নিকটেই গঙ্গাবক্ষে ভাসমান সেতু। এই সেতু দ্বারা হাবড়ার সহিত কলিকাতার সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে (১৮৭৪ খ্রীঃ)। কলিকাতার উত্তর ভাগে দেশীয়গণের আবাস। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক্গণ প্রায় ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় বসতি স্থাপন করে। শেঠ বসাকেরাও কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসী। বাঙ্গালী পল্লীতে "মার্ব্বেল-প্যালেস" অভিধেয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের বাসভবন প্রধান দর্শনীয় হর্ম্ম্য। শোভাবাজারের রাজবংশ এবং ঠাকুরবংশ রাজদ্বারে এবং বাঙ্গালী সমাজে বিশিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। দেশীয় পল্লীতে অনেকগুলি স্কোয়ার খোলা হইয়াছে; তন্মধ্যে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

১৮৫৬ অব্দে কলিকাতায় মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হয়। মিউনিসিপালিটির সদস্যগণ "জষ্টিস অব দি পীস" নামে আখ্যাত ছিলেন। ইঁহাদেরই সময়ে কলিকাতায় জলের কল এবং রাস্তার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সংস্থাপিত হওয়ায় কলিকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৭৬ অব্দে আইনটি পরিবর্ত্তিত হইয়া সদস্য-নির্ব্বাচন প্রথা আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তৎপরে ১৯২২ অব্দে যে নূতন আইন হয়, তদ্দ্বারা কলিকাতা মিউনিসিপালিটী সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং সদস্যনির্ব্বাচনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৫৭ অব্দে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। ১৭১০ অব্দে কলিকাতার জন-সংখ্যা দশ হইতে বার হাজার ছিল। ১৯২১ অব্দে যে জনসংখ্যা গণনা করা হয়, তাহাতে কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় তের লক্ষ দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাল—চতুর্থযুগ, কলিযুগ, সম্পূর্ণ অধর্ম্মের যুগ। ৬৩৫২। সং; পু।

কলিঙ্গ—১। পূতিকরঞ্জ; পাকুড় গাছ; কুটজ; শিরীষ বৃক্ষ। সং; পু। ২। ইন্দ্রযব। স্ত্রী। ৩। দক্ষিণ ভারতস্থ প্রাচীন দেশ। মহাভারতে এই দেশের উল্লেখ আছে। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন, কলিঙ্গ তৈলঙ্গ দেশের বিভাগবিশেষ। উড়িষ্যা প্লিনি-বর্ণিত কলিঙ্গার অন্তর্গত ছিল। হুয়েনথ্-সাং-বর্ণিত কলিঙ্গের দক্ষিণে ও পশ্চিমে অন্ধ্রদেশ (ওরাঙ্গল), এবং উত্তরে ওড্রদেশ (উড়িষ্যা)। তাঁহার ভ্রমণকালে (৬৩০ খৃঃ অঃ) বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী বা কলিঙ্গ এই দেশের রাজধানী ছিল। তিনি কলিঙ্গকে "Kie-ling-Kia" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ৫৪০ খৃঃ অঃ চালুক্যবংশীয় রাজগণ বেঙ্গীপুরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫০ সালে তাঁহারা কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজমহেন্দ্রীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কালচুরী বা হেহয়বংশীয় রাজগণের সময়ের শিলালিপিতে দেখা যায় যে, তাঁহারা কালঞ্জপুর এবং ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি বলিয়া আখ্যাত ছিলেন। কালঞ্জর বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত সুবিখ্যাত পার্ব্বত্য-দুর্গ। বর্ত্তমান তেলিঙ্গানা ত্রিকলিঙ্গের অপভ্রংশ বলিয়া অনেকের অনুমান। [কলিঙ্গ+আপ্। সং; স্ত্রী।

কলিঙ্গা—সুরূপা রমণী; ত্রিবৃৎ, তেউড়ি।

কলিজা—যকৃৎ; বক্ষোদেশ, হৃৎপিণ্ড; হৃদয়, বুক, সাহস। বৈদেশিক। সং।

কলিঞ্জ—তৃণাসন,-চেটা, মাদুর, দরমা, চেটাই ইত্যাদি। সং; পু।

কলিত—গণিত; জ্ঞাত; প্রাপ্ত; অনুগত; গৃহীত; আশ্রিত; উক্ত; উচ্চারিত; বদ্ধ; দৃষ্ট; পৃথক্কৃত। কল (গণনা করা, ইত্যাদি) +ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কলিতা।

কলিদ্রুম—বিভীতক বৃক্ষ, বয়ড়াগাছ [নলরাজার শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণার্থ কলি এই দ্রুমের আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া এই নামে আখ্যাত হইয়াছে]। সং; পু।

কলিন্দ—বিভীতক বৃক্ষ; সূর্য্য; পর্ব্বতবিশেষ। [এই পর্ব্বত হইতে যমুনা নদীর উদ্ভব হওয়ায় তাহার আর এক নাম হইয়াছে কালিন্দী]। কলি শব্দ—দা+অ ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

কলিন্দকন্যা,—নন্দিনী—যমুনা নদী। ৬তৎ।

কলিন্দজা—যমুনা নদী। উপ; কলিন্দ—জন+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

কলিপ্রিয়—১। কলহপ্রিয়। কলি (কলহ) প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কলিপ্রিয়া। ২। নারদ ঋষি; বানর; বিভীতক বৃক্ষ, বয়ড়াগাছ। সং; পু।

কলিয়া, ক'লে (কোলে)—হিন্দু পদবীবিশেষ। দেশজ। সং।

কলিযুগ—চতুর্থ যুগ অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের পরবর্ত্তী যুগ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনসময়ে এই যুগের আরম্ভ। এই যুগের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। শুক্রবারে এক মাঘীপূর্ণিমায় এই যুগের উৎপত্তি। মহারাজ যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, শতানীক, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি ১২০ জন রাজা ক্রমান্বয়ে ৩৬৯২ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মুসলমান এদেশের রাজা হন। তাঁহারা ১০০০ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর ইংরাজগণ এদেশের রাজা হন। কলিযুগের স্থিতিকাল ৪৩২০০০ বৎসর। এক্ষণে ইহার ৫০২৮ বৎসর গত হইয়াছে। এই যুগে ধর্ম্ম এক পাদ এবং অধর্ম্ম ত্রিপাদ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, "এই যুগে নারীগণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত, কর্কশপ্রকৃতি ও কলহপ্রিয় হইবে। বৈদিক এবং পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপ ক্রমে লোপ পাইবে। ধনলিপ্সায় ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণ স্বজনবর্গকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।" এই যুগে গঙ্গা প্রধান তীর্থ। কোন মতে কলির পাঁচহাজার বৎসর পরে গঙ্গা পৃথিবী ত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ গঙ্গার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, "অন্তিম কলিতে পৃথিবী গঙ্গাহীন হইবে এবং বিষ্ণুও সেই সময়ে পৃথিবী ত্যাগ করিবেন।" কলির অবসানে ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন। শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনই কলির একমাত্র গতি।

এই যুগে ব্রাহ্মণ নির্বীর্য, প্রাণ অন্নগত, মনুষ্যদেহ সার্দ্ধ ত্রিহস্তপরিমিত ও পরমায়ুঃ ১০৮ বৎসর। এ যুগে ভোজনপাত্রের নিয়ম নাই; ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, তপঃ বিরহিত, সত্য দূরগত, লোক ধর্ম্মহত, দ্বিজগণ লুব্ধ, এবং মানবগণ নারীর বশ হইবে।

কলিযুগাদ্যা—মাঘীপূর্ণিমা। কলিযুগের আদ্যা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [র্ণি। বিণ; ত্রি।

কলিল—গহন, নিবিড়; মিশ্রিত। কল+ইল

কলী—কলিকা (২) দেখ। [পু। স্ত্রী কলুনী।

কলু—তৈলকার জাতি বিশেষ। দেশজ। সং;

কলুকে, কুলুকে—আকৃষ্ট হয়, মোহিত হইয়া পড়ে, বাঁধা পড়ে। ক্রি। প্রা, ক।

কলুষ—১। পাপ; মালিন্য। কল+উষন্ ক। সং; ক্লী। ২। মহিষ। সং; পু। ৩। মলিন, পঙ্কিল, ঘোলা, কষায়িত, দুঃখিত; অসমর্থ; গর্হিত; ক্ষুব্ধ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ষা।

কলুষিত—পাপযুক্ত; দূষিত; মলিন, পঙ্কিল। কলুষ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

কলেজ—উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ, মহাবিদ্যালয়। সং। ইং (College)।

কলেরা—ওলাউঠা, ভেদবমি, বিসূচিকা রোগ। সং। ইং (Cholera)।

কলেবর—দেহ, শরীর। কলে (কলের মধ্যে) বর (শ্রেষ্ঠ), অলুক্ ৭তৎ; অথবা কলে—বৃ (আবৃত করা)+অনু ক, বা অল্ ণ্ম। সং; ক্লী।

কল্ক—১। খইল, খোল; কর্ণমল; কাইট; মল; পিটে; পাপ। কল+ক ণ্ম। সং; পু বা ক্লী। ২। পাপাত্মা, পাপাশয়, দুর্বৃত্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্কা।

কল্কন—১। কলহ; দম্ভ। পিত্তস্থ কল্ক (—কল্ক)+অনট্ ভা। ২। কাথ; পিটে। ...+অনট্ ণ্ম। সং; ক্লী।

কল্কা—বস্ত্রাদিতে সোনালি রূপালি নানাপ্রকার ফুল ও নক্সা, কলসাকার চিত্র। সং। হিন্দীমূলক।

কল্কি—১। বিষ্ণুর দশম অবতার, ভাগবতের মতে দ্বাবিংশ অবতার। কলিযুগের অন্তকালে ভগবান্ বিষ্ণু সম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। তৎপরে ভার্গবের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া মহাদেবের নিকট সর্ব্বগ অশ্ব ও সর্ব্বজ্ঞ শুক লাভ করিবেন। তদনন্তর সেই দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ ও দেবদত্ত অসি গ্রহণ করিয়া ম্লেচ্ছাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবেন। অতঃপর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ সমগ্র ধরা ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। তৎপরে মহাপ্রলয়ে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হইবে,—কল্কিদেবও অন্তর্হিত হইবেন। পরিশেষে আবার সত্যযুগের আরম্ভ হইবে। সং; পু। ২। হুঁকার কলিকা, চিলাম। দেশজ। সং।

কল্কিপুরাণ—এই অভিধানের ২য় ভাগ দেখ।

কল্কিয়া, কল্কে—হুঁকার কলিকা, মাথা তামাক সাজিবার মৃৎপাত্র, চিলাম। দেশজ। সং।

কল্কী (কল্কিন্)—১। কল্কযুক্ত, কাইটবিশিষ্ট, পঙ্কিল, আবিল, ঘোলা, মলিন, পাপী, দুষ্ট, দুর্বৃত্ত। কল্ক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কল্কিনী। ২। কল্কি অবতার। সং; পু।

কল্প—১। বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ; ব্রহ্মার দিবাভাগ। [পুরাণ মতে,—আমাদের ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন, ও সেই পরিমাণ কালে তাঁহার এক রাত্রি হয়, দিবা ভাগে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও রক্ষা, এবং রাত্রিতে উহার লয় হয়]; বিধি; শাস্ত্র; নিয়ম; ন্যায়, প্রলয়; অভিপ্রায়; বিকল্প। কৃপ+অল্ ণ্ম। ২। কল্পবৃক্ষ। কৃপ+অল্ ক। সং, পু। ৩। (কোনও শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তৎসাদৃশ্যবোধক। বিণ; ত্রি।

কল্পক—১। কল্পনাকারী, রচনাকারী; আরোপণকর্ত্তা। কৃপ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্পিকা। ২। নাপিত। সং; পু।

কল্পক্ষয়—প্রলয়। ৬তৎ। সং; পু।

কল্পতরু, কল্পদ্রুম, কল্পপাদপ, কল্পবৃক্ষ—অভীষ্ট ফলদায়ক বৃক্ষ; কথিত আছে যে, এই বৃক্ষের নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। কল্পদাতা বা কল্পস্থায়ী যে তরু ইত্যাদি,মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কল্পন—১। রচনা; আরোপ; বাস্তবিক যাহার সত্তা নাই এমন বিষয়ে সত্তা ঘটাইয়া লওয়া বা দেওয়া, মনন; সামর্থ্য; পর্য্যাপ্তি; ছেদন। কৃপ+অনট্ ভা। ২। হস্তিসজ্জা। কৃপ+অনট্ ণ্ম। সং; ক্লী।

কল্পনা—কল্পন (সকল অর্থে)। কল্পন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কল্পনা-কৌতুক—কল্পনাকেলি, কল্পনার খেলা, মনে মনে রচনার আমোদ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কল্পনাকৌতুকী (—কৌতুকিন্)—কল্পনা করিতে আনন্দিত, কল্পনা করিয়া সুখী। কল্পনাকৌতুক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—কৌতুকিনী। [ত্রি। স্ত্রী,—ণা।

কল্পনাপ্রবণ—কল্পনায় উন্মুখ। ৭তৎ। বিণ;

কল্পনাপ্রিয়—কল্পনানুরাগী, যে কল্পনা করিতে ভালবাসে। কল্পনা প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রিয়া। বি,—প্রিয়তা।

কল্পনা-শক্তি—যে বৃত্তির প্রভাবে সত্তাহীন বিষয়ে সত্তা ঘটাইয়া লইতে পারা যায়। উদ্ভাবনক্ষমতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কল্পপাদপ—কল্পতরু দেখ।

কল্পবায়ু—প্রলয়কালীন বায়ু। ৬তৎ। সং; পু।

কল্পবৃক্ষ—কল্পতরু দেখ।

কল্পসূত্র—ইহাতে দৈনিক কর্ম্ম ক্রিয়াবিধি ও বৈদিক

ক্রিয়াপদ্ধতি প্রভৃতির মর্মানুসারে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সং; স্ত্রী।

কল্পান্ত—ব্রহ্মার দিবাভাগের অবসান; প্রলয়। কল্পের অন্ত, ৬তৎ। সং; পুং।

কল্পান্তস্থায়ী (-স্থায়িন্)—যাহা প্রলয়ের অবসানেও থাকে। ৭তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী কল্পান্তস্থায়িনী।

কল্পিত—১। রচিত; আরোপিত; উদ্ভাবিত; সজ্জিত; দত্ত; সম্পাদিত; নিশ্চিত। ণিজন্ত কৃপ (=কল্পি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্পিতা। ২। সজ্জিত হস্তী। সং; পুং।

কল্পিতধর্ম—অনীশ্বরে ঈশ্বরজ্ঞান; যে ধর্ম কোন সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। কর্মধা। সং; পুং।

কল্পী (কল্পিন্)—কল্পক (সকল অর্থে)। কৃপ+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী কল্পিনী।

কল্প্য—কল্পনীয়, রচনীয়; অনুষ্ঠেয়। কল্পি+য্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্প্যা।

কল্মষ—১। পাপ। কর্ম-সো+ড ক। সং; ক্লী। ২। নরকবিশেষ। সং; পুং। ৩। মলিন; পাপিষ্ঠ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্মষা।

কল্মাষ—১। রাক্ষস; কৃষ্ণবর্ণ; শ্বেত-কৃষ্ণ-মিশ্রবর্ণ। কল্-মষ+ষণ্ ক। সং; পুং। ২। নানাবর্ণ, কর্বুর। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্মাষা, কল্মাষী।

কল্মাষকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শঙ্কর, মহাদেব। কল্মাষ হইয়াছে কণ্ঠ যাঁহার, বহু। সং; পুং।

কল্মাষপাদ—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইঁহার প্রকৃত নাম সৌদাস। ইনি অতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। একদা মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন কালে মহামুনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি্র সহিত পথে ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। শক্তি্ রাজাকে পথ ছাড়িয়া না দেওয়ায় রাজা তাঁহাকে কশাঘাত করেন। তখন শক্তি্ ইঁহাকে 'রাক্ষস হউন' এই বলিয়া অভিশপ্ত করেন। রাজা রাক্ষসরূপে বনগমন করিয়া শক্তি্ প্রভৃতি বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ভক্ষণ করেন। কিছুকাল পরে শক্তি্র পত্নীকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে বশিষ্ঠ ইঁহাকে শাপমুক্ত করেন। পরিশেষে ইঁহার অনুরোধে বশিষ্ঠ সূর্য্যবংশের কুলগুরু হইলেন। সং; পুং।

কল্য—১। প্রত্যুষ; গত বা আগামী দিন। কল+যক্ র্ম। সং; ক্লী। ২। সুস্থ; দক্ষ; সজ্জিত; সমর্থ; শুভকর; মূক-বধির। কলা শব্দ+য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্যা।

কল্যকার—গত দিবসের; আগামী দিনের। দেশজ। সং।

কল্যজগ্ধি—প্রাতর্ভোজন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কল্যতা, -ত্ব—সুস্থতা, আরোগ্য। কল্য+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কল্যপাল—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। কল্য (মদ্য) পালন করে যে এই বাক্যে উপ; কল্য-পালি+অন্ ক। সং; পুং।

কল্যা—১। সুস্থা, ইত্যাদি। কল্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সুরা, মদ্য। সং; স্ত্রী।

কল্যাণ—১। মঙ্গল; সুখ; স্বর্ণ; স্বর্গ। কল্য-অণ+অল্ র্ম। সং; ক্লী। ২। সুখী; সাধু; শুভদায়ী; শুভযুক্ত। কল্যাণ শব্দ+অ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্যাণী।

কল্যাণকর—শুভজনক, মঙ্গলদায়ক, হিতসাধক। কল্যাণের কর ইতি ৬তৎ; অথবা কল্যাণ করে যে ইতি উপ; কল্যাণ-কৃ+ট ক। বিণ। ত্রি। স্ত্রী, -করী।

কল্যাণভাজন—কল্যাণ কামনার পাত্রীভূত, মঙ্গলাস্পদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কল্যাণময়—মঙ্গলময়, হিতপূর্ণ; শুভদ। কল্যাণ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ময়ী।

কল্যাণযোগ—জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত রাজগণের শুভযাত্রাসূচক গ্রহযোগবিশেষ। সং; পুং।

কল্যাণবান্ (-বৎ)—কল্যাণবিশিষ্ট, মঙ্গলযুক্ত; সুখী; সুস্থ, নীরোগ। কল্যাণ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, -বতী।

কল্যাণালয়, কল্যাণাস্পদ—কল্যাণভাজন; কল্যাণের আলয় বা আস্পদ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কল্যাণী (কল্যাণিন্)—কল্যাণবান্ (সকল অর্থে)। কল্যাণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ, পুং। স্ত্রী কল্যাণিনী।

কল্যাণী—১। সুস্থা, ইত্যাদি। কল্যাণ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বৎসতরী; ধেনু, গবী। সং; স্ত্রী।

কল্যাণীয়—কল্যাণসম্বন্ধীয়; মঙ্গলাস্পদ। কল্যাণ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

কল্ল—কালা, শ্রবণশক্তিহীন, বধির। কল্ল+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্লা।

কল্লা—১। বধিরা। কল্ল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ছলনাময়ী, ঠাটকারিণী; মুখরা, কলহপ্রিয়া। দেশজ। বিণ; স্ত্রী। ৩। ছল, ঠাট, ছলাকলা; গণ্ড, গাল; মুখের অভ্যন্তরভাগ। দেশজ। ৪। গলা, টুঁটি। বৈদেশিক। সং।

কল্লু—১। কল্লু; কেলো সঙ্। সং। ২। ঘোর কাল। হিন্দী। বিণ।

কল্লোল—১। মহাতরঙ্গ; হর্ষ। কল্ল+ওল ক। সং; পুং। ২। অরি, শত্রু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কল্লোলা। [ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কল্লোলিনী—নদী। কল্লোল+ইন্ অস্ত্যর্থে+

কব—১। কহিব, বলিব; কহিবে, বলিবে। ক্রি। ক, প্র। ২। কবে, কোন্ দিন, কখন্। হিন্দী। ব্য।

কবক—কবল, গ্রাস। সং; পুং।

কবচ—১। বর্ম, সাঁজোয়া; বিঘ্ননিবারক মন্ত্রবিশেষ, এই মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া শরীরে ধারণ করিলে নানাপ্রকার বিঘ্ন নিবারিত হয়। ক শব্দ (বায়ু)-বন্চ+অ; অথবা কু (শব্দ করা)+অচ্ ক। সং; পুং বা ক্লী। ২। নাগরা নামধেয় বাদ্যযন্ত্র; বৃক্ষবিশেষ। সং; পুং। ৩। কর প্রদানের নিদর্শন পত্র, খাজানা আদায় দিবার রসিদ, দাখিলা। দেশজ। সং।

কবচপত্র—১। ভূর্জ্জপত্র, যাহাতে কবচ লিখিত হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। খাজানার দাখিলা প্রভৃতি। দেশজ। সং।

কবচী (কবচিন্)—কবচধারী। কবচ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং।

কবজ—১। করাদি প্রদানের নিদর্শন পত্র। কবচ, দাখিলা, রসিদ; খত। দেশজ। ২। অধিকার বা অধিকার কাল, আমল; কোষ্ঠকাঠিন্য। বৈদেশিক। সং।

কবয়ী—মৎস্যবিশেষ, কই মাছ। সং; স্ত্রী।

কবর—১। কর্বুর বর্ণযুক্ত। কু+অরন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কবরা, কবরী। ২। কেশবিন্যাস, খোঁপা। সং; পুং। ৩। লবণ; অম্ল। সং; ক্লী। ৪। সমাধি, গোর। বৈদেশিক। সং।

কবরী—১। কেশবিন্যাস; খোঁপা; লবণ; অম্ল। কবর+ঈপ্। ২। কর্বুর বর্ণযুক্তা। বিণ; স্ত্রী।

কবরীভূষণ—খোঁপার অলঙ্কার, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত কবরীর শোভাসম্পাদক অলঙ্কারবিশেষ, সোনা রূপার ফুল। ৬তৎ। সং, ক্লী।

কবর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, এই পাঁচ বর্ণ। সং।

কবল—গ্রাস; মৎস্যবিশেষ, বেলেমাছ। 'ক'র (আত্মার) বল হয় যদ্দারা, বহু। সং; পুং।

কবলিকা—প্রলেপবিশেষ, পুলটিস্। কবল+কণ্ ইদমর্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কবলিত—গ্রস্ত; ভক্ষিত; ব্যাপ্ত। কবলি নামধাতু+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি স্ত্রী, -তা।

কবলীকৃত—গ্রস্ত, ভক্ষিত। কবল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে-কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

কবহি—কভি, কবি, কখনও। হিন্দী। ব্য।

কবহু, কবহুঁ—কখনও। ব্য। প্রা, ক। ইহা হইতে আধুনিক 'কভু' হইয়াছে।

কবাট, কবাটী—কপাট দেখ।

কবার—১। পদ্ম। ক (জল)-বৃ+ষণ্ ক। সং; ক্লী। ২। কত দফা। দেশজ। ব্য। ৩। কাবার, খতম, শেষ। বৈদেশিক। সং।

কবি—১। কাব্যকার, কাব্যরচয়িতা; পণ্ডিত; বাল্মীকি; শুক্রাচার্য্য; সূর্য্য; ব্রহ্মা। কু+ইন্ ক। সং; পুং। ২। খলীন। সং; স্ত্রী। ৩। বৈবস্বত মনুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বাল্যকাল হইতেই নিঃসঙ্গ হইয়া যোগসাধন করেন। ৪। কব্দিদেবের

• জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বিদ্বান্ ও গুণবান্ ছিলেন। সং ; পু।

কবিওয়ালা—কবিগানব্যবসায়ী। দেশজ। সং ; পু। স্ত্রী কবিওয়ালী।

কবিক—খলীন। কবি+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

কবিকঙ্কণ—চণ্ডীকাব্য-প্রণেতা মুকুন্দরামের উপাধি। সং ; পু।

কবিকল্পদ্রুম—বোপদেবকৃত সংস্কৃত ধাতুপাঠ গ্রন্থবিশেষ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

কবিকল্পনা—কাব্যলেখকগণের কল্পনা। ৬তৎ।

কবিকল্পলতা—কাব্যরচনা শিক্ষোপযোগী গ্রন্থবিশেষ। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

কবিকা—খলীন ; কবরী মৎস্য। কবিক+আপ্।

কবিগান—১। কবির রচিত বা গীত গাথা। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। উপস্থিতক্ষেত্রে রচিত কবিতাকারে প্রশ্নোত্তর-সংবলিত সঙ্গীতামোদ। দেশজ। সং।

কবিগুরু—কবিদিগের গুরু, আদিম কবি, কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি। ৬তৎ। সং ; পু।

কবিজ্যেষ্ঠ—বাল্মীকি। কবিদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ (প্রধান), ৬তৎ। সং ; পু।

কবিতা—কবিত্ব ; কাব্য ; শ্লোক। কবি শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

কবিতাকুঞ্জ—কবিতানিকুঞ্জ (তাহা দেখ)।

কবিতানিকুঞ্জ—কাব্যরূপ কুঞ্জবন। রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

কবিত্ব—কবির ভাব বা গুণ, কাব্য। কবি+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

কবিত্বপূর্ণ—বর্ণনা ও রচনাসংক্রান্ত উৎকর্ষপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পূর্ণা।

কবিত্বশক্তি—কোনও বিষয়ের উৎকৃষ্ট বর্ণনা ও রচনা করিবার ক্ষমতা। কবিত্বের শক্তি ইতি ৬তৎ, বা কবিত্বরূপা যে শক্তি ইতি রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কবিরাজ—১। কবিবর, কবিশ্রেষ্ঠ। কবিদিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু। ২। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক, বৈদ্য ; রোজা বা ওঝা। দেশজ। সং।

কবিরাজ পণ্ডিত—জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের সভাপণ্ডিত। ইনি রাঘব-পাণ্ডবীয় নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্য, প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত দ্ব্যর্থ শ্লোকে পরিপূর্ণ। এক পক্ষে রামচন্দ্র ও অন্য পক্ষে পাণ্ডবদিগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কবি সর্ব্বত্র পক্ষদ্বয় রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া কবিত্ববিষয়ে তাদৃশ চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এই কাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ। রাঘব-পাণ্ডবীয় মহাকাব্য বঙ্গদেশে অপ্রচলিত নহে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা যত্নপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। রাঘব-পাণ্ডবীয় গ্রন্থের উপক্রমণিকা ভাগে গ্রন্থকর্ত্তা "কবিরাজ পণ্ডিত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। "কবিরাজ পণ্ডিত" গ্রন্থকারের নাম কি উপাধি তাহা ঐ লিখনদর্শনে নির্ণয় করা অসাধ্য।

কবিরাজি,—জী—কবিরাজের কর্ম্ম বা ব্যবসায়, আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা ; রোজাগিরি। দেশজ। সং।

কবিরামায়ণ—বাল্মীকি মুনি। সং ; পু।

কবিবর—কবিশ্রেষ্ঠ। কবিদিগের মধ্যে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ৭তৎ, অথবা কবি শব্দ+বর শ্রেষ্ঠার্থে। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

কবিশ্রেষ্ঠ—কবিবর, কবিরাজ। ৭তৎ। বিণ ;

কবিসময়প্রসিদ্ধি—প্রাচীন কবিরা কতকগুলি ভাবে রূপ বা বর্ণ আরোপ করিয়াছিলেন, এবং কতকগুলি জড়বস্তুর মধ্যে মানবোচিত সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছিলেন। এগুলি অপ্রকৃত হইলেও তাঁহাদিগের অনুকরণে আধুনিক কবিরাও তদ্রূপ করিয়া থাকেন ; কবিগণ সেরূপ বর্ণনা করিয়া দোষী বলিয়া গণ্য হন না ; ঐরূপ বর্ণিত বিষয়কেই কবিসময়প্রসিদ্ধি বলে। নিম্নে কতকগুলি প্রধান প্রধান কবিসময়প্রসিদ্ধির উল্লেখ করা যাইতেছে ;—পাপ ও গগন কৃষ্ণবর্ণ ; যশঃ ও হাস্য শুক্লবর্ণ ; ক্রোধ ও অনুরাগ রক্তবর্ণ ; নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে পদ্মকুসুমাদির বিকাশ ; চকোরের জ্যোৎস্নাপান ; চাতকের মেঘাম্বুপান ; কন্দর্পের পুষ্পময় ধনু ও ভ্রমরপঙ্‌ক্তিরূপ ধনুর্জ্যা ; পদ্ম, নীলপদ্ম, অশোক, আম্র ও নবমল্লিকা, এই পঞ্চাত্মক কুসুমশর ; রমণীর পদাঘাতে অশোকের পুষ্পোৎপত্তি ও মুখামৃতে বকুলের পুষ্পবিকাশ ; বিরহে যুবজনের হৃদয়ভেদ ; বর্ষাকালে মানস-সরোবরে রাজহংসদিগের গতি। দিবসে পদ্মবিকাশ ও কুমুদের নিমীলন ; রাত্রিতে কুমুদের বিকাশ ও পদ্মের নিমীলন ; মেঘদর্শনে ময়ূরের নৃত্য ; নিশাকালে চক্রবাক চক্রবাকীর পরস্পর বিচ্ছেদ ; পদ্মিনী সূর্য্যের এবং কুমুদিনী ও রাত্রি চন্দ্রের স্ত্রী, ইত্যাদি।

কবীর—বিখ্যাত ধর্ম্মবীর রামানন্দের দ্বাদশজন শিষ্যের মধ্যে কবীর সর্ব্বপ্রধান। ইনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ১৩৮০ হইতে ১৪২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি ধর্ম্মপ্রচার করেন। কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সমভাবে উপদেশ দিতেন। ইনি বলিতেন, বিষ্ণু ও আল্লা, রাম ও রহিম একই ; ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দমাত্র। কবীরের দোঁহাবলী অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ বাক্য। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। কথিত আছে যে, ইনি কলেবর ত্যাগ করিলে ইঁহার হিন্দু শিষ্যেরা শব-দেহ দাহ করিতে ও মুসলমান শিষ্যেরা প্রোথিত করিতে চাহেন। এইরূপে বিবাদ উপস্থিত হইলে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, ইঁহার শবদেহ আর সেখানে নাই। তখন সকলের জ্ঞানোদয় হইল। ইঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত ও তদ্বিশ্বাসী সম্প্রদায় কবীরপন্থী নামে অভিহিত। ইনি জাতিতে জোলা অর্থাৎ মুসলমান-তাঁতি। ইনি বেদান্তমত স্বীকার করিতেন ও মূর্ত্তি-উপাসনার বিরোধী ছিলেন।

কবীরপন্থী—কবীর দেখ।

কবুল—স্বীকার, অঙ্গীকার। বৈদেশিক। সং।

কবুলতি, কবুলিয়ৎ—জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া প্রজা ভূস্বামীকে যে চুক্তিপত্র প্রদান করে। বৈদেশিক। সং।

কবে—১। কহিবে, বলিবে। ক্রি। ক, প্র। ২। কোন্ দিনে, কোন্ সময়ে, কখন্। দেশজ। ব্য।

কবেল—কুবলয়, পদ্ম। সং ; ক্লী।

কবোষ্ণ—ঈষদুষ্ণ, অল্প তপ্ত। কু (ঈষৎ) যে উষ্ণ, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কবোষ্ণা।

কব্জা—কপাটাদির ধাতুময় বন্ধনী ; মণিবন্ধ। দেশজ। সং।

কব্জি, কবজী—মণিবন্ধ। বৈদেশিক। সং।

কব্য—মৃত পিতৃলোককে দেয় অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য। কু (শব্দ করা)+য প্র। সং ; ক্লী।

কব্যবাহ—হব্যবাহন, অগ্নি। উপ ; কব্য—বহ+ণ্ ক। সং ; পু। [সং ; পু।

কব্যবাহন—অগ্নি। কব্য—বাহি+অন ক।

কশ, কস—শক্ত, ওষ্ঠপ্রান্ত ; রঙ্গিল বৃক্ষরস ; সিদ্ধ উদ্ভিদ জল ; তরল কাথ। দেশজ। সং।

কশা, কসা—প্রতোদ, চাবুক, কোড়া। কশ, কস (শাসন করা)+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কশা—১। প্রগ্রহ, বল্গা, লাগাম। সং। ২। চাবুক মার, প্রহার করা, শাসন করা ; আঁটা, টানিয়া বাঁধা ; মৎস্য মাংসাদি আধ-ভাজা করা। ক্রি। ৩। আঁট, শক্ত, টানটান। দেশজ। বিণ।

কশার—তৃণবিশেষ, একরকম লম্বা মোটা উলু। দেশজ। সং।

কশার্হ—কশাঘাতের যোগ্য, চাবুক খাইবার উপযুক্ত। কশার অর্হ (যোগ্য), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি ; স্ত্রী কশার্হা। [দেশজ। সং।

কশি, কসি, কসি—রেখাচিহ্ন, লম্বা দাগ।

কশিপু কসিপু—গাসাচ্ছাদন, অন্নবস্ত্র ; শয্যা। কশ বা কস+পু ক। সং ; পু।

কশুর, কসুর—অপরাধ, দোষ, ত্রুটি, চুক ; বিলম্ব, অপেক্ষা। বৈদেশিক। সং।

কশেরু, কসেরু—পৃষ্ঠাস্থি, মেরুদণ্ড। কশেরু=

ক শব্দ (মস্তক)—শ+উ ক। কসেরু—কস+এরু ক। সং; পু বা স্ত্রী।
কশেরুকা, কসেরুকা—মেরুদণ্ড। কশের, কসেরু+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।
কশ্চন, কশ্চিৎ—কোনও লোক, কেহ। কঃ+চন, চিৎ। সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত পদ।
কশ্মল, কস্মল—১। মোহ, মূর্চ্ছা; পাপ। কশ বা কস (শাসন করা ইত্যাদি)+মলচ্ ক। সং; স্ত্রী। ২। মলিন; পাপী। বিণ; ত্রি।
কশ্মীর—দেশবিশেষ, কাশ্মীর দেশ। সং; পু।
কশ্য—১। মদ্যবিশেষ; অশ্বকটিদেশ। কশ+য র্ম। সং; ক্লী। ২। কশাই। কশা শব্দ+ক্য অর্হার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কশ্যা।
কশ্যপ—মৃগবিশেষ; মৎস্যবিশেষ; মুনিবিশেষ*। উপ; কশ্য—পা+ড ক। সং; পু।

*কশ্যপমুনি দেবদৈত্যাদির জনক। ব্রহ্মার পুত্র মরীচির ঔরসে কলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি দক্ষপ্রজাপতির দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের গর্ভে দেব দানব নাগ প্রভৃতি সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করে। বরুণের গাভী হরণাপরাধে ব্রহ্মার শাপে ইনি মর্ত্ত্যে বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কশ্যপনন্দন—পক্ষিরাজ গরুড়। ৬তৎ। সং; পু।
কষ—১। কষ্টিপাথর। কষ+অল্ অধি। সং; পু। ২। কশ, ওষ্ঠপ্রান্ত। দেশজ। সং।
কষণ—১। ঘর্ষণ; কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা। কষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। অপক্ক। কষ+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কষণা।
কষা—১। কসা, প্রতোদ, চাবুক। কষ্+অল্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। কষায় শব্দের অপভ্রংশ। কষায় দেখ। ৩। কষ্টিপাথরে ঘষিয়া পরখ করা, পরীক্ষা করা, অঙ্ক প্রভৃতির সমাধান করা। ক্রি। দেশজ। ৪। টান, রুক্ষ। দেশজ। বিণ।
কষাকষি—আকর্ষণ, টানাটানি। সং।
কষাটিয়া, কষাটে—ঈষৎ কষায়, বিস্বাদ; কৃপণ, কঞ্জুষ। দেশজ। বিণ। [সং।
কষানি—কষায় বর্ণ রস; মাংসের রস; কষজল।
কষায়—১। রসবিশেষ, কষা রস; কাথ; নির্য্যাস; বিলেপনদ্রব্য; সৌরভ। কষ+আয় ক। সং; পু বা ক্লী। ২। কষা; রঞ্জিত; লোহিত; সুশ্রাব্য; সুরভি; অপটু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কষায়া।
কষায়িত—রঞ্জিত, ছোবান; বিলেপিত। কষায়ি নামধাতু+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
কষি—কশি দেখ।
কষিত—কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। কষ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কষিতা।
কষী—কষায়াস্বাদ, ক্লেপক। বিণ।
কষেরুকা—কশেরুকা, মেরুদণ্ড। সং; স্ত্রী।

কষ্‌কষ (গষ্‌গষ)—হিংসায় বা আক্রমণে দৈহিক ভাব বিশেষ (যেমন, মারিবার জন্য হাত কষ্‌কষ করে,রাগে গা গষ্‌গষ করে)। দেশজ। ব্য।
কষ্ট—১। ক্লেশ, দুঃখ। কষ (বধ করা)+ক্ত ভা। সং; পু। ২। ক্লিষ্ট; দুঃখকর, গহন। কষ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কষ্টা।
কষ্টকর—ক্লেশজনক। কষ্টের কর (কারক) ইতি ৬তৎ; কিংবা কষ্ট করে যে ইতি উপ; কষ্ট—কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কষ্টকরী।
কষ্টকল্পনা—যে কল্পনা করিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, যাহা সহজে বোধগম্য হয় না, অথচ কল্পনা দ্বারা প্রতীতি জন্মাইতে হয়। কষ্টপ্রদা কল্পনা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
কষ্টকল্পিত—বহু কষ্টে যাহার কল্পনা করা হয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
কষ্টকারক—কষ্টকর, ক্লেশজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কারিকা।
কষ্টজনক—ক্লেশকর, দুঃখদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জনিকা।
কষ্টজীবী (—জীবিন্)—কষ্টে প্রাণধারণকারী; বহুক্লেশে উপজীব্য আহরণকারী। উপ; কষ্ট—জীব+ণিন্ ক। স্ত্রী,—জীবিনী।
কষ্টদ—কষ্টদায়ক, ক্লেশজনক। উপ; কষ্ট—দা+ড ক। বিণ; স্ত্রী,—দা।
কষ্টদায়ক—ক্লেশজনক, দুঃখপ্রদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কষ্টদায়িকা।
কষ্টরিপু—ক্লেশদায়ক শত্রু, বহু ক্লেশে আয়ত্ত সাধ্য বৈরী, যে শত্রুকে জয় করিতে বা দমন করিতে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কষ্টদায়ক রিপু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
কষ্টশ্রিত—ক্লেশে পতিত; কঠোর ব্রতাবলম্বী। কষ্টকে শ্রিত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।
কষ্টসহ—ক্লেশসহিষ্ণু, দুঃখসহনক্ষম। উপ; কষ্ট—সহ (সহ্য করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।
কষ্টসহিষ্ণু—ক্লেশসহনশীল, যে নিরন্তর ক্লেশ সহ্য করিতে পারে। ২তৎ। বিণ; ত্রি।
কষ্টসাধ্য—অতিক্লেশে সম্পাদনীয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কষ্টসাধ্যা।
কষ্ট-স্থল,—স্থান—ক্লেশজনক স্থান, দুঃখের জায়গা; দুঃখের ক্ষেত্র বা বিষয়। কষ্টজনক স্থল বা স্থান। মধ্য কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
কষ্‌টা, কষ্টা—কষাটিয়া (তাহা দেখ)।
কষ্টার্জ্জিত—বহু ক্লেশে উপার্জ্জিত, অনেক দুঃখে লব্ধ বা প্রাপ্ত। কষ্টদ্বারা অর্জ্জিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কষ্টার্জ্জিতা।
কষ্টি—১। কষণপ্রস্তর। কষ+ক্তি অধি। ২। কষ্ট, ক্লেশ। কষ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।
কষ্টি-পাথর—কষ প্রস্তর। দেশজ। সং।

কষ্টেসৃষ্টে—অতি ক্লেশে; অতি ক্লেশ সহ্য করিয়া। ক্রিবিণ। [সং; পু।
কস—কষ, কষ্টিপাথর। কস+অল্ অধি।
কস—কশ দেখ।
কসটি, কসটিক—কষ্টি পাথর। সং। প্রা, ক।
কসনি, কস্‌নি—কড়কান, ধমকান বা ধমক, শাসন; টাক্কা বাঁধন, বন্ধন। দেশজ। সং। [সং।
কসবা—গণ্ডগ্রাম, ছোট পরগণা। বৈদেশিক।
কসবী—বেশ্যা, গণিকা। বৈদেশিক। সং।
কসম—শপথ। বৈদেশিক। সং।
কসরৎ,কসলৎ—অভ্যাস; অঙ্গচালনা,ব্যায়াম; কৌশল, কায়দা। বৈদেশিক। সং।
কসা—১। কশা (১) দেখ। সং; স্ত্রী। ২। আঁট, টান টান; কড়া, চড়া; কৃপণ; কষিত; খচিত; অর্দ্ধ ভর্জ্জিত। বিণ। ৩। আঁটা, টানিয়া বাঁধা; কষা, কষিয়া দেখা, পরখ করা; আধ ভাজা করা। দেশজ। ক্রি। [বৈদেশিক। সং।
কসাই—পশু-ঘাতক, মাংসবিক্রেতা, শৌনিক।
কসি—কশি দেখ।
কসিপু—কশিপু দেখ।
কস্‌নি—কসনি দেখ।
কস্তুর—কশুর দেখ।
কস্য—কশ্য দেখ।
কসেরু—কশেরু দেখ।
কসেরুকা—কশেরুকা দেখ।
কস্ত্ত—কৌশল; হস্তকৌশল; অভ্যাস; শিক্ষা; চেষ্টা; প্রয়াস। বৈদেশিক। সং।
কস্তা—আরক্ত, রাঙ্গা, লালচে। দেশজ। বিণ।
কস্তাকস্তি—দুই জনে মল্লক্রীড়া। দেশজ। সং।
কস্তুরিকা, কস্তূরিকা—মৃগনাভি। কস্তুরী বা কস্তূরী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।
কস্তুরী, কস্তূরী—মৃগনাভি। কস+তুর, তুর ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার এস্ (S)—ইনি মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ দৈনিক "হিন্দু" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক এবং জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। ইং ১৮৫৯ অব্দে দাক্ষিণাত্যের মিলাপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শেষ আয়েঙ্গার ও মাতার নাম কনকাসন। মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, (B. A.) পাশ করিয়া ইনি কিছুকাল সাব রেজিষ্ট্রারের কর্ম করেন। অল্পদিন পরেই সে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। যথাসময়ে বি, এল্ (B. L.) পাশ করিয়া ইনি প্রথমে কয়ম্বাটোরে ও তৎপরে মান্দ্রাজে ওকালতী করেন। ইং ১৯০৫ অব্দে হিন্দু পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া অবধি

মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহারই সম্পাদনে ব্রতী ছিলেন।

ইনি মাদ্রাজের মহাজন সভা, ন্যাশন্যাল ফণ্ড, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। স্বদেশীয়গণকে জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইনি গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কমিটী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটীর সদস্য এবং কতিপয় বৎসর যাবৎ মাদ্রাজ কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিরূপে যে কয়েকজন সম্পাদক নিমন্ত্রিত হইয়া ইউরোপ গমন করেন, ইনি তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন।

ইং ১৯২৩ অব্দের ১৭ই ডিসেম্বর প্রাতে এই মহাপুরুষ দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন।

কস্তুরিকা—কস্তুরিকা দেখ।

কস্তুরিকামৃগ, কস্তুরীমৃগ—একজাতীয় হরিণ, ইহাদের নাভিতে কস্তুরী সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদের শরীর হইতে তাহারই গন্ধ নিঃসৃত হয়, এই জন্যই ইহাদিগকে কস্তুরিকামৃগ বলে; কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ হরিণের নাভিতেই কস্তুরী পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে ইহারা আপনার গন্ধে আপনি বিভোর হয়, এবং কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়। সং; পু।

কস্তুরী—কস্তুরী দেখ।

কস্তুরীমৃগ—কস্তুরিকামৃগ দেখ।

কহ্মল—কহ্মল দেখ। [বা।

কস্মিনকালে—কোন সময়ে; কোনও কালে।

কস্য—কাহার, কোন্ জনের; অমুকের। সংস্কৃত পদ। সর্ব্ব; পুং।

কহ—১। কও, বল। ক, প্র। ২। কহে, বলে। প্রা, ক। ক্রি। [ক। ক্রি।

কহই—কহে, বলে; কহিতে, বলিতে। প্রা,

কহইতে—কহিতে, বলিতে। প্রা, ক। ক্রি।

কহত—১। কহ, বল। ক্রি। ২। কথা, বাক্য। সং। প্রা, ক। ৩। কথিত, বাচনিক। দেশজ। বিণ।

কহতব্য—বক্তব্য, বলিবার, কথনীয়, কথনযোগ্য। দেশজ। বিণ।

কহন—১। কথন, বচন, ভাষণ, বর্ণন, বলা। সং। ২। কথনীয়, বাচ্য, বলিবার যোগ্য। বিণ। প্রা, ক। [প্রা, ক। সং।

কহনে—কথনে, ভাষণে, বর্ণনে; কথা, বলা।

কহন্তি—কহেন বা কহে। প্রা, ক। ক্রি।

কহয়ে—কহে, বলে। প্রা, ক। ক্রি।

কহর—সঙ্কট, দায়; অত্যাচার, জুলুম। প্রা, ক। সং।

কহল—কহিল, বলিল। প্রা, ক। ক্রি।

কহলহি—কহিলাম। প্রা, ক। ক্রি।

কহলি—কহিলি, বলিলি। প্রা, ক। ক্রি। [ক।

কহব—কহিব, বলিব; কহিবে; বলিবে। প্রা,

কহসি—কহিতেছ, বলিতেছ। প্রা, ক। ক্রি।

কহা—বলা। দেশজ। ক্রি।

কহাকহি—১। বলাবলি। সং। ২। বাগ্‌দত্ত; প্রতিশ্রুত। প্রা, ক। বিণ।

কহান—বলান। দেশজ। ক্রি। [ক।

কহায়সি—কহাও, বলাও; বলিতে দাও। প্রা,

কহিনী—কাহিনী, বিবরণ, বৃত্তান্ত। প্রা, ক। সং।

কহিয়ে—১। কহুন, বলুন। হিন্দীমূলক। ক্রি। ২। কথনপটু, বাক্‌কুশল, বাগ্মী, বক্তা। দেশজ। বিণ।

কহির—কোথাকার। প্রা, ক।

কহে—কহে, বলে। প্রা, ক। ক্রি।

কহোঁ—কহিতাম, বলিতাম। প্রা, ক।

কহোড়—জনৈক মুনি, অষ্টাবক্রের পিতা। ইনি উদ্দালক ঋষির প্রিয় শিষ্য ছিলেন, এজন্য উদ্দালক ইঁহার সহিত স্বীয় তনয়া সুজাতার বিবাহ দেন। এই সুজাতার গর্ভে অষ্টাবক্রের জন্ম। অষ্টাবক্র দেখ। সং; পু।

কহ্লার—শ্বেতপদ্ম, কুমুদ, সুঁদি। ক (জল) —হ্লাদ (হৃষ্ট করা)+অন্ ক; অথবা 'ক'র (জলের) হার, ৬তৎ। সং; ক্লী।

কা—১। কাকের ডাক। অনুকরণ শব্দ। ২। কি। সর্ব্ব। হিন্দীমূলক।

কাই—১। লেই, আঠা। দেশজ। সং। ২। পীতবর্ণ মৃত্তিকাবিশেষ, কাইমাটি দেশজ। সং।

কাইট, কাইঠ—তলানি, শিঠা, গাদ; হুঁকার নলিচার মধ্যস্থ আঠাল মল। দেশজ। সং।

কাইত, কাত—একপেশে; হেলান; অৰ্দ্ধশয়ান, আড়। দেশজ। বিণ। [কৃপণ। সং।

কাইয়াঁ, কেয়েঁ—মারবারী জাতিবিশেষ; ধূর্ত;

কাউ, কাউয়া—কাক, বায়স। ক, প্র। সং।

কাউচ, দি রাইট অনারেবল্ স্যার রিচার্ড (Rt. Hon'ble Sir Richard Couch)—প্রিভিকাউন্‌সিলার, বোম্বাই ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ৪ঠা জুলাই লণ্ডন সহরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭০ অব্দে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। ১৮৭৫ খৃঃ কলিকাতার প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে স্যার রিচার্ডের মৃত্যু হয়।

কাউয়া—কাউ দেখ।

কাউয়েল্, এড্‌ওয়ার্ড বাইল্‌স (Edward Byles Cowell)—জন্ম ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ, ২৩শে জানুয়ারি। বাল্যে ইনি স্যার উইলিয়াম জোন্সের গ্রন্থাবলীতে আকৃষ্ট হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হরেস হেমান উইলসনের শিক্ষাধীনে আসেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। অতঃপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। (১৮৫৮ খ্রীঃ)। ইনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কয়েক বৎসর পরে কেম্‌ব্রিজে সংস্কৃত অধ্যাপনা করেন। ইনিই উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপক এবং ইঁহার সময় হইতেই উক্ত স্থানে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা বৃদ্ধি হয়। সংস্কৃত ব্যতীত ইনি পারসী, পালি, জেন্দ প্রভৃতি ভাষার অধ্যাপনা করিতেন। কলিকাতা ও কেম্‌ব্রিজে অবস্থানকালে কাউয়েল সাহেব অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারি ইঁহার মৃত্যু হয়।

কাউর—চর্ম্মরোগবিশেষ, বহুস্থানব্যাপী একপ্রকার চুলকণা বা দাদ (eczema); ভগাদি বহনের বাঁক বা ভার। প্রাদে। সং।

কাএত, কায়েত—কায়স্থ জাতি। গ্রাম্য। সং।

কাওয়া—একপ্রকার শুষ্ক ফল। বৈদেশিক। সং।

কাওয়াজ—সৈনিক শিক্ষা। বৈদেশিক। সং।

কাওয়ালী—রাগতালবিশেষ; পীরের দরগায় বা মসজেদাদিতে প্রচলিত ধর্ম্মসঙ্গীতবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

কাওরা—নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতিবিশেষ। সং; পু। স্ত্রী কাওরাণী।

কাওরা—কাররো (তাহা দেখ)। সং।

কাংস, কাংস্য—তাম্ররঙ্গমিশ্রিত ধাতু, কাঁসা; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁসী; পানপাত্র। কংস+ ক, ফা। সং; ক্লী।

কাংসীয়—কাংস্য, কাঁসা। সং; ক্লী।

কাংস্য—কাংস দেখ।

কাংস্যকার—কাঁসারি। উপ; কাংস্য—কৃ (করা) +ষণ্ ক। সং; পু।

কাই—১। কাইবীচি, তিন্তিড়ীবীজ, তেঁতুলের বীচি। দেশজ। সং। ২। কোথায়। উড়িয়া। [দেশজ। সং।

কাইবীচি—তিন্তিড়ীবীজ, তেঁতুলের বীচি।

কাইমাই—আবোল তাবল। সং।

কাঁওল, কাঁওলা, কামল—পাণ্ডুরোগ, নেবা, রক্তহীনতা (jaundice)। দেশজ। সং।

কাক—কক, মাজা, কোমর; বগল; কঙ্কপক্ষী। দেশজ। সং।

কাঁকই, কাঁকুই—কঙ্কত, চিরুণী। দেশজ। সং।

কাঁকড়া—কর্কট। দেশজ। সং।
কাঁকড়া-বিছা—লম্বা লেজবিশিষ্ট অষ্টপদ বিছা, বৃশ্চিক (scorpion)। দেশজ। সং।
কাঁকণ, কাঁকণি—কঙ্কণ শব্দের অপভ্রংশ।
কাঁক-বিড়াল, -বিড়ালী—বগলে ফোড়া। দেশজ। সং। [কঙ্কর শব্দের অপভ্রংশ।
কাঁকর—সরু বা ছোট পাথর, মোটা বালি।
কাঁকরোল—ব্যঞ্জনে ব্যবহার্য কণ্টকগাত্র ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। দেশজ। সং।
কাঁকলাস—গিরগিটী; বহুরূপী নামক সরীসৃপ (chameleon) দেশজ। সং।
কাঁকাল, কাঁকালি—মাজা, কোমর। প্রাদে। সং। [দেশজ। সং।
কাঁখ—কক্ষ, বগল; কাঁক, কাঁকাল, মাজা।
কাঁচ—১। কাচ, স্ফটিক; উজ্জ্বলপক্ষ পতঙ্গবিশেষ, একরকম পোকা (ইহার খোলা দিয়া ছোট মেয়েরা টিপ পরে)। দেশজ। সং। ২। কাঁচা, অপক্ব। প্রা, ক। বিণ।
কাঁচকড়া—তিমি মৎস্যের দন্তস্থানে একপ্রকার কোমলাস্থি থাকে, তাহাই কাঁচকড়া নামে খ্যাত। দেশজ। সং।
কাঁচকলা, কাঁচাকলা—অপক্ব অবস্থায় ব্যঞ্জনে ব্যবহার্য্য একপ্রকার বৃহৎ কদলী। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।
কাঁচড়া—একপ্রকার জলজ ঘাস বা দাম।
কাঁচল, কাঁচলক, কাঁচলা—স্ত্রীলোকের কাঁচুলি। সং। প্রা, ক।
কাঁচলি, কাঁচুলি—স্ত্রীলোকের স্তনাচ্ছাদক অঙ্গরক্ষিণীবিশেষ। কঞ্চুলিকা শব্দের অপভ্রংশ।
কাঁচা—অপক্ব, আপাকা; অরঞ্জিত; আরাঁধা; অনভিজ্ঞ, অনিপুণ, অপটু, আনাড়ী। দেশজ। বিণ।
কাঁচাকলা—কাঁচকলা দেখ।
কাঁচাটিয়া, কাঁচাটে—কতকটা কাঁচা, কাঁচা ভাবের; অসম্পূর্ণ পক্ব। দেশজ। বিণ।
কাঁচা-মিঠা—অপক্ব অবস্থায় মিষ্ট বা সুস্বাদ। দেশজ। বিণ।
কাঁচি—১। স্থূল, থাপি, মোটা সূতার ঠাস বোনা (কাপড়)। বিণ। ২। কর্ত্তরিকাবিশেষ, কাপড় কাগজাদি কাটিবার দুফলা অস্ত্র। দেশজ। সং। ৩। গুচ্ছ, কুঁচ। প্রা, ক।
কাঁচুয়া—১। স্ত্রীলোকের কাঁচুলি। প্রা, ক। ২। কেঁচো। হিন্দীমূলক। সং।
কাঁচুলি—কাঁচলি দেখ।
কাঁচে—কাঁদে, ক্রন্দন করে। প্রা, ক। [সং।
কাঁজি—আমানি, পান্তাভাতের জল। দেশজ।
কাঁটা—বৃক্ষকণ্টক; মৎস্যকণ্টক, মাছের হাড়; লৌহকণ্টক, ধাতুময় কীলক, প্রেক, গজাল। দেশজ। সং। [ঝোপ। দেশজ। সং।
কাঁটাঝুড়—কণ্টকরাশি; কণ্টকবন, কাঁটার
কাঁটাল, কাঁঠাল—কণ্টকীফল। দেশজ। সং।
কাঁঠী—জাল ভারী করিবার জন্য তৎসংলগ্ন লৌহগোলক; গলার মালা; মালার এক এক নর বা কণ্ঠী; কণ্ঠমালার এক একটী দানা; সাপের গলার দাগ। দেশজ। সং।
কাঁড়, কাঁড়ি—রাশি, স্তূপ, পুঞ্জ। সং; পু।
কাঁড়া—১। পটহবিশেষ। সং। ২। নিস্তুষ করা, ছাঁটিয়া পরিষ্কার করা। ক্রি। ৩। নিস্তুষীকৃত, ছাঁটা। দেশজ। বিণ। [সং।
কাঁড়াদার—কাঁড়া নামক পটহবাদক। দেশজ।
কাঁড়ান—কণ্ডন করান, নিস্তুষ করান, ছাঁটান; কণ্ডন করা, নিস্তুষ করা। দেশজ। ক্রি।
কাঁতি—১। কাঁথি, অনুচ্চ মৃৎপ্রাচীর বা দেওয়াল। দেশজ। ২। রূপ, শোভা, সৌন্দর্য্য। কান্তি শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র। সং। [দেউল। দেশজ। সং।
কাঁথ—মাটীর প্রাচীর বা দেওয়াল; জাঙ্গাল,
কাঁথড়া, কাঁথরা—কাঁথ; ভগ্ন মৃৎপ্রাচীর; মাটীর ঘরের চালবিহীন ভাঙ্গা দেওয়াল। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।
কাঁথড়া-পুরী—কাঁথড়া মাত্রে পর্য্যবসিত বাটী।
কাঁথা—কন্থা শব্দের অপভ্রংশ।
কাঁথি—অনুচ্চ মৃৎপ্রাচীর বা দেওয়াল, কাঁতি; উচ্চ নদীতট। দেশজ। সং।
কাঁদকাঁদ—রোদনোন্মুখ, ছলছল। দেশজ। বিণ
কাঁদন—রোদন। ক্রন্দন শব্দের অপভ্রংশ।
কাঁদনি, কাঁদুনি—ক্রন্দন, রোদন; বিলাপ, শোকবাক্য; বিলাপগাথা। দেশজ। সং।
কাঁদা—ক্রন্দন করা, রোদন করা। দেশজ। ক্রি।
কাঁদাকাঁদি—পরস্পর ক্রন্দন; তুমুল রোদন। দেশজ। সং।
কাঁদাকাটি, -কাটা—ক্রন্দনাদি; রোদন ও অনুনয় বিনয়। দেশজ। সং।
কাঁদান—ক্রন্দন করান, রোদন করিতে বাধ্য করা। দেশজ। ক্রি।
কাঁদি, কাঁদী—কলাদির গুচ্ছ বা স্তবক, থকা, থোলো। দেশজ। সং।
কাঁদুনি—কাঁদনি দেখ।
কাঁদুনিয়া, কাঁদুনে—যে সহজেই কাঁদিয়া ফেলে, রোদনভক্ত, ক্রন্দনশীল। দেশজ। বিণ।
কাঁধ—স্কন্ধ। দেশজ। সং।
কাঁধা—তীর, ধার, কিনারা, কানা। হিন্দীমূলক। সং।
কাঁধাকাঁধি—পরস্পরের স্কন্ধসংলগ্ন করিয়া, পাশাপাশি; পরস্পরের স্কন্ধের উচ্চতায় মিল। দেশজ।
কাঁপ—১। কম্প, কাঁপনি। দেশজ। সং। ২। কাঁপে। ক্রি। প্রা, ক।
কাঁপন, কাঁপনি—কম্পন, কম্প। দেশজ। সং।
কাঁপা—কম্পিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।
কাঁপান—কম্পিত করা। দেশজ। ক্রি।
কাঁসর—কাংসনির্ম্মিত চক্রাকার বাদ্যযন্ত্র; রোগবিশেষ। দেশজ। সং।
কাঁসা—মিশ্রধাতুবিশেষ। কংস শব্দের অপভ্রংশ।
কাঁসারি—কাংস্যকার। দেশজ। সং।
কাঁসি, কাঁসী—কাঁসার ছোট থালা; ঢকাদির সঙ্গে বাজাইবার একপ্রকার ছোট কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র। দেশজ। সং। [সং।
কাঁসীদার—কাঁসীনামক বাদ্যযন্ত্রবাদক। দেশজ।
কাঁহা—কোথায়। হিন্দী। অ।
কাঁহাতক—কোথা পর্য্যন্ত, কোন্ অবধি, কতদূর পর্য্যন্ত; কোন্ সময় পর্য্যন্ত, কতকাল, কতক্ষণ। হিন্দীমূলক। অ।
কাক—১। স্বনামখ্যাতপক্ষী, বায়স; বরাটকের চতুর্থাংশ, এক কড়ার চারি ভাগের এক ভাগ। কৈ (শব্দ করা)+ক ক। ২। দ্বীপবিশেষ; তিলক। ক (জল)—অক (গমন করা)+অন্ ক। ৩। খঞ্জ, খোঁড়া। কু (কুৎসিত)—অক (গমন করা)+অন ক। সং; পু।
কাকচ্ছদ, কাকচ্ছদি—খঞ্জন। কাকের ছদের বা ছদির ন্যায় ছদ বা ছদি যাহার, বহু। সং; পু।
কাকজম্বু—খুদে জাম। কাকবর্ণ যে জম্বু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
কাকতন্দ্রা, কাকনিদ্রা—কাকের মত অতি সতর্ক নিদ্রা। কাকের তন্দ্রা বা নিদ্রা তুল্য যে তন্দ্রা বা নিদ্রা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
কাকতালীয়—ন্যায়বিশেষ। কাক ও তাল কাকতাল, দ্বন্দ্ব; কাকতাল শব্দ+ঈয় তুল্যার্থে। সং; পু। ন্যায় দেখ।
কাকতিন্দুক—মাকড়া গাব; কুঁচিলা। সং; পু।
কাকতিমিনতি—কাতরস্বরে ও বিনীতভাবে ক্ষমা ও অভয় প্রার্থনা। দেশজ শব্দ। কাকতি কাকুক্তি শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন।
কাকধ্বজ—বাড়বানল। কাক ধ্বজ যাহার, বহু। সং; পু।
কাকনিদ্রা—কাকতন্দ্রা দেখ।
কাকপক্ষ—শিখণ্ডক; মস্তকের উভয় পার্শ্বে কেশরচনাবিশেষ; কাকের পক্ষের ন্যায় উভয় গণ্ডে লম্বমান অনতিদীর্ঘ সামান্য কেশগুচ্ছ, জুলফী, কাণপাটা। কাকের পক্ষ =কাকপক্ষ (৬তৎ); কাকপক্ষ+ক তুল্যার্থে। সং; পু।
কাকপদ—১। কাকের পা। কাকের পদ, ৬তৎ। ২। মস্তকের কাকপদাকার কেশ, শিখা, টিকি; উদ্ধরণচিহ্ন ("); লিখিবার সময়ে অক্ষর বা শব্দ পড়িয়া গেলে তুলিয়া লিখিবার কালে ব্যবহৃত চিহ্ন, ক্যারেট (∧)। কাকের পদপ্রায়, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
কাকপুচ্ছ—১। কোকিল। কাকের পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। সং; পু। ২।

• কাকের লেজ বা লেজের পাখা। ৬তৎ। সং; পু বা স্ত্রী।

কাকপুষ্ট—কোকিল। কাকের দ্বারা পুষ্ট (পালিত), ৩তৎ; কথিত আছে যে, কোকিল কাকের বাসা হইতে তাহার ডিম্ব অপসারিত করিয়া স্বীয় ডিম্ব তথায় স্থাপন করে, এবং কাক তাহা আপনার ডিম্ব মনে করিয়া সযত্নে পালন করে। সং; পু।

কাকফল—নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ। কাকপ্রিয় ফল যাহার, বহু। সং; পু।

কাকবন্ধ্যা—একমাত্র প্রসবিনী, যে স্ত্রীর একবার সন্তান প্রসবের পর আর গর্ভ হয় না। কাকের ন্যায় বন্ধ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; প্রসিদ্ধি আছে যে, কাকী যাবজ্জীবনে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে। সং; স্ত্রী।

কাকবলি—কাকের ভোজনার্থ প্রদত্ত খাদ্য। ৪তৎ। সং; পু।

কাকভীরু—পেচক। ৫তৎ। সং; পু।

কাকমদ্গু—দাত্যূহপক্ষী, ডাকপাখী। সং; পু।

কাকমর্দ্দ, কাকমর্দ্দক—মহাকাল লতা, মাকাল। সং; পু।

কাকমাচিকা—কাকমাচী। কাকমাচী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কাকমাচী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, গুড়কামাই। কাক অর্চ্চনা করে ইহাকে এই বাক্যে উপ; কাক—মচ (অর্চ্চনা করা)+ষণ্, ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

কাকমাতা—বায়সজননী; কাকমাচী। ৬তৎ।

কাকযব—শস্যশূন্য ধান, আগড়া। ৬তৎ। সং।

কাকরব—বায়সধ্বনি, কাকের ডাক। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

কাকরুত—বায়সের রব, কাকের ডাক। ৬তৎ।

কাকরুহা—বন্দাবৃক্ষ, পরগাছা। কাকের ন্যায় শূন্যে জন্মে যে এই বাক্যে উপ; কাক—রুহ+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

কাকরুক—১। স্ত্রীজিত পুরুষ; উলূক, পেচক; দম্ভ। কু শব্দ—রু+উক ক। সং; পু। ২। নিঃস্ব, নির্ধন; ভীরু; নগ্ন, বিবস্ত্র, উলঙ্গ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাকরুকা।

কাকল—১। গ্রীবাভূষণ, কণ্ঠমণি; গ্রীবার উচ্চদেশ। কু (ঈষৎ)—কল (শব্দ করা)+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। সং; পু। [সং; পু।

কাকলক—কণ্ঠমণি। কাকল+কণ্ স্বার্থে।

কাকলি, কাকলী—ঈষৎ মধুরাস্ফুটধ্বনি, পক্ষীর মধুর কূজন; যন্ত্রবিশেষ; রত্নবিশেষ। কু (ঈষৎ)—কল (শব্দ করা)+ইন্ ক। সং; স্ত্রী। [বা কিচমিচ। সং; স্ত্রী।

কাকলীদ্রাক্ষা—একপ্রকার আঙুর, কিশমিশ

কাকলীরব—কোকিল। কাকলীযুক্ত রব যাহার, বহু। সং; পু।

কাকা—১। কাকনাসা লতা; কাকজঙ্ঘা বৃক্ষ; কাকোলী বৃক্ষ; কাকমাচী বৃক্ষ। সং; স্ত্রী। ২। কাকরবের অনুকরণ শব্দ; খুল্লতাত, খুড়া। দেশজ। সং।

কাকাক্ষিগোলক ন্যায়—ন্যায় দেখ।

কাকাণ্ড—১। বায়সডিম্ব, কাকের ডিম। কাকীর অণ্ড, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। মহানিম্ব। কাকের অণ্ডের ন্যায় অণ্ড (ফল) যাহার, বহু। সং; পু।

কাকারি—পেচক। কাক অরি (শত্রু) যাহার, বহু। সং; পু।

কাকিণী, কাকিনী—পাঁচ গণ্ডা কড়ি, এক বুড়ি কড়ি। কক+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

কাকী—১। বায়সী, স্ত্রী-কাক; কাকালী নামক ঔষধদ্রব্য। কাক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। পিতৃব্যপত্নী, খুড়ী। দেশজ। স্ত্রী।

কাকু—শোকভয়াদি দ্বারা বিকৃত কণ্ঠধ্বনি; খেদোক্তি; বক্রোক্তি [অলঙ্কার দেখ]। কক (চঞ্চল হওয়া)+উণ্ ক। সং; স্ত্রী।

কাকুতি—খেদোক্তি, আক্ষেপ; অনুনয়। সং। দেশজ।

কাকুতি-মিনতি—কাকতি-মিনতি (তাহা দেখ)।

কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য—সূর্য্যবংশীয় রাজা, রামচন্দ্র প্রভৃতি। ককুৎস্থ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু। [+ঙ ক। সং; স্ত্রী।

কাকুদ—তালু। উপ; কাকু—দা (দেওয়া)

কাকুস্বাদ, কাকুবাদ—কাতরবাক্য, বিনীত প্রার্থনা, অনুনয়বিনয়, কাকুতি-মিনতি। প্রাদে। সং।

কাকূক্তি—কাতরবাক্য, কাকুতি; বক্রোক্তি। কাকু যে উক্তি, কর্ম্মধা, অথবা কাকু দ্বারা উক্তি, ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

কাকে—১। কাহাকে, কোন্ ব্যক্তিকে। সর্ব্ব; গ্রাম্য। ২। কাহাদিগকে। প্রা, ক।

কাকেক্ষু—বাণতৃণ, শর, খাগড়া। কাক (কুৎসিত) যে ইক্ষু, কর্ম্মধা। সং; পু।

কাকেষ্ট—নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ। কাকের ইষ্ট, ৬তৎ। সং; পু।

কাকোদর—সর্প। কু শব্দ (কুৎসিত, বক্র)—অক (গমন করা)+অন্ ক=কাক (বক্রগামী); কাক উদর যাহার, বহু। সং; পু।

কাকোল—১। কুলাল; দ্রোণকাক, দাঁড়কাক; শূকর; সর্পবিশেষ। কক (চঞ্চল হওয়া)+ওল ক। সং; পু। ২। বিষবিশেষ; নরকবিশেষ। ণিজন্ত কক (=কাকি)+ওল ক। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

কাকোলী—অষ্টবর্গের অন্তর্গত ঔষধিবিশেষ।

কাকোলূকিকা—কাক ও পেচকের স্বাভাবিক শত্রুতা। কাক ও উলূক=কাকোলূক, দ্বন্দ্ব; কাকোলূক+কণ্+আপ্। স্ত্রী।

কাক্ষ—কটাক্ষ। কু (ঈষৎ) অক্ষি যাহাতে, বহু। সং; পু।

কাক্ষী—তুবরিকা, অড়হর কলায়। সং; স্ত্রী।

কাক্ষীব, কাক্ষীবক—শজিনা গাছ। সং; পু।

কাগ—কাক, বায়স। কু (কুৎসিত)—গৈ (গান করা)+ড ক। সং; পু।

কাগজ—লেখাপত্র, লিপিসাধন, যাহাতে লেখা যায়; সংবাদপত্র। কাগদ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। সং।

কাগজী—১। কাগজনির্ম্মাতা; কাগজব্যবসায়ী। সং। ২। কাগজে লিখিত; কাগজতুল্য; কাগজের ন্যায় সূক্ষ্ম ত্বক্‌বিশিষ্ট (লেবু)। বিণ।

কাগতি—কাগজী, কাগজব্যবসায়ী। প্রা, ক।

কাগদ—লিখিবার কাগজ। সং; ক্লী।

কাগাবগা—কাক ও বকসকল; যেমন তেমন করিয়া কাজ সারা; আধা-খেঁচড়া, অপরিপাটী; হিজিবিজি লেখা। প্রাদে।

কাগার—কাঙ্গাল, দীনদরিদ্র। প্রা, ক।

কাঙর, কাঙল, কাঙরী—১। পাণ্ডুরোগবিশেষ (jaundice)। ২। কামরূপদেশ। প্রা, ক। [দীনদরিদ্র। ক, প্র।

কাঙলা, কাঙ্গলা—ভিখারী, অন্নার্থী, অভাবগ্রস্ত,

কাঙাল (কাঙ্গাল), কাঙালী (কাঙ্গালী)—দীনদুঃখী, ভিখারী, যাচক, অন্নার্থী, অনশনক্লিষ্ট, অভাবগ্রস্ত। দেশজ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী কাঙালিনী, কাঙ্গালিনী।

কাঙ্ক্ষণীয়—বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয়; স্পৃহণীয়। কাঙ্ক্ষ+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

কাঙ্ক্ষা—বাঞ্ছা, ইচ্ছা। কাঙ্ক্ষ (ইচ্ছা করা)+ভাবে অ+আপ্। সং; স্ত্রী।

কাঙ্ক্ষিত—১। বাঞ্ছিত, অভিলষিত। কাঙ্ক্ষ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাঙ্ক্ষিতা। ২। বাঞ্ছা, অভিলাষ। কাঙ্ক্ষ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

কাঙ্গা—বচা। কু (কা) অঙ্গ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

কাঙ্গাল, কাঙ্গালী—কাঙাল দেখ।

কাচ—১। বালি ও ক্ষারের সংযোগে উৎপন্ন স্বনামখ্যাত বস্তুবিশেষ, কাঁচ; মোম; লবণবিশেষ; নেত্ররোগবিশেষ; শিক্য, শিকে। কচ+ঘঞ্ ণ। সং; পু বা ক্লী। ২। বেশ, সজ্জা, পরিচ্ছদ; কৃত্রিম সাজ, ছদ্মবেশ; কপট, ভাণ, ছল; কাছুটী, লাঙ্গোট। দেশজ। ৩। বন্ধন, বাঁধন। প্রা, ক। সং।

কাচকড়া—কাছিমের খোলা; সমুদ্রজ তিমির অস্থিবিশেষ, (বস্তুতঃ অস্থি নহে); রবরজাত ইং জলকানাইট নামক দ্রব্য (কাচকড়ার সদৃশ বলিয়া)। সং।

কাচন—১। পত্র-নিবন্ধন; পত্র আঁটিবার আঠা, পাটা প্রভৃতি। সং; ক্লী। ২। ধৌতকরণ, প্রক্ষালন, ধোয়া। দেশজ। সং।

কাচনক—কাচন, পত্রনিবন্ধন। কাচন+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

কাচনকী (—নকিন্)—লিপি, পত্র। কাচনক +ইন্ আছে অর্থে। সং ; পু।

কাচনি—পুঁথিবাঁধা ডোর ; দোড়ী। ক,প্রা। সং।

কাচন্তি—দীপ্তি পায়, শোভা পায়। প্রা, ক।

কাচভাজন—কাচনির্ম্মিত পাত্র, কাচের বাসন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কাচমণি—কাচ, স্ফটিক। কাচনামক যে মণি, মণী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কাচমল—কাচলবণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কাচর—পীতবর্ণ। কু (কা)—চর (গমন করা) +অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাচরা।

কাচলবণ—কালা লুণ। কাচনামক যে লবণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কাচসম্ভব—কাচলবণ। কাচ হইতে সম্ভব যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

কাচস্থালী—কাচপাত্র ; কলেরুহা বৃক্ষ, পারুল গাছ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কাচা—১। গুরুজনের মৃত্যুতে অশৌচকালে পরিধেয় দ্বিতীয় বস্ত্র বা উত্তরীয়। দেশজ। ২। ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, ছোট কাপড়। প্রা, ক। সং। ৩। প্রক্ষালিত, ধৌত ; শুচি,পবিত্র। বিণ। ৪। ধৌত করা, ধোয়া ; ভাণ করা, অভিনয় করা, সাজা। দেশজ। ক্রি। ৫। দীপ্তি পাওয়া, শোভা পাওয়া। প্রা, ক। ক্রি।

কাচাক্ষ—১। কাচের ন্যায় নির্ম্মল চক্ষুবিশিষ্ট, স্ফটিকনেত্র। কাচের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাচাক্ষী। ২। বক। সং ; পু।

কাচিৎ—অনির্দ্দিষ্টা একা, কোন এক (স্ত্রী)। কা+চিৎ। ব্য।

কাচিত—শিক্যিত, শিকার উপর স্থাপিত। কাচি নামধাতু (শিকায় রাখা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাচিতা।

কাচ্চা—শিশু, ছোট। বৈদেশিক।

কাচ্চা-বাচ্চা—শিশুসন্তান, ছোট ছেলেমেয়ে, পোলাপান। বৈদেশিক।

কাছ—নিকট, সমীপ। দেশজ। সং।

কাছট, কাছটি, কাছুটি—কাছা ; মালকোচা ; ল্যাঙ্গোট। দেশজ।

কাছা—১। পুরুষের কটিবস্ত্রের যে অংশ পশ্চাভাগে থাকে। কক্ষ শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। বন্ধন করা, যোগ করা, যোজনা করা। প্রা, ক। ক্রি।

কাছাকাছি—নিকটানিকটি, পাশাপাশি। দেশজ।

কাছাড়—১। নদ্যাদির উচ্চতীর-ভূমি বা ভূভাগ ; সবলে ক্ষেপণ বা পতন, আছাড়। দেশজ। সং। ২। আসাম প্রদেশস্থ জেলাবিশেষ। কাছাড়ী জাতি এক সময়ে এখানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া স্থানের নাম কাছাড় হইয়াছে। কোচ ও কাছাড়ী একই জাতি বলিয়া কথিত। যাহারা প্রথমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারাই "কোচ" নাম গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের সংস্রবে আসিয়া ইহাদের রাজা ও রাজভ্রাতা ১৭৯০ খৃঃ অঃ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণেরা ভ্রাতৃদ্বয়কে একটি তাম্রনির্ম্মিত গাভীর উদরে প্রবিষ্ট করায়, এবং উহা হইতে বাহির করিয়া "ক্ষত্রিয়" আখ্যা প্রদান করে। সেই সময়ে উচ্চ-বংশীয় কাছাড়ীরাও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে ; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ইতর জাতিরা প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র, এক দিকে মণিপুররাজ, অপর দিকে ব্রহ্মরাজের সংঘর্ষে আসিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। ব্রহ্মরাজের জয় হইলে, গোবিন্দচন্দ্র, ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীহট্ট জেলায় আগমন করেন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে, ১৮২৬ অব্দে ইংরাজ ইঁহাকে স্বীয় রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইঁহার আধিপত্য সুদৃঢ় হইবে না হইতেই ইঁহার সেনাপতি তুলারাম ইঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া উত্তর কাছাড় অধিকার করিয়া সেখানে রাজ্যস্থাপনা করে। ১৮৩০ অব্দে গোবিন্দচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় নিহত হইলে সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ইংরাজ ইঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। ১৮৪০ অব্দে তুলারাম অপুত্রক অবস্থায় দেহান্তরিত হইলে,উত্তর কাছাড়ও ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৫৫ অব্দে কাছাড়েই সর্ব্বপ্রথমে চা বৃক্ষের আবিষ্কার হয়। ১৮৭১ ৭২ অব্দে যে লুসাই যুদ্ধ ঘটে, কাছাড়ই তাহার কেন্দ্রস্থল। লুসাইগণ দমিত হইবার পরে আসামী নাগাগণ উৎপাত করে। ১৮৮০ ৮১ অব্দে ইহারা পরাজিত হয়, এবং উহাদের অধিকৃত ভূমি-খণ্ড ইংরাজাধিকারে আসে। মণিপুরী খেশ নামক গাত্রবস্ত্র এ জেলার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এই কাপড় সাধারণতঃ বঙ্গ স্ত্রীলোকেরাই প্রস্তুত করে।

কাছান—নিকটবর্ত্তী হওয়া ; প্রায় সমান হওয়া। দেশজ। ক্রি।

কাছারি, কাচারী—বিচারালয়, আদালত ; কার্য্যালয়, আফিস ; জমিদারের কার্য্যালয়। বৈদেশিক। সং। [দেশজ। সং।

কাছি, কাছী—স্থূলরজ্জু, খুব মোটা দড়ি। কাছিম—কচ্ছপ, কূর্ম্ম। দেশজ। সং।

কাছী—কাছি দেখ।

কাছুটি—কাছট দেখ।

কাছে—১। সন্নিধানে, নিকটে। দেশজ। সং। ২। বন্ধন করে। প্রা, ক। ক্রি।

কাজ—কর্ম্ম, কার্য্য। সংস্কৃত কার্য্য শব্দ, প্রাকৃতে 'কজ্জ' হয়, তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'কাজ' হইয়াছে। সং।

কাজকর্ম্ম—ক্রিয়াকলাপ ; শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সাংসারিক অনুষ্ঠান ; বিষয় ব্যাপার ; জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত কার্য্য। একার্থক শব্দদ্বয়ের যুগ্মপ্রয়োগ। [ভ্রংশ। সং।

কাজর, কাজল—অঞ্জন। কজ্জল শব্দের অপ-

কাজলা—১। তণ্ডুলবিশেষ ; ইক্ষুবিশেষ। দেশজ ; সং। ২। কোনও গুরুভার দ্রব্য উপর দিকে তুলিতে হইলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ক্রমনিম্ন ধরাতল যন্ত্রের উপর দিয়া তুলিলে উহা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে তোলা যায়। যদি ক্রমনিম্ন ধরাতল যন্ত্রের উপর দিয়া দ্রব্যটিকে উপর দিকে ঠেলিয়া না তুলিয়া ধরাতলকে সেই দ্রব্যের নিম্ন দিয়া চালিত করা যায়, তাহা হইলে দ্রব্যটি উন্নত হইয়া উঠিবে। ক্রমনিম্ন ধরাতল এইরূপে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে কাজলা, ছেনী বা ছেদনী (Wedge) বলা যায়। এই যন্ত্র কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলে তাহাকে কাজলা, ও ধাতুনির্ম্মিত হইলে তাহাকে ছেনী বা ছেদনী বলে। দেশজ। সং। [সং।

কাজি, কাজী—মুসলমান বিচারক। বৈদেশিক।

কাজিয়া—কলহ, বিবাদ, কোন্দল, ঝগড়া। বৈদেশিক। সং।

কাজী—কাজি দেখ।

কাঞ্চন—১। স্বর্ণ ; কাঞ্চন-পুষ্প ; চম্পকপুষ্প। কান্‌চ (দীপ্তি পাওয়া)+অন ক। সং ; ক্লী। ২। কোবিদার বৃক্ষ ; চম্পকবৃক্ষ ; নাগকেশর বৃক্ষ। সং ; পু। ৩। স্বর্ণনির্ম্মিত, স্বর্ণময়। কাঞ্চন শব্দ (স্বর্ণ)+ক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাঞ্চনী, কাঞ্চনা।

কাঞ্চনক—১। কোবিদার বৃক্ষ। কাঞ্চন+কন্ স্বার্থে। সং ; পু। ২। হরিতাল। কাঞ্চন+কণ্ অল্পার্থে। সং ; ক্লী।

কাঞ্চনকদলী—চাঁপা কলা। কাঞ্চন বর্ণা কদলী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কাঞ্চনকারিণী—শতমূলী। কাঞ্চন (অর্থাৎ কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ) করে যে, উপ ; কাঞ্চন শব্দ—কৃ+ণিন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কাঞ্চনগিরি—স্বর্ণময় পর্ব্বত, সুমেরু পর্ব্বত। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কাঞ্চনজঙ্ঘা—সিকিম ও নেপাল রাজ্যের সীমায় মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গবিশেষ। শৃঙ্গটি সাগরতল হইতে ২৮,১৫৬ ফিট উচ্চ। উচ্চতায় পৃথিবীর যাবতীয় পর্ব্বতের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দার্জ্জিলিং হইতে এই শৃঙ্গের দৃশ্য বড়ই মনোরম। সূর্য্যোদয়কালে ইহার গাত্রস্থ তুষাররাশির উপরে রবিকর

প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ প্রদর্শন করে। ক্রমে বেলা বাড়িলে, শৃঙ্গটি শ্বেতবর্ণের আকার ধারণ করে। অনেক বৈদেশিক ভ্রমণকারী এই দৃশ্যটি দেখিবার জন্যই দার্জ্জিলিঙ্গে গমন করেন। বর্ষাকালে কিংবা কুজ্ঝটিকা হইলে দৃশ্যের মনোহারিতা লোকের নয়নগোচর হয় না।

কাঞ্চনপ্রভ—১। সুবর্ণের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। কাঞ্চনের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রভা। ২। ঐলবংশীয় জনৈক নৃপতি। সং; পুং।

কাঞ্চনপ্রভা—১। কাঞ্চনপ্রভ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সুবর্ণের দীপ্তি; স্বর্ণের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কাঞ্চনসন্ধি—স্বর্ণবৎ দুর্ভেদ্য সন্ধি, যে সন্ধি ভেদ করা দুরূহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

কাঞ্চনাক্ষ—১। স্বর্ণবর্ণনেত্রবিশিষ্ট। কাঞ্চনের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাঞ্চনাক্ষী। ২। জনৈক দৈত্য। সং; পুং।

কাঞ্চনার, কাঞ্চনাল—কোবিদার বৃক্ষ। কাঞ্চ—ঋ (গমন করা)+বণ্,ক। সং; পুং।

কাঞ্চনী—১। স্বর্ণময়ী। কাঞ্চন দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। হরিদ্রা; গোরোচনা। সং; স্ত্রী।

কাঞ্চনীয়া—গোরোচনা। কাঞ্চন+ঈয়+আপ্। সং; স্ত্রী।

কাঞ্চি—১। মেখলা, চন্দ্রহার, গোট। কান্‌চ+ইণ। ২। পুরীবিশেষ [কাঞ্চী দেখ]। সং; স্ত্রী।

কাঞ্চিক—কাঞ্জিক। সং; ক্লী।

কাঞ্চী—কাঞ্চি, মেখলা, চন্দ্রহার,গোট্‌ প্রভৃতি; পুরীবিশেষ, কাঞ্চি, ইহার বর্ত্তমান নাম কাঞ্জিভরম [কাঞ্জিভরম দেখ]। সং; স্ত্রী। কাঞ্চী হিন্দুদিগের অন্যতমা মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া কথিতা [অবন্তি দেখ]।

কাঞ্চীপদ—নিতম্ব, পাছা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কাঞ্জি—কাঞ্জি, আমানি। কাঞ্জিক শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র। সং।

কাঞ্জিক—কাঞ্জি, আমানি। সং; ক্লী।

কাঞ্জিকা, কাঞ্জী—কাঞ্জিক, কাঞ্জি। সং; স্ত্রী।

কাঞ্জিভরম—বিশুদ্ধ নাম কাঞ্চীপুরম। কাঞ্জিভরম মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ চেঙ্গলপৎ জেলার প্রধান সহর। স্থানটি হিন্দুর সপ্ত মোক্ষদায়িকা নগরীর অন্যতম, এবং ইঁহাদের চক্ষে অতীব পবিত্র। এই স্থানটি "দাক্ষিণাত্যের বারাণসী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মধ্যে ইহার ন্যায় বহুল ও সুবৃহৎ দেবালয়বিশিষ্ট স্থান আর নাই। হয়েনথ্‌ সাং ইহাকে দ্রাবিড়ের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ কালে (খৃঃ ৭ম শতাব্দী) ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল। পরে এখানে যথাক্রমে জৈন ও হিন্দু ধর্ম্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পল্লব রাজগণ এ স্থানের অধীশ্বর ছিলেন। জৈনমন্দিরগুলি চোলরাজগণের শাসনকালে (খৃঃ ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীতে) নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। একাম্বরস্বামীর মন্দিরটি উত্তুঙ্গ গোপুর (বৃহৎ স্তম্ভ) এবং সহস্র-স্তম্ভ-সমন্বিত প্রকোষ্ঠের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে স্তম্ভগুলির সংখ্যা ৫৪০টির অধিক নহে।

খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে চোলরাজগণ এই নগরটি অধিকার করে। ১৩১০ অব্দে নগরটি মুসলমানগণের হস্তে আসে। তাহার পর ইহা বিজয়নগররাজের শাসনাধীন হয়। ১৬৪৬ অব্দে ইহা মুসলমানগণের, এবং ১৬৪৭ অব্দে, মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারে আসে। অল্পকাল পরে ইহা পুনরায় মোগল-হস্তে যায়। ১৭৫২ অব্দে ক্লাইভ ইহাকে ইংরাজাধীন করেন।

কাট—১। কর্ত্তন, ছেদন; খনন; কর্ত্তনভঙ্গি, কাটিবার বা ছাঁটিবার ভাব; খননজনিত গভীরতা বা আয়তন। দেশজ। ২। কাঠ, দারু। কাষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ। সং। ৩। কাটে। ক্রি। প্রা, ক।

কাট-কুয়া,—কুয়া—কাষ্ঠ-পাত্রবিশেষ, কাঠুয়া, কেটো; পাতকুয়া, কূপ। দেশজ। সং।

কাটখোট্টা—উগ্র, রুক্ষ; গোঁয়ার; নীরস; নির্ম্মম। দেশজ। বিণ।

কাটছাঁট—কাটিবার ও ছাঁটিবার পর পরিত্যক্ত অংশ; কাটিবার ও ছাঁটিবার ভাব। দেশজ। সং।

কাটতি—বিক্রয়, বেচন। দেশজ। সং।

কাটনা—সূতা কাটা, তুলা পাকাইয়া সূত্র নির্ম্মাণ; তুলা পাকাইয়া প্রস্তুত সূতা; চরকা। দেশজ। সং।

কাটনী—তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুতকারিণী; [অধুনা] যে কেহ সূতা কাটে। দেশজ। সং।

কাটরা কাঠরা—কাঠের বেড়া বা ঘর, কাষ্ঠবেষ্টিত স্থল; দারুগৃহ, কাঠের ঘর। দেশজ। সং।

কাটব—১। কটুতা। কটু+ষ্ণ ভাবার্থে। সং, ক্লী। ২। কাটিবে, কামড়াইবে, দংশন করিবে। ক্রি। প্রা, ক।

কাটব্য—কটুতা, কার্কশ্য। কটু শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং, ক্লী।

কাটা—১। কর্ত্তিত, ছেদিত, ছিন্ন; খাত, খনিত। বিণ। ২। কর্ত্তন, ছেদন; খনন; অত্যয়, চলন। সং। ৩। কর্ত্তন বা ছেদন করা; খনন করা; দংশন করা; অতীত হওয়া, চলা, যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

কাটাই—১। কাটিবার। বিণ। ২। কাটিবার দাম। দেশজ। সং।

কাটাকাপ—সঙ্‌, বিদূষক। দেশজ। সং।

কাটা-কুটা,—কুটি—নানাপ্রকার বস্তু ছেদন, নানাভাবের কর্ত্তন। দেশজ। সং।

কাটান—১। অস্ত্রের দ্বারা কর্ত্তিত বা খনিত; অতিবাহিত। বিণ। ২। অস্ত্রের দ্বারা কর্ত্তন বা খনন; অতিবাহন, যাপন। সং। ৩। কর্ত্তন বা ছেদন করান; খনন করান; অতিবাহন বা যাপন করা, গুজরান করা। দেশজ। ক্রি। [বেশ। দেশজ। সং।

কাটা-পোষাক—ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, সাহেবী

কাটারি, কাটারী—দাত্র, দা। দেশজ। সং।

কাটি, কাটী—ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম কাষ্ঠখণ্ড বা শুষ্ক পল্লব; কাঠশলাকা; ক্ষুদ্র পাঁচন দণ্ড, দংশন, কামড়ান। দেশজ। সং।

কাটি ঘা—সর্পদংশন; সর্পদংশনজনিত ক্ষত। দেশজ। সং। [বস্ত্রবিশেষ। সং।

কাটিয়া, কেটে—তসর-কাটা হইতে নির্ম্মিত

কাটী—কাটি দেখ।

কাট্য—কর্ত্তনীয়, খণ্ডনীয়। দেশজ। বিণ।

কাঠ—১। পাষাণ, প্রস্তর। কঠ+ষণ্‌ অর্থে। সং; পুং। ২। কাষ্ঠ, দারু। কাষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। সং।

কাঠ-গড়া—কাঠের বেড়া বা ঘের; কাষ্ঠ দ্বারা বেষ্টিত স্থান। দেশজ। সং।

কাঠঠোকরা—স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ (wood-pecker)। সং। [দেশজ। সং।

কাঠ-নেকার,—বমি—শুষ্ক ওকার বা বমন।

কাঠ-পিঁপড়া—কাষ্ঠবাসী তীব্র বিষধর পিপীলিকা। দেশজ। সং।

কাঠমাণ্ডু—নেপালের রাজধানী। এই সহরটি আনুমানিক ৭২৩ খৃঃ অঃ রাজা গুণকামদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কেহ কেহ বলেন, মঞ্জুশ্রী নামক জনৈক রাজা ইহার প্রতিষ্ঠা করেন, সেই জন্য ইহার প্রাচীন নাম "মঞ্জু পত্তন"। বর্ত্তমান নামটি কাষ্ঠ-মণ্ডপ, বা কাষ্ঠমণ্ডী, বা কাষ্ঠমণ্ডন নামের অপভ্রংশ। নগর মধ্যে একটি সুবৃহৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মন্দির আছে, সেই কারণে নগরের নামকরণ হইয়াছে কাঠমাণ্ডু। মন্দিরটি ১৫৯৬ অব্দে রাজা লছমিনা সিংহ মাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যে মহাদেবের মূর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু মন্দিররূপে কদাপি ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও ইহা সন্ন্যাসীদিগের আবাস রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নগরটির আকার খড়্গের ন্যায়—হিন্দুরা বলেন কালীদেবীর অসির অনুরূপ, অপর পক্ষে বৌদ্ধ নেওয়ারগণ বলেন, প্রতিষ্ঠাতা মঞ্জুশ্রীর তরবারির ন্যায়। সহরমধ্যে অধিকাংশ অধিবাসী নেওয়ার জাতীয়। তন্মধ্যে অধিকাংশ আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

কাঠমূরতি—আকাট মূর্ত্তি ; কাঠের প্রাণহীন বা রুক্ষ মূর্ত্তি। কাষ্ঠমূর্ত্তি শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

কাঠরা—কাষ্ঠ দ্বারা বেষ্টিত স্থান ; কাষ্ঠময় গৃহ। দেশজ। সং।

কাঠরিয়া, কাঠুরিয়া—কাষ্ঠচ্ছেদক, যে ব্যক্তি কাঠ কাটিয়া বিক্রয় করে। দেশজ। সং।

কাঠবমি—কাঠ নেকার দেখ। [দেশজ। সং।

কাঠবিড়াল—কাষ্ঠ মার্জ্জার (Squirrel)

কাঠা—বঙ্গদেশীয় পরিমাণবিশেষ, চারি হাতে এক রৈখিক কাঠা, পরন্তু ৪ × ৪ বা ১৬ বর্গ হাতে এক বর্গ কাঠা নহে, প্রত্যুত ৪ × ৮০ বা ৩২০ বর্গ হাতে এক বর্গ কাঠা ; ধান্যাদি মাপ করিবার (ওজনের নহে) পরিমাণবিশেষ। দেশজ।

কাঠাকালি—কাঠা পর্য্যন্ত ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অঙ্ক বা তাহার নিয়ম। দেশজ। সং।

কাঠাকিয়া, কাঠাকে—১০০ কাঠা পর্য্যন্ত আর্য্যা। দেশজ। সং।

কাঠাম—বংশাদিরচিত আকার, ঠাট। কাষ্ঠময় শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন।

কাঠি, কাঠী—ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম কাষ্ঠখণ্ড ; শুষ্ক পল্লব ; কাষ্ঠের বা তৃণের শলাকা। দেশজ। সং।

কাঠিন্য—কঠিনতা, দৃঢ়তা ; দুর্ভেদ্যতা ; নির্দ্দয়তা ; অকোমলত্ব ; জড় বস্তুর পরমাণুসকল দৃঢ়রূপে পরস্পরের সন্নিবদ্ধ হইলে যে গুণ প্রাপ্ত হয়। কঠিন+ষ্য ভাবে। সং ; স্ত্রী।

কাঠিন্যফল—কপিত্থ বৃক্ষ, কয়েত বেল। কাঠিন্য ফলে যাহার, বহু। সং ; পু।

কাঠিম—সূতা জড়াইবার কাষ্ঠময় ক্ষুদ্র আবর্ত্তন দণ্ড। দেশজ। সং।

কাঠী—কাঠি দেখ।

কাঠুরিয়া—কাঠরিয়া দেখ।

কাঠোয়াল—কাঁঠাল বা কাটাল। প্রা, ক।

কাড়া—১। একমুখ চর্ম্মাচ্ছাদিত পটহবিশেষ। সং। ২। ছিনাইয়া লওয়া ; টানিয়া লওয়া ; টানা, আকর্ষণ করা ; ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা ; শব্দ করা ; নূতন ব্যাপার করিতে আরম্ভ করা ; বাহির করা। দেশজ। ক্রি।

কড়াকাড়ি—পরস্পর ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা বা টানাটানি ; পাকলা-পাকলি, ধস্তাধস্তি। দেশজ। সং।

কাণ—১। কাক। কণ (নিমীলিত করা)+ণক্ ক। সং ; পু। ২। একচক্ষুহীন, কাণা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাণা। ৩। কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়। কর্ণ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

কাণকাটা—ছেদিতকর্ণ, যাহার কাণ কাটা গিয়াছে ; কর্ণচ্ছেদক, যে অন্যের কাণ-কাটে। দেশজ। বিণ বা সং।

কাণকোটারি—কেন্নুয়া পোকা। দেশজ। সং।

কাণখড়কিয়া—কর্ণেজপ, যে কাণে কুমন্ত্রণা দেয়। দেশজ। বিণ বা সং।

কাণপাটা—কর্ণের পার্শ্বে লম্বমান কুন্তল, জুলপি ; কর্ণের অধোদেশ। দেশজ। সং।

কাণপাতলা—যে সহজেই অন্যের কথা শুনে। দেশজ। বিণ।

কাণ-পাতা—১। কর্ণাভরণবিশেষ ; কর্ণপাতকরণ। সং। ২। কর্ণপাত করা, কাণ দেওয়া, শুনিবার চেষ্টা করা, শুনা। দেশজ। ক্রি।

কাণপুর—যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর। ইংরাজের অধীনে আসিবার পূর্ব্বে কাণপুরের কিছুমাত্র প্রসিদ্ধি ছিল না। বক্সার ও কোড়ার যুদ্ধে (১৭৬৪-৬৫ অব্দে) ইংরাজ কর্ত্তৃক অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা পরাজিত হইলে, তিনি ইংরাজকে ৫০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর-স্বরূপে দিতে স্বীকার করেন, এবং কাণপুর ও ফতেগড়ে ইংরাজের সেনানিবেশ-স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৭৭৮ অব্দে কাণপুরে ইংরাজ সেনানিবাস স্থাপিত হয়। ১৮০১ অব্দে ইংরাজের সহিত নবাব যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহার সর্ত্তানুসারে বাৎসরিক করের পরিবর্ত্তে দোয়াবস্থিত অনেক ভূমিখণ্ড নবাব ইংরাজকে প্রদান করেন। কাণপুর তাহারই অন্তর্গত। ইহার পরেই কাণপুর জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৭ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে কাণপুরে একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়। মিরাটে যখন সিপাহীবিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়, তাহার কিছুদিন পরে জুন মাসের প্রথমে কাণপুরের ব্যারিকগুলির মধ্যে যাবতীয় ইংরাজ আশ্রয় গ্রহণ করে। ৬ই জুন স্থানীয় সৈনিকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এবং কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেলে, আফিসগুলি পোড়াইয়া দেয় ও খাজানাঘর দখল করে। নানা সাহেব তাহাদের সহিত মিলিত হয় এবং নিষ্ঠুরভাবে ইংরাজ নর নারীদিগকে হত্যা করে, এমন কি, শিশুগুলিকে পর্য্যন্ত বাদ দেয় নাই। ইহাদিগের মৃতদেহ একটি কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

যে কূপে ইংরাজগণের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই কূপের উপরিদেশে একটি ইষ্টকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কূপটির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া প্রায় দেড়শত বিঘা পরিমিত একটি উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে।

কাণভুজ—কণাদ মুনিসম্বন্ধীয়। কণভুজ্ (কণাদ মুনি)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

কাণমলা—কর্ণমর্দ্দন, কর্ণগ্রহণ। দেশজ। সং।

কাণমাগুর—মদ্গুর মৎস্যের ন্যায় মৎস্যবিশেষ। দেশজ। সং।

কাণমুতা—কর্ণমূল। দেশজ। সং।

কাণা—১। একনেত্রহীনা, একনয়না। কাণ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। একচক্ষুবিহীন, এক-চোখো ; অন্ধ, দুই চক্ষুহীন। দেশজ। বিণ।

কাণাকাণি—কর্ণে কর্ণে মন্ত্রণা, গোপনে পরামর্শ। দেশজ। সং।

কাণাঘুষা—কর্ণে কর্ণে ঘোষণা, গোপনে প্রচার, অস্পষ্ট জনরব। দেশজ সং। [সং।

কাণাচ—ছাঁইচতলা, গৃহের পার্শ্বদেশ। দেশজ।

কাণামেঘ—গোটা কালমেঘ। দেশজ। সং।

কাণী—দৃষ্টিহীনা, অন্ধা, দুই চক্ষুহীনা বা এক চক্ষুহীনা। দেশজ। বিণ ; স্ত্রী।

কাণূক—কাক, বায়স। কণ (শব্দ করা)। উক ক। সং ; পু।

কাণ্ড—১। নল ; নাল ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ ; বাণ ; গুচ্ছ ; গাছের গুঁড়ি বা ডাঁটা ; বৃন্ত, বোঁটা ; ঘটনা ; অবসর ; প্রকরণ ; প্রস্তাব ; ব্যাপার ; সমূহ ; অশ্ব ; রহঃ ; নিভৃতস্থল ; শ্লাঘা, প্রশংসা। কণ+ড ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। সন্ধিবিচ্ছিন্ন একখণ্ড অস্থি। ক্লী।

কাণ্ডকটুক—কারবেল্ল, করোলা। কাণ্ড কটু যাহার, বহু। সং ; পু।

কাণ্ডকার—১। গুবাকবৃক্ষ, গুপারিগাছ। কাণ্ড (বাণ) করে যে, উপ ; কাণ্ড—কৃ+অণ্ ক। সং ; পু। ২। গুবাক, গুপারি। কাণ্ডকার+ষ্ণ ইদমর্থে। সং ; ক্লী।

কাণ্ডকীলক—লোধ্র, লোধ কাঠ। সং ; পু।

কাণ্ডগোচর—নারাচ, লৌহময় বাণ। কাণ্ড গোচর যাহার, বহু। সং ; পু।

কাণ্ডগ্রহ—প্রকরণবোধ, উপস্থিত বা প্রস্তাবিত বিষয়ের ধারণা বা জ্ঞান। ৬তৎ। সং ; পু।

কাণ্ডচারী (-চারিন্)—বৃক্ষকাণ্ডে বিচরণকারী (পক্ষী)। উপ ; কাণ্ড—চর্+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী কাণ্ডচারিণী।

কাণ্ডজ্ঞান—কাণ্ডগ্রহ, প্রকরণবোধ ; স্থূলজ্ঞান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য, -হীন—প্রকরণবোধরহিত, স্থূলবোধবর্জ্জিত, যাহার মোটামুটি বোধ নাই, মূর্খ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -শূন্যা, -হীনা।

কাণ্ডতিক্ত, কাণ্ডতিক্তক—ভূনিম্ব, চিরতা। কাণ্ড তিক্ত যাহার, বহু। সং ; পু।

কাণ্ডনীল—লোধ্র, লোধকাঠ। কাণ্ড নীল যাহার, বহু। সং ; পু।

কাণ্ডপট, কাণ্ডপটি—কানাৎ, তাঁবু, পর্দ্দা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

কাণ্ডপৃষ্ঠ—১। শস্ত্রাজীব ; বিদ্যাজীবী। কাণ্ড (বাণ) আছে পৃষ্ঠে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যাধ ; বৈশ্যাপতি। সং ; পু। ৩। কর্ণের ধনুঃ। সং ; ক্লী।

কাণ্ডর্ষি—বেদভাগবিশেষের মীমাংসক ঋষি,—

যেমন, কর্ম্মকাণ্ড বেদভাগের মীমাংসক জৈমিনি, ব্রহ্মকাণ্ডের মীমাংসক বেদব্যাস, ভক্তিকাণ্ডের মীমাংসক শাণ্ডিল্য। কাণ্ডের (বেদপরিচ্ছেদের) ঋষি, ৬তৎ। সং; পু।

কাণ্ডবান্ (–বৎ)—কাণ্ডীর, তীরন্দাজ। কাণ্ড+বতু আছে অর্থে। সং; পু।

কাণ্ডবারিণী—দুর্গা। কাণ্ড (বাণ) বারণ করেন যিনি ইতি উপ; কাণ্ড–বারি+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

কাণ্ডসন্ধি—গ্রন্থি, গাঁইট; পর্ব্ব, পাব। ৬তৎ।

কাণ্ডাই—কাণকোটারি, কেন্নো। প্রাদে। সং।

কাণ্ডাকাণ্ড—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য; হিতাহিত। ন কাণ্ড=অকাণ্ড, নঞ্‌তৎ; কাণ্ড ও অকাণ্ড, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা হিতাহিত বোধ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কাণ্ডার—নৌকার কর্ণ বা হাইল; কাণ্ডারী; কর্ণধার; মাঝি; বস্ত্রাবাস, তাম্বু, পর্দ্দা, কানাত, যবনিকা। প্রা, ক। সং। [সং।

কাণ্ডারি, কাণ্ডারী—কর্ণধার, মাঝি। দেশজ।

কাণ্ডীর—তীরন্দাজ; নিন্দ্যজীবী। কাণ্ড শব্দ (বাণ, ইত্যাদি)+ঈর। বিণ; ত্রি।

কাণ্ব—কণ্বসম্বন্ধীয়; কণ্বসন্ততি। কণ্ব+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাণ্বী।

কাত—১। এক পাশ বা দিক্; একপেশে; আড়, হেলান; ক্ষেত্রখণ্ড; বহুক্রীড়ক; সাপেক্ষ ক্রীড়ার এক এক পক্ষ; হিসাব বা হিসাবে, হার বা হারে। দেশজ। ২। কোথায়। প্রা, ক।

কাতর—১। মৎস্যবিশেষ, কাতলামাছ। সং; পু। ২। দুঃখিত; ভীত, অধীর, ব্যাকুল; চঞ্চল; বিবশ; বিহ্বল। কু শব্দ (কুৎসিত)—তৃ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাতরা।

কাতরকণ্ঠ—১। কাতরতা-প্রকাশক কণ্ঠধ্বনি, দুঃখার্ত্ত স্বর। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। যাহার কণ্ঠ অর্থাৎ কণ্ঠস্বর কাতরতা প্রকাশক। কাতর কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কাতরচিত্ত—১। বিষণ্ণমনাঃ। কাতর চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –চিত্তা। ২। ব্যাকুল মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কাতরতা—কাতর্য্য, ব্যাকুলতা, অধীরতা, অস্থিরতা। কাতর+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

কাতরস্বর—কাতরকণ্ঠ (সকল অর্থে)।

কাতরান—কাতরতা বা যন্ত্রণা প্রকাশ করা, গোঙ্গান। দেশজ। ক্রি।

কাতরানি—কাতরতা প্রকাশ, কাতরোক্তি; যন্ত্রণা প্রকাশ, গোঙানি। দেশজ। সং।

কাতরোক্তি—১। কাতরতাপ্রকাশক বাক্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। কাতরতাপ্রকাশক বাক্যভাষী। কাতরা উক্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কাতর্য্য—কাতরতা, দুঃখ; ভীরুতা। কাতর+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

কাতল—কাতলা মাছ। সং; পু।

কাতলা—কাতল মৎস্য। কাতল শব্দের অপব্যবহার।

কাতা—১। সরু দড়ি, সূতা; নারিকেল দড়ি। দেশজ। সং। ২। কর্ত্তা। প্রা, ক।

কাতান–১। খাঁড়া, বলিদানের খড়্গ; কর্ত্তরী, কাটারি, দা। দেশজ। সং। ২। কাত বা একপেশে হওয়া, হেলা। ক্রি।

কাতার—শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, সারি; রাশি, চয়, সমূহ। দেশজ। সং।

কাতারি, কাতারী—কর্ত্তরী, জাঁতি; সোণা রূপা প্রভৃতি কাটিবার জাঁতি বা কাঁচি; প্রশস্তমুখ হাঁড়ি, তিজেল। দেশজ। সং।

কাতি—১। ছেদনাস্ত্র, জাঁতি; শাঁখ কাটিবার করাত; ক্ষুর। প্রাদে। সং। ২। কাতান, খাঁড়া। প্রা, ক।

কাতুর-কুতুর—কুতুকুতু, হাসাইবার জন্য বগলে সুড়সুড়ি। প্রাদে। সং।

কাতে—১। কাহাতে; কিসে; কাহার সঙ্গে। সর্ব্ব। ২। কায়দায়। দেশজ। সং।

কাত্য—কাত্যায়ন মুনি। কত্য+ষ্ণ। সং; পু।

কাত্যায়ন—১। জনৈক মুনি, মহর্ষি গোভিলের পুত্র; স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ইনি অমর হইয়াছেন; কর্ম্মপ্রদীপ (ছন্দোগপরিশিষ্ট); ইঁহারই রচিত। ২। ব্যাকরণের বার্ত্তিককার বররুচি। কত্য+ষ্ণায়ন। সং; পু।

কাত্যায়নিকা—কাত্যায়নী, দুর্গা। কাত্যায়নী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কাত্যায়নী—দুর্গা [মহিষাসুর বধের নিমিত্ত হিমালয়স্থ কাত্যায়নাশ্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্ব স্ব দেহ হইতে ইঁহাকে সৃষ্ট করেন; মহর্ষি কাত্যায়নই সর্ব্বাগ্রে ইঁহার পূজা করেন; আশ্বিন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ইনি উদ্ভূতা ও শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে পূজিতা হন, এবং দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন]; অর্দ্ধবৃদ্ধা কাষায়বস্ত্র পরিহিতা বিধবা। কাত্যায়ন+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কাত্যায়নী (রাণী)—প্রাতঃস্মরণীয় "লাল" বাবুর পত্নী। ইঁহার পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণের দুই পত্নী—তারাসুন্দরী ও করুণাময়ী। উভয় পত্নীর গর্ভেই সন্তান না হওয়ায় কাত্যায়নীর অনুরোধে দুইটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হয়। তারাসুন্দরীর দত্তক পুত্রের নাম প্রতাপচন্দ্র এবং করুণাময়ীর দত্তক পুত্রের নাম ঈশ্বরচন্দ্র। প্রতাপ ও ঈশ্বর সহোদর ভ্রাতা এবং কাত্যায়নীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহারা যতদিন প্রাপ্তব্যবহার না হইয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কাত্যায়নী ইঁহাদের বিষয় পরিদর্শন করিতেন। ইঁহারই সময়ে পাইকপাড়ার রাজবাড়ী ও কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। কাত্যায়নী দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন। অন্নমেরু ও তুলাদান উপলক্ষে ইঁহার পূর্ব্বনিবাসস্থল বেলুড়ে মহাসমারোহ হইয়াছিল। ইনি ধর্ম্ম-কর্ম্মে ও দানাদিতে অন্যূন ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। [সং; পু।

কাত্যায়নীপুত্র, –সুত—কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ।

কাত্যায়নীব্রত—কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ; ব্রজধামের গোপবালাগণ হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে অরুণোদয়কালে যমুনায় স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিকামনায় জলের নিকট বালুকাময়ী কাত্যায়নী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত; শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একদা কামিনীগণ তীরে বসন রাখিয়া অবগাহনার্থ যমুনার জলে অবতরণ করিলে ইহাদিগের বসন লইয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া ইহাদিগের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

কাত্যায়নীসুত—কাত্যায়নীপুত্র দেখ।

কাথিক—কথাকুশল, বাক্‌পটু, বাচাল। কথা+ষ্ণিক কুশলার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাথিকী।

কাদম্ব—১। শ্যামপক্ষ কলহংস, বালিহাঁস; বাণ। পিক্রম্ব কদ (=কাদি)+অম্বচ্ ক। ২। কদম্ববৃক্ষ। কদম্ব+ষ্ণ। সং; পু। ৩। কদম্বপুষ্প; কদম্বসমূহ। সং; ক্লী।

কাদম্বর—দধির সর; মদ্যবিশেষ; ইক্ষু-গুড়। কাদম্ব–রা+ড ক। সং; পু।

কাদম্বরী—১। সরস্বতী; কোকিলা; শারিকা; সংস্কৃত উপন্যাসগ্রন্থবিশেষ, ইহাতে মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের প্রণয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে; ইহার কিয়দংশ বাণভট্টের লিখিত, অবশিষ্টাংশ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র লিখিয়া সমাপ্ত করেন (এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ)। কাদম্বর+ঈপ্। ২। গৌড়ী মদিরা। কু (নীল) হইয়াছে অম্বর (বসন) যাহার, কদম্বর (বলরাম), বহু; কদম্বর শব্দ+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কাদম্বা—শ্যামপক্ষা কলহংসী। কাদম্ব শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

কাদম্বিনী—মেঘমালা। কাদম্ব+ইন্+ঈপ্।

কাদা—কর্দ্দম, পাঁক। কর্দ্দম শব্দের অপভ্রংশ।

কাদাকামাই—অত্যধিক বৃষ্টিপাতহেতু জমিতে কাদা হওয়ায় চাষ দেওয়ার কাজ বন্ধ। দেশজ; সং।

কাদাখোঁচা—একরকম পাখী, ইহারা ঠোঁট দিয়া কাদা হাতড়াইয়া মাছ খায়। দেশজ। সং।

কাদাচিৎক—কদাচিদ্ভবপর। কদাচিৎ (কখনও)+কণ্ ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –চিৎকী।

কাদাটিয়া, কাদাটে—কর্দ্দমাক্ত, পাঙ্কল, ঘোলা। দেশজ। বিণ।

কান—১। কাণ, কর্ণ; সঙ্গীত ব্যবসায়ী জাতি বিশেষ; (তাহা হইতে) সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক। দেশজ। ২। কানু, কানাই, শ্রীকৃষ্ণ। প্রা, ক। সং।

কানক—১। স্বর্ণসম্বন্ধীয়, স্বর্ণনির্ম্মিত। কনক (স্বর্ণ)+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কানকী। ২। জয়পাল-বীজ। সং; ক্লী।

কানকো—মৎস্যাদির কর্ণদেশ। দেশজ। সং।

কানকোটারি, -রী—কেন্নো পোকা। প্রাদে। সং। [কাণমলা। হিন্দীমূলক। সং।

কানটি (-টী), কান্নুটি (-টী)—কর্ণমর্দ্দন,

কানড়—১। সবিষ সর্পবিশেষ। দেশজ। ২। বেণীবন্ধবিশেষ, চুলের একরকম খোঁপা। প্রাদে। ৩। কানন, বন। প্রা, ক। সং।

কানন—১। বন; উপবন, উদ্যান; গৃহ। পিক্তয় কন+অনট্ র্ম্ম। ২। ব্রহ্মমুখ। 'ক'র (ব্রহ্মার) আনন (মুখ), ৬তৎ। সং; ক্লী।

কাননকান্তার—১। বন ও দুর্গম পথ; বন জঙ্গল। দ্বন্দ্ব। ২। বনের দুর্গম পথ। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

কাননকুন্তলা—অরণ্যরূপকেশদামবিশিষ্টা (ভূমি-বিশেষের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়)। কানন (বন) হইয়াছে কুন্তল যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

কাননকুসুম—বনফুল। ৬তৎ। [যে সকল রমণী পরমসুন্দরী ও বিবিধ গুণভূষণে অলঙ্কৃতা হইয়াও লোকলোচনের অগোচর থাকেন, কবিগণ তাঁহাদিগকে কাননকুসুম বলেন, কারণ তাঁহারা বনপুষ্পের ন্যায় নগরবাসি-জনের নেত্রপথের অতীত থাকেন]। সং।

কাননবাসী (-বাসিন্)—বনবাসী, যে বনে বাস করে। উপ; কানন-বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -বাসিনী।

কাননারি—শমী বৃক্ষ, শাঁই গাছ। কাননের অরি, ৬তৎ। সং; পু।

কানা—১। কাণা (তাহা দেখ)। ২। ফুটাব ভুয়া (যেমন কড়ি)। বিণ। ৩। তীর, প্রান্ত, ধার, কিনারা; উপরিভাগ। দেশজ। সং।

কানাই—কানু, কৃষ্ণ। দেশজ। সং।

কানাই-বলাই—কৃষ্ণ-বলরাম। দেশজ। সং।

কানাইয়া (কানায়ে)—১। কানাই, শ্রীকৃষ্ণ। হিন্দী। ২। বৃহৎ রন্ধনপাত্র, বড় হাঁড়ি, তোলো। প্রাদে। সং।

কানাকানি—কাণাকাণি (তাহা দেখ)।

কানাঘুসা—কাণাঘুষা (তাহা দেখ)।

কানাচ, কানাচি—গৃহের পশ্চাৎ বা পার্শ্বদেশ; ছাঁইচতলা। প্রাদেশিক। সং।

কানাট—কানি, একপাশ, কাত। দেশজ। সং।

কানাড়া—১। রাগিণীবিশেষ। দেশজ। ২। কর্ণাটদেশীয় কবরীবন্ধবিশেষ, কানড় খোঁপা। প্রা, ক। সং।

কানাৎ—তাঁবুর প্রাচীর। সং।

কানামাছি—বালক বালিকাদের একপ্রকার খেলা। দলের একজন চোখ-বাঁধা হইয়া কানা সাজে এবং অন্যকে খুঁজিয়া ধরিতে যায়। ধরিতে পারিলে এবং নাম বলিতে পারিলে যে ধরা পড়ে, সে আঁধি (অন্ধ) হয়। সং। [আকারের অস্থিফলক। সং।

কানাসি—মাছের মাথার দুই পাশের কানের

কানি—ছিন্নবস্ত্র, টেনা, নেকড়া; ছোট কাপড়; কানাট, একপাশ, কাত; মৎস্যাদির কানকো। [(তাহা দেখ)।

কাণী—১। কানি (তাহা দেখ)। ২। কাণী

কানীন—১। অবিবাহিতার সন্তান; ব্যাসদেব; কুন্তীপুত্র কর্ণ। কন্যা (অনূঢ়া বালিকা) +ঈন অপত্যার্থে। সং; পু। ২। অবি-বাহিতা কুমারীর গর্ভজাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কানীনা, কানীনী।

কানু—কানাই, কৃষ্ণ। দেশজ। সং।

কানুটি, কানুটী—কানটি দেখ।

কানুন—নিয়ম, ব্যবস্থা, কায়দা; রাজবিধান। বৈদেশিক। সং।

কানুনগো—রাজস্ব কর্ম্মচারিবিশেষ, ভূমির পরি-মাণ ও করনির্দ্ধারক কর্ম্মচারী। বৈদে-শিক। সং। [(Canister)।

কানেস্তারা—টীন-পাতের চারিকোণা পাত্র। ইং

কান্ত—১। কমনীয়; মনোরম; শোভন। কম (কামনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কান্তা। ২। স্বামী; বসন্ত; চন্দ্র। সং; পু। ৩। লৌহ; কুঙ্কুম। কম+ড ক =কন্ত; কন্ত+ষ্ণ=কান্ত। সং; ক্লী

কান্তপক্ষী—ময়ূর। কর্ম্মধা। সং; পু।

কান্তপাষাণ—অয়স্কান্ত, চুম্বক। সং।

কান্তলোহ—অয়স্কান্ত, চুম্বক। কান্ত (প্রিয়) লোহ যাহার, বহু। সং; পু।

কান্তলৌহ—১। সুন্দর লোহা, ইস্পাত। কর্ম্মধা। ২। অয়স্কান্ত মণি। কান্ত (প্রিয়) লৌহ যাহার, বহু। সং; পু।

কান্তবাবু—কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতি-ষ্ঠাতা। ইঁহার পূর্ব নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী, জাতিতে তিলি। কাশিমবাজারে ইঁহার সামান্য একখানি মুদির দোকান ছিল, এজন্য লোকে ইঁহাকে "কান্তমুদি" বলিয়া ডাকিত। অদ্যাপি "কান্তবাবু" অপেক্ষা "কান্তমুদি" বলিলেই লোকে ইঁহাকে অধিক চিনিতে পারে। যে সময়ে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কাশিম-বাজারের কুঠীতে সামান্য কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজ-দের বিরোধ হওয়ায় নবাব কাশিম-বাজারের সমস্ত ইংরেজের প্রাণবধ করিবার আদেশ দেন। সেই ঘোর সঙ্কটকালে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কান্তমুদির দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কান্ত আপনার প্রাণের মায়া না করিয়া শরণাগত সাহেবকে একটি নিরাপদ্ স্থানে কয়েক দিবস লুকাইয়া রাখেন, এবং "পান্তা ভাত ও পুঁইশাক চড়চড়ি" খাওয়াইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। অতঃপর হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা হইলে কান্তর কপাল ফিরিল। পূর্ব্ব-কৃত মহোপকার স্মরণ করিয়া হেষ্টিংস্ কৃষ্ণকান্তকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে হেষ্টিংস্ সাহেবের অনুগ্রহে কৃষ্ণকান্ত কোম্পানির নিকট গাজিপুর ও আজিমগড় জেলার অন্তর্গত "দুহাবেয়ার" পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। কান্তবাবু কোন উপাধি লইতে অস্বীকার করায় তাঁহার পুত্র লোকনাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করিলেন। এই লোকনাথ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রপিতামহ। লোকনাথের পুত্র হরিনাথ। তাঁহার পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ এক-বার খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়া আদালতে হাজির হইতে হইবে এই অপমানের ভয়ে কলিকাতায় আত্মহত্যা করেন। কৃষ্ণনাথের পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী। বাং ১১৯৫ সালে কান্তবাবুর মৃত্যু হয়। কান্ত বাবু হেষ্টিংসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। হেষ্টিংসের কৃপায় কান্তবাবু বিস্তর টাকা ও সম্পত্তি রাখিয়া যান। কান্ত বাবুর মুদির দোকান যেখানে ছিল, রাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেইখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কান্তা—১। কমনীয়া, ইত্যাদি। কান্ত দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ভার্য্যা, পত্নী; স্ত্রীবিশেষ, সুন্দরী স্ত্রী; প্রিয়ঙ্গুলতা। সং; স্ত্রী।

কান্তাকান্ত—পতিপত্নী, স্বামী স্ত্রী, দম্পতী। কান্তা ও কান্ত, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

কান্তায়স—কান্তলোহ, অয়স্কান্ত, চুম্বক। কান্ত আয়স যাহার, বহু। সং; পু বা ক্লী।

কান্তার—১। মহারণ্য, গহন বন; দুর্গম পথ; গর্ত্ত। সংস্কৃত কিম্ শব্দের দ্বিতীয়ার বহু-বচনে কান্ (কাহাদিগকে); কান্-পিক্তয় তৃ (=তারি)+অন্ ক। অথবা 'ক'র (সুখের) অন্ত কান্ত, ৬তৎ; কান্ত-ঋ +অন্ ক। সং; পু বা ক্লী।

কান্তি—কামনা; শোভা; সৌন্দর্য্য; দীপ্তি; দুর্গা। কম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

কান্তিক—লৌহবিশেষ, কান্ত লোহা, ইস্পাত। কান্তি-কৈ+ড ক। সং; ক্লী।

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৩৫ খ্রীঃ শ্যামনগরের নিকট রাহুতা নামক গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি তৎসময়ে জয়পুরাধিপতি মহারাজ রাম সিংহের অনুরাগ-দৃষ্টিতে পতিত হন এবং উত্তরকালে ঐ জয়পুরের প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার মন্ত্রিত্ব সময়ে জয়পুরের বিবিধ বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রাও বাহাদুর ও পরে সি, আই, ই, উপাধি দেন, এবং ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে ফেমিন কমিশনের অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত করেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে ইনি নাগপুরে দেহত্যাগ করেন।

কান্তিদ—১। শোভাদায়ক। উপ; কান্তি—দা +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কান্তিদা। ২। ঘৃত। সং; পু। [স্ত্রী, —দায়িকা।

কান্তিদায়ক—শোভাপ্রদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কান্তিভৃৎ—১। চন্দ্র। সং; পু। ২। কান্তিধারী; শোভাশালী। উপ; কান্তি—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

কান্তিমতী—১। শোভাশালিনী, সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা। কান্তিমান্ দেখ। কান্তিমৎ+ঙপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রকলা; স্বর্কেশ্যাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

কান্তিমান্ (-মৎ)—১। কান্তিযুক্ত, শোভাশালী। কান্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কান্তিমতী। ২। চন্দ্র। সং; পু।

কান্দ—১। কন্দসম্বন্ধীয়; কন্দজাত। কন্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কান্দী। ২। ক্রন্দন কর, কাঁদ। ক, প্র। ক্রি।

কান্দড়—সর্পবিশেষ, কানড়সাপ; তীর, তট, কিনারা। দেশজ। সং।

কান্দন—কাঁদন, ক্রন্দন, রোদন। ক, প্র। সং।

কান্দর্প—১। কন্দর্পসম্বন্ধীয়। কন্দর্প+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কান্দর্পী। ২। কন্দর্পতনয়। সং; পু।

কান্দা—কাঁদা, ক্রন্দন করা। ক, প্র। ক্রি।

কান্দাহার—আফগানিস্থানের সর্ব্ববৃহৎ প্রদেশ ও সহর। এই প্রদেশ প্রধানতঃ দুরাণী জাতির বাসস্থান। অনেকে বলেন, কান্দাহার প্রদেশই প্রাচীন "গান্ধার" দেশ।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এসিয়া খণ্ডে আলেকজান্দার দি গ্রেট যে সাতটি সহর প্রতিষ্ঠা করেন, কান্দাহার তাহাদের অন্যতম। অনুমানের প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা বলেন যে, কান্দাহার বা "কান্দার" নামটি ইস্কান্দার বা সেকান্দার নামের সংক্ষেপ। ১৭০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা পারস্যরাজের অধীনে থাকে। তাহার পর আফগানেরা ইহা অধিকার করে। পরে ১৭৩৯ অব্দে নাদির সাহ নিহত হইলে আমেদ সা আবদালি ইহা নিজ শাসনাধীনে আনেন। আফগান যুদ্ধের পর হইতে (১৮৭৯—৮১) ইংরাজ দখল করিয়াছিল, কিন্তু কান্দাহারের শাসনকার্য্য আফগানিস্থানের আমীরের অনেক শাসনকর্ত্তার দ্বারা পরিচালিত হইত। পরে আফগানিস্থানের আমীর স্বাধীন রাজা হওয়ায় কান্দাহার আফগান রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

কান্যকুব্জ—কনৌজ দেশ [কন্যাকুব্জ দেখ]। কন্যাকুব্জ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

কনৌজ যুক্ত-প্রদেশের ফরাকাবাদ জেলার তহসীল বিশেষ। কান্যকুব্জ আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থলের অন্যতম। অতি প্রাচীনকাল হইতে খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ আর্য্য গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল। খৃঃ ১০১৮ অব্দে দেশটি গজনীর মামুদের হস্তে বিধ্বস্ত হয়। দেশের শেষ স্বাধীন রাজা জয়চাঁদ দিল্লী ও আজমীরাধিপতি পৃথ্বীরাজের উপর ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। স্বয়ং পৃথ্বীরাজের অনিষ্ট-সাধনে অক্ষম হইয়া তিনি মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পৃথ্বীরাজ শেষে পরাজিত ও নিহত হন (জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজ দেখ)। ইহার পর বৎসরই মহম্মদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলে জয়চাঁদ পরাজিত হন, এবং পলায়ন-কালে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। প্রাচীন কনোজের ধ্বংসাবশেষ পাঁচখানি গ্রাম দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। অজয়পালের স্মৃতিমন্দির এবং জুম্মামস্‌জিদ দ্রষ্টব্যের মধ্যে প্রধান। প্রথমোক্ত মন্দিরটি আনুমানিক খৃঃ ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সৌধটি "সীতা কি-রসুই" (সীতার রন্ধনাগার) নামে এখনও পরিচিত। জৌনপুরের ইব্রাহিম সাহ আনুমানিক ১৪০০ খৃষ্টাব্দে এই সৌধটিকে মসজিদাকারে পরিণত করেন।

কাপ—১। কৌতুককারী; কপট; ছল, শঠতা, চাতুরি। দেশজ। ২। ভঙ্গ কুলীন, বংশজ। সং। ৩। কঠিন দেহের কর্ত্তিত বা ভগ্ন অংশের আকার। (যেমন কাপে কাপে জোড়া লাগা)। সং।

কাপটিক—১। কপটী, বঞ্চক, শঠ। কপট+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাপটিকী। ২। চাটুকার; ছাত্র। সং; পু।

কাপটিয়া (কাপটে)—কপটী, ধূর্ত্ত, শঠ; কৃপণস্বভাব। দেশজ। বিণ।

কাপট্য—কপটতা, কুটিলতা; শাঠ্য। কপট শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

কাপড়—বস্ত্র, বসন, পরিচ্ছদ। দেশজ। স।

কাপড়-চোপড়—পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য পরিচ্ছদ, বস্ত্রাদি। দেশজ। সং।

কাপড়া—কাপড়, বস্ত্র। হিন্দী। সং।

কাপড়ি, কাপড়ী—কাপালিক; বৌদ্ধ ভিক্ষু। প্রা, ক। সং। [দেশজ। সং।

কাপড়িয়া—কাপড়বিক্রেতা, বস্ত্রব্যবসায়ী।

কাপড়ী—কাপড়ি দেখ।

কাপড়্যা—১। কাপড়িয়া, বস্ত্রব্যবসায়ী। প্রাদে। ২। কাপালিক। প্রা, ক।

কাপথ—কুৎসিত পথ। কু যে পথ, কর্ম্মধা। সং। পু।

কাপা—উত্তরবঙ্গের স্ত্রীলোকদিগের বক্ষের আচ্ছাদন বস্ত্র। প্রাদে। সং।

কাপালি, -লী—কপালী জাতি। প্রাদে। সং।

কাপালিক—বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, কপালী; নরকপালধারী তান্ত্রিকবিশেষ, ইঁহারা সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম মাখেন, ললাটে অঙ্গারের দাগ দিয়া থাকেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ও হস্তে নরকপাল ধারণ করেন, এবং তাহা দ্বারাই পানভোজনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ও সর্ব্বদা ঘণ্টাধ্বনি করিয়া 'কালী' এবং 'ভৈরব' এই নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কপাল+ষ্ণিক। সং; পু।

কাপালিনী—১। কাপালী দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বেশ্যা; নাপিতস্ত্রী। সং; স্ত্রী।

কাপালী (কাপালিন্)—১। শিব। সং; পু। ২। ব্রতের নিমিত্ত ব্রহ্মকপাল ধারণকারী। কপাল+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কাপালিনী।

কাপালী—কাপালি দেখ। [দেশজ। সং।

কাপাস—তুলা। কার্পাস শব্দের অপভ্রংশ।

কাপিল—১। কপিলমুনি-প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্র; সাংখ্যমতাবলম্বী; পিঙ্গল বর্ণ। কপিল শব্দ +ষ্ণ। সং; পু। ১। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাপিলী।

কাপিলেয়—কপিলা নাম্নী রাক্ষসীর তনয়; কপিলমতাবলম্বী পঞ্চশিখ ঋষি। কপিলা+ঢেয়। সং; পু। [ভবার্থে। সং; ক্লী।

কাপিশ—মাধবীলতাজাত মদ্য। কপিশ+ষ্ণ

কাপুড়িয়া (কাপুড়ে)—বস্ত্রব্যবসায়ী। দেশজ। সং।

কাপুরুষ—ভীরু ব্যক্তি; বীর্য্যহীন পুরুষ; অসার ব্যক্তি। কু যে পুরুষ, কর্ম্মধা। সং; পু। ভাববাচক বিশেষ্য কাপুরুষত্ব, কাপুরুষতা।

কাপেয়—১। বানরসম্বন্ধীয়; বানরবংশীয়। কপি+ঢেয়। বিণ; ত্রি। ২। বানরসন্তান। সং; পু। ৩। বানরের ন্যায় আচরণ, বাঁদরামি। সং; ক্লী।

কাপোত—১। কপোতসমূহ, পারাবতগণ; কপোতবৃত্তি, উঞ্ছবৃত্তি। কপোত+ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। ক্ষারবিশেষ। সং; পু বা ক্লী। ৩। কপোতবর্ণ, ধূসর। বিণ; ত্রি।

কাপ্তেন—জাহাজের কিংবা সেনাদলের অধ্যক্ষ। ইং (Captain)। সং। [(coffin)। সং।

কাফন—সমাধিস্থ করিবার শবাধার। ইং

কাফর, কাফের—বিধর্ম্মী, নাস্তিক, পৌত্তলিক। মুসলমানেরা অন্যধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই এই নামে অভিহিত করিয়া থাকে। বৈদেশিক। বিণ বা সং।

কাফরি—(কাফ্রি)—আফ্রিকাবাসী। ইং (Caffir)। সং।

কাফল—১। কটফল। কু (কুৎসিত) যে ফল, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। কটফলের গাছ। কু (কুৎসিত) ফল যাহার, বহু। সং; পু।

কাফি—কফি (তাহা দেখ)।

কাফের—কাফর দেখ।

কাফ্রি—কাফরি দেখ।

কাবলীওয়ালা—কাবুল দেশবাসী; মেওয়া-বিক্রেতা। দেশজ। সং।

কাবিল—যোগ্য, উপযুক্ত, লায়েক; প্রায়, দাখিল। বৈদেশিক। বিণ।

কাবু—রুগ্ন, শীর্ণ, কাহিল; পরাজিত, অভিভূত, বশবর্ত্তী, আয়ত্ত; জব্দ। বৈদেশিক। বিণ।

কাবুল—আফগানিস্থানের প্রদেশ-বিশেষ এবং বর্ত্তমান রাজধানী। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের দিগ্বিজয়ের ইতিহাসে ওর্ত্তস্পানম বা ওর্ত্তস্পান নামক স্থানের উল্লেখ আছে। ওর্ত্তস্পান 'উর্দ্ধস্থান" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত। কেহ কেহ বলেন, কাবুলে অবস্থিত "বালা হিসার"ই এই "উর্দ্ধস্থান।" টলেমির ইতিহাসে "কাবোলেই" নামে এক জাতি এবং "কাবুরা" বা কাবুরা নামে এক নগরের নাম দৃষ্ট হয়। মুসলমান গণের প্রাচীন ইতিহাসে কাবুল ও জাবুল নামক দুইটি স্থানের উল্লেখ আছে। জাবুল গজনীর সন্নিকট। ১৫০৪ খৃঃ অঃ বাবরসাহ কাবুলে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তৎ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্ব্বে ১৫ বৎসর যাবৎ সেখানে রাজত্ব করেন। আফগান অধিপতি তৈমুর সার সময় হইতে পুনরায় কাবুল রাজধানী স্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সহরের সন্নিকটে সম্রাট বাবর ও তৈমুর সার সমাধি বিদ্যমান। (আফগানিস্থান দেখ)।

কাভাত—হাভাত, দুর্ভিক্ষ। প্রাদে। সং।

কাম—১। কন্দর্প, মদন। ণিজন্ত কম (=কামি) +অন্ ক। সং; পু। ২। রেতঃ, শুক্র। সং; স্ত্রী। ৩। ইচ্ছা, বাঞ্ছা, অভিলাষ; স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগপ্রবৃত্তি। কম+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ৪। কার্য্য, কাজ। কর্ম্মপদের অপভ্রংশ।

কামকলা—১। কামপত্নী, রতি। ৬তৎ। ২। রতিশাস্ত্র। কাম রূপা কলা (বিদ্যা), রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কামকাম—ইষ্ট-বস্তু-লিপ্সু। কাম (অভীষ্ট)—কম (ইচ্ছা করা)+ণ্ ক। বিণ; ত্রি।

কামকার—যথেচ্ছক্রিয়। কাম শব্দ (ইচ্ছা)—কৃ (করা)+ণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কামকারী।

কামকূট—কামাসক্ত ব্যক্তি; জার; উপপতি; বেশ্যার ঠাট বা হাবভাব। কাম কূট (প্রধান) যাহার, বহু। সং; পু।

কামকূপ—যোনিরন্ধ্র, ভগ। ৬তৎ। সং; পু।

কামকেলি—১। কামুক, বিড্গ, লম্পট। কাম হইয়াছে কেলি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। উপপতি, জার। ৩। সুরতক্রিয়া, রতিক্রীড়া। ৪তৎ। সং; পু।

কামগ—ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমনক্ষম। কাম-গম+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কামগা।

কামগন্ধ—কামের গন্ধ অর্থাৎ লেশ পরিমাণ, অত্যল্প অল্প কামভাব। ৬তৎ। সং; পু।

কামগামী (—গামিন্)—কামগ (তাহা দেখ)। কাম-গম্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —গামিনী।

কামগিরি—কামরূপের একটি পর্ব্বত। কাম জনক যে গিরি, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কামচর—স্বেচ্ছাবিহারী; ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র-গামী। কাম শব্দ (ইচ্ছা)—চর (গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কামচরা, কামচরী।

কামচার—১। স্বেচ্ছাচার। উপ; কাম চর+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। স্বেচ্ছাচারী। কাম শব্দ-চর+ণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কামচারা, কামচারী।

কামচারী (—চারিন্)—স্বেচ্ছাচারী; লম্পট স্বভাব। উপ; কাম—চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কামচারিণী।

কামজ—কামজাত, কামোৎপন্ন। উপ; কাম-জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কামজা। [মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্রী, মদ, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং বৃথা ভ্রমণ এই দশটী কামজ (কামজ ব্যসন)]।

কামজান—১। কামোদ্দীপক (মাল্যচন্দন স্ত্রী প্রভৃতি)। কাম জন্মায় যে এই বাক্যে। উপ; কাম জন (জন্মান)+ণক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। কোকিল। সং; পু।

কামজিৎ—কার্ত্তিকেয় (ইনি রূপে কামজয়ী); বুদ্ধ (ইনি কামকে জয় করিয়াছিলেন); মহাদেব (ইনি কামকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার জেতা)। উপ; কাম-জি +কিপ্ ক। সং; পু।

কামজ্বর—কামানল, প্রবল কামপ্রবৃত্তি। কাম-জনিত যে জ্বর, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কামড়—দংশন, দন্তাঘাত; কামড়ানি, কটু-কটানি। দেশজ। সং।

কামড়া, কামড়ান—দংশন করা, দন্তাঘাত করা। দেশজ। ক্রি।

কামড়া-কামড়ি—পরস্পর দংশন বা দন্তাঘাত; পরস্পর গ্রহণচেষ্টা, হামড়াকামড়ি। দেশজ। সং।

কামড়ান—কামড়া দেখ।

কামড়ানি—কামড়, দংশন, দন্তাঘাত; কট-কটানি যন্ত্রণা; প্রদাহ; উদ্দীপনা, উত্তেজনা। দেশজ। সং।

কামড়ি—১। কামড়, দংশন। দেশজ। সং। ২। কামড়াইয়া, দংশন বা দন্তাঘাত করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

কামতন্ত্র—১। কামশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। কামবশ, কামপরায়ণ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কামতাল—কোকিল। কাম—তালি (উদ্দীপিত করা)+অন্ ক। সং; পু।

কামতিথি—মদন ত্রয়োদশী। এই তিথিতে কামদেবের অর্চ্চনা করা হয়। কামের তিথি, ৬তৎ। সং; পু বা স্ত্রী।

কামদ—অভীষ্টদাতা; ইষ্টসিদ্ধিপ্রদ; অভিলষিত-প্রদানকারী। উপ; কাম শব্দ-দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কামদা।

কামদা—১। অভীষ্টদাত্রী, অভিলষিতদায়িনী। কামদ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কামধেনু। সং; স্ত্রী। [বৈদেশিক। বিণ।

কামদার—সূচিকার্য্যবিশিষ্ট, শিল্পকর্ম্মশোভিত।

কামদুঘা—কামধেনু। উপ; কাম—দুহ+ক +আপ্। সং; স্ত্রী।

কামদুহ্—কামধুক্ দেখ।

কামদেব—মদন, কন্দর্প, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র [কন্দর্প দেখ]। কর্ম্মধা। সং; পু।

কামদহ—আসাম প্রদেশান্তর্গত মৎস্যবহুল-পদ্মতত্ব সরোবরবিশেষ। শাস্ত্রে কথিত আছে, এই সরোবরে স্নান করিলে লোকে নিষ্পাপ হইয়া শিবলোকে গমন করে। সং।

কামধুক্ (—দুহ্)—কামধেনু। উপ; কাম—দুহ+কিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

কামধেনু—অভীষ্টদায়িনী গবী, সুরভি, দেবগবী [কথিত আছে যে, এই গবীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়]। কামদায়িনী যে ধেনু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। কামধেনুর উৎপত্তি বিবরণ এই —দক্ষের সুরভি নামে তনয়া ছিলেন, তিনি গোগণের মাতা, এবং মহাভাগা ও সর্ব্ব-লোকের উপকারিণী। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে সুরভির গর্ভে একটী কন্যা জন্মেন। তাঁহার নাম রোহিণী, তিনি শুভ্রবর্ণা ও মানবগণের কামদুঘা ছিলেন। অতিশয়

• তপোবলে উজ্জ্বল শূরসেন হইতে ঐ রোহিণীতে কামধেনুর উৎপত্তি হয়। কামধেনু সর্বসুলক্ষণসমন্বিতা। [সং ; পুং।
কামধ্বংসী (-ধ্বংসিন্)—শঙ্কর, শিব। ৬তৎ।
কামন—কামুক ; ইচ্ছুক। ণিজন্ত কম বা কামি +অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কামনা।
কামনা—১। কামুকী, ইত্যাদি। কামন দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। বাসনা, ইচ্ছা, অভিলাষ। ণিজন্ত কম (=কামি)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।
কামপত্নী—রতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
কামপাল—বলরাম, শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ। উপ ; কাম—পালি+অন্ ক। সং ; পুং।
কামপীঠ—কূপাদির উপরিভাগে বদ্ধ স্থান,পাড়। ৬তৎ। সং ; পুং বা ক্লী।
কামপুর—১। বাসনাপূর্ণকারী, অভীষ্টদাতা। কাম—পূর্+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —পূরা। ২। ভগবান্, পরমেশ্বর। সং ; পুং।
কামপ্রদ—১। অভীষ্টদাতা। উপ ; কাম—প্র—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কামপ্রদা। ২। পরমেশ্বর ; রতিবন্ধবিশেষ। সং ; পুং।
কামমহ—মদনোৎসব, চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হইয়া থাকে। ৬তৎ। সং ; পুং।
কামমোহিত—শৃঙ্গারাভিলাষ প্রযুক্ত অভিভূত বা বিহ্বল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
কাময়িতা (-তৃ)—কামনাকারী; কামুক। কামি+তৃন্ ক। বিণ ; পুং। স্ত্রী কাময়িত্রী।
কামরা—কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, কুঠারী। বৈদে। সং।
কামরাঙ্গা—শিরাল ঈষদম্ল ফলবিশেষ। কর্মরঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। সং।
কামরূপ—১। স্বেচ্ছাক্রমে রূপধারী ; সুরূপ, সুন্দর। কামানুসারে রূপ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কামরূপা। ২। স্বেচ্ছানুযায়ী মূর্ত্তি, ইচ্ছামত রূপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং। ৩। আসাম প্রদেশের জেলাবিশেষ। ব্রহ্মপুত্র নদ এই জেলাটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে।

এখানে "মহাপুরুষিয়া" নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এখানকার মুসলমান জাতির মধ্যে "গরিয়া" (দরজী) এবং "মরিয়া" (কাঁসারী) শ্রেণী উল্লেখযোগ্য। ইহারা মুসলমান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ ইহাদিগকে ঘৃণা করে। ইহাদের ত্বকচ্ছেদ হয় না, এবং ইহারা গোমাংস ও শূকরমাংস উভয়ই ভক্ষণ করে।

কামরূপ অতি প্রাচীন দেশ। মহাভারতে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগদত্ত নামক জনৈক রাজা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে কৌরবগণের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং অর্জ্জুনহস্তে নিহত হন। তাঁহার রাজধানীর নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহাটী)। গৌহাটী অধুনা কামরূপ জেলার প্রধান মহকুমা। ভগদত্তের বংশাবলী যোগিনীতন্ত্রে বিবৃত আছে। আহমগণের আগমনের পূর্ব্বে আসাম প্রদেশে যে আর্য্যসভ্যতার প্রভাব ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপে অনেকগুলি হিন্দুতীর্থ আছে, তাহার মধ্যে মহামুনির ও কামাখ্যা দেবীর মন্দির, এই দুইটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সং ; পুং।
কামরূপী (-রূপিন্)-১। স্বেচ্ছাক্রমে রূপধারী ; সুরূপ। কামরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী কামরূপিণী। ২। বিদ্যাধর। সং ; পুং।
কামরেখা—বেশ্যা। কামের (কামক্রীড়ার) রেখা (সমূহ) আছে যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।
কামল—১। বসন্তকাল; কামলা,কাঁওল রোগ। উপ ; কাম—লা+ড ক। সং ; পুং। ২। কামী, কামুক। কাম শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কামলা।
কামলতা—১। কামুকত্ব। কামল+তা ভাবার্থে। ২। শিশ্ন, পুরুষাঙ্গ। কামের লতা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ৩। কুঙ্কুলতা, ৩কলতা। সং।
কামলা—১। কামুকী। কামল দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। রোগবিশেষ, কাঁওল, এই রোগে চক্ষু ও অন্যান্য অবয়ব হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং রোগীও সমস্তই হরিদ্রাবর্ণ দেখে। সং ; স্ত্রী।
কামবতী—কামনাযুক্তা ; মৈথুনানুরাগবিশিষ্টা। কামবান্ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।
কামবাই—কামোন্মাদ, কামপরায়ণতা, প্রবল কামাসক্তি। দেশজ। সং।
কামবাইয়া (কামবেয়ে)—কামোন্মত্ত, কামপরায়ণ, ঘোর কামাসক্ত। দেশজ। বিণ।
কামবাণ—কামশর, কামজ্বর, প্রবল কামপ্রবৃত্তি। ৬তৎ। সং ; পুং।
কামবান্ (-বৎ)—কামনাযুক্ত, অভিলাষযুক্ত, মৈথুনানুরাগবিশিষ্ট। কাম+বৎ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী কামবতী।
কামবৃত্ত—যথেচ্ছাচারী। কামানুযায়ী বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কামবৃত্তা।
কামশক্তি—কামপত্নী, রতি; কামক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
কামশর—কামদেবের বাণ [কামের পঞ্চবাণ যথা,—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন]; আম্র। ৬তৎ। সং ; পুং।
কামশাস্ত্র—বর্গাদির প্রতিপাদক শাস্ত্র; রতিশাস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
কামসখ—কন্দর্পের সখা, বসন্তকাল; আম্রবৃক্ষ। কামের সখা, ৬তৎ। সং ; পুং।
কামসুত—প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ। ৬তৎ। সং ; পুং।
কামাই—১। নিয়মিতকর্ম্মে অনুপস্থিতি ; অবকাশ, অবসর, বিশ্রাম, ছুটি। দেশজ। ২। উপার্জ্জন। হিন্দী। সং।
কামাখ্যা—কামরূপ জেলার অবস্থিত পাহাড়। এই পাহাড়ের শিখর দেশে কামাখ্যা দেবীর মন্দির। কামাখ্যা দুর্গার নামান্তর। দেবীর নাম হইতেই পাহাড়ের নাম কামাখ্যা। এই পাহাড়টি গৌহাটী হইতে প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। মন্দিরটি দুরারোহ। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁহার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। সতীদেহের অংশবিশেষ এই স্থানে পতিত হওয়াতে, স্থানটি তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। তান্ত্রিক উপাসকগণ কামাখ্যা দেবীর দর্শন ও উপাসনা জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। মন্দিরে তিনটি বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে ; (১) জানুয়ারি মাসে "পুরুষাবন" (দেবীর সহিত কামেশ্বরের বিবাহ উৎসব) ; (২) আগষ্ট মাসে "মনসা পূজা" ; (৩) সেপ্টেম্বর মাসে "শারদীয়া পূজা"। প্রত্যেক উৎসব উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হয়। [কামরূপ দেখ]। সং ; স্ত্রী।
কামাগ্নি—কামানল, প্রবল শৃঙ্গারাভিলাষ। কামরূপ যে অগ্নি, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পুং।
কামাচ্ছি—কামাই (সকল অর্থে)। প্রা, ক।
কামাতুর—কামার্ত্ত, কাম প্রভাবে অতি কাতর। কাম দ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
কামাত্মা (কামাত্মন্)—কামাকুলচিত্ত, কামের নিতান্ত বশ ; ফলকামী। কামে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পুং বা স্ত্রী।
কামান—১। সুবৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র, তোপ ; ক্ষৌর কর্ম্মসাধন। দেশজ। সং। ২। ক্ষৌরকর্ম্মসাধিত ; বাপিত। বিণ। ৩। উপার্জ্জিত। বিণ। হিন্দীমূলক। ৪। ক্ষৌর করা বা হওয়া, লোম কাটিয়া ফেলা। দেশজ। ৫। উপার্জ্জন করা। হিন্দীমূলক। ক্রি। ৬। আড়ধনু ; কার্ম্মুক, ধনুক। প্রা, ক। সং।
কামানল—কামরূপ অগ্নি, অত্যন্ত প্রবল কামাভিলাষ। কামরূপ যে অনল, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পুং।
কামানিয়া—কামানচালক, গোলন্দাজ। প্রা, ক। সং।
কামানী—ক্ষৌরকারের বেতন ; বেতনমাত্র ; স্থিতিস্থাপক-গুণোপেত লৌহাদি (যেমন ছাতার সিক, গাড়ীর স্প্রিং প্রভৃতি)। হিন্দীমূলক। সং।
কামান্ধ—কাম দ্বারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, কামমুগ্ধ। কামদ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কামান্ধা। বিশেষ্যে কামান্ধতা,—ত্ব।

কামায়ুঃ—গরুড়। কামানুরূপ আয়ুঃ যাহার, বহু। সং ; পুং।

কামায়ুধ—কামদেবের অস্ত্র—অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল। কামের আয়ুধ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কামার—কর্ম্মকার, লৌহকার, লোহার। কর্ম্মার শব্দের অপভ্রংশ। সং ; পুং। স্ত্রী কামারণী। [সং ; ক্লী।

কামারণ্য—সুন্দর বন। কাম যে অরণ্য, কর্ম্মধা।

কামারি—মহেশ্বর, মহাদেব [কন্দর্প দেখ]। কামের অরি, ৬তৎ। সং ; পুং।

কামার্ত্ত—কামপীড়িত, নিতান্ত কামাভিলাষী। কাম দ্বারা আর্ত্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কামাল—সম্পূর্ণতা। বৈদেশিক। সং।

কামাবশায়িতা—কামাবসায়িতা দেখ। কাম শব্দ–অব–শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক+ তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

কামাবসায়িতা—অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইচ্ছানুসারিত্বরূপ ঐশ্বর্য্য ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ শক্তি। কাম–অব–সো+ণিন্ ক+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

কামাসক্ত—কামনানুরক্ত, বিষয়ানুরাগী ; শৃঙ্গারানুরক্ত, সম্ভোগপ্রিয়। কামে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কামাসক্তা।

কামিজ একরকম জামা, সাহেবী ধরণের পিরান। বৈদেশিক। সং।

কামিত—ঈপ্সিত ; প্রার্থিত। ণিজন্ত কম (= কামি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কামিতা।

কামিনা, কামিন্তা—কর্ম্মকার ; কার্য্যকারক, ভৃত্য ; কারুকর, শিল্পী, চিত্রকর, কারিগর। হিন্দী। সং।

কামিনী—১। কামুকা ; কামনাযুক্তা। কামী দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। অতিশয় কামুকা স্ত্রী ; ভীরু স্ত্রী ; নারী, রমণী ; স্বনামখ্যাত পুষ্প ও পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ। সং ; স্ত্রী।

কামিনীসুলভ—যাহা সকল স্ত্রীলোকেই দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–সুলভা।

কামিন্তা—কামিনা দেখ।

কামিল—কাজের লোক, কর্ম্মপটু, সুদক্ষ, ওস্তাদ; স্বর্ণকার ; কলহপ্রিয়। বৈদেশিক। সং বা বিণ। [বৈদেশিক। সং।

কামিলা—শিল্পী, কারুকর বা কারিগর।

কামী (কামিন্)—১। কামবিশিষ্ট, কামুক ; কামনাযুক্ত। কাম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী কামিনী। ২। চক্রবাক। সং ; পুং।

কামীন—কামুক। কাম+ঈন। বিণ ; ত্রি।

কামুক—১। রমণাভিলাষী ; অভিলাষী। কম +উক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কামুকা, কামুকী। ২। অশোকবৃক্ষ ; অতিমুক্তলতা ; চটক পক্ষী। সং ; পুং।

কামেজ—কামিজ (তাহা দেখ)।

কামেশ্বর—পরমেশ্বর। কামের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পুং।

কামেশ্বরী—কামাখ্যাস্থিতা দেবীবিশেষ। কামদায়িকা ঈশ্বরী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কামোদ—গানের সুর বা রাগবিশেষ। সং।

কামোদক—মৃতব্যক্তির উদ্দেশে স্বেচ্ছাক্রমে প্রদত্ত জল। কাম প্রদত্ত উদক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কামোপহত—১। কামপীড়িত, কামার্ত্ত। কাম দ্বারা উপহত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –হতা। ২। মদনভস্মকারী শিব। কাম উপহত যদ্দ্বারা, বহু। সং ; পুং।

কাম্পিলা, কাম্পিল্য—দেশবিশেষ, পঞ্চাল (অধুনা রোহিলখণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত), এই স্থানে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত বিদ্যার, বিশেষতঃ চিকিৎসাবিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা ছিল। কম্পিল্যা বা কম্পিল্লা শব্দ (নদীবিশেষ) +ষ্ণ। সং ; পুং।

কাম্বল—১। কম্বল-সম্বন্ধীয় ; কম্বলাবৃত। কম্বল+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাম্বলী। ২। কম্বলাবৃত রথ। সং ; পুং।

কাম্বোজ—দেশবিশেষ, কম্বোজ দেশ ; কম্বোজদেশীয় অশ ; যবনজাতিবিশেষ ; পুন্নাগ পু

কাম্য—১। ভোগ্য ; অভিলষণীয় ; কমনীয়, সুন্দর ; অভীষ্ট। ণিজন্ত কম+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অভীষ্ট কর্ম্ম। সং ; ক্লী।

কাম্যকবন—অরণ্যবিশেষ, ইহা সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, এইখানে পাণ্ডবেরা অনেক দিন বাস করেন। সং ; ক্লী।

কাম্যকূপ—অভীষ্টপূরক কূপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

কাম্যদান—১। কামনাপূর্ব্বক দান, ফলাকাঙ্ক্ষায় দান। ৪তৎ। ২। কাম্য বস্তুর দান, অভীষ্ট দ্রব্যের বিতরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কাম্যফল—অভীষ্টফল, কামনাপূর্ব্বক দানাদি কর্ম্মের ফল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কাম্যমান—প্রার্থ্যমান, যাহার কামনা বা প্রার্থনা করা যাইতেছে এরূপ। ণিজন্ত কম (কামি)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কায়—১। দেহ, শরীর ; সমূহ ; লক্ষ্য ; স্বভাব ; গৃহ। চি (চয়ন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। প্রাজাপত্য বিবাহ। ক শব্দ (ব্রহ্মা)+ষ্ণ। সং ; পুং। ৩। করতলস্থ কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলির মূলদেশ, মনুষ্যতীর্থ। সং ; ক্লী।

কায়ক্লেশ—শরীরের কষ্ট, উপবাসাদি কার্য্য। ৬তৎ। সং ; পুং। [কষ্টে। ক্রি বিণ।

কায়ক্লেশে—উপবাস বা একাহার করিয়া, অতি

কায়দা—১। নিয়ম ; আবৃত্তি, বশবর্ত্তিতা। বৈদেশিক। সং। ২। আয়ত্ত, পরাভূত, জব্দ। বিণ।

কায়ফল—কটফল। সং।

কায়বার—স্তুতিকীর্ত্তন, গুণগান। প্রা, ক। সং।

কায়মনোবাক্যে—শরীর, অন্তঃকরণ ও বচন দ্বারা অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে। কায় ও মনঃ ও বাক্য=কায়মনোবাক্য (দ্বন্দ্ব), তাহাতে অর্থাৎ তদ্দ্বারা। সং ; করণকারক ; বা ক্রি-বিণ।

কায়স্থ—১। শরীরস্থিত, দেহস্থ। উপ ; কায়–স্থা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কায়স্থা। ২। জীবাত্মা ; জাতিবিশেষ। সং ; পুং।

কায়স্থা—১। শরীরস্থিতা। কায়স্থ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কায়স্থজাতীয়া স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

কায়া—শরীর, দেহ। কায় শব্দের অপব্যবহার।

কায়িক—শারীরিক, দৈহিক। কায় শব্দ+ফিক উদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কায়িকী।

কায়িকা—ধনের বৃদ্ধিবিশেষ। কায়িক শব্দ+ আপ্। সং ; স্ত্রী।

কায়েত—কায়স্থজাতি। গ্রাম্য। সং।

কায়েম—১। দৃঢ়তা, স্থিরতা, স্থায়িত্ব। বৈদেশিক। সং। ২। দৃঢ়, মজবুত, স্থির, স্থায়ী। বিণ। [পাকা। বৈদেশিক। বিণ।

কায়েমি, কায়েমী—সুদৃঢ়, মজবুত, চিরস্থায়ী,

কায়েমী জমা—চিরস্থায়ী জমা, পাকা জমা।

কার—১। কার্য্য। কৃ+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। করণ, করা। কৃ+ঘঞ্ ভা। ৩। বধ ; ধ্বংস। কৃ (হিংসা করা)+ঘঞ্ ভা। ৪। যতি ; হিমালয়। কৃ+ঘঞ্ ক। ৫। (কোনও কর্ম্মপদের পরবর্ত্তী হইলে তাহার) কর্ত্তা। কৃ (করা)+অণ্ ক। সং ; পুং। ৬। গলায় বা কোমরে পরিবার এক রকম কাল সূতা। সম্ভবতঃ ইংরাজী কর্ড (cord) শব্দের বিকৃতি। সং।

কারক—কর্ম্মকর্ত্তা, যে করে। কৃ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কারিকা। [ক্রিয়ার সহিত কোন পদের অন্বয়কে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার। যথা—কর্ত্তৃকারক, কর্ম্মকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক, ও অধিকরণকারক। ১। যে হয় বা করে, তাহাকে কর্ত্তা বলে। ২। কর্ত্তার কার্য্য দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহাকে কর্ম্ম বলে। ৩। কর্ত্তা যে সকল উপায়ে কার্য্য সম্পাদন করেন, তৎসমুদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বা প্রধানতম উপায়কে করণ বলে। ৪। যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে অর্থাৎ দানের উদ্দেশ্য বা পাত্রকে সম্প্রদান বলে। ৫। যাহা হইতে চলন, ভয়, ত্রাণ, জুগুপ্সা, পরাজয়, প্রমাদ, আদান, উৎপত্তি, বিরাম, অন্তর্দ্ধান ও নিবারণ বুঝায়, তাহাকে অপাদান বলে। অপাদানে ৫মী বিভক্তি হয়। ৬। পরম্পরা সম্বন্ধে ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে]।

কারকারবার—বিষয়কর্ম্ম ও ব্যবসাবাণিজ্য; বিষয় কর্ম্ম জন্য সম্পর্ক। দেশজ। সং।

কারকিত—কারিগরী, কর্ম্মকুশলতা; জমির পাইট, জমিতে ফসল লাগাইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত কার্য্য। দেশজ। সং।

কারকুন—বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; প্রজার নিকট আদায় উসুলের হিসাবরক্ষক কর্ম্মচারী। বৈদেশিক। সং।

কারচুপি, —পী—বস্ত্রের উপর নানাপ্রকার সূচিশিল্প; চাতুরী, কপটতা, চালাকি, ধূর্ত্ততা; ধুরবাজি, হিরফুতি। বৈদে। সং।

কারণ—১। হেতু; মূল; সাধন। ণিজন্ত কৃ (=কারি)+অনট্ ভা। ২। ইন্দ্রিয়; দেহ। করণ (ইন্দ্রিয়)+ক স্বার্থে। ৩। বধ। কৃ অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। সুরা, মদিরা, মদ। তান্ত্রিকদিগের সাঙ্কেতিক শব্দ।

কারণজল, কারণবারি—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলস্বরূপ জল। ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে গর্ভোদক নামক জলের সৃষ্টি করেন, পরে তাহা হইতে অণ্ড উত্থিত হয়, এবং চরাচর সমস্তই সৃষ্ট হয়; এই জন্যই ঐ জলকে কারণজল বলে। কারণরূপ যে জল, রূপ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কারণজাত ১। কারণসমূহ। কারণ+জাত সমূহার্থে। সং; ক্লী। ২। কারণোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —জাতা।

কারণমালা—অলঙ্কারবিশেষ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ যদি পর পর পদার্থের কারণরূপে বর্ণিত হয়, তবে তথায় কারণমালা অলঙ্কার হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কারণবারি—কারণজল দেখ।

কারণশরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভেদে শরীর ত্রিবিধ, তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকার শরীর। সং।

কারণা—তীব্র যাতনা, নরকযন্ত্রণা। ণিজন্ত কৃ (=কারি)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

কারণিক—কারণসম্বন্ধীয়; পরীক্ষক। কারণ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কারণিকী।

কারণীভূত—হেতুভূত; পূর্ব্বে যে কারণ ছিল না, এক্ষণে সে কারণ হইয়াছে। কারণ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

কারণোত্তর—প্রত্যবস্কন্দন, অভিযোগের বিষয় প্রথমে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পরে প্রতিকূল হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক তদুত্তর দান। ইহা তিনপ্রকার যথা—বলবৎ, তুল্যবল ও দুর্ব্বল। ক্রমে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ১। বাদী প্রতিবাদীকে বলিল যে, "তুমি আমার নিকট হইতে একশত মুদ্রা লইয়াছ।" প্রতিবাদী বলিল, "আমি তোমার নিকট একশত মুদ্রা লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করিয়াছি।" ২। "আমার এই ভূমি বরাবর দখলে আছে।" বাদীর এই কথায় প্রতিবাদী বলিল যে, "আমার এই ভূমি বরাবর দখলে আছে।" এইটী সমবল। ৩। বাদীর ২য় প্রকারের উক্তিতে প্রতিবাদী বলিল, "এই ভূমি আমার, কেননা আমি ইহা দশ বৎসর ভোগ করিতেছি।" এইটী দুর্ব্বল কারণোত্তর। ব্যবহার তত্ত্বে এই সকল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। কারণের উত্তর, ৬তৎ। সং; ক্লী।

কারণ্ডব—হংসবিশেষ। কারণ্ড (জল)-বা (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

কারদানি (করদানি)—কৃতিত্ব, কার্য্যকুশলতা, কেরামতি, পৌরুষ, মর্দ্দানি। বৈদেশিক।

কারপরদাজ—কর্ম্মচারী, কার্য্যকারক, পরিচারক, চাকর। বৈদেশিক। সং।

কারমাইকেল, লর্ড—ইনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ত্রয়োদশ ব্যারনেটের প্রথম পুত্র। ইনি কেম্ব্রিজের সেণ্ট জন্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮৬ খৃঃ ব্যারন এ্যালবার্ট নিউজেণ্টের কন্যা শ্রীমতী মেরী হেলেন্ এলিজাবেথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি স্বদেশে নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মান্দ্রাজের গভর্ণর হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাঙ্গালা একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিগণিত হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল লর্ড কারমাইকেল এই স্বতন্ত্র বাঙ্গালার প্রথম গভর্ণর হন। ইনি ঐ পদে পূর্ণ ৫ বৎসর কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

লর্ড কারমাইকেল নানা হিতকর কার্য্য করিয়া বঙ্গদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন। ইনি ভারতবাসিগণকে নানা উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ প্রদান করেন। ইঁহার শাসনকালে রাজনৈতিক ডাকাতির প্রাদুর্ভাবে বঙ্গদেশের নানাস্থানে অশান্তি উপস্থিত হয়।

ইঁহারই সময়ে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমানে ভীষণ জলপ্লাবন হয়। ঐ সময়ে বহু দুঃস্থ নিরাশ্রয় লোক গভর্ণমেণ্টের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

লর্ড কারমাইকেলের শাসনকালে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নানারূপ নূতন বন্দোবস্ত বিহিত হয়। ইঁহারই চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট ঢাকায় পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করেন। এই সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অনেক অগ্রসর হয়। ইনি বাঙ্গালীগণকে সৈনিকদলে প্রবেশের অনুমতি দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছেন। ইনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দেহান্তর হয়।

কারয়িতা (কারয়িতৃ)—যে অন্যকে কোন কর্ম্ম করায়। ণিজন্ত কৃ বা কারি (করান)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কারয়িত্রী।

কারবল্লী—করলা গাছ। সং; স্ত্রী।

কারবার—কর্ম, কার্য্য; বিষয়কর্ম্ম; ব্যবসায়; বৃত্তি, পেশা, আদান-প্রদান, লেন-দেন; সম্পর্ক, ব্যবহার। বৈদেশিক। সং।

কারবারী—বৈষয়িক, বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত, ব্যবসায়ী। বিণ

কারবেল্ল ১। করলাগাছ। সং; পু। ২। করলা ফল। কারবেল্ল+ক। সং; ক্লী।

কারসাজ—সৃষ্টিকর্ত্তা; যে ভাঙ্গগড় করে; ফন্দিবাজ, চতুর, কপটী, কূটকৌশলী। বৈদেশিক। বিণ

কারসাজি, —জী—ফন্দিবাজী, চাতুরী, কপটতা, কূটকৌশল; কুহক, ভেল্কি। বৈদেশিক। সং।

কারা—১। কারাগার; জেলখানা। ২। দূতী; স্বর্ণকারিকা। ণিজন্ত কৃ (=কারি)+অন্ ক+আপ। সং; স্ত্রী।

কারাগার—বন্ধনালয়, গারদঘর, জেলখানা। কারাই যে আগার, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কারাপথ—দেশবিশেষ, এইখানে রামানুজ লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু রাজত্ব করিতেন। সং; পু।

কারাবা (কারুবা)—রজতপাত্র, রূপার কৌটা বা গোলাপ-পাশ। বৈদেশিক। সং।

কারাবাস—১। কারাবরোধ, কারাগারে অবরুদ্ধ থাকা, কয়েদ। কারাতে বাস, ৭তৎ। ২। কারাগার। কারাই যে আবাস, কর্ম্মধা। সং; পু।

কারাবাসী (—বাসিন্)—কারাগারে স্থিত। উপ; কারা—বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কারাবাসিনী। [সং; ক্লী।

কারাবেশ্ম (—বেশ্মন্)—কারাগার। কর্ম্মধা।

কারি—১। শিল্পী। কৃ+ণি ক। বিণ; ত্রি। ২। কার্য্য; শিল্প। —+ণি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

কারিকর—শিল্পকর্ম্মকারক। ২তৎ। সং; পু।

কারিকরি, কারিকুরি—কারুকার্য্য, শিল্পচাতুর্য্য। দেশজ। সং।

কারিকা—১। কর্ম্মকর্ত্রী। কারক দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। শ্লোকময় বৃত্তিবিশেষ, স্বল্পাক্ষর বৃত্তিদ্বারা বহ্বর্থপ্রকাশক কবিতা; নটী; বৃত্তি, সুদ; শিল্পকর্ম্ম। সং; স্ত্রী। ৩। যন্ত্র, যাতনা; মর্য্যাদা। ব্য।

কারিকুরি—কারিকরি দেখ।

কারিগর—কারিকর (তাহা দেখ)। বৈদেশিক।

কারিগরি—কারিকরি (তাহা দেখ)। বৈদেশিক।

কারিণী—কারী (১) দেখ।

কারিত—যাহা করান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত কৃ বা কারি (করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কারিতা। [বৈদেশিক। সং।

কারিন্দা—কর্ম্মকর, কারপরদাজ, কর্ম্মচারী।

কারী (কারিন্)—কারক, কর্ত্তা, কর, যে করে। কৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কারিণী।

কারী—কোরাণ-পাঠক। বৈদেশিক। সং।

কারী—মশলাযোগে বাবর্চীর রাঁধা তরকারী। ইং (curry)। সং।

কারীষ—করীষসমূহ, ঘুঁটের রাশ। করীষ+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী।

কারু—১। কর্ত্তা; নির্ম্মাতা; শিল্পকর। কৃ (করা)+উণ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিশ্বকর্ম্মা। সং; পু।

কারুক—শিল্পকর, শিল্পী। কারু+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কারুকা।

কারুকার্য্য শিল্পকর্ম্ম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কারুজ—শিল্পজাত বস্তু; চিত্র; করভ; গাত্রস্থ তিলাদি চিহ্ন। উপ; কারু (শিল্পকর)-জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

কারুণিক—করুণাময়, দয়ালু। করুণা+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কারুণিকী। [ক্লী।

কারুণ্য - করুণা,দয়া। করুণ+ষ্ণ্য ভাবে। সং;

কারুণ্যপ্রফুল্ল— কারুণ্যহেতু প্রফুল্লতাযুক্ত; দয়ার আবির্ভাবে স্ফূর্ত্তিযুক্ত। কারুণ্য দ্বারা প্রফুল্ল, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-ফুল্লা।

কারো—কাহারও। গ্রাম্য। সর্ব্ব। ক, প্র।

কারোয়া—ধন্যাকাদিবর্গের শাকবিশেষের ফল (Carum bulbocastanum); এই ফলজাত জল। কারোয়া শব্দ বিকৃত হইয়া কাওয়া হইয়াছে। পানীয় সুবাসিত করিতে কাওয়া লাগে। বৈদেশিক। সং।

কার্কশ্য—কাঠিন্য; পরুষতা, রূঢ়তা; কঠোরতা; নির্দ্দয়তা। কর্কশ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

কার্ড—একখণ্ড ছোট পুরু কাগজ, পত্রবিশেষ, পোষ্ট কার্ড। ইং (card)। সং।

কার্ণিস—প্রাচীর স্তম্ভাদির মস্তকের বা ছাদের বহিঃপ্রসৃত অংশ। ইং (cornice)। সং।

কার্ত্তবীর্য্য—ইনি সাধারণতঃ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে খ্যাত [অর্জ্জুন দেখ]। কৃতবীর্য্য শব্দ +ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

কার্ত্তবীর্য্যারি—পরশুরাম। কার্ত্তবীর্য্যের অরি; ৬তৎ। সং; পু।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন—কার্ত্তবীর্য্য দেখ।

কার্ত্তিক—১। পার্ব্বতী-তনয় ষড়ানন। কৃত্তিকা শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে; কথিত আছে যে, ষড়ানন কৃত্তিকা কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন। ২। বাঙ্গালা বৎসরের সপ্তম মাস, এই মাসের পূর্ণিমা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত; ইহা অতি পবিত্র মাস, এই মাসে, হিন্দুরা আকাশে দীপ দিয়া থাকেন; এই মাসে, প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান, বিষ্ণু ও তুলসীর অর্চ্চনা, এবং হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে বিশেষ পুণ্যলাভ হয়। কার্ত্তিকী+ষ্ণ। সং; পু।

কার্ত্তিকিক—কার্ত্তিক মাস। কৃত্তিকা শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

কার্ত্তিকী—কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণিমা, কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা। কৃত্তিকা+ষ্ণ যুক্তার্থে+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

কার্ত্তিকেয়—কার্ত্তিক, ষড়ানন। কৃত্তিকা শব্দ+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। কার্ত্তিক দেখ। সং; পু।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (দেওয়ান)—বাং ১২২১ সালের কার্ত্তিক মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত রায়। ইঁহাদের বংশ কৃষ্ণনগর রাজসংসারের দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত। পঞ্চম বৎসর বয়সে পিতার নিকট ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে অষ্টম বর্ষ বয়সে পার্শী শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইনি তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এবং কৃষ্ণনগর জজ আদালতে রিটর্ণ নবিশের সেরেস্তায় কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে গভর্ণমেণ্টের আদেশে আদালত হইতে পার্শী ভাষা উঠিয়া যায় এবং ইংরাজী ভাষার প্রচলন হয়। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র অতঃপর ইংরাজী শিক্ষা করেন। প্রথমে ইনি ডাক্তারী পড়িবার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে খাস সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। পরে ইনি এই রাজ-ষ্টেটের দেওয়ানী লাভ করেন, এবং তিন শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান। ইনি রাজ-ষ্টেটের উন্নতি এবং রাজপরিবারের মঙ্গল জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন। ইনি "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তারে লিপিত আছে। তদ্ব্যতীত ইনি "গীতমঞ্জরী" এবং আত্মজীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। সঙ্গীতবিদ্যাতেও ইঁহার পারদর্শিতা ছিল। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ২রা অক্টোবর তারিখে ইনি দেহত্যাগ করেন। সুবিখ্যাত নাট্যকার ও হাস্যরসাত্মক গীতরচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার অন্যতম পুত্র।

কার্ত্তিকোৎসব—কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পর্ব্ব। কার্ত্তিকের উৎসব, ৬তৎ। সং; পু।

কার্ত্তুজ, কার্ত্তুস—বন্দুকের টোটা। ইং (cartouch)। সং।

কার্ৎস্ন্য—সম্পূর্ণতা; সামগ্র্য, সাকল্য। কৃৎস্ন+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

কার্ণিশ—অট্টালিকার ছাদ হইতে বহির্গত কর্ণসদৃশ অংশ; আলমারীর মাথা হইতে বহির্গত অংশ। ইং (cornice)। সং।

কার্পট—জতু, লাক্ষা, লা; কর্ম্মপ্রার্থী, উমেদার। কর্পট শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

কার্পটিক—জীর্ণবস্ত্রধারী; কর্ম্মপ্রার্থী, উমেদার; মর্ম্মজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ; তীর্থযাত্রী। কর্পট শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্পটিকী।

কার্পণ্য—কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা; দৈন্য। কৃপণ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

কার্পাস—১। কাপাস তুলা। কর্পাস শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। কার্পাসজাত, কার্পাসনির্ম্মিত। কার্পাস শব্দ+ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্পাসী।

কার্পাসধেনু—মহাদানবিশেষ, কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত ধেনুআকার পদার্থ; ইহা দান করিলে ইন্দ্রলোক লাভ হয়। কার্পাস নির্ম্মিতা ধেনু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কার্পাসী—১। কার্পাসজাতা। কার্পাস দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কার্পাস তুলা। সং; স্ত্রী।

কার্পেট—গালিচা, পুরু সতরঞ্চ। ইং (carpet)। সং।

কার্ব্বন -অঙ্গার, কয়লা। ইং (carbon)। সং।

কার্ব্বা—কারাবা দেখ।

কার্ম্ম—কর্ম্মশীল, পরিশ্রমী (Busy)। কর্ম্মন্ শব্দ (কর্ম্ম)+ষ্ণ শীলার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্ম্মী।

কার্ম্মণ—১। কর্ম্মদক্ষ। কর্ম্মন্ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্ম্মণী। ২। মূলকর্ম্ম, মন্ত্রতন্ত্রপ্রয়োগে বশীকরণাদি, যাদু করা; বশীকরণাদি সাধন মণি ঔষধাদি। সং; ক্লী।

কার্ম্মার—কর্ম্মকার, কামার। কর্ম্মার শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

কার্ম্মুক—১। কর্ম্মক্ষম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্ম্মুকা। ২। ধনুঃ। কর্ম্মন্ শব্দ+উকঞ্। সং; ক্লী। ৩। বংশ, বাঁশ। সং; পু।

কার্ম্মুকধারী (-ধারিন্)—শরাসনধারণকারী, ধনুর্দ্ধর। উপ; কার্ম্মুক-ধৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-ধারিণী।

কার্য্য—১। কর্ম্ম, কাজ; হেতু; ফল; প্রয়োজন। কৃ+ঘ্যণ্ র্ম। সং; ক্লী। ২। করণীয়, কর্ত্তব্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্য্যা।

কার্য্যকর—কার্য্যনির্ব্বাহক; কাজের উপযুক্ত, কর্ম্মণ্য; ফলোপধায়ক। উপ; কার্য্য-কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-করী। বি, -করতা, -করত্ব।

কার্য্যকলাপ—কর্ম্মসমূহ। ৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যকাল—কর্ম্ম করিবার সময়, যতদিন কাজ করা যায়; কাজের সময়, প্রয়োজনের সময়। ৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যকুশল—কর্ম্মদক্ষ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-কুশলা। বি,-কুশলতা।

কার্য্যক্ষম—কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ, কর্ম্মক্ষম। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্ষমা। বি,—তা।

কার্য্যচিন্তক—কর্ম্মের ভাবনাকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্য্যচিন্তিকা।

কার্য্যাগে—ইহাই অগ্রে কর্ত্তব্য। কার্য্যম্+চ+আগে। ব্য। বাঙ্গালা দলিলপত্রাদি ইহাই বলিয়া আরম্ভ করিতে হয়।

কার্য্যতঃ (কার্য্যতস্)—কাজের বেলায়; ফলতঃ; বস্তুতঃ; প্রকৃতপক্ষে। কার্য্য+তস্। ব্য।

কার্য্যতৎপর—কার্য্যকুশল, কর্ম্মপটু, ক্রিয়ানিপুণ; ক্ষিপ্রকারী, চটপটে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরা। বি,—পরতা,—ত্ব।

কার্য্যতস্—কার্য্যতঃ দেখ।

কার্য্যদক্ষ—কর্ম্মপটু, ক্রিয়াকুশল। ৭তৎ। বিণ।

কার্য্যদক্ষতা—কর্ম্মপটুতা, ক্রিয়াকুশলতা। কার্য্যে দক্ষতা, ৭তৎ; কিংবা কার্য্যদক্ষ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

কার্য্যদর্শী (—দর্শিন্)—দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকারী; তত্ত্বাবধায়ক। উপ; কার্য্য—দৃশ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কার্য্যদর্শিনী। বি কার্য্যদর্শিতা।

কার্য্যনির্ব্বাহ—কর্ম্মনিষ্পাদন। ৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যনির্ব্বাহক—কর্ম্মনিষ্পাদক, কার্য্যকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হিকা।

কার্য্যনিষ্পত্তি—কর্ম্মসমাপ্তি, কার্য্যসমাধা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কার্য্যপটু—ক্রিয়াকুশল, কর্ম্মনিপুণ। ৭তৎ। বিণ।

কার্য্যপটুতা—ক্রিয়াকুশলতা, কর্ম্মনিপুণতা। কার্য্যে পটুতা, ৭তৎ; কিংবা কার্য্যপটু+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

কার্য্যপদ্ধতি,—প্রণালী—কর্ম্মের রীতি, কাজের ধারা বা দাঁড়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কার্য্যফল—কর্ম্মের ফল বা পরিণাম। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ব্রতী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কার্য্যরত—কর্ম্মে আসক্ত; কাজে প্রবৃত্ত বা

কার্য্যবশ—১। কার্য্যের বশীভূত, কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য আবদ্ধ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্য্যবশা। ২। কার্য্যের অনুরোধ। সং; পু।

কার্য্যবশতঃ (—তস্)—কর্ম্মপ্রযুক্ত, প্রয়োজনহেতু, কাজের জন্য। ৬তৎ। ব্য।

কার্য্যবিশেষ—কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম বা প্রয়োজন। ৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যশেষ—কর্ম্মের সমাপ্তি বা অবসান; কর্ম্মের অবশিষ্ট ভাগ বা অসম্পাদিত অংশ, কাজের বাকিটুকু। ৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যসমাধা—কর্ম্মসমাপন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কার্য্যসম্পাদক—কর্ম্মসম্পাদনকর্ত্তা, কার্য্যনির্ব্বাহক, কর্ম্মকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দিকা।

কার্য্যসম্পাদন—কর্ম্মনিষ্পাদন, কার্য্যনির্ব্বাহ, কর্ম্মকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কার্য্যসাধক—কর্ম্মসম্পাদক, কার্য্যনির্ব্বাহক; যে আপনার কাজ হাঁসিল করিয়া লয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সাধিকা।

কার্য্যসাধন—কর্ম্মসম্পাদন, কার্য্যনির্ব্বাহ, আপনার কাজ হাঁসিল করণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কার্য্যসিদ্ধি—কর্ম্মের সাফল্য, কৃতকার্য্যতা; অভিপ্রেত সাধন, কাজ হাঁসিল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কার্য্যাকার্য্য—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য; ভালমন্দ কাজ। ন কার্য্য অকার্য্য, নঞ্‌তৎ; কার্য্য ও অকার্য্য, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

কার্য্যাঙ্ক—কর্ম্মের নিদর্শন, কাজের পরিচায়ক চিহ্ন (চাপরাস প্রভৃতি)। কার্য্যের অঙ্ক, ৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যাত্মক—কর্ম্মপ্রাণ; কর্ম্মগর্ভ; কর্ম্মময়; কর্ম্মবিশিষ্ট। কার্য্য আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্য্যাত্মিকা।

কার্য্যাধিপ—কর্ম্মাধ্যক্ষ। কার্য্যের অধিপ, ৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যাধ্যক্ষ—কর্ম্মের তত্ত্বাবধায়ক, প্রধান কর্ম্মনির্ব্বাহক; কার্য্যসম্পাদক। কার্য্যের অধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যানুরোধ—কার্য্যের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জন্য বন্ধন। কার্য্যের অনুরোধ, ৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যান্তর—১। অন্য কার্য্য, অপর কর্ম্ম। নিত্য। ২। কর্ম্মদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ; কর্ম্মের পার্থক্য। কার্য্যের অন্তর, ৬তৎ। সং; ক্লী।

কার্য্যান্বিত—কর্ম্মযুক্ত; কার্য্যরত, কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা লিপ্ত। কার্য্য দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [৬তৎ। সং; পু।

কার্য্যারম্ভ—কর্ম্মের সূত্রপাত। কার্য্যের আরম্ভ,

কার্য্যার্থী (কার্য্যার্থিন্)—কর্ম্মপ্রার্থী, উমেদার; কোন বিশেষ উদ্দেশ্যবিশিষ্ট, অভিপ্রায়বান্। কার্য্যের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী কার্য্যার্থিনী।

কার্য্যী (কার্য্যিন্)—কার্য্যার্থী, কর্ম্মপ্রার্থী, কাজের উমেদার; (ব্যাকরণে) যাহার স্থানে কোন কার্য্য বা আদেশ হয়। কার্য্য+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী কার্য্যিণী।

কার্য্যোন্মুখ—কর্ম্মকরণার্থে ব্যগ্র, উদ্যোগী। কার্য্যে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কার্য্যোদ্ধার—সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসিদ্ধি। কার্য্যের উদ্ধার, ৬তৎ। সং; পু।

কার্লাইল, স্যার্ রবার্ট ওয়ার্যাণ্ড, কে, সি, এস, আই, সি, এস, আই, সি, আই, ই,—১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ১১ই জুলাই ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে সভা সমিতি বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার সময়ে Carlyle Circular জারি হয়। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া বিলাত যান। ইনি স্রেভারেও কার্লাইলের সহায়তায় History of Mediæval Political Theory in the West নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কার্শ্য—১। কৃশতা, ক্ষীণতা। কৃশ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী। ২। শালবৃক্ষ। সং; পু।

কার্ষাপণ—১৬ পণ, ১ কাহন। কর্ষ শব্দ (তোলা)+ষ্ণ ইদমর্থে=কার্ষ; কার্ষ হইয়াছে আপণ (ব্যবহার) যাহার, বহু। ক্লী।

কার্ষিক—তোলাপরিমাণ; একবুড়ি, ৫ গণ্ডা; কার্ষাপণ, এক কাহন; কৃষক, চাষা। কর্ষ+ষ্ণিক। সং; পু।

কার্ষ্ণ—১। কৃষ্ণসম্বন্ধীয়; কৃষ্ণদ্বৈপায়নসম্বন্ধীয়; কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কার্ষ্ণী। ২। কৃষ্ণপুত্র, কামদেব; কৃষ্ণসার মৃগ। সং; পু।

কার্ষ্ণায়ন—ব্যাসতনয়, ব্যাসদেবের বংশধর, শুকদেব ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি। কৃষ্ণ+ফায়ন অপত্যার্থে। সং; পু।

কার্ষ্ণি—কৃষ্ণপুত্র, কামদেব; ব্যাসপুত্র শুকদেব। কৃষ্ণ শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

কাল—১। কৃষ্ণবর্ণ, কাল রঙ; সময়; অবসর; শিব; যম, শনি; মৃত্যু। কাল+অন্ ক। ২। লৌহ। সং; ক্লী। ৩। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কালা।

কালক—১। যকৃৎ। সং; ক্লী। ২। ঢোঁড়াসাপ; তিল। কাল+ণক ক। সং; পু। ৩। কৃষ্ণবর্ণযুক্ত। কাল+কণ্ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কালকা, কালিকা।

কালকঞ্জ—নীলপদ্ম, কৃষ্ণধা। সং; ক্লী।

কালকণ্টক—নীলকণ্ঠ, শিব। কাল যে কণ্টক, কর্ম্মধা। সং; পু।

কালকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব; ময়ূর; খঞ্জন; দাত্যুহপক্ষী, চটকপক্ষী। কাল কণ্ঠ বা কণ্ঠে যাহার, বহু। সং; পু। [প্রাদে। বিণ।

কালকিষ্টি—ঘোরকাল, মসীকৃষ্ণ, বিশ্রীকাল।

কালকুণ্ঠ—যম। ৭তৎ। সং; পু।

কালকূট—তীব্র বিষবিশেষ। কালের (যমের) কূট (নাশক), ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

কালকৃৎ—সূর্য্য। উপ; কাল—কৃ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

কালকৃত—১। সময়ে কৃত; যথাসময়ে সম্পাদিত। ৩তৎ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা। ২। সূর্য্য। কাল কৃত হয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। ৩। রোগবিশেষ। কাল কৃত অর্থাৎ অঙ্কিত হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু।

কালকেতু—ব্যাধবিশেষ, ইন্দ্রতনয় নীলাম্বর শিবের শাপে ভূর্লোকে ধর্ম্মকেতু নামক ব্যাধের ঔরসে নররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই নাম কালকেতু। সং; পু।

কালকেয়—দানবগণবিশেষ, কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কালকার গর্ভে ইঁহাদের জন্ম। কালকা ব্রহ্মার নিকট বর পান যে, তাঁহার সন্তানগণ দেবতা, রাক্ষস ও পন্নগের অবধ্য হইবে। ইহারা হিরণ্যপুরে বাস করিত, এবং ব্রহ্মার বরে অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গে বাসকালে অর্জ্জুন ইঁহাদের বধ করেন। কালকা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

কালক্রমে—সময়ের গতিতে, কিছুকাল গত হইলে। কালের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

কাল-ক্ষেপ, –ক্ষেপণ—কালাতিবর্ত্তন ; সময়াতিবাহন, দিন যাপন, সময় কাটান। ৬তৎ। সং ; পু ও ক্লী।

কালখণ্ড—যকৃৎ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কালগঙ্গা—কালিন্দী, যমুনা নদী। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কালগন্ধ—১। সময়ের গন্ধ অর্থাৎ লেশমাত্র, অত্যল্পকাল। ৬তৎ। ২। কৃষ্ণচন্দন। কর্ম্মধা। সং; পু।

কালগ্রন্থি—বৎসর। ৬তৎ। সং ; পু।

কালগ্রাস—যমের কবল, মৃত্যুমুখ, মরণ, মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

কালঘাম—মৃত্যুকালীন ঘর্ম্ম ; অত্যধিক ঘর্ম্ম, প্রবল স্বেদ নির্গম। দেশজ। সং।

কালচক্র—চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ কাল। দিবসের পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন এই তিনটি কালচক্রের নাভি, সংবৎসরাদি পঞ্চ উহার অর (শলাকা), এবং ছয় ঋতু উহার নেমি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। রূপক কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [ত্রি। স্ত্রী কালচিন্তিকা।

কালচিন্তক—জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা। ৬তৎ। বিণ ;

কালচিয়া (কালচে)—১। কালভাবাপন্ন, ঈষৎ কৃষ্ণ, সামান্য মলিন। বিণ। ২। কালভাবের চিহ্ন, কালসিটে। প্রাদে। সং।

কালচিহ্ন—মৃত্যুর লক্ষণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কালচে—কালচিয়া দেখ।

কালজাম—কৃষ্ণজম্বু। দেশজ। সং।

কালজ্ঞ—১। দৈবজ্ঞ ; কুক্কুট। উপ ; কাল-জ্ঞা+ড ক। সং ; পু। ২। সময়বিৎ ; অবসরজ্ঞ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কালজ্ঞা।

কালজ্ঞান—১। জ্যোতিষশাস্ত্র। কালের জ্ঞান হয় যাহা হইতে, বহু। ২। সময়ের বোধ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কালঞ্জর—মৃত্যুঞ্জয়, শিব ; পর্ব্বতবিশেষ, যোগিচক্র ; দেশবিশেষ, কলিঞ্জর। কাল—জৄ+ণ ক। সং ; পু।

কালত্রয়—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কাল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কালত্রয়জ্ঞ—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালের তাবৎ বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট। উপ ; কালত্রয়—জ্ঞা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

কালত্রয়দর্শন—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালের তাবৎ বিষয়ের অবলোকন বা জ্ঞান। কালত্রয়ের দর্শন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কালত্রয়দর্শী (–দর্শিন্)—ত্রিকালদ্রষ্টা, ত্রিকালজ্ঞ। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, –দর্শিনী।

কালত্রয়বেদী (–বেদিন্)—ত্রিকালজ্ঞ। উপ ; কালত্রয়—বিদ্+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, –বেদিনী। [পু।

কালদণ্ড—শিবের দণ্ড ; যমদণ্ড। ৬তৎ। সং ;

কালধর্ম্ম—কালের ধর্ম্ম, সময়ের স্বভাব অর্থাৎ যে সময়ে যাহা হওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম ; মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

কালনা—১। চালনা। ণিজন্ত কল (=কালি) +অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। বাঙ্গালা প্রদেশান্তর্গত বর্দ্ধমান জেলার একটি মহকুমা, ভাগীরথী গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এই স্থানে বর্দ্ধমানের মহারাজগণের সমাজবাড়ী (সমাধি) এবং তাঁহাদের অনেক দেবকীর্ত্তি আছে। ঐ সকল দেবালয়ে নিত্য ভোগ ও অতিথিসেবা হইয়া থাকে।

কালনাগিনী—স্ত্রী-জাতীয় সাপ-বিশেষ। অসংস্কৃত পদ। সং ; স্ত্রী।

কালনিয়োগ—কালকৃত নিয়োগ। ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কালনিয়োজিত—কাল কর্ত্তৃক কার্য্যবিশেষে প্রেরিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

কালনেমি—১। জনৈক রাক্ষস, লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতুল। রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তি শেলে হতচেতন হইয়া পড়িলে, মহাবীর হনূমান্ যৎকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনিতে গমন করেন, সেই সময়ে কালনেমি রাবণের আদেশে ও লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজত্ব-প্রাপ্তির প্রলোভনে পড়িয়া গন্ধমাদনে যাইয়া হনূমানকে ভুলাইবার চেষ্টা করে এবং অবশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। সং ; পু।

২। জনৈক দৈত্য, হিরণ্যকশিপুর পুত্র। এই দানব দেবগণকে পরাভূত করে এবং আপনার দেহ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া একাই সকল দেবতার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। পরিশেষে নারায়ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। উত্তরকালে এই দানবই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করে। কালের নেমিস্বরূপ, উপমিত। সং ; পু। [বৈদেশিক। সং।

কালন্দর—ধর্ম্মাত্মা মুসলমান সম্প্রদায়-বিশেষ।

কালপর্য্যায়—পর পর ঋতুসমূহের আবির্ভাব ; ঋতুর ক্রমাবর্ত্তনের বিপর্য্যয়। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

কালপাশ—যমের পাশ নামক অস্ত্র বা জাল।

কালপুরুষ—১। পুরুষাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ। কাল (কালচক্র) পুরুষবৎ, উপমিত। সং ; পু। ২। যমরাজের অনুচরবিশেষ। কথিত আছে যে, দেবাদেশে ইনি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত নির্জ্জনে কথোপকথনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র তাহাতে প্রস্তুত হইলে, ইনি রামকে পূর্ব্বাহ্নেই অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া লন যে, তাঁহাদের কথোপকথন-কালে যে কেহ তথায় উপস্থিত হইবে, তাহাকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। দুইজনে নিভৃতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে উগ্রস্বভাব মহাতপা দুর্ব্বাসার আজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে রামচন্দ্র শোকসন্তপ্তহৃদয়ে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সং ; পু।

কালপূর্ণ—১। আসন্নমৃত্যু, যাহার মৃত্যু সন্নিহিত। কাল অর্থাৎ জীবিত কাল পূর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –পূর্ণা। ২। কালের পূর্ণতা, জীবিতকালাবসান। সং ; ক্লী।

কালপৃষ্ঠ—১। কর্ণের ধনু ; কার্ম্মুকমাত্র। সং ; ক্লী। ২। কঙ্ক পক্ষী ; মৃগবিশেষ। কাল হইয়াছে পৃষ্ঠ যাহার, বহু। সং ; পু।

কালপেঁচা—কৃষ্ণ মস্তক পেচকবিশেষ [ইহার রব অশুভসূচক]। দেশজ। সং।

কালপ্রভাত—শরৎকাল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কালপ্রভাব—সময়ের শক্তি, কালের প্রভুত্ব বা প্রাধান্য, কালমাহাত্ম্য। ৬তৎ। সং ; পু।

কালপ্রবাহ—সময়ের স্রোত, কালরূপ প্রবাহ, অবিচ্ছিন্নভাবে কালের গতি। কালের প্রবাহ, ৬তৎ ; কিংবা কালরূপ যে প্রবাহ, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

কালফণী (–ফণিন্)—কৃষ্ণ-সর্প, কেউটে সাপ। কর্ম্মধা। সং ; পু। স্ত্রী, –ফণিনী।

কালবসি, কালবাঁস (কালী-বাউশ)—রোহিততুল্য মৎস্যবিশেষ (Labeo calbasu), কিন্তু প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, পাখনা কাল, মুখের পাশে দুইটা ছোট দুইটা বড় গোঁফ আছে। সং।

কালবুদ—১। পথের নীচে দিয়া জল নির্গমের সাঁকো, ইং (Culvert) ; খিলান গাঁথিবার নিমিত্ত কাঠের বা বাঁশের আধার। সং। ২। জুতা নির্ম্মাণের ফর্ম্মা। বৈদেশিক। সং।

কালভুজঙ্গ—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ ; যে কোন মারাত্মক বিষধর সর্প। কর্ম্মধা, বা ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রী, –ভুজঙ্গী।

কালভুজঙ্গিনী—কালসর্পী, কালনাগিনী। সং ; স্ত্রী। অসাধু শব্দ।

কালভৈরব—শিবাংশজাত ভৈরববিশেষ। কথিত আছে যে, কাশীশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব

• একদা আপনার অংশ হইতে কালভৈরবের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রতি কাশীধাম রক্ষার ভারার্পণ করিয়া বলেন, 'বৎস ! যে দুষ্কৃতকারী এই স্থানে সমাগত হইবে তুমি তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিবে।' পূর্ব্বে ব্রহ্মার পঞ্চমুখ ছিল। তিনি স্বীয় কন্যাভিগমন-পাপে লিপ্ত হইয়া শিবতত্ত্ব-জ্ঞান-লাভার্থ কাশীধামে সমাগত হইলে কালভৈরব মহাদেবের নিদেশানুসারে আপনার বাম করের নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার এক মুখ ছেদন করেন। তদবধি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইলেন, এবং যে স্থানে তাঁহার সেই মুণ্ড পতিত হইয়াছিল, তাহা কপালমোচনতীর্থ নামে খ্যাত হইল। কালরূপ যে ভৈরব, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

কালমান—১। সময়ের পরিমাণ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণতুলসী। সং ; পু।

কালমাহাত্ম্য—সময়ের প্রাধান্য বা প্রভাব। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কালমেঘ—কৃষ্ণবর্ণ জলধর ; (তত্তুল্য বলিয়া) কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষবিশেষ —উহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কালযবন—মহাবল যবনরাজবিশেষ। শূলপাণির নিয়োগে গার্গ্যভার্য্যাতে ইঁহার জন্ম। অপুত্রক যবনরাজকর্তৃক ইনি প্রতিপালিত হন শূলপাণির বর ছিল যে, ইনি যাদবগণের অবধ্য হইবেন। প্রতিপালক যবনরাজের মৃত্যু হইলে কালযবন তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্ত হন। ক্রমে ইনি একজন মহাপরাক্রমশালী রাজা হইয়া উঠেন। মগধরাজ জরাসন্ধ ইঁহাকে যাদবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলে ইনি মথুরায় গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে যাদবগণ কালযবনকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সেই হেতু তিনি যাদবদিগকে মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যাইতে পরামর্শ দিলেন। যাদবগণ তাহাই করিলে কৃষ্ণ একাকী মথুরায় আসিয়া কালযবনের সম্মুখীন হইলেন। কালযবন তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলে, কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া কৌশলে ইঁহাকে মুচকুন্দ রাজার পর্ব্বতগহ্বরে লইয়া গেলেন। তথায় কালযবন বীরদর্পে রাজাকে পদাঘাত করিলে, তিনি ইন্দ্রের বরে জাগরিত হইয়া কোপদৃষ্টিতে ইঁহাকে ভস্মীভূত করেন। রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু। [কাটান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কালযাপন—সময়ক্ষেপণ, সময়াতিবাহন, সময়

কালরাত্রি—সংহাররাত্রি, কল্পান্ত রাত্রি ; ভীমরথী রাত্রি ; ভগবতীর শক্তিবিশেষ ; রাত্রিকালীন অশুভ সময় (কালবেলা দেখ)। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [পু।

কালরুদ্র—মহারুদ্র, মহাকাল। কর্ম্মধা। সং ;

কাললবণ—বিট্‌ লবণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কালবেলা—জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে অশুভ সময়বিশেষ। কালের (শনির) বেলা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [রবিবারে দিবার পঞ্চম যামার্দ্ধ এবং রাত্রিতে ষষ্ঠ যামার্দ্ধ কালবেলা, উহা কর্ম্মের অযোগ্য সময়। এইরূপ সোমবারে দিনের দ্বিতীয় ও রাত্রির চতুর্থ যামার্দ্ধ, মঙ্গলবারে দিনের ৬ষ্ঠ যামার্দ্ধ ও রাত্রির ২য় যামার্দ্ধ, বুধবারে দিনের ৩য় ও রাত্রির ৭ম যামার্দ্ধ, বৃহস্পতিবারে দিনের ৫ম ও রাত্রির ৭ম যামার্দ্ধ, শুক্রবারে দিনের ৪র্থ যামার্দ্ধ, এবং রাত্রির ৩য় যামার্দ্ধ, শনিবারে দিনের ও রাত্রির ১ম ও ৮ম যামার্দ্ধ কালবেলা]।

কাল-বৈশাখী—এদেশে চৈত্র ও বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে বা সন্ধ্যার সময় যে ঝড়বৃষ্টি হয়, তাহাকেই লোকে কালবৈশাখী বলে। উহা প্রায়ই বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ হয়, কখন কখন উত্তরদিক হইতেও আরম্ভ হইয়া থাকে। উহা অল্পকালস্থায়ী এবং অল্পদূরব্যাপী। পরন্তু সময়ে সময়ে উহার শক্তিতে বৃক্ষাদি উৎপাটিত ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হয়। তৎকালে ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু উত্তপ্ত, কিন্তু ৪।৫ সহস্র ফুট উর্দ্ধস্থ বায়ু শীতল। এই দুই বায়ুর সংঘাতে ঝড় উৎপন্ন হয়। দেশজ।

কালশশী (—শশিন্)—কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও যে চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়ক। কাল = কৃষ্ণবর্ণ। শশী = চন্দ্র। ইহা বিশেষ্য ও বিশেষণ এই উভয়রূপেই প্রযুক্ত হয়।

কালশিরা—আঘাতজন্য গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ রেখা চিহ্ন, কালসিটা। দেশজ। সং।

কালশুদ্ধি—শুদ্ধ সময়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কালশেয়, কালসেয়—ঘোল। কলশী (বা কলসী) + ঢেয় ভবার্থে। সং ; ক্লী।

কালসমুদ্র, কালসাগর—সময়রূপ সাগর, সাগরবৎ অমেয় সময়। কালরূপ যে সমুদ্র বা সাগর, রূপক কর্ম্মধা; অথবা কাল সমুদ্র বা সাগরপ্রায়, উপমিত। সং ; পু। [পু।

কালসর্প—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ। কর্ম্মধা। সং;

কালসহ—সময়ের ক্রিয়াসহনক্ষম, স্থায়ী, টেকসই, মজবুত। উপ ; কাল—সহ + খশ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —সহা।

কালসাগর—কালসমুদ্র দেখ। [বহু। সং ; পু।

কালসার—কৃষ্ণসার মৃগ। কাল সার যাহার,

কালসেয়—কালশেয় দেখ। [সং ; পু।

কালস্কন্ধ—তমালবৃক্ষ। কাল স্কন্ধ যাহার, বহু।

কালস্রোত, কালস্রোতঃ (—স্রোতস্)—কাল প্রবাহ, নিরন্তর গমনশীল কাল। কালের স্রোতঃ, ৬তৎ ; বা কাল রূপ স্রোতঃ, রূপক কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কালস্বরূপ—যমতুল্য। কালের (কৃতান্তের) স্বরূপের ন্যায় স্বরূপ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কালা—১। কৃষ্ণবর্ণা। কাল দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নীলিনী ; নীলগাছ। সং ; স্ত্রী। ৩। বধির ; অতি শীতল। দেশজ। বিণ ; ত্রি। ৪। শ্রীকৃষ্ণ। দেশজ। সং ; পু।

কালাংড়া—রাগিণীবিশেষ। সং।

কালাগুরু—কৃষ্ণচন্দন ; কাল যে অগুরু, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কালাগ্নি—সর্ব্বসংহারক অনল, প্রলয়ানল ; পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ। কালরূপ যে অগ্নি, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

কালাচাঁদ—কালশশী দেখ। এই পদটী কৃষ্ণের প্রকাশার্থেই প্রায় ব্যবহৃত হয়।

কালাজ্বর—আসাম অঞ্চলের একপ্রকার মারাত্মক জ্বর, ইহাতে গা কালো হইয়া যায়। দেশজ। সং।

কালাতিপাত—সময়ক্ষেপণ, দিনযাপন। কালের অতিপাত, ৬তৎ। সং ; পু।

কালাত্যয়—সময় বহিয়া যাওয়া, সময়ক্ষয়, কালক্ষেপ ; কালের অত্যয়, ৬তৎ। সং ; পু।

কালাদানা—একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ বীজ [ইহার চূর্ণ জোলাপরূপে ব্যবহৃত হয়]। দেশজ। সং।

কালান—কালা অর্থাৎ অতি শীতল হওয়া, খুব ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া। ক্রি।

কালানল—সর্ব্বসংহারক অগ্নি, প্রলয়াগ্নি। কালরূপ যে অনল, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

কালানুনাদী (—নাদিন্)—কালবিশেষে শব্দকারী জন্তু, যথা—কোকিল, ভ্রমর, ময়ূর, চটক, চাতক। কালে অনুনাদী, ৭তৎ। বিণ বা সং ; পু।

কালানুভাবকতা—কাল সম্বন্ধে ধারণা করিবার শক্তি ; সময় বুঝিবার ক্ষমতা। কালের অনুভাবকতা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কালানুবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—কালানুসারী (তাহা দেখ)। কালের অনুবর্ত্তী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —বর্ত্তিনী।

কালানুসারী (—সারিন্)—সময়ানুযায়ী, কালানুবর্ত্তী, সময়ের অনুগামী। কালের অনুসারী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —সারিণী।

কালান্তক—১। যম। যিনি কাল তিনিই অন্তক (অন্তকারী), কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সর্ব্বসংহারক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কালান্তিকা।

কালান্তর—১। অন্য সময়, সময়ান্তর। অন্য যে কাল, নিত্য। ২। ব্যবহিত সময় ; অবকাশ। কালের অন্তর, ৬তৎ। সং; ক্লী।

কালান্তরবিষ—কালব্যবধানে যাহার বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ পায় এরূপ (জন্তু)। কালান্তরে বিষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কালাপ—১। কলাপব্যাকরণ-বেত্তা। কলাপ + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কালাপী। ২। ময়ূরপুচ্ছসমূহ ; সর্পফণা। সং ; পু।

কালাপাত—নৌকার তক্তার ফাঁক মারিবার

জন্ত পুরাতন রজ্জু প্রভৃতি যাহা গুঁজিয়া দেওয়া যায়। দেশজ। সং।

কালাপানি—সমুদ্রের কাল জল; সমুদ্রপার; দ্বীপান্তর; দ্বীপান্তর দণ্ড। বৈদেশিক। সং।

কালাপাহাড়—দেবদ্বেষী জনৈক মুসলমান সেনাপতি। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকে "রাজু" নামে অভিহিত করেন। ইঁহার প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ বা রাজনারায়ণ। ইনি কামরূপ অঞ্চলে পোরাঠার, পোরাকুঠার, কালাসুঠান ও কালযবন নামে খ্যাত। কেহ কেহ বলেন, এই কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন; কোন নবাবকন্যার প্রণয়ে পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসে কালাপাহাড় 'আফগান' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, ইঁহার ন্যায় হিন্দুদেবদ্বেষী মুসলমান বঙ্গদেশে কখন দেখা যায় নাই। দেবমন্দির ভঙ্গ, দেববিগ্রহ চূর্ণন, অশেষপ্রকারে হিন্দুর লাঞ্ছনা করাই ইঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে উড়িষ্যা, ইহার মধ্যে তৎকালে যে সমস্ত বিখ্যাত হিন্দু দেবালয় ছিল, তাহার একটিও কালাপাহাড়ের বিধ্বংসী হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ঐ সকলের মধ্যে কোনটি ভগ্ন, কোনটি অঙ্গহীন, কোনটি এককালে ধূলিসাৎ হইয়া যেন অদ্যাপি কালাপাহাড়ের সেই ভীষণ অত্যাচার কাহিনীর ঘোষণা করিতেছে। প্রবাদ এইরূপ যে, কালাপাহাড়ের আগমনসূচক কাড়ানাগরা বাজিলে দেবমূর্ত্তিসকল কম্পিত হইত।

এই কালাপাহাড় প্রথমে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান কিরাণির ও পরে তাঁহার পুত্র দাউদের সেনাপতি ছিলেন। ইনি ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যায় অভিযান করিয়া দেশটী জয় করেন এবং রাজা মুকুন্দদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীক্ষেত্রের মাদলপঞ্জীতে লিখিত আছে;—'মুকুন্দদেবের রাজত্বের অন্তিমকালে কালাপাহাড় উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। যুদ্ধে মুকুন্দদেব পরাজিত হন। তৎপরে মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দ রাজা হইলে কালাপাহাড় পুরী লুণ্ঠন করিতে আগমন করেন। পাণ্ডারা জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি লইয়া গড় পারিকুদে লুকাইয়া রাখেন। কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়া জগন্নাথবিগ্রহ আনাইয়া দগ্ধ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেন। সেই পাপে কালাপাহাড়ের হাত পা খসিয়া যায়, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরন্তু কালাপাহাড়ের মৃত্যু সম্বন্ধে আকবরনামায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—'যখন মোগল-সেনাপতি মুনিম খাঁ দাউদকে ধরিবার জন্য কটকে উপস্থিত হন, তখন কালাপাহাড় ও অপর কয়েক জন আফগান সেনানায়ক কাক্সাল অধিকার করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই কালাপাহাড় কালীগঙ্গার তীরে মোগলবাহিনীর তোপে ভূতলশায়ী হন।' (১৫৮০ খ্রীঃ)।

কালামুখ—নির্লজ্জ, বেহায়া; ধিক্কারবোধক। দেশজ। বিণ; পু। স্ত্রী কালামুখী।

কালায়স—কৃষ্ণবর্ণ লৌহবিশেষ, কান্তিলৌহ। কাল যে আয়স, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কালাবৎ—কালোয়াৎ, যাহারা কেবল ধ্রুপদ তেওট প্রভৃতি তালানুযায়ী গান করে।

কালাশুদ্ধি—ব্রতনিয়ম কন্যাদানাদি কার্য্যের জন্য প্রশস্ত সময় না থাকা। কালের অশুদ্ধি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কালাশৌচ—শুভকর্ম্ম-ব্যাঘাতক শরীরের অপবিত্রতা; মহাগুরু-নিপাত জন্য যতকাল ব্যাপিয়া শরীর অপবিত্র থাকে,—সাধারণতঃ মহাগুরু-নিপাতে সংবৎসরকাল অশৌচ ধরা হইয়া থাকে। কালব্যাপি যে অশৌচ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কালি—১। লিখনার্থে জলীয় দ্রব্য, মসী; ক্ষেত্রফল, ভূম্যাদির পরিমাণফল (বর্গফল বা ঘনফল); মৎস্যবেধনী, মাছ গাঁথিয়া ধরিবার কোঁচ বা টেঁটা। দেশজ। সং। ২। কল্য, কা'ল, গত বা আগামী দিবস। কল্য শব্দের অপভ্রংশ। ব্য।

কালিক—১। কালসম্বন্ধীয়; সময়োচিত। কাল শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কালিকী। ২। ক্রৌঞ্চ, কোঁচ বক। সং; পু। ৩। কৃষ্ণচন্দন। সং; ক্লী।

কালিকট—মান্দ্রাজ প্রদেশে মালাবার জেলার তালুক ও বন্দর। "কলিকড্ড", বা "কলিকুক্কু", বা "কলি কট্টা"—এই দেশজ শব্দ হইতে কালিকট নাম উৎপন্ন। দেশজ শব্দের অর্থ, "কুক্কুটের ধ্বনি" বা "কুক্কুট-দুর্গ"। কথিত আছে, চেরামন পেরুমল নামক মালাবারের অধীশ্বর মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মক্কায় গমন করিবার সময়ে মান বিক্রম নামক "সামুরী" বা "জামরিণ" (Zamorin)কে কালিকট দান করিয়া যান। এই স্থানের সীমা, ভাগী মন্দির হইতে কুক্কুট-ধ্বনি যত দূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল ততদূর। বর্ত্তমান সহরটি খৃঃ ১৩শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানেই আসিয়াছিল। ১৬১৬ অব্দে ইংরাজেরা এখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৯৮ অব্দে ফরাসীগণ এখানে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করে; সেটি এখনও বর্ত্তমান। ১৭৬৫ অব্দে হাইদার আলি সমস্ত বণিককে বিতাড়িত করেন, এবং পণ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া দেন। ১৭৮২ অব্দে ইংরাজেরা হাইদার আলীর সৈন্যগণকে কালিকট হইতে দূর করিয়া দেয়, কিন্তু ১৭৮৮ অব্দে টিপুসুলতান আবার ঐ স্থানটি অধিকার করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। ১৭৯০ অব্দে স্থানটি ইংরাজ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হয়। ১৭৯২ অব্দে ইংরাজের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে কালিকট ইংরাজের অধীন হয়।

কালিকা—১। কৃষ্ণবর্ণা। কালক মেঘ। বিণ; স্ত্রী। ২। চণ্ডিকা, কালী; যোগিনীবিশেষ; অসুরমাতাবিশেষ; ঘনাবলি, মেঘমালা; কুজ্ঝটিকা; কৃষ্ণবর্ণ; কলঙ্ক; রোমাবলী; কাকী; শ্যামাপাখী; শৃগালী; বিচুটি; পটোল শাখা; কিস্তিবন্দী। সং; স্ত্রী।

কালিকাদাস দত্ত—১৮৪১ খৃঃ ৩রা জুলাই ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম গোলকনাথ দত্ত। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে এবং পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি বি, এ এবং বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কিছুদিন মুন্সেফ ও পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ১৮৬৯ খৃঃ ইনি কুচবেহার রাজ্যের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৩ খৃঃ ইনি কুচবেহার রাজ্যের মন্ত্রিসভার সভাপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯১ খৃঃ রায় বাহাদুর উপাধি এবং ১৯০০ খৃঃ সি, আই, ই (C.I.E.) উপাধি প্রাপ্ত হন।

কালিকাপুরাণ—কালিকাদেবীর মাহাত্ম্যাদি-প্রতিপাদক পুরাণবিশেষ, অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্যতম। কালিকাবিষয়ক যে পুরাণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কালিকাব্রত—অমাবস্যায় স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য ব্রত। সং; ক্লী। [বিশেষ। সং; পু।

কালিকাশ্রম—বিপাশানাম্নী নদীর তটস্থিত তীর্থ-

কালিঙ্গ—১। কলিঙ্গদেশাধিপতি; কলিঙ্গবাসী। কলিঙ্গ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। কলিঙ্গদেশজাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কালিঙ্গী। ৩। হস্তী; সর্প; কাঁকুড়, তরমুজ; লৌহবিশেষ। কু হইয়াছে লিঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

কালিঝুলি—কালি ও ঝুল, নানাপ্রকার কাল বা মলিন বস্তু। প্রাদেশিক। সং।

কালিদহ—বৃন্দাবনে যমুনাতটস্থ বৃহৎ জলকুণ্ড, তথায় নাগ বাস করিত। সং।

কালিদাস—ভারতের স্বনামখ্যাত সংস্কৃতকবি। কথিত আছে, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের প্রধান রত্ন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, যৌবনের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত

কালিদাস মহামূর্খ ও অতিশয় নির্বোধ ছিলেন। এই সময়ে বিদ্যাবতী রাজকন্যা কমলা প্রচার করেন যে, যিনি বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, রাজকন্যা তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। একদা কয়েকজন পণ্ডিত রাজকন্যার নিকট পরাস্ত হইয়া প্রতিশোধ লইবার উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, কালিদাস কোন বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া সেই শাখার মূলদেশ ছেদন করিতেছেন। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিলেন যে, এই মহামূর্খের সহিত বিদ্যাভিমানিনী কমলার বিবাহ দেওয়া চাই। তাঁহারা বলিয়া কহিয়া কালিদাসকে রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত করাইয়া তাঁহাকে লইয়া কমলার নিকট উপস্থিত হইলেন। বিচারের সময়ে কালিদাস পণ্ডিতগণের শিক্ষামত মনোভাব প্রকাশসূচক ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ সেই সকল ইঙ্গিতের অর্থ করিয়া বিচারে কালিদাসকে জয়ী করাইলে তাঁহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল। বাসর ঘরে বর কন্যা সুখাসনে আসীন আছেন, এমন সময়ে বাহিরে একটি উষ্ট্র শব্দ করিয়া উঠিল; রসময়ী কবিতা শ্রবণমানসে রাজকন্যা কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! ও কি ডাকিতেছে?" পরন্তু শ্লোকের পরিবর্ত্তে কালিদাস বলিয়া উঠিলেন "উষ্ট"—তাঁহার জড়তাপ্রাপ্ত রসনা "উষ্ট্র" শব্দ উচ্চারণে অসমর্থ হইল। তখন কমলা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে?" কালিদাস বুঝিলেন যে, তাঁহার উচ্চারণ শুদ্ধ হয় নাই বলিয়াই রাজকন্যা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এবার শুদ্ধ করিয়া বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল "উট্"। তখন কমলা কপালে করাঘাত করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে আপনার ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন;—

"কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ
কিং ন দদাতি স এব হি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥"

অতঃপর কালিদাসকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া কমলা শয্যার আশ্রয় লইলেন। কালিদাস মহাদুঃখে বিশেষ যত্ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইলেন। কথিত আছে যে, ইনি বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতীদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং তাঁহার প্রসাদে ও তাঁহার উপদেশমত সরস্বতীকুণ্ডে অবগাহন ও তাহার জল পান করিয়া মহাকবি হইয়াছিলেন। সে যাহা হ'ক, অতঃপর কালিদাস শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে বলিলেন। কমলা প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায়, কবি উত্তর করিলেন, "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্-বিশেষঃ।" তখন কমলা দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া পতির যথোচিত সম্ভাষণ করিলেন, এবং উক্ত শব্দ চতুষ্টয় লইয়া চারিখানি কাব্য প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে কালিদাস প্রথমটি লইয়া কুমারসম্ভব, দ্বিতীয়টী লইয়া মেঘদূত, ও তৃতীয়টী লইয়া রঘুবংশ রচনা করেন। চতুর্থ শব্দটী লইয়া কালিদাস কোন কাব্য লিখিয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় জানা যায় না,—লিখিয়া থাকিলেও সে গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত; কারণ "বিশেষ" শব্দ তাঁহার কোন গ্রন্থের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস সম্বন্ধে যে সকল শ্রুতিমধুর কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই কল্পনা-প্রসূত; সত্যের উপর ইহাদের প্রতিষ্ঠা অতি অল্প।

কালিদাসের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রবাদোক্ত বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন না। ইহাই আধুনিক গবেষণার ফলে প্রায় স্থির নিশ্চিত হইয়াছে। খৃঃ পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে বিক্রম সংবৎ নামে একটী অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। অধুনা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিক্রমসংবতের সহিত উক্ত বিক্রমাদিত্যের কোনই সম্পর্ক নাই। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্ম্মদেব নামে যে মালবের অধিপতি ছিলেন, কালিদাস সম্ভবতঃ তাঁহারই নবরত্নের অন্যতম। প্রমাণস্বরূপে তাঁহারা বলেন যে, নবরত্নের অপর রত্ন বরাহমিহির অবন্তীনগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫৭৮ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং কালিদাসও ঐ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে বিক্রমাদিত্যের অপর নাম 'শকারি' যশোধর্ম্মেই প্রযোজ্য। কারণ ইনি অনুমান ৫৩০ খ্রীঃ অব্দে করুর নামক স্থানে শকজাতির শাখা হূনবংশের অধিনায়ক মিহিরকুলকে পরাভূত করিয়া দূরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনার সহিত মান্দাশোর লিপিতে বর্ণিত যশোধর্ম্মের দিগ্বিজয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ যশোধর্ম্মের দিগ্বিজয় অবলম্বন করিয়াই কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন যে, 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিবিশেষ, ব্যক্তিগত নাম নহে। ৫৭৮ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্ব হইতে মালবস্থিতাব্দ নামে যাহা প্রচলিত ছিল, যশোধর্ম্মদেব স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্মরণার্থে তাহাকেই সংবৎ নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের পূর্ব্বে "সংবৎ" এই নাম কেহই অবগত ছিল না। এরূপও প্রচার আছে যে, বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর জয় করিয়া কালিদাসকে তথাকার রাজা করিয়াছিলেন।

কালিদাসের রচিত এই কয়খানি গ্রন্থ অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়,—অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও ঋতুসংহার। নলোদয় কালিদাসের রচনা বলিয়া প্রচলিত, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কালিদাসের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে তৎকালের সামাজিক ও রাজনীতিক চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থসমূহে সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদানও প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, কালিদাস পশ্চিম মালবের অধিবাসী এবং তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। পরন্তু অধুনা কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলেন যে, কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন এবং বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে প্রধান প্রমাণ এই যে, কালিদাস নামটী বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশবাসীর নাম হইতে পারে না এবং কালিদাসের গ্রন্থে যে সকল আচারব্যবহারের বর্ণনা আছে, তাহাও বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশে প্রচলিত নাই।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার পিতার নাম বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। আনুমানিক ১৭২০ খৃঃ অঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তীপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৮২০ খৃঃ অব্দে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার জন্য কাশী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সঙ্গীতের পীঠস্থানগুলিতে ভ্রমণ করিয়া সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন। বহুদিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করার জন্য ইঁহার বেশভূষা হিন্দুস্থানীর ন্যায় হইয়াছিল। এইজন্য এদেশের বড়লোকেরা ইঁহাকে মির্জ্জা উপাধি দিয়াছিলেন। মির্জ্জা মহাশয় সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি মনোহর গীত আছে। সাধারণতঃ তিনি কালী মির্জ্জা নামে প্রসিদ্ধ।

কালিদাস দত্ত—ইনি কলিকাতা বহুবাজারের স্বনামধন্য অক্রূর দত্তের পৌত্র এবং রামমোহন দত্তের চতুর্থ পুত্র। বাং ১২২৮ সালে

ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা আদর্শ হিন্দু ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তিনি কখনও বিলাসিতার অধীন হন নাই, পরন্তু একাগ্র ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আতিথেয়তা দ্বারা আপনার চরিত্রকে সমুজ্জল করিয়াছিলেন। তদীয় দানশক্তিতে বহু কন্যাদায়গ্রস্ত, পিতৃমাতৃদায়গ্রস্ত ব্যক্তি দায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। কালিদাসও অনেকাংশে পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি তৎকালপ্রচলিত 'কাজ চলা' রকম ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল সিলিজি কোংর আফিসে পাঁচ শত টাকা বেতনে পেড্ মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। ইনি সাতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইঁহার ও ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজেন্দ্র দত্তের যত্নে ও অর্থব্যয়ে প্রসিদ্ধ "হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ" স্থাপিত হয়। ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। স্বধর্ম্মপ্রতিপালনে এবং শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানে ইঁহার বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। ইনি তদানীন্তন হিন্দুসমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ১২৭৭ সালে ২৮শে চৈত্র ইঁহার মৃত্যু হয়।

কালিনী—শোকমলিনা, দুঃখিনী। বিণ ; স্ত্রী। প্রা, ক।

কালিন্দী—যমুনা নদী ; শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ; অসিত রাজার ভার্য্যা ; জনৈক অসুরকন্যা। কলিন্দ শব্দ (পর্ব্বতবিশেষ)+ষ্ণ ভবার্থে+ঈপ্ ; অথবা কলিন্দ (সূর্য্য)+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কালিন্দী-কর্ষণ, -ভেদন—বলরাম। উপ ; কালিন্দী-কৃষ্ (বা ভিদ্)+অন ক। সং ; পু।

কালিন্দী-সোদর—যম। ৬তৎ। সং ; পু।

কালিমন্—কালিমা দেখ।

কালিমময়—কালরঙ্গমাথান, কৃষ্ণবর্ণসম্পন্ন, কৃষ্ণবর্ণযুক্ত ; কাল কাল দাগযুক্ত ; মলিন। কালিমন্+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

কালিমা (কালিমন্)—কৃষ্ণতা ; মালিন্য। কাল+ইমন্ ভাবে। সং ; পু।

কালিমাময়—এই পদটি অশুদ্ধ, ব্যাকরণমতে 'কালিমময়' হওয়া উচিত ; পরন্তু এই পদটি এবং ইহার স্ত্রীলিঙ্গাকার 'কালিমাময়ী, বহু বাঙ্গালা লেখকের রচনায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কালিয়—১। কালসম্বন্ধীয় ; সাময়িক। কাল শব্দ+ইয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কালিয়া। ২। একটা সর্পের নাম। এই নাগ গরুড়ের ভক্ষ্য অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করায় গরুড়ের সহিত ইহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নাগবর কালিন্দী-হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেস্থান দুর্গম বোধে গরুড় তীরে বসিয়া ক্ষুধার তাড়নে একটি মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করেন। সৌভরি ঋষি তাঁহাকে নিষেধ করেন। নিষেধ না শুনায় সৌভরি ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়কে অভিশাপ দিলেন যে, "অদ্যাবধি এই জল তোমার পক্ষে বিষ হইল, স্পর্শমাত্রে তোমার প্রাণ যাইবে।" এইরূপে কালিয় তথায় নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল,—তাহার বিষে কালিন্দীর জল অপেয় হইয়া উঠিল। একদা রাখালগণ ও ধেনুসকল তৃষ্ণাতুর হইয়া সেই জল পান করিয়া সকলেই প্রাণ হারাইল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং কালিয়ের সহস্র ফণা মর্দ্দিত করিয়া তাহাকে দমন করিলেন এবং তৎপরে তাহাকে সুদূর সমুদ্রে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সেই হইতে শ্রীকৃষ্ণের এক নাম হইল "কালিয়দমন"।

কালিয়দমন—১। কালিয় সর্পের সংহার। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। শ্রীকৃষ্ণ [কালিয় দেখ]। সং ; পু।

কালিয়া—১। কাল সম্বন্ধীয়া ; সাময়িকী। কালিয় দেখ। কালিয়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কালা, শ্রীকৃষ্ণ। ক, প্র। ৩। মৎস্য বা মাংসের ব্যঞ্জনবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

কালী—আদ্যাশক্তি ভগবতীর রূপবিশেষ [শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে চণ্ডবধকালে অম্বিকার ললাট হইতে ইনি উৎপন্ন হন, এবং রক্তবীজের সমুদয় রক্ত পান করিয়া তাহার বিনাশসাধন করেন। অতঃপর দক্ষযজ্ঞে গমনকালে সতী এই রূপ ধারণ করেন। এই মূর্ত্তি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত। দেশীয় হিন্দুগণ এই রূপের পূজা করিয়া থাকেন। এই মূর্ত্তি দিগম্বরী, আকর্ণনয়না, পূর্ণযৌবনা, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা ও শ্যামবর্ণা] ; মাতৃকাবিশেষ ; শান্তনু-পত্নী ; নবমেঘশ্রেণী ; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ; অগ্নিজিহ্বাবিশেষ ; স্যাম পত্রাত লিখনের উপাদান, মসী ; অগস্ত। কাল শব্দ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কালীকুমার দত্ত—ইনি অতিশয় বদান্য ছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ "দাতা কালীকুমার" নামেই সমধিক পরিচিত। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার কুকুটিয়া গ্রামে অনুমান ইং ১৮২০ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামলোচন ও পিতামহের নাম রামভদ্র দত্ত। এই দত্ত উপাধিধারী কায়স্থবংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। সুতরাং কালীকুমারকে বাল্যে দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ইনি তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায়, বিশেষতঃ পারসীতে, বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ইনি প্রথমতঃ ঢাকা নগরীতে এক "বকসীর" পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী কালীকুমার ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া কয়েক বৎসর পরে প্লীডার পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হন। এবং প্রথমে মুনসেফের উকিল হইয়া পরে সদর আমিনের আদালতে ওকালতি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি ময়মনসিংহে যাইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ক্রমে ইঁহার প্রসার প্রতিপত্তি এতদূর বাড়িয়া উঠে যে, মাসে ন্যূনাধিক সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তখনকার এক হাজার টাকা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দশ হাজারের সমান। পরন্তু কালীকুমার এতাদৃশ পরোপকারী ও দানশীল ছিলেন যে, উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থই পরার্থে ব্যয়িত হইত, এক পয়সাও সঞ্চিত হইত না। ইঁহার বাসায় প্রত্যহ অন্যূন ১০০ পাত পড়িত, সময়ে সময়ে এক এক দিন ৩।৪ শত লোকও খাইত। কালীকুমার নিজেও এই সমস্ত অতিথি অভ্যাগত ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের সহিত বসিয়া একত্র আহার করিতেন, নিজে ভাল খাইয়া অতিথিদিগকে মন্দ খাইতে দিতেন না। কন্যাদায়গ্রস্ত বা পিতৃমাতৃদায়গ্রস্ত কত ব্যক্তি যে ইঁহার সাহায্যে দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিত, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। একবার কোন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কালীকুমারের বাসায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। কয়েক দিবস গত হইলে, একদা কালীকুমার কাছারী যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবু, আমি কয়েক দিন হইতে বসিয়া আছি, আমার কি উপায় হইবে?" কালীকুমার উত্তর করিলেন, "বটে, বটে ; আচ্ছা, আজ কাছারীতে যাহা পাইব, সমস্তই আপনাকে দিব।" সে দিন কালীকুমার ৫০০৲ টাকা প্রাপ্ত হন এবং সমস্তই ব্রাহ্মণকে দান করেন। বাসার কোন আত্মীয় এত অধিক দানে প্রতিবাদ করিলে কালীকুমার বলিয়াছিলেন, "আমি কি প্রত্যহ ৫০০৲ টাকা করিয়া পাই? আজ ব্রাহ্মণকে দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এইজন্যই ভগবান্ আমাকে উহা দিয়াছেন, সুতরাং উহা ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য।" ফলতঃ কোন যাচককেই কদাপি কালীকুমারের নিকট হতাশ হইয়া ফিরিতে হয় নাই। ইঁহার সহধর্ম্মিণীও পতির অনুরূপা ছিলেন। তিনি সূতীকাপড় ভিন্ন মূল্যবান্ বস্ত্রাদি কোন দিন পরিধান করেন নাই। একদা কোন আত্মীয় তাঁহাকে একটি স্বর্ণালঙ্কার উপহার দিলেন। তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয়া

ছিলেন, "বাড়ীর অন্য কাহারও যখন এরূপ অলঙ্কার নাই, তখন আমি ইহা কিরূপে পরিধান করিব?" এই সুকৃতিবান ও ভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল লাল ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। জন্ম ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ। হিন্দু কলেজে ইঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও ডভেটন কলেজে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়া উপযুক্ত ইংরেজী-শিক্ষকের নিকট গৃহে পাঠাভ্যাস করেন। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি সাধারণ সভায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় যোগ দিতেন না, কিন্তু সাধারণ-হিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন। ইঁহার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ উপলক্ষে ইনি বিস্তর অর্থদান করিয়াছিলেন। এই সকল দানের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত "বিজ্ঞান আলয়ের" পরীক্ষা-গৃহের যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য যে অর্থানুকূল্য করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও ধর্ম্মসেবীদিগকে এবং দুঃস্থ জনগণকে ইনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। ইনি আদর্শ জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার জীবিতকালে ইঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু ঘটে। জীবনের শেষভাগে ইনি প্রায়ই কাশীধামে স্বীয় ভবনে বাস করিতেন এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। (১৯০৫—সেপ্টেম্বর) ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের একমাত্র পুত্র প্রফুল্লনাথ ইঁহার বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন।

কালীকৃষ্ণ দেব—মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম ১৮০৮ খৃঃ। ১৮৩৩ অব্দে ইনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ইনি রাসেলাস (Rasselas), গেজ্ ফেবল্‌স্ (Gay's Fables) প্রভৃতি গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ মহানাটকের অনুবাদ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উৎসর্গ করিলে মহারাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়া বিশেষভাবে ইঁহাকে প্রশংসা করেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের দেহত্যাগের পর কালীকৃষ্ণই হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ইনি সনাতন হিন্দুরক্ষিণী সভার সভাপতি ছিলেন। ফলতঃ কালীকৃষ্ণ সকল হিতকর কার্য্যেই যোগদান করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা যাহাতে প্রসারিত হয়, এ বিষয়ে ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এতৎকল্পে ইনি অনেক সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১১ই এপ্রিল কালীকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন।

কালীকৃষ্ণ মিত্র—১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শিবনারায়ণ মিত্র। পিতার অবস্থা সচ্ছল না থাকায় পাঠ্যাবস্থায় ইঁহাকে কিঞ্চিৎ ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। শেষে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় বৃত্তিলব্ধ অর্থে নিজের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে সমর্থ হন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অগ্রজের সহিত বারাসতে আসিয়া বাস করেন, এবং তথায় লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য একটী আদর্শ উদ্যান ও কৃষিভাণ্ডার স্থাপন করেন। কৃষিবিদ্যা বিষয়ে ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এজন্য এতদ্বিষয়ক যন্ত্রাদি আনাইয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা দিতেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ভৌতিকবিদ্যা, অতিপ্রাকৃতবিদ্যা, যোগশাস্ত্র, নিদানশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনায় ইনি জীবন অতিবাহিত করেন এবং বিধবাবিবাহ, কৃষিবিদ্যা, স্ত্রীশিক্ষা, মাদকনিবারণ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশুচিকিৎসা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং প্যারীচরণ সরকারের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৯১ খৃঃ ৭০ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

কালীঘাট—কলিকাতা সহরের প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। কালী দেবীর মন্দিরের জন্য গ্রামখানিও এই নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, এই কালীঘাট নাম হইতেই কলিকাতা নামের উৎপত্তি। সতী দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করিলে মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া মহাদেব যখন উন্মত্তের ন্যায় ভীষণ নৃত্য করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা ঐ দেহের অঙ্গগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। সতীর বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি কালীঘাট তীর্থে পরিণত হয়। কালীঘাটের কালীর প্রকৃত মূর্ত্তি একখানি প্রস্তর। এই প্রস্তরখানি জঙ্গল মধ্যে পতিত ছিল। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া জনৈক সন্ন্যাসী এই মূর্ত্তিটির রক্ষণ ও পূজার ভার গ্রহণ করেন। উত্তর কালে মূর্ত্তিটি বর্ত্তমান স্থানে নীত হয়, এবং ইহাতে মুখ ও চারি হস্ত সংযুক্ত করা হয়। দেহের নিম্নদেশ গঠন করা হয় নাই। বর্ত্তমান মন্দিরটি বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী মহাশয়গণের ব্যয়ে নির্ম্মিত। দেবীর ভূসম্পত্তির আয়ে এবং যাত্রিদত্ত অর্থে, নিত্য পূজা এবং পর্ব্বাদির ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। কালীঘাটের হালদার বংশীয় ব্রাহ্মণেরা ইঁহার সেবাইত। কালীঘাট পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তীর্থগুলির মধ্যে অন্যতম। মন্দিরের অনতিদূরে পশ্চিমে আদিগঙ্গা প্রবাহিতা। সেখানে স্নান করিয়া যাত্রীরা মন্দিরে পূজা দেয়। ইংরাজগণের কলিকাতায় আগমনের পূর্ব্বেও কালীঘাটে যাত্রীর সমাগম হইত। কালীঘাটের ভৈরব নকুলেশ্বর।

কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী—রঙ্গপুরজেলার অন্তর্গত কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ জমীদার। বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে ইঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১২৫৮ সালের ২১শে কার্ত্তিক তারিখের "সংবাদ প্রভাকরে" দেখা যায়, তিনি "পতিব্রতোপাখ্যান" শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করেন। উক্ত পারিতোষিক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে চৌধুরী মহাশয় পুনরায় সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নামক উৎকৃষ্ট নাটকের রচয়িতাকে তিনি ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। এবারও রামনারায়ণ পুরস্কৃত হন। কালীবাবুর পারিতোষিক লাভ করিয়াই তর্করত্ন মহোৎসাহে সাহিত্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। কালীবাবুর ন্যায় সাহিত্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়াই রামনারায়ণের ন্যায় বঙ্গবাণীর কৃতী সন্তানকে আমরা পাইয়াছিলাম। চৌধুরী মহাশয় দেশের ও দশের হিতকর অনেক কার্য করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

কালীচরণ ঘোষ (জেনারেল কালু ঘোষ)—কলিকাতা ইঁহার জন্মস্থান। ইনি যুদ্ধ বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করিয়া সৈন্যগণের সহিত অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করেন, ইহার ফলে সমরকৌশলে ইঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মে। এই তীক্ষ্নবুদ্ধি বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর নিকট সময়ে সময়ে কর্ণেল কাপ্তেন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে যখন ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হন, তখন সকলের অনুরোধে ইনি মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক সেনাপতিত্বের গ্রহণ করেন। ইঁহার কার্য্যনৈপুণ্যে সে যাত্রাতে ইংরাজসৈন্য জয়লাভ করে। কথিত আছে যে, কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করার

জন্য ইনি প্রথমতঃ ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু পরে উহা রহিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে তিন হাজার টাকা পুরস্কার দান করেন। এই সময় হইতেই ইনি 'জেনারেল কালুঘোষ' বা 'জাঁদরেল কালু' নামে অভিহিত হন।

কালীচরণ ঘোষ (২য়)—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যশোহর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গদাধর ঘোষ। দুই বৎসর বয়সে কালীচরণের মাতার, এবং আট বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় সহোদর অম্বিকাচরণ ঘোষের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্ত অম্বিকাচরণের সতীর্থ ছিলেন। ['উমেশচন্দ্র দত্ত' দ্রষ্টব্য]। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অম্বিকাচরণের মৃত্যু হয়। সহোদরের মৃত্যুর পর কালীচরণ কৃষ্ণনগর কলেজেই পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সিনিয়র স্কলার শিপ পাইয়া কলিকাতায় আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সসম্মানে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন কৃষ্ণনগরে ওকালতি করেন, পরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। এই সময় ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি হয়। মধ্যে কিছুদিনের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নড়াইলের জমীদারীর বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থ প্রেরিত হন। সে কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ল্যাণ্ড একুইজিসন কলেক্টর হন। এই কার্য্যে তিনি কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি পেন্সন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, এবং কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। এইখানেই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তাঁহার মৃত্যু হয়। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। কালীচরণের পত্নী কুন্তীবালা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উন্মাদরোগগ্রস্তা হন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "কুন্তী তাঁহার উন্মাদ-অবস্থাতে এই গোঁ ধরিলেন যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইবেন না।" বিদ্যাসাগর এই সংবাদ পাইয়া "সত্য সত্যই কয়েকমাস ধরিয়া দুবেলা আসিয়া কুন্তীকে খাওয়াইয়া যাইতেন। আমরা ইহা দেখিয়াছি।" প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় শেষজীবনে ঘোর দারিদ্র্য হেতু কষ্ট পাইতেছিলেন। তখন কালীচরণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে একপ্রকার নিরাশ্রয় অবস্থায় কলিকাতায় আসেন। দারিদ্র্য ও শোক তাঁহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিতেছিল। এই সময়ে কালীচরণ স্বীয় ব্যয়ে বাটী ভাড়া করিয়া তাহাতে রামতনুর পরিবারবর্গকে স্থাপন করেন। কালীচরণের জীবনে এরূপ পরোপকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কালীচরণের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশের গৌরব।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি একজন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য থাকিয়া নির্ভীকতার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। কালীচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়া শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম বাঙ্গালী রেজিষ্ট্রার। ইনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে সাধারণ স্থানে অনেক বক্তৃতা করিতেন। পূর্ব্বে রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করিতেন। ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপনে ইনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। ইঁহার বাগ্মিতায় লোকের হৃদয় আলোড়িত হইত। ইনি অতি বিনয়ী মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ কলিকাতায় জাতীয় সমিতির অধিবেশনে ইনি উপস্থিত ছিলেন। সেইখানে ইনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সংজ্ঞা পাইলে ইঁহাকে বাড়ীতে আনা হয়। তাহার পর ইনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। সে রোগ হইতে আর আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না, তাহাতেই ইঁহার মৃত্যু হয়। (১৯০৭ খৃঃ)।

কালীতনয়—মহিষ। ৬৩৫। সং; পু। [তি।

কালীন—কালসম্বন্ধীয়। কাল শব্দ+ঈন। বিণ;

কালীনারায়ণ রায় (রাজা)—ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণার জমিদার ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম গোলোকনারায়ণ রায়। ইঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কালীনারায়ণের জন্ম হয়। বাং ১২৬৩ সালে গোলোকনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে ইনি জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হন। জমিদারী কার্য্যে ইনি সাতিশয় দক্ষ ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি বহু গুণযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে (বাং ১২৮৫) ইঁহার লোকান্তর হয়। ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণও একজন সহৃদয় ভূস্বামী ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে ১২৬৮ সালে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। "হিতবাদী" পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া ইনি বার বৎসর কাল উহাকে সাতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালিত করেন। ইঁহার সম্পাদকতায় "হিতবাদী" যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এই পত্রে ইনি স্বীয় মত নির্ভীকভাবে পরিব্যক্ত করিয়া সাতিশয় তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। হিতবাদীর ভারগ্রহণের পূর্ব্বে এলাহাবাদে "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" পত্রিকা অতি যোগ্যতার সহিত প্রায় দেড় বৎসর কাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার "এণ্টি-ক্রিষ্টিয়ান" "কস্মোপলিটান" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলির বিলাতে যথেষ্ট আদর ছিল। ইঁহার সম্পাদিত হিতবাদী পত্রে 'রুচিবিকার' নামে এক পদ্যময় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ব্রাহ্মগণের রুচিসম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ থাকে। এই কবিতাগুলি দ্ব্যর্থভাবে লিখিত। এজন্য আদালতে মানহানির অভিযোগ উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কাব্যবিশারদ উহার লেখকের নাম কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না, স্বয়ং কারাদণ্ড শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। কবিবর বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া ইনি তাহার এক সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। জাপান হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে জাহাজে ১৯০৭ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে ১২৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কালীপ্রসন্ন বাল্যকাল হইতেই বড় মেধাবী ছিলেন। যখন ইঁহার বয়স পাঁচ বৎসর, তখনই ইনি পারসীভাষায় 'বন্দে নামাবয়াৎ' এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের অধিকাংশ স্থান কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কথিত আছে যে, ইঁহার ছয়বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে ইনি কলাপ ব্যাকরণের শব্দরূপ ও চতুষ্টয়বৃত্তি অভ্যাস করিয়াছিলেন। অনন্তর কালীপ্রসন্ন ঢাকা কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন

করেন, পরে বিশেষ যত্নসহকারে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ও ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিছুদিনের জন্য ইনি ঢাকা ছোট আদালতের ক্লার্কের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তদনন্তর ভাওয়াল রাজষ্টেটের ম্যানেজারের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত করেন। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে ইনি প্রভাতচিন্তা, নিভৃতচিন্তা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করেন। এই সময়েই ইঁহার মাসিক পত্রিকা "বান্ধব" প্রকাশিত হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলি মহোৎসব উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" এবং ১৯০৯ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী এই উভয় ভাষাতেই অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে কালীপ্রসন্নের ন্যায় পণ্ডিত, বাগ্মী, চিন্তাশীল ও সুলেখক দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—মহাভারতের বিখ্যাত বাঙ্গালা অনুবাদক। ইনি কলিকাতা জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদারবংশে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রমবোল্ড ও মিঃ মিড্‌লটনের অধীনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানি করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় ইঁহার বিস্তৃত জমীদারী ছিল। কালীপ্রসন্নের পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই তিন ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বাগবাজারনিবাসী রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই পত্নীর মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্ন দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। ইঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী এখনও জীবিত আছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কালীপ্রসন্ন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে তদীয় ভবনে "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীপ্রসন্ন এই সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। অতি তরুণ বয়সেই ইনি সাহিত্যপথের পথিক হইয়াছিলেন। ইনি তৎকালের সাহিত্যিকগণের প্রধানতম উৎসাহদাতা ছিলেন। ইঁহারই উদ্যোগে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বকীয় ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত ও বেণীসংহার নাটক অভিনীত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদীয় "বিবিধার্থসংগ্রহে" লিখিয়াছিলেন, বেণীসংহার নাটকের অভিনয়সাফল্যে কালীপ্রসন্ন যে প্রশংসা অর্জ্জন করেন "তাহাতে উত্তেজিত হইয়া" ইনি বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উহা মহাসমারোহে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তৎপরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মালতীমাধব নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক স্বনামধন্য হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে ইনি হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা কল্পে ৫০০০৲ টাকা দান করেন, এবং উক্ত পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়া উহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর রেভরেণ্ড্ লঙ্ সাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও একসহস্র টাকা অর্থদণ্ড হইলে কালীপ্রসন্নই ঐ অর্থ অযাচিতভাবে দান করিয়াছিলেন। মৃত হরিশ্চন্দ্রের দুঃস্থ পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ইঁনিই করেন। কালীপ্রসন্নের সাহিত্যসেবা বঙ্গভাষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থসংগ্রহের" সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলে কালীপ্রসন্ন কিছুকাল যোগ্যতার সহিত উহার সম্পাদকতা করেন। ইনি "পরিদর্শক" নামে একখানি দৈনিকপত্রও চালাইয়াছিলেন। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। বহু অর্থব্যয়ে এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই অনুবাদ কার্য্য ১৭৮০ শকে আরম্ভ হইয়া ১৭৮৮ শকে সমাপ্ত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কর্ত্তৃক মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হইলে, কালীপ্রসন্ন স্বীয় বাটীতে একটি সভা আহ্বান করিয়া কবিবরকে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অভিনন্দন-পত্র ও রৌপ্যনির্ম্মিত একটি ক্ল্যারেট পানপাত্র প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি "সাবিত্রী সত্যবান্" নামে একখানি নাটক এবং "বঙ্গেশবিজয়" নামে একখানি উপন্যাসের কিয়দংশ রচনা করেন। 'হুতোম পেঁচার নক্সা' নামক রহস্যগ্রন্থ ইঁহার রচিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পত্নী বলাইচন্দ্র সিংহের পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন।

কালীময়—মসীলিপ্ত, কালীমাখান, কাল, কৃষ্ণবর্ণ, মলিন; কালীস্বরূপ। কালী শব্দ + ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

কালীময় ঘটক—নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটে ১২৫৭ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত। নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কিছুদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। কিন্তু চাকুরী ভাল না লাগায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হন। পরে ইনি রাণাঘাটের জমিদারদিগের সাহায্যে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং শ্রমজীবিগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইনি পত্তময় মিত্রবিলাপ, চরিতাষ্টক ১ম ও ২য় ভাগ, ছিন্নমস্তা উপন্যাস, কৃষিশিক্ষা, কৃষিপ্রবেশ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩০৭ সালের ৩রা আষাঢ় ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হয়।

কালী মির্জ্জা—কালিদাস চট্টোপাধ্যায় দেখ।

কালীমোহন বসু—ইনি "সম্মিলনী" নামক বিখ্যাত পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে ১২৮৪ সালের ১০ই ভাদ্র কালীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিতার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মস্থলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এবং পরে ফরিদপুর, খুলনা ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া অধ্যয়ন করেন। ইনি ফরিদপুরে অবস্থান সময়ে 'ফরিদপুর হিতৈষীর" প্রবীণ সম্পাদক স্বর্গীয় রাজমোহন মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে সংবাদপত্র পরিচালন সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেন। "প্রবাসী" সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একখানি নিরপেক্ষ সুলভ সংবাদপত্র প্রকাশের প্রস্তাব করিলে ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি মহাশয়গণের অনুরোধে ও পরামর্শে ইনি ১৩২০ সালের বৈশাখ হইতে "সম্মিলনী" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু কখনও কোন সমাজের বা ধর্ম্মের নিন্দাগ্লানি অথবা কোন সাম্প্রদায়িক ভাব প্রকাশ করেন না।

কালীয়—১। কালসম্বন্ধীয়। কাল + ঈয় ইদমর্থে। বিণ। ত্রি। স্ত্রী কালীয়া। ২। কালিয় নামক নাগ। সং; পু। ৩। কৃষ্ণচন্দন; দারু হরিদ্রা। সং; ক্লী। [+কণ্। সং; ক্লী।

কালীয়ক—দারুহরিদ্রা, কুঙ্কুম, শৈলজ। কালীয়

কালীয়দমন—কালিয়দমন (সকল অর্থে)।

কালীয়হর—কালীয়দমন, শ্রীকৃষ্ণ। উপ; কালীয়—হৃ। হরণ করা। + অন্ ক। সং; পু।

কালুয়া—১। কাল, কৃষ্ণবর্ণ; কালা, বধির। প্রাদে। বিণ। ২। মুখে কালীমাখা সঙ্। দেশজ। সং।

কালুষ, কালুষ্য—কলুষতা। কলুষ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবে। সং ; স্ত্রী। [পদ।

কালেভদ্রে—কদাচিৎ, কখনও। প্রচলিত ভাষার

কালেয়—১। দৈত্যবিশেষ। কাল শব্দ+ঢেয়। সং ; পু। ২। কালসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কালেয়ী। [সং ; পু।

কালেশ—সূর্য্য ; শিব। কালের ঈশ, ৬তৎ।

কালোচিত—সময়োপযোগী, যেমন সময় তদ্রূপ-যুক্ত। কালে উচিত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

কালোয়াৎ—ওস্তাদী গায়ক, কালাবৎ (তাহা দেখ)। বৈদেশিক। সং।

কাল্পনিক—কল্পনাজনিত ; আরোপিত ; কল্পিত, অবাস্তবিক, মিথ্যা। কল্পনা শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাল্পনিকী।

কাল্য—১। কালিক, সাময়িক, সময়োচিত। কাল শব্দ+ষ্ণ্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাল্যা, কাল্যী। ২। প্রভাত, প্রত্যুষ, ভোর। সং ; স্ত্রী।

কাল্যা—১। কালিকী ইত্যাদি। কাল্য দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। উপসর্য্যা, আসন্নগর্ভগ্রহণা গবী। কাল্য শব্দ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কাবচিক—কবচধারী যোদ্ধা। কবচ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

কাবা—মুসলমান তীর্থবিশেষ ; মক্কাস্থ তীর্থ-বিশেষ ; উক্ত মন্দিরস্থ কৃষ্ণপ্রস্তর ; বক্ষের আবরণবিহীন একপ্রকার ঢিলা চাপকান বা আলখিল্লা ; ব্যাজ ভাণ, ছল, কপট। বৈদেশিক। সং।

কাবাব—শূলবিদ্ধ অগ্নিপক্ক মাংস, আগুনের উপর ঝলসান মাংস। বৈদেশিক। সং।

কাবাবচিনি—সুগন্ধি মসলারূপে ব্যবহৃত গোল মরিচাকার ক্ষুদ্র কাল বীজবিশেষ (cu-beb)। বৈদেশিক। সং।

কাবার—১। শৈবাল। সং ; স্ত্রী। ২। অব-সান, শেষ, সমাপ্তি বা সমাপ্ত। দেশজ।

কাবারী—১। তৃণচ্ছত্র, টোকা। সং ; স্ত্রী। ২। বাখারি, বাঁশের চটা। দেশজ।

কাবিল—পূর্ব্বে দেখ।

কাবিলা—স্ত্রী, পত্নী। বৈদেশিক। সং ; স্ত্রী।

কাবু—আয়ত্ত, বশ, অধীন ; কায়দায় পতিত, জব্দ ; শক্তিহীন, দুর্ব্বল। বৈদেশিক। বিণ।

কাবুলী—কাবুলদেশীয় ; কাবুলবাসী ; কাবুল সম্বন্ধীয়। বিণ বা সং।

কাবুলীওয়ালা—কাবলীওয়ালা (তাহা দেখ)।

কাবের—কুঙ্কুম, জাফরান। কু বের (শরীর) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

কাবেরী—১। বেশ্যা ; হরিদ্রা। কু (কুৎসিত) বের (শরীর) যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী। ২। দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বপ্রধান নদী। এই নদীটি পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া মহীশূরের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মহীশূর মধ্যে এই নদীর সংঘাতে শ্রীরঙ্গপত্তন ও শিবসমুদ্র নামক দুইটি দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বীপ দুইটি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরঙ্গ নামক আরও একটি পবিত্র দ্বীপ ও তীর্থস্থান উৎপন্ন হইয়াছে। এইখানে নদী দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে ; একটির নাম কলেরুণ (বা কালিদাম), অপরটি কাবেরী নামেই পরিচিত। কলে-রুণের উপরে স্যার আর্থার কটন ২২৫০ ফিট লম্বা একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করেন (১৮৩৬-১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ)। শিবসমুদ্র দ্বীপ বেষ্টন করিয়া কাবেরীর প্রসিদ্ধ প্রপাত বর্ত্তমান।

ভারতের সপ্ত পবিত্র নদীর মধ্যে কাবেরী অন্যতম। কথিত আছে, পূতসলিলা গঙ্গা বৎসরে একবার করিয়া ভূগর্ভ দিয়া কাবে-রীর উৎপত্তি স্থানে আসিয়া মিলিত হন। কাবেরী "দক্ষিণ গঙ্গা" বলিয়া পরিচিত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, ব্রহ্মা বিষ্ণুমায়া (বা লোপামুদ্রা) নাম্নী স্বীয় কন্যাকে প্রতিপালন করিবার জন্য কাবের নামক মুনির নিকটে রাখিয়া দেন। মুনির মুক্তিসাধন অভিপ্রায়ে বিষ্ণুমায়া আপনাকে নদীরূপে পরিণত করেন। কাবের মুনির নাম অনুসারে নদীর নাম কাবেরী হইয়াছে।

কাবেল—১। লায়েক, উপযুক্ত, যোগ্য। বৈদেশিক। বিণ। ২। কাবুলী, কাবুল-বাসী। প্রাদেশিক। সং।

কাব্য—১। শুক্রাচার্য্য। কবি শব্দ+ষ্ণ্য। সং ; পু। ২। কবিতা ; রসাত্মক বাক্য। সং ; স্ত্রী।

কাব্য দুই প্রকার,—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্য-কাব্য। যে কাব্য রঙ্গভূমিতে নটনটী দ্বারা অভিনীত হয়, তাহার নাম দৃশ্যকাব্য।

যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য বলে। শ্রব্যকাব্য তিন প্রকার,—পদ্যময়, গদ্যময়, এবং পদ্যগদ্যময়। ঐ সকল কাব্য আবার তিনভাগে বিভক্ত,—মহা-কাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য।

যে কাব্যে কোন দেবতা বা অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের কিংবা একবংশোদ্ভব বহু নৃপতির সবিস্তর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়, তাহার নাম মহাকাব্য। মহাকাব্যে প্রাকৃ-তিক বিবিধ দৃশ্য ও পরিবর্ত্তন বর্ণিত থাকে এবং তাহাতে আটটার অধিক সর্গ থাকে ; যথা রামায়ণ, মহাভারত, মেঘনাদ-বধ ইত্যাদি।

মহাকাব্য অপেক্ষা অল্লায়ত ক্ষুদ্র কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে ; যথা,—মেঘদূত, সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি।

পরস্পর নিরপেক্ষ কতকগুলি কবিতাকে কোষকাব্য বলে ; যথা,—সপ্তশতক, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি।

কাব্যকার—রসাত্মকবাক্য-রচয়িতা, কবিতা-লেখক, কবি। উপ ; কাব্য—কৃ+ষণ্, ক। বিণ বা সং ; পু।

কাব্যকুঞ্জ—কাব্যরূপ নিকুঞ্জ। রূপক বা মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু বা স্ত্রী। [ইনি কাব্যকুঞ্জের কোকিলরূপে বিরাজিত অর্থাৎ যেমন কুঞ্জস্থিত পক্ষিগণের মধ্যে কোকিলের রব সুমধুর, তদ্রূপ কাব্য-লেখকদিগের মধ্যে ইঁহার রচনা সুমিষ্ট]।

কাব্যকুসুম—কাব্যরূপ পুষ্প। রূপক বা মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [ইনি কাব্যকুসুমে অলিরূপে ভ্রমণ করেন অর্থাৎ অলি যেমন যে পুষ্পে যে মধু থাকে, তাহা হইতে সেই মধু গ্রহণ করে, তদ্রূপ ইনিও যে কাব্যে যে রস আছে, সেই কাব্য হইতে সেই রস গ্রহণ করিয়া থাকেন]।

কাব্যচন্দ্রিকা—সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থবিশেষ। কাব্যের চন্দ্রিকা স্বরূপ, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কাব্যচৌর—অপরের রচনা অপহরণকর্ত্তা, যে অন্যের লেখা চুরি করে। ৬তৎ। সং ; পু।

কাব্যজগৎ—কাব্যরূপ জগৎ, কাব্যরূপ ভুবন, কাব্যলোক। সং ; স্ত্রী। [ইনি কাব্যজগতে সম্রাট্ অর্থাৎ সম্রাট্ যেমন জগদ্বাসীর মধ্যে প্রধান, তদ্রূপ ইনিও কাব্য-লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ]।

কাব্যপ্রকাশ—মন্মটভট্টকৃত অলঙ্কার গ্রন্থ। কাব্যের প্রকাশ হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং ; পু।

কাব্যরস—কোন বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করিলে অথবা নাট্যাভিনয় দর্শন করিলে মনে যে স্থিরতর অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, সেই স্থায়ী ভাবের নাম কাব্যরস। কাব্যের রস, ৬তৎ। সং ; পু। কাব্যরস নয় প্রকার ; যথা—আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত।

নায়কনায়িকার অনুরাগবিষয়ক ভাবকে আদিরস (The Erotic) বলে।

দয়া, ধর্ম্ম, দান, দেশভক্তি ও সংগ্রামা-দিতে উৎসাহবিষয়ক ভাবের নাম বীররস (The Heroic)।

ইষ্টবিয়োগ বা অপ্রিয়সংযোগে যে শোক-সঞ্চার হয়, তাহার নাম করুণরস (The Pathetic)।

আশ্চর্য্য বিষয়াদি দর্শনে যে বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম অদ্ভুত রস (The Surprising)।

বিকৃত আকার, বাক্য ও চেষ্টা দ্বারা যে ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম হাস্যরস (The Comic)।

যাহা হইতে মনে ভয় হয়, তাহার নাম ভয়ানকরস (The Fearful)।

যদ্দারা মনে ঘৃণাজনক ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম বীভৎসরস (The Disgustful)।

ক্রোধজনক রসের নাম রৌদ্ররস (The Terrible)।

তত্ত্বজ্ঞানাদিজন্য যে শান্তভাবের উদয় হয়, তাহার নাম শান্তরস (The Quietistic)।

রসের উৎকর্ষসাধক ধর্ম্মের নাম গুণ (Style)। গুণ তিনপ্রকার ; যথা—মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

কাব্যের যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্র চিত্ত আর্দ্র ও দ্রবীভূত হয়, তাহার নাম মাধুর্য্য (Elegance)।

যে গুণ দ্বারা চিত্ত উদ্দীপিত হয়, তাহার নাম ওজঃ (Incitement)।

যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্র অর্থগ্রহ হয়, তাহার নাম প্রসাদগুণ (Perspicuity)।

কাব্যরসিক—কাব্যরসজ্ঞ, কাব্যরসের মর্ম্মজ্ঞ। কাব্যরস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাব্যরসিকা। [সং ; ক্লী।

কাব্যলিঙ্গ—অলঙ্কারবিশেষ। অলঙ্কার দেখ।

কাব্যবিশারদ—১। কাব্যবিষয়ে পণ্ডিত, কাব্যবিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কাব্যে বিশারদ, ৭তৎ। ২। কাব্য দ্বারা খ্যাত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কাব্যা—পুতনা ; বুদ্ধি। কবি শব্দ+ষ্য+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কাব্যাংশ—কাব্যের অংশ, অসম্পূর্ণ কাব্য। ৬তৎ। সং ; পু।

কাব্যানুশীলন—কাব্যের আলোচনা বা চর্চ্চা। কাব্যের অনুশীলন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কাব্যালোচনা—কাব্যের অনুশীলন। কাব্যের আলোচনা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কাশ, কাস—১। রোগবিশেষ, কাশি ; তৃণবিশেষ, কেসে ঘাস। কাশ বা কাস+অন্ক। সং; পু। ২। কেসের মূল। সং ; ক্লী। ৩। প্রকাশ ; গতি। কাশ বা কাস+অল্ ভা। সং ; পু। ৪। শোভমান। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কাশা, কাসা। [গাছ। সং ; পু।

কাশমর্দ্দ, কাসমর্দ্দ—কাসুন্দি ; কালকাসুন্দা

কাশি—১। কাশী, বারাণসী। কাশ+ই ক। সং ; স্ত্রী। ২। সূর্য্য। সং ; পু। ৩। কাশ রোগ। দেশজ।

কাশিকা—বারাণসী [বারাণসী দেখ]। কাশী+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কাশিন্, কাশিনী—কাশী (১) দেখ।

কাশিরাজ, কাশীরাজ—১। বারাণসীর রাজা। ২। জনৈক নৃপতি। ৩। দিবোদাস। ৪। ধন্বন্তরি। ৬তৎ। সং ; পু।

কাশী (কাশিন্)—কাশরোগাক্রান্ত, কেশো রোগী। কাশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী কাশিনী।

কাশী—বারাণসী [বেনারাস দেখ]। কাশ+অন্ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কাশীধাম (—ধামন্)—কাশীনগরী, বারাণসী। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কাশীনাথ—শিব। ৬তৎ। সং ; পু।

কাশীনাথ ঘোষ—ইনি সিমলার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম রামলোচন ঘোষ এবং পিতামহের নাম রামদেব ঘোষ। রামদেব কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান ছিলেন। নদীয়ার অন্তঃপাতী মনসাপোতা গ্রামে ইঁহাদের নিবাস ছিল। কাশীনাথ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার যত্নে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। ব্যবসাসূত্রে ইনি ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ধনকুবের রামদুলালের সহিত ব্যবসা করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ইঁহার নানা সদ্‌গুণের জন্য রামদুলাল ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ইনি অতিশয় সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পর ছিলেন। এক সময় ইনি ঘুরতীখেলায় ৫০০০০৲ টাকা পাইলে রামদুলাল এই সংবাদ ইঁহাকে জ্ঞাপন করেন এবং এইজন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু কাশীনাথ বলিলেন যে, 'তিনি উহার পঞ্চমাংশের অধিকারী, কারণ, তিনি আপনার অধীনস্থ চারিজন কর্ম্মচারীর অর্থে আর চারিখানি টিকিট নিজনামে ক্রয় করিয়াছিলেন। এজন্য ইনি স্বয়ং ১০০০০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ৪০০০০৲ টাকা কর্ম্মচারিগণকে প্রদান করেন।

দান ও পরোপকার কাশীনাথের জীবনের ব্রত ছিল। ইনি আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাসস্থানে কাশীসাগর নামে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া ঐ পুষ্করিণী এবং নিকটবর্ত্তী ভূসম্পত্তি স্বীয় কুলগুরুকে দান করিয়া যান। কাশীনাথ তদানীন্তন হিন্দুসমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা, দেবদ্বিজে ভক্তি এবং সহৃদয়তার জন্য ইঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইনি রাস, দোল ও দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্ব মহাসমারোহে যথেষ্ট অর্থব্যয়ে সম্পাদন করিতেন। ইনি হিন্দুর রীতিনীতি সংরক্ষণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। হাটখোলার দত্তবংশধর কালীপ্রসাদ প্রকাশ্যরূপে নিষিদ্ধাচার করাতে হিন্দুসমাজে জাতিচ্যুত হন। কাশীনাথ ৩০০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া কালীপ্রসাদের উদ্ধার সাধন করেন। পরমবন্ধু রামদুলালের মৃত্যুতে ইঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে। ১৮৩৯ খৃঃ ইনি পরলোক গমন করেন। "Hindu Patriot" ও "Bengali" সংবাদ পত্রদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইঁহার পৌত্র।

কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গ—মহারাষ্ট্রদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩০শে আগষ্ট তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে কাশীনাথ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে ইনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তির পরিচয় দেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে ইনি বি, এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে কিছুকাল এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকিবার পর উক্ত কলেজের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইনি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ওকালতী পাশ করিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইতঃপূর্ব্বেই ইঁহার অসাধারণ সংস্কৃতভাষাজ্ঞান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন কাশীনাথ হিন্দুব্যবহারশাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হন। তৎকালে ইঁহার ন্যায় অল্পবয়স্ক বিচারপতি বোম্বাই হাইকোর্টে আর কেহ ছিলেন না। অতি স্বল্পকালমাত্র ইনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে, ইনি আইন-শাস্ত্রে কতদূর ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা জনসমাজে অবিদিত ছিল না। বিদেশের পণ্ডিতসমাজে কাশীনাথ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলেজ হইতে বাহির হইয়াই ইনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর বোম্বাইশাখার সদস্য হইয়াছিলেন। এই সভার পত্রিকায় এবং "ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকুয়ারী" নামক বিখ্যাত পত্রে তেলাঙ্গের রচিত গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সত্যানুসন্ধানই ইঁহার জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, বিদ্যার্জ্জনেই ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ লক্ষিত হইত। ইঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমূলর তৎসম্পাদিত Sacred Books of the East নামক গ্রন্থপর্য্যায়ের জন্য কাশীনাথকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। কাশীনাথ এই অনুরোধ রক্ষা করেন। ইঁহার গীতার অনুবাদ এক অপূর্ব্বসামগ্রী। সংস্কৃতসাহিত্যের প্রচারে ইঁহার অসাধারণ সাফল্যলাভের নিদর্শন-

স্বরূপ বোম্বাইনগরস্থ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতির পদে ইনি বৃত হন। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী হইলেও তেলাঙ্গ মাতৃভাষা মারাঠীকে উপেক্ষা করেন নাই। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পেও ইনি বহু আয়াস স্বীকার করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর্ হন। ইঁহার কিছু পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও কাশীনাথের প্রসিদ্ধি কম ছিল না। ইঁহার ইল্বার্ট বিল সংক্রান্ত বক্তৃতা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। শেষ-জীবনে ইনি বোম্বায়ের ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দের ৫ই আগষ্ট শনিবার খিদিরপুরে মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে অত্যন্ত আদুরে ছিলেন বলিয়া ১২ বৎসর বয়সে ইঁহার অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য বিশেষ তিরস্কৃত হইয়া ইঁহার ধিকার জন্মে। তারপর কাশীপ্রসাদের পিতা ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে ইঁহাকে হিন্দুকলেজে ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেখানে ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে ইনি একটা ইংরেজী পদ্য রচনা করেন। তৎপর মিলের লিখিত ইতিহাসের সমালোচনা করেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া হিন্দুকলেজ ত্যাগ করেন। ইনি অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ লেখেন। ইঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল;—On Bengali Works and Writers, Shair and other poems Memoir of Native Dynasties. ১৮৪৫-৪৬ খৃঃ অব্দে কাশীপ্রসাদ The Hindu Intelligencer নাম দিয়া একখানি বৃহৎ সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইঁহার রচিত প্রায় তিন শত বাঙ্গালা গান আছে।

ইনি ১৮৭৩ খৃঃ ১১ই নভেম্বর হেদুয়ার বাটীতে দেহত্যাগ করেন।

কাশীরাজ—কাশিরাজ দেখ।

কাশীরাম দাস (দেব)—ইনি বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারত অনুবাদ করেন। ইঁহার রচনা দ্বারা অনুমান হয় যে, ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী লেখক। বোধ হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে (কোন কোন মতে সিদ্ধ বা সিদ্ধিগ্রাম) ইঁহার জন্ম। অধুনা সিঙ্গিগ্রামের অধিবাসীরা কাশীরামের নাম স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত "কাশীরাম ইন্ষ্টিটিউশন" নামে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, কাশীরাম নিজে সংস্কৃত জানিতেন না, —কথকের নিকট মহাভারতের উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তাহাই পদ্যে রচনা করিতেন। এই মতের পোষকস্বরূপে তাঁহারা কাশীরামের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করেন;

শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, "শ্রুত" কথাটি লিপিকরপ্রমাদ। কোন প্রাচীন গ্রন্থে "শ্রুত" কথার পরিবর্ত্তে "সূত্র" এই কথাটি তাঁহারা পাঠ করিয়াছেন। আর কাশীরাম যে সংস্কৃত ভাষা বেশ জানিতেন, তাহা মূলের সহিত তাঁহার কৃত অনুবাদ মিলাইয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তবে কৃত্তিবাসের ন্যায় ইনি অনেক স্থলে মূলের অনুসরণ করেন নাই। অনেক স্থল বর্জ্জন এবং অনেক স্থলে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারতের রচনাকাল অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের রচনাকালের মত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তাহার কারণ এই যে, কাশীরাম কেবল প্রথম চারি পর্ব্ব রচনা করিয়া দেহত্যাগ করেন। তিনি গ্রন্থসমাপ্তি করিতে পারেন নাই, সুতরাং রচনাকালও উল্লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমান কালের ২৮০ বৎসর পূর্ব্বে যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল অনুমানসিদ্ধ। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কাশীরামদাসের মহাভারত যে বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন, সে বিষয়ে আর মতভেদ নাই। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ অল্পশিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষ মূলের তথ্য ও উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে এবং প্রাচীন আর্য্যজাতির চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজ নিজ চরিত্র গঠনের আদর্শ পাইতেছে।

কাশীশ—১। শিব; কাশীর রাজা। কাশির বা কাশীর ঈশ, ৬তৎ। সং; পুং। ২। হীরাকস। সং; স্ত্রী।

কাশীশ্বর—মহেশ্বর, শিব; বারাণসীর রাজা। কাশির বা কাশীর ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পুং।

কাশ্মীর—১। কুঙ্কুম, জাফরান; টঙ্কণ, সোহাগা। কাশ্মীর শব্দ+অ। সং; স্ত্রী।

২। পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত উপত্যকা ভূমি। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই রমণীয়; সেই জন্য ইহাকে "ভূস্বর্গ" বলা হয়; ইংরাজেরা ইহাকে "Happy Valley" বলেন। কাশ্মীরের প্রধান সহর চারিটী—জম্মু (রাজধানী); শ্রীনগর (মহারাজের গ্রীষ্মাবাস), ইস্লামাবাদ, ও লে (Leh)। শ্রীনগরের ভাসমান উদ্যান ও হ্রদ বিখ্যাত। ইহা শাল প্রস্তুত করিবার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরে মুসলমানজাতি অনেক। আদিম ব্রাহ্মণেরা "পণ্ডিত" নামধেয়। কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণগণের আচার অন্যরূপ। তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন, মুসলমানের হস্তে পানীয় জল গ্রহণ করেন, বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া আহারে বসেন, নৌকায় রন্ধন ও আহার করিয়া থাকেন।

অতি প্রাচীনকালে কাশ্মীরে হিন্দুনরপতিগণ রাজত্ব করিতেন। তাহার পরে বৌদ্ধরাজগণ ইহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে কনীষ্ক এখানে রাজত্ব করিতেন। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম যুগপৎ প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে কাশ্মীরে অনেকগুলি হিন্দু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীঃ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে অনেক চৈনিক পরিব্রাজক এই দেশ দর্শন করেন। হুয়েনথ্সাং এখানে দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন (৬৩১-৬৩৩ খৃঃ অব্দে)।

১৫৮৮ অব্দে মোগল বাদসাহ আকবর কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৭৫৬ অব্দে আমেদ সা দুরানী দেশটিকে নিজ শাসনাধীন করেন। ১৮১৯ অব্দে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ আফগান হস্ত হইতে কাশ্মীর কাড়িয়া লন। ইঁহার অধীন গুলাবসিংহ নামক জনৈক ডোগ্রা রাজপুত সামান্য কর্ম্ম করিতেন। কর্ম্মে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি পারিতোষিক স্বরূপে জম্মু সহরটি লাভ করেন। সোব্রাওন যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইংরাজের সহিত শিখগণের সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে গুলাবসিংহ বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। লাহোরে স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে শিখগণ ইংরাজকে দেড় ক্রোর টাকা দিতে অক্ষম হইয়া এক ক্রোর টাকার পরিবর্ত্তে সিন্ধু ও বিয়াস্ নদীর মধ্যস্থিত দেশগুলি প্রদান করে। কাশ্মীর ও হাজারা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাৎকালিক গভর্ণর জেনারেল স্যার হেনরি

• হার্ডিং গুলাবসিংহকে কাশ্মীর দেশটা দান করিয়া তদুপরি তাঁহার স্বাধীন শাসনশক্তি অঙ্গীকার করেন। গুলাবসিংহ ১৮৫৭ অব্দে দেহত্যাগ করিলে, তৎপুত্র রণবীর সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৮৫ অব্দে তাঁহার দেহান্তর ঘটিলে, তৎপুত্র প্রতাপসিংহ কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

কহ্লন পণ্ডিত রচিত রাজতরঙ্গিণী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে পুরাকাল হইতে সংগ্রাম দেবের রাজত্বকাল (খ্রীঃ ১০০৬) পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস প্রকটিত। রাজতরঙ্গিণীর রচনাকাল খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। রাজতরঙ্গিণীর যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া জৈনুল আবদ্দিনের রাজত্বকাল (১৪১২) পর্য্যন্ত সময়ের একখানি ইতিহাস জনরাজা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ফাসার রাজত্বকাল (১৪৮৬) পর্য্যন্ত অপর একখানি ইতিহাস পণ্ডিত শ্রীবর কর্ত্তৃক রচিত হয়। শেষোক্ত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আকবর কর্ত্তৃক কাশ্মীর দেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের একখানি গ্রন্থ প্রজ্ঞভট্ট রচনা করেন। এই গ্রন্থখানির নাম "রাজাবলী পটক।" কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের অপর কোন দেশের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না।

কাশ্মীরজ—কুঙ্কুম, জাফরান; কুষ্ঠ, কুড়। কাশ্মীর শব্দ–জন+ড ক। সং; ক্লী।

কাশ্মীরজন্ম (–জন্মন্)—কুঙ্কুম, জাফরান। কাশ্মীরে জন্ম যাহার, বহু। সং; ক্লী।

কাশ্মীরা—কাশ্মীর দেশজাত লোমজ শীতবস্ত্র। দেশজ। সং।

কাশ্য—মদিরা, মদ্য। সং; ক্লী।

কাশ্যপ—১। কশ্যপসম্বন্ধীয়; কশ্যপবংশীয়। কশ্যপ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাশ্যপী। ২। জনৈক মুনি; গোত্রবিশেষ; মৃগবিশেষ; অরুণ। সং; পুং।

৩। ব্রহ্মশাপে রাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষকে দংশন করিলে কাশ্যপ নামে একজন সর্পচিকিৎসক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তক্ষকের বিষ হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে হস্তিনাপুরে গমন করিতেছিলেন। পথে তক্ষকের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে তক্ষক বলিলেন, "তুমি কোনক্রমেই রাজাকে বাঁচাইতে পারিবে না।" ব্রাহ্মণ কৃতকার্য্যতার বিষয়ে দৃঢ়তা প্রকাশ করিলে পরীক্ষার্থে তক্ষক একটী বটবৃক্ষ দংশন করেন। ব্রাহ্মণ স্বীয় বিদ্যাবলে বৃক্ষকে রক্ষা করিলেন। অতঃপর তক্ষক ধনলোভী ব্রাহ্মণকে প্রভূত ধন দিয়া তাঁহার হাস্তিনা গমন নিবারণ করেন।

কাশ্যপি—১। গরুড়; অরুণ, সূর্য্যসারথি। কশ্যপ+ফি অপত্যার্থে। সং; পুং। ২। পৃথিবী [পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবার পরে কশ্যপকে দান করেন, সেই হেতু পৃথিবীর এক নাম কাশ্যপি বা কাশ্যপী]। সং; স্ত্রী।

কাশ্যপী—১। কশ্যপসম্বন্ধিনী; কশ্যপবংশীয়া। কাশ্যপ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। কাশ্যপি দেখ। সং; স্ত্রী।

কাশ্যপেয়—সূর্য্য; গরুড়। কশ্যপ (মুনিবিশেষ) +ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পুং।

কাষ—কষ্টি পাথর। কষ্+ঘঞ্ ণ। সং; পুং।

কাষায় কষায়রক্ত, অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ। কষায় শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাষায়ী।

কাষ্ঠ—দারু, কাঠ। কাশ+কথন্ ক। সং; ক্লী।

কাষ্ঠক—অগুরু কাষ্ঠ। কাষ্ঠ+কণ্। সং; ক্লী।

কাষ্ঠকীট—ঘুণ। ৬তৎ। সং; পুং।

কাষ্ঠকুট্ট—কাঠঠোকরা পাখী। কাষ্ঠ–কুট্ট (ছেদন করা)+অন্ ক। সং; পুং।

কাষ্ঠকুড্য—কাঠের প্রাচীর বা বেড়া। কাষ্ঠনির্ম্মিত যে কুড্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কাষ্ঠকুদ্দাল—নৌকা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত কুদ্দাল। কাষ্ঠনির্ম্মিত যে কুদ্দাল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

কাষ্ঠতক্ষ—সূত্রধর, ছুতার। উপ; কাষ্ঠ–তক্ষ+অন্ ক। সং; পুং।

কাষ্ঠতন্তু—১। কাঠের আঁশ। ৬তৎ। ২। কাষ্ঠকীট, ঘুণ। কাষ্ঠ–তন্+তু ক। সং; পুং।

কাষ্ঠদারু—দেবদারু গাছ। সং; পুং।

কাষ্ঠপাদুকা—কাঠের জুতা; খড়ম। কাষ্ঠ নির্ম্মিত যে পাদুকা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কাষ্ঠপুষ্প—১। কেতকী, কেয়াফুল। কাষ্ঠতুল্য যে পুষ্প, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কেতকী বৃক্ষ, কেয়াফুলের গাছ। কাষ্ঠবৎ পুষ্প যাহার, বহু। সং; পুং।

কাষ্ঠফলক—কাষ্ঠনির্ম্মিত ফলক, ছোট তক্তা, (আধুনিক) বোর্ড প্রভৃতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কাষ্ঠভার—কাঠের বোঝা। ৬তৎ। সং; পুং।

কাষ্ঠমঞ্চ—কাঠের মাচান; চৌকী চেয়ার, কেদারা; সোপানমঞ্চ, গ্যালারি; খাট; বেদি। কাষ্ঠ নির্ম্মিত যে মঞ্চ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কাষ্ঠমঠী—চিতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কাষ্ঠময়—দারুময়, কাষ্ঠপূর্ণ, কাষ্ঠনির্ম্মিত; নির্মম, নির্দ্দয়। কাষ্ঠ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাষ্ঠময়ী।

কাষ্ঠমল্ল—শবযান, যে গাড়ী বা খাটে করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত যে মল্ল, মপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

কাষ্ঠমার্জ্জার—কাঠবিড়াল। কাষ্ঠবাসী যে মার্জ্জার, মপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

কাষ্ঠলেখক—কাষ্ঠক্ষোদক, যে ব্যক্তি কাঠ খুদিয়া লেখে; কাষ্ঠকীট, ঘুণ। ৭তৎ। সং; পুং।

কাষ্ঠবৎ—দারুতুল্য, কাঠের মত। কাষ্ঠ+চ্বৎ তুল্যার্থে। অ।

কাষ্ঠহাসি—নীরস হাস্য, মনে প্রফুল্লতা না থাকিলে যে হাস্য করা হয় তাহা; মনযোগান হাসি। দেশজ। সং।

কাষ্ঠা—দিক, সীমা; কালপরিমাণবিশেষ, অষ্টাদশনিমেষাত্মক কাল। কাষ্ঠ শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী।

কাষ্ঠাত্মক কাষ্ঠপ্রাণ, দারুময়। কাষ্ঠ আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাষ্ঠাত্মিকা।

কাষ্ঠাম্বুবাহিনী—কাষ্ঠময়ী জলসেচনী, দ্রোণী, ডুনি কাষ্ঠকুদ্দাল। কাষ্ঠরচিতা যে অম্বুবাহিনী, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কাষ্ঠাসন—চৌকী, কেদারা, পিঁড়ী প্রভৃতি। কাষ্ঠনির্ম্মিত যে আসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কাষ্ঠিকা—ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড, কাঠি। কাষ্ঠ+কন্ অল্পার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কাসদ—শ্বেতার্ক, সাদা আকন্দ। কু (কা)–অসু–দা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পুং।

কাসন্দা—কালকাসন্দা গাছ। কাসন্দ+আপ্। সং; স্ত্রী।

কাস—কাশ দেখ। [সং; পুং।

কাসকন্দ, কাসালু—এক প্রকার আলু বা কন্দ।

কাসঙ্গে—কার সঙ্গে, কাহার সহিত। প্রা, ক।

কাসজিৎ—১। কাসরোগনাশক। উপ; কাস–জি+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বামনহাটী গাছ। সং; স্ত্রী।

কাসন্দি, কাসুন্দি—তৈল-সর্ষপচূর্ণাদি মসলাযুক্ত আমের আচার। দেশজ। সং।

কাসমর্দ্দ—কালকাসন্দা; কাসন্দি। উপ; কাস–মৃদ্+অন্ ক। সং; পুং।

কাসমর্দ্দন—কালকাসন্দা গাছ; পটোল। উপ; কাস–মৃদ (মর্দ্দন করা)+অন ক। সং; পুং।

কাসর—মহিষ; ক (জল)–আ–সৃ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পুং।

কাসালু—বৃক্ষবিশেষ, ইহার মূল হইতে সাগুদানার ন্যায় খাদ্য এবং চূর্ণ করিলে শটীর ন্যায় পালো হয়; স্থানবিশেষে ইহাকে শকরকন্দ ও শিমূল আলু বলে। ইং ([illegible])। সং।

কাসার—জলাশয়, সরোবর, পুষ্করিণী; পক্কান্নবিশেষ, একপ্রকার মিঠাই। ক'র (জলের) আসার, ৬তৎ। সং; পুং।

কাসারি—কাসমর্দ্দন, কালকাসন্দা গাছ। কাসের অরি, ৬তৎ। সং; পুং।

কাসি—কাশি, কাশরোগ। দেশজ। সং।

কাসিদ—বার্ত্তাবাহক, পত্রবাহক, আর্‌দিলা, পাইক, হরকরা। বৈদেশিক। সং।

কাসীমবাজার—বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। বঙ্গে ইংরাজ জাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কাসীমবাজার বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গা, ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদী বেষ্টিত ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডই কাসীমবাজার নামে অভিহিত। কথিত আছে, কাসীম খাঁ নামক জনৈক মুসলমান এই স্থানের প্রতিষ্ঠাতা। সপ্তগ্রামের বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার পরে এবং কলিকাতা নগরী স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কাসীমবাজার বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। পরে ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, কাসীমবাজার জলাভূমিতে পরিণত হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে; সেই জন্য এস্থানের বাণিজ্যগৌরব বিনষ্ট হইয়া যায়। এস্থান রেসমী বস্ত্র ও গজদন্তে নির্ম্মিত দ্রব্যগুলির জন্য পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও কিঞ্চিৎ আছে। হেষ্টিংসের বিশ্বস্ত বন্ধু কান্ত রায় (মুদি) এখানকার রাজবাটীর প্রতিষ্ঠাতা। কাশী হইতে আনীত প্রস্তর দ্বারা রাজবাটীর এক অংশ নির্ম্মিত। এই প্রস্তরগুলি চৈৎসিংহের প্রাসাদের অংশবিশেষ। এই রাজবাটীতে চৈৎসিংহের মাতার প্রদত্ত কৃষ্ণ বিগ্রহ বিরাজিত। কান্ত বাবুর পুত্র লোকনাথ, তৎপুত্র হরিনাথ, তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ, এবং কৃষ্ণনাথপত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী যথাক্রমে এই রাজবাটীর গৌরববর্দ্ধন করেন। অধুনা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর দানশীলতায় এবং জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

কাসীস—উপধাতুবিশেষ, হিরাকস। কাস (গমন করা)+ঈসন্ ক। সং; পু।

কাসুন্দি—কাসন্দি দেখ।

কাসূ—শক্তি অস্ত্র; অস্পষ্ট কথা; দীপ্তি; রোগ; বুদ্ধি। কাস (গমন করা)+উক্ ভা। সং; স্ত্রী।

কাস্ত—কাস্তিয়া, শস্যকর্ত্তরিকা। প্রা, ক।

কাস্তিয়া, কাস্তে—শস্যকর্ত্তরিকা, কাঁচি। দেশজ। সং।

কাহন—১৬ পণ, ৩২০ গণ্ডা, ১২৮০টা। দেশজ। সং।

কাহল—১। কুক্কুট; শব্দ; বিড়াল; বৃহৎ ঢক্কা। ক বা কু (বা)—আ—হল+অন্ ক। সং; পু। ২। শুষ্ক; সাতিশয়; খল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কাহলা।

কাহলা—১। শুষ্ক ইত্যাদি। কাহল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বাদ্যভাণ্ডবিশেষ; অপ্সরাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

কাহলাপুষ্প—ধুতুরা। সং; পু। [স্ত্রী।

কাহলী—তরুণী, যুবতী। কাহল+ঈপ্। বিণ;

কাহা—১। কাহাকে। সর্ব্ব। ২। কানাই, শ্রীকৃষ্ণ। সং। প্রা, ক।

কাহাঁ—কোন্ স্থানে। হিন্দীমূলক। ব্য।

কাহাঁতক—কি পর্য্যন্ত। ব্য।

কাহার—১। কোন্ জনের। দেশজ। সর্ব্ব। ২। শিবিকাবাহক জাতি, বেহারা। সং। কাহারক শব্দের অপভ্রংশ। [পু।

কাহারক—শিবিকাবাহকজাতি, বেহারা। সং;

কাহিনী—কথা, গল্প; বিবরণ, প্রস্তাব। দেশজ

কাহিল—শীর্ণ, কৃশ, রোগা, দুর্ব্বল। দেশজ। বিণ।

কাহে—১। কারে, কাহাকে; কাহার। সর্ব্ব। প্রা, ক। ২। কেন, কিজন্য। হিন্দী। ব্য।

কিং—কিম্ দেখ। [আবশ্যক। বিণ; ত্রি।

কিংকর্ত্তব্য, কিঙ্কর্ত্তব্য—কি করা উচিত বা

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়—কর্ত্তব্যাবধারণে অসমর্থ, কি করা উচিত বা আবশ্যক তাহা বুঝিতে অক্ষম। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —বিমূঢ়া। বি, বিমূঢ়তা।

কিংখাপ, কিংখাপ—ফুলদার বা সোণালি জরিদার রেশমী কাপড়। বৈদেশিক। সং।

কিংবদন্তি (কিম্বদন্তি), কিংবদন্তী (কিম্বদন্তী)—জনশ্রুতি, লোকপরম্পরাগত কথা; লোকাপবাদ। কিম্ (কি)—বদ (বলা)+অন্তি ভা, পক্ষান্তরে অন্ত ভা+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কিংবা, কিম্বা—বিকল্প; বা, অথবা, পক্ষান্তর বোধক শব্দ। কিম্+বা। ব্য।

কিংশুক—১। পলাশ পুষ্প। সং; ক্লী। ২। পলাশবৃক্ষ। কিম্ (কি)+শুক (পক্ষিবিশেষ), ইহা কি শুক পক্ষী হইবে, এইরূপ বিতর্ক হইতে কিংশুক নামের উদ্ভব হইয়াছে। সং; পু।

কিকি—১। ক্ষুদ্র শৃগালী, খেঁকশিয়ালী। সং; স্ত্রী। ২। বানর। কৃ (শব্দ করা)+ইকি ক। সং; পু বা স্ত্রী।

কিঙ্কর—ভৃত্য, সেবক, পরিচারক। কিম্ (কি)—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি।

কিঙ্করী—সেবিকা, পরিচারিকা, দাসী। কিঙ্কর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখ।

কিঙ্কিণি, কিঙ্কিণী—বিকঙ্কত বৃক্ষ; ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, ছোট ঘণ্টা; কটিভূষণ বিশেষ; ঘাঘর, ঘুঙুর। কিম্ (অনুকরণ শব্দ)—কিণ (শব্দ করা)+ক ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কিঙ্কির—১। গজকুম্ভ। সং; ক্লী। ২। কোকিল; অশ্ব; ভ্রমর। কিম্ (কিঞ্চিৎ)—কৃ (বিকীর্ণ করা)+ক ক। সং; পু।

কিঙ্কিরা—রক্ত। কিঙ্কির+আপ্। সং; স্ত্রী।

কিঙ্কিরাত—শুকপক্ষী; কন্দর্প; রক্তাশোক বৃক্ষ; কোকিল। উপ; কিঙ্কির—অত (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

কিখাপ—কিংখাপ দেখ। [প্রাদে। সং।

কিচড়, কিচা—সজলমল, পিচ্ছিল কর্দ্দম, পাঁক।

কিচ্‌কিচ্, কিচকিচানি—তীব্র লঘু শব্দ; ছুঁচার শব্দ, কর্ণপীড়ক অব্যক্ত শব্দ, কলহ। দেশজ।

কিচনার—কিচনার হোরেসিও হার্ব্বার্ট (Horatio Herbert Kitchener) কেরীর অন্তর্গত লিষ্ট ওয়েলের সন্নিকটবর্ত্তী গানস্ বারো হাউস্ নামক স্থানে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। আয়র্‌লণ্ডে জন্মিলেও ইনি জাতিতে ইংরাজ ছিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইনি গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে ইঁহার পিতা জেনেভাহ্রদের তীরবর্ত্তী কোনও স্থানে বেনেট্ নামক এক পাদরীর নিকট পুত্রকে শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া কিচনার লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন এবং সামরিক বিভাগের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি উল্‌উইচের রয়েল মিলিটারী একাডেমী নামক সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রয়েল ইঞ্জিনিয়ারগণের অধীনে কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ কণ্ডারের (Conder) সহকারিরূপে কার্য্য করিবার নিয়োগ পাইয়া ইনি প্যালেষ্টাইনে গমন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে মিশরে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই সময় কিচ্‌নার মিশরের সেনাদলে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে খার্টুমের যুদ্ধে ইঁহার কার্য্যকুশলতায় ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া সমরকর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাকে বিবিধ পুরস্কারে গৌরবান্বিত করেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ কর্ণেলের পদে উন্নীত হন। কিন্তু ঐ বৎসর মিশরের সেনাবিভাগের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শরীররক্ষীর পদে অভিষিক্ত হন। কিছুদিন পরে মিশরসেনাদলের সহকারী সেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় মিশরে গমন করেন এবং ওসমান্ দিগনারের সহিত যুদ্ধে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কিচ্‌নার মিশরসেনার সর্দ্দারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট্ ইঁহাকে কে-সি-এম-জি এই সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। বিখ্যাত আফ্রিকার যুদ্ধে ইংরাজ-

পক্ষের জয় প্রধানতঃ ইঁহারই অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্যে হইয়াছিল। সুদানে ইংরাজরাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া কিচ্‌নার যখন ইংলণ্ডে ফিরিলেন, তখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট্ ইঁহাকে ভাইকাউণ্ট্ উপাধি প্রদান এবং ভারতের সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। ভারতবর্ষে ইনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় সামরিক বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ভারতীয় সেনাসংস্কারে কিচ্‌নার যথেষ্ট পারদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে সেনাসংস্কার লইয়া ইঁহার সহিত ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্জ্জনের মতান্তর উপস্থিত হয়। প্রধান সচিব ব্যাল্‌ফোর ও লর্ড মলি কিচ্‌নারের পক্ষ সমর্থন করেন এবং কিচ্‌নারেরই জয় হয়। ১৯০৯ খৃঃ অব্দে কিচ্‌নার ফিল্ড মার্শাল্ হন। ১৯১৪ খৃঃ অব্দের ইয়ুরোপীয় মহাসমরে ইনি সমর-সচিবের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই মহাসমরে ইংরাজপক্ষের সকল আশা ভরসা ইঁহারই উপর নির্ভর করিতেছিল। ইঁহারই অশ্রান্ত পরিশ্রম ও অশেষ চেষ্টার ফলে ইংরাজসেনা অল্পসময়ের মধ্যে যুদ্ধের জন্য সমধিক যোগ্যতালাভে সমর্থ হয়। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে ইনি আর্ল উপাধি লাভ করেন। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে ৭ই জুন তারিখে সদলবলে রুশিয়া গমনকালে শত্রুপক্ষের মাইন লাগিয়া ইঁহার হ্যাম্পশায়ার নামক জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় ইঁহার ইহলীলার অবসান হয়। কিচ্‌নার বিবাহ করেন নাই। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার অগ্রজ ইঁহার আর্লপদবীর অধিকারী হন।

কিচমিচ, কিচিমিচির—পাখীর কোলাহল শব্দে। ব্য।

কিছু—কিঞ্চিৎ, কিয়ৎ, অল্প। দেশজ। বিণ।

কিঞ্চ—আরও, আরও কিছু; সমুচ্চয়; আরম্ভ। সম্ভাবনা; সাকল্য। কিম্+চ। ব্য।

কিঞ্চন, কিঞ্চিৎ—অল্প কিছু; কোনও বস্তু। কিম্+চন, চিৎ। ব্য।

কিঞ্চুলক, কিঞ্চুলুক—মহীলতা, কেঁচো। কিম্ শব্দ (কিঞ্চিৎ)–চল বা চুল (চলা)+উ ক+কণ্। সং; পু।

কিঞ্চিৎ—কিঞ্চন দেখ।

কিঞ্চিৎকর—অল্পকার্য্যকারক, সামান্য কাজের। কিঞ্চিতের কর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –করী। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কিঞ্চিদধিক—কিছু বেশী। কিঞ্চিৎ দ্বারা অধিক,

কিঞ্চিদুষ্ণ—অল্প উষ্ণ, কবোষ্ণ। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কিঞ্চিদুষ্ণা।

কিঞ্চিদূন—ঈষদল্প, কিছু কম, কিঞ্চিৎ ন্যূন। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কিঞ্চিদূনা।

কিঞ্চিন্মাত্র—কিছু, কিছুমাত্র। কিঞ্চিৎ+মাত্র পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কিঞ্চিন্মাত্রা।

কিঞ্জল—কিঞ্জল্ক। কিম্ (কিছু)–জল (আচ্ছাদন করা)+অন্ ক। সং; পু।

কিঞ্জল্ক—কেশর; পুষ্পরেণু; পদ্মকেশর। কিম (কিঞ্চিৎ)–জল (আচ্ছাদন করা)+ ক্বিপ্ ক+কণ্। সং; পু।

কিটি—শূকর। কিট (গমন করা)+কি ক। সং; পু।

কিটিভ—কেশকীট, ছকুণ। কিটির (শূকরের) ন্যায় ভা (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং; পু।

কিট্ট—মল; ধাতুমল; তৈলাদির কাইট বা শিটা। কিট (গমন করা)+ক্ত ক। সং; ক্লী।

কিট্টবর্জ্জিত—১। মলরহিত, বিমল। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –তা। ২। শুক্র। সং; ক্লী।

কিট্টাল—লৌহমল; তাম্রফলক। কিট্ট (মল) –আ–লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।

কিড়-মিড়,–মিড়ি—দন্তে দন্তে ঘর্ষণের শব্দ, কড়মড় শব্দ। দেশজ। ব্য।

কিণ—মাংসগ্রন্থি, নিবরণজানিত ব্যথাচিহ্ন, শরীরের কড়া; ঘুণ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

কিণি, কিণিহী—অপামার্গ, আপাঙ গাছ।

কিণ্ব—১। পাপ। সং; ক্লী। ২। সুরাবীজ। সং; পু বা ক্লী।

কিতব—১। খল; শঠ, বঞ্চক; মত্ত, ক্ষিপ্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কিতবা। ২। অক্ষক্রীড়ক, জুয়াবাজ, জুয়ারী; ধুস্তুর। সং; পু।

কিতা—ভূম্যাদির খণ্ড; প্রণালী, ধারা; শৃঙ্খলা; পঙ্‌ক্তি, সারি। বৈদেশিক। সং।

কিতাওয়ারী—কিতায় কিতায়, খণ্ডে খণ্ডে। বৈদেশিক। [শিক। সং।

কিতাব, কেতাব—গ্রন্থ, পুস্তক, বহি। বৈদে

কিতাবৎ—পুঁথিগত বিদ্যা; লেখাপড়া জ্ঞান। বৈদেশিক। সং।

কিতাবতী—পুঁথিগত বিদ্যাবিষয়ক; লেখাপড়া জ্ঞানবিশিষ্ট। বৈদেশিক। বিণ।

কিনা, কেনা—ক্রয় করা। দেশজ ক্রিয়া।

কিনার, কিনারা—প্রান্ত; ধার, কানা; কূল, তীর, তট; পার্শ্ব; উপায়; উদ্ধার। বৈদেশিক। সং।

কিন্তনু—অষ্টপাদ, মাকড়সা। কিম্ (কুৎসিত) তনু যাহার, বহু। সং; পু।

কিন্তু—প্রথমোক্তের বৈপরীত্য বা সঙ্কোচসূচক, পরন্তু। কিম্+তু। ব্য।

কিন্দী (কিন্দিন্)—অশ্ব। সং; পু।

কিন্নর—দেবযোনিবিশেষ, কিম্পুরুষ, যক্ষ, স্বর্গীয় গায়ক। কিম্ (কুৎসিত) যে নর, কর্মধা; কিন্নরদিগের মুখ অশ্বমুখসদৃশ ও অন্যান্য অবয়ব মনুষ্যের তুল্য, এই জন্যই উহাদিগকে কিন্নর, কিম্পুরুষ, তুরঙ্গবদন, ইত্যাদি বলে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কিন্নরী।

কিন্নরী—কিন্নর-স্ত্রী। কিন্নর দেখ। সং; স্ত্রী।

কিন্নরেশ, কিন্নরেশ্বর—যক্ষরাজ, কুবের। কিন্নরগণের ঈশ, ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

কিপ্‌টে—কৃপণস্বভাব, কঞ্জুষ। দেশজ। বিণ।

কিফাইৎ, কিফাৎ—লভ্য, লাভ; আয়; অল্পমূল্য, সস্তা। বৈদেশিক।

কিম, কিং—১। বিকল্প; প্রশ্ন; নিষেধ; কুৎসা; বিতর্ক। কৈ (শব্দ করা)+ডিম্ ক। ব্য। ২। কে; কি। সর্ব্ব; ত্রি।

কিমতে—কি প্রকারে, কিরূপে, কি ভাবে, কি উপায়ে, কেমনে, কেমন করিয়া। দেশজ।

কিমাকার—কি আকারের, কিরূপ, কিপ্রকার। কিম্ (কি) হইয়াছে আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [কিম্+উ। ব্য।

কিমু—প্রশ্ন; বিতর্ক; সম্ভাবনা; বিকল্প।

কিমুত—প্রশ্ন; বিতর্ক; বিকল্প; উৎপ্রেক্ষা; অতিশয়। কিম্+উত। ব্য।

কিম্পচ—বায়কুণ্ঠ, কৃপণ। কিম্–পচ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

কিম্পচান—কৃপণ। কিম্–পচ+শান ক

কিম্পাক—১। মহাকাল লতা, মাকাল। কিম্–পচ+ঘঞ্ ক। সং; পু। ২। মাতৃশাসিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কিম্পাকা।

কিম্পুরুষ, কিম্পূরুষ—কিন্নর [কিন্নর দেখ]; বর্ষবিশেষ। কিম্ (কুৎসিত) যে পুরুষ বা পুরুষ, কর্মধা। সং; পু।

কিম্বদন্তি, কিম্বদন্তী—কিংবদন্তি দেখ।

কিম্বা—কিংবা দেখ।

কিম্ভূত—কীদৃশ, কি প্রকার। কিম্ (কি)–ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

কিম্ভূতকিমাকার—অপরূপ, অস্বাভাবিক রকমের, বিকটাকার, বিশ্রী, কুৎসিত। দেশজ। বিণ।

কিম্মৎ—দাম, মূল্য। বৈদেশিক। সং।

কিম্মতী—দামী, মূল্যবান্। বৈদেশিক। বিণ।

কিয়ৎ—কি পরিমাণ, কত; অল্প পরিমাণ, কয়েক, কিঞ্চিৎ, কিছু। কিম্+বতু পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি। পু কিয়ান্; স্ত্রী কিয়তী।

কিয়তী—কিয়ৎ দেখ।

কিয়ৎপরিমিত—কিছু পরিমাণ, কিঞ্চিৎ, ঈষৎ, খানিক। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কিয়দেতিকা—উৎসাহ; উদ্যোগ। সং; স্ত্রী।

কিয়দ্দিন—কিছুদিন, কয়েক দিবস, কিছুকাল। কর্মধা। সং; পু বা ক্লী।

কিয়দ্দূর—কিছু দূর। কর্মধা। সং; স্ত্রী।

কিয়া—প্রাতঃকাল। সং। প্রা, ক।

কিয়ান্—কিয়ৎ দেখ।

কিয়ারি, কেয়ারি—বাগানের ছোট ছোট গাছ-

পালা কাটিয়া ছাঁটিয়া তাহাদের পারিপাট্য-বিধান ; ঐ রূপে সজ্জিত বৃক্ষবৃতি ; গবাদি পশুর ক্ষতাদিতে পোকা হইলে তাহার প্রতিকারক প্রক্রিয়া । দেশজ । সং ।

কিয়ে—কেন, কিজন্য ; কি ; কিবা, একি, কেমন । প্রা, ক ।

কির—১ । বিকিরণকারী ; ক্ষেপণকর্ত্তা, ক্ষেপক । কৃ+ক ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কিরা । ২ । শূকর । সং ; পু । ৩ । কিরণ, জ্যোতিঃ, দ্যুতি । প্রা, ক ।

কিরক—১ । লেখক । কৃ+ণক ক । বিণ বা সং ; পু । ২ । শূকরশিশু । কির+কণ্ অল্পার্থে । সং ; পু ।

কিরণ—১ । অংশু, রশ্মি, চন্দ্র ও সূর্য্যের বিভা বা দীপ্তি । কৃ (বিকীর্ণ করা)+কন ণ । ২ । সূর্য্য । কৃ+কন ণ । সং ; পু ।

কিরণচন্দ্র দে, আই, সি, এস—ইঁহার পিতার নাম নীলমণি দে। তিনি বাঙ্গালার ইন্স্পেক্টর জেনারেল অফ্ রেজিষ্ট্রেসন আফিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। ইঁহার মাতামহ কিশোরী চাঁদ মিত্র কলিকাতার জুনিয়ার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ইনি প্রথমে মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসনে শিক্ষালাভ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "সিভিল সার্ভিস" পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন। ইনি কেম্ব্রিজে সেণ্ট জন কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। ইনি প্রথমে বাঙ্গালায় অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং তৎপরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কলেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। কিরণচন্দ্র বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের "Censor" এর পদে প্রথম নিযুক্ত হইয়া উক্তকার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। অতঃপর ইনি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের Municipal ও General বিভাগের Secretaryর পদে কিছুদিন কার্য্য করিয়া চট্টগ্রাম বিভাগের স্থায়ী কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার হন। এলাহাবাদের চারুচন্দ্র মিত্রের কন্যা ইঁহার সহধর্ম্মিণী, বর্ত্তমানে ইনি রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর।

কিরণচাঁদ দরবেশ—১২৮৫ সালের ২৭শে শ্রাবণ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালিয়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য এবং বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মগতপ্রাণ। ইনি বিগত ১৩১৯ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন। ইনি গানের খাতা, ১ম শতক,২য় শতক,কাবেরী, জপজী,মন্দির প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। মাসিক পত্রে ইঁহার ভাল ভাল কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কিরণপাত—অংশুসম্পাত, রশ্মির পতন ; কিরণ বর্ষণ । ৬তৎ । সং ; পু ।

কিরণময়—কিরণপূর্ণ, কিরণবিশিষ্ট, কিরণাত্মক, জ্যোতির্ম্ময় । কিরণ+ময়ট্ পূর্ণার্থে । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,-ময়ী । [+ইন্ অস্ত্যর্থে ।সং ;পু ।

কিরণমালী (—মালিন্)—সূর্য্য । কিরণমালা

কিরণসম্পাত—রশ্মির পতন ; জ্যোতির বিকিরণ । ৬তৎ । সং ; পু ।

কিরণাননা—জ্যোতির্ম্ময়বদনবিশিষ্টা । কিরণময় আনন যে স্ত্রীর, বহু । বিণ ; স্ত্রী ।

কিরণময়ী—কিরণময়ী শব্দের অসাধু প্রয়োগ ।

কিরা—১ । কির দেখ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । কসম, শপথ, দিব্য । হিন্দী । সং ।

কিরাট, কীরাট—কৃপণ ; লোভী ; ব্যাপারী । বৈদেশিক । [ণক ক+আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

কিরাটিকা—শারিকা পক্ষিণী । কির+অট+

কিরাত—ব্যাধ ; পর্ব্বতবাসী পুরুষ ; ভূনিম্ব ; অশ্বপাল, সহিস । কির+অত (গমন করা) +অন্ ক । সং ; পু ।   [পু ।

কিরাতক, কিরাততিক্ত—ভূনিম্ব, চিরতা । সং ;

কিরাতাশী (—তাশিন্)—গরুড় । উপ ; কিরাত —অশ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ ক । সং ; পু ।

কিরাতি—গঙ্গা । কির—অত (গমন করা)+ইক ক । সং ; স্ত্রী ।

কিরাতিনী—১ । জটামাংসী । কিরাতে (কিরাত দেশে) আছে ইহা এই অর্থে কিরাত+ইন্ +ঙীপ্ । সং ; স্ত্রী । ২ । কিরাতী, কিরাতস্ত্রী, ব্যাধী । দেশজ । সং ; স্ত্রী ।

কিরাতী—ব্যাধী ; দুর্গা ; চামরধারিণী ; কুট্টিনী । কিরাত+ঙীপ্ । সং ; স্ত্রী ।

কিরি—শূকর । কৃ+ই ক । সং ; পু ।

কিরিচ, কিরীচ—একপ্রকার বক্রাগ্র বৃহৎ ছুরিকা বা ছোরা । ইং (Creese) । সং ।

কিরিয়া—কসম, দিব্য, শপথ । হিন্দী । সং ।

কিরীচ—কিরিচ দেখ ।

কিরীট—মুকুট, শিরোভূষণ । কৃ (ক্ষেপণ করা) +কীটন্ ক । সং ; পু বা ক্লী ।

কিরীটী (কিরীটিন্)—১ । অর্জ্জুন [অর্জ্জুন যৎকালে দানবদিগের সহিত যুদ্ধার্থ সমাগমনে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে একটি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন] ; রাজা । কিরীট +ইন্ অস্ত্যর্থে । সং ; পু । ২ । মুকুটধারী । বিণ ; পু । স্ত্রী কিরীটিনী ।

কিরে—১ । নীচ সম্বোধন । দেশজ । ব্য ; ২ । কিরা, শপথ, দিব্য । হিন্দীমূলক । সং ।

কির্মী—পলাল, শস্যহীন কাণ্ড ; গৃহ ; স্বর্ণপুত্তলিকা ; লৌহ-পুত্তলিকা । সং ; স্ত্রী ।

কির্ম্মীর—১ । জনৈক রাক্ষস, বক-রাক্ষসের ভ্রাতা ; পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে ভীমসেন কর্ত্তৃক এই রাক্ষস নিহত হয় ; বিবিধ বর্ণ ; কমলালেবু । কৃ (ক্ষেপণ করা)+মীরন্ ক । সং ; পু । ২ । নানাবর্ণ । বিণ ; ত্রি ।

কির্ম্মীরজিৎ—ভীমসেন । কির্ম্মীরকে জয় করিয়াছেন যিনি ইতি উপ ; কির্ম্মীর—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক । সং ; পু ।

কির্ম্মীরভিৎ (—ভিদ্) ভীমসেন । কির্ম্মীরকে ভেদ করিয়াছেন যিনি ইতি উপ ; কির্ম্মীর —ভিদ+ক্বিপ ক । সং ; পু ।

কির্ম্মীরসূদন—ভীমসেন । ৬তৎ । সং ; পু ।

কির্ষাণ—কৃষাণ, মুনিষ । গ্রাম্য । সং ।

কিল—১ । সম্ভাবনা ; বার্ত্তা ; প্রসিদ্ধি ; ঐতিহ্য ; নিশ্চয় ; সত্য ; অলীক ; হেতু ; অরুচি, অনুনয় ; তিরস্কার । কিল+ক ক । ব্য । ২ । মুষ্টি ; মুষ্টিপ্রহার । দেশজ । সং ।

কিলকিল—কুম্ভমণ্ডূক-সরীসৃপাদির সন্তরণাদির অব্যক্ত শব্দ ।   [স্ত্রী ।

কিলকিলা—বানরাদির হর্ষধ্বনি ; অব্যক্ত শব্দ ।

কিলখড়া—কিল খাইতে খাইতে যাহার গা শক্ত হইয়া গিয়াছে, কিল খাইতে মজবুত, প্রহারে নির্লজ্জ, বেহায়া । প্রাদে । বিণ ।

কিলাকিলি—কিলমারামারি, পরস্পর মুষ্টিপ্রহার, ঘুঁসাঘুঁসি । দেশজ । সং ।

কিলাগি—কিসের জন্য, কি নিমিত্ত । ক, প্র ।

কিলাট—ক্ষীরবিকৃতি, ছানা, পনীর । কিল —অট (গমন করা)+অন্ ক । সং ; পু ।

কিলাটী (কিলাটিন্)—বংশ ; বাঁশ । কিল— অট (গমন করা)+ণিন্ ক । সং ; পু ।

কিলান—কিল মারা, মুষ্টিপ্রহার করা । দেশজ ক্রি ।   [সং ; পু ।

কিলাস—ছুলিরোগ । কিল—অস্+ঘঞ্ ভা ।

কিলিঞ্জক—মাদুর । সং ; ক্লী ।

কিলেস—পৃথক চাবিবিহীন (ঘড়ি) । ইং (Keyless) । বিণ ।

কিল্লা, কেল্লা—দুর্গ, গড়, দুর্গম স্থান ; অনধিগম্য বিষয় । বৈদেশিক । সং ।

কিল্বিষ—পাতক, পাপ ; দোষ, অপরাধ ; ব্যাধি, পীড়া, রোগ । কিল+টিষচ্ ক । সং ; ক্লী ।

কিশ্বী (কিশ্বিন্)—অশ্ব । কিল+বিন্ । সং ;পু ।

কিশমিশ—শর্করাপক দ্রাক্ষা । বৈদেশিক । সং ।

কিশল, কিসল—নবপল্লব । কিশ্—শল (গমন করা)+অন্ ক । সং ; পু বা ক্লী ।

কিশলয়, কিসলয়—নবপল্লব । কিশ্—শল+ কয়ন্ ক । সং ; পু বা ক্লী ।

কিশোর—১ । শৈশববিশিষ্ট ; ১১ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক ; নবযুবক । কশ+ওরন ক ; অথবা, কিম্—শৃ (গমন করা)+ওরন্ ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কিশোরী । ২ । শিশু, অশ্বশাবক ; সূর্য্য । সং ; পু ।

কিশোরী—কিশোরবয়স্কা, একাদশ হইতে পঞ্চদশবর্ষীয়া; অপ্রাপ্তযৌবনা। কিশোর দেখ। বিণ; স্ত্রী।

কিশোরীচাঁদ মিত্র—জন্ম ১৮২২ খৃঃ অব্দ—মে মাস। কিশোরীচাঁদ হেয়ার স্কুল ও হিন্দু-কলেজে শিক্ষিত হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ইনিই কলিকাতা রিভিউ নামক পত্রের প্রথম বাঙ্গালী লেখক। ইঁহারই রচিত রামমোহন রায় শীর্ষক প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় পাঠ করিয়া হ্যালিডে সাহেব (যিনি পরে বঙ্গের ছোটলাট হইয়াছিলেন) ইঁহাকে ডাকাইয়া আনেন এবং রাজসাহীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত করেন। পরে ইঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়া সহরের জুনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বসাইয়া দেন। এই সময়ে ইঁহারই অধীনে মাইকেল মধুসূদন-দত্ত দ্বিভাষীর পদে কিছুদিনের জন্য কার্য্য করেন। কিশোরীচাঁদ এই কার্য্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। ইনি ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতেন। এই পত্র উত্তরকালে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের সহিত মিলিত হয়। কলিকাতা রিভিউ পত্রের অনেক প্রবন্ধ কিশোরীচাঁদ কর্তৃক লিখিত হইত। টেরিটোরিয়াল এরিষ্টোক্রেসি অব্ বেঙ্গল (Territorial Aristocracy of Bengal) অর্থাৎ বঙ্গের জমিদারগণ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ইঁহারই লেখনীপ্রসূত এবং অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়ের ফল। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের একখানি জীবনচরিত ইনি প্রণয়ন করেন। রাজনৈতিক ব্যাপারেও ইনি যোগদান করিতেন এবং সাধারণ সভায় সময়ে সময়ে বক্তৃতাও করিতেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ৬ই আগষ্ট ইনি দেহত্যাগ করেন। কিশোরীচাঁদ প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। প্যারীচাঁদ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছিলেন। কিশোরীচাঁদ অনেকটা জড়বাদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেন।

কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামে ১৭৭০ শকে ১৩ই অগ্রহায়ণ ইঁহার জন্ম হয়। বাল্য বয়স হইতেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিশোরীমোহন ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে জনাই ট্রেনিং স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বি, এল গুপ্ত ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। ইনি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়া কিছুদিনের জন্য স্বীয় গ্রামের স্কুলে হেডমাষ্টারি করেন। অনন্তর ইনি গভর্ণমেণ্টের পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগে Comptroller of Accounts অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। ঐ আফিসে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহার বিদ্যাবত্তার প্রচার হয় এবং ইনি উপরিতন কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ অনুরাগভাজন হন। এই পদে কিশোরীমোহন ২০০৲ টাকা বেতন পাইতেন এবং সাহেবরাও ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু ইনি আইন পরীক্ষা দিবার জন্য ১৮৭৩ খৃঃ চাকরী ছাড়িয়া দেন এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। এই সময়ে "হালিসহর পত্রিকা" অর্দ্ধেক ইংরাজী ও অর্দ্ধেক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত। কিশোরীমোহন আইন পড়িবার সময় এই পত্রিকার ইংরাজী অংশের সম্পাদন করিতেন। ইনি ইংরাজী অংশ এমন সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, অনেকের দৃষ্টি ইহাতে আকৃষ্ট হইল। স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনুসন্ধান করিয়া এই সময়ে কিশোরীমোহনের সহিত আলাপ করিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ইনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলি জজ আদালতে ওকালতি করিতে যান, স্বীয় প্রতিভাবলে শীঘ্রই সেখানে যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় ইঁহার ভাল লাগিল না। ইনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সম্পাদক শম্ভুচন্দ্রের অধীনে অক্রূরদত্ত বংশীয় নরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত "রেইস এণ্ড রায়েৎ" পত্রিকায় যোগদান করিলেন। কিশোরীমোহন অতি সুন্দর ইংরাজী লিখিতেন। শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুর পরও শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদন কালে অনেক দিন যাবৎ উক্ত পত্রিকার সহিত ইঁহার সংস্রব ছিল। স্বর্গীয় কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন চরক-সংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে কিশোরীমোহনই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ কিশোরীমোহনের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে শেষাবস্থায় ২৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে ইঁহার মৃত্যু হয় এবং এই উপলক্ষে "রেইস এণ্ড রায়েৎ" "বাসের মত" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হয়। ইঁহার একমাত্র পুত্র হরিমোহনও আইন ব্যবসায়ী।

কিষ্কিন্ধ, কিষ্কিন্ধ্য—ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগস্থ পর্ব্বতবিশেষ। সং; পু।

কিষ্কিন্ধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা—কিষ্কিন্ধ পর্ব্বতের গুহা, বালি রাজার রাজ্য। সং; স্ত্রী।

কিষ্কিন্ধ্য—কিষ্কিন্ধ দেখ।

কিষ্কিন্ধা—কিষ্কিন্ধা দেখ।

কিষ্কিন্ধ্যাধিপ, কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি—কপিরাজ বালি; সুগ্রীব। কিষ্কিন্ধ্যার অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। সং; পু।

কিসল—কিশল দেখ।

কিসলয়—কিশলয় দেখ।

কিস্তি, কিস্তী—ঋণ করাদি দেয় অর্থ প্রদানের নির্দ্দিষ্ট সময়; ঋণাদি এক কালে পরিশোধ করিতে না পারিলে সময়ে সময়ে দিবার নির্দ্ধারিত অংশ; পণ্যবাহিনী নৌকা; দাবা খেলায় বিপক্ষের রাজাকে কোন বলের দ্বারা আক্রমণ। বৈদেশিক। সং।

কিস্তিবন্দী—ঋণাদি নির্দ্ধারিত সময়ান্তরে কিছু কিছু করিয়া শোধ দিবার অঙ্গীকার বা অঙ্গীকারপত্র। বৈদেশিক। সং।

কিস্তিমাত—দাবা খেলায় বিপক্ষের রাজাকে এমন ভাবে আক্রমণ যে তাহার পলাইবার উপায় থাকে না এইরূপ অবস্থা। সং।

কিস্তী—কিস্তি দেখ।

কিস্ম—প্রকার, রকম। বৈদেশিক। সং।

কিস্মৎ, কিস্মাৎ—ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল। বৈদেশিক। সং।

কিস্মিস্—পাকা বীজশূন্য শুষ্ক আঙ্গুর (raisin); বীজ জাতের নাম মনাক্কা (currant)। বৈদেশিক সং

কীকট—১। নিঃস্ব, নির্ধন, দরিদ্র; ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। কিম্ কট (শব্দ করা)+অন্ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কীকটা। ২। দেশ-বিশেষ, বিহার; ঘোটক। সং; পু।

কীকশ—চণ্ডাল। কিম্ (কী)-কশ্ +অন্ক। সং; পু।

কীকস—১। কর্কশ, কঠিন। কিম্-কস্ (গমন করা)+অন্ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কীকসা। ২। কীট, কৃমি। সং; পু। ৩। অস্থি, হাড়। সং; স্ত্রী।

কীকসাস্য—পক্ষী। কীকস (অস্থি) আস্য (বদন) যাহার, বহু। সং; পু।

কীকি—নীলকণ্ঠ পক্ষী। কিম্-কৈ (শব্দ করা)+ই ক। সং, পু।

কীচক—১। বায়ুসংযোগে শব্দকারক বাঁশ; বেণুবিশেষ। চীক (স্পর্শ করা)+ণক ক, নিপাতনে। সং; পু। ২। কেকয়-রাজের পুত্র এবং বিরাটরাজের শ্যালক। ইনি অতিশয় বলবান্ ও মহাযোদ্ধা ছিলেন। ইঁহার প্রতাপে মৎস্যদেশ নিরুপদ্রব হইয়াছিল। ইনি বিরাট-শত্রু ত্রিগর্ত্তরাজ সুশ-

র্ম্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তদীয় রাজ্য বিরাটরাজের অধীন করিয়া দেন। এই সকল কারণে বিরাটরাজ ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, এবং ইঁহার অনেক অত্যাচার সহ্য করিতেন। বিরাটরাজভবনে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে কীচক সৈরিন্ধ্রীবেশধারিণী দ্রৌপদীর প্রতি কামভাবে উত্তেজিত হইয়া স্বীয় ভগিনী রাজ্ঞী সুদেষ্ণা দ্বারা তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করান। দ্রৌপদী ইঁহার ভয়ে রাজসভায় পলায়ন করেন। কামান্ধ, দুর্মতি কীচক তথায় যাইয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক পদাঘাত করেন। অতঃপর ভীমসেনের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে রজনীতে নাট্যশালায় যাইতে সঙ্কেত করেন। তদনুসারে পাপিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলে দ্রৌপদীর পরিবর্ত্তে স্ত্রীবেশধারী ভীমকে প্রাপ্ত হন। তৎপরে উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হয়। মহাবীর ভীম নরাধমের প্রাণসংহার করিয়া উহাকে কুষ্মাণ্ডাকারে পরিণত করিয়া রাজান্তঃপুরে নিক্ষেপ করেন। সং ; পু।

কীচকজিৎ—ভীমসেন। কীচককে জয় করিয়াছেন ইনি ইতি উপ ; কীচক—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

কীচকনিসূদন—ভীমসেন। ৬তৎ। সং ; পু।

কীচকভিৎ (—ভিদ্)—ভীমসেন। কীচককে ভেদ করিয়াছেন ইনি ইতি উপ ; কীচক—ভিদ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

কীচকসূদন—ভীমসেন। ৬তৎ। সং ; পু।

কীট—কৃমি, পোকা। কীট (বন্ধন করা, রং করা)+অ ক। সং ; পু।

কীটক—মাগধ, মগধবাসী। সং ; পু।

কীটঘ্ন—১। গন্ধক। সং ; পু। ২। কীটবিনাশক। উপ ; কীট শব্দ—হন+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কীটঘ্নী।

কীটজ—১। রেশম। উপ ; কীট—জন+ড ক। সং ; পু। ২। কীটজাত, কৃমি হইতে উৎপন্ন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কীটজা।

কীটজা—১। কীটজাতা। কীটজ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। লাক্ষা, লা। সং ; স্ত্রী।

কীটমণি—খদ্যোত, জোনাকি পোকা। কীটের মধ্যে মণিস্বরূপ, নির্দ্ধার বা ৬তৎ। সং ; পু।

কীটাণু—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র কীট, যে সকল কীট অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয়না (Animalculæ)। কীটের মধ্যে অণু, নির্দ্ধার বা ৬তৎ। সং ; পু।

কীটাণ্ড—কৃমিডিম্ব, পোকার ডিম। কীটের অণ্ড, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কীটাদ—কীটভোজী, কৃমিভক্ষণকারী, যে কীট খাইয়া জীবন রক্ষা করে (Insectivorous)। উপ ; কীট—অদ্+অণ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কীটাদী।

কীটাশী (—শিন্)—কীটাদ, কীটভোজী, কৃমিভক্ষক। উপ ; কীট—অশ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী কীটাশিনী।

কীড়া—কীট, কৃমি, পোকা। হিন্দী। গ্রা, ক।

কীদৃক্ (কীদৃশ্), **কীদৃক্ষ**—কি প্রকার, কেমন। কিম্—দৃশ+ক্বিপ্, সক্ ম্ব। বিণ ; ত্রি।

কীদৃশ—কীদৃক্, কিপ্রকার, কিরূপ, কি রকম, কেমন। কাহার ন্যায় দেখা যায় ইহাকে এই বাক্যে উপ ; কিম্—দৃশ+টক্ ম্ব। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কীদৃশী।

কীনাশ—১। সর্ব্বসংহারক,যম ; বানরবিশেষ। কিম্ (কী)—নশ্+অণ্ ক। সং ; পু। ২। নাশক ; পশুহন্তা ; গুপ্তঘাতক ; কৃষিব্যবসায়ী, কৃষক ; নীচ, ক্ষুদ্র ; লোভী। বিণ ; ত্রি।

কীর—১। শুকপক্ষী ; কাশ্মীর দেশ। কী—ঈর্+ক ক। সং ; পু। ২। মাংস। সং ; ক্লী।

কীরাট—কিরাট দেখ।

কীর্ণ—বিক্ষিপ্ত ; আচ্ছন্ন ; ব্যাপ্ত। কৄ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত ম্ব। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কীর্ণা।

কীর্ণি—বিক্ষেপ ; ব্যাপ্তি, আচ্ছাদন। কৄ (ক্ষেপণ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

কীর্ত্তক—কীর্ত্তনকারী,বর্ণনাকারক ; গুণকথক। কৃৎ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কীর্ত্তিকা।

কীর্ত্তন—১। গুণকথন ; বর্ণন, কথন ; যশোগান। কৃৎ (কীর্ত্তন করা)+অনট্ ভা। ২। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীত। কৃৎ+অনট্ ম্ব। সং ; ক্লী।

কীর্ত্তনা—কীর্ত্তন, বর্ণন, গুণকথন। কৃৎ+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। [বিণ বা সং।

কীর্ত্তনিয়া, কীর্ত্তনে—কীর্ত্তনগায়ক। দেশজ।

কীর্ত্তনীয়—বর্ণনীয়, কথনীয় ; গণনীয়। কৃৎ+অনীয় ম্ব। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কীর্ত্তনীয়া।

কীর্ত্তনে—কীর্ত্তনিয়া দেখ।

কীর্ত্তি—যশঃ, সুখ্যাতি ; প্রসাদ ; মৃতব্যক্তির খ্যাতি। কৃৎ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

কীর্ত্তিকর, কীর্ত্তিজনক—যশস্কর, সুখ্যাতিজনক, গৌরবোৎপাদক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —করী, —জনিকা।

কীর্ত্তিকলাপ—যশঃসমূহ ; নানাপ্রকার সুখ্যাতি। ৬তৎ। সং ; পু।

কীর্ত্তিচাদ (রাজা)—কীর্ত্তিচাদের পিতার নাম আলমচাদ। আলমচাদ "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবাব সরকারে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি রাজস্ব বিভাগে অত্যুচ্চ পদে কার্য্য করিতেন।

কীর্ত্তিচাদ প্রথমে বেহারের মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত হন। ৎকালে ইনি নানাগুণে সিরাজের পিতা জৈন উদ্দিনের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আফগান সর্দ্দারগণের বিদ্রোহিতা কালে ইঁহার প্রভুভক্তির খ্যাতি সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। রাজস্বসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কতিপয় বিষয়ের জ্ঞাপন দ্বারা ইনি নবাবের শ্রদ্ধাপথে পতিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন ও দেওয়ানী পদ গ্রহণ করেন। দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি কাগজের সাহায্যে নবাব সরকারে বহু অর্থ আদায় করিয়া দেন। দেনাদারদিগের মধ্যে জগৎশেঠ, বর্দ্ধমানের রাজা এবং অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। অকাট্য প্রমাণ দর্শনে তাঁহারা স্ব স্ব দেয় পরিশোধ করিলেন। তাহাতে এক কোটির অধিক টাকা রাজকোষে আনীত হইল দেখিয়া নবাব ইঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। অনন্তর দুই বৎসরকাল আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।

কীর্ত্তিজনক—কীর্ত্তিকর দেখ।

কীর্ত্তিত—খ্যাত, কথিত ; বর্ণিত। কৃৎ (কীর্ত্তন করা)+ক্ত ম্ব। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কীর্ত্তিতা।

কীর্ত্তিধ্বজা—যশঃপতাকা, সুখ্যাতির নিশান। রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কীর্ত্তিভাক্ (—ভাজ্)—যশোভাগী, সুখ্যাতিভাজন। উপ ; কীর্ত্তি—ভজ্+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

কীর্ত্তিমন্দির—১। সুখ্যাতি দেবীর আলয়। ৬তৎ। ২। যশোরূপ ভবন। রূপক কর্ম্মধা। ৩। যশোমন্দির, কীর্ত্তিপ্রকাশার্থ নির্ম্মিত গৃহ। কীর্ত্তিপ্রকাশক মন্দির, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কীর্ত্তিমান্ (—মৎ)—১। কীর্ত্তিবিশিষ্ট, যশস্বী। কীর্ত্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী কীর্ত্তিমতী। ২। বসুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। সং ; পু।

কীর্ত্তিমেখলা—যশঃকাঞ্চী, সুখ্যাতিরূপ কটিভূষণ বা চন্দ্রহার। রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কীর্ত্তিবাস—১। অতিশয় কীর্ত্তিমান্, মহাযশস্বী। কীর্ত্তি (বা কীর্ত্তিতে) বাস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বাঙ্গালা পদ্য-রামায়ণকার পাশ্চাত্তবিশেষ,—মতান্তরে ইঁহার নাম কৃত্তিবাস (কৃত্তিবাস ওঝা দেখ)। সং ; পু।

কীর্ত্তিশেষ—১। মৃত। কীর্ত্তি হইয়াছে শেষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —শেষা। ২। মৃত্যু। কীর্ত্তির শেষ, ৬তৎ। সং ; পু।

কীর্ত্তিসরোবর—১। যশোবাপী, সুখ্যাতির হ্রদ। রূপক কর্ম্মধা। ২। যশঃস্থাপনার্থ নির্ম্মিত দীর্ঘিকা, যশোরক্ষার জন্য যে দীঘী খনন করা যায়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কীর্ত্তিস্তম্ভ—ঘটনাবিশেষের স্মরণার্থ অথবা

কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত গুম্বাদি, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিমন্দির (Monument)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কীর্য্যমাণ—বিকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইতেছে এরূপ, বিক্ষিপ্যমাণ। কৄ+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কীল—১। খিল, ছড়কা ; শঙ্কু, গোঁজ ; কনুই। কীল (বন্ধন করা)+ক ণ। ২। অগ্নিশিখা ; লেশ। কীল+ক ক। সং ; পু। ৩। কিল, মুষ্টি, ঘুঁষি। দেশজ। সং।

কীলক—শঙ্কু, গোঁজ, খোঁটা। কীল শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু। [আপ্। সং ; স্ত্রী।

কীলা—অগ্নিশিখা ; লেশ। কীল+ক ক+

কীলাকীলি—কিলাকিলি (তাহা দেখ)।

কীলান—কিলান (তাহা দেখ)।

কীলাল—মধু ; রক্ত ; জল ; সুধা, অমৃত। কীল—অল্+অন্ ক। সং ; ক্লী।

কীলালধি—জলধি, সমুদ্র। কীলাল—ধা+কি অধি বা ক। সং ; পু।

কীলালপ—১। রক্তপায়ী, রুধিরপানকারী। উপ ; কীলাল—পা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কীলালপা। ২। রাক্ষস। সং ; পু।

কীলিত—১। বদ্ধ। কীল+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। বন্ধন। কীল+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

কীশ—১। মর্কট, বানর ; পক্ষী। কি ঈশ যাহার, বহু। ২। সূর্য্য। কি'র ঈশ, ৬তৎ। সং ; পু। ৩। বস্ত্রহীন, বিবসন, উলঙ্গ ; নিঃস্ব, দরিদ্র, দীনদুঃখী। বিণ ; ত্রি।

কীশপর্ণ—অপামার্গ। কীশতুল্য পর্ণ যাহার, বহু। সং ; পু।

কু—১। অশুভ ; নিবারণ ; পাপ ; ঈষৎ ; নিন্দা। কু (শব্দ করা)+ডু ক। ব্য। ২। পৃথিবী ; (মতান্তরে) আগমনিগমাদি বেদাঙ্গ ব্যাখ্যা। সং ; স্ত্রী। ৩। কদাকার, কুৎসিত, নিন্দনীয়, অসৎ, মন্দ। বিণ ; ত্রি।

কুআশা, কুয়াসা—কুজ্ঝটিকা। সং।

কুঁকড়া, কুঁকুড়া—কুক্কুট, মোরগ বা মোরগা। প্রাদে। সং ; পু। স্ত্রী,—ড়ী।

কুঁকড়ি—কোঁকড়ান, কুঞ্চন। দেশজ। সং।

কুঁকড়ি-মুঁকড়ি—বেশী রকম কোঁকড়ান ; অতি কুঞ্চিত, জড়সড়। দেশজ। বিণ।

কুঁখ—কোঁক, তলপেট, উদর। কুক্ষ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক। সং।

কুঁচ—মাথা কাল রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র বীজবিশেষ গুঞ্জা। দেশজ। সং।

কুঁচকি, কুচকি—উরুসন্ধি, উরুদেশ ও কটিতটের সংযোগস্থল ; উরুসন্ধিস্থলের স্ফীতিরোগ, বাগি। দেশজ। সং।

কুঁচা—অতি ক্ষুদ্র, ছোট, গুঁড়া ; কাষ্ঠাদির অতি ক্ষুদ্র খণ্ড ; এক প্রকার ঝাঁটা বা ঝাড়ন। দেশজ।

কুঁচান—কুঞ্চিত করা, কোঁকড়ান ; খুব ছোট ছোট করিয়া কাটা। দেশজ। ক্রি।

কুঁচি—কাষ্ঠাদির কুঁচা বা অতি ক্ষুদ্র খণ্ড ; ভাজনা খোলা হইতে খই মুড়ি প্রভৃতি ছাঁকিয়া নামাইবার শলাকাগুচ্ছ। দেশজ। সং। [সং।

কুঁচিয়া, কুঁচে—সর্পাকৃতি মৎস্যবিশেষ। প্রাদে।

কুঁচিলা, কুচিলা—বন্য বৃক্ষবিশেষ ও তাহার ফল, উভয়ই বিষাক্ত এবং বিষক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয়। দেশজ। সং।

কুঁচে—কুঁচিয়া দেখ।

কুঁজ, কুঁজা—কুব্জপৃষ্ঠ ; পৃষ্ঠের কুব্জ বা বক্রভাবে উন্নতি ; গলা সরু জলাধারবিশেষ। দেশজ।

কুঁজড়া, কুঁজড়ো—১। ফলমূলবিক্রেতা। সং। ২। কুটিলচিত্ত, খল, দুরন্ত, দুষ্ট ; অকারণে কোন্দলকারী, কলহপ্রিয়। দেশজ। বিণ। বি কুঁজড়ামি।

কুঁজা—কুঁজ দেখ।

কুঁজি, কুঁজী—১। কুব্জা, কুব্জপৃষ্ঠা। দেশজ। বিণ ; স্ত্রী। ২। চাবি কাটী। হিন্দী। সং।

কুঁড়া, কুঁড়ো—চাউল ছাঁটিলে তাহা হইতে যে সূক্ষ্ম গুঁড়া ময়লা বাহির হয় ; তুষ। দেশজ।

কুঁড়ি, কুঁড়ী—১। কোরক, কুঁড়ি, কলি, মুকুল। সং। ২। শ্রমকাতরা, আলস্যপরায়ণা (স্ত্রী)। বিণ ; স্ত্রী। দেশজ।

কুঁড়িয়া (কুঁড়ে)—১। পর্ণশালা, কুটীর। সং। ২। শ্রমকাতর, অলস, আলস্যপরায়ণ। দেশজ। বিণ।

কুঁড়ী—কুঁড়ি দেখ।

কুঁড়ে—কুঁড়িয়া দেখ। দেশজ। সং।

কুঁড়েমি, কুঁড়েমি—শ্রমকাতরতা, আলস্য, জড়তা।

কুঁতান, কুঁথান—কোঁতান (তাহা দেখ)।

কুঁদ—১। কুন্দপুষ্প ; ভ্রমিযন্ত্র। সং। ২। [তুমি] কুঁদন কর। দেশজ। ক্রি।

কুঁদলি (কুঁদুলি), কুঁদলী (কুঁদুলী)—কোন্দলকারিণী, কলহপ্রিয়া, ঝগড়াটিয়া। বিণ ; স্ত্রী। দেশজ।

কুঁদা—১। ভ্রমিযন্ত্রে নির্ম্মাণ করা, বাটালি দিয়া ক্ষোদিত করা ; কুঁদন করা। ক্রি। ২। কুঁদা (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।

কুঁদুলি, কুঁদুলী—কুঁদলি দেখ।

কুঁদো—কাষ্ঠখণ্ড ; মোটা ভারী কাঠ ; বন্দুকাদির কাষ্ঠময় অংশ কিংবা কাঠের বাঁট (বা হাতল)। দেশজ। সং।

কুইনীন—আমেরিকার পেরু, বোলিভিয়া প্রভৃতি প্রদেশের পার্ব্বত্য স্থানের বৃক্ষবিশেষের (cinchona) বল্কল হইতে প্রাপ্ত অতি তিক্ত জ্বরঘ্ন ঔষধ। ইং (quinine)।

কুইল—পাখীর বড় শক্ত পালখ, কলমের নিমিত্ত বড় হাঁসের পালখ। ইং (quill)। সং।

কুইল পেন—পালখের কলম। ইং শব্দ। সং।

কুউ, কুউ-কুউ—কোকিলের রব। সং।

কুকথা—১। কুৎসিত বাক্য, দুর্ব্বাক্য, মন্দ বচন ; মন্দ বিষয়ে আলাপ। কর্ম্মধা। ২। পৃথিবীর কথা, জগৎ সম্বন্ধে আলাপ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কুকন্দ—মন্দ। সং ; ক্লী।

কুকর—১। কুৎসিত হস্ত। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। কুৎসিতহস্তবিশিষ্ট। কু হইয়াছে কর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কুকরা।

কুকর্ম্ম (কুকর্ম্মন্)—অসৎকার্য্য, দুষ্ক্রিয়া, মন্দ কাজ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কুকর্ম্মশালী (—শালিন্)—দুষ্ক্রিয়াকারক, কুকর্ম্মান্বিত, কুৎসিত কার্য্যনির্ব্বাহক। কুকর্ম্মন্+শালিন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী,—শালিনী।

কুকর্ম্মশীল—দুষ্ক্রিয়ান্বিত। কুকর্ম্মই শীল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

কুকর্ম্মা (কুকর্ম্মন্)—কুৎসিত কার্য্যনির্ব্বাহকারী। কু হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

কুকর্ম্মান্বিত—অসৎ কার্য্যযুক্ত, দুষ্ক্রিয়ান্বিত। কুকর্ম্ম দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কুকর্ম্মাসক্ত—কুৎসিত কার্য্যে রত। কুকর্ম্মে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—সক্তা।

কুকর্ম্মী (কুকর্ম্মিন্)—কুকার্য্যে লিপ্ত, অত্যন্ত কুকার্য্যকারী। কুকর্ম্মন্+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী কুকর্ম্মিণী।

কুকশিমা,—সিমা—একপ্রকার বুনা ছোট গাছ, —ইহাকে 'কুকুর-শোঙ্গা'ও বলে। দেশজ। সং। [কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কুকার্য্য—অসৎকার্য্য, দুষ্কর্ম, দুষ্ক্রিয়া, মন্দ কাজ।

কুকীল—পর্ব্বত। কু (পৃথিবী) কীল (শঙ্কু) যাহার, বহু। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

কুকুন্দর—নিতম্বস্থিত আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়।

কুকুর—কুক্কুর, সারমেয়, কুত্তা ; যদুবংশীয় জনৈক নৃপ, ইঁহার পিতার নাম অন্ধকরাজ ; দন্ত্য দেখ। কু (পৃথিবী)—কুর (শব্দ করা, ত্যাগ করা)+ক ক, অথবা কুক (গ্রহণ করা)+উর ক। সং ; পু।

কুকুর-ছড়ি, কুকুরলেজা—একপ্রকার ছোট বুনা গাছ,—ইহার ফুল কুকুরের লেজের মত। দেশজ। সং।

কুকুর-মাছি—একপ্রকার বড় মাছি, কুকুরের গায়ে বেশী বসে, ইহার দংশন অতি তীব্র। দেশজ। সং।

কুকুরলেজা—কুকুরছড়ি দেখ।

কুকুর-শোঁকা,—শোঙ্গা—কুকশিমা দেখ।

কুকুটী—শাল্মলিবৃক্ষ, শিমুলগাছ। সং ; পু।

কুকূল—১। তুষানল। সং ; পু। ২। শঙ্কুদ্বারা সংকীর্ণ গহ্বর ; তনুত্রাণ, চর্ম্ম। সং ; ক্লী।

কুক্কুট—কুঁকড়া, মোরগ ; তৃণোল্কা ; স্ফুলিঙ্গ।

কুক্+কিপ্ ক=কুক্; কুক্—কুট+ক ক। সং; পু।

কুক্কুটক—বন্য কুক্কুট; শূদ্রের ঔরসে নিষাদীর গর্ভজাত জাতিবিশেষ। কুক্কুট+কণ্। সং; পু।

কুক্কুটব্রত—ভাদ্রশুক্লসপ্তমীতে স্ত্রীজনকর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ, ললিতাসপ্তমী ব্রত; সন্তানার্থে স্ত্রীকর্ত্তব্য ব্রত। গ্রন্থবিশেষে "কুক্কুটী-ব্রত" শব্দও দৃষ্ট হয়। সং; স্ত্রী।

কুক্কুটমণ্ডপ—কাশীস্থ মুক্তিমণ্ডপ। কুক্কুটাকার যে মণ্ডপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কুক্কুটমস্তক—১। কুঁকড়ার মাথা। ৬তৎ। ২। চব্য, চই। কুক্কুটের মস্তকের ন্যায় মস্তক যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

কুক্কুটশিখ—কুসুম্ভবৃক্ষ, কুসুমফুলের গাছ। কুক্কুটের শিখার ন্যায় শিখা যাহার, বহু। সং; পু।

কুক্কুটী—স্ত্রী-কুক্কুট, মুরগী; মিথ্যাচরণ, কপট ব্যবহার; টিকটিকী; শিমুলগাছ। কুক্কুট+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কুক্কুটীব্রত—কুক্কুটব্রত দেখ।

কুক্কুভ—বন্যকুক্কুট। কুক্ (অনুকরণ শব্দ)—কু+ভক্ ক। সং; পু।

কুক্কুর—কুকুর, কুত্তা। কুক্ (গ্রহণ করা)+কিপ্ ক=কুক্; কুক্—কুর (শব্দ করা)+ক ক। সং; পু। স্ত্রী কুক্কুরী।

কুক্কুর-রব—কুকুরের ডাক, ঘেউ ঘেউ শব্দ (bark)। ৬তৎ। সং; পু।

কুক্রিয়—দুষ্ক্রিয়ান্বিত, অসৎকার্য্যকারক। কু (কুৎসিত) হইয়াছে ক্রিয়া (কার্য্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুক্রিয়া।

কুক্রিয়া—১। দুষ্ক্রিয়ান্বিতা। কুক্রিয় দেখ। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অসৎকার্য্য, দুষ্কর্ম্ম। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুক্ষ—কুক্ষি, উদর। কুষ+স্ন ক। সং; পু।

কুক্ষণ—মন্দ মুহূর্ত্ত, অশুভ সময়। কর্ম্মধা। সং; পু। [কুষ+স্নি ক। সং; পু।

কুক্ষি—উদরগহ্বর, জঠর, কোঁক; মধ্য, অভ্যন্তর।

কুক্ষিগত—উদরপ্রবিষ্ট; অভ্যন্তরপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -গতা।

কুক্ষিজ—গর্ভজাত (সন্তান)। উপ; কুক্ষি (উদর)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

কুক্ষিম্ভরি—উদরম্ভরি, পেটুক; স্বার্থপর। উপ; কুক্ষি—ভৃ (ভরা)+খি ক। বিণ; ত্রি।

কুখ্যাতি—অখ্যাতি, অপযশঃ, অযশঃ, নিন্দা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [পু।

কুগ্রহ—মন্দগ্রহ, অনিষ্টকর গ্রহ। কর্ম্মধা। সং;

কুঙরী—কুমারী শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

কুঙ্কুম—কাশ্মীরদেশজাত ঘনামখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জাফরান। কুক (গ্রহণ করা)+উমক্ ম। সং; স্ত্রী।

কুজী—খুজি, ঝাঁপি। সং। প্রা, ক।

কুচ—১। যুবতীর স্তন, পয়োধর। কুচ (সঙ্কুচিত হওয়া)+ক ক। সং; পু। ২। সৈন্যদিগের একস্থানে সমাবেশ বা সমানে পা ফেলিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন; যুদ্ধযাত্রা। বৈদেশিক। সং।

কুচকলিকা,-কলী—স্তনকোরক, নবোদ্ভিন্ন স্তন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুচ-কাওয়াজ—সৈন্যদিগের সমাবেশ ও যুদ্ধশিক্ষার্থে অভ্যাস। বৈদেশিক। সং।

কুচকি—কুঁচকি দেখ।

কুচকুম্ভ—পীনোন্নত পয়োধর, স্থূল ও উচ্চ স্তন। কুচরূপ যে কুম্ভ, রূপক কর্ম্মধা; কিংবা কুচ কুম্ভপ্রায়, উপমিত। সং; পু।

কুচকুরে—কুচক্রী; কুঁচুড়া, কুটিল। প্রাদে। বিণ। [পু।

কুচক্র—চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা। কর্ম্মধা। সং।

কুচক্রী (কুচক্রিন্)—চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী; কুমন্ত্রণাদাতা। কুচক্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কুচক্রিণী।

কুচনী—কোচজাতীয় স্ত্রী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

কুচন্দন—রক্তচন্দন; কুঙ্কুম; পত্রাঙ্গ, বকম কাঠ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুচফল—১। দাড়িম্ব ফল। কুচ তুল্য যে ফল, মধী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। দাড়িম্ব বৃক্ষ। কুচতুল্য ফল যাহার, বহু। সং; ক্লী।

কুচবিহার—বৃটিশরাজ্য-পরিবেষ্টিত বঙ্গদেশান্তর্গত করদ রাজ্য। এই অঞ্চলটি প্রাচীন কালে কামরূপের রাজার রাজ্যভুক্ত ছিল। গৌড়ের পাঠানরাজগণ কর্ত্তৃক সেই রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হইলে, কিছুকাল দেশ মধ্যে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময় উত্তর-পূর্ব দিক হইতে কতকগুলি অসভ্য জাতি আসিয়া দেশকে বিধ্বস্ত করে। তাহাদের মধ্যে কোচেরা এক জাতি। কোচেরা কুচবিহার রাজ্য স্থাপন করে। হাজো নামক জনৈক কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অপর মতে হারিয়া নামক জনৈক 'মেচ' জাতির অধিনায়ক এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। উভয় মতেই হীরা ও জীরা নাম্নী দুইটি ভগিনী বা সপত্নীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, হীরার গর্ভে দেবাদিদেব মহাদেবের ঔরসে বিশু বা বিশ্ব সিংহের জন্ম। এই বিশুই কুচবিহারের প্রথম রাজা। তৎপুত্র নরনারায়ণ ১৫৫০ খৃঃ অঃ রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

কুচবিহারের রাজগণ "নারায়ণ" নামযুক্ত। নরনারায়ণই নারায়ণী মুদ্রার প্রচলনকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। এই মুদ্রা অঙ্কিত করিবার অধিকার এখনও রাজবংশে বিদ্যমান আছে এবং নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সরকারী ধনাগারে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে। নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীসিংহ মোগল বাদসাহের সংঘর্ষে আসিয়া ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন এবং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করেন। তাহার পরে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে আরম্ভ হয়। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত, নাজীর দেও এবং দেওয়ান দেও নামক রাজবংশের তিনটি শাখা রাজ্য গ্রহণ অভিপ্রায়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করে। ভুটানের সাহায্যে অপর প্রতিদ্বন্দিদ্বয় কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নাজীর দেও ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হন। তাৎকালিক বঙ্গের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সিপাহী পাঠাইয়া ভুটান সৈন্যকে বিতাড়িত করেন, এবং ভুটানরাজকে সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করেন। এই সময়ে কুচবিহার-রাজের সহিত (১৭৭৩ খৃঃ অঃ এপ্রেল মাসে) যে সন্ধি স্থাপন করা হয়, তাহার সর্ত্তানুসারে কুচবিহারের রাজা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং রাজ্যের আয়ের অর্দ্ধাংশ ইংরাজকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। উত্তর কালে, বাৎসরিক করের পরিমাণ ৬৭, ৭০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। এই সন্ধিপত্র এখনও বলবৎ আছে। (অবশিষ্ট বিবরণ নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

কুচরিত্র—১। মন্দ চরিত্র, কুৎসিত আচরণ; দুঃশীলতা; কদাচার। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। দুশ্চরিত্র, চরিত্রহীন, অসচ্চরিত্র, দুঃশীল; অসৎ, অসাধু। কু চরিত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [দেশজ। বিণ।

কুচল—চলিতে ক্লেশকর, দুর্গম; পঙ্কিল।

কুচা, কুচি—ক্ষুদ্র (যথা—কুচানৈবেদ্য, কুচা বাসন)। বিণ।

কুচাগ্র—পয়োধরের অগ্রভাগ, চুচুক, স্তনবৃন্ত, স্তনের বোঁটা। কুচের অগ্র, ৬তৎ। সং; ক্লী। [কাটা, খোড়া। দেশজ। ক্রি।

কুচান—কুচি কুচি করা, ছোট ছোট করিয়া

কুচাল—মন্দ আচার ব্যবহার, অসদাচরণ। দেশজ। সং।

কুচি—কুঁচি (তাহা দেখ)।

কুচিকা—কুঁচে মাছ। সং; স্ত্রী।

কুচিকিৎসক—মন্দ চিকিৎসাকারী, হাতুড়িয়া। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুচিকিৎসা—মন্দ চিকিৎসা, হাতুড়িয়াগিরি।

কুচিন্তা—অসৎ ভাবনা; মন্দ বিষয়ের কল্পনা। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুচিলা—কুঁচিলা (তাহা দেখ)।

কুচেল—কুৎসিত বসনযুক্ত, মলপরিচ্ছদধারী। কু (কুৎসিত) চেল (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুচেলা।

কুচেষ্টা—মন্দ চেষ্টা, অন্তের অপকার করিবার চেষ্টা; মন্দ অভিপ্রায়, দুরভিসন্ধি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুচ্ছ—১। কুমুদ, শুঁদি। সং; ক্লী। ২। কুৎসা, নিন্দা, অখ্যাতি। দেশজ, কুৎসা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

কুচ্ছা—অপবাদ, অখ্যাতি, নিন্দা। কুৎসা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

কুচ্ছিত—বিশ্রী, বিরূপ, হীন, নিন্দিত, অপকৃষ্ট; অশ্লীল। কুৎসিত শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

কুছ—কিছু, কিঞ্চিৎ, থোড়া, অল্প। হিন্দী।

কুজ—মঙ্গলগ্রহ; বৃক্ষ; নরকাসুর। কু (পৃথিবী) —জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

কুজন—অসজ্জন, দুর্জ্জন, দুষ্ট ব্যক্তি। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুজপ—কুৎসিত জপকর্ত্তা; নিন্দিত জল্পনাকারী। কু জপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কুজা—কাত্যায়নী, দুর্গা; সীতা; জানকী। কু (পৃথিবী) হইতে জন্মিয়াছে যে স্ত্রী ইতি উপ; কু—জন+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

কুজ্ঝটি, কুজ্ঝটিকা—কুহেলিকা, কুয়াসা কুয়ো [বায়ুমণ্ডলের অধোভাগে জলীয় বাষ্পবিশিষ্ট বায়ুর সহিত তদপেক্ষা শীতল বায়ু বা শীতল ভূমির সংস্পর্শ হইলে উহার কিয়দংশ বাষ্প সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হইয়া কুজ্ঝটিকা উৎপাদন করে]। কু (শব্দ করা)+ক্বিপ্ ক—কুৎ; কুৎ—ঝটি (মিলিত হওয়া)+ই ক—কুজ্ঝটি। কুজ্ঝটি+কন্+আপ্—কুজ্ঝটিকা। সং; স্ত্রী। [কুয়াসা। সং; স্ত্রী।

কুজ্ঝটা, কুজ্ঝটাকা—কুজ্ঝটিকা, কুহেলিকা।

কুঞ্চন—বক্রণ; সঙ্কোচন; অনাদর। কুন্চ (বক্র হওয়া, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কুঞ্চি, কুঞ্চী—মানপাত্রবিশেষ, খুঁচি; আট মুঠা; কুঞ্চিকা। কুন্চ+ই, ঈপ্ ণ। সং; স্ত্রী।

কুঞ্চিকা—কঞ্চী; গুঞ্জা, কুঁচ; কুচিকা, কুঁচে মাছ; চাবি, কুলুপকাটি। সং; স্ত্রী।

কুঞ্চিত—১। বক্রীভূত; সঙ্কুচিত। কুন্চ+ক্ত ক। ২। অবজ্ঞাত, অনাদৃত। কুন্চ (অবজ্ঞা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুঞ্চিতা।

কুঞ্চী—কুঞ্চি দেখ।

কুঞ্জ—১। লতাগৃহ; লতাদিদ্বারা আচ্ছন্ন স্থান, হস্তিহনু; হস্তিদন্ত। কু শব্দ (পৃথিবী)—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু ও ক্লী। ২। বস্ত্রাদির কল্‌কা বা নকাসী। দেশজ। সং।

কুঞ্জকানন, কুঞ্জবন—লতাগৃহপূর্ণ উপবন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুঞ্জকুটীর—১। লতাগৃহ, নিকুঞ্জ। কুঞ্জই যে কুটীর, কর্ম্মধা। ২। কুঞ্জমধ্যস্থ ক্ষুদ্র গৃহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [বিণ।

কুঞ্জদার—কল্‌কাদার, নকাসীযুক্ত। দেশজ।

কুঞ্জর—হস্তী; [কোন শব্দের পরবর্ত্তী হইলে] শ্রেষ্ঠ; কেশ; দেশবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ। কুঞ্জ+র অস্ত্যর্থে। সং; পু।

কুঞ্জরা—হস্তিনী; ধাতকী। কুঞ্জর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কুঞ্জরারাতি—সিংহ; শরভ। কুঞ্জরের (হস্তীর) অরাতি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

কুঞ্জরাশন—অশ্বত্থ বৃক্ষ। কুঞ্জরের (হস্তীর) অশন (ভক্ষ্য), ৬তৎ। সং; পু।

কুঞ্জরী—হস্তিনী। কুঞ্জর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

কুঞ্জল—কাঞ্জিক, কাঁজি। কু গে জল, কর্ম্মধা।

কুঞ্জলতা—এক প্রকার পুষ্পলতা, ইহা লতাইয়া উপরে উঠিয়া কুঞ্জ প্রস্তুত করে; ঝুমকা লতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুঞ্জবন—কুঞ্জকানন দেখ।

কুঞ্জি, কুঞ্জী—চাবি, কুলুপকাটি। হিন্দী। কুঞ্চিকা শব্দজ। সং।

কুঞ্চিকা—কৃষ্ণজীরক, কালজিরা। সং; স্ত্রী।

কুট—১। পর্ব্বত; দুর্গ; বৃক্ষ; শিলাকুট পাথর ভাঙ্গা হাতুড়ি। কুট+ক ক। সং; পু। ২। কলস। সং; পু বা ক্লী। ৩। কুষ্ঠরোগ। কুষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ। ৪। ক্ষুদ্র তৃণাদি লঘু বস্তু; পিপীলিকাদির ক্ষুদ্র দংশন। দেশজ। সং।

কুটক—কুটিল। প্রা, ক।

কুটকুট—পিপীলিকাদির পুনঃ পুনঃ কামড়, তজ্জনিত সামান্য চুলকানি। দেশজ। সং

কুটকুটান—কুট কুট করা, সামান্য চুলকান। দেশজ। ক্রি।

কুটকুটানি—সামান্য চুলকানি, বুনা ওল প্রভৃতি মুখে ধরা; কামড়ানি। দেশজ। সং।

কুটঙ্ক—গৃহের আচ্ছাদন, ঘরের ছাদ বা চাল। অলুক্ উপ; কুটম্ (গৃহকে)—কৃ+খ ক। সং; পু।

কুটচ—কুটজ বৃক্ষ, কুড়চি গাছ। সং; পু।

কুটজ—গিরিমল্লিকা বৃক্ষ, কুড়চি; অগস্ত্য ঋষি; দ্রোণাচার্য্য। উপ; কুট—জন+ড ক। সং; পু।

কুটজবীজ—ইন্দ্রযব। সং; ক্লী।

কুটনা—সুরতদূত, কোটনা; রন্ধনার্থ খণ্ডশঃ কর্ত্তিত তরকারি। দেশজ। সং।

কুটনী—সুরতদূতী। কুট্টনী শব্দের অপভ্রংশ, তাহা দেখ। সং; স্ত্রী।

কুটন্নট—১। কৈবর্ত্তী মুস্তক, কেশুর। সং; ক্লী। ২। শ্যোনাক বৃক্ষ। সং; পু।

কুটপ—১। মুনি; গৃহসমীপস্থ উপবন। কুট (গৃহ)—পা+ড ক। সং; পু। ২। পদ্ম। সং; ক্লী।

কুটর—মন্থনদণ্ডস্থ রজ্জু; বন্ধনস্তম্ভ। কুট—রা +ড ক। সং; পু।

কুটরু—বস্ত্রগৃহ, তাম্বু, কানাৎ। কুট (গৃহ)—রা (গ্রহণ করা)+কু ক। সং; পু।

কুটল—পটল, ঘরের ছাদ বা চাল। কুট (গৃহ) —লা (আচ্ছাদন করা)+ড ক। সং; ক্লী।

কুটা—১। তৃণাদির অতি ক্ষুদ্র খণ্ড। সং। ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কর্ত্তন করা; (তণ্ডুলাদি) তুষহীন করা বা চূর্ণ করা, গুঁড়ান। দেশজ। ক্রি।

কুটাঘাত—হাতুড়ি দ্বারা প্রহার বা পিটন, হাতুড়ির ঘা। কুট দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। সং; পু।

কুটান—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কর্ত্তন করান; তুষহীন করান; গুঁড়ান; (পেষণ-শিলাদি) কাটান। দেশজ। ক্রি।

কুটি—১। কুটিলতা, বক্রতা। কুট+ই ভা। সং; পু বা ক্লী। ২। গৃহ, ঘর; কুটীর, কুঁড়ে; কুড়নী। কুট+ই ক। সং; স্ত্রী। ৩। শরীর; বৃক্ষ। সং; পু। ৪। ছোট কুটা, অতি ক্ষুদ্র খণ্ড; ব্যবসায়-স্থল, মহাজনের গদি; কর্ম্মশালা, কারখানা। দেশজ। সং।

কুটিকুটি—একাধিক ক্ষুদ্র খণ্ড। দেশজ। সং।

কুটিচর, কুটীচর—কুম্ভীর; শিশুমার, শুশুক; সন্ন্যাসিবিশেষ। কুটি বা কুটী (বক্রতা)—চর (গমন করা)+টক্ ক। সং; পু।

কুটিয়া, কুটে—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত; কুড়ে, অলস, শ্রমবিমুখ। দেশজ। বিণ।

কুটীর—বাসস্থান; পর্ণশালা, কুঁড়ে। কুটি (শরীর) রা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

কুটিল—বক্র, অসাধু; ক্রূর; শঠ, ধূর্ত্ত। কুট (বক্র গমন করা)+ইল ক। বিণ; ত্রি।

কুটিলগ—১। সর্প। সং; পু। ২। বক্রগামী। উপ; কুটিল—গম+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুটিলগা।

কুটিলগা—১। বক্রগামিনী। কুটিলগ দেখ। বিণ, স্ত্রী। ২। সর্পী; নদী। সং; স্ত্রী।

কুটিলগামী (—গামিন্)—বক্রগমনশীল, বক্রভাবে বা বক্রপথে গমনকারী। উপ; কুটিল—গম +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—গামিনী।

কুটিলতা,—ত্ব—বক্রতা, অসরলতা; অসাধুতা; শাঠ্য, ধূর্ত্ততা; ক্রূরতা। কুটিল+তা ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কুটিলপ্রশ্ন—১। অসরলপ্রশ্ন, যে প্রশ্নের উত্তর দান করা কষ্টসাধ্য। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। কুটিলপ্রশ্নকারী। কুটিল প্রশ্ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রশ্না।

কুটিলাই—কুঞ্চিত, কোঁকড়ান। বিণ। প্রা, ক।

কুটিলা—১। বক্রা; ধূর্ত্তা। কুটিল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ, সরস্বতী নদী; আয়ানের ভগিনী, সুতরাং শ্রীমতী রাধিকার ননন্দা। সং; স্ত্রী।

বিশ্রী। কুৎস+ক্ত ণ্ব। বিণ; ত্রি। ২। কুষ্ঠ নামক ঔষধদ্রব্য, কুড়। সং; ক্লী।

কুৎসিতাচরণ—১। অযণ্ড ব্যবহার, দুরাচরণ, দুর্ব্যবহার। কুৎসিত যে আচরণ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। দুর্ব্যবহারকারী, কদাচার কুৎসিত আচরণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কুথ—হস্তিপ্রভৃতির চিত্রিত পৃষ্ঠবস্ত্র; আস্তরণ; কুশ। কুথ+ক ক। সং; পু।

কুথলী—ভিক্ষার ঝুলি। প্রা, ক। সং।

কুথা—১। হস্তিপ্রভৃতির চিত্রিত পৃষ্ঠবস্ত্র; আস্তরণ। কুথ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। কোথা; কোন স্থান। প্রা, ক।

কুথাঅ—কোথাও; কোন স্থানে। প্রা, ক।

কুথোদরী—রাক্ষসীবিশেষ, নিকুম্ভের পুত্রী ও কুম্ভকর্ণের পৌত্রী; এই রাক্ষসী কল্কিদেব কর্ত্তৃক হতা হয়। সং; স্ত্রী।

কুদরত—মহত্ব, মহিমা, গরিমা; ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য। বৈদেশিক। সং।

কুদাঁড়া—কুধারা, মন্দপদ্ধতি, কুৎসিত রীতি। দেশজ। সং।

কুদাল—ভূমিখননযন্ত্রবিশেষ, কোদালি। উপ; কু (ভূমি)-দল (দলন করা)+ণ্ব্ ক। সং; পু।

কুদালি—কুদাল, কোদাল। হিন্দী। সং।

কুদিন—সাবনদিন, দিবারাত্র; অশুভ দিন, দুর্দ্দিন; বৃষ্টিবাদলার দিন। কর্ম্মধা। ক্লী।

কুদৃষ্টি—১। মন্দদৃষ্টি, কুৎসিতদর্শন। কু হইয়াছে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অশুভ দৃষ্টি, ঈর্ষ্যান্বিত দর্শন, খারাপ নজর; নাস্তিক মত, বেদবিরুদ্ধ জ্ঞান; মিথ্যা দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুদ্দার—কোদাল। কু (পৃথিবী)-ণিজন্ত দৃ (বিদীর্ণ করা)+ণ্ব্ ক। সং; পু।

কুদ্দাল—কুদাল, কোদালি; কোবিদার বৃক্ষ, কাঞ্চন গাছ। কু (পৃথিবী)-দল+ণ্ব্ ক। সং; পু।

কুধ্র—ভূধর, পর্ব্বত। কু (পৃথিবী)-ধৃ (ধারণ করা)+ক ক। সং; পু।

কুনখ—১। কুৎসিত নখরোগবিশেষ, নখকুনি। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। উক্ত রোগযুক্ত। কু হইয়াছে নখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুনখা, কুনখী।

কুনখী (কুনখিন্)—নখরোগযুক্ত; কুৎসিতনখবিশিষ্ট; সঙ্কুচিতনখ। কুনখ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কুনখিনী। [পু।

কুনাথ—কুৎসিত প্রভু বা স্বামী। কর্ম্মধা। সং;

কুনান—কুনকুন বা কনকন করা, শুলান। দেশজ। ত্রি।

কুনানি—কুনকুন করণ, শুলানি। দেশজ। সং।

কুনাভি—নিধি; বাত্যাবর্ত্ত, ঘূর্ণি বাতাস। ৬তৎ। সং; পু।

কুনাম (কুনামন্)—কুৎসিত নাম; দুর্নাম, অযশঃ, অখ্যাতি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুনামন্—কুনাম ও কুনামা দেখ।

কুনামা (কুনামন্)—কুৎসিত নামবিশিষ্ট; অতি কৃপণ। [অত্যন্ত কৃপণের বা সাতিশয় কদাচারীর নাম প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিলে সে দিন অন্ন জোটে না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, একারণ উহাকে কুনামা কহে]। কু নাম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কুনীতি—দুশ্চর্য্যা; অসদাচরণ। কর্ম্মধা। সং।

কুনুই—কনুই, কফোণি। দেশজ। সং।

কুনুয়া—কোণভক্ত, যে ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে; অসঙ্গপ্রিয়, অনালাপী, লাজুক। দেশজ। বিণ।

কুনো—১। কুনুই বা কনুই, কফোণি। সং। ২। কুনুয়া (তাহা দেখ)। দেশজ। বিণ।

কুন্ত—প্রাস অস্ত্র, ভল্ল; পক্ষযুক্ত বাণ। ক (মস্তক) উন্দ+অন্ ক। সং; পু।

কুন্তল—কেশ; পানপাত্র; যব; দেশবিশেষ। কুন্ত-লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।

কুন্তলপেড়ী—কেশরচনা-সামগ্রী রাখিবার আধার। প্রা, ক। সং।

কুন্তলবর্দ্ধন—ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। ৬তৎ। সং।

কুন্তি, কুন্তী—যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের জননী। ইনি যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। ইহার প্রকৃত নাম পৃথা। শূরসেন পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে স্বীয় পিতৃস্বসৃপুত্র অনপত্য কুন্তিভোজ রাজাকে আপনার প্রথমজাতা কন্যা পৃথাকে ভহিতৃত্বে অর্পণ করেন। পৃথা কুন্তিভোজ রাজার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় কুন্তি (বা কুন্তী) নামে আখ্যাতা হন।

কোন সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজ রাজার আলয়ে আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। ঋষিবর সংবৎসর তথায় অবস্থিতি করেন, এবং কুন্তীর সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে এমন এক মন্ত্র প্রদান করেন যে, সেই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে দেবতাকে স্মরণ করা যাইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বালস্বভাবপ্রযুক্ত কুন্তী মন্ত্রপরীক্ষার্থ সূর্য্যদেবকে স্মরণ করিবামাত্র সূর্য্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সূর্য্যের ঔরসে কন্যাবস্থায় কুন্তীর কর্ণ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তী লোকলজ্জাভয়ে সদ্যোজাত শিশুটিকে মঞ্জুষামধ্যে স্থাপন করিয়া ধাত্রীর সাহায্যে নদীতে ভাসাইয়া দেন; পরে গুপ্তচর দ্বারা জানিতে পারেন যে, সেই পুত্র হস্তিনায় সূত অধিরথ ও তৎপত্নী রাধার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন।

অতঃপর কুন্তিভোজ কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করিলে, কুন্তি স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডু রাজাকে বরমাল্য অর্পণ করিয়া পতিত্বে বরণ করেন। রাজা পাণ্ডু মাদ্রী নাম্নী অপর এক পত্নীরও পাণিগ্রহণ করেন। কুন্তী ও মাদ্রী পতির সহিত বন ভ্রমণ করিতেন। অনন্তর এক ব্রাহ্মণের শাপে পাণ্ডু স্ত্রীসহবাসে বঞ্চিত হইলে, পুত্রোৎপাদন মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায়, পাণ্ডু কুন্তীকে পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তদনুসারে কুন্তী দুর্ব্বাসা ঋষিদত্ত মন্ত্রবলে ধর্ম্মরাজ, পবনদেব ও ইন্দ্রের ঔরসে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে পুত্রত্রয় উৎপাদন করেন। সপত্নী মাদ্রীকেও সেই মন্ত্র প্রদান করিলে, তিনি স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা নকুল ও সহদেব নামক যমজ পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন। কালনিয়োগে পাণ্ডুরাজের দেহান্তর হইলে এবং মাদ্রী তাঁহার অনুগমন করিলে, পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কুন্তীর উপর পড়িল।

অতঃপর পুত্রগণকে লইয়া কুন্তী হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা হইলে তাহারা যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণবধার্থ কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে জতুগৃহে প্রেরণ করেন। ধর্ম্মপ্রাণ দেবর বিদুরের মন্ত্রণাকৌশলে কুন্তী পুত্রগণসহ নির্ব্বিঘ্নে বনে পলায়ন করেন। তাহার পর একচক্রা নগরীতে জনেক ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় বক নামক রাক্ষসের উপদ্রব জন্য সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কুন্তী আপনার বলিষ্ঠ পুত্র ভীমসেনের দ্বারা তাহার বধ সাধন করেন। অনন্তর দ্রৌপদীর স্বয়ংবর স্থলে অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিলে কুন্তীর আদেশে পঞ্চ ভ্রাতায় তাঁহার পতি হইলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিলে, কুন্তী তাঁহাদের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় রাজ্য হারাইয়া পত্নী ও ভ্রাতৃগণ সহ বনগমন করিলে, কুন্তী ধর্ম্মাত্মা বিদুরের নিকট রহিলেন। ত্রয়োদশবর্ষান্তে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইলে, কুন্তী গোপনে কর্ণের নিকট যাইয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে পাণ্ডব পক্ষে থাকিতে অনুরোধ করেন। পরন্তু সত্যপরায়ণ কর্ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া মাতার নিকট এই মাত্র অঙ্গীকার করেন যে, 'আমি অর্জ্জুন ভিন্ন কোনও পাণ্ডবের প্রাণবধ করিব না।' অগত্যা কুন্তী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

কুরুক্ষেত্র সমরের পর কুন্তী পুত্রগণের সহিত ১৫ বৎসর সুখে বাস করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-সহ বনগমনপূর্ব্বক অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, এবং তিন বৎসর কাল তপস্যা করার পর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীসহ দাবানলে ভস্মীভূত হন। ক (মস্তক)—উন্দ (আর্দ্র করা)+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ই, ঈপ্; অথবা কুন্তি+ক অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ই, ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কুন্তিভোজ—জনৈক নৃপতি। ইনি যাদববংশীয় শূরসেনের পিতৃস্বসৃপুত্র। শূরসেনের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া শূরসেন অঙ্গীকার করেন যে, আপনার প্রথমজাত সন্তান কুন্তিভোজকে প্রদান করিবেন, এবং তদনুসারে স্বীয় প্রথমজাতা কন্যা পৃথাকে অর্পণ করেন। পৃথা ইঁহার দ্বারা প্রতিপালিতা হইয়া কুন্তি নামে পরিচিতা হন। কুরুক্ষেত্র সমরে কুন্তিভোজ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে নিহত হন।

কুন্তী—কুন্তি দেখ।

কুন্থন—ক্লেশপ্রকাশ, কোঁথান। কুন্থ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কুন্দ—১। কুঁদ ফুল বা তাহার গাছ। কু+দ ক। সং; ক্লী বা পু। ২। ভ্রমি যন্ত্র, কুঁদ। কু—দো (ছেদন করা)+ড ক। ৩। নিধিবিশেষ। ক (পৃথিবী)—উন্দ (আর্দ্র করা)+অন্ ক। সং; পু।

কুন্দদন্ত—১। কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্র দন্ত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্র দন্তবিশিষ্ট। কুন্দতুল্য দন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কুন্দমালা—কুন্দপুষ্পনির্ম্মিত মালা। কুন্দ রচিতা মালা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুন্দরকী, কুন্দরুকী—কুন্দুরু (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।

কুন্দিনী—পদ্মিনী, পদ্মসমূহ। কুন্দ শব্দ+ইন্ সমূহার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কুন্দু—১। মূষিক, ইঁদুর। কু (পৃথিবী)—দৄ (বিদীর্ণ করা)+ডু ক। সং; পু। ২। কুন্দুরু। সং; স্ত্রী। [বা স্ত্রী।

কুন্দুরু—স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; পু

কুপতি—১। ভূপতি, রাজা। কুর (ভূমির) পতি, ৬তৎ। ২। কুৎসিত স্বামী। কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

কুপথ—কুৎসিত পথ; অন্যায় পথ। কর্ম্মধা।

কুপথগামী (-গামিন্)—অসৎপথাবলম্বী, ভ্রষ্টাচার, অসচ্চরিত্র। কুপথে গমন করে যে, উপ; কুপথ-গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কুপথগামিনী।

কুপথসুপথ—মন্দ ও ভাল পথ, অগম্য ও গম্য পথ; অধর্ম্ম্য ও ধর্ম্ম্য উপায়। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

কুপথ্য—অপথ্য, অহিতকর ভক্ষ্য, যাহা ভক্ষণ করিলে রোগ জন্মিতে বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুপন—দ্যূতক্রীড়াবিশেষ; 'মণিঅর্ডার'পত্রে যুক্ত পত্র। ইং ও পর্ত্তু (Coupon)। সং।

কুপা—১। কোপা, মুলা, হাতুঁটা। প্রাদে। বিণ। ২। তৈলাদি রাখিবার চর্ম্মাধার, মসক। সং। ৩। কুপিত হওয়া, রাগিয়া উঠা। ক্রি। ক, প্র।

কুপি—১। ছোট কুপা বা মসক; বাঁশের চোঙ্গা; কেরোসিন তেল জ্বালিবার ডিবি। দেশজ। ২। মুষ্টি, বাঁট, হাতল। প্রা, ক। সং। ৩। কুপিত হইয়া, রাগিয়া। ক্রি। ক, প্র।

কুপিও, কুপিওা, কুপিওে—কুপোষ্য; কুচক্রী, কুমন্ত্রণাদাতা; কুঁজড়ো, কুটিল, খল, হিংসুক। দেশজ। বিণ।

কুপিত—ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত, রুষ্ট। কুপ (রাগ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুপিতা।

কুপিতা—ক্রুদ্ধা। কুপিত দেখ। বিণ; স্ত্রী।

কুপিতা (কুপিতৃ)—যে পিতা স্বীয় কর্ত্তব্য পালন না করে, যে পিতা সন্তানের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুপুত্র—যে পুত্র আপনার কর্ত্তব্য পালন না করে, যে পুত্র মাতাপিতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, অসৎপুত্র। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুপুরুষ—কাপুরুষ (তাহা দেখ)।

কুপুয়—কপুয় (তাহা দেখ)।

কুপো—১। মুলা, হাতুঁটা। বিণ। ২। কুপা, মসক, চর্ম্মাধার। দেশজ। সং।

কুপোকাত—কুপা বা মসক কাত হইয়া পড়া; [ব্যঙ্গার্থে] ধরাশয়ন বা ধরাশায়ী, ভূপতিত, বিপর্য্যস্ত, পর্য্যুদস্ত, নাশপ্রাপ্ত। দেশজ।

কুপোষ্য—নিকট সম্পর্কীয় নিরাশ্রয় নরনারীগণ; উপার্জ্জনে অসমর্থ পরিবারস্থ মানব। কুৎসিত পোষ্য, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুপোষ্যা।

কুপ্য—স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্য ধাতু। গুপ+ক্যপ্, প্ম, নিপাতনে। সং; ক্লী।

কুফল—মন্দ ফল, অশুভ পরিণাম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুবলাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপতি, মহারাজ বৃহদশ্বের পুত্র। ইনি অতিশয় বীর্য্যবান্ ও ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন; মহর্ষি উতঙ্ক ত্রিলোকের উপকারের নিমিত্ত দৈত্য ধুন্ধুর বিনাশার্থে ইঁহাকে নিয়োজিত করেন। কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হন। সং; পু।

কুবের—যক্ষরাজ, ধনাধিপ। ঋষি বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বরলাভ করিয়া অমর এবং উত্তর-দিকের অধিপতি হন। ব্রহ্মা ইঁহাকে পুষ্পক রথও প্রদান করেন। যক্ষ ও কিন্নরগণ ইঁহার অধীন। ইনি প্রথমে লঙ্কায় বাস করিতেন। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ ইঁহাকে স্থানচ্যুত করিলে ইনি পিতৃনিদেশে কৈলাস-শিখরে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। এইস্থানে মহাদেবের সহিত ইঁহার মিত্রতা হয়। ইঁহার পুরীর নাম অলকা এবং পুত্রের নাম নলকূবর। রাবণের সহিত কুবেরের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রাবণ ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া ইঁহার পুষ্পক রথ হরণ করেন। একদা ইঁহার অনুচর মণিমান মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করায় তাঁহার শাপে ভীমের হস্তে ইঁহার অনুচরবর্গ পরাজিত হয়। কুম্ব (আচ্ছাদন করা)+এর ক; অথবা কু (কুৎসিত) হইয়াছে বের (শরীর) যাহার, বহু, কারণ কথিত আছে যে, যক্ষরাজ কুবেরের আটটা দাঁত ও তিনখান পা। সং; পু।

কুব্জ—১। উন্নতপৃষ্ঠ, কুঁজো। কু—উব্জ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুব্জা। ২। খড়্গা, খাঁড়া, অপামার্গ। সং; পু।

কুব্জা—১। উন্নতপৃষ্ঠা, কুঁজী। কুব্জ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মথুরারাজ কংসাসুরের পরিচারিকা-বিশেষ। কংসের আমন্ত্রণে কৃষ্ণবলরাম মথুরায় আগমন করিয়া রাজপথে কুব্জার সাক্ষাৎ পান। ইনি সে সময়ে রাজবাটীতে মাল্যচন্দন লইয়া যাইতেছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ইঁহার নিকট সে সকল চাহিলে ইনি তাঁহাদিগকে সে সমস্ত অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কুব্জার পদে পদক্ষেপ ও চিবুক ধারণ করিয়া ইঁহার অঙ্গবৈকল্য দূর করিয়া ইঁহাকে সরলা সুন্দরী করিয়া দেন। সং; স্ত্রী।

কুব্জিকা—কুব্জা; দেবীবিশেষ; অষ্টবর্ষা কন্যা। কুব্জা+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কুব্জী—কুব্জা, কুঁজা স্ত্রীলোক। দেশজ। বিণ বা সং; স্ত্রী।

কুব্রহ্ম—অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুভোজন—মন্দদ্রব্য ভক্ষণ; কুৎসিত আহার। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুমকুম—কুঙ্কুম; সুগন্ধি আবীর জল ভরা লাক্ষাগোলক। দেশজ। সং।

কুমড়া—কুষ্মাণ্ড। দেশজ। সং।

কুমতি—১। দুষ্ট বুদ্ধি, দুরভিসন্ধি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। দুর্ম্মতি, দুর্বুদ্ধি, দুষ্ট অভিসন্ধিযুক্ত। কু হইয়াছে মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুমন্ত্রণা—দুষ্ট মন্ত্রণা, অসৎ পরামর্শ; কুচক্র।

কুমন্ত্রী (কুমন্ত্রিন্)—দুষ্ট মন্ত্রণাপ্রদানকারী,

অসৎপরামর্শদাতা ; কুচক্রী ; দুষ্ট সচিব। কর্ম্মধা। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী কুমন্ত্রিণী।

কুমাতা (কুমাতৃ)—১। বাৎসল্যরহিতা জননী, যে মাতার সন্তানবাৎসল্য নাই। কু (কুৎসিত) যে মাতা, কর্ম্মধা। ২। জগজ্জননী। কুর (পৃথিবীর) মাতা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কুমার—১। কার্ত্তিকের ; যুবরাজ ; রাজপুত্র ; পঞ্চমবর্ষীয় বালক ; অশ্বচারক, সহিস ; শুকপক্ষী। কুমার (ক্রীড়া করা)+অন্ ক ; অথবা কু (কুৎসিত) হইয়াছে মার (কন্দর্প) যাহা হইতে, বহু। সং ; পু। স্ত্রী কুমারী। ২। বিশুদ্ধ স্বর্ণ, খাঁটী সোণা। সং ; ক্লী। ৩। কুম্ভকার, ঘটনির্ম্মাতা। দেশজ। সং ; পু। স্ত্রী কুমারণী।

কুমারক—বালক ; বরুণবৃক্ষ। কুমার শব্দ+কণ্। সং ; পু।

কুমারপাল—রাজা শালিবাহন। সং ; পু।

কুমারভৃত্যা—বালচিকিৎসা। কুমার (শিশু) −ভৃ+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুমারবাহী (−বাহিন্)—কার্ত্তিকের বাহন, ময়ূর। উপ ; কুমার−বহ+ণিন্ ক। সং ; পু।

কুমারসম্ভব—সুকবি কালিদাস প্রণীত কুমারের (কার্ত্তিকের) জন্মবিবরণবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ (এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ)। কুমারের সম্ভব (জন্ম) বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

কুমারিকা—কুমারী, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা ; অনূঢ়া কন্যা ; নবমল্লিকা ; স্থূল এলা, বড় এলাচ ; ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তস্থ অন্তরীপবিশেষ [Cape of Comorin]। কুমারী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুমারিল ভট্ট—দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ। ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ও মেধাবী ছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। দেশে সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের বিষম প্রাদুর্ভাব। বৌদ্ধের প্রকৃত ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া দেশ তখন নাস্তিকতায় মগ্ন। এই ভয়ানক অধর্ম্ম হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিতে কুমারিল ভট্ট বদ্ধপরিকর হইলেন। ইনিই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে আরম্ভ করেন এবং বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। কথিত আছে যে, ইনি কেবল তর্ক দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের রাজগণকেও উত্তেজিত করিতেন। ইঁহার প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্য এবং বৈদিক দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা ইঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

কুমারী—দ্বাদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা ; অনূঢ়া কন্যা ; রাজকন্যা ; দুর্গা ; ঘৃতকুমারী ; নবমল্লিকা ; নদীবিশেষ। কুমার শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কুমির, কুমীর—হিংস্র জলজন্তুবিশেষ, নক্র। কুম্ভীর শব্দের অপভ্রংশ। সং।

কুমড়া—কুমড়া, কুষ্মাণ্ড। প্রা, ক। সং।

কুমুৎ (কুমুদ্)—১। কৃপণ। বিণ ; ত্রি। ২। কৈরব, শ্বেতোৎপল, সুঁদি। কু (পৃথিবী) −মুদ (হৃষ্ট করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; ক্লী।

কুমুদ—১। কৈরব, শ্বেতোৎপল, সুঁদি ; রক্তোৎপল ; রৌপ্য। কু (পৃথিবী) −মুদ (হৃষ্ট করা)+ক ক। সং ; ক্লী। ২। নৈর্ঋত কোণের হস্তী ; রামচন্দ্রের সেনানায়ক একটী বানর ; কার্ত্তিক মাস। পু।

কুমুদনাথ, কুমুদবান্ধব—চন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু

কুমুদ-নিকর, −নিচয়—শ্বেতোৎপলসমূহ, সুঁদি সকল। ৬তৎ। সং ; পু।

কুমুদবান্ধব—কুমুদনাথ দেখ।

কুমুদবতী—কুমুদ্বতী (তাহা দেখ)। কুমুদ+বতু+ঈপ্। বিণ বা সং ; স্ত্রী।

কুমুদবদন—১। কুমুদরূপ মুখ। রূপক কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। কুমুদতুল্য বদনবিশিষ্ট কুমুদ তুল্য বদন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −বদনা, −বদনী।

কুমুদবান্ (−বৎ)—কুমুদ্বান্ (তাহা দেখ)। কুমুদ+বতু যুক্তার্থে। বিণ ; পু।

কুমুদাকর—হ্রদ প্রভৃতি। কুমুদের আকর (উৎপত্তিস্থান), ৬তৎ। সং ; পু।

কুমুদানন্দ—চন্দ্র। কুমুদের আনন্দ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

কুমুদিনী—কুমুদসমূহ, কুমুদের ঝাড় ; কুমুদবহুল জলাশয় ; কুমুদলতা ; উৎপলিনী, সুঁদি বা নাল ফুল। কুমুদ+ইন্+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

কুমুদিনীনাথ—চন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

কুমুদিনীনায়ক—চন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

কুমুদিনীবান্ধব—চন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু। [স্ত্রী।

কুমুদী—কুমুদিনী ; কুমুদ, সুঁদি। ক, প্র। সং ;

কুমুদ্বতী—১। কুমুদবহুলা। কুমুদ্বান্ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুমুদিনী ; কুমুদের ঝাড়। সং ; স্ত্রী।

কুমুদ্বান্ (কুমুদ্বৎ)—কুমুদ-বহুল (স্থান)। কুমুদ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী কুমুদ্বতী। [pole]। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কুমেরু—পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র (Antarctic

কুমেরুবৃত্ত—কুমেরুর ২৩॥০ অক্ষাংশ উত্তরে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয়। সং ; পু।

কুম্ কুম্, কুম্ কুমা—সুগন্ধি আবীরপূর্ণ ও অভ্র নির্ম্মিত পাতলা গোলক (হোলিখেলায় লাগে)। বৈদেশিক। সং।

কুম্ভ—ঘট, কলস ; গজকুম্ভ ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির একাদশ রাশি ; পরিমাণপাত্রবিশেষ ; জনৈক রাক্ষস, কুম্ভকর্ণের পুত্র ; মিবারের জনৈক রাজা ; নিশ্বাসরোধক চেষ্টাবিশেষ, কুম্ভক ; বেশ্যাপতি। কু (জল) −উম্ভ+অন্ ক। সং ; পু।

কুম্ভক—নিশ্বাসরোধক চেষ্টা, প্রাণবায়ুর নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া অন্তরে ধারণ, মুখ ও নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া শ্বাসরোধ। কুম্ভ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

কুম্ভকর্ণ—জনৈক রাক্ষস, লঙ্কেশ্বর রাবণের কনিষ্ঠ (মধ্যম) ভ্রাতা। বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর (নিকষার) গর্ভে ইহার জন্ম। কুম্ভকর্ণ অতিশয় দীর্ঘকায় ও মহাবলশালী ছিল। এই রাক্ষস সতত জীবগণকে ধরিয়া ভক্ষণ করিত। যোগী, ঋষি, অপ্সরাদি, কাহারই ইহার হস্তে নিস্তার ছিল না। বলাধিক্যবশতঃ রাক্ষস একদা দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত করে।

কুম্ভকর্ণ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে। ব্রহ্মা ইহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। তখন বিধির আদেশে সরস্বতীদেবী রাক্ষসের কণ্ঠে আবির্ভূত হইলে কুম্ভকর্ণ এইরূপ বর প্রার্থনা করিল, "আমি যেন ছয় মাস কাল ক্রমাগত নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়া একদিন মাত্র ভোজন করিতে পাই।" ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু" বলিয়া আরও বলিলেন, "কিন্তু যদি অকালে কেহ তোমার নিদ্রাভঙ্গ করে, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে।"

অতঃপর কুম্ভকর্ণ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে দৈত্যরাজ বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই বজ্রজ্বালার গর্ভে ইহার কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে দুই পুত্র জন্মে। অতঃপর রাম রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হইলে অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করা হয়। তাহাতেই রাক্ষস ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। কুম্ভের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। সং।

কুম্ভকার—মৃৎপাত্রকার জাতিবিশেষ, কুলাল জাতি ; কুমার। উপ ; কুম্ভ−কৃ+ষণ্ ক। সং ; পু।

কুম্ভজ—অগস্ত্যমুনি। কুম্ভ হইতে জন্মিয়াছেন যিনি, উপ ; কুম্ভ−জন+ড ক। [কথিত আছে যে, অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্রাবরুণের রেতঃস্খলন হইলে উহা কুম্ভে ধৃত হইয়াছিল, তাহাতেই অগস্ত্যের জন্ম হয় এবং এই জন্য অগস্ত্যের ইত্যাকার নাম হয়]। সং ; পু।

কুম্ভজন্মা (−জন্মন্), কুম্ভযোনি, কুম্ভসম্ভব—অগস্ত্যমুনি ; দ্রোণাচার্য্য ; বশিষ্ঠ ঋষি। কুম্ভ হইতে জন্ম যাহার, বহু। সং ; পু।

কুম্ভদাসী—স্মরতদূতী, কুটনী। কুম্ভের (বেশ্যা-পতির) দাসী, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কুম্ভযোনি—কুম্ভজন্মা দেখ।

কুম্ভশালা—কুম্ভনির্ম্মাণালয়, কুমারের হাঁড়ি গড়া ঘর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

কুম্ভসন্ধি—হস্তীর কুম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান। ৬তৎ।

কুম্ভসম্ভব—কুম্ভজন্মা দেখ।

কুম্ভা—বেশ্যা। কুম্ভ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুম্ভাণ্ড—অনেক দৈত্য। দৈত্যরাজ বাণের অন্যতম অমাত্য। বাণরাজ কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে বন্দী করিয়া বধ করিতে ইচ্ছুক হইলে ইনি নিষেধ করেন। অবশেষে কৃষ্ণ আসিয়া বাণকে পরাস্ত করিয়া কুম্ভাণ্ডের হস্তে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করেন। সং।

কুম্ভাধিপ—শনিগ্রহ। কুম্ভের অধিপ, ৬তৎ। সং ; পু।

কুম্ভিকা—ক্ষুদ্র কলসী ; শৈবাল ; জলের পানা। কুম্ভী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুম্ভিল—শ্লোকার্থ-চৌর, যে ব্যক্তি অপরের রচনার ভাব ও অভিপ্রায় বা কোনও অংশ লইয়া স্বকীয় রচনা বলিয়া প্রচার করে ; শাল মাছ ; চৌর ; শ্যালক। কুম্ভ+ইল। সং ; পু।

কুম্ভী (কুম্ভিন্) -১। কুম্ভযুক্ত ; কুম্ভকার। কুম্ভ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী কুম্ভিনী। ২। হস্তী ; কুম্ভীর ; গুগ্গুল। সং ; পু।

কুম্ভী—ক্ষুদ্র কলসী ; জলের পানা। কুম্ভ+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

কুম্ভীনস—বৃহৎ সর্প। কুম্ভীর ন্যায় নাসা যাহার, বহু। সং ; পু।

কুম্ভীনসি—দৈত্যরাজ বলি। সং ; পু।

কুম্ভীনসী—একজন রাক্ষসী, সম্পর্কে লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী ও লবণ রাক্ষসের মাতা। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে মধু রাক্ষস ইহাকে হরণ করে ; পরে রাবণ মধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিলে এই রাক্ষসীর অনুরোধে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। কুম্ভীনস শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কুম্ভীপাক—নরকবিশেষ, যে সকল পাপী অন্য প্রাণিগণকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে, সেই সকল পাপীকে যমানুচরেরা এইখানে প্রতপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিয়া যাতনা দেয়। কুম্ভীতে পাক হয় যে স্থানে, বহু। সং ; পু।

কুম্ভীর—অতি বলবান্ জলজন্তুবিশেষ, নক্র, কুমীর, চৌর। উপ ;- কুম্ভিন্ (মৎস্যাদি) —রা (গ্রহণ করা) + ড ক ; অথবা, কুম্ভিন্ —ঈর (প্রেরণ করা) + অন্ ক। সং ; পু।

কুম্ভীরমক্ষিকা—কুমীরাপোকা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কুম্ভীরাসন—আসনবিশেষ। এক পদের উপরে অন্য পদ এবং জঙ্ঘার উপরে হস্তদ্বয় দিয়া দণ্ডাকারে যে অবস্থান, তাহাকে কুম্ভীরাসন বলে। কুম্ভীরাকার যে আসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কুয়ৎ—বল, শক্তি, সামর্থ্য। বৈদেশিক। সং।

কুয়া, কুয়ো—কূপ, ইন্দারা। হিন্দীমূলক। সং।

কুযাত্রা—অশুভ যাত্রা ; অশুভক্ষণে গমন। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কুয়ানী—কূপখনক। দেশজ। সং।

কুয়াশা, কুয়াসা—কুহেলিকা, কুজ্ঝটিকা। দেশজ। সং।

কুয়িলী—কোকিল। প্রা, ক। সং।

কুযুক্তি—অসদ্যুক্তি, কুমন্ত্রণা ; দুষ্টপরামর্শ ; কুচক্র। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কুরকুর—কুক্কুরশাবককে আহ্বানসূচক শব্দ। দেশজ। বা।

কুরঙ্কর—সারস। উপ ; কুর (অব্যক্ত শব্দ) -কৃ (করা) + খ ক। সং ; পু।

কুরঙ্গ—মৃগ, হরিণ। কুর (শব্দ করা) + অঙ্গচ্ ক। সং ; পু। [সং ; পু।

কুরঙ্গক—কুরঙ্গ, হরিণ। কুরঙ্গ+কণ্ স্বার্থে।

কুরঙ্গগঞ্জন—কুরঙ্গকে তিরস্কারকারী, অর্থাৎ মৃগ অপেক্ষা উত্তম। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

কুরঙ্গনয়না—মৃগনেত্রা, হরিণের ন্যায় আয়ত-লোচনা। কুরঙ্গের নয়নের ন্যায় নয়ন যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী। [পু

কুরঙ্গনাভী—মৃগনাভী, কস্তুরী। ৬তৎ। সং ;

কুরঙ্গম—মৃগ, হরিণ। কু শব্দ—রঙ্গ শব্দ—মা (পরিমাণ করা) + ড ক। সং ; পু।

কুরঙ্গী—মৃগী, হরিণী। কুরঙ্গ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কুরচিনামা—কুর্সিনামা (তাহা দেখ)।

কুরট—চর্ম্মকার, চামার, মুচি। কু শব্দ—রট্+অস্ ক। সং ; পু।

কুরণিস, কুর্নিস—নত মস্তকে ললাটে হস্তার্পণপূর্ব্বক অভিবাদন বা সেলাম। বৈদে। সং।

কুরণ্য, কুরুণ্য—(নারিকেলাদি) কুরিবার যন্ত্র। দেশজ। সং।

কুরণ্ড—বিবৃদ্ধ অণ্ডকোষ, কোরণ্ড। কু (কুৎসিত)—রম (রমণ করা) + ড ণ। সং ; পু।

কুরর—উৎক্রোশ পক্ষী, কুরল পাখী ; মেষ, ভেড়া। কু+ক্রন্দ্ ক। সং ; পু। স্ত্রী কুররী। [উচ্চারণ ভেদ। সং।

কুরল—কুরর বা উৎক্রোশ পক্ষী। কুরর শব্দের

কুরব—১। কুৎসিত শব্দ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। কুৎসিত কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। কু হইয়াছে রব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কুরবা। ৩। দুর্নাম ; কুরবক বৃক্ষ ; কুরুরাজের একটী প্রদেশ। সং ; পু।

কুরবক—ঝাঁটিবৃক্ষ, ঝাঁটাফুলের গাছ। কু-রু (রব করা) + অক ক। সং ; পু।

কুরসি—কুর্সি (তাহা দেখ)।

কুরসিনামা—কুর্সিনামা (তাহা দেখ)।

কুরু—১। ওদন। কৃ (করা) + কু র্ম্ম। ২। বর্ষবিশেষ ; দেশবিশেষ ; কৃ+কু অধি। সং ; পু। ৩। কর বা করুন। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। ৪। চন্দ্রবংশীয় অনেক নরপতি। সংবরণ রাজার ঔরসে সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। বহু পুণ্যকার্য্য করিয়া ইনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার পুরস্কারস্বরূপ ইঁহার বংশধরগণ কুরুবংশ বা কৌরব নামে খ্যাত। মানবসমূহ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, এই আশায় কুরুরাজ পঙ্কের ভূমিকর্ষণ করেন। অধ্যবসায়-সহকারে বহুবর্ষ ঐ কার্য্য করিলে পর ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বর প্রদান করেন যে, ঐ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিবে, সে স্বর্গবাসী হইবে। তদনুসারে ঐ ক্ষেত্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। সং ; পু। [স্ত্রী।

কুরুকুল—কুরুবংশ, কৌরবগণ। ৬তৎ। সং ;

কুরুক্ষেত্র—পঞ্জাব প্রদেশে অম্বালা ও কর্ণাল জেলায় ভূমিখণ্ডবিশেষ। এই ভূমিখণ্ডটি থানেশ্বরকে মধ্যে রাখিয়া উহার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক অধিকার করিয়াছে। পাণ্ডব ও কৌরবগণের পূর্ব্বপুরুষ কুরু হইতে স্থানটির নাম উৎপন্ন। থানেশ্বরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হ্রদের তীরে কুরু সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন কুরুক্ষেত্র হিন্দুর পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থস্থানের প্রকৃত সীমা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ৩৬০টী তীর্থস্থান কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন, ঝিন্দ রাজ্য পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। ঝিন্দ থানেশ্বর হইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডই আর্য্যগণের ভারতে প্রথম উপনিবেশ এবং ভারতে আর্য্যবংশের আদিম আবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই জন্যই সরস্বতী নদী এবং কুরুক্ষেত্র হিন্দুর চক্ষে এত পবিত্র। থানেশ্বর ও পিহোইয়া নামক স্থান দুইটী অধুনা প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। বহু মাইল ব্যাপিয়া নদীর তীরে অনেক মন্দির বিদ্যমান আছে। গ্রহণ উপলক্ষে থানেশ্বরে লক্ষ লোকের সমাগম হয়, এবং প্রতি বৎসরে তিন লক্ষ লোক সরস্বতী-প্রভৃত হ্রদের জলে স্নান করিয়া থাকে। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [কলহ। সং।

কুরুক্ষেত্রব্যাপার—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাণ্ড ; মহা-

কুরুক্ষেত্রীযোগ—একাদিনে তিথিত্রয়, নক্ষত্রত্রয় ও যোগত্রয়ের সংঘটন হইলে উহাকে কুরুক্ষেত্রীযোগ কহে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐরূপ দিনে হইয়াছে বলিয়া এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। সং ; পু।

কুরুচি—১। মন্দবিষয়িণী স্পৃহা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। কুৎসিতাভিলাষী। কু (কুৎসিতা) রুচি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কুরুণ্ট, কুরুণ্টক—ঝাঁটি গাছ। সং; পু। [স্ত্রী।

কুরুণ্টী—কাষ্ঠপুত্তলিকা, কাঠের পুতুল। সং;

কুরুণ্ড—কুরণ্ড (তাহা দেখ)।

কুরুরএ—করকর করে, কুরকুর বা কলকল শব্দ করে। প্রা, ক। ক্রি। [সং; পু।

কুরুরাজ—দুর্য্যোধন। কুরুদিগের রাজা, ৬তৎ।

কুরুবংশ—চন্দ্রবংশীয় শাখাবিশেষ [কুরু দেখ]। ৬তৎ। সং; পু।

কুরুবক—ঝিণ্টিবৃক্ষ, ঝাঁটিফুলের গাছ। কু শব্দ —রু (রব করা)+উবঙ ণ+কণ্। সং; পু।

কুরুবর্ষ—জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। ইহাকে উত্তর কুরুও বলে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কুরুবিন্দ—দর্পণ; হিঙ্গুল; পদ্মরাগমণি; নীল-গুচ্ছ; শস্ত; শিলা; রত্নবিশেষ। কুরু (কুরুদেশ) —বিদ+শ ক। সং; পু। [সং; পু।

কুরুবৃদ্ধ—ভীষ্ম। কুরুদিগের মধ্যে বৃদ্ধ, ৭তৎ।

কুরূপ—১। কুৎসিত রূপ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কুৎসিত রূপবিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুরূপা।

কুরূপ্য—রঙ্গ, রাং। সং; ক্লী।

কুর্কুর—১। কুকুর। সং; পু। স্ত্রী কুর্কুরী। ২। কুকুরশাবককে আহ্বানসূচক শব্দ। দেশজ। ব্য।

কুর্গ—দক্ষিণ ভারতের প্রদেশবিশেষ। কাবেরী নদী এই প্রদেশেই উৎপন্ন। ইংরাজী নাম 'কুর্গ' কানাড়ী "কোদাগু" নামের অপভ্রংশ। "কোদাগু" অর্থে তুঙ্গ পর্ব্বত। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, কদম্বরাজের বিজয়ী সেনাগণ হইতে কুর্গজাতির উৎপত্তি। এই কদম্বরাজ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহীশূরের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাহার পর হালেবী বংশ কুর্গে রাজত্ব করে; কানাড়ী ভাষায় রচিত রাজেন্দ্রনামা নামক ইতিহাস গ্রন্থে ১৬৩৩ হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুর্গরাজগণের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি বীর রাজেন্দ্র রাজার আদেশানুসারে ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে সংকলিত হয়, এবং পরবৎসরে লেফ্‌টেনাণ্ট এবার ক্রথি কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়। বর্ত্তমানকালে কুর্গ ইংরাজরাজের শাসনাধীন।

কুর্ণিস—অভিবাদন, নমস্কার, সেলাম; সম্মান প্রদর্শনার্থ পশ্চাৎদিকে পিছাইতে পিছাইতে অভিবাদন। বৈদেশিক। সং।

কুর্ত্তা—অপেক্ষাকৃত বড় জামা বা পিরাণ। সং।

কুর্ত্তি, কুর্ত্তী—ছোট জামা বা পিরাণ। সং।

কূর্দ্দন, কূর্দ্দন—ক্রীড়া; আস্ফালন। কুর্দ্দ বা কূর্দ্দ +অনট্ ভা। সং; ক্লী। জাতিবিশেষ। সং।

কূর্পর, কূর্পর—জানু; কনুই। কুর+কিপ্ ক =কুর্ বা কূর্; কুর বা কূর—পৃ (পালন করা)+অন্ ক। সং; পু।

কুর্ব্বাণি, কোর্ব্বানি—মুসলমানদিগের দেবোদ্দেশে বলিদান। বৈদেশিক। সং।

কূর্ম্ম—দশাবতার দেখ।

কূর্ম্মাঙ্গন্যায়—ন্যায় দেখ।

কুর্মী—পশ্চিমের হিন্দুজাতিবিশেষ। সং।

কুর্য্যাৎ—করিবে, করা উচিত। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। [বৈদেশিক। সং।

কুর্সি—কেদারা, মাচিয়া, চেয়ার, টুল, চৌকি।

কুল—১। বংশ, বংশীয়; সজাতীয়; গোষ্ঠী; সমূহ; গৃহ; দেহ; দেশ; ক্ষেত্রবিশেষ; রাজা বল্লাল সেনের প্রতিষ্ঠিত মর্য্যাদাবিশেষ [বল্লালসেন দেখ]। কুল (মিলিত হওয়া) +ক ক; অথবা কু (শব্দ করা)+লক্ ক, কিংবা কু (পৃথিবী)—লা (গ্রহণ করা) +ড ক। সং; ক্লী। ২। কুলিক, শিল্পিকুল প্রধান। সং; পু। ৩। ফলবিশেষ, বদরী। দেশজ। সং।

কুলক—১। একবাক্যতাপন্ন, চতুরধিক শ্লোকসমুদয়; পটোল। কুল শব্দ (সমূহ)+কণ্। সং; ক্লী। ২। বল্মীক; কুলশ্রেষ্ঠ। সং; পু।

কুলকণ্টক—বংশের কণ্টক-স্বরূপ ব্যক্তি, গোষ্ঠীর বালাই, কুলকলঙ্ক। ৬তৎ। সং; পু।

কুলকন্যা, কুলকামিনী, কুলনারী—সদ্বংশোৎপন্না রমণী, কুলস্ত্রী। কুলে (সৎকুলে) জাতা কন্যা, কামিনী, নারী, যথা কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুলকর্ম্ম (-কর্ম্মন্), কুলক্রিয়া—বংশানুগত কার্য্য; বংশের নিয়মানুসারে সন্তানদিগের বিবাহাদি কার্য্যসম্পাদন; কুলীনের সহিত আদানপ্রদান করা। কুলানুগত যে কর্ম্ম বা ক্রিয়া, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

কুলকলঙ্ক—১। বংশের নিন্দা। ৬তৎ। সং; পু। ২। কুলের নিন্দার হেতু। কুলের কলঙ্ক হয় যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

কুলকলঙ্কিনী—যে নারীর ব্যভিচার-দোষে কুলে কলঙ্ক জন্মে। কুলকলঙ্ক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুলকলঙ্কী (-কলঙ্কিন্)—চরিত্রহীন পুরুষ, যে পুরুষের চরিত্রদোষে কুল কলঙ্কিত হয়। কুলকলঙ্ক+ইন্। বিণ বা সং; পু।

কুলকামিনী—কুলকন্যা দেখ।

কুলকুচা—মুখের ভিতর জল পুরিয়া সজোরে নাড়াচাড়া করণ। দেশজ। সং।

কুলকুণ্ডলিনী, কুলকুণ্ডলী—তন্ত্রপ্রসিদ্ধ মূলাধারস্থ সর্পাতুল্য শক্তিবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [যাহা মূলাধারে পদ্ম পল্লবে শোভা পায়, এবং মত্ত অলিসমূহের ন্যায় মধুর শব্দ করে, আর যাহার শ্বাসও উচ্ছ্বাসের বিবর্ত্তন দ্বারা জগতের জীব জীবিত থাকে, সেই শক্তিকে কুলকুণ্ডলী বা কুলকুণ্ডলিনী বলে]।

কুলকুল—স্রোতোজলাদি বহিয়া যাইবার অনুকরণশব্দ, মৃদু কলকল ধ্বনি। দেশজ। সং।

কুলক্রমাগত—বংশপরম্পরায় আগত। কুলের ক্রম=কুলক্রম, ৬তৎ। কুলক্রম দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা।

কুলক্রিয়া—কুলকর্ম্ম দেখ।

কুলক্ষণ—১। মন্দ চিহ্ন; অশুভ চিহ্ন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। মন্দ চিহ্নবিশিষ্ট; অশুভ লক্ষণাক্রান্ত। কু (কুৎসিত) হইয়াছে লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুলক্ষণা।

কুলক্ষয়—বংশনাশ; কুলমর্য্যাদানাশ। ৬তৎ। সং; পু।

কুলগর্ব্ব—বংশগৌরব; উচ্চবংশে জন্ম জন্য অহঙ্কার। কুলের গর্ব্ব ইতি ৬তৎ, কিংবা কুলজনিত গর্ব্ব ইতি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুলগারি—কুলগৌরব। প্রা, ক। সং।

কুলগুরু—বংশের গুরু বা মন্ত্রদাতা। ৬তৎ। সং; পু।

কুলগৌরব—বংশগরিমা, উচ্চবংশ জন্য অভিমান, কুলগর্ব্ব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুলঘ্ন—কুলক্ষয়কারী, বংশনাশক। উপ; কুল—হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুলঘ্নী।

কুলঙ্গা, কুলঙ্গি, কোলঙ্গা—দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত কাণে বা দেওয়ালে গর্ত্ত বিশেষ। দেশজ। সং। [সং।

কুলচুর—বদরীচূর্ণ, কুলের আচার। দেশজ।

কুলজ—সদ্বংশজাত, কুলীন। উপ; কুল—জন +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুলজা।

কুলজি, কুলজী—বংশাবলী, বংশতালিকা; বংশের পরিচয়। দেশজ। সং।

কুলজ্ঞ—ঘটক, বংশের দোষগুণবিৎ। উপ; কুল—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুলজ্ঞা।

কুলট—কুলান্তরগামী পুত্র, দত্তকাদি। কুল—অট+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রী কুলটা।

কুলটা—কুলত্যক্তা; অসতী, ব্যভিচারিণী; ভিক্ষুকী। কুলট+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুলতন্তু—বংশধর, সন্তান। কুলের তন্তুস্বরূপ, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

কুলতিথি—চতুর্থী, অষ্টমী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী—এই চারি তিথি। সং; পু বা স্ত্রী।

কুলতিলক—বংশের গৌরবস্বরূপ, কুলশ্রেষ্ঠ। কুলের তিলক (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কুলত্থ—কলায়বিশেষ, একপ্রকার কলাই। কুল (ক্ষেত্র)—স্থা+ড ক। সং; পু।

কুলত্থা—বনকুলত্থ। কুলত্থ+আপ্। সং; স্ত্রী।

কুলত্যাগ—কুল হইতে নির্গমন। ৬তৎ। সং; পু। [রমণীরা ভ্রষ্টা হইলে তাহাদিগের কুল ত্যাগ ঘটে]।

কুলত্যাগী (–ত্যাগিন্)—বংশ হইতে নির্গত, যে কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,–ত্যাগিনী।

কুলদূষক, কুলদূষণ—বংশের কলঙ্কস্বরূপ, কুলাঙ্গার। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–ষিকা,–ণা।

কুলদেবতা—বংশানুক্রমে পূজনীয় দেবতা, বংশ বা পরিবারবিশেষে যে দেবতার আরাধনা করে। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুলধর্ম্ম—বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম্ম, বংশ বা পরিবারবিশেষের চিরাচরিত আচার বা ক্রিয়ানুষ্ঠান। ৬তৎ। সং; পু।

কুলধারক—পুত্র। ৬তৎ। সং; পু।

কুলন—সঙ্কুলান, প্রয়োজনমত সংস্থান, আবশ্যক কর্ম্মনির্ব্বাহ। দেশজ। সং।

কুলনক্ষত্র—ভরণী রোহিণী পুষ্যা মঘা উত্তর ফাল্গুনী চিত্রা বিশাখা জ্যেষ্ঠা পূর্ব্বাষাঢ়া শ্রবণা উত্তর ভাদ্রপদ, ইহারা কুলনক্ষত্র। সং; ক্লী।

কুলনায়িকা—তান্ত্রিক মতে পঞ্চমকার যজনে পূজনীয়া স্ত্রী। কুলনায়িকা নয় প্রকার, যথা-নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপালকন্যা, মালাকার-কন্যা। সং; স্ত্রী।

কুলনারী—কুলকন্যা দেখ।

কুলনাশ—১। বংশধ্বংস, বংশলোপ। ৬তৎ। ২। বংশনাশক; পতিত। কুলের নাশ হয় যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

কুলনাশক—কুলনাশকারক, বংশধ্বংসকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–নাশিকা।

কুলনাশন—বংশধ্বংসকারক। উপ; কুল–ণিজন্ত নশ–(নাশি)+অন ক। বিণ; ত্রি।

কুলন্ধর—বংশধর, পুত্র, সন্তান। উপ; কুল–ধৃ (ধারণ করা)+খ ক। সং; পু।

কুলপতি—কুলশ্রেষ্ঠ, বংশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি; আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মুনি, যিনি দশসহস্র মুনিকে অন্নদান করিয়া শিক্ষাদান করেন, সেই ঋষিশ্রেষ্ঠই কুলপতি অভিধেয়। ৬তৎ। সং; পু।

কুলপত্র—দমনক বৃক্ষ। সং; পু।

কুলপর্ব্বত—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই ৭টি কুলপর্ব্বত, কেহ কেহ বলেন, হিমালয়ও কুলপর্ব্বত, সুতরাং তাঁহাদের মতে হিমালয় সমেত ৮ কুলপর্ব্বত। সং; পু। [৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কুলপাংশুল—কুলদূষক, কুলকলঙ্ক, কুলাঙ্গার।

কুলপাংশুলা—কুলকলঙ্কিনী, কুলটা, ভ্রষ্টা, অসতী। ৭তৎ। বিণ; স্ত্রী।

কুলপাংসন—কুলদূষক, কুলকলঙ্ক, কুলাঙ্গার। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুলপাংসনা।

কুলপালক—১। বংশরক্ষক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুলপালিকা। ২। কমলা লেবু। সং; ক্লী।

কুলপালিকা—১। বংশরক্ষাকারিণী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। কুলস্ত্রী; সাধ্বী স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

কুলপি, কুলফি—বরফ জমাইবার চুঙ্গি বা ঠুসি। হিন্দীমূলক। সং।

কুলপুত্র—কুলক্রমাগত পুত্র; সদ্বংশজাত পুত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কুলপুরোহিত—বংশপরম্পরায় পৌরোহিত্যকারী। কুল ক্রমাগত পুরোহিত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কুলপ্রদীপ—বংশোজ্জ্বলকারী, বংশের গৌরববর্দ্ধক। কুলের প্রদীপস্বরূপ, উপমিত কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–প্রদীপা।

কুলফি—কুলপি দেখ।

কুলভৃত্যা—গর্ভিণীর তুষ্টি-সম্পাদন। উপ; কুল–ভৃ+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

কুলভ্রষ্ট—বংশ হইতে চ্যুত; কুলমর্য্যাদারহিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুলভ্রষ্টা।

কুলমর্য্যাদা—বংশগৌরব; কৌলীন্যজনিত সম্মান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুলম্ভর—কুজম্ভল, সিঁধাল চোর। কুল–ভৃ+খ ক। সং; পু।

কুললক্ষণ—বল্লালসেনের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্যের ৯ প্রকার লক্ষণ, যথা—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

কুললক্ষ্মী—ভদ্রলোকের গৃহস্থিতা রমণী; সাধ্বী স্ত্রী। কুলে (বংশে) লক্ষ্মী (লক্ষ্মীতুল্যা), ৭তৎ। বিণ; স্ত্রী।

কুলবতী—কুলানুসারিণী, যে স্ত্রী বংশের নিয়মানুসারে চলে; কুলকামিনী, সাধ্বী স্ত্রী। কুল শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুলবধূ—কুলস্ত্রী, কুলকামিনী, সাধ্বী স্ত্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুলবার—মঙ্গল ও শুক্রবার। কুল নামক যে বার, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কুলবালা—কুলকন্যা, সতী স্ত্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুলবিদ্যা—কুলক্রমাগতা বিদ্যা, বংশপরম্পরায় শিক্ষণীয়া বিদ্যা। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [যে বংশে যে বিদ্যার আরাধনা করা হয়, সেই বিদ্যাই সেই বংশের কুলবিদ্যা। যেমন কোন বংশের কুলবিদ্যা কালী; কোন বংশের কুলবিদ্যা তারা এবং কোন বংশের কুলবিদ্যা ভুবনেশ্বরী, ইত্যাদি]।

কুলবিপ্র—কুলপুরোহিত। ৬তৎ। সং; পু।

কুলব্রত—কুলক্রমাগত ব্রত; বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম্ম। সং; ক্লী।

কুলশীল—বংশ ও স্বভাব; সদ্বংশ ও সৎস্বভাব। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

কুলশীলমান—১। সদ্বংশে উৎপত্তি ও সদাচরণ জন্য সম্মান। কুল ও শীল, দ্বন্দ্ব, তজ্জনিত মান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বংশ ও স্বভাব চরিত্র এবং মর্য্যাদা। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

কুলসম্ভব—সংকুলোৎপন্ন; কুলজাত। কুল সম্ভব (উৎপত্তিস্থান) যাহার, অথবা কুল হইতে সম্ভব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

কুলস্ত্রী—কুলনারী, কুলকামিনী, কুলবধূ। ৬তৎ।

কুলা—১। শস্যাদি ঝাড়িবার পাত্র বা যন্ত্র, শূর্প। দেশজ। সং। ২। কুলি, কুলকুচা। হিন্দী। সং।

কুলাকুল—সংকুল ও অসৎকুল, যোগ্য ও অযোগ্য বংশ। কুল ও অকুল, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

কুলাঙ্গার—যাহা হইতে কুল মলিন, হীন বা দগ্ধ হয়, কুলাধম। কুলের অঙ্গারস্বরূপ, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

কুলাচল—কুলপর্ব্বত। (তাহা দেখ)। কুল নামক যে অচল, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কুলাচার—১। বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম্ম। কুলের আচার, ৬তৎ। ২। তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ [তন্ত্রে পশ্বাচার, বীরাচার ও কুলাচার, এই ত্রিবিধ আচারের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে কুলাচার সর্ব্বপ্রধান]। সং; পু। ৩। কুলের আচার বা চাটনি, কুলচুর। দেশজ। সং।

কুলাচার্য্য—কুলগুরু; কুলপুরোহিত; ঘটক। কুলের আচার্য্য, ৬তৎ। সং; পু।

কুলাদর্শ—বংশাবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্ন-বিষয়ক শাস্ত্র [Heraldry]। কুলের আদর্শ আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

কুলাদ্রি—কুলপর্ব্বত। (তাহা দেখ)। কুল নামক যে অদ্রি, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কুলান—১। সঙ্কুলান, পর্য্যাপ্ত পরিমাণের সংস্থান বা সরবরাহ। সং। ২। পর্য্যাপ্ত পরিমাণের সংস্থান করা বা হওয়া, অভাব না করা। দেশজ। ক্রি।

কুলাভিমান—সদ্বংশে জন্মগ্রহণের অভিমান। কুলের অভিমান ইতি ৬তৎ; কিংবা কুলজনিত অভিমান, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কুলায়—পক্ষীর বাসা, নীড়; বাসস্থান। কুল–অয় (গমন করা)+অণ্ অধি। সং; পু।

কুলায়স্থ—নীড়স্থিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, স্থা। ২। পক্ষী। সং; পু।

কুলায়িকা—পক্ষিশালা, চিড়িয়াখানা। কুলায় শব্দ+কন্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কুলাল—১। কুম্ভকার। কুল–অল+ষণ্ ক। ২। পক্ষিবিশেষ। কুল (রাশি করা)+কালন্ ক। সং; পু। স্ত্রী কুলালী।

কুলাল-চক্র—কুমারের চাক। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
কুলাহক—কৃকলাস ; শাকবিশেষ, রাঙ্গা কুলে-খাড়া। সং ; পু।
কুলি—১। হস্ত। কুল (রাশি করা)+ই ক। সং ; পু। ২। কণ্টকারী। সং ; স্ত্রী। ৩। সামান্ত শ্রমজীবী, মজুর, ভারবাহক, মুটে। দেশজ। সং ; পু। স্ত্রী কুলিনী। ৪। কুলা, কুলকুচা। হিন্দীমূলক। সং।
কুলিক—১। কুলসম্ভব ; শিল্পিকুলপ্রধান। কুল+ইক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কুলিকা। ২। অষ্ট মহানাগের অন্তর্গত নাগবিশেষ ; শাকবিশেষ, কুলেখাড়া। সং ; পু।
কুলিঙ্গ—ফিঙ্গাপাখী। সং ; পু।
কুলিঙ্গক—চটকপাখী। সং ; পু।
কুলিনী—১। সংকুলোদ্ভবা। কুলী দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুলী-রমণী, কুলীর পত্নী ; মেয়ে মজুর বা মুটে। দেশজ। সং ; স্ত্রী।
কুলিয়া (কুলে-খাড়া)—ক্ষুদ্রাকার কণ্টক-গুল্মবিশেষ, ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। দেশজ। সং।
কুলির, কুলীর—কর্কট, কাঁকড়া ; কর্কটরাশি। কুল+ইরক্, ঈরক্ ক। সং ; পু।
কুলিশ—১। বজ্র। যে পর্ব্বত বিদীর্ণ করে এই বাক্যে উপ ; কুলিন্ (পর্ব্বত)—শো (বিদীর্ণ করা)+ড ক। ২। মৎস্যবিশেষ ; অগ্রভাগ। কু শব্দ—লিশ+ক ক। সং ; পু বা ক্লী।
কুলিশধর—১। ইন্দ্র। সং ; পু। ২। বজ্রধারী। কুলিশের ধর, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।
কুলিশপাত—বজ্রপতন, বাজপড়া। ৬তৎ। সং ; পু।
কুলী (কুলিন্)—১। সংকুলোদ্ভব, সদ্বংশজাত। কুল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী কুলিনী। ২। পর্ব্বত। সং ; পু।
কুলী—কুলি, সামান্ত শ্রমজীবী, মজুর, মুটে ; কুলা, কুলকুচা ; ছোট কুলো। দেশজ। সং।
কুলীন—১। সদ্বংশীয় ; বল্লালপ্রবর্ত্তিত আচার বিনয়াদি নবগুণবিশিষ্ট, কুলমর্য্যাদাসম্পন্ন ; তন্ত্রোক্ত কুলাচারপরায়ণ [কুলাচার দেখ]। কুল শব্দ+ীন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কুলীনা। ২। শ্রেষ্ঠ অশ্ব। সং ; পু।
কুলীনতা,—ত্ব—কৌলীন্ত, কুলমর্য্যাদা ; সদ্বংশে জন্ম। কুলীন+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।
কুলীর—কুলির দেখ।
কুলীরক—কর্কট, কাঁকড়া ; কর্কটরাশি। কুলীর+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু। [বা ক্লী।
কুলীশ—কুলিশ, বজ্র। কুলিশ দেখ। সং ; পু
কুলুক—জিহ্বামল, জিভের ময়লা। সং ; ক্লী।
কুলুঙ্গি—দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত ভিত্তিগাত্রের গহ্বর। দেশজ। সং।
কুলুজি, কুলুজী—কুলজি (তাহা দেখ)।
কুলুপ—(আটকাইবার) তালা। দেশজ। সং।
কুলুপ-কাটী,—কাঠী—তালার চাবি। দেশজ। সং।
কুলুপা—কুলুপ দেওয়া, তালা বন্ধ করা, আবদ্ধ করা। ক, প্র। ক্রি।
কুলুফে—কুলুপ বন্ধ হয়, আটক পড়ে, আবদ্ধ হয়। প্রা, ক। ক্রি।
কুলেশ্বর—কুলপতি, গোষ্ঠীপতি ; মহাদেব, শিব। কুলের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।
কুলো—কুলা, শূর্প। প্রাদেশিক। সং।
কুলোদ্বহ—বংশধর ; কুলশ্রেষ্ঠ। উপ ; কুল—উদ্—বহ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।
কুলোপাধি—বংশপরিচায়ক আখ্যা। কুলের উপাধি, ৬তৎ। সং ; পু।
কুল্মাষ—কাঞ্জিক, কাঁজি ; বোর ধান ; অপরিপক্ক যব ; খিচুড়ী ; বনকুলথ। কুল—মষ (বধ করা)+ষণ ক। সং ; পু বা ক্লী।
কুল্য—১। মান্য ব্যক্তি। কুল+য। সং ; পু। ২। অস্থি ; মাংস ; পরিমাণবিশেষ ; শূর্প, কুলা। কুল (রাশি করা)+য র্ম। সং ; ক্লী। ৩। সংকুলজাত। কুল শব্দ+ক্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কুল্যা।
কুল্যা—১। সংকুলজাতা। কুল্য দেখ। কুল্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুলস্ত্রী, সাধ্বী নারী ; কৃত্রিম ক্ষুদ্র নদী ; গড়খাই ; পয়ঃ-প্রণালী, নর্দ্দমা। সং ; স্ত্রী।
কুল্লা, কুল্লি, কুল্লী—কুলা, কুলি, কুলকুচা। হিন্দীমূলক। সং।
কুল্লুকভট্ট—মন্বর্থ মুক্তাবলীর টীকাকার জনৈক কবি, ইঁহার পিতার নাম দিবাকর ভট্ট। গৌড়ের অন্তর্গত (বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার) নন্দনা নামক গ্রামে ইঁহার বাস ছিল ইনি বরেন্দ্রশ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। অনুমান খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, এবং সেই স্থানেই মনুসংহিতার টীকা রচনা করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পুরুষোত্তম বেদান্তী তাহেরপুরের বর্ত্তমান রায়বংশীয় রাজগণের আদিপুরুষ।
কুল্লে—সর্ব্বসাকল্যে, সমুদায়ে ; মোটে, সবে, কেবল, শুদ্ধ, মাত্র। প্রাদেশিক।
কুল্লেকর্ত্তা—সর্ব্বময় কর্ত্তা [ব্যঙ্গার্থে]। প্রাদে। বিণ বা সং।
কুবক্তা (কুবক্তৃ)—মন্দকথক, কুৎসিত বক্তৃতা-কারী। কর্ম্মধা। বিণ বা সং ; পু।
কুবচন—কুকথা, দুর্ব্বাক্য ; নিন্দা ; তিরস্কার, ভর্ৎসনা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
কুবল—১। বদরীবৃক্ষ, কুলগাছ। কু (পৃথিবী)—বল ধাতু+অন্ ক। সং ; পু। ২। বদরী-ফল, কুল ; মুক্তাফল ; দাড়িম্ব ; পদ্ম। কুবল+ক ভবার্থে। সং ; ক্লী।
কুবলয়—উৎপল, পদ্ম ; নীলোৎপল ; শ্বেতোৎ-পল। 'কু'র (পৃথিবীর) বলয় স্বরূপ, উপ-মিত কর্ম্মধা ; অথবা, কু (কুৎসিত) বলয় (পত্রবেষ্টন) যাহার, বহু। সং ; ক্লী।
কুবলয়াপীড়—কংসাসুরের গজরূপী দৈত্য। কুবলয় আপীড় যাহার, বহু। সং ; পু।
কুবলয়াশ্ব—রাজা কুবলাশ্ব। সং ; পু।
কুবলয়িনী—পদ্মিনী (সকল অর্থে)। কুবলয়+ইন্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
কুবলাশ্ব—পূর্ব্বে দেখ।
কুবাদ—১। অসদুক্তি, কটূক্তি ; মিথ্যা কথা। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। কটুভাষী, মিথ্যা-বাদী। কু (কুৎসিত) বাদ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কুবাদা।
কুবাদিক—অসদ্বক্তা ; মিথ্যাবাদী ; বঞ্চক। কুবাদ শব্দ+ইক। সং ; পু।
কুবাস—দুর্গন্ধ। কর্ম্মধা। সং ; পু।
কুবিচার—অবিচার, অন্যায় বিচার ; অন্যায়। কর্ম্মধা। সং ; পু।
কুবিধা—অসুবিধা ; মন্দগতিক ; অন্তরায়, বিঘ্ন। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
কুবিন্দ—তন্তুবায়, তাঁতি ; ভূপতি। কু—বিদ (লাভ করা)+শ ক ; অথবা কুপ (দীপ্ত পাওয়া)+কিন্দচ্ ক, নিপাতনে। সং ; পু।
কুবুদ্ধি—১। মন্দবুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি ; দুষ্টা মতি ; দুরভিসন্ধি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। মন্দ-বুদ্ধিবিশিষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি, দুর্ম্মতি। কু বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
কুবৃত্তি—১। মন্দ বৃত্তি ; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, মন্দ ব্যবসায়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। কুৎসিত বৃত্তিসম্পন্ন ; কুব্যবসায়ী। কুৎসিতা বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
কুবেণী—কুৎসিত বেণীযুক্তা স্ত্রী ; মাছের চুবড়ী, পালুই। কুৎসিতা বেণী যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।
কুবের—পূর্ব্বে কুবের দেখ।
কুবেরাচল, কুবেরাদ্রি—কৈলাস পর্ব্বত। কুবেরের অদ্রি বা অচল, ৬তৎ। সং ; পু।
কুবেল—কুবলয়, শ্বেত পদ্ম। সং ; ক্লী।
কুশ—১। স্বনামখ্যাত তৃণবিশেষ, ইহা যজ্ঞাদি কার্য্যে লাগে। কু (পৃথিবী)—শী (শয়ন করা)+ড ক। সং ; পু বা ক্লী। ২। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ। সং ; পু। ৩। জল। সং ; ক্লী। ৪। মত্ত ; পাপিষ্ঠ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কুশা, কুশী। ৫। শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র*। কুশ শব্দ+ক ভবার্থে। সং ; পু।

*কুশ ও তদনুজ লব উভয়েই অযোধ্যা পতি পূর্ণ অবতার শ্রীরামচন্দ্রের যমজ পুত্র।

গর্ভাবস্থায় সীতা নির্ব্বাসিতা হইলে, এই দুই ভ্রাতা তপোবনে জন্মগ্রহণ করেন। সীতার প্রসববার্ত্তা অবগত হইয়া মহাতেজা বাল্মীকি তথায় গমন করিলেন, এবং কুশমুষ্টি ও লব (কুশের নিম্নার্দ্ধভাগ) লইয়া বালকদ্বয়ের রক্ষাবিধান করিলেন। বৃদ্ধাদিগের হস্তে মন্ত্রপূত কুশাগ্র প্রদানপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "তোমরা ইহা দ্বারা জ্যেষ্ঠের গাত্রমার্জ্জনা করিবে"; এবং লব প্রদান করিয়া কহিলেন, "ইহা দ্বারা কনিষ্ঠের গাত্রমার্জ্জনা করিবে; এতদনুসারে পরে আমি জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিব; এই নামেই ইহারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।" ক্রমে বাল্মীকির যত্নে ভ্রাতৃদ্বয় রাজপুত্রের উপযুক্ত ধনুর্ব্বিদ্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হন। বাল্মীকি কুশ ও লবকে রামায়ণ গ্রন্থ অভ্যাস করাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন। ইঁহাদের রামায়ণ গান শ্রবণে সকলে বিমোহিত হন। অতঃপর যজ্ঞসভায় সীতার অন্তর্দ্ধান হইলে রামচন্দ্র কুশ ও লবকে গ্রহণ করেন। কুশকে প্রথমতঃ কুশাবতীর ও লবকে শ্রাবস্তীর রাজা করা হয়। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর কুশ অযোধ্যার রাজা হন।

কুশাই, কুশুই—একপ্রকার সরু শক্ত ঘাস। প্রাদেশিক। সং।

কুশণ্ডিকা—বিবাহকালের ধর্ম্মকার্য্যবিশেষ; সর্ব্বহোমার্থক অগ্নিসংস্কার ক্রিয়া। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ঋক্ গান করিতে হয়। যদি গান করিতে না পারে, তবে তিন তিন বার আবৃত্তি করিতে হয়। অনন্তর দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। কুশ+অণ্ড্ক+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কুশধ্বজ—মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের অনুজ। ইঁহার পিতার নাম হ্রস্বরোম। ইঁহার কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়। সাঙ্কাশ্য রাজ্যের রাজা সুধন্বা জনকরাজ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে কুশধ্বজ সেই রাজ্যের রাজা হন। কুশ ধ্বজ যাঁহার, বহু। সং; পু।

কুশনাভ—ইনি কুশরাজের পুত্র, এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ। কুশনাভ মহোদয় নামক নগর স্থাপন করেন। অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে ইঁহার একশত কন্যা জন্মে। ঐ সকল কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইলে পবনদেব কর্তৃক অঙ্গবৈকল্য প্রাপ্ত হয় [কন্যাকুব্জ দেখ]। অনন্তর সেই সকল কন্যা ধার্ম্মিক ব্রহ্মদত্ত রাজাকে ভার্য্যার্থে প্রদত্ত হইলে তাহাদের দেহদোষ বিদূরিত হয়। অতঃপর রাজর্ষি কুশনাভ পুত্রেষ্টিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার গাধি নামক পুত্র জন্মে। কুশ নাভিতে যাঁহার, বহু। সং; পু।

কুশপুত্তলিকা,—পুত্তলী—কুশতৃণদ্বারা নির্ম্মিত মানবমূর্ত্তি; মৃত ব্যক্তির শব পাওয়া না গেলে এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই দাহাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুশমুদ্রা—কুশাঙ্গুরী। মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুশর—১। মন্দ বাণ, খারাপ তীর; শরতুল্য তৃণবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ইক্ষু, আখ। প্রাদেশিক। সং।

কুশল—১। কল্যাণ, মঙ্গল। কুশ (আশ্লিষ্ট হওয়া)+কলন্ ক। সং; ক্লী। ২। মঙ্গল বিশিষ্ট, কল্যাণযুক্ত। কুশল শব্দ+অ। ৩। সমর্থ, দক্ষ, নিপুণ। কুশ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক; অথবা, কু (পৃথিবী)—শল (গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

কুশলব—সীতার গর্ভজাত যমজ পুত্র। ['কুশ' এবং 'লব' দেখ]। কুশ ও লব, দ্বন্দ্ব; বিকল্পে 'কুশীলব' ও হয়। সং; পু।

কুশল-সংবাদ—মঙ্গলবার্ত্তা, ভাল থাকার খবর। ৬তৎ। সং; পু।

কুশলী (কুশলিন্)—কল্যাণযুক্ত। কুশল+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কুশলিনী।

কুশবটু—কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণ। মধ্য কর্ম্মধা। সং, পু। [সং, পু।

কুশস্তম্ব—কুশগুচ্ছ, কুশঘাসের ঝাড়। ৬তৎ।

কুশস্থল—কান্যকুব্জ দেশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কুশহস্ত—হস্তে কুশধারী। কুশ হস্তে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুশহস্তা।

কুশা—১। কুশ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। রজ্জু; বল্‌গা। কুশ+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

কুশাকর—যজ্ঞাগ্নি। কুশ আকর যাহার, বহু। সং; পু।

কুশাক্ষ—বানর। কুশের ন্যায় সূক্ষ্ম অক্ষি যাহার, বহু। সং; পু।

কুশাগ্র—১। কুশের অগ্রভাগ বা আগা বা ডগা। কুশের অগ্র, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। কুরুক্ষেত্ররাজ বৃহদ্রথের পুত্র। সং; পু।

কুশাগ্রধী, কুশাগ্রবুদ্ধি—১। কুশের অগ্রভাগের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা বোধশক্তি। কুশাগ্রতুল্য যে ধী বা বুদ্ধি, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। কুশের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, অতি তীক্ষ্ণধী। কুশাগ্রের ন্যায় ধী বা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কুশাগ্রীয়—কুশের অগ্রভাগ তুল্য, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম বা তীক্ষ্ণ। কুশাগ্র+ঈয় সদৃশার্থে। বিণ; ত্রি।

কুশাগ্রীয়মতি—কুশাগ্রধী, কুশাগ্রবুদ্ধি (সকল অর্থে)। সং; স্ত্রী বা বিণ; ত্রি। [পু।

কুশাঙ্কুর—কুশের অঙ্কুর (অগ্রভাগ)। ৬তৎ। সং,

কুশাঙ্গুরী—কুশতৃণ নির্ম্মিত অঙ্গুরীয় বা আঙটি। মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [বহু। সং; পু।

কুশারণি—দুর্ব্বাসা ঋষি। কুশ অরণি যাহার,

কুশাবতী—রামপুত্র কুশরাজের রাজধানী। কুশ+বতু+ঙীপ। কুশ দেখ। সং; স্ত্রী।

কুশাবর্ত্ত—গঙ্গাবতার তীর্থ। কুশের (জলের) আবর্ত্ত আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

কুশাসন—১। কুশনির্ম্মিত বসিবার আসন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মন্দ শাসন, অনুচিত শাসন। কু (কুৎসিত) যে শাসন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুশাস্তরণ—কুশতৃণের আচ্ছাদন; হোমার্থে কুশাচ্ছাদিত স্থান। কুশ দ্বারা বা কুশের আস্তরণ, ৩য় বা ৬তৎ। সং; ক্লী।

কুশি—ক্ষুদ্র কোষা, কোষা হইতে জল তুলিবার ছোট পাত্র; কোষাকুশি। দেশজ। সং।

কুশিক—মুনিবিশেষ, জমদগ্নির পিতা; শাল-বৃক্ষ; লাঙ্গলের ফাল; বিভীতক বৃক্ষ। কুশ শব্দ+ঠিক (ষনিং)। সং; পু।

কুশী (কুশিন্)—বাল্মীকি মুনি। কুশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

কুশী—১। কুশ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ফাল; লৌহবিকার। কু—শো+ড ক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী। ৩। কুশি (সকল অর্থে)।

কুশীদ, কুসীদ, কুসীদ—১। সুদ; বৃদ্ধি-জীবিকা। কু শব্দ—শদ বা সদ+শ অধি। ২। বৃদ্ধিজীবী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দা।

কুশীদজীবী (—জীবিন্)—বৃদ্ধিজীবী, টাকা সুদে খাটান যাহার ব্যবসায়। কুশীদদ্বারা জীবে যে, এই বাক্যে উপ; কুশীদ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কুশীদজীবিনী।

কুশীদব্যবহার, কুসীদব্যবহার—সুদকষা; টাকা সুদে খাটানর ব্যবসায়। ৬তৎ। সং; পু।

কুশীল—১। দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ; অসৎ স্বভাব, দুষ্ট প্রকৃতি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। দুরাচার; অসৎস্বভাবান্বিত। কু (কুৎসিত) শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুশীলা।

কুশীলব—ভরতমুনি; যাচক; নট; কবি। কুশীল—ব (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া)+ড ক। ২। রামচন্দ্রের কুশ ও লব নামক পুত্রদ্বয়। কুশ ও লব, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

কুশুই—কুশাই দেখ।

কুশূল, কুসূল—ধান্যাদি শস্যাগার, গোলাঘর। কুশ বা কুস+কুলচ্ অধি। সং; পু।

কুশেশয়—পদ্ম। কুশে (জলে) শয়ন করে যে, উপ, কুশে—শী+অন্ ক। সং; ক্লী। সারসপক্ষী। সং; পু।

কুশোদক—দানের নিমিত্ত কুশযুক্ত উদক (জল)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুষম, কুষুম—কবোষ্ণ, ঈষৎ তপ্ত, অল্প গরম। প্রাদেশিক। বিণ।

কুষীদ—কুসীদ দেখ।

কুষুম—কুষম দেখ।

কুষ্টি—কোষ্ঠীশব্দের অপভ্রংশ। কোষ্ঠী দেখ।

কুষ্ঠ—মহাব্যাধি, স্বনামখ্যাত রোগবিশেষ, কুঠ; ধবলরোগ; ঔষধদ্রব্যবিশেষ, কুড়; বিষবিশেষ। কুষ+ক্থন্। সং; ক্লী।

কুষ্ঠঘ্ন—কুষ্ঠব্যাধিনাশক। উপ; কুষ্ঠ—হন্+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুষ্ঠঘ্নী। [পু।

কুষ্ঠারি—বিট্‌খদির। কুষ্ঠের অরি, ৬তৎ। সং;

কুষ্ঠী (কুষ্ঠিন্)—কুষ্ঠরোগী। কুষ্ঠ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কুষ্ঠিনী।

কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড—গণদেবতাবিশেষ; জরায়ু; কুমড়া; কাঁকুড়। কু শব্দ (পৃথিবী)—উষ্মন্ শব্দ (উষ্ণ)+অণ্ড প্রত্যয়। সং; পু।

কুসংসর্গ—কুসঙ্গ, অসৎসঙ্গ, দোষীর সংস্রব। কু (কুৎসিত) যে সংসর্গ, কর্ম্মধা। সং; পু।

কুসংস্কার—ভ্রান্তসংস্কার, ভ্রান্তিমূলক ধারণা বা বোধ। [প্রতিপদের দিনে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থহানি হয় ইত্যাদি সংস্কারকে বর্ত্তমান প্রণালীক্রমে শিক্ষিত ব্যক্তিরা কুসংস্কার বলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে অক্ষিস্পন্দন, জ্যোষ্ঠীপতন, পক্ষিবিশেষের শব্দ দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা কুসংস্কার। গ্রহণকালে ভোজনাদি-নিষেধ কুসংস্কার, ইত্যাদি]। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুসংস্কারমূলক—ভ্রান্তসংস্কার হইতে উদ্ভূত। কুসংস্কার মূল যাহার, বহু। বিণ, ত্রি।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন—ভ্রান্তসংস্কার দ্বারা অভিভূত, কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কুসংস্কারাপন্ন—ভ্রান্ত সংস্কারযুক্ত, ভ্রান্তিমূলক ধারণাবিশিষ্ট। কুসংস্কারকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং; পু।

কুসঙ্গ—অসৎ সঙ্গ, মন্দ লোকের সংসর্গ।

কুসিত—১। আশুভ্র, ঈষৎ শুক্ল। কু (ঈষৎ) যে সিত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুসিতা। ২। দেশবিশেষ। সং; পু।

কুসিদায়ী—কুসীদপত্নী, বৃদ্ধিজীবীর স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

কুসিম্বী—শিম্বী, শিমগাছ। সং; স্ত্রী।

কুসীদ—কুশীদ দেখ।

কুসীদব্যবহার—কুশীদব্যবহার দেখ।

কুসীদায়ী—কুসীদজীবীর ভার্য্যা, কুশীদপত্নী; বৃদ্ধিজীবিনী। সং; স্ত্রী।

কুসীদিক—কুসীদাজীব, বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর। কুসীদ+ইক। বিণ; ত্রি।

কুসুম—পুষ্প, ফুল; ফল; স্ত্রীরজঃ; নেত্ররোগবিশেষ; কুসুম্ভ। কুস+উমক্ ক। সং; ক্লী।

কুসুমকলি, -কলিকা—পুষ্পকোরক, ফুলের কুঁড়ি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুসুমকার্ম্মুক—১। পুষ্পধন্বা, কামদেব। কুসুম কার্ম্মুক (ধনু) যাহার, বহু। সং; পু। ২। পুষ্পধনু, ফুলধনু। কুসুমরচিত যে কার্ম্মুক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুসুমকোমল—পুষ্পবৎ নম্র, ফুলের মত নরম। কুসুমতুল্য কোমল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

কুসুমকোরক—পুষ্পকুট্মল, ফুলের কুঁড়ি। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

কুসুমচাপ—কুসুমকার্ম্মুক (সকল অর্থে)।

কুসুমদাম (-দামন্)—১। ফুলের মালা। কুসুমরচিত যে দাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। পুষ্পসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কুসুমধন্বা (-ধন্বন্)—পুষ্পধন্বা, কন্দর্প। কুসুমই ধনুঃ যাহার, বহু। সং; পু।

কুসুমপুর—পাটলিপুত্র নগর, আধুনিক পাটনা সহর। সং; ক্লী।

কুসুমপেলব—কুসুমকোমল, পুষ্পবৎ নম্র। কুসুমতুল্য পেলব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [বহু। সং; ক্লী।

কুসুমমধ্য—চালিতা ফল। কুসুম মধ্যে যাহার,

কুসুমময়—পুষ্পময়, পুষ্পপূর্ণ; পুষ্পদ্বারা ব্যাপ্ত; পুষ্পাবৃত; পুষ্পরচিত। কুসুম+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ময়ী।

কুসুমমালিকা—ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

কুসুমশয্যা—পুষ্পশয্যা, ফুলশয্যা। কুসুম দ্বারা রচিতা বা আস্তীর্ণা যে শয্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুসুমস্তবক—পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পসমূহ; ফুলের তোড়া; ফুলের মালা। ৬তৎ। সং; পু।

কুসুমাকর—বসন্তকাল। কুসুমের আকর (স্থান), ৬তৎ। সং; পু।

কুসুমাগম—বসন্তকাল। কুসুমের আগম যাহাতে, বহু। সং; পু।

কুসুমাঞ্জলি—১। পুষ্পাঞ্জলি; অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্প, অঁজলা ভরা ফুল। কুসুমপূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। উদয়নাচার্য্য প্রণীত পরমাত্ম নিরূপক গ্রন্থবিশেষ, ইহা একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ, ইহাতে বৌদ্ধমত নিরাকৃত করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সং; পু।

কুসুমাত্মক—১। পুষ্পগর্ভ; পুষ্পময়, পুষ্পরচিত। কুসুম হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুসুমাত্মিকা। ২। কুঙ্কুম, জাফরান। সং; ক্লী। [৬তৎ। সং; পু।

কুসুমাধিপ—চম্পক বৃক্ষ। কুসুমগণের অধিপ,

কুসুমাধিরাট্ (-রাজ্)—চম্পক বৃক্ষ। কুসুমদিগের অধিরাট্, ৬তৎ। সং; পু।

কুসুমায়ুধ—কন্দর্প। কুসুমই আয়ুধ যাহার, বহু। সং; পু। [৬তৎ। সং; ক্লী।

কুসুমাসব—পুষ্পমধু, মকরন্দ। কুসুমের আসব,

কুসুমাস্ত্র—কুসুমায়ুধ, কন্দর্প, মদন। কুসুমই অস্ত্র যাহার, বহু। সং; পু।

কুসুমিত—পুষ্পিত, ফুলযুক্ত। কুসুম+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

কুসুমেষু—মদন, কন্দর্প। কুসুম ইষু (বাণ) যাহার, বহু। সং; পু।

কুসুম্ভ—১। কুসুম ফুল; স্বর্ণ। কুস (দীপ্তি পাওয়া)+উম্ভক্ ক। সং; ক্লী। ২। কমণ্ডলু। সং; পু।

কুসুম্ভা—কুসুম ফুলের রঙ্গ; সিদ্ধি সংযোগে প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ। সং। প্রা, ক।

কুসৃতি—১। কুপথ; কপট, ভাণ; শঠতা; কুহক। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। কুৎসিতাচার; শঠ। কু (কুৎসিতা) সৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কুস্তি, কুস্তী—মল্লযুদ্ধ, পাছড়াপাছড়ি; কসরৎ, অভ্যাস। বৈদেশিক। সং।

কুস্তিগীর, কুস্তিবাজ—মল্লযোদ্ধা, পালোয়ান। বৈদেশিক। সং।

কুস্তুভ—সমুদ্র, বিষ্ণু। কু (পৃথিবী)—স্তুন্‌ভ (রোধ করা)+ক ক। সং; পু।

কুস্বপ্ন—মন্দ স্বপ্ন, খারাপ স্বপ্ন। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুস্বভাব—১। অসচ্চরিত্র, মন্দপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) স্বভাব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কুস্বভাবা। ২। অসৎ প্রকৃতি। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুহক—ইন্দ্রজাল, ভেল্কি; মায়া; ছল, প্রতারণা। কুহ+ণক ক। সং; ক্লী।

কুহকজীবী (-জীবিন্)—ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী, ভেল্কিবাজ, বাজিকর। কুহকদ্বারা জীবে (বাঁচে) যে, উপ; কুহক—জীব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -জীবনী।

কুহকী (কুহকিন্)—ঐন্দ্রজালিক, বাজিকর, যাদুকর; মায়াবী; প্রতারক। কুহক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কুহকিনী।

কুহৎ—ফূর্ত্তি। প্রাদেশিক। সং।

কুহন—১। কাচপাত্র; মৃত্তাণ্ড। কু শব্দ (পৃথিবী, মৃত্তিকা)—হন (বধ করা)+অল্ ক। সং; ক্লী। ২। চোর; মূষিক, সর্প। সং; পু। ৩। ঈর্ষ্যালু। বিণ; ত্রি।

কুহনা—১। ঈর্ষ্যালু। কুহন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দম্ভাচরণ; অর্থলোভে ধার্ম্মিকতা প্রদর্শন। কুহ+অন্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

কুহনিকা—কুহনা (তাহা দেখ)। কুহনা+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

কুহর—১। গহ্বর; ছিদ্র; সমীপ; কণ্ঠধ্বনি। কুহ শব্দ—রা (দান করা)+ড ক। সং; ক্লী। ২। নাগবিশেষ। কু (পৃথিবী)—হর (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

কুহরা—১। কুহেলিকা, কুয়াসা। হিন্দী। সং। ২। কুহরধ্বনি করা, কুহু কুহু রবে ডাকা। ক্রি। ক, প্র।

কুহরিত—১। ধ্বনিত। কুহরি নামধাতু+ক্ত

র্ধ। বিণ ; ত্রি। ২। কোকিলধ্বনি ; ধ্বনি। কুহরি নামধাতু+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

কুহা—কুয়া, কুয়াসা, কুহেলিকা। কুহ+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুহার—কুহা, কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা। প্রা, ক।

কুহু, কুহূ—অমাবস্যা, কোকিলধ্বনি। কুহ (বিস্মিত করা)+ক ক, ২য় পক্ষে উপ। সং ; স্ত্রী। [যাহার, বহু। সং ; পু।

কুহুকণ্ঠ, কুহূকণ্ঠ—কোকিল। কুহু বা কুহূ কণ্ঠে

কুহুতান—কুহু ইত্যাকার তান (ধ্বনি) ; কোকিলের রব। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কুহুরব, কুহূরব—১। কুহুধ্বনি ; কোকিলধ্বনি। কর্ম্মধা। ২। কোকিল। কুহু হইয়াছে রব যাহার, বহু। সং ; পু।

কুহূ—কুহু দেখ।

কুহূকণ্ঠ—কুহুকণ্ঠ দেখ।

কুহূরব—কুহুরব দেখ।

কুহেলিকা—কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা। কু (পৃথিবী)—হেড়+ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুহেলিকাচ্ছন্ন—কুহাবৃত, কুজ্ঝটিকাময়, কুয়াসায় ঢাকা। কুহেলিকা দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কুহেলিকাময়—কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ; তমসাচ্ছন্ন। কুহেলিকা শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কুহেলিকাময়ী।

কুহোর—কুয়া, অন্ধকার, ঘোর। প্রা, ক।

কূ—পিশাচী। সং ; স্ত্রী।

কূকুদ—অলঙ্কৃতা কন্যাকে যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক দান করে। কুক (গ্রহণ করা)+উদক অপা, নিপাতনে। সং ; পু।

কূচ—কুচ, স্তন। সং ; পু।

কূচিকা—তুলি। সং ; স্ত্রী।

কূজন—পক্ষিধ্বনি, পাখীর শব্দ ; অস্ফুট ধ্বনি, অব্যক্ত শব্দ। কূজ (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

কূজিত—১। ধ্বনিত, শব্দিত। কূজ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কূজিতা। ২। পক্ষিধ্বনি ; অব্যক্ত শব্দ। কূজ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

কূট—১। লৌহপিণ্ডবিশেষ, ঘুণা, নেয়াই ; গিরিশৃঙ্গ ; স্তূপ ; কলস ; দম্ভ ; কপট, জাল, মায়া ; লাঙ্গলাঙ্গবিশেষ ; তুচ্ছ ; নিশ্চল ; বন্ধন ; ফাঁদ। কূট+অন্ ক। সং ; পু বা ক্লী। ২। গৃহ, অগস্ত্য ঋষি। সং ; পু। ৩। কপটতাময়, কৃত্রিম, কল্পিত, মিথ্যা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কূটা।

কূটক—১। সাল। কূট+কন্। সং ; ক্লী। ২। কবরী ; মুরানামক গন্ধদ্রব্য। সং ; পু।

কূটকচাল—কূট তর্ক, অনর্থক বকাবকি ; খিঁচ-খাঁচ, খোঁচাখুঁচি, কাটাখোঁচা, বাধাবিঘ্ন। দেশজ। সং।

কূট-কচালিয়া (—কচালে)—কূটতার্কিক, অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডাকারী, কাটাখোঁচাযুক্ত ; বাধা-বিঘ্নসমাকুল। দেশজ। বিণ।

কূটকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—জালিয়াতি, জাল, প্রতারণা, ছলনা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কূটকর্ম্মা (—কর্ম্মন্)—জালিয়াত, বঞ্চক, প্রতারক, কপটী। কূট কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

কূটকৃৎ—১। জালকারক, জালিয়াত। উপ ; কূট—কৃ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। কায়স্থজাতি ; শঙ্কর, শিব। সং ; পু।

কূটজ—কুটজ, কুড়চি। সং ; পু।

কূটতর্ক—কপট তর্ক, জটিল তর্ক, মিথ্যা যুক্তি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কূটনীতি—কপটনীতি, কুটিল নীতি বা উপায়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কূটপাকল—কূটপালক (সকল অর্থে)। কূট-পাক—লা+ড ক। সং ; পু।

কূটপালক—কুম্ভকার ; কুমারের পোয়ান ; পিত্তজ্বর। কূট পালি+ণক ক। সং ; পু।

কূটপ্রশ্ন—লোককে ঠকাইবার জন্য যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় ; কুটিল প্রশ্ন ; দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, যাহার উত্তর করা দুষ্কর এরূপ প্রশ্ন। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কূটবন্ধ—বন্ধনী, বাগুরা, ফাঁদ। সং ; পু।

কূটবুদ্ধি—১। কপট বুদ্ধি, কুটিল বুদ্ধি, দুষ্ট বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। কুটিল-বুদ্ধিযুক্ত, দুষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি। কূটা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কূটভাষী (—ভাষিন্)—কপটবাদী, ছলপূর্ব্বক বাক্যকথক ; মিথ্যাবাদী। উপ ; কূট—ভাষ্+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —ভাষিণী।

কূটমুদ্রা—কৃত্রিম মুদ্রা, মেকি টাকা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কূটযন্ত্র—বন্ধনী, ফাঁদ। কূটই যে যন্ত্র, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কূটযুদ্ধ—কপট যুদ্ধ, মায়াযুদ্ধ ; অন্যায় সমর।

কূটযোদ্ধা (—যোদ্ধৃ)—কপটাবলম্বনে যুদ্ধ-কারী, কপটযোধ। কর্ম্মধা। বিণ ; পু।

কূটশাল্মলি—১। কণ্টকী বৃক্ষ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অস্ত্রবিশেষ। সং ; ক্লী।

কূটসংক্রান্তি—যে সংক্রান্তিতে অৰ্দ্ধরাত্রে সূর্য্যের অন্য রাশিতে সংক্রমণ হয়। সং ; স্ত্রী।

কূটসাক্ষী (—সাক্ষিন্)—জাল সাক্ষী, মিথ্যা সাক্ষী। কর্ম্মধা। বিণ ; পু। স্ত্রী, —সাক্ষিণী।

কূটস্থ—একভাবে চিরস্থায়ী, যেমন আত্মা, আকাশ, ইত্যাদি ; উদাসীন ; মূল পুরুষ। কূট—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

কূটাগার—প্রাসাদের সর্ব্বোপরি গৃহ। কূটস্থিত যে আগার, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কূটায়ুধ—দণ্ডাদির মধ্যে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র, গুপ্তি। সং ; ক্লী।

কূটার্থ—কঠিনার্থ ; বিপরীতার্থ ; লুক্কায়িত অর্থ, অপ্রকাশিত অর্থ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কূটী—গৃহ। কূট শব্দ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কূটীবাসী (—বাসিন্)—গৃহবাসী, গৃহে বাস-কারী, গৃহস্থ। উপ ; কূটী—বস+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —বাসিনী।

কূড়—সূতার অগ্র বা প্রান্ত ; রাশি, স্তূপ। দেশজ। সং।

কূড্য—কুড্য, ভিত্তি। সং ; ক্লী।

কূণি—কুঞ্চিতকর, কোপা ; নখরোগী। কূণ (সঙ্কুচিত হওয়া)+কি ক। বিণ ; ত্রি।

কূণিত—সঙ্কোচিত। কূণ (সঙ্কুচিত হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কূণিতা।

কূতঘর—যেখানে নৌকাদির মাশুল আদায় করা হয়। সং।

কূপ—কুয়া, পাতকুয়া ; গর্ত্ত, ছিদ্র ; আধার ; মাস্তুল। কু (শব্দ করা)+পক্ ক, অথবা, কু (ঈষৎ) অপ্ (জল) যাহাতে, বহুব্রীহি সমাসে অ প্রত্যয়। সং ; পু।

কূপক—নৌকার গুণবৃক্ষ, মাস্তুল ; কূপো ; কুকুন্দর ; উদপান ; চিতা। কূপ শব্দ+কণ্। সং ; পু।

কূপদণ্ড—নৌকার মাস্তুল, গুণবৃক্ষ। কূপই যে দণ্ড, কর্ম্মধা। সং ; পু।

কূপদর্দুর—কূপমণ্ডুক (সকল অর্থে)।

কূপমণ্ডুক—১। কুয়ার ব্যাঙ্। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং ; পু। ২। কুয়ার ব্যাঙের মত যাহার অভিজ্ঞতা অতি সামান্য, অল্পজ্ঞ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কূপমণ্ডুকী।

কূপাঙ্ক—রোমাঞ্চ। কূপাকার অঙ্ক (চিহ্ন) আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

কূপিকা, কূপী—কূপো ; গর্ত্ত ; জলমধ্যস্থ প্রস্তর-স্তূপ। কূপিকা=কূপী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। কূপী=কূপ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কূপোদক—কূপবারি, কূপজল, কুয়ার জল। কূপের উদক, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কূয়া—কুয়া (সকল অর্থে)।

কূর—১। অন্ন, ভাত। কূর+অন্ ক। সং ; পু। ২। কূল, তট, তীর। প্রা, ক।

কূর্চ্চ—১। ব্রত। সং ; ক্লী। ২। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান ; স্তন ; তুলি ; কঠিন শ্মশ্রু, দাড়ী। কূর+চট্ ক। সং ; পু বা ক্লী। ৩। মস্তক ; চর্ব্বণ। সং ; পু।

কূর্চ্চিকা—তুলি ; তৃণগুচ্ছ ; কূচি ; সূচিকা ; কুট্‌মল, কুঁড়ি ; গাঢ়দুগ্ধ। কূর্চ্চ শব্দ+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কূর্দ্দন—কুর্দ্দন দেখ।

কূর্প, কূর্ব—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল ; শ্মশ্রু ; দাড়ি, গোঁফ। সং ; পু বা ক্লী।

কূর্পর—কুর্পর দেখ।

কূর্পাস, কূর্পাসক—কঞ্চুক, কাঁচুলি। কূর্পর—আস (থাকা)+বঞ্ অধি=কূর্পাস। কূর্পাস শব্দ+কণ্=কূর্পাসক। সং ; পু।

কূর্প—কুর্প দেখ।

কূর্ম্ম—কচ্ছপ ; ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার [ভাগবতের মতে একাদশ অবতার], এই অবতারে বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র-মন্থনসময়ে মন্দার পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেন ; দেহস্থ বায়ুবিশেষ। কু (কুৎসিত) হইয়াছে উর্ম্মি (বেগ) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অ প্রত্যয়। সং ; পু।

কূর্ম্মকায়—১। কূর্ম্মবৎ শরীরবিশিষ্ট। কূর্ম্মের ন্যায় কায় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং ; পু। [শব্দে দেখ।

কূর্ম্মপুরাণ—এই অভিধানের দ্বিতীয়ভাগে পুরাণ

কূর্ম্মপৃষ্ঠ—১। কচ্ছপের পৃষ্ঠ, কাছিমের পিঠ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় পৃষ্ঠবিশিষ্ট, কাছিমপিঠা। বহু। বিণ ; ত্রি।

কূর্ম্মপৃষ্ঠক—কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় পৃষ্ঠবিশিষ্ট, কাছিমপিঠা। বহু। বিণ ; ত্রি।

কূর্ম্মমুদ্রা—কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার মুদ্রা। সং ; স্ত্রী।

কূর্ম্মাকার—১। কচ্ছপের আকৃতি। কূর্ম্মের আকার, ৬তৎ। সং ; পু। ২। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কূর্ম্মের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কূর্ম্মী—১। কচ্ছপী, স্ত্রীকচ্ছপ। কূর্ম্ম+ঈপ্। সং। ২। হিন্দুস্থানের ইতর জাতিবিশেষ।

কূল—নত্যাদির তীর, তট ; স্তূপ ; সৈন্যপৃষ্ঠ ; তড়াগ, পুষ্করিণী। কূল+ক ক। সং ; ক্লী।

কূলঙ্কষ—সমুদ্র ; নদ। কূল (তট)—কষ্ (বধ করা)+খ ক। সং ; পু।

কূলঙ্কষা—নদী। কূলঙ্কষ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

কূলপ্লাবী (—প্লাবিন্)—তটভূমিপ্লাবনকারী, তীরদেশ সমাচ্ছন্নকারী। উপ ; কূল—প্লু+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—প্লাবিনী।

কূলভূ—তটভূমি, পাড়। কূলস্থিতা যে ভূ, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কূলবতী—নদী। কূল (তীর)+বতু অস্ত্যর্থে+

কূলেচর—কূলে বিচরণকারী, কূলে ভ্রমণ করে এরূপ (চমরী-বারণাদি)। কূলে চরে যে, অলুক্ উপ ; কূলে—চর (ভ্রমণ করা)+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—চরী।

কূবর—১। যুগন্ধর, যেস্থানে যূপকাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে। কূ (শব্দ করা)+বরট্ ক। সং ; পু বা ক্লী। ২। কুব্জ, কুঁজো লোক। সং ; পু। ৩। রম্য, মনোহর ; কুব্জ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কূবরী।

কূষ্মাণ্ড—কুষ্মাণ্ড দেখ। [পু।

কৃক—গলদেশ। কৃ (করা)+কক্ ক। সং ;

কৃকর—শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর অন্যতম ; শিব ; কয়ার পক্ষী। কৃক—রা+ড ক। সং ; পু।

কৃকলা—পিপ্পলী, পিঁপুল। কৃক—লা+ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

কৃকলাশ, কৃকলাস—সরীসৃপবিশেষ, সরট, কাঁকলাস। কৃক—লশ বা লস (ক্রীড়া করা) +ঘণ্ ক। সং ; পু।

কৃকবাকু—কুক্কুট ; ময়ূর ; কাঁকলাস। কৃক (গল)—বচ (বলা)+ঞুণ্ ক। সং ; পু।

কৃচ্ছ্র—১। কষ্ট ; পাপ ; সান্তপন-প্রাজাপত্যাদি ব্রত। কৃত (ছেদন করা)+রক্ ক। সং ; ক্লী। ২। কষ্টদায়ক ; পাপিষ্ঠ। বিণ ; ত্রি।

কৃচ্ছ্রসাধ্য—কষ্টসাধ্য, বহুক্লেশে সম্পাদনীয়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র—অতিকষ্টসাধ্য ব্রতবিশেষ। কৃচ্ছ্র হইতে অতিকৃচ্ছ্র, ৫তৎ। সং ; পু।

কৃচ্ছ্রার্দ্ধ—দুই দিনসাধ্য ব্রতবিশেষ। কৃচ্ছ্রের অর্দ্ধ। ৬তৎ। সং ; পু।

কৃৎ—চিত্রকরজাতি, পটুয়া। সং ; পু।

কৃৎ—ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয়। কৃ (করা) +ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

কৃত—১। সম্পাদিত ; বিহিত ; অভ্যস্ত ; রচিত ; উপযুক্ত। কৃ (করা, বধ করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতা। ২। সত্যযুগ ; কার্য্য ; পর্য্যাপ্ত। ৩। প্রয়োজন ; ফল। কৃ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

কৃতক—১। কৃত্রিম। কৃত+কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতকা। ২। কৃত্রিম লবণ। সং ; ক্লী। ৩। বসুদেবের পুত্র। সং ; পু।

কৃতকপুত্র—কৃত্রিম বা কল্পিত পুত্র, যে পুত্র জনকজননী কর্ত্তৃক গোপনে পরিত্যক্ত হইয়া কোনও দয়াবান্ ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত ও পালিত হয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কৃতকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—যে কাজ করা হইয়াছে, অনুষ্ঠিত কার্য্য। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কৃতকর্ম্মা (—কর্ম্মন্)—কার্য্যক্ষম ; কৃতকার্য্য ; কর্ম্মসম্পাদন করিয়াছে এরূপ। কৃত হইয়াছে কর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

কৃতকাম—পূর্ণাভিলাষ, সিদ্ধমনোরথ। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতকামা।

কৃতকার্য্য—পূর্ণাভিপ্রায়, সিদ্ধমনোরথ, চরিতার্থ ; সফলচেষ্ট। কৃত হইয়াছে কার্য্য যৎকর্ত্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতকার্য্যা।

কৃতকার্য্যতা—চরিতার্থতা, সফলচেষ্টতা, সাফল্য। কৃতকার্য্য+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

কৃতকৃত্য—কৃতকার্য্য ; সফলমনোরথ, কৃতার্থ, চরিতার্থ ; বিদ্বান্। কৃত হইয়াছে কৃত্য যৎকর্ত্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতকৃত্যা। বি কৃতকৃত্যতা।

কৃতক্রিয়—কৃতকৃত্য। কৃতা ক্রিয়া যৎকর্ত্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতক্রিয়া।

কৃতঘ্ন—উপকারকের অপকারক ; প্রাপ্তউপকার মানে না এরূপ, অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম। উপ ; কৃত—হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতঘ্নী।

কৃতঘ্নতা—উপকারীর অপকার চেষ্টা, অকৃতজ্ঞতা, নিমকহারামি। কৃতঘ্ন শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

কৃতজ্ঞ—১। প্রত্যুপকারক ; উপকারস্বীকর্ত্তা ; কেহ কেহ বলেন, বহু অপকার বিস্মৃত হইয়াও যে ব্যক্তি অল্প উপকারকে বহু বোধ করে, তাহাকে কৃতজ্ঞ বলে। কৃত (কৃত উপকার) জ্ঞানে যে এই বাক্যে উপ ; কৃত—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতজ্ঞা। ২। কুকুর। সং ; পু।

কৃতজ্ঞচিত্ত, হৃদয়—১। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তঃকরণবিশিষ্ট, যাহার মন কৃতজ্ঞতার ভাবে পরিপূর্ণ। কৃতজ্ঞ হইয়াছে চিত্ত বা হৃদয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতজ্ঞতা—উপকারীর নিকট বিনীতভাবে উপকারস্বীকার ; প্রত্যুপকার সাধনের চেষ্টা বা প্রবৃত্তি। কৃতজ্ঞ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ—উপকারীর নিকট উপকার স্বীকারের ভাবে বা প্রত্যুপকার সাধনের ভাবে পরিপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পূর্ণা।

কৃতজ্ঞতাভাজন—কৃতজ্ঞতালাভের উপযুক্ত পাত্র। ৬তৎ। বিণ ; ক্লী বা সং ; ক্লী।

কৃতধ্বজ—মহাদেব। কৃত (সৃষ্ট বা ব্যাহৃত) হইয়াছে ধ্বজ যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং ; পু।

কৃততীর্থ—কৃতাবতরণ ; কৃতোপায় ; নিয়োজিত সচিব। কৃত হইয়াছে তীর্থ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তীর্থা।

কৃতদার—বিবাহিত। কৃত হইয়াছে দার (পত্নী) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; পু।

কৃতদাস—বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ ভৃত্য, 'এতাবৎ কাল তোমার পরিচর্য্যা করিব' এইরূপ নিয়মে যে দাসত্ব করিতে আবদ্ধ হয়, গোলাম। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কৃতধী—শিক্ষিতবুদ্ধি ; স্থিরচিত্ত। কৃতা ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতনিশ্চয়—স্থিরসঙ্কল্প ; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; সিদ্ধিলাভবিষয়ে অসংশয়িত। কৃত হইয়াছে নিশ্চয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—নিশ্চয়া।

কৃতপুঙ্খ—বাণক্ষেপনিপুণ। কৃত (অভ্যস্ত) হইয়াছে পুঙ্খ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতপূর্ব্ব—অগ্রে নিষ্পাদিত, যাহা আগে করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কৃত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

কৃতপৌরুষ—পুরুষত্ব প্রদর্শনকারী, যে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে। কৃত হইয়াছে পৌরুষ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। [র্থ। ব্য।

কৃতম্—ব্যর্থ ; নিষেধ ; পর্য্যাপ্ত। কৃত+অম্

কৃতমুখ—কৃতকর্ম্মা, কৃতী, দক্ষ ; বিজ্ঞ। কৃত মুখ (প্রধান কর্ম্ম) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতলক্ষণ—লব্ধপ্রতিষ্ঠ ; চিহ্নিত ; গুণ দ্বারা বিখ্যাত, কৃতসংজ্ঞ। কৃত (অভ্যস্ত) হইয়াছে লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতবর্ম্মা (—বর্ম্মন্)—জনৈক যাদব, হৃদিকার পুত্র। ভারতযুদ্ধে ইনি কুরুপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং অশ্বত্থামার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সহকারিস্বরূপ ইনি পাণ্ডব-শিবিরের দ্বার-দেশে অবস্থিত ছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময়ে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন। কৃত হইয়াছে বর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং ; পু।

কৃতবিদ্য—শিক্ষিতবিদ্য, বিদ্বান্, সুপণ্ডিত। কৃত। (শিক্ষিতা) হইয়াছে বিদ্যা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতবিদ্যা।

কৃতবীর্য্য—নরপতিবিশেষ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পিতা। মাহিষ্মতী নগরীতে ইঁহার রাজধানী ছিল। ভৃগুবংশীয়গণ ইঁহার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন। কৃত (প্রদর্শিত) বীর্য্য যাহার, বহু। সং ; পু।

কৃতশিল্প—শিল্পপারদর্শী, কারুকার্য্যদক্ষ। কৃত শিল্প যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতশ্রম—পরিশ্রম করিয়াছে এরূপ, শ্রান্ত ; অতি উদ্যমশীল ; অত্যুৎসাহী। কৃত শ্রম যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতশ্রমা।

কৃতসংকল্প, —সঙ্কল্প—সঙ্কল্পকারী ; স্থিরনিশ্চয়। কৃত হইয়াছে সঙ্কল্প যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতসাপত্নিকা—অধিবিন্না, যাহার পতি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। কৃত হইয়াছে সাপত্ন যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

কৃতহস্ত—শরক্ষেপাদিতে শিক্ষিতহস্ত, ক্ষিপ্রহস্ত। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতহস্তা।

কৃতাকৃত—১। কিয়দংশে কৃত অবশিষ্টাংশে অকৃত, আরব্ধ কিন্তু অসমাপ্ত। অগ্রে কৃত পশ্চাৎ অকৃত, কর্ম্মধা। ২। যাহা করা হইয়াছে এবং যাহা করা হয় নাই। কৃত ও অকৃত, দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

কৃতাগম—বেদপ্রণেতা ঈশ্বর। কৃত হইয়াছে আগম (বেদ) যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং ; পু।

কৃতাঞ্জলি—১। বিহিতাঞ্জলি, যোড়হাত। কৃত যে অঞ্জলি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। বদ্ধা-ঞ্জলি, যে যোড়হাত করিতেছে। কৃত হইয়াছে অঞ্জলি যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতাঞ্জলিপুট—১। বদ্ধ, অঞ্জলি দ্বারা রচিত পাত্র, অর্থাৎ হাতযোড়। কৃতাঞ্জলিই যে পুট, কর্ম্মধা। সং ; পু বা স্ত্রী। ২। বদ্ধাঞ্জলি, যে যোড়হাত করিয়াছে ; অঞ্জলিই যে পুট সে অঞ্জলিপুট, কর্ম্মধা ; কৃত হইয়াছে অঞ্জলি পুট যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —পুটা।

কৃতাঞ্জলিপুটে—বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, করযোড়ে, হাত যোড় করিয়া। কৃত হইয়াছে অঞ্জলি পুট যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

কৃতাত্মা (কৃতাত্মন্)—শিক্ষিতবুদ্ধি ; সংস্কৃত চিত্ত। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

কৃতাধিষ্ঠান—অধিষ্ঠান বা অবস্থিতি করিয়াছে এরূপ, অধিষ্ঠিত। কৃত হইয়াছে অধিষ্ঠান যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ষ্ঠানা।

কৃতান্ত—১। যম ; সিদ্ধান্ত ; দৈব। কৃত হয় অন্ত (বিনাশ) যৎকর্ত্তৃক, বা কৃতের (সৃষ্ট বস্তুর) অন্ত (নাশ) হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু। ২। জ্ঞাত, সিদ্ধান্ত। বিণ ; ত্রি।

কৃতান্তক—যম। কৃতের অন্তক (নাশক), ৬তৎ, অথবা কৃতান্ত + কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

কৃতান্তজনক—সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

কৃতাপকার—১। অপকার করিয়াছে এরূপ, অপকারী, অহিতকারক। কৃত হইয়াছে অপকার যৎকর্ত্তৃক, বহু। ২। যাহার অপকার করা হইয়াছে, অপকৃত। কৃত হইয়াছে অপকার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —কারা।

কৃতাপরাধ—অপরাধী, দোষী। কৃত হইয়াছে অপরাধ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতাপরাধা।

কৃতাভিষেক—অভিষিক্ত। কৃত হইয়াছে অভি ষেক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ষেকা।

কৃতার্থ—কৃতকার্য্য, চরিতার্থ, কৃতকৃত্য। কৃত হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার, বহু বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতার্থা।

কৃতার্থতা—কৃতকার্য্যতা, চরিতার্থতা, মনোরথ সিদ্ধি। কৃতার্থ + তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

কৃতার্থম্মন্য—আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে এরূপ। উপ ; কৃতার্থ শব্দ—মন (মনে করা) + খশ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ন্যা।

কৃতালয়—১। কৃতবসতি। কৃত হইয়াছে আলয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতালয়া। ২। ভেক। সং ; পু।

কৃতাস্ত্র—শিক্ষিতাস্ত্র। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে অস্ত্র যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতাহ্নিক—সন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পাদনকারী, যে দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে। কৃত আহ্নিক যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতি—১। যত্ন, চেষ্টা ; কার্য্য। কৃ (করা) + ক্তি র্ম্ম। ২। রচনা ; নির্ম্মিতি ; হিংসা ; সংস্কৃত ছন্দঃ। কৃ + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

কৃতিত্ব—কুশলতা, নৈপুণ্য ; কৃতকার্য্যতা, কৃতা-র্থতা ; কার্য্যক্ষমতা ; পাণ্ডিত্য ; ধার্ম্মিকতা ; কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব। কৃতীর ভাব এই অর্থে কৃতিন্ শব্দ + ত্ব। সং ; স্ত্রী।

কৃতিসাধ্য—যত্নসাধ্য, চেষ্টা দ্বারা সম্পাদনীয়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতিসাধ্যা।

কৃতী (কৃতিন্)—কুশল, নিপুণ ; কৃতকার্য্য ; কৃতার্থ ; কর্ম্মকর্ত্তা ; কার্য্যক্ষম, উপযুক্ত ; পণ্ডিত ; পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক। কৃত (কার্য্য) + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী কৃতিনী।

কৃতে—নিমিত্তে ; কার্য্যার্থ। ব্য।

কৃতোদক—উদকক্রিয়া সম্পাদনকারী, স্নান-তর্পণাদি সম্পাদক। কৃত হইয়াছে উদক যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতোদকা।

কৃতোদ্বাহ—বিবাহিত, পরিণীত, ঊঢ়। কৃত-হইয়াছে উদ্বাহ (বিবাহ) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃতোদ্বাহা।

কৃতোপকার—১। উপকারী। কৃত হইয়াছে উপকার যৎকর্ত্তৃক, বহু। ২। উপকৃত। কৃত হইয়াছে উপকার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃত্ত—ছিন্ন ; বেষ্টিত ; অভিপ্রেত। কৃত (ছেদন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৃত্তা।

কৃত্তি—চর্ম্ম, ত্বক ; ভূর্জ্জপত্র। কৃত (ছেদন করা) + ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

কৃত্তিকা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের তৃতীয় নক্ষত্র ; কার্ত্তিকপালিকা, কার্ত্তিকের পাল-য়িত্রী ধাত্রী [কার্ত্তিকেয় দেখ]। কৃত্তি + কণ্ + আপ্ ; অথবা কৃত (ছেদন করা) + তিক্ র্ম্ম + আপ্। সং ; স্ত্রী।

কৃত্তিকাসুত—কার্ত্তিক, ষড়ানন। ৬তৎ। সং ; [পু।

কৃত্তিবাস—শিব, মহাদেব। কৃত্তি (চর্ম্ম) হইয়াছে বাস (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। সং।

কৃত্তিবাস ওঝা—বাঙ্গালা পদ্যরামায়ণকার। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে মহাকবি কৃত্তিবাস অনুমান ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ নৃসিংহ ওঝা পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রাম হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বাস-স্থাপন করেন। নৃসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর ; গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি কৃত্তিবাসের পিতা-মহ। কৃত্তিবাস বাল্যে চতুষ্পাঠীতে বিদ্যা-ভ্যাস করেন। পাঠসমাপ্তির পর তিনি রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরের সভায় গমন করেন। কৃত্তিবাস দ্বারীর হস্তে রাজসমীপে স্বরচিত পাঁচটি শ্লোক পাঠাইয়া দেন। শ্লোক পাঠে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়া কৃত্তিবাসকে ডাকিয়া পাঠান। গৌড়েশ্বর তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দেন, উহারই ফলে বঙ্গ-বাল্মীকির অভিনব রামায়ণকাব্য রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন, কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানিতেন না, কথকদিগের মুখে শুনিয়া রামায়ণ রচনা করেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থ মধ্যে আপনাকে

যে "পণ্ডিত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কবির কেবল গর্ব্বের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না। যথা,—

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥"

কৃত্তিবাসের সময়ে এখনকার মত পণ্ডিতের ছড়াছড়ি ছিল না; সে সময়ে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন না হইলে কেহ পণ্ডিত উপাধি ধারণের যোগ্য হইত না। আর সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার পারদর্শিতা দেখাইয়া কেহ যে 'পণ্ডিত' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মূল রামায়ণে নাই এমন বহু কাহিনী (যথা—তরণীসেন বধ, অঙ্গদরায়বার, মহীরাবণ ও অহিরাবণের কাহিনী প্রভৃতি) এবং অনেক আদর্শ চরিত্র কবি স্বীয় কল্পনার প্রভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকশিক্ষার পক্ষে এই সকল চরিত্রচিত্রের প্রয়োজন সর্ব্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ কৃত্তিবাসের কাব্য পাঠে কতদূর উপকৃত হইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু এমন যে উপাদেয় কাব্য, ইহাতেও প্রক্ষেপের অভাব নাই। বিভিন্ন পুঁথিতে উহার বিভিন্নরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়ায় তাঁহার আবাসের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য এখানে বিগত ১৩২২ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত দিবস বঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া ফুলিয়ায় "কৃত্তিবাস কূপে"র প্রতিষ্ঠা এবং "কৃত্তিবাস-বিদ্যালয়ে"র দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করেন। কৃত্তিবাসের ভিটার উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কৃত্তিবাসাঃ (–বাসস্)—শিব, মহাদেব। কৃত্তি (চর্ম্ম) হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। সং; পু। [কৃত্তিবাসরচিত। দেশজ। বিণ।

কৃত্তিবাসী—কৃত্তিবাস-সম্বন্ধীয়, কৃত্তিবাসের,

কৃত্য—১। কার্য্য। কৃ+ক্যপ্ র্ম। সং; ক্লী। ২। তব্য, অনীয়, য, কেলিম, এই কয়টি কৃৎপ্রত্যয়। সং; পু। ৩। করণীয়, কর্ত্তব্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃত্যা।

কৃত্যবিৎ (–বিদ্)—কার্য্যাভিজ্ঞ। উপ; কৃত্য–বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

কৃত্যা—১। করণীয়া, কর্ত্তব্যা। কৃত্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবতাবিশেষ; কার্য্য; ক্রিয়া। সং; স্ত্রী।

কৃত্রিম—১। ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন; কল্পিত; অমূলক; অবাস্তবিক; অবিশুদ্ধ। কৃ (করা)+ত্রিমক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। পুত্রবিশেষ, যে সজাতীয় বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায়। সং; পু। ৩। বিট্‌লবণ। সং; ক্লী।

কৃত্রিম-পুত্র—বসনাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম পুত্তলিকা; সজাতীয় শিশুকে পুত্ররূপে গ্রহণ ও প্রতিপালন করিলে তাহাকে কৃত্রিম পুত্র বলে [পুত্র দেখ]। কর্ম্মধা। সং; পু।

কৃত্রিম-রাশি—[গণিতে] গুণনজাত রাশি বা সংখ্যা, গুণফল। কর্ম্মধা। সং; পু।

কৃৎস্ন—১। সর্ব্ব, সমস্ত, সকল; সম্পূর্ণ। কৃত (বেষ্টন করা, ইত্যাদি)+ক্স্ন ক। বিণ; ত্রি। ২। কুক্ষি; উদক, জল। সং; ক্লী।

কৃৎস্নবিৎ (–বিদ্)—সর্ব্বজ্ঞ, যে সব জানে। উপ; কৃৎস্ন–বিদ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

কৃদন্ত—(ব্যাকরণে) কৃৎপ্রত্যয়ান্ত। কৃৎ হইয়াছে অন্তে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃন্তন—১। ছেদন, কর্ত্তন, কাটা। কৃত (ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। সেতার বাজাইবার সময় তার টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, যেন কাটা; সেতারে বিলোম গতিরআণ স্পষ্ট শোনা যায় না বলিয়া বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা তার আকর্ষণ। সং।

কৃন্তনকারী (–কারিন্)—কর্ত্তনকারী, ছেদনশীল, ছেদক; দন্ত দ্বারা ছেদনকারী (rodent)। উপ; কৃন্তন–কৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –কারিণী।

কৃন্তনিকা, কৃন্তনী—ছেদনী, ছুরিকাঁচি প্রভৃতি। কৃন্তনিকা = কৃন্তনী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। কৃন্তনী কৃত (ছেদন করা)+অন ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৃপ—১। গৌতম ঋষির পুত্র। কেহ কেহ বলেন, ইনি গৌতমের পৌত্র, শরদ্বানঋষির পুত্র। ইনি এবং ইঁহার ভগিনী শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ শান্তনু কৃপাপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে প্রতিপালন করায় ইঁহাদের নাম কৃপ ও কৃপী রক্ষিত হয়। কৃপ ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলে কুরু-পাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই জন্য ইনি সাধারণতঃ কৃপাচার্য্য নামে পরিচিত। ভারতযুদ্ধে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধ্যমত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের শেষ দিবস অশ্বত্থামার পৈশাচিক নৈশ হত্যাকাণ্ড কালে ইনি পাণ্ডবশিবিরের দ্বার-দেশে ছিলেন। যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণ ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরাদি মহাপ্রস্থান করিলে, ইনি পরীক্ষিতের শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হন। ইনি চিরজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃপ+ক ক। ২। ব্যাসদেব। সং; পু।

কৃপণ—অদাতা, ব্যয়কুণ্ঠ, অর্থাদি ব্যয় করিতে কাতর; নীচ; দীন; কুৎসিত। কৃপ+অনক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃপণা।

কৃপণতা, –ত্ব—কার্পণ্য, ব্যয়কুণ্ঠতা; হীনতা; দৈন্য। কৃপণ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। [স্ত্রী।

কৃপা—দয়া, করুণা। কৃপ+অ ভা+আপ্। সং;

কৃপাকটাক্ষ—সামান্যকৃপাদৃষ্টি; যৎকিঞ্চিৎ দয়া। কৃপাপূর্ণ যে কটাক্ষ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কৃপাণ—খড়্গ। কৃপা শব্দ–নুদ (প্রেরণ করা) +ড ক। সং; পু।

কৃপাণপাণি—খড়্গহস্ত, অসিধারী। কৃপাণ পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃপাণিকা—ক্ষুদ্র কৃপাণ বা খড়্গ, ছুরিকা, ছোরা। কৃপাণ+কণ্ অল্পার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কৃপাদৃষ্টি—করুণাকটাক্ষ, কৃপাবলোকন। কৃপাপূর্ণা যে দৃষ্টি, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৃপানিধি, কৃপাসিন্ধু—করুণাসাগর, যাহার দয়া সমুদ্রের ন্যায় অপার, অর্থাৎ অসীম দয়াশীল। কৃপার নিধি বা সিন্ধু ইতি ৬তৎ, বা কৃপা নিধি বা সিন্ধুপ্রায় ইতি উপমিত। সং; পু বা বিণ; ত্রি।

কৃপানেত্র—করুণানয়ন, কৃপাকটাক্ষ। কৃপাপূর্ণ যে নেত্র, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কৃপাপাত্র—দয়ার ভাজন, যাহার প্রতি দয়া করা উচিত। ৬তৎ। সং; ক্লী বা বিণ; ত্রি।

কৃপাময়—দয়াপূর্ণ, করুণাময়, অসীম দয়ালু। কৃপা শব্দ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃপাময়ী।

কৃপায়সি—কৃপা কর। ক্রি। প্রা, ক।

কৃপালু—দয়াশীল, দয়ালু। কৃপা+আলু শীলার্থে। বিণ; ত্রি।

কৃপালেশ—বিন্দুমাত্র কৃপা, অত্যল্প করুণা। ৬তৎ। সং; পু।

কৃপাবলোকন—কৃপাদৃষ্টি, করুণাকটাক্ষ, দয়া করিয়া দর্শন বা দেখা। কৃপাসহ অবলোকন, ৩তৎ। সং; ক্লী।

কৃপাবান্ (–বৎ)—কৃপাযুক্ত, দয়াশীল, করুণ। কৃপা+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কৃপাবতী।

কৃপাসিন্ধু—কৃপানিধি দেখ।

কৃপী—গৌতম ঋষির কন্যা ও সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রগুরু কৃপাচার্য্যের ভগিনী। ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা কৃপ শরস্তম্বে উৎপন্ন হন। মহারাজ শান্তনু কৃপাপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা কৃপ ও কৃপী নামে অভিহিত হন। অনন্তর যৌবন-সমাগমে দ্রোণাচার্য্য কৃপীকে বিবাহ করেন।

* দ্রোণের ঔরসে কৃপীর গর্ভে মহাবীর অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করেন। কৃপ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [+ঈট ক। সং; স্ত্রী।

কৃপীট—জল; উদর; কানন; কাষ্ঠ। কৃপ্

কৃপীটপাল—সাগর; বায়ু। কৃপীট-পাল+অন্ ক। সং; পু।

কৃপীটযোনি—অনল, অগ্নি। কৃপীট (কাষ্ঠ) যোনি যাহার, বহু। সং; পু।

কৃমি—কীট, পোকা; উদরজাত কীটরোগ; উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি; লাক্ষা; অসুর। ক্রম (গমন করা)+ই ক। সং; পু।

কৃমিকণ্টক—বিড়ঙ্গ; উডুম্বর; চিত্রাঙ্গ, চিতা। ৬তৎ। সং; পু।

কৃমিকোশ,—কোষ—কীটের গুটিকা, রেশমের গুটি। ৬তৎ। সং; পু।

কৃমিকোশোত্থ,—কোষোত্থ—কৌশেয়, রেশমী (বস্ত্রাদি)। উপ; কৃমিকোশ (—কোষ) —উদ্—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

কৃমিকোষ—কৃমিকোশ দেখ।

কৃমিকোষোত্থ—কৃমিকোশোত্থ দেখ।

কৃমিঘ্ন—১। কৃমিনাশক; কীটমারক। উপ; কৃমি—হন+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিড়ঙ্গ; পলাণ্ডু; ভল্লাতক। সং; পু।

কৃমিজ—১। কীটজাত, কীটোদ্ভব। উপ। কৃমি—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃমিজা। ২। অগুরু। সং; পু।

কৃমিজা—১। কীটজাতা। কৃমিজ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। লাক্ষা। সং; স্ত্রী।

কৃমিদানা, ক্রিমিদানা—শুষ্ক লাক্ষাকীট, ইহা হইতে এক প্রকার লাল রঙ্গ প্রস্তুত হয়। (cochineal) দেশজ। সং।

কৃমিনাশক—কীটঘ্ন, কীটমারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃমিনাশিকা।

কৃমিল—কৃমিযুক্ত, কৃমিরোগগ্রস্ত, কৃমিরোগপ্রবণ। কৃমি+ল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

কৃমিলা—১। কৃমিযুক্তা ইত্যাদি। কৃমিল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বহু সন্তানপ্রসূ স্ত্রী। সং; স্ত্রী। [যে শৈল; মধ্যপদ কর্মধা। সং; পু।

কৃমিশৈল—বাল্মীকস্তূপ, উইঢিপি। কৃমিরচিত

কৃবি—বস্ত্রবয়নতন্ত্র, তাঁত। কৃ (করা)+ক্বিন্ ণ। সং; পু।

কৃশ—সূক্ষ্ম; অল্প; ক্ষীণ, দুর্ব্বল, শীর্ণ, কাহিল। কৃশ (ক্ষীণ হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি।

কৃশতা,—ত্ব—সূক্ষ্মতা; অল্পতা; দুর্বলতা; ক্ষীণতা, দৌর্ব্বল্য। কৃশ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কৃশর, কৃসর—তিলমিশ্রিত অন্ন; তিললাড়ু, খেচরী, খিচুড়ী। কৄ (বিক্ষিপ্ত করা)+সরক্ ণ। সং; পু। স্ত্রী কৃশরা, কৃসরা।

কৃশলা—কুন্তল, কেশ; লোম। কৃশ—লা+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

কৃশাঙ্গ—১। ক্ষীণ দেহ, শীর্ণ কলেবর, কাহিল শরীর। কৃশ যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। ক্ষীণদেহী, শীর্ণ কলেবর-বিশিষ্ট। কৃশ হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃশাঙ্গী।

কৃশাঙ্গী—১। ক্ষীণাঙ্গী, ক্ষীণকায়া। কৃশাঙ্গ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রিয়ঙ্গুলতা। সং; স্ত্রী।

কৃশাণু—অগ্নি। কৃশ অণু যাহার, বহু। সং; পু।

কৃশানু—অনল, অগ্নি। কৃশ (কৃশ হওয়া)+আনুক্ ক। সং; পু।

কৃশানুরেতাঃ (—রেতস্)—শিব। কৃশানুতুল্য রেতঃ যাহার, বা কৃশানুতে (অগ্নিতে) রেতঃ যাহার, বহু; কথিত আছে যে, ভগবতী শিবের বীর্য্য ধারণে অসমর্থা হওয়ায় সেই রেতঃ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহাতেই কার্ত্তিকের জন্ম হয়। সং; পু।

কৃশাশ্ব—জনৈক মহর্ষি, ইনি দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও সপ্রভা নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সং; পু।

কৃশাশ্বী (কৃশাশ্বিন্)—নট, নর্ত্তক। কৃশাশ্ব+ইন কৃতার্থে। সং; পু।

কৃশোদর—১। ক্ষুদ্র বা ক্ষীণ উদর। কৃশ যে উদর, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ক্ষুদ্র উদরযুক্ত, ক্ষীণোদর। কৃশ হইয়াছে উদর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃশোদরা, কৃশোদরী।

কৃষক—১। লাঙ্গলের ফাল; বৃষ। কৃষ+অক ণ। সং; পু। ২। কর্ষক, ভূমিকর্ষণকারী, চাষী। কৃষ+অক ক। বিণ বা সং; ত্রি।

কৃষাণ—১। ভূমিকর্ষণকারী, কৃষক। কৃষ্+আন ক। বিণ; ত্রি। ২। চাষী, হলধর, কৃষিভৃত্য, কৃষিমজুর। দেশজ। সং; পু।

কৃষাণি, কৃষাণী—কৃষাণের কর্ম্ম, কৃষিভৃত্যের বা কৃষিমজুরের কার্য্য। দেশজ। সং। [পু।

কৃষাণু—কৃশানু, অগ্নি। কৃষ্+আনুক্ ক। সং;

কৃষি—১। ভূমিকর্ষণকার্য্য, চাষ। কৃষ (কর্ষণ করা)+ইক্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। কৃষক, চাষা। কৃষ+ইক্ ক। সং; পু।

কৃষিকর্ম্ম (—কর্ম্মন্), কৃষিকার্য্য—ভূমিকর্ষণক্রিয়া, চাষের কাজ। কৃষিই যে কর্ম্ম বা কার্য্য, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কৃষিজাত—কৃষিকার্য্যোৎপন্ন। কৃষি হইতে জাত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃষিজাতা।

কৃষিজীবী (—জীবিন্)—কৃষিব্যবসায়ী, কৃষক, চাষী। উপ; কৃষি—জীব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কৃষিজীবিনী।

কৃষীবল—কৃষিজীবী, কৃষক, চাষী। কৃষি শব্দ+বলচ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃষীবলা।

কৃষ্কর—শঙ্কর, শিব। সং; পু।

কৃষ্ট—কর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ, চষা (ক্ষেত্রাদি); আকৃষ্ট। কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃষ্টা।

কৃষ্টপচ্য—কৃষ্টক্ষেত্রে পক্ব (ধান্যাদি)। কৃষ্ট—পচ+ক্যপ্ কর্ম্ম-ক। বিণ; ত্রি।

কৃষ্টি—কর্ষণ; কৃষি। কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণ—১। বাসুদেব*; বেদব্যাস; অর্জ্জুন; কোকিল; কাক; নীলবর্ণ, কাল রঙ্গ। কৃষ (আকর্ষণ করা)+ণক্ ক। সং; পু। ২। লৌহ। সং; ক্লী। ৩। নীলবর্ণযুক্ত, কাল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃষ্ণা।

* কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অষ্টম অবতার [ভাগবতের মতে বিংশ অবতার]; পরন্তু বলরামদেবই অষ্টম অবতার বলিয়া অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছেন। বসুদেবের ঔরসে তৎপত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভাদ্র-রোহিণী-নক্ষত্রে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। কংসের ভয়ে বসুদেব ইঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই ইঁহাকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রাখিয়া তাঁহার সদ্যোজাতা কন্যাকে আনয়ন করেন [কংস দেখ]। নন্দ ও তৎপত্নী যশোদা ইঁহাকে আপনাদের পুত্র বলিয়া জানিতেন, এবং পুত্রবৎ লালনপালন করেন। শৈশবাবস্থায় কৃষ্ণ অন্যান্য গোপবালকের সহিত ধেনুসকল চরাইতেন। ইঁহার শারীরিক বল বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ব্রজবাসিগণ ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিত এবং ইঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বাল্যকালেই ইনি দুর্বৃত্ত কংসের প্রেরিত পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, অঘ, অরিষ্ট প্রভৃতি অসুর ও অসুরীদিগকে বধ করেন, এবং কালিয় নাগকে দমন করিয়া কালিন্দীর জল নিরাপদ করিয়া দেন। ইঁহারই পরামর্শে গোপগণ ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থান বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করেন।

নিয়োজিত লোক দ্বারা কৃষ্ণবলরামের বিনাশসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং কৃষ্ণবলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করেন। অক্রূরের নিকট কংসের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার বধের নিমিত্ত কৃষ্ণ, বলরামসহ মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিনাশার্থ কংসনিয়োজিত হস্তী ও মল্লদিগের প্রাণবধ করিয়া, কৃষ্ণবলরাম রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় কংসকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া কৃষ্ণ তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। অতঃপর উগ্রসেনপ্রমুখ যাদবগণ কৃষ্ণকে মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলে ইনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে প্রয়োজন বা নৃপাসনে আকাঙ্ক্ষা নাই।" পরে ইনি কংসের পিতা উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করিয়া নিজে

অন্যান্য যাদবগণের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এতাবৎকাল কৃষ্ণের যথোচিত শিক্ষা হয় নাই। এক্ষণে ইনি বলরামসহ শিক্ষার্থ কাশীর সন্নিহিত অবন্তীপুরে আচার্য্য সান্দীপনি মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুগৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় শাস্ত্রশস্ত্রাদি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। কথিত আছে যে, পঞ্চজন নামক দৈত্য সান্দীপনি মুনির পুত্রকে হরণ করিয়াছিল। আচার্য্যপ্রবর গুরুদক্ষিণাস্বরূপ সেই পুত্রের কামনা করিলে, কৃষ্ণবলরাম দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া গুরুপুত্র আনয়ন করেন। এই দৈত্যকে বধ করিয়া কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় মথুরায় প্রত্যাগমন করেন।

মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতা কংসের নিধনে কোপাবিষ্ট হইয়া বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণের দণ্ডবিধানার্থ অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বে ও কৌশলে তাঁহাকে প্রত্যেক বারই পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হয়। অবশেষে জরাসন্ধ কালযবনের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এরূপ দুই প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে লোকক্ষয় করা অপেক্ষা বাসস্থান ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় কৃষ্ণ অন্যান্য যাদবদিগকে পরামর্শ দিয়া সুদূর দ্বারকা নগরীতে লইয়া গেলেন। অনন্তর স্বয়ং মথুরায় প্রত্যাগমন করিয়া কালযবনের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাকে কৌশলে মুচুকুন্দ রাজার পর্ব্বতগুহায় লইয়া গিয়া রাজার দ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করিলেন। [কালযবন দেখ]।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী অতিশয় রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগিণী হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার অভিলাষে পত্রসহ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অতঃপর রুক্মিণীর বিবাহ উপস্থিত হইলে তদানীন্তন রীত্যনুসারে কৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণের প্রদ্যুম্নপ্রমুখ দশটি পুত্র এবং চারুমতি নামে কন্যা জন্মে।

ধর্ম্মপ্রাণ পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রীতি ছিল। বিশেষতঃ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন। ছদ্মবেশী ভীমার্জ্জুনের সহিত অন্যান্য রাজগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে কৃষ্ণই ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে সুচারুরূপে যজ্ঞের সমাধা হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে ইনি ভীমার্জ্জুন সহ মগধে গমন করিয়া জরাসন্ধকে বন্দী নরপতিদিগের মুক্তিবিধান করিতে, অন্যথা তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে একজনের সহিত যুদ্ধদান করিতে বলেন। জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। ভীষ্মের আদেশে যজ্ঞে অর্চ্চনার অর্ঘ্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করায় শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং ইঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। খাণ্ডববন দাহনে সাহায্য করায় অগ্নিদেব বরুণের নিকট হইতে ইঁহাকে সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদা প্রদান করেন। ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর পাণ্ডবগণ বিরাটরাজ-ভবনে উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হন। অনন্তর দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধি করিতে পাণ্ডবদিগের মতি লওয়াইয়া ও হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেন। অতঃপর যুদ্ধাশঙ্কায় ইঁহাকে বরণ করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়েই দ্বারকায় উপস্থিত হন। কৃষ্ণের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে নিদ্রিত দেখিতে পাইয়া অভিমানী দুর্য্যোধন ইঁহার শিরোদেশে ও অর্জ্জুন ইঁহার পদতলে উপবেশন করিলেন। কৃষ্ণ জাগরিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলে অগ্রে অর্জ্জুনকে ও পশ্চাৎ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পান। সুতরাং পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে ইঁহাকে অর্জ্জুনের পক্ষাবলম্বন করিতে হইল। তখন দুর্য্যোধনকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ইনি যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা দিতে এবং অর্জ্জুনের অভিপ্রায় মত স্বয়ং তাঁহার রথের সারথি হইতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর ইনি কুরুপাণ্ডবের সন্ধিস্থাপনজন্য স্বয়ং হস্তিনাপুরে গমন করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন।

কুরুক্ষেত্র সমরে জ্ঞাতিনাশ ভয়ে অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইলে ইনি তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ বাক্যে উত্তেজিত করেন। ইঁহার সেই সকল উপদেশ একত্র নিবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত হইয়াছে। যুদ্ধের তৃতীয় ও নবম দিবসে মহাবীর ভীষ্মকর্ত্তৃক পাণ্ডবপক্ষ বিনষ্টপ্রায় হইতে দেখিয়া ও স্বয়ং তাঁহার শরে জর্জ্জরিত হইয়া এবং অর্জ্জুনকে পিতামহ ভীষ্মের সহিত মৃদু যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মের প্রাণবধার্থ ধাবিত হন। তখন অর্জ্জুন ইঁহাকে শান্ত করিয়া ফিরাইয়া আনেন। দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধে ভগদত্ত-প্রক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্রনিবারণে অর্জ্জুনের অসামর্থ্য জানিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা নিবারণ করেন। সকল বিষয়ে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। যুদ্ধশেষে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভনাশার্থ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে গর্ভস্থ ভ্রূণকে রক্ষা করেন।

কৃষ্ণকে অসংখ্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কখনও বা স্বজনরক্ষার্থ, কখনও বা দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার হইতে মুনি, ঋষি ও জনগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং অনেক দুরাত্মার বিনাশ সাধন করিয়াছেন। কংস, জরাসন্ধ, পঞ্চজন দৈত্য, কালযবন, শিশুপাল, শৃগাল, বাণাসুর, হংসডিম্বক, নরকাসুর, নিকুম্ভ, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি প্রবলপরাক্রান্ত বীরগণ কৃষ্ণের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছেন। পরন্তু ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও যুদ্ধ করেন নাই। প্রত্যুত লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতেই সতত চেষ্টা পাইতেন।

আত্মবিরোধে যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় প্রেরণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আনাইয়া তাঁহাকে বৃদ্ধ ও স্ত্রীবৃন্দের রক্ষা বিধান করিতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং বনগমন করিলেন। পরে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক একস্থানে শয়ন করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগের অমভ্রমে ইঁহার পদ শরদ্বারা বিদ্ধ করিলে তাহাতেই ইঁহার দেহত্যাগ হইল।

কৃষ্ণের অসংখ্য নাম ; তন্মধ্যে কয়েকটি প্রধান এই,—কেশব, গদাধর, মাধব, পীতাম্বর, জনার্দ্দন, হৃষীকেশ, দামোদর, গোবিন্দ, মধুসূদন, গোপাল, মুকুন্দ, যজ্ঞেশ, হরি, পুণ্ডরীকাক্ষ, অনন্ত, বাসুদেব, বিশ্বম্ভর, বনমালী, নারায়ণ ইত্যাদি।

কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে প্রধান একটী এই,—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

কৃষ্ণক—কৃষ্ণসর্ষপ, কালসরিষা। কৃষ্ণ+কণ, সংজ্ঞার্থে। সং ; পু।

কৃষ্ণকথা—কৃষ্ণের কাহিনী বা বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

কৃষ্ণকন্দ—রক্তপদ্ম। কৃষ্ণ কন্দ যাহার, বহু।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী—নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে বাং ১২১৭ সালে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণকমলের জন্ম হয়। ইনি জাত্যংশে বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পিতা মুরলীধর গোস্বামী পুত্র কৃষ্ণকমলকে সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে বৃন্দাবনে লইয়া যান। সেইখানেই, কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। যখন কৃষ্ণকমলের বয়স ১৩।১৪ বৎসর, তখন ইনি নবদ্বীপে গমন করেন এবং এইখানেই সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, ভরত মিলন এবং সুবল-সংবাদ। ইঁহার রাই উন্মাদিনী আবাল বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত; এই গ্রন্থে চৈতন্য-দেবের দিব্যোন্মাদ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহার রচনামাধুর্য্য ও কবিত্ব গোস্বামী মহাশয়কে অমর করিয়া রাখিবে। কৃষ্ণকমল জীবনের শেষভাগে ঢাকায় থাকিতেন। সেখানে ইনি "বড়গোঁসাই" নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার পদাবলী-সংবলিত গ্রন্থগুলি যাত্রাভিনয়ে এক সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১২৯৪ সালে ১২ই মাঘ গোস্বামী মহাশয় পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণকর্কটক—কাল কাঁকড়া। কর্ম্মধা। সং; পু।

কৃষ্ণকর্ম্ম (–কর্ম্মন্)—দুষ্কর্ম্ম, পাপকার্য্য, মন্দ কার্য্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কৃষ্ণকর্ম্মা (–কর্ম্মন্)—পাপী, দোষী। কৃষ্ণ হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কৃষ্ণকলি—স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। কৃষ্ণবৎ (চূড়াবিশিষ্ট) কলি যাহার, বহু। সং; পু।

কৃষ্ণকাক—কাল কাক, দাঁড়কাক। কর্ম্মধা। সং; পু। [বা সং; পু। স্ত্রী,–কাস্তা।

কৃষ্ণকান্ত—কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ কান্ত যাহার, বহু। বিণ

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী—ইঁহার উপাধি রসসাগর। পাদপূরণে ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কেহ কোন কবিতার একাংশমাত্র বলিলেই ইনি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে কবিতাটী পূর্ণ করিয়া দিতেন। ইনি কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা গিরিশচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। বাং ১১৯৮ সালে নদীয়া জেলার বাগোয়ানের নিকটস্থ বাড়ে বাঁকা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী এবং উর্দ্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১২৫১ সালে শান্তিপুরে ইঁহার কন্যার বাড়ীতে ইঁহার দেহান্তর হয়। পাদপূরণের একটী দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল। একবার একজন প্রশ্ন করেন,—বড় দুঃখে সুখ। কৃষ্ণকান্ত উত্তর করেন,—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা বলে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল—বড় দুঃখে সুখ॥

কৃষ্ণকান্তা—১। কৃষ্ণভক্তা। কৃষ্ণ কান্ত যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। শ্রীরাধিকা। বহু বা ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণকায়—১। কাল শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী। ২। কৃষ্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট। কৃষ্ণ হইয়াছে কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃষ্ণকায়া। ৩। মহিষ। সং; পু।

কৃষ্ণকেলি—কৃষ্ণকলি পুষ্প। কৃষ্ণের কেলি হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

কৃষ্ণগতি—অগ্নি। কৃষ্ণা গতি যাহার, বহু। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণগীতি—কৃষ্ণবিষয়ক গান। মধ্যপদলোপী

কৃষ্ণগুণগান—শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন। দুইবার ৬তৎ। সং; ক্লী।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (SIR K. G. GUPTA.)—জন্ম ১৮৫১ খৃঃ অব্দ ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রামে। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইনি সিবিল সারভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গীয় শাসকের অধীনে নানা পদে কার্য্য করিয়া ১৯০৪ খৃঃ বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের বোর্ড অব রেভিনিউর অন্যতর সদস্য নিযুক্ত হন। ইঁহার পূর্ব্বে কোন দেশীয় সিবিলিয়ান এই উচ্চপদ লাভ করেন নাই। ইহার পর ইনি ইণ্ডিয়ান ফিসারিস্ (Indian Fisheries) কমিসনের নেতৃত্ব করেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে ইনি সৈয়দ বিলগ্রামীর সহিত ভারত সচিবের (India Council) সভার সদস্য মনোনীত হন। ভারতবাসীরা উক্ত সভায় এই প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। অতঃপর ইনি নাইট নামক রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া 'সার' (Sir) এই উচ্চ সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। অনন্তর যথাকালে ভারতসচিবের মন্ত্রণাসভা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতেই বাস করিতে এবং তথায় থাকিয়া স্বদেশের হিতসাধনের চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে এই মনীষী দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণচতুর্দ্দশী—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। কৃষ্ণ স্থিতা (কৃষ্ণপক্ষ স্থিতা) যে চতুর্দ্দশী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণচন্দন—পীতচন্দন, হরিচন্দন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [উপমিত। সং; পু।

কৃষ্ণচন্দ্র—চন্দ্রতুল্য মনোহর কৃষ্ণ। কৃষ্ণ চন্দ্রপ্রায়,

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—"সদ্ভাবশতক" নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ইঁহারই রচিত। বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে ১২৪৪ বা ১২৪৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য হইতেই ইঁহার হৃদয়ে কাব্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় কৃষ্ণচন্দ্রের সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। টিকাটিপ্পনী সমেত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আদ্যন্ত ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বাং ১৩০০ সাল পর্য্যন্ত ইনি যশোহর জেলা স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ইঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু দারিদ্র্য ইঁহার চিত্তে কদাপি অশান্তি উৎপাদন করিতে পারে নাই। ভক্তি ইঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল; ইঁহার কবিতার সর্ব্বত্র ইঁহার অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তিরস ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সদ্ভাবশতক" ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। ইনি "সদ্ভাবশতক" ব্যতীত 'রাবণের ইতিবৃত্ত,' 'মোহভোগ' ও 'কৈবল্যতত্ত্ব' এই তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি যথাক্রমে ঢাকাপ্রকাশ, বিজ্ঞাপনী ও দ্বৈভাষিকী এই তিনখানি পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। গুপ্তকবির "সংবাদ প্রভাকরে" কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। যশোহর জেলাস্কুলের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র স্বগ্রাম সেনহাটীতে গিয়া অবস্থান করেন। এইখানেই ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ তারিখে জ্বররোগে কবিবরের মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র উমেশচন্দ্র মজুমদার বর্ত্তমান আছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজ—ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর ও নদীয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার। ইনি ১৭১০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজা রঘুরাম রায়। রঘুরামের শেষ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষা লাভ করেন, এবং অস্ত্রবিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি মৃগয়াকালে প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্যাঘ্রাদির জ্রদ্বয়ের মধ্যে শর বিদ্ধ করিতে পারিতেন। যে গ্রাম এখন শিবনিবাস বলিয়া খ্যাত, সেই স্থানেই কৃষ্ণচন্দ্র শিকারার্থে যাইতেন। কি কারণে বলা যায় না, রঘুরাম মৃত্যুকালে আপনার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্যাধিকারী করিয়া যান। পরে কৃষ্ণচন্দ্র জননী ও অপর কতিপয় সুহৃদের যত্নে ও মন্ত্রণাকৌশলে বহুকষ্টে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। ইনি অতিশয় প্রজাহিতৈষী রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি গুণগ্রাহী ছিলেন এবং সর্ব্বদা পণ্ডিতগণে পরিবৃত থাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গকবিশিরোমণি ভারতচন্দ্রকে ফরাসডাঙ্গা হইতে আনাইয়া আপনার সভাসদ্ করেন। কবিরঞ্জন রাম

প্রসাদ সেন, বিখ্যাত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ অনুকূল বাচস্পতি প্রভৃতি বিদ্বজ্জন ইঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। এতদ্ভিন্ন গোপাল ভাঁড় হাস্যার্ণব প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিতবক্তা সর্ব্বদা ইঁহার সভায় থাকিতেন। অনেকে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সহিত ইঁহার রাজসভার তুলনা করেন। হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার বিশেষ আস্থা ও অনুরাগ ছিল। ইনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় নামক দুইটী যজ্ঞ করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট "অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র" এই উপাধি লাভ করেন। ইনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেনকে ইনি ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। বঙ্গদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, যে ব্রাহ্মণের কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ভূমি নাই, সে ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য নয়।

কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়্‌যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে লিপ্ত ছিলেন। ইঁহারই পরামর্শে ইংরেজদিগের হস্তে দেশরক্ষার ভার অর্পণ করা হয়। ফলতঃ, প্রধানতঃ ইঁহারই যত্নে এদেশে ইংরেজরাজ্যের সূত্রপাত। এজন্য ইংরেজরা ইঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ্ ইঁহাকে পাঁচটী কামান উপঢৌকন দেন। অদ্যাপি সেই কামান কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রহিয়াছে। ইংরেজরা চেষ্টা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি আনাইয়া দেন। নবাব মির কাসিমের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নবাব কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া ইংরেজপক্ষীয় লোক বলিয়া ইঁহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। সেবারেও কেবল নিজের বুদ্ধিবলে ও ইংরেজদিগের বিশেষ চেষ্টায় সেই ঘোর সঙ্কটে ইনি উদ্ধার লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র আপনার দুই রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্রপ্রমুখ ছয় পুত্র রাখিয়া ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—কৃষ্ণসিংহ দেখ।

কৃষ্ণচূড়া—পুষ্পবিশেষ। কৃষ্ণের চূড়ার ন্যায় চূড়া যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণজীরক, -জীরা—কাল জিরা। কর্ম্মধা। সং; পু ও স্ত্রী।

কৃষ্ণতা, -ত্ব—নীলবর্ণত্ব, কাল রঙ্গ। কৃষ্ণ + তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কৃষ্ণতার—মৃগ, হরিণ। কৃষ্ণ তারা যাহার, বহু। সং; পু।

কৃষ্ণতিথি—তিথি দেখ।

কৃষ্ণত্ব—কৃষ্ণতা দেখ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—জন্ম ১৫১৭ খৃঃ। ইনি জাতিতে বৈদ্য। ইনি নিত্যানন্দের অনুজ্ঞায় বৃন্দাবনে গমন করিয়া রূপ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং সনাতন ও জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এইখানে ইনি বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্ত্তৃক চৈতন্যদেবের অন্তলীলা বর্ণন করিতে অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বিষয়ের গুরুত্ব ও আপনার শারীরিক অবস্থার তুলনা করিয়া তাহাতে ইতস্ততঃ করেন। এমন সময়ে গোবিন্দজীর পূজারী দেবতার প্রসাদী নির্ম্মাল্য আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে তিনি তাহা দেবতার আদেশ স্বরূপ মানিয়া লইয়া চৈতন্য চরিতামৃত রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রধানতঃ চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে প্রায় ৬০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সমর্থক শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া ৯ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে ১২০৩১ শ্লোকে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে উহার রচনা শেষ হয়। জীবগোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে গ্রন্থখানি গৌড়ে প্রেরিত হয়। কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের প্ররোচনায় কতকগুলি ডাকাত বলপূর্ব্বক উহা কাড়িয়া লয়। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদাস গ্রন্থশোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া দেহত্যাগ করেন। পরে গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল, এবং উহার বশ গৌড়ে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাসের উহা শুনিবার আর সুযোগ হয় নাই। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবকে চক্ষে কখন দেখেন নাই।

কৃষ্ণদাস পাল—জন্ম ১৮৩৮ খৃঃ অঃ। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও মেট্রপলিটান কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমিদার সভার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর এই সভার সম্পাদক হন (১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দ)। ইঁহার কার্য্যকালে সভার বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে কৃষ্ণদাস এই সভার মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের পরিচালনাভার প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বটে, কিন্তু কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ রাখিতেন না; পরন্তু সকল কার্য্যই অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত করিতেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপাল সভার সদস্য থাকিয়া সহরের অনেক উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে (যখন বাঙ্গালার প্রজা-সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইতেছিল) বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যরূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন। উভয় সভাতেই কৃষ্ণদাস সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট জমিদার, মধ্যবিত্ত সকলেই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দরিদ্রের জন্য ইনি লেখনী ধারণ করিতেন। তৎকালে ইঁহার মত বাগ্মী ও সাময়িকপত্র-পরিচালক খুব কমই দৃষ্ট হইত। ইনি অসাধারণ রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে রায় বাহাদুর ও পরবৎসর সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে বহুমূত্র রোগে ইনি দেহত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে ইঁহার একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল "Men and events of my time in India" নামক স্বরচিত পুস্তকে লিখিয়াছেন—"রাজা স্যার তাঞ্জোর মাধব রাও ব্যতীত আমি ভারতবর্ষে কৃষ্ণদাস পালের মত রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ দেখিতে পাই নাই।" স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (N. N. Ghose) মহাশয় "Kristo Das Pal, A study" নামধেয় একখানি কৃষ্ণদাসের জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে কৃষ্ণদাসের রাজনৈতিক জীবনের একটি মূল্যবান্ বিশ্লেষণ আছে।

কৃষ্ণদ্বাদশী—কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি। কৃষ্ণ যে দ্বাদশী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—কৃষ্ণের প্রতি বৈরভাব সম্পন্ন, শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -দ্বেষিণী। [সং; পু।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—বেদব্যাস [ব্যাস দেখ]। কর্ম্মধা।

কৃষ্ণধন—১। কৃষ্ণরূপ ধন। রূপক। সং; ক্লী। ২। যে কৃষ্ণকে পরম ধন মনে করে। কৃষ্ণ ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ধনা।

কৃষ্ণনগর—গ্রামবিশেষের নাম। এইনামে দুইটি স্থান আছে, একটী নদীয়া জেলায় ও দ্বিতীয়টি হুগলি জেলায় অবস্থিত। পার্থক্যের নিমিত্ত সাধারণতঃ প্রথমটি গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর ও অপরটি খানাকুল কৃষ্ণনগর নামে খ্যাত। অধুনা গোয়াড়ি নদীয়া জেলার প্রধান নগর এবং তন্নিকটস্থ কৃষ্ণনগর তত্রত্য রাজবংশের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, তদ্ব্যতীত এইস্থানে একটি কলেজ আছে এবং

তথাকার কুম্ভকারদিগের মৃন্ময় দ্রব্য অতি অদ্ভুত। দ্বিতীয় কৃষ্ণনগরটিও একটি প্রাচীন ও বিখ্যাত স্থান। এক সময়ে উহা নবদ্বীপের ন্যায় ঐ প্রদেশের বিদ্যালোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল। নবদ্বীপের মতের ন্যায় কৃষ্ণনগরেরও মত প্রচলিত আছে। এখানে অভিরাম গোস্বামীর পাট রহিয়াছে।

কৃষ্ণনবমী—কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি। কৃষ্ণা যে নবমী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণনাম (-নামন্)—কৃষ্ণের নাম; কৃষ্ণ এই নাম বা শব্দ। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কৃষ্ণপক্ষ—যে পক্ষে চন্দ্রকলার ক্ষয় হয়, অন্ধকার পক্ষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

কৃষ্ণপক্ষীয়—অন্ধকার পক্ষসম্বন্ধীয়, বা তদুৎপন্ন। কৃষ্ণপক্ষ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

কৃষ্ণপদচ্ছায়া—কৃষ্ণপদের ছায়া, কৃষ্ণচরণাশ্রয় (যাহা ক্লেশকর পদার্থরহিত)। দুইবার ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণপান্তী—প্রসিদ্ধ ধনী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট গ্রামে বাং ১১৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিলি বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম সহস্ররাম পান্তী। ইঁহাদের উপাধি পাল, কিন্তু ইনি পাণ বিক্রয় করায় পান্তী নামে অভিহিত হন। বাল্যে কৃষ্ণচন্দ্রের কিছুমাত্র বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই। ইনি মাথায় মোট লইয়া গাংনাপুরের হাটে যাইতেন, এবং তথায় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া সন্ধ্যাকালে বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। ইনি শেষে ছোলার ব্যবসা করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। তার পর কলিকাতায় লবণের ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া জমিদারী ক্রয় করেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজারা ইঁহার নিকট টাকা ধার লইতেন। ইঁহার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তৎকালে সকলেই ইঁহাকে চিনিত। ইনি এত ধনী হইয়াও কখন বিলাসী হন নাই। মহারাজ শিবচন্দ্র ইঁহাকে "চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন। ইঁহার বংশধরেরা এখন "রাণাঘাটের পাল চৌধুরী" বংশ নামে খ্যাত হইয়াছে।

ইনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন এবং মুখে মুখে অনেক টাকার হিসাব রাখিতেন। ১২১৬ সালে ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

কৃষ্ণভক্ত—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, কৃষ্ণারাধক। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কৃষ্ণভক্তি—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বা আন্তরিক শ্রদ্ধা, শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, কৃষ্ণারাধনা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণমিশ্র—জনৈক বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ইনি 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নামক একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। সং; পু।

কৃষ্ণমুদ্গ—কৃষ্ণমুগ, কালমুগ। কর্ম্মধা। সং; পু।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভঃ ডাঃ (K. M. Banerjee)—বাঙ্গালায় ইনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ইনি কলিকাতায় শ্যামপুকুরে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তথায় অবস্থান করিয়াই শিক্ষা লাভ করেন। ইনি প্রথমে হেয়ার স্কুল, পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় বাল্যে কৃষ্ণমোহনকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। এই সময়ে ডিরোজিও (Derojio) নামক জনৈক ফিরিঙ্গি যুবক হিন্দু স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং তিনি ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে এক নূতন ভাব জাগাইয়া দেন। কৃষ্ণমোহনও এই নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃহীন হইয়া পর বৎসর হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া কিছুদিনের জন্য ইনি দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত পাদরি ডফ সাহেব ভারতে আগমন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। কৃষ্ণমোহন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর তারিখে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। চারি বৎসর পরে ইঁহার স্ত্রী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হন। ১৮৩৭খৃঃ ইনি খৃষ্ট আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৫ বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহার যাজন ক্ষেত্রস্বরূপ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হেদুয়ার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটী গির্জ্জা স্থাপিত হয়। উহা 'কৃষ্ণ বন্দ্যোর গির্জ্জা' নামে অভিহিত। ১৮৫২ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি শিবপুরে বিসপস্ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৭।৬৮ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন; এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত স্থান হইতে ডি, এল্ (Doctor of Law) উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতসভার সভাপতি ও সি, আই, ই উপাধি পান, এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক মিউনিসিপালিটী সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

স্বকীয় অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্নের প্রভাবে কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত, আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, উড়িয়া, তামিলী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল ও উড়িয়া ভাষার পরীক্ষকরূপে প্রত্যেক বৎসরে নিযুক্ত হইতেন। ইনি অনেকগুলি ইংরাজী পত্র ও পত্রিকার লেখক ছিলেন, এবং স্বয়ং সুধাংশু নামক একখানি বাঙ্গালা এবং Inquirer নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তদ্ব্যতীত ইনি সর্ব্বার্থসংগ্রহ, ষড়্‌দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ এবং রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নারদ পঞ্চরাত্র এবং ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মে ৭২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এবং শেষোক্ত ব্যক্তির সহিত ইঁহার এক কন্যার বিবাহ দেন। ইঁহার অপর কন্যা মনোমোহিনী হুইলার সাহেবের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মনোমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শিকা (Inspectress) ছিলেন।

কৃষ্ণরামদাস—কালিকামঙ্গলনামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি রায়মঙ্গল নামেও একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে, উহা ঠাকুর "দক্ষিণ রায়ের" স্বপ্নাদেশের ফলে লিখিত। রায়মঙ্গল ১৬০৮ শকে লিখিত হয়। কৃষ্ণরাম জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার পিতার নাম ভগবতীদাস। ২৪ পরগণার অন্তর্গত নিমতাগ্রামে কৃষ্ণরামের জন্ম হয়। 'কৃষ্ণরাম বসু' দেখ।

কৃষ্ণরাম বসু—নিবাস নিমতা। কালিকামঙ্গল নাম দিয়া ইঁনিই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান প্রণয়ন করেন। রচনাকাল আনুমানিক ১৬৯৮ খৃঃ অব্দ। কলিকাতা চড়কডাঙ্গায় ১৭৫২ খৃঃ অব্দে আত্মারাম ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি ইহার একখানি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। সে সময়ে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনা সম্পূর্ণ হয় নাই।

কৃষ্ণরাম বসু (২য়)—কলিকাতা শ্যামবাজারের বিখ্যাত বসুবংশীয় জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ। কৃষ্ণরামের পিতার নাম দয়ারাম। কৃষ্ণরাম সন ১১৬০ সালের ১১ই পৌষ তারিখে হুগলির অন্তর্গত তড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দয়ারাম কোনও পারিবারিক দুর্ঘটনাহেতু স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বালিতে আসিয়া বাস করেন। এখানে জনৈক সন্ন্যাসী বালক কৃষ্ণরামের ভবিষ্যৎ

মহত্বের পরিচয় পাইয়া পিতা দয়ারামের অনুমতিক্রমে ইঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তৎপরে কৃষ্ণরাম কলিকাতায় আসেন এবং পিতৃদত্ত সামান্য মূলধন লইয়া লবণের কারবার আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সৌভাগ্যবশে ইঁহার ৪০,০০০৲ টাকা লাভ হয়। এইরূপে কিছুকাল ব্যবসা চালাইয়া পরে ইনি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হুগলির দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে ইনি এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার শ্যাম বাজারে আসিয়া বসতি করেন। দেওয়ান কৃষ্ণরামের জমিদারী যশোহর, বীরভূম, হুগলি প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ছিল। তৎকালে ইনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী বলিয়া গণ্য হইতেন। দানবীর বলিয়া ইঁহার খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। একবার একলক্ষ মুদ্রার চাউল ক্রয় করিয়া ইনি দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিতরণ করেন। সাধুজনের সেবায় ইনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। পূজাদি ক্রিয়াকলাপেও ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কথিত আছে, বিজয়ার দিন প্রতিমাবিসর্জ্জন দিয়া নদী তীর হইতে যখন ইনি বাটী ফিরিতেন, তখন যে কেহ ইঁহাকে মঙ্গলকলস দেখা ইত, তাহাকেই এক এক টাকা পুরস্কার দিতেন। কোন কোন সময় গঙ্গার ঘাট হইতে ইঁহার বাটী পর্য্যন্ত পথে প্রায় সাত আট হাজার লোক মঙ্গলকলস লইয়া দাঁড়াইত। সুতরাং ইঁহার কিরূপ অর্থ ব্যয় হইত সহজেই অনুমান করা যায়। কৃষ্ণরাম মাহেশের রথযাত্রার প্রবর্ত্তন করেন। ইনি যশোহরে মদনগোপাল ও বীরভূমে রাধাবল্লভের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বারাণসীধামে এবং ভাগলপুর জেলায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরসমূহ, গয়ায় রামশিলা শৈলের সোপানশ্রেণী প্রভৃতি বহু লোকহিতকর কার্য্যে ইঁহার নাম অক্ষয় হইয়া আছে। ইঁহার বংশধরগণ এখন বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। [সং ; স্ত্রী।

কৃষ্ণলোহ, কৃষ্ণলৌহ—অয়স্কান্ত,চুম্বক। কর্ম্মধা।

কৃষ্ণবর্ণ—১। নীল বর্ণ,অসিত বর্ণ, কাল রঙ্, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অসিতবর্ণযুক্ত, কাল, তিমির বর্ণ। কৃষ্ণ বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্ণা।

কৃষ্ণবর্ত্মা (—বর্ত্মন্)—১। অগ্নি ; রাহু। কৃষ্ণ বর্ত্ম যাহার, বহুব্রীহি। সং ; পু। ২। দুরাচার। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

কৃষ্ণশার, কৃষ্ণসার—কালসার, মৃগবিশেষ; শিংশপা বৃক্ষ ; মুহীবৃক্ষ। কৃষ্ণ হইয়াছে শার বা সার যাহার, বহু। সং ; পু।

কৃষ্ণশারিবা—শ্যামা লতা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কৃষ্ণশালি—হৈমন্তিকধান্য বিশেষ। সং।

কৃষ্ণশৃঙ্গ—১। কালশিঙ। কর্ম্মধা। ২। মহিষ। কৃষ্ণ শৃঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

কৃষ্ণসখ—অর্জ্জুন। কৃষ্ণের সখা, ৬তৎ। সং;পু।

কৃষ্ণসর্প—কাল ভুজঙ্গ, কেউটে সাপ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কৃষ্ণসার—কৃষ্ণশার দেখ।

কৃষ্ণসারথি—১। কৃষ্ণের রথচালক, দারুক। ৬তৎ। ২। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন। কৃষ্ণ সারথি যাহার, বহু। ৩। অর্জ্জুন বৃক্ষ। সং ; পু।

কৃষ্ণসিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—ইনি "লালা" বাবু নামে প্রসিদ্ধ। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদির জমিদার এবং পাইকপাড়া রাজাদের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ। প্রথম যৌবনে পিতার সহিত মতান্তর হওয়ায় ইনি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে বর্দ্ধমান জেলার সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি উড়িষ্যার সরকারী বন্দোবস্ত মহলসকলের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। অতঃপর ইনি সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। কথিত আছে, এক সময় ইনি জমিদারী দর্শন করিয়া প্রত্যাগমনকালে সন্ধ্যার সময় এক গ্রামে উপস্থিত হন। সেইখানে শুনিলেন, এক রজক কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে, "বাবা বেলা যে গেল, বাসনায় আগুন দাও"। কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমার দিনও ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে পারিলাম কৈ। তখনই স্থির করিলেন, আর সংসারে থাকিব না। ৩০ বৎসর বয়সে ইনি মথুরাবাসী হইলেন এবং ঐ প্রদেশে কিছু জমীদারী ক্রয় করিলেন। বৃন্দাবনে "কৃষ্ণচন্দ্রমা" নামক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক চতুষ্কোণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই মন্দিরসংলগ্ন একটি অন্নসত্র আছে। ইহার জন্য বাৎসরিক ২২০০০ টাকা ব্যয় হয়। এই সকল সৎকার্য্যের নিমিত্ত ইনি ঐ অঞ্চলে লালাবাবু নামে খ্যাত হন। ৪০ বৎসর বয়সে লালাবাবু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মাধুকরী ব্রত ধারণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজী ইঁহার ধর্ম্মগুরুস্থানীয় ছিলেন। লালাবাবু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দৈনিক আহার্য্য আহরণ করিতেন। এ পর্য্যন্ত পর্য্যটনমানে মথুরার প্রসিদ্ধ ধনী শেঠের বাটীতে ভিক্ষা করিতে যান নাই। একদিন এই কথা মনে হওয়ায় ভাবিলেন, এখনও ত আমার অভিমান যায় নাই। যেমন এই কথা মনে উদয় হইল, তখনই ভিক্ষাপাত্র হস্তে শেঠভবনে উপস্থিত হইলেন। শেঠেরা এই অবস্থা দেখিয়া বাষ্পাকুলনয়নে ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিক্ষা দিলেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে লালাবাবুর নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। ৪২ বৎসর বয়সে এই পুণ্যবান্ মহাপুরুষ পরলোকগমন করেন। মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ এক কিংবদন্তি আছে:—একজন গণক ইঁহার ক্ষুরে মৃত্যু হইবে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই আশঙ্কায় ইনি দাড়ি কামাইতেন না। একদিন ভ্রমণকালে দেখিলেন যে, গোয়ালিয়রের মহারাণী ইঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিবার জন্য নিরপেক্ষা তৎপর প্রদর্শন করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন মৌনব্রতাবলম্বী হইয়াছেন। মহারাণীর নিকট হইতে সরিয়া যাইবার সময় মহারাণীর সওয়ারের মধ্যে একজনের ঘোড়ার ক্ষুর ইঁহার শরীরের উপর পতিত হয়। সেই ক্ষুরের আঘাতে এই সাধুর দেহত্যাগ ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্রের পত্নী পাইকপাড়ার বিখ্যাতা রাণী কাত্যায়নী। কাত্যায়নীর পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ। তাঁহার পুত্র না হওয়ায় তিনি দুইটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন—প্রতাপনারায়ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র।

কৃষ্ণসুন্দর—যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও দেখিতে সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ অথচ সুন্দর, কর্ম্মধা। সং ; পু।

কৃষ্ণা—১। নীলবর্ণযুক্তা,অসিতবর্ণা। কৃষ্ণ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দ্রৌপদী, ইঁহার বর্ণ কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্যামবর্ণ ছিল এবং বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর, এজন্য দ্রৌপদীর এক নাম কৃষ্ণা ; নীলী বৃক্ষ ; দক্ষিণভারতে প্রবাহিতা নদীবিশেষ। কৃষ্ণ + আপ্। স ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

কৃষ্ণাগুরু—কৃষ্ণচন্দন। কৃষ্ণ যে অগুরু, কর্ম্মধা।

কৃষ্ণাচল—রৈবত পর্ব্বত। কৃষ্ণ যে অচল, কর্ম্মধা। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম। কৃষ্ণ যে অজিন,

কৃষ্ণানন্দ—শ্রীকৃষ্ণের ভজনাতেই যিনি আনন্দ লাভ করেন। কৃষ্ণই আনন্দ যাহার বা কৃষ্ণে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ বা সং ; পু।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—তন্ত্রসার নামক সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের সংগ্রহকার। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য ও

কনিষ্ঠের নাম মাধবানন্দ মহপ্রাজ্ঞ। কৃষ্ণানন্দ একজন অদ্বিতীয় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। বঙ্গদেশে যখন তন্ত্রের চর্চা হীনভাব ধারণ করিয়াছিল, তখন এই মহাপুরুষই উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলেন। কৃষ্ণানন্দই প্রথমে তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তিসকলের সাকার পূজা প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান সময়ে যে রীতি-অনুসারে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে, কৃষ্ণানন্দ সেই রীতির প্রবর্ত্তক। কথিত আছে, দেবীর তন্ত্রবর্ণিত মূর্ত্তি কিরূপে গঠিত হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আগমবাগীশ দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন, "যাহাকে কল্য প্রভাতে সর্ব্বপ্রথম দেখিবে তাহারই মূর্ত্তির অনুসারে আমার মূর্ত্তি গঠিত কর।" পরদিবস প্রভাতে সর্ব্বপ্রথম এক শ্যামাঙ্গী গোপকামিনী ইঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সে "দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহের ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময় গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত উত্থাপিত করিয়া ভিত্তিগাত্রে গোময়পিষ্টক রচনা" করিতেছিল। তাহার সীমন্ত সিন্দূররঞ্জিত, কেশ আলুলায়িত; কৃষ্ণানন্দকে সহসা দেখিতে পাইয়া সে ললনাসুলভ লজ্জায় দন্তাগ্রে স্বীয় জিহ্বা কর্ত্তন করিল। কৃষ্ণানন্দ এই মূর্ত্তির অনুরূপ শ্যামামূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিলেন এবং উহার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিলেন। উচ্ছৃঙ্খল বামাচারিগণের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবার জন্য ইনি "তন্ত্রসার" নামে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাহার ফলে তান্ত্রিকগণের অনেক কুক্রিয়া রহিত হইয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব, রাগসাগর—রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে ইনি বিভিন্ন রাগরাগিণী-সম্বলিত দেশীয় সঙ্গীত-মালা সংগ্রহ করিয়া "রাগকল্পদ্রুম" নামে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব কৃষ্ণানন্দকে বিশেষ সম্মান করিতেন। রাজবাটীতে বিখ্যাত গায়কগণের মধ্যে গানের লড়াই বাধিলে ইনিই মধ্যস্থ হইতেন।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—ইনি একজন তন্ত্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ছিলেন। হাবড়া জেলায় ইঁহার জন্ম। ইনি দারপরিগ্রহ না করিয়া আজীবন শক্তিসাধনাতেই দেহ মন অর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি কামরূপ, নেপাল, হিংলাজ, জ্বালামুখী প্রভৃতি পীঠস্থানসমূহে থাকিয়া কঠোর সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি কেবল তপস্যাতেই জীবন অতিবাহিত করেন নাই; পঞ্জাব, রাজপুতানা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, বেলুচিস্থান, হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে ৩২টী কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল কালীবাড়ী এখনও বিদেশী বাঙ্গালীদিগের আশ্রয় স্থান হইয়া রহিয়াছে। ইঁহারই চেষ্টায় ও প্রভাবে পঞ্জাবে তন্ত্রের প্রসার এবং বহুতর পঞ্জাববাসী কালীভক্ত হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৯২ বৎসর বয়সে প্রয়াগতীর্থে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

কৃষ্ণাভ—কৃষ্ণের আভাযুক্ত, কালর আমেজবিশিষ্ট; আকৃষ্ণ, ঈষৎকাল। কৃষ্ণের আভা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃষ্ণাভা।

কৃষ্ণাভা—১। কৃষ্ণাভ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কালাঞ্জনী। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণামিষ—চুম্বক। কৃষ্ণ যে আমিষ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [ক্লী।

কৃষ্ণায়স—চুম্বক। কৃষ্ণ যে আয়স, কর্ম্মধা। সং;

কৃষ্ণারাধক—শ্রীকৃষ্ণের পূজক বা উপাসক। কৃষ্ণের আরাধক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃষ্ণারাধিকা।

কৃষ্ণারাধন, কৃষ্ণারাধনা—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা অর্থাৎ পূজা ধ্যান প্রভৃতি। কৃষ্ণের আরাধন বা আরাধনা, ৬তৎ। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

কৃষ্ণার্চিঃ (কৃষ্ণার্চিস্)—অগ্নি। কৃষ্ণ অর্চিঃ (শিখা) যাহার, বহু। সং; পু।

কৃষ্ণার্জ্জক—কালতুলসী। সং; পু।

কৃষ্ণাশ্রিত—শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় প্রাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা রক্ষিত; কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণকে আশ্রিত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃষ্ণাশ্রিতা।

কৃষ্ণাষ্টমী—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি; শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। কৃষ্ণা যে অষ্টমী, কর্ম্মধা; কিংবা কৃষ্ণপক্ষীয়া অষ্টমী, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণেক্ষু—কালইক্ষু, কাজলা আক। কৃষ্ণ যে ইক্ষু, কর্ম্মধা। সং; পু।

কৃষ্য—কর্ষণযোগ্য। কৃষ (কর্ষণ করা)+য প্র। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৃষ্যা।

কৃসর, কৃসরা—কৃশর দেখ।

কৢপ্ত—কল্পিত; রচিত; নিয়মিত; ছিন্ন, ছেদিত। কৢপ+ক্ত প্র। বিণ; ত্রি।

কৢপ্তি—কল্পনা; রচনা; নিয়ম। কৢপ (কল্পনা করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

কেউটিয়া (কেউটে)—কৃষ্ণসর্প, তীব্র বিষধর কাল সাপ। দেশজ। সং।

কেওট, কেবট—কৈবর্ত্ত, ধীবর; মাহিষ্য। ইতর ভাষার শব্দ। সং।

কেওড়া—কেয়াফুল। হিন্দীমূলক। সং।

কেওয়া—কাওয়া (তাহা দেখ)। [সং।

কেঁইয়া (কেঁয়ে)—কাঁইয়া, মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী

কেঁউ কেঁউ—কুকুরের আর্ত্তনাদ। সং।

কেঁক—পদাঘাতাদির অনুকার শব্দ। গ্রাম্য।

কেঁচকা—একপ্রকার ঘাস। প্রাদেশিক। সং।

কেঁচে—কাচিয়া, ফিরিয়া, নূতন করিয়া। প্রাদেশিক। ক্রি। [সং।

কেঁচো, কেঁচুয়া—কৃমি, মহীলতা। দেশজ।

কেঁয়ে—কেঁইয়া দেখ।

কেঁড়ে, কাঁড়িয়া—মাঝে কাঠী রাখিয়া জড়ান-দড়ি; বাঁশের কাণ্ডে নির্ম্মিত চোঙ্গা; দুধের ভাঁড়। দেশজ। সং।

কেঁদোল—বাকোর অযাচিত কর্ণধার; বেজ্ঞা-জনোচিত চাতুরী। গ্রাম্য। সং।

কেঁদো—গাছের গুঁড়ির মত স্থূল, প্রকাণ্ড, মস্ত। দেশজ। বিণ।

কেকয়—দেশবিশেষ, পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাসা নদীর পশ্চিমভাগস্থ পর্ব্বতময় দেশ; সূর্য্য-বংশীয় অনেক নৃপতি। সং; পু।

কেঙ্গারু—অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। ইং (Kangaroo)। সং।

কেকয়ী, কেকয়ী—কেকয়বংশজা, দশরথ রাজার মধ্যমা পত্নী, ভরতের জননী। কেকয় শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কেকর—বক্রাক্ষ, টেরা। অলুক্ উপ; 'ক' শব্দের সপ্তমীর একবচনে কে; কে (মস্তকে) কৃ-। করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

কেকরাক্ষ—যাহার চক্ষু টেরা। কেকর অক্ষি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কেকরাক্ষী।

কেকা—ময়ূরধ্বনি। কে (অনুকরণ শব্দ)—কৈ (শব্দ করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

কেকাবল—ময়ূর। কেকা (ময়ূরধ্বনি)+বলচ্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। [অস্ত্যর্থে। সং; পু।

কেকী (কেকিন্)—ময়ূর। কেকা+ইন্

কেচ্ছা—১। উপন্যাস, গল্প, কাহিনী, বিবরণ। বৈদেশিক। ২। কুৎসা, নিন্দা, অপবাদ, কেলেঙ্কারী। দেশজ। সং। [বিণ।

কেজো—কাজের, কার্য্যকর; কর্ম্মণ্য। দেশজ।

কেটা—কে, কোন্জন। সর্ব্ব। গ্রাম্য।

কেটে—১। কাটিয়া শব্দের সংক্ষেপ। বাং ক্রি। ২। কাটা তসরে নির্ম্মিত, গুটিকাটা তসরে নির্ম্মিত সূতা। দেশজ। সং।

কেঠুয়া (কেঠো)—কাষ্ঠপাত্র, কাঠের গামলা প্রভৃতি। দেশজ। সং।

কেণিকা—কাপাৎ, তাম্বু। সং; স্ত্রী।

কেণ্ডাই—কেন্নো, কাণকোটারি, কর্ণকীট। প্রাদেশিক। সং।

কেতক—১। কেয়াফুলের গাছ। কিত+ণক ক। সং; পু। ২। কেয়াফুল। কেতক+ষ্ণ ভবার্থে। সং; ক্লী।

কেতকা দাস—"মনসার ভাসান" গ্রন্থের অন্যতর রচয়িতা। কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ দাস সম্মিলিত ভাবে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকের ৬০টি পালার মধ্যে ২৬টি কেতকা দাসের এবং অবশিষ্ট পালাগুলি ক্ষেমানন্দের

বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেতকা দাসের রচনা হাস্তরস প্রধান ও ক্ষেমানন্দের রচনা করুণ-রসপ্রধান। ইহা হইতেই উভয়ের রচনার বিভিন্নতা নির্ণীত হয়। অনুমিত হয়, কবিদ্বয় বর্দ্ধমান কিম্বা হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন। কারণ, মনসার ভাসান গ্রন্থে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু গ্রামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া, এই গ্রন্থোক্ত সামাজিক আচার ব্যবহারও বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলাতেই সমধিক প্রচলিত। হুগলী জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী বেহুলা নামে পরিচিত। বর্দ্ধমানের প্রায় ষোল ক্রোশ পশ্চিমে চাম্পাইনগর নামক গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামই মনসার ভাসান গীতিকার আখ্যান ভাগের ঘটনাস্থল।

কেতকী—কেয়াফুলের গাছ। কেতক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

কেতন—১। গৃহ; স্থান। কিত+অনট্ অধি। ২। পতাকা; চিহ্ন। কিত+অনট্ ণ। ৩। কৃত্য, কার্য্য। কিত+অনট্ র্ম। ৪। নিমন্ত্রণ। কিত+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কেতা—কিতা (তাহা দেখ); ধারা, রীতি, পদ্ধতি, রেওয়াজ, 'ফ্যাসান'। দেশজ। সং।

কেতাদুরস্ত—সুব্যবস্থিত। বিণ।

কেতাব—কিতাব (তাহা দেখ)।

কেতাবৎ—কিতাবৎ (তাহা দেখ)।

কেতাবতী—কিতাবতী (তাহা দেখ)।

কেতাবী—পুস্তকসম্বন্ধীয়; পুস্তকব্যবসায়ী; পুঁথিগত; গ্রন্থকীট। বৈদেশিক।

কেতু—নবম গ্রহ; উৎপাতবিশেষ; পতাকা; চিহ্ন; শত্রু; রোগ। চায় (পূজা করা)+তুন্ র্ম। সং; পু। (নবগ্রহ দেখ)।

কেতুর সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে;—কেতু একজন দানব। সমুদ্র মন্থনের পর দেবগণ অমৃত পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই দানবও দেবরূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগের সহিত অমৃতপানার্থ উপবিষ্ট হয়। ইহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত অমৃত প্রবেশ করিলে চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাকে চিনিতে পারিয়া দেবগণের নিকট ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন। তখন বিষ্ণু স্বীয় চক্রদ্বারা ইহার শিরশ্ছেদ করেন। কিন্তু অমৃত পান হেতু ইহার মৃত্যু হইল না। ইহার মস্তকভাগ রাহু নামে ও দেহভাগ কেতু নামে বিদিত হইল। [বাহার, বহু। সং; পু।

কেতুভ—মেঘ। কেতুর ন্যায় ভা (দীপ্তি)

কেতুমান্ (−মৎ)—১। ধ্বজযুক্ত, পতাকী; চিহ্নবিশিষ্ট; রোগী, ব্যাধিত, পীড়িত। কেতু+মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কেতুমতী। ২। অনেক রাজার নাম। সং; পু।

কেতুমাল—জম্বুদ্বীপের নববর্ষের অন্যতম বর্ষ। সং; পু।

কেতুযষ্টি—ধ্বজদণ্ড। ৬তৎ। সং; পু বা স্ত্রী।

কেতুরত্ন—বৈদূর্য্যমণি। কেতুপ্রিয় যে রত্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কেদার—ক্ষেত্র; ক্ষেত্রের আলি; আলবাল; শিব; পর্ব্বতবিশেষ। অলুক্ উপ; 'ক' শব্দের সপ্তমীর একবচনে কে; কে (জলে ইত্যাদি)−দৃ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

কেদারখণ্ড—ক্ষেত্রৈকদেশ, ক্ষেতের এক ভাগ বা টুকরা; সামান্য আলবাল; ক্ষেত্রের আলি। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

কেদারনাথ—শিববিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (সর্দ্দার)—ইনি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা তালতলা ভিয়োগী পুকুরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি এ ও পরে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে ইনি নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজ স্যার জঙ্গ বাহাদুর এবং তদীয় ভ্রাতা জেনারেল সমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুরের পুত্রগণের শিক্ষকতা কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নেপালে গমন করেন। মহারাজ চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর ইঁহার অন্যতম ছাত্র। এই সময় হইতে ইনি নেপালের শিক্ষা ও শাসন বিভাগের কার্য্যসমূহ অতীব দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে থাকেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-দরবারে ইনি নেপালী রাজদূতের প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে প্রেরিত হন। ইঁহার সময়ে নেপালের শিক্ষা ও শাসন-বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া নেপাল গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'সর্দ্দার' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধিতে নেপালী ভিন্ন অন্য কোন জাতির অধিকার ছিল না, এবং নেপালীগণ ইহাকে সাতিশয় সম্মানজনক উপাধি জ্ঞান করে। প্রায় ৩০ বৎসর নেপালে অবস্থান করিয়া ইনি দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন।

কেদারনাথ মজুমদার—বাঙ্গালা ১২৭৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আরতি নামক মাসিকপত্র পরিচালনা করেন। ইনি ময়মনসিংহের ইতিহাস, চিত্র, সারস্বতকুঞ্জ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কেদার রায়—ইনি বারণ ভৌমিকের অন্যতম চাঁদ রায়ের পুত্র। সুবর্ণ গ্রামের শাসনকর্ত্তা ঈশা খাঁ ইঁহার ভগিনীকে হরণ করায় এবং তজ্জন্য শোকাতুর চাঁদরায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় (চাঁদরায় দেখ) ইনি প্রতিশোধ গ্রহণ-মানসে ঈশা খাঁকে আক্রমণ করেন, এবং মোগলের অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। কার্ভেলো নামক জনৈক পর্টুগীজ ইঁহার সেনাপতি ছিল। কেদার রায় মোগলের অধিকার হইতে সন্দীপ কাড়িয়া লন। ইহার পর ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি মানসিংহ যখন ইঁহাকে দমন করিবার জন্য উপস্থিত হন, তখন ইনি ৫০০ রণপোত এবং বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হন। প্রথমতঃ ইনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন, কিন্তু শেষে আহত অবস্থায় বন্দী হন, এবং তদবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন।

কেদারবাহিনী—১। ক্ষেত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিতা। কেদারবাহী দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষেত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিতা ক্ষুদ্রা নদী। সং; স্ত্রী। "কেদারবাহিণী" এইরূপ বানানও হয়।

কেদারবাহী (বাহিন্)—ক্ষেত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিত। উপ; কেদার−বহ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, −বাহিনী বা−বাহিণী।

কেদারা—রাগিণীবিশেষ; বসিবার মাচিয়া, কুর্সি, চেয়ার। বৈদেশিক। সং।

কেদারিকা—ক্ষেত্রের আলি; ক্ষেত্র। কেদার শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কেদারেশ, কেদারেশ্বর—কাশীস্থ শিববিশেষ। কেদারের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

কেন—(সংস্কৃতে) কাহার বা কিসের দ্বারা; (বাঙ্গালায়) কি-হেতু, কিজন্য। কিম্ শব্দ ৩য়ার ১ বচন। সর্ব্ব; বাঙ্গালায় অব্যয়।

কেন-না—কারণ, যেহেতু, তাহার কারণ এই যে; কি জন্য নয়। বাং ব্য।

কেনা—১। ক্রয়, খরিদ। সং। ২। ক্রীত, খরিদা। দেশজ। বিণ।

কেনার—মস্তক; কপোল; সন্ধি; কুম্ভিনরক। কে (মস্তকে ইত্যাদি)−নৃ (পাওয়ান)+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

কেনি—কেন, কি জন্য। প্রা, ক।

কেনিপাত—কর্ণ, হাল; দাঁড়। কে (জলে) নি−পত্ (পড়া)+ণিচ্+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

কেন্দু, কেন্দুক—১। গালব বৃক্ষ, গাব গাছ; তালবিশেষ। সং; পু। ২। গাব ফল। সং; ক্লী।

কেন্দ্র—বৃত্তাদি গোল বস্তুর ঠিক মধ্যস্থল; সূর্য্য হইতে গ্রহাদির দূরত্ব; লগ্ন; লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান; মেরু, পৃথিবীর প্রান্ত। সং; ক্লী। [ত্রি। স্ত্রী,−তা।

কেন্দ্রগত—কেন্দ্রস্থ, কেন্দ্রপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ;

কেন্দ্রস্রোতঃ (−স্রোতস্)—মেরুর নিকট হইতে আগত স্রোতঃ(PolarCurrent)। কেন্দ্রাগত স্রোতঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কেন্দ্রাপসারিণী—কেন্দ্রাপসারী দেখ।

কেন্দ্রাপসারী (–সারিন্)—কেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল (Centrifugal)। কেন্দ্র–অপ –সৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,–রিণী।

কেন্দ্রাভিকর্ষিণী—কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণক্ষমা (Centripetal)। কেন্দ্রাভিকর্ষী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

কেন্দ্রাভিকর্ষী (–কর্ষিন্)—কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণক্ষম (Centripetal)। কেন্দ্র–অভি -কৃষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী কেন্দ্রাভিকর্ষিণী।

কেন্দ্রী (কেন্দ্রিন্)—১। কেন্দ্রযুক্ত, কেন্দ্রবিশিষ্ট; কেন্দ্রস্থ, মধ্যস্থলস্থিত; মধ্যস্থ, প্রধান, চাঁই। কেন্দ্র+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী কেন্দ্রিণী। ২। কেন্দ্রস্থল, নেতা, চাঁই, কুচক্রী। দেশজ। সং।

কেন্দ্রীভূত—যাহা কেন্দ্র ছিল না, এক্ষণে কেন্দ্র হইয়াছে। কেন্দ্র+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=কেন্দ্রী)–ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

কেন্ন, কেন্নাই, কেন্নো—কেণ্ণাই (তাহা দেখ)।

কেপ—মাথার টুপী; বন্দুকে গুলি ছুড়িবার তামার ক্ষুদ্র টুপী, ইহাতে বিদারক পদার্থ থাকে। ইং (Cap)। সং। [বিণ।

কেমত, কেমন—কিরূপ, কি প্রকার। দেশজ।

কেমনে—কেমন করিয়া, কিরূপে, কি প্রকারে, কি ভাবে। ক, প্র।

কেম্বিশ—মোটা কাপড়, গড়া। ইং (Canvas)। সং।

কেয়া—কেতকী। দেশজ। সং।

কেয়াকাঁদি—কেয়া ফুলের থকা বা ছড়া, কেতকীস্তবক। প্রা, ক।

কেয়া-পাত, –পাতা—কেতকীপত্র; তদাকার প্রাচীন কালের আভরণবিশেষ। দেশজ। সং।

কেয়াফুল—কেতকী পুষ্প। দেশজ। সং।

কেয়ার—যত্ন, তত্ত্বাবধান; গ্রাহ্যকরণ, অপেক্ষা, খাতির, সমীহ। ইং (care)। সং।

কেয়ারি—কিয়ারি দেখ।

কেয়াল—গোছান; সুশৃঙ্খল; হাসিল; সিদ্ধ, সমাপ্ত, শেষ। দেশজ। বিণ।

কেয়াবাৎ—সাবাস, বাহবা, তারিফ। বা। বৈদেশিক।

কেয়ূর—১। অঙ্গদ, বাহুভূষণ, বাজু, অনন্ত, তাগা, ইত্যাদি। কে (মস্তকে ইত্যাদি) –যা (যাওয়া)+উর ক; অথবা, কে–যু (যোগ করা)+উর র্ণ। সং; স্ত্রী। ২। রতিবন্ধবিশেষ। সং; পু।

কেয়ূরবন্ধ—অঙ্গদপরিধানস্থান। কেয়ূর (অঙ্গদ) –বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ অধি। সং; পু।

কেরদানি, কের্দানি—শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা; কেরামতি, বাহাদুরী। বৈদেশিক। সং।

কেরয়াল, কেরোয়াল—নৌকার কর্ণ বা হাইল, বৃহদাকার দাঁড়। সং। প্রা, ক।

কেরল—দেশবিশেষ, অধুনা ইহা মালওয়ার বা মালাবার নামে খ্যাত। সং; পু।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে চের, চোল, ও পাণ্ড্য নামধেয় তিনটি দেশে দ্রাবিড় রাজ্য বিভক্ত ছিল। চের দেশের অপর নাম কেরল। এক সময়ে বর্ত্তমান কানারা ও মালাবার জেলা, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, কইম্বটুর ও সালেম জেলা এবং মহিশূর ও নীলগিরির অংশবিশেষ কেরল দেশের অন্তর্গত ছিল। কেরলের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রাজগণের নাম ব্যতীত বিশেষ কিছু জানা যায় না। অশোকের অনুশাসনে এই দেশ "কেরল পুত্র" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ এই দেশ অধিকার করে। কিছুদিন পরে বিজয়নগর রাজপ্রমুখ হিন্দুরাজগণ মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া কেরল দেশ বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ১৫৬৫ খৃঃ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজয়নগর রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হয়। পরবর্ত্তী ৮০ বৎসর ব্যাপিয়া মদুরার নায়কগণের অধীনে কেরল কোন প্রকারে স্বাধীনতা রক্ষা করে। ১৬৪০ খৃঃ বিজাপুরের আদিল সা বংশ, এবং ১৬৭২ খৃঃ মহিশূরের রাজা কেরল দেশ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

কেরাঞ্চি—দ্বিচক্র বা চতুশ্চক্র গো-শকট; ছেকড়া গাড়ী। বৈদেশিক। সং। [সং।

কেরানী—লেখক, মুহুরি, মুন্সি। বৈদেশিক।

কেরানীখানা—কেরানীর আপিস-ঘর। বৈদেশিক। সং।

কেরানীগিরি—কেরানীত্ব, কেরানীর বা লেখকের কর্ম্ম, মুহুরিগিরি। সং।

কেরামত, কেরামতি, –তী—দৈবশক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা; মাহাত্ম্য; শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা; বাহাদুরী, হেকমতী। বৈদেশিক। সং।

কেরায়া—ভাটক, ভাড়া। বৈদেশিক। সং।

কেরাসিন, কেরোসিন—খনিজ তৈলবিশেষ। ইং (kerosine)। সং।

কেরিয়াল—কর্ণধার, মাঝি। প্রা, ক।

কেরী—সুবিখ্যাত ইংরেজ পাদরী। ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুরে থাকিতেন। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে এবং বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনার্থ ইনি সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন, এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের পরিশ্রমে একখানি বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহাতে ৮০০০০ হাজার শব্দ সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থের মূল্য ১২০ টাকা ছিল। তদ্ব্যতীত ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গোল্ডস্মিথ-প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশ করেন, এবং কৃত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রকাশিত করেন। বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য কেরী, মার্সম্যান প্রভৃতি পাদরিগণ যেরূপ অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্গবাসী ইঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন ইঁহার মৃত্যু হয়।

কেল—১। করিল। ক্রি। ২। কেলি, ক্রীড়া। সং। প্রা, ক।

কেলা—কলা, কদলী। হিন্দী। সং।

কেলান—বিকাশ করা; খুলা; বিকাশপূর্ব্বক পরিহাস করা। দেশজ। ক্রি।

কেলি—১। ক্রীড়া; পরিহাস, কৌতুক। কিল (ক্রীড়া করা)+ই ভা। সং; পু বা স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

কেলিক—অশোক বৃক্ষ। কেলি–কৃ (করা) +ড অধি। সং; পু।

কেলিকদম্ব—স্বনামপ্রসিদ্ধ কদম্ববিশেষ। কেল্যর্থক কদম্ব, যথাপুষ্করোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কেলিকলা—পরিহাসবিদ্যা; সরস্বতীর বীণা। ৬৩২। সং; স্ত্রী।

কেলিকুঞ্চিকা—পরিহাসপাত্রী, স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, ছোট শালী। কেলি–কুন্চ+ণক ক, আপ্। সং; স্ত্রী।

কেলিকোষ—নট। ৬৩২। সং; পু।

কেলিমুখ—পরিহাস, কৌতুক। কেলির মুখ (আরম্ভক ব্যাপার), ৬৩২। সং; পু।

কেলিসচিব—ক্রীড়া বিষয়ে মন্ত্রী, বিদূষক প্রভৃতি। ৭৬২। সং; পু।

কেলে—কাল বা কালী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

কেলেগোপালে—১। তোষামদ, স্বার্থসাধনার্থ জন্য অনুনয় বিনয়। [কোন এক জমিদারের কালী ও গোপাল নামে দুইজন সরকার গোছের কর্ম্মচারী ছিল; ইহাদিগকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে জমিদারের সাক্ষাৎলাভ বা জমিদারের নিকট হইতে কার্য্যোদ্ধার হইত না। সুতরাং লোকে নানা উপায়ে ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। ইহা হইতেই তোষামোদ অর্থে এই কথাটীর প্রচলন হইয়াছে]। ২। লোকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য যাহা তাহা নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাজে আত্মীয়তা প্রকাশ করা বা আপনার কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে যাওয়া। দেশজ। [অপয়শস্কর। দেশজ। বিণ।

কেলেঙ্কার—কলঙ্কজনক, লজ্জাকর, কুৎসাজনক,

কেলেঙ্কারি—কলঙ্কজনক ব্যাপার, কুৎসার বা লজ্জার বিষয়, লজ্জার কথা। দেশজ। সং।

কেলেমাণিক—কালমণি, কৃষ্ণবর্ণ বস্তু, কেলেসোণা। দেশজ। সং।

কেলেসোণা—শ্রীকৃষ্ণ, কাল ছেলে মায়ের আদরের সম্বোধন। দেশজ। সং।

কেল্লা—কিল্লা দেখ।

কেবট—স্বল্পকুণ্ড, কূপ, চৌবাচ্চা। সং; পু।

কেবর্ত্ত—কৈবর্ত্ত জাতি, ধীবর। যে জলে থাকে এই বাক্যে উপ; কে (জলে) —বৃত (থাকা) + অন্ ক। সং; পু।

কেবল—১। একমাত্র; কৃৎস্ন; নিরবচ্ছিন্ন। কেব (সেচন করা) + কলচ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। নিশ্চয়; তত্ত্বজ্ঞান। সং; ক্লী।

কেবলজ্ঞানী (—জ্ঞানিন্)—১। তত্ত্বজ্ঞানী, ঈশ্বরজ্ঞানসম্পন্ন। কেবলজ্ঞান + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —জ্ঞানিনী। ২। ঋষিবিশেষ। সং; পু।

কেশার—কাহার। প্রা, ক।

কেশ—১। চুল। কে (মস্তকে) শয়ন করে যে এই বাক্যে অলুক্ উপ; কে—শী + ড ক। ২। দৈত্যবিশেষ। ক্লিশ + অন ক। ৩। বরুণ; বিষ্ণু। 'ক'র (জলের) ঈশ, ৬তৎ। ক + ঈশ। সং; পু।

কেশকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—কেশসম্বন্ধীয় কর্ম্ম, কেশসংস্কার,কেশবিন্যাস। কেশসম্বন্ধি কর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কেশকলাপ—কেশসমূহ। ৬তৎ। সং; পু।

কেশকার—১। কেশসংস্কারকারক, কেশবিন্যাসক। উপ; কেশ—কৃ + ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কেশকারী। ২। ইক্ষুবিশেষ, কুলিয়ার আক। সং; পু।

কেশকারী—কেশসংস্কারিকা। কেশকার দেখ। কেশকার + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কেশকীট—উৎকুণ, উকুন। কেশস্থিত কীট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কেশগর্ভক—কবরী, চুলের খোঁপা। কেশ গর্ভে যাহার, বহু। সং; পু।

কেশগুচ্ছ—চুলের গোছা; ভূষিত কেশ, বাঁধা চুল। ৬তৎ। সং; পু।

কেশগ্রহ—১। কেশাকর্ষণ, চুলে ধরা। ৬তৎ। সং; পু। ২। বলাৎকার সময়ে কেশগ্রহণপূর্ব্বক সুরতপ্রসঙ্গ। সং; পু বা ক্লী।

কেশচ্ছিৎ (কেশচ্ছিদ্)—কেশকর্ত্তক, নাপিত। কেশ—ছিদ্ + কিপ্ ক। সং; পু।

কেশট—কেশকীট, উকুন; ছাগ, বিষ্ণু, কন্দর্পের শোষণবাণ; ভ্রাতা। কেশ—অট্ + অন্ ক। সং; পু।

কেশতৈল—চুলে মাখিবার তেল, বিশেষতঃ বাস [তেল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কেশদামা (—দামন্)—১। কেশের দাম (সূত্র), চুল বাঁধার দড়ি। ৬তৎ। ২। কেশস্থিত মালা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কেশধর—১। কেশ ধারণকর্ত্তা, যে চুল ধরে। কেশ—ধৃ + অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ধরা। ২। সেনাবিশেষ। সং; পু।

কেশপক্ষ, কেশপাশ, কেশহস্ত—কেশগুচ্ছ; ভূষিত কেশ। ৬তৎ। সং; পু।

কেশমার্জ্জক, কেশমার্জ্জন—চিরুণী, কাঁকই। ৬তৎ। সং; পু।

কেশ-মুণ্ডন, —বপন—চুল মুড়ান, মাথার চুল কামান বা চাঁচিয়া ফেলা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কেশর, কেসর—১। কিঞ্জল্ক। কেশর—কে (জলে)—শৄ (বধ করা) + অল্ র্ম। কেসর—কে সৃ (গমন করা) + অন্ ক। সং; পু বা ক্লী। ২। অশ্বসিংহাদির স্কন্ধস্থ কেশ; বকুলগাছ; নাগকেশর বৃক্ষ। সং; পু।

কেশরকুণি—বঙ্গদেশের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দেশজ। বিণ বা সং।

কেশরচনা—কেশবিন্যাস। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কেশরিসুত—হনুমান্। কেশরীর (নামক বানরের) সুত (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু।

কেশরী (কেশরিন্), (কেসরী কেসরিন্)—১। কেশরবিশিষ্ট, যাহার ঘাড়ে লম্বা লোম আছে। স্ত্রী কেশরিনী, কেসরিণী। কেশর বা কেসর + ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। ২। সিংহ; অশ্ব; বানরবিশেষ, হনুমানের লৌকিক পিতা; (কোন শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। সং; পু।

কেশব—১। বিষ্ণু। ক (ব্রহ্মা)—ঈশ (রুদ্র)—বা + ড ক; কিংবা কে (জলে) শব প্রায়, উপমিত। সং; পু। ২। প্রশস্ত-কেশযুক্ত। কেশ শব্দ + ব অস্ত্যর্থে। বিণ। ৩। জলস্থিত শব বা মৃত দেহ। কে (জলে) শব, অলুক্ ৭তৎ। সং; পু বা ক্লী। যথা—

"কেশবং পতিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণোহর্ষমুপাগতঃ।
রুদন্তি পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে হা হা কেশব কেশব॥"

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—নিবাস কলিকাতা বাগবাজার। ইনি কণ্ট্রোলার জেনারেল আফিসে বহুকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। নাট্যবিদ্যায় ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী নাটক অভিনয় সম্বন্ধে অনেকেই ইঁহার পরামর্শ ও শিক্ষকতার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইনি নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। মাইকেল মধুসূদনকে অনেক সময়ে পরামর্শ দিতেন। প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

কেশবচন্দ্র সেন—ব্রাহ্মধর্ম্মের বিখ্যাত নেতা। ১৮৩৮ খৃঃ ১৯শে নভেম্বর কলিকাতা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা প্যারীমোহন সেন বৈষ্ণবমতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। কেশব পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৫৮ খৃঃ ইঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকাল হইতে কেশবের ধর্ম্ম ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। নয় দশ বৎসর বয়সের সময়ে ইনি তিলক কাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া মৃদঙ্গের সঙ্গে হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইনি ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা নামক একখানি ব্রাহ্মপুস্তক পড়িয়া ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাহার দুই বৎসর পরে ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন, ক্রমে ইঁহার ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন হয়। অনন্যমনে ধর্ম্ম চিন্তা করিবার নিমিত্ত ইনি ১৮৬১ খৃঃ অব্দে কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর কেশবচন্দ্র প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের জন্য ইনি আত্মীয় স্বজনের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন এবং সমাজে নূতন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ইহাতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে কেশব আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ২২শে আগষ্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপ্রচারে যত্নশীল হইয়া অসাধারণ বাগ্মিতায় শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম প্রচারার্থ ইনি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। সর্ব্বত্রই ইঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি সিমলায় গিয়া লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পথ পরিষ্কৃত করিয়া আসেন।

১৮৭০ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন। সেখানে ইঁহার বিশ্ববিমোহিনী বক্তৃতা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তথায় ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ে প্রসিদ্ধ লোকদিগের সহিত ইঁহার আলাপ পরিচয় হয়। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইঁহাকে আপনার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া ও স্বাক্ষরিত ফটো ও পুস্তকাদি দিয়া সম্মানিত করেন। ইনি নানা স্থানে অন্যূন ৭০টী বক্তৃতা করিয়া

ছয় মাস পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে আসিয়া Indian Reform Association, নৈশ বিদ্যালয়, সুলভ সমাচার প্রচার, মাদকতা নিবারণ সভা প্রভৃতি নানা দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্রের কন্যার সহিত কোচবিহারের মহারাজের বিবাহের প্রস্তাব হয়। তৎপূর্ব্বে ইনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহের বয়স কন্যার পক্ষে ১৪ বৎসর ও বরের পক্ষে ১৮ বৎসর নির্দ্ধারিত করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে বর ও কন্যা উক্ত বয়স প্রাপ্ত না হওয়ায় অনেক ব্রাহ্ম এই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন কেশবচন্দ্র প্রকাশ করিলেন যে, বাগ্‌দান হইতেছে মাত্র, সুতরাং ইহাতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে না। অবশেষে বলেন যে, আমি ঈশ্বরের "আদেশ" পাইয়া এই বিবাহ দিতেছি। এ সকল যুক্তিতে আপত্তিকারীরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় ইনি তাঁহাদের অনভিমতে এই উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। বিবাহের পর শিবনাথশাস্ত্রিপ্রমুখ অধিকাংশ ব্রাহ্ম ইঁহার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৮১ খৃঃ অব্দে কেশব "নববিধান" নাম দিয়া এক অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তির উপর নববিধানের প্রতিষ্ঠা করিয়া অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কতকগুলি নিয়ম তাহার সহিত একত্র করিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আলাপ হইবার পর এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে কেশবের ইচ্ছা জন্মে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্র বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে চিকিৎসকের উপদেশে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া সূত্রধরের কার্য্য করিতেন; পরন্তু রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে ৮ই জানুয়ারী ৪৬ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

কেশবের ধর্ম্মমতের সহিত অনেকের অনৈক্য থাকিলেও সকলকে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইনি একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার ন্যায় একাধারে ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর অতি বিরল। ইনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তেমনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন। ইঁহার এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, যিনি একবার ইঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তিনি ইঁহার প্রতিকূল মতাবলম্বী হইলেও পুনঃ পুনঃ ইঁহার সংসর্গলাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। ইঁহার অভিনয়পটুতা ও অনুকরণ-শক্তি বাল্যকালেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। হ্যামলেটের চরিত্র অভিনয় করিয়া ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় কার্য্য ইঁহারই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং কয়েকবার উহাতে ইনি পাহাড়ীবাবার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তনের ধরণের গীত রচনা ও কীর্ত্তনের সুরে গান গাওয়া এবং নগরসঙ্কীর্ত্তন করার প্রথা ইনি প্রচলিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে ইনি প্রত্যেক বৎসরে কলিকাতার টাউনহলে ইংরাজী ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক একটী বক্তৃতা করিতেন। সেই বক্তৃতা কলিকাতার শিক্ষিত দেশীয় সমাজ এবং বড় বড় ইংরাজও আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে কেশব সমান শক্তি দেখাইয়াছেন। কথিত ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে কোন কোন বৎসর কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে কেশবের বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণে হিন্দু শ্রোতৃগণকে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া অশ্রুপাত করিতে দেখা গিয়াছে এবং সহস্র সহস্র কণ্ঠোত্থিত হরিধ্বনিতে পল্লী মুখরিত হইয়াছে। ইনি অনেক হিন্দু যুবককে খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পক্ষে বাধা দিয়াছিলেন। কেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অগ্রজের কার্য্যে সহায়তা করিতেন। তিনি কলিকাতা এলবার্ট কলেজের অধ্যক্ষ থাকিয়া যথেষ্ট অধ্যাপনা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইনি "অশোকচরিত" নামক এক খানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কেহই আর জীবিত নাই।

কেশবপন—কেশমুণ্ডন দেখ।

কেশব ভারতী—ইনি আধুনিক বৈষ্ণব মতের প্রবর্ত্তক ধর্ম্মপ্রাণ চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামে ইঁহার আবাস ছিল, এবং সেইখানেই সন্ন্যাসী হইয়া অবস্থিতি করিতেন। গৌরাঙ্গদেব ইঁহার নিকট গমন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। [পু।

কেশবাদিত্য—কাশীমধ্যস্থ আদিত্যবিশেষ। সং,

কেশবানন্দ মহাভারতী, স্বামী—বসন্ত যোগী। বাং ১২০৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাঘাসন গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পূর্ব্বনাম রাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী। ইঁহার পিতার নাম রাম নারায়ণ। কেশবানন্দ বাল্যে ইঁহার মাতৃদেবীর মাতুলালয় যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা মহকুমায় ধুলিয়া গ্রামে বাস করেন; ১২৮৭ সালে ৮ই মাঘ বর্দ্ধমান জেলায় হাটগাছ গ্রামে ইঁহার বিবাহ হয়। যৌবনে কেশবানন্দ বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু দেবপূজাদিতে ইঁহার আন্তরিক ভক্তি পরিলক্ষিত হইত। ইঁহার জনৈক মাতুল কর্তৃক উত্থাপিত মিথ্যা মোকদ্দমাতে ইঁহাকে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়।

কেশবানন্দ স্বগ্রামে পাঠশালা, স্কুল, পুস্তকালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশবাসীর যথেষ্ট উপকার করেন। বঙ্গে নমঃশূদ্র জাতির উন্নতির জন্য ইনি স্কুল, পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থানীয় কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ইনি একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র এবং গোজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্বীয় আশ্রম সান্নিধানে একটী আদর্শ গোচারণক্ষেত্র সংস্থাপন করেন।

রামগোপাল ব্রহ্মচারীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটিলে ইনি তাঁহার নিকট হঠযোগ শিক্ষা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ কেশবানন্দ নাম প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে এক সিদ্ধ মহাত্মার নিকট জ্ঞানযোগ শিক্ষা করিয়া পূর্ণাভিষিক্ত হন ও ধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হন। ইনি "আনন্দ গীতা" নামক সহস্রাধিক উপদেশবিশিষ্ট একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৩২২ সালের ৩০শে কার্ত্তিক ইনি সমাধিলাভ করেন।

কেশবায়ুধ—১। বিষ্ণুর প্রহরণ, কৃষ্ণের অস্ত্র, সুদর্শন চক্র। কেশবের আয়ুধ, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। আম্রবৃক্ষ। সং; পু।

কেশবিন্যাস—কেশরচনা, কবরীবন্ধন। ৬তৎ। সং; পু। [যৌগ। ৬তৎ। সং; পু।

কেশবেশ—কেশের সজ্জা, কেশবিন্যাস, কবরী,

কেশহস্ত—কেশপক্ষ দেখ।

কেশাকর্ষণ—চুল ধরিয়া টানা। কেশের আকর্ষণ, ৬তৎ। সং, ক্লী। [চুলোচুলি। ব্য।

কেশাকেশি—পরস্পর কেশগ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ,

কেশাবন্ধন—কেশাকর্ষণ; কেশপাশ। কেশের আকর্ষণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

কেশিকা—শতাবরী। সং, স্ত্রী।

কেশিনী—১। প্রশস্ত কেশযুক্তা। কেশী (১)

দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। সগর রাজার অন্যতমা পত্নী, ইঁহারই গর্ভে অসমঞ্জের জন্ম হয় ; দময়ন্তীর একজন সহচরী ; জটামাংসী ; চোরপুষ্পী। সং ; স্ত্রী।

কেশিমথন, কেশিসূদন—শ্রীকৃষ্ণ। কেশীর মথন বা সূদন,৬তৎ। সং ; পু। কেশী (১) দেখ।

কেশিয়া (কেশে)—কেশতুল্য। দেশজ। সং।

কেশিসূদন—কেশিমথন দেখ। সং ; পু।

কেশিহা (কেশিহন্)—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। কেশীকে (তন্নামক দৈত্যকে) হনন করিয়াছেন যিনি এই বাক্যে উপ; কেশিন্ শব্দ—হন (হত্যা করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

কেশী (কেশিন্)—১। প্রশস্ত কেশযুক্ত। কেশ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী কেশিনী। ২। বিষ্ণু ; সিংহ। সং ; পু। ৩। অনৈক দৈত্য, মথুরার রাজা কংসের মল্ল। কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস ইহাকে ব্রজধামে প্রেরণ করেন। এই দৈত্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যমুনাতীরে ব্রজবাসীর উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণ জানিতে পারিয়া ইহার নিকট গমন করেন ; তখন অশ্বরূপী দৈত্য মুখব্যাদানপূর্ব্বক কৃষ্ণকে গ্রাস করিবার চেষ্টা পাইলে শ্রীকৃষ্ণ ইহার মুখবিবরে আপনার বাহু প্রবেশ করাইয়া ইহার শ্বাসরোধ করিয়া বিনাশ করেন। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

কেশী—মস্তকের শিখা, টিকী। কেশ+ঈপ্।

কেশুর, কেসুর—মুস্তাদিবর্গের তৃণবিশেষ—বড় ডাঁটার মতন গাছ, কেবল গোড়ার কাছে পাতা হয়, নীচে কন্দ জন্মে, তাহা মানুষে খায় ; কশেরু। সং।

কেশে—কেশিয়া দেখ। [ইং (case)। সং।

কেস—মকদ্দমা, বিচার্য্য বিষয় ; ঢাকনি, কৌটা।

কেসর—কেশর দেখ।

কেস্সা—কেচ্ছা (তাহা দেখ)।

কেহ—কোন লোক, কোন ব্যক্তি। সর্ব্বনাম।

কেহরি—কেশরী। প্রা, ক।

কৈ—১। মৎস্যবিশেষ, কবয়ী ; কোথায়। দেশজ। ২। কেহ,কোনও ব্যক্তি। হিন্দী।

কৈকয়ী—কেকয়ী এবং কৈকেয়ী দেখ।

কৈকসী—রাবণাদির মাতা। ইঁনি সুমালী রাক্ষসের কন্যা। কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে সুমালী স্বীয় তনয়াকে বিশ্রবা ঋষির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নী হইয়া বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপাদন করিতে বলেন। পিতার আদেশে ইঁনি বিশ্রবার নিকট গমন করিয়া তাঁহার ভার্য্যা হন। কালক্রমে ইঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ-নামক তিন পুত্র জন্মে। মতান্তরে রাবণাদির জননীর নাম নিকষা। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

কৈকেয়—কেকয়দেশের রাজা। কেকয়+ষ্ণ।

কৈকেয়ী—কেকয়দেশের রাজকন্যা, অযোধ্যানাথ দশরথের মধ্যমা মহিষী, এবং ভরতের জননী। একদা দশরথ যুদ্ধে আহত হইয়া কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সত্বর আরোগ্য লাভ করেন, এবং সেই সময়ে ইঁহাকে দুইটি বর প্রদানের অঙ্গীকার করেন। রামচন্দ্র যৌবন প্রাপ্ত হইলে দশরথ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে কৈকেয়ী আপনার পরিচারিকা মন্থরার কুপরামর্শে চালিত হইয়া পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দুই বরের এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করেন। ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র বনে গমন করিলে এবং পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু হইলে ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়া জননীকে তিরস্কার করায় স্বকৃত অপকার্য্যের নিমিত্ত পরিতপ্ত হইয়া ইঁনি নিতান্ত বিষণ্ণমনে দিন যাপন করিতে থাকেন। পরন্তু সৌজন্যের আধার রামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইঁহার সম্যক্ সংবর্দ্ধনা করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে কৌশল্যার দেহান্তের পর কৈকেয়ীর মৃত্যু হয়। কেকয়ের স্ত্রী-অপত্য এই অর্থে কেকেয় শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কৈঙ্কর্য্য—কিঙ্করত্ব, দাসত্ব, চাকরি, গোলামী। কিঙ্কর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

কৈছন, কৈসন—কেমন, কিরূপ। ব্রজবুলি। প্রা, ক। [কিরূপে। প্রা, ক।

কৈছনে, কৈসনে—কেমনে, কেমন করিয়া,

কৈছে—১। কহিতেছে, বলিতেছে। দি। ২। কেমনে, কিরূপে। প্রা, ক।

কৈটভ—অনেক দৈত্য। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে এই দানব এবং ইহার ভ্রাতা মধু উদ্ভূত হয়। ভ্রাতৃদ্বয় দৃপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হওয়ায় বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হয়। কীট শব্দ—ভা+ড ক=কীটভ ; কীটভ+ষ্ণ। সং ; পু।

কৈটভজিৎ—বিষ্ণু। উপ ; কৈটভ—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

কৈটভদ্বিট্ (-দ্বিষ্)—বিষ্ণু। উপ ; কৈটভ দ্বিষ+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

কৈটভারি—বিষ্ণু। কৈটভের অরি, ৬তৎ। সং ; পু।

কৈটভী—কৈটভ নাশকালে আরাধিতা মহাকালী ; যোগনিদ্রা। সং ; স্ত্রী।

কৈতক—কেতক-বিষয়ক। কেতক+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৈতকী।

কৈতক—কেতকবিষয়ক। কেতক+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৈতকী।

কৈতব—ছল, কপট ; অনৃত, মিথ্যা ; দ্যূত, পাশক্রীড়া, পাশাখেলা। কিতব (ধূর্ত্ত, দ্যূতকর)+ষ্ণ ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

কৈতববাদ—ছলপূর্ব্বক কথন ; কপটতা সহকৃত উক্তি ; ধূর্ত্তের বাক্য ; মিথ্যা কথা। কৈতব সংযুক্ত বাদ,মধ্য কর্ম্মধা। সং ; পু।

কৈতববাদী (-বাদিন্)—ছলপূর্ণ বাক্য কথনশীল, কপটভাষী, মিথ্যাবাদী। উপ ; কৈতব শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—বাদিনী।

কৈনু—কহিনু, কহিলাম ; করিনু, করিলাম। ক্রি। প্রা, ক।

কৈন্দ্রিক—কেন্দ্রসম্বন্ধীয় ; কেন্দ্রাভিমুখী। কেন্দ্র+ঠিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৈন্দ্রিকী।

কৈফিয়ৎ, কৈফিয়ত—কোন বিষয়ের কারণ প্রদর্শন ; অবস্থা বর্ণনা, মন্তব্য, জবাব ; হিসাবনিকাশ ; হিসাবে জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া যে তহবিল মজুদ থাকে তাহার মিলসূচক জায়। বৈদেশিক। সং।

কৈফিয়তী—কৈফিয়ৎসম্বন্ধীয়, কারণ-প্রদর্শক, জবাবী ; হিসাবনিকাশী। বৈদেশিক। বিণ।

কৈমুতিক—ন্যায়বিশেষ। কিমুত শব্দ+ঠিক। সং ; ক্লী। ন্যায় দেখ।

কৈয়াছে—১। কহিয়াছে, বলিয়াছে। ২। করিয়াছে। ক্রি। প্রা, ক।

কৈরব—১। কিতব ; শত্রু। সং ; পু। ২। কুমুদ। কে (জলে)—রব+ক। সং ; ক্লী।

কৈরবিণী—কুমুদিনী (সকল অর্থে)। কৈরব+ইন্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কৈরবী (কৈরবিন্)—কুমুদনাথ, চন্দ্র। কৈরব+ইন্। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

কৈরবী—কৌমুদী, জ্যোৎস্না। কৈরব+ঈপ্।

কৈরাত—১। কিরাতসম্বন্ধীয়, ব্যাধীয় ; কিরাততুল্য ; কিরাত দেশজাত। কিরাত+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী কৈরাতী। ২। সবর চন্দন ; ভূনিম্ব, চিরতা। সং ; পু।

কৈল, কৈলা—১। কহিল, বলিল। ২। করিল। ক্রি। প্রা, ক।

কৈলাস—পর্ব্বতবিশেষ, মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান। কে (জলে)—লস+ঘঞ্ ক+ষ্ণ। সং ; পু।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমার বহির্ভাগে তিব্বত দেশীয় মানস সরোবর হ্রদের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত হিমালয়ের শৃঙ্গ। মহাদেবের আবাস বলিয়া হিন্দুর চক্ষে কৈলাস পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। কৈলাসের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২২০০০ ফিট্। উচ্চতা এবং দূরত্ব হেতু অধিকসংখ্যক তীর্থযাত্রী এখানে যাইতে সমর্থ হয় না। পর্ব্বতের পাদদেশ বেষ্টন করিয়া একটি পথ আছে ; সেই পথটি

পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে যাত্রিগণের প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

কৈলাসচন্দ্র বসু—ইনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন এবং সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কৈলাসচন্দ্রের পিতার নাম হরলাল বসু। কলিকাতায় নবীনমাধব দে কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে এবং তৎপরে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারীতে কৈলাসচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া অল্পবয়সেই কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে ইনি ককারেল এণ্ড কোম্পানীর আফিসে সামান্য কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন, পরে অনুমান ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মিলিটারী একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আফিসে একটি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী রেভারেণ্ড্ ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফ্ এক সভায় খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া কৈলাসচন্দ্র অপূর্ব্ব তর্কশক্তিদ্বারা ডফের যুক্তিগুলির ভ্রম প্রদর্শন করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি Literary Chronicle নামে এক ইংরাজী মাসিকপত্র বাহির করেন। উহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় টাউন হলে আহুত এক বিরাট্ সভায় কোনও রাজনীতিক বিষয় উপলক্ষ করিয়া কৈলাসচন্দ্র একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। এই সময় হইতেই ইনি সুবক্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বেথুন সাহেবের স্মরণার্থে Bethune Society নামে যে সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা হয়, ঐ সভায় কৈলাসচন্দ্র বহু সারগর্ভ ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তথায় পঠিত ইঁহার The woman of Bengal শীর্ষক একটি প্রস্তাব শ্রবণে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী বীডন সাহেব এতদূর প্রীত হন যে, ইঁহাকে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে একটি উচ্চবেতনের পদে নিযুক্ত করেন।

কৈলাসচন্দ্র এদেশের রমণীগণের উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন; ডাক্তার ডফ্ ইঁহার গুণে নিরতিশয় মুগ্ধ ছিলেন। তাঁন বেথুনসভার সভাপতি হইলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্রকে উক্ত সভার অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষ কাল উক্ত সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক Civil Finance Commission নামক অনুসন্ধানসমিতি নিযুক্ত হইলে উহার সভাপতি স্যার্ রিচার্ড টেম্প্‌ল্ কৈলাসচন্দ্রের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ইঁহাকেই উহার সহকারী নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র "বেঙ্গল রেকর্ডার", "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড", "হিন্দু পেট্রিয়ট", "বেঙ্গলী" প্রভৃতি পত্রে নানাবিষয়ে বিস্তর প্রবন্ধ লিখেন। পরবৎসর ইনি হুগলি কলেজ গৃহে আহূত এক সভায় পরলোকগত রামগোপাল ঘোষের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন। উহা তৎকালীন সংবাদপত্রাদিতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর পরিচালনের জন্য এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কৈলাসচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট ইঁহার মৃত্যু হয়।

কৈলাসনাথ—শিব; কুবের। ৬তৎ। সং; পু।

কৈলাসেশ্বর—শিব; কুবের। কৈলাসের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

কৈবর্ত্ত—ধীবর, নিষাদের ঔরসে অয়োগবীজাত জাতিবিশেষ, জেলে। কে (জলে)—বৃত (থাকা)+অন্ কর্ত্ত + ক্ষ। সং; পু। স্ত্রী কৈবর্ত্তী।

কৈবল্য—মোক্ষ, সংসারমুক্তি; জীবের নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞানসহকারে সচ্চিদানন্দ পরাৎপর পরমাত্মাতে বিলয়। কেবল + ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

কৈবল্যদাতা (—দাতৃ)—মোক্ষদানকর্ত্তা, মুক্তিপ্রদ। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—দাত্রী।

কৈবল্যদায়ী (—দায়িন্)—মোক্ষদাতা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—দায়িনী।

কৈশিক—১। কেশসমূহ। কেশ শব্দ+ষ্ণিক। সং; ক্লী। ২। শৃঙ্গাররস; কাম। সং; পু। ৩। কেশসম্বন্ধীয়; কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৈশিকী।

কৈশিকতা—একটি কেশসদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট (অর্থাৎ কৈশিক) নলকে জলাদি তরল দ্রব্যে নিমগ্ন করিলে যে অন্তঃ ও বহিঃ প্রবাহের ব্যাপার দৃষ্ট হয়, তাহাকে কৈশিকতা বলে। কৈশিক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

কৈশিকাকর্ষণ—যে শক্তিপ্রভাবে কেশসদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নল বা তন্তুল্য বস্তু দিয়া জলাদি তরল দ্রব্য সঞ্চারিত হয় (Capillary Attraction)। কৈশিক যে আকর্ষণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কৈশিকাবনতি—কেশসদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলের অভ্যন্তরে তরল পদার্থের অবনতি (Capillary Depression)। কৈশিকী যে অবনতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৈশিকী—১। কেশসম্বন্ধীয়া। [কৈশিক দেখ]। বিণ; স্ত্রী। ২। নাটকের রচনাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

কৈশিকোন্নতি—কেশ সদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলের অভ্যন্তরে তরল পদার্থের উন্নতি (Capillary Elevation)। কৈশিকী যে উন্নতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৈশোর—বাল্যকাল; শিশু অবস্থা, দশম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কাল। কিশোর + ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

কৈশ্য—কেশজাল। কেশ + ষ্য। সং; ক্লী।

কো—১। কে; কেহ। সর্ব্ব। ২। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন (কে, রে)। হিন্দী। প্রা, ক। [লোক। হিন্দী। প্রা, ক।

কোই—কেহ; কাহাকেও; কোন ব্যক্তি,

কোইল—কোকিল। প্রা, ক। সং; পু। স্ত্রী কোইলী।

কোং—বণিকসম্প্রদায়, সওদাগরসঙ্ঘ। ইংরাজী কোম্পানি (company) শব্দের সংক্ষেপ।

কোক, কোখ—উদর। কুক্ষি শব্দজ)। সং।

কোকড়—১। কোকড়ান, জড়জড়, কুঞ্চিত, কুটিল। বিণ। ২। কুঞ্চন। প্রাদে। সং।

কোকড়ান—কুঞ্চিত করা বা হওয়া, গুটান, জড়সড় করা বা হওয়া। দেশজ। ক্রি।

কোঁকান—কোঁ কোঁ শব্দে কাতরধ্বনি করা, মুহুস্বরে গোঙান। প্রাদে। ক্রি।

কোঁকা—কোঁ কোঁ বা কুঁ কুঁ শব্দকারী। প্রা, ক।

কোঁচ—১। মাস্মারা টেঁটাবিশেষ। প্রাদে। ২। কুচবিহার রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলের রাজবংশী জাতি। দেশজ। সং।

কোঁচকা—কোঁকড়, কুঞ্চন, ধোকা, সংশয়, সন্দেহ। দেশজ। সং। [প্রাদে। ক্রি।

কোঁচকান—কোঁচক পড়া, কোঁকড়ান।

কোঁচড়, কোঁচল—পরিহিত কটিবস্ত্রের সম্মুখ ভাগ; এ ভাগ দ্বারা রচিত থলির মত আধার; কোল। প্রাদে। সং।

কোঁচা—পরিহিত ধুতির যে কুঞ্চিত অংশ সম্মুখে গোঁজা থাকে। দেশজ। সং।

কোঁচান, কুঁচান—১। কোঁচা রচনা করা। ক্রি। ২। কুঞ্চিত। দেশজ। বিণ।

কোঁড়—নবাঙ্কুর, কুঁড়, কোরক; বাঁশের অঙ্কুর। প্রাদে। সং।

কোঁড়ল—কুণ্ডল। সং।

কোঁড়া—কোঁড়, কুঁড়ি, নবাঙ্কুর, মৃত্তিকাখনক। প্রাদে। সং।

কোঁত, কোঁথ—কুন্থন। দেশজ। সং।

কোঁতকা—মোটা লাঠী বা লগুড়, থেঁটে। সং।

কোঁতান (কুঁতান), কোঁথান (কুঁথান)—

কোঁত পাড়া, কোঁথ দেওয়া; অব্যক্ত কাতর ধ্বনি করা, কোঁকান, গোঙান। দেশজ। ক্রি।

কোঁথ—কোঁত দেখ।

কোঁথান—কোঁতান দেখ।

কোঁদল—কোন্দল, ঝগড়া, কলহ। প্রাদে।

কোঁদা, কুঁদা—কুঁদযন্ত্রে কাটিয়া কাটিয়া নির্ম্মাণ করা। প্রাদে। ক্রি।

কোঁদালিয়া, কোঁদুলে—ঝগড়াটিয়া, কলহপ্রিয়। বিণ। [প্রাদেশিক।

কোঁস্তা—সম্মার্জ্জনী, নরম ঝাঁটা, বাড়ন। সং।

কোক—১। ভেক; তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ; বিঁছু; খর্জ্জুর বৃক্ষ; জ্যোষ্ঠী; চক্রবাক। কুক (গ্রহণ করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। পোড়া পাথুরিয়া কয়লা, ইহা রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী শব্দ। সং।

কোকড়—ক্ষুদ্রকায় মৃগবিশেষ। সং; পু। স্ত্রী কোকড়ী। [+অন্ ক। সং; পু।

কোকদেব—পারাবত, পায়রা। কোক—দিব্

কোকনদ—রক্তপদ্ম; রক্তকুমুদ, রাঙ্গাসুঁদি, নালফুল। কোক (চক্রবাক)—ণিজন্ত নদ (শব্দ করান)+অন্ ক। বিণ; ক্লী।

কোকনদচ্ছবি—১। আরক্ত বর্ণ, লালরঙ্গ। কোকনদতুল্য যে ছবি, নপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। রক্তবর্ণ, রাঙ্গা, লাল। কোকনদের ন্যায় ছবি (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ।

কোকবন্ধু—সূর্য্য। কোকের (চক্রবাকের) বন্ধু, ৬তৎ। সং; পু।

কোকিল—স্বনামখ্যাত পক্ষী, পিক। কুক (শব্দ করা)+ইল ক। সং; পু। স্ত্রী, —লা।

কোকিলকণ্ঠ—১। কোকিলের কণ্ঠ বা গলা কিংবা স্বর। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী। ২। কোকিলতুল্য কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট, মধুরস্বর। কোকিলের ন্যায় কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কণ্ঠা, —কণ্ঠী।

কোকিলবধূ—কোকিলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কোকিলেক্ষু—কৃষ্ণেক্ষু, কাজলা আক। কোকিলবর্ণ যে ইক্ষু, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কোঙর, কোঙার—১। কুমার; তনয়, সন্তান। প্রা, ক। ২। জাতিবিশেষের বংশগত উপাধি। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী কোঙরী, কোঙারী। [প্রাদে। বিণ।

কোঙা, কোঙ্গা—কুব্জ, কুঁজা, বক্রদেহ।

কোঙার—কোঙর দেখ।

কোঙ্কণ—১। দেশবিশেষ। কোঙ্ (অনুকরণ শব্দ)—কণ (শব্দ করা)+অল্ অধি। সং; পু। ২। আয়ুধবিশেষ। সং; ক্লী।

কোঙ্কণা—পরশুরামের মাতা, ইঁহার অপর নাম রেণুকা [রেণুকা দেখ]। সং; স্ত্রী।

কোঙ্গা—কোঙা দেখ।

কোচ—১। সঙ্কোচ। কুচ্+অল্ ভা। সং; পু বা ক্লী। ২। তীবর, তিওর, মালো। ৩। কুচবিহার অঞ্চলের রাজবংশী জাতি। সং; পু। স্ত্রী কোচনী, কুচনী। ৪। শকট, গাড়ী। ইং (Coach)। ৫। পর্য্যঙ্ক, খট্বা, খাট। ইং (Couch)।

কোচওয়ান, কোচোয়ান—শকটবান্, শকটচালক, গাড়োয়ান। ইং (Coachman)। সং।

কোচ-বাক্স—ঘোড়ার গাড়ীতে শকটচালকের আসন। ইং (Coach-box)। সং।

কোচবিহার—কুচবিহার দেখ।

কোচিন—দক্ষিণ ভারতে একটী করদরাজ্য। ইহা পূর্ব্বে চেরুমন পেরুমল নামক রাজার অধিকৃত কেরল প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। চেরুমন পেরুমল খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ্যত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক মক্কা তীর্থে গমন করেন এবং তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। উক্ত শতাব্দীর অন্তিমভাগে চোলগণ কেরল রাজ্য আক্রমণ করিয়া খণ্ডীকৃত করে। ১৫০২ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ কোচিন সহরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান। কালিকটের জামোরিনের সহিত কোচিন-রাজগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পর্ত্তুগীজগণ কোচিন রাজগণকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তদ্ধেতু কোচিন দেশে ইঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হয়। ১৬৬৩ অব্দে ওলন্দাজগণ সেই প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট করিয়া এখানে নিজাধিকার স্থাপন করে। ১৭৭৬ অব্দে হায়দার আলি কোচিন রাজ্য আক্রমণ করেন এবং রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করেন। ১৭৯১ অব্দে টিপু সুলতান রাজ্যটী ইংরাজকে অর্পণ করেন। ইংরাজ কোচিন-রাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ইংরাজাধীন করেন। অধুনা কোচিন রাজ্য বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কোচিনের রাজধানীর নাম আর্ণাকোলাম। কোচিন নারিকেল ও তজ্জাত পণ্য দ্রব্যের নিমিত্ত বিখ্যাত।

কোচোয়ান—কোচওয়ান দেখ।

কোজাগর—আশ্বিনী পূর্ণিমা। কঃ (কে)+জাগর (জাগিয়া আছে); উক্ত তিথিতে নিশাকালে লক্ষ্মী বলেন,—নারিকেলের জল পান করিয়া মহীতলে কে জাগিয়া আছে, তাহাকে আমি সম্পত্তি দিব। সং; পু।

কোট—১। কুটীর; কেল্লা। কুট (বক্র করা)+অল্ র্ম। ২। কুটিলতা; বক্রতা। কুট+অল্ ভা। সং; পু। ৩। আপনার স্থান, গণ্ডী, সীমা; জিদ বা জেদ, জেদী, পণ, সঙ্কল্প, প্রতিজ্ঞা; জনপদ, গ্রাম, নগর। বৈদেশিক। ৪। এক রকম জামা; বিদেশী পরিচ্ছদ; পোষাক। ইং (coat)। ৫। কাছারী, আদালত। ইং (court)। সং।

কোটক—কুটীরনির্ম্মাতা, ঘরামি; কুম্ভকার-রমণীর গর্ভে রাজমিস্ত্রীর ঔরসে এই জাতির উদ্ভব। কোট+কণ্; অথবা কোট—কৃ+ড ক। সং; পু।

কোটন—কুট্টন, গুণ্ডন, চূর্ণন; খণ্ডশঃ কর্ত্তন, ছোট ছোট করিয়া কাটা; কোটনা (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।

কোটনা—গুপ্তদূত, স্ত্রীপুরুষের অবৈধমিলন-সাধক, ভেড়ুয়া; কর্ণেজপ, অসাক্ষাতে পরনিন্দক, যে অন্যের বিরুদ্ধে লাগান ভাঙ্গান করে। দেশজ। সং।

কোটনাগিরি—কোটনাম (তাহা দেখ)।

কোটনাপণা—কোটনাম (তাহা দেখ)।

কোটনাম, কোটনামি—কোটনার কার্য্য, গুপ্তদৌত্য; অন্যের বিরুদ্ধে লাগান ভাঙ্গান। দেশজ। সং।

কোটর—বৃক্ষগহ্বর, গাছের খোঁড়ল। কোট—রা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু বা ক্লী।

কোটরগত—বৃক্ষগহ্বরপ্রাপ্ত; গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —গতা।

কোটরপ্রবিষ্ট—বৃক্ষগহ্বরের অন্তর্গত; গহ্বরমধ্যে গত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —প্রবিষ্টা।

কোটরী—বিবসনা নারী, উলঙ্গা স্ত্রী; চণ্ডিকা। কোটর+ঙপ্। সং; স্ত্রী।

কোটবী—বিবসনা নারী, উলঙ্গা স্ত্রী; কালী, দুর্গা। কোট—বা+ড ক+ঙপ্। সং; স্ত্রী।

কোটশাল—দেশী লোহা প্রস্তুতের কারখানা। দেশজ। সং।

কোটা—১। ইষ্টকালয়, পাকাবাড়ী; দালান, ইমারত; ঘর, কক্ষ, প্রকোষ্ঠ; শালা, স্থান; তল বা তালা। সং। ২। কুট্টিত করা, গুঁড়ান, চূর্ণ করা; খণ্ডশঃ কর্ত্তন করা, ছোট ছোট করিয়া কাটা, বনান; পুনঃ পুনঃ আঘাত করা, ঠোকা। দেশজ। ক্রি।

কোটাল—কোতওয়াল, নগররক্ষক, প্রহরী, চৌকিদার; নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জাতিবিশেষ, নমঃশূদ্র; অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রবল জোয়ার। দেশজ। সং।

কোটালিয়া—কোটাল বা কোতওয়াল, চৌকিদার, প্রহরী। সং। প্রা, ক।

কোটি—উৎকর্ষ; খড়্গাদির অগ্রভাগ; ধনুকের কোণ; সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের পার্শ্বস্থ লম্বরেখা; পিড়িঙ্ শাক; শতলক্ষ সংখ্যা, ক্রোর, ১,০০,০০,০০০। সং; স্ত্রী।

কোটিকল্প, কোটীকল্প—১। ব্রহ্মার শত লক্ষ দিবস, অর্থাৎ বহুবৎসর, অনন্তকাল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। শতলক্ষকল্পব্যাপী, বহুবর্ষস্থায়ী, অনন্তকাল স্থিতিশীল। কোটি বা কোটী কল্প যাহার, বহু।

বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—কল্পা । ৩ । অনন্ত কাল ব্যাপিয়া, চিরকাল ধরিয়া । ব্য । ক্রি-বিণ ।

কোটিপতি, কোটীপতি—যাহার শতলক্ষ টাকা আছে । ৬তৎ । সং ; পুং ।

কোটির—ইন্দ্র ; ইন্দ্রগোপ কীট ; নকুল,নেউল । কোটি—রা+ড ক । সং ; পুং । [সং ; পুং ।

কোটিশ—চাষের মই ; কোটি—শী+ড ক ।

কোটিশঃ (—শস্)—কোটি কোটি করিয়া । কোটি+চশস্ পৌনঃপুন্যার্থে । ব্য ।

কোটী—খড়্গাদির অগ্রভাগ ; কোটি, শতলক্ষ, ক্রোর ; পূক্কা,পিড়িঙ্ শাক । কোটি+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

কোটীকল্প—কোটিকল্প দেখ ।

কোটীপতি—কোটিপতি দেখ ।

কোটীর—কিরীট, মুকুট ; জটা । কোটি—ঈর (প্রেরণ করা)+অন্ ক ; অথবা, কুট (বক্র হওয়া)+ঈরন্ ক । সং ; পুং ।

কোটীশ—১ । চাষের মই । কোটী—শী+ড ক । ২ । কোটীপতি, ক্রোরপতি । কোটির বা কোটীর ঈশ, ৬তৎ । সং ; পুং ।

কোটীশ্বর—কোটিপতি, ক্রোরপতি । কোটির বা কোটীর ঈশ্বর, ৬তৎ । সং ; পুং । [দেখ ।

কোটেশন (মার্ক) বা উদ্ধরণ চিহ্ন—যতিচিহ্ন

কোট্ট—দুর্গ, কেল্লা । কুট্ট (কোটা)+ঘঞ্ র্ম । সং ; পুং । [+ড ক+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

কোট্টবী—উলঙ্গা স্ত্রী ; কালী, দুর্গা । কোট্ট—বা

কোঠরি, কোঠরী—কুঠারি, কামরা, কক্ষ, ঘর । হিন্দী । সং ।

কোঠা—কোটা, দালান, ইমারত ; কুঠারি, কামরা, কক্ষ । হিন্দী । সং ।

কোঠি, কোঠী—কুঠি, দোকান, দালান । হিন্দী ।

কোড়া—কশা, প্রতোদ, চাবুক, বেত ; জাতিবিশেষ, ধাঙ্গড়, কুলি । হিন্দীমূলক । ২ । মূল । সং । ৩ । খুঁড়া, খনন করা । ক্রি । প্রা, ক ।

কোণ—১ । মঙ্গল গ্রহ ; শনি । কুণ্+অন্ ক । ২ । গৃহাদির বিদিক্ ; অস্রি বা অশ্রি ; দুই রেখা সংলগ্ন হইলে তাহাদের পরস্পরের অবনতিকে কোণ বলে । কুণ+অল্ অধি । ৩ । অস্ত্রের ধার ; বীণাদিবাদন দণ্ড ; লগুড়, লাঠি । কুণ+অল্ ণ । সং ; পুং ।

কোণকুণ—উৎকুণ, উকুণ । কোণ—কুণ (শব্দ করা)+অন্ ক । সং ; পুং ।

কোণ-গাদা,—ঠাসা—যাহাকে এক কোণে চাপিয়া ধরা বা ঠেলিয়া ফেলা হইয়াছে ; পরাভূত ; অবহেলিত, উপেক্ষিত । দেশজ । বিণ ।

কোণবীক্ষণ—কোণ-নিরূপণ যন্ত্র । কোণের বীক্ষণ হয় যদ্দারা, বহু । সং ; ক্লী ।

কোণা—১। কোণ । হিন্দী । ২ প্রান্ত ; ধান্তাদির কণিকা । প্রা, ক । ৩ । পাপের সংখ্যা, ৩০টা ; একচতুর্থাংশ, সিকিভাগ পোয়া । দেশজ । সং । ৪ । কোণবিশিষ্ট । বিণ ।

কোণা-কাঞ্চি, কোণাকানাচ—আঁদাড়পাঁদাড়, গলি-ঘুঁজি, অন্ধিসন্ধি । দেশজ । সং ।

কোণা-কুণি—এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, টেরচা । দেশজ ।

কোণাঘাত—যে স্থলে একলক্ষ ঢক্কা ও দশ সহস্র ভেরী নিনাদিত হয় তাহাকে কোণাঘাত বলে । কোণের আঘাত হয় যে স্থানে, বহু । সং ; পুং ।

কোণি—গ্রহণশক্তিহীন-হস্তবিশিষ্ট, বিকলহস্ত, হাতখোঁড়া, কোপা । কুণ্+ইন্ ক । বিণ ; ত্রি ।

কোতওয়াল, কোতোয়াল—পুলিশ কর্ম্মচারী, চৌকিদার; প্রহরী, নগররক্ষক, কোটাল বৈদেশিক । সং ।

কোতরা—মাতগুড়, কাল ঝোলাগুড় ; তামাক মাখা চিটাগুড় । দেশজ । সং ।

কোতোয়াল—কোতওয়াল দেখ ।

কোথা—কোন্ স্থানে,কোন্ খানে ; কোন্ স্থান । দেশজ । ব্য । [ব্য ।

কোথাকে—কোন্ স্থানে, কোথায় । প্রাদে

কোথায়—কোন্ স্থানে । দেশজ । ব্য ।

কোদণ্ড—১ । ধনুক । কুণ (শব্দ করা)+অণ্ডচ্ ক । সং ; ক্লী । ২ । ধনুরাশি দেশবিশেষ ; ভ্রূ । সং । পুং ।

কোদণ্ডটঙ্কার—ধনুষ্টঙ্কার, ধনুকে ছিলা দিয়া শব্দ করা । ৬তৎ । সং ; পুং ।

কোদাল, কোদালি—ভূমিখননের অস্ত্রবিশেষ । কুদ্দাল বা কুদাল শব্দজ । সং ।

কোদালিয়া (কোদালে)—কুদ্দাল-চালক, কুদালদ্বারা ভূমিখনক । দেশজ ।

কোদো—শস্যবিশেষ । কোদ্রব শব্দজ । সং ।

কোদ্রব—দরিদ্রভক্ষ্য শস্যবিশেষ, কোদো । সং ।

কোধ—রোষ, কোপ । ক্রোধ শব্দের অপভ্রংশ । প্রা, ক ।

কোন—অনির্দ্দিষ্ট এক । দেশজ । বিণ ।

কোনা—বেত বা বাঁশের মাপ-পাত্র, কুনিকা ; চাল ধরিয়া রাখিবার নিমিত্ত মাটির ঘরের কোণে পোতা কাঠ । সং । [বাঁশ । সং ।

কোনাচ, কোনাচি—চালের কোণের কাঠ বা

কোন্দল—কলহ, ঝগড়া । দেশজ । সং ।

কোন্দলিয়া—কলহপ্রিয়, ঝড়গাটিয়া । দেশজ । বিণ ; পুং । স্ত্রী কোন্দলী ।

কোন্সুলি, কৌন্সুলি—হাইকোর্টের উকিল । ইং (Counsel) । সং ।

কোপ—১ । ক্রোধ ; বিরক্তি, অসন্তোষ । কুপ (কুপিত হওয়া)+অল্ ভা । সং ; পুং । ২ । খড়্গাদির আঘাত, চোট ; বলি বা বলিদান । দেশজ । সং ।

কোপকটাক্ষ—ক্রুদ্ধ হইয়া বক্রভাবে দৃষ্টি করা । কোপমিশ্রিত যে কটাক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

কোপ-কাপ—ছোট বড় বস্তুর কোপ ; ক্ষুদ্র বৃহৎ অস্ত্রাঘাত । দেশজ । সং ।

কোপ-জ্বলিত, দীপ্ত—ক্রোধে অনলপ্রায় জ্বলন্ত, অর্থাৎ দারুণ রোষাবিষ্ট । ৩তৎ । বিণ; ত্রি ।

কোপন—১ । ক্রুদ্ধস্বভাব, রাগী । কুপ (কুপিত হওয়া)+অন ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কোপনা । ২ । অসুরবিশেষ । সং ; পুং ।

কোপনপ্রকৃতি—ক্রুদ্ধস্বভাব, যে সহজেই ক্রুদ্ধ হয় । কোপনা প্রকৃতি যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

কোপনস্বভাব—ক্রুদ্ধস্বভাব, সহজে রাগিয়া উঠে এরূপ । কোপন স্বভাব যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, স্বভাবা ।

কোপনা—১ । ক্রুদ্ধস্বভাবা । কোপন দেখ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । ক্রুদ্ধস্বভাবা নারী । সং ; স্ত্রী ।

কোপনীয়—কোপের যোগ্য, যাহার প্রতি ক্রোধ করা কর্ত্তব্য । কুপ+অনীয় র্ম । বিণ ; ত্রি ।

কোপযুক্ত—ক্রুদ্ধ । ৩তৎ । বিণ ; ত্রি ।

কোপরা, কোপ্রা—শুষ্ক নারিকেলশস্য । প্রাদে, বা ইং (copra) । সং ।

কোপবশ—ক্রোধপরবশ, কোপন, ক্রুদ্ধস্বভাব । ৬তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—বশা ।

কোপবান্ (—বৎ)—কোপযুক্ত, ক্রোধান্বিত, রোষাবিষ্ট, ক্রুদ্ধ । কোপ+বতু আছে অর্থে । বিণ ; পুং । স্ত্রী,—বতী ।

কোপা—কুণি, বিকলহস্ত । দেশজ । বিণ ।

কোপান—পুনঃ পুনঃ কোপ মারা, চোটান ; ছেদন করা, কাটিয়া ফেলা । দেশজ । ক্রি ।

কোপানল—ক্রোধরূপ অগ্নি । কোপরূপ যে অনল, রূপক কর্ম্মধা । সং ; পুং ।

কোপাবিষ্ট—ক্রুদ্ধ । কোপ দ্বারা আবিষ্ট (ব্যাপ্ত), ৩তৎ ; অথবা কোপে আবিষ্ট (অভিনিবিষ্ট), ২তৎ বা ৭তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—ষ্টা ।

কোপি—শীতকালের বিদেশীয় শাকবিশেষ । ইহার নানা জাতি আছে—যথা, ফুলকোপি, বাঁধাকোপি, ওলকোপি । সং ।

কোপিত—১ । জাতকোপ, যাহার কোপ জন্মিয়াছে । কোপ+ইত জাতার্থে । ২ । যাহার কোপ জন্মান হইয়াছে । কুপ+ণিচ্+ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী কোপিতা ।

কোপী (কোপিন্)—১ । ক্রোধী, রোষাবিষ্ট । কোপ+ইন্ অস্ত্যর্থে । বিণ ; পুং । স্ত্রী কোপিনী । ২ । জলপারাবত । সং ; পুং ।

কোপ্তা—ভর্জ্জিত পিষ্টমাংস । বৈদেশিক । সং ।

কোপ্রা—কোপরা দেখ । [সং ।

কোমর—কটিদেশ, মাজা, কাঁকাল । দেশজ ।

কোমরপাটা—শিশুদের কটিভূষণবিশেষ । দেশজ । সং । [সং ।

কোমরবন্দ—কোমরের পেটী, কটিবন্ধ । দেশজ ।

কোমল—মনোহর, মৃদু, পেলব, নম্র, নরম; কঠিন নয়, সহজ। কু (শব্দ করা)+মল ক; অথবা, কম (কামনা করা)+কল প্র। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কোমলা।

কোমলকায়—১। মৃদু শরীর, নরম গাত্র। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মৃদুশরীরবিশিষ্ট, যাহার গা নরম। কোমল কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কায়া।

কোমলতা, কোমলত্ব—মনোহরত্ব; মৃদুতা, নম্রতা; অকঠিনত্ব। কোমল শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কোমলপ্রাণ—১। করুণচিত্ত, কোনও করুণরসময় ব্যাপার দেখিলে যাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কোমল প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রাণা। ২। করুণ হৃদয়। কোমল যে প্রাণ, কর্ম্মধা। সং; পু।

কোমলস্বভাব—১। মৃদু প্রকৃতি, ঠাণ্ডামেজাজ। কোমল যে স্বভাব, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মৃদুপ্রকৃতিযুক্ত, নম্রস্বভাববিশিষ্ট। কোমল স্বভাব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কোমলহৃদয়—১। মৃদুচিত্ত, সুকুমার অন্তঃকরণ। কোমল যে হৃদয়, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। মৃদুচিত্তযুক্ত, কোমলপ্রাণ, দয়ার্দ্রচিত্ত। কোমল হৃদয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কোমলা—১। মৃদ্বী, ইত্যাদি। কোমল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষীরিকা। সং; স্ত্রী।

কোমলাঙ্গ—১। মৃদু দেহ, নম্রগাত্র, নরম গা। কোমল যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সুকুমার দেহযুক্ত, নরম দেহবিশিষ্ট। কোমল অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কোমলাঙ্গী।

কোমলাঙ্গী (-ঙ্গিন্)—সুকুমার দেহবিশিষ্ট, নরম গাত্রযুক্ত। কোমল যে অঙ্গ সে কোমলাঙ্গ (কর্ম্মধা), তাহা আছে ইহার এই অর্থে কোমলাঙ্গ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী কোমলাঙ্গিনী। [দেখ। বিণ; স্ত্রী।

কোমলাঙ্গী—সুকুমার-দেহ-যুক্তা। কোমলাঙ্গ

কোমলাসন—মৃগচর্ম্মের আসন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [বা স্ত্রী। প্রা, ক।

কোমলিনী—কোমল বা কোমলা। বিণ; পু

কোম্পানি,—নী—এক সঙ্গে বাণিজ্য-করণার্থে মিলিত বণিক্‌সম্প্রদায়, যৌথ কারবারে মিলিত সওদাগর-সঙ্ঘ; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বা রাজসরকার (কারণ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এক যোগে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া এ দেশের রাজত্ব লাভ করেন। ইং (Company)। সং।

কোয়—কাহাকেও। সর্ব্ব। প্রা, ক।

কোয়লা—কোকিল। হিন্দীমূলক। সং।

কোয়া—কোষ। দেশজ। সং।

কোয়াসা—কুয়াসা, কুজ্ঝটিকা; হিম। প্রা, ক।

কোর—১। বক্রতা, বাঁক; কুটিলতা, ক্রূরতা; কলপ, মাড়। দেশজ। ২। ক্রোড়, কোল। প্রা, ক। সং।

কোরক—পুষ্পমুকুল, কুট্মল, কুঁড়ি; মৃণাল; কক্কোল। কুর+ণক ক। সং; পু বা ক্লী।

কোরকাপ, কোরকার—বক্রতা, বাঁকচুর, কুটিলতা, কপটতা। দেশজ। সং।

কোরঙ্গী—ছোট এলাচ; পিপ্পলী। কুর্+অঙ্গচ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কোরণ্ড, কোরন্দ—কুরণ্ড, কোষবৃদ্ধিরোগ (Hydrocele)। প্রাদেশিক। সং।

কোরফা, কোর্ফা—জমাই স্বত্বধারী প্রজার অধীন ও অস্থায়ী (প্রজা)। প্রাদে।

কোরবাণি, কোর্ব্বাণি—কুর্ব্বাণি, মুসলমানদিগের বলিদান। বৈদেশিক। সং।

কোরমা, কোর্ম্মা—বিনা জলে শুষ্ক মসলা ও দধি প্রভৃতির সংযোগে রন্ধিত মাংস। বৈদেশিক। সং।

কোরস—গানের ধুয়া; গানের যে অংশ বহু গায়ক একসঙ্গে গান করে। ইং (Chorus)। সং।

কোরা—১। আনকরা, অব্যবহৃত, অধোয়া (কাপড়)। বিণ। দেশজ। ২। রজ্জু, দড়া। প্রাদেশিক। সং।

কোরান্—আরবী-ভাষায় লিখিত মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থ। মহম্মদ নামক এক মহাপুরুষ এই গ্রন্থের প্রকাশক ও প্রচারক। মুসলমানেরা বলেন যে, মহম্মদ স্বয়ং এই গ্রন্থের প্রণেতা নহেন; তিনি স্বর্গীয় দূতমুখে ঈশ্বরের নিকট হইতে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। ইহাতে একেশ্বরবাদ প্রকটিত হইয়াছে। এতৎপ্রকটিত ধর্ম্মের নাম ইসলাম ধর্ম্ম।

কোরি—কলিকা, কুঁড়ি। প্রা, ক।

কোরোক, ক্রোক—আটক। বৈদেশিক। সং।

কোর্তা—পা-জামার উপরে পরিবার জামা। বৈদেশিক। সং।

কোর্ফা—কোরফা দেখ।

কোর্ব্বাণি—কোরবাণি দেখ।

কোর্ম্মা—কোরমা দেখ।

কোল—১। শূকর। কুল (মিলিত হওয়া)+অন্ ক। সং; পু। ২। বদর, কুল। সং; ক্লী। ৩। কুলগাছ; ক্রোড়; ভেলা; মাড়; দেশবিশেষ। কুল+অল্ অধি। সং; পু। ৪। অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ; ইহারা অতি প্রাচীনকালে মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করে, পরন্তু ইহাদের পরে আগত দ্রাবিড় জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বতাদিতে আশ্রয় লয়; অধুনা ইহাদিগকে বাঙ্গালার সীমান্তস্থিত দুর্গম পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহারা এক্ষণে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী বলিয়া পরিগণিত।

কোলক—১। কাঁকলা; মরিচ। কোল+কন্ সংজ্ঞার্থে। সং; ক্লী। ২। আখরোট গাছ; বহুবার বৃক্ষ। সং; পু।

কোল-কুঁজা,—কুঁজো—কোলের দিকে ঈষৎ আনত দেহ। দেশজ। বিণ। [শিক। সং।

কোল-জমা—গরকায়েমী বা কোর্ফা প্রজা। বৈদে-

কোলনচিহ্ন—যতিচিহ্ন দেখ।

কোলপাতলা—ঘর ছাওয়ার খড়ের গোছা সকল কিছু দূরে দূরে বসান। দেশজ। বিণ।

কোলপুচ্ছ—কঙ্ক, কাক পাখী। কোলের পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। সং; পু।

কোল-পোঁচা,—পোঁছা—জননীর সর্ব্বশেষ (সন্তান), যাহার পর আর সন্তান হয় নাই। দেশজ। বিণ।

কোলব্রুক, হেনরী টমাস (Henry Thomas Colebrooke)—জন্ম ১৫ই জুন, ১৭৬৫ খৃঃ। ইনি কোম্পানীর কার্য্য গ্রহণ করিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আসেন। প্রথম প্রথম ইনি প্রাচ্য সাহিত্যে বিরাগী ছিলেন; কিন্তু কার্য্যের জন্য সংস্কৃত ভাষা হইতে ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া, উহার একটি সঙ্কলন ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া "Digest of Hindu Law" নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত করেন। ইনি কিছুদিন কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ ছিলেন এবং অবৈতনিকভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যবহারের অধ্যাপনা করেন। ১৮০৭ হইতে ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া ১৮৩৭ খৃঃ ১০ই মার্চ্চ তথায় দেহত্যাগ করেন। ইংরাজদের মধ্যে ইনিই প্রথম ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন ও বেদ অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় বীজগণিত ও জ্যোতিষ, ইঁহার বিশেষ জানা ছিল। জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইঁহার গ্রন্থ আছে। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি কোম্পানীর পুস্তকাগারে ইঁহার সংগৃহীত মূল্যবান্ সংস্কৃত হস্তলিপিগুলি দান করিয়াছিলেন।

কোলসরা—স্ত্রী-আচারে ব্যবহৃত এবং রাঙ্গা সূতা দিয়া জড়াইয়া মুখামুখি করিয়া বাঁধা দুইখানি কলুর মাথান সরা। প্রাদে। সং।

কোলা—১। বদরবৃক্ষ, কুলগাছ; পিপ্পলী; চবিকা, চই; দেশবিশেষ, কলিঙ্গ। কোল+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। বৃহৎ জলিপাত্র, বড় জালা, নাদা। প্রাদে। সং। ৩। একজাতীয় বৃহৎ ভেক। সং।

কোলা-কুলি, -কোলি—পরস্পর আলিঙ্গন। দেশজ। সং।

কোলাত—তালের পত্রবৃন্ত হইতে উন্মোচিত বল্কল বা ছাল। প্রাদেশিক। সং।

কোলানী—আদর, অভ্যর্থনা। দেশজ। ক, প্র।

কোলার—মহীশূর রাজ্যের জেলাবিশেষ। কোলার জেলায় অবনী নামক একটি গ্রাম আছে। কেহ কেহ বলেন যে এই অবনী গ্রাম হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থের অন্যতম অবন্তিকা-ক্ষেত্র। কথিত আছে, লঙ্কা জয় করিয়া রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে তিনি এই গ্রামে একটি লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। আরও কথিত আছে যে, সীতাদেবী এই গ্রামেই লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন এবং এই গ্রামেই তাহারা বাল্মীকির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন সময়ে কোলার পল্লব রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। চোলগণ পল্লবরাজগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কোলার নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। চোলের পরে বল্লাল রাজগণ (১২শ শতাব্দী) এবং তাহার পর বিজয় নগরের রাজগণ (১৩শ শতাব্দী) কোলারে আধিপত্য বিস্তার করেন। অতঃপর ইহা কিছুকাল মুসলমান রাজগণের শাসনাধীন হয়। ১৭৯৯ খৃঃ হায়দর আলীর পুত্র টিপুর পতনে জেলাটি মহীশূর রাজ্যভুক্ত হয়। এই জেলায় অবস্থিত নন্দী দুর্গ নামক দুর্গটি ১৭৯১ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে ইংরাজসেনা একুশদিনের আঘাতের পর হস্তগত করে।

১৮৭৬ অব্দে কোলার জেলায় স্বর্ণখনির আবিষ্কার অভিপ্রায়ে পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ হয়। অধুনা এখানে অনেকগুলি কোম্পানী স্বর্ণখনির কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া প্রভূত লাভ করিতেছে।

কোলাবিধ্বংসী (-ধ্বংসিন্)—ম্লেচ্ছবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

কোলাহল—কল কল ধ্বনি, কলরব। কোল—আ-হল+অল্ র্ম। সং; পু।

কোলি—কুলগাছ; কুলফল। কুল (মিলিত হওয়া)+ই ক। সং; পু বা স্ত্রী।

কোলিসর্প—যে সকল ক্ষত্রিয়কে সগর রাজা যবন করিয়াছিলেন। সং; পু।

কোলী—কুলগাছ। কোলি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কোব—ক্রোধ, রাগ। কোপ শব্দজ। প্রা, ক।

কোবালা—বিক্রয়পত্র। বৈদেশিক। সং।

কোবিদ—১। পণ্ডিত লোক, জ্ঞানিজন; দক্ষ ব্যক্তি। কু (শব্দ করা)+বিচ্ ক-কো (যাহা শব্দ করে বা শিক্ষা দেয়); কো শব্দ-বিদ (জানা)+ক ক। সং; পু। ২। জ্ঞানী, পণ্ডিত; দক্ষ, নিপুণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কোবিদা। [বিণ; ত্রি।

কোবিদবৈদ্য—পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদজ্ঞ। ৭তৎ।

কোবিদার—কাঞ্চন গাছ; মন্দার; পারিজাত। কু শব্দ (পৃথিবী)-বি-দৃ (বিদীর্ণ করা) +ঘঞ্ ক। সং; পু।

কোশ, কোষ—১। কুট্মল, কুঁড়ি। কুশ বা কুষ (নির্গত হওয়া)+অন্ ক। ২। আবরণ।...+অল্ ণ। ৩। খড়্গাদির আবরণ, খাপ; পানপাত্র; অভিধান; মঞ্জুষা; ধনাগার; পোকার গুটি; কাঁটালাদির কুয়া। ...+অল্ অধি। ৪। যোনি; মুষ্ক; ডিম্ব।...+অল্ অপা। সং; পু বা ক্লী। ৫। কোষকাব্য। সং; ক্লী। ৬। ৮০০০ হাত দূরত্ব। ক্রোশ শব্দের অপভ্রংশ।

কোশকার, কোষকার—গুটিপোকা; অভিধান কর্ত্তা; ইক্ষু, আক। কোশ বা কোষ শব্দ -কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

কোশচঞ্চু—সারস। কোশতুল্য চঞ্চু যাহার, বহু। সং; পু।

কোশপাল—কোষাধ্যক্ষ, ধনরক্ষক, পাহারাদার, ভাণ্ডারী। ৬তৎ। সং; পু।

কোশল, কোসল—কাশীর উত্তর অযোধ্যাপ্রদেশ সমেত সমগ্র ভূভাগ, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল এই দক্ষিণ কোশলে রামরাজ্যের রাজধানী অযোধ্যানগরী অবস্থিত ছিল। কু শব্দ (পৃথিবী)—শল্ বা সল্+অন্ ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

কোশলা—কোশল,অযোধ্যা। কোশল+আপ্।

কোশলাত্মজা—দশরথের প্রধানা মহিষী কৌশল্যা, রামের জননী। কোশল শব্দ+ক্ষ=কোশল (কোশলদেশের রাজা); কোশলের আত্মজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কোশলিক, কোষলিক—উৎকোচ, ঘুষ। কোশ (বা কোষ)-লা+ই, কণ্ র্ম। সং; ক্লী।

কোশবতী—১। কোশবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কোশাতকী লতা, ঝিঙ্গাগাছ। সং; স্ত্রী।

কোশবান্ (-বৎ)—কোষযুক্ত, ধনাগারবিশিষ্ট, ধনবান্। কোশ+বতু যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কোশবতী।

কোশা—১। পূজাদি কার্য্যে ব্যবহার্য্য তাম্রনির্ম্মিত জলপাত্রবিশেষ; অঞ্জলি, করকুণ্ড। দেশজ। ২। ছোট নৌকা, ডিঙ্গী, ডোঙ্গা। প্রা, ক। সং।

কোশা-কুশি—পূজাদি কার্য্যে জল রাখিবার তাম্রপাত্র এবং তাহা হইতে জল তুলিবার ক্ষুদ্রতর তাম্রপাত্র। দেশজ। সং।

কোশাতকী, কোষাতকী—ঝিঙ্গা। সং; স্ত্রী।

কোশী, কোষী—ক্ষুদ্র কোষা; জুতা; শস্যের শুঁয়া; শিম্বিকা। কুশ বা কুষ (নির্গত হওয়া)+অল্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। ফলের কুঁড়ি, কচিফল। সং।

কোষ—কোশ দেখ। [কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

কোষক—ডিম্ব, অণ্ড; মুষ্ক, অণ্ডকোষ। কোষ+

কোষকার—কোশকার দেখ।

কোষকাব্য—কাব্য দেখ।

কোষলিক—কোশলিক দেখ।

কোষবৃদ্ধি—অণ্ডকোষ স্ফীত হওয়া; ধনের বৃদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কোষশূন্য, হীন—মুষ্করহিত, হিজড়া, খাসী; নির্ধন, দরিদ্র ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কোষা—১ কোশা (সকল অর্থে)। ২। লেবু প্রভৃতি ফলের কোয়া। দেশজ। সং।

কোষাগার—ধনাগার। কোষই (ধনাগারই) যে আগার, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কোষাতকী—কোশাতকী দেখ।

কোষাধ্যক্ষ ধনাগারের তত্ত্বাবধায়ক, ধনরক্ষক (Treasurer); কুবের। কোষের অধ্যক্ষ ৬তৎ। সং; পু।

কোষ্টিক—কষ প্রস্তর, কষ্টি। সং। প্রা, ক।

কোষ্টী কোষ্ঠী দেখ। সং; স্ত্রী। [সং।

কোষ্ঠ—কোষ্ঠ, মলনিঃসরণ, বাহ্যে। দেশজ।

কোষ্ঠা—১। এক প্রকার পাট। দেশজ। সং। ২। কচু, কলা, ঘোড়ার ডিম, যেমন—সে আমার কোষ্ঠা করবে। ইতর ভাষা।

কোষ্ঠ—১। গৃহমধ্য; উদরমধ্য, শস্যাগার; আত্মীয় ব্যক্তি কুষ+থন্ ক। সং; পু। ২। আত্মীয়, স্বকীয়, স্বীয়, নিজ। বিণ; ত্রি।

কোষ্ঠকাঠিন্য—উদরাস্ত্রের কঠোরতা, উদরমলের কঠিনত্ব, পেটের মল শক্ত হইয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং, ক্লী।

কোষ্ঠবদ্ধ—কোষ্ঠকাঠিন্য রোগযুক্ত। দেশজ। বিণ। বি, -বদ্ধতা।

কোষ্ঠবদ্ধ—কোষ্ঠকাঠিন্য। দেশজ। সং।

কোষ্ঠশুদ্ধি—উত্তমরূপ মলনির্গম; মলাধারের শোধন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কোষ্ঠাগার—ধন ধান্য রাখিবার স্থান। কোষ্ঠই যে আগার, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কোষ্ঠাগ্নি—জঠরানল। কোষ্ঠের অগ্নি ইতি ৬তৎ, কিংবা কোষ্ঠস্থিত যে অগ্নি ইতি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [+আপ্। সং; স্ত্রী।

কোষ্ঠিকা—কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা। কোষ্ঠী+কন্

কোষ্ঠী—জন্মপত্রিকা, ঠিকুজি; পাশকাদি ক্রীড়াপাত্র। কোষ্ঠ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কোষ্ণ—কবোষ্ণ ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম। কু (ঈষৎ) যে উষ্ণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী বা বিণ; ত্রি।

কোসল—কোশল দেখ।

কোহল—মদ্যবিশেষ; বাদ্যবিশেষ। কু (পৃথিবী) -হল+অন্ ক। সং; পু।

কোহিনুর—জগদ্বিখ্যাত ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একখানি হীরক। এই সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল হীরক-

খানি কতকাল হইল পাওয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে ইহা মালবের হিন্দু রাজার ছিল। আলাউদ্দিন খিলিজী মালবের অধীশ্বর হইলে হীরকখানিও তাঁহার হয়। তৎপরে কোনক্রমে ইহা গোয়ালিয়রপতি বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়। মোগলসম্রাট্ বাবর তাঁহার নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা মোগলসম্রাট্‌দিগের অধিকারেই ছিল। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সেই সময়ে নাদির শাহ্ এই হীরকের পরিচয় পাইয়া কৌশলে ইহা মহম্মদ শাহ্‌এর নিকট হইতে হস্তগত করেন, এবং ইহার নাম 'কোহিনুর' রাখেন। নাদিরের পর কোহিনুর তাঁহার পুত্রের অধিকারে যায়। তৎপরে কাবুলপতি আহম্মদ শাহ্ উত্তরাধিকার-সূত্রে ইহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ শাহ্ সুজার হস্তগত হয়। শাহ্ সুজা যখন কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের আশ্রয় লন, সেই সময়ে রণজিৎ তাঁহার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে তাঁহার ভরণপোষণ জন্য বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন। রণজিতের মৃত্যুর পর এই মহারত্ন তদীয় মহিষী ঝিন্দন ও নাবালক পুত্র দলিপ সিংহের অধিকারগত হয়। দলিপের নাবালক অবস্থায় গভর্ণর জেনারেল ডাল-হৌসী পঞ্জাবের কোষাগারে হস্তক্ষেপ করিয়া এই অমূল্যনিধি হস্তগত করেন, এবং পরে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। এক্ষণে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য ইহাকে কাটিয়া ইহার পূর্ব্বাকার অপেক্ষা অনেক ছোট করা হইয়াছে।

কৌন্সুলি, কৌন্সিলি—বিলাতী উকিল, ব্যারিষ্টার। ইং (Counsel)। সং।

কৌক্কুটিক—দাম্ভিক ব্যক্তি; সন্ন্যাসিবিশেষ। কুক্কুট+ষ্ণিক। সং; পু।

কৌক্ষ, কৌক্ষেয়—কুক্ষিসম্বন্ধীয়; কুক্ষিবদ্ধ। কুক্ষি+ষ্ণ, ষ্ণেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌক্ষী, কৌক্ষেয়ী। [সং; পু।

কৌক্ষেয়ক—কুক্ষিবদ্ধ খড়্গ। কৌক্ষেয়+কণ্।

কৌট—১। কুটজ বৃক্ষ, কুড়চি। কুট+ষ্ণ। সং; পু। ২। স্বাধীন, স্বতন্ত্র। ৩। কপটী, কৃত্রিম, জাল, মিথ্যা। কূট+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌটী।

কৌটতক্ষ—স্বাধীন সূত্রধর। কর্ম্মধা। সং; পু।

কৌটসাক্ষী (—সাক্ষিন্)—স্বাধীন সাক্ষী; জাল সাক্ষী, মিথ্যা সাক্ষী। কর্ম্মধা। বিণ বা সং; পু।

কৌটা—টিন-কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পুট বা আধার, ছোট ডিপা। দেশজ। সং।

কৌটিক—১। কূটসম্বন্ধীয়, জালীয়; জালকারী; কৃত্রিম। বিণ; ত্রি। ২। কূটকারী, জালিয়াৎ; ব্যাধ। কূট শব্দ (ফাঁদ, ইত্যাদি)+ষ্ণিক। সং; পু। স্ত্রী কৌটিকী।

কৌটিল্য—১। কুটিলতা; ক্রূরতা। কুটিল+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

২। মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। ইনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও কথিত হইয়াছেন। ইঁহারই সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত অনুমান ৩২২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পরাক্রান্ত নন্দবংশের ধ্বংস করিয়া স্বীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ ইনি অতিশয় কুটিলনীতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া কৌটিল্য নামে খ্যাত হন (চাণক্য দেখ)। কৌটিল্য "অর্থশাস্ত্র" নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে সেকন্দর শাহের ভারত আক্রমণের সমসাময়িক এদেশের যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবরণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের পূর্ব্বে যে সকল অর্থশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই অভিনব অর্থশাস্ত্র লিখিত হয়। উত্তরাপথের শিল্পকলার অনেক কথাও ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থ এদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। মহীশূরের প্রাচ্য গ্রন্থাগারে গ্রন্থরক্ষক পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রীর চেষ্টায় উহা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। জার্ম্মাণীর বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার ফলে উহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কৌটিল্যের প্রণীত অর্থশাস্ত্র একখানি অতি প্রামাণিক এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মৌর্য্যরাজত্বের ইতিহাস-রচনার পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্ববাদি সম্মত।

কৌটুম্বিক—কুটুম্বী, কুটুম্ববিশিষ্ট। কুটুম্ব+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌটুম্বিকী।

কৌড়ি—কড়ি, বরাটক। সং; স্ত্রী।

কৌণপ—রাক্ষস। কুণপ (শব)+ষ্ণ ভোজনার্থে। সং; পু।

কৌণপদন্ত—মহাবীর ভীষ্ম। কৌণপের দন্তের ন্যায় দন্ত যাহার, বহু। সং; পু।

কৌতুক—কুতূহল, ঔৎসুক্য; ইচ্ছা; উৎসব; হর্ষ; পরিহাস, তামাসা। কুতুক+ষ্ণ স্বার্থে। সং; স্ত্রী।

কৌতুককারী (—কারিন্)—পরিহাসকর্ত্তা, যে তামাসা করে। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —কারিণী।

কৌতুকপ্রিয়—হাস্যপরিহাসপ্রিয়, যে আমোদ করিতে ভালবাসে। কৌতুক হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বি,—প্রিয়তা।

কৌতুকান্বিত—পরিহাসযুক্ত; হর্ষযুক্ত। কৌতুক দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কৌতুকাবহ—কৌতুকজনক। কৌতুকের আবহ (বহনকারী), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হা।

কৌতুকিনী—১। কৌতুকযুক্তা, ইত্যাদি। কৌতুকী দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিশেষ। সং; স্ত্রী।

কৌতুকী (কৌতুকিন্)—কৌতুকযুক্ত; কৌতুককারী, পরিহাসকর্ত্তা। কৌতুক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কৌতুকিনী।

কৌতূহল—ঔৎসুক্য, কৌতুক, নূতন বিষয় জানিবার ইচ্ছা; অভিলাষ। কুতূহল+ষ্ণ স্বার্থে। সং; স্ত্রী।

কৌতূহলজনক—কৌতুককর, ঔৎসুক্যকারক, কুতূহলপ্রদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কৌতূহলপর—ঔৎসুক্যবশ, অত্যন্ত উৎসুক। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরা।

কৌতূহলপরবশ—অত্যন্ত কুতূহলী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বশা।

কৌতূহলাক্রান্ত—অত্যন্ত কৌতূহলী, উৎসুক। কৌতূহল দ্বারা আক্রান্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কৌতূহলাবিষ্ট—কৌতূহলী, উৎসুক। কৌতূহল দ্বারা আবিষ্ট, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ষ্টা।

কৌতূহলী (—হলিন্)—উৎসুক, নূতন জ্ঞান লাভেচ্ছু। কৌতূহল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কৌতূহলিনী।

কৌতূহলোদ্দীপক—অত্যন্ত কৌতূহলজনক, ঔৎসুক্যবর্দ্ধক। কৌতূহলের উদ্দীপক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পিকা।

কৌৎস, কৌৎস্য—কুৎস মুনির সন্তান। কুৎস+ষ্ণ, ষ্ণ্য। সং; পু। স্ত্রী কৌৎসী।

কৌন্তিক—প্রাস অস্ত্রধারী যোদ্ধা। কুন্ত (প্রাস অস্ত্র)+ষ্ণিক। সং; পু।

কৌন্তেয়—কুন্তিপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি। কুন্তি শব্দ+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

কৌপ—১। কূপবিষয়ক বা সম্বন্ধীয়। কূপ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌপী। ২। কূপোদক, কূপের জল। সং; স্ত্রী।

কৌপীন—চীরবসন, কন্থটিকা, কপ্নি, গুহ্যদেশ, দুষ্কার্য্য; পাপ। কূপ+ষীন। সং; স্ত্রী।

কৌমার—১। কুমারসম্বন্ধীয়। কুমার শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌমারী। ২। কুমারাবস্থা, বাল্যকাল, জন্মাবধি পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত, (অন্য মতে) ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত। কুমার শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। ৩। অবিবাহিত পুরুষ। কুমার শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

কৌমারিকেয়—কানীনপুত্র, অবিবাহিতা কন্যার সন্তান। কুমারিকা+ষ্ণেয়। সং; পু।

কৌমারী—১। কুমারসম্বন্ধীয়া। কৌমার+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অবিবাহিতা কন্যা; কার্ত্তিকের শক্তি, মাতৃকাবিশেষ; প্রথম পত্নী। কুমারী+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৌমুদ—কার্ত্তিকমাস। কু'র (পৃথিবীর) মুদ্ (আনন্দ)=কুমুদ, ৬তৎ; কুমুদ+ষ্ণ। সং; পু।

কৌমুদী—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা; কার্ত্তিকোৎসব; উৎসব; আশ্বিনী পূর্ণিমা; জ্যোৎস্না। কৌমুদ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৌমুদীপতি—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

কৌমুদীপ্রফুল্ল—১। জ্যোৎস্না দ্বারা আনন্দিত, জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত। ৩তৎ। ২। কৌমুদীর ন্যায় প্রফুল্ল (স্ফূর্ত্তিযুক্ত)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রফুল্লা।

কৌমুদীরূপিণী—কৌমুদীসদৃশী, জ্যোৎস্নারূপা। কৌমুদীর রূপ=কৌমুদীরূপ, ৬তৎ; কৌমুদীরূপ+ইন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৌমুদীবসন—১। জ্যোৎস্নারূপ বস্ত্র। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। জ্যোৎস্নারূপ বস্ত্রে আবৃত, সর্ব্বতঃ জ্যোৎস্নাযুক্ত, জ্যোৎস্নাময়। কৌমুদী হইয়াছে বসন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বসনা। যথা—"কৌমুদীবসনা নিশা মনোহরা অতি।"

কৌমোদকী—বিষ্ণুর গদা। কু'র (পৃথিবীর) মোদক (আনন্দদায়ক)=কুমোদক, ৬তৎ; কুমোদক+ষ্ণ ইদমর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৌরব, কৌরবেয়, কৌরব্য—কুরুবংশীয় ব্যক্তি। কুরু+যথাক্রমে ষ্ণ, ঢ্যের, ষ্য। সং; পু।

কৌরবপ্রধান—কুরুবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভীষ্ম। ৭তৎ। বিণ বা সং; পু।

কৌরবেয়, কৌরব্য—কৌরব দেখ।

কৌর্ম্ম—১। কূর্ম্মসম্বন্ধীয়। কূর্ম্ম শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌর্ম্মী। ২। কূর্ম্মসমূহ; কূর্ম্মজাতীয় জন্তু। সং; পু। ৩। কূর্ম্ম পুরাণ। সং; ক্লী।

কৌল—১। সদ্বংশসম্ভূত; তন্ত্রে কথিত কুলাচারপরায়ণ, দিব্য, বীর ও পশু এই ভাবত্রয়ের মধ্যে দিব্যভাবাক্রান্ত। কুল শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌলী। ২। তন্ত্রোক্ত আচারাদি। সং; ক্লী।

কৌলটিনেয়, কৌলটেয়—কুলটার সন্তান, ব্যভিচারিণীর পুত্র। কুলটা শব্দ+ঢ্যের অপত্যার্থে। সং; পু।

কৌলব—জ্যোতিষোক্ত করণবিশেষ। সং; পু।

কৌলিক—১। নাস্তিক; বামাচারী; তাঁতি। সং; পু। ২। কুলসম্বন্ধীয়; বংশীয়; কুলপরম্পরাগত; কুলধর্ম্মাচারী। কুল শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌলিকী।

কৌলীন—১। কৌলীন্য, কুলীনত্ব; উচ্চবংশে জন্ম। কুলীন+ষ্ণ ভাবার্থে। ২। জনরব; দুষ্কর্ম্ম; পাপ; জনরব; ইতর প্রাণীর যুদ্ধ। কুল+খীন। সং; ক্লী।

কৌলীন্য—কুলীনত্ব, কুলমর্য্যাদা। কুলীন শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

কৌলেয়—সদ্বংশসম্ভূত। কুল+ঢ্যের অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌলেয়ী।

কৌলেয়ক—১। সদ্বংশসম্ভূত। কৌলেয়+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌলেয়কা। ২। কুক্কুর। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

কৌল্য—কুলীন, সদ্বংশজাত। কুল+ষ্য।

কৌবের—১। কুবের বিষয়ক বা সম্বন্ধীয়। কুবের+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌবেরী। ২। কুষ্ঠনামক ঔষধদ্রব্য, কুড়। সং; ক্লী।

কৌবেরী—১। কুবেরসম্বন্ধীয়া। কৌবের+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কুবের-শক্তি মাতৃকাবিশেষ; উত্তরদিক্। সং; স্ত্রী।

কৌশ—কুশের জন্মভূমি, কান্যকুব্জ, কনৌজ। কুশ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

কৌশল—নৈপুণ্য, দক্ষতা; উপায়, যুক্তি; চাতুরী, চালাকি, ফন্দি, ফিকির; মঙ্গল। কুশল+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

কৌশলকলা—চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে যে গুলিতে সবিশেষ মঙ্গল হয়। কৌশলদায়িনী যে কলা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৌশলিকা—কুশল প্রশ্ন; উপায়ন, উপঢৌকন। কুশলী বা কৌশলী শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কৌশলী (কৌশলিন্)—১। কৌশলযুক্ত; কুশল, নিপুণ, দক্ষ; উপায়পটু, চতুর, ফন্দিবাজ। কৌশল+ইন্ আছে অর্থে। ২। মঙ্গলযুক্ত, শুভ। কুশল+ণিন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী কৌশলিনী।

কৌশলী—কুশল প্রশ্ন, মঙ্গলজিজ্ঞাসা; সাদর সম্ভাষণ; উপায়ন, ভেট, নজর। কুশল+ষ্ণ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

কৌশলেয়—কৌশল্যাপুত্র শ্রীরামচন্দ্র। কৌশল্যা+ঢ্যের অপত্যার্থে। সং; পু।

কৌশল্যা, কৌসল্যা—অযোধ্যাপতি দশরথের প্রধানা মহিষী, রামচন্দ্রের জননী। ইনি কোশলাধিপতির তনয়া। ইনি দীর্ঘকাল নিঃসন্তানা ছিলেন। দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের পর ইঁহার গর্ভে রামের জন্ম হয়। রামের বনবাসে ও তজ্জন্য দশরথের মৃত্যুতে ইঁহাকে অতিশয় দুঃখিত মনে দিনযাপন করিতে হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইঁহার সুখের সীমা ছিল না। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ইঁহার মৃত্যু হয়। কোশল বা কোসল+ষ্য অপত্যার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

কৌশল্যা-তনয়,—নন্দন—শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

কৌশল্যায়ন, কৌশল্যায়নি—কৌশল্যাপুত্র, শ্রীরামচন্দ্র। কৌশল্যা+ষ্ণায়ন, ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

কৌশাম্বী—মগধের অন্তর্গত নগরবিশেষ; বৎসরাজনগরী। কুশাম্ব (বৎসরাজ)+ষ্ণ ইদমর্থে+ঙীপ। সং; স্ত্রী।

কৌশিক—১। কৌষেয়, ক্ষৌম, রেশমী। কোশ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌশিকী। ২। কৌষেয় সূত্র, রেশম। সং; ক্লী। ৩। দেবরাজ, ইন্দ্র; আহিতুণ্ডিক, সাপুড়িয়া; পেচক; গুগ্‌গুল; কোষকার, অভিধানকর্ত্তা; কোষাধ্যক্ষ; নকুল, নেউল; শৃঙ্গার রস; কাম; মজ্জা; বিশ্বামিত্র ঋষি। কুশিক+ষ্ণ। সং; পু। ৪। জনৈক তপস্বী। ইনি মাতা পিতার অনভিমতে তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করেন। দ্বিজবর তপোরত হইয়া বহুবর্ষ অতীত করিলেন। একদা এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া বেদোচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বলাকা ইঁহার শরীরে পুরীষ ত্যাগ করে। ইনি কুপিত হইয়া পক্ষীর অনিষ্ট চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে ভস্মীভূত হইল। ইহাতে ব্রাহ্মণ আপনার ক্ষমতা বিষয়ে অহঙ্কৃত হইলেন।

একদা কৌশিক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামিনী ভিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পতি শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া গৃহাগত হইলেন। গৃহিণী প্রথমে আবশ্যকমত স্বামীর সেবা করিয়া পরে ভিক্ষা লইয়া কৌশিকের নিকট উপস্থিত হইলে ইনি রমণীর প্রতি কুপিত হন। তখন সেই সাধ্বী স্থিরচিত্তে ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না। স্বামিসেবার ফলে আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। আমি বকী নহি। আমার বিবেচনায় আপনি ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আপনি মিথিলায় ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করুন।"

কৌশিক সেই রমণীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া তাঁহার কথাক্রমে ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়া জ্ঞানী হইলেন। ব্যাধ আপনার মাতাপিতার সেবা করিয়া ধার্ম্মিক হইয়াছেন শুনিয়া কৌশিক অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তাঁহার উপদেশানুসারে গৃহে গমন করিয়া স্বীয় জনকজননীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কৌশিকী—১। ক্ষৌমী, রেশমী। কৌশিক দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বিহার প্রদেশান্তর্গত নদীবিশেষ। কথিত আছে যে, ইনি বিশ্বা-

মিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী]; দেবীবিশেষ ; (নাট্যে) রচনাবিশেষ। কৌশিক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৌশীলব্য—নবকুশের কর্ম, নৃত্যগীত ব্যবসায়। কুশীলব+ষ্য ইদমর্থে। সং; স্ত্রী।

কৌশেয়, কৌষেয়—রেসমী (বস্ত্রাদি)। কোশ বা কোষ+ঢেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌশেয়ী, কৌষেয়ী।

কৌষিক—১। কৌষেয়, ক্ষৌম, রেশমী। কোষ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌষিকী। ২। দেবরাজ, ইন্দ্র; ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া; পেচক; নকুল, নেউল; কোষকার, অভিধানবিৎ; কোষাধ্যক্ষ; শৃঙ্গার রস; কামমজ্জা। কোষ+ষ্ণিক। সং; পুং।

কৌষিকী—১। কালীর দেহকোষ হইতে নির্গত দেবীবিশেষ, কৌশিকী। কোষ+ষ্ণিক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। ক্ষৌমী, রেশমী। কৌষিক দেখ। বিণ; স্ত্রী।

কৌষেয়—কৌশেয় দেখ।

কৌসল্যা—কৌশল্যা দেখ।

কৌসীদ—কুসীদসম্বন্ধীয়, সুদসংক্রান্ত; কুসীদজীবী, সুদখোর। কুসীদ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌসীদী।

কৌসুম্ভ—১। কুসুম্ভরঞ্জিত। কুসুম্ভ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী কৌসুম্ভী। ২। বন্যকুসুম্ভ। সং; পুং।

কৌসুলি—কৌঁসুলি দেখ।

কৌস্তুভ—বিষ্ণুর বক্ষঃস্থ মণি। কুস্তুভ (বিষ্ণু+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; পুং।

কৌস্তুভবক্ষাঃ (–বক্ষস্)—বিষ্ণু। কৌস্তুভ বক্ষে যাঁহার, বহু। সং; পুং।

ক্যানিং লর্ড (আর্ল)—জন্ম ১৪ই ডিসেম্বর ১৮১২ খৃঃ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহাউসি কার্য্যত্যাগ করিলে তদীয় বন্ধু আর্ল ক্যানিং ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি এদেশে আগমন করেন।

ইঁহার শাসনকালে বিখ্যাত সিপাহি বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজ্য যায় যায় হইয়াছিল [সিপাহিবিদ্রোহ দেখ]। ক্যানিংএর সদ্বিবেচনা, ধীরতা, উদারতা প্রভৃতি গুণে এবং ইংরেজের প্রতাপে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। অতঃপর ভারতবর্ষের শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সঙ্গে ডিরেক্টর সভা ও বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলও উঠিয়া গেল, এবং ভারতশাসনসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য একজন স্বতন্ত্র সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ নিযুক্ত হইলেন। ১৫ জন মেম্বর (সদস্য) লইয়া ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে এক সভা স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি) এই দুই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর অধীন হইলেন। এই নিয়মানুসারে লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় হইলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ক্যানিং মহারাণীর এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই ঘোষণাপত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ইংরেজের শাসননীতি কেবল সুবিচার ও ধর্ম্মনিরপেক্ষতা দ্বারা চালিত হইবে, জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে এদেশীয়েরা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। ক্যানিংএর সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া রীতিমত পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি প্রদান আরম্ভ হয়।

এইরূপে সর্ব্বতোভাবে দেশে শান্তিস্থাপন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এদেশ পরিত্যাগ করেন। ইনি একজন শান্তপ্রকৃতি, ক্ষমতাপন্ন, প্রগাঢ়বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ক্যানিংএর মৃত্যু হয়। "লেডি ক্যানিং"এর নাম হইতে প্রচলিত "লেডিগেনি" নামক মিষ্টান্নের নামকরণ হইয়াছে।

ক্যাম্বিস, কেম্বিস—সন বা মিহি চট, পালের কাপড়। ইং (Canvas)। সং।

ক্যাম্বেল, স্যার জর্জ্জ, M. D., K. C. S. I., D. C. L.—বাঙ্গালার পঞ্চম ছোটলাট (১৮৭১—৭৪)। ইনি ১৮২৪ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি প্রথমে এডিনবরার নিউ একাডেমী ও পরে সেণ্ট এনড্রুজে শিক্ষালাভ করিয়া তথা হইতে হ্যালিবারিতে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪২ খৃঃ বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্যার জর্জ্জের কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময় পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশে ও শতদ্রু প্রদেশে যাপিত হইয়াছিল। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইনি দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ছিলেন। পরে ইনি অযোধ্যার দ্বিতীয় সিভিল কমিশনার এবং মধ্যপ্রদেশের প্রধান কমিশনার নিযুক্ত হন। অতঃপর ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে চারি বৎসর কার্য্য করিয়া ১৮৭১ খৃঃ ১লা মার্চ্চ বাঙ্গালার ছোটলাটের পদলাভ করেন।

ইঁহার সময়ে বাঙ্গালার শাসনপদ্ধতি বহুপরিমাণে সংস্কৃত হয়। স্থানীয় রাজস্বের প্রায় শতকরা ৭ সাত টাকা মাত্র ভারত-গভর্ণমেণ্টকে সাম্রাজ্য পরিচালনের ব্যয়ের অংশস্বরূপ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে এবং বাকী অংশ বাঙ্গালার ইচ্ছামত ব্যয়িত হইবে এইরূপ স্থিরীকৃত হয়; ইনি রোড্‌সেস্ ধার্য্য করিয়া উহা হইতে রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ ও উহার রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন।

১৮৭১ খৃঃ ইনি কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে গঙ্গার উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন এবং ঐ সেতুর জন্য শুল্ক আদায় করিবার ভার পোর্ট-কমিশনারদিগের উপর অর্পণ করেন। ইনি স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহারই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের অট্টালিকা সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বে কারাগৃহে কয়েদীগণ পরমসুখে দিন যাপন করিত। ইনি কয়েদীদিগের শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাহাদের উপযুক্ত পরিশ্রমের ব্যবস্থা করেন। ইনি সব ডেপুটি কলেক্টর পদের সৃষ্টি করেন।

স্যার জর্জ্জের শাসনকালে ১৮৭২ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারি রাত্রিতে প্রথম আদম সুমারী গৃহীত হয়। ইনি সাঁওতাল পরগণার বিদ্রোহী সাঁওতালগণকে এবং সীমান্ত প্রদেশবাসী গারো ও দফলা জাতিকে দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। ১৮৭৩—৭৪ খৃঃ বাঙ্গালায় ও বিহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ইনি উক্ত দুর্ভিক্ষ প্রশমন বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন না বলিয়া দোষভাগী হন। এই সময় ইঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্যার জর্জ্জ Statistics, Ethnology ও ভাষা সম্বন্ধে A Hand book of the Eastern Questions (১৮৭৬ খৃঃ) প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৯২ খৃঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্যাবোতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ক্যায়া—উড়িষ্যা-প্রবাসী ও উড়িয়া-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী। প্রাদেশিক। সং।

ক্যাবাৎ—কেয়াবাৎ (তাহা দেখ)।

ক্রকচ—করপত্র, করাত। যে ক্র ক্র শব্দ করে এই বাক্যে উপ; ক্র (অনুকরণ শব্দ)—কচ (শব্দ করা)+অন্ ক। সং; পু বা স্ত্রী।

ক্রকচচ্ছদ, ক্রকচপত্র—কেতকী, কেয়াফুল। ক্রকচের ন্যায় ছদ বা পত্র যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ক্রকচপাৎ (–পাদ্)—কৃকলাস। ক্রকচের ন্যায় পাদ যাহার, বহু। সং; পু।

ক্রকচপাদ—কৃকলাস। ক্রকচের ন্যায় পাদ যাহার, বহু। সং; পু।

ক্রতু—সোমরসসাধ্য যজ্ঞ; পূজা; সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ

বিষ্ণু; বৈবস্বতবিশেষ; অনেক মুনি। কৃ (করা)+কতু র্ণ। সং; পু।

ক্রতুদ্বিট্‌ (-দ্বিষ্‌)—অসুর। উপ; ক্রতু—দ্বিষ (হিংসা করা)+কিপ্‌ ক। সং; পু।

ক্রতুধ্বংসী (-ধ্বংসিন্‌)—১। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী শিব। ৬তৎ। সং; পু। ২। যজ্ঞনাশক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ধ্বংসিনী।

ক্রতুপুরুষ—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

ক্রতুভুক্‌ (-ভুজ্‌)—দেবতা। উপ; ক্রতু—ভুজ (ভোজন করা)+কিপ্‌ ক। সং; পু।

ক্রতুরাজ—রাজসূয় যজ্ঞ। ক্রতুর (যজ্ঞের) রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

ক্রতূত্তম—রাজসূয় যজ্ঞ। ক্রতুর (যজ্ঞের) মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

ক্রথন—হনন, মারণ। ক্রথ+অনট্‌ ভা।

ক্রথনক—১। শ্বেত অগুরু। সং; স্ত্রী। ২। উষ্ট্র, উট। ক্রথন+কণ্‌। সং; পু।

ক্রন্দ—ক্রন্দন, কাঁদা। ক্রন্দ (কাঁদা)+অল্‌ ভা সং; পু।

ক্রন্দন—রোদন, কান্না, কাঁদা; আহ্বান। ক্রন্দ (কাঁদা)+অনট্‌ ভা। সং; স্ত্রী।

ক্রন্দনধ্বনি—রোদনশব্দ, কান্নার আওয়াজ ৬তৎ। সং; পু।

ক্রন্দনপরায়ণ—অত্যন্ত রোদনকারী, রোরুদ্যমান। ক্রন্দন হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ক্রন্দিত—১। ক্রন্দন, রোদন। ক্রন্দ+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী। ২। ক্রন্দনকারী। ক্রন্দ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রন্দিতা।

ক্রম—আক্রমণ; অতিক্রম; বিক্রম; অনুক্রম, পর্য্যায়, যার পর যা এইরূপ নিয়ম; পদ্ধতি, প্রণালী; বিধি, নিয়ম; অবিচ্ছেদ; সম্বন্ধ; পাদক্ষেপ; ব্যবহার। ক্রম (গমন করা) +অল্‌ ভা। সং; পু।

ক্রমণ—১। পাদক্ষেপ, চলন। ক্রম+অনট্‌ ভা। সং; স্ত্রী। ২। পাদ, চরণ; যদুবংশীয় অনেক নৃপ। ক্রম+অন ণ। সং; পু।

ক্রমদীশ্বর—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ প্রণেতা পণ্ডিত। সং; পু।

ক্রমনিম্ন—ক্রমশঃ অধিক নীচু, ঢালু, গড়ানিয়া। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রমনিম্না।

ক্রমভঙ্গ—অনুক্রম বা পর্য্যায়ের ব্যতিক্রম; ধারা বা পদ্ধতির অন্যথাচরণ; নিয়মলঙ্ঘন; বিশৃঙ্খলা। ৬তৎ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

ক্রমমাণ—ইতস্ততঃ গমনশীল। ক্রম+শান ক।

ক্রমবর্দ্ধমান—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল (যেমন উচ্চস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ)। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রমবর্দ্ধমানা।

ক্রমবিকাশ—১। ক্রমানুসারে বিকাশ। ক্রম দ্বারা বিকাশ, ৩তৎ; বা ক্রমানুগত যে বিকাশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ক্রমানুসারে বিকাশশীল। ক্রমে বিকাশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [এই জগতের বিকাশ ক্রমানুগত বলিয়া ইহার বিকাশকে ও ইহাকে "ক্রমবিকাশ" বলা যায়]।

ক্রমশঃ (ক্রমশস্‌)—ক্রমে ক্রমে। ক্রম শব্দ+ চশস্‌ বীপ্সার্থে। ব্য। [পু।

ক্রমসন্দর্ভ—অনুষ্ঠানজ্ঞানজ্ঞাপকগ্রন্থবিশেষ। সং;

ক্রমসূক্ষ্ম—ক্রমশঃ সরু। যে বস্তুর অগ্রভাগের দিকে যত যাওয়া যায় ততই ক্রমশঃ সূক্ষ্মতা দৃষ্ট হয়, তাহাকে ক্রমসূক্ষ্ম বলে [সূচি ক্রমসূক্ষ্ম]। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রমাগত—ক্রমানুসারে উপস্থিত; কুলপরম্পরাক্রমে আগত; পিতা-পিতামহাদিক্রমে আগত; ধারাবাহিক, অবিচ্ছেদী, অবিশ্রান্ত। ক্রম দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রমানুভাবকতা—পর্য্যায়জ্ঞান-জনিকা বৃত্তি, যে শক্তির দ্বারা পর্য্যায়ের জ্ঞান জন্মে। ক্রমের অনুভাবক = ক্রমানুভাবক (৬তৎ,) তাহার ভাব এই অর্থে তদ্ধিতে তা। সং; স্ত্রী।

ক্রমানুযায়ী (-যায়িন্‌)—অনুক্রম বা পর্য্যায়ের অনুগামী; যাহার পর যেটি তাহার পর যেটি ঠিক সেইরূপ ধারার অনুসারী; ধারাবাহিক, অবিচ্ছেদী, অবিশ্রান্ত। ক্রমের অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—যায়িনী।

ক্রমানুসারে—অনুক্রমের অনুগমনে, পর্য্যায়ক্রমে, যাহার পর যেটি ঠিক সেই ভাবে। ক্রমের অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্রমান্বয়—ক্রমের অনুসরণ; ক্রমে সংঘটন। ক্রমের অন্বয়, ৬তৎ। সং; পু।

ক্রমান্বয়ে—ক্রমে ক্রমে, যার পর যা এই নিয়মে। ক্রমের অন্বয় আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্রমায়াত—পুরুষপরম্পরাক্রমে আগত। ক্রম দ্বারা আয়াত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রমি—কৃমি, কীট; কৃমিরোগ। সং; পু।

ক্রমিক—ক্রমাগত, ধারাবাহিক; অবিশ্রান্ত। ক্রম+ষ্ণিক তদর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রমিকী। [সং; পু।

ক্রমু—গুবাকবৃক্ষ, গুপারিগাছ। ক্রম+উ ক।

ক্রমুক—১। পূগবৃক্ষ, গুবাকবৃক্ষ, গুপারিগাছ। ক্রম (গমন করা)+উক ক। সং; পু। ২। গুবাক, গুপারি। ক্রমুক+ক তদর্থে। সং; স্ত্রী।

ক্রমুকী—পূগবৃক্ষ, গুবাকবৃক্ষ, গুপারিগাছ। ক্রমুক+ঙীপ্‌। সং; স্ত্রী।

ক্রমে ক্রমে—ক্রমশঃ, পর পর। ক্রিয়ার বাধিকরণ বিশেষণ।

ক্রমেল, ক্রমেলক—উষ্ট্র, উট। ক্রম শব্দ—ইল (গমন করা)+ক ক = ক্রমেল। ক্রমেলক ক্রমেল শব্দ+কণ্‌, স্বার্থে। সং; পু।

ক্রমোন্নত—ক্রমশঃ উচ্চ। ক্রম দ্বারা উন্নত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রমোন্নতা।

ক্রয়—মূল্য দিয়া বস্তু গ্রহণ, কেনা। ক্রী (ক্রয় করা)+অল্‌ ভা। সং; পু।

ক্রয়লেখ্য—বিক্রয়-পত্র, কোবালা (Deed of Sale) ক্রয়সূচক যে লেখ্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [দ্বন্দ্ব। সং; পু।

ক্রয়বিক্রয়—কেনা-বেচা; ব্যবসায়, বাণিজ্য।

ক্রয়বিক্রয়িক—বণিক্‌, ব্যবসায়ী। ক্রয়বিক্রয় দেখ। ক্রয়বিক্রয়+ষ্ণিক। সং; পু।

ক্রয়বিক্রয়ী (-বিক্রয়িন্‌)—১। খরিদ বিক্রয়কারী, যে কেনা বেচা করে। ক্রয়বিক্রয়+ইন্‌ কর্ত্রর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ক্রয়বিক্রয়িনী। ২। ক্রয়বিক্রয়িক, বণিক্‌, ব্যবসায়ী, সওদাগর। সং; পু।

ক্রয়ারোহ—হট্ট, হাট, বাজার। ক্রয়—আ—রুহ+অল্‌ অধি। সং; পু।

ক্রয়িক—১। বণিক। ক্রয়+ষ্ণিক। ২। ক্রয়কারী, ক্রেতা, খরিদদার। সং; পু।

ক্রয়ী (ক্রয়িন্‌)—ক্রয়কারী, ক্রেতা, খরিদদার। ক্রী+ণিন ক। বিণ; পু। স্ত্রী ক্রয়িণী।

ক্রয্য—হট্টে প্রসারিত, বিক্রয়ার্থ স্থাপিত। ক্রী (ক্রয় করা)+কাপ্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ক্রব্য—মাংস। কৃপ+য র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

ক্রব্যাঘাতন—মৃগ। ক্রব্যার্থে ঘাতন যাহার, বহু। সং; পু।

ক্রব্যাৎ (ক্রব্যাদ্‌)—১। মাংসাশী। উপ; ক্রব্য-অদ+কিপ্‌ ক। বিণ; ত্রি। ২। মাংসাশী জন্তু; রাক্ষস। সং; পু।

ক্রব্যাদ—১। মাংসাশী। উপ; ক্রব্য—অদ+অন্‌ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রব্যাদা। ২। মাংসাশী জন্তু; রাক্ষস; সিংহ; শ্যেনপক্ষী; শবদাহক অগ্নি, চিতানল। সং; পু।

ক্রশিষ্ঠ—অতিশয় কৃশ। কৃশ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রশিষ্ঠা।

ক্রশীয়ান্‌ (ক্রশীয়স্‌)—অতিশয় কৃশ। কৃশ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ক্রশীয়সী।

ক্রাকচিক—ক্রকচব্যবসায়ী, করপত্রচালক, করাতী। ক্রকচ+ষ্ণিক। বিণ বা সং; পু।

ক্রাথ—দক্ষিণাপথেশ্বর রাহুগ্রহ; রামসেনাপতি একটী বানর; নাগবিশেষ। ক্রথ্‌ (বধ করা)+ঘণ্‌ ক। সং; পু।

ক্রান্ত—আক্রান্ত; সংক্রান্ত; অতিক্রান্ত, ব্যাপ্ত। ক্রম+ক্ত কর্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রান্তা।

ক্রান্তি—১। আক্রমণ; গতি, সংক্রমণ; পাদক্ষেপ, খগোলের মধ্যবর্ত্তী ঈষদ্বক্র গোল রেখা; যেখান দিয়া সূর্য্য গমন করেন; বিষুব রেখার ২৩।০ অক্ষাংশ উত্তরে ও ২৩।০ অক্ষাংশ দক্ষিণে কল্পিত রেখা, সূর্য্যের গমনের সীমাসূচক কল্পিত বৃত্তাকার রেখা। ক্রম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ২। এক কড়ার ৩ ভাগের ১ ভাগ। দেশজ। সং।

ক্রান্তিপাত—বিষুব রেখা ও অয়নমণ্ডলের সংযোগস্থল (Equinox), ইহা দুইটি—বাসন্ত (Vernal) ও; শারদ (Autumnal); পৃথিবী এই সংযোগস্থলে উপস্থিত হইলে বৎসরে দুইবার—যথাক্রমে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে—দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয়। সং; পুং।

ক্রান্তিপাতবিন্দু—ক্রান্তিপাতে জাত বিন্দু, ক্রান্তিপাতে যে বিন্দুদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

ক্রান্তিমণ্ডল—ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic)। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পুং।

ক্রান্তিবলয়—ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic)। ৬তৎ।

ক্রান্তিবৃত্ত—যে কল্পিত বৃহৎ রেখা ভূমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া বিষুব রেখার মধ্য দিয়া তির্য্যগ্ ভাবে কর্কট ও মকরক্রান্তির সহিত সংলগ্ন হইয়াছে তাহার নাম ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্রায়ক—ক্রয়কারী, ক্রেতা। ক্রী (ক্রয় করা) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রায়িকা। [সং।

ক্রিকেট—ব্যাটবল্ খেলা। ইং (Cricket)।

ক্রিমি—কৃমি, কীট। ক্রম+ই ক। সং; পুং।

ক্রিমিদানা—কৃমিদানা দেখ।

ক্রিমিশৈল—বল্মীকস্তূপ, উইঢিপি। ক্রিমিকৃৎ শৈল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

ক্রিয়—মেষরাশি। কৃ+অল্ ণ। সং; পুং।

ক্রিয়মাণ—যাহা করা হইতেছে এরূপ, অনুষ্ঠীয়মান, সম্পাদ্যমান। কৃ (করা)+শান র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রিয়মাণা।

ক্রিয়া—শ্রাদ্ধ; অনুষ্ঠান; কর্ম্ম, কার্য্য; গর্ভাধানাদি সংস্কার; সামাদি প্রয়োগ; চেষ্টা; পূজা; (ব্যাকরণে) ধাত্বর্থ * কৃ (করা) +শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

* যাহা দ্বারা হওয়া বা করা বুঝায় তাহার নাম ক্রিয়া। অথবা ধাতুর অর্থকে ক্রিয়া বলে। সমাপিকা ও অসমাপিকা ভেদে ক্রিয়া দ্বিবিধ। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যসমাপ্তি হয় তাহাকে সমাপিকা এবং যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্য সমাপ্তি হয় না তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ভেদে ক্রিয়া দ্বিবিধ। আবার সকর্ম্মক ক্রিয়া এককর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক ভেদে দুই প্রকার। যে ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে তাহাকে সকর্ম্মক এবং যে ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই, তাহাকে অকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। আর যে ক্রিয়ার একটী কর্ম্ম তাহাকে এককর্ম্মক এবং যাহার দুইটী কর্ম্ম তাহাকে দ্বিকর্ম্মক বলে।

ক্রিয়াকলাপ—কার্য্যসমূহ। ৬তৎ। সং; পুং।

ক্রিয়াকাণ্ড—১। ক্রিয়াকলাপ, কার্য্যসমূহ। ৬তৎ। ২। ক্রিয়াবিষয়ক শাস্ত্রপরিচ্ছেদ। ক্রিয়াসম্বন্ধী কাণ্ড, মধ্য কর্ম্মধা। সং; পুং।

ক্রিয়াকার—১। ক্রিয়াকারক, কার্য্যকারী, কর্ম্মকর্ত্তা। ক্রিয়া করে যে এই বাক্যে উপ ক্রিয়া—কৃ+অণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী —কারী। ২। নূতন বিদ্যার্থী, যে লেখাপড়া শিখিতে কেবল আরম্ভ করিয়াছে। সং; পুং।

ক্রিয়াকারী (—কারিন্)—কার্য্যকারক; কর্ম্মকর্ত্তা; ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পাদক। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, —কারিণী।

ক্রিয়াকুশল—কার্য্যদক্ষ, কার্য্যনিপুণ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —লা। বি, —তা, —ত্ব।

ক্রিয়াঙ্গ—১। প্রধান অনুষ্ঠানের অংশীভূত অনুষ্ঠান। ক্রিয়ার অঙ্গ, ৬তৎ। ২। করক্রিয়াবাদিত যন্ত্র, তবলা তানপুরা প্রভৃতি যে যন্ত্র কর দ্বারা বাদিত হয়। সং; পুং।

ক্রিয়াদ্বিট্ (—দ্বিষ্)—ক্রিয়াদ্বেষী (তাহা দেখ)। উপ; ক্রিয়া—দ্বিষ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; পুং।

ক্রিয়াদ্বেষী (—দ্বেষিন্)—কর্ম্মকাণ্ডের বিদ্বেষ্টা; বিবাদস্থলে লেখা ও সাক্ষীর দ্বেষ্টা। ক্রিয়া —দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী, —দ্বেষিণী।

ক্রিয়ান্ধ—কর্ম্মের দোষগুণবিচারে অসমর্থ; অত্যন্ত ক্রিয়াসক্তি নিবন্ধন দোষগুণ বিচারে অশক্ত। ক্রিয়াবিষয়ে অন্ধ ইতি ৭তৎ, বা ক্রিয়াদ্বারা অন্ধ ইতি ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রিয়ান্বিত—কার্য্যযুক্ত, কর্ম্মসমন্বিত; ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনকারী। ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রিয়ান্বিতা।

ক্রিয়াফল—কর্ম্মফল। সৎক্রিয়া জন্য পুণ্য ও অসৎক্রিয়ার জন্য পাপ বলিয়া ক্রিয়াফল শব্দে পাপপুণ্য বুঝায়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্রিয়াযোগ—পূজাদি ক্রিয়ারূপ যোগ, কার্য্যানুষ্ঠান। রূপক কর্ম্মধা। সং; পুং।

ক্রিয়ালোপ—কার্য্যধ্বংস; ধর্ম্মকর্ম্মের বিনাশ। ৬তৎ। সং; পুং।

ক্রিয়াবসন্ন—সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা পরাভূত। ক্রিয়া দ্বারা অবসন্ন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রিয়াবাদী (—বাদিন্)—১। ক্রিয়াবাচক। বিণ; পুং। ২। ফরিয়াদী। ক্রিয়া—বদ+ণিন্ ক। সং; পুং। স্ত্রী, —বাদিনী।

ক্রিয়াবান্ (—বৎ)—ক্রিয়াযুক্ত; কর্ম্মোদ্যত। যিনি অনেক ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছেন। ক্রিয়া +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী ক্রিয়াবতী।

ক্রিয়াবিশেষণ—যে পদ দ্বারা ক্রিয়াপদের বিশেষ করা যায়। ক্রিয়াবিশেষণ দুই প্রকার—সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বিশেষণ। যদি বিশেষণ পদ ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তবে তাহাকে সমানাধিকরণ ক্রিয়াবিশেষণ, এবং যদি বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তবে তাহাকে ব্যধিকরণ ক্রিয়া-বিশেষণ কহে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্রিয়াশক্তি—কর্ম্মক্ষমতা; জগদুৎপত্তিবিষয়ে পরমেশ্বরের কর্তৃত্ববিকাশ। ক্রিয়াবিষয়া শক্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ক্রিয়াশীল—নিরন্তর কার্য্যকারী। ক্রিয়াই শীল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রিয়াশীলা।

ক্রিয়াশীলতা—নিরন্তর কার্য্যলিপ্ততা। ক্রিয়াশীল শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ক্রিয়াসক্ত—কর্ম্মে লিপ্ত; কার্য্যানুরাগী। ক্রিয়াতে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রিয়াসক্তা।

ক্রিয়াসমভিহার—ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য। ৬তৎ। সং; পুং।

ক্রিয়াসিদ্ধ—ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত; হাতে কলমে কাজ করিতে পটু, ব্যবহারের অনুযায়ী কার্য্যসম্পাদনে নিপুণ (Practical)। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —সিদ্ধা।

ক্রিয়াসিদ্ধি—কার্য্যের সাফল্য; উদ্দেশ্যসাধন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ক্রিয়েন্দ্রিয়—কর্ম্মেন্দ্রিয়। ক্রিয়াসাধক যে ইন্দ্রিয়, মধ্য কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [পুং।

ক্রীড়—ক্রীড়া, কেলি। ক্রীড়্+অল্ ভা। সং;

ক্রীড়ক—ক্রীড়াকারী। ক্রীড় (খেলা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রীড়িকা।

ক্রীড়ন্ (ক্রীড়ৎ)—খেলা করিতেছে এরূপ। ক্রীড়+শতৃ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী ক্রীড়ন্তী।

ক্রীড়ন—ক্রীড়া, খেলা। ক্রীড় (খেলা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ক্রীড়নক—ক্রীড়া; ক্রীড়াসাধন, খেলানা; পরিহাস; অবজ্ঞা। ক্রীড়ন (ক্রীড়াসাধন)+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

ক্রীড়নীয়—ক্রীড় সাধন, খেলার উপাদানভূত। ক্রীড়্+অনীয় ণ। বিণ; ত্রি।

ক্রীড়য়ে—ক্রীড়া করে, খেলে। ক্রি। ক, প্র।

ক্রীড়া—১। কেলি, খেলা, অবজ্ঞা। ক্রীড় (খেলা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী ২। খেলা করা। ক্রি। ক, প্র।

ক্রীড়াকন্দুক—কেলিগেণ্ডুক, খেলিবার ভাঁটা বা গোলা, বল্ ইত্যাদি। ৪তৎ। সং; পুং।

ক্রীড়াকৌতুক—খেলা ও হাস্য পরিহাস করা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

ক্রীড়াচ্ছল—ক্রীড়াব্যপদেশ; খেলার ছল। ৬তৎ।

ক্রীড়াচ্ছলে—কেলিব্যপদেশে, খেলার ছলে। ক্রীড়ার ছল আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্রীড়াভূমি—খেলার স্থান। ক্রীড়াসাধনী যে ভূমি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ক্রীড়াময়—ক্রীড়াপূর্ণ, নিরন্তর ক্রীড়ায় রত। ক্রীড়া শব্দ+ময়ট্ তদ্রূপ অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রীড়াময়ী।

ক্রীড়ারথ—খেলিবার গাড়ী; প্রমোদশকট, বিহারশকট, যুদ্ধ ভিন্ন অন্য যে কোন কার্য্যের উপযুক্ত গাড়ী; পুষ্পরথ। ৪তৎ। সং; পুং।

ক্রীড়াশীল—নিরন্তর ক্রীড়া করাই যাহার স্বভাব। ক্রীড়া শীল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ক্রীড়াসক্ত—খেলায় অত্যন্ত রত। ক্রীড়াতে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রীড়াসক্তা।

ক্রীত—১। মূল্য দিয়া গৃহীত, কেনা (বস্তু)। ক্রী (ক্রয় করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রীতা। ২। ক্রীত-পুত্র। সং; পুং।

ক্রীতক—ক্রীতপুত্র, মূল্য দিয়া গৃহীত সন্তান। ক্রীত+কণ্। সং; পুং।

ক্রীতদাস—কেনা গোলাম। কর্ম্মধা। সং; পুং।

ক্রুঞ্চ—কোঁচ বক; পর্ব্বতবিশেষ। ক্রুন্চ (বক্র হওয়া)+ক ক। সং; পুং।

ক্রুদ্ধ—কুপিত, রুষ্ট। ক্রুধ (ক্রোধ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রুদ্ধা।

ক্রুষ্ট—১। আহূত। ক্রুশ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রুষ্টা। ২। রোদন ক্রুশ (কাঁদা) +ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ক্রূর—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর; পরদ্রোহী; নৃশংস; ঘোর; কঠিন। কৃত+রক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রূরা। বিশেষ্য ক্রূরতা,-ত্ব।

ক্রূরকর্ম্মা (-কর্ম্মন্)—নৃশংস; ঘাতক; নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়। ক্রূর হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

ক্রূরগন্ধ—গন্ধক। বহু। সং; পুং।

ক্রূরতা—ক্রূর দেখ। সং; স্ত্রী।

ক্রূরদৃক্ (-দৃশ্)—শনিগ্রহ। বহু বা উপ; ক্রূর -দৃশ্+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

ক্রূরমতি—নিষ্ঠুর, যাহার মনে দয়ার লেশ নাই। ক্রূরা মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ক্রূররব—দাঁড়কাক। বহু। সং; পুং।

ক্রূরলোচন—১। শনিগ্রহ। ক্রূর হইয়াছে লোচন (দৃষ্টি) যাহার, বহু। সং; পুং। ২। অশুভ-দৃষ্টিযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-না।

ক্রূরস্বর—১। কর্কশ কণ্ঠধ্বনি। কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। কর্কশ-কণ্ঠধ্বনিযুক্ত। ক্রূর স্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-স্বরা।

ক্রূরাকৃতি—১। ভীষণ আকার, ভয়ঙ্কর চেহারা। ক্রূরা আকৃতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ভীষণাকার, ভয়ঙ্কর চেহারাযুক্ত। ক্রূরা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। রাক্ষসরাজ রাবণ। সং; পুং।

ক্রূরাচার—১। নৃশংস আচরণ, নিষ্ঠুর ব্যবহার। ক্রূর যে আচার, কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। নৃশংস আচরণযুক্ত, নিষ্ঠুর ব্যবহারকারী, দুরাচার, দুর্বৃত্ত। ক্রূর আচরণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-চারা।

ক্রেতব্য, ক্রেয়—ক্রয়ের যোগ্য বা বিষয়ীভূত যাহা কিনিতে হইবে। ক্রী+তব্য, য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রেতব্যা, ক্রেয়া।

ক্রেতা (ক্রেতৃ)—ক্রয়কারক, খরিদ্দার। ক্রী +তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী ক্রেত্রী।

ক্রেয়—ক্রেতব্য দেখ।

ক্রোক—ধৃতি, আটক; দেনার দায়ে সম্পত্তি প্রভৃতি আটক। বৈদেশিক। সং।

ক্রোটন—জয়পাল; পাতাবাহারের গাছ। (Croton)। সং।

ক্রোড়—১। শূকর; শনি। ক্রুড়+অন্ ক। সং; পুং। ২। অঙ্ক, কোল; বক্ষঃ; বৃক্ষ-কোটর। সং; ক্লী। ৩। ক্রোর, কোটি, শতলক্ষসংখ্যা। দেশজ। সং।

ক্রোড়চ্যুত—অঙ্ক হইতে খলিত, কোল হইতে পতিত; হস্তভ্রষ্ট, হাতছাড়া। বিণ; ত্রি।

ক্রোড়পত্র—অতিরিক্ত পত্র, পুস্তকাদিতে কোন বিষয় পরিত্যক্ত বা পতিত হইলে যে পত্রে তাহা লিখিয়া যোজনা করিয়া দেওয়া হয়। ক্রোড়স্থ যে পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ক্রোড়া—অঙ্ক, কোল। বক্ষঃ। ক্রোড় শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্রোড়ীকরণ—কোলে করা; আলিঙ্গন; আয়ত্ত-করণ। ক্রোড়+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ক্রোড়ী)-কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ক্রোড়ীকৃত—যাহা কোলে করা হইয়াছে; আলিঙ্গিত; আয়ত্তীকৃত। ক্রোড় শব্দ+ অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি-কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-কৃতা।

ক্রোধ—১। কোপ, রাগ। ক্রুধ (ক্রোধ করা) +অল্ ভা। সং; পুং। (ষড়্‌রিপু দেখ)। ২। লোভের পুত্র, স্বীয় ভগিনী হিংসার সহিত ইহার বিবাহ হয়, ইহার পুত্র কলি ও কন্যা দুরুক্তি।

ক্রোধজ—ক্রোধ হইতে উদ্ভূত। ক্রোধ-জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রোধজা।

ক্রোধজনক—কোপোৎপাদক, যাহাতে রাগ জন্মে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রোধজনিকা।

ক্রোধন—১। কোপন, ক্রুদ্ধ-স্বভাব, রাগী। ক্রুধ (ক্রোধ করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রোধনা। ২। ভৈরববিশেষ। সং; পুং।

ক্রোধপরায়ণ—অত্যন্ত ক্রোধী। ক্রোধ হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-পরায়ণা।

ক্রোধবহ্নি, ক্রোধানল—ক্রোধাগ্নি, রোষানল, কোপাগ্নি। ক্রোধ রূপ বহ্নি বা অনল, রূপক কর্ম্মধা; অথবা ক্রোধ বহ্নি বা অনল-সদৃশ, উপমিত। [যেখানে পরবর্তী বাক্যাংশে ক্রোধের প্রাধান্য তথায় রূপক, এবং যথায় বহ্নির বা অনলের প্রাধান্য তথায় উপমিত সমাস]। সং; পুং।

ক্রোধাঙ্গ—কোপের অঙ্গ (ওষ্ঠাধর কম্পন, নেত্রলোহিত্যাদি)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্রোধাগ্নি—ক্রোধবহ্নি (সকল অর্থে)। সং; পুং।

ক্রোধানল—ক্রোধবহ্নি দেখ।

ক্রোধান্ধ—ক্রোধ হেতু অন্ধপ্রায়, রাগে জ্ঞানশূন্য, অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। ক্রোধ দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রোধান্ধা।

ক্রোধান্বিত—ক্রোধযুক্ত, রোষাবিষ্ট, কুপিত। ক্রোধ দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রোধী (ক্রোধিন্)—ক্রুদ্ধস্বভাব, রাগী। ক্রোধ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী ক্রোধিনী।

ক্রোধী—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী; ইঁহার গর্ভে পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতির জন্ম হয়। সং; স্ত্রী।

ক্রোধোদ্দীপক—ক্রোধজনক, কোপোৎপাদক। ক্রোধের উদ্দীপক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রোধোদ্দীপন—কোপের অত্যন্ত বৃদ্ধিসম্পাদন। ক্রোধের উদ্দীপন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্রোধোন্মত্ত—ক্রোধ দ্বারা উন্মত্ত, অতি ক্রোধে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্রোধোন্মত্তা।

ক্রোধোপশম—কোপের শান্তি। ক্রোধের উপশম, ৬তৎ। সং; পুং।

ক্রোর—কোটি, শতলক্ষ সংখ্যা। দেশজ। সং।

ক্রোরপতি—কোটিপতি, লক্ষপতি, মহাধনী ব্যক্তি। দেশজ। সং; পুং।

ক্রোশ—১। রোদন; আহ্বান। ক্রুশ+অল্ ভা। ২। ৮০০০ হাত, অধুনা দুই মাইল। ক্রুশ+অল্ র্ম। সং; পুং।

ক্রোশন—রোদন, আহ্বান। ক্রুশ (কাঁদা)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ক্রোষ্টা (ক্রোষ্টু)—শৃগাল। ক্রুশ (ক্রন্দন করা) +তৃন্ ক। সং; পুং। স্ত্রী ক্রোষ্ট্রী।

ক্রৌঞ্চ—পর্ব্বতবিশেষ; দৈত্যবিশেষ; বক-বিশেষ, কোঁচবক, সপ্তদ্বীপের মধ্যে দ্বীপ-বিশেষ [সপ্তদ্বীপ দেখ]। ক্রুঞ্চ+ক স্বার্থে। সং; পুং। স্ত্রী ক্রৌঞ্চা বা ক্রৌঞ্চী।

ক্রৌঞ্চ-দারক,-দারণ—কার্ত্তিকেয়; পরশুরাম। ৬তৎ। সং; পুং।

ক্রৌঞ্চপদা—পঞ্চবিংশ অক্ষর ছন্দঃ। সং; স্ত্রী।

ক্রৌঞ্চবধূ—বকের স্ত্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ক্রৌঞ্চমিথুন—বকদম্পতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্রৌঞ্চাদন—মৃণাল; পিপ্পলী। ক্রৌঞ্চের অদন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্রৌঞ্চাদনী—পদ্মবীজ। সং; স্ত্রী।

ক্রৌঞ্চারণ্য—জনস্থানের নিকটস্থ অরণ্যবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ক্রৌঞ্চারাতি—কার্ত্তিকেয়; পরশুরাম। ক্রৌঞ্চের অরাতি, ৬তৎ। সং; পুং।

ক্রৌর্য্য—ক্রূরতা, ক্রূর দেখ; ক্রূর+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ক্লম,ক্লমথ—শ্রম, ক্লান্তি। ক্লম (ক্লান্ত হওয়া)+ অল্, অথ ভা। সং; পুং।

ক্লাইভ (লর্ড)—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৭২৫ খৃঃ অব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে

ইনি অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। বিদ্যালয়ে ইনি পাঠোন্নতি করিতে পারেন নাই; কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরে সর্ব্বপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে সকল বালকের অগ্রণী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে ইনি গ্রামের উচ্চতম গির্জ্জার চূড়ায় উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। ইঁহার পিতা এই সকল কারণে ইঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ইঁহাকে দূরে অপসারিত করিবার অভিপ্রায়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি মুহুরির (কেরাণীর) কার্য্য যোগাড় করিয়া দিয়া ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। এদেশের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় ইনি দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্ত পিতার নিকট পত্র লিখিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন। অতঃপর ইনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া বিস্মিত হইলেন। ইনি ভাবিলেন যে, আমার দ্বারা কোন মহৎকার্য্যের সাধন হইবে বলিয়াই আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল না।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম পান। আরকটের নবাবের মৃত্যু হইলে ফরাসী গভর্ণর ঐ পদে চান্দ সাহেবকে এবং ইংরাজেরা মহম্মদ আলীকে মনোনীত করেন। উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ফরাসীরা চান্দ সাহেবের এবং ইংরাজেরা মহম্মদ আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধ উপলক্ষে ক্লাইভ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আরকট অবরোধ এবং চান্দ সাহেবের হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করেন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে এবং ইহার ফলে দক্ষিণদেশে ইংরাজের প্রতিষ্ঠা সম্যক্ বর্দ্ধিত হয়। পরে আরও কতকগুলি যুদ্ধে ক্লাইভ ফরাসিগণকে পরাজিত করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া ইনি লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মান্দ্রাজের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। অন্ধকূপহত্যার সংবাদ মান্দ্রাজে পৌছিলে সেখান হইতে ক্লাইভ সসৈন্যে এবং ওয়াট্‌সন নৌবল লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে কলিকাতা উদ্ধার করেন। পরে চন্দননগর অধিকার করায় নবাবের সহিত ক্লাইভের আবার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময় নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্ত একটা ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, ক্লাইভ সেই ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দেন। আমিনচাঁদ (উমিচাঁদ) নামক ষড়্‌যন্ত্রকারিগণের অন্যতম প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা না দিলে তিনি এই গুপ্তমন্ত্রণার কথা নবাবের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন। ক্লাইভ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু আমিনচাঁদের সহিত এই মর্ম্মে যে চুক্তি হইল, তাহার প্রতিলিপিতে ওয়াট্‌সন স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ক্লাইভ ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। প্রকৃত চুক্তিপত্রে এই টাকা দিবার কোন কথাই রহিল না। এই কথা প্রকাশ হইলে আমিনচাঁদ নৈরাশ্যবশতঃ উন্মাদগ্রস্ত হইলেন (উমিচাঁদ দেখ)। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ হয়। ইংরাজসেনার অধিনায়ক হইয়া ক্লাইভ পলাশীর ক্ষেত্রে একটী আম্রকাননে অবস্থিতি করিলেন। নবাবের সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় অল্প আয়াসেই পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ জয়লাভ করিলেন (সিরাজউদ্দৌলা দেখ)। সিরাজের পরাজয়, পলায়ন ও হত্যার পরে ক্লাইভ মীরজাফরকে বঙ্গের নবাব পদে অধিষ্ঠিত করিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সেখানে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে Baron Clive of Plassey এই সম্মানযুক্ত নাম পাইলেন এবং ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে K. C. B. উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ইহার পরেই ক্লাইভ বাঙ্গালার গভর্ণর ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। ইনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া কোম্পানীর রাজত্ব দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর সম্রাট্ সাহ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান বিনিময়ে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পাওয়াইয়া দিলেন। ইহার ফলে কোম্পানী এই প্রদেশের সমুদয় রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন এবং দেশরক্ষার জন্ত সেনা রাখিবার অধিকার পাইলেন। মুর্সিদাবাদের নবাব "নাজিম" হইয়া কেবল ফৌজদারী বিভাগের কর্ত্তা হইয়া রহিলেন এবং কোম্পানীর নিকট হইতে বার্ষিক ৬০ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ অল্প বেতন পাইতেন এবং নানা অসৎ উপায়ে নিজ নিজ আয় বৃদ্ধি করিতেন। ক্লাইভ ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডে শেষবার প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ইঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে নানা অভিযোগ উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে স্থির হইল যে, কতকাংশে দোষী হইলেও ইংলণ্ডের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ প্রশংসাযোগ্য কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ ও উৎপীড়নজনিত মনোভঙ্গবশতঃ ইনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর আত্মহত্যা করেন।

ক্লান্ত—শ্রান্ত, পরিশ্রম জন্ত অবসন্ন-দেহ; ম্লান। ক্লম (ক্লান্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ক্লান্তি—শ্রম, শ্রান্তি, পরিশ্রম জন্ত দেহের অবসন্নতা। ক্লম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ক্লান্তিনাশ—শ্রান্তিহরণ, শ্রমাপনোদন। ৬তৎ। সং; পু।

ক্লান্তিনাশক—শ্রান্তিহারক, শ্রমলাঘবকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নাশিকা।

ক্লিন্ন—আর্দ্র; ক্লেদযুক্ত। ক্লিদ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্লিন্না।

ক্লিশিত, ক্লিষ্ট—দুঃখিত, ক্লেশপ্রাপ্ত। ক্লিশ (ক্লেশ পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ক্লিশ্যমান—১। যে কষ্ট পাইতেছে। ক্লিশ+শান ক। ২। যাহাকে ক্লেশ দেওয়া হইতেছে। ক্লিশ+শান কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

ক্লিষ্ট—ক্লিশিত দেখ।

ক্লীব—১। নপুংসক, হিজড়ে। ক্লীব (কুণ্ঠিত হওয়া)+ক ক। সং; পু বা ক্লী। ২। পাপ। সং; ক্লী। ৩। বিক্রমহীন, পুরুষত্বহীন; নিষ্ফল, অক্ষম। বিণ; ত্রি।

ক্লীবতা, ক্লীবত্ব—ক্লীবের ভাব, নপুংসকত্ব; পুরুষত্বহীনতা; বিক্রমশূন্যতা; অক্ষমতা; নিষ্ফলত্ব। ক্লীব+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ক্লীবলিঙ্গ—শব্দসংস্কার সিদ্ধার্থ ত্রিবিধ উপায়ের অন্যতম; পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতীত সমস্তই ক্লীবলিঙ্গ; নপুংসক লিঙ্গ। [শব্দের লিঙ্গ ভেদ অর্থানুসারে হয় না। দার, কলত্র ও ভার্য্যা এই তিন শব্দেই স্ত্রী বুঝায়, কিন্তু প্রথমটী পুংলিঙ্গ, দ্বিতীয়টী ক্লীবলিঙ্গ এবং তৃতীয়টী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ]।

ক্লেদ—১। আর্দ্রতা, সমলতা, ক্লিন্নতা। ক্লিদ (ক্লিন্ন হওয়া)+অল্ ভা। ২। মলযুক্ত জল; পূযাদি। ক্লিদ+অল্ ক। সং; পু।

ক্লেদিত—ক্লেদযুক্ত, আর্দ্র। ক্লেদ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্লেদিতা।

ক্লেভারিং—ইনি ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। চারিজন সদস্যের মধ্যে ইনি ও আর দুইজন হেষ্টিংসকে অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা স্থির করিয়া তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন, এবং সকল বিষয়েই হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মত দেওয়ায় হেষ্টিংস্ অনেক দিন পর্য্যন্ত ইচ্ছামত শক্তি পরিচালনা করিতে পারেন নাই।

ক্লেশ—দুঃখ, কষ্ট; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ। ক্লিশ (ক্লেশ পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

ক্লেশিত—১। ক্লেশপ্রাপিত, যাহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ক্লিশ্ (=ক্লেশি)+ক্ত র্ম। ২। ক্লেশযুক্ত, ক্লেশপ্রাপ্ত, ক্লিষ্ট, ব্যথিত। ক্লেশ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্লেশিতা।

ক্লৈব্য—ক্লীবতা, পৌরুষহীনতা, বিক্রমহীনতা; নিষ্ফলত্ব। ক্লীব+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ক্লোম (ক্লোমন্)—পিত্তকোষ; ফুসফুস্; মূত্রাধার। ক্লু+মন্ সংজ্ঞার্থে। সং; ক্লী।

ক্ব—কোথায়। কিম্ শব্দের ৭মীতে। ব্য।

ক্বচন, ক্বচিৎ—কোন স্থানে; কোথাও; কখনও। কিম্ শব্দের ৭মীতে ক্ব, তদুত্তরে চন বা চিৎ। ব্য। [ভা। সং; পু।

ক্বণ—ধ্বনি, শব্দ। ক্বণ (শব্দ করা)+অল্

ক্বণন—১। ধ্বনি, শব্দ; বীণাধ্বনি। ক্বণ (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২ ছোট হাঁড়ি, পাতিল। ক্বণ+অন ক। সং; পু।

ক্বণিত—১। ধ্বনিত। ক্বণ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। ধ্বনি। ক্বণ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ক্বথ—ক্বাথ। ক্বথ্+অল্ র্ম। সং; পু।

ক্বথিত—১। ক্বাথ। সং; ক্লী। ২। অগ্নিপক্ব; কৰ্থিত। ক্বথ (পাক করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্বথিতা।

ক্বাণ—ধ্বনি, শব্দ; বীণাধ্বনি। ক্বণ (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ক্বাথ—১। অগ্নি দ্বারা পাক। ক্বথ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা। ২। সিদ্ধ বস্তুর রস, অগ্নিপক্ব বস্তুর নির্য্যাস। ক্বথ+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

ক্ষ—১। প্রলয়। ক্ষি+ড অধি। ২। ক্ষত্রিয়; রাক্ষস; নৃসিংহ। ক্ষি+ড ক। সং; পু।

ক্ষণ—১। উৎসব। ক্ষণ (বধ করা)+অল্ ভা। ২। কালের অংশবিশেষ, ৩০ পল বা ৪ মিনিট; অতি সূক্ষ্ম কাল; অবকাশ; পর্ব্ব। ক্ষণ+অন্ ক। সং; পু।

ক্ষণকাল—অত্যল্পকাল। ক্ষণই যে কাল, কর্ম্মধা। সং; পু।

ক্ষণজন্মা (—জন্মন্)—শুভক্ষণে জাত, সর্ব্বগুণাক্রান্ত, অসামান্য ক্ষমতাশালী; যেরূপ প্রভাবশালী লোক অল্পই জন্মগ্রহণ করে। ক্ষণে জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

ক্ষণদ—১। জল। সং; ক্লী। ২। গণক, দৈবজ্ঞ। ক্ষণ—দা+ড ক। সং; পু।

ক্ষণদা—রাত্রি, নিশা। ক্ষণ—দা+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষণদাকর—নিশাচর, চন্দ্র। উপ; ক্ষণদা—কৃ+ট ক; অথবা ক্ষণদায় (রাত্রিতে) কর কিরণ যাহার, বহু। সং; পু।

ক্ষণদাচর—নিশাচর, রাক্ষস। উপ; ক্ষণদা—চর+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রী,—চরী।

ক্ষণদ্যুতি—বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়িনী দ্যুতি যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ক্ষণধ্বংসী, ক্ষণবিধ্বংসী (—ধ্বংসিন্)—অত্যল্প কালমধ্যে বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর; অল্পকালস্থায়ী। ক্ষণে (ক্ষণমাত্রে) ধ্বংসী বা বিধ্বংসী, ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—ধ্বংসিনী।

ক্ষণন—বধ, হত্যা। ক্ষণ্ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [বহু। সং; পু।

ক্ষণপ্রকাশ—বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ যাহার,

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়িনী প্রভা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ক্ষণভঙ্গুর—ক্ষণধ্বংসী, ক্ষণস্থায়ী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভঙ্গুরা।

ক্ষণভোগ্য—ক্ষণকাল ব্যাপিয়া ভোগযোগ্য, যাহার ভোগ ক্ষণব্যাপী। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্ষণমাত্র—কেবল, একক্ষণ, অত্যল্প কালমাত্র। ক্ষণ শব্দ+মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। সং; ক্লী।

ক্ষণবিধ্বংসী—ক্ষণধ্বংসী দেখ। বিণ; পু।

ক্ষণবিলম্ব—অত্যল্পকাল দেরী করা। ক্ষণকাল ব্যাপিয়া বিলম্ব, ২তৎ। সং; পু।

ক্ষণস্থায়ী (—স্থায়িন্)—ক্ষণকালস্থিতিশীল, যাহা অত্যল্পমাত্র কাল থাকে। ক্ষণ ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—স্থায়িনী। [ত্রি।

ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী। ক্ষণ+ষ্ণিক। বিণ,

ক্ষণিনী—নিশা, রাত্রি। ক্ষণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষণেক—অত্যল্পকাল, একক্ষণ। [ক্ষণ+এক—নিয়মানুসারে ক্ষণৈক হয়, কিন্তু বঙ্গভাষায় ক্ষণেক পদের বহুপ্রচলন হইয়াছে]।

ক্ষণে ক্ষণে—প্রতিক্ষণ, সময়ে সময়ে। বীপ্সার্থে। দ্বিত্ব। অধিকরণকারক।

ক্ষত—১। বিদ্ধ; দষ্ট; নষ্ট; ভগ্ন; বিদারিত; আহত; নিষ্পিষ্ট; বাধিত। ক্ষণ (বধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষতা। ২। ব্রণ, ঘা; আহত স্থল। সং; ক্লী।

ক্ষতজ—১। রুধির, রক্ত; পূয। উপ; ক্ষত শব্দ—জন+ড ক। সং; ক্লী। ২। যা হইতে উৎপন্ন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষতজা।

ক্ষতবিক্ষত—শরীরের প্রায় সকল স্থানেই আঘাতপ্রাপ্ত (ব্যক্তি); প্রায় সর্ব্বাংশে আঘাতপ্রাপ্ত (শরীর)। দ্বন্দ্ব। বিণ, ত্রি।

ক্ষতব্রত—অবকীর্ণী, ব্রতোল্লঙ্ঘনকারী। ক্ষত (নষ্ট) হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষতব্রতা।

ক্ষতাশৌচ—ক্ষতজন্য দেহের অপবিত্রতা। ক্ষত হেতু অশৌচ, ৫তৎ। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

ক্ষতি—ক্ষয়; হানি; নাশ। ক্ষণ+ক্তি ভা।

ক্ষতিগ্রস্ত—যাহার ক্ষতি হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্তা।

ক্ষতিজনক—ক্ষয়সাধক; হানিকর; নাশোৎপাদক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্ষতিপূরণ—হানির পরিপোষণ, লোকসান পোষাইয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্ষতিবৃদ্ধি—হানি ও লাভ। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

ক্ষত্তা (ক্ষত্তৃ)—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত সন্তান; দাসীপুত্র; বিদুর; দ্বারপাল; সারথি। ক্ষদ (সংবরণ করা)+তৃন্ ক। সং, পু।

ক্ষত্র, ক্ষত্রং—১। ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় বর্ণীয় লোক। ক্ষদ (সংবরণ করা)+ত্র ক। সং; পু। ২। ক্ষত্রিয়জাতি। সং; ক্লী।

ক্ষত্রকর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম; ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রধর্ম—১। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সাহসপুরুষকারাদি। ৬তৎ। ২। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র। সং; পু। [পু।

ক্ষত্রবন্ধু—নীচ বা অপকৃষ্ট ক্ষত্রিয়। ৬তৎ। সং;

ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়—দ্বিতীয় বর্ণ, রাজ্যরক্ষাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী আশ্রমাদি। ক্ষত্র বা ক্ষত্র শব্দ+ইয় স্বার্থে। সং; পু।

ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী—ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

ক্ষত্রিয়ী—ক্ষত্রিয়পত্নী। ক্ষত্রিয়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

ক্ষত্র—ক্ষত্র দেখ।

ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় দেখ।

ক্ষন্তব্য—ক্ষম্য, সহনীয়, ক্ষমা করিবার যোগ্য। ক্ষম (সহা)+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

ক্ষন্তা (ক্ষন্তৃ)—সহিষ্ণু; ক্ষমাশীল। ক্ষম+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ক্ষন্ত্রী।

ক্ষপণ—১। ত্যাগ, উপবাস। ক্ষপ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। নির্লজ্জ। ক্ষপ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষপণা।

ক্ষপণক—বৌদ্ধসন্ন্যাসী; নির্লজ্জ ব্যক্তি; কবিবিশেষ, বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের অন্যতম রত্ন। ক্ষপ+অন ক+কণ্। সং; পু।

ক্ষপণী—ক্ষেপণী, দাঁড়। ক্ষপ্+অনট্ র্ম+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষপা—রাত্রি, নিশা। ক্ষপ (ক্ষেপণ করা)+

ক্ষপাকর—নিশাকর, চন্দ্র। ক্ষপাতে কর যাহার ইতি বহু, অথবা ক্ষপা করে যে ইতি উপ; ক্ষপা—কৃ (করা)+ট ক। সং; পু।

ক্ষপাচর, ক্ষপাট—নিশাচর, রাক্ষস। ক্ষপা—চর বা অট (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

ক্ষপানাথ, ক্ষপাপতি—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষপিত—[illegible], বিনাশিত; দগ্ধ। ণিজন্ত ক্ষপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ক্ষম—১। সমর্থ, যোগ্য; হিত; ক্ষমাপরায়ণ, সহিষ্ণু। ক্ষম+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষমা। ২। যোগ্যতা। ক্ষম্+অল্ ভা। সং; ক্লী। ৩। ক্ষমা কর, মাফ কর। ক্ষম (ধাতু)+[illegible]।

ক্ষমতা—সামর্থ্য, শক্তি ; যোগ্যতা, উপযুক্ততা। ক্ষম+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

ক্ষমতাপন্ন—শক্তিমান্। ক্ষমতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পন্না।

ক্ষমতাবান্ (—বৎ)—সামর্থ্যসম্পন্ন ; সমর্থ, শক্তিমান্। ক্ষমতা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী,—বতী।

ক্ষমতাশালী (—শালিন্)—শক্তিমান্, সামর্থ্যযুক্ত, সমর্থ,ক্ষম। ক্ষমতা+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী,—শালিনী।

ক্ষমা—১। সমর্থা, ইত্যাদি, (ক্ষম দেখ)। বিণ ; স্ত্রী। ২। শান্তি, নিবৃত্তি ; সহিষ্ণুতা ; তিতিক্ষা ; মার্জ্জনা, অপকারীর অপকার করিবার অনিচ্ছা, অজ্ঞকৃত অপরাধের প্রতি উপেক্ষা, মাপ করা। ক্ষম (সহা)+ঙ ভা+আপ্। ৩। পৃথিবী ; দুর্গা। সং ; স্ত্রী। ৪। ক্ষমা করা, মার্জ্জনা করা, মাফ করা। ক, প্র। ক্রি।

ক্ষমাগুণ—ক্ষমা নামক গুণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। [ক্ষমা ও গুণ দেখ]। সং ; পু।

ক্ষমান—ক্ষমা করান। ক, প্র। ক্রি।

ক্ষমাপর—ক্ষমাশীল, মার্জ্জনাকারী, ক্ষমী ; সহনশীল, সহিষ্ণু। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পরা। বিশেষ্যে,—পরতা,—ত্ব।

ক্ষমাপরায়ণ—ক্ষমাশীল, ক্ষমী, মাফ করিতে ইচ্ছুক ; সহিষ্ণু। ক্ষমা হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পরায়ণা। বিশেষ্যে,—পরায়ণতা,—ত্ব।

ক্ষমাপ্রার্থনা—ক্ষমাভিক্ষা, মার্জ্জনা ; যাচ্ঞা, মাফ চাওয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ক্ষমাপ্রার্থী (—প্রার্থিন্)—যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যে মাফ চায়। ক্ষমার প্রার্থী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—প্রার্থিনী। [সং ; স্ত্রী।

ক্ষমাভিক্ষা—ক্ষমাপ্রার্থনা, মাফ চাওয়া। ৬তৎ।

ক্ষমাবান্ (—বৎ)—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ ; সহিষ্ণু। ক্ষমা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ক্ষমাবতী।

ক্ষমাশীল—ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমী। ক্ষমাই শীল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষমাশীলা।

ক্ষমিতা (ক্ষমিতৃ)—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমী। ক্ষম+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ক্ষমিত্রী।

ক্ষমিহ—ক্ষমা করিও। ক্রি। ক, প্র।

ক্ষমী (ক্ষমিন্)—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ; সহিষ্ণু। ক্ষমা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ক্ষমিণী।

ক্ষম্য—ক্ষন্তব্য, ক্ষমাযোগ্য। ক্ষম (সহা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষম্যা।

ক্ষয়—১। হ্রাস ; নাশ, ধ্বংস ; ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্তি ; অন্ত। ক্ষি+অল্ ভা। ২। গৃহ, নিবাসস্থান ; রোগবিশেষ, ক্ষয়কাস ; বৎসরবিশেষ ; কল্পান্ত ; মাসবিশেষ। ক্ষি+অল্ অধি। সং ; পু।

ক্ষয়কর,—জনক—হ্রাসসাধক ; নাশক, ধ্বংসকারক ; ক্রমশঃ ক্ষীণতা-প্রাপক। ৬তৎ। সং বা বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—করী,—জনিকা।

ক্ষয়কাশ,—কাস—যক্ষ্মা রোগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষয়জনক—ক্ষয়কর দেখ।

ক্ষয়থু—কাসরোগ। ক্ষি+অথু ণ। সং ; পু।

ক্ষয়পক্ষ—যে পক্ষে চন্দ্রকলার ক্ষয় হয়, কৃষ্ণপক্ষ। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষয়মাস—সংক্রমণদ্বয়বিশিষ্ট চান্দ্র মাস, মলমাস [এক সৌরমাসের মধ্যে দুইটী অমাবস্যা এবং তিনটী প্রতিপদ্ হইলে তাহাকে ক্ষয় মাস বা মলমাস বলা হয়। এই মাসে ব্রত বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ। ইহা প্রায় আড়াই বৎসর অন্তর ঘটিয়া থাকে]। সং ; পু।

ক্ষয়রোগ—যে রোগে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যক্ষ্মা। ক্ষয়জনক রোগ ; মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষয়রোগী (—রোগিন্)—যক্ষ্মা ব্যাধিগ্রস্ত। ক্ষয়রোগ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী ক্ষয়রোগিণী।

ক্ষয়শীল—ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্তিরূপ স্বভাববিশিষ্ট ক্ষয় শীল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষয়া, ক্ষয়ান—১। ক্ষীণ করা, নষ্ট করা। (অপভ্রংশে খোয়ান)। ক্রি। ২। কৃশ করা। সং।

ক্ষয়িত—ক্ষয়প্রাপ্ত ; নাশিত ; হ্রাসিত। ণিজন্ত ক্ষয় (ক্ষয়ি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্ষয়ী (ক্ষয়িন্)—ক্ষয়শীল, নশ্বর। ক্ষয়+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ক্ষয়িণী।

ক্ষয্য—ক্ষয়যোগ্য। ক্ষি+য র্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্ষর—১। নাশশীল, নশ্বর। ক্ষর+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষরা। ২। জল। সং ; ক্লী। ৩। জলদ, মেঘ। ক্ষর+অল্ অপা। ৪। স্পন্দন, ক্ষরণ ; নাশ। ক্ষর+অল্ ভা। সং ; পু।

ক্ষরণ—ধারাকারে বা বিন্দু বিন্দু করিয়া পতন, দ্রব দ্রব্যের ধীরে ধীরে পতন ; মদ্যাদি স্রবণ। ক্ষর (ক্ষরা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ক্ষরিত—বিগলিত ; বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত। ক্ষর (ক্ষরা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষরিতা।

ক্ষরী (ক্ষরিন্)—১। ক্ষরণবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি। ক্ষর (জল)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ক্ষরিণী। ২। বর্ষাকাল। সং ; পু।

ক্ষব, ক্ষবথু—হাঁচি ; কাসি। ক্ষু (হাঁচা)+অল্, অথু ভা। সং ; পু।

ক্ষাত্র—১। ক্ষত্রিয়সম্বন্ধীয়। ক্ষত্র+ক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষাত্রী। ২। ক্ষত্রিয়ত্ব ; ক্ষত্রিয়কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। ক্ষত্র+ক ভাবে। সং ; ক্লী।

ক্ষান্ত—ক্ষমাপরায়ণ ; বিরত, নিরস্ত, নিবৃত্ত। ক্ষম (সহা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ক্ষান্তি—ক্ষমা ; নিবৃত্তি ; প্রতীক্ষা। ক্ষম (সহা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষাম—বলহীন, দুর্ব্বল ; নীরস ; শুষ্ক ; ক্ষীণ ; রুক্ষ। ক্ষৈ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষামা।

ক্ষার—১। লবণ। সং ; ক্লী। খাঁড়গুড় ; ভস্ম ; কাচ ; লবণরস ; ধূর্ত্ত। ক্ষর (ক্ষরা)+ণ ক। সং ; পু।

ক্ষারক—১। পক্ষীর পিঞ্জর ; মৎস্যাদির খালুই, রজক। ণিজন্ত ক্ষর (=ক্ষারি)+ণক ক। ২। কুঁড়ি, জালি। ক্ষর+ণক ক। সং ; পু। স্ত্রী ক্ষারিকা।

ক্ষারনদী—নরকস্থ নদীবিশেষ। ইহার জল অতীব লবণাক্ত। ক্ষারযুক্তা নদী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষারভূমি—লবণাক্ত স্থলভাগ, লোণা স্থান। ক্ষারযুক্তা ভূমি, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষারমৃত্তিকা—সাজিমাটী। ক্ষারমিশ্রিতা মৃত্তিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষারসমুদ্র—লবণ-সমুদ্র। ক্ষারযুক্ত সমুদ্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষারিকা—রজকী, ধোপানী। ক্ষারক দেখ। ক্ষারক+আপ্। সং ; পু।

ক্ষারিত—অপবাদিত, দূষিত। ণিজন্ত ক্ষর (=ক্ষারি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষারিতা।

ক্ষারী—ক্ষার-আস্বাদ-বিশিষ্ট। বিণ।

ক্ষারোদক—১। লোণা জল ; ক্ষারযুক্ত উদক, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। লবণসমুদ্র। ক্ষারযুক্ত উদক (জল) যাহার,বহু। সং; পু।

ক্ষালন—ধৌতকরণ, ধোয়া। ণিজন্ত ক্ষল (=ক্ষালি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ক্ষালনা—ক্ষালন, ধৌতকরণ। ণিজন্ত ক্ষল (=ক্ষালি)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ক্ষালিত—ধৌত, পরিষ্কৃত। ণিজন্ত ক্ষল (=ক্ষালি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

ক্ষি—বাস ; ক্ষয়। ক্ষি+ডি ভা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষিত—১। বিনষ্ট ; ক্ষয়প্রাপ্ত। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত ক। ২। বিনাশিত। ক্ষি (ক্ষয় করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষিতা।

ক্ষিতি—১। বিনাশ ; ক্ষয়। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া) +ক্তি ভা। ২। পৃথিবী ; বাসস্থান। ক্ষি (বাস করা)+ক্তি অধি। সং ; স্ত্রী।

ক্ষিতিজ—১। ভূমি হইতে জাত। উপ ; ক্ষিতি—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—জা। ২। মঙ্গলগ্রহ ; নরকাসুর। সং ;পু।

ক্ষিতিদেব—ব্রাহ্মণ। ৭তৎ। সং ; পু।

ক্ষিতিধর—নৃপতি ; পর্ব্বত ; অনন্তদেব। উপ ; ক্ষিতি—ধৃ (ধরা)+অন্ ক, অথবা ক্ষিতির ধর (ধারণকারী), ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিতিনাথ, ক্ষিতিপতি—ভূপতি, মহীপাল, নৃপতি, রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিতিপ—রাজা। উপ ; ক্ষিতি—পা (পালন করা)+ড ক। সং ; পু।

ক্ষিতিপতি—ক্ষিতিনাথ দেখ।

ক্ষিতিভৃৎ—ক্ষিতিধর ; পর্ব্বত ; নৃপতি ; অনন্তদেব। উপ ; ক্ষিতি—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

ক্ষিতিরুহ—বৃক্ষ। ক্ষিতি—রুহ (জন্মা)+ক [ক। সং ; পু।

ক্ষিতিবর্দ্ধন—শব, মৃতদেহ। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশ্বর—নৃপতি, রাজা। ক্ষিতির ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিপ—ক্ষেপকারী। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষিপা।

ক্ষিপ্ত—১। অত্যাসক্ত ; উন্মত্ত, পাগল। ক্ষিপ্+ক্ত ক। ২। নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; হত ; বিকীর্ণ। ক্ষিপ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্ষিপ্তনিবাস—ক্ষিপ্তাবাস দেখ।

ক্ষিপ্তাবাস, ক্ষিপ্তনিবাস—উন্মাদরোগগ্রস্তদিগের আশ্রম, পাগলা গারদ (Lunatic Asylum)। ক্ষিপ্তদিগের আবাস বা নিবাস, ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিপ্নু—ক্ষেপণশীল। ক্ষিপ+ক্নু ক। বিণ ; ত্রি।

ক্ষিপ্যমাণ—যাহা ক্ষেপণ করা হইতেছে এরূপ। ক্ষিপ+শান ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মাণা।

ক্ষিপ্র—শীঘ্র, দ্রুত। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+রক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষিপ্রা।

ক্ষিপ্রকরণ—ক্ষিপ্রকারিতা, শীঘ্র কার্য্য করা। ক্ষিপ্র যথা তথা করণ, সুপ্সুপেতি। সং ; ক্লী।

ক্ষিপ্রকারিতা—ক্ষিপ্রকারী দেখ।

ক্ষিপ্রকারী (—কারিন্)—শীঘ্রকারী, দ্রুতকার্য্যসাধক, চট্‌পটে। উপ ; ক্ষিপ্র—কৃ+ণি ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—কারিণী। বি,—তা।

ক্ষিপ্রগামী (—গামিন্)—শীঘ্র গমনশীল, দ্রুতগমনকারী, বেগবান্। উপ ; ক্ষিপ্র—গম+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—গামিনী।

ক্ষিপ্রজব—দ্রুতবেগশালী, অতিবেগে গমনশীল। ক্ষিপ্র (দ্রুত) জব (বেগ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষিপ্রজবা।

ক্ষিপ্রবেগে—অত্যন্ত বেগে, প্রবল বেগে। কর্ম্মধা ; অথবা ক্ষিপ্র বেগ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্ষিপ্রহস্ত—লঘুহস্ত দ্রুতকার্য্যকারী, কার্য্যতৎপর। ক্ষিপ্র হস্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষিপ্রহস্ততা—লঘুহস্ততা, কার্য্যতৎপরতা, শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যসম্পাদনক্ষমতা। ক্ষিপ্রহস্ত শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ক্ষিয়া—ক্ষয়। ক্ষি+ভ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীণ—জীর্ণ ; শীর্ণ ; সূক্ষ্ম ; কৃশ ; দুর্ব্বল ; শুষ্ক। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণকণ্ঠ—১। কৃশ গল, সরু গলা ; দুর্ব্বল কণ্ঠস্বর, অতিমৃদু স্বর। কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী। ২। কৃশগলযুক্ত ; দুর্ব্বল কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট, অতিমৃদুস্বরযুক্ত। ক্ষীণ কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কণ্ঠা,—কণ্ঠী।

ক্ষীণকায়—১। কৃশ দেহ, কাহিল বা দুর্ব্বল শরীর। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। কৃশদেহযুক্ত, দুর্ব্বল শরীরবিশিষ্ট। ক্ষীণ কায় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কায়া।

ক্ষীণচন্দ্র—ক্ষয়প্রাপ্ত চন্দ্র। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষীণজীবী (—জীবিন্)—অল্পপ্রাণ, অতি অল্পে বিনাশশীল। উপ ; ক্ষীণ—জীব+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ক্ষীণজীবিনী।

ক্ষীণতম—বহুর মধ্যে ক্ষীণ, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ। ক্ষীণ+তম বহুর মধ্যে একের আতিশয্য অর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষীণতমা।

ক্ষীণতমঃ (—তমস্)—অল্প অল্প অন্ধকার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ক্ষীণতর—দুয়ের মধ্যে ক্ষীণ, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ক্ষীণ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণতা—কৃশতা ; দুর্ব্বলতা ; সূক্ষ্মতা ; শুষ্কতা। ক্ষীণ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীণদৃষ্টি—১। যাহার দর্শনশক্তি প্রবল নহে, ক্ষীণা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অল্প দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীণপ্রকৃতি—দুর্ব্বলস্বভাব। ক্ষীণা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণবল—যাহার বল ক্ষয় হইয়াছে এরূপ, হীনবল, দুর্ব্বল। ক্ষীণ হইয়াছে বল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষীণবলা।

ক্ষীণবুদ্ধি—স্বল্পবুদ্ধি, অতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবিশিষ্ট। ক্ষীণা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণমতি—স্বল্পবুদ্ধি। ক্ষীণা মতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণশক্তি—১। অত্যল্প ক্ষমতাবিশিষ্ট। ক্ষীণা শক্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অত্যল্প ক্ষমতা। ক্ষীণা যে শক্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীণশ্বাস—১। অতি সামান্য শ্বাস। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। যাহার অল্পমাত্র শ্বাস বহিতেছে, মুমূর্ষু। ক্ষীণ হইয়াছে শ্বাস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষীণশ্বাসা।

ক্ষীণহৃদয়—১। দুর্ব্বল চিত্ত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। দুর্ব্বলচিত্তযুক্ত। ক্ষীণ হৃদয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষীণহৃদয়া।

ক্ষীণালোক—অত্যল্প আলোক, যে আলোকে ভাল দেখা যায় না। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষীব—উন্মত্ত ; মত্ত, মাতাল। ক্ষীব (মত্ত হওয়া)+ক্ত ক, নিপাতনে। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীয়মাণ—নাশ্যমান, যাহার ক্ষয় করা হইতেছে। ক্ষি+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীর—১। জল ; দুগ্ধ। ঘস (ভোজন করা)+ঈরন্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। খুব ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া দুধ। দেশজ। সং।

ক্ষীরকণ্ঠ—অপোগণ্ড বালক, যাহার গলা টিপিলে দুধ বাহির হয়। ক্ষীর (দুগ্ধ) কণ্ঠে যাহার, বহু। সং ; পু।

ক্ষীরজ—১। দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন। ক্ষীর (দুগ্ধ)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষীরজা। ২। দধি। সং ; ক্লী।

ক্ষীরধেনু—১। ক্ষীররচিতা ধেনু [দুগ্ধ ঘন করিয়া তদ্দ্বারা ধেনুর আকার নির্ম্মাণপূর্ব্বক দান করা হয়]। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বহুদুগ্ধদাত্রী ধেনু। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীরনীর—১। দুগ্ধ ও জল। দ্বন্দ্ব। ২। ক্ষীরনীরের ন্যায় অভিন্নভাবে মিশ্রণ ক্রিয়া ; আলিঙ্গন সমাহার দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

ক্ষীরপ—দুগ্ধপায়ী, স্তন্যপায়ী। ক্ষীর শব্দ (দুগ্ধ)—পা (পান করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীরপলাণ্ডু—সাদা পেঁয়াজ। ক্ষীর বর্ণ যে পলাণ্ডু, মপা কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষীরপুলি—ক্ষীরের পুর দেওয়া পুলিপিঠা ; তদাকার সন্দেশ। দেশজ। সং।

ক্ষীরমোহন—ভিতরে ক্ষীরের পুর দেওয়া উপরে মিছরির ছিটান একপ্রকার রসগোল্লা। দেশজ। সং

ক্ষীরবারিধি—ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীরপূর্ণ যে বারিধি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষীরশর—দুধের শর। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষীরশর্করা—দুগ্ধ শর্করা (sugar of milk)। মপা কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীরশা, ক্ষীরসা—ক্ষীর (ঘন আওটান দুধ) হইতে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। দেশজ। সং।

ক্ষীরসমুদ্র—পুরাণোক্ত দুগ্ধময় সাগরবিশেষ। ক্ষীরপূর্ণ যে সমুদ্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দেবতা ও দানবগণ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, পারিজাত, চন্দ্র, লক্ষ্মী প্রভৃতির উৎপত্তি হয় ; শেষে ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ ঘট লইয়া উত্থিত হন। বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেবগণকে এই অমৃত পান করান]।

ক্ষীরসর—১। দুধের সর। ৬তৎ। ২। ঘন আওটান দুধ এবং দুধের সর। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

ক্ষীরসা—ক্ষীরশা দেখ।

ক্ষীরসার—নবনীত, ননি, মাখন ; আমিক্ষা, ছানা। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষীরস্বামী (—স্বামিন্)—অমরটীকাকার শাব্দিক জনৈক পণ্ডিত। অনুমান, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সময়ে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। সং ; পু।

ক্ষীরা, ক্ষীরাই—শশা। হিন্দী। সং।

ক্ষীরাব্ধি—পুরাণোক্ত দুগ্ধময় সাগরবিশেষ ; ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীরময় যে অব্ধি (সমুদ্র), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষীরাব্ধিজ—চন্দ্র। উপ; ক্ষীরাব্ধি—জন (জন্মা) +ড ক। সং; পু।

ক্ষীরাব্ধিজা—লক্ষ্মী। উপ; ক্ষীরাব্ধি—জন (জন্মা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষীরাব্ধিতনয়া—লক্ষ্মী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ক্ষীরিকা—ক্ষীরা, শশা। ক্ষীর শব্দ+কণ্ অস্ত্যর্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষীরিণী—দুগ্ধবতী (গবী)। ক্ষীর (দুগ্ধ)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষীরী (ক্ষীরিন্)—১। দুগ্ধবিশিষ্ট। ক্ষীর আছে ইহার বা ইহাতে এই অর্থে ক্ষীর+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী ক্ষীরিণী। ২। বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, আকন্দ, শশা, সোমলতা প্রভৃতি বৃক্ষ, যাহাদের ক্ষীর (অর্থাৎ আটা) আছে। ক্ষীর+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

ক্ষীরোদ—ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীর হইয়াছে উদ (জল) যাহার, বহু। সং; পু।

ক্ষীরোদক—ক্ষীরোদ, ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীরই উদক যাহার, বহু। সং; পু।

ক্ষীরোদক বাস—নারায়ণ, বিষ্ণু। ক্ষীরোদকই বাস যাঁহার, বহু। সং; পু।

ক্ষীরোদতনয়া—লক্ষ্মী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ক্ষীরোদনন্দন—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—ইনি ১২৭০ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ কলিকাতায় আসেন, এবং এখানে এম, এ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। অনন্তর ইনি জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। এই সময়ে ইনি থিয়েটারের জন্য নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার আলিবাবা নাটক এই সময়েই লিখিত হয়। অতঃপর ইনি অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করেন এবং তখন হইতে থিয়েটারে যোগদান করিয়া অনেকগুলি নাটক প্রণয়ন করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ;—আলিবাবা, প্রমোদরঞ্জন, সাবিত্রী, সপ্তম-প্রতিমা, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, রঞ্জাবতী, পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, নারায়ণী, নন্দকুমার, চাঁদবিবি, পলিন, দাদা ও দিদি। ইনি ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে "অলৌকিক রহস্য" নামে একখানি মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে উহা উঠিয়া যায়। অতঃপর ইনি ৫০০্ শত টাকা বেতনে ম্যাডান থিয়েটারে যোগদান করেন। এরূপ বেতন এদেশে কোন নাট্যকার পান নাই। তত্ত্ববিদ্যা (Theosophy) প্রচারে এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান্। বাং ১৩৩৪ সালের ১৮ই আষাঢ় রবিবার রাত্রি ২॥০ টার সময়ে (ইংরাজী হিসাবে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই প্রাতে) এই মনীষীপুরুষ পরলোক গমন করেন। তবে কথা এই যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ মরিয়াও মরেন নাই। কারণ ইনি পূর্ব্বোক্ত এবং আলমগীর, গুহামুখে, নিবেদিতা, নরনারায়ণ প্রভৃতি যে সমস্ত অমূল্য গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

ক্ষুঁয়া—ক্ষুমা, রেশম বা রেশমী কাপড়; পাট বা পাটের কাপড়, চট। দেশজ। সং।

ক্ষুঁয়া-তাঁতি—যে তাঁতি চট প্রভৃতি মোটা কাপড় বুনে। দেশজ। সং।

ক্ষুণ্ণ—আহত; অভ্যস্ত; কুণ্ঠিত; ক্ষুব্ধ, দুঃখিত; চূর্ণীকৃত; প্রহত, মাড়ান; নিপুণ; দক্ষ। ক্ষুদ (পেষণ করা, কোদা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুণ্ণা।

ক্ষুৎ—হাঁচি। ক্ষু (হাঁচা)+কিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

ক্ষুৎ (ক্ষুধ্)—ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা। ক্ষুধ+কিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

ক্ষুত—হাঁচি। ক্ষু+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ক্ষুৎক্ষাম—ক্ষুধায় ক্ষীণ বা কাতর। ৩তৎ বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুৎক্ষামা।

ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ—ক্ষুধাহেতু ক্ষীণকণ্ঠ। ক্ষুৎক্ষাম কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ক্ষুৎপিপাসা—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী

ক্ষুৎপিপাসাতুর, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত—ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর। ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা আতুর বা আর্ত্ত দ্বন্দ্ব ও ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত—ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর দ্বন্দ্ব ও ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পীড়িতা।

ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত—ক্ষুৎপিপাসাতুর দেখ।

ক্ষুৎপিপাসিত—ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত। ক্ষুৎপিপাসা+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

ক্ষুৎপীড়িত—ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধাতুর, ক্ষুধিত। ৩তৎ বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুৎপীড়িতা।

ক্ষুদ, খুদ—১। তণ্ডুলকণা, ভাঙ্গা চাউল, আগালে। সং। ২। ক্ষুদ্র, ছোট, দেশজ; বিণ।

ক্ষুদিয়া (ক্ষুদে), খুদিয়া (খুদে)—ক্ষুদ্র, ছোট, সামান্য। দেশজ। বিণ।

ক্ষুদ্বোধ—ক্ষুধার উদ্রেক, ক্ষুধা পাওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষুদ্র—ছোট; অল্প; নীচ; দরিদ্র। ক্ষুদ্+রক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুদ্রা। বি,—তা,—ত্ব।

ক্ষুদ্রক—১। অতিক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুদ্রকা। ২। তোলা পরিমাণ, একতোলা; শাকবিশেষ, ক্ষুদ্র সুনী; সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিতের পুত্র; ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ, ইহারা যে দেশে বাস করে, তাহাকে ক্ষৌদ্রক বলে। সং; পু। ৩। ক্ষুদ্র প্রহরণবিশেষ। সং; ক্লী।

ক্ষুদ্রকম্বু—শম্বুক, শামুক; গগুলি বা গুগলি, গেঁড়ী। কর্ম্মধা। সং; পু।

ক্ষুদ্রকায়—১। ছোট শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ছোট দেহবিশিষ্ট। ক্ষুদ্র কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি স্ত্রী ক্ষুদ্রকায়া।

ক্ষুদ্রকায়া—১। ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্টা। ক্ষুদ্র হইয়াছে কায় যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। ছোট দেহ। বাং অসাধু শব্দ। [স্ত্রী।

ক্ষুদ্রঘণ্টিকা—কিঙ্কিণী, ঘুঙুর। কর্ম্মধা। সং;

ক্ষুদ্রচন্দন—রক্তচন্দন কর্ম্মধা। সং; পু।

ক্ষুদ্রতম—অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র+তম অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুদ্রতমা।

ক্ষুদ্রতর—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুদ্রতরা।

ক্ষুদ্রতা, ক্ষুদ্রত্ব—ক্ষুদ্রের ভাব। ক্ষুদ্র দেখ। ক্ষুদ্র+তা, ত্ব ভাবার্থে। যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ক্ষুদ্রনাসিক—যাহার নাক ছোট এরূপ, খাঁদা। ক্ষুদ্র নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুদ্রনাসিকা।

ক্ষুদ্রনাসিকা—১। ছোট নাক। ক্ষুদ্রা যে নাসিকা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। যে স্ত্রীলোকের নাক ছোট। ক্ষুদ্রা নাসিকা যে স্ত্রীর, বহু। বিণ, স্ত্রী। ক্ষুদ্রনাসিক দেখ।

ক্ষুদ্র প্রাণ—অল্পপ্রাণ, সহজেই বিনাশশীল। ক্ষুদ্র প্রাণ যার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুদ্রপ্রাণা।

ক্ষুদ্রবৃহৎ—ছোটবড়। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

ক্ষুদ্রসুবর্ণ—পিত্তল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ক্ষুদ্রা—১। অল্পা, ইত্যাদি। ক্ষুদ্র দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মধুমক্ষিকা; মাছি; বেশ্যা, নটী। সং; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রাক্ষ—হস্তী। ক্ষুদ্র অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহু। সং; পু।

ক্ষুদ্রামলক—কাঠ আমলা। ক্ষুদ্র যে আমলক। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ক্ষুদ্রায়তন—অল্প বিস্তৃতিবিশিষ্ট, যাহার বিস্তার কম; ক্ষুদ্রগৃহবিশিষ্ট। ক্ষুদ্র আয়তন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুদ্রায়তনা।

ক্ষুদ্রাশয়—নীচাশয়, ছোট অন্তরবিশিষ্ট; কৃপণ। ক্ষুদ্র হইয়াছে আশয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্ত্রী ক্ষুদ্রাশয়া। বিশেষ্যে ক্ষুদ্রাশয়তা,—ত্ব।

ক্ষুধ্—ক্ষুৎ (২) দেখ।

ক্ষুধা—বুভুক্ষা, ভোজনেচ্ছা; লালসা, ইচ্ছা। ক্ষুধ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষুধাকর—ভোজনেচ্ছার উৎপাদক, অগ্নিবর্দ্ধক। উপ; ক্ষুধা—কৃ+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রী।

ক্ষুধাজনক—ক্ষুধাকর (তাহা দেখ)। ক্ষুধার জনক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুধাজনিকা।

ক্ষুধাতুর—ক্ষুধাপীড়িত, অত্যন্ত ক্ষুধিত। ক্ষুধা দ্বারা আতুর,৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রা।
ক্ষুধাতৃষ্ণা—ক্ষুৎপিপাসা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।
ক্ষুধানিবৃত্তি—ক্ষুধার শান্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
ক্ষুধান্বিত—ক্ষুধার্ত, ক্ষুধিত, বুভুক্ষিত। ক্ষুধা দ্বারা অন্বিত,৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।
ক্ষুধাভিজনন—ক্ষুধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক। ক্ষুধার অভিজনন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
ক্ষুধামান্দ্য—ক্ষুধার অল্পতা, অল্প ক্ষুধা বোধ, উপযুক্ত ক্ষুধার অভাব। ৬তৎ। সং; ক্লী।
ক্ষুধার্ত—ক্ষুধায় কাতর, অত্যন্ত ক্ষুধিত। ক্ষুধা দ্বারা ঋত (যুক্ত) বা আর্ত (পীড়িত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুধার্তা।
ক্ষুধাশান্তি—ক্ষুন্নিবৃত্তি; ভোজনেচ্ছার নিবারণ ভোজন, খাওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
ক্ষুধাসঞ্চার—ক্ষুধার উদ্রেক, ক্ষুদ্বোধ হওয়া। ক্ষুধার সঞ্চার, ৬তৎ। সং; পু।
ক্ষুধিত—বুভুক্ষিত, ভোজনের ইচ্ছাযুক্ত, ক্ষুধার্ত। ক্ষুধ+ক্ত ক; অথবা ক্ষুধা+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুধিতা।
ক্ষুন্নিবৃত্তি—ক্ষুধার শান্তি। ক্ষুধের নিবৃত্তি, ৬তৎ। (ক্ষুৎ+নিবৃত্তি)। সং; স্ত্রী।
ক্ষুপ—ক্ষুদ্র শাখাযুক্ত বৃক্ষ, গুল্ম; দ্বারকার পশ্চিমস্থিত পর্ব্বতবিশেষ; কৃষ্ণের সত্যভামা-গর্ভসম্ভূত পুত্র; সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর পিতা। ক্ষু (হাঁচা)+পক্ ক। সং; পু।
ক্ষুব্ধ—১। ভয়প্রাপ্ত; ক্ষোভপ্রাপ্ত; দুঃখিত, কাতর; বিচলিত। ক্ষুভ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুব্ধা। ২। মন্থনদণ্ড; রতিবন্ধবিশেষ। ক্ষুভ্+ক্ত ণ। সং; পু।
ক্ষুভিত—দুঃখিত; ক্ষোভপ্রাপ্ত; বিচলিত; ব্যাকুলিত। ক্ষুভ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
ক্ষুমা—অতসীবৃক্ষ, মসীনা গাছ; শণ; পাট; নীলগাছ; রেশম। ক্ষু+মক্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
ক্ষুর—নাপিতাস্ত্র; চুল কামাইবার অস্ত্র; অশ্বগবাদির পায়ের খুর; খট্টাদির পায়া। ক্ষুর্ (বিলেপন)+ক ক। সং; পু।
ক্ষুরকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—ক্ষৌর, কামান। ৬তৎ। সং; ক্লী।
ক্ষুরধান—ক্ষুরভাঁড়। ক্ষুর শব্দ—ধা (ধারণ করা) +অনট্ অধি। সং; ক্লী।
ক্ষুরধানী—ক্ষুরভাঁড়। ক্ষুরধান+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ক্ষুরধার—১। ক্ষুরের ধার। ৬তৎ। সং; পু। ২। ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ধারাল। ক্ষুরের ধারের ন্যায় ধার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুরধারা। ৩। নরকবিশেষ। সং; পু।
ক্ষুরপত্র—১। বাণ। ক্ষুরের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। সং; পু। ২। ক্ষুরবৎপত্রযুক্ত (শরবাণাদি)। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পত্রা।
ক্ষুরপা, ক্ষুরপো—ঘাস ছুলিবার অস্ত্র। ক্ষুরপ্র শব্দের অপভ্রংশ।
ক্ষুরপ্র—খুরপো, ঘাসচ্ছেদনাস্ত্র; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ। ক্ষুর—প্রথ+ড ক। সং; পু।
ক্ষুরিণী—নাপিতানী। ক্ষুরী (১) দেখ। সং; স্ত্রী।
ক্ষুরী (ক্ষুরিন্)—নাপিত; ক্ষুরবিশিষ্ট পশু। ক্ষুর+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।
ক্ষুরী—১। ছুরিকা, ছুরী। ক্ষুর+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। মাটির ছোট কটোরা। দেশজ। সং।
ক্ষুল্ল—লঘু; কনিষ্ঠ; ক্ষুদ্র; অল্প। ক্ষুদ (পেষণ করা)+ক্বিপ্ ভা=ক্ষুদ্; ক্ষুদ্—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুল্লা।
ক্ষুল্লক—ক্ষুল্ল (সকল অর্থে)। ক্ষুল্ল+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষুল্লকা।
ক্ষুল্লতাত—পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া, কাকা। কর্ম্মধা। সং; পু।
ক্ষেত—শস্যভূমি, জমি। ক্ষেত্র শব্দের অপভ্রংশ।
ক্ষেত-খামার, ক্ষেত-খোলা—চাষ আবাদের জমি জায়গা। দেশজ। সং।
ক্ষেতপাপড়া—ক্ষেত্রপর্পট। দেশজ। সং।
ক্ষেতি, ক্ষেতী—ক্ষেত্রকর্ম্ম, কৃষিকার্য্য, চাষ আবাদ। হিন্দী। সং।
ক্ষেত্র—(জ্যামিতিতে) ভূম্যাকৃতি; ক্ষেত, ভূমি; মাঠ; ময়দান; স্থল; ইন্দ্রিয়; শরীর; কলত্র; সিদ্ধস্থান। ক্ষি (বাস করা ইত্যাদি)+ষ্ট্রন্ অধি। সং; ক্লী।
ক্ষেত্রকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—ক্ষেত্রের কাজ,কৃষিকার্য্য, চাষ আবাদ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
ক্ষেত্রজ—১। স্বপত্নীতে অন্য পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত পুত্র। সং; পু। ২। ক্ষেত হইতে উৎপন্ন। উপ; ক্ষেত্র—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষেত্রজা।
ক্ষেত্রজ্ঞ—১। জীবাত্মা; কামুক জন। ক্ষেত্র (শরীর)—জ্ঞা (জানা)+ড ক। সং; পু। ২। কৃষক; বিদগ্ধ, নিপুণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষেত্রজ্ঞা।
ক্ষেত্রতত্ত্ব—ক্ষেত্রসমূহের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিষয়ক শাস্ত্র, জ্যামিতি (Geometry)। ক্ষেত্রের তত্ত্ব আছে যাহাতে,বহু। সং; ক্লী।
ক্ষেত্রপতি—কৃষক; ক্ষেত্রপাল; রুদ্র। ৬তৎ। সং; পু। [যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।
ক্ষেত্র-পর্পট,—পর্পটী—ক্ষেতপাপড়া গাছ। সং;
ক্ষেত্রপাল—ক্ষেত্রের রক্ষক; দেবতাবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।
ক্ষেত্রফল—ক্ষেত্রের ফল (শস্যাদি); ক্ষেত্রান্তর্গত স্থানের পরিমাণফল, ভূমির কালি (Area)। ৬তৎ। সং; ক্লী।
ক্ষেত্রভূমি—১। যে বাহুর উপরি ক্ষেত্রটী অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহাকে ভূমি কহে; ক্ষেত্রটী যে ভূমির উপরে অবস্থিত বলিয়া কল্পিত হয় তাহাকে ক্ষেত্রভূমি বলে। ক্ষেত্রের (জ্যামিতিনির্দ্দিষ্ট ত্রিভুজাদি ক্ষেত্রের) ভূমি (আধারভূত বাহু), ৬তৎ। ২। যে জমিতে চাষ দেওয়া যায়। ক্ষেত্র (কর্ষণযোগ্য) ভূমি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।
ক্ষেত্রভেদ—ক্ষেত্রবিশেষ; ক্ষেত্র-খনন-কার্য্য।
ক্ষেত্রযমানিকা—বন যোয়ান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
ক্ষেত্রবিৎ (—বিদ্)—ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা। ক্ষেত্র (শরীর)—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।
ক্ষেত্রাজীব—কৃষিজীবী, কৃষক। ক্ষেত্র হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।
ক্ষেত্রাধিকারী (—কারিন্)—ক্ষেত্রস্বামী, ভূস্বামী, জমির মালিক বা ক্ষেত্রের অধিকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—কারিণী।
ক্ষেত্রাধিদেবতা—ক্ষেত্রের অধিদেবতা, তীর্থবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
ক্ষেত্রাধিপ—ভূম্যধিকারী; ক্ষেত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা; মেষাদি দ্বাদশ রাশির অধিপতি মঙ্গলাদিগ্রহ। [জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে, মেষাদি দ্বাদশ রাশি যথাক্রমে মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, শনি ও বৃহস্পতির ক্ষেত্র]। ক্ষেত্রের অধিপ, ৬তৎ। সং; পু।
ক্ষেত্রামলকী—ভুঁইআমলা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [অস্ত্যর্থে। সং; পু।
ক্ষেত্রিক—ক্ষেত্রস্বামী। ক্ষেত্র শব্দ+ঠিক
ক্ষেত্রিয়—১। পরদারানুরক্ত পুরুষ; অসাধ্য রোগ। ক্ষেত্র+ইয় প্রত্যয়। সং; পু। ২। ক্ষেত্রোদ্ভূত তৃণ। সং; ক্লী। ৩। ক্ষেত্রসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষেত্রিয়া।
ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রিন্)—১। ক্ষেত্রস্বামী। ক্ষেত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ক্ষেত্রিণী। ২। পতি, স্বামী। সং; পু। ৩। ক্ষত্রিয় জাতি। দেশজ। সং।
ক্ষেপ—১। চালন; লঙ্ঘন; গর্ব্ব; বিলম্ব; যাপন; লেপন; নিক্ষেপ; প্রেরণ। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। বার, দফা; স্থানান্তর হইতে ক্রয় বিক্রয়ের কারবার। দেশজ। সং।
ক্ষেপক—ক্ষেপণকারী। ক্ষিপ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষেপিকা।
ক্ষেপণ—যাপন; প্রেরণ; নিক্ষেপ। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
ক্ষেপণি, ক্ষেপণিকা—একপ্রকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র; ক্ষেপলা জাল; দাঁড়; থজি। ক্ষেপণি=ক্ষিপ+অনি ণ। ক্ষেপণিকা=ক্ষেপণী কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।
ক্ষেপণিক—দাঁড়ী। ক্ষেপণি (দাঁড়)+ঠিক।

ক্ষেপণিকা—ক্ষেপণি দেখ।

ক্ষেপণী—একপ্রকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র; ক্ষেপলা জাল; দাঁড়; খজি; বন্দুকের গুলি, বাঁটুল, ঢিল প্রভৃতি ক্ষিপ্ত হইলে যে বক্রপথে গমন করে (Parabola)। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা) + অনট্ র্ম + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষেপণীয়—১। ক্ষেপণযোগ্য; ক্ষেপণসাধ্য। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা) + অনীয় র্ম। বিণ ত্রি। স্ত্রী ক্ষেপণীয়া। ২। ভিন্দিপাল; খড়্গ; ক্ষেপণের অস্ত্র; বাণ। সং; ক্লী।

ক্ষেপলা—যাহা ছড়াইয়া ফেলিতে হয় এরূপ (জাল)। দেশজ। বিণ।

ক্ষেপহি—ক্ষেপণ বা যাপন করে। ক্রি। প্রা, ক।

ক্ষেপা—১। ক্ষিপ্ত, উন্মাদ, বাতুল; পাগল বা পাগলা। বিণ বা সং। ২। ক্ষিপ্ত হওয়া, পাগল হওয়া; ক্ষেপণ করা, যাপন করা। দেশজ। ক্রি। [করা, রাগান। দেশজ। ক্রি।

ক্ষেপান—ক্ষিপ্ত করা, পাগল করা; ক্রোধোন্মত্ত

ক্ষেপিষ্ঠ—অতি ক্ষিপ্রগামী। ক্ষিপ্র + ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষেপিষ্ঠা।

ক্ষেপীয়ান্ (ক্ষেপীয়স্)—অতি ক্ষিপ্রগামী। ক্ষিপ্র + ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ক্ষেপীয়সী।

ক্ষেপ্তা (ক্ষেপ্তৃ)—ক্ষেপণকর্তা, ক্ষেপক, নিক্ষেপকারী। ক্ষিপ + তৃণ্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ক্ষেপ্ত্রী।

ক্ষেম—১। কল্যাণ, মঙ্গল, শুভ। ক্ষি + ম ক। সং; পু বা ক্লী। ২। লব্ধবস্তু রক্ষা। ক্ষি + ম ভা। সং; ক্লী। ৩। শুভবিশিষ্ট। ক্ষেম শব্দ + অ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষেমা।

ক্ষেমকার, ক্ষেমকৃৎ—মঙ্গলজনক; সুখদায়ক। ক্ষেম—কৃ + ষণ্, কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

ক্ষেমঙ্কর—মঙ্গলজনক; সুখদায়ক। ক্ষেম (মঙ্গল) — কৃ (করা) + খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষেমঙ্করা, ক্ষেমঙ্করী।

ক্ষেমঙ্করী—১। মঙ্গলজনিকা; সুখদায়িকা। ক্ষেমঙ্কর দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মঙ্গলদাত্রী দেবীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ক্ষেমদর্শী (—দর্শিন্)—১। মঙ্গলদ্রষ্টা। ক্ষেম দর্শন করে যে ইতি উপ; ক্ষেম (মঙ্গল) — দৃশ + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ক্ষেমদর্শিনী। ২। কোশলাধিপতি নৃপতিবিশেষ। সং; পু।

ক্ষেমধূর্ত্ত—কেকয়দেশাধিপতি জনৈক নৃপ। পু।

ক্ষেমমূর্ত্তি—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। পু।

ক্ষেমবান্ (—বৎ)—মঙ্গলবিশিষ্ট, কুশলী। ক্ষেম (মঙ্গল) + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ক্ষেমবতী।

ক্ষেমানন্দ দাস—কেতকা দাস দেখ। [সং।

ক্ষেয়া—ক্ষেপ, প্রেরণ, চালন। (খেয়া দেখ)।

ক্ষৈত্র—ক্ষেত্রসমূহ। ক্ষেত্র + অ সমূহার্থে। সং; ক্লী।

ক্ষৈরেয়—ক্ষীরসম্বন্ধীয়; ক্ষীরসংস্কৃত। ক্ষীর + ঢেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষৈরেয়ী।

ক্ষোড়—গজবন্ধনী, হাতী বাঁধিবার শিকলাদি; আলান। ক্ষুড্ + অল্ ণ। সং; পু।

ক্ষোণি, ক্ষোণী, ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—পৃথিবী। ক্ষু (হাঁচা) + ণি ক। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। বিকল্পে বৃদ্ধিজন্য রূপচতুষ্টয় হইয়াছে। সং; স্ত্রী।

ক্ষোদ—১। পেষণপাত্র। ক্ষুদ্ + অল্ অধি। ২। ক্ষুদ; চূর্ণ, গুঁড়া। ক্ষুদ্ + অল্ র্ম। ৩। পেষণ; চূর্ণন। ক্ষুদ্ + অল্ ভা। সং; পু। ৪। স্বয়ং, নিজ, আপনি। বৈদেশিক।

ক্ষোদক্ষম—পেষণযোগ্য; বিচারসহ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষোদক্ষমা।

ক্ষোদন—চূর্ণন, পেষণ; উৎকীর্ণকরণ, খোদাই করা। ক্ষুদ + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ক্ষোদিত—চূর্ণিত; পিষ্ট; উৎকীর্ণ, খোদাই করা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ক্ষুদ (—ক্ষোদি) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষোদিতা।

ক্ষোভ—আঘাত; স্খলন; বাধা; ধর্ষণ; উদ্বেগ; দুঃখ, মনস্তাপ। ক্ষুভ (ক্ষুব্ধ হওয়া) + অল্ ভা। সং; পু।

ক্ষোভণ—কন্দর্পের বাণবিশেষ; সাধ্যপুরুষ; শিব; বিষ্ণু। ণিজন্ত ক্ষুভ (=ক্ষোভি) + অন ক। সং; পু।

ক্ষোভিত—চালিত; আন্দোলিত; আলোড়িত; ধর্ষিত; ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত। ণিজন্ত ক্ষুভ (=ক্ষোভি) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—ক্ষোণি দেখ।

ক্ষৌণীপ্রাচীর—১। সমুদ্র। ক্ষৌণী (পৃথিবী) হইয়াছে প্রাচীর যাহার, বহু। ২। পৃথ্বীর আবরণ। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষৌণীভুক (—ভুজ্)—রাজা। উপ; ক্ষৌণী —ভুজ (ভোগ করা) + কিপ্ ক। সং; পু।

ক্ষৌণীবিদ্যা—ভূতত্ত্ববিদ্যা (Geology)। ক্ষৌণী বিষয়িণী যে বিদ্যা, মধ্য কর্মধা। সং; স্ত্রী।

ক্ষৌণীশ—ভূপতি, রাজা। ক্ষৌণির বা ক্ষৌণীর ঈশ; ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষৌদ্র—১। মধু; জল। ক্ষুদ্রা শব্দ (মধুমক্ষিকা, ইত্যাদি) + অ। সং; ক্লী। ২। ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রা সম্বন্ধীয়। ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রা + অ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষৌদ্রী। [ক্লী।

ক্ষৌদ্রপটল—মধুক্রম, মৌচাক। ৬তৎ। সং;

ক্ষৌদ্রেয়—১। ক্ষুদ্রাসম্বন্ধীয়। ক্ষুদ্রা + ঢেয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী। ক্ষৌদ্রেয়ী। ২। মোম। সং; ক্লী।

ক্ষৌম—১। অতসীনাসূত্রনির্ম্মিত; ক্ষুমানির্ম্মিত, রেশমী। ক্ষুমা + অ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষৌমী। ২। দুকূল, রেশমী বস্ত্র। সং; পু বা ক্লী। ৩। পট্টবস্ত্র; শণ। সং; ক্লী। ৪। প্রাসাদ। ক্ষু (হাঁচা) + মন্ ক + তদুত্তরে অ। সং; ক্লী।

ক্ষৌর—ক্ষুরকর্ম্ম, কামান। ক্ষুর + অ। সং; ক্লী।

ক্ষৌরি, ক্ষৌরী—ক্ষুরকর্ম্ম, কামান। দেশজ। সং।

ক্ষৌরিক—ক্ষুরকর্ম্মকারক, নাপিত। ক্ষুর + ষ্ণিক। সং; পু।

ক্ষৌরী—১। ক্ষুর। ক্ষুর + অ স্বার্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। ক্ষৌরি দেখ।

ক্ষ্মা—সর্ব্বংসহা, পৃথিবী। ক্ষী + ম্ন অধি + আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষ্মাধর—অনন্তদেব; পর্ব্বত; রাজা। ক্ষ্মা (পৃথিবী) — ধৃ + অন্ ক; অথবা ক্ষ্মার ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষ্মাপতি—ভূপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষ্মাভৃৎ—অনন্তদেব; পর্ব্বত; রাজা। ক্ষ্মা (পৃথিবী) — ভৃ + কিপ্ ক। সং; পু।

ক্ষ্বেড়—১। বিষ, গরল। সং; ক্লী। ২। সিংহনাদ; ধ্বনি। ক্ষ্বিড় + অল্ ভা। সং; পু। ৩। অশ্লীল, কুৎসিত, কদর্য্য; নিষ্ঠুর; কুটিল। ক্ষ্বিড় + অন্ ক। বিণ; ত্রি।

ক্ষ্বেড়া—১। অশ্লীলা ইত্যাদি। ক্ষ্বেড় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্লীল গীত, খেঁউড়; ধ্বনি; সিংহনাদ; বংশশলাকা। ক্ষ্বিড় + ঙ ভা + আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষ্বেড়িত—বীরপুরুষদিগের সিংহনাদ। ক্ষ্বিড় (শব্দ করা) + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ক্ষ্বেলন—সঞ্চালন। ক্ষ্বেল (সঞ্চালিত করা) + অনট্ ভা। সং; পু।

ক্ষ্বেলা, ক্ষ্বেলী—খেলা; চালন। ক্ষ্বেল + ঙ ভা + আপ্ ২য় পক্ষে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষ্বেলিত—সঞ্চালিত; চালিত। ক্ষ্বেল (সঞ্চালন করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ক্ষ্বেলিতা।

খ—১। দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। খন (বিদারণ করা) + ড ক। সং; পু। ২। সূর্য্য। খন + ড ক। সং; পু। ৩। আকাশ; শূন্য। সং; ক্লী। ৪। স্বর্গ; সুখ। খকখ (হাস্য করা) + ড ক। ৫। ইন্দ্রিয়। খদ (স্থির হওয়া) + ড ক। ৬। পুর, নগর। খট (সংবরণ করা) + ড র্ম। ৭। ব্রহ্ম। সং; ক্লী। ৮। দেহ। খর্ব্ব (গর্ব্ব করা) + ড ক। সং।

খই, খৈ—লাজ, ভৃষ্ট ধান্য, ভাজা ধান। দেশজ। সং।

খইন, খৈন—গভীর বা গভীরতা। হিন্দী।

খইয়া, খৈয়া—খইতুল্য; খইএর ন্যায় সাদা ফুট ফুট দাগযুক্ত। দেশজ। বিণ।

খইল, খৈল—তৈলকল্ক, তৈল নিষ্কাশনের পর তিল-সর্ষপাদির যাহা অবশিষ্ট থাকে।

খএর—খয়ের, খদির। সং।

খকুন্তল—ব্যোমকেশ, শিব। খ (আকাশ) কুন্তল (কেশ) যাহার, বহু। সং; পু।

খগ—১। আকাশগামী; শূন্যে বিচরণশীল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খগা। ২। গ্রহ; পক্ষী; বাণ; সূর্য্য; বায়ু; দেবতা। উপ; খ—গম+ড ক। সং; পু।

খগগতি—পক্ষীর গমন, উড়ন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। উড্ডীন, প্রডীন, সংডীন, অনুডীন প্রভৃতি পক্ষীর নানাপ্রকার গতি আছে।

খগপতি—পক্ষিরাজ, গরুড়। ৬তৎ। সং; পু।

খগম—১। গগনে বিচরণশীল; গগনচারী (সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি)। উপ; খ (আকাশ) —গম (গমন করা)—অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খগমা। ২। পক্ষী। সং; পু। ৩। তপোবলসম্পন্ন জনৈক ব্রাহ্মণের নাম। সহস্রপাদ নামক অপর এক ঋষিতনয়ের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। একদা সহস্রপাদ বালস্বভাবহেতু তৃণনির্ম্মিত এক কৃত্রিম সর্প প্রদর্শন করিয়া খগমকে ভয় দেখান। তাহাতে ইনি ভয়ে মূর্চ্ছিত হন। পরিশেষে সংজ্ঞালাভ করিয়া ইনি সখাকে বিষহীন ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। অতঃপর বন্ধুর কাতরতায় ও বিনয়বাক্যে বীতক্রোধ হইয়া তাঁহাকে রুরুমুনির দর্শনে শাপমুক্ত হইবার বর দেন।

খগরাজ—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। খগদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

খগবতী—পৃথিবী। খগ+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

খগান্তক—শ্যেনপক্ষী, বাজপাখী। খগদিগের (পক্ষীদিগের) অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং।

খগাসন—বিষ্ণু; উদয়াচল। খগ হইয়াছে আসন যাহার, বহু। সং; পু।

খগেন্দ্র, খগেশ্বর—পক্ষিরাজ, গরুড়। খগদিগের ইন্দ্র বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

খগেন্দ্রধ্বজ—গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু। খগেন্দ্র হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। সং; পু।

খগেশ্বর—খগেন্দ্র দেখ।

খগোল—আকাশমণ্ডল; তৎপ্রতিরূপক কৃত্রিম গোলক। খএর গোল ইতি ৬তৎ, বা খরূপ যে গোল ইতি রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

খগোলবিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। খগোলবিষয়িণী যে বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়। সং; স্ত্রী।

খগোলবিবরণ—যে পুস্তকে খগোল বিষয়ের বর্ণনা থাকে। খগোলের বিবরণ আছে যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

খগ্গড—তৃণবিশেষ, খাগড়া। সং; পু।

খঙ্কর—চূর্ণ কুন্তল। সং; পু।

খচ—কোন কিছু সহসা বা একচোটে কাটিয়া ফেলা প্রভৃতির শব্দ। দেশজ। ব্য।

খচখচ—ক্ষিপ্রগতিতে লিখিয়া যাইবার সময়ে কাগজে কলমের খোঁচের যে শব্দ হয় তাহার অনুকার; গাত্রবিদ্ধ কণ্টকাদি নাড়িবার অনুকরণ শব্দ বা তজ্জনিত ব্যথাবোধ; তাড়াতাড়ি। দেশজ। ব্য।

খচমস—চন্দ্র। খ (আকাশ)—চমস্ (ভক্ষণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

খচর—১। আকাশে বিচরণশীল; গগনগামী। উপ; খ (আকাশে) চর+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খচরী। ২। রাক্ষস; মেঘ; সূর্য্য; বায়ু; গ্রহ। সং; পু।

খচরা—খচর, আকাশগামী। মন্ত্রবাক্যস্থ 'খচরামরা' দৃষ্টে। অসা।

খচরী—১। আকাশগামিনী। খচর দেখ। খচর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাক্ষসী। সং; স্ত্রী।

খচা—আগালে, খুদ। প্রাদে। সং।

খচাখচ—ক্ষিপ্রগতিতে লিখিয়া যাওয়ার অনুকরণ শব্দ বা তৎসূচক। দেশজ। ব্য।

খচারী (খচারিন্)—গগনগামী। খ (আকাশে) —চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী খচারিণী।

খচিত—রচিত; জড়িত; অন্তর্নিবেশিত, মধ্যে মধ্যে স্থাপিত; বদ্ধ; ব্যাপ্ত। খচ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খচিতা।

খচ্চর—অশ্বতর; দো-আঁশলা; সঙ্করজাতীয়; জারজ; কুলটাপুত্র; দুষ্ট, বজ্জাত; দুর্বৃত্ত। বৈদেশিক।

খজ—১। গগনজাত, আকাশে উৎপন্ন। উপ; খ (আকাশ)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খজা। ২। দর্ব্বী, হাতা, চামচ ইত্যাদি। খজ+অল্ ণ। সং; পু।

খজপ—ঘৃত। খজ—পা+ড ণ। সং; ক্লী।

খ-জল—আকাশের জল, বৃষ্টির জল; শিশির। ৬তৎ। সং; ক্লী। [শাস্ত্রে খ-জল সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—বর্ষাকালে মেঘের সহিত আকাশে সর্প কীট প্রভৃতি বিচরণ করে, অতএব অগস্ত্যোদয়ের পূর্ব্বে খ-জল পান করিবে না]।

খজা—১। গগনজাতা। খজ দেখ। খজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মন্থন, মওয়া; মারণ। খজ (মন্থন করা)+ড ভা+আপ্। ৩। দর্ব্বী, হাতা; প্রহস্ত। …+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

খজাক—পক্ষী। খজ্+আক ক। সং; পু।

খজাকা—দর্ব্বী, হাতা। খজ্ (মন্থন করা)+আক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

খজ্যোতিঃ (খজ্যোতিস্)—খদ্যোত, জোনাকি। খে (আকাশে) জ্যোতিঃ যাহার, বহু। সং; পু।

খঞ্চা—বারকোশ; বড় থাল। দেশজ। সং।

খঞ্চিন—খচিত। প্রা, ক।

খঞ্জ—বিকলপদ, খোঁড়া। খন্জ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খঞ্জা।

খঞ্জক—খঞ্জ। খঞ্জ+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খঞ্জকা। [বহু। সং; পু।

খঞ্জকারি—সুষমা, খেঁসারী। খঞ্জক অরি যাহার,

খঞ্জখেট, —খেল—খঞ্জনপক্ষী। খঞ্জ—খেট্ বা খেল্ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

খঞ্জন—১। খনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী [কবিরা বলেন, ইহার গড়ন অতি সুন্দর এবং নৃত্য করিতে করিতে গমন অতীব মনোহর, এই জন্য তাঁহারা এই পক্ষীর আকার ও চলনের সহিত সুন্দরীদিগের চক্ষুর ও গমনের তুলনা করিয়া থাকেন]। খন্জ্ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ ক। সং; পু। ২। খোঁড়াইয়া চলা; গমন। খন্জ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

খঞ্জনরত—যতিগণের গুপ্ত মৈথুন। খঞ্জনের তুল্য রত (রমণ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

খঞ্জনা—এক প্রকার ক্ষুদ্র খঞ্জন পক্ষী; সর্পিণী। খঞ্জন+আপ্। সং; স্ত্রী।

খঞ্জনাকৃতি—খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ। খঞ্জনের আকৃতির ন্যায় আকৃতি যাহার, বহু। সং; পু বা ক্লী [দেশজ। সং।

খঞ্জনি, খঞ্জনী—চক্রাকার ক্ষুদ্র পটহবিশেষ।

খঞ্জনিকা—খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ। খঞ্জন+কণ্। আপ্। সং; স্ত্রী।

খঞ্জনী—খঞ্জনি দেখ। [সং।

খঞ্জর—কামানের গোলা; ছোরা। বৈদেশিক।

খঞ্জরি, খঞ্জরী—খঞ্জনি (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।

খঞ্জরীট—খঞ্জন পক্ষী। খঞ্জ—ঋ (গমন করা) +ঈট ক। সং; পু।

খট—১। প্রহারবিশেষ, ঘুষি; লাঙ্গল; কফ; তৃণ; খড়। খট+অল্ র্ম্ম। সং; পু। ২। নানাপ্রকারের অনুকরণ শব্দ। দেশজ।

খটকা—সন্দেহ, সংশয়; আশঙ্কা। দেশজ। সং।

খটখটি—১। কঠিনব্যাপার, লেঠা, ঝঞ্ঝাট, সং। ২। কঠিন, শক্ত। দেশজ। বিণ।

খটখটিয়া (খটখটে)—সম্পূর্ণ শুষ্ক, নীরস, কঠিন। দেশজ। বিণ।

খটাখট—পুনঃ পুনঃ খটখট শব্দ। দেশজ। ব্য।

খটাশ—খট্টাস শব্দের অপভ্রংশ।

খটি, খটী—আড়ত, আড়ঙ্গ, রাশি, স্তূপ, পুঞ্জ, আখড়ি, ছেলেদের বাহানা বা আবদার। দেশজ। সং।

খটিক—মুষ্টি। খট্+ঞিক। সং; পু।

খটিকা—খড়ী। খট্+ণক ক+আপ্। স্ত্রী।

খটিনী—খড়ী। খট+ইন্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

খটিয়াল (খটেল)—খটি বা বাহানা করিতে

মজবুত, আবদারে ; খুঁতখুঁতে ; জেদবাজ। দেশজ। বিণ।

খটী—১। খড়ী। খট+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। খটি দেখ।

খটেল—খটিয়াল দেখ।

খট্টা—খট্বা, খাট, পর্য্যঙ্ক। সং ; স্ত্রী।

খট্টাশ—জন্তুবিশেষ, খটাশ, গন্ধগোকুলা। খট্ট (সংবরণ করা)+অন্ ক=খট্ট ; খট্ট—অশ (ভোজন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

খট্টি, খট্টী—শববহনার্থ খাট, মড়ার খাট, খাটিয়া। খট্ট (সংবরণ করা)+ই র্ম। সং ; স্ত্রী। [করা)+এরক র্ম। বিণ ; ত্রি।

খট্টেরক—খর্ব্ব, খাট, ছোট। খট্ট (আচ্ছাদন

খট্বা—শয়নার্থ খাট, পর্য্যঙ্ক। সং ; স্ত্রী।

খট্বাকা, খট্বিকা—শয়নার্থ ক্ষুদ্র খাট, খাটিয়া। খট্বা+কণ (পক্ষান্তরে ষ্কিক) অল্পার্থে +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

খট্বাঙ্গ—১। খট্বার অঙ্গ ; খাটের পায়ার মত মুগুর ; নরকপালাগ্র লগুড় ; শিবের অস্ত্রবিশেষ। খট্বার অঙ্গ, ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপতি। সং ; পু।

খট্বাঙ্গধর—খট্বাঙ্গধারী, শিব। ৬তৎ। সং ; পু।

খট্বাঙ্গভৃৎ—শিব। উপ ; খট্বাঙ্গ−ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

খট্বাঙ্গী (খট্বাঙ্গিন্)—শিব। খট্বাঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

খট্বারূঢ়—খট্বাস্থিত, খট্বায় শায়িত ; অনবহিত, প্রমত্ত ; উচ্ছৃঙ্খল ; অলস ; দুর্ব্বৃত্ত, পামর। খট্বাকে আরূঢ় ইতি ২তৎ, বা খট্বাতে আরূঢ় ইতি ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —রূঢা।

খট্বিকা—খট্বাকা দেখ।

খড্—পাহাড়ের মধ্যস্থ গভীর গহ্বর বা নিম্নভূমি। হিন্দী। সং।

খড়—১। তৃণবিশেষ, শুষ্ক ধান্য বৃক্ষ, বিচালি। খড্+অস্ র্ম। সং ; ক্লী। ২। ভেদ, ভঙ্গ। খড্+অস্ ভা। সং ; পু।

খড়কি, খড়কী—খড়ক্কিকা (তাহা দেখ)।

খড়কিয়া (খড়কে)—তৃণাদির অতি সূক্ষ্ম শলাকা, খুব সরু কাঠি। দেশজ। সং।

খড়ক্কিকা, খড়ক্কী—খিড়্কী দরজা ; খড়খড়ি। খড়ক্ (অব্যক্ত শব্দ)-কৃ+ড ক+ঈপ্ =খড়ক্কী। খড়ক্কী+কণ্ স্বার্থে+আপ্= খড়ক্কিকা। সং ; স্ত্রী।

খড়খড়—শুষ্ক দ্রব্যাদি সঞ্চালনের অনুকরণশব্দ। দেশজ।

খড়খড়ি—কপাট জানালার অংশীভূত সচল আবরণ, ঝিলমিলি। দেশজ। সং।

খড়ম—কাষ্ঠপাদুকা। দেশজ। সং।

খড়রা—ঘোটকের গাত্রমার্জ্জন যন্ত্র। হিন্দী। সং।

খড়ি—১। শিশুদের প্রথম লিখিবার প্রস্তরবিশেষ, এক প্রকার সাদা মাটী ; তিলকমাটী ; গণনা ; অঙ্ক ; গায়ের সাদা মরা মাস, খুস্কি। দেশজ। ২। জ্বালানি কাষ্ঠ। প্রাদেশিক। ৩। কর্ম্ম, কার্য্য ; চাতুর্য্য, কৌশল ; শিল্পনৈপুণ্য ; অঙ্ক, চিহ্ন, দাগ। প্রা, ক। সং।

খড়িকা (খড়কে)—উলুখড়ের স্থূল শক্ত কাণ্ড ; দাঁত খুঁটিবার সরু কাঠ। দেশজ। সং।

খড়িটি (খড়ুটি), খড়িটী (খড়ুটী)—মেটে দেওয়াল চৌরস করিবার জন্য তদুপরি খড়-কাদার লেপ। দেশজ। সং।

খড়িমাটী—খটী, ফুলখড়ি বা চা-খড়ি। দেশজ। সং।

খড়ী—১। খড়ি, খটী ; গণনা ; অঙ্ক। দেশজ। ২। জ্বালানি কাষ্ঠ। প্রাদেশিক। সং।

খ-ডীন—পক্ষিগণের একপ্রকার গতি। খে ডীন (গতিবিশেষ), ৭তৎ। সং ; ক্লী।

খড়ুটা, খড়ুটী—খড়িটি দেখ।

খড়ুয়া (খড়ো)—তৃণনির্ম্মিত ; তৃণাচ্ছাদিত, খড়ের ছাওয়া। দেশজ। বিণ।

খড়্গ—১। গণ্ডার। খড়+গন্ ক। ২। গণ্ডারের শৃঙ্গ ; অসি, তরবাল ; খাঁড়া। খড়+গন্ ণ। সং ; পু। ৩। লৌহ। সং ; ক্লী।

খড়্গকোষ—খড়্গের খাপ। ৬তৎ। সং ; পু।

খড়্গধেনু, খড়্গধেনুকা—ছুরিকা ; গণ্ডারী। সং ; স্ত্রী।

খড়্গপত্র—১। অসিফলক। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। ইক্ষুবৃক্ষ। খড়্গের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

খড়্গপাণি—খড়্গহস্ত, খড়্গধারী ; প্রহারোদ্যত। খড়্গ পাণিতে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

খড়্গপিধান—খড়্গকোষ, তরবালের খাপ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

খড়্গহস্ত—প্রহারোদ্যত ; বিরুদ্ধাচারী ; খড়্গপাণি, খড়্গধারী ; একান্ত বিপক্ষ। খড়্গ হস্তে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —হস্তা।

খড়্গী (খড়্গিন্)—১। খড়্গধারী। খড়্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী খড়্গিনী। ২। গণ্ডার। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

খড়্গীক—দাত্র, দা, কাটারি। খড়্গ+ঈক।

খণ্ড—১। অংশ ; টুকরা ; পরিচ্ছেদ। সং ; পু বা ক্লী। ২। ভেদ ; ছেদ ; মণি-দোষ। খন্ড (ভগ্ন করা)+অস্ ভা। ৩। খাঁড় গুড়। খন্ড+অস্ র্ম। সং ; পু। ৪। বিট্‌লবণ। সং ; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

খণ্ডকথা—অত্যল্প কথা। খণ্ডমিতা কথা, মধ্য

খণ্ডকর্ণ—শকরকন্দ আলু। খণ্ডপূর্ণ (খাঁড়গুড়যুক্ত) কর্ণ (কন্দ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [দেখ। সং ; ক্লী।

খণ্ডকাব্য—একবিষয়াত্মক ক্ষুদ্র কাব্য। কাব্য

খণ্ডখণ্ড—টুকরা টুকরা ; দ্বিধা বিচ্ছিন্ন। দেশজ।

খণ্ডখর্জ্জুর—গুড় দিয়া পাক করা একপ্রকার সুস্বাদু খর্জ্জুর। খণ্ড (খাঁড় গুড়) দ্বারা পক্ব খর্জ্জুর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

খণ্ডগিরি—পুরীজেলায় অবস্থিত পাহাড়। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক পাহাড়দ্বয় একই স্থানে অবস্থিত, মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ আছে। এই পাহাড় দুইটি ভুবনেশ্বর মন্দিরের ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহাদের গাত্রে অনেক গুহা ও মন্দির ক্ষোদিত আছে। সকল গুহা বা মন্দির একই সময়ে ক্ষোদিত হয় নাই। খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ৫০০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহাদের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। উদয়গিরির গাত্রের শিল্পকার্য্য প্রাচীনতর কালে, এবং খণ্ডগিরি গাত্রের শিল্পকার্য্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ক্ষোদিত হয়। কোন গুহা সর্পাকৃতি, কোনটি কুম্ভাকার, কোনটি বা ব্যাঘ্রমুখাকৃতি। খণ্ডগিরির শিখর দেশে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়গণ একটি জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করে (উদয়গিরি দেখ)। [সং ; পু।

খণ্ডজ—গুড় ; যবাসশর্করা। খণ্ড−জন+ড ক।

খণ্ডধারা—কর্ত্তরী, কাঁচী। খণ্ডের ন্যায় ধার যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

খণ্ডন—নিরাকরণ, অপনয়ন ; ভঞ্জন ; কর্ত্তন ; ছেদন। খন্ড+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

খণ্ডনীয়, খণ্ড্য—নিরাকরণীয়, খণ্ডনযোগ্য ; খণ্ডনসাধ্য ; ভঞ্জনীয় ; ছেদ্য। খন্ড+অনীয়, য ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী খণ্ডনীয়া, খণ্ড্যা।

খণ্ডপর্শু—শিব ; জামদগ্ন্য, পরশুরাম ; রাহু ; ভগ্নদন্ত হস্তী। বহু। সং ; পু।

খণ্ডপাল—মোদক, ময়রা। ৬তৎ। সং ; পু।

খণ্ডপ্রলয় ক্ষুদ্র প্রলয়, ব্রহ্মা তাঁহার দিবাভাগে সৃষ্টি করিয়া সায়ংকালে যে লয় করেন, তাহারই নাম খণ্ডপ্রলয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

খণ্ডবিচনী—মোদক-বিক্রয়কারিণী, পক্বান্নবিক্রেত্রী। বিণ বা সং ; স্ত্রী। প্রা, ক।

খণ্ডশঃ (খণ্ডশস্)—খণ্ড খণ্ড রূপে, ভাগ ভাগ করিয়া বা ভাগে ভাগে, টুকরা টুকরা করিয়া। খণ্ড+শস্ বীপ্সার্থে। বা।

খণ্ডা—১। খণ্ড, টুকরা, অংশ। খন্ড্+অল্ র্ম+আপ্। ২। খাঁড়া, খড়্গ। খন্ড্+অল্ ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। খণ্ডন হওয়া, কাটিয়া যাওয়া ; লঙ্ঘন হওয়া, অন্যথা হওয়া। দেশজ। ক্রি।

খণ্ডাখণ্ডি—পরস্পর খণ্ডন, কলহ, বিরোধ ; পরস্পর বৈরিতা। দেশজ।

খণ্ডাতি—খড়্গী, খড়্গধারী। প্রা, ক।

খণ্ডান—খণ্ডন করা বা হওয়া, কাটান বা কাটিয়া যাওয়া, লঙ্ঘন করা বা হওয়া, অন্যথা

• করা বা হওয়া ; মোচন করা বা হওয়া। দেশজ। ক্রি।

খণ্ডাভ্র—খণ্ড মেঘ, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ; দন্তক্ষত-বিশেষ। খণ্ড যে অভ্র, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

খণ্ডিক—১। ক্রুদ্ধ, ক্রোধান্বিত। খণ্ড শব্দ+ ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী খণ্ডিকী খণ্ডিকা। ২। কক্ষদেশ, কাঁখ, বগল ; কলায় ; ঋষি-বিশেষ। সং ; পু।

খণ্ডিত—কর্ত্তিত ; নিরাকৃত ; দ্বিধাকৃত ; ভিন্ন ; ভগ্ন ; ছিন্ন। খণ্ড+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

খণ্ডিতক্ষুর—১। চেরা খুর (যেমন গরুর)। কর্ম্মধারয়। সং ; পু। ২। চেরাখুরযুক্ত (পশু)। খণ্ডিত হইয়াছে ক্ষুর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্ষুরা।

খণ্ডিতা—১। দ্বিধাকৃত ; ছিন্না ; ভিন্না ; নিরাকৃতা। খণ্ডিত দেখ। খণ্ডিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্বামীর পরনারী-সহবাসচিহ্নাদি দর্শনে কুপিতা ও ঈর্ষ্যাযুক্তা স্ত্রী। খণ্ড+ক্ত+আপ্। সং ; স্ত্রী।

খণ্ড্য—খণ্ডনীয় দেখ।

খত—লেখা, লিপি, পত্র, চিঠী ; ঋণলেখ্য, তমঃসুক ; চিঠা ; লেখনীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, কলমের মোচ ; চিহ্ন, দাগ, টান, কসি ভূমিতে ঘর্ষণ বা ঘেঁসড়া। বৈদেশিক। সং।

খতনা—মুসলমানদিগের পুরুষাঙ্গের অগ্রত্বক ছেদন, সুন্নৎ। বৈদেশিক। সং।

খতবা—রাজার কুশল কামনায় অনেকে মিলিত ভাবে নমাজ পাঠ, রাজার মঙ্গল প্রার্থনা। বৈদেশিক। সং। [মরণ। বৈদেশিক। সং।

খতম—সমাপ্তি, অবসান, শেষ ; দফারফা ;

খতমা—অন্তিম, অন্ত্য, শেষ, চরম, চূড়ান্ত। বৈদেশিক। বিণ।

খতমাল—মেঘ ; ধূম, ধোঁয়া। খ'তে (আকাশে) তমালস্বরূপ। ৭তৎ। সং ; পু।

খতান—খতিয়ানে তোলা, গণনা করা, হিসাব নিকাস করিয়া দেখা, তলাইয়া দেখা। দেশজ। ক্রি।

খতি—১। কাপড়ের জমি। বৈদেশিক। ২। উৎকোচ, ঘুষ। প্রা, ক। সং।

খতিয়ান, খতেন—প্রজাদিগের বা দেনাদার দিগের কিংবা পণ্যদ্রব্যের নামওয়ারী হিসাব। বৈদেশিক। সং।

খদি—খই, লাজ। খদিকা শব্দের অপভ্রংশ।

খদিকা—লাজ, খই। সং ; স্ত্রী।

খদির—১। খয়ের গাছ ; চন্দ্র ; ইন্দ্র। খদ+ কির ক। সং ; পু। ২। খয়ের। খদির+ ক ইদমর্থে। সং ; ক্লী।

খদিরসার—খয়ের। ৬তৎ। সং ; পু।

খদিরিকা—১। লাক্ষা, গালা, লা। খদির+ ষ্ণিক সাদৃশ্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। লজ্জাবতী লতা। সং ; স্ত্রী।

খদ্দর—চরকা-কাটা সূতায় হাতের তাঁতে বোনা এক রকম মোটা কাপড়। হিন্দী। সং।

খদ্দের—খরিদ্দার, ক্রেতা। দেশজ। সং।

খদ্যোত—জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি ; সূর্য্য। খ (আকাশ)—দ্যুত+অন্ ক। সং ; পু।

খদ্যোতন—সূর্য্য। খ (আকাশ)—দ্যুত+অন ক। সং ; পু। [স্ত্রী।

খদ্যোতমালা—জোনাকিসকল। ৬তৎ। সং ;

খদ্যোতিকা—জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি। খদ্যোত শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

খধূপ—হাউই বাজি। খ (আকাশ)—ধূপ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

খন—ক্ষণ। প্রা, ক। সং।

খনক—১। খননকারী। খন (খনন করা)+ষক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী খনকী। ২। সিঁদেল চোর ; ইন্দুর। সং ; পু।

খনন—মৃত্তিকাদি বিদারণ, খোঁড়া। খন (খনন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

খননীয়—খননযোগ্য, খননসাধ্য। খন (খনন করা)+অনীয় ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

খনয়িত্রী—অস্ত্রবিশেষ, খন্তা। ণিজন্ত খন (=খনি)+তৃন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

খনা—অনেক প্রাচীনা বিদুষী রমণী। প্রবাদ এইরূপ যে, খনা সিংহল দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় মিহিরের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মিহিরের পিতা বরাহ ভারতবাসী এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গণনায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মিহিরের জন্ম হইলে তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, মিহিরের এক বৎসর মাত্র পরমায়ুঃ। পুত্রের অকাল মৃত্যু দর্শন পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে বরাহ, মিহিরকে একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিলেন। দৈবক্রমে পাত্রটী সিংহলের তীরে উপস্থিত হইল। অতঃপর ঐ শিশু সিংহলরাজসমীপে নীত হইল। রাজা শিশুকে পরমসুন্দর এবং সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সিংহলরাজের এক কন্যা হয়। শুভক্ষণে ঐ কন্যার জন্ম হয় বলিয়া রাজা উহার নাম ক্ষণা বা খনা রাখেন। রাজার যত্নে খনা এবং মিহির উভয়েই নানাশাস্ত্রে বিশেষতঃ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞানলাভ করেন। অতঃপর খনার সহিত মিহিরের বিবাহ হয়।

কিছুদিন পরে মিহির আপনার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জন্মভূমি দর্শনার্থ সস্ত্রীক এদেশে আগমন করিলেন। আসিবার সময়ে তাঁহারা দেশ হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। তাঁহারা মিহিরের পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় প্রদান করিলে, প্রথমে তিনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই। পরে আবার গণনা করিয়া দেখিলেন, তাহাতেও পুত্র মিহিরের আয়ুষ্কাল ১ বৎসর হইল। তখন খনা বলিলেন—

"কিসের তিথি কিসের বার,
জন্ম নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন,
পলকে জীবন বার দিন॥"

কথিত আছে যে, ইহার পর খনা পতি ও শ্বশুরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। পিতার ন্যায় মিহিরও বিক্রমাদিত্যের সভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, এবং অষ্টম রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইলেন। একদা বিক্রমাদিত্য বরাহকে আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। পিতাপুত্রে তাহা না পারিয়া রাজার নিকট একদিন সময় চাহিলেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইলে খনা সমস্ত শুনিয়া অনায়াসে তাহা গণিয়া দিলেন। রাজা প্রকৃত উত্তর পাইয়া অনুসন্ধানে খনার পরিচয় পাইলেন। অতঃপর খনাকে আপনার সভায় আর একটি রত্ন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সভায় আনিবার নিমিত্ত বরাহকে বলিয়া দিলেন। বরাহ কলঙ্কের ভয়ে পুত্রকে খনার জিহ্বা ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। মিহির তাহাতে ইতস্ততঃ করায় খনা আপনার মৃত্যুকাল গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়া স্বামীকে পিতৃনিদেশ পালন করিতে বলিলেন। জিহ্বা ছেদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই খনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ বরাহকে মিহিরের পিতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন, ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নবরত্ন ছিলেন, তাঁহাদের নাম, যথা—"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘট-কর্পরকালিদাসাঃ। খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥" এই শ্লোকে "বরাহমিহিরো" পদটি একবচনান্ত, সুতরাং বরাহমিহির একই ব্যক্তির নাম, দুই ভিন্ন ব্যক্তির নাম নহে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোদ্ধৃত বাঙ্গালা বচনের ন্যায় যে সকল বচন প্রসিদ্ধ আছে, সেগুলি অধুনা সাধারণ-প্রচলিত গ্রাম্য বাঙ্গালায় বিরচিত। ঐগুলি বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কোন দেশীয়ের রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। অথচ খনাকে প্রথমে সিংহল ও তৎপরে উজ্জয়িনীবাসিনী

বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার ওরূপ বাঙ্গালা শিখিবার সম্ভাবনা কোথায়? এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীসমূহ অমূলক বলিয়া প্রতীত হয়। খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধ বচনগুলি যদি যথার্থই খনার রচিত হয়, তবে নিঃসন্দেহই তাঁহার বাস বাঙ্গালাদেশে ছিল এবং তিনি দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আবার সে খনা পুরুষ কি রমণী ছিলেন, তাহাও নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবার উপায় নাই। সে যাহা হউক, তিনি যে জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খনা—১। যে নাকে কথা বলে। বিণ; পু বা স্ত্রী। দেশজ। ২। খনন করা, খোঁড়া বা খুঁড়া। ক, প্র। ক্রি।

খনা-খনা—ঈষৎখনা; আংশিক নাসিকা হইতে উচ্চারিত। দেশজ। বিণ।

খনি, খনী—আকর, যাহা খনন করিয়া ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যায়; গর্ত্ত। খন (খনন করা)+ইন্ র্ম। পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [ক্রী।

খনিত্র—খননাস্ত্র, খন্তা। খন+ইত্র ণ। সং।

খনী—খনি দেখ।

খন্তা—খননাস্ত্রবিশেষ, খনিত্র। দেশজ। সং।

খন্তিক—খন্তা, খনিত্র। প্রা, ক। সং।

খন্দ—১। রবিশস্য। দেশজ। ২। খানা, নিম্নভূমি। বৈদেশিক। সং।

খন্দক—খানা, নালা, নর্দ্দামা, গর্ত্ত। প্রা, ক।

খন্তে—খনিয়া, খনন করিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

খপ—ঝটিতি, শীঘ্র, সহসা, হঠাৎ; সহসা পতনাদির অনুকরণ শব্দ। দেশজ।

খপর—খবর (তাহা দেখ)।

খপরা, খাপরা—১। খর্পর, খোলা, ভগ্ন মৃৎপাত্রাদির খণ্ড। হিন্দীমূলক। ২। কুটীর। প্রা, ক। সং। [হিন্দী। সং।

খপরেল—খর্পর, খোলা; খোলার ঘর বা চাল।

খপুর—১। আকাশস্থিত নগর, রাজা হরিশ্চন্দ্রের নগর। খস্থিত যে পুর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। গুবাকবৃক্ষ, গুপারি গাছ। খে (আকাশে) পুর যাহার, বহু। সং; পু। ৩। খর্পর; ঘট, কুম্ভ, কলস; তাম্বুলাধার, পানের ডাবর। প্রা, ক।

খপুষ্প—আকাশকুসুম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

খম্বর—খর্পর, খোলা; কৌশল, ফন্দি, ফাঁদ; কোপ, কায়দা। দেশজ। সং।

খপ্পা, খাপ্পা—ক্রুদ্ধ, রাগত। বৈদেশিক। বিণ।

খপ্সুরৎ—সুশ্রী, সুন্দর। বৈদেশিক। বিণ।

খফা—ক্রুদ্ধ, রাগত। বৈদেশিক। বিণ।

খবর—খপর, সংবাদ, বার্ত্তা; সন্ধান, তত্ত্ব, খোঁজ; প্রবিধান; যত্ন। বৈদেশিক। সং।

খবরগীর—সংবাদদাতা; সংবাদগ্রাহক, বার্ত্তাবাহক; গোয়েন্দা। বৈদেশিক। সং।

খবরদার—সাবধান, সতর্ক, হুঁসিয়ার। বৈদেশিক। বিণ। [বৈদেশিক। সং।

খবরদারী—সাবধানতা, সতর্কতা, হুঁসিয়ারী।

খবরাখবর—পরস্পর সংবাদ বিনিময়; খোঁজ খবর, তত্ত্বাবধান। দেশজ। সং।

খবিশ, খবিস—১। [মুসলমানী] ভূত বা প্রেত। সং। ২। [তাহা হইতে] অপরিচ্ছন্ন, নোংরা; দুর্ব্বুদ্ধি, খল, দুষ্ট, কুচক্রী। বৈদেশিক। বিণ। [দেশজ। সং।

খমক—একপ্রকার ক্ষুদ্র পটহ, খঞ্জনীবিশেষ।

খমণি—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

খম্বা—খুঁটা, থাম, স্তম্ভ। হিন্দী। সং।

খয়র—ভাল, আচ্ছা, বেশ। বৈদেশিক। বা।

খয়র-খাঁ, খয়ের খাঁ—যে আচ্ছা তাঁ বলে, শুভাকাঙ্ক্ষী, মোসাহেব। বৈদেশিক। সং।

খয়রা—(পশ্চিমবঙ্গে) একপ্রকার তেলাল ক্ষুদ্র মৎস্য; (পূর্ব্ববঙ্গে) পলিশা মাছ। সং।

খয়রাৎ, খয়রাত—বিনামূল্যে দান বা বিতরণ। বৈদেশিক। সং। [বৈদেশিক। সং।

খয়রাতী—দানঘটিত; বিনামূল্যে বিতরণকারী।

খয়া—১। ক্ষয়িত, ক্ষয়প্রাপ্ত। বিণ। ২। ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

খয়ের—১। খদির। দেশজ। সং। [illegible] (তাহা দেখ)।

খর—১। শীঘ্র, ত্বরিত; কঠোর, কঠিন; উগ্র; তীক্ষ্ণ; তীক্ষ্ণস্পর্শ; কর্কশ। খ শব্দ—রা (দান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খরা। ২। গর্দ্দভ; অশ্বতর, খচ্চর। সং; পু। ৩। জনৈক রাক্ষস, লঙ্কেশ্বর রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বিশ্রবার ঔরসে রাকার গর্ভে ইহার জন্ম। ইহার পুত্রের নাম মকরাক্ষ। রাবণের ভগিনী সূর্পণখা বিধবা হইলে, রাবণের আদেশে খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য সহ সূর্পণখার অধীনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিত। পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীসহ বনবাসী হইয়া যৎকালে পঞ্চবটীতে বাস করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিলে, খর সসৈন্যে রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়।

খরকর—১। প্রখর কিরণ। কর্ম্মধা। ২। সূর্য্য। খর হইয়াছে কর যাহার, বহু। সং; পু।

খরগোস—শশক, খরা। খর (পার্সী)=গাধা; গোস্ (পার্সী)=কান। সং।

খরচ—ব্যয়; অর্থ; ধার, দেনা, কর্জ্জ। বৈদেশিক। সং। [খুরচা। বিণ।

খরচা—১। খরচ (সকল অর্থে)। সং। ২।

খরচান্ত—প্রায় নিঃশেষে খরচ; অত্যধিক ব্যয়, বিস্তর খরচ। দেশজ। সং।

খরচিয়া (খরচে)—অকাতরে ব্যয়শীল, মুক্তহস্ত। দেশজ। বিণ। [সং।

খরজ—বীণাদিযন্ত্রের পঞ্চমস্বর, সা সুর। হিন্দী।

খরড়া—অশ্বের গাত্রঘর্ষণী যন্ত্র, খরণী। সং।

খরণস্—খরণাঃ দেখ।

খরণস—১। তীক্ষ্ণ নাসিক, সূক্ষ্মাগ্র, নাসিকাবিশিষ্ট। খরা নাসা যাহার, বহু। ২। গর্দ্দভের নাসিকার ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট। খরের নাসার ন্যায় নাসা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ণসা।

খরণাঃ (খরণস্)—খরণস (সকল অর্থে)। বিণ; পু বা স্ত্রী।

খরতম—সর্ব্বাপেক্ষা খর, অত্যন্ত প্রখর। খর+তম আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

খরতর—প্রখর, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। খর শব্দ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তরা।

খরদশন—১। তীক্ষ্ণদন্ত। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

খরদশনা—তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্টা। খর হইয়াছে দশন (দন্ত) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

খরদূষণ—১। খরনামধারী রাক্ষসযুগল, রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়। খর ও দূষণ, দ্বন্দ্ব। ২। ধুতুরা। খর দূষণ যাহার, বহু। সং; পু।

খরধার—তীক্ষ্ণধার, খুব ধারাল। খর হইয়াছে ধার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খরধারা।

খরনাদিনী—১। খরনাদী দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। সং; স্ত্রী।

খরনাদী (—নাদিন্)—তীব্রশব্দকারী; গর্দ্দভের ন্যায় উচ্চরবকারী। উপ; খর শব্দ—নদ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—নাদিনী।

খরবুজ, খরবুজা—খরমুজ। বৈদেশিক। সং।

খরমুজ, খরমুজা—একপ্রকার সুগন্ধি তরমুজ। বৈদেশিক। সং।

খরবাহিনী—অতিবেগে প্রবাহিতা। খরবাহী দেখ। খরবাহিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

খরবাহী (—বাহিন্)—প্রচণ্ডবেগে বহমান। উপ; খর—বহ (বহিয়া যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী খরবাহিনী।

খরশর—১। তীক্ষ্ণবাণ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। তীক্ষ্ণবাণবিশিষ্ট। খর হইয়াছে শর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খরশরা।

খরশান—১। তীক্ষ্ণস্পর্শ শাণযন্ত্র। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। তীক্ষ্ণধার, খুব ধারাল। ক, প্র। বিণ।

খরশাল—১। গর্দ্দভশালা, রাসভালয়। সং। ২। উগ্র, তীব্র, উষ্ণ। বিণ। প্রা, ক।

খরশুলা, খরশুলা—ক্ষুদ্রকায় মৎস্যবিশেষ। দেশজ। সং। [সং।

খরসান—তোক্তা, শুকনা গাছতামাক। প্রাদে।

খরসান—স্বর্ণখনি। ক, প্র। সং।

খরশুলা—খরশুলা দেখ।

খরস্রোতঃ (–স্রোতস্)—অতি উৎকট স্রোতঃ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

খরস্রোতস্—খরস্রোতঃ ও খরস্রোতাঃ দেখ।

খরস্রোতাঃ (–স্রোতস্)—অত্যুৎকট স্রোতো-বিশিষ্ট। খর হইয়াছে স্রোতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

খরা—১। ত্বরিতা ইত্যাদি। খর দেখ। খর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গর্গরী। সং; স্ত্রী। ৩। খরগোস, শশক; আতপ, রৌদ্র, গরম, গ্রীষ্ম; সন্ধান, খোঁজ। দেশজ। সং।

খরাংশু—সূর্য্য। খর হইয়াছে অংশু যাহার, বহু। সং; পু।

খরান—চুঁইয়া যাওয়া, পোড়া পোড়া হওয়া, অত্যধিক শুষ্ক হওয়া। দেশজ। ক্রি।

খরিতা—পত্র। বৈদেশিক। সং।

খরিদ-খাতা—ক্রয়বিষয়ক হিসাবের খাতা বা বহি। বৈদেশিক। সং।

খরিদা—ক্রীত, কেনা। বিণ।

খরিদ—ক্রয়, কেনা। বৈদেশিক। সং।

খরিদদার, খরিদ্দার—ক্রেতা, ক্রয়কারী। সং।

খরিয়া—হৈমন্তিক শস্য। বৈদেশিক। সং।

খরু—১। মহাদেব; অশ্ব; দন্ত; দর্পক, কামদেব। খন (খনন করা)+কু ক, নিপাতনে। সং; পু। ২। শুভ্রবর্ণ; নির্ব্বোধ। বিণ; ত্রি। ৩। পতিংবরা কন্যা। সং; স্ত্রী।

খচা, খচ্চা—খরচা (সকল অর্থে)। [সং; স্ত্রী।

খর্জ্জন—কণ্ডুয়ন, চুলকান। খর্জ+অনট্ ভা।

খর্জু, খর্জ্জু—১। খেজুর গাছ; একপ্রকার কীট। খর্জ+উ ক। ২। চুলকান। খর্জ+উ ভা। সং; স্ত্রী।

খর্জ্জুর—১। খেজুর গাছ; বৃশ্চিক। খর্জ+ঊর ক। সং; পু। ২। খেজুর। সং; ক্লী।

খর্জ্জুরী—খেজুর গাছ। খর্জ্জুর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

খর্পর—১। কপাল, মাথার খুলি; চোর; ধূর্ত্ত; শঠ; ভিক্ষাপাত্র; খাপরা। কৃপ+অরন্ ক। সং; পু। ২। কাজল। সং; পু বা ক্লী।

খর্ব—১। বামন, বেঁটে। খর্ব+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খর্বা। ২। সংখ্যাবিশেষ। সং; ক্লী।

খর্বট—ক্ষুদ্র নগর; চারিশত গ্রামের মধ্যস্থ গ্রাম। খর্ব–অট্+অন্ ক। সং; পু।

খর্ব্ব—১। কুবেরের নিধিবিশেষ। সং; পু। ২। বামন, বেঁটে। খর্ব্ব+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খর্ব্বা।

খর্ব্বকায়—১। ক্ষুদ্র দেহ, খাট শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। বামনাকার, বেঁটে। খর্ব্ব কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –কায়া।

খর্ব্বট—পর্ব্বত-প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম; চারিশত গ্রামের মধ্যস্থ গ্রাম। খর্ব্ব+অট্ সংজ্ঞার্থে। সং পু বা ক্লী।

খর্ব্বশাখ—১। ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ; ক্ষুদ্র বাহু জন, বামন, বেঁটে লোক। ক্ষুদ্রা শাখা যাহার, বহু। সং; পু। ২। ক্ষুদ্রশাখা-বিশিষ্ট; ক্ষুদ্রবাহুবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –শাখা।

খর্ব্বাকার, খর্ব্বাকৃতি—১। বামনবৎ আকার-বিশিষ্ট, বেঁটে। খর্ব্ব হইয়াছে আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খর্ব্বাকারা। ২। বেঁটে চেহারা। খর্ব্ব যে আকার বা আকৃতি। কর্ম্মধা। সং; ক্রমে পু ও স্ত্রী।

খল—১। হিংস্র, পরশ্রীকাতর; দুর্জ্জন; অন্ত্যজ, নীচ; নিষ্ঠুর, ক্রূর। খল+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খলা। ২। সূর্য্য; তমাল বৃক্ষ; ধুতুরা গাছ। খ (আকাশ) –লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু। ৩। ভূমি, মৃত্তিকা; স্থান; কল্ক; খইল; সিটা; ধান মাড়িবার খামার। খল+অল্ অধি। সং; ক্লী। ঔষধমর্দ্দনার্থ পাত্র। দেশজ। সং।

খলই—১। স্খলন। সং। ২। স্খলিত হয়। প্রা, ক। ক্রি।

খলখল—হাস্যধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ। দেশজ। সং।

খলখলা—খলখল শব্দ করা। ক, প্র। ক্রি।

খলতা—নীচতা; ক্রূরতা; হিংসা; দুর্জ্জনতা। খল+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

খলতাজনিত—ক্রূরতায় উৎপাদিত, খলতা করায় যাহার উৎপত্তি হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –জনিতা।

খলতি—১। টাকবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। ২। মাথার টাক। খল্ (স্খলিত হওয়া)+অতি ক। সং; পু। [সং; পু।

খলধান—খামার। খল–ধা+অন্ অধি।

খলন—স্খলন; খলতা, কৌটিল্য, হিংসা। প্রা, ক। সং।

খলপা—চাঁচ, দরমা; শস্যাধারবিশেষ; গুল্‌ফ, পায়ের গোড়ালি। প্রাদে। সং।

খলপূ—মার্জ্জনকারী, ফরাশ। খল–পূ (পরিষ্কার করা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

খলি—খইল, তৈলাদির শিটে। খল্ ধাতু+ইন্ র্ম। সং; পু।

খলিত—টাকবিশিষ্ট। খল্ (স্খলিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খলিতা।

খলিন, খলীন—অশ্বাদির মুখস্থিত লাগাম বাঁধিবার লৌহ (bit)। সং; পু বা ক্লী।

খলিনী—খলসমূহ; খামার সকল। খল+ইন্ সমূহার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

খলিফা—মুসলমানদিগের প্রধান ধর্ম্মগুরু, তুরস্কের সুলতানের উপাধি; সুনিপুণ শিল্পী; ওস্তাদ; দরজী। বৈদেশিক। সং।

খলিশ—খলিশা মাছ। খলি–শী (শয়ন করা)+ড ক। সং; পু।

খলীকার—অপকার, অহিত; বিপদ; কল্ক-নিঃসারণ। খল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= খলী)–কৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

খলীন—খলিন দেখ।

খলু—উৎপ্রেক্ষা; বাক্যালঙ্কার; বীপ্সা; নিষেধ; নিশ্চয়; হেতু; প্রশ্ন; জিজ্ঞাসা; বিনয়, অনুনয়। খল+উ ক। ব্য।

খলুক (খলুজ্)—অন্ধকার। সং; পু।

খলেকপোত—ন্যায়বিশেষ। সং; পু।

খলেকপোতিকা—ন্যায়বিশেষ। সং; স্ত্রী।

খলেধানী, খলেবালী—খামারে পশু বাঁধিবার কাষ্ঠদণ্ড; মেইকাঠ বা মেইঠেঙ্গা। সং; স্ত্রী।

খলেশ—১। খলপ্রধান। খলদিগের ঈশ, ৬তৎ। ২। খলিশা মাছ। খলে–শী (শয়ন করা)+ড ক। সং; পু। [সং; পু।

খলেশয়—খলিশা মাছ। খলে–শী+অন্ ক।

খলোক্তি—১। কুটিল বাক্য; হিংসাপূর্ণ বচন। খল যে উক্তি, কর্ম্মধা। ২। কটূক্তি, দুর্ব্বাক্য, মন্দ কথা। খলের উক্তি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

খল্যা—খামার সকল। খল (খামার)+ষ্য+আপ। সং; স্ত্রী।

খল্ল—চর্ম্ম; চাতক; ঔষধ মাড়িবার খল। খল+কিপ্ ক (=খল)–লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।

খল্লিট, খল্লীট—টাকবিশিষ্ট, টেকো। বিণ; ত্রি।

খল্লী—হাত পায়ে খিল বা খাল ধরা। খল্ল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

খল্লীট—খল্লিট দেখ।

খবারি—দিব্যোদক, আকাশের জল, বৃষ্টি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

খবাষ্প—হিম, নীহার। ৬তৎ। সং; পু।

খশ, খস—দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় লোক; জাতিবিশেষ, খাচড়া, খোষ। সং; পু।

খসখস, খসখসিয়া—১। বেণার মূল। বৈদে। সং। ২। খাবড়ো খাবড়ো, অমসৃণ। বিণ।

খসড়া—খাদড়া; খাদড়া নক্সা; মুসাবিদা। বৈদেশিক। সং।

খসম—১। বৃক্ষ। সং; পু। ২। ভর্ত্তা, ভাতার, পতি। বৈদেশিক। সং; পু।

খসা—স্খলিত হওয়া, চ্যুত হওয়া, খুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, বাহির হইয়া পড়া। দেশজ। ক্রি।

খসান—স্খলিত করা, চ্যুত করা, খুলিয়া ফেলা, নির্গত করা। দেশজ। ক্রি।

খাই—১। খাল, খানা, গর্ত্ত; গভীরতা; আকাঙ্ক্ষা; খেই বা খি, সূত্রাদির গুণ বা এক এক গাছি; সূতার মুখ। সং। ২। ভক্ষণ করি। দেশজ। ক্রি।

খাই-খরচ—খাবার খরচ। দেশজ। সং।

খাইদ (খা'দ)—মল, পিটা, কাইট; উৎকৃষ্ট ধাতুর সহিত মিশ্রিত নিকৃষ্ট ধাতু। দেশজ। সং। [খিল। দেশজ। সং।

খাইল (খা'ল)—হস্তপদাদির পেশীর সঙ্কোচ,

খাওয়া—ভোজন বা ভক্ষণ করা, আহার করা। দেশজ। ক্রি।

খাঁ—জ্ঞানী, পণ্ডিত, শিক্ষিত ব্যক্তি; মুসলমানদিগের সম্মানসূচক উপাধি। বৈদে। সং।

খাঁই, খাঁক—আকাঙ্ক্ষা; দাবী। দেশজ। সং।

খাঁ ঈশা (ঈশা খা)—বারভূঁইয়ার অন্যতম ভূঁইয়া। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু এবং অযোধ্যা প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। এই বংশের কালিদাস গজদানী সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। তিনি প্রত্যহ সুবর্ণনির্ম্মিত হস্তী দান করিতেন বলিয়া গজদানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং কিংবা ইঁহার পুত্র মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুলেমান খাঁ নামগ্রহণ করেন। ঈশা খাঁ এই সুলেমান খাঁর পুত্র। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি দিল্লীর বাদশাহ কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রামের (সোনার গাঁ) শাসনভার প্রাপ্ত হন। এবং খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া ঘোড়াঘাট হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তৃত করেন। তৎপরে তিনি স্বীয় অধিকারের মধ্যে কলাগাছিয়া, হাজিগঞ্জ ও ত্রিবেণ বা ত্রিবেণীতে তিনটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীন একডালা ও এগারসিন্ধুর দুর্গও সুদৃঢ়রূপে সংস্কৃত করেন। এইরূপে বলসঞ্চয় করিয়া তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর শাহবাজ খাঁকে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ঈশা খাঁ পলায়ন করেন। শাহবাজ খাঁ তাঁহার অনুসরণ করিয়া এক স্থানে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। এখানে তাঁহার নামে শাহবাজপুর বা শাবাজপুর নামে একটী গ্রাম স্থাপিত হয়। ঈশা খাঁ এখানে তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। ঈশা খাঁর পূর্ব্ব রাজধানী খিজিরপুর শাহবাজ খাঁ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায় তিনি সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। পরে তিনি ময়মনসিংহ অধিকার করিয়া জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে অপর একটী রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পর ঈশা খাঁ কামরূপের প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটিয়া অধিকারপূর্ব্বক তথায় একটী এবং ময়মনসিংহের উত্তর সেরপুর দশকাহনিয়াতে আর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ মহারাজ মানসিংহকে ঈশা খাঁর দমনার্থ প্রেরণ করেন। ঘোর যুদ্ধের পর উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। অতঃপর ঈশা খাঁ দিল্লী গমন করিলে বাদশাহ তাঁহার বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ দেওয়ান ও মসনদ-ই-আলি উপাধি এবং বাইশ পরগণায় আধিপত্য প্রদান করেন। ঈশা খাঁ বারভূঁইয়ার অন্যতম প্রবল পরাক্রান্ত ভূঁইয়া চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইহাতে চাঁদরায়ের সহিত তাঁহার প্রবল শত্রুতা জন্মে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। (চাঁদরায় ও কেদাররায় দেখ)।

খাঁকতি—অনটন, অপ্রতুলতা, অভাব সং।

খাঁকার, খাঁকারি—১। গলা ঝাড়ার শব্দ, কৃত্রিম কাশি। দেশজ। ২। নিন্দা, অখ্যাতি, অপযশ, দুর্নাম, কলঙ্ক। প্র, ক। সং।

খাঁ-খাঁ—যেন ভক্ষণ করিতে আসে এরূপ। খাঃ।

খাঁচা—পিঞ্জর, পিঁজরা। দেশজ। সং।

খাঁজ—কাটা দাগ; করাতের দাঁতের মধ্যে গহ্বর, রেখা; বহির্গত অংশ। দেশজ।

খাঁটি—প্রকৃত, আসল; অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ দেশজ। বিণ। [দেশজ। সং।

খাঁড়, খাঁড় গুড়—খণ্ড, শক্ত দানাদার গুড়

খাঁড়া—খড়্গ, বলিদানের অস্ত্র। দেশজ। সং।

খাঁড়ি, খাঁড়ী—খাঁটি, খাদত, গোটা, আস্ত। দেশজ। বিণ।

খাঁদা—নতনাসিক, চেপ্টা-নেকো। দেশজ। বিণ; পু। স্ত্রী খাঁদী।

খাক—ভস্ম, ছাই। বৈদেশিক। সং।

খাকার—অপযশ, নিন্দা; ব্যাপার, কাণ্ড; অঙ্গার, পাংশু। প্রা, ক। সং।

খাকি, খাকী—১। ছাইয়া রঙ্গ, ভস্মবর্ণ, এ রঙ্গের কাপড় বা পোষাক। বৈদেশিক। সং। ২। ভক্ষণকারিণী। দেশজ। বিণ; স্ত্রী।

খাগ—শর, নল; শরের কলম। দেশজ। সং।

খাগড়া—১। খাগ, শর, নল। দেশজ। ২। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি স্থান, ইহা উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ। সং। বিশেষণে খাগড়াই।

খাগী—যে নারী খায় বা বিনাশ করে। (যেমন—বেটাখাগী, ভাতখাগী—নারীর গালি বিশেষ)। দেশজ।

খাংরা—ঝাঁটা, সম্মার্জ্জনী। দেশজ। সং।

খাঙ্গা—দীনদরিদ্র, কাঙ্গাল। প্রা, ক।

খাজনা—খাজানা দেখ।

খাজা—১। মোদকবিশেষ। সং। ২। অক্ত, নিরেট, অকাট, কঠিন। দেশজ। বিণ।

খাজাঞ্চি, খাজাঞ্জি—খাজানার জিম্মাদার, কোষাধ্যক্ষ, ধনরক্ষক (Treasurer; Cashier)। বৈদেশিক। সং।

খাজানা, খাজনা—জমা, মজুদ; ভূমির রাজস্ব, প্রজার দেয় কর; ধন। বৈদেশিক। সং।

খাজানাখানা—কোষাগার। বৈদেশিক। সং।

খাজুর—খেজুর। সং। [দেশজ। সং।

খাঞ্চা—বৃহৎ কাষ্ঠপাত্রবিশেষ, বড় বারকোশ।

খাট—১। খট্বা। সং; পু। ২। ছোট; খর্ব। বিণ। ৩। পরিশ্রম কর, কাজ কর। দেশজ। ক্রি।

খাটনি, খাটুনি—পরিশ্রম, মেহনত। দেশজ। সং।

খাটলি, খাটুলি—ক্ষুদ্র খট্বা, ছোট খাট; ডুলি, শিবিকা; শবযান, মরার খাট। দেশজ। সং।

খাটা—১। পরিশ্রম করা, কর্ম্ম করা; যত্ন চেষ্টা করা। দেশজ। ক্রি। ২। অম্ল, টক। হিন্দী।

খাটাই—অম্ল, টক। হিন্দী।

খাটাল—গহ্বর, গর্ত্ত; অবকাশ; মধ্যস্থল, অন্তর। দেশজ। সং।

খাটি, খাটী, খাটিয়া—মড়া বহন করিবার খাট; কিণ, কালসিটে; আবদার। খট+ইঞ্ স্ত্রী। স্ত্রী।

খাড়া—১। দণ্ডায়মান; সরলোন্নত; দর্শন মাত্রে বা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ্য (যেমন খাড়া হুণ্ডি)। হিন্দী। বিণ। ২। ডাঁটা। দেশজ। সং। [করিয়াছে। সং।

খাড়ি—যে সঙ্কীর্ণ সাগরাংশ উপকূলভাগে প্রবেশ

খাড়ু—স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধের অলঙ্কারবিশেষ, একপ্রকার কঙ্কন বা বলয়। দেশজ। সং।

খাড়্গিক—খড়্গধারণকারী। খড়্গ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

খাণ্ডব—মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ-সন্নিহিত প্রদেশ [এইখানে খাণ্ডববন নামে প্রসিদ্ধ অরণ্য ছিল। সুভদ্রা-হরণের পর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় বহ্নিদেবের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তাঁহাকে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে দিয়াছিলেন। এই দাহন-সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র সসৈন্য হইয়া অন্যান্য দেবগণ সহ অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। পরন্তু অসাধারণ ভুজবীর্য্যসম্পন্ন পরন্তপ পার্থ তাঁহাদিগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করেন]। অধুনা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নিমার জেলার প্রধান নগর [প্রবাদ যে, এইখানেই খাণ্ডব-দাহ হইয়াছিল]। খণ্ড (ভগ্ন করা, ইত্যাদি)+অন্ ক, তদ্ধিতে ক ও ব। সং; পু বা স্ত্রী।

খাণ্ডবদাহন—খাণ্ডব নামক প্রসিদ্ধ বন দগ্ধ করান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। খাণ্ডব দেখ।

খাণ্ডব-বন—খাণ্ডব নামক প্রসিদ্ধ কানন। ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

খাণ্ডবারণ্য—খাণ্ডব বন। খাণ্ডব দেখ। খাণ্ডব-নামক যে অরণ্য, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; ক্লী।

খাণ্ডা—খাঁড়া, খড়্গ। দেশজ। সং।

খাণ্ডার—কলহ, ঝগড়া, কোন্দল। প্রাদে। সং।

খাণ্ডিক—মোদক, ময়রা। খণ্ড+ষ্ণিক। সং।

খাত—১। পুষ্করিণী; গর্ত্ত। খন্ (খনন করা) +ক্ত র্ম। সং; ক্লী। ২। খনন করা হইয়াছে এরূপ, খনিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খাতা।

খাতক—১। গর্ত্ত। খাত+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। অধমর্ণ, ঋণী; খননকারী। খাত শব্দ—কৃ+ড ক। সং; পু।

খাতা—১। খনিতা। খন্+ক্ত র্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। একত্র গ্রথিত কাগজখণ্ড-সমূহ, বহি, হিসাববহি; একখান লাঙ্গলে চষিবার উপযুক্ত জমি; কিতা; ভূমিখণ্ড। দেশজ। সং।

খাতির—সমাদর, সম্ভ্রম, সম্মান, অনুরোধ; নিমিত্ত; ইচ্ছা; চিত্ত, হৃদয়, প্রাণ। বৈদেশিক। সং।

খাতিরজমা—নিশ্চিন্ত। বৈদেশিক। বিণ।

খাতিরনাদারদ—অখাতির, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, হেলা; বেপরওয়া বা নিশ্চিন্ত ভাব। বৈদেশিক।

খাদ—১। খাত, খানা, নালা, গহ্বর; গভীরতা। দেশজ। ২। খা'দ। প্রাদে। সং। ৩। নিম্নসুর। সং।

খাদক—ভক্ষক; অধমর্ণ, ঋণী। খাদ (ভক্ষণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খাদিকা।

খাদন—১। ভক্ষণ। খাদ (ভক্ষণ করা)+ অনট্ ভা। ২। খাদ্যদ্রব্য। খাদ+অনট্ র্ম। সং; ক্লী। [দেশজ। সং।

খাদি—অতি ছোট কাপড়; কানি; টুকরা।

খাদিত—ভক্ষিত। খাদ (ভক্ষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খাদিতা।

খাদিম—সেবক, ভৃত্য; ঈশ্বরসেবক, দেবতার সেবাইত। বৈদেশিক। সং।

খাদির—খদিরনির্ম্মিত; খদিরবিষয়ক। খদির শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খাদিরী।

খাদী (খাদিন্)—খাদক, ভক্ষক। খাদ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী খাদিনী।

খাদ্য—ভোজ্য, ভক্ষ্য, খাওয়ার যোগ্য। খাদ (ভোজন করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খাদ্যা। [খাদ্য ছয় প্রকার, যথা—ভক্ষ্য, ভোজ্য, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়। মোদকাদি ভক্ষ্য; অন্ন সূপাদি ভোজ্য; চাউল, চিড়া প্রভৃতি চর্ব্ব্য; আম্র, ইক্ষু প্রভৃতি চোষ্য; রসালাদি লেহ্য; এবং দুগ্ধাদি পেয়]।

খাদ্যাভাব—ভক্ষ্যদ্রব্যের অপ্রতুল। খাদ্যের অভাব, ৬তৎ। সং; পু।

খাদ্যোৎপন্ন—খাদ্য দ্রব্য হইতে উদ্ভূত, ভক্ষ্যজাত (শরীরের রস রক্তাদি ও বল প্রভৃতি খাদ্যোৎপন্ন)। খাদ্য হইতে উৎপন্ন, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —পন্না।

খান—১। খণ্ড; টুকরা; স্থান। দেশজ। সং। ২। খাঁ (তাহা দেখ)। বৈদেশিক।

খানকা, খানাকা—অনর্থক, অহেতুক; বৃথা; হঠাৎ, আচম্বিতে। বৈদেশিক। ক্রি-বিণ।

খানকি, খানকী—মুসলমানী বেশ্যা; বেশ্যা। বৈদেশিক। সং।

খানকীপনা—বেশ্যার ব্যবহার। সং।

খানসামা—সামান্য ভৃত্য, কিঙ্কর, দাস। বৈদেশিক। সং।

খানা—১। গর্ত্ত, গহ্বর; নালা; খণ্ড। দেশজ। ২। ভোজন, আহার; ভোজ; স্থান, গৃহ। বৈদেশিক। সং।

খানাখারাব, খানেখারাব—সর্ব্বনাশগ্রস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, উৎসন্ন; সর্ব্বস্বান্ত, নিঃস্ব; নির্ব্বংশ। বৈদেশিক।

খানাতল্লাস—খানাতল্লাসী (তাহা দেখ)।

খানাতল্লাসী—বাসস্থানে কি কি দ্রব্য আছে, কোনও বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান। বৈদেশিক।

খানাপিনা—ভোজন ও পান, পান ভোজন, খাওয়া দাওয়া। বৈদেশিক। সং।

খানাবাড়ী—বসতিবাটী, বাসভবন। দেশজ। সং।

খানি, খানী—১। খনি, আকর। খন (খুঁড়া) +ইন্ র্ম। পক্ষে তদুত্তরে ঙীপ্। সং; স্ত্রী। ২। খণ্ড। দেশজ।

খানিক—১। খনিখনক, খনিতে কর্ম্মচারী। খনি+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খানিকী। ২। দেওয়ালের ফাটাল বা গর্ত্ত। সং; ক্লী। ৩। কতকটা, কিঞ্চিৎ, কিছু। দেশজ। বিণ। ৪। ক্ষণকাল, কিছু সময়। ক্ষণেক শব্দের অপভ্রংশ।

খানিল—ভিত্তি চৌর, সিঁধেল চোর। খন (খুঁড়া)+ইলচ ক। সং; পু।

খানোদক—নারিকেল। সং; পু।

খান্দেশ—বোম্বাই প্রদেশের জেলাবিশেষ। তাপ্তী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই জেলায় অবস্থিত তুরণমাল ও আশীঝাড় নামক পার্ব্বত্য দুর্গদ্বয়ের কথা মহাভারতে বর্ণিত আছে। তুরণমালের অধিপতি পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং আশীঝাড়ে অশ্বত্থামার পূজা হইত,—মহাভারতে এইরূপ উল্লেখ আছে। খ্রীষ্ট জন্মের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে খান্দেশ হিন্দু রাজার অধীন ছিল। ১৫৯৯ খৃঃ অঃ সম্রাট্ আকবর স্বয়ং এদেশ আক্রমণ করিয়া আশীঝাড় দুর্গ অধিকার করেন, এবং যুবরাজ দানিয়ালকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া খান্দেশকে তাঁহার নামানুসারে দান্দেশ আখ্যা প্রদান করেন। ১৮১৮ অব্দে পেশোয়ার রাজত্বের অবসানে খান্দেশ ইংরাজাধিকারে আসে।

খাপ—অস্ত্রাদির কোষ বা আবরণ; ঐক্য, মিল, সামঞ্জস্য,—যেমন খাপ-ছাড়া, খাপ-খাওয়া। দেশজ। সং।

খাপচি—খামচি বা খিমচি, চিমটি; ক্ষিপ্রদংশ, কতকটা। দেশজ। সং।

খাপছাড়া—সামঞ্জস্যরহিত, মিলশূন্য, বেমানান; অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক। দেশজ। বিণ।

খাপরা, খাবরা—ভগ্ন-ভাণ্ড-খণ্ড, খোলা; ঘর ছাওয়া খোলা; খোরা বা আবখোরা। খর্পর শব্দের অপভ্রংশ। সং।

খাপা—১। খাপ খাওয়া, মিলিয়া যাওয়া। দেশজ ক্রিয়া। ২। ক্রুদ্ধ, রাগত। খাপ্পা শব্দের অপভ্রংশ। [দেশজ। বিণ

খাপি, খাপী—পুরু, মোটা, ঠাস-বোনা

খাপ্পা, খাফা—ক্রুদ্ধ, রাগত। বৈদেশিক। বিণ

খাবরা—খাপরা দেখ। [দেশজ। সং

খাবল—গ্রাস; দংশন; মুষ্টি, মুঠা; ছোবল

খাবলা—খাবা, মুষ্টি, মুঠা। দেশজ। সং।

খাবলান—খাবল দেওয়া, হাত দিয়া তুলিয়া লইতে যাওয়া; খাবল মারা, ছোবলান। দেশজ। ক্রি।

খাম—১। অপক্ক, কাঁচা, অপুষ্ট; অপকৃষ্ট, মন্দ। দেশজ। বিণ। ২। ঘরের খুঁটি, থাম। হিন্দী খাম্বা শব্দের অপভ্রংশ। ৩। পত্রাদির আবরণ, লেফাফা; আবরণমাত্র। বৈদেশিক। সং।

খামকা, খামখা—খানকা (সকল অর্থে)।

খামখেয়াল—মনমরজিভাব, মনের স্থিরতা না থাকায় যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করা; উৎকল্পনা। বৈদেশিক। সং।

খামখেয়ালী—১। মনমরজি, চঞ্চলচিত্ত, উৎকল্পনাপ্রিয়। বিণ। ২। মনমরজি, আচরণ। বৈদেশিক। সং।

খামচান—খামচা দেওয়া, নখাঘাত করা, চিমটান; খাবল দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

খামটি, খামুটি—দন্তে দন্তে সংযোগ, দন্তদ্বারা অধরপীড়ন, মালসাট; মালকোঁচা। প্রাদেশিক। সং।

খামার—শস্যাঙ্গন, মাঠ হইতে শস্য আনিয়া রাখিবার ও মলাইদলাই করিবার স্থান; ভূস্বামীর নিজ জোতের জমি। দেশজ। সং।

খামি—গহনার পুঁটে; ময়দা প্রভৃতি গাঁজাইবার উপকরণ। দেশজ। সং।

খাম্বা—স্তম্ভ, খুঁটি। হিন্দী। সং।

খাম্বাজ—রাগিণীবিশেষ। সং।

খাম্বিরা—মসলাযুক্ত ও সুবাসিত (তামাক)।

খার—পরিমাণবিশেষ, খারি (তাহা দেখ)। খ—আ—রা+ড ক। সং; পু।

খারাপ, খারাব—মন্দ, নিকৃষ্ট, নোঙরা; দূষিত, পচা; মূল্যহীন,অকিঞ্চিৎকর। বৈদে। বিণ।

খারি, খারী—ধান্যাদি শস্য মাপ করিবার পাত্র। খ–আ–রা (দান করা)+ড ক +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

খারিজ—ত্যাগ, বর্জ্জন, বাদ, বাতিল, এক প্রজার নামে বাদ দেওয়া; পদচ্যুতি। বৈদেশিক। সং।

খারিজ-দাখিল—এক প্রজার নামে বাদ দিয়া অন্য প্রজার নামে পত্তন। বৈদেশিক। সং।

খারিজা—খারিজ করা হইয়াছে এরূপ; খারিজ দাখিল অন্য দেয়। বৈদেশিক। বিণ।

খারিন্ধম—শস্যপরিমাণকারক, কয়াল। খারি–ধ্মা (শব্দ করা)+খশ্ ক। বিণ; ত্রি।

খারী—খারি দেখ।

খাল—খাত, খানা, গহ্বর, নিম্নভূমি; পরিখা; পয়োনালী (Canal)। দেশজ। সং।

খালই,খালুই—ধরা মাছ রাখিবার পেড়া। সং।

খালসা—খাসমহাল; রাজস্ব বিভাগের দপ্তর। বৈদেশিক। সং। পঞ্জাবের জাতিবিশেষ।

খালা—পিতৃস্বসৃপতি, পিশা। বৈদেশিক। সং।

খালাস—১। মুক্তি, নিস্তার, অব্যাহতি, ছাড়, রেহাই; স্বস্তি, আরাম, আয়েষ; সন্তান-প্রসব। সং। ২। মুক্ত, নিস্তারপ্রাপ্ত। বৈদেশিক। বিণ।

খালাসী—১। মুক্তিদত্ত, ছাড় দেওয়া, রেহাই দেওয়া। বিণ। ২। খালাস, মুক্তি, ছাড়; নৌকা জাহাজের মাল্লা, লস্কর; কুলি, মজুর। বৈদেশিক। সং।

খালি—শূন্য, রিক্ত; কেবল,শুদ্ধ। দেশজ। বিণ।

খালিত্য—টাক। খলিত (টাকযুক্ত)+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

খাবা—খাওয়া, ভোজন, আহার। দেশজ। সং।

খাবার—১। খাইবার, ভোজনযোগ্য, খাদ্য। বিণ। ২। খাদ্যদ্রব্য; মিষ্টান্নাদি, জলখাবার দ্রব্য। দেশজ। সং।

খাবি—১। মৎস্যদিগের জলপানকালীন বদন-ব্যাদান; মনুষ্যদিগের মৃত্যুকালে তদাকার মুখব্যাদান। সং। ২। [তুই] খাইবি, ভোজন বা পান করিবি। দেশজ। ক্রি।

খাস—নিজ, স্বকীয়, নিজায়ত্ত, আপনার অধিকারভুক্ত; বিশিষ্ট। বৈদেশিক। বিণ।

খাস-খামার—ভূস্বামীর নিজ জোতের জমি। বৈদেশিক। সং।

খাস-মহল,—মহাল—যে মহাল বা মৌজা প্রজা-বিলি হয় নাই, ভূস্বামীর বা রাজ সরকারের নিজ জিম্মায় আছে। বৈদেশিক। সং।

খাসা—উত্তম, উৎকৃষ্ট, উপাদেয়। দেশজ। বিণ।

খাসি, খাসী—১। ছিন্নমুষ্ক। বৈদেশিক। বিণ। ২। ছিন্নমুষ্ক জন্তু। সং।

খাসী ও জয়ন্তী পাহাড়—আসাম প্রদেশের জেলাবিশেষ। আসামের প্রধান সহর সিলং এই জেলায় অবস্থিত। ১৮৬৪ খৃঃ চেরাপুঞ্জী হইতে জেলার প্রধান কার্য্যস্থল এইখানে নীত হয়। জেলাটি তিনভাগে বিভক্ত,(১) ইংরাজের সাক্ষাৎভাবে অধিকৃত খাসী পাহাড়, (২) ২৫টি স্বাধীন সামন্ত রাজ্যের সমষ্টি, (৩) ইংরাজের সাক্ষাৎভাবে অধিকৃত সমগ্র জয়ন্তী পাহাড়। দ্বিতীয় বিভাগোক্ত প্রত্যেক সামন্ত রাজ্য (অবশ্য ক্ষুদ্র), প্রজা-নির্ব্বাচিত "সীয়েম" (Siem) "ওয়াহাদাদার" (Wahadadar), "সর্দ্দার," বা "লিংদোহ" (Lingdoh) নামধেয় নায়ক কর্ত্তৃক শাসিত। যে পাথুরে চূণ কলিকাতায় "সিলেট চূণ" বলিয়া বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশই এই খাসী পাহাড় হইতে সংগৃহীত। খাসীজাতির লিখিত ভাষা নাই। ইহাদের কথা সবই একাক্ষর। খাসীগণ তাহাদের আদিম ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে,ইহারা ব্রাহ্মণের প্রভাব মানে না এবং জাতিভেদও মানে না। ইহাদের সামাজিক ও দায়াধিকার সম্বন্ধীয় নিয়মগুলির বিশেষত্ব আছে। পুরুষ বিবাহ করিয়া স্ত্রীর বাটীতে বাস করে। তাহার মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রী তাহার দাহান্তে শবের ভস্মাবশেষ এবং বিষয়সম্পত্তি তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীকে পাঠাইয়া দেয়। সেই ভগিনীই পৈত্রিক ধনের এবং বিবাহের পূর্ব্বে অর্জ্জিত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। মৃতের ভস্ম ভূপ্রোথিত করা হয় এবং তদুপরি প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করা হয়।

জয়ন্তী পাহাড়ের অধিবাসিগণ আপনাদিগকে "পনার" নামে অভিহিত করে। খাসীগণ তাহাদিগকে সানটেং (Santeng) বা সিনটেং (Synteng) বলিয়া থাকে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্র সিংহ তিনজন ইংরাজ-প্রজাকে নওগং জেলা হইতে ধৃত করিয়া কালীমন্দিরে বলি দিতে স্বীয় প্রজাগণের সহায়তা করেন। এইজন্য ইংরাজরাজ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

এই জেলায় যে সকল পাথুরে চূণের পাহাড় আছে, তাহাদের মধ্যে চেরাপুঞ্জি ও রূপনাথ-নামক স্থানের পাহাড়গুলি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত স্থানের পাহাড়ের একটি গুহায় হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। অপর একটি স্থানে গহ্বরটি ভূমিয়ের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, এই ভূগর্ভস্থ গহ্বর দিয়া আসিয়া এক সময়ে চীনদেশবাসীরা ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। [বৈদেশিক। বিণ।

খাস্তা—বিকৃত, নষ্ট, মন্দ; অশ্লীল; বিলুপ্ত। খাস্তা—১। পক্ক, বিকৃত, নষ্ট। বৈদেশিক। ২। উৎকৃষ্ট, উত্তম, খাসা। দেশজ। বিণ।

খিঁচ—গোশালার গোমূত্রাদি-সংবলিত তরল মল; কাঁকর; অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি। দেশজ। সং।

খিঁচা—আকর্ষণ করা, টানা। হিন্দী। ক্রি।

খিখি—শৃগালিকা, খ্যাঁকশিয়াল। খু (রব করা) +ডিখি ক। সং; পু বা স্ত্রী।

খিখির—শৃগালিকা, খ্যাঁকশিয়াল; শিবের অস্ত্রবিশেষ, খট্বাঙ্গ; বারিবালকনামক গন্ধদ্রব্য। সং; পু।

খিচ—খিঁচ (তাহা দেখ)।

খিচখিচ—কঙ্করস্পর্শের ন্যায় অস্বস্তিবোধ; বকা, ধমকান, ভর্ৎসনা, বিরক্তিপ্রকাশ। দেশজ। সং।

খিচড়ান—খিচুড়ি পাকান, জড়াপটি করা বা হওয়া; নষ্ট করিয়া ফেলা বা নষ্ট হইয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

খিচিখিচি—কচকচি, বকাবকি, ভর্ৎসনা, বিরক্তিপ্রকাশ। দেশজ। সং।

খিচুড়ি, খিচ্‌ড়ি—১। খেচরান্ন, দ্বিদলান্ন, চাউল ও দাল মিশ্রিত অন্নবিশেষ। খেচরান্ন শব্দের অপভ্রংশ। ২। নানাবস্তুর বা বিষয়ের বিশৃঙ্খল সংমিশ্রণ। সং।

খিঞ্চিল—খচিত। প্রা, ক।

খিটকাল—ব্যাঘাত, বিঘ্ন; ঝঞ্ঝাট,লেঠা, গোলযোগ। প্রা, ক। সং।

খিটখিট—বকা, ধমকান, ভর্ৎসনা; নিয়ত বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ। দেশজ। সং।

খিটখিটে—সর্ব্বদা খিটখিটকারী, নিয়ত অসন্তোষ প্রকাশকারী; সহজে ক্রোধশীল, কোপন। দেশজ। বিণ।

খিড়কী—পশ্চাদ্দ্বার, গুপ্তদ্বার; খড়খড়ি, জানালা, বাতায়ন। খড়কী শব্দের অপভ্রংশ।

খিণ, খিণি—ক্ষীণ, কৃশ, সরু। প্রা, ক। [সং।

খিতাব, খেতাব—উপাধি, পদবী। বৈদেশিক।

খিদমৎ—পরিচর্য্যা, সেবা। বৈদেশিক। সং।

খিদমদ্‌গার—পরিচারক; সেবক, ভৃত্য, কিঙ্কর, খানসামা। বৈদেশিক। সং।

খিদমদ্‌গারী—সেবকত্ব, ভৃত্যত্ব, খানসামাগিরী, পরিচর্য্যা, পরসেবা। বৈদেশিক। সং।

খিদির—দুঃখীজন; সন্ন্যাসী; চন্দ্র। খিদ (দুঃখ করা)+কির ক। সং; পু।

খিদিরপুর—নিম্ন কলিকাতার দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত পল্লীগ্রাম। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর অন্তিমভাগে জেনারেল কিড (Kyd) এইখানে জাহাজ নির্ম্মাণের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের ডকইয়ার্ড নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামটির নামকরণ হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জেনারেল ষ্টীম ন্যাভি-

•গেসম কোম্পানী এইখানে একটি ডক নির্ম্মাণ করিয়াছে।

খিন্নমান—খেদ বা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এরূপ। খিদ+শান ক। বিণ; ত্রি।

খিন্ন—পরিশ্রান্ত; দুঃখিত; অলস। খিদ (খেদ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খিন্না।

খিমচি—চিমটি। দেশজ। সং।

খির—ক্ষীর; দুধ। সং। প্রা, ক।

খির্‌কিচ—লেঠা, ঝঞ্ঝাট, দায়, মুস্কিল, গোল-যোগ, ব্যাঘাত; দারিদ্র্য। বৈদেশিক। সং।

খিরাজ, খেরাজ—কর, খাজানা। বৈদে। সং।

খিল—১। বিষ্ণু। সং; পু। ২। পরিশিষ্ট; উৎসন্ন; অকৃষ্ট (ক্ষেত্রাদি)। খ (শূন্য)—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খিলা। ৩। কপাটাদির অর্গল, হুড়কা; হাত-পায়ের খাইল। দেশজ। সং।

খিলকা—ঢিলা চোগা, আলখিল্লা। বৈদে। সং।

খিলনি, খিলনী—খিল, হুড়কা, অর্গল। প্রা, ক।

খিলা—খিল, অর্গল। প্রা, ক। সং।

খিলাৎ, খেলাৎ—সম্মানসূচক পোষাক। বৈদেশিক। সং।

খিলান—১। খিল কলযুক্ত, কব্জা-আঁটা; নীচে ফাঁকবিশিষ্ট অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত (arched)। বিণ। ২। নীচে ফাঁকবিশিষ্ট অর্দ্ধচন্দ্রাকার গাঁথনি (arch)। সং। ৩। তদাকারে গাঁথা বা নির্ম্মাণ করা; খিল-কলযুক্ত করা। দেশজ। ক্রি।

খিলি, খিলী—তাম্বূলপেটিকা, পাণের বিঁড়ি। দেশজ। সং।

খিলিদানী—পাণের ডিবা। দেশজ। সং।

খিলী—খিলি দেখ।

খীণ—ক্ষীণ। প্রা, ক।

খুঁকি, খুঁকী—শিশুকন্যা, ছোট মেয়ে। দেশজ।

খুঁচা—খোঁচামারার মত ব্যথা করা, বিঁধা। দেশজ। ক্রি।

খুঁচান—খোঁচা মারা; বিঁধা। দেশজ। ক্রি

খুঁজা—অন্বেষণ করা, তল্লাস করা। দেশজ ক্রি। [দেশজ। সং

খুঁট—বস্ত্রাদির কোণপ্রান্ত; পায়ের উপর ভর

খুঁটা—১। গোঁজ, মেক, কাষ্ঠদণ্ড, কাষ্ঠস্তম্ভ সং। ২। মৃত্তিকাদি হইতে এক একটী করিয়া কুড়াইয়া তুলা, বাছিয়া লওয়া, নখাঘাত করা। দেশজ। ক্রি।

খুঁটি—কাষ্ঠস্তম্ভ, থাম্বা, থাম, খুঁটা; অবলম্বন, ঠেকনো। দেশজ। সং।

খুঁটিগাড়ি—তীরে নৌকা বন্ধনের কর বা মাশুল, ঘাটশুল্ক। দেশজ। সং।

খুঁটিনাটি—তুচ্ছ বিষয় বা ব্যাপার সকল; সামান্য সামান্য বিষয়ে দোষ বা ত্রুটিগ্রহণ। দেশজ। সং।

খুঁড়া—খনন করা; ঈর্ষ্যা প্রকাশ করা। দেশজ। ক্রি।

খুঁড়ান, খোঁড়ান—খনন করান; খঞ্জের ন্যায় চলা, নেঙচাইতে নেঙচাইতে চলা; পদাঙ্গুলির উপর ভর করা। দেশজ। ক্রি।

খুঁত—১। ক্ষতচিহ্ন; কলঙ্ক; দোষ, ত্রুটি; ছল। সং। ২। ক্ষতচিহ্নযুক্ত, ক্ষত। দেশজ। বিণ।

খুঁত খুঁত, খুঁতমুত—অব্যক্ত শব্দে অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ; উসুখুসু। দেশজ। সং।

খুঁয়া—মোটা ছোট কাপড়, খাদি। প্রা, ক।

খুঁয়ে তাঁতি—ক্ষুঁয়াতাঁতি (তাহা দেখ)।

খুকি, খুকী—১। খুঁকী, ছোট মেয়ে। দেশজ। ২। কাশ, কাশি। হিন্দী। সং।

খুঙ্গি, খুঙ্গী—ক্ষুদ্র পেটিকা, ঝাঁপি। প্রা, ক।

খুঙ্গী পুঁথি—ঝাঁপির মধ্যস্থ পুস্তক; পুস্তক সহিত ঝাঁপি; ঝাঁপি ও পুস্তক। প্রা, ক।

খুচরা, খুজরা—অল্প অল্প পরিমাণে বিক্রীত, খরচা; ক্ষুদ্র, ছোট; অল্প, সামান্য। দেশজ। বিণ।

খুজরান—খুচরা, খরচা। দেশজ। বিণ।

খুজলি—চুলকানি, খোস। হিন্দী। সং।

খুঞা—১। ক্ষুমা, রেশম বা পাট; রেশমী কাপড়, পট্টবস্ত্র। ক্ষুমা শব্দের অপভ্রংশ। ২। মোটা ছোট কাপড়, খাদি। প্রা, ক।

খুড়তত, খুড়তুত—খুল্লতাত হইতে জাত; খুড়ার সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট। দেশজ।

খুড়া, খুড়ো—খুল্লতাত, কাকা, চাচা। দেশজ। সং। সং।

খুড়ী—খুল্লতাতপত্নী, কাকী, চাচী। দেশজ।

খুড়ো—খুড়া দেখ।

খুদ—ক্ষুদ (তাহা দেখ)।

খুদ মাগা—ক্ষুদ ভিক্ষা করা, পুনর্বিবাহে স্ত্রী আচারের অঙ্গবিশেষ। প্রা, ক। [ক্রি;

খুদা—ক্ষোদন করা, উৎকীর্ণ করা। দেশজ।

খুদিয়া, খুদে—ক্ষুদ্র, ছোট। দেশজ। বিণ।

খুদ্দ—ক্ষুদ্র। প্রা, ক।

খুধা—ক্ষুধা। প্রা, ক।

খুন—লহু, রুধির, রক্ত; হত্যা, নরহত্যা। বৈদেশিক। সং।

খুন-খারাপি,—খারাবী—খুনখুনি (সকল অর্থে); গাঢ় রক্তবর্ণ রঞ্জনদ্রব্য, ঘোর লাল রঙ্গ। বৈদেশিক। সং।

খুনখুনি, খুনাখুনি—হত্যাকরণ; রক্তারক্তি, মারামারি কাটাকাটি; ঘোর বিবাদ ও দাঙ্গা, প্রবল প্রয়াস, দারুণ পরিশ্রম। দেশজ। সং। [প্রা, ক।

খুনসী—বিবাদ, বিরোধ; কলহ, কোন্দল।

খুনাখুনি—খুনখুনি দেখ।

খুনিয়া—১। খুনে (তাহা দেখ)। দেশজ। বিণ। খুঁড়িয়া, খনন করিয়া। ক্রি। প্রা, ক।

খুনী—নরহত্যাকারী। দেশজ। বিণ।

খুনে—হত্যাপ্রিয়; নরহত্যাকারী, খুনী; দাঙ্গাবাজ; বিবাদপ্রিয়। দেশজ। বিণ।

খুন্তি, খুন্তী—রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত ছোট খন্তা। দেশজ। সং।

খুপরি, খুবরি—সামান্য বা ক্ষুদ্র কুটীর; ছোট ঘর, খোপ। সং। [শিক। বিণ।

খুপসুরৎ, খুবসুরৎ—অতি সুন্দর, সুশ্রী। বৈদে-

খুপি—ছোট গর্ত্ত। সং। [শিক। বিণ।

খুব—অতিশয়, অত্যন্ত; বেশ, ভাল। বৈদে-

খুবরি—খুপরি দেখ।

খুবসুরৎ—খুপসুরৎ দেখ।

খুবানি—বিদেশজাত ফলবিশেষ। সং।

খুমারি—১। খোঁয়ারি। প্রাদেশিক। ২। খোয়ার, ভর্ৎসনা। প্রা, ক। সং।

খুয়ল—খুলিল। ক্রি। প্রা, ক।

খুয়ান—হারান, নষ্ট করা, ক্ষয় করা, অপচয় করা। দেশজ। ক্রি।

খুয়ার, খোয়ার—অপযশ, অখ্যাতি, কুৎসা, নিন্দা, কলঙ্ক, ভর্ৎসনা, নিগ্রহ, লাঞ্ছনা। প্রাদেশিক। সং।

খুর—কামাইবার অস্ত্র, ক্ষুর; খুরা বা পায়া; গোটকাদির পায়ের ক্ষুর। খুর (ছেদন করা)+ণ। সং; পু।

খুরণস্—খুরণাঃ দেখ।

খুরনস—খুরনাসিক, থাঁদা। খুরের ন্যায় চেপ্টা নাসা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সা।

খুরণাঃ (খুরণস্)—চিপিটনাসিক, থাঁদা। খুরের ন্যায় চেপ্টা নাসা বা নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

খুরপ্র—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণবিশেষ; ঘাস কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, খুরপো। খুর—প্রথ (প্রক্ষেপ করা)+ড ক। সং; পু।

খুরলী—শরাভ্যাস; অস্ত্রশিক্ষা; অভ্যাস। খুর +কলচ্ +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

খুরসি, খুরসী—১। গোবৎসাদির পদবন্ধন রজ্জু। দেশজ। ২। কুর্শি, চেয়ার। বৈদে। সং।

খুরা—খট্বাদির পাদ বা পায়া। দেশজ। সং।

খুরালিক—১। নাপিতের ভাঁড়। খুরদিগের আলি=খুরালি; খুরালি (খুরসমূহ) +ফিক। ২। নারাচাস্ত্র; উপাধান, বালিশ। খুর+অ অস্ত্যর্থে (=খুর)—খাট; খুরের (খাটের) অল (শোভা)=খুরাল; খুরাল +ফিক। সং; পু।

খুরি, খুরী—মাটীর কটোরা; ছোট বাটি; মৃৎকটাহ; পাথরের ছোট খোরা। দেশজ। সং।

খুর্ম্মা—শুষ্ক সুপক্ব খর্জ্জুর। বৈদেশিক। সং।

খুলনা—বঙ্গপ্রদেশের জেলা-বিশেষ। খুলনা পূর্ব্বে যশোহর জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা ছিল। ১৮৮২ খৃঃ ১লা জুন, যশোহর

জেলা হইতে খুলনা ও বাগের হাট, এবং চাব্বিশ পরগণা হইতে সাতক্ষীরা বাহির করিয়া লইয়া, এই তিনটির সমবায়ে খুলনা জেলার সৃষ্টি হয়। খুলনা সহর ভৈরব নদের উপরি অবস্থিত। জেলায় বহুল পরিমাণে খর্জ্জুর-গুড়ের চিনি প্রস্তুত হয়। খুলনা সহরকে "সুন্দরবনের রাজধানী" বলা হয়, কারণ সুন্দরবনের কাষ্ঠাদি উৎপন্ন দ্রব্য নৌকাযোগে খুলনা দিয়াই কলিকাতা ও অপরাপর স্থানে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতেও বহুবিধ পণ্যদ্রব্য এইখানে আনীত হয়।

খুলা—উন্মুক্ত করা বা হওয়া, উদ্‌ঘাটিত করা বা হওয়া, আবরণহীন করা বা হওয়া, বাঁধন ছাড়া, শিথিল করা। দেশজ। ক্রি।

খুলি, খুলী—খর্পর, করোটী, কপাল; মৃৎকটাহ, তাগাড়ি; খোল বাদক। দেশজ। সং।

খুল্ল—ক্ষুদ্র, ছোট; অল্প, লঘু; কনিষ্ঠ। খু (শব্দ করা)+ক্বিপ্ ক=খুৎ, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খুল্লা।

খুল্লতাত—পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া, কাকা। কর্ম্মধা। সং; পুং।

খুল্লনা—বিখ্যাত শ্রীমন্ত সওদাগরের জননী। ইনি পূর্ব্বজন্মে রত্নমালা নামে স্বর্গের অপ্সরা ছিলেন। দুর্গার অভিশাপে মানবী হইয়া লক্ষপতি বণিকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সহিত ধনপতি সওদাগরের বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভে শাপভ্রষ্ট শ্রীমন্ত জন্মগ্রহণ করেন। ধনপতি বাণিজ্যার্থে বিদেশে গমন করিলে খুল্লনা সপত্নীর হস্তে নিগৃহীতা হইয়াছিলেন। পরে শ্রীমন্তের চেষ্টায় তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইঁহার দুঃখময় জীবনের অবসান হয়।

খুশ—১। প্রীতিপ্রদ, আনন্দজনক; শুভ, ভাল, সু। বিণ। ২। আনন্দ; খুসি, ইচ্ছা, মর্জি। বৈদেশিক। সং।

খুশখত—আনন্দজনক পত্র; সুন্দর হস্তাক্ষর। বৈদেশিক। সং।

খুশ-নাম, -নামী—সুনাম, সুখ্যাতি, প্রশংসা, যশ। বৈদেশিক। সং।

খুশামদ, খুশামোদ—তোষামোদ, চাটুকারিতা, চাটুবাদ, খোষামুদি। বৈদেশিক। সং।

খুশী, খুসি, খুসী—১। প্রীত, আহ্লাদিত, আনন্দিত। বিণ। ২। প্রীতি, আনন্দ, আহ্লাদ, সন্তোষ, ইচ্ছা, মর্জি। বৈদেশিক। সং।

খুস্কি—১। শুষ্ক। বিণ। ২। মাথার শুষ্ক চর্ম্ম (scurf)। সং।

খুসা—[দাল কলায়াদি] নিস্তুষ করা, কাঁড়া। প্রাদেশিক। ক্রি।

খুসি, খুসী—খুশী দেখ। [সং।

খৃষ্ট—খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যিশু (Christ)। খৃষ্টধর্ম্ম—যিশুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত, খৃষ্টানী। ৬তৎ। সং; পুং।

খৃষ্টাব্দ—খৃষ্টের জন্মকালাবধি গণিত বৎসর। খৃষ্টের অব্দ, ৬তৎ। সং; পুং।

খৃষ্টিয়ান, খৃষ্টান—খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী (Christian); অহিন্দু, হিন্দুধর্ম্মকর্ম্মচ্যুত। বিণ বা সং।

খৃষ্টিয়ানী, খৃষ্টানী—খৃষ্ট ধর্ম্ম; খৃষ্টানের মত আচরণ, অহিন্দুর ন্যায় আচার ব্যবহার। সং।

খৃষ্টীয়—যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধীয়। খৃষ্ট+ঈয়। বিণ; ত্রি।

খেই—খাই, খি, সূতার গুটি বা মুখ; সূত্রগুটিকা; সন্ধান। দেশজ। সং।

খেউড়—খেঁউড় দেখ।

খেউর, খেউরি—ক্ষৌর ক্রিয়া, কামান। ক্ষৌর শব্দের অপভ্রংশ। সং।

খেংরা, খেঙরা, খেঙ্গরা—সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, ঝাড়ু। প্রাদেশিক। সং।

খেঁউড়, খেউড়—অশ্লীল গান বা কবিতা; ইতর ভাষায় কবির লড়াই; কবিগান। দেশজ।

খেঁকশিয়াল, -লী—যে ছোট জাতীয় শিয়াল খেঁক খেঁক শব্দ করে, শৃগালিকা, ফেউ। দেশজ। সং।

খেঁকি, খেঁকী—১। খেঁক খেঁক শব্দকারী; রুক্ষস্বভাব, চটামেজাজী, সহজক্রোধী। বিণ। ২। যে মন্দজাতীয় কুকুর সহজেই খেঁক করিয়া উঠে। দেশজ। সং।

খেঁচকা—টান, অভাব; যখন তখন চাওয়া, বিরক্তিকর তাগাদা। দেশজ। সং।

খেঁচকান—টান দেওয়া, টানা; বিরক্তিকর ভাবে তাগাদা করা। দেশজ। ক্রি।

খেঁসারি—কলায়বিশেষ, তেওড়া। দেশজ।

খেঙরা, খেঙ্গরা—খেংরা দেখ।

খেচর—১। গগনে বিচরণকারী। অলুক্ উপপদ; খে-চর+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খেচরী। ২। সূর্য্যাদি গ্রহ; পক্ষী; শিব। সং; পুং।

খেচরান্ন—দ্বিদলান্ন, খিচুড়ী। খেচর (দ্বিদলাদি মিশ্রিত) যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

খেচরী—১। আকাশগামিনী। খেচর দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। দ্বিদলান্ন, খিচুড়ী। সং; স্ত্রী।

খেচা-খিচি, -খেচি—বকাবকি, বাক্‌কলহ; লেঠা, ঝঞ্ঝাট; গালাগালি, হুড়াহুড়ি, হিড়িক; বিব্রত। গ্রাম্য।

খেজাড়ি—মুড়ি। প্রা, ক। সং।

খেজুর—খর্জ্জুর শব্দের অপভ্রংশ।

খেজুরছড়ি—কতকটা খেজুরের থকার মত একপ্রকার ফুল; একরকম শাড়ী কাপড়। দেশজ। সং।

খেট—১। ভোজন, আহার। খিট্+অল্ ভা। ২। খাদক, ভক্ষক; ঘোটক। খিট্+অন্ ক। ৩। পল্লীগ্রাম, পাড়াগাঁ, কলক, চর্ম্ম, ঢাল। খিট্+অল্ অধি ক। ৪। সূর্য্যাদি গ্রহ। খে-অট্+অন্ ক। সং; পুং। ৫। তৃণ। সং; স্ত্রী। ৬। মৃগয়া। সং; পুং বা স্ত্রী। ৭। অধম, নীচ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খেটা।

খেটক—১। ফলক, ঢাল; ধনবৃদ্ধিজীবী, সুদখোর; বলদেবের গদা। খিট (জীবিত করা)+ণক ক। ২। পল্লীগ্রাম। খিট (ভয় পাওয়া)+ণক ক। সং; পুং।

খেটী (খেটিন্)—কামুক, লম্পট। খিট্+ণিন্ ক। সং; পুং।

খেটে—১। খর্ব্ব মুদ্গর, খর্ব্বাকার স্থূল লগুড়, খাট মোটা লাঠি। সং। ২। খাটিয়া, মেহনত করিয়া, কর্ম্ম করিয়া। দেশজ। ক্রি।

খেটেল—শারীরিক পরিশ্রমকারী ভৃত্য, সামান্য চাকর বা মজুর। প্রা, ক। সং।

খেড়ী—ক্রীড়া, খেলা। প্রা, ক। সং।

খেত—ক্ষেত। ক্ষেত্র শব্দের অপভ্রংশ।

খেতালী—ক্ষেত্রকর্ম্ম, ক্ষেতের কাজ, চাষবাস। দেশজ। সং।

খেতাব—খিতাব দেখ।

খেদ—শোক; দুঃখ; শ্রম, শ্রান্তি; অবসন্নতা। খিদ (খেদ করা)+অল্ ভা। সং; পুং।

খেদা—১। বুনা হাতী ধরিবার বেড়; তাড়া, পশ্চাদ্ধাবন। সং। ২। খেদান, তাড়ান, দূর করা। প্রা, ক। ৩। [তুই] তাড়া, দূর কর্। দেশজ। ক্রি।

খেদান—১। তাড়ান, বিতাড়িত করা, দূর করিয়া দেওয়া। দেশজ। ২। কাটিয়া তুলা, খনন করা। প্রা, ক। ক্রি।

খেদিত—১। বিতাড়িত। যাহাকে খেদান হইয়াছে। খেদি (খেদ করান)+ক্ত র্ম্ম। ২। খেদযুক্ত, দুঃখিত। খেদ (দুঃখ)+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খেদিতা।

খেন—ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, লগ্ন; শুভক্ষণ। ক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ।

খেপ—বার, দফা; স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক সামান্য বাণিজ্য বা ব্যবসায়; ঐরূপ ব্যবসারের দফা। দেশজ। সং। [সং।

খেপান, খেপানি—পাগলামি, বাতুলতা। দেশজ।

খেম—ক্ষম, ক্ষমা কর। প্রা, ক। ক্রি।

খেমটা—তালবিশেষ; ঐ তালে নৃত্য। সং।

খেমটী—খেমটাওয়ালী, নর্ত্তকী। দেশজ।

খেমা—১। মার্জ্জনা, মাফ। ক্ষমা শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। ক্ষমা করা। ক, প্র। ক্রি।

খেয়—১। খননযোগ্য। খন+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী খেয়া। ২। গড়খাই। সং; স্ত্রী।

খেয়া—১। খননযোগ্য। খেয় দেখ। খেয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদ্যাদিতে পারাপার হওয়া (Ferry)। দেশজ। সং।

খেয়া-ঘাট—নৌকাযোগে পারাপার হইবার স্থান। দেশজ। সং।

খেয়ান—১। খেয়া দেওয়া, নৌকাযোগে পারাপার করা ; [নৌকা] চালান। দেশজ। ২। ভাসান। প্রা, ক। ক্রি।

খেয়া-নৌকা—নদ্যাদিতে পারাপার করিবার নৌকা (Ferry-boat)। দেশজ। সং।

খেয়ারি, খেয়ারী—যে মাঝি নদ্যাদিতে পারাপার করে (Ferry-man)। দেশজ। সং।

খেয়াল—সঙ্গীতবিশেষ ; অলীক কল্পনা, স্বপ্ন ; উৎকল্পনা, মনমরজি ; নিজের গোঁ বা জেদ; স্বভাব ; জ্ঞান ; প্রলাপ। বৈদেশিক। সং।

খেয়ালী—খেয়াল গানকারী ; কল্পনাপ্রিয় ; যে মনমরজি মত চলে। দেশজ।

খেরাজ—খিরাজ দেখ।

খেরি—ক্রীড়া, খেলা। প্রা, ক। সং।

খেরুয়া, খেরো—এক রকম মোটা সূতার কাপড়, ইহাতে তোষক বালিসের খোল হয়। সং।

খেল—১। খেলা ; ক্রীড়াভূমি ; ক্রীড়নক। হিন্দী। ২। খেয়াল, কল্পনা, চিন্তা ; জ্ঞান। সং।

খেলন—খেলা। খেল্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

খেলনা, খেলানা—খেলার বস্তু, ক্রীড়নক। দেশজ। সং।

খেলা—১। ক্রীড়া, কেলি, লীলা। খেল্+ ও ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। ক্রীড়া করা। দেশজ। ক্রি।

খেলা-ঘর—শিশুদিগের কেলিগৃহ ; ছেলে-খেলার ঘরকন্না ; কৃত্রিম সংসার। দেশজ।

খেলাত—১। সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ; ইনাম, বক্‌সিস, পুরস্কার। বৈদেশিক। সং। ২। বেলুচিস্থানে অবস্থিত খেলাতের খাঁয়ের রাজধানী। স্থানটীর শুদ্ধ নাম "কলাত"— কলা অর্থে দুর্গ (কেল্লা)। খেলাতের প্রাচীন নাম তুরাণ বা তুবরণ। খেলাতে ব্রাহুই জাতির আধিক্য দৃষ্ট হয়। অনেকের ধারণা এই যে উহারা "খাঁ" এই জাতীয়। কিন্তু অধুনা ভারতীয় সার্ভে ডিপার্টমেন্টের অনেক কর্ম্মচারী টেট সাহেব একখানি হস্তলিপি পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণে তিনি বলেন যে "খাঁ" আমাদজাই বংশসম্ভূত আরব জাতি হইতে উৎপন্ন। কথিত আছে যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত।

খেলাতচন্দ্র ঘোষ—পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষের মধ্যম পুত্র দেবনারায়ণের পুত্র খেলাতচন্দ্র মহোদয় দয়া-দাক্ষিণ্য ও দান-ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিতেন, তাঁহার অর্থানুকূল্যে অনেক সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার নামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। তিনি তদীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথ ঘোষকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খেলান—খেলা করা বা করান ; খেলা দেখান, কৌতুকপ্রদর্শন করা, তামাসা দেখান। দেশজ। ক্রি।

খেলানা—খেলনা দেখ।

খেলাপ, খেলাফ—১। বিপরীত। বিণ। ২। বৈপরীত্য, ব্যতিক্রম, অন্যথা, ত্রুটি। বৈদেশিক। সং।

খেলাপি, খেলাপী—১। বৈপরীত্য, ব্যতিক্রম। সং। ২। খেলাপ জন্য, ব্যতিক্রমজনিত, ত্রুটিহেতুক। বৈদেশিক। বিণ।

খেলোয়াড়—যে খেলা করে, ক্রীড়ক ; ক্রীড়াপটু ; চতুর, চালাক, ধড়িবাজ, ফন্দিবাজ, কূট কৌশলী। দেশজ।

খেস—পশমী শীতবস্ত্রবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

খেসারত—ক্ষতি; ক্ষতিপূরণ। বৈদেশিক। সং।

খৈ—খই দেখ।

খো—১। খোয়া, পিষ্ট আকের ছিবড়া ; শক্ত ক্ষীর। দেশজ। ২। মেচেতা। প্রা, ক। সং।

খোই—ক্ষয় করে, নষ্ট করে। প্রা, ক। ক্রি।

খোঁকা, খোকা—ছোট ছেলে ; পুত্রসন্তান। দেশজ। সং ; পু। স্ত্রী খুঁকী, খুকী।

খোঁচ, খোঁচা—সূচির ন্যায় মুখ ; তীক্ষ্ণাগ্র বস্তু ; তীক্ষ্ণাগ্র বস্তুর বেধ ; বিঘ্ন ; ত্রুটি, দোষ ; কলঙ্ক। দেশজ। সং।

খোঁচান—তীক্ষ্ণাগ্র বস্তুদ্বারা বিদ্ধ করা ; উত্তেজিত করা, উস্কি লাগান ; কোন কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

খোঁজ—অন্বেষণ, তল্লাস ; সন্ধান, উদ্দেশ ; তত্ত্ব, খবর। দেশজ। সং।

খোঁজখবর—সংবাদ, তত্ত্ব, সন্ধান, উদ্দেশ ; তত্ত্ব-তল্লাস। দেশজ। সং।

খোঁজা—খুঁজা (তাহা দেখ)।

খোঁটা—১। কীলক, খোঁজ, গন্ধাগ্রদন্ত, খুঁটি, স্তম্ভ, ঠেকনো, অবলম্বন ; ত্রুটি, দোষ ; কলঙ্ক ; ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ; কৃতকর্ম্ম স্মরণ করাইয়া গঞ্জনা বা লজ্জা প্রদান। সং। ২। খুঁটা, নখাঘাত করা। ক্রি। ৩। মন্দ, খারাপ, কৃত্রিম, জাল, মেকি। দেশজ। বিণ।

খোঁড়—খনন। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

খোঁড়ল, খোঁদল—কোটর, গহ্বর, বিবর, গর্ত্ত।

খোঁড়া—১। পঙ্গু, খঞ্জ। বিণ ; পু। স্ত্রী খুঁড়ী। ২। খুঁড়া, খনন করা ; ঈর্ষ্যা করা ; টুকা বা টোকা। দেশজ। ক্রি।

খোঁড়ান—খুঁড়ান, খনন করান ; খোঁড়ার মত চলা, নেঙচান। দেশজ। ক্রি।

খোঁদল—খোঁড়ল দেখ।

খোঁপা, খোপা—কবরী, স্ত্রীলোকদের মস্তকের পশ্চাতে কেশবন্ধন। দেশজ। সং।

খোঁয়াড়—গোমেষাদি পশু আটকাইয়া রাখিবার স্থান ; শূকরকুটীর, খোঁয়াকুঁড়ে। দেশজ।

খোঁয়াড়ি, খোঁয়ারি—মদের নেশা কাটিবার পর শরীরের অবসন্ন অবস্থা ; অবসাদ, গ্লানি। দেশজ। সং।

খোকা—শিশু, ছোট ছেলে। সং ; পু।

খোজা—নপুংসক, ক্লীব, ছিন্নমুষ্ক পুরুষ, কঞ্চুকী। বৈদেশিক। সং।

খোজুয়া—পুষ্পলি, চলনশা, খস। প্রা, ক।

খোট—আপত্তি, শিশুর আব্দার বা বাহানা। দেশজ। সং।

খোটিয়াল (খোটেল)—খোটভক্ত, যে নিয়ত খোট করে, আব্দারে, বাহানাবাজ ; দুরন্ত, দুষ্ট ; খল, ক্রূর, ধূর্ত্ত। দেশজ। বিণ।

খোট্টা—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী, হিন্দুস্থানী। দেশজ।

খোড়—খঞ্জ। খোড় (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ ক। বিণ। ত্রি। স্ত্রী খোড়া।

খোদ—১। স্বয়ং, নিজে। ২। ক্ষোদন, খোদাই কাজ। বৈদেশিক।

খোদকস্তা—স্বাধিকারস্থ যে প্রজা নিজ গ্রামে চাষ করে। বৈদেশিক।

খোদকার—ক্ষোদক, ভাস্কর। বৈদেশিক। সং।

খোদকারী—ক্ষোদনকর্ম্ম, ভাস্কর্য্য ; ভাস্কর-শিল্প। বৈদেশিক। সং।

খোদা—আল্লা, ভগবান্, ঈশ্বর। বৈদেশিক। সং।

খোদাতালা—জগদীশ্বর, পরব্রহ্ম। বৈদেশিক। সং।

খোদান—১। ক্ষোদিত বা অঙ্কিত করান, উৎকীর্ণ করান। দেশজ। ২। খুড়ান, খনন করান। ক্রি। প্রা, ক।

খোদাবন্দ—প্রভু, দিনদুনিয়ার মালিক, হুজুর, উচ্চসম্মানসূচক সম্বোধন পদ। বৈদেশিক।

খোনা—খনা, যে নাকে কথা বলে, গন্নাকাটা। দেশজ। বিণ।

খোপ—ছোট কুঠারি বা কামরা ; খুবরি ; পারাবতাদি পক্ষীর গৃহ ; গৃহের পার্শ্বদেশ। দেশজ। সং।

খোয়া—ক্ষয়, নাশ, হারান ; শক্ত ক্ষীর ; পিষ্ট আকের ছিবড়া ; ভগ্ন ইষ্টক বা প্রস্তরের খণ্ডসকল। দেশজ। সং।

খোয়ার—কেলেঙ্কারী, কলঙ্ক, কুৎসা ; দুর্দ্দশা ; অপমান, লাঞ্ছনা। দেশজ। সং।

খোর—১। খঞ্জ, খোঁড়া। খোড় (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী খোরা। ২। গবাদির পদক্ষত রোগ, ইহাকে খাঁইসাও বলে। দেশজ। সং। ৩। অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে, তাহা সেবনকারী ; যেমন সুদখোর, গাঁজাখোর ইত্যাদি।

খোরপোষ—খোরাকপোষাক, অন্নবস্ত্র, গ্রাসাচ্ছাদন, ভরণপোষণ। বৈদেশিক। সং।

খোরা—১। খঞ্জা। খোর দেখ। খোর+আপ্।

বিণ ; স্ত্রী । ২ । পাথরের খুব বড় বাটি । দেশজ । সং ।

খোরাক—খাদ্য, খাবার ; ভোজন, আহার ; খাদ্য বা পানীয়ের মাত্রা ; একবারের আহার্য্য পরিমাণ (meal) । বৈদে । সং ।

খোরাকি, খোরাকী—১ । ভোজন-নিমিত্তক ; খাইবার জন্য আবশ্যক ; খাইবার উপযুক্ত ; আহারের ব্যয়স্বরূপ । বিণ । ২ । আহার্য্য পরিমাণ ; আহারের মূল্য ; আহারের জন্য আবশ্যক বস্তু বা ব্যয় । বৈদেশিক । সং ।

খোল—১ । খঞ্জ, খোঁড়া । খোল (খোঁড়াইয়া চলা) + অন্ ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী খোলা । ২ । বাহ্য আবরণ ; খলি বা খইল । দেশজ । সং ।

খোল, খোলক—মৃদঙ্গ ; আবরণকারী বস্ত্র-বিশেষ ; টোপর ; পাগড়ী ; হাঁড়ী ; উইঢিপি ; অভ্যন্তর । খোল = খু (শব্দ করা) + ল ক । খোলক = খোল + কণ্ । সং ; পু ।

খোলতা, খোলতাই—রক, জলুস, ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, শোভা ; পরিষ্কার । দেশজ । সং ।

খোলস—বহিরাবরণ, আচ্ছাদন ; নির্ম্মোক, সর্প-ত্বক্ । দেশজ । সং ।

খোলসা, খোলাসা—১ । পরিষ্কৃত, সাফ ; মুক্ত, খালাস ; নির্মেঘ, খালি ; অমায়িক, অকপট । বিণ । ২ । পরিষ্কৃতি ; মুক্তি, খালাস ; মর্ম্ম, তাৎপর্য্য । বৈদেশিক । সং ।

খোলা—১ । খঞ্জা । খোলা দেখ । খোল + আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । অণ্ড-শম্বুকাদির কঠিন বহিরাবরণ ; ত্বক্, ছাল, ছিলকা । দেশজ । সং । ৩ । উদ্ঘাটিত, উন্মুক্ত, অনাবৃত ; ফাঁকা ; স্পষ্ট ; অমায়িক । দেশজ । বিণ ।

খোলাখুলি—সকল কথা খুলিয়া বলিয়া, সমুদায় ব্যক্ত করিয়া ; পরস্পর সরলভাবে বা অকপটে । দেশজ । ক্রি-বিণ ।

খোশ, খোষ, খোস—১ । খুস (তাহা দেখ) । বৈদেশিক । ২ । খস, পাঁচড়া । দেশজ ।

খোষ (খোস) – কবালা—সাফ-কবালা, সম্পূর্ণ স্বত্ব বিক্রয়পত্র । বৈদেশিক । সং ।

খোসখত—খুশখত (তাহা দেখ) ।

খোস-বই, – বয়, – বাই— সদ্‌গন্ধ, সৌরভ । বৈদেশিক । সং ।

খোসমেজাজ—প্রফুল্লচিত্ত । বৈদেশিক । সং । বিণ খোসমেজাজী ।

খোসা—১ । ত্বক্, ছাল, ছিল্‌কা । সং । ২ । শ্মশ্রুবিহীন, মাকুন্দা । দেশজ । বিণ ।

খোসামুদ, খোসামুদি, খোসামোদ—খুসামদ (তাহা দেখ) ।

খ্যাত—কথিত ; বিশ্রুত ; প্রসিদ্ধ, খ্যাতিযুক্ত । খ্যা (বলা) + ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী খ্যাতা ।

খ্যাতনামা (– নামন্)—যাহার নাম প্রসিদ্ধ, যাহাকে দশজনে জানে । খ্যাত হইয়াছে নাম যাহার, বহু । বিণ ; পু বা স্ত্রী ।

খ্যাতি—১ । প্রসিদ্ধি ; লোকবিশ্রুতি ; যশঃ ; জ্ঞান । খ্যা (বলা) + ক্তি ভা । সং ; স্ত্রী । বিশেষণে খ্যাত । ২ । দক্ষপ্রজাপতির এক কন্যার নাম খ্যাতি । ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুর সহিত ইঁহার বিবাহ হয় । ইঁহার গর্ভে লক্ষ্মীনাম্নী কন্যা এবং ধাতা ও বিধাতা নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে ।

খ্যাতি কর, – জনক—প্রসিদ্ধির উৎপাদক, প্রতিষ্ঠাসমুৎপাদক, কীর্ত্তিকর, যশোবর্দ্ধক । ৬তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, – করী, – জনিকা ।

খ্যাতিপ্রতিপত্তি—সুখ্যাতি ও সম্মান । দ্বন্দ্ব । সং ; স্ত্রী । [প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভাষার নিয়মে প্রায় সমার্থক শব্দদ্বয় অনেক স্থলে একদা প্রযুক্ত হয় । যথা—ভরণপোষণ, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি । সেইরূপ এখানেও খ্যাতি প্রতিপত্তি পদদ্বয়ের একদা প্রয়োগ করা হইয়াছে] ।

খ্যাত্যাপন্ন—লব্ধখ্যাতি, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত । খ্যাতিকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী খ্যাত্যাপন্না ।

খ্যাপক—কথক, প্রচারক, ঘোষক । ণিজন্ত খ্যা (= খ্যাপি) + ণক ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী খ্যাপিকা । [খ্যা + অনট্ ভা । সং ; ক্লী ।

খ্যাপন—ঘোষণা, প্রচার ; কথন ; জ্ঞাপন । ণিজন্ত

খ্রীষ্ট—খৃষ্ট (তাহা দেখ) ।

খ্রীষ্টান—খৃষ্টান (তাহা দেখ) ।

খ্রীষ্টাব্দ—খৃষ্টাব্দ (তাহা দেখ) ।

গ

গ—১ । তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ । ২ । গণেশ ; গন্ধর্ব্ব ; গগন । গৈ (গান করা) + ড ক । ৩ । গীত ; ছন্দঃশাস্ত্রে গুরুস্বর বর্ণ । গৈ + ড র্ম । সং ; পু । ৪ । গায়ক । গৈ + ড ক । বিণ ; ত্রি । একাক্ষর কোষে লিখিত আছে যে, পুংলিঙ্গ গ শব্দের অর্থ গণপতি ও গন্ধর্ব্ব, এবং ক্লীবলিঙ্গ গ শব্দের অর্থ গীত । গো শব্দে ধেনু ও সরস্বতী বুঝায় ।

তন্ত্রশাস্ত্রে গকারের নিম্নলিখিত অর্থ আছে । গৌরী, গৌরব, গঙ্গা, গণেশ, গোকুলেশ্বর, শার্ঙ্গী, পঞ্চাত্মক, গাথা, গন্ধর্ব্ব, সর্ব্বগ, স্মৃতি, সর্ব্বসিদ্ধি, প্রভা, ধূম্রা, দ্বিজাখ্য, শিবদর্শন, বিশ্বাত্মা, গো, পৃথগ্‌রূপা, বালবন্ধু, ত্রিলোচন, গীত, সরস্বতী, বিদ্যা, ভোগিনী, নন্দন, ধরা, ভোগবতী, শুক্ল, জ্ঞান, জালন্ধর ও লব ।

গঁদ—বাবলার শক্ত আঠা । দেশজ । সং ।

গঁধান—গন্ধযুক্ত করা বা হওয়া, গন্ধ ছড়ান ; সম্পর্ক পাতান বা পাতাইবার চেষ্টা করা । ক্রি ।

গইরা, গহিরা—গভীর । বিণ ।

গইল, গইলা—গোশালা, গোয়ালঘর । সং ।

গগন—আকাশ । গম্ + অন ক । সং ; ক্লী ।

গগনক—গগনের, আকাশের । প্রা, ক ।

গগনগতি—১ । আকাশে গমন । ৭তৎ । সং ; স্ত্রী । ২ । আকাশগামী । গগনে গতি যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । ৩ । দেবতা ; গ্রহনক্ষত্রাদি । সং ; পু ।

গগনচর—আকাশগামী । উপ ; গগন – চর + টক্ ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, – চরী ।

গগনচারী (– চারিন্)—আকাশগামী । উপ ; গগন – চর + ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী – চারিণী ।

গগনচুম্বী (– চুম্বিন্)—আকাশ চুম্বনকারী, মেঘ-স্পর্শী, অভ্রংলিহ, অত্যুন্নত । গগন – চুম্ব + ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী, – চুম্বিনী ।

গগনতল—আকাশতল, আকাশপট ; ধরাতল, পৃথিবী । ৬তৎ । সং ; পু বা ক্লী ।

গগনধ্বজ—সূর্য্য ; মেঘ । গগন হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু । সং ; পু ।

গগনপট—১ । আকাশপট, আকাশরূপ ফলক । রূপক কর্ম্মধা । ২ । আকাশতল । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

গগনপথ—আকাশমার্গ ; আকাশ, শূন্য, নভো-দেশ । গগনই পথ, কর্ম্মধা । সং ; পু ।

গগনপ্রান্ত—আকাশের প্রান্তভাগ, আকাশের যে অংশ পৃথিবীর পরিধির সহিত সংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, দিগন্ত, চক্রবাল । ৬তৎ । সং ; পু ।

গগনভ্রষ্ট—আকাশচ্যুত । গগন হইতে ভ্রষ্ট, [৫তৎ । বিণ ; ত্রি ।

গগনমণ্ডল—নভোমণ্ডল, গোলাকার সমস্ত আকাশ । গগনের মণ্ডল ইতি ৬তৎ, কিংবা গগন মণ্ডলপ্রায় ইতি উপমিত কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

গগনবিহারী (– হারিন্)—আকাশগামী, খেচর, ব্যোমচারী । উপ ; গগন – বি – হৃ + ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী, – বিহারিণী ।

গগনশোভন—আকাশের শোভাদায়ক । ৬তৎ । বিণ ; ত্রি ।

গগনস্পর্শ—অন্তরীক্ষ-স্পর্শ, আকাশ ছোঁয়া । [৬তৎ । সং ; পু ।

গগনস্পর্শী (– স্পর্শিন্)—আকাশস্পর্শকারী, মেঘচুম্বী । উপ ; গগন – স্পৃশ + ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী, – স্পর্শিনী ।

গগনাঙ্গন—নভস্তল, আকাশপট । গগনই যে অঙ্গন, কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

গগনাঙ্গনা—দিব্যাঙ্গনা, সুরকামিনী, অপ্সরা । গগনের অঙ্গনা, ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

গগনাম্বু—দিব্যোদক, মেঘনিঃসৃত জল । গগনের (আকাশের) অম্বু (জল), ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

গগনেচর—১ । আকাশগামী । অলুক্ উপ । গগনে – চর + টক্ ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,

৮চরী। ২। সূর্য্যাদিগ্রহ; নক্ষত্রাদি; রাশিচক্র; বিহঙ্গাদি। সং; পু।

গগনোন্মুক—খণ্ডপ্রলয়।—গগনের উন্মুকপ্রায়, ৬তৎ। সং; পু।

গগান—গগ্ গগ্ শব্দ করা, ককাইয়া যাওয়া; মরণোন্মুখ ব্যক্তির ন্যায় কাতর-ধ্বনি করা; কাতরান। দেশজ। ক্রি।

গগুলি—গুগুলি, গেঁড়ি। প্রাদেশিক। সং।

গঙ্গ—গঙ্গা, ভাগীরথী। প্রা, ক। [স্ত্রী।

গঙ্গকা—গঙ্গা নদী। গঙ্গা+কণ্+আপ্। সং;

গঙ্গা—স্বনামপ্রসিদ্ধা নদী, ভাগীরথী, জাহ্নবী। গম (গমন করা)+গন্‌ক+আপ্; অথবা গো শব্দের ২য়ার ১বচনে গাং (পৃথিবীকে), গাং—গম+ড ক+আপ্; যিনি (ব্রহ্মলোক হইতে) পৃথিবীতে গমন করিয়াছেন, ইঁহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ।

গঙ্গার উৎপত্তি ও মর্ত্ত্যলোকে আগমন সম্বন্ধে এস্থলে দুইটি পৌরাণিক উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে;—

১ম। দেবর্ষি নারদ একদা নানা রাগরাগিণীযুক্ত সঙ্গীত করেন। দেবর্ষির ত্রুটিনিবন্ধন সেই সকল রাগরাগিণীর তালভঙ্গ হয়; কিন্তু নারদ তাহা বুঝিতে পারেন নাই; প্রত্যুত তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আমি অতি আশ্চর্য্য সঙ্গীতজ্ঞান লাভ করিয়াছি। নারদের এই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত রাগরাগিণীগণ বিকলাঙ্গ নরনারীগণের আকারে পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। নারদ সেই পথ দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহাদিগের অঙ্গবৈকল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, "নারদ নামে একটি লোক আছে, সে মনে করে যে, সে সঙ্গীতশাস্ত্রে কত জ্ঞানই লাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ শাস্ত্রে তাহার বড় বেশী জ্ঞান নাই। আমরা রাগরাগিণী; সে আলাপকালে আমাদের যে অঙ্গভঙ্গ করিয়াছে, অদ্যাপি তাহার সংশোধন হইতেছে না।" ইহা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ অহঙ্কারশূন্য হইলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের অঙ্গবৈকল্য মোচনের উপায় কি?" তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে, যদি মহাদেব স্বয়ং সঙ্গীত করেন, তবেই আমরা পুনর্ব্বার আমাদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি। দেবর্ষি এই কথা শুনিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহেশ্বর শ্রবণমাত্র সম্মত হইয়া বলিলেন, "প্রকৃত শ্রোতা না থাকিলে আমি সঙ্গীতচর্চ্চা করি না; অতএব যদি জনৈক প্রকৃত শ্রোতা মিলাইতে পার, তবেই আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি।" তখন নারদ বুঝিলেন যে, আমি তো গায়কের উপযুক্তই নহি, পরন্তু এখন দেখিতেছি যে, শ্রোতারও উপযুক্ত হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, অগ্রে উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক, পশ্চাৎ এ বিষয়ের যাহা হয় করা যাইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মহাদেবকে বলিলেন, "এ জগতে সঙ্গীতের প্রকৃত শ্রোতা কে কে হইতে পারেন আপনি নির্দ্দেশ করুন, আমি তাঁহাদিগকে এ স্থলে আনয়ন করিতেছি।" মহাদেব উত্তর করিলেন, "সংপ্রতি এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃত সঙ্গীত শ্রোতা দেখিতে পাইতেছি না; তবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আনয়ন করিতে পারিলে একরূপ হইলেও হইতে পারে।" এতচ্ছ্রবণে দেবর্ষি অশেষ সাধনায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে তথায় আনয়ন করিলেন। মহাদেব সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে দৃষ্ট হইল যে, বিকৃতাঙ্গ রাগরাগিণীগণ সুস্থাঙ্গ হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। মহাদেব যে সঙ্গীত করিলেন, ব্রহ্মা তাহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইলেন না; বিষ্ণু কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। ব্রহ্মা সঙ্গীতে একাগ্র হইতে পারেন নাই, এ কারণ তিনি স্বীয় কমণ্ডলুতে দ্রবীভূত বিষ্ণুকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত। ইঁহার বহুকাল পরে কপিল মুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারমানসে কঠোর তপশ্চরণে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে পতনকালে দেবাদিদেব মহাদেব ইঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিন্দুসরোবরে ত্যাগ করেন। সেখান হইতে ইনি সপ্তধারায় প্রবাহিতা হন; তন্মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিন ধারা পূর্ব্বদিকে ও সীতা, সিন্ধু ও চক্ষু নামে তিন ধারা পশ্চিমদিকে গমন করেন, এবং একধারা ভগীরথের পশ্চাদ্গামিনী হইয়া ভাগীরথী নামে খ্যাত হইয়াছেন। করিবর ঐরাবত ইঁহাকে ধারণ করিতে প্রয়াস পাইলে, ইনি তাহাকে স্রোতে ভাসাইয়া মৃতবৎ করেন, এবং পরে দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হিমালয়ের গোমুখী নামক স্থান দিয়া ইনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। পথে জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া তাঁহার যজ্ঞদ্রব্য ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায় মুনিবর কুপিত হইয়া সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথের ও দেবগন্ধর্ব্বাদির স্তবে তুষ্ট হইয়া জানু বিদারণপূর্ব্বক (মতান্তরে কর্ণপথ দিয়া) ইঁহাকে মুক্তিদান করেন। তদবধি গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যাস্থানীয়া হইয়া জাহ্নবী নামে খ্যাত হন। অনন্তর অব্যাহতভাবে ভগীরথপ্রদর্শিত পথে প্রবাহিত হইলে ইঁহার পূত সলিলস্পর্শে সগরসন্তানগণের মুক্তি হয়।

একদা গঙ্গা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথে অভিশপ্ত বসুগণের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদিগের স্তব ও অনুনয় বিনয়ে তুষ্ট হইয়া ইনি স্বয়ং মানবীরূপে তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া শাপ হইতে মুক্ত করিতে স্বীকৃতা হন। অতঃপর মানবীবেশে শান্তনু রাজার পত্নী হইয়া তাঁহাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করেন যে, ইঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে তিনি ব্যাঘাত দিতে পারিবেন না, ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিলেই ইনি অন্তর্হিতা হইবেন। শান্তনুর ঔরসে ইঁহার ক্রমে আটটি পুত্র জন্মে। পুত্র জন্মিবামাত্র ইনি তাহা জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে সাতটি পুত্র নিক্ষিপ্ত হইলে পর, অষ্টম পুত্রের নিক্ষেপকালে শান্তনু ইঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত দিয়া পুত্রটিকে রক্ষা করিতে বলেন। পুত্র রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ইনি আর শান্তনুর জায়া রহিলেন না; পুত্র দেবব্রতকে (ভীষ্মকে) শান্তনুর হস্তে দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

২য়। গঙ্গা গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা; তৎপত্নী মেনকার গর্ভে ইঁহার জন্ম। দেবগণের চেষ্টায় মহাদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার অদর্শনে শোকাভিভূতা মেনকা ইঁহাকে সলিলরূপিণী হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। তদবধি ইনি জলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিতে থাকেন।

পরবর্ত্তী অংশ পূর্ব্বের ন্যায়। পূর্ব্বে দেখ।

ইঁহার ভৌগোলিক বিবরণ এইরূপ—হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে গাড়ওয়াল দেশে ইঁহার উৎপত্তি এবং বঙ্গোপসাগরে ইঁহার পতন। মূল নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মাইল। ইঁহার উৎপত্তি মূল হিমালয়ের একটি তুষার গুহা। ৮ মাইল প্রবাহিত হইয়া নদীটি গঙ্গোত্রী নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে; তাহার পর কিছুদূর আসিয়া জাহ্নবী এবং আরও কিছুদূর আসিয়া অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। মিলনের পূর্ব্বে ইঁহার নাম ভাগীরথী। এই মিলন স্থানের নাম দেবপ্রয়াগ। সুখী-নামক স্থানে হিমালয় ভেদ করিয়া গঙ্গা হরিদ্বারে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপনীত হয়।

তৎপরে বক্রগতিতে ডেরাডুন, সাহারাণপুর, মজফরনগর, বুলন্দসহর হইয়া ফরাক্কাবাদে আসিয়া রামগঙ্গার সহিত মিলিত হয়। এ পর্য্যন্ত, বর্ষা এবং তুষার-দ্রবণসময় ব্যতীত গঙ্গা স্থানে স্থানে স্বল্পতোয়া ও স্থানে স্থানে চড়ামাত্রে পরিণত।

এলাহাবাদে আসিয়া ইহার স্বতন্ত্র আকার লক্ষিত হয়। এইস্থানে ইহার সহিত যমুনা (এবং হিন্দুমতে গুপ্তভাবে সরস্বতী) মিলিত হয়। এই সঙ্গম স্থলের নাম প্রয়াগ। পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ দিয়া আসিবার পথে নদীটি গোমতী ও ঘর্ঘরার সহিত মিলিত হইয়াছে। বারাণসী দিয়া বিহার প্রদেশে উপনীত হইয়া নদীটি শোণ নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পাটনা অতিক্রম করিবার পর গণ্ডকী নদী ইহার সহিত সম্মিলিত হয়। পরে গঙ্গা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া কুশী নদীর সহিত মিলিত হয়, এবং রাজমহল অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়। গৌড়ের প্রায় ২০ মাইল নিম্নে নদীটি বহু শাখায় বিভক্ত হয়। এই বিভাগ স্থানেই গঙ্গার ব দ্বীপের আরম্ভ। মূল নদী পদ্মা নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া গোয়ালন্দে উপনীত হয়। এইখানে ব্রহ্মপুত্রনদের শাখা যমুনার সহিত মিলিত হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে এবং পথিমধ্যে কতকগুলি নদীর সহিত মিলিয়া মেঘনানামক একটি সুবিস্তৃত মোহানায় পরিণত হইয়াছে। নোয়াখালীর নিকটে মেঘনা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এই মোহানাটি সর্ব্ববৃহৎ এবং সর্ব্বপূর্ব্ব। সর্ব্ব পশ্চিম মোহানার নাম হুগলী। মুরশিদাবাদ জেলার গঙ্গা হইতে হুগলীর উৎপত্তি। মেঘনা ও হুগলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানটিই গঙ্গার ব-দ্বীপ। ইহার উপরিকোণে মুরশিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর এবং চব্বিশ পরগণা অবস্থিত। ইহার পাদদেশে অনেকগুলি ছোট মোহানা এবং সুন্দরবন নামক অরণ্য অবস্থিত।

গঙ্গার শস্যোৎপাদিকা শক্তি অতুলনীয়। উত্তর পশ্চিম ভারতে কৃষিসাহায্যের নিমিত্ত গঙ্গার দুইটি সুবৃহৎ খাল খনন করা হইয়াছে। প্রথম খালটি মেজর কটলির (Cautley) ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্পজ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে বিরাজমান। এবং খালটি ১৮৫৪ খৃঃ অঃ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক খোলা হয়। দ্বিতীয় খালটি প্রথমটির বিস্তার স্বরূপে ১৮৭৮ সালে খোলা হয়।

গঙ্গার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রতল হইতে ১০,৩০০ ফিট্ উচ্চ। গঙ্গার গতি এত পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষিপ্র, এবং তীরস্থ ভূমির উপর ইহার ধ্বংসসাধিনী শক্তি এত প্রবল যে, ইহার উপকূলে স্থায়ী বাস স্থাপনা করা সকল সময়ে নিরাপদ নহে। বর্ত্তমান কালে দেখা যায়, যে রাজমহলের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই রাজমহল এখন নদীকূলের ৭ মাইল দূরে পড়িয়াছে। অন্যত্র অনেকস্থলে চড়া পড়িয়াছে বা দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে।

গঙ্গাকোটি—শতলক্ষ বার গঙ্গাস্নান। প্রা, ক।

গঙ্গাগমন—গঙ্গায় গতি। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ। ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। সুপ্রসিদ্ধ লালা বাবু (কৃষ্ণচন্দ্র) ইঁহারই পৌত্র। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদি গ্রাম। সেখানে এখনও ইঁহাদের বৃহৎ অট্টালিকা, দেবালয় ও অন্যান্য কীর্ত্তি আছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধাগোবিন্দ সিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বঙ্গের নায়েব সুবাদার রেজা খাঁর অধীনে কাননগোর কার্য্য করিতেন। মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে, সেই সঙ্গে গোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়। অতঃপর ইনি কার্য্যান্বেষণে কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে ইনি তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের শুভদৃষ্টিতে পড়েন এবং ক্রমে তাঁহার সকল কার্য্যের দেওয়ান হন। রাজস্ববিভাগের সমুদায় কার্য্যের ভার ইঁহার হাতে পড়ায় ইনি হেষ্টিংসের কৃপায় নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দ পদচ্যুত হন। কিন্তু ইহার পরেই হেষ্টিংসের বিরোধী সদস্য মন্‌সন সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় হেষ্টিংস ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন এইবার গঙ্গাগোবিন্দের অর্থ উপার্জ্জনের পথ আরও প্রশস্ত হয়। তখন এমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। পাঁচ বৎসর অন্তর মেয়াদী বন্দোবস্ত হইত। সুতরাং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে গঙ্গাগোবিন্দ যাঁহার নিকট অধিক অর্থ পাইতেন, তাহারই সহিত বন্দোবস্ত করিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই গঙ্গাগোবিন্দ দেশের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। এমন কি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও ইঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। কথিত আছে যে, গঙ্গাগোবিন্দ আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। সেরূপ শ্রাদ্ধ নাকি বঙ্গদেশে আর হয় নাই। শ্রাদ্ধের সমারোহ দেখিয়া নদীয়ার মহারাজ শিবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"দাওয়ানজী, এ যে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার দেখিতেছি।" গঙ্গাগোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, তারও অধিক; কারণ দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই, এখানে হইয়াছে।" আরও দুইটি কর্ম্ম উপলক্ষে গঙ্গাগোবিন্দ বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রথমটি বেলুড় গ্রামে নিজ বাস ভবনে পুরাণ পাঠ। দ্বিতীয়টা পৌত্রের (লালাবাবুর) অন্নপ্রাশন। এই কার্য্যে স্বর্ণপত্রে খোদিত লিপি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল। হেষ্টিংস কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলে গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়।

গঙ্গাচিল্লী—পক্ষিবিশেষ, গাঙ্‌চিল। গঙ্গাবাসিনী যে চিল্লী, মধাপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গঙ্গাজ—১। গঙ্গা হইতে উৎপন্ন, গঙ্গার গর্ভজাত। গঙ্গা হইতে জন্মিয়াছে যে এই বাক্যে উপ; গঙ্গা—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। কুরুবীর ভীষ্ম; কার্ত্তিকেয়। সং; পু।

গঙ্গাজল—গঙ্গা নদীর সলিল, হিন্দুমতে ইহা পবিত্র ও সর্ব্বপাপনাশক। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গঙ্গাজলি—মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তর্জলি; গঙ্গাজল স্পর্শপূর্ব্বক শপথ; মিথ্যা শপথ; শ্বেত গোধূমবিশেষ। দেশজ। সং।

গঙ্গা-জলিয়া,—জ'লে—গঙ্গাজলের বর্ণবিশিষ্ট বা তদাকার; গঙ্গাজল স্পর্শপূর্ব্বক শপথকারী, মিথ্যা শপথকারী; মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা। দেশজ। বিণ।

গঙ্গাটেয়—চিঙ্গড়ীমাছ। গঙ্গাটা শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। গঙ্গাটা =গঙ্গা—অট (গতি) +অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; পু।

গঙ্গাতরঙ্গ—গঙ্গোর্ম্মি, গঙ্গানদীর ঢেউ বা জলরাশি। ৬তৎ। সং; পু।

গঙ্গাতীর—গঙ্গানদীর তট। ৬তৎ। সং; ক্লী।
"ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলম্।
তাবদ্গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে।
সার্দ্ধহস্তশতং যাবদ্ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে।"
অর্থাৎ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে যে পর্য্যন্ত জল উত্থিত হয়, সেই পর্য্যন্ত গঙ্গার গর্ভ, তাহার ঊর্দ্ধদেশ তীর বলিয়া কথিত। গর্ভ হইতে দেড় শত হস্ত পর্য্যন্ত ভূমি তীর।

গঙ্গাদত্ত—১। গঙ্গা কর্ত্তৃক সমর্পিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। ভীষ্ম। সং; পু।

গঙ্গাদ্বার—গঙ্গা যে স্থান দিয়া ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ইহা হরিদ্বার, মোক্ষদ্বার, গঙ্গাদ্বার, মায়াপুরী প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত]। [সং; পু।

গঙ্গাধর—শিব [গঙ্গা দেখ]; সমুদ্র। ৬তৎ।

গঙ্গাধর কবিরাজ—বঙ্গের একজন অসাধারণ

খণ্ডিত ও শাস্ত্রীয় চিকিৎসক। ইঁহার পিতার নাম কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায়। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধরের জন্ম হয়। ইনি অতিশয় মেধাবী ও সুশীল ছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চরকাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ইঁহার নিয়ম ছিল, প্রত্যহ ১০ পাতা পুঁথি পাঠ লইতেন, এবং তাহা অভ্যাস করিয়া মনোমধ্যে দৃঢ়াঙ্কিত করিবার নিমিত্ত এবং হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্যসাধনার্থ প্রত্যহ সেই ১০ পাতা লিপিবদ্ধ করিতেন। এই লিখনপঠনের মধ্যে ইঁহার অধ্যাপকের অন্যান্য ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্যাদি বিষয়ে পাঠ দিতেন। এই সময়ে ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। অতঃপর আয়ুর্ব্বেদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। সে সময়ে কলিকাতায় ইংরেজী ডাক্তারী চিকিৎসার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। সুতরাং ইনি আধুনিক রাজধানী সুবিধাকর স্থান বিবেচনা না করিয়া প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে গমনপূর্ব্বক সৈদাবাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ২১ বৎসর মাত্র। এই অল্পবয়সে ইনি খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অধ্যাপকের সহিত বাদানুবাদ দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন এবং অনেক লোকের বহুবিধ উৎকট রোগের শান্তি করায় দেশময় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

গঙ্গাধর বাল্যকালে মুগ্ধবোধের যে টীকা করেন, তাহা ভিন্ন বোপদেব তাঁহার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের যে অংশ শেষ করিয়া যান নাই। সেই অংশ সমাপ্ত করিয়া সমগ্র মুগ্ধবোধের পুনরায় আর একখানি টীকা করেন। এই দুইখানি টীকাই গঙ্গাধরের বিদ্যাবুদ্ধির সমুজ্জ্বল ও অদ্ভুত নিদর্শন। এই সময় ইনি "লোকালোক-পুরুষীয়" ও "দুর্গবধকাব্য" নামে দুইখানি মহাকাব্য লেখেন। চরকসংহিতার চক্রদত্তকৃত একখানি টীকা আছে। সে টীকা অসম্পূর্ণ। গঙ্গাধর সমগ্র চরকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া "জল্পকল্পতরু' নামে টীকা প্রণয়ন করেন। এই সকল ব্যতীত তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য, প্রাচ্যপ্রভা নামে অলঙ্কারশাস্ত্র, ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যান, পরে দুইখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ, 'হর্ষোদয়' নামে চিত্রকাব্য, ভাগবত বিচার প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালা লেখাতেও ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। প্রথিতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ-বিষয়ক আন্দোলনে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ সংক্ষুব্ধ, সেই সময়ে গঙ্গাধর "বহুবিবাহরাহিত্য," "বিধবাবিবাহপ্রতিষেধ" প্রভৃতি কয়েকখানি গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপূর্ব্ব দিনে নিজের নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা দ্বারা পরদিন মৃত্যু অবধারিত জানিয়া বলিয়াছিলেন, "আগামী কল্য, আমি কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া থাকিব; কারণ কল্য ৩৩ দণ্ড পরে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।" আর সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, একমাত্র চরকের টীকাই গঙ্গাধর কবিরাজকে অমর করিয়া রাখিবে। এই অমূল্য রত্নের নিমিত্ত সমগ্র শাস্ত্রীয় চিকিৎসক-সমাজ ইঁহার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ।

গঙ্গাপুত্র—ভীষ্ম; কার্ত্তিকেয়; জাতিবিশেষ, মুদ্দফরাস। ৬তৎ। সং; পু।

গঙ্গাপ্রবাহ—গঙ্গার স্রোতঃ। ৬তৎ। সং; পু।

গঙ্গাপ্রাপ্ত—সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে ত্যক্তপ্রাণ; মৃত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। [২তৎ। সং; স্ত্রী।

গঙ্গাপ্রাপ্তি—সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ; মৃত্যু।

গঙ্গাযাত্রা—মুমূর্ষুর গঙ্গাতীরে গমন [মরণ কালে "এই গঙ্গা, আমি মরিতেছি" এইরূপ জ্ঞান থাকিলে স্বর্গলাভ হয়, শাস্ত্রকারেরা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তদনুসারে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যে গঙ্গাতীরে গমন করে, তাহাকে গঙ্গাযাত্রা কহে]। গঙ্গাতে যাত্রা (গমন), ৭তৎ, অথবা গঙ্গার নিমিত্ত যাত্রা, ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

গঙ্গাযাত্রিক—গঙ্গায় যাত্রাকারী, যোগাদি উপলক্ষে স্নান উদ্দেশে গঙ্গায় গমনকারী। গঙ্গাযাত্রা+ষ্ণিক তৎকৃত অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গঙ্গাযাত্রিকী।

গঙ্গাযাত্রী (-যাত্রিন্)—গঙ্গাযাত্রাকারী, গঙ্গাযাত্রিক (তাহা দেখ)। গঙ্গাযাত্রা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী গঙ্গাযাত্রিণী।

গঙ্গারাম, স্যার লালা—পঞ্জাবের ধন্যমধন্য মহাপুরুষ। ইনি একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষিবিৎ ছিলেন, এবং রাজকীয় কৃষিকমিশনের সদস্যরূপে ইং ১৯২৭ সালের প্রথমভাগে ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইখানেই উক্ত অব্দের জুলাই মাসে ইঁহার মৃত্যু হয় এবং হিন্দুমতে শবসৎকার হয়। ইনি নানাবিধ সৎকার্য্যে বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে হিন্দুবিধবাদের পুনর্বিবাহদান ও অন্য নানা-প্রকারে তাহাদের সহায়তা সাধন প্রধান। ইঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত দীননাথ সিদ্ধান্তালঙ্কার ও বিনয়কৃষ্ণ সেন বলিয়াছেন:—

"তিনি [লালা গঙ্গারাম] একজন বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ বিধবা ও অক্ষম স্ত্রীলোকদের, উন্নতিকল্পে ৩০ লক্ষ টাকারও অধিক অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা একটি। এই সভার বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে প্রায় ২০০ শাখা আছে। হরিদ্বার, মথুরা ও লাহোরে ৩টি বিধবা-আশ্রম আছে। গত ১৩ বৎসরের মধ্যে এই সভা হইতে ১২ হাজারের অধিক বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। ...... তিনি ১৯২৫ সালে কলিকাতায় লাহোর সভার একটি শাখা খুলেন। এই শাখা বাংলার প্রকৃত হিত করিতেছে।" ইত্যাদি।

গঙ্গালহরী—গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গী; জগন্নাথপণ্ডিত কৃত গঙ্গাস্তোত্রবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গঙ্গালাভ—গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গাতীরে মরণ; মৃত্যু। ৬ বা ২তৎ। সং; পু।

গঙ্গাবতার—১। স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ। ৬তৎ। ২। গঙ্গার অবতরণস্থান। গঙ্গার অবতার হইয়াছে যে স্থান হইতে, বহু। সং; পু।

গঙ্গাবাসী (-বাসিন্)—গঙ্গাতীরে বাসকারী; গঙ্গাতীরস্থ। উপ. গঙ্গা-বস্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -বাসিনী।

গঙ্গাসাগর—গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থান। গঙ্গাসঙ্গত সাগর, বা গঙ্গাপ্রাপ্ত সাগর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [গঙ্গাসাগর হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ। পৌষসংক্রান্তির সময়ে বহুতর যাত্রী এই স্থানে গমন করিয়া থাকে]।

গঙ্গাসুত—কার্ত্তিকেয়; ভীষ্ম। ৬তৎ। সং; পু।

গঙ্গাস্নান—গঙ্গানদীর জলে অবগাহন। ৭তৎ। সং; ক্লী।

গঙ্গাস্রোতঃ (-স্রোতস্)—গঙ্গার জলপ্রবাহ। ৬তৎ। সং, ক্লী।

গঙ্গাস্রোতোস্খার—স্খার দেখ।

গঙ্গাহ্রদ—খণ্ডিপুরে একটী কূপ আছে, লোকে উহাকে গঙ্গাহ্রদ বলে। উহা হিন্দুদিগের একটী তীর্থ স্থান। [সং; স্ত্রী।

গঙ্গিকা—গঙ্গা। গঙ্গা+কণ্ স্বার্থে+আপ্।

গঙ্গু—দিল্লীবাসী জ্যোতির্ব্বিদ জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ তুঘলকের সমসাময়িক। দাক্ষিণাত্যের বাহমণি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হসেন প্রথমে এই ব্রাহ্মণের সামান্য ভৃত্য

ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে হসেন কিঞ্চিৎ গুপ্ত-ধন প্রাপ্ত হন এবং তাহা স্বয়ং আত্মসাৎ না করিয়া প্রভুকে আনিয়া দেন। ব্রাহ্মণ ভৃত্যের সাধুশীলতায় মুগ্ধ হইয়া গণনা করিয়া দেখেন যে, কালে হসেন রাজা হইবেন। তখন ব্রাহ্মণ হসেনকে সে কথা জানাইয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লন যে, হসেন রাজা হইলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিবেন। দিল্লীর রাজসভায় ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মহম্মদ তুঘলককে হসেনের সচ্চরিত্রতার কথা বলিয়া অনুরোধ করায় মহম্মদ তুঘলক হসেনকে প্রথমে এক শত অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। ক্রমে হসেন প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া একটী স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ "হসেন গঙ্গু বাহমণি" উপাধি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রভু গঙ্গুকে আপনার প্রধান মন্ত্রী করেন। গঙ্গুই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানের অধীনে এরূপ উচ্চপদ লাভ করেন। [গঙ্গার অবতরণস্থান। সং; স্ত্রী।

গঙ্গোত্রী—হিমালয়ের অন্তর্গত গড়বাল প্রদেশস্থ

গঙ্গোদক—গঙ্গা নদীর সলিল, গঙ্গাজল (তাহা দেখ)। গঙ্গার উদক, ৬তৎ। সং; ক্লী।

গঙ্গোদ্ভেদ—তীর্থবিশেষ। গঙ্গার উদ্ভেদ হইয়াছে যে স্থানে, বহু। সং; পু।

গচ (গছ), গচাল (গছাল)—পুরু, পাপি, মোটা, স্থূল। দেশজ। বিণ।

গচ্চা—গোঁজা, দাঁড়, অনর্থক ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দণ্ড, গুণাগার। দেশজ। সং।

গচ্ছ—১। বৃক্ষ, গাছ। গম (গমন করা)+শ ক। সং; পু। ২। যাও। গম+লোট্ --হি (অর্থাৎ অনুজ্ঞা)। সংস্কৃতে ক্রিয়াপদ।

গছ—গচ দেখ।

গছা—১। গহ্বরাদির মধ্যে বসিয়া বা মিলিয়া যাওয়া, থাপিয়া যাওয়া। ক্রি। দেশজ। ২। গাছা, গোছা, গুচ্ছ। প্রা, ক। সং।

গছান—গহ্বরাদির মধ্যে বসান, থাপান; গুঁজিয়া দেওয়া, কোন প্রকারে গ্রহণ করান, গতাইয়া দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

গছাল—গচ দেখ।

গজ—পরিমাণবিশেষ, দুই হস্ত পরিমাণ; হস্তী; একটী বানর। গজ (শব্দ করা)+অন্ ক। সং; পু।

গজকর্ণিকার—হাতিশুঁড়োর গাছ। সং; পু।

গজকা—গজস্কন্ধের কেশগুচ্ছ; শোভার্থ পক্ষগুচ্ছ বা পক্ষচূড়া। দেশজ। সং।

গজকাঠী—দুই হাত পরিমাণের মানদণ্ড; হুঁকার নলিচা পরিষ্কার করিবার শিক। দেশজ। সং।

গজকুম্ভ—হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ। ৬তৎ। সং; পু।

গজকূর্ম্মাশী (-শিন্)—গজকচ্ছপ ভক্ষণকারী গরুড়। গজ ও কূর্ম্ম গজকূর্ম্ম, দ্বন্দ্ব; তাহা অশন (ভক্ষণ) করিয়াছে যে ইতি উপ; গজকূর্ম্ম-অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। সং; পু। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গজগতি—হাতীর চলন; অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

গজগমনে—হস্তীর ন্যায় ধীর ও মনোহর ভাবে গমন করিয়া। গজের গমনের ন্যায় গমন হইয়াছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

গজগামিনী—গজের ন্যায় সুন্দর মন্থর গতিশালিনী (রমণী)। উপ। বিণ; স্ত্রী।

গজগামী (-গামিন্)—১। হস্তীর উপর আরোহণপূর্ব্বক গমনশীল। ৭তৎ। ২। গজের ন্যায় সুন্দর মন্থরগমনশীল। উপ; গজ-গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -গামিনী।

গজগীর, গজগীরি—১। কূপাদির চতুষ্পার্শ্বস্থ পাকা গাঁথনির উচ্চ বেষ্টনী। সং। ২। শান-বাঁধান, পাকা। হিন্দীমূলক। বিণ।

গজঘণ্টা—হস্তীর গলদেশে শোভমান ঘণ্টা। গজগলস্থা যে ঘণ্টা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গজচক্ষু—হাতীর চোখ; ছোট চোখ। গজা বা টেরা চোখ। দেশজ। সং।

গজচ্ছায়া—তিথি নক্ষত্রের যোগবিশেষ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

গজতা—হস্তিসমূহ। গজ শব্দ+তা সমূহার্থে।

গজদঘ্ন, গজদ্বয়স—হস্তিপরিমাণ। গজ+দঘ্নট্, দ্বয়সট্ প্রত্যয়। বিণ; ত্রি।

গজদন্ত—১। হাতীর দাঁত; দন্তের উপর উদ্গত দন্ত; নাগদন্তক, দ্রব্যাদি স্থাপনার্থ ভিত্তিগাত্রস্থ দণ্ডযুগল। ৬তৎ। ২। গণেশ। গজের দন্তের ন্যায় দন্ত যাহার, বহু। সং; পু। ৩। যাহার দন্তের উপর দন্ত উদ্গত হইয়াছে এরূপ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গজদন্তা।

গজদাঁত—মুখের দুই পার্শ্বের লম্বা দাঁত, পার্শ্বদন্ত। দেশজ। সং।

গজদ্বয়স—গজদঘ্ন দেখ।

গজনিমীলিত—হস্তীর অক্ষিমুদন, হাতীর চক্ষু বুজা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গজনী—আফগানিস্থানের সুপ্রসিদ্ধ নগর। মুসলমান অধিকারের সময় গজনীর সন্নিকট প্রদেশ "কাবুল" নামে অভিহিত ছিল। খোরাইয়ার খলিফাগণ কর্ত্তৃক গজনী মুসলমান পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথমে অধিকৃত হয় (আনুমানিক ৮৭১ খ্রীঃ অব্দে)। আলপ্তগিন নামক জনৈক ক্রীতদাস, সমরকন্দের রাজসরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন কারণে রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া তিনি খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগে আফগানিস্থানে আসেন এবং গজনীনগর বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। ৯৭৭ খৃঃ সবক্তগিন নামক অপর একজন তুর্কী ক্রীতদাস, প্রভু এবং শ্বশুর আলপ্তগিনের মৃত্যুর পর, গজনীর শাসনভার গ্রহণ করেন। ৯৯৭ অব্দে সবক্তগিনের পুত্র সুবিখ্যাত মামুদ গজনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনিই ইতিহাসে গজনীকে উচ্চস্থান দিয়া যান। এই মামুদই বহুবার আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের বিষম ক্ষতি করেন। ১০৩০ অব্দে মামুদের মৃত্যু হয়। তৎপরে তদীয় বংশের ১৪ জন রাজা যথাক্রমে গজনীর শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। পরে ঘোর বংশের সহিত রাজবংশের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ঘসজ সাহের সময়ে গজ (Ghuzz) জাতীয় তুর্কীগণ রাজ্য আক্রমণ করিয়া গজনী সহর অধিকার করে। ১১৭৩ অব্দে ঘজগণ ঘোরের সুলতান গিয়াসউদ্দিন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয় এবং বিজেতার ভ্রাতা মইজউদ্দিনকে গজনীর শাসনদণ্ড প্রদত্ত হয়। এই মইজউদ্দিনই উত্তরকালে মহম্মদঘোরী নামে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর গজনী প্রথমে খোয়ারিজম্ রাজ্যভুক্ত হয়, এবং পরে জেঙ্গিস্‌খাঁর হস্তে আসে। উত্তরকালে ইহা মোগলবংশের বাবর সাহের অধিকারভুক্ত হয় এবং নাদির সাহের আক্রমণকাল পর্য্যন্ত ইহা তদবস্থ থাকে। নাদির সাহের মৃত্যুর পরে গজনী আমেদ সা দুরাণী প্রতিষ্ঠিত নব আফগান রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

গজপতি, গজরাজ—করিবর, শ্রেষ্ঠ হস্তী; ঐরাবত। গজদিগের পতি বা রাজা, ৬তৎ। সং; পু। [চই। সং; স্ত্রী।

গজপিপ্পলী—গজপিপুল, মোটা পিপুল; চবিকা,

গজব—মনের চাট; জুলুম, অত্যাচার, সর্ব্বনাশ। বৈদেশিক। সং।

গজবন্ধনী—হস্তিবন্ধনস্থান; হস্তিবন্ধন গৃহ বা স্থান, হাতীশালা। গজ-বন্ধ (বন্ধন করা)+অনট্ অধি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গজভুক্ত—মাতঙ্গকর্ত্তৃক ভক্ষিত, হাতীর খাওয়া। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

গজভুক্তকপিত্থ—হাতীর খাওয়া কয়েতবেল। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গজভুক্তকপিত্থবৎ—হাতীর খাওয়া কয়েতবেলের মত (অন্তঃসারশূন্য)। গজভুক্তকপিত্থ+বৎ তুল্যার্থে। ব্য।

গজমতি—গজমুক্তা। দেশজ। সং।

গজমাচল—সিংহ। উপ; গজম্-আ-চল্+অন্ ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

গজমুক্তা—হস্তিকুম্ভজাত মুক্তা। মপী কর্ম্মধা।

গজমুখ—১। হাতীর মুখ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

২। গণেশ। গজের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। সং; পু।

গজযূথ—হাতীর পাল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গজমোতি,—মোতিম—গজমুক্তা। প্রা, ক।

গজর-গজর—বকর বকর, জনর জনর, অস্ফুট শব্দে অসন্তোষপ্রকাশ। দেশজ। সং।

গজরা—গর্জ্জন করা। দেশজ। ক্রি।

গজরাজ—গজপতি দেখ।

গজরান—গর্জ্জন করা। দেশজ। ক্রি।

গজল—ফারসী প্রণয়-সঙ্গীত বিশেষ। বৈদে।

গজলা—জটলা। গ্রাম্য। সং।

গজবক্ত্র—১। হাতীর মুখ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। গজানন, গণেশ। গজের বক্ত্রের ন্যায় বক্ত্র যাহার, বহু। সং; পু।

গজবীথী—হস্তিশ্রেণী; ঐরাবত অবস্থানের দ্বিতীয় বীথী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গজশিক্ষা—হাতী চালাইবার কৌশল শিক্ষা। সং; স্ত্রী।

গজসাহ্বয়, গজাহ্ব, গজাহ্বয়—হস্তিনাপুর, আধুনিক দিল্লী। সং; ক্লী।

গজহগামিনী—গজগামিনী। প্রা, ক।

গজা—১। গজপরিমিত, দুইহাতী; বক্র, বাঁকা, টেড়া; টেরা। বিণ। ২। ময়দা ও শর্করা যোগে তৈলঘৃতাদিতে ভর্জ্জিত মিষ্টান্নবিশেষ। সং। ৩। অঙ্কুরিত হওয়া, জন্মা; গজগজ শব্দ করা, শব্দিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

গজাগ্রণী—গজযূথপতি, হাতীর পালের গোদা; ঐরাবত হস্তী। গজদিগের অগ্রণী, ৬তৎ। সং; পু।

গজাজীব—হস্তিপালক, মাহুত; গজ হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

গজাধ্যক্ষ—গজরক্ষক, হস্তিশালার তত্ত্বাবধায়ক। গজদিগের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং; পু।

গজান—অঙ্কুরিত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, জন্মা। দেশজ। ক্রি।

গজানন, গজাস্য—১। হাতীর মুখ। গজের আনন বা আস্য, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। গণেশ। গজের ন্যায় আনন বা আস্য যাহার, বহু। সং; পু। [দেশজ। সং।

গজার—শোল মাছের মত একরকম মাছ।

গজারি—সিংহ; গজাসুরবৈরী মহাদেব। গজের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

গজারূঢ়—হস্তিপৃষ্ঠে সমাসীন। গজকে বা গজে আরূঢ়, ২ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

গজারোহ—হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় ব্যক্তি, নিষাদী। গজে আরূঢ়, ৭তৎ। সং; পু।

গজাল—লৌহকণ্টক, প্রেক (nail); গজার মাছ। দেশজ। সং।

গজাসুর—গজাকার জনৈক অসুর। পূর্ব্বকালে মহেশ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি একদা দেবর্ষি নারদকে উপেক্ষা করিয়া গমন করাতে দেবর্ষি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি জন্মান্তরে গজ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরত্ব প্রাপ্ত হন। পরে শিব সেই গজাসুরকে বধ করিয়া তাহার চর্ম্ম নিজ ব্যবহারার্থ গ্রহণ করেন।

গজাস্য—গজানন দেখ।

গজাহ্ব, গজাহ্বয়—গজসাহ্বয় দেখ।

গজী—১। গজপরিমিত; দুই হাত বহরের। বিণ। ২। ছোট বহরের মোটা কাপড়। দেশজ। সং।

গজেন্দ্র—করিশ্রেষ্ঠ, হস্তিরাজ; ঐরাবত। গজগণের ইন্দ্র (প্রধান), ৬তৎ। সং; পু।

গজেন্দ্রগমনে—গজরাজের ন্যায় পরম সুন্দর ধীর মন্থর গমন করিয়া। গজেন্দ্রের গমনের ন্যায় গমন আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গজেন্দ্রগামী (-গামিন্)—গজরাজের ন্যায় ধীর মন্থর সুন্দর গমনকারী। গজেন্দ্রের ন্যায় গমন করে যে এই বাক্যে উপ; গজেন্দ্র—গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —গামিনী।

গঞ্জ—১। গঞ্জনা, অবমাননা। গন্জ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। ধনাগার; ভাণ্ডারগৃহ; শস্যাদির বিক্রয়স্থান, হট্ট। গন্জ্+ঘঞ্ অধি। সং; পু বা ক্লী।

গঞ্জন—১। তিরস্কারক, তুচ্ছকারক। গন্জ্ (শব্দ করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গঞ্জনা। ২। তিরস্করণ। গন্জ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গঞ্জনা—১। তিরস্কারিকা, ইত্যাদি। গঞ্জন দেখ। গঞ্জন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লাঞ্ছনা; গ্লানিসূচক বাক্য, তিরস্কার, ভর্ৎসনা। গঞ্জ+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

গঞ্জা—মদিরাগৃহ, শুঁড়িখানা; মদ্যপাত্র; হাট; খনি। গন্জ্+ঘঞ্ অধি+আপ্। সং; স্ত্রী। [ইং (guernsey)। সং।

গঞ্জি, গেঞ্জি—এক রকম ছোট আঁটা জামা।

গঞ্জিকা—১। মদিরাগৃহ, যে স্থানে মদ্য প্রস্তুত বা বিক্রীত হয়। গঞ্জা+কণ্ স্বার্থে +আপ্। সং; স্ত্রী। ২। গাঁজা। দেশজ।

গঞ্জিকাসেবী—গাঁজাখোর। দেশজ।

গট—স্থির, ধীর, প্রশান্ত, অব্যাকুল, নিশ্চিন্ত। দেশজ। বিণ।

গটা—গোটা (সংখ্যাবোধক)। প্রা, ক।

গঠন—আকার, আকৃতি; নির্ম্মাণ; রচন, গড়া। দেশজ। সং। [ভাব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গঠনপ্রণালী—নির্ম্মাণপদ্ধতি; গড়ন, বা গড়নের

গঠিত—নির্ম্মিত; রচিত। দেশজ। বিণ; ত্রি।

গড়—১। পরিখা; দুর্গ; বাধা; পর্দ্দা; গড়ুই-মাছ। গড় (ক্ষরিত হওয়া)+অন্ ক। সং; পু। ২। সকলের মাঝামাঝি; প্রণাম, নমস্কার। দেশজ। সং।

গড়ওয়াল—গাড়ওয়াল দেখ।

গড়খাই—পরিখা। গড়খাত শব্দের অপভ্রংশ।

গড়খাত—দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গড়গড়—শকটচক্রগমন, মেঘধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ; দ্রুততাবোধক। দেশজ। ব্য।

গড়গড়া—গড়গড় শব্দ; তামাক খাইবার এক প্রকার গুড়গুড়ী। দেশজ। সং।

গড়ন—গঠন; নির্ম্মাণ, নির্ম্মাণ-ভঙ্গি; দেহ-ভঙ্গিমা, সৌষ্ঠব। দেশজ। সং।

গড়নদার—গঠনকর্ত্তা, নির্ম্মাতা, অলঙ্কারাদি প্রস্তুতকারক। দেশজ। সং।

গড়পড়তা—গড়ে, গড়হিসাবে, মোটামুটি। দেশজ। ব্য।

গড়া—১। রঙ্গিন পাড়বিহীন ছোট কাপড়; খাদি, গাঁড়, খুঁটা; খুঁটার বেড়া। সং। ২। গঠন করা, নির্ম্মাণ করা; প্রস্তুত করা। দেশজ। ক্রি।

গড়াগড়—শ্রেণীবদ্ধভাবে পতিত বা শয়ান অবস্থায়; ক্রমাগত, অবিচ্ছেদে। ক্রি-বিণ। দেশজ।

গড়াগড়ি—ভূম্যাদিতে অবলুণ্ঠন, লুটালুটি। দেশজ। সং।

গড়ান—গঠন করান, নির্ম্মাণ করান, অন্যের দ্বারা প্রস্তুত করান; ভূম্যাদিতে আবর্ত্তিত করা, ঘুরাইতে ঘুরাইতে চালান; অবলুণ্ঠিত হওয়া, লুটাপুটি যাওয়া; যেমন তেমন ভাবে শয়ন করা। দেশজ। ক্রি।

গড়ি—গড়ে (গবাদি পশু); অলস। গড় (ক্ষরিত হওয়া)+ই ক। বিণ; ত্রি।

গড়িমসি—গায় গায় বা উঠি উঠি করিয়া বিলম্ব করণ, গয়ংগচ্ছ করা; অনর্থক কালবিলম্ব, দীর্ঘসূত্রতা, আলস্য। প্রাদেশিক। সং।

গড়িয়া (গড়ে)—১। যে পড়িলে আর উঠিতে চায় না এরূপ (পশু), আলস্যপ্রবণ। বিণ। ২। ফলের মোটা মালা; ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা। দেশজ। সং।

গড়ু—১। কুব্জ। বিণ; ত্রি। ২। কুঁজ, গলগণ্ড প্রভৃতি; গ্রন্থি। গড় (ক্ষরিত হওয়া) +উ ক। সং; পু।

গড়ুর, গড়ুল—কুঁজবিশিষ্ট, কুব্জ। গড়ু (কুঁজ)-রা বা লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

গড়ে—গড়পড়তায়। দেশজ।

গঁড়ে—গড়িয়া দেখ। [মেষ। সং।

গড্ডর, গড্ডল, গড্ডুল—মেষ, ভেড়া, গাড়ল;

গড্ডরিকা, গড্ডলিকা—একটি মেষের অনুসরণকারী মেষশ্রেণী; প্রস্রবণ। গড্ডর (মেষ)+কন্+আপ্। সং; স্ত্রী।

গড্ডরিকাপ্রবাহ, গড্ডলিকাপ্রবাহ—অগ্রবর্ত্তী মেষের পশ্চাতে অন্যান্য মেষের গমন; সবি-

শেষ বিবেচনা না করিয়া অপরের দেখাদেখি কোনও মত বা প্রথার অনুবর্ত্তন। ৬তৎ। সং; পু।

গড্ডলিকা-প্রবাহ ন্যায়—ন্যায় দেখ।

গড্ডুক, গড্ডূক—ভৃঙ্গার, গাড়ু, ঝারি। গড় (ক্ষরিত হওয়া)+ডুক, ডূক ক। সং; পু।

গঢ়া—গড়া, গঠন করা। ক্রি। প্রা, ক।

গণ—শিবের অনুচরবৃন্দ; প্রমথগণ; সমূহ; দল; সজাতীয়; হস্তী ২৭, রথ ২৭, অশ্ব ৮১, পদাতি ১৩৫, এতৎসংখ্যক সৈন্য। গণ (গণনা করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

গণইতে—গণনা করিতে। প্রা, ক।

গণক—১। গণনাকারক; গণিতজ্ঞ। গণ+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। দৈবজ্ঞ। সং; পু।

গণকার—১। গণক। গণ (গণনা, শুভাশুভ গণনা)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। চলিত ভাষায় ইহাদিগকে গণৎকার বলে। ২। ভীমসেন। গণ (সৈন্য)—কৃ (বধ) বা কৃ (বিক্ষেপ)+ষণ্ ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

গণকী—গণকপত্নী, দৈবজ্ঞভার্য্যা। গণক+ঙীপ্।

গণচক্রক—সজ্জনদিগের একত্র ভোজন। গণের (দলের) চক্র, ৬তৎ; তদুত্তরে স্বার্থে ক। সং; ক্লী। [সং।

গণতন্ত্র—প্রজাবর্গকর্ত্তৃক রাজ্যশাসন। দেশজ।

গণতা—সমূহত্ব। সং; স্ত্রী। চলিত ভাষায়—আত্মীয় লোকের পক্ষে টানা।

গণতি—গণনা, সংখ্যা। দেশজ। সং।

গণতোষিণী—গণের (প্রমথগণের অথবা জীব গণের) তোষিণী (সন্তোষকারিণী), ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী [এই পদটি আত্মশক্তির বিশেষণার্থেই প্রায়শঃ প্রযুক্ত হয়]।

গণৎকার—গণকার (তাহা দেখ)। দেশজ।

গণদেব—গণেশ, গজানন। ৬তৎ। সং; পু।

গণদেবতা—আদিত্য বার (১২), বিশ্ব দশ, বসু আট, তুষিত ছত্রিশ, আভাস্বর চৌষট্টি, বায়ু উনপঞ্চাশ, মহারাজিক দুইশত কুড়ি, সাধ্য বার, রুদ্র এগার, এই সকল দেবতা। গণাখ্যা দেবতা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গণদ্রব্য—১। দ্রব্যসমূহ। গণ (সমূহ)+অর্শাদিত্ব প্রযুক্ত অ=গণ। গণ যে দ্রব্য, কর্ম্মধা। ২। সাধারণ বস্তু, যে বস্তুতে সকলের অধিকার আছে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গণন—বার, তিথি ও গ্রহনক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ নিরূপণ; সংখ্যাকরণ; গ্রাহ্যকরণ; অবধারণ। গণ (গণনা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গণনা—গণন (সকল অর্থে)। গণ+অন ভা +আপ্। সং; স্ত্রী।

গণনাথ, গণনায়ক, গণপতি, গণাধিপ—গণেশ; শিব। গণদিগের নাথ, নায়ক, পতি, অধিপ, ৬তৎ। সং; পু।

গণনায়িকা—চণ্ডী, দুর্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গণনীয়—গণ্য, সংখ্যেয়; গ্রাহ্য। গণ (গণনা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গণনীয়া।

গণপতি—গণনাথ দেখ।

গণপর্ব্বত, গণাচল—কৈলাস পর্ব্বত। গণের পর্ব্বত বা অচল, ৬তৎ। সং; পু। [পু।

গণভর্ত্তা (—ভর্ত্তৃ)—গণেশ; শিব। ৬তৎ। সং;

গণলা—গণিলাম। প্রা, ক।

গণবি—গণিবে, গণ্য করিবে। প্রা, ক।

গণশঃ (গণশস্)—বহুশঃ, দলে দলে। গণ শব্দ +চশস্ বীপ্সার্থে। ব্য।

গণাচল—গণপর্ব্বত দেখ। [সং; স্ত্রী।

গণশক্তি—সাধারণ জনমণ্ডলীর ক্ষমতা। ৬তৎ।

গণা—গণনা করা, গণ্য করা, সংখ্যা করা, ইয়ত্তা করা; জ্ঞান করা, বিবেচনা করা; মনে করা, স্মরণ করা; ঠিক করা; ঠাওরান। দেশজ। ক্রি। গণ্ ধাতুজ।

গণাই—গণপতি, গণেশ। প্রাদেশিক। সং।

গণাক্রান্ত—দলাক্রান্ত, পক্ষভুক্ত। গণকে বা গণদ্বারা আক্রান্ত, ২ বা ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

গণাধিপ—গণনাথ দেখ। [দেশজ। ক্রি।

গণান—গণ্য করান, অঙ্কের দ্বারা গণনা করান।

গণান্ন—১। বহুস্বামিক অন্ন। গণের অন্ন, ৬তৎ। ২। বহুবিধ লোকের নিমিত্ত প্রস্তুত অন্ন। গণের নিমিত্ত অন্ন, ৪তৎ। সং; ক্লী।

গণান্নভোজী (—ভোজিন্)—গণান্নভোজনকারী, বহুস্বামিক অন্নভক্ষক; বহুলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণকারী। গণান্ন ভোজন করে যে এই বাক্যে উপ; গণান্ন ভুজ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ভোজিনী।

[গ]ণিকা—১। গণনাকারিণী, ইত্যাদি। গণক দেখ; গণক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যূঁইফুল; বেশ্যা; হস্তিনী। গণ+ষ্কন্ +আপ্। সং; স্ত্রী।

গণিকারিকা—স্বনামখ্যাত ঔষধি। সং; স্ত্রী।

গণিত—১। সংখ্যাত, গণনা করা হইয়াছে এরূপ। গণ (গণনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অঙ্কশাস্ত্র। ৩। গণন। গণ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

গণিতজ্ঞ—অঙ্কশাস্ত্রবেত্তা; গণনবিষয়ে পণ্ডিত। গণিত—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

গণিম—গণনাদ্বারা বিক্রেয়। গণ্ (গণনা করা) +ইম র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গণিমা।

গণীভূত—দলে প্রবিষ্ট। গণ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=গণী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ।

গণেয়—গণ্য, গণনীয়। গণ (গণনা করা)+ য র্ম্ম, নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

গণেরু—গণিকা, বেশ্যা; কর্ণিকারিকা বৃক্ষ; হস্তিনী। গণ—ঈর+উ ক। সং; স্ত্রী।

গণেরুকা—কুট্টনী, কুট্নী। গণেরু+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গণেশ—শিব; গজানন। গণদিগের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু। গজানন গণেশসম্বন্ধে এইরূপ পৌরাণিক কথার প্রসিদ্ধি আছে;—ইনি মহাদেব ও পার্ব্বতীর জ্যেষ্ঠপুত্র। শনির দৃষ্টিতে ইঁহার মস্তক উড়িয়া গেলে বিষ্ণু একটি করিমুণ্ড আনিয়া ইঁহার স্কন্ধে যোজনা করিয়া ইঁহাকে জীবিত করেন। মতান্তরে, ইনি পার্ব্বতীর গাত্রমলসম্ভূত; স্বয়ং শিব একটি করিমুণ্ড সংযোজিত করিয়া দেওয়ায় ইনি সজীব হন। ইনি গণের অধীশ্বর এবং সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদাতা। মূষিক ইঁহার বাহন।

দারপরিগ্রহ বিষয়ে অনিচ্ছুক হইয়া গণেশ তপশ্চর্য্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন তুলসীদেবী ইঁহাকে দেখিয়া পতিরূপে পাইতে অভিলাষিণী হন। পরে ইঁহার তপোভঙ্গ করিয়া ইঁহার নিকট আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গণেশ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং তুলসীর চিত্তচাঞ্চল্য জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহাকে অসুরের পত্নী হইতে হইবে। তুলসীও অভিশাপ প্রদান করেন যে, অচিরে ইঁহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। অতঃপর ইনি পুষ্টিনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

একদিন কৈলাসে গণেশকে দ্বারে প্রহরী রাখিয়া হরপার্ব্বতী নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে শিবশিষ্য ভার্গব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে কৈলাসে উপস্থিত হন। গণেশ তাঁহাকে দেবাদিদেবের আদেশপ্রতীক্ষায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে বলেন। পরশুরাম সে কথা না শুনিয়া পুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে উভয়ে বিবাদ আরম্ভ হইল। পরশুরাম স্বীয় কুঠারের আঘাতে গণেশের একটি দন্ত ছেদন করেন। তদবধি ইনি একদন্ত নামে খ্যাত হন। পরন্তু মহাত্মতাহেতু ইনি পরশুরামকে ক্ষমা করেন।

ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিবার উদ্দেশে উপযুক্ত লিপিকারকের অভাবে চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ব্যাসকে গণেশের শরণাপন্ন হইতে বলেন। তদনুসারে ব্যাসদেব গণেশের স্মরণ করিলে ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন যে, ইঁহার লেখনীর বিরাম হইবে না। ব্যাসদেবও ইঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন যে, অর্থ না বুঝিয়া ইনি কোনও শ্লোক লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। একজন্য ব্যাসদেব মধ্যে মধ্যে দুরূহ

শ্লোক রচনা করিতেন। সেই সকল শ্লোক বুঝিয়া লিখিতে গণেশের বিলম্ব হইত। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বিস্তর শ্লোক মনে মনে রচনা করিয়া লইতেন। ঐ সকল দুরূহ শ্লোক ব্যাসকূট নামে খ্যাত।

গণেশ-কুসুম—১। রক্ত-করবী ফুল। গণেশ প্রিয় যে কুসুম, মধ্য কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। ঐ ফুলের গাছ। সং; পু।

গণেশভূষণ—সিন্দূর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গণেশ-শৈশব—শিব, মহাদেব। গণেশ শৈশব (শিশু) যাহার, বহু। সং; পু।

গণোৎসাহ—গণ্ডার। গণে উৎসাহ যাহার, বহু। সং; পু।

গণ্ড—১। হস্তিকপোল; গণ্ডার; কপোল, গাল; অর্ঘ, মূল্য; বিস্ফোটক; সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত দশম যোগ; অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের অংশবিশেষ। গন্ড্+অল্ র্ম। ২। বীথী নামক নাট্যাঙ্গবিশেষ। গম (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

গণ্ডক—১। গণ্ডার; বাধা, অন্তরায়; সংখ্যা বিশেষ, গণ্ডা। গণ্ড+কণ্ প্রত্যয়। সং; পু। ২। নদবিশেষ,—নেপাল হইতে উৎপন্ন ও গোরক্ষপুর-মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বিহার প্রদেশান্তর্গত সারন জেলায় ঘর্ঘরা (গগরা) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ "ছোট গণ্ডক" বলে।

গণ্ডকী—নদীবিশেষ,—নেপাল হইতে উৎপন্ন হইয়া ও গণ্ডক নদের পূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রায় সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হইয়া মুঙ্গেরের অপর পারে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহারই একদেশে শালগ্রাম স্থল, তথাকার শিলাই শালগ্রাম শিলা বলিয়া কথিত। এইজন্য ইহার আর এক নাম "শালগ্রামী" বা "নারায়ণী"। অনেকে ইহাকে 'বুড়ী গণ্ডক' বলে। গণ্ডক শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গণ্ডকী-শিলা—শালগ্রাম-শিলা। গণ্ডকীস্থ যে শিলা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গণ্ডগাত্র—আতাফল। গণ্ড (বিস্ফোটক) গাত্রে যাহার, বহু। সং; ক্লী।

গণ্ডগোল—বিবাদ, কলহ, ঝগড়া; অত্যন্ত কোলাহল। দেশজ। সং।

গণ্ডগ্রাম—বৃহৎগ্রাম, বহুজনাকীর্ণ গ্রাম। গণ্ড (গণ্ডার) তুল্য যে গ্রাম, মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু।

গণ্ডদেশ—গণ্ডস্থল, কপোল, গাল। গণ্ডই যে দেশ, কর্ম্মধা; কিংবা গণ্ডের দেশ, ৬তৎ। সং; পু।

গণ্ডফলক—১। কপোল, গাল। গণ্ডের ফলক, ৬তৎ। সং; ক্লী। ৩। বিস্তীর্ণ কপোল-বিশিষ্ট। গণ্ডফলক+অ বিশিষ্টার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কা,—ফলিকা।

গণ্ডভিত্তি—প্রশস্ত কপোল। রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গণ্ডমণ্ডল—গণ্ডস্থল, গণ্ডদেশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গণ্ডমালা—গলদেশের স্ফোটকসমূহ; শিশুর মাল্যবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গণ্ডমূর্খ—মহামূর্খ, অতিশয় নির্ব্বোধ। গণ্ডের (গণ্ডারের) ন্যায় মূর্খ, অথবা গণ্ড (প্রধান) যে মূর্খ, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

গণ্ডলেখা—গণ্ডস্থল, কপোল। রূপক কর্ম্মধা।

গণ্ডবিন্দু—কুবেরের সেনাপতি। সং; পু।

গণ্ডশৈল—পাহাড়; পর্ব্বত হইতে বিচ্যুত বৃহৎ প্রস্তর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গণ্ডস্থল, গণ্ডস্থলী—গণ্ডদেশ, কপোল, গাল। গণ্ডই যে স্থল বা স্থলী, কর্ম্মধা; বা গণ্ডের স্থল বা স্থলী, ৬তৎ। সং; ক্লী ও স্ত্রী।

গণ্ডা—১। ৪ কড়ার সমষ্টি; ৪ এই সংখ্যা। দেশজ। ২। গণ্ডার। প্রা, ক। সং।

গণ্ডাঙ্গ—গণ্ডার, গণ্ড। গণ্ড অঙ্গে যাহার, বহু। সং; পু।

গণ্ডার—স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তুবিশেষ, গণ্ড। দেশজ।

গণ্ডি—১। বৃক্ষকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি। গণ্ড+ই সংজ্ঞার্থে। সং; পু। ২। সীমা, সীমা রেখা; বেষ্টনী, বেষ্টনীরেখা। দেশজ। সং।

গণ্ডু, গণ্ডূ—উপধান, বালিশ। গন্ড্+উ উপ্। সং; স্ত্রী।

গণ্ডূপদ—মহীলতা, কেঁচো। গণ্ডূ (গাঁট) পদে যাহার, বহু। সং; পু।

গণ্ডূষ—এক কোষ; এক কোষ জল; ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণত্রয়ের ভোজনের অগ্রে ও পশ্চাতে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল পান; করিশুণ্ডাগ্র। গন্ড+উষন্ ক। সং; পু।

গণ্ডূষা—গণ্ডূষ (সকল অর্থে)। গণ্ডূষ+আপ্। সং; স্ত্রী।

গণ্ডেরী—কাটা আকের টুকরা। হিন্দী। সং।

গণ্ডোপধান—গাল-বালিশ। গণ্ডের নিমিত্ত উপধান, ৪তৎ। সং; ক্লী।

গণ্ডোপল—করকা, শিল। গণ্ডের ন্যায় উপল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গণ্য—গণনীয়; গ্রহণীয়; বিবেচ্য। গণ (গণন করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গণ্যা।

গণ্যমান্য—যাহাকে দশজনে বড়লোক বলিয়া গণনা করিয়া মান্য করে, সম্রান্ত। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। [বঙ্গীয় রীতি অনুসারে বহুস্থলে প্রায় সমার্থক শব্দের পুনরুক্তি হয় বলিয়া ঐরূপ হইয়াছে]।

গৎ—বাজনার রকম রকম বোল; গানের নির্দ্দিষ্ট সুর। হিন্দীমূলক। সং।

গত—১। প্রাপ্ত; জ্ঞাত। গম+ক্ত ম্ম। ২। চলিয়া গিয়াছে এরূপ, প্রস্থিত; অতীত, মৃত, পতিত। গম্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গতা। ৩। গমন, যাওয়া। গম+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

গতকল্য—গতদিবস, অতীত দিন, গেছে কাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গতক্লম—বিগতশ্রম, অবসাদমুক্ত। গত হইয়াছে ক্লম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গতক্লমা।

গতঘৃণ—বীতঘৃণ, যাহার ঘৃণা চলিয়া গিয়াছে, ঘৃণাহীন, নির্ঘৃণ। গতা ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ঘৃণা।

গতচেতন—হতজ্ঞান, সংজ্ঞাহীন, বিলুপ্তচৈতন্য। গতা চেতনা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গতজীব, গতজীবন, গতজীবিত—ত্যক্তপ্রাণ, মৃত। গত হইয়াছে জীব বা জীবন কিংবা জীবিত (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গতজ্যোতিঃ (-তিস্)—বীতদীপ্তি, দ্যুতিহীন, নিষ্প্রভ। গত জ্যোতিঃ যাহার, বহু। বিণ।

গতত্রপ—বীতলজ্জ, লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। গতা ত্রপা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ত্রপা।

গতনাসিক—নাসিকারহিত, যাহার নাক নাই, খাঁদা। গতা নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গতনিদ্র—নিদ্রারহিত, জাগরিত, যাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। গতা নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গতনিদ্রা।

গতপ্রত্যাগত—১। গমনপূর্ব্বক পুনরাগত, যে গিয়াছিল কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে গত পরে প্রত্যাগত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা। ২। গমনপূর্ব্বক পুনরাগমন, যাওয়া এবং ফিরিয়া আসা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী গতপ্রাণা।

গতপ্রাণ—মৃত। গত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু।

গতভর্তৃকা—প্রোষিতভর্তৃকা; বিধবা। গত হইয়াছে ভর্ত্তা যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

গতভূষণা—অলঙ্কাররহিতা। গত হইয়াছে ভূষণ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

গতযৌবন—১। অতীত তারুণ্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। যৌবনাতিক্রান্ত, বৃদ্ধ। গত হইয়াছে যৌবন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গতযৌবনা।

গতর—গাত্র, দেহ, শরীর; দেহের আয়তন বা স্থৌল্য, পরিশ্রম শক্তি; স্বাস্থ্য। দেশজ। সং।

গতরস—বীতরস, রসহীন, নীরস, শুষ্ক। গত রস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গতলজ্জ—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, বেহায়া। গতা লজ্জা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লজ্জা।

গতব্যথ—ব্যথাহীন, বেদনামুক্ত। গতা ব্যথা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ব্যথা।

গতশোক—১। বীতশোক, শোকহীন, শোকমুক্ত। গত শোক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শোকা। ২। অশোক বৃক্ষ। গত হয় শোক যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

গতশোচন, গতশোচনা—অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ। ৬তৎ। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

গতসঙ্গ—১। সঙ্গপ্রাপ্ত; আসক্তিযুক্ত। গত (প্রাপ্ত) হইয়াছে সঙ্গ (সংসর্গ বা আসক্তি) যৎকর্তৃক, বহু। ২। নিঃসঙ্গ; আসক্তিরহিত। গত হইয়াছে (গিয়াছে) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গতসঙ্গা।

গতস্পৃহ—বীতস্পৃহ, স্পৃহারহিত, বাসনাহীন; বীতরাগ; বীতগন্ধ। গতা স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –স্পৃহা।

গতাক্ষ—অক্ষিহীন, অন্ধ। গত হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ক্ষী।

গতাগত—যাতায়াত, যাওয়া আসা, গমনাগমন; পক্ষীর গতি। গত ও আগত, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [আগতি, দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

গতাগতি—গমনাগমন, যাতায়াত। গত ও

গতান—অনিচ্ছাসত্ত্বে গ্রহণ করান, গছাইয়া দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

গতানুগতিক—১। গতানুযায়ী, অন্যের অনুকারী, লোকদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী। গতের অনুগতি = গতানুগতি, ৬তৎ; গতানুগতি + কণ্। বিণ; ত্রি। ২। ন্যায়বিশেষ (ন্যায় দেখ)। সং; ক্লী।

গতানুশোচন, গতানুশোচনা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত পরিতাপ। গতের অনুশোচন বা অনুশোচনা, ৬তৎ; বা গতের নিমিত্ত অনুশোচন বা অনুশোচনা, ৪তৎ। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। [আয়াত, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

গতায়াত—গমনাগমন, যাওয়া আসা। গত ও

গতায়ুঃ (গতায়ুস্)—অতিবৃদ্ধ, আসন্নমৃত্যু; মৃত। গত হইয়াছে আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গতার্ত্তবা—বৃদ্ধা; বন্ধ্যা, বাঁজা। গত হইয়াছে আর্ত্তব যাহার (সে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

গতার্থ—গতপ্রয়োজন। গত অর্থ (প্রয়োজন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গতার্থা।

গতাসু—বিগতপ্রাণ, মৃত। গত হইয়াছে অসু (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গতি—১। পথ; আশ্রয়; গম্যস্থান। গম্ + ক্তি অধি। ২। উপায়; নাড়ীব্রণ, সোর। গম্ + ক্তি ণ। ৩। গমন, যাওয়া; জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ; সঞ্চার; যাত্রা; প্রাপ্তি; অবস্থা; প্রকার। গম্ + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

গতিক—১। উপায়; প্রকার; অবস্থা। গতি + কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। তুল্য। বিণ। প্রা, ক।

গতিক্রিয়া—গমনকার্য্য, চলন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গতিদায়িনী—১। গতিদাত্রী, মুক্তিদায়িকা। গতিদায়ী দেখ। গতিদায়িন্ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

গতিদায়ী (–দায়িন্)—গতিদাতা, মুক্তিদায়ক। উপ; গতি – দা + ণিন্ ক। বিণ; পু।

গতিরোধ—গমনের বাধা। ৬তৎ। সং; পু।

গতিবিজ্ঞান—পদার্থবিজ্ঞানের শাখাবিশেষ; ইহাতে গতির নিয়ম, গতির নিবৃত্তি (স্থিতি), গতির হার (বেগ), বর্দ্ধমান বেগ ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। গতিবিষয়ক বিজ্ঞান, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গতিবিধি—১। গমন ও নিয়ম। দ্বন্দ্ব। ২। গমনের নিয়ম। ৬তৎ। সং; পু। ৩। গমনাগমন, যাওয়া আসা। দেশজ।

গতিশক্তি—চলিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গতিশক্তিরহিত, –বর্জ্জিত, –শূন্য, –হীন—যাহার গমনাগমনের শক্তি লোপ পাইয়াছে, চলাচলে অক্ষম। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

গতিশূন্য—গতিহীন (সকল অর্থে)। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গতিশূন্যা।

গতিসত্তম—পরমেশ্বর। ৭তৎ। সং; পু।

গতিহীন—গমনাগমনশূন্য, অচল; উপায়শূন্য, নিরুপায়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

গতুয়া, গতো—যে সময় গত হইতে দেয়, অলস। বিণ।

গত্যন্তর—অন্য উপায়। অন্যা যে গতি, নিত্য। সং; স্ত্রী।

গত্বর—অচিরস্থায়ী, অস্থায়ী; গমনশীল। গম্ + ক্বরপ্ শীলার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গত্বরী।

গদ—১। কথন। গদ্ (বলা) + অল্ ভা। ২। রোগ, পীড়া। গদ্ + অল্ র্ম। ৩। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৪। ভুক্ত অন্নাদির সার বা তাহার জের। দেশজ। সং; পু।

গদগদ—গদ্গদ (তাহা দেখ)।

গদা—লৌহাদির মুদ্গর; মোটা লাঠি। গদ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গদাই—গদাধর, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, দীর্ঘসূত্রতা, আলস্য। দেশজ, সং।

গদাই লস্করি—গয়ংগচ্ছভাব, দীর্ঘসূত্রতা, মন্থর স্বভাব। দেশজ। সং। [পু।

গদাগ্রজ—শ্রীকৃষ্ণ। গদের অগ্রজ, ৬তৎ। সং;

গদাধর—শ্রীকৃষ্ণ। গদ শব্দ – ধৃ (ধরা) + অন্ ক; অথবা গদার ধর, ৬তৎ। সং, পু।

গদাধর ভট্টাচার্য্য—বঙ্গের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি নবদ্বীপের বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জীবাচার্য্য। অতি অল্প বয়সে ইনি দেশের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তৎকালে প্রচলিত রীত্যনুসারে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য মিথিলা গমন করেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা হইত না। বঙ্গীয় ছাত্রগণকে মিথিলায় গমন করিয়া সে সকল অধ্যয়ন করিতে হইত। পাঠ সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে উদ্যত হইলে মৈথিল অধ্যাপকগণ তাঁহাদিগকে গ্রন্থাদি সঙ্গে আনিতে দিতেন না। সুতরাং প্রস্থভাবে বঙ্গীয় কৃতবিদ্য ছাত্রগণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায়দর্শন শিক্ষা দিতে পারিতেন না।

গদাধর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ইনি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিতেন, সমস্তই ইঁহার কণ্ঠস্থ হইত। পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইঁহার অধ্যাপক ইঁহাকে গ্রন্থাদি প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। ইনি অম্লানবদনে তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিলে, তিনি পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইলেন যে, গ্রন্থসকল ইঁহার কণ্ঠস্থ। তখন তিনি ইঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অবশিষ্ট গ্রন্থদ্বয় ইঁহাকে প্রদান করিলেন, এবং শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত গদাধর নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যশঃসৌরভ অতি অল্পকাল মধ্যে বঙ্গের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইল। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ সুদূর মিথিলায় গমন না করিয়া ইঁহার নিকটেই ন্যায়দর্শন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই মহাত্মার প্রতিভাবলেই বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের বহুলপ্রচারের সূত্রপাত হয়। ইনি কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, মুক্তাবলী টীকা, তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি, দীধিতির গাদাধরী ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মনির্ণয়, এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গদাধর মুখোপাধ্যায়—আনুমানিক ১১৫৩ সালে চব্বিশ পরগণায় ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী প্রভৃতির কবির দলে বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন। ইনি রাম বসু প্রভৃতির ন্যায় প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে না পারিলেও একজন প্রসিদ্ধ বাঁধনদার ও সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি আসরে প্রতিপক্ষের ধর্তার উত্তরে রচনায় এমন সিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তৎকালে কেহই ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইত না। ইনি যখন যে দলে কাজ করিতেন, তখন সেই দলেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইত। ইঁহার সখীসংবাদ ও সপ্তমী বিষয়ক গানগুলি যেমন মধুর, তেমনই ভাবপূর্ণ। ইনি প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

গদাপাণি—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। গদা পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। সং; পু।

গদাভৃৎ—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। গদা – ভৃ (ধারণ করা) + ক্বিপ্ ক। সং; পু।

গদাযুদ্ধ—উভয়পক্ষে গদা অস্ত্র লইয়া সংগ্রাম বা লড়াই। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গদি, গদী—আসন, সিংহাসন; মোটা তোষক; তুলাভরা আসন; বণিকের বা মহাজনের বসিবার স্থান; ব্যবসায়ের স্থান; বাণিজ্যাগার। দেশজ। সং।

গদিত—উক্ত, কথিত। গদ (বলা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গদিতা।

গদিয়ান—১। গদির অধিকারী, মহাজনের দেওয়ান বা প্রধান কর্ম্মচারী। হিন্দীমূলক। ২। সর্ব্বময়কর্ত্তা, প্রধান। প্রা, ক। সং।

গদী (গদিন্)—১। রোগী, পীড়িত। গদ (রোগ) + ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। গদাধারী। গদা + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী গদিনী। ৩। বিষ্ণু, কৃষ্ণ। সং; পু।

গদী—গদি দেখ।

গদ্গদ—১। হর্ষশোকাদির আতিশয্যবশতঃ বাক্যরোধজন্য অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি। গদ (বলা) + কিপ্ র্ম – গদ্ – গদ + অল্ র্ম। সং; পু। ২। অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনিযুক্ত। বিণ; ত্রি।

গদ্গদকণ্ঠ—অনতিপরিস্ফুট কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। গদ্গদ হইয়াছে কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু বিণ; ত্রি। স্ত্রী, – কণ্ঠা, – কণ্ঠী।

গদ্গদকণ্ঠে—বাষ্পহেতু অস্ফুটস্বরে, অপরিস্ফুট বাক্য। গদ্গদ হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু ক্রি-বিণ।

গদ্গদবচন—১। অনতিপরিস্ফুট বাক্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অপরিস্ফুটভাষী গদ্গদ হইয়াছে বচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গদ্দি—পরিহাস, কৌতুক, তামাসা, ঠাট্টা। প্রাদেশিক। সং।

গদ্য—১। ছন্দোরহিত বাক্য, সাধারণ ভাষা। গদ (বলা) + য র্ম। সং; ক্লী। ২। কথনীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গদ্যা।

গন—পথ। প্রা, ক। সং।

গনগন—অগ্নির সমুজ্জ্বল বা দীপ্তপ্রভ অবস্থা। দেশজ। সং।

গনগনিয়া (গনগনে)—সমুজ্জ্বল, দীপ্তপ্রভ। দেশজ। বিণ।

গন্তব্য—গম্য, যেখানে যাওয়া আবশ্যক বা উচিত অথবা যাইতে হইবে এরূপ; প্রাপ্য; জ্ঞেয়। গম + তব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

গন্তা (গন্তৃ)—গমনশীল; প্রাপ্তিশীল। গম + তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী গন্ত্রী।

গন্তু—পথিক; ভ্রমণকারী। গম (গমন করা) + তুন্ ক। বিণ; ত্রি।

গন্ত্রী—১। গমনশীলা; প্রাপ্তিশীলা। গন্তা দেখ। গন্তৃ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোশকট। গম (গমন করা) + ষ্ট্রন্ ণ + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গন্ত্রীরথ—শকট, গরুর গাড়ী। গন্ত্রী নামক যে রথ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গন্ধ—বস্তুর যে গুণ নাসিকা দ্বারা অনুভব করা যায়; আমোদ, বাস; ঘৃষ্টচন্দনাদি; সম্পর্ক; গন্ধক; লেশ। গন্ধ + অন্ ক। সং; পু।

গন্ধক—স্বনামখ্যাত উপধাতু। গন্ধক চারি প্রকার—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। রক্তবর্ণ গন্ধক স্বর্ণাদিসংস্কারে, পীতবর্ণ রসায়নকার্য্যে, শ্বেতবর্ণ ব্রণপ্রলেপে এবং কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক সর্ব্ববিধ কার্য্যে প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক অতীব দুর্লভ। কটুরস, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কষায়, সারক, পিত্তবর্দ্ধক ও পাকে কটু, এই সকল গন্ধকের গুণ; ইহা কণ্ডু, বিসর্প, কৃমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বাতরোগ নাশ করে। গন্ধ + কণ্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

গন্ধকচূর্ণ—১। গন্ধকের গুঁড়া। ৬তৎ। ২। বারুদ। গন্ধক প্রধান যে চূর্ণ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গন্ধকারিকা—সৈরিন্ধ্রী, পরগৃহস্থিতা শিল্পনিপুণা স্বাধীনা রমণী। গন্ধ – কৃ + ণক ক + আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী

গন্ধকালিকা, – কালী—ব্যাসজননী মৎস্যগন্ধা।

গন্ধকাষ্ঠ—চন্দন কাষ্ঠ; অগুরু-কাষ্ঠ; যে কোন প্রকার গন্ধযুক্ত কাঠ। গন্ধযুক্ত যে কাষ্ঠ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গন্ধ-গোকুল, – গোকুলা—গন্ধগাত্র নকুলজাতীয় জন্তুবিশেষ। সং।

গন্ধজল—বাসিত জল। মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গন্ধজাত—১। গন্ধ হইতে উদ্ভূত, বাসোৎপন্ন ৫তৎ। বিণ; ত্রি। ২। তেজপত্র; গন্ধসমূহ, গন্ধদ্রব্য সকল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গন্ধতুলসী—বাবুই তুলসী; সুগন্ধি বাস্তুবিশেষ সং; স্ত্রী।

গন্ধতৃণ—উগ্রগন্ধ তৃণবিশেষ। সং; ক্লী।

গন্ধতৈল—যন্ত্রপাকজনিত তৈলবিশেষ, সুগন্ধ তৈল; চন্দনী আতর। গন্ধযুক্ত যে তৈল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গন্ধদারু—১। গন্ধকাষ্ঠ (তাহা দেখ)। গন্ধযুক্ত যে দারু, মপী কর্ম্মধা। ২। চন্দনবৃক্ষ। গন্ধ আছে দারুতে যাহার, বহু। সং; পু।

গন্ধদ্বিপ, গন্ধহস্তী—মদগন্ধাঢ্য হস্তী, যে হস্তীর স্বেদমূত্রপুরীষাদি আঘ্রাণ করিয়া অন্যান্য হস্তী মত্ত হয়। গন্ধযুক্ত যে দ্বিপ বা হস্তী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গন্ধন—সূচন; প্রকাশন; উৎসাহ; উত্তেজন। গন্ধ + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গন্ধনকুল, গন্ধমূষিক—ছুছুন্দরী, ছুঁচা। গন্ধযুক্ত যে নকুল বা মূষিক, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গন্ধপিশাচিকা—গন্ধমূষিক, ছুঁচা। সং; স্ত্রী।

গন্ধপুষ্প—গন্ধ ও কুসুম, চন্দনমাখান ফুল। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

গন্ধভাদাল—গাঁধাল লতা। দেশজ। সং।

গন্ধমাদন—১। পর্ব্বতবিশেষ, ইহা ইলাবৃত্ত ও ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্যে অবস্থিত; রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে অচেতন হইলে, হনুমান্ ঔষধ আনয়নার্থ এই পর্ব্বতে গমন করেন এবং ঔষধ চিনিতে না পারায় ইহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিলে সুষেণ তাহা হইতে বিশল্যকরণী লইয়া তাহার প্রয়োগে লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ২। গন্ধক; ভ্রমর। গন্ধ শব্দ – মাদি (মত্ত করা) + অন ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

গন্ধমাদনী, গন্ধমাদিনী—সুরা, মদ্য। ৬তৎ।

গন্ধমার্জ্জার—গন্ধগোকুল, খট্টাস। মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গন্ধমালতী—সুরভি পুষ্পবিশেষ; সুগন্ধি ধান্যবিশেষ। সং; স্ত্রী।

গন্ধমূষিক—গন্ধনকুল দেখ।

গন্ধমৃগ—কস্তুরীমৃগ। গন্ধযুক্ত যে মৃগ, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গন্ধমোহিনী—১। সুবাস দ্বারা মুগ্ধকারিণী। ৩তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। চম্পক কলিকা; চাঁপা ফুলের কুঁড়ি। সং; স্ত্রী।

গন্ধরস—১। বাস ও পারদ। দ্বন্দ্ব। ২। উপধাতুবিশেষ; পুষ্পসার; ধূপ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গন্ধরাজ—চন্দন; স্বনামখ্যাত পুষ্প। গন্ধ – রাজ (দীপ্ত পাওয়া) + অন্ ক। সং; পু।

গন্ধর্ব্ব—স্বর্গগায়ক, দেবযোনিবিশেষ, কথিত আছে যে, ব্রহ্মার কান্তি হইতে ইহাদের উদ্ভব; গায়ক। গান হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার, বহু, নিপাতন। সং; পু। [সং; ক্লী।

গন্ধর্ব্বনগর—গন্ধর্ব্বগণের বাসস্থান। ৬তৎ।

গন্ধর্ব্বপূজা—অগ্রে সমাদর পশ্চাৎ অনাদর অর্থাৎ প্রহারপূর্ব্বক বিদায়দান। প্রাদেশিক। সং।

গন্ধর্ব্বভূষণ—সিন্দূর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গন্ধর্ব্বলোক—গন্ধর্ব্বগণের আবাসস্থান, ইহা গুহ্যলোক ও বিদ্যাধর লোকের মধ্যে অবস্থিত। ৬তৎ। সং; পু।

গন্ধর্ব্ববধূ—গন্ধর্ব্বরমণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গন্ধর্ব্ববিদ্যা, গন্ধর্ব্ববেদ—সঙ্গীতবিদ্যা। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

গন্ধলি—গাঁদা ফুল। প্রা, ক। সং।

গন্ধলোলুপ—১। গন্ধলোভী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। মক্ষিকা। সং; পু।

গন্ধবণিক্ (– বণিজ্)—বাণিজ্যোপজীবী বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ; গন্ধবেণিয়া। ৬তৎ। সং; পু বা স্ত্রী।

গন্ধবতী—১। গন্ধযুক্তা। গন্ধবান্ দেখ। গন্ধবৎ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সুরা; পুরীবিশেষ; পৃথিবী; মৎস্যগন্ধা, ব্যাসদেবের জননী [মৎস্যগন্ধা ও সত্যবতী দেখ]। সং; স্ত্রী।

গন্ধবল্কল—দারুচিনি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গন্ধবহ, গন্ধবাহ—১। গন্ধবহনকারী; গন্ধযুক্ত।

গন্ধ—বহ+অন্, ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বহা। ২। বায়ু। সং; পু।

গন্ধবহা, গন্ধবাহা—১। গন্ধবহনকারিণী; গন্ধযুক্তা। গন্ধবহ দেখ। গন্ধবহ বা গন্ধবাহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নাসিকা, নাক। সং; স্ত্রী।

গন্ধবান্ (—বৎ)—গন্ধযুক্ত, ঘ্রাণবিশিষ্ট। গন্ধ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী গন্ধবতী। [ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গন্ধবারি—গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত জল। গন্ধযুক্ত যে বারি,

গন্ধবাহ—গন্ধবহ দেখ।

গন্ধবাহা—গন্ধবহা দেখ।

গন্ধবিরজা—সরল বৃক্ষের নির্য্যাস; এক প্রকার পাহাড়িয়া গাছের আঠা। দেশজ। সং।

গন্ধবিহ্বল—গন্ধের আমোদে জ্ঞানশূন্য ব বিভ্রান্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

গন্ধবীজা—মেথি। গন্ধযুক্তবীজ যে শ্রীর, বহু

গন্ধশালি—সুরভি ধান্য। গন্ধযুক্ত যে শালি, মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু। [বহু। সং; পু

গন্ধসার—চন্দনবৃক্ষ। গন্ধ হইয়াছে সার যাহার,

গন্ধহস্তী—গন্ধদ্বিপ দেখ।

গন্ধহীন—নির্গন্ধ, বাসরহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি

গন্ধা—প্রিয়ঙ্গু; শটী; বনতুলসী; বংশলোচন। সং; স্ত্রী। [ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং; পু

গন্ধাখু—গন্ধমূষিক, ছুঁচা। গন্ধযুক্ত যে আখু

গন্ধাজীব-গন্ধবণিক্। গন্ধ হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

গন্ধাঢ্য—১। গন্ধে সমৃদ্ধ, অতি সুঘ্রাণ। গন্ধদ্বারা আঢ্য, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গন্ধাঢ্যা। ২। বকুল; শ্বেতচন্দন; গন্ধরাজ। সং; পু।

গন্ধাঢ্যা—১। গন্ধাঢ্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২ কস্তুরী; কেতকী; বনমল্লিকা; নারাঙ্গী লেবু। সং; স্ত্রী।

গন্ধাধিবাস—আভ্যুদয়িকাদি কর্ম্মে চন্দন ও পুষ্পমাল্যাদি গন্ধদ্রব্যে কৃত অধিবাস। গন্ধদ্বারা অধিবাস, ৩তৎ। সং; পু।

গন্ধার—গান্ধার দেখ। গন্ধ শব্দ—ঋ (গমন করা)+অণ্ ক। সং; পু।

গন্ধালী—গন্ধভাদাল, গাঁধাল লতা; কুমিরা পোকা। গন্ধের আলী যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

গন্ধিক—১। গন্ধযুক্ত। গন্ধ+ইকন্। বিণ; ত্রি। ২। গন্ধদ্রব্য; গন্ধক। সং; পু।

গন্ধী (গন্ধিন্)—১। গন্ধযুক্ত, সুগন্ধি বা দুর্গন্ধ। গন্ধ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী গন্ধিনী। ২। গাঁধিপোকা; ছারপোকা; গন্ধবণিক্; গুজরাট অঞ্চলে গন্ধবণিক্ জাতির উপাধি। সং; পু। ৩। আধুনিক যুগের বিখ্যাত কর্ম্মযোগী গান্ধী (মোহন চাঁদ করমচাঁদ)। গান্ধী দেখ।

গন্ধেন্দ্রিয়—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসিকা। গন্ধগ্রাহ ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গন্ধেশ্বরী—গন্ধবণিক্ জাতির আরাধ্যা দেবী। গন্ধের ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গন্ধোপজীবী (—জীবিন্)—গন্ধবণিক্। উপ; গন্ধ—উপ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। সং; পু।

গন্নাকাটা—নাককাটা, নাসিকাহীন; যে নাক দিয়া বা নাকিসুরে কথা বলে, খনা বা খোনা। যার স্কন্ধ কাটা, কবন্ধ। দেশজ। বিণ।

গপ্, গপ্প—গল্প (তাহা দেখ)।

গফ—গফ, থাপি, পুরু, ঠাসবোনা। বৈদেশিক।

গব্দা—মোটা ও অপরিপাটী, স্থূল ও অমার্জ্জিত; স্থূলবুদ্ধি। দেশজ। বিণ।

গভস্তি—১। অগ্নিদেবপত্নী স্বাহা। সং; স্ত্রী। ২। কিরণ; সূর্য্য। গ (গগন, স্বর্গ)—ভস+তি ক। সং; পু।

গভস্তিপাণি, গভস্তিহস্ত—সূর্য্য। গভস্তি পাণি বা হস্ত যাহার, বহু। সং; পু।

গভস্তিমান্ (—মৎ)—সূর্য্য। গভস্তি (কিরণ) আছে ইহার এই অর্থে গভস্তি+মতু। সং; পু।

গভস্তী—অগ্নিদেবপত্নী স্বাহা। সং; স্ত্রী।

গভর্ণমেন্ট—শাসন; শাসনপ্রণালী; শাসনকর্ত্তৃপক্ষ, শাসক সম্প্রদায়, রাজশক্তি ও রাজসরকার, সরকার। ইং শব্দ। সং।

গভর্ণর, গভর্ণর—শাসনকর্ত্তা; [প্রদেশে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা লাটসাহেব। ইং শব্দ। সং।

গভর্ণর জেনারেল—সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা, বড়লাট। ইং শব্দ। সং।

গভীর—দুর্গম; দুষ্প্রবেশ; দুষ্পার; গম্ভীর, অতিশয় নিম্ন; নিবিড়; ঘন; দুর্দ্ধর্ষ। গম (গমন করা)+ঈরন্ র্ষ। বিণ; ত্রি।

গভীরতম—অত্যন্ত গভীর, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর। গভীর+তম আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গভীরতমা।

গভীরতর—দুইএর মধ্যে অধিক গভীর, অপেক্ষাকৃত গভীর, অতিশয় গভীর। গভীর+তর বিণ; ত্রি। স্ত্রী গভীরতরা।

গভীরতা, গভীরত্ব—গভীরের ভাব। গভীর দেখ। গভীর+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

গভীরাত্মা (গভীরাত্মন্)—পরমেশ্বর। গভীর আত্মা যাঁহার, বহু। সং; পু।

গম—১। গমন, যাওয়া। গম+অল্ ভা। ২। পথ। গম+অল্ ণ। সং; পু। ৩। শস্যবিশেষ, যাহা হইতে ময়দা হয়। দেশজ। গোধূম শব্দের অপভ্রংশ।

গমক—১। গময়িতা, গমন করায় এরূপ; বোধক। ণিজন্ত গম (—গমি)+ণক র্ক।

বিণ; ত্রি। ২। সেতারাদি যন্ত্রে সুরের কম্পন, এক সুর হইতে অন্য সুরে দ্রুত গমন। সং।

গমগম, গমাগম—পুনঃ পুনঃ আঘাতধ্বনি, কিল মারার শব্দ। দেশজ। বা।

গমন—গতি, চলন, যাওয়া; প্রস্থান। গম (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গমনাগমন—যাতায়াত, যাওয়া আসা। গমন ও আগমন, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

গমনার্হ—গমনযোগ্য, যাইবার বা চলিবার উপযুক্ত, গম্য। গমনের অর্হ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—র্হা।

গমনীয়—গম্য দেখ।

গমনোদ্যত—গমন করিতে উদ্যোগী। গমনে উদ্যত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গমনোদ্যতা।

গমনোন্মুখ—গমনোদ্যত, গমন করিতে কালবিলম্ব-শূন্য। গমনে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গমনোন্মুখা, গমনোন্মুখী।

গমাগম—১। চরাচর; সংসার; গমনাগমন। গম ও আগম, দ্বন্দ্ব। সং। ২। গমগম দেখ।

গমার—গোঁয়ার; মূর্খ। হিন্দী। প্রা, ক।

গমিত—অতিবাহিত, যাপিত, জ্ঞাপিত; প্রাপিত। ণিজন্ত গম (—গমি)+ক্ত ক্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গমিতা।

গম্ভীর—গভীর; নিবিড়; অগাধ; ভারী; উদার; পূর্ণ। গম (গমন করা)+ঈরন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গম্ভীরা।

গম্ভীরতা, গম্ভীরত্ব—গম্ভীরের ভাব, গাম্ভীর্য্য। গম্ভীর দেখ। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

গম্ভীরনাদী (—নাদিন্)—গম্ভীর শব্দকারী। গম্ভীর নাদ করে যে এই বাক্যে উপ; গম্ভীর—নদ (শব্দ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—নাদিনী।

গম্ভীরপ্রকৃতি—১। গম্ভীর বা ভারী স্বভাব। গম্ভীরা যে প্রকৃতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। গম্ভীর স্বভাববিশিষ্ট, যাহার স্বভাবের অন্ত বোধ হওয়া কঠিন, দুর্জ্ঞেয় স্বভাব। গম্ভীরা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গম্ভীরভাবাপন্ন—গাম্ভীর্য্যপ্রাপ্ত, গম্ভীর। গম্ভীরের ভাব=গম্ভীরভাব, ৬তৎ; তাহাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পন্না।

গম্ভীরমুখ—১। গম্ভীর বা ভারী বদন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। যাহার মুখে গাম্ভীর্য্য লক্ষণ বিদ্যমান, যাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব জানা যায় না। গম্ভীর হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী।

গম্ভীরস্বর—১। গম্ভীর ও ব্যাপক কণ্ঠধ্বনি। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। গম্ভীর কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। গম্ভীর হইয়াছে স্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্বরা।

গম্ভীরা—১। গম্ভীরা ইত্যাদি। গম্ভীর দেখ। গম্ভীর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ। সং; স্ত্রী। ৩। মন্দিরের মধ্যভাগ। সং।

গম্য, গমনীয়—যেখানে যাইতে কোন কষ্ট নাই; গমনযোগ্য, গন্তব্য; গমনীয়; প্রাপ্য; সাধ্য; নিস্তীর্য্য; ভোগ্য; উহ্য; অনুমেয়, জ্ঞেয়; উত্তরণযোগ্য; পাল্লবিক। গম+য, অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গম্যা, গমনীয়া।

গম্যমান—জ্ঞায়মান; অনুমীয়মান। গম (গমন করা, ইত্যাদি)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গয়—১। সুগ্রীবের অনুচর একটি বানর, ইনি লঙ্কাসমরে উপস্থিত থাকিয়া রামের সপক্ষে যুদ্ধ করেন। ২। জনৈক নৃপতি, অমূর্ত্ত রাজার পুত্র; ইনি অতি ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন, এবং সতত যজ্ঞাদি কার্য্যে রত থাকিতেন; গয়াপুরী ইঁহারই নির্ম্মিত। ৩। জনৈক অসুর, ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং স্বেচ্ছায় বিষ্ণুর হস্তে গয়াক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হন। গম (গমন করা)+ ডয় ক। সং; পু।

গয়না, গহনা—আভরণ, ভূষণ, অলঙ্কার, জেয়; পণ্যবাহিনী দ্রুতগামিনী নৌকা; যাত্রি-নৌকা। দেশজ। সং।

গয়বি—গুপ্ত, লুক্কায়িত। বৈদেশিক। বিণ।

গয়রহ—দিগর, অন্য, আর আর, ইত্যাদি। বৈদেশিক ওগয়রহ শব্দজ।

গয়লা—গোপ, ঘোষ। দেশজ। সং; পু।

গয়লানী—গোপনারী, গোপিকা। দেশজ। সং; স্ত্রী। [প্রা, ক। সং।

গয়সাল, গরসাল—মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু।

গয়া—বিহার প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী পাটনা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর; ইহা হিন্দুর একটী পরম পবিত্র তীর্থস্থান। গয় শব্দ+ক+আপ্; অথবা গৈ (গান করা)+ডয়+আপ্। সং; স্ত্রী।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে আসিলে, বিহার প্রদেশের পর্য্যবেক্ষণভার সিতাব রায় নামক জনৈক ধনীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহার পরে ইহা অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইংরাজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ ভাবে শাসিত হইয়া আসিতেছে। গয়া জেলায় যে কয়টি নদী আছে, তাহার মধ্যে পুন্ পুন্ ও ফল্গু পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত নদীটি গ্রীষ্মকালে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। জেলায় মধ্যে বুদ্ধ গয়া ও বরাবার পাহাড়ের শৃঙ্গে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরের মন্দির উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধ গয়া, সহরের ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি বৌদ্ধশিল্পের উৎকর্ষের পরিচয়স্থল। এই স্থানে বোধিদ্রুমতলে শাক্যমুনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ইহার অনতিদূরে অশোক-রাজবংশ-নির্ম্মিত কতকগুলি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধ-গয়া বৌদ্ধগণের একটি প্রধান তীর্থস্থান। সিদ্ধেশ্বরমন্দিরে অতি প্রাচীন কালে দিনাজপুরের জনৈক রাজা একটি লিঙ্গ স্থাপন করেন। এইখানে প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে একটি মেলা হয়, তাহাতে কেবল পুরুষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। পাহাড়ের পাদদেশে, আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে অনেকগুলি গুহা ক্ষোদিত হয়।

গয়া সহরটি দুই ভাগে বিভক্ত—নিজ গয়া এবং সাহেবগঞ্জ। কথিত আছে এই পুরী গয় নামক রাজর্ষিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত; গয় একটি যজ্ঞ করিয়া প্রচুর অন্নাদি দান করেন, তাহাতে দেবগণ প্রীত হইয়া এই যজ্ঞক্ষেত্র তাঁহার নামানুসারে গয়া নামে প্রসিদ্ধ হইবে এইরূপ বর দান করেন। মতান্তরে, গয় নামক অসুর হইতে গয়া নাম উৎপন্ন। এই অসুর সাতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। অধিকারলোপ-ভয়ে যম বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু গয়াসুরকে ভূপাতিত করিয়া তাহার বক্ষে একখানি সুবৃহৎ পাষাণ চাপাইয়া দেন এবং তাঁহাকে এই বর দেন যে, গয়াধামে সকল দেবতাই বাস করিবেন, আর বিষ্ণুর পদচিহ্নের উপরি যে পিণ্ডদান করিবে, তাহার উদ্দিষ্ট আত্মীয়গণের প্রেতাত্মা সদ্গতি লাভ করিবে। এই পিণ্ডদান উপলক্ষে বারমাসই গয়াধামে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে হিন্দুযাত্রীর সমাগম হয়। বিষ্ণুপদ মন্দিরটি এখানকার প্রধান তীর্থস্থান। এই সুদৃশ্য মন্দিরটি প্রসিদ্ধ অহল্যা বাইয়ের অর্থে নির্ম্মিত হয়।

গয়াধাম (-ধামন্)—গয়াক্ষেত্র, যেখানে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করা হয়। গয়াই ধাম, কর্ম্মধা; অথবা গয়ানামক ধাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গয়ার—গয়ের, কণ্ঠশ্লেষ্মা। প্রা, ক। সং।

গয়ালি, গয়ালী—গয়াতীর্থে যাত্রীদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার পুরোহিত বা পাণ্ডা। দেশজ। সং।

গয়াসুর—গয়নামক অসুর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। গয় ও গয়া দেখ। সং; পু।

গয়েশ্বরী—গয়ানগরে নির্ম্মিত (থালাদি)। বিণ।

গর—১। ববাদিকরণের পঞ্চম করণ। ২। বিষ; উপবিষ; রোগ। গৃ (ভোজন করা)+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী। ৩। বৈপরীত্য বা না-বোধক উপপদ বা উপসর্গ, যেমন গরমিল—অমিল, অনৈক্য। বৈদে।

গরকায়েম, গরকায়েমী—অস্থায়ী, অপাকা; অমজবুত। বৈদেশিক।

গরগর—১। অস্থির, ব্যাকুল; উল্লাসিত। প্রা, ক। বিণ। ২। গজগজ, ক্রোধাদি হেতু মনে মনে গর্জ্জন। দেশজ। সং।

গরজ—প্রয়োজন, অর্থ; স্বার্থ; যত্ন। বৈদেশিক। সং।

গরজনি, গর্জ্জনি—গর্জ্জন। প্রা, ক। সং।

গরজন্তি—গর্জ্জন করিতেছে, গজরাইতেছে। প্রা, ক।

গরজা (গর্জ্জা), গরজান (গর্জ্জান)—গর্জ্জন করা, গজরান। ক, প্র। ক্রি।

গরজারি—জারি না হওয়া। বৈদেশিক। সং।

গরজিয়া, গরজে—স্বীয় গরজ সাধিতে যত্নবান্, নিজ প্রয়োজনে ব্যস্ত; স্বার্থপর। দেশজ। বিণ।

গরদ—১। বিষপ্রদানকারী; রোগজনক। গর-দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গরদা। ২। রেশমী বস্ত্রবিশেষ। দেশজ।

গরবিলি—বিলি না হওয়া, অযথাভাবে বিলি। দেশজ। সং।

গরভ—গর্ভ। ক, প্র। সং।। [বিণ।

গরভিত—গর্ভমধ্যস্থ, গর্ভ-নিহিত। প্রা, ক।

গরম—উষ্ণ বা উষ্ণতা, তপ্ত বা তাপ; গ্রীষ্ম; গর্ব্বিত বা গর্ব্ব; উদ্ধত। ঘর্ম্ম শব্দজ।

গরমাই—গরম, গ্রীষ্ম, উত্তাপ; উপদংশরোগ। দেশজ। সং।

গরমি—গ্রীষ্ম, উত্তাপ; গ্রীষ্মকাল; অহঙ্কার; উপদংশরোগ। দেশজ। সং।

গরমিল—অমিল, অনৈক্য। দেশজ।

গররাজি—রাজি নয়, অসম্মত, অনিচ্ছুক। বৈদেশিক। বিণ।

গরল—বিষ। গৃ+অলচ্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

গরলায়েক—অনুপযুক্ত, অযোগ্য; অকর্ম্মণ্য। বৈদেশিক। বিণ।

গরলারি—বিষহর; মরকতমণি। গরলের অরি, ৬তৎ। সং; পু।

গরব—দেমাক, অহঙ্কার; গৌরব। সং। গর্ব্ব শব্দের অপভ্রংশ।

গরবিণী—গর্ব্বিতা, অহঙ্কৃতা, মদমত্তা; আদরিণী। বিণ; স্ত্রী। গর্ব্বিণী শব্দের অপভ্রংশ।

গরবী—গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত, অহঙ্কারী, দেমাকী। বিণ; পু। গর্ব্বী পদের অপভ্রংশ।

গরব্রত—ময়ূর। গর (বিষ) ব্রত যাহার, বহু। সং; পু।

গরহাজির—অনুপস্থিত। বৈদেশিক। বিণ।

গরা—গড়া, মোটা কাপড়, থান; খুঁটার বেড়া। দেশজ। সং।

গরাণ, গরান—বন্য-বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাঠ। দেশজ। সং।

গরাদিয়া (গরাদে)—খুঁটা; খুঁটার বেড়া; জানালার মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত দণ্ড। দেশজ। সং। [অপভ্রংশ।

গরাস—গ্রাস, কবল; গাল। গ্রাস শব্দের

গরাসা—গ্রাস করা, ভক্ষণ করা। ক,প্র। ক্রি।

গরিব, গরীব—নির্ধন, দরিদ্র, দুঃখী, দীনহীন, কাঙ্গাল; কৃপার্হ; অসহায়, নিরুপায়। বৈদেশিক। বিণ।

গরিবানা (গরীবানা), গরিবী (গরীবী)—১। গরীবের ভাব, দরিদ্রতা, দৈন্য। সং। ২। গরীবের মত, দীনদুঃখীর ন্যায়। বৈদেশিক। বিণ।

গরিমা (গরিমন্)—গুরুত্ব; গৌরব; মহিমা; মাহাত্ম্য; গর্ব্ব, আত্মাভিমান। গুরু+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পু।

গরিষ্ঠ—১। গুরুতম; পূজ্যতম; অতি গৌরবান্বিত; অতি মহান্; সর্ব্বাপেক্ষা বড়; অর্থবান্। গুরু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। ২। জনৈক নৃপতি। সং; পু।

গরীব—গরিব দেখ।

গরীবানা—গরিবানা দেখ।

গরীবী—গরিবানা দেখ।

গরীয়স্—গরীয়ান্ দেখ। [বিণ; স্ত্রী।

গরীয়সী—গরীয়ান্ দেখ। গরীয়স্+ঈপ্

গরীয়ান্ (গরীয়স্)—গুরুতর; পূজ্যতর; অতি গৌরবান্বিত; অতি মহান্; অর্থবান্। গুরু শব্দ+ঈয়স্ উৎকর্ষার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী গরীয়সী।

গরু—গোজাতি, বৃষ বা গবী, বলদ বা গাই। দেশজ। সং।

গরুআ—গুরু, ভারী। প্রা, ক। বিণ।

গরুখোর—গো খাদক। দেশজ। বিণ।

গরুজে—গরজিয়া দেখ।

গরুড়—পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন। গরুৎ (পক্ষ)—ডী+ড ক। সং; পু। এতৎসম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ এইরূপ;—ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম বৈনতেয়। ইনি ক্ষুধিত হইয়া পিতৃনিদেশে যুদ্ধনিরত গজকচ্ছপদ্বয়কে ভক্ষণ করেন। বিমাতার দাসীত্ব হইতে স্বীয় জননীকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ইনি বিমাতা কদ্রুর আদেশে সুধা আনিতে স্বর্গে গমন করেন। [কদ্রু দেখ]। তথায় অমৃত প্রাপ্ত হইয়া তাহা পান না করিয়া পক্ষিবর তাহা লইয়া আসিতেছেন দেখিয়া বিষ্ণু ইঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলে, পক্ষিরাজ তদপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্তি এবং অমৃত পান না করিয়াও অজর অমর হইবার বর গ্রহণ করেন। অতঃপর ইনি বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইঁহাকে বাহনরূপে পাইতে চাহিলেন। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইলেন, এবং গরুড়ের আসন বিষ্ণুর রথধ্বজের উপর স্থিত হইল।

অতঃপর ইন্দ্র সুধাগ্রহণার্থ ইঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরাস্ত হইয়া ইঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করিলেন। ইন্দ্রের বরে সর্পগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল। অনন্তর ইনি অমৃত আনয়নপূর্ব্বক বিমাতাকে প্রদান করিয়া মাতার দাসীত্ব মোচন করিলেন। গরুড়ের যোগে ইন্দ্র সুধা হরণ করিলে, তাহা আর সর্পগণের বা সর্পমাতা কদ্রুর ভোগে আসিল না।

একদা গরুড় সুমুখনামক নাগের পিতাকে ভক্ষণ করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিবার দিন স্থির করিয়া প্রস্থান করেন। ইতোমধ্যে সুমুখের সহিত ইন্দ্রসারথি মাতলির কন্যার বিবাহ হওয়ায় ইন্দ্র তাহাকে দীর্ঘায়ু হইবার বর প্রদান করেন। তচ্ছ্রবণে গরুড় স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর সমক্ষে স্বীয় বলের স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু পক্ষিবরের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলে ইনি তাঁহার ভরে মৃতপ্রায় হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করেন। অতঃপর সুমুখের সহিত গরুড় মিত্রতা স্থাপন করেন।

গরুড়ধ্বজ—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। গরুড় ধ্বজ যাঁহার, বহু। সং; পু।

গরুড়পুরাণ—অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত পুরাণবিশেষ, ইহা গরুড়ের বিরচিত বলিয়া খ্যাত; ইহাতে চিকিৎসাদি শাস্ত্রসমুদায় বিবৃত হইয়াছে। গরুড়কৃত পুরাণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গরুড়বাহন—বিষ্ণু। গরুড় বাহন যাঁহার, বহু। সং; পু।

গরুড়াগ্রজ—সূর্য্যসারথি অরুণ। গরুড়ের অগ্রজ, ৬তৎ। সং; পু।

গরুড়াঙ্কিত—মরকতমণি। গরুড়ের আকৃত (অঙ্ক বা চিহ্ন) যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

গরুৎ—পক্ষ, পাখা। গৃ (আর্দ্র করা) বা গৃ (শব্দ করা)+উৎ ক। সং; পু।

গরুত্মতী—১। পক্ষবিশিষ্টা। গরুত্মান্ দেখ। গরুত্মৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পক্ষিণী। সং; স্ত্রী।

গরুত্মান্ (গরুত্মৎ)—১। পক্ষবিশিষ্ট। গরুৎ শব্দ (পক্ষ)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী গরুত্মতী। ২। গরুড়; পক্ষী। সং, পু।

গর্গ—জনৈক মুনি। ইনি একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি যাদবগণের কুলগুরুরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম গার্গ্য এবং কন্যার নাম গার্গী। সং।

গর্গর—ঘট, কলস। গর্গ (অনুকরণ শব্দ)+র অস্ত্যর্থে [জলপূরণ কালে 'গর্গ' ইত্যাকার শব্দবিশিষ্ট বলিয়া]। সং; পু।

গর্গরী—কলসী, গাগরী। গর্গ (অনুকরণ শব্দ)—রা+ড ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গর্গস্রোত—তীর্থবিশেষ, জ্যোতির্ব্বিদ্ গর্গমুনির নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ক্লী।

গর্জ্জ—গর্জন (সকল অর্থে)। গর্জ্জ্ (গর্জ্জন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

গর্জক—গর্জনকারী। গর্জ (শব্দ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গর্জিকা।

গর্জন, গর্জ্জন—মেঘ সিংহাদির উচ্চ শব্দবিশেষ; নাদ; তর্জ্জন; ভর্ৎসন। গর্জ্ (গর্জ্জন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গর্জর—গাজর। সং; ক্লী।

গর্জা, গর্জান—গরজা দেখ।

গর্জিত—১। নাদিত, শব্দিত। গর্জ্ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গর্জিতা। ২। উন্মত্ত হস্তী। গর্জ্+ক্ত ক। সং; পু। ৩। গর্জ্জন। গর্জ্জ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

গর্জ্জন—গর্জন দেখ।

গর্জ্জমান—গর্জ্জনশীল, গর্জ্জন করিতেছে এরূপ। (এই পদটি ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ, কারণ গর্জ্জ ধাতু পরস্মৈপদী, উহার উত্তর শানচ্ হইতে পারে না, শতৃ হইবে। তবে তাচ্ছীল্য অর্থে শতৃ স্থানে শানচ্ করিলে হইতে পারে)। গর্জ্জ্+শতৃ (শতৃ স্থানে শানচ্) ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গর্জ্জমানা।

গর্ত্ত—রোগবিশেষ; ত্রীনিতম্বের কুকুন্দর; ছিদ্র, রন্ধ্র; চারি ক্রোশের ন্যূন বিস্তৃত গহ্বর; গহ্বরমাত্র; দেশবিশেষ (আধুনিক কাঙ্গড়া)। গৃ (ভক্ষণ করা)+তন্ ক। সং; পু।

গর্দ্দভ—১। রাসভ, গাধা; গন্ধ। গর্দ্দ (শব্দ করা)+অভচ্ ক। সং; পু। স্ত্রী গর্দ্দভী। ২। বিড়ঙ্গ; শ্বেতকুমুদ। সং; ক্লী।

গর্দ্দা—ধূলি, মাটী, ময়লা, ক্লেদ। সং। বৈদেশিক। [সং।

গর্দ্দান—ঘাড়, গলা; শির, মস্তক। বৈদেশিক।

গর্দ্দানি—ঘাড়ধাক্কা, গলাধাক্কা। বৈদে। সং।

গর্দ্দিশ—ভাগ্যবিপর্য্যয়, অদৃষ্টের ফের, গ্রহ বৈগুণ্য। বৈদেশিক। সং।

গর্দ্ধ—লিপ্সা, লোভ, স্পৃহা। গৃধ (লোভ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

গর্দ্ধন—লুব্ধ, লোভী। গৃধ (লোভ করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গর্দ্ধনা।

গর্ভ, গর্ব্ভ—১। গর্ভাশয়গত শুক্রশোণিতময় পিণ্ড, ভ্রূণ; শিশু; অগ্নি। গৃ (সেচন করা)+ভ র্ম্ম। ২। কুক্ষি, উদরের যে অংশে শুক্র শোণিত সমবেত হইয়া সন্তান রূপে পরিণত হয়; নিরোদর, তলপেট; অভ্যন্তর; নদীগর্ভ, ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে নদীর জল যে পর্য্যন্ত উঠে; পনস-কণ্টকা

বরণ; (নাট্যে) সন্ধিবিশেষ। গৃ+অ অধি। সং; পুং।

গর্ভক—১। কেশমধ্যপরিবৃত মাল্য, খোঁপার মালা; কেশভূষণ ফুল। গর্ভ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; পুং। ২। রাত্রিদ্বয়মধ্যস্থ দিন; দুই রাত্রি এক দিন। সং; ক্লী।

গর্ভকেশর—কেশরসমূহের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, উহার শিরোদেশে আঠার ন্যায় একপ্রকার দ্রব পদার্থ থাকে। গর্ভজনক যে কেশর, মপী কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

গর্ভকোষ—গর্ভাশয়, জরায়ু। ৬তৎ বা রূপক কর্ম্মধা। সং; পুং।

গর্ভগৃহ—১। অন্তর্গৃহ, ভিতরের ঘর। গর্ভ সদৃশ যে গৃহ, উপমান কর্ম্মধা। ২। সূতিকাগার, আঁতুড় ঘর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভচ্যুত—গর্ভ হইতে স্খলিত বা পতিত, গর্ভনিঃসৃত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

গর্ভজ—গর্ভে উৎপন্ন। গর্ভ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গর্ভজা। [কর্ম্মধা। সং; পুং।

গর্ভণ্ড—নাভির গোঁড়। গর্ভস্থিত যে গণ্ড, মপী

গর্ভতন্তু—গর্ভকেশরের উপরিস্থ সূত্রবৎ অংশ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [পুং।

গর্ভদাস—আজন্ম দাস, চিরদাসীর পুত্র। সং;

গর্ভদোহদ—গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের রুচিকর বস্তু, গর্ভিণীর অভিলষিত দ্রব্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভধারণ—গর্ভে সন্তান গ্রহণ, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। গর্ভের (ভ্রূণের) ধারণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভধারিণী—যিনি গর্ভে ধারণ করেন, জননী। গর্ভ শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক +ঈপ্। বিণ বা সং; স্ত্রী।

গর্ভনাড়ী—সদ্যঃপ্রসূত শিশুর নাভিসংলগ্ন নাড়ী, নাভিরজ্জু। সং; স্ত্রী।

গর্ভনিঃসৃত—গর্ভ হইতে নির্গত। ৫তৎ। বিণ।

গর্ভপরিস্রব—সন্তান প্রসবের পর তাহার সহিত যে চর্ম্ম-পটোলিকা নির্গত হয়, সাধারণ কথায় ইহাকে ফুল বলে। ৬তৎ। সং; পুং।

গর্ভপাত—গর্ভস্রাব, কোনও কারণে অকালে ভ্রূণের পতন, অকালে সন্তান নষ্ট হইয়া পড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং; পুং।

গর্ভপাতক—গর্ভপাতকারী। গর্ভ—ণিজন্ত পত বা পাতি+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তিকা।

গর্ভপাতন—গর্ভপাত, গর্ভস্রাব করান, লজ্জা নিন্দাদি ভয়ে উদরস্থ শিশুকে অসময়ে ফেলান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভযন্ত্রণা, —যাতনা—গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর ক্লেশভোগ; প্রসব-ব্যথা; দারুণ বেদনা বা ভাবনা; গর্ভস্থ শিশুর দারুণ কষ্ট। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গর্ভলক্ষণ—গর্ভসূচক চিহ্ন, যথা—উদরের স্ফীতি, মুখের পাণ্ডুরতা, চুচুকের শ্যামিকা, অরুচি, ইত্যাদি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভবতী—গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভ+বতু অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [রমণী গর্ভবতী হইলে, তাহার স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়, দেহের লোমসকল খাড়া হয়, চোখের পাতা বুজিয়া যাইতে থাকে, সুগন্ধ গ্রহণেও উদ্বেগ জন্মে, সর্ব্বদা মুখ দিয়া জল পড়ে, সুখাদ্য ভোজনেও বমন হয়, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া থাকে। গর্ভে পুত্র জন্মিলে গর্ভিণীর দক্ষিণ চক্ষুঃ বৃহত্তর হয়, দক্ষিণ স্তনে অগ্রে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়, দক্ষিণ উরু স্থূল ও মুখ এবং বর্ণ উজ্জ্বল হয়, স্বপ্নে পুংলিঙ্গবাচক দ্রব্যাদিতে অভিলাষ জন্মে। আর গর্ভে কন্যা জন্মিলে বাম চক্ষুঃ বৃহত্তর হয়, বাম স্তনে অগ্রে দুগ্ধ জন্মে, বাম উরু স্থূল ও মুখ এবং বর্ণ মলিন হয়। গর্ভবতী রমণীর আর্ত্তববহ স্রোতের পথ রুদ্ধ হওয়ায় উহা আর অধোদিকে ক্ষরিত না হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। ইহাতে গর্ভিণীর শরীর পুষ্ট ও জরায়ু উৎপন্ন হয়। অবশিষ্টাংশ স্তনদ্বয়ে গমন করে বলিয়া স্তনযুগ স্থূলতর হইয়া থাকে।

গর্ভবতী নারী যথাসময়ে দোহদ (সাধ) প্রাপ্ত হইলে বীর্য্যশালী, গুণবান্ ও দীর্ঘায়ুঃসম্পন্ন সন্তান প্রসব করিতে পারে; অন্যথা গর্ভপীড়া জন্মিতে পারে। গর্ভবতী রমণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানের সেই সেই পীড়া জন্মে। এজন্য গর্ভিণীকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য]।

গর্ভবাস—১। গর্ভরূপ বাসস্থান। রূপক কর্ম্মধা। ২। গর্ভে অবস্থান। ৭তৎ। সং; পুং।

গর্ভব্যূহ—গর্ভবৎ গূঢ় সেনাসন্নিবেশনবিশেষ। গর্ভাকার যে ব্যূহ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গর্ভশয্যা—গর্ভাশয়, জরায়ু। গর্ভই যে শয্যা,

গর্ভসংক্রমণ—দেহান্তরপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবের গর্ভে প্রবেশ। ৭তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভসঞ্চার—জঠর মধ্যে ভ্রূণের জন্ম। ৬তৎ। সং; পুং। [সং; পুং।

গর্ভসময়—গর্ভধারণের উপযুক্ত কাল। ৬তৎ।

গর্ভস্থ—গর্ভের মধ্যস্থিত, গর্ভবাসী। গর্ভ—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গর্ভস্থা।

গর্ভস্রাব—গর্ভপাত, গর্ভস্থ ভ্রূণের অকালে পতন, গর্ভ নষ্ট হইয়া পড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। পুং।

গর্ভস্রাবাশৌচ—গর্ভস্রাব জন্য দেহাশুদ্ধি। গর্ভস্রাবনিমিত্তক অশৌচ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। অষ্টম মাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাবের কাল। ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে যত মাসে গর্ভস্রাব হইবে, গর্ভিণীর ততদিন অশৌচ হইবে, কিন্তু দৈব কার্য্যে দ্বিতীয় মাসাবধি ঐ অশৌচ ব্রাহ্মণীর পক্ষে এক দিন, ক্ষত্রিয়ার ২ দিন, বৈশ্যার ৩ দিন, এবং শূদ্রার ছয় দিন করিয়া বৃদ্ধি হয়। সপ্তম ও অষ্টম মাসে গর্ভস্রাব হইলে প্রসূতির সন্তানাত্মক অশৌচ এবং নির্গুণ সপিণ্ডের একদিন অশৌচ হয়। ঐ বালক জীবিত অবস্থায় প্রসূত হইয়া মরিলেও এই রূপ অশৌচ হইবে। দ্বিতীয় দিনাদিতে মরিলে সপিণ্ডের অশৌচ থাকিবে না, কেবল মাতাপিতার অশৌচ থাকিবে।

গর্ভাগার—বাসগৃহ; অন্তর্গৃহ, ভিতরের ঘর; সূতিকাগৃহ। গর্ভ সদৃশ যে আগার, মধ্যপদলোপী বা উপমান কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গর্ভাঙ্ক—নাটকের অঙ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঙ্ক। গর্ভস্থিত যে অঙ্ক, মপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

গর্ভাধান—নিষেকক্রিয়া, সংস্কারবিশেষ, স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহরূপ সংস্কার [পত্নীর প্রথম রজোদর্শনের ষোড়শ দিন মধ্যে ভর্ত্তা নিয়মিত দিনে সায়ংসময়ে শুচিভাবে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া যথাবিধানে বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক গর্ভাধানার্থ ভার্য্যাকে গ্রহণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রের বিধান]। গর্ভের আধান, ৬তৎ। সং; ক্লী। [এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম এই যে, ঋতুর প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে স্ত্রীতে উপগত হইলে পুরুষের আয়ুঃক্ষয় হয়, এবং উহাতে গর্ভ উৎপন্ন হইলে তাহা অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। তৃতীয় দিনে গর্ভাধান হইলে সন্তান অল্পায়ু ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। অতএব ঋতুর চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ রাত্রিতেই গর্ভাধান বিধেয়। ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর যত পরে গর্ভাধান হইবে, সন্তান ততই দীর্ঘায়ুঃ, নীরোগ ও বীর্য্যশালী হইবে]।

গর্ভাশয়—গর্ভকোষ, জরায়ু। গর্ভের আশয়, ৬তৎ। সং; পুং। [যোনির আকার শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটী আবর্ত্তযুক্ত। ইহার তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিতি করে। ইহার মুখ, বর্ণ, স্থিতি, আকৃতি প্রভৃতি সকলই রোহিত মৎস্যের ন্যায়]।

গর্ভাষ্টম—গর্ভসঞ্চারাবধি অষ্টম (মাস বা বৎসর)। গর্ভ হইতে অষ্টম, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

গর্ভিণী—গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভ+ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

গর্ভিত—গর্ভযুক্ত, অন্তর্গত। গর্ভ+ইত জাতার্থে।

গর্ভোপঘাত—জাতগর্ভের নাশ, পেট ফেলা; মেঘের জলোৎপাদনশক্তির নাশ। গর্ভের উপঘাত, ৬তৎ। সং; পুং।

গর্ভোপঘাতিনী—গর্ভবিনাশকারিণী। গর্ভ—উপ—হন+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গর্ব্ব—দর্প, অহঙ্কার, দেমাক; ঐশ্বর্য্য, রূপ, যৌবন, কুল, বিদ্যা ও বল হেতু অন্যের প্রতি অবজ্ঞাভাব। গর্ব্ব (অহঙ্কার করা) +অল ভা। সং; পুং।

গর্ব্বর—গর্ব্বকারী, গর্ব্বিত। গর্ব্ব+র অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

গর্ব্বিত—অহঙ্কৃত, দেমাকী। গর্ব্ব দেখ ; গর্ব্ব+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গর্ব্বিতা।

গর্ব্বী (গর্ব্বিন্)—গর্ব্বযুক্ত, অহঙ্কৃত, দর্পিত, দেমাকী। গর্ব্ব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী গর্ব্বিণী।

গর্ব্বোজ্জ্বল—অহঙ্কারে দীপ্যমান ; অভিমান-প্রকাশক। গর্ব্বদ্বারা উজ্জ্বল, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গর্ব্বোজ্জ্বলা।

গর্ব্বোদ্ধত—অত্যন্ত গর্ব্বিত, অহঙ্কারে উন্মত্ত। গর্ব্বদ্বারা উদ্ধত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

গর্হণ—নিন্দা ; তিরস্কার। গর্হ (নিন্দা করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গর্হণা, গর্হা—কুৎসা, নিন্দা ; তিরস্কার, ভর্ৎসনা। গর্হ (নিন্দা করা)+অন, অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

গর্হিত—নিন্দিত, দূষণীয় ; জঘন্য, কুৎসিত ; নিষিদ্ধ, অনুচিত। গর্হ (নিন্দা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গর্হিতা।

গর্হ্য—দূষণীয় ; নিন্দনীয়। গর্হ (নিন্দা করা) +ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গর্হ্যা।

গল—ধুনা ; কণ্ঠ, গলা ; গান্না ; একপ্রকার বাদ্য। গল্+অন্ ক। সং ; পু।

গলকম্বল—সাস্না, গরুর গলদেশে লম্বিত কম্বলাকার মাংস। ৬তৎ। সং ; পু।

গলগণ্ড—১। রোগবিশেষ, গলদেশে মাংসপিণ্ড। ৬তৎ। ২। হাড়গিলা পাখী। গলে গণ্ড যাহার, বহু। সং ; পু।

গলগল—গ্রসন-বাক্যকথনাদি কার্য্যে দ্রুততাবোধক শব্দ। বাং ব্য।

গলগ্রহ—কণ্ঠগ্রহ, গলার ভার ; অকারণে ও অনিচ্ছার সহিত যাহার ভরণপোষণের ভার লইতে হয়, যে নির্গুণ অক্ষম ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া অন্যের অন্ন ধ্বংস করে ; যে কর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু সমাপ্তি হয় নাই, অসমাপ্ত কর্ম্ম ; তিথিবিশেষ। গলকে গ্রহণ করে যে, উপ ; গল শব্দ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

গলৎ—গলন্ দেখ।

গলত, গলতহি—গলিত হয়। ক্রি। প্রা, ক।

গলতি—গলদ (তাহা দেখ)। বৈদেশিক।

গলৎকুষ্ঠ—ক্ষতযুক্ত কুষ্ঠ, যে কুষ্ঠ হইতে রক্তরসাদির স্রাব হইতেছে। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গলদ—দোষ, অঙ্গহীনতা, ত্রুটী ; ন্যূনতা, ঘাটতি, কমতি ; ভ্রম, ভুল। বৈদেশিক। সং।

গলদশ্রু—১। যাহা হইতে অশ্রুপাত হইতেছে এরূপ। গলৎ অশ্রু যাহা হইতে, বহু। ২। যাহার অশ্রুপাত হইতেছে এরূপ (ব্যক্তি)। গলৎ অশ্রু যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গলদশ্রুলোচন—১। যে চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। গলদশ্রু যে লোচন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। যাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, সাশ্রুনেত্র। গলদশ্রু হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—লোচনা।

গলদশ্রুলোচনে—চক্ষু হইতে জল গড়াইতেছে এরূপ অবস্থায়, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে। গলদশ্রু হইয়াছে লোচন যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

গলদেশ—কণ্ঠ ও তৎসন্নিহিত স্থল, গলা। গলই যে দেশ ইতি কর্ম্মধা, বা গলের দেশ ইতি ৬তৎ। সং ; পু।

গলন্ (গলৎ)—যাহা গলিতেছে, দ্রব হইতেছে এরূপ ; যাহা ক্ষরিত হইতেছে ; যাহা হইতে স্রাব হইতেছে। গল+শতৃ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী গলন্তী।

গলন—ক্ষরণ ; দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া, গলিয়া পড়া, স্রাব। গল (ক্ষরিত হওয়া) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গলন্তিকা—ঝারা ; ঝারী ; গাড়ু ; কুঁজো। গলন্তী+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

গলন্তী—গলন্ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

গলয়ে—গলিয়া পড়িতেছে, ঝরিতেছে। প্রা, ক।

গলরজ্জু—গলার দড়ি। ৬তৎ। সং ; পু।

গলরন্ধ্র—কণ্ঠের ছিদ্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গললগ্নীকৃত—যাহা গলায় লাগান হইয়াছে, গলে দেওয়া হইয়াছে এরূপ। গলে লগ্নীকৃত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা।

গললগ্নীকৃতবাস—১। গলায় লাগান বা দেওয়া কাপড়। গললগ্নীকৃত যে বাস, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। গলদেশে বস্ত্র সংলগ্ন করিয়াছে এরূপ, আপনার গলায় কাপড় দিয়াছে এরূপ। গললগ্নীকৃত হইয়াছে বাস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বাসা।

গললগ্নীকৃতবাসে—গলায় কাপড় লাগাইয়া বা দিয়া। গললগ্নীকৃত হইয়াছে বাস যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

গলশুণ্ডিকা—আলজিভ। গলের শুণ্ডিকা (শুণ্ডবৎ পদার্থ), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গলস্তনী—অজা, ছাগী। গলে স্তন যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

গলহস্ত—অর্দ্ধচন্দ্র, গলাধাক্কা ; তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ বিস্তার। গলে হস্ত, ৭তৎ। সং ; পু।

গলা—১। গল, কণ্ঠ ; গ্রীবা, ঘাড়, গর্দ্দান ; কণ্ঠধ্বনি, স্বর। সং। গল শব্দজ। ২। ক্ষরিত হওয়া, ক্ষরা, দ্রব হওয়া, ঝরা, ঝরিয়া পড়া ; ফাঁক দিয়া চলিয়া যাওয়া ; ফসকিয়া যাওয়া ; পচিয়া যাওয়া ; পচিয়া যাওয়ার মত নরম হওয়া ; অতিসিদ্ধ হওয়া। ক্রি ; গল্ ধাতুজ। [এই সকল ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়]।

গলা-গলা—গলা পর্য্যন্ত, আকণ্ঠ ; গলা পর্য্যন্ত ভরা, পরিপূর্ণ ; প্রায় গলিয়া গিয়াছে এরূপ, খুব নরম, এমন নরম যে টিপিতে না টিপিতে গলিয়া যায়। দেশজ।

গলাগলি—পরস্পরে কণ্ঠধারণপূর্ব্বক ; পরস্পরের স্কন্ধে হস্তার্পণপূর্ব্বক ; ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব ; অতিশয় প্রণয়াবদ্ধ বা সদ্ভাবাপন্ন। দেশজ।

গলাধঃকরণ—পান ; ভোজন ; গলের অধঃস্থ করা। গলের অধঃকরণ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গলাধাক্কা—গলহস্ত, অর্দ্ধচন্দ্র, ঘাড়ধাক্কা। গর্দ্দানি। দেশজ। সং।

গলান—গলিত বা ক্ষরিত করা, ঝরান ; দ্রব করা বা করান ; ফাঁক দিয়া চালান ; যেন টিপিলে গলিয়া যায় এমন নরম করা ; পচান। ক্রি। বিশেষণও হয়।

গলানী—গরুর গলবন্ধনী। দেশজ। সং।

গলাবন্দ্—গ্রীবাবন্ধনী। বৈদেশিক। সং।

গলাবন্ধ—কণ্ঠবন্ধতা গ্রীবাবন্ধনী। দেশজ। সং।

গলাসি—গলরজ্জু, তদাকার দড়ির শক্ত ফাঁস। প্রাদেশিক। সং।

গলি, গলী—সঙ্কীর্ণ পথ, সরু রাস্তা ; অবকাশ, ছিদ্র, ত্রুটি। দেশজ। সং।

গলিগালি, গলিঘুঁজি—গলি এবং তাহার বাঁক, অলিসন্ধি ; ফাঁক, ছিদ্র, দোষ, ত্রুটি। দেশজ। সং।

গলিজ—অপরিষ্কার, নোংরা, মল বা মলিন, অপরিচ্ছন্ন। বৈদেশিক। সং বা বিণ।

গলিত—ক্ষরিত ; স্রুত ; দ্রবীভূত, গলিয়া গিয়াছে এরূপ ; পতিত ; জীর্ণ ; শিথিল। গল (ক্ষরিত হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গলিতা। [সং ; ক্লী।

গলিতকুষ্ঠ—গলৎকুষ্ঠ (তাহা দেখ)। কর্ম্মধা।

গলী—গলি দেখ।

গলুই—নৌকার অগ্রভাগ বা পশ্চাৎভাগ, অঙ্গুলিমধ্য, দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্ত্তী স্থল। দেশজ। সং।

গলেগণ্ড—১। গলগণ্ডযুক্ত। গলে গণ্ড যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—গণ্ডা। ২। হাড়গিলা পাখী। সং ; পু।

গলোদ্ভব—ঘোটকের গলদেশে উৎপন্ন রোমাবর্ত্তবিশেষ। গল হইতে উদ্ভব যাহার, অথবা গল হইয়াছে উদ্ভব (উৎপত্তি-স্থান) যাহার বহু। সং ; পু।

গল্দা—(গলা) চিংড়ি, মোটা দাড়া-ওয়ালা বড় চিংড়ি, মোচা চিংড়ি। প্রাদে। সং।

গল্প—উপকথা, উপন্যাস ; কাহিনী ; কথোপকথন, কথাবার্ত্তা। দেশজ। সং। [সং।

গল্পগুজব, গল্পসল্প—বাজে কথাবার্ত্তা। দেশজ।

গল্পপ্রিয়—যে গল্প করিতে ভালবাসে। গল্প প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

গল্পসল্প—গল্পগুজব দেখ।

গল্পিয়া (গপ্পে)—গল্পভক্ত, গল্পপ্রিয় ; মিথ্যা গল্প রচনাকারী। দেশজ। বিণ।

গল্ভ—ধৃষ্ট, উদ্ধত ; নির্লজ্জ। গল্ভ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গল্ভা। বি গল্ভতা।

গল্ল—গণ্ড, কপোল, গাল। গল (ভক্ষণ করা) +ল ক। সং ; পু।

গল্দা-চিংড়ি—গল্দা (তাহা দেখ)। [দেশজ।

গবচন্দ্র, গবুচন্দ্র—গোবুদ্ধি, জড়-বুদ্ধি, নির্ব্বোধ।

গবত্র—বিচালি, খড়, গোভক্ষ্য। গোকে ত্রাণ করে যে, উপ ; গো—ত্রৈ+ড ক। ক্লী।

গবদন—গবাদন দেখ। [বিণ।

গবন—গাবিন, গর্ভিণী, গর্ভবতী। প্রাদেশিক।

গবয়—বনগব, গলকম্বলশূন্য গোতুল্য পশু ; একটী বানরের নাম। গু (শব্দ করা)+ অয়চ্ ক ; অথবা, গো শব্দ ই (যাওয়া) +অন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী গবয়ী।

গবর—নৌকার মাঝি-মাল্লা। প্রা, ক। সং।

গবরাজ—বৃষ, বণ্ড, ষাঁড়। গোদিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

গবল—১। বন্য মহিষ। গু (শব্দ করা)+ অলচ্। সং ; পু। ২। মহিষের শৃঙ্গ। গবল +ষ্ণ ইদমর্থে। সং ; ক্লী।

• গবশন—গবাশন দেখ।

গবা, গবারাম—গোতুল্য, জড়বুদ্ধি, স্থূলবুদ্ধি, নির্ব্বোধ, হাঁদা। দেশজ। বিণ।

গবাক্ষ—১। জানালা, ঝরকা, গোঁজলা। গোর (গরুর) অক্ষি (চক্ষু) তুল্য, উপমিত কর্ম্মধা। পূর্ব্বে গরুর চক্ষুর ন্যায় গোল জানালা রাখার রীতি ছিল। সং ; পু। ২। সুগ্রীবানুচর জনৈক বানর ; ইনি বৈবস্বতের পুত্র। কপিবর লঙ্কাসমরে উপস্থিত থাকিয়া রামের সপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গোর অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। সং ; পু।

গবাদন—তৃণ। গোর (গরুর) অদন (ভক্ষ্য), ৬তৎ। সং ; ক্লী। সন্ধির সাধারণ নিয়মানুসারে গবদনও হয়।

গবাম্পতি—বৃষ, ষাঁড় ; গোস্বামী ; গোপালক ; রশ্মি ; সূর্য্য ; বহ্নি। গবাম্ (গোসকলের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং ; পু।

গবারাম—গবা দেখ।

গবাশন—গোখাদক, মুচী, চামার। গো+ অশন—গবাশন (গবশনও হয়)। গো হইয়াছে অশন (আহার) যাহার, বহু ; অথবা গো অশন (ভোজন) করে যে, উপ ; গো (গরু)—অশ (ভোজন করা)+অন ক। সং ; পু। [ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

গবিনী—গোসমূহ। গো শব্দ+ইন্ সমূহার্থে+

গবী—স্ত্রী গো, গাভী, গাই ; বাণী। গো+ স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

গবুচন্দ্র—গবচন্দ্র দেখ।

গবেষণ—গবেষণা (তাহা দেখ)। গবেষ (অন্বেষণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গবেষণা—কোন বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণার্থ অন্বেষণ, সবিশেষ অনুসন্ধান (Research, investigation)। গবেষ (অন্বেষণ করা)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

গবেষিত—যাহার গবেষণা করা হইয়াছে এরূপ, অন্বেষিত। গবেষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গব্য—গোসম্বন্ধীয় (দুগ্ধঘৃতাদি) ; গোহিত। গো (গরু)+ষ্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গব্যা।

গব্যা—১। গোসম্বন্ধীয়া ; গোহিতা। গব্য দেখ। গব্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গোসমূহ ; ছিলা। গো+ষ্য সমূহার্থে+ আপ্। সং ; স্ত্রী।

গব্যূত, গব্যূতি—অর্দ্ধযোজন, দুই ক্রোশ। গো—যু+ক্ত, ক্তি র্ম্ম। সং ; ক্লী ও স্ত্রী।

গস্ত—পরিভ্রমণ ; হাট-বাজারে ঘুরিয়া বেড়ান ; বিক্রয়ের জন্য মাল খরিদ। বৈদেশিক। সং।

গস্তিদার—সুবিধাদরে মালের সন্ধানে ভ্রমণকারী। বৈদেশিক। সং।

গহ, গাহ—ঘর, বাড়ী। গৃহ বা গেহ শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

গহন—১। অরণ্য, বন। গহ (নিবিড় হওয়া) +অন ক। ২। যাতনা, দুঃখ ; গহ্বর। গাহ (বিলোড়ন করা)+অনট্ অধি। সং ; ক্লী। ৩। দুর্গম ; দুষ্প্রবেশ ; দুরূহ ; দুর্ব্বোধ। গহ+অনট্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গহনা। ৬। পরমেশ্বর (দুর্ব্বোধ বলিয়া)। সং ; পু।

গহনা—গয়না দেখ।

গহিন, গহীন—গহন, গভীর। হিন্দী। বিণ।

গহীর—গভীর ; গহন। গভীরশব্দজ।

গহু—গ্রহণ করুক, লউক ; গ্রহণ করে, লয়। প্রা, ক। ক্রি।

গহ্বর—১। দেবখাত ; গর্ত্ত ; গুহা ; গহন। গাহ (বিলোড়ন করা)+বরচ্ র্ম্ম। সং, ক্লী। ২। লতাগৃহ। সং ; পু।

গা—১। গাত্র, অঙ্গ, দেহ ; যত্ন, গরজ ; ১০টি সুপারির সমষ্টি। সং। ২। গ্রাম্য সম্বোধন বা। ৩। গান করা, গাওয়া ; [তুই] গান কর্। দেশজ। ক্রি।

গাঅন, গাওন, গাওনা—গান, গীত। প্রা, ক।

গাই—১। গবী, ধেনু, গাভী। সং ; স্ত্রী। ২। গান করি। দেশজ। ক্রি।

গাইয়ে—১। গায়ক, গাহক ; গানপটু, সুগায়ক। দেশজ। বিণ বা সং। ২। [আপনি] গান করুন্। হিন্দী। ক্রি।

গাইল—গালি (তাহা দেখ)।

গাএন, গায়েন—গায়ক, গাহক। দেশজ। সং।

গাওই—গান করে বা করিতেছে। প্রা, ক।

গাওন, গাওনা—গাঅন দেখ।

গাওয়া—১। সাক্ষী। হিন্দী। সং। ২। গান করা। দেশজ। ক্রি।

গাওয়া—গোদুগ্ধজাত। দেশজ। বিণ।

গাওয়ে—গায়, গান করে। প্রা, ক। ক্রি।

গাং, গাঙ, গাঙ্গ—ভাগীরথী ; নদীমাত্র ; জলস্রোত, পয়োনালী। গঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ।

গাঁ—১। পল্লী, নিতান্ত ছোট সহর। গ্রাম শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। গবাদি পশুর উচ্চ রব। বা।

গাঁই, গাঞী—রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণীবিভাগ। গ্রামী বা গ্রামীণ শব্দের অপভ্রংশ।

গাঁইট, গাঁট, গাঁটি, গাঁঠি—গ্রন্থি ; গিরা বা গেরো, বড় বস্তা। দেশজ। সং।

গাঁইয়া, গেঁয়ে, গেঁয়ো—গ্রাম্য, পল্লীবাসী, গ্রামজাত, অসভ্য, অভদ্র, অমার্জ্জিত। বিণ। গ্রামীণ শব্দের অপভ্রংশ।

গাঁজ—মাতিয়া বা পচিয়া উঠা বা তজ্জনিত ফেনা, খামি। দেশজ। সং।

গাঁজলা—ফেন বা ফেনা ; যে পদার্থ উপরে ভাসিয়া উঠে। দেশজ। সং।

গাঁজা—১। ভাঙ্গ বা সিদ্ধি গাছের জটা, গঞ্জিকা, ইহার ধূম পানে নেশা হয়। সং। ২। মাতিয়া বা পচিয়া ফেনাইয়া উঠা। দেশজ। ক্রি।

গাঁজা-খোর—গঞ্জিকাসেবী, গাঁজিয়াল। দেশজ।

গাঁজান—মাতাইয়া বা পচাইয়া ফেনাইয়া তুলা। দেশজ। ক্রি।

গাঁজি—১। গাঁজিয়া, মাতিয়া ফেনাইয়া উঠিয়া। ক, প্র। ক্রি। ২। গাজী, মুসলমান যোদ্ধা বা বীর। প্রা, ক। সং।

গাঁজিয়াল (গেঁজেল)—গঞ্জিকাসেবী, গাঁজাখোর। দেশজ। বিণ বা সং।

গাঁট—গাঁইট দেখ।

গাঁটরি, গাঁঠরি—পোঁটলা বা পুঁটলি ; যাত্রীর সঙ্গীয় মোট। দেশজ। সং। [ক্রি।

গাঁটান—গাঁইট বাঁধা, গ্রথিত করা। দেশজ।

গাঁটি—গাঁইট দেখ।

গাঁটিয়া (গেঁটে), গাঁঠিয়া (গেঁঠে)—গ্রন্থিল, গ্রন্থিযুক্ত ; সবল, বলবান্। দেশজ। বিণ।

গাঁঠি—গাঁইট দেখ।

গাঁঠিয়া—গাঁটিয়া দেখ।

গাঁড—১। ফোড়া, বিস্ফোটক। গণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। ২। মলদ্বার। হিন্দী। সং।

গাঁত—গাত্র, অঙ্গ, দেহ ; দাঁও, সুবিধা ; চুরি ; চোর। দেশজ। সং।

গাঁতা, গাঁতো—দেশের কর্ম্মসম্পাদন জন্য বহুব্যক্তির মিলন ; চোরের দল। গ্রাম্য। সং।

গাঁতি—বড় জোত ; ছোট তালুক ; রাস্তা প্রভৃতি খুঁড়িবার একপ্রকার সূক্ষ্মাগ্র কুদাল বা শাবল (Pickaxe)। দেশজ। সং।

গাঁতিদার—বড় জোতদার ; সামান্ত তালুকদার। দেশজ। সং।

গাঁথন—গ্রন্থন শব্দের অপভ্রংশ।

গাঁথনি, গাঁথনী—গ্রন্থনভঙ্গি, গাঁথিবার ভাব ; গ্রন্থন। দেশজ। সং।

গাঁথা—১। গ্রথিত, রচিত। বিণ। ২। গ্রন্থন। সং ; ৩। গ্রন্থন করা, গ্রথিত করা ; রচনা করা। দেশজ। ক্রি। ৪। গান, গীত। গাথা শব্দের উচ্চারণভেদ।

গাঁদা—হরিদ্রাবর্ণ নির্গন্ধ সুন্দর পুষ্পবিশেষ (Marigold)। দেশজ। সং।

গাঁদি—ঝাঁক, দঙ্গল, দল ; একরকম দুর্গন্ধ পোকা। দেশজ। সং।

গাঁধি, গাঁধী—১। গাঁদি (সকল অর্থে)। সং। ২। গন্ধী শব্দের অপভ্রংশ।

গাহক—ক্রেতা, খরিদদার। সং। গ্রাহক শব্দজ।

গাগরি, গাগরী—কলসী, ঘড়া। গর্গরী শব্দের অপভ্রংশ।

গাঙ—গাং দেখ। [চীৎকার। দেশজ। সং।

গাঙাড়ি, গাঙ্গাড়ি—গাঁ গাঁ শব্দ, গর্জ্জন ; উচ্চ

গাঙ্গ—গাং দেখ।

গাঙ্গ, গাঙ্গেয়—১। ভীষ্ম ; কার্ত্তিকেয়। সং ; পু। ২। স্বর্ণ ; কেসুর। সং ; ক্লী। ৩। গঙ্গাসম্বন্ধীয় ; গঙ্গাজাত। গঙ্গা+ষ্ণ, ষ্ণেয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গাঙ্গী, গাঙ্গেয়ী। [পু।

গাঙ্গট, গাঙ্গটক, গাঙ্গটেয়—চিংড়ি মাছ। সং ;

গাঙ্গলি, গাঙ্গুলি—গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। সং।

গাঙ্গাড়ি—গাঙাড়ি দেখ।

গাঙ্গায়নি—ভীষ্ম ; কার্ত্তিকের। গঙ্গা+ফায়ন অপত্যার্থে+স্বার্থে ই। সং ; পু।

গাঙ্গিনী—গঙ্গার শাখানদীবিশেষ। মুর্শিদাবাদের কিছু উত্তরে গঙ্গানদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহার যে অংশ পূর্ব্ব দিকে গিয়া ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা (কনাই) নদীর সহিত মিশিয়াছে, তাহারই অন্য নাম গাঙ্গিনী।

গাঙ্গেয়—গাঙ্গ দেখ।

গাছ—বৃক্ষ, তরু। গচ্ছ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

গাছা—গাছ, বৃক্ষ ; টা, টী, খানা, খানি, ইত্যাদি (সংখ্যাবোধক) ; প্রদীপাদির দণ্ডাধার, পিলসুজ। দেশজ। সং।

গাছান—গাছ-লাগান ; ক্ষেত্রে ধান্যাদির চারা পাতলা হইলে ঘন করিয়া বসান ; গাছে উঠা, বৃক্ষে আরোহণ করা। দেশজ। ক্রি।

গাজন—চৈত্র মাসের শেষে শিবের পার্ব্বণ। দেশজ। সং।

গাজর, গাজোর—খাদ্যমূলবিশেষ (Carrot)। গর্জর শব্দের অপভ্রংশ।

গাজা—গর্জান, গর্জ্জন করা। ক্রি। প্রা, ক।

গাজি, গাজী—মুসলমান যোদ্ধা বা বীর ; মুসলমানী পদবীবিশেষ। বৈদেশিক।

গাঞ্জী, গাঞ্জি—গাঁই দেখ। [ক। সং।

গাটি, গাটী—গাঁইট, গ্রন্থি, রজ্জু, দড়ি। প্রা,

গাড়—গহ্বর, গর্ত্ত ; ডোবা। দেশজ। সং।

গাড়ওয়ান, গাড়োয়ান—গাড়ীবান্, শকটবান্, শকটচালক, সারথি। বৈদেশিক। সং।

গাড়ওয়াল (বা গড়ওয়াল)—যুক্ত প্রদেশে কুমায়ুন বিভাগস্থ জেলা। এই জেলাটি হিন্দুর চক্ষে বড়ই পবিত্র। এই স্থানেই ভাগীরথী অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গানাম ধারণ করিয়াছে। এই সম্মিলন স্থানের নাম দেব-প্রয়াগ। এই জেলায় বদ্রিনাথ ও কেদারনাথ নামক দুইটি দুরারোহ পর্ব্বত ও তীর্থস্থান আছে। সমুদ্রতল হইতে বদ্রিনাথের উচ্চতা ২২,৯০১ ফিট, কেদারনাথের উচ্চতা ২২,৪৫৩ ফিট। আনুমানিক ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অলকনন্দার উপত্যকা ভূমিতে ৫২টি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ পৃথগ্‌ভাবে রাজত্ব করিতেন। প্রত্যেকেরই একটি করিয়া গড় বা দুর্গ ছিল। সেইজন্য স্থানটির নাম গড়ওয়াল বা গাড়ওয়াল। অজয় পাল নামক জনৈক রাজা এই সকল সামন্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া, স্থানটিতে নিজ প্রভুত্ব স্থাপিত করেন। ইনি এবং পরে ইঁহার বংশধরগণ গড়ওয়াল এবং তৎসন্নিকটস্থ টেহরী নামক স্থানে ১৮০৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। উক্ত অব্দে নেপাল হইতে গুর্খাগণ রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে বিতাড়িত করে। ১৮১৫ অব্দে ইংরাজ নেপালযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গড়ওয়াল অধিকার করেন এবং টেহরী জেলাটি বিতাড়িত রাজাকে অর্পণ করেন। সেই সময় হইতে "স্বাধীন" গাড়ওয়ালের সৃষ্টি। টেহরীরাজকে ইংরাজ সরকারে কর দিতে হয় না। গাড়ওয়াল জেলায় ব্রাহ্মণজাতির আধিক্য দৃষ্ট হয়।

গাড়ল—ভেড়া। সং।

গাড়ি, গাড়ী—স্যন্দন, রথ, শকট। দেশজ। সং।

গাড়ু—ঝারী, নললাগান জলপাত্র-বিশেষ। দেশজ। সং।

গাড়োয়ান—গাড়ওয়ান দেখ।

গাঢ়—১। আক্রান্ত ; সেবিত। গাহ+ক্ত র্ম। ২। দৃঢ় ; ঘন, পাতলা নয় ; অতিশয়। গাহ (বিলোড়ন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

গাঢ়তম—সর্ব্বাধিক গাঢ়। গাঢ়+তম। বিণ। ত্রি।

গাঢ়তর—অত্যন্ত ঘন, দুইটি ঘন দ্রব্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী ঘন। গাঢ়+তর অতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গাঢ়তরা।

গাঢ়তা, -ত্ব—দার্ঢ্য, কাঠিন্য, ঘনত্ব ; আতিশয্য। গাঢ়+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

গাঢ়মুষ্টি—১। কৃপণ। গাঢ় (দৃঢ়) হইয়াছে মুষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। খড়্গ। সং ; পু।

গাঢ়া—১। আক্রান্তা, ইত্যাদি [গাঢ় দেখ]। গাঢ়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গাঢ়, ঘন। প্রা, ক।

গাঢ়ি—গাঢ়, গভীর প্রা, ক।

গাণপত্য—১। দলাধিপত্য। গণপতি (দলপতি) +ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী। ২। গণেশোপাসক। গণপতি (গণেশ)+ষ্য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

গাণিক্য—বেশ্যাসমূহ। গণিকা+ষ্য সমূহার্থে। সং ; ক্লী।

গাণিতিক—গণিতসম্বন্ধীয় ; গণিত-শাস্ত্র-ঘটিত ; গণিতবিদ্যাবিৎ। গণিত+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গাণিতিকী। [পু।

গাণ্ডি—গ্রন্থি, গাঁট। গন্ড্+ইঞ্ ক। সং ;

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব—অর্জ্জুনের ধনুক [ব্রহ্মা এই ধনু নির্ম্মাণ করিয়া চন্দ্রকে ও চন্দ্র বরুণকে প্রদান করেন ; পরে খাণ্ডবদহন দাহন কালে অগ্নিদেবের প্রার্থনাক্রমে বরুণ উহা অর্জ্জুনকে প্রদান করেন] ; কার্ম্মুক, ধনুক। গাণ্ডি (গ্রন্থি)+ব অস্ত্যর্থে। সং ; পু বা ক্লী।

গাণ্ডীবধন্বা (-ধন্বন্)—গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী, অর্জ্জুন। গাণ্ডীব হইয়াছে ধনুঃ যাহার, বহু। সং ; পু।

গাণ্ডীবী (গাণ্ডীবিন্)—অর্জ্জুন ; ধানুষ্ক। গাণ্ডীব শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

গাতব্য—১। গান করিবার যোগ্য। গৈ (গান করা)+তব্য র্ম। ২। গন্তব্য। গা (গমন করা)+তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গাতব্যা।

গাতা (গাতৃ)—গায়ক। গৈ (গান করা) +তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী গাত্রী।

গাত্র—দেহ, শরীর ; অঙ্গ ; গজের অগ্রজঙ্ঘার আদিভাগ। গম+ত্রন্ ক। সং ; ক্লী।

গাত্রকণ্ডূয়ন—গা চুলকান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গাত্রদাহ—গাত্রজ্বালা, গা জ্বালা। ৬তৎ। সং ; পু।

গাত্রমার্জ্জনী—গামছা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গাত্ররুহ—রোম। গাত্র (দেহ)-রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

গাত্রশূল—শরীরে বেদনা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গাত্রসম্মিত—পূর্ণাঙ্গ, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন। গাত্র সম্মিত (পূর্ণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গাত্রহরিদ্রা—বিবাহের পূর্ব্বে গাত্রে হরিদ্রালেপনরূপ সংস্কারবিশেষ, গায়ে হলুদ। সং ; স্ত্রী। বিবাহের অযুগ্ম (১, ৩, ৫ প্রভৃতি) দিন পূর্ব্বে গাত্রহরিদ্রা সংস্কার সম্পন্ন হয়।

গাত্রানুলেপনী—গাত্রে মাখিবার বা অঙ্গরাগ করিবার দ্রব্য, সাবান প্রভৃতি ; অঙ্গরাগসাধনের তুলিকা। উপ ; গাত্র—অনু—লিপ্+অনট্ প+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গাত্রাবরণ—গাত্রাচ্ছাদন ; বর্ম, সাঁজোয়া ; চাদর প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গাত্রিকা—গাত্রমার্জ্জনী, গামছা। গাত্র (দেহ) +ক্কিক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

গাত্রী—গায়িকা। গাতা দেখ। গাতৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গাত্রোত্থান—শয্যা হইতে শরীর উত্তোলন, বিছানা হইতে গা তোলা। গাত্রের উত্থান, ৬তৎ। সং ; ক্লী। [স্ত্রী গাথিকা।

গাথক—গায়ক। গৈ+থক ক। বিণ ; ত্রি।

গাথা—১। শ্লোক, পদ্য, কবিতা ; গান, গীত ; আর্য্যাচ্ছন্দঃ। গৈ+থন্ র্ম+আপ্। ২। বর্ণন। গৈ+থন্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

গাদ—১। গর্দ্দা, ময়লা, শিঠা, কাইট, গাজলা। সং। ২। ঠাস, ভর। দেশজ। ক্রি।

গাদন—খাদন বা ভোজন ; প্রবেশিত করণ, আক্রান্ত করণ। সং। (গোপাল-গাদন= গোপালের ভোজন—অতিভোজন)।

গাদা—১। রাশি, পুঞ্জ, স্তূপ, ঢেরি। সং। ২। ঠাসা, ভরা, বোঝাই করা। দেশজ। ক্রি।

গাদা-গাদি—ঠাসা-ঠাসি, চাপাচাপি। দেশজ।

গাদি, গাদী—গাদা, রাশি, ঢেরি। দেশজ। সং।

গাদ্ধা—গাধা, গর্দ্দভ। হিন্দী। সং।

গাধ—১। লোভ, লালসা। গাধ+অল্ ভা। ২। তলস্পর্শ ; স্থান। গাধ+অল্ র্ম। সং ; পু। ৩। তলস্পর্শযোগ্য ; অনতিগভীর। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গাধা।

গাধা—১। তলস্পর্শযোগ্যা, অনতিগভীরা। গাধ দেখ। গাধ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গর্দ্দভ, রাসভ ; নির্ব্বোধ, বোকা (Donkey, ass)। গর্দ্দভ শব্দের অপভ্রংশ।

গাধি—চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি, বিশ্বামিত্র ঋষির পিতা। গাধ+ই ক। সং ; পু।

গাধিজ—বিশ্বামিত্র ঋষি। উপ ; গাধি (নৃপবিশেষ)—জন+ড ক। সং ; পু।

গাধি-নন্দন, -পুত্র—বিশ্বামিত্র। ৬তৎ। সং।

গাধিসুত—বিশ্বামিত্র ঋষি। ৬তৎ। সং ; পু।

গাধেয়—বিশ্বামিত্র ঋষি। গাধি (নৃপবিশেষ) +ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

গান—গীতি ; ধ্বনি। গৈ (গান করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গান্দিনী—১। গঙ্গা। গাং (স্বর্গকে)—দা (দান করা)+কিন্ ক+ঈপ্ ; যিনি স্বর্গ দান করেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। ২। অক্রুরের মাতা, কাশীরাজতনয়া। ইনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল মাতৃগর্ভে ছিলেন। ইঁহার শুভকামনা করিয়া কাশীরাজ প্রত্যহ একটী করিয়া গবী দান করিতেন বলিয়া ইঁহার নাম গান্দিনী রক্ষিত হয় ; ইঁহার সহিত যদুবংশীয় শ্বফল্কের বিবাহ হইলে তদীয় ঔরসে ইঁহার গর্ভে কৃষ্ণভক্ত অক্রূরের জন্ম হয়। গাং (গবীকে)—দা (দান)+কিন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গান্দিনীসুত—অক্রূর ; ভীষ্ম ; কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। [গান্দিনী দেখ]। সং ; পু।

গান্ধর্ব্ব—১। গান। সং ; ক্লী। ২। গন্ধর্ব্ব সম্বন্ধীয়। [গন্ধর্ব্ব দেখ]। গন্ধর্ব্ব+অ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গান্ধর্ব্বী। ৩। অশ্ব ; বিবাহবিশেষ, এই বিবাহে বরকন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া গোপনে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয় ; দ্বীপবিশেষ। সং ; পু।

গান্ধার—১। গন্ধক ; সিন্দূর। গন্ধ শব্দ—ঋ +ষণ্ ক। সং ; ক্লী। ২। স্বরবিশেষ ; রাগবিশেষ। সপ্তস্বর দেখ। সং ; পু। ৩। দেশবিশেষ। ইহা অতি প্রাচীন জনপদ। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর হইতে আফগানিস্থানের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে গান্ধার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল ; এখনও 'কান্দাহার' নাম সেই প্রাচীন 'গান্ধার' নামের পরিচয় প্রদান করিতেছে। (কান্দাহার দেখ)।

গান্ধারী—দুর্য্যোধনাদির জননী। গান্ধার+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ইনি গান্ধার দেশাধিপতি সুবল রাজার তনয়া। কুরুবংশীয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পতি অন্ধ বলিয়া ইনি আজীবনকাল আপনার চক্ষুঃ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়। ইনি দুর্য্যোধনকে সাধুপথ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দুর্য্যোধন ইঁহার সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না। যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, দুর্য্যোধন সময়ে সময়ে জননীর নিকট গমন করিয়া স্বপক্ষের জয় কামনা করিবার নিমিত্ত ইঁহাকে অনুরোধ করিতেন। তখন ইনি কেবল এই মাত্র বলিতেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" অর্থাৎ ধর্ম্ম যেখানে জয় সেখানে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে ইঁহার শতপুত্রের শোক উচ্ছ্বসিত হয়। সে সময়ে ব্যাসদেব ইঁহার ক্রোধের শান্তি করেন। স্বীয় নেত্রবন্ধন বস্ত্রের নিম্নদেশ দিয়া ইনি যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগ দর্শন করিলে সেগুলি বিকৃতাকার ধারণ করে। অতঃপর গান্ধারী সমরক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক মৃতপুত্র ও আত্মীয়স্বজনসমূহের নিমিত্ত বিস্তর শোক করেন। অনন্তর ইনি পতিসহ পঞ্চদশ বৎসর পাণ্ডবদিগের আশ্রয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করেন। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনগমনপূর্ব্বক তিন বৎসর কাল তপস্যা করিয়া অবশেষে দাবানলে ভস্মীভূতা হন।

গান্ধারেয়—গান্ধারীপুত্র, দুর্য্যোধনাদি। গান্ধারী শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

গান্ধিক—১। গন্ধদ্রব্যবাহী। গন্ধ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গান্ধিকী। ২। গন্ধবণিক্। সং ; পু।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ—ভারতের কাথিয়াবাড় প্রদেশের প্রাচীন বেনিয়াবংশে ১৮৬৯ খৃঃ ২রা অক্টোবর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ানী করিয়াছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদের পিতাও পঁচিশ বৎসর কাল ঐ রাজ্যের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাথিয়াবাড় প্রদেশের রাজকোট প্রভৃতি কতিপয় রাজ্যে তিনি দেওয়ানী করেন। সেই সময় তিনি বোম্বাই গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক রাজস্থানিক সভার সদস্য মনোনীত হন।

গান্ধী প্রথমে কাথিয়াবাড়ে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইনি প্রথমে বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৫ খৃঃ দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসিগণের একটি জটিল মোকদ্দমার জন্য ইনি নেটাল যাত্রা করিয়াছিলেন। তথা হইতে ইঁহাকে ট্রান্সভালে যাইতে হয়। ইনি নেটালের সুপ্রীমকোর্টে এডভোকেট্ হইবার জন্য দরখাস্ত করিলে তথাকার কোন সমিতি তাহাতে আপত্তি করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। নেটালের সুপ্রীমকোর্ট গান্ধীর দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। ১৮৯৪ খৃঃ গান্ধী কতিপয় প্রবাসী ভারতবাসীকে লইয়া নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। নেটাল গভর্ণমেন্ট এই সময় "এসয়াটিক্ এক্সক্লুশন এ্যাক্ট" অর্থাৎ এসিয়াবাসি বিতাড়ন নামে এক আইন পাশ করেন। গান্ধী সেই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ভারতবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। নেটালে ও ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের দুরবস্থার বিষয় সাধারণকে এবং গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিবার জন্য ১৮৯৬ খৃঃ গান্ধী ভারতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া ইনি নেটালপ্রবাসী ভারতবাসিগণের দুরবস্থার বিবরণ বিবৃত করেন বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এমন কি গান্ধী যখন পুনরায় নেটালে ফিরিয়া

যান, তখন ইঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

১৮৯৯ খৃঃ বুয়ার যুদ্ধের সময় গান্ধী তথাকার প্রবাসী ভারতীয়গণের সমবায়ে "ইণ্ডিয়ান এম্‌বুলেন্স কোর" গঠন করেন। গভর্ণমেণ্টের আদেশে এই "কোর" যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া আহত যোদ্ধাদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিত এবং সেই "কোর"ই ব্রিটিশ-রাজের প্রধান সেনাপতি স্বর্গীয় লর্ড রবার্টসের একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

১৯০১ খৃঃ গান্ধী ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে পুনরায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। কিয়দ্দিবস পরে মিঃ চেম্বারলেনের নেটাল পরিদর্শনকালে ইনি তথায় উপস্থিত থাকিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন। অতঃপর ইনি ট্রান্সভালের সুপ্রীম-কোর্টের এটর্ণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন।

১৯০৩ খৃঃ গান্ধী "ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৪ খৃঃ জোহান্সবর্গের ভারতীয় পল্লীতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে ইনি তথায় একটি হাসপাতাল স্থাপন করিয়া স্বয়ং প্লেগাক্রান্ত রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন। ইনি নেটালের "ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন্" সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৬ খৃঃ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, সেই সময় ইনি প্রবাসী ভারতীয়-গণকে লইয়া একটি ডুলিবাহক দল গঠন করেন। ১৯০৬ খৃঃ ট্রান্সভালে এসিয়াটিক ল এমেণ্ড্‌মেণ্ট্ অর্ডিন্যান্স্ জারি হইলে গান্ধী তাহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃঃ কতিপয় সহ-চর সহিত ইঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। ১৯১৩ খ্রীঃ গান্ধী এবং হাজী হাবিব বিলাত গিয়াও আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি নির্দ্ধারিত জিজিয়া কর রহিত করিবার জন্য গান্ধী পুনরায় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া-ছিলেন। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণ-মেণ্টের ভারতীয় বিদ্বেষমূলক এই অন্যায় আইনের পরোক্ষভাবে প্রতিরোধকল্পে আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণে ইহাতে লাগিয়াছেন।

১৯১৪ সালে মহাত্মা গোখলের বিলাতে সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া ইনি লণ্ডনে গমন করেন। তথায় নিজে রোগা-ক্রান্ত হইলে চিকিৎসকগণের অনুরোধে সপত্নীক ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি বোম্বাই সহরে এপোলো বন্দরে অবতরণ করিলে দেশবাসী যথাযোগ্যভাবে ইঁহাকে অভিনন্দিত করে। পরে ইনি আহমেদাবাদে কর্ম্মকেন্দ্র করিয়া, তথায় একটী সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন। ইনি সমস্ত দেশের অবস্থা জানিবার জন্য ভারতের প্রধান স্থান গুলি পরিদর্শন করেন। ইঁহার কার্য্যাবলীর নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট 'কাইসারি হিন্দ' মেডেল দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। (১৯১৫, ১লা জানুয়ারি)। ১৯১৬ সালে বেহারে চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তত্রত্য কৃষক-সম্প্রদায়ের বিবাদ হওয়ায় ইনি তথায় যাইয়া বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করেন। কায়রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে প্রাণপণ যত্ন করেন। গত মহাযুদ্ধের সময় রংরুটের জন্য ও অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত ইনি প্রভূত পরিশ্রম করেন। ১৯১৮ সালে আহমেদাবাদে ধর্ম্মঘট হইলে ইনি তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে War-conference বসিলে ইনি তাহাতে যোগ দিয়া রাজভক্তি অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত বক্তৃতা দেন। মণ্টেগু সাহেব এদেশে আসিলে ইঁহারই একান্তিক প্রচেষ্টায় কংগ্রেস লিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি আবেদনপত্র প্রদান করা হয়। যুদ্ধান্তে রাউলট বিল নামক একটা আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হয়। তাহাতে ভারতীয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাশের আশঙ্কায় দেশমধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওদিকে খেলাফত সমস্যাও বিষম জটিল হইয়া উঠে। তাহার সমাধানের নিমিত্ত গান্ধী মহোদয় বড়লাটকে একখানি পত্র লিখেন। তাহাতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছিল যে, এ বিষয়ের সুমীমাংসা না হইলে তিনি সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করিবেন। রাউলট আইনের নিমিত্ত ইঁহার প্রচারিত সত্যাগ্রহ সকলে অবলম্বন করেন। তাহার ফলে পাঞ্জাব ও দিল্লীতে হত্যাকাণ্ড ঘটে। কিন্তু তাহারও কোন প্রতীকার হইল না। হাণ্টার কমিশন বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে দেশবাসী সন্তুষ্ট হইল না। খেলাফত সমস্যা ও জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডই গান্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জনের সৃষ্টি করে। ১৯২০ সালের জুন মাসে ইনি পদক ফিরাইয়া দেন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস হইতে সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতি অনুমোদিত হয়। এজন্য দেশের অনেক লোক নানা বিভাগ হইতে ইঁহার মতের অনুসরণ করে। ইঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" নামক পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালের মার্চ্চ মাসে ঐ সকল প্রবন্ধ রাজদ্রোহসূচক বিবেচিত হওয়ায় সেসনের বিচারে ইঁহার ৬ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। দুই বৎসর কারাভোগের পর গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে মুক্তি দেন। ইনি চরিত্রবান্ সাধু পুরুষ, নির্ভীক, উদারচেতা; তাই দেশবাসী ইঁহাকে 'মহাত্মা' বলে। ইনি এক্ষণে এই মত প্রচার করিতেছেন যে, দেশমধ্যে সর্ব্বসাধারণের খদ্দর পরিধানেই ভারতের মুক্তি হইবে। এজন্য খদ্দর প্রচারে ও দেশময় চরকার বহুল প্রচলনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। [দেশজ। সং।

গাপ—গোপন; অপহ্নব; ঢাকিয়া রাখা।

গাফিল—অলস, কুঁড়ে, অমনোযোগী, হেলাকারী। বৈদেশিক। বিণ।

গাফিলি, —লী, গাফ্‌লতি—আলস্য, কুঁড়েম; হেলা, ত্রুটি, অমনোযোগ। বৈদেশিক। সং।

গাভা—গাবা দেখ।

গাভী—ধেনু, গাই। গবী শব্দের অপভ্রংশ।

গাভীন—গর্ভিণী, গর্ভবতী। দেশজ। বিণ।

গামছা, গামোছা—গাত্রমার্জ্জনী, তোয়ালে। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

গামলা—গহ্বরবিশিষ্ট পাত্র, ভাগাড়ি, ডাবা।

গামার—গোঁয়ার, হঠকারী, অবিবেচক; নির্ব্বোধ, মূর্খ। হিন্দী। বিণ।

গামারি—গাম্ভারি বৃক্ষ। প্রা, ক। সং।

গামী (গামিন্)—গমনশীল; যে গমন করিবে। গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী গামিনী।

গামুক—গমনশীল। গম (গমন করা)+উক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গামুকী, গামুকা।

গামোছা—গামছা দেখ। [ক। সং।

গাম্ভারি—বৃক্ষবিশেষ বা তৎকাষ্ঠ। প্রা,

গাম্ভীর্য্য—গম্ভীরতা, গভীরতা; অচাঞ্চল্য, হর্ষ-ক্রোধভয়াদিভাবহেতু মনের অবিকারিত্ব। গম্ভীর+ষ্য ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

গায়—১। গান, গীত। গৈ+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। গাত্রে, অঙ্গে। সং। ৩। গাহে, গান করে। দেশজ। ক্রি।

গায়ক—গানকারী। গৈ (গান করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গায়িকা।

গায়ৎ—গায়ন্ দেখ।

গায়ত্রী, গায়ত্রী—ত্রিপদাদেবী, ত্রিপাদমন্ত্রবিশেষ, বেদমাতা। [কথিত আছে যে, এই ত্রিপদা-দেবী ব্রহ্মার পত্নী। একদা ব্রহ্মা যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়া সাবিত্রীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। সাবিত্রী সে সময়ে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকায় যাইতে না পারাতে ব্রহ্মা পুনরায় দারপরিগ্রহ বাসনায় উপযুক্ত কন্যা অন্বেষণার্থ ইন্দ্রকে প্রেরণ

করেন। ইন্দ্র এক গোপকন্যাকে আনয়ন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বিবাহ করেন। সেই গোপকন্যাই গায়ত্রী নামে খ্যাতা]; ষড়-ক্ষর ছন্দঃ; খদির। গায়ৎ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

গায়ন্‌ (গায়ৎ)—যে গান করিতেছে, গাহিতেছে এরূপ; গায়ক। গৈ+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী গায়ন্তী।

গায়ন—১। গায়ক, গানকারক। গৈ (গান করা)+অনট্‌ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গায়নী। ২। গান। প্রা, ক। সং।

গায়ন্তী—গায়ন্‌ দেখ। গায়ৎ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

গায়ব, গায়বি—গান করিবে, গাহিবে। প্রা, ক। ক্রি।

গায়েন—গাথক, গায়ক। গায়ন শব্দের বিকার।

গায়েব, গায়েবী—অন্তর্হিত, অদৃশ্য, লুক্কায়িত, গুপ্ত। বৈদেশিক। বিণ।

গারদ—প্রহরী; কয়েদখানা, আটক রাখিবার স্থান, জেল। ইং (guard)। সং।

গারস্ত, গেরস্ত—গৃহস্থ, গৃহী। প্রা, ক।

গারি—গালি। হিন্দী। প্রা, ক।

গারিমা—গরিমা, গৌরব। প্রা, ক। সং।

গারী—ঘর, সংসার, গৃহস্থালী। প্রা, ক।

গারুড়—১। গরুড়সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। গরুড়+ক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গারুড়ী। ২। পুরাণবিশেষ [গরুড়পুরাণ দেখ]; স্বর্ণ; বিষশাস্ত্র, বিষমন্ত্র; মরকতমণি; ব্যূহবিশেষ। সং; ক্লী।

গারুড়ি—১। সর্পমন্ত্রবিৎ। গরুড়+ফি। বিণ; ত্রি। ২। বিষবৈদ্য। সং; পু।

গারুড়িক—বিষবৈদ্য। গরুড়+ফিক। সং; পু।

গারুত্মত—মরকতমণি। গরুত্মৎ (গরুড়)+ক ভবার্থে; প্রবাদ এই যে, গরুড়ের মুখনিঃসৃত শ্লেষ্মা হইতে এই মণির উৎপত্তি হইয়াছে। সং; ক্লী।

গারো পাহাড়—আসাম প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত জেলা। গারো নামক পাহাড়িয়া জাতি হইতে এই জেলার নাম-করণ হইয়াছে। রাভা, মেচ, কোচ প্রভৃতি যে মূলজাতি হইতে উৎপন্ন, গারো সেই জাতি হইতে উৎপন্ন হইলেও কথিত জাতিগুলি হইতে ইহার পার্থক্য বিশেষ-ভাবে লক্ষিত হয়। গারোজাতি সাপ, বেঙ, এমন কি ব্যাঘ্রমাংসও খাইয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধ খায় না। ইহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় কুকুর বলি দেওয়া হয়; কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে কুকুরই মৃতের পর লোকের পথপ্রদর্শক। ইহাদের "সলজং" নামক সর্ব্বপ্রধান দেব, সূর্য্যদেবেই অভি-ব্যক্ত। তদ্ভিন্ন, নানাপ্রকার দৈত্যদানায় ইহাদের প্রভূত বিশ্বাস; তাহাদের প্রীতির জন্য জীববলি দিতে হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন মোগল সম্রাটের নিকট বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" প্রাপ্ত হন, তখন গারোজাতি একপ্রকার স্বাধীনভাবে এই প্রদেশে বাস করিত। পরে সময়ে সময়ে ইহারা ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত দেশে উৎপাত করিতে থাকিলে, ইংরাজ-সৈন্য ইহাদিগকে পরাভূত করিয়া বিতাড়িত করিত। ১৮৬৬ খৃঃ অঃ ইহারা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে এবং সেই সময়েই ইহাদের শাসন জন্য একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হয়। [ফি অপত্যার্থে। সং; পু।

গার্গি—গর্গমুনির সন্তান। গর্গ (মুনিবিশেষ)+

গার্গী—জনৈক প্রাচীন বিদুষী ভারতমহিলা, গর্গমুনির তনয়া। ইঁহার ন্যায় বিদ্যাবতী ও প্রতিভাশালিনী রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, ইনি জনকরাজের সভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচ-নায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার কৃত ঋগ্বে-দের টীকা অদ্যাপি আছে। সং; স্ত্রী।

গার্গ্য—জনৈক মুনি, গর্গমুনির পুত্র ইনি ঋগ্বে-দের অধ্যাপক এবং বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি 'গার্গ্যসংহিতা' নামক একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি যাদবদিগের কুলগুরু ছিলেন এবং সেই বংশে বিবাহ করেন। শ্যালক কর্ত্তৃক নপুং-সক বলিয়া কথিত হইলে, ইনি যাদবদিগকে ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি যাদব-দিগের অজেয় একটী পুত্রের কামনা করিয়া বর গ্রহণ করেন। অতঃপর অপ্সরা গোপা-লির গর্ভে ইঁহার ঔরসে কালযবন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। গর্গ (মুনি-বিশেষ)+ক্য অপত্যার্থে। সং; পু।

গার্জেন—অভিভাবক। ইং (guardian)। সং।

গার্টার—মোজা বন্ধনীবিশেষ। ইং (garter)।

গার্দ্দভ—১। গর্দ্দভসম্বন্ধীয়,রাসভিক। গর্দ্দভ+ক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গার্দ্দভী। ২। গর্দ্দভধ্বনি। সং; ক্লী।

গার্ভ—১। গর্ভসম্বন্ধীয়। গর্ভ+ক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গার্ভী। ২। গর্ভাধান সং-স্কার। সং; পু।

গার্ভিক—গর্ভসম্বন্ধীয়। গর্ভ+ফিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গার্ভিকী।

গার্হপত্য—১। গৃহপতি-সম্বন্ধীয়। গৃহপতি+ ক্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। সাগ্নিক গৃহীর যজ্ঞাগ্নি, গৃহস্থ ব্যক্তি চিরকাল অবি-চ্ছেদে যে অগ্নি গৃহে রাখে। সং; পু।

গার্হমেধ—গৃহস্থের করণীয় পঞ্চযজ্ঞরূপ কর্ম্ম। গার্হ (গৃহসম্বন্ধীয়) যে মেধ (যজ্ঞ), কর্ম্মধা। সং; পু।

গার্হস্থ, গার্হস্থ্য—১। গৃহস্থসম্বন্ধীয়। গৃহস্থ+ক, ক্য; বিণ; ত্রি। ২। গৃহস্থধর্ম্ম, দ্বিতীয় আশ্রম। সং; ক্লী।

গাল—১। গণ্ড, কপোল। গল্ল শব্দের অপ-ভ্রংশ। ২। গ্রাস, কবল; গালি, কটূক্তি; শাপশাপান্ত। সং। ৩। কল্পিত, অলীক, মিথ্যা। দেশজ। বিণ।

গালগল্প—গল্পগুজব, বন্ধুভাবে আলাপ; অকেজো কথাবার্ত্তা। দেশজ। সং।

গালন—গলান, ছাঁকা; ক্ষরণ করান। ণিজন্ত গল (=গালি)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

গালব—জনৈক মুনি; লোধ্রবৃক্ষ। গল (গলিয়া যাওয়া)+ঘঞ্‌, ভা=গাল; গাল—বা (বধ করা, ইত্যাদি)+ড ক। সং; পু।

গালবাদ্য—বম্‌ বম্‌ শব্দ সহকারে গাল বাজান। গালের বাদ্য (বাদন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

গালান—গলিত করা; গলান, দ্রব করা; গালি দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

গালি, গালী—অভিসম্পাত, কটু কথা। গল +ইঞ্‌, বিকল্পে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

গালিচা—রঞ্জিত মেষলোমের আসন (carpet)। বৈদেশিক। সং।

গালিত—দ্রবীকৃত, যাহা গলান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত গল (=গালি)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গালিম—দুষমন, শত্রু। বৈদেশিক। সং।

গালিলিও—জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য জ্যোতি-র্ব্বিদ্‌। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তঃপাতী পাইসা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপনপূর্ব্বক ইনি পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পাইসা বিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অসাধারণ প্রতিভা-বলে ইনি গণিতশাস্ত্রের সম্যক্‌ আলোচনা করিয়া অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। ইনি পরিদোলকের (পেণ্ডুলমের) গতি আবিষ্কার করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, এবং দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের অসীম উপ-কার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর গতি আবিষ্কার করেন এবং সূর্য্যকে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র বলিয়া স্থির করেন। এই মতের জন্য ইঁহাকে অদূরদর্শী সঙ্কীর্ণমনা খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়, এমন কি রাজদ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে।

গাব—১। স্বনামখ্যাত ফল বা তাহার গাছ। ঐ ফলের রস; কষায় রঙ; পচানি রঙ;

মৃদঙ্গাদি আনদ্ধযন্ত্রের চর্মের উপরিস্থ আঠাল দ্রব্য ; গর্ভ ; গর্ভস্থ ভ্রূণ। দেশজ। ২। গান ; স্বর। প্রা, ক। সং। ৩। গাহিব, গান করিব। দেশজ। ক্রি।

গাবগুবাগুব—একপ্রকার একতারা, আনন্দ-লহরী নামক বাদ্যযন্ত্র। দেশজ। সং।

গাবড়া—গর্ভ, ভ্রূণ। গর্ভপাত করিয়াছে এরূপ গবী। দেশজ। সং।

গাবয়ে—গায়, গান করে। প্রা, ক।

গাবর—১। নৌকার মাঝিমাল্লা, পোতচালক ; কর্ণধার, কাণ্ডারী, মাঝি। প্রা, ক। ২। জালজীবী, জেলে মালো। প্রাদেশিক। সং।

গাবল্গনি—গবল্গনপুত্র সঞ্জয় [সঞ্জয় দেখ]। গবল্গন+ফি অপত্যার্থে। সং ; পু।

গাবা, গাভা—১। গর্ভ ; গর্ভকেশর ; পুষ্প-মঞ্জরী ; গুচ্ছ, থোবনা বা থুবী, কেশগুচ্ছ। প্রা, ক। সং। ২। গাবিয়া যাওয়া ; পাঁকে-জলে আলোড়িত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

গাবান—পাঁকেজলে আলোড়িত করা। ক্রি।

গাবীন—গর্ভিনী, গর্ভবতী। দেশজ। বিণ।

গাবুয়ানী—যৌবন। প্রা, ক। সং।

গাসি—ভেদ করিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

গাহ—গহ দেখ।

গাহক—১। গ্রহণকারী, গ্রহীতা ; ক্রেতা, খরিদদার। গ্রাহক শব্দের অপভ্রংশ। ২। গাথক, গায়ক। প্রা, ক।

গাহন—বিলোড়ন ; মজ্জন। গাহ (বিলোড়ন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [দেশজ।

গাহনা—গাওনা, গান, গীতবাদ্য, যাত্রা।

গাহা—গাওয়া, গান করা ; (নৌকাদি) মেরামত করা। দেশজ। ক্রি।

গাহিত—বিলোড়িত ; মজ্জিত, জলমধ্যে প্রবেশিত। গাহ্+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

গিআন—জ্ঞান, বোধ। প্রা, ক।

গিঁট্—গ্রন্থি, গেরো, গাঁইট। দেশজ। সং।

গিঁটান, গিঁঠান—গিট বা গেরো দেওয়া, গ্রন্থি দিয়া সংযুক্ত করা, গেরো দিয়া বাঁধা। দেশজ। ক্রি।

গিঁটে—গ্রন্থিল ; ঝিচে (কড়ি)। দেশজ। বিণ। ২। গিঁট, গ্রন্থি। ক, প্র। সং।

গিঁঠা—গিঁট, গ্রন্থি। ক, প্র। সং।

গিঁঠান—গিঁটান দেখ।

গিজ্জি—অল্পপরিসর। বিণ। [দেশজ। সং।

গিটকিরি—গানের মধ্যে মধ্যে রাগিণী ছাড়া।

গিধড়—সর্বাশী ; স্বেচ্ছাচারী ; দুর্দম। বিণ।

গিধিনী—গৃধিনী, গৃধ্রপক্ষিণী, শকুনি পাখী। প্রা, ক। সং।

গিনি—২১ শিলিং মূল্যের বিলাতী মুদ্রা। ইং (guinea)। সং।

গিন্নম—গিন্নীপণা, গৃহিণীর, গৃহিণীর কাজকর্ম বা আচরণ, কর্তৃত্ব ; পাকাম। দেশজ। সং।

গিন্নি, গিন্নী—গৃহকর্ত্রী, গৃহস্বামিনী, সংসারের সর্বপ্রধান স্ত্রীলোক। গৃহিণী শব্দের অপভ্রংশ। সং ; স্ত্রী।

গিন্নীপণা—গিন্নম (তাহা দেখ)।

গিম, গীম—গ্রীবা। প্রা, ক। সং।

গিমা—আতিক্ত ক্ষুদ্রপত্র শাকবিশেষ। দেশজ।

গিমটি—ডোরা কিংবা ছককাটা মোটা সূতী কাপড় বিশেষ। ইং (Dimity) সং।

গির—গীঃ দেখ।

গিরগিটী—বৃহৎকায় জোষ্ঠী, একপ্রকার গৃহ-গোধিকা, আজনাই। দেশজ। সং।

গিরস্ত—গেরস্ত দেখ।

গিরা—১। বাক্য। গৃ (শব্দ করা)+ক্বিপ্ র্ম+আপ্=গিরা। ২। বিদ্যাদেবী, সর-স্বতী। গ+ক্বিপ্ ক ; সং ; স্ত্রী। ৩। বাক্যধারা। সংস্কৃত পদ। ৪। রজ্জু প্রভৃতির গ্রন্থি বা গাঁইট। দেশজ। ৫। এক গজের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। বৈদেশিক।

গিরি—১। পর্বত ; গিরিরাজ হিমালয়, পার্বতীর পিতা ; সন্ন্যাসিবিশেষ। গৃ (ভক্ষণ করা)+কি ক। সং ; পু। ২। ক্ষুদ্রমূষিক। সং ; স্ত্রী।

গিরিকণ্টক—বজ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিকদলী—বনরম্ভা। গিরি-জাতা কদলী, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; স্ত্রী।

গিরিকন্দর—পর্বতগুহা। ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিকা—১। ছোট ইঁদুর, নেংটী ইঁদুর। গিরি+কণ্ স্বার্থে+আপ্। ২। কোলাহল গিরির কন্যা, বসুরাজের পত্নী। সং ; স্ত্রী।

গিরিকুমারী—পার্বতী, উমা, দুর্গা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গিরিকূট—পর্বতশৃঙ্গ ; পর্বতের উপরিস্থ শৃঙ্গ। গিরির কূট ইতি ৬তৎ, বা গিরিস্থিত কূট ইতি মধ্যপদলোপী কর্মধা। ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিগুহা—পর্বতের গহ্বর। সং ; স্ত্রী।

গিরিচর—১। পর্বতে বিচরণকারী। গিরি-চর+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গিরিচরী। ২। দস্যুবিশেষ ; চোর। সং ; পু।

গিরিজ—১। পর্বতজাত ; শৈলজাত। গিরি-জন+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গিরিজা। ২। অভ্রক ; গৈরিক ; শিলাজতু ; লৌহ। সং ; ক্লী।

গিরিজা—১। পর্বতজাতা। গিরিজ দেখ। গিরিজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পার্বতী, শিবানী, দুর্গা ; গিরি-মল্লিকা। সং ; স্ত্রী।

গিরিজা-কুমার, —তনয়, —নন্দন—উমাসুত, গজানন বা ষড়ানন। ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিজা-নাথ, —পতি—শিব। ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিজায়া—হিমালয়মহিষী, মেনকা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গিরিজ্বর—বজ্র। ৬তৎ। সং ; পু। [ত্রি।

গিরিত—গিলিত, ভক্ষিত। গৃ+ক্ত র্ম। বিণ ;

গিরিতরঙ্গিণী, গিরিনদী—পার্বত্য নদী। গিরি-নিঃসৃতা তরঙ্গিণী বা নদী, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; স্ত্রী।

গিরিতল—পর্বতের নিম্নভাগ ; পর্বতের পৃষ্ঠ-দেশ। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

গিরিদুর্গ—পর্বতের উপরিস্থ দুর্গ ; পর্বত-বেষ্টিত দুর্গ। [এইরূপ দুর্গ শত্রুপক্ষের দুষ্প্রবেশ্য বলিয়া অন্যান্যপ্রকার দুর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; মহারাজ জরাসন্ধের এই প্রকার দুর্গ ছিল]। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; ক্লী।

গিরিধর—ইনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভাষায় গীতগোবিন্দের একখানি অনুবাদ রচনা করেন। ইহাই গীতগোবিন্দের প্রথম বঙ্গানুবাদ। [সং ; ক্লী।

গিরিধাতু—গৈরিক, গিরিমাটী। মধ্য কর্মধা।

গিরিনদী—গিরিতরঙ্গিণী দেখ।

গিরিনন্দিনী—পার্বতী, দুর্গা ; গঙ্গা ; নদী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গিরিনালা—পর্বত-নিঃসৃত জলস্রোতের খাত (ravine)। দেশজ। সং।

গিরিপথ—গিরি-বর্ত্ম (তাহা দেখ)।

গিরিপ্রিয়া—চমরী মৃগী। গিরি প্রিয় যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী।

গিরিবর্ত্ম (—বর্ত্মন্)—১। পার্বত্য পথ। মধ্য কর্মধা। ২। গিরিসঙ্কট, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী পথ। সং ; ক্লী।

গিরিব্রজ—জরাসন্ধের রাজধানী, ইহা মগধ দেশের অন্তর্গত। সং ; ক্লী।

গিরি-ভূ—গিরিজা, পার্বতী ; গঙ্গা ; গিরিনদী। গিরি—ভূ+ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

গিরিমল্লিকা—কুটজ বৃক্ষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গিরিমাটী—গৈরিক। দেশজ। সং।

গিরিমৃৎ (—মৃদ্)—গিরিমাটী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গিরিমেণ্ট—সম্মতি বা স্বীকারপত্র, চুক্তিপত্র। ইং (agreement)। সং।

গিরিয়াল—পর্বতপণা, পার্বত্যভাব, পর্বতের স্বভাব বা প্রভুত্ব। প্রা, ক। সং।

গিরিরাজ—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়। গিরিদিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিরাণী—হিমালয়মহিষী মেনকা। দেশজ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

গিরিবর—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়। ৭তৎ।

গিরিবালা—পর্বতদুহিতা, পার্বতী, উমা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গিরিবাসী (—বাসিন্)—পর্বতনিবাসী, পার্বত্য, পাহাড়ী। উপ ; গিরি—বস্+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —বাসিনী।

গিরিশ—শিব, মহাদেব। গিরিতে শয়ন করেন যিনি এই বাক্যে উপ। গিরি—শী (শয়ন

করা)+ড ক ; অথবা গিরি+শ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১)—প্রসিদ্ধ নাটককার ও অভিনেতা। ১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া গিরিশচন্দ্র প্রথমে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও পরে হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়া ইনি স্কুল ছাড়িয়া দেন। ইঁহার ১১ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ও ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। স্কুল ছাড়িয়া ইনি গৃহে বসিয়া চারি বৎসরকাল অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করেন। ইনি প্রথমে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজারে একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন, এবং তাহাতে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করেন। নিজে তাহাতে 'নিমচাঁদ' সাজিয়াছিলেন। পরে ইহার নাম 'ন্যাশন্যাল' থিয়েটার হয়। ইহাতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে গিরিশচন্দ্র ইহার সংস্রব ত্যাগ করেন। কিছুদিন পরে বিডন ষ্ট্রীটে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইলে গিরিশচন্দ্র আসিয়া ইহাতে যোগ দেন এবং প্রথমে অবৈতনিক ভাবে অভিনয় করেন। পরে ইহাতে একশত টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার নাটকে বঙ্গীয় নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়। যখন বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইনি ইহাতে যোগদান করেন। ঐ স্থানে গোপাল লাল শীলের স্বত্বাধিকারিতায় এমারেল্ড থিয়েটার স্থাপিত হইলে কিছুদিন পরে ইনি ঐ থিয়েটারের কর্ত্তৃত্ব করেন। ষ্টার থিয়েটার হাতিবাগানে পুনর্গঠিত হইলে কিছুদিন পরে সেখানেও ইনি অধ্যক্ষতা করেন। যখন বিডন ষ্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপিত হয়, তখন ইঁহারই অনুবাদিত ম্যাকবেথ লইয়া ঐ থিয়েটার খোলা হয় এবং ইনিই নায়কের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্ব ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে যায়। গিরিশচন্দ্র কিন্তু প্রায় সকল সময়েই ঐ থিয়েটারের সংস্রবে থাকিতেন। দুই একবার অমরেন্দ্র নাথ দত্ত স্থাপিত ক্লাসিক থিয়েটারেও যোগদান করেন। ১৩১৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ যখন কোহিনুর থিয়েটার স্থাপিত হয়, তখন এইখানে ইনি ম্যানেজার পদে বৃত হন। ১০ মাস কাল এইখানে থাকিয়া পুনরায় মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, এবং এই পদে থাকিতে থাকিতেই ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে মাঘ রাত্রিকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার নাটক-রচনাপ্রণালী এইরূপ ;—ইনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন, ইঁহার নিযুক্ত লোক সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতেন। পরে সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে পরিণত হইত। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক ও ধর্ম্মভাবাত্মক অন্যূন ৭০ খানি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন প্রণয়ন করিয়া এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। 'গৃহলক্ষ্মী' ইঁহার শেষ লিখিত নাটক। ইঁহার মৃত্যুর পর ইহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ইঁহার রচিত সঙ্গীত যেমন সুমধুর, তেমন বহুবিস্তৃত। ইনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তশিষ্য। নাটকে ইঁহার যেমন প্রতিষ্ঠা, অভিনয়েও তদপেক্ষা কম নহে। নাট্যজগতে ইঁহার প্রতিভা ও প্রভাব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (২)—ইনি কলিকাতা শিমলায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌরমোহন আঢ্যের (বর্ত্তমান নাম ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী) স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ২০ বৎসর বয়সে বেঙ্গল রেকর্ডার (Bengal Recorder) নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্র ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়ট নাম ধারণ করিয়া হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদন-কর্ত্তৃত্বে আসে। কিন্তু তখনও গিরিশচন্দ্র ইহাতে প্রবন্ধ লেখা বন্ধ করেন নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র কলিকাতা মিলিটারী পে একজামিনার (Military pay Examiner) আপিসে কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং উত্তর কালে ৩৫০ টাকা বেতনে উক্ত আপিসের রেজিষ্ট্রার পদে উন্নীত হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গলী নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনি তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার পরিচালনা করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালী ধনকুবের রামদুলালের জীবনচরিত রচনা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু ঘটে। তখনকার সময়ে সরকারী কার্য্যে বেতনভোগী হইয়া নিযুক্ত থাকিলে সাময়িক পত্র সম্পাদনে কোন বাধা ছিল না। বেঙ্গলীর প্রবন্ধগুলি পাঠে আপিসের উচ্চতম ইংরাজ কর্ম্মচারীরা গিরিশের তেজস্বিতা ও ইংরাজী ভাষাজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সম্পাদন কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

গিরিশৃঙ্গ—১। পর্ব্বতশিখর, পাহাড়ের চূড়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। গণেশ। গিরিতে শৃঙ্গ (প্রভুত্ব) যাহার, বহু। সং ; পু।

গিরিশ্রেণী—পর্ব্বতমালা, পরস্পর প্রায় সংযুক্ত বহুসংখ্যক পর্ব্বত। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গিরিসঙ্কট—দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ, গিরিবর্ত্ম (Pass)। গিরিমধ্যবর্ত্তী যে সঙ্কট (সঙ্কীর্ণ পথ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু [সং ; পু।

গিরিসার—লৌহ ; রাং ; মলয়পর্ব্বত। ৬তৎ।

গিরিসুত—মৈনাক পর্ব্বত [ইনি হিমালয়ের পুত্র বলিয়া কথিত]। ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিসুতা—পার্ব্বতী, দুর্গা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গিরীন্দ্র—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়। গিরিদিগের ইন্দ্র (প্রধান)। ৬তৎ। সং ; পু।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—ইংরাজী ১৮৫৮ সালে ১৮ই আগষ্ট ইঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মহিলা-কবি। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে বহুবাজারের নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতে গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রতিভা দৃষ্ট হইত। ইনি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন :—হিন্দুমহিলার পত্রাবলী, কবিতাহার, ভারতকুসুম, অশ্রুকণা, সন্ন্যাসিনী, শিখা, অর্ঘ্য, সিন্ধুগাথা, স্বদেশিনী। কালিদাসের কুমারসম্ভবেরও ইনি ছন্দে একটি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ও জ্যোতিষে সুপণ্ডিতা—আবার ললিত কলারও অধিকারিণী—চিত্রাঙ্কণে নিপুণা। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ইনি তিনটী পুত্র লইয়া বিধবা হন। ১৩৩১ সালের ২০ শ্রাবণ বুধবার ৬৮ বৎসর বয়সে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

গিরীশ—১। মহাদেব ; হিমালয় পর্ব্বত। গিরির ঈশ, ৬তৎ। সং ; পু। ২। বৃহস্পতি। গিরের (বাক্যের) ঈশ, ৬তৎ। সং ; পু।

গিরীসি—গ্রীষ্ম, গরম, গরমকাল। প্রা, ক। সং।

গির্জ্জা—খৃষ্টানদিগের ভজনালয়। বৈদে। সং।

গির্দা, গির্দ্দা—তাকিয়া বালিস। বৈদে। সং।

গিরবি—আবি, জিনিসপত্র বন্ধকপ্রদান বৈদেশিক। সং।

গিল—গ্রাসক, ভক্ষক। গৃ (ভক্ষণ করা)+ক। বিণ, ত্রি। স্ত্রী গিলা।

গিলন—গ্রাসকরণ, ভক্ষণ। গৃ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গিলা—১। গলাধঃকরণ করা, কবলিত করা, গ্রাস করা। দেশজ। ক্রি। ২। গলাগলা, খুব নরম, প্রায় পচা। হিন্দী। বিণ। ৩। ভল্লাতক, ভেলা ফল। সং।

গিলাফ—ওয়াড়, গায়ের মোটা চাদর। বৈদেশিক। সং।

গিলিত—গ্রস্ত, ভক্ষিত। গৃ (ভক্ষণ করা)+ক্ত ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গিলিতা।

গিলিতচর্ব্বণ—রোমন্থন, জাবর কাটা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গিল্টি—দেহের গ্রন্থিস্ফীতি রোগ, কুঁচকি ফোলা। হিন্দী। সং।

গিল্‌টি—১। দোষী, অপরাধী। ইং (guilty)। বিণ। ২। স্বর্ণরৌপ্য দ্বারা মণ্ডন, সোণা-রূপার হলকরণ। ইং (gild)।

গিসগিস—ঘেঁসাঘেঁসি, গাদাগাদি, একত্র বহু জনসমবায়। দেশজ। বা।

গীঃ (গির্‌)—১। বাক্য, বচন। গৃ+ক্বিপ্ ম্ম। ২। বাগ্‌দেবী, সরস্বতী। গৃ+ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

গীঃপতি—গীর্পতি দেখ।

গীত—১। গান। গৈ (গান করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। গান করা হইয়াছে এরূপ ; বর্ণিত; উচ্চারিত। গৈ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গীতগোবিন্দ—কবি জয়দেব কৃত গ্রন্থবিশেষ (এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ)। গীত হইয়াছে গোবিন্দ যাহাতে, বহু। সং।

গীতপ্রিয়—১। গানানুরক্ত। গীত হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গীতপ্রিয়া। ২। মহাদেব। সং ; পু।

গীতবাদ্য—গান বাজনা। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

গীতা—১। যাহা গাওয়া হইয়াছে, কীর্ত্তিতা, বর্ণিতা, উচ্চারিতা। গৈ+ক্ত র্ম্ম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। উপদেশবিষয়ক কথা, যেমন ভগবদ্গীতা। সং ; স্ত্রী।

গীতি—গান ; ছন্দোবিশেষ। গৈ (গান করা) +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

গীতি-কবিতা—গাহিতে পারা যায় এরূপ কবিতা বা পদ্য, গীতিকাব্য। গীতি যোগ্য যে কবিতা, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গীতিকা—১। গাথা। গীতি শব্দ+কণ্ সদৃশার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। ছন্দোবিশেষ। ইহার প্রতি চরণে ২০ অক্ষর থাকে, এবং চারি চরণই তুল্য হয়।

গীতিকাব্য—সে সকল কাব্য এরূপভাবে রচিত হয় যে, তালমানাদি রক্ষা করিয়া গান করা যায়। গীতিযোগ্য যে কাব্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গীতিনাট্য—গানবহুল নাটক বা নাটিকা ; যাত্রার পালা। গীতিপূর্ণ যে নাট্য, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গীতী (গীতিন্)—গীতজ্ঞ, গায়ক। গীত (গান)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী গীতিনী।

গীম—গ্রীবা, ঘাড়, গর্দ্দান, গলা। প্রা, ক। সং।

গীরত—পতিত হয়, পড়ে। প্রা, ক। ক্রি।

গীরা—১। পতিত হওয়া, পড়া। হিন্দী। ক্রি। ২। এক গজের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। বৈদেশিক। সং।

গীর্ণ—স্বীকৃত ; প্রশংসিত ; গিলিত ; কথিত। গৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গীর্ণা।

গীর্ণি—স্তুতি ; প্রশংসা ; গিলন। গৃ (শব্দ করা, ভক্ষণ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

গীর্দেবী—বাগ্‌দেবী, সরস্বতী। গিরের (বাক্যের) দেবী, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গীর্পতি, গীঃপতি, গীষ্পতি—বৃহস্পতি; পণ্ডিত। 'গির' এর (বাক্যের) পতি, ৬তৎ। সং ; পু।

গীর্ব্বাণ—দেবতা। গির (বাক্য) হইয়াছে বাণ [যাহার, বহু। সং ; পু।

গীষ্পতি—গীর্পতি দেখ।

গু—বিষ্ঠা, পুরীষ, মল। গূ শব্দের অপভ্রংশ।

গুআ—১। সুপারি। গুবাক শব্দের অপভ্রংশ। ২। মলদ্বার। প্রাদেশিক। সং।

গুঁজা, গোঁজা—১। ভিতরে ঠেলিয়া বা পুরিয়া দেওয়া, ঢুকান, প্রবেশিত করা ; পুঁতা বা পোঁতা। ক্রি। ২। যাহা কিছু অন্য বস্তুর ভিতরে ঠেলিয়া বা পুরিয়া দেওয়া হয় ; ঘরের চালে ফাঁক জায়গায় যে খড় ঠেলিয়া দেওয়া যায়। দেশজ। সং।

গুঁজি—যে কোন বস্তু অন্য বস্তুর মধ্যে গুঁজিয়া বা ঠেলিয়া দেওয়া হয়। দেশজ। সং।

গুঁজি-কাটি,-কাঠি—খোপাকে আঁটিবার জন্য তন্মধ্যে প্রবেশিত শলাকা, মাথার কাঁটা ; ঝাঁটা বাঁধিয়া বাঁধন আঁটিবার জন্য তন্মধ্যে প্রবেশিত কীলক। দেশজ। সং।

গুঁড়, গুঁড়া—চূর্ণ, ফাঁকি, ধূলি ; কণিকা, কণা। দেশজ। সং।

গুঁড়ান—গুঁড়িত করা, চূর্ণ করা। দেশজ। ক্রি।

গুঁড়ি—গুঁড়া, চূর্ণ, ফাঁকি ; তণ্ডুলচূর্ণ ; বৃক্ষকাণ্ড। দেশজ। সং।

গুঁতা, গুঁতো—শৃঙ্গাঘাত ; ঠেলা, ধাক্কা। দেশজ। সং।

গুঁতাগুঁতি—পরস্পর শৃঙ্গাঘাত ; ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি ; ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। দেশজ। সং।

গুঁতান—শৃঙ্গাঘাত করা, ঢু মারা ; ঠেলা মারা, ধাক্কা দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

গুঁতো—গুঁতা দেখ।

গুগ্‌গুল, গুগ্‌গুলু—স্বনামখ্যাত গন্ধনির্যাস। গুজ (শব্দ করা)+ক্বিপ্ ক (=গুগ্)—গুড় (রক্ষা করা)+ক ক। সং ; পু।

গুগলি—অতি ক্ষুদ্র শম্বুক, গগুলি, গেঁড়ি। দেশজ। সং।

গুচান, গুছান—সজ্জিত করা, শৃঙ্খল করা, সাজান, পরিপাটী করা। দেশজ। ক্রি।

গুচি (গুচী), গুছি (গুছী)—গুচ্ছ শব্দের অপভ্রংশ। গুচ্ছ দেখ। [দেশজ। বিণ।

গুচ্ছার, গুচ্ছের—বিস্তর, অনেক, ঢের।

গুচ্ছ, গুচ্ছক—বত্রিশনর হার ; ময়ূরপুচ্ছ ; স্তবক, থোলো ; তৃণ প্রভৃতির গোচ্ছা। গু (শব্দ করা) বা গুধ (বেষ্টন করা)+ছক্ ক=গুচ্ছ ; গুচ্ছ+কণ্=গুচ্ছক। সং ; পু।

গুছান—গুচান দেখ।

গুছি, গুছী—গুচি দেখ।

গুচ্ছপত্র—তালগাছ। গুচ্ছাকার পত্র যাহার, [বহু। সং ; পু।

গুচ্ছপুষ্প—ছাতিমগাছ। গুচ্ছবদ্ধ পুষ্প যাহার, বহু। সং ; পু।

গুচ্ছফলা—কলাগাছ, দ্রাক্ষালতা। গুচ্ছবদ্ধ ফল যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী।

গুজগুজ—চুপে চুপে কথা বলা, ফিস ফিস ; গুপ্ত পরামর্শ। দেশজ। সং।

গুজব—জনরব, রটনা। বৈদেশিক। সং।

গুজর—ভাবনা, চিন্তা ; অতিবাহন, অতিক্রম। বৈদেশিক। সং।

গুজরৎ—মারফতে, দ্বারা বা দিয়া। বৈদেশিক।

গুজরাট—(১) বম্বে প্রদেশান্তর্গত দেশবিশেষ। গুজরাটের প্রায় এক চতুর্থাংশ ইংরাজের খাস অধিকার, অবশিষ্টাংশ করদ রাজ্যের সমষ্টি। গুজর জাতি হইতে গুজরাট নাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাতি উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে ভারতে আসিয়া রাজপুতানা এবং পরে তাহার দক্ষিণ দেশে রাজ্য স্থাপন করে (খৃঃ অঃ ৪০০—৬০০)। ১৩৯৬ হইতে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ মুসলমানের অধিকারে থাকে। উঁহারাই আহম্মদাবাদ নামক প্রসিদ্ধ নগরের প্রতিষ্ঠা করে। এই দেশের ভাষার নাম গুজরাটী। গুজরাটী পার্সীগণের অবলম্বিত ভাষা, এই প্রাচীন ভাষাটি বোম্বে সহরে বিষয় কার্য্যে বহুলভাবে প্রচলিত।

(২) পঞ্জাব প্রদেশের রাওলপিণ্ডি বিভাগের একটি জেলা ও সহর। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেরসাহ বা আকবর কর্ত্তৃক বর্ত্তমান সহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর সাহের নির্ম্মিত দুর্গটি গুজরসিংহ কর্ত্তৃক দৃঢ়তর করা হইয়াছিল। ইনি ভাঙ্গি সম্প্রদায়ের নায়ক ছিলেন। পুরুকে পরাজিত করিয়া বিজয়ক্ষেত্রে আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট নিকারে (Nicara) নামক যে সহরের স্থাপনা করেন, জেনারেল কনিংহাম বলেন, বর্ত্তমানকালে মোগা বা মোং নামক গ্রাম সেই সহরটির স্থান অধিকার করিয়াছে। বহ্‌লল লোদী এই দেশে সর্ব্ব প্রথমে মুসলমান-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শত বৎসর পরে সম্রাট্ আকবর সহরটিকে এতৎ প্রদেশের শাসনকার্য্যালয় স্বরূপে ব্যবহার করেন। মোগলশক্তির হ্রাসের সময়ে রাওলপিণ্ডির গক্করগণ এই প্রদেশ অধিকার করে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার গুজরসিংহ উঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া

এই প্রদেশে স্বীয় রাজ্যস্থাপন করেন। ১৭৯৮ অব্দে তাঁহার পুত্র, রণজিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করে। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের অবসান এই গুজরাট সহরেই ঘটিয়াছিল (১৮৪৮ খৃঃ)। পর বৎসরে পঞ্জাবপ্রদেশ ইংরাজ-অধিকারে আসে।

গুজরান—অতিবাহন, যাপন, কাটান; জীবিকা। বৈদেশিক। সং। ইহা ক্রিয়ারূপেও ব্যবহৃত হয়।

গুজরি, গুজরী—পদাভরণবিশেষ (ইহা ঝুম ঝুম করিয়া বাজে), চরণাঙ্গুরী। সং।

গুজলা—গুজব, জনরব। বৈদেশিক। সং।

গুজস্তা—অতীত, গত, পূর্ব্ব, সাবেক। বৈদেশিক। বিণ। [সং।

গুজারা, গুজারি—নির্ব্বাহ, আদায়। বৈদেশিক।

গুঞ্জ—নিকুঞ্জ, লতাগৃহ; গুচ্ছ; পুষ্পস্তবক। গুন্জ (শব্দ করা)+অল্। সং; পু।

গুঞ্জই—গুঞ্জন করে, গুন্ গুন্ রবে ডাকে। প্রা, ক। ক্রি।

গুঞ্জন—ভ্রমরাদির কূজন, গুন্ গুন্ শব্দ। গুন্জ +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গুঞ্জনধ্বনি—গুন্‌গুন্ শব্দ। গুঞ্জনই ধ্বনি, কর্ম্মধা। সং; পু। [স্বার্থে। ব্য।

গুঞ্জনবৎ—ভ্রমরগুঞ্জনতুল্য। গুঞ্জন+চৎ সাদৃ-

গুঞ্জমালা—কুঁচফলের মালা বা হার। প্রা, ক। সং।

গুঞ্জর—গুঞ্জন। দেশজ। সং।

গুঞ্জরণ—গুন্‌গুন্ শব্দকরণ। দেশজ। সং।

গুঞ্জরা—গুঞ্জন করা, গুন্ গুন্ রবে ডাকা। ক, প্র। ক্রি।

গুঞ্জরিত—গুন্‌গুন্ শব্দবিশিষ্ট। দেশজ। বিণ।

গুঞ্জার—গুঞ্জন, ভ্রমর-ঝঙ্কার। প্রা, ক। সং।

গুঞ্জহার—কুঁচফলের হার বা মালা। প্রা, ক। সং।

গুঞ্জা—কুঁচ; পরিমাণবিশেষ; সুমধুর ধ্বনি; পটহ, ঢাক। গুন্জ (শব্দ করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

গুঞ্জিকা—গুঞ্জা, কুঁচ; তিন যব পরিমাণ। সং; স্ত্রী।

গুঞ্জিত—মধুর অস্ফুটধ্বনি, গুঞ্জন, গুন্ গুন্ শব্দ। গুন্জ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

গুটান—লাটাই প্রভৃতিতে জড়ান; টানিয়া লওয়া; কুঞ্চিত বা সঙ্কুচিত করা। দেশজ। ক্রি।

গুটি, গুটিকা, গুটী—ঘুঁটি; পোকার গুটি; বটিকা; গুলি। গুড় (রক্ষা করা)+টিক্ র্ম=গুটি; গুটি+কণ্+আপ্=গুটিকা; গুটি+ঙীপ্=গুটী। সং; স্ত্রী।

গুটিক—১। বিস্তর, অনেক, ঢের, গুচ্ছের। দেশজ। ২। একটা, একজন। প্রা, ক। বিণ।

গুটিকা—গুটি দেখ।

গুটিকাপাত—সুরতিখেলা; কোন বিষয়ের গুণ দোষ নিরূপণের জন্য গুলি বাঁট করা। ৬তৎ। সং; পু।

গুটি গুটি—অলক্ষিতভাবে, ধীরে ধীরে। ব্য।

গুটিপোকা—রেশমকীট। দেশজ। সং।

গুটিয়া—গুটিকা, গোলক, গোলা, বল্। প্রা, ক। সং।

গুটিলা, গুট্‌লে—পিণ্ডিত, বর্ত্তুলাকার। বিণ।

গুটী—গুটি দেখ।

গুড়—১। ইক্ষুর বা খর্জ্জুরের রস হইতে উৎপন্ন মিষ্টদ্রব্য; হাতীর সাজ। গু (শব্দ করা) +ডক্ ক। ২। বর্ত্তুল। গুড় (রক্ষা করা)+ক ক। সং; পু।

গুড়গুড়ি—দীর্ঘ নলযুক্ত তাম্রকূট সেবন-যন্ত্র, এক প্রকার গড়গড়া, ফরসি, আলবলা। হিন্দী। সং।

গুড়গুড়ি (গুড়গুড়ে)—গুড়গুড় শব্দকারী; গোলকতুল্য; খর্ব্বাকার, বামন, ক্ষুদ্র। দেশজ। বিণ।

গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য দেখ।

গুড়তৃণ—আক। গুড়জনক তৃণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গুড়ত্বক্, গুড়ত্বচ—দারুচিনি; জয়িত্রী। গুড়ের ন্যায় মিষ্ট হইয়াছে ত্বক্ যাহার, বহু। সং; ক্লী। [মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গুড়দারু—ইক্ষু, আক। গুড়জনক যে দারু,

গুড়ধেনু—দানার্থ গুড়ানির্ম্মিতা ধেনু। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গুড়ন—গুটান (তাহা দেখ)।

গুড়মুড়া—গুল্‌ফ, গোড়ালি। দেশজ। সং।

গুড়শর্করা—দোবরা চিনি। গুড়জাত যে শর্করা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গুড়া—স্নুহীবৃক্ষ; গুঁড়া। গুড় শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী।

গুড়াকা—তন্দ্রা, নিদ্রা; কর্ম্মে অনুৎসাহ; আলস্য। গুড় (রক্ষা করা)+আক ভা+ আপ্। সং; স্ত্রী।

গুড়াকু, গুড়ুক—তাম্রকূট, মাখা তামাক প্রাদেশিক। সং।

গুড়াকেশ—১। মহাদেব। গুড়ার ন্যায় কেশ যাঁহার, বহু। ২। অর্জ্জুন। গুড়াকার ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

গুড়ুক—গুড়াকু দেখ। [সং; স্ত্রী।

গুড়ূচী, গুড়ুচী—একপ্রকার লতা, গুলঞ্চ।

গুড়োদক—গুড়পানা, গুড়ের সরবৎ। গুড় মিশ্রিত যে উদক, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গুণ—১। অধিক ফল; সত্ত্ব রজঃ তমঃ; বিদ্যা বিনয় শৌর্য্যাদি; পদার্থের ধর্ম্ম, যাহা দ্রব্য বা পদার্থে অবস্থিতি করে, অথচ ক্রিয়া বা জাতি নহে; সূত্র, রজ্জু; ধনুকের ছিলা; ইন্দ্রিয়; মালা; অপ্রধান; (অলঙ্কারে) ওজঃ প্রসাদাদি [কাব্যরস দেখ]; (ন্যায়ে) রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি; (দণ্ডনীতিতে) সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয়। গুণ্+অ র্ম্ম। ২। ভীমসেন; পাচক। গুণ্+অ ক। ৩। উৎকর্ষ; আবৃত্তি; বৃদ্ধি; ত্যাগ; (ব্যাকরণে) স্বরের পরিবৃত্তি-বিশেষ, যথা—ই ও ঈ স্থানে এ, উ ও ঊ স্থানে ও ইত্যাদি। গুণ্+অ ভা। সং; পু। ৪। চট কাপড়ের থলি, মোটা বোরা বা থলে; নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার দড়ি। দেশজ। সং।

গুণক—১। গুণকারী। বিণ; ত্রি। ২। যে অঙ্ক দ্বারা গুণ করা যায়। গুণ+ণক ক। সং; পু। স্ত্রী গুণিকা [ক্লী।

গুণকথন—গুণকীর্ত্তন, প্রশংসা। ৬তৎ। সং;

গুণকর্ম্ম, গুণক্রিয়া—১। সদ্‌গুণজন্য অনুষ্ঠিত কার্য্য। গুণজনিত যে কর্ম্ম বা ক্রিয়া, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। গুণনপ্রক্রিয়া। গুণই যে কর্ম্ম বা ক্রিয়া, কর্ম্মধা। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কারিকা।

গুণকারক—উপকারক; আরোগ্যপ্রদ। ৬তৎ।

গুণকারী (—কারিন্)—গুণকারক, উপকারক, হিতকর; আরোগ্যজনক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—কারিণী।

গুণকীর্ত্তক—গুণগায়ক, গুণকীর্ত্তনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কীর্ত্তিকা।

গুণকীর্ত্তন—গুণবর্ণন, গুণের পুনঃপুনঃ উল্লেখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গুণক্রিয়া—গুণকর্ম্ম দেখ।

গুণগরিমা (—গরিমন্)—গুণের গৌরব বা মহিমা। ৫ বা ৬তৎ। সং; পু।

গুণগুণ—গুঞ্জন। দেশজ। সং।

গুণগৃহ্য—গুণের পক্ষপাতী। গুণ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গৃহ্যা।

গুণগ্রহণ—অন্যের সদ্‌গুণ লওয়া; অপরের যে কি কি সদ্‌গুণ আছে তাহা বুঝা এবং তদনুসারে কার্য্য করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গুণগ্রাম—গুণসমূহ, সদ্‌গুণসকল। ৬তৎ। সং; পু

গুণগ্রাহিতা—অন্যের গুণ গ্রহণের অর্থাৎ বুঝিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি, গুণজ্ঞতা। গুণগ্রাহী দেখ। গুণগ্রাহিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

গুণগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—অন্যের গুণ গ্রহণে অর্থাৎ বুঝিতে সমর্থ বা তৎপর, গুণজ্ঞ। গুণ গ্রহণ করে যে এই বাক্যে উপ; গুণ—গ্রহ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

গুণচট—গোণী বস্ত্র, পাটের বা শণের সূতার মোটা থানের কাপড়। দেশজ। সং।

গুণজনিত—গুণোৎপাদিত, যাহা গুণ হইতে জন্মিয়াছে। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

গুণজ্ঞ—গুণগ্রাহী। উপ ; গুণ—জ্ঞা (জানা) +ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুণজ্ঞা।

গুণজ্ঞতা—গুণগ্রাহিতা। গুণজ্ঞ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

গুণতহি—গণনা করে। গণ্য করে ; উপমা করে। প্রা, ক। [সং ; স্ত্রী।

গুণত্রয়—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ। ৬তৎ।

গুণধর—গুণবান্, গুণী ; নানাদোষাধার, দোষী (ব্যঙ্গার্থে)। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুণধরা।

গুণধর্ম্ম—প্রজাপালনাদি রূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গুণানুযায়ী যে ধর্ম্ম, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গুণধাম (—ধামন্)—বহুগুণসম্পন্ন, গুণের গৃহস্বরূপ। ৬তৎ। সং বা বিণ ; ক্লী।

গুণন—আবৃত্তি ; বর্ণন ; পুরণ, এক অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্ককে গুণ করা। গুণ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গুণনিকা—১। শূন্যাঙ্ক, ০। গুণন+কণ্+আপ্। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ; অভ্যাস ; পাঠস্থিরীকরণ ; নৃত্য। সং ; স্ত্রী।

গুণনিধি—১। গুণের আধারস্বরূপ, প্রভূতগুণসম্পন্ন ; গুণধর ; বিবিধ দোষাশ্রয় (ব্যঙ্গার্থে)। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কাম্পিল্য নগরবাসী যজ্ঞদত্তের পুত্র। সং ; পু।

গুণনীয়—যাহাকে গুণ করিতে হইবে এরূপ, গুণ্য। গুণ+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গুণনীয়ক—যে রাশি দ্বারা অন্য কোন রাশিকে ভাগ দিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না (Measure or Factor)। গুণনীয়+কণ্। সং ; পু।

গুণপক্ষপাতী (—পাতিন্)—গুণানুরাগী, যে গুণবানের দিকে টানে। গুণের পক্ষপাতী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—পাতিনী।

গুণপণা—নৈপুণ্য ; গুণবত্তা, গুণশালিতা। দেশজ। সং।

গুণপন্থ—ধর্ম্মপথ-নির্দ্দেশক শাস্ত্র। প্রা,ক। সং;

গুণপূর্ণ—নানা সদ্গুণে ভরা, গুণময়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পূর্ণা। [ক্লী।

গুণভূষণ—সদ্গুণ রূপ অলঙ্কার। কর্ম্মধা। সং;

গুণভৃৎ—গুণী, গুণধারী। গুণ শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+কিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

গুণমণি—নানাগুণবিশিষ্ট বলিয়া রত্নস্বরূপ। গুণপূর্ণ মণি,মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

গুণময়—প্রভূত গুণসম্পন্ন, গুণবহুল, গুণপরিপূর্ণ। গুণ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুণময়ী।

গুণমুগ্ধ—সদ্গুণ দর্শনে বিমোহিত, গুণলুব্ধ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণরত্ন—গুণনিধি, গুণমণি। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

গুণলুব্ধ—গুণে মুগ্ধ, গুণগ্রাহী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। [ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গুণবতী—গুণশালিনী। গুণবান্ দেখ ; গুণবৎ+

গুণবত্তা—গুণশালিতা। গুণবান্ দেখ ; গুণবৎ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

গুণবাচক—যাহা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ ব্যক্ত করে এরূপ, গুণপ্রকাশক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুণবাচিকা।

গুণবাদ—১। গুণসূচক বাক্য, গুণপ্রকাশক বাক্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। গুণকথন, গুণকীর্ত্তন। ৬তৎ। সং ; পু।

গুণবান্ (—বৎ)—গুণযুক্ত, গুণশালী, গুণী। গুণ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী গুণবতী।

গুণবৃক্ষ—নৌকা জাহাজাদির মাস্তুল। গুণ বন্ধনের বৃক্ষ, ৬তৎ। সং ; পু।

গুণশালিতা—গুণবত্তা। গুণশালী দেখ, গুণশালিন্+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

গুণশালিনী—গুণবতী। গুণশালী দেখ ; গুণশালিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গুণশালী (—শালিন্)—গুণযুক্ত, গুণবান্। গুণ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী গুণশালিনী। [গুণশূন্যা।

গুণশূন্য—গুণহীন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী

গুণসঙ্গ—গুণের সংসর্গ ; গুণের সম্বন্ধ, গুণ প্রতিবন্ধ ; সুখদুঃখাদিতে আসক্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

গুণসম্পন্ন—গুণযুক্ত, গুণান্বিত। গুণ দ্বারা সম্পন্ন,৩তৎ, অথবা গুণকে সম্পন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুণসম্পন্না।

গুণসাগর—১। সমুদ্রের ন্যায় অপরিমেয় গুণবিশিষ্ট ; নানাগুণধর। গুণের সাগরপ্রায়, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা ; বুদ্ধবিশেষ। সং ; পু।

গুণসিন্ধু—গুণসাগর (তাহা দেখ)। গুণের সিন্ধু (সাগর) প্রায়, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণহীন—গুণশূন্য, নির্গুণ, যাহার কোন গুণ নাই। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুণহীনা।

গুণা, গুনা—১। পাপ, অপরাধ, দোষ, দুষ্কর্ম্ম। বেদোশক। সং। ২। গণ্য, গণনা কর। দেশজ। ক্রি।

গুণাকর—১। আকরে যেমন অসংখ্য অভীষ্ট পদার্থ থাকে, তদ্রূপ যাহাতে অসংখ্য অভীষ্ট গুণ থাকে ; গুণাধার। গুণের আকরস্বরূপ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। বুদ্ধ। সং ; পু ; (কীর্তিপূরণ। দেশজ। সং।

গুণাগার—গুণোগার, অপরাধের জন্য দণ্ড, দাঁড়,

গুণাগার—পাপী, অপরাধী, দোষী। বেদোশক।

গুণাগুণ—গুণদোষ। গুণ ও অগুণ, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

গুণাতীত—সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণের উপর, গুণত্রয়ের স্পর্শহীন,নির্গুণ। গুণকে অতীত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তীতা।

গুণাধার—বহুগুণসম্পন্ন। গুণের আধার, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণানুকরণ—গুণের অনুকরণ, কোন গুণীর গুণ দেখিয়া তদনুরূপ গুণলাভের চেষ্টা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুণানুকীর্ত্তন—গুণীজনের গুণের পুনঃপুনঃ উল্লেখ ; প্রশংসা। গুণের অনুকীর্ত্তন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গুণানুরাগ—গুণানুরক্তি, গুণদর্শনে গুণীর প্রতি ভালবাসা। গুণে অনুরাগ, ৭তৎ। সং ; পু।

গুণানুরাগিতা—গুণানুরাগ। গুণানুরাগিন্ শব্দ +তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

গুণানুরাগী (—রাগিন্)—গুণদর্শনে গুণীর প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট। গুণে বা গুণ দ্বারা অনুরাগী, ৭তৎ বা ৩তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—রাগিণী।

গুণানুবাদ—গুণকীর্ত্তন, প্রশংসা। গুণের অনুবাদ, ৬তৎ। সং ; পু।

গুণান্বিত—গুণযুক্ত, গুণী, গুণবান্। গুণদ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুণান্বিতা।

গুণাভরণ—গুণভূষণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গুণালঙ্কার—গুণভূষণ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

গুণালঙ্কৃত—গুণশোভিত, গুণভূষিত। গুণদ্বারা অলঙ্কৃত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

গুণাবলী—গুণসমূহ, গুণদিগের আবলী (শ্রেণী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুণিত—যাহাকে গুণ করা হইয়াছে এরূপ, পূরিত। গুণ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

গুণিতক—যে রাশিকে অন্য রাশি দ্বারা ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না, তাহা দ্বিতীয় রাশির গুণিতক (Multiple)। গুণিত+কণ্। সং ; পু।

গুণী (গুণিন্)—১। ধনুঃ। গুণ অর্থাৎ ছিলা আছে ইহার। এই অর্থে গুণ+ইন্। সং ; পু। ২। গুণবান্, গুণশালী। গুণ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী গুণিনী।

গুণীভূত—অপ্রধানীভূত, অপ্রধানভাবে অবস্থিত। গুণ শব্দ (অপ্রধান)+চ্বি অভূততদ্ভাবে (—গুণী)—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুণীভূতা।

গুণোৎকর্ষ—১। গুণের উৎকৃষ্টতা, উৎকৃষ্ট গুণ। গুণের উৎকর্ষ,৬তৎ। ২। গুণলভ্য শ্রেষ্ঠতা। গুণজনিত উৎকর্ষ, মপী কর্ম্মধা। ৩। গুণ হেতু প্রাধান্য। ৩তৎ। সং ; পু।

গুণোপেত—গুণযুক্ত, গুণশালী, গুণবান্। গুণকে উপেত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণ্ঠন—বেষ্টন ; আবরণ। গুন্ঠ (বেষ্টন করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গুণ্ঠিত—বেষ্টিত ; আবৃত। গুন্ঠ (বেষ্টন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুণ্ঠিতা।

গুণ্ড, গুণ্ডক—চূর্ণ, গুঁড়া ; কলঙ্কানি। গুন্ড্ (গুঁড়া করা)+অল্ র্ম্ম—গুণ্ড ; গুণ্ড শব্দ +কণ্ স্বার্থে—গুণ্ডক। সং ; পু।

গুণ্ডা—দুর্জ্জন, দুরাচার, দুর্বৃত্ত, বদমাইস, পরপীড়ক, ঠেঙ্গাড়ে, দস্যু। হিন্দী। সং।

গুণ্ডাম, গুণ্ডামি—গুণ্ডার আচরণ বা কার্য্য, দৌর্জ্জন্য, দুর্বৃত্ততা, পরপীড়ন, দস্যুতা। দেশজ। সং।

গুণ্ডিক—গুঁড়ি, তণ্ডুলাদিচূর্ণ। গুণ্ড (চূর্ণ) +ষ্ণিক কৃতার্থে। সং; পু।

গুণ্ডিচা—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুণ্ডিচা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মণ্ডপ বিশেষ, এইখানে জগন্নাথদেব রথারোহণের পর সাত দিন অবস্থিতি করেন। সং।

গুণ্ডিত—১। চূর্ণিত। গুন্‌ড (গুঁড়া করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। চূর্ণবিশিষ্ট। গুণ্ড+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গুণ্ডিতা।

গুণ্য—যাহাকে গুণ করিতে হইবে এরূপ, গুণনীয়। গুণ+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গুণ্যা।

গুৎস—১। স্তবক, গুচ্ছ; গুচ্ছ; বত্রিশনর হার। গুধ (বেষ্টন)+স ক। ২। গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ। সং; পু।

গুৎসক—স্তবক; গ্রন্থপরিচ্ছেদ। গুৎস+ক স্বার্থে। সং; ক্লী।

গুদ—১। মলদ্বার, গুহ্যদেশ। গু (মলত্যাগ করা)+দ ণ। সং; পু। ২। ভগ, স্ত্রী যোনি। ইতর ভাষা।

গুদড়, গুদাড়—ছিন্নকন্থা, ছেঁড়া কাঁথা। বৈদেশিক। সং। [(godown)। সং।

গুদম, গুদাম—পণ্যভাণ্ডার, মালখানা। ইং

গুদার, গুদারা—খেয়া; খেয়াঘাট। বৈদেশিক। সং। [আলাপ। দেশজ।

গুন্‌গুন্—গুঞ্জনধ্বনি; অনুচ্চস্বরে গানের

গুপ, গুপো—১। গোপন; গুপ্ত। প্রাদে। ২। গুপ্ত আঘাত। প্রা, ক।

গুপত—গুপ্ত। প্রা, ক।

গুপো—গুপ দেখ।

গুপ্ত—১। রক্ষিত; গূঢ়, অদৃশ্য; লুক্কায়িত; অলক্ষিত; সংবৃত। গুপ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গুপ্তা। ২। জাতিগত বা বংশগত উপাধিবিশেষ। সং; পু।

গুপ্তগতি—চর, অপসর্প। গুপ্তা গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গুপ্তচর—১। গুপ্তভাবে বিচরণকারী; গুপ্তসংবাদসংগ্রাহক, গোয়েন্দা। গুপ্ত—চর্‌+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বলদেব। সং; পু। ৩। পূর্ব্বে গুপ্ত। গুপ্ত শব্দ+চরট্ ভূতপূর্ব্ব অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গুপ্তচরী।

গুপ্তধন—১। যাহার ধন কেহ জানে না। গুপ্ত হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। গুপ্ত অর্থ, অপ্রকাশিত অর্থ। গুপ্ত যে ধন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গুপ্তমণি—কুমারীদিগের ক্রীড়াবিশেষ। সং; পু।

গুপ্তমন্ত্র—১। গোপন পরামর্শ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। যাহার মন্ত্রণা প্রকাশ পায় না এরূপ। গুপ্ত মন্ত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গুপ্তরহস্য—যে গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যের অনুপস্থিতিতে বিশেষ্যও হয়, যথা—গুপ্তরহস্য প্রকাশ করা উচিত নহে।

গুপ্তবেশ—ছদ্মবেশ। কর্ম্মধা। সং; পু।

গুপ্তা—১। রক্ষিতা, ইত্যাদি। গুপ্ত দেখ। গুপ্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গুপ্তউপাধিধারী বংশের স্ত্রীলোক; চুয়া; রক্ষা, নিস্তার, উদ্ধার। প্রা, ক। সং।

গুপ্তি—১। শমন, যম। গুপ+তিক্ ক। সং; পু। ২। রক্ষা; গোপন; সংবরণ। গুপ+ক্তি ভা। ৩। ভূগর্ত্ত; কারাগার; অবকরস্থান; নৌকাদির গর্ভ; রত্নগর্ভ। গুপ+ক্তি অধি। সং; স্ত্রী। ৪। যষ্টি প্রভৃতি মধ্যে লুক্কায়িত ছোরা। দেশজ।

গুম—১। গোপন; গুপ্ত। হিন্দীমূলক। ২। ভারী বস্তু পড়ার শব্দ। ব্য। ৩। ক্রোধাদিহেতু নির্ব্বাক্ অবস্থা। দেশজ। সং।

গুমগুম—মুষ্টিপ্রহার, সবলে পদক্ষেপ প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ। দেশজ। ব্য।

গুমট—নির্ব্বাত গ্রীষ্ম, বাতাসশূন্য অবস্থায় গরম, যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। দেশজ। সং।

গুমটি—প্রহরীর আশ্রয়গৃহ। বৈদে। সং।

গুমর, গুমার—অহঙ্কার, দেমাক। দেশজ। সং।

গুমরান—মনে মনে গজরান। দেশজ। ক্রি।

গুমসা—গুমট (তাহা দেখ)।

গুমসান—নির্ব্বাত উত্তাপে ভাপিয়া বা ভাপসিয়া উঠা। দেশজ। ক্রি।

গুমা—অল্প আগুনে ধীরে ধীরে সিদ্ধ বা দগ্ধ হওয়া। দেশজ। ক্রি।

গুমাণ—রহস্য, গুপ্ত কথা। প্রা, ক। সং।

গুমান—গুমর, অহঙ্কার, দেমাক। বৈদে। সং।

গুমার—গুমর দেখ।

গুম্ফ—১। বাহুভূষণ; গোঁপ; গুচ্ছ; সন্দর্ভ। গুন্‌ফ+অল্‌ র্ম্ম। ২। গ্রন্থন, গাথুন। গুন্‌ফ+অল্‌ ভা। সং; পু। ভা। সং; ক্লী।

গুম্ফন—গ্রন্থন, গাঁথা। গুন্‌ফ (গাঁথা)+অনট্

গুম্ফমর্দ্দন—গোঁফে তা দেওয়া, দাড়ীতে হাত বুলান। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ক্রি।

গুম্ফিত—গ্রথিত। গুন্‌ফ (গাঁথা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ;

গুম্বজ—সমতল ছাদের উপরিস্থ ক্ষুদ্রতর গোলাকার ছাদ; বুরুজ। বৈদেশিক। সং।

গুয়া—১। সুপারি। গুবাক শব্দের অপভ্রংশ। ২। গুহ্যদেশ, মলদ্বার। প্রাদে। সং।

গুরু—১। ধর্ম্মোপদেষ্টা; মন্ত্রোপদেষ্টা; আচার্য্য, অধ্যাপক; বৃহস্পতি; দ্রোণাচার্য্য; জনক প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তি; দীর্ঘ স্বরবর্ণ। গৃ+কু ক। সং; পু। ২। প্রয়োজনীয়; পূজ্য; শ্লাঘ্য; উৎকট; দুর্ব্বহ; দুর্জ্জর, কঠিন; ভারী। গৃ+কু র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গুরু বা গুর্ব্বী।

গুরুকন্যা, —তনয়া—ধর্ম্মোপদেষ্টার বা শিক্ষকের দুহিতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গুরুকুল—ধর্ম্মোপদেষ্টার বা শিক্ষকের বংশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গুরুগত—ধর্ম্মোপদেষ্টার বা শিক্ষকের অনুগত বা ঘটিত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গুরুগতা।

গুরুগৃহ—ধর্ম্মোপদেষ্টার বা শিক্ষকের আলয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গুরুগোবিন্দ—শিখদিগের দশম গুরু। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি গুরুপদে বরিত হন। শিখবিদ্বেষীরা ইঁহার পিতা নবম গুরুকে বধ করে। সেই হইতে ইনি সমস্ত শিখকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার এবং তাহাদিগকে বিপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নশীল হন। এতদভিপ্রায়ে ইনি সমুদায় শিখকে একত্র করেন। জাতিবিচার ত্যাগ করিয়া সকল শিখকে একজাতীয় হইতে বলায় অনেকে ইঁহার শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করে। তথাপি প্রায় বিংশতি সহস্র শিষ্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। এই সকল লোক প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শপথ করিল যে, তাহারা জাতিবিচার মানিয়া চলিবে না, স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রাণপণে রক্ষা করিবে, এবং কোনরূপ অস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিবে। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদের কথা না উঠে এই অভিপ্রায়ে সকলেরই উপাধি "সিংহ" করা হইল। অন্যান্য বিষয়ে গোবিন্দ নানকের মতের অনুসরণ করিলেন।

গোবিন্দ যে রাজার রাজ্যে বাস করিতেন, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, রাজা শিখদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ রাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করায়, রাজা দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ সাহায্য করায় গোবিন্দ পরাভূত হইলেন এবং ইঁহার পরিবারবর্গ শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইল। কিন্তু পরে ইনি শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেন। এই সংবাদে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব ইঁহাকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ করেন। গোবিন্দ আত্মদোষ ক্ষালনে পারস্য ভাষায় লিখিত কবিতায় পত্র লিখিলে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হন। অতঃপর গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলে তথায় ইঁহার জনৈক কর্ম্মচারী ইঁহার প্রাণবধ করে।

গুরুঘাতক—গুরুহন্তা, গুরুবধকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ঘাতিকা।

গুরুঘাতী (—ঘাতিন্)—গুরুবধকারী, গুরুর

প্রাণনাশক। উপ ; গুরু+হন্+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, –ঘাতিনী।

গুরুঘ্ন—গুরুঘাতক, গুরুহন্তা, গুরুবধকারী। উপ ; গুরু–হন্+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুরুঘ্নী।

গুরুজন—ভক্তিভাজন ব্যক্তি, মাতা পিতা পিতামহ পিতামহী প্রভৃতি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

গুরুতনয়—গুরুর পুত্র। ৬তৎ। সং ; পু।

গুরুতনয়া—গুরুকন্যা দেখ।

গুরুতম—অনেকের মধ্যে গুরু, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরু। গুরু+তম। বিণ ; ত্রি।

গুরুতর—দুইএর মধ্যে অধিক গুরু। গুরু+তর। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –রা।

গুরুতল্প—গুরুর শয্যা ; গুরুর ভার্য্যা। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

গুরুতল্পগ—গুরুপত্নীগামী। উপ ; গুরুতল্প–গম+ড ক। বিণ বা সং ; পু।

গুরুতা—গুরুত্ব দেখ।

গুরুত্ব, গুরুতা—মহত্ব ; পূজ্যত্ব ; অধ্যাপকত্ব ; মন্ত্রোপদেষ্টৃত্ব ; ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব ; ভারবত্ব ; কাঠিন্য। গুরু+ত্ব, তা ভাবে। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

গুরুত্বানুভাবকতা—গুরুত্ব বা ভার উপলব্ধি করিবার শক্তি। গুরুত্বের অনুভাবকতা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুরুদক্ষিণা—গুরুকে দেয়া দক্ষিণা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পাঠ সমাপ্তির পর গুরুকে কিছু অর্থাদি দান করিয়া গৃহে গমন করিতে হয়। ঐ অর্থাদিকে গুরুদক্ষিণা কহে। সং ; স্ত্রী।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যার্)—জন্ম ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ। ইনি হেয়ার স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেইস্থান হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গণিত বিদ্যায় এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পর বৎসরেই বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুরুদাস কিছুদিনের জন্য বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাই কোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ডি, এল উপাধি লাভ করেন। অতঃপর গুরুদাস দুই বৎসর পরে ঠাকুর-ল-লেক্‌চারার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া "হিন্দুগণের বিবাহ ও স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় আইন" বিষয়ে শিক্ষা দেন। ইনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত হন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ী ও পর বৎসর স্থায়িভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এই পদ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরেই গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'নাইট্' উপাধি প্রদান করেন। শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৯০ খৃটাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিয়মিত দুই বৎসর কাল কার্য্য করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আবার দুই বৎসরের জন্য ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটী কমিশনের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ছাত্রমণ্ডলীর উন্নতিকল্পে ইনি অনেক কার্য্য করিয়াছেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় একখানি পাটীগণিত প্রকাশিত করিয়াছেন এবং 'A few thoughts on Education" নামক একটি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি বিলক্ষণ পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক ব্যাপারে সর্ব্বদা যোগদান করিতেন। ইনি আড়ম্বরশূন্য নিষ্ঠাবান্ আনুষ্ঠানিক হিন্দু। ইংরাজিশিক্ষিত ব্রাহ্মণের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পর ইঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার হৃদয় অতি উচ্চ ও পরদুঃখকাতর। ইনি যেমন ধার্ম্মিক, সেইরূপ সৌজন্য ও বিনয়ের আধার, নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইঁহার বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত "কর্ম্ম ও জ্ঞান" নামক পুস্তক বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদৃত ও প্রশংসিত। ইনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

গুরুদেব—দেবতুল্য গুরু ; ধর্ম্মোপদেষ্টা বা শিক্ষক। গুরুই যে দেব, কর্ম্মধা। সং ; পু।

গুরুদৈবত—পুষ্যানক্ষত্র। সং ; পু।

গুরুনিতম্বা—স্থূল নিতম্ববিশিষ্টা, পাছাভারী (স্ত্রীলোক)। গুরু নিতম্ব যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

গুরুপত্নী—গুরুর ভার্য্যা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুরুপরিচর্য্যা—গুরুর সেবা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুরুপাক—দুষ্পাচ্য, যাহা সহজে পরিপাক করা যায় না এরূপ। গুরু হইয়াছে পাক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুরুপাকা।

গুরুপুত্র—গুরুর তনয়। ৬তৎ। সং ; পু।

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ—কলিকাতা ঘোড়াবাগানের শিবনারায়ণ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন। ছাত্রগণ ইউরোপে গমন করিয়া শিল্প শিক্ষা করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ইনি মৃত্যুকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দিয়া যান।

গুরুপ্রসাদ সেন—১২৪৯ সালের ৮ই চৈত্র বিক্রমপুরের অন্তর্গত ডোমসার নামক গ্রামে কালীচন্দ্র সেনের ঔরসে গুরুপ্রসাদের জন্ম হয়। এক বৎসর বয়সে গুরুপ্রসাদ পিতৃহীন হন। সুতরাং ইঁহার মায়ের উপরই ইঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। গুরুপ্রসাদ কিছু পার্শী শিখিয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদ বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হন। অতঃপর বি, এল পাশ করিয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরে, পরে বাঁকিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। কিন্তু কিছুকাল পরে চাকুরি ত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে ওকালতি আরম্ভ করেন। ইনি 'বেহার হেরল্ড' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি সোমপ্রকাশনামক প্রসিদ্ধ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া যশঃ অর্জ্জন করেন। ইনি শেষ বয়সে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ১৩০৭ সালে আশ্বিন মাসে গুরুপ্রসাদ লোকান্তরিত হন। [সং ; পু।

গুরুবধ—গুরুহত্যা, গুরুর প্রাণসংহার। ৬তৎ।

গুরুভক্ত—গুরুর প্রতি ভক্তিমান্। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। [৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুরুভক্তি—গুরুর প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা।

গুরুভার—১। খুব ভারী বোঝা। গুরু (ভারী) যে ভার, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অত্যন্ত ভারী। গুরু (অধিক) হইয়াছে ভার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুরুভারা।

গুরুমর্দ্দল—ডিণ্ডিম বাদ্য। কর্ম্মধা। সং ; পু।

গুরুমুখী—পঞ্জাববাসী শিখদিগের বর্ণমালা বা ভাষা। সং।

গুরুয়া—গুরু, ভারী, স্থূল। প্রা, ক।

গুরুরত্ন—পুষ্পরাগমণি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গুরুবরণ—গুরুর নিমিত্ত আনীত বস্ত্রযুগ্ম ; বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা গুরুর পূজন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গুরুবিত—গুরু। প্রা, ক।

গুরুশিষ্য—মন্ত্রদাতা ও মন্ত্রগ্রহীতা ; শিক্ষক ও ছাত্র। দ্বন্দ্ব। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী

গুরুশুশ্রূষা—গুরুর পরিচর্য্যা, গুরুসেবা। ৬তৎ।

গুরুসেবা—গুরুর শুশ্রূষা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুরুস্থানীয়—গুরুসদৃশ। গুরু+স্থানীয় সাদৃশ্যার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গুরুস্থানীয়া।

গুরুহত্যা—গুরুবধ, গুরুর প্রাণবিনাশ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুরুহন্তা (–হন্তৃ)—গুরুঘাতী, গুরুর প্রাণনাশক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, –হন্ত্রী।

গুরুহা (–হন্)—গুরুহন্তা, গুরুঘাতক। উপ ; গুরু–হন্+কিপ্ ক। বিণ ; পু।

গুরূত্তম—১। গুরুশ্রেষ্ঠ ; পূজ্যতম, পরমারাধ্য। গুরুদিগের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। পরমেশ্বর। সং ; পু।

গুরূপদেশ—গুরুদত্ত শিক্ষা। গুরুর উপদেশ ইতি

৬তৎ, বা গুরুদত্ত উপদেশ ইতি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গুরূপাসনা—গুরুর আরাধনা, গুরুপূজা ; গুরুসেবা। গুরুর উপাসনা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুর্জ্জর—দেশবিশেষ, গুজরাট। সং ; পু।

গুর্জ্জরী—রাগিণীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

গুর্ব্বঙ্গনা—গুরুপত্নী। গুরুর অঙ্গনা (পত্নী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুর্ব্বর্থ—১। শ্রেষ্ঠ বা দুজ্ঞের অর্থ ; বিশিষ্ট প্রয়োজন। গুরু যে অর্থ, কর্ম্মধা। ২। গুরুর ধন। গুরুর অর্থ, ৬তৎ। সং ; পু। ৩। শ্রেষ্ঠ বা দুজ্ঞের অর্থবিশিষ্ট ; সবিশেষ প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যক। গুরু অর্থ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গুর্ব্বিণী—গর্ভিণী, সসত্ত্বা। গুর্ব্ব+ইনন্ ক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গুর্ব্বী—১। গুরুত্বযুক্তা, গৌরববতী, ইত্যাদি। গুরু দেখ ; গুরু+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গুরুপত্নী ; গর্ভিণী স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

গুল—১। গুড়। গুড়্+ক ক। সং ; পু। ২। অঙ্গার ; অঙ্গার চূর্ণের গোলক ; ভাঁটা ; ফুল ; সূচিকর্ম্মরচিত ফুল ; মাথা তামাক, কলিকায় পুড়িলে যাহা অবশিষ্ট থাকে। বৈদেশিক। সং।

গুলগুলে—গুড়গুড়ে, ক্ষুদ্র ও গোলাকার ; পাকিয়া খুব নরম, তলতলে। দেশজ। বিণ।

গুলজার—শোভান্বিত, শোভন ; চমকদার, জাঁকাল, জড়কাল ; উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান ; শব্দসঙ্কুল, কোলাহলময়। বৈদে। বিণ।

গুলঞ্চ—১। গুড়ূচী ২। ভগরাদি বর্গের পুষ্পতরুবিশেষ। (plumeria acuminata)। সং।

গুলতান—জটিলতা, কুচক্র, পেঁচ ; বহুজনের আলোচনা ; কচলাকচলি ; জটলা। বৈদেশিক। সং।

গুলতি—ছোট গুলি, বাঁটুল। বৈদেশিক। সং।

গুলদার—ফুলদার, ফুলকাটা, ফুলতোলা। বৈদেশিক। বিণ।

গুলবাহার—গুলদার শাড়ী। বৈদেশিক। সং।

গুলা—১। জলদুগ্ধাদি তরল দ্রব্যে মিশ্রিত করা। ক্রি। ২। নির্দ্দিষ্ট বহুত্ববোধক প্রত্যয়। দেশজ। ব্য।

গুলান—ঘোলা করা, ঘাঁটকান ; আলোড়িত করা ; গোল পাকান, বিশৃঙ্খল করা ; এলোমেলো করা ; জড়াপট্টি করা, জটিল করা। দেশজ। ক্রি।

গুলাল—ফল্গু, ফাগ, আবীর। প্রা, ক। সং।

গুলাব—গোলাপ। বৈদেশিক। সং।

গুলাবী—গোলাপী। বৈদেশিক। বিণ।

গুলি, গুলী—১। বটিকা ; গুটিকা ; বর্ত্তুল, বাঁটুল। সং ; স্ত্রী। ২। বন্দুক হইতে নিক্ষিপ্ত ধাতুময় বর্ত্তুল ; ছর্‌রা ; অহিফেন হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মাদক দ্রব্য, মদৎ, চণ্ডুর কনিষ্ঠ। বৈদেশিক। সং। ৩। বহুত্ববোধক বিভক্তি বা প্রত্যয়। দেশজ।

গুলিকা—গুলী, বটিকা, গুটিকা। গুলি+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

গুলিখোর—যে গুলি খায়, গুলি নামক নেশার দ্রব্য সেবনকারী, মদৎ-সেবী। দেশজ।

গুলিবাঁট—গুটিকাপাত (তাহা দেখ)।

গুলেল—ধনুক দ্বারা বাঁটুল নিক্ষেপকারী,বাঁটুল ছুড়িবার ছোট ধনুক। বৈদেশিক। সং।

গুল্ফ—পাদগ্রন্থি, গোড়ালি। গল্ (গমন করা)+ভক্ ক। সং ; পু।

গুল্ম—গুম্ব, তৃণাদির ঝাড় ; প্লীহা ; উদরমধ্যস্থ রোগবিশেষ ; ছোট ছোট গাছ, যাহাদের বিস্তৃত শাখা প্রশাখা হয় না ; থানা, ঘাটি ; হস্তী ৯, রথ ৯, অশ্ব ২৭, পদাতি ৪৫, এতৎ সংখ্যক সৈন্য। গুড় (শব্দ করা, ইত্যাদি)+মক্ ক। সং ; পু।

গুল্মিনী—লতা। গুল্ম-ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

গুল্মী—তাঁবু ; এলালতা। গুল্ম+ঈপ্। সং ;

গুবাক, গূবাক—১। সুপারিগাছ। গু (বিষ্ঠা ত্যাগ করা)+আক ণ। সং ; পু। ২। সুপারি। গুবাক বা গূবাক+অ। সং ; ক্লী।

গুষ্টি, গুষ্টী—গোত্র, বংশ, কুল। গোষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ। সং।

গুহ—১। দ্রুতগামী অশ্ব। গুহ্+ক শ্ব। ২। কার্ত্তিকেয় ; জনৈক চণ্ডাল, ইঁহার অপর নাম গুহক [গুহক দেখ] ; কায়স্থ জাতির উপাধিবিশেষ। গুহ (আচ্ছাদন করা)+ক ক। সং ; পু।

গুহক, গুহ—একজন নিষাদপতি। ইঁনি রামচন্দ্রের মিত্র ছিলেন। ভাগীরথীতীরে শৃঙ্গবেরপুরে ইঁহার বাসস্থান ছিল। বনবাস গমনকালে রামচন্দ্র ইঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাদের যথোচিত অতিথিসৎকার করেন। রাম ও লক্ষ্মণের জটানির্ম্মাণার্থ বটবৃক্ষের নির্য্যাস, ভাগীরথীর অপর পারে যাইবার জন্য নৌকা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ইনি তাঁহাদের সম্যক্ পরিচর্য্যা করেন। চতুর্দ্দশবর্ষান্তে রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রতিগমনকালে গুহক তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়া অতীব সুখী হইয়াছিলেন।

গুহষষ্ঠী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠী। এই ষষ্ঠী কার্ত্তিকের অতি প্রিয় বলিয়া গুহষষ্ঠী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। গুহপ্রিয়া ষষ্ঠী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গুহা—পর্ব্বতাদির গহ্বর ; গর্ত্ত ; ভিতর, অভ্যন্তর। গুহ (আচ্ছাদন করা)+ক অধি+আপ্। সং ; স্ত্রী।

গুহাচর—১। পর্ব্বতগহ্বরে ভ্রমণকারী। গুহা শব্দ—চর+টক ক। বিণ ; ত্রি। ২। (গহ্বরবৎ অতি গুহ্য স্থানে চরণশীল বলিয়া) পরমেশ্বর। সং ; পু।

গুহালীন—পর্ব্বতগহ্বরে লয়প্রাপ্ত ; পর্ব্বতগুহায় অচঞ্চলভাবে অবস্থিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুহাশয়—১। গুহাশায়ী, গুহাস্থিত। গুহাতে শয়ন করে যে এই বাক্যে উপ ; গুহা—শী (শয়ন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। সিংহাদি পশু ; পরমাত্মা ; জীবাত্মা। সং ; পু।

গুহাহিত—১। গুহাতে নিহিত। গুহাতে আহিত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা। ২। হৃদয়স্থ আত্মা। সং ; পু।

গুহের—১। লৌহকার, কামার। গুহ+কের ক। সং ; পু। ২। গোপ্তা, রক্ষক। বিণ।

গুহ্য—১। গোপনীয়, অপ্রকাশ্য ; দুর্ব্বোধ্য। গুহ (আচ্ছাদন করা)+ক্যপ্ শ্ব। বিণ ; ত্রি। ২। জননেন্দ্রিয়স্থান ; মলদ্বার ; উপস্থ। সং ; ক্লী। [কণ্। সং ; পু।

গুহ্যক—কুবেরের অনুচর দেবযোনি। গুহ্য+

গুহ্যকেশ্বর—ধনাধিপ কুবের। গুহ্যকগণের ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং ; পু।

গুহ্যগুরু—শিব। গুহ্যের (তন্ত্রশাস্ত্রের) গুরু, ৬তৎ। সং ; পু। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রই শিবরচিত।

গুহ্যদীপক—খদ্যোত, জোনাকী। গুহ্যের দীপক, ৬তৎ ; অথবা গুহ্যে দীপ যাহার, বহু। সং ; পু। [পু।

গুহ্যদেশ—পায়ু, গুহ, মলদ্বার। ৬তৎ। সং ;

গুহ্যনিষ্যন্দ—মূত্র, প্রস্রাব। ৬তৎ। সং ; পু।

গুহ্যপুষ্প—অশ্বত্থ। বহু। সং ; পু।

গুহ্যভাষিত—গুপ্তবাক্য, ইষ্টমন্ত্র। গুহ্য যে ভাষিত (কথা), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গূ—বিষ্ঠা, পুরীষ। গু (বিষ্ঠাত্যাগ করা)+ক্বিপ্ শ্ব। সং ; স্ত্রী।

গূ-কুড়—বিষ্ঠাস্তূপ, যেখানে বিষ্ঠা আছে। সং।

গূঢ়—১। গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন, লুক্কায়িত ; সংবৃত ; গহন। গুহ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত শ্ব। বিণ ; ত্রি। ২। রহঃ। সং ; ক্লী।

গূঢ়চারী (—চারিন্)—গুপ্তভাবে বিচরণকারী। গূঢ়—চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—রিণী।

গূঢ়জ—গুপ্তভাবে উৎপন্ন পুত্রবিশেষ। গূঢ়—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

গূঢ়পত্র—করবীর বৃক্ষ ; আঁকোড় গাছ। গূঢ় পত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

গূঢ়পথ—১। গুপ্তপথ। কর্ম্মধা। ২। অন্তঃকরণ। গূঢ় পথ যাহার, বহু। সং ; পু।

গূঢ়পাৎ (—পাদ)—গূঢ়পাদ (সকল অর্থে)।

গূঢ়পাদ—১। গুপ্তপাদবিশিষ্ট। গূঢ় পাদ যাহার,

বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গূঢ়পাদা। ২। সর্প; কচ্ছপ। সং; পু।

গূঢ়পুরুষ—প্রণিধি, গুপ্তচর। কর্ম্মধা। সং; পু।

গূঢ়পুষ্পক—বকুল বৃক্ষ। গূঢ় (সংবৃত) পুষ্প যাহার, বহু। সং; পু।

গূঢ়ফল—বদর, কুলগাছ। গূঢ় ফল যাহার, বহু। সং; পু।

গূঢ়মায়—গুপ্তমায়াধারী, যাহার মায়া বুঝা কঠিন। গূঢ়া মায়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গূঢ়মায়া।

গূঢ়মায়া—১। গুপ্তমায়াধারিণী। বহু। গূঢ়মায় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রচ্ছন্ন মায়া, যে মায়া বুঝা যায় না। গূঢ়া যে মায়া, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গূঢ়সাক্ষী (—সাক্ষিন্)—প্রচ্ছন্নভাবে শিক্ষিত সাক্ষী। কর্ম্মধা। [নারদ বলেন, অর্থিকর্ত্তৃক স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যর্থীর বাক্য যাহাকে গুপ্তভাবে শোনান হয়, তাদৃশ সাক্ষীকে গূঢ়সাক্ষী কহে]। বিণ; পু। স্ত্রী গূঢ়সাক্ষিণী। [বহু। সং; পু।

গূঢ়াঙ্গ—কূর্ম্ম, কচ্ছপ। গূঢ় হইয়াছে অঙ্গ যাহার,

গূঢ়োৎপন্ন—গোপনে জাত পুত্রবিশেষ। গূঢ়রূপে উৎপন্ন, ২তৎ। সং; পু।

গূথ—বিষ্ঠা, পুরীষ। গূ (বিষ্ঠা ত্যাগ করা)+ থক্ র্ম্ম। সং; পু বা ক্লী।

গূন—১। কৃত-মলত্যাগ, মলত্যাগ করিয়াছে এরূপ, যে বাহ্যে গিয়াছে। গূ (বিষ্ঠা ত্যাগ করা)+ক্ত ক। ২। উৎসৃষ্ট; ত্যক্ত। গূ+ ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গূনা।

গূরণ—চেষ্টা, উদ্যম; উত্তোলন। গূর্ (উদ্যম করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গূবাক—গুবাক দেখ।

গৃৎস—১। স্তাবক, স্তুতিকর্ত্তা; স্তোতা; মেধাবী। গৃধ্+স ক বা ণ। বিণ; ত্রি। ২। কন্দর্প, মদন; রুদ্রবিশেষ। সং; পু।

গৃধিনী—স্ত্রী-গৃধ্র, গৃধ্রজাতীয়া পক্ষিণী, শকুন বা হাড়গিলা পক্ষিণী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

গৃধ্নু—লুব্ধ, লোলুপ। গৃধ্ (লাভেচ্ছা করা) +ক্নু ক। বিণ; ত্রি। বি গৃধ্নুতা।

গৃধ্র—শকুনি পক্ষী। গৃধ্ (লাভেচ্ছা করা)+ রক্ ক। সং; পু।

গৃধ্রকূট—পর্ব্বতবিশেষ। ইহার বর্ত্তমান নাম শৈলগিরি। ইহা মগধ দেশের পূর্ব্ব রাজধানী গিরিব্রজ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। গৃধ্রপূর্ণ কূট যাহার, বহু। সং; পু।

গৃধ্রনখী—কুলেখাড়া। গৃধ্রের নখের ন্যায় নখ (কণ্টক) যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

গৃধ্ররাজ—সম্পাতি; জটায়ু; গরুড়। গৃধ্রদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

গৃধ্রবট—দেবস্থানবিশেষ, এখানে বৃষবাহন শিবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলে ব্রাহ্মণদিগের দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের ফললাভ ও ইতরবর্ণের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। সং; পু।

গৃষ্টি—একবার প্রসূতা গাভী। গ্রহ (গ্রহণ করা) +ক্তি ক, নিপাতনে সিদ্ধ। সং; পু।

গৃহ—ঘর; গৃহস্থাশ্রম; কলত্র, ভার্য্যা; মেষাদি রাশি। গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক। সং; ক্লী। [স্বরূপ, ৬তৎ। সং; পু।

গৃহকচ্ছপ—গন্ধাদি-পেষণ-শিলা। গৃহের কচ্ছপ-

গৃহকন্যা—ঘৃতকুমারী। সং; স্ত্রী।

গৃহকপোত—পারাবত, পায়রা। গৃহবাসী কপোত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গৃহকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—বাটীর কর্ত্তা, গৃহস্বামী, গৃহস্থ। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী গৃহকর্ত্রী।

গৃহকর্ত্রী—বাটীর কর্ত্রী, গৃহিণী, গৃহস্বামিনী, গিন্নী। ৬তৎ। বিণ বা সং; স্ত্রী।

গৃহকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—গৃহকার্য্য, ঘরের কাজ। গৃহসংক্রান্ত কর্ম্ম, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গৃহকারক—গৃহনির্ম্মাতা, ঘরামি। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী, —কারিকা।

গৃহকার্য্য—গৃহকর্ম্ম (তাহা দেখ)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গৃহগোধা, গৃহগোধিকা—জেঠী, টিকটিকী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।

গৃহচ্ছিদ্র—ঘরের লোকের দোষ। গৃহের ছিদ্র,

গৃহচ্যুত—ভবনভ্রষ্ট, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত। গৃহ হইতে চ্যুত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

গৃহজ—গৃহজাত, ভবনোৎপন্ন। গৃহে জন্মে যে এই বাক্যে উপ; গৃহ—জন+ড ক। বিণ। ত্রি। স্ত্রী গৃহজা। [সং; পু।

গৃহজন—ঘরের লোক, পরিজন। ৬তৎ।

গৃহজাত—গৃহে উৎপন্ন, বাটীতে প্রস্তুত। ৫ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা। [সং; স্ত্রী।

গৃহতটী—রক, দাওয়া, পিঁড়ে, বারান্দা। ৬তৎ।

গৃহতল—ঘরের মেজে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গৃহত্যাগ—বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

গৃহত্যাগী (—ত্যাগিন্)—যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। গৃহত্যাগ করে যে এই বাক্যে উপ; গৃহ—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ত্যাগিনী।

গৃহদাহ—ঘরপোড়া, ঘরে আগুন লাগা। ৬তৎ। সং; পু।

গৃহদীপ্তি—পতিব্রতা স্ত্রী। গৃহের দীপ্তি (শোভা) স্বরূপা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গৃহদেবতা—গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বাস্তুদেবতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গৃহদেবী—ষষ্ঠীদেবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গৃহদ্বার—ঘরের দরজা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গৃহধর্ম্ম—গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান। গৃহে করণীয় ধর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গৃহধূম—রান্নাঘরের ধুঁয়া, ঝুল। ৬তৎ। সং; পু।

গৃহনায়ক—গৃহাধ্যক্ষ; ধনাধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

গৃহনাশন—কপোত; ঘুঘু। ৬তৎ। সং; পু।

গৃহনীড়—চটকপক্ষী। গৃহ হইয়াছে নীড় যাহার, বহু। সং; পু।

গৃহপতি—গৃহস্বামী; গৃহস্থাশ্রমী; মন্ত্রী। ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

গৃহপাল, গৃহপালক—গৃহস্বামী, বাটীর কর্ত্তা।

গৃহপালিত—গৃহে পোষিত, যাহাকে ঘরে রাখিয়া পালন করা হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৃহপালিতা। [পু।

গৃহপোতক—বাসস্থান, বাস্তুভিটে। ৬তৎ। সং;

গৃহপোষ্য—গৃহে প্রতিপাল্য, যাহাকে ঘরে রাখিয়া পোষণ করা হয়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৃহপোষ্যা। [সং; স্ত্রী।

গৃহপ্রতিষ্ঠা—গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন। ৬তৎ।

গৃহপ্রতিষ্ঠিত—ভবনে সংস্থাপিত, যাহাকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

গৃহপ্রবেশ—নবনির্ম্মিত গৃহে প্রথম যাওয়ার অনুষ্ঠান। ২ বা ৭তৎ। সং; পু। [ক্লী।

গৃহপ্রাঙ্গণ—ঘরের সমীপস্থ উঠান। ৬তৎ। সং;

গৃহবলিভুক্ (—ভুজ্)—কাক; বক; চটক; কপোত। গৃহের বলি (খাদ্যাংশ) গৃহবলি (৬তৎ); গৃহবলি—ভুজ্ (খাওয়া)+কিপ্ ক। সং; পু। [স্ত্রী।

গৃহভূমি—বাস্তুভিটে, বাস্তুভূমি। ৬তৎ। সং;

গৃহভেদ—সিঁধ চুরি; গৃহবিচ্ছেদ, ঘরভাঙ্গা, পরিবারের লোকজনের পরস্পর মনোভঙ্গকরণ। ৬তৎ। সং; পু।

গৃহভেদী (—ভেদিন্)—গৃহবিচ্ছেদকারী, কুমন্ত্রণা দ্বারা পরিবারের লোকজনের মনোভঙ্গ করিয়া পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয় এরূপ। গৃহ ভেদ করে যে, উপ; গৃহ—ভিদ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী গৃহভেদিনী।

গৃহমণি—প্রদীপ। ৬তৎ। সং; পু।

গৃহমাচিকা—চামচিকা। গৃহের মাচিকা (মক্ষিকা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গৃহমার্জ্জার—গৃহপালিত বিড়াল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গৃহমৃগ—কুক্কুর। ৬তৎ। সং; পু।

গৃহমেধিনী—গৃহস্থপত্নী; গৃহিণী; সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। গৃহমেধিন্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গৃহমেধী (—মেধিন্)—গৃহিণীযুক্ত, গৃহস্থ। গৃহ—মেধ (সঙ্গ করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

গৃহমেধীয়—গৃহস্থসম্বন্ধীয়। গৃহমেধিন্+ঈয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৃহমেধীয়া।

গৃহয়ালু—গ্রাহক। ণিজন্ত গ্রহ (গ্রহণ করা)+ আলু ক। বিণ; ত্রি।

গৃহযুদ্ধ—ঘরাও বিবাদ ; রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব। গৃহসংক্রান্ত যুদ্ধ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

গৃহলক্ষ্মী—গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী, সুশীলা সচ্চরিত্রা রমণী। ৬তৎ। সং, স্ত্রী।

গৃহবাটিকা—বাড়ীর বাগান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গৃহবাস—ভবনে অবস্থিতি, বাটীতে থাকা ; সংসার আশ্রমে থাকা। ৭তৎ। সং ; পু।

গৃহবাসী (–বাসিন্)—গৃহস্থ ; ভবনস্থিত। গৃহ শব্দ–বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী গৃহবাসিনী।

গৃহবিচ্ছেদ—আত্মবিবাদ ; আত্মীয়জনের সহিত মনোবাদ ; ঘরাও ঝগড়া। গৃহ-সংক্রান্ত বিচ্ছেদ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহবিবাদ—ঘরাও বিরোধ ; অন্তর্বিবাদ। গৃহ-সংক্রান্ত বিবাদ, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহব্যাপার—সাংসারিক ব্যাপার, গৃহকার্য্য, গৃহস্থালার কাজকর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; পু।

গৃহশূন্য—১। ভবনরহিত, যাহার ঘর বাড়ী নাই। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গৃহশূন্যা। ২। বিপত্নীক, পত্নীহারা, যাহার স্ত্রী মরিয়াছে। দেশজ।

গৃহশোভা—ঘরের সৌন্দর্য্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গৃহসজ্জা—ঘরের সাজ। গৃহ-শোভিনী সজ্জা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গৃহসন্নিধান—ভবনের নিকটবর্ত্তী স্থান, ঘরের নিকট। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গৃহসৌন্দর্য্য—ঘরের শোভা, বাটীর শোভা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গৃহস্থ—১। সংসারী, দ্বিতীয়াশ্রমী। গৃহে স্থিতি করে (থাকে) যে এই বাক্যে উপ ; গৃহ –স্থা (থাকা)+ড ক। সং ; পু। ২। গৃহে স্থিত। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

গৃহস্থলী—গৃহরূপ স্থলী, ঘরকন্না। রূপক কর্ম্মধা।

গৃহস্থালী—ঘরকন্না ; সংসারাশ্রম। দেশজ। সং।

গৃহস্থাশ্রম—গার্হস্থ্য, সংসারধর্ম্ম, বিবাহ করিয়া পত্নীপরিজন সহিত গৃহবাস। ইহাই চারি আশ্রমের দ্বিতীয়। গৃহস্থের আশ্রম, ৬তৎ। সং ; পু। [৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

গৃহস্থিত—বাটীস্থ, গৃহে বিদ্যমান, ঘরের, বাড়ীর।

গৃহস্বামিনী—গৃহের কর্ত্রী, বাড়ীর গিন্নী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; পু।

গৃহস্বামী (–স্বামিন্)—গৃহপতি, বাটীর কর্ত্তা।

গৃহহীন—গৃহশূন্য, যাহার ঘরবাড়ী নাই। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গৃহহীনা।

গৃহাগত—১। বাটীতে আগত। গৃহকে আগত ইতি ২তৎ, বা গৃহে আগত ইতি ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গৃহাগতা। ২। অতিথি, আগন্তুক, অভ্যাগত। সং ; পু।

গৃহাগ্নি—১। ঘরের আগুন। গৃহের অগ্নি, ৬তৎ। ২। গৃহদাহক অগ্নি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহাঙ্গনা—গৃহস্বামিনী, গৃহকর্ত্রী ; কুলকামিনী। গৃহের অঙ্গনা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গৃহান্তর—১। গৃহের মধ্যভাগ, ঘরের ভিতর। গৃহের অন্তর, ৬তৎ। ২। অন্য গৃহ। নিত্য। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গৃহাম্ল—কাঞ্জিক ; কাঁজি, আমানি। গৃহের অম্ল,

গৃহারাম—গৃহসন্নিহিত বাগান। গৃহ সন্নিহিত আরাম (উদ্যান), মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহালঙ্কার—ভবনভূষণ, ঘরের অলঙ্কারস্বরূপ, গৃহশোভাকর। ৬তৎ। সং ; পু।

গৃহাবগ্রহণী—চৌকাটের অধঃফলক, গোবরাট ; চৌকাট। গৃহ–অব–গ্রহ+অনট্ ণ+ ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গৃহাশ্রম—দ্বিতীয় আশ্রম। গৃহরূপ (গৃহবাস-রূপ) আশ্রম, কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহাসক্ত—সংসারাসক্ত, সংসারানুরাগী। গৃহে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

গৃহিণী—১। গৃহকর্ত্রী, গিন্নী ; পত্নী, ভার্য্যা। গৃহী দেখ ; গৃহিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। গ্রহণীরোগ। গ্রাম্য ভাষা।

গৃহিণীপণা—গিন্নীর কাজ। বঙ্গীয় চলিত শব্দ

গৃহী (গৃহিন্)—গৃহস্থাশ্রমী, গৃহস্থ ; গৃহকর্ত্তা। গৃহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। স্ত্রী গৃহিণী।

গৃহীত—গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ ; লওয়া হইয়াছে এরূপ ; সাক্ষাৎকৃত ; ধৃত ; আত্মসাৎকৃত ; স্বীকৃত ; প্রাপ্ত, অভ্যস্ত ; জ্ঞাত। গ্রহ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গৃহীত-গর্ভা—গুর্ব্বিণী, গর্ভবতী, গর্ভলক্ষণাক্রান্তা। গৃহীত হইয়াছে গর্ভ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

গৃহীত-বেতন—১। বেতন গ্রহণ করিয়াছে এরূপ, যে মাহিয়ানা লইয়াছে ; বেতন-গ্রাহী। গৃহীত হইয়াছে বেতন যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -বেতনা। ২। কর্ম্মচারী, দাস। সং ; পু।

গৃহীতা—গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ স্ত্রী। গৃহীত দেখ ; গৃহীত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। দলিলপত্রাদিতে "গ্রহণকর্ত্তা" অর্থে গৃহীতা লিখিত হয়, এমন কি কোন কোন অভিধানেও ঐরূপ আছে। কিন্তু উহা নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। গ্রহণকর্ত্তা অর্থে "গ্রহীতা" হইবে, "গৃহীতা" নহে।

গৃহ্য—১। গুহ্যদেশ। সং ; ক্লী। ২। গৃহপালিত পশ্বাদি। সং ; পু। ৩। অধীন, আয়ত্ত ; স্বপক্ষ, দলভুক্ত। গ্রহ (গ্রহণ করা)+ ক্যপ্ র্ম্ম। ৪। গৃহোৎপন্ন। গৃহ+য্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গৃহ্যা।

গৃহ্যা—১। আয়ত্তা, ইত্যাদি। গৃহ্য দেখ। গৃহ্য +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গণ্ডগ্রামের প্রান্তস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম। সং ; স্ত্রী।

গে—১। স্ত্রীলোকের সম্বোধন, হে, রে, লো, ওলো। হিন্দী। ২। বাঙ্গালা 'গিয়া' পদের সংক্ষেপ। ব্য।

গেআন, গেয়ান—জ্ঞান, বোধ, বুদ্ধি। প্রা, ক।

গেও—গেল, গমন করিল। প্রা, ক। ক্রি।

গেঁজ—অঙ্কুর, কল ; ওলের গাত্রলগ্ন মুখী ; গোদের উপরিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ। দেশজ।

গেঁজলা—গাঁজলা, গাঁজা, নবপ্রসূতা গবীর ফেনিল দুগ্ধবিকার। দেশজ। সং।

গেঁজা—গাঁজা (তাহা দেখ) ; গেঁজলা, নবপ্রসূতা গবীর ফেনিল দুগ্ধবিকার। দেশজ। সং।

গেঁজিয়া, (গেঁজে)—জালের মত বুনান কিংবা কাপড়ের লম্বা সরু থলি। দেশজ। সং।

গেঁজেল—গাঁজিয়াল দেখ।

গেঁট—১। নিশ্চিন্ত, সন্তুষ্ট। বিণ। ২। [illegible], একত্র, এক, নিকট। দেশজ। সং।

গেঁড়া—১। খর্ব্বাকার, বেঁটে। বিণ। ২। অপহরণ, চুরি, গোপনে সরান। দেশজ। সং।

গেঁড়ি—গণ্ডলি বা গুগ্‌লি। দেশজ। সং।

গেঁদা—স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ বা পুষ্পবিশেষ। সং।

গেঁয়ে, গেঁয়ো—গ্রাম্য, গ্রামসম্বন্ধীয়। দেশজ।

গেঙান, গেঙ্গান—গোঁ গোঁ করা। ক্রি।

গেছো, গাছুয়া—গাছে চড়িতে দক্ষ, গাছে বাস করে যে। বিণ।

গেজেট—সংবাদপত্র। ইং (Gazette)। সং।

গেট—ফটক, বাহদ্বার। ইং (Gate)। সং।

গেটে (Johann Wolfgang Von Goethe)—জর্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিত। ফ্রাঙ্কফোর্ট অন দি মেন (Frankfort on the Main) সহরে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৮শে আগষ্ট ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জর্ম্মাণ সাহিত্য-জগতে ইঁহার নাম সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। গদ্যে পদ্যে নাটকে ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার ফাউষ্ট (Faust) নামক নাট্যকাব্য জগদ্বিখ্যাত। এই গ্রন্থখানি ৬০ বৎসরের অত্যাধিক চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল। শকুন্তলা পাঠ করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে গেটে যে কবিতা রচনা করেন, তাহা ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া অনেকের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। ইংরাজী অনুবাদটি পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল ;—

"Wouldst thou the young year's blossom
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee, O Sakuntala !
and all at once is said."

শকুন্তলা-প্রশংসাত্মক মূল কবিতা পাঠে জর্মণ দেশবাসিগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের অনুরাগ বিস্তৃতভাবে বর্দ্ধিত হয়। উইমার (Weimar) নগরে ১৮৩২ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ গেটে ইহলোক ত্যাগ করেন। অনেক পণ্ডিতের মতে, গেটে বড় কি সেক্সপীয়র বড়, এ সমস্যা নিরাকৃত হয় নাই।

গেড়ু—কন্দুক, ক্রীড়াগোলক, ভাঁটা। গেণ্ডু শব্দের অপভ্রংশ। সং। [প্রা, ক। সং।

গেড়ুয়া—গুচ্ছ, স্তবক, থোলো, থকা, তোড়া।

গেণ্ডু—গেণ্ডুক, কন্দুক। সং; পু।

গেণ্ডুক, গেণ্ডূক—কন্দুক, ক্রীড়াগোলক, গোলা, ভাঁটা, বল্। সং; পু।

গেণ্ডুয়া—গেণ্ডু, কন্দুক, ভাঁটা। প্রা, ক। সং।

গেণ্ডুলীলা—কন্দুকক্রীড়া, ভাঁটাখেলা, বল্-খেলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী

গেবে—টেবিলের নীচের বাক্স (drawer)। সং।

গেয়—১। যাহা গাহিতে হইবে, গান করিবার যোগ্য। গৈ (গান করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গেয়া। ২। গীত। সং; ক্লী।

গেয়ান—জ্ঞান। প্রা, ক। | অপভ্রংশ।

গেরো—কুগ্রহ, কুগ্রহের ফল। সং। গ্রহ শব্দের

গেরণ—সূর্য্যের বা চন্দ্রের গ্রহণ। গ্রহণ শব্দের অপভ্রংশ। সং। [কর্ত্তা। সং।

গেরস্ত, গিরস্ত—গৃহস্থ, (গৃহের) স্বামী বা

গেরি—গিরি-গাত্রের লাল মাটিবিশেষ। (Red ochre)। সং।

গেরুয়া—১। গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত। বিণ। ২। গৈরিক, গিরিমাটী; গৈরিক বসন। দেশজ। সং।

গেরেফতার—ধৃত। বৈদেশিক। বিণ।

গেরেফতারী—ধরিবার। বৈদেশিক। বিণ।

গেরো—১। গ্রন্থি, গাঁইট, গিরা। দেশজ। ২। অশুভ, অমঙ্গল, আপদ, উৎপাত, বালাই। গ্রহ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

গের্দ্দ—চতুঃসীমা, হর্দ্দ; সিঞ্জিল, গোচ; আয়ত্ত। বৈদেশিক।

গেল—গত, অতীত। বিণ। [ক্রি

গেলা—গিলা, গ্রাস করা, পাওয়া। দেশজ।

গেলাঙ—গেলাম, যাইলাম। প্রা, ক। ক্রি।

গেলান—গিলান, গ্রাস করান, খাওয়ান; প্রবেশিত করা, বসান। দেশজ। ক্রি।

গেলাস—লম্বা ঢঙ্গের প্রায় চোঙ্গের মত পানপাত্র। ইং (glass)। সং।

গেলি—১। [তুই] যাইলি বা গমন করিলি। দেশজ। ২। গেল, যাইল। প্রা, ক। ক্রি। ৩। ছাপাখানায় সাজান অক্ষর সকল রাখিবার আধার। ইং (galley)। সং।

গেলেপ—আবরণ, লেপ; একসঙ্গে দুই খণ্ড মোটা চাদর। বৈদেশিক। সং।

গেস—বায়বীয় পদার্থ। ইং (gas)। সং।

গেহ—গৃহ। গ শব্দ (গণেশ, ইত্যাদি)—ঈহ (ইচ্ছা করা)+অল্ র্ম্ম। প্রকৃতপক্ষে গ্রহ ধাতুজাত ও নিপাতনে সিদ্ধ। সং; ক্লী।

গেহা—গেহ, গৃহ। প্রা, ক। সং।

গেহী (গেহিন্)—গৃহী, গৃহস্থ। গেহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

গেহেনদী, গেহেশূর—১। কাপুরুষ, অক্ষম ব্যক্তি। সং; পু। ২। স্বগৃহে থাকিয়া আত্মশ্লাঘী। বিণ।

গৈরিক—১। গিরিজাত। গিরি+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৈরিকী। ২। গিরিমাটী; স্বর্ণ। সং; ক্লী।

গৈরিকবসন—গিরিমাটী দ্বারা রঙ্গকরা কাপড়। গৈরিকরঞ্জিত বসন, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গৈরিকবসনধারী (-ধারিন্)—গৈরিক বসন পরিধানকারী, গিরি মাটীর ছোপান কাপড় পরা। গৈরিক বসন ধারণ করে যে এই বাক্যে উপ; গৈরিকবসন—ধৃ+ণিন্ ক। বিণ। পু। স্ত্রী,—ধারিণী।

গৈরিকবসনাবৃত—গেরুয়া কাপড়ে আচ্ছাদিত। গৈরিক বসন দ্বারা আবৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বৃতা।

গৈরেয়—১। গিরিসম্বন্ধীয়, গিরিজাত, পার্ব্বত্য। গিরি+ঢেয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৈরেয়ী। ২। শিলাজতু। সং; ক্লী।

গৈবি, গৈবী—গোপন; দাবা খেলার চক না দেখিয়া অন্তরাল হইতে চাল বলিয়া দিয়া অন্যের দ্বারা খেলা। দেশজ।

গো—১। বৃষ, গরু; পশু; স্বর্গ; রশ্মি; বজ্র, চন্দ্র; সূর্য্য; গোমেধ যজ্ঞ; ঋষভ নামক ঔষধ; লোম; ঋষিবিশেষ। গম +ডো ক। সং; পু। ২। ধেনু, গাভী; চক্ষু; বাণ; দিক্; বাণী, বাক্য; পৃথিবী; মাতা। সং; স্ত্রী। ৩। লোম; জল। সং; পু বা ক্লী ৪ বাঙ্গালা সম্বোধন বা জিজ্ঞাসাসূচক পদ। ব্য।

গোআরী—কাতর প্রার্থনা। প্রা, ক।

গোই—গোপন করিয়া, আচ্ছাদন করিয়া, ঢাকিয়া; সঙ্কুচিত করিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

গোঁ—১। অনুকরণ শব্দ। ব্য। ২। ঝোঁক, রোক, জিদ। দেশজ। সং।

গোঁআন, গোঁয়ান, গোঙান—গমন করা; অনুগমন করা; যাওয়ান, যাপন করা, কাটান। গ্রাম্য। প্রা, ক। ক্রি।

গোঁগানা—গোঁ গোঁ শব্দকারী। প্রা, ক। বিণ।

গোঁজ—একমুখ সরু খুঁটা। দেশজ। সং।

গোঁজলা—গবাক্ষরন্ধ্র, প্রাচীরগাত্রে গোলাকার ছিদ্র। দেশজ। সং।

গোঁজলা গুঁই—প্রাচীন কবিওয়ালা। ইঁহার জন্মকালাদির বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার কোন কোনও গান অতি সুন্দর। ইঁহার একটি গান এইরূপ—

এসো এসো চাঁদবদনি,
এ রসে নীরস করো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি যে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।

গোঁজা—যাহা কিছু অন্য বস্তুর ভিতরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়; ঘরের চালের ফাঁক জায়গায় যে খড় গুঁজিয়া দেওয়া যায়। দেশজ। সং।

গোঁজা-মিল—হিসাবের মিল না হইলে যেখান সেখান হইতে কিছু আনিয়া গুঁজিয়া দিয়া মিলকরণ। দেশজ। সং।

গোঁড়—উন্নত নাভি। প্রাদেশিক। সং।

গোঁড়া—১। গোড়বুক্ত, উন্নত-নাভিবিশিষ্ট; একপ্রকার অত্যম্ল লেবুর জাতি-পরিচায়ক; কঠোর শাস্ত্রবিশ্বাসী, নৈষ্ঠিক, নিষ্ঠাবান্; অলৌকিক শক্তিবিশ্বাসী; অত্যধিক পক্ষপাতী; অতি ভক্ত বা অনুরক্ত; স্তাবক, চাটুকার। বিণ। বি, গোঁড়াম, গোঁড়ামি। ২। গোড়া, মূল। দেশজ। সং।

গোঁৎ—১। ডুবের অনুকরণ-শব্দ। ব্য। ২। অধোমস্তকে মজ্জন। দেশজ। সং।

গোঁপ, গোঁফ—মোচ, পুরুষের ওষ্ঠের উপরিস্থ লোম। গুম্ফ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

গোঁপ খেজুরে—একান্ত অলস, গোঁপের উপর পতিত খেজুরটাও হাতে করিয়া মুখের ভিতরে দিতে নারাজ। দেশজ। বিণ।

গোঁফ—গোঁপ দেখ। [বোবা। দেশজ। বিণ।

গোঁয়া, গোঙা, গোঙ্গা—বাক্শক্তিহীন, মূক,

গোঁয়ান—গোঁআন দেখ।

গোঁয়ার, গোঙার—অবিবেকী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, হঠকারী, দুর্দ্দম; একরোকা, একগুঁয়ে। দেশজ। বিণ। বি, গোঁয়ারতুমি।

গোসাই, গোসাঞী—প্রভু, ঠাকুর; সম্প্রদায়গত বা বংশগত পদবী। গোস্বামী শব্দের অপভ্রংশ। সং।

গোকর্ণ—১। বিতস্তিপরিমাণ, বিঘৎ। গোর কর্ণপরিমাণ, ৬তৎ। ২। অশ্বতর; মৃগবিশেষ; সর্প; তীর্থবিশেষ, ইহা পরশুরাম তীর্থ নামেও খ্যাত এবং মালবদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত [কাহারও কাহারও মতে এই তীর্থ হিমালয়স্থিত], সূর্য্যবংশীয় ভগীরথ এই স্থানে তপস্যা করেন। গোর কর্ণের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। সং; পু।

গোকল—গ্রোগ্রাস ; ব্রতবিশেষে গরুকে যে ঘাস খাইতে দেওয়া হয়। গোকবল শব্দের অপভ্রংশ। সং।

গোকবল—গোকল (তাহা দেখ)। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; পু।

গোকিল, গোকীল—লাঙ্গল ; মুষল। ৬তৎ।

গোকুল—১। গোসমূহ ; গোষ্ঠ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। যুক্তপ্রদেশস্থ মথুরা জেলায় অবস্থিত পুরাণ-প্রসিদ্ধ নগর, যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই গোকুলেই নন্দালয়ে বসুদেব সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে রাখিয়া যশোদাপ্রসূত কন্যাকে মথুরায় লইয়া যান। গোকুল শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাস্থল। এইখানেই পুতনা-বৎসাসুর প্রভৃতি কতকগুলি কংসচর তৎকর্তৃক নিহত হয়। গোকুলের অপর নাম নন্দীশ্বর। এখানে নন্দালয়, গর্গমুনি, নন্দ গোপের পিতা পর্জ্জন্য গোপ, উগ্রসেন প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক লোকের মূর্ত্তি ও নানা দৃশ্য তীর্থযাত্রীরা দর্শন করিয়া থাকেন। এখানে কংস প্রেরিত চরগণের উপদ্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, এবং যথেষ্ট তৃণক্ষেত্রের অভাবে গোগণের খাদ্য সংগ্রহের কষ্ট উপস্থিত হইলে নন্দ গোপ সপরিবারে এবং স্বজনগণ-পরিবৃত হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস স্থাপনা করেন। গোকুল হিন্দুগণের, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের একটি দর্শনীয় পুণ্যস্থান। এই স্থানে বল্লভাচার্য্য স্বীয় মত প্রথমে প্রচারিত করেন বলিয়া কথিত আছে।

গোকুলদাস তেজপাল—জন্ম ১৮২২ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার পিতা বাল্যকালে বোম্বাই সহরে সামান্য ফেরিওয়ালা ছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি এবং তাহার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোকুলদাসকে কিছু সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। গোকুলদাস ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন এবং মৃত্যুকালে অনেক টাকা দান করিয়া যান ; তাঁহার নামসংশ্লিষ্ট হাঁসপাতাল বোম্বাই সহরে তাঁহার বদান্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। অনেকগুলি বিদ্যালয়ও গোকুলদাসের অর্থে পরিচালিত হইতেছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গোকুলদাসের মৃত্যু হয়।

গোকুলধাম (-ধামন্)—গোকুল নামক গ্রাম। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গোকুলনাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

গোকুলেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। গোকুলের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

গোকৃত—গোময়,গোবর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোক্ষীর—গোদুগ্ধ,গরুর দুধ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোক্ষুর, গোখুর—১। গরুর খুর। ৬তৎ। ২। স্বনামখ্যাত কণ্টকগুল্মবিশেষ ; সর্পবিশেষ, গোখুরা সাপ। গোর ক্ষুরের ন্যায় চিহ্ন আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

গোখেল, গোপালকৃষ্ণ (Gopal Krishna Gokhale)—জন্ম কোলাপুরে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার পিতা ধনশালী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ইঁহাকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোখেল ডেকান এডুকেশন সোসাইটি (Deccan Education Society) নামক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সোসাইটির নিয়ম এই যে, সভ্যগণ ৭৫, টাকা বেতনে ২০ বৎসরের জন্য ফার্গুসন্ (Fergusson) কলেজে অথবা সোসাইটির অধীন অন্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করিবেন। ২০ বৎসরের শেষে ত্রিশটি টাকা পেন্‌সন স্বরূপ লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। সোসাইটি ইহাদের জন্য ৩০০০, টাকা মূল্যের জীবনবীমা করিয়া দিবেন এবং বীমার সাময়িক দেয় টাকা সোসাইটি হইতে দেওয়া হইবে। গোখেল ১৮ বৎসর এই নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। দুই বৎসর বাকি ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যকালে কখন অবসর লন নাই বলিয়া এই দুই বৎসর কার্য্যকালভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ইনি কেবল শিক্ষাকার্য্যে শক্তি ব্যয় করেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রেও এই সময়ে প্রবেশ করেন। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পুনা সার্ব্বজনিক সভার ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ইনি এই সভার সম্পাদকতাও করিতেন। পরে ডেকান সভা স্থাপিত হইলে গোখেল তাহার সম্পাদক হন। "সুধাকর" নামক একখানি ইঙ্গ মারাঠী সাপ্তাহিক পত্র চারি বৎসর ধরিয়া অন্যের সহযোগিতায় পরিচালিত করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন পুনা সহরে জাতীয় মহাসমিতির ১১শ অধিবেশন হয়, তখন গোখেল উহার অন্যতম সম্পাদকের কার্য্য করেন। ইনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েল্‌বি (Welby) কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যয়সম্বন্ধে আলোচনা করা ঐ কমিশনের উদ্দেশ্য। ইনি সাক্ষ্য এবং বিরুদ্ধবাদীর উত্তর প্রদানে যেরূপ যোগ্যতা ও নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন,তাহাতে ইঁহার এবং ইঁহার দেশের সম্মান সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০০ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইনি বম্বে ব্যবস্থাপক সভার এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং পরে আরও বহুবার হইয়াছিলেন। ইনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অর্থনীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৎসর বড়লাটের সভায় বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র (Budget) আলোচিত হইবার সময়ে গোখেল তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লর্ড কর্জ্জনও ইঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইঁহাকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান উপলক্ষে লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছিলেন—"আমি ইচ্ছা করি, ভারতবর্ষ আপনার ন্যায় আরও সুসন্তান দ্বারা সেবিত হউন।" রাজনীতির উন্নতিকল্পে ইনি ভারতের প্রায় সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্রই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে জাতীয় সভার অধিবেশনে ইনি সভাপতিরূপে বরিত হন। ঐ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন সারভ্যাণ্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া (Servants of India) সোসাইটী ইঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়। সভার উদ্দেশ্য—বৈধ উপায়ের দ্বারা ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন। এই সভার উন্নতিকল্পে গোখেল অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যান ও তথায় অনেক সভা সমিতিতে ভারতের অভাব ও অভিযোগ বিশদভাবে বিবৃত করেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ইঁহার রাষ্ট্রনীতিসম্বন্ধে মত "নরম" দলের ন্যায় হইলেও ইনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। ইঁহার ভাষা ধীর ও সংযত এবং যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগাদি-বহুল ; সুতরাং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে উহা কথিত বা লিখিত হইত, তাঁহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিত। ইনি মারহাট্টা ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাণাডের শিষ্য ছিলেন। গোখেল দেশহিতৈষিতা, নির্ভীকতা, নিঃস্পৃহতা ও আড়ম্বরশূন্যতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। ভারতীয় সামান্য লোক হইতে ভারতসচিব পর্য্যন্ত সকলেরই ইনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ভারতের সরকারী সর্ব্বপ্রকার চাকুরি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যে "পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশন" প্রতিষ্ঠিত হয়, গোখেল তাহার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। পরে উক্ত কমিশনের তদন্ত শেষ হইলে উহার কার্য্যসমাপনের নিমিত্ত ইনি পুনরায় বিলাতে গমন করেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পুনঃ নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং ঐ স্থানেই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি

কলেবর পরিত্যাগ করেন। ভারতমাতার গোখেদের ন্যায় সুসন্তান অতি বিরল।

গোখাদক—১। গোমাংসভোজী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গোখাদিকা। ২। যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি। সং; পু।

গোখুর—গোক্ষুর দেখ। [স্ত্রী।

গোগৃহ—গোশালা, গোয়ালঘর। ৬তৎ। সং;

গো-গোষ্ঠ—গরু থাকিবার স্থান; গরু চরিবার মাঠ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোগ্রন্থি—করীষ, শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে; গোষ্ঠ। ৬তৎ। সং; পু।

গোগ্রাস—প্রায়শ্চিত্তানন্তর গোজাতির তৃপ্ত্যর্থক প্রদত্ত ঘাস; গোবৎ গ্রাস; গরুর গ্রাসের ন্যায় গ্রাস, এক একবারে অধিক পরিমাণে তাড়াতাড়ি গিলন। ৬তৎ। সং; পু।

গোঘাতক—১। গোহত্যাকারী, গরুর প্রাণনাশক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গোঘাতিকা। ২। কসাই, যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি। সং; পু।

গোঘৃত—গব্যঘৃত, গাওয়া ঘি; বৃষ্টি। গোজাত ঘৃত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গোঘ্ন—১। গোহত্যাকারী; গো হনন করে যে এই বাক্যে উপ; গো—হন (বধ করা) +টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গোঘ্নী। ২। অতিথি। যাহার জন্য গো হনন করা হয় এই বাক্যে উপ; গো—হন+টক্ সম্প্র। [পূর্ব্বকালে অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে মধুপর্কের নিমিত্ত গোবধ করা হইত, এই কারণে অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে]। সং; পু।

গোঙা—গোঁয়া দেখ।

গোঙান—১। গোঁগোঁ শব্দ করা, কাতরান। দেশজ। ২। গোঁয়ান, যাপন করা, কাটান; গমন করা; অনুগমন করা। প্রা, ক। ক্রি।

গোঙার—গোঁয়ার দেখ।

গোঙ্গা—গোঁয়া দেখ। [দেশজ। ক্রি।

গোঙ্গান—গোঁ গোঁ শব্দ করা, কাতরান।

গোচন্দন—গোরোচনা। সং; স্ত্রী।

গোচর—১। ইন্দ্রিয়ের বিষয়; বিষয়; আশ্রয়; স্থান; গোচারণ স্থান। গো শব্দ—চর+টক্ ক। সং; পু। ২। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত; স্থিত, আশ্রিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গোচরী। [সং; স্ত্রী।

গোচর্ম্ম (—চর্ম্মন্)—গরুর চামড়া। ৬তৎ।

গোচা, গোছা—গুচ্ছ, স্তবক, আঁটি, তাড়া, তন্না, বাণ্ডিল। দেশজ। সং।

গোচারক—গোপালক, গোরক্ষক, রাখাল। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গোচারিকা।

গোচারণ—গরুকে ঘাস খাওয়ান, গরু চরান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোচিকিৎসক—গোবৈদ্য, গরুর রোজা। ৬তৎ। সং; পু।

গোছ—১। গুচ্ছ, আঁটি, তাড়া; পাণের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা। সং। ২। সুবিন্যস্ত, সিজিল, সজ্জিত। দেশজ। বিণ।

গোছা—গোচা দেখ।

গোছাল—সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল, সিজিল; বিন্যাসপটু; চতুর, নিপুণ; সঞ্চয়ী, মিতব্যয়ী; হিসাবী; সঙ্গতিশালী। দেশজ। বিণ।

গোজাত—গব্য (ঘৃতাদি); স্বর্গোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

গোজাতি—গরুর জাতি বা শ্রেণী। ৬তৎ।

গোজাতীয়—গোজাতি-সম্বন্ধীয়; গরুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গোজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি

গোট, গোঠ—১। গোচারণের মাঠ। গোষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ। ২। কটিভূষণবিশেষ। দেশজ। সং।

গোটা—১। সমগ্র, অভগ্ন, অখণ্ড, আস্ত, আরম্ভ। বিণ। ২। কাপড়ে লাগাইবার জরি বা ঠাঁসরা বা ঝালর। সং। বাঙ্গালা সংখ্যাবাচক শব্দ। দেশজ।

গোটিক—গুটিক, একজন, একটা। প্রা, ক।

গোঠ—গোট দেখ।

গোড়—চাল, চলন, ভঙ্গী, ভাব; অভিপ্রায়, মতলব, মত। দেশজ। সং।

গোড়া—মূল, শিকড়, জড়; আদি, উদ্ভব, সূত্রপাত, সুরু, প্রথম। দেশজ। সং।

গোড়ান—গোড়ায় আসিয়া দাঁড়ান, পরিণত হওয়া, পরিণামে দাঁড়ান; ফলে হওয়া; নিকটবর্ত্তী হওয়া। দেশজ। ক্রি।

গোডিম—জন্মকালে পাখীর গুহ্যদেশে যে অণ্ডাকার মাংসপিণ্ড থাকে, পাখী বড় হইলে উহা লুপ্ত হয়। সং।

গোণী—থলিয়া, গুন; বস্তা; পরিমাণবিশেষ। গুন+অন্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গোণ্ড—১। নীচ জাতিবিশেষ। গুন্ড (পেষণ করা, ইত্যাদি)+অন্ ক। ২। বর্দ্ধিত নাভি, গোঁড়। গোর ন্যায় অণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু

গোৎ, গোত—গতি, উপায়, আশ্রয়, অবলম্বন। গতি শব্দের অপভ্রংশ। সং।

গোতম—১। গোশ্রেষ্ঠ। গো শব্দ+তম উৎকর্ষার্থে। ২। ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা জনৈক মুনি। সং; পু।

গোতীর্থ—তীর্থবিশেষ; গোচারণ স্থান, গোষ্ঠ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী

গোত্র—১। কুল, বংশ; কুলপ্রবর্ত্তক ঋষি, যথা—ভরদ্বাজ, কশ্যপ ইত্যাদি; নাম; বন; ক্ষেত্র; পথ, ছত্র, গোগৃহ। গো শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। সং; স্ত্রী। ২। পর্ব্বত। গো (পৃথিবী)—ত্রৈ+ড ক। সং; পু। ৩। কুৎসিত। বিণ; ত্রি।

গোত্রজ—বংশোদ্ভূত; বংশীয়। গোত্র হইতে জন্মে যে এই বাক্যে উপ; গোত্র (বংশ)—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গোত্রজা।

গোত্রপ্রধান—হিমালয়। গোত্রের (পর্ব্বতের) প্রধান, ৬তৎ। সং; পু।

গোত্রভিৎ (—ভিদ্)—ইন্দ্র। গোত্র ভেদ করে যে এই বাক্যে উপ; গোত্র (পর্ব্বত)—ভিদ (ভেদ করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

গোত্রা—১। কুৎসিতা। গোত্র দেখ। গোত্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গো-সমূহ। গো (গরু)+ত্র সমূহার্থে+আপ্। ৩। পৃথিবী। গোত্র (পর্ব্বত)+অ অস্ত্যর্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

গোদ—শ্লীপদ, পাদশোথ। দেশজ। সং।

গোদন্ত—১। গরুর দাঁত। ৬তৎ। সং; পু। ২। হরিতাল। সং; স্ত্রী।

গোদা—১। গোদাবরী নদী। গো (স্বর্গ, জল)—দা (দেওয়া)+কিপ্ ক। সং; স্ত্রী। ২। স্থূল, মোটা; প্রধান; নেতা। বিণ। ৩। সর্দ্দার, নায়ক, দলপতি; বানর যূথপতি। দেশজ। সং।

গোদান—১। গরুপ্রদান। ৬তৎ। ২। কেশান্ত সংস্কার, কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কার। গো (কেশ)—দো (ছেদন করা)+অনট্ অধি। সং; স্ত্রী।

গোদানি, গোদানী—উর্দ্ধি। হিন্দী। সং।

গোদারণ—কুদ্দাল; লাঙ্গল। গো (পৃথিবী)—দারি+অনট্ ণ। সং; স্ত্রী।

গোদাবরী—১। দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ নদী। গো শব্দ (স্বর্গ বা জল)—দা (দেওয়া)+বনিপ্ ক গোদাবন্, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্; যে নদীতে স্নান করিলে স্বর্গ লাভ হয়, অথবা যে নদী উৎকৃষ্ট জলদান করে, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; স্ত্রী।

এই নদীটি পশ্চিম ঘাটে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বঘাটে শেষ হইয়াছে। মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল। ধলেশ্বর নামক স্থান হইতে গোদাবরী গৌতমী ও বশিষ্ঠা নামে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। গৌতমী হইতে আবার তিনটি শাখা প্রবাহিত হইয়াছে, যথা—তুল্যা, আত্রেয়ী ও ভারদ্বাজী। আর বশিষ্ঠা হইতে বৃদ্ধ গৌতমী ও কৌশিকী নামে দুইটি শাখা প্রবাহিত। এই সপ্ত স্রোত যেখানে সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গম স্থলের নাম সপ্ত গোদাবরী। এই সঙ্গমস্থল দাক্ষিণাত্যে পরম পুণ্য তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গোদাবরীর জন্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান এইরূপ:—সপত্নী গঙ্গাকে স্বামী

মস্তকে ধারণ করেন, দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিতা পার্ব্বতী পুত্র গণেশকে মনোবেদনা জানাইয়া প্রতিকার করণে অনুরোধ করেন। গণেশ ভ্রাতা কার্ত্তিকেয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গৌতম মুনির আশ্রমে উপনীত হন। গৌতমকে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া কার্ত্তিকেয় গাভী-রূপ ধারণ করিয়া শস্য নষ্ট করিতে থাকেন। একদিন গৌতম তাড়না করায় গাভী ছুটিয়া পলাইবার সময়ে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুর ভাণ করে। তদ্দর্শনে গণেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া "গৌতম গোহত্যা করিয়াছে" সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ ঘোষণা করেন এবং পাপক্ষালন জন্য মুনিকে মহাদেবের আরাধনা করিয়া গঙ্গাকে আনাইয়া মৃত গাভীর প্রাণদান করিবার পরামর্শ দেন। গৌতম তদনুসারে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া গঙ্গাকে আনয়ন করেন এবং তদ্বারি স্পর্শে গাভীর প্রাণদান করেন। মুনির প্রার্থনায় মহাদেব গঙ্গারূপিণী গোদাবরীর তীরস্থ সকল স্থানকেই পবিত্র বলিয়া ঘোষিত করেন, এবং লিঙ্গরূপে স্থানে স্থানে বিরাজ করিতে প্রতিশ্রুত হন। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গানদীই ভূগর্ভ দিয়া গোদাবরীর সহিত মিলিত আছে।

২। মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ একটি জেলা। এই জেলাটি পূর্ব্বে অন্ধ্র সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এখানে বহুকাল যাবৎ চালুক্য নরপতি, রেদ্দিওয়ার প্রভৃতি নামধেয় সামন্তরাজগণের সহিত আদিম অধিবাসী-দিগের যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৪৭১—৭৭ খৃঃ অব্দে মুসলমানগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া সেই যুদ্ধের অবসান করে। ১৫১৬ খৃঃ অঃ বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া কিছু-দিনের জন্য হিন্দুরাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর কুতবসাহী রাজগণ প্রদেশটি পুনরধিকার করেন। ১৬৮৭ অব্দে মোগল সম্রাট্ স্থানীয় রাজত্ব বিলুপ্ত করিয়া এখানে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তিনি এই জেলাটি গোলকুণ্ডার সুবার অন্তর্গত করিয়া রাজমহেন্দ্রীর নবাবের অধীন করিয়া দেন। এই সময় নিজাম আসফজা এই জেলার শাসন ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে জেলাটি ফরাসীদিগের এবং পরে মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে আসে। এই জেলায় অবস্থিত কণ্ডোর নামক স্থানে ইংরাজ ও ফরাসী মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার ফলে এই জেলা সমেত উত্তর 'সরকার' ইংরাজ হস্তে আসে। ১৮২৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ নিজামকে এই 'সরকার' অধিকার জন্য বাৎসরিক কর দিতেন। পরে তাঁহাকে এককালীন অর্থ দানে প্রদেশটি স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। এই জেলাতেই মসলিপাটাম ও কোকনদা অবস্থিত। মসলিপাটাম নস্তর জন্য প্রসিদ্ধ। কোকনদা একটি বন্দর। কথিত আছে, কোকনদার সন্নিকটস্থ সমুদ্রে শ্রীমন্ত সওদাগর "কমলে-কামিনী" দর্শন করিয়াছিলেন।

গোদুগ্ধ—গরুর দুধ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গোদুহ—১। গো-দোহনকারী, দুগ্ধদোহক, দোয়াল। উপ ; গো—দুহ্ + ক ক। বিণ ; ত্রি। ২। ঘোষ, গোপ, গয়লা। সং ; পু।

গোদোহ—গোদোহন (তাহা দেখ)। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

গোদোহন—গরুর দুধ দুহিয়া লওয়া। ৬তৎ।

গোদোহনী—গাই দোয়ার ভাঁড় বা কেঁড়ে। গো (গরু)—দুহ (দোহন করা) + অনট্ অধি + ঙ্গপ্। সং ; স্ত্রী।

গোদ্রব—গোমূত্র, চোনা। গোনিঃসৃত যে দ্রব, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; পু।

গোধন—গরুরূপ ধন। রূপক কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গোধর—ভূধর, পর্ব্বত। গোর (পৃথিবীর) ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পু।

গোধা—গোসাপ। গুধ (বেষ্টন করা) + অন্ ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

গোধাঙ্গুলিত্র—গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র (অঙ্গুস্তানা বা দস্তানা)। মধ্য কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গোধি—১। গোধা, গোসাপ। গুধ (বেষ্টন করা) + ইন্ ক। সং ; পু বা স্ত্রী। ২। ললাট, কপাল। গো (চক্ষু)—ধা (ধারণ করা) + ইন্ ক। সং ; পু।

গোধিকা—গোধা, গোসাপ। গোধা + কন্ স্বার্থে + আপ্। সং ; স্ত্রী।

গোধূম—গম শস্য। গুধ্ + উম ক। সং ; পু।

গোধূমচূর্ণ—ময়দা। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

গোধূমসার—গমের পালো। ৬তৎ। সং ; পু।

গোধূলি—সায়ংকাল, যে সময়ে গোসকল ধূলি উড়াইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয় ; ইহা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন সময়ে ধরা হইয়া থাকে, যথা—হেমন্তে ও শিশিরে যে সময় ভাস্কর পিণ্ডীকৃত হইয়া মৃদুতা প্রাপ্ত হন, গ্রীষ্মে সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে, বসন্তে ভানু অদৃশ্য হইলে, এবং বর্ষা ও শরৎকালে সূর্য্য অস্তগত হইলে পর গোধূলি হয় ; সন্ধ্যার প্রাক্কাল। গোর (গরুর) ধূলি হয় যাহাতে (যে সময়ে), বহু। সং ; পু।

গোধূলিলগ্ন—গোধূলিসময়ে বিবাহের জন্য নিরূপিত লগ্ন। গোধূলি নামক লগ্ন, মধ্য কর্ম্মধা, অথবা গোধূলিই লগ্ন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গোধ্র—ভূধর, পর্ব্বত। গো—ধৃ + ক ক। সং।

গোনর্দ্দ—সারস পক্ষী ; দেশবিশেষ ; কাশ্মীর দেশের জনৈক নরপতি। গো—নর্দ্দ (শব্দ করা) + অন্ ক। সং ; পু।

গোনর্দ্দীয়—পাণিনি মুনি। গোনর্দ্দ শব্দ + ঈয়। সং ; পু।

গোনস, গোনাস—একজাতীয় বৃহৎ সর্প। গোর নাসার ন্যায় নাসা যাহার, বহু। সং ; পু।

গোনাথ—ষণ্ড, বৃষ ; গোস্বামী ; গোপ ; ভূপতি, রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

গোনাস—গোনস দেখ।

গোপ—১। গোরক্ষক ; গোয়ালাজাতি ; ভূপতি। গো (গরু, পৃথিবী)—পা (পালন করা) + ড ক। ২। রক্ষাকারী ; ভূপ, রাজা। গুপ (রক্ষা করা) + অন্ ক। সং ; পু। [স্ত্রী।

গোপকন্যা—গোয়ালার মেয়ে। ৬তৎ। সং ;

গোপগোপিনী—গোয়ালা ও গোয়ালিনী। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

গোপত—গুপ্ত, লুক্কায়িত। প্রা, ক। বিণ।

গোপতি—ভূপতি ; গোপ ; মহাদেব ; সূর্য্য ; ইন্দ্র ; বৃষ ; শ্রীপতি। ৬তৎ। সং ; পু।

গোপথ—১। যে পথে গরু যায়। ৬তৎ। ২। স্বর্গপথ। গো (স্বর্গ) প্রাপক পথ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গোপন—লুক্কায়িত করা ; রক্ষা। গুপ্ (রক্ষা করা, ইত্যাদি) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গোপনারী—গোপের স্ত্রী, গোয়ালিনী বা গয়লানী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোপনীয়—গুপ্ত, অপ্রকাশ্য ; রক্ষণীয়। গুপ্ (রক্ষা করা) + অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

গোপরিচর্য্যা—গরুর সেবা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোপবধূ—গোপনারী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোপবল্লভ—১। গোপগণের প্রিয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গোপবল্লভা। ২। শ্রীকৃষ্ণ। গোপ বল্লভ (প্রিয়) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

গোপা—গোপন করা। প্রা, ক। ক্রি।

গোপা—শাক্যসিংহের পত্নী, কলিদেশাধিপতি দণ্ডপাণির তনয়া। ইনি অতি রূপবতী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। শাক্যসিংহের বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতা পুত্রের জন্য অশোকভাণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য রাজপুত্রীর ন্যায় গোপাও অশোকভাণ্ডের প্রার্থিনী হইয়া কপিলবস্তুতে গমন করেন। রাজকুমারের অশোকভাণ্ড নিঃশেষ হইলে ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এই অবসরে উভয়ে কথোপকথন হইলে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন শাক্যসিংহ আপনার অঙ্গুরীয় ইঁহাকে প্রদান করেন।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, গোপার পিতা বলিলেন

যে, শাক্যসিংহ বীরত্বের পরিচয় দিয়া তাঁহার কন্যার পতি হইতে পারেন। তখন শাক্যসিংহ ব্যায়াম, শৌর্য্য, বিদ্যা, রাজনীতি, শিল্প প্রভৃতির সুকৌশল প্রদর্শন করিয়া গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন। গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। [বুদ্ধ দেখ]।

গোপাঙ্গনা—গোপবধূ। গোপের অঙ্গনা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [পু।

গোপাদিত্য—কাশ্মীরদেশের জনৈক নৃপ। সং;

গোপাধ্যক্ষ—১। গোপ-প্রধান। গোপদিগের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গোপাধ্যক্ষা। ২। গোপরাজ, নন্দ। সং; পু।

গোপানসী—চাল ও ছাদের নিম্নস্থ কাষ্ঠ,পাইড়। গুপ্ (রক্ষা করা)+আনসট্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গোপায়িত—লুক্কায়িত; রক্ষিত; পরিপুষ্ট। গুপ (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গোপায়িতা। [গোপায়িত দেখ। বিণ; স্ত্রী।

গোপায়িতা—লুক্কায়িতা, রক্ষিতা; পরিপুষ্টা

গোপায়িতা (গোপায়িতৃ)—রক্ষক। গুপ (রক্ষা করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-য়িত্রী।

গোপাল—ভূপতি, রাজা; কৃষ্ণ; গোপ। গো শব্দ (গরু, পৃথিবী)-পিজন্ত পা=পালি (পালন করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

গোপাল উড়ে—কটক জেলার জাজপুর গ্রামে গোপালের জন্ম হয়। ১৮।১৯ বৎসর বয়সের সময় গোপাল কলিকাতায় আইসে। সেই সময়ে কলিকাতায় বহুবাজারে রাধামোহন সরকার নামক একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক বাস করিতেন। তাঁহার একটা সখের যাত্রার দল ছিল। গোপাল প্রথমে ফেরি করিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। পরে উক্ত রাধামোহন বাবুর যাত্রার দলে যোগ দিয়াছিল। গোপাল অতি সুকণ্ঠ ছিল। যাত্রার দলে থাকিয়া গোপাল অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুগায়ক হইল। সে বিদ্যাসুন্দরে মালিনী সাজিয়া প্রথম আসরে এমনই সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে, রাধামোহন বাবু তাহাকে দশ টাকা হইতে একেবারেই পঞ্চাশ টাকা বেতন করিয়া দিয়াছিলেন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর গোপাল দলের সমস্ত আসবাব পাইল, এবং নিজে এক দল গঠন করিল। তখন ভৈরব হালদার নামক জনৈক ব্রাহ্মণের দ্বারা সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গান রচনা ও স্বর যোজনা করাইয়া গোপাল নূতন দলের সৃষ্টি করিল। 'বাঙ্গালা দেশের এমন স্থান নাই যেখান হইতে গোপাল বায়না না পাইয়াছে'। গোপাল দেখিতে অতি সুন্দর ছিল, স্ত্রীলোক সাজিলে কেহ সহজে তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না।

গোপাল ভাঁড়—ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় "ভাঁড়" রূপে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার নামজড়িত যে সকল গল্প মুদ্রিত হইয়াছে বা লোকপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, অল্পশিক্ষিত হইলেও ইনি বেশ সুরসিক ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, এবং হাস্যরস উদ্দীপনে ইঁহার সম্যক্ শক্তি ছিল। তবে সকল গল্প যে তাঁহারই উক্তি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

গোপালক—গোরক্ষক; গোপ; শ্রীকৃষ্ণ; শিব। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী গোপালিকা।

গোপালন—গরুকে খাইতে দেওয়া ও যত্ন করা; গরু পোষা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোপালভোগ—উত্তম কদলীবিশেষ; উৎকৃষ্ট আম্রবিশেষ; ধান্যবিশেষ। দেশজ। সং।

গোপাল লাল মিত্র—ইনি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কাশীনাথ প্রসাদ মিত্র। কাশীনাথের মাতামহ রাজা দুর্লভরাম নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজস্ব-সচিব ছিলেন। গোপাল লাল পুরাতন হিন্দু-কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া সিনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বহুবাজার শাঁখারিটোলা নিবাসী গোপীনাথ সে সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৮৫৭ খৃঃ ইনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ইনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া শেষে উহার ভাইস চেয়ারম্যানের পদ লাভ করেন। ১৮৮৬ খৃঃ ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৮৯৮ খৃঃ এপ্রিল মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গোপালিকা—১। গরুর পালনকর্ত্রী। গোপালক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোপী, গয়লানী সং; স্ত্রী।

গোপালী—অপ্সরোবিশেষ, গার্গ্যমুনির ঔরসে ইঁহার গর্ভে কালযবনের জন্ম হয়। [গার্গ্য ও কালযবন দেখ]। সং; স্ত্রী।

গোপাষ্টমী—কার্ত্তিকমাসের শুক্লাষ্টমী, এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ গোপালনে নিযুক্ত হন। এই দিনে সংযত হইয়া গোপূজা, গোগ্রাসদান, গো প্রদক্ষিণ প্রভৃতি কার্য্য করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। সং; স্ত্রী।

গোপিকা—গোপবালা, গোয়ালিনী। গোপী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

গোপিকামোহন—১। গোপীগণের মুগ্ধকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু।

গোপিকারমণ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

গোপিত—রক্ষিত; লুক্কায়িত। গোপি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। [সংজ্ঞা স্ত্রী।

গোপিত্ত—গরুর পিত্ত, গোরোচনা। ৬তৎ।

গোপিনী—১। শ্যামালতা। গুপ+পিন্+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। গোপী, গোপিকা, গোয়ালিনী। দেশজ। স্ত্রী।

গোপিনীবল্লভ—১। গোপীগণের প্রিয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু। গোপিনী পদটী বিশুদ্ধ নহে, গোপী হইবে।

গোপী—গোপপত্নী, গোয়ালিনী। গোপ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [মাটী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোপীচন্দন—বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার্য্য তিলক-

গোপীজনবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। গোপীই যে জন সে গোপীজন (কর্ম্মধা); তাহার বল্লভ, ৬তৎ। সং; পু।

গোপীনাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

গোপীমোহন—১। গোপিকাদিগের মনোমুগ্ধকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু।

গোপীমোহন ঠাকুর—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। গোপীমোহন বহুভাষাবিৎ ছিলেন এবং দয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যানুরাগ, দানশীলতা প্রভৃতি বহু গুণে ভূষিত ছিলেন। ইনি সমাজের একজন বিশিষ্ট লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। দুর্গাপূজার সময় ইঁহার বাটীতে অনেক উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী আসিতেন। তাহার মধ্যে জেনারেল ওয়েলেসলি (যিনি উত্তরকালে ডিউক অব ওয়েলিংটন হইয়াছিলেন) অন্যতম। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে গোপীমোহন প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরুষানুক্রমে ইঁহার বংশের একজন উক্ত কলেজের গভর্ণর থাকিবেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বিখ্যাত পালোয়ান রাধাগোয়াল ইঁহার অধীনে নিযুক্ত ছিল। লক্ষ্মীকান্ত ও কালী মির্জ্জা নামক প্রসিদ্ধ গায়কদ্বয় ইঁহার বৃত্তিভুক্ ছিলেন। ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মূলাজোড় গ্রামে গঙ্গাতীরে দ্বাদশটী শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ীদেবী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন এবং তাঁহাদের যথোপযুক্ত সেবাদি ও অতিথি সৎকারের জন্য প্রচুর সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার ছয় পুত্র—সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। শেষোক্ত দুইজনই সমাজে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

গোপীযন্ত্র—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; ইহাতে একটী তার থাকে, একতারা। সং; স্ত্রী।

গোপীসাপ—ললিতা বিশাখাদি শ্রীরাধিকার অষ্ট সখী; অষ্টসিদ্ধি। দেশজ। সং।

গোপুচ্ছ—১। গরুর লেজ। ৬তৎ। ২। একটী বানরের নাম; হারবিশেষ। গোর পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। সং; পু।

গোপুর—১। পুরদ্বার, নগরদ্বার; দ্বার। গুপ (রক্ষা করা)+উর র্ম। ২। মুস্তকবিশেষ। গুপ+উর ণ। সং; ক্লী।

গোপুরীষ—গোময়, গোবর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গোপেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। গোপদিগের ইন্দ্র, ৬তৎ। সং; পু।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (রাজা)—ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের প্রপৌত্র এবং মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাঙ্গালা ১২৫৭ সালে (১৮৫১ খৃঃ) ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে ইনি কিছুদিন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর এবং ইনস্পেক্টার জেনারেল অব্ রেজিষ্ট্রেশনের কার্য্য করেন। শেষে ইনি হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ খৃঃ ইনি বংশানুক্রমে প্রাপ্য 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খৃঃ ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ ঈশানচন্দ্র বসুর তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার তিন পুত্র ও ছয় কন্যা

গোপেশ—১। গোপপ্রধান, নন্দ ঘোষ; গোপেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ। গোপদিগের ঈশ, ৬তৎ। ২। শাক্যমুনি, বুদ্ধদেব। গোপার ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

গোপ্তব্য—রক্ষণীয়, গোপনীয়, অপ্রকাশ্য, গুহ্য। গুপ (রক্ষা করা)+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

গোপ্তা—উড়ন্ত ঘুড়ির উলটাইয়া অধোমুখে সবেগে কিয়দ্দূর পতন। দেশজ। সং।

গোপ্তা (গোপ্তৃ)—আশ্রয়দাতা; রক্ষক। গুপ্+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী গোপ্ত্রী।

গোপ্য—১। অপ্রকাশ্য; রক্ষণীয়; গুপ্ত; গোপনীয়। গুপ+য র্ম। বিণ; ত্রি। ২। ভৃত্য; দাসীপুত্র। সং; পু।

গোপ্রচার—গোচারণস্থান। গো (গরু)-চর (বিচরণ করা)+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

গোপ্রতর, গোপ্রতার—১। গরুসকলের পার হওয়া। ৬তৎ। ২। তীর্থবিশেষ। গো প্র+তৃ+অল্, ঘঞ্ অধি। সং; পু।

গোফা—গর্ত্ত, নির্জ্জন গহ্বর; গুহা। প্রা; ক। সং।

গোব্দা—বিশ্রী স্থূল বা মোটা বা পুরু; স্ফীত, ফুলা। দেশজ। বিণ।

গোভৃৎ—মহীধর, পর্ব্বত। গো (পৃথিবী)-ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

গোমক্ষিকা—দংশ, ডাঁশ। গোক্লেশিনী মক্ষিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গোমণ্ডল—গোসমূহ, গরুর পাল; পৃথিবীমণ্ডল, মহীমণ্ডল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গোমতী—১। বহুগোশালিনী। গোমান্ দেখ। গোমৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। দুইটী নদীর নাম, যথা—(১) যুক্তপ্রদেশমধ্যস্থ; পিলিভিত জেলায় উৎপন্ন ও লক্ষ্ণৌ সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গাজিপুর জেলায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

(২) বঙ্গদেশান্তর্গত ত্রিপুরা জেলার মধ্যস্থ চাইমা ও রাইমা নাম্নী দুইটী নদীর সংযোগে ইহার সৃষ্টি। দায়ুদখানি নামক স্থানে ইহা মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। কুমিল্লা সহরটি ইহারই তীরে অবস্থিত।

গোময়—গোবর। গো+ময়ট্। সং; পু বা ক্লী। [বীজ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোমসূরিকা, গোমসূরী—গোবসন্ত; গোবসন্তের

গোমসূর্য্যাধান—গোবীজে টীকা দেওয়া (Vaccination)। গোমসূরীর আধান, ৬তৎ। সং; ক্লী।

গো-মসূর্য্যাহিত—যাহার গোবীজে টীকা দেওয়া হইয়াছে। গোমসূরীদ্বারা আহিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -হিতা।

গোমস্তা, গোমাস্তা—প্রতিনিধি কর্ম্মচারী (Agent); জমিদারের করসংগ্রাহক, তহশীলদার; মহাজনের গদির কর্ম্মচারী। বৈদেশিক। সং।

গোমাংস—গরুর মাস। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গোমাতা (-মাতৃ) ১। গোসমূহের মাতা, সুরভি। ৬তৎ। ২। গবীরূপা জননী, মাতৃসমা গাই গরু। কর্ম্মধা। ৩। কশ্যপমুনির অন্যতমা পত্নী। সং; স্ত্রী।

গোমান্ (-মৎ)—বহুগোশালী। গো+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী গোমতী।

গোমায়ু—শৃগাল; গন্ধর্ব্ববিশেষ। গো-মা (পরিমাণ করা)+উণ্ ক। সং; পু।

গোমাস্তা—গোমস্তা দেখ।

গোমী (গোমিন্)—বহুসংখ্যক গোশালী, আরাধক, উপাসক। গো+মিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী গোমিনী।

গোমুখ—১। জপমালার থলি; বিলেপন; কুটিল বাদ্যভাণ্ড, শৃঙ্গাদি; সিঁধবিশেষ। গোর মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। সং; ক্লী। ২। কুম্ভীর; প্রমথবিশেষ; যক্ষবিশেষ। সং; পু।

গোমুখী—হিমালয়ের গোমুখাকার গঙ্গাপাত গুহা; নদীবিশেষ; জপমালার থলি। গোর মুখের ন্যায় মুখ যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

গোমূত্র—গরুর চোনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গোমূত্রিকা—চিত্রকাব্যের বন্ধবিশেষ। গোমূত্র+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

গোমূর্খ—গরুর মত মূর্খ, গণ্ডমূর্খ, নিতান্ত নির্ব্বোধ বা জ্ঞানহীন। গোতুল্য যে মূর্খ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

গোমেদ—দ্বীপবিশেষ; মণিবিশেষ; সং; পু।

গোমেধ—যজ্ঞবিশেষ। গো দ্বারা মেধ (যজ্ঞ), ৩তৎ। সং; পু।

গোয়—গত করে, কাটায়, যাপন করে; গোপন করে, ঢাকে। প্রা, ক। ক্রি।

গোয়া—বোম্বে প্রদেশস্থ পর্ত্তুগীজ উপনিবেশবিশেষ। গোয়াতেই পর্ত্তুগীজগণ এসিয়া খণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে আগমন করে। এই খণ্ডে উহাদের যতগুলি অধিকৃত স্থান আছে, গোয়াই তাহাদের রাজধানী। গোয়াতে যে তিনটি জেলা খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজগণ অধিকার করে তাহাদের নাম ইল্হাস (Ilhas), বারদেজ (Bardez) এবং সালসেট্ (Salsette)। এই তিনটি জেলার সমষ্টিকে Velhas Conquistas বা পুরাতন বিজিত স্থান বলে। উত্তরকালে যে সাতটি জেলা অধিকৃত হয়, তাহাদের সমষ্টিকে Novas Conquistas বা নববিজিত স্থান বলে। ইহা ব্যতীত আঞ্জিদিব নামক দ্বীপটী এবং দামান ও দিউও গোয়ার অন্তর্গত। গোয়ার অধিবাসিগণ তিন জাতিতে বিভক্ত—খাটি ইয়ুরোপীয়, ইউরেসিয়ান (ফিরিঙ্গি) এবং দেশীয়। ইয়ুরোপীয়গণ ব্যতীত সকলেই কঙ্কণী ভাষা ব্যবহার করে। শিক্ষিতগণ পর্ত্তুগীজ ভাষা ব্যবহার করে। ইহাই সরকারী ভাষা।

মালিক কফুর কর্তৃক ১৩১২ খৃষ্টাব্দে গোয়া অধিকৃত হয়। ১৩৭০ অব্দে বিজয়নগররাজ হরিহরের প্রধান মন্ত্রী বিদ্যারণ্য মাধব গোয়া অধিকার করে। ১৪৬৯ অব্দে ইহা বামনী রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। এই রাজ্যের পতনের পর বিজাপুরের আদিলসাহী বংশ গোয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার করে। ১৫১০ অব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্ত্তুগালের সুবিখ্যাত আবুকার্ক গোয়া আক্রমণ করিয়া করায়ত্ত করেন। ঐ বৎসরের ১৫ই আগষ্ট আদিল সাহী বংশের রাজা স্থানটি পুনরধিকৃত করে। ঠিক তিন মাস পরেই আবুকার্ক মুসলমান সৈন্য পরাজিত করিয়া গোয়ায় পর্ত্তুগাল প্রভুত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজশ্রীতে গোয়া ১৬শ শতাব্দীর অন্তিমভাগে পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবনের সমকক্ষ হইয়া উঠে। তাহাতে এই একটি প্রবাদের সৃষ্টি হয়—"যে গোয়া দেখিয়াছে, তাহার আর লিসবনে যাইবার আবশ্যকতা নাই।" ১৬০৩ এবং পুনরায় ১৬৩৯ অব্দে ওলন্দাজগণ গোয়া আক্রমণ করে। উভয় বারেই উহারা বিতাড়িত হয়, এবং অধিকৃত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু যুদ্ধফলে গোয়ার সমূহ

বলক্ষয় ঘটে। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়গণও গোয়াকে আবার বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে। ১৮১৫ অব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর, ইয়ুরোপে শান্তি স্থাপিত হইলে পর্ত্তুগালরাজ গোয়ার উন্নতিকল্পে পুনর্ব্বার মনঃসংযোগ করেন।

গোয়ান—গো-শকট, গরুর গাড়ী। গো দ্বারা আকৃষ্ট যান, মণী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গোয়ারী—গোপিকা, গোয়ালিনী বা গয়লানী। প্রা, ক। সং।

গোয়াল, গোহাল—গোগৃহ, গরুর ঘর। গোশালা শব্দের অপভ্রংশ।

গোয়ালা—গোপ, গয়লা। গোপালক শব্দজ। সং; পু। স্ত্রী গোয়ালানী, গোয়ালিনী।

গোয়ালিয়র—মধ্যভারতস্থ করদ রাজ্যবিশেষ। নিজ গোয়ালিয়রের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে বিক্ষিপ্ত অনেক স্থান এই রাজ্যভুক্ত। অধুনা রাজ্যের মোট প্রসর স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ একত্র করিলে যতটা হয় তদপেক্ষা ন্যূন নয়। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রণজী সিন্ধিয়া নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয়। কথিত আছে, ইনি বালাজী পেশোয়ার পাদুকাবাহক ছিলেন। পাণিপথ যুদ্ধে (১৭৬১ খৃঃ) তদানীন্তন গোয়ালিয়রপতি প্রাণবিসর্জ্জন করিলে রণজীর দ্বিতীয় পুত্র মাহদাজী রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। নামে পেশোয়ার অধীন হইলেও ইনি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেন। ১৭৮৪ অব্দে দিল্লীর ইংরাজ কর্ত্তা ইঁহাকে স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং ইঁহার রাজধানীতে জনৈক রেসিডেণ্ট থাকিবার ব্যবস্থা করেন। ১৭৯৪ অব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে, ইঁহার ভ্রাতৃ-পৌত্র দৌলত রাও রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৯৫ অব্দে পেশোয়া মধু রাও নারায়ণের লোকান্তর গমনের পরে, মহারাষ্ট্রে অশান্তি বিরাজ করিতে থাকে; সেই অবসরে দৌলতরাও বালাজীকে পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত করেন। পরে প্রভুত্ব লইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। ভীত পেশোয়া (বালাজী) ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা দেখিয়া দৌলত রাও, বেরারের রাজা রঘুজী ভোঁসলার সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। ১৮০৩ অব্দে সরজী আর্জ্জনগাঁও নামক স্থানে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির সর্ত্তানুসারে, অন্যান্য সম্পত্তির সহিত গোয়ালিয়র ও গোহাদ দুর্গ ইংরাজের অধিকারে আসে। এই দুইটি দুর্গ লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে আসিয়া, ১৮০৫ অব্দের সন্ধির সর্ত্তানুসারে দৌলতরাওকে প্রত্যর্পণ করেন। গোয়ালিয়র দুর্গের পাদমূলে দৌলতরাও রাজধানী স্থাপন করেন।

গোয়ালিয়া (গোয়ালে)—অপুষ্পক লতাবিশেষ,—গরুকে খাওয়াইলে ইহার রস খাবান হয়। দেশজ। সং।

গোয়েন্দা—গুপ্তচর, পুলিসকে গোপনে অপরাধের ও অপরাধীর সংবাদদাতা। বৈদে।

গোর—১। কবর, শব সমাধি। বৈদেশিক। সং। ২। গোরা, গৌর, শ্বেত, সাদা; লালচে আভা; হরিদ্রাবর্ণ। প্রা, ক।

গোরক্ষক—১। গোপালনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। ভূপ, রাজা; গোপালক, রাখাল। সং; পু।

গোরক্ষনাথ, গোরখনাথ—জনৈক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী জনৈক ধর্ম্মশীল গোপের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রামস্থ অন্যান্য বালকগণের ন্যায় ইনিও বাল্যকালে গোচারণে নিযুক্ত হন।

একদিন গোরখনাথ বনে গরু চরাইতেছেন, এমন সময়ে একজন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোরখনাথ প্রণাম করিলে তিনি কিঞ্চিৎ আহারীয় চাহিলেন। বালক তাঁহাকে দুগ্ধ দান করিয়াছিল। তাহাতে তুষ্ট হইয়া তিনি কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বালক তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিলে তিনি বলিলেন, "তুমি উৎকৃষ্ট দ্রব্যাই পাইবে, কিন্তু এক সপ্তাহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে।"

অনেক কষ্টে সাধুর আদেশ পালন করিলে সকলে বালককে উন্মাদগ্রস্ত মনে করিল। পরে তাহার আত্মীয়স্বজনগণ পুনরায় সন্ন্যাসী আসিলে আরোগ্যের জন্য অনুরোধ করেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আরোগ্য হইবে, কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।" অতঃপর গোরখনাথ সন্ন্যাসীর শিষ্য হন, এবং তপশ্চরণপূর্ব্বক কিছুকাল পরে একজন সাধুপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন।

গোরক্ষপুর (বা গোরখপুর)—যুক্ত প্রদেশস্থ বিভাগ, জেলা ও সহর। পুরাকালে এই দেশটি কোশলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রামচন্দ্র এই জেলায় আগমন করিয়াছিলেন। এই জেলার সীমার অব্যবহিত বহির্ভাগে কপিলাবস্তু নগরে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই জেলার মধ্যস্থ কাশিয়া গ্রামে তাঁহার তিরোভাব ঘটে, তথায় তাঁহার একটি বৃহদাকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই জেলায় রাঠোরগণের সহিত ভার নামক আদিম জাতির সংঘর্ষ চলিতে থাকে। আনুমানিক ৯০০ খৃষ্টাব্দে ডোম হাতর নামক যুদ্ধ ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ রাঠোরগণকে গোরক্ষপুর সহর হইতে বিতাড়িত করেন। উত্তর কালে অন্যান্য আক্রমণকারিগণ ইহাদিগকেও বিতাড়িত করে। ১৫শ এবং ১৬শ শতাব্দীতে বিজেতৃগণের বংশধরেরা এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথকভাবে রাজ্য করিতে থাকে। ১৫৭৬ খৃঃ অঃ মোগল সম্রাট আকবর গোরক্ষপুর অধিকার করেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ সহরে অযোধ্যার নবাবগণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গোরক্ষপুরের রাজগণের স্বাধীনতা কেহই অপহরণ করে নাই। ১৮০১ খৃঃ ইংরাজের সহিত অযোধ্যার নবাব যে সন্ধি স্থাপনা করেন, তাহার সর্ত্তানুসারে গোরক্ষপুর ইংরাজের অধিকারে আসে। গোরক্ষপুর সহরটি আনুমানিক ১৪০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহরটি রাপ্তী নদীর বামতীরে অবস্থিত।

গোরখনাথ—গোরক্ষনাথ দেখ।

গোরখপুর—গোরক্ষপুর দেখ।

গোরস—গরুর শরীর হইতে নির্গত রস, পয়, দুগ্ধাদি। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

গোরসজ—১। দুগ্ধোৎপন্ন। গোরস শব্দজন্ + ড ক। বিণ; ত্রি। ২। তক্র, ঘোল। সং; ক্লী। [বৈদেশিক। সং।

গোরস্থান—কবর দিবার জায়গা, সমাধিক্ষেত্র।

গোরা—১। শুক্ল, শ্বেত, সাদা। গৌর শব্দের অপভ্রংশ। বিণ। ২। গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব; (সাদা বলিয়া) ইংরাজ বা ইউরোপীয় লোক, সাহেব, ইউরোপীয় সৈনিক। সং।

গোরাচাঁদ—গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব; মুসলমান পীরবিশেষ। দেশজ। সং।

গোরাজ—গোপ্রধান, বৃষশ্রেষ্ঠ। গোদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

গোরোচনা—গরুর মস্তকজাত পীতবর্ণ দ্রব্য। গো হইতে জাত যে রোচনা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গোল—১। গোলাকার বস্তু। গুড় (বেষ্টন করা) + অন্ ক। সং; পু। ২। মণ্ডল। সং; ক্লী। ৩। বর্ত্তুলাকার। দেশজ; বিণ। ৪। কোলাহল। দেশজ। সং।

গোলক—১। মণ্ডল; ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপক দারুময় বর্ত্তুল; গোলক, বৈকুণ্ঠ। গোল+ কণ্। সং; ক্লী। ২। স্বামীর মৃত্যুর পর উপপতি হইতে জাত পুত্র। সং; পু।

গোলক-ধাঁধা—গোলোকধাঁধা (তাহা দেখ)।

গোলকুণ্ডা—নিজামরাজ্যভুক্ত দুর্গসমন্বিত (অধুনা ধ্বংসপ্রায়) নগরবিশেষ। সহরটী হায়দ্রাবাদ নগরের সাত মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। দুর্গটী প্রথমে ক্ষুদ্র আয়তনে ওয়ারাঙ্গলের

জনৈক নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই দুর্গ এবং তৎসম্পর্কিত স্থানগুলি গুলবর্গের জনৈক বামনীবংশের রাজাকে প্রদান করেন। ১৫১২ খৃঃ কুতবসাহী বংশের রাজা এই স্থানগুলি অধিকার করেন। প্রথম কুতবসাহী রাজা তৎপুত্রের প্ররোচনায় দুর্গাধিপতি কর্ত্তৃক নিহত হন। পরবর্ত্তী রাজা ১৬১১ খৃঃ প্রাণ ত্যাগ করেন। ১৬৫৭ অব্দে সাহজাহান পুত্র আওরঙ্গজেবকে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ দক্ষিণদেশে প্রেরণ করেন। সেই সময়ে গোলকুণ্ডার রাজমন্ত্রী মীরজুমলা প্রভুর বিরাগভাজন হইয়া আওরঙ্গজেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেব হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করিয়া গোলকুণ্ডা লুণ্ঠন করেন। ১৬৮৭ খৃঃ সাত মাস যুদ্ধের পর সম্রাট্ আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা মোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। সেই অবধি গোলকুণ্ডা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া একপ্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। গোলকুণ্ডার দুর্গ পরে নিজামের অধিকারে আসে। অধুনা দুর্গটি নিজামের ধনাগার ও রাজকীয় কারাগার স্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

গোলকুণ্ডা হীরকের জন্য এক সময়ে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, নিজ গোলকুণ্ডায় হীরকের খনি নাই। পারতিয়াল্, কানাত্ প্রভৃতি নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি স্থানে হীরক পাওয়া যাইত। হীরকখণ্ডগুলি গোলকুণ্ডায় আনীত হইয়া কেবল কাটা এবং পালিশ করা হইত। ইব্রাহিম সাহীর রাজত্বকালে হীরকখনি আবিষ্কৃত হয়। [স্ত্রী।

গোলক্ষণ—গরুর শুভাশুভ চিহ্ন। ৬তৎ। সং;

গোলদার, গোলাদার—গোলাস্বামী, বহু গোলার অধিকারী; খুচরা ও পাইকারী ব্যবসাদার, আড়তদার। দেশজ। সং।

গোলদারী—১। গোলদার সম্বন্ধীয়; খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ে নিযুক্ত; বিণ। ২। গোলদারের কর্ম্ম, খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়, আড়তদারী। দেশজ। সং।

গোলন্দাজ—গোলা নিক্ষেপক, কামান চালক। বৈদেশিক। সং।

গোলপাত, -পাতা—বাদাবনের নারিকেলপাতার মত একরকম লম্বা পাতা, ইহা দিয়া ঘর ছাওয়া যায়। [নামের সহিত ইহার আকারের মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত]। দেশজ।

গোলমাল—গণ্ডগোল, কোলাহল, তুমুল শব্দ, হট্টগোল; বিশৃঙ্খলা, এলোমেলো। দেশজ।

গোলমালিয়া (গোলমেলে)—গণ্ডগোলপ্রিয়; বিশৃঙ্খল, এলোমেলো। দেশজ। বিণ।

গোলযন্ত্র—ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপক গোলক। সং; স্ত্রী। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রকাশক।

গোলা—১। গোদাবরী নদী; দুর্গা। গো শব্দ —লা (গ্রহণ করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। বালকের বর্ত্তুলাকার ক্রীড়নক; সীসকের বা লৌহের বর্ত্তুলাকার পিণ্ড; শস্যাদির আগার। দেশজ। সং। ৩। ভাস্করাচার্য্য রচিত "গোলাধ্যায়"।

গোলাগ্নিচূর্ণ—যে অগ্নিচূর্ণ দ্বারা গোল (বা গোলা) নিক্ষিপ্ত হয়, বারুদ। সং।

গোলাঙ্গুল—১। গরুর লেজ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণমুখ কপিবিশেষ। গোর লাঙ্গুলের ন্যায় লাঙ্গুল যাহার, বহু। ৩। ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ। সং; পু।

গোলাজাত—১। গোলা সকল; গোলা প্রভৃতি। সং। ২। গোলাতে সঞ্চিত। দেশজ। বিণ। [দেশজ। ক্রি।

গোলান—গোলাকার করা, গুলান (তাহা দেখ)

গোলাপ, গোলাব—স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ। (rose)। বৈদেশিক। সং।

গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম, এ, বি, এল—কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, হিন্দু আইনে বিশেষজ্ঞ, Dean of the faculty of the Law (Calcutta University)। ইনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শম্ভুচন্দ্র সরকার। গোলাপচন্দ্র কলিকাতায় আগমনকরতঃ স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাত মহেন্দ্রনাথের নিকট থাকিয়া সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতে সংস্কৃতের উপর ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। গণিতশাস্ত্রেও ইঁহার পারদর্শিতা কম ছিল না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেব এবং প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ইনি সংস্কৃত এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী ইঁহার সহপাঠী।

১৮৭৩ খৃঃ ২রা এপ্রিল ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল হন। সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান থাকা বশতঃ অল্প সময়ের মধ্যেই ইনি হিন্দু আইন সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করেন। আইনে বিশেষ জ্ঞান থাকার জন্য ইনি সমগ্র ভারতের মধ্যে খ্যাতনামা উকীল হইয়া উঠেন। ইউরোপীয় বিচারকগণও ইঁহার আইনজ্ঞানে চমৎকৃত হইতেন।

কলেজ হইতে বাহির হইবার কিছুদিন পরেই ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ল-কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে কার্য্য করেন। কলিকাতার ইউনিভার্সিটি-ল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

গোলাপচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত নানারূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ঠাকুর-ল অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং দত্তক-পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়া সাধারণকে চমৎকৃত করেন। বর্দ্ধমানরাজের দত্তক পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইলে ইঁহার অনুমোদনক্রমে উহার নিষ্পত্তি হয়।

গোলাপচন্দ্র কলিকাতার ভবানীপুর-নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার চারি পুত্র ও তিন কন্যা। দুইটি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট ইনি দেহত্যাগ করেন।

গোলাপ জল—গোলাপ পুষ্পদ্বারা সুবাসিত জল। দেশজ। সং।

গোলাপ-পাশ, গোলাব-পাশ—গোলাপ জল ছিটাইবার সচ্ছিদ্র পাত্র। বৈদেশিক। সং।

গোলাপী, গোলাবী—গোলাপতুল্য; গোলাপবর্ণ। বৈদেশিক। বিণ।

গোলাব—গোলাপ দেখ।

গোলাব-পাশ—গোলাপ-পাশ দেখ।

গোলাবাড়ী—যে বাড়ীতে গোলাসকল সাজান থাকে; খামারবাড়ী। দেশজ। সং।

গোলাবী—গোলাপী দেখ।

গোলাম—ক্রীতদাস, চিরদাস, বান্দা; পরসেবক, দাস, ভৃত্য বা চাকর। বৈদে। সং।

গোলামখানা—গোলামদিগের আড্ডা; যেখানে গোলাম তৈয়ার হয়। বৈদে। সং।

গোলামি, গোলামী—গোলামের কর্ম্ম, বান্দার কার্য্য; দাসত্ব, পরসেবা, চাকুরী। বৈদেশিক। সং।

গোলোক—পরমধাম, স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ। গোই (স্বর্গই) যে লোক, কর্ম্মধা। সং; পু।

গোলোকধাঁধা—এমন এক ভাবাপন্ন আঁকাবাঁকা পথবিশিষ্ট বাগান যে একবার তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না; বিষম জটিল সমস্যা। দেশজ। সং

গোলোকধাম (ধামন্)—১। বৈকুণ্ঠ; স্বর্গ। গোলোক নামক ধাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ক্রীড়াবিশেষ। এই ক্রীড়ায় প্রদর্শিত হয় যে, অত্যুন্নত ব্যক্তিরও পতন হয়। সং; [পু।

গোলোকনাথ—বৈকুণ্ঠপতি, বিষ্ণু। ৬তৎ। সং;

গোলোকপতি—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

গোলোকপ্রাপ্ত—স্বর্গগত, স্বর্গারূঢ়; মৃত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রাপ্তা।

গোলোকপ্রাপ্তি—১। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি; স্বর্গলাভ। ৬তৎ। ২। পুণ্যাত্মার দেহত্যাগ। সং; স্ত্রী।

গোলোকবাসী (—বাসিন্)—বৈকুণ্ঠবাসী; স্বর্গে বাসকারী। গোলোকে বাস করে যে এই বাক্যে উপ; গোলোক—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বাসিনী।

গোলোকবিহারী (—বিহারিন্)—১। বিষ্ণু। সং; পু। ২। গোলোকে বিহরণশীল। গোলোকে বিহার করে যে এই বাক্যে উপ; গোলোক—বি—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বিহারিণী।

গোল্ডষ্টুকার, থিয়োডোর (Theodore Goldstucker)—জার্ম্মাণ দেশে কণিগসবর্গ (Konigsberg) নগরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্লেগেল ও লাসেনের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রাচ্যভাষায় মনোযোগী হন। ইনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইনি পাণিনি বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ভারতীয় পুরাণ ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি লণ্ডনে Society for the Publication of Sanskrit Texts নামক সমিতি স্থাপন করেন। হিন্দুর দায় ব্যবহার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ইঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ্চ ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ইঁহার কৃত পাণিনির মহাভাষ্যের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। বর্ত্তমানকালে হিন্দুর দায়সম্বন্ধীয় আইনের যে যথাযথ প্রয়োগ হইতেছে না, এই বিষয়ে ইনি একখানি গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থই ইঁহার শেষ রচনা। ইনি ইংরাজী-সংস্কৃত একখানি অভিধান লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

গোল্লা—ছানা ও শর্করার সংযোগে প্রস্তুত গোলাকার সন্দেশ, ইহা দুইপ্রকার—সাদা গোল্লা ও রসগোল্লা; রসাতল, অধঃপাত, নিরয়, জাহান্নম, উচ্ছন্ন। দেশজ। সং।

গোবৎস—গরুর বাছুর। ৬তৎ। সং; পু।

গোবধ—গোহত্যা, গরুমারা। ৬তৎ। সং; পু।

গোবর—গোময়, গোপুরীষ, গরুর বিষ্ঠা। দেশজ। সং।

গোবরগণেশ—গোবরনির্ম্মিত গণেশ, অর্থাৎ তাহার ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও অপটু। চলিত শব্দ, সাধু শব্দ নহে।

গোবরা—১। গোবরতুল্য, নির্ব্বোধ, হাঁদা, অকর্ম্মা। দেশজ। বিণ। ২। গোবর্দ্ধন নামের অপভ্রংশ। সং। [দেশজ। সং।

গোবরাট—দ্বারপিণ্ডী, কপাটের ঝনকাঠ।

গোবরান, গুবরান—গোবরতুল্য করা, বিশ্রী বা নোঙরা করা, আনাড়ীর মত কাজ করা, গোবর মাখান। দেশজ। ক্রি।

গোবর্দ্ধন—বৃন্দাবনস্থ একটী পর্ব্বত। গোর বর্দ্ধন (বৃদ্ধিকারক), ৬তৎ। সং; পু।

গোবর্দ্ধন—ইনি জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। ইনি "আর্য্যাসপ্তশতী" নামক কাব্যের প্রণেতা। এই গ্রন্থ আর্য্যা ছন্দে রচিত এবং উহাতে সাত শত শ্লোক আছে, এই কারণেই উক্ত নাম প্রদত্ত হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের রচনা যেমন সারল্যে তেমনই মাধুর্য্যে বিখ্যাত। জয়দেব ইঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। তিনি স্বকীয় গ্রন্থে গোবর্দ্ধনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। "আচার্য্য-গোবর্দ্ধনস্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ।" অর্থাৎ আচার্য্য গোবর্দ্ধনের সহিত স্পর্দ্ধাকারী হইতে পারে, এরূপ কোনও ব্যক্তির বিষয় শ্রুতিগোচর হয় না। যাহা হউক, গোবর্দ্ধন যে অত্যুৎকৃষ্ট কবিগণের অন্তর্গত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গোবর্দ্ধনধর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ; কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের কোপ হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একাঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্থাপনপূর্ব্বক গোপালগণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধধারণ—গোবর্দ্ধন নামক পর্ব্বতকে ধরিয়া থাকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোবর্দ্ধনধারী (—ধারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। [গোবর্দ্ধনধর দেখ]। ৬তৎ। সং; পু।

গোবলীবর্দ্দ ন্যায়—ন্যায় দেখ।

গোবশা—বন্ধ্যা গবী, বাঁঝা গাইগরু। গোই যে বশা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গোবাঘ, গোবাঘা—গোঘাতক ব্যাঘ্র, গরু মারা বাঘ; বৃক, তরক্ষু, নেকড়ে। দেশজ। সং।

গোবাট—গোগৃহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

গোবাস—গোসমূহের বাসস্থান, গোষ্ঠ। ৬তৎ।

গোবিট্ (—বিশ্ বা—বিষ্)—গোময়, গোবর। গোর বিট্ (বিষ্ঠা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিরত্ন, রায়সাহেব)—১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট হাওড়া জেলার শাপরাল গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি তৎকাল-প্রসিদ্ধ পটলডাঙ্গার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র ও হাইকোর্টের এটর্ণি যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১২৮০ সালে পটলডাঙ্গা মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন এবং ১৮৮৭ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অতঃপর ইনি সংস্কৃত অনার্স লইয়া বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং সংস্কৃতের প্রতি প্রবল অনুরাগবশতঃ ১০ বৎসর যাবৎ চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯৫ খৃঃ কবিরত্ন উপাধিলাভ করেন। ১৮৯৯ খৃঃ ইনি 'বোর্ড অব্ একজামিনার্স (ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ) পরীক্ষা-পরিষদের সংস্কৃত-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তদবধি ইনি উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষার পরীক্ষা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইনি পরে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সেণ্ট্রাল একজামিনেশন কমিটির অবৈতনিক সভ্য ও হিন্দী, কায়থি ও হিন্দুস্থানীর পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন। ইঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও পরীক্ষা-কার্য্যে বিচক্ষণতার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট ১৯২১ খৃঃ ইঁহাকে রায় সাহেব উপাধি প্রদান করেন। ইনি শান্তিসোপান, প্রেম ও পরমার্থ, সুনীতি-সুধানিধি, Aryan Morals প্রভৃতি নীতি ও ধর্ম্মমূলক বহু গ্রন্থ রচনা ও নিজব্যয়ে প্রকাশ করিয়া জন সাধারণকে বিতরণ করিয়াছেন। ইনি একজন ঈশ্বরপ্রেমিক সাধুপুরুষ, সর্ব্বদা ঈশ্বর চর্চ্চাতেই রত থাকেন।

গোবিন্দ—১। শ্রীকৃষ্ণ; বৃহস্পতি। গো—বিদ্ (জানা, ইত্যাদি)+শ ক। সং; পু। ২। গোপালক। বিণ; ত্রি।

গোবিন্দ অধিকারী—প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। ইনি অনুমান ১২০৫ সালে হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী জাঙ্গিপাড়া গ্রামে বৈরাগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ইঁহার সামান্যমাত্র বিদ্যাশিক্ষা হয়। তৎপরে ইনি হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার নিকটবর্ত্তী ধুরখালি গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কীর্ত্তনগায়ক গোলোক দাস অধিকারীর নিকট কীর্ত্তন গান শিক্ষা করেন, এবং কিছুদিন শিক্ষার পর স্বয়ং একটী 'কালীয়-দমন' যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলে রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয় হইত, এবং গোবিন্দ স্বয়ং দূতী সাজিতেন। এই উপলক্ষে স্বীয় দলের জন্য ইনি বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করেন। ইঁহার অধিকাংশ গানই অনুপ্রাসবহুল। ইঁহার দূতীগিরি

দেখিবার জন্য এবং গান শুনিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতেও লোকসকল ছুটিয়া আসিত। এইরূপে যাত্রার গানে ইনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন; এমন কি শেষে জমিদারী পর্য্যন্ত খরিদ করিয়া যান। ভাবপূর্ণ ও অনুপ্রাসবহুল সঙ্গীত রচনায় ইঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। অনুমান ১২৭৭ সালে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি বিখ্যাত যাত্রাকর পরমানন্দের দলের একজন "বালক" ছিলেন। আবার কাহারও কাহারও মতে ইনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী জগদীশ গাঙ্গুলীর যাত্রার দলের "বালক" ছিলেন। প্রথম প্রথম ইঁহার যাত্রায় কীর্ত্তনাঙ্গের বাহুল্য ছিল। ইনি যাত্রার "ঘটকালীতে" বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেন এবং ভক্তিরসাশ্রিত গানে সকলকে মোহিত করিতেন। ইনি বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে অনেক গানের ভাব সংগ্রহ করিতেন। ইঁহার রচিত "শুক-সারীর পালা" ইহার অন্যতম প্রমাণ। "চূড়া-নূপুরের দ্বন্দ্ব"ও এক সময়ে অনেককে আনন্দ প্রদান করিয়াছে। ইনি যাত্রা, কীর্ত্তন, এবং কথকতা এই তিন বিষয়েই নিপুণ ছিলেন। অধিকারী অপুত্রক ছিলেন। মৃত্যুর পর ইঁহার শ্যালক কিছুদিন ইঁহার দল চালাইয়াছিলেন।

গোবিন্দ কর্ম্মকার—চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইঁহার নিকট গোবিন্দ ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হন এবং প্রভুর তিরোভাব পর্য্যন্ত ইঁহার সঙ্গে থাকেন। পরে "করচা" নামে প্রভুর একটি জীবনচরিত রচনা করেন।

গোবিন্দকূট—বিদ্যাধরগণের অধিষ্ঠিত পর্ব্বতবিশেষ। সং; পুং।

গোবিন্দচন্দ্র দাস—ইঁহার পূর্ব্বনিবাস ঢাকা ভাওয়াল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ইনি বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণগাঁ গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। গোবিন্দ বাবুর কবিখ্যাতি বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত। এইরূপ স্বভাবকবি বঙ্গভাষায় আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। ইঁহার ছন্দ ও ভাব সম্পূর্ণ নূতন। প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, চন্দন, ফুলরেণু প্রভৃতি ইঁহার কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থ আছে। বঙ্গীয় কবিসমাজে গোবিন্দ বাবুর স্থান অতি উচ্চে।

গোবিন্দচন্দ্র রায় (কবি)—বরিশাল জেলার মীরপুর গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে ইঁহার জন্ম। বাল্যে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা অধিক অগ্রসর হয় নাই। ইনি প্রথমে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন, পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রচারকের কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময়ে ইঁহাকে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অতঃপর ইনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পিতা ইঁহাকে গৃহে স্থান দিতে অসম্মত হন। তখন ইনি সস্ত্রীক কিছুকাল শান্তিপুরে থাকিয়া কাশীধামে গমন করেন। এখানে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ৺লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের সহায়তায় ইনি উক্ত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর আগ্রায় গিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ডাক্তারী ব্যবসায়ে ইঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছিল। ইঁহার রচিত গান দুইটী "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী যমুনে ও।" এবং "কতকাল পরে বল ভারত রে" বঙ্গভাষায় অমূল্য রত্নস্বরূপ।

গোবিন্দদাস—বৈষ্ণব পদরচয়িতা। ইনি ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খ্রীঃ) বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম সুনন্দা। গোবিন্দদাস পরে পদ্মাতীরে তেলিয়াবুধরি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শক্তি-উপাসক ছিলেন; পরে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক অনেকগুলি পদ আছে। এই সকল পদ ব্যতীত ইনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব পদাবলী এবং কর্ণামৃত নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রবাদ, ইনি একবার কঠিন গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া 'রাধাকৃষ্ণ' এই চতুরক্ষর মন্ত্রগ্রহণেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৫৩৪ শকে (১৬১২ খৃঃ) ৭৫ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার পদগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত ও অতিশয় মধুর। বিদ্যাপতির "প্রেম কি অঙ্কুর" প্রমুখ পদটি ইনি সম্পূর্ণ করিয়া শেষে "গোবিন্দদাস রসপুর" এই ভণিতাটি যোগ করিয়া দেন। ইহার জন্য ইঁহার গুরু ইঁহাকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন।

গোবিন্দদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বাদশী, ইহাতে উপবাস করিয়া যথাবিধি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

গোবিষাণ—গোশৃঙ্গ, গরুর শিঙ্। ৬তৎ। সং;

গোবী—গোপিকা; ব্রজবালা। গোপী শব্দের রূপান্তর। প্রা, ক।

গোবৈদ্য—১। গোচিকিৎসক। ৬তৎ। ২। অনভিজ্ঞ বৈদ্য, মূর্খ বা আনাড়ি চিকিৎসক, হাতুড়িয়া। গোতুল্য নির্ব্বোধ বৈদ্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

গোব্রজ—গোষ্ঠ। গোর ব্রজ (গতি) হয় যেখানে, বহু। সং; ক্লী।

গোশাল—গোশালা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গোশালা—গোগৃহ, গোয়াল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোশীর্ষ—গরুর মস্তক; চন্দনবিশেষ, হরিচন্দন। ৬তৎ। সং; পুং ও ক্লী।

গোশৃঙ্গ—১। গরুর শিঙ্। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। জনৈক মুনি; পর্ব্বতবিশেষ। গোর শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ যাহার, বহু। সং; পুং।

গোষ্ঠ—গোস্থান, গোঠ। গো—স্থা (থাকা)+ড অধি। সং; পুং বা ক্লী।

গোষ্ঠলীলা—গোপ্রচার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকৃত লীলাবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদি কার্য্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোষ্ঠাগার—১। গোষ্ঠ, গোপ্রচার স্থান। গোষ্ঠই আগার, কর্ম্মধা। ২। বহুজনের নিবাসস্থান; সভাগৃহ। গোষ্ঠের আগার, ৬তৎ। সং; ক্লী।

গোষ্ঠাধ্যক্ষ—সভানেতা, সভাপতি। গোষ্ঠের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং; পুং।

গোষ্ঠাষ্টমী—গোপাষ্টমী দেখ। সং; স্ত্রী।

গোষ্ঠী—যেখানে অনেক লোক সমবেত হয়, সভা; পরিবার; সংলাপ; জ্ঞাতি; দৃশ্যকাব্যবিশেষ। গোষ্ঠ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গোষ্ঠীন, গৌষ্ঠীন—ভূতপূর্ব্ব গোষ্ঠ। গোষ্ঠ+ঈন ভূতপূর্ব্বার্থে। সং; ক্লী।

গোষ্ঠীপতি—পরিবার বা বংশের প্রধান ব্যক্তি; সমবেত লোকসমূহের প্রধান ব্যক্তি, সভাপতি। ৬তৎ। সং; পুং।

গোষ্পদ—১। গরুর খুর দ্বারা খনিত গর্ত্ত, গরুর পদচিহ্ন। গোর পদ আছে যাহাতে, বহু। ২। গরুর পদ। গোর পদ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

গোষ্পদীকৃত—যাহা পূর্ব্বে গোষ্পদ ছিল না এক্ষণে গোষ্পদ করা হইয়াছে, ভাবার্থ—অতি ক্ষুদ্রীকৃত। গোষ্পদ শব্দ+চি্ব অভূততদ্ভাবার্থে (=গোষ্পদী)—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা।

গোস—প্রভাত। গো—সো+ড ক। সং; পুং।

গোসঙ্গ—প্রভাত, সকালবেলা। গোর সঙ্গ হয় যে সময়, বহু। সং; পুং।

গোসর্প—গোধা, গোসাপ। গো—সৃপ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পুং।

গোসর্পিকা—স্ত্রী গোসাপ; বারনারী। গো শব্দ—সৃপ+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

গোসল—স্নান, অবগাহন। বৈদেশিক। সং।

গোসব—১। গোমেধ যজ্ঞ। গোদ্বারা অনুষ্ঠিত সব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। পক সকল। দেশজ।

গোসা—ক্রোধ, রাগ; অভিমান। বৈদে। সং।

গোসা-ঘর—ক্রোধাগার; অভিমানগৃহ। বৈদেশিক। সং।

গোসাঞী—গোঁসাই দেখ।

গোসাপ—গোসর্প শব্দের অপভ্রংশ।

গোসোয়ারা—চুম্বক হিসাব। বৈদেশিক। সং।

গোস্ত—মাংস; গোমাংস। বৈদেশিক। সং।

গোস্তন—১। চারি নর হার। গোর স্তনের ন্যায় আকার যাহার, বহু। ২। গরুর স্তন। ৬তৎ। সং; পু।

গোস্তনা, গোস্তনী—দ্রাক্ষা, আঙ্গুর। গোর স্তনের ন্যায় আকার যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

গোস্তাকি, গোস্তাগি—বেয়াদব, গর্ব্ব, অবিনয়, অশিষ্টতা, ঔদ্ধত্য; অবজ্ঞাপ্রকাশ, ধৃষ্টতা। বৈদেশিক। সং।

গোস্বামী (গোস্বামিন্)—১। বাচস্পতি; উপাধিবিশেষ। গোর (বাক্যের) স্বামী, ৬তৎ। ২। গরুর অধিকারী বা মালিক। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

গোহত্যা—গোবধ, গরুর প্রাণনাশ। ৬তৎ।

গোহরি, গোহারি—কাতর প্রার্থনা, অনুনয়, মিনতি; সাক্ষাৎ নিবেদন; নমস্কার। প্রা, ক।

গোহাইল—গোয়াল, গোশালা। দেশজ। সং।

গোহারি—গোহরি দেখ।

গোহাল—গোয়াল দেখ।

গোহালিয়া, গোহাল্যা—গোহালসংক্রান্ত, গোশালাসম্বন্ধীয়। বিণ। প্রা, ক।

গোহ্য—১। আচ্ছাদ্য, আবরণীয়। গুহ্‌+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গোহ্যা। ২। গুহ্যদেশ। সং; ক্লী।

গৌ—গরু। গো শব্দজ। সং।

গৌড়—১। দেশবিশেষ, বাঙ্গালা দেশ। পুরাকালে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ মান্ধাতার গৌড় নামক দৌহিত্র এই দেশে রাজত্ব করায় তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম গৌড় হয়; তদ্দেশীয় লোক। গুড় শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী, অধুনা মালদহ জেলায় অবস্থিত। ইহার অপর নাম লক্ষ্মণাবতী। প্রকৃত পক্ষে, গৌড় নাম গৌড়ীয় বাঙ্গালা রাজ্য সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য। আদিশূর, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি বঙ্গনরপতিগণের সহিত গৌড় নাম বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া সুকঠিন। আধুনিক ইতিহাসে গৌড়ের নাম ১২০৪ খৃঃ অঃ প্রথম দৃষ্ট হয়। উক্ত অব্দে ইহা পাঠানগণের অধিকারে আসে। প্রায় তিন শতাব্দী এইখানে রাজত্ব করিবার পর ইঁহারা মালদহজেলায় পাণ্ডুয়া সহরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। (১৩৫০ খৃঃ) গৌড়ের অট্টালিকা সমূহের ভগ্নাবশেষের সাহায্যে নূতন রাজধানী নির্ম্মিত হয়। কিছুকাল পরে পাণ্ডুয়া পরিত্যক্ত এবং গৌড়েই রাজধানীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় (১৪৫০ খৃঃ)। এবারে রাজধানীর নাম হইল জন্নতাবাদ। গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই স্থান হইতে আবার তাণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী লইয়া যাওয়া হয়। ১৫৩৯ খৃঃ অঃ সেরসাহ রাজধানী আক্রমণ করিয়া কিয়দংশে রাজ্যের দৌর্ব্বল্য সংঘটন করিয়াছিলেন। বঙ্গের শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁ রাজকর দিতে অস্বীকার করায় মোগল সৈন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া গৌড় অধিকার করে (১৫৭৫ খৃঃ)। এই সময়ে রাজ্যমধ্যে ভীষণ মহামারির আবির্ভাব হয়, এবং অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোগল সেনাপতিও সেই সঙ্গে গতাসু হন। এই সময় হইতেই গৌড়ের নাম মুসলমান ইতিহাস হইতে অন্তর্হিত হয়; গৌড়ও একেবারে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ডাক্তার বুকানন হামিল্টন সাহেব বলেন, ইহার পরেও মোগলরাজপ্রতিনিধিগণ মধ্যে মধ্যে গৌড়ে আসিয়া বাস করিতেন। ১৬৩৯ খৃঃ সাসুজা রাজমহলে রাজধানী লইয়া যাইবার পর, গৌড় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদগণের আলোচনার বিষয়। এখানে অধুনা যে সকল প্রাসাদ, দুর্গপ্রাকার, খাত, পুষ্করিণী প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাতে গৌড়ের পূর্ব্ব গৌরবের অনেক আভাস পাওয়া যায়। এখানে যে কয়েকটি মসজিদ ও সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে, তাহা স্থাপত্যশিল্পের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করে। সাগরদীঘি নামক পুষ্করিণীটি দৈর্ঘ্যে ২০০০ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ১৬০০ হাত। এতাদৃশ বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয় বঙ্গে আর নাই। গৌড়ের অধিকাংশ ভূমি অধুনা জঙ্গলাবৃত, স্থানে স্থানে চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার ইষ্টক লইয়া তন্দ্বারা নিকটবর্ত্তী স্থানে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছিল। ১৯০০ সাল হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইষ্টক স্থানান্তরিত করা রহিত করিয়া দিয়াছেন। [শব্দের বিকৃতি। বিণ; ত্রি।

গৌড়িয়া—গৌড়সম্বন্ধীয়; গৌড়বাসী। গৌড়ীয়

গৌড়ী—গুড়দ্বারা প্রস্তুত সুরা; সঙ্গীতের রীতিবিশেষ; কাব্যের রীতিবিশেষ; রাগিণীবিশেষ। গুড় শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গৌড়ীয়—গৌড়সম্বন্ধীয়, গৌড় দেশের, বাঙ্গালা; গৌড়বাসী, বাঙ্গালী। গৌড়+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৌড়ীয়া।

গৌণ—১। গুণসম্বন্ধীয়; অপ্রধান। গুণ শব্দ +ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৌণী। ২। বিলম্ব; অপেক্ষা। দেশজ। সং।

গৌণিক—গুণজ। গুণ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৌণিকী।

গৌণী—১। গুণসম্বন্ধীয়া। গৌণ দেখ। গৌণ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শব্দের বৃত্তিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

গৌতম—১। গোতমবংশীয়। গোতম+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৌতমী। ২। শতানন্দ ঋষি [শতানন্দ দেখ]; বুদ্ধদেব। সং; পু। ৩। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোক্তা জনৈক ঋষি, গোতম মুনির পুত্র এবং শতানন্দের পিতা। ইঁহার প্রণীত সংহিতায় মানবের আচারব্যবহারের রীতিনীতি প্রকটিত আছে। রাজর্ষি বৈন্যের যজ্ঞস্থলে অত্রি ঋষির সহিত ইঁহার ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সে সময়ে সনৎকুমার মধ্যস্থ হইয়া তাহা মীমাংসা করিয়া দেন। শরস্তম্বে জাত ইঁহার সন্তান কৃপ ও কৃপী।

ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃষ্টি করিয়া ন্যাসস্বরূপ ইঁহার নিকট রাখিয়া দেন। দীর্ঘকাল পরে ইনি অহল্যাকে প্রত্যর্পণ করিলে ব্রহ্মা ইঁহার জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপস্যার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং ইঁহাকেই সেই কন্যারত্ন ভার্য্যার্থ প্রদান করেন। অহল্যার গর্ভে ইঁহার খ্যাতনামা পুত্র শতানন্দের জন্ম হয়। অনন্তর একদা ইন্দ্র ইঁহার রূপ ধরিয়া অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিলে, ইনি উভয়কেই অভিসম্পাত করেন [অহল্যা ও ইন্দ্র দেখ]। অতঃপর গৌতম হিমালয়ে গমন করিয়া অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। বহু বর্ষ পরে ইঁহার আশ্রমে বিশ্বামিত্রসহ রামলক্ষ্মণের আগমনে অহল্যা শাপমুক্ত হইলে, গৌতম তথায় উপস্থিত হইয়া ভার্য্যার সহিত পুনর্ম্মিলিত হন।

গৌতমী—১। গোতমবংশীয়া। গৌতম দেখ। গৌতম+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গৌতমবংশীয়া স্ত্রী, দ্রোণভার্য্যা কৃপী; গোদাবরী নদী; জনৈক রাক্ষসী; দুর্গা। সং; স্ত্রী।

গৌর—১। পরিষ্কৃত; বিশুদ্ধ; পীত; শ্বেত; লোহিত। গুড় (বেষ্টন করা)+ঘঞ্ অধি। অথবা, গু (শব্দ করা)+রণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৌরা, গৌরী। ২। শ্বেত সর্ষপ। চন্দ্র। সং; পু।

গৌরচন্দ্র—গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব। গৌর চন্দ্রপ্রায়, উপমিত। সং; পু।

গৌরমুখ—১। শ্বেতবদনবিশিষ্ট; সুন্দরানন। গৌর মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মুখা, —মুখী। ২। চন্দ্র। সং; পু। ৩। শ্বেতবর্ণ বদন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গৌরমোহন আঢ্য—ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারী নামক বিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সপ্তবিংশ বর্ষ বয়সে (ইংরাজী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে) উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার অনন্যসাধারণ উদ্যোগের ফলে

অত্যল্পকালমধ্যেই অন্যূন দ্বিশত ছাত্র ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারীতে প্রবেশলাভ করে। এই সময় ইনি হারম্যান্ জফ্রে (Herman Geofferey) নামক এক সাহেবকে আপনার বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষকতাগুণে এই বিদ্যালয়ের নাম বিখ্যাত হইয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।

গৌরব—মহিমা; সম্মান; মর্য্যাদা; আদর; গুরুত্ব,ভার; মহত্ত্ব; উৎকর্ষ; আবশ্যকতা। গুরু+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী। [পু।

গৌরবপ্রকাশ—সম্মান প্রচার। ৬তৎ। সং;

গৌরবপ্রয়াসী (–প্রয়াসিন্)—সম্মানলাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,–প্রয়াসিনী।

গৌরবমণ্ডিত—সম্মানভূষিত, গরিমালঙ্কৃত, গৌরবান্বিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

গৌরবরবি—সম্মানরূপ সূর্য্য। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

গৌরব-লাঘব—১। গুরুত্ব ও লঘুত্ব। গৌরব ও লাঘব, দ্বন্দ্ব। ২। সম্মানহ্রাস। গৌরবের লাঘব, ৬তৎ। সং; ক্লী।

গৌরবশালী (–শালিন্)—সম্মানবিশিষ্ট,সম্রান্ত। গৌরব+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, –শালিনী।

গৌরবান্বিত—গৌরববিশিষ্ট, সম্মানিত। গৌরব দ্বারা অন্বিত, ৩ৎ। বিণ; ত্রি।

গৌরবিণী—গর্ব্বিণী, গর্ব্বিতা, গরবিণী। গৌরব +ইন্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ক, প্র।

গৌরবিত—গৌরবযুক্ত, আদরযুক্ত; সম্মানিত। গৌরব+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

গৌরসর্ষপ—শ্বেতসর্ষপ, রাইসরিষা। কর্ম্মধা। সং; পু। [ভ্রংশ।

গৌরাং—চৈতন্যদেব। গৌরাঙ্গ শব্দের অপ-

গৌরাঙ্গ—১। গৌরবর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট। গৌর অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গৌরাঙ্গী। ২। চৈতন্যদেব। সং; পু।

গৌরাঙ্গ-সুন্দর—১। গৌরবর্ণ শরীর বলিয়া দেখিতে অতি সুশ্রী। কর্ম্মধা। ২। গৌরাঙ্গ-সদৃশ সুন্দর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা (উপমান কর্ম্মধা)। বিণ; ত্রি।

গৌরাঙ্গী—গৌরবর্ণ অঙ্গবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী। গৌরাঙ্গ দেখ।

গৌরিকা—গৌরী; অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা। গৌরী +কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

গৌরী—১। পরিষ্কৃতা, ইত্যাদি। গৌর দেখ। গৌর+ঈপ্। ২। অষ্টমবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা; পার্ব্বতী; পৃথিবী; হরিদ্রা; গৌরবর্ণা স্ত্রী; গোরোচনা; বরুণপত্নী; নদীবিশেষ; রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

গৌরীকাজল—ধান্যবিশেষ। প্রা, ক। সং।

গৌরীকান্ত—হর, শিব। ৬তৎ। সং; পু।

গৌরীকাল—স্ত্রীলোকের অষ্টমবর্ষ সময়। ৬তৎ। সং; পু। [(পিতা), ৬তৎ। সং; পু।

গৌরীগুরু—হিমালয়। গৌরীর (ভগবতীর) গুরু

গৌরীতীর্থ—তীর্থবিশেষ। সং; ক্লী।

গৌরীপট্ট—শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ পট্ট (পটি)। ৬তৎ। সং; পু।

গৌরীপুত্র—কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। সং; পু।

গৌরীশঙ্কর—১। পার্ব্বতী ও মহাদেব। দ্বন্দ্ব। ২। হিমালয়ের এক শৃঙ্গের নাম। গৌরীযুক্ত শঙ্কর থাকেন যে স্থানে, বহু। সং; পু।

গৌরীশঙ্কর দে—জন্মস্থান ও নিবাস কলিকাতা; জন্ম ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫ খৃঃ, মৃত্যু ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৪। ইঁহার পিতা ৺মধুসূদন দে, সিলেটের জজ আদালতের বিখ্যাত দেওয়ান ৺রামসুন্দর দে মহাশয়ের পুত্র। গৌরীশঙ্কর বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, এবং ১৮৬১ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৬৩ অব্দে এফ, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন; তদনন্তর গণিত শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর সম্মান (Honours) লইয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ সালে গণিতের এম, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এম, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই ইনি জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপরে বি, এল পাশ করেন ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ৪৭ বৎসর ধরিয়া উক্ত কলেজেই গণিতের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই কালগ্রাসে পতিত হন। ১৮৮১ সালে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং তিন বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

গৌরীশঙ্কর অগাধ পণ্ডিত ও সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। পরিশ্রমশীলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দানশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণে ইনি বিভূষিত ছিলেন। ইঁহার মধুর ব্যবহারে ও অহঙ্কারশূন্য সরলভাব দর্শনে সকলের মনে ভক্তির উদ্রেক হইত। ইঁহার ধর্ম্মজীবনও অতীব উজ্জ্বল ছিল।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (তর্কবাগীশ)—বাঙ্গালা ১২০৭ সালে শ্রীহট্টদেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে ইনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হন। কিন্তু দেশের টোলে ইঁহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ না হওয়ায় ইনি শিক্ষার্থ পদব্রজে নবদ্বীপে আগমন করেন। এখানে আসিয়া ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তর্কযুদ্ধে ইনি অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও ইনি একদেশদর্শী বা গোঁড়া পণ্ডিত ছিলেন না। রামমোহন রায়ের মতের অনুবর্ত্তন করিলেও ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। সাধারণতঃ ইনি গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত।

মুর্শিদাবাদ হইতে রসরাজ নামক যে পত্র প্রকাশিত হইত, ইনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাকর পত্রের সহিত এই পত্রের কবিতাযুদ্ধ হইত। কিছুদিন পরে ইনি সংবাদভাস্কর নামক আর একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই ভাস্করই সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র কি বস্তু তাহা দেশবাসিগণের সমক্ষে প্রদর্শন করে। গৌরীশঙ্কর ভূগোল, জ্ঞান-প্রদীপ ১ম ও ২য় ভাগ এই তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। ইনি একজন যথার্থ কর্ম্মযোগী ছিলেন। বিপন্নের দুঃখ দূরীকরণার্থ বিঘ্নবিপদকে তৃণজ্ঞান করিতেন, এবং তজ্জন্য রাজদ্বারে ও শত্রুর নিকট উৎপীড়িত হইয়াও ক্ষান্ত হন নাই। ইঁহাকে জজ পণ্ডিতের পদগ্রহণ করিবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু ইনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, 'ভাস্কর' ভিন্ন অন্য কিছুর জন্য আমার অর্থের আবশ্যকতা নাই।"

ঈশ্বরগুপ্তের সহিত কবিতাযুদ্ধ চলিলেও ইঁহারা পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর রোগশয্যায় শয়ন করিলে ঈশ্বরচন্দ্র ইঁহাকে দেখিতে আসেন। তাহার কয়েকদিন পরেই ঈশ্বরচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। রোগশয্যায় পড়িয়া বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া ভাস্করে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে গৌরীশঙ্কর লিখিয়াছিলেন, "তিনি (গৌরীশঙ্কর) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুই নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন। যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন। আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবনবিবরণ ও মৃত্যুশোকপ্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর এক পক্ষ পরে বাঙ্গালা ১২৬৫ সালের ২৫শে মাঘ, গৌরীশঙ্কর দেহত্যাগ করেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য

নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। গৌরীশঙ্করের পালিত পুত্র ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন তাঁহার শোভাবাজারের বাটীর ও সংবাদ-ভাস্করের অধিকারী হন। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাস্করের সম্পাদন কার্য্য করিয়াছিলেন।

গৌরীশিখর—হিমালয়ের শৃঙ্গ, এইখানে গৌরী মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করেন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গৌষ্ঠীন—গোষ্ঠীন দেখ।

গৌরী সেন—অনুমান আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে হুগলী নগরের বালি নামক পল্লীতে গৌরী সেন সুবর্ণবণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ মুরলীধর সেন। পিতার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না থাকায় যৌবনে গৌরী সেন সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায়-বুদ্ধি ও সাধুতাই তাঁহার প্রধান মূলধন ছিল। কিছু দিন পরে তিনি কলিকাতা বড়বাজারে বাস স্থাপন করিয়া বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের কারবারের অংশীদার হইয়া আমদানী রপ্তানীর কার্য্য করিতে থাকেন। হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি মেদিনীপুর অঞ্চলে চালান দিতেন। মেদিনীপুরে ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামক এক কায়স্থ ভদ্রলোক তাঁহার এজেন্ট ছিলেন। গৌরী সেন নানা বিধ মাল চালান দিতেন। তন্মধ্যে শস্য ধাতুময় দ্রব্য ইত্যাদি প্রধান ছিল। কথিত আছে, একবার তিনি সাতখানি নৌকা বোঝাই করিয়া রাং ধাতু মেদিনীপুরে চালান দেন। নৌকা মেদিনীপুরে পৌঁছিলে ভৈরবচন্দ্র চালানের সহিত মাল মিলাইয়া লইতে আসিয়া দেখেন, নৌকায় রাংএর পরিবর্ত্তে রূপা রহিয়াছে। সাধুতায় ভৈরবচন্দ্রও কম ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ নৌকাগুলি গৌরী সেনের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দেন। এদিকে নৌকা হুগলীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে গৌরী সেন স্বপ্ন দেখিলেন যে, দেবতার কৃপায় রাং রূপা হইয়া গিয়া তাঁহার নিকট ফেরত আসিতেছে। নৌকা ফিরিয়া আসিলে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আশ্চর্য্যরূপে ফলিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। পরে তিনি ঐ রৌপ্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন, এবং প্রত্যাদেশ অনুসারে নিজগৃহে শিবমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার যথোচিত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সাধুতার সহায়তায় তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করাতেই বোধ হয় এরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

অপরিমিত ধন উপার্জ্জন করিয়াও গৌরী সেন কিছুমাত্র গর্ব্বিত হন নাই; তিনি সর্ব্বদা বিনয়নম্র আচরণ করিতেন, এবং দান ধ্যানাদির দ্বারা ধনের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করিতেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দায়-গ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার নিকট দায় জানাইবামাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হইত। এমন কি, অসাধু ব্যক্তিরা মিথ্যা দায় জানাইয়াও তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। আর তাঁহার মুক্তহস্ততার সুযোগ পাইয়া লোকে বিচার বিবেচনা না করিয়া নিজ সাধ্যাতীত বহু ব্যয়সাপেক্ষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত; তাহাদের মনে মনে এই ভরসা থাকিত যে, অর্থাভাবে আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইলে গৌরী সেনের কাছে হাত পাতিলেই অবশিষ্ট টাকা প্রদান করিবেন। এই হইতেই "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

গৌরী সেনের বর্ত্তমান বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র সেন তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ। গৌরী সেনের বাসভূমির সান্নিধ্যে তৎপ্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরে শিবলিঙ্গের এখনও নিত্যপূজা ও নিয়মিত সেবাকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

গৌহাটী—আসাম প্রদেশস্থ কামরূপ জেলার প্রধান সহর। গৌহাটী প্রাচীন কালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে অভিহিত হইত। এইখানে মহাভারতবর্ণিত নরক রাজা ও তাঁহার পুত্র ভগদত্ত রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ৫০ বৎসর ধরিয়া মুসলমান ও আহমগণ পর্য্যায়ক্রমে অধিকার এই স্থান অধিকার করে। শেষে আহমগণেরই জয় হয়। ১৬৮১ খৃঃ যুকান অর্থাৎ আহম শাসনকর্ত্তা এইখানে বাস স্থাপন করেন। ১৭৮৬ খৃঃ এইখানে আহমরাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ খ্রীঃ আসাম প্রদেশ ব্রহ্মরাজের হস্ত হইতে ইংরাজের অধিকারে আসিলে, ইংরাজ এইখানেই আসামের প্রধান নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৪ খৃঃ আসামের জন্য চীফ্-কমিশনার নিযুক্ত হইলে, প্রধান সহর গৌহাটী হইতে সিলং নামক স্থানে উঠাইয়া লওয়া হয়। গৌহাটী হইতে সিলং ৬৭ মাইল ব্যবহিত, এবং পাকা রাস্তা দ্বারা উভয় স্থান সংযুক্ত। গৌহাটী অধুনা কামরূপ জেলার প্রধান সহর, এবং আসাম প্রদেশের নদী-বাহিত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। সহরের দুই মাইল পশ্চিমে একটী পাহাড়ের শিখরদেশে সুপ্রসিদ্ধ কামাখ্যাদেবীর মন্দির অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গৌহাটী সহর। সহরের সম্মুখ-ভাগে নদের গর্ভে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; সেই দ্বীপে উমানন্দ নামধেয় শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

গ্রথিত—গাঁথা হইয়াছে এরূপ; প্রোত; নির্ম্মিত; রচিত; আক্রান্ত। গ্রন্থ (গাঁথা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রথিতা।

গ্রথী (গ্রথিন্)—মিথ্যা জল্পনাকারী। গ্রন্থ (গ্রন্থন করা) + ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী গ্রথিনী।

গ্রন্থ—১। গাঁথনি; সম্পর্ক। গ্রন্থ (গাঁথা) + অল্ ভা। ২। সন্দর্ভ; পুস্তক; শাস্ত্র; সম্পত্তি। গ্রন্থ + অল্ র্ম। সং; পুং।

গ্রন্থকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—গ্রন্থকার, পুস্তকরচয়িতা। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী,-কর্ত্রী।

গ্রন্থকার—গ্রন্থকর্ত্তা, পুস্তকপ্রণেতা। গ্রন্থ করে যে, উপ; গ্রন্থ কৃ (করা) + ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রন্থকারী।

গ্রন্থকীট—পুস্তকের পোকা; সর্ব্বদা গ্রন্থপাঠে নিবিষ্টচিত্ত, যে কেবল পুস্তক লইয়া থাকে। ৬তৎ। সং; পুং।

গ্রন্থন—গাঁথনি; রচনা। গ্রন্থ (গাঁথা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

গ্রন্থনা—গ্রন্থন। গ্রন্থ + অন ভা + আপ্। সং।

গ্রন্থবদ্ধ—পুস্তকে লিপিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

গ্রন্থবিহারী (-বিহারিন্)—যে কেবল পুস্তক লইয়াই থাকে, উহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করে না। গ্রন্থে বিহারী, ৭তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী,-বিহারিণী।

গ্রন্থাগার—পুস্তকালয়, লাইব্রেরী। গ্রন্থের আগার, ৬তৎ। সং; ক্লী।

গ্রন্থানুরাগ—পুস্তকের প্রতি আসক্তি, পুস্তক-প্রিয়তা। গ্রন্থে অনুরাগ, ৭তৎ। সং; পুং।

গ্রন্থানুরাগী (-রাগিন্)—পুস্তকের প্রতি আসক্ত, পুস্তকপ্রিয়। ৭তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী,-গিণী।

গ্রন্থি—বন্ধ; বংশ প্রভৃতির সন্ধি; দেহসন্ধি; গিরা, গাঁইট। গ্রন্থ (গাঁথা) + ই ভা। সং; পুং।

গ্রন্থিক—দৈবজ্ঞ, গণক; কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব, [অজ্ঞাতবাসকালে ইনি এই আখ্যায় বিরাট্‌রাজভবনে বাস করেন]। গ্রন্থ + ষ্ণিক। সং; পুং।

গ্রন্থিচ্ছেদক—গাঁইটকাটা (চোর)। গ্রন্থির ছেদক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-দিকা।

গ্রন্থিচ্ছেদন—গাঁইট কাটিয়া ফেলা; কাটিয়া চুরি করা। গ্রন্থির ছেদন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

গ্রন্থিত—রচিত, যাহা গাঁথা হইয়াছে। গ্রন্থ (গাঁথা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রন্থিতা।

গ্রন্থিদূর্ব্বা—মালা-দূর্ব্বা। গ্রন্থিযুক্তা দূর্ব্বা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গ্রন্থিপর্ণ—বৃক্ষবিশেষ, গাঁঠিয়ালা। গ্রন্থি আছে পর্ণে (পত্রে) যাহার, বহু। সং; পুং।

গ্রন্থিবদ্ধ—গাঁইট বাঁধা, গিরা দিয়া কসা ; গাঁইট ছোলা-বাঁধা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—দ্ধা।

গ্রন্থিবন্ধন—গাঁইট কসা, গিরা দেওয়া ; বিবাহ কালে বর কন্যার বস্ত্রে বস্ত্রে বন্ধন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গ্রন্থিভেদ—গাঁইট-কাটা (Cut-purse) ; মনু ঈদৃশ অপরাধীর প্রথমবার কৃতাপরাধে অঙ্গুলিচ্ছেদন, দ্বিতীয়বারে হস্তপদ কর্ত্তন, ও তৃতীয়বারে প্রাণবধের বিধি নিরূপিত করিয়াছেন। গ্রন্থি ভেদ করে যে এই বাক্যে উপ ; গ্রন্থি—ভিদ (ভেদ করা)+ণক্। সং ; পু।

গ্রন্থিমান্ (—মৎ)—১। গ্রন্থিযুক্ত। গ্রন্থি +মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী গ্রন্থিমতী। ২। হাড়যোড়া গাছ। সং ; পু।

গ্রন্থিল—সন্ধিবিশিষ্ট ; গ্রন্থিযুক্ত। গ্রন্থি+ল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গ্রন্থিলা।

গ্রন্থিহর—সচিব, অমাত্য, মন্ত্রী। [বিষয় কর্ম্মের] গ্রন্থি হরণ করে যে ইতি উপ ; গ্রন্থি—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

গ্রন্থী (গ্রন্থিন্)—বহ গ্রন্থিবিশিষ্ট। গ্রন্থ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী গ্রন্থিনী।

গ্রসন—১। গ্রাসকরণ, গিলন, ভক্ষণ। গ্রস (গ্রাস করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। অনৈক অসুর। সং ; পু।

গ্রসমান—গ্রাস করিতেছে এরূপ। গ্রস (গ্রাস করা)+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—না।

গ্রস্ত—১। কবলিত, গিলিত, ভক্ষিত ; আচ্ছাদিত ; অভিভূত ; আক্রান্ত। গ্রস (গ্রাস করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গ্রস্তা। ২। লুপ্তবর্ণপদ বাক্য। সং ; ক্লী।

গ্রস্তাস্ত—গ্রহণকালে চন্দ্র সূর্য্যের তিরোধান। গ্রস্তের অস্ত, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গ্রস্তোদয়—গ্রহণান্তে চন্দ্র-সূর্য্যের পুনঃপ্রকাশ। গ্রস্তের উদয়, ৬তৎ। সং ; পু।

গ্রহ—১। সূর্য্যাদি নয়টি [ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টী গ্রহ ; আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, সূর্য্য স্বয়ং গ্রহ নহে ; উহার চতুর্দ্দিকে যে সকল জ্যোতিষ্ক ভ্রমণ করে তাহারা গ্রহ, এবং গ্রহের চতুর্দ্দিকে যাহারা ভ্রমণ করে তাহারা উপগ্রহ ; অতএব মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, হর্শেল ও নেপচুন গ্রহ, চন্দ্র উপগ্রহ, এবং রাহু ও কেতু পৃথিবীর ছায়া মাত্র] ; পুতনাদি। গ্রহ্ +অন্ ক। ২। অনুগ্রহ ; সূর্য্যাদির গ্রাস ; স্বীকার, গ্রহণ ; ধারণ ; উপরাগ ; নির্বন্ধ ; অধ্যবসায় ; আগ্রহ ; রণোদ্যম ; জ্ঞান ; সন্নিকর্ষ। গ্রহ+অল্ ভা। সং ; পু।

গ্রহকল্লোল—রাহু। ৬তৎ। সং ; পু।

গ্রহকোপ—গ্রহদুষ্ট হওয়া। ৬তৎ। সং ; পু। গ্রহকোপে লোকের অমঙ্গল হয়।

গ্রহগোচর—গ্রহদিগের শুভাশুভ জ্ঞাপক গতি-বিশেষ। সং ; পু বা ক্লী।

গ্রহচিন্তক—দৈবজ্ঞ। ৬তৎ। সং ; পু।

গ্রহজগৎ—গ্রহমণ্ডল, গ্রহউপগ্রহাদির অবস্থিতি স্থল বা সমষ্টি (planetary world)। গ্রহদিগের জগৎ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গ্রহণ—১। লওয়া ; স্বীকার ; জ্ঞান ; আদর ; বশীকরণ ; বন্ধন ; সূর্য্যাদির গ্রাস*। গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনট্ ভা। ২। ইন্দ্রিয় ; কর। গ্রহ+অনট্ ণ। ৩। বন্দী। গ্রহ+অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

* যখন কোন অস্বচ্ছ পদার্থ একটি উজ্জ্বল বস্তু এবং যে বস্তু উহার দ্বারা আলোকিত হইতেছিল এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী হয়, তখন আলোকপ্রাপ্ত বস্তুটি ছায়াবৃত হয়, আর উজ্জ্বল বস্তুটির "গ্রহণ" হইয়াছে বলা যায়।

চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় অন্যান্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীরও "গ্রহণ" হইয়া থাকে।

পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী সূর্য্যকে ৩৬৫ দিনে, আর চন্দ্র পৃথিবীকে ২৮ দিনে বেষ্টন করিয়া একবার ঘুরিয়া আইসে। ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যখন সমান্তরালভাবে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন সূর্য্য হইতে পৃথিবী যে আলোক পাইতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার উপরে একটি ছায়ার আবরণ পড়ে, ইহাই সূর্য্য গ্রহণ। সূর্য্যগ্রহণ কেবল অমাবস্যার দিনেই ঘটিতে পারে। আবার পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সমান্তরালভাবে চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপরে পতিত হয়। ইহাই চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণ কেবল পূর্ণিমার রাত্রিতেই ঘটিতে পারে।

সাধারণ হিন্দুদিগের ধারণা এইরূপ—ব্রাহ্মণজাতীয় চন্দ্র ও সূর্য্য চণ্ডালজাতীয় রাহু ও কেতুর দ্বারা কৃষ্ট ও ভক্ষিত হয়। এই পাপ-প্রক্ষালনের জন্য হিন্দুগণ গঙ্গাস্নান, শ্রাদ্ধ, হরিনামসংকীর্ত্তন দ্বারা অমঙ্গল দূর করিতে চেষ্টা করেন।

পুরাণে লিখিত আছে, সমুদ্রমন্থন কালে রাহু ও কেতু নামক গ্রহদ্বয় উপস্থিত না থাকায় ইহারা সমুদ্রোত্থিত সুধার অংশ পায় নাই। যখন ইহারা উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত সুধা দেবগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা রাগান্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্যকে কখন আংশিকভাবে কখন বা পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া থাকে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ইহাদিগকে উদ্গিরণ করিয়া দেয়।

হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ কিন্তু গ্রহণের প্রকৃত তথ্য অবগত ছিলেন। তাহা না হইলে ইঁহারা গ্রহণের দিন, সময় ও কাল প্রভৃতি এরূপ নিশ্চয়তার সহিত গণনা করিতে পারিতেন না। গ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দু-পঞ্জিকাকারগণের গণনা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণনা অপেক্ষা অধিকতর ফলবতী হইতে সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রহণক্ষম—লইতে পারক, যে লইতে পারে ; ধারণসমর্থ, ধারক। গ্রহণে ক্ষম, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গ্রহণক্ষমা।

গ্রহণি, গ্রহণী—নাড়ীবিশেষ ; উদরভঙ্গরোগ। গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনি ক। সং ; স্ত্রী।

গ্রহণী-নাড়ী—নাড়ীবিশেষ। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে পিত্তধরা নামক যে ষষ্ঠীকলা আছে, তাহাকেই গ্রহণী নাড়ী কহে। এই নাড়ী অগ্নির আধার স্বরূপ পাচক নামক পিত্তকে ধারণ করে। এই গ্রহণী নাড়ীস্থিত এবং আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পিত্তাদিষ্ঠিত পাচক নামক অগ্নি দ্বারা ভুক্তদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কটুরসাত্মক হয়।

গ্রহণীয়—গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য। গ্রহ (গ্রহণ করা) +অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গ্রহণীয়া।

গ্রহতত্ত্ব—গ্রহগণের যথাযথ বৃত্তান্ত, কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে আছে তাহার বিবরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গ্রহতত্ত্ববিদ্যা—জ্যোতিঃশাস্ত্র। গ্রহতত্ত্ব সংক্রান্ত বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গ্রহদেবতা—সূর্য্যাদি গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; পু।

গ্রহদোষ—গ্রহগণের দুষ্টতা (মন্দফলদায়কত্ব)।

গ্রহনায়ক—শনি ; সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

গ্রহনেমি—চন্দ্র। গ্রহ নেমি (চাকার প্রান্ত) সদৃশ, উপমিত সমাস। সং ; পু।

গ্রহপতি—সূর্য্য, চন্দ্র ; আকন্দগাছ। ৬তৎ। সং ; পু।

গ্রহপীড়া—গ্রহবৈগুণ্য-জন্য মানবের আধিব্যাধি। গ্রহজনিত পীড়া, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গ্রহপূজা—নবগ্রহের বৈগুণ্যশান্তির নিমিত্ত তাহাদের আরাধনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গ্রহমণ্ডল—গ্রহজগৎ, গ্রহ-উপগ্রহাদির সমষ্টি। (Planetary system)। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গ্রহযোগ—গ্রহগণের বৈগুণ্যশান্তির নিমিত্ত কৃত হোম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গ্রহরাজ—সূর্য্য ; চন্দ্র ; বৃহস্পতি। গ্রহদিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু

গ্রহবশতঃ (—বশতস্)—গ্রহহেতু, গ্রহদুষ্ট থাকা নিমিত্ত। ৬তৎ। ব্য। [সং ; পু।

গ্রহবহ্নি—সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের বহ্নি। ৬তৎ।

গ্রহবিপাক—গ্রহের বিপরিণাম বা অপ্রসন্নতা, গ্রহবৈগুণ্য। ৬তৎ। সং ; পু।

গ্রহবিপ্র—দৈবজ্ঞ, গ্রহাচার্য্য, জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ। গ্রহ-পূজক বিপ্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রহবৈগুণ্য—গ্রহের অপ্রসন্নতা; গ্রহের প্রতিকূলতা বা অশুভফলদায়কত্ব। [জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে, আদিত্যাদি নবগ্রহের স্থিতি ও সঞ্চারের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য অনুসারে মানবের যথাক্রমে শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে। সেই মতানুসারে, মনুষ্যের যখন সুখসমৃদ্ধি ঘটে, তখন গ্রহ সুপ্রসন্ন, আর যখন দুঃখ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তখন গ্রহ বিগুণ বলা হইয়া থাকে]। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গ্রহাচার্য্য—দৈবজ্ঞ। গ্রহজ্ঞ আচার্য্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রহাধার—ধ্রুবতারা। গ্রহের আধার, ৬তৎ। সং; পু।

গ্রহাধীশ—সূর্য্য। গ্রহদিগের অধীশ, ৬তৎ। সং; পু।

গ্রহাময়—গ্রহপীড়া (তাহা দেখ)। গ্রহ-জনিত আময়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রহাবমর্দ্দন—রাহু। গ্রহকে অবমর্দ্দন করে যে এই বাক্যে উপ; গ্রহ—অব—মৃদ (মর্দ্দন করা)+অন ক। সং; পু।

গ্রহাবিষ্ট—গ্রহদশাগ্রস্ত, গ্রহদোষে বিপন্ন। গ্রহদ্বারা আবিষ্ট, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

গ্রহিল—আগ্রহযুক্ত; নির্বন্ধযুক্ত। গ্রহ (আগ্রহ) +ইল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রহিলা।

গ্রহীতা (গ্রহীতৃ)—গ্রহণকর্ত্তা, গ্রাহক। গ্রহ (গ্রহণ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী গ্রহীত্রী।

গ্রাউস, ফ্রেডেরিক সামন (Frederic Salmon Grouse)—জন্ম ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সিবিলিয়ান হইয়া ইনি ভারতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া মথুরার একখানি বিস্তৃত বিবরণ লেখেন। অতঃপর তুলসীদাসের রামায়ণের একখানি ইংরাজী অনুবাদ রচনা করেন (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ)। ইনি হিন্দিভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার পক্ষে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য ইনি গবর্ণমেন্টের নিকট সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মে গ্রাউস সাহেবের মৃত্যু হয়।

গ্রাবু—দুই দুই জন এক পক্ষ হইয়া চারি জনের এক প্রকার তাসখেলা। দেশজ। সং।

গ্রাম—বহুলোকের বাসস্থান, গাঁ; সমূহ; ষড়্জ মধ্যম গান্ধার এই তিন স্বরসংঘাত; স্বরাধারবিশেষ। গ্রস (গ্রাস করা)+ম ক। অথবা, গম (গমন করা)+ঘঞ্, আদি, নিপাতনে সিদ্ধ। সং; পু।

গৃহকুক্কুট—গৃহপালিত কুক্কুট, ঘরপালা কুঁকড়া, পোষা মোরগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রামকূট—শূদ্র। গ্রামে কূট (তুচ্ছ), ৭তৎ। সং; পু।

গ্রামগৃধ্র—গ্রামবহির্ভূত। গ্রাম শব্দ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

গ্রামজ—গ্রামজাত, গ্রামে উৎপন্ন। উপ; গ্রাম—জন্+ড ক। বিণ; ত্রি।

গ্রামজিৎ—গ্রামজয়কারী। উপ; গ্রাম—জি+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

গ্রামটি,গ্রামটিকা,গ্রামটী—ক্ষুদ্র গ্রাম। সং; স্ত্রী।

গ্রামণী—১। গ্রামের নায়ক (অর্থাৎ প্রধান লোক), মণ্ডল; অধিপতি। গ্রাম—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। নাপিত; বিষ্ণু; যক্ষ। সং; পু। ৩। বেশ্যা। সং; স্ত্রী।

গ্রামতক্ষ—গ্রাম্য সূত্রধর, গ্রামের ছুতোর। ৬তৎ। সং; পু। [স্ত্রী।

গ্রামতা—গ্রামসমূহ। গ্রাম+তা সমূহার্থে। সং;

গ্রামদেবতা—গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গ্রামধর্ম্ম—মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রামবধূ—গ্রামবাসিনী বধূ, পাড়াগেঁয়ে বউ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গ্রামমুখ—হট্ট, হাট; বাজার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গ্রামমৃগ—কুক্কুর। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রামযাজক—গ্রামবাসীদিগের পুরোহিত; গ্রামদেবতা-পূজক। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

গ্রামযাজী (—যাজিন্)—গ্রামযাজক, দেবল, পূজারি ব্রাহ্মণ। গ্রাম যাজন করে যে এই বাক্যে উপ; গ্রাম—যজ+ণিন্ ক। বিণ বা সং; পু।

গ্রামলক্ষ্মী—গ্রামের লক্ষ্মীস্বরূপা, যে রমণী গ্রামে থাকায় গ্রামের লোকের সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়। ৬ বা ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

গ্রামবাসী (—বাসিন্)—গ্রামে বাস করে এরূপ, অ-নাগরিক, গ্রাম্য। গ্রামে বাস করে যে এই বাক্যে উপ; গ্রাম—বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী গ্রামবাসিনী।

গ্রামসিংহ—কুক্কুর। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রামস্থ—গ্রামে স্থিত। গ্রাম—স্থা (থাকা) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রামস্থা।

গ্রামহাসক—ভগিনীপতি। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রামান্ত—গ্রামের প্রান্তভাগ। গ্রামের অন্ত, ৬তৎ। সং; পু।

গ্রামান্তর—১। গ্রামের মধ্যভাগ, গাঁয়ের ভিতর। গ্রামের অন্তর, ৬তৎ। ২। অন্য গ্রাম। নিত্য। সং; ক্লী।

গ্রামাভিমুখে—গ্রামের দিকে। গ্রামের অভি (লক্ষ্য করিয়া) মুখ হইয়াছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গ্রামিক—গ্রাম-রক্ষায় নিযুক্ত; গ্রামের প্রধান বা অধ্যক্ষ। গ্রাম+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রামিকী, গ্রামিকা।

গ্রামী (গ্রামিন্)—গ্রামবিশিষ্ট, গাঁই; গ্রামস্বামী; গ্রামবাসী; গ্রাম্যধর্ম্মবিশিষ্ট, স্ত্রীসঙ্গম-রত। গ্রাম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী গ্রামিণী।

গ্রামীণ—১। গ্রামে উৎপন্ন; গ্রামনিবাসী। গ্রাম+ীন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রামীণা। ২। কুক্কুর; কাক। সং; পু।

গ্রাম্য—গ্রামোদ্ভূত; গ্রামজাত; প্রাকৃত; অশ্লীল; নীচ, জঘন্য। গ্রাম+য্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রাম্যা। [স্ত্রী।

গ্রাম্যকর্কটী—কুষ্মাণ্ড, কুমড়া। কর্ম্মধা। সং;

গ্রাম্যজীবন—গ্রামে অবস্থান কারণ জীবন, গ্রামে থাকিয়া গ্রামসুলভ উপকরণ দ্বারা জীবন ধারণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গ্রাম্যতা—জঘন্যতা; প্রাকৃততা; অশ্লীলতা। গ্রাম্য+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

গ্রাম্যদেবতা—গ্রামদেবতা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গ্রাম্যধর্ম্ম—মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ। কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রাম্যপথ—গ্রামস্থিত পথ, কাঁচা রাস্তা, জঙ্গলা পথ। কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রাম্যপশু—গো, মেষ, অজ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ, এই সাত। কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রাম্যমৃগ—কুক্কুর। কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রাম্যসিংহ—কুক্কুর। কর্ম্মধা। সং; পু। [পু।

গ্রাম্যাশ্ব—গর্দ্দভ। গ্রাম্য যে অশ্ব, কর্ম্মধা। সং;

গ্রাবা (গ্রাবন্)—১। দৃঢ়। গ্রহ্ (গ্রহণ করা) +বনিপ্ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। মেঘ; প্রস্তর; পর্ব্বত। সং; পু।

গ্রাস—১। গিলন, ভক্ষণ। গ্রস+ঘঞ্ ভা। ২। একবারে যত অন্নাদি মুখে দিয়া গিলিতে পারা যায়, কবল। গ্রস (গ্রাস করা)+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

গ্রাসকারী (—কারিন্)—ভক্ষণকর্ত্তা, ভক্ষক, খাদক। গ্রাস করে যে এই বাক্যে উপ; গ্রাস—কৃ+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ণী।

গ্রাসাচ্ছাদন—অন্নবস্ত্র, অশন ও বসন, খাওয়া পরা। গ্রাস ও আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

গ্রাহ—১। গ্রহণ; জ্ঞান; আগ্রহ; নির্বন্ধ। গ্রহ্+ঘঞ্ ভা। ২। হাঙ্গর; কুম্ভীর। গ্রহ +ণ ক। সং; পু। ৩। গ্রাহক, গ্রহীতা, গ্রহণকর্ত্তা। বিণ; ত্রি।

গ্রাহক—১। শ্যেনপক্ষী, বাজপক্ষী; বিষবৈদ্য; রক্ষী। সং; পু। ২। গ্রহণকর্ত্তা, গ্রহীতা; ক্রেতা, খরিদ্দার। গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রাহিকা।

গ্রাহিত—যাহা গ্রহণ করান হইয়াছে এরূপ; স্বীকারিত। ণিজন্ত গ্রহ (—গ্রাহি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রাহিতা।

গ্রাহী (গ্রাহিন্)—১। যে গ্রহণ করে, গ্রহণ-

কারী, গ্রাহক, গ্রহীতা ; আকর্ষক ; নির্বন্ধপরায়ণ। গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী গ্রাহিণী। ২। কপিত্থ, কয়েত বেল। সং ; পু।

গ্রাহ্য—জ্ঞেয় ; উপাদেয় ; গণ্য ; গ্রহণীয়, স্বীকার্য্য ; গ্রহণযোগ্য ; আদরণীয়। গ্রহ (গ্রহণ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

গ্রিফিথ, রাল্ফ টমাস্ হচ্কিন (Ralph Thomas Hotchkin Griffith) জন্ম ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে। ইংলণ্ডে ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৫৪ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি বেনারস কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন (১৮৬৩-১৮৭৮ খৃঃ)। গভর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপদে নিযুক্ত করেন (১৮৭৮-১৮৮৫ খৃঃ)। ইনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন ও এই সময়েই সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ গ্রিফিথ সাহেবের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তন্মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচিত অপর কয়েকখানি গ্রন্থের নাম বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের উদাহরণ, কুমারসম্ভব, রামায়ণ, কথাবলী ; ঋগ্বেদের স্তোত্র ; অথর্ব্ববেদের স্তোত্র ; শ্বেত যজুর্ব্বেদ। 'পণ্ডিত' নামধেয় একখানি সংস্কৃত পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রিফিথ আট বৎসর উহার সম্পাদকতা করেন।

গ্রীক—১। গ্রীসীয়, গ্রীক দেশীয় ; গ্রীসবাসী। বিণ। ২। গ্রীস দেশের লোক বা ভাষা। সং। ইং (Greek)। [স্ত্রী।

গ্রীবা—কন্ধরা, ঘাড়। গৃ+ব ণ+আপ্। সং ;

গ্রীবাদেশ—স্কন্ধদেশ। গ্রীবার দেশ ইতি ৬তৎ, বা গ্রীবাই যে দেশ ইতি কর্ম্মধা। সং ; পু।

গ্রীবাভঙ্গ—ঘাড় ভাঙ্গা ; স্কন্ধদেশের বক্রভাবে স্থাপন, ঘাড় নাড়া। ৬তৎ। সং ; পু।

গ্রীবাভঙ্গি, গ্রীবাভঙ্গী—গ্রীবাভঙ্গ, ঘাড় নাড়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গ্রীবী (গ্রীবিন্)—১। সুন্দর গ্রীবাবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী গ্রীবিণী। ২। উষ্ট্রজাতীয় জন্তু। গ্রীবা+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

গ্রীভ্স্, স্যার এওয়ার্ট—(Sir Ewart Greaves)—কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিখ্যাত জজ। ইনি ইং ১৯১৪ সালে জজ নিযুক্ত হন এবং ১৯২৭ অব্দে ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি সুবিচারক বলিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রত্যহ ১০টা হইতে ৪।০টা পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে বিচার কার্য্য করিতেন, কদাপি বিচারাসনে বসিয়া আলস্যবশতঃ তন্দ্রাভোগ করিতেন না। ভারতবাসীর সহিত ব্যবহারে ইনি সকল সময়েই ভদ্রতার পরিচয় দিতেন। ইনি কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর ছিলেন। তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থরক্ষা ও শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত অনেক কাজ করিয়াছেন। ইনি এদেশের সামাজিক হিতানুষ্ঠানেও প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। ইঁহারই ঐকান্তিক যত্নে গণিকালয় হইতে উদ্ধৃত অসহায় বালিকাদিগের নিমিত্ত কলিকাতায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রীষ্ম—১। উষ্ণ ঋতু, বঙ্গদেশে সাধারণতঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল বলিয়া ধরা হইয়া থাকে ; উষ্মা। গ্রস (ভক্ষণ করা)+মক্ ক। সং ; পু। ২। উত্তপ্ত, উষ্ণ। বিণ ; ত্রি। (ষড়্ঋতু দেখ)।

গ্রীষ্মকাল—উষ্ণঋতু, নিদাঘ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

গ্রীষ্মকালীন—উষ্ণঋতুজাত, নৈদাঘ। গ্রীষ্মকাল +ঈন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –না।

গ্রীষ্মক্লিষ্ট—গ্রীষ্ম দ্বারা ক্লেশযুক্ত, উত্তাপ হেতু দুঃখপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –ষ্টা।

গ্রীষ্মতাপ—গ্রীষ্মকালের উত্তাপ। ৬তৎ। সং ; পু।

গ্রীষ্মপীড়িত—নিদাঘ-তাপিত ; প্রখর রৌদ্রে ক্লেশিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

গ্রীষ্মপ্রধান—যেস্থানে গ্রীষ্ম ঋতুই অধিক কাল স্থায়ী। গ্রীষ্ম প্রধান যেখানে, বহু। বিণ

গ্রীষ্মমণ্ডল—কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তির অন্তর্বর্ত্তী ভূভাগ (Torrid Zone), এই ভূভাগে সূর্য্যরশ্মি সরলভাবে পতিত হওয়ায় গ্রীষ্মের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অধিক। গ্রীষ্মের মণ্ডল, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গ্রীষ্মাতিশয্য—গ্রীষ্মের আধিক্য, অত্যন্ত গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের আতিশয্য, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গ্রীষ্মাবকাশ—গরমের ছুটী। বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণমেণ্টের নিয়মে গ্রীষ্মকালে কলেজের কার্য্য প্রায় আড়াই মাস এবং স্কুলের কার্য্য প্রায় দেড়মাস বন্ধ থাকে। ঐ অবকাশকে গ্রীষ্মাবকাশ কহে। গ্রীষ্মহেতুক অবকাশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গ্রীস—ইউরোপের দক্ষিণভাগস্থ দেশবিশেষ। সং।

গ্রীসীয়—১। গ্রীসদেশীয়, গ্রীসের। গ্রীস+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। গ্রীসবাসী, গ্রীক। সং।

গ্রে, স্যার উইলিয়ম, কে, সি, এস, আই—বঙ্গের ছোটলাট (১৮৬৭-১৮৭১)। ইনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাইট রেভারেণ্ড এড্ওয়ার্ড গ্রে। স্যার উইলিয়ম ১৮৩৬ খৃঃ অক্সফোর্ডের Christ Church হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি অধ্যয়নে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না, আলস্য ও অমনোযোগিতার জন্য শিক্ষকের অপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং ডিগ্রি না লইয়াই বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি War-officeএ কেরাণী পদে কিছুদিন কার্য্য করিয়া বঙ্গদেশীয় সিভিল সার্ভিসে একটী writerএর পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮৪২ খ্রীঃ ইনি রাজসাহীর অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হন। অতঃপর ইনি মফঃস্বলে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৪২ খৃঃ হইতে ১৮৪৭ খৃঃ পর্য্যন্ত বঙ্গের ডেপুটি গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে কার্য্য করেন। তদনন্তর ইনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সেরেস্তায় এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের সংসার (Home) ও পররাষ্ট্র (Foreign) বিভাগের সেরেস্তায় কার্য্য করেন। ইহার পর ইনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নানা বিভাগে কার্য্য করিয়া অবশেষে বাঙ্গালার ছোটলাটের পদ লাভ করেন।

স্যার উইলিয়ম প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন, আয়করের বিরোধী ছিলেন এবং কাউন্সিলের সদস্যরূপে দুর্ভিক্ষঘটিত নানা কার্য্যে ও উড়িষ্যার রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপারের আলোচনায় প্রভূত দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ছোটলাটের পদ তুলিয়া দিয়া উহাকে বড়লাটের শাসনাধীন করিবার প্রস্তাব হইলে, ইনি উহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জমীর উপর কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব হইলে ইনি উহাতে আপত্তি করেন, কিন্তু রাজবর্ত্ম বা দেশীয় অন্যান্য হিতকর কার্য্যের জন্য করগ্রহণের অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইঁহারই উপদেশানুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চা-বাগান-সম্বন্ধীয় কুলী-আইন পরিবর্ত্তিত হয়।

ইঁহার শাসনকালে বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির জন্য একটী স্বাস্থ্যবিভাগের সৃষ্টি হয়। মালদহ, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে এবং সীমান্ত প্রদেশে ওহাবী নামক মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইলে ইনি তাহাদিগকে দণ্ডিত করেন। স্যার উইলিয়ম সিভিলিয়ানদিগকে বিচারসম্বন্ধে পৃথকরূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন।

স্যার উইলিয়ম গ্রের শাসন-সময়ে (১৮৬৭ খৃঃ) গণ্ডক, গোগরা, শোণ এবং গঙ্গার বন্যায় নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি ডুবিয়া যায়, নিম্ন বাঙ্গালাও এই জলপ্লাবনে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। এই বৎসরই কলিকাতায় ও

তৎসন্নিহিত স্থানগুলিতে ভীষণ ঝড় হয়। ইহাই বঙ্গদেশে কার্ত্তিকের ঝড় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্যার উইলিয়ম পুলিশের সংখ্যা কমাইয়া দেন, ১৮৭১ খৃঃ আদমসুমারীর জন্য বন্দোবস্ত করেন, খাজনার মামলা দেওয়ানী আদালতে মীমাংসিত হইবার ব্যবস্থা করেন। ইঁহার সময়ে কলিকাতার ১৬ মাইল উত্তরে পলতা নামক স্থানে গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া কলিকাতায় কলের জল সরবরাহ করা হয় এবং হাওড়া পোল-নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও এই সময়ে হয়।

১৮৭১ সালে স্যার উইলিয়ম K. C. I. উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরই ১লা মে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ সালে ইনি জামেকার গভর্ণর হন। ইনি দুইবার বিবাহ করেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা। ১৮৭৯ খৃঃ ১৫ মে ইনি দেহত্যাগ করেন।

গ্রেণ—ইংরাজী ওজন। [বৈদেশিক। বিণ।

গ্রেপ্তার—ধৃত, অপরাধাদি জন্য বন্দীকৃত।

গ্রৈব, গ্রৈবেয়—১। গ্রীবাভরণ, কণ্ঠহার, চিক; কণ্ঠবন্ধন। গ্রীবা+ষ্ণ, ঢেয় ইব মর্থে। সং; ক্লী। ২। গ্রীবাসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্রৈবী, গ্রৈবেয়ী।

গ্রৈবেয়ক—গ্রীবাভরণ, কণ্ঠহার, চিক; কণ্ঠবন্ধন। গ্রৈবেয়+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

গ্লটন—অতিভোজী জন্তুবিশেষ; (তাহা হইতে) অতিভোজী মানুষ; ঔদরিক, পেটুক। ইং (glutton)। সং।

গ্লপন—১। গ্লানিযুক্তকরণ; নিন্দা। গ্লপি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। গ্লানিদায়ক। গ্লপি+অন ক। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

গ্লপিত—ম্লানীকৃত; দগ্ধ। গ্লপি+ক্ত র্ম্ম। বিণ;

গ্লস্ত—খাদিত; ভক্ষিত। গ্লস (ভক্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী গ্লস্তা।

গ্লহ—১। দ্যূত। গ্লহ+অস্ ভা। ২। দ্যূতক্রীড়াদির পণ। গ্লহ+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

গ্লাডষ্টোন্ (উইলিয়ম্ ইওয়ার্ট)—১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ২৯ এ ডিসেম্বর ল্যাঙ্কশায়ারের অন্তর্গত লিভারপুল নগরে ইঁহার জন্ম। ইনি বাল্যে লিভারপুলের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা শেষ করেন। পরে ১২শ বর্ষ বয়সে ইটন কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে উহার শিক্ষা শেষ করেন। অতঃপর ডাক্তার টার্ণারের নিকট দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। টার্ণার পরে কলিকাতার বিশপের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অতঃপর গ্লাডষ্টোন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট চার্চ্চ-নামক কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময় ইঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসর। দুইবৎসর পরে কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইটালী ও ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে পার্লামেণ্টে নিওয়ার্কের প্রতিনিধির পদ শূন্য হয়। লর্ড সভার সভ্য জনৈক ডিউক গ্লাডষ্টোনকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। এই ডিউকের পুত্র গ্লাডষ্টোনের সহাধ্যায়ী ছিল, এই সূত্রেই তিনি গ্লাডষ্টোনের বাগ্মিতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় গ্লাডষ্টোন রক্ষণশীল দলের (Conservatives) প্রতিনিধিস্বরূপে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২১এ ফেব্রুয়ারি ইনি এখানে প্রথম বক্তৃতা দেন। নবীন যুবকের সে বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই চমকিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেলবোর্ণের মন্ত্রিত্বের অবসান হইলে সার রবার্ট পিল নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত করেন। গ্লাডষ্টোন ইহাতেও প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ইনি মন্ত্রিসভার মেম্বর হইয়া উপনিবেশসমূহের সরকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং রাজস্বসচিব, ভারত সেক্রেটারী প্রভৃতির দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যসকল সুচারুরূপে সম্পাদিত করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তিনি রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন; কিন্তু পরে উদারনৈতিক দলের (Liberals) অগ্রণী হন। ইনি ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে ৬০ বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইঁহার মধ্যে অনেকবার উদারনৈতিক দলের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। রাজনীতিক্ষেত্রে এক ডিজ্‌রেলি ব্যতীত ইঁহার আর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড রোজবেরীর হস্তে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিয়া ইনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খৃঃ ৮৯ বৎসর বয়সে ইঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হয়।

গ্লাডষ্টোন গ্রীক, লাটিন, ফরাসী প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। ইনি সত্যপরায়ণ, ঈশ্বরনিষ্ঠ, সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগনের ইনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন।

গ্লান, গ্লাস্নু—গ্লানিযুক্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত। গ্লৈ (ম্লান হওয়া)+ক্ত, স্নু ক। বিণ; ত্রি।

গ্লানি—শ্রান্তি, ক্লান্তি; অবসন্নতা; অস্বাস্থ্য। গ্লৈ (ম্লান হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

গ্লাস্নু—গ্লান দেখ। [ক। সং; পু।

গ্লৌ—চন্দ্র; কর্পূর। গ্লৈ (ক্ষয় পাওয়া)+ডৌ

ঘ

ঘ—চতুর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ; ঘণ্টা; ঘুঙুর; ঘর্ঘরধ্বনি; বৎসর। হন (বধ করা)+ড র্ম্ম। সং; পু।

ঘগরি—ঘাগরা। প্রাকৃ ক। সং।

ঘট—১। কুম্ভ, কলস; ভাণ্ড; গজকুম্ভ; কুম্ভক, শ্বাসরোধ; কুম্ভরাশি; পরিমাণ-বিশেষ। ঘট+অস্ র্ম্ম। সং; পু। ২। মন, মস্তিষ্ক, বুদ্ধির আধার। দেশজ।

ঘটক—দূত; যোজক; যে ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাহ সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়; যে জাতি বল্লাল সেন-প্রতিষ্ঠিত কুলমর্য্যাদার বিষয় সমস্ত অবগত আছে। ঘটি (ঘটান)+ণক ক। সং; পু। স্ত্রী ঘটিকা, ঘটকী।

ঘটকর্পর—১। জনৈক কবি, বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন (নবরত্ন দেখ)। সং; পু। ২। ঘটকার, কুম্ভকার, কুমার জাতি। চলিত ভাষা। [পু।

ঘটকার—কুম্ভকার। ঘট—কৃ+ষণ্ ক। সং;

ঘটকী—বিবাহ-সম্বন্ধ-যোজিকা; দূতী; কুট্টনী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

ঘটজ—কুম্ভসম্ভব, অগস্ত্য। ঘট—জন (উৎপন্ন হওয়া)+ড ক। সং; পু।

ঘটদাসী—দূতী, কুট্টনী। ঘট (মিলন) কারক দাসী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ঘটন—যোজনা; সঙ্ঘটন, মেলন; ঘট+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ঘটনা—যোজনা; সঙ্ঘটন, মেলন; ব্যাপার; আকস্মিক ব্যাপার। ণিজন্ত ঘট (=ঘটি)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঘটনাক্রমে—ব্যাপারবশতঃ; দৈবাৎ, হঠাৎ। ঘটনার ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ঘটনাচক্র—ঘটনাবলী, ব্যাপারসমূহ, আকস্মিক ব্যাপার-পরম্পরা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঘটনাধীন—আকস্মিক ব্যাপারাধীন। ঘটনার অধীন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘটনাধীনা।

ঘটনানুভাবকতা—ঘটনা বা ব্যাপার বুঝিবার শক্তি। ঘটনের বা ঘটনার অনুভাবকতা, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঘটনাপূর্ণ—ব্যাপারপূরিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —পূর্ণা। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঘটনাবলী—ব্যাপারসমূহ। ঘটনাসকলের আবলী,

ঘটনাবহ—ঘটনাকারক। ঘটনার আবহ (বহনকারী), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —বহা।

ঘটনাস্থল—যে স্থানে কোন ব্যাপার ঘটে, অকুস্থল, ঘটনার জায়গা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঘটনাস্রোতঃ (—স্রোতস্)—ধারাবাহিক ঘটনা। ঘটনার স্রোতঃ-স্বরূপ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঘটপট—ঘট ও বস্ত্র, কলস ও কাপড়। ঘট ও পট, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

ঘটযোনি—কুম্ভযোনি, অগস্ত্য ঋষি। ঘট হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। সং; পু।

ঘটস্থাপন—কোন দেবতার পূজারম্ভের পূর্ব্বে প্রতিমার সমক্ষে ঘট বসান; কোন দেব-

তার প্রতিমা না করিয়া তাহার স্থলে ঘট বসাইয়া তাহাতে সেই দেবতার আহ্বান ও পূজন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘটা—১। সঙ্ঘটন ; সভা ; সমূহ ; আড়ম্বর। ঘট+অ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। ঘটনা হওয়া, হইয়া পড়া। দেশজ। ক্রিয়া।

ঘটাটোপ—আড়ম্বর, ডাঁক, ঘটা ; জিনিসপত্রের ঢাকন, ঘেরাটোপ। ঘটের আটোপ, ৬তৎ। সং ; পু। [দেশজ। ক্রি।

ঘটান—সঙ্ঘটিত করান, হওয়ান, জন্মান।

ঘটিক—নিতম্ব। ঘট+ফিক সদৃশার্থে। সং ; ক্লী।

ঘটিকা—১। কলসী ; ঘটী ; দণ্ডাত্মক কাল ; মুহূর্ত ; দিবাভাগের বা রাত্রির দ্বাদশ ভাগ, আড়াই দণ্ড, এক ঘণ্টা ; গুল্ফ, পাদগ্রন্থি। ঘটী+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। দূতী ; যোজনকারিণী। ণিজন্ত ঘট (=ঘটি) +ণক ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ঘটক দেখ

ঘটিকাযন্ত্র—ঘড়ী। ঘটিকা নির্ণায়ক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঘটিত—সংঘটিত ; যোজিত ; রচিত ; সংক্রান্ত। ঘট+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘটিতা।

ঘটিন্ধম—১। মুখমারুত দ্বারা ঘটিবাদক। ঘটী—ধ্মা (শব্দ করা, দগ্ধ করা)+খশ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। কুম্ভকার। সং ; পু।

ঘটী—ক্ষুদ্র জলপাত্র ; ঘড়ি ; দণ্ডাত্মক কাল ; মুহূর্ত। ঘট+ই অল্পার্থে+ঙপ্। সং ; স্ত্রী।

ঘটীযন্ত্র—কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র ; কালনিরূপক যন্ত্র, যথা, আধুনিক ঘড়ি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঘটোৎকচ—একজন রাক্ষস। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। জন্মকালে ইঁহার মস্তক ঘটের (করিকুম্ভের) ন্যায় উৎকচ (অর্থাৎ কেশহীন) থাকায় ইঁহার নাম ঘটোৎকচ রাখা হয়। মতান্তরে, বালক একদিন মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলে হিড়িম্বা "ঘটোহাস্তোৎকচঃ" এই শব্দ করিয়া ডাকে, তাহাতেই বালকের নাম ঘটোৎকচ হয়। ইনি মাতামহের রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। বনবাসকালে পাণ্ডবগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিবার সময়ে ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন ভীমের স্মরণমাত্রে ঘটোৎকচ সানুচর তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বহন করিয়া অভীষ্ট স্থানে লইয়া যান।

কুরুক্ষেত্রসমরে ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থে সদলবলে উপস্থিত হন এবং অতিশয় বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া বহু কুরুসৈন্য বিনাশ করেন। চতুর্দ্দশ দিবসের নিশাযুদ্ধে ঘটোৎকচ কৌরবদলের রাক্ষসসেনা বধ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করেন। মহাবীর কর্ণ ইঁহার সহিত যুদ্ধে আপনার প্রাণনাশের সম্ভাবনা এবং কুরুসৈন্যের ত্রাস দেখিয়া কৌরবগণের বিশেষ অনুরোধে অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত শক্তির প্রয়োগে ইঁহার বিনাশ সাধন করেন। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া কুরুসৈন্যের উপর পতিত হইয়া অনেকের জীবনান্ত করেন।

ঘটোদ্ভব—কুম্ভযোনি, অগস্ত্য ঋষি। ঘট হইতে (বা ঘটই) উদ্ভব যাহার, বহু। সং ; পু।

ঘট্ট—১। জলাবতরণিকা, ঘাট, তীর্থ। ঘট্ট+অল্ অধি—চালন। ঘট্ট (চালিত করা) +অল্ ভা। সং ; পু।

ঘট্টজীবী(—জীবিন্)—পাটুনিজাতি, ইহারা ঘাটে পার করে, বৈশ্যার গর্ভে রজকের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। উপ ; ঘট্ট—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। সং ; পু।

ঘট্টন—ঘোটন ; সঙ্ঘট্টন ; গঠন ; আঘাত ; ঘর্ষণ। ঘট্ট+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ঘট্টনা—ঘট্টন (সকল অর্থে)। ঘট্ট+অন ভা +আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঘট্টা—ঘাট, তীর্থ। ঘট্ট+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঘট্টিত—সঙ্ঘট্টিত ; নির্ম্মিত। ঘট্ট (চালিত করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ঘড়া—তৈজস কুম্ভ, পিত্তলের কলসী। দেশজ।

ঘড়ি, ঘড়ী—ছোট ঘড়া, কুম্ভাকার পিত্তলকলস ; চক্রাকার কাংসময় বাদ্যযন্ত্র ; ঘটিকাযন্ত্র, ঘণ্টাদি সময়নিরূপক যন্ত্র। দেশজ। সং।

ঘড়িয়াল, ঘড়ীয়াল, ঘড়েল—ঘড়িবাদক, ঘণ্টাবাদক ; একজাতীয় কুম্ভীর, মেছো কুমীর। দেশজ। সং।

ঘণ্ট—মৎস্যাদির ব্যঞ্জনবিশেষ। হন (বধ করা, ইত্যাদি)+ট র্ম্ম ; সং ; পু।

ঘণ্টা—১। একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ণিজন্ত ঘট বা ঘটি (শব্দ করা)+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, নিপাতনে [ঘণ্টাবাদ সম্বন্ধে পুরাণে অনেক প্রশংসা আছে। ঘণ্টাবাদ্য অতীব শুভকর। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, সুতরাং অন্য বাদ্যের অভাবে ঘণ্টাবাদ্যই বিধেয়। লক্ষ্মীর নিকট ঘণ্টাবাদন নিষিদ্ধ]। ২। হোরা, আড়াই দণ্ড পরিমিত কাল। দেশজ। সং ; স্ত্রী। ৩। অশ্বডিম্ব, কচু, কলা, যেমন তুমি আমার 'ঘণ্টা' করবে। ইতরভাষা।

ঘণ্টাকর্ণ—১। জনৈক শিবানুচর, ঘেঁটু ; একজন পণ্ডিতের নাম, জনৈক পণ্ডিত। ঘণ্টার ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। সং ; পু। ২। জনৈক পিশাচ। এই পিশাচ প্রথমে বিষ্ণুদ্বেষী ছিল, এবং বিষ্ণুর নাম কোনক্রমে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে আপনার কর্ণে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া রাখিত। তাহাতেই ইহার নাম 'ঘণ্টাকর্ণ' হয়। এই পিশাচ মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। মহাদেব ইহাকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কৈলাসাভিমুখে গমন করেন, সেই সময়ে ঘণ্টাকর্ণ বদরিকাশ্রমে তাঁহার দেখা পায়, এবং স্তবে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। ইহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে মুক্তি প্রদান করেন। অনন্তর ঘণ্টাকর্ণ স্বর্গে গমন করে।

ঘণ্টানাদ—ঘণ্টাধ্বনি। ৬তৎ। সং ; পু।

ঘণ্টাপথ—ঘণ্টাধারণকারী হস্তিপ্রভৃতির গমনযোগ্য প্রশস্ত পথ। ঘণ্টাধ্বনিত পথ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [সং ; পু।

ঘণ্টাপাটলি—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, ঘণ্টাপারুল।

ঘণ্টাবীজ—জয়পাল। ঘণ্টার ন্যায় শব্দযুক্ত বীজ যাহার, বহু। সং ; পু।

ঘণ্টাশব্দ—১। ঘণ্টার ধ্বনি। ৬তৎ। সং ; পু। ২। কাংস্য, কাঁসা। ঘণ্টার শব্দের ন্যায় শব্দ যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

ঘণ্টিকা, ঘণ্টী—ক্ষুদ্র ঘণ্টা ; আলজিভ্। ঘণ্ট +স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্=ঘণ্টী। ঘণ্টিকা=ঘণ্টী +কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঘণ্টু—প্রতাপ, হস্তীর গলদেশে লম্বমান ঘণ্টা। ঘণ্ (দীপ্ত পাওয়া)+টু ক। সং ; পু।

ঘণ্টেশ্বর—মঙ্গলগ্রহের পুত্র, ইনি ব্রণদাতা, সুতরাং অস্মদ্দেশীয় ঘেঁটু ঠাকুর ; শিব। ঘণ্টার ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং ; পু।

ঘন—১। নিবিড়, কঠিন ; দুর্ভেদ্য ; পুষ্ট ; স্থায়ী ; ব্যাপক, পূর্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘনা। ২। ঘন, কাঠিন্য ; জমাট ; মেঘ ; মুস্তা ; সমান তিন অঙ্কের গুণ ; বিস্তার। হন+অল্ র্ম্ম। সং ; পু। ৩। কাংস্যতালাদি বাদ্যযন্ত্র, যথা করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা প্রভৃতি ; মধ্যম নৃত্য ; লৌহ। সং ; ক্লী।

ঘনকফ—করকা, শিল, ঘনের (মেঘের) কফ (শ্লেষ্মার ন্যায়), ৬তৎ। সং ; পু।

ঘনকাল—বর্ষাকাল, ৬তৎ। সং ; পু।

ঘনকৃষ্ণ—মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

ঘনক্ষেত্র—যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ তিনই পরস্পর সমান। সং ; ক্লী।

ঘনগোলক—স্বর্ণ ও রৌপ্য। সং ; পু।

ঘনঘটা—মেঘাড়ম্বর ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘনঘন—পুনঃ পুনঃ, বারবার, একশবার, একজাই ঘেঁসাঘেঁসি, কাছাকাছি ; বেশ একটু ঘন বা গাঢ়। দেশজ। [ত্রি।

ঘনঘোর—মেঘবৎ ভীষণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ;

ঘনচতুষ্কোণ—যে পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ

আছে তাহাকে ঘন পদার্থ কহে। যে ঘনক্ষেত্রের প্রত্যেক তল চতুষ্কোণ তাহাকে ঘনচতুষ্কোণ বলা যায়।

ঘনজ্বালা—বিদ্যুৎ ; বজ্রাগ্নি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘনত্ব—গাঢ়তা ; কাঠিন্য ; নিবিড়ত্ব। ঘন+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

ঘননাভি—ধূম্র, ধোঁয়া। ঘনের নাভি অর্থাৎ প্রধান অঙ্গ। ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

ঘনপত্র—পুনর্নবা। ঘন পত্র যাহার, বহু। সং ;

ঘনপদবী—আকাশ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘনপল্লব—নিবিড় পল্লব, ঘনসন্নিবিষ্ট নূতন পত্র বা ছোট ডাল। কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

ঘনফল—দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ এই তিনের গুণন লব্ধ পরিমাণ ফল বা কালি। সং।

ঘনমূল—যে সমান তিনটি রাশি পরস্পর গুণ করিলে একটি গুণফল পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটি সেই গুণফলের ঘনমূল, যেমন ২, ৮এর ঘনমূল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ঘনরস—১। ঘন আঠা। কর্ম্মধা। ২। জল। ঘনের (মেঘের) রস, ৬তৎ। ৩। কর্পূর। ঘন হইয়াছে রস যাহার বা যাহাতে, বহু। সং ; পু।

ঘনরাম—বঙ্গভাষার একজন উচ্চশ্রেণীর প্রাচীন কবি। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর ঔরসে তৎপত্নী সীতাদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই ইঁহার কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। সময় পাইলেই ইনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য বা প্রবন্ধ রচনা করিতেন। ইঁহার মধুময়ী কবিতাগুলি পাঠ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। ইঁহার গুরু ইঁহার অদ্বিতীয় কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া ইঁহাকে একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে বলেন। গুরুর আদেশে ইনি "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" নামক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে কবিরত্ন উপাধি প্রদান করেন। ইঁহার রচনার মধ্যে একণে কেবল শ্রীধর্ম্মমঙ্গলই দেখিতে পাওয়া যায় ; ইঁহার ভাষা 'অতি সরল ও অনেকাংশে গ্রাম্যতাদোষবর্জ্জিত। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনার আরম্ভ কাল স্মরণ নাই, তবে ১৬৩৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ইহা সমাপ্ত হইল।"

ঘনবর্ণ—মেঘবৎ বর্ণবিশিষ্ট। ঘনের (মেঘের) বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘনবর্ণা। বাঙ্গালা পদ্যে ঘনবরণ ও স্ত্রীলিঙ্গে ঘনবরণী প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ঘনবর্ত্ম—আকাশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ঘনবল্লী—ঘনজ্বালা, বিদ্যুৎ ; লতাকার মেঘ, মেঘমালা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘনবাত—নরকবিশেষ। ঘন (অত্যধিক) হইয়াছে বাত যেখানে, বহু। সং ; পু।

ঘনবাহন—মেঘবাহন ; ইন্দ্র। ঘন (মেঘ) হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। সং ; পু।

ঘনবিন্যস্ত—অবিরল সন্নিবিষ্ট, ঘেঁসাঘেঁসিভাবে স্থাপিত। ঘন যথা তথা বিন্যস্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘনবিন্যস্তা।

ঘনবিন্যাস—১। অবিরল সন্নিবেশ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অবিরল সন্নিবিষ্ট। ঘন বিন্যাস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ঘনবীথি—আকাশ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘনশ্যাম—১। মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। ২। রামচন্দ্র। সং ; পু। [স্ত্রী।

ঘনশ্রেণী—জলদমালা, মেঘসমূহ। ৬তৎ। সং ;

ঘনশ্রেণীবদ্ধ—১। মেঘসমূহে আবদ্ধ। ঘনের (মেঘের) শ্রেণী = ঘনশ্রেণী, ৬তৎ ; তাহাতে বদ্ধ, ৭তৎ। ২। অবিরল সারি সারি সাজান। ঘনা যে শ্রেণী সে ঘনশ্রেণী, কর্ম্মধা ; তদ্দ্বারা বদ্ধ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঘনসার—১। কর্পূর ; পারদ ; চন্দন। ঘন (নিবিড়) হইয়াছে সার যাহার, বহু। ২। জল। ঘনের (মেঘের) সার, ৬তৎ। সং ; পু।

ঘনস্বন—১। মেঘের শব্দ ; মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দ। ৬তৎ। সং ; পু। ২। মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট বা স্বরযুক্ত। ঘনের (মেঘের) স্বনের (শব্দের) ন্যায় স্বন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘনস্বনা।

ঘনাগম—বর্ষাকাল। ঘনের (মেঘের) আগম (আগমন) হয় যে কালে, বহু। সং ; পু।

ঘনাঘন—১। বর্ষণকারী মেঘ ; অপকারী হস্তী ; মত্ত হস্তী ; ইন্দ্র ; পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ। হন (বধ করা) + অন্ ক = ঘন, তাহার দ্বিত্ব, নিপাতনে। সং ; পু। ২। নিষ্ঠুর ; নিরন্তর ; সতত ঘাতুক। বিণ ; ত্রি।

ঘনাত্যয়, ঘনান্ত—শরৎকাল। ঘনের অত্যয় বা অন্ত হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

ঘনান—ঘন হইয়া আসা, নিকটবর্ত্তী হওয়া, কাছান। দেশজ। ক্রি।

ঘনান্ত—ঘনাত্যয় দেখ।

ঘনান্ধকার—১। মেঘহেতু অন্ধকার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ঘোর অন্ধকার। ঘন যে অন্ধকার, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঘনাশ্রয়—১। মেঘ। ঘনই আশ্রয়, কর্ম্মধা। ২। আকাশ। ঘনের (মেঘের) আশ্রয় (আধার), ৬তৎ। সং ; পু।

ঘনিষ্ঠ—১। অতিশয় ঘন। ঘন+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। অতি নিকট, আসন্ন ; বিশেষ আত্মীয়। দেশজ।

ঘনিষ্ঠতর—অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী আত্মীয়। ঘনিষ্ঠ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তরা।

ঘনিষ্ঠতা—নিকট সম্বন্ধ ; সতত আনুগত্য। ঘনিষ্ঠ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ঘনীভূত—পূর্ব্বে ঘন ছিল না একণে ঘন হইয়াছে এরূপ, সান্দ্রীভূত, নিবিড়ীভূত। ঘন শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ঘনী)—ভূ (হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ভূতা।

ঘনোপল—করকা, শিল। ঘনের (মেঘের) উপল (প্রস্তর), ৬তৎ। সং ; পু।

ঘর—গৃহ, ভবন, আলয়, আবাস, নিবাস, দেশ ; বংশ ; খোপ। গৃহ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

ঘরওয়া, ঘরোয়া—ঘরের, গৃহসম্বন্ধীয় ; বাড়ীর, স্বদেশের ; গার্হস্থ্য ; পারিবারিক, সাংসারিক ; আপনাআপনি। দেশজ। বিণ।

ঘরকন্না—গৃহস্থলী বা গৃহস্থালী ; সংসারাশ্রম। দেশজ। সং।

ঘরট্ট—পেষণযন্ত্র, জাঁতা। ঘৃ + অন্ ক (=ঘর) —অট্ট (অতিক্রম) + অন্ ক। সং ; পু।

ঘরণী—গিন্নী, পত্নী, ভার্য্যা। গৃহিণী শব্দের অপভ্রংশ। সং ; স্ত্রী।

ঘরমু—ঘরের দিকে, গৃহাভিমুখে। প্রা, ক।

ঘরসংসার—সংসারযাত্রা, বাড়ী ও তৎসহিত অন্যান্য বিষয়, গৃহস্থালী। দেশজ শব্দ।

ঘরসন্ধান—ঘরের কোথায় কি আছে তাহার ও ঘরের দোষগুণ প্রভৃতি জানা। দেশজ।

ঘরসন্ধানী—ঘরের কোথায় কি আছে তাহার তত্ত্বাভিজ্ঞ ; যে ঘরের দোষগুণ প্রভৃতি জানে, গৃহচ্ছিদ্রজ্ঞ। দেশজ। বিণ।

ঘরহি—ঘরে, গৃহে। প্রা, ক।

ঘরা—ঘর, খোপ, অবকাশ, ছিদ্র ; আধার। দেশজ। সং।

ঘরাও—ঘরসম্বন্ধীয়, গৃহসংক্রান্ত ; পারিবারিক ; ঘরপোষা। দেশজ। বিণ।

ঘরাণা—পারিবারিক ; বংশগত ; সদ্বংশজাত। দেশজ। সং।

ঘরামি, ঘরামী—গৃহকারক, কুটীর-নির্ম্মাতা। দেশজ। সং।

ঘরোয়া—ঘরওয়া দেখ।

ঘর্ঘট—টেংরামাছ। ঘর্ (অনুকরণ শব্দ) ঘট (চেষ্টা করা) + অন্ ক। সং ; পু।

ঘর্ঘর—১। ঘর্ঘর্ শব্দ ; পেচক ; নদবিশেষ ; পর্ব্বতবিশেষ ; স্বরবিশেষ। যঙ্লুগন্ত ঘৃ + অন্ ক। সং ; পু। ২। ঘর্ঘরশব্দবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘর্ঘরা।

ঘর্ঘরা—১। ঘর্ঘরশব্দবিশিষ্টা। ঘর্ঘর দেখ। ঘর্ঘর + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ; বীণাবিশেষ ; নদীবিশেষ*। সং ; স্ত্রী।

এই নদী তিব্বতে মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন হইয়া নেপালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রিটিশ্ রাজ্যে পড়িয়াছে। নেপালে ইহার নাম কৌরিয়ালা (Kauriala)। তরাই দেশে আসিয়া

ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়—একটির নাম কৌরিয়ালা, অপরটির নাম গিরিওয়া। ভরতপুরে আসিয়া নদী দুইটি মিলিত হয়; কিয়দ্দুর নিম্নে আসিয়া সুহেলী নদীর সহিত মিলিত হয়। তাহার পর ৪৭ মাইল নিম্নে আসিয়া সরযূর সহিত মিলিত হয়। ইহার কিঞ্চিৎ নিম্নে আরও দুইটি নদীর সহিত যুক্ত হইয়া ঘর্ঘরা নাম ধারণ করে। বাণিজ্যের হিসাবে ঘর্ঘরা যুক্তপ্রদেশের একটি প্রধান নদী। ঘর্ঘরাকে ইংরাজীতে (Gogra) বলে। ইহার অপর নাম বড়সরযূ ও দেওহা। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল।

ঘর্ঘরিকা, ঘর্ঘরী—ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা; নদীবিশেষ, ঘর্ঘরা; বীণাবিশেষ। ঘর্ঘরী=ঘর্ঘর+ঈপ্। ঘর্ঘরিকা=ঘর্ঘরী+কণ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঘর্ঘরিত—১। ঘর্ঘর শব্দযুক্ত, ঘর্ঘর বা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দকারী। ঘর্ঘর+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। ২। ঘর্ঘর বা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। সং; ক্লী।

ঘর্ঘরী—ঘর্ঘরিকা দেখ।

ঘর্ম্ম—১। স্বেদ, ঘাম; গ্রীষ্ম; রৌদ্র। ঘৃ (সেক করা)+ম ক। সং; পু। ২। গ্রীষ্ম, উষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘর্ম্মা।

ঘর্ম্মকর—ঘর্ম্মজনক (তাহা দেখ)। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘর্ম্মকরী।

ঘর্ম্মচর্চ্চিকা, ঘর্ম্মবিচর্চ্চিকা—ঘামাচি। ঘর্ম্ম দ্বারা কৃতা যে চর্চ্চিকা বা বিচর্চ্চিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ঘর্ম্মজনক—স্বেদকর, স্বেদোৎপাদক, যাহাতে ঘাম জন্মে এরূপ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘর্ম্মজনিকা।

ঘর্ম্মদীধিতি, ঘর্ম্মদ্যুতি, ঘর্ম্মভানু—সূর্য্য। ঘর্ম্ম (উষ্ণ) হইয়াছে দীধিতি, দ্যুতি, ভানু যাহার, বহু। সং; পু।

ঘর্ম্মবারি—স্বেদসলিল, ঘামের জল বা ঘাম। ঘর্ম্মজনিত বারি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ঘর্ম্মবিচর্চ্চিকা—ঘর্ম্মচর্চ্চিকা দেখ। [বিণ; ত্রি।

ঘর্ম্মাক্ত—স্বেদজলে সিক্ত। ঘর্ম্ম দ্বারা অক্ত, ৩তৎ।

ঘর্ম্মাক্তকলেবর—১। স্বেদজলে সিক্ত শরীর। ঘর্ম্মাক্ত যে কলেবর, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। স্বেদার্দ্র দেহবিশিষ্ট। ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে কলেবর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রা।

ঘর্ম্মাম্বু—প্রাবৃট্, বর্ষাকাল। ঘর্ম্মের অস্ত হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

ঘর্ম্মাপ্লুত—স্বেদজলে অভিষিক্ত, ঘামে ভিজা। ঘর্ম্ম দ্বারা আপ্লুত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ঘর্ম্মার্ত্ত—স্বেদজলপীড়িত, ঘর্ম্মাক্ত। ঘর্ম্ম দ্বার আর্ত্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘর্ম্মার্ত্তা।

ঘর্ম্মার্দ্র—স্বেদজলসিক্ত। ঘর্ম্ম দ্বারা আর্দ্র, ৩তৎ বিণ; ত্রি।

ঘর্ষকপদী—যে সকল প্রাণী নখ দিয়া মাটী আঁচড়ায় (Rasorial)। বিণ বা সং।

ঘর্ষণ—ঘষা। মার্জ্জন। ঘৃষ্ (ঘর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ঘর্ষণাল—ঘর্ষণসাধন, নোড়া। ঘর্ষণ-আল্ (পারক হওয়া)+অন্ ক। সং; পু।

ঘর্ষণী—হরিদ্রা। ঘৃষ্ (ঘর্ষণ করা)+অনট্ কর্ম্ম +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঘর্ষিত—যাহা ঘর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ঘৃষ (=ঘর্ষি)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ঘলঘসা, ঘলঘসিয়া—তুলস্যাদি বর্গের বর্ষায়ু ছোট বন্য শাক বা ক্ষুপবিশেষ। (Leucas)। ফুলের আকার দ্রোণের (ডোঙ্গার) মতন বলিয়া সংস্কৃত নাম দ্রোণপুষ্পী। সং।

ঘষা, ঘসা—ঘর্ষণ করা, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করা, রগড়ান, মাজা, মার্জ্জিত করা। দেশজ। ক্রি। বিশেষ্য এবং বিশেষণও হয়।

ঘস—ভক্ষণ, ভোজন। ঘস্ (ভোজন করা) +অল্ ভা। সং; পু।

ঘসা—ঘষা দেখ।

ঘসি—১। অন্ন। ঘস্+ই কর্ম্ম। ২। ভক্ষণ, ভোজন। ঘস্+ই ভা। সং; পু। ২। ঘুঁটে। প্রাদে। সং।

ঘস্মর—পেটুক, ভোজনপ্রিয়। ঘস (ভোজন করা)+ম্মর ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘস্মরা।

ঘস্র—১। হিংস্র। ঘস (ভোজন করা)+রক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘস্রা। ২। দিবস। ঘস+রক্ অধি। সং; পু।

ঘা—১। কাঞ্চী, মেখলা। ঘট+ড ক+আপ্। ২। আঘাত। ঘট (বধ করা)+ড ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। ক্ষত। দেশজ।

ঘাই—ক্ষেত্রের আইলের কর্ত্তন; ভাসা মৎস্যের ডুবিয়া গভীর জলে প্রবেশ; ধাপ্পা। দেশজ। সং।

ঘাইট, ঘাটি—অপরাধ, দোষ, ত্রুটি। দেশজ।

ঘাইত—ঘাঁইত দেখ।

ঘাইল্, ঘায়েল—আহত, জখম; ক্ষত; হত, বিনষ্ট; জব্দ। বৈদেশিক। বিণ।

ঘাউয়া (ঘেয়ো)—ক্ষতযুক্ত; দষ্ট, কামড়ান; ঘেকো। দেশজ। বিণ।

ঘাঁইত, ঘাত, ঘাইত—কায়দা, বাগ; সুবিধা, সুযোগ, ফন্দি, চাতুরী। দেশজ। সং।

ঘাঁট—১। ঘাঁটা তরকারি, মিশ্রিত ব্যঞ্জন; বহু দ্রব্যের বিশৃঙ্খল মিশ্রণ, জগা-খিচুড়ি। ঘণ্ট শব্দের অপভ্রংশ। ২। ঘেঁটু ঠাকুর। প্রাদেশিক। সং।

ঘাঁটা—১। আবর্ত্তন করা, আলোড়িত করা, খুব বেশী রকম বা ঘনঘন নাড়া; চালনা করা; হাঁটকান, নাড়াচাড়া করা। ক্রি। ২। পুনঃ পুনঃ আঘাতজনিত চর্ম্মের কাঠিন্য, কড়া। দেশজ। সং।

ঘাঁটি, ঘাটি—চৌকি, থানা, আড্ডা। দেশজ। সং।

ঘাঁত—ঘাঁইত দেখ।

ঘাগরা, ঘাগরি, ঘাঘরা—পশ্চিমা ও মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের কুঞ্চিত কটিবসন। হিন্দী। সং।

ঘাগি, ঘাগী—ভুক্তভোগী; ফন্দিবাজ, চতুর, ধূর্ত্ত। দেশজ। বিণ।

ঘাঘর—ঝাঁঝবাদ্য। প্রা, ক।

ঘাঘরা—ঘাগরা দেখ।

ঘাট—১। গ্রীবা, ঘাড়। ণিজন্ত ঘট (বধ করা) +অন্ ক। সং; পু। ২। জলাবতরণিকা, তীর্থ। ঘট্ট শব্দের অপভ্রংশ। ৩। অপরাধ, দোষ, ত্রুটি, কসুর। দেশজ। ৪। অশৌচান্ত বা অশৌচান্তীয় ক্ষৌরকর্ম্ম। প্রাদে। সং।

ঘাটওয়াল, ঘাটোয়াল—ঘাটরক্ষক, খেয়া-ঘাটের তত্ত্বাবধায়ক। দেশজ। সং। [সং।

ঘাটওয়ালি, ঘাটোয়ালি—ঘাটওয়ালের কর্ম্ম।

ঘাটগিরি, ঘাটপর্ব্বত—ভারতের দক্ষিণাংশে সমুদ্রের উভয় কূলে যে সুবিস্তৃত ও সু-উচ্চ দুইটী পর্ব্বতমালা প্রাচীর রূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে ঘাট বলে। পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতশ্রেণীকে পূর্ব্বঘাট এবং পশ্চিমদিকের পর্ব্বতশ্রেণীকে পশ্চিম-ঘাট বলে। এই দুইটি ঘাট কুমারিকা অন্তরীপে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঘাট অর্থে পর্ব্বতমধ্যস্থ স্বল্প-পরিসর পথ বা জল হইতে উঠিবার সিঁড়ি। সমুদ্রকূল হইতে সমভূমিতে আসিতে গেলে, এই পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে হয়, সেই জন্যই "ঘাট" নামের সার্থকতা।

পূর্ব্বঘাট—উড়িষ্যা প্রদেশে বালেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা বিচ্ছিন্নভাবে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগর হইতে এই ঘাটের ব্যবধান ৫০ হইতে ১৫০ মাইল। কেবল ভিজাগাপাটাম ও গাঞ্জাম জেলায় ঘাটটি একেবারে উপসাগর-কূলের অত্যন্ত নিকট দিয়া গিয়াছে। পর্ব্বতমালার উচ্চতা গড়ে ১৫০০ ফুট। গাঞ্জাম জেলার কোন কোন স্থানে পর্ব্বতের উচ্চতা ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফুট।

পশ্চিমঘাট—তাপ্তীনদীর উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া পালঘাট পর্য্যন্ত ৮০০ মাইল অবিচ্ছিন্ন ভাবে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে ২০ মাইল ব্যবধান রাখিয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতমালা ২০০ মাইল পর্য্যন্ত দক্ষিণে গিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে শেষ হইয়াছে। পর্ব্বতমালার উচ্চতা গড়ে ৩০০০ ফুট। মহাবালেশ্বর নামক স্থানের উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (৪৭০০ ফুট)। এইখানেই বঙ্গের গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস বিদ্যমান। পশ্চিম-ঘাট এবং সমুদ্রের মধ্যে ব্যবধান সাতিশয় অল্প। এই ঘাটের পশ্চিমদিকস্থ গাত্র অত্যন্ত ঢালু;

পূর্ব্বদিকস্থ গাত্র ততটা নয়। পশ্চিম-ঘাটের সংস্কৃত নাম সহ্যাদ্রি বা সহ্য পর্ব্বত।

ঘাটতি—ন্যূনতা, অল্পতা, কমতা বা কমতি। হিন্দী। সং।

ঘাটলি, ঘাটুলি—ঘাটওয়াল। দেশজ।

ঘাটা—১। গ্রীবা, ঘাড়। ঘাট+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। ঘাট, তীর্থ, অবতরণিকা; হাট, গঞ্জ। দেশজ। সং। ৩। ঘাটতি হওয়া, কমা, কমিয়া যাওয়া। হিন্দী। ক্রি। ৪। ঘাট মানা, ক্রটি স্বীকার করা, হার মানা। প্রা, ক। ক্রি।

ঘাটি—১। ঘাইট ও ঘাঁটি দেখ। ২। অভাব; ঘাটতি, ন্যূনতা, কমতি। সং। ৩। ন্যূন হই, কম হই। প্রা, ক। ক্রি।

ঘাটিকা—গ্রীবা, ঘাড়। ঘাট+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী। [প্রা, ক। সং।

ঘাটু, ঘাটুকাল—ঘেঁটু গাছ বা ভাঁট গাছ।

ঘাটোয়াল—ঘাটওয়াল দেখ।

ঘাটোয়ালি—ঘাটওয়ালি দেখ।

ঘাড়—গ্রীবা, গর্দ্দান, গলা। দেশজ। সং।

ঘাড়ান—ঘাড়ে লওয়া, বহন করা; দায়িত্ব গ্রহণ করা। দেশজ। ক্রি।

ঘাণ্টিক—ঘণ্টাবাদক; স্তুতিপাঠক। ঘণ্টা+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘাণ্টিকী।

ঘাত—১। অঙ্কগুণন; কোন রাশি সেই রাশি দ্বারা ধারাবাহিকরূপে বারংবার গুণিত হইলে যে গুণফল লব্ধ হয়; প্রহার; বধ। হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। কায়দা, ফন্দি, কৌশল; সুবিধা, সুযোগ। দেশজ। সং।

ঘাতক—হননকর্ত্তা, বধকারক। হন (বধ করা) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘাতিকা।

ঘাতন—১। প্রহারসাধন অস্ত্র। ণিজন্ত হন (=ঘাতি)+অনট্ ণ। ২। প্রহার; বধ; অঙ্কগুণন। ণিজন্ত হন (=ঘাতি)+অনট্। ভা। সং; ক্লী।

ঘাতপ্রতিঘাত—আঘাত প্রতিঘাত দেখ।

ঘাতসহ—আঘাতসহনক্ষম, আঘাত পাইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে প্রসারিত হয় এরূপ গুণসম্পন্ন (Malleable) ধাত। (আঘাত) সহে যে এই বাক্যে উপ; ঘাত-সহ (সহ্য করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-সহা।

ঘাতস্থান—সংহারস্থল, মশান; বলিদানের স্থল; শ্মশান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঘাতসহত্ব—যে গুণ থাকাতে কতকগুলি কঠিন জড়বস্তু আঘাত প্রাপ্ত হইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হয় (Malleability)। ঘাতসহ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

ঘাতাবেশ—যে প্রক্রিয়ায় কোন রাশিকে সেই রাশিদ্বারা ধারাবাহিকরূপে বারংবার গুণ করিলে অন্য একটী রাশি উৎপন্ন হয় (Involution)। ঘাতের আবেশ, ৬তৎ। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; পু।

ঘাতিপক্ষী—শ্যেন, বাজপাখী। ঘাতী যে পক্ষী,

ঘাতী (ঘাতিন্)—বধকারী। হন+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ঘাতিনী।

ঘাতুক—ক্রূর, হিংস্র; নিষ্ঠুর; নাশক। হন (বধ করা)+উক ক। বিণ; ত্রি।

ঘাত্য—হননীয়, বধার্হ, বধ্য। হন (বধ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘাত্যা।

ঘানি, ঘানি-গাছ—তৈলকারের তৈলনিষ্কাশন যন্ত্র। দেশজ। সং।

ঘানি-ঘর—তৈলনিষ্কাশনশালা। দেশজ। সং।

ঘাপটি—গোপনে গোপনে স্থিতি; অন্ধকার। গ্রাম্য। সং।

ঘাবড়ান—বিহ্বল বা বিভ্রান্ত হওয়া, ভেবাচেকা খাওয়া, সন্ত্রস্ত হওয়া। হিন্দীমূলক। ক্রি।

ঘাম—স্বেদবারি। ঘর্ম্ম শব্দের অপভ্রংশ।

ঘামকিরণ—সূর্য্য। প্রা, ক। সং।

ঘামা—ঘর্ম্ম বা স্বেদনিঃসরণ করা, ঘর্ম্মাক্তকলেবর হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ঘামাচি—ঘর্ম্ম জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ। ঘর্ম্মচর্চ্চিকা শব্দের অপভ্রংশ। [দেশজ। ক্রি।

ঘামান—ঘর্ম্মনিঃসরণকরান, ঘর্ম্মাক্ত করা।

ঘায়েল, ঘাল—ঘাইল দেখ। [ভা। সং; পু।

ঘার—সেচন, ছেঁচা। ঘৃ (সেচন করা)+ঘঞ্

ঘার্ত্তিক—একপ্রকার ঘৃতপূর খাদ্য, ঘিওড়। ঘৃত +ষ্ণিক। সং; পু।

ঘাল—ঘায়েল দেখ।

ঘাস—দূর্ব্বাদি তৃণ। ঘস বা অদ (ভোজন করা)+ঘঞ্ কর্ম্ম। সং; পু।

ঘাসি—১। অগ্নি। ঘস (ভক্ষণ করা)+ই ক। সং; পু। ২। ঘাসখেকো পশুর পাকস্থলী ও নাড়ীভুঁড়ি। দেশজ। সং।

ঘাসিয়াড়া, ঘেসেড়া—ঘাসকর্ত্তনকারী। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী ঘেসেড়ানী।

ঘাসী—ঘাসব্যবসায়ী; ঘাসকর্ত্তনকারী। দেশজ। সং। [সং

ঘাসুড়িয়া, ঘাসুড়ে—ঘাসকর্ত্তনকারী। দেশজ

ঘি—ঘৃত, আজ্য। ঘৃত শব্দের অপভ্রংশ। [সং

ঘিওর, ঘিয়োর—ঘৃতপক্ব মিষ্টান্নবিশেষ। দেশজ

ঘিঁচি ঘিচি—কুঞ্চিতপুট, গ্রন্থিল, গিঁঠা (কড়ি) দেশজ। বিণ।

ঘিনঘিন—ঘৃণাপ্রকাশ। ব্য।

ঘিয়োর—ঘিওর দেখ।

ঘিরা, ঘেরা—বেষ্টন করা, বেড়া দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

ঘিলু—মাথার ঘি; মগজ, মস্তিষ্ক। দেশজ। সং।

ঘীর—ঘি, ঘৃত। প্রা, ক। সং।

ঘুংড়িকাশি—শিশুদিগের উৎকাশ (hooping cough)। দেশজ। সং।

ঘুংনিদানা, ঘুঙনিদানা, ঘুঙ্গনিদানা—লবণ-মসলাদি সংযোগে সিদ্ধ ছোলা বা মটর। দেশজ। সং। [ক্রটি। দেশজ। সং।

ঘুঁজি—সঙ্কীর্ণ অবকাশ, সরু গলি; রন্ধ্র, ফাঁক;

ঘুঁটা, ঘেঁাটা—আলোড়ন করা, সঞ্চালন করা; অন্বেষণ করা। দেশজ। ক্রি।

ঘুঁটি—ইষ্টকাদির ক্ষুদ্রখণ্ড; পাশা প্রভৃতি খেলার বল। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

ঘুঁটিয়া, ঘুঁটে—ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত শুষ্ক গোময়।

ঘুঁড়ী, ঘুড়ী—গোটকী; আকাশে উড়াইবার কাগজের পাখী (Paper kite)। দেশজ। সং।

ঘুঘু—বনকপোত। ইহা 'ঘু ঘু' শব্দ করে বলিয়া এই নাম। দেশজ। সং।

ঘুঙনিদানা—ঘুংনিদানা দেখ।

ঘুঙুর, ঘুঙ্গুর, ঘুঘুর—ছোট ছোট ঘুণ্টিলাগান পাদাভরণবিশেষ,—ইহা ঝুমঝুম করিয়া বাজে। দেশজ। সং।

ঘুঙ্গনিদানা—ঘুংনিদানা দেখ।

ঘুঙ্গুর—ঘুঙুর দেখ।

ঘুচ—সরিয়া যাও। প্রা, ক। ক্রি।

ঘুচব—ঘুচিবে। প্রা, ক। ক্রি।

ঘুচা—দূর হওয়া, অপনীত হওয়া। দেশজ। ক্রি। [ক্রি।

ঘুচান—দূর করা, অপনয়ন করা। দেশজ।

ঘুট—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুট (প্রতিঘাত করা) +ক ক। সং; পু।

ঘুটি, ঘুটী,—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুট (প্রতিঘাত করা)+ই ক, বিকল্পে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

ঘুটিং, ঘুটিঙ—ক্ষুদ্র চূর্ণ প্রস্তর খণ্ড,—ইহা পুড়াইলে চূণ হয়। দেশজ। সং।

ঘুটিকা—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুটী শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঘুটী—ঘুটি দেখ।

ঘুটঘুট—সংঘাত, পিণ্ডীভাবে, নিবিড়ভাবে। ব্য।

ঘুড়ী—ঘুঁড়ী দেখ। [+ক ক। সং; পু।

ঘুণ—একপ্রকার কাষ্ঠকীট। ঘুণ (ভ্রমণ করা)

ঘুণাক্ষর—ঘুণকৃত অক্ষর [ঘুণ কাঠ কাটিতে থাকে, দৈবাৎ কোন কোন কাটা অক্ষরের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে; সেই অক্ষরাকৃতি কাটা ঘুণাক্ষর নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঘুণ, অক্ষর কাহাকে বলে জানে না—অক্ষর কাটিবার জন্য যত্ন চেষ্টাও করে না, তথাপি সময়ে সময়ে স্থানবিশেষে হঠাৎ অক্ষরের ন্যায় হইয়া উঠে; সেইরূপ, যাহা করিব বলিয়া মনস্থ করা না যায়, তাহা যদি দৈবাৎ কোনরূপে ঘটিয়া উঠে, তবে তাহা ঘুণাক্ষর বলিয়া কথিত হয়]; হঠাৎ খেলা; অদ্ভুত ব্যাপার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ঘুণাক্ষরে—অতি সামান্যরূপে। ক্রি-বিণ।

ঘুণি (ঘুনি), ঘুণী (ঘুনী)—ছোট মাছ ধরিবার একপ্রকার খাঁচা। দেশজ। সং।

ঘুন্টি—ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা। দেশজ। সং।

ঘুনসি, ঘুনসী—সূত্রময় কটিবেষ্টনী ; চাবকি। দেশজ। সং।

ঘুনি, ঘুনী—ঘুণি দেখ।

ঘুপসি, ঘুপসী—১। জড়সড় হইয়া লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি। ২। ছোট খোপের মত ; তিমিরাচ্ছন্ন। দেশজ। বিণ।

ঘুম—নিদ্রা, তন্দ্রা। দেশজ। সং।

ঘুমন, ঘুমান—১। নিদ্রাগমন, নিদ্রা। সং। ২। নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ঘুমন্ত—ঘুমাইতেছে এরূপ, নিদ্রিত, নিদ্রাগত। দেশজ। বিণ।

ঘুমান—ঘুমন দেখ।

ঘুমুর—ঘুঙুর দেখ। [দেশজ

ঘুর, ঘুরণ—ভ্রমি, আবর্ত্তন, পাক, ঘোরা

ঘুরকি—পেঁচ, ঘোর, ফন্দি, কূটকৌশল, ধাপ্পা

ঘুরঘুটি—ঘোরঘটা। সং। • [দেশজ। সং

ঘুরঘুর—চঞ্চলভাবে ভ্রমণ ; ঘুঘু্র (তাহা দেখ)

ঘুরণ—ঘুর দেখ।

ঘুরা, ঘূরা—আবর্ত্তিত হওয়া, চক্রাকারে চলিতে থাকা, মুখ ফিরান, অন্যদিকে চলা ; প্রত্যাগত বা প্রতিনিবৃত্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি। [দেশজ। ক্রি।

ঘুরান, ঘূরান—ঘুরা ক্রিয়া করান (ঘুরা দেখ)

ঘুরণি, ঘুরুণী—১। মস্তকঘূর্ণন রোগ ; জলাবর্ত্ত, পাকজল ; বাতাবর্ত্ত, ঘূর্ণিবাতাস; ঘুরাইবার যন্ত্র। সং। ২। ঘুরাইবার উপযুক্ত। দেশজ। বিণ।

ঘুঘু্র—শব্দবিশেষ ; ঘুরঘুরিয়া পোকা। ঘুর (অনুকরণ শব্দ)+ঘুর (শব্দ করা)+ক ক। সং ; পু। [(pulley)। সং।

ঘুঘু্রী—ভারী দ্রব্য তুলিবার জন্য ঘূর্ণাচক্র

ঘুলা—মিশ্রিত হওয়া, আবিল হওয়া, গুলাইয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

ঘুলান—মিশ্রিত করা, আবিল করা ; গুলাইয়া দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

ঘুষ—উৎকোচ, অবৈধ পারিতোষিক, অনুচিত লাভ। দেশজ। সং।

ঘুষখোর—যে ঘুষ খায়, উৎকোচগ্রাহী, উৎকোচ-প্রিয়। দেশজ। বিণ।

ঘুষা—১। মুষ্টি, কিল। সং। ২। ঘোষণা করা, রটনা করা ; আবৃত্তি করা, অভ্যাসের জন্য পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা, দেশজ। ক্রি।

ঘুষাঘুষি—মুষ্টামুষ্টি, পরস্পর মুষ্টিপ্রহার, মুষ্টিযুদ্ধ, কিলাকিলি। দেশজ। সং।

ঘুষান—আবৃত্তি করান। দেশজ। ক্রি।

ঘুষি—মুষ্টি, কিল। দেশজ। সং।

ঘুষিত, ঘুষ্ট—১। শব্দিত,ধ্বনিত। ঘুষ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘুষিতা, ঘুষ্টা। ২। প্রচার, ঘোষণা। ঘুষ+ক্ত ভা। সং ; স্ত্রী।

ঘুষ্‌কি,ঘুষকী—যে স্ত্রীলোক গৃহস্থালয়ে থাকিয়া পর পুরুষের সংসর্গ করে, প্রচ্ছন্ন বেশ্যা বা কুলটা। দেশজ। সং।

ঘুষ্ট—ঘুষিত দেখ।

ঘুসি—মুষ্টি, কিল। দেশজ। সং।

ঘূক—পেচক। ঘূ (অনুকরণ শব্দ)—কৈ+ড ক। সং ; পু।

ঘূকারি—বায়স, কাক। ঘূকের (পেচকের) অরি, ৬তৎ। সং ; পু।

ঘূৎকার—ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ ; পেচকের রব। দেশজ। ক, প্র। সং।

ঘূর—ঘুরপাক, ঘোর। দেশজ। সং।

ঘূরা—ঘুরা দেখ।

ঘূরান—ঘুরান দেখ।

ঘূর্ণ—১। গীমা শাক। ঘূর্ণি (ঘোরান)+অন্‌ ক। ২। ভ্রমি, ঘূর্ণি পাক, ঘোরা। ঘূর্ণ (ঘোরা)+অল্‌ ভা। সং ; পু।

ঘূর্ণন—ঘুরন, ভ্রমণ, ঘোরা। ঘূর্ণ (ঘোরা)+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

ঘূর্ণায়মান—মণ্ডলাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে এরূপ, ঘুরিতেছে এরূপ। ঘূর্ণ শব্দ+ক্যঙ্‌ (=ঘূর্ণায় নামধাতু)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

ঘূর্ণি—ঘুরন ; ঘোরা। ঘূর্ণ (ঘোরা)+ই ভা। সং ; স্ত্রী।

ঘূর্ণিকা—শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সখী। সং ; স্ত্রী।

ঘূর্ণিজল—পাকজল, জলাবর্ত্ত। ঘূর্ণিযুক্ত যে জল, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঘূর্ণিত—ভ্রমিত, যাহা ঘোরান হইয়াছে এরূপ। ঘূর্ণ (ঘোরান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

ঘূর্ণিত নয়নে,—লোচনে—চক্ষু ঘুরাইয়া, চোখ পাকাইয়া, ক্রুদ্ধনেত্রে। ঘূর্ণিত হইয়াছে নয়ন বা লোচন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ঘূর্ণিবায়ু—প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্ত। ঘূর্ণিযুক্ত বায়ু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঘূর্ণ্যমান—ভ্রাম্যমাণ,যাহা ঘুরান হইতেছে এরূপ। ঘূর্ণ (ঘোরান)+শান র্ম। বিণ ; ত্রি।

ঘৃণা—দয়া, করুণা ; জুগুপ্সা ; অশ্রদ্ধা ; অপমানজ্ঞান ; লজ্জাবোধ। ঘৃ (সেচন করা)+ণক্‌ ক, অথবা ঘৃণ (দীপ্তি পাওয়া)+ক ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

ঘৃণাকর—ঘৃণাজনক, অশ্রদ্ধা-উৎপাদক, ধিক্কারজনক। উপ ; ঘৃণা—কৃ+টক্‌ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘৃণাকরী।

ঘৃণাজনক—ঘৃণাকর (তাহা দেখ)। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘৃণাজনিকা।

ঘৃণার্হ—ঘৃণার যোগ্য ; দয়ার যোগ্য। ঘৃণার অর্হ (যোগ্য), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঘৃণাস্পদ—ঘৃণাভাজন। ঘৃণার আস্পদ, ৬তৎ। বিণ বা সং ; ক্লী।

ঘৃণি—১। কিরণ ; সূর্য্য ; শিখা। ঘৃণ (দীপ্তি পাওয়া)+ইক্‌ ক। ২। জল। ঘৃ (সেচন করা)+নিক্‌ র্ম। সং ; পু।

ঘৃণিত—জুগুপ্সিত ; অবজ্ঞাত ; অধম ; কুৎসিত ; দয়ার্হ। ঘৃণ+ক্ত র্ম, অথবা ঘৃণা+ইত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী। ঘৃণিতা।

ঘৃণী (ঘৃণিন্‌)—দয়াবান্‌ ; জুগুপ্সাকারী। ঘৃণা+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ঘৃণিনী।

ঘৃত—১। দীপ্ত। ঘৃণ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘৃতা। ২। হবিঃ, ঘি ; জল ; সপ্তসমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রবিশেষ [সপ্তসমুদ্র দেখ]। ঘৃ (সেচন করা)+ক্ত র্ম। ৩। দীপ্তি। ঘৃণ্‌+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। [স্ত্রী।

ঘৃতকুমারী—স্বনামখ্যাত ওষধিবিশেষ। সং ;

ঘৃতকেশ—অগ্নি। ঘৃত কেশ যাহার, বহু। সং ; পু। [পু।

ঘৃতকৌশিক—গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনি-বিশেষ। সং ;

ঘৃতধারা—১। ঘৃতের ধারা। ৬তৎ। ২। নদীবিশেষ। ঘৃত (জল)—ধৃ (ধারণ করা)+ণণ্‌ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌ (অভিধানপ্রযুক্ত ঈপ্‌ হইল না)। সং ; স্ত্রী।

ঘৃতপ—১। ঘৃতপানকারী। ঘৃত শব্দ—পা(পান করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘৃতপা। ২। আজ্যপ নামক পিতৃগণ। সং ; পু।

ঘৃতপূর—খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, বার্ত্তিক, ঘিওড়। ঘৃত—পূর (পূরণ করা)+ক। সং ; পু।

ঘৃতভোজী (—ভোজিন্‌)—ঘৃতভোজনকারী। ঘৃত ভোজন করে যে এই বাক্যে উপ; ঘৃত—ভুজ (ভোজন করা)+ণিন্‌ ক। বিণ, পু। স্ত্রী ঘৃতভোজিনী।

ঘৃতবতী—১। ঘৃতবিশিষ্টা,ঘৃতাক্তা। ঘৃত+বতু যুক্তার্থে+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। মেদিনী, পৃথিবী। সং ; স্ত্রী।

ঘৃতাক্ত—ঘৃতদ্বারা লেপিত। ঘৃতদ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘৃতাক্তা।

ঘৃতাচী—একজন অপ্সরা। ইঁহার গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের শত কন্যার জন্ম হয়। চ্যবনতনয় প্রমতি ইঁহার গর্ভে রুরু নামক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, ইঁহাকে দেখিয়া ব্যাসদেবের মনে কামভাবের উদয় হওয়ায় তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া অরণীমধ্যে পতিত হয়, এবং তাহাতেই শুকদেবের জন্ম হয় [শুক দেখ]। সং ; স্ত্রী।

ঘৃতান্ন—১। ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, ঘি-ভাত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অগ্নি। ঘৃত হইয়াছে অন্ন যাহার, বহু। সং ; পু।

ঘৃতার্চিঃ (ঘৃতার্চিস্‌)—অগ্নি। ঘৃত হইয়াছে অর্চিঃ যাহার, বহু। সং ; পু।

ঘৃতাহুতি—আগুনে মন্ত্রপূত ঘৃতপ্রদান। ঘৃত দ্বারা আহুতি, ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘৃতোদ—ঘৃতসমুদ্র। ঘৃত হইয়াছে উদ (জল) যাহার, বহু। সং; পু।

ঘৃষ্ট—১। মর্দ্দিত, যাহা ঘষা হইয়াছে এরূপ। স্ত্রী ঘৃষ্টা। ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; পু।

ঘৃষ্টতাড়িত—ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন বৈদ্যুতিকশক্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ঘৃষ্টি—১। শূকর, শূকরী। ঘৃষ+তিক্ ক। সং; পু বা স্ত্রী। ২। ঘর্ষণ; স্পর্দ্ধা। ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ঘেঁচড়া—পুনঃ পুনঃ আঘাতপ্রাপ্তিতে অনুভূতি-শূন্য বা লজ্জাহীন; জামড়ো, শক্ত, কঠিন; অবশ, অবাধ্য, ঢেঁটা। দেশজ। বিণ।

ঘেঁচু—ক্ষুদ্রাবয়ব কচু। দেশজ। সং।

ঘেঁটা—পিণ্ডাকার শুষ্ক গোময়; শরীরের কড়া, জামড়ো। দেশজ। সং।

ঘেঁটু—ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুর। দেশজ। সং।

ঘেঁষ, ঘেঁস—ঈষৎ ঘর্ষণ, ধাক্কা, টক্কর; ঘর্ষণ-ধ্বনি; ঐক্য; সামীপ্য; আসন্নতা; স্পর্শ, ছোঁয়া, ধরা। দেশজ। সং।

ঘেঁষড়া, ঘেঁসড়া—১। ঘর্ষণ, ঘেঁষ। সং। ২। ঘেঁষিয়া বা ঘর্ষণ করিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

ঘেঁষড়ান, ঘেঁসড়ান—ঘেঁষিয়া বা ঘর্ষণ করিয়া যাওয়া বা লইয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

ঘেঁষা, ঘেঁসা—ঈষৎ ঘৃষ্ট হওয়া, সামান্য ঘর্ষণ করা; নিকটবর্ত্তী হওয়া, কাছে যাওয়া, কাছান; যাওয়া বা আসা। দেশজ। ক্রি।

ঘেঁষাঘেঁষি, ঘেঁসাঘেঁসি—পরস্পরের গাত্রে সংস্পর্শ, গায়ে গায়ে লাগা, গাদাগাদি, ঠেসাঠেসি। দেশজ। সং।

ঘেঁস—ঘেঁষ দেখ।

ঘেঁসড়া—ঘেঁষড়া দেখ।

ঘেঁসড়ান—ঘেঁষড়ান দেখ।

ঘেঁসা—ঘেঁষা দেখ।

ঘেঁসাঘেঁসি—ঘেঁষাঘেঁষি দেখ।

ঘেঙ্গা—জোর তাগাদা; লেঠা, দায়, ঝঞ্ঝাট, বালাই। দেশজ। সং।

ঘেটেল, ঘাটিয়াল—ঘাটরক্ষক, প্রবেশ ও নির্গম পথের প্রহরী; নদীর পারঘাটে যে লোক পারাপার করে। সং।

ঘেটেলি—ঘাটিয়ালের বৃত্তি। সং।

ঘেটো—নদী পুষ্করিণীর ঘাটসম্বন্ধীয়; এক ঘাটে স্নান করিয়া যাহাদের অশৌচান্ত হয়, (ঘেটো কুটুম)। বিণ।

ঘেন্না—ঘৃণা শব্দের অপভ্রংশ।

ঘেয়ো—ঘাউয়া দেখ।

ঘের—বেষ্টন বা বেষ্টনী, বৃতি, বেড়া; বেড়, পরিধি; বেষ্টিত স্থান। দেশজ। সং।

ঘেরা—বেষ্টন, বেড়া; আচ্ছাদন। দেশজ। সং।

ঘেরাটোপ—সম্যক্ আচ্ছাদন, চারিদিক্ ঘেড়িয়া ঢাকন বা ঢাকা। দেশজ। সং।

ঘেসেড়া—ঘাসুড়িয়া দেখ।

ঘেসো—১। ঘাসময়, ঘাসে ঢাকা; ঘাসগন্ধি। বিণ। ২। পশুদিগের অন্নের ঘাসের স্থলী, ঘাসি। দেশজ। সং।

ঘোঁজ—ঘুঁজি (তাহা দেখ)।

ঘোঁট—সামাজিক ব্যাপার ইত্যাদির দশ জনের মিলিত আলোচনা। দেশজ। সং। [সং।

ঘোঁটনা—আলোড়ন-দণ্ড, আবর্ত্তন-দণ্ড। হিন্দী।

ঘোঁটা—১। আলোড়িত, আন্দোলিত। দেশজ। বিণ। ২। শরীরের কড়া, জামড়ো। সং।

ঘোগ—এক রকম ছোট বাঘ, বৃক, তরক্ষু, নেকড়ে। দেশজ। সং।

ঘোট—ঘোটক, অশ্ব। ঘুট+অন্ ক। সং; পু।

ঘোটক—অশ্ব, ঘোড়া। ঘুট+ণক ক। সং; পু। স্ত্রী ঘোটকী।

ঘোটকারূঢ়—অশ্বারূঢ়, ঘোড়সওয়ার। ঘোটককে আরূঢ় ইতি ২তৎ, বা ঘোটকে আরূঢ় ইতি ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘোটকারূঢ়া।

ঘোটকারোহী (-রোহিন্)—অশ্বারোহী, অশ্বারূঢ় ব্যক্তি, ঘোড়সওয়ার। ঘোটকের আরোহী, ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী, -রোহিণী।

ঘোড়—ঘোড়া, ঘোটক। দেশজ। সং।

ঘোড়তোলা—যাহার গোড়ালি তোলা (উচ্চ) আছে এরূপ (জুতা)। বিণ।

ঘোড়-সওয়ার—অশ্বারোহী। বৈদেশিক।

ঘোড়া—ঘোটক, অশ্ব। দেশজ। সং।

ঘোড়া-রোগ—অবস্থায় না কুলাইলেও ঘোড়া রাখিবার বাতিক; [তাহা হইতে] অবস্থার অতিরিক্ত বাবুগিরি করিবার প্রবৃত্তি; উপদংশ। দেশজ। সং।

ঘোণা—নাসিকা; অশ্ব-নাসিকা। ঘুণ (ভ্রমণ করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঘোণী (ঘোণিন্)—বরাহ, শূকর। ঘোণা+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

ঘোমটা—স্ত্রীলোকের পরিহিত বস্ত্রের কিয়দংশ দ্বারা মুখাবরণ, অবগুণ্ঠন। দেশজ। সং।

ঘোর—১। দারুণ, ভয়ঙ্কর; সঙ্কটময়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘোরা। ২। শিব; জনৈক ঋষি। ঘুর (ভীষণ হওয়া) অথবা হন (বধ করা) +অন্ ক। সং; পু। ৩। বিষ। সং; স্ত্রী। ৪। ঘুর, ঘূর্ণন, পাক, ভ্রমি; অর্দ্ধ-সংজ্ঞাহীনতা, অজ্ঞানপ্রায় অবস্থা; উন্মাদাবস্থা, নেশা। দেশজ। সং। ৫। গাঢ়; গভীর; অতিশয়, অত্যন্ত; কুটিল, বক্র, ঘুরাফেরা। দেশজ। বিণ।

ঘোরতর—ভীষণতর, অত্যন্ত ভীষণ। ঘোর শব্দ +তর আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

ঘোরদংষ্ট্রা—১। ভয়ানক দন্ত। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ভয়ানক দন্তবিশিষ্টা। ঘোরা দংষ্ট্রা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

ঘোরদর্শন—১। যাহাকে দেখিলে ভয় হয় এরূপ, বিকটাকার। ঘোর হইয়াছে দর্শন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘোরদর্শনা। ২। পেচক। সং; পু।

ঘোরদৃশ্য—ভীষণদৃশ্য, যাহা দেখিলে ভয় পায়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ঘোররূপা—ভীষণাকারা। ঘোর হইয়াছে রূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

ঘোরা—১। দারুণা; ভয়ঙ্করী। ঘোর দেখ। ঘোর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভয়ানক রাত্রি। সং; স্ত্রী। ৩। ঘুরা (তাহা দেখ)।

ঘোরাল—গাঢ়, গাঢ়তর; ঘনঘটাচ্ছন্ন, মেঘাল, অন্ধকারময়; আরক্ত, ক্রোধান্বিত। দেশজ।

ঘোলি—গুলিয়া, মিশাইয়া, মিশ্রিত করিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ঘোল—মথিত দধি, তক্র। ঘুর (ভীষণ করা) +অল্ র্ম। সং; পু বা ক্লী।

ঘোলা—আবিল, পঙ্কিল, কাদাটিয়া; অস্পষ্ট, ঝাপসা। দেশজ। বিণ। [বিণ।

ঘোলাটিয়া, ঘোলাটে—ঈষৎ ঘোলা। দেশজ।

ঘোলামোলা—বিশৃঙ্খল, এলোমেলো, জড়াপটি; দুর্ব্বোধ্য। দেশজ। বিণ।

ঘোষ—১। জাতিগত উপাধিবিশেষ। ঘুষ+অল্ ণ। ২। আভীরপল্লী, গোয়ালাপাড়া। ঘুষ্ +অল্ অধি। ৩। ধ্বনি, শব্দ; কাংস্য, কাঁসা। ঘুষ্+অল্ র্ম। ৪। গোপাল, গোয়ালা। ঘুষ+অন্ ক। সং; পু।

ঘোষক—ঘোষণাকারক, প্রচারক। ঘোষি+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঘোষিকা।

ঘোষণ—উচ্চৈঃকথন, উচ্চৈঃস্বরে প্রখ্যাপন। ঘুষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ঘোষণা—উচ্চৈঃকথন; উচ্চৈঃস্বরে প্রখ্যাপন; সাধারণ্যে প্রচার। ঘুষ+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঘোষণাপত্র—প্রখ্যাপন-লিপি, ইস্তাহার। ঘোষণা সংবলিত যে পত্র, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ঘোষযাত্রা—আভীরপল্লীতে গমন[পূর্ব্বে রাজারা আপনাদের অধিকারস্থ ঘোষপল্লীতে গমন করিয়া গোসমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। এইরূপ ঘোষযাত্রার ছলে দুর্য্যোধনাদি পাণ্ডবগণকে নির্য্যাতন করেন]। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

ঘোষবতী—১। শব্দশালিনী, ইত্যাদি। ঘোষবান্ দেখ। ঘোষবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মহারাজ উদয়নের বীণা। সং; স্ত্রী।

ঘোষবান্ (-বৎ)—শব্দশালী, শব্দায়মান; গম্ভীরধ্বনিযুক্ত, গম্ভীরনাদী। ঘোষ+বতু যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ঘোষবতী।

ঘোষা—১। জনৈক নারী, ইনি স্বীয় পিত্রালয়ে একবার বৃদ্ধাত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের প্রসাদে যৌবন ও পতি লাভ

করেন। সং ; স্ত্রী। ২। ঘৃষা (তাহা দেখ)।

ঘোষিত—প্রচারিত, বিজ্ঞাপিত। ঘুষ (ঘোষণা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ঘ্রাণ—১। গন্ধগ্রহণ। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)+অনট্ ভা। ২। নাসিকা, নাক। ঘ্রা+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

ঘ্রাণজ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়োৎপন্ন, নাসিকাজাত। ঘ্রাণ —জন+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘ্রাণজা।

ঘ্রাণতর্পণ—সুরভি, সুগন্ধি। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঘ্রাণশক্তি—গন্ধগ্রহণক্ষমতা। ঘ্রাণের শক্তি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ লওয়া যায়, নাসিকা। ঘ্রাণসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঘ্রাত—যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এরূপ, যাহা শুঁকা হইয়াছে। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ঘ্রাতা।

ঘ্রাতা—ঘ্রাত দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

ঘ্রাতা (ঘ্রাতৃ)—ঘ্রাণকারী, গন্ধগ্রাহক। ঘ্রা +তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ঘ্রাত্রী।

ঘ্রেয়—ঘ্রাণার্হ, যাহাকে আঘ্রাণ করা যায়। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

ঙ

ঙ—১। পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ; ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলা যায়। ২। বিষয় ; ভৈরব। ঙু (শব্দ করা)+ড ক। ৩। বিষয়লালসা। ঙু+ড ভা। সং ; পু। তন্ত্রশাস্ত্রে ঙকারের নিম্নলিখিত নামসকল দৃষ্ট হয় ; যথা—শঙ্খী, ভৈরব, চণ্ড, বিন্দুত্তংস, শিশুপ্রিয়, একরুদ্র, দক্ষনখ, খর্পর, বিষয়স্পৃহা, কান্তি, শ্বেতাহ্বয়, ধীর, দ্বিজাত্মা, জ্বলিনী, বিয়ৎ, মন্ত্রশক্তি, মদন, বিঘ্নেশী, আত্মনায়ক, একনেত্র, মহানন্দ, দুর্দ্ধর, চন্দ্রমা, যতি, শিবঘোষা, নীলকণ্ঠ, কামেশী, ময়, অংশুক।

চ—১। ষষ্ঠ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। সমুচ্চয় ; আরও, এবং ; অবধারণ ; পাদপূরণ ; ইতরেতর যোগ ; সমাহার ; পক্ষান্তর। চি (একত্র করা)+ড ক। বা। ৩। চৌর ; চন্দ্র ; চণ্ডেশ্বর ; কূর্ম্ম। চর (গমন করা)+ড ক। সং ; পু।

চই, চৈ—১। একপ্রকার খুব ঝাল মূল, গজপিপ্পলী ; চবি শব্দের অপভ্রংশ। ২। হংসাদিকে আহ্বান করিবার শব্দ। ব্য।

চউকস, চৌকস—সমচতুষ্কোণ, সমান, চৌরস ; সতর্ক, হুঁসিয়ার। দেশজ। বিণ।

চউকি, চউকী—চৌকি (তাহা দেখ)।

চউহাবী—সতর্ক। প্রা, ক।

চওড়া—বিস্তারবিশিষ্ট, বিস্তৃত, বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত, ফলাও, ওসারাল। দেশজ। বিণ।

চক—১। খল ; সাধু। চক (প্রতিঘাত করা) +অন্ ক। সং ; পু। ২। চতুষ্কোণ ভূমি ; চত্বর ; চতুঃশালার মধ্যস্থান; বাজার; ভূমির বিভাগ। দেশজ। সং।

চকচক—১। ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি। চক্ (দীপ্তি পাওয়া)+অস্ ভা, দ্বিত্ব। সং ; পু বা ক্লী। চকচক করা=দীপ্তি পাওয়া। ২। কুকুর বিড়ালাদির চাটিয়া খাওয়ার শব্দ। ব্য।

চকচকিয়া, চকচকে—উজ্জ্বল, দীপ্তিমান্। দেশজ। বিণ।

চক-বন্দি,-বন্দী—চতুঃশাল, চতুর্দ্দিকে গৃহবেষ্টিত, চকমিলান। দেশজ। বিণ।

চকমক—চমক, চকচক, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, আলোকচ্ছটা। বৈদেশিক। সং।

চকমকান—চকমক করা, চমক দেওয়া, বিভা বিকাশ করা ; চমকিয়া উঠা ; চমকিত বা চকিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

চকমকি—দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, চমক ; অনল-প্রস্তর ও ইস্পাতখণ্ড, যাহাদের সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। দেশজ। সং।

চকমিলান—চকবন্দী (তাহা দেখ)।

চকল—ত্বক্, তুষ, খোসা। সং।

চকসা—ফরসা, মেঘ বা কুয়াসা কাটিয়া গিয়া আলোক প্রকাশ। প্রাদেশিক।

চকা—চক্রবাক। দেশজ। সং ; পু। স্ত্রী চকি বা চকী।

চকাচকি,-চকী—চক্রবাকমিথুন। দেশজ।

চকাসিত—শোভিত, দীপ্ত, উজ্জ্বল ; প্রকাশিত। চকাস+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চকাসিতা।

চকিত—১। ভীত ; চমকিত ; কম্পিত ; তৃপ্ত। চক+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চকিতা। ২। ভয়। চক+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

চকিতা—১। ভীতা ; চমকিতা ; কম্পিতা ; তৃপ্তা। চকিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

চকিতে—নিমেষমাত্রে, দেখিতে দেখিতে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

চকেবা—চক্রবাক, চকা পাখী। প্রা, ক।

চকোর—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী,—ইহারা জ্যোৎস্না পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, এইরূপ কবিসময়প্রসিদ্ধি আছে। (কবিসময় প্রসিদ্ধি দেখ)। চক (তৃপ্ত হওয়া)+ওরন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী চকোরী।

চক্কর—চক্রভ্রমণ ; সাপের ফণা। চক্র শব্দের অপভ্রংশ।

চক্র—১। হস্তস্থিত রেখাবিশেষ ; সমূহ ; মণ্ডল ; চাকা ; সৈন্য ; ব্যূহবিশেষ ; দ্বাদশবিধ রাজ্য ; গ্রামসমূহ, চাকলা ; কুলাল-যন্ত্রবিশেষ, কুমারের চাক ; চক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ; জলাবর্ত্ত ; ললাটস্থ রেখাবিশেষ ; ঘানি ; ইন্দ্রজাল ; দন্তবিশেষ ; কাব্যবন্ধবিশেষ ; রাজ্য, দেশ, প্রদেশ ; সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডল ; দেহস্থ ষট্পদ্ম ; বীরাদি চক্র ; চিহ্নবিশেষ। চক+রক্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। চক্রবাক, চকাপাখী। কৃ (করা) +ক ক, তাহার দ্বিত্ব। সং ; পু। ৩। কুটমন্ত্রণা, কুপরামর্শ ; সর্পের ফণা। দেশজ। সং।

চক্রকুল্যা—চাকুলিয়া গাছ। সং ; স্ত্রী।

চক্রগণ্ডু—গালবালিশ। চক্রাকার যে গণ্ডু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চক্রগতি—চক্রপথে গমন, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ, ঘূর্ণন, আবর্ত্তন, ঘুরপাক। চক্রাকারা যে গতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চক্রগোপ্তা (-গোপ্তৃ)—যোদ্ধৃবিশেষ ; সৈন্যরক্ষক, সেনাপতি ; গ্রামসমূহের রক্ষাকর্ত্তা, পল্লীরক্ষক, রাজ্যরক্ষক ; রথচক্ররক্ষক। ৬তৎ। সং ; পু। [illegible] ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চক্রচ্ছিদ্র—চক্রের মধ্যবর্ত্তী রন্ধ্র, চাকার ছেঁদা।

চক্রচ্ছিদ্রপথ—চাকার মধ্যবর্ত্তী ছিদ্ররূপ পথ। চক্রচ্ছিদ্র দেখ। চক্রচ্ছিদ্রই যে পথ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

চক্রজীবক—কুম্ভকার, কুমার। চক্রদ্বারা জীবে (বাঁচে) যে এই বাক্যে উপ ; চক্র—জীব (বাঁচা)+ণক ক। সং ; পু।

চক্রতীর্থ—১। সুদর্শন চক্রদ্বারা কৃত প্রভাসস্থিত একটি বৈষ্ণব তীর্থ, কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে কৃতোপবাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই তীর্থে স্নান করিয়া বিপ্রকে কাঞ্চন দান করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ২। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটস্থ তীর্থ, এখানে চক্রেশ্বরনামক শিব আছেন। চক্রনামক যে তীর্থ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চক্রদংষ্ট্র—শূকর। চক্রবৎ দংষ্ট্রা যাহার, বহু। সং ; পু। [illegible] গ্রন্থ। সং ; ক্লী।

চক্রদত্ত—চক্রপাণিদত্ত কৃত একখানি বৈদ্যক

চক্রদ্বার—পর্ব্বতবিশেষ। চক্রের ন্যায় দ্বার যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রধর—বিষ্ণু ; সর্প ; দেশাধিপতি, গ্রামাধিপতি। চক্র ধরে যে এই বাক্যে উপ ; চক্র —ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। অথবা ধরে যে সে ধর, ধৃ+অন্ ক। চক্রের ধর, ৬তৎ। সং ; পু।

চক্রনদী—গণ্ডকী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চক্রনাভি—চাকার নাই। ৬তৎ। সং ; পু বা স্ত্রী।

চক্রনায়ক—১। ব্যাঘ্রনখ। চক্র—নী+ণক ক। ২। সেনাপতি। ৬তৎ। সং ; পু।

চক্রনেমি—চক্রের পরিধি, চাকার বেড়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চক্রপথ—মণ্ডলাকার পথ। মপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [বহু। সং ; পু।

চক্রপাণি—বিষ্ণু। চক্র পাণিতে (হস্তে) যাঁহার,

চক্রপাণিদত্ত—জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত, চক্রদত্তনামক বিখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা নয়পালের সময়ে প্রাদুর্ভূত হন।

চক্রপাদ—রথ ; শকট ; হস্তী। চক্র পাদে যাহার, অথবা চক্রবৎ পাদ যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রপাল—দেশের অধিপতি ; সেনাপতি। চক্রের (রাজ্যের বা সৈন্যের) পাল (পালক), ৬তৎ। সং ; পু।

চক্রবন্ধু, চক্রবান্ধব—সূর্য্য। চক্রের (চক্রবাক-পক্ষীর) বন্ধু বা বান্ধব, ৬তৎ। সং ; পু।

চক্রভৃৎ—১। চক্রধারী। উপ ; চক্র—ভৃ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং ; পু।

চক্রভ্রম—কুন্দযন্ত্র,কুঁদ ; শাণাদি যন্ত্র। চক্রের ন্যায় ভ্রম (ভ্রমণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রমর্দ্দ, চক্রমর্দ্দক—চাকুন্দিয়া গাছ। সং ; পু।

চক্রমুখ—শূকর। চক্রবৎ মুখ যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রমুদ্রা—মুদ্রাবিশেষ। এই মুদ্রা দেবার্চ্চনার অঙ্গস্বরূপ। চক্রতুল্যা মুদ্রা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চক্রযান—চক্রবিশিষ্ট গমনসাধন, রথ, শকট, গাড়ী। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চক্ররক্ষক—সৈন্যরক্ষাকর্ত্তা, ব্যূহরক্ষাকারী। ৬তৎ। সং ; পু।

চক্ররদ—বরাহ, শূকর। চক্রবৎ রদ (দন্ত) যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রবৎ—১। চক্রবান্ দেখ। বিণ ; ত্রি। ২। চাকার মত। চক্র+চ্বৎ তুল্যার্থে। ব্য।

চক্রবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি, আসমুদ্রকরগ্রাহী সম্রাট্। চক্রে (দেশসমূহে) বর্ত্তেন (প্রভুরূপে থাকেন) যিনি, উপ ; চক্র—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। সং ; পু। [ভরত, অর্জ্জুন (কার্ত্তবীর্য্য), মান্ধাতা, ভগীরথ, যুধিষ্ঠির, সগর ও নহুষ, এই সাতজন চক্রবর্ত্তী]।

চক্রবাক—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী, চকা। চক্র—বচ (বলা)+ঘঞ্ র্ম। সং ; পু। [প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, চক্রবাকমিথুন দিবাভাগে মিলিত ও নিশাকালে বিচ্ছিন্ন হয়]।

চক্রবাড়, চক্রবাল—১। মণ্ডল ; মণ্ডলাকার দিক্‌সমূহ ; কোন উন্মুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলে যেস্থলে ভূতল ও নভোমণ্ডল পরস্পর মিলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, দৃষ্টি-পরিচ্ছেদসীমা (Horizon)। সং, ক্লী। ২। লোকালোকপর্ব্বত। চক্র (দেশসমূহ)—বাড়+ষণ্ ক। সং ; পু।

চক্রবাত—ঘূর্ণি-বায়ু, ঝড়। চক্রবৎ ঘূর্ণ্যমান বাত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চক্রবান্ (—বৎ)—১। চক্রযুক্ত, চক্রবিশিষ্ট, চাকাওয়ালা ; চক্রধারী ; ঘানিচালক ; মণ্ডলাকার। চক্র+বতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী চক্রবতী। ২। বিষ্ণু ; কুম্ভকার ; তৈলকার,কলু ; রাজচক্রবর্ত্তী,সম্রাট্। সং ; পু।

চক্রবাল—চক্রবাড় দেখ।

চক্রবিস্তার—চক্রের প্রসারণ। ৬তৎ। সং ; পু।

চক্রবৃদ্ধি—সুদের সুদ (Compound interest)। চক্রদ্বারা (অর্থাৎ চক্রক্রমে) বৃদ্ধি, ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

চক্রব্যূহ—মণ্ডলাকারে সেনাসন্নিবেশ। [কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য্য এইরূপ ব্যূহ রচনা করিলে,অভিমন্যু তাহা ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়া অন্যায় যুদ্ধে হত হন]। চক্রাকার ব্যূহ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চক্রহস্ত—বিষ্ণু। চক্র হস্তে যাঁহার,বহু। সং ;পু।

চক্রাকার—চক্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ; গোল। চক্রের ন্যায় আকার যাহার,বহু। বিণ ;ত্রি।

চক্রাঙ্গ—রথ ; গাড়ি ; বাগান ; হংস। চক্র হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রাঙ্গী—হংসী। বহু। চক্রাঙ্গ দেখ। চক্রাঙ্গ+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

চক্রান্ত—কতকগুলি গুপ্ত মন্ত্ররক্ষক লোক একত্র মিলিত হইয়া যে মন্ত্রণা করে, ষড়্‌যন্ত্র ; কাহারও অনিষ্ট সাধনের অভিপ্রায়ে কতকগুলি লোক একত্র হইয়া যে পরামর্শ করে। চক্রের (সমূহের) অন্ত (নৈকট্য, মেলন) হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

চক্রান্তকারী (—কারিন্)—চক্রান্ত করে এরূপ। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—কারিণী।

চক্রায়ুধ—বিষ্ণু। চক্র হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

চক্রী (চক্রিন্)—১। চক্রযুক্ত, চক্রবিশিষ্ট ; চাকাওয়ালা। চক্র আছে ইহার এই অর্থে চক্র+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী চক্রিণী। ২। বিষ্ণু ; কুম্ভকার ; সর্প ; তৈলিক, কলু ; রথারূঢ় ব্যক্তি ; চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্ ; দেশাধিপ ; গ্রামাধিপ, চক্রবাক ; গর্দ্দভ ; সূচক। সং ; পু। ৩। অন্যকে লইয়া কুমন্ত্রণাকারী। দেশজ। বিণ।

চক্রীবান্ (—বৎ)—গর্দ্দভ, গাধা ; জনৈক নৃপতি। চক্র+বতু অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

চক্রেশ্বর—সম্রাট্ ; তান্ত্রিকমতাবলম্বী মন্ত্রপায়ী দিগের দলপতি। চক্রের ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

চক্রেশ্বরী—দেবীবিশেষ। চক্রের ঈশ্বরী, ৬তৎ।

চক্ষ—চোখ, চক্ষু। চক্ষুস্ শব্দজ। সং।

চক্ষণ—১। কথন। চক্ষ+অনট্ ভা। ২। চাটনি, চাট্। চক্ষ+অনট্ র্ম। সং ; ক্লী।

চক্ষুঃ (চক্ষুস্)—নয়ন, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষ (দেখা)+উস্ ক। সং ; ক্লী।

চক্ষুঃক্ষত—চোখের ঘা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চক্ষুঃশূল—যাহার দর্শনে মনের কষ্ট হয়, যে ব্যক্তি নানারূপ কষ্ট দিয়াছে। চক্ষুর শূলস্বরূপ, ৬তৎ, অথবা চক্ষুর শূল (ব্যথা) হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু বা ক্লী।

চক্ষুঃশ্রবাঃ (—শ্রবস্)—চক্ষুই যাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ; সর্প। চক্ষুঃ হইয়াছে শ্রবঃ (কর্ণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্ষুঃস্থির—চক্ষুস্থির দেখ।

চক্ষুগোচর—চক্ষুর্গোচর শব্দের অপভ্রংশ।

চক্ষুদান—চক্ষুর্দান শব্দের অপভ্রংশ।

চক্ষুরুন্মীলন—চোক মেলা। চক্ষুর উন্মীলন (চক্ষুঃ+উন্মীলন), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চক্ষুর্গোচর—নেত্রগোচর, চক্ষুর বিষয়ীভূত,দৃশ্য। চক্ষুর গোচর (চক্ষুঃ+গোচর), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চক্ষুর্গোচরা।

চক্ষুর্দান—দেবপ্রতিমার চক্ষু অঙ্কন বা তাহার দর্শনশক্তি বিধান ; কাহারও জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া, চুরি প্রভৃতির দ্বারা অসতর্ক ব্যক্তিকে সতর্ককরণ। ৬তৎ, (চক্ষুঃ+দান)। সং ; ক্লী।

চক্ষুর্লজ্জা—অপকারক অপকৃতকে দেখিয়া যে লজ্জা বোধ করে, সম্মুখে কিছু বলিতে বাধ বাধ ভাব। চক্ষুর্জাত্যা লজ্জা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা (চক্ষুঃ+লজ্জা)। সং ; স্ত্রী। কেহ কেহ চক্ষুলজ্জা লিখেন, কিন্তু ইহা অশুদ্ধ।

চক্ষুলজ্জা—চক্ষুর্লজ্জা শব্দের অপভ্রংশ।

চক্ষুষ্মতী—প্রখরদৃষ্টিসম্পন্না। চক্ষুস্ শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চক্ষুষ্মত্তা—তীক্ষ্ণদৃষ্টি। চক্ষুষ্মৎ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

চক্ষুষ্মান্ (চক্ষুষ্মৎ)—দৃষ্টিশক্তিশালী ; তীক্ষ্ণদর্শন, প্রখরদৃষ্টিসম্পন্ন। চক্ষুস্+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী চক্ষুষ্মতী।

চক্ষুষ্য—চক্ষুর হিতকর ; প্রিয়দর্শন, সুন্দর। চক্ষুস্ শব্দ+য্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চক্ষুষ্যা।

চক্ষুস্—চক্ষুঃ দেখ।

চক্ষুস্তারকা—চোখের মণি। চক্ষুর তারকা (চক্ষুঃ+তারকা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চক্ষুস্থির, চক্ষুঃস্থির—বিস্মিত, চমৎকৃত ; স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি। চক্ষুঃ স্থির যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—স্থিরা।

চক্ষূরাগ—চোখের রক্তিমা। চক্ষুর রাগ, ৬তৎ। (চক্ষুঃ+রাগ = সন্ধির নিয়মানুসারে বিসর্গ স্থানে র, এবং র পরে রকারের লোপ ও পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘতা হইয়াছে)। সং ; পু।

চক্ষূরোগ—নেত্রপীড়া, চোখের ব্যারাম। চক্ষুর

রোগ, ৬তৎ (চক্ষুঃ+রোগ ; চক্ষুরাগবৎ সন্ধি)। সং ; পু। "চক্ষুরোগ" অশুদ্ধ।

চক্রুর—রথ, স্যন্দন, শকট ; উদ্ভিদ, পাদপ, বৃক্ষ। চন্‌ক্‌+উর ক। সং ; পু।

চঙ্ক্রমণ—পুনঃ পুনঃ চলন, পাদচারণ। যঙ্‌ লুগন্ত ক্রম্‌+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

চঙ্গ—১। শোভন, সুন্দর ; নিপুণ, কর্ম্মঠ, পটু ; সুস্থ, নীরোগ। চম্‌—গম্‌+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। যোদ্ধা, সৈনিক। প্রা, ক। ৩। মই, সিঁড়ি। প্রাদেশিক। সং।

চঞ্চিম—শোভা। প্রা, ক। সং।

চঞ্চরিকা, চঞ্চরী—ভ্রমরী। যঙ্‌ লুগন্ত চর্‌+টক্‌ ক+ঈপ্‌—চঞ্চরী। চঞ্চরী+কণ্‌ স্বার্থে+ আপ্‌—চঞ্চরিকা। সং ; স্ত্রী।

চঞ্চরীক—ভ্রমর। চঞ্চরী+কণ্‌। সং ; পু।

চঞ্চল—১। অস্থির ; চপল ; অব্যবস্থিত ; কম্পিত ; বিচলিত ; লোলুপ। যঙ্‌লুগন্ত চল (পুনঃ পুনঃ চলা)+অন্‌ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চঞ্চলা। ২। বায়ু ; লম্পট। সং ; পু।

চঞ্চলা—১। অস্থিরা ; ইত্যাদি। চঞ্চল দেখ। চঞ্চল+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী ; বিদ্যুৎ। সং ; স্ত্রী।

চঞ্চা—চাঁচ, দরমা ; তৃণনির্ম্মিত মনুষ্যমূর্ত্তি। চন্‌চ্‌+অন্‌ ক+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

চঞ্চু—১। পাখীর ঠোঁট। চন্‌চ্‌+উ ণ। সং ; স্ত্রী। ২। ভেরেণ্ডা গাছ ; মৃগ। সং ; পু।

চঞ্চুক্ষত—১। পক্ষীর চঞ্চুর আঘাতে আহত বা বিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। চঞ্চু দ্বারা কৃত ক্ষত (ব্রণ)। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চঞ্চুপুট—চঞ্চুদ্বারা কৃত পাত্র, চঞ্চুরূপ পাত্র। কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

চঞ্চূ—পাখীর ঠোঁট। চন্‌চ্‌ (গমন করা, ইত্যাদি)+উ ক। সং ; স্ত্রী।

চট—পাটের সূতার মোটা কাপড় ; গোণী, থলিয়া, বোরা ; ত্বরা, ক্ষিপ্রতা, ঝটিতি, শীঘ্র। দেশজ।

চটক—১। চড়ুই পাখী। চট (ভেদ করা)+ অক ক। সং ; পু। স্ত্রী চটকা, চটকিকা। ২। নিদ্রাবেশ, তন্দ্রা ; অন্যমনস্ক ভাব ; ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ; আড়ম্বর ; জাঁক, জড়ং, বাহার। দেশজ। [দার। দেশজ। বিণ।

চটকদার—উজ্জ্বল ; জড়কাল, জাঁকাল, জড়ং-

চটকল—যে কলে চট তৈয়ার হয়, পাটকল (Jute-mill)। দেশজ।

চটকা—১। চড়ুই পক্ষিণী। চটক দেখ। চটক+আপ্‌। সং ; স্ত্রী। ২। তন্দ্রা, নিদ্রাবেশ ; চমক, ক্ষণেক ; অন্যমনস্কভাব, শূন্যমনস্কতা, আবেশ। দেশজ।

চটকান—মর্দ্দিত করা। দেশজ। ক্রি।

চটচট—শীঘ্রশীঘ্র ; তাড়াতাড়ি ; আঠাল বস্তু নাড়িলে যে ভাব পাওয়া যায় ; করতল-প্রহারের বা চাপড়ের অনুকরণ শব্দ। দেশজ।

চটচটিয়া, চটচটে—আঠাল। দেশজ।

চটপট—দ্রুত, শীঘ্র, ঝটিতি। দেশজ।

চটপটিয়া, চটপটে—শীঘ্রকারী, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, চালাক। দেশজ। বিণ।

চটা—১। উপরের চাকলা ; পাতলা বাকারি বা কাবারি ; ছোট দরমা। দেশজ। সং। ২। ক্রোধশীল, কোপন, সহজরাগী। বিণ। ৩। চটা উঠা, চিরিয়া বা ফাটিয়া যাওয়া ; রাগিয়া উঠা, রাগ করা। ক্রি।

চটাচট, চুটাপট—চটপট, শীঘ্র, তাড়াতাড়ি ; চটচট শব্দ সহকারে। দেশজ। ব্য।

চটাচটি—পরস্পর প্রণয়ভঙ্গ, বিরোধ, অপ্রণয়, রাগারাগি। দেশজ। সং।

চটান—১। বিস্তীর্ণ সমান ভূমি। সং। ২। রাগান। ক্রি।

চটাপট—চটাচট দেখ।

চটাল—চেটাল, চওড়া। দেশজ। বিণ।

চটি, চটী—ছোট দরমা ; পথিক-নিবাস, সরাই ; শিথিল চর্ম্মপাদুকা। দেশজ। সং।

চটী-জুতা—শিথিল চর্ম্মপাদুকা। দেশজ। সং।

চটু—উদর ; চাটু, প্রিয়বাক্য ; ব্রতিগণের আসনবিশেষ। চট (ভেদ করা)+উ ণ। সং ; পু বা ক্লী।

চটুল—প্রিয়ংবদ ; মিষ্টভাষী ; চঞ্চল ; শীঘ্র ; সুন্দর। চট+উল ক। বিণ ; ত্রি।

চটুলা—১। প্রিয়ংবদা ; চঞ্চলা ; মনোহারিণী ; সুন্দরী। চটুল দেখ। চটুল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। চপলা, বিদ্যুৎ। সং ; স্ত্রী।

চট্টগ্রাম—বঙ্গদেশান্তর্গত বিভাগ, জেলা ও সহর। ইংরাজী নাম চিটাগং (Chittagong)। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ, এই চারিটী জেলা লইয়া চট্টগ্রাম বিভাগ। পূর্ব্বে চট্টগ্রাম জেলা ত্রিপুরার হিন্দুরাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাহাদিগের সহিত বৌদ্ধ আরাকান রাজগণের সর্ব্বদাই বিবাদ ঘটিত। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে প্রাধান্য লইয়া যখন, মোগল ও পাঠানে বিবাদ চলিতে থাকে, তখন আরাকানরাজ চট্টগ্রাম স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার হস্তে থাকা সত্ত্বেও, তোডর মল্ল ইহার আয় সরকারী তালিকা-ভুক্ত করিয়াছিলেন।

১৬৩৮ খৃঃ মটক রায় নামক জনৈক মগ আরাকান-রাজের প্রতিনিধিরূপে চট্টগ্রাম শাসন করিতেন। কোন কারণে প্রভুর বিরাগভাজন হইয়া ইনি বঙ্গাধিপের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাজ্যভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করেন। ১৬৬৫ খৃঃ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ মগদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং ইহার নাম রাখেন ইস্‌লামাবাদ। ১৭৬০ খৃঃ মীরকাসিম বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার সহিত এই জেলাটিও ইংরাজকে প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম জেলায় চন্দ্রনাথ পাহাড় একটী প্রধান হিন্দুতীর্থ। ইহার সন্নিকট সীতা-কুণ্ড-নামক একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, সীতা-কুণ্ডের তিন মাইল উত্তরে লবণাখ্য নামে আর একটি কুণ্ড আছে ; সে কুণ্ডের জল লবণাক্ত। চট্টগ্রামের অধিকাংশ মুসলমান জাহাজে লস্করের কাজ করে। এখানে অনেক ফিরিঙ্গীর বাস। ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা পর্ত্তুগীজগণের ঔরসে দেশী রমণীর গর্ভে উৎপন্ন। চট্টগ্রাম সহরটি কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। সহরটি একটি বন্দর এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। বন্দরে বড় বড় জাহাজ আসিতে পারে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম একটী স্বতন্ত্র জেলা। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে মূল চট্টগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই জেলাটি সৃষ্ট হয়। ১৮৯১ খৃঃ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা অটুট থাকে। পরে ইহা একটী মহকুমায় পরিণত হয়। ১৯০০ খৃঃ হইতে আবার ইহা স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই জেলায় কতকগুলি অর্দ্ধসভ্য জাতি বাস করে। ইহারা অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। অধিবাসিগণ মধ্যে কতকগুলি আরাকান (বা মগ) জাতীয় ; কতকগুলি আদিম বন্য জাতীয় ; অপর কতকগুলি মিশ্র জাতি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জাতি আপন আপন মণ্ডলের অধীন, ইংরাজকে কর প্রদান করে না। এই জেলার সরকারী কার্য্যস্থল রঙ্গমতী কর্ণফুলী নদীতীরে অবস্থিত।

চট্টরাজ—বংশগত পদবীবিশেষ। সং।

চট্টল, চট্টলা—চট্টগ্রাম ; চাটিগাঁ। সং।

চট্টোপাধ্যায়—ছাত্রোপাধ্যায় ; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ, চাটুজ্যা। সং।

চড়—১। চাপট, চাপড়, করতলপ্রহার। দেশজ। সং। ২। আরোহণ কর। দেশজ ক্রিয়া, অনুজ্ঞা।

চড়ক—চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় শৈব পর্ব্ববিশেষ, গাজন। প্রবল পরাক্রান্ত অসুররাজ বাণ ঐ দিনে মহাদেবের প্রীতি-সাধনোদ্দেশে বন্ধুজনসহ শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদিতে মত্ত হইয়া স্বীয় গাত্ররুধির প্রদানে তাঁহার তুষ্টি বিধান করেন। তদনুকরণে হিন্দুরা ঐ দিনে এই উৎসব করিয়া থাকেন। চড়কের কয়দিন পূর্ব্বে ''সন্ন্যাসীরা' সংযম ব্রত ধারণ করিয়া পর্ব্বের জন্য প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ ইতর লোকেই ''সন্ন্যাসী"

হইয়া থাকে ; কোন কোন ভদ্রলোকেও "মানত" রাখিবার অভিপ্রায়ে, এই পর্ব্বে যোগদান করে। চড়কের দুই দিন পূর্ব্বে "কাঁটা-ঝাঁপ" বা "আগুন-ঝাঁপ" হইয়া থাকে। চড়কের অব্যবহিত পূর্ব্ব দিবসে উপবাস করিয়া সন্ন্যাসীরা "নীল" (মহাদেবের সহিত লীলাবতীর বিবাহ-উৎসব) সম্পন্ন করে। সন্তানবতী বাঙ্গালী রমণীরা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যাকালে শিব-মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া পূজান্তে জলগ্রহণ করে। চড়ক পর্ব্ব উপলক্ষে, বিশেষতঃ চড়কের দিবস তারকেশ্বরে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্ব্বে চড়ক উপলক্ষে "বাণ" ফোঁড়া হইত ; অর্থাৎ ভক্ত সন্ন্যাসী স্বীয় গণ্ডদেশ বা জিহ্বা লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মহাদেবের প্রীত্যর্থে আপন শরীর নিগ্রহ করিত। পৃষ্ঠদেশ লৌহ বড়শী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাতে রজ্জু বদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীরা চড়ক গাছে পাক খাইত। ১৮৬৩ খৃঃ অঃ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট লৌহশলাকা বা হুকের ব্যবহার বন্ধ করিয়াছেন। অধুনা পৃষ্ঠে দড়ি বাঁধিয়া পাক খাইতে বাধা নাই।

চড়চড়—ফাটিয়া যাইবার শব্দ বা যাতনা। দেশজ। ব্য।

চড়চড়ি, চড়চড়ী—শুষ্ক ব্যঞ্জনবিশেষ ; চড়চড়, যাতনা, ক্লেশ ; ঈর্ষ্যা, মনঃকষ্ট। দেশজ। সং।

চড়তি—উঠতি, উন্নতি, বৃদ্ধি ; মূল্যবৃদ্ধি, তেজি। দেশজ। সং।

চড়ন—চড়া, উপরে উঠা, আরোহণ। দেশজ। সং। [দেশজ। বিণ বা সং।

চড়নদার—যে চড়িয়া যায়, আরোহণকারী।

চড়বড়—বিদারণশব্দ। দেশজ।

চড়বি—চড়িবে, আরোহণ করিবে। প্রা, ক।

চড়া—১। চড়ন, আরোহণ ; চটকপক্ষী ; নদ্যাদিতে ক্ষুদ্র দ্বীপ। সং। ২। উচ্চ, অধিক ; কটু ; ক্রোধান্বিত ; আরূঢ়। বিণ। ৩। আরোহণ করা, উপরে উঠা, চাপা ; বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়া। দেশজ। ক্রি।

চড়াই—চটকপক্ষী ; খাড়াই, উচ্চতা, উন্নতি। দেশজ। সং।

চড়াউল—চড়াইল, আরোহণ করাইল। প্রা, ক।

চড়াও—১। ক্রুদ্ধ। বিণ। ২। আক্রমণ। সং।

চড়াচড়ি—পরস্পর চপেটাঘাত ; পরস্পর আরোহণ। দ্বন্দ্ব। দেশজ। সং।

চড়ান—চড় মারা, চপেটাঘাত করা ; আরোহণ করান, উপরে উঠান, চাপান, তুলা বা তোলা ; চাপিতে প্রবর্ত্তিত করা ; খাড়া করা ; বর্দ্ধিত করা, বাড়ান। দেশজ। ক্রি।

চড়ুই—চটকপক্ষী। দেশজ। সং।

চড়ুকিয়া (চড়ুকে)—১। যে ব্যক্তি চড়ক-গাছে পাক খায়। সং। ২। হুজুগিয়া ; মনে দুঃখ কিন্তু বাহিরে আহ্লাদসূচক, কপট, কৃত্রিম। দেশজ। বিণ।

চণক—ছোলা, বুট ; মুনিবিশেষ। চণ (দান করা) + অল্ র্ম + কণ্। সং ; পু।

চণা—ছোলা, বুট। চণক শব্দের অপভ্রংশ।

চণ্ড—১। তীক্ষ্ণ ; অতি কোপন ; উষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চণ্ডা, চণ্ডী। ২। তেঁতুল গাছ ; যমদূত ; একজন দৈত্য [দৈত্যরাজ শুম্ভের অন্যতম অনুচর ; দেবীযুদ্ধে এই দৈত্য উপস্থিত হইলে ভগবতী ইহাকে কৌষিকীরূপে বধ করেন]। চন্ড (রোষ করা) + অন্ ক। সং ; পু। ৩। তীক্ষ্ণতা ; ক্রোধ। সং ; ক্লী।

চণ্ডকৌশিক—জনৈক ঋষি, কাক্ষীবানের পুত্র ; ইনি মহাতপস্বী ও উদারচরিত ছিলেন। সং ; পু।

চণ্ডনায়িকা—দুর্গা ; অষ্টনায়িকান্তর্গত নায়িকাবিশেষ ; চণ্ডের (চণ্ডনামক দৈত্যের) নায়িকা (যমালয়-প্রাপিকা), অথবা চণ্ডের (উগ্র-প্রকৃতি রুদ্রের) নায়িকা (শক্তিবিশেষ), ৬তৎ, কিংবা চণ্ডী (কোপনা) যে নায়িকা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চণ্ডভার্গব—চ্যবনবংশীয় জনৈক মুনি। সং ; পু।

চণ্ডরশ্মি—সূর্য্য। চণ্ড (তীক্ষ্ণ) রশ্মি যাহার, বহু। সং ; পু।

চণ্ডবতী—দুর্গা ; অষ্টনায়িকার অন্যতমা নায়িকা। চণ্ড শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চণ্ডবিক্রম—প্রচণ্ড বিক্রমশালী, অতি প্রবল পরাক্রান্ত। চণ্ড বিক্রম যাহার, বহু। বিং।

চণ্ডা—১। তীক্ষ্ণা ; অতিকোপনা। চণ্ড দেখ। চণ্ড + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অতিকোপনা স্ত্রী ; অষ্টনায়িকার অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

চণ্ডাংশু—সূর্য্য। চণ্ড অংশু যাহার, বহু।

চণ্ডাতক—স্ত্রীলোকের অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত বস্ত্র ; কাচ। চণ্ডা (কোপনা স্ত্রী) – অত (গমন করা) + ণক ক। সং ; ক্লী।

চণ্ডাল—নিষাদ, চাঁড়াল, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত অতি হীন বর্ণসঙ্কর জাতি। চন্ড্ + আলঞ্ ক। সং ; পু। স্ত্রী চণ্ডালী।

চণ্ডিকা, চণ্ডী—১। দুর্গা ; মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী যোগিনীপ্রধানা দেবী ; অতিকোপনা স্ত্রী ; ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চণ্ড শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ = চণ্ডী। চণ্ডিকা = চণ্ডী শব্দ + কণ্ স্বার্থে + আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। গ্রন্থবিশেষ, উহাতে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডিমা (চণ্ডিমন্)—কোপনতা ; উগ্রতা। চণ্ড + ইমন্ ভাবার্থে। সং ; পু।

চণ্ডী—চণ্ডিকা দেখ।

চণ্ডীচরণ সেন—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। বাং ১২৫১ সালের মাঘী সপ্তমী তিথিতে (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগে) বাখরগঞ্জ জেলার খাসণ্ডা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা বৈদ্যজাতীয়। ইঁহার পিতার নাম নিমচাঁদ সেন, মাতার নাম গৌরীদেবী। ইনি নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মশীল পিতামাতার শেষ বয়সের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। ইঁহার অনেকগুলি অগ্রজ ভ্রাতাভগিনীর অকালমৃত্যু ঘটায় দুই বৎসরব্যাপী চণ্ডীপাঠের ফলে ইঁহার জন্ম হয়, এবং সেই জন্যই ইঁহার নাম চণ্ডীচরণ রাখা হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চণ্ডীচরণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এক বৎসর অধ্যয়নের পর ফ্রি চার্চ্চ কলেজে প্রবেশ করেন। পরে ১৮৬৮ খৃঃ নিম্নশ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭০ খৃঃ ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার ৪ বৎসর পরে মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া সরকারী চাকুরি করেন। ইনি অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোনরূপ অন্যায় আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না, দৃঢ়কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতেন, এবং সেজন্য সময়ে সময়ে বিপন্নও হইতেন। ১৮৯৯ খৃঃ ইনি সবজজের পদে উন্নীত হন। ইনি একাধারে দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক। "জীবনগতি নির্ণয়" নামক দার্শনিক গ্রন্থ ইঁহার প্রথম রচনা। "লঙ্কাকাণ্ড" নামক একখানি অভিনব ধরণের বিদ্রূপাত্মক কাব্যও ইনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে ইঁহার প্রতিষ্ঠা হয় "টম কাকার কুটীর" নামক পুস্তক রচনায়। উহা Uncle Tom's Cabin নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে ১৮৮১ খৃঃ বিরচিত হয়। তাহার পরই ইনি ক্রমান্বয়ে "মহারাজ নন্দকুমার", "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ", "ঝান্সীর রাণী", "অযোধ্যার বেগম", "এই কি রামের অযোধ্যা ?" প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রথমোক্তখানি প্রকাশের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়েন। তদ্ব্যতীত "এড মেটকাফের জীবনী" নামক একখানি গ্রন্থও প্রচার করিয়াছিলেন। মৃত্যুর ৩ বৎসর পূর্ব্বে ইনি টলষ্টয় প্রণীত "চল্লিশ বৎসর" নামক পুস্তকখানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯০৬ খৃঃ চণ্ডীচরণ বাবুর লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। ইঁহার সন্তানগণের মধ্যে মহিলাকবি শ্রীমতী কামিনী রায় বি, এ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস—বাঙ্গালা ভাষার একজন বিখ্যাত প্রাচীন কবি। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যা-

পতির সমসাময়িক, এবং চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে ১৩০৯ শকে বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচি। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। চণ্ডীদাস বিবাহ করেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর ইনি বাশুলী (বিশালাক্ষী) দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। এই বাশুলী দেবী এখনও বর্ত্তমান আছেন। রাম তারা বা রামী নামে রজককন্যা এই মন্দিরের সেবিকা ছিল। ইঁহার সহিত চণ্ডীদাসের প্রসক্তি হয়, এবং তিনি ইহাকে সাধনমার্গের সঙ্গিনী করিয়া লয়েন। তাঁহার অনেক গানেই এই "রজকিনী রামী"র উল্লেখ দেখা যায়। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গুণ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী হন। পরে ঘটনাক্রমে ভাগীরথীতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, পরস্পরের কবিত্ব ও রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া উঁহারা পরস্পর মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। চণ্ডীদাসের সময় বাঙ্গালা রচনার আদিকাল বলা যাইতে পারে। ইনি বঙ্গের আদি কবি না হইলেও বঙ্গভাষার সেই শৈশব অবস্থায় ইনি যেরূপ রচনা-পারিপাট্য, রস মাধুর্য্য ও সুললিত ছন্দোবন্ধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই ইনি বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে প্রধান আসন পাইবার যোগ্য। চণ্ডীদাস অতি সরল ভাষায় যেরূপ মনের ভাব, হৃদয়ের নিখুঁত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তৎকালীন অন্য কোন কবির লেখায় সেরূপ দেখা যায় না। ফলতঃ চণ্ডীদাস আমাদের দেশের একজন খাঁটি বাঙ্গালা কবি। ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইঁহার রচিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন", নামে একখানি কাব্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। [সং ; পু।

চণ্ডীমণ্ডপ—দুর্গাদি দেবতার পূজার গৃহ। ৬তৎ।

চণ্ডু—অহিফেন হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মাদকদ্রব্য, ইহার ধূম শয়ন পূর্ব্বক পান করিতে হয়, সুতরাং গুলির জ্যেষ্ঠ, বৈদেশিক। সং।

চণ্ডুখোর—চণ্ডুনামক মাদক সেবী। সং।

চণ্ডেশ্বর—শিবমূর্ত্তিবিশেষ। চণ্ড যে ঈশ্বর, কর্ম্মধা। সং ; পু।

চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর—প্রসিদ্ধ স্মৃতি-গ্রন্থকার। ইনি "রত্নাকর" নামে বহুতর স্মৃতিগ্রন্থ-রচনা করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি মিথিলায় আবির্ভূত হন। মিথিলাধিপ হরিসিংহদেবের সভায় ইনি অমাত্য-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার প্রণীত "বিবাদ-রত্নাকর" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইনি বাঘমতী নদীর তীরে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে তুলা-পুরুষ নামে দানব্যাপার সম্পাদন করেন। "বিবাদ-রত্নাকর" বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুঃ (চতুর্)—চারি বা চারির পর। ব্য।

চতুঃপঞ্চাশ—৫৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতুঃপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুঃপঞ্চাশী।

চতুঃপঞ্চাশৎ—চুয়ান্ন, ৫৪। চতুর (চারি) দ্বারা অধিক যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম—৫৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতুঃপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুঃপঞ্চাশত্তমী।

চতুঃপার্শ্ব—চারিপাশ, চারিধার, চারিদিক। কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

চতুঃশাখ—১। চারিশাখাযুক্ত। চতুর্ (চারি) শাখা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুঃশাখা। ২। দেহ। সং ; পু।

চতুঃশাখা—১। চারি শাখাবিশিষ্টা। বহু। চতুঃশাখ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। চারি শাখা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চতুঃশাল, চতুঃশালা—চকমিলান বাড়ী ; চারি গৃহযুক্ত গৃহ, যে গৃহের মধ্যে চারি গৃহ আছে। চতুর্ (চারি) শাখা যাহার বা যাহাতে, বহু। সং ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

চতুঃষষ্ট—৬৪ এই সংখ্যার পূরক। চতুঃষষ্টি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ষষ্টী।

চতুঃষষ্টি—চৌষট্টি, ৬৪ ; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে ষষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ ; স্ত্রী।

চতুঃষষ্টিতম—৬৪ সংখ্যার পূরক। চতুঃষষ্টি শব্দ +তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুঃষষ্টিতমী।

চতুঃসপ্তত—৭৪ এই সংখ্যার পূরক। চতুঃসপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তী।

চতুঃসপ্ততি—চুয়াত্তর, ৭৪ ; তৎসংখ্যক। চতুর (চারি) দ্বারা অধিকা যে সপ্ততি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ ; স্ত্রী।

চতুঃসপ্ততিতম—৭৪ সংখ্যার পূরক। চতুঃসপ্ততি+তমট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

চতুঃসীমা—চারিদিকের সীমা। সং ; স্ত্রী।

চতুর্—চতুঃ দেখ।

চতুর—১। কার্য্যদক্ষ, নিপুণ ; বুদ্ধিজীবী ; চালাক ; নেত্রগোচর। চত (যাচ্ঞা করা) +উর ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুরা। ২। গালবালিশ ; কাণবালিশ। চত+উর ক। সং ; পু। ৩। শঠ, ধূর্ত্ত। দেশজ। বিণ।

চতুরংশ—১। চারি ভাগ। চতুর্ (চারি) যে অংশ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। চতুর্ভাগাত্মক ; চারি ভাগে বিভক্ত। চতুর্ (চারি) অংশ যাহার ; বহু। বিণ ; ত্রি।

চতুরংশিত—চারি অংশযুক্ত ; চারি পুটায় বিভক্ত, চারিপেঞ্জী। চতুর্ (চারি) যথা তথা অংশিত, সুপ্সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

চতুরঙ্গ—১। চারি অঙ্গযুক্ত। চতুর্ (চারি) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুরঙ্গী। ২। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এই চারি অঙ্গবিশিষ্ট সৈন্য ; সতরঞ্চ বা দাবা খেলা। সং ; ক্লী।

চতুরচূড়ামণি—অত্যন্ত চালাক। চতুরদিগের চূড়ামণি (শ্রেষ্ঠ) ; ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

চতুরতা—১। কার্য্যদক্ষতা, নৈপুণ্য ; চাতুর্য্য, বুদ্ধিজীবিতা। চতুর+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। ২। চালাকি, ধূর্ত্ততা, শঠতা। দেশজ।

চতুরপণা—চতুরতা, চাতুরী, শঠতা, ধূর্ত্ততা। দেশজ। সং।

চতুরশীতি—চুরাশী, ৮৪ ; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে অশীতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ ; স্ত্রী।

চতুরশীতিতম—৮৪ সংখ্যার পূরক। চতুরশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

চতুরস্র—১। চতুষ্কোণ, চারিকোণা ; রম্য, সুন্দর ; নির্দ্দোষ। চতুর্ (চারি) অস্র (কোণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুরস্রা। ২। চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, চারি সরল রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ স্থান, চতুর্ভুজ ; চৌকি। ৩। চারি কোণ। চতুর্ যে অস্র, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চতুরা—কার্য্যদক্ষা, নিপুণা ; অতি বুদ্ধিমতী। চতুর দেখ। চতুর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চতুরাই—চতুরালি, চতুরতা, চাতুরী। প্রা, ক।

চতুরাত্মা (চতুরাত্মন্)—পরমেশ্বর। চতুর্ (চার) আত্মা যাহার, বহু। সং ; পু।

চতুরানন—ব্রহ্মা। চতুর্ (চারি) আনন (মুখ) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

চতুরালি—চতুরতা, চালাকি। দেশজ।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রম [আশ্রম দেখ]। চতুর্ (চারি) আশ্রম, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চতুরিম—চতুরপণা। প্রা, ক। বিণ।

চতুর্গতি—কূর্ম্ম, কচ্ছপ। চতুর্ (চারি দিকে) গতি যাহার, বহু। সং ; পু।

চতুর্গুণ—চারিগুণ। চতুর্ (চারি) গুণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্গুণা।

চতুর্গুণিত—চারি গুণ করা হইয়াছে এরূপ। চতুর্ (চারি) যথা তথা গুণিত, সুপ্সুপেতি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্গুণিতা।

চতুর্থ—চারি (৪) সংখ্যার পূরক। চতুর্ (চারি) +থট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্থী।

চতুর্থাংশ—চারি ভাগের এক ভাগ। চতুর্থ যে অংশ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

চতুর্থী—১। চতুর্থ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ; (ব্যাকরণে) বিভক্তিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

চতুর্থীকর্ম্ম—চতুর্থী তিথিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বিবাহের পর চতুর্থ দিবসে করণীয় কার্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্থীতৎপুরুষ—সমাসবিশেষ। সমাস দেখ।

চতুর্দ্দন্ (চতুর্দ্দৎ)—চারিদন্তবিশিষ্ট। চতুর্ (চারি) দন্ত যাহার, বহু। বিণ; পু। স্ত্রী চতুর্দ্দতী।

চতুর্দ্দন্ত—১। ঐরাবত হস্তী। চতুর্ (চারি) দন্ত যাহার, বহু। সং; পু। ২। চারিদন্তবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্দ্দন্তা।

চতুর্দ্দশ—১৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতুর্দ্দশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্দ্দশী।

চতুর্দ্দশ (চতুর্দ্দশন্)—চৌদ্দ, ১৪; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিক যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ; ত্রি।

চতুর্দ্দশপুরুষ—পিতা পিতামহাদি ক্রমে গণিত চৌদ্দপুরুষ; চতুর্দ্দশ পূরক পুরুষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

চতুর্দ্দশ-ভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্তপাতাল; সপ্ত স্বর্গ, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য; সপ্তপাতাল, যথা—অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্দ্দশ-বিদ্যা—৬ বেদাঙ্গ, ৪ বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ইতিহাস ও পুরাণ, এই ১৪ প্রকার বিদ্যা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চতুর্দ্দশী—১। চতুর্দ্দশ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ, অমাবস্যার বা পূর্ণিমার পর চতুর্দ্দশ তিথি। সং; স্ত্রী।

চতুর্দ্দিক্ (চতুর্দ্দিশ্)—চারিদিক্, যথা—উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম; সকল দিক্। চতুর্ (চারি) দিক্, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চতুর্দ্দোল—চারিজনে বহনীয় যানবিশেষ। চতুর্ (চারিজন) বাহিত যে দোল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্দ্দোলা—চতুর্দ্দোল (তাহা দেখ)। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চতুর্দ্ধা—চারি প্রকার; চারিবার। চতুর্ শব্দ (চারি)+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

চতুর্দ্বার—চারি দ্বারবিশিষ্ট গৃহ। চতুর্ (চারি) দ্বার যাহার, বহু। সং; ক্লী।

চতুর্ধাম—মথুরামণ্ডলস্থ চারিটি ধাম, যথা—রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ ও দ্বারকানাথ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্নবত—৯৪এই সংখ্যার পূরক। চতুর্নবতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তী।

চতুর্নবতি—৯৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে নবতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

চতুর্নবতিতম—৯৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতুর্নবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

চতুর্ব্বাহু—১। চতুর্ভুজ, নারায়ণ, বিষ্ণু। চতুর্ (চারি) বাহু যাঁহার, বহু। ২। চারি বাহু বা ভুজ। কর্ম্মধা। সং; পু।

চতুর্ভদ্র—চতুর্ব্বর্গ। চতুর্ (চারি) যে ভদ্র, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্ভুজ—১। চারিহস্তবিশিষ্ট; চারি-সীমা-রেখাযুক্ত। চতুর্ (চারি) ভুজ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্ভুজা। ২। নারায়ণ, বিষ্ণু; চারি রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ ক্ষেত্র, চতুরস্র। সং; পু।

২। জনৈক রাজা। ইনি করবি নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। ইনি বৈষ্ণবের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন, এবং যে কোন বৈষ্ণব ইঁহার নিকট আসিত, তাহাকেই ভক্তির সহিত সেবা করিতেন। একদা ইঁহার জনৈক বিপক্ষ রাজা এক ডোমকে ছদ্মবেশে বৈষ্ণব সাজাইয়া ইঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ইনি তাহাকে ডোম জানিতে পারিয়াও যথোচিত ভক্তিসম্মান প্রদর্শন করেন। পরিশেষে একখানি বহুমূল্য জরীর বস্ত্রে একটী কাণাকড়ি বাঁধিয়া ঐ ডোমকে দেন, এবং উহা তাহার প্রেরক রাজাকে উপহার দিতে বলেন। বিপক্ষ রাজা এই উপহার পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সভাসদ্ পণ্ডিতবর্গকে এরূপ রহস্যের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জনৈক সভ্য উত্তর করিল, "মহারাজ! এই ডোম কাণাকড়ি, এবং উহার বৈষ্ণববেশ জরীর কাপড়। সুতরাং বৈষ্ণববেশে আবৃত হওয়ায় ডোমও বৈষ্ণবের ন্যায় পূজা পাইবার পাত্র। ভক্তিমান্ রাজা আপনার ভ্রম নিরাসার্থ আপনাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।" সভ্যের কথায় রাজার আনোদয় হইল, এবং তিনি মহারাজ চতুর্ভুজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

চতুর্মুখ, চতুর্ব্বক্ত্র—১। চতুরানন, ব্রহ্মা; ঔষধবিশেষ। চতুর্ (চারি) মুখ বা বক্ত্র যাহার, বহু। ২। চারি বদন। চতুর্ (চারি) যে মুখ বা বক্ত্র, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্ম্মূর্ত্তি—১। চারি মূর্ত্তি বা আকার। চতুর্ (চারি) মূর্ত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। পরমেশ্বর। চতুর্ (চারি) মূর্ত্তি যাহার, বহু। সং; পু।

চতুর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগ। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় রবিবারে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগের পরিমাণ ১৭, ২৮, ০০০ বৎসর। এই যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ এই চারি অবতার। সত্যে ক্ষান্তমল, ইক্ষাকু, বলি, পৃথু, মান্ধাতা, পুরূরবা প্রভৃতি রাজা ছিলেন। মানবগণের লক্ষবর্ষ পরিমিত পরমায়ুঃ ছিল। এই সময়ে মনুষ্যশরীর একবিংশতি হস্ত পরিমিত ও মজ্জাগত প্রাণ ছিল। লোকে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিত। এই কালে সামবেদের অধিকার এবং পুষ্কর প্রধান তীর্থ ছিল। লোকসকল নিরন্তর ধর্ম্মরত ছিল। এই সময়ে পাপ ছিল না, ধর্ম্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণভাবে ছিল।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০বৎসর। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও শ্রীরাম এই তিন অবতার। সূর্য্যবংশীয় ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান্, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে লোকের দশ সহস্র বর্ষ পরমায়ুঃ ছিল। মানবদেহ চতুর্দ্দশ হস্তপরিমিত এবং অস্থিগত প্রাণ ছিল। লোকে রৌপ্যপাত্রে আহার করিত। এই যুগে ঋগ্বেদের অধিকার ও নৈমিষারণ্য প্রধান তীর্থ ছিল। লোকে দানধর্ম্মাদিতে এবং তপস্যায় রত ছিল। ত্রেতায় পাপ একপাদ এবং পুণ্য ত্রিপাদ ছিল।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে দ্বাপরযুগ উৎপন্ন হয়। এই যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। এই যুগে বলরাম ও বুদ্ধ এই দুই অবতার। শাব, বিরাট্, ময়ূরধ্বজ, শান্তনু, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ প্রভৃতি এই যুগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কালে মানবের পরমায়ুঃ সহস্রবর্ষ ছিল। মানবদেহ সপ্তহস্ত পরিমিত এবং রুধিরগত প্রাণ ছিল। লোকে তাম্রপাত্রে ভোজন করিত। এই যুগে যজুর্ব্বেদের অধিকার এবং কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ ছিল। মানবগণ ধর্ম্মাধর্ম্মরত থাকায় পাপ দ্বিপাদ ও পুণ্য দ্বিপাদ ছিল।

মাঘীপূর্ণিমায় শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি হয়। ইহার পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগের শেষভাগে কল্কি অবতার হইবেন। এই সময়ে মনুষ্যের আয়ুঃ ১২০ বৎসর। মানবদেহ সার্দ্ধত্রিহস্ত (৩।০ হাত) পরিমিত, এবং অন্নগত প্রাণ। কলিতে যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, জনমেজয়, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি ১২০ জন চন্দ্রবংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়া স্বর্গারূঢ় হন। অতঃপর সাহা সোলতান প্রভৃতি উপাধিধারী একষষ্টি জন মুসলমান বংশীয় রাজা ১২৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে ইংলণ্ডবাসীর অধিকার হয়। এক্ষণে তাঁহাদিগেরই অধিকার। কলিতে

পুণ্য একপাদ ও পাপ ত্রিপাদ। গঙ্গা প্রধান তীর্থ, ভোজনপাত্রের নিয়ম নাই। এই কালে ধর্ম্ম, তপস্যা, সত্য প্রভৃতি প্রায় তিরোহিত। কলিতে পৃথিবী অল্পশস্য-শালিনী, রাজগণ কুটিল, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রা-চার-পরাঙ্মুখ, মানবগণ স্ত্রীবশীভূত, স্ত্রীগণ অতি চঞ্চলস্বভাব, এবং লোকসকল সর্ব্বদা পাপানুরক্ত। এই সময়ে সাধুগণ অবসন্ন ও দুর্জ্জনগণ প্রভাবান্বিত; কলির প্রাবল্য সময়ে বেদমার্গানুসারে সাধুদিগের ক্লেশ হইবে, ম্লেচ্ছজাতীয় রাজগণ ধনলোলুপ হইবেন। রমণীগণ অতিদুর্দ্দান্ত, কলহরত, এবং স্বামিনিন্দাপরায়ণ হইবে। অর্থ-লালসায় ভ্রাতা ভ্রাতাকে সংহার করিবে। বৈদিকী বা পৌরাণিকী দীক্ষা থাকিবে না। গঙ্গার স্রোত ছিন্ন ভিন্ন হইবে। ১৮৪৯ শকাব্দাঃ পর্য্যন্ত এই যুগের ৫০২৮ বৎসর গত হইয়াছে; কলির ত্রাণকারক ব্রহ্মনাম—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥

চতুর্ব্বক্ত্র—চতুর্ম্মুখ দেখ।

চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারি পুরুষার্থ। চতুর্ (চারি) বর্গের সমাহার, সামাহার দ্বিগু। সং; পু।

চতুর্ব্বর্ণ—১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই জাতি-চতুষ্টয়। চতুর্ (চারি) বর্ণ, কর্ম্মধা। সং; পু। [প্রথমবর্ণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান ও রক্ষণ। তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের ধর্ম্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান ও কৃষিবাণিজ্যাদি। চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের ধর্ম্ম—উক্ত বর্ণত্রয়ের সেবা; তাহাতে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে বাণিজ্য]। ২। চারিবর্ণবিশিষ্ট, চারিরঙ্গা। চতুর্ (চারি) বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্ব্বর্ণা।

চতুর্ব্বাহু—পূর্ব্বে দেখ।

চতুর্ব্বিংশ—চব্বিশ (২৪) সংখ্যার পূরণ, চতুর্ব্বিংশতিতম। চতুর্ব্বিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্ব্বিংশী।

চতুর্ব্বিংশতি—চব্বিশ, ২৪। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে বিংশতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং; স্ত্রী।

চতুর্ব্বিংশতিতম—চব্বিশ (২৪) সংখ্যার পূরণ, চতুর্ব্বিংশ। চতুর্ব্বিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

চতুর্ব্বিদ্য—চারিবেদজ্ঞ। চতুর্ (চারি) বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্ব্বিদ্যা।

চতুর্ব্বিধ—চারি প্রকার। চতুর্ (চারি) বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

চতুর্ব্বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদ। চতুর্ (চারি) বেদ, কর্ম্মধা। সং; পু।

চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদিন্)—চারিবেদবেত্তা। ইহারই অপভ্রংশ চৌবে। চতুর্ব্বেদ+ইন্। বিণ বা সং; পু।

চতুর্ব্যূহ—১। চারিব্যূহবিশিষ্ট। চতুর্ (চারি) ব্যূহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুর্ব্যূহা। ২। কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চতুরাত্মক বিষ্ণু। সং; পু।

চতুশ্চত্বারিংশ—৪৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতু-শ্চত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুশ্চত্বারিংশী।

চতুশ্চত্বারিংশৎ—চুয়াল্লিশ, ৪৪। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে চত্বারিংশৎ (চতুঃ+চত্বারিংশৎ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং; স্ত্রী।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম—চুয়াল্লিশ (৪৪) সংখ্যার পূরক। চতুশ্চত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুশ্চত্বারিংশত্তমী।

চতুষ্ক—চতুঃস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ; চত্বর; চারি কোণা উঠান। চতুর্ (চারি)—কৈ (শব্দ করা, ইত্যাদি)+ড ক। সং; ক্লী।

চতুষ্কর—১। চারিহস্তবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ। চতুঃ (চারি) কর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুষ্করা। ২। বিষ্ণু; শিব। সং; পু।

চতুষ্কী—চারিকোণযুক্তা পুষ্করিণী; চারিনর হার; মশারি; চৌকী। চতুষ্ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চতুষ্কোণ—১। চারি কোণ। চতুর্ (চারি) কোণ (চতুঃ+কোণ), কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। চারিকোণবিশিষ্ট, চৌকোণা। চতুর্ (চারি) কোণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

চতুষ্টয়—১। চতুর্ব্বিধ, চারিপ্রকার; চারি। চতুর্ (চারি)+তয়ট্ অবয়বার্থে; বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুষ্টয়ী। ২। চারিসংখ্যার সমষ্টি। সং; ক্লী।

চতুষ্পথ—১। ব্রাহ্মণ। চতুর্ (চারি) পথ (আশ্রম) যাহার, বহু। সং; পু। ২। চৌরাস্তা, চৌমাথা। চতুর্ (চারি) পথের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী। ৩। চারি পথ বা উপায়। চতুর্ (চারি) পথ (চতুঃ+পথ), কর্ম্মধা। সং; পু।

চতুষ্পদ—১। চারিপদবিশিষ্ট, চার্-পেয়ে; চারি চরণযুক্ত। চতুর্ (চারি) পদ যাহার (চতুঃ+পদ), বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুষ্পদা, চতুষ্পদী। ২। পশু। সং; পু। ৩। চৌপদী কবিতা; (জ্যোতিষে) করণাবশেষ, ইহাতে জন্মিলে মানব সদাচারবিবর্জ্জিত, স্বল্পবিত্ত, ক্ষীণদেহ ও নির্ধন হয়। সং; ক্লী।

চতুষ্পদী—চৌপদী কবিতা; ছন্দোবিশেষ (ছন্দঃ দেখ)। চতুষ্পদ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চতুষ্পাটী—নদী। চতুর্ (চারি দিকে) গমন করে যে এই বাক্যে উপ; চতুর্ (চারি)—পট্+ণ্বণ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চতুষ্পাঠী—চারি বেদ অধ্যয়নের পাঠশালা, চৌপাড়ী; অধুনা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়না-লয়মাত্রেই চতুষ্পাঠী বা টোল নামে অভি-হিত হইয়া থাকে। চতুর্ (চারি অর্থাৎ চারি বেদের) পাঠ হয় যেখানে, বহু। সং; স্ত্রী।

চতুষ্পাণি—১। চতুর্ভুজ। চতুর্ (চারি) পাণি (হস্ত) যাহার (চতুঃ+পাণি), বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

চতুষ্পাৎ (চতুষ্পাদ্)—১। চারি চরণবিশিষ্ট, চতুষ্পদ (পশু); চারি ভাগযুক্ত (ধন)। চতুর্ (চারি) পাদ্ (পা) যাহার (চতুঃ+পাদ্), বহু। বিণ; ত্রি। ২। পশু; ব্যবহারাঙ্গবিশেষ। সং; পু।

চতুষ্পাদ—চারি চরণবিশিষ্ট; সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ, সমগ্র, অখণ্ড। চতুর্ (চারি) পাদ যাহার (চতুঃ+পাদ), বহু। বিণ; ত্রি।

চতুষ্পার্শ্ব—চারিপাশ, চারিধার। চতুর (চারি) পার্শ্ব, কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

চতুষ্পার্শ্বস্থ—চারি ধারে অবস্থিত, চারি পাশের। উপ; চতুষ্পার্শ্ব—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি।

চতুস্তল—১। চারিতলবিশিষ্ট, চারি-তলা, চৌতালা। চতুর (চারি) তল যাহার (চতুঃ+তল), বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুস্তলা। ২। চারি তল বা তলা। চতুর্ (চারি) তল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুস্ত্রিংশ—চৌত্রিশ (৩৪) সংখ্যার পূরক। চতুস্ত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুস্ত্রিংশী।

চতুস্ত্রিংশৎ—চৌত্রিশ, ৩০। (চতুর্) চারি দ্বারা অধিকা যে ত্রিংশৎ (চতুঃ+ত্রিংশৎ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং; স্ত্রী।

চতুস্ত্রিংশত্তম—৩৪ এই সংখ্যার পূরণ, চতুস্ত্রিংশ। চতুস্ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চতুস্ত্রিংশত্তমী।

চত্বর—অঙ্গন, উঠান; রঙ্গস্থান; যজ্ঞস্থান; স্থণ্ডিল, হোমার্থ পরিষ্কৃত ভূমি। চত (যাচ্ঞা করা)+বরচ্ প্র। সং; ক্লী।

চত্বারঃ—চারি (৪)। সংস্কৃত পদ।

চত্বারিংশ—চল্লিশ (৪০) সংখ্যার পূরক। চত্বা-রিংশৎ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চত্বারিংশী।

চত্বারিংশৎ—চল্লিশ, ৪০। চতুর্ (চারি) দ্বারা গুণিত যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, নিপাতনে। বিণ বা সং; স্ত্রী।

চত্বারিংশত্তম—চল্লিশ (৪০) সংখ্যার পূরক, চত্বারিংশ। চত্বারিংশৎ শব্দ+তমট্ পূর-ণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চত্বারিংশত্তমী।

চন্ডাল—গর্ত ; চাতাল ; হোমকুণ্ড ; কূপ। চত্ (যাচ্ঞা করা)+বাণন্ র্থ। সং ; পু।

চন—অনিশ্চয়তাবোধক শব্দ। ব্য।

চন্দ—১। চন্দ্র, চাঁদ। চন্দ্+অন্ ক। সং ; পু। ২। আনন্দজনক। বিণ ; ত্রি।

চন্দক—চাঁদামাছ। চন্দ+কণ্। সং ; পু।

চন্দন—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ ; একটী বানর। চন্দ (আহ্লাদিত করা)+অন ক। সং ; পু। ২। চন্দনকাষ্ঠ। চন্দন+ক ভবার্থে। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

চন্দনচর্চ্চিত—চন্দনদ্বারা বিলেপিত। ৩তৎ।

চন্দনধেনু—পতিপুত্রবতী মৃতা নারীর উদ্দেশে প্রদত্তা চন্দনাঙ্কিতা গবী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চন্দননগর—চন্দ্রনগর দেখ।

চন্দনপুষ্প—লবঙ্গ। সং ; ক্লী।

চন্দনরেখা—চন্দনরসে অঙ্কিতা রেখা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; বা চন্দনের (ঘৃষ্ট চন্দনের) রেখা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চন্দনা—১। শারিবাবিশেষ ; নদীবিশেষ। চন্দ (আনন্দিত করা)+অন ক+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। একপ্রকার শুক পক্ষী। দেশজ।

চন্দনাচল, চন্দনাদ্রি—মলয়পর্ব্বত। চন্দনযুক্ত যে অচল বা অদ্রি (পর্ব্বত), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চন্দনী—১। নদীবিশেষ। চন্দন+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। চন্দন-নির্য্যাস-বিশেষ, চন্দন-গন্ধ আতর। দেশজ।

চন্দা—১। আনন্দজনিকা। চন্দ দেখ। চন্দ্+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চন্দ্র,চাঁদ। প্রা,ক।

চন্দিম—দীপ্তি, প্রভা। প্রা, ক। সং।

চন্দ্র—১। নিশাকর, চাঁদ ; তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা* ; জল ; কর্পূর ; ময়ূরচন্দ্রক ; হীরক ; স্বর্ণ ; মুক্তা ; দ্বীপবিশেষ ; (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। চন্দ্+রক্ ক। সং ; পু। ২। আহ্লাদজনক। বিণ ; ত্রি।

*চন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যানের প্রচার আছে ;—

ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। মতান্তরে, সমুদ্র মন্থনে ইঁহার উদ্ভব হয়। ইঁহার রথ ত্রিচক্র ও দশটি কুন্দধবল অশ্বদ্বারা বাহিত। ইনি দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা ইনি রোহিণীর প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। সেই হেতু ইঁহার অন্য ভার্য্যারা দক্ষের নিকট ইঁহার অসমদর্শিতার বিষয়ে অনুযোগ করায় তিনি ইঁহাকে সকল স্ত্রীর প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। চন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত না করায় দক্ষ ইঁহাকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। চন্দ্র সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া শ্বশুরের আদেশ পালন করিলে, ইঁহার রোগের উপশম হয়। অনন্তর ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন। কথিত আছে যে, ইনি বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করেন, এবং তাঁহার গর্ভে বুধ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবগুরুর অপমানে দেবতারা ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে ইনি শুক্রাচার্য্য ও অসুরগণের শরণাপন্ন হন। তখন দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে দেবাসুর-যুদ্ধ রহিত হয়।

চন্দ্রক—১। চন্দ্র ; চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্র+কণ্। ২। ময়ূরপুচ্ছস্থ চন্দ্রাকার চিহ্ন ; চাঁদামাছ ; ইন্দ্রনখ। উপ ; চন্দ্র—কৈ+ড ক। সং ; পু।

চন্দ্রকর—জ্যোৎস্না। চন্দ্রের কর (কিরণ), ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রকলা—চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ ভাগ। ৬তৎ।

চন্দ্রকবান্ (-বৎ)—ময়ূর। চন্দ্রক+বতু। সং ; পু। স্ত্রী, -বতী।

চন্দ্রকান্ত—১। কবিকল্পিত মণিবিশেষ। [প্রসিদ্ধি আছে যে, চন্দ্র উদিত হইলে তদীয় কিরণ স্পর্শে এই মণি দ্রবীভূত হয়]। চন্দ্র হইয়াছে কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু। ২। চন্দন ; কুমুদ। সং ; পু বা ক্লী। ৩। চন্দ্রবৎ সুন্দর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চন্দ্রকান্তা।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (মহামহোপাধ্যায়)—১৭৫৮ শকে কার্ত্তিক মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা রাধাকান্ত তর্কবাগীশ ময়মনসিংহ জেলার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। চন্দ্রকান্তের প্রথম শিক্ষা পিতার নিকট হইয়াছিল। অনন্তর পিতার মৃত্যুর পর ইনি নবদ্বীপনিবাসী ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি,শ্রীনন্দন তর্কবাগীশের নিকট ন্যায় এবং কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ইঁহাকে "তর্কালঙ্কার" উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর ইনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক বহুসংখ্যক ছাত্রকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করেন। এই সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে "গোভিল গৃহ্যসূত্র" সম্পাদন করিবার ভার পান। ইহার ভাষ্যের হস্তলিপি না পাওয়া যাওয়াতে ইনি নিজেই একটী ভাষ্য লিখেন। এই "সভাষ্য গোভিল গৃহ্যসূত্র" প্রকাশিত হইলে সোসাইটীর কর্তৃপক্ষগণ তর্কালঙ্কারের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। অনন্তর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ইনি কলিকাতায় আসেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্ত শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করেন। তদনুসারে কর্তৃপক্ষগণ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও বক্তৃতা করিবার জন্য পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করেন। প্রার্থীদিগের মধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে ইনি ঐ পদ পান। ঐ পদে থাকিয়া ইনি ন্যূনাধিক পঁচিশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। পাঁচ বৎসরের লেকচার বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা বাঙ্গালা ভাষার অক্ষয় সম্পদ্।

বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সালের মাঘ মাসে বঙ্গের এই অমূল্যরত্ন বারাণসী ধামে কলেবর পরিত্যাগ করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় ;—প্রবোধসট্ক, যুবরাজপ্রশস্তি, সতীপরিণয়, কৌমুদী-সুধাকর, আনন্দ-তরঙ্গিণী, ভাব-পুষ্পাঞ্জলি, গোভিল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, শ্রাদ্ধকল্প-ভাষ্য, গৃহ্য-সংগ্রহ-ভাষ্য, শিক্ষা (বাঙ্গালা), সভাবতী চম্পূ (বাঙ্গালা), মহর্ষি কণাদ কৃত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলি টীকা, তত্ত্বাবলী সটীক।

চন্দ্রকান্তা—১। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী। চন্দ্রকান্ত দেখ। চন্দ্রকান্ত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। তারকা ; চন্দ্রপত্নী ; ওষধি ; রাত্রি ; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। চন্দ্র হইয়াছে কান্ত (স্বামী) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রকান্তি—১। চন্দ্রের রূপ বা সৌন্দর্য্য। ৬তৎ। ২। রজত, রূপা। চন্দ্রের ন্যায় কান্তি যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

চন্দ্রকিণী—ময়ূরী। চন্দ্রকী দেখ। চন্দ্রকিন্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

চন্দ্রকিরণ—চন্দ্রের রশ্মি, জ্যোৎস্না। ৬তৎ।

চন্দ্রকী (চন্দ্রকিন্)—ময়ূর। চন্দ্রক+ইন্ যুক্তার্থে। সং ; পু। স্ত্রী চন্দ্রকিণী।

চন্দ্রকীর্ত্তি—জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক ও গ্রন্থকার, ইনি বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। সং ; পু।

চন্দ্রকুণ্ড—কামরূপস্থ সরোবর ; প্রবাদ এইরূপ যে, চন্দ্ররশ্মিতে ইহার উদ্ভব। ৬তৎ। সং ; পু।

চন্দ্রকূট—কামরূপস্থ পর্ব্বত। সং ; পু।

চন্দ্রকেতু—রামানুজ লক্ষ্মণের পুত্র। রামচন্দ্র ইঁহাকে চন্দ্রকান্ত নামক দেশের রাজা করিয়া দেন। চন্দ্র কেতু (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

চন্দ্রগুপ্ত—মগধ রাজ্যের স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ নরপতি। মগধরাজ নন্দবংশীয় মহানন্দের ঔরসে তদীয় মুরা নাম্নী এক শূদ্রজাতীয়া দাসীপত্নীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। উত্তরকালে ইনি মগধে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ইঁহার মাতার নামানুসারে মৌর্য্যবংশ নামে খ্যাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত বিশিষ্ট বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দেওয়াতে ইনি মহানন্দের অপরাপর পুত্রগণের বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়েন এবং প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবে অবস্থিত মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সেখান হইতে পলায়ন করেন।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত বিখ্যাত কূটরাজনীতিবিশারদ চাণক্য পণ্ডিতের সাহায্যপ্রার্থী হন। চাণক্য বুদ্ধিকৌশলে নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (৩১৬ খৃঃ পূঃ)। চন্দ্রগুপ্ত এরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর স্বীয় রাজ্য স্থাপন করেন যে, বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইলে প্রধান সেনাপতি সেলুকাস্ পূর্ব্বাঞ্চল প্রাপ্ত হইয়া ভারতবিজয়ে অগ্রসর হন; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হন। তখন উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়; চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের এক কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং গ্রীকগণ ভারতবর্ষের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত হন। প্রায় ২৪ বৎসর কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত লোকান্তরিত হন। তৎপরে ইঁহার পুত্র বিন্দুসার ও পৌত্র অশোক ক্রমান্বয়ে মগধের রাজা হন।

চন্দ্রগুপ্ত (২য়)-বিখ্যাত গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম ঘটোৎকচ গুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিবংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। উত্তরাপথব্যাপী বিশাল গুপ্তরাজ্য প্রতিষ্ঠার ইহা অন্যতম কারণ। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে রাজা ছিলেন। ইঁহার সিংহাসনারোহণ হইতেই প্রসিদ্ধ গুপ্তাব্দ গণিত হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ৩১৯—২০ অব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চন্দ্রগোলিকা—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। চন্দ্রগোল হইতে উৎপন্না এই অর্থে চন্দ্রগোল+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

চন্দ্রগ্রহণ—রাহুকর্ত্তৃক চন্দ্রের গ্রাস। গ্রহণ দেখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চন্দ্রচকলা—চন্দ্রকমৎস্য, চাঁদা মাছ। চন্দ্রে (চন্দ্রোদয়ে) চকলা, ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

চন্দ্রচূড়—মহাদেব, শিব। চন্দ্র হইয়াছে চূড়া (শিরোভূষণ) যাঁহার, কিংবা চন্দ্র চূড়াতে (মস্তকে) যাঁহার, বহু। সং; পু।

চন্দ্রজ—চন্দ্রতনয়, বুধ। চন্দ্র হইতে জন্মিয়াছে যে, উপ; চন্দ্র-জন+ড ক। সং; পু।

চন্দ্রদারা—অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি চন্দ্রের সাতাইশ পত্নী। ৬তৎ। সং; পু। সংস্কৃতমতে বহুবচনান্ত চন্দ্রদারাঃ এইরূপ বিসর্গযুক্ত পদ।

চন্দ্রদ্বীপ—দেশবিশেষ। আধুনিক বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার অংশবিশেষ লইয়া প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য গঠিত ছিল। "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা" গ্রন্থে দেখা যায়, চন্দ্রদ্বীপ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও একটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে এখানে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব নামে দুইজন প্রতাপশালী নরপতি রাজত্ব করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য।

চন্দ্রনগর (চন্দরনগর) বা চন্দননগর—ইংরাজীতে "Chandernagore" এইরূপ লিখিত হয়; এবং ফরাসী রীত্যনুযায়ী "সনগর" এইরূপ উচ্চারিত হয়। বঙ্গদেশে হুগলি জেলায় এই ৩ বর্গ মাইল পরিমিত সহরটি ভারতে ফরাসীদিগের অন্যতম উপনিবেশ। সহরটি হুগলি নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ১৬৭৩ খৃঃ অঃ ফরাসীরা এই স্থানে বাণিজ্যার্থে বাস স্থাপন করে; ১৬৮৮ সালে উহারা স্থানটির অধিকার পায়। ডুপ্লে (Dupleix) যখন ইহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন (১৭৩১-৪১) তখন সহরটি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তাঁহার শাসনকালে এখানে ২০০০ ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী নির্ম্মিত হয়, এবং নদীবাহিত বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ ইংরাজ নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সন সহরটি আক্রমণ করিয়া দুর্গ এবং অট্টালিকাসমূহ ভূমিসাৎ করেন। সন্ধিস্থাপন হইলে সহরটি ফরাসীগণকে পুনরর্পিত হয় (১৭৬৩)। ১৭৯৪ খৃঃ ইংরাজের সহিত ফরাসীর পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইংরাজ আবার সহরটি নিজাধিকারে আনেন। দ্বিতীয়বার সন্ধিস্থাপন হইলে উহা ফরাসীকে প্রত্যর্পণ করা হয় (১৮০২)। এই বৎসরে ইংরাজ পুনর্ব্বার সহরটি অধিকার করেন। ১৮১৫ অব্দে সন্ধিস্থাপনানন্তর পুনরায় উহা পরবর্ত্তী সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ফরাসীগণকে প্রদান করা হয়। সেই অবধি চন্দননগর ফরাসীদিগের হস্তে আছে। ফরাসী রাষ্ট্রনীতি অনুসারে সহরটির শাসনকার্য্য পরিচালিত। শাসনকর্ত্তা পণ্ডিচারী সহরে অবস্থিত ফরাসী-গভর্ণর জেনারেলের অধীন। ইংরাজ-প্রজা সেনা করিয়া চন্দননগরে আশ্রয়গ্রহণ করিলে, সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজ আদালতের পরওয়ানা দ্বারা তাহাকে সেখানে গ্রেপ্তার করা যায় না। পলায়িত ইংরাজ-রাজ্যে ফরাসী সেনাদার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। কিন্তু পলায়িত ফৌজদারী আসামীকে ফরাসীকর্ত্তা ধরাইয়া দিতে বাধ্য। ইংরাজ-রাজ্যে পলায়িত ফরাসী অপরাধীকে ইংরাজও ধরাইয়া দিতে বাধ্য।

চন্দ্রনাথ পাহাড়—অপর নাম সীতাকুণ্ডু পাহাড়। ইহা চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ১১৫৫ ফুট। চন্দ্রনাথ হিন্দুগণের তীর্থস্থান। এখানে শিবচতুর্দ্দশীর সময় ১০ দিন ব্যাপী একটি মেলা হয়; তাহাতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কথিত আছে, রামচন্দ্র ও মহাদেব এই স্থানে আসিয়াছিলেন। সীতাকুণ্ডু পাহাড়ের শিখরদেশে আরোহণ করিলে, আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না—হিন্দুগণের এইরূপ বিশ্বাস। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে এই পাহাড়ের স্থানান্তরে বৌদ্ধগণ সম্মিলিত হয়। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ, এই স্থানে গৌতম বুদ্ধের মৃতদেহের সংকার করা হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা মৃত আত্মীয়গণের অস্থি আনিয়া বুদ্ধ নামে পূত একটি গর্ত্তে স্থাপন করে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের অংশবিশেষে একটি প্রস্রবণ আছে। ইহার জল শীতল। ইহার গহ্বর হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা অগ্নিসংযোগে প্রজ্বলিত হয়।

চন্দ্রনাথ বসু—১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রামের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া চন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসেন, এখানে কিছুদিন জেনারেল এসেম্ব্লিজে পাঠ করিবার পর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে যান এবং সেইখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৬০ খৃঃ)। অনন্তর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ, এ ও বি, এ পাশ করেন। বি, এ পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ এম, এ পরীক্ষা এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি, এল

পরীক্ষা দেন। শেষোক্ত পরীক্ষায় ইনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে যান, কিন্তু এ কার্য্য ইঁহার ভাল না লাগায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য গ্রহণ করেন (১৮৭৮ খৃঃ)। কিন্তু ডেপুটিগিরী চাকুরীও চন্দ্রনাথের প্রীতিকর হইল না। ছয়মাস পরে ইনি জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন। জয়পুর ইঁহার পক্ষে স্বাস্থ্যকর না হওয়ায় কিছুদিন পরে এ কার্য্যও পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া আসেন। এই সময়ে বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ শূন্য ছিল। তদানীন্তন ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড্ ক্রফ্ট্ চন্দ্রনাথের যোগ্যতা ও বিদ্যাবত্তার বিষয় অবগত হইয়া ইঁহাকে লাইব্রেরীয়ান্ করেন (১৮৭৯ খৃঃ, ৭ই অক্টোবর)। এই কার্য্যে চন্দ্রনাথ বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইঁহাকেই গভর্ণমেন্টের অনুবাদকের পদ প্রদান করেন।

চন্দ্রনাথ যৌবনকালে ইংরেজী ভাষার যথেষ্ট চর্চ্চা করিতেন। পরে ইঁহার মাতৃভাষার উপর অনুরাগ হয়। বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য এ সকল পত্রিকাই চন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। ইঁহার প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। ইঁহার সকল প্রবন্ধেই মৌলিকত্ব দৃষ্ট হয়। ফলতঃ চন্দ্রনাথের দ্বারা বঙ্গভাষার বিলক্ষণ পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। চিন্তাশীল চন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন;—শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, পশুপতি সংবাদ, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, সাবিত্রী-তত্ত্ব, ফুল ও ফল, বেতালে বহু রহস্য ও হিন্দুত্ব। এতদ্ভিন্ন ইনি স্কুলপাঠ্য দুই একখানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালের ৬ই আষাঢ় ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

চন্দ্রপুত্র—বুধ। ৬তৎ। সং; পু।

চন্দ্রপুলি, —পুলী—নারিকেল কোরা, ক্ষীর ও চিনি সহযোগে প্রস্তুত অর্দ্ধচন্দ্রাকার মিষ্টান্ন বিশেষ। দেশজ। সং।

চন্দ্রপ্রভ—চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সৌম্যদর্শন, সুন্দর; কমনীয়। চন্দ্রের ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা।

চন্দ্রপ্রভা—১। চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্না, সুন্দরী। বহু। চন্দ্রপ্রভ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ওষধিবিশেষ। ৩। চন্দ্রের দীপ্তি বা কিরণ, চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

চন্দ্রভস্ম—কর্পূর। সং; ক্লী।

চন্দ্রভাগ—পর্ব্বতবিশেষ। চন্দ্রের ভাগ হইয়াছে যেখানে, বহু; জগতের হিতার্থ ব্রহ্মা আলোকান্ধকারের হ্রাসবৃদ্ধি জন্য এই পর্ব্বতে চন্দ্র ভাগ করেন বলিয়া ইহার নাম চন্দ্রভাগ হইয়াছে। সং; পু।

চন্দ্রভাগা—কাশ্মীর দেশস্থ স্বনামখ্যাত নদী, সিন্ধুনদের অন্যতমা উপনদী; আর্য্যমতে চন্দ্রভাগ পর্ব্বত হইতে ইহার উদ্ভব, এবং চন্দ্র এই নদীতে স্নান করিয়া দক্ষশাপ হইতে মুক্ত হন, ইহার আধুনিক ইংরেজী নাম চেনাব (Chenab)। সং; স্ত্রী।

চন্দ্রভানু—গোপবিশেষ, চন্দ্রাবলীর পিতা। সং; পু।

চন্দ্রভূতি—রৌপ্য। চন্দ্রের ন্যায় ভূতি (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

চন্দ্রমণি—চন্দ্রকান্তমণি। চন্দ্রপ্রিয় মণি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চন্দ্রমণ্ডল—চন্দ্রের বেষ্টনী, চন্দ্রের গোলাকার কলেবর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চন্দ্রমল্লিকা—সোমরাজ্যাদি বর্গের পুষ্প শাক বিশেষ। চীন ও জাপানদেশের গাছ; ইহা বার মাস থাকে, ফুল হলুদ, চন্দ্রাকার। সং; স্ত্রী।

চন্দ্রমস্—চন্দ্রমাঃ দেখ।

চন্দ্রমা—সংস্কৃত চন্দ্রমাঃ পদের বাঙ্গালায় বিসর্গ লোপ (চন্দ্রমাঃ দেখ)।

চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রমস্)—চন্দ্র। চন্দ্র (জল) মা (পরিমাণ করা)+অস্ ক, যে জলের পরিমাণ করে, অর্থাৎ যাহার উদয় বিশেষে জলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সং; পু।

চন্দ্রমাধব ঘোষ (স্যার)—জন্ম বিক্রমপুরে ১৮৩৮ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারি। ইঁহার পিতা রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। কলিকাতায় অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫৯ খৃঃ চন্দ্রমাধব প্লিডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি আইন-অধ্যাপক মনট্রিও (Montriou) সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তখনকার লিগেল রিমেম্ব্রেন্সার (Legal Remembrancer) বোফোর্ট (Beaufort) সাহেব চন্দ্রমাধবকে বর্দ্ধমান জেলার সরকারি উকীলের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কালেক্টার সাহেবের সহিত মতের মিল না হওয়ায় কিছুদিন পরে চন্দ্রমাধব ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি অল্পকালের জন্য ডেপুটি কালেক্টারের পদ গ্রহণ করেন। পরে কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রসিদ্ধ রেণ্ট কেসের (Rent case) সময় চন্দ্রমাধব দ্বারকানাথ মিত্রের জুনিয়ার (সহকারী) হইয়া সাহায্য করেন। ক্রমে ইনি উকিল-শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন। অনন্তর কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে অধিষ্ঠিত হন (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ ১২ই জানুয়ারি) এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করিবার কয় মাস পূর্ব্ব হইতে অস্থায়িরূপে হাইকোর্টের চিফ জষ্টিসের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ২৯শে জুন ইনি নাইট্ উপাধি লাভ করেন। বিচার কার্য্যে ইঁহার বিলক্ষণ তেজস্বিতা দৃষ্ট হইত। ইনি কয়েকবার বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহ-ব্যয়-বাহুল্য রহিত করিতে এবং কায়স্থগণের চারি শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিতে ইনি বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রগণ সকলেই শিক্ষিত ও কৃতী। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী কলিকাতায় (ভবানীপুরে) ইঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দ্রমৌলি—শিব। চন্দ্র আছেন মৌলিতে (মস্তকে) যাহার, বহু। সং; পু।

চন্দ্ররশ্মি—চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না, ৬তৎ। সং; পু।

চন্দ্রলেখা—অসুররাজ বাণের তনয়া উষার সহচরী, ইঁহার নাম চন্দ্ররেখাও লিখিত হয়, ইনি কুষ্মাণ্ড নামক মন্ত্রীর কন্যা; নদীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

চন্দ্রবংশ—চন্দ্র হইতে জাত পুরুষপরম্পরা; ৬তৎ। সং; পু।

চন্দ্রবদন—১। চাঁদমুখ। চন্দ্র সদৃশ (মনোহর) বদন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চন্দ্রবদনা, চন্দ্রবদনী।

চন্দ্রবিন্দু—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখার উপরিস্থ বিন্দু, ঁ। সং; পু।

চন্দ্রব্রত—চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত ব্রতবিশেষ, চান্দ্রায়ণ। মণী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চন্দ্রশালা—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; প্রাসাদ বা রথের শিরোভাগস্থ গৃহ। চন্দ্র শল—শাল+অন্ ক; আপ্। সং; স্ত্রী।

চন্দ্রশেখর—শিব; তীর্থবিশেষ। চন্দ্র হইয়াছে শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। সং; পু।

চন্দ্রশেখর সেন—ইনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিমোহন সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। চন্দ্রশেখর বাবু কিছুকাল মালদহ স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে ডাক্তারী কার্য্যে রত হন। শেষে ইনি ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ইনি ভূপর্য্যটক বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ১৮৮৯ সালে ইঁহার ভ্রমণ আরম্ভ হয়। ইনি এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছেন। "ভূ-প্রদক্ষিণ" নামক বিরাট্ গ্রন্থে ইনি নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

চন্দ্রসম্ভব—চন্দ্রপুত্র, বুধ। চন্দ্র হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। সং ; পু।

চন্দ্রসরোবর—বৃন্দাবনের মধ্যস্থ সংকর্ষণ কুণ্ডের সন্নিহিত জলাশয়-বিশেষ। সং ; পু।

চন্দ্রসুধা—চন্দ্রমণ্ডলে স্থিত অমৃত ; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং।

চন্দ্রহার—কটিভূষণ, কাঞ্চী, মেখলা। দেশজ।

চন্দ্রহাস—১। রৌপ্য। চন্দ্রের ন্যায় হাস (হাস্য, দীপ্তি) যাহার, বহু। সং ; ক্লী। ২। রাবণের খড়্গ ; খড়্গ। সং ; ক্লী।

৩। জনৈক নরপতি। ইনি অতিশয় রূপবান্ ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম চন্দ্রহাস হয়। কথিত আছে যে,এই রাজপুত্র শৈশবে পিতার বিপৎকালে অন্য রাজ্যে রক্ষিত হন। সেই রাজ্যের মন্ত্রী ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজার নিকট ইঁহাকে উপস্থিত করেন। ইনি রাজভবনে গৃহীত হইয়া দাসীপুত্ররূপে পালিত হইতে লাগিলেন।

একদা সেই রাজভবনে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রহাসের রূপ দর্শনে রাজ-জামাতা বিবেচনায় ইঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা এই ব্যাপার অবগত হইয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন, এবং ইঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ঘাতকদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলে তাহারা ইঁহার অভিপ্রায়ানুসারে কিয়ৎক্ষণ চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া ইঙ্গিত দ্বারা শিরশ্ছেদের সময় জানাইবার প্রার্থনায় সম্মত হইল। ভগবৎকৃপায় ইতোমধ্যে তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইলে তাহারা ইঁহার প্রাণবধ না করিয়া ইঁহার অতিরিক্ত একটা অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। চন্দ্রহাস তখন বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর অন্য এক রাজা মৃগয়ার্থ সেই বনে আসিয়া সুরূপ যুবক চন্দ্রহাসকে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে সেই রাজা অন্যান্য উপহার দ্রব্যসম্ভারের সহিত চন্দ্রহাসকে পূর্ব্বোক্ত রাজার নিকট প্রেরণ করেন। ইঁহাকে দর্শন মাত্র রাজার পূর্ব্বহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি একখানি পত্রসহ চন্দ্রহাসকে উদ্যানস্থিত স্বীয় পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রে বিষ প্রদানে ইঁহার প্রাণবধের আদেশ ছিল। রাজপুত্র পত্রের অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়া বিষের পরিবর্ত্তে ইঁহাকে রাজতনয়া স্বীয় ভগিনীকে ভার্য্যার্থে প্রদান করিলেন।

অতঃপর তিনজনে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন ; তাঁহার ক্রোধানল অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এবং তিনি চন্দ্রহাসের জীবননাশে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। পুত্রের প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজা চন্দ্রহাসের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া বিবাহান্তে সকলকে কালীবাড়ীতে দেবীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত ঘাতককে নবজামাতার বধার্থে গোপনে উপদেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মহামায়ার মায়ায় কালীবাড়ীতে রাজপরিবারস্থ সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর চন্দ্রহাস নির্ব্বিবাদে শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পরমসুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রা—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না ; চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া। নাটমন্দির ; আটচালা। চন্দ্র + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রাংশু—১। চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের অংশু (কিরণ), ৬তৎ। ২। পরমেশ্বর। চন্দ্র হইয়াছে অংশু যাহার, বহু। সং ; পু।

চন্দ্রাতপ—১। চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের আতপ, ৬তৎ। ২। চাঁদোয়া। চন্দ্র—আ—তপ + অন্ ক। সং ; পু।

চন্দ্রাত্মজ—চন্দ্রপুত্র, বুধ। চন্দ্রের আত্মজ, ৬তৎ। সং ; পু।

চন্দ্রানন—১। চাঁদমুখ। চন্দ্রসদৃশ আনন (মুখ)। মপী কন্থবা। সং ; ক্লী। ২। চন্দ্রতুল্য মনোহর মুখবিশিষ্ট। চন্দ্রের ন্যায় আনন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী। চন্দ্রাননা।

চন্দ্রাপীড়—১। শঙ্কর, শিব। চন্দ্র আপীড় (শিরোভূষণ) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। কাশ্মীরদেশের জনৈক নরপতি। ইঁহার পিতার নাম প্রতাপাদিত্য।

এস্থলে প্রতাপাদিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীররাজ বালাদিত্যের পুত্রসন্তান ছিল না, অনঙ্গ লেখা নামে এক কন্যা ছিল। বালাদিত্য তাহাকে অশ্বখামবংশীয় দুর্লভবর্দ্ধন নামক এক সুপুরুষ কায়স্থ যুবার হস্তে সম্প্রদান করেন। কিন্তু কহ্লন পণ্ডিত দুর্লভবর্দ্ধন ও তাঁহার উত্তরপুরুষবর্গকে কর্কোটনাগবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বালাদিত্যের মৃত্যুতে রাজবংশের লোপ হইলে, কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনই কাশ্মীর রাজ্যে অভিষিক্ত হন। দুর্লভবর্দ্ধন লোকান্তর গমন করিলে তৎপুত্র দুর্লভক কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাতামহের নামানুসারে প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। প্রতাপাদিত্য নরেন্দ্রপ্রভা-নাম্নী এক নর্ত্তকীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। এই নর্ত্তকীর গর্ভে প্রতাপাদিত্যের চন্দ্রাপীড়, তারাপীড় ও অবিমুক্তাপীড় নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পিতৃমাতামহের রীত্যনুসারে যথাক্রমে বজ্রাদিত্য, উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য নামে খ্যাত হন।

৬৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইলে চন্দ্রাপীড় পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহার মহিষীর নাম প্রকাশা। ইনি বড়ই প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। ইনি বিবিধ সুনিয়ম প্রচলিত করিয়া ন্যায়সঙ্গত শাসনে সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেন। পরন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি নয় বৎসরের অধিক রাজ্যশাসন করিতে পান নাই। রাজ্যলোলুপ স্বীয় ভ্রাতা তারাপীড়ের নিয়োজিত জনৈক ব্রাহ্মণের অভিচারকার্য্য দ্বারা ইনি ৬৯৩ খৃষ্টাব্দে নিধন প্রাপ্ত হন।

চন্দ্রালোক—চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের আলোক। ৬তৎ। সং ; পু।

চন্দ্রালোকিত—চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত, জ্যোৎস্নাময়। চন্দ্রদ্বারা আলোকিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চন্দ্রালোকিতা।

চন্দ্রাবলী—ব্রজবাসিনী জনৈক গোপীর নাম। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার অতি প্রিয়সখী। রাধার খুল্লতাত চন্দ্রভানুর ঔরসে তৎপত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। গোবর্দ্ধন মল্লের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অন্যান্য ব্রজবাসীর ন্যায় ইনিও শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন।

চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না ; নেত্রতারকা ; চন্দ্রভাগা নদী ; ছন্দোবিশেষ ; চাঁদা মাছ ; তীর্থবিশেষ। চন্দ্র + কণ্ + আপ্। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রিকাপায়ী (—পায়িন্)—চকোর। চন্দ্রিকা পান করে যে এই বাক্যে উপ ; চন্দ্রিকা —পা + ণিন্ ক। চকোর জ্যোৎস্না পান করিয়া থাকে, এইরূপ কবিসময়-প্রসিদ্ধি আছে। সং ; পু।

চন্দ্রিল—১। শিব। চন্দ্র শব্দ + ইল অস্ত্যর্থে। ২। নাপিত। সং ; পু। ৩। বাস্তুক, বেথোশাক। সং ; ক্লী।

চন্দ্রেশ্বর—চন্দ্রসেবিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। চন্দ্রের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

চন্দ্রোদয়—চাঁদের প্রকাশ। চন্দ্রের উদয়, ৬তৎ। সং ; পু।

চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ—ইনি এক জন সুসাহিত্যিক ও রাজনীতি-বিশারদ। ইঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী বঙ্গীয় সংবাদপত্র-পাঠকগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী। কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পর হইতে ইনি

হিতবাদীর সম্পাদক পদে বৃত হইয়াছেন। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে ইঁহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ থাকে। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, তবুও দৃপ্ত যুবার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা ইঁহার লিখন-ভঙ্গীর আভরণ। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ সুপণ্ডিত।

চন্দ্রোপল—চন্দ্রকান্তমণি। চন্দ্রপ্রিয় যে উপল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চপ—১। অনুকরণ শব্দ। ব্য। ২। থোড়া মাংসের পিষ্টকবিশেষ। ইং (chop)।

চপট—চপেট, চড়, চাপড়। চপ+অট সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

চপল—১। তরল; চঞ্চল; অস্থির; ক্ষণিক; শীঘ্র; প্রগল্‌ভ; অনবস্থিত; দুর্ব্বিনীত; বিকল। চপ+অল ক; অথবা চুপ+কল ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চপলা। ২। একপ্রকার প্রস্তর; পারদ; মৎস্য। সং; পু।

চপলতা—তরলতা, চাপল্য; চঞ্চলতা, অস্থিরতা, অনবস্থিতি; অবিমৃষ্যকারিতা; ঔদ্ধত্য। চপল+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

চপলা—১। চঞ্চলা; অনবস্থিতা; প্রগল্‌ভা। চপল দেখ। চপল+আপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী; বিদ্যুৎ; পিপুল; ছন্দোবিশেষ; কুলটা; সুরা; জিহ্বা। সং; স্ত্রী।

চপলাঙ্গ—শিশুমার, শুশুক। চপল অঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

চপেট—চাপড়, চড়। চপ+অন্ ক, তদুত্তরে ইট (গমন করা)+ক ক। সং; পু।

চপেটা, চপেটিকা, চপেটী—চাপড়, চড়। চপেট+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্=চপেটা। চপেটী =চপেট+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। চপেটিকা= চপেটী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

চপেটাঘাত—চাপড় মারা, চড় মারা। চপেট বা চপেটা দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। সং; পু।

চপেটিকা, চপেটী—চপেটা দেখ।

চবাং—অনুকরণ শব্দ। ব্য।

চবুতরা—চত্বর। সং।

চমক—উজ্জ্বল প্রভা, বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি; আশ্চর্য্যভাব, বিস্ময়; আতঙ্ক, ত্রাস; সংজ্ঞা, জ্ঞান, চেতনা; নিদ্রা, তন্দ্রা; আচ্ছন্নভাব, মোহ। দেশজ। সং।

চমকান—চমক দেওয়া, ক্ষণপ্রভা বিকাশ করা, সহসা দীপ্তি পাওয়া; চমকিত হওয়া বা করা; আতঙ্কিত হওয়া; আঁতকিয়া উঠা বা উঠান। দেশজ। ক্রি।

চমকিত—চমৎকৃত; সহসা আতঙ্কিত, শিহরিত। দেশজ। বিণ।

চমচমে—তেজাল; রাগজনক; গরম গরম। দেশজ। বিণ।

চমৎ—চমকান। চম+অৎ ক। ব্য।

চমৎকরণ—১। আশ্চর্য্যান্বিত করা। চমৎ—কৃ (করা)+অনট্ ভা। ২। যদ্দ্বারা চমৎকৃত হয়। চমৎ—কৃ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

চমৎকার—১। আশ্চর্য্য, বিস্ময়; অকথনীয় আনন্দ। চমৎ—কৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। আশ্চর্য্যজনক, বিস্ময়কর, অদ্ভুত, অপরূপ; পরম সুন্দর। দেশজ। বিণ।

চমৎকারক—আশ্চর্য্যজনক, বিস্ময়কর। চমৎ—কৃ (করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চমৎকারিকা।

চমৎকারজনক—বিস্ময়কর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চমৎকারজনিকা।

চমৎকারিণী—চমৎকারী দেখ।

চমৎকারিতা, —ত্ব—বিস্ময়করত্ব, আশ্চর্য্যজনন-শক্তি। চমৎকারীর ভাব এই অর্থে চমৎকারিন্+তা, ত্ব। সং, যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

চমৎকারী (-কারিন্)—চমৎকারক, আশ্চর্য্যজনক, বিস্ময়োৎপাদক। চমৎ—কৃ (করা) +ণিন ক। বিণ; পু। স্ত্রী চমৎকারিণী।

চমৎকৃত—বিস্মিত, আশ্চর্য্যান্বিত। চমৎ—কৃ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চমৎকৃতা।

চমর—১। চামর। চমর+অ উভয়ার্থে। সং; ক্লী। ২। মৃগবিশেষ। [হিমালয়ের উত্তর ভাগে যে প্রস্তরময় অরণ্যাবেষ্টিত স্থান আছে, তথায় এক প্রকার গরু দৃষ্ট হয়, তাহাকে চমর বলে; তাহার পুচ্ছে চামর হয়]। চম+অরন্ ক। সং; পু। স্ত্রী চমরী।

চমরপুচ্ছ—১। চমরমৃগের লেজ; চামর। ৬তৎ; সং; ক্লী। ২। বিশেষ পশুবিশেষ। চমরের পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। সং; পু।

চমস—যজ্ঞপাত্রবিশেষ, চামচ, চামচে। চম (ভক্ষণ করা)+অসচ্ ণ। সং; পু বা ক্লী।

চমসী—পিষ্টক; মিষ্টান্নবিশেষ। চম (ভক্ষণ করা)+অসচ্ ণ+ঈপ্। সং, স্ত্রী।

চমীকর—স্বর্ণখনি। সং; পু।

চমূ—গজ ৭২৯, রথ ৭২৯, অশ্ব ২১৮৭, পদাতি ৩৬৪৫, এতৎসংখ্যক সৈন্য; সেনাদল। চম (ভক্ষণ করা)+উ ক; শত্রুকে ভক্ষণ অর্থাৎ বিনাশ করে যে, ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। সং; স্ত্রী।

চমূচর—সৈনিকপুরুষ; সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। চমূ—চর (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

চমূনাথ—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং; পু। [ধ্ব। সং; পু। স্ত্রী চমূরু।

চমূরু—মৃগবিশেষ। চম (ভক্ষণ করা)+উরুচ্

চম্পক—১। চাঁপা গাছ; নগরবিশেষ। চম্প +অক ক। সং; পু। ২। চাঁপা ফুল; চাঁপা কলা; ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। সং; ক্লী।

চম্পকচতুর্দ্দশী—জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লা চতুর্দ্দশী, এই দিনে চম্পকপুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিতে হয়। সং; স্ত্রী

চম্পকদাম—(-দামন্)—চাঁপা ফুলের মালা। চম্পক-রচিত দাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চম্পকদামবৎ—চাঁপাফুলের মালার ন্যায়। চম্পকদামন্+বৎ তুল্যার্থে। ব্য।

চম্পকমালা—কণ্ঠাভরণবিশেষ; ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চম্পকের মালা প্রায়, ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চম্পকরম্ভা—চাঁপা কলা। চম্পকাখ্যা রম্ভা মধ্য

চম্পকারণ্য—১। চাঁপাফুলের বন। চম্পক-প্রধান অরণ্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। তীর্থবিশেষ। সং; ক্লী।

চম্পকাবলী—ছন্দঃ দেখ।

চম্পকোপম—চম্পকসদৃশ। চম্পক হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মা।

চম্পট—পলায়ন, প্রস্থান। দেশজ। সং। চম্পট দেওয়া=পলায়ন করা।

চম্পতি—চমূপতি। প্রা, ক।

চম্পা—১। অঙ্গরাজ মহাবীর কর্ণের রাজধানী, আধুনিক ভাগলপুরের নিকটস্থ, চম্পারাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়াই ইহার নাম 'চম্পা' হয়; কর্ণের পত্নী; নদীবিশেষ। চম্প+অল্ আধ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। চাঁপা ফুল; [সাত ভাই-চম্পা=সপ্ত তারা সম্বলিত কৃত্তিকা নক্ষত্র (Pleiades)]। সং।

চম্পাধিপ—মহাবীর কর্ণ। চম্পার অধিপ (রাজা), ৬তৎ। সং; পু।

চম্পারণ—বিহার প্রদেশে পাটনা বিভাগের অধীন জেলা। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা সারণ জেলার অন্তর্গত ছিল। চম্পারণ (চম্পারণ্য নামে) প্রাচীন মগধ রাজ্যের অংশ বিশেষ বলিয়া বিদিত। এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধেয় অনেক বস্তু বিদ্যমান। লৌরিয়া নবনগর-নামক গ্রামে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা পাওয়া যায়; সেটি আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বকালীন কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকানির্ম্মিত একটি শীলও পাওয়া যায়; সেটি গুপ্ত অক্ষরে উৎকীর্ণ। এই সকল এবং অন্যান্য চিহ্ন দেখিয়া জেনারেল কনিংহাম অনুমান করেন যে, এই গ্রামে যে সারি সারি অবস্থিত তিনটি প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ দৃষ্ট হয়, সেগুলি প্রাচীন রাজগণের সমাধিমন্দির ছিল। এই রাজগণ খৃঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমাধিস্তূপের সন্নিকট একটী সুউচ্চ স্তম্ভ বিরাজিত; উহাতে অনেক অনুজ্ঞা-লিপি খোদিত আছে। স্তম্ভের শিরোদেশে একটি সিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভটি ভীমসেনের গদা বলিয়া অধুনা সাধারণের পূজা পাইয়া থাকে। ১৭৬৫ খৃঃ ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া চম্পারণ

*জেলার অধিকাংশ ভূমি বেথিয়ার রাজা যুগলকিশোর সিংহকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। বেথিয়া এই জেলায় অবস্থিত এবং এখনও পর্য্যন্ত বেথিয়ারাজের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি এইখানেই আছে। বেথিয়ারাজ জাতিতে বাস্তন বা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ। মতিহারী নামক সহর জেলার প্রধান কার্য্য-স্থান। [সং ; পু।

চম্পালু--কাঁটাল গাছ। চম্প+আলু অস্ত্যর্থে।

চম্পাবতী—অঙ্গাধিপ কর্ণের রাজধানী। চম্পা +বতু+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চম্পূ—গদ্যপদ্যময় কাব্যগ্রন্থ। চম (ভক্ষণ করা) +উ র্ণ্ম। সং; স্ত্রী।

চম্বেলি—চামেলি ফুল। বৈদেশিক। সং।

চয়—১। চয়ন; আহরণ; সঞ্চয়। চি+অল্ ভা। ২। সমূহ, রাশি; প্রাকার; পোস্তা, ভেড়ী। চি+অল্ র্ম। সং; পু।

চয়ন—সংগ্রহ, সঙ্কলন; আহরণ; পুষ্পাদি তোলা; ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মাণ। চি (চয়ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [ত্রি।

চয়নীয়—চয়নযোগ্য। চি+অনীয় র্ম। বিণ;

চয়েন—শিক্ষিত, শিষ্টাচারী (প্রায়ই শ্লেষে ব্যবহৃত)। দেশজ। বিণ।

চর—১। গুপ্ত দূত, প্রণিধি, যে ব্যক্তি রাজা বা অন্য কাহারও দ্বারা নিয়োজিত হইয়া গুপ্তভাবে লোকের ভাব পরীক্ষা বা অভি-প্রায়ের অনুসন্ধান করিয়া নিয়োগকারীর নিকট তাহার সংবাদ প্রদান করে; মঙ্গল গ্রহ; নদীর চড়া। চর (ভ্রমণ করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। জঙ্গম, অস্থাবর। বিণ; ত্রি।

চরই—চরে। প্রা, ক। ক্রি।

চরক—দূত, প্রণিধি; ভিক্ষু। চর+কণ্ স্বার্থে; অথবা চর+ণক ক। সং; পু।

জনৈক প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার, ইনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া উক্ত শাস্ত্রের আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত "চরক-সংহিতা" চিকিৎসা জগতে অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক প্রকার উপদেশ এবং সৃষ্টিপ্রকরণাবধি বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা চরকের অনুবাদ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, "এতাদৃশ গ্রন্থ জগতে আছে, ইহা আমরা জানিতে পারিলে বিগত এক শতাব্দী ব্যাপিয়া যে পরিশ্রম করা হইয়াছে, তাহা হইতে নিস্তার পাইতাম।" চরক ঋষি ঘোরতর মদ্যপায়ী ছিলেন। ইনি পদে পদে মদ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। চিকিৎসার্থ ত মদ্য প্রয়োজনীয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন যাগ যজ্ঞ, ধ্যান ধারণা সকল বিষয়েই মদ্যের অত্যাবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি যদি পানযোগ্য মদ্য না পাওয়া যায়, তবে উহা দর্শন বা স্পর্শন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। একান্ত পক্ষে যদি তাহারও সম্ভাবনা না হয়, তবে "পান করিতেছি" বলিয়া চিন্তা করিবে এবং তৎপরে কার্য্যারম্ভ করিবে।

কথিত আছে যে, চরক ঋষি ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় ও অগ্নিবেশ্য প্রভৃতির নিকট অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মূল কথা, চরকের পূর্ব্ববর্ত্তী মুনি প্রভৃতি যে যে চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানিও তাঁহার জ্ঞানপথের বহির্ভূত ছিল না। চরক-সংহিতা অতি অমূল্য চিকিৎসাগ্রন্থ।

চরকা—সূতা কাটিবার যন্ত্র। দেশজ। সং।

চরকি, চরখি—সূতা জড়াইবার নাটাই; আক মাড়িবার সাবেক চক্রাকার কল; পাক খাইবার যন্ত্র; চক্রাকার আতস বাজি। দেশজ। সং।

চরণ—১। ভ্রমণ, চলা; আচরণ; শীল। চর+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। পাদ, পা; বেদের বহ্বৃচাদি শাখা; শ্লোকের চতুর্থাংশ; গোত্র; মূল। চর+অনট্ ণ, অধি। সং; পু বা ক্লী।

চরণকমল—পাদপদ্ম। চরণরূপ কমল বা চরণ কমলসদৃশ, রূপক বা উপমিত কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চরণগ্রন্থি—গুল্ফ, গোড়ালি। ৬তৎ। সং; পু।

চরণচাপ—পায়ের ঘুঙুর; নূপুর। ক, প্র। সং।

চরণচারণ—পাদচারণা, পায়চারি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চরণচারী (–চারিন্)—পাদচারী, পদব্রজে গমনকারী। চরণ দ্বারা চরে যে এই বাক্যে উপ; চরণ–চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –চারিণী। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চরণতরি, চরণতরী—পদরূপ নৌকা। রূপক

চরণতল—পদতল, পায়ের তলা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বৈষ্ণবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

চরণদাসী—পদসেবিকা, ভার্য্যা, পত্নী; আধুনিক

চরণপূজা—পাদবন্দনা, পাদদ্বয়ের আরাধনা; পদসেবা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

চরণপ্রান্ত—পদের শেষভাগ, পদতল। ৬তৎ।

চরণবন্দনা—পাদপূজা। ৬তৎ। সং, স্ত্রী।

চরণভূষণ—পদাভরণ, পায়ের গহনা, মল প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চরণযুগল—পদদ্বয়, দুই পা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চরণরজঃ(–রজস্)—পদধূলি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চরণরেণু—পদধূলি। ৬তৎ, অথবা চরণলগ্ন রেণু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু বা স্ত্রী।

চরণবর্ত্তী (–বর্ত্তিন্)—পদস্থিত। চরণে বর্ত্তে (থাকে) যে এই বাক্যে উপ; চরণ–বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী চরণবর্ত্তিনী।

চরণসেবক—১। পদসেবাকারী; স্তাবক, তোষামোদকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কিঙ্কর, ভৃত্য, চাকর; চাটুকার; অনুগত জন। সং; পু। স্ত্রী, –সেবিকা। [স্ত্রী।

চরণসেবা—পদসেবা, পা টেপা। ৬তৎ। সং;

চরণস্পর্শী (–স্পর্শিন্)—পাদস্পর্শকারক। চরণ স্পর্শ করে যে এই বাক্যে উপ; চরণ–স্পৃশ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –স্পর্শিনী।

চরণাঙ্গুলি—পদাঙ্গুলি, পায়ের আঙুল। চরণের অঙ্গুলি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

চরণাভরণ—পায়ের অলঙ্কার। চরণের আভরণ, ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

চরণামৃত—পাদোদক। চরণের অমৃত, ৬তৎ।

চরণাম্বুজ—চরণকমল, পাদপদ্ম। চরণরূপ অম্বুজ (পদ্ম), রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চরণায়ুধ—কুক্কুট। চরণ হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। সং; পু।

চরণারবিন্দ—চরণকমল, পাদপদ্ম। চরণরূপ অরবিন্দ, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চরণাবরণ—পাদাচ্ছাদন, যাহা দিয়া পা ঢাকা যায়, মোজা, ষ্টকিং। চরণের আবরণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

চরণাবলুণ্ঠিত—যে পায়ে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়াছে। চরণে অবলুণ্ঠিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

চরম—পশ্চিম; পশ্চাৎ; শেষ; অন্তিম; পরম। চর+অম র্ম [illegible]; ত্রি। স্ত্রী চরমা।

চরমপত্র, চরমলেখ—উইলপত্র, বিষয়ের বন্দোবস্তজ্ঞাপক অন্তিম লেখা। চরম (অন্তিম) যে পত্র বা লেখ, কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

চরমাচল, চরমাদ্রি—অস্তপর্ব্বত। চরম (পশ্চিম) যে অচল বা অদ্রি, কর্ম্মধা। সং; পু।

চরমোৎকর্ষ—উন্নতের পরাকাষ্ঠা, যতদূর হইতে পারে ততদূর উন্নতি। চরম (অন্তিম) যে উৎকর্ষ, কর্ম্মধা। সং; পু।

চরস—গাঁজার আঠা, বা তাহা হইতে প্রস্তুত মাদকবিশেষ। দেশজ। সং।

চরা—১। নদ্যাদির চর, ক্ষুদ্রদ্বীপ। সং। ২। চলা, চলিয়া বেড়ান; মাঠে ঘাস খাইয়া বেড়ান। দেশজ। ক্রি।

চরাচর—১। জঙ্গম ও স্থাবর, স্থাবরজঙ্গম। চর ও অচর, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চরাচরা। ২। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ, বিশ্ব। চর+অন্ ক, নিপাতনে। সং; ক্লী।

চরাণি, চরানি—চারণভূমি, পশু চরাইবার মাঠ, গোষ্ঠ; পশু চরাইবার বেতন, রাখালী। দেশজ। সং।

চরান—মাঠে ঘাস খাওয়াইয়া লইয়া বেড়ান ; পশুদের চরিবার সময় তত্ত্বাবধান করা। দেশজ। ক্রি।

চরানি—চরাণি দেখ।

চরিত—১। কৃত, অনুষ্ঠিত ; কলিত, সিদ্ধ, সফল ; আশ্রিত ; ভক্ষিত। চর+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। আচরণ, চরিত্র ; সঞ্চার ; কার্য্য। চর+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

চরিতব্রত—অনুষ্ঠিতব্রত, ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছে এরূপ। চরিত হইয়াছে ব্রত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ব্রতা।

চরিতাখ্যান—চরিত্রকীর্ত্তন, জীবনচরিতবর্ণন। চরিতের আখ্যান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চরিতাখ্যায়ক—জীবনবৃত্তান্ত-লেখক। চরিতের আখ্যায়ক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—য়িকা।

চরিতার্থ—কৃতকার্য্য, সফলকার্য্য, সিদ্ধমনোরথ, কৃতার্থ ; অর্থ। চরিত হইয়াছে অর্থ যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চরিতার্থা। [+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

চরিতার্থতা—কৃতকার্য্যতা, কৃতার্থতা। চরিতার্থ

চরিতাবলী—১। জীবনবৃত্তান্তসমূহ। চরিতদিগের আবলী (শ্রেণী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থবিশেষ। উহাতে কতকগুলি লোকের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

চরিত্র—আচরণ, চরিত। চর (আচরণ করা) +ইত্র ণ। সং ; ক্লী।

চরিত্রগুণ—আচরণের উৎকর্ষ। ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

চরিত্রদোষ—দূষিতচরিত্র হওয়া। ৬তৎ। সং ;

চরিত্রবতী—সচ্চরিত্রা ; সদাচারসম্পন্না। চরিত্রবৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চরিত্রবান্ (—বৎ)—দৃঢ়চরিত্র ; সচ্চরিত্র ; সদাচারসম্পন্ন। চরিত্র আছে ইহার এই অর্থে চরিত্র+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

চরিত্রহীন—অসচ্চরিত্র। চরিত্রদ্বারা হীন, ৩তৎ ; বা চরিত্র হীন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

চরিত্রাবলী—স্বভাবসমূহ ; আচরণসকল। চরিত্রদিগের আবলী (শ্রেণী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চরিষ্ণু—সঞ্চরণশীল, গমনশীল। চর (গমন করা)+ইষ্ণু শীলার্থে। বিণ ; পু।

চরু—যজ্ঞীয় পায়সান্ন। চর (ভক্ষণ করা)+উ র্ম্ম। সং ; পু।

চরুস্থালী—চরুপাকের পাত্র। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চর্‌চর্—অনুকরণ শব্দ। ব্য।

চর্চ্চরী—১। চাচর উৎসব ; উৎসব ; বাদ্যবিশেষ ; গীতবিশেষ। চর্চ্চ (বলা)+অরন্ র্ম্ম+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শুষ্ক ব্যঞ্জনবিশেষ। দেশজ। সং।

চর্চ্চা—১। বিচার ; অনুশীলন ; লেপন। চর্চ্চ (বলা, ইত্যাদি)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। চর্চ্চা বা আলোচনা করা ; বিলেপন করা। ক, প্র। ক্রি।

চর্চ্চিত—অনুশীলিত ; আলোচিত ; বিলেপিত। চর্চ্চ্ (বলা,ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চর্পট—চাপড় ; বিস্তার। চপ্+অটন্ ণ ও ভা। সং ; পু।

চর্পটী—চাপড়া ষষ্ঠী। ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে চর্পটীর পূজা হইয়া থাকে। সং ; স্ত্রী।

চর্ব্বি, চর্ব্বী—জন্তুদেহের তৈলাংশ, বসা, মেদ। বৈদেশিক। সং।

চর্ভক—কাঁকুড়। সং ; পু।

চর্ম্ম—ফলক, ঢাল। চর+মক্ ক। সং ; ক্লী।

চর্ম্ম (চর্ম্মন্)—চাম, চামড়া, ছাল,ত্বক্ ; ঢাল। চর+মন্ ণ। সং ; ক্লী।

চর্ম্মকার, চর্ম্মকৃৎ—চামার, মুচি। চর্ম্মন্—কৃ (করা)+ষণ্, ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

চর্ম্মগ্রন্থি চামড়ার গাঁইট। ৬তৎ। সং ; পু।

চর্ম্মচক্ষুঃ (—চক্ষুস্)—চর্ম্মনির্ম্মিত চক্ষুঃ, স্থূলচক্ষু. (জ্ঞানচক্ষুঃ নহে)। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চর্ম্মচটকা, চর্ম্মচটিকা—চামচিকা। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মচটী—চামচিকা ; বাদুড়। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মজ—১। চর্ম্মের উপরে বা চর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। চর্ম্মন্—জন্+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চর্ম্মজা। ২। লোম ; রক্ত। সং ; ক্লী।

চর্ম্মণ্বতী—নদীবিশেষ, ইহার আধুনিক নাম চম্বল। চর্ম্মন্ শব্দ (চর্ম্ম)+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। [এইরূপ কথিত আছে যে, মহারাজ রন্তিদেব সহস্র সহস্র বৃষ হত্যা করিয়া অতিথিব্রাহ্মণদিগকে আহার করিতে দিতেন ; সেই সকল বৃষের চর্ম্মানঃসৃত শোণিতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'চর্ম্মণ্বতী' হয়]। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মতরঙ্গ—চর্ম্মের সঙ্কোচ, শিথিলীভূত চর্ম্ম, বলি। ৬তৎ। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

চর্ম্মদণ্ড—চাবুক, কোড়া। চর্ম্মনির্ম্মিত দণ্ড, মপী

চর্ম্মদ্রুম—ভূর্জ্জবৃক্ষ। সং ; পু।

চর্ম্মধারী (—ধারিন্)—ফলকধারণকারী, ঢালী। চর্ম্ম (ঢাল) ধরে যে এই বাক্যে উপ ; চর্ম্ম—ধৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—ধারিণী।

চর্ম্মন্—চর্ম্ম (২) দেখ।

চর্ম্মপত্রা—বাদুড়, চামচিকা। চর্ম্ম হইয়াছে পত্র (পক্ষ) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মপাদুকা—চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা; উপানৎ,জুতা। মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মপ্রভেদিকা—চর্ম্ম বেধন করিবার অস্ত্র। ৬তৎ।

চর্ম্মপ্রসেবক—চর্ম্মনালী ; ভস্ত্রা, কর্ম্মকারাদির হাপরের জাঁতা। চর্ম্ম—প্র-সিব (সেলাই করা)+ণক র্ম্ম। সং ; পু।

চর্ম্মপ্রসেবিকা—ভস্ত্রা। চর্ম্মপ্রসেবক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মময়—চর্ম্মনির্ম্মিত। চর্ম্মন্+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চর্ম্মময়ী।

চর্ম্মরু—চর্ম্মার, চামার, চর্ম্মকার। চর্ম্মন্—রু+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

চর্ম্মবান্ (—বৎ)—চর্ম্মযুক্ত। চর্ম্মন্+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী চর্ম্মবতী।

চর্ম্মব্যবসায়—চামড়ার ক্রয়বিক্রয়রূপ কার্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

চর্ম্মব্যবসায়ী (—ব্যবসায়িন্)—যে চামড়ার ব্যবসায় করে। চর্ম্মব্যবসায়+ণিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী,—সায়িনী।

চর্ম্মস্থলী—১। চামড়া রাখিবার স্থান। চর্ম্মের স্থলী, ৬তৎ। ২। চামড়ার থলে, ব্যাগ। চর্ম্মনির্ম্মিতা স্থলী, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মার—চামার, মুচি। চর্ম্মন্—ঋ (গমন করা, পাওয়া)+ষণ্ ক। সং ; পু।

চর্ম্মাবরণ—চর্ম্মাচ্ছাদন, চামড়ার আবরণ। চর্ম্মনির্ম্মিত আবরণ, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মাসন—১। চামড়ার আসন। চর্ম্মময় যে আসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। শিব। চর্ম্ম হইয়াছে আসন যাহার, বহু। সং ; পু। [পু।

চর্ম্মিক—ঢালী, চর্ম্মধারী। চর্ম্ম+ঠিক। সং ;

চর্ম্মিকা—ভূর্জপত্র ; চামড়ার কাগজ ; পার্চমেণ্ট। চর্ম্ম+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মী (চর্ম্মিন্)—চর্ম্মধারী, ঢালী ; কদলীগাছ ; ভূর্জ্জবৃক্ষ ; ভূর্জপত্র। চর্ম্ম আছে ইহার এই অর্থে চর্ম্ম বা চর্ম্মন্+ইন্। সং ; পু।

চর্য্য—ব্যবহরণীয় ; আচরণীয়। চর (আচরণ করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চর্য্যা।

চর্য্যা—১। আচরণীয়া,ব্যবহরণীয়া। চর্য্য দেখ। চর্য্য+আপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। আচরণ। গতি, গমন ; ভোজন ; অনুষ্ঠান। চর+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

চর্ব্বণ—দন্ত দ্বারা পেষণ, চিবান ; স্বাদগ্রহণ। চর্ব্ব (চিবান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

চর্ব্বণা—চিবান ; আস্বাদন লওয়া। চর্ব্ব+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

চর্ব্বণীয়—যাহা চর্ব্বণ করিতে হয় বা হইবে, চর্ব্বণযোগ্য, চর্ব্ব্য। চর্ব্ব (চিবান)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চর্ব্বণীয়া।

চর্ব্বিত—যাহা চর্ব্বণ করা হইয়াছে, চিবান ; ভক্ষিত ; আস্বাদিত। চর্ব্ব (চিবান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চর্ব্বিতা।

চর্ব্বিতচর্ব্বণ—যাহা একবার চিবান হইয়াছে তাহাকে আবার চিবান, রোমন্থন, জাবর কাটা ; (ভাবার্থ) এক কথা বার বার বলা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চর্ব্ব্য—চর্ব্বণীয়, যাহা চর্ব্বণ করিতে হয় বা হইবে এরূপ। চর্ব্ব (চিবান)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়—খাদ্য দেখ।

চর্ষণি—মনুষ্য, মানব ; লোক, জন, ব্যক্তি। কৃষ+অনি ক। সং ; পু।

চল—১। চঞ্চল, অস্থির। চল (চলা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চলা। ২। অস্থিরতা ; চাঞ্চল্য, চলন। চল+অল্ ভা। সং ; পু।

চলই, চলইতে—চলিতে। প্রা, ক।

চলচঞ্চু—চকোরপক্ষী। চলা (চঞ্চলা) চঞ্চু যাহার, বহু। সং ; পু বা স্ত্রী।

চলচিত্ত—চঞ্চলহৃদয় ; অস্থিরমতি ; অব্যবস্থিতচিত্ত। চল (চঞ্চল) চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—চিত্তা। বি,—চিত্ততা।

চলচ্ছক্তি—গমনক্ষমতা। চলতের শক্তি (চলৎ+শক্তি), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চলচ্ছক্তিহীন—গতিশক্তিরহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—হীনা।

চলৎ—চলন্ দেখ।

চলত, চলতহি—চলিল ; চলে। প্রা, ক।

চলতি—প্রচলিত ; যাহা উত্তম চলিতেছে। দেশজ। বিণ। [সং।

চলতি-বলতি—নির্ব্বাহ ; বৃদ্ধি, উন্নতি। দেশজ।

চলদল, চলপত্র—অশ্বত্থগাছ। চল (চঞ্চল) দল বা পত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

চলন্ (চলৎ)—গমনশীল, চলন্ত ; অস্থির, চঞ্চল ; কম্পমান। চল+শতৃ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী চলন্তী।

চলন—১। গমন ; প্রস্থান ; কম্পন ; আচার, অনুষ্ঠান। চল (চলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। চলনশীল। চল+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চলনা। ৩। চরণ, পাদ। চল+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

চলনশীল—গতিশীল, চলন্ত, সচল। চলন শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

চলনশীলা—১। গতিশীলা। চলনশীল দেখ। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। বৃন্দাবনধামস্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলবিশেষ। সং ; স্ত্রী। [বিণ।

চলন্ত—যাহা চলিতেছে, গতিশীল। দেশজ।

চলপত্র—চলদল দেখ।

চলা—১। চঞ্চলা, অস্থিরা। চল দেখ। চল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী ; বিদ্যুৎ। সং ; স্ত্রী। ৩। চরা, বিচরণ করা, যাওয়া, হাঁটা ; কোন ভাবে যাওয়া বা কাটা, নির্ব্বাহ হওয়া ; কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

চলাচল—১। স্থির এবং অস্থির, চরাচর, স্থাবর জঙ্গম। চল ও অচল, দ্বন্দ্ব। ২। অতিশয় অস্থির বা চঞ্চল। চল (চলা)+অন্ ক, দ্বিত্ব। বিণ ; ত্রি। ৩। কাক। সং ; পু। ৪। গমনাগমন ; ব্যবহার।

চলাতঙ্ক—বাতরোগ। চলে (চলনে) আতঙ্ক জন্মে যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

চলান—চলা ক্রিয়া করান। দেশজ। ক্রি।

চলা-ফেরা—আনাগোনা, যাতায়াত। সং।

চলাবুলা,—বোলা চলন ও ভ্রমণ। সং।

চলিত—১। গত ; প্রস্থিত ; কম্পিত, বিচলিত ; চলিতেছে এরূপ, চলন্ত। চল্ (চলা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চলিতা। ২। চলন ; গতি। চল্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

চলিয়ে—১। চলে। প্রা, ক। ২। চলুন। হিন্দী। ক্রি।

চলিষ্ণু—চলিতেছে এরূপ, গমনশীল। চল্ (চলা)+ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি।

চলু—১। গণ্ডূষ। চল্+উ ক। সং ; পু। ২। চলে ; চলিল ; চল। প্রা, ক। ক্রি।

চলুঁ—চলি ; চলিলাম। প্রা, ক। ক্রি।

চলুক—১। হস্তকোষ, গণ্ডূষ। চল্+উক ক। সং ; পু। ২। চলিতে থাকুক, যাউক, যাইতে থাকুক। দেশজ। ক্রি।

চলেন্দ্রিয়—চঞ্চলমনাঃ, অস্থিরচিত্ত। চল (চঞ্চল) ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চলেন্দ্রিয়া। [ঊর্ম্মি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চলোর্ম্মি—ক্রীড়াশীল তরঙ্গ। চল (চঞ্চল) যে

চল্কান—[তরল বস্তু] ধাক্কা খাইয়া উথলিয়া পড়া বা উচ্ছলিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

চল্লিশ—৪০ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

চবর্গ—স্পর্শবর্ণসমূহের দ্বিতীয় বর্গ, চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটী বর্ণ। সং ; পু।

চবি, চবিকা, চবী—চই। সং ; স্ত্রী।

চব্য, চব্যক—চবিকা, চই। সং ; ক্লী।

চব্যা—চবিকা, চই ; বচ ; কার্পাসী। সং ; স্ত্রী।

চব্বিশ—চতুর্ব্বিংশতি শব্দের অপভ্রংশ, ২৪। দেশজ। বিণ বা সং।

চব্বিশ পরগণা—বঙ্গ প্রদেশে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অধীন জেলা। ভৌগোলিক হিসাবে কলিকাতা সহর এই জেলায় অবস্থিত হইলেও শাসনকার্য্য হিসাবে উহা এই জেলার অধীন নহে। এই জেলায় কাশীপুর, চিৎপুর, ভবানীপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানগুলি কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। সাতক্ষীরা পূর্ব্বে এই জেলার অন্তর্গত ছিল। খুলনা জেলার সৃষ্টি হওয়ায় উহা ঐ জেলাভুক্ত হইয়া যায়। সাগর দ্বীপ এবং সুন্দরবনের বহুলাংশ চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতার দক্ষিণাংশে ১১৭৬ খৃঃ মেজর টলী (Tolly) যে খাল খনন করেন, তাহা টলীর নালা (Tolly's Nalla) বলিয়া অভিহিত। আলিপুর এই জেলার প্রধান কার্য্যস্থল। এখানে বেলভেডিয়ার নামক প্রাসাদে বঙ্গের ছোটলাটগণ বাস করিতেন। ১৯১২ খ্রীঃ ১লা এপ্রেল হইতে বঙ্গে আর ছোটলাট নাই ; সুতরাং বেল্ভেডিয়ারও আর লাটভবন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে না। কলিকাতায় বড়লাটভবনেই বঙ্গের গভর্ণর বাস করিতেছেন। চব্বিশ পরগণা পূর্ব্বে মোগল রাজ্যের সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) "সরকার" ভুক্ত ছিল। খৃঃ ১৬৬০ সালে যে ম্যাপ (মানচিত্র) প্রস্তুত হয়, তাহাতে এই জেলা জলাভূমি স্বরূপে দর্শিত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ ২০শে ডিসেম্বরের সন্ধির সর্ত্তানুসারে বঙ্গের নবাবনাজীম মীরজাফর ইংরাজকে এই জেলা অর্পণ করেন। তখন ইহার নাম ছিল "কলিকাতার জমিদারী" বা "চব্বিশ পরগণার জমিদারী।" এই সময়ে ইংরাজ ইহার কেবল জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট্ লর্ড ক্লাইভকে ব্যক্তিগত ভাবে ইহার মালিকী স্বত্ব প্রদান করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়িভাবে ইহার স্বত্বাধিকারী হইবে এই সর্ত্তে জায়গীর সনন্দ দান করেন। সুন্দরবন পূর্ব্বে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া হয়। ১৮৬৯ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট ঐ ইজারা প্রত্যাহার করেন। বনের অনেকাংশ এক্ষণে কৃষির উপযুক্ত হইয়াছে।

চব্বিশ-পহর—২৪ প্রহর অর্থাৎ তিন অহোরাত্র ব্যাপী হরিনাম-কীর্ত্তন। সং।

চব্বিশা, চব্বিশে—২৪ সংখ্যার পূরক ; মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবস। বিণ। [সং।

চশম, চসম—নেত্র, চক্ষু ; চক্ষুলজ্জা। বৈদেশিক।

চশমখোর, চসমখোর—চক্ষুলজ্জাহীন। বিণ।

চশমা, চসমা—উপনেত্র। বৈদেশিক। সং।

চষক—১। মদ্যবিশেষ। চষ+অক র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। মদ্যপানপাত্র। চষ (ভক্ষণ করা)+অক ণ। সং ; পু বা ক্লী।

চষা—১। কৃষ্ট, কর্ষিত। বিণ। ২। চাষ করা বা দেওয়া, কর্ষণ করা। দেশজ। ক্রি।

চষান—চাষ করান বা দেওয়ান, কর্ষণ করান। দেশজ। ক্রি।

চষাল—যূপকটক, সাঁপি ; যজ্ঞীয় পশুবন্ধন করিবার জন্য কাষ্ঠবিশেষ। চষ (বধ করা)+আলচ্ ণ। সং ; পু।

চসম—চশম দেখ।

চসমখোর—চশমখোর দেখ।

চসমা—চশমা দেখ।

চা—গুল্মবিশেষ, তাহার শুষ্ক বা ভর্জ্জিত পত্র ; ঐ পত্র হইতে প্রস্তুত পানীয় (Tea)। বৈদেশিক। সং।

চাই—১। চাহি, তাকাই, দৃষ্টিপাত করি ; প্রার্থনা করি, যাচি, মাগি ; দাবি করি ; লইবে কি। ক্রি। ২। দরকার, আবশ্যক। দেশজ। বিণ। ৩। চাহিয়া, দেখিয়া। প্রা, ক।

চাইট, চা'ট—পদাঘাত, লাথি। প্রাদে। সং।

চাইতে—১। চাহিতে। ক্রি। ২। চেয়ে, অপেক্ষা। দেশজ। বা।

চাউনি—চাহনি, তাকান, দৃষ্টিপাত; নেত্রনিক্ষেপ। দেশজ। সং। [সং।

চাউল, চা'ল—নিস্তুষীকৃত ধান্য, তণ্ডুল। দেশজ।

চাউল-পড়া—মন্ত্রপূত তণ্ডুল, যে তণ্ডুলে তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা হইয়াছে। সং।

চাউল-মুগরা—একপ্রকার ঔষধতরু, ইহার বীজ হইতে চর্ম্মরোগের তৈল প্রস্তুত হয়। সং।

চাওয়া—চাহা, যাচা, মাগা, প্রার্থনা করা; দাবি করা; তাগাদা করা; তাকান, দৃষ্টিপাত করা। দেশজ। ক্রি।

চাঁই—প্রধান, সর্দ্দার, নেতা, অগ্রণী; বড় চাপ বা খণ্ড, চাঙ্গড়। দেশজ। সং।

চাঁওড়—চাড়, আগ্রহ, গরজ। প্রাদে। সং।

চাঁচ—দরমা; গালা। দেশজ। সং।

চাঁচনি, চাঁচুনি—চাঁচিয়া যাহা বাহির করা হয়; দুধ জ্বাল দিবার পর তাহার পাত্র চাঁচা বস্তু; সোনারূপার চাঁচা নমুনা। দেশজ। সং।

চাঁচর—১। দোলপর্ব্বের পূর্ব্ব রাত্রির বহ্ন্যুৎসব। সং। চর্চ্চরী শব্দের অপভ্রংশ। ২। কুঞ্চিত, কোঁকড়া। ক, প্র। বিণ।

চাঁচা—অস্ত্রাদি দ্বারা রগড়াইয়া উপরের কিয়দংশ তুলিয়া ফেলা, ছুলা; ঘর্ষণ করা; ছাল বা ছিলকা উন্মোচন করা। দেশজ। ক্রি।

চাঁচি, চাঁচী—দুধ জ্বাল দিবার পর উহার পাত্রের গাত্র হইতে চাঁচা বস্তু, চাঁচুনি। দেশজ। সং।

চাঁচুনি—চাঁচনি দেখ।

চাঁট—চাইট, লাথি, পদাঘাত। প্রাদে। সং।

চাঁটি, চাঁটী—মস্তকাদিতে চপেটাঘাত; আনদ্ধ যন্ত্রে সবলে করাঘাত। দেশজ। সং।

চাঁড়াল—মৎস্যজীবী জাতিবিশেষ; নমঃশূদ্র। চণ্ডাল শব্দের অপভ্রংশ।

চাঁদ—চন্দ্র, শশধর। চন্দ্র শব্দের অপভ্রংশ।

চাঁদকবি—সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি দিল্লীর শেষ হিন্দুনরপতি পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক। তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি "পৃথ্বী রায় রাসো" নামক পুস্তক হিন্দী কবিতায় তিন খণ্ডে প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থা অনেক পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

চাঁদনি, চাঁদনী—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; চাঁদোয়া, সামিয়ানা; সিংহদ্বারের উপরের ঘর। বৈদেশিক। সং।

চাঁদমারি, -মারী—গুলিনিক্ষেপ অভ্যাসার্থ লক্ষ্য বস্তু, শরব্য। বৈদেশিক। সং।

চাঁদবদন—১। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ। দেশজ। সং। ২। চন্দ্রানন, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট। বিণ; পু।

চাঁদবদনী—চন্দ্রাননা, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্টা। দেশজ। বিণ; স্ত্রী।

চাঁদবিবি—দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধা মুসলমান-বীরবালা; ইঁহার অপর নাম চাঁদ সুলতানা। ইনি আহম্মদনগররাজ হুসেন নিজাম শাহ্‌এর কন্যা ও মুর্ত্তজা নিজাম শাহ্‌এর ভগিনী। ইঁহার অনুপম রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া বিজাপুররাজ আলি আদিল শাহ্ ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সময় রাজবালা শোলাপুর রাজ্য যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। বিবাহের পর হইতেই ইঁহার হৃদয়ে পতিভক্তি জাগিয়া উঠে, অশনে শয়নে সকল সময়েই ইনি পতিকে প্রীত রাখিবার চেষ্টা করিতেন; পরন্তু ইঁহার ভাগ্যে অধিক দিন পতিসহবাস সুখ স্থায়ী হইল না। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পতিহীনা হইলেন। অতঃপর পতির সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইনি পতির ভ্রাতুষ্পুত্র নবমবর্ষীয় শিশু ইব্রাহিমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার অভিভাবিকা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের রাজারা মিলিত হইয়া বিজাপুর অবরোধ করিলেন। তখন চাঁদবিবির উত্তেজনায় বিজাপুরের সর্দ্দারগণ গৃহবিবাদ ভুলিয়া সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং অবরোধকারীদিগের চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। বিজাপুরে আবার অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ইব্রাহিম তখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া নিজেই সকল বিষয় দেখিতে লাগিলেন। চাঁদবিবি বিরক্ত হইয়া পিতৃরাজ্য আহম্মদনগরে চলিয়া গেলেন। আহম্মদনগরে যাইয়াও শান্তি পাইলেন না। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা মুর্ত্তজা আহম্মদনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পুত্র মীরণ তাঁহার প্রাণবধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। পরন্তু পিতৃঘাতক মীরণও অল্পকালমধ্যে জনৈক সর্দ্দারের হস্তে প্রাণ দিলেন। আহম্মদনগর অরাজক হইয়া পড়িল। এই সময়ে চাঁদবিবির আর এক ভ্রাতা বুর্হান নিজাম মোগল-সৈন্যের সাহায্যে আহম্মদনগর অধিকার করিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে বুর্হানের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ইব্রাহিম রাজা হইলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিজাপুর-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে হত হইলেন। এই সময় আহম্মদনগরে পুনরায় ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ হইল। চাঁদবিবির ইচ্ছা ইব্রাহিমের শিশুপুত্র বাহাদুরই রাজা হয়। এই সময়ে কতকগুলি লোক চাঁদবিবির পক্ষাবলম্বী ও আর কতকগুলি ইঁহার বিরোধী হইলেন। বিরোধী পক্ষ আকবরের পুত্র মুরাদের সাহায্যপ্রার্থী হইল। মুরাদ আহম্মদনগর সসৈন্যে অবরোধ করিলেন। দুর্গের বড় বড় সেনাপতিরা ভয়ে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইলে বীরবালা স্বয়ং অসিহস্তে দুর্গের ভগ্নস্থানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোমলকায়া রমণীর বীরত্ব দর্শনে লজ্জিত হইয়া সকল সেনাপতিই আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। মোগল-সৈন্য পর্য্যুদস্ত হইল। মুরাদ বেগতিক দেখিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বেরার প্রদেশ পাইলেই আহম্মদনগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন। চাঁদবিবিও শেষ ফলের অনিশ্চয়তাহেতু তাহাতে সম্মত হইয়া সন্ধি করিলেন। কিছুদিন পরে মোগল-সৈন্য পুনরায় আহম্মদনগর অবরোধ করিল। চাঁদবিবি আবার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মোগলবাহিনীর গতিরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবারে আহম্মদনগরের যোদ্ধারা সমরে পরাঙ্মুখ হইল। সুতরাং চাঁদবিবি শত্রুহস্তে দুর্গ অর্পণ করিয়া সন্ধিদ্বারা মানসম্ভ্রম রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষীয় হামিদ খাঁ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সৈন্যগণমধ্যে সেই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। উত্তেজিত সৈন্যগণ হামিদ খাঁর সহিত চাঁদবিবির গৃহে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতভাবে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল। বীরবালার জীবলীলা এইরূপে শেষ হইল।

চাঁদ রায়—(১) রাজমহলবাসী একজন বহু সম্পত্তিশালী জমিদার। ইনি ধনাঢ্য অসচ্চরিত্র ও দস্যুদলপতি ছিলেন। প্রজাপীড়ন ও পরধনহরণই ইঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল। সতীর সতীত্বনাশ, সাধুর অপমান প্রভৃতি দুষ্কার্য্য ইঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। ক্রমে ইনি এতদূর স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, নবাব সরকারের রাজকর প্রেরণ রহিত করিয়া এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। নবাব সৈন্য প্রেরণ করিয়াও ইঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে পাপের ফল ফলিল,—দস্যুপতি চাঁদ রায় উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ সন্তোষ রায় অনেক বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু রোগের প্রতিকার হওয়া দূরে থাকুক, পাপের ফল দিন দিন প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। অবশেষে সন্তোষ রায় গড়ের হাটনিবাসী নরোত্তম ঠাকুরকে আনাইয়া জ্যেষ্ঠকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। কিছুদিন পরেই চাঁদ রায় আরোগ্য লাভ করিলেন। তদবধি ইঁহার মতি গতি ফিরিয়া গেল। সর্ব্বপ্রকার গর্হিতাচরণ পরিত্যাগ করিয়া ইনি সাধুশীল পরম বৈষ্ণব হইলেন।

(২) বিখ্যাত বারভুঁঞার মধ্যে একজন।

ইনি বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, শ্রীপুর ইঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ নিম রায় কর্ণাট প্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। চাঁদ রায় একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ও নৌ-যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি নিজের অধিকার মধ্যে নানাস্থানে ব্রহ্মোত্তর দান ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে ঈশা খাঁ সুবর্ণ গ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঈশা খাঁর সহিত চাঁদ রায়ের যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল। একদা ঈশা খাঁ বন্ধুর গৃহে আসিয়া বন্ধুর বিধবা কন্তা স্বর্ণময়ীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং চাঁদ রায়ের জনৈক বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর সাহায্যে তাহাকে হস্তগত করেন। পরে তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সোণাবাই নাম দেন। চাঁদরায় নিদারুণ অপমানে ও লজ্জায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) কেদার রায় শ্রীপুরের রাজা হন।

ইঁহার মাতার স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ নির্ম্মিত মঠ কালের বিধ্বংসী প্রভাব আজিও উপেক্ষা করিতেছে। ইঁহার খনিত দীঘি আজিও বিদ্যমান। ঐ দীঘির নামে পারবর্ত্তী গ্রাম দীঘিরপাড় নামে খ্যাত ও বিক্রমপুরের একটি প্রশস্ত বাণিজ্যস্থান। উক্ত স্মৃতি-মঠ উহারই নিকটে স্থাপিত।

চাঁদসদাগর—জনৈক স্বনামখ্যাত বণিক্। ইঁহার পুত্রের নাম নখিন্দর (লক্ষীন্দ্র)। চম্পাই নগরে ইঁহার বাস ছিল। ইনি মনসা দেবীর অত্যন্ত বিদ্বেষ্টা ছিলেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। ইহাতে মনসা অত্যন্ত কোপাবিষ্টা হওয়ায়, নখিন্দর বিবাহ-রাত্রিতে বাসরঘরে সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পতিপ্রাণা বেহুলা পতিশোকে ম্রিয়মাণা হইয়া নানাবিধ স্তবস্তুতিতে মনসা-দেবীকে তুষ্ট করিলে, তিনি প্রসন্না হইয়া নখিন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। তদবধি চাঁদসদাগর মনসাবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া পড়েন।

চাঁদা—কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ; সাধারণের কার্য্যের বা কাহারও সাহায্যের নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থ। দেশজ। সং।

চাঁদি, চাঁদী—১। রূপা; খাঁটিরূপা; মাথার খুলি বা তাহার উপরিভাগ। সং। ২। খাঁটি, আসল; উৎকৃষ্ট, সরেশ। বৈদেশিক। বিণ।

চাঁদোয়া—চন্দ্রাতপ, সামিয়ানা। দেশজ। সং।

চাঁন—চাঁদ, চন্দ্র। প্রা, ক। সং।

চাঁপকলি—চম্পক-কলিকা, চাঁপা ফুলের কুঁড়ি; রমণীর কণ্ঠহারবিশেষ। দেশজ। সং।

চাঁপ-দাড়ি, –দাড়ী—অর্দ্ধ গোলাকার ঘনশ্মশ্রু। দেশজ। সং।

চাঁপা—চম্পক (পুষ্প বা কদলী); কর্ণভূষণ-বিশেষ; চাক বা চাকতি। দেশজ। সং।

চাক—চক্র; চাকতি; কুমার নাঁদ; মধুচক্র; কুমারের হাঁড়ীগড়া চাক। দেশজ। সং।

চাকচক্য—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। চক (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক, দ্বিত্ব; তদুত্তরে ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

চাকচিক্য—চাকচক্য শব্দের বিকৃতি।

চাকণচিকণ—১। চিক্কণ; উজ্জ্বল ও মসৃণ। বিণ। ২। চাকচক্য; পরিপাট্য। প্রাদে। সং।

চাকতি—চাক, চক্র; রুটিপ্রভৃতি বেলিবার গোলাকার পাত্র; চক্রাকার ধাতুখণ্ড বা যে কোন বস্তু। দেশজ। সং।

চাকর—কিঙ্কর, পরিচারক, ভৃত্য (servant); চা-কৃষক, যে চা আবাদ করে (tea-planter)। দেশজ। সং।

চাকরাণী—কিঙ্করী, পরিচারিকা, দাসী (maid-servant)। দেশজ। সং।

চাকরান—চাকরকে বেতনস্বরূপে প্রদত্ত ভূমি। দেশজ। সং বা বিণ।

চাকরি, চাকুরি—কিঙ্করত্ব, দাসত্ব, গোলামী; পদ। দেশজ। সং।

চাকরিয়া (চাকরে), চাকুরিয়া (চাকুরে)—চাকুরি-জীবী, যে পরের চাকরি করে; বেতনিক কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি; পদধারী। দেশজ। বিণ বা সং।

চাকলা—১। আম্রফলাদির গোলাকার ফালা, চাকা। দেশজ। ২। কতিপয় পরগণার সমষ্টি। বৈদেশিক। সং।

চাকলাদার—চাকলা ভোগকারী; অর্থাৎ তাহার ইজারদার বা জমিদার। বৈদে। সং।

চাকা—১। চাক, চক্র, চাকতি, চাকলা, চাকি। সং। ২। আস্বাদন করা, স্বাদ গ্রহণ করা, তার বুঝা। দেশজ। ক্রি।

চাকামান, চা-বাগান—চা আবাদের ক্ষেত্র (tea plantation)। দেশজ। সং।

চাকি, চাকী—চাক, চাকতি; চক্রাকার বস্তু; জাতীয় বা বংশীয় পদবী। দেশজ। সং।

চাকু—ছোট ছুরি, কলমতরাস। দেশজ; সং।

চাকুন্দা—স্বনামখ্যাত গুল্মবিশেষ। সং।

চাকুরি—চাকরি দেখ।

চাকুরিয়া, চাকুরে—চাকরিয়া দেখ।

চাকুলিয়া (চাকুলে), চাকুল্যা—ওষধিগুল্মবিশেষ। চক্রকুল্যা শব্দের অপভ্রংশ।

চাক্কি—চাকতি (তাহা দেখ)।

চাক্রিক—তৈলকার, কলু; দলবদ্ধ হইয়া স্তুতি পাঠক। চক্র+ষ্ণিক। সং বা বিণ; ত্রি। স্ত্রী চাক্রিকী।

চাক্ষুষ—১। চক্ষুর্দ্বারা নিষ্পন্ন; চক্ষুর্গোচর। চক্ষুস্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চাক্ষুষী। ২। চক্ষুর্জ্জন্ম জ্ঞান। সং; ক্লী। ৩। ষষ্ঠ মনু। সং; পু।

চা-খড়ি—ফুলখড়ি, সাদা খড়িমাটী। দেশজ। সং।

চাখা—চাকা, আস্বাদন করা, তার বুঝা। [দেশজ। ক্রি।

চাগা—[দৃঢ় প্রোথিত বস্তু] শিথিল হওয়া; উদ্বুদ্ধ হওয়া। দেশজ। ক্রি।

চাগান—[দৃঢ় প্রোথিত বস্তু] শিথিল করা; ভূমি হইতে কিছু উঁচু করিয়া তুলা; উদ্বুদ্ধ করা। দেশজ। ক্রি।

চাঙ, চাঙ্গ—বড় বা উঁচু মাচা বা মাচান, মাঙ্গা। প্রাদেশিক। সং।

চাঙারি (চেঙারি), চাঙ্গারি (চেঙ্গারি)—ডালা, টুকরি। দেশজ। সং।

চাঙ্গড়, চেঙ্গড়—১। অনতিবৃহৎ মৃৎখণ্ড, মাটীর চাপ, ঢেলা, ঢিল। প্রাদে। ২। ডাব; তাল। প্রা, ক। সং।

চাঙ্গড়া, চেঙ্গড়া—ঝোড়া, ঝুড়ি, বড় টুকরি; ছোকরা, বালক, অল্পবয়স্ক পুরুষ। দেশজ। সং।

চাঙ্গা—সতেজ; সজ্ঞান, চেতন; রোগমুক্ত; দৃঢ়, শক্ত, মজবুত; সমর্থ। দেশজ। বিণ।

চাঙ্গারি—চাঙারি দেখ।

চাচলি—অতিশয় চঞ্চল; বক্রগামী। যঙ্লুগন্ত চল (পুনঃ পুনঃ চলা)+কি ক। বিণ; ত্রি।

চাচা—পিতৃব্য, খুড়া (কাকা) বা জ্যেঠা। বৈদেশিক। সং; পু। স্ত্রী চাচী।

চাঞ্চল্য—চপলতা; অস্থিরতা। চঞ্চল+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

চাট—১। চৌর, বিশ্বাসঘাতক। চট (বধ করা)+অন্ ক, তদুত্তরে ষ্ণ। সং; পু। ২। মাদক সেবনের পর মুখরোচক খাদ্য বা পানীয়; পদাঘাত, লাথি। দেশজ।

চাটনি—লেহনীয় বস্তু; অম্লরসাক্ত মুখরোচক দ্রব্য (sauce)। দেশজ।

চাটা—১। জিহ্বাদ্বারা গৃহীত, লীঢ়। বিণ। ২। লেহন, জিহ্বাদ্বারা গ্রহণ; দরমা। সং। ৩। লেহন করা। দেশজ। ক্রি।

চাটাই—দরমা; ধাঁতস মাদুর। দেশজ। সং।

চাটান—লেহন করান। দেশজ। ক্রি।

চাটাল, চেটাল—চওড়া, প্রশস্ত; চেপ্টা; দেশজ। বিণ।

চাটি—উচ্ছেদ, ধ্বংস, নাশ; কাইট। প্রাদে-[শিক। সং।

চাটিম—মর্ত্তমান বা সপাড়ি জাতীয় কলা। প্রাদেশিক। সং।

চাটু—১। মিথ্যা প্রিয়বাক্য, খোসামোদ; স্তুতি-বাক্য; প্রিয়বাক্য। চট (ভেদ করা)+

+ঞ্ণ্ ণ। সং ; পু বা স্ত্রী। ২। লৌহময় ভর্জ্জন পাত্র, তাওয়া। দেশজ।

চাটুকার—অনুচিত প্রিয়ভাষী, খোসামুদে; স্তুতিবাদক ; প্রিয়বাক্যবাদী। চাটু করে যে এই বাক্যে উপ ; চাটু শব্দ—কৃ (করা)+ ষণ্ ক। সং বা বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চাটুকারী।

চাটুতি—চট্টোপাধ্যায় (তাহা দেখ)।

চাটুপটু, চাটুবটু—ভাঁড়, মস্করা ; খোসামোদে দক্ষ। ৭তৎ। সং বা বিণ ; ত্রি।

চাটুভাষিণী—চাটুবাদকারিণী; প্রিয়বাদিনী। চাটু-ভাষী দেখ। চাটুভাষিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চাটুভাষী(–ভাষিন্)—চাটুকার। (তাহা দেখ)। চাটু ভাষে (বলে) যে, উপ ; চাটু–ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, –ষিণী।

চাটুয্যে—চট্টোপাধ্যায় (তাহা দেখ)।

চাটুবটু—চাটুপটু দেখ।

চাটুবাদ—প্রিয়বাক্য ; খোসামুদে কথা, তোষা-মোদপূর্ণ বচন। চাটুপূর্ণ যে বাদ (বাক্য), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চাটুবাদিনী—চাটুভাষিণী (তাহা দেখ)। চাটু-বাদী দেখ। চাটুবাদিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চাটুবাদী (–বাদিন্)—চাটুভাষী, অতিপ্রিয়-বাদী, চাটুকার, খোসামুদিয়া। চাটু বদে (বলে) যে এই বাক্যে উপ ; চাটু–বদ+ ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী চাটুবাদিনী।

চাটূক্তি—চাটুবাদ, প্রিয়বাক্য ; মিথ্যা স্তুতি-বাক্য, মন যোগান কথা, খোসামুদে কথা ; চাটুপূর্ণা যে উক্তি, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চাড়—চাওড়, আগ্রহ, গরজ, চেষ্টা, যত্ন ; উত্তোলনার্থে নিম্নে বলপ্রয়োগ, চাড়া। দেশজ। সং।

চাড়া—উত্তোলনার্থে বলপ্রয়োগ, চাড় ; উপর দিকে ঠেলা,উত্তোলন ; অবলম্বন, ঠেকনো, খুঁটি। দেশজ। সং।

চাণক্য—কূট-রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত। কৌটিল্য, বিষ্ণুশর্ম্মা, বিষ্ণুগুপ্ত নামেও ইনি পরিচিত। ইনি তক্ষশীলায় জন্মগ্রহণ করেন। মহাবংশ পাঠে জানা যায়, চাণক্য বাল্যাবস্থায় পিতৃহীন হইয়া জননীকর্তৃক পালিত হন। ইনি দেখিতে অতি কদাকার ও দন্তুর ছিলেন। দন্তুর সন্তান কদাচিৎ মাতৃভক্ত হয়, এই আশঙ্কায় চাণক্য আপনার সম্মুখের দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে তক্ষ-শীলাই বিদ্যালোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। চাণক্য অল্পবয়সেই স্বীয় প্রতিভাবলে সর্ব্ব-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা কখনও সচ্ছল ছিল না। মাতৃবিয়োগের পর ইনি ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত রাজধানী পাটলী-পুত্র নগরে আগমন করেন। তখন শিশুনাগবংশীয় ধনানন্দ ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট্। প্রতি বৎসর পাটলীপুত্রের পণ্ডিতবর্গ রাজাজ্ঞায় রাজনীতি ও বিদ্যা-লোচনার জন্য রাজধানীতে সমবেত হইতেন। চাণক্য এই সভায় গিয়া বিনা আহ্বানেই এবং প্রতিবাদসত্ত্বেও প্রধান পণ্ডিতের আসন অধিকার করিয়া বসিলেন। রাজা ও পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ সাহসে প্রধান পণ্ডিতের আসন অধিকার করিয়াছ ?'' দাম্ভিক চাণক্য উত্তর করিলেন, "আমা অপেক্ষা প্রধান পণ্ডিত এ সভায় কে আছে ? যদি কেহ আপনাকে আমা অপেক্ষা বিদ্বান্ মনে করেন, তবে তিনি আমাকে তর্কে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হউন।''

কদাকার ও মলিন বেশ দেখিয়া সভাস্থ সকলেই ইঁহাকে বাতুল বলিয়া মনে করি-লেন। রাজাও সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চাণক্যকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ চাণক্য যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ-সন্তান হই, তাহা হইলে এই অব-মাননার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব—আমি নন্দবংশ ধ্বংস করিব।''

অতঃপর কি উপায়ে প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা যায়, চাণক্য তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন। তিনি অবস্থাহীন ক্ষত্রিয় রাজ-বংশসম্ভূত একটী বালককে প্রতিপালন করিয়া স্বীয় কূটনীতিতে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই বালক সেরূপ প্রতিভাবান্ নহে দেখিয়া মনোমত অপর বালকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সুযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রগুপ্তের সহিত দেখা হইল ; তাঁহাকে নিজের কূট রাজনীতিতে দীক্ষিত করিয়া উপযুক্ত করিলেন। অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন দান করেন।

চাণক্য যে মহাপণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ছিলেন, তাহা তাঁহার সঙ্কলিত "চাণক্য শ্লোক" নামক শ্লোকগুলিতেই বুঝিতে পারা যায়।

চাণক্য প্রণীত গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, যুগধর্ম্মানুসারে ইনি সম্পূর্ণ নাস্তিক ছিলেন। ইঁহার কোন রচনাতেই ঈশ্বর-বাদের উল্লেখ নাই।

চণক শব্দ (মুনিবিশেষ)+ষ্য অপ-ত্যার্থে। সং; পু। ইহাতে বোধ হয়, চাণক্য চণকমুনির পুত্র বা তদ্বংশীয় ছিলেন।

চাণক্যশ্লোক—চাণক্যপ্রণীত বা সংগৃহীত অষ্টো-ত্তর শত শ্লোক। এই শ্লোকগুলি সুগভীর নীতিপূর্ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চাণূর, চানূর—অনৈক দৈত্য, মথুরেশ কংসাসু-রের মল্ল ; কংসের ধনুর্যজ্ঞ সময়ে এই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। চণ বা চন+ উরণ্ ক। সং ; পু।

চাণ্ডাল—নিষাদ, চাণ্ডাল। চণ্ডাল+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু। স্ত্রী চাণ্ডালী।

চাতক—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী। চত (যাচ্ঞা করা)+ণক ক, যে (মেঘের নিকট জল) যাচ্ঞা করে ; এইরূপ কবিসময়প্রসিদ্ধি আছে যে, চাতকেরা মেঘাম্বু পান করে, কদাচ অন্য বারি পান করে না, সুতরাং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলের প্রত্যাশায় মেঘের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে [কবি-সময়প্রসিদ্ধি দেখ]। সং ; পু।

চাতর—১। চত্বর ; প্রসর, পরিসর, আয়তন ; তড়াগাদির জলায়তন। চত্বর শব্দজ। ২। চাতুরী, কৌশল, ফন্দি, ফাঁদ ; মায়া, কুহক। চতুর শব্দজ। ৩। হট্ট, হাট, বাজার ; হাটবাজারের জনাকীর্ণ স্থান, চক। প্রা, ক। সং।

চাতাল—গৃহের সম্মুখস্থ বা সমীপস্থ অবেষ্টিত বা অনাবৃত স্থান ; দালান, দরদালান ; বৈঠক খানা ; বারান্দা, দাওয়া, পিঁড়ে ; সোপানা-বলীর উপরিস্থ চত্বর ; পাকা শান। দেশজ। সং।

চাতুর—১। চতুর্জনবাহী শকট। চতুর্ (চারি) +ষ্ণ। ২। চাতুর্য্য, চতুরতা। চতুর+ষ্ণ ভাবে। সং ; স্ত্রী।

চাতুরাশ্রম্য—ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের ধর্ম্ম। চতুরাশ্রম+ষ্য। সং ; স্ত্রী।

চাতুরিকা—চতুরতা, চাতুর্য্য। চাতুরী+কণ্ স্বার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চাতুরী—চতুরতা ; চাতুর্য্য ; দুষ্ট কৌশল। চতুর+ষ্ণ ভাবে+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

চাতুর্দ্দশ—চতুর্দ্দশীভব, চতুর্দ্দশীসম্ভূত। চতুর্দ্দশী +ষ্ণ ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

চাতুর্ভৌতিক—চতুর্ভূত (আকাশেতর চারি ভূত) হইতে উৎপন্ন। চতুর্ (চারি) যে ভূত সে চতুর্ভূত, কর্ম্মধা ; চতুর্ভূত+ষ্ণিক ভবার্থে। [ন্যায়, চার্ব্বাক ও বৃহস্পতি মতে আকাশরূপ উপাদানের অনাবশ্যকতা হেতু দেহাদি চাতুর্ভৌতিক]। বিণ ; ত্রি।

চাতুর্মাস—চারি মাসে জাত। চতুর্ (চারি) যে মাস সে চতুর্মাস, কর্ম্মধা ; চতুর্মাস+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চাতুর্মাসী।

চাতুর্ম্মাসিক—চারিমাস ব্যাপী (ব্রহ্মচর্য্যাদি)। চতুর্ (চারি) যে মাস সে চতুর্ম্মাস, কর্ম্মধা ; চতুর্ম্মাস+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–কী।

চাতুর্মাস্য—চারিমাস-সাধ্য ব্রতবিশেষ। এই ব্রত আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বাদশী বা পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে সমাপ্ত করিতে হয়। চতুর্ (চারি) যে মাস সে চতুর্মাস, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে ষ্য। সং ; ক্লী।

চাতুর্য্য—সুষ্ঠ কৌশল ; চতুরতা, চাতুরী। চতুর +ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

চাতুর্য্যপ্রিয়—যে চতুরতা ভালবাসে। চাতুর্য্য প্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —প্রিয়া।

চাতুর্ব্বর্ণ্য—১। ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়। চতুর্ব্বর্ণ +ষ্য স্বার্থে। ২। ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্ণ+ষ্য ইদমর্থে। সং; ক্লী। ৩। ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি-সম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

চাতুর্বিদ্য—বেদচতুষ্টয়াভিজ্ঞ। চতুর্বিদ্যা+ষ্য জ্ঞাতার্থে বা অধ্যয়নার্থে। বিণ ; ত্রি।

চাণ্ডাল—চণ্ডাল। চণ্ডাল+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু।

চাদর—উত্তরীয়, দোছুট, উড়ানি, ফোতা ; আচ্ছাদন বস্ত্র ; তদাকার যে কোন চেটাল বস্তু। দেশজ। সং।

চান—১। চাহেন। দেশজ। ক্রি। ২। স্নান, নাওয়া, অবগাহন। স্নান শব্দের অপভ্রংশ।

চানক—চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া। চন্দ্রক শব্দজ। সং।

চানকান—সামান্য ভাজিয়া লওয়া ; গরম করা ; উত্তেজিত করা ; রঙ্গ মাখাইয়া উজ্জ্বল করা, বার্ণিশ করা। দেশজ। ক্রি।

চানা—ছোলাশস্য, বুট। হিন্দী। সং।

চানূর—চাণূর দেখ।

চান্দ—চাঁদ, চন্দ্র। প্রা, ক। [প্রা, ক।

চান্দ-উপোরি—চন্দ্রসমুজ্জ্বল, চন্দ্রশোভিত।

চান্দড়—সর্পবিষঘ্ন দ্রব্যবিশেষ। প্রা, ক।

চান্দনিক—চন্দননির্ম্মিত ; চন্দনচর্চ্চিত। চন্দন +ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চান্দনিকী।

চান্দনিয়া—চন্দ্রিকাযুক্ত, জ্যোৎস্নাময়। ক, প্র। বিণ। [প্রা, ক।

চান্দনী—চাঁদনী, চন্দ্রিকাযুক্তা, জ্যোৎস্নাময়ী।

চান্দা—১। সংগৃহীত চাঁদা ; চাঁদা মাছ। ২। চাঁদ, চন্দ্র। প্রা, ক। ৩। চন্দ্রক ; চুমকি, চাঁদোয়া। চন্দ্রক শব্দের অপভ্রংশ। সং।

চান্দ্র—১। চন্দ্রকান্তমণি ; ত্রিংশৎ তিথিঘটিত মাস। সং ; পু। ২। চান্দ্রায়ণ ব্রত ; ব্যাকরণবিশেষ। সং ; ক্লী। ৩। চন্দ্র-সম্বন্ধীয় ; চন্দ্রঘটিত ; চান্দ্রব্যাকরণাধ্যায়ী। চন্দ্র+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চান্দ্রী।

চান্দ্রমস—১। মৃগশিরা নক্ষত্র। সং ; ক্লী। ২। চন্দ্রসম্বন্ধীয়। চন্দ্রমস্ শব্দ (চন্দ্র)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চান্দ্রমসী।

চান্দ্রমাস—ত্রিংশৎ তিথিঘটিত মাস। কর্ম্মধা। সং ; পু। চান্দ্রমাস দ্বিবিধ—মুখ্য চান্দ্র ও গৌণ চান্দ্র। অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস গণিত হয় উহা মুখ্য চান্দ্রমাস ; আর কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস গণিত হয় উহা গৌণ চান্দ্রমাস।

চান্দ্রায়ণ—চন্দ্রব্রত, শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রত্যহ ভোজননিয়মরূপ ব্রত ; প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। চন্দ্র+আয়ন। সং ; পু বা ক্লী। [চান্দ্রায়ণ চারি প্রকার ; যথা—পিপীলিকামধ্য, যবমধ্য, যতিচান্দ্রায়ণ এবং শিশুচান্দ্রায়ণ। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক গ্রাস অন্ন কমাইয়া অমাবস্যার দিন উপবাস করিবে, এবং শুক্লপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এক এক গ্রাস অন্ন বাড়াইয়া ভক্ষণ করিবে, এবং ত্রিকালস্নায়ী হইবে। ইহাই পিপীলিকামধ্য। শুক্লপক্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষে ব্রত শেষ করিলে তাহাকে যবমধ্য বলা যায়। সংযতভাবে মধ্যাহ্ন কালে ৮ গ্রাস করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে তাহাকে যতি-চান্দ্রায়ণ বলে। আর শিশুচান্দ্রায়ণে প্রাতঃ কালে চারি গ্রাস, এবং সূর্য্যাস্ত কালে চারি গ্রাস অন্ন ভোজন করিতে হয়। অধুনা চান্দ্রায়ণ ব্রতে অসমর্থ ব্যক্তি ৭॥০ ধেনুমূল্য ২২॥০ কাহন কড়ি বা তন্মূল্য দান করিয়া থাকে]।

চান্দ্রায়ণিক—চান্দ্রায়ণব্রত-বিষয়ক ; চান্দ্রায়ণ-ব্রতকারী ; চান্দ্রায়ণব্রতে দীক্ষিত। চান্দ্রায়ণ +ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চান্দ্রায়ণিকী।

চান্দ্রী—১। চন্দ্রসম্বন্ধীয়া, ইত্যাদি। চান্দ্র দেখ। চান্দ্র+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জ্যোৎস্না ; চন্দ্রপত্নী। সং ; স্ত্রী।

চাপ—১। ধনুক ; বৃত্তপরিধির যে কোন অংশকে চাপ বা ধনু বলে। চপ+ঘঞ্ ণ। সং ; পু বা ক্লী। ২। ভার, চাপিয়া ধরা (Pressure)। দেশজ। ৩। খণ্ড। সং।

চাপকান—আজানুলম্বিত ঢিলা জামাবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

চাপট—চাপ, ধাপট। দেশজ। সং।

চাপটা, চেপটা—চেটাল ; পিষ্ট, পেষিত। দেশজ। বিণ।

চাপটান—চেপটা করা ; পিষিয়া ফেলা। দেশজ। ক্রি।

চাপটিল—চেপটা করিল, পিষিয়া ফেলিল ; নিপীড়িত করিল। প্রা, ক। ক্রি।

চাপড়—চড়, তলপ্রহার, থাবড়া। দেশজ। সং।

চাপড়া, চাবড়া—মৃত্তিকাদির মোটা চাকলা। দেশজ। সং।

চাপড়ান—ধীরে ধীরে চাপড় মারা, চড়ান, থাবড়ান। দেশজ। ক্রি।

চাপদণ্ড—পিচকারীর ন্যায় জলের উর্দ্ধগমন ও অধোগমন সম্পাদক দণ্ড। দেশজ। সং।

চাপদাড়ী—মুখ আবৃত করিয়া ঘনদাড়ী। সং।

চাপন—চাপপ্রয়োগ, চাপ, ঠেল, ঠাস ; পীড়ন ; আরোহণ; আক্রমণ। দেশজ। সং;

চাপরাস—পদপরিচায়ক চিহ্ন দ্রব্য, তক্‌মা। বৈদেশিক। সং। [বৈদেশিক। সং।

চাপরাসী—চাপরাসধারী, আর্দ্দালী, পেয়াদা।

চাপল, চাপল্য—চপলতা, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ; অনবস্থিতি ; অবিমৃষ্যকারিতা; প্রগল্‌ভতা; ঔদ্ধত্য। চপল+ষ্ণ, ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

চাপা—১। চাপন, চাপপ্রয়োগ ; ঠাসন, ঠেসন ; চাপপ্রয়োগের বস্তু, যাহা দিয়া চাপিয়া রাখা যায়, ভারী দ্রব্য ; আচ্ছাদন, ঢাকা, গোপন, লুকায়ন। সং। ২। চাপ-যুক্ত ; ঠাস, গাদা ; আচ্ছাদিত, ঢাকা, লুক্কায়িত ; অসরলভাষী, সংযতবাক্, যে সব কথা খুলিয়া বলে না ; আংশিকভাবে রুদ্ধ বা সংবৃত। বিণ। ৩। চাপ দেওয়া, ঠাসা, গাদা ; আচ্ছাদন করা, ঢাকা, গোপন করা, সব কথা না বলা। দেশজ। ক্রি।

চাপাচাপি—উপরি উপরি স্থাপন, ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি ; পীড়াপীড়ি, পীড়ন ; অতিরিক্ত ; ঢাকাঢাকি। দেশজ। [দেশজ। সং।

চাপাটি—হাতে চাপড়ান মোটা রুটি।

চাপাদার—যে বেপারীর মাল পাল্লায় চাপাইয়া ওজন করিয়া অন্য বেপারীকে দেয়। সং।

চাপান—১। চাপ দেওয়া ; চাপপ্রয়োগ করা ; ভার তুলিয়া দেওয়া ; আরোহণ করান, আরোপিত করা। ক্রি। ২। আরোপ বা আরোপণ ; আরোপিত বস্তু বা বিষয় ; উত্তরদানের নিমিত্ত প্রতিপক্ষের উপর আরোপিত প্রশ্ন। দেশজ। সং।

চাপী (চাপিন্)—চাপধারী, ধনুর্দ্ধর। চাপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং বা বিণ। [দেশজ। ক্রি।

চাবকান—চাবুক মারা, কশাঘাত করা।

চাবড়া—চাপড়া দেখ।

চাবি—তালা খুলিবার যন্ত্র, কুঞ্চিকা, ছোড়ান (Key)। দেশজ। সং।

চাবুক—কশা, প্রতোদ, বেত। বৈদেশিক। সং।

চাম—চামড়া, ত্বক্, ছাল, খাল। চর্ম্ম শব্দের অপভ্রংশ। [বৈদেশিক। সং।

চামচ, চামচে—চমস, ছোট হাতা ; কুশী।

চামচিকা—বাদুড় জাতীয় ক্ষুদ্র জন্তুবিশেষ। চর্ম্মচটিকা শব্দের অপভ্রংশ।

চামচে—চামচ দেখ।

চামড়া—চাম, ত্বক্, ছাল, খাল। দেশজ। সং।

চামর—১। বালব্যজন, চমরীপুচ্ছনির্ম্মিত এক প্রকার ব্যজন। চমর+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ। সং ; ক্লী।

চামরী (চামরিন্)—১। চামরবিশিষ্ট। চামর +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী চামরিণী। ২। ঘোটক, অশ্ব। সং ; পু। [স্ত্রী।

চামরী—বালব্যজন, চামর। চামর+ঈপ্। সং ;

চামলী—চামেলী ফুল। প্রা, ক।

চামসা, চামসে (চামসিন্)—কাঁচা চামের মত দুর্গন্ধ। দেশজ। বিণ।

চামাটি, চামাতি—চর্ম্মফলক, ক্ষুর শাণ দিবার চর্ম্মখণ্ড; চর্ম্মরজ্জু, চর্ম্মময় হস্তপদ-বন্ধনী। দেশজ। সং।

চামার—চর্ম্মকার, মুচি; [তত্তুল্য] হৃদয়হীন, নৃশংস; নীচাশয়; অতি কৃপণ। চর্ম্মার শব্দের অপভ্রংশ। [সং; পু।

চামীকর—স্বর্ণ। চমীকর (স্বর্ণখনি)+ষ্ণ ভবার্থে।

চামুণ্ডা—দুর্গা। চণ্ড (অসুরবিশেষ) ও মুণ্ড (অসুরবিশেষ), তদুভয়ে আপ্; দেবী-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, ভগবতী চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে আক্রমণ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া লোকে 'চামুণ্ডা' নামে খ্যাতা হন। সং; স্ত্রী।

চামেলি, চামেলী—অতি সুগন্ধি ক্ষুদ্র পুষ্প-বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

চায়েন—১। চাঙ্গা, রোগমুক্ত। বিণ। ২। আরাম, আয়েশ, স্বস্তি। বৈদেশিক। সং। ৩। চান, চাহেন। দেশজ। ক্রি।

চার—১। কৃত্রিম বিষ। চর (বধ করা)+ঘঞ্ ক। সং; ক্লী। ২। গতি; বন্ধন। চর (গমন করা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। ৩। জেলখানা; বন্ধনালয়। চর+ঘঞ্ অধি। ৪। চর, গুপ্তদূত, প্রণিধি। চর শব্দ (গুপ্ত দূত)+ক স্বার্থে। সং; পু। ৫। ছিপে মাছ ধরিবার সময়ে জলে নিক্ষিপ্ত তদাকর্ষক বস্তু। সং। ৬। চারি (৪)। সং বা বিণ। দেশজ। ৭। চারা, উপায়, প্রতীকার। বৈদেশিক। সং।

চারক—১। যে চরায় বা চালায়, চালক; পশু চালক, রাখাল। চারি (গমন করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চারিকা। ২। গতি; বন্ধনালয়, জেলখানা; বন্ধ; পিয়াল গাছ। চার+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

চারখানা—১। চারিখণ্ড; চতুষ্টয়। দেশজ। ২। চৌখুপি; চেকদার চৌখুপি গাত্রবস্ত্র। হিন্দী।

চারচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—রাজা। চার (চর) হইয়াছে চক্ষুঃ যাহার, বহু। সং; পু।

চারণ—১। নট, ভাট, বন্দী প্রভৃতির কর্ম্ম। চরণ+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। লইয়া যাওয়া, মাঠে লইয়া আহার করান, চরান। ণিজন্ত চর (=চারি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। নট; ধূর্ত্ত; ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠক; স্তুতি-পাঠক, বন্দী; ভাট; দেবযোনিবিশেষ। ......+অন ক। সং; পু।

চারপথ—রাজপথ। চারার্থ যে পথ, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চারপাই, চারপাইয়া—চতুষ্পদ খট্বা, খাটিয়া, খাট। হিন্দী। সং।

চারভট—মৎস্যবিশেষ; বীর। চারগণের মধ্যে ভট, ৭তৎ। সং; পু।

চারবায়ু—গ্রীষ্মকালের বাতাস। চারসাধক (গমন-সম্পাদক) যে বায়ু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চারা—১। খাদ্য, খোরাক, দানা; পশুখাদ্য। হিন্দী। ২। বৃক্ষশিশু, ছোটগাছ; মৎস্য-শিশু, ছানামাছ। দেশজ। ৩। উপায়, প্রতীকার। বৈদেশিক। সং। ৪। অল্প বয়স্ক, শিশু, ছোট। দেশজ। বিণ।

চারান—সঞ্চারিত করা, নাড়ান, স্থানান্তরিত করা; ছড়ান, বিক্ষিপ্ত করা; অনেকের উপর ফেলা বা ধরা, বণ্টন করা; বপন করা, রোপণ করা। দেশজ। ক্রি।

চারি—চতুঃসংখ্যা, ৪। দেশজ।

চারিত—যাহাকে চরান হইয়াছে, চালিত। ণিজন্ত চর=চারি (গমন করান)+ক্ত ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চারিতা।

চারিত্র—স্বভাব, চরিত্র; দুষ্টচরিত্র। চরিত্র শব্দ +ষ্ণ স্বার্থে; অথবা চর (আচরণ করা) +ণিত্রন্ ভা। সং; ক্লী।

চারিভিত—চতুষ্পার্শ্ব, চারিধার, চতুর্দ্দিক। দেশজ। সং।

চারিমা (চারিমন্)—চারুতা, মনোহারিতা, সৌন্দর্য্য। চারুর ভাব এই অর্থে চারু (সুন্দর)+ইমন্। সং; পু।

চারী (চারিন্)—বিচরণকারী, সঞ্চরণকারী। চর্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী চারিণী।

চারী—নৃত্যাঙ্গবিশেষ। সং; স্ত্রী।

চারু—১। অসামান্য; অসাধারণ; সুদৃশ্য; সুন্দর; মনোহর; সম্যক্। চর+ঞুণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চার্ব্বী। ২। মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত পানীয়-বিশেষ। সং।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যিক। বাং ১২৮৫ সালের ২৫শে আশ্বিন (ইং ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসে) মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচল গ্রামের রাজবাটীতে চারুচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম মুক্তকেশী দেবী। মুক্তকেশী চাঁচলের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরীর ভাগিনেয়ী।

চারুচন্দ্র ইং ১৮৯৯ সালে বি, এ পাস করেন। ইঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা "বঙ্কিম প্রসঙ্গ" এবং "মেঘদূত", "মাঘ" প্রভৃতি সংস্কৃতকাব্যের সমালোচনা তদানীন্তন "আলো" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, এবং "সাহিত্যের" ন্যায় কঠোর সমালোচন পত্রেও বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। ইহার পর কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে চারুবাবুর গদ্য পদ্য রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। এইরূপে অতি অল্পবয়সেই ইনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক-গণের পরিচিত ও স্নেহভাজন হইয়া উঠেন।

বাং ১৩০৮ সালে "ভারতী" পত্রিকায় ইঁহার লিখিত লিপিসৃষ্টির ইতিহাস প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধ দেখিয়া ভারতীর তদানীন্তনী সম্পাদিকা সরলা দেবী চারু-বাবুকে ডাকিয়া ভারতী সম্পাদনে সহ-কারিতা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিছু দিন পরেই চারুবাবুর হস্তে সম্পূর্ণ সম্পাদন ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিজে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। চারুবাবু এত দিন সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা একদিন "সরমের কথা" নামক গল্প লিখিয়া গল্প-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই গল্প বাং ১৩০৯ সালে "প্রবাসী" পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইনি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে এক কর্ম্ম গ্রহণ করেন। উক্ত প্রেসের মালিক চারুবাবুর কর্ম্মপটুতায় এত দূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিন বৎসরেই ইঁহার বেতন ১০০৲ টাকা করিয়া দেন। এই সময়ে ইঁহার সম্পাদিত "কাদম্বরী" মুদ্রিত হয়, এবং পরে ছোট গল্পের বহি "পুষ্পপাত্র" ও "সওগাত" ছাপা হয়। আবার ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতেও ক্রমান্বয়ে ইঁহার "মহাভারত", "রবিন্সন ক্রুশো", "ঈশপের গল্প", "পারস্য উপন্যাস", "বিষ্ণু পুরাণ", "ভাতের জন্ম কথা" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

বাং ১৩১৬ সালে রামানন্দবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িলে চারুবাবুকে মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীপত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে মনোনীত করেন। চারুবাবু ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিকের সম্মতি লইয়া ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করত কলিকাতায় আসেন, এবং তদবধি ইং ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মেই প্রবৃত্ত ছিলেন। অতঃপর গুণগ্রাহী স্বর্গীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চারুবাবুকে ডাকিয়া নবপ্রবর্ত্তিত বাঙ্গালা এম, এ অধ্যাপনার ভার প্রদান করেন। চারুবাবু রামানন্দ বাবুর সম্মতিক্রমে তাঁহার কার্য্য ব্যতিরিক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। এক্ষণে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াছেন।

এতাদৃশ বহুতর শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও চারুবাবু অন্যান্য অনেক পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-সমূহ ব্যতীত ইঁহার নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিও

দেখিতে পাওয়া যায়,—রত্নাবলী, আগুনের ফুলকি, ধূপছায়া, চাঁদমালা, বরণডালা, কনকচূর, মণিমঞ্জীর, স্রোতের ফুল, দুইতার, হেরফের, পঙ্কতিলক, আলোক-লতা, বিয়ের ফুল, দোটানা, মুক্তিস্নান, চোরকাঁটা, যমুনাপুলিনের ভিখারিণী, সর্ব্বনাশের নেশা, রাবেয়া, বারণ, জোড়-বিজোড়, রূপের ফাঁদ, নষ্টচন্দ্র, হাইফেন, ধোকার টাটি, মন না মতি, জয়শ্রী, নোঙর-ছেঁড়া নৌকা, অদর্শনা, যা নয় তাই, বেদবাণী, ইত্যাদি। এক্ষণে চারু বাবু কবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন; উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। কবিকঙ্কণ ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য চারুবাবু আবিষ্কার করিয়াছেন। বহু প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকের টীকাও ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। এবিষয়ে ইনি একপ্রকার অগ্রণী।

চারুতা—সুদৃশ্যতা; সৌন্দর্য্য; মনোহারিত্ব। চারু+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

চারুতানিদান—মনোহরত্বের আদিকারণ, সৌন্দর্য্যের মূল হেতু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চারুধারা—ইন্দ্রপত্নী শচী। সং; স্ত্রী।

চারুনেত্রা—১। সুলোচনা, মনোহর নয়ন বিশিষ্টা, মৃগনয়না। চারু নেত্র যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরো বিশেষ। সং; স্ত্রী।

চারুলোচন—১। মনোহর নয়নবিশিষ্ট; সুলোচন। চারু লোচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চারুলোচনা। ২। মৃগ, হরিণ। সং; পু।

চারুবক্ত্র—১। সুন্দর-বদনবিশিষ্ট, সুমুখ। চারু বক্ত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বক্ত্রা। ২। কুমারের অনুচর। সং; পু। ৩। সুন্দর বদন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চারুব্রত—১। সুন্দর নিয়ম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। উৎকৃষ্ট নিয়মধারক। চারু হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চারুব্রতা।

চারুশিলা—সুন্দর প্রস্তর; মণিপ্রভৃতি। চারু যে শিলা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চারুশীল—সচ্চরিত্র; সুশীল, সৎস্বভাব। চারু হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চারুশীলা।

চারুহাসী (—হাসিন্)—মনোহর হাস্যকারী। চারু—হস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—সিনী।

চার্চ্চিকা—শরীরে চন্দনাদি বিলেপন। চর্চ্চ (বলা, ইত্যাদি)+ণক ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, তদুত্তরে ক্য। সং; ক্লী। [ইং (charge)। সং।

চার্জ—নিয়োগ; অভিযোগ; হিসাব নিকাস।

চার্ম্ম—১। চর্ম্মসম্বন্ধীয়; চর্ম্মাচ্ছাদিত। চর্ম্মন্+ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চার্ম্মী। ২। চর্ম্মাচ্ছাদিত রথ। সং; পু।

চার্ম্মণ—চর্ম্মসমূহ। চর্ম্মণ্+ক সমূহার্থে। সং; ক্লী।

চার্ম্মিক—চর্ম্মদ্বারা রচিত, চর্ম্মনির্ম্মিত। চর্ম্মন্+ষ্ণিক "তদ্দ্বারা কৃত" অর্থে। বিণ; ত্রি।

চার্ব্বাক—১। জনৈক নাস্তিক-মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার মতে, "সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই; পরলোক নাই; সুখই পরম পুরুষার্থ, প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ; পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি হইতে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, ইত্যাদি"। কথিত আছে যে, বৃহস্পতি এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক; চার্ব্বাক্ বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট এই মত প্রাপ্ত হন। চারু (সুন্দর) হইয়াছে বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। সং; পু। গ্রীক Epicure।

২। জনৈক রাক্ষস। এই রাক্ষস কৌরবগণের পক্ষাবলম্বী ও পাণ্ডবদিগের বিপক্ষ ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরাদি যৎকালে ব্রাহ্মণগণসহ হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেন, তৎকালে চার্ব্বাক্ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করে। পরে ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত পাইয়া ইহাকে ভস্মীভূত করেন।

চার্ব্বাক-দর্শন—চার্ব্বাক্ প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। এই শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে,—যতদিন জীবন ধারণ করা যায়, ততদিন আপনার সুখের চেষ্টা করা বিধেয়। কারণ সকলকেই এক দিন কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এবং মৃত্যুর পর এই দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সুতরাং পারলৌকিক সুখলাভের প্রত্যাশায় ধর্ম্মোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে আত্মাকে ক্লেশ প্রদান করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। যে দেহ একবার ভস্মীভূত হয়, তাহার পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব। এই স্থূল দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত অন্য কোন আত্মা নাই। ক্ষিতি, জল, বহ্নি ও বায়ু এই চারি ভূতের সম্মিলনে দেহের উৎপত্তি। যেমন পীতবর্ণ হরিদ্রা ও শুভ্রবর্ণ চূর্ণের সংমিশ্রণে রক্তিমার উদ্ভব হয় অথবা যেমন মাদকতাশূন্য গুড় তণ্ডুলাদি হইতে সুরা প্রস্তুত হইলে উহা মাদকগুণযুক্ত হয়, সেইরূপ দেহের উৎপত্তি হইলেই তাহাতে স্বভাবতঃ চৈতন্যের বিকাশ হয়। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। উপাদেয় খাদ্য ভোজন, উত্তম বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। এই সকল সুখের সহিত দুঃখভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু সে দুঃখে আস্থা প্রদর্শন না করিয়া তদ্যথাযথ সুখই উপভোগ করা কর্ত্তব্য, দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা অনুচিত। কণ্টক শল্কাদিপূর্ণ বলিয়া কে মৎস্যভক্ষণে পরাঙ্মুখ হয়? তুষদ্বারা আবৃত বলিয়া কি কেহ ধান্যকে পরিত্যাগ করে।

প্রতারক ধূর্ত্ত পণ্ডিতগণ আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরলোক ও স্বর্গনরকাদির কল্পনা করিয়া জনসমাজকে বৃথা ভীত এবং অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, দণ্ডধারণ, ভস্মলেপন প্রভৃতি বুদ্ধি ও পুরুষকারশূন্য ব্যক্তিবৃন্দের উপজীবিকামাত্র। প্রতারক শাস্ত্রকারেরা বলে, যজ্ঞে যে জীবকে বলি প্রদান করা যায়, সেই জীবের স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। উত্তম, কিন্তু তবে তাহারা আপন আপন মাতাপিতাকে বলি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গলাভের অধিকারী করে না কেন? তাহা না করিয়া আপনাদের রসনা তৃপ্তির জন্য ছাগাদি অসহায় পশুকে বলি দেয় কেন? এরূপে মাতাপিতাকে স্বর্গগামী করাইতে পারিলে তজ্জন্য আর শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন হয় না। শ্রাদ্ধও ধূর্ত্তদিগের কল্পনা। শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃতব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় না দিয়া তাহার উদ্দেশ্যে বাটীতে কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই ত তাহার তৃপ্তি হইতে পারে। আর প্রাঙ্গণে শ্রাদ্ধ করিলে যখন ত্রিতলোপরিস্থ ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন বহু উচ্চস্থিত স্বর্গবাসীর শ্রাদ্ধদ্বারা কিরূপে তৃপ্তি হইবে? সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কেবল অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোকের রচিত। "অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি ব্যবস্থা ভণ্ডের রচিত। স্বর্গনরকাদি ধূর্ত্তের কল্পিত আর পশুবধ ও মাংসাদি নিবেদনের বিধি রাক্ষস প্রণীত। সুতরাং এই বৃথা-কল্পিত শাস্ত্রে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না।

এই দেহ ভস্মীভূত হইলে তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই। অতএব

"যাবজ্জীবং সুখং জীবেদ্
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, ততদিন সুখে কালহরণ করাই কর্ত্তব্য। ঋণজন্য ঋণ করিয়াও ঘৃতাদি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য ভোজনে পশ্চাৎপদ হইবে না। এই শরীর ব্যতীত আর কোন আত্মা নাই। যদি থাকিত, এবং যদি তাহার দেহান্তর গ্রহণের ক্ষমতা থাকিত, তবে সে বন্ধু স্বজনের স্নেহে বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার ঐ দেহেই প্রবেশ করে না কি জন্য? অতএব দেখা যাইতেছে,

বেদ, শাস্ত্র সকলই অপ্রামাণ্য ; পরলোক, স্বর্গ, মুক্তি সকলই অবাস্তব ; অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমস্তই নিষ্ফল।

চার্ব্বী—১। সুন্দরী ; মনোহারিণী। চারু দেখ ; চারু+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মনোহারিণী স্ত্রী ; জ্যোৎস্না ; বুদ্ধি ; কুবেরপত্নী। সং ; স্ত্রী।

চাল—১। গৃহাচ্ছাদন ; ছাদ। চল (গমন করা) +ণ ক। সং ; পু। ২। তণ্ডুল, চাউল ; চলন, ধারা, প্রথা, রীতি, রেওয়াজ ; দাবাক্রীড়াদিতে গুটিকার চালন ; [তাহা হইতে] ফন্দি, কৌশল, কারসাজি, চাতুরী, ছল, কপট, কলা। দেশজ। সং।

চালক—চালনকর্ত্তা ; নেতা। চালি (চালান) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চালিকা।

চালচলন—ভাবভঙ্গি ; ধরণধারণ ; আচার-ব্যবহার ; রীতিনীতি। দেশজ। সং।

চালতা, চালদা—অন্তঃকুসুম কষায়াম্ল গোলাকার ফলবিশেষ। দেশজ। সং।

চালন—১। চালান ; স্থানান্তরিতকরণ, এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া। চালি (চালান)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। চালনী। দেশজ।

চালনা—চালন, চালনী ; আন্দোলন ; অনুশীলন, চর্চ্চা। ণিজন্ত চল=চালি (চালান) +অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

চালনী—শস্যাদি চালিবার জন্য বহু ছিদ্রবিশিষ্ট একপ্রকার পাত্র। চালি (চালান)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চালনী ন্যায়—ন্যায় দেখ।

চালবাজ—ফন্দিবাজ, কূটকৌশলী। দেশজ। বিণ। [দেশজ। সং।

চালবাজি,—বাজী—ফন্দিবাজি, কূটকৌশল। চালশা, চালশে—৪০ বৎসর বয়স ; ঐ বয়সে চক্ষের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস। দেশজ। সং।

চালা—১। চালন, চালিত করণ ; স্থানান্তরিত করণ ; খননপূর্ব্বক নাড়ন ; চালনীতে ঝাড়ন। সং। ২। চালিত করা, স্থানান্তরিত করা ; খননপূর্ব্বক নাড়াচাড়া করা ; চালনীতে নাড়া বা ছাঁকা। দেশজ। ক্রি। ৩। ছোট খড়ো ঘর, কুঁড়ে ঘর। দেশজ। সং।

চালাক—চতুর, বুদ্ধিমান্ ; কার্য্যপটু, দক্ষ ; ক্ষিপ্রকারী, চটপটে ; অথবা অধিকবাক্যপ্রিয়, বাচাল। দেশজ। বিণ।

চালাকি, চালাকী—চালাকের ভাব (সকল অর্থে)। দেশজ। সং।

চালান—১। চালিত বা স্থানান্তরিত করণ, নাড়ন ; প্রচলিত করণ, অন্যের দ্বারা গ্রহণ করান ; স্থানান্তরে প্রেরণ, রপ্তানি ; প্রেরিত মালের জাব বা ফর্দ্দ ; প্রেরিত অর্থের জাব। সং। ২। চালিত করা, স্থানান্তরিত করা, স্থানান্তরে প্রেরণ করা কাটান, কাটতি করা ; প্রচলিত করা অন্যের দ্বারা গ্রহণ করান. দেশজ। ক্রি।

চালানি, চালানী—চালান দেওয়া সংক্রান্ত রপ্তানিঘটিত ; প্রেরিত। দেশজ। বিণ।

চালি, চালী—নৌকার বাঁশের পাটাতন ; ছোট মাচান ; ছোট চাল ; নূতন প্রস্তুত গরম গুড় জুড়াইলে তাহার উপর যে সর বা স্তর পড়ে ; প্রতিমাদির চালচিত্র। দেশজ। সং

চালিত—যাহা বা যাহাকে চালান হইয়াছে এরূপ ; স্থানান্তরিত। চালি (চালান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চালিতা।

চালিতা—১। চালিত দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। চালদা ফল, চালতা। দেশজ। সং।

চালী—চালি দেখ।

চালু—চাউল, তণ্ডুল। প্রা, ক। সং।

চালুতি—চাউল-বিক্রেতা। সং।

চাষ, চাস—১। নীলকণ্ঠ পক্ষী। চষ+ঘঞ্ ক। ২। ইক্ষু। চষ+ঘঞ্ কর্ম্ম। ৩। কৃষি, ভূমি কর্ষণ। চষ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [বা সং।

চাষা, চাষী—কৃষিজীবী, কৃষক। দেশজ। বিণ

চাস—চাষ দেখ। [সং।

চাহনি—তাকানি, দৃষ্টিপাত, নজর। দেশজ।

চাহা—প্রার্থনা বা যাচ্ঞা করা, মাগা ; দাবি করা, তাগাদা করা ; আবশ্যক করা ; তাকান, দৃষ্টিপাত করা ; অন্বেষণ করা ; আশা বা আকাঙ্ক্ষা করা। দেশজ। ক্রি।

চাহারাম—১। চতুর্থাংশ। সং। ২। চতুর্থ ; চতুর্থ শ্রেণীর বা প্রকারের। বৈদেশিক। বিণ।

চাহিদা—লোকে খুব চাহে এরূপ অবস্থা, বাজারে মালের কাটতি বা টান (demand)। বৈদেশিক।

চিআন, চিয়ান—জাগান, জাগরিত করা, স্মরণ করাইয়া দেওয়া ; সতর্ক করা। দেশজ। ক্রি।

চিংড়ি, চিঙড়ি—ইলচা মাছ। চিঙ্গট শব্দের অপভ্রংশ।

চিঁড়ন, চিঁড়ে—ধান্য ঢেঁকিতে কুটিয়া প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, চিপিটক। দেশজ। সং।

চিক—কণ্ঠাভরণবিশেষ ; বংশনির্ম্মিত পর্দ্দা বা কানাত। দেশজ। সং।

চিকণ—১। স্নিগ্ধ, মসৃণ, চকচকে ; সূক্ষ্ম, সরু, মিহি। বিণ। চিক্কণ শব্দের অপভ্রংশ। ২। কাপড়ের উপর ফুল তোলা বা লতা কাটার সূচীশিল্প। সং।

চিকণকালা—বিনি কাল অথচ বেশ চকচকে, শ্রীকৃষ্ণ। ক, প্র। সং।

চিকণ-চাকন—চাকন-চিকণ (তাহা দেখ)।

চিকণিয়া—চিকণ। বিণ।

চিকা—গন্ধমূষিক, ছুঁচা। হিন্দী। সং।

চিকারী—সেতারের ডাঁটীর গায়ে বদ্ধ ছোট পাকা তার। সং। [বিণ বা সং।

চিকি—সিদ্ধ করা (সুপারি)। দেশজ।

চিকিচ্ছা—রোগচিকিৎসা, প্রতিকার। সং। চিকিৎসা শব্দের অপভ্রংশ।

চিকিৎসক—রোগাপনয়নকারী, বৈদ্য, ডাক্তার, কবিরাজ। সনন্ত কিত (=চিকিৎস) ধাতু+ণক ক। বিণ বা সং ; পু।

চিকিৎসা—রোগাপনয়ন, রোগপ্রতিকারকল্পে ঔষধাদি প্রদান। সনন্ত কিত (=চিকিৎস) ধাতু+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। [যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক ধাতুসকলের সমতা হয়, যে ক্রিয়া ব্যাধিনাশিনী, এবং দোষ, ধাতু ও মলের সাম্যকারিণী, যে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন ব্যাধির বিনাশ হয় এবং অন্য ব্যাধির উৎপত্তি হয় না, সেই ক্রিয়াকেই চিকিৎসা বলা যায়, এবং তাদৃশ চিকিৎসাই চিকিৎসকদিগের অভিমত। এক রোগ প্রশমন করিয়া অন্য রোগের উৎপাদন করিলে তাহাকে চিকিৎসা বলা যায় না]।

চিকিৎসাগার—চিকিৎসালয় (তাহা দেখ)। চিকিৎসার আগার, ৬তৎ। সং ; পু।

চিকিৎসালয়—চিকিৎসাগৃহ, ডাক্তারখানা। চিকিৎসার আলয়, ৬তৎ। সং ; পু।

চিকিৎসাশাস্ত্র—রোগনির্ণয় ও উপযুক্ত ঔষধ-বিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে রোগাপনয়ন করা যায়। ইহা অথর্ব্ব বেদের এক অঙ্গ। এই শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত। লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা লক্ষ শ্লোক ও সহস্র অধ্যায়ে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা আট ভাগে বিভক্ত ; যথা—(১) শল্যতন্ত্র, (২) শালাক্যতন্ত্র, (৩) কায় চিকিৎসাতন্ত্র, (৪) ভূতবিদ্যা তন্ত্র, (৫) কৌমারভৃত্য তন্ত্র, (৬) অগদ তন্ত্র, (৭) রসায়ন তন্ত্র ও (৮) বাজীকরণ তন্ত্র। চিকিৎসা-বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চিকিৎসিত—১। যাহার চিকিৎসা করা হইয়াছে। সনন্ত কিত (=চিকিৎস) ধাতু+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিকিৎসিতা। ২। চিকিৎসা। ...+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

চিকিৎস্য—প্রতীকার্য্য। সনন্ত কিত (=চিকিৎস)+য কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—স্যা।

চিকীর্ষা—করিবার ইচ্ছা। সনন্ত কৃ (= চিকীর্ষ)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

চিকীর্ষু—করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত কৃ (= চিকীর্ষ)+উ ক। বিণ ; ত্রি।

চিকুর—১। সরীসৃপ ; পক্ষিবিশেষ ; কেশ, চুল ; পর্ব্বত। চি (অব্যক্ত শব্দ)—কুর +ক ক। সং ; পু। ২। চপল, চঞ্চল ; অস্থির ; অপরাধী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিকুরা।

৬। ঐরাবতবংশীয় নাগবিশেষ। ইঁহার পিতার নাম আর্য্যক এবং পুত্রের নাম সুমুখ। মাতলির কন্যা গুণকেশীর সহিত সুমুখের বিবাহ হয়। গরুড় এক সময়ে চিকুরকে বিনাশ করিলে মাতলি, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের কৃপায় অমৃতদানে ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাহাতে গরুড় আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে ইন্দ্রকে ভয় প্রদর্শন করিলে ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধদেশে স্বীয় দক্ষিণ বাহু স্থাপন করেন। গরুড় বাহুভরে বিকল হইয়া বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চিকুরকে গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। তদবধি গরুড় তাহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। সং ; পু।

চিকুরজাল—কেশপাশ, কেশসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সমূহ, কেশরাশি। ৬তৎ। সং ; পু।

চিকুর-পক্ষ, -পাশ, -হস্ত—কেশজাল, কচ।

চিক্ক—চিকা, ছুঁচা। চিক্ + ক ক। সং ; পু।

চিক্কণ—১। গুবাক বৃক্ষ, গুপারি গাছ। সং ; পু। ২। গুবাক। সং ; ক্লী। ৩। স্নিগ্ধ, চিক্কণ, চকচকে। চিক্ক + কণ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিক্কণা। বি চিক্কণতা, -ত্ব।

চিক্কণা—১। স্নিগ্ধা। চিক্কণ দেখ। চিক্কণ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চকচকে গাই। সং ; স্ত্রী।

চিক্কণী, চিক্কা—গুপারি ফল। সং ; স্ত্রী।

চিক্কস—যবচূর্ণ, যবের ছাতু। সং ; পু।

চিক্কা—চিক্কণী দেখ।

চিক্কির, চিক্কুর—বিদ্যুজ্জ্বালা, বিদ্যুৎ, বিজলী। প্রাদেশিক। সং।

চিঙ্গট—গল্দা চিংড়ী, মোচাচিংড়ী। চিঙ্গ (সুন্দর) —অট (গমন করা) + অন্ ক। সং ; পু।

চিঙ্গটী—ছোট চিংড়ী, ঘুষাচিংড়ী। চিঙ্গট + ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

চিঙ্গড়—চিঙ্গট (তাহা দেখ)। চিঙ্গ (সুন্দর) —অড (ব্যাপা) + অন্ ক। সং ; পু। ইহা হইতেই বাঙ্গালা চিংড়ী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

চিচকার, চীচকার—চিৎকার শব্দের অপভ্রংশ।

চিচিঙ্গা—চোঁপা, তরকারিরূপে ব্যবহার্য্য সর্পাকৃতি ফলবিশেষ (Snake-gourd)। দেশজ। সং। [যে শক্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চিচ্ছক্তি—চৈতন্যশক্তি। চিৎ (চৈতন্য) রূপা

চিজ, চীজ—১। দ্রব্য, বস্তু, সামগ্রী। হিন্দী। ২। পনীর, শক্ত ছানা। ইং (Cheese)। সং।

চিঞ্চা—তিন্তিড়ী বৃক্ষ ; তেঁতুল। সং ; স্ত্রী।

চিট—তৈলাদি লেপ, আঠা। সং।

চিটনা, চিটনে—১। ভিতরে শস্যহীন। বিণ। ২। শস্যহীন ধান্য, আগড়া, চিটা। প্রাদেশিক। সং।

চিটা, চিটে—১। শস্যহীন ধান্য, আগড়া; তামাক-মাখা কোতরা গুড়। দেশজ। সং। ২। চিটযুক্ত। বিণ।

চিট্যাফটা—ছিটা-ফোঁটা, বিন্দুমাত্র, অত্যল্প। প্রা, ক।

চিঠা—জমি জরিপের বিবরণপত্র। বৈদে। সং।

চিঠি, চিঠী—পত্র, লিপি, রোকা। হিন্দী। সং।

চিড়—বিদার, ফাট। দেশজ। সং।

চিড়কান—চিড় খাওয়া, লম্বাভাবে সামান্য ফাটিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

চিড়ান—চিড় খাওয়া বা খাওয়ান। দেশজ। ক্রি।

চিড়িতন, চিড়িয়া—তাসের রঙ্গ-বিশেষ, ইহার চিত্র বিল্বপত্রের ন্যায় ত্রিপর্ণ পাতা। সং।

চিড়িমার—ব্যাধ, পাখীমারা। সং।

চিড়িয়া—পক্ষী, পাখী। বৈদেশিক ; সং। [সং।

চিড়িয়াখানা—পক্ষিশালা; যাদুঘর। বৈদেশিক।

চিৎ—১। চৈতন্য, জ্ঞান। চিত + কিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। অনিশ্চয়তাবোধক প্রত্যয়। ব্য। ৩। উত্তান ; ঊর্দ্ধমুখে পতিত। দেশজ।

চিত—১। কৃতচয়ন, যাহা চয়ন করা হইয়াছে এরূপ ; সঞ্চিত ; অর্জ্জিত। চি (চয়ন করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিতা। ২। চয়ন। চি + ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ৩। চিৎ, উত্তান। বিণ। দেশজ। ৪। চিত, হৃদয়, অন্তর, মধ্য ; চিত্ত। ক, প্র।

চিতপুতলি—চিত্তপুত্তলিকা। প্রা, ক।

চিতল—সূক্ষ্মশল্ক কণ্টকবহুল বৃহৎ মৎস্য বিশেষ। দেশজ। সং।

চিতা—১। কৃতচয়না, ইত্যাদি। চিত দেখ ; চিত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শবদাহার্থ চুল্লী। সং ; স্ত্রী। ৩। চিহ্ন, দাগ। সং। ৪। নির্বিষ সর্পবিশেষ। ৫। চিত্রাঙ্গ ব্যাঘ্র বিশেষ। ৬। ক্ষুপবিশেষ ; ইহা সাদা ও লাল দুই প্রকার। সং।

চিতাগ্নি—চিতার আগুন। চিতায় প্রজ্বলিত অগ্নি, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চিতান—১। চেতন করা, চিয়া, সজাগ করা, চিৎ হওয়া। ক্রি। ২। চিতেন (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।

চিতানল—চিতাগ্নি। চিতায় জ্বলিত অনল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চিতাভস্ম (-ভস্মন্)—চিতার স্থিত ভস্ম, শব দাহের পর চিতায় যে অবশিষ্ট ছাই থাকে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চিতারোহণ—চিতায় আরূঢ় হওয়া, চিতার উপর চড়া [পূর্ব্বে সহমৃতা হইতে ইচ্ছুক রমণীরাই চিতায় আরোহণ করিতেন]। চিতাকে আরোহণ ইতি ২তৎ, বা চিতাতে আরোহণ ইতি ৭তৎ। সং ; ক্লী। [স্ত্রী।

চিতাশয্যা—চিতারূপ বিছানা। রূপক। সং ;

চিতি—১। চয়ন, সংগ্রহ ; জ্ঞান। চি + ক্তি ভা। ২। রাশি, চয়, সমূহ ; সংহতি ; ইষ্টকাদি পরিমাণ নির্দ্ধারক অঙ্ক ; ইষ্টকাদি পুঞ্জ ; চিতা। চি (চয়ন করা) + ক্তি র্ম। সং ; স্ত্রী। ৩। গৃহবাসী ক্ষুদ্রজাতীয় সর্পবিশেষ। দেশজ।

চিতী—চিতিসাপ (চিতি দেখ), ইহারা কামড়ায় না, তবে চাটিলে বিষ হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। দেশজ। সং।

চিতেন—গানের যে অংশ খুব চড়া সুরে চীৎকার করিয়া গাহিতে হয়। দেশজ। সং।

চিতোর—রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের সহর, মিবার দেশের প্রাচীন রাজধানী। যে পাহাড়ের উপরিভাগে সুপ্রসিদ্ধ চিতোর দুর্গ প্রতিষ্ঠিত সেই পাহাড়ের পাদমূলে সহরটি অবস্থিত। চিতোর দুর্গ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং দর্শনীয় স্থান। তিনটি রাস্তা দিয়া দুর্গে উঠিবার পথ। দুর্গের ভিতর ৩২টি কৃত্রিম জলাশয় আছে। দুর্গটি প্রায় ২১০০ বিঘা ভূমি অধিকার করিয়া আছে। সাগরতল হইতে দুর্গটির উচ্চতা প্রায় ১৮০০ ফুট। কথিত আছে, ৭২৮ খৃষ্টাব্দে বাপ্পারাওয়ল তদানীন্তন রাজাকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৬৮ খৃঃ পর্য্যন্ত এই দুর্গে অবস্থান করিয়া চিতোররাজগণ অমিত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনে রাজপুতগৌরবের প্রতিষ্ঠা জগতের ইতিহাসে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত অব্দে মোগল সম্রাট্ আকবর দুর্গটি আক্রমণ করিবার পরে এই দুর্গ চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হয়, এবং পরে উদয়পুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় (উদয়পুর দেখ)। পাহাড়ের শিরোদেশ অধুনা মন্দির, প্রাসাদ ও জলাশয়ের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে মীরাতকুম্ভ নামক স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য। মালব ও গুজরাটের সম্মিলিত সৈন্য পরাভূত করিয়া বিজয়চিহ্নস্বরূপে রাণা কুম্ভ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে এই স্তম্ভটি নির্ম্মিত করেন। ইহার কারুকার্য্য প্রশংসনীয়, এবং ইহাতে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই দুর্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য আছে ; সেইটির নাম যোয়াসিন স্তম্ভ।

চিৎকার, চীৎকার—উচ্চৈর্ধ্বনি, চেঁচান। চিৎ বা চীৎ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

চিত্ত—মনঃ, অন্তঃকরণ। চিত্ত (বোধ করা) + ক্ত ণ। সং ; ক্লী।

চিত্তক্ষোভ—মনঃক্ষোভ, মনোদুঃখ ; চিত্তচাঞ্চল্য। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তচমৎকারী (-কারিন্)—হৃদয়ের বিস্ময়-জনক, মনোমোহকর, মনোহর। চিত্তের চমৎকারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,-রিণী।
চিত্তচাঞ্চল্য—চিত্তের চঞ্চলতা, মনের অস্থিরতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।
চিত্তজন্মা (-জন্মন্)—কন্দর্প; মনোভব। চিত্ত হইতে জন্ম যাহার, বহু। সং; পু।
চিত্তজ্ঞ—মনের ভাব বুঝিতে পারে এরূপ, ভাবজ্ঞ, অভিপ্রায়বিৎ। চিত্ত জানে যে এই বাক্যে উপ; চিত্ত-জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিত্তজ্ঞা। বি চিত্তজ্ঞতা।
চিত্তদমন—মনকে নিকৃষ্ট বিষয় হইতে ফিরান, মনঃসংযম। ৬তৎ। সং; ক্লী।
চিত্তদাহ—মনের জ্বালা, যেন মন পুড়িয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ। ৬তৎ। সং; পু।
চিত্তদোষ—অন্তরের কলুষ, মনের পাপ। ৬তৎ। সং; পু।
চিত্তদ্রাবক,-দ্রাবী (-দ্রাবিন্)—হৃদয় দ্রবকারী, অন্তর বিগলনক্ষম, মর্মস্পর্শী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -দ্রাবিকা, -দ্রাবিণী।
চিত্তনদী—মনোরূপা নদী। রূপক। সং; স্ত্রী।
চিত্তনিরোধ—মনকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখীকরণ, যোগ। ৬তৎ। সং; পু।
চিত্তপুত্তলিকা—অন্তরের পুতুল; হৃদয়ের প্রিয় সামগ্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।
চিত্তপ্রসাদ—মনের তৃপ্তি বা সন্তোষ। ৬তৎ।
চিত্তভূমি—মনোরূপা ভূমি। যোগদর্শনমতে চিত্তভূমি পাঁচ প্রকার,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। রূপক কর্মধা। সং; স্ত্রী।
চিত্তভ্রংশ—মনের অস্থিরতা, চিত্ত-চাঞ্চল্য, চিত্ত বিভ্রম। ৬তৎ। সং; পু।
চিত্তযোনি—কন্দর্প; মনোভব, মনোভূ। চিত্ত হইয়াছে যোনি যাহার, বহু। সং; পু।
চিত্তরঙ্গিণী—মনোরূপ রঙ্গভূমিবিশিষ্টা যে রমণীর চিত্তে নাট্যশালার ন্যায় আনন্দ-স্রোতঃ বিদ্যমান; যে রমণীর চিত্তে প্রতিকূল বিষয়দ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। চিত্তরূপ রঙ্গ, রূপক। চিত্তরঙ্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
চিত্তরঞ্জন—১। মনোরঞ্জন, মনের সন্তোষ-সাধন। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। মনের তৃপ্তিদায়ক, চিত্তসন্তোষকর। বিণ; ত্রি।
চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু)—কলিকাতার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। ইনি বাং ১২৭৭ সালে (ইং ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর) জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রাম। ইঁহার পিতা ৺ভুবনমোহন দাশ একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী ছিলেন। ইঁহারা জাত্যংশে বৈদ্য; এই দাশ বংশ পূর্ববঙ্গের একটী শিক্ষিত বংশ। ইনি উদারচেতা, তেজস্বী ও মহাপ্রাণ। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সসম্মানে বি, এ পাস করিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং উক্ত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণও হন। কিন্তু ভারতসম্বন্ধে বিলাতে একটী তীব্র বক্তৃতা করার জন্য ইঁহার নাম শিক্ষানবিসদিগের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়। ইহা যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের দুর্বোধ্য রহস্যময় বিধানে ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর ইনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দেন। ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়া প্রথম প্রথম ইনি প্রসার প্রতিপত্তি করিতে পারেন নাই, কিন্তু বিখ্যাত আলিপুর বোমার মোকদ্দমার সময় সুপ্রসিদ্ধ অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে গভীর আইনজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অরবিন্দ বাবুর মুক্তির পর হইতে ইঁহারও ধনাগমের পথ মুক্ত হয়। শুনা যায়, পৃথিবীর মধ্যে ইদানীন্তন কালে যে কয়জন ব্যারিষ্টার অধিক অর্থোপার্জ্জন করিতেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইনি দান শৌণ্ড বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারই দানের উপর অনেক পরিবারের জীবন নির্ভর করিত। অনেক দরিদ্র ছাত্রকে ইনি অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়া শিক্ষিত করিয়াছেন। ইনি সুসাহিত্যিক ও কবি। ইঁহার 'সাগর সঙ্গীত' বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্রিকা ইঁহারই দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত হইত। অতঃপর ইনি রাজনীতির চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়েন। দেশের সমস্ত কার্য্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে ইঁহার নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। দেশের উন্নতিবিধায়ক সর্ব্ববিধ কর্ম্মের সহিত ইনি গভীর যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হয়, ইনি তাহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ইনি চরমপন্থী ছিলেন। পঞ্জাবের জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে তদন্ত-কমিটী নিযুক্ত হয়, ইনি তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন—এবং আপনার বিপুল অর্থাগমকে তুচ্ছ করিয়া বাঙ্গালীর মুখ রাখিয়াছিলেন। পরে মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি অবলম্বন করিয়া আদালত ত্যাগ করেন। ১৯২১ সালে আহমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে বহুসম্মানজনকপদগ্রহণ ইঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। যুবরাজের ভারতে আগমনের পর বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বোম্বাই নগরের অনুরূপ হাঙ্গামা বা [illegible] উচ্ছৃঙ্খল আচরণের আশঙ্কায় তন্নিবারণকল্পে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, ইনি তাহা অমান্য করার অপরাধে ধৃত হন—বিচারে ইঁহার ছয় মাস বিনাশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা হয়। ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে মুক্তিলাভ করিয়া ইনি নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অনুসরণ করিতে থাকেন। অতঃপর গয়া নগরীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার মহাপ্রাণতা অতুলনীয়। ইঁহার পিতার চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ ছিল,—তিনি ইন্‌সলভেন্সি লইয়াছিলেন; সুতরাং সে ঋণ পরিশোধ করিতে ইনি কোনমতেই বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু ইঁহার সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা এরূপ যে, সেই পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তির সম্যক পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় ভোগলালসা ও বিলাসিতা স্বদেশ মাতৃকার যজ্ঞে ত্যাগের বহ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। সেই ত্যাগের গরিমায় মুগ্ধ হইয়া দেশবাসী ইঁহাকে 'দেশবন্ধু' এই মহিমময় উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইং ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৫টার সময় দার্জ্জিলিঙ্গে এই মহাত্যাগী অনুপম স্বদেশ-সেবক মহাপুরুষ নিয়তির অলক্ষ্য বিধানে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে স্বোপার্জ্জিত পুণ্যধামে মহাপ্রস্থান করেন। ইঁহার আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে সমগ্র ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আত্মীয়হারা হইয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার শব কলিকাতায় আনীত হইয়া ভবানীপুরের কেওড়াতলা শ্মশানে তাহার সৎকার করা হয়। সেই শবানুগমনে যেরূপ লোকসমাগম হইয়াছিল এদেশে কখনও কোন নৃপতি, সম্রাট, সাধু, ধর্মসংস্থাপক, রাষ্ট্রীয় নেতা, লোকহিত-সাধক, সমাজ-সংস্কারক বা অন্য কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সেরূপ হয় নাই। কয়েক লক্ষ লোক ঐ শবানুগমন করিয়াছিল। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত দীনহীন পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর কলিকাতাবাসী ও কলিকাতা প্রবাসী সকলেই শবানুগমন করিয়াছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক সাহেবও নগ্নমস্তকে ও নগ্নপদে শবানুগামী হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন পত্নী ও একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনকে রাখিয়া যান। চিররঞ্জনও পরে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।
চিত্তরঞ্জী (-রঞ্জিন্)—মনোরঞ্জনকারী, হৃদয়ের আহ্লাদজনক। উপ; চিত্ত-ণিজন্ত রন্জ (-রঞ্জি)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-নী।

চিত্তবিকার—মনোবিকার, মনের চাঞ্চল্য, হৃদয়ের অস্থিরতা। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তবিক্ষেপ—যোগাভ্যাসে ব্যাঘাতকারী, মনের চাঞ্চল্য। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তবিৎ (–বিদ্)—মনোভাবজ্ঞ, অভিপ্রায়বিৎ। চিত্ত–বিদ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

চিত্তবিনোদন—মনের আনন্দ-সম্পাদন, মনকে প্রফুল্ল করান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চিত্তবিপ্লব, চিত্তবিভ্রম—বাতুলতা ; বুদ্ধিভ্রংশ, উন্মাদরোগ। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তবিশুদ্ধি—মনের পবিত্রতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

চিত্তবৃত্তি—মানসিক ধর্ম্ম; মনোবৃত্তি; মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, এই চারি প্রকার। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চিত্তবৈকল্য—মনের অস্থিরতা, অন্তঃকরণের নিস্তেজোভাব, বিকৃতচিত্ততা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চিত্তশুদ্ধি—মনের পবিত্রতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চিত্তসংযম—মনকে সংযত করা, মনকে কুৎসিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা। ৬তৎ। সং; পু।

চিত্তসমুন্নতি—আত্মসম্মান ; অভিমান ; মনের উন্নত অবস্থা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চিত্তস্থৈর্য্য—মনের স্থিরতা, হৃদয়ের অচাঞ্চল্য ; চিত্তসংযম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চিত্তাকর্ষক—হৃদয় আকর্ষণকারী, মনোমুগ্ধকর, মনোহর, মোহন। চিত্তের আকর্ষক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –র্ষিকা।

চিত্তাভোগ—মনোবৃত্তি। চিত্তের আভোগ, ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তোদ্বেগ—মনের উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা। চিত্তের উদ্বেগ, ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তোন্নতি—মনের উন্নতি বা উৎকর্ষ। চিত্তের উন্নতি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চিৎপাত—চিৎ হইয়া পড়া, ঊর্দ্ধমুখে পতন বা পতিত। দেশজ।

চিত্যা—১। চয়ন। চি+ঘ্যণ্ ভা+আপ্। ২। চিতা। চিত্য+আপ্। সং ; স্ত্রী।

চিত্র—১। আশ্চর্য্যজনক; বিবিধ বর্ণযুক্ত। ণিজন্ত চিত্র+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিত্রা। ২। আশ্চর্য্য, চমৎকার। চিত শব্দ–ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। ৩। আলেখ্য, ছবি ; আকাশ। চিত্র (চিত্রিত করা)+অল্ র্ম্ম। ৪। যম। চি (চয়ন করা)+ত্র্ ক। সং ; পু।

চিত্রক—১। ব্যাঘ্র ; চিতাবাঘ। চিত্র–কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; পু। ২। তিলক ; বৃক্ষবিশেষ, রাংচিতা ; এরণ্ডবৃক্ষ। চিত্র (তিলক)+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ৩। চিত্রকর। চিত্র (চিত্রিত করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিত্রিকা।

চিত্রকণ্ঠ—পায়রা ; ঘুঘু। চিত্র (বিবিধবর্ণ) কণ্ঠ যাহার, বহ। সং ; পু। স্ত্রী চিত্রকণ্ঠী।

চিত্র-কম্বল—চিত্রিত আসন, গালিচা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

চিত্রকর, চিত্রকার—১। পটোজাতি। সং ; পু। ২। চিত্রকারী, আলেখ্যকারক। চিত্র –কৃ (করা)+ট, যণ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিত্রকরী, চিত্রকারী।

চিত্রকায়—চিতাবাঘ। চিত্র (নানাবর্ণযুক্ত) কায় যাহার, বহ। সং ; পু।

চিত্রকার—চিত্রকর দেখ।

চিত্রকাব্য—পদ্মাদিবন্ধঘটিত কাব্য (Acrostic)। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চিত্রকূট—পর্ব্বতবিশেষ, রামগিরি [বুন্দেলখণ্ড-দেশে প্রসিদ্ধ কামতা পাহাড়, পিসানি (পয়স্বিনী) নদীর তীরে অবস্থিত ; এক্ষণে উহা চিত্রকোট নামে প্রসিদ্ধ ; পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র বনে গমন করিয়া ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ কিছুকাল এই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন]। চিত্র (আশ্চর্য্যজনক) হইয়াছে কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহ। সং ; পু।

চিত্রকৃৎ—১। চিত্রকর। চিত্র শব্দ (আলেখ্য) –কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। তিনিশ বৃক্ষ। সং ; পু।

চিত্রগত—চিত্রার্পিত, চিত্ররূপে অঙ্কিত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। [বহ। সং ; ক্লী।

চিত্রগন্ধ—হরিতাল। চিত্র (সুন্দর) গন্ধ যাহার,

চিত্রগুপ্ত—যমবিশেষ, চতুর্দ্দশ যমের এক যম ; যমরাজের লেখক কর্ম্মচারী [ব্রহ্মার কায় হইতে ইঁহার উৎপত্তি। পিতার আদেশে ইনি চণ্ডিকার প্রীত্যর্থে তপস্যা করিলে, দেবী প্রসন্না হইয়া ইঁহাকে পরোপকারী, স্বাধিকারস্থ ও চিরজীবী হইবার বর প্রদান করেন। ইনি ইরাবতী ও দক্ষিণা নাম্নী দুইটী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের গর্ভে ইঁহার দ্বাদশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অনেকে বলেন, চিত্রগুপ্তের ঐ সকল পুত্রই কায়স্থগণের আদিপুরুষ]।

চিত্রজল্প—বাক্যবিশেষ। [সুহৃদের দর্শনে অতিপ্রিয় ব্যক্তির গূঢ়রোষযুক্ত, নানাভাববিশিষ্ট, তীব্র উৎকণ্ঠাপূর্ণ জল্পকে (বাক্যকে) চিত্রজল্প বলে। ইহা জল্প, প্রজল্পাদি ভেদে দশাঙ্গবিশিষ্ট]। কর্ম্মধা। সং ; পু।

চিত্রণ—চিত্রিত করণ, আলেখ্য অঙ্কন। চিত্র (চিত্রিত করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

চিত্রত্বক্ (–ত্বচ্)—ভূর্জ্জবৃক্ষ। চিত্র হইয়াছে ত্বক্ যাহার, বহ। সং ; পু।

চিত্রদণ্ডক—ওলগাছ। চিত্র হইয়াছে দণ্ড যাহার, বহ। সং ; পু।

চিত্রদেবী—শক্তিবিশেষ [কলিকাতা মহানগরীর উত্তরভাগে চিত্রদেবী বা চিত্তেশ্বরী নামে একটি শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ; অনেকে বলেন, এই দেবীর নামানুসারে ঐ নগরাংশের নাম চিত্রপুর ও তৎপরে তাহারই অপভ্রংশে চিৎপুর হইয়াছে]; মহেন্দ্র বারুণী। সং ; স্ত্রী।

চিত্রনেত্রা—১। বিচিত্রনয়না, অপরূপলোচনা। চিত্র হইয়াছে নেত্র যে স্ত্রীর, বহ। বিণ ; স্ত্রী। ২। সারিকা পক্ষী, সালিক পাখী। সং ; স্ত্রী। [৭তৎ। সং ; ক্লী।

চিত্রনৈপুণ্য—চিত্রকার্য্যদক্ষতা, অঙ্কননিপুণতা।

চিত্রপক্ষ—১। বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট। চিত্র হইয়াছে পক্ষ যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিত্রপক্ষা। ২। তিত্তিরি পক্ষী। সং ; পু।

চিত্রপট—১। আলেখ্যপট, ছবি। চিত্রলিখিত যে পট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ছিট কাপড়। চিত্র (বিবিধবর্ণ) যে পট, কর্ম্মধা। সং ; পু।

চিত্রপদা—অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চিত্র (আশ্চর্য্যজনক) পদ (চরণ) যাহার, বহ। সং ; স্ত্রী।

চিত্রপাদা—সারিকা পক্ষী। চিত্র হইয়াছে পাদ যে স্ত্রীর, বহ। সং ; স্ত্রী।

চিত্রপিচ্ছক—ময়ূর চিত্র হইয়াছে পিচ্ছ যাহার, বহ। সং ; পু। [বহ। সং ; পু।

চিত্রপুঙ্খ—বাণ, শর। চিত্র হইয়াছে পুঙ্খ যাহার,

চিত্রপুত্তলিকা—চিত্র করা পুতুল, আশ্চর্য্য পুতুল ; শালভঞ্জিকা। চিত্রলিখিত পুত্তলিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চিত্রপৃষ্ঠ—কলবিঙ্কপক্ষী, চটক। সং ; পু।

চিত্রফল—চিতল মাছ। সং ; পু।

চিত্রফলক—১। চিতল মাছ। চিত্রফল+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু। ২। ছবি লিখিবার পট। চিত্রের ফলক, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চিত্রভানু—১। সূর্য্য ; আকন্দগাছ ; অগ্নি ; ভৈরব। চিত্র হইয়াছে ভানু (কিরণ) যাহার, বহ। সং ; পু। ২। মণিপুর দেশের জনৈক নরপতি একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে অর্জ্জুন মণিপুরে গমনপূর্ব্বক ইঁহার কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় এক বৎসর কাল অবস্থিতি করেন।

চিত্রময়—আলেখ্যাত্মক, আলেখ্যরূপে প্রকটিত, চিত্রাকারে অঙ্কিত। চিত্র+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিত্রময়ী।

চিত্র-মেখল—ময়ূর চিত্রা মেখলা যাহার, বহ। সং ; পু। স্ত্রী চিত্রমেখলা।

চিত্ররথ—জনৈক গন্ধর্ব। কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার অপর নাম অঙ্গারপর্ণ। সময়ে সময়ে ইনি ইন্দ্রের সারথ্য করেন। তাহা হইতেই ইনি "চিত্ররথ" নাম প্রাপ্ত হন। ইনি একদা মর্ত্তে গঙ্গাতীরে জলবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরী হইতে পঞ্চালে গমনকালে তথায় উপস্থিত হন।

চিত্ররথ তাঁহাদের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহার হস্তে বন্দী হন। পরে দয়াশীল যুধিষ্ঠিরের কৃপায় ইনি মুক্তিলাভ করেন। অনন্তর চিত্ররথ অর্জ্জুনের সহিত মৈত্রী-স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে চক্ষুষীবিদ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করেন। চিত্র (বিচিত্র) রথ যাঁহার, বহু। সং ; পু।

চিত্ররেখা—১। অদ্ভুত রেখা। কর্ম্মধা। ২। অপ্সরোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

চিত্রলেখনী—যাহা দ্বারা চিত্র লেখা যায়, তুলি। চিত্র শব্দ—লিখ (লেখা) + অনট্ ণ, স্ত্রী-লিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চিত্রলেখা—১। একজন অপ্সরা ; অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চিত্রা (বিচিত্রা) লেখা (লেখনশক্তি) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী। ২। অসুররাজ বাণতনয়া উষার প্রিয়তমা সহচরী, বাণের অন্যতম মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা। ইনি চিত্রবিদ্যায় অতিশয় নিপুণা ছিলেন। উষা স্বপ্নে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রণয়াসক্তা হইলে, চিত্রলেখা তাঁহাকে নানা দিগ্দেশীয় রাজকুমারগণের চিত্র প্রদর্শন দ্বারা কৌশলে তাঁহার প্রকৃত প্রণয়পাত্রের কথা জানিয়া লন। অতঃপর ইনি দ্বারকায় গমন করেন, এবং নারদের নিকট শিক্ষিত তামসী বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অগোচরে অনিরুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন। অনন্তর অনিরুদ্ধকে লইয়া বাণরাজপুরীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে গোপনে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া উষার সহিত মিলন সঙ্ঘটন করান।

চিত্রবিদ্যা—চিত্র বিষয়ক বিদ্যা, অঙ্কন বিদ্যা (Painting)। ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চিত্রবৃত্তি—অদ্ভুতব্যাপারশালী। চিত্র (অদ্ভুত) বৃত্তি (ব্যাপার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

চিত্রশালা, চিত্রশালিকা—চিত্রবহুল গৃহ, যে গৃহে নানাবিধ আশ্চর্য্যজনক ও কৌতূহলোদ্দীপক পদার্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, যাদুঘর ; চিত্রকরণগৃহ, ছবি আঁকার ঘর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চিত্রশিখণ্ডিজ—বৃহস্পতি। চিত্রশিখণ্ডী হইতে জন্মিয়াছে যে এই বাক্যে উপ ; চিত্রশিখণ্ডিন্—জন (জন্মা) + ড ক। সং ; পু।

চিত্রশিখণ্ডী (—খণ্ডিন্)—মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, এই সাতজন ঋষি। চিত্র যে শিখণ্ড সে চিত্রশিখণ্ড, কর্ম্মধা; চিত্রশিখণ্ড + ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

চিত্রসেন—১। ধৃতরাষ্ট্রের একটী পুত্র, দুর্য্যোধনের ভ্রাতা। ২। অঙ্গাধিপ মহাবীর কর্ণের পুত্র। ৩। পাণ্ডবপক্ষীয় জনৈক বীর। ৪। ইন্দ্রের সভাসদ্ জনৈক গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র এবং স্বর্গের নৃত্যগীতাদির অধ্যক্ষ। বনবাসকালে অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিলে চিত্রসেন তাঁহাকে গান্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দেন। একসময়ে দুর্য্যোধন ঘোষযাত্রায় গমন করিলে, তাঁহার সৈন্যগণ এই গন্ধর্ব্বের বন ভগ্ন করে। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে কর্ণাদি বীরগণকে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীগণসহ দুর্য্যোধনকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনকে ইঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইনি অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইয়া পরে মুক্তিলাভ করেন। চিত্রা সেনা যাহার, বহু। সং ; পু।

চিত্রা—১। অদ্ভুতা ; বিবিধবর্ণযুক্তা। চিত্র দেখ ; চিত্র + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মায়া ; জনৈক অপ্সরা ; ছন্দোবিশেষ ; চিতা গাছ ; সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একটী নক্ষত্র ; একটী নদী ; শ্রীকৃষ্ণের জনৈক সখী। চি + ক্ত্র, র্ম + আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। চিত্র আঁকা, চিত্রিত করা, বর্ণন করা। ক্রি। ক, প্র।

চিত্রাক্ষ—১। বিচিত্র নয়নবিশিষ্ট। চিত্র (বিচিত্র) হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিত্রাক্ষী। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। সং ; পু।

চিত্রাক্ষী—১। বিচিত্র নয়নবিশিষ্টা। বহু ; চিত্রাক্ষ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। শারিকা পক্ষিণী। সং ; স্ত্রী।

চিত্রাঙ্গ—১। কর্বুরাঙ্গ, নানাবর্ণযুক্ত দেহবিশিষ্ট। চিত্র হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিত্রাঙ্গী। ২। সর্প ; রাঙা চিতা। বহু। সং ; পু। ৩। হিঙ্গুল, হরিতাল। সং ; ক্লী।

চিত্রাঙ্গদ—১। জনৈক গন্ধর্ব্ব। ২। কলিঙ্গদেশের একজন নরপতি। ৩। জনৈক নৃপ, শান্তনুর পুত্র ; সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় ; শান্তনুর মৃত্যু হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্ম স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণ না করায় ইনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং নানা দেশ জয় করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন ; একদা ইনি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সরস্বতী-তীরে এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চিত্র (অদ্ভুত) হইয়াছে অঙ্গদ (বাহুভূষণ) যাহার, বহু। সং; পু।

চিত্রাঙ্গদা—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের ভার্য্যা। ২। মণিপুররাজ চিত্রভানুর কন্যা। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে তিনি মণিপুরে উপস্থিত হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া ইঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হন। চিত্রভানু অর্জ্জুনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু এই নিয়ম করিলেন যে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্রসন্তান হইলে, তিনিই মণিপুরের রাজা হইবেন। অনন্তর অর্জ্জুন এক বৎসর কাল মণিপুরে অবস্থান করিলেন, এবং তাঁহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর অর্জ্জুন স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুরেই রহিলেন। কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মণিপুরে উপস্থিত হইলে অশ্ব লইয়া পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অর্জ্জুন হতচেতন হইলে, তাঁহার অন্যতমা পত্নী উলূপীর সহায়তায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। তখন চিত্রাঙ্গদা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনন্তর যজ্ঞকালে ইনি হস্তিনায় গিয়া পতিসহ বাস করিতে লাগিলেন। চিত্র হইয়াছে অঙ্গদ (বাহুভূষণ) যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী। ৩। সুপ্রসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত কাব্য-বিশেষ।

চিত্রার্পিত—চিত্রে স্থাপিত, চিত্রপটে লিখিত। চিত্রে অর্পিত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

চিত্রাশ্ব—১। চিত্র বিচিত্র ঘোটক, আশ্চর্য্য ঘোড়া। চিত্র যে অশ্ব, কর্ম্মধা। ২। সত্যবানের নামান্তর। চিত্র অশ্ব যাহার, বহু। সং ; পু। [সং ; পু।

চিত্রিক—চৈত্রমাস। চিত্রা + ইক যুক্তার্থে।

চিত্রিণী—স্ত্রীবিশেষ। [স্ত্রী দেখ]। ষট্চক্র মতে বজ্রানাড়ীর অন্তর্গত নাড়ীবিশেষ ; সুষুম্নার মধ্যে বজ্রা, তন্মধ্যে চিত্রিণী। চিত্র + ইন্ অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চিত্রিত—১। চিত্রপটে অঙ্কিত, লিখিত। চিত্র ধাতু + ক্ত র্ম। ২। চিত্রযুক্ত ; চিহ্নযুক্ত ; নানাবর্ণবিশিষ্ট। চিত্র + ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চিত্রিতা।

চিত্রীয়মাণ—যাহা চিত্রিত হইতেছে ; আশ্চর্য্যজনক। চিত্র শব্দ + ক্যঙ্ + শান র্ম। বিণ।

চিত্রেশ্বর—প্রভাসস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। সং ; পু।

চিত্রোক্তি—আশ্চর্য্যবাক্য ; আকাশবাণী। চিত্রা যে উক্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চিথল—চিতল মাছ। ক, প্র। সং।

চিদাকাশ—জ্ঞানময় এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, পরব্রহ্ম। চিৎ অথচ আকাশপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

চিদাত্মা (চিদাত্মন্)—চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম। চিৎ আত্মা যাঁহার, বহু। সং ; পু।

চিদানন্দ—যিনি চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ; পরব্রহ্ম। যিনি চিৎ তিনিই আনন্দ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

চিদাভাস—জ্ঞানের বিকাশ, জ্ঞানাভাস ; জীবাত্মা। চিতের আভাস (চিৎ + আভাস), ৬তৎ। সং ; পু।

চিদ্রূপ—১। জ্ঞানময়, ব্রহ্ম। চিৎ (জ্ঞান) হইয়াছে রূপ যাঁহার, বহু। সং; ক্লী। ২। হৃদয়বান্; স্ফূর্ত্তিমান্। বিণ; ত্রি।

চিন—১। চিহ্ন, অঙ্ক, দাগ, নিদর্শন; পদাঙ্ক। চিহ্ন শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। জান, পরিচিত আছ। দেশজ। ক্রি।

চিন-চিন—১। সামান্য ঝনঝনে ব্যথাবোধ। ব্য।২। জানাশুনার মত, পরিচিতপ্রায়। দেশজ। বিণ।

চিনা—১। পরিজ্ঞাত, পরিচিত; চীনদেশীয়। বিণ। ২। চীনদেশীয় লোক। সং। ৩। কে বা কি বলিয়া জানিতে পারা, পরিজ্ঞান করা; পরীক্ষা করা। দেশজ। ক্রি।

চিনি—১। শর্করা। সং। ২। জানি, পরিজ্ঞাত আছি। দেশজ। ক্রি।

চিনি-চাঁপা—সুমিষ্ট রম্ভাবিশেষ। দেশজ। সং।

চিন্তক—চিন্তাকারী। চিন্ত্ (ভাবনা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিন্তিকা।

চিন্তন—চিন্তাকরণ, ভাবা; একাগ্রমনে ধ্যান; অনুধ্যান। চিন্ত্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

চিন্তনীয়—চিন্ত্য, ভাব্য; বিবেচ্য। চিন্ত (ভাবা) +অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিন্তনীয়া।

চিন্তা—১। ধ্যান, ভাবনা; আলোচনা; স্মরণ। চিন্ত্ (চিন্তা করা)+ণ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। শ্রীবৎস রাজার মহিষী; দময়ন্তীর ন্যায় ইনিও পতিসহ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। (শ্রীবৎস দেখ)। ৩। চিন্তা করা, ভাবা, ধ্যান করা, মনন করা, জ্ঞান করা, মনে করা, স্মরণ করা। ক, প্র। ক্রি।

চিন্তাকুল, চিন্তাকুলিত—চিন্তাহেতু অস্থির, ভাবনায় ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত। চিন্তা দ্বারা আকুল, আকুলিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

চিন্তান্বিত—চিন্তাযুক্ত, চিন্তিত। চিন্তাদ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিন্তান্বিতা।

চিন্তামগ্ন—ভাবনাসাগরে ডুবিয়া আছে এরূপ, চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত; অত্যন্ত ভাবনাগ্রস্ত; ধ্যাননিবিষ্ট। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

চিন্তামণি—বাঞ্ছিত ফলপ্রদ মণি [কথিত আছে যে, এই মণি যাঁহার নিকট থাকে, তিনি যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন]; স্পর্শমণি; ব্রহ্ম। চিন্তাতে সর্ব্বকামদ মণিস্বরূপ; অথবা, চিন্তা শব্দ—মন (পূজা করা)+ইন্ র্ম্ম। সং; পু।

চিন্তাবিকৃতি—১। ভাবনারূপ বিকার। রূপক। ২। চিন্তাজনিত বিকার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চিন্তাবেশ্ম (—বেশ্মন্)—মন্ত্রণা-ভবন, পরামর্শ করিবার ঘর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চিন্তাসখী—চিন্তারূপা সহচরী, ভাবনাসঙ্গিনী। রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চিন্তা-সন্তপ্ত—ভাবনাক্লিষ্ট। চিন্তা দ্বারা সন্তপ্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিন্তাসন্তপ্তা।

চিন্তাহরণ—১। চিন্তা-নাশন, ভাবনার অপগম। নিদ্রা। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। চিন্তানাশক, যিনি ভাবনা দূর করেন। বিণ; ত্রি। ৩। বিষ্ণু; পরমেশ্বর। সং; পু।

চিন্তিত—১। ভাবিত; আলোচিত; স্মৃত। চিন্ত+ক্ত র্ম্ম। ২। ভাবনাকারক; ভাবনাযুক্ত। চিন্ত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিন্তিতা। ৩। চিন্তা, ভাবনা। চিন্ত+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

চিন্তিতি—চিন্তা, ভাবনা। চিন্ত (ভাবা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

চিন্তে—চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে; চিন্তয়ে, চিন্তা করে। ক, প্র। ক্রি।

চিন্ত্য—চিন্তনীয়, ভাব্য; বিবেচ্য। চিন্ত+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিন্ত্যা।

চিন্ত্যমান—যাহা চিন্তা করা হইতেছে এরূপ, অনুধ্যায়মান। চিন্ত (ভাবা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মানা।

চিন্ময়—জ্ঞানময় (ব্রহ্ম)। চিৎ (জ্ঞান)+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিন্ময়ী।

চিপ—১। চাপা, আঁটি, কসা। ক, প্র। বিণ। ২। চাপ, নিঙড়াও, আঁটি, প্রাদেশিক। ক্রি। [দেশজ। ক্রি।

চিপটান—চেপটান, চেপটা করা বা হওয়া।

চিপা—১। চাপা; সঙ্কীর্ণ; সরু। বিণ। ২। চাপা, আঁটা, কসা, নিঙড়ান। প্রাদে। ক্রি।

চিপিট—১। চিঁড়া। সং; পু। ২। বিস্তৃত নাসিক; বিস্তৃত, চেপ্টা। চি—পিট ধাতু+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিপিটা।

চিপিটক—চিঁড়া। চিপিট+কণ্। সং; পু।

চিমটা—আগুন তুলিবার লৌহযন্ত্র; সন্না; মোচনা। দেশজ। সং।

চিমটান—চিমটি কাটা, দুই অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া ধরা, নিপীড়িত করা। দেশজ। ক্রি।

চিমটি—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগদ্বারা নিপীড়ন। দেশজ। সং।

চিমড়া, চিমড়ে—চর্ম্মবৎ শক্ত, টানিয়া ছিঁড়িতে পারা যায় না এরূপ, চিমসা, শক্ত; অস্থিচর্ম্মসার। দেশজ। বিণ।

চিমনি—ধূমনির্গম নালী; দীপের ধূমনির্গম নালী। ইং (Chimney)। সং।

চিমসা, চিমসে—চিমড়া, শক্ত, শুষ্ক, কাঁচা চামের মত দুর্গন্ধ, চামসা। দেশজ। বিণ।

চিমি, চিমিক—শুকপক্ষী। সং; পু।

চিয়াড়ি, চেয়াড়ি—শুষ্কবংশবল্কল, শুকনা বাঁশের ছাল, ইহাদ্বারা সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী কাটা হয়; বাঁশের পাতলা চটা। দেশজ। সং।

চিয়ান—চিয়ান দেখ।

চিয়ার—বিশ্বাস। প্রা, ক। সং।

চির—১। দীর্ঘকালস্থায়ী। বিণ; ত্রি। ২। দীর্ঘকাল। চি+রক্ ক। সং; ক্লী।

চিরং—চিরম্ দেখ।

চিরকর্ম্মা (কর্ম্মন্)—চিরক্রিয়, দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্য্যকারী। চির কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

চিরকারিতা—দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্য্যকারিতা। চিরকারী দেখ; চিরকারিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

চিরকারী (—কারিন্)—১। চিরক্রিয়, দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্য্যকারী। চির—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী চিরকারিণী। ২। মহর্ষি গৌতমের পুত্র। ইনি সাতিশয় মেধাবী ও কার্য্যকুশল ছিলেন। ইনি সুদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেন। দীর্ঘকাল-বিবেচনার পর ইঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হইত বলিয়া লোকে ইঁহাকে চিরকারী নামে অভিহিত করিত, এবং মূঢ় ব্যক্তিরা ইঁহাকে অলস, অপিচ নির্ব্বোধ বলিত। এই চিরকারীই শতানন্দ নামে পরিচিত। (শতানন্দ দেখ)।

চিরকাল—বহুকাল, দীর্ঘসময়; অনন্তকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

চিরকালার্জ্জিত—দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রমে বা সাধনায় উপার্জ্জিত বা লব্ধ; আবাল্য অভ্যস্ত, আজীবন সঞ্চিত। চিরকাল ব্যাপিয়া অর্জ্জিত, তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরকীর্ত্তি—১। দীর্ঘকালব্যাপিনী সুখ্যাতি। চির ব্যাপিয়া যে কীর্ত্তি, ২তৎ। সং; স্ত্রী। ২। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যশস্বী। চির ব্যাপিয়া কীর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

চিরকুট, চীরকুট—ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড; ক্ষুদ্রলিপি, ছোট জায়। দেশজ। সং।

চিরকুমার—চিরকাল অবিবাহিত। চির ব্যাপিয়া কুমার, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিরকুমারী।

চিরকৌমার্য্য—চিরকাল অবিবাহিত থাকা, বিবাহ না করা। চির ব্যাপিয়া কৌমার্য্য ইতি ২তৎ; অথবা চিরকুমার+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

চিরক্রিয়—দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্য্যকারী। চিরা ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিরক্রিয়া।

চিরক্রিয়তা—চিরকারিতা; দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্য্যকারিতা। চিরক্রিয় দেখ; চিরক্রিয় শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

চিরক্রীত—চিরকালের জন্য অর্থ দ্বারা লব্ধ, চিরদিনের মত ক্রীত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরজীবক—চিরজীবী। চির—জীব্+ণক ক। বিণ; ত্রি।

চিরজীবী (—জীবিন্)—১। দীর্ঘকাল জীবনধারণকারী; অমর, অবিনশ্বর; বহুকালস্থায়ী। চির শব্দ—জীব (বাঁচা)+ণিন ক।

বিণ; পু। স্ত্রী চিরজীবিনী। ২। বিষ্ণু; শাল্মলী বৃক্ষ; মার্কণ্ডেয়; অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনূমান্, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম, এই সাতজন চিরজীবী। সং; পু।

চিরজীবেষু—চিরজীবিষু। চির (দীর্ঘকালস্থায়ী) জীব (জীবন) যাহার এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে চিরজীব, তদুত্তরে সংস্কৃত ৭মীর বহুবচন। পত্রাদির শিরোনামায় ঐরূপ লেখে; যথা—পরম কল্যাণীয় শ্রীমৎ নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চিরজীবেষু।—এইরূপ 'চিরজীবিষু' পদও লিখিত হয়।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা—ইঁহার প্রকৃত নাম ত্রৈলোক্যনাথ সাণ্যাল। ইনি "গীতরত্নাবলী," "অমৃতে গরল," "ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতেই ইনি বিশেষভাবে পরিচিত। রামকৃষ্ণ পরমহংস ইঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। শুনা যায়, চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয়ের মুখে স্বরচিত মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন হইতেন। ইনি নববিধান সমাজভুক্ত ছিলেন।

চিরঞ্জীবী (চিরঞ্জীবিন্)—চিরজীবী (সকল অর্থে)। চিরম্—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। সং বা বিণ; পু। স্ত্রী চিরঞ্জীবিনী।

চিরণ (চিরুণ)—দাঁতী—যাহার দাঁত চিরুণীর দাঁড়ার মত লম্বা এবং সরু সরু এরূপ (স্ত্রীলোক),—ইহা অলক্ষণ বলিয়া কথিত। দেশজ।

চিরণী, চিরুণী—কঙ্কত, কাঁকই। দেশজ। সং।

চিরণ্টী—চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী। চিরম্ (চির কাল)—অট+অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চিরতা—ভূনিম্ব, একপ্রকার তিক্ত ওষধিবৃক্ষ। চির তিক্ত শব্দের অপভ্রংশ। [২তৎ। সং; পু।

চিরতিক্ত—ভূনিম্ব, চিরতা। চির ব্যাপিয়া তিক্ত,

চিরত্ন—চিরন্তন (সকল অর্থে)। চির শব্দ +ত্ন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিরত্নী।

চিরথাই—চিরস্থায়ী। প্রা, ক। বিণ।

চিরদরিদ্র—আবহমান নিঃস্ব বা দীন, আজীবন নির্ধন বা গরীব। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরদারিদ্র্য—আবহমান কালের দৈন্য, আজীবন নিঃস্বতা বা ধনাভাব। ২তৎ। সং।

চিরদাস—চিরকাল ব্যাপিয়া ভৃত্য। ২তৎ। সং বা বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিরদাসী।

চিরদিন—আবহমানকাল, চিরকাল, আজীবন কাল। কর্ম্মধা। সং; বা ক্রি-বিণ।

চিরদীন—চিরদরিদ্র (তাহা দেখ)। বিণ; ত্রি।

চিরদুঃখ—আবহমানকালের ক্লেশ, আজীবন কষ্ট বা দৈন্য। ২তৎ। সং; ক্লী।

চিরদুঃখী (—দুঃখিন্)—চিরকাল অসুখী। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী চিরদুঃখিনী।

চিরদুর্লভ—বরাবরই দুষ্প্রাপ্য। ২তৎ। বিণ।

চিরদৈন্য—চিরদারিদ্র্য (তাহা দেখ)। সং; ক্লী।

চিরনি, চিরনী—চিরণী (তাহা দেখ)।

চিরনিদ্রা—চিরকালব্যাপিনী নিদ্রা; রোগবিশেষ [সংপ্রতি আমেরিকার কোন কোন স্থানে এই নিদ্রা দেখা গিয়াছে]; মহানিদ্রা, মৃত্যু। চির ব্যাপিয়া নিদ্রা, ২তৎ। সং; স্ত্রী।

চিরনিদ্রাগত—চিরনিদ্রিত, মহানিদ্রায় অভিভূত, মৃত। চিরনিদ্রাকে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা।

চিরনিদ্রাভিভূত—অনন্তনিদ্রায় অচেতন, মৃত। চিরনিদ্রাদ্বারা অভিভূত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরনিদ্রিত—মহানিদ্রাভিভূত, মৃত। চির ব্যাপিয়া নিদ্রিত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চির-নির্দ্দিষ্ট—চিরদিনের জন্য বা আবহমানকাল হইতে নির্দ্ধারিত; চিরকাল স্থিরীকৃত, চির-নিরূপিত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চির-নির্ভর—চিরকালের অবলম্বন, বরাবরের আশ্রয়, চিরসহায়; চিরদিনই ভর করা। ২তৎ। সং; পু।

চিরনির্ম্মল—১। চিরদিনই মলহীন বা পরিষ্কৃত, চিরবিমল; চিরনিষ্পাপ। ২তৎ। বিণ; ত্রি। ২। পরমেশ্বর। সং; পু।

চিরনির্ব্বাসন—চিরকালের জন্য স্বদেশ হইতে দূরীকরণ, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ। ২তৎ। সং; ক্লী।

চিরনির্ব্বাসিত—চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত বা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত; চিরপ্রোষিত; যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরনিবৃত্তি—চিরদিনের জন্য বিরতি; চিরশান্তি। ২তৎ। সং; স্ত্রী।

চিরনিষ্পাপ—চিরদিন পাতকশূন্য, আবহমানকাল বা আজীবন পবিত্র। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরনীহার—চিরহিমানী, চিরস্থায়ী তুষার, যে বরফ সব সময়ে থাকে। সং; পু।

চিরনীহারসীমা—পর্ব্বতের যে ভাগ সকল সময়ে তুষারাচ্ছন্ন থাকে, তাহার নিম্নস্থ সীমাসূচক রেখা (Snow line)। সং; স্ত্রী।

চিরনূতন—সদাকাল অভিনব, নিত্য নবীন। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরন্তন—চিরকালীন; বহুকাল হইতে যাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এরূপ; পুরাতন। চিরম্ শব্দ+ট্নন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিরন্তনী।

চিরপরিচিত—বহুকালের চিনা বা জানাশুনা, অনেক দিনের আলাপী; দীর্ঘকালের পরিজ্ঞাত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চিতা।

চিরপূজ্য—সদাকাল আরাধ্য। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরপোষিত—বহুকাল হইতে পালিত; সদাকাল অন্তর-মধ্যে সমাদৃত বা সযত্নে রক্ষিত; চিরাভিলষিত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরপ্রচলিত—চিরদিন যাহা চলিয়া আসিতেছে। চির ব্যাপিয়া প্রচলিত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরপ্রবাস—বহুকাল যাবৎ দেশান্তরে বাস; আজীবন বিদেশে অবস্থিতি। ২তৎ। সং।

চিরপ্রবাসী (—বাসিন্)—বার মাস বিদেশে বাসকারী; দীর্ঘকাল বিদেশবাসী। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী চিরপ্রবাসিনী।

চিরপ্রবাহিত—চিরকাল স্রোতস্বান্, চিরদিন বহমান, যাহার প্রবাহ চিরকালই থাকে। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরপ্রসিদ্ধ—চিরকাল বিখ্যাত। চির ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিরপ্রসিদ্ধা।

চিরপ্রাপ্ত—অনেক দিন আগে পাওয়া গিয়াছে এরূপ, বহুকাললব্ধ। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

চিরপ্রার্থিত—বহুকালের যাচিত; দীর্ঘকালের বাঞ্ছিত। সুপ্সুপেতি। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরপ্রোষিত—বহুকাল যাবৎ প্রবাসী, অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদেশে স্থিত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। [+রমুক্ ক। ব্য।

চিরম্—দীর্ঘকাল, চিরকাল। চি (চয়ন করা)

চিরমলিন—চিরকাল মলযুক্ত বা কালিমময়, সদাম্লান। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরমিত্র—বহুকালের সুহৃৎ, অনেকদিনের বন্ধু। চির ব্যাপিয়া মিত্র, ২তৎ। সং; ক্লী।

চিরমেহী (—মেহিন্)—রাসভ, গর্দ্দভ, গাধা। চির—মিহ্+ণিন্ ক। সং; পু।

চিররাত্র—বহুকাল। চির+রাত্রি+অ। সং।

চিররুগ্ন—চিরকাল পীড়িত, আবাল্য রোগাক্রান্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিররুগ্না।

চিররুদ্ধ—চিরকাল আবদ্ধ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিররোগী (—রোগিন্)—সদাকাল রোগগ্রস্ত, সর্ব্বদা পীড়িত, চিররুগ্ন। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, রোগিণী।

চিরলোক—চিরস্থায়ী। চির—লোক্ (দেখা)+অন্ ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিরলোকা।

চিরবাঞ্ছিত—বহুদিনাবধি অভিলষিত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিরবাঞ্ছিতা।

চিরবিচ্ছেদ—চিরকালের নিমিত্ত বিরহ, যাহাতে পুনর্দর্শন না হয় এরূপ অদর্শন। ২তৎ। সং; পু।

চিরবিদায়—চিরদিনের মত বিদায়; অনন্তকালের জন্য প্রয়াণ, মহাপ্রস্থান, মরণ। ২তৎ। সং; পু।

চিরবৈরী (—বৈরিন্)—চিরশত্রু, যাহার সহিত আজীবন শত্রুতা আছে। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী চিরবৈরিণী।

চিরশত্রু—চিরবৈরী। ২তৎ। সং বা বিণ; ত্রি।

চিরসঙ্গী (—সঙ্গিন্)—চিরকাল ব্যাপিয়া সহচর, যে চিরকাল সঙ্গে থাকে। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী চিরসঙ্গিনী।

চিরসহায়—চিরদিন সাহায্যকারী, সদা অনুকূল, চিরমিত্র। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরসুহৃৎ (—হৃদ্)—চিরমিত্র (তাহা দেখ)।

চিরসূতা—বহুকাল প্রসবিনী গাভী, কেলেন গাই। ২তৎ। সং; স্ত্রী।

চিরসেবিত—চিরকাল ব্যাপিয়া সেবিত, যাহা বহুকাল মানিয়া আসিতেছে। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরস্থায়িতা,—ত্ব—বহুকাল বাঁচিয়া বা টিকিয়া থাকা; অবিনশ্বরত্ব। চিরস্থায়ী দেখ। চিরস্থায়িন্+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

চিরস্থায়ী (—স্থায়িন্)—যে বা যাহা বহুকাল থাকে এরূপ, অল্প সময়ে যাহার নাশ, লোপ, পরিবর্ত্তনাদি ঘটে না এরূপ; অবিনশ্বর। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী চিরস্থায়িনী।

চিরস্য—বহুকাল দীর্ঘকাল। চির শব্দ—অস (থাকা)+ঘ্যণ্ র্ম। ব্য।

চিরহরিৎ—সদাশ্যামল, সকল ঋতুতেই শ্যামবর্ণ বা সবুজ (ever-green); সব সময়েই সতেজ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরা—১। ছিন্নবস্ত্র, কানি, নেকড়া। চীর শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক। সং। ২। বিদীর্ণ, ফাটা বা ফাটান; ছিন্ন, ছেঁড়া। বিণ। বিদীর্ণ করা বা হওয়া, ফাটান বা ফাটিয়া যাওয়া; ছিন্ন করা বা হওয়া; কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা; ফাঁক করা বা হওয়া; ভাগ করা। দেশজ। ক্রি।

চিরাই—চিরজীবী, দীর্ঘজীবী। চিরায়ুঃ পদের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

চিরাগ—দীপ, বাতি, আলো। বৈদেশিক। সং।

চিরাগত—যাহা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এরূপ, অনেক দিন হইতে প্রচলিত। চির ব্যাপিয়া আগত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরাচরিত—বহুকাল যাবৎ অনুষ্ঠিত; চির প্রচলিত। চির ব্যাপিয়া আচরিত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। [—কিপ্ ক। ব্য।

চিরাৎ—দীর্ঘকাল। চির—অত (গমন করা)

চিরাতা—অতিতিক্ত অরণ্য ক্ষুপবিশেষ। সং।

চিরান—চিরা ক্রিয়া করান, অন্যের দ্বারা ফাটান বা চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করান; চির খাওয়া, লম্বা সরু ফাট ফাটা। দেশজ। ক্রি।

চিরানন্দ—যাবজ্জীবন আনন্দোপভোগকারী। চির আনন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিরানন্দা।

চিরান্ধ—চিরদিন অন্ধ, আজন্ম দৃষ্টিহীন। চির ব্যাপিয়া অন্ধ, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরাভ্যস্ত—সদাকালের অভ্যাসগত। চির ব্যাপিয়া অভ্যস্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরায়—দীর্ঘকাল। চির শব্দ—অয় (গমন করা)+ঘণ্ ক। ব্য।

চিরায়ুঃ (চিরায়ুস্)—১। চিরজীবী। চির আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। দেবতা। সং; পু। ৩। দীর্ঘ জীবন। চির যে আয়ুঃ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চিরায়ুষ্মতী—চিরজীবিনী, চিরদিন সধবা থাকিয়া জীবনধারিণী। চির ব্যাপিয়া আয়ুষ্মতী ইতি ২তৎ, অথবা চিরায়ুঃ আছে এই স্ত্রীর এইঅর্থে চিরায়ুস্+মতু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

চিরায়ুষ্মত্তা—দীর্ঘজীবিতা, চিরজীবিত্ব। চিরায়ুষ্মান্ দেখ; চিরায়ুষ্মৎ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

চিরায়ুষ্মান্ (—ষ্মৎ)—চিরজীবী, দীর্ঘজীবী। চির ব্যাপিয়া আয়ুষ্মান্ ইতি ২তৎ; অথবা চিরায়ুঃ আছে ইহার এই অর্থে চিরায়ুস্+মতু। বিণ; পু। স্ত্রী চিরায়ুষ্মতী।

চিরাশ্রিত—চিরদিন শরণাগত, সদা অনুগত। চির ব্যাপিয়া আশ্রিত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরি—শুকপক্ষী। চি (অনুকরণ শব্দ)—রা (উচ্চারণ করা)+ই ক। সং; পু।

চিরিণ্টী—চিরণ্টী (তাহা দেখ)। সং; স্ত্রী।

চিরু—বাহুসন্ধি। চিরি (হিংসা করা)+উক্ র্ম। সং; পু।

চিরুণদাঁতী—চিরণদাঁতী দেখ।

চিরুণি, চিরুণী—কঙ্কত, কাঁকুই। দেশজ। সং।

চির্ভটী—কর্কটী, কাঁকুড়; ফুটি। সং; স্ত্রী।

চিল—হিংস্র পক্ষিবিশেষ। ইং (Kite)। চিল্ল শব্দের অপভ্রংশ। সং।

চিলম, চিলিম—তামাক খাইবার কলিকা। বৈদেশিক। সং।

চিলমীলিকা—বিদ্যুৎ; খদ্যোত; কণ্ঠভূষণ। চিল—মীল (উন্মেষ করা)+কণ্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

চিলা, চিলে—উপরের ঘর; সব উপরের সিঁড়ির মাথায় ছোট ঘর। দেশজ। সং।

চিলিম—চিলম দেখ।

চিলিয়ানওয়ালা—পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটি জনপদের নাম। এই স্থানে ১৮৪৯ অব্দে শিখদিগের সহিত (দ্বিতীয় পঞ্জাব যুদ্ধে) এক ভীষণ সমর হয়। শিখদিগের পক্ষে সেরসিংহ এবং ইংরাজ পক্ষে লর্ড গফ প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। শিখগণ পরাস্ত ও বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চিলে—চিলা দেখ।

চিল্ল—১। চিল পক্ষী। চিল্ল ধাতু+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রী চিল্লী। ২। ক্লিন্ন নেত্র। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিল্লা। [সং; স্ত্রী।

চিল্লকা—ঝিল্লিকা। চিল্ল+কণ্ অল্পার্থে+আপ্।

চিল্লাচিল্লি—চেঁচাচেঁচি বা চেঁচামেচি। হিন্দী। সং।

চিল্লান—চিৎকার করা, চেঁচান। হিন্দী। ক্রি।

চিল্লাভ—ছিঁচকে চোর, হাতছেঁচড়, গাঁটকাটা। চিল্লের ন্যায় আভা যাহার, বহু। সং; পু।

চিল্লি, চিল্লিকা—ভ্রূ; চক্ষুঃ; হাবপ্রকাশ। সং; স্ত্রী। [হাবপ্রকাশ। সং; স্ত্রী।

চিল্লী—স্ত্রী চিল; ঝিল্লিকা; লোধ্র; ভ্রূ; চক্ষুঃ;

চিবা, চিবে—ইক্ষু ডাঁটা প্রভৃতি চর্ব্বণের পর অবশিষ্ট ছিবড়া। প্রাদেশিক। সং।

চিবান—চর্ব্বণ করা। দেশজ। ক্রি। [সং; পু।

চিবি—চিবুক, থুতনি, দাড়ি। চিব+ই র্ম।

চিবিট—চিপিট, চিঁড়া। সং; পু।

চিবু—চিবুক, দাড়ি, থুতনি। চিব+কু র্ম। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

চিবুক—দাড়ি, থুতনি। চিবু+কণ্ স্বার্থে।

চিঁহি—ঘোড়ার শব্দ, হ্রেষা। ব্য।

চিহ্ন—কলঙ্ক; অঙ্ক, দাগ; নিদর্শন; লক্ষণ; ইসারা, সঙ্কেত; ধ্বজ, পতাকা। চিহ্ন্ নামধাতু+অন্ ম্ম। সং; ক্লী।

চিহ্নই—চিনিতে পারা। প্রা, ক। ক্রি।

চিহ্নকারী (—কারিন্)—যে চিহ্ন করে বা দাগ দেয়; নির্দ্দেশকর্ত্তা; ঘোরদর্শন; বিঘাতী। ৬তৎ। বিণ, পু। স্ত্রী চিহ্নকারিণী। [বিণ।

চিহ্নত—১। চিহ্ন। সং। ২। চিহ্নিত। দেশজ।

চিহ্নধারিণী—১। চিহ্নধারণকারিণী। চিহ্নধারী দেখ। চিহ্নধারিন্+স্ত্রী ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শ্যামালতা। সং; স্ত্রী।

চিহ্নধারী (—ধারিন্) চিহ্নধারণকারী, যাহাতে চিহ্ন আছে, চিহ্নিত। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী চিহ্নধারিণী। [প্রা, ক। ক্রি।

চিহ্না—চিহ্নিত করা, চিনা, চিনিতে পারা।

চিহ্নিত—যাহাতে চিহ্ন করা হইয়াছে, চিহ্নযুক্ত, দাগ দেওয়া, চেনা; নির্দ্দেশিত; অঙ্কিত; লক্ষিত; বিশেষ নিদর্শনপত্রধারী (Covenanted)। চিহ্ন ধাতু+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চিহ্নিতা। [সং।

চিহ্নিতনামা—স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশপত্র। দেশজ।

চীঁচ—চিঁচ দেখ।

চীড়া—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; স্ত্রী।

চীৎকার—চিৎকার দেখ।

চীন—১। এশিয়ার অন্তর্গত দেশবিশেষ [এই মহাদেশে প্রায় চল্লিশ কোটির অধিক লোক বাস করে, ইহারা একজাতি, একবর্ণ, মহা পরিশ্রমী, স্বাধীন, বস্থবিশ্বাসী (বৌদ্ধ)]; মৃগবিশেষ; ধান্যবিশেষ, চীনা ধান; চীনদেশীয় লোক। চি (চয়ন করা)+নক্ ম্ম। সং; পু। ২। চীনদেশীয় বস্ত্র; পতাকা; সীস। সং; ক্লী। [পু।

চীনক—চীনাধান। চীন+কণ্ স্বার্থে। সং;

চীনজ—১। চীনদেশজাত। চীনে যে জন্মায়, উপ; চীন—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, চীনজা। ২। লোহ, তীক্ষ্ণ লৌহ। সং; ক্লী।

চীনপিষ্ট—চীনা সিন্দূর, সীস। চীনজাত পিষ্ট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

চীনবঙ্গ—সীস। চীনজাত বঙ্গ, মপী কর্ম্মধা।

চীনবাস—চীনে কাপড়, পট্টবস্ত্রবিশেষ। চীনভব বাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চীনা—১। চীনদেশীয়; চীনবাসী। বিণ। ২। চীন দেশের লোক। একপ্রকার ধান্য। দেশজ। সং।

চীনাংশুক—একপ্রকার পট্টবস্ত্র। চীনজাত অংশুক, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; ক্লী।
চীনা-বাদাম—মাটকড়াই। দেশজ। সং।
চীনা-বাসন—চীনা-মাটীর পাত্র। দেশজ। সং।
চীনা-মাটী—একপ্রকার চিক্কণ শ্বেত মৃত্তিকা। দেশজ। সং।
চীর—ছিন্নবস্ত্রখণ্ড, নেকড়া, কানি; চীরকুট; বল্কল, গাছের ছাল। চি (চয়ন করা)+রক্ র্ম। সং; ক্লী। [কুৎসিত লিপি। সং।
চীরকুট—টেনা, নেকড়া; ছেঁড়া চৌতা কাগজ,
চীরধারী (-ধারিন্)—চীরধারণকারী, ছিন্নবস্ত্র পরিধায়ী; বল্কলবাসাঃ। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী চীরধারিণী।
চীরভৃৎ—চীরী (সকল অর্থে)। চীর—ভৃ+ ক্বিপ্ ক। সং বা বিণ; পু।
চীরিণী—১। চীরধারিণী। চীরী দেখ। চীরিন্+ ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ। সং; স্ত্রী।
চীরী (চীরিন্)—চীরধারী; তাপস। চীর+ ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী চীরিণী।
চীর্ণ—বিভক্ত; কৃত; সঞ্চিত; সম্পাদিত; বিদীর্ণ; অনুশীলিত। চর (আচরণ করা) +ণক্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চীর্ণা।
চীবর—চীর, ছিন্নবস্ত্র; কৌপীন। চি (চয়ন করা)+বরচ্ র্ম। সং; ক্লী।
চীবরী (চীবরিন্)—বৌদ্ধসন্ন্যাসী। চীবর+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।
চুআন—চুয়ান (তাহা দেখ)। ক, প্র।
চুঁচড়া বা চুঁচুড়া—বঙ্গপ্রদেশে হুগলী জেলায় ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত সহর। ইংরাজী বানান Chinsura (চিন্‌সুরা)। ১৬৫৬ খৃঃ অঃ ওলন্দাজগণ এই স্থানে একটি কুঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৭৫৯ খৃঃ অঃ ইংরাজ সৈন্য চন্দননগর আক্রমণার্থ গমন করিলে পথি-মধ্যে ওলন্দাজ সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করে; কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা সময় যাইতে না যাইতে ইংরাজ সৈন্য আক্রমণকারীদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে। ১৭৯৫ খৃঃ অঃ যখন ইউরোপে নেপোলিয়ান প্রবর্ত্তিত ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে একদল ইংরাজ সৈন্য চুঁচড়া অধিকার করে। ১৮১৪ খৃঃ অঃ ইউরোপে সন্ধিস্থাপন হইলে স্থানটি ওলন্দাজগণকে প্রত্যর্পণ করা হয়। পর বৎসরে ওলন্দাজরাজ সুমাত্রার বিনিময়ে ইংরাজকে চুঁচড়া সহর প্রদান করেন। চুঁচড়া হুগলী জেলার সরকারী কার্য্যস্থল। [অপভ্রংশ।
চুঁচি—যুবতীর কুচ বা স্তন। চুচুক শব্দের
চুঁয়া—১। পোড়াপোড়া, আধপোড়া। বিণ। পোড়াপোড়া বা আধপোড়া হওয়া, ধরিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।
চুঁয়ান—পোড়াপোড়া বা আধপোড়া করা, ধরাইয়া ফেলা। দেশজ। ক্রি।
চুক—১। টক, অম্ল। বিণ। ২। ভ্রম, ভুল; শক্রুখোড়। দেশজ। সং। [বৈদে। সং।
চুকলি—কুৎসা, অপবাদ, পরোক্ষে নিন্দা।
চুকলিখোর—পরোক্ষে নিন্দাকারী। বৈদেশিক। সং বা বিণ।
চুকা—১। টক, অম্ল। বিণ। ২। ভুল করা; নিষ্পত্তি বা অবসান হওয়া। দেশজ। ক্রি।
চুকান—নিষ্পত্তি করা, মিটান; শেষ করা; চুক্তি করা। দেশজ। ক্রি।
চুকাপালঙ্গ—টকপালঙ্গ শাক। দেশজ। সং।
চুক্তি—নিয়ম, অঙ্গীকার, করার, সর্ত্ত; নিষ্পত্তি, অবসান। দেশজ। সং।
চুক্তিনামা, চুক্তিপত্র—নিয়ম-লেখ্য, যে দলিলে কোন বিষয়ের সর্ত্ত লিখিত হয়। দেশজ। সং।
চুঙ্গি, চুঙ্গী—চোঙ্গ, নল; আমদানি রপ্তানি পণ্যশুল্ক; আবগারি মাশুল। বৈদে। সং।
চুচুক, চূচুক—কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা। চুচু(অনু-করণ শব্দ)—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; পু বা ক্লী।
চুচুকৃতি—১। চুচু শব্দকরণ; চুম্বনধ্বনি। চুচু —কৃ+ক্তি ভা। ২। কুচাগ্র, স্তনবৃন্ত।… +ক্তি ক। সং; স্ত্রী। [প্রত্যয়বিশেষ।
চুঞ্চু—১। ছুঁচা। সং; পু। ২। (ব্যাকরণে)
চুটকি, চুটকী—১। ক্ষুদ্র, ছোট; সামান্য, নগণ্য, তুচ্ছ; লঘুসুরের বা হালকা তালের। বিণ। ২। চুক্তি; চুক্তি হিসাবে সুদ; পদাঙ্গুলির অঙ্গুরী; চিমটি; কয়ালের প্রাপ্য; মস্তকের শিখা। দেশজ। সং।
চুটান—পুনঃ পুনঃ চোট লাগান, কোপান; সম্যক্ ছেদন করা; চূড়ান্ত করা। দেশজ। ক্রি।
চুড়ি, চুড়ী—কাচবলয়; মণিবন্ধের আভরণ; কুঞ্চন, চুনট। সং।
চুড়িদার—কুঞ্চনবিশিষ্ট, চুনটযুক্ত। বিণ।
চুণ, চুণ—চূর্ণ শব্দের অপভ্রংশ, পানে খাইবার বা দেয়ালে লাগাইবার শুভ্র বস্তুবিশেষ; চূর্ণবৎ শ্বেতবর্ণ। [দেশজ। সং।
চুণকাম, চুণাকাম—প্রাচীরাদিতে চূর্ণ লেপন।
চুণা—চুণ, চূর্ণ। হিন্দি। সং।
চুণাকাম—চুণকাম দেখ।
চুণারি (চুণুরি), চুনারি (চুনুরি)—চুণ-ব্যবসায়ী। দেশজ। সং। [শিক। সং।
চুণি, চুনি—লোহিতক, পদ্মরাগমণি। বৈদে-
চুন, চুন—চুণ, চূর্ণ। দেশজ। সং।
চুনট, চুনাট—কুঞ্চন; জামা প্রভৃতির কুঞ্চিত অংশ। দেশজ। সং।
চুনা—১। ক্ষুদ্র, ছোট। বিণ। ২। ছোট মাছ; চূর্ণ, চুণ। দেশজ। সং। ৩। বাছাই করা, বাছা; কুড়ান। ক, প্রা। ক্রি।
চুনার—যুক্তপ্রদেশে মৃজাপুর জেলায় অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ ও সহর। দুর্গটি গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বিন্ধ্যগিরির একটি নিম্নমুখস্তরে প্রতি-ষ্ঠিত। উত্তরকালে দুর্গটি মুসলমানের অধিকারে আসে। হিন্দুরাজগণ যে সকল প্রস্তর লইয়া দুর্গটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখভাগে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল। মুসলমানগণ সেই সকল প্রস্তর লইয়াই দুর্গটির সংস্কার করেন, কেবল ক্ষোদিত দিক্‌টা উলটাইয়া ভূ-প্রোথিত বা অপরভাবে দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া দেন। বৌদ্ধশিল্পের অনেক প্রমাণও প্রস্তরাদিতে দেখা যায়। মৎস্য, তর-বারি, ত্রিশূল, এবং নাগরী বা পালী ভাষায় লিখিত স্বর্ণতিচিহ্নও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাঠান নরপতি সের খাঁ এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন; পরে ইহা আকবর সাহের হস্তে আসে। আনুমানিক ১৭৫০ খৃঃ অঃ বারাণসীর রাজা বলবন্ত সিংহ এই দুর্গটি অধিকার করিয়াছিলেন। বক্‌সার যুদ্ধের পরে দুর্গটি ইংরাজ হস্তে আসে (১৭৬৪ খৃঃ)। চুনার দুর্গ হেষ্টিংসের বড় প্রিয় ছিল। তাহার বাসভবন অধুনা ইংরাজ-সৈন্যের ব্যারিকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দুর্গের অনতিদূরে অনেক মুসলমান ফকিরের সমাধিস্থান আছে। তদ্দর্শনার্থে অনেক হিন্দু ও মুসলমান যাত্রী গমন করে। চুনারকে ইংরাজীতে চানারও (Chanar) বলে।
চুনারি—চুণারি দেখ।
চুনি—১। চুণি, লোহিতকমণি। দেশজ। সং। ২। কুড়াই; কুড়াইয়া। ক, প্র। ক্রি।
চুনুরি—চুণারি দেখ। [ভাষা। সং; স্ত্রী।
চুন্নী—চোর স্ত্রীলোক; গোপনকারিণী। ইতর
চুপ—মৌন, তূষ্ণীম্ভাব, নিস্তব্ধতা; গোপন। দেশজ। সং। [বিণ।
চুপচাপ—সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্। দেশজ।
চুপড়ি, চুবড়ি—বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, ছোট টুকরি, পেথে বা পেতে। দেশজ। সং।
চুপসা—শুষ্ক রস; তোবড়ান; বসা। দেশজ। বিণ।
চুপসান—শোষণ করা, শুষিয়া লওয়া, শুষ্ক করা, তোবড়ান। দেশজ। ক্রি।
চুপান—চুপ করান। হিন্দী। ক্রি।
চুপিচুপি, চুপেচুপে—নিঃশব্দে; অতি মৃদু স্বরে, কাণেকাণে; আস্তে আস্তে; গোপনে। দেশজ। ক্রি-বিণ।
চুম, চুমা, চুমু, চুমো—চুম্বন, ওষ্ঠাধর দ্বারা স্পর্শ। চুম্ব শব্দের অপভ্রংশ।
চুমকি—জল খাইবার ছোট ঘটী, ফেরো; খচিত উজ্জ্বল বস্তু (spangle)। দেশজ। সং।
চুমকুড়ি—চুম্বন; চুম্বনধ্বনি; চুম্বনের ন্যায় শব্দ করণ। দেশজ। সং।

চুমড়ান, চুমরান, চুমান—চুম্বন শব্দ করিয়া শান্ত করা; মিষ্ট কথায় ভুলান, সোহাগ করা; নূতন ছাওয়া খড় বসাইয়া মিল করা। দেশজ। ক্রি।

চুমরি, চুমুরি—বায়ব্য মূল; বটগাছের নামনা; শাখামূল; কচু প্রভৃতির উপরের শিকড়। দেশজ। সং।

চুমা—চুম দেখ।

চুমাচুমি—পরস্পর চুম্বন। দেশজ। সং।

চুমান—চুমড়ান দেখ।

চুমুক—পানপাত্রে মুখ লাগাইয়া শোষণ; ঐরূপে একবারে যতটা পান করা যায়। দেশজ।

চুমু—চুম দেখ।

চুমুরি—চুমরি দেখ।

চুমো—চুম দেখ।

চুম্ব—ওষ্ঠাধরদ্বারা স্পর্শ, চুম্বন; চুমা। চুম্ব (চুম্বন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

চুম্বই—চুম্বন করে। প্রা, ক। ক্রি।

চুম্বক—১। অয়স্কান্তমণি, লৌহাকর্ষক প্রস্তর; বিস্তৃত বহুগ্রন্থের সারসংগ্রহ। চুম্ব (চুম্বন করা)+ণক ক। সং; পু। ২। চুম্বনকারী; সারসংগ্রহকারী; গ্রন্থের একদেশাভিজ্ঞ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চুম্বিকা। ৩। সারসংগ্রহ; সংক্ষিপ্তসার। দেশজ। সং।

চুম্বকশলাকা, চুম্বকসূচি, –চী—চুম্বকলৌহনির্ম্মিত শলাকা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। এই শলাকার এক প্রান্ত সর্ব্বদা উত্তরাভিমুখ হইয়া থাকে, এ কারণ ইহার সাহায্যে দিগ্দর্শন যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সং; স্ত্রী।

চুম্বন—মুখে মুখস্পর্শ, চুম্ব, চুমা খাওয়া। চুম্ব (চুম্বন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

চুম্বিত—যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে এরূপ, কৃতচুম্বন; স্পৃষ্ট, সংলগ্ন, সম্মিলিত। চুম্ব্ +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

চুম্বী (চুম্বিন্)—চুম্বনকারী; স্পর্শকারী, স্পর্শী। চুম্ব্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী চুম্বিনী।

চুয়া—১। মূষিক, ইন্দুর। হিন্দী। ২। স্বনামখ্যাত সরস গন্ধদ্রব্য। সং। ৩। পরিস্রুত হওয়া, ক্ষরণ করা, গলিত হওয়া, ঝরা। দেশজ। ক্রি।

চুয়াত্ত, চুয়াত্তর—৭৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

চুয়ান—পরিস্রুত করা বা হওয়া, ক্ষরিত করা বা হওয়া; গলা, ঝরা। দেশজ। ক্রি।

চুয়ান্ন—৫৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

চুয়াল, চোয়াল—চিবুকাস্থি, হনু। দেশজ। সং।

চুয়াল্লিশ—৪৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

চুর, চূর—১। চূর্ণ, গুঁড়া; মন্দিরাকৃতি রাশি, স্তূপ, ঢেরি। সং। ২। বিভোর, বিভ্রান্ত, বিহ্বল। দেশজ। বিণ।

চুরট, চুরুট—ধূমপানার্থে তামাকপাতা জড়ান চোঙ্গ। ইং (cheroot)। সং।

চুরনী—চোর স্ত্রীলোক, গোপনকারিণী। দেশজ।

চুরানই,–নব্বই—৯৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ। [দেশজ।

চুরাশি, চুরাশী—৮৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক।

চুরি—চৌর্য্য, অপহরণ। দেশজ। সং।

চুরিণী—চোর রমণী। প্রা, ক। সং; স্ত্রী।

চুল—কেশ, লোম। দেশজ। সং।

চুল-কণা,–কনি,–কুনি—কণ্ডূ, কণ্ডূতি; খস। দেশজ। সং।

চুলকান—কণ্ডূয়ন করা; কণ্ডূয়ন প্রভৃতি বোধ করা বা করান। দেশজ। ক্রি।

চুলকানি—চুলকনা (তাহা দেখ)।

চুলকুনি—চুলকনা দেখ।

চুলা—উনান, আখা; গোল্লা, সর্ব্বনাশ; জাহান্নম, নরক। চুল্লা শব্দের অপভ্রংশ।

চুলি—১। চুল্লি, উনান, আখা। দেশজ। ২। চুল, কেশ। প্রা, ক। সং।

চুলী—চুলা (তাহা দেখ)।

চুলুক—পঙ্ক, পাঁক, কাদা; গণ্ডূষ; ক্ষুদ্রপাত্র। চুল+উকক্ অধি। সং; পু।

চুলুকিত—গণ্ডূষ দ্বারা পীত; কর্দ্দমযুক্ত; পঙ্কিল। চুলুক+ইত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী –তা।

চুল্লা—চুল্লী, উনান; চিতা। চুল্ল (হাব করা) +অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

চুল্লি, চুল্লী—অগ্নিস্থান, চুলা, উনান; চিতা। চুল্ল (হাব করা)+ই ক, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চুবকি—চুয়া নামক গন্ধদ্রব্য। প্রা, ক। সং।

চুবকি—চুবন (তাহা দেখ)।

চুবড়ি—চুপড়ি দেখ।

চুবন, চুবনি—মজ্জন, ডুব, ডুবন। দেশজ। সং।

চুবান—মজ্জিত করা, ডুবান। দেশজ। ক্রি।

চুষা, চুসা—ওষ্ঠদ্বারা শোষণ করা, মুখ দিয়া টানিয়া লওয়া বা খাওয়া। দেশজ। ক্রি।

চুষান, চুসান—ওষ্ঠাদিদ্বারা শোষণ করান, শুষিয়া লওয়ান। দেশজ। ক্রি।

চুষি, চুসি—শিশুদের চুষিবার ছোট লাঠি; একরকম পিঠা, ইহা চুষিয়া খাইতে হয়। দেশজ। সং।

চুসা—চুষা দেখ।

চুসান—চুষান দেখ।

চুসি—চুষি দেখ।

চুক—১। অম্ল, টক। দেশজ। বিণ। ২। ভুল, ভ্রম। বৈদেশিক। ৩। অঞ্জলি। প্রা, ক। সং।

চূড়া, চূলা—শিরোভূষণ; বাহুভূষণ, চুড়ি; দশটী সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কারবিশেষ; শিখা; ঝুঁটি; কেশ; চাল বা ছাদের পাড়; ভূষণ। চুল (উন্নত করা)+ও র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

চূড়াকরণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির দশ সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কারবিশেষ। চূড়া—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে, অথবা কুলাচার অনুসারে উত্তরায়ণে, চৈত্র ব্যতীত মাসে, শুক্লপক্ষে, রবি, চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে, রবি, মঙ্গল ও শনি ভিন্ন বারে, রিক্তা, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অষ্টমী ও পূর্ণিমা ভিন্ন তিথিতে, রেবতী, রোহিণী, অশ্বিনী, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, পুনর্ব্বসু ও চিত্রা নক্ষত্রে, কন্যা, ধনু, মীন, বৃষ, কর্কট বা মিথুন লগ্নে, দশ-যোগভঙ্গ-দোষ-যুক্ত যামিত্রাদি বেধ না থাকিলে, জন্ম চন্দ্র, মাস ও তারা বর্জ্জনপূর্ব্বক চূড়াকরণ বিধেয়। জ্যেষ্ঠ সন্তান হইলে জ্যৈষ্ঠের দশ দিন, অগ্রহায়ণ সমগ্র, এবং দক্ষিণায়নে পৌষ বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য]।

চূড়াকর্ম্ম (–কর্ম্মন্)—চূড়াকরণ (তাহা দেখ)।

চূড়ান্ত—১। চূড়ার শেষ। চূড়ার অন্ত, ৬তৎ। ২। শেষ সীমা পরাকাষ্ঠা; সিদ্ধান্ত, শেষ নিষ্পত্তি। চূড়ার অন্ত হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

চূড়ামণি—১। শিরোরত্ন, শিরোভূষণ। ৬তৎ। সং; পু। ২। শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি। ৩। যোগবিশেষ। সং।

"সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা চূড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্তং ফলং স্মৃতম্।" অর্থাৎ রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ কিংবা সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়। এই যোগে স্নানদানাদি অনন্তফলদায়ক।

চূড়াল—চূড়াযুক্ত, শিখাবিশিষ্ট। চূড়া (শিখা)+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চূড়ালা।

চূড়াবৎ—১। চূড়াবান্ দেখ। বিণ; ত্রি। ২। চূড়াতুল্য, শিখাবৎ; শেখরতুল্য। চূড়া+বৎ তুল্যার্থে। বা।

চূড়াবান্ (–বৎ)—চূড়াল, শিখাযুক্ত, শেখরবিশিষ্ট। চূড়া+বতু যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী চূড়াবতী। [সং।

চূড়ি, চুড়ি—স্ত্রীলোকের করভূষণবিশেষ। বৈদে।

চূণ—চুণ দেখ।

চূণকাম—চুণকাম (তাহা দেখ)।

চূণটি, চূণাটি—চুণের ডিবা। দেশজ। সং।

চূণা—চূর্ণ, চুণ। হিন্দী। সং।

চূণাকাম—চুণকাম (তাহা দেখ)।

চূণাটি—চুণটি দেখ।

চূণারি, চূণারী—চুণব্যবসায়ী। দেশজ। সং।

চূত—১। গুহ্যদ্বার; প্রসবদ্বার। চূত+ক অপা, নিপাতনে। ২। আম্রফল, আম। চূত+ক তবার্থে। সং; ক্লী। ৩। আম্রবৃক্ষ। চুষ (চোষা)+ক্ত র্ম্ম। সং; পু।

চূতলতা—আম্রলতা, আমের মত ফল হয় এরূপ

লতানে গাছ। চুততুল্যা লতা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চূর—চুর দেখ।

চূরমার—চূর্ণবিচূর্ণ, খণ্ডবিখণ্ড। দেশজ। বিণ।

চূর্ণ—১। কঠিন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম আকার, গুঁড়া ; খড়ী ; ধূলি ; আবীর ; চুণ ; ছাতু। চূর্ণ (গুঁড়া করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু বা ক্লী। ২। গুণ্ডিত, গুঁড়ান ; কুঞ্চিত, কোঁকড়ান। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চূর্ণা।

চূর্ণক—১। গুঁড়া, ধূলি। চূর্ণ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু। ২। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং ; ক্লী।

চূর্ণকার—চুণারি জাতি। চূর্ণ (চুণ)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

চূর্ণকুন্তল—অলক, চুলের ঝাপটা। চূর্ণ (কুঞ্চিত) যে কুন্তল, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চূর্ণন—চূর্ণকরণ, গুণ্ডন, গুঁড়া করা। চূর্ণ (গুঁড়া করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

চূর্ণপদ—এক প্রকার নৃত্য, এই নৃত্যকালে সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে যাইতে হয়। সং ; ক্লী।

চূর্ণি, চূর্ণী—পতঞ্জলি কৃত ভাষ্য ; কপর্দ্দকশত ; নদীবিশেষ ; ভাগীরথীর উপনদীবিশেষ, ইহা নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। চূর্ণ (গুঁড়া করা)+কি ক ; অথবা, চর (গমন করা)+ণি ক। সং ; স্ত্রী।

চূর্ণিত—চূর্ণীকৃত, গুণ্ডিত, যাহাকে গুঁড়া করা হইয়াছে এরূপ ; পিষ্ট। চূর্ণ (গুঁড়া করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চূর্ণিতা।

চূর্ণীভূত—যাহা চূর্ণ ছিল না এক্ষণে চূর্ণ হইয়াছে। চূর্ণ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=চূর্ণী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ভূতা।

চূলা—চুড়া দেখ।

চূলিক—ঘৃতপক্ব গোধূম, লুচি ; উপনিষৎ ; দেশজ-রোগবিশেষ। চূল+ইক র্ম্ম। সং ; ক্লী।

চূলিকা—নাটকাঙ্গবিশেষ ; হস্তিকর্ণমূল ; চূড়া। চূল+ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

চূষা—১। বরত্রা, হস্তীর কক্ষরজ্জু। চূষ+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। ওষ্ঠদ্বারা শোষণ করা, চুষিয়া লওয়া। দেশজ। ক্রি।

চূষ্য—চোষণীয়, যাহা চুষিয়া খাইতে হয় এরূপ। চূষ (চোষা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চূষ্যা।

চেং, চেঙ, চেঙ্গ—লেঠা মাছের মত একরকম ছোট লাফানিয়া মাছ। দেশজ। সং।

চেংড়া, চেঙড়া, চেঙ্গড়া—১। ভাঙ্গা ঝুড়ি বা টুকরি ; ছোকরা, বালক, ছেলে ; ছেপলা যুবক, ডাং-পিটে ছেলে। সং। ২। ছেপলা, ডাং পিটে। দেশজ। বিণ। [দেশজ। সং।

চেঁচড়া—জলজঘাসবিশেষ, এক প্রকার দাম।

চেঁচামেচি, চেঁচামেচি—পরস্পর চেঁচান বা তুমুল শব্দ, বহু লোকের চিৎকার ; কোলাহল, গণ্ডগোল। দেশজ। সং।

চেঁচাড়ি, চেঁচালি—বাখারি চাঁচা। দেশজ। সং।

চেঁচান—উচ্চ চিৎকার করা। দেশজ। ক্রি।

চেইন—শিকল ; ৬৬ ফুট দীর্ঘ মাপিবার শিকল। ইং (chain)। সং।

চেক—বস্ত্রাদিতে বোনা রঙ্গিল ঘর বা ছক ; ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নামে টাকা দিবার আদেশ-পত্র ; যাহার অবিকল প্রতিরূপ দাতার নিকট থাকে এরূপ রসিদ। ইংরাজী শব্দ। সং।

চেক-দাখিলা—যে দাখিলার অবিকল প্রতিরূপ মূলবহিতে গাঁথা থাকে। সং।

চেকমুড়ি—চেককাটা রসিদের প্রতিরূপ যে মূল-বহিতে গাঁথা থাকে। সং।

চেকিতান—১। অত্যন্ত জ্ঞানযুক্ত। যঙ্লুগন্ত কিত+চানশ্ তাচ্ছীল্যার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চেকিতানা। ২। মহাদেব। সং ; পু।

চেগরা, চেঙরা—প্রগল্ভ, বাচাল, ছেপলা, ডেকরা প্রা, ক। [প্রা, ক। ক্রি।

চেঞা—চাহিয়া, দেখিয়া ; চাহিল, দেখিল।

চেট, চেড়—যে নায়ক কুপিতা নায়িকাকে কোপ হইতে শান্ত করে, উপনায়ক ; দাস। চিট (প্রেরণ করা)+অস্ র্ম্ম। সং ; পু।

চেটা—খেজুর পাতার বা তাল পাতার মাদুর। দেশজ। সং।

চেটাল—চাটাল দেখ।

চেটী, চেড়ী—উপনায়িকা ; দাসী। চেট বা চেড় +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চেটুয়া, চেটো—১। হস্ত ও পদের তলভাগ। সং। ২। কিশোরী, যৌবনোন্মুখী, নব-যুবতী। দেশজ। বিণ ; স্ত্রী।

চেৎ—যদি। ব্য।

চেতঃ (চেতস্)—মনঃ, চিত্ত, অন্তঃকরণ। চিত (বোধ করা)+অস্ ণ। সং ; ক্লী।

চেতন—১। আত্মা, জীব। চিত (জ্ঞান করা) +অন ক। সং ; পু। ২। মনঃ। সং ; ক্লী। ৩। চৈতন্যযুক্ত, সংজ্ঞাবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চেতনা। ৪। চতুর। প্রা, ক।

চেতনা—১। চৈতন্যযুক্তা, সংজ্ঞাবিশিষ্টা। চেতন দেখ। চেতন+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সংজ্ঞা, চৈতন্য ; বুদ্ধি। সং ; স্ত্রী।

চেতনারহিত—চৈতন্যহীন, সংজ্ঞাশূন্য, অচেতন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [ক্রী।

চেতনাবিধান—চৈতন্যসম্পাদন। ৬তৎ। সং ;

চেতনা-বিহীন, —শূন্য, —হীন—চৈতন্যরহিত, সংজ্ঞাহীন, অচেতন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

চেতস্—চেতঃ দেখ। [ক্রি।

চেতান—চেতন করা, চৈতন্য দেওয়া। দেশজ।

চেতায়ল—চেতন করিল। প্রা, ক। ক্রি।

চেতিত—জ্ঞাপিত। ণিজন্ত চিত বা চেতি (বোধ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

চেদি—দেশবিশেষ, শিশুপাল এই দেশের রাজা ছিলেন ; বংশবিশেষ ; চেদিদেশীয় লোক। সং ; পু।

চেদিপতি, চেদিরাজ—চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল ; নান্দীমুখে পূজ্য বসুবিশেষ। চেদির পতি বা রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

চেন—শৃঙ্খল ; মাপের শিকল ; শৃঙ্খলাকার ভূষণ। ইং (chain)। সং।

চেনা—অভিজ্ঞান। সং।

চেপটা—চাপটা দেখ।

চেয়—চয়নীয়, যাহা চয়ন করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এইরূপ, চয়নযোগ্য। চি (চয়ন করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চেয়া।

চেয়াড়ি, চেয়াটি—বংশত্বক, চাঁচাড়ি। সং।

চেয়ার—পিঠ-দেওয়া কাষ্ঠাসন, কেদারা ; রাজকীয় আসন। ইং (chair)। সং।

চেয়ারমেন—সভাপতি। ইং (chairman)। সং।

চেয়ে—১। চাহিয়া, তাকাইয়া, দেখিয়া ; যাচিয়া, মাগিয়া। ক্রি। ২। চাইতে, অপেক্ষা। দেশজ। ব্য।

চের—দেশবিশেষ, ইহার অপর নাম কেরল। মহীশূরস্থ তালকাদ (Talkad) নামক স্থান চের রাজ্যের রাজধানী ছিল, তালকাদ অধুনা কাবেরীর সৈকতগর্ভে প্রোথিত। কেরল দেখ।

চেরাই—বিদারণ, ফাটন, চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করণ ; চিরিবার দাম। দেশজ। সং।

চেল—বস্ত্র ; পরিচ্ছদ। চিল (পরিধান করা) +অস্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

চেলা—শিষ্য ; সাকরেদ ; সঙ্গী ; চেরা কাঠ, একরকম ছোট মাছ। দেশজ। সং।

চেলান—কুড়ুল দিয়া চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করা, (চেরাই করা)। দেশজ। ক্রি।

চেলানি, চেলুনি, চেলোনি—চাউল ধোয়া জল। গ্রাম্য। সং।

চেলী—বস্ত্র ; পট্টবস্ত্র ; পরিচ্ছদ। চেল+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চেষ্টক—১। চেষ্টাকারী, উদ্যোগী। চেষ্ট (চেষ্টা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চেষ্টিকা। ২। রতিবন্ধবিশেষ। সং ; পু।

চেষ্টন—১। চেষ্টা করণ, যত্নকরণ। চেষ্ট (চেষ্টা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। চেষ্টা-কারী, চেষ্টক, উদ্যোক্তা। চেষ্ট+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চেষ্টনা।

চেষ্টমান—চেষ্টা করিতেছে এরূপ, যত্নশীল, উদ্যোগী ; চলৎ। চেষ্ট+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী চেষ্টমানা।

চেষ্টা—কায়িক ব্যাপার, অভীষ্টসাধনার্থ ক্রিয়া ; যত্ন ; উদ্যোগ ; কার্য্য ; গতি। চেষ্ট (চেষ্টা করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

চেষ্টান্তর—অন্য চেষ্টা ; অন্য উপায় ; অন্য কার্য্য। নিত্যসমাস। সং।

চেষ্টান্বিত—চেষ্টাযুক্ত, চেষ্টিত। চেষ্টার দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চেষ্টান্বিতা।

চেষ্টারহিত—চেষ্টাশূন্য, নিশ্চেষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

চেষ্টারাহিত্য—চেষ্টাহীনতা, নিশ্চেষ্টতা। চেষ্টারহিত+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

চেষ্টাশূন্য, চেষ্টাহীন—নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চেষ্টাশূন্যা, চেষ্টাহীনা।

চেষ্টিত—১। চেষ্টান্বিত। চেষ্ট (চেষ্টা করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চেষ্টিতা। ২। চেষ্টা। চেষ্ট+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

চেহারা—মূর্ত্তি, অবয়ব, মুখভাব, আকৃতি। বৈদেশিক। সং।

চৈ চৈ—হাঁস কাছিম ডাকিবার শব্দ। ব্য।

চৈত—চৈত্রমাস। প্রা, ক। সং।

চৈতন—মস্তকের শিখা, টিকী। গ্রাম্য। সং।

চৈতন্য—চেতনা, সংজ্ঞা; ব্রহ্ম; প্রকৃতি। চেতন+ষ্ণ্য ভাবাদি অর্থে। সং; ক্লী।

চৈতন্যদেব—আধুনিক বৈষ্ণব মতের প্রধান প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া থাকেন। অন্য অনেকের মতেও ইনি ভগবানের অংশাবতার। এই মহাপুরুষ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শেষ রাজধানী পবিত্র নবদ্বীপধামে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও তৎপত্নী শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অনেকগুলি নাম ছিল। মৃতবৎসা জননীর পুত্র বলিয়া ইনি প্রথমতঃ নিমাই নামে অভিহিত হন; পরে অন্নপ্রাশনের সময়ে ইঁহার নামকরণ হয় বিশ্বম্ভর; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া অনেকে ইঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিত; এবং উত্তর কালে সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে ইনি চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন। এই শেষ নামেই ইনি জগদ্বিখ্যাত।

বাল্যকালেই চৈতন্য অসামান্য মেধা ও অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। অতি অল্প বয়সেই ইনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়াও ইনি সতত অধ্যয়নে রত থাকিতেন। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ায়, চৈতন্য অন্তরে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, চৈতন্য শোকাতুরা জননীর একমাত্র অবলম্বন ও ভরসাস্থল হইলেন। অতঃপর শচীদেবীর চেষ্টায় বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে, বিষ্ণুপ্রিয়ানাম্নী আর একটী সুশীলা কন্যার সহিত ইঁহার পরিণয় হইল।

একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে চৈতন্য স্বয়ং চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ইঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভার খ্যাতি দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। খ্যাতনামা পণ্ডিতসকল বিচারে ইঁহার নিকট পরাস্ত হইতে লাগিলেন; কিন্তু ইঁহার সৌজন্যে এবং সরল ও সাধু ব্যবহারে কেহই ইঁহার উপর রাগ করিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ ইনি একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। একদিন রজতশুভ্র চন্দ্রিকাময়ী রজনীতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে ইনি শিষ্যগণসহ বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমাগত হইয়া বলিলেন, "ওহে নিমাই, তুমি নাকি বড় পণ্ডিত?" নিমাই (চৈতন্য) অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি কি জানি, আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন, আমরা শুনিয়া সুখী হই।" আগন্তুক পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকগুলির দোষাদোষ প্রদর্শনার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া নিমাই শ্লোকগুলির অর্থ ও অলঙ্কারের দোষ দেখাইয়া দিলেন। তখন আত্মাভিমানী পণ্ডিতপ্রবর অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া চৈতন্যকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

চৈতন্য অতি উদারস্বভাব ছিলেন। একদিন ইনি অপর একটি পণ্ডিতের সহিত এক নৌকায় ভাগীরথী পার হইতেছিলেন। পণ্ডিত, চৈতন্যের হস্তে ন্যায়ের টীকা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইনি তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিত বলিলেন "আমিও একখানি ন্যায়ের টীকা লিখিয়াছি, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকা থাকিতে আমার টীকা কে পড়িবে?" এই কথা শুনিবামাত্র চৈতন্য নিজের কৃত টীকাখানি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে নিমাই পিতৃক্রিয়ার্থ গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিষ্ণুপদমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণের স্তব, স্তুতি, পূজা, প্রভৃতি দর্শনে ও শ্রবণে ইঁহার হৃদয়ে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। এই স্থানে ঈশ্বরপুরী নামক এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত আলাপে ইঁহার ভক্তিস্রোতে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইল। কয়েক দিন পরে নিমাই ব্রহ্মচারীর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ভক্তিরসে প্লাবিত হওয়ায় এখন হইতে ইঁহার কেবল হরিনাম জপ, হরিধ্যান, হরিজ্ঞান সার হইল।

নবজীবন লাভ করিয়া নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। হরিধ্যান ভিন্ন অন্য কিছু এখন আর ইঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। নিমাই ভক্তিপ্রেমে একেবারে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম আর ইঁহার ভাল লাগিত না, তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। অতঃপর ইনি অধ্যাপনা কার্য্যও বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময়ে হরিনাম ভিন্ন আর কিছুই ইঁহার মুখে আসিত না। এক্ষণে নিমাই সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবগণ ইঁহার ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত মিলিত হইলেন। যবন হরিদাস হরিনামরসে আর্দ্র হইয়া সংপরোনাস্তি ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও হরিনাম ত্যাগ না করিয়া ইঁহাদের সহিত যোগ দিলেন [হরিদাস দেখ]। ভক্ত বৈষ্ণবসকল এক জাতীয়; তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিবিচার নাই। তাঁহারা জানিতেন—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"
"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।"

এক্ষণে সাধনভজন ভিন্ন ইঁহার আর অন্য কাজ রহিল না। সংসারে থাকিয়াও ইনি কেবল ধর্ম্মজগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও চৈতন্যের মনের আশা মিটিল না। ইনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অবশেষে সংসারের বন্ধন, আত্মীয়-স্বজনের মায়া মমতা ছিন্ন করিয়া একদিন নিশাকালে গৌতম বুদ্ধের ন্যায় বৃদ্ধা জননী, যুবতী ভার্য্যা ও প্রিয় সহচরবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিমাই পঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিলেন, এবং কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসী হইয়া চৈতন্য শান্তিপুরে ভক্ত অদ্বৈতের গৃহে গমন করিলেন, সেখানে শচী দেবী ও ভক্তবৃন্দ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর ইনি মধুর সম্ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করতঃ বিদায় দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধু ইঁহার সহিত গমন করিলেন। পুরীর নিকটবর্ত্তী হইলে, জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত ইঁহার আগ্রহ এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, ইনি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। মন্দিরে

উপস্থিত হইয়া বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইনি অনুরাগের আবেগে তাহা ক্রোড়ে লইবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন, এবং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে সঙ্গিগণ দ্রুতপদে আসিয়া হরিনামের ধ্বনিতে ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

নীলাচলে পুরীরাজের সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের সহিত ইঁহার সুহৃতা জন্মে। তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে চৈতন্য বড় বেশী কিছু জানেন না, তিনি চৈতন্য-ভাগবত শুনাইতে শুনাইতে একদিন—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥

শ্লোকের নয় রকম ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্য উক্ত শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। তখন সার্ব্বভৌম পরাজয় স্বীকার করিয়া চৈতন্যের মতের অনুবর্ত্তী হইলেন।

অতঃপর ইনি নীলাচলেই আপনার আবাস স্থির করিলেন। ভাগবত হরিদাস প্রভৃতি দুই একজন ধর্ম্মবন্ধু ইঁহার নিকটে রহিলেন। অনন্তর ইনি নিত্যানন্দকে দেশে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে বলিলেন। ইহার পর চৈতন্য কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করিলেন। তথায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মধ্যে একবার দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তৎপরে আবার নীলাচলে গমন করিলেন। এই স্থানে ইনি কিছুকাল অবস্থান করেন। এক সময়ে সাগরের নীল সলিলরাশি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশি জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যান, এবং অনন্ত সাগরগর্ভে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তিরোহিত হন (১৫৩৩ খ্রীঃ)।

চৈতন্যময়—জ্ঞানময়। চৈতন্য শব্দ+ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চৈতন্যময়ী।

চৈতন্যরূপিণী—জ্ঞানস্বরূপা। চৈতন্যরূপী দেখ। চৈতন্যরূপিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

চৈতন্যরূপী (-রূপিন্)—জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানময়। চৈতন্যরূপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -রূপিণী।

চৈতন্যোদয়—চেতনাসঞ্চার, জ্ঞানোদয়, জ্ঞানের আবির্ভাব। চৈতন্যের উদয়, ৬তৎ। সং; পু। [(মনঃ)+ষ্ণ। সং; স্ত্রী।

চৈত্ত—(বৌদ্ধমতে) বিজ্ঞান ভিন্ন স্কন্ধ। চিত্ত

চৈত্য—১। উপাসনাস্থান; পূজাস্থান; বৌদ্ধদিগের মঠ। চিত (বোধ করা)+য র্ম, তদ্ধিতে ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। রথ্যা বা শ্মশানপার্শ্বস্থ বৌদ্ধদিগের পূজনীয় বৃক্ষ। চিতা+ষ্ণ্য। সং; পু। ৩। চিতাসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চৈত্যী।

চৈত্র—১। চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাবিশিষ্ট মাস, মধুমাস। চৈত্রী+ষ্ণ। সং; পু। ২। বুদ্ধভিক্ষুক; বর্ষপর্ব্বত-বিশেষ; চিত্রাগর্ভজ পুত্র; ইনি সপ্তদ্বীপাধিপতি সুরথরাজার পিতামহ। [পু।

চৈত্রক—চৈত্রমাস। চৈত্র+কণ্ স্বার্থে। সং;

চৈত্রমখ—চৈত্রমাসের উৎসব। ৬তৎ; অথবা চৈত্রে কৃত মখ (উৎসব), মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চৈত্ররথ—কুবেরের উদ্যান, ইহা চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব দ্বারা রক্ষিত বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। চিত্ররথ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

চৈত্রাবলী—চৈত্রী পূর্ণিমা। সং; স্ত্রী।

চৈত্রিক—চৈত্রমাস। চৈত্রী+ষ্ণিক। সং; পু।

চৈত্রী—চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা; চৈত্রমাসের পূর্ণিমা। চিত্রা (নক্ষত্রবিশেষ)+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চৈৎসিং (রাজা)—বেনারসের রাজা বলবন্ত সিংহের ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র চৈৎসিং বেনারসের রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি অযোধ্যার নবাবের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া বার্ষিক কর দিতে অঙ্গীকার করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস নির্দ্দিষ্ট দেয় কর ব্যতীত ৫ লক্ষ টাকা দাবী করেন, এবং সিপাহীর সাহায্যে ঐ টাকা আদায় করেন। পর বৎসরও ঐরূপ দাবী করা হয় এবং দ্বিতীয় বৎসরে কোম্পানীর কার্য্যের নিমিত্ত সৈন্যদল দিবার জন্যও দাবী করা হয়। চৈৎসিং সৈন্য দ্বারা সাহায্য না করাতে তাঁহাকে ৫০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিতে বলা হয়। এই টাকা আদায় করিবার জন্য হেষ্টিংস স্বয়ং বেনারসে গমন করেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট স্বীয় প্রাসাদেই চৈৎসিং বন্দী হইয়া থাকেন। তাঁহার অনুচরগণ রক্ষিগণকে আক্রমণ ও নিহত করে। এই গোলযোগের সময় চৈৎসিং পলায়ন করেন। হেষ্টিংস চুনার দুর্গে প্রস্থান করিলে মেজার পপহাম (Major Popham) সসৈন্যে আসিয়া বেনারসে লতিফপুর ও বিজয়গড়ে চৈৎসিংহের যে সকল সেনা ছিল, তাহাদিগকে পরাজিত করেন। দেয় রাজস্ব দ্বিগুণীকৃত করা হইল এবং চৈৎসিংহের একমাত্র ভগিনীর পুত্র মহীপ নারায়ণকে রাজা করা হইল। চৈৎসিং সামান্য মাত্র অনুচর লইয়া গোয়ালিয়রে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ্চ দেহত্যাগ করেন। বেনারসের বর্ত্তমান রাজগণ চৈৎসিংহের বংশসম্পর্কিত ভূমিহার ব্রাহ্মণ। মহীপ নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উদিত নারায়ণ, এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উদিত নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ কাশীর রাজা হন। বর্ত্তমান রাজা স্যার্ প্রভু নারায়ণ ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তকপুত্র। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন ইনি কাশীরাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। হেষ্টিংসের সঙ্গে কান্তবাবু বেনারসে যান এবং চৈৎসিংহের সুন্দর কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরের দালান, স্তম্ভ ও কার্ণিস প্রভৃতি উঠাইয়া আনিয়া কাশীমবাজার রাজবাটীর কিয়দংশ পরিশোভিত করেন। এই রাজবাটীতে যে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে, শুনা যায়, উহাও কান্তবাবুর আনীত চৈৎসিংহের সম্পত্তি।

চৈদ্য—চেদিরাজ; শিশুপাল; চেদিদেশীয় লোক। চেদি (দেশবিশেষ)+ষ্ণ্য। সং; পু।

চোঁচ—চঞ্চু; বংশাদির সূচিবৎ শলাকা; আঁশ, ছিবড়া। দেশজ। সং।

চোঁচা—একটানা; রুদ্ধশ্বাসে সম্পাদিত। দেশজ। বিণ।

চোক—চক্ষু; ৪ পণ বা ১ কাহনের ৪ ভাগের ১ ভাগ। দেশজ। সং। [মূলক। সং।

চোকর, চোকল—শুষ্ক ত্বক্, তুষ, ভুষি। হিন্দী

চোখ—১। চক্ষু; তদাকার চিহ্ন; ইক্ষুকাণ্ডের গ্রন্থিস্থ অঙ্কুরমূল; চন্দ্র। সং। ২। তীক্ষ্ণ, তীব্র। দেশজ। বিণ।

চোখ-খাগী—যে নারী অন্ধ হইয়াছে; যে ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে অক্ষম। দেশজ। সং বা বিণ; স্ত্রী। পু চোখখেগো।

চোখ গেল—বৃক্ষচারী পাংশুবর্ণ পক্ষিবিশেষ,—উড়িবার সময় 'কুক্-কু' কিংবা 'চোখ গেল' রব করে। (ডাক হইতে এই নাম)। সং।

চোখ-রাঙ্গানি—ক্রোধ-প্রদর্শন। দেশজ। সং।

চোখা—১। অগ্নিদগ্ধ ব্যঞ্জন। সং। ২। তীক্ষ্ণ, তীব্র। হিন্দী। বিণ।

চোগা—সব উপরে গায়ে দিবার একপ্রকার সম্মুখ-খোলা লম্বা জামা। বৈদেশিক। সং।

চোঙ, চোঙ্গ—বড় নল; তদাকার বস্তু। দেশজ। সং।

চোঙা, চোঙ্গা—ছোট নল। দেশজ। সং।

চোট—আঘাত, ঘা; কোপ; ঝাঁজ, তেজ; জাঁক, জারি, বড় মানুষি। হিন্দী। সং।

চোটা—১। দিন হিসাবে মোটা সুদ। দেশজ। ২। চিটা গুড়, কোতরা। প্রা, ক। সং।

চোটান—চোট মারা বা লাগান, কোপান। দেশজ। ক্রি।

চোট্টা—চোর। হিন্দী। সং। [সং।

চোণা, চোনা—গোমূত্র; পশুমূত্র। দেশজ।

চোতা—অকর্মণ্য, বাতিল, বাজে ; অপরিষ্কার, তাড়াতাড়ি লিখিত, খসড়া। দেশজ। বিণ।
চোদনা—প্রেরণা ; প্রবর্ত্তনা ; তর্জনা। চুদ (প্রেরণে)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।
চোদয়িতা—প্রবর্ত্তক ; প্রেরক। ণিজন্ত চুদ বা (=চোদি)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী চোদয়িত্রী।
চোদিত—প্রেরিত ; প্রবর্ত্তিত ; নিয়োজিত। ণিজন্ত চুদ (=চোদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
চোদ্দ—চৌদ্দ (১৪)। দেশজ।
চোদ্য—১। অদ্ভুত প্রশ্ন। সং; স্ত্রী। ২। প্রেরণযোগ্য। চুদ (প্রেরণ করা)+য্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চোদ্যা।
চোনা—চোণা দেখ।
চোপ—১। চোট, কোপ, আঘাত। দেশজ। সং। ২। চুপ রহ, কথা কহিও না। হিন্দী। ব্য।
চোপড়—আনুষঙ্গিক বস্তু। দেশজ। সং।
চোপদার, চোবদার—আসাসোঁটা-বাহক। বৈদেশিক। সং।
চোপন—চুপে চুপে যাওয়া ; মৌন, চুপ করিয়া থাকা। চুপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
চোপরা, চোপা—মুখ, কবল, গ্রাস ; মুখের জোর, মুখরতা, বাচালতা, অধিক কথা বলিবার শক্তি, ত্বক্, খোসা। দেশজ। সং।
চোপসা—শুষ্ক, সঙ্কুচিত। দেশজ। বিণ।
চোপা—যাহার মুখ ফলের ত্বকের ন্যায় মসৃণ—সুতরাং শ্মশ্রুহীন। দেশজ। [ক্রি।
চোপান—চুটান, কোপান, খোড়া। দেশজ।
চোবল—কামড়, দংশন। দেশজ। সং।
চোবে—ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। সং। [সং।
চোমর—পক্ষগুচ্ছ ; ঢক্কাদির পক্ষভূষণ। দেশজ।
চোয়াড়, চোহাড়—১। শবর, কিরাত, শিকারী। প্রা, ক। ২। অভদ্র ব্যক্তি, ইতর-সম্প্রদায়, নিম্নশ্রেণীর ছোট লোক (riffraff) দেশজ। সং।
চোয়াল—চুয়াল (তাহা দেখ)।
চোর—১। তস্কর, পরদ্রব্যাপহারক ; গন্ধদ্রব্য-বিশেষ ; জনৈক কবি। চুর (চুরি করা) +অন্ ক। সং; পুং। ২। চুরি। প্রা, ক।
চোরকাঁটক, চোরকাঁটা—ভাঁটুই, ইহার ফল কাপড়ে বিঁধিয়া যায় ও লোমে জড়াইয়া যায়। প্রাদেশিক। সং।
চোরফুট্টি—চৌফুট্টি (তাহা দেখ)।
চোরা—১। চোরিত, চুরি করা ; চৌর্য্যভাব ; চৌর্য্যব্যবসায়ী। বিণ। ২। চোর। দেশজ। সং।
চোরা, চুরা—চূর্ণীকৃত, ভাঙ্গা। দেশজ। বিণ।
চোরাই—১। চোরিত, অপহৃত, যাহা চুরি করা হইয়াছে। দেশজ। বিণ। ২। চুরি করিয়া। প্রা, ক। ক্রি।
চোরান—চুরি করা। ক, প্র। ক্রি।
চোরায়ল—চুরি করিল। প্রা, ক। ক্রি।
চোরি—১। চুরি, চৌর্য্য। সং। ২। চুরি করিয়া। প্রা, ক। ক্রি।
চোরিত—চুরি করা হইয়াছে এরূপ, অপহৃত। চোরি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
চোল, চোলক—১। কাঁচুলি ; ঘাঘরা। চোল= চুল+অন্ ক। চোলক=চোল+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। দেশবিশেষ। ৩। তাঞ্জোর ; পাণ্ড্যমণ্ডপ। সং; পুং। দ্রাবিড় রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত ছিল; চোল তাহাদের অন্যতম। অপর দুইটি বিভাগের নাম চের (বা কেরল) এবং পাণ্ড্য। তিনটি রাজ্যেরই লোকের ভাষা দ্রাবিড় বা তামিল। "করমণ্ডল" নামটি "চোলমণ্ডলম্" নামের অপভ্রংশ—কোন কোন লেখকের বিশ্বাস এইরূপ। মোটামুটি বলিতে গেলে, কাবেরী নদীর উত্তরাংশস্থিত তামিল দেশই চোল রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান ত্রিচীন-পল্লীর সন্নিকটে চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে চোলগণ পাণ্ড্য-রাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিল, এবং কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ দেশ শাসনাধীনে আনিয়াছিল। চোলগণ কুন্তুদেশ (বা পূর্ব্ব চোর দেশ) ও অধিকার করিয়াছিল। মুসলমানগণ কর্তৃক ১৩১০ খৃষ্টাব্দে চোল রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হয়।
চোলাই—১। পরিস্রুত করণ, বকযন্ত্রে চুয়ান। সং। ২। পরিস্রুত, চুয়ান। দেশজ। বিণ।
চোলিকা, চোলী—ঘাঘরা। চোলিকা—চোলক +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। চোলী=চোল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
চোষ, চোষণ—শোষণ। দেশজ। সং।
চোষ-কাগজ—কাঁচা কালি শোষণের কাগজ, ব্লটিং কাগজ। দেশজ। সং।
চোষ্য—চুষিয়া খাইবার উপযুক্ত (আস্বাদ)। চুষ্ শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন।
চোস্ত—চৌরস, সমান, মসৃণ, সমতল ; দুরস্ত, ঠিক ; আঁট, কষা ; চালাক। বৈদে। বিণ।
চোহাড়—চোয়াড় দেখ।
চৌ—চারি (৪)। দেশজ।
চৌক—চোখ, চক্ষু ; ৪ পণ, ১ কাহণের ৪ ভাগের ১ ভাগ। দেশজ। সং।
চৌকণ—চতুষ্কোণ, চারিকোণা ; চতুষ্পল, চারিপলা। প্রা, ক। বিণ।
চৌকস, চৌকোস—চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসম্পন্ন, চতুর, চালাক, সতর্ক, হুঁসিয়ার। বৈদে। বিণ।
চৌকা—১। চতুষ্কোণ ; সমচতুর্ভুজ। দেশজ। বিণ। ২। চুলী, চুলা, উনান ; রন্ধনস্থান ; রন্ধনস্থান লেপন ও পরিষ্করণ। হিন্দী।
চৌকাঠ—কপাট জানালার চারিপাশের কাঠ। দেশজ। সং।
চৌকি, চৌকী—১। চতুষ্কোণ উন্নত কাষ্ঠাসন ; বসিবার টুল, চেয়ার ; তক্তাপোষ। দেশজ। ২। থানা, ফাঁড়ি ; মুন্সেফের এলাকা, মহকুমা ; প্রহরীর কার্য্য, প্রহরা ; পাহারা। বৈদেশিক। ৩। প্রহরী। প্রা, ক। সং।
চৌকিদার—পাহারাদার, পাহারাওয়ালা ; প্রহরী। বৈদেশিক। সং।
চৌকিদারী—১। চৌকিদারের কর্ম্ম, প্রহরিত্ব, পাহারা। সং। ২। চৌকিদার-নিমিত্তক ; চৌকিদারের বেতনার্থে দেয়। বৈদেশিক। বিণ। [অপভ্রংশ।
চৌকোণা—চারিকোণ-বিশিষ্ট। চতুষ্কোণ শব্দের
চৌকোণ—১। চৌকস (তাহা দেখ)। ২। চারি ক্রোশ পথ। সং। প্রা, ক।
চৌকোষ—চৌকস দেখ।
চৌখণ্ড, চৌখণ্ডিকা, চৌখণ্ডী—চারিখণ্ডে বিভক্ত; চতুষ্পদ, চারি পায়াযুক্ত। প্রা, ক। বিণ।
চৌখুপী, চৌখুপী—চার খোপ বা খুবরি-বিশিষ্ট; চতুষ্কোণ ঘর আঁকা। দেশজ। বিণ।
চৌখুরা—১। চারি খুরা বা পায়াবিশিষ্ট। বিণ। ২। চতুষ্চরণ কাষ্ঠাসন, চৌকি। প্রা, ক। সং।
চৌগোপ্পা—নাসিকা পর্য্যন্ত দুই ভাগ করিয়া ও উপর দিকে তুলিয়া দুই পাশের গোঁপের সহিত মিলান হইয়াছে এরূপ। দেশজ।
চৌঘুড়ী—চারি ঘোড়ার গাড়ী। দেশজ। সং।
চৌচক—চমকিয়া, চমকিত হইয়া। প্রা, ক।
চৌচাকলা, চৌচাপ্লা—চৌকাক, নানাখণ্ডে বিদীর্ণ। দেশজ। বিণ।
চৌচাকা—চতুশ্চক্র ; চৌচাকলা (তাহা দেখ)। দেশজ। বিণ।
চৌঠ—১। চতুর্থ। বিণ। প্রা, ক। ২। চতুর্থ ভাগ, চৌথ ; মাসের চতুর্থ দিবস। সং। হিন্দীমূলক।
চৌঠা—মাসের চতুর্থ দিবস। দেশজ।
চৌ[illegible] চতুর্থাংশ [illegible] সং।
চৌতলা, চৌতালা—উপরে উপরে চারি থাক-বিশিষ্ট, চার তালা (বাড়ী) [illegible] চতুস্তল শব্দের অপভ্রংশ
চৌতারা—১। চারি তার বিশিষ্ট একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। চতুস্তার শব্দের অপভ্রংশ। ২। অঙ্গন, উঠান, চাতাল চত্বর শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।
চৌতাল—একপ্রকার [illegible] তাল। দেশজ। সং।
চৌতালা—চৌতলা দেখ।
চৌত্রিশ—৩৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। চতুস্ত্রিংশৎ শব্দের অপভ্রংশ।
চৌথ—রাজস্বের চতুর্থাংশ, মারাঠারা বিজিত রাজ্যসমূহ হইতে এই কর আদায় করিতেন ;

প্রজারা আপনাদের অধিকৃত ভূমিস্থিত বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিলে, তাহার মূল্যের চতুর্থাংশ জমিদারকে দিয়া থাকে, তাহাকেও চৌথ বলে। চতুর্থ শব্দের অপভ্রংশ।

চৌদশী—চতুর্দ্দশী। প্রা, ক।

চৌদানি, চৌদানী—কর্ণাভরণবিশেষ। দেশজ।

চৌদিক—চারিদিক। চতুর্দ্দিক্ পদের অপভ্রংশ।

চৌদিগ—চারিদিক। প্রা, ক।

চৌদিশ—চারিদিক্। চতুর্দ্দিশ্ শব্দের অপভ্রংশ।

চৌদুলি—ডুলে বা দুলে জাতি। প্রা, ক।

চৌদোলা—চতুর্দ্দোলা শব্দের অপভ্রংশ।

চৌদ্দ—১৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

চৌধুরী—উপাধিবিশেষ। চতুর্ধুরিন বা চতুর্ধুরীণ শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন।

চৌপথ—চারিপথের মিলনস্থল, চৌমাথা। চতুষ্পথ শব্দের অপভ্রংশ।

চৌপদী—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। চতুষ্পদী শব্দের অপভ্রংশ।

চৌপর—চারিপ্রহর। সং বা বিণ। দেশজ।

চৌপাড়া, চৌবাড়ী—পাঠশালা, টোল। চতুষ্পাঠী শব্দের অপভ্রংশ।

চৌপালা—একপ্রকার চতুর্দ্দোলা। দেশজ। সং। [অপভ্রংশ। প্রা, ক।

চৌপাশ—চারি পাশ। চতুষ্পার্শ্ব শব্দের

চৌফুট্টি—উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, বাহাদুরী, চালাকি। প্রাদেশিক। সং। [সং।

চৌবাচ্চা—চবুতরা, বাটীর জলকুণ্ড। দেশজ।

চৌবাড়ী—চৌপাড়ী দেখ।

চৌমাথা—চারিপথের মিলনস্থল, চতুষ্পথ। দেশজ।

চৌম্বক—চুম্বকসম্বন্ধীয়; আকর্ষক। চুম্বক+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চৌম্বকী।

চৌর—চোর, তস্কর; গন্ধদ্রব্যবিশেষ; কবিবিশেষ। চোর+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

চৌরস—সমতল, সমান, মসৃণ, চৌরস্ত। দেশজ। বিণ।

চৌরাশী—চুরাশী (৮৪)। চতুরশীতি শব্দের অপভ্রংশ।

চৌরাস্তা—চারিপথের মিলনস্থল, চৌমাথা। দেশজ। সং।

চৌরি—১। চৌর্য্য, চুরি। সং; স্ত্রী। ২। চারিচালবিশিষ্ট, চারিচালা। বিণ। ৩। চারিচালা ঘর। দেশজ। সং। ৪। চোরা, চোরাই, লুকান। প্রা, ক।

চৌর্য্য—তস্করতা, চুরি। চোর+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

চৌর্য্যবৃত্তি—চুরি ব্যবসায়। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চৌষট্টি—৬৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। চতুঃষষ্টি শব্দের অপভ্রংশ।

চৌহদ্দ, চৌহদ্দী—চতুঃসীমা, চারিদিকের সীমানা। বৈদেশিক। সং।

চ্যবন—১। ক্ষরণ। চ্যু (পতিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। অনেক ঋষি; মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে পুলোমার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে এক রাক্ষস পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে গর্ভস্থ বালক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হন, তাহাতেই ইঁহার নাম চ্যবন হয়। দুরাত্মা রাক্ষস ইঁহার তেজে ভস্মীভূত হয়।

উপযুক্ত বয়সে চ্যবন তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল একস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তপস্যা করায় ইঁহার শরীর বল্মীক দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। একদিন রাজা শর্য্যাতি সপরিবারে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলে রাজার সুকন্যা নাম্নী দুহিতা কণ্টক দ্বারা বল্মীকমধ্যস্থ ঋষিবরের উজ্জ্বল নয়নদ্বয় বিদ্ধ করেন। চ্যবন রাজসৈন্যের মলমূত্রত্যাগ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন রাজা ইঁহাকে স্বীয় দুহিতা ভার্য্যার্থে প্রেরণ করিয়া ইঁহার তুষ্টি বিধান করেন।

অতঃপর চ্যবন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভার্য্যা সুকন্যাসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। দেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে ইনি নবযৌবনলাভ করিলেন। সুকন্যার গর্ভে ইঁহার প্রমতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। স্বীয় শ্বশুরের যজ্ঞে ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করিতে দেন। তাহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া ইঁহার বিনাশার্থে বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলে, ইনি তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত করেন। অনন্তর তপোবলে এক অসুর সৃজন করিয়া তাহাকে ইন্দ্রের প্রাণনাশার্থ আদেশ করেন। তখন দেবরাজ চ্যবনের শরণাপন্ন হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

চ্যবনপ্রাশ—রসায়ন অধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। এই ঔষধে কাশ ও শ্বাসাদি রোগের উপশম এবং বলবৃদ্ধি হয়। কথিত আছে যে, চ্যবন মুনি এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধকালে পুনরায় যৌবন লাভ করিয়াছিলেন। চ্যবন (মুনিবিশেষ)—প্র—অশ (ভোজন করা) +ঘঞ্ ণ্ব। সং; পু।

চ্যুত—পতিত; নষ্ট; ভ্রষ্ট; ক্ষরিত; মুক্ত; চঞ্চল। চ্যু (পতিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী চ্যুতা।

চ্যুতি—পতন; ভ্রংশ; ক্ষরণ; নাশ; হানি। চ্যু (পতিত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

চ্যোত—চ্যুতি (তাহা দেখ)। চ্যুত (পতিত হওয়া)+অল্ ভা। সং। পু।

চ্যোতন্ (চ্যোতৎ)—পতনশীল; ক্ষরণশীল; বিনাশশীল। চ্যুত (পতিত হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী চ্যোতন্তী।

ছ

ছ—১। সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। নির্ম্মল; তরল; ছেদক। ছো (ছেদন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ছই, ছৈ—নৌকার চাল; গোগাড়ীর আচ্ছাদন বা টোপর,সেরাটোপ। দেশজ; সং। [সং।

ছক নক্সা, দাবা-পাশা খেলার ঘর। দেশজ।

ছকড়া—১। ছটা কড়ি, দেড়গণ্ডা। দেশজ। ২। ছে'করা গাড়ী,গোলকট। বৈদেশিক। সং।

ছকড়া-নকড়া—বিশৃঙ্খল, গোলমেলে; তুচ্ছতাচ্ছীল্য। দেশজ।

ছকা—ছক কাটা, নক্সা আঁকা। দেশজ। ক্রি।

ছকি—মেয়ে। প্রা, ক। সং।

ছক্কা—লুচির সঙ্গে খাইবার নিরামিষ ব্যঞ্জন; ছয়বিন্দু-চিহ্নিত তাস; গেরাবু খেলায় সমস্ত পিঠ একপক্ষ পাইলে বিপক্ষের বিরুদ্ধে যে তাস ধরা হয়। দেশজ। সং।

ছগ—ছাগ, ছাগল। ছো (ছেদন করা)+অগক্ ণ্ব নিপাতনে। সং; পু।

ছগল—১। ছাগ, ছাগল; অত্রিমুনি। ছো (ছেদন করা)+কল ণ্ব নিপাতনে। সং; পু। ২। নীলাম্বর, নীলবস্ত্র। সং; ক্লী।

ছগলক—ছাগল। ছগল+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। [স্ত্রী।

ছগলী—স্ত্রীছাগল,ছাগী। ছগল+ঙীপ্। সং;

ছগী—ছাগী, স্ত্রীছাগল। ছগ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

ছও—ছয়। প্রা, ক। [দেশজ।

ছচল্লিশ—৪৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক।

ছটকান—ছড়াইয়া পড়া; ছিটকাইয়া যাওয়া; সরিয়া পড়া। দেশজ। ক্রি।

ছটপটিয়া (ছটপটে)—চঞ্চল, অস্থির; ক্ষিপ্র। দেশজ। বিণ। [বিছাড়। দেশজ। সং।

ছটফট—অস্থিরতা; অস্থিরতাপ্রকাশ; আছাড়

ছটফটান—ছটফট করা। দেশজ। ক্রি।

ছটফটিয়া (ছটফটে)—ছটফটকারী, ছটপটিয়া (তাহা দেখ)। দেশজ। বিণ।

ছটরা, ছররা—ছিটাগুলি। বৈদেশিক। সং।

ছটা—উজ্জ্বলতা; শোভা; সুন্দরতা; দীপ্তি; রেখা; সমূহ; পরম্পরা। ছো (ছেদন করা) +অটন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ছটাক—১ সেরের বা ১ কাঠার ১৬ ভাগের ১ ভাগ। দেশজ। সং।

ছটাছটি—কান্তিযুক্ত। প্রা, ক।

ছটি—কান্তি; কীর্ত্তি। প্রা, ক।

ছড়—১। আঁচড়; বেহালা-বাদন-যষ্টি। দেশজ। ২। ছাল, চামড়া, চর্ম্ম; বল্কল। প্রা, ক। সং।

ছড়া—১। গুচ্ছ, স্তবক, থোলো; মালা, হার, নর; বরকন্যার বস্ত্রে গ্রন্থি; বিক্ষেপ;

কবিতার শ্লোক। সং। ২। যাহার চামড়া বা খোলা ছাড়ান হইয়াছে এরূপ। বিণ। ৩। ত্বক্ উন্মোচন করা, চামড়া বা খোলা ছাড়ান। দেশজ। ক্রি।

ছড়াদার—কবি বা তর্জাওয়ালা। দেশজ। সং।

ছড়াছড়ি, ছড়াছড়ি—ইতস্ততঃ নিক্ষেপ বা বিক্ষেপ; বাহুল্য, আধিক্য। দেশজ। সং।

ছড়ান—নিক্ষেপ করা, বিক্ষিপ্ত করা, ছিটান। দেশজ। ক্রি।

ছড়াহাঁড়ী—যে হাঁড়ীতে গোবর-জল লইয়া উঠানে ও পথে ছড়ান হয়। দেশজ। সং।

ছড়ি, ছড়ী—১। যষ্টি, সরু লাঠি, বেত; বেহালা বাজাইবার কেশযষ্টি। দেশজ। সং। ২। অসহায় হইয়া। প্রা, ক।

ছড়ীদার—ফুলছড়ী বাহক; বেত্রধারী; পুরীর পাণ্ডাদের বেত্রধারী। দেশজ। সং।

ছড়ীবরদার—চোপদার। দেশজ। সং।

ছতরী—গাড়ী বা নৌকার ছই। দেশজ। সং।

ছত্তর—পঙ্‌ক্তি, লাইন। ছত্র শব্দের অপভ্রংশ।

ছত্তিছন্ন—আশ্রয়হীন; নষ্ট। দেশজ। বিণ।

ছত্র, ছত্—১। আতপত্র, ছাতা। [পুরাণে কথিত আছে যে, এক সময় মহর্ষি জমদগ্নি বাণক্রীড়া করিতেছিলেন, এবং তৎপত্নী রেণুকা নিক্ষিপ্ত বাণসকল কুড়াইয়া আনিতেছিলেন। রেণুকা প্রখর সূর্য্যতাপে তাপিতা হইয়া স্বামীকে নিবেদন করিলে জমদগ্নি সূর্য্যকে তাপ সংবরণ করিতে বলেন। সূর্য্য তাহাতে জগতের ক্ষতি হইবে জানাইয়া তাপ নিবারণার্থ মহর্ষিকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান করেন]। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ত্র ণ। ২। আচ্ছাদন; আবরণ। ণিজন্ত ছদ+ত্র ভা। সং; ক্লী।

ছত্র—পঙ্‌ক্তি, অক্ষর-পঙ্‌ক্তি। সং।

ছত্র—সদাদান, যেখানে সর্ব্বদা অন্নদান হইয়া থাকে। সং। সত্র শব্দের অপভ্রংশ।

ছত্রক—ছত্র, ছাতা; ভেকচ্ছত্র, বেঙের ছাতা; বর্ষাকালে জুতা প্রভৃতিতে যে ছাতা ধরে; মাছরাঙ্গা পাখী; ঈশ্বরগৃহবিশেষ। ছত্র শব্দ +কণ্। সং; ক্লী।

ছত্রকদেহী (—দেহিন্)—ছত্রকের ন্যায় দেহধারী, বেঙের ছাতার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট (জন্তু)। ছত্রকের দেহ=ছত্রকদেহ, ৬তৎ; তাহা আছে ইহার এই অর্থে ছত্রকদেহ+ইন্। বিণ; পু।

ছত্রদণ্ড—১। ছত্র ও দণ্ড। দ্বন্দ্ব। ২। রাজচ্ছত্র। ছত্র রূপ দণ্ড; রূপক কর্ম্মধা। ৩। ছাতার বাঁট। ৬তৎ। সং; পু।

ছত্রধর—ছত্রধারী, যে ছাতি ধরে। ছত্রের ধর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ছত্রধরা।

ছত্রধারী (—ধারিন্)—যে ছাত ধরে; ছত্রবাহক। ছত্র শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ছত্রধারিণী।

ছত্রপতি—একাধিপতি, মণ্ডলেশ্বর, রাজচক্রবর্ত্তী, মহারাজ। ৬তৎ। সং; পু।

ছত্রভঙ্গ—১। ছাতা ভাঙ্গা; স্বাধীনতা,স্বাতন্ত্র্য; নৃপনাশ, অরাজকতা; বৈধব্য। ৬তৎ। সং; পু। ২। দলভঙ্গ, দল ছড়াইয়া পড়া। দেশজ। সং।

ছত্রা—অতিচ্ছত্রা বৃক্ষ, শলুপা; মৌরী; ধনিয়া; মঞ্জিষ্ঠা; শিলীন্ধ্র, কোঁড়ক, ছাতা। ণিজন্ত ছদ (আবৃত করা)+ত্র ক+আপ্। সং;স্ত্রী।

ছত্রাক—শিলীন্ধ্র, কোঁড়ক, ছাতা। ছত্র—অক (বক্রগমন করা)+ষণ্ ক। সং; ক্লী।

ছত্রাকী—রাস্না। ছত্রাক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ছত্রী (ছত্রিন্)—১। ছত্রধারী। ছত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ছত্রিণী। ২। ক্ষৌরকার, নাপিত। সং; পু। ৩। গোগাড়ীর ছই। দেশজ। সং।

ছত্বর—গৃহ; কুঞ্জ। ছদ+বর ক। সং; পু।

ছদ—আম্রবৃক্ষ; পত্র; পক্ষ। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ঘ ণ। সং; পু।

ছদন—১। আচ্ছাদন। ছদ (আচ্ছাদন করা) +অনট্ ভা। ২। পত্র; পক্ষ। ছদ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ছদি—১। চাল, ছাদ। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ই ণ। ২। আচ্ছাদন, আবরণ। ণিজন্ত ছদ+ই ভা। সং; পু।

ছদিঃ (ছদিস্)—১। চাল, ছাদ। ণিজন্ত ছদ +ইস্ ণ। ২। আচ্ছাদন। ণিজন্ত ছদ+ ইস্ ভা। সং; ক্লী।

ছদ্ম (ছদ্মন্)—কৃত্রিম; ছল, কপট। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+মন্ ণ। সং; ক্লী।

ছদ্মবেশ—কপটবেশ, লোককে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া অন্য যে বেশ বা ভাব ধারণ করা যায়। ছদ্মযুক্ত যে বেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ছদ্মবেশী (—বেশিন্)—ছদ্মবেশধারী, কপটবেশধারণকারী। ছদ্মবেশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ছদ্মবেশিনী।

ছদ্মী (ছদ্মিন্)—কপটী; ছদ্মবেশধারী। ছদ্মন্ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ছদ্মিনী।

ছন্দ—অভিপ্রায়; ইচ্ছা; অভিলাষ; বশতা। ছন্দ (আচ্ছাদন করা) বা চন্দ (আহ্লাদিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

ছন্দঃ (ছন্দস্)—১। বেদ। ছন্দ (আচ্ছাদন করা) বা চন্দ (আহ্লাদিত করা)+অস্ ণ। ২। ইচ্ছা; স্বৈরাচার; পদ্যবন্ধ [নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ দেখ]। ছন্দ+অস্ ভা। সং; ক্লী। পরিমিত অক্ষরে বদ্ধ এবং শ্রবণ-মনের প্রীতিপ্রদ পদাবলির নাম ছন্দঃ। ছন্দঃ দুই প্রকার,—অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে না, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে।

যথা,—

তোটক। নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে,
নম চিন্ময় সত্য সনাতন হে।
তুমি পালক বিশ্বনিয়ন্তৃ বিভো!
ভব ভাবন নাশ নিদান তুমি,
তুমি তাপ নিবারণ পাপহর।
তুমি ভীম ভবার্ণব ভেলক হে।

পয়ার। কিন্তু কান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল, ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণে মিল থাকে, তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। যথা,—

তোটক। বল নাথ কি কারণ মূঢ় মন,
বিষয়ের সুখে হয়েছে মগন।
ত্যজি অমৃত সাগর যত্ন ভরে
পড়িছে জ্বলপাবক কুণ্ড'পরে।

পয়ার। শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস।
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্বাত্মানন্দ মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য।

ছন্দঃপ্রকরণ

দশাক্ষরা বৃত্তি।

দিগক্ষরা।

যাহার চরণে দশটী অক্ষর থাকে, তাহাকে দিগক্ষরা ছন্দঃ কহে। যথা;—

শুন বাছা রাম মনোগত,
এ মায়ের আশা ছিল যত;
রেণুকা-তনয়তুল্য হবে,
সকলে তোমারে বীর কবে,
এই আশে রাম নাম তব,
রেখেছিনু হয়েছিল সব;
কে জানে সে পিতার আদেশে,
জননীরে বধেছিল শেষে।

একাদশাক্ষরা বৃত্তি।

একাবলি।

যাহার চরণে এগারটী করিয়া অক্ষর থাকে, এবং ষষ্ঠ বর্ণে যতি থাকে, তাহাকে একাবলিছন্দঃ বলে। কখন কখন ৮ম বর্ণেও যতি থাকে। যথা,—

(১) অধম বচনে অনেক বলে,
কাজে কিছু তার নাহিক ফলে।
সুজন বচনে কিছু না কয়;
কাজে তার গুণ প্রকাশ হয়।

(২) যখন দহন দহে গহন,
পবন সহায় হয় তখন ;
সেই বায়ু হয়ে দীপশিখায় ;
ক্ষীণের গৌরব বল কোথায় ?

(৩) ভো নভোমণ্ডল ! বল স্বরূপ,
কে দিল তোমারে এরূপ রূপ।
অসংখ্য তারকাজালে মণ্ডিত ;
বিবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত ;
যখন বিশ্বের যে দিকে চাই,
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই।

দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি।

দীর্ঘ একাবলী।

সে ছন্দের চরণে বারটী অক্ষর থাকে এবং একাবলির ন্যায় ৬ষ্ঠ বর্ণে যতি থাকে, তাহাকে দীর্ঘ একাবলিচ্ছন্দঃ বলে। যথা,—

দিবানিশি পোড়া পেটের লাগিয়া
কি না করিতেছি ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
বালীরে বানরী করিয়া যতনে,
নাচাইয়া ফিরি ভবনে ভবনে।
এই দুখে দেহ দহিছে সতত,
দশা দুখে দুখ নাহি ভাবি তত।

তোটক।

১ ১ ২ ১১২১ ১২ ১১ ২
প্রথমে লঘুবর্ণ দুটী হইবে
গুরু অক্ষর এক পরে লিখিবে ;
ধর বারটি অক্ষর এই মতে,
হয় তোটক সংস্কৃত শাস্ত্র মতে।

তোটক ছন্দঃ সংস্কৃতানুযায়ী মাত্রায় গ্রথিত ; ইহার প্রত্যেক চরণে বারটি অক্ষর থাকে ; প্রথমে দুইটী হ্রস্ব, তারপর একটি দীর্ঘ, এইরূপ ক্রমানুসারে সেই বারটী অক্ষর স্থাপিত হয় ; অর্থাৎ বারটী অক্ষরের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১২শ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট ৮টি বর্ণ লঘু, যথা ;—

(১) ১১ ২ ১১২ ১১ ২ ১ ১ ২
পরকিঙ্করতা কভু না করিবে।
নিজভার পরোপরি নাহি দিবে ॥
কভু দৈব বলে ভর না থুইবে।
নিজ পৌরুষ সাধ্য মতে করিবে।

ভুজঙ্গ-প্রয়াত।

য চারি প্রয়োগে ভুজঙ্গ-প্রয়াত।

প্রথম বর্ণ লঘু এবং পরবর্ত্তী দুইটী বর্ণ গুরু, এইরূপ তিনটীবর্ণে 'য' হয়। যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে চারিটি 'য' থাকে, তাহাকে ভুজঙ্গ-প্রয়াতচ্ছন্দঃ বলে। যথা ;—

১২ ২ ১ ২ ২ ১২ ২১ ২২
মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।

ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি।

চণ্ডী।

ন-যুগল স-যুগল গ ক্রম ভাবে,
যদি রয় পদ গত সে হয় চণ্ডী।

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে তেরটী অক্ষর থাকে এবং তন্মধ্যে কেবল ৯ম,১২শ ও ১৩শ বর্ণ গুরু আর অবশিষ্ট সমস্ত লঘু হয়, তাহাকে চণ্ডী বলে, যথা ;—

(১) ১১ ১১ ১১ ১১ ২ ১১ ২ ২
জয় জয় ভব ভয় বারণ ধাতা।
তুমি বিভু সমুদয় জীবন পাতা ॥
অবময় ভবগত এ গতিহীনে।
অঘহর কুরু করুণা ময়ি দীনে ॥

চতুর্দ্দশাক্ষরা বৃত্তি।

পয়ার।

চতুর্দ্দশ বর্ণে হয় সকল পয়ার ;
অষ্টম অক্ষরে যতি প্রশস্ত তাহার।

পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটী অক্ষর থাকে,এবং সাধারণতঃ ৮ম অক্ষরে যতি থাকে ; কিন্তু যতি স্থাপনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই ; অর্থানুসারেই যতিস্থাপন করা হইয়া থাকে। যথা ;—

(১) ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন ;
জাননা নিমিষে হরে সকলই শমন।

(২) স্মরহর বর, বরাপত্য পুরহর।
পিতামহ সংহর, প্রপিতামহ হর ॥

(৩) আমি জানি,আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা, তুমি আমার জামাই।

পয়ারসম।

পূর্ব্বে দুই চরণেই পয়ার ছন্দঃ শেষ হইত, এক্ষণে চারি চরণে পয়ার শেষ করিবার জন্য প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল করা হয় ; অথবা প্রথম ও চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল করা হয়। যথা ;—

(১) দূর্ব্বাদলে অবিরল খদ্যোতের দলে,
সহসা হেরিলে, হেন জ্ঞান হয় মনে,
স্বর্ণকার বণিক শ্যাম নিকষ উপলে,
পরীক্ষা করিতে যেন কষিয়া কাঞ্চনে।

(২) পান্থশালা এ সংসার, কেহ নহে কার।
একদল আসে আর একদল যায় ;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায়
ইহারে উহারে বলি আমার আমার,
মিথ্যা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।

মালঝাঁপ ও তরলপয়ার।

সদাকাল সুরসাল হয় মালঝাঁপ।
রীতি এর মিলনের সোপানের ধাপ ॥
চতুর্থেতে অষ্টমেতে দ্বাদশেতে তার।
মিত্রাক্ষর পরস্পর বি অক্ষর আর ॥
চতুর্থেতে অষ্টমেতে থাকে মিল যার।
ভিন্নাকারে বলে তারে তরল পয়ার ॥

মালঝাঁপ।

(১) গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়।
নাহি সুখ ম্লানমুখ চিরদুখ সয়।
গুণবান্ মতিমান ধনবান্ হয়।
নাহি দুখ হাস্যমুখ সদা সুখময় ॥

(২) কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরসান হান হান হাঁকে ॥

তরল পয়ার।

(১) কষ্ট পাও নাহি পাও বরঞ্চ সে ভাল,
ভিক্ষা কর প্রাণে মর ঘুচিল জঞ্জাল।
যে বান্ধব স্ববিভব গর্ব্বিত হৃদয়,
তবু সবে নাহি লবে তাহার আশ্রয়।

(২) দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা,
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।

পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি।

মালতী।

পয়ারের পরে যদি এক বর্ণ রয় হে,
তাহারে মালতীচ্ছন্দঃ কবিগণ কয় হে।
যথা,—

(১) তেজস্বীর তেজ সহ্য তত দুঃখ হয় না,
তার তেজে যার তেজ তার তেজ সয় না।
প্রখর রবির কর শিরে সহ্য হয় হে,
তার তেজে বালি তাতে পদে নাহি সয় হে।

(২) প্রভুকেও চাটু বাক্য কখন না কহিবে,
শত্রুকেও কটু বাক্য কভু নাহি বলিবে।
পরেতেও মিথ্যা কথা মুখে নাহি বলিবে,
পরনিন্দা পরদ্বেষ কভু নাহি করিবে।

তূণক।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
আদ্য দীর্ঘ অন্ত্য হ্রস্ব এই রূপ বন্ধনে,
রাখিবে পনের বর্ণ তূণকের যোজনে।
যথা,—

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে,
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে।

চামর।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
আদ্যগুরু এক লঘু বর্ণ তিন তৎপরে
দ্বাদশটী বর্ণ লিখ এই মত অক্ষরে
তারপর বর্ণ তিন মধ্যলঘু অক্ষরে
পঞ্চদশ বর্ণগত পাদ ধর চামরে। যথা,—
না পড়িছ না লিখিছ তাহে মন না দিবে,
জ্ঞান বল হীন যদি শেষ দুঃখ পাইবে।

শৈশব ত দেখি গত আর কত খেলিবে,
বালক কি ভাব দিন এইমত যাইবে ?

ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি।

কুসুম-মালিকা।

যদি পয়ারের আগে থাকে দুইটী অক্ষর,
তারে কুসুম মালিকা ছন্দঃ কহে কবিবর।
যথা,—
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে;
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু-মিলনে;
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে,
হ'ল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।

সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি।

মালতী-লতা।

যদি মালতীর অগ্রভাগে দুই বর্ণ রয় হে,
তারে কহেন মালতী-লতা কবি সমুদয় হে।
যথা,—
(১) তুমি, আপনার দোষ কভু দেখিতে না
পাও হে,
দেখি, পাইলে পরের দোষ শতমুখে গাও হে।
সদা, জীবের জীবন হরি সুখে মাংস খাও হে,
তবু, জীবহত্যাকারী ব'লে ব্যাঘ্রে দোষ
দাও হে।

অষ্টাদশাক্ষরা বৃত্তি।

চম্পকাবলি।

এই ছন্দে অষ্টাদশ অক্ষর থাকে, তাহার পঞ্চম, দশম ও পঞ্চদশ বর্ণে মিল থাকে এবং তাহার প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অক্ষর গুরু এবং অবশিষ্ট সমস্ত লঘু হয়। যথা,—

২ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১১ ২১ ২ ১১ ২১১
বিশ্ব পাবন বিশ্বজীবন ভূতভাবন শঙ্কর
সৃষ্টিকারক সৃষ্টিধারক সৃষ্টিনাশক ঈশ্বর।
লোককারণ লোকতারণ পাপবারণ-বারক
পাহি পালক রক্ষ রক্ষক নাথ যাচক সেবক।

দীর্ঘচম্পকাবলি।

চম্পকাবলির অগ্রে দুইটি লঘুবর্ণ সংযুক্ত হইলে দীর্ঘ চম্পকাবলি হয়। যথা,—
জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংসদানব ঘাতন,
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন রঞ্জন।
জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন গোপিকাগণ মোহন,
জয় গোপ-বালক বৎসপালক পুতনা-বক নাশন।

বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

লঘু ত্রিপদী।

বার বর্ণ আগে, লিখ দুই ভাগে,
ছয়ে ছয়ে মিল হবে।
আটটী অক্ষর, লিখ তার পর,
অষ্টাদশে যতি রবে। যথা;—
(১) তৃণ পত্র জল, আহারে কেবল
যদি লোক যোগী হয়;
যতেক কুরঙ্গ, মাতঙ্গ তুরঙ্গ
তারা কেন যোগী নয়?
(২) যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালায় মমের বাতী;
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর,
নিশীথে প্রদীপ ভাতি।

একবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

তরল ত্রিপদী।

তরল ত্রিপদী লিখিবারে যদি,
বালকসকল চাও হে;
লঘু ত্রিপদীর, পরিশেষে বীর,
এক বর্ণ তবে দাও হে। যথা,—
(১) সকল পীড়ার, ঔষধের সার,
সুরা, সুরাপায়ী কয় রে।
যে যাহার বশ, গায় তার যশ,
শুনে মূঢ় বশ হয় রে।
(২) যদি দীন সহ, অহরহ রহ,
মতি তব হীন হইবে;
সমানের সনে, থাক একমনে,
মতি সমভাবে রহিবে।

বিলাপ পয়ার।

পঞ্চদশ বর্ণে হয় মালতীর শেষ হে
মালতীর শেষ।
তার পরে ছয় বর্ণ কর সমাবেশ হে
কর সমাবেশ। যথা,—
যদি কোন ছোট লোক বড় কথা কয় হে
বড় কথা কয়।
মহতের ক্রোধ করা কভু ভাল নয় হে
কভু ভাল নয়।
মৃগেন্দ্র মেঘের নাদে প্রতিনাদ করে হে
প্রতিনাদ করে।
লক্ষ্য নাহি করে যদি ফেরু ডেকে মরে হে
ফেরু ডেকে মরে।
(২) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।
একথা যখন হয় মানসে উদয় হে
মানসে উদয়।
যবনের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে
ক্ষত্রিয় তনয়।
তখনই জ্বলিয়া উঠে হৃদয় নিলয় হে
হৃদয় নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে
বিলম্ব কি সয়।

দ্বাবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

চম্পক।

মালতীর শেষে যদি সাত বর্ণ রয় হে
সাত বর্ণ রয় হে।
তাহারে চম্পকছন্দঃ কবিগণ কয় হে
কবিগণ কয় হে। যথা,—
(১) পিতামাতা সম বন্ধু আর কেহ নাই রে
আর কেহ নাই রে।
সুখের সময়ে হয় সুহৃদ সবাই রে
সুহৃদ সবাই রে।
শরীরার্দ্ধ বল যারে সেই বনিতাই রে।
সেই বনিতাই রে।
নাগিনী বাঘিনী হয় যদি ধন নাই রে
যদি ধন নাই রে।
(২) দয়াময় তোমা বিনে আর কিছু চাইনে
আর কিছু চাইনে।
তব নাম সুধা বিনে আর কিছু খাইনে
আর কিছু খাইনে।

লঘু ললিত চতুষ্পদী।

আঠার অক্ষর তিন ভাগে ধর
আদি দুই ভাগে মিলিবে হে।
অষ্টাদশে যতি রাখিবে সুমতি
পরে চারি বর্ণ লিখিবে হে। যথা,—
সুশীল হইয়া শীলায় জন্মিয়া
শিলাময় হিয়া হইও না।
এবার পাথারে ফেলিয়া আমারে
দোষ বারে বারে লইও না।

ত্রয়োবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

ললিত।

তিন ভাগে ধর আঠার অক্ষর
প্রতি ষষ্ঠে কর মিলন আর।
পাঁচ বর্ণ পরে এইরূপে ধ'রে
তেইশ অক্ষরে চরণ তার। যথা,—
(১) চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

ভঙ্গ ললিত।

ললিতছন্দের অষ্টাদশ বর্ণ যদি ষষ্ঠ ও দ্বাদশের সহিত না মিলে তবে ভঙ্গ ললিতছন্দঃ হয়। যথা,—
(২) যতদিন ভবে না হবে না হবে
তোমার অবস্থা আমার মত।
শুনে না শুনিবে বুঝে না বুঝিবে
জানাইব আমি যাতনা যত।
(৩) অতি মনোহর সোণার পিঞ্জর
বাস করি তায় দিন রজনী।
করপদ্ম দিয়া যতন করিয়া
মম সেবা করে নৃপ আপনি।

স্বমধুর পয়ঃ সুধাসম পয়ঃ
রসাল দাড়িম মম আহার।
নৃপতি সভায় আমারে পড়ায়
পড়ি রামনাম সুখ অপার।
নিজে শুক জাতি ধীর নাম খ্যাতি
সবে যশ গায় কত আদরে।
হায় একি দায় তবু মন ধায়
সে সুখ জনম তরু কোটরে।

মিশ্রললিত।

(৪) নয়ন কেবল, নীল উৎপল,
মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্তপাতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল।
শরীর সকল চম্পকের দল
দিয়া অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, তবে কি কারণে
পাষাণেতে তব মন গঠিল।

নর্ত্তক ত্রিপদী।

একুশ বর্ণ আগে, লিখিবে তিন ভাগে,
সপ্তমে চতুর্দ্দশে তার
মিলন পরস্পর দ্ব্যক্ষর শেষে ধর,
নর্ত্তক ত্রিপদীতে আর। যথা,—
অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই,
তারে না লাগে পাপ ক্লেশ।
যে দেহে হরিহরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপ খেদ।
একই কলেবর হইলা হরিহর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুই রূপে সে মজে মোহকূপে
তাহাতে নাহি এই খেদ।

ষড়বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

দীর্ঘত্রিপদী।

ছাব্বিশ অক্ষরময় এ দীর্ঘ ত্রিপদী হয়
অষ্টমে ষোড়শে মিল কর।
প্রথম দ্বিতীয় ভাগে ষোল বর্ণ লিখ আগে
শেষে রাখ দশটী অক্ষর। যথা,—
যদি তুমি ওহে ধীর দুঃখিতের অশ্রুনীর
নিজ করে না কর মোচন।
তব অশ্রু নিরখিয়া দুখী হবে কার হিয়া
কে তাহা করিবে নিবারণ?

সপ্তবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

ললিত ত্রিপদী।

দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষে এক বর্ণ বিনিবেশে
ললিত ত্রিপদী ছন্দ হয় হে।
চব্বিশ বর্ণের সনে রাখ যদি ত্রিমিলনে
হয় অতি মধুরতাময় হে। যথা,—
শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে,
দমন করিব সুখে শমনে।

শিবগুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিব হয় শিব সেবনে।

উনত্রিংশদক্ষরা বৃত্তি।

লঘু চতুষ্পদী।

এই লঘু চতুষ্পদী লিখিতে বাসনা যদি
উনত্রিশ বর্ণ দিবে, এক চরণে,
চব্বিশ অক্ষর আগে, বিরচিবে তিন ভাগে,
তার পরে পাঁচবর্ণ লিখ যতনে। যথা,—
তরিবারে পরিণাম, হর জপে হরিনাম,
হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজ রে,
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরিবার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে।

ত্রিংশদক্ষরা বৃত্তি।

ভঙ্গ পয়ার।

আগে আট বর্ণ ধর, আগে আট বর্ণ ধর,
দ্বিতীয় অক্ষরে তার যতিচ্ছেদ কর।
সেই আটটি অক্ষর, সেই আটটি অক্ষর,
পুনর্ব্বার অবিকল লিখ তারপর।
পরে পয়ার যেমন পরে পয়ার যেমন
ভঙ্গ পয়ারের তাহা দ্বিতীয় চরণ।
ইথে তিন মিল ধরে ইথে তিন মিল ধরে,
অষ্টমে যোড়শে আর ত্রিংশৎ অক্ষরে। যথা,—
ওরে মানস বিহঙ্গ ওরে মানস বিহঙ্গ
বিষম বিষয়বনে কর কত রঙ্গ।
তায় ফলেরে কেবল তায় ফলেরে কেবল
বিষময় বিষম ইন্দ্রিয়-সুখ-ফল।

একত্রিংশদক্ষরা বৃত্তি।

ললিত চতুষ্পদী।

এ ললিত চৌপদীর আগে তিন ভাগে ধীর
চব্বিশ অক্ষর স্থির, প্রতি আটে মিলিবে,
পরে সাত বর্ণ হবে, তুর্য্যে তার যতি রবে,
একত্রিশ বর্ণ হবে, এক পাদ জানিবে।
যথা,—
(১) ধরাধামে ধেনুচয় যেন দুগ্ধবতী রয়,
ভূমি সর্ব্বশস্যময় হয় যেন হয় হে।
বর্ষাকালে বর্ষে বসে বারিধর যেন বসে,
তার গুণে এই বসে, সব সুখময় হে।

ভঙ্গ ললিত চতুষ্পদী।

(২) যেতহ'লো শ্যাম কেশ, নিবাস হতেছে শেষ,
মনের বাসনা মোর অদ্যাপি না পূরিল।
যতনে দুরাশাভরে ডুবিলাম রত্নাকরে,
যাতনা হইল সার রতন না মিলিল।

অধুনা উল্লিখিত ছন্দঃসমূহের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া পদ্য লিখিত হইতেছে। ফলতঃ ইদানীং ভাবের দিকে যত দৃষ্টি, ছন্দ বা শব্দালঙ্কারের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। আধুনিক ছন্দঃসকল লঘু, দীর্ঘ, ভঙ্গ ও মিশ্র নামে অভিহিত হইবে। একটী উদাহরণ দেওয়া হইল;—

দীর্ঘ পয়ার বা পয়ারাঙ্গ।

প্রভাত অধরে হাসি-সন্ধ্যার মলিন মুখ,
উত্তম ফুরায়ে যায়, তাহে আশা ঘুচে সুখ।
ইত্যাদি।

ছন্দঃপতন, ছন্দঃপাত—ছন্দোভ্রংশ; কবিতার ছন্দের নিয়ম লঙ্ঘন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী ও পু। [সং; পু।

ছন্দক—রক্ষক; বাসুদেব। ছন্দ্+ণক ক।

ছন্দজ—বসু প্রভৃতি দেবগণ। ছন্দ—জন্ (জন্মা) +ড ক। সং; পু।

ছন্দবন্ধ—১। ছাঁদন-বাঁধন, কথার ছাঁদুনি, বাকছল; কৌশল, ফন্দি, ফিকির, উপায়। দেশজ। ২। চেষ্টাচরিত্র। ক, প্র। সং।

ছন্দরূপী (—রূপিন্)—কামরূপী, ইচ্ছামত রূপধারণকারী। ছন্দানুরূপ রূপ ছন্দরূপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; ছন্দরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ছন্দরূপিণী।

ছন্দানুগমন, ছন্দানুসরণ—অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যকরণ, আপনার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলা, স্বেচ্ছাচারিতা। ছন্দের অনুগমন বা অনুসরণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ছন্দানুবর্ত্তন—ছন্দানুবৃত্তি দেখ। ছন্দের অনুবর্ত্তন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ছন্দানুবৃত্তি—অন্যের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যকরণ, অপরের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলা, পরের মন যোগান। ছন্দের অনুবৃত্তি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ছন্দানুসরণ—ছন্দানুগমন দেখ।

ছন্দোগ—সামবেদগায়ক। ছন্দস্ (ছন্দঃ)-গৈ (গান করা)+ড ক। সং; পু।

ছন্দোবদ্ধ—ছন্দোরূপে বদ্ধ, ছন্দের আকারে গ্রথিত, পদ্যে রচিত। ছন্দঃ দ্বারা বদ্ধ, ৩তৎ। বিণ, ত্রি। স্ত্রী ছন্দোবদ্ধা।

ছন্দোবন্ধ—ছন্দের গ্রন্থন, ছন্দঃ দ্বারা গ্রন্থন; পদ্যে লেখা। ৬ বা ৩তৎ। সং; পু।

ছন্ন—১। আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত; গুপ্ত, লুপ্ত, নষ্ট, উচ্ছিন্ন, উৎসন্ন। ছদ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ছন্না। ২। রহঃ, নিভৃত স্থল। ছদি+ক্ত ক। সং; ক্লী।

ছন্ন-ছাড়া—লক্ষ্মীছাড়া; বাসস্থানভ্রষ্ট, দুরবস্থায় নানাস্থানী; উৎসন্ন। দেশজ। বিণ।

ছন্নমতি—মতিচ্ছন্ন, নষ্টবুদ্ধি, হতবুদ্ধি; দুর্ম্মতি, দুর্বুদ্ধি। বহু বা কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি বা সং; স্ত্রী। [সং।

ছপ্পর, ছাপ্পর—আচ্ছাদন, ছাদ, চাল। হিন্দী।

ছমছম—ভূতাদির আতঙ্কে অন্তরস্থ ভাব বা শরীরের শিহরণ। দেশজ। বা।

ছয়—৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

ছয়লপন—রসিকপণা। প্রা, ক।

ছয়লাপ—আপ্লুত, প্লাবিত। দেশজ। বিণ।

ছরকোট—বিশৃঙ্খলা, গণ্ডগোল, অব্যবস্থা; আপদ, বালাই। দেশজ। সং।

ছরৎ, ছরত—শরীর, দেহ; শ্রমক্ষমতা, সামর্থ্য, বল, শক্তি। প্রাদেশিক। সং।

ছরাদ—শ্রাদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ।

ছরিকা—ছড়ি, যষ্টি। প্রা, ক। সং।

ছর্দ্দি, ছর্দ্দন—একপ্রকার বমনরোগ। ছর্দ্দ (বমন করা)+অন্, অনট্ ভা। সং; পু ও স্ত্রী।

ছর্দ্দি, ছর্দ্দী—একপ্রকার বমনরোগ। ছর্দ্দ (বমন করা)+ই ভা। সং; স্ত্রী।

ছররা—ছটরা দেখ।

ছল—কপট; শঠতা; প্রতারণা; ব্যপদেশ; ওজর; ঋগন; বাক্যদূষণবিশেষ, বক্তা যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভিন্নরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া প্রতিবাদী যে মিথ্যা দোষারোপ করে। ছো+কল ভা। সং; স্ত্রী।

ছলচ্ছল—উচ্ছলিত। প্রা, ক। বিণ।

ছলছল—উচ্ছলিতপ্রায়; অশ্রুপূর্ণ, জলে ভরা। দেশজ। বিণ।

ছলন—কপটকরণ, প্রতারণ, বঞ্চন। ণিজন্ত ছল—ছলি (প্রতারণা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ছলনা—বঞ্চনা, প্রতারণা। ণিজন্ত ছল (প্রতারণা করা)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ছলা—১। ছলনা, কপট, প্রতারণা; ব্যপদেশ, ওজর। সং। ২। কপট করা, প্রতারণা করা। দেশজ। ক্রিয়া।

ছলিত—১। প্রতারিত, বিড়ম্বিত। ছল্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ছলিতা। ২। ছলনা, প্রতারণা। ছল্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ছল্লি, ছল্লী—ছাল, ত্বক্। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ক্বিপ্ ভা=ছদ্, তদুত্তরে লা (দান করা)+কি ক। সং; স্ত্রী।

ছবি—১। দীপ্তি; ঔজ্জ্বল্য; শোভা। ছো (ছেদন করা)+অবিক্ ণ। সং; স্ত্রী। ২। চিত্রিত প্রতিরূপ, আলেখ্য, চিত্র। দেশজ। সং।

ছা—১। আচ্ছাদন। ছদ (আচ্ছাদন করা)+ড ভা+আপ্। ২। ছানা, শাবক, শিশু। ছদ+ড র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং।

ছাআল—ছাওয়াল, ছেলে, বালক। প্রা, ক।

ছাই—ভস্ম; অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য। দেশজ। সং।

ছাউনি—তৃণাচ্ছাদন; আচ্ছাদনী, পাইল, সামিয়ানা, চাঁদোয়া, সৈন্যের শিবির। দেশজ। সং।

ছাও—ছা, ছানা, বাচ্চা, শিশু, বালক। প্রাদেশিক। সং।

ছাওড়া, ছাওরা—ছায়া; ছায়াসাধন, আচ্ছাদনী। প্রাদেশিক। সং।

ছাওয়া—১। তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করা। ক্রি। ২। ছায়া। দেশজ। সং।

ছাওয়ান—তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করান। দেশজ। ক্রি। [প্রাদেশিক। সং।

ছাওয়াল, ছাবাল—ছেলে, শিশু, বালক।

ছাওরা—ছাওড়া দেখ।

ছাঁই—পিষ্টকাদির ভিতরে দিবার জন্য প্রস্তুত পুরদ্রব্য; শুষ্ক ক্ষীর। দেশজ। সং।

ছাঁইচ—ছাঁচ, পটলপ্রান্ত, চালের নিম্নভাগ। দেশজ। সং।

ছাঁইচতলা, ছাঁচতলা—ছাঁইচের তলদেশ, যে স্থানে ছাঁইচের জল পড়ে। দেশজ। সং।

ছাঁক—তপ্তস্পর্শ; ত্রাসে হৃৎপীড়ন। দেশজ। ব্য।

ছাঁকন, ছাঁকনা ছাঁকনী—ছাঁকিবার সাধন, যাহা দিয়া ছাঁকা যায়; ঝাঁজরা হাতা। দেশজ। সং।

ছাঁকা—১। বস্ত্রের বা অন্য বস্তুর ছিদ্রের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া পরিষ্কার করা; ডুবন তৈলঘৃতাদি হইতে ভর্জ্জিত বস্তু ঝাঁজরা হাতা দিয়া তুলা; নদ্যাদির জলে ছাঁকন জাল ডুবাইয়া তুলিয়া ছোট ছোট মাছ ধরা। ক্রি। ২। যাহা ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে; বাছাই, উৎকৃষ্ট, সরেশ; খাঁটি, নিছক, যথার্থ, বিশুদ্ধ, পাকা। দেশজ। বিণ।

ছাঁচ—প্রতিকৃতি গ্রহণের সাধন, যাহার মধ্যে ফেলিয়া অন্য বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুত করা হয়; প্রতিকৃতি; সাদৃশ্য; আদর্শ; মূর্ত্তি, আকৃতি, ভাব, ধরণ; ছাঁইচ (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।

ছাঁচতলা—ছাঁইচতলা দেখ।

ছাঁচি—বিশুদ্ধ, খাঁটি; স্বদেশী। দেশজ। বিণ।

ছাঁট—ছাঁটিয়া যাহা বাদ দেওয়া হয়; জামা প্রভৃতির কাটিবার ধরণ। দেশজ। সং।

ছাঁটা—চুলের অগ্রভাগ বা কিয়দংশ কাটিয়া ফেলা; তণ্ডুলাদি ঢেঁকিতে শেষ পরিষ্কার করা। দেশজ। ক্রি।

ছাঁটাই—ছাঁটা কার্য্যের সম্পাদন, বা তাহার বেতন। দেশজ। সং।

ছাঁটান—অন্যের দ্বারা ছাঁটা ক্রিয়া করান। দেশজ। ক্রি।

ছাঁদ—ছন্দ, ধরণ, ভঙ্গি, ভাব, গড়ন; স্ত্রীলোকের করাভরণবিশেষ; দোহনকালে গবীর পশ্চাৎ-পদবন্ধন রজ্জু। দেশজ। সং।

ছাঁদন—দোহনকালে গবীর পদবন্ধন বা পদবন্ধনরজ্জু; কথার বাঁধন বা বাঁধুনী। দেশজ। সং। [হয়। দেশজ। সং।

ছাঁদনা, ছাঁদলা, ছানলা—যে ছায়ামণ্ডপে বিবাহ

ছাঁদা—১। ছন্দ করা, কথার বাঁধুনী করা; দোহনকালে গবীর পশ্চাৎপদদ্বয় বন্ধন করা; বাঁধা। ক্রি। ২। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির গৃহে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী। দেশজ। সং।

ছাগ—অজ, ছাগল। ছগ (ছাগল)+ক স্বার্থে। সং; পু। স্ত্রী ছাগী।

ছাগমুখ, ছাগবদন—১। ছাগলের মুখ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। ছাগলের মুখের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ছাগের মুখের (বা বদনের) ন্যায় মুখ (বা বদন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। দক্ষ প্রজাপতি; কার্ত্তিকেয়। সং; পু।

ছাগরথ, ছাগবাহন—অগ্নিদেব। ছাগ হইয়াছে রথ বা বাহন যাহার, বহু। সং; পু।

ছাগল—অজ, ছাগ। ছগল (ছাগ)+ক স্বার্থে। সং; পু। স্ত্রী ছাগলী।

ছাগবদন—ছাগমুখ দেখ।

ছাগবাহন—ছাগরথ দেখ। [স্ত্রী।

ছাগী—ছাগ-স্ত্রী; ছাগলী। ছাগ+ঈপ্। সং;

ছাও—ছায়া। প্রা, ক। সং।

ছাট—বৃষ্টি প্রভৃতির ঝাপটা; বেত, ছড়ি, কোড়া। দেশজ। সং।

ছাড়—ত্যাগ, বর্জ্জন; মুক্তি, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি, খালাস; ক্ষমা, মার্জ্জনা। দেশজ। সং।

ছাড়চিঠী—মাল বা যাত্রী ছাড়িয়া দিবার অনুমতি-পত্র। দেশজ। সং।

ছাড়পত্র—নিষ্কৃতিপত্র, মুক্তিনামা; ছাড়চিঠী (pass-port)। দেশজ। সং।

ছাড়া—১। ত্যাগ করা, বর্জ্জন করা, মোচন করা; নিক্ষেপ করা। ক্রি। ২। ব্যতীত, ভিন্ন, অতিরিক্ত। দেশজ। ব্য।

ছাড়ান—ত্যাগ করান; মুক্ত করান, খালাস করা; উন্মোচন করা; আঁইশ ছাল প্রভৃতি খুলিয়া লওয়া। দেশজ। ক্রি।

ছাড়ি—ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া; ছাড়ে, ত্যাগ করে। প্রা, ক। ক্রি।

ছাত—১। ছিন্ন; সূক্ষ্ম; বলহীন; ক্ষীণ। ছো। (ছেদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ছাতা। ২। গৃহের ছাদ। দেশজ। সং।

ছাতলা—ছাতা, ভাকুন্দো; শেওলা। দেশজ। সং।

ছাতা—১। ছিন্ন। ইত্যাদি। ছাত দেখ। ছাত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ছত্র, মাথায় দিবার ছাতি; বর্ষাকালে শস্যাদিতে যে যে তর্ক্ষ রোগ ধরে। দেশজ। সং।

ছাতি, ছাতী—ছত্র, মাথায় দিবার ছাতা; বক্ষঃ, বুক; বুকের পাটা; সাহস, উৎসাহ। সং।

ছাতিয়া—ছাতি, বুক। প্রা, ক। সং।

ছাতী—ছাতি দেখ।

ছাতু—যবাদি শস্যচূর্ণ (meal)। শক্তু শব্দের অপভ্রংশ। সং।

ছাতুখোর—যে খুব ছাতু খায়, ছাতুর ভক্ত; (ব্যঙ্গার্থে) পশ্চিমা, খোট্টা। দেশজ। সং।

ছাত্র—অন্তেবাসী, শিষ্য, ছত্র (ছাতা)+ণ অস্ত্যর্থে; অথবা, ছত্র (গুরুর দোষাবরণ)+ণ শীলাদ্যর্থে। সং; পু। স্ত্রী ছাত্রী।

ছাত্রজীবন—পাঠাবস্থা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ছাত্রনিবাস—যেখানে ছাত্রগণ অবস্থিতি করে, মঠ, বোর্ডিং। ৬তৎ। সং; পু।
ছাত্রাগার—ছাত্রনিবাস (তাহা দেখ)। ছাত্রের আগার, ৬তৎ। সং; পু।
ছাত্রাবাস—ছাত্রনিবাস (তাহা দেখ)। ছাত্রদিগের আবাস, ৬তৎ। সং; পু।
ছাত্রী—শিষ্যা; বিদ্যাশিক্ষার্থিনী, অধ্যয়নকারিণী। ছাত্র+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ছাদ—১। ছাল; গৃহের আচ্ছাদন, চাল, ছাত। ণিজন্ত ছদ+ঘঞ্ ণ। ২। আচ্ছাদন। ণিজন্ত ছদ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
ছাদন—১। আচ্ছাদন। ণিজন্ত ছদ+অনট্ ভা। ২। ছাল; গৃহের আচ্ছাদন, চাল, ছাত। ণিজন্ত ছদ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।
ছাদিত—আবৃত; আচ্ছাদিত; ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ছাদিতা।
ছানা—১। আমিক্ষা, দুগ্ধবিকার; ছা, বাচ্চা, শাবক, শিশু। সং। ২। মর্দ্দন করা, ঠাসা, কচলান, মাখা। দেশজ। ক্রি।
ছানাছানি—কচলাকচলি, ঠাসাঠাসি, মাখামাখি। দেশজ। সং।
ছানি—১। চক্ষের জালাবরণ; তজ্জন্য দৃষ্টিহীনতা; ইঙ্গিত, ইসারা, সঙ্কেত; গবাদির খাদ্য খড় কুচান। দেশজ। ২। পুনর্বিচার, পুনরালোচনা; পুনর্বিচারের প্রার্থনা। বৈদেশিক। সং।
ছান্দ—১। ছাঁদ, ধরণ, রকম, ভাব; বন্ধন; বেষ্টন। দেশজ। সং। ২। সদৃশ, তুল্য। প্রা, ক। বিণ।
ছান্দলা—বিবাহকালে স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠান; ছান্দলা তলা (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।
ছান্দলা-তলা—বিবাহকালে স্ত্রী-আচারের স্থান (যেখানে বরকে ছাঁদা অর্থাৎ বাঁধা হয়), ছায়ামণ্ডপ। দেশজ। সং।
ছান্দস—১। ছন্দঃসম্বন্ধীয়; বেদজাত। ছন্দস্+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ছান্দসী। ২। বেদাধ্যায়ী; বেদাধ্যাপক; শ্রোত্রিয়। সং; পু।
ছান্দুয়া—১। ছেঁদো, বাঁধা। দেশজ। বিণ। ২। ছাঁদ, গঠন। প্রা, ক। সং।
ছান্দোগ্য—সামবেদের উপনিষদ্‌বিশেষ। ছন্দোগ+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী।
ছাপ, ছাব—চাপপ্রয়োগ; মুদ্রণ, মুদ্রাঙ্কন; অঙ্ক, চিহ্ন, দাগ। দেশজ। সং।
ছাপর-খাট—পর্য্যঙ্ক, পালঙ্গপোষ। দেশজ। সং।
ছাপরা—খাপরা, চালের খোলা; বিহার প্রদেশের একটি জেলা ও সহর। সং।
ছাপল—ঢাকিল। প্রা, ক। ক্রি।
ছাপা—১। ঢাকা, গুপ্ত বা গোপন, লুকান; মুদ্রিত বা মুদ্রণ; পূর্ণ, উচ্ছ্বসিতপ্রায়, উচ্ছ্বসন। বিণ বা সং। ২। ঢাকা, লুকান, গোপন করা; পূর্ণ করা বা হওয়া; উচ্ছ্বসিত হওয়া; মুদ্রাঙ্কিত করা। দেশজ। ক্রি।
ছাপাই—১। সাফাই, নির্দ্দোষতার প্রমাণ। দেশজ। ২। ছাপাইয়া, ঢাকিয়া, লুকাইয়া। প্রা, ক।
ছাপান—মুদ্রাঙ্কিত করান; ঢাকা, লুকান, গোপন করা; কানায় কানায় পূর্ণ হওয়া, উপছান। দেশজ। ক্রি।
ছাপিত—গোপিত, লুক্কায়িত। প্রা, ক। বিণ।
ছাপ্পান্ন—৫৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।
ছামনি, ছামনী—১। আচ্ছাদন, আচ্ছাদনী, আচ্ছাদনবস্ত্র, বিবাহে ব্যবহার্য্য ক্ষুদ্র বস্ত্রবিশেষ। দেশজ। ২। বিবাহকালে বর-কন্যার শুভদৃষ্টি; বরণ। প্রা, ক। সং।
ছায়নি, ছায়নী, ছায়ানী—বিবাহকালে বর কন্যার শুভদৃষ্টি, বরণ। প্রা, ক। সং
ছায়া—অনাতপ, রৌদ্রাভাব, আলোকের বিপরীত দিক্; প্রতিবিম্ব; কান্তি; দীপ্তি; পালন; উৎকোচ; শ্রেণী; দুর্গা; উনবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ; সূর্য্যপ্রিয়া। [সূর্য্যের প্রথমা পত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় দেহ হইতে আপনার অনুরূপ ছায়াকে সৃজন করেন। অতঃপর তিনি ছায়াকে পত্নীভাবে পতির নিকট রাখিয়া এবং স্বীয় সন্তানদিগকে ইঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, স্বামীকে না বলিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া সূর্য্যের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের ঔরসে ইঁহার গর্ভে শনির জন্ম হয়। সপত্নীর সন্তানদিগকে অযত্ন করায় তাঁহারা ইঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। যম ইঁহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হওয়ায় ইনি অভিশাপ প্রদানে তাঁহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটপূর্ণ করিয়া দেন]। ছো+যক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
ছায়াকর—ছত্রধর, ছাতাবরদার; অনাতপজনক। ছায়া—কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ছায়াকরী।
ছায়াঙ্ক—চন্দ্র। ছায়া অঙ্কে যাহার, বহু। সং; পু।
ছায়াচ্ছন্ন—ছায়াবৃত, ছায়াময়; তিমিরাবৃত, তমোময়। ছায়া দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
ছায়াতনয়, ছায়াত্মজ, ছায়াসুত—শনৈশ্চর। ছায়ার তনয়, আত্মজ,সুত, ৬তৎ। সং; পু।
ছায়াতরু—ছায়াপ্রদ বৃক্ষ; বটগাছ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
ছায়াত্মজ—ছায়াতনয় দেখ।
ছায়ানট—রাগিণী বিশেষ। সং; পু।
ছায়ানী—ছায়নি দেখ।
ছায়াপথ—জ্যোতিশ্চক্র-মধ্যবর্ত্তী মণ্ডলাকার নক্ষত্রশ্রেণী; সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ শরৎ কালে, আকাশে যে অস্ফুট আলোকবিশিষ্ট ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মণ্ডলাকার পথ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ছায়াপথ বলে; দূরবর্ত্তী অসংখ্য অদৃশ্য নক্ষত্রপুঞ্জের অস্ফুট আলোকে ঐরূপ দৃশ্য দেখা যায়; ইংরেজীতে ইহাকে milky way বলে। ছায়াবিশিষ্ট (দীপ্তিবিশিষ্ট) যে পথ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
ছায়াপুরুষ—আকাশে দৃষ্ট স্বীয় ছায়ানুরূপ পুরুষমূর্ত্তি। ছায়াপুরুষ দর্শনে পাপক্ষয় হয়। ছায়ানুরূপ যে পুরুষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
ছায়ামণ্ডপ—চন্দ্রাতপ-ঢাকা বিবাহের স্থল বা স্ত্রী-আচারের স্থান, ছাঁদলাতলা। ছায়াস্থিত মণ্ডপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং।
ছায়ামণ্ডপী—ছায়ামণ্ডপে আবশ্যক ব্যয়। দেশজ।
ছায়ামান—চন্দ্র। ছায়া—মা+অন ক। সং; পু।
ছায়ামূর্ত্তি—বায়বীয় দেহ, প্রেতমূর্ত্তি, স্থূল দেহহীন মূর্ত্তি। ছায়াকার মূর্ত্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
ছায়ালোক—১। জ্যোতিশ্চক্র-মধ্যস্থ ছায়াবৎ দৃষ্ট নক্ষত্রশ্রেণী। ছায়াবিশিষ্ট লোক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ছায়াস্থিত আলোক; কান্তি জন্য আলোক। ৩। ছায়ার দর্শন। ছায়ার আলোক (দর্শন), ৬তৎ। সং; পু।
ছায়াসুত—ছায়াতনয় দেখ।
ছার—ছারপোকা; দগ্ধ, পোড়া; দুঃখময়; তুচ্ছ, অধম, নিকৃষ্ট। দেশজ শব্দ।
ছারকপালিয়া,—কপালে—হতভাগ্য; যাহার ললাট ভস্মীভূত হইয়াছে। দেশজ। বিণ।
ছারখার—সর্ব্বনাশ, সম্যক্ ধ্বংস। দেশজ শব্দ।
ছারপোকা—শয্যাকীট। দেশজ। সং।
ছাল—বল্কল, ত্বক্, খোলা, চর্ম্ম, চামড়া। দেশজ। সং। [দেশজ। সং
ছালটি—ছাল, ত্বক্; ছালের সূতার কাপড়
ছালা—গবাদির পৃষ্ঠে বাহ্য থলিয়া। দেশজ। সং
ছাব—ছাপ দেখ। [বিণ
ছাবলা—ছেলে বা শিশুর ভাবযুক্ত। দেশজ
ছাবলামি—ছেলেমি, বালচাপল্য। দেশজ। সং
ছাবাল—ছাওয়াল দেখ।
ছাব্বিশ—২৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।
ছাহ—ছায়া। প্রা, ক। সং। [দেশজ। বা।
ছি, ছ্যা—ধিক্কারবোধক বা নিন্দাসূচক শব্দ।
ছিঁচকা, ছিঁচকে—হুঁকা পরিষ্কার করিবার শলা বা শিক। দেশজ। সং।
ছিঁচকা-চোর, ছিঁচকে-চোর—যে চোর ছিঁচকা বা তত্তুল্য সামান্য বস্তু চুরি করে। দেশজ। সং।
ছিঁচকাদুনিয়া,—কাঁদুনে—যাকে ছুঁইলে কাঁদিয়া উঠে, যে অল্প ত্রুটিতেই কাঁদে। দেশজ। বিণ।
ছিঁড়া, ছেঁড়া—১। ছিন্ন। বিণ। ২। ছেদ,

ছেদন ; ছিন্ন অংশ । সং । ৩। ছিন্ন করা । দেশজ । ক্রি ।

ছিক্কা—হাঁচি । সং ; স্ত্রী ।

ছিট—১ । চিত্রবিচিত্র বস্ত্র। ইং (chintz) । ২ । অবশিষ্টাংশ ; কণিকা, লেশ, অল্পাংশ। দেশজ। সং ।

ছিটকান—প্রতিক্ষিপ্ত হওয়া, ঠিকরান ; বিক্ষিপ্ত করা বা হওয়া, ছড়ান । দেশজ । ক্রি ।

ছিটকানি—কপাট বন্ধ করিবার কীলক । দেশজ । সং । [দেশজ । সং ।

ছিটা—ফোঁটা, কণিকা, লেশ, বিন্দু ।

ছিটান—বিক্ষিপ্তভাবে ফেলা, ছড়ান ; ঝাপটা দেওয়া । দেশজ । ক্রি ।

ছিণ্ডা—ছিঁড়া, ছিন্ন করা । ক্রি । প্রা, ক ।

ছিৎ (ছিদ্)—ছেদন ; অপহরণ । ছিদ+ক্বিপ্ ভা । সং ; স্ত্রী ।

ছিত—ছাত (সকল অর্থে, তাহা দেখ) । ছা (ছিন্ন করা)+ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ছিতা ।

ছিত্তি—ছেদ, ছেদন । ছিদ্+ক্তি প্রা । সং ; স্ত্রী ।

ছিত্বর—ছেদক ; চতুর, ধূর্ত্ত ; বিপক্ষ । ছিদ (ছেদন করা)+ বরচ্ ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ছিত্বরী ।

ছিদ্—ছিৎ দেখ । [ও ভা+আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

ছিদা—ছেদন, অপহরণ । ছিদ (ছেদন করা)+

ছিদাম—১ । শ্রীদাম শব্দের অপভ্রংশ । ২ । সিকিপয়সা । হিন্দী । সং ।

ছিদির—খড়্গ ; কুঠার । ছিদ (ছেদন করা) +কির ক । সং ; পু ।

ছিদুর—ছেদনশীল ; শত্রু ; চতুর, ধূর্ত্ত । ছিদ (ছেদন করা)+কুর ক । বিণ ; ত্রি ।

ছিদ্র—রন্ধ্র, ছেঁদা ; সুযোগ ; অবকাশ ; দোষ । ছিদ্ (ছেদন করা)+রক্ র্ম্ম । সং ; ক্লী ।

ছিদ্রদর্শী (—দর্শিন্)—দোষদর্শী, ছলান্বেষী ; সুযোগাপেক্ষী । ছিদ্র—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী ছিদ্রদর্শিনী ।

ছিদ্রানুসন্ধান, ছিদ্রান্বেষণ—ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ান, পরের দোষ বাহির করিবার চেষ্টায় থাকা । ছিদ্রের অনুসন্ধান বা অন্বেষণ, ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

ছিদ্রান্বেষণ—ছিদ্রানুসন্ধান দেখ ।

ছিদ্রান্বেষী (—ষিন্)—পরের দোষ অনুসন্ধানকারী । ছিদ্র অন্বেষণ করে যে এই বাক্যে উপ ; ছিদ্র—অনু—ইষ+ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী ছিদ্রান্বেষিণী ।

ছিদ্রিত—বিদ্ধ, নির্ভিন্ন। ছিদ্র (ভেদ করা) +ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ছিদ্রিতা ।

ছিন, ছীন—ছিন্ন । প্রা, ক । [দেশজ । সং ।

ছিনভিন—ঘৃণা, অবজ্ঞা, অনাদর, তাচ্ছীল্য ।

ছিনা—শীর্ণ, সরু । দেশজ । বিণ ।

ছিনাল—অসতী, কুলটা, ভ্রষ্টা ; কামুকী ; হাবভাব-প্রদর্শিকা ; যে স্ত্রীলোক পরপুরুষকে আপনার প্রণয়ানুরাগী করিতে চেষ্টা করে । দেশজ । [দেশজ ।

ছিনালি, ছিনালী—অসতী নারীর চাতুরীজাল ।

ছিনিমিনি—এক রকম ছেলে খেলা,—ইহাতে খোলামকুচি জলে এমনভাবে ছোড়া হয় যে, তাহা ক্রমান্বয়ে ডুবিয়া ও ভাসিয়া চলিতে থাকে ; ইংরাজীতে ইহাকে Play at drakes and ducks বলে । দেশজ । সং ।

ছিন্ন—খণ্ডিত, ছেঁড়া ; কর্ত্তিত । ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ছিন্না ।

ছিন্নভিন্ন—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট । দ্বন্দ্ব । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ছিন্নভিন্না ।

ছিন্নমস্তক—১ । কাটা মুণ্ড । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী । ২ । যাহার মাথা কাটা হইয়াছে, ছেদিত শীর্ষ । ছিন্ন মস্তক যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী, —মস্তকা ।

ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার মধ্যে এক মহাবিদ্যা, এই মূর্ত্তি মস্তকহীনা, দেবী স্বহস্তে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বাম করতলে ধারণ করিয়া আছেন । ছিন্ন হইয়াছে মস্ত (মস্তক) যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু । সং ; স্ত্রী ।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন—ছিন্নভিন্ন, ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ছিন্নবিচ্ছিন্না ।

ছিপ—মাছ ধরিবার দীর্ঘ দণ্ড বা দাঁড়, দ্রুতগামী সরু লম্বা নৌকা । দেশজ । সং ।

ছিপছিপা, ছিপছিপে—ছিপের মত সরু ও লম্বা, ডিগ্‌ডিগে । দেশজ । বিণ । [ক্রি ।

ছিপা, ছিপান—ঢাকা দেওয়া, লুকান । হিন্দী ।

ছিপি, ছিপী—শিশি বোতল প্রভৃতির মুখ আঁটিবার গুঁজি, 'কাক' (cork) । দেশজ । সং ।

ছিবড়া, ছিবড়ে—মোটা আঁশ ; চিবা বা চিবে । দেশজ । সং । [ঠন । দেশজ । বিণ ।

ছিমছাম—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ; পারিপাটী ; সুগ-

ছিমি—দীর্ঘাকার বীজকোষ, শুঁটি । প্রাদে । সং ।

ছিয়াত্ত, ছিয়াত্তর—৭৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক । দেশজ । [সংখ্যক । দেশজ ।

ছিয়ানই, ছিয়ানব্বই—৯৬ এই সংখ্যা বা তৎ-

ছিয়াল—শ্রীসম্পন্ন ; পুষ্ট । দেশজ । বিণ ।

ছিয়াশী—৮৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক । দেশজ ।

ছিয়ে—ছ্যা, ছি । প্রা, ক ।

ছিরা—১ । শ্রীমন্ত, শ্রীমান্ । বিণ । ২ । শ্রীমন্ত সদাগর । প্রা, ক । সং ; পু ।

ছিরি—শ্রীমূর্ত্তি, কান্তি । শ্রীশব্দের অপভ্রংশ ।

ছিরিফল—বিল্ব, বেল । শ্রীফল শব্দের অপভ্রংশ । [দেশজ । সং ।

ছিলকা, ছিক্কা—ছাল, বল্কল, ত্বক্, খোসা ।

ছিলা—১ । কাপড়ের দশী ; ধনুকের গুণ বা জ্যা । দেশজ । সং । ২ । ছাল বা খোসা ছাড়ান, ত্বক উন্মোচন করা ; চাঁচা । হিন্দী । ক্রি ।

ছিলিম—তামাক খাইবার কলিকা, চিলম । বৈদেশিক । সং ।

ছিষ্টি—সৃষ্টি শব্দের অপভ্রংশ ।

ছিষ্টিছাড়া—সৃষ্টির বহির্ভূত, অপ্রাকৃত, অসাধারণ, অদ্ভুত ; হতশ্রী, লক্ষ্মীছাড়া । দেশজ । বিণ ।

ছিহস্ত—শ্রীহস্ত শব্দের অপভ্রংশ । প্রা, ক ।

ছুঁআ, ছুঁয়া—স্পর্শ করা । প্রা, ক । ক্রি ।

ছুঁচ—সূচি, বেধনিকা । দেশজ । সং ।

ছুঁচা—গন্ধমূষিক । দেশজ । সং ; পু । স্ত্রী ছুঁচী।

ছুঁচান, ছোঁচান—মলত্যাগান্তে মলদ্বার ধুইয়া শুচি হওয়া । দেশজ । ক্রি ।

ছুঁচিবাই—অশৌচাতঙ্ক, স্পর্শ দ্বারা সর্ব্বদা অশুচি হইলাম এইরূপ বাতিক । শুচিবায়ু শব্দের অপভ্রংশ ।

ছুঁচিবাইয়া, ছুঁচিবেয়ে—ছুঁচিবাই-রোগান্বিত, অশৌচাতঙ্কগ্রস্ত । দেশজ । বিণ ।

ছুঁড়া, ছুড়া—নিক্ষেপ করা, ত্যাগ করা, মোচন করা । দেশজ । ক্রি ।

ছুঁড়ি, ছুঁড়ী—ছুকরী, বালিকা, কিশোরী । দেশজ । সং ; স্ত্রী । [দেশজ । সং ।

ছুঁৎ, ছুঁত—অশুচ বা অশৌচ স্পর্শদোষ ।

ছুঁৎমার্গ—স্পর্শদোষ, অস্পৃশ্য-স্পর্শন-জনিত অশৌচ । আধুনিক দেশজ শব্দ ।

ছুকরী—বালিকা, কিশোরী, নবযুবতী । হিন্দী । সং ; স্ত্রী ।

ছুছুন্দরী—গন্ধমূষিক, ছুঁচা । ছুছু (অব্যক্ত শব্দ) —দৃ+খ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

ছুট—১ । দৌড়, দৌড়ান । দেশজ । সং । ২ । কু, অশ্লীল ;—যেমন ছুট কথা, ছুটবেছুট । বিণ ।

ছুটা—১ । দৌড়ান । দেশজ ক্রিয়া । ২ । আল্‌গা, অনাবদ্ধ ; স্বাধীন ; নিয়মিত বেতনভোগী নহে এরূপ । বিণ ।

ছুটান—দৌড় করান, খাড়ান ; ভাগান, তাড়ান ; ছুড়া । দেশজ ক্রিয়া ।

ছুটি, ছুটী—কর্ম্ম হইতে অবকাশ বা বিদায় । দেশজ । সং ।

ছুড়া—ছুঁড়া দেখ ।

ছুতা, ছুতো—১ । অশুচি, অপবিত্র । বিণ । ২ । ওজর, ছল, ক্রটি । দেশজ । সং ।

ছুতার, ছুতোর—সূত্রধর । দেশজ । সং ; পু । স্ত্রী ছুতারনী, ছুতোরণী ।

ছুতুক—ছুঁৎ, অশুচি ; অশৌচ । প্রা, ক ।

ছুতো—ছুতা দেখ ।

ছুতোর—ছুতার

ছুপ—স্পর্শ ; যুদ্ধ ; চপলা ; ক্ষুপ, গুল্ম । ছুপ, (স্পর্শ করা)+অল্ ভা । সং ; পু ।

ছুবান—রঙ্গজলে ডুবান, রঙ্গ মাখান, রঞ্জিত করা বা করান । দেশজ । ক্রি ।

ছুরি—স্বনামখ্যাত ছেদনাস্ত্র, অসিপুত্রী । ছুর (ভেদ করা)+ই ক । সং ; স্ত্রী ।

ছুরিকা—ছুরি ; ছোরা। ছুরী+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ছুরিত—ব্যাপ্ত ; ছিন্ন ; লিপ্ত। ছুর (লেপা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ছুরিতা।

ছুরী—স্বনামখ্যাত অস্ত্র। ছুর+ক ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [ছিলা। দেশজ। ক্রি।

ছুলা, ছোলা—কিঞ্চিৎ গভীর করিয়া চাঁচা,

ছুলি, ছুলী—ধবলাকার চর্ম্মরোগবিশেষ। দেশজ। সং।

ছুবলান, ছোবলান—ছোবল মারা, খাবলান ; দংশন করা, কামড়ান। দেশজ। ক্রি।

ছে—খণ্ড ; ছেদিত বা ছেদনযোগ্য খণ্ড। প্রাদেশিক। সং। [শিক। বিণ।

ছেওট—মুক্ত, ছাড়া, অবদ্ধ, আলগা। প্রাদে-

ছেঁক—১। বিশ্রাম, বিরাম, অবকাশ, অবসর, ফাঁক। প্রাদেশিক। সং। ২। অতি তাপের বা অতি শৈত্যের আকস্মিক অনুভূতি। দেশজ। বা। [দাহ। দেশজ। সং।

ছেঁকা—অগ্নিতপ্ত লৌহাদি দ্বারা গাত্রচর্ম্মের

ছেঁচ—১। জমিতে জল সেচন। সেচ শব্দের অপভ্রংশ। ২। ছাঁইচ, পটলপ্রান্ত। প্রা, ক। সং।

ছেঁচকি—অতি অল্প তেলে ভাজা একপ্রকার ব্যঞ্জন,—ইহা রোগীর পথ্য। দেশজ। সং।

ছেঁচড়া—১। বিবিধ তুচ্ছবস্তুর মিশ্রিত ব্যঞ্জন-বিশেষ। সং। ২। চৌর্য্যস্বভাব, বঞ্চক, শঠ, অসাধু ; কৃপণ। দেশজ। বিণ।

ছেঁচড়ান, ছেঁচুড়ান—মাটি ঘেঁসিয়া বা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া (drag) দেশজ। ক্রি।

ছেঁচা—১। সেচন করা ; থেঁতো করা, থেঁতলান। ক্রি। ২। থেঁতলান। বিণ। ৩। ছেঁচা বেড়া (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।

ছেঁচা-বেড়া—থেঁতলান বাঁশের ঘের। দেশজ। সং।

ছেঁচুড়ান—ছেঁচড়ান দেখ।

ছেঁড়া—ছিন্ন ; ছিন্নবসনধারী ; তুচ্ছকার্য্যে নিযুক্ত ; হীন ব্যাপারদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন-কারী। দেশজ। বিণ।

ছেঁদা—ছিদ্র। দেশজ। সং। [দেশজ। বিণ।

ছেঁদো—বাঁধুনী করা, বাঁধা ; বাক্‌চাতুর্য্যময়।

ছেকড়া—ভাড়াটিয়া (গাড়ী)। বৈদেশিক। বিণ।

ছেতো—ছত্রাকবিশিষ্ট, ছাতাপড়া। দেশজ। বিণ।

ছেত্তা (ছেতৃ)—ছেদনকর্ত্তা, কর্ত্তনকারী। ছিদ (ছেদন করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ছেত্রী।

ছেদ—১। ছেদন ; বিরাম। ছিদ (ছেদন করা)+অল্ ভা। ২। খণ্ড ; পরিচ্ছেদ। ছিদ +অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

ছেদক—ছেত্তা, ছেদনকর্ত্তা, কর্ত্তনকারী ; ছেদ-কারক, যে ছিঁড়ে। ছিদ (ছেদন করা) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ছেদিকা।

ছেদন—কর্ত্তন, কাটা ; খণ্ডন, ছিঁড়া। ছিদ (ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ছেদনী—ছেদনযন্ত্র, কর্ত্তনাস্ত্র। ছিদ্+অনট্ ণ্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ছেদনীয়, ছেদ্য—ছেদনযোগ্য, ছেদনসাধ্য, যাহা কর্ত্তন বা খণ্ডন করিতে হইবে বা করা উচিত, খণ্ডনীয়। ছিদ্+অনীয়, য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ছেদিত—কর্ত্তিত, খণ্ডিত। ছেদি+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

ছেদ্য—ছেদনীয় দেখ।

ছেনা—ছানা, আমিক্ষা। গ্রাম্য। সং।

ছেনাল—ছিনাল (তাহা দেখ)।

ছেনালি, ছেনালী—ছিনালি (তাহা দেখ)।

ছেনি, ছেনী—লোহার মেক বা কাজলা। ছেদনী শব্দের অপভ্রংশ। সং।

ছেপ—নিষ্ঠীবন, থুথু, পিক। প্রাদেশিক। সং।

ছেপলা, ছেবলা—তরলমতি, চঞ্চল বুদ্ধি, বালস্বভাব। দেশজ। বিণ। বি, ছেপলাম, ছেবলাম। [সং।

ছেপায়া—তেপায়া, ত্রিপদ (tripod)। দেশজ।

ছেপ্‌ত, ছেবদ—(মোহরাদি) অঙ্কিত। বৈদেশিক। বিণ।

ছেবলা—ছেপলা দেখ।

ছেব্‌দ—ছেপ্‌ত দেখ।

ছেমড়া—ছোঁড়া, ছোকরা ; মাতাপিতৃহীন বালক, অনাথ বা অসহায় শিশু ; দুর্জ্জন। প্রাদেশিক। সং ; পু। স্ত্রী ছেমড়ী।

ছেয়া—উদূখল ; ছেদ, খণ্ড। প্রা, ক। সং।

ছেয়ান—ছেদন করা, ছে দেওয়া, খণ্ডশঃ কর্ত্তন করা। দেশজ। ক্রি।

ছেয়ানি—১। ছেঁক, ধরণ, বিরাম। প্রাদেশিক। ২। ছেনি। প্রা, ক। সং।

ছেলামি—১। ক্রমনিম্ন বা ঢালুভাবে, শরের কলমের মোচের ভাব। দেশজ। ২। সেলামি। বৈদেশিক। সং।

ছেলি—ছাগল। প্রা, ক। সং।

ছেলিয়া, ছেলে—পুত্র, কুমার, বালক, শিশু। দেশজ। সং। [সং।

ছেলেপিলে, ছেলেপুলে—সন্তান সন্ততি। দেশজ।

ছেলেম, ছেলেমি, ছেলেমো—বালকত্ব, শিশুর ন্যায় আচরণ, বালব্যবহার। দেশজ। সং।

ছেলেমেয়ে—পুত্রকন্যা, বালকবালিকা। দেশজ।

ছৈ—ছই দেখ।

ছৈয়র—নৌকার ছই বা চাল। প্রা, ক। সং।

ছোই—ছুঁয়া, স্পর্শ করা। প্রা, ক।

ছোঁ—উড়িয়া আপতন, নখরাদি দ্বারা গ্রহণার্থ সহসা উপরে পতন ; ছোবল। দেশজ। সং।

ছোঁকা—সম্বরা, সাঁতলান। হিন্দী। সং।

ছোঁকা, ছোকা—অল্প তৈল ঘৃতাদিতে সামান্য ভাজা ; সম্বরা দেওয়া, সাঁতলান। হিন্দী। প্রা, ক।

ছোঁচ—ঘর নিকাইবার কানি, নেতা ; ছোঁয়াচ, অশুচি। প্রাদেশিক। সং।

ছোঁচা—ছুঁচার ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট ; অতিহীন লোভী। দেশজ। বিণ।

ছোঁড়া—[অবজ্ঞার্থে] ছোকরা, বালক, কিশোর। দেশজ। সং ; পু। স্ত্রী ছুঁড়ী।

ছোঁয়াচ—অশুচি দ্রব্যের সংস্পর্শ জন্য অশুচিত্ব প্রাপ্তি। প্রাদেশিক। সং।

ছোকরা—বালক, কিশোর। দেশজ। সং ; পু।

ছোট—১। ক্ষুদ্র, অল্প ; কনিষ্ঠ ; ইতর, হীন, নীচ, অধম। দেশজ। বিণ। ২। বন্ধনরজ্জু, [বিশেষতঃ] শক্ত পাকান দড়ি। প্রাদে। সং।

ছোটনাগপুর—প্রদেশবিশেষ। হাজারীবাগ, রাঁচী, পালামৌ, মানভূম ও সিংহভূম, এই পাঁচটি জেলা লইয়া ছোটনাগপুর বিভাগ গঠিত। এই বিভাগটি বিন্ধ্যগিরির অন্তর্গত শাখার উপত্যকায় অবস্থিত। এই বিভাগেই দামোদর, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, বৈতরণী প্রভৃতি নদনদীর উৎপত্তি। দেশটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে প্রচুর কয়লা ও লৌহসংযুক্ত প্রস্তর পাওয়া যায়। সুবর্ণ রেখার বালুকা ধুইয়া পূর্ব্বে সুবর্ণ সংগ্রহ করা হইত ; অধুনা এ কার্য্য রহিত হইয়া গিয়াছে। লাক্ষা, শাল কাষ্ঠ, ও মহুয়া ফুল এখানে বহুলপরিমাণে সংগৃহীত হয়। অনার্য্যজাতিরা এখানকার আদিম অধিবাসী—যথা, কোল, সাঁওতাল, ওরাওন, মুণ্ডা, ধাঙ্গড় ও ভূমিজ। কথিত আছে, সর্ব্বপ্রথমে কোলগণ এখানে আসিয়া বাস করে ; তাহার পরে দ্রাবিড় হইতে গোঁড়েরা আসিয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করে। এখানে অনেক মন্দির, জলাশয় প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, এ সমুদায় গোঁড়েরাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, অপর কেহ কেহ বলেন যে, এগুলি প্রাচীন আর্য্যউপনিবেশী-দিগের কীর্ত্তি। পূর্ব্বে এই বিভাগ বঙ্গ প্রদেশের ছোটলাটের অধীনে ছিল। অধুনা বিভাগটী বিহার ও উড়িষ্যার লাটের শাসনাধীন করা হইয়াছে।

ছোটনাগপুরের ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের সংখ্যা নয়টি—নাম যথা, গংবাকর, কোরিয়া, সরগুজা, উদয়পুর, জাসপুর, গাঙ্গপুর, বোনাই, খারসোয়ান ও সরাইকাল। একণে নয়টির মধ্যে প্রথম পাঁচটি মধ্যভারতের এবং শেষোক্ত চারিটি "বিহার ও উড়িষ্যা" প্রদেশের অধীনে গিয়াছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দেবগাঁও নামক স্থানে নাগপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুজী ভোঁসলা ইংরাজের সহিত যে সন্ধি স্থাপনা করেন, তাহার সর্ত্ত অনুসারে গাঙ্গপুর ও বোনাই ইংরাজের

হস্তে আসে। ১৮০৩ খৃঃ ইংরাজ এ দুইটি স্থান রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৮১৭ খৃঃ অঃ মাধুজী ভোঁসলা (আপা সাহেব) নাগপুরের রেসিডেন্সী আক্রমণ করায় এই দুইটি স্থান এবং তৎসঙ্গে অবশিষ্ট স্থানগুলি ইংরাজের অধিকারে আসে। সামন্ত রাজগণ স্বীয় স্বীয় অধিকার মধ্যে স্বাধীনভাবে শাসন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তবে অপরাধীদিগের প্রাণদণ্ড বা গুরুতর কারা বা অর্থদণ্ড করিতে হইলে, ইংরাজ শাসনকর্ত্তার অনুমোদন আবশ্যক।

ছোটি—ছোট, ক্ষুদ্র, কনিষ্ঠ। প্রা, ক। বিণ।

ছোটিকা—অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে শব্দ, তুড়ি। ছুট+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ছোট্ট—খুব ছোট, অতি ক্ষুদ্র। দেশজ। বিণ।

ছোড়—১। জোড়, দল, গুচ্ছ। দেশজ। সং। ২। ছাড়, ত্যাগ কর। হিন্দী। ক্রি। ৩। বিজোড়, ছত্রভঙ্গ, ছাড়াছাড়ি। প্রা, ক। [ছত্রভঙ্গ। দেশজ। বিণ

ছোড়ই—ছাড়ে, ত্যাগ করে। প্রা, ক। ক্রি।

ছোড়না—প্রচ্ছদ পট; সামিয়ানা; চাঁদোয়া। প্রা, ক। সং।

ছোড়ভঙ্গ—জোড়ভাঙ্গা, দলছাড়া, ছাড়াছাড়ি

ছোড়লা—ছাঁদলাতলা। প্রা, ক। সং।

ছোড়া—ছাড়া, ত্যাগ করা; নিক্ষেপ করা। প্রা, ক। ক্রি।

ছোড়ান—১। ছাড়ান, ত্যাগ করান; ছাড়াইয়া দেওয়া। হিন্দী। ক্রি। ২। চাবি, কুলুপ কাটী। প্রাদে। সং।

ছোড়ি—ছাড়িয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ছোপ—অল্প বস্তুর রঙ্গের ছাপ; ছাপ; চিহ্ন; দাগ। দেশজ। সং।

ছোপান, ছোবান—১। রঞ্জিত করা, রঙ্গ করাইয়া দেওয়া। ক্রি। ২। রঙ্গিন। দেশজ। বিণ। [ত্বগাবরণ। দেশজ। সং।

ছোবড়া—মোটা আঁশ, ছিবড়া; অংশুময়,

ছোবল—দংশন; খাবল। দেশজ। সং।

ছোবান—ছোপান দেখ।

ছোয়ত—ছোঁয়, স্পর্শ করে। প্রা, ক। ক্রি।

ছোরা—বড় ছুরি। দেশজ। সং।

ছোল—ছল, ওজর, ত্রুটি, ছাল। বল্কল খোসা। দেশজ। সং। [সং

ছোলঙ্গ, ছোলম—বাতাবি লেবু। প্রাদে

ছোলা—১। বুট, চানা। সং। ২। ছুলা (তাহা দেখ); ছাল ছাড়ান। দেশজ। ক্রি।

ছোহারা—শুষ্ক খর্জ্জুর। বৈদেশিক। সং।

ছ্যা—ছি দেখ।

ছ্যাত—অপবিত্র (যেমন ছ্যাতহাঁড়ী)। গ্রাম্য। বিণ।

জ

জ—১। অষ্টম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। শিব; বিষ্ণু। জি (জয় করা)+ ড ক। ৩। জনক, জন্মদাতা। জন (জন্মা) +ড অপা। ৪। উৎপত্তি। জন+ড ভা। সং; পু। ৫। জাত। জন+ড ক। ৬। জয়যুক্ত। জি (জয় করা)+ড ক। বিণ।

জঅ—জয়। প্রা, ক। সং।

জঅন—জন, লোক। প্রা, ক। সং।

জই—১। যই, যবতুল্য শস্যবিশেষ। দেশজ। সং। ২। যদি। প্রা, ক। ব্য।

জউ—লাক্ষা। জতু শব্দের অপভ্রংশ। সং।

জং, জঙ, জঙ্গ—ধাতুর মরিচা। দেশজ। সং।

. বাহাদুর, মহারাজা স্যার্ (Maharaja Sir Jung Bahadur)—১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইনি নেপালের প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। যাহারা তখনকার প্রধান মন্ত্রীকে নিহত করিয়াছিল, তাহাদের অধিনায়কগণকে ধৃত ও নিহত করিয়া ইনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর পদ অধিকার করেন। তৎপরে রাজমাতা ও দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক রাজাকে বহিষ্কৃত ও ভাবী রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনার আধিপত্য অবাধে বিস্তার করেন। ইনি নৃশংসতা ও রক্তপাতের সাহায্যে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া নেপাল রাজ্য অতি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলাই ইঁহার রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইনি ইংলণ্ডে গিয়া প্রভূত সম্মান লাভ করেন। ইনি নাইট ও জি, সি, বি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় একদল গুর্খা সৈন্য লইয়া ইনি ইংরাজের সাহায্যার্থে নেপাল হইতে আগমন করেন এবং অযোধ্যাতে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে জি, সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারি ইঁহার মৃত্যু হয়।

জক—যক; রক্ষক স্বরূপে জীবিত বালক সহিত প্রোথিত ধনরাশি। দেশজ। সং।

জকা—যেন; তুল্য। প্রা, ক।

জকুট—১। বার্ত্তাকুপুষ্প, বেগুন ফুল। সং; ক্লী। ২। মলয় পর্ব্বত; কুকুর। সং; পু।

জকণক, -ণকা—শক্তিহীন, আতিক্লান্ত। দেশজ। বিণ। [অনট্ ভা। সং; ক্লী।

জক্ষণ—ভক্ষণ, ভোজন। জক্ষ (ভক্ষণ করা)+

জক্ষ্ম (জক্ষ্মন্)—ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা। জক্ষ (ভক্ষণ করা)+মন্ ক। সং; পু।

জখন—যখন, যৎকালে। প্রা, ক। ব্য।

জখম—কঠিন আঘাত, চোট। বৈদেশিক। সং।

জখমী—আহত, কঠিন আঘাতপ্রাপ্ত। বৈদে। বিণ। [প্রা, ক। ক্রি।

জখিয়া—জুঁকিয়া, তৌল করিয়া, মাপিয়া।

জগ—জগৎ। প্রা, ক। সং।

জগচ্চক্ষুঃ (-ক্ষুস্)—সূর্য্য। জগতের চক্ষুঃ স্বরূপ (জগৎ+চক্ষু), ৬তৎ। সং; পু।

জগজগা—রাংতার পাত; পিতলের মিহি পাত। দেশজ। সং।

জগজন—জগতের লোক। জগজ্জন শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

জগজ্জন—জগতের লোক। জগতের জন, ৬তৎ। জগৎ+জন। সং; পু।

জগজ্জননী—জগন্মাতা; আদ্যাশক্তি, ভগবতী। জগতের জননী (জগৎ+জননী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জগজ্জয়ী (-য়িন্)—ত্রিভুবনজয়কারী। জগতের জয়ী (জগৎ+জয়ী), ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী জগজ্জয়িনী।

জগজ্জীবন—জগৎপ্রাণ, বায়ু। জগতের জীবন (জগৎ+জীবন), ৬তৎ। সং; পু।

জগঝম্প—ডিণ্ডিমবিশেষ, একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। দেশজ। সং।

জগৎ—১। বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড; লোক, ভুবন। গম (গমন করা)+ক্বিপ্ ক, নিপাতনে; অথবা গম+অতি ক। সং; ক্লী। ২। বায়ু। সং; পু। ৩। জঙ্গম; অস্থায়ী। বিণ; ত্রি।

জগতি—১। জগতে, ভুবনে। ব্য। সংস্কৃতপদ। ২। সিংহাসন। প্রা, ক। সং।

জগতিতলে—ভূতলে, ধরাতলে, জগতে, পৃথিবীতে। প্রা, ক। সং।

জগতী—পৃথিবী; ভুবন, দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। জগৎ+ঙপ্। সং; স্ত্রী।

জগৎকর্ত্তা—বিশ্বের সৃষ্টিকারক, পরমেশ্বর। ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।

জগৎকারণ—সৃষ্টিকর্ত্তা, পরমেশ্বর। ৬তৎ।

জগৎপতি—পরমেশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

জগৎপাতা, জগৎপিতা—বিশ্বের পালনকর্ত্তা, ঈশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

জগৎপালক—১। বিশ্বের পালনকর্ত্তা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। পরমেশ্বর। সং; পু।

জগৎপিতা—জগৎপাতা দেখ।

জগৎপ্রাণ—বায়ু। ৬তৎ। সং; পু।

জগৎশেঠ—মুর্শিদাবাদস্থ প্রসিদ্ধ বণিক্-বংশ। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে,—রাজদত্ত উপাধিমাত্র। শেঠ কথাটী শ্রেষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ। অধুনা এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত সংক্ষিপ্তসার ইতিহাসে যেরূপ ভাবে জগৎশেঠ শব্দটির ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে উহা একজন লোকের নাম বলিয়াই সহজে ধারণা হয়। পরন্তু সেরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। যাহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়, তাহার পূর্ণ নাম মহতাব রায় জগৎশেঠ। তাহার কথা পরে বলিব।

রাজপুতানার মধ্যস্থ যোধপুররাজ্যান্তর্গত নাগর নামক নগরে এই বংশের

পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল। প্রায় তিন শত বৎসর অতীত হইল, ইঁহারা তথা হইতে অন্যান্য মাড়ওয়ারী বণিক্‌দিগের সহিত গৌড়রাজ্যে আগমন করেন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় হীরানন্দ সা প্রথমে পাটনা নগরে আসিয়া বাস করেন। সে সময়ে পাটনায় ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির কুঠি ছিল। হীরানন্দের সাত পুত্র। এই সাত জনই পিতার ন্যায় ভারতের নানাস্থানে মহাজনী ও হুণ্ডির কাজ করিতেন; জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। ঢাকা তখন বাঙ্গালার রাজধানী। এইখানে থাকিয়াই মুর্শিদ কুলি খাঁ দেওয়ানী করিতেন। মাণিকচাঁদ নবাবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া মুকসদাবাদে উঠিয়া আসিলেন; তাঁহার নামানুসারে নবরাজধানীরও নাম হইল মুর্শিদাবাদ। মাণিকচাঁদও নবাবের সহিত উঠিয়া আসিয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিলেন; এখানে নূতন টাকশাল স্থাপিত হইল; মাণিকচাঁদ তাহার কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর আবেদনানুসারে সম্রাট ফরুখ্‌শিয়ার মাণিকচাঁদকে "শেঠ" উপাধি প্রদান করেন (১৭১৫ খৃঃ)। পুত্রহীন মাণিকচাঁদ ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হইলে ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী হইয়া অল্পদিনের মধ্যে একজন ধনকুবের হইয়া পড়িলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ মহম্মদ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রদান করিলেন। কথিত আছে যে, এক সময়ে সম্রাট্ মুর্শিদ কুলির উপর বিরক্ত হইয়া ফতেচাঁদকেই বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু উদারহৃদয় ফতেচাঁদ যাহাতে মুর্শিদই সিংহাসনে থাকিতে পান, তজ্জন্য আবেদন করেন। ইহাতে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া ফতেচাঁদকে একটি বহুমূল্য সমুজ্জ্বল মরকতমণি প্রদান করেন; তাহাতে "জগৎশেঠ" নাম ক্ষোদিত ছিল। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলির মৃত্যু হইলে, সুজা উদ্দিন নবাব হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করেন। এই সময়ে ফতেচাঁদ তাঁহার প্রধান সচিব ছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সরফরাজের চরিত্রদোষ ছিল। এই দোষেই তাঁহার সহিত ফতেচাঁদের বিবাদ হয়। ফতেচাঁদের পুত্রবধূ অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। কথাটা সরফরাজের কাণে গেল। নবাব সুন্দরীকে একবার দেখিতে চাহিলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রথমে স্বীকৃত হন নাই; কিন্তু পরে অত্যাচারের ভয়ে একদিন সন্ধ্যাকালে ক্ষণকালের নিমিত্ত পুত্রবধূকে নবাবের প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব সুন্দরীর ধর্ম্মনষ্ট করেন নাই বটে, কিন্তু ধনকুবের জগৎশেঠ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন। অতঃপর ফতেচাঁদ আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত মিলিত হইয়া সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দিকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের মাহাট্টা রাজা রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া জগৎশেঠের আড়াই কোটি টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র—দয়াচাঁদ ও আনন্দচাঁদ। দয়াচাঁদের ঔরসে স্বরূপচাঁদ ও আনন্দচাঁদের ঔরসে মহতাব রায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" এবং মহতাব "রায় জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ ইংরেজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠি আক্রমণ করিলে, ইংরেজ বণিক্‌গণ জগৎশেঠের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা লইয়া নবাবকে প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। তদবধি ইংরেজরা সময়ে সময়ে জগৎশেঠের নিকট অনেক উপকার প্রাপ্ত হন। এই মহতাব রায়ই ইংরেজদিগের ভারতসাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া দেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে, তদীয় দৌহিত্র তরুণবয়স্ক সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। এই সময় হইতেই জগৎশেঠের সহিত ইংরেজদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহার কিছুদিন পরেই সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর সিরাজের উপর ক্রুদ্ধ হন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সেনাপতি মিরজাফর ইঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। এই দুঃসময়ে সিরাজ জগৎশেঠ মহতাব রায়ের নিকট তিন কোটি টাকা চাহিয়া বসিলেন। জগৎশেঠ তাহাতে আপত্তি করায় সিরাজ জগৎশেঠের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। (কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, জগৎশেঠ বংশীয়েরাই দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে নবাবীর সনন্দ আনাইয়া দিতেন। কিন্তু মহতাব রায় সিরাজের নবাবী সনন্দ আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই, অধিকন্তু তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা শওকতজঙ্গের নামে সনন্দ আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই সিরাজ ক্রোধবশতঃ তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন)। ধনকুবের জগৎশেঠের এই অবমাননাই সিরাজের অধঃপতনের মূল কারণ। অতঃপর অতিকষ্টে জগৎশেঠ মুক্তি লাভ করিয়া, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে আর এক ঘটনায় লক্ষ্মীশ্বর মহতাব রায় সিরাজের উপর আরও চটিয়া গেলেন। কথিত আছে যে, অসামান্যা নামে জগৎশেঠের এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন; তেমন সুন্দরী নাকি বাঙ্গালায় আর ছিল না। তাহার উপর বিলাসব্যসনাসক্ত সিরাজের কুদৃষ্টি পড়িল। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ধনকুবের জগৎশেঠের দুহিতাকে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয় দেখিয়া নবাব কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর সিরাজ রূপতৃষ্ণার মোহে অসামান্যাকে দেখিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদনমানসে বেগমের বেশে শেঠভবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর কৌশলে শেঠতনয়াকে এক নিভৃত কক্ষে আনাইলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া ফলাফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া আলিঙ্গনমানসে সুন্দরীর অঙ্গস্পর্শ করিলেন। শেঠদুহিতার তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি ত্রস্ত হইয়া দ্রুতপদে তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে স্বামীর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রবণমাত্র শেঠজামাতা শার্দ্দূলবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে এক লম্ফে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সিরাজ সেই সপ্তমহলবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠি-প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ধরিয়া শতাধিকবার চর্ম্মপাদুকাপ্রহারে ও ঘন ঘন মুষ্টি এবং চপেটাঘাতে কোমলকায় নবাবের প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই মর্ম্মস্পর্শী দুঃসহ যাতনা ও নিদারুণ অবমাননার কথা সিরাজের হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শেলবৎ আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিল। এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে শেঠজামাতা রাজপথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন যবনসেনানী হঠাৎ আসিয়া প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সম্মুখে তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। ভয়ে সকল লোক পলায়ন করিল। অতঃপর সেই মস্তক রৌপ্য থালে রক্ষিত ও বহুমূল্য রুমালে আচ্ছাদিত হইয়া শেঠদুহিতার নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত হইল।

জগৎশেঠ মহতাব রায় আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ক্লাইভ কর্ত্তৃক চন্দননগর অধিকারের পর সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। জগৎশেঠই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রথমে প্রস্তাব করিলেন। মিরজাফর তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর পলাসীর রণক্ষেত্রে সিরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, মিরজাফর বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৭৫৭ খৃঃ)। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মিরজাফর রাজ্যচ্যুত এবং তাঁহার জামাতা মিরকাশিম নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যখন ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল, তখন তিনি শুনিলেন, শেঠেরা ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সপরিবারে শেঠদিগকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন (১৭৬৩ খৃঃ)। জগৎশেঠের পুরমহিলাগণ যখন এই কথা জানিতে পারিলেন, তখন শত্রুহস্তে নিগৃহীত হইতে হইবে ভাবিয়া তাঁহারা আগুন হাতে করিয়া বারুদের উপর বসিয়া রহিলেন। এই নিদারুণ সঙ্কটকালে ক্লাইভ গিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহতাব রায় নবাবের বন্দী হইলেন। ইংরেজগণ ইঁহাদের মুক্তির নিমিত্ত বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেও নবাব সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইলে মিরকাসিম ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে আসিলেন, এবং সেখানেও রাজ্যরক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহতাব রায়ের প্রাণবিনাশ করিলেন। দুই ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন।

জগৎসংসার—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, নিখিল ভুবন, সমুদায় জগৎ। জগৎও যে সংসারও সে, কর্ম্মধা। সং; পু।

জগৎসাক্ষী (–সাক্ষিন্)—সূর্য্য, কারণ তিনি জগতের যাবতীয় ব্যাপার অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ৬তৎ। সং; পু।

জগৎসেতু—বিশ্বের তাবৎ প্রাণীর পারহেতু বা ত্রাণকর্ত্তা, পরমেশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

জগৎস্রষ্টা (–স্রষ্টৃ)—বিশ্বের নির্ম্মাতা, জগৎকর্ত্তা, জগদীশ্বর। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

জগদম্বা—বিশ্বজননী, দুর্গা। জগতের অম্বা (মাতা), জগৎ+অম্বা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জগদম্বিকা—জগন্মাতা, বিশ্বজননী। জগতের অম্বিকা (জগৎ+অম্বিকা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জগদল—জগদ্দল শব্দের অপভ্রংশ।

জগদাত্মক—বিশ্বরচিত, সংসারময়, ব্রহ্মাণ্ডরূপ। জগৎ আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

জগদাত্মা (জগদাত্মন্), জগদাধার—কাল; বায়ু; ঈশ্বর। জগতের আত্মা বা আধার, ৬তৎ। সং; পু।

জগদানন্দ রায়—বাঙ্গালা ১২৬৮ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নিবাস কৃষ্ণনগর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগিনেয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহারা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত জমিদার। জগদানন্দ বাবু পাঠাবস্থা হইতেই সাহিত্যামোদী ও বিজ্ঞানানুশীলনপর ছিলেন। কবিবর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে থাকিয়া ইনি সাহিত্যচর্চ্চার অশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে 'প্রকৃতিপরিচয়', 'আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার', 'বৈজ্ঞানিকী', 'প্রাকৃতিকী', 'গ্রহনক্ষত্র' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অধিকাংশ ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এর পাঠ্য হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানসোপান, সাহিত্য সন্দর্ভ প্রভৃতি আরও অনেক পুস্তক আছে।

জগদায়ুঃ (–য়ুস্)—জগৎপ্রাণ, বায়ু। জগতের আয়ুঃ (প্রাণ), ৬তৎ। সং; পু।

জগদীশ—বিশ্বপতি, ঈশ্বর; বিষ্ণু। জগতের ঈশ (জগৎ+ঈশ), ৬তৎ। সং; পু।

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী—১২৬৫ সালের ২৩শে কার্ত্তিক তারিখে জগদীশের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম উমাচরণ। জগদীশ ভ্রাতাদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি জগদীশের অনুরাগ জন্মে। কালক্রমে ইনি ঐ অনুরাগের ফলস্বরূপ উক্ত চিকিৎসার প্রসারার্থে বহু যত্ন করিয়াছিলেন। ইনি প্রবেশিকা ও এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। এবং যথাসময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন এবং ঐ চিকিৎসা যাহাতে সাধারণে শিখিতে পারে, তজ্জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। যথা—

(১) হোমিওপ্যাথিক মতে গৃহচিকিৎসা, (২) হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন, (৩) ওলাউঠা চিকিৎসা, (৪) নরশরীর-তত্ত্ব, (৫) জ্বর-চিকিৎসা, (৬) চিকিৎসা-তত্ত্ব, (৭) ভৈষজ্য-তত্ত্ব, (৮) সদৃশ চিকিৎসা বা "প্রাক্‌টিস অফ মেডিসিন্"। এতদ্ভিন্ন ইনি একখানি বাঙ্গালা ও একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র চালাইতেন। উক্ত মাসিক পত্রদ্বয়ের নাম যথাক্রমে "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক" ও "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড।" এতদ্ব্যতিরেকে ইনি একটী হোমিওপ্যাথিক স্কুল এবং বিশুদ্ধ ঔষধ প্রাপ্তির নিমিত্ত "লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী" নামে একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রচলনার্থে জগদীশ অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জগদীশচন্দ্র ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন।

জগদীশচন্দ্র বসু (ডাক্তার, সার)—ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন বংশসম্ভূত। কলিকাতায় বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইংলণ্ডে যান। সেখানে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B. Sc. উপাধি লাভ করেন। ইনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে এখনও ইনি নিযুক্ত আছেন। ইনি তড়িৎ বিষয়ে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ধারাবাহিক ক্রমে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাহার পর আবার ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে বিশেষ সম্মান লাভ করেন। বিজ্ঞান আলোচনায় এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি কার্য্যে ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী বা ভারতবাসী সেরূপ হইতে পারেন নাই। ইনি অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের ন্যায় উদ্ভিদ, এমন কি ধাতব পদার্থেরও প্রাণ আছে। ইঁহার আবিষ্কারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইঁহার উপর শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন। ইনি কেবল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পণ্ডিত নহেন। মাতৃভাষারও বিলক্ষণ অনুরাগী। ইনি অনেক বাঙ্গালা মাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বালকগণের শিক্ষার্থে মুকুল নামে যে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের মুকুট ধারণ উৎসব (Coronation Durbar) উপলক্ষে ইনি সি, আই, ই এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর বর্ত্তমান সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের করোনেশন দরবারে সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। "বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদ" ইঁহাকে সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতঃপর গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সার উপাধি দান করিয়া গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও দীধিতি গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার। অনুমান খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। যাদবচন্দ্র নবদ্বীপের মধ্যে একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। জগদীশ বালককালে অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিলেন। তদুপরি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইঁহার দুর্বৃত্ততা আরও বাড়িয়া উঠে। দুর্বৃত্ততার মধ্যে পক্ষিশাবক ধরা একটা প্রধান রোগ ছিল। একদিন পক্ষিশাবক গ্রহণমানসে এক প্রকাণ্ড তালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া পক্ষীর কুলায় মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলে এক বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ইঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। এই আকস্মিক বিপদে জগদীশ বিচলিত হইলেন না। আর কোন উপায় না দেখিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তখন সর্পও লেজ দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু তাহাতেও ইনি ভীত হইয়া দিশাহারা হইলেন না। প্রত্যুত প্রত্যুৎপন্নমতিবলে তালশাখার করপত্রবৎ ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করিয়া সর্পের মস্তক কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তদবধি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এরূপ কার্য্য আর কখনও করিবেন না।

একজন সন্ন্যাসী জগদীশের অসাধারণ সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। সন্ন্যাসীর কথায় জগদীশ তাঁহার নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর,—অথচ অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। জগদীশ প্রগাঢ় পরিশ্রমে দিবারাত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ কাব্যাদির পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সময়ে ইঁহার দুঃখের সীমা ছিলনা। তৈলাভাবে রাত্রিতে রীতিমত পাঠ হইত না বলিয়া বাঁশের পাতা জ্বালাইয়া তাহার আলোকে অধ্যয়ন করিতেন। কাব্যাদির পাঠ শেষ হইলে জগদীশ সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প সময়ে ন্যায়শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া অধ্যাপকের নিকট তর্কালঙ্কার উপাধি লাভ করিলেন। অতঃপর ইনি নবদ্বীপে টোল খুলিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু অর্থাভাবে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন নাই। অবশেষে গ্রামস্থ লোকের সহায়তায় জগদীশ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলে, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার যশঃ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দূরদূরান্তর হইতে বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোল পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাঁহার পূর্ব্বে দীধিতি গ্রন্থ অনেক স্থলে অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না, একারণে উহার অধ্যয়নে ব্যাঘাত হইত। সেই অভাব-পূরণের নিমিত্ত দীধিতির টীকা রচনা করিয়া ইনি ন্যায়জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন। ইহা ভিন্ন ইনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে তর্কামৃত ও রহস্যপ্রকাশ নামক কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়। জগদীশের দুই পুত্র, রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর। উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন।

জগদীশ্বর—বিশ্বপতি, পরমেশ্বর। জগতের ঈশ্বর (প্রভু), (জগৎ+ঈশ্বর), ৬তৎ। সং; পু।

জগদীশ্বর গুপ্ত—১২৫২ সালে ভাদ্রমাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরে জগদীশ্বরগুপ্তের জন্ম হয়। জগদীশ্বর বাল্যকালীন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণনগরে গমন করেন। তথায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা ও এফ, এ পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর বি, এ ও বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনাজপুরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই ইনি মুন্সেফির জন্য প্রার্থী হন এবং কিয়দ্দিবস পরে মুন্সেফী প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর, নীলফামারী, রাঁচি, বাঁকুড়া, জাজপুর, কাটোয়া, যশোহর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করেন।

ইনি সটীক "চৈতন্য চরিতামৃত", "লীলাস্তবক" এবং "চৈতন্য লীলামৃত" গ্রন্থ সঙ্কলন করেন এবং সংবাদপত্রাদিতে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধও লিখিতেন। ঐ সকল প্রবন্ধে ইঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি অত্যল্প বয়সের মধ্যে তীর্থপর্য্যটনাদি প্রসঙ্গে ভারতের প্রায় প্রধান প্রধান স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃঃ ৮ই জুলাই তারিখে যকৃৎসংক্রান্ত রোগে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

জগদেব পমার—জনৈক বিষ্ণুভক্ত সাধু। ইনি অতিশয় হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন, সর্ব্বদা অনন্যমনে হরিনাম সাধন করিতেন। পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই ইঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ইনি যে দেশে বাস করিতেন, সেই দেশের রাজতনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে রাজা ইঁহাকেই কন্যারত্ন সম্প্রদানের অভিপ্রায় করিয়া ইঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলে হরিসাধনের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়া ইনি সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর কীর্ত্তন শ্রবণার্থ একদিন সাধু জগদেব রাজবাটীতে গমন করিলেন। সুযোগ পাইয়া রাজকন্যা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইতেছেন কেন? আমি আপনার ধর্ম্মসাধনের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিব না। আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার একমাত্র ইচ্ছা, আপনার সেবা করিয়া দেহ পবিত্র করি, এবং সর্ব্বদা হরিগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করি।" তখন জগদেব রাজবালাকে হরির অনুরাগিণী জানিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, এবং পরমানন্দে সম্যক হরিসাধন করিতে লাগিলেন। (গুরু), ৬তৎ। সং; পু।

জগদ্গুরু—পরমেশ্বর। জগতের গুরু (জগৎ+

জগদ্গৌরী—মনসাদেবী। জগতের গৌরী (জগৎ+গৌরী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জগদ্দল—১। জগতের দলনকর্ত্তা; বিশ্বদলনক্ষম গুরুভার পাষাণ। উপ; জগৎ-দল্ +অন্ ক। সং; পু। ২। বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বেণ্ডাল সাহেব নেপাল হইতে যে সকল বৌদ্ধ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন তাহার মধ্যে এই মহাবিহারের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভূতিচন্দ্র নামে একজন মহাপণ্ডিত এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পূর্ব্ব ভারতে এত বড় বৌদ্ধবিহার আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীনকালে এই বিহার বৌদ্ধ শাস্ত্রশিক্ষার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। বাঙ্গালীর উদ্যোগেই উক্ত বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানেই উহার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অন্ততঃ খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এই বিহার বর্ত্তমান ছিল।

জগদ্দীপ—ঈশ্বর। জগতের দীপস্বরূপ (প্রকাশক), জগৎ+দীপ, ৬তৎ। সং; পু।

জগদ্ধর ঠাকুর—একজন বিখ্যাত টীকাকার। ইনি চণ্ডেশ্বর ঠকুরের বংশধর। ইঁহার পিতার নাম রত্নধর ও মাতার নাম দময়ন্তী। সম্ভবতঃ মিথিলায় জগদ্ধরের জন্ম হয়। ইনি মিথিলারাজের বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জগদ্ধর "তত্ত্বদীপনী" নামে বাসবদত্তার টীকা ও "রসদীপিকা" নামে মেঘদূতের টীকা রচনা করেন। ভবভূতির মালতী-মাধব নাটকের ইনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন।

লিখিত "গীতাপ্রদীপ" নামে ভগবদ্গীতার টীকাগ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন ইঁহার মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত "দেবী-মাহাত্ম্যের" "দুর্গাটীকা" নামে এক টীকা-গ্রন্থ প্রকাশিত আছে। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জগদ্ধর আবির্ভূত হন।

জগদ্ধাত্রী—১। দুর্গা। জগতের ধাত্রী (ধারণকর্ত্রী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। চতুর্ভুজ-সমন্বিতা সিংহবাহিনী দেবী। ইনি ত্রিনয়না; ইঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র এবং সর্বাবয়ব অলঙ্কারে বিভূষিত। একদা দেবগণের মধ্যে কয়েকজন মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহাদের উপরে আর দেবতা নাই; তাঁহারাই ঈশ্বর। ভগবতী দুর্গা এই উদ্ধত দেবতাগণের মনোভাব অবগত হইয়া কোটি সূর্য্যসমপ্রভা উগ্রা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিরূপে তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন। অতঃপর এই উদ্ধত দেবতাগণ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে পরমেশ্বরী বলিয়া আরাধনা করিতে লাগিলেন।

জগদ্বন্ধু—জগতের হিতকারী। জগতের বন্ধু (জগৎ+বন্ধু), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

জগদ্বন্ধু ভদ্র—১২৩৮ সালের ১৫ই চৈত্র ইনি ঢাকা জেলার পানকুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ ভদ্র। অতি অল্প বয়সেই জগদ্বন্ধু বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। ইনি প্রথমতঃ নারায়ণগঞ্জের এক ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে ঢাকা বাঙ্গালা বাজার ব্রাঞ্চ্ স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হন। তখন ইঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এফ, এ পরীক্ষায় পাশ হন। এই সময়েই ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং যশোহর জেলা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। শেষে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি পাবনা জেলা স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা করিয়া ইনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন তাহা অনেক শিক্ষকের ভাগ্যেই ঘটে না। জগদ্বন্ধু বাবু একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। সেকালের অনেক পত্রে ইঁহার নানাবিধ রচনা বাহির হইত। "মেঘনাদ বধের" অনুকরণে ইঁহার লিখিত "ছুছুন্দরীবধ" কাব্য বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিশেষ পরিচিত। পরিণত বয়সে "বান্ধব" ও "অনুসন্ধান" পত্রিকায় ইনি অনেক রচনা প্রকাশ করেন। এফ, এ ক্লাসে পড়িবার সময় ইঁহার "তপতী-উদ্বাহ" কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দ্বিতীয় কাব্য 'ভারতের হীনাবস্থা' বাহির হয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং "গৌর-পদতরঙ্গিণী" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইনি বিখ্যাত হইয়াছেন।

জগদ্বন্ধু বসু (ডাক্তার)—প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দত্তীরহাটের সুপ্রসিদ্ধ বসুবংশে রাধামাধব বসুর ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিক্ষা শেষ করিয়া, ইনি ঢাকা কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইঁহার স্মরণশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, যে পুস্তক একবার পাঠ করিতেন, তাহা কথনও বিস্মৃত হইতেন না। ইং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হইতে জুনিয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বৃত্তি পান এবং ঐ বৎসরেই কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজে প্রবিষ্ট হন। প্রথম সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি তৎকালীন অ্যানাটমির ডেমনষ্ট্রেটর ডাক্তার অ্যালান্ ওয়েবের সহকারিরূপে নিযুক্ত হন এবং চৌদ্দ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তিন বৎসরের মধ্যে midwifery পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া স্বর্ণপদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইনি G. M. C. B. পরীক্ষায় গুণানুসারে সর্ব্বপ্রথম হন। এইটিই মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন শেষপরীক্ষা ছিল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ইনি একাদিক্রমে Seamen's Hospitalএর চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হন, পরে মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমির ডেমনষ্ট্রেটর ও কিছুদিন পরে ক্যাম্পবেল্ মেডিক্যাল স্কুলের materia medicaর প্রফেসর নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানে কিছুকাল চাকরির পর, অসুস্থতা নিবন্ধন পেন্সন্ লইয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইনি এম, ডি, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলোরূপে নির্ব্বাচিত হন, এবং বৎসরেই Faculty of Medicineএর প্রেসিডেন্ট হন। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি এম্, বি ও এম্, ডি পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল সংস্থাপন করিবার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং ইঁহারই ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহে উক্ত বিদ্যালয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ঐ স্কুল এক্ষণে বেলগেছিয়ায় উঠিয়া গিয়াছে এবং গভর্ণমেন্ট ঐ স্কুলকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, ইনি Medical Unionএর Viee-President নির্ব্বাচিত হন।

জগদ্বন্ধুবাবু তৎকালীন সংবাদপত্রে ও চিকিৎসাসম্বন্ধীয় মাসিকপত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ও শাস্ত্রগ্রাহ্য ডাক্তারি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইঁহার চিকিৎসানৈপুণ্য এতই অধিক ছিল যে আপামর-সাধারণের নিকট ইঁহার হাত যশের কথা প্রবাদের মত হইয়া আছে।

অসাধারণ চিকিৎসানৈপুণ্য ব্যতীত ইঁহার আরও অনেক অনন্যসাধারণ গুণ ছিল। ইনি সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন এবং দেশী ও বিলাতী উভয় নৃত্যকলাতেই অসাধারণ পটু ছিলেন। ভারতের বিভিন্নপ্রদেশ হইতে কোন সঙ্গীতজ্ঞ আসিলে, কিংবা কোন নৃত্যকুশলা বাইজি আসিলে, তাঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষার ভার ডাক্তার জগদ্বন্ধুর উপরেই অনেক সময় অর্পিত হইত। চিত্রাঙ্কনকার্য্যে ও সূচিকিল্পেও ইঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও দখল ছিল। ইনি উৎকৃষ্ট কার্পেট বুনিতে পারিতেন, এবং অতি উৎকৃষ্ট রত্ন-পরীক্ষক (জহুরি) ছিলেন। তৎকালীন সমস্ত রত্ন-বণিকেরা ইঁহার ঐ গুণের সমুচিত সমাদর করিতেন। প্রতিভার নানামুখী স্ফূর্ত্তি ইঁহাতে পরিলক্ষিত হইত।

ডাক্তার জগদ্বন্ধু অতিশয় মাতৃভক্ত ও দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। কৃপণ বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি থাকিলেও গোপনদানে ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন। খ্যাতনামা স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় যখন "সায়েন্স্ এসোসিয়েসন্" প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ডাক্তার জগদ্বন্ধু, চিকিৎসাশাস্ত্রে ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠাকার্য্যে বহু উৎসাহ এবং সহস্র মুদ্রা সাহায্য দান করেন। ইনি স্বগ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ইহার সমস্ত ভার নিজে লইয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার ঐ চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমবশতঃ ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৫১ বৎসর বয়সে ইনি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন। প্রথম আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু এই কালরোগে ইঁহাকে কতকটা অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। তথাপি খুব সাবধানে থাকার জন্য ইনি প্রায় ১৬ বৎসর চিকিৎসা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত রোগের দ্বিতীয় আক্রমণে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী ৬৭ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ

করেন। ইনিই বলিয়াছিলেন "লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন না করিয়া সন্দেশ খাইব না" এবং কার্য্যেও তাহাই করিয়াছিলেন।

জগদ্বল—বায়ু। জগতের বল (জগৎ+বল), ৬তৎ। সং; পু।

জগদ্যোনি—১। পৃথিবী। জগৎ হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, (জগৎ+যোনি), বহু। সং; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। জগতের যোনি (উৎপত্তি-হেতু, (জগৎ+যোনি), ৬তৎ। সং; পু।

জগন্নু—জগন্ন্ দেখ।

জগন্নাথ—১। বিশ্বপতি, নারায়ণ, বিষ্ণু; পরমেশ্বর; জনৈক ভৈরব; পুরুষোত্তম*। জগতের নাথ (জগৎ+নাথ), ৬তৎ। ২। শ্রীক্ষেত্র, পুরীর যে অংশে এই তীর্থ। সং; পু।

এই মূর্ত্তি পুরীক্ষেত্রে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক স্থাপিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শবদেহ সেই বৃক্ষমূলে পতিত থাকে। পরে কোন মহাপুরুষ সেই দেহাস্থি সংগ্রহ করেন; অনন্তর তাহা ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তগত হইলে তিনি তাহাতে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে নিযুক্ত করেন। বিশ্বকর্ম্মা রাজাকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন যে, "আমার মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ সময়ে যদি কেহ তাহা দর্শন করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিব।" বিশ্বকর্ম্মা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে ইন্দ্রদ্যুম্ন মূর্ত্তিদর্শনার্থ একান্ত ঔৎসুক্যবশতঃ অধীর হইয়া যেমন দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, অমনি বিশ্বকর্ম্মা অন্তর্হিত হইলেন। তখনও মূর্ত্তির হস্তপদাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অগত্যা মূর্ত্তি সেই অবস্থাতেই রহিল। পরে ব্রহ্মার আদেশে তদবস্থ মূর্ত্তিই জগন্নাথদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—হুগলি জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রামে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। জগন্নাথের জন্মকালে রুদ্রদেবের বয়ঃক্রম ৬১ বৎসর হইয়াছিল। রুদ্রদেব শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল।

পুত্রের নামকরণের সময়ে রুদ্রদেব স্বীয় শ্বশুরের অভিপ্রায়ানুসারে বালকের নাম রাখিলেন জগন্নাথ। কথিত আছে যে, 'বৃদ্ধ বয়সে রুদ্রদেবের এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে' এই কথা কোন বিখ্যাত জ্যোতিষীর নিকট শ্রবণ করিয়া বাসুদেব ব্রহ্মচারী সেই জরাজীর্ণ রুদ্রদেবকে আপনার বালিকা কন্যা সম্প্রদান করেন। পরে সেই কন্যার পুত্রকামনায় বাসুদেব পুরুষোত্তম গমনপূর্ব্বক পুরশ্চরণাদি নানা দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হয় যে, "তোমার কন্যার গর্ভে এক অমূল্যরত্ন জন্মগ্রহণ করিবে; তুমি গৃহে গমন কর, শিশুর নাম জগন্নাথ রাখিও।" তদনুসারে তিনি দৌহিত্রের জগন্নাথ নাম রাখেন।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় জগন্নাথের বিদ্যারম্ভ হয়। রুদ্রদেব তাঁহাকে মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখাইতে লাগিলেন। পরে দুই চারিখানি সাহিত্য গ্রন্থও পড়াইলেন। জগন্নাথ আপনার অসাধারণ মেধা, অসামান্য স্মৃতিশক্তি ও অলৌকিক প্রতিভাবলে অনায়াসে ঐ সকল দুরূহ গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যে পিতার নিকট ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি প্রথম পাঠ্যগুলি সমাপ্ত করিয়া জগন্নাথ, জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বাঁশবেড়িয়া গ্রামস্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে তাহাতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র।

ইতোমধ্যে পুত্রবৎসল বৃদ্ধ রুদ্রদেব পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং জগন্নাথের চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এক সুলক্ষণা কন্যার সহিত ইঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিলেন। অতঃপর জগন্নাথ ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অতি অল্পকাল মধ্যে সেই অতীব দুরূহ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তথাপি ইনি আরও সাত আট বৎসর ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া এক কালে নানাশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর মাত্র।

অতঃপর কায়ক্লেশে একখানি টোল বাঁধিয়া কয়েকটি ছাত্র লইয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই ইনি "তর্কপঞ্চানন" উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহার অধ্যাপনাকৌশলে ক্রমে ইঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যলক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। উত্তরোত্তর ইঁহার প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে নিমন্ত্রণপত্র আসিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে পিতৃদেবের "অবৃত্তি" জলপাত্র; অনধিক দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও তৃণাচ্ছাদিত নিকৃষ্ট ভগ্ন একখানি ঘর ছিল। কিন্তু জগন্নাথ মৃত্যুকালে অন্যূন একলক্ষ টাকা নগদও বার্ষিক চারি হাজার টাকা লাভের নিষ্কর ভূমি রাখিয়া যান।

ক্রমে দেশের তাৎকালীন প্রধান প্রধান সাহেব ও দেশীয়ের সহিত তর্কপঞ্চাননের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ও নবাবের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস, স্যার জন শোর প্রভৃতি বড় বড় লোক তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ লইতেন। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অগাধবিদ্য স্যার উইলিয়ম জোন্স তাঁহাকে এতই ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ত্রিবেণীতে তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দেশে সে সময় ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় জগন্নাথ সেই ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া স্যার উইলিয়ম জোন্স নিজ ব্যয়ে কয়েকজন বন্দুকধারী প্রহরী জগন্নাথের বাটীতে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ, তর্কপঞ্চাননকে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এবং 'হেদে পোতা' নামক একখানি তালুক প্রদান করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র জগন্নাথকে অনেক নিষ্কর ভূমি এবং ত্রিবেণীতে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী দান করেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহাকে উখড়া পরগণায় সাতশত বিঘা ভূমি প্রদান করেন। জগন্নাথের বংশাবলী সেই জমির আয় হইতে অদ্যাপি সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কথিত আছে যে, সে সময় গভর্ণমেণ্ট তর্কপঞ্চাননের দ্বারা দুরূহ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা অনুবাদ করাইয়া লইতেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির অনুরোধে জগন্নাথ "অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ" ও "বিবাদ-ভঙ্গার্ণব" নামক দুইখানি ব্যব-

*পুরুষোত্তম জগন্নাথ সম্বন্ধে এইরূপ কথায় প্রসিদ্ধি আছে।

সংক্রান্ত বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। সঙ্কলন সময়ে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১০০্ টাকা এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে মাসিক ৩০০্ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তদ্ভিন্ন ইনি রামচরিত বর্ণনাদি দুই একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা এবং ন্যায় শাস্ত্রের কয়েকখানি সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথের বুদ্ধি ও মেধা অতি প্রবল ছিল, এমন কি, ইনি শ্রুতিধর ছিলেন। ইঁহার স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুত প্রসিদ্ধি আছে। একদিন ইনি ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে একখানি বজরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বজরা হইতে দুইজন গোরা তীরে অবতীর্ণ হইয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিল। কথান্তর হইতে হইতে দুইজনে শেষে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। জগন্নাথ আহ্নিক করিতে করিতে তাহাদিগের ঝগড়া আদ্যোপান্ত শুনিলেন। অতঃপর সাহেবদ্বয় পরস্পরের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারপতি, তাহাদের কেহ সাক্ষী আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, "আমাদের সাক্ষী কেহই নাই, তবে আমরা যখন ঝগড়া করি, সেই সময়ে এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলের ধারে হাত পা নাড়িয়া কি করিতেছিল।" অনুসন্ধানে বিচারপতি জানিতে পারিলেন, সে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঘাটে আহ্নিক করিতেছিলেন। বিচারপতি কর্ত্তৃক আহূত ও সাহেবদ্বয়ের বিবাদের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া তর্কপঞ্চানন বলিলেন, "উহারা মারামারি করিয়াছে দেখিয়াছি, দুইজনের বচসাও শুনিয়াছি; কিন্তু ইংরেজী জানিনা বলিয়া উহাদের কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, তবে কে কি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল, অবিকল বলিতে পারি।" এই বলিয়া যে যাহাকে যাহা বলিয়াছিল, যথাক্রমে সমুদায় অবিকল বলিলেন। বিচারপতি শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ইঁহার এতাদৃশী স্মৃতিশক্তি অতি প্রাচীনকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কালিদাসের সংস্কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তল ইঁহার আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ ছিল।

জগন্নাথ যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অভ্যুৎকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন, তেমনি অতি দীর্ঘজীবনও ভোগ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। এই সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ১১১ বৎসর হইয়াছিল। তত বয়সেও তাঁহার দর্শন বা শ্রবণশক্তির কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

জগন্নাথ বড়ুয়া—(রায় বাহাদুর) এই মহাত্মা আসামের যোড়হাটে ইং ১৮৫১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উপর আসামে প্রথম গ্রাজুয়েট। ইনি আসামকে বর্ত্তমান আসামে পরিণত করিয়াছেন এবং স্বদেশের উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইনি বৃহৎ চা বাগানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

জগন্নিবাস—বিশ্বের আশ্রয়স্থল; বিষ্ণু; ঈশ্বর। জগতের নিবাস (জগৎ+নিবাস), ৬তৎ। সং; পু।

জগন্নু—অগ্নি; জন্তু। জগৎ—নুদ (প্রেরণ করা)+ডু ক বা র্ম। সং; পু। 'জগনু' এইরূপও হয়।

জগন্ময়—ভুবনময়, বিশ্বব্যাপী। জগৎ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জগন্ময়ী।

জগন্ময়ী—১। বিশ্বব্যাপিনী। জগৎ+ময়ট্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জগন্মাতা, আদ্যাশক্তি, ভগবতী। সং; স্ত্রী।

জগন্মাতা—জগজ্জননী, বিশ্বের মাতা। জগতের মাতা (জগৎ+মাতা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জগন্মোহন—১। ভুবনমোহন, বিশ্ববিমোহন, সংসারবিমুগ্ধকারী; অতীব সুরূপ, পরম সুন্দর। জগতের মোহন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু।

জগপতি—জগৎপতি, জগদীশ্বর। ক, প্র।

জগবন্ধু—জগদ্বন্ধু শব্দের বিকৃতি।

জগভরি—জগৎভরা; পরিপূর্ণ। প্রা, ক।

জগমোহন—১। জগন্মোহন শব্দের বিকৃতি। ২। উড়িষ্যার বড় বড় মন্দিরের যে ভাগে দর্শকেরা দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করে তাহা। সং। [ক। সং; পু।

জগর—কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। জাগৃ+অন্

জগল—মত্তকফ; পিষ্টমন্ত। যঙ্লুগন্ত গল (পুনঃ পুনঃ গলা)+অন্ ক। সং; পু।

জগাতি—আদায়কারী কর্ম্মচারী। প্রা, ক।

জগাহি—জাগাইবি। প্রা, ক।

জগ্ধ, জগৃধ—ভুক্ত, ভক্ষিত। অদ (ভক্ষণ করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জগ্ধা।

জগ্ধি, জগৃধি,—ভোজন, ভক্ষণ।। অদ (ভক্ষণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

জঘন—স্ত্রীলোকের নিতম্বের সম্মুখভাগ; ভগপ্রদেশ। যঙ্লুগন্ত হন (পুনঃ পুনঃ আঘাত করা) +অন্ ক। সং; স্ত্রী।

জঘন্য—১। নীচ, ঘৃণ্য, গর্হিত। জঘন+য্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জঘন্যা। ২। মেঢ়্র, শিশ্ন। সং; স্ত্রী। ৩। শূদ্র। সং; পু।

জঘন্যজ—১। শূদ্র। জঘন্য—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু। ২। কনিষ্ঠ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জঘন্যজা। [ক। বিণ; ত্রি।

জঘ্নু—হন্তা, বধকারী। হন (বধ করা)+উ

জঙ্গ, জঙ্গ—জং দেখ।

জঙ্গম—গমনশীল; অস্থায়ী; অস্থাবর। যঙ্লুগন্ত গম+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জঙ্গমা।

জঙ্গমকুটী—ছত্র, ছাতা। জঙ্গমা কুটী (গৃহ), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জঙ্গমগুল্ম—পদাতি সৈন্য। কর্ম্মধা। সং; পু।

জঙ্গল—১। বন, অরণ্য; নির্জ্জন স্থান। জঙ্গম—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; স্ত্রী। ২। মাংস। যঙ্লুগন্ত গল+অন্ ক। সং; পু বা স্ত্রী।

জঙ্গাল—জাঙ্গাল, বাঁধ। জঙ্গম—আ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।

জঙ্ঘা—গুল্‌ফ হইতে জানু পর্য্যন্ত অংশ। জন (জন্মা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

জঙ্ঘাল—ধাবক, শীঘ্রগামী। জঙ্ঘা+ল কুশলার্থে। সং; পু।

জজ—বিচারপতি, বিচারক। ইংরাজী। সং।

জজপণ্ডিত—স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ বিচারপতি, সদস্য; জজের সাহায্যকারী পণ্ডিত। পূর্ব্বে সাহেব জজদিগের সাহায্যার্থ এক একজন স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত থাকিতেন, উঁহাদিগকে জজ পণ্ডিত বলিত।

জজিয়তি—জজের পদ বা কার্য্য। দেশজ। সং।

জঞ্জাল—আবর্জ্জনা; কণ্টক, উৎপাত, বালাই। দেশজ। সং।

জট—জটা (তাহা দেখ)।

জটলা—বন্ধুসমবায়, ইয়ারসম্মিলন; বহু লোকের সমাবেশ। দেশজ। সং।

জটা, জটি—কেশর, সিংহাদির ঘাড়ের ঝুঁটি; সংহত কেশ, জট; বৃক্ষের ঝুরি। জটা=জট (সংহত হওয়া)+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। জটি—জট+ই ক। সং; স্ত্রী।

জটাচীর—১। জটবদ্ধচুল ও ছিন্নবস্ত্র। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। ২। মহাদেব, শিব। জটাচীর আছে ইহার এই অর্থে জটাচীর+অ। সং; পু। [স্ত্রী।

জটাজূট—চুলের জটসকল। ৬তৎ। সং;

জটাঝুট—জটাসমূহ, চুলের জটসকল। ৬তৎ। সং; পু। [(শিখা) যাহার, বহু। সং; পু।

জটাজ্বাল—প্রদীপ। জটাস্বরূপ হইয়াছে জ্বালা

জটাটঙ্ক—শিব। জটা—টন্ক্+অন্ ক। সং; পু।

জটাধর—১। জটাধারী, যটা ধারণ করিয়াছে [illegible]প। জটার ধর, ৬তৎ, অথবা জটা শব্দ [illegible] (ধারণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। জনৈক অভিধানকার; শিব। সং; পু।

জটামাংসী—এক প্রকার গন্ধদ্রব্য। সং; স্ত্রী।

জটায়ু—প্রসিদ্ধ পক্ষী। অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। জ্যেষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া ইনি ইন্দ্রকে জয় করেন। পরে সূর্য্যকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অনুসরণ

জনকাত্মজা—সীতা। জনকের আত্মজা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

জনক্ষয়—লোকনাশ, মারী, মড়ক। ৬তৎ।

জনঙ্গম—চণ্ডাল। জন (ইতর লোক)—গম (গমন করা)+খ ক। সং; পু।

জনচক্ষুঃ (—চক্ষুস্)—লোকচক্ষুঃ, সূর্য্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জনতা—জনসমূহ, ভিড়। জন+তা। সং; স্ত্রী।

জনদেব—রাজা; মিথিলার নৃপতিবিশেষ। জনদিগের মধ্যে দেব, ৭তৎ। সং; পু।

জনধা—অগ্নি, জঠরানল। জন—ধা (ধারণ করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

জনন—১। বংশ। জন+অনট্ অধি। সং; ক্লী। ২। পিতা; উৎপাদক; ঈশ্বর। ণিজন্ত জন (জনি)+অন ক। সং; পু। ৩। উৎপাদন, জন্মান।...+অনট্ ভা। ৪। উৎপত্তি, জন্ম। জন (জন্মা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

জননাশৌচ—সন্তানের জন্মজন্য অশৌচ, সূতিকাশৌচ। জনন-নিমিত্তক অশৌচ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জননি—১। বংশ। জন+অনি অধি। ২। উৎপত্তি। জন (জন্মা)+অনি ভা। ৩। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ণিজন্ত জন (=জনি)+অনি ক। সং; স্ত্রী।

জননী—উৎপাদিকা; প্রসূতি; মাতা। জন (জন্মা)+অনট্ অধি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জনপদ—লোকালয়, লোকের বসতিস্থান, দেশ, নগর, গ্রাম; লোক। জনের পদ (স্থান), ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

জনপ্রবাদ—জনশ্রুতি, জনরব; লোকাপবাদ।

জনম—জন্ম পদের অপভ্রংশ। ক, প্র

জনমা—জন্মা (তাহা দেখ)। ক, প্র। ক্রি।

জনমানব—মনুষ্য [জন ও মানব উভয় শব্দই মনুষ্যবাচক। বঙ্গভাষার রীত্যনুসারে একার্থক বা প্রায় একার্থক শব্দের ঐরূপ যুগপৎ প্রয়োগ হইয়া থাকে]। সং; পু।

জনমানব-শূন্য,-হীন—সর্ব্বপ্রকারের মনুষ্য রহিত, লোকশূন্য, নির্জ্জন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জনমিয়ে—জন্মিয়া, জন্মগ্রহণ করিয়া। প্রা, ক।

জনমেজয়,জন্মেজয়—মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের প্রপৌত্র। কলিযুগের প্রথমাবির্ভাবকালে ইনি রাজত্ব করিতেন। পিতার মৃত্যুকালে ইনি অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন। ইনি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের উপদেশানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। কালক্রমে ইনি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন। তক্ষশীলা হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ইঁহার পদানত হইয়া পড়িল। ইনি কাশীরাজদুহিতা বপুষ্টমার পাণিপীড়ন করেন। জনমেজয় প্রাচীন অমাত্যগণের নিকট স্বীয় প্রপিতামহের বিবরণ শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তক্ষকদংশনে পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া ইনি তক্ষকপ্রমুখ সর্পকুল নির্ম্মূল করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে উতঙ্ক মুনি উপস্থিত হইয়া তক্ষকের বিরুদ্ধে ইঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। অতঃপর জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে শত শত সর্প যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। যজ্ঞে দেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার উত্তরীয় মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। তখন যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ আশ্রয়সহ তক্ষকের নাম উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ভয়ে তক্ষককে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তক্ষক হতজ্ঞান হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে বাসুকিপ্রেরিত আস্তিকমুনি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া নানারূপ প্রবোধ বচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞ রহিত করিয়া দিলেন। তখন তক্ষক অব্যাহতি পাইলেন। ইহার পর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইনি বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ করেন। জনমেজয়=জন শব্দের দ্বিতীয়ার ১বচনে জনম্ (জনকে), তদুত্তরে ণিজন্ত এজ্ বা এজি (কম্পিত করা)+খশ্ ক। জন্মেজয়=জন্ম—ণিজন্ত এজ+শ ক। সং।

জনয়িতা (জনয়িতৃ)—১। উৎপাদক, জন্মদাতা। ণিজন্ত জন (=জনি)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী জনয়িত্রী। ২। জনক, পিতা। সং; পু।

জনয়িত্রী—১। উৎপাদিকা, জন্মদাত্রী। জনয়িতা দেখ। জনয়িতৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জননী, মাতা। সং; স্ত্রী।

জনরঞ্জন—লোকদিগের বা প্রজাগণের সন্তোষ সাধন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জনরব—লোকপ্রবাদ, যে কথা লোকপরম্পরায় রটে বা শুনা যায়। ৬তৎ। সং; পু।

জনলোক—মহঃপরবর্ত্তী লোক, এই স্থানে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ ও ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষিগণ বাস করেন। জননায়ক লোক, মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু। [ত্রি। স্ত্রী জনশূন্যা।

জনশূন্য—মনুষ্যরহিত, নির্জ্জন। ৩তৎ। বিণ;

জনশ্রুত—লোকবিশ্রুত, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জনশ্রুতা।

জনশ্রুতি—লোকপ্রবাদ; জনরব, কিংবদন্তী। জন হইতে শ্রুতি, ৫তৎ। সং; স্ত্রী।

জনসঙ্ঘ—জনসমূহ, জনতা, মানববৃন্দ, বহুলোক। ৬তৎ। সং; পু।

জনসমাজ—মানবসমাজ, একত্র দলবদ্ধ বহুলোক। ৬তৎ। সং; পু।

জনসাধারণ—সকল লোক, সাধারণতঃ যাবতীয় মনুষ্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জনস্থান—লোকের বসতিস্থান, লোকালয়; দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থ স্থানবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জনস্রোতঃ (—স্রোতস্)—ক্রমাগত গমনশীল বহুলোক, জনপ্রবাহ। জন স্রোতঃসদৃশ, উপমিত। সং; ক্লী।

জনহীন—লোকশূন্য, মনুষ্যরহিত, বিজন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জনহীনা।

জনা—মাহিষ্মতীর রাজা নীলধ্বজের মহিষী। ইঁহার পুত্রের নাম প্রবীর ও কন্যার নাম স্বাহা। অগ্নিদেব স্বাহাকে বিবাহ করেন। জনার পরামর্শে প্রবীর পাণ্ডবগণের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব বন্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে বহু কষ্টের পর প্রবীর যুদ্ধে নিহত হন। জনা পুত্রশোকে জাহ্নবীতে দেহত্যাগ করেন।

জনাকীর্ণ—লোকাকীর্ণ, বহুলোকে ব্যাপ্ত। জনদিগের দ্বারা আকীর্ণ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জনাতিগ—লোকাতীত, অলৌকিক। জন—অতি—গম+ড ক। বিণ; ত্রি।

জনান্ত—প্রদেশ, জেলা। জনের (অধিবাসীদিগের) অন্ত (সীমা), ৬তৎ। সং; পু।

জনান্তিক—জনসমীপ; অন্য জনসমক্ষেও গোপনে, অন্য লোক উপস্থিত থাকিলেও তাহার অন্তরালে পরস্পর। জনের অন্তিক (সমীপ), ৬তৎ। সং; ক্লী।

জনাপবাদ—লোকাপবাদ; লোকনিন্দা। জনকৃত অপবাদ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জনার—মকা, ভুট্টা, জাবনাল (maize)। দেশজ। সং।

জনার্দ্দন—বিষ্ণু, গয়াক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে ইঁহারই হস্তে পিণ্ড অর্পিত হয় [যাহার উদ্দেশে এইরূপ পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহার মৃত্যুর পর স্বয়ং ভগবান্ সেই পিণ্ড গয়াশিরে অর্পণ করেন]। জন (লোক)—অর্দ্দ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ র্ম; জনগণ যাঁহাকে যাচ্ঞা করে; অথবা জন (অসুরবিশেষ)—ণিজন্ত অর্দ্দ বা অর্দ্দি (পীড়িত করা)+অন ক, যিনি জন নামক অসুরকে পীড়ন করিয়াছেন। মহাভারতে কথিত আছে যে, তিনি দস্যুগণকে (অসুরদিগকে) বিত্রাসিত করেন বলিয়া জনার্দ্দন নামে খ্যাত হইয়াছেন। সং; পু।

জনাব—আশ্রয়দাতা; লোকপালক। জন শব্দ (লোক)—অব্ (রক্ষা করা)+কিপ্ ক। সং; পু। অথবা বৈদেশিক শব্দ।

জনাশ্রয়—জনস্থান, লোকালয়; মণ্ডপ, সাময়িক কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত গৃহ; লোকালয়। জনের আশ্রয়, ৬তৎ। সং; পু।

জনি, জনী—১। জন্ম, উৎপত্তি। জন (জন্মা) +ই ভা, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। ২। মাতা; জায়া; নারী; পুত্রবধূ; বধূ। জন+ই অধি। সং; স্ত্রী। [জনক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জনিকা—জননকর্ত্রী, উৎপাদিকা। জনক দেখ।

জনিত—যাহা উৎপন্ন করা হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত। ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মান)+ ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জনিতা।

জনিতা (জনিতৃ)—জনক, পিতা। জন (জন্মা) +তৃন্ অপা। সং; পু। স্ত্রী জনিত্রী।

জনিত্রী—জননী, মাতা। জনিতা দেখ। জনিতৃ +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জনী—জনি দেখ।

জনীন—লোকহিত; লোকহিতকর। জন শব্দ+ীন হিতার্থে। বিণ; ত্রি।

জনু—যেন। প্রা, ক। ব্য।

জনু, জনূ—উৎপত্তি, জন্ম। জন (জন্মা)+ উ ভা, বিকল্পে ঊপ্। সং; স্ত্রী।

জনুঃ (জনুস্)—উৎপত্তি, জন্ম। জন (জন্মা) +উস্ ভা। সং; ক্লী।

জনূ—জনু দেখ। [সং; পু।

জন্তু—প্রাণী, জীব। জন্ (জন্মা)+তুন্ ক।

জন্ম—উদ্ভব, উৎপত্তি। জন্ (জন্মা)+ম ভা। সং; ক্লী।

জন্ম (জন্মন্)—১। উদ্ভব, উৎপত্তি। জন্ (জন্মা)+মন্ ভা। ২। সংসার, লোক। জন+মন্ অধি। সং; ক্লী।

জন্ম-এয়তী, জন্ম এয়স্ত্রী—যাবজ্জীবন সধবা। দেশজ। ক, প্র।

জন্মকর্ম্ম (-কর্ম্মন্)—জন্মের নিমিত্ত কর্ম্ম, জাতকর্ম্ম; পুত্রেষ্টিযাগ। মপী কর্ম্মধা। সং।

জন্মকীল—বিষ্ণু। সং; পু।

জন্মগত—জন্মহেতুলব্ধ, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

জন্ম-ঘটিত—জন্মসংক্রান্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

জন্ম জন্ম—সকল জন্মে, প্রতিজন্ম। দেশজ। ব্য।

জন্মজন্মান্তর—এই জন্ম ও অন্য জন্ম। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

জন্মজরামরণ—উৎপত্তি বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু। দ্বন্দ্ব।

জন্মতারা—জন্ম সম্পৎ প্রভৃতি নব তারার অন্তর্গত প্রথম তারা। সং; স্ত্রী। [পু বা স্ত্রী।

জন্মতিথি—যে তিথিতে জন্ম হয়। ৬তৎ। সং;

জন্মদ—১। জন্মদাতা, জনক। উপ; জন্মন্ —দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জন্মদা। ২। পিতা। সং; পু।

জন্মদাতা (-দাতৃ)—যে জন্ম দেয়, জনক, উৎপাদক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -দাত্রী।

জন্মদান—জন্ম দেওয়া, উৎপাদন, জনন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জন্মদিন, জন্মদিবস—জন্মবাসর, জন্মবার; জন্মের তারিখ; জন্মতিথি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জন্মনক্ষত্র—ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ের নক্ষত্র। জন্ম-কালীন নক্ষত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

জন্মপত্রিকা—কোষ্ঠী, ঠিকুজি। ৬তৎ। সং;

জন্মপরিগ্রহ—জন্মগ্রহণ। ৬তৎ। সং; পু।

জন্মভূমি—মাতৃভূমি, জন্মস্থান, যে দেশে জন্ম হয়। জন্মের ভূমি, ৬তৎ; অথবা জন্ম-সংঘটনী যে ভূমি, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জন্মমৃত্যু—উৎপত্তি ও মরণ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

জন্মরহস্য—উৎপত্তি বিষয়ক গূঢ়তত্ত্ব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জন্মরাশি—যে রাশিতে জন্ম হয়। ৬তৎ। পু।

জন্মবাদ—জীবের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ। ৬তৎ। সং; পু।

জন্মবান্ (-বৎ)—প্রাণী। জন্মন্+বতু। বিণ; পু। স্ত্রী, -বতী।

জন্মবার, -বাসর—যে বারে জন্ম হয়, জন্মদিন। ৬তৎ। সং; পু।

জন্মশোধ—জীবনে শেষবার। দেশজ। ব্য।

জন্মস্থান—যে জায়গায় জন্ম হয়, জন্মভূমি। ৬তৎ। সং; ক্লী। [দেশজ। ক্রি।

জন্মা—জন্ম লওয়া, উৎপন্ন হওয়া, গজান।

জন্মান—জন্ম দেওয়া, উৎপাদন করা; জন্ম লওয়া, জন্মা। দেশজ। ক্রি।

জন্মান্তর—অন্য জন্ম, পূর্ব্ব বা পর জন্ম; লোকান্তর, পরলোক। অন্য যে জন্ম, নিত্য। ক্লী।

জন্মান্তরীণ—অন্য জন্মসম্বন্ধীয়, যাহা পূর্ব্বজন্মে ঘটিয়াছে বা পরজন্মে ঘটিবে এরূপ। জন্মান্তর দেখ; জন্মান্তর শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি।

জন্মান্ধ—জন্মকালাবধি দৃষ্টিহীন (Born-blind)। জন্ম হইতে অন্ধ, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

জন্মায়তী—জন্ম-এয়স্ত্রী, যাবজ্জীবন সধবা। দেশজ। ক, প্র।

জন্মাবচ্ছিন্ন—১। জন্ম দ্বারা সীমাবদ্ধ, যাবজ্জীবন। জন্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জন্মাবচ্ছিন্না। ২। সমস্ত জীবন, যাবজ্জীবন কাল। জন্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধকাল), ৩তৎ। সং; পু।

জন্মাবচ্ছিন্ন—জন্মের শেষসীমা পর্য্যন্ত, মরণকাল পর্য্যন্ত, আজীবন। বাং ক্রি-বিণ।

জন্মাবধি—জন্মকাল হইতে, আজন্ম। জন্ম অবধি যাহার, বহু। বাং ব্য।

জন্মাষ্টমী—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি, শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই দিনে সমর্থ পুরুষ ও নারী উপবাস না করিলে যথাক্রমে রাক্ষস ও সর্পী হইয়া পরজন্মে অরণ্যে বাস করে]। জন্মের (কৃষ্ণজন্মের) অষ্টমী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জন্মী (জন্মিন্)—প্রাণী। জন্মন্ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী জন্মিনী।

জন্মেজয়—জনমেজয় দেখ।

জন্য—১। জায়মান। জন (জন্মা)+ণ্যণ্ ক। ২। উৎপাদ্য। ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মান)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। নবোঢ়ার ভৃত্য, বা জ্ঞাতি। জনী+ষ্য। ৪। বরের বয়স্য, বরযাত্রী। জন+ষ্য। সং। পু। ৫। লোকহিতকর। বিণ; ত্রি।

জন্যা—১। জায়মানা; উৎপাদ্যা; লোকহিতকরী। জন্য দেখ। জন্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মাতৃসখী। জনী (মাতা)+য+আপ্। ৩। বরযাত্রীসমূহ। জন+য+আপ্। সং; স্ত্রী।

জন্যু—১; প্রাণী, জীব। জন (জন্মা)+যু ক। ২। ব্রহ্মা, বিধাতা; অগ্নি। জন+যু অপা। সং; পু। [বাং ব্য।

জন্যে—জন্য, নিমিত্তে, কারণে, হেতুতে।

জপ—(ইষ্টমন্ত্রের) পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ। জপ (হৃদয়ে উচ্চারণ)+অল্ ভা। সং; পু।

জপগুটিকা—জপের বটিকা, জপ সংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকার ন্যায় দ্রব্য-বিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জপতপ—ইষ্টমন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ এবং তপস্যা; ঈশ্বরারাধনা। দেশজ। সং।

জপতাছে—জপে বা জাপিতেছে, জপ করে বা করিতেছে। প্রা, ক। ক্রি।

জপন—১। জপকারক। জপ+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জপনা। ২। জপ করা। জপ+অনট্ ভা। ৩। স্বাধ্যায়, বেদ। জপ+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

জপমালা—যে মালা হাতে করিয়া জপ করে, মুক্তা, স্ফটিক, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি নির্ম্মিত মালা। জপ সম্পাদিকা মালা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জপা—১। জবাফুল; জবাফুলের গাছ। জপ (জপ করা)+অল্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। জপ করা। দেশজ। ক্রি।

জপান—জপ করান; ভজান, প্রবর্ত্তিত করা, লওয়া, ফুসলান। দেশজ। ক্রি।

জপ্য—১। জপনীয়, যাহা জপ করা আবশ্যক বা উচিত এরূপ। জপ+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। জপ। জপ+য ভা। সং; ক্লী।

জবড়জঙ্গ—অনাবশ্যক বেশভূষায় পূর্ণ; অপরিপাটী। বৈদেশিক। বিণ।

জবর—১। বলবান্, প্রবল; উত্তম, উৎকৃষ্ট। বৈদেশিক। বিণ। ২। বল, শক্তি, ক্ষমতা। সং।

জবরদস্তী—১। বলপূর্ব্বক। ক্রি-বিণ। ২। বলপ্রয়োগ, অবৈধ বল-প্রকাশ, অত্যাচার। বৈদেশিক। সং।

জবাই—ধর্ম্মমতে পশুবধ; বধ; হত্যা। বৈদেশিক। সং। [বৈদেশিক। সং।

জবান—রসনা, জিহ্বা; বাক্য, কথা; ভাষা।

জবানবন্দী—বিচারকের নিকট কথিত বাক্য, এজাহার ; বিবরণ। বৈদেশিক। সং।

জবানী—বাচনিক, মৌখিক। বৈদে। বিণ।

জবাব—উত্তর, প্রতিবচন ; কৈফিয়ৎ ; অন্যের সহিত ঐক্য, সমকক্ষতা। বৈদে। সং।

জবাব দিহি,-দেহি—দায়িত্ব। বৈদে। সং।

জবাব-শওয়াল—উত্তর প্রত্যুত্তর, উত্তর-প্রশ্ন ; (প্রায়ই শওয়াল-জবাব)। বৈদে। সং।

জবে—যবে দেখ।

জবে তবে, জবেযুবে—যবে অবসর হবে তবে করা যাবে, এইরূপ কল্পনার অসম্পূর্ণ, আধাখামচা, আধেঙ্গা। গ্রাম্য। বিণ।

জব্‌জব—রসাদি হেতু অতি সিক্ত বা ক্লিন্ন। দেশজ। বিণ বা ব্য।

জব্দ—শাসিত, আক্কেলপ্রাপ্ত, নাকাল, হতদর্প, পরাভূত, অপমানিত। বৈদে। বিণ।

জব্বলপুর—ভারতের মধ্যপ্রদেশস্থ বিভাগ, জেলা ও সহর। এই বিভাগ ৫টি জেলায় বিভক্ত—জব্বলপুর, সাগর, দামো, সিওনী ও মণ্ডলা। জব্বলপুর জেলার মধ্য দিয়া নর্ম্মদা নদী প্রবাহিতা। সহরের ৬।৫ মাইল দূরে সুবিখ্যাত "মার্ব্বল রকস্" অবস্থিত। এইখানে নর্ম্মদা "ধুঁয়া-ধার" নামক পাহাড়ের ৩০ ফুট উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া দুই ধারে অবস্থিত শ্বেত প্রস্তর-শ্রেণীর মধ্যগত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। "ধুঁয়া-ধার" অর্থে ধুঁয়ার ন্যায় ধারা। জব্বলপুর আধুনিক সহর। এখানে ইংরেজের একটী সেনানিবাস আছে। জি, আই, পি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এই সহরেই মিলিত হইয়াছে। খৃঃ ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে এই প্রদেশে হৈহয় বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ১৬শ শতাব্দীতে সংগ্রামী সা নামক গড়মণ্ডলের গোঁড় রাজা অপর ৫২টি জেলার সহিত এই জেলাটি স্বাধিকারে আনেন। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌত্র প্রেমনারায়ণের রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধা গোঁড়রাজ্ঞী দুর্গাবতী শাসনভার গ্রহণ করেন। সেই সময়ে কড়া মাণিকের মোগলরাজ-প্রতিনিধি আসফ খাঁ গড়মণ্ডল আক্রমণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাণী অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেন ; শেষে পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। আসফ খাঁ কিছুকাল স্বাধীনভাবে গড়মণ্ডল শাসন করিয়া পরিশেষে স্বীয় প্রভু আকবরকে দেশটি প্রদান করেন। আকবরের সময়ে গড়মণ্ডলের রাজবংশধরগণ নির্ব্বিবাদে ও স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৮১৮ খৃঃ জব্বলপুরসহ এই দেশগুলি ইংরাজ হস্তগত করেন। পূর্ব্বে এই স্থানগুলি নাগপুরের রেসিডেন্টের অধীন জনৈক কমিশনার কর্ত্তৃক শাসিত হইত। ১৮৬১ খৃঃ জব্বলপুর একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে সৃষ্ট হয়।

জম্—পত্নী, জায়া। ব্য।

জমক—যমক শব্দের অসাধু ব্যবহার।

জমক—মরা সোনার রং ভাল সোনার মতন করিবার উপকরণ ; চমক, দীপ্তি, প্রভাব। দেশজ। সং।

জমকাল দীপ্তিযুক্ত, দৃষ্টি আকর্ষণকারী, জাঁকাল। দেশজ। বিণ।

জমজ—যমজাত ; যুগপৎ সঞ্জাত। বিণ।

জমজমা—সংঘাত, চমৎকৃত। দেশজ। বিণ।

জমদগ্নি—জনৈক ঋষি, পরশুরামের পিতা। ঋচিক মুনির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। জমদগ্নি বেদ ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজতনয়া রেণুকার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার পাঁচটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পরশুরাম সর্ব্বকনিষ্ঠ।

একদা রেণুকা স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়া তথায় গন্ধর্ব্বাদিগের ক্রীড়াদর্শনে কলুষিতচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। জমদগ্নি তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া সহধর্ম্মিণীর বধার্থ জ্যেষ্ঠপুত্রকে আদেশ করিলেন। তিনি মাতৃহত্যায় অনম্মত হওয়ার পিতৃশাপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ তিন সহোদরও ঐরূপ পিতৃনিদেশ পালনে অস্বীকৃত হইয়া সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরশুরাম আশ্রমে ছিলেন না। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র জমদগ্নি তাঁহাকে কলুষিতা জননীর জীবন নাশের আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র পরশুরাম স্বীয় কুঠারাগ্রে রেণুকার শির শ্ছেদন করিলেন। তখন জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি কাতরকণ্ঠে জননীর পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। ঋষিবরের প্রসাদে রেণুকা পুনর্জীবিতা ও তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় জড়ত্ব মুক্ত হইলেন।

অতঃপর একদিন রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সসৈন্যে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিবর কামধেনু নন্দার সাহায্যে তাঁহাদের সকলেরই যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন। রাজা কামধেনুর এতাদৃশ গুণ দেখিয়া ঋষির নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। কামধেনুর সহায়তায় সৈন্য সৃষ্টি করিয়া জমদগ্নি রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন ; কিন্তু পরিশেষে তাঁহার শত্রে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের প্রতি জাতক্রোধ হন। জম (ভক্ষণ করা)+শতৃ ক—জমৎ (ভক্ষণকারী) ; অগ্নির জমৎ, ৬তৎ, পূর্ব্ব পদের পরনিপাত। সং ; পু।

জমন—ভক্ষণ, ভোজন। জম (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং ; পু।

জমা—১। মোট সংখ্যা ; আয়, বৃদ্ধি ; পুঁজি ; নির্দ্দিষ্ট খাজানা। বৈদেশিক। সং। ২। জমাট বাঁধা, ঘনীভূত হওয়া ; সঞ্চিত হওয়া, একস্থানে সমবেত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

জমাই—যে জমির কর লাগে, মালের। দেশজ। বিণ।

জমা-ওয়াশীল-বাকী—দেয়, প্রদত্ত ও অনাদায়ী টাকার হিসাব ; নির্দ্দিষ্ট খাজানার কত আদায় ও কত বাকী তাহার হিসাব। বৈদেশিক। সং।

জমাখরচ—আয়ব্যয় ; তাহার হিসাব বা তালিকা। বৈদেশিক। সং।

জমাগুজস্তা—গত সনের কাগজে প্রজার নামে লিখিত খাজানা। বৈদেশিক। সং।

জমাট—ঘনীভূত ; একত্রিত। দেশজ।

জমাদার—কতিপয় সৈনিকের নেতা ; সেনা-বিভাগে সুবাদারের নিম্নস্থ কর্ম্মচারী ; পুলিসে দারোগার নিম্নস্থ কর্ম্মচারী ; ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে প্রধান ব্যক্তি। বৈদেশিক। সং।

জমানবিস—জমালেখক। বৈদেশিক। সং।

জমাবন্দি—প্রজার জমির জমার হিসাব, খাজানা আদায়ের কাগজ, হস্তবুদ (rent-roll) ; জমাধার্য্য। বৈদেশিক। সং বা বিণ।

জমায়েৎ—মিলন, সভা, দল। বৈদেশিক। সং।

জমি (জমিন্), জমী (জমীন্)—ভূমি, ক্ষেত্র, ক্ষেত ; মাটী। বৈদেশিক। সং।

জমি-জমা—নিজের জমি ও জমার জমি ; জমির জমা বা খাজনা ; ভূ-সম্পত্তি। সং।

জমি জিরাৎ—চাষযোগ্য জমি। সং।

জমিদার (জমিন্দার), জমীদার (জমীন্দার)—ভূস্বামী, ভূমির অধিকারী ; গৃহস্বামী, বাড়ীওয়ালা। বৈদেশিক। সং ; পু। স্ত্রী, —দারণী।

জমিদারী (জমিন্দারী), জমীদারী (জমীন্দারী)—জমিদারের পদ বা এলাকা, ভূস্বামিত্ব ; ভূসম্পত্তি, তালুক। বৈদেশিক। সং।

জম্পতী (জম্পতি)—দম্পতী, স্ত্রীপুরুষ, পতিপত্নী। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

জম্বাল—কর্দ্দম ; শৈবাল। জম—বল (আবরণ করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

জম্বালিনী—নদী। জম্বাল+ইন্ অস্ত্যর্থে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

জম্বীর—১। লেবুগাছ। সং ; পু। ২। লেবু।

জম্বু, জম্বূ—১। জম্বুদ্বীপ ; জামগাছ। জম

(ভক্ষণ করা)+বু, বূ ক। সং; স্ত্রী। ২। জম্বুফল, জাম। সং; স্ত্রী বা ক্লী।

জম্বুক, জম্ব্ক—শৃগাল; কুমারের অনুচর; বরুণ; নীচব্যক্তি। জম (ভক্ষণ করা)+উক, উক ক। সং; পু। [ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জম্বুকী, জম্ব্কী—শৃগালী। জম্বুক বা জম্ব্ক+

জম্বুখণ্ড—জম্বুদ্বীপ, ভারতবর্ষ। জম্বু নামক যে খণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জম্বুদ্বীপ—সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ, ভারতবর্ষ; নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে এক সনাতন মহান্ জম্বু আছে, তাহার নামানুসারে ইহার নাম জম্বু হইয়াছে। জম্বু নামক যে দ্বীপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জম্বুরা-দৃঢ়—সাঁড়াশী; প্রতিমার ডাক সাজ-বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

জম্বুনদী—জম্বুফল-রস-প্রভবা নদী। সং; স্ত্রী।

জম্বুল, জম্ব্ল—জামগাছ; কেতকী বৃক্ষ; বর-কন্যাপক্ষের পরিহাসবাক্য। জম্বু বা জম্ব্—লা+ড ক। সং; পু।

জম্বুলমালিকা—বরপক্ষীয় স্ত্রীগণের পরিহাস বাক্যাবলী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জম্ব্—জম্বু দেখ।

জম্ব্ক—জম্বুক দেখ।

জম্ব্কী—জম্বুকী দেখ।

জম্ব্ল—জম্বুল দেখ।

জম্ভ—১। জনৈক দৈত্য; জম্বীর। জন্ভ (নষ্ট করা)+অন্ ক। ২। ভক্ষণ; জৃম্ভণ, হাই তোলা। জন্ভ+অল ভা। ৩। হনু। জন্ভ+অন ণ। সং; পু। [ক্লী।

জম্ভন—রমণ, মৈথুন। জন্ভ+অনট ভা। সং;

জম্ভভেদন, জম্ভভেদী (—ভেদিন্)—জম্ভাসুর-ঘাতক, ইন্দ্র। জম্ভ—ভিদ+অন, ণিন্ ক। সং; পু।

জম্ভরিপু—জম্ভাসুর-শত্রু, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

জম্ভল—জম্বীর, লেবু। জন্ভ (নাশ করা)+কল ক। সং; পু।

জম্ভলা—জনৈক রাক্ষসী [কথিত আছে যে, ইহার স্মরণে গর্ভিণীর প্রসবকালীন যন্ত্রণা নিবারিত হয়]। জন্ভ (নাশ করা)+কল ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

জম্ভারাতি—জম্ভ নামক অসুরের শত্রু, ইন্দ্র। জম্ভের অরাতি, ৬তৎ। সং; পু।

জম্ভারি—১। জম্ভরিপু, ইন্দ্র। জম্ভের অরি, ৬তৎ। সং; পু।° ২। অনল, অগ্নি। প্রা, ক।

জম্ম—জন্ম শব্দের অপভ্রংশ।

জম্মা—জন্মা (তাহা দেখ)। ক্রি।

জম্মান—জন্মান (তাহা দেখ)। ক্রি।

জম্মিত—উৎপাদিত, জন্ম দেওয়া (সন্তান)। জনিত শব্দের গ্রাম্য অসাধু ব্যবহার। বিণ।

জম্মু—কাশ্মীর রাজ্যের অন্যতর রাজধানী। রাজপ্রাসাদ ও সহর তাওী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত; দুর্গটি বামতীরে বিরাজিত। নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে প্রাসাদের দৃশ্য বড়ই মনোরম। সহরের উপকণ্ঠে অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষগুলি অতীতকালের প্রবল রাজপুতরাজত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। পরে জম্মু রণজিৎসিংহের অধিকারে আসে। তাঁহার মৃত্যুর পরে গোলাপ সিং ইহাকে হস্তগত করেন। ১৮৪৬ খৃঃ ইংরাজ তাঁহাকে কাশ্মীর দেশ প্রদান করেন। (কাশ্মীর দেখ)। জম্মু এবং কাশ্মীর এই উভয় দেশই অধুনা কাশ্মীর-রাজ্যভুক্ত।

জয়—১। শত্রুপরাভব, বিপক্ষকে হারাইয়া দেওয়া; বশীভূতকরণ। জি (জয় করা)+অল্ ভা। ২। বিরাটভবনস্থ ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির; জয়ন্ত। জি+অন্ ক। সং; পু। ৩। বিষ্ণুর পার্শ্বচরবিশেষ। এই জয় ও ইঁহার ভ্রাতা বিজয় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বার রক্ষক। একদা সনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণু-দর্শনমানসে বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, জয় ও বিজয় তাঁহাদিগের গমনে বাধা দেন। তাহাতে ঋষিগণ কোপাবিষ্ট হইয়া ইঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, ইঁহাদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তখন ভ্রাতৃদ্বয় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীহরি বলিলেন "ঋষিবাক্য অন্যথা হইবার নহে; তোমা-দিগকে ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে; তবে আমি এই মাত্র করিতে পারি, যদি তোমরা আমার মিত্ররূপে জন্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে সাত জন্ম, আর শত্রুরূপে জন্মিলে তিন জন্ম পরে তোমরা পুনরায় স্বস্থানে আসিতে পারিবে; এতদুভয়ের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।" সং; পু।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—যশোহর জেলার অন্ত-র্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা কেবলরাম তর্ক-পঞ্চানন নাটোররাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কেবলরামের পাঁচ পুত্র, জয়গোপাল সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। কেবলরাম বৃদ্ধ বয়সে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাসী হন। জয়গোপাল কাশীতে শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি শ্রীরামপুরের পাদরি কেরি সাহেবের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন।

জয়গোপাল স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপ-কের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৩ বৎসর তথায় কার্য্য করেন। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গরত্নগণ সকলেই ইঁহার ছাত্র। ইনি তখনকার সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম জজ-পণ্ডিতও ছিলেন। বিখ্যাত পাদরি কেরি ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহা-ভারত জয়গোপাল কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। জয়গোপাল মিসনরিদিগের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। একপক্ষে রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া ইনি যেমন বঙ্গবাসীর অশেষ উপকার করিয়া-ছেন, পক্ষান্তরে সেইরূপ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত অপকারও করিয়াছেন। আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত আর পাইবার উপায় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে হইলে প্রাচীন গ্রন্থ অবিকল মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। জয়গোপাল তাহা না করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংশোধন ও তাহাতে নিজের রচনা সংযোজিত করিয়া তাহা বিকৃত করিয়াছেন। জয়গোপাল সুকবি ছিলেন। ইনি কবি বিল্বমঙ্গলকৃত হরিভক্তি-মূলক সংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ এবং ষড়্ঋতু বর্ণনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। ইনি পারসী অভিধান নামে একখানি কোষগ্রন্থও সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জয়গোপাল ইহলোক ত্যাগ করেন।

জয়চন্দ্র—কান্যকুব্জের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। ইনি দিল্লীশ্বর পুত্রহীন শেষ অনঙ্গপালের দৌহিত্র। তিনি জয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া অপর দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে আপনার সিংহাসন দান করিয়া যান। ইহাতেই পৃথ্বীরাজের উপর জয়চন্দ্রের বিষম বিদ্বেষ জন্মে। তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য জয়চন্দ্র নানা চক্রান্ত করেন, কিন্তু তাঁহার অসীম বীরত্বে ও বুদ্ধিবলে ইনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে জয়চন্দ্র রাজ-সূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অধীন সামন্তরাজগণকে যথাযোগ্য ভূত্যো-চিত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে দ্বারী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। পৃথ্বীরাজ সে অপমানজনক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া তাহাকেই দ্বারিরূপে স্থাপন করিলেন।

জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে এক অলোক-সামান্য রূপবতী কন্যা ছিল। এই যজ্ঞে তাঁহারও স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়া-ছিলেন। পৃথ্বীরাজের অসাধারণ বীরত্বাদির

পরিচয় অবগত হইয়া সংযুক্তা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরায়ও তাঁহার রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সংযুক্তা যে তাঁহার অনুরাগিণী তাহা জানিতে পারিয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন, এবং সৈন্যদিগকে কিছু দূরে রাখিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির নিকট লুকাইয়া রহিলেন। সংযুক্তা সমাগত রাজগণ মধ্যে পৃথ্বীরায়কে দেখিতে না পাইয়া দ্বারস্থিত পৃথ্বীরায়ের প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। জয়চন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। এদিকে পৃথ্বীরায় গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে আপনার পার্শ্বদেশে বসাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। জয়চন্দ্র অপমানে ও ক্ষোভে জিঘাংসু ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সবন্ধুবান্ধবে সসৈন্যে পৃথ্বীরায়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু পৃথ্বীরায় সকলকে পরাজিত করিয়া আপনার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

স্বয়ং শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া স্বজাতিদ্রোহী জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। ঘোরী মহানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় আগমন করিলেন। এবার জয়চন্দ্র সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। পৃথ্বীরায় অসীম পরাক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, এবং যুদ্ধ করিতে করিতে বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। দিল্লী ও আজমীর মুসলমানের করতলগত হইল (১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

রাজ্যলোলুপ মহম্মদ পর বৎসর কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। ঐ শত্রুর গতিরোধ করিতে পারে, তৎকালে এরূপ বীর কেহ ছিল না। স্বার্থান্ধ জয়চন্দ্র নিতান্ত অনুতপ্ত চিত্তে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবার সময় গঙ্গার অতলতলে চিরনিমগ্ন হইলেন।

জয়জয়কার—জয় জয় শব্দ উচ্চারণ, সাধুবাদ; সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে জয় বা সিদ্ধিলাভ। সং।

জয়জয়ন্তী—রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

জয়ঢকা—জয়সূচিকা ঢক্কা, জয়ঢাক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জয়ৎ—জয়ন্ দেখ।

জয়তুর—জয়তুরী, বিজয় দুন্দুভি। প্রা, ক। সং।

জয়ৎসেন—বিরাটরাজভবনস্থ ছদ্মবেশী চতুর্থ পাণ্ডব নকুল। জয়ন্তী সেনা যাহার, বহু। সং; পু।

জয়দাতা (—দাতৃ)—বিজয়দায়ক, যাঁহার অনুগ্রহে জয়লাভ হয়। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী জয়দাত্রী। [দুর্গা, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জয়দুর্গা—দুর্গাদেবীর মূর্ত্তিভেদ। জয়কারিকা

জয়দেব—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের ন্যায় সুললিত মধুর গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। অনুমান খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। বঙ্গদেশান্তর্গত বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। ইনি অতি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া উদাসীন হন। পরে পদ্মাবতী নাম্নী এক গুণবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হন। এই বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, জগন্নাথদেবের আদেশে পদ্মাবতীর পিতা তনয়াকে উদাসীন জয়দেবের নিকট উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু জয়দেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন পদ্মাবতীর পিতা অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব তথাপি পদ্মাবতীকে যথেচ্ছ চলিয়া যাইতে বলিলেন। পদ্মাবতী অতি বিনম্র-নম্রবচনে বলিলেন, "জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় পিতা আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আপনাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব, সুতরাং অন্য কাহাকেও স্বামিরূপে গ্রহণ করিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিব না; এক্ষণে আপনি আমাকে ছাড়িলেও আমি আপনাকে ছাড়িব না। সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে আপনার চরণ সেবা করিব।" অতঃপর জয়দেব পদ্মাবতীর হাত এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। এই বিবাহের পর গৃহী হইয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। কথিত আছে, "বদসি যদিকিঞ্চিদপি" প্রমুখ গীত রচনা কালে "স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারং" এই কথাগুলি লিখিতে যাইয়া জয়দেব ভাবিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মাথায় রাধা পা রাখিলেন, এ ভাবটি সঙ্গত নয়। এই ভাবিয়া লেখা অসম্পূর্ণ রাখিয়া স্নানার্থ বাহিরে যাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পদ্মাবতী দেখিলেন যে জয়দেব স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া রচিত গ্রন্থে কি লিখিলেন এবং তাহার পর আহার করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পদ্মাবতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিতেছেন, এমন সময়ে জয়দেব ফিরিয়া আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার আগে যে আগে আহার করিতেছ?" পদ্মাবতী উত্তর করিলেন, "সে কি? তুমি স্নানান্তে আহার করিয়া বাহিরে যাইলে পর আমি তো তোমার প্রসাদ খাইতেছি। আহার করিবার আগে তুমি যে পুঁথিতে কি লিখিলে।" জয়দেব অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি পুঁথি খুলিলেন ও দেখিলেন যে "দেহি পদপল্লবমুদারং" এই কথাগুলি নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই কথাগুলি লিখিয়া গীতাংশ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অনন্তর ভক্তিগদগদস্বরে পদ্মাবতীকে বলিলেন, "তুমি অতি ভাগ্যবতী, তাই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছ ও তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছ। আমিও তোমার প্রসাদ ভক্ষণ করিব।" এই বলিয়া ইনি পদ্মাবতীর ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। শোনা যায়, জয়দেব স্বপ্রতিষ্ঠিত এক বিগ্রহের জন্য অর্থসংগ্রহার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে একদিন পথে দস্যুরা ইঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়। অতঃপর বহুকষ্টে আরোগ্যলাভ করিয়া জয়দেব সস্ত্রীক দেশে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার সম্মানার্থ অদ্যাপি কেঁদুলিতে প্রতি বৎসর জয়দেবের মেলা নামে প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। সং; পু।

জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি। ধৃতরাষ্ট্রের তনয়া দুঃশলার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পাণ্ডবগণের বনবাস সময়ে ইনি দ্রৌপদীহরণমানসে তাঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হন, এবং কুটীরে অন্য কেহ না থাকায় দ্রৌপদীকে একাকিনী পাইয়া তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া পলায়নপর হন। এমন সময়ে পাণ্ডবগণ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রৌপদীকে দেখিতে না পাইয়া জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, এবং ইঁহার রক্ষিগণের প্রাণবধ করিলেন। তখন জয়দ্রথ নিরুপায় হইয়া দ্রৌপদীকে রথ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং অতি দ্রুতবেগে রথ চালাইয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অর্জুন ক্রোশান্তর হইতে শরক্ষেপ করিয়া ইঁহার রথের অশ্বদ্বয় বধ করিলেন। অশ্ব হত হইলে, জয়দ্রথ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে পলাইতে লাগিলেন। তখন ভীম ইঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ইঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অবশেষে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া পাণ্ডবগণ ইঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

• এইরূপে অবমানিত হইয়া জয়দ্রথ প্রতিশোধ গ্রহণাভিপ্রায়ে মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইঁহার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব ইঁহাকে বর দেন যে, অর্জ্জুন ভিন্ন অপর পাণ্ডবচতুষ্টয়কে ইনি পরাভূত করিতে পারিবেন। অতঃপর কুরুক্ষেত্রসমরে অভিমন্যুবধের দিন জয়দ্রথ কৌরবপক্ষের ব্যূহদ্বার রক্ষা করায় পাণ্ডবেরা কেহই ব্যূহভেদ করিয়া অভিমন্যুর সাহায্য করিতে পারিলেন না। কারণ অর্জ্জুন সে সময়ে অন্যত্র নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়া চতুর্দ্দশদিবসীয় যুদ্ধে জয়দ্রথের প্রাণবধ করেন। জয়ৎ রথ যাহার, বহু। সং; পু।

জয়দ্বল—বিরাটভবনস্থ ছদ্মবেশী পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব। জয়ৎ বল যাঁহার, বহু। সং; পু।

জয়ধ্বজ—জয়পতাকা। জয় সূচক ধ্বজ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু বা স্ত্রী।

জয়ধ্বনি—১। জয়সূচক শব্দ, বিজয়হেতু আনন্দকোলাহল; 'জয় হউক' এইরূপ আশীর্ব্বচন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। জয় জয় এইরূপ উচ্চারিত শব্দ। ৬তৎ। সং; পু।

জয়ন্ (জয়ৎ)—যে জয় করিতেছে, জয়কারী, জয়ী, বশীভূতকারী; জয় করিতে করিতে। জি+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী জয়ন্তী।

জয়ন—১। জয়। জি+অনট্ ভা। ২। সৈনিক সজ্জা। জি+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

জয়নাদ—জয়ধ্বনি, জয় জয় শব্দ, সিংহনাদ। জয়সূচক নাদ, মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু।

জয়নারায়ণ ঘোষাল (মহারাজ বাহাদুর)—জন্ম ১১৫৯ সালের ৩রা আশ্বিন (ইংরাজী সেপ্টেম্বর ১৭৫২)। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ও পিতামহের নাম কন্দর্প। এখন যেস্থানে কলিকাতার কেল্লা হইয়াছে, সেই স্থানে (গোবিন্দপুরে) কন্দর্প বাস করিতেন এবং সেই স্থানেই জয়নারায়ণের জন্ম। ১১৬১ সালে কন্দর্প খিদিরপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। জয়নারায়ণ ১৫ বৎসর বয়সে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন; এবং ১১৭২ সালে মুরসিদাবাদে নবাবের অধীনে কর্ম্ম করেন। ১১৭৫ সালে সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পরে যশোহরের রাজস্বসংক্রান্ত গোলযোগ মিটাইতে যখন কলিকাতার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল সেক্স্‌পিয়ার কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, সেই সময়ে তিনি জয়নারায়ণকে সহকারিরূপে সঙ্গে লইয়া যান। ১১৮৬ সালে জয়নারায়ণ পীড়িত হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। ইঁহার কার্য্যে কোম্পানী এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ দিল্লির বাদসা মহম্মদ জেহান্দার সার নিকট হইতে জয়নারায়ণের জন্য একটি সনন্দ আনাইয়া দেন। সেই সনন্দ দ্বারা বাদসা ইঁহাকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দেন ও তিন হাজারী মনসবদারী পদে নিযুক্ত করেন। সেই সনন্দ ১১৮৮ সালে প্রদত্ত হয়। ইহার পরে অনেকবার জয়নারায়ণ কোম্পানীর সাহায্যে, পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া, নিজের বুদ্ধি এবং কায়িক পরিশ্রম প্রযুক্ত করেন। তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে বিস্তর ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া নানা সৎকার্য্যে তাহা ব্যয়ও করিয়াছিলেন। তিনি কালীঘাটের কালীর চারিখানি রৌপ্যনির্ম্মিত হাত প্রস্তুত করাইয়া দেন। ভূকৈলাসের প্রাসাদ তিনিই নির্ম্মাণ করেন; সেখানে পতিতপাবনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। ১২০০ সালে বারাণসীতে "করুণা-নিধান" নামক রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যাশিক্ষার্থ বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা জয়নারায়ণ কলেজ বলিয়া বিখ্যাত। এই বিদ্যালয় পরিচালনা জন্য খৃষ্টীয় মিসনারীগণের হস্তে যথেষ্ট মূলধন ন্যস্ত হয়। এই বিদ্যালয় ১২২৪ সালে (১৮১৭ খৃঃ) স্থাপিত হয় এবং এইখানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক বিনা ব্যয়ে আহার করিতে ও থাকিতে পারিবে, তাহার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। বারাণসীর দুর্গাকুণ্ডের নিকট ধাতুময় গুরুপ্রতিমা স্থাপন এবং তাহার সন্নিহিত স্থানে গুরুকুণ্ড পুষ্করিণী খনন তাঁহারই কীর্ত্তি। উক্ত স্থানে বাস কালে ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শঙ্করী সঙ্গীত (সংস্কৃত), ব্রাহ্মণার্চ্চন চন্দ্রিকা (সংস্কৃত), জয়নারায়ণকল্পদ্রুম (সংস্কৃত), কাশীখণ্ড অনুবাদ (বাঙ্গালা) ও করুণানিধানবিলাস (বাঙ্গালা)। কেহ কেহ বলেন যে, কাশীখণ্ডের অনুবাদ তাঁহার নিজের নহে। কিন্তু তিনি যে ইহার পরিশিষ্ট অংশে তদানীন্তন কাশীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ১২২৮ সালে ২৫শে কার্ত্তিক পূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে ৬৯ বৎসর বয়সে এই পুণ্যাত্মা দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে কাশীবাসী আত্মীয়গণকে পৃথক্ পৃথক্ পত্র লিখিয়া শেষ বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণই ভূকৈলাসের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুচাদি গ্রামে ১২১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪০ খৃঃ নিমচাঁদ শিরোমণির পদে ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হন। ইনি এই সময়ে শালিখা গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তথায় অধ্যাপনা করিতেন। সেখানে স্থানের সঙ্কীর্ণতার জন্য নারিকেলডাঙ্গায় একটি বাড়ী কিনিয়া এইখানেই চতুষ্পাঠী উঠাইয়া আনেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অনেকেই উত্তরকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রের মধ্যে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া জয়নারায়ণ ১২৭৬ সালে কাশীধামে বাস করেন এবং ১২৮০ সালে সেইখানে দেহত্যাগ করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় দর্শনবিষয়ক ১১ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বাঙ্গালা ভাষায় এক অনুবাদ করেন। কাশীবাসকালে ইনি ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কাশীর মহারাজকে উপহার দেন। জয়নারায়ণ অতিশয় সরলচিত্ত ছিলেন এবং ইঁহার ছাত্রগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল।

জয়নী—স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের কন্যা। জি+অন ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জয়ন্ত—১। শিব; চন্দ্র; অযোধ্যাধিপতি দশরথের মন্ত্রী; বিরাটরাজভবনস্থ ছদ্মবেশী মধ্যম পাণ্ডব ভীম। জি (জয় করা)+অন্ত ক। সং; পু। ২। দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণ সসৈন্যে স্বর্গজয় করিতে গমন করিলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি ভীমবিক্রমে যথাসাধ্য দেবসেনা রক্ষা করেন। অবশেষে রাবণতনয় মেঘনাদ মায়াবলে দশদিক্ তমসাচ্ছন্ন করিয়া অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। তখন ইঁহার মাতামহ দৈত্যপতি পুলোমা ইঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়া রক্ষা করেন।

জয়ন্তিকা—হরিদ্রা, হলুদ। জয়ন্তী শব্দ+ক+স্ত্রীলিঙ্গে আ। সং; স্ত্রী।

জয়ন্তী—১। জয়কারিণী, জয় করিতেছে এরূপ (স্ত্রী)। জয়ন্ দেখ। জয়ৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; পতাকা; স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ; অষ্টমীতিথিঘটিত যোগবিশেষ। সং; স্ত্রী।

জয়পতাকা—জয়সূচিকা পতাকা, বিজয়লাভের

চিহ্নস্বরূপ যে পতাকা উড্ডীন করা হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জয়পত্র—জয়সূচক পত্র; মোকদ্দমার বিচার শেষ করিয়া বিচারপতি বিজয়ী পক্ষকে যে চূড়ান্ত আদেশ পত্র প্রদান করেন, ডিক্রী-পত্র; সন্দেহভঞ্জন পত্র; কলহে নিমন্ত্রণ-পত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জয়পরাজয়—হারজিত; জয়ী বা বিজিত হওয়া। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

জয়পাল—১। বিষ্ণু; রাজা; ঔষধ বৃক্ষবিশেষ। (এই ঔষধ অতিশয় রেচক, পরিমাণে অধিক হইলে বিষের কার্য্য করে)। ৬৩৫। সং; পু।

২। পাঞ্জাব অঞ্চলের একজন রাজা। ইনি অতিশয় প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। সিন্ধুনদের পরপারস্থ পেশাওর পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকারভুক্ত এবং লাহোর ইঁহার রাজধানী ছিল। অলপ্তিজিন গজনি রাজ্য স্থাপন করিলে, উভয় রাজ্যের প্রান্ত-সীমা লইয়া অলপ্তিজিনের পুত্র সবক্তিজিনের সহিত ইঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। ইনি প্রথমবারে পরাজিত হইয়া আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু লাহোরে গিয়া প্রতিশ্রুতি পালন না করায় পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। সেবারেও জয়পাল পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সবক্তিজিনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুলতান মাহমুদ গজনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি ভারত আক্রমণাভিপ্রায়ে ১০,০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যসহ যাত্রা করিলে, জয়পাল তাঁহার গতিরোধার্থে পেশাওরের দিকে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর হিন্দু-সৈন্যগণ পরাজিত হইলেন, মামুদ তাহাদিগকে শতদ্রু পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া আসিলেন, এবং জয়পালকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। অতঃপর জয়পাল অর্থ প্রদানে মুক্তিলাভ করিয়া লাহোর নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে বারংবার মুসলমানহস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় ইনি আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া আত্মজীবন বিনাশে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর পুত্র অনঙ্গপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন।

জয়পুর—রাজপুতানায় অন্তর্গত করদ রাজ্য। এই রাজ্যে সাম্বর হ্রদ অবস্থিত। জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ইংরাজ এই হ্রদ হইতে লবণ প্রস্তুত করেন। এই হ্রদের সন্নিকটে ধর্ম্মপ্রচারক দাদু তিরোহিত হন। তাঁহার নামযুক্ত একটি মন্দির ও মঠ এইখানে অবস্থিত। জয়পুর খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তি ও মিনার কারুকার্য্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। রাজ্যমধ্যে শ্বেত ও রক্ত প্রস্তর বিস্তর পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৯৬৭ (কাহারও মতে ১১২৮) অব্দে ধুলারাও নামক জনৈক কাছুয়া রাজপুত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত ও মিনা সামন্ত রাজগণকে বিতাড়িত করিয়া এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সময়ে রাজ্যটির নাম ছিল ধুন্দর।

ধুলারাও ভগবান্ রামচন্দ্র হইতে অধস্তন ৩৪ পুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত। পঞ্চাশ বৎসর পরে হামাজী নামক বাছুয়ারাও, মিনাগণের হস্ত হইতে অম্বর (আমের) কাড়িয়া লইয়া সেইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বহামা নামক এই বংশের জনৈক রাজা সর্ব্বপ্রথমে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার পুত্র ভগবান দাস যুবরাজ সেলিমকে জামাতারূপে গ্রহণ করেন। ভগবান দাসের দত্তক পুত্র মানসিংহ মোগল সম্রাটের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়সিংহ (মির্জ্জা রাজা) আওরঙ্গজেবের অধীনে দাক্ষিণাত্যে সমর কার্য্যে সাতিশয় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি কৌশলসহকারে শিবাজীকে ধৃত করেন। কথিত আছে, ঈর্ষান্বিত হইয়া আওরঙ্গজেব বিষ প্রদানে জয়সিংহের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার অধস্তন চতুর্থ রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ "সওয়াই" জয়সিংহ নামে পরিচিত। ইনি গণিত ও জ্যোতিষ বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। ইনি অনেকগুলি ভিন্নদেশীয় গণিত পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত করাইয়াছিলেন। ইনিই বারাণসী, মথুরা, দিল্লী, উজ্জয়িনী ও স্বীয় রাজ্যে এক একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। অম্বর হইতে রাজধানী উঠাইয়া ইনি স্ব-প্রতিষ্ঠিত নব সহরে উহা স্থাপিত করেন। তাঁহার নামানুসারে নবসহরের এবং রাজ্যের নাম "জয়পুর" বলিয়া আখ্যাত হয়। টডের রাজস্থানে দেখা যায় যে, বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নক্সা অনুযায়ী বর্ত্তমান জয়পুর সহর নির্ম্মিত হইয়াছিল। উত্তরকালে ভরতপুরের জাঠগণের এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের উৎপীড়নে রাজ্যটি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত রাজ্যের সখ্য সংস্থাপিত হয়—উদ্দেশ্য মহারাষ্ট্রীয় পরাক্রম-দমন; কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস এ মৈত্রী উঠাইয়া দেন। উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণ উপলক্ষে যোধপুরের সহিত জয়পুরের বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে জয়পুর নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়ে। পিণ্ডারীগণের নায়ক আমীর খাঁও রাজ্যটি ছারখার করিয়া দেয়। ১৮১৮ খৃঃ ইংরাজের সহিত সখ্য স্থাপিত এবং জয়পুররাজ-দেয় বার্ষিক করের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই অব্দে কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থী জগৎসিংহ লোকান্তরিত হন। ইঁহার পরে দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা যথাক্রমে সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খৃঃ রামসিংহ জয়পুর রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার সময়ে জয়পুরের রাজশ্রী আবার ফিরিয়া আসেন। ইনি রাজ্যের এবং সহরের বিবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্ব কালে করদ রাজ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালী মন্ত্রী নিযুক্ত হয়। রামসিংহ-প্রতিষ্ঠিত রামনিবাস নামক উদ্যান এবং রাজপ্রাসাদ সহরের প্রধান দৃশ্য। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শিল্প বিদ্যালয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮০ খৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর ইনি দেহত্যাগ করিলে, জগৎসিংহের দ্বিতীয় পুত্রের বংশধর কায়েমসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া মাধোসিংহ নাম গ্রহণ করেন। ১৯০২ খৃঃ ইনি হিন্দুমতে বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতীয় দুর্ভিক্ষ প্রশমন ফণ্ডে ইনি বিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

জয়পুর সহর ১৭২৮ খৃঃ দ্বিতীয় জয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল সম্রাট্ ইঁহাকে "সওয়াই" উপাধি ভূষিত করেন। "সওয়াই" অর্থে ১¼ অর্থাৎ গৌরবে ইনি অপর রাজগণ অপেক্ষা ১¼ গুণ বড়। সহরটি ছয় সমান ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ চতুষ্কোণাকৃতি। রাস্তাগুলি প্রশস্ত। দুই ধারে অবস্থিত অট্টালিকাগুলি রক্তবর্ণ কৃত্রিম প্রস্তরে নির্ম্মিত। সকল বাটীই বহির্ভাগে দেখিতে একরূপ। সহরের দেড় মাইল দূরে গলতা নামক পাহাড়ে সূর্য্যদেবের একটি মন্দির আছে। এখানে একটি পবিত্র প্রস্রবণ বিদ্যমান। সহরের উত্তরপূর্ব্বে ৫ মাইল দূরে পুরাতন রাজধানী অম্বর একটি পাহাড়ের শিরোদেশে অবস্থিত (অম্বর দেখ)। জয়পুরস্থ রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত স্থানে একটি মন্দিরে বৃন্দাবনের আদি শ্যামসুন্দর ও রাধা মূর্ত্তি বিরাজিত। বাঙ্গালী পূজারীরা মন্দিরের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

জয়ভঙ্গ—জয়ের ভ্রংশ বা নাশ, পরাজয়, পরাভব। ৬৩৫। সং; পু। প্রা, ক।

জয়মঙ্গল—বিজয়, মঙ্গল; অভ্যুদয়; রাজহস্তী; ঔষধবিশেষ; ভট্টিকাব্যের টীকাকার। সং; পু।

জয়লক্ষ্মী, জয়শ্রী—জয়কারিণী লক্ষ্মী (দেবী-বিশেষ)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; অথবা জয়-রূপা লক্ষ্মী বা শ্রী, রূপক ; কিংবা জয়ের লক্ষ্মী বা শ্রী (শোভা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জয়শঙ্খ—বিজয়বার্ত্তা ঘোষণাকারী শাঁখ ; রণশঙ্খ, যুদ্ধের শাঁখ। মপী কর্ম্মধা। সং।

জয়শীল—বিজয়শালী, যে সকল স্থানে সকল সময়ে জয়লাভ করে। জয় হইয়াছে শীল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জয়শীলা।

জয়শৃঙ্গ—রণবিষাণ, যুদ্ধের শিঙ্গা, ভেঁপু (trumpet)। মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জয়শ্রী—১। জয়লক্ষ্মী দেখ। ২। রাগিণী-বিশেষ। সং।

জয়সিংহ—জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা, জয়পুর ও কাশীর মানমন্দিরের সংস্থাপক, জয়সিংহ কল্পদ্রুম ও সম্রাট্ নামক গ্রহগতি গ্রন্থের প্রণেতা (জয়পুর দেখ)। সং ; পু।

জয়স্তম্ভ—জয়সূচক স্তম্ভ। পূর্ব্বতন নৃপতিগণ যে দেশ জয় করিতেন, সেই দেশের প্রান্তে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইতেন, উহাকে জয়স্তম্ভ বলে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জয়া—হরীতকী ; ভঙ্গা,ভাঙ্ ; পার্ব্বতী ; জয়ন্তী বৃক্ষ ; পার্ব্বতীর সহচরী ; তৃতীয়া অষ্টমী ত্রয়োদশী তিথি। জয়+আপ্। সং ; স্ত্রী।

জয়ী (জয়িন্)—জয়যুক্ত, জয়শীল। জয় শব্দ। ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী জয়িনী।

জয়োন্মত্ত—বিজয়লাভে উন্মাদগ্রস্ত বা জ্ঞানশূন্য। জয় হেতু উন্মত্ত, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

জয়োল্লাস—বিজয়জনিত আনন্দ, যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় হর্ষ। জয়জনিত উল্লাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জয়োহস্তু—জয় হউক। সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত পদদ্বয়—জয়ঃ+অস্তু। আশীর্ব্বাদ বাক্য।

জয্য—যাহাকে জয় করিতে পারা যায় এরূপ। জি+য র্থ, নিপাতনে। বিণ ; ত্রি।

জরজর—লোল, শিথিল, বলিত ; জীর্ণ, জর্জরিত। দেশজ। বিণ।

জরঠ—পাণ্ডুবর্ণ ; জীর্ণ ; বৃদ্ধ। জৃ (জীর্ণ হওয়া)+অঠ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জরঠা।

জরণ—১। জীর্ণ। শীর্ণ। জৃ (জীর্ণ করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জরণা। ২। জীরক, জীরা। সং ; পু। ৩। হিঙ্গু, হিঙ্। সং ; স্ত্রী।

জরৎ, জরতী—জরন্ দেখ।

জরৎকারু—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ মুনি। মুনিবর তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মজগতে সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, এবং অধিকতর উন্নতি-কাঙ্ক্ষী হইয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে বহুকাল দার-পরিগ্রহে বিরত থাকেন। অবশেষে বংশ-রক্ষার্থ পিতৃগণের আদেশে দারপরিগ্রহের অভিলাষী হন। অতঃপর ইনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী মনসাদেবীকে বিবাহ করেন। পত্নীর গর্ভ-সঞ্চার হইলে, মুনিবর পুনরায় তপশ্চরণার্থ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। সেই গর্ভে লোক-বিশ্রুত আস্তিক মুনির জন্ম হয়। সং ; পু।

২। জরৎকারু মুনির পত্নী, মনসাদেবী। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী। কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। জরৎকারু মুনির সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে ইঁহার গর্ভে আস্তিক মুনির জন্ম হয়। গর্ভ-সঞ্চারের পর ইঁহার স্বামী তপস্যার্থ গমন করিলে ইনি ভ্রাতৃগৃহেই রহিলেন। মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া নাগকুল নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইলে, ইনি স্বীয় পুত্র আস্তিককে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়া যজ্ঞ নিবারণ করেন। সং ; স্ত্রী।

জরদ, জরদা—হরিদ্রাবর্ণ। বৈদেশিক। সং।

জরদ্গব—বৃদ্ধ গো। জরন্ (বৃদ্ধ) যে গো, কর্ম্মধা ; গো স্থানে গব আদেশ। সং ; পু।

জরদ্গবী—বৃদ্ধা গবী (গাই)। জরদ্গব শব্দ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

জরন্ (জরৎ)—জীর্ণ ; বৃদ্ধ ; পুরাতন, প্রাচীন। জৃ+শতৃ বা অতৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী জরতী।

জরা—১। জরানাম্নী রাক্ষসী। জৃ+অন্ ক+আপ্। ২। জীর্ণতা ; বার্দ্ধক্য। জৃ+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। জীর্ণ হওয়া, জর্জ্জরিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

জরাগ্রস্ত—জরাতে একান্ত অভিভূত, অতি জীর্ণ ; অতিবৃদ্ধ। জরা দ্বারা গ্রস্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জরাগ্রস্তা। [ত্রি।

জরাজীর্ণ—বার্দ্ধক্য জন্য জীর্ণ। ৩তৎ। বিণ ;

জরান—জীর্ণ হওয়ান, জীর্ণ করা, জর্জ্জরিত করা। দেশজ। ক্রি।

জরাপুষ্ট—রাজা জরাসন্ধ। জরা (জরা রাক্ষসী) দ্বারা পুষ্ট (পালিত), ৩তৎ। সং ; পু।

জরাভীরু—১। বার্দ্ধক্যে ভীত, জরার্থ ভয়-প্রাপ্ত। ৪ বা ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। কামদেব। সং ; পু।

জরামৃত্যু—বার্দ্ধক্য ও মরণ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

জরায়ু—গর্ভাবরণ-চর্ম্মথলী, গর্ভাশয় ; জটায়ু পক্ষী। জরা—ই+ঞুণ্ ক। সং ; পু।

জরায়ুজ—জরায়ু হইতে জাত (মনুষ্য, গো প্রভৃতি)। জরায়ু হইতে জন্মে যে এই বাক্যে উপ ; জরায়ু—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জরায়ুজা।

জরাসন্ধ—মগধের বিখ্যাত রাজা, বৃহদ্রথ নৃপতির পুত্র। বৃহদ্রথ পুত্রাভাবে সংসারে বীতরাগ হইয়া তপস্যার্থ পত্নীদ্বয়-সমভি-ব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন। একদা গৌতমাত্মজ চণ্ডকৌশিক ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীতভাবে স্বীয় দুঃখবৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। মহাতপাঃ ঋষিবর তাঁহাকে একটি আম্রফল প্রদান করিয়া বলিয়া দেন যে, এই ফল ভক্ষণ করিলে তোমার পত্নীর সন্তান হইবে। রাজা মহানন্দে রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক উক্ত ফলটি মহিষীদ্বয়কে সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করিতে বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিলে কিছুকাল পরে উভয়েই গর্ভবতী হন এবং নির্দ্দিষ্ট কালাবসানে প্রত্যেকে অর্দ্ধখণ্ড করিয়া সন্তান প্রসব করেন। ইহাতে বৃহদ্রথ দুঃখিত হইয়া খণ্ড দুইটি শ্মশানে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা করেন। জরা নামে এক রাক্ষসী শ্মশানে আসিয়া খণ্ডদ্বয় একত্রিত করায় একটি অপরূপ রূপসম্পন্ন জীবিত বালক হইল দেখিয়া উহা রাজাকে প্রদান করিয়া বলে যে, দুই খণ্ডে পুনর্বিভক্ত না হইলে বালকের মৃত্যু হইবে না। জরা কর্ত্তৃক সংযুক্ত-দেহ হওয়াতেই বালক জরাসন্ধ নামে খ্যাত হইল।

বৃহদ্রথের মৃত্যুর পর ইনি মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ক্রমে ইনি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠেন। ইঁহার বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, অনেক রাজাও ইনি জয় করেন। চিত্রাঙ্গদ-রাজ-দুহিতার স্বয়ংবর কালে ইনি মহাবীর কর্ণের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন, এবং তাঁহাকে মালিনীনাম্নী নগরী প্রদান করেন।

জরাসন্ধ মথুরারাজ কংসের সহিত স্বীয় কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির বিবাহ দেন। কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে, কৃষ্ণপ্রমুখ যাদব-গণের বিনাশার্থ জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের অসীম বীরত্বে ও বুদ্ধিকৌশলে প্রত্যেক বারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর ইনি কালযবনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ভীষ্মকরাজদুহিতা রুক্মিণীর সহিত চেদিরাজ শিশুপালের বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং রুক্মিণীকে হরণ করায় ইনি বিফলমনোরথ হন।

জরাসন্ধ রুদ্রদেবের উদ্দেশে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই যজ্ঞে নৃপদিগকে বলি দিবার চেষ্টা করেন। এই অভিপ্রায়ে অনেক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আপনার পুরীতে রাখিয়া দেন। কৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া সেই সকল রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ভীমার্জ্জুনসহ ইঁহার পুরীতে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তখন

ইঁহাকে রাজগণের মুক্তিবিধান অথবা যুদ্ধদান করিতে বলেন। ইনি যুদ্ধই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া ভীমের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। মহাবল ভীম ইঁহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ইঁহার প্রাণবিনাশ করেন। অতঃপর জরাসন্ধের পুত্র সহদেব মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। জরা (রাক্ষসী-বিশেষ) কর্ত্তৃক কৃতা সন্ধা (মিলন) যাহার,বহু। সং।

জরি, জরী—সোণালি বা রূপালি সূতা বা ফিতা,গোটা ; লেস্ (lace)। বৈদে। সং।

জরিজরি—জর্জ্জরিত হইয়া। প্রা, ক। ক্রি।

জরিদার—জরি বা গোটা লাগান। বৈদে। বিণ।

জরিপ—ভূমি-মাপন (survey)। বৈদে। সং।

জরিমানা—অপরাধের দণ্ড ; অর্থদণ্ড। বৈদেশিক। সং।

জরী (জরিন্)—জরাযুক্ত, জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ। জরা+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী জরিণী।

জরী—জরি দেখ।

জরু—পত্নী, ভার্য্যা, স্ত্রী। বৈদেশিক। সং।

জরুড়—গাত্রচিহ্নবিশেষ, জড়ুল। প্রা, ক।

জরুর—১। প্রয়োজন, দরকার। সং। ২। অবশ্য, নিশ্চিত। বৈদেশিক। ব্য।

জরুরী—বিশেষ প্রয়োজনীয়। বৈদে। বিণ।

জরূথ—দগ্ধ মাংস। জৃ+উথন্ ক। সং ; পু।

জর্জ্জ (সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ)—সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ডের ঔরসে এবং রাণী আলেকজান্দ্রার গর্ভে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন লণ্ডনের মার্লবরো রাজপ্রাসাদে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র হইলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়া সমারোহের সহিত ইঁহার জন্মোৎসব সম্পন্ন করেন। ইঁহার সূতিকাগারে অবস্থান কালে একটী দৈবঘটনা ঘটে, হঠাৎ প্রাসাদে আগুন লাগিয়া যায়। সম্রাট্ স্বয়ং প্রজ্বলিত বহ্নিরাশি হইতে পত্নী ও পুত্রকে উদ্ধার করেন। নামকরণ কালে ইঁহার নাম হইয়াছিল, প্রিন্স জর্জ্জ। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এলবার্ট ভিক্টর ইঁহার অপেক্ষা দেড় বৎসরের বড় ছিলেন। সুতরাং উভয়ে একই ধাত্রীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হন। উভয় ভ্রাতার প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও দুই জনে সর্ব্বদা একত্র থাকিতে ভাল বাসিতেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মযাজক ড্যাল্টন রাজপুত্রদ্বয়ের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। পুত্রদিগের শিক্ষার উপর মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাল্যকাল হইতে যাহাতে তাঁহারা বিলাসী ও দাম্ভিক না হন, তদ্বিষয়ে তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিতেন, এবং সাধারণ লোকদিগের সহিত মিশিয়া নম্র ও উদার ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে জর্জ্জ নৌবিদ্যা শিখিবার জন্য নৌবিভাগে প্রেরিত হইলেন। ইনি 'ব্রিটানিয়া' নামক যুদ্ধপোতে অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে ১৮৭৯ খৃঃ ব্যাসান্টি (Bacchante) নামক জাহাজে প্রেরিত হন। এই সময় ইনি মনোযোগ সহকারে নাবিকের কার্য্য শিক্ষা করিতেন, এবং সামান্য নাবিকের ন্যায় জাহাজের ডেক, কেবিন পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। অন্যান্য নাবিকেরা ইঁহার সহিত রাজমর্য্যাদাসূচক ব্যবহার করিলে ইনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, এবং তাহাদিগের সহিত সমভাবে মিশিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

গ্রীন্ উইচের রয়েল নেভেল কলেজে এবং অন্যান্য নৌ-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ইনি নৌবিদ্যায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইলেন, এবং সকল বিদ্যালয় হইতেই উৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন। উনিশ বৎসর বয়সে ইনি সব্ লেপ্টেনাণ্ট পদে উন্নীত হন, এবং এক বৎসর পরেই লেপ্টেনাণ্টের পদ প্রাপ্ত হন। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি 'থ্রাস' Thrust নামক জাহাজের অধ্যক্ষ হন। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত হওয়ায় ইনি নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনিই ইংলণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন। ইনি 'ডিউক অব ইয়র্ক ও কর্ণওয়াল' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া লণ্ডনে আগমন করিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুলাই সেণ্ট জেম্স্ গির্জ্জায় ক্যাণ্টরবারীর আর্চ্চবিশপের পৌরোহিত্যে কুমারী প্রিন্সেস্ মেরীর সহিত ইঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাণী মেরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী ডচেস্ অব টেকের কন্যা, সুতরাং ইনিও রাজবংশীয়া। বিবাহান্তে নবদম্পতী ইয়র্ককটেজে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স্ এডওয়ার্ড জন্মগ্রহণ করেন। একণে ইঁহাদের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হইলে যুবরাজ এডওয়ার্ড সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হন, এবং জর্জ্জ যুবরাজ বলিয়া ঘোষিত হন। বৃটিশরাজ্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া সেই সকল দেশের ও দেশবাসীদিগের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সম্রাট্ পুত্রকে নানাস্থানে প্রেরণ করিতেন। অষ্ট্রেলিয়ায় নূতন পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপিত হইবার সময় পিতার আদেশে যুবরাজ জর্জ্জই তথায় গমন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ ইনি পত্নী মেরীর সহিত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া ইনি ভারতের সকল দেশে পর্য্যটন করিয়া এবং দেশবাসীদিগের সহিত মিশিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি অভ্যর্থনা সভায় তাহা প্রকাশ করেন।

শারীরিক ব্যায়াম, মৎস্যশিকার, মৃগয়া, অশ্বারোহণ এবং আগ্নেয় অস্ত্র বিদ্যায় ইনি সাতিশয় পারদর্শী। ইনি যোদ্ধার পরিচ্ছদই সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দ করেন, পরিচ্ছদের আড়ম্বরের জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় করা অসঙ্গত মনে করেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড দেহত্যাগ করিলে ইনি সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হন। যথা সময়ে শুভমুহূর্ত্তে ক্যাণ্টরবারীর আর্চ্চবিশপ দ্বারা ইঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই সময়ে ইনি যে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের প্রতি ইঁহার হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর ইনি মহিষী সহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর রাজপ্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দিল্লীতে ইঁহার অভিষেকোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এই সময়ে ইনি এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাহাতে লর্ড কর্জ্জন কৃত বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হয় ; এবং বিভক্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ যুক্ত হইয়া বঙ্গপ্রেসিডেন্সি গঠিত হয় ও কলিকাতার পরিবর্ত্তে দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হয়। অতঃপর ইনি নেপাল পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু গুরুতর রাজকার্য্যের অনুরোধে শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ইংলণ্ডীয় রাজাদিগের মধ্যে ভারতের সম্রাট্ রূপে অভিষিক্ত হইতে ইনিই প্রথম এদেশে আগমন করেন।

জর্জ্জর—১। জীর্ণ ; শীর্ণ ; শিথিলাবয়ব ; বিশীর্ণ। জৃ+অরন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জর্জ্জরা। ২। ইন্দ্রধ্বজ ; শৈলজ। সং ; পু।

জর্জ্জরিত—যাহাকে জর্জ্জর করা হইয়াছে এরূপ; জীর্ণ, শীর্ণ। জর্জ্জরি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

জর্জ্জরীভূত—পূর্ব্বে জর্জ্জর ছিল না একণে জর্জ্জর হইয়াছে এরূপ, জীর্ণ, শীর্ণ। জর্জ্জর দেখ। জর্জ্জর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জর্জ্জরীভূতা।

জর্দা—১। হরিদ্রাবর্ণ। ২। পাণের সঙ্গে খাইবার একপ্রকার তামাক। বৈদেশিক। সং।

জল—১। শীতল ; প্রাঞ্জল। বিণ ; ত্রি। ২। সলিল, বারি। জল্+অল্ ক। সং ; ক্লী।

জলকণ্টক—পানিফল। জলজাত যে কণ্টক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জলকপি—শিশুমার, শুশুক। ৬তৎ। সং; পু।

জলকর—১। জলোৎপাদক। জল—কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জলকরী। ২। যে জমির অন্তর্গত নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি থাকে, সেই জমিকে এবং তৎসংক্রান্ত রাজস্বকে জলকর কহে। দেশজ। [৬তৎ। সং; পু।

জলকরঙ্গ—নারিকেল; পদ্ম; শঙ্খ; মেঘ।

জলকল্ক—কর্দ্দম, পঙ্ক। ৬তৎ। সং; পু।

জলকল্লোল—জলের মহাতরঙ্গ, জলের কল কল শব্দ। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

জলকষ্ট—জলাভাবজন্য ক্লেশ, জলাভাব। ৬তৎ।

জলকাক—পানকৌড়ী। ৬তৎ। সং; পু।

জলকান্ত—জলাধিষ্ঠাতা, বরুণ; সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

জলকুন্তল—শৈবাল, শেওলা। ৬তৎ। সং; পু।

জলকূর্ম্ম—শিশুমার, শুশুক। ৬তৎ। সং; পু।

জলকেলি, জলক্রীড়া—জলে নামিয়া অনেকে মিলিয়া খেলা করা; জল লইয়া খেলা করা। জলে ক্রীড়া, ৭তৎ; অথবা জল দ্বারা ক্রীড়া, ৩তৎ। সং; স্ত্রী। [দেশজ। সং।

জলখাবার—জলযোগের খাদ্যদ্রব্য; জলপান।

জলগ—জলগত; জলমগ্ন। জল—গম্ (গমন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

জলগণ্ড—জলময় ভূমি, বিল, জলা। দেশজ। সং।

জলগণ্ডূষ—এক হাতে যতটা জল ধরে, এক আঁজলা জল। জলপূর্ণ গণ্ডূষ, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জলগর্ভ—অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট, জলপূর্ণ। জল গর্ভে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গর্ভা।

জলগৃহ—সরোবর প্রভৃতির মধ্যস্থিত গৃহ; গ্রীষ্মকালে রাজাদের বিশ্রাম-গৃহ; জলটুঙ্গি। জলস্থিত গৃহ, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জলঙ্গম—চণ্ডাল। জল—গম্+খ ক। সং; পু।

জলচত্বর—স্বল্পজলবিশিষ্ট দেশ। জলার্থ চত্বর (যজ্ঞস্থান) হয় যেখানে, বহু। [পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানেই জলকষ্ট আছে, এজন্য ঐ স্থানকে জলচত্বর বলা যায়]। সং; স্ত্রী।

জলচর—১। জলজন্তু। সং; পু। ২। জলবিহারী। উপ; জল—চর (গমন করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জলচরী।

জলচারী (—চারিন্)—জলে বিচরণকারী, জলবিহারী (হংস সারসাদি)। জলে চরে যে এই বাক্যে উপ; জল—চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী জলচারিণী।

জলচ্ছত্র, জলছত্র—যেখানে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জলদানার্থ জলরক্ষা করা হয়। ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় প্রপা ও প্রপান বলে। জলসত্র শব্দের অপভ্রংশ।

জলছবি—জলদ্বারা যে চিত্র কাগজে বসাইতে পাওয়া যায় (transfer picture)। দেশজ। সং।

জলজ—১। জলজাত। জলে জন্মে যে এই বাক্যে উপ; জল—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জলজা। ২। পদ্ম। সং; স্ত্রী। ৩। শঙ্খ। সং; পু বা স্ত্রী।

জলজন্তু—যে সকল জন্তু জলে জন্মে ও তাহাতে বাস করে। জলজাত বা জলবাসী যে জন্তু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [স্ত্রী।

জলজন্তুকা—জলৌকা, জোঁক। ৬তৎ। সং;

জলজন্ম (—জন্মন্)—পদ্ম। জলে জন্ম যাহার, বহু। সং; ক্লী। [বহু। সং; পু।

জলজিহ্ব—নক্র, কুম্ভীর। জলে জিহ্বা যাহার,

জলজীয়ন্ত—জলে যেমন মাছ জীয়ন্ত থাকে তেমন সত্য, বর্ত্তমান, ডাহা, নিছক। দেশজ। বিণ।

জলঝড়—বৃষ্টি ও ঝড়। দেশজ। সং। [সং।

জলটুঙ্গি—জলগৃহ, জলবেষ্টিত ঘর। দেশজ।

জলডিম্ব—শম্বুক, শামুক। জলে ডিম্ব যাহার, বহু। সং; পু।

জলতরঙ্গ—১। জলের ঢেউ বা খেলা। ৬তৎ। সং; পু। ২। বাদ্যবিশেষ, কয়েকটি জলপূর্ণ বাটী সাজাইয়া রাখিয়া আঘাতদ্বারা মধুর সঙ্গীতধ্বনি উৎপাদনের কৌশল; ঢেউখেলান মল বা চুড়ি। দেশজ। সং।

জলতহি—প্রজ্বলিত হয় বা হইতেছে; জ্বলে বা জ্বলিতেছে। প্রা, ক। ক্রি।

জলত্রা—ছত্র, ছাতা। জল হইতে ত্রাণ করে যে এই বাক্যে উপ; জল—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

জলদ—১। জলদাতা। জল দেয় যে এই বাক্যে উপ; জল—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জলদা। ২। মেঘ; মুস্তক। সং; পু। ৩। দ্রুত, শীঘ্র, ক্ষিপ্র। বৈদেশিক।

জলদকাল—বর্ষাকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

জলদক্ষয়—শরৎকাল। জলদের (মেঘের) ক্ষয় হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

জলদজাল—মেঘসমূহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জলদমালা—মেঘসমূহ, কাদম্বিনী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জলদস্যু—যাহারা জলপথে দস্যুবৃত্তি (ডাকাইতি) করে, বোম্বেটে। জলবিহারী দস্যু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জলদাগম—মেঘাগম, বর্ষাকাল। জলদের আগম যাহাতে, বহু। সং; পু।

জলদি, জলদী—দ্রুত, শীঘ্র। বৈদেশিক।

জলদুর্গ—জলবেষ্টিত দুর্গ, পরিখা দ্বারা আবৃত দুর্গ; গড়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জলদেবতা—বরুণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জলদোদয়—মেঘের আবির্ভাব। জলদের উদয়, ৬তৎ। সং; পু।

জলদোষ—কুরণ্ড। দেশজ। সং।

জলদ্রোণী—জল সেঁচিবার পাত্র, ডোঙ্গা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জলদ্বীপ—যে দ্বীপের বহুস্থানেই জল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু বা স্ত্রী।

জলধর—১। পয়োধর, মেঘ; সমুদ্র। জল ধারণ করে যে, উপ; জল—ধৃ (ধারণ করা)+ অন্ ক। সং; পু। ২। সলিল ধারণকারী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জলধরা।

জলধরমালা—জলদশ্রেণী, মেঘসমূহ; দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জলধর সেন—জন্ম ১২৬৮ সাল, ১লা চৈত্র। পিতার নাম হলধর সেন। জাতি কায়স্থ। ১৮৭৮ খৃঃ জন্মগ্রাম কুমারখালির বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলধর এফ, এ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। অল্পবয়স হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে জলধরের অনুরাগ দৃষ্ট হইত। সোমপ্রকাশ ও গ্রামবার্ত্তায় ইনি নিয়মিতরূপে লিখিতেন। শেষোক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক ইঁহার গুরুস্থানীয় স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার যখন অসুস্থতানিবন্ধন পত্রিকা পরিচালনে অসমর্থ হইলেন, তখন কিছুদিনের জন্য জলধর উক্ত পত্রের সম্পাদকতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর লোটা কম্বল সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন। সংসারে ফিরিয়া ইনি কিছুদিন মহিষাদল রাজার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় জলধর নিজ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠকের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অতঃপর কয়েক বৎসর প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "বসুমতীর" সম্পাদন করেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পর ইনি "হিতবাদী" পত্রেরও সম্পাদক নিযুক্ত হন। তৎপরে কিছুদিন "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অধুনা ইনি "ভারতবর্ষ" নামক মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন। ইনি হিমালয়, পথিক, বিশুদাদা, অভাগী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৯২২ সালে ইনি 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

জলধারা—জলের ধারা, জলের ক্রমিক পতন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জলধি—পয়োধি, সমুদ্র; সংখ্যাবিশেষ, সাগর, শতপদ্মকোটি। উপ; জল—ধা+কি অধি। সং; পু।

জলধিগা—নদী। উপ; জলধি—গম (গমন করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

জলধিজ—১। চন্দ্র। জলধি হইতে জন্মিয়াছে যে এই বাক্যে উপ; জলধি–জন্ (জন্মা) +ড ক; [প্রসিদ্ধি আছে যে, সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল]। সং; পু। ২। সমুদ্রজাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জলধিজা।

জলধিজা—১। লক্ষ্মী। জলধি হইতে জন্মিয়াছেন যে স্ত্রী এই বাক্যে উপ; জলধি–জন্ (জন্মা)+ড ক+আপ্; [প্রসিদ্ধি আছে যে, সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর জন্ম হয়]। সং; স্ত্রী। ২। সমুদ্রজাতা। বিণ; স্ত্রী।

জলধেনু—দানার্থ কৃত্রিম ধেনু। সং; স্ত্রী।

জলনকুল—উদবিড়াল, ধেড়ে। ৬তৎ। সং; পু।

জলনালী—পয়ঃপ্রণালী, নর্দ্দমা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জলনিকাশ—জলের নির্গমন। ৬তৎ। সং।

জলনিধি—সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

জলনির্গম—১। জলের নিঃসরণ। জলের নির্গম (নির্গমন), ৬তৎ। ২। জলের নিঃসরণপথ, নর্দ্দামা, নালা। জলের নির্গম (নির্গমনপথ), ৬তৎ। সং; পু।

জলনির্গমনী—জলনিকাশের পথ, জলনালী, নর্দ্দামা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জলনীলিকা—শৈবাল, শেওলা। জলনীলী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

জলনীলী—শৈবাল, শেওলা। জল–নীল+অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জলন্ধর—শিবানুচর জনৈক অসুর। জল–ধৃ +খ ক। সং; পু। এই অসুর সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে এইরূপ বৃত্তান্ত লিখিত আছে;—একদা দেবরাজ ইন্দ্র শিবলোকে এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর না করায় ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্রদ্বারা তাঁহাকে সমাহত করেন। তখন সেই পুরুষের ললাটদেশ হইতে বহ্নি নির্গত হইয়া দেবরাজকে দগ্ধ করিতে থাকায় ইন্দ্র তাঁহাকে রুদ্র বলিয়া জানিতে পারেন। তখন দেবরাজ তাঁহাকে স্তবস্তুতিতে তুষ্ট করিলে রুদ্র সেই অনল সাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে এক বালক উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। অতঃপর সমুদ্র সেই বালককে আপনার পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে তাহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহার্থে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা বালককে ক্রোড়ে লইবামাত্র সে ব্রহ্মার দাড়ি ধরিয়া টানাতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে জলধারা নির্গত হইল। তাহাতেই তিনি শিশুর নাম রাখিলেন জলন্ধর। পরে ব্রহ্মা জলন্ধরকে অসুরগণের অধীশ্বর ও শিব ভিন্ন অন্তের অবধ্য হইবার বর প্রদান করেন।

ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া জলন্ধর অসুররাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কালনেমিতনয়া বৃন্দার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর এই অসুর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। ইন্দ্র শিবের শরণাপন্ন হইলে তিনি দুর্বৃত্ত অসুরের প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুই জনে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পতিপ্রাণা সাধ্বী অসুররমণী বৃন্দা পতির মঙ্গল কামনায় একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় বিষ্ণুর প্রসাদে জলন্ধর শিবেরও অবধ্য হইয়া উঠিলেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হইলে, দেবতাদিগের হিতার্থে বিষ্ণু জলন্ধরের বেশ ধারণ করিয়া বৃন্দার নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার তপোভঙ্গ হইল। সেই সময়ে জলন্ধরও শিবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

বিষ্ণুর এইরূপ অন্যায়াচরণের নিমিত্ত সতী বৃন্দা বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "তুমি পতির অনুমৃতা হও, তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে, ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে আমার তুষ্টি জন্মিবে।" অতঃপর বৃন্দা বিষ্ণুর উপদেশমত কার্য্য করিলে তদীয় ভস্ম হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ,এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল।

জল-পড়া—যে জলে মন্ত্রপাঠ করা হইয়াছে, অভিমন্ত্রিত জল। দেশজ। সং।

জলপতি—বরুণ; সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

জলপথ—১। জল যাইবার পথ। ৬তৎ। ২। নদী, সমুদ্র প্রভৃতির উপর দিয়া গমনাগমনের রাস্তা। সং; পু।

জলপাইগুড়ি—বঙ্গ-প্রদেশস্থ রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদূত ইডেন সাহেব (যিনি উত্তরকালে বঙ্গের ছোটলাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) ভুটান রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট অবমানিত হন। ভুটান-রাজ ক্ষমা প্রার্থনা না করায়, ইংরাজ তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন (১৮৬৪-৬৫)। শেষোক্ত অব্দে ইংরাজের সহিত ভুটানরাজ যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহার সর্ত্ত অনুসারে "দুয়ার"-নামক ভূমিখণ্ড ইংরাজের অধিকারে আসে। দুয়ারের পূর্ব্বাংশ, আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত করা হয়। পশ্চিম দুয়ারের কিয়দংশ ১৮৬৭ খৃঃ দার্জ্জিলিঙ্গের সহিত সংযুক্ত করা হয়। অবশিষ্টাংশ এবং রঙ্গপুর জেলা হইতে কিয়দংশ লইয়া ১৮৬৯ খৃঃ জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয়।

জলপাত্র—১। জল রাখিবার বা খাইবার ভাজন। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। উপপত্নী, রক্ষিতা বেশ্যা। দেশজ।

জলপান—১। জল খাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। জলযোগের খাদ্যদ্রব্য, (বিশেষতঃ) চিড়া, মুড়িমুড়কি প্রভৃতি জলখাবার। দেশজ।

জলপানি, জলপানী—জলযোগের ব্যয়; ছাত্রবৃত্তি। দেশজ। সং।

জলপারাবত—পানকৌড়ি। ৬তৎ। সং; পু।

জলপিত্ত—অগ্নি। ৬তৎ। সং; পু।

জলপিপি—কুলেচর বর্গের ১৩।১৬ আঙ্গুল দীর্ঘ পক্ষিবিশেষ (পিপি শব্দ করে বলিয়া ঐরূপ নাম)। দেশজ। সং।

জলপীড়ি—পাদপ্রক্ষালনার্থে জল তদনন্তর উপবেশনার্থে আসন, পাত্র ও আসন। দ্বন্দ্ব। সং।

জলপুষ্প—জলজাত পুষ্প, পদ্মাদি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [বা ক্লী।

জলপূর—জলসমূহ, জলরাশি। ৬তৎ। সং; পু

জলপৃষ্ঠজা—শৈবাল। জলের পৃষ্ঠ=জলপৃষ্ঠ (৬তৎ), তাহাতে জন্মে যে এই বাক্যে উপ। জলপৃষ্ঠ—জন+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

জলপ্রণালী—নর্দ্দামা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

জলপ্রদান—জলদান; প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ।

জলপ্রপাত—পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থান হইতে জলের সবেগে পতন,নিঝর,ঝরণা। জলের প্রপাত (পতন), ৬তৎ। সং; পু। পর্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে নিম্নদেশে আসিবার সময় কোন কোন নদীর জল সহসা অধিক নিম্নে পড়িয়া জলপ্রপাত উৎপন্ন করে।

জলপ্রবাহ—জলস্রোত, জল বহিয়া যাওয়া, জলের টান। ৬তৎ। সং; পু।

জলপ্রায়—১। জলময় দেশ। জলের প্রায় (আধিক্য) যেখানে, বহু। সং; ক্লী। ২। সলিলতুল্য, জলের মত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জলপ্রায়া।

জলপ্রিয়—১। চাতক পক্ষী; মৎস্য। সং; পু। ২। পিপাসার্ত্ত। জল হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জলপ্রিয়া।

জলপ্রেত—জলের ভূত। ৬তৎ। সং; পু।

জলপ্লব—উদবিড়াল, ধেড়ে (otter)। জল–প্লু+অন্ ক। সং; পু।

জলপ্লাবন—জলে দেশ ডুবিয়া যাওয়া, অতিরিক্ত বন্যা। ৬তৎ বা ৩তৎ। সং; ক্লী।

জলপ্লাবিত—জলাপ্লুত, সলিলাচ্ছন্ন, জলময়, জলমগ্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জলবন্ধ, জলবন্ধক—বাঁধ, জলের গতিনিবারক সেতু। ৬তৎ। সং; পু।

জলবায়ু—দেশের জল ও বাতাস; আবহাওয়া। দ্বন্দ্ব। সং; পু। [সং; ক্লী।

জলবুদ্বুদ—জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি। ৬তৎ।

জলভসকা—জলপূর্ণ; পানসে। দেশজ। বিণ।

জলভীতি—জলাতঙ্ক রোগ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জলভূত—জলের প্রেত বা পিশাচ। ৬তৎ। সং ; পু। [লোপী কর্মধা। সং ; স্ত্রী।

জলভূমি—জলপ্রধান ভূমি, জলাভূমি। মধ্যপদ-

জলভৃৎ—১। মেঘ। জল—ভৃ (ধারণ)+ ক্বিপ্ ক। ২। কর্পূরবিশেষ। সং ; পু। ৩। জলধারণকারী। বিণ ; ত্রি।

জলমক্ষিকা—বারিকৃমি, জলের পোকা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জলমগ্ন—জলমধ্যে মজ্জনপ্রাপ্ত, জলে ডুবিয়াছে এরূপ ; জলপ্লাবিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

জলমজ্জন—জলে ডুবা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

জলময়—জলপূর্ণ, জলস্বরূপ, জলাকীর্ণ, সলিল-বহুল, জলে ব্যাপ্ত। জল+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জলময়ী।

জলমসি—মেঘ। জলমিশ্র মসিপ্রায়, মধ্যপদ-লোপী কর্মধা। সং ; পু।

জলমার্গ—জলপথ (সকল অর্থে)। সং ; পু।

জলমার্জার—উদ্‌বিড়াল, ধেড়ে। ৬তৎ। সং ; পু।

জলমুক্ (—মুচ্)—জলধর, মেঘ। জল মোচন করে যে এই বাক্যে উপ ; জল—মুচ (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু। [সং।

জলমুহরী, —মুহান—জলনির্গম-মুখ। দেশজ।

জলমূর্ত্তি—শিব। জল হইয়াছে মূর্ত্তি (অষ্টমূর্ত্তির অন্যতমা মূর্ত্তি) যাহার, বহু। সং ; পু।

জলযন্ত্র—ধারাযন্ত্র, কৃত্রিম ফোয়ারা ; জল তুলিবার কল ; জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত যন্ত্র (সিদ্ধান্ত শিরোমণি-উক্ত যন্ত্রবিশেষ)। সং ; ক্লী।

জলযাত্রা—১। জল আনয়নার্থ গমন। জলের নিমিত্ত যাত্রা (গমন), ৪তৎ। ২। জলের উপর দিয়া গমন। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

জলযান—পোত, নৌকা, জাহাজাদি। জলের যান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জলযোগ—জলপান, জল খাবার খাওয়া। সং।

জলরঙ্ক—কঙ্কপক্ষী, কাঁকপাখী। সং ; পু।

জলরঙ্গ—কঙ্কপক্ষী। জল—রন্‌জ্+অ ক। সং ; পু।

জলরণ্ড—জলাবর্ত্ত ; জলকণা ; সর্প। জল—রন্ড্+অ ক। সং ; পু। [ক্লী।

জলরস—লবণ। জলে রস যাহার, বহু। সং ;

জলরুহ—১। জলোদ্ভূত, জলজাত। বিণ ; ত্রি। জল—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক ক। স্ত্রী জলরুহা। ২। পদ্ম। সং ; ক্লী।

জলবাহ—১। জলবহনকারী। জল বহন করে যে এই বাক্যে উপ ; জল—বহ+ণ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জলবাহী। ২। জলধর, মেঘ। সং ; পু।

জলবাহক—১। সলিলবহনকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জলবাহিকা। ২। জলের ভারী। সং ; পু।

জলবিছাটি—জলে ভিজানা বিছাটি গাছ, এই গাছ গায়ে মারিলে অত্যন্ত জ্বালা করে। দেশজ। সং।

জলবিজ্ঞান—জল সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিদ্যা, বারিবিজ্ঞান। ৬তৎ। দিব্য ও ভৌম ভেদে জল দুই প্রকার। আকাশ-পতিত জল দিব্য, এবং পৃথিবীস্থিত জল ভৌম। দিব্য জল আবার চারি প্রকার—ধারাভব, করকাজাত, তৌষার ও হৈম। ধারারূপে পতিত বৃষ্টির জল ক্ষৌত বস্ত্রে বা ধৌত প্রস্তরে পতিত হইলে তাহাকে ধারাজল বলে। করকা (শিলা) জাত জলকে করকাজল বলে ; নদ্যাদি জলাশয়ের অন্তর্বর্ত্তী তেজঃসংযোগে বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া নীচে পড়িলে তাহাকে তৌষার জল বলে। আর হিমালয়াদি হইতে হেম গলিয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে হেম জল বলে। ভৌম জলের আবার জাঙ্গল, আনূপাদি ভেদ আছে। ভৌম জল বর্ষাকালে গুরুপাক, মধুর ও সারক ; শরৎকালে লঘুপাক। হেমন্ত কালে স্নিগ্ধ, বলকর, ধাতুপোষক এবং গুরুপাক। শিশিরকালে কফ ও বায়ু-নাশক এবং অপেক্ষাকৃত লঘুপাক। বসন্তে কষায়, মধুর ও রুক্ষ। গ্রীষ্মে পাচক। হেমন্তকালে সরোবর ও পুষ্করিণীর জল, বসন্ত ও গ্রীষ্মে কূপোদক ও প্রস্রবণের জল, বর্ষায় ঔদ্ভিদ ও আন্তরীক্ষ জল পান করা বিধেয়। শরৎকালে সকল জলই পান করা যায়। সুশ্রুতের মতে—পৌষে সরোবরের, মাঘে তড়াগের, ফাল্গুনে কূপের জল, চৈত্রে চৌণ্ড্য (চারিদিকে পর্ব্বত দ্বারা আবদ্ধ ও লতাচ্ছাদিত স্বয়ংজাত স্বচ্ছজলাশয়ের জল), বৈশাখে ঝরনার জল, জ্যৈষ্ঠে ঔদ্ভিদ জল (উৎসের জল), আষাঢ়ে কূপের জল, শ্রাবণে আন্তরীক্ষ জল, ভাদ্রে কৌপ জল আশ্বিনে চৌণ্ড্য এবং কার্ত্তিকে সর্ব্ববিধ জল পান করা উচিত।

পশ্চিমবাহিনী নদীর জল লঘু। পূর্ব্ব বাহিনী নদীর জল গুরু। দক্ষিণবাহিনী নদীর জল সমগুণযুক্ত। সহ্যাদ্রিজাত নদীর জল কুষ্ঠরোগজনক, বিন্ধ্যজাত নদীর জল পাণ্ডুকুষ্ঠকর, মলয়জাত নদীর জল ক্রিমিকর, মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদীর জল শ্লীপদ ও উদরাময় রোগজনক, হিমবৎ পর্ব্বতের সন্নিহিত নদীর জল হৃদ্‌রোগ, শিরোরোগ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড উৎপাদক। বেগবতী নদীর জল লঘুপাক, এবং মন্দগামিনী নদীর জল গুরুপাক। বৃষ্টির জল ত্রিদোষ-শান্তিকারক, বলদায়ক, মেধাজনক, রুক্ষঘ্ন, শীতল, প্রফুল্লতাজনক, জ্বরদাহ এবং বিষরোগের শান্তিকর। নদীর জল বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, অগ্নিকর ও লঘু। সরোবরের জল পিপাসা-নাশক, বলকর, কষায়, মধুর ও লঘু। বাপী-জল বাতশ্লেষ্মহর, কষায়, কটুপাক। তড়াগের জল বায়ুবর্দ্ধক, কষায়, কটুপাক ও স্বাদু। কূপের জল পিত্তবর্দ্ধক, কফঘ্ন, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘু। ক্ষুদ্র কূপের জল অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, মধুর। প্রস্রবণের জল অগ্নিকর, কফঘ্ন, দীপক, হৃদ্য ও লঘু। ঔদ্ভিদ জল (ফোয়ারার জল) পিত্তঘ্ন, অবিদাহী, মধুর। কেদারজল মধুর, গুরু ও দোষবর্দ্ধক। জলার জল বহু দোষজনক। ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল মধুর, গুরু ও দোষবর্দ্ধক। সমুদ্রের জল লবণরসযুক্ত, আমিষগন্ধী এবং সর্ব্ববিধ দোষবর্দ্ধক। জঙ্গলপ্রদেশের জল সর্ব্বসদ্গুণযুক্ত, প্রীতিকর, দীপক, বিদাহী, স্বাদু, শীতল ও লঘু। সর্ব্ববিধ ভৌম জল প্রাতেই সংগ্রহ করা উচিত।

জলবিম্ব—জলের বুদ্‌বুদ, জলের ভুড়ভুড়ি। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

জলবিষুব—কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি। জল-প্রধান যে বিষুব, মধ্য কর্মধা। সং ; ক্লী।

জলবিহার—জলকেলি, জলক্রীড়া। জলে বিহার ইতি ৭তৎ, কিংবা জল দ্বারা বিহার ইতি ৩তৎ। সং ; পু।

জলব্যাল—জলঢোঁড়া সাপ। জলস্থিত যে ব্যাল, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু।

জলশায়ী (—শায়িন্)—১। নারায়ণ, বিষ্ণু। জলে শয়ন করে যে এই বাক্যে উপ ; জল —শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক। সং ; পু। ২। জলশয়। বিণ ; পু। স্ত্রী জলশায়িনী।

জলশুক্তি—শম্বূক। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জলশূক—শৈবাল, শেওলা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জলশূকর—কুম্ভীর। ৬তৎ। সং ; পু।

জলসত্র—জলদানরূপ যজ্ঞ, তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল প্রদান বা তাহার স্থান, প্রপা, জলছত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জল-সরা—যাহাতে জল নিঃসৃত হইয়াছে, যাহা হইতে জল পৃথক হইয়াছে। (যেমন, জলসরা কালি, জলসরা দই)।

জলসর্পিণী—জলৌকা, জোঁক। উপপদতৎ। জল—সৃপ+ণিন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

জলসহা, জলসাধা—বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার নিমিত্ত জলসংগ্রহ, নানালোকের বাড়ীতে পুণ্যজল-সন্ধান ; রাজাভিষেক ও অন্যান্য শুভকর্ম্মে পুণ্য তীর্থের জল সংগ্রহ করিতে হয় ; অধুনা বিবাহের কন্যা সখীসহ নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে গিয়া জল সংগ্রহ করে)। দেশজ। সং বা ক্রি।

জলসাৎ—জলে দেয়। জল শব্দ+সাৎ দেয় অর্থে ; বা।

জলসার—জলের আসার বা ধারা, কলসীকলসী

জল ঢালিয়া জলধারা ; সর্পদষ্ট ব্যক্তির অন্তিম অবস্থায় জলসার—নিদানকালের ব্যবস্থা। দেশজ। সং।

জলসিক্ত—জলার্দ্র, ভিজে। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

জলসূচি—১। মৎস্যবিশেষ ; শুশুক ; কাক ; পানিফল, শিঙ্গাড়া। সং ; পু। ২। জোঁক, জলৌকা। সং ; স্ত্রী।

জলসেক—জলসেচন। ৩তৎ। সং ; পু।

জলসেচন—জল ছেঁচা, জল দিয়া ভিজান। ৩তৎ। সং ; ক্লী।

জলস্তম্ভ—স্তম্ভের ন্যায় দৃশ্যমান উৎক্ষিপ্ত জলরাশি (কখন কখন বায়ুপ্রবাহ বা অন্যান্য নৈসর্গিক কারণে নদ্যাদি জলাশয়ের জলীয় বাষ্পসমূহ ঘনীভূত হইয়া থামের আকারে উপর দিকে উত্থিত হয় ; ইহাকেই জলস্তম্ভ কহে)। জলজাত যে স্তম্ভ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জলস্থল—১। জলকুম্ভ, জলাশয়, জলাধার। ৬তৎ। ২। সলিল ও ভূমি। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী

জলস্থলময়—সলিল ও ভূম্যাত্মক, যাহাতে জল ও স্থল উভয়ই আছে। জলস্থল+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -ময়ী।

জলহরি—জলকুণ্ড, জলাশয়,তড়াগ, সরোবর, পুষ্করিণী ; জলা, বিল। দেশজ। সং।

জলহস্তী (-হস্তিন্)—হস্তীর ন্যায় জলজন্তুবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জলহাস—ফেন। ৬তৎ। সং ; পু।

জলা—১। জলাচ্ছন্ন ভূমি, বিল। দেশজ। সং। ২। জলবিশিষ্ট, জলজাত। দেশজ। বিণ।

জলাঞ্জলি—এক অঞ্জলি জল ; দাহের পর প্রেতের প্রীত্যর্থে প্রদত্ত অঞ্জলিবদ্ধ জল (সাধারণতঃ একেবারে ত্যাগ করা বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়)। জলপূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জলাতঙ্ক—জলভীতি রোগ, এই রোগে জল দেখিলেই ভয় হয়—ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুক্কুরের দংশনে এই রোগ জন্মে। ৩তৎ। সং ; পু।

জলাত্মক—জলময়। জল হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জলাত্মিকা।

জলাত্যয়—১। জলের নাশ। জলের অত্যয়, ৬তৎ। ২। শরৎকাল। জলের অত্যয় হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

জলাধার—১। জলস্থিত। জল হইয়াছে আধার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জলাধারা। ২। জলাশয় ; সাগর ; জলপাত্র। জলের আধার, ৬তৎ। সং ; পু।

জলাধিপ—বরুণ। জলের অধিপ, ৬তৎ। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

জলার্ক—জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য। জলস্থিত অর্ক, মধ্যপদলোপী

জলার্থী (জলার্থিন্)—জলপ্রার্থী, জলযাচী, তৃষ্ণাতুর। জলের অর্থী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী জলার্থিনী। [৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

জলার্দ্র—জলসিক্ত, ভিজা। জল দ্বারা আর্দ্র,

জলার্দ্রা—১। জলসিক্তা। জলদ্বারা আর্দ্রা, ৩তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। জল দ্বারা আর্দ্র ব্যজন, ভিজা পাখা। সং ; স্ত্রী।

জলালুকা—জলৌকা, জোঁক ; ঝিনুক প্রভৃতি। সং ; স্ত্রী। [আবর্ত্ত, ৬তৎ। সং ; পু।

জলাবর্ত্ত—জলভ্রম,জলের পাক,ঘূর্ণিজল। জলের

জলাশয়—১। জলাধার, সমুদ্রনদতড়াগাদি। জলের আশয়, ৬তৎ। সং ; পু। ২। জড়াত্মা। জল (জড়) হইয়াছে আশয় (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ।

জলি, জুলিয়স ই (Julius E Jolly)—জর্ম্মাণ পণ্ডিত। জন্ম ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর, হাইডেলবর্গ (Heidelberg) নগরে। ভাষাতত্ত্ব, প্রাচ্যভাষা ও ব্যবহার শাস্ত্র এই তিনটিই ইনি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত হস্তলিপি পাঠ করিবার জন্য ইনি মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে গমন করিতেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে আসেন এবং ঠাকুর-ল-লেক্‌চারার পদে দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। হিন্দু-স্মৃতিশাস্ত্রে ইনি বিশেষ পণ্ডিত। মানবধর্ম্মশাস্ত্র, নারদসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইনি অনুবাদিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

জলুয়া, জলো—জলতুল্য, জলবিশিষ্ট, জলমিশ্রিত,জলে জাত। দেশজ। বিণ। [সং।

জলুস—দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, চমক, জাঁক। বৈদেশিক।

জলেচর—জলচর (তাহা দেখ)। অলুক্ সমাস।

জলেন্ধন—বাড়বাগ্নি, বাড়বানল। জল হইয়াছে ইন্ধন যাহার, বহু। সং ; পু।

জলেবাহ—ডুবুরি। জলে-বহ+বণ্ ক। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

জলেশ—জলাদিপতি বরুণ ; সমুদ্র। জলের ঈশ,

জলেশয়—১। বিষ্ণু ; মৎস্য। অলুক্ উপ ; জলে-শী+অন্ ক। সং ; পু। ২। জলস্থিত। বিণ ; ত্রি।

জলেশ্বর—সমুদ্র ; শিববিশেষ ; জলাধিপতি, বরুণ। ৬তৎ। সং ; পু।

জলোকা—জোঁক। জল হইয়াছে ওক (আশ্রয়, স্থান) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

জলোচ্ছ্বাস—জলের স্ফীতি, জল ফুলিয়া উঠা ; পরীবাহ ; জলপ্লাবন। জলের উচ্ছ্বাস, ৬তৎ। সং ; পু।

জলোদর—উদররোগবিশেষ, উদরী। জল হয় উদরে যাহা হইতে, বহু। সং ; ক্লী।

জলোদরী—উদরস্ফীততা রোগবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

জলোদ্গার—জল উঠা। জলের উদ্গার, ৬তৎ। সং ; পু।

জলোদ্ভব—জলজাত, জলজ। জল হইতে বা জলে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

জলোরগী—জলৌকা, জোঁক। জলের উরগী, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জলৌকস্—জলৌকা দেখ।

জলৌকস—জলৌকা, জোঁক। জল হইয়াছে ওকস্ (বাসস্থান) যাহার ইতি বহুব্রীহি, সমাসে অ প্রত্যয়। সং ; পু।

জলৌকা—জোঁক। জল ওক (আশ্রয়স্থান) যে প্রাণীর, বহু। সং ; স্ত্রী।

জলৌকাঃ (জলৌকস্)—জলৌকা,জোঁক। জল ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

জলৌষধি—জলে উৎপন্ন ঔষধবিশেষ, ব্রাহ্মীশাক প্রভৃতি। জলজাত ওষধি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [গা।

জল্জল—উজ্জ্বলতা; জ্বালবৎ ; জলবৎ। দেশজ।

জল্প—জল্পনা। জল্প+অল্ ভা। সং ; পু।

জল্পক, জল্পাক—অতিরিক্ত কথক, বাচাল। জল্প+ণক, ষাক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জল্পিকা।

জল্পনা—কথন, বলা ; বাচালতা। জল্প (কথ বলা)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

জল্পিত—১। কথিত ; প্রস্তাবিত। জল্প (কথ বলা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জল্পিতা। ২। জল্পন,কথন। জল্প+ক্ত ভা। সং ; ক্লী

জল্লাদ—ঘাতক, শিরশ্ছেদক। বৈদেশিক। সং।

জব—১। বেগবান্ ; দ্রুতগামী। জু+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জবা। ২। বেগ। জু (বেগে চলা)+অল্ ভা। সং ; পু।

জব চার্ণক—কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৬৫৫–৫৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া বিলাত হইতে এদেশে আসেন সে সময়ে হুগলীতেও কোম্পানির কুঠি ছিল। বাঙ্গালার নবাবের সহিত কোম্পানির বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ১৬৮৬ অব্দে চার্ণক হুগলী লুণ্ঠন করেন ; কিন্তু দুই মাস পরে ইংরাজেরা হুগলী ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। চার্ণক সমুদায় মালপত্র জাহাজে বোঝাই দিয়া ভাগীরথী (হুগলী নদী) ভাটাইয়া সুতানুটিতে নোঙ্গর ফেলেন, এবং কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি এই তিনখানি গ্রাম লইয়া কলিকাতার সূত্রপাত করেন। গ্রাম তিনখানি তৎকালে জলা ও জঙ্গলময় ছিল। চার্ণক এখানে থাকিয়া নবাবের নিকট দ্বাদশটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণের ভূমি, একটি টাঁকশাল নির্ম্মাণের অনুমতি এবং মুসলমান কর্ত্তৃক কোম্পানির লুণ্ঠিত ধন পুনঃপ্রাপ্তির দাবি ছিল। তদুত্তরে নবাব ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। প্রত্যুত্তরে

চার্ণক সম্রাটের লবণ-গোলা ধ্বংস করেন, সপ্তগ্রামের নিকটস্থ টানা গ্রাম বিধ্বস্ত করেন, এবং বালেশ্বর লুণ্ঠন করিয়া হিজলী অধিকার করেন। ইহার তিনমাস পরে ইংরাজরা উলুবেড়িয়ায় উপনিবেশ স্থাপন এবং হুগলীতে পুনর্ব্বার বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু চার্ণক ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনার পূর্ব্ব দাবিগুলি পূরণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। তাহাতে বিফলচেষ্ট হইয়া ইনি কোম্পানির লোকজনদিগকে লইয়া মান্দ্রাজ প্রস্থান করেন। পরবর্ত্তী নবাব ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে চার্ণক-চালিত ইংরাজরা ১৬৯০ অব্দের ২৪শে আগষ্ট সুতানুটিতে ফিরিয়া আসেন। এখানে চার্ণক একটী হিন্দুমহিলার পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক গৃহস্থালী পাতিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। মহিলাটী ১৫ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া পতির সহিত সহমরণে যাইতেছিলেন। চার্ণক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উদ্ধারপূর্ব্বক বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার কয়েকটী পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। ১৬৯৩ অব্দে এই রমণীর মৃত্যু হয়। শেষ বয়সে চার্ণককে অতিশয় অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

জবন—১। বেগবান্ অশ্ব; মৃগবিশেষ; দেশবিশেষ, আরবদেশ; ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। সং; পু। ২। বেগ। জু (বেগে চলা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। বেগবান্, দ্রুতগামী। জু+অন ক। বিণ, ত্রি। স্ত্রী জবনা।

জবনিকা, জবনী—জবনজাতীয়া স্ত্রী; পর্দ্দা। জবনী=জবন+ঈপ্; জবনিকা=জবনী শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

জবস—তৃণ। জু+অসচ্ ক। সং; পু বা ক্লী।

জবহর বাই—মিবারের সুপবিত্র রাঠোর বংশে এই বীররমণী জন্মগ্রহণ করেন। শিশোদীয় বংশীয় মিবাররাজ বিক্রমজিতের সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি বীরত্বের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। সর্ব্বদা বীরপুরুষদিগের মহিমময় গাথা শ্রবণ করিতে করিতে ইঁহার হৃদয় বীররসে পূর্ণ হইয়া উঠিত। মিবাররাজ বিক্রমজিৎ নানা কারণে সর্দ্দারগণের অপ্রীতিভাজন হইলে ছিদ্রান্বেষী গুর্জ্জররাজ বাহাদুর শাহ মিবার আক্রমণের সুযোগ প্রাপ্ত হন। রাণা বিক্রমজিৎ যখন বুন্দিপ্রদেশে লৈবা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন বাহাদুর শাহ গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রাণার পরাজয় হয়। এদিকে বাহাদুর শাহের সেনাপতি লারি খাঁ আসিয়া চিতোর আক্রমণ করেন, এবং বারুদের সাহায্যে চিতোর দুর্গের একাংশ ভগ্ন করিয়া দেন। ইহাতে বহু রাজপুত-সৈন্য হত হওয়ায় দুর্গ এক-প্রকার অসহায় হইয়া পড়ে, এবং মুসলমান-গণ দুর্গপ্রবেশে উদ্যত হয়। তখন রাণী জবহর বাই স্বয়ং বীরবেশে সজ্জিত হইয়া অসি ধারণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের গতিরোধার্থ অগ্রসর হন, এবং অতুল সাহস ও পরাক্রম-সহকারে শত্রুনিপাত করেন। তাঁহার পরাক্রমে শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়-নোদ্যত হয়। পরিশেষে সহসা শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া ইনি অমরধামে প্রস্থান করেন। ইহা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা।

জবা—১। বেগবতী, দ্রুতগামিনী। জব দেখ। জব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ বা পুষ্প। জপ (জপ করা)+অল্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

জবী (জবিন্)—১। দ্রুতগামী, বেগবান্। জব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী জবিনী। ২। অশ্ব; উষ্ট্র। সং; পু।

জশম পার্শ্ববিশিষ্ট ক্ষুদ্র সুধাকার সোণার বাহুভূষণবিশেষ। দেশজ। সং।

জম্বুরি—বজ্র। জস্+উরি ক। সং; পু।

জম্বুস্বামী—জনৈক সাধুপুরুষ। অশুরের বোধ হয় বর্দ্ধমান যোয়াবা ইঁহার জন্মস্থান ছিল। ইনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। ইনি স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিতেন, এবং তদ্দ্বারা যাহা পাইতেন, তাহা সাধুসেবায় ব্যয় করিতেন। ইঁহার একখানি লাঙ্গল ও দুইটী বলদ ছিল। একবার এক চোর ক্ষেত্র হইতে ইঁহার বলদ দুইটী চুরি করিয়া লইয়া যায়। উক্ত চোর বলদ দুইটীকে নিজ বাটীতে রাখিয়া আসিয়া দেখে যে, জম্বুস্বামীর ক্ষেত্রে অবিকল সেইরূপ দুইটী বলদ বাঁধা আছে। চোর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, সে বলদদুইটীকে যেমন রাখিয়া গিয়াছিল তেমনই আছে। আবার ফিরিয়া আসিয়া ক্ষেত্রে বলদ দেখিতে পাইল। তখন সে জম্বুস্বামীর অসাধারণ মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেরু সাধুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। সাধুপুরুষ তাহাকে ক্ষমা করিয়া শিষ্য করিলেন। সাধুসঙ্গে এই চোরও একজন পরম সাধু হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তমাল গ্রন্থে এই সাধুপুরুষের বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

জহক—১। ত্যাগকর্ত্তা, ত্যাগী। হা (ত্যাগ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জহিকা। ২। নির্ম্মোক; কাল। সং; পু।

জহৎ—ত্যজন, যে ত্যাগ করিতেছে বা করে; ছাড়িতে ছাড়িতে। হা (ত্যাগ করা)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী জহতী।

জহৎস্বার্থা—স্বার্থত্যাগবিশিষ্টা লক্ষণা, যে লক্ষণা স্বীয় অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করে। জহৎ স্বার্থ যৎকর্তৃক, বহু। সং; স্ত্রী।

জহর—জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তরবিশেষ; বিষ, গরল; বিষপানে বা অন্য উপায়ে স্বেচ্ছায় জীবন-বিসর্জ্জন। বৈদেশিক। সং।

জহরৎ—মণিমুক্তা। বৈদেশিক। সং।

জহরব্রত—রাজপুতানার কোন রাজ্য অজেয় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে এবং রাজ্য-রক্ষার উপায় না দেখিলে রাজপুত রমণী-গণ সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত জ্বলন্ত হুতাশনে দেহ সমর্পণ করিত, এবং রাজপুত পুরুষগণ অসিহস্তে রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিত; এইরূপ অনুষ্ঠানের নাম জহরব্রত। সং। [সং।

জহরী, জহুরী—মণিমুক্তাবিক্রেতা। বৈদেশিক।

জহ্নু—গঙ্গালাভী রাজর্ষিবিশেষ। ইঁহার পিতার নাম সুহোত্র। জহ্নু অতিশয় তপঃপরায়ণ রাজা ছিলেন, এবং সর্ব্বদা যজ্ঞাদি কার্য্যে রত থাকিতেন। সগরবংশের উদ্ধারার্থে যে সময় ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া আসেন, সেই সময়ে গঙ্গার জলপ্রবাহে ইঁহার যজ্ঞদ্রব্যাদি ভাসিয়া যায়। তাহাতে জহ্নু রোষাবিষ্ট হইয়া তপোবলে গঙ্গাকে পান করেন। পরে ভগীরথের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণপথে (মতান্তরে জানু বিদীর্ণ করিয়া) গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তাহাতেই গঙ্গার নাম হয় 'জাহ্নবী'। হা (ত্যাগ করা)+নু ক। সং; পু। [স্ত্রী।

জহ্নুকন্যা, জহ্নুতনয়া—গঙ্গা। ৬তৎ। সং;

জহ্নুসপ্তমী—বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। সং, স্ত্রী।

জহ্নুসুতা—জাহ্নবী, গঙ্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জাং—উরু, জঙ্ঘা। জঙ্ঘা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

জা—যাতা, পতির ভ্রাতৃজায়া। সং; স্ত্রী।

জাই—জাতিপুষ্প, চামেলী ফুল। প্রা, ক। সং।

জাইগীর, জায়গীর—রাজদত্ত নিষ্কর বা স্বল্পকর ভূমি। বৈদেশিক [ব্যক্তি। বৈদেশিক।

জাইগীরদার, জায়গীরদার—জাইগীর-ভোগী

জাউ—১। ক্ষুদ সিদ্ধ, মণ্ড। দেশজ। ২। মণ্ড, মাড়। প্রা, ক। সং।

জাওর—ভুক্ত বস্তু উদ্গিরণপূর্ব্বক পুনরায় চর্ব্বণ, রোমন্থন। পিষ্টচর্ব্বণ বা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। দেশজ। সং। জাওর কাটা—রোমন্থন করা। [দেশজ। সং।

জাওলা—মাছ রাখিবার একপ্রকার টাঙ্গা।

জাঁক—আড়ম্বর, সমারোহ; বড়াই, গর্ব্ব, দেমাক। বৈদেশিক। সং।

জাঁকজমক—(বৈদেশিক শব্দ) আড়ম্বর ও উদ্যমের সহিত কার্য্য। সং।

জাঁকড়—দর্শন কিংবা পরীক্ষার জন্য দ্রব্যের

বদলে অঙ্গীকার কিংবা টাকা জমা; ভূসম্পত্তি বাঁধা রাখা যাহাতে তাহার আয় হইতে কর্জ্জ টাকার সুদ পাওয়া যাইতে পারে। দেশজ। সং।

জাঁকড়ী—জাঁকড়ে রক্ষিত। দেশজ। বিণ।

জাঁকাল—জাঁকজমকযুক্ত, জড়কাল, জড়ংদার, আড়ম্বরময়, ঘটাপূর্ণ। দেশজ। বিণ।

জাঁত, যাঁত—জলসেচনার্থ দ্রোণীযন্ত্রে ব্যবহৃত দীর্ঘ বংশ বা কাষ্ঠদণ্ড; চাপ, কষণ বা কষুনি। দেশজ। সং।

জাঁতা, যাঁতা—পেষণযন্ত্র; অগ্নি উদ্দীপনার্থ বায়ুযন্ত্র, ভস্ত্রা। যন্ত্র শব্দজ। সং।

জাঁতী, যাঁতী—সুপারি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। সং। [দেশজ। সং।

জাঁতীকল,যাঁতীকল—ইন্দুর মারিবার যন্ত্রবিশেষ।

জাঁদরেল—ইংরাজী জেনারেল (General) শব্দের অপভ্রংশ।

জাঁদরেল কালু—কালীচরণ ঘোষ দেখ।

জাঁহাপনা—জগৎপতি, রাজাধিরাজ, মহারাজ। বৈদেশিক। সং।

জাক—যার, যাহার; যাকে,যাহাকে। প্রা, ক।

জাগ—১। যাগ, যজ্ঞ। সং। ২। জাগায়, জাগরিত করে। প্রা, ক। ক্রি। ৩। জাগ্রৎ হও বা থাক, নিদ্রা ত্যাগ কর। ক্রি। ৪। পাট প্রভৃতি জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখা; পত্রাদির মাঝে রাখিয়া ফল পাকান। দেশজ। সং।

জাগন্ত—জাগ্রৎ, সজাগ, বিনিদ্র, যে জাগিয়াছে বা জাগিয়া আছে। দেশজ। বিণ।

জাগর—১। জাগরণ, জাগা। জাগৃ+অল্ ভা। ২। বর্ম্ম, সাঁজোয়া। জাগৃ+অন্ ক। সং; পু।

জাগরণ—অনিদ্রা, নিদ্রারাহিত্য, জাগিয়া থাকা; অপ্রমাদ, সাবধানতা। জাগৃ (জাগা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

জাগরা—নিদ্রারাহিত্য, জাগরণ; সাবধানতা, অপ্রমাদ। জাগৃ (জাগা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জাগরিত—১। বিনিদ্র, নিদ্রা হইতে উত্থিত। জাগৃ (জাগা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাগরিতা। ২। জাগরণ। জাগৃ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

জাগরিতা—বিনিদ্রা, নিদ্রোত্থিতা। জাগরিত দেখ। জাগরিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জাগরিতা (-রিতৃ)—জাগরণশীল, বিনিদ্র। জাগৃ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী জাগরিত্রী।

জাগরী (জাগরিন্)—নিদ্রারহিত। জাগরা শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী জাগরিণী।

জাগরূক—জাগরণশীল; অপ্রমত্ত, অবহিত; সাবধান। জাগৃ+ঊক ক। বিণ; ত্রি।

জাগর্তি, জাগর্য্যা—জাগরণ; অপ্রমাদ, অবধান। জাগৃ (জাগা)+ক্তি, পক্ষান্তরে ক্যপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জাগা—১। জাগরণ, জাগিয়া থাকা। দেশজ; সং। ২। জাগরিত, জাগ্রৎ, সজাগ। বিণ। ৩। জাগ্রৎ বা জাগরিত হওয়া; জাগন্ত থাকা, না ঘুমান। দেশজ। ক্রি।

জাগাত,জাগাতি—শুল্ক আদায়কারী। প্রা, ক।

জাগান—জাগরিত করা, ঘুম ভাঙ্গান, জাগন্ত করা; জাগ দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

জাগুড়—কুঙ্কুম। বহুলুগন্ত গুনড় (পুনঃ পুনঃ পেষণ করা,ইত্যাদি)+অন্ ক। সং; ক্লী।

জাগ্রৎ—জাগরণশীল, বিনিদ্র, সজাগ। জাগৃ +শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী জাগ্রতী।

জাগ্রৎস্বপ্ন—জাগ্রৎ অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখা যায়; অসম্ভব কল্পনা; আকাশকুসুম। সং; পু।

জাঙ,জাঙ্গ—উরু,উরত। জঙ্ঘা শব্দের অপভ্রংশ।

জাঙ্গল—১। কপিঞ্জল পক্ষী; বন্যমৃগাদি পশু; দেশবিশেষ, অল্প উদক ও তৃণবিশিষ্ট এবং প্রচুর আতপ ও ধান্যাদি সংযুক্ত দেশকে জাঙ্গল বলে। জঙ্গল+ষ্ণ। সং; পু। ২। মাংস। সং; ক্লী। ৩। জঙ্গলসম্বন্ধীয়; বন্য; অসভ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাঙ্গলী

জাঙ্গলি, জাঙ্গলিক—১। জঙ্গলবাসী। জঙ্গল+ফি, ফিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাঙ্গলিকী। ২। বিষবিষয়ক বৈদ্য। সং। পু।

জাঙ্গলী—১। জঙ্গলসম্বন্ধীয়া, ইত্যাদি। জাঙ্গল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বিষবিষয়ক বিদ্যা। সং; স্ত্রী।

জাঙ্গাল—আলি, সেতু, বাঁধ। দেশজ। সং

জাঙ্গিয়া—জঙ্ঘামাত্র আচ্ছাদক অন্তর্বাস, ল্যাঙোটি। হিন্দী। সং। [স্ত্রী।

জাঙ্গুল—বিষ। জঙ্গল+ষ্ণ, নিপাতনে। সং; ক্লী।

জাঙ্গুলিক—জাঙ্গলি,জাঙ্গলিক, বিষবৈদ্য। জাঙ্গুল +ফিক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

জাঙ্গুলী—বিষবিষয়ক বিদ্যা। জাঙ্গুল+ঙীপ্।

জাঙ্ঘিক—১। জঙ্ঘাল, দ্রুতগামী; জঙ্ঘোপজীবী। জঙ্ঘা+ফিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাঙ্ঘিকী। ২। উষ্ট্র। সং; পু।

জাজলি—তপোনিরত জনৈক ব্রাহ্মণ। ঋষি অথর্ববেদজ্ঞ পথ্যের শিষ্য ছিলেন। কঠোর তপস্যা দ্বারা ইনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, এবং যোগীর বিভূতিস্বরূপ সর্বত্র গতায়াত ও সর্ববিষয় দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। জাজলি মনে করিলেন, আমি একজন অদ্বিতীয় লোক হইয়া পড়িয়াছি। সেই সময়ে আকাশে দৈববাণী হইল যে, সেরূপ মনে করা তাঁহার উচিত নয়, এমন কি কাশীর তুলাধারও সেরূপ মনে করিতে পারেন না। অতঃপর জাজলি কাশীধামে গমনপূর্ব্বক তুলাধারের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন।

জাজিম—সূচিকর্ম্ম শোভিত বা ফুলদার বিছানার চাদর। বৈদেশিক। সং।

জাজ্বল্যমান—দেদীপ্যমান; অত্যুজ্জ্বল, প্রকৃষ্ট। যঙন্ত জ্বল+শানচ্ ক। বিণ; ত্রি।

জাট, জাঠ—ঘানিগাছের মধ্যস্থ নাতিদীর্ঘ স্থূল কাষ্ঠখণ্ড; হুঁকার নলিচা; পশ্চিম দেশীয় হিন্দু জাতিবিশেষ। দেশজ। সং।

জাঠর—১। উদরসম্বন্ধীয়। জঠর শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাঠরী। ২। জঠরাগ্নি। সং; পু।

জাঠা—১। অস্ত্রবিশেষ, লৌহদণ্ড। প্রা, ক। ২। তীর্থযাত্রীর দল। প্রাদেশিক। সং।

জাড়—শীত, হিম। প্রাদেশিক। প্রা, ক। সং।

জাড়া—জাড়, শীত। হিন্দী। সং।

জাড়ি, জাড়ী—জাড়, শীত; রোগাদি কারণে গাত্রময় ক্ষুদ্র ব্রণোদ্গম। প্রাদে। সং।

জাড্য—জড়তা; দীর্ঘসূত্রতা; আলস্য; মূর্খতা; শুষ্কীভাব। জড় শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং;ক্লী।

জাৎ, জাত—আসল; আনীত, রক্ষিত। দেশজ। বিণ।

জাত—১। উৎপন্ন, উদ্ভূত; শিশু; ব্যক্ত, প্রকাশিত; প্রশংসিত, প্রশস্ত। জন+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতা। ২। উৎপত্তি; জাতি, প্রকার; সমূহ; ব্যক্তি। জন+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

জাতক—১। জাত, উৎপন্ন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতকা, জাতিকা। ২। ভূমিষ্ঠ সন্তানের শুভাশুভনিরূপক পুস্তক; জাতকর্ম্ম। জাত+কণ্। সং; ক্লী।

জাতকর্ম্ম (-কর্ম্মন্)—সংস্কারবিশেষ; সন্তানের জন্মকালে কর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ। [সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে নাড়ীচ্ছেদ এবং স্তনদানের পূর্ব্বে পিতা কৃতস্নান হইয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে প্রক্ষালিত শিলায় ব্রহ্মচারী,কুমারী, গর্ভবতী, বা শ্রুতবাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ব্রীহিযব গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে শিশুর জিহ্বায় স্পর্শ করাইবেন, এবং সুবর্ণদ্বারা ঘৃত লইয়া বালকের জিহ্বায় দিবেন]। জাতের (জাত শিশুর) কর্ম্ম, ৬তৎ। সং; ক্লী।

জাতক্রিয়া—জাতকর্ম্ম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জাতক্রোধ—১। উৎপন্ন ক্রোধ বা কোপ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ক্রুদ্ধ, যাহার ক্রোধ জন্মিয়াছে। জাত হইয়াছে ক্রোধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতক্রোধা।

জাতচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—যাহার চোখ ফুটিয়াছে এরূপ। জাত চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

জাতদন্ত—উদ্গত-দশন, যাহার দাঁত জন্মিয়াছে বা গজাইয়াছে। জাত হইয়াছে দন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতদন্তা।

জাতপক্ষ—উদ্গত-পতত্র, যাহার পাখা বা পালক উঠিয়াছে এরূপ। জাত পক্ষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পক্ষা।

জাতপত্র—১। উদ্গত-পর্ণ, যাহার পাতা গজাইয়াছে এরূপ। জাত পত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জন্মপত্র, কোষ্ঠী। প্রা, ক। সং।

জাতমাত্র—জন্মমাত্রেই, জন্মিয়াই, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র। জাত+মাত্র। ব্য।

জাতবেদাঃ (—বেদস্)—অনল, অগ্নি। জাত—বিদ (লাভ করা)+অস্ ক; জাতমাত্রকে পায় যে, অর্থাৎ জাতমাত্রেরই (প্রাণিমাত্রেরই) জঠরে অবস্থিতি করে যে, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; পু।

জাতব্যবহার—প্রাপ্ত-ব্যবহার, প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। জাত হইয়াছে ব্যবহার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতব্যবহারা।

জাতশত্রু—শত্রুমান্। জাত (উৎপন্ন) শত্রু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

জাতাঙ্কুর—১। যাহার আঁকুর জন্মিয়াছে এরূপ, যাহা কলাইয়াছে, অঙ্কুরিত। জাত অঙ্কুর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। নবোদ্গত অঙ্কুর, গজান আঁকুর, নূতন কল। জাত যে অঙ্কুর, কর্ম্মধা। সং; পু।

জাতাপত্যা—সন্তানপ্রসবিনী, সন্তান প্রসব করিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। জাত হইয়াছে অপত্য (সন্তান) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

জাতাশৌচ—জননাশৌচ, সন্তানের জন্মজন্য অশুচি অবস্থা। জাতজন্য যে অশৌচ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জাতি—১। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ; একশ্রেণীস্থ যাবতীয় পদার্থের অসাধারণ ধর্ম্ম, গোত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি নিত্য এবং অনেক-সমবেত ধর্ম্ম, ঘটত্বাদি [জাতির লক্ষণ এই—যাহার আকৃতি (সংস্থান) দ্বারা জ্ঞান হয়, যে সকল লিঙ্গ ভজনা না করে, যাহা একবার উপদেশ দ্বারা গৃহীত হইতে পারে, তাহাকে জাতি কহে; গোত্র এবং চরণও জাতি]। মালতীপুষ্প; অলঙ্কারবিশেষ; ষড়্জাদি সপ্তস্বর। জন+ক্তিচ্ ক। ২। জন্ম, উৎপত্তি; প্রকার, শ্রেণী; বংশ। জন (জন্মা)+ক্তি ভা। ৩। চুল্লী। জন+ক্তি অধি। সং; স্ত্রী।

জাতি-কোশ,—কোষ—জায়ফল। সং; ক্লী।

জাতিগত—জাতিসংক্রান্ত, জাতিসম্বন্ধীয়। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতিগতা।

জাতিচ্যুত—জাতিভ্রষ্ট, কোন অশাস্ত্রীয় বা অসামাজিক কার্য্য জন্য যাহার জাতি গিয়াছে। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চ্যুতা।

জাতিচ্যুতি—জাতিভ্রংশ, সমাজ হইতে বহিষ্কৃতি, জাত যাওয়া। ৫তৎ। সং; স্ত্রী।

জাতিতত্ত্ব—জাতিসমূহের বিভাগ ও পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ে অনুসন্ধানবিদ্যা (Ethnology)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জাতিধর্ম্ম—১। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অসাধারণ ধর্ম্ম, বিশিষ্ট গুণ। জাতির ধর্ম্ম, ৬তৎ। ২। হিন্দু মুসলমানাদি কিংবা ইউরোপীয় ভারতবর্ষীয় প্রভৃতির জাতিগত আচার ব্যবহার এবং পারলৌকিক বিশ্বাসাদি। জাতি এবং ধর্ম্ম, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

জাতিধ্বংস—জাতিনাশ, কোন জাতির সম্পূর্ণ বিলোপ। ৬তৎ। সং; পু।

জাতিনাশ—জাতিধ্বংস; জাতিভ্রংশ, জাতিচ্যুতি, জাতিপাত। ৬তৎ। সং; পু।

জাতিপাত—জাতিভ্রংশ, জাতিনাশ। ৬তৎ। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জাতিফল—জায়ফল। জাতিনামক যে ফল, মপী

জাতিব্রাহ্মণ—তপঃ ও শ্রুতিহীন ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ—তদ্রূপ কিছুই করে না। ৭তৎ। সং; পু।

জাতিভেদ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির পৃথক্ জ্ঞান। ৬তৎ। সং; পু।

জাতিভ্রংশ—জাতিনাশ। ৬তৎ। সং; পু।

জাতিভ্রষ্ট—জাতিচ্যুত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতিভ্রষ্টা।

জাতিমালা—জাতিসমূহের বিশেষ বিবরণজ্ঞাপক গ্রন্থবিশেষ। সং; স্ত্রী।

জাতিয়া—উড়িয়া দেওয়া। প্রা, ক।

জাতিবর্ণ—আর্য্য ম্লেচ্ছাদি জাতি ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ; হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি এবং গায়ের রঙ্গ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে—জাতি এবং বর্ণের ভেদবিচার না করিয়া; সকল জাতি এবং বর্ণের প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে। জাতি বর্ণের বিশেষ নাই যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

জাতিবিদ্বেষ—এক জাতির অপর জাতির প্রতি হিংসা বা ঘৃণা। সং; পু। [ক্লী।

জাতিবৈর—স্বাভাবিক শত্রুতা। ৩তৎ। সং;

জাতিসঙ্কর—বর্ণসঙ্কর দেখ।

জাতিসঙ্ঘ—বহু জাতির একত্র মিলন বা মিলিত দল (League of Nations)। ৬তৎ। সং; পু।

জাতিস্মর—পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তজ্ঞ, পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারে যে এরূপ। জাতির (পূর্ব্বজন্মের) স্মর (স্মরণকর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতিস্মরা।

জাতী—১। কাত্যা, ইত্যাদি। জাত্য দেখ। জাত্য+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মালতীপুষ্প, চামেলীফুল। জাতি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জাতীপত্রী—জৈত্রী। সং; স্ত্রী।

জাতীফল—জায়ফল। সং; ক্লী।

জাতীয়—জাতিসম্বন্ধীয়; তৎপ্রকার। জাতি শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতীয়া।

জাতীশ্বর—বর্ণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ। জাতিদিগের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

জাতু—কদাচিৎ; সম্ভাবনা; নিন্দা; নিষেধ। জৈ (ক্ষয় হওয়া)+তুন্ ক। ব্য। [ক্লী।

জাতুক—হিঙ্গু, হিং। জতুক+ষ্ণ স্বার্থে। সং;

জাতুধান—রাক্ষস। জাতু (কদাচিৎ) হইয়াছে ধান (সন্নিধান) যাহার, বহু। সং; পু।

জাতুষ—জতুনির্ম্মিত। জতুস্+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাতুষী।

জাতুকর্ণ—জনৈক মুনি। সং; পু।

জাতুকর্ণী—বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ভবভূতির জননী। সং; স্ত্রী।

জাতেষ্টি—জাতকর্ম্মসংস্কার। জাতের ইষ্টি, ৬তৎ; অথবা জাতে (পুত্রজননে) ইষ্টি, ৭তৎ। স্ত্রী।

জাত্রির—যাত্রী। প্রা, ক।

জাত্রিরী—যাত্রী। গ্রাম্য। সং।

জাত্য—কাম্য, কমনীয়; কুলীন; শ্রেষ্ঠ। জাতি+ষ্য সাধু অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাত্যা, জাতী।

জাত্যন্ধ—জন্মান্ধ, আজন্মদৃষ্টিশক্তিহীন। জাতি (জন্ম) দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জাত্যভিমান—জাতির গর্ব্ব, "আমি ব্রাহ্মণ, আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ" ইত্যাকার গর্ব্বপূর্ণ ভাব। জাতির অভিমান, ৬তৎ। সং; পু।

জাত্যভিমানী (—মানিন্)—জাত্যভিমানযুক্ত, শ্রেষ্ঠ জাতিভুক্ত বলিয়া গর্ব্বিত, উচ্চ কুলে জন্মহেতু অহঙ্কৃত। জাত্যভিমান+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—মানিনী।

জান—বস্ত্র, কাপড়; ফিতা, রেশমী ফিতা। প্রা, ক। সং। [পু।

জাদা—কুমার, তনয়, পুত্র। বৈদেশিক। সং;

জাদী—কুমারী, পুত্রী, কন্যা। বৈদেশিক। সং; স্ত্রী।

জাদু—মায়া, ভেল্কী, কুহক। বৈদেশিক।

জাদু, জাদুমণি—আদরে বাৎসল্যে শিশুর নাম। দেশজ। সং।

জাদুকর—যাদুকর দেখ।

জান—১। প্রাণ; সারাংশ; স্ত্রী। জন+ঘঞ্ ণ। ২। জ্ঞাতা। জ্ঞা+শ ক। সং; পু। ৩। গণক, গণৎকার। প্রাদেশিক। ৪। পরলোকগত আত্মা এবং যিনি তাহাদের কথা শুনিতে পান তাদৃশ ব্যক্তি; (সঙ্গীত শাস্ত্রে) যে স্বরটী যে রাগের প্রধান। বৈদেশিক। সং। ৫। জ্ঞাত আছ; জ্ঞাত হও। ।দেশজ। ৬। জ্ঞান; জানে। প্রা, ক। ক্রি।

জানকী—জনকনন্দিনী, সীতা। জনক+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জানকীনাথ—শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

জানকীনাথ বসু—১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে

ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে গ্রামস্থ Higher Anglo Sanskrit School নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, পরে কলিকাতায় Calcutta Schoolএ প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৭৭ খৃঃ ঐ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কটকে ইঁহার ভ্রাতা কর্ম্মসূত্রে অবস্থান করায় ইনিও তথায় থাকিয়া Ravenshaw College হইতে এফ, এ পাশ করেন। ১৮৮২ খৃঃ ইনি বি, এ পাশ করিয়া কিছুদিন Albert Collegeএ অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জয়নগর স্কুলে কিছু দিন প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। ১৮৮৫ খৃঃ ইনি কটক ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়া ঐ ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯০৫ খৃঃ ইনি কটকের সরকারী উকীল এবং Public Prosecutor নিযুক্ত হন। ইনি প্রথমে কটক মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান ও পরে চেয়ারম্যান হন। বঙ্গদেশীয় শাসন পরিষদের সভ্যরূপে কার্য্য করিবার কালে ইঁহার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। উড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের এবং উড়িষ্যাবাসিগণের হিতার্থে ইনি অনেক কার্য্য করিয়াছেন। অধুনা ভুবন বিশ্রুত সুভাষচন্দ্র বসু ইঁহারই অন্যতম পুত্র। ইঁহার অন্যান্য পুত্রগণ সকলেই কৃতী, কেহ ডাক্তার, কেহ ব্যারিষ্টার ইত্যাদি।

জানকীরাম (রাজা)—আলিবর্দ্দি খাঁর নায়েবী আমলে রাজা জানকীরাম দেওয়ান হইয়া বাঙ্গালা হইতে পাটনায় যান। আলিবর্দ্দি নাজিমের পদ প্রাপ্ত হইয়া জানকীরামকে প্রথমে দেওয়ান-ই-তন্, পরে যুদ্ধবিভাগের প্রধান মন্ত্রী করেন। আলিবর্দ্দি মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যখন পলায়ন করেন, তখন জানকীরাম তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। নবাবের পূর্ব্বোক্ত দুরবস্থা দর্শনে প্রভুভক্ত জানকীরাম পূর্ব্বসঞ্চিত স্বকীয় ধন দ্বারা সৈন্যসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইনিই প্রকৃতপক্ষে আলিবর্দ্দির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নবাব ইঁহাকে এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণবধের কল্পনা কেবল ইঁহার নিকটে ও প্রধান সেনাপতি মুস্তফা খাঁর কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কালক্রমে রাজা জানকীরামের প্রভুত্ব এরূপ হয় যে, নবাবের নিকট হইতে কাহারও কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইলে জানকীরামের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইত। সিরাজউদ্দৌলার পিতা জৈনউদ্দীন পাটনার ডেপুটী সুবাদার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সিরাজ ঐ পদ প্রাপ্ত হন এবং জানকীরাম প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা হন। সিরাজের তখন অল্পবয়স, সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজা জানকীরামই পাটনার ডেপুটী সুবাদার হইলেন। ইনি আজীবন এই পদে সসম্মানে নিযুক্ত ছিলেন।

বেহার বঙ্গের দ্বারস্বরূপ বলিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের ভার পাটনার শাসনকর্ত্তার উপরেই ন্যস্ত ছিল। মুসলমান রাজত্বে এতাদৃশ গুরুতর ভারও বাঙ্গালীদিগের উপর অর্পিত হইত।

১১৬৫ সালে ইং ১৭৫২ খৃঃ জানকীরামের মৃত্যু হয়। ইঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্লভ, সৈন্যবিভাগের প্রতিনিধি দেওয়ান হইয়াছিলেন।

জানত—১। জানৎ, জ্ঞাত। বিণ। জানৎ শব্দের অপব্যবহার। ২। জ্ঞানতঃ, জ্ঞাতসারে, জ্ঞানপূর্ব্বক, জানিয়া। দেশজ। বা।

জানন্ (জানৎ)—জ্ঞানবান্, জানে যে এরূপ। জ্ঞা + শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী জানন্তী।

জানন—১। জানা, জ্ঞাত হওয়া। দেশজ। সং। পরিজ্ঞাত। প্রা, ক। বিণ।

জানপদ—১। জনপদসম্বন্ধীয়; জনপদবাসী, গ্রামনিবাসী; দেশস্থ; দেশানুরাগী। জনপদ শব্দ + ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জানপদী। ২। দেশ। সং; পু।

জানপদী—১। জনপদসম্বন্ধীয়া, ইত্যাদি। জানপদ দেখ। জানপদ + ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরোবিশেষ। গৌতম শরদ্বানের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তপোভঙ্গার্থ এই অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। ইঁহাকে দর্শন করিয়া মুনির চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। তাহাতে তাঁহার রেতঃস্খলিত হওয়ায় কৃপ ও কৃপীর জন্ম হয়। সং; স্ত্রী।

জানবাচ্চা—স্ত্রী পুত্র। বৈদেশিক। সং।

জানবি, জানবিৎ—পরিচিত, জানা। গ্রাম্য। বিণ।

জানসি—জান, জ্ঞাত আছ। প্রা, ক। ক্রি।

জানা—বিদিত হওয়া, জ্ঞাত থাকা। দেশজ। ক্রি।

জানান—১। জ্ঞাপন; পরিজ্ঞাপন। সং। ২। বিদিত করা বা করান, জ্ঞাপন করা। দেশজ। ক্রি। [বৈদেশিক। সং।

জানানা—নারীর যোগ্য, (ইহা হইতে) নারী।

জানালা—বাতায়ন, গবাক্ষ। সং।

জানু—উরুদেশের সন্ধি, হাঁটু। জন (জন্মা) + ঞুণ্ ক। সং; পু বা ক্লী।

জানুগতি—১। হাঁটুভরে গমন বা চলন, হামাগুড়ি। তৎ। সং; স্ত্রী। ২। জানুগমনে, হামাগুড়ি দিয়া। প্রা, ক।

জানুয়ারী—ইংরাজী বৎসরের প্রথম মাস। ইং (January)। সং।

জাপ—জপ। জপ + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

জাপক—ইষ্টমন্ত্রের আরাধনাকারী; জপকারী। জপ (জপ করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জাপিকা।

জাপন—১। জপ করান। ণিজন্ত জপ (= জাপি) + অনট্ ভা। ২। জয় করান। ণিজন্ত জি + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

জাফরান—কুঙ্কুম। বৈদেশিক। সং।

জাফরী—বংশ-শলাকার চতুষ্কোণ রন্ধ্রপূর্ণ চাঁচ। বৈদেশিক। সং। [সং।

জাব—গরুর খাবার নিমিত্ত কাটা খড়। দেশজ।

জাব—ঈষৎ রক্তবর্ণ। সং।

জাবড়ীবুড়ী—সূতিকাগৃহের পশ্চাতে যে গোমুণ্ড হাড় সিন্দুর গোবর কড়ি দিয়া রাখা হয়। সং।

জাবর, জাব্বর—গবাদি পশুর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বা রোমন্থন। দেশজ। সং।

জাবাল—১। জনৈক মুনি। জপ + অল্ ক, তদুত্তরে ষ্ণ; অথবা জবালা শব্দ (স্ত্রীবিশেষ) + ষ্ণ অপত্যার্থে। ২। অজাজীব, ছাগপালক। সং; পু।

জাবালি—জনৈক মুনি। জপ (জপ করা)। অল ক, তদুত্তরে ষ্ণি, অথবা, জবালা শব্দ (স্ত্রীবিশেষ) + ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

জাবেতা, জাবেদা—১। বিচারপদ্ধতি। বৈদে। সং। ২। বাঙ্গালায় লিখিত হিসাব বহি বিশেষ। দেশজ। সং।

জাম—১। স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ। জম্বু শব্দজ। ২। জামনগরের রাজার উপাধি। সং।

জামদগ্ন্যেয়, জামদগ্ন্য—জমদগ্নিসুত, পরশুরাম। জমদগ্নি শব্দ (মুনি বিশেষ) + ঢেয় বা ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু।

জামদানী—তাঁত বুনিবার সময় ফুলতোলা কাপড়। দেশজ। সং। [সং।

জামবাটী—কাঁসার খুরাহীন বড় বাটী। দেশজ।

জামরুল—স্বনামখ্যাত ফল ও ইহার বৃক্ষ। সং।

জামল—আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

জামসেটজি জিজিভাই (ব্যারনেট)—ইনি বরোদার নওসরি গ্রামে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতাপিতা দারিদ্র্যহেতু পুত্রকে যথাযোগ্য শিক্ষা দান করিতে পারেন নাই। অতি অল্পবয়সেই ইঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। তখন ইনি নিরাশ্রয় হইয়া বোম্বাই নগরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। ইঁহার শ্বশুর ধনী বণিক্ ছিলেন। এবং জামাতার ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ মনোযোগ দেখিয়া ইঁহাকে নিজের ব্যবসায়ের অংশী করিয়া লন। কিছু দিন পরেই জিজিভাই বুঝিতে পারেন যে, কার্য্যে উন্নতি করিতে গেলে, বিদেশের

সহিত ব্যবসায় চালান আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে ইনি যৎসামান্য মূলধন লইয়া চীন দেশে গমন করেন এবং তথায় অধ্যবসায়, সৎসাহস ও সাধুতার বলে অগাধ ধনরত্ন অর্জ্জন করেন। ইনি সচ্চরিত্র, দানশীল ও উদারস্বভাব ছিলেন। ইনি দেশবাসী ব্যতীত অপর বাহিরের অনেক লোককে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে অর্থসাহায্য করিতেন। বোম্বাই নগরে তৎকর্ত্তৃক অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থাপিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। ইঁহার গুণাবলি ও পরোপকারিতার পুরস্কারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে "নাইট্" এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "ব্যারনেট্" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইবাসিগণ নিজ ব্যয়ে দেশে এই স্বদেশবৎসল ব্যক্তির এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

জামা—পিরান, কোর্ত্তা, কামিজ, কোট, ফতুয়া, চাপকান প্রভৃতি আঙরাখা। বৈদে। সং।

জামাই—কন্যার পতি, দামাদ। জামাতা পদের অপভ্রংশ। সং।

জামাই ষষ্ঠী—অরণ্যষষ্ঠী, বাঁটাষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথি, এই তিথিতে দেশাচারমতে জামাতার অর্চ্চনা করা হয়। দেশজ। সং।

জামাতা (জামাতৃ)—কন্যার পতি, জামাই; স্বামী। জায়া (ভার্য্যা)—মা (পরিমাণ করা)+তৃচ্ ক, অথবা জায়া হইয়াছে মাতৃস্বরূপা যাহার, বহ। সং; পু।

জামি—ভগিনী; দুহিতা; স্নুষা, পুত্রবধূ; কুলস্ত্রী; পতিব্রতা রমণী। জে (ক্ষয় হওয়া) +মি ক। সং; স্ত্রী।

জামিত্র—বিবাহকালীন লগ্নের সপ্তম লগ্ন। জামি দেখ; জামি শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা) +ড ক। সং; ক্লী।

জামিত্রবেধ—বিবাহে গ্রহ ও নক্ষত্র দোষ বিশেষ। সং; পু। [শিক]।

জামিন—প্রতিভূ, প্রতিনিধি-স্থানীয়। (বৈদে-

জামিন-নামা—প্রতিভূর নিবন্ধপত্র। বৈদে। সং।

জামির—লেবুবিশেষ। জম্বীর শব্দজ। সং।

জামেয়—ভগিনীপুত্র, ভাগিনেয়। জামি (ভগিনী) +ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রী জামেয়ী।

জামেয়ার—সর্ব্বাঙ্গে ফুলতোলা শালবিশেষ। সং।

জাম্বব—১। ভল্লুকরাজ, জাম্ববান্। সং; পু। ২। জম্বু, জাম; স্বর্ণ। জম্বু+ঞ্চ। সং; ক্লী।

জাম্ববতী—শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা, ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা। কৃষ্ণ স্যমন্তকমণির জন্য যুদ্ধে জাম্ববানকে পরাজিত করিয়া মণিসহ জাম্ববতীকে ভার্য্যার্থে প্রাপ্ত হন। জাম্ববতীর গর্ভে কৃষ্ণের শাম্ব প্রভৃতি দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পতির মৃত্যুর পর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্তিনায় নীত হইলে ইনি কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে জীবন বিসর্জ্জন করেন। জাম্ববৎ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জাম্ববান্ (—বৎ)—ভল্লুকরাজ। ইনি ব্রহ্মার পুত্র ও কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন। রাম রাবণের যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া রামের বিস্তর সাহায্য করেন। কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা রাজা সত্রাজিৎ স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে স্যমন্তকমণি প্রদান করেন। পরে প্রসেন মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, জাম্ববান্ সেই সিংহকে বধ করিয়া স্যমন্তকমণি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ সেই মণির জন্য জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ করেন। জাম্ববান্ পরাজিত হইয়া মণি সহ আপনার কন্যা জাম্ববতীকে ভার্য্যার্থে অর্পণ করিয়া সন্ধি করেন। জাম্ব শব্দ+বতু। সং; পু।

জাম্বুনদ—স্বর্ণ, সোনা। জম্বুনদী শব্দ+ঞ্চ ভবার্থে। সং; ক্লী। [বৈদেশিক। সং।

জাম্বুবান্ (—বৎ)—জাম্ববান্ দেখ। সং; পু।

জায়—তালিকা, ফর্দ্দ, হিসাব, বিবরণ।

জায়ক—একপ্রকার সুগন্ধিকাষ্ঠ; রক্তচন্দন। জি (জয় করা)+ণক ক। সং; ক্লী।

জায়গা—স্থান, অবকাশ, পাত্র। বৈদেশিক। সং।

জায়গীর—জাইগীর দেখ।

জায়গীরদার—জাইগীরদার দেখ।

জায়দা—উদ্বৃত্ত; অধিক। বৈদেশিক। বিণ।

জায়দাদ—আওলাৎ, সম্পত্তি, ধন। বৈদে। সং।

জায়ফল—পক্কবায়ের মধ্যে ফলবিশেষ, জাতিফল। সং; ক্লী।

জায়মান—উৎপদ্যমান, জন্মিতেছে যে এরূপ। জন (জন্মা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

জায়া—ভার্য্যা, পত্নী। জন (জন্মা)+য অধি+আপ্; যাহাতে মনুষ্য সন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সং; স্ত্রী।

জায়াজীব—বেশ্যাপতি; নট। জায়া হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহ। সং; পু।

জায়ানুজীবী (—জীবিন্)—কুলটাপতি; নট; দুঃস্থব্যক্তি, কাঙ্গাল; বকপক্ষী। জায়ামার অনুজীবী, ৬তৎ। সং; পু।

জায়াপতি—দম্পতি, দম্পতি, স্ত্রীপুরুষ। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব। সং; পু। [ক। সং; পু।

জায়ু—ঔষধ। জি (রোগকে যে জয় করে)+উণ্

জার—উপপতি। জৄ+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

জারক—পাচক। ণিজন্ত জৄ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জারিকা।

জারজ—উপপতি হইতে জাত (সন্তান)। জার—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জারজা।

জারজাত—জারজ, উপপতি হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জাতা।

জারজাতক—জারজাত, জারজ। দেশজ।

জারণ—১। জীর্ণকরণ, হজম করা। ণিজন্ত জৄ (=জারি)+অনট্ ভা। ২। ঔষধবিশেষ—লৌহ, অভ্রপ্রভৃতি। সং; ক্লী।

জারা—১। জীর্ণ করা, জর্জ্জরিত করা। দেশজ। ২। প্রজ্বলিত করা। প্রা, ক। ক্রি।

জারি—১। জাঁক, বড়াই, দম্ভ, দর্প; প্রচার; প্রকাশ; কার্য্যে পরিণতি; প্রচলন, প্রবর্ত্তন। সং। ২। প্রচারিত, কার্য্যে পরিণত, তামিল। বৈদেশিক। বিণ। ৩। জর্জ্জরিত করে। প্রা, ক। ক্রি।

জারিজুরি,—জোর—প্রতাপ; প্রকাশ। সং।

জারিত—জীর্ণীকৃত; জর্জ্জরিত; জারান; মারিত। জারি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

জারুল—প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। সং।

জাল—১। মৎস্য পশুপক্ষ্যাদি বন্ধন নিমিত্ত সূত্রাদি নির্মিত যন্ত্রবিশেষ, ফাঁদ; গবাক্ষ, জানালা; গবাক্ষছিদ্র; কপট, প্রতারণা; দম্ভ; কোরক; সমূহ; ইন্দ্রজাল। জল (আচ্ছাদন করা)+ণ ক। সং; ক্লী। ২। কদম্বরক্ষ। সং; পু। ৩। মিথ্যা, কৃত্রিম, ভেল, মেকি, ভুও। দেশজ। বিণ।

জালক—জানালা; জাল; কোরক; কুমড়া, শসা প্রভৃতির জালি; সমূহ; কুলায়; দম্ভ। জাল+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

জালকারক—১। জালকারী, জালিয়াত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জালকারিকা। ২। মাকড়সা; জেলে, কৈবর্ত্ত। সং; পু।

জালজীবী (—জীবিন্)—ধীবর, জেলে। জাল-দ্বারা যে বাঁচে। যে এই বাক্যে উপ; জাল—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। সং; পু।

জালতি—গাছের মুখের জাল; ফল পাড়িবার জালপাত্র। দেশজ। সং।

জালনা—ঝরকা, বাতায়ন। সং।

জালন্ধর—যোগশাস্ত্রোক্ত আসন ও মুদ্রাবিশেষ। সং; পু।

জালপাৎ (—পাদ্)—হংস। জালবৎ পাদ্ যাহার, বহ। সং; পু।

জালপাদ—হংস; শরারি পক্ষী। জালবৎ পাদ যাহার, বহ। সং; পু। [সং।

জালা—বৃহৎ কুম্ভ, বড় কলসী, নাদা। দেশজ।

জালি, জালী—কচি, অপারপুষ্ট (ফলাদি)। দেশজ। বিণ।

জালিক—১। জালজীবী; কপটকারক, প্রতারক; জালকারী জালিয়াত। জাল+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জালিকী। ২। ধীবর, জেলে; ব্যাধ; মাকড়সা। সং; পু।

জালিকা—১। মোটা। জাল শব্দ+কণ্+আপ্। ২। মুখবস্ত্রবিশেষ; জলৌকা, জোঁক; চর্ম্মবিশেষ; বিধবা। জাল+ষ্ণিক+আপ্। সং; স্ত্রী।

জালিনী—ঝিঙ্গা; চিত্রশালা। জাল+ইন্ যুক্তার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জালিয়া, জেলে—জাল দিয়া মৎস্যাদি ধরে যে জাতি, ধীবর। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী জালিয়ানী, জেলেনী।

জালিয়াত—অন্যের লিখিত খত, দলিল বা স্বাক্ষর অবিকল নকলকারী। দেশজ।

জালী—১। জালি দেখ। ২। ঝিঙ্গা; জাড়ী ঔষধ। জাল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জাল্ম—১। ইতরজন, নীচ ব্যক্তি; মূর্খ লোক। সং; পু। ২। জড়; পামর; মূর্খ। জল (আচ্ছাদন করা)+মক্ ক। বিণ; ত্রি।

জাসু—গুপ্তচর, প্রবঞ্চক; সর্দ্দার। দেশজ। সং।

জাস্তি—জায়দা, অধিক। হিন্দীমূলক। বিণ।

জাহাঙ্গীর—দিল্লীর চতুর্থ মোগল সম্রাট্। ইনি দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্বনাম সলিম। সলিম পিতার অবাধ্য ছিলেন, এবং নানাপ্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ও অপ্রীতিকর কার্য্য করিতেন। ইনি একবার প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া আলাহাবাদে গমনপূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু তাহাতেও ইঁহার প্রতি আকবরের স্নেহ অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সলিমের বিশ্বাস ছিল যে, আবুলফজলের কুমন্ত্রণাতেই রাজসভায় তাঁহার প্রতিপত্তির হ্রাস হইয়াছে। এই বিশ্বাসে তিনি লোক নিযুক্ত করিয়া গুপ্তভাবে আকবরের মন্ত্রী আবুলফজলের হত্যাসাধন করেন। প্রিয় সুহৃদের এইরূপ মৃত্যুসংবাদে আকবর অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে অনেকেই সলিমের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, সলিম পিতৃসিংহাসনের অধিকারী না হইয়া তাঁহার পুত্র, রাজা মানসিংহের ভাগিনেয় খসরু আকবরের উত্তরাধিকারী হন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবর কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। কিন্তু সলিম পিতৃসিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন না। তথাপি পুত্রস্নেহপ্রযুক্ত আকবর সলিমকে ডাকাইয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

পিতার মৃত্যুর পর সলিম দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর (ভুবনবিজয়ী) নাম ধারণ করিলেন (১৬০৫ খৃঃ)। ইঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই পুত্রদিগের বিদ্রোহদমন, পত্নীর প্রভুত্ববহন, ও নিজের ভোগবিলাসে অতিবাহিত হয়। সর্ব্বপ্রথম ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু বিদ্রোহী হন। পিতা সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন শুনিয়া খসরু পঞ্জাবে পলায়ন করেন, এবং বিদ্রোহী হইয়া অনুচরগণের সাহায্যে লাহোর অধিকার করেন। সংবাদ পাইয়া জাহাঙ্গীর লাহোরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। খসরু ধৃত হইয়া বন্দিভাবে কাবুলে প্রেরিত হইলেন। আজীবনকাল তাঁহাকে সেই অবস্থায় কাবুলেই থাকিতে হইল।

জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসা নাম্নী এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম নুরজহাঁ অর্থাৎ ভুবনালোক রাখেন (১৬১১ খৃঃ)। এখন হইতে নুরজহাঁর আত্মীয়স্বজন রাজসভায় ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা একরূপ সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। ক্রমে নুরজহাঁ সম্রাটের উপর এতদূর আধিপত্য স্থাপন করিলেন যে, মুদ্রাতে জাহাঙ্গীরের নামের পার্শ্বে নুরজহাঁর নামও অঙ্কিত হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ওমরাহ ও মোগলসেনাপতিগণ নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সম্রাটের পুত্রগণও বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। নুরজহাঁর পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র শেহরিয়ারের বিবাহ হয়। যাহাতে শেহরিয়ার উত্তরকালে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে নুরজহাঁ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। এদিকে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরম যোধাবাই নাম্নী এক রাজপুতকন্যার গর্ভজাত; সুতরাং রাজপুতেরা তাঁহার সপক্ষ ছিলেন। তিনি নুরজহাঁর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বিদ্রোহী হন। কিন্তু সুচতুরা নুরজহাঁ সেবার তাঁহাকে কয়েকটি স্থানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া শান্ত করেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সুদক্ষ সেনাপতি মহাবৎ খাঁ নুরজহাঁর আচরণে সন্দিহান হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, এবং জাহাঙ্গীর ও নুরজহাঁকে ছয় মাস বন্দিভাবে রাখেন। কেবল বুদ্ধিমতী নুরজহাঁর বুদ্ধিকৌশলেই সম্রাট্ সে যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করেন। পর বৎসর খুরম ও মহাবৎ পুনর্ব্বার বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই জাহাঙ্গীর কালগ্রাসে পতিত হন।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে স্যার্ টমাস রো নামক একজন ইংরেজ ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেমসের দূত হইয়া জাহাঙ্গীরের সভায় আগমন করেন। তাঁহার চিঠিপত্র হইতে দেশের তাৎকালিক অবস্থা ও জাহাঙ্গীরের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়; আগরা নগরী রাজধানী ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধযাত্রাকালে সেনাকটকসমূহও এক এক রাজধানীতে পরিণত হইত। জাহাঙ্গীর প্রজাদিগকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, অথচ নিজে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নিশা যাপন করিতেন। সহজ অবস্থায় তিনি সাম্রাজ্যের মঙ্গলের চেষ্টা করিতেন। নগরমধ্যস্থ দুর্গ হইতে একটি শৃঙ্খল ভূতল পর্য্যন্ত লম্বমান থাকিত। সেই শৃঙ্খলের সহিত তাঁহার কক্ষস্থিত কতকগুলি স্বর্ণময় ঘণ্টা সংযোজিত ছিল। উহা আকর্ষণ করিয়া বিচারপ্রার্থীরা আপনাদের প্রার্থনা স্বয়ং সম্রাটের গোচর করিতে পারিত। তৎকালে এদেশে চিত্রবিদ্যা ও অন্যান্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত স্যার্ টমাস রো উপঢৌকনস্বরূপ ইংল্যাণ্ড-রাজদত্ত একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র ও একখানি গাড়ী সম্রাট্কে প্রদান করেন। আগ্রার শিল্পীরা ঐ চিত্র ও গাড়ীর অবিকল অনুকরণ করিয়াছিল; আসলের সহিত নকলের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ছিল না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পর্ত্তুগিজ-বণিকেরাই সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে তামাকের আমদানি করেন। অল্পদিনের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন হওয়ায় সম্রাট্ তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

জাহাজ—অর্ণব-পোত, সমুদ্রগামী বৃহৎ জলযান, বড় নৌকা। বৈদেশিক। সং।

জাহান্নম—নিরয়, নরক; গোল্লার দুয়ার, সর্ব্বনাশের অবস্থা। বৈদেশিক। সং।

জাহির—প্রকট, প্রকাশিত, ব্যক্ত; খ্যাত, প্রসিদ্ধ; উপস্থিত; অবতীর্ণ। বৈদেশিক। বিণ।

জাহ্নবী—জহ্নুকন্যা, গঙ্গানদী। জহ্নু শব্দ (মুনিবিশেষ)+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। বিশেষ বিবরণ জহ্নু শব্দে দেখ। সং; স্ত্রী।

জি—১। জয়কারী, জেতা, বিজয়ী। জি+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। পিশাচ। সং; পু। ৩। রসনা, জিভ; স্পৃহা, লালসা, আকাঙ্ক্ষা। সং। জিহ্বা শব্দের অপভ্রংশ। ৪। জীবিত থাকি, জীবনধারণ করি, বাঁচি। প্রা, ক। ক্রি। ৫। মহাশয়, হুজুর; আজ্ঞে। বৈদেশিক। ব্য। [শব্দজ।

জিউ, জীউ—জীবন, প্রাণ; ঠাকুর। জীব-

জিউজিৎসু—জাপানী প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামকৌশল বা কুস্তীর প্যাঁচ বিশেষ। সং।

জিওল—আম্রাদিবর্গের বৃক্ষবিশেষ। সং।

জিগমিষা—গমনেচ্ছা। সনন্ত গম (যাইতে ইচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জিগমিষু—গমনোৎসুক, গমনেচ্ছু। সনন্ত গম (যাইতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি।

জিগর, জিগির—পারমার্থিক গীত; সাহস, নির্বন্ধ। বৈদেশিক। সং।

জিগান—জিজ্ঞাসা করা, সুধান। প্রাদে। ক্রি।

জিগীষা—জয়েচ্ছা, জয় করিবার ইচ্ছা। সনন্ত জি+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জিগীষু—জয়েচ্ছু, জয়াভিলাষী। সনন্ত জি+উ ক। বিণ; ত্রি।

জিঘৎসা—ভোজনেচ্ছা, বুভুক্ষা, ক্ষুধা। সনন্ত অদ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জিঘৎসু—ভোজনেচ্ছু, বুভুক্ষু, ক্ষুধিত। সনন্ত অদ+উ ক। বিণ; ত্রি।

জিঘাংসক—হননেচ্ছু, বধ করিবার ইচ্ছাযুক্ত; অনিষ্ট সাধনের প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট। সনন্ত হন (=জিঘাংস)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

জিঘাংসা—হননেচ্ছা, বধ করিবার ইচ্ছা; হিংসা; অনিষ্টসাধনেচ্ছা। সনন্ত হন (বধ করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জিঘাংসু—হননেচ্ছু, বধ করিতে ইচ্ছুক; অনিষ্ট-সাধনেচ্ছু। সনন্ত হন (বধ করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি।

জিঘৃক্ষা—গ্রহণেচ্ছা, লোভ, লিপ্সা। সনন্ত গ্রহ +অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জিঘৃক্ষু—গ্রহণেচ্ছু, লিপ্সু, লোভী। সনন্ত গ্রহ +উ ক। বিণ; ত্রি।

জিঘ্র—ঘ্রাণকারী, গন্ধগ্রহণকারী। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)+শ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জিঘ্রা।

জিঘ্রন্ (জিঘ্রৎ)—ঘ্রাণ করিতেছে এরূপ; ঘ্রাণ লইতে লইতে। ঘ্রা+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী জিঘ্রন্তী।

জিজিয়া—এক প্রকার শুল্ক। পূর্ব্বকালে ভারতীয় মুসলমান ভূপতিরা মুসলমান ভিন্ন অন্যধর্ম্মা-বলম্বী প্রজাদিগের নিকট হইতে জন প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট হারে শুল্ক গ্রহণ করিতেন, তাহাই জিজিয়া নামে প্রসিদ্ধ। উদারমতি আকবর এই শুল্ক নিতান্ত পরধর্ম্মবিদ্বেষমূলক ও ন্যায়বিগর্হিত বিবেচনায় উঠাইয়া দিয়া হিন্দুদিগের প্রীতি আকর্ষণ করেন। ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে আওরঙ্গজেব এই কর পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন।

জিজীবিষা—জীবনেচ্ছা, বাঁচিবার ইচ্ছা। সনন্ত জীব+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জিজীবিষু—জীবনেচ্ছু, বাঁচিতে ইচ্ছুক। সনন্ত জীব+উ ক। বিণ; ত্রি।

জিজ্ঞাসনীয়—জিজ্ঞাস্য, প্রষ্টব্য; অনুসন্ধেয়। সনন্ত জ্ঞা+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

জিজ্ঞাসমান—জিজ্ঞাসু, জানিতে ইচ্ছু, জিজ্ঞাসা করিতেছে যে এরূপ। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

জিজ্ঞাসা—জানিতে ইচ্ছা, প্রশ্ন। সনন্ত জ্ঞা +অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জিজ্ঞাসাবাদ—জিজ্ঞাসাপূর্ণ কথা, জিজ্ঞাসা-প্রধান আলাপ; জিজ্ঞাসাসূচক কথন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জিজ্ঞাসিত—যাহাকে বা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, পৃষ্ট। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

জিজ্ঞাসু—জানিতে ইচ্ছুক; মুমুক্ষু। সনন্ত জ্ঞা +উ ক। বিণ; ত্রি।

জিজ্ঞাস্য—যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এরূপ, জিজ্ঞাসার যোগ্য, প্রষ্টব্য; জিজ্ঞাসার বিষয়ী-ভূত; অনুসন্ধেয়। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা)+যর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–স্যা।

জিঞ্জির, জিঞ্জির—শৃঙ্খল, শিকলি। বৈদে। সং।

জিৎ—জয়কারী, জেতা। জি (জয় করা)+ ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। [সাধারণতঃ এই শব্দটী অন্য শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়; যথা—রণজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, ইত্যাদি]।

জিত—১। যাহা জয় করা হইয়াছে; জয়লব্ধ; পরাভূত; বশীকৃত। জি (জয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি; স্ত্রী জিতা। ২। জয়। জি+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

জিতকাশী (-কাশিন্)—জয়যুক্ত; অহঙ্কৃত; গর্ব্বিত। জিত শব্দ কাশ ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জিতকাশিনী।

জিতক্রোধ—যে ক্রোধকে জয় করিয়াছে, জিতকোপ, শান্তপ্রকৃতি। জিত হইয়াছে ক্রোধ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জিতক্রোধা।

জিতশত্রু—শত্রুকে জয় করিয়াছে এরূপ, অরি-বিজেতা, দুষমন জয়কারী; পরন্তপ। জিত শত্রু যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

জিতা—১। পরাভূতা, বশীকৃতা। জিত দেখ। জিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জয় করা, জয়ী হওয়া, লাভবান্ হওয়া। দেশজ। ক্রি।

জিতাক্ষর—উত্তম পাঠে সমর্থ, যে কোন প্রকার হস্তাক্ষর পাঠে পটু। জিত হইয়াছে অক্ষর যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জিতাক্ষরা।

জিতাত্মা (জিতাত্মন্)—কামক্রোধাদির দমন-কারী; জিতেন্দ্রিয়। জিত হইয়াছে আত্মা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

জিতান—জয় করান, জয়ী করা, লাভবান্ করা। দেশজ। ক্রি।

জিতামিত্র—জিতারি, জিতশত্রু (তাহা দেখ)। জিত অমিত্র যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

জিতারি—১। শত্রুজয়ী, জিতশত্রু (তাহা দেখ)। জিত অরি (শত্রু) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বুদ্ধ। সং; পু।

জিতাষ্টমী—গৌণ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। রমণীগণ পুত্রকামনায় প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী কাটিয়া প্রদোষ সময়ে শালিবাহন-পুত্র জীমূতবাহনের পূজা করেন। প্রদোষ-ব্যাপিনী অষ্টমীতেই ব্রত কর্ত্তব্য। উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্তি হইলে শেষ দিনে এবং কোন দিনই প্রদোষ না পাইলে উদয়-ব্যাপিনী অষ্টমীতে ব্রত কর্ত্তব্য। এই দিবস রমণীগণের উপবাস করা আবশ্যক। স্ত্রী।

জিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় বশ করিয়াছে যে এরূপ, কামক্রোধাদির পরাভবকারী, বশী। জিত হইয়াছে ইন্দ্রিয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

জিতেন্দ্রিয়তা,–ত্ব—ইন্দ্রিয়জয়কারীর ভাব, ইন্দ্রিয়দমন, ইন্দ্রিয়সংযম। জিতেন্দ্রিয়+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

জিত্য—জেয়, জয়যোগ্য, যাহাকে জয় করিতে হইবে এরূপ। জি (জয় করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জিত্যা।

জিত্যা—১। জেয়া। জিত্য দেখ। জিত্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লাঙ্গলের ফলা। সং; স্ত্রী।

জিত্বর—জয়ী, জয়যুক্ত, জয়শীল। জি (জয় করা) +ক্বরপ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জিত্বরী।

জিন, জেন—নিঃসংশয়; ঠোক, রোক, গোঁ, ঝোঁক, আব্দার। বৈদেশিক। সং।

জিন—১। বুদ্ধদেব; বিষ্ণু। জি (জয় করা)+ নক্ ক। ২। মহাবীর জিনদেব, ইঁহার দ্বারা জৈনধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে একজন। সং; পু। ৩। দৈত্য, অসুর (genius); ঘোটক-পলায়ন ঘোড়ার পিঠের চামড়ার পালান বাগদী। বৈদেশিক। সং।

জিনচন্দ্রসূরি—সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য। সম্রাট্ আকবর ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কাম্বে উপ-সাগরে মৎস্য শিকার ও আষাঢ় মাসে ৮ দিন জীবহত্যা নিষেধ করেন। সং; পু।

জিনা—জিতা, জয়ী হওয়া, জয় করা, পরাস্ত করা। হিন্দী; প্রা, ক। ক্রি।

জিনে, জিনিয়া—জিতিয়া, জয়ী হইয়া; জয় করিয়া, পরাস্ত করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

জিনিষ, জিনিস—বস্তু, পদার্থ; সোণা রূপার অলঙ্কার। দেশজ। সং।

জিনিষপত্র,–পাতি—দ্রব্যসমূহ। দেশজ। সং।

জিন্দিগি, জীন্দিগি—জীবন, প্রাণ; জীবিতকাল, পরমায়ু। বৈদেশিক। সং।

জিব, জিভ—জিহ্বা। দেশজ। সং।

জিবছোলা—জিহ্বা নির্লেখননিমিত্ত পাতলা সরু কোমল কাঠাদির পত্র। সং। [সং বা বিণ।

জিবা, জিবে—জিহ্বাকার, জিহ্বাসদৃশ অগ্র।

জিব্রা—অশ্বজাতীয় পশুবিশেষ (Zebra); ইহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখায় চিত্রিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। সং। [সং।

জিম্নাষ্টিক্—ব্যায়াম। সং (gymnastic)।

জিয়—বাঁচিব। প্রা, ক। ক্রি।

জিম্মা—জামিন, রক্ষণ, দায়িত্ব। বৈদেশিক। সং।

জিম্মাদার—জামিনদার। বৈদেশিক। সং।

জিয়ন্ত, জীয়ন্ত—জীবন্ত, জীবিত; সজীব; জাগ্রত। প্রাদেশিক। বিণ। প্রা, ক।

জিয়ল—জিওল (তাহা দেখ)।

জিয়া, জীয়া—জীবনধারণ করা, জীবিত থাকা, বাঁচা। ক্রি। ক, প্র। ২। দংশনকারী পিপিড়া। সং।

জিয়াদা—জায়দা দেখ।

জিয়ান, জীয়ান—জীবিত করা, বাঁচান; জীবিত রাখা, বাঁচাইয়া রাখা। দেশজ। ক্রি।

জিয়াপুত, জিয়াপোতা—স্বনামখ্যাত ঔষধতরু-বিশেষ। সং।

জিরা—জীরক। (তাহা দেখ)।

জিরান—বিশ্রাম করা; দম লওয়া। দেশজ। ক্রি। ২। বিশ্রাম। সং।

জিরান-কাট—খেজুর গাছের রসনির্গমে বিশ্রাম দিয়া পরে কর্ত্তন হেতু রসনির্গমন। দেশজ। সং।

জিরাফ—আফ্রিকাদেশীয় অতি দীর্ঘ পদ ও গ্রীবাবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ (Giraffe); ইহার সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ, এজন্য পৃষ্ঠদেশ পশ্চাদ্ভাগে ক্রমনিম্ন। সং।

জিল—চাকচক্য, ঔজ্জ্বল্য; পুস্তকের প্রান্ত; উচ্চসুর; বেহালার তন্ত্রীবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

জিলা, জেলা—প্রদেশখণ্ড, একপূর্ণ ম্যাজিষ্ট্রেট্-কলেক্টরের শাসনাধীন ভূখণ্ড। বৈদেশিক। সং। [মিষ্টান্নবিশেষ। সং।

জিলাপী, জিলেপী—কুণ্ডলাকারে রচিত দাইলের

জিশুখ্রীষ্ট—খ্রীষ্টানদের উপাস্য মহাপুরুষের নাম। ইং (Jesus Christ)। সং।

জিষ্ণু—১। জয়কারী, জয়ী, জয়শীল। জি (জয় করা)+স্নুক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু; সূর্য্য; বসু; অর্জ্জুন; ইন্দ্র। সং; পু।

জিহীর্ষা—হরণেচ্ছা, হরণ করিবার ইচ্ছা। সনন্ত হৃ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

জিহীর্ষু—হরণেচ্ছু, হরণ করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত হৃ+উ ক। বিণ; ত্রি।

জিহ্ম—১। অপ্রসন্ন; দীন; বক্র, সঙ্কুচিত; কুটিল; কপটী; খল; মন্দ। হা (ত্যাগ করা)+ম ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জিহ্মা। ২। তগরবৃক্ষ। সং; ক্লী।

জিহ্মগ—১। বক্রগামী; ধীরগামী; মন্দগতি। জিহ্ম শব্দ—গম+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জিহ্মগা। ২। সর্প। সং; পু।

জিহ্মিত—বক্রীকৃত; নামিত; কুটিল, ঘূর্ণিত। জিহ্মি নামধাতু+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

জিহ্বা—রসনা, জিভ্। লিহ (লেহন করা)+বণ্, ণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জিহ্বাপ—জিহ্বার দ্বারা পানকারী, বিড়াল, ব্যাঘ্র, কুকুর। জিহ্বা—পা (পান করা)+ড ক। সং; পু।

জিহ্বামূল—জিভের গোড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জিহ্বামূলীয়—১। জিহ্বামূলসম্বন্ধীয়; জিহ্বামূল হইতে উচ্চার্য্য। জিহ্বামূল শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি। ২। জিহ্বামূল হইতে উচ্চার্য্য বর্ণ; যু, বজ্রাকৃতি বর্ণ, ×। সং; পু।

জিহ্বারদ—যাহারা জিহ্বা দ্বারা দন্তের কার্য্য করে, পক্ষী; পশুবিশেষ। জিহ্বাই রদ (দন্ত) যাহার, বহু। সং; পু।

জিহ্বাস্তম্ভ—জিভের জড়তা বা অসাড়ত্ব, জিহ্বার পক্ষাঘাত। ৬তৎ। সং; পু।

জিহ্বাস্বাদ—রসনাদ্বারা আস্বাদন, লেহন, চাটা। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ, ৩তৎ। সং; পু।

জী—১। জীবন; ঠাকুর; প্রাণপুত্ল। জীব শব্দজ। ২। হুজুর, মহাশয়, আজ্ঞে। বৈদেশিক। বা।

জীউ—জিউ দেখ।

জীন—১। জীর্ণ, প্রাচীন, বৃদ্ধ। জ্যা (জরা পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীনা। ২। জৈন্য (genius); ঘোড়ার পিঠের চামড়ার পালান বা গদী। বৈদেশিক। সং। ৩। মোটা সন বোনা সূতার বস্ত্রবিশেষ ইং (Jean)।

জীমূত—মেঘ; পর্ব্বত; ইন্দ্র। আকাশকে জয় করে যে এই অর্থে জি+ক্ত; অথবা জীবন (উদক) হয় মূত (বদ্ধ) যাহাতে, বহু। সং; পু।

জীমূতকূট—পর্ব্বতশৈল, পাহাড়। ৬তৎ। সং; পু।

জীমূতনাদ—মেঘধ্বনি। ৬তৎ। সং; পু।

জীমূতমন্দ্র—মেঘধ্বনি, মেঘের ডাক। জীমূতের (মেঘের) মন্দ্র (ধ্বনি), ৬তৎ। সং; পু।

জীমূতরাবী (-রাবিন্)—বজ্রনাদী, মেঘধ্বনিবৎ শব্দকারী। জীমূত—রু+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—রাবিণী।

জীমূতবাহন—ইন্দ্র; দায়ভাগ নিবন্ধকার, স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা। জীমূত (মেঘ) হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। সং; পু।

জীমূতবাহী (-বাহিন্)—ধূম; ইন্দ্র। উপ; জীমূত—বহ+ণিন্ ক। সং; পু।

জীয়ন্ত—জিয়ন্ত দেখ।

জীয়ল—১। বাঁচিল; বাঁচাইল। ক্রি। ২। জীয়ন্ত, জীবন্ত। বিণ। প্রা, ক।

জীয়া—জিয়া দেখ।

জীয়ান—জিয়ান দেখ।

জীর—তরবারি; জীরা; অণুধান্য। জ্যা (জীর্ণ করা)+রক্ ক। সং; পু।

জীরক—বণিগদ্রব্যবিশেষ, জিরা। জীর+কন্ স্বার্থে। সং; পু।

জীরণ—জীর্ণ। বিণ। প্রা, ক।

জীর্ণ—১। বৃদ্ধ, প্রাচীন; পুরাতন; জর্জ্জরিত; ক্ষয়প্রাপ্ত। জৄ (জীর্ণ হওয়া)+ক্ত ক। ২। যাহা পরিপাক করা হইয়াছে এরূপ, পরিপক। জৄ (জীর্ণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীর্ণা। ৩। জীরক, জীরা। জৄ (জীর্ণ করা)+ক্ত ক। সং; পু। ৪। শৈলজ, শিলারস। সং; ক্লী।

জীর্ণজ্বর—দ্বাদশাহাধিককালোৎপন্ন জ্বর রোগ। কর্ম্মধা। সং; পু।

জীর্ণতা, জীর্ণত্ব—জীর্ণের ভাব; বৃদ্ধত্ব, জরা, ক্ষীণতা। জীর্ণ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

জীর্ণদেহ—১। জরাগ্রস্ত কলেবর, শীর্ণ শরীর, ক্ষীণকায়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী বা পু। ২। জরাগ্রস্ত কলেবরধারী, শীর্ণ শরীরবিশিষ্ট, ক্ষীণাঙ্গ, কৃশকায়। জীর্ণ দেহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -দেহা।

জীর্ণপত্র—১। জীর্ণ পাতা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। জীর্ণ পত্রবিশিষ্ট। জীর্ণ হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীর্ণপত্রা। ৩। কদম্ব বৃক্ষ। সং; পু।

জীর্ণপর্ণ—জীর্ণপত্র (সকল অর্থে)।

জীর্ণবসন—১। পুরাতন বস্ত্র, ছিন্ন বাস, ছেঁড়া কাপড়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পুরাতন বস্ত্রপরিধায়ী। জীর্ণ হইয়াছে বসন (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীর্ণবসনা।

জীর্ণসংস্কার—জীর্ণোদ্ধার, ভাঙ্গাচুরা সারা, মেরামত। ৬তৎ। সং; পু।

জীর্ণা—১। প্রাচীনা, বৃদ্ধা; পুরাতনী। জীর্ণ দেখ। জীর্ণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মোটা জীরা। সং; স্ত্রী।

জীর্ণি—জরা, বার্দ্ধক্য; ক্ষীণতা; পরিপাক। জৄ (জীর্ণ হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

জীর্ণোদ্ধার—জীর্ণসংস্কার, মেরামত। জীর্ণের উদ্ধার, ৬তৎ। সং; পু।

জীব—১। জীবিকা; জীবন। জীব+অল্ ভা। ২। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা; প্রাণ; প্রাণী। জীব (বাঁচা)+ক ক। সং; পু। ৩। বাঁচ, বাঁচিয়া থাক। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

জীবক—১। আহিতুণ্ডিক; সাপুড়ে। ণিজন্ত জীব (বাঁচান)+ণক ক। ২। সেবক; বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর। জীব (বাঁচা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীবিকা। ৩। জীবের, জীবনের। প্রা, ক।

জীবগতি—জীবের দশা; সাংসারিক কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ, ইহা দুই প্রকার; ঐহিক ও পারত্রিক। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জীবগোস্বামী—বৈষ্ণব কবি। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে রূপসনাতনের কনিষ্ঠভ্রাতা বল্লভ গোস্বামীর ঔরসে ইঁহার জন্ম। ২০ বৎসর বয়সে ইনি বৃন্দাবনে আগমন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপের নিকট অবস্থান করেন। শ্রীরূপ তৎকালে 'ভক্তির সামৃত সিন্ধু' প্রণয়ন করিতেছিলেন। জীব তাঁহার এই কার্য্যে সহায়তা করিতেন। অল্প বয়সেই ইনি পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বাল্যকালে ইঁহার নাম অনুপম ছিল। ইনি পরম তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, এবং ষট্‌সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, মাধব মহোৎসব প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি নানাশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত দার্শনিক বন্ধনে সুদৃঢ় হইয়াছে। রূপসনাতনের অবর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ ইঁহাকেই বৃন্দাবনের অভিভাবক এবং আচার্য্যপদে স্থাপন করেন।

জীবজগৎ—প্রাণিলোক। জীবময় বা জীবপূর্ণ জগৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জীবজন্তু—যাবতীয় প্রাণী, প্রাণিমাত্র; মনুষ্য ও ইতর প্রাণী। কর্ম্মধা। সং; পু।

জীবঞ্জীব, জীবজ্জীব—চকোর। জীব–ণিজন্ত জীব (বাঁচান)+ক, খশ্‌ ক। সং; পু।

জীবৎ—জীবন্‌ দেখ।

জীবৎপতি—যাহার পতি জীবিত আছে এরূপ (স্ত্রী), সধবা। জীবন্‌ (জীবিত) পতি যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

জীবন্মান—প্রাণে প্রাণে বর্ত্তমান, জীবিত, জীবন্ত। দেশজ। বিণ।

জীবতত্ত্ব—প্রাণিবিদ্যা, যে শাস্ত্র দ্বারা প্রাণিসমূহের জাতি, স্বভাব, ক্রিয়া, চরিত্র প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়। ৬৩২। সং; ক্লী।

জীবতত্ত্বজ্ঞ—জীবতত্ত্বে জ্ঞানবান্‌, প্রাণিবিদ্যায় অভিজ্ঞ। জীবতত্ত্ব জানে যে, উপ; জীবতত্ত্ব—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীবতত্ত্বজ্ঞা।

জীবতত্ত্ববিৎ (–বিদ্‌)—প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ। জীবতত্ত্ব জানে যে এই বাক্যে উপ; জীবতত্ত্ব–বিদ (জানা)+ক্বিপ্‌ ক। সং বা বিণ; পু।

জীবতত্ত্ববিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে জীববিষয়ক জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ কোন্‌ জীবের কিরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি, কোন্‌ জীব কত দিন বাঁচে, কিরূপে সন্তান প্রসব করে, এবং কাহারা কিরূপ মণ্ডলে অবস্থিত করে, ইত্যাদিবিষয়ে জ্ঞান জন্মে। জীবতত্ত্ববিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জীবতত্ত্ববেত্তা(–বেতৃ)—জীবতত্ত্বজ্ঞ, প্রাণিবিদ্যায় অভিজ্ঞ, জীবতত্ত্ববিৎ (তাহা দেখ)। জীবতত্ত্বের বেত্তা, ৬৩২। বিণ; পু। স্ত্রী, –বেত্রী।

জীবদ—১। জীবনদাতা। জীব (জীবন্‌) দেয় যে এই বাক্যে উপ; জীব–দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীবদা। ২। বৈদ্য, চিকিৎসক, ডাক্তার। সং; পু।

জীবদ্দশা—জীবিতকাল, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। জীবৎ-এর দশা, ৬৩২। সং; স্ত্রী।

জীবদ্ভর্তৃকা—জীবৎপতি (তাহা দেখ), সধবা। জীবন্‌ (জীবিত) ভর্ত্তা (পতি) যে স্ত্রীর, বহু (জীবৎ+ভর্তৃকা)। বিণ; স্ত্রী।

জীবধন—গবাদি গৃহপালিত পশুরূপ বিত্ত। (Live stock)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জীবন—১। জল; মজ্জা। জীব্‌ (বাঁচা)+অনট্‌ ণ। সং; ক্লী। ২। প্রাণধারণ,বাঁচিয়া থাকা; প্রাণ; জীবিকা। জীব্‌+অনট্‌ ভা। ৩। বায়ু। জীবি+অন ক। সং; পু।

জীবনক—অন্ন। জীবন–কৃ+ড ক। সং; ক্লী।

জীবনচরিত—যে গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিশেষ বর্ণিত থাকে। জীবনের চরিত (আচরণ) আছে যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

জীবনযোনি—প্রাণের কারণ; যন্ত্রবিশেষ, এই যন্ত্রের সাহায্যে মৃতবৎ শরীরে শ্বাসক্রিয়া উৎপাদন করা যায়। ৬৩২। সং; পু বা স্ত্রী।

জীবনযৌবন—প্রাণ ও তারুণ্য, জীবিতকাল ও তরুণ অবস্থা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

জীবনবল্লভ—প্রাণপ্রিয়, যাহাকে প্রাণ হইতে অধিক ভালবাসা যায়। ৫৩২। বিণ; ত্রি।

জীবনবিমা, –বীমা—মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীর জন্য টাকা সঞ্চিত রাখা। কোম্পানীবিশেষকে কিছু দান অন্তর দিয়া কেহ টাকা দিলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তত্তুল্য বা ততোধিক টাকা তাঁহার উত্তরাধিকারীকে দিয়া থাকেন। এরূপ বন্দোবস্তকে জীবনবিমা কহে। সং।

জীবনবৃত্তান্ত—জীবনচরিত। ৬৩২। সং; ক্লী।

জীবনসঙ্গিনী—সমস্ত জীবিত কালের সহচরী, যে রমণী যাবজ্জীবন সঙ্গে থাকে; সহধর্ম্মিণী; ভার্য্যা। ৬৩২। সং বা বিণ; স্ত্রী।

জীবনসহচর—চিরসঙ্গী, আজীবন সহগামী; বন্ধু, ভার্য্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি। ৬৩২। সং; পু।

জীবনসহচরী—জীবনসঙ্গিনী (তাহা দেখ)।

জীবনসাধন—শস্য; জীবনধারণের উপায়। ৬৩৫। সং; ক্লী।

জীবনহেতু—বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি, সেবা, গোরক্ষা, বিপণি, কৃষি, বৃত্তি, ভিক্ষা, কুসীদ, এই দশবিধ জীবনোপায়। ৬৩৫। সং; পু।

জীবনাধিক—প্রাণাধিক, প্রাণ হইতে অধিক মূল্যবান্‌ বা প্রিয়। জীবন হইতে অধিক, ৫৩২। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীবনাধিকা।

জীবনান্ত—প্রাণের অবসান, প্রাণত্যাগ, মরণ, মৃত্যু। জীবনের অন্ত, ৬৩৫। সং; পু।

জীবনান্তকাল—মরণ-সময়। ৬৩৫। সং; পু।

জীবনাবাস—বরুণদেব। জীবন (জল) আবাস যাহার, বহু। সং; পু।

জীবনাশ—১। প্রাণসংহার; প্রাণিধ্বংস। জীবের নাশ, ৬৩২। সং; পু। ২। প্রাণনাশক, ঘাতক, সাংঘাতিক। উপ; জীব–নশ্‌+ণিচ্‌ ক। বিণ; ত্রি। প্রা, ক। ৩। জীবনাশানষ্ট, যাহার বাঁচিবার আশা আছে এরূপ। জীবনে আশা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

জীবনী—১। জীবনদায়িনী, প্রাণরক্ষয়িত্রী। ণিজন্ত জীব–জীবি (বাঁচান)+অন ক+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। জীবনকাহিনী, জীবন-বৃত্তান্ত, জীবনচরিতাখ্যান। দেশজ। সং।

জীবনীয়—১। জীবনধারণের উপায়। জীবন শব্দ+ঈয় হিতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীবনীয়া। ২। জল। সং; ক্লী।

জীবনীশক্তি—যে শক্তি জীবগণকে জীবিত রাখে (Vital power)। সং; স্ত্রী।

জীবনোপায়—জীবনরক্ষার উপায়, জীবিকা। জীবনের উপায়, ৬৩২। সং; পু।

জীবন্ত—জীবৎ, জীবনবিশিষ্ট, সজীব। জীব (বাঁচা)+অন্ত ক। বিণ; ত্রি।

জীবন্মুক্ত—জীবদ্দশাতে মুক্ত অর্থাৎ সংসারমায়াদি হইতে বিমুক্ত, মহাপুরুষ, তত্ত্বজ্ঞানী। জীবৎ অথচ মুক্ত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

জীবন্মুক্তি—জীবদ্দশাতে মুক্ত, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হওয়া; সংসারে থাকিয়াও সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ, জীবৎ অবস্থাতে মুক্তি, ৭৩২। সং; স্ত্রী।

জীবন্মৃত—জীবদ্দশায় মৃতকল্প, জীবিত থাকিয়াও মৃতের ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট; নিষ্কর্ম্মা। জীবৎ অথচ মৃত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জীবন্মৃতা।

জীবন্ন্যাস—প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র, যাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের অবস্থান হয়। ৬৩৫। সং; পু।

জীবপতি—সধবা, যে স্ত্রীর পতি জীবিত। জীব (জীবিত) পতি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ বা সং; স্ত্রী। ("জীবপত্নী"ও হয়)।

জীবপ্রাণ—প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ; বায়ু। ৬৩৫। সং; পু।

জীববলি—প্রাণিরূপ পূজোপহার, দেবতার উদ্দেশে প্রাণিবধ পশুবধ। জীবই যে বলি, কর্ম্মধা। সং; পু।

জীবমন্দির—শরীর, দেহ, জীবের (জীবাত্মার) মন্দির (আবাস), ৬৩২। সং; ক্লী।

জীবমাতৃকা—কুমারী, ধনদা, নন্দা, বিমলা, মঙ্গলা, বলা, পদ্মা, এই সপ্ত জীবমাতৃকা। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

জীবরহস্য—প্রাণিসংক্রান্ত গোপনীয় তত্ত্ব। ৬৩৫।

জীবলোক—প্রাণিগণের আবাসস্থল, মর্ত্ত্যলোক, সংসার। ৬৩২। সং; পু।

জীববাদ—দার্শনিক মতবিশেষ—কেহ কেহ প্রথমে প্রাণীর, কেহ বা জড়ের,সৃষ্টি স্বীকার

করেন। জীব-বিষয়ক যে বাদ (কথা), যথা কর্ম্মধা। সং ; পু।

জীববৃত্তান্ত—প্রাণিবিবরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জীববৃত্তি—প্রাণিসমূহের নিজ নিজ জীবনোপায় বা পেশা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জীবশূন্য—প্রাণিরহিত ; প্রাণহীন, নির্জীব। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

জীবস্থান—প্রাণিসমূহের বসতিস্থল, পৃথিবী, মর্ত্ত্যস্থল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জীবহিংসা—১। প্রাণিবধ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। অপর প্রাণীর অনিষ্ট-চেষ্টা ; পরশ্রী-কাতরতা। দেশজ। সং।

জীবা—১। জীবিকা। ণিজন্ত জীব (=জীবি) +অন্ ভা+আপ্। ২। ধনুর্গুণ ; ভূমি ; বচা।…+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। জিয়া, বাঁচা, বাঁচিয়া থাকা। প্রা, ক। ক্রি।

জীবাতু—১। ঔষধ ; জীবনৌষধ। জীব (বাঁচা)+আতু ণ। ২। জীবিকা ; জীবন। জীব+আতু ভা। সং ; পু বা ক্লী।

জীবাত্মা (জীবাত্মন্)—দেহস্থ আত্মা, জীব-পুরুষ, সুখদুঃখভোক্তা। [বেদান্ত মতে, আত্মা দ্বিবিধ,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; ব্রহ্ম পরমাত্মা, আর শরীরের অভ্যন্তরে যে এক স্বচ্ছ চৈতন্য অংশ আছে, তাহাতে ঈশ্বরের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাই জীবাত্মা ; শরীর স্বভাবতঃ অচেতন জড় পদার্থ ; উক্ত প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানবলে শরীরে চেতনাসঞ্চারাদি হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে ইনি জীবের পদ দ্বারা দেহ হইতে বিনির্গত হইলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়। জঙ্ঘা দ্বারা বাহির হইলে বায়ুলোক, জানু দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলে সাধ্যলোক, পায়ুদ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্যলোক, উরু দ্বারা প্রজাপতি লোক, পার্শ্ব দ্বারা মরুল্লোক, নাসা পথে চন্দ্রলোক, বাহুতে ইন্দ্রলোক, বক্ষে রুদ্রলোক, গ্রীবায় মহর্ষিলোক, মুখে বিশ্বদেবলোক, শ্রোত্রে দিগ্দেবলোক, ঘ্রাণে বায়ুলোক, নেত্রপথে সূর্য্যলোক, ভ্রূতে অশ্বিনের লোক, ললাটে পিতৃলোক, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র পথে বাহির হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে]। জীবের আত্মা (অধিষ্ঠাতা), ৬তৎ ; অথবা জীবও যে আত্মাও সে, কর্ম্মধা। সং ; পু।

জীবাধার—১। শরীর, দেহ ; হৃদয়। জীবের (জীবনের) আধার (আশ্রয়), ৬তৎ। ২। জগৎ। জীবগণের (প্রাণিসমূহের) আধার, ৬তৎ। সং ; পু। [প্রা, ক।

জীবান—জীয়ান, বাঁচান, বাঁচাইয়া রাখা। ক্রি।

জীবান্তক—১। জীবননাশক। জীবের অন্তক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জীবান্তিকা। ২। ব্যাধি ; বিষ ; যম। সং।

জীবিকা—১। সেবিকা ; বৃত্তিজীবিনী। জীবক দেখ। জীবক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জীবনোপায়, আজীব, ব্যবসায়, বৃত্তি। জীব (জীবিকা)+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

জীবিকানির্ব্বাহ—জীবনযাত্রাসম্পাদন। ৬তৎ।

জীবিত—১। জীবনবিশিষ্ট, সজীব, জীবন্ত। জীব (বাঁচা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জীবিতা। ২। জীবন ; প্রাণ। জীব+ক্ত ভা। ৩। জীবিতকাল। জীব+ক্ত অধি। সং ; ক্লী। [যায়। ৬তৎ। সং ; পু।

জীবিতকাল—আয়ুঃ, যতদিন বাঁচিয়া থাকা

জীবিতনাথ—প্রাণেশ্বর, প্রাণপতি, দয়িত, স্বামী। ৬তৎ। সং ; পু।

জীবিতহারী (-হারিন্)—প্রাণনাশক, মারাত্মক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -হারিণী।

জীবিতাবস্থা—জীবদ্দশা। জীবিতের অবস্থা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জীবিতেশ—১। প্রাণনাথ ; যম ; চন্দ্র ; সূর্য ; জীবনৌষধ। জীবিতের ঈশ, ৬তৎ। সং ; পু। ২। প্রাণেশ্বর। বিণ ; ত্রি।

জীবিতেশ্বর—প্রাণেশ্বর, প্রাণনাথ, প্রাণপতি, দয়িত, স্বামী। জীবিতের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

জীবি (জীবিন্)—জীবনবিশিষ্ট, প্রাণী। (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী জীবিনী।

জীবোপাধি—প্রাণিগণের স্বপ্ন-সুষুপ্তি জাগরণ অবস্থাত্রয়। জীবের উপাধি, ৬তৎ। সং ;

জীবোর্ণা—মেষ ও ছাগল প্রভৃতির লোম জীবের ঊর্ণা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জুই, জুঁই—যূথী, যূথিকা পুষ্প। সং।

জুগ—যুগ ; জগৎ ; জগদীশ্বর। প্রা, ক। সং।

জুগুপ্সক—নিন্দাকারী। সনন্ত গুপ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জুগুপ্সিকা।

জুগুপ্সা—নিন্দা, কুৎসা ; ঘৃণা। সনন্ত গুপ +অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

জুগোপিষা—গোপনেচ্ছা ; রক্ষণেচ্ছা। গুপ+ ণিচ্ স্বার্থে+সন্ (=জুগোপিষ)+অ ভা +আপ্। সং ; স্ত্রী।

জুষ্ট—ত্যক্ত, বর্জ্জিত। জুগ (ত্যাগ করা)+ ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জুষ্টা।

জুজু—শিশুদিগের ভীতিজনক কল্পিত প্রাণী, ভূত, পিশাচ, ছেলেধরা। দেশজ। সং।

জুটক—জটা। জট+ণক ক। সং ; পু।

জুটা—যুটান, সংগৃহীত হওয়া, স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হওয়া, মিলা। দেশজ। ক্রি।

জুটিকা—শিখা, চুলের ঝুঁটি ; গুচ্ছ। জট+ ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

জুড়ন—১। শীতল করণ বা হওন ; তর্পণ। প্রাদে। ২। তৃপ্তি ; যোজন, মিলন। প্রা, ক। সং।

জুড়ান—শীতল করা বা হওয়া, তৃপ্ত করা বা হওয়া। দেশজ। ক্রি।

জুড়ি—যাত্রাগানের যে বয়স্ক গায়কেরা জোড় বাঁধিয়া গান করে ; যে দুইজন মন্দিরা বাজায়। দেশজ। সং।

জুড়িঘোড়া—সমান দুই ঘোড়া। সং।

জুড়িদার—জোট, সঙ্গী। সং।

জুৎ—খাইদ ; স্বাদ ; সুবিধা। দেশজ। সং।

জুৎ-আলা—স্বাদবান্ ; সুন্দর ; সুবিধাজনক। বিণ।

জুৎজাৎ, জুৎবরাৎ—সুবিধা। দেশজ। সং।

জুৎমাপিক, জুৎসৈ—পরিমাণ বা সুবিধামত। বিণ।

জুতা—১। চর্ম্মপাদুকা, উপানৎ। সং। ২। লাঙ্গল-শকটাদির সহিত পশু বন্ধন করা। দেশজ। ক্রি। [ক্রি।

জুতান—জুতা মারা, জুতা পিটা করা। দেশজ।

জুতি, জুতী—১। জুতা, উপানৎ। বৈদেশিক। ২। লাঙ্গল-শকটাদি সহ পশুবন্ধন রজ্জু। দেশজ। সং।

জুদা—আলাহিদা, পৃথক, ভিন্ন, স্বতন্ত্র ; ভেদ ; শীঘ। বৈদেশিক। প্রা, ক। [সং।

জুন—ইংরাজি বৎসরের ষষ্ঠ মাস। ইং (June)।

জুনিপোকা—জোনাকি পোকা। প্রাদে। সং।

জুব্বা, জোব্বা—একপ্রকার বুক-খোলা আলখিল্লা বা চোগা। বৈদেশিক। সং।

জুম, জুম—জুলুম, জবরদস্তী, অত্যাচার ; আস্পর্দ্ধা। প্রা, ক। সং। [সং।

জুমর, জুমল, জুমলা—মোট, সমষ্টি। বৈদেশিক।

জুমিয়া—একশ্রেণীর বস্তজাত বা বুনা। প্রাদে।

জুম্মা—শুক্রবার। বৈদেশিক। সং।

জুম্মা মসজিদ—দিল্লী নগরীস্থ সুপ্রসিদ্ধ মুসলমানী ভজনালয়। তাজমহল যেরূপ সূক্ষ্ম-কারু-কার্য্য জন্য বিস্ময়কর, জুম্মা মসজিদ তদ্রূপ বিশালতা জন্য চিত্তাকর্ষক। এরূপ বৃহদায়তন মসজিদ ভারতের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। বাদসাহ শাহজাহাঁ সিংহাসনে আরোহণের চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করান এবং ১৬৩৭ অব্দে তাহার সমাপ্তি হয়। মসজিদটির বহুলাংশ রক্তপ্রস্তরে রচিত ; গুম্বজগুলি শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত। বাদসাহ প্রতি শুক্রবারে স্বগণসহ প্রাসাদ হইতে আসিয়া এই মসজিদে জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেন।

জুয়া—দ্যূত, পণ ধরিয়া বা বাজি রাখিয়া খেলা। হিন্দী। সং।

জুয়াচুরি—জুয়া খেলায় চুরি বা অসাধুতা ; বঞ্চনা, প্রতারণা, লোকঠকান। দেশজ। সং।

জুয়াচোর—জুয়া খেলায় যে চুরি বা অসাধুতা করে ; বঞ্চক, প্রতারক, ঠক। দেশজ। সং।

জুয়ান—১। জোয়ান (তাহা দেখ)। বৈদেশিক।

২। যোগান, জুটা ; যোগ্য হওয়া, সঙ্গত বা উচিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

জুয়ায়—যোগায়, জুটে ; যোগ্য হয়, উচিত হয়। প্রা, ক। ক্রি।

জুয়ার, জোয়ার—বেলাস্ফীতি, সমুদ্রজলের বৃদ্ধি। দেশজ। সং।

জুয়াল, জোয়াল—রথ গাড়ী লাঙ্গল প্রভৃতির যে কাঠ বা বাঁশ পশুর কাঁধে বাঁধা থাকে। দেশজ। সং।

জুরি, জুরী—দায়রা জজের বিচারকার্য্যে সাহায্যকারী বাহিরের লোক। ইং (Jury)। সং।

জুলফি—কুন্তল, কাণঝাপটা, কর্ণমূলের নিকটের কেশ, কাকপক্ষ। বৈদে। সং।

জুলম জুলুম—উৎপীড়ন, অত্যাচার। বৈদে। সং।

জুলাই—ইংরাজী সপ্তম মাস (July)। সং।

জুলাব, জোলাপ—ভেদক ঔষধ, বিরেচক। বৈদেশিক। সং। [সং।

জুলি, জুলী—সরু লম্বা খাত ; নালী। দেশজ।

জুষক—যূষ, সূপ, ঝোল। জুষ+কক ক। সং ; পু।

জুষ্ট—১। সেবিত, উপাসিত ; অনুষ্ঠিত। জুষ +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জুষ্টা। ২। উচ্ছিষ্ট। সং ; ক্লী।

জুষ্য—সেব্য, উপাস্য। জুষ+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জুষ্যা। [সং ; পু।

জুহুবান্ (—বৎ)—অগ্নি। জুহু+বতু অস্ত্যর্থে।

জূ—১। ত্বরাগমন ; গমন। জু (বেগে চলা) +কিপ্ ভা। ২। সরস্বতী ; পিশাচী। ...কিপ্ ক। ৩। আকাশ।...কিপ্ অধি। সং ; স্ত্রী।

জূট—ঝুঁটি ; বন্ধন ; সমূহ ; জটা। জট (সংহত হওয়া)+ক ক। সং ; পু।

জূটিকা, জূটী—জূট (সকল অর্থে)। জূটী—জূট শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। জূটিকা—জূটী শব্দ+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

জূতি—১। বেগ, গতি। জু (বেগে চলা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। ২। জুতি (সকল অর্থে, জুতি দেখ)। [সং ; পু বা ক্লী।

জূষ—ঝোল ; কাথ। জুষ (বধ করা)+অণ ণ।

জৃম্ভ, জৃম্ভণ—মুখবিকাশ ; হাইতোলা। জৃম্ভ (হাইতোলা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; প্রথমটি পু ও দ্বিতীয়টি ক্লী।

জৃম্ভক—১। জৃম্ভনকারী, হাই তোলে যে এরূপ। জৃম্ভ (হাই তোলা)+ণক ক। ২। নিদ্রাকারক। ণিজন্ত জৃম্ভ (—জৃম্ভি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী জৃম্ভিকা।

জৃম্ভকাস্ত্র—শত্রুর নিদ্রাকারক অস্ত্র, অর্থাৎ যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে আহত শত্রু মোহপ্রাপ্ত হইত, কিন্তু প্রাণে মরিত না। জৃম্ভক (নিদ্রাকারক) অস্ত্র, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

জৃম্ভণ—জৃম্ভ দেখ।

জৃম্ভা—হাইতোলা, মুখবিকাশ ; স্ফুটন। জৃম্ভ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

জেঁকো—জাঁককারী, বড়াইকারী, আস্ফালনকারী ; দর্পী, দাম্ভিক। দেশজ। বিণ।

জেঠ—১। জ্যেষ্ঠ, অগ্রজ। বিণ। ২। একপ্রকার আশুধান্য, ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিত। প্রা, ক। সং। ৩। জ্যৈষ্ঠমাস। হিন্দী।

জেঠা—(জ্যেষ্ঠতাত শব্দ জাত) পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সং ; পু। স্ত্রী জেঠী।

জেঠাই, জেঠাইমা—জ্যেষ্ঠতাতপত্নী, জেঠী। প্রাদেশিক। সং ; স্ত্রী।

জেঠাম, জেঠামি—জেঠার ন্যায় আচরণ বা আলাপ, পাকাম, অকালপকতা। দেশজ। সং।

জেঠী—১। জ্যেষ্ঠতাতপত্নী, জেঠাই। দেশজ। সং ; স্ত্রী। ২। টিকটিকি। জ্যেষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

জেতব্য—জয়দ্বারা লভ্য, জেয়, জয়সাধ্য বা জয়যোগ্য। জি+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

জেতা (জেতৃ)—জয়কর্ত্তা, জয়ী। জি (জয় করা) +তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী জেত্রী।

জেত্রী—জেতা দেখ। জেতৃ+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জেদ—জিদ দেখ। সং ; বিণ জেদী।

জেন—জানিও। দেশজ। ক্রি।

জেনারেল—প্রধান সেনাপতি। ইংরাজী ; সং।

জেনারেল কালু ঘোষ—কালীচরণ ঘোষ দেখ।

জেব—জামার পকেট বা থলী। বৈদে। সং।

জেমন—ভোজন, ভক্ষণ। জিম (ভক্ষণ করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

জেমস্, জন টমাস—কলিকাতার বিশপ। ইনি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ডাক্তার টমাস জেমস্। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি অক্সফোর্ড ক্রাইষ্ট চার্চ্চে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র (Commoner) রূপে ভর্ত্তি হন এবং তথায় বৃত্তি লাভ করিয়া বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইনি এম, এ ডিগ্রি গ্রহণ করেন। ইনি পর্য্যটনে বাহির হইয়া, বার্লিন, ষ্টক্‌হোল্‌ম্, পিটার্সবার্গ, মস্কো, বোরোডিনো, স্মোলেন্স্ক, কিভ, লেম্বার্গ, ক্রাকো এবং ভিয়েনা সহর পরিদর্শন করেন। চিত্রবিদ্যায় ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ১৮১৬ খৃঃ ইনি ইতালি ভ্রমণ করেন ও তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্রাইষ্ট চার্চ্চের বৃত্তি (Studentship) পরিত্যাগ করেন। এই সময় জেমস্ বেডফোর্ড সায়ারের পাদরীর (Vicar) পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইনি বোম্বায়ের এক, বিশপের কন্যা মেরিয়েন জেনের পাণিগ্রহণ করেন। বিশপ হিবারের মৃত্যুর পর ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন লণ্ডন, ডারহাম্ ও সেণ্টডেভিস্ গির্জ্জার বিশপদিগের সাহায্যে, ক্যাণ্টারবারির আর্চবিশপের দ্বারা কলিকাতার বিশপ পদে অভিষিক্ত (Conserated) হন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই, ইনি পোর্টস্‌মাউথ হইতে ভারতবর্ষ উদ্দেশে যাত্রা করেন। পর বৎসর ১৮ই জানুয়ারি কলিকাতায় অবতরণ করেন। ইঁহার সম্মানের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। ১৯শে তারিখে সেণ্টজন ক্যাথিড্রেল কলিকাতার বিশপরূপে ইঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট ইহলীলা সম্বরণ করেন।

জেয়—জেতব্য, যাহা জয় করিতে হইবে বা করা উচিত এরূপ। জি+যৎ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

জেয়াদা—জ্যাদা দেখ।

জের—(পারস্য ভাষা) অবশেষ, অসম্পূর্ণ পূর্ব্ব।

জেরবার—পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ; মন ও দেহ উভয় বিষয়েই জর্জ্জরিত ; উৎপীড়নাদিতে বলহীন বা নিঃস্ব ; দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বৈদেশিক। বিণ।

জেরা—আদালতে আসামী ও সাক্ষীকে কূট প্রশ্ন। বৈদেশিক। সং।

জেল—কারা। ইং (Jail, gaol)। সং।

জেলখানা—কারাগার। সং।

জেলখালাসী—কারামুক্ত। বিণ।

জেলা—জিলা দেখ।

জেলিয়া, জেলে—জালিয়া দেখ।

জেল্লা—দীপ্তি। বৈদেশিক। সং।

জৈগীষব্য—জনৈক সিদ্ধপুরুষ। ইনি আদিত্য তীর্থস্থ অসিত দেবলের আশ্রমে তপশ্চরণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবল ইঁহাকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধ হইতে পারিলেন না। একদা দেবল হোমকালে ইঁহাকে আশ্রমে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ইনি ভিক্ষুকরূপে আশ্রমে উপস্থিত হইলে দেবল যথাশক্তি ইঁহার সৎকার করিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। দেবল ভাবিলেন, ইনি কি অলস! আমি এতাবৎকাল ইঁহার সেবা করিতেছি, কিন্তু ইনি আমার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। পরে দেবল স্নানার্থে সাগরে গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় ইনি স্নান করিতেছেন। তদ্দর্শনে দেবল সাতিশয় বিস্মিত হইয়া স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, ইনি তথায় স্থাণুবৎ বসিয়া রহিয়াছেন। তখন দেবল ইঁহার স্বরূপ অবগত হইবার আশায় অন্তরীক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষবাসী সিদ্ধচারণগণ ইঁহার

পূজা করিতেছেন। তদ্দর্শনে দেবলের ক্রোধ উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরে জৈগীষব্য পিতৃলোকে গমন করিলেন। দেবলও ইঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে ইনি যমলোক, সোমলোক, অগ্নিহোত্র, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যাজ্ঞিকলোকে এবং রুদ্রস্থান, বসুস্থান, গোলোক প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতে দেবল বিস্মিত হইয়া তত্রত্য সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তথায় তোমার গমনের শক্তি নাই।" তখন দেবল পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য তথায় পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট। তদ্দর্শনে দেবল ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

জৈত্র—১। পারদ, পারা। সং; পু। ২। জয়যুক্ত, জয়শীল। জি (জয় করা)+ত্রন্ ক+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জৈত্রী।

জৈত্রপাল—দেবগিরির রাজা। শ্রীকৃষ্ণরাজের পিতা। হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণিতে ইঁহার বিবরণ আছে। সং; পু।

জৈত্রী—১। জয়যুক্তা, জয়শীলা। জৈত্র দেখ। জৈত্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জয়ন্তী বৃক্ষ। সং; স্ত্রী। ৩। জায়ফলের ফুল। দেশজ।

জৈন—১। বৌদ্ধ। জিন শব্দ (বুদ্ধদেব)+ষ্ণ। ২। জিনপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মাবলম্বী জাতিবিশেষ। ঋষভদেব কর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন কোন মতে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে এই ধর্ম্ম প্রকাশিত। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মেরও অনেক অংশ দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ৮ম ৯ম শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম সাতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা দুই ভাগে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। দিগম্বরেরা একত্রে ভোজনকাল ব্যতীত অন্য সময়ে রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমতের অধিক পার্থক্য নাই। ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রধানতঃ কল্পসূত্র ও আগম এই দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়তঃ ইহার একাদশ উপাঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, নন্দীসূত্র, দশ পয়ন্ন প্রভৃতি কতকগুলি ভাগ আছে। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত, মাগধী ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ইঁহাদের মতে দুই যুগ—উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী। অবসর্পিণীতে উত্তম হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে কালের অবস্থা অধম হয়, পরে উৎসর্পিণী যুগের আরম্ভ হইয়া কালের উন্নতি হয়। ইহাদের প্রত্যেক ভাগে ২৪ জন করিয়া জিন, দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী, ৯ বলদেব, এবং ৯ বাসুদেব আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই মতে জগতের লয় নাই। মানবগণ নিত্যসিদ্ধ, মুক্তাত্মা ও বদ্ধাত্মা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের পঞ্চ প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্য আছে। তাহা এই—(১) চুরি করিও না; (২) মিথ্যা বলিও না; (৩) বধ করিও না বা ক্লেশ দিও না; (৪) চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে ন্যায়পরায়ণ হইবে; (৫) অনুপযুক্ত আশা করিও না।

জৈমিনি—পূর্ব্ব মীমাংসাদর্শন-প্রণেতা মুনি। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট সামবেদ ও মহাভারতে শিক্ষিত হন। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার প্রণীত জৈমিনীয়দর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসা ও জৈমিনি-ভারত ভারতবিখ্যাত। ইঁহার রচিত মহাভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্ব্বই এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি এবং বৈশম্পায়নাদি অপর পাঁচজন বক্তা-বারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাতে বোধ হয়, ইনি তাড়িত বিজ্ঞানেও সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। সং; পু।

জৈমূত—জীমূত মুনি সম্বন্ধীয়। জীমূত+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জৈমূতী।

জৈবাতৃক—১। দীর্ঘজীবী; কৃশ। জীব (বাঁচা) +আতৃকন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জৈবাতৃকা। ২। চন্দ্র; পুত্র; ঔষধ; কর্পূর। জীব +আতৃকণ্। সং; পু।

জো—বৃষ্টির পর ক্ষেত্রের কর্ষণযোগ্য অবস্থা; [তাহা হইতে] সুযোগ, বাগ, সুবিধা, কায়দা; যোগাড়; প্রতীকার, উপায়। দেশজ। সং।

জোঁক—রক্তপা, (জলৌকা শব্দজ)। সং।

জোকা—নদ্যাকোষ্ঠ বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

জোকার—জয় জয় কার, জয়ধ্বনি; হুলুধ্বনি, উলু। প্রাদেশিক। সং।

জোগাড়—আয়োজন, উপায়। সং।

জোচনা, জোছনা—চন্দ্রিকা, চন্দ্রালোক, চাঁদনী। জ্যোৎস্না শব্দের অপভ্রংশ। ক, প।

জোট—দল, সঙ্ঘ, সঙ্গ। দেশজ। সং।

জোটা—জুটা (তাহা দেখ)। ক্রি।

জোড়—যুগ্ম, যুগল, দ্বয়; সংযোগ, মিলন; সংযোগস্থল।

জোড়খাই—যুদ্ধে ব্যবহার্য্য বাদ্য; আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে এই বাদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। দেশজ। [দেশজ শব্দ।

জোড়পাণি—জোড়হাত, একত্র বদ্ধ হস্তদ্বয়।

জোড়া—১। যুগ্ম, যুগল, দ্বয়; ২। সংযোগস্থল। সং। ২। জুড়া, সংযুক্ত করা। দেশজ। ক্রি।

জোত—প্রজাদের অধিকারস্থ এক এক জমার অন্তর্গত তাবৎ জমি; বড় প্রজার নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কৃষকেরা দুই তিন বৎসরের নিমিত্ত যে জমি আবাদের জন্য লয় তাহাকে জোত বলে। বৈদেশিক। সং।

জোতদার—গাঁতিদার, যে প্রজা জমিদারের অধীনে জমা রাখে (farmer)। দেশজ। সং।

জোত্র—সূত্র, সুযোগ; সম্বল; ধন। সং।

জোনাকি পোকা—জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্র পোকা, খদ্যোত, জ্যোতিরিঙ্গণ। দেশজ। সং।

জোন্স, স্যার্ উইলিয়ম (Sir William Jones)—জন্ম ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৭৪৬ খৃঃ। ইনি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রীম-কোর্টের জজ পদে নিযুক্ত হন; পর বৎসর কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন ও আমরণ উহার সভাপতি ছিলেন। ইংরাজদের মধ্যে ইনিই প্রথমে প্রাচ্য সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ করেন। কথিত আছে, কোনও ব্রাহ্মণ ইঁহাকে শিক্ষা দিতে সম্মত হন নাই। একজন বৈদ্য পণ্ডিত পৃথক্ আসনে বসিয়া শিক্ষা দিতেন ও শিক্ষা দিয়া স্নানার্থে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতেন। এসিয়াটিক রিসার্চেস্ নামক ধারাবাহিক গ্রন্থে ইনি প্রাচ্যদেশ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় ইনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার অনুবাদিত শকুন্তলা or the Fatal Ring পাঠে সংস্কৃত ভাষার উপর জর্ম্মণদেশের প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইনি গীতগোবিন্দ ও হিতোপদেশের এবং মুসলমান আইনের অনুবাদ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ অদ্যাপি বিরাজমান। পাশ্চাত্যদেশে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনই ইঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে ইঁহার শরীর ভগ্ন হয়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল ৪৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার জীবনের কার্য্য ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত পদ্যে সুন্দররূপে সূচিত হইয়াছে—

Seven hours to law, to soothing slumber seven
Ten to the world allot, and all to Heaven.

জোমা—জোড়া, যুগ্ম। প্রাদেশিক। প্রা, ক।

জোর—ঔৎসুক্যসহকারে অবলোকন করে, অনুসন্ধান করে। প্রা, ক।

জোয়া—জোহা দেখ।

জোয়ান—১। যুবক, যুবা; বলবান্। বৈদেশিক। বিণ। ২। যুয়ান, যোগান, জুটা। ক, প্রা। ক্রি। ৩। যমানী। সং।

জোয়ার—বেলাবৃদ্ধি, সমুদ্র জলের স্ফীতি। দেশজ। সং।

জোয়ার, জুয়ার—যাবনাল, দেধান; ভারতের

উদ্ভিদ পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান খাদ্য শস্যবিশেষ, (the Indian or great millet)। দেশজ। সং।

জোয়াল—জুয়াল দেখ।

জোর—১। বল, শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রাবল্য। বৈদেশিক। সং। ২। জোড়, জোড়া, যুগ্ম, দ্বয়, দুইটী। প্রা, ক। ৩। অধিক, চড়া, কড়া। বিণ।

জোরজবর, জোরজবরদস্তি, জোর-জুলুম—বল প্রয়োগ, উৎপীড়ন। বৈদেশিক। সং।

জোরাল—শক্তিশালী, বলবান্, প্রবল। দেশজ। বিণ।

জোল—অল্প পরিসর খানা; দীর্ঘ নিম্নভূমি; প্রকাণ্ড চুলী বা উনান, ইহাতে একসঙ্গে অনেক স্থালী চড়াইয়া পাক করা হয়। দেশজ। সং।

জোলা—১। মুসলমান মূর্খ তাঁতী যাহারা মোটা কাপড় বোনে। দেশজ। সং; পু; স্ত্রী জোলানী। ২। মূর্খ। বিণ।

জোলাপ—জুলাব দেখ।

জোষ—তৃপ্তি; সন্তোষ। সুখ (প্রীত হওয়া)। অল্ ভা। সং; পু। [ক্রী।

জোষণ—সেবা; প্রীতি। জুষ+অনট্ ভা। সং;

জোষিৎ, জোষিতা—স্ত্রী, যোষিৎ, নারী। জোষিৎ=জুষ+ইৎ ক। জোষিতা—জোষিৎ+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং।

জো সো—যে-সে উপায়, অসুবিধা। দেশজ।

জোনাপোকা—খদ্যোত, জোনাকী পোকা। গ্রাম্য। সং।

জোহরী—মণিকার। বৈদেশিক। সং।

জোহা, জোয়া—আকাঙ্ক্ষা করা; প্রতীক্ষা করা; অবলোকন করা; অনুসন্ধান করা। প্রা, ক।

জ্ঞ—১। অভিজ্ঞ, বেত্তা, যে জানে, জ্ঞানবান্। জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্ঞা। ২। জ্ঞানী ব্যক্তি, পণ্ডিত; ব্রহ্মা; বুধ; মঙ্গল। সং; পু।

জ্ঞপিত, জ্ঞপ্ত—বিজ্ঞাপিত, নিবেদিত; তোষিত; শাণিত; নিশাদিত; মারিত। জ্ঞপ (জানান ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্ঞপিতা, জ্ঞপ্তা।

জ্ঞপ্তি—জ্ঞাপন, জানান; জ্ঞান, জানা; বুদ্ধি। জ্ঞপ (জানান)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

জ্ঞা—১। অভিজ্ঞা, ইত্যাদি। জ্ঞ দেখ। জ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জ্ঞান। জ্ঞা (জানা)+ক্বিপ্ ভা বা ণ। সং; স্ত্রী।

জ্ঞাত—১। বিদিত, যাহা জানা গিয়াছে এরূপ। জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম। ২। যে জানিয়াছে। জ্ঞা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্ঞাতা।

জ্ঞাতব্য—জ্ঞেয়, যাহা জানা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। জ্ঞা (জানা)+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

জ্ঞাতসার—সারজ্ঞ। জ্ঞাত হইয়াছে সার যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। [বিণ।

জ্ঞাতসারে—জ্ঞানগোচরে, বিদিতরূপে। ক্রি-

জ্ঞাতি—দায়াদ; সপিণ্ড; সগোত্র, এক গোত্রে অর্থাৎ বংশে জাত ব্যক্তি। জ্ঞা (জানা)+ক্তিন ক। সং; পু।

জ্ঞাতিকুটুম্ব, জ্ঞাতিগোষ্ঠী—জ্ঞাতি ও গোষ্ঠ বা পরিবার। দ্বন্দ্ব। সং; পু বা ক্লী, স্ত্রী।

জ্ঞাতিত্ব—সগোত্রত্ব; জ্ঞাতির ভাব বা ধর্ম্ম; জ্ঞাতি-হিংসা। জ্ঞাতি+ত্ব ভাবার্থে। সং।

জ্ঞান—বোধ, জানা। জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। মোক্ষ-বিষয়া ধীকে জ্ঞান এবং শিল্পশাস্ত্রাদি-বিষয়া ধীকে বিজ্ঞান কহে। যোগমতে বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় সমুদায় ও আত্মার একত্বকে জ্ঞান কহে। ন্যায়মতে প্রমা ও অপ্রমা এই দুই প্রকার জ্ঞান।

জ্ঞানকৃত—জানিয়া শুনিয়া করা হইয়াছে এরূপ, জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জ্ঞানগম্য—বোধগম্য। জ্ঞান দ্বারা গম্য (জ্ঞেয়), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্ঞানগম্যা।

জ্ঞানগম্যে—জ্ঞানপূর্ব্বক, জ্ঞানতঃ, জানিয়া শুনিয়া। ক্রি-বিণ।

জ্ঞানগর্ভ—জ্ঞানময়; উপদেশপূর্ণ। জ্ঞান গর্ভে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

জ্ঞানগোচর—জ্ঞানের বিষয়; জ্ঞেয়। ৬তৎ।

জ্ঞানগৌরব—১। জ্ঞানের মহত্ব, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা। ৬তৎ। ২। জ্ঞান জন্য সম্মান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জ্ঞানচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—১। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ নয়ন, অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে গভীর জ্ঞান। জ্ঞানরূপ যে চক্ষুঃ, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানরূপ নয়নবিশিষ্ট। জ্ঞানই চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

জ্ঞানজ্যেষ্ঠ—অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্ঞানজ্যেষ্ঠা।

জ্ঞানতঃ (জ্ঞানতস্)—জ্ঞানপূর্ব্বক, জানিয়া শুনিয়া। জ্ঞান+তস্। বা।

জ্ঞান-তৃষা, -তৃষ্ণা—জ্ঞান-পিপাসা (তাহা দেখ)।

জ্ঞানদ—জ্ঞানদানকারী, জ্ঞানদায়ক। জ্ঞান-দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্ঞানদা।

জ্ঞানদগ্ধদেহ—সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী। জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ=জ্ঞানদগ্ধ, ৩তৎ; জ্ঞানদগ্ধ দেহ যাহার, বহু। সং; পু। সন্ন্যাসীর দেহ জীবদ্দশাতেই জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হয় বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে, এবং সেই কারণেই সন্ন্যাসীর শবদাহ নিষিদ্ধ।

জ্ঞানদাতা (-দাতৃ)—যিনি জ্ঞান দান করেন, শিক্ষক; গুরু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী জ্ঞানদাত্রী।

জ্ঞানদান—জ্ঞান-বিতরণ, উপদেশ প্রদান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জ্ঞানদায়ক—জ্ঞানদানকারী, জ্ঞানদ; উপদেশ-প্রদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -দায়িকা।

জ্ঞানদাস—বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে "মঙ্গল" ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য ইঁহাকে কেহ মঙ্গলঠাকুর, কেহ শ্রীমঙ্গল ও কেহ কেহ মদন-মঙ্গল নামে অভিহিত করিতেন।

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"
ভক্তিরত্নাকর।

এই কাঁদড়া গ্রামে এখনও জ্ঞানদাসের মঠ বিদ্যমান আছে এবং প্রতি বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় মহোৎসবে মেলা হইয়া থাকে। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবীদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার রচিত মাথুর ও মুরলী-শিক্ষা বৈষ্ণবগীতিকাব্যের মহামূল্য রত্ন। ইঁহার ভাষা ও রচনাপ্রণালী চণ্ডীদাসের অনুকৃত। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরাম দাসের সমসাময়িক ছিলেন।

জ্ঞানধন—১। জ্ঞানরূপ ধন। রূপক। সং; ক্লী। ২। জ্ঞানী। জ্ঞান হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ধনা।

জ্ঞাননিষ্ঠ—পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন। জ্ঞানে নিষ্ঠ, ৭তৎ; অথবা জ্ঞানে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

জ্ঞাননিষ্ঠা—১। পরমার্থচিন্তায় মগ্না। বহু। জ্ঞাননিষ্ঠ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। পরমার্থ-চিন্তায় আসক্তি। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

জ্ঞানপতি—পরমেশ্বর; গুরু। ৬তৎ। সং; পু।

জ্ঞানপাপী (-পাপিন্)—জ্ঞানপূর্ব্বক যে পাপ করে। ৩তৎ। সং; পু।

জ্ঞান-পিপাসা—জ্ঞান-তৃষ্ণা, জ্ঞান লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জ্ঞানপিপাসু—জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষী, জ্ঞানার্থী। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

জ্ঞানভূষণ—জ্ঞানালঙ্কার (সকল অর্থে)।

জ্ঞানভূষা—জ্ঞানরূপ অলঙ্কার। রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জ্ঞানমান্—জ্ঞানী, অভিজ্ঞ। জ্ঞানবান্ পদের অসাধু ব্যবহার। [সং; স্ত্রী।

জ্ঞানমাহাত্ম্য—জ্ঞানের মহিমা। ৬তৎ।

জ্ঞানযোগ—ব্রহ্মজ্ঞানজনক নিষ্ঠাবিশেষ, ব্রহ্ম-প্রাপক জ্ঞানের আলোচনা। জ্ঞানরূপ যে যোগ, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

জ্ঞানরত্ন—জ্ঞানধন (সকল অর্থে)। [স্ত্রী।

জ্ঞানলিপ্সা—জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। ৬তৎ। সং;

জ্ঞানলিপ্সু—জ্ঞানলাভের অভিলাষী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

জ্ঞানবাদ—ভক্তি ও কর্ম্মকে প্রধান না বলিয়া

জ্ঞানকেই প্রধান বলা; জ্ঞানের কথন। ৬তৎ। সং; পু।

জ্ঞানবাদী (–বাদিন্)—পরমার্থ বিষয়ে জ্ঞানই প্রধান (ভক্তি বা কর্ম্ম নহে) এইরূপ মতাবলম্বী। জ্ঞানবাদ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী জ্ঞানবাদিনী।

জ্ঞানবান্ (–বৎ)—জ্ঞানী, বোধবিশিষ্ট, অভিজ্ঞ। জ্ঞান+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,–তী।

জ্ঞানবাপী—কাশীস্থ তীর্থকূপবিশেষ। জ্ঞান-দায়িনী বাপী, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জ্ঞানশালী (–শালিন্)—জ্ঞানী, জ্ঞানবান্। জ্ঞান +শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,–নী।

জ্ঞানশূন্য,–হীন—অজ্ঞান, অবোধ, মূঢ়; সংজ্ঞারহিত, অচেতন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জ্ঞানসঞ্চার—জ্ঞানোদয় (তাহা দেখ)।

জ্ঞানসাধন—জ্ঞান লাভের উপায়, ইন্দ্রিয়; তত্ত্ব জ্ঞান লাভের চেষ্টা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জ্ঞানহীন—জ্ঞানশূন্য দেখ।

জ্ঞানাঙ্কুর—সামান্য জ্ঞান, প্রথম জ্ঞান। জ্ঞানের অঙ্কুর, ৬তৎ। সং; পু।

জ্ঞানাঙ্কুশ—অঙ্কুশের ন্যায় জ্ঞান। অঙ্কুশ দ্বারা যেরূপ হস্তী প্রভৃতিকে বশীভূত করা হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের দ্বারা প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা যায়। জ্ঞান রূপ অঙ্কুশ, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

জ্ঞানাভাব—জ্ঞানের অবিদ্যমানতা, জ্ঞান না থাকা, অজ্ঞানতা, অজ্ঞতা। জ্ঞানের অভাব, ৬তৎ। সং; পু।

জ্ঞানাভ্যাস—জ্ঞানের আলোচনা, বিদ্যাচর্চ্চা। জ্ঞানের অভ্যাস, ৬তৎ। সং; পু।

জ্ঞানালঙ্কার—১। জ্ঞানভূষিত, জ্ঞানই যাহার ভূষণ-স্বরূপ। জ্ঞানই অলঙ্কার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জ্ঞানরূপ আভরণ, জ্ঞানরূপ ভূষণ। রূপক। সং; পু।

জ্ঞানী (জ্ঞানিন্)—জ্ঞানবান্, যাহার জ্ঞান আছে। জ্ঞান+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী জ্ঞানিনী।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। ইনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিতেন। পরে তাঁহার দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। স্বধর্ম্মচ্যুত হওয়াতে পিতা প্রসন্ন-কুমার ইঁহাকে বিষয়চ্যুত করিয়া ঐ বিষয় ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ও উত্তরকালে ঠাকুরবংশের প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে ভোগ করিবেন, এই মর্ম্মে একখানি উইল করেন। প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর এই উইল লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে মোকদ্দমা হয়। হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হয়। চূড়ান্ত বিচারফলে যতীন্দ্রমোহন জীবিতকালে বিষয়ের স্বত্ব উপভোগ করিবেন, পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন সমস্ত বিষয় পাইবেন, ইহাই স্থির হইয়া যায়। যতীন্দ্রমোহনের জীবিতকালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁহার ভাবিস্বত্ব ইংলণ্ডের এক সিণ্ডিকেটের নিকট বিক্রয় করিয়া কিছুদিন পরে দেহত্যাগ করেন। পরে যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজ স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ঐ সিণ্ডিকেটের নিকট হইতে সমস্ত বিষয় ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। যাহার বার্ষিক উপস্বত্বমাত্র যতীন্দ্রমোহন উপভোগ করিতে পাইতেন, প্রদ্যোতকুমার স্থায়িভাবে সেই বিষয়ের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ইংলণ্ডে গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম ব্যারিষ্টার। কিন্তু ব্যবসায় করিবার অবসর তাঁহার বড় ঘটিয়া উঠে নাই। ইনি প্রায়ই ইংলণ্ডে বাস করিতেন। সেইখানেই ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায়; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ, এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞান সাধন ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জ্ঞাপক—জ্ঞাপনকর্ত্তা, নিবেদক; সূচক। ণিজন্ত জ্ঞা = জ্ঞাপি (জানান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

জ্ঞাপন—জানান, নিবেদন, বিজ্ঞাপন। ণিজন্ত জ্ঞা = জ্ঞাপি (জানান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

জ্ঞাপয়িতা (জ্ঞাপয়িতৃ)—নিবেদক, যে জানায়। ণিজন্ত জ্ঞা = জ্ঞাপি (জানান)+তৃন্। বিণ; পু। স্ত্রী জ্ঞাপয়িত্রী।

জ্ঞেয়—জ্ঞানবিষয়, যাহা জানা উচিত বা আব-শ্যক এরূপ, জানিবার যোগ্য, জ্ঞান দ্বারা অনুভূত হওয়া, সম্ভব। জ্ঞা (জানা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্ঞেয়া।

জ্যা—পৃথিবী; মাতা; ধনুকের ছিলা, গুণ, মৌর্ব্বী; বৃত্তপরিধি-খণ্ডের প্রান্তদ্বয়যোজক সরল রেখা। জ্যা (জীর্ণ হওয়া বা করা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

জ্যাক্‌সন, সার ষ্টানলি (Sir Stanley Jackson)—বঙ্গ প্রেসিডেন্সির ৪র্থ গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তা। ইনি পূর্ব্বে সৈন্যবিভাগে কর্ণেল ছিলেন, এবং পরে বিলাতের পার্লি-মেণ্টে (মহাসভায়) অন্যতম সদস্য হইয়া রাজনীতির চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড লিটনের শাসন কাল শেষ হইলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে জ্যাক্‌সন সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। লর্ড লিটন বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় ও সুশিক্ষিত হিন্দু ভদ্রসন্তানকে রাজদ্রোহী সন্দেহে বিনা বিচারে ইং ১৯২৪ অব্দে অক্টো-বর মাসে—কাহাকেও জেলে, কাহাকেও অন্তরীণে—আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতীয়দিগের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সার ষ্টানলি বঙ্গে পদার্পণ করিবার কিছুদিন পরেই ঐ সকল রাজবন্দীকে একে একে মুক্তি দিতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। কলিকাতা সহরের দক্ষিণাংশে ময়দানের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে ত্রিজিতলায় বৈজনাথ (ব্রজনাথ) নামক শিবের একটি ছোট মন্দির ও তন্মধ্যে লিঙ্গ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং ত্রিজিতলা ফাঁড়ীর পশ্চিমা হিন্দু কনষ্টেবলগণ নিত্য তাঁহার পূজা দিত। ইংরাজ সরকারের পূর্ত্তবিভাগ ময়দান উন্মুক্ত রাখিবার অছিলায় ১৯২৭ অব্দের আগষ্ট মাসে একদা নিশীথ রাত্রিতে পুলিসের সহায়তায় উক্ত মন্দির ভূমি-সাৎ এবং দেববিগ্রহ স্থানান্তরিত করে। ইহাতে হিন্দুসমাজে ঘোরতর বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয়, এবং হিন্দুরা সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া মন্দির পুনর্নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হন। গভর্ণর জ্যাক্‌সন সাহেব এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে সফর করিতেছিলেন। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া লাটসাহেব এই সফর ভাঙ্গিয়া দ্রুতপদে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং স্বয়ং মন্দিরস্থল পরিদর্শন করিয়া ও সকল পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের ত্রুটি-স্বীকার-পূর্ব্বক পূর্ব্ব স্থানেই মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করেন। এই কার্যেও জ্যাক্‌সন সাহেবের রাজনীতিজ্ঞতার ও প্রজানুরঞ্জন প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রকট।

জ্যাঘাত—ধনুকের ছিলার প্রহার বা চোট। জ্যা দ্বারা বা জ্যার আঘাত, ৩ বা ৬তৎ। সং; পু।

জ্যাঘাত-নিবারণ—ধনুর্দ্ধরদিগের হস্তবদ্ধ চর্ম্ম-বিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জ্যামিতি—জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও ভূগোল-মিতি; ভূমির পরিমাণবিষয়ক শাস্ত্র, ক্ষেত্র-তত্ত্ব (Geometry)। জ্যার মিতি (পরিমাণ) হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; স্ত্রী।

জ্যামিতিক—জ্যামিতি শাস্ত্রসংক্রান্ত। জ্যামিতি +ফিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–কী।

জ্যায়ান্ (জ্যায়স্)—জ্যেষ্ঠ; বৃদ্ধ; শ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জ্যায়সী।

জ্যারোপ—গুণস্থাপন, ধনুকে ছিলা পরান। জ্যার আরোপ, ৬তৎ। সং; পু।

জ্যেষ্ঠ—অগ্রজ, শ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ইষ্ঠ। বিণ; ত্রি।

জ্যেষ্ঠতাত—পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জেঠা। তাতের (পিতার) জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ), ৬তৎ। সং; পু।

জ্যেষ্ঠশ্বশুর—জেঠশ্বশুর, শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কর্ম্মধা। সং; পু।

জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ—জেঠশাশুড়ী, পতি বা পত্নীর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতপত্নী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠা—১। অগ্রজা, শ্রেষ্ঠা। জ্যেষ্ঠ দেখ। জ্যেষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র; মধ্যমাঙ্গুলি; টিকটিকী। সং; স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠাশ্রমী (—শ্রমিন্)—গার্হস্থ্যাবলম্বী, গৃহস্থাশ্রমী, গৃহস্থ। জ্যেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) যে আশ্রম সে জ্যেষ্ঠাশ্রম, কর্ম্মধা; তাহা আছে ইহার এই অর্থে জ্যেষ্ঠাশ্রম শব্দ+ইন্। সং; পু।

জ্যেষ্ঠী—টিকটিকী। জ্যেষ্ঠ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জ্যৈষ্ঠ—বাঙ্গালা বৎসরের দ্বিতীয় মাস। জ্যেষ্ঠার ইহা এই অর্থে জ্যেষ্ঠা শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

জ্যৈষ্ঠী—জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা। জ্যেষ্ঠ শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জ্যৈষ্ঠ্য—জ্যেষ্ঠত্ব; শ্রেষ্ঠতা; উৎকর্ষ। জ্যেষ্ঠ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

জ্যোতিঃ (জ্যোতিস্)—১। তেজঃ; চৈতন্য; চক্ষুঃ; শাস্ত্রবিশেষ, জ্যোতিঃশাস্ত্র। দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+ইস্ ক। সং; ক্লী। ২। সূর্য্য; অগ্নি। সং; পু। ৩। দীপ্তি; প্রকাশ; আলা। দ্যুত+ইস্ তা। সং; স্ত্রী।

জ্যোতিঃশাস্ত্র—গ্রহনক্ষত্রাদির গতিস্থিতি সঞ্চারাদি অনুসারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র; গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, প্রভৃতির স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার নিরূপণবিষয়ক বিদ্যা। জ্যোতিঃ বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জ্যোতিরাত্মা (—রাত্মন্)—সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি। জ্যোতিঃ আত্মা যাহার, বহু। বিণ বা সং; পু বা স্ত্রী।

জ্যোতিরিঙ্গ, জ্যোতিরিঙ্গণ—খদ্যোত, জোনাকি পোকা। জ্যোতিস্ শব্দ—ইন্‌গ (গমন করা, ইত্যাদি)+অন্, অন ক। সং; পু।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইনি জোড়াসাঁকো-নিবাসী স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র। ১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইঁহার যে বংশে জন্ম, সে বংশের সকলেই লেখক, সকলেই কবি। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা। জ্যোতিরিন্দ্র যৌবনকাল হইতেই মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতেন। ইঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সকল লোকে অতি আদর করিয়া পড়িত। ইনি এক জন উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক সময়ে ইঁহার অশ্রুমতী, পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটক বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সকলে অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ইদানীং ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও ফরাসী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। অনুবাদে ইনি সিদ্ধহস্ত। এমন সুন্দর অনুবাদ খুব কম লোকেই করিতে পারেন। সঙ্গীতরচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুনিপুণ। বহুসংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত, প্রণয়-সঙ্গীত ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি সঙ্গীত-প্রকাশিকা নামক মাসিক পত্রের সম্পাদন করেন। অনেকেই হয়ত অনবগত যে ইনি একজন সু-চিত্র-লেখক ও Phonological বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। রাঁচিতে সুন্দর প্রাসাদতুল্য গৃহ ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ইনি তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া নীরবে সাহিত্য সাধনা করিতেন। সন ১৩৩১ সালে ২০শে ফাল্গুন বুধবার ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

জ্যোতির্মণ্ডল—মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ, সূর্য্যমণ্ডল, গ্রহনক্ষত্রাদি। উপমিত। সং; ক্লী।

জ্যোতির্ম্ময়—জ্যোতিঃপরিপূর্ণ; দীপ্তিশালী। জ্যোতিস্+ময়ট্ (জ্যোতিঃ+ময়)। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী।

জ্যোতির্ব্বিৎ (—বিদ্)—জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। জ্যোতিস্ (জ্যোতিঃশাস্ত্র)—বিদ (জানা)+কিপ্ ক। সং বা বিণ; পু।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা—জ্যোতিঃশাস্ত্র। ইহ দুই ভাগে বিভক্ত, ফলিত ও গণিত। ফলিত বৃহৎ পরাশরীয় এবং ভৃগুসংহিতা, জৈমিনি সূত্রাদি। গণিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত, গর্গসিদ্ধান্ত, আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত প্রভৃতি। গণিত—প্রথম ব্যক্ত বা স্ফুট, দ্বিতীয় অব্যক্ত বা অস্ফুট। জ্যোতিঃবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জ্যোতির্ব্বিন্দু—কণমাত্র জ্যোতিঃ। জ্যোতির বিন্দু (জ্যোতিঃ+বিন্দু), ৬তৎ। সং; পু।

জ্যোতির্ব্বেত্তা (—বেত্তৃ)—জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। জ্যোতিস্ (জ্যোতিঃশাস্ত্র)—বিদ (জানা)+তৃন্ ক। সং বা বিণ; পু।

জ্যোতিশ্চক্র—রাশিচক্র; ভচক্র; কুণ্ডলী। জ্যোতির চক্র (জ্যোতিঃ+চক্র), ৬তৎ। সং; ক্লী।

জ্যোতিষ, জ্যৌতিষ—জ্যোতিঃশাস্ত্র। জ্যোতিস্ [শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

জ্যোতিষিক, জ্যৌতিষিক—১। জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বেত্তা। জ্যোতিষ শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু। ২। জ্যোতিঃশাস্ত্রসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ষিকী।

জ্যোতিষী (জ্যোতিষিন্)—জ্যোতির্ব্বেত্তা, জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ, গণক। জ্যোতিষ+ইন্। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী জ্যোতিষিণী।

জ্যোতিষ্ক—নভোমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। জ্যোতিস্ শব্দ—কৃ (করা)+ড ক; অথবা জ্যোতিস্ শব্দ+কণ্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল—মণ্ডলাকার জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ-নক্ষত্রাদি, নভোমণ্ডলস্থিত মেষাদি দ্বাদশরাশি ও নক্ষত্র সমন্বিত স্থানবিশেষ। জ্যোতিষ্কের মণ্ডল, ৬তৎ; অথবা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলসদৃশ, উপমিত। সং; ক্লী।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীয়—জ্যোতিষ্কমণ্ডল সংক্রান্ত। জ্যোতিষ্কমণ্ডল+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

জ্যোতিষ্টোম—যজ্ঞবিশেষ। সং; পু।

জ্যোতিষ্পথ—আকাশ, জ্যোতির্গণের পথ (জ্যোতিস্+পথ), ৬তৎ। সং; পু।

জ্যোতিষ্মতী—১। জ্যোতির্ম্ময়ী, দীপ্তিবিশিষ্টা। জ্যোতিস্+মৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লতাবিশেষ, লতাফট্‌কি বা নয়াফট্‌কি, জ্যোৎস্নালোকিতা রাত্রি; সত্বগুণময় চিত্তবৃত্তি। সং; স্ত্রী।

জ্যোতিষ্মান (—মৎ)—১। জ্যোতির্ম্ময়, দীপ্তিবিশিষ্ট। জ্যোতিস্ (দীপ্তি)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। সূর্য্য; কুশদ্বীপাধিপতি, ইঁহার পিতার নাম প্রিয়ব্রত; জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রশেখর পর্ব্বতস্থ তীর্থবিশেষ; সমুজ্জ্বল মণি; স্ফটিক। সং; পু।

জ্যোতিস্তত্ত্ব—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রগ্রন্থ। জ্যোতির তত্ত্ব (জ্যোতিঃ+তত্ত্ব), ৬তৎ। সং; ক্লী।

জ্যোতীরথ—ধ্রুব। জ্যোতিঃ রথ যাহার, বহু। সং; পু।

জ্যোৎস্না—চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রিকা, কৌমুদী; কান্তি, শোভা। জ্যোতিস্+ন+আপ্। সং; স্ত্রী।

জ্যোৎস্নী, জ্যৌৎস্নী—চন্দ্রিকাময়ী রাত্রি। জ্যোৎস্না+অ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জ্যৌতিষ—১। জ্যোতিঃসম্বন্ধীয়। জ্যোতিষ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্যৌতিষী। ২। জ্যোতিঃশাস্ত্র। সং; ক্লী।

জ্যৌতিষিক—জ্যোতিষিক দেখ।

জ্যোৎস্নী—জ্যোৎস্নী দেখ।

জ্বর—গাত্রতাপ, স্বনামখ্যাত রোগবিশেষ; সন্তাপ। জ্বর+অন্ ক। সং; পু।

জ্বরঘ্ন—জ্বরাপহ, জ্বরনাশক। জ্বর দেখ; জ্বর—হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্বরঘ্নী।

জ্বরজারি, জ্বরজ্বারি—জ্বরাদি রোগ। [সং।

জ্বরঠুঁটা—ঠোঁটের পাশে জ্বরহেতু ঘা। দেশজ।

জ্বরা—জ্বরাক্রান্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

জ্বরাতিসার—জ্বরযুক্ত অতিসার রোগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জ্বরান্তক—জ্বরঘ্ন, জ্বরনাশক। জ্বরের অন্তক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্বরান্তিকা।

জ্বরিত জ্বরবিশিষ্ট। জ্বর+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্বরিতা।

জ্বলৎ—জ্বলন্ দেখ।

জ্বলদগ্নি, জ্বলদনল—জ্বলন্ত আগুন। জ্বলন্ যে অগ্নি বা অনল (জ্বলৎ+অগ্নি বা অনল), কর্ম্মধা। সং; পু।

জ্বলন্ (জ্বলৎ)—জ্বলিতেছে এরূপ, জ্বলন্ত, দীপ্যমান; দীপ্তিশালী। জ্বল্+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী জ্বলন্তী।

জ্বলন—১। অগ্নি, অনল। জ্বল+অন ক। সং; পু। ২। দীপন; জ্বালা। জ্বল্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

জ্বলনাশ্ম (-নাশ্মন্)—সূর্য্যকান্তমণি, সূর্য্যালোক সংযোগে জ্বলনশীল কাচ; অগ্নি-উদ্গিরণশীল প্রস্তর (চকমকি)। জ্বলনজনক অশ্মা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জ্বলন্ত—জ্বলন্; প্রজ্বলিত। জ্বল্+অন্ত ক। বিণ; ত্রি।

জ্বলা—প্রজ্বলিত বা প্রদীপ্ত হওয়া; উজ্জ্বল হওয়া; দাহ বোধ করা, জ্বালা করা। দেশজ। ক্রি।

জ্বলিত—১। জ্বলিতেছে এরূপ; দগ্ধ; দীপ্ত; প্রকাশিত; প্রজ্বলিত। জ্বল (দীপ্ত হওয়া) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্বলিতা। ২। জ্বলন। জ্বল+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

জ্বারত—জ্বালে, প্রজ্বলিত করে। প্রা, ক। ক্রি।

জ্বাল—অগ্নিশিখা; আগুনের ঝলকা। জ্বল (দীপ্ত হওয়া)+ণ ক। সং; পু।

জ্বালা—১। অগ্নিশিখা; জ্বলন, দাহ। জ্বাল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জ্বালাতন—দাহপ্রাপ্ত; ক্লেশান্বিত, ত্যক্তবিরক্ত। জ্বালা শব্দ+তনব্। বিণ; ত্রি।

জ্বালান—প্রজ্বলিত বা প্রদীপ্ত করা, দগ্ধ করা, পুড়াইয়া দেওয়া; জ্বালাতন করা, বিরক্ত করা, হয়রান করা। দেশজ। ক্রি।

জ্বালামালিনী—দেবীবিশেষ। জ্বালার মালা জ্বালামালা (৬তৎ), তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জ্বালামুখী—তীর্থবিশেষ, ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত কাঙ্গড়া জেলায় অবস্থিত। জ্বালা মুখে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। [আর্য্যমতে, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে, শিব যখন সেই শবদেহ ত্রিশূলোপরি ঘূর্ণিত করেন, তখন সতীর দেহ ছিন্ন হইয়া এই স্থানে পতিত হয়। এই স্থানে ভূগর্ভস্থ এক প্রকার বাষ্প বায়ু-সংযোগে জ্বলিয়া থাকে, সেই জন্যই ইহার নাম জ্বালামুখী।

জ্বালামুখী অতি প্রাচীন সহর। অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষগুলি সহরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সাক্ষিস্বরূপে বিরাজিত। সহরে প্রতিষ্ঠিত দেবীমন্দির হিন্দু তীর্থযাত্রীর দর্শনীয় মহাপীঠ স্থান। এই মন্দিরটি ভূগর্ভ হইতে উত্থিত কয়েকটি অগ্নিশিখার উপরি নির্ম্মিত। শিখাগুলি দিবারাত্র সমভাবেই আলোক প্রদান করে। কথিত আছে, আনুমানিক আটশত বৎসর পূর্ব্বে দেবী দক্ষিণদেশবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই স্থানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে তাহাকে আদেশ করেন। মন্দিরটি সেই ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনতর কিংবদন্তী অনুসারে এই অগ্নিশিখা জালন্ধর নামক দৈত্যের মুখনিঃসৃত। মহাদেব এই দৈত্যকে গুরু পাষাণভারে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃঃ রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের ছাদটি সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। মন্দিরের সন্নিকটে ছয়টি [illegible] প্রস্রবণ বিদ্যমান। এই পীঠস্থানে বহু সাধক, সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাত্রীর সমাগম হয়। কলিকাতা ১২টার সময় সূর্য্যোদয়ের তফাৎ ১১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ৮ সেকেণ্ড।]

জ্বালিত—দীপিত, জ্বালান; ক্লেশিত, ভস্মীকৃত। ণিজন্ত জ্বল (জ্বালি)+ক্ত কর্ম্ম। (জ্বলিত হয়, কারণ উপসর্গ পূর্ব্বে না থাকিলে জ্বলাদি ধাতুর বিকল্পে হ্রস্ব হয়, এবং উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে জ্বল ধাতুর নিত্য হ্রস্ব হয়।) বিণ; ত্রি। স্ত্রী জ্বালিতা।

জ্বালী (জ্বালিন্)—১। দীপ্তিমান্। জ্বল+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শিব। সং; পু।

জ্বালেশ্বর—তীর্থবিশেষ। জ্বালার ঈশ্বর ৬তৎ। সং; পু।

ঝ

ঝ—১। নবম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। ঝঞ্ঝাবাত; ধ্বনি; বৃহস্পতি; দৈত্যরাজ। ঝট (সংহত হওয়া বা করা)+ড ক। সং; পু। ৩। নিদ্রিত। বিণ; ত্রি।

ঝক—দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, জলুস, চমক; পরাজয়। বৈদেশিক। সং।

ঝকঝক—চকচক বা চকমক। দেশজ। সং।

ঝকমারি—গুনাহ, দোষ, ক্রটি, অন্যায়। দেশজ। সং।

ঝকড়া, ঝগড়া—কলহ, বিবাদ। দেশজ। সং।

ঝগড়াঝাঁটি—কোন্দল, বাগ্‌বিতণ্ডা। দেশজ। সং।

ঝগড়াটিয়া, ঝগড়াটে—কলহপ্রিয়, যে সর্ব্বদা কোন্দল করে বা করিতে ভালবাসে। দেশজ। বিণ।

ঝঙ্কার, ঝঙ্কৃতি—ভ্রমরাদির গুঞ্জন; মধুর অস্ফুট ধ্বনি; ঝন্‌ঝন্ শব্দ। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)+কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্তি ভা। সং; পু ও স্ত্রী।

ঝঙ্কারা—ঝঙ্কার করা, গুঞ্জন করা, গুন্ গুন্ রবে ডাকা। ক, প্র। ক্রি।

ঝঙ্কৃতি—ঝঙ্কার দেখ।

ঝঞ্জন, ঝঞ্জনা—ঝন্ ঝন্ বা ঝম্ ঝম্ শব্দ। অনুকার শব্দ। সং।

ঝঞ্জনায়মান—ঝন্ ঝন্ বা ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতেছে এরূপ। দেশজ। বিণ।

ঝঞ্জনিয়া, ঝঞ্জনে—১। ঝন্ ঝন্ বা ঝম্ ঝম্ শব্দকারী; সম্পূর্ণ নীরস, অতি শুষ্ক। দেশজ। বিণ। ২। বজ্র। ক, প্র। সং।

ঝঞ্ঝা—প্রবল ব্যাত্যা, ঝড়; বৃষ্টি; ধ্বনিবিশেষ। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)—ঝট (সংহত হওয়া বা করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঝঞ্ঝাট—জড়াজড়ি, চাপ, লেঠা, দায়, মুস্কিল, অশান্তি, জ্বালা। দেশজ। সং।

ঝঞ্ঝানিল, ঝঞ্ঝামারুত, ঝঞ্ঝাবাত—প্রচণ্ড বায়ু, প্রবল ঝড়; ঝড় বৃষ্টি। ঝঞ্ঝা যুক্ত যে অনিল, মারুত, বা বাত, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ঝঞ্ঝাবর্ত্ত—ঝটিকাবর্ত্ত, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, অতি প্রবল ঝড়। ঝঞ্ঝার আবর্ত্ত, ৬তৎ। সং; পু।

ঝঞ্ঝাবাত—ঝঞ্ঝানিল দেখ।

ঝট, ঝটপট—ঝটিতি, চটপট, শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। প্রা, ক।

ঝটকা—১। সহসা বাত্যা, ঝাট, বা ঝাপটা। দেশজ। সং। ২। আনারস প্রভৃতি গাছের কোমল পাতা গাছ হইতে টানিয়া লইলে গোড়ায় যে কোমল অংশ থাকে তাহা; কেশাদির সহসা আঘাত (লেজ ঝটকা মারা)। সং। [সং।

ঝটাপটি—পরস্পর ধারণ ও পতন। দেশজ।

ঝটিকা—ঝড়। দেশজ। সং।

ঝটিকাবর্ত্ত—একপ্রকার ঘূর্ণিবায়ু। দেশজ। সং।

ঝটিত—ঝটিতি, শীঘ্র। ক, প্র। ব্য।

ঝটিতি—শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। ঝট (সংহত হওয়া বা করা)+কিতিচ্ ক। ব্য।

ঝড়, ঝড়ি—ঝটিকা, বাত্যা। দেশজ। সং।

ঝড়া, ঝোড়া—পূর্ব্ব বৎসরের যে ধান ঝড়িয়া পড়িয়াছিল সেই ধানের গাছ, (ঝড়া ধান গাছের ধান আগে পাকে এজন্য ক্ষেতেই নষ্ট হয়)। দেশজ। সং।

ঝড়্তি, ঝড়্তি পড়্তি—যাহা ঝড়িয়া পড়ে, অপব্যয়। সং। [দেশজ। বিণ।

ঝড়ুয়া, ঝড়ো—ঝড়ে জাত; ঝড়ে আহত।

ঝণঝণা—আওয়াজ অনুরূপ শব্দবিশেষ; ঝণা বিশেষ; ঝণ্ ঝণ্ শব্দ। সং; স্ত্রী।

ঝনকাঠ—দ্বারের কপালীর দুই পাশে স্থাপিত পাটা বা কাষ্ঠখণ্ড। সং।

ঝনঝন—ঝঞ্জন (তাহা দেখ)।

ঝনঝনা—বজ্র। সং।

ঝনৎকার—ঝন্‌ঝন্ ইত্যাকার শব্দ। ঝনৎ(অনুকরণ শব্দ)—কৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ঝপ, ঝপ্‌ঝপ—দ্রুত, শীঘ্র। দেশজ। বা।

ঝম্প—লম্ফ, লাফ, ঝাঁপ। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)—পত (পড়া)+ড ভা। সং; পু।

ঝম্পাক—বানর। ঝম্প শব্দ—অক্ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

ঝম্পারু—বানর। ঝম্প শব্দ—ঋ (গমন করা)+উ ক। সং; পু। [পু।

ঝম্পী (ঝম্পিন্)—বানর। ঝম্প+ইন্। সং;

ঝর—নির্ঝর, ঝরণা; সমূহ। ঝৄ (জীর্ণ হওয়া)+অল্ ণ। সং; পু।

ঝরকা, ঝরোকা—গবাক্ষ, জানালা, বাতায়ন। প্রাদেশিক। সং। [দেশজ। সং।

ঝরণা—নির্ঝর, পর্ব্বতাদি হইতে ক্ষরিত জল।

ঝরা—১। নির্ঝর, ঝরণা; সমূহ। ঝর+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। অশ্বত্থাদিবৃক্ষমূলে জলদানের নিমিত্ত শাখাবিলম্বিত সচ্ছিদ্র ভাণ্ড সং। ৩। ক্ষরিত হওয়া; নিঃসৃত হওয়া, গলিত হওয়া, গলা, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়া বা বাহির হওয়া। দেশজ। ক্রি। [সং; স্ত্রী।

ঝরী—নির্ঝর,ঝরণা; সমূহ। ঝর শব্দ+ঈপ্।

ঝরে—ঝরিতেছে। প্রা, ক। ক্রি।

ঝরোকা—ঝরকা দেখ।

ঝর্ঝর—বাদ্যভাণ্ডবিশেষ; ডিণ্ডিম; পটহ; শব্দবিশেষ; নদবিশেষ। ঝর্ঝ (রব করা)+অরন্ ক। সং; পু।

ঝর্ঝরা—বারনারী, বেশ্যা। ঝর্ঝ (নিন্দা করা)+অরন্ র্থ+আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ।

ঝর্ঝরিয়া, ঝর্ঝরে—উজ্জ্বল, সাফ। দেশজ।

ঝর্ঝরীক—শরীর; দেশ; চিত্র। সং; পু।

ঝলক—জ্বালা, শিখা; দমকা; প্রভা, দীপ্তি, চমক; মুখ হইতে উদ্গীর্ণ জলাদির এক এক মাত্রা। দেশজ। সং।

ঝলকা, ঝলকান—ঝলক দেওয়া; ঝলকিত বা ঝলসিত হওয়া। দেশজ। ক্রি। [বিণ।

ঝলকিত—ঝলসিত, দীপ্তোজ্জ্বল। দেশজ।

ঝলজ্ঝল—ছলছল ধ্বনি; হস্তিকর্ণের আস্ফালন। সং; পু। স্ত্রী ঝলজ্ঝলা।

ঝলমল—শিথিলভাবে দুলন। দেশজ।

ঝলস—ঝলক, দীপ্তি, চমক; জ্বালা, আঁচ, তেজ। প্রাদেশিক। সং।

ঝলসা, ঝলসান—আধপোড়া করা বা হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ঝলসিত—ঝলকিত (তাহা দেখ)।

ঝলা—১। জ্বালা, দীপ্তি, চমক, জলুস, ঝক্। সং। ২। জ্বলা, দীপ্তি বিকাশ করা, ঝক্ দেওয়া; ঝুলিতে থাকা, ঝলমল করিয়া ঝুলা। ক, প্র। ক্রি। [প্র। ক্রি।

ঝলি—ঝকমক করিয়া; ঝলমল করিয়া। ক

ঝল্‌ঝলা, ঝল্‌ঝলিয়া—অতি-পরিসর; দীপ্তিশালী। দেশজ। বিণ।

ঝল্ল—জাতিবিশেষ। জল+অন্ ক। সং; পু।

ঝল্লক—কাংস্যবাদ্য। ঝল্ল শব্দ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; পু।

ঝল্লরী—বাদ্যবিশেষ। ঝল্ল শব্দ—রা (গ্রহণ করা)+ড ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঝষ—১। বন। সং; ক্লী ২। মীন, মৎস্য; তাপ। ঝষ্+অন্ ক। সং; পু।

ঝষকেতন, ঝষকেতু, ঝষধ্বজ—মীনকেতন, কন্দর্প। ঝষ (মৎস্য) হইয়াছে কেতন, (কেতু, ধ্বজ) যাহার, বহু। সং; পু।

ঝা—ঝঞ্ঝাবাত; ধ্বনি। ঝট (সংহত হওয়া বা করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঝাঁ—ঝটিতি; অনুকরণশব্দ। দেশজ। [সং।

ঝাঁক—পক্ষি-মৎস্যাদির সমূহ,গণ,দল। দেশজ।

ঝাঁকড়মাকড়, ঝাঁকড়া—ঝোপঝুলা। দেশজ। সং বা বিণ।

ঝাঁকনি, ঝাঁকরানি, ঝাঁকারি, ঝাঁকি—বেগে সঞ্চালন, ধাক্কা। দেশজ। সং।

ঝাঁকা—১। বড় চেঙ্গারি; মুটেদিগের ভার বহনপাত্র। সং। ২। আলোড়িত করা; কম্পিত করা। গবাদি পশুর মুখপদ ক্ষতরোগে আক্রান্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ঝাঁজ, ঝাঁঝ—জ্বালা, হল্‌কা, আঁচ, তেজ, উগ্রতা; ক্রোধ; উগ্রগন্ধ; কাংস্যবাদ্য বিশেষ, একপ্রকার নূপুর। দেশজ। সং।

ঝাঁঝরা—বহুচ্ছিদ্রযুক্ত। দেশজ। বিণ।

ঝাঁঝরি—বহু ছিদ্রবিশিষ্ট বড়হাতা; কয়লার চুলানের লৌহময় অঙ্গারাধার। দেশজ। সং।

ঝাঁট—১। ঝাঁটাদ্বারা সম্মার্জ্জন। দেশজ। সং। ২। ঝটিতি। প্রা, ক। বা।

ঝাঁটা—খাঙ্গরা, সম্মার্জ্জনী। দেশজ। সং।

ঝাঁটাতারা—ধূমকেতু। সং।

ঝাঁটান—ঝাঁট দেওয়া, সম্মার্জ্জনীদ্বারা পরিষ্কার করা; ঝাঁটা মারা, ঝাঁটাপিটা করা। দেশজ। ক্রি।

ঝাঁপ—১। ঝম্প, লম্ফ, লাফ, গাজনের সময় উচ্চমঞ্চ হইতে নিম্নে লম্ফ প্রদান; দরমার কপাট, আগোড়, বেড়া। দেশজ। ২ ছিপন, আচ্ছাদন, ঢাকন, আক্রমণ। সং। ৩। আচ্ছাদন কর, ঢাক; আচ্ছাদিত করি। প্রা, ক। ক্রি।

ঝাঁপন—ঢাকা, লুকান। প্রা, ক। সং।

ঝাঁপা—পড়া, পতিত হওয়া; চাপা দেওয়া; ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুকান; ক্ষেপণ করা; মনে উদয় হওয়া, মনে পড়া। প্রা, ক। ক্রি।

ঝাঁপাই—১। ঝম্প, লাফালাফি; সন্তরণে লম্ফ বা আছড়া আছড়ি। দেশজ। সং। ২। ঢাকিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ঝাঁপান—১। গাজনের সময় লম্ফপ্রদান অনুষ্ঠান; মনসার গান। সং। ২। লম্ফপ্রদান করা, লাফাইয়া পড়া। দেশজ। ক্রি।

ঝাঁপি—১। ক্ষুদ্রপেটিকা,ঢাকনিযুক্ত ছোট পেতে বা চুবড়ি। দেশজ। সং। ২। ঝাঁপ দিয়া; ঢাকিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ঝাইল, ঝাল—১। সমান আকারের একজোড়া। দেশজ। সং। ২। রাং পিতল প্রভৃতি যাহা দিয়া ধাতু জুড়িতে পারা যায় (solder)। সং।

ঝাঁসি—যুক্তপ্রদেশ এলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। কথিত আছে, পরিহার নামধেয় রাজপুত জাতিবিশেষ এই প্রদেশে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বাসস্থাপন করে। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে চান্দেল রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। পরে তাঁহাদের অনুচর খাঙ্গারগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ইঁহারাই "কড়ার" দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃঃ ১৪শ শতাব্দীতে বুন্দেলাগণ ইঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া মাউ নামক স্থানে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করে। ইহারা কড়ার দুর্গ অধিকার করে এবং চতুর্দ্দিকস্থ স্থানগুলি নিজাধিকারে আনে। সেই স্থানগুলির সমষ্টি তাহাদের নামানুসারে বুন্দেলখণ্ড নামে আখ্যাত হয়। ইহাদের নায়ক রুদ্রপ্রতাপ অর্চ্চানগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্চ্চার অধিপতি বীরসিংহদেও ঝাঁসির দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। যুবরাজ সেলিমের প্ররোচনায় ইনি আকবরের প্রিয় মন্ত্রী ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলকে হত্যা করায়,সম্রাটের বিরাগভাজন হন। মোগলসৈন্য ইঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, ইনি পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। যুবরাজ সেলিম দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর,ইনি আবার সম্রাট্‌দরবারে গৌরব লাভ করেন। ইহার পর বুন্দেলানায়ক ছত্রশাল,বাহাদুরশাহের নিকট হইতে ঝাঁসি জেলা প্রাপ্ত হন। মুসলমানগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ছত্রশাল মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৩৪ খৃঃ মৃত্যুকালে ইনি মহারাষ্ট্রীয়গণকে পুরস্কার স্বরূপে ইঁহার রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দান করিয়া যান। বর্ত্তমান ঝাঁসিবিভাগের কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান ঝাঁসি জেলা তাহার বহির্ভূত ছিল। ১৭৪২ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্চ্চা রাজ্য আক্রমণ করে। তাহাদের সেনাপতি ঝাঁসিনগর প্রতিষ্ঠিত করে। ত্রিশ বৎসরকাল জেলাটি পেশোয়ার প্রভুতার অধীনে থাকে। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় রাজপ্রতি-

নিধিগণ একপ্রকার স্বাধীনভাবে এ জেলার শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেন। ১৮০৪ খৃঃ জেলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সিউরাও ভাও ইংরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। ১৮১৪ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পৌত্র রামচাঁদ রাও তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮১৭ খৃঃ পেশোয়া ইংরাজকে বুন্দেলখণ্ডের সমস্ত স্বত্ব অর্পণ করিলে ইংরাজ রামচাঁদকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ১৮৩৫ অঃ রামচাঁদ অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হইলে, ইংরাজ তাঁহার খুল্ল-পিতামহ রঘুনাথ রাওকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি ঋণভারাক্রান্ত হইয়া অপুত্রক অবস্থায় ১৮৩৫ খৃঃ দেহত্যাগ করিলে, ইঁহার ভ্রাতা গঙ্গাধর রাওকে ইংরাজ তৎপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৮৫৩ খৃঃ অপুত্রক অবস্থায় গঙ্গাধর রাও লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার সমস্ত অধিকার ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। তাঁহার রাণীকে বৃত্তিদান করিবার ব্যবস্থা হয়। রাণীকে দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি দান না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হন। অসন্তোষের দ্বিতীয় কারণ এই যে, খাদ্যের জন্য রাজ্যমধ্যে গোহত্যা করা হইত। হিন্দুপ্রজাগণও এই ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া উঠে। সুতরাং ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে রাণীপ্রমুখ ঝাঁসির প্রজাগণ বিদ্রোহে সোৎসাহে যোগদান করে এবং ইংরাজ কর্ম্মচারীর হত্যা ও ধনাগার অধিকার করে। ১৮৫৮ খৃঃ ৩ই এপ্রেল স্যার্ হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) দুর্গ ও সহর বিদ্রোহিগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে রাণী পলায়ন করেন। পরিশেষে গোয়ালিয়র দুর্গের পাদমূলে অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া রাণী রণশয্যায় শয়ন করেন। এই বৎসরের নভেম্বর মাসে জেলায় শান্তি স্থাপিত হয়, এবং শাসনকার্য্যের সুব্যবস্থা সম্পাদিত হয়। পেশোয়া কর্ত্তৃক ঝাঁসি-জেলা ইংরাজকে প্রদত্ত হইলে, ইংরাজ ঝাঁসি সহরটি গোয়ালিয়ররাজকে দান করিয়াছিলেন। উত্তরকালে অন্যস্থানের বিনিময়ে সহরটী ইংরাজের অধিকারে আসে।

ঝাউ—বৃক্ষবিশেষ, ঝাবু। সং।

ঝাঙ্কৃত—নূপুরাদির ধ্বনি; ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। ঝাম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ঝাঝর—জীর্ণ। প্রা, ক।

ঝাট—১। নিকুঞ্জ; কান্তার। ঝট+ঘঞ্, ণ। সং; পু। ২। শীঘ্র, ঝট। প্রা, ক। ব্য।

ঝাটহি—ঝাটে, নিকুঞ্জে, কান্তারে। প্রা, ক।

ঝাটি, ঝাটী—ঝাঁটিগাছ; ঝাঁটিফুল। প্রা, ক।

ঝাট্যাতি—ঝাঁটা ব্যবহারকারী, যে ঝাঁট দেয়, ঝাড়ুদার। প্রা, ক। সং।

ঝাড়—গুচ্ছ, স্তবক; আলোকাধার। দেশজ। সং।

ঝাড়ন—ঝাড়া কার্য্য; যাহা দ্বারা ঝাড়া যায়, সম্মার্জ্জনী। দেশজ। সং।

ঝাড়া—১। সংহত; নির্ম্মলীকৃত; স্পষ্ট। বিণ। সম্মার্জ্জন করা, পরিষ্কার করা। দেশজ। ক্রি।

ঝাড়াল—ঝাড়বিশিষ্ট; লম্বাচৌরস। দেশজ। বিণ।

ঝাড়ু—১। সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, কোস্তা। হিন্দী। ২। চামর। প্রা, ক। সং।

ঝাণ্ডা—ধ্বজদণ্ড। হিন্দী। সং।

ঝাপটা—দমকা ঝামট বা ঝামটা; সজোরে ছিটা; একপ্রকার অলঙ্কার। দেশজ। সং।

ঝাপসা—চোখের রোগবিশেষ, যাহাতে চোখে কুয়াসার মতন দেখায়। দেশজ।

ঝামক—ঝামা, অতিরিক্ত পোড়া ইট। ঝম (ভক্ষণ করা)+ণক ক। সং; ক্লী।

ঝামট, ঝামটা—দমকা, ঝাপটা; কোপ, ক্রোধপ্রকাশ, তিরস্কার। প্রাদেশিক। সং।

ঝামর, ঝামক—কৃষ্ণবর্ণ, মলিন, ম্লান, শুষ্ক। প্রা, ক। বিণ।

ঝামা—অতিদাহে পিণ্ডীভূত ইষ্টক। দেশজ। সং।

ঝারা—ধারা, জলধারা। দেশজ। সং।

ঝারি, ঝারী—১। জলপাত্রবিশেষ, গাড়ু। প্রাদেশিক। ২। ঘটীবিশেষ। প্রা, ক। সং।

ঝাল—জ্বালাকর কটুতা, কটুরস। দেশজ। সং বা বিণ।

ঝালর—দীপ্তিমান্ অলঙ্কার; তরঙ্গের আকারে যে বস্ত্র মশারি চাঁদোয়া প্রভৃতির প্রান্ত হইতে ঝুলিয়া থাকে। দেশজ। সং।

ঝালাপালা—জ্বালাপোড়া; পীড়ন। দেশজ। সং।

ঝালি—১। সেচনীদ্বারা জল সেচন নিমিত্ত জলভাণ্ডার; সেচনীর জল যে গর্ত্তে পড়ে তাহা। দেশজ। সং। ২। পেটিকা, পেঁড়া। সং।

ঝাবু, ঝাবুক—ঝাউগাছ। ঝা শব্দ—বা (গমন করা)+ডু ক=ঝাবু। ঝাবু+কণ্=ঝাবুক। সং; পু। [দাসী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

ঝি, ঝী—দুহিতা, কন্যা, মেয়ে; কন্যাস্থানীয়া

ঝিঁক—উনানের ভিতরের আগুন বাহির হইবার নিমিত্ত উনানের পার্শ্বদিকে পথ, অগ্নিধূম-নির্গমপথ; উনানের পার্শ্বদির উপরে ধূম নির্গম পথের মুখপিণ্ড। দেশজ। সং। [সং।

ঝিঁকা—হঠাৎ বেগে আকর্ষণ, ধাক্কা। দেশজ।

ঝিঁঝি—পতঙ্গবিশেষ, ঝিল্লী। সং।

ঝিঁঝিট—রাগিণীবিশেষ। সং।

ঝিক—উৎক্ষেপ, বেগে বহির্গমন। সং।

ঝিকমিক—চাকচক্য। সং।

ঝিকুর—মস্তিষ্ক। দেশজ। সং। [শব্দ। সং।

ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গা—তরকারি ফলবিশেষ। ঝিঙ্গী

ঝিঙ্গী—ঝিঙ্গা। ঝিন্(ঝ (গমন করা)+অন্ ক +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঝিঙ্গা—ঝিঙ্গী দেখ।

ঝিল্লী—ঝিঁ ঝিঁ পোকা। সং; স্ত্রী।

ঝিটাবেড়া, ছিটাবেড়া—কঞ্চির বেড়া করিয়া তাহাতে কাদা ছিটিয়া (লেপিয়া) নির্ম্মিত যে ঘর। দেশজ। সং।

ঝিণ্টিকা, ঝিণ্টী—ঝাঁটিগাছ। ঝিণ্টী=ঝিন্ (অনুকরণ শব্দ)—রট (রব করা)+অন্ ক+ঈপ্। ঝিণ্টিকা=ঝিণ্টী শব্দ+কণ্ +আপ্। সং; স্ত্রী।

ঝিন্‌ঝিনি—অঙ্গস্থিত, চাপ পাইয়া পদাদি অঙ্গের অসাড়তা। দেশজ। সং।

ঝিনুক—জলচর দ্বিখোলকী প্রাণিবিশেষ (muscel); ঝিনুকখোলার আকারের দুগ্ধপানের রূপা বা পিতলের চমস। দেশজ। সং।

ঝিন্দনকুমারী—পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রিয়তমা পত্নী এবং মহারাজ দলীপসিংহের জননী। রণজিৎসিংহ আপনার বিবাহিতা পত্নীদিগের মধ্যে ঝিন্দনকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ঝিন্দন দলীপসিংহকে প্রসব করেন। রণজিৎসিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়া অকাতরে ধন বিতরণ করেন। সেই সময়ে ১০১টি শিখ-তোপ গভীর নির্ঘোষে এই সুসংবাদ দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করিয়াছিল। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর খড়্গসিংহ, নেওনেহাল সিংহ ও সেরসিংহ পর পর পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কেহই দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সেরসিংহ নিহত হইলে পঞ্চমবর্ষীয় দলীপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার মাতা ঝিন্দন অভিভাবকরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ উজীর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত ধৈর্য্য, সাহসিকতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। অনেকে ইঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। এত সদ্গুণ সত্ত্বেও একমাত্র দোষেই ইনি রাজদণ্ড পরিচালনের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি নিজের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারেন নাই। লালসিংহ নামক একজন শিখসর্দ্দার ইঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। লালসিংহের প্রতি ঝিন্দন এতদূর অনুগ্রহ

প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, লালসিংহ মহারাণীর প্রাসাদেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে ঝিন্দনকে তিরস্কার করায় হীরাসিংহ প্রভৃতি মহারাণীর কোপে পড়িয়া লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং পলায়নকালে খালসা-সৈন্য কর্তৃক নিহত হইলেন।

পরে রাণীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও লালসিংহ রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে আসীন হইলেন। এই দুই ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয়, কাপুরুষ এবং বীরপ্রকৃতি খালসা-সৈন্যগণকে সুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই খালসা সৈন্য জবাহিরসিংহের প্রাণবধ করিল। অতঃপর তেজসিংহ প্রধান সেনাপতি হইলেন। প্রথম শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ প্রধান সচিবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর ঝিন্দন ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভৈরওয়ালার সন্ধি অনুসারে দলিপসিংহের বয়ঃপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত ইংরেজ গভর্ণমেন্ট স্বহস্তে পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করা হইল। ইতঃপূর্ব্বে লালসিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তিসহ বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

মহারাণী ঝিন্দন রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং গোপনে শিখসর্দ্দারগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের অশান্ত ব্যক্তিগণ ইঁহার নিকট আশ্রয় লইল। রেসিডেন্ট এই সকল কথা গভর্ণর জেনারেলকে বিজ্ঞাপিত করায়, তিনি শিশু দলিপসিংহকে জননীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার আদেশ দিলেন। সেই আদেশ পাইয়া রেসিডেন্ট রাজ্যের প্রধান সর্দ্দারগণের মত লইয়া রাণীকে তাঁহার নিজ অলঙ্কারপত্রাদিসহ সেখপুরার দুর্গে প্রেরণ করিলেন। দুর্গে অবস্থানকালে রাণীর বৃত্তি হ্রাস করিয়া মাসিক চারিসহস্র টাকা বার্য্য করা হয়। ইহার পর মুলতানের কয়েকজন সৈন্য মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অনায়াসে সেই বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। এ বিদ্রোহে মহারাণী লিপ্ত ছিলেন না, এ কথা রেসিডেন্টও স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর রাণীকে উক্ত দুর্গ হইতে মণিরত্ন অলঙ্কারাদিসহ বারাণসীতে প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহার বৃত্তি আরও কমাইয়া মাসিক এক সহস্র টাকা করা হইল। কিছুদিন পরে ঝিন্দনকে পুনরায় বিদ্রোহে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া গভর্ণমেন্ট তাঁহার মণিরত্ন অলঙ্কারাদি বাজেয়াপ্ত করিলেন।

রণজিৎ-মহিষীর নির্ব্বাসনে খালসা-সৈন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, ঝিন্দনের নির্ব্বাসনই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। ইহার পর চিলিয়ানওয়ালার ক্ষেত্রে ইংরেজ-সৈন্য শিখ সৈন্যের নিকট পরাভূত হইলে ঝিন্দন গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, 'আমাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক; আমি সহজেই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিব।' কিন্তু গভর্ণর জেনারেল সে কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। গুজরাটের যুদ্ধে শিখ-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইলে, শিখসর্দ্দারগণ ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করিল। অতঃপর পঞ্জাবরাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। শিশু মহারাজ দলিপসিংহ দূরবর্তী ফতেহপুরে প্রেরিত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চুনারে নীতা হইলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৌশলে চুনারের কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়া অতি কষ্টে নেপালের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়া নেপালরাজের শরণার্থিনী হইলেন। নেপালের মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুর তৎক্ষণাৎ ঝিন্দনকে নেপালস্থ ইংরেজ রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই দলিপসিংহ ইংলণ্ডে গমন করিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দলিপসিংহ আপনার সম্পত্তির মীমাংসা এবং জননীর একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিলেন। গভর্ণর জেনারেল ঝিন্দনকে নেপাল হইতে ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি দিলেন। মহারাণী দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখদর্শনে অতিশয় পুলকিত হইয়া বলিলেন, 'আর আমি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।' মহারাণী ইতঃপূর্ব্বে চুনারে যে সকল অলঙ্কারপত্র ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইল। অল্প দিন মধ্যেই দলিপ ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলে, মহারাণী ঝিন্দন বহু অনুচরীসহ পুত্রের সহিত ইংলণ্ডে গমন করিলেন। লণ্ডন নগরে ল্যাঙ্কেষ্টার গেটের নিকট একটা বৃহৎ বাটী তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডন নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। যতদিন ঐ শবদেহ সৎকারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হইয়াছে, ততদিন উহা কেনসালের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণজিৎ-মহিষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দলিপসিংহ জননীর মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপনীত হন, এবং নর্ম্মদাতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

ঝিমান—নিদ্রাতুর হইয়া দোলিত হওয়া, ঢুলা। দেশজ। ক্রি। [স্ত্রী।

ঝিয়ারি, ঝিয়ারী—ঝি, কন্যা; দেশজ। সং;

ঝিয়ে—১। কন্যায়, মেয়েতে। ঝি শব্দজ। ২। হে ঝি, ও মেয়ে, কন্যে, তনয়ে। সম্বোধন পদ। প্রা, ক।

ঝিল, ঝিল্ল—বৃহৎ জলাশয়, বড় বিল, সরোবর, হ্রদ। দেশজ। সং।

ঝিলমিলী—কাঠের পাটিবন্দের এমন কপাট যাহা বন্ধ হইলেও ভিতর দিয়া আলো বায়ু আসিতে পারে, পাখীর কপাট। দেশজ। সং।

ঝিল্লিকা, ঝিল্লী—ঝিঁ ঝিঁ পোকা; তেজঃ, ঝাঁঝাঁ; পাতলা চামড়া। ঝিল্লী=চিল্ল (শিথিল হওয়া, চঞ্চল)+অন্ ক+ঈপ্। ঝিল্লিকা—ঝিল্লী শব্দ+কন্+আপ্। সং; স্ত্রী।

ঝিল্লীধ্বনি—ঝিল্লীর শব্দ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। ৬তৎ। সং; পু।

ঝিল্লীরব—ঝিল্লীধ্বান। ৬তৎ। সং; পু।

ঝী—ঝি দেখ।

ঝুঁকি—ঝোঁক, দায়িত্ব। দেশজ। সং।

ঝুঁটি, ঝুঁটী—মস্তকের অগ্রভাগস্থ কেশ বা লোম; মস্তকাগ্রে বদ্ধ ক্ষুদ্র খোঁপা; কবরী, খোঁপা, শিখা, টিকী; পক্ষির কক্কুদ। প্রাদেশিক। সং।

ঝুট—১। মিথ্যা, অসত্য; অনর্থক। বিণ। ২। মস্তকাগ্রের কেশ বা লোম। হিন্দী। সং। ৩। ছিঁড়া, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র দ্রব্য। প্রা, ক।

ঝুটকা—মিথ্যা, অনর্থক। প্রা, ক। [বিণ।

ঝুটা, ঝুটো—মিথ্যা, অসত্য; উচ্ছিষ্ট। হিন্দী।

ঝুড়—ছোট ঝোড়া, ক্ষুদ্র পেঁথে বা টুকরি। দেশজ। সং।

ঝুড়ঝুড়—বহু, ঝুর ঝুর। বিণ।

ঝুনা—পাকা শুষ্ক; পাকিয়া শুকাইয়া শুবাক এবং কঠিন (নারিকেল); ধূর্ত্ত। দেশজ। বিণ।

ঝুণ্ট—গুল্ম; গুচ্ছ; ঝোপ। ঝুট (সংহত হওয়া) + অন্ ক। সং, পু।

ঝুপ—শব্দ। দেশজ। অ্য। [বিণ।

ঝুপরী—ছোট ঝোপের আকারের। দেশজ।

ঝুমকা—দোদুল্যমান গোলাকার পুষ্পবিশেষ; ঐ আকার কর্ণভূষণ। দেশজ। সং।

ঝুমুর (ঝুমার)—অশ্লীল সঙ্গীতামোদবিশেষ, এক-প্রকার অশ্লীল কবি গাওনা। দেশজ। সং।

ঝুমঝুমি—ছোট ছেলেদের খেলনাবিশেষ। (ঝুম্ ঝুম শব্দ করে বলিয়া)। দেশজ। সং।

ঝুরা—ঝরা, ঝরিয়া পড়া; অশ্রুমোচন করা, কাঁদা। ক, প্র। ক্রি।

ঝুরি—১। শাখালম্বিত মূল, বায়বা শিকড়, নাম্‌না; তদাকার বেসনের তৈরী খাদ্যদ্রব্য। দেশজ। ২। ক্ষুদ্র খণ্ড। প্রা, ক। সং।

ঝুরিভাজা—ভাজা মৎস্য-চূর্ণ; বটের ঝুরির আকারের দাইল বাটার মিষ্টান্নবিশেষ। হিন্দীমূলক। সং।

ঝুল—বিলম্বন, ঝুলন, ঝুলিতে থাকন, দোলন; দেহের উচ্চ দিক্ হইতে নিম্ন দিকের মাপ; ঘনীভূত ধূম, প্রদীপাদির কালী; মাকড়সার জালে বদ্ধ ধূলি ধূমাদি। দেশজ। সং।

ঝুলন—ঝুল, দুল, দোলন; শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রোক্ত উৎসববিশেষ। ইহা শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত হয়। দেশজ। সং।

ঝুলা—লম্বিত হওয়া, দোদুল্যমান হওয়া, দুলা, দোল খাওয়া। দেশজ। ক্রি। [ক্রি।

ঝুলান—লম্বিত করা, দুলান, টাঙ্গান। দেশজ।

ঝুলি, ঝুলী—বস্ত্রাদিনির্ম্মিত আধার, থলি, পকেট। দেশজ। সং।

ঝোঁক—ঝুঁকি, আনতি, ভর; রোক, ঢোক, জেদ; প্রবৃত্তি। দেশজ। সং।

ঝোড়, ঝোপ—ক্ষুদ্র বন; গুল্ম। দেশজ। সং।

ঝোড়া—১। চাঁচা ছোলা। দেশজ। বিণ। ২। ঝোড়া বাঁশ কঞ্চিদ্বারা নির্ম্মিত পাত্র, পেথে। সং। [দেশজ। সং।

ঝোরা—স্বাভাবিক সামান্য জলস্রোত, সোঁতা।

ঝোল—ক্কথ, ব্যঞ্জনের রস। দেশজ। সং।

ঝোলা—১। বস্ত্রাদি নির্ম্মিত বড় থলি। সং। ২। ঝুলা (তাহা দেখ)। দেশজ। ক্রি।

ঞ

ঞ—১। দশম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। বৃষ; শুক্রাচার্য্য; ক্রূরজন; স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি। সং; পু। তন্ত্রে ঞ কারের নিম্নলিখিত নাম দৃষ্ট হয়; যথা—বোধনী, বিশ্বা, কুণ্ডলী, মধন, বিয়ৎ, কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যাঙ্গুল, নখ, বক, শর্ব্বেশ, চূর্ণিতা, বুদ্ধি, ধর্ম্মাত্মা, ঘর্ঘরধ্বনি, ধর্ম্মৈকপাদ, সুমুখ, বিরজা, চন্দনেশ্বরী, পায়ন, পুষ্পধন্বা, রাগাত্মা, বরাঙ্গিনী।

ঞি—প্রত্যয়বিশেষ,—প্রেরণার্থে ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হইয়া থাকে, ইহার অপর নাম ণিচ্। সং; পু।

ঞ্যন্ত—ঞি-প্রত্যয়ান্ত, ণিজন্ত। ঞি অন্তে যাহার, বহ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ঞ্যন্তা।

ট—১। একাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ২। পাদ; বামন; টঙ্কার ধ্বনি; করঙ্ক; শিব; ত্রিলোকবিখ্যাত ব্যক্তি। টক+ড ক। সং; পু।

টই, টইয়া—টোকা; গরুর পিঠে ঘা হইলে তাহার লেজে বাঁধা উচ্চ ধ্বজাকার দণ্ড। প্রাদেশিক। সং।

টই, টুঁই—ঘরের চালের মটকা। দেশজ। সং।

টই-টম্বুর—তীর পর্য্যন্ত জলপূর্ণ, জলে স্ফীত। দেশজ। বিণ।

টং, ঠং—ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ।

টক—অম্ল, চুকা; শীঘ্র। দেশজ। [দেশজ।

টকপালঙ্গ—এক প্রকার অম্ল শাক, চুকা পালঙ্গ।

টকা—টক হইয়া যাওয়া, অম্ল হওয়া। দেশজ ক্রিয়া। [দেশজ। ক্রি।

টকান—টক করিয়া ফেলা, অম্লরস করা।

টকুই—চাউল ধোয়া ধুচুনি। প্রাদেশিক। সং।

টকুয়া, টকো—অম্লাস্বাদ। দেশজ। বিণ।

টক্‌টক—প্রখর দীপ্তিতে। দেশজ। ব্য।

টক্কর—ঠোকর, পরস্পর ধাক্কা, সংঘর্ষ, হুঁচোট; প্রতিদ্বন্দ্বিতা। হিন্দী। সং।

টগর—১। কেকরাক্ষ, টেরা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী টগরা। ২। টঙ্কণ, সোহাগা। সং; পু। ৩। স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ। দেশজ।

টগ্‌বগ—অনুকরণ শব্দ। দেশজ। ব্য।

টগরা—১। কেকরাক্ষী। টগর দেখ। টগর + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চতুর, চালাক, সেয়ানা; প্রগল্‌ভ, ধৃষ্ট। দেশজ। বিণ

টঙ্ক—১। প্রস্তর-বিদারক। টন্‌ক + অল্ ক। ২। খড়্গাবরণ, খড়্গকোষ। টন্‌ক + অল্ অধি। ৩। প্রস্তর ভেদ করিবার অস্ত্র; খড়্গ; কোপ। টন্‌ক + অল্ ণ। সং; পু। ৪। খনিত্র, খননাস্ত্র; টাকা। ৫। টঙ্কন, টাঁকা। টন্‌ক + অল্ ভা। সং; পু বা স্ত্রী। ৬। দেশবিশেষ, রাজপুতানার অন্তর্গত একটি মিত্ররাজ্য। টঙ্কের নবাবগণ "বনের" (Boner) বংশীয় পাঠান। মোগল বাদশাহ মহম্মদসা গাজীর রাজত্বকালে তাল খাঁ নামক জনৈক পাঠান বনের দেশ পরিত্যাগ করিয়া আলী মহম্মদ খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত রোহিলার নিকট কর্ম্ম গ্রহণ করে। তাল খাঁর পুত্র হায়াৎ খাঁ মোরাদাবাদে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করে। তৎপুত্র আমীর খাঁই টঙ্কের নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম বয়সে আমীর খাঁ সামান্য সৈনিকের কার্য্য করিয়া ১৭৯৮ খৃঃ যশোবন্ত রাও হোলকারের অধীনে বিপুল বাহিনীর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং সিন্ধিয়া, পেশোয়া ও ইংরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন। ১৮০৬ খৃঃ আমীর খাঁকে হোলকার টঙ্ক দেশ প্রদান করেন। এই বৎসরেই আমীর খাঁ জয়পুররাজের সহিত সংসৃষ্ট মিলিত হইয়া যোধপুররাজকে বিধ্বস্ত করেন; পরে আবার যোধপুররাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়পুররাজকে পরাজিত করেন। এইরূপে উভয় রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া আমীর খাঁ ১৮০৯ খৃঃ ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নাগপুররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পথিমধ্যে ২৫,০০০ পিণ্ডারী ইঁহার সহিত মিলিত হয়। ইংরাজ ইঁহাকে ভয় প্রদর্শন করায়, ইনি রাজপুতানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লুণ্ঠন ব্যাপারে স্বীয় সৈন্যকে নিযুক্ত করেন। ভারতের গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস অভ হেষ্টিংস, রাজপুতানায় এবং মধ্য ভারতে শান্তি স্থাপন অভিপ্রায়ে ১৮১৭ খৃঃ আমীর খাঁকে বলেন যে, তুমি যদি তোমার সমস্ত পদাতি অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি টঙ্ক এবং হোলকার প্রদত্ত অন্যান্য দেশের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিব। এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা নিষ্ফল ভাবিয়া আমীর খাঁ তাহাকে সম্মত হন। ইংরাজ আমীর খাঁকে রামপুরা দুর্গ এবং আলীগড়-রামপুরা বিভাগ প্রদান করেন। ১৮৩৪ খৃঃ আমীর খাঁর মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র উজীর মহম্মদ খাঁ নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৬৪ খৃঃ উজীর মহম্মদ খাঁ লোকান্তরিত হইলে, তৎপুত্র মহম্মদ আলী খাঁ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি জনৈক সামন্তরাজের প্রতি বিশ্বাসহনন কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজ ইঁহাকে ১৮৬৭ খৃঃ সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইঁহার পুত্র মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁকে তৎপদে অধিষ্ঠিত করেন। টঙ্কের নবাব ইংরাজকে কর প্রদানের দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

টঙ্কক—টাকা। টঙ্ক + ক স্বার্থে। সং; পু।

টঙ্কণ, টঙ্কন—১। অশ্ববিশেষ, টাঙ্গন। টন্‌ক + অন ক। সং; পু। ২। সোহাগা। সং; স্ত্রী ও পু।

টঙ্কপতি—টাঁকশালের কর্ত্তা। ৬তৎ। সং; পু।

টঙ্কবিজ্ঞান—বহুদেশ ও বহুকাল প্রচলিত মুদ্রাপরিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা অথবা মুদ্রা খাঁটি কিংবা মেকি ইহা জানিবার বিদ্যা। ৬তৎ। সং স্ত্রী [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

টঙ্কশালা—টাঁকশাল, যেখানে টাকা প্রস্তুত হয়।

টঙ্ক শোধন—খাদমিশ্রিত মেকি টাকা খাঁটি করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

টঙ্কা—খড়্গ। টন্‌ক + অন্ অধি + আপ্।

টঙ্কার—ধনুকের জ্যার শব্দ; প্রসিদ্ধি; খ্যাতি। টঙ্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা) + অণ্ ভা। সং; পু। [+ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

টঙ্কিত—বদ্ধ; উল্লিখিত। টন্‌ক (বদ্ধ করা)

টঙ্গ—১। টাঙ্গী; খনিত্র, খননাস্ত্র। টন্‌ক (বন্ধ

করা)+অল্ ণ। সং; পুং বা ক্লী। ২। সঙ্কোচ; উন্নত, স্ফীত। বিণ। (এই অর্থে টংও হয়।) [দেশজ। ব্য।

টঙ্গণ-টঙ্গণ—অতিরিক্ত ভ্রমণহেতু ক্লান্তভাবে।

টড্ (Col. James Tod)—ইনি বহুকাল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের রাজপুতানার রেসিডেণ্ট-রূপে উদয়পুরে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইনি রাজপুতজাতির বীরত্বে ও মহত্বে বিমোহিত হইয়া ঐ জাতির ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া রাজস্থানের ইতিহাস নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রাজপুতানায় অনেক দিন থাকায় টড্ সাহেব রাজপুতদিগের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সভ্যতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমস্তই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজস্থানের রাজারা ইঁহাকে পরমহিতৈষী বন্ধু বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন। (জন্ম ১৭৮২—২০শে মার্চ। মৃত্যু ১৮৩৫—১৭ই নভেম্বর)।

টন—ইংরাজী ওজনবিশেষ, ২০ হন্দর, ওজনে প্রায় ২৭।০মণ। ইং (ton)। সং।

টনক—স্মরণ চেষ্টায় ললাটের শিরার হঠাৎ কুঞ্চন। দেশজ। সং।

টন্কা—সবল; টান। দেশজ। বিণ।

টন্‌টনা, টন্‌টনিয়া, টন্‌টনে—দূরে প্রসারিত, সর্ব্বতোমুখী। দেশজ। বিণ।

টনি, চার্লস (Charles Tawney)—জন্ম ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি রগ্বী ও কেম্ব্রিজের ত্রিনিটি কলেজে শিক্ষিত। ইনি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক থাকিয়া পরে উহার অধ্যক্ষ হন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদেও কিছু দিন আসীন ছিলেন এবং বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃত্বভার তিনবার অস্থায়িভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশীয় ছাত্রগণ যাহাতে ইংরাজী ভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে বা বলিতে পারে, সে বিষয়ে ইঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইনি উত্তর রামচরিত ও আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। সি, আই, ই, উপাধি লাভ করিয়া ইনি লণ্ডনে ভারতসচিবের অধীনে ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীর অধ্যক্ষস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২২ খৃঃ জুলাই মাসে ইনি পরলোক গমন করেন।

টনিক—বলকারক ঔষধ। ইং (tonic)। সং।

টপ—শীঘ্রতার। দেশজ। ব্য।

টপকা, টপকান—উল্লঙ্ঘন করা। দেশজ। ক্রি।

টপাটপ—না থামিয়া, অবিরাম। দেশজ। ব্য।

টপ্‌টপ—বড় বড় ফোটার। দেশজ। ব্য।

টপ্পা—সংক্ষিপ্ত লঘুপ্রকৃতি গীত। সং।

টপ্পাবাজ—টপ্পাগানে পটু। সং।

টব—মাটি কাঠ প্রভৃতির বড় গামলা। ইং (tub)। সং।

টম্‌টম্—অনুকরণ শব্দ। দেশজ। ব্য।

টম্‌টম—একঘোড়ায় টানা দুইচাকার গাড়ী। ইং (tandem)। সং।

টমসন, সার অগষ্টাস্ রিভার্স, K. C. S. I., C. I. E., (১৮৮২—১৮৮৭)—বাঙ্গালার অষ্টম ছোটলাট। ইনি বাঙ্গালা সিভিল সার্ভিসের জি, পাউনি, টমসনের পুত্র। ১৮৫০ খৃঃ হালিবারি হইতে ইনি বাঙ্গালা সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন ও সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসের শেষে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। শাসন ও বিচার বিভাগের নানা পদে নিযুক্ত থাকিবার পর ইনি ১৮৬৯ খৃঃ রাজস্ব ও সাধারণ (Revenue and General) বিভাগের সেক্রেটারীর পদে আসীন হন, তদনন্তর বিচারসম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক (Judicial and Political) বিভাগের সেক্রেটারী ও ১৮৭৩ খৃঃ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হন। ১৮৭৫ খৃঃ ইনি হাইকোর্টের জজের পদ লইতে অস্বীকার করেন ও পরে ব্রিটিশ অধিকৃত ব্রহ্মদেশের চিফ্ কমিশনার হন। ১৮৭৮ খৃঃ বড়লাটের কাউন্সিলের সভ্য ও ১৮৮২ খৃঃ ২৪শে এপ্রিল বঙ্গের ছোটলাটের আসন গ্রহণ করেন।

সার রিভার্স টমসনের সময় ইলবার্ট বিল একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ইঁহার সময়ে প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা সাবর্ডিনেট একজিকিউটিভ সারভিসে (Subordinate Executive Service) ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হয়। ১৮৮৬-৮৭ খৃঃ মনোনীত চাকুরীপ্রার্থীদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা Statutory Civil Serviceএ দুইজনকে নিযুক্ত করা হয়। আফিংকেন বিভাগেও চারিটির ভিতর তিনটি পদ এরূপ পরীক্ষা দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছিল, চতুর্থ পদটিতে একজন দেশীয়কে লওয়া হইয়াছিল। ১৮৮৬-৮৭ খৃঃ অহিফেন বিভাগের উচ্চশ্রেণীতে নিয়োগের নিয়মাদি মুদ্রিত হইয়াছিল। বার্ষিক এক লক্ষ মুদ্রা অধিক দিয়া Subordinate Divisional Serviceএর সংস্কার হইয়াছিল (১৮৮২ খৃঃ)। ১৮৮৫ খৃঃ সেরেস্তার আমলাদিগের বেতন সংস্কারের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়।

স্যার রিভার্স মেডিকেল কলেজে মহিলা ছাত্রী গ্রহণ করিবার হুকুম দেন। ১৮৮৩ খৃঃ সাতটি জেলা ব্যতীত অন্য জেলাগুলিতে জুরী-প্রথার প্রবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

স্যার রিভার্সের সময় বাঙ্গালা ট্রামওয়ে অ্যাক্ট্ (Bengal Tramways Act) পাস হয় ও আর একটি আইন দ্বারা পোর্ট কমিশনারদিগকে খিদিরপুরে ডক নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ইঁহার সময় বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self-Govt.) এবং মিউনিসিপাল বিল নামক দুইটি বিল পাস হয়। প্রথমোক্তটির দ্বারা স্থানীয় বোর্ড ও জেলা বোর্ড গঠন হইয়াছিল। শিক্ষা-বিস্তার, রাস্তাঘাট, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য পরিদর্শন, টিকা দিবার ব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষে সাহায্য, আদমসুমারী, ট্রাম, রেল, জলের কলের প্রবর্তন প্রভৃতি সাধারণের উপকারী নানা কার্য্যের ভার বোর্ডের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল।

ইঁহার সময়ে বেঙ্গল টেনেন্সি আইন পাস হয়। ১৮৮৫ খৃঃ ১লা নভেম্বর ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়।

১৮৮৩-৮৪ খৃঃ কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (Calcutta International Exhibition) খোলা হয়। ইঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের পেশা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। স্যার রিভার্স পুরাতন কীর্ত্তিস্তম্ভ, দেবালয়াদির রক্ষা ও সংস্কার-কল্পে অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া বুদ্ধগয়ার মন্দির সংস্কার হয়, অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে সাসারামে শের সা'র কবর রক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত কোটিগড়, পুরী, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে সংস্কার, রক্ষা ও উদ্ধার করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ইঁহার সময় বাঙ্গালায় রেলপথেরও বিস্তার হইয়াছিল।

১৮৮৭ খৃঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব উপলক্ষে জুবিলি হয়। সে দিন ১০১টি তোপধ্বনি করা হয়, সম্রাট্ প্রতিনিধি (Viceroy) সৈন্য প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন ও মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবার জন্য সাধারণ সভা-সমিতি হইতে অভিনন্দন গ্রহণ করেন। ইঁহার সময় হুগলী ও নৈহাটির মধ্যস্থিত জুবিলি সেতু নির্ম্মিত হয়, মহিলাদিগের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদিগের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ও গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে মুসলমান লইবার জন্য চেষ্টা হয়। সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া

হয় ও পশুচিকিৎসা-বিদ্যালয়(Veterinary School) করিবার প্রস্তাব হয়।

ভারতবর্ষ হইতে গিয়া ইঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। Algiersএ বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইবার সময় ইঁহার শারীরিক অবস্থা এত খারাপ হয় যে, ইঁহাকে Gibraltarএ নামান হয় এবং তথায় ১৮৯০ খৃঃ ৭শে নভেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়। [বিণ।

টর—তীব্রতা হেতু ব্যাকুল, অজ্ঞান। দেশজ।

টল, টলন—বিচলন; স্খলন; বিহ্বলতা; বিপ্লব। টল (ব্যাকুল হওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

টলটলায়মান—টলটল করিতেছে এরূপ; নড়নড়ে; টলিতেছে এরূপ, কম্পমান; দোলায়মান, অস্থির। দেশজ। বিণ।

টলবল, টলমল—অস্থির। দেশজ। ব্য।

টলা—নড়া, নড়নড় করা, কম্পিত হওয়া, এদিক ওদিক্ করিয়া কাঁপিয়া বেড়ান, কাঁপিতে কাঁপিতে বা অস্থির পদে চলা, অস্থির হওয়া। দেশজ। ক্রি।

টলিত—স্খলিত; বিহ্বল; বিচলিত। টল (টলা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী টলিতা।

টলেমী—বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্ব্বিৎ, গণিতজ্ঞ ও ভূগোলবেত্তা। ইঁহার প্রকৃত নাম ক্লডিয়স টলেমিয়স্। ইনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিসরে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার রচিত জ্যোতিষ ও ভূগোলবিষয়ক বহু গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল গ্রন্থ বহুকাল সমগ্র ইউরোপে ও আরব প্রভৃতি দেশে অভ্রান্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। টলেমীর মতে পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলসমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমস্ত অহোরাত্রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইত্যাদি প্রকার নানা ভ্রান্ত মত বহুকাল সমাদৃত হইয়াছিল। অবশেষে কোপার্নিকস ঐ সমস্ত ভ্রান্ত মতের উচ্ছেদ করিয়া জগৎসম্বন্ধীয় অভ্রান্ত মত আবিষ্কার করেন। ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধেও টলেমীর গ্রন্থ বহুসমাদরে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছিল। জ্যোতিষের ন্যায় টলেমীর ভূগোল শাস্ত্রও খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূগোল বলিয়া বিবেচিত ছিল।

টসা, টসান—বিন্দু বিন্দু আকারে ক্ষরিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

টহরম—যে সময়ে আদালত খোলা থাকে। ইং (term)। সং।

টহরম-মহরম—মাখামাখি ভাব, ঘনিষ্ঠতা। দেশজ। সং।

টহল—ভ্রমণ, পাদচারণ; বৈষ্ণবদিগের হরিনাম গাহিতে গাহিতে নগর-ভ্রমণ। হিন্দী। সং।

টহলদার, টহলিয়া—যে টহল করে; যে ভৃত্যের কর্ম্ম ঘোরা ফেরা। দেশজ। সং।

টা—পৃথিবী। টক+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

টাই—প্রলোভন; উত্তেজনা, উৎসাহ। প্রাদেশিক। সং।

টাইন, টাইম—সময়। ইং (time)। সং।

টাইপ—ছাপিবার অক্ষর। ইং (type)। সং।

টাউন—নগর। ইং (town)। সং।

টাউনহল—যে অট্টালিকায় নগরবাসিগণের পরামর্শাদি কাজ হয়। ইং (town-hall)।

টাঁকশাল—টঙ্কশালা (তাহা দেখ)।

টাক—কেশহীনতা, খলতি। দেশজ। সং।

টাকনা—খাদ্য গলাধঃকরণ করিবার জন্য যে উপকরণ অল্প খাওয়া যায়, যেমন—নুন, লঙ্কা। দেশজ। সং।

টাকরা—তালু। দেশজ। সং।

টাকা—মুদ্রা, রজতমুদ্রা, রূপিয়া (rupee)। টঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ। সং।

টাকুয়া, টেকো—টাকযুক্ত। বিণ।

টাকুর—সূতা কাটিবার টেকো; নাটাই। তর্কু শব্দের অপভ্রংশ। সং।

টাগ—জঙ্ঘা; চরণ, পদ। প্রা, ক। সং।

টাঙ্গন—একজাতীয় পার্ব্বত্য ঘোটক। বৈদেশিক। সং।

টাঙ্গান—লটকান, ঝুলান। দেশজ। ক্রি।

টাঙ্গি, টাঙ্গী—(টঙ্কশব্দ জাত) কুঠার, পরশু; কুলাঙ্গনা রাখিবার দ্রব্যবিশেষ। সং; স্ত্রী।

টাট—পায়খানার দ্বারের আস্তরণ, চট; তালপাতা বাখারী ও দড়ি দিয়া বাঁধা আচ্ছাদন; পূজার উপকরণ রক্ষার্থ তামার থালা। দেশজ। সং।

টাটকা—তৎকালজ, নব্য, তাজা। দেশজ। বিণ।

টাটা জেমসেদজী (সার্)—বরোদা রাজ্যের নাভসারি নগরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জেমসেদজী টাটার জন্ম হয়। কিছুদিন গৃহে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে টাটা বোম্বাই নগরে আসিয়া এলফিন্ষ্টোন স্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানে ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ পিতার আফিসে বাণিজ্যকার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

জেমসেদজী টাটার পিতা চীনের সহিত বাণিজ্য করিতেন। টাটা কিছুদিন পিতার আফিসে কাজকর্ম্ম শিখিবার পর হংকং নগরে গমন করেন। ইতিমধ্যে আমেরিকায় যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তুলার রপ্তানী বন্ধ হইয়া গেল; এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে তুলা সরবরাহের ভার গ্রহণ করিল। অবিলম্বে বোম্বাই, করাচী প্রভৃতি বন্দর তুলা রপ্তানীর কেন্দ্র হইয়া উঠিল। টাটা কোম্পানী, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের সহযোগে তুলা-রপ্তানীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুদ্ধের নিবৃত্তি হইলে, আবার আমেরিকা হইতে তুলা রপ্তানী আরম্ভ হইল। ফলে ভারতীয় অনেক তুলা-ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। টাটা কোম্পানী তাঁহাদের অন্যতম। অল্প দিন পরে কটন মিল পরিচালনে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য জেমসেদজী ম্যাঞ্চেষ্টারে গমন করেন। সেখান হইতে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আসিয়া টাটা নাগপুরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এম্প্রেস কটন মিল নামে একটী কাপড়ের কল খুলেন। ইহার দশ বৎসর পরে টাটা নিলামে সাড়ে বারো লক্ষ টাকা মূল্যে ধরমসী মিল নামে একটী বড় কিন্তু পুরাতন ও অব্যবহার্য্য মিল ক্রয় করিয়া বহুযত্নে ও প্রচুর অর্থব্যয়ে তাহাকেও লাভের ব্যবসায়ে পরিণত করেন। এই মিল স্বদেশী মিল নামে সুপরিচিত। বোম্বায়ের তুলার কলজাত পণ্য বিক্রয়ের বাজার ছিল রেঙ্গুন, হংকং ও জাপান। বিলাতী কোম্পানীর জাহাজে এই সকল মাল চালান যাইত। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা উচ্চ ভাড়া আদায় করিয়া লইত। জেমসেদজী টাটা এই অসুবিধা নিবারণার্থ জাপানে গিয়া জাপানী জাহাজে মাল রপ্তানীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। ফলে বিলাতী ও জাপানী কোম্পানীগুলির মধ্যে বিষম প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। অবশেষে কিন্তু একটা রফা বন্দোবস্ত হইয়া যায়।

ইনি ভারতীয়গণকে বিদেশ হইতে নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণের সুযোগ দিবার জন্য দুইটি স্থায়ী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই বৃত্তির সাহায্যে এযাবৎ ৩৮ জন ভারতবাসী বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

টাটার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—বাঙ্গালোরের রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। বহুবৎসরব্যাপী অনুসন্ধান, বিচার, বিতর্ক ও পরামর্শের ফলে টাটা স্থির করিলেন, ৩০ লক্ষ টাকা হইলে এইরূপ একটী গবেষণাগার স্থাপন করা যাইতে পারে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলে তাঁহাকে এই সঙ্কল্পের কথা জানান হয়। মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বাঙ্গালোরে গবেষণাগার স্থাপনের স্থান নির্দ্ধারিত হইল। টাটা ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিলেন। মহীশূররাজ এই বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিলেন। ভারত-গভর্ণমেণ্ট ইহার জন্য চারি লক্ষ টাকা দিলেন। এতদ্ব্যতীত, অসময়ের সম্বলস্বরূপ জেম-

সেদজী টাটা মহোদয় বার্ষিক আট হাজার টাকা আয়ের আরও একটী সম্পত্তি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিলেন।

টাটার জীবিতাবস্থায় এই বিভালয় প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ পিতার দীর্ঘকালের সাধ পূরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালোরে গবেষণাগার স্থাপিত হইয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। এই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব রিসার্চ্চ সমগ্র ভারতের গৌরব।

জেমসেদজী টাটা আর একটী বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই জগদ্বিখ্যাত সাক্‌চীর লোহার কারখানা বহু অনুসন্ধানে স্থির হয়, ভারতে খনির অভ্যন্তরে প্রচুর লৌহ আছে; এবং কয়লার খনিরও অভাব নাই। নানা স্থান পরীক্ষা করিয়া মহানুভব টাটা সাক্‌চী ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের কাছাকাছি লোহা ও কয়লার খনির সন্ধান পাইয়া এইখানেই লোহার কারখানা স্থাপন করা স্থির করেন। টাটা মহোদয় কারখানার পত্তন করেন; কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় কাজেই কারখানায় ও তিনি কাজ আরম্ভ হইতে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কারখানার ভিত্তি স্থাপন ও ১৯০৭ অব্দে কার্য্যারম্ভ হয়। হাবড়া হইতে দেড় শত মাইল দূরে কালীমাটী বা বর্ত্তমান টাটা নগর ষ্টেসনে নামিয়া কারখানায় যাইতে হয়। এই কারখানা উপলক্ষ করিয়া জেমসেদপুর নামে একটী প্রকাণ্ড নগর গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং ভারতবর্ষ ও ও বিদেশ হইতে সহস্র সহস্র লোক এখানে আসিয়া নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বসবাস করিতেছে। কালীমাটী টাটা নগরে এবং সাকচী জেমসেদপুরে পরিণত হইয়া মহাপুরুষের নাম ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

জেমসেদজী টাটার সর্ব্বশেষ কীর্ত্তির নাম হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীম। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত লোনাভ্‌লা নামক স্থানে এই বৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপিত। এই কারখানায় এক লক্ষ অশ্বশক্তি উৎপন্ন হয়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে জার্ম্মাণীর অন্তর্গত নাহিম নগরে ৬৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

টাটান—টন টন করা, বেদনাযুক্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

টাটি—মাটীর বাটী বা খুরী। সং।

টাটী—তালপত্রাদির আবরণ; পদ্মাদির বীজকোষ। সং।

টাট্টু—ছোট আকারের ঘোড়া। হিন্দী। সং।

টাট্টী—মলমূত্র পরিত্যাগের নিমিত্ত ঘেরা স্থান। হিন্দী। সং। [সং।

টাড়বালা—প্রাচীন কালের হাতের বলয়বিশেষ।

টান—১। আকর্ষণ; প্রলোভন; নদীর বেগ; মনোযোগ। দেশজ। সং। ২। আকৃষ্ট; সংহত, অশিথিল, গাঢ়। বিণ।

টানা—১। লম্বা, দীর্ঘ। বিণ। ২। তাঁতের লম্বা দিকের সূতা; আকর্ষণ। ৩। আকর্ষণ করা, খিঁচা, ঘিঁচা। দেশজ। ক্রি।

টানাপাখা—যে পাখা টানিয়া ছাড়িয়া দিলে বাতাস হয়। সং।

টানা-পোড়েন—তাঁতের লম্বা দিকের ও আড় দিকের সূতা; (তদ্রূপ) আনাগোনা, গমনাগমন, যাতায়াত। দেশজ। সং।

টাপ—ঘোড়ার গতিবিশেষ; নাকের ও কাণের স্বর্ণনির্ম্মিত তিলকাকার ক্ষুদ্র ভূষণবিশেষ।

টাবা—নেবুবিশেষ। সং।

টাবুয়া, টেবো—টাবা নেবুতুল্য স্ফীত। বিণ।

টাভার্ণিয়ার (Jeane Baptiste Tavernier)—জন্ম ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ—পারিস নগরে। ইনি ফরাসীদেশীয় বণিক্। ইনি ছয়বার প্রাচ্যদেশে ভ্রমণ করিয়া বহুল পরিমাণে ধন ও যশ অর্জ্জন করেন। প্রথম বারের ভ্রমণ—১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া আলেপ্পো, আলেকজাণ্ড্রিয়া, মাল্টা, পারসিয়া ও এসিয়াটিক তুরকীর কিয়দংশ পর্য্যটন করেন। দ্বিতীয় বার—১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর বহির্গত হইয়া মেসেদ, বসোরা ও সিরাজের মধ্য দিয়া ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইস্পাহানে আসেন। তথা হইতে ভারতে আসিয়া সুরাট, আগ্রা, গোয়া, গোলকুণ্ডা, ঢাকা ও অন্যান্য প্রধান সহর দর্শন করেন। তৃতীয় বার—১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে বহির্গত হইয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় লোহারডগা পর্য্যন্ত আসেন। এইবার সিংহল ও জাভা দর্শন করেন। চতুর্থবার—১৬৫১ খৃষ্টাব্দে বন্দর আব্বাসে গুলকণ্ডার রাজার জাহাজে চড়িয়া ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে আগমন করেন। এইবার গুজরাট, আরাঙ্গাবাদ, গোলকুণ্ডা ও সুরাটে ভ্রমণ করেন। পঞ্চমবার—১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ। এবারে ইস্পাহান হইতে একেবারে মাসুলীপাটানে আসিয়া বুরহানপুর ও মধ্য ভারত দর্শন করেন। ষষ্ঠবার—১৬৬২ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরের জনৈক জহরীর কন্যা গইসের (Goisse) সহিত বিবাহের কিছুদিন পরে বহির্গত হইয়া পারস্য ও ভারতের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আপনার প্রতিনিধিগণের সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ে সমুদায় বন্দোবস্ত করেন। এবার ৫ বৎসর পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইনি দেশের রাজা চতুর্দ্দশ লুইর সহিত সাক্ষাৎরূপ সম্মান লাভ করেন। ইনি ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে মস্কো নগরে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার ছয়বারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ফরাসী ভাষায় ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথমে প্রকাশিত হয়। উত্তরকালে ইউরোপের বহু ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হয়। টাভার্ণিয়ার ভারতে অবস্থান কালে এদেশের অবস্থা—বিশেষতঃ মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও কার্য্যাবলী যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠে আনন্দিত ও সময়ে সময়ে বিস্মিত হইতে হয়। বিখ্যাত ডাক্তার বার্ণিয়ার ইঁহারই সমসাময়িক। ভারতে অনেক স্থানে ইঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়; ইহা টাভার্ণিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বার্ণিয়ে কোন স্থলে বা ইতিহাসে ইঁহার নাম একবারও উল্লেখ করেন নাই। টাভার্ণিয়ে বণিকের চক্ষে ভারতবর্ষ দেখিয়াছিলেন, সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য, হীরা-জহরত-ঘটিত বৃত্তান্তই বিস্তৃতভাবে ইঁহার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিকভাবে দেশীয়গণের আচার-ব্যবহার, মোগল-দরবারের আড়ম্বর ও অন্যান্য সুখপাঠ্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় স্থানে স্থানে ভ্রম লক্ষিত হয়।

টায়-টায়, টায়ে-টোয়ে—যত আবশ্যক ঠিক তত, অধিক নহে। দেশজ। বা।

টারল—টানিল, কাটাইল, যাপন করিল। প্রা, ক। ক্রি। [ক্রি।

টারা—টালা, কাটান, যাপন করা। প্রা, ক।

টারণার (Bishop Turner, D. D.)—কলিকাতার বিশপ। ইনি অক্সফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন ও ক্রাইষ্ট চার্চ্চে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অল্প বয়সে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অধ্যবসায় ও ধীশক্তির বলে ইনি অচিরে অধ্যাপকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং অল্পবয়সে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি এম্, এ ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে টার্ণার বিশপ পদে অভিষিক্ত (Consecrated) হন ও জুলাই মাসে ইনি ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ইনি ইঁহার পদের মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য আজীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর ইনি কলিকাতায় ইঁহার প্রথম উপদেশাবলী (sermon) প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ইহাতে সকলেই মুগ্ধ হন।

ইঁহারই চেষ্টায়, ইংরাজগণের প্রতিবাদসত্বেও ভারতে রবিবার খৃষ্টধর্ম্মের নির্দ্দেশ

অনুযায়ী বিশ্রামদিনে পরিণত হয়। কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা ইহা কার্য্যতঃ গ্রহণ করাইবার জন্য ইঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইঁহার সহিত হিন্দুসমাজের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল এবং তাহাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য ইনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জুলাই কলিকাতা সহরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

টাল—একপাশে হেলন ; মোটা কাঠ বা কলসী কুঁদিবার মধ্যবিন্দু আশ্রয় না পাইলে যে পাশ অধিক সে পাশ অধিক ঘোরে, তখন বলা যায় 'টাল' ধরা। দেশজ। সং।

টালন—হেলন, হেলিয়া পড়া। প্রা, ক।

টালমাটাল—বঞ্চনা, নড়চড়। দেশজ। সং।

টালা—টলান, নড়ান ; চালান, চালাইয়া দেওয়া ; কাটান, যাপন করা ; হেলিয়া পড়া ; ভরা, পূর্ণ করা ; ওজর বাহুর করিয়া বা আশা দিয়া রাখা। দেশজ। ক্রি।

টালি—চেপটা চওড়া ইট। ইং (tile)। সং।

টিউটর—শিক্ষক। ইং (tutor)। সং।

টিউনন্ (William Teunon, I. C. S.)—ইনি এবার্ডেন ইউনিভার্সিটি ও কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৮১ খ্রীঃ I. C. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি ১৮৮৩ সালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কলেক্টরের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৮৮৮ সালে আসামে বদলী হন এবং ১৮৯২ সালে তথাকার ডেপুটী কমিশনার ও ১৮৯৫ সালে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করেন। তৎপরে ১৯০৫ সালে বাঙ্গালা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম পৃথক্ হইলে ১৯০৬ সাল হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত তথাকার বিচারপতি, Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs এবং Legislative Councilএর সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়া আসেন এবং আদালতের Additional Judgeএর পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৯১৩ সালে স্থায়ী বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হন। টিউনন্ সাহেব কর্ম্মঠ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ইঁহার স্মরণশক্তিও যথেষ্ট। ইনি পূর্ব্ববঙ্গে বিচারকের কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

টিউসনি—শিক্ষকতা। ইং (tuition)। সং।

টিকটিকী—গৃহ-সরীসৃপবিশেষ, জেঠী, বম্নী ; ছেলেদের খেলায় দ্বিতীয় অঙ্গুলির উপর তৃতীয় অঙ্গুলি স্থাপন করিলে যে আকার হয়। সং।

টিকটিকী—ত্রিপাদকাষ্ঠ যাহাতে অপরাধীকে বাঁধিয়া ফৌজদারী কাছারীতে বেত মারা হয় ; আইন অমান্যকারী দোষীকে যে পুলিশ কর্ম্মচারী অন্বেষণ করে, গোয়েন্দা (ইং 'detective' হইতে)। সং।

টিকলি—চক্রাকার ক্ষুদ্র খণ্ড। সং।

টিকসই, টেকসই—স্থায়ী, দৃঢ়, মজবুত। বিণ।

টিকা—কপালে গোরোচনা-চন্দনাদির ফোটা বা তিলক ; রাজা ও রাজপুত্রের কপালের তিলক ; বসন্তরোগ প্রতিষেধ নিমিত্ত মানুষ কিংবা গরুর বসন্তের রস-প্রয়োগ ; তামুক খাইতে আগুন করিবার জন্য অঙ্গার চূর্ণের পাতলা বড়া। দেশজ। সং।

টিকাদার—যে বসন্তের টিকা দেয়। সং।

টিকারা—ছোট বড় দুইটী করতাল বিশেষ। সং।

টিকিং—গদী তোষক বালিশের খোল করিবার মোটা ডোরাল কাপড় বিশেষ। ইং (ticking)। সং।

টিকিট—প্রবেশানুমতি পত্র ; মূল্য কিংবা অঙ্ক লেখা পত্র। ইং (ticket)। সং।

টিকী—মস্তকের কেশচূড়া, শিখা। সং।

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ—মণিপুরের সেনাপতি। ইনি মণিপুররাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকাল হইতেই অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি ইঁহার লক্ষ্য ছিল। ইঁহার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর হইলে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র পুত্রকে অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করেন। টিকেন্দ্রজিৎ এই দুই বিদ্যায় দক্ষ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একাদশ বর্ষ বয়সে টিকেন্দ্রজিতের উপনয়ন সংস্কার হয়। টিকেন্দ্রজিৎ অতঃপর জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইতে থাকেন। শিকার তাঁহার এমন প্রিয় ছিল যে, একদা তিনি একাদিক্রমে একশত ব্যাঘ্র বধ করিয়া আনিয়া একটী প্রকাণ্ড খাদে তাহাদের মৃতদেহ সমাহিত করেন। ব্যাঘ্র শিকারের সময় তিনি দূর হইতে গুলি করিয়া ব্যাঘ্র বধ করিতেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অসি হস্তে ব্যাঘ্রকে খোঁচা দিয়া উত্তেজিত করিয়া আক্রমণ করাইতেন ; তাহার পর তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত নাগাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে টিকেন্দ্রজিৎ ঐ যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করেন। টিকেন্দ্রের বয়স তখন মাত্র একবিংশবর্ষ। দেড়মাসকাল যুদ্ধের পর টিকেন্দ্রজিৎ নাগাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। এজন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট টিকেন্দ্রজিতের বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তিচন্দ্র পরলোক গমন করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্র সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র যুবরাজ এবং টিকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি হইলেন। টিকেন্দ্রজিৎ রাজা না হইয়াও বাহুবল, বীর্য্য, সাহস প্রভৃতি বিবিধ গুণে প্রজাপুঞ্জের বড় প্রিয় ছিলেন। প্রজারা মহারাজ শূরচন্দ্র অপেক্ষা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে অধিকতর রাজসম্মান প্রদান করিত, সম্ভবতঃ এই কারণে, এবং আরও সম্ভবতঃ টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া তাঁহার প্রতি সবিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। বিশেষতঃ ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন গোলযোগ ঘটিলে তিনি প্রায়শঃ সহোদর ভ্রাতৃগণেরই পক্ষাবলম্বন করিতেন। তাঁহার এই প্রকার পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা এবং প্রজাপুঞ্জ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে মণিপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। ইহাতে মহারাজ শূরচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হন। যুবরাজ কুলচন্দ্র রাজা হন এবং টিকেন্দ্রজিৎ যুবরাজ হন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারী আসামের চীফ কামশনার কুইণ্টন সাহেব বড় লাটের আদেশে মনিপুরে যাত্রা করেন। গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে শূরচন্দ্রকে মনিপুরের সিংহাসনে পুনরায় স্থাপন করা যাইতে পারে না। কুইণ্টন সাহেব মনিপুরে গিয়া কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এবং বিদ্রোহী টিকেন্দ্রজিৎকে মনিপুর হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন ; এইরূপ উপদেশ পাইয়া কুইণ্টন সাহেব ৫০০ গুর্খা সৈন্য সহ মনিপুরে গমন করিলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ অতি সুচতুর, বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কুইণ্টনের মনিপুরে আগমনের উদ্দেশ্য তিনি সহজেই অনুমান করিতে পারিলেন। এবং কিঞ্চিৎ গোপন অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়া জানা গেল।

২২শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে টিকেন্দ্রজিৎ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। মহারাজ কুলচন্দ্র তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য দুর্গের বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলেন। কুইণ্টন প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে উভয় পক্ষ পরস্পরকে মিত্র ভাবে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর কুইণ্টন রেসিডেন্সীতে গমন করিলেন। যাইবার সময় জানাইয়া গেলেন যে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রেসিডেন্সীতে দরবার

হইবে, এবং কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎকে দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে। বেলা ১২টার সময় কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ রেসিডেন্সীতে গমন করিলেন। তখনও দরবারের সকল বন্দোবস্ত শেষ না হওয়ায় তাঁহাদিগকে রেসিডেন্সীর দ্বারদেশে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। পরে দরবারের বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া কুলচন্দ্র রেসিডেন্সীতে প্রবেশ করিলেন, এবং সেনাপতি প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। কুইণ্টন সেনাপতিকে না দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় দরবারে যাইতে পারিলেন না। এই দরবারে টিকেন্দ্রজিৎকে বিনা অস্ত্রে বিনা সৈন্যে গমন করিতে হইত। তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইত না। সেনাপতি তাহা জানিয়াই দরবারে গেলেন না। কুইণ্টনের দরবারের উদ্দেশ্যও কাজেই সিদ্ধ হইল না। পর দিবস বেলা নয়টার সময় পুনরায় দরবারের বন্দোবস্ত হইল। এ দিন কি কুলচন্দ্র, কি টিকেন্দ্রজিৎ কেহই দরবারে গমন করিলেন না। কৌশল ব্যর্থ হইল দেখিয়া কুইনণ্টন মহারাজকে প্রকাশ্যভাবে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে সেনাপতি আত্মসমর্পণ না করিলে গ্রেপ্তার হইবেন। এবং কুলচন্দ্র টিকেন্দ্রজিৎকে কুইণ্টনের হস্তে অর্পণ না করিলে সিংহাসন পাইবেন না। কুলচন্দ্র তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন ইংরেজপক্ষ স্থির করিলেন, রাত্রিকালে সেনাপতি যখন নিদ্রিত থাকিবেন, তখন তাঁহার গৃহ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আড়াই শত ব্রিটিশ সৈন্য নিয়োজিত হইল। টিকেন্দ্রজিৎ ইহাও অনুমানে বুঝিতে পারিলেন, এবং তদনুরূপ বন্দোবস্তও করিয়া ফেলিলেন। ইংরেজ সৈন্য পূর্ব-বন্দোবস্ত মত নিজ নিজ স্থান অধিকার করিল। মণিপুরী সৈন্যরাও প্রস্তুত ছিল। এই নৈশ যুদ্ধে মণিপুরী সেনারা প্রথমে পরাজিত হয়। ইংরেজ সেনা টিকেন্দ্রজিতের বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায়, গৃহ শূন্য তথায় সেনাপতি বা তাঁহার পরিবারেরা কেহই নাই।*

পরদিন উভয়পক্ষ প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কেল্লা হইতে রেসিডেন্সীর উপর অবিশ্রান্ত ভাবে গুলিবর্ষিত হইতে লাগিল। এবং টিকেন্দ্রজিতের নেতৃত্বে একদল মণিপুরী নাগাসৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যা ৭টার সময় চীফ কমিশনার রাজাকে একপত্র লিখিয়া খুব সম্ভব সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রত্যুত্তরে রাজা জানাইলেন, ইংরেজ সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করিলেই যুদ্ধ বন্ধ হইবে। ইতিমধ্যে একজন দূত আসিয়া চীফ কমিশনারকে জানাইল যে, সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিবার উদ্দেশ্যে সেনাপতি চীফ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অর্দ্ধপথে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চীফ কমিশনার বিনা অস্ত্রে ও বিনা সৈন্যে তথায় গমন করিলে সন্ধির কথাবার্ত্তা হইতে পারে। অনেক ইতস্ততঃ ও পরামর্শের পর কুইণ্টন, স্কেন, গ্রিমউড্, কসিন্স্ ও সিমসনকে সঙ্গে করিয়া সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ ও কিছু কথাবার্ত্তার পর সকলে কেল্লায় গমন করিলেন। এখানে সেনাপতি ইংরেজদের অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই মণিপুর হইতে প্রস্থান করিতে কহিলেন। ইংরাজরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। দুই ঘণ্টাতেও যখন কোন মীমাংসা হইল না, তখন মণিপুরী সৈন্যরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেনাপতি তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না; বরং উদ্ধত ভাবে কহিল, তাহাদিগকে বাধা দিলে সেনাপতিরও তাহারা প্রাণবধ করিবে। সৈন্যগণের এই প্রকার ঔদ্ধত্য দেখিয়া সেনাপতি কুইণ্টন প্রভৃতিকে তখন বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে কথা না শুনিয়া তখনই বাহির হইয়া গেলেন। বাহির হইবামাত্র তাঁহারা মণিপুরী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। তখন আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। মণিপুরীরা রেসিডেন্সী লুণ্ঠন করিয়া তাহা পোড়াইয়া দিল।

এই সংবাদ সিমলায় পৌঁছিলে বড়লাটের আদেশে বিরাট একদল ইংরেজ সৈন্য জেনারেল গ্রেহাম কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মণিপুরে অভিযান করিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাজ কুলচন্দ্র, সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি পলায়ন করিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে উভয়েই ধৃত হইলেন। ২৩শে মে তারিখে টিকেন্দ্রজিৎ ধরা পড়েন। ১লা জুন তাঁহার বিচার আরম্ভ হইয়া ১১ই জুন শেষ হয়। বিদ্রোহ, নরহত্যা প্রভৃতি অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় টিকেন্দ্রের প্রতি ফাঁসীর হুকুম হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে টিকেন্দ্রজিৎ দয়া ভিক্ষা করিয়া বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের কাছে আবেদন করিলেন; এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। ১৮৯১ অব্দের ১৩ই আগষ্ট অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় মণিপুরের পোলো খেলিবার মাঠে টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসী হয়।

টিঙ্কার—সুরাতে দ্রবীভূত ঔষধ। ইং (tincture)। সং। [দেশজ। সং।

টিটকারি—নিন্দা, গ্লানি; ধিক্কার; বিদ্রূপ।

টিটিভ, টিট্টিভ—টিটির পক্ষী। সং; পু।

টিপ, টীপ—বিন্দু; তদাকার ললাটে চিহ্ন; অঙ্গুলির অগ্রভাগের ছাপ; চাকতি। দেশজ। সং।

টিপুসুলতান মহীশূররাজ হয়দর আলির পুত্র। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়; নয় বৎসর বয়সের সময়ে টিপু পিতার সহিত মারহাট্টাদিগের হস্তে বন্দী হন। পরে সন্ধি হইলে আবার পিতার সহিত মুক্তিলাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই টিপু বীরপ্রকৃতি ও সাহসী ছিলেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে হয়দর আলি প্রাণত্যাগ করিলে, টিপু 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ফরাসী-সেনাপতি বুসী ভারতে আসিয়া টিপুর অধীনে সৈনাপত্য পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় বুসী টিপুর সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

টিপুর নানারূপ অত্যাচারে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস টিপুকে দমন করিবার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টিত হইলেন। বোম্বাই হইতে জেনারেল ম্যাথু একদল সৈন্যসহ আসিয়া মহীশূরের অধিত্যকাস্থিত বেদনূর অধিকার করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল তারিখে টিপু আসিয়া এই স্থান অবরোধ করেন। ইংরেজেরা পাঁচমাস কাল অবরোধ সহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে সন্ধি করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে, উভয় পক্ষ আর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবেন না এবং পরস্পরে বিজিত প্রদেশ পরস্পরকে ফিরাইয়া দিবেন। [illegible] ইহাই মঙ্গলোরের সন্ধি-নামে প্রসিদ্ধ [illegible] খ্রীঃ।

মঙ্গলোরের [illegible] পর আপনার বলবৃদ্ধি করিবার মানসে মহীশূরের চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে ও হিন্দুদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য মারহাট্টা-পেশওয়ার সুদক্ষ মন্ত্রী ও সেনাপতি নানা-

র্ণাবিশ নিজামের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিছুদিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে টিপু মাহারাট্টাদিগকে কতকগুলি প্রদেশ ও আদনি ছাড়িয়া দিয়া এবং নগদ ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ও ১৫ লক্ষ টাকা পরে দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৮৭ খ্রীঃ)।

মঙ্গলোড়ের সন্ধি অনুসারে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য ইংরেজের আশ্রিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা ত্রিবাঙ্কোড়-রাজের সাহায্যার্থ টিপুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজাম ও মাহারাট্টাদিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। টিপুও বিপুল বিক্রমে রাজ্যরক্ষার আয়োজন করিলেন। এই যুদ্ধ ক্রমিক তিন বৎসর কাল চলিয়াছিল। টিপুকে দমন করা সহজ নয় দেখিয়া কর্ণওয়ালিস স্বয়ং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস আরিকেরা নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুকে পরাজিত করিলেন, ওদিকে মাহারাট্টারা সিমোগা নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুর সৈন্যগণকে পর্য্যুদস্ত করিল। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় টিপু অনন্যোপায় হইয়া আপনার দুই পুত্রকে ইংরেজ-শিবিরে প্রেরণপূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রথমে সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়্গের রাজার অনুরোধে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ্চ সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হইল। এই সন্ধি অনুসারে টিপুর দুই পুত্র প্রতিভূস্বরূপ ইংরেজশিবিরে রহিয়া গেলেন। টিপু নগদ তিন কোটি টাকা এবং তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন। এই বিজিত রাজ্য নিজাম, ইংরেজ ও মাহারাট্টারা ভাগ করিয়া লইলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড মর্ণিংটন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই দেখিলেন যে, টিপু ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজাম আলি, নানাফর্ণবিশ ও আফগানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। নিজামের অধীনে রেমণ্ড নামক একজন ফরাসী সেনাপতি দ্বারা শিক্ষিত ১৪ হাজার সৈন্য ছিল; সিন্ধিয়ার সৈন্যগণও ফরাসী সেনানায়কগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়াছিল। ওদিকে মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইজিপ্টে উপস্থিত; কখন আসিয়া ভারতে পদার্পণ করেন, তাহার স্থিরতা নাই। গভর্ণর জেনারেল কাবুলের সুলতান জেমান শাহ-এর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন যে, তিনি হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লর্ড মর্ণিংটন স্থির করিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে টিপুকে দমন করিতে হইবে। এই জন্য তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মান্দ্রাজস্থ প্রধান সেনাপতি লর্ড হারিসকে অবিলম্বে টিপুর রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। যুদ্ধে টিপুর একদল সেনা সেদাশির নামক স্থানে এবং স্বয়ং টিপু মালবেল্লি নামক স্থানে পরাজিত হইলেন (১৭৯৯ খৃঃ)। অতঃপর টিপু রাজধানীরক্ষার্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুতগতিতে শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। লর্ড হারিসও কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নগর অবরোধ করিলেন, এবং অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাকারের একস্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। টিপু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সেনা ও সেনাপতিদিগকে উৎসাহিত করিয়া ভগ্নস্থানে শত্রুর গতিরোধার্থে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অপর পক্ষ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, টিপু রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড মর্ণিংটন পুরস্কারস্বরূপ "মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মহীশূরে মুসলমান রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। মহীশূরের পূর্ব্ব হিন্দুরাজবংশীয় পঞ্চমবর্ষীয় একটী শিশুকে মহীশূরের রাজা করা হইল। টিপুর বংশধরেরা বৃত্তিসহ বেলোড়ে স্থানান্তরিত হইলেন। তাহার পর আবার সেখান হইতে আনীত হইয়া তাঁহারা কলিকাতার সন্নিহিত টালিগঞ্জ নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

টিপ্পনী—টীকা, গ্রন্থের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা। টিপ (প্রেরণ করা) + ক্বিপ ক—টিপ্, তদুত্তর পন + অন ক + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

টিয়া, টেয়া—শুকবিশেষ, একপ্রকার তোতাপাখী। দেশজ। সং।

টিলা—ডাঙ্গা, পাহাড়। হিন্দী। সং।

টীকা—১। সবিস্তর ব্যাখ্যা; বিবৃতি, ব্যাখ্যান। টীক (গমন করা) + অ ভা + আপ্। সং; স্ত্রী। ২। বসন্তাদি রোগ প্রতিষেধকল্পে শরীরমধ্যে রোগের বীজ প্রবেশিত করণ; তামাক খাইবার জন্য অঙ্গারচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ। দেশজ। সং।

টীকি, টীকী—শিখা, চৈতন। দেশজ। সং।

টীট—ঠেঁটা, বেহায়া; চতুর। গ্রা, ক। বিণ।

টুঁটি—কণ্ঠ, গলা। হিন্দী। সং।

টুইল—এরূপভাবে বোনা কাপড় যে সূতার কোণাকোণি বা টেড়া রেখা দেখায়। ইং (twill)। সং।

টুকটুকে—লাবণ্যবিশিষ্ট। বিণ।

টুকনি—ছোট ঘটি। দেশজ। সং।

টুকরা—ক্ষুদ্র অংশ। সং।

টুকরা-টাকরা—কাটা ছেঁড়া ছোট খণ্ড। সং।

টুকরী—বংশত্বক্ নির্ম্মিত ছোট পাত্র, পেতে। দেশজ। সং।

টুকা—স্মরণার্থ লিখিয়া রাখা। দেশজ। ক্রি।

টুঙ্গী—উচ্চ ও অন্য গৃহ হইতে পৃথক্ গৃহ; পায়রা বসিবার উচ্চ মাচা। দেশজ। সং।

টুটা—১। ভগ্ন, খণ্ডিত, ছিন্ন। বিণ। ২। ভাঙ্গা, ছিঁড়া, খণ্ডিত হওয়া; ঘুচা; খসা; ত্রুটি হওয়া। হিন্দী। ক্রি।

টুমটাম—নগণ্য তুচ্ছ কাজ। দেশজ। সং।

টুল—পৃষ্ঠহীন কাষ্ঠাসন, চৌকি। ইং (stool)। সং। [বিণ।

টুলো—টোলসম্বন্ধীয়, টোলে শিক্ষিত। দেশজ।

টুসকি—অঙ্গুলি স্ফোটনধ্বনি। দেশজ। সং।

টেঁক—কটিদেশের কোণ, কাপড় নদীর বাঁকের মধ্যভাগ। দেশজ। সং।

টেঁক খর—ক্রোধে কর্কশ; টাকা প্রাপ্তিবিষয়ে কর্কশ, যে চাহিবামাত্র টাকা পাইতে ইচ্ছা করে। দেশজ। বিণ।

টেঁক-ঘড়ী—যে ছোট ঘড়ী টেঁকে রাখা যায়। দেশজ। সং।

টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারিচাঁদ মিত্র দেখ।

টেকা—স্থিতি, থাকা। দেশজ। সং বা ক্রি।

টেকো—১। চরকার লৌহশলা। সং। ২। যাহার মাথায় টাক আছে, টাকযুক্ত। দেশজ। বিণ।

টেক্কা—১। প্রথম, অদ্বিতীয়। বিণ। ২। উৎকর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রথম তাস, এক ফোঁটাবিশিষ্ট তাস। দেশজ। সং।

টেক্স্—রাজকর। ইং (tax)। সং।

টেঙ্গরা—আঁশকাটী মৎস্যবিশেষ। দেশজ। সং।

টেঙ্গা—জল তুলিবার লাঠা কল; ইক্ষুবিশেষ। প্রাদেশিক। সং।

টেটন—ধূর্ত্ত, শঠ। গ্রা, ক।

টেনা—ছিন্নবস্ত্র, কানি, নেকড়া। প্রাদে। সং।

টেপারি—বর্ষায় ফলন্ত বিশেষ, এক প্রকার ছোট ছোট ফল। দেশজ। সং।

টেবিল—মেজ, পাদবিশিষ্ট কাষ্ঠপ্রস্তরাদির পট। ইং (table)। সং।

টের—১। প্রান্ত, ধার। দেশজ। সং। ২। ইঙ্গিত, সন্ধান। দেশজ। সং।

টেরক—বক্রনেত্র, টেরা। টির + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী টেরিকা।

টেরী—বক্রচক্ষু। দেশজ। বিণ।

টেরি—১। বাঁকা সিঁথি, পাসা সিঁথি। দেশজ। সং। ২। বক্রভাবে; কুপিতভাবে। প্রা, ক।

টোকা—বৃষ্টিনিবারক গোলাকার ছোট আচ্ছাদন, ঝাঁপি, মাথালি। দেশজ। সং।

টোটকা—তৎকাল বা সদ্যঃ ফল পাইবার ঔষধ বা মন্ত্র। দেশজ। সং।

টোটা—বন্দুকের কার্তুজ। দেশজ। সং।

টোডরমল্ল—তোডরমল্ল দেখ।

টোপ—মৎস্যাদি ধরিবার আমিষাদি লোভ। দেশজ। সং। ২। বুদ্ বুদ্, বুদ্‌বুদ্ আকারে স্ফীত অঙ্গ। সং।

টোপর—বরের মাথার মুকুট। দেশজ। সং।

টোল—চতুষ্পাঠী, চৌপাড়ী, সংস্কৃত পাঠশালা; ধাতুপাত্রাদিতে আঘাতজনিত গর্ত, সামান্য গহ্বর, চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান অপেক্ষা নিম্নতা। দেশজ। সং।

টোলা—পল্লী, পাড়া; মহল্লা। হিন্দী। সং।

ট্রেজারি, তেরেজারি—সরকারী কোষ, খাজানাখানা। ইং (treasury)। সং।

ট্রেণ—রেলগাড়ীর শ্রেণী, রেলগাড়ী। ইং (train)। সং।

ঠ

ঠ—১। দ্বাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ২। মণ্ডল; চন্দ্রবিম্ব; শূন্য; উচ্চধ্বনি; শিব; ইন্দ্রিয়গোচর। সং; পু।

ঠক—(দেশজ) প্রতারক, শঠ; ধূর্ত্ত। বিণ।

ঠকুর—দেবতার প্রতিমা, ঠাকুর; বিপ্রের উপাধিবিশেষ। সং; পু।

ঠগ—প্রতারক, বঞ্চক, ঠক, প্রাণঘাতী দস্যু, রাহাজান, ডাকাত। স্থগ শব্দের অপভ্রংশ।

ঠগী—ঠগের কার্য্য, দস্যুতা, হননপূর্ব্বক ধনাপহরণ। সং। পূর্ব্বে ঠগেরা দলে দলে বণিক্ বা পথিকের বেশ ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ রাজপুতানা দেশে ভ্রমণ করিত। ইহারা অতর্কিত পান্থগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইত; পরে অবসরমত তাহাদের গলে রুমাল বা অন্য প্রকার ফাঁস লাগাইয়া তাহাদের নিশ্বাসরোধ করিয়া প্রাণ হরণ করিত এবং তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া শবগুলি ভূপ্রোথিত করিত। ঠগেরা পুরুষানুক্রমে এই হনন ও চৌর্য্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এই কার্য্য ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। ঠগের দল সাতটী মুসলমানবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত। কিন্তু ইহাদের দলে বহু হিন্দুনামধারীও থাকিত। ইহারা কালীপূজা করিয়া কার্য্যে বহির্গত হইত এবং কার্য্য সফল হইলে সমারোহের সহিত দেবীর পূজা দিত। ইহাদের মধ্যে "রামাসী" নামক একটী অপভাষা প্রচলিত ছিল, এবং ইহারা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা পরস্পরকে সমব্যবসায়ী বলিয়া চিনিয়া লইত। ঠগগণের অপর নাম "ফাঁসিগর," কারণ ইহারা ফাঁস লাগাইয়া প্রাণনাশ করিত। বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই নৃশংস নরহন্তৃদলের সমূলে উচ্ছেদসাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কর্ণেল (পরে স্যার উইলিয়ম) শ্লীম্যান (Sleeman) ঠগ-দলকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলেন। ১৮৩৫ খৃঃ অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত, সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৬২ জন ঠগ ধৃত হয়; তাহাদের মধ্যে ৩৮২ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং অবশিষ্টগণকে দ্বীপান্তরিত বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই সময় হইতে ঠগদল হীনবল হইয়া পড়ে। অধুনা দল প্রায়ই নির্ম্মূল হইয়াছে। ঠগ দমনার্থে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট Thaggee and Dacoity Department নামক একটি বিভাগ স্থাপন করেন। ১৯০৪ খৃঃ এই বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পরিবর্ত্তে "Central Criminal Intelligence Department" স্থাপিত হইয়াছে। কর্ণেল মেডোজ টেলার (Meadews Talyor) রচিত "Confessions of a Thug" নামক পুস্তকে ঠগদিগের বিবরণ অতি বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ঠমক—তালে তালে নৃত্য, চলন, হাবভাব-সহ গতিভঙ্গি। দেশজ। সং।

ঠাই, ঠাঞি—স্থান বা স্থানে, নিকট বা নিকটে; ভোজনস্থান। প্রাদেশিক। ক, প্র।

ঠাইনাড়া—স্থানপরিবর্ত্তিত; এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অস্থায়ী বাস। বিণ বা সং।

ঠা—দৃষ্টি, সম্মুখ; স্থান, একস্থান। সং।

ঠা—স্থির বা ধীরভাবে, মন্দ মন্দ। দেশজ। বা।

ঠাওর, ঠাহর—দৃষ্টিগোচর, অনুভব। সং।

ঠাকরুণ, ঠাকুরুণ—ঠাকুরাণী। সং।

ঠাকুর—দেববিগ্রহ; ব্রাহ্মণ; আর্য্য, প্রভু; কর্ত্তা; পিতা; শ্বশুর; পাচক ব্রাহ্মণ (কলিকাতায় আধুনিক প্রয়োগ); উপাধিবিশেষ। ঠক্কুর শব্দের অপভ্রংশ।

ঠাকুরঘর—দেবমন্দির। সং।

ঠাকুরজামাই—শ্বশুরের জামাই, ননদীর স্বামী। [সং; পু।

ঠাকুরঝী—শ্বশুরের ঝী, ননন্দা। সং; স্ত্রী।

ঠাকুরণ-দিদী—ঠাকুরাণী-দিদী, মান্যা ভগিনী। সং; স্ত্রী।

ঠাকুর-দাদা—ঠাকুর-তাত, মান্য তাত, পিতামহ, মাতামহ (সম্বোধনে প্রায়ই দাদামশায়)। সং; পু।

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী—আনুমানিক ১২০১ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা জমিদারী সেরেস্তায় সামান্য কার্য্য করিয়া কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ঠাকুরদাস গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া উক্ত জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীগিরির কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এ কাজ তাঁহার ভাল লাগিত না। অবসর পাইলেই তিনি সঙ্গীতরচনায় মনোনিবেশ করিতেন। এই সময় ভোলা ময়রা, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবির গান চারিদিকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঠাকুরদাস গোপনে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহারাও কবির রচনামাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন। তখন ঠাকুরদাস কবির পালার গান রচনা করিয়া বিভিন্ন দলে দিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৭।২৮ বৎসর। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাসের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

ঠাকুরদাস দত্ত—আনুমানিক ১২০৭ সালে হাবড়ার নিকটবর্ত্তী ব্যাঁটরা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামমোহন দত্ত। এই রামমোহনের সহিত কবিওয়ালা রামবসুর সাতিশয় সৌহার্দ্দ্য ছিল। নামের সমতাবশতঃ উভয়ে উভয়কে মিতা বলিয়া ডাকিতেন। এই রামমোহনের প্ররোচনাতেই রামবসু নিজে কবির দল গঠন করেন। রামমোহন ফোর্ট উইলিয়মে চাকরি করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার নিকট ঠাকুরদাস কিঞ্চিৎ ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। শিক্ষালাভের সময় হইতেই ঠাকুরদাস সঙ্গীতচর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

ঠাকুরদাস নিজে কখন কবির দল করেন নাই, বা কবির দলে গাওনা করেন নাই। তিনি গান রচনা করিয়া দিতেন, কবিওয়ালারা তাহা আগ্রহের সহিত লইয়া গিয়া গান করিত। ঠাকুরদাস এক পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেই গাওনা করিতেন। ইঁহার কবিপ্রতিভায় তৎকালীন শিক্ষিতসমাজ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। যোড়াসাঁকো, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ ইঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

"মালক", "সাহিত্য মঙ্গল", "সাতনরী" "উত্তুঠকাব্য" "শারদীয় সাহিত্য" "বিজনবালা" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বহু প্রসিদ্ধ পত্রিকায় সন্দর্ভ লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।

ঠাকুর পো—শ্বশুরের পুত্র, দেবর। সং; পু।

ঠাকুর মণ্ডপ—দেবমন্দির। সং; পু।
ঠাকুর-মা—পিতামহী (সম্বোধনে প্রায়ই দিদী কিংবা দিদী-মা)। সং; স্ত্রী।
ঠাকুর-বাড়ী—দেবতা-বাটিকা। সং।
ঠাকুর-সেবা—দেবপূজাদি। সং; স্ত্রী।
ঠাকুরাণী, ঠাকুরণ—মান্যা নারী; ব্রাহ্মণী; গুরুপত্নী; দেবী। সং। [সং।
ঠাকুরাল, ঠাকুরালী—ঠাকুরের যোগ্য ব্যবহার।
ঠাক্রি—ঠাই দেখ।
ঠাট—১। কাঠাম, অবয়ব; ভঙ্গী; ধরণ; রকম; হাবভাব, ছেনালি। দেশজ। ২। সঙ্গী; অনুচর; সমূহ, দল; সেনাকটক, সৈন্যদল। প্রা, ক। সং।
ঠাটা, ঠাট্টা—পরিহাস, কৌতুক, রহস্য, মজা, তামাসা। দেশজ। সং।
ঠাড়—স্থির। ক, প্র। বিণ।
ঠাড়ি—১। বন্ধ্যা, বৎসহীনা, দীর্ঘকাল অপ্রসূতা (গবী)। প্রাদে। বিণ; স্ত্রী। ২। দণ্ডায়মান। বিণ। ৩। দাঁড়াইয়া, স্থির হইয়া। প্রা, ক। ক্রি।
ঠাণ্ডা—১। হিম, শীতল; শান্ত, স্থির; শাসিত, দুরন্ত। হিন্দী। বিণ। ২। শৈত্য, গ্রীষ্মাভাব। সং। [হয়। সং।
ঠাণ্ডাই—শীতলতা, যে পানীয় দ্বারা দেহ শীতল
ঠান—ঠাই, স্থান, নিকট। প্রা, ক।
ঠানি—অনুমান করিয়া। প্রা, ক। ক্রি।
ঠাম—ঠাই, স্থান, নিকট; গৃহ; গঠন; অঙ্গভঙ্গী কাজ। প্রা, ক। সং।
ঠায়—(দেশজ) সঙ্কেত, ইঙ্গিত; ইসারা। সং।
ঠারা—১। ইঙ্গিত বা ইসারা করা। দেশজ। ২। বক্র হওয়া; দাঁড়ান, স্থির হওয়া; অপেক্ষা করা। প্রা, ক। ক্রি।
ঠাস, ঠাসা—নিবিড়, ঘন। দেশজ। বিণ।
ঠাসা—লোহা কিংবা কাঁসার ছাঁচ বা নক্সা, যাহার উপরে সোনা রূপার পাত রাখিয়া পিটিয়া সেকরা পাতের আকার ঠাসার অনুরূপ করে (die)। সং।
ঠাসাঠাসি—নিবিড়, পরস্পর গাত্রঘর্ষণ, ধাক্কাধাক্কি। সং।
ঠিক—১। প্রকৃত, যথার্থ, সত্য; বিশুদ্ধ, নির্ভুল। বিণ। ২। যোগ, তেরিজ, সমষ্টি। দেশজ। সং।
ঠিকঠাক—নির্দ্দিষ্ট, নিরূপিত, ঠিক। বিণ।
ঠিকঠিকানা—কূলকিনারা; নিদর্শন, চিহ্ন। সং।
ঠিকর—তীক্ষ্ণ। বিণ।
ঠিকরা—যে মৃৎ বা কঙ্কর খণ্ড ছিদ্র পথে অধোগমন রোধ করে, যেমন তামুক খাবার কলিকার ঠিকরা—মাটির গুলী যাহা তামুককে স্থিতি করায়। সং।
ঠিকা—স্থিরীকৃত; নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত নিযুক্ত। দেশজ। বিণ।
ঠিকাদার—যে ঠিকায় কাজ লয়। সং।
ঠিকানা—(দেশজ) নির্দ্দিষ্ট স্থান, বাসস্থান; বসতির নিদর্শন; সীমা। সং।
ঠিকারী—খোলা ভাঙ্গা। সং।
ঠিকী—ক্ষুদ্র পরিমাণ-পাত্র। প্রাদে। সং।
ঠিকুজী, (ঠিকজী)—সংক্ষিপ্ত জাতকপত্র বা কোষ্ঠী, যে পত্রে জন্মকাল ঠিক করিয়া লেখা থাকে। সং।
ঠিলী—মাটীর বা পিত্তলের ছোট কলসী। সং।
ঠুংরী—গানের তালবিশেষ; টপ্পা গান। সং।
ঠুঁটা—শাখাপ্রশাখাহীন; অঙ্গুলিহীন, কুষ্ঠরোগে অঙ্গুলিহীন। বিণ। [করা। বিণ।
ঠুকরা, ঠুকরান—ঠোঁট দিয়া আঘাত বা দংশন
ঠুকা—১। মুষ্টিযোগ, টোটকা। সং। ২। ঘা মারা; আঘাত করা, প্রহার করা। দেশজ। ক্রি। [দেশজ। সং।
ঠুকা-ঠাকা—সামান্য মুষ্টিযোগ, টোটকা-টাটকি।
ঠুনকা, ঠুনকো—১। ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষীণজীবী। দেশজ। বিণ। ২। নবপ্রসূতা প্রসূতির স্তন আওড়াইয়া জ্বর। দেশজ। সং।
ঠুনি—হাব, অঙ্গভঙ্গি, ছল। ক, প্র। সং। [সং।
ঠুলী—আবরণ, গবাদি পশুর চোখের আবরণ।
ঠেং, ঠেঙ্গ—পদ; দীর্ঘপদ। দেশজ। সং।
ঠেঁটা—ধূর্ত্ত, শঠ, পাজি, বেহায়া। দেশজ। বিণ।
ঠেঁটী—বিধবার পাড়হীন শাড়ী বা ধুতি। সং।
ঠেক—আটক, প্রতিবন্ধক; ব্যাঘাত; অবলম্বন; চাউল প্রভৃতির পাত্রবিশেষ। দেশজ। সং। [সং।
ঠেকনা—যদ্দ্বারা আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে।
ঠেকা—১। বিঘ্ন, দায়, সঙ্কট, মুস্কিল, বিপত্তি, ল্যাঠা, ঠেলা। প্রাদে। ২। [সঙ্গীতে] তাল ও মাত্রা। দেশজ। সং। ৩। স্পৃষ্ট হওয়া, লাগা; পড়া, পতিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।
ঠেকান—স্পর্শ করা বা করান, লাগান; পাতিত করা, ফেলান। দেশজ। ক্রি। [সং।
ঠেকার—দেমাক, গর্ব্ব, অহঙ্কার। দেশজ।
ঠেকুয়া, ঠেকো—সঙ্গাতি হইতে স্থগিত বা পৃথককৃত। বিণ।
ঠেঙ্গা—পায়ের মত লম্বা কিন্তু সরু লাঠি; যষ্টি। সং।
ঠেঙ্গাজ্বর—জ্বরবিশেষ—যাহাতে হাতে পায়ে এত ব্যথা হয় যেন কেহ ঠেঙ্গাইয়াছে। ইং (dengue fever)। সং।
ঠেঙ্গাঠেঙ্গি—লাঠালাঠি, লাঠি লইয়া পরস্পর মারামারি। সং।
ঠেঙ্গাড়িয়া, ঠেঙ্গাড়া—যে দস্যু পথিককে ঠেঙ্গাইয়া মারে, রাহাজান। দেশজ। সং।
ঠেল—ঠেলা, ধাক্কা; চাপ। দেশজ। সং।
ঠেলা—১। ল্যাঠা, দায়, ঠেকা; বাধি, আধিক্য। সং। ২। বিস্তর; অধিক। বিণ। ৩। ধাক্কা দিয়া, ধাক্কান; মাড়াইয়া সরান। দেশজ। ক্রি।
ঠেস—ঠেসান, হেলান। দেশজ। সং।
ঠেসান—১। ঠেস, হেলান। সং। ২। ঠেস দেওয়ান, হেলান। দেশজ। ক্রি।
ঠোঁট—ওষ্ঠ বা অধর; চঞ্চু, সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। দেশজ। সং।
ঠোঁট-কাটা—যাহার ঠোঁট কাটা বা ছিন্ন; নির্লজ্জ। দেশজ। বিণ; পু। স্ত্রী ঠোঁটকাটী।
ঠোক—রোক, গোঁ, জেদ। দেশজ। সং।
ঠোকনা—অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা গণ্ডদেশাদিতে সামান্য আঘাত। দেশজ। সং।
ঠোকরা, ঠোকরান—কঠিন চঞ্চুদ্বারা আঘাত করা, সরুমুখ শস্ত্রাদি দ্বারা গর্ত্ত করা। ক্রি।
ঠোকা—ঠুকা (তাহা দেখ)। ক্রি।
ঠোঙ্গা—পত্রাদি নির্ম্মিত আধার বা পাত্রবিশেষ। দেশজ। সং।
ঠোনা—মুষ্টিবদ্ধ তর্জ্জনীর পর্ব্ব; ঠোকনা। সং।
ঠোলা—বড় ঠুলী, ঠোঙ্গা। প্রাদেশিক। সং।

ড—১। ত্রয়োদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। ২। বাড়বানল; শব্দ; শিব। সং; পু।
ডক—জাহাজ নির্ম্মাণশালা। ইংরাজী; সং।
ডগ, ডগা—অগ্রভাগ, বৃক্ষশাখাগ্র। সং।
ডগডগ—রক্তবর্ণ। দেশজ। বা।
ডগমগ—উদ্বেল, ডুবুডুবু, উদ্‌ভ্রান্ত, আটখানা, পরিপূর্ণ। দেশজ। ক, প্র। বিণ।
ডগলা, ডগালী—বৃক্ষের সরু অগ্র-প্রদেশ, বৃক্ষের কর্ত্তিত সরু শাখা। সং।
ডগী—বৃক্ষের কোমল অগ্রসহ শাখা। সং।
ডক্কা—দুন্দুভিধ্বনি; ঢিকারা। ডম্ (অনুকরণ শব্দ)-কৈ+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।
ডজন—দ্বাদশ সংখ্যা। ইং (dozen)। সং।
ডন—ব্যায়ামবিশেষ, দণ্ডবৎ ভূপতিত অবস্থায় অগ্র পশ্চাৎ করিয়া কসরৎ। হিন্দী। সং।
ডনগীর—ডন ব্যায়ামে পটু ব্যক্তি; পালোয়ান। হিন্দী। সং।
ডফ, রেঃ ডাঃ এলেক্‌জাণ্ডার (Rev. Dr. Alexander Duff)—জন্ম ২৫শে এপ্রিল ১৮০৬। ইনি মিসনারী হইয়া স্কটলণ্ড হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা ভারতবাসীকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা ইঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ইনি ফ্রি চর্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন (Free Church Institution) নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ডফ সাহেব ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যান এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কলি-

কাতায় আগমন করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আবার দেশে যাইয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ডফ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে ইনি বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা রিভিউ পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং উহাতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত খৃষ্টান ধর্ম্মসম্বন্ধেও ইনি অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ১৮৭৮ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি ইনি পরলোক গমন করেন। কলিকাতা নিমতলা ষ্ট্রীটে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ফ্রি চর্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন (যাহার সহিত পরে ডফ কলেজ যুক্ত হইয়াছিল) এক্ষণে হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে স্থাপিত জেনারেল এসেমব্লিজ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউসন (General Assembly's Institution) সঙ্গে মিলিত হইয়া স্কটীস্ চর্চ্চেস্ কলেজে (Scottish Churches College) পরিণত হইয়াছে। ডফ সাহেব যখন কলিকাতায় ছিলেন, সে সময় স্বতঃ পরতঃ অনেকগুলি হিন্দু যুবককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় ইঁহার বিরোধিগণও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

ডফরিন, লর্ড (Frederick-Temple Hamilton Temple Blackwood, first Marquess of Dufferin)—জন্ম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২১শে জুন। ইনি কানাডার গভর্ণর জেনারেল এবং অন্যান্য উচ্চ কার্য্য করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ভারতের ভাইসরয় পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাওলপিণ্ডিতে দরবার করিয়া আফগানিস্থানের আমীর আবদর রহমানকে অভ্যর্থনা করেন। ব্রহ্মদেশের রাজা থিব ইংরাজ ব্যবসায়িগণকে নানা রকমে উৎপীড়ন করাতে ইংরাজ-সৈন্য উক্ত দেশ আক্রমণ করে। থিবকে ধৃত করিয়া ভারতে লইয়া আসা হয় এবং রত্নগিরি নামক স্থানে নির্ব্বাসিতভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থিবরাজ্য ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত এবং একজন চিফ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। ঐ বৎসরেই ডফরিন গোয়ালিয়ারের রাজাকে গোয়ালিয়র দুর্গ প্রত্যর্পণ করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরীর রাজ্যশাসনের পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসব লর্ড ডফরিন অতি সমারোহে সম্পন্ন করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ইনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ঐ বৎসরই Marquis of Dufferin and Ava এই উপাধি-ভূষিত হন। ঐ বৎসর হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোম নগরে এবং ১৮৯১ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারিস নগরে ইনি ব্রিটিশ-দূত-স্বরূপে অবস্থান করেন। জীবনের শেষভাগে ইনি অসাবধানতার ফলে আর্থিক কষ্ট ভোগ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি বিদ্যাবুদ্ধিতে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন। বিখ্যাত বাগ্মী সেরিডেনের পুত্র টমাস সেরিডেন ইঁহার মাতামহ ছিলেন। ইঁহার মাতাও বিদুষী ছিলেন। ইঁহার পত্নী হ্যারিয়েট ডফরিন ভারতমহিলাগণের সুচিকিৎসাকল্পে Countess of Dufferin's Fund নামক একটী অর্থভাণ্ডার স্থাপিত করেন। সেই ভাণ্ডার হইতে ভারতের নানাস্থানে স্ত্রীলোকের জন্য হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে এবং পরিচালিত হইতেছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই ভারতহিতৈষিণী মহিলা "Our Viceregal Life in India" নামধেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ডবকা—যৌবনস্ফীতা, যৌবনগর্ব্বিতা; যুবতী। দেশজ। বিণ; স্ত্রী।

ডবডব—রসপূর্ণ, বিস্ফারিত। দেশজ। বা।

ডবডবানি—বড়াই, আস্ফালন। দেশজ। সং।

ডবল—দ্বিগুণ। ইংরাজী (double)।

ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখ।

ডম—বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, ডোম। সং; পু।

ডমর—আক্রমণ; বিপ্লব। ডম্ (অনুকরণ শব্দ) —ঋ (গমন করা) + অল্ ভা। সং; পু।

ডমরু, ডম্বরু, ডম্বুরু—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ডুগডুগি [ইহার আকার ক্ষুদ্র, মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ, এবং তাহার উভয় দিক্ ক্রমশঃ অধিকতর প্রশস্ত, এই জন্য কোন কোন কবি ইহার সহিত স্ত্রীলোকের কটিদেশের উপমা দিয়া থাকেন]; চমৎকার। ডম্ (অনুকরণ শব্দ)—ঋ (গমন করা) + উ ক। সং; পু।

ডমরুমধ্য—১। ডমরু বাদ্যযন্ত্রের মধ্যভাগ। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী। ২। যে সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড মধ্যে থাকিয়া দুই বৃহৎ ভূখণ্ডকে সংযুক্ত করে, যোজক (Isthmus)।

ডম্ফ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। চাকার মত একখণ্ড কাঠের একদিকে চামড়ার ছাউনি করিয়া লইলেই এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইল

ডম্বর—১। উদ্ধত; বিখ্যাত। ডম্ব (প্রেরণ করা) + অর ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ডম্বরা। ২। বিলাস; সমূহ; উৎকর্ষ। সং; পু।

ডম্বরু—ডমরু দেখ।

ডম্বল—ব্যায়ামার্থ ক্ষুদ্রাকার লৌহদণ্ড বিশেষ। ইং (Dumb-bell)। সং।

ডম্বুরু—ডমরু দেখ।

ডয়ন—১। নভোগতি, উড়া। ডী (উড়া) + অনট্ ভা। ২। ডুলী, পাল্কী। ডী + অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ডর—ভয়, শঙ্কা, ত্রাস। হিন্দী। সং।

ডরা, ডরান—ভয় করা। হিন্দী। ক্রি।

ডরাসি—ভয় করিতেছ। প্রা, ক। ক্রি।

ডরি—১। ডরিয়া, ভয় করিয়া; ভয় করি। ক, প্রা। ক্রি। ২। দড়ি, রজ্জু। প্রা, ক। সং।

ডল্লক—বংশাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, ডালা; অনার্য্য ভাষা। সং; ক্লী।

ডহন—দহন; জ্বালা। দহন শব্দের অপভ্রংশ।

ডহর—নিম্নস্থান; নৌকার খোল; পতিত ভূমির উপর দিয়া গোমনুষ্যাদির চলিবার রাস্তা। দেশজ। সং। [দেশজ।

ডহর-করমচা—একপ্রকার বন্য তিক্ত ফল।

ডহরা—গভীর। বিণ।

ডহু—ডেহুয়া, মাদার। দহ + উ ক। সং; পু।

ডা—ডাকিনী। ডী (উড়া) + ড ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

ডাং—ডাঙ্গ দেখ।

ডাইন, ডান—১। মায়াবী, কুহকী। দেশজ। সং। ২। দক্ষিণ হস্তের দিক্। বিণ।

ডাইনী—ডাকিনী শব্দের অপভ্রংশ।

ডাইল, ডাউল, ডা'ল—রন্ধনার্থ কলায় চূর্ণ; রন্ধিত উক্ত বস্তু। দেশজ। সং।

ডাইস—লৌহাদি ধাতুর ইস্কুরূপ কাটিবার যন্ত্র; ছাঁচের ঠাসা; জুয়া খেলার ঘুঁটিবিশেষ। ইং (dies ও dice)। সং।

ডাঁকু, ডাকু—ডাকাত, দস্যু, চোর, তস্কর, বঞ্চক। হিন্দী। সং।

ডাঁট—দৃঢ়, শক্ত। বিণ।

ডাঁটা—গাছের সরু ডাল; সরু গাছ; লম্বা স্কন্ধ; শাকঝাড়াবিশেষ। দেশজ। সং।

ডাঁটী—ছোট ডাঁটা; ছাতা প্রভৃতি ধরিবার দণ্ড। সং।

ডাঁড়—নৌকা চালাইবার বহিত্র; পোষা পাখী বসিবার দণ্ড; ঝোড়া প্রভৃতি তুলিবার কাঠি বা ডাঙ্গ। সং।

ডাঁড়কাগ—দাঁড়কাক। গ্রাম্য। সং।

ডাঁড়া—পিঠের শিরদাঁড়া, জমির সরু আইল; জলনালী; রীতি, ধারা। সং।

ডাঁড়ী—দাঁড়ী দেখ। গ্রাম্য শব্দ।

ডাঁড়ুকা—তস্করাদির পদবন্ধন শৃঙ্খল, লোহার বলয়। সং।

ডাঁশ—দংশ, মক্ষিকাবিশেষ, (প্রায়ই চতুষ্পদ জন্তুকে দংশন করে) । সং ।

ডাঁসা—১ । গৃহ-প্রাচীরে প্রোথিত-মূল ক্ষুদ্র দণ্ড । সং । ২ । অর্দ্ধপক্ক, দংশনযোগ্য । বিণ ।

ডাক—১ । পিশাচবিশেষ । সং ; পু । ২ । আহ্বান; উচ্চ শব্দ ; পশুপক্ষীর স্বাভাবিক রব ; পক্ষিবিশেষ ; লোকপ্রবাদ ; পত্র-বহন, পত্র-প্রেরণ ; পত্র । দেশজ ।

ডাক, ডাকসাজ—রাংতার যে সজ্জা বা ভূষণ প্রতিমায় আঁটা হয় । সং ।

ডাকঘর—যে ঘরে প্রেরণযোগ্য পত্রাদি দেওয়া হয়, পোষ্ট আফিস । সং ।

ডাকডোক—আহ্বান । সং ।

ডাকতুরুপ—তাসের খেলা-বিশেষ । সং ।

ডাকনাম—যে নামে মানুষকে আহ্বান করা হয় (রাশি নাম নহে) । সং ।

ডাকপুরুষ—কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি । সং ।

ডাকমাশুল—পত্রাদি বহনজন্য পোষ্ট আফিসে দেয় শুল্ক, ডাক খরচা । সং ।

ডাকমুন্সি—ডাকঘরের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, পোষ্ট-মাষ্টার । সং ।

ডাকর -ডাগর, বড়, বৃহৎ । প্রা, ক । বিণ ।

ডাকসিদ্দা (ডাকসাইদা, - সাইটে)—ডাকসিদ্ধ, সুপ্রসিদ্ধ । দেশজ । বিণ ।

ডাকসুরৎ—নামে, কথাবার্ত্তায় । দেশজ ।

ডাক-হরকরা—যে পত্র বহন করে বা বিলি করে, ডাক পেয়াদা । (Runner বা post peon) । সং ।

ডাকহাঁক—আহ্বান । সং ।

ডাকা—১ । আহ্বান করা । দেশজ ক্রিয়া । ২ । ডাকাইত বা ডাকাত শব্দের অপভ্রংশ । ৩ । ডাকাতি । প্রা, ক ।

ডাকাইত, ডাকাত—দস্যু, দুঃসাহসী বা প্রাণ ঘাতী চোর । দেশজ । সং ।

ডাকিনী—পিশাচীবিশেষ [কথিত আছে যে, ইহারা হরপার্ব্বতীর অনুচরী] ; ডাইনী । ডাক+ইন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

ডাকু— ডাঁকু দেখ ।

ডাক্তার—ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী ; বিদ্বান্ ; ইংরেজী মতে রোগ-চিকিৎসক । ইং (doctor) । সং ।

ডাক্তারখানা—ইংরেজী ঔষধালয় । সং ।

ডাক্তারি, ডাক্তারী—১ । রোগচিকিৎসা বা ডাক্তারের বৃত্তি । সং । ২ । ডাক্তার সম্বন্ধীয় । বিণ ।

ডাগর—বৃহৎ, বড় । দেশজ । বিণ ।

ডাঙ্গ, ডাং—১ । দণ্ড, ছোট বংশখণ্ড । সং । ২ । দুরন্ত, দুঃসাহসিক । দেশজ । বিণ ।

ডাঙ্গ (ডাং)-গুলি—দণ্ড দিয়া গুলী (প্রায়ই ক্ষুদ্র কাঠি) নিক্ষেপরূপ খেলাবিশেষ, গুলী-ডাণ্ডা । দেশজ । সং ।

ডাঙ্গ (ডাং)-পিটা—দণ্ড দ্বারা পিটিয়া বেড়ায় যে, দুর্দ্দান্ত, নির্ভীক । দেশজ । বিণ ।

ডাঙ্গশ—গজাদি পশু-চালনের অঙ্কুশ । সং ।

ডাঙ্গা—স্থলদেশ ; উচ্চভূমি । দেশজ । সং ।

ডাঙ্গুরা—আখশালের আখের রস এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে লইবার ছোট হাঁড়ী । সং ।

ডাণ্ডা—দাণ্ডা । সং ।

ডাণ্ডী—সেতারের দণ্ডাকার কাঠ । সং ।

ডান—ডাইন দেখ ।

ডানকুনি—বর্ষায় জাত শাকবিশেষ ; ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ, মৃগেলের মতন লম্বা কিন্তু ক্ষুদ্র । দেশজ । সং ।

ডানা, ডেনা - পাখীর পক্ষ । দেশজ । সং ।

ডানি, ডাইনা—দক্ষিণ । বিণ ।

ডাব -অপক্ক নারিকেল । দেশজ । সং । [সং ।

ডাবর আদত পাণ রাখিবার আধার । দেশজ

ডাবা—মাটীর বড় মুখ বড় পাত্রবিশেষ ; পাতলা । দেশজ । সং ।

ডামর—ধূনার তুল্য নির্য্যাসবিশেষ, তার্পিন তেলের সহিত মিলাইয়া বার্ণিশ হয় । সং ।

ডামর—১ । তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ । সং ; পু । ২ । অবিনয়, উদ্ধত । ডমর (উদ্ধত) +অ স্বার্থে । বিণ ; স্ত্রি স্ত্রী ডামরী, ডামরা ।

ডামাডোল—ধামা ও ঢোল, ঢোলের মতন স্ফীত বা বৃহৎ, বাড়াবাড়ি । দেশজ । সং ।

ডায়মন—হীরার মতন পল । ইং (diamond) । সং ।

ডায়মন-কাটা—পল-তোলা । বিণ ।

ডার—নিক্ষেপ, ক্ষেপণ । হিন্দী । সং ।

ডা-রা ডা-রা—সেতার বাজাইতে শিখিবার সাঙ্কেতিক ধ্বনি । সং ।

ডারা—নিক্ষেপ করা, ফেলা ; অর্পণ করা । হিন্দী । ক, প্র । ক্রি ।

ডারুইন্—(Charles Darwin) সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত । ১৮০৯ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি ইংলণ্ডের অন্তর্গত শ্রুজবারি নামক স্থানে ইঁহার জন্ম । ইঁহার পিতার নাম রবার্ট উইলিয়ম ডারুইন্ । ডারুইন বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ মানসে ১৮৩১ খৃঃ ২৭এ ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাজকীয় পোতে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করেন, এবং ১৮৩৬ খৃঃ ২রা অক্টোবর ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন । এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ-কালে তিনি নানা দেশের নানাবিধ জীবজন্তু সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । "The Descent of Man and Selection in Relation to Sex" (মানবের বিবর্ত্ত ও যৌননির্ব্বাচন), The Variation of Animals and Plant under Domestication (মানবসাহায্যে উদ্ভিদ্ ও ইতর জন্তুর পরিবর্ত্তন) প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক দর্শনজগতে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে । ইঁহার মতে পৃথিবীতে কয়েকটি জাতি হইতে আধুনিক অসংখ্যজাতি জীব ও উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে । ইনি বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বানর বা তৎসদৃশ অন্য কোন জীব হইতে মানবের উৎপত্তি । ডারুইনের এই মতের বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন । পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যপাদের দ্বিতীয় সূত্রে উক্ত জীবতত্ত্বসার বা জীবক্রমোন্নতি-বাদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে । ১৮৮২ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয় ।

ডাল—১ । ডাইল (তাহা দেখ) ; শাখা । দেশজ । ২ । নিক্ষেপ, ক্ষেপণ । হিন্দী । সং ।

ডালকুত্তা, -কোত্তা—ডালের মতন দীর্ঘাকার কুকুর । সং । [সং ।

ডালনা—দলিয়া পক্ক ব্যঞ্জন, ঘণ্ট । গ্রাম্য ।

ডালপালা—শাখা ও পত্র । দেশজ । সং ।

ডালহৌসী (লর্ড)—ভারতবর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল । ইঁহার পূর্ণ নাম জেম্‌স্ আণ্ড্রো ব্রৌণ রামসে, দশম আর্ল্ এবং প্রথম মার্কুইস্ অব্ ডালহৌসী (James Andrew Brown Ramsay, Tenth Earl and Marquis of Dalhousie) । ইনি হার্ডিংটন সায়ারে কলসটাউনের ব্রৌণের উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্র । ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ২২শে এপ্রেল তারিখে ইঁহার জন্ম হয় । লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন । ডালহৌসীর সময়ে মুলতান ইংরেজদের অধিকারে আসে । ভরতপুরের ন্যায় মুলতানের দুর্গও দুর্ভেদ্য ছিল । কিন্তু তাহাও ইংরেজের হস্তগত হইল (২রা জানুয়ারি, ১৮৪৯ খৃঃ) । মুলতানের শাসনকর্ত্তা মূলরাজ বন্দী হইলেন, এবং কিছুদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ।

ডালহৌসীর সময়ে প্রথম শিখযুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত হন । দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধে ইংরাজগণ জয়ী হন । এই যুদ্ধের পর ডালহৌসী ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সমগ্র পঞ্চনদ রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন । দলিপকে ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন । একাদশ-বর্ষীয় বালক দলিপ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইংলণ্ড গমন করিলেন ।

চিলিয়ানওয়ালায় যুদ্ধের নিদারুণ সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে, ডিরেক্টরেরা স্যার্ নেপিয়ারকে ভারতের প্রধান সেনাপতি

করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ডালহৌসী সাহেবের সহিত নেপিয়ারের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। সিপাহিদিগের বেতন ও ভাতা উপলক্ষে ডালহৌসী নেপিয়ারকে তিরস্কার করায়, নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। (১৮৫১ খৃঃ)।

এই সময়ে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উহাতে ইংরাজেরা জয়ী হন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সতারার দেশীয় রাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সতারা রাজ্য ইংরেজের কৃত ও অধীন রাজ্য। সুতরাং ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে গৃহীত পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। ডালহৌসী সতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। হায়দরাবাদের নিজামের নিকট ইংরাজদিগের ৮ লক্ষ টাকা বাকি পড়ে। এই টাকা না দিতে পারায় নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত বেরার নলদুর্গ ও রইচর দোয়াব ইংরেজরা গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব পেশওয়া বাজীরাওএর মৃত্যু হইলে ডালহৌসী তাঁহার পোষ্যপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি রহিত করিলেন। এই সময়ে কর্ণাটিকের নবাবের মৃত্যু হওয়ায় ডালহৌসী সেই পদ ও বৃত্তি উভয়ই রহিত করিয়া দিলেন। ঝাঁসি ও নাগপুরের রাজদ্বয় অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিন্তু উভয়েই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডালহৌসী ঝাঁসি ও নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। অযোধ্যা প্রদেশে শাসনবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ নবাবকে সাবধান হইবার জন্য পত্র লিখিয়া দুই বৎসর সময় দিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে শাসন-বিষয়ে কোনওরূপ উন্নতি হয় নাই বলিয়া এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ায় নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে নবাবী হইতে বিচ্যুত করিয়া এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইল (১৮৫৬ খৃঃ)। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি মুচিখোলায় অবস্থিতি করিতেছেন।

ডালহৌসীর সাত বৎসর শাসনকালের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার সময়ে দেশ হিতকর অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে এদেশে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের সূত্রপাত হয়; দুই পয়সায় ভারতের সর্ব্বত্র ডাকে পত্র যাতায়াতের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়; অনেকগুলি দীর্ঘ রাজপথ ও কৃষিখাল প্রস্তুত করা হয়। তাঁহারই সময়ে মহাত্মা সার চার্লস্ উড্ সাহেবের যত্নে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের সূচনা হয়; কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরে তিনটি প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি আর ২০ বৎসরের জন্য এক নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের পদ সৃষ্ট হইয়া সার ফ্রেডারিক হালিডে প্রথম ছোটলাট নিযুক্ত হন (১৮৫৬ খৃঃ)। ডালহৌসীর সময়ে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। কৈরঙ্গ রোগাক্রান্ত ডালহৌসী ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

ডালা—১। বড় চেঙ্গারি। ডল্লক শব্দের অপভ্রংশ। ২। পেঁড়া বাক্স প্রভৃতির উপরিভাগ। ৩। দেবস্থানে পূজার উপকরণ সহিত শরা; শাখা, ডাল। দেশজ। সং। ৪। নিক্ষেপ করা, ফেলা, অর্পণ করা। হিন্দী। ক্রি।

ডালি, ডালী—ছোট ডালা; পূজোপহার; উপঢৌকন, নজর; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা। দেশজ। সং।

ডালিম—দাড়িম্ব। দল (বিকসিত হওয়া) +ঘঞ্ ভা=দাল, তদুত্তরে ইম প্রত্যয়। সং; পু। স্ত্রী ডালিমী।

ডাহা—অবিকল। দেশজ। বিণ।

ডাহুক—দাত্যূহ, ডাকপাখী। দহ (দগ্ধ করা) +উকঞ্ ক। সং; পু।

ডিঙ্গা—লক্ষ। দেশজ। সং।

ডিউসেন, পল (Paul Deussen)—জর্ম্মাণ পণ্ডিত। জন্ম ৭ই জানুয়ারি, ১৮৪৫ খৃঃ। ইনি সুপ্রসিদ্ধ লাসেনের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন পরে জিনিভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই ভাষার অধ্যাপনা করেন। ইনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জিনিভাতে অবস্থানকালে হিন্দু দর্শন শিক্ষায় জীবন অতিবাহিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করেন। ইনি পৃথিবীর বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বেদান্ত, বেদান্তসূত্র, বেদান্তের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের কি সম্বন্ধ, উপনিষদ্, বৈদিক স্তোত্রবিষয়ক অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়াছেন। ইনি যতদূর বেদান্ত সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তদ্রূপ অপর কোন বিদেশীয় পণ্ডিত পারে নাই।

ডিঁয়া—পিপীলিকা বিশেষ। দেশজ। সং।

ডিগবাজী—উল্লম্ফন ক্রীড়া, স্বনামখ্যাত খেলাবিশেষ। দেশজ। সং।

ডিগ্‌ডিগা—লম্বা ও সরু। দেশজ। বিণ।

ডিগ্রি—উষ্ণমানাদিযন্ত্রের অংশ। ইং (degree); বিচারকের আজ্ঞা, শাসন, ডিক্রী। ইং (decree)। সং।

ডিগ্রিজারি—আদালতের আদেশ পালন। সং।

ডিগ্রিদার—যে ব্যক্তির পক্ষে আদেশ হইয়াছে, জয়ী। সং। [সং; পু।

ডিঙ্গর—শঠ, ধূর্ত্ত, ডেঙ্গরা; নীচ। অনার্য্য ভাষা।

ডিঙ্গলা—জাহাজে বিদেশ হইতে আগত কুমড়া, গুড়কুমড়া। সং।

ডিঙ্গা, ডিঙ্গী—ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী; অথবা সমুদ্রগামী প্রাচীন পোত। দেশজ। সং।

ডিঙ্গান—উল্লম্ফন করা; উল্লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা। দেশজ। ক্রি।

ডিঙ্গী—ডিঙ্গা দেখ।

ডিণ্ডিম—এক প্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। ডিণ্ডি (অনুকরণ শব্দ)—মি (ক্ষেপন করা) +ড ক। সং; পু।

ডিণ্ডিমেশ্বর—তীর্থবিশেষ। সং; পু।

ডিণ্ডির, ডিণ্ডীর—সমুদ্রের ফেনা। ডিণ্ডি শব্দ +র অস্ত্যর্থে। সং; পু।

ডিত্থ—কাষ্ঠময় গজ; শ্যামবর্ণ, বিদ্বান্, সুশ্রী, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা যুবাকেও ডিত্থ বলে। সং; পু।

ডিপজিট—অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখা বা ন্যাস। ইং (deposit)। সং।

ডিপজিটর—আমানতকারী, ন্যাসকারী। সং।

ডিপুটী—প্রতিনিধি; ফৌজদারী হাকিম। ইং (deputy)। সং।

ডিপুটীগিরি—ডিপুটীর কাজ। সং।

ডিপো—যেখানে মাল সাজত হয়। বৈদে। সং।

ডিবা—সাজা পাণ প্রভৃতি রাখিবার ধাতুনির্ম্মিত কৌটা বিশেষ; খিলিদানী। সং।

ডিম—১। দৃশ্যকাব্যবিশেষ। ডিম (বধ করা) +ক ক। সং; পু। ২। অণ্ড। ডিম্ব শব্দের অপভ্রংশ।

ডিমাক, ডিমি—বুদ্‌বুদ্। দেশজ। সং।

ডিমাডিমি—ডমরু। সং। [সং।

ডিমা—পায়ের পশ্চাদ্ভাগের ডিম্বাকার পেশী।

ডিমস্থিনিস্—ইউরোপের অন্তঃপাতী গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ বাগ্মী। খ্রীঃ পূঃ ৩৮২ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বাল্যকালে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষার ত্রুটী হয়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত ইঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর হওয়ায় ইনি অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সে ত্রুটির অপনোদন করেন। অতঃপর দেশমধ্যে একজন বিখ্যাত বক্তা হইবার জন্য প্রয়াস পান। কথিত আছে যে, এতদভিপ্রায়ে ইনি সাগরতীরে গমন করিয়া নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেন। ইনি অতিশয় অধ্যয়ন-

শীল ছিলেন। পাছে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় ইনি মস্তকের অর্দ্ধাংশ মুণ্ডিত করিয়া ভূগর্ভস্থ একটী প্রকোষ্ঠে নিবিষ্টমনে গ্রন্থ পাঠ করিতেন। নিজের ভাষা বিশুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ইনি এক-খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আট দশ বার নকল করিয়াছিলেন। ক্রমে ইনি দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বক্তা হইয়া উঠিলেন। ইঁহার উদ্দীপনাময়ী বাগ্মিতায় উত্তেজিত হইয়া গ্রীকগণ মাসিডনপতি প্রথিতনামা ফিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর আণ্টিপিটার ইঁহার জীবননাশের চেষ্টা করেন। ডিমস্থিনিস্ পলায়ন করিয়া এক দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তৎপরে বিষপান করিয়া আত্মজীবনের অবসান করেন। (খৃঃ পূঃ ৩২২)।

ডিম্ব—১। কালখণ্ড; প্লীহা; অণ্ড, ডিম্ব; শিশু; ফুস্ফুস্। ডিন্ব (প্রেরণ করা)+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। ভয়ধ্বনি; বিপ্লব; কলহ। ডিন্ব+অ ণ। সং; পু।

ডিম্বক—রাজা ব্রহ্মদত্তের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হংসের সহিত মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং তপস্যায় তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া অস্ত্রের অবধ্য হইবার বর লাভ করেন। এইরূপ বরদৃপ্ত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় সকলের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। একদা দুর্ব্বাসা ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। ঋষিবর এই সকল কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে দমন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। অনন্তর ব্রহ্মদত্ত এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তদীয় পুত্রদ্বয় কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া করদ রাজা বিবেচনায় তাঁহার নিকট কর চাহিয়া পাঠান। ইহাতে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে হংস তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কালিন্দীতে ঝম্প প্রদান করেন, এবং হংসকে জল হইতে উঠিতে না দেখিয়া ডিম্বকও যমুনাজলে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

ডিম্বাহব—নৃপতিশূন্য যুদ্ধ, সামান্য যুদ্ধ। ডিম্ব-যুক্ত যে আহব (যুদ্ধ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ডিম্বিকা—জলবিম্ব; শোণাকবৃক্ষ; কামুকী স্ত্রী। ডিম্ব+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

ডিম্ভ—শিশু; মূর্খ; শাল্বদেশাধিপতি; মগধ-রাজ জরাসন্ধের সেনাপতি। ডিন্ভ+অন্ ক। সং; পু। [বিশেষ। সং; স্ত্রী।

ডিম্ভচক্র—মানবের মঙ্গলামঙ্গল নিরূপক যন্ত্র-

ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান—(Henry Louis Vivian Derozio)—বিখ্যাত ফিরিঙ্গি কবি ও দার্শনিক। ইনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল কলিকাতায় ইটালী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও কলিকাতায় থাকিয়া বাণিজ্য করিতেন। ধর্ম্মতলায় ড্রমণ্ড্ একাডেমিতে হেনরি ডিরোজিও শিক্ষিত হন। ইনি ১৪ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া পিতৃব্যের সহিত ব্যবসায়কার্য্যে ভাগলপুরে গমন করেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি স্বরচিত কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত করেন এবং ঐ বৎসর কলিকাতা হিন্দু কলেজে ৪র্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার শিক্ষায় হিন্দুছাত্রগণ নাস্তিক এবং অনাচারী হইয়া উঠিতেছে, এই হেতুবাদে ইঁহার বিরুদ্ধে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট এক আবেদন উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে যদিও ডিরোজিওর দোষ সপ্রমাণ হয় নাই, তথাচ কর্ত্তৃপক্ষগণ ইঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। সুতরাং তিন বৎসর মাত্র কার্য্য করিয়া ইনি হিন্দুকলেজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু ইঁহার অনুরক্ত ছাত্রগণ ইঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই। বাহিরে থাকিয়াও ইঁহাদের উপর ডিরোজিওর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিল। ইঁহার ছাত্র এবং অনুরক্তগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি তখনকার শিক্ষিত অনেকেই ছিলেন। কলেজের কার্য্যত্যাগের পর ইনি সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ নামক একখানি পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ফকির অব্ জংঘিরা (Fakir of jungheera) ও অন্যান্য অনেক কবিতা ইঁহার লেখনীপ্রসূত। ইনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। এই অল্প-বয়স্ক শিক্ষক অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষাপ্রসঙ্গে হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে যে নবভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সে ভাবের প্রভাব হিন্দুসমাজকে বিলক্ষণ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। ইনি ছাত্রগণকে স্বাধীনভাবে চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিতেন এবং সেই উপদেশ ফলে ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধর্ম্মবিদ্বেষ প্রবেশ করিয়াছিল। ফল যাহাই হউক, ইঁহার পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ধীশক্তি ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

ডিষ্ট্রীক্ট—যেখানে জজ-আদালত আছে, জেলা। ইং (district)। সং।

ডিস্মিস—বর্জ্জন, পরিত্যাগ; অগ্রাহ্যকরণ। ইং (dismiss)। সং।

ডিহি—কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি, চাকলা; জমিদারের সদর কাছারী। বৈদেশিক। সং।

ডী—চাষপক্ষী; বাদ্যবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ডীন—১। উড্ডীয়মান, উড়ন্ত। ডী (উড়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ডীনা। ২। নভোগতি, ভ্রমণ, উড়া। ডী+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ডুকরা—উচ্চস্বরে কাঁদা। দেশজ। ক্রিয়া।

ডুগডুগি—ডমরুবাদ্য। দেশজ। সং।

ডুগি—বাঁয়া নামক বাদ্যযন্ত্র। দেশজ। সং।

ডুডুম—অশ্বতর; নেকড়ে বাঘ। সং; পু।

ডুণ্ডুভ—ঢোঁড়া সাপ। ডুণ্ডু—ভা (দীপ্তি পাওয়া) +ড ক। সং; পু।

ডুব—মজ্জন, জলতলে গমন। দেশজ। সং।

ডুবন—১। ডুবিয়া যাইবার উপযুক্ত গভীর। বিণ। ২। মজ্জিত করা। দেশজ। ক্রি।

ডুবা—ডুব দেওয়া, মগ্ন হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ডুবান—মজ্জিত করা, চুবান। দেশজ। ক্রি।

ডুবারি, ডুবুরি—ডুব দিতে পটু ব্যক্তি, ডুব ব্যবসায়ী, যে ব্যক্তি ডুবিয়া জলতল হইতে দ্রব্যাদি উত্তোলন করে (Diver)। দেশজ। সং। [সং। উড়ুম্বর শব্দের অপভ্রংশ।

ডুমুর—প্রসিদ্ধ নাতিদীর্ঘ বৃক্ষবিশেষ, ইহার ফল।

ডুরি—দড়ি, রজ্জু, সূতা; বন্ধন; নির্জ্জনতা। সং। প্রা, ক।

ডুরে, ডোরিয়া—ডোর সূত্রের শ্রেণীযুক্ত। বিণ।

ডুলি, ডুলী—ক্ষুদ্র শিবিকাবিশেষ; কচ্ছপবিশেষ। দেশজ। সং।

ডুলে—ডুলিবাহক, দুলে জাতি। দেশজ। সং

ডেঁপো—দম্ভী। দেশজ। বিণ।

ডেক—১। তামার হাঁড়ী। সং। ২। জাহাজের পাটাতন। ইং (deck)। সং।

ডেকচি—ছোট ডেক। দেশজ। সং।

ডেকরা—প্রগল্ভ, ধূর্ত্ত। দেশজ। বিণ।

ডেঙ্গর—মাথার বড় উকুণ। সং।

ডেঙ্গো—বিপত্নীক; নারীহীন। দেশজ। বিণ।

ডেঙ্গোবর—ঠেঙ্গাবর (তাহা দেখ)।

ডেড়—এক এবং আধ। বিণ।

ডেড়া—এক এবং আধবিশিষ্ট। বিণ।

ডেড়ি—একের অধিক, অতিরিক্ত; এক পাশে ভারবিশিষ্ট। দেশজ। বিণ।

ডে-ফল, ডেঁ-ফল—অম্লফলবিশেষ, মাঁদার। সং

ডেভিস্, টি, ডবলু রীস, (T. W. Rhys Davis)—জন্ম ১৮৪৩ খৃঃ ১২ই মে। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহল সিভিল সার্ভিসে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ইনি লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান এবং ইউনিভার্সিটি কলেজের পালী ভাষা ও বৌদ্ধসাহিত্যের অধ্যাপক। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Buddhism নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে Buddhism

its history and literature নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচিত Buddhist India নামক আর একখানি গ্রন্থ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধসাহিত্যে ইঁহার স্তায় ব্যুৎপন্ন বর্ত্তমানকালে বড় দেখা যায় না।

ডেমি—বিশেষ প্রমাণের কাগজবিশেষ, আদালতে দরখাস্ত লিখিবার কাগজবিশেষ। ইং (demy)। সং।

ডেমেজ—ক্ষতি। ইং (damage)। সং।

ডেরা—বাসা; আবাস, বাসস্থান; সহর। বৈদেশিক। সং।

ডেরা ইস্মাইল খাঁ—উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে ডেরাজাঠ বিভাগের অধীন জেলা ও সহর। এই জেলার উত্তর দিকস্থ পর্ব্বতমালার নিম্নদেশে দুইটি বিশাল দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উত্তর দুর্গের নাম "কাফের কোট" পঞ্জাবের গ্রীক ব্যাক্ট্রীয় রাজত্বের সময়ে সম্ভবতঃ দুর্গ দুইটির এই আখ্যা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর অন্তিমভাগে মালিক সোরাব নামক জনৈক বেলুচী প্রমুখ একদল বেলুচী এই জেলায় আসিয়া বাস স্থাপন করে। তাঁহারই অন্যতর পুত্র ইস্মাইল খাঁ স্বীয় নামে একটি সহর প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা "হোট" বংশসম্ভূত। হোটগণ স্বাধীন ভাবে এই জেলায় প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করে। ১৭৫০ খ্রীঃ অঃ আমেদ সা ডুরাণী ইহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৭৯২ খৃঃ ডুরাণী সিংহাসনস্থিত সাহজমান, মহম্মদখাঁকে নবাব উপাধির সহিত এই জেলার শাসনভার প্রদান করেন। পরে জেলাটি শিখগণের হস্তে আসে (১৮৩৬ খৃঃ অঃ)। পঞ্জাব ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে জেলাটিও তৎসঙ্গে ইংরাজের শাসনাধীন হয়। ইস্মাইল খাঁ-প্রতিষ্ঠিত সহরটি ১৮২৩ খৃঃ অব্দের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া যায়। পরে সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে নূতন সহর নির্ম্মিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নূতন শাসনখণ্ড স্থাপিত হওয়া অবধি জেলাটি তাহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ডেরাগাজী খাঁ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত ডেরাজাঠ বিভাগের অধীন জেলা, তহশীল ও সহর। জেলাটির উত্তরে ডেরা ইস্মাইল খাঁ, পশ্চিমে সুলেমান পর্ব্বত, দক্ষিণে সিন্ধু সীমান্ত জেলা ও পূর্ব্বে সিন্ধুনদ। প্রাচীনকালে জেলাটি হিন্দুর বাসস্থান ছিল। জেলার অনেকগুলি সহরের সহিত উপাখ্যান-বর্ণিত রাজা রসুলের নাম জড়িত আছে। ভারতের প্রথম মুসলমান আক্রমণকারী আরববীর মহম্মদ কাসীম ৭১২ খৃঃ অঃ এই জেলা আক্রমণ করিয়া তদুপরি আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৪৫০ অব্দে লোদীবংশের শাখাসম্ভূত নাহীরগণ এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে। পরে বেলুচীগণ আসিয়া তাহাদের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করে। ইহার পরে মহারাণী বংশসম্ভূত হাজী খাঁ নামক জনৈক বেলুচী অধিনায়ক এই অঞ্চলে বাস স্থাপন করেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র গাজী খাঁ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্বীয় নামে ডেরাগাজী খাঁ সহর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের অধীশ্বরগণ পর্য্যায়ক্রমে হাজী ও গাজী নাম ধারণপূর্ব্বক মুলতানের শাসনকর্ত্তার অধীনে স্বাধিকৃত রাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। এই বংশের বিংশ নৃপতির রাজত্বকালে রাজ্যটি আমেদ সা ডুরাণীর হস্তগত হয়। পরে শিখপ্রাধান্যের কালে রাজ্যটী রণজিৎ সিংহের হস্তগত হয়। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসানে জেলাটি ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয়। বেলুচীগণই এই জেলার প্রধান অধিবাসী। "মুলতানী মাটি" বলিয়া এখানে এক প্রকার মাটি পাওয়া যায়। এই মাটি ঔষধরূপে সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়, এবং সাবান-রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে অনেক হিন্দু ব্যবসায়-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। গাজীখাঁর সময় হইতেই সহরটি জেলার প্রধান কার্য্যস্থান বলিয়া পরিগণিত। সহরে মুসলমান, শিখ ও হিন্দুর ধর্ম্মমন্দির বিদ্যমান আছে।

ডেরাডুন—যুক্তপ্রদেশের মিরাট বিভাগের অধীন জেলা। স্থানটী প্রাচীন। পূর্ব্বকালে ইহা মহাদেবের আবাসভূমি কেদারকুণ্ডের অংশমধ্যে পরিগণিত ছিল। জেলার দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত শিবালিক পর্ব্বত ইহার অন্যতম প্রমাণ। কথিত আছে, রাবণ-বধজনিত পাপ খণ্ডন অভিপ্রায়ে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র এই জেলায় তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাপ্রস্থান কালে পঞ্চপাণ্ডব এই জেলায় কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানেই দ্রোণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৬০,০০০ বালখিল্য মুনিগণ দেহের ক্ষুদ্রতাবশতঃ একটী গোষ্পদ পার হইতে পারিতেছেন না দেখিয়া ইন্দ্র হাস্য করিয়াছিলেন। ইহাতে মুনিগণ কুপিত হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রের সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহাদের স্বেদজলে সুসওয়া নামক নদীর সৃষ্টি হইল দেখিয়া ভীত ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা মুনিগণকে শান্ত করেন। এই নদীটি জেলার পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া উক্ত জনশ্রুতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাসুকিনামক জনৈক নাগরাজ নাগসিদ্ধ পাহাড়ের শিরোদেশে রাজত্ব করিতেন, এরূপ প্রবাদও চলিত আছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই জেলার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। উক্ত শতাব্দীতে জেলাটী গড়ওয়াল রাজার অধিকারে ছিল। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে শিখগুরু রামরায় পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হইয়া এই জেলার উপত্যকাভূমিতে বাসস্থাপন করেন। আওরঙ্গজেব বাদসাহের অনুরোধে গড়ওয়ালের রাজা ফতে সা রামরায়কে আশ্রয় দান করেন। রামরায়ের বহু শিষ্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়। রাজা ফতে সা রামরায়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তিন খানি গ্রামের আয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মন্দিরটী মুসলমানী স্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দির বেষ্টন করিয়া একটী গ্রাম স্থাপিত হয়; গ্রামটির নাম গুরুদ্বার বা ডেরা। কথিত আছে, রামরায় ইচ্ছা করিলে প্রাণত্যাগ এবং পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারিতেন। এই ভাবে একবার প্রাণত্যাগ করিলে পর, দেহে আর প্রাণ সঞ্চার হইল না। যে শয্যায় তিনি শেষবারে প্রাণত্যাগ করেন, সেটী তাঁহার স্মৃতিমন্দিরে যত্নের সহিত রক্ষিত আছে, এবং যাত্রিগণ ভক্তির সহিত সেটা দর্শন করিয়া থাকে। ১৬৯৯ খৃঃ অঃ ফতে সাহ পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার পৌত্র প্রতাপ সা বহুবৎসর যাবৎ গড়ওয়াল রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে সাহারাণপুরের শাসনকর্ত্তা রোহিলা সৈন্য লইয়া ১৭৫৭ খৃঃ অঃ ডেরাডুন অধিকার করেন। তিনি বিবিধ প্রকারে জেলাটির উন্নতি সাধন করেন। ১৭৭০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পরে রাজপুতগণ, গুর্জ্জরগণ, শিখগণ ও গুর্খাগণ জেলাটীকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। ১৮০৩ খৃঃ গুর্খারা গড়ওয়াল আক্রমণ করিলে তদানীন্তন রাজা প্রদ্যুমান সা সাহারাণপুরে পলায়ন করেন। গুর্খারা বিনা আয়াসে রাজ্য অধিকার করিয়া সাতিশয় কঠোরতার সহিত শাসন দণ্ড পরিচালনা করে। ১৮১৪ খৃঃ ইংরাজের সহিত নেপালের যুদ্ধ-ঘোষণা হয়। যুদ্ধের ফলে ডেরাডুন ইংরাজের অধিকারে আসে। পরবর্ত্তী বৎসরে গুর্খারা সন্ধিপত্র দ্বারা জেলাটি ইংরাজকে প্রদান করে। সেই অবধি জেলাটি ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত আছে। জেলাটির প্রধান সহরের নাম "ডেরা"। জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। জল বায়ু স্বাস্থ্যনিবাসের বিশেষ অনুকূল।

ডেলা—পিণ্ড, দলা ; ঢেলা। দেশজ। সং।

ডেশ, ড্যাশ—বাক্যের পদসমূহের মধ্যে রেখা, যতি চিহ্নবিশেষ। ইং (dash)। সং।

ডেস্ক—লিখিবার নিমিত্ত আধারবিশেষ। ইং (desk)। সং। [দেশজ। বিণ।

ডোকরা, ডোকলা—প্রগলভ, ধূর্ত্ত ; দুর্ভাগা।

ডোঙ্গা—তালগাছের গুঁড়ীর লম্বা দ্রোণ বা নৌকা ; কলাপেটোর নির্ম্মিত দ্রোণ (শ্রাদ্ধাদিতে লাগে)। দেশজ। সং।

ডোঙ্গাকল—জলসেচনের দ্রোণী বা তালগাছের ডোঙ্গা। দেশজ। সং।

ডোজ-ঔষধের মাত্রা। ইং (dose)। সং।

ডোব, ডোবা—গর্ত্ত, গড়িয়া, যে গর্ত্তে বর্ষাকালে ডুবন জল থাকে। দেশজ। সং।

ডোম—স্বনামখ্যাত বর্ণসঙ্কর অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। সং ; পু।

ডোমনী (ডুমনি)—কপাট ঝুলাইতে যে লৌহ চৌকাঠের বাহুতে বদ্ধ থাকে। দেশজ। সং।

ডোর, ডোরক—১। বাহু প্রভৃতিতে বন্ধনসূত্র, যথা সূতার তাগা, ঘুনসী, কার প্রভৃতি। ডোর=দোস্—রা (দান করা)+ড ক। ডোরক=ডোর শব্দ+কণ্। সং ; ক্লী। ২। রজ্জু, দড়ি। প্রা, ক। সং।

ডোরা—রেখা। দেশজ। সং।

ডোরি—১। দড়ি, রজ্জু। হিন্দী। সং। ২। দৃঢ়ভাবে। প্রা, ক।

ডোল—১। বংশনির্ম্মিত শস্যাধার, ছোটগোলা, ডুলি। দেশজ। সং। ২। দোল, ঢিলা, শিথিল ; কম্পিত, কম্পমান। বিণ। প্রা, ক।

ডোলত—দুলিতেছে ; দোলে বা দুলে ; কম্পিত হয়। প্রা, ক। ক্রি। [ক, প্র। ক্রি।

ডোলা—দোলা বা দুলা, কম্পিত হওয়া।

ডোলি, ডোলী—ডুলি। হিন্দী। সং।

ডৌল—সৌষ্ঠব। দেশজ। সং। [বিণ।

ডৌলশুদ্ধ—সৌষ্ঠবসম্পন্ন, সুদর্শন। দেশজ।

ড্রয়িং—রেখাচিত্র। ইং (drawing)। সং।

ড্রাম—ইংরাজী ওজনবিশেষ। ইং (dram or drachm)। সং। [ইং (drill)।

ড্রিল—অঙ্গসঞ্চালনাদি কর্ম্ম অভ্যাস, ব্যায়াম।

ড্রেন—পয়োনালা, নর্দামা। ইং (drain)। সং।

ঢ—১। চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ২। ঢক্কা, ঢাক ; কুক্কুর ; কুক্কুরলাঙ্গুল ; ধ্বনি। সং ; পু।

ঢং, ঢঙ্গ—১। আকৃতি, চেহারা, ভাব ; পদ্ধতি, প্রণালী ; কপট ব্যবহার, ছল ; ছদ্মবেশ। দেশজ। ২। কথা কহিবার প্রণালী। প্রা, ক। সং।

ঢক—ওজনের বাটখারা। দেশজ। সং।

ঢক্কা—পটহ, ঢাক। ঢক্ (অনুকরণ শব্দ)—কৈ+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঢঙ্গ—ঢং দেখ।

ঢপ—এক প্রকার কীর্ত্তন গান ; আকৃতি, চেহারা, ভাব, ভঙ্গী। দেশজ। সং।

ঢরই—দোলায়। প্রা, ক।

ঢরকি, ঢরি—উচ্ছলিত হইয়া। প্রা, ক।

ঢরঢর—ঢল ঢল। প্রা, ক।

ঢরি—ঢরকি দেখ।

ঢল—১। বন্যা ; পর্ব্বত প্রভৃতি হইতে বিনির্গত জল। ২। নিম্নস্থান। দেশজ। সং। ৩। বিহ্বল। বিণ। প্রা, ক।

ঢলকে—ঢল ঢল করে। প্রা, ক। ক্রি।

ঢল ঢল—টলটলায়মান, টল টল ; ঢুলু ঢুলু। দেশজ। বিণ।

ঢলা—হেলিয়া বা ঝুঁকিয়া পড়া, টলা ; ঢুলু ঢুলু করা। দেশজ। ক্রি।

ঢলান—১। ঢলা ক্রিয়া করান ; কুৎসিত ভাব প্রদর্শন করা, মাতলাম করা, মাতালের মত কার্য্য করা। ক্রি। ২। কুৎসিত ভাব প্রদর্শন ; মাতলাম, মাতালের মত কার্য্য করণ। দেশজ। সং।

ঢলানী—যে নারী ভাব ঢলায়। দেশজ। সং।

ঢাক—প্রসিদ্ধ আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র, ঢক্কা। সং।

ঢাকন, ঢাকান—আচ্ছাদন, আবরণ, চাপা। দেশজ। সং। [করা যায়। সং।

ঢাকনা, ঢাকনী—আচ্ছাদন, যদ্দ্বারা আবৃত

ঢাকা—১। আবৃত করা, আচ্ছাদন করা, চাপা দেওয়া, গোপন করা, লুকান। ক্রি। ২। ঢাকন বা ঢাকনি, আবরণ, চাপা। দেশজ। সং।

ঢাকা—বঙ্গ প্রদেশের একটি বিভাগ, জেলা ও সহর। সহরটি মুসলমানগণের রাজত্বসময়ে অনেক দিন যাবৎ বঙ্গের প্রধান নগরস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। রাজা বল্লালসেনের নামের সহিত ঢাকা ও বিক্রমপুর ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। ইহা কিছুদিন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজগণের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দে বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। শতাব্দী পরে পূর্ব্ববঙ্গ ইহাদের অধীনে আসে। ১৩৩৫ খৃঃ বর্ত্তমান ঢাকা জেলা পাঠানরাজ মহম্মদ তোগলক গৌড়রাজ্যভুক্ত করিয়া লন এবং জেলাটিকে "সোনার গাঁও" আখ্যা প্রদান করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ঢাকার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। এই সময়ে আহম, মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গ প্রপীড়িত হওয়ায়, মোগল রাজপ্রতিনিধি ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে রাজধানী উঠাইয়া ঢাকায় স্থাপন করেন। কেবল বিশবৎসরের জন্য কুমার সুজা রাজধানীটি পুনর্ব্বার রাজমহলে লইয়া যান ; তদ্ব্যতীত সমুদয় ১৭শ শতাব্দী ব্যাপিয়া মোগল রাজধানী ঢাকাতেই ছিল। স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে দুই জনের নাম ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। প্রথম, মীরজুমলা ; ইনি আওরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং আসাম আক্রমণে বিফল-মনোরথ হন। দ্বিতীয়, সায়েস্তা খাঁ ; ইনি নুরজাঁহা বেগমের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, এবং পর্ত্তুগীজদিগের শক্তি খর্ব্ব করিয়া চট্টগ্রাম মোগল অধিকারভুক্ত করেন। উভয়েরই শাসনকালে নানা প্রকারে ঢাকা সুখ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকায় কুঠি স্থাপন করে।

পরবর্ত্তী শতাব্দীর প্রারম্ভেই ঢাকার অধঃপতন আরম্ভ হয় ; কারণ ১৭০৪ খৃঃ মুরশিদ্ কুলী খাঁ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৫৭ খৃঃ ইংরাজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নবাব নামধারী শাসনকর্ত্তা ঢাকায় অধিষ্ঠিত ছিল। ঢাকা প্রথম হইতেই বঙ্গপ্রদেশ-ভুক্ত ছিল। ১৯০৫ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ সংঘটিত হইলে, ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের লেফ্টেনাণ্টের শাসনাধীন করা হয়। ১৯১২ খৃঃ ১লা এপ্রেল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ পুনর্যুক্ত করা হইলে ঢাকা যুক্তবঙ্গের গভর্ণরের অধীনে পুনরানীত হয়। এই জেলার লোকজন খুব কর্ম্মদক্ষ, শিল্পনিপুণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং শ্রমশীল। পূর্ব্বে ঢাকা সহর সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে, জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে এখানে এমন একখানি বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল যে, তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত ও প্রস্থ ২ হাত হইলেও তাহার ওজন ৫ তোলার অধিক হয় নাই। সেখানির মূল্য চারিশত টাকা। ক্রমে উৎসাহের অভাবে এই শিল্পের অবনতি ঘটে। "ঢাকেশ্বরী" দেবী হইতে, ঢাকা নামের উৎপত্তি। ঢাকা এক সময়ে জাহাঙ্গীরাবাদ নামে আখ্যাত ছিল।

ঢাকী—ঢাকবাদ্যকর। দেশজ। সং।

ঢামালি—অহঙ্কার, দর্প। প্রা, ক। সং।

ঢাল—ফলক, চর্ম্ম। সং ; ক্লী।

ঢাল, ঢল—প্রবণতা, ক্রমনিম্নতা। দেশজ। সং।

ঢালকী—ঢালধারী যোদ্ধা। দেশজ। সং।

ঢালনদার—যে ঢালে, যে পিত্তলাদি আওটাইয়া ছাঁচে ঢালে। দেশজ। সং

ঢালা—১। পাত্র হইতে পাত্রান্তরে প্রবাহিত বা চালিত করা ; অর্পণ করা। ক্রি। ২।

প্রশস্ত, বিস্তৃত; অসঙ্কুচিত; বহুল; যথেচ্ছ, দেদার। দেশজ। বিণ।
ঢালাই—ঢালা কর্ম্ম। দেশজ। সং।
ঢালাও—ফলাও; প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ; বহুল, দেদার। দেশজ। বিণ।
ঢালান—ঢালা ক্রিয়া (অন্যের দ্বারা) করান (ঢালা দেখ)। দেশজ। ক্রি।
ঢালী (ঢালিন্)—১। ঢালযুক্ত,ফলকধারী,চর্ম্মী। ঢাল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ঢালিনী। ২। ঢালধারী যোদ্ধা। সং।
ঢালু—ক্রমনিম্ন। দেশজ। বিণ।
ঢিট, ঢীট—১। দুরন্ত, শায়েস্তা, শাসিত। দেশজ। ২। চতুর,শঠ, ধূর্ত্ত; ধৃষ্ট,নির্লজ্জ। প্রা, ক। বিণ।
ঢিটপণা—শঠতা, ধূর্ত্ততা। প্রা, ক। সং।
ঢিটামি, ঢিটামি—চাতুরী। প্রা, ক। সং।
ঢি-ঢি—ধিক্-ধিক্ রব, অপযশ। দেশজ। সং।
ঢি-ঢিকার—ধিক্কার রব। দেশজ। সং।
ঢিপ, ঢিপ-ঢিপ—১। স্তূপে প্রহার বা আঘাত শব্দ। দেশজ। ব্য। ২। স্তূপ, ঢিপী। সং।
ঢিপী—উচ্চ ভূমিখণ্ড; স্তূপ। দেশজ। সং।
ঢিমা—মন্থর, মন্দগতি। দেশজ। বিণ।
ঢিল—লোষ্ট্র, ঢেলা। দেশজ। সং।
ঢিলা—১। শিথিল, আলগা, অব্যবস্থিত। দেশজ। বিণ। ২। শৈথিল্য,আলস্য। সং।
ঢিলাম—আলস্য, শৈথিল্য। দেশজ। সং।
ঢীট—ঢিট দেখ।
ঢুঁড়া, ঢুঁঢ়া—অন্বেষণ করা,খুঁজা। হিন্দী। ক্রি।
ঢুণ্ঢন অন্বেষণ, খোজা, ঢোঁড়া। ঢুন্ঢ্ (অন্বেষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
ঢুণ্ঢি—কাশীস্থ গণেশবিশেষ। ঢুন্ঢ্ (অন্বেষণ করা)+ই খ। সং; পু।
ঢুলা—ঝিমান, ঝুঁকিয়া পড়া। দেশজ। ক্রি।
ঢুলান—আন্দোলিত করা, সঞ্চালিত করা, বীজন করা। দেশজ। ক্রি।
ঢুলী—ঢোলবাদক, ঢোলী। দেশজ। সং।
ঢু—পশুযুদ্ধে মাথায় মাথায় আঘাত। দেশজ। সং। [ব্য।
ঢু-ঢু—কিছু নয়, তৃণহীন বালুকামাত্র। দেশজ।
ঢেঁকলী—কূপাদি হইতে জল তুলিবার ঢেঁককল, লাঠ্যা। দেশজ। সং।
ঢেঁক, ঢেঁকী—ধান্যাদি কুটিবার পদচালিত স্থূল কাষ্ঠখণ্ড। দেশজ। সং।
ঢেঁকিশাল, ঢেঁকশাল—ঢেঁকি থাকিবার জায়গা বা ঘর। গ্রাম্য। সং। [সং।
ঢেঁটরা, ঢেঁড়া—আনদ্ধ বাদ্যবিশেষ, ভেরি।
ঢেঁড়স—তরকারি ফলবিশেষ, ঢেঁড়ি। দেশজ। সং। [কাষ্ঠযন্ত্র। দেশজ। সং।
ঢেঁড়া—পাট বা শণ পাকাইয়া দড়ি করিবার
ঢেঁড়ি—কর্ণাভরণবিশেষ; ঢেঁড়স ফল; ঢোল সহরৎ। দেশজ; সং।

ঢেওানা—তরঙ্গিত করা, ঢেউ দিয়া উপরের তৃণাদি সরান। দেশজ। ক্রি।
ঢেউ—তরঙ্গ, লহরী। দেশজ। সং।
ঢেউ-খেলানা,-খেলানিয়া—তরঙ্গিত। বিণ।
ঢেকা—ধাক্কা। দেশজ। সং।
ঢেঙ্গা—লম্বা, দীর্ঘাকার। দেশজ। বিণ।
ঢেপসা—স্তূপসদৃশ, কদাকার। দেশজ। বিণ।
ঢেমন—কুচরিত্র;জারজ। দেশজ। বিণ বা সং।
ঢেমনা—নির্বিষ দণ্ডাকার সর্পবিশেষ। দেশজ। সং। [(বিধবা হইতে)। দেশজ। বিণ।
ঢেমনা-বেধো—জারজ (গালিতে)। বেধো
ঢেমনী—উপপত্নী। দেশজ। সং।
ঢের—অধিক, প্রচুর। দেশজ। বিণ।
ঢেরা—পাট ও শণের দড়ি কাটিবার কাঠের চতুর্ভুজ যন্ত্রবিশেষ; + এইরূপ চিহ্ন, বজ্র-চিহ্ন। দেশজ। সং।
ঢেরাসই,ঢেরাসহি—দলীলাদিতে নিরক্ষর ব্যক্তির ঢেরাচিহ্ন করিয়া দেওয়া। দেশজ। সং।
ঢেলা—ঢিল, লোষ্ট্র। দেশজ। সং।
ঢেলাভাঙ্গানি—ঢেলামারা হইতে রক্ষা পাইতে মিষ্টান্ন কিংবা অর্থদান। প্রাদে। সং।
ঢেলামারা—ঢিলদ্বারা প্রহার; বিবাহের দিন বরযাত্রীকে ঢেলাদ্বারা প্রহার। প্রাদে। সং।
ঢোঁক—গিলন; একেবারে যে পরিমাণ গিলা যায়। দেশজ। সং।
ঢোঁড়া—ডুণ্ডুভ, নির্বিষ ভীরু সর্পবিশেষ। সং।
ঢোল—স্বনামখ্যাত বাদ্যযন্ত্র। ঢুল (উৎক্ষেপণ করা)+অন্ ক। সং; পু।
ঢোলক—ক্ষুদ্র ঢোল, ঢোলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ঢোল+কণ্ অল্পার্থে। সং; পু।
ঢোল সমুদ্র—১। বঙ্গদেশে ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত জলাভূমি। সং। ২। ছোটি বস্তুশাকবিশেষ। সং।
ঢোল সহরৎ,—সোহরৎ—উচ্চনাদে ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা। বৈদেশিক। সং।
ঢোলী—ঢুলী (তাহা দেখ)।
ঢোলা—স্ফীত; শিথিল। বিণ।
ঢোম্বর—শঠ; ধূর্ত্ত। বিণ।
ঢৌকন—১। উৎকোচ, ঘুষ। ঢৌক+অনট্ ণ। ২। গমন। ঢৌক+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ণ—১। পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ২। নির্গুণ। বিণ;ত্রি। ৩। নির্ণয়; জ্ঞান; ভূষণ; জলাশয়। সং; পু। ণকারের তন্ত্রোক্ত নাম, যথা—নির্গুণ, রতি, জ্ঞান, জম্ভন, পক্ষিবাহন প্রভৃতি।
ণত্ব—(ব্যাকরণে) দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হওয়া। ণ বর্ণ+ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
ণত্ববিধান—(ব্যাকরণে) দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হইবার নিয়ম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
ণিচ্—প্রত্যয়-বিশেষ; ধাতুর উত্তর প্রেরণার্থে, কখন কখন স্বার্থে, এই প্রত্যয় হয়, ণ, চ্ ইৎ, ই থাকে। ইহাকে ক্রি প্রত্যয়ও বলে।
ণিজন্ত—যাহার উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করা হইয়াছে, ক্রান্ত। ণিচ্ অন্তে যাহার,বহু। বিণ;ত্রি।
ণেহ—স্নেহ। প্রা, ক। সং।
ণ্য—ব্রহ্মলোকস্থ সরোবরবিশেষ। সং; পু।

ত—১। ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। অমৃত; ক্রোড়; পুচ্ছ; চৌর; ম্লেচ্ছ। তক (হাস্য করা, সহ্য করা)+ড ক। সং; পু। ৩। পুণ্য। তৃ+ড ণ। ৪। তরণ। তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+ড ভা। সং।
তইও—তবুও, তথাপি; তেমনি। প্রা, ক।
তঁহি—তিনি, সে; তথায়। প্রা, ক।
তঁহু—তিনি, সে। প্রা, ক।
তক্—পর্য্যন্ত, অবধি। বৈদেশিক। ব্য।
তকর—তাহার। প্রা, ক।
তকরবি—১। প্রতারণা, ছলনা। বৈদেশিক। সং। ২। কৌশলময়। প্রা, ক।
তক্ত—রাজ-সিংহাসন। বৈদেশিক। 'তখ্ত' শব্দজ। সং। [দেশজ। ব্য।
তক্তক—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দীপ্তিশালী।
তক্তকিয়া, তক্তকে—তক্তক দীপ্তিশালী। দেশজ। বিণ। [দেশজ। সং।
তক্তা—প্রশস্ত কাষ্ঠফলক, চেরা চওড়া কাঠ।
তক্তাপোষ—কাষ্ঠময় খট্বা, কাঠের খাট। দেশজ। সং। [বৈদেশিক। সং।
তক্মা, তখ্মা—চাপরাস, পরিচয়-চিহ্ন, নিদর্শন।
তক্র—পাদাম্বুসংযুক্ত দধি; ঘোল। তক (সহ্য করা)+রক্ ক। সং; ক্লী।
তক্রকূর্চ্চিকা—আমিক্ষা, দুগ্ধবিকার, ছানা। তক্রযুক্ত যে কূর্চ্চিকা (গাঢ় দুগ্ধ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং; পু।
তক্রপিণ্ড—আমিক্ষা, ছানা। তক্র দুষ্ট পিণ্ড, মধ্যপদলোপী
তক্রমাংস—ঘোলের সহিত পক্ব মাংস, এখ্নি। তক্র পক্ব মাংস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
তক্রবিজ্ঞান—তক্রবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, তক্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে বোধ। তক্র প্রধানতঃ তিন প্রকার—তক্র, উদশ্বিৎ ও ঘোল। তিন-ভাগ দধিতে এক ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে তাহাকে তক্র বলে। অর্দ্ধাংশ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ বলে। সরযুক্ত দধিতে জল মিশ্রিত না করিয়া মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে। তক্র মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট। ইহা উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক। বিষ,

শোথ, অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, বিষম জ্বর, তৃষ্ণা, বমন, শূল, বায়ু প্রভৃতি রোগে হিতকর। ইহা মুখপ্রিয় ও মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিপান বা অতিভোজনজনিত রোগে উপকারক। তক্রশুণ্ঠী সৈন্ধবযুক্ত হইলে বায়ুপ্রশমনকর, চিনিসংযুক্ত হইলে পিত্তনাশক এবং ত্রিকটুযুক্ত হইলে কফাধিক্য শান্তিকর। ঘোল, হিং, জীরা ও সৈন্ধবলবণযুক্ত হইলে অর্শনাশক, বায়ুপ্রশামক, অতিসার-নিবারক, বস্তিশূলনাশক, এবং রুচি, পুষ্টি ও বলকারক হয়। গুড়যুক্ত হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক, এবং চিতাযুক্ত হইলে পাণ্ডুরোগ নাশক। গ্রীষ্মকালে, ক্ষতরোগে, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে এবং দুর্ব্বল শরীরে তক্র অহিতকর। তক্র-বিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

তক্রাট—তক্রমন্থন করিবার দণ্ড। তক্র শব্দ—অট (গমন করা) + অন্ ক। সং ; পু।

তক্রার—তর্ক, বাদানুবাদ ; প্রতিবাদ ; বাজি ধরা। দেশজ। সং।

তক্লিষ—কষ্ট, নাকাল। বৈদে। সং।

তক্ষ—জনৈক নৃপ, ভরতের পুত্র। তক্ষ + অন্ ক। সং ; পু।

তক্ষক—১। সূত্রধর ; বিশ্বকর্ম্মা। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা) + ণক ক। সং ; পু। ২। জনৈক নাগ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। খাণ্ডবারণ্যে ইঁহার আবাস ছিল। নাগবর একদা স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেনকে আবাসে রাখিয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। সেই সময়ে অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জ্জুনের সহায়তায় খাণ্ডববনদাহ করায় তক্ষকের স্ত্রী, পুত্রসহ পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু অর্জ্জুনের শরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অশ্বসেন ইন্দ্রের সাহায্যে রক্ষা পান।

উতঙ্কমুনি গুরুদক্ষিণা প্রদানের নিমিত্ত যে সময়ে পৌষ্যরাজপত্নীর কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিয়া আনিতেছিলেন, সেই সময়ে তক্ষক পথে তাহা হরণ করেন। অতঃপর উতঙ্ক পাতালে গমনপূর্ব্বক অনেক চেষ্টায় তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া রহিলেন।

শৃঙ্গীনামক ঋষিকুমার মহারাজ পরীক্ষিৎকে তক্ষকদষ্ট হইবার অভিশাপ প্রদান করিলে, সেই শাপ সফল করিবার অভিপ্রায়ে তক্ষক হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে কশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ বিষবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্পদষ্ট পরীক্ষিৎকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে হস্তিনাপুরে যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তক্ষক তাহার প্রমাণ চাহিলেন। তক্ষক একটি সজীব বৃক্ষকে দংশন করায় বৃক্ষটি বিশুষ্ক হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক ব্রাহ্মণকে অর্থলোভী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রভূত অর্থ প্রদানপূর্ব্বক হস্তিনাগমনে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অনন্তর তক্ষক অতি সূক্ষ্ম দেহ ধারণপূর্ব্বক ফলমধ্যে অবস্থিত হইয়া পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ফলটি ভক্ষণার্থ ছেদন করিবামাত্র তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিয়া শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর পরীক্ষিৎ তনয় মহারাজ জনমেজয় প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সতক্ষক নাগকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের উত্তরীয়মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্র আত্মরক্ষার্থে ইঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, ইনি যাজ্ঞিকগণের মন্ত্রবলে অগ্নিতে পতিত হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নাগরাজ বাসুকিপ্রেরিত আস্তিক মুনির অনুরোধে জনমেজয় সর্পযজ্ঞ রহিত করিলে তক্ষক পরিত্রাণ লাভ করেন।

তক্ষণ—কাষ্ঠাদির উপরিভাগ মসৃণকরণ, চাঁচা, রেঁদা করা ; কৃশ করণ। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা) + অনট্ ভা। সং ; পু।

তক্ষণি—তৎক্ষণাৎ। দেশজ। ব্য।

তক্ষণী—সূত্রধরের অস্ত্রবিশেষ, রেঁদা, বাইশ। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা) + অনট্ ণ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

তক্ষন্—তক্ষা দেখ।

তক্ষশিলা—নগরীবিশেষ, ভরতপুত্র তক্ষরাজের রাজধানী, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত, এই স্থানে মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই তক্ষশিলা একদিন ঋষিগণের জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। গোনর্দ্দিতনয় পাণিনি এই স্থানে জন্মপরিগ্রহ করেন। এই স্থানেই সে সময়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নীতিশাস্ত্রবিশারদ চাণক্য পণ্ডিতের এই স্থানে জন্ম হয়। কেহ কেহ পাণিনিকে শালাতুরীয় বলেন।

পঞ্জাব প্রদেশে রাওলপিণ্ডি তহশীলের অধীনে ঢেরি সাহান বা সা ডেরি নামে একটি গ্রাম আছে। জেনারেল কানিংহাম বলেন, এই গ্রামই প্রাচীন তক্ষশিলা। গ্রামে যে সকল ভগ্নাবশেষ অধুনা দৃষ্ট হয়, তাহার বিস্তৃতি ছয় মাইল। স্তূপ ও মঠ গুলির সংখ্যা ও আয়তন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষ আদর ও মনোযোগের বিষয়। তক্ষ বা তক্ষক-নামক তুরানী জাতি এই প্রদেশে পুরাকালে বাস করিত বলিয়া অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন, শালিবাহন রাজা এই তক্ষ জাতিসম্ভূত। পুরাণের মতে তক্ষ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের পুত্র। কথা-সরিৎ-সাগরের ও তাহার আদর্শ বৃহৎ কথার জনশ্রুতি অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, দক্ষিণাপথের বরু (ভরু) কচ্ছ নামক স্থানে শালি-(শাত) বাহন রাজার রাজধানী ছিল। রাজা সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, বার্ত্তিক-সিদ্ধ সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য শালিবাহনকে সংস্কৃত শিখাইবার উদ্দেশ্যে কাতন্ত্র বা কলাপব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই জাতি এক সময়ে সিন্ধুসাগর দোয়াবের অধিকারী ছিল। এই জাতির নাম হইতে তক্ষশিলার নাম উৎপন্ন। গ্রীক্ ঐতিহাসিক আরিয়ান (Arian) তক্ষশিলা সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনপূর্ণ নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নগরটি মারগলা (Margala) নামক গিরিসঙ্কটের কয়েক মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। এখনও সেইস্থানে প্রধান প্রধান অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। আলেকজাণ্ডার এই স্থানে তিন দিবস বিশ্রাম করেন এবং তদানীন্তন রাজা কর্ত্তৃক সমারোহের সহিত সমাদৃত হন। খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে চৈন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থানে আগমন করেন। তিনি স্থানটী বিশেষ ভাবে পবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ৬৩০ এবং আবার ৬৪৩ খৃঃ অঃ হুয়েন্থ্ সাং এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তখন রাজধানী কাশ্মীরে উঠিয়া গিয়াছিল। তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ ছয়টি পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত। (১) "বী স্তূপ" ; এইটী ঢেরি সাহান গ্রামের সন্নিকট ; এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিলষিত বিস্তর মুদ্রা ও প্রস্তর ইষ্টকাদি পাওয়া যায় ; (২) হাতিয়াল ; মারগল পর্ব্বতশ্রেণীর একাংশে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ। (৩) শিরকাপ ; এটি পূর্ব্বোক্ত দুর্গের সহিত সংযুক্ত অতিরিক্ত দুর্গ বলিয়া অনুমিত। (৪) কাপ-কোট ; সম্ভবতঃ এইখানে যুদ্ধের সময়ে হস্তী ও অন্যান্য পশু রক্ষিত হইত। (৫) বাবরখানা ; এটী অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ বলিয়া কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন ; হুয়েন্থ্ সাং এই স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। (৬) বহুদূর বিস্তৃত মঠ ও বৃহদায়তন অট্টালিকার সমষ্টি। সং ; স্ত্রী।

তক্ষা (তক্ষন্)—সূত্রধর ; বিশ্বকর্ম্মা ; চিত্রা-

নক্ষত্র। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা)+কনিন্ ক। সং; পু। [দেশজ। ব্য।

তখন—তৎকালে, সেই সময়ে; সেই কারণে।

তখনকার—সে সময়কার, তৎকালীন, তদানীন্তন। দেশজ।

তখ্ত—রাজসিংহাসন। বৈদেশিক। সং।

তগ্মা—তক্মা দেখ।

তগর—১। টগর ফুলের গাছ। ত (ক্রোড়)-গৃ (গ্রাস করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। টগর ফুল। তগর+ক ইদমর্থে। সং; ক্লী।

তগল্লব—বঞ্চনা। বৈদেশিক। সং।

তগল্লবী—বঞ্চনাপূর্ণ। বৈদেশিক। বিণ।

তঙ্ক—১। পাথর কাটা বাটালি। সং; পু। ২। আতঙ্ক। প্রা, ক।

তঙ্কন—অতি কষ্টে জীবনধারণ। তন্ক+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

তঙ্কা—টাকা। টঙ্কা শব্দের অপব্যবহার।

তচ্নচ—নষ্ট। দেশজ। বিণ।

তছরূপ—ক্ষতি। বৈদেশিক। সং।

তচ্ছু—তাহার। প্রা, ক।

তজবিজ—বিচার, বিবেচনা। বৈদেশিক। সং।

তজ্জনিত—তাহা দ্বারা উৎপাদিত; তৎপ্রসূত। তাহা দ্বারা জনিত। (তদ্+জনিত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

তজ্জন্য—তৎকারণে, সেই নিমিত্ত, তদ্ধেতু। তদ্+জন্য। ব্য।

তজ্জাত—তাহা হইতে উদ্ভূত, তৎসম্ভূত। তাহা হইতে জাত (তদ্+জাত), ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

তঞ্চক—বঞ্চক, প্রতারক। দেশজ। বিণ।

তঞ্চকতা—বঞ্চনা, প্রতারণা, শঠতা, জুয়াচুরী। দেশজ। সং। [দেশজ। বিণ।

তঞ্চকী—প্রতারণাপূর্ণ, শঠতাময়, জুয়াচুরী।

তট—১। নদ্যাদির কিনারা, কূল, তীর; সানু। তট্+অন্ ক। সং; পু বা ক্লী। ২। ক্ষেত্র। সং; ক্লী। ৩। শিব। সং, পু।

তটস্থ—১। তীরস্থিত; সমীপস্থ; উদাসীন, নির্লিপ্ত, না শত্রু না মিত্র, অপক্ষপাতী; অগণাক্রান্ত; শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাবিশেষ। তটে থাকে যে এই বাক্যে উপ; তট-স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তটস্থা। ২। অভিভূত; সঙ্কুচিত, লজ্জিত। দেশজ। বিণ।

তটাক, তটাগ—তড়াগ, বৃহৎ পুষ্করিণী। তট (তীর)-অক বা অগ (বক্রভাবে গমন করা)+অন্ ক। সং; পু বা ক্লী।

তটাঘাত—বপ্রক্রীড়া, তটাদিতে হস্তীর শুণ্ডাঘাত। তটে আঘাত, ৭তৎ। সং; পু।

তটারূঢ়—তীরে উত্থিত। তটকে আরূঢ় ইতি ২তৎ, বা তটে আরূঢ় ইতি ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

তটিনী—নদী। তট আছে ইহার এই অর্থে তট+ইন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তটী—তট, তীর, কূল; সানু অথবা নদ। তট শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তড়কা—আক্ষেপরোগ, মৃগী রোগের ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট রোগবিশেষ, (convulsion)। সং।

তড়াক, তড়াগ—বৃহৎ জলাশয়। তড় (আঘাত করা)+আক, আগ ক। সং; পু বা ক্লী। [পঞ্চশত ধনু (২০০০ হাত) পরিমিত জলাশয়কে তড়াগ বলে]।

তড়াক—অতিবেগে। দেশজ। ব্য।

তড়ি—১। আঘাতকারী। তড় (আঘাত করা) +ই ক। ২। আঘাত। তড়+ই ভা। সং; পু। [সদ্যঃ। দেশজ।

তড়ি-ঘড়ি—তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে, ঝটিতি;

তড়িৎ—সৌদামিনী, বিদ্যুৎ। তড় (দীপ্ত পাওয়া)+ইৎ ক। সং; স্ত্রী।

তড়িত্বান্ (তড়িত্বৎ)—১। বিদ্যুদ্-বিশিষ্ট। তড়িৎ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী তড়িত্বতী। ২। মেঘ। সং; পু।

তড়িদ্গর্ভ—১। বিদ্যুদ্বিশিষ্ট। তড়িৎ আছে গর্ভে (মধ্যে) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তড়িদ্গর্ভা। ২। মেঘ। সং; পু।

তড়িন্ময়—বিদ্যুন্ময়, বিদ্যুৎপূর্ণ; সৌদামিনী-স্বরূপ। তড়িৎ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তড়িন্ময়ী।

তণ্ডক—১। বহুরূপী। তন্ড (তাড়না করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তণ্ডিকা। ২। খঞ্জন পক্ষী; ফেন; তরুস্কন্ধ; মায়া। সং; পু। ৩। পারস্কার। সং; পু বা ক্লী।

তণ্ডু—শিবের জনৈক অনুচর। তন্ড (তাড়না করা)+উ ক। সং; পু।

তণ্ডুল—চাউল। তন্ড+উল ণ্ম। সং; পু।

তণ্ডুল-পরীক্ষা—চোর সন্দেহে কর্ত্তব্য পরীক্ষা বিশেষ। কাত্যায়ন লিখিয়াছেন, তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নূতন মৃন্ময় পাত্র-মধ্যে দেবতার স্নানজলে শুচিভাবে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিবসে সাক্ষ্য ব্যক্তিদিগকে স্নান করাইয়া শুদ্ধাচারে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট করাইবে। পরে ভূর্জ্জপত্রে, তদভাবে পিপ্পলপত্রে নিম্নলিখিত মন্ত্রটী লিখিবে,

> "আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
> দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
> অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
> ধর্ম্মো হি জানাতি নরস্য বৃত্তম্।"

এই পত্রিকা উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মস্তকে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে দিবে। এই সময় যাহার গাত্রকম্প হইবে ও তালু শুষ্ক হইবে, এবং তণ্ডুল চর্ব্বণানন্তর ভূর্জ্জপত্রে বা পিপ্পলপত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ কারলে তাহাতে রক্ত দৃষ্ট হইবে, তাহাকেই দোষী জানিবে। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

তণ্ডুলাম্বু—তণ্ডুলোদক, চাউল ধোয়া জল, চেলুনি। তণ্ডুলক্ষালিত অম্বু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তণ্ডুলীয়—নটেশাক, অল্পমারিষ। তণ্ডুল+ঈয় ভবার্থে [পচাচাউল ও তাহার ধোয়া-জলে এই শাকের উৎপত্তি হয়]। সং; পু।

তণ্ডুলোত্থ—তণ্ডুলাম্বু (তাহা দেখ)। তণ্ডুল-উদ্-স্থা+ড ক। সং; ক্লী।

তণ্ডুলোদক—তণ্ডুলাম্বু (তাহা দেখ)। তণ্ডুল-ক্ষালিত উদক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তৎ—তদ্ দেখ।

তত—১। বীণাদি বাদ্য। সং; ক্লী। ২। বায়ু। তন+ক্ত ক। সং; পু। ৩। বিস্তৃত; ব্যাপ্ত। তন্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তত। ৪। সেই পরিমাণ। দেশজ। বিণ বা সং।

ততহি—তাহাতে; তৎপরে, অনন্তর। প্রা, ক।

ততি—১। সেই পরিমিত। তদ্+ডতি। বিণ; ত্রি। ২। শ্রেণী; সমূহ। তন (বিস্তৃত করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ততেক—তাবৎপরিমিত। ক, প্র। বিণ।

ততোধিক—তদপেক্ষা বেশী। বিণ।

তৎকাল—১। সেই সময়; বর্ত্তমান কাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। তৎক্ষণাৎ, সদ্যঃ, শীঘ্র। দেশজ।

তৎকালধী—প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত-বুদ্ধি। তৎকালে (উপযুক্ত সময়ে) উৎপন্না হয় ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তৎকালীন—সেই সময়ের, তখনকার, তদানীন্তন। তৎকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

তৎক্রিয়—তৎকার্য্যকারক; তদ্ব্যবসায়ী; বিনা বেতনে তৎকর্ম্মকারক। সা (সেই) ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তৎক্রিয়া।

তৎক্ষণাৎ—সেই সময়েই, তখনই, অবিলম্বে। সংস্কৃত মতে তৎক্ষণ শব্দের ৫মীর ১ বচন, ল্যবর্থে পঞ্চমী, অর্থাৎ "তৎক্ষণকে পাইয়া" এইরূপ অর্থে। বাঙ্গালায় এই পদটিকে অব্যয় বলা যাইতে পারে।

তত্ত্ব, তত্ত—১। স্বরূপ, প্রকৃতি, অবস্থা; পদার্থ; ব্রহ্ম; নৃত্য; পারমার্থ, ধর্ম্ম; সাধারণ। (সাংখ্যমতে) মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মনঃ, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই চতুর্বিংশতি প্রকার। তদ্+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী। ২। খোঁজ, সন্ধান, খবর, সংবাদ; আত্মীয়-স্বজনালয়ে প্রেরিত উপহার সামগ্রী। দেশজ। সং।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনা, ব্রহ্ম-বিষয় জানিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু—তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু, ব্রহ্মবিষয় জানিতে ইচ্ছুক। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

তত্ত্বজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছে এরূপ ; যাথার্থ্যবিৎ, স্বরূপবেত্তা। (জ্ঞা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তত্ত্বজ্ঞা।

তত্ত্বজ্ঞান—ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান ; যাথার্থ্যজ্ঞান, স্বরূপ-বোধ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তত্ত্বজ্ঞানী (–জ্ঞানিন্)—ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ; যাথার্থ্য-বিৎ, স্বরূপজ্ঞ। তত্ত্বজ্ঞান আছে ইহার এই অর্থে তত্ত্বজ্ঞান+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী,–জ্ঞানিনী।

তত্ত্ব-তালাস—খোঁজ-খবর। দেশজ। সং।

তত্ত্বদর্শিতা—তত্ত্বদর্শীর ভাব বা কার্য্য ; তত্ত্ব-জ্ঞতা ; বিচক্ষণতা। তত্ত্বদর্শী দেখ। তত্ত্বদর্শিন্+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

তত্ত্বদর্শী (–দর্শিন্)—তত্ত্বজ্ঞ ; যাথার্থ্যবিৎ ; বিচক্ষণ। তত্ত্ব দর্শন করে যে, উপ ; তত্ত্ব –দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,–দর্শিনী।

তত্ত্বনিরূপণ—ব্রহ্মনির্ণয়, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় স্থিরীকরণ ; পদার্থসমূহের যাথার্থ্যনির্ণয়, স্বরূপনির্ণয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তত্ত্বনির্ণয়—১। তত্ত্বনিরূপণ (সকল অর্থে) জৈনগ্রন্থ-বিশেষ। ২। সাংখ্যোক্ত চতু-র্বিংশতি তত্ত্বের অবধারণ। ৩। সিদ্ধান্ত। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; পু।

তত্ত্বন্যাস—তন্ত্রে কথিত পূজাঙ্গ ন্যাসবিশেষ।

তত্ত্ববাদী (–বাদিন্)—তত্ত্বভাষী ; যথার্থ-বাদী ; স্পষ্টবাদী। তত্ত্ব–বদ্+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী তত্ত্ববাদিনী।

তত্ত্ববিৎ (–বিদ্)—তত্ত্বজ্ঞ (সকল অর্থে)। তত্ত্ব –বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; পু।

তত্ত্ববিবেক- জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থে কমলাকরকৃত গ্রহাদির স্ফুট ও অস্ফুট এই দুই প্রকার গণিত এবং উত্তরের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি লিখিত আছে। সং ; পু।

তত্ত্বহীন—তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, ঈশ্বরজ্ঞানরহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তত্ত্বহীনা।

তত্ত্বানুসন্ধান—প্রকৃত অবস্থার অন্বেষণ, যথার্থ ব্যাপার কি তাহা জানিবার নিমিত্ত খোঁজ লওয়া, যাথার্থ্যনিরূপণের প্রয়াস। তত্ত্বের অনুসন্ধান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তত্ত্বানুসন্ধায়ী (–য়িন্)—স্বরূপ অনুসন্ধান-কারী, আত্মজ্ঞানান্বেষী। তত্ত্ব–অনু–সম্ –ধা+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী তত্ত্বানু-সন্ধায়িনী। [সং ; স্ত্রী।

তত্ত্বালোচনা—তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন। ৬তৎ।

তত্ত্বাবধান—কোন ব্যাপার যথাযথরূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না তাহা মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ, কর্তৃত্বকরণ, অধ্যক্ষতাকরণ। তত্ত্বের অবধান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তত্ত্বাবধায়ক—তত্ত্বাবধানকারী, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে। তত্ত্বের অবধায়ক, ৬তৎ। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী তত্ত্বাবধায়িকা।

তত্ত্বাবধারক—তত্ত্বনিরূপণকর্তা, কার্য্য-পরি-দর্শক ; স্বরূপনির্ণয়কারী। তত্ত্বের অবধারক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–ধারিকা।

তত্ত্বাবধারণ—স্বরূপনির্ণয়, যাথার্থ্যনিরূপণ। তত্ত্বের অবধারণ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তৎপর—১। আসক্ত, নিষ্ঠ ; যত্নবান্ ; ব্যগ্র ; ত্বরান্বিত, ক্ষিপ্রকারী ; দক্ষ। তাহাতে পর (আসক্ত), ৭তৎ। ২। তৎপ্রধান। তৎ (তাহা) পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তৎপরতা—ব্যগ্রতা ; দক্ষতা ; ত্বরা, ক্ষিপ্র-কারিতা, যত্ন। তৎপর+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

তৎপরায়ণ—তৎপ্রধান ; তদাসক্ত ; তদাশ্রিত। তৎ (তাহাই) হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তৎপুরুষ—সমাসবিশেষ। সমাস দেখ। সং ; পু।

তত্র—তথায়, সেখানে ; সেই বিষয়ে। তদ্ শব্দ +ত্র ৭মী স্থানে। ব্য।

তত্রত্য—তৎস্থানস্থ, তৎস্থানজাত, সেখানকার। তত্র দেখ ; তত্র+ত্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

তত্রভবৎ—তত্রভবান দেখ।

তত্রভবতী—মান্যা, পূজ্যা। তত্রভবান্ দেখ। তত্রভবৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তত্রভবান্ (–ভবৎ)—মান্য, পূজ্য। তত্র–ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডবতু যুম্মদর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী তত্রভবতী।

তত্রাচ—তথাচ, তথাপি, তবুও। তত্রচ শব্দের অসাধু ব্যবহার। [+অপি। ব্য।

তত্রাপি—তত্রচ, তথাচ, তথাপি, তবুও। তত্র

তত্ত্ব—তত্ত্ব দেখ।

তথা—সাদৃশ্য ; সেই প্রকার ; সেই হেতু ; তত্র, সেখানে, সেই বিষয়ে ; স্বীকার ; সমুচ্চয়, এবং ; নিশ্চয় ; তাহাই। তদ্+থাচ্। ব্য।

তথাগত—১। তথাভূত। ৩তৎ। ২। সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত। তথা (সেই প্রকারে) আগত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তথাগতা। ৩। বুদ্ধদেব। তথা (সত্য) গত (জ্ঞান) যাহার, বহু। অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের অনুশাসন অনুসারে, গৌতম বুদ্ধ অনুশাসন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "তথা-গত" হইয়াছে। সং ; পু। [+চ। ব্য।

তথাচ—তথাপি, তাহা হইলেও, তবুও। তথা

তথাপি—তত্রাপি, তাহা হইলেও, তবুও। তথা +অপি। ব্য।

তথাভূত—তথাগত ; সেই প্রকারে সম্পন্ন। তথা দেখ ; তথা–ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

তথাবিধ—সেই প্রকারের, সেই ভাবের, তাদৃশ। তথা হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তথাবিধা। [+অস্তু। ব্য।

তথাস্তু—তাহাই হউক, সেইরূপই ঘটুক। তথা

তথি—অপিচ, আরও ; তথায়, সেখানে ; তাহাতে। প্রা, ক।

তথৈব—সেই প্রকারই। তথা+এব। ব্য।

তথৈবচ—সেই প্রকারই, সেইরূপই ; বড় সুবিধা-জনক নয়, রীতিসম্মত নয়, অমনি এক রকম। তথা+এব+চ। ব্য।

তথ্য—১। যাথার্থ্য ; প্রকৃত অবস্থা বা ব্যাপার। তথা+য্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী। ২। যথার্থ ; সত্য, অবিসংবাদী। বিণ ; ত্রি।

তথ্যভাষী (–ভাষিন্)—প্রকৃত বিষয়ের বক্তা, সত্যবাদী। তথ্য (সত্য) ভাষে (বলে) যে এই বাক্যে উপ। তথ্য–ভাষ (বলা) +ণিন ক। বিণ ; পু। স্ত্রী তথ্যভাষিণী।

তথ্যবাদী (–বাদিন্)—তথ্যভাষী (তাহা দেখ)। তথ্য (সত্য) বদে (বলে) যে এই বাক্যে উপ ; তথ্য–বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী তথ্যবাদিনী।

তথ্যানুসন্ধান—যথার্থ বিষয়ের অনুসন্ধান, সত্যের অন্বেষণ, স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা, যাথার্থ্যনিরূপণের প্রয়াস। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তথ্যানুসন্ধায়ী (–য়িন্)—প্রকৃত ব্যাপারের অনু-সন্ধানকারী, তত্ত্বনিরূপণ-প্রয়াসী। তথ্যের অনুসন্ধায়ী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,–য়িনী।

তদ্ (তৎ)—১। তিনি, সে, তাহা, প্রসিদ্ধ। তন্+অদ্ ক। সর্ব্ব ; ত্রি। ২। ব্রহ্ম। সং ; ক্লী।

তদতিরিক্ত—তদ্ব্যতীত, তাহার অধিক, তদ্ভিন্ন, তাহা ছাড়া। তাহা হইতে অতিরিক্ত, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–ক্তা।

তদনন্তর—তৎপরে, তাহার পর। তাহার অনন্তর, ৬তৎ। ব্য।

তদনুগামী (–গামিন্)—তাহার অনুগমনকারী, তদনুযায়ী, তদনুবর্ত্তী। তাহার অনুগামী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী তদনুগামিনী।

তদনুযায়ী (–যায়িন্)—১। তদনুগামী (তাহা দেখ)। তাহার অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,–যায়িনী। ২। তদনুসারে, সেই মত। বাঙ্গালা ব্য।

তদনুরূপ—তাহার তুল্য, তৎসদৃশ ; তাহার উপযুক্ত, সেইমত। তাহার অনুরূপ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তদনুরূপা।

তদনুবর্ত্তী (–বর্ত্তিন্)—তদনুগামী, তাহার অনুবর্ত্তী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,–বর্ত্তিনী।

তদনুসারে—সেইমত, তদনুযায়ী। তাহার অনু-সার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

তদন্ত—১। তাহার শেষ। তাহার অন্ত, ৬তৎ। ২। অনুসন্ধান, তত্ত্বাবধারণের প্রয়াস,

স্বরূপনির্ণয়চেষ্টা। তাহার অন্ত হয় যাহাতে বা যদ্দ্বারা, বহু। সং; স্ত্রী।

তদন্য—তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তাহা ছাড়া অপর। তাহা হইতে অন্য, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

তদপি—১। তাহাও। তৎ+অপি। ২। তথাচ, তাহা হইলেও। তদ্+অপি। ব্য।

তদর্থে—তাহার নিমিত্তে, সেই কারণে; তাহার উদ্দেশ্যে। তাহার অর্থে, ৬তৎ। ব্য।

তদবধি—তদা প্রভৃতি; সেই হইতে, সেই পর্য্যন্ত। তৎ (তাহা) অবধি (সীমা) যাহার, বহু। ব্য।

তদবস্থ—সেই অবস্থাপন্ন, পূর্ব্বোক্ত দশায় অবস্থিত, আগেও যেমন ছিল এখনও সেই রকম আছে এইরূপ ভাবাপন্ন। তদ্ (তাহা) অবস্থা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তদবস্থা।

তদবস্থা—১। সেইরূপ অবস্থাপন্না। বহু; তদবস্থ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সেইরূপ অবস্থা, পূর্ব্ব দশা। তদ্ (সেই) অবস্থা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [কালার্থে। ব্য।

তদা—তখন, সেই সময়ে। তদ্ শব্দ+দা

তদাকার—সেই আকৃতিবিশিষ্ট; সেই ভাবাপন্ন; তদ্রূপ। তৎ (তাহা) আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তদাকারা।

তদাত্মা (তদাত্মন্)—তৎস্বরূপ। সেই হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। [তদা শব্দ+ত্ব। সং; ক্লী।

তদাত্ব—তৎকাল, বর্ত্তমান সময়। তদা দেখ;

তদানীন্তন—তৎকালীন, সেই সময়ের। তদানীম্ শব্দ+তন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তদানীন্তনী। [+দানীম্ কালার্থে। ব্য।

তদানীম্ (তদানীং)—তখন, সেই সময়। তদ্

তদাপ্রভৃতি—তদবধি, সেই সময় হইতে। ব্য।

তদারক, তাদারক—তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, দেখা শুনা; তদন্ত, অনুসন্ধান। বৈদেশিক। সং।

তদিতর—তদন্য, তদ্ভিন্ন, তাহা ছাড়া। তাহা হইতে ইতর (অন্য), ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

তদীয়—তৎসম্বন্ধীয়, তদধিকৃত, তাহার। তদ্ +ীয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

তদুৎপন্ন—তাহা হইতে উদ্ভূত, তজ্জাত, তৎ সম্ভূত। তাহা হইতে উৎপন্ন, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। [ব্য।

তদুপরি—তাহার উপর; অধিকন্তু। ৬তৎ।

তদেক—তাহা হইতে ভেদ-রহিত। তাহার সহিত এক, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তদেকা।

তদেকাত্মা (–কাত্মন্)—তাহার সহিত অভিন্নাত্মা, একাত্মা। তাহার সহিত এক হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

তদ্গত—তদাসক্ত, তন্নিষ্ঠ, তাহাতেই নিবিষ্ট। তাহাকে গত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

তদ্গতচিত্ত—তদাসক্তমনাঃ, তাহাতে একান্ত অভিনিবিষ্ট। তদ্গত হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তদ্গতচিত্তা।

তদ্গতচিত্তে—তদাসক্ত হৃদয়ে, একাগ্র মনে, নিবিষ্টচিত্তে। তদ্গত চিত্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তদ্গুণ—১। তাহার গুণ। ৬তৎ। ২। প্রসিদ্ধ গুণ। তৎ (প্রসিদ্ধ) যে গুণ, কর্ম্মধা। ৩। কাব্যালঙ্কারবিশেষ। সং; পু।

তদ্দণ্ড—সেই ক্ষণ, সেই মুহূর্ত্ত। কর্ম্মধা। সং।

তদ্দিন—সেই দিন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তদ্ধন—কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। তৎ (সেই) হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তদ্ধনা।

তদ্ধর্ম্মা (তদ্ধর্ম্মন্)—পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। তাহা হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ।

তদ্ধিত—১। তাহার মঙ্গল। তাহার নিমিত্ত হিত (মঙ্গল), ৪তৎ। সং; ক্লী। ২। তাহার যোগ্য, প্রিয় বা মঙ্গলজনক। তাহার হিত (তদ+হিত), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ৩। শব্দোত্তর জায়মান প্রত্যয়, অর্থাৎ শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় হইলে পুনরায় শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তাহাতে (মূল শব্দে) হিত (বিহিত) হয় যাহা, অথবা হিত (প্রাপ্ত) হয় যাহার, বহু। সং; পু।

তদ্ভিন্ন—১। তাহা হইতে পৃথক্, তদন্য। তাহা হইতে ভিন্ন, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। ২। তদ্ব্যতীত, তাহা ছাড়া। বাঙ্গালা ব্য।

তদ্রূপ—সেই রূপ, সেই প্রকার, তদ্বিধ। তৎ হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তদ্বৎ—তত্তুল্য, তাহার ন্যায়, তৎসদৃশ, সেই রূপ, সেই মত। তদ্+বৎ তুল্যার্থে। ব্য।

তদ্বিধ—সেই প্রকার, সেই রকমের, সেই ভাবের। তদ্ (তাহা) বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তদ্বিধা।

তদ্বির, তদ্বির্—অনুষ্ঠান, নির্ব্বাহ; উপায়, তদারক। বৈদেশিক। সং।

তদ্ব্যতিরিক্ত—তদ্ব্যতীত (তাহা দেখ)। তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি

তদ্ব্যতীত—তদতিরিক্ত, তাহা ছাড়া; তদ্ভিন্ন, তদন্য, তদিতর। তাহাকে ব্যতীত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তদ্ব্যতীতা।

তনয়—পুত্র। তন (বিস্তার করা) +কয়ন্ ক, যে বংশাদি বিস্তার করে। সং; পু।

তনয়বৎসল—পুত্রবৎসল, পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তনয়ে বৎসল, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

তনয়-বৎসলতা, –বাৎসল্য—পুত্রপ্রেম, সন্তানের প্রতি মমতা, অপত্যস্নেহ। ৭মীতৎ। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। [স্ত্রী।

তনয়া—কন্যা, দুহিতা। তনয়+আপ্। সং;

তনাদি—ধাতুপাঠোক্ত তনাদিগণ, তন্ হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় ধাতু।

তনিকা—রজ্জু; কাছি। তন (বিস্তার করা) ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

তনিমা (তনিমন্)—কৃশত্ব; সূক্ষ্মতা। তনু (কৃশ)+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পু।

তনু—১। শরীর; মূর্ত্তি। তন (বিস্তার করা) +উ ক। সং; স্ত্রী। ২। অল্প; সূক্ষ্ম; কৃশ; কোমল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তন্বী, তনু।

তনুচ্ছদ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। তনু (শরীর)–ছদ (আচ্ছাদন করা)+অন্ ক; সং; পু।

তনুজ, তনূজ—পুত্র। তনু হইতে জন্মে যে এই বাক্যে উপ; তনু বা তনূ–জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

তনুজা, তনূজা—কন্যা। তনুজ বা তনূজ শব্দ +আপ্। সং; স্ত্রী।

তনুতা, –ত্ব—অল্পতা, ক্ষুদ্রতা; সূক্ষ্মতা; কৃশতা, কার্শ্য; কোমলত্ব। তনু+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

তনুত্যাগ—দেহপরিত্যাগ, মৃত্যু। তনুর (শরীরের) ত্যাগ, ৬তৎ। সং; পু।

তনুত্র, তনুত্রাণ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। তনুকে ত্রাণ করে যে এই বাক্যে উপ; তনু (শরীর)–ত্রৈ (রক্ষা করা)+ড, অন ক। সং; ক্লী।

তনুত্ব—তনুতা দেখ।

তনুভৃৎ—শরীরধারী, দেহী, জীব, প্রাণী। তনু –ভৃ+কিপ্ ক। সং; পু বা স্ত্রী।

তনুমৎ, তনুমতী—তনুমান্ দেখ।

তনুমধ্যা—কৃশমধ্যা স্ত্রী, যে নারীর কটিদেশ ক্ষীণ অর্থাৎ সরু; মধ্যক্ষামা; ষড়ক্ষর ছন্দোবিশেষ। তনু (কৃশ) হইয়াছে মধ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

তনুমান্ (–মৎ)—শরীরবিশিষ্ট, দেহী, শরীরী। তনু+মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী তনুমতী।

তনুরস—ঘর্ম্ম, ঘাম। ৬তৎ। সং; পু।

তনুরুচি—১। শরীরের দীপ্তি, কান্তি; দেহের শোভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। ক্ষীণানুরাগবিশিষ্ট। তনু (ক্ষীণ) হইয়াছে রুচি (অনুরাগ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তনুরুহ—গাত্রলোম; পতত্র; পক্ষ; পাখীর পালক। তনু–রুহ্+ক ক। সং।

তনুবার—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। তনু শব্দ–বৃ (আবৃত করা)+ণঞ্ ণ। সং; পু।

তনূ—দেহ, শরীর। তন (বিস্তৃত করা বা হওয়া)+উ ক। সং; স্ত্রী।

তনূজ—তনুজ দেখ।

তনূজনি—পুত্র। তনূ (শরীর) হইতে জনি (উৎপত্তি) যাহার, বহু। সং; পু।

তনূজা—তনুজা দেখ

তনূরুহ—লোম; পক্ষীর পালক। তনূ (শরীর)–রুহ (জন্মা)+ক ক। সং; পু বা ক্লী। ২। পুত্র। সং; পু।

তন্‌কা, তন্‌খা—বেতন, মাসিক প্রাপ্য টাকা। বৈদেশিক। সং।

তন্ত—তন্ত্র। প্রা, ক।

তন্তু—সূত্র, সূতা; সন্তান। তন (বিস্তৃত হওয়া বা করা)+তুন্ ক। সং; পু।

তন্তুকাষ্ঠ—১। তাঁতের কাঠ। ৬তৎ। ২। বুরুষ। তন্তু সংযুক্ত কাষ্ঠ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তন্তুকীট—গুটিপোকা; কোষকার কীট। তন্তু-কারক যে কীট, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তন্তুনাভ—উর্ণনাভ, মাকড়সা। তন্তু (সূত্র) আছে নাভিতে যাহার, বহু। সং; পু।

তন্তুপর্ব্ব (—পর্ব্বন্)—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। তন্তু (সূত্র, যজ্ঞোপবীত), তাহার পর্ব্ব (উৎসব) হইয়াছিল যে সময়ে, বহু; (ঐ তিথিতে বামনদেবের উপবীত ধারণ হয়)। অথবা তন্তুধারক পর্ব্ব, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তন্তুর, তন্তুল—মৃণাল। তন্তু (সূত্র)+র বা ল অস্ত্যর্থে। সং; ক্লী।

তন্তুবাপ, তন্তুবায়—তাঁতি; মাকড়সা। তন্তু (সূত্র)—বপ বা বে (বয়ন করা)+ষণ্ ক। সং; পু। [স্ত্রী।

তন্তুশালা—বয়নগৃহ, তাঁতঘর। ৬তৎ। সং;

তন্তুসন্তত—বোনা (কাপড়); সেলাই করা (কাপড়)। তন্তু (সূত্র) হইয়াছে সন্তত যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। অথবা তন্তুর সন্তত (আতান বিতান), ৬তৎ। সং; ক্লী।

তন্ত্র—১। শাস্ত্রবিশেষ, শিব ও শক্তির উপাসনা-বিষয়ক শাস্ত্র; বেদের শাখাবিশেষ; সিদ্ধান্ত; ঔষধ; পরিচ্ছেদ; প্রধান; হেতু; রাজ্য; স্বরাজ্য-চিন্তা; ইতিকর্ত্তব্যতা; বস্ত্রবয়ন-সামগ্রী, তাঁত; তন্তু; সমূহ; কুল; কুটুম্ব-ভরণ; উভয় কার্য্যার্থ সকৃৎ প্রবৃত্তিহেতু। তন (বিস্তৃত করা বা হওয়া)+ষ্ট্রন্ ক। সং; ক্লী। ২। অধীন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তন্ত্রা। [সং; ক্লী।

তন্ত্রক—নববস্ত্র। তন্ত্র (তাঁতির তাঁত)+কণ্।

তন্ত্রকাষ্ঠ—তন্তুবায়ের তুরি। তন্ত্রযোগ্য কাষ্ঠ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তন্ত্রতা—১। অধীনতা। তন্ত্র+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। ২। অনেককে উদ্দেশ করিয়া একবার প্রবৃত্তি। যেমন অনেক ব্রহ্মহত্যার জন্য একবার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধ হয়।

তন্ত্রধারক—যে ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডের পদ্ধতিবিষয়ক গ্রন্থ দেখিয়া পূজাদি কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্র পাঠ করায়। ৬তৎ। সং; পু।

তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়—তাঁতি; মাকড়সা। তন্ত্র (তন্তু)—বপ বা বে (বয়ন করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

তন্ত্রসংস্থিতি—রাজ্যশাসন প্রণালী। তন্ত্রের (রাজ্যের) সংস্থিতি হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; স্ত্রী।

তন্ত্র-হোম—তন্ত্রশাস্ত্রানুসারী হোম। তন্ত্রসম্মত হোম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তন্ত্রাবাপ—স্বরাজ্য ও পররাজ্যবিষয়িণী চিন্তা। তন্ত্রের আবাপ, ৬তৎ। সং; পু।

তন্ত্রিত—অলস, অবসন্ন। তন্দ্র+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তন্দ্রিতা।

তন্ত্রিপাল—বিরাট রাজ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান-কালে সহদেব গৃহীত নাম। সং; পু।

তন্ত্রিপালক—রাজা জয়দ্রথ। সং; পু।

তন্ত্রী—বীণাদির তাঁত; তার; রজ্জু। তন্ত্র (ধারণ করা)+ঈ ণ। সং; স্ত্রী।

তন্দুর—পাঁউরুটি সেঁকিবার উনান। বৈদে। সং।

তন্দ্রা—অল্প নিদ্রা, নিদ্রাবেশ, ঝিমান; অব-সন্নতা; আলস্য। তন্দ্র+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী [আলু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

তন্দ্রালু—নিদ্রালু, অলস। তন্দ্রা দেখ; তন্দ্রা+

তন্দ্রি, তন্দ্রিকা—অল্প নিদ্রা, নিদ্রাবেশ; আলস্য, মূর্চ্ছা। তন্দ্রি=তন্দ্র+ক্রিন্ ভা। তন্দ্রিকা=তন্দ্রি+কণ্+আ। সং; স্ত্রী।

তন্দ্রী—তন্দ্রা, অল্প নিদ্রা; আলস্য; মূর্চ্ছা। তন্দ্র+ক্রিন্ ভা। সং; স্ত্রী। [বা।

তন্ন—তাহা নহে। তৎ (তাহা)+ন (না)।

তন্ন তন্ন—তাহা নহে তাহা নহে এবম্প্রকার অনুসন্ধানযুক্তভাবে; বিশেষরূপে; সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম। দেশজ। তন্ন দেখ।

তন্নিবন্ধন—১। সেই হেতু, সেই কারণ। তৎ (সেই) নিবন্ধন (কারণ), কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সেই কারণপ্রযুক্ত, সেই হেতুতে। তৎ (তাহাই) নিবন্ধন, যাহার বা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তন্মন—১। তন্ময়; অনন্যমনস্ক, একাগ্রচিত্ত। বিণ। ২। অবধান, মনোযোগ, যত্ন, প্রাণ। দেশজ। সং।

তন্মনস্ক—তদেকাগ্রচিত্ত, প্রণিহিতমনাঃ; তদ্গতচিত্ত। তাহাতেই মনঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী তন্ময়ী।

তন্ময়—তদাত্মক; তৎস্বরূপ। তদ্ শব্দ+ময়ট্।

তন্ময়তা, তন্ময়ত্ব—তদ্ভাবপূর্ণতা, তৎস্বরূপত্ব, তদাত্মকত্ব। তন্ময় শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

তন্মাত্র—১। তদাত্মক; কেবল তাহাই। তদ্ (তাহা বা সেই) মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহু; কিংবা তদ্ শব্দ+মাত্র। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তন্মাত্রা। ২। (সাংখ্যমতে) অমিশ্র ভূতপঞ্চক। তদ্ (তাহাই) মাত্রা যাহার, বহু। সং; ক্লী। [স্ত্রী। তন্বী দেখ।

তন্বী—কৃশাঙ্গী। তনু (কৃশ)+ঈপ্। বিণ;

তপ—১। গ্রীষ্মকাল; সূর্য্য; রৌদ্র; আতপ। তপ (দাহ করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। তাপদায়ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তপা। ৩। তপস্যা। সংস্কৃত তপঃ পদের বাঙ্গালায় বিসর্গ লোপ।

তপঃ (তপস্)—১। আচরণ। তপ+অস্ ভা। ২। তপস্যা, ধর্ম্মসাধনোদ্দেশে ক্লেশময় কর্ম্ম; চান্দ্রায়ণাদি ব্রত [তপঃ তিন প্রকার—শারীর, বাচিক ও মানসিক। দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাকে শারীর তপঃ বলে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য কথন এবং বেদাভ্যাসকে বাচিক তপঃ বলে। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মসংযম ও ভাব-সংশুদ্ধিকে মানস তপঃ বলা যায়]; ধর্ম্ম; অদৃষ্ট; লোকবিশেষ। তপ+অস্ ণ। ৩। মাঘমাস; শিশির ঋতু। সং; ক্লী।

তপঃক্লেশ—তপস্যা সাধনের কষ্ট। তপঃজনিত ক্লেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তপঃক্লেশসহ—তপস্যার কষ্টসহনক্ষম। তপঃ-ক্লেশ সহে যে এই বাক্যে উপ; তপঃক্লেশ—সহ (সহ্য করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সহা।

তপঃসাধন—তপশ্চর্য্যা, তপস্যা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

তপৎ—তপন্ দেখ।

তপতী—সূর্য্যপত্নী, ছায়া; সূর্য্যতনয়া, ছায়ার গর্ভসম্ভূতা, সংবরণ রাজার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে ইঁহার গর্ভে কুরুরাজের জন্ম হয়; দক্ষিণ ভারতবর্ষস্থ নদীবিশেষ, তাপ্তী নদী। তপৎ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তপন্ (তপৎ)—তাপদ; প্রকাশযুক্ত। তপ+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তপন্তী।

তপন—১। সূর্য্য; সূর্য্যকান্তমণি; আকন্দগাছ; গ্রীষ্মকাল; নরকবিশেষ। তপ+অন ক। সং; পু। ২। তাপজনক। বিণ; ত্রি।

তপনতনয়—সূর্য্যের পুত্র—যম, শনি, কর্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

তপনতনয়া—সূর্য্যের কন্যা, যমুনা নদী; শমী-বৃক্ষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

তপনতাপন—১। সূর্য্যকিরণ। ৬তৎ। ২। তাপপ্রদ সূর্য্য। তপন (তাপদায়ক) যে তাপন (সূর্য্য), কর্ম্মধা। সং; পু। ৩। সূর্য্যবৎ তাপদায়ক। মপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

তপনেষ্ট—সূর্য্যপ্রিয়, তাম্র। তপনের (সূর্য্যের) ইষ্ট (অভিলষিত), ৬তৎ। সং; ক্লী।

তপশ্চরণ, তপশ্চারণ—তপঃসাধন, তপস্যার অনুষ্ঠান। তপের চরণ বা চারণ (তপঃ+চরণ, চারণ), ৬তৎ। সং; ক্লী।

তপশ্চর্য্যা—তপস্যার অনুষ্ঠান, তপঃসাধন, তপস্যা। তপের চর্য্যা (তপঃ+চর্য্যা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

তপস্—তপঃ দেখ। [বৈদেশিক। সং।

তপসিল, তফসিল—বিবরণ, যাবতীয় পদ।

তপসী—কণ্টকপত্রী সামুদ্র মৎস্যবিশেষ (mango fish)। দেশজ। সং।

তপস্য—১। ফাল্গুন মাস। তপস্+য্য। সং; পু। ২। তপস্যারত। বিণ; ত্রি।

তপস্যা—তপঃসাধন, তপশ্চরণ, অরণ্যাদি বিজন স্থানে কঠোর নিয়মে দেবারাধনা; ব্রহ্মচর্য্য। তপস্ শব্দ+ক্য=তপস্য (নামধাতু), তদুত্তরে অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

তপস্বিনী—তপস্বী দেখ।

তপস্বী (তপস্বিন্)—তাপস, অরণ্যাদি বিজন স্থানে কঠোর নিয়মে দেবারাধনাকারী; ক্লেশসহিষ্ণু; ধর্ম্মপরায়ণ; অনুকম্প্য, দীন; নির্দ্দোষ। তপস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী তপস্বিনী।

তপাত্যয়—আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস, বর্ষাকাল। তপের (আতপের) অত্যয় (নাশ) হয় যাহাতে (যে কালে), বহু। সং; পু।

তপোধন—১। তপস্যারূপ ধন। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। তাপস, তপস্বী। তপঃ (তপস্যা) ধন যাহার, বহু। সং; পু।

তপোনিধি—তাপস, তপস্বী। তপঃ নিধি (শ্রে) যাহার, বহু। সং; পু।

তপোবন—পরে দেখ।

তপোবল—১। তপঃপ্রভাব, তপস্যার শক্তি, তপশ্চরণজনিত ক্ষমতা। তপঃ জনিত বল (তপঃ+বল), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। তপস্যালব্ধ-শক্তিশালী। তপঃ বল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তপোভঙ্গ—তপস্যার ব্যাঘাত। তপের ভঙ্গ (তপঃ+ভঙ্গ), ৬তৎ। সং; পু।

তপোময়—১। পরমেশ্বর, সিদ্ধপুরুষ। সং; পু। ২। তপঃপ্রধান। তপস্ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তপোময়ী।

তপোলোক—পৃথিবীর কোটি যোজন ঊর্দ্ধস্থিত ভুবনবিশেষ। তপঃ নামক যে লোক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তপোবন—তপস্যাসাধনের বন; মুনিঋষিদিগের আশ্রম। তপের বন (তপঃ+বন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

তপ্ত—তাপযুক্ত; খেদযুক্ত; উষ্ণ, গরম। তপ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তপ্তকাঞ্চন—অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণ, খাদশূন্য সোনা।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ—বিশুদ্ধ স্বর্ণতুল্য বর্ণবিশিষ্ট। তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্ণা।

তপ্তকুণ্ড—নরকবিশেষ,—এই স্থানে সর্ব্বদা অগ্নিতাপে দগ্ধ হইতে হয়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [অসহ্য। সং; পু।

তপ্তকুম্ভ—নরকবিশেষ,—এই নরক তপ্তকুণ্ডবৎ

তপ্তকৃচ্ছ্র—প্রায়শ্চিত্তবিশেষ; ব্রতবিশেষ, এই ব্রতে প্রতি তিন দিন কেবল বায়ুতপ্ত দুগ্ধ, ঘৃত ও জল খাইতে হয়। তপ্তদ্বারা কৃচ্ছ্র, ৩তৎ। সং; পু।

তপ্তবালুক—নরকবিশেষ। তপ্তা বালুকা যে স্থানে, বহু। সং; পু।

তপ্পন—তর্পণ শব্দের অপভ্রংশ। গ্রাম্য।

তফসিল—তপসিল দেখ।

তফাৎ—অন্তর, ব্যবধান। বৈদেশিক। সং।

তফিল, তবিল—কোষ,মজুত টাকা। বৈদেশিক 'তহবীল' শব্দের অপভ্রংশ। সং।

তবলদার—কাষ্ঠচ্ছেদক,যে কাঠ কাটে বা চিরে। দেশজ। সং।

তবলা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, তবলমৃদঙ্গ; এই যন্ত্রের ডাইনা ও বাঁয়া এই দুই অংশ। বৈদেশিক।

তম—১। অন্ধকার। তম+অল্ ক। সং; ক্লী। ২। রাহু। সং; পু বা ক্লী। ৩। তমোগুণ। তম+অস্ ণ। সং; পু। ৪। ক্লান্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তমা। ৫। (ব্যাকরণে) বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবোধক তদ্ধিত প্রত্যয়।

তমঃ (তমস্)—অন্ধকার, গুণবিশেষ, ইহা প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, এই গুণের প্রাধান্য হইলে মানবের কামক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তি সমূহ প্রবল হয়; মোহ; শোক, পাপ। তম+অস্ ণ। সং; ক্লী।

তমঃস্থক—তমস্থক দেখ।

তমলুক—তাম্রলিপ্ত দেখ।

তমস—১। অন্ধকার। তম+অসচ্ ণ। সং; পু বা ক্লী। ২। কূপ। সং; পু। ৩। নগর। সং; ক্লী।

তমসা—নদীবিশেষ। এই নদীতীরেই বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম সংস্কৃত শ্লোক নির্গত হয়; অনন্তর বাল্মীকি ব্রহ্মা হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া রামায়ণ রচনা করেন। সং; স্ত্রী।

তমসাচ্ছন্ন—অন্ধকারাবৃত। তমস দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ, ত্রি। স্ত্রী তমসাচ্ছন্না।

তমস্থক, তমঃস্থক—ঋণলেখ, কর্জ্জের দলিল, খত। বৈদেশিক। সং।

তমস্বিনী—১। তমোযুক্তা। তমস্বী দেখ; তমস্বিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অন্ধকারময়ী রাত্রি। সং; স্ত্রী।

তমস্বী (তমস্বিন্)—তমোযুক্ত, অন্ধকারবিশিষ্ট। তমস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী তমস্বিনী। [আপ্। সং; স্ত্রী।

তমা—রাত্রি, রজনী। তম+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে

তমাদি—নির্দ্দিষ্ট কালগত। বৈদে। সং।

তমাম, তামাম—সমস্ত, সমুদায়, বেলকুল। বৈদেশিক। বিণ।

তমাল—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ; তিলক; খড়্গ। তম+কালন্ ক। সং; পু।

তমালক—১। তমাল বৃক্ষ; তেজপাত; শুষুনি শাক। তমাল শব্দ+কণ্। সং; পু। ২। তমালপত্র। সং; ক্লী।

তমালপত্র—১। তমালগাছের পাতা। ৬তৎ। ২। তিলক, ফোঁটা, টিপ। সং; ক্লী।

তমালিকা, তমালিনী—তমলুক। তমাল শব্দ+ষ্ণিক+আপ্। পক্ষান্তরে তমাল+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তমি, তমী—রজনী, রাত্রি। তম+ই ণ। সং; স্ত্রী।

তমিস্র—১। ঘোর অন্ধকার; অন্ধতমস; ক্রোধ; অজ্ঞান। তমস্ শব্দ+র। সং; ক্লী। ১। তমোযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তমিস্রা।

তমিস্রপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

তমিস্রা—১। তমোযুক্তা। তমিস্র দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অন্ধকারময়ী রাত্রি; অমাবস্যার রাত্রি; নিবিড় অন্ধকার। সং; স্ত্রী।

তমী—তমি দেখ।

তমু—তবু, তথাপি। গ্রা, ক।

তমোগুণ—প্রকৃতির তৃতীয় গুণ। তমঃ দেখ; তমঃই যে গুণ, কর্ম্মধা। সং; পু।

তমোঘ্ন—১। তমোনাশক, তমঃ নাশ করে যে, উপ; তমস্—হন (নাশ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তমোঘ্নী। ২। সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি; প্রদীপ; জ্ঞান। সং; পু।

তমোজ্যোতিঃ (—তিস্)—খদ্যোত, জোনাকি। তমসি (অন্ধকারে) জ্যোতিঃ হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

তমোনুৎ (—নুদ), তমোনুদ—১। অন্ধকারনাশক; অজ্ঞাননাশক। উপ; তমস্—নুদ+ক্বিপ্, ক ক। বিণ, ত্রি। ২। সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি; দীপ; গুরু, জ্ঞান। সং; পু।

তমোপহ—অন্ধকারনাশক; অজ্ঞাননাশক। তমস্—অপ—হন+ড ক। বিণ; ত্রি।

তমোভিৎ (—ভিদ্)—১। অন্ধকারভেদকারী। তমস্—ভিদ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। খদ্যোত, জোনাকি পোকা। সং; পু।

তমোমণি—খদ্যোত, জোনাকি। তমসএ (অন্ধকারে) মণিসদৃশ, (তমঃ+মণি), উপমিত। সং; পু।

তমোময়—তিমিরাচ্ছন্ন, অন্ধকারময়; অজ্ঞানাচ্ছন্ন। তমস্ শব্দ+ময়ট্ প্রাচুর্য্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তমোময়ী।

তমোরি—প্রদীপ; সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি। তমস্এর অরি (শত্রু) তমঃ+অরি, ৬তৎ। সং; পু।

তমোবৃৎ (—বৃধ্)—১। অজ্ঞানবদ্ধ (জীব)। বিণ; ত্রি। ২। রাক্ষস; পেচক; মার্জ্জার। তমস্—বৃধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্বিপ্। সং।

তমোহর—১। সূর্য্য; চন্দ্র। তমঃ হরণ করে যে এই অর্থে উপ, তমস্—হৃ+অন্ ক।

সং ; পু। ২। অন্ধকারনাশক ; অজ্ঞান-নাশক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তমোহরা।

তমোহা (–হন্)—অন্ধকারনাশক ; অজ্ঞান-নাশক। তমস্–হন+ক্বিপ্ ক। বিণ।

তম্বি—তর্জ্জন, ভর্ৎসনা, তিরস্কার। বৈদে। সং।

তয়, তহ—ভাঁজ বা পাট। দেশজ। সং।

তয়নাতি—বিশেষ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত প্রহরী। বৈদে। সং। [সং।

তয়ফা—নর্ত্তকীদল ; নৃত্যবিশেষ। বৈদেশিক।

তয়ার—নির্ম্মিত, প্রস্তুত। বৈদে। বিণ।

তয়ারী—রচিত ; শিক্ষিত। বৈদে। বিণ।

তর—১। পারগামী। তৃ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তরা। ২। পারগমন, নদ্যাদি পার হওয়া ; সন্তরণ ; গতি। তৃ+অল্ ভা। ৩। পথ ; উড়ুপ, ভেলা ; বৃক্ষ। তৃ+অল্ ণ। সং ; পু। ৪। দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষ-বোধক তদ্ধিত প্রত্যয়। ৫। রকম, প্রকার, ভাব ; অপেক্ষা, বিলম্ব। গ্রাম্য। সং।

তরঃ (তরস্)—১। বল ; ভেলা, মাড়। তৃ+অস্ ণ। ২। বেগ। তৃ+অস্ ভা। ৩। তীর। তৃ+অস্ র্ম। সং ; ক্লী।

তরকারি—ব্যঞ্জন, বা তাহার উপকরণ। দেশজ। সং।

তরকারী—১। রন্ধন উপযোগী শাক, মূল, সব্জী প্রভৃতি। ২। জয়ন্তী বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

তরক্ষু—বৃক, নেকড়ে বাঘ। তর (পথ)–ক্ষি (ক্ষয় করা)+ডু ক। সং ; পু।

তরঙ্গ—ঊর্ম্মি, ঢেউ ; ভঙ্গি, চুনট ; কম্প। তৃ (পার হওয়া)+অঙ্গচ্ র্ম। সং ; পু।

তরঙ্গ-চঞ্চল—১। ঊর্ম্মিবৎ চঞ্চল, ঢেউএর ন্যায় অস্থির। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ঢেউ হেতু বিচলিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তরঙ্গচঞ্চলা। [৩তৎ। সং ; ক্লী।

তরঙ্গ-তাড়ন—তরঙ্গাঘাত, ঢেউ দ্বারা প্রহার।

তরঙ্গ-ভঙ্গ—ঊর্ম্মিরচনা ; ঢেউউঠা ; ঊর্ম্মিভেদ। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

তরঙ্গমালা—লহরীপরম্পরা, ঢেউসকল। ৬তৎ।

তরঙ্গাকুল—ঊর্ম্মি দ্বারা ব্যাকুল, ঢেউহেতু অস্থির। তরঙ্গ দ্বারা আকুল, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তরঙ্গাকুলা।

তরঙ্গাভিঘাত—তরঙ্গতাড়ন। তরঙ্গ দ্বারা অভি-ঘাত, ৩তৎ। সং ; পু।

তরঙ্গায়িত—ঊর্ম্মিযুক্ত, তরঙ্গবিশিষ্ট। তরঙ্গায় নামধাতু+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

তরঙ্গিণী—নদী। তরঙ্গ শব্দ (ঢেউ)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

তরঙ্গিত—চঞ্চল ; তরঙ্গযুক্ত ; ভঙ্গিযুক্ত। তরঙ্গ +ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তরঙ্গিতা।

তরঙ্গোচ্ছ্বাস—ঊর্ম্মির স্ফীতি, ঢেউ ফুলিয়া উঠা। তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, ৬তৎ। সং ; পু।

তরজা—তর্জ্জা দেখ।

তরণ—১। পারগমন, নদ্যাদি পার হওন ; প্লবন ; গমন। তৃ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। ডোঙ্গা ; ভেলা, মাড়। তৃ+অন ণ। সং ; পু।

তরণি—১। নৌকা। সং ; স্ত্রী। ২। সূর্য্য ; কিরণ। তৃ+অনি ক। ৩। ভেলক, ভেলা। তৃ+অনি ণ। সং ; পু বা স্ত্রী।

তরণী—নৌকা ; ভেলা, মাড়। তৃ+অনি ণ+ ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

তরণ্ড—১। ভেলক, ভেলা, মাড় ; নৌকা ; বড়িশ সূত্রবদ্ধ কাতা। তৃ+অণ্ডচ্ ণ। সং ; পু বা ক্লী। ২। দেশবিশেষ। সং ; পু।

তরতম—ন্যূনাধিক, কমবেশী। দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তরতমা।

তরপণ্য—পারগমনের ভাড়া, খেয়ার কড়ি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তরফ—পার্শ্ব, দিক্, ধার, সীমা ; পক্ষ ; ভূসম্পত্তি, তালুক, মহাল। বৈদেশিক। সং

তরফদার—পক্ষাবলম্বী, দলের লোক ; পক্ষপাতী জন ; ভূম্যধিকারী, জমিদার বা তালুকদার ; পদবীবিশেষ। বৈদে। সং।

তরমাণ—যে পার হইতেছে এরূপ ; পার হওয়া যাহার স্বভাব। তৃ+শতৃ ক (তাচ্ছীল্যার্থে শতৃ স্থানে শান)। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–মাণা।

তরমুজ, তরমুজ—ফলবিশেষ। সং ; ক্লী।

তরল—১। হারমধ্যমণি, গলার ধুকধুকি। সং ; পু। ২। চঞ্চল ; কম্পমান ; দ্রব ; জলবৎ ; লম্পট, কামুক। তৃ+অল ক। বিণ ; ত্রি।

তরলতা, –ত্ব—জলবত্ত্ব, দ্রবত্ব ; চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য, কামুকতা, লাম্পট্য। তরল+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

তরলত্রিপদী—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ। সং ; স্ত্রী।

তরলত্ব—তরলতা দেখ।

তরলপয়ার—ছন্দঃ দেখ।

তরল-প্রকৃতি—১। চঞ্চলস্বভাব। তরলা যে প্রকৃতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। চঞ্চল-স্বভাববিশিষ্ট। তরলা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তরল-মতি—১। চঞ্চল-বুদ্ধি। তরলা যে মতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। চঞ্চল-বুদ্ধিবিশিষ্ট। তরলা মতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তরললোচনা—চপলনয়না, বামনয়না ; হরিণাক্ষী। তরল লোচন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

তরলা—১। কম্পমানা ; চপলা, চঞ্চলা। তরল +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অন্নমণ্ড। সং ; স্ত্রী।

তরবার—তরবারি। তর–ণিজন্ত বৃ (–বারি) +বণ্ ক। সং ; পু।

তরবারি—অসি, খড়্গ, তরওয়াল। তরকে (সমাগত বিপক্ষবলকে) বারণ করে যে, উপ ; তর–ণিজন্ত বৃ+ইন্ ক। সং ; পু।

তরবুজ—তরমুজ ফল। পারসী। সং।

তর-বে-তর—নানাবিধ। দেশজ। বিণ।

তরশু—তৃতীয় দিবসে। দেশজ। ব্য।

তরস্—তরঃ দেখ।

তরস—মাংস। তরস্+অ। সং ; ক্লী।

তরসা—শীঘ্র। তৃ+অসচ্ ণ। ব্য।

তরসি—বলপূর্ব্বক ; সবেগে। প্রা, ক।

তরস্ত—দ্রুত। গ্রাম্য। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তরস্বিনী—বেগবতী ; বলশালিনী। তরস্বী দেখ। তরস্বিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তরস্বী (তরস্বিন্)—১। বেগবান্ ; বলিষ্ঠ। তরস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী তরস্বিনী। ২। বায়ু ; গরুড়। সং ; পু।

তরা—১। শীঘ্রতা। ত্বরা শব্দের অপভ্রংশ। ২। স্থল, ডাঙ্গা, চর বা চড়া ; অগভীর জল। প্রাদেশিক। সং। ৩। উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া ; ত্রাণ পাওয়া। দেশজ। ক্রি।

তরাই—পার করি ; ত্রাণ করি। দেশজ। ক্রি।

তরাগতি—শীঘ্রগমনে, ঝটিতি। প্রা, ক।

তরাজু—ওজন করিবার দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তি। বৈদেশিক। সং।

তরান—পার করা ; ত্রাণ করা। দেশজ। ক্রি।

তরাল—তরবারি। সং।

তরাবারে—তরাইতে, পার করিতে, ত্রাণ করিতে। ক, প্র। ক্রি।

তরাস—ভয়, ডর। ত্রাস শব্দের অপভ্রংশ।

তরাসি—ত্রাসযুক্ত, ভীত, চকিত। প্রা, ক। বিণ।

তরি—১। নৌকা। তৃ (পার হওয়া)+ই ণ। সং ; স্ত্রী। ২। উত্তীর্ণ হই, পার পাই, ত্রাণ পাই। ক, প্র। ক্রি।

তরিকা—নৌকা, ডিঙ্গী। তরী+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী। [পালন। বৈদেশিক। সং।

তরিবৎ—শিক্ষা, উপদেশ ; কায়দা ; শিষ্টতা,

তরী—নৌকা। তৃ (পার হওয়া, ইত্যাদি) +ই ণ+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

তরু—বৃক্ষ। তৃ (পার হওয়া)+উ ক, ণ, বা অপা। সং ; পু।

তরুণ—১। নূতন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তরুণী। ২। যুবক। তৃ+উনন্ ক। সং ; পু।

তরুণিম—তারুণ্য, যৌবন। তরুণিমা পদের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

তরুণিমা (–মন্)—নূতনত্ব, নবীনত্ব, যুবকত্ব, যৌবন। তরুণ+ইমন্ ভাবার্থে। সং ; পু।

তরুণী—নবীনা, যুবতী। তরুণ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

তরু দত্ত—ইনি কলিকাতা রামবাগানের দত্ত-বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা। জন্ম ১৮৫৬ খৃঃ। পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী অরুর সহিত ১৮৬৯ খৃঃ বিদ্যাশিক্ষার্থে

ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে ইংরাজি ও ফ্রান্সে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তরু এইখানে আসিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং স্থানীয় সাময়িক পত্রিকায় আপনার রচিত ইংরাজী পদ্যাদি প্রকাশিত করেন। ফরাসী গ্রন্থ হইতে যে সকল গীতি কাব্য ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন, সেগুলি A sheaf gleaned from French Fields নাম দিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যক্ষ্মারোগে অরুর মৃত্যু হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট এই রোগে তরুরও দেহত্যাগ ঘটে। ইঁহারা উভয়েই অবিবাহিতা এবং মাতাপিতার ন্যায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। তরু অতি অল্প বয়সেই বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ভারতের বিদ্বজ্জন-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। De journal de Midlle. D, Anvers নামক একখানি উপন্যাস ইনি ফরাসী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার জীবিতকালে সেখানি মুদ্রিত হয় নাই। ইঁহার পিতা ও মাতা ইঁহার মৃত্যুর পর পরলোক গমন করেন।

তরুমৃগ—বানর। তরুতে ভ্রমণকারী মৃগ (পশু), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

তরুরাগ—নবপল্লব। তরুতে রাগ (দীপ্তি) হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

তরুরাজ—বৃক্ষশ্রেষ্ঠ ; তালগাছ। তরুদিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

তরুরুহ—এক বৃক্ষে জাত অন্য বৃক্ষ, পরগাছা। তরু (বৃক্ষ)—রুহ (জন্মা) + ক ক। সং ; পু। স্ত্রী, —রুহা।

তরুলতা—উদ্যানজাত বর্ষায়ুঃ লতাবিশেষ, ইহার পাতা বিচ্ছিন্ন, পুষ্প রক্তবর্ণ ; বৃক্ষবল্লরী, গাড়াগাছ ও লতানিয়া গাছ। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

তরুবর—বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, বৃহৎ বৃক্ষ, বড় গাছ। তরু + বর শ্রেষ্ঠার্থে। সং ; পু।

তরুবল্লী—তরুরুহা, যে লতা তরু অবলম্বনে অবস্থিতি করে। তরুশ্রিতা লতা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

তরুবিলাসিনী—নবমল্লিকা। সং ; স্ত্রী।

তরুসার—কর্পূর। ৬তৎ। সং ; পু।

তরে—নিমিত্ত, জন্যে।

তরোয়াল—তরবারি, খড়্গ। দেশজ। সং।

তর্ক—১। বাক্‌বিতণ্ডা, বাদানুবাদ ; বিচার ; আশঙ্কা ; উৎপ্রেক্ষা। তর্ক + অল্‌ ভা। ২। ন্যায়শাস্ত্র ; হেতু, যুক্তি। তর্ক + অল্‌ ণ। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তর্কিকা।

তর্কক—তর্ককারক ; যাচক। তর্ক + ণক ক।

তর্কজাল—১। তর্কসমূহ। ৬তৎ। ২। কূট তর্ক। তর্ক জালসদৃশ, উপমিত। সং ; স্ত্রী।

তর্কবিতর্ক—বাদানুবাদ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

তর্কশাস্ত্র—ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—এই খণ্ড চতুষ্টয়াত্মক শাস্ত্র। তর্ক-প্রতিপাদক শাস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

তর্কাভাস—অকিঞ্চিৎকর তর্ক। তর্কের আভাস (ঈষৎ সত্তা) আছে যাহাতে, বহু। সং।

তর্কিণী—তর্কী দেখ।

তর্কিত—সম্ভাবিত ; বিচারিত ; উৎপ্রেক্ষিত ; অনুমিত। তর্ক + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তর্কী (তর্কিন্)—১। তর্ককারী। তর্ক + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী তর্কিণী। ২। তর্কবিদ্যাবিৎ, নৈয়ায়িক। সং।

তর্কু—সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্রবিশেষ, টেকো। কৃত (ছেদন) + উ ণ, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

তর্কুলাসক—সূত্রনির্ম্মাণার্থ ব্যবহৃত চরকাবন্ধ। তর্কু—ণিজন্ত লস + ণক ক। সং ; পু।

তর্জন—ভর্ৎসন ; ভয়প্রদর্শন ; আস্ফালন ; রোষ, ক্রোধ। তর্জ + অনট্‌ ভা। সং ; স্ত্রী।

তর্জনগর্জন—রোষ সহকৃত গম্ভীর শব্দ বা চীৎকার। তর্জনযুক্ত গর্জন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী [ণ + ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

তর্জনী—অঙ্গুষ্ঠের পরের অঙ্গুলি। তর্জ + অনট্‌

তর্জ্জমা—অনুবাদ, ভাষান্তর। বৈদেশিক। সং

তর্জ্জা, তরজা—সঙ্গীতবিশেষ। ইহা কবির গানেরই এক অঙ্গ। দুই ব্যক্তি পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া নানাবিধ পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে ছড়ার আকারে তর্জ্জা গান করে, এই গানের সহিত ঢোলের সঙ্গত চলিতে থাকে, শ্লোকবিশেষ। দেশজ। সং

তর্জ্জিত—তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত ; বিতাড়িত। তর্জ + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তর্জিতা।

তর্ণ, তর্ণক—সদ্যোজাত শিশু, বাছুর। তৃণ (ভক্ষণ করা) + অন্‌, ণক ক। সং, পু।

তর্ত্তব—ক্রম, একোত্তর সংখ্যা। বৈদে। সং

তর্তিব ওয়ারি—সংখ্যানুগত। বিণ।

তর্পণ—১। তৃপ্তি, সন্তোষ। তৃপ (প্রীত হওয়া) + অনট্‌ ভা। ২। প্রীণন, প্রীতকরণ ; রক্ষণ। ণিজন্ত তৃপ অর্থাৎ তর্পি (প্রীত করা) + অনট্‌ ভা। ৩। পিতৃযজ্ঞ, পূর্ব্বপুরুষগণের এবং দেব ও দেবকল্পদিগের প্রীত্যর্থে উদকদানব্যাপার [পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে প্রত্যহ তর্পণ করিতে হয়। সমগ্র তর্পণে অশক্ত বা অবসরাভাব হইলে সংক্ষিপ্ত তর্পণ করা বিধেয়। "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দানকে সংক্ষিপ্ত তর্পণ বলে। প্রেতপক্ষে (ভাদ্রী কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত) তিলতর্পণ ও শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক ; পিতা জীবিত থাকিলে তিলতর্পণ করিতে নাই]। ণিজন্ত তৃপ + অনট্‌ ণ। সং ; স্ত্রী। ৪। তৃপ্তিজনক ; সুখকর। ণিজন্ত তৃপ + অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তর্পণা।

তর্পিত—সন্তোষিত। ণিজন্ত তৃপ (—তর্পি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তর্পিতা।

তর্পী (তর্পিন্)—তৃপ্তিকারক ; তর্পণকারী। ণিজন্ত তৃপ (তর্প) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী তর্পিণী। [স্ত্রী।

তর্ম্ম—যূপের অগ্রভাগ। তৃ + মন্‌ ক। সং ;

তর্ম্মিম—সংশোধন। বৈদেশিক। সং।

তর্ষ—তৃষ্ণা, পিপাসা ; অভিপ্রায়, ইচ্ছা। তৃষ (তৃষ্ণার্ত্ত হওয়া) + অল্‌ ভা। সং ; পু।

তর্ষণ—পিপাসা ; অভিলাষ। তৃষ + অনট্‌ ভা। সং ; স্ত্রী।

তর্ষিত—তৃষ্ণার্ত্ত, পিপাসিত। ণিজন্ত তৃষ বা তর্ষি (তৃষ্ণার্ত্ত করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তর্হি—তখন ; তবে। তদ্‌ শব্দ + র্হি। ব্য।

তল—১। অধোভাগ, তলা ; স্বরূপ ; পাতাল ; তেলো ; চালি ; উপরিভাগ ; পৃষ্ঠদেশ। তল + অন্‌ ক। সং ; পু বা স্ত্রী। ২। করতল, চপেট, চড় ; অঙ্গুল্যাদির মুষ্টি ; তালগাছ। সং ; পু।

তলত্র—চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা। তল (করতল) ত্রাণ করে যে, উপ ; তল—ত্রৈ (ত্রাণ করা) + ড ক। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

তলধ্বনি—করতলের শব্দ, হাততালি। ৬তৎ।

তলপ—১। তলব, আহ্বান ; বেগ ; কড়াভাব। বৈদেশিক। সং। ২। শয্যা, বিছানা। তল্প শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

তলপই—আস্থর হয়। প্রা, ক। ক্রি।

তলপ্রহার—চপেটাঘাত, চড় মারা। ৩তৎ। সং ; পু। ৬তৎ। সং ; পু।

তলভেদ—তলদেশে ছিদ্র করা। তলের ভেদ,

তলয়ার, তলোয়ার—খড়্গ। সং।

তলযুদ্ধ—চপেটাঘাত সহকারে যুদ্ধ ; চড়াচড়ি। ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

তললোক—ভূমির নিম্নস্থিত লোক, পাতালবাসী ; নাগলোক। ৭মী কর্ম্মধা। সং।

তলব—আমন্ত্রণ, আহ্বান ; আদালতের ডাক ; আজ্ঞা, আদেশ ; চাওয়া, তাগাদা ; কিস্তি, দফা ; বেতন, মাহিয়ানা ; বেগ ; ঝাঁজ, উগ্রতা, কড়া ভাব। বৈদেশিক। প্রা, ক।

তলবানা—তলব দেওয়ার মাশুল। বৈদেশিক।

তলবার—তলওয়ার, খড়্গ ; চামাটী ; খাপ। তল—ণিজন্ত বৃ + অণ্‌ ক। সং ; পু।

তলবারণ—জ্যাঘাতবারণার্থ হস্ততলবদ্ধ চর্ম্মবিশেষ, চামাটি ; তরবারি, তরওয়াল ; খাপ। তল (করতল)—ণিজন্ত বৃ (—বারি) + অন ক। সং ; স্ত্রী।

তলা—নিম্নভাগ ; গৃহতল। দেশজ।

তলা-চৌয়া—নির্ধন। বিণ। [ক্লী।

তলাতল—সপ্তপাতালের চতুর্থ পাতাল। সং ;

তলান—তলে গিয়া পড়া। দেশজ। ক্রি।

তলানি—তলের জল, আবিল জল। দেশজ। সং।

তলাভিঘাত—করতল দ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত। তলদ্বারা অভিঘাত, ৩তৎ। সং ; পু।

তলা-রসা—সচ্ছল অবস্থাপন্ন, ধনী। বিণ।

তলিত—১। তলবিশিষ্ট। তল শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তলিতা। ২। ভাজা মাংস। সং ; ক্লী।

তলিম—কুট্টিম, পাকা মেজে ; তল্প, শয্যা ; চন্দ্রহাস, খড়্গ ; চাঁদোয়া। তল+ইমণ। সং ; ক্লী।

তলী—অধোদেশ ; সংলগ্ন দেশ। সং।

তলুন—যুবা ; পবন। তৃ+উন ক। সং ; পু। স্ত্রী তলুনী।

তলোদরী—কৃশোদরী, ভার্য্যা। তলের (মধ্যদেশের) ন্যায় উদর যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী। [বহু। সং ; স্ত্রী।

তলোদা—নদী। তলে উদ (জল) যাহার,

তল্প—অট্টালিকা ; শয্যা ; ভার্য্যা। তল (উন্নত হওয়া)+প প্র। সং ; পু বা ক্লী।

তল্পক—শয্যাসংস্কারক ভৃত্য, ফরাস। তল্প (শয্যা)–কৃ+ড ক। সং ; পু।

তল্পকীট—মৎকুণ, ছারপোকা। তল্প-স্থিত কীট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

তল্লা—তড়্পা, মোটা আটি ; মোট, বোঝা। প্রাদেশিক। সং।

তল্লা-তল্লি—মোট পুঁটুলি, যাত্রীর সঙ্গীয় জিনিষপত্র। (bag and baggage)। প্রাদেশিক। সং। [প্রাদেশিক। সং।

তল্লি, তল্লী—ঝোলা ; পুঁটুলি ; ছোট মোট।

তল্লিদার—তল্লিবাহক, যাত্রীর মোটবাহক অনুচর। প্রাদেশিক। সং।

তল্লী—তল্লি দেখ।

তল্ল—জলাশয়, নিপান ; গর্ত্ত। তল (প্রতিষ্ঠা, গতি ইত্যাদি)+ল প্র। সং ; ক্লী।

তল্লাট—প্রদেশ, নিকটবর্ত্তী স্থান। দেশজ। সং।

তল্লাশ, তল্লাস—অনুসন্ধান, খোঁজ। বৈদেশিক। সং। [আপ্। সং ; স্ত্রী।

তল্লিকা—তালি ; কুঞ্চিকা। তল্লী+কণ্+

তল্লী—বরুণপত্নী ; যুবতী ; নৌকা। তদ্-লস (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

তবকার—সামবেদের শাখাবিশেষ। সং ; পু।

তব—১। তোমার, আপনার। সংস্কৃত পদ। ২। তবু, তথাপি ; তখন। প্রা, ক।

তবক—১। তোমার, আপনার। তব+কণ্ স্বার্থে। বিণ। ২। স্তর, থাক। স্তবক শব্দের অপভ্রংশ। ৩। সোণারূপার মিহি পাত ; তোমর, বন্দুক। বৈদেশিক। সং।

তবকী—তবকধারী, বন্দুকধারী। বৈদে। সং।

তবধরি—তদবধি, সেই হইতে। প্রা, ক।

তবরক—কারুকার্য্য শোভিত, বাহারে। প্রা, ক।

তবহি—তখনই। প্রা, ক। [ক।

তবহু, তবহুঁ—তখনও ; তবু, তথাপি। প্রা,

তবিয়ৎ—মেজাজ, দেহস্বাস্থ্য। বৈদেশিক। সং।

তবিল—কোষ, মজুদ টাকা। তহিল দেখ। সং।

তবিলদার—কোষাধ্যক্ষ। সং।

তবিলদারি—কোষাধ্যক্ষের কাজ। সং।

তবু—তথাপি।

তবে—তাহা হইলে ; তখন। দেশজ। ব্য।

তষ্ট—কৃশীকৃত, যাহা চাঁচা হইয়াছে এরূপ। তক্ষ (কৃশ করা)+ক্ত প্র। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তষ্টা। [বিণ ; স্ত্রী।

তষ্টা—কৃশীকৃতা। তষ্ট দেখ। তষ্ট+আপ্

তষ্টা (তষ্টৃ)—সূত্রধর ; বিশ্বকর্ম্মা ; সূর্য্যবিশেষ তক্ষ+তৃন্ ক। সং ; পু।

তষ্টীদার,—রাম—যাহারা শ্রাদ্ধবাটীতে অনাহূত আসিয়া ঘটী প্রভৃতি বাজায়। দেশজ।

তসদিক—সত্য প্রমাণ। বৈদে। সং।

তসর—গুটিপোকা-সূত্র, ক্ষৌম সূত্র। এই সূত্র মালদহ, আসাম, বহরমপুর প্রভৃতি নানা স্থানে বিভিন্ন পোকার দ্বারা নানা রূপ হয়। এই সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রকে তসর বলিয়া থাকে। সং ; পু।

তসরূপ—ক্ষতি। বৈদেশিক।

তসলা—নালী, ফুকর ; ভড়কা বা ডিস্ ; সূপকাষ্ঠ। বৈদে। সং। [শিক। সং।

তসলিম—অভিবাদন, নমস্কার, প্রণাম। বৈদে-

তসলিমাৎ—বহু তসলিম, নমস্কারসকল। তসলিম শব্দের বহুবচন।

তসবি, তসবী—মুসলমানী জপমালা। বৈদেশিক। সং। [বৈদেশিক।

তসবির, তসবীর—আলেখ্য, চিত্র, ছবি।

তসিল, তসীল—খাজানা আদায় ; জোর তাগাদা, তলব ; পীড়ন। বৈদে। সং। [প্রা, ক।

তস্থ—তাহার। সংস্কৃত তস্য পদের অপভ্রংশ।

তস্কর—চোর। তদ্ (সেই, অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম্ম) কৃ (করা)+ট ক। সং ; পু।

তস্করতা—চৌর্য্য, স্তেয়কার্য্য ; অপহরণ। তস্কর+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

তস্করী—স্ত্রী চোর ; কোপনা নারী। তস্কর দেখ। তস্কর+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

তস্থিবান্ (- বস্)—স্থিতিমান্, স্থিত। স্থা (থাকা)+শতৃ স্থানে কস্থ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী তস্থুষী।

তস্থুষী—তস্থিবান্ দেখ। [সর্ব্ব।

তস্য—তাহার। সংস্কৃত তদ্ শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত পদ।

তহখরচ—বাজে খরচ। সং।

তহখানা—মাটির নীচের ঘর। বৈদে। সং।

তহবিল—কোষ, মজুদ টাকা। বৈদে। সং।

তহবির—লেখন, অঙ্কের জন্য লেখন-বেতন। বৈদে। সং।

তহশীল—রাজস্ব-সংগ্রহ, প্রজাদের নিকট খাজানা আদায় ; পাওনা টাকার তাগাদা। বৈদেশিক। সং।

তহশীলদার—রাজস্ব সংগ্রাহক, প্রজাদের নিকট খাজানা আদায়কারী কর্ম্মচারী। সং।

তহি, তঁহি, তাই—তাহাতে ; তথায়, সেখানে ; তাই, সেইজন্য ; তখন ; তাহার উপর, অধিকন্তু। প্রা, ক।

তহিক—তাহার। প্রা, ক।

তহু, তহুঁ—তাহার ; তাহাতে। প্রা, ক।

তহি—অতএব। প্রা, ক।

তা—১। তাহা, সে। গ্রাম্য। ক, প্র। ২। তাপ শব্দের সংক্ষেপ ; পক্ষীর অণ্ডের উপর বসিয়া তাপ প্রদান। ৩। তার, তারমোড়া। ৪। পট্টাকার খণ্ড। সং।

তাইন—নিয়োগ, নিশ্চয় ; মুদ্দৎ ; সীমা ; ঠিকঠিকানা। বৈদেশিক।

তাইস—তর্জ্জন, ভর্ৎসনা ; ধমক ; শাসন। বৈদেশিক। সং।

তাউই, তাওই—ভাই বা বোনের শ্বশুর। সং।

তাওয়া—১। লৌহময় ভর্জ্জনপাত্র, চাটু। দেশজ। ২। বড় কলিকায় সাজা তামাকের উপরিস্থ চাকতি। বৈদেশিক। সং।

তাওয়ান—তাপ প্রয়োগ করা ; উত্তেজিত করা। দেশজ ক্রিয়া। [গ্রাম্য। ক্রি।

তাওড়ান, তাগরান—ধরা, সামাই খাওয়া।

তাংস—প্রভাব, ফল, শাস্তি। বৈদে। সং।

তাঁত—১। তন্ত্র শব্দের অপভ্রংশ। ২। কাপড় বুনিবার যন্ত্র,–তন্ত্র শব্দের অপভ্রংশ।

তাঁতি, তাঁতী—তন্তুবায়জাতি। দেশজ। স্ত্রী তাঁতিনী।

তাঁতিয়া তোপী—তান্তিয়াতোপী দেখ।

তাঁবে—অধীনে। বৈদেশিক।

তাঁবেদার—অধীন ব্যক্তি ; ভৃত্য। বৈদে। সং।

তাঁবু—পটবাস। সং।

তাঁবেদারি, -রী—অধীনতা, আনুগত্য ; সেবকত্ব, ভৃত্যত্ব। বৈদেশিক। সং।

তাঁহা, তাঁহি—তথায়, সেখানে। প্রা, ক।

তাক—১। ভিত্তিলগ্ন কাষ্ঠময় দ্রব্যাধার ; নিশানা ; লক্ষ্য ; নজর, দৃষ্টি। বৈদেশিক। ২। অনুমান, আন্দাজ। দেশজ। সং। ৩। তাহার। প্রা, ক। ৪। অদ্বিতীয় ; আশ্চর্য্য। দেশজ।

তাকৎ—শক্তি, বল, জোর, সামর্থ্য, ক্ষমতা। বৈদেশিক। সং। [সং।

তাকতথি—শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগ।

তাকা—১। লক্ষ্য করা ; অনুমান করা। ২। চাহিয়া দেখ, চা। দেশজ। ক্রি।

তাকাদা, তাগাদা—১। পাওনা টাকা প্রভৃতি

চাওয়া, তলব। বৈদেশিক। সং। ২। শীঘ্র, সত্বর, তাড়াতাড়ি। প্রাদেশিক।

তাকান—চাওয়া, চাহিয়া দেখা, দৃষ্টিপাত করা। দেশজ। ক্রি।

তাকাবী, তাগাবী—কৃষি-প্রজাকে প্রদত্ত সরকারী ঋণ। বৈদেশিক। সং। [সং।

তাকিদ—স্মারক, আদেশ, বলপ্রয়োগ। বৈদে।

তাকিয়া—ঠেস দিবার মোটা বালিশ। বৈদে।

তাকুড়—সূতা কাটিবার লৌহ কিংবা বংশ শলা; এই শলার নিম্ন প্রান্তে ভারী চাক্তি বা বাঁটুল থাকে, উপর প্রান্তে নাকী থাকে। দেশজ। সং। [সং।

তাকুৎ—নিয়ম-পালন, স্বাস্থ্যবিধিপালন। গ্রাম্য।

তাগা—ডোর, ঠাকুরের নামে বাহুতে ধৃত সূত্র; স্বর্ণাদি ধাতুর বাহু-বলয়, অনন্ত। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

তাগাড়—যে গর্ত্তে চূণ শুরকি মিশান হয়।

তাগাদা—তাকাদা দেখ।

তাগাবী—তাকাবী দেখ।

তাগী (তগী)—মাছ ধরিবার সূতা; সরু বাটালী। দেশজ। সং।

তাচ্ছলা—তাচ্ছীল্য, অবহেলা, অনাদর; অবজ্ঞা, অযত্ন, উপেক্ষা। দেশজ। সং।

তাচ্ছীল্য—১। তৎস্বভাবতা। তচ্ছীল শব্দ+ ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী। ২। অশ্রদ্ধা, অনাদর, অবহেলা, উপেক্ষা, অযত্ন। দেশজ।

তাজ—শিরস্ক, কিরীট, মুকুট; মস্তকাবরণ, টুপী। বৈদেশিক। সং।

তাজা—সজীব, নূতন, টাট্‌কা। বিণ।

তাজনি—তর্জ্জন, ধমক, তাইস, ভৎর্সনা। গ্রাম্য। প্রা, ক। সং।

তাজবিবি—ইনি ভারতের মোগল-সম্রাট্ শাহজাহাঁর প্রিয়তমা মহিষী। ইঁহার প্রকৃত নাম মমতাজমহল; অন্ততঃ ইতিহাসে এই নামই প্রসিদ্ধ। ইঁহারই সমাধির নিমিত্ত শাহজাহাঁ তাজমহল-নামক ভুবনবিখ্যাত সৌধ নির্ম্মাণ করেন। (মমতাজমহল দেখ)।

তাজমহল—সুপ্রসিদ্ধ আগ্রানগরীস্থিত ভারতের মোগলসম্রাট্ শাহজাহাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের সমাধি-মন্দির। শাহজাহাঁ নিজেও তথায় সমাহিত হন। তাজমহলের ন্যায় সুদৃশ্য, মনোরম সৌধ ভূমণ্ডলে আর নাই। শ্বেত প্রস্তরই প্রধানতঃ ইহার নির্ম্মাণের উপাদান। তোরণ দ্বার লোহিতবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। তাজসৌধটী উপরের গম্বুজ সহিত ২২০ ফিট উচ্চ। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল এরূপ যে, ইহার নিকটে দাঁড়াইলে ইহা যেন এক মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

শাহজাহাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহল একদিন মহব্বজ্জলে সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমার মৃত্যুর পরেও কি আপনি আমাকে এইরূপ ভালবাসিবেন?" তদুত্তরে বাদসাহ বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব।" মহিষীর মৃত্যুর পর বাদসাহের অনুমতিতে এই সৌধ নির্ম্মিত হয়। ১৬৩১ খৃঃ আরম্ভ হইয়া ১৬৪৮ খৃঃ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। ক্রমাগত ১৭ বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন ২০,০০০ কারিগর ইহার নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ ভারতীয় সুনিপুণ শিল্পিগণই এই বিশ্বমনোহর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির বর্ণনা বৃহৎ কাশ্যপীয় শিল্প, বৃহৎ পারাশরীয় শিল্প, বৃহৎ বাস্তুশাস্ত্র, আগস্ত্য শিল্প, সারস্বত শাস্ত্র প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাজমহল জগতে একটী অতুলনীয় দৃশ্য। জনৈক কবি ইহাকে "মর্ম্মরে রচিত কাব্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপর একজন ইহাকে "মর্ম্মরে গঠিত স্বপ্নদৃশ্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কর্ণেল স্লীম্যানের পত্নী তাজমহল দেখিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন, "যদি এইরূপ সমাধি সম্মান আমার ঘটে, তাহা হইলে আমি কালই মরিতে প্রস্তুত আছি।" বাস্তবিকই তাজমহল স্থপতিশিল্পের অননুকরণীয় আদর্শ।

তাজিয়া—কারবালা-নামক স্থানে হাসনহোসেনের যে সমাধিমন্দির আছে, তাহার প্রতিমা। মহরমের সময় শিয়া মুসলমানগণ তাজিয়া করিয়া থাকে। বৈদে। সং।

তাজী—আরব দেশীয় অশ্ববিশেষ। বৈদে। সং।

তাজ্জব, তাজ্জুব—বিস্ময়জনক, অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। বৈদেশিক। বিণ।

তাঞ্জাম—একপ্রকার সুসজ্জিত চতুর্দ্দোল বা শিবিকা। বৈদেশিক। সং।

তাঞ্জোর—মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি জেলা ও সহর। উর্ব্বরতার জন্য জেলাটি "ভারতবর্ষের উদ্যান" বলিয়া আখ্যাত। তাঞ্জোর সহর চোল রাজগণের শেষ রাজধানী। বিজয়নগরের রাজগণ প্রবল হইলে তাঞ্জোর উহাদের অধিকারে আসে, এবং উহাদের "নায়ক" রাজপ্রতিনিধির শাসনাধীন করা হয়। মদুরার "নায়ক" রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঞ্জোর শাসনকর্ত্তা স্বীয় প্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ করতঃ সম্মুখ যুদ্ধে সপুত্র প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। (১৬৭০খৃঃ)। তাঁহার একটি শিশু পুত্র রক্ষা পায় এবং মুসলমানগণের আশ্রয় ভিক্ষা করে। মুসলমানগণ তাহাদের সেনাপতি বেঙ্কজীকে সসৈন্যে প্রেরণ করিয়া শিশুকে পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। এই বেঙ্কজী সুপ্রসিদ্ধ শিবাজীর ভ্রাতা। দুই বৎসর পরে বেঙ্কজী এই শিশুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে তাঞ্জোরে মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের শেষ রাজা শরভোজী ১৭৯৯ খৃঃ সন্ধিপত্র দ্বারা ইংরাজকে তাঞ্জোরের রাজ্য দান করেন, এবং তদ্বিনিময়ে রাজস্বের এক পঞ্চমাংশ, দুর্গটি, এবং কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৩২ খৃঃ রাজার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র শিবাজী রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৫ খৃঃ তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, সমস্ত রাজ্যটি ইংরাজের হস্তগত হয়। ১৭৮১ খৃঃ ইংরাজ ওলন্দাজগণের হস্ত হইতে নেগাপত্তন কাড়িয়া লন। জেলার অধিবাসিগণ মধ্যে শতকরা ৯১ জন হিন্দু। সহরস্থিত সুবৃহৎ ও সুকারুকার্য্য-সমন্বিত বৃহদ্বীশ্বর নামক শিবের মন্দির জগদ্বিখ্যাত। মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, ইহার চত্বরে যে সকল খোদিত মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ই শিব-সম্বন্ধীয়, এবং গোপুরসমূহে যে সকল মূর্ত্তি খোদিত তৎসমুদয় বিষ্ণুলীলা বিষয়ক। মন্দিরটি কাঞ্চীরাজ কদুভট্টির চোলম কর্ত্তৃক ১৪শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাটক—তাড়ঙ্ক (তাহা দেখ)। তট (দীপ্তি পাওয়া)+অঙ্ক, ক। সং; পু।

তাটস্থ্য—ঔদাসীন্য; নৈকট্য। তটস্থ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

তাড়—১। আঘাত; ধ্বনি। তড় (তাড়না করা) +ঘঞ্ ভা। ২। তালগাছ। তড়+ঘঞ্ ক। সং; পু। ৩। সেকালের করাভরণ-বিশেষ। প্রা, ক। সং।

তাড়ক—তাড়নাকারী। পিঙ্গল তড়=তাড়ি (তাড়না করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তাড়িকা।

তাড়কা—এক রাক্ষসীর নাম; সুকেতু যক্ষের কন্যা। সুকেতুর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাড়কাকে সহস্র মাতঙ্গের বল প্রদান করেন। সুন্দ নামক অসুরের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে মারীচ নামক এক পুত্র জন্মে। অগস্ত্য ঋষির শাপে সুন্দের জীবনান্ত ঘটিলে, তাড়কা ও মারীচ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ঋষিবর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। অতঃপর তাড়কা অগস্ত্যের তপোবন প্রাপ্তিশূন্য করিয়া তথায় বাস করিতে এবং রাক্ষসরাজ রাবণের অনুগত থাকিয়া সর্ব্বদা যজ্ঞার্থী ঋষিদিগের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞরক্ষার্থ রামচন্দ্রকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা ইহার বধকার্য্য সাধন করেন। সং; স্ত্রী।

তাড়কারি—শ্রীরামচন্দ্র। তাড়কার অরি, ৬তৎ। সং ; পু।

তাড়কেয়—তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচ। তাড়কা+ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

তাড়ঙ্ক—কর্ণাভরণ-বিশেষ, কাণ-তড়কা। তড় (দীপ্তি পাওয়া)+অঙ্কণ্ ক। সং ; পু।

তাড়ন—প্রহার ; তর্জ্জন, ভর্ৎসন। ণিজন্ত তড় (=তাড়ি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

তাড়না—তাড়ন (সকল অর্থে)। ণিজন্ত তড় (=তাড়ি)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

তাড়নী—তাড়নদণ্ড, কোড়া ; কষা, চাবুক। ণিজন্ত তড়+অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

তাড়া—অনুসরণ, পশ্চাদ্ধাবন ; তাড়না, ভর্ৎসনা ; ধমক ; গুচ্ছ, গোছা। দেশজ। সং।

তাড়াতাড়ি—সত্বর। দেশজ। ব্য।

তাড়ান—বিতাড়িত করা, দূরীভূত করা ; তাড়না করা। দেশজ। ক্রি।

তাড়ি—১। বৃক্ষবিশেষ, তাড়িগাছ। সং ; স্ত্রী। ২। তাল বা খর্জ্জুরের মাদক রস ; তাড়া, গোছা। দেশজ। সং। ৩। তাড়না করিয়া, তাড়াইয়া। ক, প্র। ক্রি।

তাড়িত—১। আহত ; বিদ্ধ ; দূরীকৃত। তাড়ি +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তাড়িতা। ২। তড়িৎসম্বন্ধীয়, তড়িৎ-সম্ভূত, বৈদ্যুতিক। তড়িৎ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তাড়িতী। ৩। পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টির সর্ব্বত্র যে অতি সূক্ষ্ম তেজোময় পদার্থ বিদ্যমান আছে ; পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে আকর্ষণী বা বিকর্ষণী শক্তি জন্মে। তড়িৎ+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

তাড়িত-পরিচালক—যাহা বৈদ্যুতিক শক্তি দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে চালিত করে। তাড়িতের পরিচালক, ৬তৎ। সং বা বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -চালিকা।

তাড়িতবার্ত্তা—বৈদ্যুতিক সংবাদ, বিদ্যুৎসহযোগে প্রেরিত সমাচার, টেলিগ্রাম, তারের খবর। তাড়িতী বার্ত্তা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

তাড়িত-বার্ত্তাবহ—বিদ্যুৎচালিত সংবাদবাহক-যন্ত্র, টেলিগ্রাফ। বার্ত্তার বহ (বাহক)= বার্ত্তাবহ, ৬তৎ ; তাড়িত যে বার্ত্তাবহ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

তাড়িত-শকট—বিদ্যুৎপ্রভাবে চালিত গাড়ী। কর্ম্মধা। সং ; পু।

তাড়িতালোক—বৈদ্যুতিক আলোক, "ইলেক্‌ট্রিক্-লাইট্"। তাড়িত যে আলোক, কর্ম্মধা। সং ; পু।

তাড়ী—তাড়ি (সকল অর্থে)। সং।

তাড়ু—কাঠের হাতা। দেশজ। সং।

তাড্যমান—১। যাহাকে প্রহার বা শাসন করা হইতেছে এরূপ ; যাহাতে আঘাত করা হইতেছে এরূপ ; আহন্যমান ; পীড্যমান। ণিজন্ত তড়+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তাড্যমানা। ২। পটহাদি বাদ্যযন্ত্র। সং ; পু।

তাণ্ডব—১। উদ্ধত নৃত্য ; পুরুষের নৃত্য ; শিবের নৃত্য। তণ্ডু দ্বারা (নন্দি দ্বারা) কৃত এই অর্থে তণ্ডু শব্দ+ষ্ণ। ২। তৃণ-বিশেষ। সং ; পু বা ক্লী।

তাণ্ডবপ্রিয়—১। নৃত্যপ্রিয়। তাণ্ডব হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -প্রিয়া। ২। শিব। সং ; পু।

তাণ্ডবলীলা—নৃত্যলীলা। তাণ্ডবজনিত লীলা, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

তাণ্ডি—নৃত্যশাস্ত্র। তণ্ডু (নন্দী)+ষ্ণি কৃত অর্থে। সং ; ক্লী।

তাত—১। স্নেহপাত্র ; পুত্র ; পিতা ; পূজ্য ব্যক্তি। তন (বিস্তৃত করা)+ক্ত ক ; অথবা তত শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু। ২। উত্তাপ, উষ্ণতা। তাপ শব্দের অপভ্রংশ।

তাতগু—১। পিতৃহিত। তাত (পিতা) গম (যাওয়া)+ড় ক। বিণ ; ত্রি। ২। খুল্লতাত, পিতৃব্য, খুড়া, কাকা। সং ; পু।

তাততুল্য—পিতৃসম, বাপের সমান। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

তাতন—খঞ্জনপক্ষী। সং ; পু।

তাতল—১। রোগ ; পাক ; লৌহযষ্টি। সং ; পু। ২। উত্তপ্ত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তাতলা।

তাতা—তপ্ত হওয়া, গরম হওয়া ; ঝাঁজিয়া বা রাগিয়া উঠা। দেশজ। ক্রি।

তাতান—তপ্ত করা, গরম করা। দেশজ। ক্রি।

তাতি—১। পুত্র। তন্+তিপ্ ক। সং ; পু। ২। বৃদ্ধি। তন্+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

তাৎকালিক—তৎকালসম্বন্ধীয়, তৎকালভব। তৎকাল+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তাৎকালিকী।

তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় ; মর্ম্ম। তৎপর+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

তাৎপর্য্যগ্রহ—মর্ম্মাবধারণ, মর্ম্মগ্রহণ। ৬তৎ। \[সং ; পু।

তাথই, তাথৈ, তাথৈয়া—নর্ত্তনধ্বনির অনুকরণ-শব্দ। ক, প্র।

তাদর্থ্য—তদর্থতা ; তদুদ্দেশ্য ; তজ্জন্য ; তন্নিমিত্ততা। তদর্থ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

তাদবস্থ্য—তদবস্থতা, তদ্ভাবাপন্নতা। তদবস্থ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

তাদাত্ম্য—তদাত্মতা, তৎস্বরূপতা, অভেদ ; সম্বন্ধবিশেষ। তদাত্মার ভাব এই অর্থে তদাত্মন্+ষ্ণ্য। সং ; ক্লী।

তাদারক—তদারক (তাহা দেখ)।

তাদৃক্ (তাদৃশ্)—সেই প্রকার। তদ্—দৃশ (দেখা)+ক্বিপ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তাদৃক্ষ—সেই প্রকার, সেই রকম। তদ্—দৃশ (দেখা)+সক্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তাদৃশ্—তাদৃক্ দেখ।

তাদৃশ—সেই প্রকার। তদ্ শব্দ—দৃশ (দেখা) +টক্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তাদৃশী।

তান—১। বিস্তার। তন (বিস্তৃত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। গানের অঙ্গ, স্বর। তন+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

তানপুরা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ইহা বীণার ন্যায়।

তানব—তনুতা, কৃশতা, ক্ষীণতা। তনুর ভাব এই অর্থে তনু+ষ্ণ। সং ; ক্লী।

তানসেন—ভারতবর্ষের একজন অতি প্রসিদ্ধ গায়ক। আকবরের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়াছেন, সহস্র বর্ষের মধ্যে এরূপ উচ্চশ্রেণীর গায়ক দেখা যায় নাই। তানসেন প্রথমে একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ; পরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলারাজ রামচাঁদ ইঁহার সঙ্গীতপটুতাগুণে বিমুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে অতি সম্মানের সহিত আপনার সভায় রাখেন। কথিত আছে যে, তিনি ইঁহার গানে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে প্রায় কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন।

ইঁহার খ্যাতি অতি অল্পদিন মধ্যে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সম্রাট্ ইব্রাহিম শূর অনেক চেষ্টা করিয়াও ইঁহাকে আগ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার কিছুকাল পরে আকবর তানসেনের অসাধারণ গীতশক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে আনাইবার জন্য ব্যগ্র হন, এবং জলালুদ্দিন কুর্চীকে রাজা রামচাঁদের নিকট প্রেরণ করেন। রামচাঁদ আকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি সাশ্রুনয়নে তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন যে দিন প্রথম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া গান শুনান, সেই দিনই আকবর তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন।

প্রবাদ আছে যে, তানসেন প্রথম প্রথম সম্রাটের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না ; তাঁহার নিকট দিয়া যাইলেও গান গাহিতেন না। সম্রাট্ অনেক সময়ে গোপনে তাঁহার গান শুনিতেন। একদিন আকবর স্বীয় দুহিতাকে তানসেনের নিকট প্রেরণ করেন। বাদশাহতনয়ার রূপে তানসেন বিমুগ্ধ হইলেন ; যুবতীও তানসেনের গানে উদ্ভ্রান্ত হইলেন। আকবরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল ; তিনি উভয়ের বিবাহ দিয়া দিলেন। তখন হইতে তানসেন মুসলমান হইলেন এবং আকবরের একজন প্রধান সভাসদ্ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই সময়ে তিনি গায়ক চূড়ামণি মিঞা তানসেন নামে খ্যাত হন।

তানসেন যে কেবল একজন উৎকৃষ্ট

গায়ক ছিলেন তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ-রাগিণীরও উদ্ভাবন করিয়াছেন। গায়ক, গায়িকা ও নর্ত্তকীদিগের নিকট তানসেন দেবতাস্বরূপ।

তানা—১। তাঁতের টানা। প্রাদে। সং। ২। তান ধরা, তান দেওয়া। ক, প্র। ক্রি।

তানা-না-না—গীতারম্ভে স্বর-বিস্তার। সং।

তানুর—জলভ্রমি, আবর্ত্ত, পাকজল। তন (বিস্তার করা)+উরণ্ র্ম। সং ; পু।

তানে—তান দেয়। ক, প্র। ক্রি।

তান্ত—ক্লান্ত, শ্রান্ত ; গ্লান। তম (গ্লান হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তান্তা।

তান্তব—১। তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত ; তন্তু করণ সাধ্য, যাহাকে টানিয়া তার করিতে পারা যায়। তন্তু+ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তান্তবী। ২। বয়ন, বোনা। সং ; ক্লী।

তান্তবতা—যে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তান্তব+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

তান্তিয়া তোপী—অনুমান ১৮১৯ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, এবং নানা সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন কাণপুরে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে, ইনিই তাহার উত্তেজক। ঐ বৎসর ১৬ই আগষ্ট ইনি বিঠুরের যুদ্ধের নেতৃত্ব করেন। কিন্তু হেভলক (Havelock) কর্ত্তৃক ঐ যুদ্ধে পরাজিত হন। কাণপুর হইতে ইনি জেনারেল উইন্ডহামকে (General Wyndham) বিতাড়িত করিলে স্যার কলিন ক্যাম্বেল (Sir Colin Campbell) ইঁহার গতিরোধ করেন। পরে ঝান্সির রাণীর সহিত মিলিত হইলে স্যার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) ঝান্সিতেই ইঁহাকে আক্রমণ করেন। ইনি পলায়ন করিয়া ২০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু রোজ ঐ সেনাকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত করেন। পরে ইনি যখন গোয়ালিয়রের দুর্গ হস্তগত করেন, তখন রোজ ইঁহার হস্ত হইতে ঐ দুর্গ উদ্ধার করেন। তান্তিয়া অতঃপর মধ্য ভারতবর্ষে পলায়ন করেন, পরে রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ডের নানা স্থানে লুক্কায়িত থাকেন। অবশেষে ১০ মাস পরে মেজর মীড (Major Meade) কর্ত্তৃক জঙ্গলমধ্যে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল ধৃত হন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া ঐ মাসের ১৮ই তারিখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিদেশীয় লেখকগণ ইঁহাকে নিষ্ঠুর, ধূর্ত্ত, এবং বিদ্রোহিদলের মধ্যে একমাত্র যুদ্ধনিপুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তান্ত্রিক—তন্ত্রশাস্ত্রের মতাবলম্বী ; তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ ; সিদ্ধান্তজ্ঞ ; তন্ত্র সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। তন্ত্র শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তান্ত্রিকী।

তাপ—জ্বর ; উষ্ণতা ; যাতনা ; মনঃপীড়া ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ ; [আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে] জড়াত্মক অণুসমূহের কম্পন। তপ (দাহ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

তাপক—তাপদায়ক (দুঃখ, রোগ, অগ্নি প্রভৃতি)। তপ (দাহ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তাপিকা।

তাপক্লিষ্ট—উষ্ণতায় কাতর ; যাতনায় অস্থির ; জ্বরাক্রান্ত। তাপ দ্বারা ক্লিষ্ট, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তাপক্লিষ্টা।

তাপত্রয়—ত্রিবিধ তাপ, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার দুঃখ। তাপের ত্রয়, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তাপন—১। তাপপ্রদ। ণিজন্ত তপ=তাপি (তাপিত করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তাপনা। ২। [illegible] ; কিরণ ; শক্র প্রভৃতি। সং ; পু।

তাপমান—১। তাপের পরিমাণনিরূপণ। তাপের মান, ৬তৎ। ২। তাপের পরিমাণ নিরূপক যন্ত্রবিশেষ (Thermometer)। তাপের মান হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং ; ক্লী।

তাপমান-যন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা তাপের অর্থাৎ উষ্ণতার পরিমাণ করিতে পারা যায় (Thermometer)। তাপমানাত্মক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তাপর—তাহার উপর, তদুপরি ; [illegible] প্রা, ক। [illegible] পু।

তাপস—তপস্বী, সাধক। তপস্ শব্দ+ষ্ণ। সং।

তাপসতরু, তাপসদ্রুম—ইঙ্গুদী বৃক্ষ ; [illegible] ফলের গাছ। ৬তৎ। সং ; পু।

তাপসপ্রিয়—১। তপস্বীদিগের প্রীতিজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -প্রিয়া। ২। পিয়ালবৃক্ষ। সং ; পু।

তাপসপ্রিয়া—১। তপস্বীদিগের প্রীতিজনিকা। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দ্রাক্ষা। সং ; স্ত্রী।

তাপসেক—বেদনাযুক্ত স্থানে উত্তাপ প্রদান ; সদ্যঃপ্রসূতা রমণীদিগকে তাপ দেওয়া। দেশজ। সং। [স্বা। সং ; ক্লী।

তাপস্য—তপস্বীর ধর্ম্ম ; তপশ্চাচরণ। তাপস+

তাপহারী (—হারিন্)—উত্তাপনাশক ; মনস্তাপ বিনাশী ; দুঃখনাশকারী। তাপ হরণ করে যে এই বাক্যে উপ ; তাপ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, -হারিণী।

তাপা—তাপিত হওয়া বা করা ; তপ্ত হওয়া ; তাপ গ্রহণ বা মোচন করা। ক, প্র। ক্রি।

তাপাধিক্য—অধিকতর তাপ, অত্যন্ত উত্তাপ। তাপের আধিক্য, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তাপিত—সন্তাপিত ; ক্লেশিত। ণিজন্ত তপ (=তাপি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

তাপিনী—১। তাপপ্রদা ; তাপযুক্তা। তাপী (১) দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

তাপী (তাপিন্)—১। [illegible]প্রদ। তপ (তাপ দেওয়া)+ণিন্ ক [illegible] ; তাপযুক্ত। তাপ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বি[illegible] পু। স্ত্রী তাপিনী। ৩। বুদ্ধ। সং ; পু। [illegible]প্। সং ; স্ত্রী।

তাপী—নদীবিশেষ, [illegible] ; যমুনা। তাপ+ ঈ। পশ্চিম ভারতের অন্যতম প্রধান নদী। এই নদী মধ্যভারতের বেতুল জেলায় উৎপন্ন হইয়া, এবং সাতপুরা পাহাড়ের দুইটি শাখা, খান্দেশ, ও গুজরাটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। নদীটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৫০ মাইল। শেষ ৩২ মাইল [illegible] জোয়ার ভাটা হয়। নদীর পতন স্থানে একটি আলোকস্তম্ভ আছে। পবিত্রতায় [illegible] তুল্য না হইলেও তাপীর উভয়পার্শ্বে ন্যূন ১০৮টি তীর্থস্থান আছে। [illegible] সুরাটের ১৫ মাইল পূর্ব্বে [illegible] বোধান নামক তীর্থটি প্রধান। [illegible] প্রতি [illegible] বৎসরে একটি মেলা হইয়া থাকে। সুরাট হইতে দুই মাইল দূরে নদীমুখে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বর নামক দুইটি তীর্থ আছে।

তাফতা—একপ্রকার [illegible] রেশমী [illegible] বেদে। সং।

তাবিজ—[illegible] ; কবচ, মাদুলি [illegible]। সং।

তাম—দুঃখ ; পাপ ; ইচ্ছা। তম (গ্লান হওয়া, ইচ্ছা করা)+[illegible]। সং ; পু।

তামর—জল ; [illegible] (ইচ্ছা)—রা (গ্রহণ করা)+[illegible]। সং ; ক্লী।

তামরস—[illegible] ; পদ্ম ; তাম্র ; স্বর্ণ ; [illegible] শব্দ—সস+ ড ক। সং ; পু।

তামলিপ্ত, তামলিপ্তী—[illegible]বিশেষ, তমলুক। সং ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। [illegible] দেখ।

তামলী—পান বিক্রেতা [illegible]জাতিবিশেষ। সং ; পু। স্ত্রী তামলিনী।

তামস—১। তমোগুণ [illegible] অন্ধকারময়। তমঃ দেখ ; তমস্ [illegible] ; ত্রি। স্ত্রী তামসী। ২। [illegible] দুঃখপ্রেতাদির উপাসক ; সর্প ; [illegible] সং ; পু।

তামস-তপঃ (—[illegible]) [illegible]জনকর্ত্তৃক আত্মপীড়া স্বীকারপূর্ব্বক [illegible] পরের অনিষ্টের উদ্দেশে কৃত [illegible] কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তামস দান—অযুপযুক্ত স্থানে ও অনুপযুক্ত কালে অপাত্রে প্রদত্ত এবং গ্রহীতার সৎকার না করিয়া অজ্ঞানপূর্ব্বক কৃত দান। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তামস-পুরাণ—মাৎস্য, কৌর্ম্ম, লৈঙ্গ, শৈব, স্কান্দ ও আগ্নেয় পুরাণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তামস-প্রকৃতি—১। হীন স্বভাব ; জড়তা ; অতি অলসতা। তামসী প্রকৃতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। তমোগুণান্বিত স্বভাববিশিষ্ট ; জড় ; অলস ; খল। তামসী প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তামস-যজ্ঞ—বিধিহীন অন্নদানরহিত মন্ত্রহীন দক্ষিণাশূন্য এবং শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

তামস-শাস্ত্র—অসুর-মোহনার্থ শিবকৃত পাশুপতাদি, কণাদকৃত নগ্ননীলপটাদি, এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও জৈমিনিকৃত নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তামস-স্মৃতি—গৌতম, বার্হস্পত্য, সামুদ্র, যাম, সাংখ্য ও ঔশনস স্মৃতি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

তামসিক—তমোগুণবিশিষ্ট ; তমোগুণপ্রধান। তমস্ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তামসিকী।

তামসী—১। অন্ধকারময়ী। তমস্+ষ্ণ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অন্ধকারময়ী রাত্রি ; কালী ; মায়াবিদ্যা-বিশেষ [রাবণপুত্র মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে এই বিদ্যা প্রদান করেন ; এই বিদ্যার প্রভাবে মেঘনাদ অন্ধকার উৎপাদন করিয়া অন্যের অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে পারিতেন]। সং, স্ত্রী।

তামা—তাম্র শব্দের অপভ্রংশ।

তামাক, তামাকু—ধূমপানার্থ উদ্ভিজ্জদ্রব্যবিশেষ। তাম্রকূট শব্দের অপভ্রংশ।

তামাটিয়া, তামাটে—ঈষৎ তাম্রবর্ণ ; তাম্রস্বাদবিশিষ্ট। দেশজ। বিণ।

তামাদি, তামাদী—কোন স্বত্ব বা দলিল আইনমতে বলবৎ থাকিবার নির্দ্দিষ্ট সময় গত। বৈদেশিক।

তামাম—সমুদায়, সম্পূর্ণ, সমস্ত। বৈদে। বিণ।

তামাসা—কেলি, ক্রীড়া, খেলা ; ক্রীড়াপ্রদর্শনী ; রঙ্গ, রহস্য, পরিহাস, কৌতুক, মজা, ঠাট্টা। বৈদেশিক। সং।

তামাসাদার—১। যে তামাসা দেখায়। বৈদেশিক। ২। তামাসাকারী ; পরিহাসের উপযুক্ত সম্বন্ধবিশিষ্ট, রঙ্গযোগ্য, কৌতুকপ্রিয়। প্রাদেশিক।

তামিল—ভাষাবিশেষ। দক্ষিণ ভারতে সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড় বলিয়া পরিচিত। দ্রাবিড়ের ৪টি প্রধান ভাষা—তামিল, তেলেগু, কানারী ও মালায়ালম্। তন্মধ্যে তামিলই সর্ব্বপ্রধান। কিংবদন্তী এই যে, অগস্ত্যমুনি সর্ব্বপ্রথমে এই ভাষার চর্চ্চা করেন। দ্রাবিড়ে তিনি তামির মুনি বলিয়া বিখ্যাত ও পূজিত। তিনি এই ভাষায় ব্যাকরণ ও দর্শনাদি রচনা করেন। টোলকাপ্পিয়ম্ নামক একখানি অতি প্রাচীন ব্যাকরণ এখনও বিদ্যমান আছে ; সেখানি তাঁহার জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান তামিল ভাষায় অনেক আরবী, পারসী, ও ইংরাজী শব্দ ঈষৎবিকৃত ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইংরাজী ভাষায়ও কয়েকটি তামিল শব্দ স্থায়িভাবে স্থান পাইয়াছে ; যথা—Curry, Mulligatawny (milagu, মরিচ, tarrier শীতল জল), Cheroot (Surutta), এবং Pariah (pariyan)।

তামিল—১। পালন, অনুবর্ত্তন ; জারি। বৈদেশিক। সং। ২। মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতের লোকবিশেষ। সং।

তামিস্র—১। অন্ধকারময় নরক। তমিস্রা (অন্ধকার রাত্রি)+ষ্ণ। সং ; ক্লী। ২। নিশাচর। ৩। সাংখ্য দর্শনোক্ত অষ্টাদশ প্রকার অজ্ঞানবিশেষ। তমিস্র+ষ্ণ। সং ; পু।

তামী—১। তাম্রপাত্র। প্রা, ক। ২। কাল পরিমাণ-নির্ণায়ক সচ্ছিদ্র কুম্ভ, ইহা জলপূর্ণ করিয়া তলার ছিদ্র খুলিয়া দিলে যতক্ষণে সমস্ত জল নির্গত হইয়া যায় তদ্দ্বারা কাল নিরূপণ করা হয়। প্রাদে। সং। [স্ত্রী।

তামুক—তামাকু বা তামাক, তাম্রকূট। প্রাদে।

তামুকখোর—তামাকে আসক্ত। বিণ বা সং।

তামুলি—জাতিবিশেষ। তাম্বুলিক শব্দের অপভ্রংশ। [শিক। সং।

তাম্বু, তাঁবু—বস্ত্রগৃহ, শিবির, কানাৎ। বৈদে।

তাম্র—১। অরুণবর্ণ। তম (ইচ্ছা করা) +রক। বিণ ; ত্রি। তাম্রা, তাম্রী। ২। ধাতুবিশেষ, তামা। কার্ত্তিকের শুক্র হইতে (মতান্তরে গুড়াকেশ নামক অসুরের মাংস হইতে) তাম্রের উৎপত্তি বলিয়া কথিত। জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ঘাতসহ এবং লৌহ সীসকবর্জিত তাম্রই উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অতিশয় শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, ঘাতসহনাক্ষম এবং লৌহসীসকমিশ্রিত তাম্র নিকৃষ্ট। মূষিক হইতেও তামার উদ্ভব হয়। ইহা কষায়, মধুর, তিক্ত ও অম্লরসবিশিষ্ট, পাকে কটু, সারক, পিত্তনাশক, কফনিবারক, পাণ্ডু, পাক, পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, ক্ষয়, ও অম্লপিত্তাদি রোগনাশক]। সং ; ক্লী। ৩। কুষ্ঠরোগবিশেষ। তাম্র+ষ্ণ। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

তাম্রক—তাম্র, তামা। তাম্র+কণ্ স্বার্থে।

তাম্রকর্ণী—পশ্চিমদিকের হস্তিনী। সং ; স্ত্রী।

তাম্রকার—কাঁসারি। তাম্র—কৃ (করা)+ ষণ্ ক। সং ; পু। [পু।

তাম্রকুট্টক—তাম্রকার, কাঁসারি। ৬তৎ। সং ;

তাম্রকূট—তামাক। ধূমপানের উপযোগী দ্রব্য ইহা আমেরিকা হইতে আনীত ; জনৈক মুসলমান নৃপতি কর্ত্তৃক ভারতে ইহার বিস্তৃতি সংঘটিত হয়। দেশভেদে ইহার গুণ ও আকারের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নাতি-প্রাচীন বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম দেখা যায় না। ভাবপ্রকাশে ধূমপান ভিন্ন তামাকের নামের উল্লেখ নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে তামাক আট প্রকার মদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। রাজ্ঞী এলিজাবেথের শাসনকালে ভার্জিনীয়া প্রদেশ হইতে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে অন্যের সহিত ইউরোপে ইহার প্রচলন করেন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়ে এদেশে ইহার আমদানী হইয়া অনুমিত হয়। তাম্রের ন্যায় কূট যাহার, বহু। সং ; পু বা ক্লী।

তাম্রগর্ভ—তুথ, তুঁতে। তাম গর্ভে যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

তাম্রচূড়—কুক্কুট। তাম্র (অরুণবর্ণ) হইয়াছে চূড়া যাহার, বহু। সং ; পু। [ক্লী।

তাম্রপট্ট, তাম্রপত্র—তাম্রফলক। ৬তৎ। সং,

তাম্রপর্ণী—১। কর্ণাট দেশান্তর্গত নদীবিশেষ, লঙ্কাদ্বীপ। ২। শিলাবিশেষ। ৩। দীর্ঘিকাবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

তাম্রপল্লব—১। রক্তপল্লব। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। রক্তপল্লববিশিষ্ট। তাম্র (অরুণবর্ণ) পল্লব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। অশোক বৃক্ষ। সং ; পু।

তাম্রপ্রভ—তাম্রের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট। তাম্রের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, অথবা তাম্র (রক্তবর্ণা) প্রভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তাম্রফলক—তামার ফলা বা পাত। কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী—তমলুক। সং।

পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্ত সমুদ্র বাণিজ্যের একটি প্রধান বন্দর ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান এইখান হইতে জলযানে সিংহল যাত্রা করেন। ৬৩৫ খৃঃ অঃ অপর বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েনৎসাং এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ ও ২০০ হস্ত পরিমিত উচ্চ একটি অশোকস্তম্ভ দর্শন করিয়াছিলেন। নীল, রেসমকীট, রেসম প্রভৃতি বস্ত্র ও উড়িষ্যার বহুমূল্য দ্রব্যসকল এই স্থানের বন্দর হইতে বিদেশে প্রেরিত হইত। তখন তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত ছিল। সমুদ্রের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বর্ত্তমান তমলুক রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ময়ূরবংশের রাজপুতগণ তমলুকে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের শেষ রাজা নিশঙ্কনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর

গমন করিলে, কালু ভুঁইয়া নামক জনৈক পরাক্রান্ত কৈবর্ত্ত সিংহাসন অধিকার করিয়া কৈবর্ত্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান রাজা ইঁহার পঞ্চবিংশ অধস্তন পুরুষ। তমলুকের প্রধান দ্রষ্টব্য বর্গভীমা দেবীর মন্দির। বর্ত্তমান রাজবংশের মতে কালু ভুঁইয়াই এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের শিরোভাগে সুদর্শনচক্র ও তদূর্দ্ধে একটি ময়ূর-মূর্ত্তি; ইহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মন্দিরটি ময়ূরবংশের রাজত্বকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্গভীমা দেবীর মূর্ত্তি একখানি প্রস্তর হইতে খোদিত। দেবী বড়ই ভীতিপ্রদা বলিয়া প্রসিদ্ধি। বঙ্গদেশ লুণ্ঠন সময়ে বর্গীরা এই মন্দির লুণ্ঠন করিতে সাহস করে নাই; পরন্তু এখানে মূল্যবান্ উপহার প্রদান করিত। মন্দিরটি রূপনারায়ণ নদের তীরেই অবস্থিত। নদ সময়ে সময়ে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেও, মন্দিরের অদূরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট স্থান কখনও অতিক্রম করে নাই। মন্দিরের চত্বর মধ্যে একটি কেলী কদম্ব বৃক্ষ আছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, এখানে পূজা দিলে বন্ধ্যা রমণী অপত্য লাভ করে। তমলুকের অপর স্থানে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে। মন্দিরটির আকার ও গঠন প্রণালী বর্গভীমা দেবীর মন্দিরের অনুরূপ। তমলুক বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা ও প্রধান বাণিজ্যস্থান।

তাম্রবর্ণ—১। তামার রঙ্গ। ৬৩২। সং; ক্লী। ২। তামার ন্যায় রঙ্গযুক্ত। তামের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্ণা।

তাম্রশাসন—তামার পাতে লিখিত রাজশাসন-সূচক লিপি [পূর্ব্বে কাহাকেও কোন স্থান দান করিতে হইলে রাজারা তাম্রপাত্রে স্বীয় আদেশ ক্ষোদিত করিয়া উহা প্রদান করিতেন। উহাকেই তাম্রশাসন কহে। তাম্র ভিন্ন কার্পাসপট, প্রস্তর প্রভৃতিতেও শ্লোক প্রভৃতি ক্ষোদিত করিয়া দান বৃত্তান্তাদি লিখিত হইত। এইরূপ বহু দান-ফলক আবিষ্কৃত হইয়া কলিকাতা যাদুঘরে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতির প্রত্ন-তত্ত্বাগারে রক্ষিত আছে]। তাম্রে লিখিত শাসন, মধ্যী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তাম্রশিখী (—শিখিন্)—কুক্কুট, কুকড়া। তাম্র (অরুণবর্ণ) যে শিখা সে তাম্রশিখা কর্ম্মধা; তাম্রশিখা+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

তাম্রসার—রক্তচন্দন বৃক্ষ। তাম্র (অরুণবর্ণ) সার যাহার, বহু। সং; পু।

তাম্রাক্ষ—১। অরুণনয়ন, রক্তবর্ণ চক্ষুর্বিশিষ্ট। তাম্র (অরুণবর্ণ) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তাম্রাক্ষী। ২। কোকিল। সং; পু।

তাম্রিক—১। তাম্রনির্ম্মিত। তাম্র+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তাম্রিকী। ২। তাম্রকার, কাঁসারি। সং; পু।

তাম্রিকা, তাম্রী—জলোপরি ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট সময়নিরূপক তাম্রবাটী। তাম্র+কণ্+আপ্, পক্ষান্তরে তাম্র+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তাম্বু—তাঁবু, পটবাস। বৈদেশিক। সং।

তাম্বুরা—তানপুরা। বৈদেশিক। সং।

তাম্বূল—পর্ণ, পাণ, নাগবল্লী। শাস্ত্রমতে সুপারি, খয়ের, চূণসংযুক্ত হইলেই "তাম্বূল" আখ্যা হয়; অন্যথা ইহা পর্ণ। এই পর্ণ ত্রয়োদশ গুণবিশিষ্ট। ইহা ললনাগণের অতিপ্রিয় ও ভূষণ। দেবগণেরও প্রীতিকর। পাণের মূল ভক্ষণ করিলে ব্যাধি, অগ্রভাগ ভক্ষণ করিলে পাপ এবং পচা পাণ-ভক্ষণে আয়ুঃক্ষয় হয়। শিরা দ্বারা বুদ্ধিনাশ হয়; অতএব উক্ত অংশ সকল পরিত্যাজ্য। সুশ্রুতের মতে পাণ চিবাইয়া রস গ্রহণ-পূর্ব্বক ইহা ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তম্ +ণ্, বুলট্ ক। সং; ক্লী।

তাম্বূলকরঙ্ক—পাণের বাটা। ৬৩২। সং; পু।

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী—পাণের বাটা বা ডিবা বহনকারিণী দাসী; অন্তঃপুরের পরিচারিকা, চেটী; সখী, সহচরী। উপ; তাম্বূলকরঙ্ক—বহ্+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

তাম্বূলপেটিকা—পাণের ডিবা। ৬৩২। সং;

তাম্বূলরদ—পাণের পিক বা ছেপ। ৬৩২। ক, প্র। সং।

তাম্বূলরাগ—১। পাণ খাইলে মুখাদিতে যে রক্তিমা হয়; পাণের দাগ। ৬৩২। ২। মসুর। তাম্বূলের রাগের ন্যায় রাগ যাহার, বহু। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

তাম্বূলবল্লী—পর্ণলতা, পাণের গাছ। ৬৩২।

তাম্বূলিক—তাম্বূলব্যবসায়ী; তাম্বুল (জাতি)। তাম্বূল+ষ্ণিক। সং; পু।

তাম্বূলী (তাম্বূলিন্)—তাম্বূলব্যবসায়ী; তাম্বুলী (জাতি)। তাম্বূল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। [+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তাম্বূলী—নাগবল্লী, পর্ণলতা, পাণগাছ। তাম্বূল

তায়—তাহায়, তাহাতে। ক, প্র।

তায়দাদ—সংখ্যা, নির্দ্দিষ্ট টাকা। বৈদে। সং।

তায়ন—বৃদ্ধি। তায় (বিস্তৃত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [বৈদেশিক। সং।

তায়ফা—নাচনীর দল, নাচনীর গীতাবশেষ।

তায়ব তবু, তথাপি। প্রা, ক।

তার—১। অত্যুচ্চ (শব্দ বা স্বর); পারঙ্গত; দীপ্ত; স্থূল; উৎকৃষ্ট; বিপুল। বিণ; ত্রি। ২। উদ্ধরণ। তৄ+ণিচ্‌ভা। ৩। হারমধ্য-মণি; উচ্চস্বর; বানরবিশেষ; রজ্জু; ধাতু-ময় তন্তু; প্রণব। তৄ+ণিচ্ ণ। সং; পু। ৪। খাদ; তাহার দেশজ।

তারক—১। উদ্ধারকারী, রক্ষক। তারি+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তারিকা। ২। ভেলক, ভেলা। সং; পু বা ক্লী। ৩। চক্ষুর তারা; নক্ষত্র। সং; ক্লী। ৪। কর্ণধার। সং; পু। ৫। জনৈক অসুর। এই অসুর ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া দেবতাগণের অনেক লাঞ্ছনা করায় তাঁহারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ইহার বধার্থে সকলে যত্ন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাদেবের ঔরসে পার্ব্বতীর গর্ভে কুমার কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়া তারকাসুরের নিধন সাধন করেন। ইহাই মহাকবি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব নামক কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

তারকজিৎ—কার্ত্তিকেয়। উপ; তারক (অসুর-বিশেষ) জি+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

তারকনাথ ঘোষ—ডেপুটী কলেক্টর। ইনি ১৮১১ খৃঃ কলিকাতা জোড়াবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে হেয়ার সাহেবের আড়পুলি পাঠশালায় পাঠ আরম্ভ করেন। ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য ভর্ত্তি হন। তারকনাথ মেধাবী এবং পাঠেচ্ছু ছিলেন। ১৮৩২ খৃঃ পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্রশংসাপত্র লইয়া কলেজ হইতে বহির্গত হন। তারকনাথ হেয়ার সাহেবের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৮৩৩ খৃঃ দেশবাসীগণের সাহায্যে হেয়ার সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হয় তারকনাথও সেই চিত্রে স্থান পাইয়াছিলেন। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র "সুরধুনীকাব্যে" লিখিয়াছেন—

"দেওয়ালে রয়েছে ওই তারকের ছবি।
তারক দাঁড়াইয়া কাছে জ্ঞানালোক রবি।"

হেয়ার সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮৩৩ খৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর ইনি বাকরগঞ্জের ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। তারকনাথ প্রথম বাঙ্গালী ডেপুটী কলেক্টরদিগের মধ্যে একজন।

তারকনাথ পালিত (স্যর)—কলিকাতা হাই-কোর্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। স্বাধীন আইন ব্যবসায় দ্বারা বিপুল ধন ও যশের অধিকারী হইয়া ইনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন শেষ দশায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্ব্বক বিশ্রাম করিবার কালে ইনি এতদ্দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পনের লক্ষ টাকা দান করেন, এবং শিল্পবিজ্ঞান গভর্ণমেণ্ট

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। পর বৎসরের ৩রা অক্টোবর ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লোকেন্দ্রনাথ বিলাতের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এতদ্দেশে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ক্রমে সেসন্ জজ হইয়াছিলেন।

তারকনাথ প্রামাণিক—কলিকাতার প্রসিদ্ধ দাতা ও প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। ১২২৩ সালের ৫ই আশ্বিন ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে কংসবণিক। ইঁহার পিতা গুরুচরণ প্রামাণিক দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ও বহুসদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। পাঠশালায় কিছুদিন বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া, একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময়, তারকনাথ ব্যবসায় কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার চাঁদনীতে ইঁহার পিতৃব্য স্বরূপচন্দ্র প্রামাণিকের একখানি বাসনের দোকান ছিল; ইনি সেই দোকানে প্রথমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর ১২৬৬ সালে ইনি বড়বাজারে একটী বাসনের দোকান স্থাপিত করিয়া, প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। ব্যবসায় কার্য্যে ইঁহার অসীম অধ্যবসায় ছিল। যৌবনে ইনি বিলক্ষণ বলশালী ও শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন। কার্য্যের অনুরোধে প্রত্যহ প্রায় দশ ক্রোশ হাঁটিতেন।

বাল্যকালে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা না করিলেও শিক্ষাবিষয়ে ইঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল। ইংরাজী কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিতেন। সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিবামাত্র প্রায় তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারিতেন। বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা ইনি জানিতেন না। ২৮ বৎসর বয়সে, ইনি মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করেন। হাঁটুর উপর ধুতি কাপড় পরিতেন; একবেলা নিরামিষ ও অপর বেলা ফলমূলাদি ভোজন করিতেন। গাত্রে তৈলের পরিবর্ত্তে গোমূত্র মাখিতেন ও গোমূত্র পান করিতেন। মৃত্যুর সাত আট বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিষয় কার্য্য বড় একটা দেখিতেন না। প্রাতে উঠিয়া, ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া স্বহস্তে গাভীকে ঘাস খাওয়াইতেন; দুর্গানাম লিখিতেন; চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতেন এবং পূজা আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া মালাজপ করিতেন; বৈকালে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতেন। ইঁহার পূজা আহ্নিক রোগের সময়ও বন্ধ যাইত না।

কাঙ্গালী ও নিরাশ্রয়দিগের দুঃখমোচন ইঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। ৺দুর্গা-পূজার সময়ে সহস্র সহস্র কাঙ্গালী ইঁহার বাড়ীতে আহার ও পয়সা পাইত। বহু নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আগমন করিতেন। ইঁহার বাড়ীতে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের পদধূলি পড়িয়াছিল। স্কুলের ছাত্রের বেতন দিতে মাসে প্রায় ১৫০৲ টাকা ইঁহার ব্যয় হইত। গরীবকে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়া দিতেন। অনেক ইন্দারা ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া, ইনি অনেক লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মে ধ্রুব বিশ্বাসই ইঁহার সমস্ত সদনুষ্ঠানের মূল।

১২৯১ সালের ৭ই চৈত্র গঙ্গাতীরে এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। ইঁহার শব-সৎকার-কালে চিতা প্রজ্বলিত হইবামাত্র সূর্য্যমণ্ডল-সমীপে পরিবেশ লক্ষিত হইয়াছিল এবং চিতা নির্ব্বাপিত হইলে ঐ পরিবেশ অদৃশ্য হইয়াছিল। একমাত্র পুত্র কালীকৃষ্ণকে রাখিয়া, তারকনাথ পরলোক গমন করেন। কালীকৃষ্ণও পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি এখন জীবিত নাই।

তারকনাথ বিশ্বাস—ইনি সব্ব প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট জজ দিগম্বর বিশ্বাসের পুত্র। ইঁহার নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বালোড় গ্রামে। তারকবাবু ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতেই সংবাদ পত্রাদিতে সংবাদ ও ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতেন। সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময় 'অবিরাম' নাম্নী মাসিক পত্রিকার ও পরে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আইনের তর্ক ও অন্যান্য বিষয় লইয়া Registration Journal নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি গিরিজা, মহামায়া, রাণাপ্রতাপসিংহ, Reference Book for Registering officers, The Registration Act প্রভৃতি ৯৩ খানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

তারকব্রহ্ম—'ওঁ শ্রীরাম রাম' এই ষড়ক্ষর মন্ত্র [কাশীধামে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে এই মন্ত্র প্রদান করেন; এই মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্রে সে ব্যক্তি নির্ব্বাণ লাভ করে]। সং; ক্লী। [আপ্। সং; স্ত্রী।

তারকা—চক্ষুর তারা; নক্ষত্র। তারক শব্দ।

তারকারি—কার্ত্তিকেয়। তারকের (অসুরবিশেষের) অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পুং।

তারকিণী—১। তারকাযুক্তা, তারাশোভিতা। তারকা+ইন্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নিশা, রজনী। সং; স্ত্রী।

তারকিত—নক্ষত্রযুক্ত। তারকা+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তারকিতা।

তারকেশ্বর—বঙ্গপ্রদেশে হুগলী জেলায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে অধিষ্ঠিত তারকেশ্বর নামক শিবমূর্ত্তির নাম হইতে গ্রামের নাম উৎপন্ন। তারকেশ্বর অনাদি লিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধি। যে প্রকারে এই লিঙ্গ সাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে, ভিক্ষাজীবীদিগের নিম্নলিখিত গানে তাহার আভাস পাওয়া যায়:—

বন্দিলে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিক জলা জঙ্গল খাকড়ার বসতি॥
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর।
তার মধ্যে বিরাজ করেন প্রভু তারকেশ্বর॥
কপিলা দুগ্ধ দিত এক চিত্ত হয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মুকুন্দ ঘোষেরে বলেন আমি তারকেশ্বর॥
তারকেশ্বরের শিব আমি কাননেতে বসি।
মোরে সেবা কর বাবা হইয়া সন্ন্যাসী॥

অধুনা যেস্থানে তারকেশ্বরের মন্দির, পূর্ব্বে ঐ স্থানটি সিংহল দ্বীপ নামে খ্যাত ছিল। ঐ স্থানের জঙ্গলমধ্যে মহাদেব প্রস্তর মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেন। সামান্য প্রস্তর জ্ঞানে ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপরে গ্রাম্যস্ত্রীগণ ধান ভানিত। মূর্ত্তির মস্তকে যে গর্ত্তটি এখন দৃষ্ট হয়, তাহা ধান ভানিবার ফলে হইয়াছে, এইরূপ লোক-প্রসিদ্ধি। মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক গোপ একদিন সন্ধান করিয়া দেখে যে, তাহার একটি গাভী জঙ্গল মধ্যে গিয়া ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপর দুগ্ধ দান করিতেছে। পরে মুকুন্দঘোষ স্বপ্নযোগে আদেশ পাইয়া তারকেশ্বর মূর্ত্তির আবিষ্কার করে এবং সন্ন্যাসী হইয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হয়। বর্দ্ধমানের রাজাও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রস্তর খণ্ডের উপর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। মন্দির-পার্শ্বে মুকুন্দঘোষের সমাধি বিরাজিত। তারকেশ্বর যাত্রীকে এই সমাধিতেও পূজা দিতে হয়। প্রতিদিন, বিশেষতঃ প্রতি সোমবার, এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিব চতুর্দ্দশী ও চড়ক পূজা উপলক্ষে এখানে মহা সমারোহ হইয়া থাকে। মন্দির-সম্মুখে নাট মন্দিরে বিস্তর যাত্রী স্বীয় মানস-সিদ্ধি বা রোগমুক্তি অভিলাষে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে।

তারণ—১। রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, উদ্ধারকর্ত্তা। ণিজন্ত তৄ (=তারি)+অন কর্ত্তৃ। বিণ; ত্রি। ২। ভেলক, ভেলা; বৎসরবিশেষ। সং; পুং। ৩। পারকরণ; বিপদ্ হইতে পরিত্রাণকরণ। ঐ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

তারণি—নৌকা। তারি+অনি ণ। সং; স্ত্রী।

তারতম্য—তরতমতা, কমবেশী; ন্যূনাধিক্য; ইতরবিশেষ। তরতম শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী। [পাল। ইং (tarpaulin)। সং।

তারপলিন—আলকাতরা মাখান মোটা সূতার

তারপিন—সরল-নামক বৃক্ষের তরল নির্য্যাস, ইহা বার্ণিশে লাগে। ইং (turpentine)। সং। [বিণ; ত্রি।

তারল—লম্পট, কামুক। তরল শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে।

তারল্য—তরলতা, দ্রবত্ব ; চপলতা, চাঞ্চল্য। তরল+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

তারা—১। চক্ষুর তারকা ; নক্ষত্র। তৃ+ণিচ্‌ ক+আপ্‌। ২। দুর্গা ; দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা ; বুদ্ধদেবী ; বশিষ্ঠের উপাস্য দেবতা। তারি+ণিচ্‌ ক+আপ্‌। সং ; স্ত্রী। ৩। দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা। চন্দ্র ইঁহাকে হরণ করায় বৃহস্পতি অন্যান্য দেবগণের সহায়তায় চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হন। চন্দ্র দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও দৈত্যগণের শরণাপন্ন হওয়ায় দেবাসুরে যুদ্ধের সম্ভাবনা হইয়া উঠে; তখন ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করায় যুদ্ধ নিবারিত হয়। চন্দ্রের ঔরসে ইঁহার বুধ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ৪। কপিরাজ বালীর ভার্য্যা। বালীর ঔরসে ইঁহার অঙ্গদ নামে মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাম কর্ত্তৃক বালী নিহত হইলে, তারা স্বীয় দেবর সুগ্রীবকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। ৫। তাহারা। সর্ব্ব। দেশজ। ৬। উচ্চস্বর। সং।

তারাকুমার—দুর্গার পুত্র, কার্ত্তিক বা গণেশ। ৬তৎ। সং ; পু।

তারাকুমার কবিরত্ন—২৪ পরগণার অন্তর্গত চাংড়িপোতায় ১২৫৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। কবিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। রাজসাহী কলেজে কিছুকাল ইনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকটও, ইনি কর্ম্ম করেন। পরে মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক হন। এখন সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। তারাকুমার সংস্কৃত শ্লোকের সুন্দর সরল পদ্যানুবাদ করিতে পারেন। "কৃষ্ণভক্তিরসামৃত", "পদ্যামৃত", "তারা মা", "কবিবচন সুধা", "জীবনমৃগতৃষ্ণা", "শিবশতকম্‌", "নীতিমালা" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া কবিরত্ন মহাশয় যশস্বী হইয়াছেন। স্কুলপাঠ্য অনেক গ্রন্থও ইনি প্রকাশ করিয়াছেন।

তারাচক্র—দীক্ষাকালে প্রদেয় মন্ত্রের শুভাশুভ পরিজ্ঞাপক চক্রবিশেষ। সং ; ক্লী।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—ইনি ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষাসমাপনান্তে ইনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন এবং পরে সদর দেওয়ানী আদালতের ডেপুটী রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। অতঃপর ইনি মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যে ইনি উক্ত পদ ত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি সংস্কৃত হইতে ইংরাজীতে মনুসংহিতা অনুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং একটি ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত করেন। ইনি Quill নামক একটি সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন করেন এবং গভর্ণমেণ্টের নীতির প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের বিরাগভাজন হন। ইনি রামমোহন রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জর্জ্জ টমসনের সাহায্যে ইনি বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশে রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে ইঁহার সহযোগী ছিলেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সম্পাদক মিষ্টার মার্শম্যান ইঁহাদিগকে এইজন্য 'চক্রবর্ত্তী মণ্ডলী' (Chakraborty Faction) নামে অভিহিত করিতেন। শেষ বয়সে ইনি বর্দ্ধমানাধিপতির সচিবের পদ গ্রহণ করেন।

তারাজু—তরাজু, তৌলদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি। প্রা, ক। সং। [ ] সং ; পু।

তারাধিপ—চন্দ্র। তারাদিগের অধিপ, ৬তৎ।

তারানাথ—নিশাপতি, চন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বহু গ্রন্থরচয়িতা ; ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশীধামে এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষায় যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার চেষ্টায় ইনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে ইনি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বহুবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাপড়ের কারবার, স্বর্ণালঙ্কারের দোকান, শালের কারবার, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায়ে ইনি লিপ্ত ছিলেন। নেপাল হইতে কাঠ আনাইয়া বিক্রয়, বীরভূমে বিঘাপ্রতি দুই আনা খাজনায় দশহাজার বিঘা জমি লইয়া চাষ, এবং তথায় পাঁচশত গরু রাখিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন ঘৃত কলিকাতায় চালান দেওয়া প্রভৃতি ইঁহার অনেকগুলি ব্যবসায় ছিল ; কিন্তু ব্যবসায়কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ইনি শাস্ত্রালোচনা বা সাহিত্যসেবা পরিত্যাগ করেন নাই। ইনি বার বৎসর পরিশ্রম ও প্রায় ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া 'বাচস্পত্য বৃহৎ অভিধান' নামক এক সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ন করেন ; তদ্ব্যতীত শব্দস্তোমমহানিধি, বিধবা বিবাহ খণ্ডন, আশুবোধ ব্যাকরণ, শব্দার্থরত্ন, বহুবিবাহবাদ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ এবং বেণীসংহার, কাদম্বরী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকূল ছিলেন। বহু বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার মতাদ্বৈধ হওয়ায় তিনি 'গাঁটী থাকিলে পড়ে না' নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া বহুবিবাহ প্রথার পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে গয় মাহাত্ম্য ও গয়া শ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি নামক পুস্তক রচনা করিয়া তাহার তিন সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইঁহার পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বি, এ, সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য নাটকাদি প্রকাশিত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে অনেক সুবিধা করিয়াছেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগরেরও মৃত্যু হইয়াছে।

তারাপতি—দুর্গাপতি, শিব ; নক্ষত্রপতি, চন্দ্র ; বৃহস্পতি ; কপিরাজ বালী ; সুগ্রীব। ৬তৎ। সং ; পু।

তারাপথ—আকাশ। ৬তৎ। সং ; পু।

তারাপদ্ম—আকাশ। ৬তৎ। সং ; পু।

তারাপীঠ—বীরভূম জেলার অধীন রামপুর হাটের নিকটবর্ত্তী সিদ্ধস্থানবিশেষ। এই পীঠে বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক আরাধিতা তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহার মন্দিরের নিকট দিয়া দ্বারকা নদী প্রবাহিত। নদীতীরে বৃহৎ শ্মশান। উক্ত পীঠে বামা ক্ষেপা নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; ইনি তারাদেবীর পরম ভক্ত ও সাধক। ইনি কখন কখন শ্মশানেও থাকিতেন। ইঁহার প্রভাব ও বিভূতি অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে ইঁহার সমাধি হইয়াছে।

তারাপীড়—চন্দ্র ; জনৈক নরপতি। তারার আপীড় (ভূষণ), ৬তৎ ; অথবা তারা হইয়াছে আপীড় যাহার, বহু। সং ; পু।

তারাপুত্র—বুধ ; অঙ্গদ। ৬তৎ। সং ; পু।

তারামণ্ডল—১। নক্ষত্রমণ্ডল ; তারকাসমূহ। ৬তৎ। ২। প্রকাণ্ড দেবমন্দির। উপ ; তারা—মন্দ্+অল কর্ত্তৃ ক। সং ; ক্লী।

তারামৃগ—তারকারূপ মৃগ ; মায়ামৃগ ; মৃগশিরা নক্ষত্র। রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

তারারত্ন—তারকারূপ রত্ন, রত্নের ন্যায় শোভমান নক্ষত্র। রূপক বা উপমিত। সং ; ক্লী।

তারাবতী—ইক্ষ্বাকুরাজের ঔরসে তৎপত্নী মনোন্মাথিনীর গর্ভে পার্ব্বতীর অংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাবর্ত্তাধিপতি মহারাজ পৌষ্কের পুত্র চন্দ্রশেখরের সহিত ইঁহার

পরিণয় হয়। চন্দ্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামক এক সুন্দর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি তথায় পতি সহ বহু দিন সুখে বাস করেন। ইনি অশেষ গুণবতী রমণী ছিলেন। ইঁহার গর্ভে বেতাল, ভৈরব, উপরিচর, মদন ও অলর্ক নামক পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একদা দৃষদ্বতী নদীতে স্নান-কালে মহর্ষি কপোত ইঁহাকে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হন, এবং ইঁহার নিকট সম্ভোগ প্রার্থনা করেন। ইনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মুনিবর শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন ইনি স্বীয় ভগিনী-সম্পর্কীয়া ও মুনিশাপে দাসীরূপে অবস্থিতা চিত্রাঙ্গদাকে স্বীয় বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া মুনির নিকট প্রেরণ করেন। মুনিবরের ঔরসে অনূঢ়া চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তুম্বুরু ও সুবর্চ্চা নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

তারাবাই—প্রসিদ্ধ রাজপুতজাতীয়া বীরমহিলা। চৌলুকা বংশীয় রাও শূরতান ইঁহার পিতা। তোড়াটঙ্ক বা তক্ষশীলা ইঁহার রাজধানী। রমণী হইলেও তারাবাইএর হৃদয় বীরভাবে পূর্ণ ছিল। ইনি শৈশবকাল হইতেই পিতার নিকট যুদ্ধবিদ্যা, মল্লক্রীড়া, অশ্বারোহণ প্রভৃতি পুরুষোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তারার জন্মের পরই পাঠানেরা আসিয়া তোড়াটঙ্ক অধিকার করে। শূরতান রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সামান্য অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তোড়াটঙ্ক উদ্ধারার্থ কয়েকবার চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রবল ক্ষমতাশালী পাঠানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। এই সকল যুদ্ধে তারাও পিতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার বীরত্বদর্শনে শত্রুগণের সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। শূরতান কিছুতেই রাজ্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—যে ব্যক্তি পাঠানহস্ত হইতে তোড়াটঙ্ককে উদ্ধার করিয়া দিতে পারিবে, তাহারই হস্তে তিনি লোকললামভূতা তারাকে সমর্পণ করিবেন।

তারা যে কেবল বীররমণী ছিলেন তাহা নহে, সৌন্দর্য্যেও তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। তাঁহার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি শ্রবণে অনেক রাজপুতই এই রমণীরত্নলাভের জন্য উৎসুক হইল, কিন্তু কেহই শূরতানের প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারিল না। চিতোরের মহারাণা রায়মল্লের মধ্যম পুত্র পৃথ্বীরাজ অতিশয় বীর ছিলেন। তিনি শূরতানের প্রতিজ্ঞা পূরণার্থ অগ্রসর হইলেন। বীর্য্যবতী তারা এতদিনে মনোমত পাত্র সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে মহরম দিবসে পাঠানেরা যখন উৎসবে প্রমত্ত ছিল, তখন তারা ও পৃথ্বীরাজ পঞ্চশত সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে তারার হস্তে পাঠান সর্দ্দার লিল্লা খাঁকে নিহত হইতে হইল। অন্যান্য পাঠানগণও পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া তোড়াটঙ্ক ত্যাগ করিল। বিজয়ী পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইএর নাম চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। শূরতান সানন্দে প্রাণপ্রতিম কন্যাকে পৃথ্বীরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বীর-রমণী তারা বীরপতি লাভে কৃতার্থ হইলেন।

কিন্তু তারার অদৃষ্টে এ সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি পাভুরায় পত্নীকে প্রহার করায় পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে অবমানিত করেন। ইহাতে পাভুরায় ক্ষুব্ধ হইয়া পৃথ্বীরাজের অজ্ঞাতে তাঁহার ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিলেন। পৃথ্বীরাজ সেই বিষমিশ্রিত আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া জীবনত্যাগ করেন। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী তারাবাই পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশপূর্ব্বক পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

তারি—১। পার করিয়া, ত্রাণ করিয়া। ক, প্র. ক্রি। ২। তাহার সঙ্গে। প্রা, ক।

তারিকা—১। ত্রাণকর্ত্রী। তারক দেখ। তারক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা, মহেশ্বরী; তালরস, তাড়ী। সং; স্ত্রী।

তারিখ—নির্দ্দিষ্টদিন, সময়। বৈদেশিক। সং।

তারিণী—১। তারণকারিণী; ত্রাণকর্ত্রী; উদ্ধারিণী। ণিজন্ত তৃ (=তারি)+ণিন্ ক+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

তারিফ—পরিচয়; ব্যাখ্যা, সুখ্যাতি, প্রশংসা; বাহাদুরী। বৈদেশিক। ক, প্র।

তারুণ্য—তরুণ অবস্থা; যৌবন। তরুণ শব্দ (যুবা)+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

তার্কিক—তর্কশাস্ত্রজ্ঞ; তর্কশাস্ত্রব্যবসায়ী; তর্কশাস্ত্রাধ্যায়ী; নৈয়ায়িক। তর্কশব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তার্কিকী।

তার্ক্ষ—কশ্যপ মুনি। সং; পু।

তার্ক্ষ্য—অশ্ব; রথ, বৃক্ষবিশেষ; গরুড়; অরুণ; সর্প। তার্ক্ষ শব্দ+ষ্য অপত্যার্থে। সং; পু।

তার্ণ—১। তৃণসম্বন্ধীয়; তৃণজাত; তৃণময়, তৃণমণ্ডিত। তৃণ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তার্ণী। ২। কুশাসন। সং; ক্লী।

তার্য্য—তরণীয়, তরণযোগ্য। তৃ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তার্য্যা।

তাল—১। করতালাঘাত। তড্ (আঘাত করা)+ঘঞ্ ভা। ২। করতাল বাদ্যযন্ত্র; করতল। তড্+ঘঞ্ ণ। ৩। বদ্ধমুষ্টি। তল্+ঘঞ্ ণ। সং; পু। ৪। গীতবাদ্য-বিষয়ে কাল-ক্রিয়া-পরিমাণ; কালপরিমাণবিশেষ; অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলিমিত পরিমাণ। তল্+ঘঞ্ ভা, নিপাতনে। ৫। হরিতাল; লেখ্যপত্র। সং; পু। ৬। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ; তালগাছ। ণিজন্ত তল (=তালি)+অন্ ক। সং; পু। ৭। ধাক্কা, ঠেলা, হাঙ্গামা। দেশজ। সং।

তালক—তালা, কুলুপ; হরিতাল। তল+ণক ক। সং; ক্লী।

তালকাণা—সঙ্গীতের তালজ্ঞানহীন; দৃষ্টিহীন; অন্ধ; আসল বিষয়ে দৃষ্টিহীন; অবোধ, অনভিজ্ঞ। ক, প্র। প্রাদেশিক। বিণ।

তালকী—তালের রস, তাড়ী। তালক+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

তালক্ষীর—তালশর্করা; তালের গুড় বা চিনি। তাল জাত ক্ষীর, মূর্খ কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তালচটক,—চটা—পাংশুবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ, বাবুই। সং।

তালচোঁচ—লালবর্ণ পক্ষিবিশেষ। সং।

তালজটা—তালগাছের জটার ন্যায় পদার্থ। সং; স্ত্রী।

তালধ্বজ—বলরাম; পর্ব্বতবিশেষ। তাল হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। সং; পু।

তালনবমী—ভাদ্রমাসীয় শুক্লনবমী। সং; স্ত্রী।

তালপত্র—তালগাছের পাতা; কর্ণের অলঙ্কারবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

তালবন—তালগাছের অরণ্য; বৃন্দাবনস্থ প্রধান দ্বাদশ বনের অন্যতম বন [এই স্থানে ধেনুকাসুর বাস করায় ইহা জীবজন্তুর অগম্য ছিল। বলরাম ঐ অসুরকে বধ করেন। এই সময় হইতে ইহা পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণনীয় হইয়াছে]। সং; ক্লী।

তালবাখড়া—তালগাছের শুষ্ক পত্রের দীর্ঘ বোঁটা বা ডাঁটা। সং।

তালবৃন্ত—তালপত্রনির্ম্মিত ব্যজন, তালপাতের পাখা। তালের বৃন্তের ন্যায় বৃন্ত যাহার, অথবা তালে (করতলে) বৃন্ত যাহার, বহু। সং; ক্লী।

তালবেতাল—তাল ও বেতাল নামক যক্ষদ্বয়। কথিত আছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা দ্বারা ইহাদিগকে তুষ্ট করিয়া তালবেতাল সিদ্ধ হন। অতঃপর ইহারা রাজার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাবহ অনুচর হইয়া পড়িল। বিক্রমাদিত্য ইহাদিগের দ্বারা রাজ্যের সকল স্থানের সংবাদ গ্রহণ করিতেন। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

তালবোধ—তালজ্ঞান, গীত বাদ্যের কোথায় কোন্ তাল হইবে তদ্বিষয়ক জ্ঞান। ৬তৎ। সং; পু। [ষ্য। বিণ; ত্রি।

তালব্য—তালু হইতে উচ্চারিত। তালু শব্দ+

তালমূলী—শাকবিশেষ (curculigo orchi- odes)। সং।

তালধাড়া—কোমল তালপাতার বোঁটার গোড়া যাহা গাছকে বেষ্টন করিয়া থাকে। (ইহার রস গরুর রোগ চিকিৎসায় লাগে)। সং।

তালা—১। কুলুপ। তালক শব্দের অপভ্রংশ। ২। আঘাত, বধিরতা। সং।

তালা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈদেশিক। বিণ।

তালাই—সরু বোনা চাটাই। দেশজ। সং।

তালাও, তালাব—পুষ্করিণী, পুকুর। বৈদেশিক। সং।

তালাক, তাল্লাক—দিব্য, শপথ, প্রতিজ্ঞা; পতি বা পত্নীর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা বা তৎসূচক লিপি। বৈদেশিক। সং। [(ধ্বজ) যাহার, বহু। সং; পু।

তালাঙ্ক—বলরাম। তাল (তালচিহ্নিত) অঙ্ক

তালি—১। বৃক্ষবিশেষ। সং; স্ত্রী। ২। হাততালি; বস্ত্রাদির ছিন্নস্থানে সংযোজিত অংশ। দেশজ। সং।

তালিক—করতালি; করতাল; চপেট,চাপড়; মোহর; ফর্দ্দ। তাল+ষ্ণিক। সং; পু।

তালিকা—১। তালিক (সকল অর্থে)। সং; স্ত্রী। ২। ফর্দ্দ; নির্ঘণ্ট। বৈদেশিক। সং।

তালিনিকুঞ্জ—তালিপূর্ণ কুঞ্জবন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

তালিম—শিক্ষা। বৈদেশিক। সং।

তালী (তালিন্)—১। গীতবাদ্যকালে তালপ্রদানকারী। তাল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী তালিনী। ২। শিব; মুনিবিশেষ। সং; পু।

তালী—তালগাছ। তাল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তালু—তেলো, টাক্‌রা। তৃ (গমন করা)+ ঞুণ্ ক। সং; ক্লী।

তালুক—বিস্তীর্ণ জমিদারীর এক এক বিভাগ; অধিকৃত ভূসম্পত্তি; জমিদারী; ভূম্যধিকার। বৈদেশিক। সং।

তালুকদার—তালুকের অধিকারী; জমিদার। বৈদেশিক। সং।

তালুকদারী—তালুকদারের কার্য্য বা বৃত্তি; বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকার। বৈদেশিক। সং। [জিহ্বা যাহার, বহু। সং; পু।

তালুজিহ্ব—কুম্ভীর; আলজিভ্। তালু হইয়াছে

তালুরন্ধ্র—তালু মধ্যস্থিত ছিদ্র-বিশেষ, ব্রহ্মরন্ধ্র (যোগবিশেষে জিহ্বাগ্র উক্ত ছিদ্রে প্রবিষ্ট করাইতে হয়)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

তাল্লাক—তালাক দেখ।

তাবকী—তবকী, বন্দুকধারী। প্রা, ক। সং।

তাবৎ—১। সমুদায়, সাকল্য; সেই পর্য্যন্ত; সীমা; অবধি; পরিমাণ; অবধারণ; তৎকালে; তত্ক্ষণে; বাক্যালঙ্কার। তদ্ শব্দ +ডাবৎ। ব্য। ২। তৎসংখ্যক; যত। তদ্ শব্দ+বতু পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি। পু তাবান্। স্ত্রী তাবতী।

তাবন্ত—তাবৎ, সমস্ত, সকল। প্রাদে। বিণ।

তাষ্ট্র—বিশ্বকর্ম্ম-রচিত। তষ্টা দেখ; তষ্টৃ শব্দ +ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তাষ্ট্রী।

তাস—খেলিবার চিত্রিত কাগজ; ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ড; কাগজে জড়ান একরকম সূতা। সং।

তাসন—তসর পাট বয়ন করিবার পূর্ব্বে মাড় মাখান; সূতার পাইট। দেশজ। সং।

তাসা—১। তাস (সকল অর্থে)। সং। ২। তাস ভাঁগা বা বাঁটা। দেশজ। ক্রি।

তাস্কর্য্য—তস্করতা, চৌর্য্য। তস্কর শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

তাহ—তা, তাহা, সে; সে বস্তু বা বিষয়। সর্ব্ব। প্রা, ক।

তাহে—তাহাতে; তাহাকে। সর্ব্ব। ক, প্র।

তিঁহ, তিঁহি, তিঁহি—তিনি, সে। প্রা, ক।

তিঁহো, তিহোঁ—তিনি। প্রা, ক।

তিঅজ—তৃতীয়। প্রা, ক। বিণ।

তিক্ত—১। তিক্তরসযুক্ত, তেতো; সুগন্ধি। তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তিক্তা। ২। তিত বা তেতো রস। সং; পু। [তিক্ত শব্দ+কণ্। সং; পু।

তিক্তক—চিরতা; নিম্ব; পটোল; কৃষ্ণখদির।

তিক্তপত্র—১। তেতো পাতা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কাঁকরোল। তিক্ত হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। সং; পু।

তিক্তশাক—বরুণ গাছ। সং।

তিক্তসার—খদির। তিক্ত হইয়াছে সার যাহার, বহু। সং; পু। [কটুকী। সং; স্ত্রী।

তিক্তা—১। তিক্ত দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২।

তিক্ষ-তিক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, কড়া। দেশজ। সং।

তিখান, তিখিন, তীখান—তীক্ষ্ণ। প্রা, ক।

তিগ্ম—১। তীক্ষ্ণ; উষ্ণ। তিজ (তীক্ষ্ণ করা) +মক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তিগ্মা। ২। তীক্ষ্ণতা। তিজ+মক্ ভা। সং; ক্লী।

তিগ্মকর—১। সূর্য্য। তিগ্ম (তীক্ষ্ণ) কর (কিরণ) যাহার, বহু। ২। শুক্র রাক্ষস। কর্ম্মধা। সং; পু।

তিগ্মরশ্মি, তিগ্মাংশু—সূর্য্য। তিগ্ম (তীক্ষ্ণ) রশ্মি বা অংশু যাহার, বহু। সং; পু।

তিজারৎ, তেজারৎ—বাণিজ্য ব্যবসায়; কুসীদ বৃত্তি। বৈদেশিক। সং।

তিজারতী, তেজারতী—ব্যবসায় সম্বন্ধীয়; সুদী। সং বা বিণ।

তিজেল—তাই অপেক্ষা উচ্চ হাঁড়ী, ইহা ছোট কিন্তু বড়মুখা। দেশজ। সং।

তিত—তেতো। তিক্ত শব্দের অপভ্রংশ।

তিতউ—চালনী, বংশনির্ম্মিত সচ্ছিদ্র পাত্র; ইহা দ্বারা তণ্ডুলাদির বিতুষীকরণ হয়। তন (বিস্তার করা)+ডিতউ র্ণ্ন। সং; পু।

তিতা—১। তিত, তিক্ত। দেশজ। বিণ। ২। ভিজিয়া যাওয়া, আর্দ্র হওয়া। বাঙ্গালা কবিপ্রয়োগ, ক্রিয়া।

তিতিক্ষা—ক্ষমা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা। সনন্ত তিজ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

তিতিক্ষিত—যাহার তিতিক্ষা করা হইয়াছে; কৃততিতিক্ষ, কৃতক্ষম। সনন্ত তিজ (= তিতিক্ষ)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তিতিক্ষিতা। [ক। বিণ; ত্রি।

তিতিক্ষু—ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। সনন্ত তিজ+উ

তিতিবিরক্ত—ত্যক্তবিরক্ত। গ্রাম্য। বিণ।

তিতীর্ষু—পার হইতে ইচ্ছুক, তরণেচ্ছু। সনন্ত তৃ+উ ক। বিণ; ত্রি।

তিতুমীর—২৪-পরগণা জেলায় বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত মুসলমানবহুল হায়দারপুর গ্রামে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যক্তি কলিকাতায় পালোয়ানী বৃত্তি করিত। কিছুদিন পরে নদীয়ার কয়েকজন জমিদারের নিকট লাঠিয়ালের কর্ম্ম করে। তিতু এই সময় একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া দণ্ডিত হয়। ৩৯ বৎসর বয়সে তিতু মক্কাযাত্রা করে এবং সেইখানে ওয়াহাবী ধর্ম্মের অন্যতম প্রচারক সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিতু মক্কা হইতে ফিরিয়া "তিতু মিঞা" নামধারণপূর্ব্বক ওয়াহাবী ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হয়। এই সময়ে মিস্কিন নামে এক ফকির আসিয়া ইহার কার্য্যের সহায়তা করিতে থাকে। তিতু কেবল হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ছিল না—তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী মুসলমানগণকেও ঘৃণা এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করিত। ক্রমে পুঁড়ের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তিতুর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহাতে জমিদারদ্বয় ও হিন্দু প্রজাগণ বিশেষ উৎপীড়িত হন। তিতুকে শাসন করিবার জন্য বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার সাহেব সসৈন্যে গমন করেন; কিন্তু পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসেন। উপর্য্যুপরি জয়লাভে স্ফীত হইয়া তিতু আপনাকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষিত করে এবং নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে এক বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে অস্ত্রসংগ্রহ করিয়া রাখে। দিন দিন ইহার দলবৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও নীলকুঠির সাহেবদিগের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার আদেশমত দুইটি কামান, একশত গোরা ও তিন শত সিপাহী তিতুকে দমন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে

নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল সাহেব বাঁশের কেল্লার সম্মুখে আসিয়া তিতুকে সরকার স্বাক্ষরিত গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দেখাইলেন। তিতু গ্রাহ্য করিল না। আরও দুইবার দেখাইলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া কর্ণেল সাহেব কামান দাগিতে অনুমতি দিলেন। কামান গর্জিয়া উঠিল এবং চতুর্দিক্ ধূমাচ্ছন্ন হইল। তিতুর দল ভীত হইল, কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ করা হইয়াছিল বলিয়া কেহই আঘাত প্রাপ্ত হইল না। তিতুর সহায় ফকির গর্বমিশ্রিত হাস্য করিয়া বলিলেন, "গোলা খা ডালা।" ইহাতে তিতুর পক্ষীরগণ উৎসাহিত হইয়া ধর্মের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিব বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইল। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইংরাজ-সেনা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তিতুর দল বহুলপরিমাণে প্রাণ দিল এবং অবশিষ্ট পলায়ন করিল। বাঁশের কেল্লা কামানের গোলায় ধরাশায়ী হইল। একটা গোলার আঘাতে তিতুর দক্ষিণ উরু ভগ্ন হইল। অনতিবিলম্বে তিতুর প্রাণবায়ুও বহির্গত হইল। এই ঘটনার তারিখ ১৯ই নভেম্বর ১৮৩১ খৃঃ। ৩৫০ জন বন্দী বিচারার্থে আলিপুরে প্রেরিত হয়। তাহার মধ্যে ১৪০ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আর তিতুর সেনাপতি মাসুমকে নারিকেলবেড়িয়া বাঁশের কেল্লার সম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হইবার কিছু পূর্বেই ফকির অন্তর্হিত হন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি সিদ্ধপুরুষ পীর। অত্যাচারী মুসলমানগণের ধ্বংসের উদ্দেশে তিনি তিতুকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

তিত্তির, তিত্তিরি—স্বনামখ্যাত পক্ষী। তিত্তি (অনুকরণ শব্দ)—রা (দান করা)+ড, ডি ক। সং; পু।

তিথি—চান্দ্রমাসের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, প্রতিপদ্ আদি। [তিথির সংখ্যা ১৬। তন্মধ্যে প্রতিপৎ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিনিবন্ধন প্রতিমাসে কৃষ্ণ ও শুক্লরূপে দুইবার উদয় হয়। পূর্ণিমার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত তিথি কৃষ্ণা, এবং অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথি শুক্লা]। অত+ইথিন্ ক। সং; পু বা স্ত্রী।

তিথিকৃত্য—তিথিবিশেষে করণীয় কার্য্য; বিবাহাদি মাঙ্গলিক সংস্কার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তিথিক্ষয়—১। অমাবস্যা। ২। ত্র্যহস্পর্শ, এক সাবনদিনে দুই তিথির ক্ষয়। তিথির ক্ষয় হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

তিথিসন্ধি—তিথিদ্বয়ের মিলন। ৬৩২। সং; পু।

তিথী—তিথি। অত+ইথিন্ ক। সং; স্ত্রী।

তিথ্যামৃতযোগ—বারতিথিযোগে শুভকর যোগ বিশেষ। [রবি বা সোমবারে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা) হইলে, মঙ্গলবারে ভদ্রা (দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী), গুরুবারে জয়া (তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী), বুধ ও শনিবারে নন্দা (প্রতিপৎ, ষষ্ঠী ও একাদশী), শুক্রবারে রিক্তা (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী) হইলে তিথ্যামৃতযোগ হয়]। সং; পু।

তিন—ত্রয়, ত্রি, ৩। দেশজ।

তিনকাল—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর; খণ্ড প্রলয়, দৈনন্দিন প্রলয় ও মহাপ্রলয়; বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা। সং; পু।

তিন্তিড়ী, তিন্তিলী—তেঁতুলগাছ; তেঁতুল। তিম+অন্ ক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

তিন্তিড়ীক—১। তেঁতুলগাছ। তিন্তিড়ী+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। তেঁতুল। সং; ক্লী।

তিন্তিলী—তিন্তিড়ী দেখ। [গ্রাম্য। বিণ।

তিপান্তর—বৃক্ষশূন্য তিনটা মাঠ যেখানে।

তিপ্পান্ন—৫৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

তিব্বৎ—দেশ-বিশেষ। এই প্রদেশ সিন্ধুনদের উৎপত্তি-স্থান হইতে চীন দেশের সীমা পর্য্যন্ত, হিমালয় হইতে গোবী প্রান্তর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ।

তিমি—একজাতীয় প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য। ইহা ৮০০ হইতে ৯০০ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। ইহার নাসিকার ছিদ্র অতি বৃহৎ। গায়ে আঁইস নাই। আট প্রকারের তিমি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এক রূপ তিমি দৈর্ঘ্যে ৬০,৭০ ফিট হয়। ইহার হাড়ে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। তিম (আর্দ্র করা)+কি ক। সং; পু।

তিমিকোষ—সমুদ্র। ৬৩২। সং; পু।

তিমিঙ্গিল—অতি প্রকাণ্ড একপ্রকার মৎস্য। তিমিকেও গিলে যে এই বাক্যে উপ; তিমি—গৄ (গ্রাস করা)+খশ্ ক। সং।

তিমিত—১। আর্দ্র, ভিজা; নিশ্চল, স্থির। তিম্ (আর্দ্র করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। স্তিমিত। প্রা, ক। বিণ।

তিমির—১। অন্ধকার। সং; ক্লী। ২। নেত্ররোগবিশেষ। তম (গ্লান হওয়া) বা তিম (আর্দ্র করা)+কির ণ নিপাতনে। সং; পু।

তিমিররিপু—সূর্য্য। ৬৩২। সং; পু।

তিমুর (তৈমুর)—খ্যাতনামা ভারতাক্রমণকারী। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি চঙ্গিজ খাঁর উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে সমরকন্দ নগর জয় করিয়া লইয়া ক্রমে অসংখ্য তাতার সৈনিক সংগ্রহপূর্ব্বক সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। অতঃপর তিমুর বিপুলবাহিনীসহ ১৩৯৮ খৃঃ ভারতাভিমুখে ধাবিত হইলেন; পথে যে সকল রাজ্য পাইলেন, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নগর লুণ্ঠন করিলেন। দিল্লীতে ১৫ দিন অবস্থিতি করার পর তিমুর স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং পথে মীরট নগরের অধিবাসীদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে জম্মু গমন কালে তথাকার পার্ব্বত্য হিন্দুরা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করে। অতঃপর তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রতিগমন করিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিমুরের মৃত্যু হয়। বোধ হয় চঙ্গিজ ও তিমুরের ন্যায় নৃশংস মানববৈরী ভূমণ্ডলে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। পশুবৎ নির্দ্দয় ব্যবহারে উভয়েই তুল্য, কিন্তু তিমুর অধিকন্তু বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে তিমুরের নাম তৈমুরলঙ্গ, তাইমুর ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

তিয়র—মৎস্যজীবী জাতিবিশেষ। সং; পু। স্ত্রী তিয়রনী। [ক্রি।

তিয়াগিল—ত্যজিল, ত্যাগ করিল। প্রা, ক।

তিয়াত্ত, তিয়াত্তর—৭৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

তিয়ারী—তিন বেদ পড়িতে যোগ্য ব্রাহ্মণ, (অধুনা) পশ্চিমা ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। সং। [সং।

তিয়াস, তিয়াসা—তৃষ্ণা, পিপাসা। প্রা, ক।

তিরঃ (তিরস্)—অবজ্ঞা; তিরস্কার; অন্তর্ধান; বক্র। তৄ (গমন ইত্যাদি)+অসুক্ ক। বা।

তিরপিত—পরিতৃপ্ত, প্রীত, সন্তুষ্ট। তৃপ্ত শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

তিরবিরে—চঞ্চল, অস্থির, ছটফটে। প্রাদে। বিণ। ক, প্র।

তিরশ্চী—১। বক্রগামিনী। তির্য্যক্ দেখ। তির্য্যচ্+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। ২। পশুপক্ষীর স্ত্রী, মাদী। সং; স্ত্রী।

তিরশ্চীন—আড়ভাবে অবস্থিত; বক্র অবস্থিত; কুটিল। তির্য্যচ্+খীন। বিণ; ত্রি।

তিরস্—তিরঃ দেখ।

তিরস্করণী, তিরস্করিণী, তিরস্কারিণী—পর্দ্দা, কানাৎ; অদর্শনাবস্থা, যে বিদ্যার প্রভাবে আপনাকে অদৃশ্য রাখা যায়। তিরস্ (অন্তর্ধান)—কৃ (করা)+অনট্, ইন্, ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

তিরস্কার—ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা; নিন্দা। তিরস্—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

তিরস্কারিণী—তিরস্করিণী দেখ।

তিরস্কৃত—ভর্ৎসিত, অবজ্ঞাত ; নিন্দিত। তিরস্—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তিরস্ক্রিয়া—তিরস্কার। তিরস্—কৃ (করা)+শ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

তিরানই, তিরানব্বই—৯৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ। [দেশজ।

তিরাশি, তিরাশী—৮৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক।

তিরি, তিরী—১। তিন ; ৩ ফোঁটাযুক্ত তাস। ত্রি শব্দের অপভ্রংশ। ২। স্ত্রীলোক, নারী। স্ত্রী শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

তিরোধান—১। অন্তর্দ্ধান, লোকচক্ষুর অদৃশ্য হওয়া। তিরস্ (তিরঃ)—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। ২। আচ্ছাদন বস্ত্রাদি। ···+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

তিরোভাব—অন্তর্ধান, লোকচক্ষুর অদৃশ্য হওয়া। তিরস্ (তিরঃ)—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তিরোভূতা।

তিরোভূত—অন্তর্হিত। তিরস্—ভূ+ক্ত ক।

তিরোহিত—অন্তর্হিত ; দৃষ্টির বহির্ভূত। তিরস্ (তিরঃ)—ধা (ধারণ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তিরোহিতা।

তির্পল—আলকাতরা মাখান পাইল বিশেষ। ইং (Tarpaulin)। সং।

তির্য্যক্ (তির্য্যক্)—১। বক্রগামী। তিরস্ (বক্র) —অনচ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তিরশ্চী। ২। পশু ; পক্ষী। সং ; পু। ৩। বক্র ; কুটিল ; নিরুদ্ধ। ব্য।

তির্য্যগ্গতি—১। বক্রগতি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। বক্রগামী। তির্য্যক্ (বক্র) গতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী।

তির্য্যগ্যোনি—পশুপক্ষীর জাতি। ৬তৎ। সং ;

তির্য্যঙ্—তির্য্যক্ দেখ।

তিল—স্বনামখ্যাত তৈলকর শস্য ; তদাকার গাত্রস্থ চিহ্ন ; অতি সূক্ষ্ম কাল বা পরিমাণ। তিল (স্নেহময় হওয়া)+ক ক। সং ; পু।

তিলক—১। তিলযুক্ত ; [অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে] শ্রেষ্ঠ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তিলকা। ২। ফোঁটা [শাস্ত্রে ইহা নানা ভাবে অনেক আকারের উক্ত হইয়াছে। আর্য্যগণের ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে তিলক ধারণ করিতে হয়। আধুনিক বৈষ্ণবদিগের তিন প্রকার তিলক দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের কলির ন্যায় অগ্রভাগ ও গোড়া সরু যে তিলক, তাহা কলি ; উহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে রসকলি নামে অভিহিত হয়। হরিণের শৃঙ্গের ন্যায় শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট অর্থাৎ মাথা-চেরা যে তিলক, তাহা মৃগ ; হরিণের বর্ণের ন্যায় বিভিন্ন বর্ণের যে তিলক, যাহা হাতের পাঁচ অঙ্গুলি দ্বারা থাবা মারিয়া দেওয়া হয়, তাহার নাম বাঘ-থাবা তিলক] ; গাত্রতিল। তিল+কণ্। সং ; পু বা ক্লী। ৩। তিলগাছ। সং ; পু।

তিলক, বালগঙ্গাধর—ইংরাজী ১৮৫৬ সালের ২৩শে জুলাই দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত রত্নগিরি-নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক। পুত্রের যখন ষোড়শ বৎসর বয়স, তখন গঙ্গাধর রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। বালগঙ্গাধর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Deccan Collegeএ প্রবিষ্ট হন এবং এখান হইতে ১৮৭৬ খৃঃ বি, এ, পাশ করিয়া বাহির হন। তৎপরে ইনি আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৯ খৃঃ এল, এল, বি উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পর বৎসর ইনি কতিপয় বন্ধুর সমবেত চেষ্টায় পুনানগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার কিছু পরেই তিলক ও তাঁহার বন্ধুগণ মিলিয়া 'মারাঠা' ও 'কেশরী' নামে দুইখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। এই সময় হইতে ইঁহার রাজনীতিক জীবনের সূচনা হয়। কোহ্লাপুরসংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়া স্বীয় কাগজে তীব্র সমালোচনা করায় তিলকের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আসে এবং ইহার ফলে তিনি চারিমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সত্যকথা বলিলে অনেক সময় যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা তিলকের এই প্রথম হইল। তিলক ও তাঁহার সুহৃৎ নামজোশির উদ্যোগে ১৮৮৪ খৃঃ "দাক্ষিণাত্য-শিক্ষাসমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সমিতির চেষ্টায় পরবৎসর সুবিখ্যাত ফার্গুসন্ কলেজ (Fergusson College) স্থাপিত হয়। দেশে যখন Consent Bill লইয়া তুমুল আন্দোলন উঠে, তিলক তাহাতে বিশেষভাবে যোগদান করেন। তৎকালে তিনি আইনের অধ্যাপক ছিলেন। কিছুদিন পরে তিলক অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলনে প্রগাঢ়ভাবে চিত্তনিবেশ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে International Congress of Orientals নামে এক মহাসভার অধিবেশনে তাঁহার বেদবিষয়ক গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহা 'The Orion' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি কংগ্রেসের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে আহূত উক্ত সভার অধিবেশনগুলি ইঁহার যত্নেই সফল হইয়াছিল। ১৮৯৬ খৃঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তিলক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতগণের রক্ষাকল্পে যে শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষিতা ও স্বজনপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শিবাজীর স্মৃতি-রক্ষার্থ শিবাজী-উৎসবের আয়োজন করেন ; ইহার কয়েকদিবস পরেই রাজদ্রোহ-অপরাধে তিলক ধৃত হন। অনেকের চেষ্টার ফলেও যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল না, তখন তিলকের ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণ, বিশেষতঃ পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর ও হাণ্টার সাহেব ভিক্টোরিয়ার সমীপে এই মর্ম্মে এক আবেদন করেন যে, তিলক একজন মহাপণ্ডিত, তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করা হউক এবং তাঁহার মুক্তির আজ্ঞা দেওয়া হউক। ইহার কিছু পরেই তিলক মুক্তি পান। আর্য্যজাতির আদিমবাসসম্বন্ধে তাঁহার "The Arctic Home in the Vedas" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রচারে আর্য্য-জাতিসম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা গিয়াছে। তিলকের পাণ্ডিত্যখ্যাতি ইহার প্রকাশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি রাজনীতির চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার ন্যায় রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতের সংখ্যা ভারতবর্ষে খুব কম। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইঁহার স্বদেশপ্রিয়তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গ হইলে নরমপন্থী তিলকের উপর দোষ দেন। তাহার পর বৎসর ১৯০৮ সালে মজঃফরপুর বোমা বিভ্রাট হইলে 'কেশরীতে' কতকগুলি প্রবন্ধ বাহির হয় তজ্জন্য তিলক ধৃত হন ; হাইকোর্টের বিচারে ইঁহার ছয় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। ইঁহাকে মান্দালয়ে প্রেরণ করা হয় তথায় ইনি 'গীতারহস্য' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১৯১৪ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯১৫ সালে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে দুইদলের মিলন হইলে ইনি অতঃপর কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালের মে ও জুন মাসে ইনি বক্তৃতাদি করিতে থাকেন, তজ্জন্য কেন ৪০,০০০ টাকার মুচলেখা দিবেন না গভর্ণমেণ্ট তাহার কৈফিয়ৎ চাহেন। ইনি হাইকোর্টে আপিল করিয়া তাহা রদ করান। কিন্তু তাহার পরই Defence of India Act অনুসারে ইঁহার পাঞ্জাব ও দিল্লী প্রবেশ নিষেধ করা হয়। ১৯১৭ সালের কংগ্রেসে স্থির হয় যে, তিলক-প্রমুখ রাজনীতিবিশারদগণ ইংলণ্ডে একটী ডেপুটেশনে যাইবেন। তদনুসারে ইনি ১৯১৮ সালে বিলাত যাত্রা করেন ; কিন্তু কলম্বো পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসেন, বিলাত পৌঁছাইবার passport

দেওয়া হইল না। ঐ বৎসর জুলাই মাসে মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাহার পর বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহার পূর্ব্বেই Defence of India Actএর পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞার প্রত্যাহার করা হয়। অতঃপর অক্টোবর মাসে ইনি Valentince Chirol নামক একজন লেখকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জন্য বিলাত যান। তাহাতে ইঁহার পরাজয় হয়। ইনি ১৯২০ সালের ৩১শে জুলাই পরলোক গমন করেন।

তিলকট—তিলরজঃ, তিলের গুঁড়া। তিল শব্দ +কট রজঃ অর্থে। সং; পু।

তিলকল্ক—তিলের খইল। ৬৫২। সং; পু।

তিলকা—তিলক, ফোঁটা। দেশজ। সং।

তিলকালক—১। গাত্রতিল। তিলের ন্যায় কাল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, স্বরূপার্থে কণ্। সং; পু। ২। গাত্রে তিলবিশিষ্ট। তিলকাল শব্দ+কণ্। বিণ; ত্রি।

তিলকী (তিলকিন্)—তিলকধারী। তিলক + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, –নী। [সং।

তিলকুটা—তিলনির্ম্মিত মিষ্টান্ন বিশেষ। দেশজ।

তিলতৈল—তিলস্নেহ, তিলের তেল। ৬৫২; অথবা তিল শব্দ+তৈল প্রত্যয় স্নেহার্থে। সং; ক্লী।

তিলপেজ—শস্যরহিত তিল। সং; পু।

তিলার্দ্ধ—তিলপরিমিত কালের অর্দ্ধ, অর্থাৎ অল্প সময়। ৬৫২। সং; ক্লী।

তিলী (তিলিন্)—জাতিবিশেষ, সংশূদ্র। এই জাতি তিল বিক্রয়কারী। তিল+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

তিলোত্তমা—স্বর্গের বেশ্যা; সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দেবদ্বেষী অসুরদ্বয়ের বিনাশার্থ বিরিঞ্চির আদেশে বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বের যাবতীয় উত্তম (সুন্দর) পদার্থের তিল তিল লইয়া ইহাকে নির্ম্মাণ করেন, তাহা হেতু ইহার নাম হয় তিলোত্তমা [উপসুন্দ দেখ]। স্ত্রী।

তিলোদক—তিলমিশ্রিত জল। তিল মিশ্রিত উদক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তিলোদন—তিলমিশ্রিত ওদন, কৃশর, তিলের খিচুড়ী, তিলের তণ্ডুল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তিষ্য—১। পুষ্যানক্ষত্র। সং; পু। ২। পৌষ মাস। তিষ্যা (পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা) + ক। ৩। কলিযুগ। সং; পু।

তিসি, তিসী—কৃষিজাত তৈলপ্রদ বীজবিশেষ (Linseed), মসীনা। সং।

তিহাই, তেহাই—তৃতীয় অংশ; তৃতীয় ব্যক্তি বা মধ্যস্থ; সমে আসিবার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনবার আঘাত (তাল)। সং।

তীক্ষ্ণ—১। ক্ষিপ্রকারী; আত্মত্যাগী; তীব্র, শাণিত, ধারাল। তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+ক্স ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তীক্ষ্ণা। ২। লৌহ; সৈন্ধব লবণ। সং; পু। ৩। উগ্রতা। তিজ +ক্স ভা। সং; ক্লী।

তীক্ষ্ণতা—ক্ষিপ্রকারিতা, তীব্রতা, উগ্রতা; খরত্ব, ধারালত্ব। তীক্ষ্ণ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্র—১। ধারাল দন্তবিশিষ্ট। তীক্ষ্ণা দংষ্ট্রা (দন্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা। ২। ব্যাঘ্র। সং; পু।

তীক্ষ্ণশূক—যব। তীক্ষ্ণ হইয়াছে শূক (শুঁয়া) যাহার, বহু। সং; পু।

তীক্ষ্ণায়স—ইস্পাত। তীক্ষ্ণ যে অয়ঃ (অয়স্), কর্ম্মধা (সমাসে অ প্রত্যয়)। সং; ক্লী।

তীখনি—তিখনি দেখ। বিণ।

তীখর, তেখড়—তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। দেশজ।

তীত—তিক্ত, তেতো। প্রা, ক। বিণ।

তীর—১। নদীকূল, তট; গঙ্গাতট। তীর (কর্ম্ম সমাপ্ত করা)+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। সীস; বঙ্গ, রাং। সং; পু। ৩। শর, বাণ। বৈদেশিক। সং।

তীরথ—তীর্থ। প্রা, ক।

তীরন্দাজ—তীরনিক্ষেপকারী, শরচালক, ধানুকী। বৈদেশিক। সং।

তীরভুক্তি—ত্রিহুত বা তিরহুত দেশ, বিদেহ। সং; পু। [ক্ত ভা। সং; ক্লী।

তীরিত—কর্ম্মসমাপ্তি, কাষ্যশেষ। তীর ধাতু +

তীর্ণ—উত্তীর্ণ, পারগত; কাতর, অভিভূত; আপ্লুত। তৄ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তীর্ণা।

তীর্থ—১। যজ্ঞ; উপায়; দর্শনশাস্ত্র; উপাধ্যায়; স্ত্রীরজ; অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেবতীর্থ, কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলভাগ প্রজাপতি(?) কায়তীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীর মধ্যভাগ পিতৃতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ ব্রাহ্মতীর্থ; মানস, জঙ্গম ও স্থাবর এই তিন প্রকার তীর্থ; সত্য, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাক্য, জ্ঞান, ধৈর্য্য, পুণ্য, মনঃশুদ্ধি, এইগুলি মানসিক তীর্থ বা কাহারও চিত্তমালিন্য বিনাশ প্রভৃতি সাধন নিমিত্ত এবং সর্ব্বকামপ্রদ জঙ্গম তীর্থ; ভূমির অদ্ভুত প্রভাবে, জলের তেজে ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত হওয়ায় পবিত্র কাশী, প্রয়াগাদি স্থান স্থাবর বা ভৌমতীর্থ। তৄ + থক্ ণ। ২। পুণ্যক্ষেত্র, পাপমুক্তির নিমিত্ত লোকেরা যে স্থানে গমন করে; জলাবতরণিকা, ঘাট। তৄ+থক্ ক্ম। ৩। সংপাত্র; কূপসমীপস্থ জলাশয়; ঋষিসেবিত জল। তৄ+থক্ অধি। সং; ক্লী।

তীর্থকর, তীর্থঙ্কর—শাস্ত্রকার; বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মুনি [বৌদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী জৈনগণের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর]। তীর্থ (দর্শনশাস্ত্র) –কৃ (করা)+অন, খ ক। সং; পু।

তীর্থকাক—তীর্থস্থিত কাক; লোলুপ, প্রত্যাশিত ব্যক্তি। ৭৩৯। সং; পু।

তীর্থঙ্কর—তীর্থকর দেখ।

তীর্থযাত্রা—তীর্থস্থানের উদ্দেশে গমন। তীর্থে যাত্রা, ৭৩৯। সং; স্ত্রী।

তীর্থযাত্রী (–যাত্রিন্)—তীর্থযাত্রাকারী। তীর্থযাত্রা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তীর্থযাত্রিণী। [পু।

তীর্থরাজ—কাশী। তীর্থের রাজা, ৬৩৭। সং;

তীর্থবাস—নিয়মিতরূপে তীর্থক্ষেত্রে অবস্থিতি। ৭৩৯। সং; পু।

তীর্থবাসী (–বাসিন্)—পুণ্যক্ষেত্রে বাসকারী। তীর্থে বাস করে যে এই বাক্যে উপ; তীর্থ –বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –বাসিনী।

তীর্থসেবী (–সেবিন্)—১। তীর্থবাসী। তীর্থ –সেব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী তীর্থসেবিনী। ২। বকপক্ষী। সং; পু।

তীবর—ধীবর জাতি, ব্যাধ; সমুদ্র। তু(পোর হওয়া)+বরচ্ ক। সং; পু। স্ত্রী তীবরী।

তীব্র—১। অধিক; মহৎ; উষ্ণ; তীক্ষ্ণ; উগ্র, কড়া; দুঃসহ। তীব (স্থূল হওয়া)+রক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তীব্রা। ২। আধিক্য; উগ্রতা; উষ্ণতা। তীব + রক্ ভা। সং; ক্লী।

তীব্রতা—আধিক্য; উষ্ণতা; তীক্ষ্ণতা; উগ্রতা। তীব্র + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

তীব্রদৃষ্টি—১। তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্ভেদে সমর্থ দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, দৃষ্টিদ্বারা মনোগতভাব বুঝিয়া লইতে সমর্থ। তীব্রা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তীব্রমধুর—অতি মধুর; উগ্র অথচ স্নিগ্ধ। ২৩৫ বা কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –রা।

তীব্রস্বর—১। কর্ণভেদী ধ্বনি, কড়া আওয়াজ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। কর্ণভেদী ধ্বনিকারক, কড়া আওয়াজবিশিষ্ট। তীব্র হইয়াছে স্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তু—১। অবধারণ; পক্ষান্তর; নিগ্রহ; সমুচ্চয়, এবং; প্রভেদ; পাদপূরণ। তুদ (পীড়ন করা)+ডু ক। ব্য। ২। কুকুরের আহ্বানসূচক শব্দ। ৩। তুই শব্দের ইতর সংক্ষেপ।

তুঅ—তোর, তোমার। প্রা, ক।

তুঁ, তুঁহু—তুই, তুমি। প্রা, ক।

তুক (তুজ্)—অপত্য, সন্তান। তুজ+ক্বিপ্ ক্ম। সং; পু।

তুক—কুহক; যাদু; কুহকমন্ত্র। দেশজ। সং।

তুকারাম—মহারাষ্ট্রীয় প্রসিদ্ধ কবি ও সাধু। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে (অথবা ১৬০৭/৮ খৃঃ অব্দে) পুণার নিকটস্থ দেহগ্রামে বণিগ্‌বংশে ইঁহার জন্ম হয়। সাংসারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না থাকায় ইনি সামান্য শিক্ষিত হওয়া ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া সংসারের আনুকূল্য

করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার ভার্য্যা সক্রেটিস্-পত্নী জ্যান্টিপির ন্যায় অতিশয় কোপনস্বভাবা ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা তুকারাম কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার পাইয়া সেগুলি প্রার্থী বালকবালিকাদিগকে দান করিয়া একখণ্ড মাত্র লইয়া গৃহে উপস্থিত হন। ইঁহার গুণবতী সহধর্ম্মিণী সমস্ত কথা শুনিয়া সেই ইক্ষুদণ্ড দ্বারা ইঁহার পৃষ্ঠদেশে এমন আঘাত করিলেন যে, তাহাতে ইক্ষুটা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। তিতিক্ষু তুকারাম সক্রেটিসের ন্যায় কেবল এইমাত্র বলিলেন, "প্রিয়ে, তুমি আমাকে এতই ভালবাস যে, আকগাছটি তোমার একেলা খাইতে ভাল লাগিবে না বলিয়া দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে।"

তুকারামের বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জনকজননীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। এই সকল ঘটনায় তুকারাম নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর ইঁহার মনে ঈশ্বরসাধনপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। কথিত আছে যে, এই সময়ে ইনি স্বপ্নে চৈতন্যশিষ্য জনৈক বাবাজীর নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি সকলকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল ভজন পূজনেই মনোনিবেশ করিলেন। ইনি নিজে শ্লোকরচনা করিয়া কথকতা ও কীর্ত্তন করিতেন, এবং এই উপায়ে লোককে ধর্ম্মপথের পথিক করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে ইঁহার অনেক শিষ্য হইল।

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী তুকারামের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তুকারাম রাজপুরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর উদারচেতা শিবাজী স্বয়ং ইঁহার কুটিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। মহারাষ্ট্রপতি ইঁহাকে প্রভূত অর্থ উপহার দিলে, নির্লোভ তুকারাম তাহা অনাবশ্যক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রমে শিবাজী ইঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং ইঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হন। শিবাজীর মাতা জিজাবাই তুকারামের নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রকে পুনরায় সংসারী করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তনশ্রবণার্থ শিবাজী উপস্থিত হইলে তুকারাম তাঁহাকে সার উপদেশ দিয়া পুনরায় সংসারী করেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

তুখোড়—পারদর্শী, সুনিপুণ; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। দেশজ। বিণ।

তুঙ্গ—১। উচ্চ; অত্যুচ্চ; উন্নত; বৃহৎ; শ্রেষ্ঠ। তুন্জ (বলিষ্ঠ হওয়া)+অজ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তুঙ্গা। ২। পর্ব্বত; নারিকেল বৃক্ষ; মেষাদি রাশিবিশেষ; অত্রির পুত্র। সং; পু।

তুঙ্গভদ্র—মত্তহস্তী। সং; পু।

তুঙ্গভদ্রা—মহীশূর রাজ্যান্তর্গত নদীবিশেষ। ইহার স্থানীয় নাম "তুঙ্গভদ্রা"। নদীটি তুঙ্গ ও ভদ্রা এই দুইটির সহযোগেই উৎপন্ন। উভয়েরই উৎপত্তি মহীশূর দেশে। পশ্চিম ঘাটের গঙ্গামূল শিখরের নিম্নদেশে কদুর জেলায় তুঙ্গ উৎপন্ন হইয়া শিমোগা জেলায় ভদ্রার সহিত মিলিত হইয়াছে। ভদ্রাও তুঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন হইয়া শিমোগা জেলায় তুঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত নদী মান্দ্রাজ ও নিজামের রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশক স্বরূপে প্রবাহিত। ইহার দক্ষিণ কূলে বিজয় নগরের রাজধানী অবস্থিত ছিল। নদীটি কৃষ্ণা নদীর একটি প্রধান শাখা বলিয়া পরিগণিত। পুরাণে কথিত আছে যে, বরাহ অবতারের বাম দন্ত হইতে তুঙ্গ এবং দক্ষিণ দন্ত হইতে ভদ্রা উৎপন্ন। সং; স্ত্রী।

তুঙ্গশেখর—পর্ব্বত। তুঙ্গ (উচ্চ) শেখর যাহার, বহু। সং; পু।

তুঙ্গা—১। উচ্চা, ইত্যাদি। তুঙ্গ দেখ। তুঙ্গ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বংশলোচন; শমীলতা। সং; স্ত্রী।

তুঙ্গিনী—১। উচ্চস্থানস্থিতা। তুঙ্গী (১) দেখ। তুঙ্গিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মহাশতাবরী। সং; স্ত্রী।

তুঙ্গী (তুঙ্গিন্)—১। উচ্চস্থানস্থ (গ্রহাদি)। তুঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী তুঙ্গিনী। ২। রাশিবিশেষে কোন কোন গ্রহ অবস্থিত থাকিলে তাহাকে তুঙ্গী বলে, যেমন মেষে রবি, বৃষে চন্দ্রমা, মকরে মঙ্গল, কন্যায় বুধ, কর্কটে বৃহস্পতি, মীনে শুক্র, তুলায় শনি থাকিলে তুঙ্গ যোগ হয়। এই উচ্চস্থানস্থিত গ্রহকে তুঙ্গী বলে। সং; পু।

তুঙ্গী—হরিদ্রা; বর্ব্বরা; রাত্রি। তুঙ্গ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তুঙ্গীপতি—নিশানাথ, চন্দ্র। তুঙ্গীর (রজনীর) পতি, ৬৩২। সং; পু।

তুঙ্গীশ—শিব; সূর্য্য; কৃষ্ণ। তুঙ্গীর ঈশ, ৬৩২। সং; পু।

তুচ্ছ—১। সামান্য, ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, অল্প; শূন্য; অসার; হীন। তুল (ওজন করা)+ছ ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তুচ্ছা। ২। তুষ। সং; ক্লী।

তুছ—তুচ্ছ দেখ।

তুড়ি—অঙ্গুলিধ্বনি; চুটকি। দেশজ। সং।

তুড়িলাফ—অকস্মাৎ লম্ফ। দেশজ। সং।

তুড়ী—রাগিণীবিশেষ, বসন্তরাগের স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

তুণ্ড—১। রাক্ষসবিশেষ; শিব। সং; পু। ২। আস্য, মুখ, ঠোঁট। তুন্ড্ (ভেদ করা)+অন ক। সং; ক্লী।

তুণ্ডি—১। নাভি। সং; স্ত্রী। ২। মুখ; চঞ্চু। তুন্ড (ভেদ করা)+ইন্ ক। সং; পু।

তুণ্ডিভ, তুণ্ডিল—বৃহৎনাভিবিশিষ্ট; স্থূলোদর। তুণ্ডি+ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক, পক্ষে তুণ্ডি শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

তুতান—মিষ্ট কথায় ভুলান, ফুসলান, শান্ত করা, খোসামোদ করা। গ্রাম্য। ক্রি।

তুঁত, তুতী—[illegible] ক।

তুঁতিয়া, তুঁতিয়া—তুথ, তাম্রঘটিত নীলবর্ণ উপরসবিশেষ (copper sulphate)। সং।

তুত্থ—তুঁতে। তুথ+থক ক। সং; ক্লী।

তুন্দ—উদর, ভুঁড়ি। তুদ+দ ক। সং; ক্লী।

তুন্দি—১। নাভি। সং; স্ত্রী। ২। গন্ধর্ববিশেষ। সং; পু। ৩। উদর, পেট, ভুঁড়ি। তুদ (পীড়া দেওয়া)+ইন্ ক। সং; ক্লী।

তুন্দিভ, তুন্দিল—স্থূলোদর, ভুঁড়িওয়ালা। তুন্দি+ভ, ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

তুন্নবায়—[illegible] দরজি, সেলাই করা+[illegible] ক। সং; পু।

তুফান—জোরবাতাসে নদীর জলের স্ফীতি, ফাঁপ; ঝড়; [illegible]। বৈদেশিক। সং।

তুবড়ান—[illegible] হওয়া, টোল হওয়া। দেশজ। ক্রি।

তুবড়ী—আতসবাজীবিশেষ; একপ্রকার [illegible], ইহার মুখে অগ্নিসংযোগে লোহাচূর্ণ ফুলিঙ্গাকারে উৎক্ষিপ্ত হয়। দেশজ। সং।

তুমার—দীর্ঘ হিসাব; মোট হিসাব। বৈদেশিক।

তুমল, তুমুল—১। সঙ্কুল যুদ্ধ, মিশ্রযুদ্ধ, কলহ, গণ্ডগোল, হট্টগোল। তু (বধ করা)+মুলক্, মুলক্ [illegible]। সং; ক্লী। ২। ব্যাকুল; বিশৃঙ্খল; ভয়ানক; অতিশয়; ঘোরতর; উৎকট। [illegible] মুলক্ ম্ম। বিণ; ত্রি।

তুম্ব—অলাবু, লাউ। তুম্ব (পীড়া দেওয়া)+অন্ ক। সং; পু।

তুম্বক—অলাবু। স্বার্থে ক। সং; পু।

তুম্বকী (তুম্বকিন্)—তম্বুরার ন্যায় বাদ্যবিশেষ। তুম্বক+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

তুম্বি, তুম্বী—অলাবু, লাউ। সং; স্ত্রী।

তুম্বুরু—মহাদেবের অনুচর জনৈক গন্ধর্ব; [illegible]বিশেষ। তুম্ব+উরু ক। সং; পু।

তুয়া—তোমার; তোমাকে; তুমি। প্রা, ক।

তুর—১। দ্রুতগামী। তুর (বেগে চলা)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তুরা। ২। শীঘ্র। ক্রিয়া। ৩। বেগ; ত্বরা। সং; স্ত্রী।

তুরক, তুরুক—তুরস্ক দেশের লোক, তুর্কী। সং। [সৈন্ত। সং।

তুরক (তুরুক)—সওয়ার—তুর্কী অশ্বারোহী

তুরকী—তুরস্ক-দেশজাত। বিণ।

তুরগ—অশ্ব ; চিত্ত, মনঃ। তুর (শীঘ্র)—গম (গমন)+ড ক। সং ; পুং।

তুরগী (তুরগিন্)—অশ্বযুক্ত, ঘোটকবিশিষ্ট ; অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। তুরগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী তুরগিণী।

তুরগী—ঘোটকী, ঘুড়ী ; অশ্বগন্ধা ; তুরগ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [+খ ক। সং ; পুং।

তুরঙ্গ, তুরঙ্গম—অশ্ব ; চিত্ত। তুর বা ত্বরা—গম

তুরঙ্গদ্বিষণী—মহিষী। তুরঙ্গের (ঘোটকের) দ্বিষণী (দ্বেষকারিণী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

তুরঙ্গপ্রিয়—যব। ৬তৎ। সং ; পুং।

তুরঙ্গবক্ত্র, তুরঙ্গবদন—কিন্নর। তুরঙ্গের বক্ত্রের বা বদনের ন্যায় বক্ত্র বা বদন যাহার, বহু। সং ; পুং।

তুরঙ্গী (তুরঙ্গিন্)—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। তুরঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী, –ণী।

তুরঙ্গী—ঘোটকী, ঘুড়ী ; অশ্বগন্ধা। তুরঙ্গ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

তুরা—বেগ ; ত্বরা। তুর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ;

তুরাষাট্ (—ষাহ্)—দেবরাজ ইন্দ্র। সং ; পুং।

তুরি, তুরী—১। তন্তুবায়ের বস্ত্রবয়নের মাকু। তুর (বেগে চলা)+ই ক। সং ; স্ত্রী। ২। রণশৃঙ্গবিশেষ। সং।

তুরিত, তুরিতে—ত্বরিত, সত্বর, শীঘ্র। প্রা, ক।

তুরিয়তিক—তৌর্য্যত্রিক। প্রা, ক।

তুরী—তুরি দেখ।

তুরপন—সূত্রধরের ভ্রমর-যন্ত্র। সং।

তুরষ্ক, তুরুস্ক—তুর্কীদেশ ; আনীল হরিত মণি-বিশেষ। সং।

তুরীয়—১। পরব্রহ্ম। সং ; ক্লী। ২। চতুর্থ। চতুর্ (চারি)+ঈয় নিপাতনে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তুরীয়া।

তুরুক—তুরক দেখ।

তুরুপ—তাস খেলার চারি রঙ্গের মধ্যে নির্ব্বাচিত প্রধান রঙ্গের তাসকে তুরুপ বলে। তখন অন্য রঙ্গ—বদরঙ্গ। ইং (trump)। সং।

তুরুম—কাষ্ঠাধারবিশেষ যাহার ছিদ্রমধ্যে অপরাধীর পদ কিংবা হস্তপদ প্রবেশ করাইয়া রাখিয়া শাস্তি দেওয়া হইত। সং।

তুর্কী—তুরস্কদেশজাত, তদ্দেশীয় লোক, ভাষা বা ঘোড়া। বৈদেশিক। সং।

তুর্ম্মলী, তুর্মলীন—সিংহলের মণিবিশেষ। বৈদেশিক। সং। [বিণ ; ত্রি।

তুর্য্য—চতুর্থ। চতুর্ (চারি)+য্য নিপাতনে।

তুর্য্যগোল—সময়নির্দ্ধারক যন্ত্র, ঘড়ি। সং ; স্ত্রী।

তুর্ব্বসু—রাজা যযাতির পুত্র, ইনি দেবযানীর গর্ভসম্ভূত। এই তুর্ব্বসু হইতেই যবনগণের উৎপত্তি হইয়াছে। যযাতির জরাভার গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায় ইনি পিতৃশাপে হৃতরাজ্য হন [যযাতি দেখ]। সং ; পুং।

তুল—তুলাদণ্ড, একপ্রকার দাঁড়ি ; কার্পাস। দেশজ। সং।

তুল—তুমুল, বিবাদসঙ্কুল। গ্রাম্য। বিণ বা সং।

তুল-কালাম—দীর্ঘ সমালোচনা, কলহ। গ্রাম্য। সং।

তুলট—১। তুলাব্রত দেখ। ২। একপ্রকার তুলার কাগজ। দেশজ। সং।

তুলতুল, তুলতুলিয়া, তুলতুলে—তুলার মত নরম, অতি কোমল। দেশজ। বিণ।

তুলনা—সাদৃশ্য, উপমা ; পরিমাণ। তুল (ওজন করা)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

তুলসী—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। তুলা শব্দ (সাদৃশ্য)—সো (নাশ করা)+অন্ ক+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কফ জ্বরঘ্ন ; পুরাতন জ্বরে কৃষ্ণতুলসীর রস অতি হিতকারী। তুলসী দুর্গন্ধনাশক ও ম্যালেরিয়ার বিষম শত্রু। শিশুর জ্বরে মধুসহ ইহার রস সেবন করাইলে শীঘ্র জ্বরের উপশম হয়। ইহা পরিপাকশক্তি-বর্দ্ধক, তাপজনক, মশকনাশক, পবিত্র।

তুলসীবৃক্ষের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দুই প্রকার পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। (১ম) বিষ্ণুপুরাণমতে, জলন্ধর-পত্নী বৃন্দার দেহভস্ম হইতে তুলসীর জন্ম হয়। [জলন্ধর দেখ]।

(২য়) ব্রহ্মপুরাণমতে,—তুলসী পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার সখী ছিলেন। কোন কারণে শ্রীমতী তুলসীর প্রতি রুষ্টা হওয়ায় অভিশাপ প্রদান করায় ইনি রাজা ধর্ম্মধ্বজের তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভকালে তুলসী তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে একদিন ধ্যানমগ্ন গণেশদেবকে দেখিয়া ইনি তৎপ্রতি প্রণয়াসক্ত হন, এবং তাঁহার তপোভঙ্গ করিয়া তদীয় পত্নী হইবার অভিলাষ করেন। দারপরিগ্রহে ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া গণেশ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, তুলসী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, "অচিরে তোমাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে।" তখন গণেশও তুলসীকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তুমি যেরূপ কামাতুরা, তাহাতে তুমি দেবভোগ্যা না হইয়া অসুরভোগ্যা হইবে।" অতঃপর শঙ্খচূড় নামক অসুরের সহিত তুলসীর বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে শঙ্খচূড়ের সহিত দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পতিপ্রাণা তুলসী বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ফলে স্বয়ং মহাদেবও শঙ্খচূড়কে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন দেবগণের একান্ত অনুরোধে বিষ্ণু, শঙ্খচূড়ের বেশ ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করিলে, অসুররাজ স্বীয় পূর্ব্বপ্রাপ্ত বরের সর্ত্তানুসারে নিধন-প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর পতিপরায়ণা তুলসী পতিবিরহে শোকাকুলা হইয়া বিষ্ণুর পদে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শরীর হইতে গণ্ডকীশিলার এবং কেশ হইতে তুলসীবৃক্ষের উদ্ভব হইল।

তুলসীচরণ গোস্বামী—ইঁহার জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুরের গোস্বামী মহাশয়েরা বঙ্গদেশে বিখ্যাত। ইঁহার পিতার নাম ৺কিশোরীলাল গোস্বামী। পিতার ন্যায় ইনিও উচ্চ-শিক্ষিত। ইনি রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা-পারষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া দেশের অনেক কাজ করিতেছেন। ইনি সৎসাহসী ও সুবক্তা।

তুলসীচরণ ঘোষ—ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইনি কালনেমি নামক সামাজিক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। মাসিক পত্রিকাদিতে ইনি গল্প ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। ইনি একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

তুলসীদাস—সুবিখ্যাত হিন্দী কবি ও পরম ভক্ত সাধু। ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিয়া ইনি সংসারী হন। ইনি পত্নীপ্রেমে এতদূর মুগ্ধ ছিলেন যে, একদণ্ডও তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, এজন্য ভার্য্যাকে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে দিতেন না। একদা শ্বশুরের নিতান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু নিজেও বাহকগণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইঁহার পত্নী অতি দুঃখের সহিত মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "হায়! এতটুকু অনুরাগ যদি তোমার ভগবানের প্রতি হইত, তাহা হইলে আজ ভাগ্যফল অন্যরূপ হইত।" ভার্য্যার এই কথায় তুলসীদাসের জ্ঞানোদয় হইল। অতঃপর ইনি সেই অনুরাগ ঈশ্বরে অর্পণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। ইহার পর তুলসীদাস আর পত্নীর সমভিব্যাহারী হইলেন না, গৃহেও ফিরিয়া গেলেন না। সেই দিন হইতে তিনি ঈশ্বরান্বেষণে বহির্গত হইলেন, এবং সাধন ভজন দ্বারা ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, একদা একটী রমণীকে সহমরণে

*গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া তুলসীদাস তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্ত করেন এবং তাঁহার মৃত বা মৃতকল্প পতিকে জীবিত করিয়া দেন। এই সংবাদ শুনিয়া দিল্লীশ্বর আকবর ইঁহাকে কোনরূপ অলৌকিক কার্য্য দেখাইতে অনুরোধ করেন; কিন্তু ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে আকবর কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন, এবং পরে মুক্তিলাভ করেন।

তুলসীদাস হিন্দী ভাষায় রামচরিত প্রণয়ন করেন। ইঁহার সেই গ্রন্থ "তুলসী রামায়ণ" নামে খ্যাত। এই রামায়ণ বেদ শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুস্থানবাসীর প্রতি গৃহে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পঠিত ও সম্মানিত হয়। ইহা পাঠে অতি কঠিন হৃদয়ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। তুলসীদাসের নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক দোঁহাবলী অমূল্য গ্রন্থ। উহা অনেকেরই জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ করিয়াছে।

তুলা—১। পরিমাণদণ্ড, ওজনের দাঁড়ি, নিক্তি; ভারের পরিমাণ; শত পল পরিমাণ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির সপ্তম রাশি, ভাণ্ড। তুল (ওজন করা)+অ ণ। ২। তুলনা; সাদৃশ্য। তুল+অ ভা। ৩। স্তম্ভোপরিস্থ কাষ্ঠ। তুল+অ র্ম। সং; স্ত্রী। ৪। কার্পাস। সং। ৫। উত্তোলন করা, উঠান। দেশজ। ক্রি।

তুলাকূট—১। ওজনে কম দেওয়া, ওজন বিষয়ে ছলনা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী। ২। যে ওজনে কম দেয়। তুলাতে কূট (ছল) আছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তুলাকোটি, তুলাকোটী—নূপুর; তুলাদণ্ডের অগ্রভাগ; অর্ব্বুদসংখ্যা। সং; স্ত্রী।

তুলাদণ্ড—পরিমাণদণ্ড; নিক্তি; দাঁড়ি। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

তুলাদান—আপনার দেহপরিমাণানুরূপ দান।

তুলাধর—সূর্য্য। তুলা—ধৃ+অন্ ক। সং; পু।

তুলাধার—১। তুলাদণ্ডধারী, বাণিজ্যকারী। তুলা শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। তুলারাশি; তুলা দণ্ড-রজ্জু। সং; পু। ৩। কাশীস্থ জনৈক সাধুপুরুষ। ইনি ধর্ম্মমার্গে সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দৈববাণীর আদেশক্রমে জাজলি ঋষি ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তুলাধার তাঁহাকে মোক্ষপদপ্রাপ্তির সার উপদেশ প্রদান করেন।

তুলাধারী (—ধারিন্)—যে ওজন করে। তুলা শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী তুলাধারিণী।

তুলাপুরুষ—মহাদানবিশেষ, ইহাতে আপনার ওজনের পরিমাণ স্বর্ণাদি দান করিতে হয়। মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তুলামান—তুলাদণ্ডে পরিমাণকরণ। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

তুলাব্রত, তুলট—আত্মপরিমাণতুল্য কোন ধাতুদানরূপ ব্রত। সং; স্ত্রী। [অষ্টধাতুর তুলায় মনোবাক্-কায়-সম্ভব সর্ব্ব পাপের বিমুক্তি হয়। স্বর্ণ তুলায় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষের উদ্ধার হয় এবং কখনও দারিদ্র্য হয় না। রজত তুলায় স্বর্গলাভ হয়। তাম্র তুলায় কুষ্ঠাদি বহুরোগের মোচন হয়। কাংস্য তুলায় ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। লৌহ তুলায় রক্ষাধিপ হয়। পিত্তল তুলায় অপ্সরোপরিবৃত বিমানে ও স্বর্গে সুখে বাস করে। সীসকের তুলায় গন্ধর্ব্বত্ব লাভ হয়। বঙ্গের তুলায় চন্দ্র-সাযুজ্য প্রাপ্তি হয়।

তুলিম—তুলাদণ্ড দ্বারা ওজন করিয়া বিক্রয়। তুল+ইম র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মা।

তুল্য—সদৃশ, একরূপ, সমান। তুলা। য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তুল্যা।

তুল্যপতিক—সমানস্বামিক। তুল্য হইয়াছে পতি (প্রভু ভর্ত্তা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কা। [সং; স্ত্রী।

তুল্য-প্রতিযোগিতা—সমকক্ষতা। কর্ম্মধা।

তুল্য-মূল্য—সমান মূল্যবান্। বহু। বিণ; ত্রি।

তুল্যযোগিতা—কাব্যালঙ্কারবিশেষ। [অলঙ্কার দেখ]। সং; স্ত্রী।

তুষ, তুস—ধান্যত্বক্, ধানের খোসা। তুস (তুষ্ট করা)+ক ক। সং; পু।

তুস-তুষলি—বালিকাদের ব্রতবিশেষ। পৌষমাসে অনুষ্ঠেয়। স্বামীর ধনধান্য কামনায় নূতন ধান্যের তুষ ও গোময় দূর্ব্বা দিয়া গোলক নির্ম্মাণপূর্ব্বক সরিষা পুষ্পদ্বারা পূজা করা হয়। দেশজ। সং।

তুষা—১। ধান্যত্বক্, তুষ। তুষ শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। তুষ্ট করা। ক্রি; তুষ্ ধাতুজ। ক, প্র।

তুষানল—তুষাগ্নি, তুষের আগুন; তুষাগ্নিতে জীবিত দেহের দাহরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। ৬তৎ; বা তুষজাত যে অনল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তুষার—১। হিম; নীহার, স্বাভাবিক বরফ; জলকণা, গুঁড়াগুঁড়া বৃষ্টি। তুষ+আরক্ ক। সং; পু। ২। স্নিগ্ধ; শীতল। বিণ; ত্রি।

তুষারকর—১। চন্দ্র। তুষার (শীতল) কর যাহার, বহু। কর্পূর। তুষার (শীতল)—কৃ (করা)+ট ক। সং; পু।

তুষারগিরি—হিমগিরি, হিমালয়। তুষার পূর্ণ গিরি, অথবা তুষার-প্রধান গিরি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তুষারধবল—বরফের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। তুষারের ন্যায় ধবল, মপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

তুষারমূর্ত্তি, তুষারাংশু—চন্দ্র। তুষার (শীতল) হইয়াছে মূর্ত্তি (আকার) বা অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

তুষিত—৩৬ সংখ্যক গণদেবতা। তুষ+কিতচ্ ক। সং; পু।

তুষ্ট—তৃপ্ত; সন্তুষ্ট; আহ্লাদিত। তুষ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তুষ্টা।

তুষ্টি—সন্তোষ; আহ্লাদ; হর্ষ; মাতৃকাবিশেষ। তুষ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

তুষ্টিমান্ (—মৎ)—১। সন্তোষবিশিষ্ট। তুষ্টি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী তুষ্টিমতী। ২। কংসের ভ্রাতা। সং; পু।

তুস—তুষ দেখ।

তুসসি—তুষ, ধানের খোসা। প্রা, ক।

তুস্কা—ইহা নয় উহা নয় এরূপ কাজ অর্থাৎ কিছুই না। সং।

তুস্ত—রজঃ, ধূলি। তুস+ক্ত অধি। সং; স্ত্রী।

তুহিন—১। শীতল, স্নিগ্ধ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তুহিনা। ২। হিম, তুষার; জ্যোৎস্না। তুহ (পীড়া দেওয়া)+ইন ক। সং; স্ত্রী।

তুহিনকর—চন্দ্র; কর্পূর। তুহিন (শীতল) কর যাহার, বহু। সং; পু।

তুহিনদীধিতি—চন্দ্র, হিমাংশু। তুহিন (শীতল) দীধিতি (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

তুহিনাংশু—চন্দ্র, সুধাকর। তুহিন (শীতল) অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

তুহিনাদ্রি—হিমাদ্রি, হিমালয়। তুহিন-প্রধান যে অদ্রি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তুহু, তুহুঁ—তুমি। প্রা, ক।

তূণ—শরধি, বাণাধার। তূণ (পূর্ণ করা)+ক র্ম। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

তূণক—পঞ্চদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]।

তূণকি—তুঁতের মত, নীলবর্ণ। প্রা; ক।

তূণি—সঙ্কোচ। তূণ+ই ভা। সং; স্ত্রী।

তূণী—১। তূণ, শরধি, বাণাধার। তূণ+ঈপ্। ২। সঙ্কোচ। তূণ+ইভা+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তূণীর—তূণ, শরধি, বাণাধার। তূণ (পূর্ণ করা)+ঈরন্ র্ম। সং; পু।

তূৎ, তুঁৎ—কৃমিজাত ক্ষীরী ক্ষুপ বা ক্ষুদ্র গাছ, ইহার পাতা পলু পোকা বা রেশমকীটের খাদ্য। ইং (Mulberry tree)। সং।

তুতক—তুত্থ, তুঁতে। সং; স্ত্রী।

তুত-পোকা—তুঁৎপাতা খাইয়া জীবনধারণকারী পতঙ্গ বা কীট, রেশমকীট। সং।

তূর—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। তুর+ক র্ম। সং; স্ত্রী।

তূরী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। তূর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তূর্ণ—১। সত্বর। ত্বর (বেগে চলা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি; স্ত্রী তূর্ণা। ২। শীঘ্র। ক্রি-বিণ।

তূর্ণি—ত্বরা। ত্বর+ক্তি (মতান্তরে) নি ভা। সং; স্ত্রী। [চতুর্+য। সং; স্ত্রী।

তূর্য্য—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। তূরী+য্য, বা

ভাষ্যের অবতরণিকা প্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে, বৈশম্পায়ন মুনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া স্বীয় শিষ্যগণকে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করিলে শিষ্যগণ-মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাকে শিষ্যত্ব ত্যাগের কথা বলা হয়। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়ন ঋষির নিকট শিক্ষিত মন্ত্রগুলি বমন করিলে অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ তিত্তিরি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া উহা গ্রহণ করেন; সেই অবধি তাঁহারা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। তিত্তিরি+ ণীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

তৈত্তিরীয়া—১। তিত্তির-সম্বন্ধীয়া, ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। যজুর্বেদের শাখাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

তৈনাত,তৈনাতি—কর্ম্মে নিয়োগ বা বাহাল। প্রা, ক।

তৈয়ার, তৈয়ারী, তৈরী—১। প্রস্তুত; উদ্যত। বিণ। ২। প্রস্তুত করণ, নির্ম্মাণ। বৈদেশিক। সং।

তৈর্থিক—দর্শনশাস্ত্রকার, কপিলকণাদাদি। তীর্থ+ষ্ণিক। সং; পু।

তৈল—তিলাদির স্নেহ, তেল। তিল+ষ্ণ বিকারার্থে। সং; ক্লী।

তৈলকার—তেলী, কলু। তৈল—কৃ (করা) +বণ্‌ ক। সং; পু। [সং; ক্লী।

তৈলকিট্ট—তেলের কাইট; খইল। ৬তৎ।

তৈলঙ্গ—দেশবিশেষ, আধুনিক কার্ণাটিক; তত্রত্য লোক। সং; পু।

তৈলঙ্গস্বামী—কাশীর সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাপুরুষ। পিতৃদত্ত নাম তৈলঙ্গধর। জাতি ব্রাহ্মণ। জন্ম ১৫২৯ শকাব্দায় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে হোলিয়া নামক স্থানে। ৪০ বৎসর বয়সে ইনি পিতৃহীন হন; পরে মাতার নিকট কিছু যোগ শিক্ষা করেন। ৫২ বৎসর বয়সে ইঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। এই ঘটনায় সংসারে ইঁহার এমন অনাস্থা জন্মে যে, যেখানে মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেখান হইতে ইনি আর গৃহে ফিরিলেন না। ইঁহার ভ্রাতা সেইখানেই ইঁহার বাসোপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ ও আহারাদির ব্যবস্থা করাইয়া দিলেন। এইখানে একাদিক্রমে ইনি ২০ বৎসর যোগ সাধনা করেন। ভগীরথ স্বামী নামক পাতিয়ালা রাজ্যের এক সন্ন্যাসীর সহিত তৈলঙ্গ স্বামীর এইখানেই সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইঁহাকে আরও যোগ শিক্ষা দেন ও গণপতি স্বামী এই আখ্যা প্রদান করেন। লোকে কিন্তু ইঁহাকে বরাবরই ত্রৈলিঙ্গের অপভ্রংশ তৈলঙ্গ স্বামী বলিয়া অভিহিত করিত। তৈলঙ্গ স্বামী অতঃপর সেতুবন্ধ রামেশ্বর, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া নর্ম্মদাতীরে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে অবস্থান করেন। এইখানে খাকিবাবা নামক জনৈক যোগী একদিন দেখিলেন, নর্ম্মদানদীর জল দুগ্ধে পরিণত হইয়া তৈলঙ্গীর নিকট আসিল এবং স্বামীজীও হৃষ্টচিত্তে সেই দুগ্ধ পান করিলেন। খাকিবাবা নিকটে আগমন করিবামাত্র দুগ্ধ আবার জলাকার ধারণ করিল। খাকিবাবা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সকলকে জ্ঞাত করাইলে এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্বামীজী বিরক্ত হইয়া এলাহাবাদ পর্য্যটনপূর্ব্বক কাশীধামে অসি ঘাটের নিকট তুলসীদাসের উদ্যানে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেককে দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত করিতে লাগিলেন। ইহাতে জনতাবৃদ্ধি হইল দেখিয়া দশাশ্বমেধঘাট ও কাশীর অন্যান্য স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ইনি দারুণ শীতে শরীরকে জলমগ্ন করিতেন এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মে উত্তপ্ত বালুকার উপর শয়ন করিতেন। জীবনের অন্তিম ভাগে ইনি একপ্রকার, মৌনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তবে শাস্ত্রীয় কোন প্রসঙ্গের মীমাংসা করিতে হইলে কখন কখন দুই একটি কথা কহিতেন। একই সময়ে ইনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একরূপে দৃষ্ট হইতেন। কথিত আছে, জনৈক ভক্ত ধনী ইঁহাকে ২০ ভরি ওজনের স্বর্ণবলয় গড়াইয়া পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই বলয় অপহরণ মানসে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ব্যক্তি ইঁহাকে ৭।৮ বোতল সুরা পান করাইয়া দেয়। ইহাতে স্বামীজীর কিছুই জ্ঞানশূন্যতা ঘটিল না। পরে স্বয়ং হস্ত হইতে বলয় দুইগাছি উন্মোচন করিয়া দুষ্টগণকে প্রদান করেন। ইঁহাকে যিনি যাহা দিতেন, জাতি এবং দ্রব্যনির্বিচারে স্বামীজী তাহাই পান বা ভোজন করিতেন। ইনি উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন বলিয়া একদা কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ধৃত হইয়া আনীত হন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইঁহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন, এবং তদন্যথায় খানা খাওয়াইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। স্বামীজী বলিলেন, "তুমি যদি আমার খানা খাইতে পার, তাহা হইলে আমিও তোমার খানা খাইব।" সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কি খানা?" উত্তরস্বরূপে স্বামীজী মলত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণার্থে সাহেবকে দিতে গেলেন। সাহেব বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলে স্বামীজী তখনই উহা ভক্ষণ করিলেন। সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দণ্ডেই স্বামীজীকে ছাড়িয়া দিলেন এবং যথেচ্ছ বিচরণ করিতে আদেশ করিলেন। যখন দয়ানন্দ সরস্বতী কাশীধামে আসিয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন সেখানে একটি হুলস্থূল পড়িয়া যায়। শিষ্যগণ স্বামীজীকে এই সকল ব্যাপার অবগত করিলে তিনি একখণ্ড কাগজে দয়ানন্দকে কি লিখিয়া পাঠান। তাহা পড়িয়া দয়ানন্দ কাশীধাম ত্যাগ করেন। কাগজে কি লিখিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা দুইজন ভিন্ন কেহই অবগত নহেন। ১৮০৫ শকাব্দায় স্বামীজী কাশীর পঞ্চগঙ্গাঘাটে "লাট" নামধেয় একটি লিঙ্গস্থাপন করেন। পরে যেখানে তাঁহার আশ্রম ছিল, সেইখানে ত্রৈলিঙ্গেশ্বর নামক আর একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে স্বামীজীর একটি মূর্ত্তিও স্থাপিত হইয়াছে। মৃত্যুর ১৫ দিন পূর্ব্বে শিষ্যগণকে স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, ১৫ দিন পরে আমার দেহত্যাগ ঘটিবে। ইঁহার বাসকোষ্ঠের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া ১৫ দিন ইনি সমাধিস্থ ছিলেন। পঞ্চদশ দিবস আগত হইলে দ্বারসকল উন্মোচন করিতে আদেশ করেন এবং কোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া যোগাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেন। ১৮০৯ শকাব্দা পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে এই মহাপুরুষের জীবাত্মা পরমাত্মায় সম্মিলিত হয়। সংগৃহীত জন্ম তারিখ যদি নির্ভুল হয়, তাহা হইলে স্বামীজী ২৮০ বৎসর মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন। জীবিতকালে ইনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, যিনি যখন বারাণসীতে গমন করিতেন, স্বামীজীকে একবার দর্শন করা তাঁহার পক্ষে দেবদর্শনের ন্যায় অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামীজীর শিষ্য ও ভক্তগণ ইঁহাকে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া অভিহিত করেন। স্বামীজী "মহাবাক্য রত্নাবলী" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তৈলনিষিক্ত—তৈলার্দ্র, তেলে ভিজান। তৈল দ্বারা নিষিক্ত (উত্তমরূপে সিক্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্তা।

তৈলপক্ক—তেলে পাক করা (ঔষধ, ব্যঞ্জন প্রভৃতি)। তৈলে পক্ক, ৭তৎ; কিংবা তৈল দ্বারা পক্ক, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

তৈলপা, তৈলপায়িকা—তেলাপোকা, আর্হুলা। তৈল—পা (পান করা)+ড, পক্ষান্তরে ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

তৈলপিপীলিকা—পিপীলিকাবিশেষ। তৈলপায়িকা পিপীলিকা,মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

তৈলযন্ত্র—তেল বাহির করিবার কল, কলুর ঘানি। [এ দেশে করঞ্জা, মৌয়া, রোগা, নিম্ববীজ, পুর্গাল, কেরেণ্ডা, তুলাবীজ প্রভৃতির তৈল নিষ্কাশনের বহুবিধ যন্ত্র ছিল,

সেগুলি ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে]। তৈল-নিষ্পীড়ক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তৈলবীজ—যে বীজ বা দানা হইতে তেল পাওয়া যায়, তিল সর্ষপাদি (oil-seed)। তৈল-প্রদ বীজ, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তৈলশালা—তেল প্রস্তুত করিবার ঘর, ঘানিঘর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

তৈলসেক—তৈলাক্ততা। তৈল দ্বারা সেক (সিক্ত করা), ৩তৎ। সং ; পু। চলিত বাঙ্গালায় —খোসামুদী করা।

তৈলিক—১। তৈলসম্বন্ধীয়। তৈল+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তৈলিকী। ২। তৈলকার, কলু। সং ; পু।

তৈলী (তৈলিন্)—তৈলকার, তেলী, কলু। তৈল শব্দ+ইন্। সং ; পু। স্ত্রী তৈলিনী।

তৈষ—পৌষমাস। তৈষী+ষ্ণ। সং ; পু।

তৈষী—তিষ্য অর্থাৎ পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা ; তিষ্যনক্ষত্রযুক্তা রজনী। তিষ্য+ষ্ণ+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

তৈসন—তৈছন দেখ।

তৈসে—তৈছে দেখ।

তো—১। তবক, ভাঁজ। সং। ২। তবে, তাহা হইলে ; নিশ্চয়-বোধক শব্দ। দেশজ। বা। ৩। তুই, তুমি ; তোর, তোমার। সর্ব্ব। প্রা, ক। [প্রা, ক।

তোই—তুই, তুমি ; তোকে, তোমাকে।

তোক—১। শিশু, অপত্য। তু (বৃদ্ধি করা) +ক ক। সং ; ক্লী। ২। দফা ; একাধিক ভূমিখণ্ডের সমষ্টি। ৩। শৃঙ্খল। বৈদেশিক। সং। [ফুলিয়া উঠে। সং।

তোকমারি—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের বীজ, ইহা জলে

তোজদান—বন্দুকের সাজ ; বারুদের আধার। বৈদেশিক। সং।

তোজন—ধান্যবিশেষ। প্রা, ক। [সং ; ক্লী।

তোটক—দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]।

তোড়—জলাদির বেগ ; প্রবল স্রোত বা প্রবাহ ; প্রাবল্য, প্রচণ্ডতা, চোট। দেশজ। সং।

তোড়ং—দীর্ঘ পেঁড়াবিশেষ, পোর্টমেণ্ট। সং।

তোড়জোড়—আবশ্যক উপকরণ, যোগাড়যন্ত্র। সং। [প্রা, ক। ক্রি।

তোড়্ ও—ভগ্ন কর, ভাঙ্গ, ছিঁড়, ছিঁড়িয়া ফেল।

তোডরমল্ল—দিল্লীশ্বর আকবরের সুপ্রসিদ্ধ রাজস্বসচিব ও একজন প্রধান সেনাপতি। পঞ্জাব প্রদেশে কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে গুজরাট দেশে রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন, এবং আপনার অসাধারণ সদ্গুণের ও সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া ক্রমে আকবরের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ও বিখ্যাত লোক হইয়া উঠেন। আকবর নিজে গুণজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে অনেক গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ইঁহাকে পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। অতঃপর ইনি ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের বিদ্রোহ দমনার্থ রাজা মানসিংহের সহিত প্রেরিত হন। সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমির বন্দোবস্ত ও কর অবধারণের যে প্রথা আকবর প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা তোডরমল্লের উদ্ভাবিত ; তাহাতেই ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইনি অতিশয় নির্লোভ, অকপট ও অমায়িক লোক ছিলেন।

তোড়া—১। টাকা রাখিবার ছোট থলি, মুদ্রাস্থালী ; পুষ্পাদির কৃত্রিম গুচ্ছ বা স্তবক ; কটিভূষণবিশেষ ; চরণভূষণবিশেষ। দেশজ। সং। ২। ভগ্ন করা, ভাঙ্গা, ছিন্ন করা। হিন্দী। ক্রি। ৩। তর্জ্জন, পরুষ উক্তি। প্রা, ক।

তোড়ান—ভাঙ্গান। হিন্দী। ক্রি।

তোড়ানি, তোড়ানী—১। ভাঙ্গানি। হিন্দী। ২। কাঁজি, আমানি। প্রা, ক। সং।

তোড়ী—রাগিণী-বিশেষ, বসন্তরাগের স্ত্রী। সং ; স্ত্রী। [বিণ।

তোতলা—অস্ফুটবাক্, অস্পষ্ট কথক। দেশজ।

তোতা—একপ্রকার শুকপক্ষী। বৈদেশিক। সং।

তোত্র—প্রাজনদণ্ড, গবাদিপশুচালন দণ্ড, পাচনবাড়ি ; অঙ্কুশ। তুদ (পীড়া দেওয়া) +ষ্ট্রন্ ণ। সং ; ক্লী।

তোদ—ব্যথা, পীড়া। তুদ (পীড়া) + অল্ ভা। সং ; পু। [ণ। সং ; ক্লী।

তোদন—তোত্র (সকল অর্থে)। তুদ+অনট্

তোপ—বৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র, কামান। বৈদে। সং।

তোপখানা—কামানশালা। বৈদেশিক। সং।

তোপচিনি—বচবিশেষ। সং।

তোফা—অপূর্ব্ব, উত্তম। বৈদেশিক। বিণ।

তোবা—পরিতাপ, অনুশোচনা, আক্ষেপ ; অনুতাপপূর্ব্বক ভবিষ্যতে বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা, তালাক ; ঘৃণাসূচক শব্দ যেমন—রামরাম ! ছিছি ! বৈদেশিক।

তোমর—অস্ত্রবিশেষ, শাবলাদি। তু (বধ করা) +বিচ্ ক=তো, তদুত্তরে মৃ (মরা) + অল্ ণ। সং ; পু বা ক্লী।

তোমা—তোমাকে ; তোমার ; তুমি। ক, প্র।

তোয়—১। জল। তু+ডোয় ক। সং ; ক্লী। ২। তোতে, তোমাতে ; তোকে, তোমাকে। প্রা, ক।

তোয়কাম—১। জলার্থী, জলেচ্ছু। তোয় (জল) হইয়াছে কাম (কাম্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-কামা। ২। জলবেতস। সং ; পু।

তোয়কৃচ্ছ্র—১। জলকষ্ট। তোয় সংক্রান্ত কৃচ্ছ্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ব্রতবিশেষ, এই ব্রতে কেবলমাত্র জলপান করিয়া থাকিতে হয়। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

তোয়ডিম্ব—করকা, বর্ষোপল, শিল। ৬তৎ।

তোয়দ—১। জলদানকারী। তোয় (জল) দেয় যে এই বাক্যে উপ ; তোয়—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী তোয়দা। ২। জলদ, মেঘ ; মুস্তক ; ঘৃত। সং ; পু।

তোয়দাগম—বর্ষা ঋতু। তোয়দের আগম (আগমন) হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

তোয়ধর—জলধর, মেঘ। ৬তৎ। সং ; পু।

তোয়ধি, তোয়নিধি—জলনিধি, সমুদ্র। তোয় (জল)—ধা (ধারণ করা), বা নি—ধা+ কি ক। সং ; পু। [সং ; পু।

তোয়পাত—বারিপাত ; জল-পতন। ৬তৎ।

তোয়বিম্ব—জলবিম্ব। তোয়ের বিম্ব, ৬তৎ ; অথবা তোয়োদ্ভূত বিম্ব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তোয়সূচক—ভেক। ৬তৎ। সং ; পু।

তোয়াক্কা—আশা, ভরসা। বৈদেশিক। সং।

তোয়াজ—যত্ন, মন আকর্ষণ ; উপদেশ। বৈদেশিক। সং।

তোয়াঞ্জলি—জলাঞ্জলি, এক অাঁজলা জল। তোয়পূর্ণ অঞ্জলি, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

তোয়াধার—জলাধার, জলাশয়। তোয়ের (জলের) আধার, ৬তৎ। সং ; পু।

তোয়ালিয়া, তোয়ালে—গামছা, হাত মুখ মুছিবার মোটা রুমাল বিশেষ। সং। ইং (towel)।

তোরণ—১। ককরা। সং ; ক্লী। ২। বহির্দ্বার, ফটক, গেট্। তুর (বেগে চলা)+অন অধি। সং ; পু বা ক্লী।

তোরা—১। তোমরা [তুচ্ছার্থে] ; আপনারা [সম্ভ্রমার্থে]। দেশজ। ২। তোর, তোমার। হিন্দী। সর্ব্ব। ৩। তোড়, প্রাবল্য, শক্তি, তেজ, জোর ; উষ্ণীষ-ভূষা। ক, প্র। সং।

তোল—১। তোলক, তোলা, ভরি। তুল্+ ঘঞ্ ণ। সং। ২। তুল, উত্তোলন কর, উঠাও। দেশজ। ক্রি।

তোলক—১। তোলা, ১ ভরি, ১৬ মাষা। তোল+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু বা ক্লী।

তোলন—ওজন করা ; উত্তোলন, উঠান। ণিজন্ত তুল (=তোলি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

তোলা—১। ওজন। ণিজন্ত তুল (ওজন করা) +ও ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। ভরি-পরিমাণ। তোল বা তোলক শব্দের অপভ্রংশ। ৩। হাটে বাজারে বিক্রেতাদিগের নিকট করস্বরূপে যাহা লওয়া হয়, দাম, ভাড়া ; উত্তোলন, উঠান। দেশজ।

তোলো—ভাত রাঁধা বড় হাঁড়ী। দেশজ। সং।

তোষ—সন্তোষ ; আনন্দ, হর্ষ। তুষ (তুষ্ট হওয়া) +অল্ ভা। সং ; পু।

তোষক—১। সন্তোষ-সাধক, আনন্দ-দায়ক, হর্ষজনক। ণিজন্ত তুষ—তোষি (তুষ্ট করা) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী তোষিকা। ২। আরামের জন্য বিছানায় পাতিবার তুলাভরা পাতলা গদী। দেশজ। সং।

তোষণ—১। সন্তোষ; আহ্লাদ, হর্ষ। তুষ (তুষ্ট হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। সন্তুষ্টকরণ। ণিজন্ত তুষ বা তোষি (তুষ্ট করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

তোষাখানা—মূল্যবান্ দ্রব্যাদির ভাণ্ডার। বৈদেশিক। সং।

তোষামোদ—খোসামোদ, মন যোগান। সং।

তোষিত—তুষ্ট; তর্পিত,সন্তোষিত। ণিজন্ত তুষ (তুষ্ট করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

তোসদান—বন্দুকের কার্তুস রাখিবার বাক্স। বৈদেশিক। সং। [প্রা, ক।

তোহার, তোহারা, তোহারি—তোর,তোমার।

তৌজি, তৌজী—জমীদার বা প্রজার নাম, জমী ও খাজানার পরিমাণ প্রভৃতির হিসাবপত্র। বৈদেশিক। সং।

তৌর্য—তূর্য্যবাদ্য; মৃদঙ্গাদি ধ্বনি। তূর্য্য+ষ্ণ। সং; ক্লী। [৬৩৫। সং; ক্লী।

তৌর্য্যত্রিক—নৃত্যগীতবাদ্য। তৌর্য্যের ত্রিক,

তৌল—পরিমাণক্রিয়া; মাপন; ওজন; তুলাযন্ত্র। তুলা+ষ্ণ। সং; ক্লী।

তৌলিক—১। পরিমাণকারী, যে ব্যক্তি ওজন করে, কয়াল। তুলা+ষ্ণিক। ২। চিত্রকর, পটো। তুলি+ষ্ণিক। সং; পু।

ত্যক্ত—বর্জিত, যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ, বিসৃষ্ট, দত্ত; ক্ষিপ্ত। ত্যজ (ত্যাগ করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ত্যক্তবিরক্ত—জ্বালাতন, বেজার। দেশজ। বিণ.

ত্যজ—ত্যাগ কর, ছাড়্। ক, প্র। ক্রি। [ক্লী।

ত্যজন—ত্যাগ,বর্জন। ত্যজ+অনট্ ভা। সং;

ত্যজা—ত্যাগ করা, ছাড়া। ক্রি। ত্যজ্ ধাতুজ। ক, প্র।

ত্যাগ—বর্জন; বিসর্জন; দান; বৈরাগ্য। ত্যজ (ছাড়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ত্যাগপত্র—(স্বত্বাদির) বর্জনলিপি; (সম্পত্তি প্রভৃতিতে) আমার কোন অধিকার নাই এইরূপ লিখিয়া দেওয়া। ত্যাগসূচক পত্র, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; ক্লী।

ত্যাগশীল—বর্জনস্বভাব, বিসর্জনপ্রিয়, ত্যাগী; দানশীল, দাতা, বদান্য। ত্যাগই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —শীলা। বি,—শীলতা।

ত্যাগী (ত্যাগিন্)—ত্যাগশীল, বর্জনকারী; বিবেকী; দাতা; বীর,শূর। ত্যাগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ত্যাগিনী।

ত্যাজ্য—ত্যাগের যোগ্য, বর্জনীয়। ত্যজ (ত্যাগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্যাজ্যা।

ত্যাজ্যপুত্র—বর্জিত পুত্র, পৈত্রিক ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত ছেলে। কর্মধা। সং; পু।

ত্যোয়া—তৈয়ার করিয়া। প্রা, ক।

ত্রপ—লজ্জা। ত্রপ্+অল্ ভা। সং; পু।

ত্রপমাণ—লজ্জমান, যে লজ্জা পাইতেছে এরূপ। ত্রপ্+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মাণা।

ত্রপা—১। লজ্জা। ত্রপ্ (লজ্জিত হওয়া)+অ ভা+আপ্। ২। (কুলের লজ্জা-স্বরূপা বলিয়া) কুলটা, ভ্রষ্টা স্ত্রী, বেশ্যা; কুল; কীর্ত্তি। সং; স্ত্রী।

ত্রপারণ্ডা—বেশ্যা। ত্রপাহীনা রণ্ডা, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; স্ত্রী।

ত্রপিত—লজ্জিত। ত্রপ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ত্রপিষ্ঠ—অতি লজ্জাশীল। ত্রপী দেখ। ত্রপিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রপিষ্ঠা।

ত্রপী (ত্রপিন্)—লজ্জাশীল। ত্রপ বা ত্রপা (লজ্জা) আছে ইহার এই অর্থে ত্রপ বা ত্রপা+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী ত্রপিণী।

ত্রপু—রঙ্গ, সীসক। ত্রপ+উ ক। সং; ক্লী।

ত্রয়—১। ত্রিত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রয়ী। ২। তিন সংখ্যা। ত্রি+অয়ট্। সং; ক্লী।

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ—তিপ্পান্ন, ৫৩। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম—৫৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মী।

ত্রয়ঃষষ্টি—৬৩ সংখ্যা, বা তৎসংখ্যক। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে ষষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃষষ্টিতম—৬৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়ঃষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

ত্রয়ঃসপ্ততি—৭৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে সপ্ততি, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃসপ্ততিতম—৭৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়ঃসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ—৪৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শী।

ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ—৪৩ এই সংখ্যা, বা তৎসংখ্যক। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং বা বিণ।

ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম—৪৩ এই সংখ্যার পূরণ, ত্রয়শ্চত্বারিংশ। ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

ত্রয়স্ত্রিংশ—তেত্রিশের পূরণ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শী।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ—৩৩ এই সংখ্যা, বা তৎসংখ্যক। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে ত্রিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং বা বিণ।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম—৩৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

ত্রয়ী—১। ত্রিত্বসংখ্যাবিশিষ্টা। ত্রয় দেখ। ত্রয়+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। তিন সংখ্যা; ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ; ত্রিবর্গবতী স্ত্রী; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন। সং; স্ত্রী। [যাহার, বহু। সং; পু।

ত্রয়ীতনু—সূর্য্য। ত্রয়ী (বেদ) তনু (শরীর)

ত্রয়ীধর্ম—সাম, ঋক্ ও যজু এই বেদত্রয়োক্ত কর্ম। ত্রয়ীর ধর্ম, ৬৩৫; অথবা ত্রয়ী-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

ত্রয়ীমুখ—ব্রাহ্মণ। ত্রয়ী (তিন বেদ) মুখে যাহার, বহু। সং; পু।

ত্রয়োদশ—১৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়োদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ, ত্রি। স্ত্রী ত্রয়োদশী।

ত্রয়োদশ (—দশন্)—১৩ সংখ্যা; ১৩ সংখ্যাবিশিষ্ট। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিক যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং বা বিণ।

ত্রয়োদশী—১। ত্রয়োদশ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ত্রয়োবিংশ—২৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়োবিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শী।

ত্রয়োবিংশতি—তেইশ (২৩)। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে বিংশতি, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়োবিংশতিতম—২৩ এই সংখ্যার পূরণ, ত্রয়োবিংশ। ত্রয়োবিংশতি+তমট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

ত্রস—১। স্থাবর বন। ত্রস্+অল্ অধি। সং; ক্লী। ২। চল, জঙ্গম, গমনশীল। ত্রস্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রসা।

ত্রসন—১। ত্রাস, ভয়; উদ্বেগ। ত্রস্+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। ত্রস্ত; উদ্বিগ্ন। ত্রস্+অন ক। বিণ; ত্রি।

ত্রসর—তুরি, মাকু। ত্রস্+অর ক। সং; পু।

ত্রস্ত—ভীত; চকিত; কম্পিত; বিচলিত। ত্রস্ (ভীত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রস্তা।

ত্রস্নু—স্বভাবতঃ ভীত; ভীরু, ভয়শীল। ত্রস্+ক্নু ক। বিণ; ত্রি।

ত্রাণ—১। রক্ষক। ত্রৈ+অন ক। ২। রক্ষিত। ত্রৈ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রাণা। ৩। রক্ষা; উদ্ধার। ত্রৈ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ত্রাণকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক, উদ্ধারকারী, পরিত্রাতা। ৬৩৫। বিণ; পু। স্ত্রী ত্রাণকর্ত্রী।

ত্রাত—যাহার ত্রাণ করা হইয়াছে এরূপ, রক্ষিত। ত্রৈ (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রাতা।

ত্রাতা—রক্ষিতা। ত্রাত দেখ। ত্রাত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রাতা (ত্রাতৃ)—রক্ষক, রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা। ত্রৈ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ত্রাত্রী।

ত্রায়মাণ—১। রক্ষা করিতেছে এরূপ, রক্ষণশীল। ত্রৈ (রক্ষা করা)+শান ক। ২। রক্ষিত হইতেছে এরূপ, রক্ষ্যমাণ। ত্রৈ+শান র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রায়মাণা।

ত্রাস—ভীতি, ভয়; মণির দোষ। ত্রস (ভীত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ত্রাসজনক—ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভীষণ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –জনিকা।

ত্রাসদায়ক—ভীতিপ্রদ, ভয়জনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –দায়িকা।

ত্রাসিত—যাহার ত্রাস জন্মান হইয়াছে এরূপ, ভীষিত। ত্রাসি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ত্রাহি—রক্ষা কর। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

ত্রি—৩ সংখ্যা, তিন। তৃ (গমন করা) +ড্রি ক। বিণ; ত্রি।

ত্রিংশ—৩০ সংখ্যার পূরণ। ত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিংশী।

ত্রিংশৎ—৩০ সংখ্যা, ত্রিশ। ত্রিরাবৃত্ত যে দশন্ (দশ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিংশক—৩০ সংখ্যার পূরণ। ত্রিংশৎ+কণ্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিংশিকা।

ত্রিংশত্তম—৩০ সংখ্যার পূরণ। ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –তমী।

ত্রিংশৎপত্র—কুমুদ। ত্রিংশৎ (৩০) পত্র যাহার, বহু। সং; ক্লী।

ত্রিক—ত্রয়, তিন; পৃষ্ঠবংশধর, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ; ত্রিপথ সংস্থান, তেমাথা রাস্তা; ত্রিফলা; ত্রিকটু, ত্রিমদ। ত্রি+কণ্। সং; ক্লী।

ত্রিককুৎ—১। তিন ককুদ্‌বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) ককুদ্ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ত্রিকূট পর্ব্বত; বিষ্ণু। সং; পু।

ত্রিকটু—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, এই তিনটি কটু দ্রব্য। ত্রি (তিন) কটুর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিকর্ম্মা (ত্রিকর্ম্মন্)—দান যজ্ঞ ও অধ্যয়ননিষ্ঠ (ব্রাহ্মণ)। ত্রি (দানাদি তিনটি) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু।

ত্রিকা—তেকাটা; কূপনেমি। ত্রি+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিকাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন সময়*; প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন এই তিন সময়। ত্রি (তিন) কালের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

* যে কাল অতীত হইয়াছে তাহাকে ভূতকাল বলে। অতীতকাল অদ্যতন, অনদ্যতন ও পরোক্ষ ভেদে ত্রিবিধ। যে ক্রিয়া হইতেছে তাহাকে বর্ত্তমান ক্রিয়া, এবং বর্ত্তমান ক্রিয়ার কালকে বর্ত্তমান কাল বলে। আরব্ধ ক্রিয়ার অপরিসমাপ্তি কালকে বর্ত্তমান বলে। বর্ত্তমান চতুর্ব্বিধ —প্রবৃত্তোপরত, বৃত্তাবিরত, নিত্যপ্রবৃত্ত ও সামীপ্য। যে ক্রিয়া হয় নাই ও হইতেছে না তাহাকে ভবিষ্যৎ ক্রিয়া, এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। ভবিষ্যৎ দ্বিবিধ—অদ্যতন ও দূরভব্য।

ত্রিকালজ্ঞ—কালত্রয়দর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের সমস্ত কথাই যাহার জানা আছে। ত্রিকাল জানে যে, উপ; ত্রিকাল-জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ত্রিকালদর্শী (–দর্শিন্)—ত্রিকালজ্ঞ, অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান-দ্রষ্টা। ত্রিকাল দর্শন করে এই বাক্যে উপ; ত্রিকাল–দৃশ (দেখা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –দর্শিনী।

ত্রিকুল—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। কর্ম্মধা, বা সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিকূট—ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত। ত্রি (তিন) কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। সং; পু।

ত্রিকোণ—১। তিনকোণা। ত্রি (তিন) কোণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিকোণা। ২। যোনি, ভগ, লগ্নের পঞ্চম ও নবম স্থল; ত্রিভুজ ক্ষেত্র। সং; ক্লী। ৩। তিনকোণ; ত্রিকোণমিতি (গণিত গ্রন্থ)। কর্ম্মধা। সং; পু।

ত্রিকোণমিতি—রেখা ও কোণ সংক্রান্ত গণিত বিজ্ঞানবিশেষ। ইং (Trigonometry)। সং।

ত্রিগঙ্গ—তিন নদীর সঙ্গম তীর্থবিশেষ; প্রয়াগ। ত্রি (তিন) গঙ্গার (নদীর) সমাহার, দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিগণ—ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিন। ত্রি (তিন) গণের সমাহার, দ্বিগু। সং; পু।

ত্রিগর্ত্ত—পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত জনপদবিশেষ, উহার আধুনিক নাম কাঙ্গড়া; গণিতবিশেষ। ত্রি গর্ত্ত যাহাতে, বহু। সং; পু।

ত্রিগর্ত্তা—ঘুঘুরিকা; কামুকী স্ত্রী। ত্রি (তিন) গর্ত্ত যাহাতে (যে স্ত্রীতে), বহু। সং; স্ত্রী।

ত্রিগুণ—১। তিনগুণবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) গুণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিগুণা। ২। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ। ত্রি (তিন) গুণের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী। [সত্ত্বগুণ দ্বারা মানবহৃদয় সত্য, ভক্তি, দয়া প্রভৃতির আধার হয়। প্রকাশই ইহার প্রধান ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণ-প্রভাবে জগৎ প্রতিপালিত হইতেছে। রজোগুণের প্রধান কার্য্য চেষ্টা, ইহার প্রভাবেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। দ্বেষ, অহঙ্কার, দাম্ভিকতা প্রভৃতি এই গুণে উৎপাদিত হয়। তৃতীয় গুণের নাম তমঃ, ইহার প্রভাবে মনুষ্য অলস ও মোহমগ্ন হয়। তমোগুণের প্রধান ধর্ম্ম ধ্বংস]।

ত্রিগুণা—দুর্গা। ত্রি (তিন) গুণ যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্বরজস্তমোগুণময়। ত্রিগুণ হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা।

ত্রিচক্র—১। তিন চাকাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) চক্র (চাকা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিচক্রা। ২। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথ। সং; পু। [বহু। সং; পু।

ত্রিচক্ষুঃ—শিব। ত্রি (তিন) চক্ষুঃ যাহার,

ত্রিজগৎ—ত্রিভুবন, ত্রিলোক, স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিজটা—এক রাক্ষসী। রাবণ ইহাকে অশোককাননে সীতার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ত্রিজটা রাক্ষসী হইলেও তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবের একান্ত অসদ্ভাব ছিল না। রাক্ষসী সীতার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়া অশেষপ্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা ও যত্ন করিত। [সং; স্ত্রী।

ত্রিজাতক—এলাচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এই তিন।

ত্রিণ—তৃণ। তৃণশব্দের তৃস্থানে ত্রি। সং; ক্লী।

ত্রিণতা—১। তৃণত্ব, তৃণধর্ম্ম। ত্রিণ+তা ভাবার্থে। ২। ধনু। ত্রি (তিন স্থান) নত যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ত্রিণাচিকেত—যাজ্ঞিকবিশেষ; যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ। সং; পু।

ত্রিত—১। দেশবিশেষ। ২। ঋষিবিশেষ, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ৩। মুনিবিশেষ, মহর্ষি গৌতমের পুত্র। তপস্যা দ্বারা ইনি ধর্ম্মমার্গে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতা ইঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেন। একদা ইনি একত ও দ্বিত নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত যজ্ঞীয় পশু-আহরণার্থ গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে পশুর লোভে ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ইঁহাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর বৃকদর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিবার সময়ে ত্রিত এক কূপমধ্যে নিপতিত হন। কথিত আছে যে, ইনি সেই স্থানেই সোমযাগ করেন। তখন দেবতারা তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর ত্রিত আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিশাপ দিয়া বৃকরূপে পরিণত করেন।

ত্রিতন্ত্রী (ত্রিতন্ত্রিন্)—সেতার। ত্রি (তিন) তন্ত্র =ত্রিতন্ত্র, কর্ম্মধা; ত্রিতন্ত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। [আমীর খসরু পারস্য ভাষার নিয়মে ত্রিতন্ত্রীর নাম সেতার রাখেন]।

ত্রিতয়—১। ৩ সংখ্যা, তিন। ত্রি+তয়ট্। সং; ক্লী। ২। ত্রিত্ব-সংখ্যান্বিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিতয়ী।

ত্রিতল—তেতালা, যাহার উপরে উপরে তিন থাক ঘর আছে। ত্রি (তিন) তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিতলা।

ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখ। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিদণ্ড—দণ্ডত্রয়; বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড, এই তিন প্রকার দণ্ড। ত্রি (তিন) দণ্ডের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিদণ্ডী (ত্রিদণ্ডিন্)—বাঙ্‌মনঃকায়দণ্ডযুক্ত। ত্রিদণ্ড শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

ত্রিদশ—১। যাহাদের চিরদিনই তৃতীয় দশা অর্থাৎ যৌবন আছে; অথবা যাহারা তিন অধিক তিন গুণিত দশ অর্থাৎ ৩৩ সংখ্যাবিশিষ্ট; দেবতা; উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ,বা বাল্যযৌবনজরা, এই তিন অবস্থা-বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) দশা (অবস্থা) যাহার, বহু। সং বা বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিদশা। ২। ৩৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রিদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিদশী।

ত্রিদশ (ত্রিদশন্)—তেত্রিশ (৩৩),—যথা আদিত্য ১২, রুদ্র ১১, বসু ৮, বিশ্বদেব ২। ত্রির (তিনের) দ্বারা অধিক ত্রিরাবৃত্ত যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়। সং; পু।

ত্রিদশগুরু—দেবগুরু, বৃহস্পতি। ত্রিদশের (দেবতার) গুরু, ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিদশদীর্ঘিকা—স্বর্গঙ্গা, সুরদীর্ঘিকা,মন্দাকিনী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ত্রিদশপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিদশবধূ, ত্রিদশবনিতা—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ত্রিদশবর্ত্ম (–বর্ত্মন্)—স্বর্গপথ। ৬তৎ। সং; [পু বা ক্লী।

ত্রিদশাধ্যক্ষ—বিষ্ণু। ত্রিদশদিগের (দেবগণের) অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিদশারি—দেবশত্রু,অসুর। ত্রিদশদিগের (দেবগণের) অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিদশালয়—স্বর্গ। ত্রিদশের (দেবতার) আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিদশাবাস—স্বর্গ; সুমেরু পর্ব্বত। ত্রিদশের (দেবতার) আবাস, ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিদশেশ্বর—ইন্দ্র। ত্রিদশদিগের (দেবগণের) ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিদশেশ্বরী—ইন্দ্রাণী; ভগবতী, দুর্গা। ত্রিদশদিগের (দেবগণের) ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ত্রিদিব—স্বর্গ, আকাশ; সুখ। ত্রি (তিন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর)–দিব (ক্রীড়া করা) +ক অধি। সং; পু বা ক্লী। [সং; পু।

ত্রিদিবেশ—দেবতা। ত্রিদিবের ঈশ, ৬তৎ।

ত্রিদিবোদ্ভবা—স্থূলৈলা, বড় এলাচ। ত্রিদিবে (স্বর্গে) উদ্ভব যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

ত্রিদিবৌকাঃ (–কস্)—দেবতা। ত্রিদিব ওকঃ (বাসস্থান) যাঁহার, বহু। সং; পু বা স্ত্রী।

ত্রিদৃক্ (ত্রিদৃশ্)—ত্রিলোচন, শিব। ত্রি (তিন) দৃক্ (চক্ষু) যাহার, বহু। সং; পু।

ত্রিদোষ—বাত, পিত্ত, কফ, এই তিনের দোষ। ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিদোষঘ্ন—১। বাত পিত্ত কফ নামক দোষত্রয়নাশক। ত্রিদোষ–হন+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিদোষঘ্নী। ২। ঔষধবিশেষ; পটোল। সং; ক্লী।

ত্রিদোষজ—তিন দোষে উৎপন্ন, সান্নিপাতিক। ত্রিদোষ–জন+ড ক। বিণ; ত্রি।

ত্রিধা—ত্রিবিধ, তিনপ্রকার, তিনবার; তিনখণ্ড। ত্রি শব্দ+ধাচ্। ব্য।

ত্রিধামা (ত্রিধামন্)—শিব; বিষ্ণু; অগ্নি; মৃত্যু। ত্রি (তিন) ধাম যাহার, বহু। সং; পু।

ত্রিধামূর্ত্তি—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন মূর্ত্তিতে বিদ্যমান পরমেশ্বর। ত্রিধা মূর্ত্তি যাঁহার, বহু। সং; পু।

ত্রিধার—ধারাত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) ধার বা ধারা যাহার,বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিধারা।

ত্রিধারা—১। প্রবাহত্রয়বিশিষ্টা। বহু; ত্রিধার দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা। ত্রি (তিন) ধারা যাহার, বহু। [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গঙ্গার এক ধারা স্বর্গে, আর এক ধারা মর্ত্ত্যে, এবং অন্য এক ধারা পাতালে গিয়াছে]। সং; স্ত্রী।

ত্রিনয়ন, ত্রিনেত্র—ত্রিলোচন, শিব [ত্রিলোচন দেখ]। ত্রি (তিন) নয়ন বা নেত্র যাহার, বহু। সং; পু।

ত্রিনয়না, ত্রিনেত্রা—দুর্গা। ত্রি (তিন) নয়ন বা নেত্র যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

ত্রিনবতি—তিরানব্বই (৯৩)। ত্র্যধিকা নবতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ত্রিনবতিতম—৯৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রিনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তমী।

ত্রিনেত্র—ত্রিনয়ন দেখ।

ত্রিনেত্রা—ত্রিনয়না দেখ।

ত্রিপক্ষ—১। তিন পক্ষ। কর্ম্মধা বা দ্বিগু। ২। তৃতীয় পক্ষ। তিনের পূরণ পক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ত্রিপঞ্চাশ—৫৩ সংখ্যার পূরণ, ত্রিপঞ্চাশত্তম। ত্রিপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিপঞ্চাশী। [মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিপঞ্চাশৎ—তিপ্পান্ন (৫৩)। ত্র্যধিকা পঞ্চাশৎ,

ত্রিপঞ্চাশত্তম—৫৩ এই সংখ্যার পূরণ, ত্রিপঞ্চাশ। ত্রিপঞ্চাশৎ+তমট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তমী।

ত্রিপণ্ড—ধীমান্, তিন বেদে যাহার জ্ঞান আছে এমন। বহু। বিণ; ত্রি।

ত্রিপতাক—১। তিন পতাকা-বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) পতাকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিপতাকা। ২। ঊর্দ্ধ বলিত্রয়যুক্ত ললাট। সং; ক্লী। ৩। মধ্যমা ও অনামিকা হীন অপর অঙ্গুলিত্রয়যুক্ত কর। সং; পু।

ত্রিপত্র—১। তিন পাতাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) পত্র (পাতা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিপত্রা। ২। বেলগাছ; কুশত্রয়নির্ম্মিত পদার্থবিশেষ। সং; পু। ৩। তিনটী পাতা। কর্ম্মধা। ৪। তিন পাতাবিশিষ্ট পত্র। ত্রি (তিন) পত্রের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিপথ—তেমাথা পথ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন। ত্রি (তিন) পথের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিপথগা—ত্রিমার্গগামিনী, গঙ্গা [ত্রিধারা দেখ]। ত্রিপথ–গম্ (গমন করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিপথগামিনী—গঙ্গা [ত্রিধারা দেখ]। ত্রিপথ –গম+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিপাদিকা—ত্রিপদী (সকল অর্থে)। ত্রিপদী শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিপদী—ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]; হস্তীর পাদবন্ধন শৃঙ্খলাদি; তেপায়া। ত্রি (তিন) পদ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ত্রিপাদ—১। তিন পাদবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) পাদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিপাদা। ২। জ্বর; বিষ্ণু [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দৈত্যরাজ বলির নিগ্রহার্থ, ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বলির যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যরাজ তাহাতে প্রতিশ্রুত হইলে, ভগবান্ এক পাদ দ্বারা স্বর্গ ও অপর পাদ দ্বারা মর্ত্ত্য আক্রমণপূর্ব্বক নাভিপদ্মোদ্ভূত তৃতীয় পাদস্থাপনের স্থান না পাইয়া বলিকে তাহা নির্দ্দেশ করিতে বলেন। অঙ্গীকারপরায়ণ, দানশীল বলি আপনার মস্তক পাতিয়া দিয়া তাহাতেই তৃতীয় পাদ স্থাপন করিতে বলায় বামনদেব তাহাই করিয়া বলিকে পাতালে নীত করেন; তদবধি বিষ্ণুর এক নাম হইল ত্রিপাদ]। সং; পু।

ত্রিপাপ—রাশিচক্রস্থিত দোষ-বিশেষ; ত্রিপাপ যোগ; তিন পাপ গ্রহের সংস্থান; মহাপাতক; অতিপাতক; উপপাতক। ত্রি (তিন) পাপের সমাহার, দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিপিষ্টপ, ত্রিবিষ্টপ—১। স্বর্গ। ত্রি (তৃতীয়) যে পিষ্টপ (ভুবন), কর্ম্মধা। ২। ত্রিভুবন, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল। ত্রি পিষ্টপের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিপুট—২। তট; খেসারি কলাই। ত্রি (তিন)

হইয়াছে পুট (আচ্ছাদন) যাহার, বহু। ২। শর। সং; পু।

ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্রক—ললাটস্থ ভস্মাদি কৃত বক্র রেখাত্রয়বিশিষ্ট তিলক (ফোঁটা)। ত্রিপুণ্ড্র =ত্রি (তিন) পুণ্ড্রের (তিলকের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু; ত্রিপুণ্ড্রক=ত্রিপুণ্ড্র+কণ্‌ স্বার্থে। সং; ক্লী।

ত্রিপুর—১। জনৈক অসুর। ত্রি (তিন) পুর যাহার, বহু। সং; পু। ২। ময়দানবরচিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহের পুরত্রয়; এই পুরগুলি অসুরগণের অধিষ্ঠান ছিল; অসুরগণ ঘোর অত্যাচার করিয়া দেবতাদিগের নিগ্রহ আরম্ভ করিলে মহাদেব অসুরগণের জীবনান্ত করিয়া পুরত্রয়ের উচ্ছেদ সাধন করেন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ত্রিপুরদহন—শিব। ত্রিপুর নামক অসুরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন যিনি, উপ; ত্রিপুর-দহ (দগ্ধ করা)+অন ক। সং; পু।

ত্রিপুরা—১। দেবীবিশেষ। ২। প্রাচীন চেদী রাজ্য; পূর্ব্ববঙ্গস্থ দেশবিশেষ। সং; স্ত্রী।

* পূর্ব্ববঙ্গীয় ত্রিপুরা দুইটী, যথা—

(১) ব্রিটিশ ত্রিপুরা—পূর্ব্ব বঙ্গের জেলাবিশেষ। খৃষ্টীয় ১৭৬৫ অব্দে যখন ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে জেলাটির এক পঞ্চমাংশ স্বাধীন ত্রিপুরারাজের অধিকারে ছিল। মহম্মদ তুগরল ১২৭৯ খৃঃ অঃ রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিস্তর হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া যান। ১৩৪৫ খৃঃ ইলিয়াস্‌ খাজা এই রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে ত্রিপুরা রাজের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৭৩৩ খৃঃ নবাব সুজাউদ্দিন রাজ্যটি বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু রাজ্যের সমতল ভূমি ব্যতীত অপর কোন অংশ অধিকৃত করেন নাই। নবাবাধিকৃত এই সমতল ভূমিই "দেওয়ানী" গ্রহণকালে ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৭৮১খৃঃ ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি সম্মিলিত করিয়া একটি এলাকার অধীন করা হয়। ১৮২২ খৃঃ নোয়াখালিকে ত্রিপুরা হইতে পৃথক করা হয়। ইংরাজের শাসনকালমধ্যে ১৮৬০ এবং ১৮৭০ অব্দে কুকীগণের উপদ্রব ভিন্ন আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ জেলায় হয় নাই। কুমিল্লা ব্রিটিশ ত্রিপুরার প্রধান কার্য্যস্থল।

(২) স্বাধীন ত্রিপুরা বা পার্ব্বত্যত্রিপুরা। ইংরাজিতে হিল টিপেরা বলিয়া পরিচিত। ত্রিপুরা বহুকালের প্রাচীন রাজ্য। ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত পুরাতন রাজধানী উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে রাজ্যমধ্যে প্রভূত নরবলি হইত। রাজা ধর্ম্মমাণিক্য তিন বৎসর অন্তর নরবলি দিবার আদেশ প্রদান করিতেন। ইঁহার রাজত্বকাল ১৪০৭—১৪৩৯ খৃঃ অঃ। ইঁহারই সহায়তায় "রাজমালার" প্রথম অংশ লিখিত হয়। "রাজমালা" ত্রিপুরারাজবংশের ইতিহাস। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থসকলের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া কথিত। রাজা শ্রীধন্য ১৫১২ খৃঃ চট্টগ্রাম আক্রমণ করিয়া গৌড়-সৈন্য পরাজয় করেন। ত্রিপুরারাজ্য আক্রমণ অভিপ্রায়ে দুইবার বঙ্গদেশ হইতে মোগল সৈন্য প্রেরিত হয়; কিন্তু মোগল সৈন্য দুইবারেই পরাজিত হয়। ১৬২০ খৃঃ নবাব ফতেজঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজধানী উদয়পুর অধিকার করেন, এবং রাজাকে বন্দী করিয়া সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর সমীপে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। কর প্রদানে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, সম্রাটের এই প্রস্তাব রাজা অগ্রাহ্য করেন। এদিকে মোগলের সৈন্য আড়াই বৎসর ব্যাপিয়া রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক মারীভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। ১৬২৫ খৃঃ কল্যাণ-মাণিক্য সিংহাসন অধিকার করিলে পর, সম্রাট্‌ আবার রাজত্বের দাবী করিয়া বঙ্গের নবাবকে তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন; কিন্তু প্রয়াস নিষ্ফল হয়। উত্তর কালে ক্রমশঃ মুসলমানগণ ত্রিপুরায় স্বীয় শক্তি বিস্তারে সমর্থ হয়; কিন্তু তাহারা সমতল ভূমি ব্যতীত অপর অংশ অধিকার করিতে পারে নাই। এই সমতল অংশ ১৭৬৫ অব্দে ইংরাজের অধিকারে আসে। অবশিষ্ট অংশ ত্রিপুরারাজ স্বাধীনভাবে শাসন করিতে থাকেন। অদ্যাপি এইরূপ অবস্থা চলিতেছে। ত্রিপুরারাজের সহিত ইংরাজের কোন সন্ধিপত্রের বিনিময় হয় নাই। কোন রাজা সিংহাসন আরোহণ করিলে, ইংরাজকে একটা নজর দিতে হয়—ইহা ব্যতীত আর নিয়মিত কোন কর দিতে হয় না। তবে, ব্রিটিশ ত্রিপুরায় রাজার লাভবান্‌ জমিদারী আছে—সে হিসাবে ইংরাজ তাঁহার রাজা ও ত্রিপুরেশ্বর ইংরাজের প্রজা। রাজ্যের নিয়ম এই যে, রাজা রাজপরিবারের মধ্য হইতে যুবরাজ ও বড় ঠাকুর নির্ব্বাচিত করেন। রাজার লোকান্তর গমনের পর, যুবরাজ সিংহাসন, এবং বড় ঠাকুর যুবরাজের স্থান অধিকার করেন। নূতন রাজা তখন "বড় ঠাকুর" নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব্বে ইংরাজের পলিটিক্যাল এজেন্ট থাকিতেন। এই পদ অধুনা ব্রিটিশ ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহার সহকারী স্বরূপে জনৈক ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ স্বাধীন ত্রিপুরার বর্ত্তমান রাজধানী আগরতলায় থাকেন। বর্ত্তমান ত্রিপুরার রাজগণ সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার উৎসাহদাতা বলিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি—মহাদেব। ত্রিপুরের অন্তক (বিনাশক) বা অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিপুরী—নর্ম্মদাতীরস্থ নগরবিশেষ, ইহার বর্ত্তমান নাম তেওর। সং; স্ত্রী।

ত্রিপুরুষ—পিতা হইতে তিন পুরুষ; যজ্ঞবিশেষ (এই যজ্ঞে পিত্রাদি পুরুষত্রয় ভোক্তা হয়); পুরুষত্রয়ের সম্মিলন। সং; পু।

ত্রিপুষ্কর—যোগবিশেষ [এই যোগে জন্মিলে তাহাকে জারজ বলিয়া জানিবে, এবং এই যোগে মরিলে সর্ব্বনাশ হয়]; ব্রহ্মকৃত তীর্থবিশেষ। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিপান্তর, তেপান্তর—তিনটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর বা মাঠ আছে যেখানে। বহু। বিণ; ত্রি।

ত্রিফলা—হরীতকী আমলকী বয়ড়া এই তিন ফল। ত্রি (তিন) ফলের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

ত্রিবলি, ত্রিবলী—উদর কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে মাংসের সঙ্কোচজনিত রেখা। ত্রি (তিন) বলির বা বলীর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

ত্রিভঙ্গ—যাহার তিন স্থান ভাঙ্গা; স্থানত্রয়ে বক্রভাব বিশিষ্ট। ত্রি (তিন স্থানে) ভঙ্গ যাহার, বহু। বিণ, ত্রি।

ত্রিভঙ্গ-মুরারি—মস্তক, কটি ও পদ এই তিন অঙ্গে বক্রভাবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু।

ত্রিভদ্র—সুরত, শৃঙ্গার। ত্রিতে (ত্রিদোষে) ভদ্র (শুভ) যাহাতে, বহু। সং; ক্লী। [পু।

ত্রিভাগ—তৃতীয় ভাগ বা অংশ। কর্ম্মধা। সং;

ত্রিভুজ—তিন সরল রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ ক্ষেত্র, ত্রিকোণ ক্ষেত্র। ত্রি ভুজ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

ত্রিভুবন—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন লোক। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিমধু—১। ঋগ্বেদের অংশবিশেষ। সং; পু। ২। ঘৃত চিনি মধু এই তিন দ্রব্য। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিমার্গগা—ত্রিপথগামিনী, গঙ্গা [ত্রিধারা দেখ]। ত্রি (তিন) যে মার্গ (পথ) সে ত্রিমার্গ, কর্ম্মধা; ত্রিমার্গ শব্দ—গম (গমন করা)+ড ক+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

ত্রিমার্গী—তেমাথা পথ। ত্রি (তিন) মার্গের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

ত্রিয়ম্বক, ত্র্যম্বক—ত্রিলোচন, শিব। ত্রি (তিন) অম্বক (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহু। সং; পু।

ত্রিযামা—রাত্রি, রজনী। ত্রি যাম (প্রহর) আছে যাহাতে বা যাহার, বহু। কেননা রজনীর আদ্যন্ত যামার্দ্ধদ্বয় দিন মধ্যে গৃহীত। সং; স্ত্রী।

ত্রিযুগ—বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ এই তিন কাল। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিরাত্র—মধ্যবর্ত্তী দিবাদ্বয়সংযুক্ত তিন রাত্রি। ত্রি (তিন) রাত্রির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিরেখ—১। রেখাত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) রেখা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী। ত্রিরেখা। ২। শঙ্খ। সং; পু।

ত্রিলিঙ্গ—পুংস্ত্ব স্ত্রীত্ব ও ক্লীবত্ববিশিষ্ট শব্দ (যেমন তট, তটি, তটী)। বহু। বিণ; ত্রি।

ত্রিলোক, ত্রিলোকী—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন লোক, ত্রিভুবন। ত্রি (তিন) লোক = ত্রিলোক, উত্তরপদ দ্বিগু। ত্রিলোকী—ত্রি (তিন) লোকের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী।

ত্রিলোকনাথ—ঈশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিলোকী—ত্রিলোক দেখ।

ত্রিলোকেশ—বিষ্ণু; শিব; সূর্য্য। ত্রিলোকের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

ত্রিলোচন—ত্রিনেত্র, শিব। ত্রি (তিন) লোচন (চক্ষু) যাঁহার, বহু। [কথিত আছে যে, একদা গৌরী হরের নেত্রদ্বয় সমাবৃত করায় সমগ্র জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; তখন সৃষ্টিরক্ষার্থে তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার ললাট হইতে সমধিক জ্যোতির্ম্ময় একটি তৃতীয় নেত্র উদ্ভূত হয়। অপিচ, ইহাও প্রসিদ্ধি আছে যে, দুইটি নেত্র বাহ্যবস্তু প্রকাশক; এবং তৃতীয় নেত্র জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশক, সেটি বাহ্যেন্দ্রিয় নহে, অন্তরিন্দ্রিয়]। সং; পু।

ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিন; সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন; আর ব্যয় বৃদ্ধি এই তিন; উৎপত্তি স্থিতি ধ্বংস এই তিন; ত্রিফলা; ত্রিকটু। সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

ত্রিবর্গপারীণ—ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের পারগত। ত্রিবর্গের পার = ত্রিবর্গপার, ৬তৎ। ত্রিবর্গপার শব্দ + ঈন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয়। কর্ম্মধা। সং; পু।

ত্রিবর্ণক—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন; ত্রিকটু; ত্রিফলা। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিবর্ষ—তিন বৎসর। কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

ত্রিবর্ষিকা—তিন বৎসর বয়স্কা গাভী। ত্রি (তিন) বর্ষ বয়ঃক্রম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে কণ্ + আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিবর্ষীয়—ত্রিবর্ষজাত; তিনবৎসর বয়স্ক। ত্রিবর্ষ শব্দ + ঈয় ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিবাঙ্কুড়—মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ করদ রাজ্য-বিশেষ। রাজ্যটি ভারতের পশ্চিম-দিকস্থ অন্তিমদেশে অবস্থিত, এবং দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণ খৃঃ পূঃ ৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন, এবং তৎপরে, প্রত্যেকে বার বৎসর যাবৎ রাজ্যশাসন করিবে এই ব্যবস্থা করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রকারে নির্ব্বাচিত শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা চেরমন পেরুমল মৃত্যুকালে স্বীয় রাজত্ব সামন্তগণমধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে একজন ত্রিবাঙ্কুর দেশ লাভ করেন। তাঁহা হইতে অধস্তন ২৪ পুরুষ এরুমা বর্ম্মা পেরুমল খৃঃ ১৬৬৪ হইতে ১৭১৭ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ত্রিবাঙ্কুররাজ ইংরাজের সহায়তা করেন। টিপু তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে, ইংরাজের সাহায্যে ত্রিবাঙ্কুররাজ টিপুকে দুইবার পরাজিত করেন। এই সময়ে এবং ইহার পরেও ইংরাজের সহিত ত্রিবাঙ্কুররাজ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সন্ধির সর্ত্তের মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য, একটি, ত্রিবাঙ্কুররাজ কোন বৈদেশিক রাজার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না; অপরটি এই যে, ইংরাজের সম্মতি ব্যতীত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তিকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, এমন কি রাজ্য-মধ্যে বাস করিতে দিতে পারিবেন না। রাজ্যমধ্যে দুইটি জাতি প্রধান, নাম্বুরী ব্রাহ্মণ ও নেয়ার। নেয়ারগণ যুদ্ধব্যবসায়ী। ত্রিবাঙ্কুর রাজ ক্ষত্রিয় হইলেও, রাজ্যের উত্তরাধিকার মালাবার দেশের প্রথার অনুযায়ী। সে প্রথামতে সিংহাসন স্ত্রীজাতি-অনুক্রম; অর্থাৎ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যের অধিকারী হন না, রাজার ভগিনীপুত্রই হন। ভগিনী বর্ত্তমান না থাকিলে, কোন রমণীকে দত্তক ভগিনীস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। এই বিধিকে মারুমাক্কতায়ম (Marumakkatayam) বিধি বলে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম (Trivandrum)। এইস্থানে অনন্ত পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

ত্রিবিক্রম—১। বামনরূপী বিষ্ণু [ত্রিপাদ ও বামন দেখ]। ত্রি (তিন) বিক্রম (চরণ, পাদ) যাঁহার, বহু। সং; পু। ২। ত্রিলোক আক্রমণ। ত্রির (ত্রিলোকের) বিক্রম, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ত্রিবিদ্যা—বেদত্রয়, তিনবেদ। ত্রিবিধা বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ত্রিবিধ—তিন প্রকার। ত্রি (তিন) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ত্রিবিষ্টপ—ত্রিপিষ্টপ দেখ।

ত্রিবৃৎ—লতাবিশেষ, তেউড়ি। ত্রি শব্দ (তিন) —বৃ (আবৃত করা) + ক্বিপ্ ক। সং; পু।

ত্রিবৃত্ত—ত্রিগুণিত। ত্রি (তিনবার) বৃত্ত, সুপ্‌সুপা সমাস; অথবা ত্রি (তিন) হইয়াছে বৃত্ত (বৃত্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ত্রিবেণী—১। ইহা দ্বিবিধ, মুক্ত ত্রিবেণী ও যুক্ত ত্রিবেণী। হুগলিতে—মুক্ত ত্রিবেণী, এলাহাবাদে যুক্ত ত্রিবেণী। যমুনা সরস্বতী সঙ্গতা গঙ্গা, যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই তিনটি নদীর মিলন হইয়াছে, এই স্থান এলাহাবাদের (প্রয়াগের) সন্নিহিত। ত্রি (তিন) বেণী (প্রবাহ) সঙ্গত হইয়াছে যেখানে, বহু; অথবা ত্রি (তিন) বেণীর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী। ২। হুগলি জেলাতেও ত্রিবেণী নামে একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম আছে; এখানেও অপর দুইটী নদী আসিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইজন্য ইহার নাম ত্রিবেণী। পূর্ব্বে এই স্থান অতি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যস্থান ছিল। এখানে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও বাস ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-প্রমুখ দেশবিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই স্থানের বিখ্যাত ঘাটটি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় শেষ রাজা মুকুন্দদেবের নির্ম্মিত। মুকুন্দদেব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।

ত্রিবেদী (ত্রিবেদিন্)—ঋক, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদ অধ্যয়নকারী, তেওয়ারী। ত্রি (তিন) যে বেদ সে ত্রিবেদ, কর্ম্মধা; ত্রিবেদ শব্দ + ইন্। সং বা বিণ; পু।

ত্রিশক্তি—কালী তারা ও ত্রিপুরা এই তিন দেবী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ত্রিশঙ্কু—শলভ; চাতক পক্ষী; মার্জ্জার। স্বনামখ্যাত সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপ, অযোধ্যায় ইঁহার রাজ্য ছিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র ইঁহারই পুত্র। ইনি সশরীরে স্বর্গগমন কামনায় কুলগুরু বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণকে যজ্ঞ করিতে বলেন। তাঁহারা তাহাতে অসম্মত হইলে, ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে ইঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু দেবগণ ইঁহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। তখন

বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে ঊর্দ্ধে অবস্থিত রাখিয়া নূতন নক্ষত্রলোক সৃজনপূর্ব্বক অন্য দেবতা ও স্বর্গের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে সেই মধ্যপথে নক্ষত্রসমূহে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে দিলেন। ত্রি (তিন) শঙ্কু যাহার, বহু। সং ; পু।

ত্রিশঙ্কুযাজী (—যাজিন্)—বিশ্বামিত্র। ত্রিশঙ্কু (নৃপতিবিশেষ)—যজ (যজ্ঞ করা)+ ক্রি +ণিন্ ক। সং ; পু।

ত্রিশিখ—১। শিখাত্রয়যুক্ত। ত্রি (তিন) শিখা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিশিখা। ২। রাক্ষসবিশেষ, রাবণের পুত্র। সং ; পু। ৩। ত্রিশূল। সং ; ক্লী।

ত্রিশিরাঃ—রাক্ষসবিশেষ, খরের সেনাপতি ; অরপুরুষ ; কুবের। ত্রি (তিন) শিরঃ (শিরস) যাহার, বহু। সং ; পু।

ত্রিশীর্ষক—তিন ফলকযুক্ত একপ্রকার অস্ত্র, ত্রিশূল। ত্রি (তিন) শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। অথবা ত্রি (তিন) শীর্ষের সমাহার, সমাহার, দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিশূল—ত্রিফলকযুক্ত অস্ত্র। শিবের অস্ত্র। ত্রি (তিন) শূল (লৌহফলক) যাহার, বহু ; অথবা ত্রি (তিন) শূলের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; পু।

ত্রিশূলী (ত্রিশূলিন্)—১। ত্রিশূলধারী। ত্রিশূল +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। শিব। সং ; পু।

ত্রিশৃঙ্গ—ত্রিকূট পর্ব্বত। ত্রি (তিন) শৃঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

ত্রিশোক—১। কণ্বপুত্র মুনিবিশেষ। সং ; পু। ২। ত্রিতাপযুক্ত। ত্রি (ত্রিবিধ) শোক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিশোকা।

ত্রিষবণ, ত্রিসবন—তিনকালে তিনবার স্নান। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ত্রিষষ্ঠ—৬৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রিষষ্টি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিষষ্ঠী।

ত্রিষষ্টি—তেষট্টি ; ৬৩। ত্র্যধিকা ষষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিষষ্টিতম—৬৩ এই সংখ্যার পূরণ, ত্রিষষ্ঠ। ত্রিষষ্টি +তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তমী।

ত্রিষ্টুভ্—একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ত্রি শব্দ —স্তুভ+কিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

ত্রিসংসার—ত্রিজগৎ, ত্রিভুবন, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই লোকত্রয়। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিসন্ধ্যা—পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিন কাল। ত্রি (তিন) সন্ধ্যার সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিসপ্ত—একুশ, ২১। ত্রিগুণিত সপ্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

ত্রিসপ্ত—৭৩ সংখ্যার পূরণ, ত্রিসপ্ততিতম। ত্রিসপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রিসপ্ততী।

ত্রিসপ্ততি—তিয়াত্তর, ৭৩। ত্রি (তিন) দ্বারা অধিকা যে সপ্ততি, মধ্য কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিসপ্ততিতম—৭৩এই সংখ্যার পূরণ। ত্রিসপ্ততি +তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তমী।

ত্রিসর্গ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে সৃষ্টি। ত্রির দ্বারা সর্গ (সৃষ্টি), ৩তৎ। সং ; পু।

ত্রিসবন—ত্রিষবণ দেখ।

ত্রিসীমা—১। সীমাত্রয়বিশিষ্টা। ত্রি (তিন) সীমা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিন প্রান্ত। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। চলিত ভাষায়—কোনও প্রান্ত। 'ত্রিসীমানা'ও হয়।

ত্রিস্পৃশা—একদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথির সংযোগ। ত্রি (তিন) —স্পৃশ+ক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ত্রিস্রোতাঃ (ত্রিস্রোতস্)—১। ত্রিধারা, ত্রিপথগা, গঙ্গা। ত্রি (তিন) স্রোতঃ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

২। উত্তর বঙ্গের একটি বৃহৎ নদী। আধুনিক নাম তিস্তা। এই নদী তিব্বৎ দেশের চটাম্ হ্রদ (কেহ কেহ বলেন সিকিম সন্নিকটে কাঞ্চনজঙ্ঘা) হইতে উৎপন্ন হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের উত্তর সীমা জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গ ও স্বাধীন সিকিমের মধ্যবর্ত্তী হইয়া নদীটি যত দূর প্রবাহিত, ততদূর নিম্নস্থ স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম। দার্জ্জিলিঙ্গে যে রঞ্জিত নদী দৃষ্ট হয়, সেটি এই তিস্তারই একটি শাখা। পুরাণে কথিত আছে যে, একসময়ে কালী দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জনৈক অসুর তৃষ্ণাতুর হইয়া মহাদেবের নিকট জল প্রার্থনা করে। মহাদেব ভক্তের প্রার্থনা পূরণ অভিপ্রায়ে দেবীর বক্ষঃস্থল হইতে ত্রিধারা সমন্বিতা একটি নদী প্রবাহিত করেন। এই নদীর নাম তৃস্তা (তিস্তা) বা ত্রিস্রোতা। [ত্রি।

ত্রিহায়ণ—ত্রিবর্ষবয়স্ক (গবাদি)। বহু। বিণ ;

ত্রিহায়ণী—ত্রিবর্ষবয়স্কা গবী। বহু। সং ; স্ত্রী।

ত্রুটি, ত্রুটী—অপরাধ ; ন্যূনতা ; হানি ; সংশয় ; অঙ্গহীনতা ; টুক্‌রা ; সূক্ষ্মকালবিশেষ। ত্রুট (ছেদন করা)+কি র্ম, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

ত্রুটিত—১। ছিন্ন। ত্রুট+ক্ত র্ম। ২। ভগ্ন ; গলিত ; স্খলিত। ত্রুট+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ত্রুটী—ত্রুটি দেখ।

ত্রেতা—দ্বিতীয় যুগ, এই যুগে বামনদেব, পরশুরাম ও রাম এই তিন অবতার [চতুর্যুগ দেখ] ; দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, এই তিন অগ্নি ; দ্যূতক্রীড়ায় পাশকত্রয়ের পতনবিশেষ। ত্রিকে (ত্রিত্বকে) ইতা (গতা বা প্রাপ্তা), ২তৎ। সং ; স্ত্রী।

ত্রৈকালিক—ত্রিকালসংক্রান্ত, প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ংকালে সংঘটিত। ত্রিকাল শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রৈকালিকী।

ত্রৈগুণিক—ত্রিগুণ গ্রাহক। ত্রিগুণ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রৈগুণিকী।

ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ। ত্রিগুণ+ষ্ণ্য স্বার্থে। সং ; ক্লী।

ত্রৈধাতুক—স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহে রচিত। ত্রিধাতু+কণ্ নিষ্পন্নার্থে। বিণ ; ত্রি।

ত্রৈপুরুষ—পুরুষত্রয়ব্যাপী। ত্রিপুরুষ শব্দ+ষ্ণ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রৈপুরুষী।

ত্রৈমাতুর—সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ। ত্রিমাতৃ শব্দ+ষ্ণ (ঋ স্থানে উর্) অপত্যার্থে [কৌশল্যা ও কৈকেয়ী প্রদত্ত পায়সান্নভোজনে সুমিত্রার গর্ভে জাত বলিয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ীও মাতৃস্বরূপা]। সং ; পু।

ত্রৈমাসিক—মাসত্রয়সম্বন্ধীয় ; তিন মাসে উৎপন্ন। ত্রি (তিন) যে মাস সে ত্রিমাস, কর্ম্মধা ; ত্রিমাস+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রৈমাসিকী।

ত্রৈরাশিক—রাশিত্রয়ঘটিত অঙ্কসংস্থানপ্রণালী (Rule of Three)। ত্রি (তিন) যে রাশি ত্রিরাশি, দ্বিগু ; ত্রিরাশি+কণ্। সং ; ক্লী।

ত্রৈলঙ্গস্বামী—তৈলঙ্গ স্বামী দেখ।

ত্রৈলোক্য—ত্রিভুবন, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল। ত্রিলোকী+ষ্ণ্য স্বার্থে। সং ; ক্লী।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র—হুগলি জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে ১২৪১ সালের ২১শে বৈশাখ ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম জয়গোপাল মিত্র, পিতামহের নাম গোকুলচন্দ্র মিত্র। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবৎসর সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় ইনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইহার পর ইনি প্রশংসার সহিত এল্,এ ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ খ্রীঃ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অঙ্কশাস্ত্রে এম,এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং ঐ বৎসরেই উক্ত কলেজের গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পর বৎসর ইনি বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গণিতের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত থাকিবার পর হুগলী কলেজের আইনের ও দর্শনের অধ্যাপক হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ হুগলিতে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনশাস্ত্রের

অধ্যাপক হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ ডি, এল উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর-আইনাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরেই বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে ফেলো নির্ব্বাচিত করেন। ইনি কিছুকাল শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের (Faculty of Law) সভাপতি হন। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীরও ইনি সদস্য ছিলেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসের সহিত ইনি নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র, অমায়িক ও সাধু ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। প্রথম জীবনে ইঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। নিজের অদম্য অধ্যবসায় বলেই ইনি অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বীয় স্বাভাবিক সরলতায় ইনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল ভবানীপুরে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

কলিকাতায় পেন্সিল শিল্পের অনুষ্ঠাতা ভবানীপুরের সুবিখ্যাত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ইঁহার একমাত্র পুত্র।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—১২৫৪ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে ইঁহার জন্ম। পুলিশের দারোগাগিরি করিবার কালে সুপ্রসিদ্ধ স্যার উইলিয়ম হণ্টার সাহেবের সহিত ইঁহার পরিচয় হইলে হণ্টার সাহেব ইঁহার কথাবার্ত্তায় এবং পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে কলিকাতায় আপনার আফিসে একটী কার্য্য দেন। অতঃপর ইনি উত্তর পশ্চিমে কৃষিবাণিজ্যের আফিসে হেড্ ক্লার্কের কার্য্যে নিযুক্ত হন। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের যাহাতে উন্নতি হয়, এই সময়ে ইনি এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরে এবং বড় বড় রেল ষ্টেশনে ভারতীয় কারুকার্য্যের যে সকল দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহার উদ্যোগেই সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গাজোরের চাষ করিলে দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইতে পারে, ত্রৈলোক্যনাথ গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয়জ্ঞাপন করিলে গভর্ণমেণ্ট অনেক জেলায় গাজোরের চাষের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পরবর্ত্তী দুর্ভিক্ষের সময়ে গাজোর দ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের বহু উপকার হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারত-গভর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগে ইঁহার চাকুরী হইলে ইনি উত্তর পশ্চিমের শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যও হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতের প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। এই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ ইংলণ্ড গমন করেন এবং ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ইঁহার Visit to Europe নামক গ্রন্থে সমুদায় কার্য্যাবলী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ রাজস্ববিভাগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মের চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে Art Manufacturers of India নামক এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৯৬ খৃঃ ইনি পেন্সন গ্রহণ করেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাঙ্গালা ভাষারও একজন প্রসিদ্ধ লেখক। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত জন্মভূমি মাসিক পত্রিকায় ইনি অনেক সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "বিশ্বকোষ" নামক বৃহৎ অভিধান ইনি ও ইঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রথমে আরম্ভ করেন।

ত্রৈবর্ণিক—ত্রিবর্ণজাত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যোৎপন্ন। ত্রিবর্ণ + ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রৈবর্ণিকী।

ত্রৈবার্ষিক—তিন বৎসর-ব্যাপী। ত্রিবর্ষ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রৈবার্ষিকী।

ত্রোটক—১। ছেদনসাধন, যদ্দ্বারা ছেদন করা যায়। ত্রুট + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্রোটিকা। ২। দৃশ্যকাব্যের প্রকারবিশেষ। সং ; ক্লী।

ত্রোটকী—রাগিণীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

ত্র্যক্ষর—১। প্রণব, ওম্ (অ + উ + ম = ওম্)। ত্রি (তিন) অক্ষর যাহাতে, বহু। ২। ছন্দোবিশেষ। সং ; ক্লী। ৩। ত্রিবর্ণাত্মক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্র্যক্ষরা।

ত্র্যক্ষরা—১। বর্ণত্রয়াত্মিকা। বহু ; ত্র্যক্ষর দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। প্রণবরূপা পরমা বিদ্যা। সং ; স্ত্রী।

ত্র্যম্বক—শিব। ত্রিয়ম্বক দেখ।

ত্র্যম্বকসখ—কুবের। ত্র্যম্বকের (শিবের) সখা, ৬তৎ। সং ; পু।

ত্র্যস্র—১। ত্রিকোণ, তিনকোণা। ত্রি (তিন) অস্র (কোণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্র্যস্রা। ২। ত্রিভুজ। সং ; ক্লী।

ত্র্যহস্পর্শ—এক দিনে তিন তিথির স্পর্শ ; তিন দিনে এক তিথির স্পর্শ। [এক সাবনদিনে তিন তিথি হইলে তাহাকে দিনক্ষয় বা ত্র্যহস্পর্শ বলে। ত্র্যহস্পর্শে দানধ্যানাদি কার্য্য প্রশস্ত, কিন্তু যাত্রাদি কার্য্যে ইহা অশুভ]। ত্রি (তিন) অহনের সমাহার = ত্র্যহ, সমাহার দ্বিগু ; ত্র্যহের (তিন তিথির) স্পর্শ, ৬তৎ। সং ; পু।

ত্র্যাহিক—দিনত্রয়ান্তরিত ; তৃতীয়-দিন ভব। ত্রি (তিন) অহন্ (দিন) = ত্র্যহ, দ্বিগু ; ত্র্যহ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্র্যাহিকী।

ত্বক্ (ত্বচ্)—বল্কল, গাছের ছাল ; চর্ম্ম ; স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বচ (আবরণ করা) + কিপ্ ক। সং ; স্ত্রী। [অগ্নিতে দুগ্ধ জাল দিলে তাহার উপর যেরূপ সর পড়ে, সেইরূপ শুক্র-শোণিত পরিপক্ব হইয়া দেহরূপে যখন পরিণত হয়, তখন ইহার উপর উপর্য্যুপরি সাতটী ত্বক্ উৎপন্ন হয়। সেই সাতটী ত্বকের নাম—(১) অবভাসিনী, (২) লোহিতা, (৩) শ্বেতা, (৪) তাম্রা, (৫) বেদিনী, (৬) রোহিণী, এবং (৭) স্থূলা। এই সাতটী ত্বকের একত্র স্থূলতা পরিমাণ পাঁচ যব ও এক যবের কুড়ি ভাগের উনিশ ভাগ]। [বহু। সং ; পু।

ত্বক্সার—বাঁশ ; দারুচিনি। ত্বকে সার যাহার, ত্বগ্দোষ—১। কুষ্ঠরোগ। ত্বকের দোষ (ত্বক্ + দোষ), ৬তৎ। সং ; পু। ২। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। ত্বকে দোষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্বচ্—ত্বক্ দেখ।

ত্বচ—ত্বক্ (সকল অর্থে)। ত্বচ্ + অন্ ক। সং ; ক্লী।

ত্বচা—ত্বক্ (সকল অর্থে)। ত্বচ্ + কিপ্ ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

ত্বদীয়—ত্বৎসম্বন্ধীয়, তোমার। যুষ্মদ্ শব্দ + ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্বদীয়া।

ত্বদ্বিধ—ত্বৎসদৃশ, তোমার মত। তোমার বিধার ন্যায় বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্বদ্বিধা। [শান ক। বিণ ; ত্রি।

ত্বরমাণ—যে ত্বরা করিতেছে এরূপ। ত্বর +

ত্বরা—বেগ, শীঘ্রতা। ত্বর (বেগে চলা) + ঙ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

ত্বরাপর—ত্বরান্বিত, ত্বরাযুক্ত। ত্বরা হইয়াছে পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্বরিত—১। সত্বর ; শীঘ্র। ত্বর (বেগে চলা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্বরিতা। ২। ত্বরা। ত্বর + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ত্বরিতগমন—১। শীঘ্রগামী। ত্বরিত হইয়াছে গমন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-গমনা। ২। শীঘ্রগমন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ত্বরিতগমনে—শীঘ্র গমন করিয়া, দ্রুতগতিতে। ত্বরিত হইয়াছে গমন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ত্বষ্ট—কৃশীকৃত। ত্বক্ষ + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্বষ্টা। [স্ত্রী।

ত্বষ্টা—কৃশীকৃতা। ত্বষ্ট দেখ। ত্বষ্ট + আপ্। বিণ ;

ত্বষ্টা (ত্বষ্টৃ)—সূত্রধর ; বিশ্বকর্ম্মা। ত্বক্ষ + তৃন ক। সং ; পু।

ত্বাদৃক্ (ত্বাদৃশ্)—ত্বৎসদৃশ, তোমার ন্যায়। যুষ্মদ্ বা ত্বদ্ – দৃশ + কিপ্ কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

াদৃক্ষ—তোমার ন্যায়। যুষ্মদ্ বা ত্বদ্—দৃশ+সক্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্বাদৃক্ষা।

াদৃশ্—ত্বাদৃক্ দেখ।

াদৃশ—তোমার সদৃশ। তোমার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে, উপ। যুষ্মদ্ বা ত্বদ্ (তুমি) —দৃশ (দেখা)+টক্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্বাদৃশী।

াষ্ট্র—১। ত্বষ্টৃ সম্বন্ধীয়। ত্বষ্টৃ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ত্বাষ্ট্রী। ২। বৃত্রাসুর। সং ; পু।

াষ্ট্রী—১। ত্বষ্টৃ সম্বন্ধীয়া। ত্বাষ্ট্র দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। সূর্য্যপত্নী। সং ; স্ত্রী।

সরু—খড়্গাদির মুষ্টি ; হাতোল। ৎসর (ছদ্মগতি)+উ ক। সং ; পু।

থ

—১। সপ্তদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। পর্ব্বত ; ভয়রক্ষক ; রোগবিশেষ। স্থা (থাকা)+ড ক, নিপাতনে। সং ; পু। ৩। অচল, নিশ্চেষ্ট, হতভম্ব। বিণ। ৪। স্থিতি, বিধি, কূল কিনারা। সং।

থই, থৈ—গাধ, তলস্পর্শ ; চরণদ্বারা জলতল স্পর্শ ; আপ্লুতি, পরিব্যাপ্তি, আচ্ছন্নতা। প্রাদেশিক। সং।

থইথই, থৈথৈ—আপ্লুত, পরিব্যাপ্ত, আচ্ছন্ন, পরিপূর্ণ। প্রাদেশিক। বিণ।

থউকা, থাউকা—আন্দাজ। দেশজ। সং।

থকথকিয়া, থকথকে—দধির ন্যায় গাঢ়, কাদার মত ঘন। দেশজ। বিণ।

থকিত, থগিত—স্থগিত, বন্ধ, মুলতুবী। স্থগিত শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

থতমত—অপ্রতিভ, কি করা উচিত হঠাৎ নির্ণয়ে অশক্ত। দেশজ। বিণ। [ক্রি।

থমকান—হঠাৎ স্তম্ভিত বা স্থির হওয়া। দেশজ।

থমথমা—স্তম্ভিত ভাব। দেশজ। সং।

থর—থাক্, স্তবক ; মাথার চুল কামাইবার থাক্। স্তর শব্দের অপভ্রংশ।

থরথর—কম্পনসূচক। দেশজ।

থরথরান—থরথর করা, কম্পিত হওয়া, থরথর করিয়া কাঁপা। ক, প্র। ক্রি।

থরথরি—থরথর করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

থরহর, থরহরি—থরথর করিয়া। ক, প্র।

থরি—সারি, পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। প্রা, ক।

থল—স্থল, স্থান। প্রা, ক। সং।

থলকুঁড়ি—থানকুনি গাছ। প্রাদেশিক। সং।

থলপদ্ম—স্থলপদ্ম শব্দের অপভ্রংশ।

থসথসিয়া, থসথসে—শিথিল, শ্লথ, ঢিলা। দেশজ। বিণ।

থলি, থলিয়া, থলী, থলে—গোণী, গুন্, বোরা ; বগলি, পকেট। স্থালী শব্দের অপভ্রংশ।

থলুয়া, থলো—গুচ্ছ, গোছা, কাঁদি। দেশজ। সং।

থলে—থলি দেখ।

থলো—থলুয়া দেখ।

থাক্—স্তর, স্তবক। দেশজ। সং।

থাকা—স্থিতি করা, রহা ; থামা ; [তুই] থাক দে, থাকে থাকে সাজা। দেশজ। ক্রি।

থাকান—স্থিতি করান, রহান ; থাক দেওয়া ; থাকে থাকে সাজান। দেশজ। ক্রি।

থাকিয়া-থাকিয়া—থামিয়া থামিয়া, মধ্যে মধ্যে, সময়ে সময়ে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

থাড়ি—দাঁড়াইয়া। প্রা, ক। ক্রি।

থান—১। পাড়বিহীন সাদা কাপড় ; এক একটি আদত খণ্ড ; অটুট, গোটা। দেশজ। ২। স্থান শব্দের অপভ্রংশ।

থানা—পুলিস ষ্টেশন, কোতয়ালি আড্ডা, চৌকি। বৈদেশিক। সং। [শিক। সং।

থানাদার—থানার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। বৈদে-

থানেশ্বর—স্থানবিশেষ ; প্রকৃত নাম স্থানেশ্বর বা স্থাণ্বীশ্বর। জেনারেল কানিংহাম স্থানের সহিত মহাদেবের নামের সংযোগ স্থাপন করেন, যথা, স্থান+ঈশ্বর, স্থাণু+ঈশ্বর বা স্থাণু+সর। থানেশ্বর সরস্বতী নদীর কূলে অবস্থিত। স্থানটি কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত বলিয়া হিন্দুর চক্ষে সাতিশয় পবিত্র। এখানে ৩৫৪৬ ফুট দীর্ঘ এবং ১৯০০ ফুট বিস্তৃত একটি সরোবর আছে। গ্রহণের সময়ে সকল তীর্থের জল এই সরোবরে আসিয়া মিলিত হয় এই বিশ্বাসে, এখানে উক্ত সময়ে সকল তীর্থে স্নান করিবার ফল লাভের আশায়, বহু হিন্দু স্নানার্থে এখানে উপস্থিত হয়। সহর মধ্যে পুরাতন হিন্দু-মন্দির দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে, গাজনীর মামুদ (মতান্তরে আওরঙ্গজেব) সমস্ত মন্দির ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন। সহরের চতুর্দ্দিকে বহুদূর বিস্তৃত পবিত্র ভূমি। কুরুপাণ্ডব নাম জড়িত আনুমানিক ৩৬০টি তীর্থস্থান চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। বর্ত্তমান সহরটি একটি উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে একটি পুরাতন ও ভগ্ন দুর্গ দৃষ্ট হয়। দুর্গের শিরোদেশ দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ১২০০ ফুট। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে থানেশ্বর উত্তর ভারতের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল। হুয়েনথ্সাং উক্ত শতাব্দীতে এইস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১০১১ অব্দে গজনীর মামুদ এই স্থানটি আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিখ শক্তির উন্মেষ হইলে, স্থানটি মিথুসিংহের অধিকারে আসে। তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে দেশটি দান করেন। ১৮৫০ খৃঃ তাহাদের বংশ লুপ্ত হইলে পর, সহরটি ইংরাজের হস্তে আসে। থানেশ্বর অধুনা কর্ণাল জেলার অন্তর্গত। হিন্দু পুরোহিতগণ এই স্থানের প্রধান অধিবাসী।

থাপড়, থাপ্পড়—চড়, চাপড়। দেশজ। সং।

থাপড়া, থাবড়া—চপেট, চড়, চাপড়। দেশজ। সং।

থাপড়ান, থাবড়ান—থাপড় মারা, চড়ান, চপেটাঘাত করা, চাপড়ান। দেশজ। ক্রি।

থাপন—১। স্থাপন। প্রা, ক। ২। মাটীতে পাছা পাতন। দেশজ। সং।

থাবা—করতল, পশুর সনখর পদতল ; পূর্ণমুষ্টি, পূরা মুঠা ; থাবড়া, চাপড়, চড়। দেশজ। সং।

থাম—স্তম্ভ শব্দের অপভ্রংশ।

থামা—গতিবন্ধ করা, দাঁড়ান, অপেক্ষা করা, নিবৃত্ত বা নিরস্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

থামান—গতিহীন করা, দাঁড় করান, অপেক্ষা করান, নিবৃত্ত বা নিরস্ত করান। দেশজ। ক্রি। [দেশজ। সং।

থাল, থালা—গোলাকার তৈজস ভোজনপাত্র।

থালি, থালী—স্থালী ; থালা। দেশজ। সং।

থিত—১। স্থির, স্থায়ী। স্থিত শব্দের অপভ্রংশ ; বিণ। ২। স্থায়ী সম্পত্তি, সঞ্চয়, সঞ্চিত ধন, সঙ্গতি। সং।

থিয়েটর—নাট্যশালা। ইং (theatre)। সং।

থিবো, জর্জ্জ ফ্রেডারিক্ উইলিয়াম, (George Frederick William Thibaut)—জন্ম ১৮৪৮ খৃঃ জার্ম্মান রাজ্যের অন্তর্গত হিডেল্‌বর্গ (Heidelberg) নগরে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে আসেন ও কিছুদিন অধ্যাপক মাক্সমূলারের অধীনে কার্য্য করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি বেনারস সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এলাহাবাদের মেয়র সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপকতা করেন ; পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হন, এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের করোনেশন দরবার উপলক্ষে ইনি সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন বা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—বৌধায়নপ্রণীত শুল্বসূত্র (ইংরাজী অনুবাদ সহিত) ; অর্থ সংগ্রহ (ইংরাজী অনুবাদ সহিত) ; বরাহমিহির প্রণীত পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা (সানুবাদ)। এই গ্রন্থখানি পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর সহায়তায় প্রকাশিত (১৮৮৯ খ্রীঃ)।

শঙ্করভাষ্য সহিত বেদান্তসূত্র (সানুবাদ)। রামানুজ-ভাষ্য-সহিত বেদান্তসূত্র (সানুবাদ)। ভারতীয় জ্যোতিষ (ফলিত ও গণিত) ও গণিতশাস্ত্র-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ। এতদ্ভিন্ন বেদান্ত সিদ্ধান্তলেশ, আত্মতত্ত্ব-বিবেক, এবং শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ ও ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার্থিগণের উপযুক্ত একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ বল্লভশাস্ত্রীর সহায়তায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি গ্রিফিথ সাহেবের সহিত "বেনারস সংস্কৃত সিরিজ" (Benares Sanskrit Series) সম্পাদিত করিয়াছেন। জার্ম্মান মহাসমর আরম্ভের পর স্বদেশে ১৯১৫ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

থির—স্থির। গ্রাম্য। প্রা, ক। বিণ।

থুআ, থুয়া—স্থাপন করা, রাখা। গ্রাম্য; ক, প্র। ক্রি।

থুতনি, থুৎনি—চিবুক, অধরের অধোদেশ। দেশজ। সং।

থুৎকার—নিষ্ঠীবনত্যাগ, থুথু ফেলা। থুৎ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

থুৎকুড়ি—নিষ্ঠীবন, থুথু। দেশজ। সং।

থুথু—১। নিষ্ঠীবন ত্যাগের অনুকরণ শব্দ। ব্য। ২। নিষ্ঠীবন। দেশজ। সং।

থুবড়া, থুবড়ো—অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত। দেশজ। বিণ; পু। স্ত্রী থুবড়ী।

থেকে—হইতে; অপেক্ষা। দেশজ। ব্য।

থৈ—থই দেখ।

থৈ থৈ—থই থই দেখ।

থোই—থুইয়া, রাখিয়া, স্থাপন করিয়া। প্রা, ক।

থোঁতা—সম্পীড়িত, মর্দ্দিত। দেশজ। বিণ।

থোক—সমূহ, রাশি। দেশজ। সং।

থোকা—প্রত্যেক প্রকার জমির ও জমার হিসাব। সং। [দেশজ। সং।

থোড়—ফলন্ত কলাগাছের ভিতরের মজ্জা।

থোড়া—১। অল্প, কিছু। হিন্দী; বিণ। ২। কুচান। বাঙ্গালা ক্রিয়া।

থোপ, থোপনা—থোপা, গুচ্ছ। দেশজ। সং।

থোপা, থোবা—গুচ্ছ, থলো। দেশজ। সং।

থোর—থোড়া, অল্প; ক্ষণস্থায়ী। প্রা, ক।

দ—১। অষ্টাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। পর্ব্বত। দা (দেওয়া)+ড ক। ৩। দান। দা+ড ভা। সং; পু। ৪। দাতা। দা+ড ক। ৫। শুদ্ধ; অবদাত। দৈ (শোধন)+ড ক। বিণ; ত্রি।

দ—দহ দেখ। দেশজ। সং।

দই, দহি, দৈ—দধি শব্দের অপভ্রংশ।

দঈ—দিয়া, দ্বারা। প্রা, ক।

দউ, দঁউ—দ্বয়, দুই, উভয়। প্রা, ক।

দংশ—১। বনমক্ষিকা, ডাঁশ; অসুরবিশেষ [অলর্ক দেখ]। দন্‌শ (দংশন করা)+অন্ ক। ২। দংশন; খণ্ডন। দন্‌শ+ঘঞ্ ভা। ৩। দন্ত; বর্ম্ম। দন্‌শ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

দংশক—১। দংশনকারী। দন্‌শ (দংশন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দংশিকা। ২। ডাঁশ; মশা। সং; পু।

দংশন—১। দন্তাঘাত, কামড়ান। দন্‌শ (দংশন করা)+অনট্ ভা। ২। বর্ম্ম। দন্‌শ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

দংশভীরু—মহিষ। দংশ (ডাঁশ) হইতে ভীরু, ৫তৎ। সং; পু ও স্ত্রী।

দংশল—দংশিল, দংশন করিল। প্রা, ক। ক্রি।

দংশা—দংশন করা, কামড়ান। ক, প্র। ক্রি।

দংশিত—১। দন্তাহত, দন্তাঘাতপ্রাপ্ত। দিগ্ধ। দন্‌শ (কামড়ান)+ক্ত ণ্ম। ২। বর্ম্মিত; বর্ম্মযুক্ত। দংশ শব্দ (বর্ম্ম)+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দংশিতা।

দংশী—বনমক্ষিকা, ডাঁশ। দন্‌শ (কামড়ান)+অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দংষ্ট্রা—বড় লম্বা দাঁত, দাড়া। দন্‌শ (দংশন করা)+ষ্ট্রন্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

দংষ্ট্রী (দংষ্ট্রিন্)—১। বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট। দংষ্ট্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দংষ্ট্রিণী। ২। শূকর; সর্প। সং; পু।

দঁক, দক—গভীর পঙ্ক; নরম কাদা; পাঁকল স্থল। প্রাদেশিক। সং।

দক্ষ—১। ক্ষিপ্রকর; সমর্থ, পটু, নিপুণ। দক্ষ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দক্ষা। ২। প্রজাপতিবিশেষ; * শিবের বৃষ; কুক্কুট; মুনিবিশেষ। সং; পু।

* দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র; বিধাতার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার ভার্য্যার নাম প্রসূতি। দক্ষের অনেকগুলি কন্যা হয়; তন্মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ বারটী, ধর্ম্মরাজ দশটী, চন্দ্র সাতাইশটী, অরিষ্টনেমী চারিটী ও অঙ্গিরা দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ হয়।

একদা ভৃগুঋষির যজ্ঞে শিব শ্বশুরকে অভিবাদন না করায় দক্ষ কুপিত হইয়া জামাতাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবার সঙ্কল্প করেন, এবং শিবকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিব ভিন্ন অন্য সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হন। কন্যাকে দেখিয়া দক্ষ কটুবাক্যে শিবনিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। পতিনিন্দাশ্রবণে পতিপ্রাণা সতী দেহত্যাগ করেন। শিব এই সংবাদ পাইয়া সানুচর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। শিবের অনুচরেরা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর প্রসূতির অনুরোধে শিব দক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তক ভস্মীভূত হওয়ায় একটি ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্কন্ধে যোজনা করা হইল। শিবনিন্দার ফলে দক্ষ ছাগমুণ্ড হইলেন।

দক্ষকন্যা, দক্ষজা—সতী, দুর্গা; অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র। দক্ষকন্যা—৬তৎ। দক্ষজা=দক্ষ—জন (জন্ম)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

দক্ষসাবর্ণি—নবম মনু। সং; পু।

দক্ষা—১। সমর্থা, নিপুণা, ক্ষিপ্রকরী। দক্ষ দেখ। দক্ষ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

দক্ষিণ—১। অনুকূল; দাক্ষিণ্যযুক্ত; উদার; সরল; সমর্থ; দক্ষ; বামেতর, ডাইন; যাম্য দিক্ বা দেশ সম্বন্ধীয় (উত্তরের বিপরীত); পরচ্ছন্দানুবৃত্তি। দক্ষ+ইনন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দক্ষিণা। ২। নায়কবিশেষ, সকল নায়িকাতে যে নায়কের সমান অনুরাগ থাকে। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

দক্ষিণকালিকা—দেবীবিশেষ, কালীর মূর্ত্তিভেদ।

দক্ষিণতঃ—দক্ষিণ দিকে, স্থানে বা দেশে, দক্ষিণে, ডাইনে। দক্ষিণ+তস্ ৭মী স্থানে। ব্য।

দক্ষিণস্থ—১। দক্ষিণে স্থিত। দক্ষিণ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দক্ষিণস্থা। ২। সারথি। সং; পু।

দক্ষিণা—১। অনুকূলা, ইত্যাদি। দক্ষিণ দেখ। দক্ষিণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দক্ষিণ দিক্; যজ্ঞপত্নী, শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশসম্ভূতা দেবীবিশেষ; পুরোহিতের পারিশ্রমিক। সং; স্ত্রী। ৩। দক্ষিণবর্ত্তী; ডাইন দিকে। ব্য।

দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণদিকে স্থাপনীয় যজ্ঞীয় অগ্নি। দক্ষিণার (দক্ষিণ দিকের) অগ্নি, ৬তৎ। সং; পু।

দক্ষিণাচল—মলয়পর্ব্বত। দক্ষিণস্থ অচল, মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু।

দক্ষিণাচার—১। দক্ষিণ দিকে গতিবিশিষ্ট। দক্ষিণায় (দক্ষিণ দিকে) চার বা আচার অর্থাৎ গতি আছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দক্ষিণাচারা। ২। তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। মানব স্বধর্ম্মরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব (মদ্যমাংসাদি) দ্বারা পূজা করিবে, এবং নিজে শিব হইয়া শিবাকে অর্চ্চনা করিবে। ইহাই দক্ষিণাচার নামে অভিহিত। সং; পু।

দক্ষিণাৎ—দক্ষিণবর্ত্তী ; দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে। দক্ষিণ দেখ ; দক্ষিণ শব্দ+আৎ। ব্য।

দক্ষিণাপথ—দক্ষিণ দেশ, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ (Deccan)। ৬তৎ। সং ; পুং।

দক্ষিণামুখ—দক্ষিণাস্য, দক্ষিণ দিকে মুখবিশিষ্ট। দক্ষিণায় (দক্ষিণ দিকে) মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -মুখা, -মুখী।

দক্ষিণায়ন—১। বিষুব রেখা হইতে সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গমন। দক্ষিণাতে (দক্ষিণ দিকে) অয়ন (গমন), ৭তৎ। ২। শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস। দক্ষিণাতে অয়ন হয় যে সময়ে, বহু। সং ; ক্লী।

দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত—সূর্য্যের দক্ষিণে গমনের শেষ-সীমাসূচক কল্পিত বৃত্তাকার রেখা, উহা বিষুব রেখা হইতে ২৩॥০ অক্ষাংশ দক্ষিণে কল্পিত হইয়া থাকে; উহার আর এক নাম মকরক্রান্তি। দক্ষিণায়নের অন্ত হয় যাহাতে সে দক্ষিণায়নান্ত (বহু) ; তাহাও যে বৃত্তও সে, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮১৪ খৃঃ অক্টোবর। ইনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র। হিন্দু কলেজের ডিরোজিও (Derozio) সাহেবের প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। যখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহ হইতে বিতাড়িত হন, তখন দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাকে আশ্রয় দেন। আবার যখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণমোহন বাটী হইতে বহিষ্কৃত হন, তখন দক্ষিণারঞ্জন নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া ডিরোজিও সাহেবের বাটীর নিকট বাস করেন। ইনি কিছুদিন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স্ কলেক্টর ও বাঙ্গালার নবাব নাজিমের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বর্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টার হন। ইহার পর কিছুদিনের জন্য বিশেষ কারণ বশতঃ ইনি লোকনয়নের অন্তরালে থাকেন ১৮৫১ কি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লক্ষ্ণৌ সহরে গমন করেন। সিপাহিবিদ্রোহের সময় গবর্ণমেন্টের সহায়তা করার জন্য লর্ড ক্যানিং ইঁহাকে রায়বেরিলীর অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীরস্বরূপে প্রদান করেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারই যত্নে আউধ তালুকদার এসোসিয়েসন (Oudh Talukdar's Association) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনিই উহার প্রথম সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ টাইমস্ নামক সংবাদপত্র ইনি ক্রয় করিয়া লইয়া উহাকে তালুকদারদিগের মুখপত্ররূপে পরিণত করেন। কলিকাতা বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়।

দক্ষিণাবর্ত্ত—১। ডাইনদিকে আবর্ত্তবিশিষ্ট। দক্ষিণে আবর্ত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দক্ষিণাবর্ত্তা। ২। শঙ্খবিশেষ ; বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণদেশ। সং ; পুং।

দক্ষিণাবহ—দক্ষিণদিক্ প্রবাহিত বায়ু, মলয়ানিল। দক্ষিণা হইতে আবহ (প্রবাহ) যাহার, বহু। সং ; পুং।

দক্ষিণী—দক্ষিণ্য দেখ।

দক্ষিণীয়—দক্ষিণাপ্রাপ্তিযোগ্য, দক্ষিণার্হ। দক্ষিণা+ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দক্ষিণীয়া।

দক্ষিণের্ম্মা (-র্ম্মন্)—ব্যাধশরে দক্ষিণ পার্শ্বে আহত মৃগ। দক্ষিণে ইর্ম্ম (আঘাত) যাহার, বহু। সং ; পুং।

দক্ষিণ্য—দক্ষিণাপ্রাপ্তির যোগ্য, দক্ষিণীয়। দক্ষিণা+য্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দক্ষিণী।

দক্ষেশ্বর—দক্ষ প্রজাপতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গ-বিশেষ। সং ; পুং

দখল—অধিকার ; অভিজ্ঞতা পাণ্ডিত্য ব্যুৎপত্তি। বৈদেশিক সং।

দখলী—অধিকৃত, অধিকারভুক্ত। বৈদে। বিণ

দখলীকার—অধিকারী। বৈদেশিক।

দগড়—মাটীর ছোট নাগরাবিশেষ। সং

দগধ—দগ্ধ। ক, প্র।

দগধান—দগ্ধান, জ্বালান, জ্বালাতন করা কষ্ট দেওয়া। ক, প্র। ক্রি।

দগদগি—জ্বালা। ক, প্র। সং।

দগ্ধ—১। যাহাকে পোড়ান হইয়াছে এরূপ, ভস্মীকৃত। দহ+ক্ত র্ম্ম। ২। উত্তপ্ত ; সন্তপ্ত ; কাতর। দহ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

দগ্ধকাক—দাঁড়কাক। কর্ম্মধা। সং ; পুং।

দগ্ধকাষ্ঠ—পোড়াকাঠ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দগ্ধশলাকা—উত্তপ্ত শলা ; অগ্নিতে উত্তপ্ত ধাতুযষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দগ্ধা—১। ভস্মীকৃতা ; সন্তপ্তা। উত্তপ্তা ; কাতরা। দগ্ধ দেখ। দগ্ধ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ, ইহা মাঙ্গল্যকার্য্যে অপ্রশস্ত। সং ; স্ত্রী।

দগ্ধান—দগ্ধ করা, পুড়ান, জ্বালান, জ্বালাতন করা, কষ্ট দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

দগ্ধাবশিষ্ট—পুড়িয়া গিয়া যাহা বাকী থাকে আগে দগ্ধ পশ্চাৎ অবশিষ্ট, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -শিষ্টা।

দগ্ধিকা—দগ্ধ অন্ন, পোড়া বা ধরা ভাত। দগ্ধ কণ্-আপ্। সং ; স্ত্রী।

দঙ্গল—দল, সঙ্ঘ ; অরণ্য। দেশজ। সং।

দজ্জাল—দুষ্ট, প্রতারক, শঠ ; মিথ্যাবাদী বৈদেশিক। বিণ।

দড়—দৃঢ়, মজবুত ; পটু, দক্ষ ; পারদর্শী, পাণ্ডিত শক্ত, [illegible]। প্রা, ক। দেশজ। বিণ।

দড়কচা, দড়কাঁচা, দড়পাকা—ঈষৎ পক্ব, অসিদ্ধ, আধকাঁচা, দড়ি দড়ি ভাবের। দেশজ বিণ।

দড়বড়িয়া, দড়বড়ে—ক্ষিপ্রকর্ম্মা, চালাক-চতুর। দেশজ। বিণ।

দড়া—মোটা দড়ি, কাছি, রজ্জু। দেশজ। সং।

দড়াই—দৃঢ়ভাবে। প্রা, ক।

দড়ান—দড়া দিয়া মারা ; দড়ি দিয়া জড়ান বা বাঁধা। ক, প্র। ক্রি।

দড়ি, দড়ী—রজ্জু, সূতা, কাছি। দেশজ। সং।

দঢ়—দৃঢ়, শক্ত, মজবুত ; দক্ষ, পটু, পারদর্শী। ক, প্র। বিণ।

দণ্ড—১। যষ্টি, লগুড়, লাঠি। দম+ড ণ। ২। দমন, শাসন, শাস্তি। দম+ড ভা। ৩। যুদ্ধ ; ব্যূহবিশেষ। দম্+ড অধি। ৪। সৈন্য ; চারিহস্তপরিমাণবিশেষ ; কোণ ; ষষ্টিপলাত্মক কাল, ২৪ মিনিট। দম্+ড ণ সং, পুং।

দণ্ডক—কামাকর্ম্ম ; ছন্দোবিশেষ। দণ্ড শব্দ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং ; পুং বা ক্লী। ২। অনেক নৃপ ; জনস্থান, দণ্ডকারণ্য। দনড্+ণক ক। সং ; পুং।

দণ্ডকলস—ডানকুনি গাছ সং।

দণ্ডকা—জনস্থান, দণ্ডকারণ্য। দণ্ডক+আপ্। [দণ্ডক রাজা ব্রহ্মণ্যশাপে সপরিবারে প্রজাগণসহ ভস্মীভূত হইলে, তদীয় রাজ্য অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া দণ্ডকা বা দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত হয়।] সং ; স্ত্রী।

দণ্ডকাক—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। সং ; পুং।

দণ্ডকারণ্য—দণ্ডকানামক বন। দণ্ডকা (জনস্থান) রূপ যে অরণ্য, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দণ্ডগৌরী—অনেক অপ্সরা। সং ; স্ত্রী।

দণ্ডগ্রহণ—শাস্তি লওয়া ; দণ্ডধারণ, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দণ্ডচক্রাদি ন্যায়—ন্যায় দেখ।

দণ্ডঢক—উচ্চশব্দকারী ঢাক, নাগরা, দামামা। দণ্ডযুক্ত ঢক্কা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দণ্ডদাতা (-দাতৃ)—দণ্ডদানকারী, শাস্তিপ্রদাতা। ৬তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রী, -দাত্রী।

দণ্ডদান—শাস্তি প্রদান, সাজা দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দণ্ডধর—১। দণ্ডধারী পুরুষ। দণ্ড—ধৃ (ধারণ করা)+অন ক। [illegible] সং ; পুং। ২। শমন, যম ; নৃপতি ; কুম্ভকার। সং ; পুং।

দণ্ডধারী (-ধারিন্)—যষ্টিহস্ত। দণ্ড—ধৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পুং। স্ত্রী দণ্ডধারিণী। ২। যম ; রাজা ; কুম্ভকার। সং ; পুং।

দণ্ডন—শাসন, দণ্ডদান। দনড্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

দণ্ডনায়ক—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ; বিচারপূর্ব্বক দণ্ডবিধানকর্ত্তা, জজ। ৬তৎ। সং ; পুং।

দণ্ডনীতি—রাজনীতিশাস্ত্র, যাহাতে রাজ্যশাসন-

সম্পর্কীয় যাবতীয় নিয়মাদি আছে। দণ্ডের (দমনের) নীতি (নিয়ম) আছে যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

দণ্ডনীয়—দণ্ডদানের যোগ্য, দণ্ডার্হ। দন্ড্+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দণ্ডনীয়া।

দণ্ডপাণি—১। দণ্ডধারণকারী, দণ্ডধারী। দণ্ড পাণিতে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শমন, যম; শিবানুচরবিশেষ। সং; পু।

দণ্ডপাদ—উর্দ্ধীকৃত পাদ, উপরদিকে পা রাখিয়াছে এরূপ। দণ্ডবৎ পাদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দণ্ডপাদা।

দণ্ডপারুষ্য—অষ্টাদশ প্রকার বিবাদান্তর্গত বিবাদবিশেষ। সং; স্ত্রী।

দণ্ডপাল—দৌবারিক, দ্বাররক্ষক, দরওয়ান; মৎস্যবিশেষ; দাঁড়িকা। দণ্ডদ্বারা পালন (রক্ষা) করে যে এই বাক্যে উপ; দণ্ড—ণিজন্ত পা (=পালি)+অন্ ক। সং; পু।

দণ্ডপালক—দৌবারিক, দ্বাররক্ষক; শকুলমৎস্য। দণ্ডদ্বারা পালক (রক্ষক), ৬তৎ। সং; পু।

দণ্ডভৃৎ—১। দণ্ডধারী। দণ্ড—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। রাজা; যম; কুম্ভকার। সং; পু।

দণ্ডযোগ্য—দণ্ডার্হ, শাস্তিদানের উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দণ্ডযোগ্যা।

দণ্ডবৎ—১। দণ্ডবান্ দেখ। বিণ; ত্রি। ২। দণ্ডের ন্যায়; দণ্ডের ন্যায় সরলভাবে ভূপাতিত হইয়া। দণ্ড শব্দ+বৎ। ব্য।

দণ্ডবান্ (—বৎ)—দণ্ডধারী, দণ্ডী। দণ্ড শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দণ্ডবতী।

দণ্ডবিধাতা—দণ্ডবিধানকর্ত্তা, রাজা; বিচারপতি, দণ্ডদাতা। দণ্ডের বিধাতা, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী দণ্ডবিধাত্রী।

দণ্ডবিধান—শাস্তিদানের ব্যবস্থা; দণ্ডদান, শাস্তি দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দণ্ডবিধি—দুষ্কৃতদমনার্থ নিয়মাবলী, পেনাল কোড (Penal code); দণ্ডবিধান। ৬তৎ। সং; পু।

দণ্ডসহায়—দণ্ডবিষয়ে সাহায্যকারী, দুষ্টদমনে রাজার সহায়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

দণ্ডস্থান—দণ্ডদানের স্থান, যেখানে দণ্ড দেয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দণ্ডাদণ্ডি—দণ্ড দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ, লাঠালাঠি। দণ্ড+চ্চি। ব্য।

দণ্ডাধীন—দণ্ডের বশীভূত, দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য। দণ্ডের অধীন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দণ্ডায়মান—দাঁড়াইয়া আছে এরূপ, অনুপবিষ্ট। দণ্ড শব্দ+ক্য=দণ্ডায় (নামধাতু) তদুত্তরে শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দণ্ডায়মানা।

দণ্ডার—মত্তহস্তী; বুনোহাতী; কুলালচক্র; ধনুক; শকটবিশেষ। দণ্ড—ঋ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

দণ্ডার্হ—দণ্ডযোগ্য, শাস্তিদানের উপযুক্ত। দণ্ডের অর্হ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দণ্ডিক—১। দণ্ডধারী। দণ্ড+ঠিক। বিণ; ত্রি। ২। ডানকোণা মাছ। সং; পু।

দণ্ডিত—দমিত; শাসিত। দন্ড (শাসন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দণ্ডিতা।

দণ্ডী (দণ্ডিন্)—১। দণ্ডধারণকারী। দণ্ড+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দণ্ডিনী। ২। দ্বারপাল, দৌবারিক; যম; রাজা; পণ্ডিতবিশেষ; চতুর্থাশ্রমী, সন্ন্যাসী। দণ্ডী তিন প্রকার,—একদণ্ডী, দ্বিদণ্ডী, এবং ত্রিদণ্ডী। ১ম বাগ্‌দণ্ড, ২য় কায়দণ্ড; ৩য় মনোদণ্ড। সং; পু।

৩। জনৈক নৃপ; ইনি ঘোটকীরূপিণী অভিশপ্তা অপ্সরা উর্ব্বশীকে প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ ইঁহার নিকট ঘোটকী প্রার্থনা করিলে, ইনি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর দণ্ডী কৃষ্ণের ভয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কেহই ইঁহাকে আশ্রয় দিলেন না। অবশেষে দণ্ডী পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইলে মহাবল ভীম ভ্রাতৃগণের অমতে ইঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। এই কারণে পাণ্ডবদিগের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে কৌরবগণ পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং দেবগণ কৃষ্ণের সাহায্যার্থ আগমন করেন। তখন অস্ত্রবজ্র একত্র হইলে উর্ব্বশী শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দণ্ডীও স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

৪। দণ্ডী সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক। ইঁহার প্রণীত 'কাব্যাদর্শ' সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের একখানি প্রধান গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন ইনি 'দশকুমার চরিত' প্রভৃতি অন্যান্য কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন। কাব্যাদর্শের প্রথম পরিচ্ছেদে দণ্ডী গৌড়ীয় ও বৈদর্ভ এই দুই প্রকার কাব্যরীতির পার্থক্য সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনা পড়িলে নিঃসন্দেহ ধারণা হইবে, দণ্ডী বিদর্ভ দেশবাসী ছিলেন, যেহেতু তিনি বৈদর্ভ কাব্যরীতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। ম্যাকব্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, কাব্যাদর্শে যে সকল শ্লোক উদাহরণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সকল দণ্ডীর নিজেরই রচনা। তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণের চেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। বার্ণেট্ দেখাইয়াছেন, শকুন্তলার একটি শ্লোকের অংশ দণ্ডাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রসাদগুণের নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে উক্ত পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দণ্ডীর ষষ্ঠ শতাব্দীতে, অর্থাৎ কালিদাসের পরে, বর্ত্তমান থাকা সর্ব্ব প্রকারে সম্ভব। কাব্যাদর্শের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে [২২৬ ও ৩৬২ শ্লোক দ্রষ্টব্য] মৃচ্ছকটিকের একটি শ্লোক দুইবার উদ্ধৃত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক শূদ্রকের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধ্যাপক পিসেল (Pischel) বলেন, উক্ত শ্লোকও দণ্ডীর রচিত এবং মৃচ্ছকটিক নাটকও তাঁহারই লিখিত। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এবিষয়ে বহুদূর আলোচনা হইয়াছে তাহাতে দণ্ডীর সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলা সম্ভব নহে।

দণ্ডে দণ্ডে—প্রতি দণ্ডে, প্রতি মুহূর্ত্তে। সং; পু।

দণ্ড্য—দণ্ডার্হ, দণ্ডনীয়। দণ্ড শব্দ+য। বিণ; ত্রি।

দৎ—দন্ত, দাঁত। দম+ডৎ ণ। সং; পু।

দত্ত—১। যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, অর্পিত উৎসৃষ্ট; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত। ২। দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দত্তা। ৩। নৃপবিশেষ; ঋষিবিশেষ; পুত্রবিশেষ; জাতিগত উপাধিবিশেষ। সং; পু। ৪। দান, অর্পণ দা+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

দত্তক—পোষ্যপুত্র, দত্তকপুত্র। দত্ত+কন্। সং; পু। [যে পুত্র, স্ত্রী কন্যা। সং; পু।]

দত্তকপুত্র—পোষ্যপুত্র, দ্ব্যামুষ্যায়ণ। দত্তকনামক

দত্তকপুত্রাশৌচ—পোষ্যপুত্র সংক্রান্ত অশৌচ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সপিণ্ড জ্ঞাতি দত্তকপুত্র হইলে তাহার মরণে দত্তক গ্রহণকারী পিত্রাদি ও সপিণ্ডবর্গের পূর্ণাশৌচ হয়, এবং সপিণ্ড জনন মরণে ঐ দত্তকেরও পূর্ণাশৌচ হয়। এতদ্ভিন্ন দত্তকের মরণে পিত্রাদি সপিণ্ডের ৩ দিন অশৌচ হয় সপিণ্ড জনন-মরণেও দত্তকের ঐ প্রকার ত্রিরাত্রাশৌচ হয়। কাহারও কাহারও মতে সপিণ্ড বা অসপিণ্ড দত্তকের মরণে পিত্রাদি সপিণ্ডের তিন দিন অশৌচ, এবং সপিণ্ডের জনন-মরণে দত্তকেরও ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে]।

দত্তহারী (—হারিন্)—অর্পিত বস্তু, পুনর্গ্রহণকারী, যে (জন) কোন জিনিস দিয়া আবার তাহা ফিরাইয়া লয়। উপ; দত্ত—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দত্তহারিণী।

দত্তা—অর্পিতা; উৎসৃষ্টা; বিসৃষ্টা; ত্যক্তা পরিণীতা। দত্ত দেখ। বিণ; স্ত্রী।

দত্তাত্মা (—ত্মন্)—স্বয়ংদত্ত পুত্র, অর্থাৎ যে অন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া "আমি তোমার পুত্র হইলাম" এইরূপ বলিয়া কাহারও পুত্রত্ব স্বীকার করে। দত্ত হইয়াছে আত্মাকে (নিজকে) যাহা দ্বারা, বহু। সং; পু।

দত্তাত্রেয়—জনৈক ঋষি, অত্রিমুনির পুত্র; বিষ্ণু

অংশে ইঁহার জন্ম, সুতরাং ইনি ভগবানের অংশাবতার; ইনি প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা দেন; ইঁহার পুত্রের নাম নিমি। সং; পু।

দন্তাপহারী (-হারিন্)—দন্তহারী (তাহা দেখ)। দন্তের অপহারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -হারিণী।

দন্তাপ্রদানিক—কোন বস্তু দান করিয়া তাহা ফিরাইয়া লইতে গেলে যে বিবাদ হয়। দত্তের অপ্রদান--দত্তাপ্রদান, ৬তৎ; তদুত্তরে ফিক স্বার্থে। সং; ক্লী।

দত্তাবধান—অবহিতচিত্ত; মনোযোগী; অবহিত। দত্ত অবধান যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দত্তাবধানা।

দত্তি—বিতরণ; অর্পণ; দান। দা (দেওয়া) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

দত্রিম—১। দান দ্বারা নির্বৃত্ত বা নিষ্পন্ন। দা (দেওয়া) + ত্রিমক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দত্রিমা। ২। দত্তকপুত্র। সং; পু।

দদান—দাতা, দানকর্ত্তা; দা (দেওয়া) + শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দদানা।

দদ্রু, দদ্রূ—রোগবিশেষ, দাদ, চুলি প্রভৃতি। দদ (দান করা) + রু ক। সং; পু।

দদ্রুঘ্ন—১। দদ্রুনাশক, যাহাতে দাদ আরাম হয়। দদ্রু শব্দ—হন। টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। চাকুন্দা গাছ। সং; পু।

দদ্রুণ—দদ্রুবিশিষ্ট, দদ্রুরোগে পীড়িত। দদ্রু শব্দ + ন অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দদ্রুণা।

দধান—ধারণকর্ত্তা। ধা (ধারণ করা) + শান ক। বিণ; ত্রি।

দধি—১। দই। ধা (ধারণ করা) + কি ক। সং; ক্লী। ২। ধারণকর্ত্তা; ধারক। বিণ; ত্রি। ৩। সপ্তসমুদ্রের অন্যতম সমুদ্র। সপ্তসমুদ্র দেখ।

দধিচার—দধিমন্থন যষ্টি। দধি—নিম্নস্থ চর (—চারি) + ষণ্ ক। সং; পু।

দধিপতি, দধিবামন—শালগ্রামবিশেষ [অতি ক্ষুদ্র দুই চক্রবিশিষ্ট শালগ্রামশিলাকে দধিবামন কহে। উহা গৃহীদিগের পক্ষে সুখদায়ক]। সং; পু।

দধিমণ্ড—দধির মাত। ৬তৎ। সং; ক্লী। [পু।

দধিমুখ—জনৈক বানর, রামের সেনাপতি। সং;

দধিসার—ননী, মাখন। ৬তৎ। সং; পু।

দধীচ, দধীচি—জনৈক মুনি। অথর্ব্ব মুনির ঔরসে তৎপত্নী শান্তির গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত অলম্বুষা অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। অলম্বুষা দর্শনে ইঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, তাহাতেই পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়। দধীচি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। ইনি শিব নন্দীকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তদবধি নন্দী শিবের পার্শ্বচররূপে পরিগণিত হইলেন। ইনি দক্ষ প্রজাপতিকে শিবহীন যজ্ঞ করিতে নিষেধ করেন। দক্ষ সে কথায় কর্ণপাত না করায় ইনি যজ্ঞক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন।

বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবগণ জানিতে পারেন যে, দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যতীত অন্য অস্ত্রে অসুরের বিনাশ হইবে না। তখন ইন্দ্র সন্দিগ্ধ হৃদয়ে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে মুনিবর অকুণ্ঠিতচিত্তে পরোপকারার্থ আত্মজীবনদানে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া বলিলেন যে, নশ্বর অস্থিপঞ্জর লোকহিতার্থে বিশেষতঃ দেবকার্য্যে নিয়োগ করা অপেক্ষা জীবের পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? অতঃপর দধীচি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, ইঁহার পবিত্র অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্ম্মিত হয়, এবং সেই অস্ত্রাঘাতে বৃত্রাসুরের প্রাণসংহার করা হয়। দধ (দান করা) + ঈচ, পক্ষান্তরে ঈচি ক। সং; পু।

দধৃক্ (দধৃষ্)—ধৃষ্ট, লজ্জাহীন; প্রগল্‌ভ। ধৃষ + কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

দধ্র—যমবিশেষ। চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে অষ্টম যম। দধ। ন ক। সং; পু। [সং; ক্লী।

দধ্যন্ন—দধিমিশ্রিত অন্ন, দইভাত। মধ্য কর্ম্মধা।

দনাই—জনার্দ্দ; জনার্দ্দন। প্রা, ক

দনু—কশ্যপভার্য্যা, দক্ষরাজের কন্যা। ইঁহার গর্ভে শম্বর, নমুচি, পুলোমা, নিকুম্ভ, নরক প্রভৃতি চল্লিশটি পুত্রের জন্ম হয়; এই সকল পুত্রই দানব নামে খ্যাত। সং; স্ত্রী।

দনুজ—দানব, দৈত্য, অসুর। দনু—জন (জন্মা) + ড ক। সং; পু।

দনুজদলনী—অসুরনাশিনী, দুর্গা। দনুজ (অসুর)—দল (দলন করা) + অন ক। ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দন্ত—দশন, দাঁত; ৩২ সংখ্যা; কুঞ্জ, সানু। দম (দমন করা) + তন্ ণ। সং; পু।

দন্তক—১। দন্ত। দন্ত + কণ্ স্বার্থে। ২। নাগদন্ত, ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত ডাণ্ডা; দন্তাকৃতি শৈলোপল। দন্ত + কণ্ সাদৃশ্যার্থে। সং; পু।

দন্তকাষ্ঠ—১। দন্ত-ধাবন-কাষ্ঠ, দাঁতন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বিকঙ্কত বৃক্ষ। দন্তধাবন কাষ্ঠ হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

দন্তচ্ছদ—ওষ্ঠ, ঠোঁট। দন্তের ছদ (আবরণ), ৬তৎ। সং; পু।

দন্তধাবন—১। দন্তমার্জ্জন, দাঁত মাজা। ৬তৎ। ২। দন্তমার্জ্জনী, দন্তকাষ্ঠ, দাঁতন, টুথ ব্রশ'; খদির বৃক্ষ। দন্ত—ধাব (মাজা) + অনট্ ণ। সং; ক্লী। [বহু। সং; ক্লী।

দন্তপত্র—কর্ণের কুণ্ডল। দন্ত আছে পত্রে যাহার,

দন্তপত্রক—কুন্দপুষ্প, কুঁদ ফুল। দন্ততুল্য পত্র যাহার, বহু। সং; ক্লী।

দন্তপবন—১। দন্তধাবন। ৬তৎ। ২। দন্তকাষ্ঠ। দন্ত + পূ + অনট্ ণ। সং; ক্লী।

দন্তপাটি—দন্তপাতি (তাহা দেখ)।

দন্ত-পাতি, -পাঁতি—দশনশ্রেণী। দন্তপঙ্‌ক্তি শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

দন্তপুষ্প—কুন্দকুসুম, কুঁদ ফুল। দন্ত তুল্য যে পুষ্প, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দন্তমাংস—দাঁতের মাড়ি বা মেড়ে; দন্ত লগ্ন মাংস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দন্তমূল—দাঁতের গোড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দন্তমূলীয়—১। দন্তমূল-সম্বন্ধীয়; দন্তমূল হইতে উচ্চারিত। দন্তমূল + ঈয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দন্তমূলীয়া। ২। দন্তমূল হইতে উচ্চারিত বর্ণ, ত-বর্গ। সং; পু।

দন্তবক্র—শিশুপালের ভ্রাতা। ইনি কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিলেন। সং; পু। [পু।

দন্তবিকাশ—দাঁত বাহির করা। ৬তৎ। সং;

দন্তশর্করা—বালি; দাঁতের গোড়াতে চুণের ন্যায় সাদা একরূপ দ্রব্য হয় তাহা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [ache]। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দন্তশূল—দাঁত কন্‌কনানি, দাঁতকড়া (Tooth-

দন্তহীন—দশনশূন্য, নীরদ, অদন্ত, দাঁত-রহিত; যাহার দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, ফোগলা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। বি দন্তহীনতা।

দন্তাদন্তি—দন্তে দন্তে পরস্পর যুদ্ধ, কামড়াকামড়ি। দন্ত—দন্ত + ইচ্। ব্য।

দন্তায়ুধ—শূকর। দন্ত হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। সং; পু।

দন্তালিকা, দন্তালী—১। ঘোটকাদির মুখরজ্জু, লাগাম। দন্তালিকা—দন্ত শব্দ—অল (অলঙ্কৃত করা) + ণক ক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। দন্তালী—দন্ত শব্দ অল + অন্ ক + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। দন্তশ্রেণী; দন্তপঙ্‌ক্তি। দন্তের আলী—দন্তালী, ৬তৎ। দন্তালী + কণ্ স্বার্থে + আপ্—দন্তালিকা। সং; স্ত্রী।

দন্তাবল—দন্তী, হস্তী। দন্ত + বলচ্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

দন্তী (দন্তিন্)—১। দন্তবিশিষ্ট। দন্ত + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দন্তিনী। ২। গণেশ; হস্তী; পর্ব্বত। সং; পু।

দন্তী—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। সং; স্ত্রী।

দন্তুর—উচ্চ-দন্তবিশিষ্ট; উন্নতানত, এবড়ো খেবড়ো; অসরল। দন্ত + উর অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। [কর দন্ত + ষ্য। বিণ; ত্রি।

দন্ত্য—দন্তদ্বারা উচ্চার্য্য (বর্ণ); দন্তের হিত-

দন্দশূক—১। সর্প; রাক্ষস। যঙ্‌লুগন্ত দনশ

(পুনঃ পুনঃ দংশন করা)+উক ক। সং; পু। ২। হিংস্র, ক্রূর। বিণ; ত্রি।

দপ—সহসা প্রজ্বলনসূচক শব্দ—যেমন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দেশজ।

দপ্তর—বহি, খাতা; হিসাব-পুস্তক; করঘটিত বর্ণনাপত্র; কাপড়ে জড়ান বহি; কাগজের সমষ্টি। বৈদেশিক। সং।

দপ্তরখানা—যেখানে দপ্তর থাকে, দপ্তরের সেরেস্তা; হিসাবপত্রাদি রাখিবার ঘর। বৈদেশিক। সং।

দপ্তরী—দপ্তরের জিম্মাদার; যে বহি, খাতা বাঁধে; আপিসে লিখিবার উপকরণ সরবরাহকারী। বৈদেশিক। সং।

দপ্‌দপা, দব্‌দবা—প্রতাপ, দর্প; প্রভুত্ব। দেশজ। সং।

দফা—তোক্, পৃথক্ পৃথক্ বার (item); বার; সময়; পর্য্যায়, পালা, খতম, কাবার, শেষ; পৃষ্ঠা, প্রকরণ, পরিচ্ছেদ। বৈদেশিক। সং।

দফাদফা—বার বার। বৈদেশিক।

দফাদার—চৌকীদার বা পেয়াদাদিগের উপরওয়ালা; মজুরদিগের সর্দ্দার; অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ। বৈদেশিক। সং।

দফারফা—সর্ব্বনাশ; প্রাণনাশ; মরণ। বৈদেশিক। সং।

দফে—পুনরায়, পুনশ্চ। বৈদেশিক। অ।

দভ্র—১। অল্প, সামান্য। দন্ভ্‌+রক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। সমুদ্র। সং; পু।

দম—১। দণ্ড; দমন; চিত্তের স্থৈর্য্য; দুষ্কর্ম হইতে মনের নিবৃত্তি। দম্ (দমন করা)+অল্ ভা। ২। কর্দ্দম, কাদা, পাঁক, নক। দম+অচ্ ঘ। সং; পু। ৩। নিশ্বাস-প্রশ্বাস; জীবন; ঘড়ির স্প্রিং গুটান বা জড়ান; প্রতারণা; ধাপ্পা, ফাঁকি। বৈদেশিক। সং।

দম-কল—যে যন্ত্রদ্বারা বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে জল তুলিতে পারা যায়। সং।

দমক—চাপ, দমন। সং।

দমকা—হঠাৎ বেগবান। দেশজ। বিণ।

দমঘোষ—ইনি চেদিরাজ্যের রাজা ছিলেন। বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে, তাঁহার গর্ভে ইঁহার শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে দুই পুত্র জন্মে। ইনি মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার শাসনে ইঁহাকে আত্মীয় যাদবগণের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে হয়।

দমঘোষজ—দমঘোষপুত্র শিশুপাল। দমঘোষ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

দমথ—দণ্ড; দমন, শাসন। দম্ (দমন করা)+অথ ভা। সং; পু।

দমন—১। শাসন, নিগ্রহ, বশ করা, পরাভূত করা। দম্ (দমন করা) অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বীর; শত্রু; পুষ্পবিশেষ; মুনিবিশেষ [বিদর্ভরাজ ভীম অনপত্য ছিলেন, দমন মুনির বরে দম প্রভৃতি পুত্র এবং অসামান্য রূপগুণসম্পন্না দময়ন্তী নাম্নী কন্যা প্রাপ্ত হন; মুনিবরের নামানুসারেই পুত্রকন্যার ঐরূপ নাম রাখা হয়]। দম্+অন ক। সং; পু।

দমনক—বৃক্ষবিশেষ; ষড়ক্ষরপাদ ছন্দঃ। সং; পু।

দমবাজ—প্রতারক, ধূর্ত্ত। বৈদে। বিণ।

দমবাজি—প্রতারণা, ধাপ্পা। সং।

দময়ন্তী—দমনমুনির বরপ্রভাবে সঞ্জাতা বিদর্ভরাজ ভীমের তনয়া, নিষধাধিপতি মহারাজ নলের মহিষী [দমন ও নল দেখ]। পিত্রন্ত দম (দমন করা)+শতৃ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দমা—বসিয়া যাওয়া, নুইয়া পড়া; সঙ্কুচিত হওয়া; ভগ্নোৎসাহ বা স্ফূর্ত্তিহীন হওয়া, নিস্তেজ হইয়া পড়া। দেশজ। ক্রি।

দমান—বসান, নোয়ান; ভগ্নোৎসাহ বা স্ফূর্ত্তিহীন করা। দেশজ। ক্রি।

দমিত—শাসিত, বশীকৃত, ভার বহনাদি ক্লেশসহিষ্ণু। দম+ক্ত ক্ম। বিণ; ত্রি।

দমী (দমিন্)—শাসনকারী; দমনশীল, জিতেন্দ্রিয়, কামক্রোধাদির পরাভবকারী। দম+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দমিনী।

দমুনা (-নস্)—১। দমনকারী। দম্ (দমন করা)+উনস্ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। অগ্নি; শুক্রাচার্য্য। সং; পু।

দম্পতি, দম্পতী—জম্পতি, পতিপত্নী, স্ত্রীপুরুষ জায়া ও পতি, দম্পতী; এই সমাসে জম্পতি পদও হয়। সং; পু।

দম্পতিপ্রণয়—স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। ৬তৎ। সং; পু।

দমদমা—শস্যক্ষেত্রের মাচানবিশেষ; মাটীর উঁচু ডাঙ্গা। দেশজ। সং।

দম্বল—১। দুগ্ধ জমাইয়া দধি করিবার অম্ল দ্রব্য, সাজা। প্রাদে। ২। নকীব। প্রা, ক। সং।

দম্ভ—অহঙ্কার, দর্প, গর্ব্ব; কল্ক; শঠতা। দন্ভ্ (গর্ব্ব করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

দম্ভক—প্রতারক; গর্ব্বিত। দম্ভ শব্দ+ক্‌+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দম্ভকা।

দম্ভন—দম্ভকরণ; দর্পপ্রকাশ, বড়াই। দন্ভ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দম্ভী (দম্ভিন্)—গর্ব্বিত, অহঙ্কারী; শঠ। দম্ভ+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দম্ভিনী।

দম্ভোক্তি—দৃপ্তবাক্য, দর্পপ্রকাশ, বড়াই, ডাঁকজারি। দম্ভপূর্ণা উক্তি, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দম্ভোল—দম্ভোক্তি, বীরদর্প, হুঙ্কার। প্রা, ক।

দম্ভোলি—কুলিশ, অশনি, বজ্র। দন্ভ (গর্ব্ব করা)+ওলি ক। সং; পু।

দম্য—১। দমনীয়, শাসনীয়। দম (দমন করা)+য ক্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দম্যা। ২। ভারবহনযোগ্য গোবৎস। সং; পু।

দয়—দয়া, কৃপা। দয় (দয়া করা)+অল্ ভা। সং; পু। [+আপ্। সং; স্ত্রী।

দয়া—কৃপা, পরদুঃখমোচনপ্রবৃত্তি। দয়+ভ ভা।

দয়াকর—কৃপানিধি, করুণাসিন্ধু; দয়ার আকর। ৬তৎ। সং বা বিণ; ত্রি।

দয়ানন্দ সরস্বতী—কাটিওয়াড় প্রদেশে মোরভি নামক স্থানে শৈবধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণবংশে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দের জন্ম হয়; ইনি যৌবনকালে গৃহত্যাগ করিয়া কাশী, এবং নর্ম্মদা নদীতীরে গমন করেন এবং এই সময় সন্ন্যাসী হইয়া "দয়ানন্দ সরস্বতী" এই নাম গ্রহণ করেন। দয়ানন্দ ভারতবর্ষের অনেক সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ক বাদানুবাদ করেন। প্রথমে ইনি সমস্ত বেদকেই ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে কিন্তু কেবল মন্ত্রাংশকেই ঈশ্বরবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দয়ানন্দই আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার কলিকাতায় অবস্থানকালে অনেক বাঙ্গালী ও শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইত। সকলেই ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও অগাধ পাণ্ডিত্যে বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। ইনি কতকাংশে ধর্ম্মসংস্কারকও ছিলেন। উত্তরকালে বৈদিক ধর্ম্মের যে অপপ্রয়োগ ঘটিয়াছিল তাহার প্রতিকার করিতে ইনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর আজমীরে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার ঋগ্বেদ ভাষ্য ও সত্যার্থ-প্রকাশ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দয়ানন্দ একখানি আত্মজীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দয়ানিধি—কৃপাসিন্ধু, করুণাসাগর, অত্যন্ত দয়াশীল। দয়ার নিধিপ্রায়, ৬তৎ। বিণ বা সং; ত্রি। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

দয়াপরতন্ত্র—কৃপার অধীন, কৃপাযুক্ত। ৬তৎ।

দয়াময়—কৃপাময়, করুণাময়, দয়াবান্। দয়া শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দয়াময়ী।

দয়ার্দ্র—দয়াসিক্ত, পরদুঃখদর্শনে গলিতচিত্ত, অত্যন্ত দয়াযুক্ত। দয়া দ্বারা আর্দ্র, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [শব্দের অপভ্রংশ।

দয়াল—কৃপালু, করুণাময়, দয়াবান্। দয়ালু

দয়ালচন্দ্র সোম—ডাক্তার, ইনি ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সোম বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

হুগলিকলেজে পাঠ সমাপনান্তে বৃত্তিলাভ করিয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দয়ালচন্দ্র

• কলিকাতার মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। স্বাভাবিক প্রতিভাবলে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি বিবিধ পুরস্কার ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং পর বর্ষে মেডিকেল কলেজ হইতেই এফ, এ পরীক্ষা দিলে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম, বি উপাধি প্রদান করেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার ডাক্তার ম্যাকনামারার অধীনে কার্য্য করিয়া, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌএ কিংস্ হাঁস-পাতালের ডাক্তার হইয়া গমন করেন। তথায় কৃতিত্বের সহিত এক বৎসর কর্ম্ম করিয়া আগরা মেডিকেল স্কুলে অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তথায় ছয় বৎসর উক্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। আগ্রায় অবস্থানকালে তিনি Dars-i-Jarahi নামক উর্দ্দু ভাষায় অস্ত্রচিকিৎসা-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বহু বৎসর তাঁহার গ্রন্থ আগ্রা স্কুলে পঠিত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি পাটনার টেম্পল মেডিকেল স্কুলের অস্ত্রবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। পাটনায় প্রায় ত্রিশ বৎসর কার্য্য করিয়া, পাটনাবাসীদের অসীম কৃতজ্ঞতা ও অমিত প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতায় তাঁহার পসার প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। তাঁহার সময়ে তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। তিনিই বঙ্গদেশীয় ধাত্রীগণের প্রথম পরীক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, বি ও এল, এম, এস পরীক্ষায় ধাত্রী-বিদ্যার পরীক্ষক ছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডফারিন হইতে লর্ড এলগিনের শাসনকাল অবধি তিনি গভর্ণর জেনারেলদিগের অবৈতনিক আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে এ সম্মান তিনিই প্রথম প্রাপ্ত হন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লেডী ডফারিন ফণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে ইংরাজীতে ধাত্রীবিদ্যাবিষয়ক একখানি পাঠ্যগ্রন্থের রচনা করেন। এ জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁহার পুস্তক অনুবাদিত হইয়া পঠিত হইয়াছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দেন। ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট এবং স্যার বেঞ্জামিন সিমসন্, চার্লস স্মিথ প্রমুখ বিখ্যাত ইংরাজ-চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পেন্সন লইয়া, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার তিনি পরলোকে গমন করেন।

তাঁহার নামের রৌপ্যপদক প্রতিবৎসর পাটনা মেডিকেল স্কুলের অস্ত্র চিকিৎসার পরীক্ষায় প্রথম ছাত্রকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

দয়াল সিং (সর্দ্দার)—সর্দ্দার দয়াল সিং মাজিথিয়া, পঞ্জাবের জননেতা—"ট্রিবিউন" সংবাদপত্র ও পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। এই মাজিথিয়া পঞ্জাবের এক প্রসিদ্ধ শিখ বংশ। ইঁহার পিতামহ সর্দ্দার দেশাসিং জাঠ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের আমলে তিনি অমৃতসরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দয়াল সিংহের পিতা লেনা সিং খালসা সেনার অধিনায়ক ছিলেন। পরে তিনি পিতার স্থলে অমৃতসরের শাসনকর্ত্তা হন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দয়ালসিংহের জন্ম হয়। পাঁচবৎসর বয়সে ইনি পিতৃহীন হন। নাবালক অবস্থায় ইঁহার পিতৃসম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শাসনাধীন থাকে। বাল্যে ইনি ফার্সী ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সাবালক হইয়া ইনি কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে সম্পত্তি ফিরাইয়া লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। দুইবৎসর তথায় অবস্থিতির পর ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতিসাধনে ইনি বিলক্ষণ উৎসাহী ছিলেন। মাজিথিয়া শিখ পরিবার পুরুষানুক্রমে দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সর্দ্দার দয়াল সিং এ বিষয়ে বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। দয়াল সিং নিজব্যয়ে একটী বিদ্যালয় ও হোষ্টেলের প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের জ্ঞানার্জ্জনের সুবিধার জন্য ইনি একটী লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপনকল্পে একখানি বাড়ী ও পুস্তকাদির জন্য নগদ ষাট হাজার টাকা এবং একটী কলেজ স্থাপনের জন্য পনেরো লক্ষ টাকার সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া যান। ইনি পঞ্চনদ প্রদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় নেতা ছিলেন,—ইঁহারই চেষ্টায় লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বঙ্গীয় ১৩০৫ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

দয়ালু—কৃপালু, দয়াবান্, করুণাময়, সদয়; অনুগ্রহপরায়ণ। দয়া আছে ইহার এই অর্থে দয়া + আলু। বিণ; ত্রি। বি দয়ালুতা।

দয়াবান্ (—বৎ)—দয়াময়, কৃপালু, দয়ালু। দয়া শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দয়াবতী।

দয়াশীল—স্বভাবতঃ দয়ালু; কৃপাপরায়ণ, করুণাময়। দয়াই শীল (স্বভাব) যাহার; বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দয়াশীলা। [বিণ; ত্রি।

দয়াহীন—নির্দ্দয়, দয়াশূন্য, করুণারহিত। ৩তৎ।

দয়িত—১। প্রিয়, কমনীয়, ভালবাসার পাত্র। দয় (রক্ষা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দয়িতা। ২। পতি, স্বামী। সং; পু।

দয়িতা—১। প্রিয়া, ভালবাসার পাত্রী। দয়িত দেখ। দয়িত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পত্নী, ভার্য্যা, বনিতা, স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

দর—১। গর্ব্ব। দৃ + অল্ র্ম্ম। ২। ভয়; কম্প। দৃ + অপ্ ণ। সং; পু বা স্ত্রী। [ইহারই অপভ্রংশে হিন্দী 'ডর' শব্দ হইয়াছে]। ৩। অল্প। ব্য। ৪। মূল্যের হার, মূল্য, দাম। দেশজ। সং। ৫। অধীন, দ্বিতীয়। বৈদেশিক। বিণ। [বিণ।

দরকচা—অর্দ্ধপক্ব; অপক্ব ও শক্ত। দেশজ।

দর-কষাকষি—দ্রব্যের মূল্য লইয়া টানাটানি (bargaining)। দেশজ। সং।

দরকার—প্রয়োজন, আবশ্যকতা। বৈদে। সং।

দরকারী—প্রয়োজনীয়, আবশ্যক। বৈদেশিক। বিণ। [বৈদেশিক। সং।

দরখাস্ত—আবেদন, আরজ, প্রার্থনা, আর্জ্জী।

দরখি—দর্শন করিয়া, দেখিয়া। প্রা, ক।

দরগা—পীরের স্থান; মুসলমানী ধর্ম্ম-ভবন। বৈদেশিক। সং।

দরগুজর—ভাবনা; গাফ। বৈদেশিক। সং।

দরজা, দরোজা—দ্বার, দুয়ার, কপাট। বৈদেশিক দরওয়াজা শব্দজ।

দরজী—সূচিব্যবসায়ী, কাপড় জামা সেলাই করা যাহার কাজ। বৈদেশিক। সং।

দরৎ (দরদ্)—১। ভয়। দৃ (বিদীর্ণ করা) + অদ্ ভা। ২। হৃদয়; দৃ + অদ্ র্ম্ম। ৩। প্রপাত; পর্ব্বত; ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। দৃ + অদ্ ক। সং; স্ত্রী।

দরদ—১। ভয়প্রদ। দর (ভয়)—দা (দেওয়া) + ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দরদা। ২। জাতিবিশেষ; দেশবিশেষ। সং; পু। ৩। ব্যথা, বেদনা; দুঃখ, কাতরতা; সহানুভূতি; মমতা। বৈদেশিক। সং। [দেশজ।

দরদর—অজস্র নির্গত, ঝর ঝর করিয়া।

দরদালান—বহিঃস্থ মণ্ডপ; লম্বা টানা ঘর, হল্। দেশজ। সং।

দরদী—ব্যথার ব্যথী; পরদুঃখকাতর। বৈদেশিক। বিণ।

দরপণ—মুকুর, আয়না, আরসি। দর্পণ শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

দরবস্ত—সমুদায়, সমস্ত। বৈদেশিক। বিণ।

দরবার—সভা; রাজসভা। বৈদেশিক। সং।

দরবেশ—একশ্রেণীর মুসলমান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু, একপ্রকার ফকির। বৈদেশিক। সং।
দরমা—বংশাদিরচিত দীর্ঘ আসন, চাচ, চাটাই। দেশজ। সং। [সং।
দরমাহা—মাহিয়ানা, মাসিক বেতন। বৈদেশিক।
দরবিগলিত—১। অল্পপরিমাণে গলিত, টুপ্‌টুপেতি। ২। ভয়বশতঃ পতিত; কম্পহেতু স্খলিত। ৩৩৫। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গলিতা।
দরবে—দ্রব হয়। প্রা, ক। ক্রি।
দরশ—দর্শন, দেখা। প্রা, ক। সং।
দরশন—দর্শন; দেখা। প্রা, ক। সং। [ক্রি।
দরা—গলিত হওয়া, গলান, গড়ান। ক, প্র।
দরাজ—প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ, ফলাও, লম্বাচওড়া; উদার; মুক্ত। বৈদেশিক। বিণ।
দরান—দর দর করিয়া পড়া, গলিত হওয়া, গড়ান। দেশজ। ক্রি।
দরি—১। কন্দর, গুহা। দৃ+ই র্ম। সং; স্ত্রী। ২। বিছাইবার সতরঞ্চ। বৈদেশিক। সং।
দরিত—১। দুঃখ, ক্লেশ। দৃ+ক্ত ণ। সং; ক্লী। ২। ভীত; কম্পিত। দর শব্দ+ইত জাতার্থে। ৩। বিদীর্ণ। দৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দরিতা।
দরিদ্র—নির্ধন, গরীব; দীন; নিঃস্ব; ক্ষীণ। দরিদ্রা (গরীব হওয়া)+অন্‌ ক। বিণ।
দরিদ্রতা—নির্ধনতা; দৈন্য। সং; স্ত্রী।
দরিদ্রা—ধনহীনা; দীনা। দরিদ্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।
দরিদ্রিত—নির্ধন; দুঃস্থ; দুরবস্থাপন্ন, দুর্গত। দরিদ্রা (গরীব হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
দরিয়া—নদী। বৈদেশিক। সং।
দরী (দরিন্‌)—ভীত; কম্পনশীল। দর শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দরিণী।
দরী—কন্দর, গুহা। দর+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।
দরুণ—নিমিত্ত, বাবদ, কারণ। (সংক্ষেপে দং) ব্য।
দরোজা—দরজা দেখ।
দরোদর—দুরোদর, দ্যূতক্রীড়া। দর (অল্প) উদর যাহার, অথবা দর (ভয়) আছে উদরে যাহার, বহু। সং; ক্লী।
দরোয়ান—দ্বারী, দ্বারপাল। দেশজ। সং।
দর্গা—মুসলমানের পুণ্য স্থান, পীরের পীঠ বা আস্তানা। বৈদেশিক। সং।
দর্জী—সূচী-ব্যবসায়ী। বৈদেশিক। সং।
দর্দ্দুর—ভেক; মেঘ; পর্ব্বতবিশেষ; বাদ্যভাণ্ড। দৃ (বিদীর্ণ হওয়া)+উর ক। সং।
দর্দ্দুরা—ভেকী; দুর্গা। দর্দ্দুর শব্দ+আপ্‌। সং; স্ত্রী। [+উ, উ ণ। সং; পু।
দদ্রু, দদ্রূ—দাদরোগ। দরিদ্রা (গরীব হওয়া)
দর্প—১। গর্ব্ব, অহঙ্কার; মনের উন্নতা; তাপ। দৃপ্‌ (গর্ব্ব করা)+অল্‌ ভা। ২। কস্তুরীমৃগ। দৃপ্‌+অন্‌ ক সং; পু।
দর্পক—মদন, কন্দর্প; অনঙ্গ। ণিজন্ত দৃপ্‌ (পীড়া দেওয়া)+ণক ক। সং; পু।
দর্পণ—১। আদর্শ, মুকুর, আর্শি, আয়না। দৃপ্‌ (দীপ্ত হওয়া বা করা)+অন ক। সং; পু। ২। নয়ন, চক্ষু। সং; ক্লী।
দর্পনারায়ণ রায় (দেওয়ান)—দর্পনারায়ণ বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিহিত খাজুরডিহী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খাজুরডিহীর মিত্রবংশীয়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। দর্পনারায়ণ বাদশাহ সরকার হইতে প্রধান কানুনগোর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে মালদহ ও ঢাকায় বাস করেন। এবং মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপনের পরে দর্পনারায়ণই প্রথমে "ডাহা পাড়ায়" বাসস্থান নির্দ্ধারিত করেন। ডাহা অর্থাৎ ঢাকা, পাড়া অর্থাৎ পল্লী; ঢাকা হইতে যে সকল হিন্দু মুর্শিদাবাদে আগমন করেন, তাঁহারা যে পল্লীতে থাকিতেন তাহারই নাম কালে ঢাকাপল্লী বা ডাহাপাড়া হয়।
দেওয়ান ভূপতিরায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রের উপযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দর্পনারায়ণকে দেওয়ানীর ভার প্রদান করেন। ইনি কানুনগো ও খালস দেওয়ানী উভয় পদ প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে বিংশতিলক্ষ টাকা বেশী আয় দেখাইয়া দেন।
দর্পহা (দর্পহন্‌)—১। দর্পহারী। দর্প—হন (নষ্ট করা)+কিপ্‌ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। বিষ্ণু। সং; পু।
দর্পহারী (-হারিন্‌)—গর্ব্বনাশক, দর্পচূর্ণকারী। দর্প—হৃ (হরণ করা)+ণিন্‌ ক। বিণ; পু স্ত্রী,—হারিণী।
দর্পিত—দর্পযুক্ত, গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত। দর্প শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দর্পিতা।
দর্পী (দর্পিন্‌)—দর্পবিশিষ্ট, গর্ব্বিত, অহঙ্কারী। দর্প+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দর্পিণী।
দর্ভ—দূর্ব্বা, শ্যামাক, কুশ, কাশ, বল্বজ, মৌঞ্জ, এই ছয় প্রকার তৃণ। দৃন্‌ভ (গ্রন্থন করা)+ঘঞ্‌ ক। সং; পু।
দর্ভট—নিভৃতগৃহ। সং; ক্লী।
দর্ভপত্র—কাশ। সং; পু।
দর্ভময়—কুশময়, দূর্ব্বাদি ষড়্‌বিধ তৃণের অন্যতম দ্বারা রচিত। দর্ভ শব্দ+ময়ট্‌ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।
দর্ভাসন—কুশাসন, পবিত্রাসন। দর্ভ নির্ম্মিত আসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
দর্ব্ব—রাক্ষস; হিংস্র প্রাণী। দৃ (বিদারণ করা)+ব ক। সং; পু।
দর্ব্বট—দ্বার-রক্ষক। দর্ব্ব—অট্‌ (গমন করা)+অন্‌ ক। সং; পু।
দর্ব্বরীক—বায়ু; ইন্দ্র। দর্ব্ব—ঋ (গমন করা) +ঈক ক। সং; পু।
দর্ব্বি, দর্ব্বী—হাতা; সর্পফণা। দৃ (বিদারণ করা, ইত্যাদি)+বি ক। সং; স্ত্রী।
দর্ব্বীকর—ফণাধর, সর্প। দর্ব্বী (ফণা)—কৃ (করা)+অন্‌ ক। সং; পু।
দর্শ—১। অমাবস্যা। দৃশ+অল্‌ অধি। ২। দর্শন, দেখা। দৃশ+অল্‌ ভা। সং; পু।
দর্শক—১। দর্শনকারী, দৃষ্টিকর্ত্তা, দেখে যে এরূপ। দৃশ্‌ (দেখা)+ণক ক। ২। দর্শয়িতা, প্রদর্শনকারী, দেখায় যে এরূপ; দ্বারপাল। ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দর্শিকা।
দর্শন—১। অবলোকন, দেখা, জ্ঞান; স্বপ্ন; বুদ্ধি; ধর্ম্ম; উপলব্ধি। দৃশ (দেখা)+অনট্‌ ভা। ২। নয়ন, চক্ষু; মুকুর; সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, এই ছয় এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞান-প্রধান শাস্ত্র; জ্ঞানশাস্ত্র। দৃশ+অনট্‌ ণ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।
দর্শনক্ষম—দর্শন করিতে সমর্থ। ৭৩২।
দর্শনপ্রতিভূ—অন্যকে উপস্থিত করিয়া দিবার জামিন, হাজিরজামিন। ৬৩৫। সং; পু।
দর্শনশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে সৃষ্টি স্থিতি লয় এবং আত্মতত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, অদৃষ্টতত্ত্ব, জগতের কার্য্য কারণভাব ও তৎসমুদায়ের বিধানকর্ত্তার বিষয়ে জ্ঞান জন্মে; সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয় শাস্ত্র; বৌদ্ধশাস্ত্র, জৈনশাস্ত্র ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র। দর্শনদায়ক (জ্ঞানপ্রদ) শাস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
দর্শনা—নদীবিশেষ। সং; স্ত্রী।
দর্শনী—১। দর্শনমূল্য, দেখার জন্য যে অর্থ দিতে হয়; দক্ষিণা। সং। ২। দর্শন জন্য দেয়; দর্শনমাত্র পরিশোধ্য, যেমন দর্শনী হুণ্ডি। দেশজ। বিণ।
দর্শনীয়—দর্শনযোগ্য, যাহা দেখা যাইতে পারে এরূপ; সুদৃশ্য, সুন্দর। দৃশ (দেখা)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দর্শনীয়া।
দর্শনেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ। দর্শনসম্পাদক ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।
দর্শযামিনী—অমাবস্যার রাত্রি। ৬৩৫। সং;
দর্শয়িতা (-য়িতৃ)—প্রদর্শক; দেখায় যে এরূপ; দ্বারপাল। ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান) +তৃণ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দর্শয়িত্রী।
দর্শা—দর্শন করা, দেখা; ফলা, ঘটা, আবির্ভূত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। দেশজ। ক্রি।
দর্শাত্যয়—শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্‌ তিথি। দর্শের (অমাবস্যার) অত্যয় (নাশ) হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

দর্শানি—প্রদর্শন করা, দেখান ; উৎপন্ন করা, জন্মান ; ঘটা, ফলা। দেশজ। ক্রি।

দর্শী (দর্শিন্)—দৃষ্টিকর্ত্তা, দর্শক, দ্রষ্টা। দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী দর্শিনী।

দল—১। দমন ; দলন। দল (ভেদ করা)+অল্ ভা। ২। পত্র, পাতা; সমূহ ; খণ্ড। দল+অল্ র্ম। ৩। অস্ত্রের ফলক। সং ; ক্লী। ৪। বেধ। সং।

দলন—মর্দ্দন, নিষ্পীড়ন ; শাসন ; উৎপীড়ন ; ভেদন ; স্ফুটন। দল (ভেদ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

দলপতি—দলাধ্যক্ষ, দলের কর্ত্তা। ৬তৎ। সং।

দলবদ্ধ—দলভুক্ত, যাহারা দল বাঁধিয়াছে (একমতাবলম্বী বা একত্রাবস্থিত বহু লোককে দল কহে)। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

দলা—১। ডেলা, পিণ্ড, তাল ; বিন্দু। সং। ২। দলন করা, মর্দ্দন করা, রগড়ান, থাসা। দেশজ। ক্রি।

দলাই—দলন, মর্দ্দন, থাসন। দেশজ। সং।

দলান—দলন করান, মর্দ্দন করান, থাসান ; পদদলিত করা, মাড়ান। দেশজ। ক্রি।

দলি—১। ডেলা, দলা, ঢিল। দল্+ই র্ম। সং ; পু বা ক্লী। ২। দলিয়া, দলন করিয়া ; মর্দ্দন করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

দলিক—কাষ্ঠ। দল্+ইক, র্ম। সং ; পু।

দলিজ—বাহিরের ঘর, বৈঠকখানা। বৈদেশিক। সং।

দলিত—১। মর্দ্দিত, নিষ্পীড়িত ; খণ্ডিত ; উদ্ঘাটিত ; পিষ্ট ; শাসিত ; উৎপীড়িত। দল (ভেদ করা)+ক্ত র্ম। ২। প্রস্ফুটিত, বিকশিত। দল+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। [সং।

দলিল—লেখা, লিপি, দস্তাবেজ। বৈদেশিক।

দলিল দস্তাবেজ—স্বত্বাদি-সংক্রান্ত কাগজপত্র। বৈদেশিক। সং।

দলীপ সিং (মহারাজ বাহাদুর স্যার্)—জন্ম ১৮৩৭ খৃঃ—ফেব্রুয়ারি। ইনি পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। শিখযুদ্ধের সময় ইনি অল্পবয়স্ক ছিলেন। যুদ্ধশেষে পঞ্জাব যখন ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়, তখন (১৮৪৯ খৃঃ ২৯শে মার্চ্চ) ইনি একখানি সন্ধিপত্র দ্বারা স্বীয় অধিকার কোম্পানীর হস্তে দান করেন এবং বাৎসরিক বৃত্তিভোগী হন। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি ফতেগড়ে বাস করেন এবং ঐখানেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পর বৎসর ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কে, সি, এস, আই এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জি, সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন। ব্যয়বাহুল্যবশতঃ ইঁহার অনেক ঋণ হয় এবং সেই ঋণের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করেন। ইহাতে দলীপ সিং গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের টাইমস্ প্রভৃতি সাময়িক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি পাইয়া শিখজাতিকে একটি ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে পঞ্জাবপ্রদেশ পাইবার দাবী সূচিত থাকে। পাছে তাঁহার আগমনে শিখজাতি উত্তেজিত হয়, এই মনে করিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ দলীপের ভারত আগমন বন্ধ করিয়া দেন। তখন দলীপ এডেন বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত সেইখানে থাকিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং সেই সময় খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আবার শিখধর্ম্মাবলম্বী হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া বরাবরই ইঁহাকে স্নেহ করিতেন, এবং ইঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২২ শে অক্টোবর পারিস নগরে দলীপের মৃত্যু হয়। [ঝিন্দনকুমারী দেখ]।

দলুয়া, দ'লো—গুড় হইতে মাৎ ঝরাইয়া লইলে যে পাণ্ডুরবর্ণ চিনি প্রস্তুত হয় তাহা। দেশজ। সং।

দব—১। সন্তাপ। দু+অল্ ভা। ২। বনাগ্নি, দাবানল ; অরণ্য, বন। দু (তপ্ত করা)+অল্ ক। সং ; পু।

দবথু—উদ্বেগ ; সন্তাপ, পরিতাপ। দু (তপ্ত করা, ইত্যাদি)+অথু ভা। সং ; পু।

দবদহন—দাবাগ্নি। দব জাত (বনোৎপন্ন) দহন (অগ্নি), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

দবাগ্নি—কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইলে বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, বনাগ্নি, দাবানল। দবোৎপন্ন যে অগ্নি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [শয়ার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দবিষ্ঠা।

দবিষ্ঠ—অতিদূরবর্ত্তী। দূর শব্দ+ইষ্ঠ অতি-

দবীয়ান্ (-য়স্)—অপেক্ষাকৃত দূরস্থিত। দূর শব্দ+ঈয়স্, দুয়ের মধ্যে একের আতিশয্য অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী দবীয়সী।

দশ (দশন্)—১০ এই সংখ্যা। দন্শ (দীপ্তি পাওয়া)+কন্। বিণ।

দশক—১০ সংখ্যা ; কতকগুলি অঙ্ক পর পর থাকিলে সর্ব্বশেষ অঙ্ক হইতে বাম দিকে দ্বিতীয় অঙ্ক। দশন্+ক। সং ; ক্লী।

দশকণ্ঠ, দশকন্ধর, দশগ্রীব, দশমুখ—লঙ্কেশ্বর রাবণ। দশ কণ্ঠ, কন্ধরা, গ্রীবা, মুখ যাহার, বহু। সং ; পু।

দশকর্ম্ম—গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারজনক কর্ম্ম। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দশকুমার, দশকুমারচরিত—দণ্ডিপ্রণীত দশজন কুমারের জীবনবৃত্তান্তঘটিত উপাখ্যান।

দশকোষী—কীর্ত্তনগীত-বিশেষ ; গানের তাল। সং।

দশগ্রীব—দশকণ্ঠ দেখ।

দশদিক্—পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান এই আট দিক্ এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই দুই দিক্, সমুদায়ে দশদিক্। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, রাক্ষস, বরুণ, বায়ু, কুবের ও মহাদেব যথাক্রমে পূর্ব্বাদি আট দিকের অধিপতি। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক এই আটটী দিগ্‌গজ যথাক্রমে পূর্ব্বাদি আট দিকে আছে। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দশধা—দশ প্রকার ; দশ খণ্ডে ; দশ বার। দশন্+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

দশন্—দশ দেখ।

দশন—১। দন্ত, দাঁত ; পর্ব্বতশিখর। দন্শ+অনট্ ণ। সং ; পু। ২। বর্ম্ম। ৩। দংশন, কামড়ান। দন্শ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

দশনচ্ছদ—ওষ্ঠ, ঠোঁট। দশনের (দন্তের) ছদ (আবরণ), ৬তৎ। সং ; পু। [প্রা, ক।

দশনবাস—দন্তচ্ছদ, ওষ্ঠ। ৬তৎ। সং ; পু।

দশনাবলী—দন্তপঙ্‌ক্তি, দন্তসমূহ। দশনের আবলী, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দশপুর—মালবের অন্তর্গত নগরবিশেষ। সং; পু।

দশবল—১। বুদ্ধদেব। দশপ্রকার (বুদ্ধি, কান্তি প্রভৃতি) বল যাঁহার, বহু। ২। দশবলকারিকা নামক ব্যাকরণের গ্রন্থ-বিশেষ। সং ; পু। [(যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

দশভুজা—দুর্গাদেবী। দশ হইয়াছে ভুজ যাঁহার

দশম—১০ সংখ্যার পূরণ। দশন্+মট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দশমী।

দশমস্থায়—স্থায় দেখ।

দশমহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা, এই দশ দেবী। সং ; স্ত্রী।

দশমিক—যে ভগ্নাংশের হর দশের শক্তিবিশেষ (১০, ১০০, ১০০০, ইত্যাদি), এবং যাহা বিন্দুবিশেষের স্থানবিশেষে সন্নিবেশ নিবন্ধন অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়। [দশমিক (দশম+ষ্ণিক) এই নামটি ঠিক হয় নাই, উহার নাম "দশমূল" রাখা উচিত। কারণ দশের শক্তিবিশেষই উহার হর এবং তাহাই উহার মূল। যথা ৫·৩ = পাঁচ অখণ্ড তিন দশাংশ, ৫৩·০৮ = তিপ্পান্ন অখণ্ড আট শতাংশ, ·২৪৩ দুইশত তেতাল্লিশ সহস্রাংশ, ইত্যাদি]

দশমী (দশমিন্)—জীবনের অন্ত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, অতিবৃদ্ধ। দশম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

দশমী—১। দশম দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ ; জীবনের অন্ত্যাবস্থা। সং ; স্ত্রী।

দশমুখ—দশানন, রাবণ। দশকণ্ঠ দেখ।

দশমূল—একপ্রকার পাঁচন। দশ মূলের সমাহার ; সমাহার দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

দশযোগভঙ্গ—বিবাহাদি সংস্কার কর্ম্মে নক্ষত্র-বেধ-বিশেষ। কর্ম্মকালীন নক্ষত্রাঙ্ক ও রবিযুক্ত নক্ষত্রাঙ্ক যোগ করিলে যদি (২৭এর অধিক হইলে ২৭ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা) ১৫। ৬। ৪। ১। ১০। ১৯। ১১। ১৮। ২০ হয়, তাহা হইলে দশযোগভঙ্গ হয়। ইহাতে বিবাহাদি কার্য্য অশুভদায়ক। ইহার প্রতিপ্রসব—সূর্য্য নক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকিলে চতুর্থ পাদ, দ্বিতীয় পাদে থাকিলে তৃতীয় পাদ, তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় পাদ, এবং চতুর্থ পাদে থাকিলে প্রথম পাদ দুষ্ট হয়, সুতরাং দুষ্ট পাদ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশে কার্য্য করা যায়।

দশরথ—অযোধ্যার নৃপ, রামচন্দ্রাদির পিতা। সূর্য্যবংশীয় প্রথিতনামা মহারাজ রঘুর পুত্র অজের ঔরসে তদীয় মহিষী ইন্দুমতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে ইঁহার তিনটী প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। দশরথ একদা মৃগয়ার্থে বনে গমন করিয়া রজনীতে অন্ধকমুনির পুত্রকে মৃগভ্রমে শব্দভেদী বাণ দ্বারা বধ করেন। তাহাতে অন্ধক মুনি ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, "আমার ন্যায় তোমাকেও পুত্রশোকে প্রাণ হারাইতে হইবে।" এই শাপ দশরথের পক্ষে বরস্বরূপ হইল। অতঃপর ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করাইয়া তাহার ফলে চারিটি পুত্ররত্ন লাভ করেন। কৌশল্যার গর্ভে রামের, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতের, এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক দুই যমজ ভ্রাতার জন্ম হয়। দশরথ যেমন শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন তেমনই সত্যপরায়ণ ছিলেন। একদা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, কৈকেয়ী অতি যত্নপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিয়া ইঁহাকে সুস্থ করেন। সেই সময়ে ইনি কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিবার অঙ্গীকার করেন।

রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিবাহের পর রাম রাজ্যশাসনের উপযুক্ত হইয়াছিলেন দেখিয়া দশরথ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন করেন। এদিকে কৈকেয়ী স্বীয় দুষ্টবুদ্ধি পরিচারিকা মন্থরার পরামর্শে দশরথের পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিলেন। সত্যপরায়ণ দশরথ কিছুতেই কৈকেয়ীকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ তৎক্ষণাৎ ভার্য্যা জানকী ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ বনে গমন করিলেন। এদিকে মহারাজ পুত্রশোকে হাহাকার করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। দশ দিকে [অব্যাহতগতি] রথ যাহার, বহু। সং ; পু।

দশবিধ—দশপ্রকার। দশ হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দশসালা বন্দোবস্ত—ইহার অপর নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে তাৎকালিক গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই বন্দোবস্ত করেন। মুসলমান-শাসনকাল হইতে এদেশের জমিদারেরা পুরুষানুক্রমে স্ব স্ব অধিকৃত ভূভাগের কর আদায় করিতেন এবং রাজকোষে নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানপূর্ব্বক উদ্বৃত্তাংশ আপনারা ভোগ করিতেন। ইংরেজরাজও প্রথমে এ প্রথার পরিবর্ত্তন করেন নাই। পরে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস নিয়ম করেন যে, প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত হইবে। ইহাতে নানাপ্রকার কুফল ফলিতে লাগিল দেখিয়া কর্ণওয়ালিশ জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। নিয়ম হইল যে, অতঃপর তাঁহাদের দেয় কর আর কখনও বর্দ্ধিত হইবে না ; তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রাজস্ব জমা দিবেন, না দিলে জমিদারী নীলামে বিক্রীত হইবে। বাঙ্গালা, বিহার ও বারাণসী বিভাগে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। এই বন্দোবস্ত প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্য হয় ; সেই জন্যই ইহার নাম দশসালা বন্দোবস্ত। পরে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ইহার অনুমোদন করিলে ইহা চিরস্থায়ী হয়।

দশস্কন্ধ—দশানন, লঙ্কেশ্বর রাবণ। দশ স্কন্ধ যাহার, বহু। সং ; পু।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্ল দশমী, গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন-দিন। দশন্ শব্দ (দশ অর্থাৎ দশবিধ পাপ)—হৃ (হরণ করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [অদত্ত বস্তুর গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদারগমন এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ। পরুষ ব্যবহার, মিথ্যা কথন, ক্রূরতা, অসংবদ্ধ প্রলাপ এই চারিপ্রকার বাঙ্ময় পাপ। অপরের বস্তু লাভে অভিলাষ, মনে মনে পরের অনিষ্ট চিন্তা, মিথ্যা অভিনিবেশ এই তিন প্রকার মানস পাপ। দশহরা দিবসে গঙ্গাস্নানে এই দশ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম দশহরা]।

দশা—১। বস্ত্রের প্রান্তভাগ ; দশী ; দীপবর্ত্তিকা, সলিতা, পলিতা। দন্শ্+ড কর্ম্মে + আপ্। ২। অবস্থা, ভাব ; জন্মকালীন গ্রহাদির স্থিতিজনিত ভাব ; বাল্যাদি বয়স, গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, স্থাবির্য্য, জরা, প্রাণরোধ, বিনাশ, এই দশ প্রকার দেহস্থ দশা ; ইচ্ছা, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, মরণ, এই দশ প্রকার কামদশা। দন্শ্+ড ভা—আপ্। সং ; স্ত্রী।

দশাকর্ষ—১। বস্ত্রাঞ্চল, কাপড়ের আঁচলা। দশা—আ—কৃষ + অল্ ক। ২। গ্রহণ। ··+ অল্ ভা। ৩। প্রদীপ। + অন্ ক। সং ; পু।

দশাক্ষয়—নবগ্রহের দশা শেষ ; দশ দশার বিনাশ ; দশ ভাবের অবসান। ৬তৎ। সং ; পু।

দশানন, দশাস্য—লঙ্কেশ্বর রাবণ। দশ আনন বা আস্য (মুখ) যাহার, বহু ; এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, লঙ্কেশ্বর রাবণের দশটি মস্তক ছিল। সং ; পু।

দশার্ণ—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ একটি দেশ। বিদিশা নামক রাজধানী, বেত্রবতী নদী এই দশার্ণ নগরের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত। দশ ঋণ (দুর্গ) যাহার, বহু। সং ; পু।

দশার্ণা—নদীবিশেষ। দশার্ণ + আপ্। সং ; স্ত্রী।

দশার্হ—দেশবিশেষ। সং ; পু।

দশাবতার—১। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, (মতান্তরে বলরাম), বুদ্ধ, কল্কি, ভগবানের এই দশ অবতার। কর্ম্মধা। ২। নারায়ণ, বিষ্ণু। দশ হইয়াছে অবতার যাহার, বহু। সং ; পু। [দশাবতার সম্বন্ধে পুরাণে লিখিত আছে যে,—প্রলয়-পয়োধি-সলিলে বেদ নিমগ্ন থাকায় ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন ; ইহাই মৎস্যাবতার। কূর্ম্মাবতারে ভগবান্ ভাসমানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। বরাহ অবতারে ভগবান্ নিমজ্জমানা ধরণীকে দন্ত দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং মহাবল হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়াছিলেন। নৃসিংহ অবতারে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ নরসিংহরূপ ধারণ করেন। বামনরূপে ভগবান্ বলিকে ছলনা করেন। পরশুরাম অবতারে ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া হয়। রাবণবধার্থ ভগবান্ রামরূপে অবতীর্ণ হন। কংসাদি দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশ দ্বারা পৃথিবীর ভার-মোচনের নিমিত্ত এবং অধর্ম্মপ্লাবিত ভারতে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ কৃষ্ণাবতারের আবির্ভাব। বুদ্ধাবতারে ভগবান্ জীবক্ষয়করী হিংসার নিরোধ করিয়াছিলেন। কলির শেষে ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় সত্য ধর্ম্মের প্রচার করিবেন]।

দশাবিপর্য্যয়—অবস্থার পরিবর্ত্তন, দুরবস্থা, দুর্দ্দশা। ৬তৎ। সং; পু।

দশাশ্ব—চন্দ্র। দশ অশ্ব যাহার, বহু। সং; পু।

দশাশ্বমেধ, দশাশ্বমেধিক—বারাণসীস্থ তীর্থ-বিশেষ। দশ হইয়াছে অশ্বমেধ যাহাতে,বহু। পক্ষান্তরে দশ যে অশ্বমেধ, কর্ম্মধা। দশাশ্ব-মেধ+ষ্ণিক ইদমর্থে। [কথিত আছে যে, ব্রহ্মা এই স্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা-স্নান করিলে মহাপুণ্যসঞ্চয় হয়]। সং; পু।

দশাশ্বমেধঘাট—কাশীস্থ গঙ্গার ঘাটবিশেষ। এই স্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহা দশাশ্বমেধ নামে অভিহিত। এই ঘাটে বিস্তর দেবালয় বিদ্যমান। দুর্গোৎসবের সময় এই ঘাটে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জিত হয়।

দশাস্য—দশানন দেখ।

দশাস্যজিৎ—রামচন্দ্র। দশাস্যকে জয় করিয়াছেন যিনি, উপ; দশাস্য—জি (জয় করা) + ক্বিপ্ ক। সং; পু।

দশাহ—দশ দিন, দশদিনব্যাপক কাল। দশ অহনের (দিনের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু। ব্রাহ্মণজাতির নির্দ্দিষ্ট অশৌচ কাল। সং; পু।

দশি,দশী—বস্ত্রপ্রান্তের অ-বোনা আলগা সূতা; বস্ত্রপ্রান্ত, অঞ্চল। দেশজ। প্রা, ক। সং।

দশেন্ধন—দীপ। দশা (দীপবর্ত্তিকা) ইন্ধন যাহার, বহু। সং; পু।

দশের—শ্বাপদ, হিংস্রজন্তু। দন্শ (দংশন করা) +এরক্ ক। সং; পু।

দশেরক—তৃণজলাদিশূন্য স্থান, মরুভূমি। দশের শব্দ+কণ্। সং; পু।

দষ্ট—দংশনপ্রাপ্ত, দংশিত, যাহাকে কামড়ান হইয়াছে। দন্শ+ক্ত ম্ম।

দস্তবদস্ত—হাতেহাতে। বৈদেশিক।

দস্তবস্ত—অঞ্জলিবদ্ধ, কৃতাঞ্জলি, যোড়হাত। বৈদেশিক। প্রা, ক। বিণ।

দস্তা—ধাতুবিশেষ (Zink)। সং। [সং।

দস্তানা—হাতের মোজা, করাঙ্গুলিত্রাণ। বৈদে।

দস্তাবিজ,দস্তাবেজ—লেখ্য, দলিল। বৈদে। সং।

দস্তর—প্রথা, নিয়ম, রীতি, রেওয়াজ। বৈদেশিক। সং।

দস্তুরি,দস্তুরী—মধ্যবর্ত্তী ক্রেতার প্রাপ্য মূল্যাংশ, দালালি। বৈদেশিক। সং।

দস্যু—তস্কর, চৌর; ডাকাইত; শত্রু; পরপীড়ক ব্যক্তি; ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি। দস (উৎক্ষেপণ করা)+যু ক। সং; পু।

দস্যুতা—শত্রুতা;চৌর্য্য; অপহরণ; ডাকাতি। দস্যু+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দস্র—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গর্দ্দভ। দস (উৎ-ক্ষেপণ করা)+র ক। সং; পু।

দহ, দ—হ্রদ, জলা, বিল; নদীর মধ্যস্থ অগাধ জলকুণ্ড; নদীপ্রবাহের পরিবর্ত্তনহেতু উৎপন্ন গভীর জলাশয়। দেশজ। সং।

দহন—১। দাহ, দগ্ধকরণ, পোড়ান। দহ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। অগ্নি, অনল; দুষ্ট ব্যক্তি; চিতাগাছ। দহ+অন ক। সং; পু। ৩।দাহকারী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দহনা।

দহনকেতন—ধূম, ধোঁয়া। ৬তৎ। সং; পু।

দহনপ্রিয়া—অগ্নি-দয়িতা, স্বাহা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দহন-সারথি—বায়ু। ৬তৎ। সং; পু।

দহনারাতি—জল। দহনের (অগ্নির) অরাতি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

দহনীয়—দহনযোগ্য, জ্বলনীয়। দহ (দগ্ধ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দহর—১। শিশু; ভ্রাতা; ছোট ইন্দুর। সং; পু। ২। স্বল্প; সূক্ষ্ম; দুর্বোধ। দহ+অর ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দহরা।

দহরম-মহরম—মাখামাখি ভাব, আত্মীয়তা, বাধ্যবাধকতা, ঘনিষ্ঠতা। সং।

দহরাকাশ—চিদাকাশস্থ ঈশ্বর। আকাশ হইতে দহর (দুর্বোধ), ৬তৎ (দহর পদের পূর্ব্ব নিপাত)। সং; পু।

দহল—দগ্ধ করিতেছ। প্রা, ক। ক্রি।

দহা—দগ্ধ করা, পুড়ান, জ্বালান; দগ্ধ হওয়া, পুড়া, জ্বলা, জ্বালা করা। ক্রি; দহ্ ধাতুজ। ক, প্র।

দহু—কি। প্রা, ক।

দহ্যমান—যাহা দগ্ধ হইতেছে এরূপ। দহ ধাতু (দগ্ধ করা)+শান ম্ম। বিণ; ত্রি।

দহ্রু—১। বন। দহ (দগ্ধ করা)+রক্ র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। দাবানল, বনাগ্নি; অগ্নি। দহ+রক্ ক। সং; ক্লী।

দা—১। দাত্রী, দায়িকা, প্রদায়িনী। দা+ড ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রক্ষণ; পালন। দৈ (পালন করা)+ক্বিপ্ ভা। ৩। দান। দা (দেওয়া)+ক্বিপ্ ভা। ৪। ছেদন; উপতাপ। দো (ছেদন করা)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী। ৫। ছেদনিকা, কাটারি। দেশজ। সং।

দাআ—১। দয়া। সং। ২। ছেদন করা, কাটা। প্রা, ক। ক্রি।

দাই, ধাই—সন্তান-প্রসবকারয়িত্রী; শিশু-পালিকা; দাসী। ধাত্রী শব্দের অপভ্রংশ।

দাইল—ডাইল বা ডাউল। দেশজ। সং।

দাওয়া—১। দাবী, স্বত্ব, অধিকার; ঔষধ। বৈদেশিক। ২। ঘরের পিঁড়ে, বারান্দা বা রক; ছেদন; শস্যচ্ছেদন; ইত্যাদি। দেশজ। সং। ৩। ছেদন করা, কাটা। প্রাদেশিক। ক্রি।

দাওয়াই—ঔষধ। হিন্দী। সং। [সং।

দাঁও—সুবিধা, সুযোগ, বাগ, কাজ। দেশজ।

দাঁড়—ক্ষেপণী, নৌকাচালন-দণ্ড। দেশজ। সং।

দাঁড়া—রীতি, প্রথা, দস্তুর। দেশজ। সং।

দাঁড়ান—দণ্ডায়মান হওয়া বা থাকা; থামা। দেশজ। ক্রি। [দেশজ। সং।

দাঁড়ি—পূর্ণচ্ছেদসূচক দণ্ডায়মান রেখা বা কসি।

দাঁড়ী—দাঁড়চালক,নৌকার মাল্লা। দেশজ। সং।

দাঁড়ীপাল্লা—তরাজু, ওজন করিবার দণ্ডশালী যন্ত্র। সং।

দাঁত—রদন। দন্ত শব্দের অপভ্রংশ।

দাঁতকড়া—দন্তশূল। দেশজ। সং।

দাঁতশূল—দাঁত কনকনানি। দন্তশূল-শব্দের অপভ্রংশ। সং।

দাক—দাতা; যজমান। দা (দেওয়া)+ক ক। সং; পু। [ত্রি। স্ত্রী দাকী।

দাক্ষ—দক্ষসম্বন্ধীয়; দক্ষজাত। দক্ষ+ষ্ণ। বিণ;

দাক্ষায়ণী—দক্ষপ্রজাপতির সুতা, সতী। দক্ষ (প্রজাপতিবিশেষ)+ফায়ন অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দাক্ষিণাত্য—১। ভারতবর্ষের আদিম আর্য্য-গণের দশটি বিভাগ ছিল—পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়। এই পঞ্চদ্রাবিড়কে দক্ষিণাপথ বলে (১) কর্ণাট, (২) কেরল, (৩) আন্ধ্র, (৪) দ্রাবিড়, (৫) মহারাষ্ট্র। অথবা (১) আন্ধ্র, (২) কর্ণাট, (৩) গুর্জ্জর, (৪) দ্রাবিড়, (৫) মহারাষ্ট্র। দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধীয়; দক্ষিণদেশবাসী দাক্ষিণাত্য দেশ; দক্ষিণা শব্দ (দক্ষিণ দিক্)+ত্যণ্ ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ, দক্ষিণাপথ (Deccan)। স্থানীয় মতে, নর্ম্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূমির নাম "দক্ষিণ" দেশ। বিস্তৃত হিসাবে ধরিলে বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে ভারতের সমস্ত দেশই দক্ষিণ দেশের অন্তর্গত। মোটামুটি হিসাবে, এই দেশের উত্তর সীমা বিন্ধ্যগিরি, পশ্চিম সীমা পশ্চিমঘাট, দক্ষিণ সীমা কুমারিকা অন্তরীপ, এবং পূর্ব্বসীমা পূর্ব্বঘাট। দাক্ষিণাত্য রামায়ণপ্রসিদ্ধ দেশ। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মতে খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে আর্য্যগণ এই দেশ আক্রমণ করেন; খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে মৌর্য্যগণ এই দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; খৃষ্টীয় ১০০ অব্দে শক, পহ্লব, যবন প্রভৃতি সিদিয়গণ (Scythian) এই দেশ আক্রমণ করে। তৎপরে চোল, অন্ধ্র (বা শতবাহন), চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, এবং যাদববংশীয় রাজগণ এই দেশে রাজত্ব করেন। ১২৯৪ খৃঃ অঃ দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন খিলিজী দক্ষিণ দেশ আক্রমণ করিয়া দেবগিরি নামক রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, এবং যাদব রাজগণকে করদ রাজশ্রেণীভুক্ত করিয়া আরও দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তেলিঙ্গানা ও কর্ণাট দেশ আক্রমণ করেন।

পরাজিত রাজগণ নির্দ্ধারিত কর প্রদান না করায়, ১৩০৭ খৃঃ মালিক কাফুর-প্রমুখ মুসলমান সৈন্য নিঃশেষে যাদবশক্তির উচ্ছেদ সাধন করে। ১৩৩৮ খৃঃ মহম্মদ বিন তোগলক দক্ষিণ দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে লোপ করেন। অল্পদিন পরেই তেলিঙ্গানা ও কর্ণাট স্ব স্ব শক্তি পুনঃ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। এই সময়ে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহের ফলে, ১৩৪৭ খৃঃ বাহ্‌মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং দিল্লীর রাজশক্তি নর্ম্মদার দক্ষিণ হইতে অপসৃত হয়। তেলিঙ্গানা বাহ্‌মনী রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়, এবং বাহ্‌মনী রাজশক্তি গোলকুণ্ডা, ওরাঙ্গল, এবং বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৪৮২ খৃঃ বাহ্‌মনী রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরে রাজ্যটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়; যথা—গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আহম্মদনগর, বিদর ও বেরার। হিন্দু-রাজ্য কর্ণাট (বা বিজয়নগর) এ সময়ে স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছিল; কিন্তু ১৫৬৫ খ্রীঃ তালিকোটার যুদ্ধে সমবেত মুসলমানশক্তি সে স্বাধীনতা অপহরণ করে। এই পাঁচটী মুসলমানরাজ্য স্বতন্ত্রভাবে অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৫৭২ খৃঃ আমেদনগর বেরার রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়; এবং ১৬০৯ খৃঃ বিদর বিজাপুরের সহিত আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দেয়। আকবর, সাহজহাঁ ও আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর রাজশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬৩৮ খৃঃ আহম্মদনগর, ১৬৮৬ খৃঃ বিজাপুর, এবং ১৬৮৮ খৃঃ গোলকুণ্ডা, মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৭০৬ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ দাক্ষিণাত্যে কর আদায় করিবার স্বত্ব পায়। তাহাদের প্রধান নেতা পুনার পেশোয়া ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন এবং একপ্রকার স্বাধীন ভাব অবলম্বন করেন। কয়েক বৎসর পরে, আহম্মদনগরের সম্রাট্-প্রতিনিধি নিজাম-উল-মুলক্, দিল্লীশ্বরের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে হায়দ্রাবাদে রাজ্য স্থাপন করেন (১৭২৪ খৃঃ)। দিল্লীশ্বরের অবশিষ্ট করদরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ নিজামেরই বশ্যতা স্বীকার করেন। এই প্রকার বিশৃঙ্খলতার ফলে, হায়দার আলী মহীশূর রাজ্য অধিকার করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের রাজগণ-মধ্যে স্বীয় স্বীয় শক্তি পরীক্ষা উপলক্ষে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে ইংরাজ ও ফরাসীগণ পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষাবলম্বন করেন। কিছুকাল পরে ফরাসীশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও ইংরাজশক্তিই প্রবল হইয়া উঠে এবং ভারতে নব রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে। মহীশূর প্রথমেই ইংরাজের হস্তে আসে; তাহার পরে তাঞ্জোর ও কর্ণাটিক ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৮১৮ খৃঃ বাজেয়াপ্ত পেশোয়া-সম্পত্তিগুলি ইংরাজের অধিকার বিস্তারে সহায়তা করে। তাহার পরে অনেকগুলি রাজ্য, জয়, দান বা উত্তরাধিকারীর অভাব বশতঃ ইংরাজাধিকারে আসে। দক্ষিণ দেশের ইংরাজী নাম ডেকান (Deccan)। ডেকান-মধ্যে সমস্ত মাদ্রাজ প্রদেশ, বম্বে প্রদেশের কিয়দংশ, এবং হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এবং অপরাপর অনেকগুলি করদরাজ্য অবস্থিত।

দাক্ষিণ্য—১। সৌজন্য; সারল্য, সরলতা; পরচ্ছন্দানুবৃত্তি; আনুকূল্য; নিপুণতা, দক্ষতা। দক্ষিণ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী। ২। দক্ষিণা পাইবার যোগ্য। দক্ষিণা+ষ্য। বিণ; ত্রি।

দাক্ষী—১। দক্ষসম্বন্ধীয়া; দক্ষজাতা। দাক্ষ দেখ। দাক্ষ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পাণিনি মুনির জননী। সং; স্ত্রী।

দাক্ষীসুত—পাণিনি মুনি। ৬তৎ। সং; পু।

দাক্ষ্য—দক্ষতা, পটুতা, নৈপুণ্য। দক্ষ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী। [শিক। বিণ

দাখিল—প্রবিষ্ট, সন্নিবিষ্ট, উপস্থাপিত। বৈদে

দাখিলা—খাজানাপ্রাপ্তি স্বীকারপত্র। সং।

দাগ—চিহ্ন, অঙ্ক, কলঙ্ক; ছিদ্র। বৈদে। সং।

দাগনী—পশ্বাদি পশুকে দাগ দিবার বক্রাগ্র (লৌহ) শলাকা। দেশজ। সং।

দাগা—১। দাগ, চিহ্ন; আদর্শ; ছেলেদের লিখিবার আদর্শ। দেশজ। ২। বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা; পীড়ন, ক্লেশপ্রদান; মনঃপীড়া; বিবাদ; বিপদ্। বৈদেশিক। সং। ৩। দাগ কাটা বা দেওয়া, চিহ্নিত করা; কামান প্রভৃতি ছাড়া বা ছুড়া। ক্রি

দাগাদার,দাগাবাজ—প্রতারক; দুষ্ট। বৈদে। সং

দাগী—দাগযুক্ত, কলঙ্কিত; চিহ্নিত; মার্কামারা; পূর্ব্বপরিচিত; পূর্ব্বে দণ্ডপ্রাপ্ত, পুরাতন পাপী। দেশজ। বিণ। [সং।

দাঙ্গা—কলহ; বিদ্রোহ; মারামারি। বৈদে।

দাঙ্গাবাজ—যে দাঙ্গা ভালবাসে, কলহপ্রিয়; দাঙ্গাকারী। বৈদেশিক।

দাড়—দাড়া; কণ্টকাগ্র; [ব্যঙ্গার্থে] দাঁত, তেজ, বল, অনিষ্টসাধন শক্তি। দেশজ। সং।

দাড়া—কর্কটাদির দীর্ঘ দংষ্ট্রা; দাড় (সকল অর্থে)। দাঢ়া শব্দের অপভ্রংশ। সং।

দাড়ি, দাড়ী—চিবুক, থুতনি; গণ্ড; গণ্ডলোম, শ্মশ্রু। দেশজ। সং।

দাড়িম, দালিম—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। দল (বিদারণ করা)+ইমন্ ক। সং; পু। ২। দাড়িম ফল। সং; ক্লী।

দাড়িম্ব—১। দালিমগাছ। দা (দান করা)+ ডিম্ব ক। সং; পু। ২। দালিম ফল। সং; ক্লী।

দাড়ী—দাড়ি দেখ।

দাঢ়া, দাঢ়ি—দংষ্ট্রা, দীর্ঘদন্ত, লম্বা দাঁত। দো (ছেদন করা)+ঢ, ঢি প। সং; স্ত্রী।

দাণ্ডিক—দণ্ডধারণের উপযুক্ত। দণ্ড+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দাণ্ডিকী। [সং।

দাণ্ডী—নৌদণ্ডচালক,দাঁড়ী; শলাকা। দেশজ।

দাত—১। পূত, পবিত্র। দৈ (শুদ্ধ করা)+ ক্ত র্ম্ম। ২। কর্ত্তিত; ছিন্ন। দো (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দাতা।

দাতব্য—১। দেয়, দান করিবার যোগ্য। দা (দান করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। যাহা বিনামূল্যে দান করা যায়, খয়রাতী। দেশজ। [ক। বিণ; পু। স্ত্রী দাত্রী।

দাতা (দাতৃ)—দানকর্ত্তা, দানশীল। দা+তৃন্

দাতাকর্ণ—কর্ণ দেখ। [ভাবার্থে। সং; ক্লী।

দাতৃত্ব—দানশীলতা, বদান্যতা। দাতৃ+ত্ব

দাত্যূহ—ডাকপাখী; চাতক; জলকাক; মেঘ। দো বা দা+ক্তি ক্ত—দাতি (ছেদন বা দান); দাতি—উহ+ক ক। সং; পু।

দাত্র—অস্ত্রবিশেষ, দা, কাটারি। দো (ছেদন করা)+ত্র ণ। সং; ক্লী।

দাদ—দদ্রুরোগ। দেশজ। সং।

দাদন—কোন কার্য্যের জন্য অগ্রিম যে টাকা দেওয়া যায়। বৈদেশিক। সং।

দাদা—১। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; বন্ধু, ভাই। দেশজ। ২। মাতামহ; পিতামহ। বৈদেশিক।

দাদাঠাকুর—শূদ্রাদি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে সম্বোধনের শব্দ। দেশজ। সং।

দাদাভাই নরোজী (Dadabhai Naoroji)—ইনি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বোম্বে সহরে পার্সী পুরোহিতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতার যত্নে নরোজীর শিক্ষা হয়। তখনকার বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার্ এর্স্কিন পেরি (Sir Erskine Perry) ইঁহাকে ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য পরামর্শ দেন, এবং তদ্বিষয়ক ব্যয়ের অর্দ্ধেক ভার বহন করিতে স্বীকার করেন। পাছে নরোজী খৃষ্টান হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় পার্সী সমাজ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। সুতরাং তখন আর নরোজীর ইংলণ্ডে গমন ঘটিল না। ইনি ১৮৫০ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বের এল্‌ফিন্‌ষ্টন ইন্‌ষ্টিটিউশনে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। শেষোক্ত খৃষ্টাব্দে দাদাভাই কামা কোম্পানির অংশী হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে ইনি শিক্ষাসম্বন্ধে অনেক

কার্য্য করেন। পার্শীজাতির বালিকাগণের শিক্ষার্থ প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন ইঁহারই যত্নে হইয়াছিল। বম্বে এসোসিয়েশন, ফ্রামজী ইন্‌ষ্টিটিউট, বিধবাবিবাহ সভা প্রভৃতি অনেকগুলি অনুষ্ঠানে ইনি বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইনি রাষ্ট গোফটার্ (Rast Gofter অর্থাৎ সত্য-বক্তা) নামক গুজরাটী সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং দুই বৎসর ধরিয়া ইহার সম্পাদকতা করেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া রাজনীতিক কার্য্যে ইঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ও স্বদেশহিতকল্পে বিবিধ ব্যাপারে ইনি নিযুক্ত হন। ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জির সহযোগে লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন, এবং পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক বৃহৎ সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইনি কামা কোম্পানির সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া স্বয়ং ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন, এবং উত্তমর্ণদিগের ভদ্রতায় ও বন্ধুদিগের সাহায্যে ঋণমুক্ত হইয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অল্পদিন পরে ইংলণ্ডে গিয়া ফসেট্ নামযুক্ত ফিনান্স কমিটিতে (Fawcett Committee) সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্যদানকালে ইনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর বাৎসরিক আয় গড়ে ২০্ টাকা মাত্র। তখন এ কথায় অনেকে হাস্য এবং ভারতীয় রাজকর্ম্মচারিগণ ইঁহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ভারতের রাজস্বসচিব মেজর্ বেয়ারিং যখন অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর গড়ে আয় ২৭্ টাকা, তখন নরোজীর কথা যে অনেকাংশে সত্য, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া বরোদারাজ্যের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। দুই বৎসরের কিছু কম সময় এই কার্য্য করিয়া নরোজী কয়েক বৎসর বোম্বেতে অবস্থান করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বোম্বে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ গ্রহণ করেন এবং এই বৎসরে জাতীয় সমিতির স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডে যাইয়া পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু সেবারে ইনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। ঐ বৎসরের শেষভাগে ইনি ভারতে পুনর্ব্বার আসিয়া কলিকাতায় জাতীয়-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির পদে আসীন হন। পর বৎসরের প্রারম্ভে পবলিক সার্ভিস কমিশনের সমক্ষে মূল্যবান্ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ইংলণ্ডে আবার গমন করেন। পাঁচ বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উন্নতিশীল দলের অন্যতম প্রতিনিধিস্বরূপে ইনি পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার পান। ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে ইনিই প্রথম পার্লামেণ্টের মেম্বর। পর বৎসর ইঁহারই প্ররোচনায় হার্বার্ট পল (Herbert Paul) সাহেব পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাব করেন যে, ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যুগপৎ প্রবর্ত্তিত হউক। গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও সভ্য-সংখ্যা হিসাবে এ প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইনি জাতীয় সমিতির নবম অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হইয়া লাহোর সহরে আসেন। এই উপলক্ষে স্থানে স্থানে ইঁহার অভ্যর্থনার জন্য যেরূপ আয়োজন হইয়াছিল সেরূপ আয়োজন কেবলমাত্র একজন ব্যতীত কোন রাজপ্রতিনিধির জন্যও হয় নাই এ কথা হাণ্টার সাহেব টাইমস্ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উন্নতিশীল দলের সহিত ইনি পার্লামেণ্ট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল্‌বি (Welby) কমিশন নামক ভারত-গভর্ণমেণ্টের ব্যয়-তদন্ত উদ্দেশে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই কমিশন নরোজীর একান্তিক চেষ্টার ফল। ইনি এ সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন এবং উহার সমক্ষে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহার ভারতবিষয়ক রাজনীতি ও রাজস্ব সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার Poverty and un British Rule in India নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ভারতবিষয়ক সকল আবশ্যক কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে এবং ইহাতে নরোজীর গভীর গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও দেশহিতৈষিতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে কলিকাতা সহরে জাতীয় সমিতির অধিবেশনে ইনি সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনবার এই সমিতির সভাপতি হওয়া এ পর্য্যন্ত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ইঁহার অভ্যর্থনার জন্য এখানেও সমুচিত আয়োজন হইয়াছিল। হাওড়া ষ্টেসন হইতে ইঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান পর্য্যন্ত পথে যে জনসমাগম হইয়াছিল, যাঁহারা চক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে সে দৃশ্যের সম্যক্ বর্ণনা করিয়া বুঝান সহজ নহে। কার্য্যান্তে ইনি আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং সেখানে গিয়া কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। ঈশ্বরপ্রসাদে ইনি আরোগ্য লাভ করিয়া বৎসরান্তে বোম্বে সহরে ফিরিয়া আসেন। স্বর্গীয় গোখেল মহাশয় ইঁহার সম্বন্ধে কোন সাধারণ সভায় বলেন, "ইনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক।" মহামতি গ্লাডষ্টোনের মত ইনি এদেশে G. O. M. (Grand old man) of India বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি ১৯১৭ সালের ৩০শে জুন শনিবার মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দাদা-মশায়—পিতামহ বা মাতামহ (সম্বোধনে)। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

দাদা-শ্বশুর—শ্বশুর বা শাশুড়ীর পিতা।

দাদী—মাতামহী; পিতামহী। বৈদে। সং।

দাদু—মাতামহ; পিতামহ। বৈদেশিক। সং। দাদা শব্দজ।

দাদুর—ভেক, মণ্ডুক, বেঙ। দর্দ্দুর শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

দাদুরি, দাদুরী—ভেকী, মণ্ডুকী। ক, প্র।

দাধিক—দধি দ্বারা সংস্কৃত, দধিযুক্ত। দধি+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দাধিকী।

দান—১। বিতরণ, অর্পণ, দেওয়া, স্বস্বত্ব-নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপত্তি; ইহা ত্রিবিধ—প্রেরক, অনুমন্তক ও অনিরাকর্ত্তৃক। দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। ২। হস্তীর মদজল। দা+অনট্ র্ম। ৩। পালন, রক্ষণ। দৈ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। খুচরা পণ্যশুল্ক, বাজারের তোলা; পাশাখেলায় অক্ষক্ষেপণে লব্ধ পাটিত্রয়ের দাগসমষ্টি। দেশজ। ৫। আধার (যথা শামাদান)। সং।

দানপতি—সতত দানশীল, অতি দাতা; অক্রূর। ৭তৎ। সং; পু।

দানপত্র—"অমুক বস্তু বা বিষয় অমুককে দান করিলাম" এইরূপ বলিয়া যে পত্র লিখিত হয়। দানসূচক পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; পু।

দানব—দৈত্য, অসুর। দনু+ষ্ণ অপত্যার্থে।

দানবদলন—অসুরসংহার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দানবদলনী—দুর্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দানবসংহার—অসুরধ্বংস। ৬তৎ। সং; পু।

দানবারি—১। দেবতা; বিষ্ণু। দানবের আর, ৬তৎ। সং; পু। ২। হস্তীর মদজল। দানই যে বারি (জল), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দানবীর—দানকার্য্যে সমধিক উৎসাহশীল (ব্যক্তি), যাচকের অভিলাষপূরণার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত, এমন কি পুত্রকলত্রাদির শিরশ্ছেদনে বা আত্মজীবন বিসর্জ্জনে অকুণ্ঠিত, অতিশয় দাতা। দানবিষয়ে বীর, ৭তৎ। বিণ বা সং; পু।

দানশীল—অতিশয় দাতা। দানই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

দানশৌণ্ড—অতিশয় দানশীল। দানবিষয়ে শৌণ্ড (অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দানশৌণ্ডা। বিশেষ্যে দানশৌণ্ডতা।

দানসজ্জা—দানের সাজ, সাজান দানসামগ্রী-সকল। ৬তৎ। প্রা, ক। সং।

দানসাগর—বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে যে (ভূম্যাসনাদি) ষোড়শ দানের ব্যবস্থা ও প্রথা আছে, তাহার প্রত্যেক প্রকারের ষোড়শসংখ্যক বস্তু দান; ১৬ ষোড়শ; ইহাতে নৌকা, অশ্ব, হস্তী, শিবিকা, নবগৃহ, ধেনু, কপিলা, দ্বিজ-দম্পতি, শালগ্রাম প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা আছে। বল্লালসেনকৃত গ্রন্থবিশেষ। সং; পু।

দানা—১। অপদেবতা, পিশাচ; শস্যবীজ; অন্ন, খাদ্যদ্রব্য; গুটিকা; কণিকা। বৈদে। সং। ২। দান করা, দেওয়া; পাশাখেলায় পাটি ফেলা। ক, প্র। ক্রি।

দানাপানি—অন্নজল, খাদ্য ও পানীয়। বৈদেশিক। সং।

দানিশবন্দ—ধর্ম্মপরায়ণ, পুণ্যাত্মা। বৈদেশিক। প্রা, ক।

দানী (দানিন্)—১। দানশীল, দাতা, বদান্য। দান+ইন্ শীলার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দানিনী। ২। বাজারের দান আদায়কারী। দেশজ।

দানীয়—১। দানের পাত্র। দা+অনীয় সম্প্র। ২। দানযোগ্য; দেয়, দাতব্য। দা (দান করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—য়া।

দানো—দানা, অপদেবতা, পিশাচ, ভূত। দানব শব্দের অপভ্রংশ। সং।

দান্ত—১। জিতেন্দ্রিয়; শ্রান্ত; তপস্যাজনিত ক্লেশসহনক্ষম; সৌম্য। দম+ক্ত ক। ২। দমিত; বশীকৃত। দম+ক্ত র্ম্ম। ৩। যাহার শেষে দ এই অক্ষর আছে। দ অন্তে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দান্তা। ৪। দন্তদ্বারা নির্ম্মিত। দন্ত+অ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দান্তী।

দান্তি—ইন্দ্রিয়বিনিগ্রহ; তপস্যার ক্লেশসহন; দমন; শাসন; জিতেন্দ্রিয়তা। দম (দমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। [সং।

দাপ—দর্প, তেজ, প্রতাপ, প্রভাব। দেশজ।

দাপক—দানপ্রবর্ত্তক, যে দেওয়ায়। দাপি+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দাপিকা। [সং।

দাপট—দর্প, জাঁক; প্রতাপ; প্রভাব। দেশজ।

দাপন—দানপ্রবর্ত্তন, দান করান, দেওয়ান। ণিজন্ত দা (=দাপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দাপয়িতা (দাপয়িতৃ)—দাপক। ণিজন্ত দাপি+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দাপয়িত্রী।

দাপিত—যাহা দেওয়ান হইয়াছে এরূপ; বশী-কৃত; দণ্ডিত; সাধিত। ণিজন্ত দা বা দাপি (দেওয়ান, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দাপুনি—১ দর্প, দম্ভ, দাপ, চাপ; তর্জ্জন, কচুনি, চোখ-রাঙ্গানি; প্রতাপ, প্রভাব। দেশজ। ২। দর্পণ। প্রা, ক।

দাপ্য—যাহা দেওয়ান যায় এরূপ। ণিজন্ত দা বা দাপি (দেওয়ান)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দাবড়ি—তর্জ্জন, ধমক। দেশজ। সং।

দাম—জলজ তৃণ বিশেষ; মূল্য, দর; গুচ্ছ, গোছা। দেশজ। সং।

দাম—(দামন্)—অনেকগুলি এক সঙ্গে বাঁধিবার দড়ি, দোকা; সূত্র, রজ্জু; গুচ্ছ; মাল্য। দো+মন্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

দামচন্দ্র—রাজা দ্রুপদের এক পুত্রের নাম। সং; পু। [খাসী। দেশজ।

দামড়া—ছিন্নমুষ্ক বৃষ, বলদ; পুংস্ত্ববিহীন;

দামন্—দাম (২) দেখ।

দামনী—পশুবন্ধন-রজ্জু। দামন্+অ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

দামা—দাম (সকল অর্থে)। দামন্+ডাপ্।

দামামা—বৃহৎ পটহবিশেষ, এক প্রকার নাগরা। দেশজ। সং।

দামাল—ছটফটে, অস্থির, অশান্ত (শিশু); বেশ মোটাসোটা, হৃষ্টপুষ্ট। দেশজ। বিণ।

দামিনী—বিদ্যুৎ। দাম্+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দামী—মূল্যবান্, মহার্ঘ। দেশজ। [প্রা, ক

দামুদর—দামোদর শব্দের উচ্চারণভেদ।

দামোদর—১। শ্রীকৃষ্ণ। দাম (রজ্জু) উদরে যাঁহার, বহু; প্রসিদ্ধ আছে যে, যশোদা কৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে ইনি সে সমস্ত রজ্জু হরণ করিয়াছিলেন। ২। নদ বিশেষ, এই নদ বর্দ্ধমানের নিকট দিয়া প্রবাহিত। সং; পু।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। ১২৫৯ সালের ২রা ফাল্গুন নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন ইঁহার মাতুল ছিলেন। মাতুলালয়েই ইনি প্রতিপালিত হন, এবং বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরাজীতে ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; বাঙ্গালা ও সংস্কৃতেও ইনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি প্রথমে মৃন্ময়ী নামক উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল-কুণ্ডলার উপসংহার। ইহার পর ইনি মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী, বিমলা, কর্ম্মক্ষেত্র, শান্তি, সোণার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, নবাবনন্দিনী (দুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার), ললিতমোহন, অমরাবতী, নবীনা প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ৯টী টীকাভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন এই গ্রন্থ প্রায় সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ সঙ্কলন কালে চক্ষুতে ছানি হওয়ায় ইঁহার দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়, এবং ক্রমে অন্ধ হইয়া যান। এইরূপে ৫।৬ বৎসর থাকিয়া ১৩১৩ সালে চক্ষু কাটাইয়া পুনরায় কিঞ্চিৎ দর্শনশক্তি লাভ করেন। জ্ঞানাঙ্কুর, প্রবাহ ও একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রও ইঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্মে ইঁহার সবিশেষ আস্থা ছিল। ১৩১৪ সালের ৩১ শ্রাবণ ৫৪ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহান্তর হয়।

দাম্পত্য—১। স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধীয়। দম্পতি শব্দ +ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দাম্পত্যী। ২। পতিপত্নীর প্রণয়। সং; ক্লী।

দাম্পত্যনীতি—স্বামিস্ত্রী-সংক্রান্ত প্রণালী, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর ব্যবহারবিষয়ক রীতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দাম্পত্যপ্রণয়—স্বামিস্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রীতি ভালবাসা। কর্ম্মধা। সং; পু।

দাম্ভিক—১। গর্ব্বিত; অহঙ্কারী, ধূর্ত্ত, ভণ্ড, শঠ। দম্ভ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। বক পক্ষী। সং; স্ত্রী। [ভা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দাম্ভিকতা—দাম্ভিকের ভাব, গর্ব্ব। দাম্ভিক+

দায়—১। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন, পৈতৃক ধন; যৌতুক ধন; বিভাজ্য বস্তু, ধন। দা (দান করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। দান; ক্ষতি। দা+ঘঞ্ ভা। ৩। ছেদন; লয়; টাটা; উৎপাত; উপদ্রব; বিপদ্; ঝুঁকি। দো (ছেদন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ৪। দাতা। দা+ণ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দায়া।

দায়ক—দাতা; দায়ী, ক্ষতিপূরণকারী। দা (দান করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দায়িকা। [ত্রি। স্ত্রী,—গ্রস্তা।

দায়গ্রস্ত—বিপদাপন্ন, বিপন্ন। ৩তৎ। বিণ;

দায়বন্ধু—ভ্রাতা। দায়ে (পৈতৃক ধনবিষয়ে) বন্ধু, ৭তৎ। সং; পু।

দায়ভাগ—১। পৈতৃক ধনের বিভাগ। ৬তৎ। ২। জীমূতবাহন-কৃত ধনবিভাগবিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ। দায়ের বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

দায়মাল—যাবজ্জীবন কারাবাস বা দ্বীপান্তর বাস দণ্ড। বৈদেশিক।

দায়মালী—যাবজ্জীবন কারা ভোগে বা দ্বীপান্তর বাসে দণ্ডিত। বৈদেশিক।

দায়রা—গুরুতর অপরাধের বিচারার্থ উচ্চতর আদালত। বৈদেশিক।

দায়াদ—১। পুত্র; উত্তরাধিকারসূত্রে ধনগ্রহণের অধিকারী; জ্ঞাতি; সপিণ্ড। দায় (পৈতৃক-ধন)—আ—দা (গ্রহণ করা)+ড ক। ২। ধনভাগী; ধনাধিকারী। দায় (ধন)—অদ (ভোজন করা)+অন্ ক। সং; পু।

দায়াদী—১। পুত্রী, কন্যা। দায়াদ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ভায়াদী, জ্ঞাতিত্ব, জ্ঞাতিহিংসা। দেশজ। [দায়ী পদের অপভ্রংশ।

দায়িক—দায়যুক্ত, ঝুঁকিবিশিষ্ট; ঋণী, অধমর্ণ।

দায়িত্ব—দাতৃত্ব; ক্ষতিপূরণ; ঝুঁকি। দায়িন্+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

দায়িত্বজ্ঞান—দায়িত্ববোধ, "আমার প্রতি এই কার্য্য সম্পাদনের ভার আছে অতএব আমাকে ইহা অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে" এইরূপ বোধ। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দায়িত্ববোধ—দায়িত্বজ্ঞান। সং; পু।

দায়ী (দায়িন্)—দানকর্ত্তা, দাতা; ক্ষতিপূরণকারী; যাহার উপর কোন বিষয়ের ঝুঁকি আছে—যাহার জন্য জবাবদিহি করিতে হয় এরূপ। দা (দান করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দায়িনী। [বৈদেশিক।

দায়ের—পেশ, দাখিল, অর্পণ; উপস্থাপন।

দার—ভার্য্যা, পত্নী, স্ত্রী; কাম। দৄ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

দারক—১। বিদারণকারী, ভেদক। দৄ (বিদারণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দারিকা। ২। পুত্র; শিশু। সং; পু।

দারকর্ম্ম—বিবাহ। দারনিমিত্তক কর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দারগ্রহণ, দারপরিগ্রহ—ভার্য্যাগ্রহণ, বিবাহ। ৬তৎ। সং; প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টি পু।

দারণ—১। বিদীর্ণকরণ, বিদারণ, ভেদন। ণিজন্ত দৄ (=দারি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বিদারণকারী, ভেদকারী। ...+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দারণা।

দারদ—১। দরদসম্বন্ধীয়। দরদ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দারদী। ২। পারদ, পারা; হিঙ্গুল; একপ্রকার বিষ। সং; পু।

দারপরিগ্রহ—দারগ্রহণ দেখ।

দারা—ভার্য্যা, জায়া, পত্নী। •বাঙ্গালা অশুদ্ধ পদ; সংস্কৃত মতে দার শব্দ পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত, আর তাহার প্রথমার বহুবচনে দারাঃ পদ হয়, তাহারই বিসর্গ লোপ করিয়া বাঙ্গালায় পত্নী অর্থে দারা ব্যবহৃত হয়।

দারা—মোগলসম্রাট্ শাহ্জাহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শাহ্জাহাঁর আরও ৩ পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম যথাক্রমে শুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। দারা উদারস্বভাব, শিষ্ট ও বিনয়ী ছিলেন; কিন্তু মহম্মদীয় ধর্ম্মে ইঁহার তাদৃশ আস্থা ছিল না। ইনি আকবরের প্রবর্ত্তিত নূতন ইলাহী মতাবলম্বী ছিলেন। ইনি উপনিষদ্গুলি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শাহ্জাহাঁ অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা দারাকেই অধিক ভালবাসিতেন, এবং সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া রাজকার্য্য শিক্ষা দিতেন। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বৃদ্ধ শাহ্জাহাঁ পীড়িত হইলে, উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। দারা রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্য্য দেখিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব প্রলোভন প্রদর্শনে মুরাদকে হস্তগত করিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া আগ্রা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা দারার সেনাপতি যশোবন্তসিংহকে উজ্জয়িনীর নিকট পরাস্ত করিলেন। এদিকে শুজা বাঙ্গালা হইতে রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু দারার পুত্র সুলেমান ও জয়পুররাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক কাশীর নিকটে পরাজিত হইলেন। পরন্তু দারা নিজে আগ্রার নিকটস্থ সামগড় নামক স্থানে আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর দারা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; এবং আবার পরাজিত হইয়া সিন্ধুদেশে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু তত্রত্য জনৈক সর্দ্দার কর্ত্তৃক আওরঙ্গজেবের হস্তে অর্পিত হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক নিহত হইলেন (১৬৬৯ খৃঃ)।

দারাসুত—স্ত্রীপুত্র। অশুদ্ধপদ, দারসুত শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন। দ্বন্দ্ব। সং।

দারিকা—১। বিদারিকা। দারক দেখ; দারক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা, দুহিতা। সং; স্ত্রী।

দারিত—বিদারিত, ভেদিত। ণিজন্ত দৄ বা দারি +ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দারিতা।

দারিদ—১। দারিদ্র্য, দরিদ্রতা। দারিদ্র শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। দরিদ্র। প্রা, ক। বিণ।

দারিদ্র, দারিদ্র্য—দরিদ্রতা, নির্ধনতা, দৈন্য। দরিদ্র শব্দ+ষ্ণ, ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

দারিদ্র্যব্যঞ্জক—নিধনতাপ্রকাশক, যাহাতে জানা যায় এ ব্যক্তি গরীব। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দারু—১। পিত্তল; কাষ্ঠ; দেবদারুবৃক্ষ। দৄ (বিদারণ করা)+ঞুণ্ কর্ম্ম। সং; পু বা ক্লী। ২। বিদারক, ভেদক; শিল্পী। দৄ+ঞুণ্ ক। ৩। দাতা। দা (দান করা)+রু ক। ৪। ছেদক। দো (ছেদন করা)+রু ক। ৫। শোধক। দৈ (শোধন করা)+রু ক। বিণ; ত্রি।

দারুক—১। দেবদারু বৃক্ষ। দারু শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। কাষ্ঠ; সং; ক্লী। ৩। শ্রীকৃষ্ণের সারথি। দারুক যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি সারথ্য কর্ম্মে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। সুভদ্রাহরণ সময়ে যদুবংশীয়েরা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, দারুক বদ্ধাবস্থায় রথের উপরিভাগে রহিয়াছেন এবং সুভদ্রা অর্জ্জুনের সারথ্য সম্পাদন করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা লজ্জিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। দারুক কৃষ্ণের আদেশে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবসে কৃষ্ণরথাধিরূঢ় সাত্যকির সারথ্য করিয়াছিলেন এবং জয়দ্রথ বধের দিন কৃষ্ণার্জ্জুনের সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের রথ লইয়া অসীমপ্রায় কুরুসৈন্যের মধ্যে নির্ভয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যদুকুল বিনষ্ট হইলে যদুনাথের আদেশে ইনি হস্তিনা হইতে অর্জ্জুনকে দ্বারকায় আনয়ন করেন। ভয়াবহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অধিকাংশ রথী ও সারথির মৃত্যু হয়, কিন্তু অসামান্য সারথ্যনিপুণ দারুককে ঐ যুদ্ধে কোনরূপ বিপদে পতিত হইতে হয় নাই। দৄ (বিদারণ করা)+উকঞ্ ক। সং; পু।

দারুকা—কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা। দারু (কাষ্ঠ) +কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দারুচিনি—একপ্রকার বৃক্ষের সুগন্ধি ছাল। সং।

দারুজ—১। কাষ্ঠজাত, কাষ্ঠোদ্ভব; কাষ্ঠময়। দারু হইতে জন্মে যে, উপ; দারু—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দারুজা। ২। মর্দ্দল, মাদল। সং; পু।

দারুণ—ভয়াবহ; দুঃসহ; উৎকট; ঘোর; ক্লেশকর কর্কশ; উগ্র। ণিজন্ত দৄ (বিদীর্ণ করা)+উনন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দারুণা।

দারুণক—মস্তকজাত ক্ষুদ্র রোগবিশেষ। দারুণ +কণ্। সং; ক্লী।

দারুণা—১। ভয়াবহা ইত্যাদি। দারুণ দেখ। দারুণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অক্ষয় তৃতীয়া। সং; স্ত্রী।

দারুতীর্থ—তীর্থবিশেষ। সং; ক্লী।

দারুদহন—দাবানল, বনাগ্নি। প্রা, ক। সং।

দারুনিশা—দারুহরিদ্রা। দারুময়ী নিশা (হরিদ্রা), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দারুপাত্র—কাষ্ঠভাজন, কাঠের পাত্র বা আধার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

দারুপাঞ্জিকা—কাঠপিঁড়া। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

দারুপীতা—দারুহরিদ্রা। সং; স্ত্রী।

দারুপুত্রিকা—কাঠের পুতুল। দারুনির্ম্মিতা পুত্রিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দারুব্রহ্ম—পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের এই নাম, দারু (কাষ্ঠ) মূর্ত্তিতে বিরাজিত ব্রহ্ম। সং।

দারুময়—কাষ্ঠনির্ম্মিত। দারু শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দারুময়ী।

দারুযন্ত্র—কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র; যন্ত্রবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দারুসার—চন্দন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দারুসিতা—দারুচিনি বা ডালচিনি। সং ; স্ত্রী।

দারুস্ত্রী—দারুকা, কাঠের পুতুল। দারুনির্ম্মিতা স্ত্রী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দারুহরিদ্রা—হরিদ্রার ন্যায় মূলবিশেষ। কাঠ-হলুদি, বনহলুদ। সং ; স্ত্রী।

দারুহস্তক—কাঠের হাতা। দারুনির্ম্মিত যে হস্ত সে দারুহস্ত (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা), তদুত্তরে কণ্ সাদৃশ্যার্থে। সং ; পু।

দারোগা—তত্ত্বাবধায়ক ; পুলিশ চৌকিদার ও কনেষ্টবলের নায়ক; পুলিশ সব-ইনস্পেক্টর। বৈদেশিক। সং।

দারোয়ান—দরোয়ান দেখ।

দার্জ্জিলিঙ্গ—বঙ্গ প্রদেশে রাজসাহী কুচবিহার বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। দার্জ্জিলিঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত ; (১) সিকিমের দক্ষিণ দিকস্থ হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ, (২) নিম্নভূমি (তরাই)। দার্জ্জিলিঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। এই জেলার প্রধান নদী তিস্তা, বড় রঙ্গিত, ছোট রঙ্গিত, রম্মন, মহানন্দা, বালাসন ও জলঢাক্। কর্সিয়ং নামক স্থান এই জেলারই অন্তর্ভূত। জেলায় পর্ব্বতগাত্রে নানাজাতীয় বৃহদাকার বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। নির্ম্মল গগনে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা এই জেলা হইতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। নেপাল যুদ্ধের অবসানে গুর্খাগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত "তরাই" খণ্ডটি ইংরাজ ইহাদিগের নিকট গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাধিকারী সিকিমের রাজাকে ফিরাইয়া দেন। ১৮৩৫ খৃঃ অঃ লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ইংরাজ পর্ব্বত বেষ্টিত দার্জ্জিলিঙ্গ, বার্ষিক বৃত্তির বিনিময়ে সিকিমরাজের নিকটে ক্রয় করিয়া লন। ১৮৪০ খৃঃ ডাক্তার হুকার ও দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার ক্যাম্বেল ইংরাজ ও সিকিমরাজের অনুমতি লইয়া সিকিমরাজ্যে গমন করেন। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী ইঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইঁহাদিগের উদ্ধারসাধন ও সিকিম রাজের শাস্তি প্রদান অভিপ্রায়ে ইংরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধের ফলে তরাই দেশ ইংরাজের অধিকারে আসে। সিকিমরাজের সহিত ইংরাজের অধুনা সদ্ভাব বিদ্যমান। তাঁহারই রাজ্য-মধ্য দিয়া তিব্বতের সহিত ইংরাজের বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে সিকিমরাজ সহায়তা করেন। ১৮৬৪ খৃঃ ভুটান যুদ্ধের ফলে কালিম্পঙ্গ নামক স্থান ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৮৫৬ খৃঃ দার্জ্জিলিঙ্গে চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। ১৮৬২ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট এখানে সিঙ্কোনা চাষের পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা সফল হওয়ায় এই চাষ অধুনা ব্যবসায়ীদিগের হস্তে গিয়াছে। লেপ্চা, মেচ্, কোচ ও ভোটগণ এই স্থানে চাষ ও কুলির কার্য্য করিয়া থাকে।

দার্জ্জিলিঙ্গ সহর একটি অভিনব স্থান। যে সমতল ভূমির উপরে সহরটি অবস্থিত, তাহার উর্দ্ধে ও নিম্নে অনেকগুলি স্তর আছে, এবং সেই স্তরগুলিও আবাসপূর্ণ। পূর্ব্বে সিঞ্চল নামক উচ্চ পাহাড়ে ইংরাজের সৈন্যাবাস ছিল ; কিন্তু শৈত্যাধিক্যবশতঃ এই স্থান হইতে সৈন্যাবাস উঠাইয়া লইয়া জলাপাহাড় নামক স্থানে আনা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্ নামক জলপ্রপাত ও বোটানিকেল গার্ডেন সহরের নিম্নস্তরে অবস্থিত। স্বাস্থ্যলাভ মানসে অনেক ইংরাজ ও দেশীয় লোক গ্রীষ্মকালে সহরে আসিয়া থাকেন। এখানে ইডেন স্যানিটেরিয়মে ইংরাজ এবং লুইস্ জুবিলি স্যানিটোরিয়মে দেশীয় স্বাস্থ্যান্বেষিগণ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। সহরে 'রবেরী' নামধেয় আবাসে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা গ্রীষ্মকালে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। দার্জ্জিলিঙ্গে কপি ও কড়াইশুটি বারমাসই জন্মে। শীতকালে স্থানীয় কর্ম্মচারীরা ব্যতীত প্রায় আর কেহ সহরে থাকে না। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার মূর্ত্তি, প্রার্থনা-চক্র ও খেলানা বিক্রয় হয়। সহরে অব-জারভেটরী হিলস্ (Observatory Hills) নামক পাহাড়ের শিরোদেশে একটি গহ্বর দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে যে এই সুড়ঙ্গ দিয়া তিব্বতের প্রধান সহর লাসায় যাওয়া যায় ; অপর কেহ কেহ বলে, এই সুড়ঙ্গ দিয়া মহাদেব কুচনীপাড়ায় আসিতেন। এই গহ্বরমুখে দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামক মূর্ত্তি আছে বলিয়া কথিত। কাহারও কাহারও মতে এই নাম হইতে জেলার নাম উৎপন্ন। অপর কেহ কেহ বলেন, তিব্বতীয় ভাষায় দর্জ্জ-লিং শব্দের অর্থ বড় পাহাড়। সহরস্থান সাগরতল হইতে ৭১৬৭ ফুট উচ্চ। জেলার উত্তাপ ৮০ ডিগ্রির ঊর্দ্ধে উঠে না ও ৩০ ডিগ্রির নিম্নে নামে না।

দার্ঢ্য—দৃঢ়তা ; ধৈর্য্য ; কাঠিন্য। দৃঢ় শব্দ + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দার্দ্দুর—দর্দ্দুর-ধর্ম্ম, ভেকর ; দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ; অভ্র, লাক্ষা, লা, গালা ; জল। দর্দ্দুর + অ। সং ; ক্লী।

দার্ব্বট—মন্ত্রণাভবন ; চিন্তাগৃহ। দারু—অট্ (গমন করা) + অল্ অধি। সং ; ক্লী।

দার্ব্বাঘাট—কাঠঠোকরা পাখী। সং ; পু।

দার্ব্বাঘাত—কাঠঠোকরা পাখী। দারুতে আঘাত করে যে, উপ. দারু—আ—হন্ + ঘঞ্ ক। সং ; পু।

দার্ব্বী—দারুহরিদ্রা ; হরিদ্রা ; দেবদারু ; গো-জিহ্বা। দৃ + ব র্ক + ঙীপ্, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

দার্শনিক—দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয়। দর্শন শব্দ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

দার্ষদ—পাষাণনির্ম্মিত ; প্রস্তরনির্ম্মিত ; পাষাণ-সম্বন্ধীয়। দৃষদ্ + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দার্ষদী।

দাল—১। দমন ; দলন। দল (দলন করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। বন্যমধু। সং ; ক্লী। ৩। কোদোধান। সং ; পু। ৪। ডাইল বা ডাউল। দেশজ।

দালান—অট্টালিকা, পাকা বাড়ী, ইমারত, কোটা ; দীর্ঘ বা বৃহৎ কক্ষ, হলঘর (hall)। বৈদেশিক। সং।

দালাল—ক্রয়-বিক্রয়ের যোটক ; মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি; উভয় পক্ষের সংযোজনকর্ত্তা, ঘটক। বৈদেশিক। সং।

দালালী—দালালের কার্য্য বা প্রাপ্য। বৈদেশিক। সং।

দালিম—দাড়িম দেখ।

দাব—১। বন ; বনাগ্নি, দাবানল ; অগ্নি। দু (তপ্ত করা) + ণ ক। ২। তাপ। দু + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ৩। দাপ, চাপ, প্রতাপ, প্রভাব, শাসন। দেশজ।

দাবই—দাবিয়া, চাপিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

দাবদগ্ধ—বনাগ্নি দ্বারা কৃতদাহ ; দাবানল-সন্তপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-দগ্ধা।

দাবদাহ—১। বনাগ্নি দ্বারা দহন। ৩তৎ। ২। দাবানল সন্তাপ। ৬তৎ। সং ; পু।

দাবা—১। সতরঞ্চ খেলা ; ঐ খেলায় মন্ত্রী বা রাণী (queen)। সং। ২। চাপ দেওয়া, চাপা ; চাপিয়া রাখা, গোপন করা ; শাসন বা পীড়ন করা, তর্জ্জন করা, কড়কান, ধমকান। দেশজ। ক্রি।

দাবাগ্নি, দাবানল—বনাগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দগ্ধ করে। দাবোদ্ভব যে অগ্নি বা অনল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; অথবা দাবই যে অগ্নি বা অনল, কর্ম্মধা। সং ; পু।

দাবি, দাবী—দাওয়া, স্বত্ব, অধিকার ; প্রাপ্য বস্তু চাওয়া, তাগাদা, তলব। বৈদে। সং।

দাশ—১। ধীবর, জেলে ; ভৃত্য, দাস। দাশ (বধ করা, দান করা) + অন্ ক। ২। ব্রাহ্মণ। দাশ (দান করা) + অল্ সম্প্র। সং ; পু। স্ত্রী দাশী।

দাশরথ, দাশরথি—দশরথপুত্র, রাম। দশরথ + ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।

দাশরথি রায়—বঙ্গের বিখ্যাত পাঁচালী-রচয়িতা ও গায়ক। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটস্থ বাঁধমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বালককালে অতি সামান্য বাঙ্গালা ও ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া এক নীলকুঠিতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। পরে ইঁহার মাতুলালয় পীলা গ্রামের অকাবাই অক্ষয়া পাটনী নাম্নী এক রমণীর কবির দলে গান ও ছড়া বাঁধিতে থাকেন। একদা কোন স্থানে কবি গাইতে যাইয়া ইনি অত্যন্ত গালি খান এবং তদবধি কবির দল পরিত্যাগ করেন। অতঃপর দাশরথি গান ও ছড়া বাঁধিয়া কতকগুলি বয়স্যের সহিত একটী পাঁচালীর দলের সৃষ্টি করেন। এই বার প্রতিভাবান্ কবি প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেন। ক্রমেই ইঁহার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে আবালবৃদ্ধবনিতা ইঁহার পাঁচালী শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হইত। পাঁচালী গাহিয়া তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিভাশালী পুরুষের লোকান্তর ঘটে। ইঁহার রচিত পাঁচালীর ৬০টা পালা মুদ্রিত হইয়াছে।

দাশার্হ—১। দশার্হদেশীয়। দশার্হ শব্দ+অ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দাশার্হী। ২। যদুবংশীয় ব্যক্তি, যাদব; কৃষ্ণ। সং; পু।

দাশী—ধীবরী; ভৃত্যা, দাসী। দাশ+ঈপ্। সং, স্ত্রী। [করা]+ঘ্রিণ্ ক। বিণ; ত্রি।

দাশের—হিংসাকারী, হিংস্র। দাশ (হিংসা ...

দাষ—দানকারী, দাতা, দানশীল। দাশ (দান করা)+ব ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দাষা।

দাশ্বান্—(দাশ্বস্) দান করিয়াছে এরূপ। দাশ+কস্ক। বিণ; পু। স্ত্রী দাশুষী।

দাস—ভৃত্য, গোলাম, চাকর; ধীবর, জেলে; নামান্তে উপাধি; শূদ্রজাতি। দাস (দান করা)+অণ্ সম্প্র। সং; পু। স্ত্রী দাসী।

দাসখত—যাবজ্জীবন দাসত্ব করিবার নিবন্ধপত্র। দেশজ। সং। ক, প্র।

দাসত্ব—দাসের ভাব বা কর্ম্ম, বেতন গ্রহণে অন্যের সেবা, কৈঙ্কর্য্য, ভৃত্যত্ব, গোলামী। দাস+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

দাসত্বপ্রথা—চিরদাসদাসী রাখিবার পদ্ধতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দাসদাসী—পরিচারক পরিচারিকা, সেবক সেবিকা, চাকর চাকরাণী। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

দাসনন্দিনী—ব্যাসজননী সত্যবতী,—কারণ সত্যবতীর পালকপিতা ধীবর ছিলেন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দাসব্যবসায়—দাস-দাসী-ক্রয়বিক্রয়-রূপ বৃত্তি (slave-trade)। দাস-সংক্রান্ত ব্যবসায়, মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু। [পূর্ব্বে পৃথিবীর বহুস্থানেই দাসব্যবসায় ছিল। ইউরোপের কোন কোন স্থানে অল্পদিন পূর্ব্বেও এই ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল। লোকে সামান্য অর্থলোভে মানুষ বিক্রয় করিত। বিক্রীত মানুষকে আজীবন ক্রেতা প্রভুর ইচ্ছাধীনে চলিতে হইত। ক্রীতদাসের বিবাহ হইলে তাহার যে পুত্রকন্যা জন্মিত, তাহাদিগকে মাতাপিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্রয় করা হইত। কখন বা স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রেতা প্রভু গবাদি পশুর ন্যায় তাহাদিগকে বিক্রয় করিতেন। এ সম্বন্ধে মার্কিন লেখিকা মিসেস্ হ্যারিয়েট বীচার ষ্টোর (Harriet Beecher Stowe) Uncle Tom's Cabine গ্রন্থ সুপরিচিত ও বিখ্যাত। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ সংস্কারক Wilberforce, Buxton, Clarkson ও Lord Macaulay'র নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে Earl Grey'র মন্ত্রিত্বকালে এই কুপ্রথার উচ্ছেদসাধন হয়।]

দাসব্যবসায়ী—চিরদাসদাসী ক্রয়বিক্রয়ের বণিক্ (slave trader)। সং।

দাসানুদাস—ভৃত্যের ভৃত্য। দাসের অনুদাস, ৬তৎ। বিণ। সং; পু।

দাসী—ভৃত্যা, পরিচারিকা, কর্ম্মকরী, চাকরাণী, ধীবরী; শূদ্রা। দাস শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ... দেশজ। সং।

দাসীপণা—দাসীবৃত্তি, দাসীত্ব, চাকরাণীগিরি।

দাসেয়—দাসীর গর্ভজাত পুত্র। দাসী শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রী দাসেয়ী।

দাসেয়ী—দাসকন্যা; দাসনন্দিনী (তাহা দেখ)। দাসেয়+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দাসের—১। উষ্ট্র। দাস দান করা+এরক্ ক। ২। দাস; কৈবর্ত্ত। ৩। দাসীপুত্র। দাসী শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে (ঢেয় স্থানে এর)। সং; পু। [স্বার্থে। সং; পু।

দাসেরক—উষ্ট্র; দাসীপুত্র। দাসের+কন্,

দাস্ত—মলনির্গম, বাহ্যে। দেশজ। সং।

দাস্য—দাসত্ব, ভৃত্যত্ব, গোলামী, পরসেবারূপ বৃত্তি; নববিধা ভক্তির মধ্যে অষ্টম প্রকার ভক্তি। দাস শব্দ+স্য ভাবে। সং; ক্লী।

দাহ—ভস্মীকরণ; জ্বলন; আভ্যন্তরিক যাতনা; সন্তাপ। দহ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

দাহক—১। দাহকারক, দহনকর্ত্তা। দহ (দগ্ধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দাহিকা। ২। রাংচিতা। সং; পু।

দাহক্রিয়া—ভস্মীকরণ; সৎকাররূপ কার্য্য, শবদেহ ভস্মীকরণ। দাহই যে ক্রিয়া, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দাহন—পোড়ান, সন্তাপ। ণিজন্ত দহ বা দাহি (পোড়ান, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দাহবান্ (—বৎ)—দাহযুক্ত; জ্বলন্ত। দাহ শব্দ +বতু। বিণ; পু। স্ত্রী দাহবতী।

দাহা—দগ্ধ করা বা করান, পুড়ান। ক, প্র। ক্রি।

দাহিকা—দাহকারিণী, দহনকর্ত্রী। দাহক দেখ; দাহক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দাহিত—১। ভস্মীকারিত, যাহাকে ভস্ম করান হইয়াছে। ণিজন্ত দহ বা দাহি (ভস্ম করান) +ক্ত র্ম্ম। ২। সন্তাপিত; জাতদাহ। দাহ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

দাহী (দাহিন্)—দাহক, যে দগ্ধ করে। দহ +ণিন্ ক। বিণ, পু। স্ত্রী দাহিনী।

দাহ্য—দাহ করিবার যোগ্য বা শক্য, যাহা সহজে দগ্ধ করিতে পারা যায় এরূপ, দহনীয়, জ্বলনীয়। দহ+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দাহ্যপদার্থ—যে সকল পদার্থ অগ্নিসংযোগমাত্রেই জ্বলিয়া উঠে, যাহা সহজে দগ্ধ হয়। কর্ম্মধা। সং; পু।

দি—দিই বা দিয়া থাকি, দান করি বা করিয়া থাকি; দিতেছি। ক, প্র। ক্রি।

দিক (দিশ্)—১। উত্তরাদি দশ দিক্ [দশদিক্ দেখ]; রীতি; লক্ষ্যবিশেষ। দিশ+ক্বিপ্ র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। বিরক্ত, ক্লিষ্ট। বৈদেশিক। বিণ।

দিকবিদিক্—দিক-বিদিক্। প্রা, ক।

দিককন্যা—ব্রহ্মার দিগ্‌রূপিণী তনয়া। রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দিকর—শিব, যুবক। দিক্ শব্দ (দিক্)—কৃ করা +ট ক সং; পু।

দিকরী—যুবতী। দিকর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দিকপতি, দিকপাল—১। পূর্ব্বাদি দশ দিকের রক্ষক ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, মহাদেব, ব্রহ্মা, অনন্ত, পূর্ব্বাদিক্রমে এই দশ। ২। সূর্য্য, শুক্র, মঙ্গল, রাহু, শনি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি পূর্ব্বাদিক্রমে এই আট। ৬তৎ। সং; পু।

দিকশূল—গ্রহাদির অশুভজনক অবস্থিতি; দিগ্‌বিশেষে গমনে নিষিদ্ধ বার। সং; ক্লী। দিক্‌শূলের নিয়ম এই,—

"শুক্রাদিত্যদিনে ন বারুণদিশং
ন জ্ঞে কুজে চোত্তরাম্,
মন্দেন্দ্বোশ্চ দিনে ন শক্রককুভং
যাম্যাং গুরৌ ন ব্রজেৎ।"

অর্থাৎ শুক্রবারে ও রবিবারে পশ্চিম দিকে, বুধ ও মঙ্গলবারে উত্তর দিকে, শনি ও সোমবারে পূর্ব্ব দিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণ দিকে গমন করিবে না।

দিগক্ষরা—ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]।

দিগন্ত—দিক্‌সমূহের শেষভাগ। দিকের অন্ত (দিক্+অন্ত)। ৬তৎ। সং; পু।

দিগন্তর—১। দেশান্তর। দিকের অন্তর (অবকাশ)। দিক্+অন্তর, ৬তৎ। ২। অন্য দিক্। নিত্য। সং; ক্লী।

দিগম্বর—১। বিবস্ত্র, নগ্ন, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে

অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিগম্বরা, দিগম্বরী। ২। মহাদেব; বৌদ্ধবিশেষ। সং; পু। ৩। তিমির, অন্ধকার। দিক্‌রূপ যে অম্বর, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিগম্বর মিত্র (রাজা)—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগরে ইঁহার জন্ম। বালককালে ইনি কলিকাতা শ্যামপুকুরে পিতা শিবচরণ মিত্রের নিকট থাকিয়া হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমে ইনি মুর্শিদাবাদের কালেক্টারের অধীনে আমিনের কার্য্য করেন, পরে কাসিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। রাজা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া ইঁহাকে কাসিমবাজারের বিপুল রাজসম্পত্তির ম্যানেজার পদে উন্নীত করেন। তৎকালে কোন সাময়িক পত্রে এই কথাটি প্রচারিত হয় যে, রাজা কৃষ্ণনাথ দিগম্বরকে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কথাটি বাস্তবিক সত্য নহে, কিন্তু রাজা এই সংবাদ পাঠান্তে সত্য সত্যই দিগম্বরকে লক্ষ টাকা দান করিলেন। এই টাকা মূলধন করিয়া দিগম্বর নীল ও রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে উত্তরকালে লাভবান হইয়া ২৪ পরগণা, যশোহর, বাখরগঞ্জ ও কটক জেলায় জমিদারী ক্রয় করিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে এই সভার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সংক্রামক জ্বরের কারণ অনুসন্ধান উদ্দেশে একটি কমিশন গঠিত হয়। দিগম্বর ইহার অন্যতম সদস্য থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, রেলওয়ে হইয়া মাঠের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী অবরুদ্ধ হওয়াতে ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। মতটি তখন গৃহীত হয় নাই, কিন্তু উত্তরকালে ইহার সত্যতা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় দিগম্বর গভর্ণমেন্টকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে তিনটি বঙ্গের ছোট লাট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার সরিফ পদে অধিষ্ঠিত হন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম এই পদ লাভ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি ইনি প্রকাশ্য দরবারে সি, এস, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রেল ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ঠিক ঐ দিনে ইনি রাজা উপাধি লাভ করেন। জমিদারী ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ইঁহার ভূয়োদর্শন ছিল। ইঁহার একমাত্র পুত্র গিরীশচন্দ্র মিত্র। মন্মথ মিত্র ও নরেন মিত্র ইঁহার পৌত্র।

দিগম্বরী—১। বিবসনা, নগ্না। বহু; দিগম্বর দেখ। দিগম্বর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কালী; দুর্গা। সং; স্ত্রী।

দিগর, দীগর—অন্য, অপরাপর, আর আর, ইত্যাদি। বৈদেশিক।

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত কাওয়া কোলা গ্রামে বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে ১২৯১ সাল ১৪ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র শিরোরত্ন, মাতার নাম বরদা দেবী। ইঁহারা চারি সহোদর, তন্মধ্যে ইনি তৃতীয়। পাঠ্যাবস্থায় রচনা লিখিয়া ইনি বহু পুরস্কার লাভ করেন। ইনি একাধারে সমাজ সংস্কারক ও সুসাহিত্যিক। সমাজ বিষয়ে ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে জাতিভেদ, শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার এবং জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দিগ্‌গজ—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম, সুপ্রতীক, এই আট দিক্ হস্তী। ৬তৎ। সং; পু।

দিগ্‌জ্ঞান—উত্তরাদি দিক সমূহের বোধ; সামান্য বোধ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দিগ্দর্শন—১। চারি দিক্ দেখা। দিকের দর্শন (দিক্+দর্শন), ৬তৎ। ২। দিগ্দর্শন যন্ত্র (তাহা দেখ)। দিকের দর্শন হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; ক্লী।

দিগ্দর্শনযন্ত্র—দিঙ্‌নির্ণায়ক যন্ত্র যে যন্ত্রের সাহায্যে অকূল সমুদ্রাদিতে দিক নির্ণয় করিতে পারা যায়, কারণ ঐ যন্ত্রস্থ চৌম্বকশলাকা নিয়ত উত্তরাভিমুখী থাকে, কম্পাস। দিগ্দর্শন সাধক যন্ত্র কিংবা দিগ্দর্শননামক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিগ্‌বিদিগ্‌—দিকসমূহ ও বিদিকসমূহ। দিগ্‌দ্বয়ের অন্ত দিগন্ত, ৬তৎ। (দুই দিকের শেষপ্রান্ত অর্থাৎ কোণ); দিক (পূর্ব্বাদি) ও দিগন্ত (ঈশানাদি কোণ), দ্বন্দ্ব। সং; পু।

দিগ্ধ—১। লিপ্ত, মিশ্রিত। দিহ (লেপন করা) +ক্ত প্র। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিগ্ধা। ২। বিষাক্ত বাণ। সং; পু। ৩। লেপন। দিহ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

দিগ্‌ভ্রম—দিগ্‌বিষয়ে ভ্রান্তি, একদিকে অন্যদিক বোধ করা, দিশাভুল। ৭তৎ। সং; পু।

দিগ্বলয়—চক্রবাল। দিকরূপ বলয়, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

দিগ্বসন—দিগম্বর, উলঙ্গ। দিক হইয়াছে বসন (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দিগ্বস্ত্র—১। বিবসন, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিগ্বস্ত্রা। ২। শিব; বৌদ্ধবিশেষ। সং; পু।

দিগ্বাসাঃ (দিগ্বাসস্)—১। দিগম্বর, বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। জৈন; শিব; বৌদ্ধবিশেষ। সং; পু।

দিগ্বিজয়—সকল দিক জয় করা, অর্থাৎ যুদ্ধাদি দ্বারা নানাদিকে আপনার ক্ষমতা ও আধিপত্য সংস্থাপন। ৬তৎ। সং; পু।

দিগ্বিজয়ী (–জয়িন্)—দিগ্বিজয়কারী, যুদ্ধাদি দ্বারা নানাদিকে আধিপত্য-স্থাপক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী দিগ্বিজয়িনী।

দিগ্বিদিক—দিক ও বিদিক; দিক্—পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম এই চারি; বিদিক্—ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু এই চারি; (তাৎপর্য্যার্থ) হিতাহিত, কাণ্ডাকাণ্ড, ভালমন্দ। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞান—দিক ও বিদিকের (কোণের) জ্ঞানের ন্যায় সহজ জ্ঞান বা অনায়াসলভ্য জ্ঞান (গুরুলঘুজ্ঞান, হিতাহিতজ্ঞান, ন্যায়ান্যায়জ্ঞান ইত্যাদি)। দিগ্বিদিক দেখ; দিগ্বিদিকের বা দিগ্বিদিকে জ্ঞান, ৬তৎ বা ৭তৎ। সং; ক্লী।

দিঙ্‌নির্ণয়—উত্তরাদি দিক্‌সমূহের নিরূপণ। ৬তৎ (দিক্+নির্ণয়)। সং; পু।

দিঙ্মণ্ডল—দিকরূপ চক্র। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিঙ্মাত্র—১। সামান্য, অল্পমাত্র। দিক হইয়াছে মাত্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিঙ্মাত্রা। ২। একদেশ। দিক্+মাত্র পরিমাণার্থে। সং; ক্লী।

দিঙ্মূঢ়—দিগ্‌ভ্রান্ত, দিক্‌জ্ঞানবিহীন; যাহার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। দিক্ বিষয়ে মূঢ়, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিঙ্মূঢ়া।

দিঠ, দিঠি—দৃষ্টি; চক্ষু। প্রা, ক।

দিঢ়—দৃঢ়, শক্ত। প্রা, ক।

দিত—ছিন্ন। দো (ছেদন করা)+ক্ত প্র। বিণ; ত্রি।

দিতি—১। দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা, কশ্যপের ভার্য্যা, ইঁহারই গর্ভে দৈত্যগণের জন্ম হয়। দো+তিক্ ক। ২। ছেদন, খণ্ডন। দো (ছেদন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

দিতিজ—দৈত্য, দানব, অসুর। দিতি পদ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

দিতিসুত—দৈত্য। ৬তৎ। সং; পু।

দিৎসা—দানেচ্ছা, দান করিবার বাসনা। সনন্ত দা+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

দিৎসু—দানেচ্ছু; দান করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত দা+উ ক। বিণ; ত্রি।

দিদি, দিদী—জ্যেষ্ঠা ভগিনী; মাতামহী বা পিতামহী বা তত্তুল্যসম্পর্কীয়া, ঠাকুরমা। দেশজ। সং; স্ত্রী।

দিদি-মা, দিদী-মা—মাতামহী বা পিতামহী বা

তত্তুল্য সম্পর্কীয়া, ঠাকুর মা। দেশজ। সং; স্ত্রী।

দিদৃক্ষমাণ—দর্শনলাভেচ্ছু। সনন্ত দৃশ (দেখিতে ইচ্ছা করা) + শান ক। বিণ; ত্রি।

দিদৃক্ষা—দর্শনেচ্ছা। সনন্ত দৃশ (দেখিতে ইচ্ছা করা) + অ ভা + আপ্। সং; স্ত্রী।

দিদৃক্ষু—দর্শনেচ্ছু। সনন্ত দৃশ (দেখিতে ইচ্ছা করা) + উ ক। বিণ; ত্রি।

দিধি—ধীরতা, ধৈর্য্য। ধা (ধারণ করা) + কি ভা। সং; পু।

দিধিষু—১। পুনর্ভূপতি, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী। দিধি (ধৈর্য্য) - সো (নাশ করা) + কু ক। সং; পু। ২। পুনর্ভূ, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

দিধিষূ—পুনর্ভূ, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী। সং;

দিন—১। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাল, দিবাভাগ, দিবস; এক সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কাল, অহোরাত্র। দী + ডিন ক। সং; ক্লী। ২। ধর্ম্ম, ধর্ম্মবিশ্বাস। বৈদেশিক। সং।

দিনকর—সূর্য্য। দিনে কর যাহার ইতি বহ; কিংবা দিন করে যে ইতি উপ; দিন—কৃ (করা) + ট ক। সং; পু।

দিনকর ভট্ট—ন্যায়মুক্তাবলীর টীকাকার, প্রবাদ—সূর্য্যোদয়ের ক্ষণে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইঁহার নাম দিনকর রাখা হইয়াছিল।

দিনকর রাও—রাজা স্যর (Raja Sir Dinkar Rao)—ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। ইনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর রত্নগিরি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে ইনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। দিনকর গোয়ালিয়র রাজসরকারে প্রথমে সামান্য হিসাব-রক্ষকরূপে প্রবেশ করেন। উত্তরকালে (১৮৫২ খৃঃ) ইনি এই প্রধান রাজ্যের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পরিত্যাগ করেন। মন্ত্রিত্ব সময়ে ইনি রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহের সময় গোয়ালিয়রের মহারাজকে ইংরাজ-পক্ষে রাখিয়া বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ ইনি বেনারস জেলায় একটি জমিদারী জায়গীর স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কিছুকাল পরে ইনি ঢোলপুর রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দিনকর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য স্বরূপে মনোনীত হন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদার গাইকোবাড়ের বিচার জন্য যে একটী বিচারকসমিতি গঠিত হয়, তাহাতে তিনজন ভারতবাসী স্থান পাইয়াছিলেন—জয়পুরাধিপতি, গোয়ালিয়রাধিপতি এবং দিনকর রাও। ইহা দিনকর রাওয়ের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে রাজা উপাধি দেওয়া হয় এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই উপাধি বংশগত হইল বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি দিনকর দেহত্যাগ করেন।

দিনকরাত্মজ—শনি; যম; কর্ণ। দিনকরের আত্মজ (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু।

দিনকরাত্মজা—যমুনা। দিনকরের আত্মজা (পুত্রী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দিনকৃৎ—দিনকর, সূর্য্য। দিন করে যে ইতি উপ; দিন—কৃ (করা) + কিপ্ ক। সং; পু।

দিনকেশর—অন্ধকার। সং; পু। [সং; পু।

দিনক্ষয়—সায়ংকাল, সন্ধ্যা; ত্র্যহস্পর্শ। ৬তৎ।

দিনদগ্ধা—বারতিথির যোগবিশেষ। রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে দ্বিতীয়া, (মতান্তরে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা), এবং শনিবারে সপ্তমী তিথি হইলে তাহাকে দিনদগ্ধা কহে। দিনদগ্ধায় যাত্রাদি শুভকার্য্য নিষিদ্ধ। সং; স্ত্রী।

দিনদুঃখিত—চক্রবাক। দিনে দুঃখিত, ৭তৎ; প্রসিদ্ধি এইরূপ, চক্রবাকমিথুন দিনমানে বিচ্ছিন্ন থাকে। সং; পু।

দিননাথ—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

দিনপতি—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

দিনপাত—দিনযাপন, দিন কাটান; সংসার যাত্রানির্ব্বাহ। ৬তৎ। সং; পু।

দিনপ্রণী—সূর্য্য। দিনের প্রণী (আনয়নকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

দিনবন্ধু—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু। [পু।

দিনমণি—সূর্য্য। দিনের মণিস্বরূপ, ৬তৎ। সং;

দিনমান—দিবসের পরিমাণ সাধারণতঃ ৩০ দণ্ড বা ১২ ঘণ্টা কাল দিনের পরিমাণরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু বৎসরের মধ্যে দুই দিন মাত্র (১০ই আশ্বিন ও ১০ই চৈত্র) দিনের পরিমাণ এইরূপ থাকে। অন্য সময়ে কখনও হ্রস্ব, কখনও বা দীর্ঘ হইয়া থাকে। ১০ই পৌষ দিনের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস এবং ১০ই আষাঢ় সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে]। দিনের মান (পরিমাণ), ৬তৎ। সং; ক্লী। [ক্লী।

দিনমুখ—প্রভাত, প্রাতঃকাল। ৬তৎ। সং;

দিনমূর্দ্ধা (—মূর্দ্ধন্)—পূর্ব্বাচল, উদয়পর্ব্বত। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

দিনযামিনী—দিবা ও রাত্রি; সর্ব্বক্ষণ। দ্বন্দ্ব।

দিনযৌবন—মধ্যাহ্নকাল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দিনাজপুর—বঙ্গপ্রদেশে রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। এই জেলায় "নেকমর্দ্দ" নামক বাৎসরিক মেলায় বহু লোকের সমাগম হয় এবং বহুসংখ্যক গবাদি পশু বিক্রীত হয়। জনৈক মুসলমান সাধুর স্মরণার্থে এই মেলা হইয়া থাকে। পালবংশের রাজগণ এই জেলায় খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে রাজত্ব করিতেন; স্তম্ভ ও তাম্রশাসন দৃষ্টে তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। জেলায় প্রত্নতত্ত্বান্বেষিগণের আলোচ্য অনেক বস্তু এখনও পাওয়া যায়। খৃঃ ১৪০৪ হইতে ১৪৪২ অব্দ পর্য্যন্ত রাজা গণেশ এখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন; সেই সঙ্গে দিনাজপুর ইংরাজের হস্তে আসে।

দিনাত্যয়—দিবাবসান; সায়ংকাল। দিনের অত্যয় (অতিগমন), ৬তৎ; পক্ষে দিনের অত্যয় হয় যে সময়ে, বহু। সং; পু।

দিনাদি—প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল। দিনের আদি, ৬তৎ। সং; পু।

দিনান্ত—সায়ংকাল, সন্ধ্যা। দিনের অন্ত ইতি ৬তৎ; কিংবা দিনের অন্ত হয় যৎকালে ইতি বহু। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

দিনান্তক—অন্ধকার। দিনের অন্তক (নাশক),

দিনায়—প্রাত্যহিক, দৈনিক, রোজ। দেশজ।

দিনাবসান—দিনান্ত, সায়ংকাল। দিনের অবসান ইতি ৬তৎ, কিংবা দিনের অবসান হয় যৎকালে ইতি বহু। সং; ক্লী।

দিনিকা—এক দিনের বেতন বা মজুরি। দিন + ইক ইদমর্থে + আপ্। সং; স্ত্রী।

দিনেমার—ডেন্মার্কদেশবাসী। দেশজ। সং।

দিনেশ—দিননাথ, সূর্য্য। দিনের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু। [প্রা, ক। সং।

দিয়ড়ি—দেউটি, দীপাবলী; উল্কা, মশাল।

দিয়া—১। প্রদীপ, বাতি, আলো। দীপ শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। দান করিয়া, অর্পণ করিয়া। ক্রি। ৩। দ্বারা, অবলম্বনে, সহায়তায়। দেশজ। বা।

দিয়াকাঠি—দিয়াশলাই (তাহা দেখ)।

দিয়ালা—নিদ্রিত শিশুর হাসি খেলা, শিশু-স্বপ্ন। প্রাদেশিক, প্র।

দিয়াশলাই—আলো জ্বালিবার জন্য গন্ধকাদি লাগান কাঠি, দিয়াকাঠি। দীপ শলাকা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

দিল—হৃদয়, অন্তঃকরণ, চিত্ত। বৈদে। সং।

দিলীপ—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপ। ইনি সর্ব্বাংশে আদর্শ নরপতি ছিলেন। ইঁহার

মহিষী সুদক্ষিণাও ইঁহার অনুরূপ গুণসম্পন্না ছিলেন। দীর্ঘকাল অনপত্য থাকায়, ইঁহারা অতিশয় মনঃক্লেশে ছিলেন। অবশেষে কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশে কামধেনু নন্দার সেবায় নিযুক্ত হইলে ইঁহাদের রঘু নামক দেশবিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সং; পু।

দিলু—জনৈক নৃপ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের অতি নিকটে একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার নামানুসারে তাহার নাম দিল্লী রাখেন, এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। সং; পু।

দিল্লী—দেশবিশেষ। প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান দিল্লীর সন্নিহিত স্থান ভারতের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। বর্ত্তমান দিল্লীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রায় ৪৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া পুরাতন রাজধানীগুলির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কানিংহামের মতে খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক রাজধানী স্থাপিত হয়। মহাভারত-পাঠক মাত্রেই জানেন, পঞ্চপাণ্ডব হাস্তিনাপুর হইতে রাজধানী উঠাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে স্থাপন করেন। এই স্থানটি অধুনা "পুরানো কিল্লা" বা "ইন্দ্রপথ" নামে অভিহিত। যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন ত্রিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত পাণ্ডববংশীয়গণ এইখানে রাজত্ব করেন। রাজ্যটি তাহার পরে শেষ পাণ্ডবরাজের মন্ত্রী বিশারবা অধিকার করেন। তাঁহার বংশধরগণ ৫০০ বৎসর যাবৎ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার পরে, গৌতমবংশীয় ১৫ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর মধ্যভাগে "দিল্লী" নাম ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন "দিলু" নামধারী রাজা হইতে এই নাম উৎপন্ন। গৌতম বংশের উচ্ছেদ হইলে, মৌর্য্যরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করেন। দিলু মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বলিয়া অনুমিত। "দিল্লী" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অপর একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেটি এই:—খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে রাজা প্রথম অনঙ্গপাল মথুরা হইতে একটি লৌহনির্ম্মিত স্তম্ভ আনাইয়া ভূপ্রোথিত করেন। জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলেন যে, স্তম্ভটি বাসুকির মস্তক স্পর্শ করিয়াছে। অবিশ্বাসী রাজা স্তম্ভটি উত্তোলন করাইয়া দেখেন যে, তাহার নিম্নাংশ রক্তরঞ্জিত হইয়াছে। রাজা পুনরায় স্তম্ভটি প্রোথিত করাইলেন; কিন্তু তাঁহার অবিশ্বাসের শাস্তিস্বরূপে উহা আর দৃঢ় হইয়া প্রোথিত হইল না—'ঢিলা' হইয়া রহিল। সেই কারণে স্থানের নাম "ঢিল্লী" বা "দিল্লী" হইয়াছে। এই কিংবদন্তী ভিত্তিরহিত, কারণ স্তম্ভগাত্রে যে লিপি খোদিত রহিয়াছে তাহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, ধব নামক জনৈক রাজা উহা প্রোথিত করেন। ধব রাজা খৃষ্টীয় ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। প্রথম অনঙ্গপাল খৃষ্টীয় ৭৩৬ অব্দে সিংহাসন অধিকার করিয়া নগর সংস্কার করতঃ দিল্লীতেই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজগণ কনৌজে বাস করেন। ১১শ শতাব্দীতে তাঁহারা রাঠোররাজ চন্দ্রদেব কর্ত্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হন। দ্বিতীয় অনঙ্গপাল দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বকথিত স্তম্ভগাত্রে তিনি একটি লিপি খোদিত করেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, ১১০৯ সম্বতে অনঙ্গপাল দিল্লী লোকপূর্ণ করেন। ১১০৯ সম্বৎ খৃষ্টীয় ১০৫২ সাল। ১১৫৪ খৃঃ তৃতীয় অনঙ্গপালের রাজত্ব কালে আজমীরের চৌহানরাজ বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন এবং অনঙ্গপালকে করদরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইতে বাধ্য করেন। তোমার ও চৌহান বংশের বৈবাহিক সম্মিলনের ফলে, পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়। তিনি দিল্লী ও আজমীর এই উভয় রাজ্য শাসন করিতেন। দিল্লীতে তিনি একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; সেটি অধুনা "রায় পিথোরা" নামে ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান আছে। তিনিই দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা।

১১৯১ খৃঃ পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দিন (বা মহম্মদ ঘোরী)-কে যুদ্ধে পরাজিত করেন; কিন্তু দুই বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। সাহাবুদ্দিনের প্রতিনিধি কুতবউদ্দিন দিল্লী অধিকার করিয়া তথায় প্রথম মুসলমান রাজধানী স্থাপন করেন। ১২০৬ খৃঃ প্রভুর মৃত্যু ঘটিলে, কুতব স্বাধীনভাবে রাজ্য গ্রহণ করিয়া দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দুরাজ-নির্ম্মিত সৌধাবলী কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত করিয়া একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। প্রথমে চূণ লেপন করিয়া হিন্দু শিল্পকার্য্য আবৃত করা হইয়াছিল; কিন্তু অধুনা চূণ খসিয়া যাওয়ায় স্থানে স্থানে সেই শিল্পকার্য্য দর্শকের নয়নগোচরীভূত হইয়াছে। এই মসজিদের প্রাঙ্গণে পূর্ব্বকথিত লৌহস্তম্ভটি বিরাজমান। "কুতবমিনার" নির্ম্মাণ কুতবুদ্দিন আরম্ভ করিয়া যান; উত্তরকালে ফিরোজ সা উহার উপরিস্থ প্রথম ও দ্বিতীয় তল পুনর্নির্ম্মাণ করেন। মিনারটি ২৩৮ ফুট উচ্চ এবং ভারতবর্ষের একটী দর্শনীয় বস্তু। মিনার ও মসজিদের সন্নিকটে যোগমায়া নাম্নী কালী মূর্ত্তির মন্দির বিদ্যমান। মূর্ত্তিটি পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত। কেহ কেহ বলেন, মিনারটি ইনিই আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১২৯০ খৃঃ দাসবংশের রাজত্ব লুপ্ত হয়, এবং জালাল উদ্দিন "খিলিজি" বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২১ খৃঃ খিলিজি বংশ লোপ পায় এবং গায়স্ উদ্দিন কর্ত্তৃক তোগলগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্য্যন্ত পাঠান রাজগণ হিন্দুস্থাপিত রাজধানীতেই অবস্থান করিতেন; কিন্তু গায়স্-উদ্দিন রাজধানীটি আরও ৪ মাইল পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া ইহাকে "তোগলকাবাদ" আখ্যা প্রদান করেন। ১৩৯৮ খৃঃ তৈমুর দিল্লী আক্রমণ করিলে পর, তাৎকালিক রাজা মহম্মদ তোগলক গুজরাটে পলায়ন করেন। প্রভূত পরিমাণে হত্যা ও লুণ্ঠন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তৈমুর দিল্লী পরিত্যাগ করিলে মহম্মদ গুজরাট হইতে প্রত্যাগত হন এবং রাজ্যের কিয়দংশ মাত্র পুনরধিকারে সমর্থ হন। ১৪১২ খৃঃ তাহার দেহত্যাগ ঘটিলে পরে, সৈয়দবংশীয়গণ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। ১৪৪৪ খৃঃ, লোদীবংশ সিংহাসন গ্রহণ করেন। ইঁহাদেরই সময়ে রাজধানী আগ্রায় আনীত হয়।

১৫২৬ খৃঃ তৈমুর হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বাবর ভারতে আগমন করিয়া পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমলোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লী নগরে প্রবেশ ও আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া বিঘোষিত করেন। এইখানেই পাঠান রাজত্বের সমাপ্তি ও মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ। বাবর আগ্রাকেই রাজধানীস্বরূপে ব্যবহার করেন। তৎপুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত করেন। ১৫৪০ খৃঃ, হুমায়ুন পাঠানবংশীয় সের সাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। সের সাহ রাজ্যবিস্তার ও রাজধানীর পুনঃ সংস্কার করেন। ১৫৫৫ খৃঃ, হুমায়ুন পারস্যরাজের সহায়তায় সিংহাসন পুনরধিকারে সমর্থ হন। হুমায়ুন পুত্র আকবর ও তৎপুত্র জাহাঙ্গীর কখনও আগ্রা, কখনও আজমীঢ়, কখনও বা লাহোরকে রাজধানী স্বরূপে ব্যবহার করিতেন। জাহাঙ্গীর-পুত্র সাজাহানই বর্ত্তমান দিল্লীর প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৩৮ খৃঃ আরম্ভ করিয়া ১৬৫৮ খৃঃ মধ্যে তিনিই বর্ত্তমান প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি জুম্মা মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। প্রাসাদমধ্যে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস নামক বিচিত্র কারুকার্য্যময়

হর্ম্ম্যদ্বয় সাজাহানের কীর্ত্তি। মোতি: তৎপুত্র আওরঙ্গজেব প্রতিষ্ঠিত ক ইঁহারই রাজত্বকালে মোগল সাম্র গৌরব চরম সীমায় উপনীত ও অধঃপতন সূচিত হয়।

১৭৩৬ খৃঃ, মহম্মদ সাহের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সর্ব্বপ্রথমে দিল্লীর তোরণে সমবেত হয়। তিন বৎসর পরে পারস্য হইতে নাদির সাহ ভারতে আগমন করিয়া দিল্লী আক্রমণ, এবং নররক্তে রাজপথ প্লাবিত ও বহুমূল্য ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করে। সাজাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মহামূল্য ময়ূর-সিংহাসনও তৎসঙ্গে পারস্যে নীত হয়। নাদির সাহের প্রস্থানের পরে, মোগলরাজ্যের অধঃপতন দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে চলিতে লাগিল। এক দিকে শিখগণ, অপর দিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ সম্রাট্‌দিগকে হীনবল করিয়া ফেলিল। মধ্যে আমেদ সাদুরাণী দুইবার দিল্লী আক্রমণ করেন। ১৭৬০ খৃঃ, দিল্লীর শেষ প্রকৃত স্বাধীন মোগল সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর দেহত্যাগ করিলে, সাহ আলম নামে মাত্র বাদসাহ উপাধি ধারণ করেন। সিন্ধিয়াপ্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়গণই প্রকৃত প্রস্তাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৭৮৮ খৃঃ সাহ আলম মহারাষ্ট্রীয়গণের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে প্রয়াস পান। প্রয়াস বিফল হয়, এবং সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য স্থায়িভাবে দিল্লীতে রক্ষিত হয়। ১৮০৩ খৃঃ লর্ড লেক মহারাষ্ট্রীয়গণকে পরাজিত করিয়া সাহ আলমকে ইংরাজের আশ্রয় দান করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবৎসর হোলকার সৈন্য দিল্লী আক্রমণ করিলে অক্টর্‌লনী ও লর্ড লেক পরিচালিত ইংরাজসৈন্য উহাদিগকে বিতাড়িত করে। এই সময় মোগল শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটে। বাদসাহ নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রাসাদমধ্যে স্বীয় আধিপত্য উপভোগ করিতে থাকেন, এবং জনৈক ইংরাজ রেসিডেণ্ট ও কমিশনার তাঁহার নামে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৮৩২ খৃঃ রেসিডেণ্ট কমিশনারের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং দিল্লী জেলা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের অধীনে যায়।

১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সিপাহীগণ দিল্লী সহর অধিকার করিয়া তদানীন্তন বাহাদুর সাহকে ভারতেশ্বর বলিয়া বিঘোষিত করে এবং নগরের ইংরাজ-অধিবাসিগণকে হত্যা করে। অশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ইংরাজ সৈন্য সেপ্টেম্বর মাসে সহরের কাশ্মীর তোরণ ভঙ্গ করিয়া সহরমধ্যে প্রবেশ এবং বিদ্রোহ দমন করে। বাহাদুর সাহ পলায়ন করিয়া সহরের বহির্ভাগে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে আত্মগোপন করেন। পরে প্রাণ সম্বন্ধে ইংরাজের অভয়বাণী প্রাপ্ত হইয়া বাদসাহ ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করেন এবং নির্ব্বাসিত হইয়া রেঙ্গুনে প্রেরিত হন। সেখানে ১৮৬২ খৃঃ তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। তিনিই দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট্।

১৮৫৮ খৃঃ, দিল্লীজেলা পঞ্জাব প্রদেশের অধীন করা হয়। সহরের কয়েক মাইল উত্তরে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধিগ্রহণ উপলক্ষে ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারি রাজপ্রতিনিধি লর্ড লীটন একটি দরবার করেন। উহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক সংবাদ জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে, লর্ড কর্জ্জন ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারি "করোনেশন দরবার" করেন। উক্ত স্থানেই, ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহিষীসহ ম সমারোহে একটি দরবার করেন। অতঃ দিল্লীই ইংরাজের রাজধানী হইবে, মর্ম্মে উক্ত দরবারে একটী ঘোষণা প্রচারি হয়। ১৯১২ খৃঃ ১লা অক্টোবর দিল্লীকে পঞ্জাব প্রদেশ হইতে বাহির করিয়া লই জনৈক চিফ্ কমিশনারের অধীন করা হ, এবং উক্ত সালের ২৩শে ডিসেম্বর রা প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ্ সমারোহে নগ প্রবেশপূর্ব্বক নব রাজধানীতে রাজকার্য্য আরম্ভ করেন। নূতন রাজধানী সাহজাহান নির্ম্মিত দিল্লী সহরের তিন চারি ক্রোশ উত্তরে স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লীর এক কুসংস্কারপূর্ণ অখ্যাতি আছে—ইহা রাজধানীরূপে সয় না।

দিব্—দৌঃ দেখ।

দিব—১। স্বর্গ। দিব (ক্রীড়া করা) + ক অধি। ২। আকাশ। দিব (দীপ্তি পাওয়া) + ক ক। সং; ক্লী।

দিবস—দিবা, দিন। দিব (ক্রীড়া করা) + অসচ্ অধি। সং; পু বা ক্লী।

দিবসকর—সূর্য্য। দিবস শব্দ—কৃ (করা) + ট ক; অথবা দিবসে কর (কিরণ) যাহার। বহু। সং; পু।

দিবসমুখ—প্রভাতসময়। দিবসের মুখ (আরম্ভ কাল), ৬তৎ। সং; ক্লী।

দিবসাত্যয়—দিবাবসান, দিনক্ষয়; সায়ংকাল। দিবসের অত্যয় (নাশ), ৬তৎ। সং; পু

দিবস্পতি—স্বর্গাধিপতি, ইন্দ্র। দিব্ শব্দ ষষ্ঠীর একবচনে দিবঃ; দিবঃ (স্বর্গের) পতি [illegible]

দিবা—দিনে; দিন। দিব (ক্রীড়া করা) + ডা অধি। ব্য।

দিবাকর—সূর্য্য। দিবাতে কর যাহার ইতি বহু; অথবা দিবা করে যে ইতি উপ; দিবা (দিন)—কৃ (করা) + ট ক। সং; পু।

দিবাচর—১। দিবসে জীবিকার্থে ভ্রমণকারী। দিবাতে চরে (ভ্রমণ করে) যে, উপ; দিবা—চর + টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিবাচরী। ২। চণ্ডাল; পক্ষিবিশেষ। সং; পু।

দিবাতন—দিনভব, দিবসীয়। দিবা + ট্যন ভবার্থে। বিণ; ত্রি স্ত্রী, —তনী।

দিবানিদ্রা—দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া, দিনে ঘুমান। ৭তৎ। সং; স্ত্রী। দিবানিদ্রা কামজ ব্যসনের অন্তর্গত বলিয়া উহা সেবন করা অকর্ত্তব্য। সাধু, উদাসীন, যতি, যোগী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীদিগের দিবানিদ্রা নিষেধ।

দিবানিশ, দিবারাত্র—১। অহোরাত্র, রাতদিন। দিবা ও নিশি বা রাত্রি, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। ২। সর্ব্বদা, অনুক্ষণ। ব্য। ক্রি-বিণ।

দিবানিশি—দিন ও রাত্রিতে, অর্থাৎ সর্ব্বকালে। দিবা ও নিশ্ শব্দে দ্বন্দ্ব, পরে ৭মীর ১বচন। অথবা অসমস্ত পদদ্বয়। দিবা = দিনে, নিশি = রাত্রিতে। সংস্কৃত ভাষায় নিশা ও নিশ্ শব্দের ৭মীর ১ বচনে নিশি হয়। দিবারাত্র অর্থে ইহার প্রয়োগ ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ।

দিবান্ধ—১। দিবসে দৃষ্টিহীন, দিনকাণা। দিবা (দিনে) অন্ধ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিবান্ধা। ২। পেচক। সং; পু। [পু।

দিবাভীত—চৌর; পেচক, চন্দ্র। ৭তৎ। সং;

দিবামণি—সূর্য্য। দিবার মণি (রত্ন) সদৃশ, ৬তৎ। সং; পু। [সং; ক্লী।

দিবামধ্য—মধ্যাহ্ন, দিনের মধ্যভাগ। ৬তৎ।

দিবাবসু—সূর্য্য। দিবা (দিনে) বসু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

দিবাশয়—দিবানিদ্রাকারী। দিবা (দিনে) শয় (শয়নকারী), ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [পু।

দিবাস্বপ্ন—দিবানিদ্রা; দিনে ঘুমান। ৭তৎ। সং;

দিবি—১। চাষপক্ষী। দিব্ + কি ক। সং; পু। ২। শপথ, দিব্য। প্রা, ক। ৩। স্বর্গে। সংস্কৃত পদ।

দিবৌকাঃ (—কস্), দিবোকাঃ (—কস্)—স্বর্গের অধিবাসী, দেবতা, চাতক। দিব্ বা দিব (স্বর্গ) হইয়াছে ওক (বাসস্থান) যাহার, বহু। সং; পু।

দিবোদাস—১। কাশীরাজ। ইঁহার পিতার নাম সুদেব। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দিবোদাস বারাণসীপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে হৈহয়গণ এ পুরী আক্রমণ করিলে, ইনি প্রবঃ

হন। অতঃপর ইনি ভরদ্বাজমুনির শরণাগত হইলে, তিনি ইঁহার একটি মহাবীর্য্যবান্ পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ফলে প্রতর্দ্দনের জন্ম হইলে, তিনি হৈহয়দিগকে পরাভূত করিয়া পিতৃরাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। বিশ্বেশ্বর অনেক কৌশলে দিবোদাসের নিকট হইতে বারাণসী গ্রহণ করেন। ২। বিখ্যাত চিকিৎসক। কথিত আছে যে, ইনি ভাস্করের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করেন। চিকিৎসাদর্শন নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। দিব্ শব্দের ষষ্ঠীর ১ বচনে দিবঃ, দিবঃ (স্বর্গের) দাস, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

দিব্য—১। স্বর্গীয়; আকাশোৎপন্ন, আকাশীয়; মনোহর, সুন্দর, কমনীয়; উৎকৃষ্ট। দিব্ +ক্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিব্যা। ২। শপথ; লবঙ্গ; চন্দন। সং; ক্লী।

দিব্যগন্ধ—১। মনোরম গন্ধ বিশিষ্ট, সুরভি। দিব্য গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —গন্ধা। ২। গন্ধক। সং; পু। ৩। লবঙ্গ। ৪। মনোরম গন্ধ, সুঘ্রাণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিব্যচক্ষুঃ (—চক্ষুস্)—১। অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী, দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়সমূহও অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে দর্শনক্ষম; সুলোচন, সুন্দরচক্ষুবিশিষ্ট। দিব্য হইয়াছে চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কৃষ্ণ; অন্ধ জন। সং; পু। ৩। অতি সুন্দর চক্ষু; অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনশক্তি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিব্যজ্ঞান—উৎকৃষ্ট বোধ; স্বর্গীয় জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিব্যদর্শী (—দর্শিন্)—দিব্যচক্ষুঃ, অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী। দিব্য শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —দর্শিনী।

দিব্যনদী—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। দিব্যা যে নদী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

দিব্যনারী—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা। কর্ম্মধা। সং;

দিব্যরত্ন—বাঞ্ছিত ফলদায়ক মণিবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

দিব্যরথ—বিমান, ব্যোমযান, বেলুন্। কর্ম্মধা।

দিব্যবস্ত্র—১। উত্তম বসন, ভাল কাপড়; সূর্য্যশোভা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। উৎকৃষ্ট বসনধারী। দিব্য বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিব্যবস্ত্রা।

দিব্যা—১। স্বর্গীয়া। দিব্য শব্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উপনদী-বিশেষ। সং; স্ত্রী।

দিব্যাঙ্গনা—সুরকামিনী স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা। দিব্যা যে অঙ্গনা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দিব্যাস্ত্র—শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, স্বর্গীয় অস্ত্র। দিব্য যে অস্ত্র, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিব্যি, দিব্বি—১। দিব্য, শপথ। সং। ২। দিব্য, মনোরম, সুন্দর। বিণ। দিব্য শব্দের অসাধু ব্যবহার। ক, প্র।

দিব্যোদক—শিশির; বৃষ্টির জল। দিব্য যে উদক (জল), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিব্ব—১। দিব্য, সুন্দর। বিণ। ২। দিব্য, শপথ; দ্রব্য, সামগ্রী। প্রা, ক। সং।

দিশ্—দিক্ দেখ।

দিশা—উত্তরাদি দিক্; রীতি; প্রণালী; দন্তক্ষতবিশেষ; সন্ধান। দিশ+কিপ্, র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

দিশাপাল—দিক্পাল (তাহা দেখ)। ৬তৎ।

দিশাহারা—দিগ্ভ্রান্ত; কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ে অসমর্থ; অনবধান; "কি করিতে কি করে তাহার স্থিরতা নাই" এরূপ। দেশজ।

দিশি—১। দিকে। সংস্কৃতপদ। ২। দিক্; দিন। ক, প্র।

দিশ্য—দিগ্ভব; দিক্ হইতে আনীত। দিশ্ (দিক্)+ক্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিশ্যা।

দিষ্ট—১। প্রদর্শিত; দত্ত; আদিষ্ট, উপদিষ্ট। দিশ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দিষ্টা। ২। কাল। সং; পু। ৩। ভাগ্য, অদৃষ্ট। সং; ক্লী।

দিষ্টান্ত—১। মৃত্যু। দিষ্টের (ভাগ্যের) অন্ত, ৬তৎ। সং; পু। ২। উদাহরণ। দৃষ্টান্ত শব্দের অপভ্রংশ।

দিষ্টি—১। উপদেশ; আনন্দ; পরিমাণবিশেষ। দিশ+ক্তি ভা। ২। ভাগ্য; সুখ; উৎসব। দিশ+ক্তি র্ম। সং; স্ত্রী। [ব্য।

দিষ্ট্যা—আনন্দে; হর্ষে; মঙ্গলে; ভাগ্যক্রমে।

দিস—১। [তুই] প্রদান করিস্। দেশজ। ক্রি। ২। প্রকার, রকম। প্রা, ক। সং।

দিসি—দিবস, দিন। প্রা, ক। সং।

দিস-পিস—ঠাঁইঠিকানা, উদ্দেশ, সন্ধান; নির্দ্দেশ; নির্ণয়। গ্রাম্য। সং।

দিস্তা—হামামদিস্তার ডাঁটি, মুষল, (হামামউদুখল); ২৪ তা কাগজ। দেশজ। সং।

দীক্ষক—১। দীক্ষাদাতা, মন্ত্রদাতা; উপদেষ্টা। দীক্ষ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, দীক্ষিকা। ২। দীক্ষাগুরু। সং; পু।

দীক্ষা—উপদেশ; যজ্ঞ; সংস্কার; ব্রতবিশেষ; ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ ["দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ। তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ"। অর্থাৎ অত্যন্ত জ্ঞান প্রদত্ত হয়, এবং সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হয় বলিয়া তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহাকে দীক্ষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পতি সিদ্ধমন্ত্র না হইলে পত্নীকে দীক্ষা দিতে পারিবে না। পিতা, পুত্র কন্যাকে এবং ভ্রাতা ভগিনীকে মন্ত্র দিবে না। পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর, এবং বৈরিপক্ষীর মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। তন্ত্রোক্ত দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত কাল এবং স্থানের নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু সিদ্ধ মন্ত্র সকল কালে সকল স্থানেই গ্রহণ করিতে পারা যায়]; প্রবর্জ্যা; কার্য্যের নিয়ম; নিয়ম বা সঙ্কল্প করিয়া কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া। দীক্ষ (উপদেশ দেওয়া)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

দীক্ষা-গুরু—ইষ্টদেব; আচার্য্য; মন্ত্রদাতা, মন্ত্রাদির উপদেষ্টা। দীক্ষা দাতা গুরু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

দীক্ষাগ্রহণ—ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করা, দীক্ষিত হওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দীক্ষান্ত—যজ্ঞসমাপ্তি। দীক্ষার (যজ্ঞের) অন্ত (শেষ), ৬তৎ। সং; পু।

দীক্ষিত—গৃহীতমন্ত্র, যাহার মন্ত্র গ্রহণ হইয়াছে এরূপ; সংস্কৃত; উপদিষ্ট; কর্ম্মে সঙ্কল্পপূর্ব্বক কৃতসংযম; নিয়ম বা সঙ্কল্পপূর্ব্বক কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত। দীক্ষ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দীক্ষিতা।

দীগর—দিগর দেখ। [প্রা, ক। বিণ।

দীর্ঘ—১। দৈর্ঘ্য। দেশজ। সং। ২। দীর্ঘ।

দীঘল—দীর্ঘ। প্রা, ক। বিণ।

দীঘি, দীঘী—দীর্ঘিকা শব্দের অপভ্রংশ।

দীঠি—দৃষ্টি। প্রা, ক।

দীধিতি—রশ্মি, কিরণ; ন্যায় তত্ত্বচিন্তামণির টীকা। দীধী (দীপ্ত পাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

দীধিতিমান্ (—মৎ)—কিরণমালী, সূর্য্য। দীধিতি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। সং; পু।

দীন—দরিদ্র, দুঃখী; দুঃখিত; হীন; শোচ্য; দুঃস্থ; নিঃস্ব; দুর্গত; সন্তপ্ত; ভীত; ক্ষুণ্ণ; কাতর। দী+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দীনতা—দীনের ভাব, দরিদ্রতা, দৈন্য; কাতরতা। দীন শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দীননাথ—দরিদ্রের আশ্রয়; নারায়ণ, ভগবান্, ঈশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

দীনবন্ধু—দরিদ্রের সখা বা সহায়; নারায়ণ, ভগবান্, ঈশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

দীনবন্ধু মিত্র—বঙ্গের খ্যাতনামা নাটককার। পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর জন্ম হয়। ইনি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়া, পরে হুগলি কলেজে ও অবশেষে কলিকাতার হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ডাকবিভাগের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন, এবং অতি অল্পকাল মধ্যে শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া ১৫০ টাকা বেতনে ডাকবিভাগের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent)

নিযুক্ত হন। এই পদে ইনি ক্রমশঃ উন্নতি-লাভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডাকবিভাগের কর্ত্তা হইয়া লুসাই যুদ্ধে গমন করেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর বহুমূত্ররোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ছাত্রাবস্থা হইতে দীনবন্ধু বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতেন। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ প্রভাকরসম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পাঠাবস্থায় ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া প্রভাকরপত্রে প্রকাশ করিতেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করেন। এই নাটক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লং সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করায় দেশমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। ইহার জন্য লং সাহেবের কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হয়। যাহা হউক, এই নীলদর্পণের ফলে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষু সমধিক প্রস্ফুটিত হওয়ায় নীলকরদিগের অত্যাচার অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। অতঃপর দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী", "সধবার একাদশী", "লীলাবতী", "কমলে-কামিনী" প্রভৃতি নাটক, "জামাইবারিক" প্রভৃতি প্রহসন, এবং "দ্বাদশ কবিতা" ও "সুরধুনী কাব্য" নামক পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হাস্যরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ বঙ্গভাষায় লেখকদিগের মধ্যে নাই বলিলেও হয়।

দীনভাব—দীনতা, দৈন্য। ৬তৎ। সং ; পু।

দীনবৎসল—দরিদ্রের প্রতি স্নেহশীল। দীনে বৎসল, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—সলা।

দীনসত্ত্ব—১। হীন প্রাণী। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। হীনবল। দীন হইয়াছে সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দীনসত্ত্বা।

দীনহীন—অতি দরিদ্র, নিতান্ত দুঃখী। দীন হইতে হীন, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হীনা।

দীনা—১। দরিদ্রা ; দুঃখিনী ; দুঃখিতা ; শোচ্যা ; কাতরা ; হীনা। দীন দেখ। দীন+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মূষিকা। সং ; স্ত্রী।

দীনার—(এই শব্দ রোমক Dinarius শব্দ হইতে আগত)। স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণের অলঙ্কার, সোণার গহনা। দীন—ঋ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [ঈশ, ৬তৎ। সং ; পু।

দীনেশ—দীননাথ, ভগবান্, ঈশ্বর। দীনের

দীনেশচন্দ্র সেন—১৭৮৮ শকে কার্ত্তিক মাসে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের অধীন বাজুরী গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র ঢাকা কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়া কিছুদিন হবিগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলে হেড্‌ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইনি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লিখিতে ইঁহাকে বহুবর্ষব্যাপী প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, পুঁথি সংগ্রহ করিবার জন্য বঙ্গদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীর চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" দীনেশচন্দ্রের অক্ষয়কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ রচনার জন্য ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন,—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; তিন বন্ধু ; বেহুলা ; সতী ; ফুল্লরা ; রামায়ণী কথা। কুমিল্লায় অবস্থান কালে ইঁহার 'রেখা' নামক একখানি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দান করিয়াছেন। ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে যুবরাজ আগমন করিলে ইঁহাকে D. Lt. উপাধি দান করা হয়।

দীপ—প্রদীপ ; আলোকপ্রকাশক। দীপ (দীপ্ত হওয়া)+ক ক। সং ; পু।

দীপক—১। কুঙ্কুম ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। ণিজন্ত দীপ বা দীপি (দীপ্ত করান)+ণক ক। সং ; ক্লী। ২। প্রদীপ ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। সং ; পু। ৩। প্রকাশক ; উত্তেজক, উদ্দীপক ; শোভাজনক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দীপিকা।

দীপকিট্ট—কাজল, দীপশিখার কালিমা। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

দীপকূপী—পলিতা বা সলিতা, দীপবর্ত্তিকা।

দীপঙ্কর—৯৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরে কল্যাণশ্রীর ঔরসে, প্রভাবতীর গর্ভে দীপঙ্করের জন্ম হয়। ইঁহার প্রথমে নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। শৈশবে জেতারি নামে এক অবধূতের নিকট ইনি অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প বয়সেই বৌদ্ধদিগের শাস্ত্রাদিতে ইনি ব্যুৎপন্ন হন। জেতারির নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়া ইনি কৃষ্ণগিরিবিহারে গমনপূর্ব্বক রাহুল গুপ্তের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরীবিহারের মহাসাঙ্ঘিকাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আখ্যা প্রাপ্ত হন। মগধের বহুতর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট হইতে দীপঙ্কর বৌদ্ধদর্শনবিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত সুবর্ণদ্বীপে গমন করিয়া দীপঙ্কর আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির ছাত্র হন। এখানে ইনি দ্বাদশ বৎসরকাল অবস্থান করেন। পরে মগধে প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে সমগ্র মগধদেশে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর কেহ ছিল না। সমসাময়িক মগধাধিপতি, পালবংশীয় নয়নপালদেবের অনুরোধে দীপঙ্কর বিক্রমশিলার জগদ্বিখ্যাত মহাবিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময়ে চেদীরাজ কর্ণদেবের সহিত নয়নপালের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দীপঙ্করের চেষ্টায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময়ে হ্লা লামা নামে এক রাজা তিব্বতের থোলিন নগরে রাজত্ব করিতেন। লাসার নিকটবর্ত্তী নেথান্ নগরে ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

দীপঙ্করের আর এক নাম অতীশ। তিব্বতে ইনি এই নামেই পরিচিত ছিলেন। ফ্রাঙ্ক্ সাহেব সম্প্রতি তিব্বতে অতীশের নাম সম্বলিত শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতক কতক তিব্বতে পাওয়া যাইতেছে। ফরাসী পণ্ডিত কর্দ্দেয়ার (P. Cordier.) যে 'ক্যাটালগ' বাহির করিয়াছেন তাহার পাতায় পাতায় দীপঙ্করের লিখিত পুঁথির নাম আছে।

দীপধ্বজ—কাজল, দীপশিখার কালিমা, দীপকূপী। ৬তৎ। সং ; পু।

দীপন—১। উদ্দীপন, উত্তেজন। ণিজন্ত দীপ বা দীপি (দীপ্ত করান)+অনট্ ভা। ২। কুঙ্কুম, টগর গাছের মূল। সং ; ক্লী। ৩। ময়ূরশিখা ; পলাণ্ডু। সং ; পু। ৪। প্রকাশক ; উদ্দীপক ; উত্তেজক। দীপি+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দীপনা।

দীপনীয়—১। দীপনযোগ্য, যাহাকে জ্বালাইতে বা উদ্দীপ্ত করিতে হইবে। ণিজন্ত দীপি (দীপ্ত করান)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দীপনীয়া। ২। যমানী ; ঔষধ-বর্গবিশেষ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

দীপমালা—দীপসমূহ ; ছন্দোবিশেষ। ৬তৎ।

দীপবতী—নদীবিশেষ। এই নদী হিমালয়পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া শৃঙ্গাটক পর্ব্বতের পশ্চিমভাগে কামাখ্যায় প্রবাহিত হইয়াছে। সং ; স্ত্রী।

দীপবৃক্ষ—দীপাধার, পিলসুজ প্রভৃতি। দীপ ধারক বৃক্ষ (বৃক্ষবৎ পদার্থ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দীপশলাকা—দিয়াশলাই। দীপজালিকা শলাকা,

দীপশিখা—প্রদীপের শীষ্। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দীপাগার—আলোকগৃহ। দীপের আগার, ৬তৎ; কিংবা দীপ-প্রদর্শক আগার, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দীপাধার—দীপ বা বাতি রাখিবার পাত্র; দীপবৃক্ষ। দীপের আধার,৬তৎ। সং; পু।

দীপান্বিতা—কার্ত্তিকমাসীয় অমাবস্যা, এই দিনে দিবাভাগে পিতৃলোকের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ এবং রাত্রিকালে দেবগৃহাদি দীপমালায় সুশোভিত করিতে হয়। ইহার অপর নাম দীপালী, দেওয়ালী। দীপের দ্বারা অন্বিতা (যুক্তা), ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

দীপালী—দেওয়ালী। দীপের আলী (শ্রেণী) আছে যাহাতে, বহু। [দীপান্বিতা দেখ]। সং; স্ত্রী।

দীপালোক—প্রদীপের আলো। দীপের আলোক, [৬তৎ। সং; পু।

দীপালোকিত—দীপের আলোকে প্রকাশমান। দীপদ্বারা আলোকিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

দীপাবলী—প্রদীপসমূহ। দীপের আবলী (শ্রেণী বা সমূহ), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দীপিকা—১। প্রকাশিকা; উদ্দীপিকা। দীপক দেখ; দীপক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রদীপ; জ্যোৎস্না; গ্রন্থবিশেষ; তর্কসংগ্রহের টীকা; রাগিনীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

দীপিত--প্রজ্বলিত; প্রকাশিত; উদ্দীপিত। ণিজন্ত দীপ বা দীপি (দীপ্ত করান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দীপিতা।

দীপ্ত—১। দীপ্তিযুক্ত; উজ্জ্বল; জ্বলিত; দগ্ধ; প্রকাশিত। দীপ (দীপ্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। স্বর্ণ; হিঙ্গু। সং; ক্লী।

দীপ্তক—স্বর্ণ। দীপ্ত+কণ্। সং; ক্লী।

দীপ্তকীর্ত্তি—১। প্রদীপ্তযশাঃ, যাহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়াছে। দীপ্ত হইয়াছে কীর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কার্ত্তিকেয়। সং; পু। ৩। প্রকটিত খ্যাতি, চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত যশঃ। দীপ্তা যে কীর্ত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দীপ্তকেতু—১। দীপ্তধ্বজযুক্ত। দীপ্ত হইয়াছে কেতু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। নৃপতিবিশেষ; দক্ষসাবর্ণি মনুর পুত্রবিশেষ। সং; পু। [জিহ্বা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

দীপ্তজিহ্বা—উল্কামুখী, শৃগালীবিশেষ। দীপ্তা

দীপ্তমূর্ত্তি—১। সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিযুক্ত। দীপ্তা মূর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু। ৩। উজ্জ্বল আকৃতি, জ্বলন্ত চেহারা। দীপ্তা যে মূর্ত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দীপ্তরস—১। কেঁচো, কিঞ্চুলুক। বহু। ২। দীপ্তিবিশিষ্ট রস। কর্ম্মধা। সং; পু।

দীপ্তলোচন—১। উজ্জ্বল নেত্রবিশিষ্ট। দীপ্ত হইয়াছে লোচন যাহার,বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –চনা। ২। বিড়াল। সং; পু। ৩। উজ্জ্বল নেত্র, জ্বলন্ত চক্ষু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দীপ্তাগ্নি—১। প্রজ্বলিত হুতাশন। দীপ্ত যে অগ্নি, কর্ম্মধা। ২। তীক্ষ্ণ জঠরানলবিশিষ্ট। দীপ্ত (উত্তেজিত) হইয়াছে অগ্নি (জঠরানল) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। অগস্ত্য ঋষি। সং; পু।

দীপ্তাঙ্গ—১। উজ্জ্বল অবয়ব। দীপ্ত যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। উজ্জ্বল অবয়ববিশিষ্ট। দীপ্ত অঙ্গ যাহার,বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দীপ্তাঙ্গী। ৩। ময়ূর। সং; পু।

দীপ্তি—শোভা, সৌন্দর্য্য, কান্তি; তেজঃ,প্রভা। দীপ (দীপ্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

দীপ্তিমান্ (–মৎ)—প্রভাশালী, ভাস্বর,উজ্জ্বল; শোভাবিশিষ্ট। দীপ্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দীপ্তিমতী। [বিণ; ত্রি।

দীপ্তোজ্জ্বল—সমুজ্জ্বলপ্রভ,অতিভাস্বর। কর্ম্মধা।

দীপ্তোপল—সূর্য্যকান্তমণি; যে স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা জ্যোতির্বিম্ব কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমাবিষ্ট হয়। দীপ্ত যে উপল, কর্ম্মধা। সং; পু।

দীপ্য—১। দীপ্তিযোগ্য, প্রকাশযোগ্য। দীপ+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ময়ূরশিখা; রুদ্রজটা, জীরক; যমানী। সং; পু।

দীপ্যমান—যাহা দীপ্তি পাইতেছে এরূপ, ভাস্বৎ, উজ্জ্বল। দীপ+শান ক। বিণ; ত্রি।

দীপ্র—দীপ্তিশালী; তীক্ষ্ণ। দীপ (দীপ্ত হওয়া) +র ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দীপ্রা।

দীয়মান—যাহা দেওয়া হইতেছে এরূপ। দা (দেওয়া) +শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –না।

দীর্ঘ—১। আয়ত, লম্বা; অধিক। দৄ (বিদারণ করা)+ঘক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। দ্বিমাত্রবিশিষ্ট স্বরবর্ণ; শালবৃক্ষ। সং; পু।

দীর্ঘ একাবলী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

দীর্ঘকণ্ঠ—১। লম্বকণ্ঠ। দীর্ঘ হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –কণ্ঠা, –কণ্ঠী। ২। বক পক্ষী। সং; পু। ৩। লম্বা গলা। কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

দীর্ঘকন্দ—মূলক, মূলো। দীর্ঘ হইয়াছে কন্দ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

দীর্ঘকাণ্ড—১। অতিবৃহৎ ব্যাপার। কর্ম্মধা। ২। গুণ্ড তৃণ। দীর্ঘ হইয়াছে কাণ্ড যাহার, বহু। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; পু।

দীর্ঘকাল—বহুকাল, অনেক দিন, অধিক সময়।

দীর্ঘকীল, দীর্ঘকীলক—আখরোট গাছ। দীর্ঘ হইয়াছে কীল যাহার, বহু সং; পু।

দীর্ঘকেশ—১। লম্বা চুলবিশিষ্ট। দীর্ঘ হইয়াছে কেশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২ ভল্লুক। ৩। লম্বা চুল। কর্ম্মধা। সং; পু।

দীর্ঘগতি—১। দ্রুতগামী; বহুদূর গমনে সমর্থ দীর্ঘা গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২ উষ্ট্র। সং; পু। ৩। খুব লম্বা চলন কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দীর্ঘগ্রীব—১। লম্বা গ্রীবাবিশিষ্ট। দীর্ঘা গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জিরাফ্; কঙ্কাল; উষ্ট্র; বক। সং; পু।

দীর্ঘচম্পকাবলি—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

দীর্ঘজঙ্ঘ—১। লম্বা জঙ্ঘাবিশিষ্ট। দীর্ঘা জঙ্ঘা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। উষ্ট্র; বক। সং; পু। [যাহার, বহু। সং; পু।

দীর্ঘজিহ্ব—সর্প; দানববিশেষ। দীর্ঘা জিহ্বা

দীর্ঘজীবী (–জীবিন্)—দীর্ঘায়ুঃ, অধিককাল জীবনধারণকারী। দীর্ঘ (দীর্ঘকাল) জীবে (বাঁচে) যে, উপ; দীর্ঘ–জীব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দীর্ঘজীবিনী।

দীর্ঘতপাঃ (–তপস্)—১। দীর্ঘকাল তপঃসাধক। দীর্ঘ হইয়াছে তপঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। গোতম ঋষি; নৃপবিশেষ। সং; পু।

দীর্ঘতমাঃ (–তমস্)—১। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের ঔরসে তৎপত্নী মমতার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। পুল্লতাত বৃহস্পতির শাপে ইনি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলেও ইনি তপশ্চরণ দ্বারা ধর্ম্মমার্গে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। অতঃপর প্রদ্বেষী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার গৌতমাদি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গোধর্ম্ম আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রদ্বেষী ইঁহাকে নানাপ্রকারে বিস্তর কষ্ট দিয়া অবশেষে নদীতে নিক্ষেপ করেন। ২। ধন্বন্তরির পিতা, কাশীরাজের পুত্র। সং; পু।

দীর্ঘত্রিপদী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

দীর্ঘদর্শী (–দর্শিন্)—১। দূরদর্শী; জ্ঞানী, পাণ্ডিত। দীর্ঘ (বহুদূর) দর্শন করে যে, উপ; দীর্ঘ–দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দীর্ঘদর্শিনী। ২। গৃধ্র, কারণ গৃধ্র অনেক দূর হইতে দেখিতে পায়; ভল্লুক। সং; পু।

দীর্ঘদৃষ্টি—১। পণ্ডিত; দূরদর্শী; সূক্ষ্মদর্শী; পরিণামদর্শী। দীর্ঘা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। দূরবীক্ষণযন্ত্র, দূরবীণ। দীর্ঘা দৃষ্টি হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; ত্রি। ৩। দূরদর্শন; ভবিষ্যদ্দৃষ্টি। দীর্ঘা যে দৃষ্টি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

দীর্ঘদ্রু, দীর্ঘদ্রুম—শিমুল গাছ; তালগাছ।

দীর্ঘনাদ—১। দীর্ঘশব্দকারী; যাহার কণ্ঠস্বর বহুদূর পর্য্যন্ত যায়। দীর্ঘ নাদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –নাদা। ২। শঙ্খ। ৩। অতি উচ্চ শব্দ। কর্ম্মধা। সং; পু।

দীর্ঘনিঃশ্বাস—সবলে পাতিত নিঃশ্বাস, দুঃখাদি হেতু জোরে যে নিঃশ্বাস ফেলা যায়। কর্ম্মধা। সং; পু।

দীর্ঘনিদ্রা—দীর্ঘসময়ব্যাপিনী নিদ্রা ; চিরনিদ্রা, মরণ, মৃত্যু। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দীর্ঘপক্ষ—১। বিস্তৃত পাখা। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। বিস্তৃত পক্ষবিশিষ্ট। দীর্ঘ পক্ষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পক্ষা।

দীর্ঘপদ—১। লম্বা পা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। লম্বা পদবিশিষ্ট। দীর্ঘ পদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দীর্ঘপদা।

দীর্ঘপাদ—কঙ্কপক্ষী, হাড়গেলা পাখী ; বক পক্ষী। দীর্ঘ হইয়াছে পাদ যাহার, বহু। সং ; পু।

দীর্ঘপুঙ্খ—১। লম্বা কোঁটা। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। লম্বা কোঁটাবিশিষ্ট। দীর্ঘ হইয়াছে পুঙ্খ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দীর্ঘপৃষ্ঠ—সর্প। দীর্ঘ পৃষ্ঠ যাহার,বহু। সং ; পু।

দীর্ঘমারুত—হস্তী। দীর্ঘ হইয়াছে মারুত যাহার, বহু। সং ; পু।

দীর্ঘরাগা—হরিদ্রা। দীর্ঘ (দীর্ঘকালস্থায়ী) রাগ (রঙ্) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

দীর্ঘরাত—বড় রাত্রি, লম্বা রাত ; বহুকাল। দাবা রাত্রি, কর্ম্মধা। সং ; পু।

দীর্ঘরোমা (—রোমন্)—১। লম্বালোমবিশিষ্ট। দীর্ঘ রোম (রোমন্) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। ভল্লুক ; ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র ; শিবানুচরবিশেষ। সং ; পু।

দীর্ঘবিলম্বিত—আয়তভাবে লম্বমান, বিস্তৃতরূপে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

দীর্ঘসত্র—১। বহুকালসাধ্য যজ্ঞ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বহুকালসাধ্য যজ্ঞকারী। দীর্ঘ হইয়াছে সত্র (যজ্ঞ) যাহার,বহু। বিণ ; ত্রি।

দীর্ঘসূত্র—চিরক্রিয়, বিলম্বে কার্য্যকারী, 'যাচ্ছি যাব হচ্চে হবে কচ্চি ক'রবো' এইরূপ ভাবাপন্ন। দীর্ঘ হইয়াছে সূত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দীর্ঘসূত্রা।

দীর্ঘসূত্রতা—বিলম্বে কার্য্যকারিতা, চিরক্রিয়তা, সত্বর কর্ম্মসাধনে অপ্রবৃত্তি বা আলস্য, 'যাচ্ছি যাব হচ্চে হবে কচ্চি ক'রবো' এইরূপ ভাব। দীর্ঘসূত্র+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দীর্ঘসূত্রী (—সূত্রিন্)—চিরক্রিয়, বিলম্বে কার্য্যকারক, অলস ; কার্য্যে কালক্ষেপকারী। দীর্ঘ যে সূত্র সে দীর্ঘসূত্র, কর্ম্মধা ; দীর্ঘসূত্র +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। [কাহারও কাহারও মতে এই পদটী অশুদ্ধ, কেননা বহুব্রীহি সমাস দ্বারাই যখন অর্থ প্রতীতি হয়, তখন কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া তাহার উত্তর ইন্ করিবার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, এখানে লম্বা সুতো বা তদ্বিশিষ্ট বুঝাইতেছে না। এস্থলে নিন্দার্থে ইন্ প্রত্যয় করিতে হইয়াছে]।

দীর্ঘাকার, দীর্ঘাকৃতি—১। দীর্ঘ অবয়ববিশিষ্ট। দীর্ঘ হইয়াছে আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দীর্ঘ অবয়ব, লম্বা চেহারা, ঢেঙ্গা শরীর। দীর্ঘ যে আকার বা আকৃতি, কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

দীর্ঘায়ত—দীর্ঘভাবে বিস্তৃত, অধিকতর দৈর্ঘ্যসম্পন্ন। দীর্ঘ যথা তথা আয়ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দীর্ঘায়তা।

দীর্ঘায়ুঃ (—য়ুস্)—১। দীর্ঘজীবী ; বহুকাল জীবনধারণকারী। দীর্ঘ হইয়াছে আয়ুঃ (জীবিতকাল) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। মার্কণ্ডেয় মুনি ; কাক ; শাল্মলী বৃক্ষ। সং ; পু। ৩। দীর্ঘজীবন। দীর্ঘ যে আয়ুঃ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [শরীর ও জীবাত্মার সংযোগকে জীবন এবং তদবচ্ছিন্ন কালকে আয়ুঃ বলা যায়।]

দীর্ঘায়ুরস্তু—"দীর্ঘ আয়ুষ্কাল হউক" বা আপনি দীর্ঘজীবী হউন", এইরূপ আশীর্ব্বচন। দীর্ঘায়ুঃ+অস্তু (হউক বা হউন) ; অস্তু সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। বাঙ্গালায় সমস্ত পদটি অব্যয় বলিয়া ধরিলেও চলে।

দীর্ঘিকা—তিনশত ধনুপরিমিত জলাশয়, বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘী। দীর্ঘ শব্দ+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

দীর্ণ—১। খণ্ডিত, বিদারিত। দৃ (বিদারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। ভগ্ন ; ভীত। দৃ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দীর্ণা।

দীব্যমান—খেলা করিতেছে এরূপ ; ক্রীড়ক ; ক্ষেপক। দিব (ক্রীড়া করা)+শতৃ, তাচ্ছীল্য অর্থে শতৃ স্থানে শান। বিণ ; ত্রি।

দুঃ (দুর্ বা দুস্)—দুষ্ট ; নিন্দিত ; নিষিদ্ধ ; দুঃখ। দো (ছেদন করা)+ডুর্,ডুস্ ক। অ।

দু—দুই। প্রাদেশিক।

দু-আনী—দুই আনা মূল্যের মুদ্রা। দেশজ। সং।

দুই—২ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দ্বি শব্দের অপভ্রংশ।

দুঃখ, দুখ—১। ক্লেশ, কষ্ট, তাপ ; দুর্দ্দশা ; দৈন্য। দুঃখ ধাতু+অল্ ভা। সং ; ক্লী। ২। দুঃখজনক, ক্লেশকর। দুঃখ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুঃখা, দুখ্যা।

দুঃখকর—ক্লেশজনক, কষ্টদায়ক। দুঃখ—কৃ+ট ক। বিণ, ত্রি। স্ত্রী,—করী।

দুঃখ চাটা,—চাটিয়া—দুঃখভোগে অভ্যস্ত, চিরদুঃখী। ক ; প্র। বিণ।

দুঃখজনক—ক্লেশকর, কষ্টদায়ক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—জনিকা।

দুঃখত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, এই তিন প্রকার দুঃখ। দুঃখের ত্রয়, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দুঃখদ—কষ্টদায়ক, ক্লেশজনক। দুঃখ—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুঃখদা।

দুঃখদগ্ধ—দুঃখরূপ অগ্নির দ্বারা সন্তপ্ত, অত্যন্ত দুঃখিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—দগ্ধা।

দুঃখদায়ক—দুঃখদ, ক্লেশপ্রদ, কষ্টজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—দায়িকা।

দুঃখপ্রদ—দুঃখদ (তাহা দেখ)। দুঃখ—প্র—দা +ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রদা।

দুঃখময়—দুঃখপরিপূর্ণ, ক্লেশপূর্ণ। দুঃখ শব্দ+ ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুঃখময়ী।

দুঃখহর—দুঃখনাশক, ক্লেশনিবারক। দুঃখের হর, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুঃখহরা।

দুঃখহারী (—হারিন্)—দুঃখহর (তাহা দেখ)। দুঃখ—হৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—হারিণী।

দুঃখার্ত্ত—দুঃখে কাতর, ক্লেশপীড়িত, দুঃখিত। দুঃখ দ্বারা ঋত বা আর্ত্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

দুঃখিত—দুঃখী, দুঃখযুক্ত, অসুখী, ক্লিষ্ট। দুঃখ +ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুঃখিতা।

দুঃখী (দুঃখিন্)—দুঃখিত, দুঃখভোগী ; হীনাবস্থ ; দীন ; দুর্দ্দশাগ্রস্ত। দুঃখ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী দুঃখিনী।

দুঃখী শ্যামদাস—মেদিনীপুরের অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা-অবলম্বনে ইনি "গোবিন্দমঙ্গল" নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন। ইনি শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের এক সরল পদ্যানুবাদ করেন। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার আবির্ভাব হয়।

দুঃশল—ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। সং ; পু।

দুঃশলা—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। একশত পুত্রের পর গান্ধারীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। সিন্ধুরাজকুমার জয়দ্রথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্রসমরে জয়দ্রথ হত হইলে, দুঃশলা শিশুপুত্র সুরথকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ্যে উপস্থিত হইলে ভীত সুরথ ভয়ে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তখন দুঃশলা অর্জ্জুনকে সমুদায় জ্ঞাপন করিলে, তিনি সুরথের পুত্রকে সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সং ; স্ত্রী।

দুঃশাস—দুর্দ্দমনীয়। দুর্—শাস+খল্ ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুঃশাসা।

দুঃশাসন—১। দুঃখে কষ্টে শাসনীয়। দুর্—শাস+অন ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। দুঃখে শাসন। দুর্+শাস্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ৩। দুর্য্যোধনের মধ্যম ভ্রাতা। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে তৎপত্নী গান্ধারীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি দুর্য্যোধনের অতিশয় অনুগত ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ইনি

জ্যেষ্ঠকে নিয়ত পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দিতেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত হইলে, ইনি দুর্য্যোধনের আদেশে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করেন, এবং তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বসন আকর্ষণ করিতে থাকেন, কিন্তু ভগবানের অপার মহিমায় ইনি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। এইরূপ দুরাচরণহেতু ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষঃ ভেদ করিয়া রুধির পান করিবেন। কুরুক্ষেত্র-সমরের সপ্তদশ দিবসে ইনি ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, ভীম ইঁহাকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়া ইঁহার বক্ষঃ-স্থল বিদারণপূর্ব্বক রক্ত পান দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেন। তাহাতেই দুঃশাসন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দুঃশীল—দুষ্টস্বভাব, দুশ্চরিত্র। দুর্ (দুষ্ট) শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুঃসম—কুৎসিত,নিন্দনীয়। নিত্য। বিণ; ত্রি।

দুঃসময়—দুঃখময় সময়,দুরবস্থার সময়; অকাল, দুর্ভিক্ষ। দুর্ (নিন্দিত) যে সময়, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু।

দুঃসহ—অতি কষ্টে সহনীয়, অসহনীয়, অত্যন্ত ক্লেশকর। দুর্—সহ (সহ্য করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুঃসহা।

দুঃসাধী (—সাধিন্)—দৌবারিক, দ্বারী, দ্বারবান্। দুঃখে সাধন করে যে, উপ; দুর্—সাধ+ণিন্ ক। সং; পু।

দুঃসাধ্য—কষ্টসাধ্য; দুষ্কর; অপ্রতিবিধেয়। দুর্—সাধ (সাধনা করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

দুঃসাহস—অনুচিত সাহস। দুর্ (নিন্দিত) যে সাহস, প্রাদি বা নিত্য। সং; ক্লী।

দুঃসাহসিক—অনুচিত সাহসী; অসমসাহসিক; দুঃসাহসসাধ্য। দুঃসাহস+ইক। বিণ; ত্রি।

দুঃস্থ—দুরবস্থাপন্ন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত; দরিদ্র; মূর্খ। দুর্—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

দুঃস্থিত—দুঃখে অবস্থিত। দুর্—স্থা (থাকা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুঃস্থিতা।

দুঃস্থিতি—দুঃখে অবস্থান; দুরবস্থা; দুর্দ্দশা; অস্থিরতা। দুর্—স্থা (থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

দুঃস্পর্শ—দুঃখে স্পর্শনীয়। দুর্—স্পৃশ (স্পর্শ করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—র্শা।

দুঃস্বপ্ন—অশুভসূচক স্বপ্ন, যে স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল ঘটে বা ঘটিবে বলিয়া শঙ্কা হয়। প্রাদি বা নিত্য। সং; পু।

দুঁহ, দোঁহা—দুই, উভয়। ক, প্র।

দুকুল—দুই কুল বা বংশ, উভয় কুল—মাতৃকুল ও পিতৃকুল। দেশজ। সং।

দুকূল—১। ক্ষৌমবস্ত্র; সূক্ষ্মবস্ত্র; উত্তরীয় বাস; শুভ্রবস্ত্র। দুর্—কূল+ক ক। সং; ক্লী। ২। দুই কূল বা তীর, উভয় তট। দেশজ।

দুকূলধারী (—ধারিন্)—ক্ষৌমবস্ত্র ধারণকারী; সূক্ষ্মবসনপরিহিত; উত্তরীয়যুক্ত। উপ; দুকূল—ধৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ধারিণী।

দুখ—দুঃখ শব্দের অপভ্রংশ।

দুখচেটে—দুঃখচাটিয়া (তাহা দেখ)।

দুখপাসরা—যে দুঃখকষ্ট ভুলাইয়া দেয়, দুঃখ-নিবারণ, দুঃখহর। ক, প্র।

দুখী—দুঃখী পদের অপভ্রংশ।

দুগ্ধ—১। কৃতদোহন, যাহাকে দোহা হইয়াছে; প্রপূরিত। দুহ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুগ্ধা। ২। ক্ষীর, দুধ। ৩। দোহন। দুহ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

দুগ্ধপাচন—দুধ জ্বাল দিবার পাত্র। দুগ্ধ—ণিজন্ত পচ বা পাচি+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

দুগ্ধপোষ্য—১। দুগ্ধ দ্বারা প্রতিপাল্য, একমাত্র দুগ্ধ খাইয়া জীবনধারণ করে এরূপ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। অতি শিশু। সং; পু।

দুগ্ধফেন—দুধের ফেনা। ৬তৎ। সং; পু।

দুগ্ধবতী—দুগ্ধবিশিষ্টা, দুগ্ধদায়িনী। দুগ্ধ+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুগ্ধা—যাহাকে দোহন করা যায় এরূপ। দুহ (দোহন করা)+ক্ত র্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুণ, দুন, দুনা—দ্বিগুণ, ডবল। প্রা, ক।

দুত—পরিতপ্ত; গত। দু (অনুতাপ করা, গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দুন, দুনা—দুণ দেখ।

দুনিয়া—পৃথিবী, জগৎ, সংসার। বৈদে। সং।

দুনু, দুনো—দ্বিগুণ। প্রা, ক।

দুন্দুভি—১। পাশক। দুন্দু (অনুকরণ শব্দ)—ভা+ডি ক। সং; স্ত্রী। ২। বৃহৎ ঢকা, নাগরা; বরুণ; রাক্ষসবিশেষ। সং; পু। ৩। দৈত্যবিশেষ। এই অসুর মহাকায় ও প্রভূত বলশালী ছিল। বলদৃপ্ত হইয়া দুন্দুভি একদা যুদ্ধার্থে সমুদ্রের নিকট গমন করে। বরুণ ইহাকে হিমালয়ের নিকট যাইতে বলেন। তদনুসারে অসুর হিমালয়ের নিকট 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া উপস্থিত হইলে, নগরাজ পরাভব স্বীকার করিয়া ইহাকে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালির নিকট গমন করিতে উপদেশ দেন। কপিরাজের সহিত অসুরের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সমরে বালি জয়ী হন, দুন্দুভি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মায়াবী। [সং।

দুপর—দুই প্রহর বেলা, মধ্যাহ্ন কাল। দেশজ।

দুভাষী, দোভাষী—দুই ভাষা ভাষী, যে দুই ভাষায় কথা বলিতে পারে, অনুবাদক (Interpreter)। দেশজ। সং।

দুমালা—ভাঙ্গিলে দুইখানা মালা হইতে পারে এরূপ পাকা (নারিকেল)। দেশজ। বিণ।

দুম্বা—মেদল ও স্ফীত পুচ্ছবিশিষ্ট গাড়লবিশেষ। দেশজ। সং।

দুয়া—১। দুঃখিনী, দুর্ভগা, স্বামীর অপ্রিয়া। বিণ; স্ত্রী। ২। পাশাখেলায় পাটির দুই ফোঁটা দাগ; তাসের দুরি। সং। ৩। দোহন করা। দেশজ। ক্রি।

দুয়ার—দরজা। দ্বার শব্দের অপভ্রংশ।

দুয়ারী—দ্বারবান্, বা দরোয়ান। দ্বারী পদের অপভ্রংশ।

দুয়ো—১। দুঃখিনী, দুর্ভগা, স্বামীর অপ্রিয়া। বিণ; স্ত্রী। ২। ধিক্কারবোধক শব্দ। দেশজ। ব্য।

দুরক্ষ—১। কপট পাশা; দুষ্ট দ্যূত। দুর্ (নিন্দিত) যে অক্ষ, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু। ২। দুষ্টনেত্রবিশিষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অক্ষি (নেত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরক্ষী।

দুরক্ষর—কঠোর অক্ষরযুক্ত, অত্যন্ত রূঢ়। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অক্ষর যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরক্ষরা।

দুরজন—দুর্জন। প্রা, ক।

দুরতিক্রম, দুরতিক্রমণীয়—অলঙ্ঘ্য; দুর্লঙ্ঘ্য; দুর্জ্জয়; দুস্তর; অসাধ্য। দুর্—অতি-ক্রম (গমন)+খল্, অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

দুরত্যয়—দুর্বিনাশ্য; দুস্তর; দুরতিক্রম। দুর্ (দুঃখে) হয় অত্যয় (নাশ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরত্যয়া।

দুরদৃষ্ট—১। দুর্ভাগ্য, পোড়া কপাল; পাপ। দুর্ (দুষ্ট) যে অদৃষ্ট (ভাগ্য), কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। হতভাগ্য। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অদৃষ্ট যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরদৃষ্টা।

দুরধিগম—যাহা অতি কষ্টে জানা যায় বা পাওয়া যায়; দুর্গম; দুষ্প্রাপ্য; দুর্জ্ঞেয়। দুর্ (দুঃখে) হয় অধিগম (প্রাপ্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরধিগমা।

দুরধিগম্য—দুর্গম; দুর্জ্ঞেয়; দুষ্প্রাপ্য। দুর্—অধি—গম+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গম্যা।

দুরধ্যয়, দুরধ্যয়ন—দুষ্পাঠ্য। দুর্ (দুঃখে) হয় অধ্যয় বা অধ্যয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরন্ত—দুষ্টান্ত, দুষ্টাবসান; পরিশেষে ক্লেশকর দুর্দ্দান্ত, দুষ্ট, অবাধ্য; দুর্জ্ঞেয়; গভীর। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অন্ত (শেষ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরন্তা। [দেশজ। সং।

দুরন্তপণা—দুর্ব্বৃত্ততা, দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য।

দুরপনেয়—দুর্মোচনীয়; যাহার অপনয়ন বা অপনোদন করা দুঃসাধ্য। দুর্—অপ—নী (লইয়া যাওয়া)+য র্ম। বিণ; ত্রি।

দুরবল—দুর্ব্বল। প্রা, ক।

দুরভিগ্রহ—অতিক্লেশে গ্রহণীয়; বহু চেষ্টায়

জ্ঞেয়। দুর্ (দুষ্কর) হইয়াছে অভিগ্রহ (গ্রহণ বা জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরভিসন্ধি—১। মন্দ অভিপ্রায়; দুষ্ট অভিসন্ধি। দুর্ (দুষ্ট) যে অভিসন্ধি, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু। ২। মন্দ অভিপ্রায়বিশিষ্ট। দুষ্ট হইয়াছে অভিসন্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরমতি—দুর্মতি, দুর্বুদ্ধি। প্রা, ক।

দুরমুশ—ভারী মুগুর বা পিটনা। দেশজ। সং।

দুরবগম্য—দুর্জ্ঞেয়। দুর্—অব—গম+য র্ণ্ম। বিণ; ত্রি।

দুরবগাহ—দুর্জ্ঞেয়; দুর্বোধ, জটিল; দুষ্প্রবেশ্য; দুরধিগম্য। দুর্ (দুঃখে) হয় অবগাহ (অন্তঃপ্রবেশ) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরবস্থ—মন্দ অবস্থাবিশিষ্ট; দুঃস্থ; দুর্দ্দশাগ্রস্ত। দুর্ (দুঃখজনক) হইয়াছে অবস্থা যাহার, বহু; অথবা, দুর্—অব—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরবস্থা।

দুরবস্থা—১। দুঃস্থা, ইত্যাদি। বহু; দুরবস্থ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্দ্দশা, ক্লেশকর অবস্থা, দৈন্য। দুর্ (নিন্দিতা) যে অবস্থা, প্রাদি বা নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুরস্ত, দোরস্ত—শুদ্ধ, ঠিক, খাঁটি, যথাযথ; শাসিত, দমিত; চোস্ত; চৌরস, সমান; সংস্কৃত, পরিপাটী, সুশৃঙ্খল, সুব্যবস্থ। বৈদেশিক। বিণ। ক, প্র।

দুরাকাঙ্ক্ষ—দুরাশাগ্রস্ত; অনুচিত-উচ্চাভিলাষী, কিছুতেই যাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না এরূপ। দুর্ (নিন্দিত, অনুচিত) হইয়াছে আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরাকাঙ্ক্ষা।

দুরাকাঙ্ক্ষা—১। দুরাশাগ্রস্তা, ইত্যাদি। বহু; দুরাকাঙ্ক্ষ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুরাশা, দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা, অনুচিত উচ্চাভিলাষ, দুষ্প্রাপ্য বস্তুলাভের অভিলাষ। দুর্ (নিন্দিতা) যে আকাঙ্ক্ষা, প্রাদি বা নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুরাক্রম্য—কষ্টে আক্রমণীয়, যাহা আক্রমণ করা দুঃসাধ্য। দুর্—আ—ক্রম (গমন করা)+য র্ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরাক্রম্যা।

দুরাগ্রহ—১। মন্দ অভিলাষ, দুষ্ট অভিনিবেশ। দুর্ (দুষ্ট) যে আগ্রহ, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু। ২। দুষ্ট-আগ্রহযুক্ত; দুশ্চেষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আগ্রহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরাগ্রহা।

দুরাচরণীয়—দুঃখে আচরণীয়, অতিক্লেশে অনুষ্ঠেয়। দুর্—আ—চর+অনীয় র্ণ্ম। বিণ; ত্রি।

দুরাচার—১। দুষ্ট আচার, দুর্ব্যবহার, দুর্বৃত্ততা। দুর্ (দুষ্ট) যে আচার, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু। ২। দুষ্টাচারী, দুর্ব্যবহারকারী, কদাচারী, দুর্বৃত্ত। দুর্ (দুষ্ট) আচার (আচরণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরাত্মা (দুরাত্মন্)—দুষ্টস্বভাব; দুর্বৃত্ত; দুষ্টচিত্ত, পাপাশয়; উৎপীড়ক; নির্দ্দয়। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

দুরাধর্ষ—দুর্দ্দম্য, দুর্দ্ধর্ষণীয়; অক্ষোভ্য। দুর্—আ—ণিজন্ত ধৃষ বা ধর্ষি (প্রগল্‌ভ করা)+খল্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরাধর্ষা।

দুরানম—অতি কষ্টে নত করিতে পারা যায় এরূপ। দুর্—আ—নম (নম্র করা)+খল্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরানমা।

দুরাপ—দুর্লভ; দুষ্প্রাপ্য। দুর্—আপ (পাওয়া)+খল্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরাপা।

দুরারোহ—অতি কষ্টে আরোহণ করা যায় যেখানে এরূপ; দুর্গম; অত্যুন্নত। দুর্+আ—রুহ (আরোহণ করা)+খল্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —রোহা। বিশেষ্যে দুরারোহতা।

দুরালভ—অতি কষ্টে লাভযোগ্য; দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। দুর্—আ—লভ (লাভ করা)+খল্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরালভা।

দুরালভা—১। দুর্লভা, দুষ্প্রাপ্যা। দুরালভ দেখ। দুরালভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আলকুশীলতা; স্বনাম-প্রসিদ্ধ কণ্টকবৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

দুরালাপ—১। দুষ্টবাক্য, কটুবচন, গালি। দুর্ (দুষ্ট) যে আলাপ, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু। ২। দুষ্টবক্তা, কটুভাষী। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আলাপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরাশ—দুষ্ট বা দুষ্প্রাপ্য আশাযুক্ত, দুরাকাঙ্ক্ষ। দুর্ (দুষ্টা) আশা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরাশা।

দুরাশয়—১। মন্দ অভিপ্রায়যুক্ত, দুষ্টাভিপ্রায়, পাপাশয়, অসদুদ্দেশ্যযুক্ত; দুরাকাঙ্ক্ষ। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আশয় (অভিপ্রায়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরাশয়া। ২। দুষ্ট অভিপ্রায়। দুর্ (দুষ্ট) যে আশয়, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু।

দুরাশা—১। দুরাশ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুষ্প্রাপ্য বা দুষ্পূরণীয় প্রত্যাশা; দুরাকাঙ্ক্ষা; দুষ্ট বাসনা। দুর্ (নিন্দিতা) যে আশা, প্রাদি বা নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুরাসদ—দুর্দ্ধর্ষ; দুঃসহ; দুষ্প্রাপ্য; দুরধিগম। দুর্—আ—সদ+খল্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি।

দুরিত—১। পাপ; অনিষ্ট। দুর্—ই+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। পাপিষ্ঠ। দুর্—ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরিতা।

দুরী—দুই ফোঁটাযুক্ত তাস। দেশজ। সং।

দুরুক্ত, দুরুক্তি—দুর্বাক্য, মন্দকথা, গালি। দুর্ (নিন্দিত) যে উক্ত বা উক্তি (বাক্য), প্রাদি বা নিত্য। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

দুরুচ্চার—দুঃখে উচ্চারণসাধ্য, যাহার উচ্চারণ দুষ্কর; মুখে আনিবার অযোগ্য, অকথ্য। দুর্ (দুঃখে) হয় উচ্চার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [উচ্চার্য্য, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

দুরুচ্চার্য্য—দুরুচ্চার (সকল অর্থে)। দুর্ (দুঃখে)

দুরুচ্ছেদ—দুরপনেয়, দুর্নিবার। দুর্ (দুঃখে) হয় উচ্ছেদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরুত্তর—১। মন্দ উত্তর, দুষ্ট উত্তর। দুর্ (নিন্দিত) যে উত্তর, প্রাদি বা নিত্য। সং; ক্লী। ২। দুস্তর, যাহা অতি কষ্টে পার হওয়া যায় এরূপ। দুর্—উৎ—তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+খল্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি।

দুরুধরা—সূর্য্য ও গ্রহান্তরের মধ্যস্থলে চন্দ্রের অবস্থিতিরূপ যোগ। সং; স্ত্রী।

দুরুপসদ—দুর্গম; দুষ্প্রাপ্য; দুরধিগম; দুঃসহ। দুর্—উপ—সদ (গমন করা, পাওয়া)+খল্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরুপসদা।

দুরুপস্থান—দুর্গম; দুরাভগম্য। দুর্—উপ—স্থা (থাকা)+অনট্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি।

দুরূহ—দুস্তর্ক্য; দুর্জ্ঞেয়; দুর্বোধ, কঠিন। দুর্—উহ (তর্ক করা)+খল্ র্ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুরূহা। বিশেষ্যে দুরূহত্ব।

দুরোদর—১। দ্যূত, পাশকক্রীড়া। দুর্ (দুষ্ট) আ (সম্যক্) হইয়াছে উদর (অভ্যন্তর) যাহার, বহু। সং; ক্লী। ২। দ্যূতক্রীড়ক; পণ; পাশক। পু।

দুর্গ—১। অগম্য, দুর্গম। দুর্—গম (গমন করা)+ড র্ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুর্গা। ২। গড়, কেল্লা [দুর্গ ৬ প্রকার; যথা—ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃদ্দুর্গ ও বনদুর্গ]। সং; ক্লী। ৩। অসুরবিশেষ, এই অসুর দুর্গা কর্ত্তৃক হত হয়; মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, মহাভয়, অতিরোগ। সং; পু।

দুর্গকারক—দুর্গকর্ত্তা, দুর্গনির্ম্মাতা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দুর্গত—দুর্দ্দশাগ্রস্ত; দুঃখী, দরিদ্র। দুর্—গম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুর্গতা।

দুর্গতি—দুরবস্থা, দুর্দ্দশা; দারিদ্র্য; নরক। দুর্ (নিন্দিতা) যে গতি, প্রাদি বা নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুর্গন্ধ—১। দুষ্টগন্ধ, পূতিগন্ধ, খারাপ গন্ধ। দুর্ (মন্দ) যে গন্ধ, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু। ২। পূতিগন্ধবিশিষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুর্গন্ধী (দুর্গন্ধিন্)—পূতিগন্ধবিশিষ্ট, ক্লেশজনকগন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দুর্গন্ধিনী। [সং; পু।

দুর্গপতি—দুর্গাধ্যক্ষ, দুর্গরক্ষক, দুর্গেশ। ৬তৎ।

দুর্গম—অতিকষ্টে গমন করা যায় যেখানে এরূপ, দুষ্প্রবেশ; দুষ্প্রাপ্য; দুর্লভ; দুর্বোধ। দুর্—গম (গমন করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুর্গমা।

দুর্গসঞ্চর—সেতু, সাঁকো, পুল। দুর্গ—সম্—চর (গমন করা)+অল্ ণ। সং; পু।

দুর্গা—১। অগম্যা, দুষ্প্রাপ্যা। দুর্গ দেখ। দুর্গ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মহাদেবী, পরমা প্রকৃতি, হরমহিষী। সং; স্ত্রী। [সুরথ রাজার সময় হইতে ধরাধামে এই দেবীর পূজা-প্রথা চলিত হইয়াছে। তৎপরে রামচন্দ্র লঙ্কেশ্বর রাবণের বিনাশার্থে সৌরাশ্বিন মাসে ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। শরৎকালে দেবদেবীগণ নিদ্রিত থাকেন বলিয়া অকালে তাঁহার বোধন করাইতে অর্থাৎ তাঁহাকে জাগাইতে হইয়াছিল। তদবধি এদেশে শারদীয়া পূজার আরম্ভ হইয়াছে]। কেহ কেহ বলেন, বেদে দুর্গা শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু নারায়ণ উপনিষদে ও শুক্লযজুঃ সংহিতায় দেবী অর্থে দুর্গি শব্দ এবং অম্বিকা শব্দ (দুর্গাবাচক) দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্—গম (গমন করা, পাওয়া)+ড র্ম+আপ্, যাঁহাকে অতি দুঃখে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে দেবীকে পাইতে কঠোর সাধনা করিতে হয়। দুর্গাদেবীর ভক্তগণ নানাজনে নানাভাবে দুর্গানামের ব্যুৎপত্তি সাধন ও অর্থ করিয়া থাকেন।

দুর্গাচরণ নাগ—জনৈক সাধক সাধু পুরুষ। নারায়ণগঞ্জের অদূরবর্তী দেওভোগ গ্রামে বাং ১২৫৩ সালের ৩ই ভাদ্র ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম দীনদয়াল নাগ, মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। ইনি বাল্যে নারায়ণগঞ্জ হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী ঢাকা সহরে যাতায়াত করিয়া স্কুলে পড়াশুনা করিতেন; অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাসের জন্য বালক দুর্গাচরণকে প্রত্যহ ২০ মাইল পথ হাঁটিতে হইত। পরে রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য হইয়া সাধনমার্গে এতদূর উন্নতি করেন যে ক্রমশঃ "সাধু নাগ মহাশয়" নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন। কথিত আছে যে, ইনি গঙ্গাকে আনাইয়া পিতৃদেবকে বাড়ীর উঠানে গঙ্গাস্নান করাইয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ১৩০৬ সালের ১৩ই পৌষ এই পুণ্যাত্মা নিজ বাটীতে সমাধিস্থ হয়েন। তদবধি দেওভোগ ঐ অঞ্চলের একটি তীর্থস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। নাগ মহাশয় আবার বঙ্গভাষার একজন লেখকও ছিলেন। ইঁহার রচিত "বালকদিগের প্রতি উপদেশ" নামক পুস্তক ইনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি গান এবং কয়েকখানি পুস্তক এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে।

দুর্গাচরণ লাহা (মহারাজা)—ইনি সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক্-বংশ-সম্ভূত। চুঁচুড়া সহরে অনুমান ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা প্রাণকৃষ্ণ লাহা। দুর্গাচরণ বাল্যে কলিকাতা শিবঠাকুরের গলিতে গোবিন্দ বসাকের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রবেশ করেন। দুই বৎসরকাল এইখানে থাকিয়া হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন। এইখানে রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই ইঁহার পিতা বিষয়কার্য্য শিখাইবার জন্য ইঁহাকে নিজের আফিসে লইয়া যান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে দুর্গাচরণ আফিসের নেতা হইয়া ব্যবসায়ের সমধিক উন্নতি সাধন করেন। উত্তরকালে ইনি অনেকগুলি সওদাগর আফিসের মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন। ইনি বাণিজ্যে ও পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া তাহার আয়ে বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কি ইংরাজ, কি দেশীয় সমাজে ইনি ধনী এবং তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। গভর্ণমেণ্টও অনেক সময় ইঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ইনি ১৭৭৪ খৃঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক এবং ১৮৮২ ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সি, আই, ই, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা, এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি মহারাজ উপাধি লাভ করেন। এদেশীয়গণের মধ্যে ইনিই প্রথম পোর্ট কমিশনার হইতে পারিয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে ইনি দুইবার সভাপতিরূপে বৃত হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ ইনি পরলোক গমন করেন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার)—কলিকাতার তালতলানিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার। ইনি বারাকপুরের নিকট পৈতৃক বাসস্থান মণিরামপুর গ্রামে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে হিন্দুকলেজে শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইনি সতীর্থগণের অপেক্ষা ইতিহাস ও গণিতে অধিকতর পারদর্শিতা দেখান। তৎপরে বিবাহিত হইয়া অনিচ্ছাসত্বে পিতৃকর্ত্তৃক সল্ট বোর্ডের (Salt Board) অধীনে একটি সামান্য কর্ম্মে নিয়োজিত হন। দুর্গাচরণ একদিন উক্ত বোর্ডের দাওয়ান বনামখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের পাঠতৃষ্ণার অতৃপ্ততার কথা জ্ঞাপন করেন। দ্বারকানাথ দুর্গাচরণের পিতাকে ডাকাইয়া পুত্রকে আবার হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করিতে বলেন। কলেজে প্রেরণ করা হইল বটে, কিন্তু অর্থের অসচ্ছলতা হেতু দুই এক বৎসর থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া দুর্গাচরণ কলেজের শিক্ষা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ পাঠে দুর্গাচরণ অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। দুর্গাচরণ ২১ বৎসর বয়সে হেয়ার সাহেবের ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন এবং সাহেবের অনুমতি লইয়া প্রত্যহ দুই ঘণ্টা কাল মেডিকেল কলেজে যাইয়া ডাক্তারী বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। জোন্স সাহেব হেয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ হইয়া দুর্গাচরণকে যে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা সময় অবসর দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুর্গাচরণ অতঃপর শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় সমস্ত সময়ই নিযুক্ত করিলেন। ইনি পাঁচ বৎসর কাল মেডিকেল কলেজে শিক্ষা করেন। এই সময় বহুবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় সাংঘাতিকরূপে রোগাক্রান্ত হন। সকল চিকিৎসক রোগীর জীবনাশা ত্যাগ করিলে দুর্গাচরণকে ডাকা হইল। ইনি যে ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, তাহা নবাগত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জ্যাকসনকে দেখান হইল। তিনি ঐ ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। অল্প সময়ে রোগীর অবস্থা ভাল হইয়া আসিল দেখিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন, এবং দুর্গাচরণকে ডাকাইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "তুমি নেটিভ জ্যাক্সন্।" সেই সময় হইতে দুর্গাচরণের প্রসার প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। এই সময়ে ইঁহার নাম-ডাক এতই হইয়াছিল যে, যাঁহারা ইঁহার চিকিৎসা-সাহায্য পাইতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যে, স্বয়ং ধন্বন্তরিকে পাইলাম। ইনি এ ব্যবসায়ে যে নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন ও সফলতালাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালাদেশের চিকিৎসক-ইতিহাসে দুর্লভ। কি ধনী, কি নির্ধন, যে কেহ ইঁহার চিকিৎসাপ্রার্থী হইতেন, ইনি সযত্নে সকল সময়ই তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতেন। আহার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে ইঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ইনি হঠাৎ নিউমোনিয়াযুক্ত জ্বরাক্রান্ত হন এবং ২২শে তারিখে মানবলীলা সংবরণ করেন।

ভারতবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার অন্যতম পুত্র। দুর্গাচরণের আর এক পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার এবং শারীরিক বলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

দুর্গাদাস—দুর্গাদেবীর সেবক। ৬তৎ। সং; পু।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—ইঁহার পিতার নাম সুধারাম লাহিড়ী। ১২৬০ সালে ১৫ই বৈশাখ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চক ব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। ইনি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় প্রতিভাশালী। এক দিনেই ইঁহার বর্ণমালা অধিকৃত হয়। ১২৯৮ সালে ইনি "অনুসন্ধান" পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র সাতিশয় যোগ্যতার সহিত ১৮ বৎসর কাল পরিচালিত হয়। এক্ষণে ইনি বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। ইনি একজন সুলেখক। বাঙ্গালীর গান, স্বাধীনতার ইতিহাস, বঙ্গের ইতিহাস, রাণী ভবানী, পৃথিবীর ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন দ্বারা ইনি বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইনি যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার রসপূর্ণ বাগ্মিতায় অনেকেই মুগ্ধ। ইঁহার অধ্যবসায় অনুকরণীয়।

দুর্গানবমী—কার্ত্তিকমাসীয় শুক্লনবমী, জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার তিথি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দুর্গাপূজা—দুর্গাদেবীর আরাধনা, শরৎকালীন মহাপূজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমীতে আরম্ভ করিয়া দশমী পর্য্যন্ত এই পূজা কৃত হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা, মধুকৈটভ নামক অসুরের ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে এই পূজা করেন। পরে মহাদেব এই পূজা করিয়া ত্রিপুরাসুরকে নিহত করেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মীহীন হইয়া দুর্গাপূজা করিয়া পুনরায় স্বাধিকার প্রাপ্ত হন। তৎপরে মহারাজ সুরথ শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া মেধস মুনির উপদেশানুসারে নদীতটে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজা করেন, এবং তাহার ফলে হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত ও জন্মান্তরে সাবর্ণি নামক মনু হন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধার্থ লঙ্কাধামে দুর্গাপূজা করিয়া দেবীর বরে রাবণকে বিনাশ করেন। ইহা মহাপূজা ও হিন্দুগণের পক্ষে একটা মহোৎসবরূপে পরিগণিত]।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—নদীয়া জেলার উলাবীরনগর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম অরুন্ধতী দেবী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার স্ত্রী হরিপ্রিয়ার প্রতি স্বপ্নাদেশ হওয়ায় স্ত্রীর অনুরোধে ইনি গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' নামক মহাকাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ষাটিহাজার সগর সন্তানগণের উদ্ধারার্থ ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গারাধনা, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থও পঠিত ও গীত হইয়া থাকে।

দুর্গাভোগ—ধান্যবিশেষ। গ্রা, ক।

দুর্গারাম কর চৌধুরী—রাজপুরের বিখ্যাত জমিদার। সন ১১৬৩ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৫৬ খৃঃ) দুর্গারাম জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গারামের পিতা জনার্দ্দনের অবস্থা সচ্ছল না থাকায়, জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গারাম যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বাঙ্গালা ও সামান্য পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিসাবে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। অল্প বয়সে স্বীয় গ্রামের নিকটবর্ত্তী জগন্নাথপুরে ঘোষেদের বাটীতে দুর্গারামের বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের পরই আর্থিক অভাব বশতঃ তাঁহাকে দেশান্তরে গমন করিতে হইয়াছিল। মেদিনীপুরের অন্তর্গত মাজনা মুটার জমিদার যুগরাম রায়ের নিকট তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে তিনি অনতিবিলম্বে জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যে সুদক্ষ হইয়া উঠেন। তথা হইতে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিমক মহলে কার্য্য গ্রহণ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। দুর্গারাম মাজনা মুটায় নূতন বাসস্থান স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতামহ রামভদ্র মৃত্যুকালে আদেশ করিয়া যান যে, তাঁহার বংশে যে বড় হইবে সে যেন রাজপুরে বাস করে, পিতার মুখে সেই আদেশ শুনিয়া দুর্গারাম, যুগরামের পুত্র রামচন্দ্রের নিকট হইতে রাজপুরে ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। তৎপরে দুর্গারাম বহু মূল্যের সম্পত্তি মেদনমল্ল ও অন্যান্য পরগণা ক্রয় করিয়া সহোদর রাধাচরণ ও পঞ্চাননকে সঙ্গে লইয়া রাজপুরে ভিটা স্থাপন করেন। দুর্গারাম অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন এবং প্রায় সমস্ত তীর্থস্থানেই বহু দেব দেবীর মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। রাজপুরের নিকট ফার্জ্জাবাদ মালঞ্চ প্রভৃতি স্থানে ৺কালী ও ৺শিব মন্দিরাদি স্থাপনা, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ৺শারদীয় পূজায় তিনি স্বর্ণালঙ্কার দিয়া প্রতিমা সজ্জিত করিতেন এবং প্রতি বৎসর সালঙ্কারা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতেন। দুর্গারাম দানে মুক্তহস্ত এবং দরিদ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। দুর্গারামের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা।

দুর্গাবতী (রাণী)—জনৈকা বীর্য্যবতী রমণী। ইনি চন্দেল রাজপুতবংশীয় মাহোবা রাজের কন্যা। গড়মণ্ডলাধিপতি দলপৎসার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের চারি বৎসর পরেই দলপৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন দুর্গাবতী ৩ বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত ও প্রজাগণ সুখী হইল। কিন্তু এ সৌভাগ্য অধিককাল স্থায়ী হইল না। সম্রাট্ আকবর গড়মণ্ডল অধিকারের জন্য ১৮০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি আসফ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি রাজধানী সিংহগড় আক্রমণ করিলে রাণী স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেনাপরিচালনপূর্ব্বক শত্রুকে বাধা দিতে লাগিলেন। প্রথম যুদ্ধে তাঁহার জয় হইল। কিন্তু দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষের দুইটি শর আসিয়া তাঁহার একটি চক্ষুতে ও গণ্ডে বিদ্ধ হইল। ইহা দেখিয়া সৈন্যগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। দুর্গাবতী বহু চেষ্টাতেও তাহাদিগকে আর ফিরাইতে বা সংযত করিতে পারিলেন না। তখন আর যুদ্ধজয়ের আশা নাই দেখিয়া তিনি মাহুতের হস্ত হইতে ছুরিকা গ্রহণ পূর্ব্বক বক্ষে বিদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দুর্গেশ—১। দুর্গাধিপতি। দুর্গের ঈশ। প্রভু), ৬তৎ। ২। শিব। দুর্গার ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

দুর্গেশ-নন্দিনী—১। দুর্গাধিপতির তনয়া। দুর্গের ঈশ, তাহার নন্দিনী, দুইবার ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় বিরচিত উপন্যাস গ্রন্থবিশেষ।

দুর্গোৎসব—দুর্গাদেবীর পূজা জন্য উৎসব [দুর্গাপূজা দেখ]। দুর্গার উৎসব, ৬তৎ। সং; পু।

দুগ্রহ—১। দুঃখে গ্রহণীয়; কষ্টে জ্ঞাতব্য। দুর্—গ্রহ (গ্রহণ ও জ্ঞান) + খল্ প্র। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুগ্রহা। ২। দুষ্ট গ্রহ। দুর্ (দুষ্ট) যে গ্রহ, নিত্য। সং; পু।

দুর্গ্রাহ্য—অতি কষ্টে গ্রহণীয়। দুর (দুঃখে) গ্রাহ্য, প্রাদি। বিণ, ত্রি।

দুর্ঘট—যাহা অতি কষ্টে ঘটে এরূপ, দুঃসাধ্য। দুর্—ঘট (সম্মিলন) + খল্ প্র। বিণ; ত্রি।

দুর্ঘটনা—অশুভ ঘটনা, আকস্মিক বিপৎপাত। দুর্ (নিন্দিত) যে ঘটনা, প্রাদি বা নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুর্জন—দুষ্টলোক; খল, ক্রূর; নিষ্ঠুর ব্যক্তি। দুর্ (দুষ্ট) যে জন, নিত্য। সং; পু।

দুর্জয়—যাহা বা যাহাকে জয় করা দুঃসাধ্য,

অজেয় ; দুর্দ্দমনীয় । দুর্—জি (জয় করা) +খল্ র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্জয়া ।

দুর্জাত—১ । যাহা সম্পূর্ণরূপে জন্মে নাই এরূপ; অসম্পূর্ণজাত, অসম্যক্ জাত । দুর্—জন (জন্মা)+ক্ত ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্জাতা । ২ । দুরদৃষ্ট ; দুর্ভাগ্য ; ব্যসন । দুর্ (নিন্দিত) যে জাত, প্রাদি বা নিত্য । সং ; পু ।

দুর্জ্ঞেয়—দুঃখে জ্ঞাতব্য ; যাহা জানা বড়ই কঠিন । দুর্ (দুঃখে) জ্ঞেয়, প্রাদি ; অথবা দুর্—জ্ঞা (জানা)+য র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

দুর্দমনীয়, দুর্দম্য—অশাসনীয় ; যাহা বা যাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য, দুর্বৃত্ত, দুর্জয় ; অশান্ত, দুরন্ত । দুর্—দম (দমন করা)+অনীয়, য র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্দমনীয়া, দুর্দম্যা ।

দুর্দ্দর্শ—অতি কষ্টে দর্শনীয়, দুর্নিরীক্ষ্য । দুর্—দৃশ (দেখা)+খল্ র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

দুর্দ্দশা—দুর্গতি, দুরবস্থা ; কষ্ট । দুর্ (নিন্দিতা) যে দশা, নিত্য । সং ; স্ত্রী ।

দুর্দান্ত—দুর্দ্দমনীয়, অশান্ত, দুরন্ত । দুর্—দম (দমন করা)+ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

দুর্দিন—বিপৎপূর্ণ দিন ; মেঘাচ্ছন্ন দিন ; বর্ষণ, বাদল । দুর্ (দুঃখজনক) যে দিন, নিত্য । সং ; ক্লী ।

দুর্দৈব—১ । দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য ; দুর্ঘটনা । দুর (দুষ্ট) দৈব (অদৃষ্ট), নিত্য । ২ । পাপ । দুর্ (দুষ্ট) হয় দৈব যাহা হইতে, বহু । সং ; ক্লী ।

দুর্ধর—১ । দুর্ধর্ষ ; দুর্ধার্য্য ; দুঃসহ । দুর্—ধৃ (ধারণ করা)+খল্ র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্ধরা । ২ । জনৈক দৈত্য । সং ; পু ।

দুর্ধর্ষ—অতি প্রবলপরাক্রান্ত, অধর্ষণীয়, যাহার কোনরূপ অবমাননাদি করিতে পারা যায় না ; অক্ষোভ্য । দুর্—ধৃষ (প্রগল্‌ভ করা)+খল্ র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্ধর্ষা ।

দুর্নয়—অসৎ নীতি ; মন্দনীতি, কুনীতি । দুর (দুষ্ট) নয়, নিত্য । সং ; পু ।

দুর্নাম—অখ্যাতি, নিন্দা ; অর্শোরোগ । দুর (নিন্দিত) যে নাম, নিত্য । সং ; ক্লী ।

দুর্নিমিত্ত—অমঙ্গলসূচক লক্ষণ, অমঙ্গলের চিহ্ন । দুর্ (দুষ্ট) যে নিমিত্ত (চিহ্ন), কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

দুর্নিরীক্ষ্য—যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য এরূপ, দুর্দ্দর্শ । দুর্—নির্—ঈক্ষ (দেখা) +য র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্নিরীক্ষ্যা ।

দুর্নিবার—অনিবার্য্য ; অনিবারণীয় ; যাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য এরূপ । দুর্—নি—ণিজন্ত বৃ (=বারি)+খল্ র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

দুর্নিবার্য্য—অতি কষ্টে নিবারণীয়, যাহার নিবারণ অতি ক্লেশসাধ্য । দুর্—নি—ণিজন্ত বৃ (=বারি)+য র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

দুর্নীতি—দুষ্টনীতি, মন্দ আচরণ, কুরীতি । দুর্ (নিন্দিতা) যে নীতি, নিত্য । সং ; স্ত্রী ।

দুর্নীতিপরায়ণ—দুষ্টনীতির অনুসরণকারী, দুর্বৃত্ত, দুরাচার, দুশ্চরিত্র, দুরাত্মা । দুর্নীতি হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—পরায়ণা ।

দুর্বল—শক্তিশূন্য, বলহীন ; জীর্ণ ; অশক্ত ; কৃশ, ক্ষীণ । দুর্ (হীন) হইয়াছে বল (শক্তি) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

দুর্ব্বলতা—বলহীনতা, অসামর্থ্য, অশক্তি, ক্ষীণতা । দুর্ব্বল+তা ভাবার্থে । সং ; স্ত্রী ।

দুর্বুদ্ধি—১ । দুরভিসন্ধি-বিশিষ্ট ; দুর্ম্মতি, কুবুদ্ধিশালী । দুর (দুষ্টা) হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । ২ । কুবুদ্ধি ; দুষ্ট মতি । দুর (দুষ্টা) যে বুদ্ধি, নিত্য । সং ; স্ত্রী ।

দুর্বোধ—যাহা সহজে বোধগম্য করা অর্থাৎ বুঝা দুঃসাধ্য এরূপ ; কঠিন, দুর্জ্ঞেয় । দুর (দুঃখে) হয় বোধ (জ্ঞান) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্বোধা ।

দুর্ভক্ষ্য—১ । যাহা অতি কষ্টে ভক্ষণ করা যায় এরূপ । দুর—ভক্ষ (ভক্ষণ করা)+য র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্ভক্ষ্যা । ২ । ভক্ষ্যের অভাব, অন্নকষ্ট, দুর্ভিক্ষ । অব্যয়ীভাব । সং ।

দুর্ভগ—দুরদৃষ্ট, ভাগ্যহীন, হতভাগ্য । দু (দুষ্ট) হইয়াছে ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্ভগা ।

দুর্ভর—দুর্ব্বহ, গুরু, ভারী ; দুঃসহ ; অসহনীয় দুর—ভৃ+খল্ র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্ভরা ।

দুর্ভাগ্য—১ । দুরদৃষ্ট, মন্দ কপাল ; পাপ দুর্ (মন্দ) যে ভাগ্য, নিত্য । সং ; ক্লী । ২ । হতভাগ্য, মন্দভাগ্য, দুরদৃষ্ট । দুর (দুষ্ট) হইয়াছে ভাগ্য যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

দুর্ভাবনা—দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা । দু (দুঃখজনিকা) যে ভাবনা, নিত্য । সং ; স্ত্রী ।

দুর্ভিক্ষ—ভিক্ষাভাব, দেশে ভিক্ষার অভাব, অকাল, অন্নকষ্ট । ভিক্ষার দুর্ (হীনতা বা অভাব), অব্যয়ী । সং ; ক্লী ।

দুর্ভেদ্য—অতি কষ্টে ভেদনীয়, অভেদনীয় ; অতিশয় কঠিন । দুর্—ভিদ্ (ভেদ করা)+ ঘ্যণ্ র্ম্ম ; অথবা দুঃখে ভেদ্য, প্রাদি । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্ভেদ্যা । বিশেষ্যে দুর্ভেদ্যতা ।

দুর্ম্মতি—১ । দুর্ব্বুদ্ধি, কুমতিশালী । দুর্ (দুষ্টা) মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । ২ । দুষ্টা বুদ্ধি । দুর্ (দুষ্টা) যে মতি, নিত্য । সং ; স্ত্রী ।

দুর্ম্মদ—১ । উন্মত্ত ; দুর্দ্ধর্ষ । দুর্—মদ+অন্ ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্ম্মদা । ২ । ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র ; রাধিকার দেবর । সং ; পু ।

দুর্ম্মনাঃ (দুর্ম্মনস্)—দুঃখিতচিত্ত ; উদ্বিগ্নমনাঃ, চিন্তাযুক্ত । দুর (দুঃখিত) হইয়াছে মনঃ (মনস) যাহার, বহু । বিণ ; পু বা স্ত্রী ।

দুর্ম্মনায়মান—আকুলায়মান-হৃদয় ; উদ্বিগ্নচিত্ত ; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত । দুর্ম্মনস্ শব্দ+ক্য=দুর্ম্মনায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান ক । বিণ ; ত্রি ।

দুর্ম্মন্ত্রী—দুষ্ট মন্ত্রী, কুপরামর্শদাতা । নিত্য । সং ; পু ।

দুর্ম্মিত্র—দুষ্ট মিত্র, অসৎবন্ধু । নিত্য । সং ; ক্লী ।

দুর্ম্মুখ—১ । অপ্রিয়বাদী ; মন্দমুখ, কটুভাষী । দুর্ (মন্দ) হইয়াছে মুখ (মুখনিঃসৃত বাক্য) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্ম্মুখা, দুর্ম্মুখী । ২ । অশিক্ষিত অশ্ব ; বানরবিশেষ ; নাগবিশেষ ; দৈত্যবিশেষ ; অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের গুপ্তচর-বিশেষ (কৃত্তিবাসী রামায়ণ মতে) । সং ; পু ।

দুর্ম্মূল্য—মহার্ঘ, মহামূল্য ; অক্রেয় । দুর্ (অনুচিত, অতিরিক্ত) হইয়াছে মূল্য যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী দুর্ম্মূল্যা ।

দুর্ম্মোচ্য—অতিকষ্টে মোচনসাধ্য, দুরপনেয় । দুর্ (দুঃখে) মোচ্য , প্রাদি । বিণ ; ত্রি ।

দুর্যোগ—দুঃখকর যোগ ; দুর্দিন । দুর্ (দুঃখজনক) যে যোগ, নিত্য । সং ; পু ।

দুর্যোধ—অতি কষ্টে যোধনীয়, অযোধ । দুর্—যুধ (যুদ্ধ করা)+অন র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

দুর্যোধন—১ । অতি দুঃখে যোধনীয়, দুর্যোধ । দুর্—যুধ (যুদ্ধ করা)+অন র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । ২ । অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ । ইঁহার জননীর নাম গান্ধারী । ইনি বাল্যে পাণ্ডবদিগের সহিত একত্র লালিত পালিত হইয়াছিলেন । সে সময়ে সভ্রাতৃক দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন । ক্রীড়ায় তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে না পারায় ইঁহার মনে বিদ্বেষভাবের সঞ্চার হয় । বিশেষতঃ ভীমের বলবিক্রম হেতু ইনি তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠেন । অতঃপর ইনি ভীমের বিনাশার্থ তাঁহাকে দুই বার বিষ প্রদান করেন, কিন্তু ভাগ্যবলে ভীম দুইবারই তাহাতে রক্ষা পান । অতঃপর সকলেই প্রথমে কৃপাচার্য্য ও পরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন । গদাযুদ্ধে দুর্যোধন সমধিক দক্ষতা লাভ করিলেন । কিন্তু পাণ্ডবদিগের বল, বীর্য্য ও শিক্ষায় উৎকর্ষের সহিত ইঁহার চিরপোষিত বিদ্বেষানল ক্রমে তীক্ষ্ণতর হইতে লাগিল । অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার দিন দুর্যোধন ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । কৃত্রিম যুদ্ধ ক্রমে সাঙ্ঘাতিক প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইলে দ্রোণাচার্য্য মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন ।

অতঃপর যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, দুর্যোধন ক্রোধে ও হিংসায় একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন ;

কিসে পাণ্ডবদিগের বিনাশসাধন করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবেন, স্বতঃপরতঃ তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাদিগের আশু বিনাশের নিমিত্ত বারণাবতে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া পাণ্ডবগণকে কৌশলে তথায় প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিদুরের চেষ্টায় নিরীহ পাণ্ডবগণ আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিয়া মনে মনে অতিশয় সুখী হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাহাতেও কিন্তু দুর্য্যোধনের হিংসা হইল। তাহার উপর আবার যুধিষ্ঠির মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞ দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। তথায় পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য ও সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া ইঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। ইতঃপূর্ব্বে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরস্থলে গমন করিয়া লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। অথচ ছদ্মবেশী অর্জ্জুন অনায়াসে সেই লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীরত্ন লাভ করেন। ইহাতে পাপমতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী এই সকলের প্রতিই দারুণ জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্য্যোধন সস্ত্রীক পাণ্ডবগণের অনিষ্টসাধনের নূতন উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের মত করাইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার্থে হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ করিলেন। রাজধর্ম্মানুসারে যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধনের মাতুল অক্ষক্রীড়াপটু দুষ্ট শকুনি ভাগিনেয়ের প্রতিনিধিরূপে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনির কপট ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্যাদি সমস্ত হারাইয়া পরে একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে ও শেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণে হারাইয়া বসিলেন। এইবার দুর্য্যোধন অনেক দিনের পোষিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়া পাঞ্চালীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার আদেশ দিলেন। দুর্ম্মতি দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লইয়া আসিলে, দুর্বৃত্ত দুর্য্যোধন তাঁহাকে নানারূপ পরিহাস করিয়া স্বীয় উরুদেশের বস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাকে বাম উরু প্রদর্শন করেন। তদ্দর্শনে ভীম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যুদ্ধে গদাঘাতে সেই উরু ভঙ্গ করিবেন। অতঃপর অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে নানারূপে সন্তুষ্ট করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বরাজ্যে প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ার্থে আহ্বান করিয়া আনাইলেন। এবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া খেলা হইল। ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হওয়ায় পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ বনগমন করিলেন। দুর্য্যোধন নিষ্কণ্টকে উভয় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অতীব সুখী হইলেন।

দুর্য্যোধন ভানুমতী নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার পর সখা কর্ণের সহায়তায় চিত্রাঙ্গদরাজকন্যাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া তাঁহাকেও বিবাহ করেন। ইঁহার লক্ষ্মণ নামে এক পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা হয়। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তিনি তাঁহার স্বয়ংবরের ঘোষণা করেন। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব তাঁহাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিলে, ইনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। বলরাম শাম্বকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেও ইনি তাহা অগ্রাহ্য করায় বলদেব হস্তিনাপুর ধ্বংস করিতে উদ্যত হন। তখন দুর্য্যোধন শাম্বকে মুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত লক্ষ্মণার বিবাহ দেন; এবং এইরূপে বলরামের তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন।

পাণ্ডবদিগকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করিয়াও হিংসকের হিংসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাঁহাদের বিনাশের নিমিত্ত দুর্য্যোধন এক নূতন উপায় স্থির করিলেন। একদা মহাতপাঃ দুর্ব্বাসাঃ ঋষিকে কোন প্রকারে তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে দশসহস্র শিষ্যসহ দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যুধিষ্ঠিরের নিকট অতিথি হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোপনস্বভাব ঋষি ভক্ষ্য দ্রব্য না পাইয়া পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত করিবেন। পরন্তু কৃষ্ণের কৌশলে দুর্য্যোধনের সে চেষ্টাও বিফল হইল।

অতঃপর দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে আপনার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের এবং স্বচক্ষে তাঁহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া সুখী হইবার মানসে ছলপূর্ব্বক ঘোষযাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদির দৈন্যদর্শনে পরম পুলকিত হইয়া প্রত্যাগমনকালে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের বনে গমন করিলে তাঁহার সহিত কৌরবগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে কর্ণপ্রমুখ বীরগণ পরাস্ত হইলে দুর্য্যোধন স্বয়ং রণে গমন করেন এবং পরাজিত ও নারীগণসহ বন্দী হইলেন। সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্বের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন চিত্রসেনকে পরাভূত করিয়া দুর্য্যোধনাদিকে মুক্ত করিলেন। এইরূপে হতমান হইয়া দুর্য্যোধন অতি দীনচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রভূত অর্থ আনয়নপূর্ব্বক ইঁহাকে প্রদান করিলে, ইনি বৈষ্ণবযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া কতকটা হৃষ্ট হইলেন।

একদা দুর্য্যোধন ভীষ্মদ্রোণাদি মহাবীরগণের মত করাইয়া বিরাটরাজের গোধনহরণ মানসে যাত্রা করেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাটরাজের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুন সারথি হইয়া এবং বিরাটতনয় উত্তরকে রথী করিয়া লইয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। কুরুসেনা দর্শনে উত্তর ভয় পাইলে, অর্জ্জুন নিজে যুদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় ভীষ্মদ্রোণাদি বীরগণকে পরাস্ত করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া দুর্য্যোধন হস্তিনায় প্রতিগমন করেন।

ত্রয়োদশবর্ষান্তে পাণ্ডবগণ হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশায় দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি দিতেও অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর যুদ্ধের আশঙ্কায় দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে বরণ করিতে চাহিলে, কৃষ্ণ স্বয়ং কোনও পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় এবং ইঁহাকে এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা প্রদান করায় ইনি সন্তুষ্টচিত্তে হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন। অতঃপর কৃষ্ণ নিজে সন্ধিস্থাপনার্থ অনুরোধ করিবার নিমিত্ত হস্তিনায় গমন করিলে ইনি তাঁহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন।

অতঃপর যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করেন। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ইঁহার সেনাপতি ছিলেন; তথাপি ইঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল, কারণ ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি দ্রোণদত্ত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এবং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি ইঁহাকে অশ্বহীন করেন। পরে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া দুর্য্যোধন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কৌরবপক্ষীয় সমস্ত সেনা বিনষ্ট হইলে যুদ্ধের ঊনবিংশ দিবসে ইনি পলায়নপূর্ব্বক এক হ্রদে প্রবেশ করেন। পাণ্ডবগণ ইঁহার অনুসরণে তথায় উপস্থিত

হইলে, ইনি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহার গদাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া ভূতলশায়ী হন। পরে অশ্বত্থামার পৈশাচিক নৈশ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া অতি হর্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। [সং ; স্ত্রী।

দুর্লক্ষণ—মন্দ লক্ষণ। দুর্ (দুষ্ট) লক্ষণ, নিত্য।

দুর্লক্ষ্য—অতি কষ্টে দর্শনীয়, দুর্নিরীক্ষ্য, অদৃশ্য। দুর্-লক্ষ (চিহ্ন করা) য র্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্লঙ্ঘ্য—অতি কষ্টে লঙ্ঘনীয়, দুরতিক্রম্য, অলঙ্ঘ্য। দুর্-লঙ্ঘ (লঙ্ঘন করা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুর্লঙ্ঘ্যা।

দুর্লভ, দুর্লভ্য—দুষ্প্রাপ্য ; বহুমূল্য, দুর্মূল্য, বিরল। দুর্-লভ (লাভ করা)+খল্, ক্যপ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুর্লভা, দুর্লভ্যা।

দুর্ললিত—দুষ্ট চেষ্টাযুক্ত ; অতিরিক্ত প্রশ্রয়প্রাপ্ত ; আবদারে। দুর্ (দুষ্ট) ললিত (চেষ্টা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দুর্লেখ্য—কুৎসিত পত্র, মন্দ লিপি, দুরক্ষর ; কৃত্রিম দলিল। নিত্য। সং ; ক্লী।

দুর্ব্বচঃ (-চস্)—দুর্ব্বাক্য ; মন্দ কথা ; নিন্দা বাক্য। দুর্ (নিন্দিত) যে বচঃ, নিত্য। সং ; ক্লী।

দুর্ব্বৎসর—মন্দ বৎসর, যে বর্ষে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে না ; যে বৎসর নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। দুর্ (দুষ্ট) বৎসর, নিত্য। সং ; পু।

দুর্ব্বর্ণ—১। মলিন। দুর্ (নিন্দিত) বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুর্ব্বর্ণা। ২। রজত, রৌপ্য। সং ; ক্লী।

দুর্ব্বহ—অতি কষ্টে বহনযোগ্য, যাহা অতি দুঃখে বহন করা যায় এরূপ, অতি ভার ; দুঃসহ। দুর্-বহ (বহন করা)+খল্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুর্ব্বহা।

দুর্ব্বাক্য—মন্দ বাক্য, কটু কথা, অপ্রিয় বাক্য ; অশ্লীল বাক্য, গালি। দুর্ (নিন্দিত) যে বাক্য, নিত্য। সং ; ক্লী।

দুর্ব্বাচ্য—১। অতি কষ্টে কথনীয় ; দুরুচ্চার্য্য, অকথ্য। দুর্ (দুঃখে) বাচ্য, প্রাদি। বিণ ; ত্রি। ২। দুর্ব্বাক্য। নিত্য। সং ; ক্লী।

দুর্ব্বার—যাহা অতি দুঃখে নিবারণ করা যায় এরূপ, অনিবারণীয়, অনিবার্য্য। দুর্-ণিজন্ত বৃ (=বারি)+খল্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্ব্বার্ত্তা—দুঃসংবাদ, অশুভ সংবাদ, মন্দ খবর। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

দুর্ব্বাসনা—কদিচ্ছা, অসদভিলাষ, দুরাকাঙ্ক্ষা। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

দুর্ব্বাসাঃ (-সস্)—১। কুৎসিত বস্ত্রধারী। দুর্ (নিন্দিত) হইয়াছে বাসঃ (অর্থাৎ বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। জনৈক মুনি। মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কামদেবের শিষ্য ছিলেন। তপস্যায় বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়া ইনি অতি তেজঃসম্পন্ন যোগী হন। শঙ্করের আদেশে ইনি শ্বেতকীরাজের দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের যাজনক্রিয়া করেন। ইঁহার অযুতসংখ্যক শিষ্য ছিল। দুর্ব্বাসা ঔর্ব্বতনয়া কন্দলীকে বিবাহ করেন। বিবাহকালে শ্বশুরের অনুরোধে কন্দলীর শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কলহপ্রিয়া কন্দলী অতি অল্পকালের মধ্যে শতসংখ্যক অপরাধের সীমা অতিক্রম করায় ইনি তাঁহাকে শাপ প্রদানে ভস্মীভূত করেন। যাদববংশীয়া একনাংশা নাম্নী আর এক কন্যাকেও ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

দুর্ব্বাসা অতিশয় স্বেচ্ছাপরতন্ত্র ও কোপনস্বভাব ছিলেন। ইঁহার কোনও বিষয়ের নিয়ম ছিল না। ইঁহাকে সন্তুষ্ট করা সহজসাধ্য ছিল না। একদা ইনি কুন্তিভোজ নরপতির গৃহে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তী (পাণ্ডবজননী) ইঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। মুনিবর তথায় এক বৎসরকাল অবস্থিতি করেন, এবং কুন্তীর সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এমন এক মন্ত্র প্রদান করেন যে, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে দেবতাকে আহ্বান করা যাইবে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। আর এক সময়ে ইনি দুর্য্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবনিগ্রহে গমন করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে ইঁহার প্রয়াস বিফল হয়। একদা মুনিবর দেবরাজকে এক ছড়া মালা প্রদান করেন। দেবেন্দ্র তাহা নিজে ধারণ না করিয়া ঐরাবতের মস্তকে রক্ষা করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া ইনি ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট করেন। অন্য এক সময়ে ইনি কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, পতিধ্যানপরায়ণা শকুন্তলা ইঁহার সংবর্দ্ধনা না করায় তাঁহাকে অভিশাপ প্রদানে দীর্ঘকাল পতিবিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য করেন। এইরূপ কোপনস্বভাব হেতু একবার দুর্ব্বাসাকে মহা বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। একদা ইনি মহারাজ অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। ইনি স্নানার্থ নদীতে গমন করিলে, রাজা ব্রতজন্য তিন দিবস উপবাসের পর পারণার সময় অতীত হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের উপদেশক্রমে জল গ্রহণ করেন। মুনিপুঙ্গব প্রত্যাগত হইয়া এই কথা শ্রবণ করেন, এবং কুপিত হইয়া স্বীয় জটা ছিন্ন করিলে তাহা হইতে এক উগ্রমূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাহাকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বাসাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। মুনিবর প্রাণভয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে বিষ্ণুর উপদেশে অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র কালপুরুষের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইয়া আপনার আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতে বলেন। রামের নিষেধ সত্ত্বেও ইঁহার ভয়ে লক্ষ্মণ তথায় গমন করায় রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। একদা ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, সুরাপানমত্ত যাদবগণ কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া এবং তাঁহার কৃত্রিম গর্ভাকার উদরস্ফীতি রচনা করিয়া ইঁহার নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহার প্রসবের কাল গণনা করিয়া দিতে বলেন। মুনিবর যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া উত্তর করেন যে, এই গর্ভে একটা মুষল প্রসূত হইয়া যদুকুল নির্ম্মূল করিবে। কিছুকাল পরে কার্য্যেও তাহাই হইয়াছিল।

দুর্ব্বিগাহ—দুরবগাহ, দুষ্প্রবেশ। দুর্-বি-গাহ্+খল্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্ব্বিনীত—উদ্ধত, অবিনয়ী, মন্দব্যবহারী। নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

দুর্ব্বিনেয়—অবিনয়াই ; দুর্দ্দমনীয়। দুর্-বি-নী+য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -য়া।

দুর্ব্বিপাক—১। দুর্ঘটনা ; মন্দ পরিণাম। দুর্ (নিন্দিত) যে বিপাক, প্রাদি বা নিত্য। সং ; পু। ২। মন্দপরিণামযুক্ত। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে বিপাক (পরিণাম) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -পাকা।

দুর্ব্বিষহ—অতি অসহ্য ; দুর্ব্বহ। দুর্-বি-সহ (সহ্য করা)+খল্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্ব্বৃত্ত—দুরাত্মা ; দুশ্চরিত্র ; উদ্ধত ; অশিষ্ট ; ধূর্ত্ত। দুর্ (নিন্দিত বা দুষ্ট) হইয়াছে বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দুর্ব্বেদ—দুর্জ্ঞেয়, দুর্ব্বোধ। দুর্-বিদ্+খল্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্হৃৎ (দুর্হৃদ্)—১। দুষ্টচিত্ত, দুরাশয়। দুর্ (দুষ্ট) হৃৎ (হৃদয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শত্রু। সং ; ত্রি।

দুর্হৃদয়—দুষ্টান্তঃকরণ, ক্রূরচিত্ত। দুর্ (দুষ্ট) হৃদয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দুর্হৃদয়া।

দুল—নিম্নকর্ণের দোদুল্যমান আভরণ। দেশজ।

দুলখ—১। দুর্লভ। বিণ। ২। দুলিতেছে। প্রা, ক। ক্রি।

দুলদুল—মোহম্মদের প্রিয় ঘোটকের নাম, ইহা তিনি স্বীয় জামাতা আলীকে দান করেন।

দুলা—আন্দোলিত হওয়া, দোদুল্যমান হওয়া, ঝুলা। দেশজ। ক্রি।

দুলারি, দুলারী—দুলালী, আদরিণী; আদুরী, সোহাগিনী, প্রিয়তমা। বিণ; স্ত্রী। প্রা, ক।

দুলাল—১। আদুরে; প্রিয়। দেশজ। বিণ। ২। প্রণয়, প্রেম। সং।

দুলালি, দুলালিয়া, দুলালী—আদরিণী, সোহাগী, প্রিয়তমা। বিণ; স্ত্রী। প্রা, ক।

দুলি—১। কমঠী, কচ্ছপী। দুল+কি ক। সং; স্ত্রী। ২। তুলিবিশেষ। সং; পু।

দুলিচা—ছোটগালিচা। একরকম আসন। বৈদেশিক। সং।

দুলিয়া (ডুলিয়া), দুলে (ডুলে)—শিবিকাবাহক সঙ্করজাতিবিশেষ। দেশজ। সং।

দুলী—কমঠী, কচ্ছপী। দুলি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দুল্লল, দুল্লীল—অতি স্নেহ, আদর, গর্ব, সোহাগ। প্রা, ক। সং। [illegible]শিক। সং।

দুশমন, দুশমুন—শত্রু; বৈরী, বিপক্ষ। বৈদে

দুশ্চর—১। অতি দুঃখে বা কষ্টে আচরণীয়; দুর্—চর (আচরণ করা, গমন করা)+অল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুশ্চরা। ২। শম্বুক; ভল্লুক। দুর্ (দুঃখে) চরে (চলে) যে, উপ; দুর্—চর+অন্ ক। সং; পু।

দুশ্চরিত্র—১। অসচ্চরিত্র, কুস্বভাবাপন্ন, কুব্যবহারী। দুর্ (দুষ্ট) চরিত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুশ্চরিত্রা। বি দুশ্চরিত্রতা। ২। কুভাব, মন্দ প্রকৃতি। দুর্ (মন্দ) যে চরিত্র, নিত্য। সং; ক্লী।

দুশ্চিকিৎস্য—দুরারোগ্য, দুর্নিবার, দুরপনেয় (রোগ)। দুর্—চিকিৎস+য র্ম। বিণ।

দুশ্চিন্তা—অশুভ ভাবনা, অমঙ্গলচিন্তা। দুর্ (দুষ্টা) যে চিন্তা, নিত্য (এই সকল সমাস নিত্য নামে অভিহিত, কারণ ইহার বাক্য থাকে না)। সং; স্ত্রী।

দুশ্চেষ্টা—মন্দচেষ্টা, কুকর্ম্মে চেষ্টা। দুর্ (নিন্দিতা) যে চেষ্টা, নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুশ্ছেদ্য—দুঃখে ছেদনীয়, যাহা ছেদন করা কঠিন। দুর্—ছিদ (ছেদন করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুশ্ছেদ্যা।

দুষা, দুসা—দোষ দেওয়া, অপরাধী করা, নিন্দা করা। দেশজ। ক, প্র। ক্রি।

দুষ্কর—অতি কষ্টে করণীয়, কষ্টসাধ্য; কঠোর; দুঃসাধ্য, কঠিন। দুর্—কৃ (করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুষ্করা।

দুষ্কর্ম্ম—মন্দ কর্ম্ম, পাপ, দুরাচার। দুর্ (নিন্দিত) যে কর্ম্ম, নিত্য। সং; ক্লী।

দুষ্কর্ম্মা (দুষ্কর্ম্মন্)—পাপী; দুষ্ক্রিয়ান্বিত। দুর্ (দুষ্ট) কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

দুষ্কাল—অকাল, অসময়, দুঃসময়। দুর্ (নিন্দিত) যে কাল, নিত্য। সং; পু।

দুষ্কুল—অসৎকুল, নীচবংশ। নিত্য। সং; ক্লী।

দুষ্কুলীন—নীচকুলোৎপন্ন, নীচ বংশে জাত। দুষ্কুল শব্দ+ঈন্ ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

দুষ্কৃত—১। দুষ্কর্ম্ম, অসৎকার্য্য, দুরাচার, পাপ। দুর (নিন্দিত) যে কৃত, নিত্য। সং; ক্লী। ২। দুঃখে বা অন্যায়ে কৃত। দুর্—কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুষ্কৃতা।

দুষ্কৃতি—দুষ্কর্ম্ম, অসৎকার্য্য, পাপ; দুর্ভাগ্য। দুর্ (নিন্দিতা) যে কৃতি, নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুষ্ক্রিয়া—মন্দকার্য্য, কুকর্ম্ম। দুর্ (দুষ্টা) ক্রিয়া, নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুষ্ক্রিয়ান্বিত—অসৎকার্য্যকারক, দুষ্কৃতকারী। দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

দুষ্ক্রীত—অনুচিত বা অতিরিক্ত মূল্যে ক্রীত। দুর—ক্রী+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্ট—দুর্বৃত্ত, দুর্জন; দোষযুক্ত; অধার্ম্মিক; অধম। দুষ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুষ্টা।

দুষ্টব্রণ—যে ব্রণের পরিণাম ফল অশুভ। নিত্য। সং; পু বা ক্লী।

দুষ্টাশয়—দুরভিপ্রায়, মন্দ অভিসন্ধিসম্পন্ন। দুষ্ট হইয়াছে আশয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুষ্টাশয়া। [illegible] ক। বা।

দুষ্টু—মন্দ; কুৎসিত; দুঃস্থিত। দুর্—স্থা+ডু

দুষ্পরাজেয়—অতিকষ্টে জেয়, দুর্জয়; দুর্দ্দমনীয়। দুস (দুঃখে) পরাজেয়, নিত্য। বিণ; ত্রি।

দুষ্পরিহর—দুস্ত্যজ, যাহার ত্যাগ দুঃসাধ্য। দুর্—পরি—হৃ+অল্ (মতান্তরে অল্) র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুষ্পরিহরা।

দুষ্পাচ্য—গুরুপাক, যাহা সহজে জীর্ণ হয় না। দুর্—পচ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্পূর—অতি কষ্টে পূরণীয়, যাহার পূরণ করা দুঃসাধ্য, অপূরণীয়। দুর্—পূর্ (পূরণ করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুষ্পূরা।

দুষ্প্রধর্ষ—দুর্ধর্ষ, অধর্ষণীয়, অদম্য, অশাসনীয়। দুর্—প্র—ধৃষ+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্প্রবৃত্তি—দুষ্টপ্রবৃত্তি, অসৎ বিষয়ে অভিলাষ। দুর্ (নিন্দিতা) যে প্রবৃত্তি, নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুষ্প্রবেশ—যাহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য এরূপ; দুর্গম। দুর্ (দুঃখে) প্রবেশ করা যায় যাহাতে, উপ; দুর্—প্র—বিশ+অল্ বা খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বেশা।

দুষ্প্রসহ—অত্যন্ত দুঃসহ। দুর্—প্র—সহ (সহ্য করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সহা।

দুষ্প্রাপ, দুষ্প্রাপ্য—কষ্টলভ্য, দুর্লভ। দুর্—প্র—আপ (পাওয়া)+খল্, ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুষ্প্রাপা, দুষ্প্রাপ্যা।

দুষ্প্রাপণীয়—দুঃখে প্রাপ্য, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। দুর্—প্র—আপ+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত—চন্দ্রবংশীয় ঐতিরাজের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। একদা ইনি মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তথায় মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হন। শকুন্তলাও রাজার প্রতি আসক্ত হন। অতঃপর সেই স্থলেই গান্ধর্ব্ববিধানমতে ইঁহাদের বিবাহ হয়। রাজা পরমানন্দে কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি করেন, তাহাতেই শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হয়। অনন্তর ইনি অভিজ্ঞানস্বরূপ স্বীয় অঙ্গুরী শকুন্তলাকে প্রদান করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। রাজকার্য্যের গুরুভারে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা একেবারেই বিস্মৃত হন। কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে শকুন্তলা দুষ্মন্তের ঔরসে স্বীয় গর্ভজাত ভরত নামক পুত্রকে লইয়া হস্তিনায় স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। রাজা প্রথমে শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে দৈববাণীতে সমস্ত অবগত হইয়া পুত্রসহ ভার্য্যাকে গ্রহণ করেন। অতঃপর ভরত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দুষ্মন্ত অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করেন।

দুসরা—অন্য, ভিন্ন। হিন্দী। বিণ।

দুস্তর—যাহা পার হওয়া কঠিন এরূপ, অপার; দুরতিক্রমা। দুর্—তৃ (পার হওয়া)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুস্তরা।

দুস্থিত—দুঃস্থিত দেখ।

দুহা—১। দোহন করা। দেশজ। ক্রি। ২। দুই, উভয়। প্রা, ক।

দুহুঁ—দুই, উভয়। প্রা, ক।

দুহি—দুই, উভয়, দুইজন। প্রা, ক।

দুহিতা (দুহিতৃ)—কন্যা, পুত্রী, তনয়া। দুহ (দোহন করা)+তৃচ্ ক। মাতার স্তনদুগ্ধ অধিক দোহন করে বলিয়া অর্থাৎ পুত্র অপেক্ষা কন্যাসন্তানের উৎপত্তিতে অধিকতর মাতৃস্তন্য জন্মে বলিয়া কন্যাকে দুহিতা বলে। পরন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ (Linguist) পণ্ডিতগণ বলেন যে, পূর্ব্বকালে গৃহপালিত গো-দোহন কন্যাদিগের কার্য্য ছিল বলিয়া তাহাদিগের 'দুহিতা' এই নাম হইয়াছে। সং; স্ত্রী।

দুহু, দুহুঁ—দুইজন; উভয়ে। প্রা, ক।

দুহ্য—দোহনীয়, দোহনযোগ্য। দুহ (দোহন করা)+ক্যপ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দুহ্যা।

দুহ্যমান—যাহাকে দোহন করা হইতেছে এরূপ। দুহ+শান র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

দূ—দুঃখ। দূ+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

দূত—সংবাদবাহক, বার্ত্তাবহ; চর। দূ+ক্ত ক। সং; পু।

দূতি, দূতী—বার্ত্তাবাহিনী; কুটনী, যে নারী নায়ক ও নায়িকার মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া উভয়ের সংযোগ করিয়া দেয়। দূ+তিক্ ক, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

দূত্য—দূত বা দূতীর কার্য্য বা ধর্ম্ম। দূত বা দূতী শব্দ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

দূন—পরিতপ্ত; ক্লিষ্ট; ক্লান্ত, শ্রান্ত। দূ (পরিতাপ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দূর—যাহা নিকট নয় এরূপ; অসন্নিকৃষ্ট; অগোচর; অত্যন্ত; দীর্ঘ। দুর্—রা (দান বা আদান)+ড ক, অথবা দু (দুঃখ)—রা (দান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দূরা। [বা ৭মী স্থানে। ব্য।

দূরতঃ—দূর হইতে, দূরে। দূর শব্দ+তস্ ৫মী

দূরতা, দূরত্ব—অসন্নিহিতত্ব, দূরাবস্থান। দূর +তা, ত্ব ভাবে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

দূরদর্শন—১। দূরে থাকিয়া দেখা। দূর হইতে দর্শন, ৫তৎ। ২। দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দূর হইতে দর্শন হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; ক্লী। ৩। পণ্ডিত। দূর শব্দ—দৃশ (দেখা, জানা) +অন ক। সং; পু।

দূরদর্শিতা—পরিণামদর্শিতা; পাণ্ডিত্য। দূরদর্শিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দূরদর্শী (-দর্শিন্)—১। পরিণামদর্শী, ভবিষ্যৎ বুঝিয়া কার্য্যাবধারণে সমর্থ; বিজ্ঞ, পণ্ডিত। দূর—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দূরদর্শিনী। ২। গৃধ্র, কারণ উহা অনেক দূর হইতে দেখিতে পায়। সং; পু।

দূরবর্ত্তিতা—দূরস্থতা, দূরে অবস্থান। দূরবর্ত্তিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দূরবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্)—দূরস্থিত। দূর শব্দ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —নী।

দূরবীক্ষণ—যে যন্ত্র দ্বারা দূরের বস্তু বড় দেখা যায়, দূরবীণ যন্ত্র। দূর দেখ; দূর শব্দ—বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী। এই যন্ত্র দ্বারা দূরদেশস্থ বস্তু অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক গ্রহনক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রথমে হল্যাণ্ড দেশীয় জনসন্ নামক একজন পণ্ডিত এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। পরে গ্যালিলিও ও হর্শেল ইহার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। আধুনিকযুগেও দিন দিন ইহার উন্নতি সাধিত হইতেছে।

দূরবীন—দূরস্থিত বস্তু দেখিবার যন্ত্রবিশেষ। (দূরবীক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ)। দেশজ। সং।

দূরশ্রবণ—১। দূরে অবস্থিতিপূর্ব্বক শ্রবণ, দূর হইতে শোনা। ৫তৎ। ২। যন্ত্রবিশেষ। দূর হইতে শ্রবণ হয় যদ্দ্বারা, বহু; অথবা দূর —শ্রু (শোনা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

দূরশ্রবণ-যন্ত্র—এক প্রকার যন্ত্র, 'টেলিফোন্'; এই যন্ত্রের সাহায্যে দূরের শব্দ স্পষ্ট শুনা যায় এবং দূরবর্ত্তী স্থানে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন চলে। দূর শ্রবণ সাধকযন্ত্র বা দূরশ্রবণ নামক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দূরশ্রুত—দূরে আকর্ণিত, যে শব্দ বহুদূরে হইতেছে কিন্তু শোনা যাইতেছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দূরশ্রুতা।

দূরস্থ, দূরস্থিত—দূরবর্ত্তী। দূর শব্দ—স্থা (থাকা)+ড, ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দূরাগত—দূরদেশ হইতে উপস্থিত, যাহা দূর হইতে আসিয়াছে। দূর হইতে আগত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দূরাগতা।

দূরীকরণ—অপসারণ, দূর করিয়া দেওয়া। দূর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—দূরী, তদুত্তরে কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দূরীকৃত—যাহাকে দূর করা হইয়াছে এরূপ। দূর শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (—দূরী) কৃ +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দূরীকৃতা।

দূরীক্রিয়মাণ—যাহাকে দূর করা হইতেছে এরূপ, বিতাড়্যমান। দূর+চ্বি (—দূরী)—কৃ+শানচ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি; স্ত্রী, —মাণা।

দূরীভূত—যে দূর হইয়াছে এরূপ; দূরবর্ত্তী। দূর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—দূরী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দূর্ব্বা—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ তৃণ। দূর্ব্ব (বধ করা)+অন্ ক বা অপ্ র্ম্ম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দূর্ব্বাষ্টমী—ভাদ্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী। সং; স্ত্রী।

দূষ্য—বস্ত্রগৃহ, তাম্বু। দু (দুঃখ)—ঔষ (গতি) +ক অধি (যে স্থানে ক্লেশে গমন করিতে হয়)। সং; ক্লী।

দূষক—দূষয়িতা, দোষ ধরে যে এরূপ, দোষারোপকারী; অপবাদক, নিন্দক। দূষি +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দূষিকা।

দূষণ—১। দোষ দেওয়া; দোষ। দূষি (দোষ দেওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। দূষয়িতা, দূষক। —+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দূষণা ৩। রাক্ষসবিশেষ। এই রাক্ষস সম্পর্কে লঙ্কাধিপতি রাবণের মাতৃষ্বস্রেয় ছিল, এবং তাহার আদেশে দণ্ডকারণ্যবাসী খর নামক রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া দশাননভগিনী শূর্পণখার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদিত হইলে, দূষণ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। সং; পু।

দূষণীয়—দূষ্য; নিন্দনীয়। ণিজন্ত দূষ (দোষ দেওয়া)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —য়া।

দূষয়িতা (দূষয়িতৃ)—দূষক (সকল অর্থে)। ণিজন্ত দূষ (দোষ দেওয়া)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দূষয়িত্রী।

দূষিকা—১। দূষয়িত্রী; অপবাদিকা। দূষক দেখ; দূষক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নেত্রমল, চক্ষের পিঁচুটি। সং; স্ত্রী।

দূষিত—উপহত; দোষযুক্ত; দোষপ্রাপ্ত; নিন্দিত। ণিজন্ত দূষ (দোষ দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দূষিতা।

দূষ্য—১। দূষণীয়; নিন্দনীয়; ত্যাগযোগ্য। ণিজন্ত দূষ (দোষ দেওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দূষ্যা। ২। বস্ত্রাবাস, তাম্বু। দূষি+ঘ্যণ্ অধি। সং; ক্লী।

দূষ্যা—১। দূষণীয়া; নিন্দনীয়া, ত্যাগযোগ্যা। দূষ্য দেখ। দূষ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বহস্তী প্রভৃতির কটিবন্ধ। সং; স্ত্রী।

দৃক্ (দৃশ্)—১। দর্শন, দৃষ্টি; জ্ঞান। দৃশ+ক্বিপ্ ভা। ২। নেত্র, চক্ষুঃ। দৃশ +ক্বিপ্ ণ। সং; স্ত্রী। ৩। দর্শক। দৃশ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

দৃক্পাত—দৃষ্টিক্ষেপ; গ্রাহ্যকরণ। ৬তৎ। সং।

দৃক্প্রিয়া—সুন্দরতা, শোভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দৃক্শক্তি—১। দর্শনশক্তি; জ্ঞানশক্তি, প্রকাশরূপ চৈতন্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। সর্ব্বপ্রকাশক চেতন পুরুষ। দৃকের (জ্ঞানের) শক্তি হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

দৃক্শ্রুতি—সর্প। দৃক্ (চক্ষুঃ) হইয়াছে শ্রুতি (কর্ণ) যাহার, বহু। সং; পু।

দৃঢ়—১। সমর্থ; কঠিন; স্থির; গাঢ়; অবিচলিত; অত্যন্ত। দৃহ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৃঢ়া। ২। লৌহ। সং; ক্লী।

দৃঢ়কায়—১। কঠিনদেহ, সবলাঙ্গ। দৃঢ় কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কায়া। ২। কঠিন বা সবল শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু।

দৃঢ়তা, দৃঢ়ত্ব—দার্ঢ্য, কাঠিন্য, কঠোরতা। দৃঢ় +তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—স্থিরপ্রতিজ্ঞ, স্থিরসঙ্কল্প, সর্ব্বাবস্থায় আপনার প্রতিশ্রুতিপালনে অটল। দৃঢ় হইয়াছে প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। বি দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা—১। অটলপ্রতিজ্ঞাবিশিষ্টা, স্থিরসঙ্কল্পা। বহু; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অটল প্রতিজ্ঞা বা পণ; স্থিরসঙ্কল্প। দৃঢ়া যে প্রতিজ্ঞা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দৃঢ়বন্ধনী—১। কঠোর বন্ধনসাধন, শক্ত বাঁধন। দৃঢ়া যে বন্ধনী, কর্ম্মধা। ২। শ্যামালতা। দৃঢ়া বন্ধনী যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

দৃঢ়মুষ্টি—১। কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ; দৃঢ়রূপে বদ্ধমুষ্টি, যে হাত খুব শক্ত মুঠো করিয়াছে এরূপ। দৃঢ়া হইয়াছে মুষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। খড়্গ। সং; পু। ৩। শক্ত মুঠো। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দৃঢ়মূল—১। বদ্ধমূল, অটল, অচল। দৃঢ় হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৃঢ়মূলা। ২। নারিকেল গাছ; মুঞ্জতৃণ। সং; পু। [যাহার, বহু। সং; পু বা স্ত্রী।

দৃঢ়লোমা (-লোমন্)—শূকর। দৃঢ় লোম

দৃঢ়ব্রত—১। ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী, দৃঢ়

অধ্যবসায়শীল। দৃঢ় হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৃঢ়ব্রতা। ২। স্থিরপণ; অটল অধ্যবসায়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দৃঢ়সন্ধ—১। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অটলপণ; স্থিরসন্ধি, দৃঢ়রূপে মিলিত। দৃঢ়া সন্ধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৃঢ়সন্ধা। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। সং; পু।

দৃঢ়স্বরে—স্থিরতাব্যঞ্জক-রবে, অকম্পিত-কণ্ঠে। দৃঢ় হইয়াছে স্বর যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

দৃঢ়াস্থিক—১। শক্ত হাড়বিশিষ্ট। দৃঢ় অস্থি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শক্ত হাড়-বিশিষ্ট প্রাণী। সং; পু।

দৃঢ়ীকরণ—যাহা পূর্ব্বে দৃঢ় ছিল না তাহাকে দৃঢ় করা; সমর্থন। দৃঢ়+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=দৃঢ়ী)—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দৃঢ়ীকৃত—যাহা পূর্ব্বে দৃঢ় ছিল না একণে দৃঢ় করা হইয়াছে। দৃঢ়+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=দৃঢ়ী)—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দৃঢ়ীভূত—যাহা পূর্ব্বে দৃঢ় ছিল না একণে দৃঢ় হইয়াছে। দৃঢ় শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=দৃঢ়ী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দৃত—১। বিদীর্ণ। দৃ+ক্ত র্ম্ম। ২। সমাদৃত, সম্মানিত। দৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দৃতি—১। চর্ম্ম; ভস্ত্রা। দৃ (বিদীর্ণ করা)+ক্তি র্ম্ম। ২। ভিস্তী; মৎস্যবিশেষ। দৃ+ক্তি ক। সং; স্ত্রী।

দৃতিহরি—কুক্কুর। সং; পু।

দৃন্—হিংসা। ধা।

দৃন্ফু—১। সর্প; চক্র। দৃন্—ভূ+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী। ২। বজ্র; যম; রাজা; অসুর। সং; পু। [+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দৃপ্ত—উদ্ধত; হৃষ্ট; গর্ব্বিত। দৃপ (দর্প করা)

দৃপ্র—দৃপ্ত (তাহা দেখ)। দৃপ+র ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৃপ্রা।

দৃশ্—দৃক্ দেখ।

দৃশৎ, দৃষৎ—প্রস্তর, শিলা। দৃ (বিদীর্ণ করা হওয়া)+শদ্, ষদ্ অধি। সং; স্ত্রী।

দৃশদ্বতী, দৃষদ্বতী—নদীবিশেষ; দেবীবিশেষ। দৃশদ্ বা দৃষদ্ শব্দ (প্রস্তর)+বতু অস্ত্যর্থে =স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

দৃশা—দৃক্ (সকল অর্থে)। দৃশ (দেখা)+ক্বিপ্+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

দৃশাকাঙ্ক্ষ—পদ্ম। দৃশার আকাঙ্ক্ষা, ৬ৎ২।

দৃশান—১। আচার্য্য, উপাধ্যায়; ব্রাহ্মণ; লোকপাল; বিরোচন। দৃশ (দেখা)+আন ণ। সং; পু। ২। জ্যোতিঃ। সং; ক্লী।

দৃশি, দৃশী—চক্ষুঃ; শাস্ত্র। দৃশ+কিপ্ ণ+স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

দৃশোপম—শ্বেতপদ্ম। দৃশা (চক্ষুঃ) উপমা যাহার, বহু। সং; ক্লী।

দৃশ্য—১। দর্শনীয়; রূপবান্; সুশ্রী। দৃশ্+ক্যপ্, অথবা দৃশ+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৃশ্যা। ২। দর্শনীয় বস্তু বা ব্যাপার। সং; ক্লী।

দৃশ্যকাব্য—কাব্য দেখ।

দৃশ্যপট—নাটকাদির অভিনয় কালে দর্শনীয় পট, 'সিন্'। কর্ম্মধা। সং; পু।

দৃশ্যসঙ্গীত—নৃত্য (নৃত্য শোনা যায় না, দেখা যায়, এজন্য উহার নাম দৃশ্যসঙ্গীত)। দৃশ্য যে সঙ্গীত (সঙ্গীতবৎ আনন্দদায়ক)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দৃষৎ—দৃশৎ দেখ।

দৃষদ্বতী—দৃশদ্বতী দেখ।

দৃষ্ট—১। যাহা দেখা হইয়াছে এরূপ, বীক্ষিত, অবলোকিত; জ্ঞাত; লৌকিক। দৃশ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। দর্শন, দেখা; জ্ঞান। দৃশ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

দৃষ্টচর—পূর্ব্বে দৃষ্ট, যাহা আগে দেখা গিয়াছে এরূপ। দৃষ্ট+চরট্ ভূতপূর্ব্বার্থে। বিণ।

দৃষ্টপৃষ্ঠ—রণস্থল হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী, রণবিমুখ, যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়মান। দৃষ্ট পৃষ্ঠ যাহার বহু। বিণ; ত্রি।

দৃষ্টপ্রত্যয়—যাহাকে দেখিয়াই বিশ্বাস করা যায়। দৃষ্ট দর্শনই প্রত্যয় প্রত্যয় হয় যাহাকে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —প্রত্যয়া।

দৃষ্টরজাঃ (—রজস্)—নবীনা যুবতী, নবযৌবন-বিশিষ্টা স্ত্রী। দৃষ্ট হইয়াছে রজঃ (স্ত্রীকুসুম) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

দৃষ্টাদৃষ্ট—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, যাহার কোন অংশ দৃষ্ট ও কোন অংশ দৃষ্টির বহির্ভূত; পূর্ব্বে দৃষ্ট পরে অদৃষ্ট; জ্ঞাতাজ্ঞাত; লৌকিক ও অলৌকিক। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

দৃষ্টান্ত—উদাহরণ, নিদর্শন; উপমান; নমুনা; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। [অলঙ্কার দেখ]। দৃষ্ট হয় অন্ত যাহাতে, বহু। সং; পু।

দৃষ্টি—১। দর্শন; জ্ঞান। দৃশ (দেখা)+ক্তি ভা। ২। নয়ন, নেত্র। দৃশ+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

দৃষ্টিকৃৎ—স্থলপদ্ম। দৃষ্টির (চক্ষুর) সহিত তুলনা করা যায় যাহাকে, উপ। দৃষ্টি—কৃ+ক্বিপ্ ণ। সং; ক্লী।

দৃষ্টিকৃত—স্থলপদ্ম। দৃষ্টির (চক্ষুর) সহিত কৃত (তুলিত), ৩ৎ২। সং; ক্লী।

দৃষ্টিক্ষেপ—নয়ননিক্ষেপ, নেত্রপাত, দৃক্পাত। ৬ৎ২। সং; পু।

দৃষ্টিগোচর—নয়নপথবর্ত্তী; দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। ৬ৎ২। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —রা।

দৃষ্টিপথ—চক্ষুঃপথ। ৬ৎ২। সং; পু।

দৃষ্টিবন্ধু—জোনাকি পোকা। ৬ৎ২। সং; পু।

দৃষ্টিবিক্ষেপ—নেত্রের বিকৃতভাবে ক্ষেপণ, কটাক্ষ, আড়দৃষ্টি। ৬ৎ২। সং; পু।

দৃষ্টিবিজ্ঞান—আলোক ও দর্শনবিষয়া বিদ্যা। দৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞান, মধ্য কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দৃষ্টিবিষ—সর্পবিশেষ, যাহার দৃষ্টিতে বিষ আছে। দৃষ্টিতে বিষ যাহার, বহু। সং; পু।

দে—১। (তুই) প্রদান কর। দেশজ। ক্রি। ২। দেহ। প্রা, ক। সং।

দেআ—দেবতা; আকাশ; মেঘ। প্রা, ক।

দেউকি, —জী—দায়াদ, জ্ঞাতি, জায়াদ। প্রাদেশিক। সং।

দেউটি, দেউটী—দীপ, আলোক। দেশজ। সং।

দেউড়ি, দেউড়ী—বহির্দ্বার, ফটক, সদর দরজা। হিন্দী। সং।

দেউল—মন্দির। অপভ্রংশ শব্দ।

দেউলিয়া (দেউলে)—১। ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, নিঃসম্বল, দেউলে। বিণ। ২। দেবতার সেবাইত বা পূজারী। দেশজ। সং।

দেওলা—দেবতার সেবাইত বা পূজারি, পূজক। প্রা, ক।

দেওয়া—১। দান করা। দেশজ ক্রিয়া। ২। দান। সং। ৩। [illegible]

দেওয়ান—ভূসম্পত্তি বা কারবার সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী। বৈদেশিক। সং।

দেওয়ানী—দেওয়ানের পদ, কর্ম্ম, ক্ষমতা বা অধিকার। বৈদেশিক। সং।

দেওয়াল—[illegible]। দেশজ। সং। [illegible]

দেকো—[illegible]। দেশজ।

দেখা—১। [illegible] দর্শন, সাক্ষাৎকার। সং। ২। দর্শন করা। দেশজ। ক্রি।

দেড়—এক ও একার্দ্ধ, সার্দ্ধ। দেশজ। বিণ।

দেড়া—দেড়গুণ, সার্দ্ধ। দেশজ। বিণ।

দেড়ো—দেড়, সার্দ্ধ, দেড়া, দেড়গুণ; উদ্বৃত্ত, বাড়তি। প্রা, ক। [illegible]

দেদার—১। অপর্য্যাপ্ত, অনেক, বিস্তর, প্রভূত, প্রচুর, অগণ্য, অফুরন্ত, অঢেল। বৈদেশিক। বিণ। ২। দেবদারু বৃক্ষ। হিন্দী। সং।

দেধান—জোয়ার, দুই। দেশজ। সং।

দেদীপ্যমান—দীপ্তিশালী, জাজ্বল্যমান; শোভমান। ঋভৃশ দীপ+শানচ ক। বিণ; ত্রি।

দেন—দেনা দেখ।

দেনদার—দেনাদার দেখ।

দেনমোহর—বিবাহকালে মুসলমান পতিকর্ত্তৃক পত্নীকে প্রদেয় যৌতুকধন। বৈদে। সং।

দেনা, দেন—যাহা পরিশোধ করিতে হইবে; ঋণ, কর্জ্জ। বৈদেশিক। সং।

দেনাদার, দেনদার—ঋণী, অধমর্ণ, খাতক। বৈদেশিক। সং।

দেমাক, দেমাগ—অহমিকা, অহঙ্কার, গর্ব্ব, অভিমান; বুদ্ধি; মস্তিষ্ক। বৈদে। সং।

দেয়—দানযোগ্য, দাতব্য, যাহা দেওয়া আবশ্যক বা উচিত এরূপ। দা (দেওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দেয়া।

দেয়র—দেওর দেখ। দেবর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দেশজ। সং।

দেয়—১। দাতব্য, ইত্যাদি। দেয় দেখ। দেয় + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবতা; আকাশ; মেঘ। প্রা, ক। সং।

দেয়ালা, দেয়ালা—দিয়ালা, শিশুস্বপ্ন, নিদ্রিত শিশুর হাসি খেলা। প্রা, ক। সং।

দেয়াসিনী—বিদেশিনী, দেবকন্যা। দেশজ। সং।

দেরাজ—কাঠের টেবিল আলমারি প্রভৃতির যে বাক্স টানিয়া বাহির করিতে ও ঢুকাইতে পারা যায়, টানা (Drawers)। দেশজ। সং।

দেরি, দেরী—গৌণ, বিলম্ব। বৈদেশিক। সং।

দেব—ঈশ্বর; স্বর্গবাসী, দেবতা, সুর; মেঘ; রাজা; বিজিগীষু ব্যক্তি; ব্রাহ্মণ। দিব (ক্রীড়া করা) + অন্ ক। সং; পু।

দেবক—শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ। দিব (ক্রীড়া করা) + ণক ক। সং; পু।

দেবকণ্ঠ—১। দেববৎ মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত। দেবের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দেবকণ্ঠী। ২। দেবতার কণ্ঠ বা কণ্ঠস্বর। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

দেবকন্যা—১। দেবতনয়া, দেবপুত্রী। ৬তৎ। ২। দেবকন্যাসদৃশী কন্যা। সং; স্ত্রী।

দেবকর্দ্দম—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; চন্দন, অগুরু-কর্পূর-কুঙ্কুম মিশ্রিত দ্রব্য। দেবভোগ্য যে কর্দ্দম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

দেবকল্প—দেবসদৃশ। দেব শব্দ + কল্প ঈষদ্-নার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দেবকল্পা।

দেবকাত্মজা—দেবকের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের জননী দেবকী। দেবকের আত্মজা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবকার্য্য—১। দেবতার প্রীত্যর্থে কৃত কর্ম্ম, পূজা, উপাসনা, যাগ, যজ্ঞ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। দেবতার কার্য্য, দেবতাদিগের কৃত কর্ম্ম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবকাষ্ঠ—দেবদারু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবকিরী—রাগিণী-বিশেষ, মেঘরাগের কন্যা। সং; স্ত্রী।

দেবকী, দৈবকী—কৃষ্ণের জননী। দেবক + ষ্ণ অপত্যার্থে + ঈপ্। সং; স্ত্রী। ইনি উগ্রসেনভ্রাতা দেবকের ঔরসজাতা কন্যা। ইঁহার স্বামীর নাম বসুদেব। ইঁহার বিবাহোৎসবকালে উগ্রসেনতনয় কংস জানিতে পারেন যে দেবকীর অষ্টমগর্ভসম্ভূত সন্তান তাঁহার প্রাণবিনাশ করিবে। তখন কংস ভগিনীপতি সহ ভগিনীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং দেবকীর এক একটী সন্তান যেমন জন্মিতে লাগিল, অমনি কংস তাহাকে লইয়া বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অবশেষে অষ্টম গর্ভে রজনীতে কৃষ্ণের জন্ম হইলে বসুদেব গোপনে তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দপত্নী যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে আনয়নপূর্ব্বক দেবকীর নিকট রাখিয়া দিলেন। পরদিন কংস সেই কন্যার প্রাণবধে চেষ্টিত হইলে দৈববাণীতে অবগত হন যে, তাঁহার জীবনহন্তা অন্যত্র বর্দ্ধিত হইতেছে। অতঃপর কংস পতিসহ ভগিনী দেবকীকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। কালক্রমে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে দেবকী পুত্রমুখ দর্শনে অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর বসুদেব যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তাঁহার অনুগামিনী হন। কথিত আছে যে, দেবকী ও বসুদেব জন্মান্তরে পৃশ্নি ও সুতপ নামে খ্যাত ছিলেন; ভগবানের বরে অদিতি ও কশ্যপ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া বামনরূপী ভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। অদিতি কশ্যপকে বরুণের গবী প্রত্যর্পণ করিতে নিষেধ করায়, ব্রহ্মার শাপে পুনরায় মানুষী হইয়া দেবকী নামে খ্যাতা হইয়াছিলেন।

দেবকীনন্দন—কৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবকীসূনু—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবকুণ্ড—দেবখাত। দেবকৃত কুণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দেবকুল—১। দেববংশ; দেবসমূহ। ৬তৎ। ২। দেবালয়, দেবার্চ্চনার স্থান। দেব—কুল (ভালবাসা) + ক স্থ। সং; ক্লী।

দেবকুল্যা—গঙ্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবখাত—অকৃত্রিম জলাশয়, হ্রদ। দেবকৃত যে খাত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দেবখাত-বিল—পর্ব্বতের গহ্বর। দেবখাত হইয়াছে বিল যাহার, বহু; অথবা দেবখাত যে বিল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দেবগণিকা—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবগন্ধর্ব্ব—দেবতা ও গন্ধর্ব্ব। সং; পু।

দেবগান্ধারী—রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

দেবগায়ন—স্বর্গীয় গায়ক, গন্ধর্ব্ব। ৬তৎ। পু।

দেবগিরি—১। পর্ব্বতবিশেষ। ২। নগরবিশেষ, যাদববংশীয় ভিল্লম নামক নরপতি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সং; পু।

দেবগুরু—বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং; পু।

দেবগৃহ—দেবালয়, দেবমন্দির; সূর্য্যমণ্ডলাদি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবচর্য্যা—১। দেবতার অর্চ্চনার্থ চেষ্টা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। দেবাচরণ; দেবসেবা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবচিকিৎসক—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৬তৎ। সং।

দেবজন—১। দেবতুল্য লোক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। রাজা; গন্ধর্ব্ব। সং; পু।

দেবতরু—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন, এই পঞ্চ বৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবতা—১। অমর, সুর, দেব। দেব দেখ; দেব শব্দ + তা স্বার্থে; অথবা, দেব—তন (বিস্তার করা) + ড ক + আপ্। ২। দেবভাব, দেবত্ব। দেব + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

দেবতাড়—রাহু; অগ্নি; বৃক্ষবিশেষ। দেবকে তাড়না করে যে, উপ; দেব তড + সণ্ ক। সং; পু।

দেবতাধিপ—দেবরাজ, ইন্দ্র। দেবতাদিগের অধিপ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবতাপ্রতিষ্ঠা—যথাবিধানে দেববিগ্রহ-সংস্থাপন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবত্র—দেবসেবার্থে নিয়োজিত বা উৎসৃষ্ট (ভূম্যাদি)। দেব শব্দ—ত্রৈ (পালন করা) + ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দেবত্রা।

দেবত্ব—দেবতা; দেবতার স্বরূপ প্রাপ্তি, দেবতার ন্যায় সম্মান। দেব শব্দ + ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

দেবদত্ত—১। দেবতাকে প্রদত্ত। ৬তৎ। ২। দেবতাকর্ত্তৃক প্রদত্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -দত্তা। ৩। এক ব্যক্তির নাম, ইনি বুদ্ধদেবের অনুজ, অর্জ্জুনের শঙ্খ। সং; পু।

দেবদর্শন—দেবতাদিগের সাক্ষাৎকার, দেবগণকে দেখা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [পু।

দেবদারু—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ৬তৎ। সং

দেবদাসী—১। দেবগণের সেবিকা। ৬তৎ। ২। বারাঙ্গনা, বেশ্যা। সং; স্ত্রী।

দেবদুর্লভ—১। যাহা দেবতাতেও পাওয়া যায় না। ৭তৎ। ২। যাহা দেবতারও দুষ্প্রাপ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ভা।

দেবদূত—দেবতার অনুচর, স্বর্গ হইতে প্রেরিত পুরুষ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবদেব—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর। দেবদিগের দেব, ৬তৎ। সং; পু।

দেবদেবেশ—মহেশ্বর, শিব। দেবদিগের ঈশ = দেবেশ, ৬তৎ; দেবই যে দেবেশ, কর্ম্মধা। সং; পু।

দেবদ্রোণী—১। দেবদর্শনে যাত্রা। দেব—দ্রণ (যাওয়া) + অন্ অধি + ঈপ্। ২। স্বয়ম্ভু লিঙ্গাদির অধিষ্ঠান গহ্বর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবদ্বিজ—দেবতা ও ব্রাহ্মণ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

দেবদ্বেষী (—দ্বেষিন্)—১। দেবতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, দেবতার হিংসাকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী দেবদ্বেষিণী। ২। অসুর। সং; পু। [সং; ক্লী।

দেবধান্য—দেধান। দেবপ্রিয় ধান্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

দেবন—১। পাশক। দিব (ক্রীড়া করা) +

অনট্ ণ। সং; পু। ২। ক্রীড়া; স্তুতি; দীপ্তি; দ্যুতি। দিব+অনট্ ভা। ৩। ক্রীড়াস্থান। দিব+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

দেবনদী—গঙ্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবনা—পশ্চাত্তাপ, দুঃখ; ক্রীড়া। দিব—অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দেবপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

দেবপত্নী—দেবভার্য্যা। দেবের পত্নী, ৬তৎ; কিংবা দেব পতি যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

দেবপথ—আকাশ; ছায়াপথ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবপশু—দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশু। দেবোৎসৃষ্ট পশু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

দেবপাত্র—অগ্নি। দেবের পাত্র (৬তৎ); কারণ দেবতারা অগ্নিরূপ পাত্র দ্বারা হবিঃ পান করেন। সং; ক্লী।

দেবপাল—উত্তরাপথের বিখ্যাত পালরাজবংশের তৃতীয় নরপতি। ইঁহার পিতার নাম ধর্ম্মপাল ও পিতামহের নাম গোপাল। দেবপালদেব নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজ্যকালে রেবা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত ভারতের তাবৎ ভূভাগ পালসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মন্ত্রী কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলে ইনি উৎকল, হূণ, দ্রাবিড় এবং গুর্জ্জরগণকে পরাজিত করেন।

দেবপুরী—অমরাবতী, ইন্দ্রের নগরী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবপূজ্য—দেবগুরু বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং; পু।

দেবপ্রশ্ন—গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার অনুসারে ঘটিত শুভাশুভ প্রশ্ন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

দেবপ্রসাদ—দেবতার অনুগ্রহ; দেবতার উচ্ছিষ্ট, অর্থাৎ দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য। ৬তৎ। সং; পু।

দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম, এ, বি, এল—ইনি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর দ্বিতীয় পুত্র ও স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র। হাওড়া জেলার বামুনপাড়া গ্রামে ইনি ১৮৬২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। রামেশ্বরপুরের মাইনর স্কুলে ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ডফ্ স্কলারশিপ্, গোবিন্দ প্রসাদ স্কলারশিপ্ ও নানাবিধ সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি পাইয়া ১৮৮২ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ঐ বৎসরে ইনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণী অফিসে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮৮ খৃঃ ইনি এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সভার এবং ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী কমিটীর অন্যতম সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্ব্বাচিত হন এবং ক্রমান্বয়ে 'ল-ফ্যাকাল্টি' ও সিণ্ডিকেটের সভ্য নিযুক্ত হন। অতঃপর ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যের সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংলিপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপে ইনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ইনি London Universities of the Empire Congress এর অন্যতর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সপত্নীক সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের কলিকাতা আগমন কালে সম্রাট্ দম্পতীর অভ্যর্থনা উপলক্ষে ছাত্রবৃন্দের শোভাযাত্রার ভার দেবপ্রসাদ গ্রহণ করেন, এবং তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ কৃতিত্বপ্রকাশ করায়, রাজসন্তোষের নিদর্শন স্বরূপ সম্রাট্ দম্পতীর কলিকাতা অবস্থানকালে তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত দুই খানি ফটো প্রাপ্ত হন (৭ই জানুয়ারি, ১৯১২)। পর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মহামিলন উপলক্ষে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং তথায় সেই উপলক্ষে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক এল, এল, ডি (L. L. D.) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইনি ভারতগভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি, আই, ই, (C. I. E.) উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন, এবং সেই সালের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার (সহকারী সভাপতি) পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সমুচ্চ গৌরবজনক পদ বেসরকারী ব্যক্তিকে এই প্রথম দেওয়া হয়। মধুপুরে ইঁহার পিতৃসমাধির উপর সাধারণের হিতার্থে, এক সুন্দর স্নানঘাট ও জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে ইনি বিলক্ষণ পটু। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে স্যর উপাধি দান করিয়াছেন।

দেবভক্ত—দেবতার প্রতি ভক্তিমান্। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দেবভক্তা।

দেবভবন—১। দেবগৃহ, দেবমন্দির। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। স্বর্গ; অশ্বত্থবৃক্ষ। সং; পু।

দেবভাষিত—১। দেবোক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা। ২। দৈববাণী। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবভূ—১। স্বর্গ। দেব—ভূ+ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী। ২। দেবতা।—ক্বিপ্ ক। সং, পু।

দেবভূমি—১। স্বর্গ। ৬তৎ। ২। দেবপ্রিয় স্থান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দেবভূয়—দেবত্ব। দেব শব্দ—ভূ (হওয়া)+ক্যপ্ ভা। সং; ক্লী।

দেবমণি—কৌস্তুভমণি; অশ্বের গলদেশস্থ রোমাবর্ত্ত। ৬তৎ। সং; পু।

দেবমন্দির—দেবালয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবমাতা (—মাতৃ)—অদিতি [অদিতি দেখ]। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবমাতৃক—বৃষ্টিজল দ্বারা উৎপন্ন শস্যে পালিত (দেশ)। দেব হইয়াছে মাতা (মাতৃস্বরূপ) যেখানে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তৃকা। [ ] মধ্য কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দেবমান—দেবলোকের সময়ের পরিমাণ। ৬তৎ।

দেবমায়া—অজ্ঞান, অবিদ্যা; দেবকৃতা মায়া, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দেবমাস—মনুষ্যলোকের ত্রিশ বৎসর; গর্ভের অষ্টম মাস। ৬তৎ। সং, পু।

দেবযাজি—দেবপূজক, মুক্তাদি। দেব—যজ্ (পূজা করা)+ইক। সং; পু।

দেবযাত্রা—দেবতার নিকট গমন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

দেবযান—দেবরথ, বিমান, ব্যোমযান। ৬তৎ।

দেবযানী—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। ইনি পিতার অত্যন্ত স্নেহপাত্রী ছিলেন। বৃহস্পতিতনয় কচ দেবাদেশে সঞ্জীবনীমন্ত্র শিক্ষার্থে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় আশ্রমে অবস্থিতিকালে, দেবযানী তাঁহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ক্রমে তাহার অনুরাগিণী হইয়া উঠেন। অসুরগণ কচের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বধ করিলে দেবযানী পিতাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পুনর্জ্জীবিত করেন। অতঃপর কচ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বর্গে গমনোদ্যত হইলে, দেবযানী তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কচ গুরুকন্যা সহোদরা জ্ঞানে তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, যে তাঁহার মন্ত্র নিষ্ফল হইবে। কচও অভিসম্পাত করেন যে, দেবযানী ক্ষত্রিয়-ভোগ্যা হইবেন।

দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার তনয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দেবযানীর সখীভাব ছিল। একদা উভয়ে একত্র জলক্রীড়ায় গমন করেন। স্নানান্তে শর্ম্মিষ্ঠা অগ্রে তীরে উঠিয়া ভ্রমক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। এই বিষয় লইয়া উভয়ের কলহ হইলে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে আঘাত করিয়া এক শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করেন। মহারাজ যযাতি দৈবক্রমে মৃগয়ার্থে সেই বনে গমন করেন, এবং

জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের নিকট উপস্থিত হন। রাজা কূপমধ্যে দেবযানীকে দেখিতে পাইয়া ইঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন। দেবযানী যযাতির সৌজন্যে ও রূপে মুগ্ধ হন। অতঃপর ইনি পিতার নিকট শর্ম্মিষ্ঠার দুর্ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি বৃষপর্ব্বরাজের রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তখন দৈত্যরাজ শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করিয়া ইঁহার তুষ্টি বিধান করেন।

অনন্তর আর একদিন দেবযানী ক্রীড়ার্থ সেই বনে গমন করেন। যযাতিও মৃগয়ার্থ তথায় উপস্থিত হন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। অনন্তর শুক্রাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যযাতি দেবযানির পাণিগ্রহণ করেন, এবং পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠাসহ ইঁহাকে রাজভবনে লইয়া যান। যযাতির ঔরসে ইঁহার যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র জন্মে। অতঃপর যযাতি গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলে, তাঁহার গর্ভে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তখন দেবযানী সমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধভরে পিতৃগৃহে গমন করেন।

দেবযু—১। ধার্ম্মিক। দেব—যা (যাওয়া)+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। দেবতা। সং; পু।

দেবযুগ—সত্যযুগ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবযোনি—উপদেবতা; বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ, ভূত, ইহারা সব দেবযোনি। দেব হইয়াছে যোনি যাহার, বহু। সং; পু। [স্ত্রী।

দেবযোষা—দেবরমণী; অপ্সরাঃ। ৬তৎ। সং;

দেবর—পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেওর। দিব (ক্রীড়া করা)+অরন্ ক। সং; পু।

দেবরক্ষিত—১। দেবগণকর্তৃক পরিত্রাত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রক্ষিতা ২। দেবরাজপুত্রবিশেষ। সং; পু। [সং; পু।

দেবরথ—দেবযান, বিমান, ব্যোমযান। ৬তৎ।

দেবরহস্য—অতি গোপনীয়। দেবের রহস্য, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [পু।

দেবরাজ—ইন্দ্র। দেবগণের রাজা, ৬তৎ। সং;

দেবরাত—১। মহারাজ পরীক্ষিৎ, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র; পরীক্ষিৎ যখন তাঁহার জননী অভিমন্যু-পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ, সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে অশ্বথামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন, এইজন্য তিনি দেবরাত নামে খ্যাত হন। সং; পু। ২। দেবদত্ত। দেব—রা (দান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

দেবর্ষি—দেব অথচ ঋষি, নারদাদি মুনি [ঋষি দেখ]। কর্ম্মধা; সং; পু।

দেবল—১। দেবোপজীবী, যে ব্রাহ্মণ গ্রাম্য বা তাদৃশ সাধারণ দেবতার পূজা করিয়া বেড়ায়, পূজারি ব্রাহ্মণ। দেব—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু। ২। অনৈক মুনি। ইঁহার পিতার নাম অসিত ঋষি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধৌম্য। ইনি যখন কঠোর তপশ্চরণ করেন, সে সময়ে জৈগীষব্য ইঁহার আশ্রমে বাস করিতেন। জৈগীষব্য অগ্রে সিদ্ধ হওয়ায় দেবল আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দেবল মোক্ষপদলাভের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দেবলোক—স্বর্গ। ৬তৎ। সং; পু।

দেববাক্য—দেববাণী, সংস্কৃত ভাষা; দৈববাণী। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেববাণী—দেববাক্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেববাহন—অগ্নি। দেব—ণিজন্ত বহ বা বাহি+অন ক। সং; পু।

দেববিদ্যা—দেবজ্ঞানবিষয়া বিদ্যা, নিরুক্তবিদ্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [পু।

দেববিদ্বেষ—দেবতায় শত্রুভাব। ৭তৎ। সং,

দেববৃক্ষ—মন্দারবৃক্ষ; সপ্তপর্ণবৃক্ষ; গুগ্‌গুল। ৬তৎ। সং; পু।

দেবব্রত—ভীষ্ম। ভীষ্মদেব বাল্যে দেবব্রত নামে অভিহিত হইতেন। দেব (ইন্দ্রিয়সংযম) হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। সং; পু।

দেবব্রতী (—ব্রতিন্)—দেবতার্থ ব্রতকারী। দেবব্রত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দেবব্রতিনী।

দেবশত্রু—অসুর। ৬তৎ। সং; পু।

দেবশর্ম্মা (—শর্ম্মন্)—ব্রাহ্মণজাতির সাধারণ উপাধি। সং; পু। [সং; পু।

দেবশিল্পী (—শিল্পিন্)—বিশ্বকর্ম্মা। ৬তৎ।

দেবসভা—দেবলোকস্থিত সুধর্ম্মা নামক সভা; রাজসভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবসাৎ—দেবতাকে দেয়, দেবাধীন। দেব শব্দ+চসাৎ। বা। [৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবসাযুজ্য—দেবসাদৃশ্য; দেবতার সহযোগ।

দেবসৃষ্টা—সুরা। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবসেনা—ইন্দ্রের কন্যা, কার্ত্তিকেয়ের পত্নী [ইঁহাকে ষষ্ঠীদেবী বা মহাষষ্ঠীও বলে। বিবাহের পূর্ব্বে একদা দেবসেনা মানস শৈলে বিহারার্থ গমন করিয়া কেশী নামক দৈত্য কর্ত্তৃক অপহৃতা হন। অনন্তর দেবরাজ কেশীকে পরাস্ত করিয়া দেবসেনার উদ্ধার সাধন করেন]; দেবসৈন্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [দেখ]। সং; পু।

দেবসেনাপতি—কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। [দেবসেনা

দেবস্ব—দেবসেবার্থে নিয়োজিত ধন বা সম্পত্তি; যাজ্ঞিক ধন। সং; ক্লী।

দেবহূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, কর্দ্দম প্রজাপতির ভার্য্যা। খ্যাতনামা কপিল ইঁহারই পুত্র। অরুন্ধতী প্রভৃতি ইঁহার নয়টী কন্যা। সং; স্ত্রী।

দেবহূয়—১। দেবগণের আহ্বান। দেব শব্দ হ্বে+ক্যপ্ ভা। সং; ক্লী। ২। দেবাসুরযুদ্ধ। দেব আহূত যাহাতে, উপ; দেব—হ্বে+ক্যপ্ অধি। সং, পু।

দেবহেলন—দেবগণের অবজ্ঞা। ৬তৎ। ক্লী।

দেবহ্রদ—শ্রীপর্ব্বতস্থ তীর্থবিশেষ। সং; পু।

দেবা (দেবৃ)—দেবর। দিব (ক্রীড়া করা)+ঋ ক। সং; পু।

দেবাকার, দেবাকৃতি—দেবতার ন্যায় মূর্ত্তিবিশিষ্ট। দেবের ন্যায় আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রী দেবাকারা।

দেবাক্রীড়—দেবোপবন, ইন্দ্রের উদ্যান। দেব আ—ক্রীড়+অল করণ। সং; পু।

দেবাগার—দেবভবন, দেবমন্দির। দেবের আগার, ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবাগারিক—দেবমন্দিরে নিযুক্ত। দেবাগার+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দেবাগারিকী।

দেবাঙ্গনা—দেবরমণী; অপ্সরাঃ। দেবের অঙ্গনা, ৬তৎ। সং, স্ত্রী।

দেবাজীব—পূজারি ব্রাহ্মণ। দেব (অর্থাৎ দেবপূজা) আজীব যাহার, বহু। সং; পু।

দেবাত্মা (—ত্মন্)—১। দেবস্বরূপ। দেব হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। অশ্বত্থ বৃক্ষ। সং; পু।

দেবাদিদেব—শিব; বিষ্ণু। দেবদিগের আদি দেব, ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

দেবাদেশ—দেবতার আজ্ঞা। দেবের আদেশ,

দেবানুচর—১। দেবানুগামী। দেবের অনুচর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দেবানুচরী। ২। বিদ্যাধরাদি উপদেব। সং; পু।

দেবান্তক—দৈত্যবিশেষ; রাক্ষসবিশেষ। দেবগণের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

দেবাপি—চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র এবং শান্তনুর ভ্রাতা; ইনি স্বীয় তপস্যাপ্রভাবে বিশ্বামিত্র ও সিন্ধু দ্বীপের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সং; পু।

দেবায়তন—দেবালয়। দেবের আয়তন (আলয়), ৬তৎ। সং; ক্লী

দেবায়ুধ—ইন্দ্রধনু, রামধনু; দেবতার অস্ত্র, বজ্রাদি। দেবের আয়ুধ (অস্ত্র), ৬তৎ। সং; ক্লী। [দেবের অরণ্য, ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবারণ্য—দেবতার বিচরণস্থান; তীর্থবিশেষ।

দেবালয়—স্বর্গ; দেবায়তন। দেবের আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

দেবাবাস—স্বর্গ; সুমেরুপর্ব্বত; দেবমন্দির; অশ্বত্থ বৃক্ষ। দেবের আবাস, ৬তৎ। সং; পু। [(খাদ্যদ্রব্য), ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং; পু।

দেবাহার—অমৃত, সুধা। দেব যোগ্য যে আহার

দেবিক—দেবসম্বন্ধীয়। দেব+ইক। বিণ; ত্রি।

দেবিকা—ধুস্তুর ; সরযূ নদী (আধুনিক ঘর্ঘরা)। সং ; স্ত্রী। [ত্রি।

দেবিল—দেবভক্ত, ধর্ম্মশীল। দেব+ইল। বিণ;

দেবী—স্ত্রী-দেবতা ; দুর্গা ; মহিষী ; ব্রাহ্মণী। দেব+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [৩৩৭। সং ; পু।

দেবীকোট—বাণ রাজার নগর, শোণিতপুর।

দেবীপুরাণ—দেবীমাহাত্ম্যাদি বিবরণযুক্ত উপপুরাণবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—"নব্যভারত" মাসিকপত্র-সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ১২৬০ সালের ২৩শে পৌষ বরিশাল (বর্ত্তমান) ফরিদপুর, জেলার অন্তর্গত উলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র রায় চৌধুরী। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থা হইতেই ইনি কেশববাবুর ব্রহ্মমন্দিরে যাতায়াত করিতে থাকেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ইতঃপূর্ব্বেই ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে ইনি সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কয়েক বৎসর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিলেও দেবীপ্রসন্ন পরীক্ষা না দিয়া কলেজ ত্যাগ করিয়া সাহিত্য-সাধনায় নিরত হন। প্রথমে ইনি জনৈক বন্ধুর সহযোগিতায় "ভারত সুহৃদ্" নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় হইতে দেবীপ্রসন্ন উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। "শরৎচন্দ্র" ইঁহার প্রথম উপন্যাস। দেবীপ্রসন্ন তাঁহার বিধবা ভগিনী বিরজাকে আত্মীয়স্বজনগণের মতের বিরুদ্ধে কলিকাতায় আনিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং ব্রাহ্মমতে তাঁহার বিবাহ দেন। ফলে ইঁহার আত্মীয়গণ অত্যন্ত বিরক্ত হন। কিন্তু উদারস্বভাব দেবীপ্রসন্নের চেষ্টায় এই বিরোধ অল্পকাল মধ্যে মিটিয়া যায়। কেশববাবুর কন্যার কুচবিহার-বিবাহের ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত দেবীপ্রসন্নও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগদান করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ইঁহার কয়েকটি বন্ধুর সহায়তায় ফরিদপুর সুহৃদ্-সভা স্থাপন করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি উহার সম্পাদক ছিলেন। এই সভার দ্বারা ফরিদপুরে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার, ব্যায়ামানুশীলন, অনাথা বিধবাগণের সাহায্য, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান প্রভৃতি নানা সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। ১৩০৯ সালে দেবীপ্রসন্ন স্বীয় জন্মভূমি উলপুর গ্রামে নিজ পিতার নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি ইহার যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করিয়াছিলেন।

দেবীপ্রসন্ন ৯ খানি উপন্যাস, দশখানি সন্দর্ভগ্রন্থ ও একখানি ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১২৯০ সাল হইতে "নব্যভারত" মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে বৈদ্যনাথ ধামে সন্ন্যাস রোগে ইনি দেহত্যাগ করেন।

দেবীবর ঘটক—দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের মেলবন্ধন-কর্ত্তা। ইঁহার পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক। পিতামহের নাম লখাই (লক্ষ্মীনাথ), প্রপিতামহের নাম অনন্ত। ইঁহারা বন্দ্যবংশ-অবতংস। জনশ্রুতি এইরূপ যে, দেবীবরের মাসতুত ভ্রাতা যোগেশ্বর পণ্ডিত যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে দেবীবরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু কুলমর্য্যাদাধিক্যের অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া তথায় অন্নগ্রহণ না করিয়াই প্রস্থান করেন। দেবীবর তখন ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমনের পর দুঃখিনী মর্ম্মপীড়িতা জননীর মুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং জননীর উপদেশে কালীর আরাধনা করিয়া বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিলেন। তৎপরে ইনি রাঢ় ও বঙ্গের কুলীনদিগের কৌলীন্য মর্য্যাদার সম্বন্ধে সন্ধান লইতে লাগিলেন। ফলে ইনি স্থির করিলেন যে, কুলীনগণের মধ্যে অধিকাংশই কৌলীন্যগুণ বর্জ্জিত হইয়াছেন। তখন ইনি কুলীন-সমাজের দোষ-সংস্কারের অভিপ্রায়ে এক সামাজিক সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় দেবীবর কুলীনদিগকে ৩৬টি মেলে আবদ্ধ করেন। এই সুযোগে ইঁহার অবমাননাকারী যোগেশ্বরকে প্রথমে কুলহীন করিয়া, অবশেষে তাঁহাকে কৌলীন্য দান করেন। আর এই সভায় তাঁহার গুরু শোভাকর চট্টোপাধ্যায় আশা করিয়াছিলেন যে, দেবীবর তাঁহার গুরুকে নিশ্চয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌলীন্য মর্য্যাদা দান করিবেন; কিন্তু বাক্‌সিদ্ধ দেবীবরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—

"ডাক দিয়ে বলে দেবীবর, নিষ্কুল শোভাকর।"

গুরু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—

"ডাক দিয়ে বলে শোভাকর, নির্ব্বংশ দেবীবর।"

গুরুর অভিশাপ ফলিয়াছিল। অনুমান ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধন হয়।

দেবীভাগবত—দেবীমাহাত্ম্যসূচক ভাগবতাখ্য পুরাণবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

দেবীমাহাত্ম্য—মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দেবী-মহিমার প্রকাশক গ্রন্থবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

দেবী সিং (মহারাজ বাহাদুর)—মুর্শিদাবাদের নসীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পাণিপথে বাস করিতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবী সিং বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। ১৭৭৩ খৃঃ কোম্পানীর রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নূতন প্রণালী বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় দেবী সিংকে রাজস্ববিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করা হয়। ইঁহার কার্য্যকালে কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আদায় হয়। ইতিহাসে লিখিত আছে যে, দেবী সিং নানা-প্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে ইনি পূর্ণিয়া, এদ্রাকপুর, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ইজারা গ্রহণ করেন। ইহাতে ইনি প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন। ১৭৮৩ খৃঃ রংপুরের প্রজাগণ প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিলে দেবীকে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয় এবং ইঁহার কৃত কার্য্যের অনুসন্ধান জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। গভর্ণর জেনারেল স্যার জন সোর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অত্যন্ত গুরুতর অপরাধগুলি দেবীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় নাই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল দেবীসিংহের মৃত্যু ঘটে। ইঁহার ভ্রাতা বাহাদুর সিং ইঁহার উত্তরাধিকারী হন।

দেবেজ্য—দেবগুরু, বৃহস্পতি। দেবদিগের ইজ্য (পূজ্য), ৬৩২। সং ; পু।

দেবেন্দ্র—দেবরাজ, ইন্দ্র। দেবদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭৩২; কিংবা দেবও যে ইন্দ্রও সে, কর্ম্মধা। সং ; পু।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ইনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অধ্যয়ন করেন, এবং পরে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। শৈশবে ইনি পিতামহী কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার প্রতিই সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। ইঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতামহীর মৃত্যু হয়। অন্যান্য লোকের সহিত দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার দাহ-কার্য্যের জন্য শ্মশানে গমন করেন। এই সময়েই ইঁহার মনোমধ্যে বৈরাগ্যভাবের

উদয় হয়, এবং সত্যতত্ত্ব কি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে সহসা ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্রে একটি শ্লোক পড়িয়াই ইঁহার হৃদয়ে একেশ্বরবাদের উদয় হয়, এবং রামমোহন রায়ের সহিত যোগ দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হন। এজন্য ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত ব্রহ্মপ্রতিপাদক তত্ত্বসমূহের বহুল প্রচারার্থ তত্ত্ববোধিনী নামক সভা স্থাপন করেন; এবং পরে তত্ত্ববোধিনী নামক এক মাসিক পত্রিকায় উক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ জন সভ্যের সহিত ইনি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসভায় কোনরূপ উপাসনাদির পদ্ধতি ছিল না, কেবল তথায় উপনিষদের শ্লোক পাঠ এবং ব্যাখ্যা হইত। দেবেন্দ্রনাথই তথায় উপাসনাপদ্ধতি প্রচলন করেন, এবং উপাসনার জন্য একটী প্রার্থনাও প্রস্তুত করিয়া দেন। অতঃপর ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কর্ত্তব্যাদি বহুবিধ বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়। ইঁহার ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মগণ ইঁহাকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর ইনি মসূরী পর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় চারি বৎসরকাল নির্জ্জনে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত থাকেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর একরূপ সংসারত্যাগী হইয়া পারিবারিক বাটী হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম—তাৎপর্য্য সহিত ১ম ও ২য় খণ্ড, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, বক্তৃতাবলী, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, উপহার, আত্মজীবনী। এতদ্ব্যতীত ইনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ এবং উপনিষদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় বৃত্তি রচনা করেন। ইঁহার দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারি তারিখে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ইঁহার অন্যতম পুত্র।

দেবেন্দ্রনাথ দাস—১২৬৩ সালের ২১শে শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাস। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৭২ খৃঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়া মাসিক ২০৲ স্কলারসিপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্, এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া গোয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক ৪০৲ টাকা স্কলারসিপ পান। ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদানের জন্য বিলাতে গমন করিয়া যথাসময়ে ঐ পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক সপ্তদশ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তখন বয়ঃসংক্রান্ত নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কার্য্য লাভে বঞ্চিত হন। অতঃপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সেখানে প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় দুইশত টাকা মূল্যের কতকগুলি পুস্তক ও দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৬০৲ টাকা স্কলারসিপ পান। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও র‍্যাঙ্গলার হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি দ্বিতীয় বিভাগে বি, এ পাশ হইয়াছিলেন।

সিভিল সার্ভিস ও র‍্যাঙ্গলার পরীক্ষা উভয় বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া ১৮৮২ খৃঃ অব্দে দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর ৫ মাস পরে আবার সপরিবারে বিলাত চলিয়া যান। বিলাতে গিয়া তিনি নানা ভাষা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগের জন্য বিলাতে যে রেনের স্কুল ছিল, তিনি তাহাতে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হন।

দেবেন্দ্রনাথ কতকগুলি ইংরেজ বন্ধুর অনুরোধে প্রায় চারিমাস কাল ব্যাপিয়া পরবর্ত্তী ৬টী বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন ১। বৈদিক কাল, চারি বেদ ও উপনিষদ্ ২। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য—রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্যনাটকাদি ও প্রাকৃত ভাষা। ৩। সংহিতা। ৪। প্রাচীন দর্শন—মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক সাংখ্য ও যোগ। ৫। পরবর্ত্তী দর্শনশাস্ত্র—জৈন, চার্ব্বাক, ভগবদ্গীতা, বৌদ্ধশাস্ত্র। ৬। পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, অভিধান, অঙ্কশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, সঙ্গীতবাদ্য প্রভৃতি।

বিলাতে অবস্থানের শেষ দুই বৎসর দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে তিনি ২।৩ বার ব্রঙ্কাইটিস রোগে শয্যাশায়ী হন। এই কারণে ডাক্তারেরা স্বদেশ যাইতে পরামর্শ দেন, তিনিও তদনুসারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিবার পরে সিটি কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের কার্য্য করিতে থাকেন। এখানে প্রায় এক বৎসর কার্য্য করিয়া আপন ভবনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগের জন্য একটী ক্লাস খুলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সেঞ্চুরী স্কুল ও পরে সেঞ্চুরী কলেজ স্থাপন এবং বৎসর কাল অতি দক্ষতার সহিত ঐ কলেজের কার্য্য সম্পাদন করেন। পরে সেঞ্চুরী কলেজটী উঠিয়া যায়।

অনন্তর ইনি বরিশাল ব্রজমোহন ইন্‌ষ্টিটিউশনে ও কলিকাতা সিটি ও রিপণ কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এম্, এ ও বি, এর পাঠ্যপুস্তকের নোট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, এবং পাঁচ বৎসরে ৩১ খানি ইংরাজী পুস্তকের নোট প্রস্তুত করেন। ১৩১৫ সালে ৫২ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ লোকান্তরে গমন করেন।

দেবেশ—শিব। দেবগণের ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

দেবেশী—দুর্গা। দেবেশ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দেবোচিত—দেবযোগ্য; দেবাভ্যস্ত। দেবের উচিত, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দেবোচিতা।

দেবোত্তর—দেবত্র শব্দের অপভ্রংশ। দেবত্র দেখ।

দেবোপম—দেবতাতুল্য। দেব হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রী,—মা।

দেশ—স্থান, ভূমির অংশবিশেষ; মহাদেশের এক এক বৃহৎ অংশ। দিশ (আদেশ করা)+অল্ র্ম। সং; পু।

দেশকাল—স্থান ও সময়। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

দেশকালজ্ঞ—স্থান ও সময়ের অবস্থা ভাল রকম বুঝে যে এরূপ। দেশকাল-জ্ঞা+ডক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দেশকালজ্ঞা।

দেশকালপাত্র—স্থান সময় এবং মানুষ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

দেশকালাতীত—১। দেশ ও সময়ে অনবচ্ছিন্ন। দেশকালকে অতীত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, তীতা। ২। পরমেশ্বর। সং; পু।

দেশকালোচিত—যেমন স্থান ও যেমন সময় তদুপযুক্ত। দেশকালের উচিত, ৬তৎ; কিংবা দেশকালে উচিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

দেশত্যাগ—জন্মভূমি বা বসতিস্থান বর্জ্জন। ৬তৎ। সং; পু।

দেশত্যাগী (—ত্যাগিন্)—জন্মভূমি ত্যাগ করিয়াছে এরূপ। দেশ—ত্যজ্+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ত্যাগিনী।

দেশধর্ম্ম—দেশাচার। দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

দেশভেদ—দেশবিশেষ, পৃথক্ দেশ; ভিন্ন ভিন্ন স্থান; স্থানের ভিন্নতা। ৬তৎ। সং; পু।

দেশমুখ—দেশের মুখ বা সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, দেশাধিপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পু। প্রা, ক।

দেশরূপ—১। উৎকৃষ্ট দেশ। দেশ শব্দ+রূপ উৎকর্ষার্থে। সং; পু। ২। ন্যায়, ঔচিত্য। দেশের রূপ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেশবিখ্যাত—দেশপ্রসিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

দেশবিধান—দেশীয় নিয়ম, দেশবাসিগণের আচার ব্যবহার বিষয়ক পদ্ধতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেশব্যাপী (—ব্যাপিন্)—সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত, যাহা দেশ ব্যাপিয়া আছে। দেশে ব্যাপী, ৭তৎ ; অথবা দেশকে ব্যাপিয়াছে যে উপ; দেশ শব্দ—বি—আপ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী দেশব্যাপিনী। [সং ; ক্লী।

দেশহিত—দেশের মঙ্গল বা উপকার। ৬তৎ।

দেশহিতকর—দেশের মঙ্গলজনক। দেশহিত—কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —করী।

দেশহিতব্রত—দেশের মঙ্গলসাধনরূপ নিয়ম বা প্রতিজ্ঞা। দেশহিতই যে ব্রত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দেশহিতৈষী (—ষিন্)—দেশের মঙ্গলেচ্ছু। দেশহিত—ইষ (ইচ্ছা করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী দেশহিতৈষিণী।

দেশাচার—দেশব্যবহার, দেশের রীতি। দেশের আচার, ৬তৎ। সং ; পু।

দেশাত্মবোধ—সমস্ত স্বদেশকে বা স্বদেশবাসীকে নিজের ন্যায় জ্ঞান। সং ; পু।

দেশাধিপ—দেশপতি, রাজা। দেশের অধিপ, ৬তৎ। সং ; পু।

দেশাধিপতি—দেশস্বামী, রাজা। দেশের অধিপতি, ৬তৎ। সং ; পু।

দেশান্তর—অন্য দেশ। নিত্য। সং ; ক্লী।

দেশান্তরি, —রী—দেশত্যাগী, স্বদেশ বর্জ্জনপূর্ব্বক ভিন্নদেশে বাসকারী, চিরপ্রবাসী। দেশজ। বিণ। প্রা, ক।

দেশিক—পথিক, পান্থ ; উপদেষ্টা, গুরু। দেশ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দেশিকা, দেশিকী।

দেশিনী—১। দেশজাতা। দেশী দেখ। দেশিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। তর্জ্জনী অঙ্গুলি। সং ; স্ত্রী।

দেশী (দেশিন্)—দেশ জাত, স্বদেশীয়। দেশ+ইন্ ভবার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী দেশিনী।

দেশীয়—দেশ্য ; দেশসম্বন্ধীয় ; দেশজাত। দেশ+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —য়া।

দেশ্য—১। দেশীয় ; দেশজাত। দেশ+ষ্য ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দেশ্যা। ২। পূর্ব্বপক্ষ। দিশ (কথন)+ঘ্যণ্ র্ম। সং ; ক্লী।

দেষ্ণু—১। দানশীল। দা (দান করা)+ইষ্ণু ক শীলার্থে। ২। ছুর্দ্দান্ত। বিণ ; ত্রি। ৩। চন্দ্র ; রজক। সং ; পু।

দেহ—১। শরীর, অবয়ব, অঙ্গ। দিহ (লেপন করা)+অল্ র্ম। সং ; পু বা ক্লী। ২। লেপন। দিহ+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

দেহকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—পঞ্চভূত ; ঈশ্বর ; সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহক্ষয়—১। দেহনাশ। ৬তৎ। ২। রোগ। দেহের ক্ষয় হয় যাহা হইতে, বহু। সং, পু।

দেহজ—১। পুত্র। দেহ—জন+ড ক। সং ; পু। ২। শরীরজাত। বিণ ; ত্রি।

দেহজা—১। কন্যা। দেহজ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। শরীরজাতা। বিণ ; স্ত্রী।

দেহতত্ত্ব—শারীরস্থান ; শরীর-সম্বন্ধীয় প্রকৃত ব্যাপার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেহত্যাগ—মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহদ—১। শরীরদাতা। দেহ—দা+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। পারদ। সং ; পু।

দেহধারক—১। শরীরধারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ধারিকা। ২। অস্থি, হাড়। সং ; ক্লী।

দেহধারণ—জীবিত থাকা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেহধারী (—ধারিন্)—শরীরধারণকারী। দেহ—ধৃ (ধারণ)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —ণী।

দেহপণে—শরীরকে পণ করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

দেহপাত—শরীরের পাতন, শরীরনাশ, মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; পু।

দেহপিঞ্জর—শরীররূপ পিঞ্জর। রূপক কর্ম্মধা।

দেহভার—শরীরের গুরুত্ব। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহভৃৎ—শরীরী, প্রাণী। দেহ শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+কিপ্ ক। সং ; পু।

দেহযষ্টি—শরীররূপ যষ্টি। রূপক। সং ; পু।

দেহযাত্রা—জীবনযাপন, সংসারযাত্রা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দেহলাভ—শরীর প্রাপ্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহলি, দেহলী—চৌকাঠের অধঃস্থিত কাষ্ঠ ; ঘরের সম্মুখবর্ত্তী রক, বারান্দা, দাওয়া, পিঁড়ে। দেহ শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

দেহসার—মজ্জা। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহা—দেহ, শরীর। প্রা, ক। সং।

দেহাতীত—শরীরাতীত, শরীর হইতে ব্যতিরিক্ত ; দেহাভিমানশূন্য, পণ্ডিত। দেহকে অতীত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তীতা।

দেহাত্মবাদী (—বাদিন্)—যাহাদের মতে দেহই আত্মা, পৃথক্ আত্মা নাই ; চার্ব্বাক্, বৌদ্ধবিশেষ। দেহও যে আত্মাও সে—দেহাত্মা, কর্ম্মধা ; দেহাত্মন্—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী, —বাদিনী।

দেহান্ত—শরীরের নাশ, মৃত্যু। দেহের অন্ত (নাশ), ৬তৎ। সং ; পু।

দেহান্তর—অন্য দেহ, শরীরান্তর। অন্য যে দেহ, নিত্য। সং ; ক্লী।

দেহায়তন—শরীরের পরিমাণ। দেহের আয়তন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেহারা, দেহেরা—দেউল, মঠ, মন্দির, দেবালয়। প্রা, ক। সং।

দেহালা—দেয়ালা দেখ।

দেহাবসান—দেহত্যাগ, মৃত্যু। দেহের অবসান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেহী (দেহিন্)—শরীরী, প্রাণী ; আত্মা। দেহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী দেহিনী।

দেহু—দেহ, শরীর। প্রা, ক। সং।

দেহড়ী—দেউড়ি। সদর দরজা। প্রা, ক। সং।

দেহেরা—দেহারা দেখ।

দৈতেয়—দৈত্য, অসুর। দিতি+ঢেয় অপত্যার্থে। সং, পু।

দৈত্য—অসুর, ইহারা দিতির গর্ভজাত। দিতি শব্দ+ষ্য অপত্যার্থে। সং ; পু।

দৈত্যকুল—অসুরবংশ ; অসুরসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দৈত্যগুরু—শুক্রাচার্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

দৈত্যনিসূদন, দৈত্যারি—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। দৈত্যের নিসূদন (বিনাশক) বা অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

দৈত্যপতি—হিরণ্যকশিপু। ৬তৎ। সং ; পু।

দৈত্যপূজ্য—১। অসুরগণের অর্চ্চনীয়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। শুক্রাচার্য্য। সং ; পু।

দৈত্যমাতা (—মাতৃ)—দিতি [দিতি দেখ]। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দৈত্যসেনা—ব্রহ্মার কন্যা ; দানব কেশীর প্রতি ইঁহার অনুরাগ ছিল, দানব তাহা জানিতে পারিয়া ইঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করে। সং ; স্ত্রী।

দৈত্যারি—দৈত্যনিসূদন দেখ।

দৈন—১। দীনত্ব। দীন শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী। ২। দিনভব, দৈনিক। দিন+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দৈনী।

দৈনন্দিন—প্রতিদিন যাহা হয়, প্রাত্যহিক, প্রতিদিবসীয়। দিন—দিন শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে, নিপাতনে নকারাগম। বিণ ; ত্রি।

দৈনন্দিন-প্রলয়—ব্রহ্মার এক এক দিনের অন্তে নিখিল বস্তুর বিলয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

দৈনিক—১। দিনসম্বন্ধীয় ; প্রাত্যহিক। দিন শব্দ+ষ্ণিক ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দৈনিকী। ২। প্রাত্যহিক সংবাদপত্র, যে কাগজ প্রতিদিন বাহির হয়। সং ; ক্লী।

দৈন্য—কার্পণ্য, বাক্‌কুণ্ঠতা, দীনতা, দারিদ্র্য ; শোচনীয়তা। দীন+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দৈন্যদশা—দারিদ্র্যাবস্থা, নির্দ্ধনতা। দৈন্যই যে দশা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দৈন্যদশাগ্রস্ত—দারিদ্র্যাবস্থায় পীড়িত, নির্দ্ধনতাপ্রাপ্ত। দৈন্যদশা দ্বারা গ্রস্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [শব্দ+ষ্ণ্য। সং ; ক্লী।

দৈর্ঘ্য—দীর্ঘতা, লম্বা দিকের পরিমাণ দীর্ঘ

দৈব—১। দেবসম্বন্ধীয় ; ভাগ্যজাত। দেব শব্দ+ষ্ণ ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দৈবী। ২। অদৃষ্ট, ভাগ্য ; অঙ্গুলির অগ্রভাগরূপ

দেবতীর্থ। সং; স্ত্রী। ৩। বিবাহবিশেষ। [বিবাহ দেখ]। সং; পু। ৪। আকস্মিক ঘটনা, দুর্বিপাক, দুর্ঘটনা, বিপত্তি, অশুভ। দেশজ। সং। [কর্মধা। সং; স্ত্রী।

দৈবকর্ম—দেবোদ্দেশে কৃত কর্ম, যজ্ঞাদি।

দৈবকী—দেবকী দেখ। [কর্মধা। সং; স্ত্রী।

দৈবঘটনা—অতর্কিত ঘটনা, আকস্মিক ব্যাপার।

দৈবজ্ঞ—অদৃষ্টফলগণক, ভাগ্যকথয়িতা। দৈব শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। সং; পু।

দৈবত—১। দেবতা সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। দেবতা+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৈবতী। ২। দেবতা। দেবতা+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু বা স্ত্রী। ৩। দেবতাসমূহ। দেবতা+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; স্ত্রী।

দৈবতন্ত্র—ভাগ্যাধীন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দৈবতীর্থ—করাঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ। কর্মধা। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

দৈবদীপ—চক্ষুঃ; দেবসম্বন্ধীয় প্রদীপ। কর্মধা।

দৈবদুর্বিপাক—১। অদৃষ্টের মন্দ পরিণাম, ভাগ্যের প্রতিকূলতা, ভাগ্যবিপর্যয়। ৬তৎ। ২। আকস্মিক দুর্ঘটনা। কর্মধা। সং; পু।

দৈবধন—১। দৈবলব্ধ ধন, ভাগ্যলব্ধ অর্থ। মধ্যপদলোপী কর্মধা। ২। দেবোদ্দেশে প্রদত্ত ধন। কর্মধা। সং; স্ত্রী।

দৈবপ্রশ্ন—দৈববাণী। কর্মধা। সং; পু।

দৈবযুগ—মনুষ্যমানে চারি যুগ, দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর। সং; স্ত্রী।

দৈবযোগ—দৈবঘটনা। দৈবের যোগ ইতি ৬তৎ, বা দৈব যে যোগ ইতি কর্মধা। সং; পু।

দৈবযোগে—দৈবঘটনায়, হঠাৎ। দৈবের যোগ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। [ত্রি।

দৈবলব্ধ—অদৃষ্টবশতঃ প্রাপ্ত। ৬তৎ। বিণ;

দৈবলেখক—দৈবজ্ঞ, গণক। ৬তৎ। সং; পু।

দৈববাণী—আকাশবাণী, দেবতারা অলক্ষিতভাবে থাকিয়া যে আদেশবাণী বা উপদেশবাক্য নির্দেশ করেন। দৈবী যে বাণী, কর্মধা। সং; স্ত্রী।

দৈবশক্তি—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী ক্ষমতা, ঐশ্বরিক ক্ষমতা, ঐশী শক্তি। দৈবী যে শক্তি, কর্মধা। সং; স্ত্রী।

দৈবাগত—অকস্মাৎ উপস্থিত, যাহার আসিবার কোন কারণ ছিল না অথচ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এরূপ। দৈবদ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৈবাগতা।

দৈবাৎ—দৈববশতঃ; অকস্মাৎ, হঠাৎ। দৈব—অত (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। অ।

দৈবাত্যয়—দেবকৃত বা অদৃষ্টকৃত উপদ্রব। দৈব যে অত্যয়, কর্মধা। সং; পু।

দৈবায়ত্ত—দৈবাধীন; অদৃষ্টানুসারে ঘটিত, পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সংঘটিত। দৈবের আয়ত্ত, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৈবায়ত্তা।

দৈবিক—দেবঘটিত; দেবতাসম্বন্ধীয়। দেব+ষ্ণিক ভবাগ্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৈবিকী।

দৈবী—দেবসম্বন্ধিনী; অদৃষ্টানুসারে সংঘটিতা। দেব শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দৈবীশক্তি—দেবসম্বন্ধিনী ক্ষমতা, ঐশী শক্তি। অসমস্ত পদদ্বয়। সং; স্ত্রী।

দৈবোপহত—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। দৈব কর্তৃক উপহত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

দৈব্য—১। দেবসম্বন্ধীয়। দেব+ষ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। ভাগ্য, অদৃষ্ট। সং; স্ত্রী।

দৈশিক—দেশসম্বন্ধীয়। দেশ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দৈশিকী।

দৈষ্টিক—একমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভরকারী, পুরুষকারহীন; যদৃচ্ছাবশ। দিষ্ট শব্দ (ভাগ্য) +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কী।

দৈহিক—দেহসম্বন্ধীয়, শারীরিক, কায়িক। দেহ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কী।

দোঁহা—১। দুইজন, উভয়। ক, প্র। ২। হিন্দী নীতিশ্লোক। সং।

দো-আঁশ—যে মাটিতে মৃত্তিকা ও বালুকা প্রায় সমপরিমাণে আছে। দেশজ। বিণ।

দো-আঁশলা—যাহাতে দুই জাতির অংশ আছে, সঙ্কর; উভয়াত্মক। দেশজ। বিণ।

দোকর—পুনরাবৃত্ত, পুনঃকৃত বা পুনঃপ্রদত্ত, ডবল; পুনরায়। দেশজ।

দোকলা—দুইজন; একাধিক। দেশজ।

দোকা—১। অনেক গরু একত্র বাঁধিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ গলানিযুক্ত একগাছি মোটা লম্বা দড়ি। প্রাদে। সং। ২। দোকলা, দুইজন; একত্র মিলিত দুইজন। দেশজ।

দোকান—পণ্যশালা, বিপণি, বিক্রয়াগার। দেশজ। সং।

দোকানদার—দোকানের অধিস্বামী বা মালিক। সং।

দোকান পাট—দোকানে বেচাকেনা। দেশজ।

দোক্তা—শুষ্ক তামাকপত্র। দেশজ। সং।

দোগ্ধা (দোগ্ধৃ)—১। দোহনকর্তা, দোয়াল। দুহ (দোহন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দোগ্ধ্রী। ২। বৎস; গোপাল। সং; পু।

দোগ্ধ্রী—১। দোহনকর্ত্রী। দোগ্ধা দেখ। দোগ্ধৃ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুগ্ধবতী ধেনু। সং; স্ত্রী।

দোছুট, দোছোট—দ্বিতীয় বস্ত্র; উত্তরীয়, চাদর, একপাট্টা। প্রাদেশিক। সং।

দোজবরে, দোজবেরে—দ্বিতীয় বারের বর, প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহার্থী। দেশজ। প্রা, ক।

দোজমি—যে জমির মাটিতে বালি ও মৃত্তিকা দুই আছে; যে জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল হয়। দেশজ। সং।

দোতরফা—উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া বিচারিত (মামলা)। বৈদেশিক। বিণ।

দোতলা, দোতালা—উপর্য্যুপরি দুইতলবিশিষ্ট (অট্টালিকা)। দ্বিতল শব্দের অপভ্রংশ।

দোতারা—১। দুই তারবিশিষ্ট, দ্বিতার। বিণ। ২। দ্বিতার বাদ্য যন্ত্র। ক, প্র। সং।

দোতালা—দোতলা দেখ। [ক, প্র। বিণ।

দোথরি—দুই থাক্ সাজান, দুই স্তরবিশিষ্ট।

দোদুল্যমান—পুনঃ পুনঃ দোলনশীল, নিয়ত দুলিতেছে এরূপ। যঙন্ত দুল (পুনঃ পুনঃ দোলা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মানা। [৭। সং; পু।

দোধ—গোবৎস। দুহ (দোহন করা)+অল্

দোধারি, —রী—দুই ধারে, উভয় পার্শ্বে। দেশজ।

দোধূয়মান—পুনঃ পুনঃ কম্পমান; ধূধূকারী। যঙন্ত ধূ+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মানা।

দোন—দুই, উভয়। প্রা, ক।

দোনা—ঠোঙ্গা; সাজা পান সহিত কলাপাতের ঠোঙ্গা। বৈদেশিক। সং।

দোনী, দুনী—জল তুলিবার ছোট ডোঙ্গাবিশেষ, দ্রোণী। সং।

দোফসলা—বৎসরে দুইবার ফলপ্রসূ (গাছ)। বিণ।

দোবারা—দুই বার পরিষ্কৃত হইয়াছে এরূপ (চিনি)। দেশজ। বিণ।

দোবে—পশ্চিমা ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। সং।

দোভাষী—যে দুই ভাষা জানে এরূপ। বিণ।

দোমাথ—দুই মাথযুক্ত, মুক্তাদ্বয় শোভিত; দুনর, দুহালি। প্রা, ক। [সং।

দোয়া—আশীর্ব্বাদ; অনুগ্রহ, কৃপা। বৈদে।

দোয়েম—দ্বিতীয়। প্রা, ক।

দোয়াড়—দুই, জোড়া, জুড়ি। প্রা, ক।

দোয়াত—মস্যাধার, কালী রাখিবার পাত্র। বৈদেশিক। সং।

দোয়ার, দোহার—আনুষঙ্গিক বা সহকারী গায়ক; যে জন মূলগায়কের গীত গানাংশ পালটাইয়া গায়। দেশজ। সং।

দোয়ারকি, দোহারকি—দোয়ারের কার্য্য, দোয়ারের পালটান গান। দেশজ। সং।

দোয়াস্তা—দুইবার চোয়ান মদ। বৈদে। সং।

দোর—দরজা। দ্বার শব্দের অপভ্রংশ।

দোরক, —কা—বীণাতন্ত্রী-বন্ধন-রজ্জু। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

দোরস্ত—দুরস্ত দেখ। [সমান। বিণ।

দোরোখা—যাহার (শাল প্রভৃতির) দুই পিঠই

দোর্গ্রহ—১। ভুজগ্রহণ; হাতের ব্যথা। দোস্ এর গ্রহ (দোঃ+গ্রহ), ৬তৎ। সং; পু। ২। বলবান্। দোস্ বা দোঃ (ভুজ)—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্ ক। বিণ; ত্রি।

দোর্দণ্ড—বাহুদণ্ড, ভুজদণ্ড। দোস্ রূপ দণ্ড, রূপক কর্মধা; দোঃ+দণ্ড। সং; পু।

দোল—দোলা ; ডুলি ; ঝুলি ; ধান্যাদি রাখিবার পাত্র, ডোল। দুল (দোলা)+অন্ ক। সং ; পু।

দোলক—যাহার দোলনে ঘড়ীর কাঁটা চলে। ণিজন্ত দুল বা দোলি+ণক ক। সং ; পু।

দোলন—কম্পন ; দুলন ; ইতস্ততশ্চলন। দুল (দোলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

দোলনা—শিশুর দোলা শয্যা ; দোল খাইবার জন্য রজ্জুলম্বিত আসন। দেশজ। সং।

দোলমঞ্চ—দোলার্থ কৃত বেদিকা, যে মৃন্ময় বা ইষ্টকাদিরচিত মঞ্চের উপরিভাগে দোলযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। দোলসাধন মঞ্চ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

দোলযাত্রা—শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণরূপ উৎসববিশেষ। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই উৎসব হইয়া থাকে। দোল-সংক্রান্ত যাত্রা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দোলা—১। ডুলি ; ঝুলি ; ডোল ; মড়ার খাট। দোল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। দোলন। দুল্ (দোলা)+ণ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। দোলনা (তাহা দেখ)। দেশজ। সং।

দোলাই—ছিটের শীতবস্ত্রবিশেষ, ইহা স্কন্ধদেশ হইতে ঝুলিতে থাকে। দেশজ। সং।

দোলায়মান—দুলিতেছে এরূপ, দোদুল্যমান ; বিচলিত ; ইতস্ততঃ ভাবাপন্ন ; চঞ্চল। দোল শব্দ+ড্য=দোলায় (নাম ধাতু) ; তদুত্তরে শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —মানা।

দোলায়িত—১। দোলান। দোল শব্দ+ড্য=দোলায় (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। যাহাকে দোলান হইয়াছে এরূপ। ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দোলায়িতা। [আপ্। সং ; স্ত্রী।

দোলিকা—দোলন। দোলা+কণ্ স্বার্থে+

দোলী—ডুলি ; ঝুলি ; ডোল। দোল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

দোশালা—একজোড়া শাল। দেশজ সং।

দোষ্, দোস্—বাহু, ভুজ, কর। দম+ডোস্ ণ। সং ; পু।

দোষ—অপরাধ ; পাপ ; অনিষ্ট ; কুকর্ম্ম ; কলঙ্ক ; ত্রুটী ; অনিয়ম ; গোবৎস ; বাত পিত্ত ও কফ ; কাব্যাপকর্ষক ধর্ম্মবিশেষ। দুষ (দোষ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

দোষক্ষালন—দোষের অপনোদন, দোষ দূরীভূত করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দোষগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—দোষগ্রহণকারী, ছিদ্রান্বেষী, দুর্জ্জন। দোষ—গ্রহ (গ্রহণ করা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী দোষগ্রাহিণী।

দোষজ্ঞ—১। পণ্ডিত ; চিকিৎসক। সং ; পু। ২। দোষবিৎ, দোষ-বিষয়ে জ্ঞানী। দোষ —জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দোষজ্ঞা।

দোষত্রয়—বাত, পিত্ত, কফ, এই ত্রিদোষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দোষদর্শী (—দর্শিন্)—অন্যের ত্রুটি দর্শনকারী, ছলগ্রাহী, ছিদ্রান্বেষী। উপ ; দোষ—দৃশ +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —দর্শিনী।

দোষা—১। রাত্রি। দম (দমন করা)+ডোস্ অধি+আপ্। ব্য। ২। বাহু। দম+ডোস্ ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

দোষাকর—১। নিশাকর, চন্দ্র। দোষা (রাত্রিতে) কর (কিরণ) যাহার, বহু ; অথবা দোষা (রাত্রি)—কৃ (করা)+ট ক। সং ; পু। ২। দোষাশ্রয়, দোষের আধার, বহুদোষযুক্ত। দোষের আকর, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

দোষাতন—রাত্রিকালীন। দোষা (রাত্রি)+ট্যন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দোষাতনী।

দোষারোপ—দোষের আরোপ, দোষ দেওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

দোষাবহ—দোষাকর ; দোষজনক। দোষের আবহ, ৬তৎ ; কিংবা দোষ—আ—বহ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দোষাবহা।

দোষাশ্রিত—দোষাবলম্বী ; দোষযুক্ত দোষকে আশ্রিত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দোষাশ্রিতা। [সং ; পু।

দোষিক—রোগ, ব্যারাম। দোষ+ষ্ণিক ভবার্থে

দোষী (দোষিন্)—দোষযুক্ত, পাপী, অপরাধী। দোষ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, —ণী।

দোষৈকদর্শী (—দর্শিন্)—যে কেবল দোষ দেখে। এক (কেবল) যে দোষ সে দোষৈক, কর্ম্মধা ; অথবা দোষের এক (একত্ব)=দোষৈক, ৬তৎ ; দোষৈক—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

দোষৈকদৃক্—দোষৈকদর্শী, কেবল দোষদর্শনকারী। এক (কেবল) যে দোষ সে দোষৈক, কর্ম্মধা। দোষৈক—দৃশ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; পু।

দোস্—দোষ্ দেখ।

দোসর—সঙ্গী ; দ্বিতীয়। ক, প্র।

দোসরা—দ্বিতীয় ; অন্য, ভিন্ন ; মাসের দ্বিতীয় দিবস। দেশজ।

দোস্ত—১। মিত্র, বন্ধু, সখা, ইয়ার। বৈদেশিক। ২। চাঁদনী, চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। গ্রা, ক। সং।

দোস্তি, দোস্তী—মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সখ্য। বৈদেশিক। সং।

দোহ—১। দোহন ; তৃপ্তি। দুহ (দোহন করা) +অল্ ভা। ২। দোহনপাত্র, কেঁড়ে। দুহ +অল্ অধি। সং ; পু।

দোহক—দোহনকর্ত্তা, দোগ্ধা। দুহ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দোহিকা।

দোহজ—১। দোহনজাত। দোহ শব্দ—জন+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দোহজা। ২। দুগ্ধ। সং ; ক্লী।

দোহদ—১। গর্ভিণীর স্পৃহা, সাধ ; ইচ্ছা, অভিলাষ ; গর্ভ ; চিহ্ন ; বৃক্ষাদির পোষক ঔষধাদি। দোহ (তৃপ্তি)—দা (দেওয়া)+ড ক। ২। গর্ভলক্ষণ। দ্বি (দুই) হৃদয় যাহাতে, বহু, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

দোহদদান—সাধ দেওয়া, নবম ও দশম মাসে গর্ভিণীকে তদীয় স্পৃহণীয় বস্তুদান [গর্ভবতী দেখ]। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দোহদলক্ষণ—গর্ভচিহ্ন, গর্ভস্থ শিশু ; ভ্রূণ ; বয়ঃসন্ধি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দোহদবতী—সাধযুক্তা গর্ভিণী। দোহদ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দোহদিনী—কামনাযুক্তা, গর্ভবতী, গর্ভিণী। দোহদ+ইন অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দোহদী (দোহদিন্)—কামনাযুক্ত, কামী। দোহদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

দোহন—১। দুগ্ধ আকর্ষণ, দোহা ; সংগ্রহকরণ। দুহ+অনট্ ভা। ২। দোহনপাত্র, কেঁড়ে। দুহ+অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

দোহনী—দোহনপাত্র, কেঁড়ে। দুহ (দোহন করা)+অনট্ আধ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

দোহাই—১। সুবিচার বা সাহায্য প্রার্থনাসূচক শব্দ ; কোন পবিত্র বস্তুর বা প্রভাবশালী ব্যক্তির নামে শপথকরণ। হিন্দী। ২। দিব্য, শপথ। গ্রা, ক। সং।

দোহারা—১। কোন কাজ দ্বিতীয় বার করা ; পালটান। ক্রি। ২। নাতিকৃশ, মধ্যম রকম স্থূলকায়, পুষ্টাঙ্গ। দেশজ। বিণ।

দোহাল, দোআল—যে গাই দোহে, গাভীদোহনকারী। দেশজ। সং।

দোহ্য—দোহনীয়, দোহনযোগ্য। দুহ (দোহন করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দোহ্যা।

দৌড়—ধাবন, ছুট। দেশজ। সং।

দৌড়া, দৌড়ান—ধাবিত বা ধাবমান হওয়া, ছুট দেওয়া, ছুটা। দেশজ। ক্রি।

দৌত্য—দূতের কর্ম্ম বা ব্যবসায়। দূত+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দৌরাত্ম্য—দুর্বৃত্ততা ; নিষ্ঠুরতা ; উপদ্রব ; অত্যাচার। দুরাত্মন্+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দৌর্গ—১। দুর্গসম্বন্ধীয়। দুর্গ+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। দুর্গাসংক্রান্ত দুর্গা+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দৌর্গী

দৌর্গত্য—১। দুরবস্থা, নিঃস্বতা। দুর্গত শব্দ +ষ্ণ্য ভাবার্থে। ২। মলিনতা। সং ; ক্লী।

দৌর্গন্ধ্য—খারাপ গন্ধ। দুর্গন্ধ শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। সং ; ক্লী। [+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

দৌর্জ্জন্য—দুর্জনতা ; ক্রূরতা ; দুর্ব্যবহার। দুর্জ্জন

দৌর্ব্বল্য—দুর্বলতা, শক্তিহীনতা, ক্ষীণতা। দুর্বল+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

দৌর্ভাগিনেয়—দুর্ভগার সন্তান, ভাগ্যহীনার পুত্র। দুর্ভগা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে (ষ্ণেয় স্থানে ইনেয়)। সং; পুং।

দৌর্মনস্য—দুর্ভাবনা; মনঃক্ষোভ; দুঃখ; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। দুর্মনাঃ দেখ। দুর্মনস্ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

দৌহৃদ—গর্ভ; গর্ভিণীর সাধ। দুহৃদ্+ষ্ণ (মতান্তরে দ্বিহৃদয়+ষ্ণ, নিপাতনে)। সং; ক্লী।

দৌলৎ—সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, ধন। বৈদেশিক। সং।

দৌলতকাজী—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। ইনি সুললিত ছন্দে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন—'সতী ময়না ও 'লোরচন্দ্রাণী'। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজামাত্য লস্কর-উজীর আসরফ খাঁর আদেশে এই কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরে সৈয়দ আলাওল সাহেব অন্যতম রাজামাত্য সোলেমানের আদেশে এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।

দৌবারিক—দ্বাররক্ষক, দ্বারপাল, দরওয়ান। দ্বার+ষ্ণিক। সং; পুং।

দৌষ্কুলেয়—দুষ্কুলোৎপন্ন, নীচবংশোদ্ভব। দুষ্কুল+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি।

দৌষ্মন্তি—রাজা দুষ্মন্তের পুত্র, খ্যাতনামা যিনি বিভাজক ভরত [দুষ্মন্ত ও ভরত দেখ]। দুষ্মন্ত+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পুং।

দৌহিত্র—দুহিতার পুত্র, কন্যার ছেলে। দুহিতা দেখ; দুহিতৃ শব্দ (কন্যা)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পুং। স্ত্রী দৌহিত্রী।

দ্যাবাপৃথিবী—স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়। দ্যো (স্বর্গ) ও পৃথিবী, দ্বন্দ্ব; নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

দ্যাবাভূমি—দ্যাবাপৃথিবী। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

দ্যু—১। আকাশ, স্বর্গ; দিন। দিব+ক্বিপ্ ক। সং; ক্লী। ২। সূর্য্য; অগ্নি। সং; পুং।

দ্যুৎ—কিরণ। দ্যুত্+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

দ্যুতি—প্রকাশ; শোভা; দীপ্তি, প্রভা, ঔজ্জ্বল্য। দ্যুত্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

দ্যুতিকর—১। দীপ্তিকারক। দ্যুতি শব্দ-কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -করী। ২। ধ্রুব নক্ষত্র। সং; পুং।

দ্যুতিত—দ্যোতিত দেখ।

দ্যুতিধর—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পুং।

দ্যুতিমান্ (-মৎ)—১। দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল; ভাস্বর। দ্যুতি (দীপ্তি)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী দ্যুতিমতী। ২। ক্রৌঞ্চদ্বীপ-পতি, প্রিয়ব্রতের পুত্র। সং; পুং।

দ্যুনিবাসী (-বাসিন্)—১। স্বর্গবাসী। উপ; দ্যু-নি-বস+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী, -বাসিনী। ২। দেবতা। সং; পুং।

দ্যুপতি—ইন্দ্র; সূর্য্য। দ্যুর (স্বর্গের, আকাশের) পতি, ৬তৎ। সং; পুং।

দ্যুমণি—সূর্য্য। দ্যুর (আকাশের) মণিস্বরূপ, ৬তৎ। সং; পুং।

দ্যুমৎসেন—জনৈক রাজা, সত্যবানের পিতা। শাল্বদেশে ইঁহার রাজ্য ছিল। ইনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন, এবং সর্ব্বথা ন্যায়ানুমোদিতভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। বিধিনির্ব্বন্ধে হঠাৎ অন্ধ হওয়ায়, ইঁহার শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলে ইনি ভার্য্যা ও শিশুপুত্র সত্যবান্ সহ অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সত্যবান্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, প্রাতঃস্মরণীয়া আদর্শসতী সাবিত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর পূর্ব্বনির্দ্ধারিত দিবসে সত্যবানের মৃত্যু হইলে পতিগতপ্রাণা সাবিত্রী স্বীয় ধর্ম্মবলে ধর্ম্মরাজের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পতির পুনর্জীবন, শ্বশুরের চক্ষু ও রাজ্যাধিকার প্রভৃতি বর প্রাপ্ত হন। অনন্তর দ্যুমৎসেন হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পুত্রকলত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক দিন রাজ্যসুখ ভোগ করেন। অবশেষে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টাংশ ধর্ম্মসাধনে নিয়োজিত করেন। [+ড ক। সং; ক্লী।

দ্যুম্ন—স্বর্গ; ধন; সামর্থ্য, বল। দ্যু শব্দ-ম্না

দ্যুলোক—স্বর্গলোক। দ্যু নামক যে লোক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

দ্যুষৎ—স্বর্গবাসী; দেবতা; সূর্য্যাদি গ্রহ। দ্যু -সদ (বাস করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

দ্যূত—অক্ষক্রীড়া, পাশাখেলা; জুয়াখেলা। দিব+ক্ত ক। সং; পুং বা ক্লী।

দ্যূতকর, দ্যূতকার, দ্যূতকৃৎ—যে পাশা খেলে, জুয়ারী। দ্যূত-কৃ (করা)+যথাক্রমে ট, ষণ্, ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

দ্যূতপূর্ণিমা—কোজাগরপূর্ণিমা [এই রাত্রিতে জাগরণ করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিলে লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয় বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে]। সং; স্ত্রী।

দ্যূতপ্রতিপৎ—কার্ত্তিক মাসের শুক্ল-প্রতিপৎ। সং; স্ত্রী। এই দিবসে দ্যূতক্রীড়া করিলে তাহাতে যে জয়ী হয়, তাহার পক্ষে ঐ বৎসর শুভদায়ক হইয়া থাকে।

দ্যূতবীজ—কপর্দ্দক, কড়ি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দ্যূতবৃত্তি—১। দ্যূতক্রীড়াব্যবসায়ী, যে পাশা খেলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দ্যূত হইয়াছে বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পাশকক্রীড়ারূপ জীবিকা; জুয়া ব্যবসায়। দ্যূতই যে বৃত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দ্যূতবেদী (-বেদিন্)—পাশকক্রীড়াভিজ্ঞ। দ্যূত-বিদ+ণিন ক। বিণ; পুং। স্ত্রী, -দী।

দ্যূন—১। ক্রীড়ক। দিব (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্যূনা। ২। লগ্নাপেক্ষা সপ্তম রাশি। সং; ক্লী।

দ্যো—স্বর্গ; আকাশ। দ্যুত+ডো প্রত্যয়, বা দিব+ড্যো প্রত্যয়। সং; স্ত্রী।

দ্যোত—আলোক, দীপ্তি, দ্যুতি; প্রকাশ; আতপ, রৌদ্র। দ্যুৎ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং।

দ্যোতক—১। দীপ্তিশীল। দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া) +ণক ক। ২। প্রকাশক, সূচক, ব্যঞ্জক। ণিজন্ত দ্যুত (=দ্যোতি)+ণক ক। ৩। উদ্বোধক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্যোতিকা।

দ্যোতন—১। দীপ্তি পাওয়া, প্রকাশ; উদ্বোধন। দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। দ্যোতক, প্রকাশক। দ্যোতি +অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্যোতনা।

দ্যোতনি—দ্যোতক, প্রকাশক; দীপ্তিকারক। দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+অনি ক। বিণ; ত্রি।

দ্যোতমান—শোভমান, দীপ্যমান। দ্যুত+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, মানা।

দ্যোতিত—শোভিত; দীপিত; প্রকাশিত। দ্যোতি+ক্ত ক্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

দ্যোভূমি—১। স্বর্গ ও পৃথিবী। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। ২। পক্ষী। দ্যো (অন্তরীক্ষ) হইয়াছে ভূমি যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্রঢিমা (-মন্)—দৃঢ়তা, দার্ঢ্য, কাঠিন্য; স্থিরতা, স্থৈর্য্য। দৃঢ় শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পুং।

দ্রঢিষ্ঠ—অতি কঠিন, অতি দৃঢ়। দৃঢ় শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্রঢিষ্ঠা।

দ্রঢীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় দৃঢ়। দৃঢ়+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী দ্রঢীয়সী।

দ্রব—১। বেগ; গতি; পরিহাস; প্রস্থান; পলায়ন; ক্ষরণ; গলন। দ্রু (গমন করা, গলা)+অল্ ভা। ২। রস। দ্রু+অল্ ক। সং; পুং। ৩। গলিত, তরল। বিণ; ত্রি।

দ্রবণ—গতি, গমন; ক্ষরণ, গলন। দ্রু (গলা, গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দ্রবন্তী—নদী। দ্রু (গমন করা, ইত্যাদি)+শতৃ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঙপ্। সং; স্ত্রী।

দ্রবিড়—ম্লেচ্ছবিশেষ; দেশবিশেষ। দ্রু (গমন করা)+ইড় ক। সং; পুং।

দ্রবিণ—পরাক্রম; ধন; কাঞ্চন, সুবর্ণ। দ্রু+ইন ক। সং; ক্লী।

দ্রবীকরণ—তরল করা, গলান। দ্রব শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=দ্রবী, তদুত্তরে কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দ্রবীভাব—দ্রবণ, গলন, গলিয়া যাওয়া। দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=দ্রবী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

দ্রব্য—বস্তু, পদার্থ, সামগ্রী; বিত্ত; পিত্তল;

ভেদজ্ঞ : ক্ষিতি, জল, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, কাল, দিক্, আত্মা, মনঃ এই নয়। দ্রু+য শ্ম। সং ; ক্লী।

দ্রব্যগুণ—১। দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম। ৬তৎ। দ্রব্যের গুণনির্ণায়ক গ্রন্থবিশেষ। সং ; পু।

দ্রব্যজাত—১। দ্রব্যোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। দ্রব্যসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দ্রব্যশুদ্ধি—মন্ত্রাদি বা প্রক্ষালনাদি দ্বারা দ্রব্যের শোধন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দ্রষ্টব্য—দর্শনীয়, দর্শনযোগ্য, যাহা দেখা আবশ্যক বা উচিত এরূপ। দৃশ (দেখা)+তব্য স্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দ্রষ্টব্যা।

দ্রষ্টা (দ্রষ্টৃ)—দর্শক, দর্শনকর্ত্তা, সাক্ষী, বিচারপতি। দৃশ (দেখা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী দ্রষ্ট্রী।

দ্রাক্—সত্বর, ঝটিতি, শীঘ্র। দ্রা (পলায়ন করা)+কক্ ক। ব্য।

দ্রাক্ষা—আঙ্গুর ; কিসমিস ; মনক্কা। দ্রাক্ষ+অন্ স্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

দ্রাক্ষাক্ষেত্র—আঙ্গুর-বাগান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দ্রাক্ষালতা—আঙ্গুরগাছ (Vine)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দ্রাঘিমা (-মন্)—১। দৈর্ঘ্য। দীর্ঘ শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। সং ; পু। ২। ভূপৃষ্ঠে নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ছেদ করিয়া যে কতকগুলি অর্দ্ধবৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা যায়, তাহাদের নাম দ্রাঘিমা (Longitudes)।

দ্রাঘিমান্তর—কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের মাধ্যন্দিন রেখা হইতে অন্যান্য স্থানের দূরত্ব। দ্রাঘিমার অন্তর, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দ্রাঘিষ্ঠ—অতিশয় দীর্ঘ। দীর্ঘ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দ্রাঘিষ্ঠা।

দ্রাঘীয়ান্ (-য়স্)—অতি দীর্ঘ। দীর্ঘ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী দ্রাঘীয়সী।

দ্রাব—গতি, গমন ; পলায়ন ; গলন, দ্রবণ। দ্রু+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

দ্রাবক—১। দ্রবকারক ; প্রবর্ত্তক। ণিজন্ত দ্রু (=দ্রাবি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দ্রাবিকা। ২। রসবিশেষ (Acid)। ৩। লম্পট ; তস্কর, চোর ; চন্দ্রকান্তমণি। দ্রু+ণক ক। সং ; পু।

দ্রাবণ—১। বিতাড়িত করা ; দ্রবীকরণ, গলান। ণিজন্ত দ্রু (=দ্রাবি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। বিতাড়ক ; প্রপীড়ক। ণিজন্ত দ্রু+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দ্রাবণা।

দ্রাবিকা—১। দ্রবকারিকা ; প্রবর্ত্তিকা। দ্রাবক দেখ। দ্রাবক+স্ত্রী আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লালা, লাল। সং ; স্ত্রী।

দ্রাবিড়—ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা সমীপস্থ দেশবিশেষ ; তদ্দেশীয় লোক। দ্রবিড় দেখ ; দ্রবিড়+ষ্ণ। সং ; পু।

বর্ত্তমানকালের ভূগোলে দ্রাবিড় নামে কোন দেশের অস্তিত্ব নাই। অধুনা "দ্রাবিড়" নামে কয়েকটি জাতি ও ভাষার সমষ্টি বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, দ্রাবিড়-নামধেয় কোন জাতি যে অপর স্থান হইতে ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছে, ইহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। তাঁহাদের মতে এই জাতি দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসী, অপর কেহ কেহ বলেন, দ্রাবিড়জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমার মধ্য দিয়া প্রথমে পঞ্জাবপ্রদেশে আগমন করে, পরে মধ্যভারতে আসিয়া কোলারীয়জাতিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দক্ষিণ ভারতে বাস স্থাপন করে। ইহার পরে আর্য্যগণ ভারতে আগমন করেন। আর্য্যগণ গঙ্গানদীর উপকূলে যে সকল অনার্য্যজাতির সহিত সংঘর্ষে আসেন, দ্রাবিড় জাতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। পদমোক্ত জাতিগণকে আর্য্যেরা "দস্যু" বা "শূদ্র" বলিয়া অভিহিত করেন। দ্রাবিড় জাতি বন্ধুভাবে গৃহীত হয়। এই জাতিই শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণের সহিত যুদ্ধে এবং সীতা উদ্ধার কল্পে সহায়তা করে। এই জাতি প্রাচীনকালে যে সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, তামিল সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যাগিরিকে প্রণত অবস্থায় থাকিতে বলিয়া দক্ষিণাপথে আগমন করেন। এই অগস্ত্য মুনিই দ্রাবিড়জাতির গুরু। এ অঞ্চলে "তামির" মুনি নামে তিনি প্রসিদ্ধ। কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী স্থানে "অগস্ত্যেশ্বর" নামে তিনি এখনও পূজিত হইয়া থাকেন। তিনিই এ অঞ্চলে দর্শন ব্যাকরণাদি শিক্ষার প্রচলন করেন। বিসপ্ কল্ডওয়েল্ (Bishop Caldwell) বলেন, খ্রীঃ পূঃ (আনুমানিক) ৫৫০ অব্দে মগধ হইতে গমন করিয়া বিজয় সিংহ সিংহলে রাজ্যস্থাপন করেন ; সেই সময় হইতেই দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার আরম্ভ হয়। ডাক্তার কণেলের মতে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে কুমারিলভট্ট দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া আর্য্যশিক্ষার প্রচলন করেন। মোটামুটি হিসাবে বিন্ধ্যগিরি ও নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে যে যে স্থানে উড়িয়া ভাষা কথিত হয় এবং পশ্চিমদিকে এবং "ঘেকানে"—যে যে স্থানে গুজরাটি ও মারাঠি ভাষা কথিত হয়,—সেই সেই স্থান ব্যতীত সমস্ত দেশই "দ্রাবিড়" বলা যাইতে পারে। মনু দ্রাবিড় জাতিকে পতিত, বর্ব্বর ও আর্য্যসমাজবহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বরাহমিহির স্বপ্রণীত বৃহৎসংহিতায় (৪৪০ খৃঃ) দ্রাবিড় দেশ চোল, পাণ্ড্য, কেরল, কর্ণাটক, কলিঙ্গ ও অন্ধ্র, এই ছয় অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদগণের মতে দ্রাবিড়ীভাষা তেরটি ; তন্মধ্যে চারিটি প্রধান, যথা—

(১) তামিল—পাণ্ড্য, চোল, এবং পূর্ব্ব কেরলে, অর্থাৎ বর্ত্তমান মাদ্রাজ-প্রদেশের মধ্য এবং দক্ষিণদিকস্থ নয়টি জেলায় এই ভাষা কথিত।

(২) তেলুগু—তেলিঙ্গানা (কলিঙ্গ ও অন্ধ্র দেশে), অর্থাৎ বর্ত্তমান "উত্তর সরকার" দেশে এই ভাষা কথিত।

(৩) মলয়ালম—পশ্চিম কেরলে, অর্থাৎ বর্ত্তমান মালবর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে এই ভাষা কথিত।

(৪) কানারী—কর্ণাটক, অর্থাৎ বর্ত্তমান কানারা, মহীশূর, এবং ওয়াইনাদ (Wynad), কয়েম্বাটোর, প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে এই ভাষা কথিত।

১৯০১ খৃঃ জনসংখ্যা নিরূপণের বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক তামিল ভাষা, প্রায় ২ কোটি ৭ লক্ষ লোক তেলেগু ভাষা, প্রায় ৬০ লক্ষ লোক মলয়ালম ভাষা, এবং প্রায় ১ কোটি সাড়ে তিন লক্ষ লোক কানারী ভাষা ব্যবহার করে।

অপর ৯টি ভাষার নাম, টুলু, কোডাগু, তোডা, কোটা, কুরুক, মাল্টো, গোঁড়ী, কুই ও ব্রাহুই।

বেলুচিস্থান ও রাজমহলে দ্রাবিড় জাতি অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দ্রাবিড়ক—বিট্‌লবণ। সং ; ক্লী।

দ্রাবিড়ী—১। ছোট এলাচ। দ্রবিড়+ষ্ণ+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী। ২। দ্রাবিড় দেশীয়। দেশজ। বিণ।

দ্রাবিড়ীয়—দ্রাবিড় দেশীয়, দ্রাবিড়জাত। দ্রাবিড়+ঈয়। বিণ ; ত্রি।

দ্রাবিত—বিতাড়িত, দ্রবীকৃত ; ণিজন্ত দ্রু (=দ্রাবি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, তা।

দ্রাব্য—দ্রবণীয়, যাহা তাপযোগে সহজে দ্রব হয়। দ্রব শব্দ+য অর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দ্রাব্যা। দ্রু (করা)+ড্ ক। সং ; পু।

দ্রু—বৃক্ষ ; বৃক্ষের অবয়ব, শাখাদি। দ্রু (গমন

দ্রুঘণ—১। ব্রহ্মা ; ভূমিচম্পকবিশেষ। দ্রু—হন+অন্ ক। ২। মুদ্গর ; কুঠার। দ্রু (বৃক্ষ)—হন+অল্ ণ। সং ; পু।

দ্রুণস—দীর্ঘনাসাবিশিষ্ট। দ্রুর (বৃক্ষের) ন্যায় নাসা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দ্রুণসা।

দ্রুণি, দ্রুণী—দ্রোণী, ডোঙ্গা; কচ্ছপী। দ্রুণ+কি ক, ২য় পক্ষে বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দ্রুত—১। শীঘ্রতা। দ্রু+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। পলায়িত; প্রস্থিত; শীঘ্র; দ্রবীভূত। দ্রু+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্রুতা।

দ্রুতগতি—১। ত্বরিত গমন। দ্রুতা যে গতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। দ্রুতগামী, শীঘ্রগমনকারী। দ্রুতা গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দ্রুতগতিতে—শীঘ্রগমনে, তাড়াতাড়ি চলিয়া। দ্রুতা গতি যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

দ্রুতগামী (—গামিন্)—শীঘ্রগামী, অতি শীঘ্র গমনে সমর্থ। উপ; দ্রুত—গম (যাওয়া) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দ্রুতগামিনী।

দ্রুতচারী (—চারিন্)—১। দ্রুতগামী। দ্রুত-চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দ্রুতচারিণী। ২। যে সকল জন্তু ভূমিতে ত্বরিতবেগে গমন করিতে পারে। সং; পু।

দ্রুতপদ—১। শীঘ্রগামী। দ্রুত হইয়াছে পদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পদা। ২। দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

দ্রুতপদে—ত্বরিত পদক্ষেপে, ক্ষিপ্রচরণচালনায়, শীঘ্রগমনে। বহু। ক্রি-বিণ।

দ্রুতমধ্যা—ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

দ্রুতবিলম্বিত—১। শীঘ্র অথচ বিলম্বযুক্ত কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। ২। দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

দ্রুতবেগে—ত্বরিতগতিতে। দ্রুত হইয়াছে বেগ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

দ্রুতি—দ্রবীভাব, গলিয়া যাওয়া; পলায়ন, প্রস্থান। দ্রু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

দ্রুনখ—কণ্টক, কাঁটা। দ্রুর (বৃক্ষের) নখ (নখতুল্য পদার্থ), ৬তৎ। সং; পু।

দ্রুপদ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি, পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীর পিতা। বাল্যকালে ইনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত একত্র এক গুরুর নিকট অস্ত্রবিদ্যাদি সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং উভয়ের সমবয়স্কতাবশতঃ পরস্পরের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর দ্রুপদ পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইলে, দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া ইঁহার নিকট আশ্রয়-প্রার্থী হন, কিন্তু ইনি পদগৌরবে মত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এইরূপে অপমানিত হইয়া দ্রোণ হস্তিনায় গমন করিলেন, এবং তথায় পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া কুরুপাণ্ডব বালকগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলে দ্রোণ বলিলেন যে, "যদি তোমরা গুরুর প্রার্থনানুরূপ গুরুদক্ষিণা দিতে চাও, তবে আমি আর কিছুই চাহি না; তোমরা কেবল পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া কুমারগণ পঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিলেন। দ্রুপদ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া একে একে সকলকে পরাস্ত করিলেন। অবশেষে মহাবীর অর্জ্জুন সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুপদকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট আনিয়া দিলে, দ্রোণ ইঁহাকে ক্ষমা করিয়া ইঁহার রাজ্যের উত্তরাংশ স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণাংশ ইঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় দ্রুপদের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। অতঃপর ইনি কাম্পিল্য নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের প্রাণনাশে সমর্থ পুত্রের কামনা করিয়া এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে ইঁহার কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) নাম্নী কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ধৃষ্টদ্যুম্নই উত্তরকালে দ্রোণের শিরশ্ছেদন করেন। দ্রুপদের শিখণ্ডী নামে আর একটী পুত্র ছিলেন।

কৃষ্ণা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দ্রুপদ অর্জ্জুনকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহারই হস্তে কন্যারত্ন সম্প্রদানের অভিপ্রায় করেন কিন্তু জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণের কোন সংবাদ না পাইয়া ইনি লক্ষ্যভেদ পণে কন্যার বিবাহ ঘোষণা করিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশদেশান্তর হইতে রাজগণ পঞ্চালে সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হন নাই। অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন তাহা বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ তাঁহারই হস্তে কন্যারত্ন অর্পণ করিলেন, কিন্তু বিধানবশে পঞ্চপাণ্ডবই দ্রৌপদীর স্বামী হইলেন [দ্রৌপদী দেখ]। ত্রয়োদশ বৎসর রাজচ্যুতির পর পাণ্ডবগণ বিরাট রাজপুরীতে প্রকাশিত হইলে, দ্রুপদ জামাতৃগণের নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর কুরুপাণ্ডবে সমর উপস্থিত হইলে, দ্রুপদ সবান্ধবে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ দিবসীয় রণে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন।

দ্রুম—বৃক্ষ; পারিজাত বৃক্ষ; কুবের; কিন্নরীগর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র। দ্রু (গমন করা)+ম ক। সং; পু।

দ্রুমময়—কাষ্ঠনির্ম্মিত। দ্রুম শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

দ্রুমবান্ (—বৎ)—বৃক্ষবিশিষ্ট। দ্রুম শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী দ্রুমবতী।

দ্রুমশ্রেষ্ঠ—তালগাছ; প্রধান গাছ। দ্রুমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭তৎ। সং; পু। [সং; পু।

দ্রুমারি—হস্তী। দ্রুমের অরি (শত্রু), ৬তৎ।

দ্রুহিণ—ব্রহ্মা; কামক্রোধাদির উদ্দেশ্যে দ্রোহ করেন যিনি। দ্রু+ইনক্ ক। সং; পু।

দ্রোণ—১। পরিমাণ পাত্রবিশেষ, আঢ়ক; আঢ়কচতুষ্টয়, ৩২ সের পরিমাণ। দ্রু (গমন করা)+ন ক। সং; পু বা ক্লী। ২। দাঁড়কাক; মেঘবিশেষ; শাল্মলিদ্বীপের পর্ব্বতবিশেষ। সং; পু।

৩। ভরদ্বাজমুনির পুত্র, অশ্বত্থামার পিতা। ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া ভরদ্বাজ মুনির রেতঃস্খলন হওয়ায় মুনিবর তাহা এক দ্রোণী মধ্যে রক্ষা করেন; সেই দ্রোণীতে (ডোঙ্গাতে) জন্ম হওয়ায় ইঁহার নাম দ্রোণ (দ্রোণী+অ) হয়। বাল্যকালে দ্রুপদের সহিত একত্র থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। ভরদ্বাজের দেহত্যাগের পর, দ্রোণ তপশ্চরণ দ্বারা ধর্ম্মমার্গে উন্নতিলাভ করেন। অনন্তর বংশরক্ষার্থে গৌতমতনয়া কৃপীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার অশ্বত্থামা নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর পরশুরাম সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন শুনিয়া দ্রোণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সমগ্র ধনুর্ব্বেদে শিক্ষালাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ইনি দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হন। অনন্তর, দ্রুপদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন শুনিয়া অর্থাভাবে ক্লিষ্ট দ্রোণ বাল্যসখার আশ্রয়প্রার্থী হইলে, দ্রুপদ ইঁহার আদর অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, সামান্য ব্রাহ্মণ যে রাজাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহসী হইয়াছেন, এই অপরাধে ইঁহাকে নানারূপ কটুবাক্য বলিয়া রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন। এইরূপে অপমানিত দ্রোণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। ভীষ্ম ইঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণপূর্ব্বক রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষক-স্বরূপে নিযুক্ত করেন। তদবধি ইনি দ্রোণাচার্য্য নামে খ্যাত হন।

রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা ইঁহাকে গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলেন। দ্রোণ বলিলেন, "বৎসগণ! যদি প্রকৃত গুরুদক্ষিণা দান তোমাদের অভিমত হয়, তবে পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" ইহা শুনিয়া নৃপনন্দনগণ পঞ্চাল আক্রমণ ও দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরে জয়ী হইয়া গুরুর আদেশানুরূপ দক্ষিণাদান করিলেন। তখন দ্রোণ দ্রুপদকে বলিলেন, "সখে! এখন আমাকে চিনিতে পার কি? দেখ, তোমার রাজ্য ও জীবন আমার করতলগত; কিন্তু আমি পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তোমার

জীবন ভিক্ষা দিলাম। তবে অতঃপর যাহাতে তুমি আমাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে না পার, এজন্য তোমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ আমি গ্রহণ করিলাম, অপরার্দ্ধাংশ তোমাকেই দিলাম।" এইরূপে ভাগীরথীর উত্তরে দ্রোণের রাজ্য হইলে, ইনি অহিচ্ছত্রনগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক পুত্রকলত্রসহ পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রুপদ মর্ম্মান্তিক অপমানে জাতক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা-সম্পাদনার্থ দ্রোণবধক্ষম পুত্রকামনায় এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণা নামে কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। এই ধৃষ্টদ্যুম্নই উত্তরকালে দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণ কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। ভীষ্মের শরশয্যাগ্রহণের পর একাদশ দিবসে ইনি কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতিপদে বৃত হন। চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি অপর ছয়জন রথীর সহিত মিলিত হইয়া অন্যায় সমরে বালকবীর অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। পঞ্চদশ দিবসে ইনি তুমুল সংগ্রাম করিয়া দ্রুপদের ও বিরাট রাজের জীবনান্ত করেন। অতঃপর অশ্বত্থামা নামক হস্তী নিহত হইলে কৃষ্ণের কৌশলে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" এইরূপ রব উঠিল। দ্রোণ মনে করিলেন, আমার একমাত্র পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। অনন্তর ইনি পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত ও ম্রিয়মাণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহার রথে আরোহণপূর্ব্বক খড়্গাঘাতে ইঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

দ্রোণকলস—দ্রুমময় যজ্ঞপাত্রবিশেষ। দ্রোণমিত কলস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

দ্রোণকাক—দাঁড়কাক। দ্রোণাখ্য কাক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

দ্রোণক্ষীরা—দ্রোণপরিমিত দুগ্ধদাত্রী গাভী। দ্রোণ (দ্রোণপরিমিত) ক্ষীর (দুগ্ধ) হয় যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

দ্রোণাচার্য্য—কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রগুরু দ্রোণ। দ্রোণ (৩) দেখ। দ্রোণনামক আচার্য্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°। সং; পু।

দ্রোণি, দ্রোণী—জলসেচনী; ডিঙ্গি; ডোঙ্গা; জলের গামলা; গরুর গামলা; দুই পর্ব্বতের অন্তর্বর্ত্তী স্থান। দ্রু (গমন করা, ইত্যাদি) +নি, নী ক। সং; স্ত্রী।

দ্রোণীদল—১। কেতকফুল। সং; স্ত্রী। ২। কেতক গাছ। দ্রোণীর ন্যায় দল যাহার, বহু। সং; পু।

দ্রোহ—অপকার, অনিষ্টাচরণ; অনিষ্টচিন্তা; পরাভব, অভিভব। দ্রুহ (অনিষ্টাচরণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

দ্রোহিতা—অনিষ্টাচরণ। দ্রোহী দেখ; দ্রোহিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দ্রোহী (দ্রোহিন্)—অনিষ্টকারী; অনিষ্টচিন্তক; অভিভবকারী। দ্রুহ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী দ্রোহিণী।

দ্রৌণি—দ্রোণাত্মজ, অশ্বত্থামা। দ্রোণ+ষ্ণি [অপত্যার্থে। সং; পু।

দ্রৌপদ—দ্রুপদ রাজার পুত্র। দ্রুপদ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

দ্রৌপদী—দ্রুপদতনয়া, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী। দ্রুপদ দেখ; দ্রুপদ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণা; ইনি পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা বলিয়া দ্রৌপদী নামে খ্যাত হন। এই নামেই ইনি সাধারণতঃ পরিচিতা। পঞ্চাল দেশে জন্ম হওয়ায় ইঁহার আর এক নাম পাঞ্চালী। দ্রুপদের আর এক নাম যজ্ঞসেন, এই জন্য কৃষ্ণা, যাজ্ঞসেনী নামেও বিদিতা। দ্রৌপদী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দ্রুপদ ইঁহাকে অর্জ্জুনের হস্তে সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণের কোন সংবাদ না পাইয়া, তিনি লক্ষ্যবেধপণে কন্যার বিবাহ ঘোষণা করিলেন, এবং অতি উচ্চস্থানে লক্ষ্যবস্তু স্থাপনপূর্ব্বক এক সুদৃঢ় কার্ম্মুক নির্ম্মাণ করাইলেন। পাঞ্চালীর রূপগুণের কথা শুনিয়া নানা দিদেশ হইতে রাজগণ ও নৃপনন্দনসমূহ রমণীরত্নলাভের আশায় পঞ্চালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করা দূরে থাকুক, অনেকে সেই শরাসনে জ্যারোপণই করিতে পারিলেন না। বীরবর কর্ণ ধনুকে জ্যারোপণপূর্ব্বক শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলে, দ্রৌপদী সর্ব্বজনসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সূতপুত্রকে কদাচ বরমাল্য প্রদান করিব না।" ইহাতে কর্ণ লজ্জিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণার পতি হইবার অধিকারী হইলেন। অনন্তর দ্রৌপদী ভীমার্জ্জুন সহ রজনীতে ভার্গবের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সে রাত্রি বাস করিয়া পরদিন পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে পিতৃগৃহে গমন করিলেন। বিধিনির্ব্বন্ধে ব্যাসদেবের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। অনন্তর, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে দ্রৌপদী পতিগণ সহ তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপতির ঔরসে, ইঁহার যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানিক, ও শ্রুতসেন নামক পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের কপট দ্যূতে রাজ্য, ধন, জন ও শেষে পাঞ্চালীকে পর্য্যন্ত হারেন। সেই সময়ে ইনি অপমান ও লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করেন। দুরাত্মা দুঃশাসন, দুর্জ্জন দুর্য্যোধনের আদেশে ইঁহাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করে। যুধিষ্ঠির দ্যূতপণে সর্ব্বস্ব হারিয়াছিলেন, সুতরাং দ্রৌপদীর পরিহিত বসনও তখন দুর্য্যোধনের হইয়াছে। সুতরাং পাপমতি দুর্য্যোধন ইঁহার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া লইতে আদেশ করিলে, দুঃশাসন তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইঁহার কাতরবচনেও সভাস্থ কেহ তাহা নিবারণ না করিলে, ইনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, এবং অনন্যোপায়া হইয়া অতি দীনভাবে দীনশরণ হরির শরণাগত হইয়া আর্ত্তস্বরে অশ্রুপ্লুতনয়নে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। বিপদ্ভঞ্জন, লজ্জানিবারণ, জগন্নাথ শ্রীহরি অদ্ভুত কৌশলে দুষ্মতি দুঃশাসনের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইঁহার লজ্জানিবারণ করিলেন। অতঃপর ইনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্যূতের পণ হইতে মুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে যুধিষ্ঠির পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে, দ্রৌপদী পুত্রগণকে দ্বারকায় প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং পতিগণসহ বনবাসে বনবাসিনী হইলেন।

বনবাসকালে কৃষ্ণা স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং সাধ্যানুসারে স্বামী ও অতিথিগণের পরিচর্য্যা করিতেন। এই সময়ে একদা ইনি জয়দ্রথ কর্ত্তৃক হৃতা হন। পরে পাণ্ডবেরা পাপাত্মার পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক ইঁহাকে দুরাত্মার কবল হইতে উদ্ধার করেন। দুষ্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। তিনি তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত একদিন সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষিকে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে পাণ্ডবদিগের আশ্রমে প্রেরণ করেন। ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাবে অতিথি সেবার ত্রুটি হইলে সর্ব্বনাশ হইবে বুঝিয়া দ্রৌপদী প্রমাদ গণিলেন, এবং নিতান্ত কাতরা হইয়া দীনবচনে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণের যোগবলে ও কৌশলে দুর্ব্বাসা ভোজনে বীতস্পৃহ হইয়া শিষ্যগণকে লইয়া পলায়ন করিলেন।

দ্বাদশবৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময়ে দ্রৌপদীর দুঃখকষ্টের ও অপমান লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। ইনি রাজকন্যা ও রাজমহিষী হইয়াও সৈরিন্ধ্রীবেশে

রাজমহিষীর পরিচারিকারূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দশ মাস অতীত হইলে দ্রৌপদী রাজশ্যালক ও রাজ্যরক্ষক কীচকের কুদৃষ্টিতে পতিতা হইলেন। পাপাশয় ইঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় ভগিনী রাজ্ঞী সুদেষ্ণা দ্বারা ইঁহাকে কার্য্যব্যপদেশে আপনার গৃহে লইয়া যায় এবং ইঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি দৌড়িয়া একেবারে রাজসভায় উপস্থিত হন। দুর্বৃত্ত কীচকও ইঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে ইঁহাকে পদাঘাত করে। কীচকবলে রক্ষিত রাজা তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে সাহসী হইলেন না। তখন দ্রৌপদী অন্য উপায় না দেখিয়া রজনীতে ভীমের নিকট গমনপূর্ব্বক কীচকের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে বলিলেন। অনন্তর দ্রৌপদীর কপটসঙ্কেতক্রমে কীচক নিশাকালে নাট্যশালায় উপস্থিত হইলে দ্রৌপদীবেশী ভীম দুর্বৃত্ত কীচককে পশুবৎ বধ করিয়া দ্রৌপদীর শঙ্কা দূর করিলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরকালে পাঞ্চালী পাণ্ডবশিবিরে অবস্থান করিতেন। যুদ্ধশেষে অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশ হত্যাকাণ্ডে ইঁহার পঞ্চ পুত্র বিনষ্ট হইলে ইনি নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া ভীমকে পুত্রহন্তার প্রাণসংহারার্থ প্রেরণ করেন। বৃকোদরকে সে কার্য্যে অসমর্থ জানিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনসহ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করিয়াও প্রাণভিক্ষা লইয়া স্বীয় মস্তকস্থ সহজাত মণি প্রদানপূর্ব্বক বনগমন করিলে, ইনি সেই মণি পাইয়া রাজাকে প্রদান করেন। পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধযজ্ঞান্তে যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী ভর্ত্তৃগণসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিলেন। ইঁহার পঞ্চপতির মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি মনে মনে ইঁহার অনুরাগ কিছু অধিক ছিল। একমাত্র এই পক্ষপাতিত্বরূপ পাপে দ্রৌপদী সশরীরে স্বর্গারোহণে অসমর্থা হইয়া সুমেরুশিখরে গমন সময়ে ভূধরপৃষ্ঠে পতিত হইয়া তনুত্যাগ করেন।

দ্রৌহিক—দ্রোহার্হ, দ্রোহযোগ্য, অপকারার্হ। দ্রোহ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –কী।

দ্বন্দ্ব—১। যুগ্ম; মিথুন, স্ত্রীপুরুষ; শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ, ইত্যাদি বিরুদ্ধযুগ্ম; বিবাদ; কলহ; যুদ্ধ। দ্বি শব্দ+দ্বি শব্দ নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। সমাসবিশেষ, যে সমাসে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে। সমাস দেখ। সং; পুং।

দ্বন্দ্বচর—চক্রবাক পক্ষী। দ্বন্দ্ব (মিথুন)–চর্ (চরা)+৬ক্ ক। সং; পুং।

দ্বন্দ্বচারী (চারিন্)—চক্রবাকপক্ষী। দ্বন্দ্ব–চর্+ণিন্ ক। সং; পুং।

দ্বন্দ্বজ—১। কলহজাত, বিবাদোৎপন্ন। উপ: দ্বন্দ্ব–জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। দোষদ্বয়োৎপন্ন রোগ। সং; ক্লী।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ—দুইজনের পরস্পর যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ। দ্বন্দ্বসংক্রান্ত যুদ্ধ,মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দ্বয়—১। দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট, দুই। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বয়ী। ২। দ্বিত্ব সংখ্যা, দুইটি বস্তু; যুগ্ম। দ্বি (দুই)+অয়ট্। সং; ক্লী।

দ্বাঃ (দ্বার্)—দ্বার (সকল অর্থে)। ণিজন্ত দ্বৃ (=দ্বারি)+ক্বিচ্ ক। সং; স্ত্রী।

দ্বাঃস্থ, দ্বাস্থ, দ্বাঃস্থিত, দ্বাস্থিত—১। দ্বারে বর্ত্তমান। দ্বার্ (দুয়ার)–স্থা+ড, ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। দ্বারপাল। সং; পুং।

দ্বাচত্বারিংশ—৪২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাচত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, শী।

দ্বাচত্বারিংশৎ—বিয়াল্লিশ সংখ্যা, ৪২। দ্বির (দুইএর) দ্বারা অধিক যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং; ত্রি।

দ্বাচত্বারিংশত্তম—৪২এর পূরণ। দ্বাচত্বারিংশৎ তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –মী।

দ্বাত্রিংশ—৩২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –শী।

দ্বাত্রিংশৎ—বত্রিশ, ৩২। দ্বির (দুইএর) দ্বারা অধিক যে ত্রিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং; ত্রি।

দ্বাত্রিংশত্তম—৩২এর পূরণ। দ্বাত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –মী।

দ্বাদশ—১২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাদশন্ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বাদশী।

দ্বাদশ (দ্বাদশন্)—বার (১২)। দ্বির দ্বারা অধিক যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং; ত্রি।

দ্বাদশপত্রক—যোগবিশেষ। সং; ক্লী।

দ্বাদশপুত্র—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, শৌদ্র, এই বার প্রকার পুত্র। কর্ম্মধা। সং; পুং।

দ্বাদশমল—দেহস্থ বার প্রকার মল–বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণকিট্ট, নখ, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিকা ও স্বেদ। সং।

দ্বাদশমাসিক—মৃত্যুর পর দ্বাদশ মাসে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। দ্বাদশমাস+ষ্ণিক। সং; ক্লী।

দ্বাদশমূর্ত্তি—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা প্রভৃতি ১২ নামধারী সূর্য্য। সং; পুং।

দ্বাদশযাত্রা—বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে ভগবান্ হরির ভিন্ন ভিন্ন যাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা বৈশাখে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, ইত্যাদি। সং; স্ত্রী।

দ্বাদশরাশি—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই ১২ রাশি। সং; পুং।

দ্বাদশলোচন—১। ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়। দ্বাদশ লোচন যাহার, বহু। সং; পুং। ২। বারটি (১২) চক্ষু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দ্বাদশাংশু, দ্বাদশার্চ্চিঃ—বৃহস্পতি। দ্বাদশ হইয়াছে অংশু (কিরণ) বা অর্চ্চিঃ (তেজঃ) যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বাদশাক্ষ—ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়; বুদ্ধদেব। দ্বাদশ অক্ষি যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বাদশাক্ষর—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশ বর্ণাত্মক বিষ্ণুমন্ত্র। দ্বাদশ অক্ষর যাহাতে, বহু। সং; পুং।

দ্বাদশাত্মা (–ত্মন্)—সূর্য্য—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম, এই দ্বাদশ নামধারী। দ্বাদশ আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বাদশার্চ্চিঃ—দ্বাদশাংশু দেখ।

দ্বাদশী—১। দ্বাদশ (১) দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে মৎস্য দ্বাদশী বলে; পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে কূর্ম্ম দ্বাদশী বলে। এইরূপ মাঘের শুক্লা দ্বাদশী বরাহ দ্বাদশী, ফাল্গুনের নৃসিংহ দ্বাদশী, চৈত্রের বামন দ্বাদশী, বৈশাখের জামদগ্ন্য দ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠের রাম দ্বাদশী, আষাঢ়ের কৃষ্ণ দ্বাদশী, শ্রাবণের বুদ্ধ দ্বাদশী, ভাদ্রের কল্কি দ্বাদশী, আশ্বিনের পদ্মনাভ দ্বাদশী, কার্ত্তিকের নারায়ণ দ্বাদশী। এতদ্ভিন্ন বৈশাখের শুক্ল দ্বাদশী পিপীতকী দ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠের বিশোক দ্বাদশী, ভাদ্রের শ্রবণ দ্বাদশী, কার্ত্তিকের মহত্তরা, অগ্রহায়ণের অখণ্ড দ্বাদশী, ফাল্গুনের গোবিন্দ দ্বাদশী নামে খ্যাত।

দ্বাপর—১। তৃতীয় যুগ; এই যুগের অবতার কৃষ্ণ ও বুদ্ধ; এই যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ধ্বংস আরম্ভ হয় [চতুর্যুগ দেখ]। ২। সন্দেহ। দ্বি (দুই) হইয়াছে পর (প্রধান বিচার্য্য বিষয়) যাহাতে, বহু। সং; পুং।

দ্বার্—দ্বাঃ দেখ।

দ্বার—দুয়ার, দরজা, কবাট; উপায়; সম্মুখ। দ্বারি+অন্ ক। সং; ক্লী।

দ্বারকা—কৃষ্ণের নগরী, গুজরাট প্রদেশান্তর্গত হিন্দুদিগের পরম পবিত্র স্থান। [ইহাতে প্রবেশ মাত্র মানুষের জন্ম খণ্ডন হয়। দ্বারকায় দান, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করিলে গঙ্গাদি তীর্থে কৃত ফলাপেক্ষা চতুর্গুণ ফল লাভ

স্থ]। দ্বার-কৈ+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ইহা বোম্বে প্রদেশে কাঠিবাড় প্রায়োদ্বীপে সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। স্থানটি বরোদার গাইকোবাড়ের রাজ্যের অন্তর্গত। দ্বারকা বা দ্বারাবতী হিন্দুর পবিত্র তীর্থ। এইখানে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ নগর নির্ম্মাণ করাইয়া পুত্রকলত্রসহ বাস করিতেন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা এই নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-স্থাপিত পুরী অধুনা সাগরগর্ভে নিমগ্ন। দ্বারকায় অনেকগুলি তীর্থ আছে; যথা—গোমতীতীর্থ, সাগরতীর্থ, সাগর গোমতী-সঙ্গম, সপ্তকুণ্ড, নৃপকুণ্ড, গঙ্গাতীর্থ, গো-প্রচারতীর্থ ইত্যাদি। দ্বারকাপতির মন্দির বরোদারাজ্যের অধীন। রাজকর্ম্মচারিগণ যাত্রীদিগকে মেজেন্টার ছাপ দিবার পরে তাহারা গোমতী নদীতে স্নান করিবার অধিকার পায়। স্নানান্তে মন্দির প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি যেমন সুবৃহৎ, তেমনই সুদৃশ্য। মন্দির সম্মুখে ষাটটি স্তম্ভ দ্বারা পরিশোভিত নাটমন্দির। প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রিতেই এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরমধ্যে শ্রীরণছোড়জীর মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির বরোদারাজের অধীনে আসে। সেই সময়ে পুরোহিতগণ মূল মূর্ত্তিটি গুপ্তভাবে ঢাকুর নামক স্থানে লইয়া যায় এবং মন্দিরে নূতন একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মূর্ত্তিটিও উত্তরকালে অপহৃত হয় এবং বটদ্বীপে "শঙ্খেশ্বর স্বামী" নামে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি তাহারই স্থান অধিকার করিয়া মন্দিরমধ্যে বিরাজমান। মন্দিরটি পঞ্চতল বিশিষ্ট এবং ১০০ ফুট উচ্চ। নাট মন্দিরের ত্রিকোণাকৃতি চূড়াটির উচ্চতা ১৭০ ফুট। দ্বারকার অপর নাম কুশস্থলী, পুরাকালে এখানে আনর্ত্ত নামধেয় জনৈক পরম বৈষ্ণব রাজার রাজধানী ছিল। দ্বারকায় শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত মঠচতুষ্টয়ের অন্যতম গোবর্দ্ধন মঠ বিদ্যমান আছে। দ্বারকার নয় ক্রোশ দূরে তামড়া নামক স্থানে একটি পবিত্র সরোবর আছে। এই সরোবর হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকাই গোপীচন্দন নামক তিলকমাটি। দ্বারকধামে নারায়ণ সরোবর নামক জলাশয়টি পুণ্যতীর্থ মধ্যে পরিগণিত; এখানে যথানিয়মে সংকল্পাদি করিয়া পিতৃপুরুষের তর্পণ করিতে হয়।

দ্বারকানাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬৩৫। সং; পু।

দ্বারকানাথ গুপ্ত—১২৩০ সালের ৯ই বৈশাখ যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতিনাগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নীলমণি গুপ্ত। যৌবনের প্রারম্ভে ইনি কিছুকাল ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু ইঁহার ছাত্র। ১২৬৮ সালে গুপ্ত মহাশয়ের প্রথম পুস্তক "হেম-প্রভা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া লেখক Vernacular Literature Society হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ১২৬৮ সালে কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী অবলম্বনে দ্বারকাবাবুর রচিত 'বিক্রমোর্ব্বশী' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। অমিত্রাক্ষরছন্দে বিরচিত ইঁহার 'ত্রিসন্ধ্যা-স্তোত্র' পাঠ করিয়া কবিচূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় অতীব প্রীত হন এবং নিজে উপযাচক হইয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দ্বারকানাথ তখন কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। মধুসূদন গুপ্তমহাশয়কে রচনাবিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়া এক পত্র লিখেন। দ্বারকানাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে 'ষড়ঋতুস্তোত্র' উল্লেখযোগ্য।

দ্বারকানাথ ঠাকুর—কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ। ইনি নীলমণির পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচন কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন। ইনি বাল্যে সেরবোর্ণ (Sherborne) সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষা করেন। পরে ল এজেন্ট ও বাণিজ্য-বিষয়ক এজেন্টের কার্য্য করেন। ছয় বৎসরকাল কলিকাতার কালেক্টার ও সল্ট এজেন্সির সেরেস্তাদারী করেন, পরে কিছুদিনের জন্য উক্ত এজেন্সির দেওয়ান পদে উন্নীত হন। শুল্ক, লবণ এবং আফিম বোর্ডের দেওয়ানিও কিছুদিন করিয়াছিলেন। স্বাধীনভাবে বিষয়কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় ইনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এই পদ পরিত্যাগ করেন এবং অল্পদিন পরেই "কার ঠাকুর কোং" নামক সওদাগরী আফিস স্থাপিত করেন। এই উপলক্ষে অনেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের কুঠিসকল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় ইঁহার ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রসার প্রতিপত্তি চরমসীমায় উপনীত হইল। সে সময় এমন কোন সাধারণহিতকর কার্য্য ছিল না, যাহার সহিত দ্বারকানাথ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, বা যাহার উন্নতিকল্পে তিনি মুক্তহস্তে আর্থিক সাহায্য করেন নাই। ইংরাজ-সমাজে ইঁহার সম্মান অপরিসীম। ইঁহার ক্রীত বেলগেছিয়া উদ্যানে উচ্চশ্রেণীস্থ ইংরাজগণ প্রায়ই পানভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া আপ্যায়িত হইতেন। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলও মধ্যে মধ্যে ইঁহার অতিথি হইতেন এবং সর্ব্বদাই ইঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও জমিদার সভা (Landholder's Society) ইঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুকলেজ স্থাপনায় ইনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদ সৃষ্টি বিষয়ে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারি ইনি ইউরোপ যাত্রা করেন। রোমে পোপের সাক্ষাৎ-লাভ করিয়া ১০ই জুন তারিখে লণ্ডন নগরে পৌঁছেন। ১৬ই জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারত-বাসীর পক্ষে এ গৌরবলাভ এই প্রথম। পরে রাজপ্রাসাদে মহারাণীর সহিত ভোজন করেন। মহারাণীর অনুরোধে ইনি ইংলণ্ডের সেনা-সম্মিলন (Review) ও রাজপ্রাসাদস্থ শিশু-আগার পরিদর্শন করেন। এখনও ভারতবর্ষীয় কোন প্রজা স্থানীয়ের পক্ষে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। দ্বারকানাথের অনুরোধে মহারাণী ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট তাঁহাদের দুইখানি বৃহৎ তৈলচিত্র কলিকাতাবাসিগণকে প্রদান করেন। এই দুইখানি চিত্র এখনও কলিকাতা টাউনহল পরিশোভিত করিয়া আছে। দ্বারকানাথ স্কটলণ্ডে বহু সম্মান অর্জ্জন করেন। আসিবার সময়ে ফ্রান্সের সম্রাট্ লুই ফিলিপের সহিত পারিস নগরে সাক্ষাৎ করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। এইবার সময় কাইরো নগরে ইজিপ্টের রাজপ্রতিনিধি ও নেপল্‌স্ সহরে ইতালীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ বৎসরের ২৮শে জুন লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। এবারেও মহারাণীর নিকট বিশেষ সম্মানলাভ করেন। প্রাসাদে অভ্যর্থনা উপলক্ষে দ্বারকানাথ সিংহাসনের পশ্চাতে দাঁড়াইবার দুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হন। বকিংহাম প্রাসাদে গমন উপলক্ষে দ্বারকানাথ মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্টের ক্ষুদ্র আকারে চিত্রিত মূর্ত্তি সম্মান-উপঢৌকনস্বরূপে প্রাপ্ত হন। ছবির নীচে মহারাণী স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন:—"To Dwarkanath Tagore, with best regards from Victoria R, Albert, Buckingham Palace, July 8, 1845." এই বৎসর দ্বারকানাথ আয়লণ্ড দেশ ভ্রমণ করিয়া সেখানেও বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত হন। পর বৎসর ১০শে জুন তারিখে ডচেস অব

ইন্‌ভর্নেস (Duchess of Inverness) ইঁহাকে একটি ভোজ দেন। ভোজনসময়ে দ্বারকানাথ কম্প অনুভব করেন। এই জন্য ইনি শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া জ্বর ভোগ করিয়া ১লা আগষ্ট ইনি দেহত্যাগ করেন। কেন্‌সাল্‌ গ্রিন্‌ (Kensal Green) নামক স্থানে মহাসমারোহে ইঁহার সমাধি হয়। কবরের উপর রৌপ্যফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বঙ্গানুবাদের সহিত লিখিত হয়—"Babu Dwarka Nath Tagore, Zeminder, died 1st August 1846, aged 52 years." দ্বারকানাথ ইউরোপ ভ্রমণকালে যেরূপ সমারোহের সহিত থাকিতেন, তাহাতে ইনি "Indian Prince" এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও ইঁহার মান অতুলনীয় ছিল। ভারতবাসিগণের মধ্যে ইনিই প্রথম J. P. (Justice of the Peace) সম্মান লাভ করেন। প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণান্তে ইনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়বার গমনকালে ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে ৪টি বাঙ্গালী যুবক ইঁহার সঙ্গে চিকিৎসা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহাদের নাম ভোলানাথ বসু, কানু চক্রবর্ত্তী, দ্বারকানাথ বসু ও গোপাললাল শীল। ইঁহাদের ভিতর দুইজনের সমস্ত ব্যয়ভার দ্বারকানাথ ঠাকুর বহন করেন অপর দুই জনের ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্ট বহন করেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ মিত্র—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার আগুন্সী গ্রামে এই মনস্বী জন্মগ্রহণ করেন ইঁহার পিতা হুগলি আদালতে মোক্তারী করিতেন। তাঁহার অবস্থা তত সচ্ছল না হইলেও পুত্রকে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা দানে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। প্রতিভার প্রভাব প্রায়ই বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। দ্বারকানাথের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। হুগলি কলেজে ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কালে ইঁহার মানসিক বৃত্তির বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। ইনি বেকনবিষয়ক যে প্রবন্ধটি রচনা করেন, তাহাতে হিন্দুকলেজের প্রবন্ধ-রচয়িতাদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার অন্যতর ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরী চাঁদ মিত্রের অধীনে শিক্ষার্থীর পদ গ্রহণ করেন। অল্পদিন পরেই প্লিডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে উকিল স্বরূপে প্রবেশ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ইনি এই আদালতে ব্যবসায় করিতে থাকেন এবং উত্তরকালে তদানীন্তন সমব্যবসায়িগণের অগ্রণী হইয়া উঠেন। প্রধান বিচারপতি স্যার্ বার্ণেস পিকক ইঁহার গুণের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন ১৫ জন জজের সমক্ষে বিখ্যাত Rent-case বিচারাধীন হয়, তখন প্রজা পক্ষে দ্বারকানাথ ক্রমান্বয়ে ৭ দিন ধরিয়া আপন পক্ষ যেরূপ যোগ্যতা ও তেজস্বিতার সহিত সমর্থন করেন, তাহাতে কি বিচারপতিগণ, কি ব্যবহারাজীবগণ, কি জনসাধারণ সকলেই দ্বারকানাথের অসাধারণ শক্তি-দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। অল্প দিনের জন্য ইনি হাইকোর্টের জুনিয়ার প্লিডার পদে কার্য্য করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুজনিত শূন্য বিচারাসন অধিকার করেন। ৭ বৎসরকাল হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি যেরূপ ব্যবহারজ্ঞান, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, তর্কশক্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা কেবল বাঙ্গালীর পক্ষে কেন, অনেক ইংরাজ বিচারপতির পক্ষেও দুর্লভ। প্রসিদ্ধ "অসতী" মকদ্দমার বিচারে হাইকোর্টে এই নিষ্পত্তি হয় যে, হিন্দু বিধবা অসতী হইলেও বিষয়চ্যুত হইবে না। এই বিচারের বিরুদ্ধে ফুল বেঞ্চের সমক্ষে আপিল করা হয়। দ্বারকানাথ ফুল বেঞ্চের অন্যতম জজ ছিলেন। সহ-বিচারকগণ হাইকোর্টের রায় বাহাল রাখেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া হিন্দু ব্যবহারজ্ঞান ও যুক্তির প্রাখর্য্য যেরূপ বিশদভাবে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দেশবাসিগণের নিকট তিনি অগণ্য প্রশংসাবাদের পাত্র হইয়াছিলেন এই বিচার দ্বারকানাথের পীড়া ও মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল কয়েকমাস ধরিয়া কণ্ঠের ভিতর ক্ষত রোগে পীড়িত হন। পীড়িতাবস্থায় ইনি জন্মস্থান দেখিবার ইচ্ছা করেন। পরিবর্ত্তনে মঙ্গল হইতে পারে এই ভাবিয়া স্থানীয় চিকিৎসকগণ ইঁহার দেশগমনে সম্মতি দেন। সেই স্থানেই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ দ্বারকানাথ দেহত্যাগ করেন। জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত ইঁহার পাঠানুরাগের হ্রাস হয় নাই। ইনি প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) ছিলেন, এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা কোম্‌তের (Comte) গ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতৃভক্তি অতুলনীয়। দেশে বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানা স্থাপন দ্বারা এবং আরও নানা প্রকারে ইনি ইঁহার দানশীলতা এবং শিক্ষানুরাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। উচ্চ গণিতে ও বিজ্ঞানেও ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা দৃষ্ট হইত। ইঁহার ইংরাজী ভাষাজ্ঞান ইংরাজগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। দ্বারকানাথ মিত্রের মত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' সংবাদপত্র-সম্পাদক ও বিবিধগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ১২২৭ সালে কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া দ্বারকানাথ স্বগ্রামে জনৈক আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন; পরে ইঁহার পিতা ইঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কিছুকাল অল্প বেতনে শিক্ষকের কার্য্য করিয়া সংস্কৃত কলেজে লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন এবং শেষে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ২৮ বৎসর চাকরীর পর অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া যান। দ্বারকানাথ তাহা হইতে রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। ইহার পর ইনি নীতিসার, বিশ্বেশ্বর বিলাপ এবং ভূষণসার ব্যাকরণ প্রভৃতি পুস্তকসমূহ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক কৃতবিদ্য বধির যুবকের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সোমপ্রকাশ নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু সারদাপ্রসাদ বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় উক্ত কার্য্য স্থগিত থাকে; ইহার কিছুদিন পরে দ্বারকানাথ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ খৃঃ নভেম্বর মাসে সোমপ্রকাশ প্রকাশিত করেন। দ্বারকানাথ উহার সম্পাদক হন। কিছুকাল পরে সোমপ্রকাশের সমস্ত ভার দ্বারকানাথের উপরই পড়ে। দ্বারকানাথও অসীম অধ্যবসায়ের সহিত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার পরিচালনা করেন। এই সোমপ্রকাশ এক সময়ে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৭৮ অব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন (Verna-

cular Press Act) বিধিবদ্ধ করিলে দ্বারকানাথ মুচলেকা দিতে অসম্মত হইয়া সোমপ্রকাশের প্রচার বন্ধ করেন। পরে লর্ড রিপণ উক্ত আইন রহিত করিয়া দিলে সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রকাশিত হয়। সোমপ্রকাশ ব্যতীত 'কল্পদ্রুম' নামক আর একখানি মাসিকও ইনি প্রকাশ করেন। ইনি অত্যন্ত শ্রমশীল ছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলেও ইনি কখনও কাহারও নিকট বিদায় বা বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। ইঁহার নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। স্বাস্থ্যের জন্য ইনি সাতারা নগরে যান। সেইখানে ১২৯১ সালে ৮ই ভাদ্র তারিখে বিস্ফোটক রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ সেন (মহামহোপাধ্যায়)—ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড়া গ্রামে ইনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য অভিরাম কবীন্দ্র দ্বারকানাথের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ। দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ গোপাল কর "রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। পুরুষানুক্রমে এই বংশ সংস্কৃত ভাষার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কলিকাতা কুমারটুলীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন দ্বারকানাথের পিতামহ রামকুমারের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যে দ্বারকানাথ বিক্রমপুরের টোলে অধ্যয়ন করেন। অনন্তর মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট দর্শন ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দ্বারকানাথ কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৯০১ খৃঃ মেবারের যুবরাজ পীড়িত হইলে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার চিকিৎসার জন্য সেখানে যান। সকল স্থানেই ইঁহার চিকিৎসাকার্য্যের সাফল্য দর্শনে গভর্ণমেণ্ট পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে ১৯০৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারি "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দান করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই উপাধি লাভ করেন। ইনি অন্যূন ১০০ ছাত্রকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি আয়ুর্ব্বেদে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় ও উপনিষদেও তেমনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি (১৩১৫ সালের ২৯শে মাঘ) উদরী রোগে কলিকাতায় এই মহাত্মার দেহত্যাগ ঘটে।

দ্বারকাপতি—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু। [পু।

দ্বারকেশ—শ্রীকৃষ্ণ। দ্বারকার ঈশ, ৬তৎ। সং;

দ্বারদেশ—১। দরজা, দুয়ার। দ্বারই যে দেশ, কর্ম্মধা। ২। দুয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থল। দ্বারের দেশ, ৬তৎ। সং; পু।

দ্বারপাল—দ্বারপ, দ্বাররক্ষক। দ্বার—পালি+অন্ ক। বিণ বা সং; পু।

দ্বারযন্ত্র—তালা, কুলুপ। দ্বার-রোধক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দ্বাররক্ষক—দ্বারবান্। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

দ্বাররোধ—দরজা বন্ধ করা। ৬তৎ। সং; পু।

দ্বারবতী—দ্বারকানগরী। দ্বার শব্দ+বতু+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। সং; স্ত্রী।

দ্বারবান (-বৎ)—দ্বারপাল, দরওয়ান। দ্বার+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং; পু।

দ্বারস্থ—১। দ্বারে স্থিত; অধীনভাবে অন্যের দ্বারে উপস্থিত। দ্বার-স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বারস্থা। ২। দ্বারপাল। সং; পু।

দ্বারা—সাধনে, করণে; কারণে; সাহায্যে; আনুকূল্যে। সংস্কৃতে দ্বার শব্দের [illegible] [illegible]। বাঙ্গালায় [illegible] বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত। [illegible] [সং; পু।

দ্বারাধ্যক্ষ—দ্বারপাল। দ্বারের অধ্যক্ষ, ৬তৎ।

দ্বারাবতী—দ্বারকানগরী। দ্বার+ [illegible] দ্বার+বতু+ঈপ। সং; স্ত্রী।

দ্বারিক—দ্বারপাল, দ্বারযুক্ত। দ্বার+ষ্ণিক বিণ বা সং; পু। [সং; স্ত্রী

দ্বারিকা—দ্বারকানগরী। দ্বার+কন্+আপ্।

দ্বারী (দ্বারিন্)—১। দ্বারে স্থিত। দ্বার+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী দ্বারিণী। ২। দ্বারপাল। সং; পু। [পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্বাবিংশ—২২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাবিংশতি+ডট্

দ্বাবিংশতি—বাইশ, ২২। দ্বির দ্বারা অধিক যে বিংশতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

দ্বাবিংশতিতম—২২এর পূরণ। দ্বাবিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তমী।

দ্বাষষ্টি—বাষট্টি, ৬২। দ্বির দ্বারা অধিক যে ষষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা [illegible]।

দ্বাষষ্টিতম—৬২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাষষ্টি শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তমী।

দ্বাসপ্ততি—বাহাত্তর, ৭২। দ্বির দ্বারা অধিক যে সপ্ততি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা [illegible]। স্ত্রী।

দ্বাসপ্ততিতম—৭২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তমী।

দ্বি—দ্বির সংখ্যাবিত, দুই, ২। বৃ (আচ্ছাদন করা)+ডি ক। বিণ; ত্রি। [বা।

দ্বিঃ—দুইবার; দুইপ্রকার। দ্বি+সুচ্ বারার্থে।

দ্বিক—১। দ্বির সংখ্যাবিশিষ্ট। দ্বি+কন্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিকা। ২। দ্বিসংখ্যা। সং; স্ত্রী। ৩। কাক; কোক। দ্বি (দুই) ক যাহাতে, বহু। সং; পু।

দ্বিককুৎ (-কুদ)—উষ্ট্র। দ্বি (দুই) ককুদ যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিকর—১। দুই করবিশিষ্ট, দ্বিভুজ। দ্বি (দুই) কর (ভুজ) যাহার বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিকরা। ২। করদ্বয়, দুই হাত। কর্ম্মধা। সং; পু।

দ্বিকর্ণক—দুইটি কর্ণযুক্ত। দ্বি (দুই) হইয়াছে কর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কা।

দ্বিখণ্ডিত—দুই খণ্ডে বিভক্ত, দুই ভাগে কাটা বা চেরা। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিখণ্ডিতা।

দ্বিগু—১। দুই গরুবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) গো (গরু) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সমাসবিশেষ [সমাস দেখ]। সং; পু।

দ্বিগুণ—দুই গুণ, ডবল। দ্বি (দুই) দ্বারা গুণ হইয়াছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ণা।

দ্বিগুণিত—দ্বিগুণীকৃত, যাহাকে দুই গুণ করা হইয়াছে, দ্বিগুণ, ডবল। দ্বি (দুই) দ্বারা গুণিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিগুণিতা।

দ্বিগুণীকৃত—যাহাকে দ্বিগুণ করা হইয়াছে এরূপ। দ্বিগুণ শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি [illegible]

[illegible]

দ্বিচারিণী—দুই পুরুষগামিনী [illegible] দ্বি চর [illegible] গমন করা+ণিন্ ক+ঈপ্ [illegible] স্ত্রী

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়; বৈশ্য, দন্ত; অণ্ডজ প্রাণী, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি। দুইবার জন্মে যে, উপ; দ্বি—জন+ড ক। সং; পু।

দ্বিজদাস, দ্বিজসেবক—১। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সেবক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, দাসী, -সেবিকা। ২। শূদ্র। সং; পু।

দ্বিজন্মা (-জন্মন্)—দ্বিজ (সকল অর্থে)। দ্বি (দুই) জন্ম যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিজপতি—চন্দ্র, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ; পক্ষিরাজ, গরুড়। ৬তৎ। সং; পু।

দ্বিজপ্রিয়া—সোমলতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দ্বিজবন্ধু—নীচ দ্বিজ। [illegible] পতু, মাতৃ, ক্ষত্রিয়, বিপ্র প্রভৃতির পরে থাকিলে বন্ধু শব্দে নীচ বুঝায়]। সং; পু।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র; ব্রাহ্মণ, পক্ষিরাজ, গরুড়; সর্পরাজ, অনন্ত। দ্বিজগণের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

দ্বিজলিঙ্গী (-লিঙ্গিন্)—দ্বিজাতির বেশধারক; ছদ্ম ব্রাহ্মণ। [illegible] (চিহ্ন)—দ্বিজলিঙ্গ, ৬তৎ; দ্বিজলিঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

দ্বিজবর, দ্বিজসত্তম—বিপ্র, ব্রাহ্মণ। দ্বিজদিগের মধ্যে বর বা সত্তম, ৭তৎ। সং; পু।

দ্বিজবাহন—বিষ্ণু। দ্বিজ (পক্ষী, গরুড়) হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিজব্রুব—যে আপনাকে দ্বিজ বলে অর্থাৎ দ্বিজ বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেয়, হীন দ্বিজ, কপট ব্রাহ্মণ। দ্বিজ—ব্রু (বলা)+ক ক। সং; পু।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ—দ্বিজবর, ব্রাহ্মণ। ৭তৎ। সং; পু।

দ্বিজসত্তম—দ্বিজবর দেখ।

দ্বিজসেবক—দ্বিজদাস দেখ।

দ্বিজা—১। দ্বিজপত্নী। দ্বিজ+আপ্। ২। পালঙ্‌শাক; রেণুকা-নামক গন্ধদ্রব্য। সং; স্ত্রী।

দ্বিজাগ্র্য—দ্বিজবর, ব্রাহ্মণ। দ্বিজদিগের মধ্যে অগ্র্য (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু।

দ্বিজাতি—দ্বিজ (সকল অর্থে)। দ্বি (দুই) জাতি (জন্ম) যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিজালয়—দ্বিজদিগের গৃহ, বিপ্রভবন, ব্রাহ্মণের বাটী; পক্ষীর নীড়। দ্বিজের আলয়, ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

দ্বিজিহ্ব—সর্প। [গরুড় জননীর দাসীত্ব মোচনার্থ স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া বিমাতাকে প্রদান করেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহা হরণ করায় সর্পজননীর তাহা ভোগে আসে নাই, সেই সর্পগণ, "গরুড় এই কুশাসনে অমৃত রাখিয়াছেন" মনে করিয়া কুশাসন চাটিতে আরম্ভ করে, তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত হয়]; যে ব্যক্তি দুই জনের নিকট দুই রূপ কথা বলিয়া বেড়ায়, খল; চৌর; সূচক। দ্বি (দুই) হইয়াছে জিহ্বা যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিজেন্দ্র—দ্বিজবর; দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ। দ্বিজদিগের ইন্দ্র (প্রধান), ৬তৎ। সং; পু।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দৃষ্ট হয়। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্নশীল। ইনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য অনেক উপদেশ ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। ইনি অতি যোগ্যতার সহিত কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও কিছুদিন ভারতীর সম্পাদকতা করেন। এই দুই পত্রিকায় এবং অন্যান্য অনেক মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেক সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি অনেক সাধারণ সভায় দর্শন, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। ইনি কিছুদিনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল (১৩২০ বঙ্গাব্দের ২৭শে চৈত্র) কলিকাতার টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে ইনি সভাপতির কার্য্য করেন। এই প্রাচীন বয়সেও ইনি অক্লান্তভাবে ধর্ম্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সাধারণতঃ ইনি ডি এল্ রায় নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৭০ সালে জুলাই মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ১২৯১ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষার্থ ষ্টেট্ স্কলারশিপ পাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং এখানে "সেটেল্‌মেণ্টের" কার্য্য শিক্ষা করেন। ইনি কিছুদিন সেটেলমেণ্ট অফিসারের কার্য্যও করেন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। অনন্তর ইনি আবকারী বিভাগের প্রথম ইন্‌স্পেক্টর-স্বরূপে নিযুক্ত হন। শেষ অবস্থায় বাঁকুড়ার সদরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে (১৩২০ বঙ্গাব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ) হৃদরোগে এই প্রতিভাশালী স্বদেশভক্ত বঙ্গসন্তানের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। নানাপ্রকার গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। ভারতী, নব্যভারত, প্রভা, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অনেকগুলি নাটক প্রহসন লিখিয়া ইনি বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার "হাসির গানেই" ইনি সর্ব্বত্র পরিচিত। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন;—কল্কি অবতার, আর্য্যগাথা, আষাঢ়ে, হাসির গান, ত্র্যহস্পর্শ, বিরহ, পাষাণী, তারাবাই, রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, সাজাহান, মেবার পতন। ইনি "পূর্ণিমা মিলন" নামে সাহিত্যসেবীদিগের মাসিক সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

ইংলণ্ডে বাসকালে ইনি "Lyrics of Ind" নামক একখানি ইংরাজী কবিতা পুস্তক রচনা করেন। ইনি ইংরাজী সঙ্গীতবিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে "Crops of Bengal" নামক ইঁহার কৃষিবিদ্যাবিষয়ক ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষভাগে ইনি "পুনর্জন্ম", "চন্দ্রগুপ্ত", "পরপারে", "আনন্দবিদায়" নাটক প্রকাশিত করেন। "ভীষ্ম", "সিংহলবিজয়" ও "বঙ্গনারী" নামক তিনখানি নাটক ইঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। "মন্দ্র", "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" নামক তিনখানি পদ্যকাব্য রচনা করিয়াও যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত "আমার দেশ", "আমার ভাষা", "আমার জন্মভূমি" ও "ভারতবর্ষ" শীর্ষক অমূল্য গানগুলি ইঁহার নাম অমর করিয়া রাখিবে।

দ্বিজেশ—চন্দ্র; গরুড়। দ্বিজদিগের ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

দ্বিজোত্তম—দ্বিজবর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ। দ্বিজদিগের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। সং; পু।

দ্বিট্ (দ্বিষ্)—১। দ্বেষকারী, দ্বেষ্টা, হিংসক। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু। ২। শত্রু। সং; ত্রি।

দ্বিতয়—১। দুই সংখ্যা, দ্বয়; যুগ্ম। দ্বি+তয়ট্। সং; ক্লী। ২। দ্বিসংখ্যাযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিতয়ী।

দ্বিতল—দুই তল বিশিষ্ট (গৃহ), দোতলা (বাড়ী)। দ্বি (দুই) তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিতলা।

দ্বিতীয়—দুইএর পূরণ। দ্বি। তীয় পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিতীয়া। [তস্। বা।

দ্বিতীয়তঃ—দ্বিতীয় বারে বা স্থানে। দ্বিতীয়+

দ্বিতীয়া—১। দ্বিতীয় দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ, চন্দ্রের দ্বিতীয় কলার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রিয়াদ্বারা বিনির্দ্দিষ্ট তিথি [আষাঢ়ের শুক্ল দ্বিতীয়া রথদ্বিতীয়া, শ্রাবণের শুক্ল দ্বিতীয়া মনোরথ দ্বিতীয়া, এবং কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বিতীয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামে খ্যাত]; পত্নী। সং; স্ত্রী।

দ্বিতীয়াশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম, গৃহস্থ ধর্ম্ম, গৃহস্থালী। দ্বিতীয় যে আশ্রম, কর্ম্মধা। সং; পু।

দ্বিত্র—দুই বা তিন। (পাণিনির মতে) দ্বি বা ত্রি এই বাক্যে দ্বিত্রি+ড, (মুগ্ধবোধের মতে) দ্বি বা ত্রি পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিত্রা।

দ্বিত্ব—উভয়ত্ব। দ্বি শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

দ্বিদন্ (দ্বিদৎ)—দুই দন্তবিশিষ্ট (পশু)। দ্বি (দুই) দন্ত যাহার, বহু। বিণ; পু। স্ত্রী দ্বিদতী। [দল যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিদল—ডাইল; মুগ, কলায় প্রভৃতি। দ্বি (দুই)

দ্বিদশ—১। বিংশতি, ২০। দ্বি-গুণিত দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। দ্বাদশ, ১২। দ্বিযুক্ত দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

দ্বিদেহ—গজানন, গণেশ। দ্বি (দুই প্রকার) হইয়াছে দেহ যাহার, বহু; গণেশের মুণ্ডটি হস্তীর, এবং অবশিষ্ট অবয়ব মনুষ্যের ন্যায়। সং; পু।

দ্বিদ্বাদশ—যোগবিশেষ। কন্যার রাশির দ্বাদশে বরের রাশি, এবং বরের রাশির দ্বিতীয়ে কন্যার রাশি হইলে তাহাকে দ্বিদ্বাদশ কহে। উহা দেবগণেরও পরিত্যাজ্য। সং।

দ্বিধা—১। দ্বিবিধ, দুইপ্রকার; দুইবার। দ্বি+ধাচ্। বা। ২। দ্বৈধ, ইতস্ততঃ ভাব

সঙ্কোচ, সংশয়, সন্দেহদোলা। বাং শব্দ। সং।

দ্বিধাকৃত—দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিধা–কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

দ্বিধাগতি—১। উভচর। দ্বিধা (দ্বিবিধা) গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কুম্ভীর। সং; পুং।

দ্বিধাতু—১। দুইটি ধাতু। দ্বিগু। সং; স্ত্রী। ২। গজানন, গণেশ। দ্বি (দুই) ধাতু (প্রকৃতি) যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বিধীকরণ—দুই অংশে ভাগ করা। দ্বিধা+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=দ্বিধী)–কৃ (করা)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দ্বিনবতি—বিরানব্বই, ৯২। দ্বির দ্বারা অধিক যে নবতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

দ্বিনবতিতম—৯২ সংখ্যার পূরণ। দ্বিনবতি শব্দ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, – তমী।

দ্বিপ—হস্তী। দ্বি–পা (পান করা)+ড ক; হস্তীরা শুণ্ড দ্বারা জল উত্তোলনপূর্ব্বক মুখমধ্যে দিয়া খায়, সুতরাং তাহাদের দুই-প্রকারে পান করা হয়; এইজন্য হস্তীকে দ্বিপ বলে। সং; পুং।

দ্বিপক্ষ—শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ। শুক্লপক্ষের তিথি ১৫, এবং কৃষ্ণপক্ষের তিথি ১৫ সংখ্যক। শুক্লপক্ষের পঞ্চদশীকে পূর্ণিমা, এবং কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশীকে অমাবস্যা বা দর্শ কহে। যে পক্ষে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হয় তাহা শুক্লপক্ষ, যে পক্ষে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হয় না তাহা কৃষ্ণপক্ষ। শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলার বৃদ্ধি, এবং কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস হয়। কর্ম্মধা। সং; পুং।

দ্বিপঞ্চাশ—৫২ সংখ্যার পূরণ। দ্বিপঞ্চাশৎ+ ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –শী।

দ্বিপঞ্চাশৎ—বাহান্ন, ৫২। দ্বির দ্বারা অধিক যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

দ্বিপঞ্চাশত্তম—৫২ সংখ্যার পূরণ। দ্বিপঞ্চাশৎ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, – মী।

দ্বিপদ—১। দুই পদবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) পদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিপদা। ২। পক্ষী; মনুষ্য; দেবতা; রাক্ষস। সং; পুং।

দ্বিপদা—১। পদদ্বয়বিশিষ্টা। বহু; দ্বিপদ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ঋগ্‌বিশেষ। সং; স্ত্রী।

দ্বিপদী—ছন্দোবিশেষ। দ্বিপদ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

দ্বিপমদ—হস্তীর মদ। ৬তৎ। সং; পুং।

দ্বিপাৎ (-পাদ)—পদদ্বয়যুক্ত, দুইচরণবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) পাদ্ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দ্বিপাদ—১। দুইপদবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) পাদ (চরণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিপাদা। ২। বানরাদি পশু। সং; পুং।

দ্বিপায়ী (-পায়িন্)—বারণ, হস্তী [দ্বিপ দেখ]। দ্বি–পা+ণিন্ ক। সং; পুং।

দ্বিপাস্য—গজানন, গণেশ। দ্বিপের (হস্তীর) ন্যায় আস্য (মুখ) যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বিভাব—১। দুই ভাববিশিষ্ট। দ্বি (দুই) ভাব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিভাবা। ২। দুই ভাব। দ্বিগু। সং; পুং।

দ্বিভাষী (–ভাষিন্)—যে দুই ভাষায় কথা কহে, দোভাষী। দ্বিপ্রকারা ভাষা দ্বিভাষা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; দ্বিভাষা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী দ্বিভাষিণী।

দ্বিভুজ—১। হস্তদ্বয়বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) ভুজ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিভুজা। ২। দুই হাত। কর্ম্মধা। সং; পুং।

দ্বিমাতৃক—জরাসন্ধ [কারণ বৃহদ্রথের দুই পত্নী হইতে ইঁহার জন্ম; জরাসন্ধ দেখ]; গণেশ। দ্বি (দুই) মাতা যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বিমাতৃজ—জরাসন্ধ; গণেশ। দ্বিমাতৃক দেখ। দ্বি (দুই) মাতা=দ্বিমাতা, কর্ম্মধা, তাহা হইতে জন্মিয়াছে যে এই বাক্যে উপ; দ্বি-মাতৃ–জন+ড ক। সং; পুং।

দ্বিমুখ—১। মুখদ্বয়বিশিষ্ট, যাহার দুই দিকে দুই মুখ আছে এরূপ। দ্বি (দুই) মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিমুখা, দ্বিমুখী। ২। রাজসর্প। সং; পুং।

দ্বিমুখা—১। মুখদ্বয়বিশিষ্টা। বহু, দ্বিমুখ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। জোঁক; গাড়ু। সং; স্ত্রী।

দ্বিমূর্দ্ধা (দ্বিমূর্দ্ধন্)—১। দ্বিশিরাঃ, মস্তকদ্বয় বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) মূর্দ্ধা যাহার, বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী। ২। কশ্যপের পুত্র। সং; পুং।

দ্বিরদ—হস্তী। দ্বি (দুই) রদ (দন্ত) যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বিরদরদ—হস্তিদন্ত। ৬তৎ। সং; পুং।

দ্বিরদান্তক—সিংহ। দ্বিরদের (হস্তীর) অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং; পুং।

দ্বিরশন—দুইবার ভোজন। দ্বিঃ (দুইবার) অশন (ভোজন), সুপ্‌সুপেতি। সং; ক্লী।

দ্বিরসন—দ্বিজিহ্ব, সর্প। দ্বিজিহ্ব দেখ। দ্বি (দুই) রসনা (জিহ্বা) যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বিরাগমন—নবোঢ়া কন্যার দ্বিতীয়বার পতিগৃহে আগমন। দ্বিঃ (দুইবার, এখানে দ্বিতীয় বার) আগমন, সুপ্‌সুপা। সং; ক্লী। [বিবাহমাসের প্রথমে যদি দ্বিরাগমন হয়, তাহা হইলে সবিশেষ দিনক্ষণের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু তাহা না হইলে বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে, রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি শুদ্ধ থাকিলে যাত্রোক্ত শুভকালে দ্বিরাগমন প্রশস্ত। অস্তগত ও সম্মুখস্থ শুক্র হইলে কদাপি দ্বিরাগমন বিধেয় নহে। অষ্টম বর্ষে দ্বিরাগমনে শ্বশ্রূর, দশম বর্ষে শ্বশুরের এবং দ্বাদশ বর্ষে পতির মৃত্যু হয়। এক গ্রামে, এক বাটীতে, দুর্ভিক্ষ সময়ে অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কালে স্বামীর সহিত আসিলে, সম্মুখস্থ শুক্র দোষাবহ হয় না]।

দ্বিরাপ—হস্তী। দ্বিঃ (দুইবার)–আ–পা+ড ক [দ্বিপ দেখ]। সং; পুং।

দ্বিরাশী (দ্বিরাশিন্)—দ্বিভোজী, দুইবার ভোজনকারী। দ্বিঃ (দুইবার)–অশ (ভোজন করা) +ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী দ্বিরাশিনী।

দ্বিরুক্ত—দুইবার কথিত; (ব্যাকরণে) অভ্যাস্ত; দ্বিত্বপ্রাপ্ত। দ্বি (দুইবার) উক্ত (কথিত), সুপ্‌সুপা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিরুক্তা।

দ্বিরুক্তি—দুইবার কথন, দ্বিতীয়বার কথা বলা, প্রতিবাদ। দ্বিঃ (দুইবার, দ্বিতীয়বার) যে উক্তি, সুপ্‌সুপেতি। সং; স্ত্রী।

দ্বিরূঢ়া—পুনর্ভূ, দুইবার বিবাহিতা নারী। দ্বিঃ ঊঢ়া (বিবাহিতা), সুপ্‌সুপেতি। সং; স্ত্রী।

দ্বিরূপ—১। রূপদ্বয়বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিরূপা। ২। দুই আকার শব্দের অভিধানবিশেষ। সং; পুং। ৩। দুই রূপ বা মূর্ত্তি। দ্বিগু। সং; ক্লী।

দ্বিরেফ—মধুকর, ভ্রমর। দ্বি (দুই) রেফ (এইরূপ চিহ্ন যাহার মস্তকে), বহু। সং; পুং।

দ্বিবক্ত্র—১। মুখদ্বয়বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিবক্ত্রা। ২। রাজসর্প দানববিশেষ। সং; পুং। [সং; ক্লী।

দ্বিবচন—(ব্যাকরণে) দ্বিত্ববোধক বিভক্তি।

দ্বিবর্ষা—দুই বৎসর বয়স্কা গাভী। দ্বি (দুই) হইয়াছে বর্ষ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

দ্বিবার্ষিক—দুই বৎসরোৎপন্ন (ধান্যাদি শস্য), দুই বৎসরস্থ। দ্বিবর্ষ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

দ্বিবাহিকা—দোলা, ডুলি। দ্বি (দুইজন) হইয়াছে বাহক যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

দ্বিবিদ—কামরূপ বানরবিশেষ। সং; পুং। কাপবর লঙ্কাসমরে সুগ্রীবের অধীনে একজন সেনানায়ক ছিলেন। রামচন্দ্র স্বর্গারোহণকালে ইঁহাকে কলিযুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে বলিয়া যান। ইঁহার সহিত নরকাসুরের মিত্রতা ছিল। কৃষ্ণ কর্তৃক নরক নিহত হইলে, দ্বিবিদ যাদবদ্বেষী হইয়া অতিশয় অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠেন। একদা বলদেব ভার্য্যাসহ রৈবতক পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন এমন সময়ে দ্বিবিদ তথায় নানারূপ উৎপাত করিতে থাকায় বলরাম ইঁহার প্রাণবধ করেন।

দ্বিবিদারি—বলরাম; বিষ্ণু। দ্বিবিদের অরি, ৬তৎ। সং; পুং।

দ্বিবিধ—দুই প্রকার। দ্বি (দুই) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিবিধা।

দ্বিবিন্দু—বিসর্গ। দ্বি (দুই) বিন্দু যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিশত—দুই শত, ২০০। দ্বিগুণিত শত, মধ্য পদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

দ্বিশততম—২০০ এই সংখ্যার পূরণ। দ্বিশত +তমট্ পূরণার্থে। বিণ, ত্রি। স্ত্রী, -তমী।

দ্বিশফ—যে সকল পশুর খুর দ্বিখণ্ডিত, গো মহিষাদি। দ্বি (দুই) শফ (খুর) যাহার, বহু। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী দ্বিশফা।

দ্বিশিরাঃ—অগ্নি। দ্বি (দুই) শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিশীর্ষক—১। অগ্নি। দ্বি (দুই) শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। সং; পু। ২। দুই মস্তক বিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিশীর্ষিকা।

দ্বিষৎ—১। দ্বেষ্টা। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। ২। অরাতি, শত্রু। সং, পু। স্ত্রী দ্বিষতী।

দ্বিষন্তপ—পরন্তপ, শত্রুতাপন। দ্বিষৎ (শত্রু) —তপ (তাপ দেওয়া)+খশ্ ক। বিণ।

দ্বিষ্ট—দ্বেষের পাত্র, যাহাকে দ্বেষ করা যায় এরূপ। দ্বিষ+ক্ত কর্ম্মে। বিণ, ত্রি। স্ত্রী দ্বিষ্টা।

দ্বিষ্ঠ—উভয়স্থ। দ্বি—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বিষ্ঠা।

দ্বিসপ্ততি—বায়াত্তর, ৭২। দ্বির দ্বারা অধিক যে সপ্ততি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

দ্বিসপ্ততিতম—৭২ সংখ্যার পূরণ। দ্বিসপ্ততি+ তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তমী।

দ্বিহায়নী—দুই বৎসর বয়স্ক গাভী। দ্বি (দুই) হায়ন (বৎসর) যাহার, বহু। সং, স্ত্রী।

দ্বিহৃদয়া—গর্ভিণী। দ্বি (দুই) হৃদয় যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

দ্বীপ—১। জলবেষ্টিত স্থল। দ্বি (দুই)—অপ (জল)+অ প্রত্যয়। যে ভূভাগের চারিদিকে জল (Island); যথা—সিংহল; মহাদ্বীপ ৭—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, এবং উপদ্বীপ ১১— কুরু, চন্দ্র, বরুণ, সৌম্য, নাগ, কুমারিক, গভস্তিমান্, রম্যণক, তাম্রপর্ণ, কশেরু, ইন্দ্র, সর্ব্বশুদ্ধ এই ১৮। দ্বি (দুই দিকে) অপ (জল) যাহার, বহু। ২। দ্বিবর্ণ চর্ম্ম দুই প্রকার রঙের চামড়া। দ্বি শব্দ—ঈ (গমন করা, পাওয়া)+পক্ ক। সং; পু বা ক্লী।

দ্বীপবতী—নদী। দ্বীপ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ ঙীপ্। সং; স্ত্রী। [অস্ত্যর্থে। সং; পু

দ্বীপবান্ (-বৎ)—সমুদ্র; নদ। দ্বীপ+বতু

দ্বীপী (দ্বীপিন্)—ব্যাঘ্র; সমুদ্র। দ্বীপ শব্দ+ ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। স্ত্রী দ্বীপিনী।

দ্বেধা—দুই প্রকার; দুইবার। দ্বি+ধাচ্, নিপাতনে। ব্য।

দ্বেষ—শত্রুতা, বৈর; ঈর্ষা; অসূয়া; ক্রোধ; বিরাগ। দ্বিষ+অল্ ভা। সং, পু।

দ্বেষণ—১। দ্বেষ, হিংসা। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। শত্রু। দ্বিষ+ অন ক। সং; পু।

দ্বেষী (দ্বেষিন্) দ্বেষযুক্ত, দ্বেষকারী, বিদ্বেষী। দ্বেষ+ইন্ অস্ত্যর্থে; অথবা দ্বিষ (দ্বেষ করা) +ণিন্ ক। বিণ, পু। স্ত্রী দ্বেষিণী।

দ্বেষ্টা (দ্বেষ্টৃ)—দ্বেষকারী, বিদ্বেষী। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু, স্ত্রী দ্বেষ্ট্রী।

দ্বেষ্য—১। দ্বেষের বিষয় বা পাত্র। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ণ্যৎ কর্ম্মে। বিণ; ত্রি। ২। আততায়ী, শত্রু। সং; পু। [স্ত্রী দ্বেষ্যা]।

দ্বৈগুণ্য—দ্বিগুণ করা। দ্বিগুণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং, ক্লী।

দ্বৈত—১। দ্বিবিধত্ব; দ্বিতীয়ত্ব। সং; ক্লী। ২। দ্বৈতবাদী। দ্বি+ইত যুক্তার্থে=দ্বীত, দ্বীত+ষ্ণ স্বার্থে। ৩। দ্বিভাবশূন্য। দ্বি (দ্বিভাব) ইত (গত) যাহা হইতে তাহা দ্বীত, বহু দ্বীত+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ, ত্রি। স্ত্রী দ্বৈতী।

দ্বৈতবন—সরস্বতীতীরস্থ শোকমোহ-রহিত বন বিশেষ। কর্ম্মধা। সং, ক্লী।

দ্বৈতবাদ—দ্বিবিধত্ব স্বীকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভিন্নতা কথন। দ্বৈতই যে বাদ, কর্ম্মধা, কিংবা দ্বৈতের বাদ, ৬তৎ। সং; পু।

দ্বৈতবাদী (-বাদিন্)—দ্বিবিধত্ব স্বীকারকারী, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এতদুভয়ের ভিন্নতা স্বীকারকারী। দ্বৈত—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। [নৈয়ায়িকেরা দ্বৈতবাদী এবং বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদী]। স্ত্রী দ্বৈতবাদিনী।

দ্বৈতশাসন—রাজ্যশাসন ব্যাপারে কতকগুলি বিভাগের কার্য্য সাম রাজপুরুষ দ্বারা এবং অপর কতকগুলি কার্য্য প্রজা-প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালন। (Diarchy)। সং, ক্লী।

দ্বৈতাদ্বৈত—জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ। দ্বৈত এবং অদ্বৈত, দ্বন্দ্ব। সং, ক্লী।

দ্বৈতী (দ্বৈতিন্)—দ্বৈতবাদী। দ্বৈত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ, পু। স্ত্রী দ্বৈতিনী।

দ্বৈতীয়িক—দ্বিতীয়। দ্বিতীয় শব্দ+ফিক স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বৈতীয়িকী।

দ্বৈধ—দ্বিধা, দুইপ্রকার, অরিবিজিগীষু ব্যক্তির জয়পরাজয় বিষয়ে সংশয়; সংশয়, সন্দেহ; মতভেদ। দ্বিধা শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

দ্বৈধম্—দ্বিধা; প্রবলশত্রুর প্রতি মৌখিক আত্মসমর্পণ; একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিবাদ। দ্বি+ধমু নিপাতনে। ব্য।

দ্বৈধীভাব—দ্বিবিধত্ব, দ্বিধা মত। দ্বৈধ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=দ্বৈধী)—ভূ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

দ্বৈপ—১। দ্বীপ সম্বন্ধীয়। দ্বীপ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বৈপী। ২। ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বীপী দেখ। দ্বীপিন (ব্যাঘ্র)+ষ্ণ। সং; ক্লী। ৩। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ। সং; পু।

দ্বৈপসাগর—দ্বীপবহুল সমুদ্র, মহাসাগরের বা সাগরের যে অংশে অসংখ্যক দ্বীপ থাকে ইহাকে ইংরাজীতে "আর্কিপিলেগো" কহে। যেমন গ্রীসান্ আর্কিপিলেগো, আইরিয়ান্ আর্কিপিলেগো, ইণ্ডিয়ান আর্কিপিলেগো। কর্ম্মধা। সং, পু।

দ্বৈপায়ন—ব্যাসদেব। দ্বীপ শব্দ+অয়ন, তদুত্তরে ষ্ণ, যমুনাদ্বীপে ব্যাসের জন্ম হওয়ায় ইনি দ্বৈপায়ন নাম প্রাপ্ত হন। সং; পু। [দ্বি।

দ্বৈপ্য—দ্বীপসম্বন্ধীয়। দ্বীপ+ষ্ণ্য ইদমর্থে বিণ,

দ্বৈমাতুর—১। দুই মাতার সন্তান। দ্বিমাতৃ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে (ষ্ণ পরে উর্)। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্বৈমাতুরী। ২। গণেশ, জরাসন্ধ। সং; পু।

দ্বৈমাতৃক—মেঘের ও নদীর জলে যে দেশে শস্য উৎপন্ন হয়। দ্বি (নদী ও বৃষ্টি) হইয়াছে মাতা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কা।

দ্বৈরথ—দুই রথীর যুদ্ধ, অর্থাৎ দুই ব্যক্তি রথারূঢ় হইয়া যে যুদ্ধ করে। দ্বি (দুই) যে রথ সে দ্বিরথ, কর্ম্মধা, দ্বিরথ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

দ্বৈরাত্রিক—দুই রাত্রিতে জাত দ্বিরাত্রি শব্দ +ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কী।

দ্বৈবিধ্য—দ্বিবিধত্ব, দ্বিপ্রকারতা, দুই রকম। দ্বিবিধ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

দ্বৈহায়ন—দুই বৎসর বয়স প্রাপ্তি বা তাহার ভাব দ্বিহায়ন+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

দ্ব্যক্ষ—লোচনদ্বয়বিশিষ্ট দ্বি (দুই) অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্ব্যক্ষী।

দ্ব্যক্ষর—১। দুই অক্ষর বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) অক্ষর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্ব্যক্ষরা। ২। অক্ষরদ্বয়াত্মক মন্ত্রাদি, দুই অক্ষরাত্মক 'কৃষ্ণ' নাম। সং; ক্লী।

দ্ব্যঙ্গুল—১। অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত। দ্বি (দুই) অঙ্গুলি পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী দ্ব্যঙ্গুলা। ২। মোট দুই আঙ্গুল। দুই অঙ্গুলির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

দ্ব্যণুক—দুই পরমাণুর সমষ্টি। দ্বি (দুই) অণুর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

দ্ব্যর্থ, দ্ব্যর্থক—দুই প্রকার অর্থবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দ্ব্যশীতি—বিরাশি, ৮২। দ্বি দ্বারা অধিক যে অশীতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং; স্ত্রী।

দ্ব্যশীতিতম—৮২ এই সংখ্যার পূরণ। দ্ব্যশীতি +তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তমী।

দ্ব্যহ—দুইদিন। দ্বি (দুই) অহন্ (দিন), দ্বিগু। সং; পু।

দ্ব্যাত্মবাদী (-বাদিন্)—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় স্বীকারকারী। দ্বি আত্মা=দ্ব্যাত্মা,

কর্ম্মধা ; ধ্যাঙ্ক্ষন্—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—বাদিনী।

ধ্যামুষ্যায়ণ—দত্তকপুত্রবিশেষ, যে পুত্র জন্মদাতা ও দত্তগ্রহীতা উভয়ের পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া উভয়ের পিণ্ডদান ও ধনাধিকার করে। সং ; পু।

দ্ব্যাহিক—দিনদ্বয়ান্তরিত ; যাহা দুই দিন অন্তর ঘটে এরূপ ; দ্বিতীয় দিনভব। দ্ব্যহ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী দ্ব্যাহিকী।

ধ—ঊনবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত; ধনেশ্বর, কুবের ; বিধাতা ; ধন। সং; ক্লী

ধক—আগুন জ্বলার শব্দ বা জ্যোতিঃ ; উদরের রিক্তভাব। দেশজ।

ধকধক, ধকধ্বক—সতেজে অগ্নিজ্বলনের বা জ্যোতির তেজোবৃদ্ধির দ্যোতক। দেশজ। বা।

ধকল—জোর বদল ; ধাক্কা, জুরি ব্যবহার; হাঙ্গামা, উৎপাত, উপদ্রব। দেশজ। সং।

ধট—তুল, নিক্তি, দাঁড়ি ; তুলা দিব ; তুলারাশি। ধণ (ধ্বনি করা)+অন্ ক।

ধটক—পরিমাণবিশেষ, ধাড়া। ধট শব্দ+কণ্। সং ; পু।

ধটি—চীরবস্ত্র ; কৌপীন ; কটিবসন। ধটিকা শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

ধটিকা—চীরবস্ত্র, ধড়া ; পাঁচ সের পরিমাণ, ধাড়া। সং ; স্ত্রী।

ধটী (ধটিন্)—১। শিব, তুলারাশি। সং পু। ২। তুলাধারক। ধট শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ধটিনী।

ধটী—চীরবস্ত্র, নেকড়া, কানি ; কৌপীন,ধড়া। ধট+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

ধড়—দেহকাণ্ড, মস্তকহীন অঙ্গ, সমস্ত শরীর। দেশজ সং।

ধড়ফড়—ছটফট, আছাড়বিছাড়। দেশজ শব্দ।

ধড়ফড়িয়া, ধড়ফড়ে—অল্পকারণে অতি চঞ্চল, ব্যাকুল। দেশজ। বিণ।

ধড়া—চীরবস্ত্র ; কৌপীন, মালকোচামারা কাপড় ; কটিবসন। দেশজ। সং।

ধড়াচূড়া—শ্রীকৃষ্ণের মালকোচামারা কাপড় এবং মাথার চূড়া ; (ব্যঙ্গার্থে) বর্ত্তমান সময়ের আপিসের ও কাছারির পোষাক। দেশজ। সং।

ধড়াস—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত বা প্রবল স্পন্দনের কাল্পনিক শব্দ। দেশজ। [দেশজ।

ধড়িবাজ—চতুর, ফন্দিবাজ, শঠ, ধূর্ত্ত, প্রতারক।

ধড়িবাজি,—জী—চাতুরী, শঠতা, ধূর্ত্ততা, চালাকি, ফন্দিবাজি। দেশজ। সং।

ধন—স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ; অর্থ, টাকাকড়ি ; প্রিয়বস্তু ; ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ; স্নেহ ; যোগ চিহ্ন, + প্লাস্ (plus)। ধন (সমৃদ্ধ হওয়া, শব্দ করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

ধনকুবের—কুবেরতুল্য ধনী, অত্যন্ত ধনবান্। ধনে কুবের (কুবেরতুল্য), ৭তৎ। বিণ।

ধনগর্ব্ব—বহু অর্থ জন্য অহঙ্কার। ধন-জনিত গর্ব্ব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ধনঞ্জয়—অগ্নি ; শরীরস্থ বায়ু ; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন [এ সম্বন্ধে অর্জ্জুন স্বয়ং বলিতেছেন,—'আমি নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধনসংগ্রহপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি, এই নিমিত্ত আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে']। ধন—জি (জয় করা)+খ ক। সং ; পু।

ধনতৃষা, ধনতৃষ্ণা—অর্থলালসা, বিত্তলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধনদ—১। ধনদানকর্ত্তা ; অর্থপ্রদায়ক। উপ, ধন—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ, ত্রি স্ত্রী ধনদা। ২। ধনেশ্বর, কুবের। সং ; পু।

ধনদণ্ড—অর্থদণ্ড, অর্থ গ্রহণ দ্বারা শাস্তিপ্রদান। ৩তৎ। সং ; পু।

ধনদর্প—অর্থগর্ব্ব, টাকাকড়ির দেমাক। ধন জনিত দর্প, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং, পু।

ধনদানুচর—কুবেরের অনুচর, যক্ষ। ধনদের (কুবেরের) অনুচর, ৬তৎ। সং ; পু।

ধনদানুজ—কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, রাবণ। ধনদের অনুজ, ৬তৎ। সং ; পু।

ধনদায়ী (-দায়িন্)—১। ধনদাতা ; অর্থপ্রদ ধন—দা (দান করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু স্ত্রী,—দায়িনী। ২। অগ্নি। সং ; পু।

ধনদাস—অর্থের দাস, অর্থের জন্য ধনীর আনুগত্য স্বীকারকারী। ৬তৎ। বিণ বা সং ; ত্রি। স্ত্রী ধনদাসী। [পু ও স্ত্রী

ধনদেব, -দেবতা—কুবের। ৬তৎ। সং ;

ধনধান্য—অর্থ ও ধান। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

ধনধান্যরত্ন—১। অর্থ, ধান এবং মাণ। দ্বন্দ্ব ২। ধন ও ধানরূপ মণি। রূপক। সং ; ক্লী

ধননিয়োগ—অর্থের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ, টাকাকড়ি লাগান বা খাটান। ৬তৎ। সং ; পু।

ধনপতি—১। ধনেশ্বর, কুবের, ধনী ব্যক্তি ৬তৎ। সং, পু। ২। জনৈক বণিক্। ধনপতি সওদাগর উজানি নগরে বাস করিতেন, এবং বাণিজ্যার্থে দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিতেন। খুল্লনা ও লহনা নামে ইঁহার দুই ভার্য্যা ছিল ; সপত্নীদ্বয়ের কলহে ইঁহাকে সর্ব্বদা জ্বালাতন হইতে হইত ; পারিবারিক সুখ ইঁহার ছিল না বলিলেই হয়। রাজা বিক্রমকেশরী কর্ত্তৃক সিংহলে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইলে, ইনি তথায় কালিদহে কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া রাজাকে তাহা জ্ঞাপন করেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত রাজা তাঁহার সহিত গমন করেন, কিন্তু কমলে-কামিনী দেখিতে না পাইয়া ধনপতির কথা মিথ্যা বিবেচনায় ইঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন। দীর্ঘকাল পরে ইঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলে গমনপূর্ব্বক রাজাকে কমলে-কামিনী দর্শন করাইয়া পিতাকে কারামুক্ত করেন। অতঃপর ধনপতি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পুত্রের উপর সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভারার্পণপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন।

ধনপিপাসা—ধনতৃষ্ণা, অর্থলালসা, ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধনপিশাচ—অতি কৃপণ, অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ। ধনে পিশাচ (পিশাচসদৃশ), ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ধনপিশাচিকা, ধনপিশাচী—অনুপযুক্ত ধনতৃষ্ণা, সাতিশয় ধনলোভ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ধনপ্রয়োগ—অর্থের বিনিয়োগ, টাকা খাটান। ৬তৎ। সং, পু।

ধনপ্রিয়—অর্থানুরাগী, যে অর্থকে অত্যন্ত ভালবাসে। ধন হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধনপ্রিয়া। বি ধনপ্রিয়তা।

ধনপ্রিয়া—১। অর্থানুরাগিণী ; বহু ; ধনপ্রিয় দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। কাকজম্বু। ধনতুল্য প্রিয়া, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ধনভাণ্ডার—১। ধনাগার, অর্থ রাখিবার গৃহ। ৬তৎ। সং, ক্লী। ২। অর্থসমষ্টি; তহবিল। দেশজ। সং।

ধনলক্ষ্মী—ধনৈশ্বর্য্য। ধন ও লক্ষ্মী, দ্বন্দ্ব ; অথবা ধন হেতুকা লক্ষ্মী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ধনলালসা—অর্থসংক্রান্ত লোভ। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং, স্ত্রী।

ধনলিপ্সা—অর্থলাভেচ্ছা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধনবতী—১। ধনশালিনী। ধনবান্ দেখ। ধনবৎ +ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

ধনবান্ (-বৎ)—ধনী, ধনশালী। ধন শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ধনবতী।

ধনশালী (-শালিন্)—বহুধনবিশিষ্ট, ধনবান্। ধন+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, -নী।

ধনসম্পদ্—অর্থসম্পত্তি। ধনরূপ সম্পদ্, রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ধনাকাঙ্ক্ষা—ধনলাভের বাসনা, ধনতৃষ্ণা, অর্থলালসা। ধনের আকাঙ্ক্ষা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং, পু।

ধনাগম—অর্থাগম, অর্থলাভ, আয়। ধনের আগম,

ধনাঢ্য—বহু ধনবিশিষ্ট, ধনী। ধন দ্বারা আঢ্য, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধনাঢ্যা।

ধনাধিকৃত—ধনাধ্যক্ষ, যাহার উপর ধনরক্ষার ভার থাকে। ধন অধিকৃত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী ধনাধিকৃতা।

ধনাধিপ—১। কুবের ; ধনবান্ ব্যক্তি। ধনের

অধিপ, ৬তৎ। সং; পু। ২। ধনী, ধনবান্। বিণ; ত্রি।

ধনাধ্যক্ষ—কুবের; কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক, কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চী (Treasurer)। ধনের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং; পু।

ধনাপহারী (-হারিন্)—অর্থ অপহরণকারী, চোর। উপ; ধন-অপ-হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-হারিণী।

ধনার্জ্জিত—ধনী। ধন দ্বারা অর্জ্জিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধনার্জ্জন—অর্থোপার্জ্জন, টাকাকড়ি রোজগার করা। ধনের অর্জ্জন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধনার্জ্জনলালসা—অর্থোপার্জ্জনের লোভ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধনার্জ্জনেচ্ছা—অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ। ধনার্জ্জনের ইচ্ছা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধনার্থী (ধনার্থিন্)—ধনপ্রার্থী, অর্থাভিলাষী। ধনের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,-র্থিনী।

ধনি—১। সুন্দরী; যুবতী, রমণী। ধনিকা শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র। ২। ধন্য। প্রা, ক।

ধনিক—১। ধনিয়া, ধনে। ধনিন্ শব্দ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; পু। ২। ধনবান্, ধনী; ঋণদাতা, উত্তমর্ণ। ধন+ষ্ণিক; কিংবা ধনিন্+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধনিকী, ধনিকা।

ধনিকা—ধনিক-বধূ; সুন্দরী রমণী; সাধ্বী স্ত্রী; যুবতী। ধনিক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ধনিনী—ধনশালিনী, ধনবতী। ধনী দেখ। ধনিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধনিষ্ঠ—অতিশয় ধনবান্, অতি ধনী। ধনী দেখ। ধনিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

ধনিষ্ঠা—১। অতিশয় ধনবতী। ধনিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র। সং; স্ত্রী।

ধনী (ধনিন্)—ধনবান্, ঐশ্বর্য্যশালী। ধন+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ধনিনী।

ধনীকা—যুবতী। ধন+ঈক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ধনু, ধনুঃ (ধনুস্)—১। বাণক্ষেপণযন্ত্র, শরাসন, ধনুক; মেষাদি দ্বাদশ রাশির নবম রাশি; চারি হস্তপরিমিত দণ্ড, রৈখিক কাঠা। ধনু=ধন (শব্দ করা)+উ ক। সং; পু। ধনুস্=ধন+উস্ ক। সং; পু বা ক্লী। ২। পিয়াল বৃক্ষ। সং; পু।

ধনুক—ধনু শব্দের অপভ্রংশ।

ধনুর্গুণ—১। ধনুকের ছিলা। ধনুস্এর গুণ, ৬তৎ। ধনুঃ+গুণ। ২। ধনুক এবং তাহার ছিলা। ধনুঃ ও গুণ, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

ধনুর্দ্রুম—বংশ, বাঁশ। ধনুঃপ্রদ দ্রুম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধনুর্দ্ধর, ধনুর্দ্ধর—ধনুর্দ্ধারী, ধানুষ্ক, তীরন্দাজ। ধনুর ধর (ধারণকারী), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধনুর্দ্ধারী (-রিন্)—ধনুর্দ্ধর, ধানুষ্ক, তীরন্দাজ। উপ; ধনুস্-ধৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ধনুর্দ্ধারিণী।

ধনুর্ভৃৎ—ধনুর্দ্ধর, ধানুষ্ক, তীরন্দাজ। ধনুস্-ভৃ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

ধনুর্ব্বাণ—ধনুক ও শর, তীরধনুক। ধনুঃ ও বাণের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

ধনুর্বিদ্যা—শস্ত্রশাস্ত্র; অস্ত্রচালনা-কৌশল; সমরবিদ্যা। ৬তৎ। (ধনুঃ+বিদ্যা)। সং; স্ত্রী।

ধনুর্ব্বেদ—শস্ত্রবিদ্যা; শস্ত্রবিদ্যা-বোধক শাস্ত্র, —ইহা যজুর্ব্বেদের উপবেদ, বিশ্বামিত্র ঋষি ইহার প্রণেতা। ৬তৎ। (ধনুঃ+বেদ)। সং; পু।

ধনুষ্কর, ধনুষ্পাণি—ধনুর্দ্ধর, ধানুষ্ক। ধনুঃ করে বা পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধনুষ্কোটি—ধনুকের অগ্রভাগ। ধনুর কোটি (ধনুস্+কোটি), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধনুষ্টঙ্কার—১। ধনুকের ছিলার শব্দ। ধনুর টঙ্কার (ধনুঃ+টঙ্কার), ৬তৎ। ২। এক প্রকার রোগ, এই রোগের আবির্ভাবকালে শরীর ধনুর ন্যায় বক্র হইয়া উঠে। সং; পু।

ধনুষ্পাণি—ধনুষ্কর দেখ।

ধনুষ্মান্ (ধনুষ্মৎ)—ধনুর্দ্ধর, ধানুষ্ক, তীরন্দাজ। ধনুস্+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ধনুষ্মতী।

ধনেশ, ধনেশ্বর—১। কুবের। ধনের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু। ২। ধনস্বামী ধনের অধিকারী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধনেশা, ধনেশ্বরী। [প্রয়োগ।

ধন্দ, ধন্ধ—ধাঁধা, ভ্রম, সন্দেহ। দেশজ। কবি

ধন্দা, ধান্দা—১। সন্ধান, উদ্দেশ্য, প্রয়োজন। হিন্দী। ২। ধাঁধা, সংশয়, ভ্রম। প্রা, ক। সং।

ধন্না—চালের অবলম্বন বাঁশ বা কাঠ; অনশনে উপবেশন, হত্যা দেওয়া। দেশজ। সং।

ধন্য—শ্লাঘ্য, প্রশংসার্হ; ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী; কৃতার্থ। ধন+য্য যোগ্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধন্যা।

ধন্যবাদ—"তুমি বা সে ধন্য" এইরূপ কথন, সাধুবাদ; প্রশংসাবাদ। ধন্যই যে বাদ, কর্ম্মধা। সং; পু।

ধন্যা—১। শ্লাঘ্যা; ভাগ্যবতী; কৃতার্থা। ধন্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধনিয়া। সং, স্ত্রী।

ধন্যাক—ধনে, ধনিয়া। ধন (শব্দ করা)+আকন্ ক। সং; ক্লী।

ধন্ব—১। ধনু। ধন্ব (গমন করা)+অন্ ণ। সং; ক্লী। ২। মরুভূমি। ধন্ব+অন্ অধি। সং; পু।

ধন্ব (ধন্বন্)—ধনু; স্থল। ধন (ক্ষেপণ করা)+কনিপ্ ক। সং; ক্লী।

ধন্বন্—ধন্ব (২) ও ধন্বা দেখ।

ধন্বন্তরি—১। দেবচিকিৎসক [সমুদ্র মন্থনে ইঁহার উদ্ভব; ইনি সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া উত্থিত হন; ইনি শঙ্কর ও গরুড়ের শিষ্য ছিলেন; ভাস্করের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন; "চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান" নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত]। ২। জনৈক পণ্ডিত, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের নামের প্রথমেই ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ধন্ব দেখ; ধন্বের অন্ত ধন্বন্ত, তদুত্তরে ঋ (গমন করা) +ই ক। সং; পু। [সং; পু।

ধন্বা (ধন্বন্)—মরুভূমি। ধন+কনিপ্ ক।

ধন্বী (ধন্বিন্)—১। ধনুর্দ্ধারী, ধানুষ্ক; বিদগ্ধ। ধন্ব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন; অর্জ্জুন বৃক্ষ; বকুল। সং; পু।

ধপ—সহসা সজোরে পতনের বা স্খলনের অনুকরণ শব্দ। দেশজ। [দেশজ।

ধপাস, ধবাস—গুরুবস্তু পতনের অনুকরণ শব্দ।

ধম—১। শব্দ-কারক; অগ্নিসংযোগকর্ত্তা। ধম (শব্দ করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধমা। ২। গুরুবস্তু-পতনের অনুকরণ শব্দ। দেশজ।

ধমক—১। কর্ম্মকার। ধম (শব্দ করা)+ণক ক। সং; পু। ২। ভীতিপ্রদর্শন বাক্য, তর্জ্জন, তাড়না, ভর্ৎসনা। দেশজ। সং।

ধমকান—ধমক দেওয়া, বাক্যে শাসনের ভীতি প্রদর্শন করা, তর্জ্জন করা, কড়কান, তাড়না করা। দেশজ। ক্রি।

ধমন—১। ভস্ত্রাচালক; ক্রূর। ধম (শব্দ করা) +অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধমনা। ২। নল, চোঙা। সং; পু।

ধমনি, ধমনী—নাড়ী, শিরা (Artery); গলনলী। ধম (শব্দ করা)+অনি ক। সং; স্ত্রী। [নাভিদেশ হইতে ২৪টা ধমনী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দশটী ঊর্দ্ধদিকে, দশটা অধোদিকে, এবং চারিটী তির্য্যগ্‌ভাবে গমন করিয়াছে। ঊর্দ্ধগত দশটা ধমনী শব্দস্পর্শাদি, প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভণ, হাঁচি, হাস্য, কথন, রোদন, গান প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে। ইহা হৃদয়ে গমন করিয়া তিন প্রকারে ত্রিশটা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। অধোগত দশটী ধমনী অধোবায়ু, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতি অধোদিকে বহন করে। ইহা পিত্তাশয়ে গিয়া তিন প্রকারে ত্রিশটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তির্য্যগ্‌গত চারিটি ধমনীর প্রত্যেকে অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হইয়া গবাক্ষের ন্যায় বহুচ্ছিদ্রপূর্ণ সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত করিয়া

রহিয়াছে। প্রত্যেক লোমকূপের সহিত ইহার মুখ সংলগ্ন হইয়া আছে। ঐ মুখদ্বারা শরীরের ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, এবং শারীরিক রসসমূহ শরীরের ভিতরে ও বাহিরে সন্তর্পিত হয়। ঐ সকল ধমনীমুখ দ্বারা স্পর্শজনিত সুখদুঃখের অনুভব হয়]।

ধমাধম—গুরুবস্তু-পতনের বা গুরুবস্তু দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাতের অনুকরণ শব্দ। দেশজ।

ধমল, ধ্যমল, ধুমুল, ধুমুল—সঙ্গীত আরম্ভের প্রাক্‌কালীন সাধারণ বাদ্য; (ভাবার্থে) সূত্রপাত, আরম্ভ। দেশজ। সং।

ধম্মিল্ল—সংযত কেশ; চুলের খোঁপা। ধম (শব্দ করা)+বিচ্ ক=ধম্, তদুত্তরে মিল (মিলিত হওয়া)+ল ক। সং; পু।

ধর—১। ধারণকর্ত্তা। ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধরা। ২। পর্ব্বত। সং; পু। ৩। ধারণ কর, গ্রহণ কর, গ্রেপ্তার কর। দেশজ। ৪। ধরে, গণ্য করে। প্রা, ক। ক্রি। ৫। হিন্দুর পদবীবিশেষ। সং।

ধরণ—১। ধরা, ধারণ। ধৃ (ধারণ করা)+অনট্ ভা। ২। পরিমাণবিশেষ; পদ্ধতি, প্রণালী। ধৃ+অনট্ ণ। সং; ক্লী। ৩। পর্ব্বত। ধৃ+অন ক। সং পু। ৪। নিবৃত্তি, ক্ষান্তি, বন্ধ; থামা; বৃষ্টির নিবৃত্তি। দেশজ। সং। [ঈ। সং; স্ত্রী।

ধরণি, ধরণী—পৃথিবী। ধৃ (ধারণ করা)+অনি

ধরণিতল, ধরণীতল—ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধরণিধর, ধরণীধর, ধরাধর—পর্ব্বত; নাগরাজ অনন্ত; কূর্ম্মরাজ। ৬তৎ। সং; পু।

ধরণী—ধরণি দেখ।

ধরণীধাম (—ধামন্)—পৃথিবীরূপ বাসস্থান। রূপক। সং; ক্লী। [সং; পু।

ধরণীপতি—রাজা; শিব; বিষ্ণু। ৬তৎ।

ধরণীভৃৎ—ধরণীধর, পর্ব্বত; নাগরাজ অনন্ত। ধরণী—ভৃ+কিপ্ ক। সং; পু।

ধরণীশ্বর—রাজা; শিব; বিষ্ণু। ধরণির বা ধরণীর ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

ধরণীসুত—মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধরণীসুতা—সীতা, রামপত্নী [সীতা দেখ]

ধরা—১। ধারণকর্ত্রী। ধর দেখ। ধর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী; জরায়ু, গর্ভাশয়; মজ্জা; নাড়ীবিশেষ। সং; স্ত্রী। ৩। ধারণ করা, গ্রহণ করা, গ্রেপ্তার করা, গণ্য করা, জ্ঞান করা, অনুমান করা, কল্পনা করা, সাঙ্গ করা; ধরণ করা, নিবৃত্ত বা নিরস্ত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, থামা। দেশজ। ক্রি।

ধরাট—পানাহারে সংযম, কঠিন নিয়ম। দেশজ। সং।

ধরাটি—ক্রয়-বিক্রয়ে নির্দ্ধারিত বৃত্তি বা ছাড়ি। দেশজ। সং।

ধরাতল—১। ভূতল, ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। যাহার কেবল দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে, কিন্তু বেধ নাই।

ধরাধর—ধরণিধর দেখ। [রূপক। সং; ক্লী।

ধরাধাম (—ধামন্)—পৃথিবীরূপ বাসস্থান।

ধরাপতি—রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

ধরাবন্ধ—তড়াগ, পুষ্করিণী। ধরায় বন্ধ যাহার, বহু। সং; পু।

ধরাভার—পৃথিবীর ভার। ৬তৎ। সং; পু।

ধরামর—ব্রাহ্মণ। ধরাতে অমর (দেবতা), ৭তৎ। সং; পু।

ধরাশয্যা—ভূমিরূপ বিছানা। রূপক। সং; স্ত্রী

ধরাশায়ী (—শায়িন্)—ভূতলে পতিত; মৃত। ধরা—শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ধরাশায়িনী। [ঈপ্। সং; স্ত্রী

ধরিত্রী—পৃথিবী। ধৃ (ধারণ করা)+ইত্র ক+

ধর্ত্তব্য—ধারণযোগ্য; বিবেচ্য; গ্রাহ্য। ধৃ (ধারণ করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধর্ত্তা (ধর্ত্তৃ)—ধারক; ধারণকর্ত্তা। ধৃ (ধারণ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ধর্ত্রী।

ধর্ত্র—ধর্ম্ম; যজ্ঞ; গৃহ। ধৃ (ধারণ করা)+ত্র ক। সং; ক্লী।

ধর্ম্ম—১। সুকৃত, শুভাদৃষ্ট; পুণ্য; স্বভাব, গুণ; সৎকর্ম্ম; শাস্ত্রানুযায়ী আচার, রীতি; অহিংসা; সাদৃশ্য; যজ্ঞ; দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের পাপপুণ্যাদিবিষয়ক বিশ্বাস ও পারলৌকিক পরিত্রাণলাভাদি উদ্দেশ্যে অনুসৃত উপাসনাপদ্ধতি, যেমন হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি। ধৃ (ধারণ করা)+ম ক; যাহা [মনুষ্যকে] ধারণ বা পোষণ করে। এই ধর্ম্ম শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়: যথা,—অভিধান-মতে—সৎসঙ্গ; দীপিকা-মতে,—পুরুষের বিহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণের নাম ধর্ম্ম; পুরাণ-মতে—যাহার দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম; ভারত-মতে,—ধর্ম্মের লক্ষণ অহিংসা; যুক্তিবাদি-মতে,—মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্পাদনই ধর্ম্ম; জ্ঞানবাদি-মতে,—মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম]। সং; পু বা ক্লী। ২। যম; যমতনয় যুধিষ্ঠির; ধনুক; সোমপায়ী ব্রাহ্মণ; শিবের বৃষ। সং; পু।

ধর্ম্মকর্ম্ম—ধর্ম্মোপদেশে কৃত কর্ম্ম, পুণ্যজনক কার্য্য, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মকাম—ধর্ম্মানুষ্ঠাতা, ধর্ম্মলাভেচ্ছু। ধর্ম্ম হইয়াছে কাম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মকামা।

ধর্ম্মকাল—ধর্ম্মলাভার্থ সময়; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। নদী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধর্ম্মকীল—শাসন; রাজশাসন। ধর্ম্মের কীল (আশ্রয়) আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

ধর্ম্মকীলক—ব্রহ্মশাসন। ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মকুণ্ড—কামাখ্যাস্থ কুণ্ডবিশেষ। ধর্ম্মদায়ক কুণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মকৃৎ—১। ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী। ধর্ম্ম—কৃ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

ধর্ম্মকৃত্য—ধর্ম্মকার্য্য; ধর্ম্মানুগত কৃত্য (কার্য্য), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মকেতু—বুদ্ধদেব। ধর্ম্ম হইয়াছে কেতু (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু। [সং; ক্লী।

ধর্ম্মক্ষেত্র—ধর্ম্মস্থান, পুণ্যধাম; কুরুক্ষেত্র। ৬তৎ।

ধর্ম্মগুপ—ধর্ম্মরক্ষক। উপ; ধর্ম্ম—গুপ (রক্ষা করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মঘট—১। বৈশাখমাসে প্রত্যহ দাতব্য জলপূর্ণ কলস। ধর্ম্মরক্ষার্থ ঘট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। সকলে একমত হইয়া কোনও কাজ করিতে বা না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। দেশজ।

ধর্ম্মঘটব্রত—বর্ষচতুষ্টয় সম্পাদ্য ব্রতবিশেষ; এই ব্রতে ধর্ম্মঘট দান করিতে হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মঘটী—ধর্ম্মঘটকারী, অনেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে একরূপ কার্য্যকারী। দেশজ।

ধর্ম্মচর্চ্চা—ধর্ম্মানুশীলন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মচারিণী—১। ধার্ম্মিকা, ধর্ম্মশীলা। ধর্ম্মচারী দেখ; ধর্ম্মচারিন্ শব্দ। স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধর্ম্মপত্নী। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মচারী (—চারিন্)—ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশীল। ধর্ম্ম—চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ধর্ম্মচারিণী।

ধর্ম্মচিন্তা—ধর্ম্মবিষয়িণী ভাবনা, কিরূপে ধর্ম্মলাভ হইবে এইরূপ ভাবনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মজ—ঔরস (পুত্র)। ধর্ম্ম—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মজা।

ধর্ম্মজন্মা (—জন্মন্)—যুধিষ্ঠির; ধর্ম্ম হইতে জন্ম যাহার, বহু। সং; পু।

ধর্ম্মজ্ঞ—ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ। ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক বোধবিশিষ্ট। ধর্ম্ম জানে যে, উপ; ধর্ম্ম—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মজ্ঞান—ধর্ম্ম কি বস্তু তাহা জানা; পাপপুণ্যবিষয়ক বোধ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মতঃ—ধর্ম্মানুসারে; ধর্ম্মের নিকটে। ধর্ম্ম+তস্। অ। [মর্ম্ম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মতত্ত্ব—ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা, ধর্ম্মের নিগূঢ়

ধর্ম্মত্যাগী (—ত্যাগিন্)—ধর্ম্মত্যাগকারী, যে স্বজাতীয় আচার অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করিয়া অন্য জাতির ধর্ম্মের পক্ষপাতী হয়। উপ; ধর্ম্ম—ত্যজ+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ত্যাগিনী।

ধর্ম্মদান—কেবল ধর্ম্মার্থ দান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মদাস সুর—বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চের সুবিখ্যাত শিল্পী। জন্ম—১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজারে। বাল্যে ইঁহার "ম্যাপ" আঁকিতে ও সরস্বতী প্রতিমার বাগান সাজাইতে বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হইত। প্রথম প্রথম ইনি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফির সহিত দুই একটি সখের থিয়েটারে অভিনেতৃরূপে যোগদান করেন। নিয়মিতরূপে অভিনয় করা হইবে এই মানসে স্থায়ী ষ্টেজ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করাইবার জন্য চাঁদা তোলা হইত। চাঁদার সংগৃহীত টাকায় বেতনভোগী চিত্রকর রাখা অসম্ভব দেখিয়া ধর্ম্মদাস নিজেই দৃশ্যপটগুলি অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মদাসের চেষ্টা এবং পরিশ্রমে ষ্টেজ ও দৃশ্যপটগুলি প্রস্তুত হইলে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু, অমৃতলাল, মতিলাল, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতির সমবেত সাহায্যে লীলাবতী নাটকের অভিনয় আরম্ভ করা হয়। এই অভিনয় গ্রন্থকার ও অন্যান্য শিক্ষিত দর্শকের এতদূর মনোহরণ করিয়াছিল যে, অভিনেতৃবৃন্দ সাধারণ নাট্যালয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। এই অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হইয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে নীলদর্পণ নাটক লইয়া ন্যাসনাল থিয়েটার নামে বাঙ্গালীর প্রথম সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত হইল। ১৮৭৩ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৭৩ খৃঃ ২১শে ডিসেম্বর ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে ও ধর্ম্মদাসের ঐকান্তিক পরিশ্রমে যেস্থানে এখন মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত, সেইখানে গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার গৃহনির্ম্মাণ ও অনেকগুলি দৃশ্যপটাদি ধর্ম্মদাস কাহারও সাহায্য না লইয়া স্বয়ং চিত্রিত করেন। ১৮৭৪ খৃঃ ধর্ম্মদাস অর্দ্ধেন্দুকে "মাষ্টার" পদে অভিষিক্ত করিয়া এই থিয়েটার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে লইয়া গিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

১৮৮৭ খৃঃ গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটারে "কুমার-সম্ভব" অভিনয়কালে ইনি মদনভস্ম ও বসন্তের আবির্ভাব নামক দুইখানি Mechinical Diorama প্রদর্শন করেন।

১৩১৪ সালে কোহিনুর থিয়েটার স্থাপিত হইলে ইনি এই থিয়েটারের ম্যানেজার স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় শিল্পগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ইনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৯১০ খৃঃ ২৮শে জুলাই (১৩১৭ সাল ৮ই শ্রাবণ) ইঁহার দেহান্তর হয়। [বিশেষ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মদীপিকা—গৌড়দেশপ্রসিদ্ধ মীমাংসা-গ্রন্থ-

ধর্ম্মদেশ—ধর্ম্মসাধনার স্থান। মপী কর্ম্মধা। সং; পু। [+অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মদ্রবী—গঙ্গা। ধর্ম্ম—দ্রু (দ্রব হওয়া বা করা)

ধর্ম্মদ্রোহী (—দ্রোহিন্)—১। ধর্ম্মের দ্বেষকারী, অধার্ম্মিক। ধর্ম্ম—দ্রুহ (অনিষ্টাচরণ করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ধর্ম্মদ্রোহিণী। ২। রাক্ষস। সং; পু।

ধর্ম্মদ্বেষী (—দ্বেষিন্)—ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষকারী; ধর্ম্মকার্য্যে বাধাদায়ক। ধর্ম্ম—দ্বিষ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ধর্ম্মদ্বেষিণী।

ধর্ম্মধ্বজ—১। ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্ন। ৬তৎ। ২। জনৈক রাজা; ইনি সত্যযুগে মিথিলায় রাজত্ব করিতেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও পণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চশিখ নামক ঋষি ইঁহাকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ববিষয়ে শিক্ষা দেন। নানাস্থান হইতে বিদ্বান্ ও ধর্ম্মচারী ব্যক্তিগণ ইঁহার নিকট আগমন করিতেন। একদা সুলভানাম্নী ব্রহ্মচারিণী ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার নিকট আগমন করেন এবং ইঁহার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থা হন। ধর্ম্ম হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। সং; পু। ৩। ধর্ম্মধ্বজী, ধর্ম্মের বাহ্য চিহ্নধারী। ধর্ম্ম হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মধ্বজা।

ধর্ম্মধ্বজা—১। ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্নধারিণী। বহু; ধর্ম্মধ্বজ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ধর্ম্মের নিশান বা বাহ্যচিহ্ন। দেশজ। সং।

ধর্ম্মধ্বজী (—ধ্বজিন্)—জীবিকার্থ ধৃতাদি ধর্ম্মচিহ্নধারী, কপট ধার্ম্মিক, যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক নয়, কিন্তু লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত বেশভূষা কথোপকথনাদির দ্বারা আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার করে। ধর্ম্মধ্বজ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী ধর্ম্মধ্বজিনী।

ধর্ম্মনন্দন—যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মের (যমের) নন্দন (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মনাভ—বিষ্ণু। ধর্ম্ম নাভিতে যাহার, বহু। সং; পু।

ধর্ম্মনিষ্ঠ—ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ। ধর্ম্মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মনিষ্ঠা। বি ধর্ম্মনিষ্ঠতা।

ধর্ম্মনিষ্ঠা—১। ধর্ম্মপরায়ণা। বহু; ধর্ম্মনিষ্ঠ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। ধর্ম্মবিষয়ে আন্তরিক অনুরাগ; সাধ্যানুসারে ধর্ম্মপথে চলা। ধর্ম্মে নিষ্ঠা, ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মনীতি—ধর্ম্মানুমোদিত নীতি, যে নীতি পালন করিলে ধর্ম্মপথে থাকা যায়; ধর্ম্মজ্ঞান-বিষয়ক শাস্ত্র। ধর্ম্মের নীতি, ৬তৎ; বা ধর্ম্ম-বিষয়িণী নীতি, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মপতি—১। ধর্ম্মানুসারে গৃহীত স্বামী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বরুণ। ধর্ম্মের পতি, ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মপত্নী—ধর্ম্মাচরণার্থ পত্নী, সহধর্ম্মিণী, বিবাহিতা স্ত্রী। ধর্ম্মার্থ পত্নী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী [সং; পু।

ধর্ম্মপথ—ধর্ম্মরূপ মার্গ, ধর্ম্মানুষ্ঠান। রূপক।

ধর্ম্মপর—ধর্ম্মে আসক্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মপরা।

ধর্ম্মপরায়ণ—ধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা, অতিশয় ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরায়ণা। বি,—পরায়ণতা, —পরায়ণত্ব।

ধর্ম্মপাঠক—ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নকারী। ধর্ম্ম শব্দ—পঠ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পাঠিকা।

ধর্ম্মপাল—ইনি পালবংশীয় দ্বিতীয় রাজা। ৮০০ খৃষ্টাব্দে গোপাল এই পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার রাজধানীর নাম ওদন্তপুরী। ধর্ম্মপাল পূর্ব্বদিকে কামরূপ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অনেকাংশ বহুদিন এই পাল রাজাদিগের শাসনাধীনে ছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গে সেনরাজগণ প্রবল হইলে পশ্চিমবঙ্গ ও মিথিলা তাঁহাদের হস্তে পতিত হয়; পাল রাজারা কেবলমাত্র মগধদেশ লইয়া রহিলেন। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বখ্তিয়ার খিলিজি পালরাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করেন।

ধর্ম্মপিতা—ধর্ম্মানুসারে যিনি পিতা; পিতৃধর্ম্ম পালনার্থে যিনি পিতা হইয়াছেন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

ধর্ম্মপিপাসু—ধর্ম্মলাভেচ্ছু, যাহার ধর্ম্মলাভ বাসনা অতিশয় বলবতী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মপুত্র—১। যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মের (যমের) পুত্র, ৬তৎ। কুন্তী আকর্ষণ-মন্ত্র প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া যম পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করেন [কুন্তী দেখ]. এজন্য যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র নামে পরিচিত। ২। ধর্ম্মছেলে। সং; পু।

ধর্ম্মপ্রণালী—ধর্ম্মাচরণের পদ্ধতি; দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের পাপপুণ্যের বিশ্বাস ও পারলৌকিক পরিত্রাণাদি লাভের নিমিত্ত অনুসৃত উপাসনা পদ্ধতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মপ্রমাণ—১। ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া কথিত বা কৃত। ধর্ম্ম প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী—ধর্ম্মপ্রমাণা। ২। ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া, ধর্ম্মতঃ। ধর্ম্ম প্রমাণ যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

ধর্ম্মপ্রবক্তা (—বক্তৃ)—রাজনিযুক্ত সভ্যবিশেষ; ধর্ম্ম-নির্ণায়ক পুরুষ। ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মপ্রবণ—ধর্ম্মে অত্যাসক্ত, পরম ধার্ম্মিক। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মপ্রবণা।

ধর্ম্মবন্ধন—ধর্ম্মজনিত বন্ধন, এক ধর্ম্মাবলম্বন হেতু পরস্পর বাধ্যবাধকতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মবন্ধু—এক ধর্ম্মাবলম্বন হেতু পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন; ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বন্ধুত্বকারী। ধর্ম্মে (ধর্ম্মবিষয়ে) বন্ধু, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মবুদ্ধি—১। ধর্ম্মজ্ঞান (তাহা দেখ)। ৬তৎ। ২। ধর্ম্মে মতি বা প্রবৃত্তি, ৭তৎ। সং; স্ত্রী। ৩। ধর্ম্মমতি, ধর্ম্মপ্রবণ, ধার্ম্মিক। ধর্ম্মে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মভাই—ধর্ম্মভ্রাতা, ধর্ম্মতঃ স্বীকৃত ভাই, সম্পর্কে ভ্রাতা না হইলেও যাহাকে ধর্ম্মপ্রমাণে ভ্রাতা বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে। দেশজ।

ধর্ম্মভাণক—কপট ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম—ভণ (শব্দ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, ভাণিকা।

ধর্ম্মভিক্ষা—ধর্ম্মরক্ষার্থ যাচ্ঞা বা প্রার্থনা। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মভীরু—ধর্ম্মভয়যুক্ত, অধর্ম্মাচরণ করিলে ধর্ম্মের নিকট দণ্ডনীয় হইতে ও পরকালে যাতনা ভোগ করিতে হয়, এইরূপ বিশ্বাসযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মভৃৎ—ধর্ম্মচারী, ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম—ভৃ (ধারণ বা পোষণ করা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মভ্রষ্ট—ধর্ম্মচ্যুত, অধর্ম্মাচরণ হেতু ধর্ম্মে পতিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মভ্রষ্টা।

ধর্ম্মভ্রাতা (—ভ্রাতৃ)—এক ধর্ম্মাবলম্বন হেতু পরস্পর ভ্রাতৃভাবাপন্ন; ধর্ম্মভাই। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধর্ম্মমন্দির—ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ গৃহ; যেমন—হিন্দুদিগের দেবালয়, খৃষ্টানদিগের গির্জ্জা, মুসলমানদিগের মসজিদ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মমা—ধর্ম্মপালনার্থে যিনি মাতা হইয়াছেন। সং। [লোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধর্ম্মমার্গ—ধর্ম্মপথ। ধর্ম্মপ্রাপক মার্গ, মধ্যপদ-

ধর্ম্মমূল—ধর্ম্মের মূল কারণ; যেমন সত্য, অহিংসা, দম প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মযুগ—ধর্ম্মময় যুগ, যে যুগে অধর্ম্মের লেশ ছিল না, সত্যযুগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

ধর্ম্মযুদ্ধ—ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত যুদ্ধ। ধর্ম্মের নিমিত্ত যুদ্ধ, ৪তৎ; বা ধর্ম্মমূলক যুদ্ধ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মরক্ষা—অধর্ম্ম হইতে ত্রাণ, ধর্ম্মনাশ হইতে না দেওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মরাজ—যম; যুধিষ্ঠির; বুদ্ধদেব; নৃপতি। ধর্ম্মের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মলক্ষণ—ধর্ম্মের চিহ্ন; ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধর্ম্মবাসর—পূর্ণিমা। ধর্ম্মসাধক বাসর (দিন),

ধর্ম্মবিৎ (—বিদ্)—ধর্ম্মজ্ঞ; ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম—বিদ (জানা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মবিদ্যা—মীমাংসাদি বিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা। ধর্ম্মবিষয়িণী বিদ্যা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মবিপ্লব—ধর্ম্মের অতিক্রম, ধর্ম্মনাশ, ধর্ম্ম লইয়া বিষম গোলযোগ। ৬তৎ। সং; পু। [পু।

ধর্ম্মবিবেক—হলায়ুধ-প্রণীত নিবন্ধবিশেষ। সং;

ধর্ম্মবৃদ্ধ—সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মবৃদ্ধা।

ধর্ম্মব্যাধ—জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যাধ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। এই ব্যাধ মিথিলা দেশে বাস করিতেন, এবং সাধুপথ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ব্যবসায়ে রত ছিলেন। জনকজননীর পরিচর্য্যার ফলে ইনি ধার্ম্মিক পুরুষ হইয়াছিলেন। কৌশিক-নামক জনৈক গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ এক পতিব্রতা রমণীর উপদেশে ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার নিকট আগমন করিলে, ইনি তাঁহাকে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ গৃহে গমনপূর্ব্বক পিতামাতার সেবায় প্রবৃত্ত হন।

ধর্ম্মব্রত—ধর্ম্মপালনে তৎপর। ধর্ম্ম হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ব্রতা।

ধর্ম্মশালা—আদালত, বিচারালয়; ধর্ম্ম আরাধনা করিবার জন্য গৃহ; অতিথিশালা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মশাসন—১। ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মসংক্রান্ত শাসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ধর্ম্মের অনুশাসন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মশাস্ত্র—মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র; যে শাস্ত্রে সাংসারিক ও পারলৌকিক সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা থাকে; বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার—ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা; স্মৃতিশাস্ত্ররচয়িতা; মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ, এই বিংশতি ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ধর্ম্মশাস্ত্র—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; পু বা বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট—স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে নিরূপিত। ৩তৎ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী (—সায়িন্)—ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত ব্যবস্থাদাতা, স্মার্ত্ত। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় = ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়, ৬তৎ, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে; কিংবা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায়ী, ৬তৎ। বিণ, পু।

ধর্ম্মশিক্ষক—ধর্ম্মোপদেষ্টা, ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাদাতা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —শিক্ষিকা।

ধর্ম্মশীল—ধর্ম্মপরায়ণ, ধার্ম্মিক। ধর্ম্মই শীল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —শীলা।

ধর্ম্মসংস্কার—দেশবিশেষে প্রচলিত ধর্ম্মের দোষাদির সংশোধন ও ধর্ম্মপ্রণালীর উন্নতিবিধান। ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মসংস্কারক—দেশপ্রচলিত ধর্ম্মের দোষ-সংশোধক ও উন্নতিবিধায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মসংস্থাপন—ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, অধর্ম্মের বিনাশপূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মসংহিতা—ধর্ম্মশাস্ত্র। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মসঙ্কর—পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র মিলন। ৬তৎ। সং; পু

ধর্ম্মসঙ্গত—ধর্ম্মানুমোদিত, ধর্ম্মসম্মত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মসঙ্গতা।

ধর্ম্মসঙ্গীত—ধর্ম্মসংক্রান্ত গান, যাহাতে ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয় এমন গান। মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মসভা—ধর্ম্মসমাজ, ধর্ম্মরক্ষক সভা। মপী

ধর্ম্মসম্মত—ধর্ম্মানুমোদিত, ধর্ম্মসঙ্গত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মসম্মতা।

ধর্ম্মসাবর্ণি—একাদশ মনু। সং; পু। [পু।

ধর্ম্মসুত—যুধিষ্ঠির (ধর্ম্মপুত্র দেখ)। ৬তৎ। সং;

ধর্ম্মসূত্র—জৈমিনি মুনিপ্রণীত ধর্ম্মনিরূপক গ্রন্থবিশেষ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মহানি—ধর্ম্মক্ষয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মাচরণ—১। ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবহার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ধর্ম্মানুষ্ঠান। ধর্ম্মের আচরণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মাচার্য্য—১। ধর্ম্মশিক্ষক। ধর্ম্মবিষয়ে আচার্য্য, ৭তৎ। ২। ঋগ্বেদীয়দিগের তর্পণীয় পুরুষবিশেষ। সং; পু।

ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্মাত্মন্)—ধর্ম্মশীল ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

ধর্ম্মাধর্ম্ম—পাপপুণ্য; সদসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

ধর্ম্মাধিকরণ—১। ধর্ম্মস্থান, বিচারালয়, ন্যায় অন্যায়ের বিচারস্থান; আদালত (Court of Justice)। ধর্ম্ম—অধি—কৃ (করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী। ২। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, বিচারক, জজ। +অনট্ ম। সং; পু।

ধর্ম্মাধিকরণিক—বিচারপতি, বিচারক। ধর্ম্মাধিকরণ+ইক। সং; পু।

ধর্ম্মাধিকার—ন্যায় অন্যায় বিচারের অধিকার, বিচারকের পদ বা কার্য্য; ধর্ম্মের অধিকার, ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মাধিকারী (—কারিন্)—ন্যায় অন্যায় বিচারের অধিকারী, বিচারক; ন্যায় অন্যায় বিচারকারী। ধর্ম্মাধিকার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী ধর্ম্মাধিকারিণী।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রাড়্বিবাক, প্রধান বিচারপতি। ধর্ম্মের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মানুগত—ধর্ম্মের অনুযায়ী, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত; ধর্ম্মপথাবলম্বী। ধর্ম্মকে অনুগত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –গতা।

ধর্ম্মানুমোদিত—ধর্ম্মসম্মত, ধর্ম্মসঙ্গত। ধর্ম্মদ্বারা অনুমোদিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মান্তর—অন্য ধর্ম্ম। নিত্য। সং; ক্লী।

ধর্ম্মান্দোলন—ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা, ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক। ধর্ম্মের বা ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলন,৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মান্ধ—এক ধর্ম্মে দৃঢ়তর বিশ্বাস-নিবন্ধন ধর্ম্মান্তরের উৎকৃষ্ট বিষয়কেও নিকৃষ্ট বলিয়া বোধকারী। ধর্ম্মে অন্ধ, ৭তৎ; বা ধর্ম্ম দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মান্ধা।

ধর্ম্মাভাস—অপ্রশস্ত ধর্ম্ম; শ্রুতিস্মৃতি হইতে উদিত যে ধর্ম্ম তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, অন্য শাস্ত্রে যে ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মাভাস। ধর্ম্মের আভাস,৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মারণ্য—তপোবন; পুণ্যস্থানবিশেষ [চন্দ্র যখন গুরুপত্নী তারাকে হরণ করেন, তখন ধর্ম্ম প্রপীড়িত হইয়া গহন বনে প্রবেশ করাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "হে ধর্ম্ম! তুমি এই বন আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া ইহা ধর্ম্মারণ্য নামে বিখ্যাত হইবে"। ধর্ম্মদ্বারা আশ্রিত অরণ্য, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মার্থ—১। ধর্ম্মের নিমিত্ত। ধর্ম্মের নিমিত্ত ইহা এই বাক্যে নিত্য সমাস; বা। কিম্বা ধর্ম্ম হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মার্থা। ২। ধর্ম্ম ও অর্থ। ধর্ম্ম ও অর্থ, দ্বন্দ্ব। সং; পু। [ক্রি

ধর্ম্মার্থে—ধর্ম্মের নিমিত্তে; ধর্ম্মের অর্থে, ৬তৎ।

ধর্ম্মাবতার—সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ [রাজা, বিচারপতি, বা তাদৃশ বড় লোককে এই কথা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে]। ধর্ম্মের অবতার-স্বরূপ, ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মাবলম্বী (–লম্বিন্)—ধর্ম্মাশ্রিত, ধর্ম্মগ্রহণকারী। উপ; ধর্ম্ম–অব–লম্ব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ধর্ম্মাবলম্বিনী।

ধর্ম্মাসন—বিচারাসন, বিচারপতির বসিবার স্থান। ধর্ম্মের আসন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মিষ্ঠ—অতি ধর্ম্মপরায়ণ। ধর্ম্মী দেখ; ধর্ম্মিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ষ্ঠা।

ধর্ম্মী (ধর্ম্মিন্)—ধর্ম্মযুক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ধর্ম্মিণী।

ধর্ম্মেন্দ্র—ধর্ম্মরাজ, যম; ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মে ইন্দ্রতুল্য, ৭তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মোত্তর—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম দ্বারা উত্তর (শ্রেষ্ঠ), ৩তৎ; অথবা ধর্ম্ম হইয়াছে উত্তর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মোত্তরা।

ধর্ম্মোদ্দেশে—ধর্ম্মার্থে, ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া। ধর্ম্ম হইয়াছে উদ্দেশ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। [সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মোন্নতি—ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি। ধর্ম্মের উন্নতি,৬তৎ।

ধর্ম্মোপদেশ—ধর্ম্মশিক্ষা। ধর্ম্মের উপদেশ, ৬তৎ, অথবা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত উপদেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধর্ম্মোপদেশক—ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশদাতা, গুরু। ধর্ম্মের উপদেশক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মোপদেশিকা।

ধর্ম্মোপদেষ্টা (–দেষ্টৃ)—ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশদাতা, ধর্ম্মশিক্ষক, গুরু। ধর্ম্মের উপদেষ্টা, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, –দেষ্ট্রী।

ধর্ম্মোপাসক—ধর্ম্মের উপাসনাকারী, ধর্ম্মাবলম্বী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মোপাসনা—১। ধর্ম্মের আরাধনা। ধর্ম্মের উপাসনা, ৬তৎ। ২। ধর্ম্মবিষয়ক উপাসনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মোপেত—ধর্ম্মযুক্ত, ধর্ম্ম্য, ন্যায্য। ধর্ম্মদ্বারা উপেত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্মোপেতা।

ধর্ম্ম্য—ধর্ম্মের অনুযায়ী, ধর্ম্মযুক্ত; ধর্ম্মলব্ধ। ধর্ম্ম শব্দ+য্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ম্ম্যা।

ধর্ষ, ধর্ষণ—অবজ্ঞা; পরাভব; অপবাদ বলাৎকার; অমর্ষ; রমণ। ধৃষ+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

ধর্ষক—১। ধর্ষণকারী। ধৃষ+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। নট, নৃত্যকারী। সং; পু।

ধর্ষণ—ধর্ষ দেখ।

ধর্ষণী—অসতী স্ত্রী। ধৃষ (বধ করা)+অনট্ ম্ম+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। সং; স্ত্রী।

ধর্ষিত—১। পরাভূত, পরাজিত, অবমানিত, বলাৎকৃত; তিরস্কৃত। ণিজন্ত ধৃষ (=ধর্ষি)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধর্ষিতা। ২। রমণ। ণিজন্ত ধৃষ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ধর্ষিতা—১। অবমানিতা; বলাৎকৃতা। ধর্ষিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অসতী স্ত্রী। সং; স্ত্রী। [ভ্রংশ

ধল, ধলা—শ্বেত, সাদা। ধবল শব্দের অপ

ধব—১। পতি; ধূর্ত্ত ব্যক্তি; মনুষ্য। ধূ বা ধু (কম্পিত করা)+অল্ ক। ২। কম্প। ধূ বা ধু+অপ্ ভা। সং; পু।

ধবল—১। শুক্ল বর্ণ, সাদা রঙ্; কর্পূরবিশেষ, শ্বেতকুষ্ঠ; বৃষশ্রেষ্ঠ। ধাব (পরিষ্কার করা)+কলচ্ ম্ম। সং; পু। ২। রাগবিশেষ সং; ক্লী। ৩। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা; মনোরম; সুন্দর। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধবলা, ধবলী।

ধবলগিরি—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত, হিমালয়ের অংশবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

ধবলপক্ষ—১। শুক্লপক্ষ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। হংস। ধবল হইয়াছে পক্ষ যাহার, বহু। সং; পু।

ধবলমৃত্তিকা—খড়িমাটী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধবলা, ধবলী—১। শুক্লবর্ণা, শুভ্রা। ধবল+আপ্, ঈপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। শুক্লবর্ণ ধেনু, সাদা গাই গরু। সং; স্ত্রী।

ধবলাকার—শুভ্রাকৃতি। ধবল (শুভ্র) আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধবলাকারা।

ধবলিত—শুভ্রীভূত; শুক্লীকৃত। ধবল+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধবলিতা।

ধবলিমা (–মন্)—শুক্লত্ব, শুভ্রতা। ধবল+ইমন্ ভাবে। সং; পু।

ধবলীকৃত—যাহাকে শুভ্র করা হইয়াছে। ধবল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ধবলী)–কৃ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –কৃতা।

ধবলীভূত—যাহা শুভ্র হইয়াছে। ধবল+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ধবলী)–ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ভূতা।

ধবিত্র—মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত পাখা। ধূ (কম্পিত হওয়া)+ইত্র ণ। সং; ক্লী। [দেশজ।

ধস—মৃত্তিকাদি বসিয়া বা নামিয়া যাওয়া।

ধসধসে—১। ধসিয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইতে উদ্যত, ধসিয়া যাইবার মত। দেশজ। বিণ। ২। ধড়ফড়। প্রা, ক।

ধসা—১। একপ্রকার গলিত ক্ষত রোগ। সং। ২। ধস খাওয়া, ধসিয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়া, বসিয়া বা নামিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

ধা—১। ধারক; বিধাতা। ধা (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। ২। গীতের সপ্তস্বরের ষষ্ঠ স্বর, ধৈবত। দেশজ। সং।

ধাই—১। দাই, উপমাতা, শিশুপালিকা পরিচারিকা, আয়া। সং, স্ত্রী। ২। ধাবিত হইয়া। ক, প্র ক্রি। ৩। নৃত্য শব্দ। দেশজ। বা।

ধাউস—ঢাউস, উড়াইবার বড় ঘুড়ি। প্রাদেশিক।

ধাওয়া—১। অনুধাবন, পশ্চাৎ হইতে তাড়া দেওয়া; দ্রুতপলায়ন, দৌড়। ধাবন শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। নিঃশেষ, নিবাই। বিণ। ৩। ধাবিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ধাঁ—ত্বরাবোধক শব্দ, আচম্বিতে, হঠাৎ, আগুন জ্বলার অনুকরণ শব্দ। দেশজ।

ধাঁই—পুষ্পবিশেষ। ধাতকী শব্দের অপভ্রংশ।

ধাঁচা—ধারা, রীতি; ঢঙ্গ, ছাঁচ; অঙ্গভঙ্গী; অবয়ব। দেশজ।

ধাঁজ—ধাঁচা, ভঙ্গী, ধরণ, রকম। প্রা, ক।

ধাঁদা, ধাঁধা—অন্ধকার, ভ্রম, সন্দেহ, ধোঁকা। দেশজ। [দেশজ। সং।

ধাক্কা—সংঘর্ষ, ঠেলা; প্রকম্প, বেগ; আঘাত।

ধাঙ্গড়—সাঁওতাল জাতীয় অসভ্য লোক; (তাহা হইতে) অসভ্য, বর্ব্বর। দেশজ।

ধাড়া—পাঁচ সের পরিমাণ; তুলাদণ্ডের দুই দিক সমান করণ; তুলাদণ্ড; দরমা; হিন্দু জাতিবিশেষের উপাধি; বেড়া। দেশজ। সং।

ধাড়ী—যে ছাগী বা ঐরূপ পশুর বৎস হইয়াছে। দেশজ। সং।

ধাত—ধাতু শব্দের অপভ্রংশ। [সং; স্ত্রী।

ধাতকী—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, ধাই ফুলের গাছ।

ধাতব—ধাতু-সংক্রান্ত; ধাতু-নির্ম্মিত; ধাতুময়। ধাতু+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধাতবী।

ধাতা (ধাতৃ)—১। ধারণকর্ত্তা, ধারক; রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক; নির্ম্মাণকর্ত্তা; জার। ধা+তৃন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধাত্রী। ২। বিধাতা, ব্রহ্মা; বিষ্ণু; পিতা; আত্মা; আদিত্যবিশেষ; বায়ুবিশেষ। সং; পু।

ধাতু—১। শরীরস্থ বাত, পিত্ত, কফ; ইন্দ্রিয়; শোণিতাদি; স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, পিত্তল, তাম্র, সীস, রঙ্গ, লৌহ এই অষ্টবিধ তৈজস ধাতু [মানবের বলি, পলিত, লালিত্য, কৃশতা, দুর্ব্বলতা, জরা প্রভৃতি নিবারণপূর্ব্বক দেহকে ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া ইহারা ধাতু নামে অভিহিত]; রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, শরীরস্থ এই সপ্ত ধাতু; পারদ; হরিতাল; হিঙ্গুল; গন্ধক; অভ্রক; গৈরিক; মনঃশিলা; ভূ, স্থা, গম, প্রভৃতি ক্রিয়াবোধক প্রকৃতি; স্বরূপ, স্বভাব, প্রকৃতি; অবস্থা; জ্ঞানেন্দ্রিয়। ধা (ধারণ করা)+তুন্ ক। সং; পু। ২। নাড়ীর স্পন্দন। দেশজ।

ধাতুকুশল—ধাতু-বিষয়ে নিপুণ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কুশলা।

ধাতুক্ষয়—শরীরস্থ ধাতুর ক্ষীণতা; কাশরোগবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

ধাতুঘ্ন—১। শরীরস্থ ধাতুর নাশক। ধাতু—হন+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধাতুঘ্নী। ২। আমানি, কাঁজি। সং; ক্লী।

ধাতুদ্রাবক—১। যাহা ধাতু গলায়, বা যাহাতে ধাতু গলে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -দ্রাবিকা। ২। সোহাগা। সং; পু।

ধাতুনাশন—ধাতুঘ্ন (সকল অর্থে)।

ধাতুপ—অন্নরস। উপ; ধাতু—পা (রক্ষা করা)+ড ক। সং; পু।

ধাতুপাঠ—পাণিন্যাদি-প্রণীত ধাত্বর্থবোধক গ্রন্থ। ধাতু-বিষয়ক পাঠ আছে যাহাতে, বহু। সং; পু। [পুষ্প যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ধাতু-পুষ্পিকা, ধাতু-পুষ্পী—ধাইফুল। ধাতুতুল্য

ধাতুপোষক—পুষ্টিকর। ধাতুর পোষক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধাতুপোষিকা।

ধাতুভৃৎ—১। ধাতুধারক; ধাতুপোষক। ধাতু—ভৃ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। পর্ব্বত। সং; পু।

ধাতুময়—ধাতুনির্ম্মিত। ধাতু+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধাতুময়ী।

ধাতুমল—রসাদি ধাতুর পরিপাকে উৎপন্ন কেশাদি উপধাতু। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

ধাতুমারিণী—সোহাগা। ধাতু—ণিজন্ত মৃ (=মারি)+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ধাতুরাজক—রেতঃ, বীর্য্য, শুক্র। ধাতুরাজ=ধাতুদিগের রাজা, ৬তৎ; ধাতুরাজ+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

ধাতুবল্লভ—সোহাগা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধাতুবাদী (—বাদিন্)—কাংস্যকার, কাঁসারি। ধাতু—বদ (বলা)+ণিন্ ক। সং; পু।

ধাতুবিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুর গুণাগুণ এবং প্রাপ্তিস্থানাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [পু।

ধাতুবৈরী (—বৈরিন্)—গন্ধক। ৬তৎ। সং;

ধাতুশেখর—হীরাকস। সং; ক্লী।

ধাতুপল—কঠিনিকা, খড়িমাটী। ধাতুময় উপল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধাতৃপুত্র—সনৎকুমার; ব্রহ্মার পুত্রমাত্র। ধাতার পুত্র, ৬তৎ। সং; পু।

ধাত্র—পাত্র, ভাজন। ধা (ধারণ করা)+ত্র ক। সং; ক্লী। [আপ্। সং; স্ত্রী।

ধাত্রিকা—আমলকী। ধাত্রী+কণ্—স্ত্রীলিঙ্গে

ধাত্রী—১। ধারণকর্ত্রী, ইত্যাদি। ধাতা দেখ; ধাতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মাতা; উপমাতা, ধাইমা, পৃথিবী; আমলকী। সং; স্ত্রী। [নট। ৬তৎ। সং; পু।

ধাত্রীপুত্র—উপমাতার পুত্র (foster-brother).

ধাত্রেয়ী—উপমাতা, ধাইমা। ধাত্রী+ঢেয় স্বার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ধাধন—ভয়, ভ্রম, ধাঁধা। প্রা, ক। সং।

ধাধস—প্রিয়বিরহে চিত্তোদ্বেগ, চিন্তা। ক, প্র। সং।

ধান—১। আধার; নিধান, স্থান। ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী। ২। ধান্য। দেশজ। ধান্য শব্দের অপভ্রংশ।

ধানা—ভৃষ্ট যব; শক্তু; ধন্যাক, ধনিয়া। ধা (ধারণ করা)+ন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ধানিকা—আধার, নিধান; স্থান। ধানী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

ধানী—১। আধার, বিধান; স্থান; ব্যবসায়ী ধনী, মহাজন। ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। ধান্য মিশ্রিত; ধান্যতুল্য, ধানের মত; ক্ষুদ্র, ছোট। দেশজ। বিণ।

ধানুকী—ধনুর্দ্ধর, তীরন্দাজ। সং।

ধানুষ্ক—ধনুর্দ্ধারী। ধনুস্+কণ্। বিণ; ত্রি।

ধানুষ্য—বংশ, বাঁশ। ধনুঃ নির্ম্মিত হয় যদ্দ্বারা এই অর্থে ধনুস্ শব্দ+ষ্ণ্য। সং; পু।

ধান্দা, ধান্ধা—ধন্ধ, ধাঁধা; ধোঁকা; চিন্তা; জীবিকা, কাজকর্ম্ম; উপায়, ফিকির। দেশজ। সং।

ধান্য—সতুষ তণ্ডুল, ধান; পরিমাণবিশেষ। ধা (ধারণ করা)+যৎ ক। সং; ক্লী। [ধান্য প্রধানতঃ তিন প্রকার; যথা—শালি, ষষ্টিক ও আশু। হেমন্তোদ্ভব ধান্য শালি (আমন); গ্রীষ্মোদ্ভব ধান্য ষষ্টিক (বোরো); এবং বর্ষাজাত ধান্য (আউশ)]

ধান্যক—ধনিয়া, ধনে। ধান্য+কণ্ তুল্যার্থে। সং; ক্লী।

ধান্যচমস—চিপিটক, চিড়া। ধান্যজাত চমসপ্রায়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধান্যচ্ছেদন—ক্ষেত্র হইতে ধান্য কর্ত্তন, ধানকাটা। ধান্যের ছেদন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধান্যত্বক্ (—ত্বচ্)—তুষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধান্যধেনু—দানার্থ ধান্যনির্ম্মিত ধেনু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধান্যপঞ্চক—শালি, ব্রীহি, শূক, শিম্বি, ক্ষুদ্র এই পাঁচ প্রকার শস্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধান্যমায়—ধান্য পরিমাপক, ধানের কয়াল; ধান্যবিক্রেতা। ধান্য—মা (মাপা)+যক্ ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

ধান্যমালিনী—রাক্ষসরাজ রাবণের এক পত্নী।

ধান্যরাজ—যব। ধান্য সকলের রাজা, ৬তৎ। সং; পু। [ক্লী।

ধান্যবর্দ্ধন—ধানের বাড়ি দাদন। ৬তৎ। সং;

ধান্যবীজ—ধনিয়া, ধনে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধান্যবীর—মাষকলায়। ৭তৎ। সং; পু।

ধান্যশীর্ষক—ধানের শীষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধান্যাক—ধনিয়া। ধন্যাক+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী।

ধান্যাচল—দানার্থ পর্ব্বতাকার ধান্যরাশি। ধান্যনির্ম্মিত অচল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধান্যাম্ল—কাঁজি, আমানি। ধান্যজাত অম্ল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; পু।

ধান্যারি—মূষিক, ইন্দুর। ধান্যের অরি, ৬তৎ।

ধান্যার্থী (ধান্যার্থিন্)—ধান্য-যাচক; ধান্যাকাঙ্ক্ষী, ধান্যলাভেচ্ছু। ধান্যের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী ধান্যার্থিনী। [ক্লী।

ধান্যাস্থি—তুষ। ধান্যের অস্থি, ৬তৎ। সং;

ধান্যেশ্বরী—মেনোমিন (মাওরি ভাষায়)। সং।

ধান্যোত্তম—যব। ধান্যমধ্যে উত্তম, ৭তৎ। সং; পু।

ধাপ—পৈঠা, সিঁড়ি, সোপান। দেশজ। সং।

ধাপা—শস্যশূন্য প্রান্তর বা জলা। দেশজ। সং।

ধাপাড়—শস্যশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর, খালি মাঠ; বিস্তার, প্রসর। দেশজ। সং।

ধাপ্পা—মিথ্যা আশ্বাস, ধোঁকা; প্রতারণা, ফাঁক। দেশজ। সং।

ধাপ্পাবাজ—মিথ্যা আশ্বাসদাতা; প্রতারক, ফাঁকিবাজ। দেশজ। বিণ বা সং।

ধাপ্পাবাজি—মিথ্যা আশ্বাস প্রদান; প্রতারণা; ফাঁকিবাজি; চালাকি। দেশজ। সং।

ধাবড়া—বিস্তীর্ণ মলিন দাগ; থাবলা। দেশজ।

ধাম (ধামন্)—গৃহ, স্থান, আধার, শরীর;

জন্ম ; প্রভাব ; তেজঃ ; কিরণ । ধা (ধারণ করা)+মন্ । সং ; ক্লী ।

ধামক—এক মাষা পরিমাণ । সং ; পু ।

ধামকেশী (—কেশিন্)—সূর্য্য । ধাম (কিরণ) রূপ যে কেশ সে ধামকেশ, রূপক কর্ম্মধা । তাহা আছে ইহার এই অর্থে ধামকেশ+ইন্ । সং ; পু ।

ধামগুজারি—ধূমধাম, দাপাদাপি ; উপদ্রব, দৌরাত্ম্য । দেশজ । সং ।

ধামনিক—ধমনী-সংক্রান্ত । ধমনী+ষ্ণিক ইদমর্থে । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ধামনিকী ।

ধামনিধি—সূর্য্য । ধামের (কিরণের তেজের) নিধি (আধার), ৬তৎ । সং ; পু ।

ধামনী—ধমনী, নাড়ী । ধমনী+ষ্ণ স্বার্থে+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

ধামশঃ (—শস্)—গৃহে গৃহে ; স্থানে স্থানে । ধামন্+চশস্ বীপ্সার্থে । ব্য ।

ধামসা—টিকারা নামক বাদ্যযন্ত্র । দেশজ । সং ।

ধামা—বেতের বড় চাঙ্গারি । দেশজ । সং ।

ধামালি—পরিহাস বাক্য । ক, প্র । সং ।

ধামার—রাগিণীবিশেষ । দেশজ । সং ।

ধামাল—১ । ধামার রাগিণী ; প্রভাব, তেজ, বীর্য্য । দেশজ । সং । ২ । অশান্ত, দুরন্ত । বিণ ।

ধামি, ধামী—ছোট ধামা । দেশজ । সং ।

ধায়—১ । ধারণকর্ত্তা । ধা (ধারণ করা)+অ ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ধায়া । ২ । ধাবিত হয়, ছুটে ; চলে, যায় । ক, প্র । ক্রি ।

ধায়নি—সংমিশ্রণ । প্রা, ক । সং ।

ধায়লী, ধায়ালী—দ্রুতগতি, সত্বর গমনে, তাড়াতাড়ি । প্রাচীন কাব্যপ্রয়োগ ।

ধায়াঃ (ধায়স্)—ধারণকর্ত্তা । ধা (ধারণ করা) +অস্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী ধায়সী ।

ধায়ালী—ধায়ালী দেখ ।

ধায্য—ঋত্বিক্, পুরোহিত । ধা (ধারণ করা) +ঘ্যণ্ ক, নিপাতনে । সং ; পু ।

ধায্যা—অগ্নি জ্বালাইবার মন্ত্র । ধায্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

ধার—১ । ঋণ, কর্জ্জ, দেনা, প্রান্ত ; অস্ত্রশস্ত্রের তীক্ষ্ণপ্রান্ত ; তীক্ষ্ণতা, প্রাখর্য্য । ধৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ ণ্ম । সং ; পু । ২ । ধারাকারে পতিত জল । ধারা+ক । সং ; ক্লী । ৩ । নগরবিশেষ (ধারা দেখ) ।

ধারক—১ । ধারণকর্ত্তা ; ঋণী, অধমর্ণ ; ভেদনিবারক । ধৃ (ধারণ করা)+ণক ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ধারিকা । ২ । পাত্র, আধার ; কলস ; ভেদনিবারক ঔষধ ; পুরাণপুস্তক ধারণ করিয়া যে পুরাণপাঠকের ভ্রমাদি অপনোদন করে । সং ; পু ।

ধারকতা—ধারকের কার্য্য ; পুরাণাদি পাঠকালে বা দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে পাঠকের বা পূজকের ভ্রম দূরীকরণার্থে ধারকের কার্য্য করা ; ভেদনিবারকতা । ধারক শব্দ+তা ভাবে । সং ; স্ত্রী । [শব্দের দ্বিত্ব ।

ধারকর্জ্জ—দেনাস্থানি, ঋণ । বাঙ্গালায় একার্থক

ধারণ—অবলম্বন ; গ্রহণ ; ধরা ; রক্ষণ ; স্থাপন, বহন । ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অনট্ ভা । সং ; ক্লী ।

ধারণা—স্থিরতা ; নিশ্চয় ; চিত্তের একাগ্রতা ; বিশ্বাস ; সংস্কার ; সিদ্ধান্ত ; যমাদি গুণযুক্ত আত্মাতে মনঃসমর্পণ, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ ; মেধা । ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অন ভা+আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

ধারণাবান্ (—বৎ)—ধারণাবিশিষ্ট, সংস্কারযুক্ত, বিশ্বাসবান ; মেধাবী । ধারণা+বতু অস্ত্যর্থে । বিণ ; পু । স্ত্রী ধারণাবতী ।

ধারণী—শ্রেণী, নাড়ী, মন্ত্রবিশেষ । ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অনট্ ণ+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

ধারণীয়—ধারণযোগ্য ; রক্ষণীয় । ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অনীয় ণ্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী ধারণীয়া ।

ধারয়িতা (—য়িতৃ)—ধারক, ধারণকর্ত্তা । ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+তৃন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী ধারয়িত্রী ।

ধারয়িত্রী—১ । ধারণকর্ত্রী । ধারয়িতা দেখ, ধারয়িতৃ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । ধরিত্রী, পৃথিবী । সং ; স্ত্রী ।

ধারয়িষ্ণু—ধারণশীল । ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+ইষ্ণু ক শীলার্থে । বিণ ; ত্রি ।

ধারা—১ । বৃষ্টি, দ্রব দ্রব্যের অনবরত ক্ষরণ । ণিজন্ত ধৃ—ধারি (ধারণ করা)+অ ভা+আপ্ । ২ । অশ্বের বিবিধ গতি । ধারি+অ অধি+আপ্ । ৩ । লম্বমান জলবিন্দু ; নির্ঝর ; অস্ত্রের ধার ; সৈন্যের অগ্রভাগ ; প্রকার ; যশঃ ; সাদৃশ্য, উপমা ; প্রকরণ ; পরিচ্ছেদ, অধ্যায় ; সমূহ ; ক্রমাগত স্থিতি ; শ্রেণী ; পঙ্ক্তি, রীতি ; ব্যবস্থা ; উৎকর্ষ । ধারি+অ ণ+আপ্ । সং ; স্ত্রী । ৪ । মধ্য ভারতের ভোপাওয়ার এজেন্সির অধীন করদ রাজ্যবিশেষ । কেহ কেহ ইহাকে 'ধার' বলেন । কিংবদন্তী এই যে, "প্রমর" রাজপুতগণ ধারা বা উজ্জয়নী নগরে অবস্থান করিয়া সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ মালবদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন । বর্ত্তমান ধারারাজ সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দান করেন । কেহ কেহ বলেন, এই বংশোৎপন্ন ভোজরাজ উজ্জয়নী ত্যাগ করিয়া ধারা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন । অপর কাহারও কাহারও মতে দ্বিতীয় বৈরীসিংহ এই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন । প্রমর রাজগণের শাসনকালে ধারা নগরী বিদ্যাচর্চ্চায় ও সভ্যতায় সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে । খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মালবদেশ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় । ১৩৯৯ খৃঃ দিলাওয়ার খাঁ দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া মালবদেশে প্রেরিত হন । তাঁহার পুত্র হোসঙ্গ সাই মালবের প্রথম স্বাধীন মুসলমান রাজা । তিনি রাজধানী ধারা হইতে উঠাইয়া লইয়া মাণ্ডু (Mandu) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন । আকবরের রাজত্বকালে ধারা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায় । ১৭৩০ খৃঃ ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারে আসে । মুসলমান-বিতাড়িত প্রমর রাজবংশধরগণ পুনায় গমন করিয়া বাস করিতেছিলেন । ১৭৩২ খৃঃ বাজীরাও পেশোয়া প্রমরবংশীয় আনন্দরাওকে মালব রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন । কিন্তু পরবর্ত্তী শতাব্দীতে হোলকার ও সিন্ধিয়া এই রাজ্যে নানাপ্রকার উৎপাত করিতে থাকেন । কেবলমাত্র মিনাবাঈ নাম্নী দ্বিতীয় আনন্দ রাওয়ের বিধবা পত্নীর সাহসে ও কৌশলে রাজ্য রক্ষা পায় । ১৮১৯ খৃঃ ধারারাজ্য সন্ধিসূত্রে ইংরাজের আশ্রয়ে আসে । সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে রাজ্যটি ইংরাজ বাজেয়াপ্ত করেন । ১৮৬০ খৃঃ কিয়দংশ ব্যতীত রাজ্যটি তৃতীয় আনন্দরাওকে প্রত্যর্পিত হয় । ১৮৯৮ খৃঃ তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে এবং উদয়জী রাও প্রমররাজাসন গ্রহণ করেন । ধারারাজ্যের অধীনে অনেকগুলি "ঠাকুর" নামধারী সামন্ত রাজা আছেন ।

ধারা সহরে একটি মসজিদ আছে, ইহার নাম "ভোজরাজের বিদ্যালয় ।" এই মসজিদটি খৃষ্টীয় ১৪শ বা ১৫শ শতাব্দীতে হিন্দুমঠের উপকরণ লইয়া নির্ম্মিত হয় । নামের কারণ এই যে, যে সকল বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে মসজিদের তলদেশ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদিগের উপরিভাগে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে ।

ধারা—ধর্না হওয়া বা থাকা । দেশজ । ক্রি ।

ধারাকারে—অবিচ্ছেদে ক্ষরিত ভাবে । ধারার আকার আছে যাহাতে, বহু । ক্রিবি ।

ধারাগৃহ—জলধারাযুক্ত গৃহ, ফোয়ারা । মধ্য কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

ধারাঙ্গ—খড়্গ, তীর্থ । ধারা অঙ্গে যাহার, বহু । সং ; পু ।

ধারাট—মেঘ, চাতকপক্ষী ; মত্তহস্তী ; ঘোটক । ধারা—অট+অন্ ক । সং ; পু ।

ধারাধর—মেঘ ; খড়্গ ; অস্ত্র । ধারা—ধৃ (ধারণ করা) + অন্ ক । সং ; পু । [দেশজ । সং ।

ধারানি—বৃষ্টিজল, বৃষ্টির গড়ানিয়া জল ।

ধারাপাত—১ । জলধারার পতন । ৬তৎ । সং ; পু । ২ । পাটীগণিত পত্র, যে পুস্তকে সামান্ত গণিতক্রম লিখিত থাকে । সং ।

ধারাফল—মদনবৃক্ষ,ময়না গাছ। ধারাতুল্য ফল যাহার, বহু। সং ; পু।

ধারাগৃহ—ফোয়ারা ; গোলাবপাশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ধারাল—সুতীক্ষ্ণ, শাণিত। ধারা (ধার)+ল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। [কি। সং ; পু।

ধারাবনি—বায়ু। ধারা—বন (শব্দ করা)+ই

ধারাবর্ষণ—অবিচ্ছেদে বর্ষণ, ক্রমাগত বৃষ্টি। ধারা সম্পাদা বর্ষণ, মধী কর্ম্মধ। সং ; ক্লী।

ধারাবাহিক—অবিরতস্থায়ী, অবিচ্ছেদে স্থিতিশীল ; অবিচ্ছিন্ন, ক্রমাগত, ক্রমিক। ধারা—বহ (বহন করা)+অন্ ক+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধারাবাহিকী। বি, বাহিকতা, —বাহিকত্ব।

ধারাবাহী (—বাহিন্)—ধারাবাহিক (সকল অর্থে)। ধারা—বহ (বহন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ধারাবাহিনী।

ধারাবিষ—খড়্গ। ধারাতে বিষ যাহার, বহু। সং ; পু।

ধারাসম্পাত—বৃষ্টিপতন। ৬তৎ। সং ; পু।

ধারিণী—১। ধারণকর্ত্রী। ধারী দেখ ; ধারিন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধরিত্রী, পৃথিবী। সং ; স্ত্রী।

ধারিত—যাহা ধরান হইয়াছে এরূপ ; ধারিত, বাহিত ; স্থাপিত। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধারিতা।

ধারী (ধারিন্)—১। ধারণকর্ত্তা, ধারক। ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ধারিণী। ২। ঋণী। বিণ।

ধারু—পানকারী। ধে (পান করা)+রু ক। বিণ ; ত্রি। [বিণ।

ধারুয়া, ধেরো—ঋণসম্বন্ধীয় ; ঋণী। দেশজ।

ধারোষ্ণ—দোহনকালে ধারাপতিত উষ্ণ দুগ্ধ। ধারা দ্বারা উষ্ণ, ৩তৎ। সং ; ক্লী।

ধার্তরাষ্ট্র—অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, দুর্য্যোধনাদি ; কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চুঃ ও চরণযুক্ত শ্বেতহংস ; সর্পবিশেষ। ধৃতরাষ্ট্র+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু। [+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

ধার্ম্মিক—ধর্ম্মচারী, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মশীল। ধর্ম্ম

ধার্য্য—১। ধারণীয় ; গ্রাহ্য, গ্রহণীয়। ধৃ (ধারণ করা)+ণ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধার্য্যা। ২। নির্দ্ধারিত বা নির্দ্ধারণ। দেশজ।

ধার্য্যমাণ—ধৃতমাণ, যাহা ধারণ করা যাইতেছে এরূপ। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+শান র্ম। বিণ ; ত্রি।

ধাষ্টাম, ধাষ্টামি—ধৃষ্টতা ; নির্লজ্জের ন্যায় কার্য্য ; দুষ্টামি। দেশজ। সং।

ধার্ষ্ট্য—ধৃষ্টতা, প্রগল্‌ভতা, নির্লজ্জতা। ধৃষ্ট+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

ধাবই—ধাবিত হইতেছে। প্রা, ক। ক্রি।

ধাবক—১। শীঘ্রগামী, দ্রুতগমনশীল, দৌড়িয়া চলে এরূপ ; ধৌতকারী, প্রক্ষালক। ধাব+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধাবিকা। ২। রজক, ধোপা। সং ; পু। ৩। জনৈক কবি। ইনি মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক। কালিদাস-প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ইঁহার নাম উল্লেখ আছে। ধাবক প্রথমে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। পরে যত্ন ও প্রতিভাবলে কবিত্ব শক্তি লাভ করেন। অনন্তর, একশত সর্গে নৈষধচরিত রচনা করিয়া মহারাজ শ্রীহর্ষকে অর্পণ করিলে, তিনি পারিতোষিকস্বরূপ কবিকে প্রচুর নিষ্কর ভূমি দান করেন। ধাবক রত্নাবলী নাটকেরও রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

ধাবকা—সন্দেহ, ধোঁকা ; ধাপ্পা, ফাঁক, চালাকি, প্রকোপ, বেগ, ধকল ; ধারা, রীতি ; অভ্যাস। দেশজ। সং।

ধাবড়া—ধাপড়া, বিকৃত কদাকার মূর্ত্তি। দেশজ। সং। [ধাব+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ধাবন—দৌড়করণ, দৌড়া ; শীঘ্রগমন ; দৌড়ন।

ধাবনকুর্দ্দন—দৌড়ান ও কুঁদা ; দৌড়িতে দৌড়িতে খেলা। ভদ্র বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ধাবমান—দ্রুতগমনশীল ; দৌড়িতেছে এরূপ। ধাব (বেগে চলা)+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধাবমানা।

ধাবা—ধাওয়া (তাড়া দেওয়া)।

ধাবাড়ুয়া, ধাবাড়ে—দ্রুতগমনশীল ; শীঘ্রগতিক্রিয়াকারী। দেশজ। বিণ। [বি।

ধাবাধাবি—ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি। দেশজ।

ধাবিত—১। দ্রুতগত, দৌড়াইয়াছে এরূপ। ধাব+ক্ত ক। ২। ধৌত ; শোধিত। ধাব+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধাবিতা।

ধাম—গোর। ধামন্ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

ধামা (ধামন্)—পদার্থ। ধা (ধারণ করা)+অমন্ ক। সং ; পু।

ধিক্—নিন্দা ; ভৎসনা ; অবজ্ঞা। বা।

ধিক্কার—ধিক্‌করণ, ধিক্ শব্দের প্রয়োগ ; ভৎসনা ; নিন্দা। ধিক্—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ধিক্কৃত—ধিক্ বলিয়া যাহাকে লজ্জা দেওয়া হইয়াছে, নিন্দিত, ভৎসিত ; অবজ্ঞাত। ধিক্—কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ, ত্রি। স্ত্রী ধিক্কৃতা।

ধিক্‌ক্রিয়া—ধিক্কার (তাহা দেখ)। ধিক্‌সূচকা যে ক্রিয়া, মধী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ধিগ্দণ্ড—ধিক্ এই কথা বলিয়া লজ্জা প্রদানরূপ শাস্তি ; নিন্দা ; ভৎসনা। ধিক্‌ই যে দণ্ড, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ধিঙ্গি, ধিঙ্গী—নেতা, প্রধান, চাঁই, সর্দ্দার ; দুরন্ত, অনর্থ সংঘটক ; পুষ্টাঙ্গ, বলিষ্ঠ। দেশজ। বিণ বা সং।

ধিৎকার—ধিক্কার ; ঘৃণা। দেশজ।

ধিন, ধিন-ধিন—নৃত্যকালীন অঙ্গভঙ্গী ; নৃত্যের শব্দ ; বাজনার বোল। দেশজ।

ধিনিকেষ্ট—ধিন ধিন করিয়া নৃত্যকারী কৃষ্ণ। দেশজ। [অবজ্ঞত। দেশজ। বিণ।

ধিমা—ঢিমা, ঢিলা, অলস ; মৃদু, ক্ষীণ ;

ধিয়া—বাজনার বোল, নৃত্যকালীন পদধ্বনি। দেশজ সং। [সং ; পু।

ধিয়াম্পতি—মঞ্জুঘোষ নামক পুরুষ জিনবিশেষ।

ধিরকালি—বাহ্যবিশেষ। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

ধিষণ—বৃহস্পতি। ধৃষ্+কন ক। সং ; পু।

ধিষণা—বুদ্ধি। ধিষ্+আ। সং ; স্ত্রী।

ধিষ্ণ্য, ধিষ্ণ্য—স্থান, গৃহ, আসন ; নক্ষত্র ; অগ্নি ; শক্তি। সং ; ক্লী।

ধী—১। বোধশক্তি, বুদ্ধি জ্ঞান। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী। ২। ধীর। প্রা, ক।

ধীগুণ—শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক, অর্থবোধ, তত্ত্বজ্ঞান, এই আট প্রকার বুদ্ধিগুণ। ৬তৎ। সং ; পু।

ধীত—১। পীত যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ। ধে (পান করা)+ক্ত র্ম। ২। আরাধিত ; অনাদৃত। ধী (আরাধনা করা, অনাদর করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

ধীতি—১। পান, পিপাসা। ধে (পান করা)+ক্তি ভা। ২। আরাধনা, অনাদর। ধী (আরাধনা করা, অনাদর করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

ধীদা—কন্যা, মনীষা ; ধী দা (দেওয়া)+ক কর্ত্তরি আপ। সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

ধীন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়। ধীর ইন্দ্রিয়, ৬তৎ।

ধীপ্রদীপ্ত—তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। ধী দ্বারা প্রদীপ্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী —দীপ্তা।

ধীমতী—বুদ্ধিমতী। ধী (বুদ্ধি)+মতু অস্ত্যর্থে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধীমান (—মৎ)—বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান। ধী (বুদ্ধি)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

ধীর—১। ধৈর্য্যশালী, সহিষ্ণু, শোকদুঃখাদিতে অনভিভূত ; বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ; গম্ভীর ; স্থিরোন্নতচিত্ত ; সাত্ত্বিকভাবাবিশিষ্ট, স্থির ; অদ্রুত, মন্দ। ধী (বুদ্ধি)—রা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধীরা। ২। ধীরাজ। সং ; পু।

ধীরতা, ধীরত্ব—ধৈর্য্য, স্থিরচিত্ততা ; গাম্ভীর্য্য ; পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ; প্রশান্তত্ব ; মন্দত্ব। ধীর+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ধীরপ্রশান্ত—নায়কবিশেষ, যে নায়কের সামান্য গুণ অনেক আছে। ধীরও যে প্রশান্তও সে, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ধীরভাব—ধীরতা, ধৈর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

ধীরললিত—নায়কবিশেষ, যে নায়ক চিন্তাশূন্য, নম্র ও নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্ত। ধীরও যে, ললিতও সে, কর্ম্মধা। সং; পু।

ধীরললিতা—ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ধীরা অথচ ললিতা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধীরবিক্ষিপ্ত—স্থিরভাবে নিক্ষিপ্ত। ধীর রূপে বিক্ষিপ্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –প্তা।

ধীরস্কন্ধ—মহিষ। ধীর স্কন্ধ যাহার, বহু। সং; পু।

ধীরা—১। ধৈর্য্যশালিনী; স্থিরচিত্তা; বুদ্ধিমতী; মনোহারিণী; অদ্রুতা। ধীর দেখ। ধীর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকার কোপপ্রকাশ জানা যায় না। নায়িকা দেখ। সং; স্ত্রী।

ধীরাধীরা—নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকার কোপপ্রকাশ কতকটা বাহিরে প্রকাশ পায়, আর কতকটা অব্যক্ত থাকে। নায়িকা দেখ। ধীরা অথচ অধীরা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধীরে-সুস্থে—অল্পে অল্পে, রহিয়া বসিয়া, আস্তে আস্তে। দেশজ।

ধীরোদাত্ত—নায়কবিশেষ, যে নায়ক আত্মশ্লাঘা করে না, ইন্দ্রিয়াদিতে অভিভূত হইয়া পড়ে না, বিনয় দ্বারা গর্ব্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে, এবং অঙ্গীকার পালন করে। নায়ক দেখ। ধীর অথচ উদাত্ত, কর্ম্মধা। সং; পু।

ধীরোদ্ধত—নায়কবিশেষ, যে নায়ক মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহঙ্কৃত ও আত্মশ্লাঘানিরত। নায়ক দেখ। ধীর অথচ উদ্ধত, কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

ধীলটি—দুহিতা। ধী–লট্ (বলা)+ই ক। ধীবন্—ধীবা দেখ।

ধীবর—মৎস্যজীবী, জালিয়া, কৈবর্ত্ত, জেলে। ধা (ধারণ করা)+ষ্বরচ্ ক। সং; পু। স্ত্রী ধীবরী।

ধীবা (ধীবন্)—ধীবর। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+কনিপ্ ক। সং; পু। [স্ত্রী।

ধীশক্তি—বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধির প্রভাব। ৬তৎ। সং;

ধীসখ—সচিব, অমাত্য, মন্ত্রী। ধীর সখা, ৬তৎ। সং; পু।

ধীসচিব—অমাত্য, মন্ত্রী। ৬তৎ। সং; পু।

ধু—কম্প, কাঁপনি। ধু (কাঁপা)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী। [ক্রি।

ধুআ, ধুয়া—প্রক্ষালন করা, কাচা। দেশজ।

ধুঁকা, ধুকা—ঘনঘন নিশ্বাস ফেলা বা হাঁফ ছাড়া, হাঁপান। দেশজ। ক্রি।

ধুঁধুল, ধুন্দুল—তরকারি ফলবিশেষ, পুড়ুল। দেশজ; সং।

ধুকড়ি, ধুকুড়ি, –ড়ী—১। ছিন্ন কন্থা, ছেঁড়া কাঁথা; ছিন্ন কানিরাশি; বড় থলি, ঝুলি। দেশজ। সং। ২। দৃঢ়, শক্ত, মজবুত, পটু, দড়। প্রা, ক। বিণ।

ধুচনি, ধুচুনি—চাউল ধুইবার জন্য সচ্ছিদ্র বংশনির্ম্মিত পাত্র। দেশজ। সং।

ধুত—কম্পিত; পরিত্যক্ত। ধু (কাঁপান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধুতা।

ধুতি—১। কম্প; পরিত্যাগ। ধু (কাঁপা, কাঁপান)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ২। অস্মদ্দেশীয় পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র। দেশজ।

ধুতুরা—ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ। ধুস্তুর শব্দের অপভ্রংশ।

ধুনন—স্পন্দন; কম্পন; চালন। ণিজন্ত ধু (=ধুনি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ধুনা—১। সর্জ্জরস, ইহা অগ্নিতে দিলে সদ্গন্ধ নির্গত হয়। ধূনক শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। বড় ধনুক দিয়া পিঁজা। দেশজ। ক্রি।

ধুনান—১। কাঁপাইতেছে এরূপ। ধু (কাঁপান)+শান ক। বিণ, ত্রি। ২। বড় ধনুক দিয়া পিঁজান। দেশজ। ক্রি।

ধুনি, ধুনী—১। নদী। ধু (কাঁপা, কাঁপান)+নিক্ ক। সং, স্ত্রী। ২। সন্ন্যাসীদিগের অগ্নিকুণ্ড। হিন্দীমূলক।

ধুনি, ধুনি—নাড়িয়া চাড়িয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ধুনী—ধুনি (১) দেখ।

ধুন্ধু—জনৈক অসুর, মধুকৈটভের পুত্র। ধুন্ধু কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দেবদানবাদির অবধ্য হইবার বর লাভ করে। এই বরলাভে দৃপ্ত হইয়া অসুর দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং উতঙ্কমুনির আশ্রমসন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার তপশ্চরণের ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। অবশেষে উতঙ্কমুনি বিষ্ণুর আদেশে কুবলাশ্ব রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অসুরবধার্থ অনুরোধ করিলেন। রাজা একবিংশতি পুত্রসহ অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধুন্ধু রাজার অষ্টাদশ পুত্রের প্রাণবধ করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল।

ধুন্ধুমার—১। কুবলাশ্ব রাজা। ধুন্ধু দেখ। ধুন্ধু–মৃ (মারা)+ণিচ্ ক। ২। ক্ষুদ্র; ইন্দ্রগোপকীট। ধুম ধুম শব্দ+ণিচ্ ক। সং; পু। ৩। ধুমধাম, তলস্থুল, হৈচৈ, সোরগোল, গণ্ডগোল, হাঙ্গামা। দেশজ। সং।

ধুপী, ধুবী—ধোপা, রজক। হিন্দী। সং।

ধুমুল, ধুমল, ধুম্বুল—ধন্দুল দেখ।

ধুয়া, ধুয়া—গানের যে অংশ দোয়ারগণ গাহিয়া দোহারকি করে (Chorus) (ভাবার্থে) কাহারও কথায় সায় দেওয়া; ছল, ছুতা, সূত্র। ধ্রুবকা বা ধ্রুবা শব্দের অপভ্রংশ।

ধুর—গাড়ীর ধুরা (axle)। সং; পু।

ধুরন্ধর—শ্রেষ্ঠ, মুখ্য; ভারবাহক। ধুর্ শব্দ–ধৃ (ধারণ করা)+খ ক। বিণ; ত্রি।

ধুরমুশ—কাঠ বা লোহার ভারী মুগুর। দেশজ। সং।

ধুরা—শকটাদির অগ্রভাগ, 'ধুরো'; ভার; চিন্তা। ধুর্ব্ব+ক্বিপ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ধুরীণ, ধুর্য্য—ধুরন্ধর। (সকল অর্থে)। ধুর্ শব্দ+ঈন, য্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধুরীণা, ধুর্য্যা।

ধুবন—কম্পন। ধু+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ধুবিত্র—ব্যজন। ধু (কাঁপান)+ইত্র ণ। সং; ক্লী। [সং।

ধুসা, ধোসা—লোমশ শীতবস্ত্রবিশেষ। দেশজ।

ধুস্তুর, ধুস্তূর, ধুস্তর, ধুস্তূর—ধুতুরাগাছ। সং; পু।

ধূ—কম্পন। ধূ (কাঁপা)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

ধূঃ (ধূর্)—ধুরা (সকল অর্থে)। ধুর্ব্ব+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

ধূত—কম্পিত; ভৎসিত; তর্কিত। ধূ (কাঁপা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধূতা।

ধূনক—ধুনা। ণিজন্ত ধূ (=ধূনি)+ণক ক। সং; পু।

ধূনন—চালন; কম্পন, কাঁপান। ণিজন্ত ধূ (=ধূনি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ধূপ—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ধূপ (সন্তপ্ত করা)+অন্ ক। সং; পু।

ধূপক—সন্তাপক। ধূপ (সন্তাপ)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধূপিকা।

ধূপছায়া—রঙ্গিন বস্ত্রবিশেষ, ইহার টানা লাল পড়েন নীল। দেশজ। সং।

ধূপন—১। তাপন; ধূপ দ্বারা সুগন্ধীকরণ। ধূপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। ধুনা। ধূপ+অন ক। সং; পু।

ধূপাগুরু—একপ্রকার দাহ্য অগুরু। ধূপ তুল্য অগুরু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [পু।

ধূপাঙ্গ—তার্পিন তেল। ধূপের অঙ্গ, ৬তৎ। সং;

ধূপায়িত—তাপিত; পথশ্রান্ত; ধূপবাসিত। ধূপ শব্দ+ক্যঙ্ (=ধূপায় নামধাতু)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধূপায়িতা।

ধূপিকা—১। সন্তাপিকা। ধূপক দেখ; ধূপক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কুহেলিকা, কুয়াসা। ধূপ+কণ্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

ধূপিত—শ্রান্ত; তাপিত; ধূপবাসিত। ধূপ (সন্তপ্ত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ধূম—১। ধোঁয়া বা ধুঁয়া। ধূ (কাঁপা)+মক ক। সং; পু। ২। আড়ম্বর, সমারোহ, জাঁক; হাঙ্গামা, গণ্ডগোল, হৈচৈ। দেশজ। সং।

ধূমকেতন, ধূমধ্বজ—ধূমকেতু (তাহা দেখ)।

ধূমকেতু—অগ্নি; কেতুগ্রহ; উৎপাতবিশেষ; সৌরজগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থবিশেষ। ধূম হইয়াছে কেতু (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু। আকাশমণ্ডলে

কখনও কখনও যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সুবৃহৎ লাঙ্গুলের স্থায় অংশ বিস্তারপূর্ব্বক উদিত হয়, উহাকেই লোকে ধূমকেতু কহে। শাস্ত্রে ধূমকেতুর উদয় অনিষ্টজনক বলিয়া লিখিত আছে। বিশেষতঃ যে ধূমকেতুর আকার ইন্দ্রধনুর স্থায়, অথবা যাহার মস্তকে দুইটী বা তিনটী চূড়া থাকে, উহা সাতিশয় অনিষ্টদায়ক। যাহাদিগের দেহ হ্রস্ব ও প্রসন্ন, তাহারা তত অনিষ্টকর নহে। আবার দক্ষিণদিকে ধূমকেতুর উদয় হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়, অন্য দিকে উদিত হইলে তাদৃশ অনিষ্টকর হয় না। আধুনিক পাশ্চাত্যমতে, অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহাদির স্থায় ধূমকেতুও এক নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়মিতরূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এইরূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে উহা যখন পৃথিবীর কক্ষাপথের নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। পৃথিবীর বেগ প্রত্যহ ষোল লক্ষ মাইল, কিন্তু কোন কোন ধূমকেতুর বেগ দিনে ৭ কোটি মাইলেরও হইয়া থাকে। ইহার শির লক্ষাধিক মাইল। শির অপেক্ষা শিখা বৃহৎ। কোন কোন ধূমকেতুর শিখা দশ কোটি মাইল দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে। প্রায় সকল ধূমকেতুরই এক একটা পুচ্ছ দেখা যায়। এই পুচ্ছ এক প্রকার তরল বাষ্পে গঠিত। ইহা সূর্য্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করে, এবং যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, পুচ্ছের আকার তত বাড়িতে থাকে। আবার সূর্য্য হইতে দূরে গমন করিতে আরম্ভ করিলেই পুচ্ছের আয়তন কমিয়া যায়। এই পুচ্ছের আকার ৪৩ লক্ষ মাইলেরও অধিক লম্বা হইয়া থাকে। ধূমকেতু যখন প্রথমে কেবল দূরবীক্ষণ দৃশ্য থাকে, তখন উহা একটি ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডের স্থায় দেখায় মাত্র। পরে যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই উহার বাষ্পকণারাশি উজ্জ্বল হইতে থাকে। ক্রমে উহাতে তারকা দৃষ্ট হয়, এবং তারকা হইতে রশ্মি বহির্গত হইতে থাকে। এই রশ্মি কখনও বাড়ে, কখন বা কমে। পরিশেষে উহা শিরের আকার ধারণ করে। তখন তারকার পরিমাণ কমিয়া যায়, কিন্তু উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর তারকা হইতে শিখা বহির্গত হয়। এই তারকা কঠিন জড়পিণ্ড, কি দ্রবীভূত কণাপুঞ্জ তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ধূমকেতু দেখা যায়। এক শ্রেণীর কেতু একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চিরদিনের জন্য সৌরজগৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর এক শ্রেণীর কেতু, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহসমূহের আকর্ষণে সৌরজগতে আবদ্ধ থাকিয়া অন্যান্য গ্রহের স্থায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। হেলি সাহেবই প্রথমে ধূমকেতুর গতি নিরূপণ করেন। ১৬৮২ খৃঃ যে ধূমকেতু দেখিয়া হেলি সাহেব উহার তথ্য নিরূপণ করেন, তাহা "হেলির ধূমকেতু" নামে প্রসিদ্ধ। এই ধূমকেতু ৭৫॥॰ বৎসর অন্তর দেখা দিয়া থাকে। গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ধূমকেতু চারিশত, সাতশত, আটশত, তিনশত বা শতাধিক বৎসর অন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধূমজ—১। ধূম হইতে জাত। ধূম-জন (জন্মা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধূমজা। ২। মেঘ। সং ; পু। দেশজ। সং।

ধূম ধড়াক্কা—কোলাহল শব্দ ও ধর ধর শব্দ।

ধূমতরঙ্গ—বায়ুবেগে তরঙ্গবৎ চালিত ধূম। ৬তৎ। সং ; পু।

ধূমধাম—ঘোর সমারোহ, মহা আড়ম্বর, খুব জাঁক বা ঘটা ; সোরগোল, হৈচৈ, হাঙ্গামা, গণ্ডগোল। দেশজ। সং।

ধূমপ—ধূমপায়ী (তাহা দেখ)। ধূম পা (পান করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

ধূমপান—তামকূটাদির ধূম খাওয়া, তামাক চুরট প্রভৃতি খাওয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধূমপায়ী (পায়িন্)—ধূমপানকারী ; যে তামাক ইত্যাদির ধূম পান করে। ধূম পা (পান করা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —পায়িনী। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধূমমহিষী—কুজ্ঝটিকা। ধূম দ্বারা মহিষী প্রায়,

ধূমযোনি—মেঘ ; অগ্নি। ধূম হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিহেতু) যাহার, বহু। সং ; পু।

ধূমল, ধূম্র—১। কৃষ্ণলোহিতবর্ণ। ধূম শব্দ + লা বা রা (গ্রহণ করা) + ড ক। সং ; পু। ২। কৃষ্ণলোহিতবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি

ধূমসা—ধূমসদৃশ কুৎসিত ও কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল ও কদাকার। দেশজ। বিণ ; পু। স্ত্রী ধূমসী।

ধূমাকার—ধোঁয়ার মত আকৃতিবিশিষ্ট। ধূমের স্থায় আকার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ধূমায়িত—ধূমব্যাপ্ত। যাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে এরূপ। ধূম শব্দ + ক্যঙ্ (= ধূমায় নামধাতু) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ধূমাবতী—দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা, দুর্গা। [কথিত আছে যে একদিন পার্ব্বতী শঙ্করের নিকট আহার প্রার্থনা করেন। শঙ্করের তাহা দিতে বিলম্ব হওয়ায় ঠাকুরাণী শঙ্করকেই গ্রাস করেন। তাহাতে দেবীর শরীর হইতে ধূম নির্গত হইয়া ইঁহাকে বিবর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন শঙ্কর বলিলেন, "দেবি! যখন তুমি আমাকে গ্রাস করিলে, তখন তোমার বিধবাবেশ ধারণ করা কর্ত্তব্য। এই বেশে তুমি জগতের পূজনীয়া হও, এবং তোমার এই মূর্ত্তি ধূমাবতী নামে খ্যাত হউক।"] ধূম শব্দ + মতুপ্ = ধূমবৎ, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

ধূমিকা—কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা। ধূম শব্দ + কন্ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [ত্রি।

ধূমিত—ধূমযুক্ত। ধূম + ইত যুক্তার্থে। বিণ ;

ধূমী (ধূমিন্)—ধূমবিশিষ্ট, প্রচুর ধূমযুক্ত। ধূম + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ধূমিনী।

ধূমোর্ণা—ধূমের স্থায় ঊর্ণার স্থায় বর্ণ যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী

ধূমোর্ণাপতি—যম। ৬তৎ। সং ; পু।

ধূম্যা—ধূমসংহতি। ধূম + য সমূহার্থে + আপ্, সং ; স্ত্রী। + অন ক। সং ; পু।

ধূম্যাট—ফিঙ্গা পাখী। ধূম্যা + অট্ (গমন করা)

ধূম্র—ধূমল দেখ। ক। সং ; পু।

ধূম্রক—উষ্ট্র। ধূম্র + কে (দীপ্ত পাওয়া) + ড

ধূম্রকেশ—১। ধূমলবর্ণ চুল। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। ধূমলবর্ণ চুলবিশিষ্ট। ধূম্র কেশ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি স্ত্রী। ধূম্রকেশা। ৩। পৃথুর এক পুত্রের নাম। সং ; পু।

ধূম্রলোচন—১। ধূম্রলোচন, পিঙ্গল রক্তের চক্ষুবিশিষ্ট। ধূম্র লোচন যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রী, —লোচনা। ২। কপোত, পায়রা। সং ; পু। ৩। দানব বিশেষ, দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি। শুম্ভ কর্ত্তৃক অম্বিকাকে আনিতে আদিষ্ট হইয়া ... আনিলে [অম্বিকা দেখ], দৈত্যরাজ ধূম্রলোচনকে সসৈন্যে দেবীর নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর অসুর দেবীর সহিত যুদ্ধে রণশয্যায় শয়ন করে।

ধূম্রবর্ণা—১। ধূমলবর্ণের শঙ্খ। ধূম্র বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্যতমা। সং ; স্ত্রী।

ধূম্রাক্ষ—১। ধূমল-নেত্রবিশিষ্ট, ধূম্রলোচন। ধূম্র অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধূম্রাক্ষী। ২। দশাননের রাক্ষসসেনাপতিবিশেষ, লঙ্কাসমরে হনুমান কর্ত্তৃক হত হয় ; জনৈক রাজপুত্রের নাম। সং ; পু।

ধূয়া—ধুয়া দেখ।

ধূর্—ধূঃ দেখ।

ধূর্জটি—শিব। ধূর্ (ভার, ত্রৈলোক্যের চিন্তাভার)—জটি (ধারণ করা) + ইন্ ক ; যিনি ত্রৈলোক্যের চিন্তাভার বহন করেন ; অথবা ধূম্র জটি (জটা) যাহার, বহু। সং ; পু।

ধূর্ত্ত—১। শঠ, বঞ্চক, প্রতারক ; দ্যূতকারী, জুয়াবাজ। ধূর্ব (বধ করা) + তন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধূর্ত্তা। ২। ধুতুরা গাছ ;

পৃক্কা, পিড়িঙ্গ শাক। সং ; পু। ৩। বিট্ লবণ ; লৌহমল। সং ; ক্লী।   [পু।

ধূর্ত্তক—ধূর্ত্ত জন ; শৃগাল। ধূর্ত্ত+কন্। সং ;

ধূর্ত্তকৃৎ—১। ধূর্ত্তকারক। ধূর্ত্ত—কৃ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। ধুতুরা গাছ। সং ; পু।

ধূর্ত্তজন্তু—মানুষ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ধূর্ত্ততা—শঠতা, শাঠ্য, বঞ্চকত্ব। ধূর্ত্ত+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

ধূর্দ্ধর—ধুরন্ধর, ভারবাহক। ধুর্ (ভার)—ধৃ (ধরা)+অন্ ক। সং ; পু।

ধূর্ব্বহ—ভারবাহী। ধুর্ (ভার)—বহ (বহন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধূর্ব্বহা।

ধূল (গণিতে) কড়ার ভাগবিশেষ ; ক্ষেত্র-পরমাণবিশেষ। দেশজ। সং।

ধূলক—বিষ। ধূ (কাঁপান)+লক ক। সং ; ক্লী।

ধূলট—হরিসংকীর্ত্তনের পর ভাবাবেশে ধূলা ও মাটীতে গড়াগড়ি দেওয়া। দেশজ। সং।

ধূলা, ধূলো—রেণু, ধূলি। দেশজ। সং।

ধূলি—রেণু, ধূলা। ধূ (কাঁপা)+লিক্ ক। সং ; পু বা স্ত্রী।

ধূলি-কণা, —কণিকা—এক বিন্দু ধূলা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।   [সং ; স্ত্রী।

ধূলিকা—কুজ্ঝটিকা। ধূলি+কণ্+আপ্।

ধূলিকেদার—বপ্র ; ক্ষেত্র। ধূলিরচিত কেদার, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ধূলিগুচ্ছক—ফল্গুচূর্ণ, ফাগ, আবির। ধূলির গুচ্ছ আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

ধূলিধূসর—ধূলিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ধূসরা।

ধূলিধ্বজ—বায়ু ; ঘূর্ণিবায়ু। ধূলি হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

ধূলিপুষ্পিকা—কেতকী। ধূলি পুষ্পে যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

ধূলিশয্যা—ধূলারূপ বিছানা। রূপক। সং ; স্ত্রী।

ধূলিশায়ী (—শায়িন্)—ধূলায় শয়ান ; ভূপতিত। শি—শী+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ধূলিশায়িনী।   [ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ধূলী—রেণু, ধূলা। ধূ (কাঁপা)+লিক্ ক+

ধূসর—১। ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, শ্বেতকৃষ্ণমিশ্রিত রঙ্, কপোত, পায়রা ; উষ্ট্র ; গর্দ্দভ। ধূ (কাঁপা, কাঁপান)+সরক্ ক। সং ; পু। ২। ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধূসরা।

ধূসরিত—ধূসরবর্ণযুক্ত। ধূসর শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধূসরিতা। [সং ; পু।

ধূসরিমা (—মন্)—ধূসরত্ব। ধূসর+ইমন্ ভাবে।

ধুস্তুর, ধুস্তূর—ধুস্তুর দেখ।

ধৃত—১। যাহা ধরা হইয়াছে এরূপ ; গৃহীত ; অবলম্বিত। ধৃ (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। স্থিত। ধৃ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধৃতা। ৩। ধৃতি, ধরণ, গ্রহণ ; স্থিতি। ধৃ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ধৃতময়—স্থিতিমান ; স্থির। ধৃত+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধৃতময়ী।

ধৃতরাষ্ট্র—১। পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা*। ধৃত রাষ্ট্র (রাজ্য) যৎকর্ত্তৃক, বহু। ২। নাগবিশেষ। ৩। হংসবিশেষ। সং ; পু।

*রাজা ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় ;—

ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অম্বিকার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি জন্মান্ধ বলিয়া বিচিত্রবীর্য্যের অপর পত্নীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডু রাজপদ প্রাপ্ত হন। গান্ধারপতি সুবলের কন্যা গান্ধারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা হয়। যুযুৎসু নামে ইঁহার বৈশ্যাগর্ভজাত আর একটি পুত্র ছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুধিষ্ঠির বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণের অসাধারণ বীরত্বে ও সরল সাধু ব্যবহারে তাঁহাদিগের যশঃ ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের মনে ঈর্ষার উদয় হইল। এদিকে উপযুক্ত পুত্র দুর্য্যোধনও পাণ্ডববিনাশের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করিলে তাঁহারা দুষ্ট দুর্য্যোধনের পরামর্শে তাঁহার নির্ম্মিত জতুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গৃহদাহ ও পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসের পর যখন অর্জ্জুন অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিতে বলিলেন।

পাণ্ডবদিগের উন্নতি দর্শনে ধৃতরাষ্ট্রের মন পুনরায় বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ইঁহাকে প্রকাশ্যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল না। দুর্য্যোধনই সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন, ইনি কেবল সেগুলির অনুমোদন করিতেন। ইঁহার মত করাইয়া দুর্য্যোধন কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত জিতিয়া লইলেন। দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করাইয়া তাঁহার বিলক্ষণ অপমান ও লাঞ্ছনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সভায় উপস্থিত থাকিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিলেন না, প্রত্যুত পুত্রের সে দুষ্কার্য্যের অনুমোদন করিলেন। তাহার পর যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করা অসাধ্য হইল, তখন পাঞ্চালীকে দেববলসম্পন্না মনে করিয়া তাঁহাকে বর প্রদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতের পণ হইতে মুক্ত করিলেন। অতঃপর ইঁহার মত লইয়া দুর্য্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া কপট ক্রীড়ায় তাঁহাদিগকে কেবল রাজ্যচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। দুর্বৃত্ত তাঁহাদিগকে ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য বনবাসী করিল। পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মপরায়ণ বিদুরকে কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলায় ধৃতরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে বলিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলে, ইনি ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া তাঁহাকে পুনরানয়ন করাইলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষান্তে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের জন্য চিন্তাকুল হইলেন। কিন্তু পুত্রগণ তখন আর ইঁহার বাধ্য ছিলেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের বরে দিব্যচক্ষুঃ প্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট সমরক্ষেত্রের যথাযথ বিবরণ শুনিতে লাগিলেন ; অবশেষে ইঁহার পুত্রগণ সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, ইনি যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইঁহার শত পুত্র ভীমের হস্তে নিপতিত হওয়ায়, বৃকোদরের উপর ইনি জাতক্রোধ হইলেন। যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, কৃষ্ণ ইঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, এক লৌহময়ী নরমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক, ভীম বলিয়া তাহা ইঁহার নিকট অর্পণ করিলে, ইনি আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির হস্তিনায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলে, ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চদশ বৎসর তাঁহার আশ্রয়ে বাস করেন। তৎপরে সস্ত্রীক বনগমনপূর্ব্বক সার্দ্ধ দ্বিবৎসর তপশ্চরণ করিয়া অবশেষে দাবদাহে ভস্মীভূত হন।

ধৃতবর্ম্মা (—বর্ম্মন্)—১। কবচধারী, বর্ম্মিত। ধৃত বর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। ত্রিগর্ত্তরাজ সূর্য্যবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; অশ্বমেধের অশ্বসহ অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে ভ্রমণ করিবার সময়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধে অগ্রজদ্বয় হত হইলে, ইনি বিশেষ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাভূত হন। সং ; পু।

ধৃতব্রত—গৃহীতব্রত, ব্রতধারী। ধৃত ব্রত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

ধৃতাত্মা (—ত্মন্)—১। ধীরচিত্ত ; আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ধৃত হইয়াছে আত্মা (ধৈর্য্য বা পরমাত্মা)

যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। বিষ্ণু। সং ; পু।

ধৃতাস্ত্র—গৃহীতাস্ত্র, অস্ত্রধারী। ধৃত অস্ত্র যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধৃতাস্ত্রা।

ধৃতি—১। ধারণ ; ধৈর্য্য ; উদ্ধার ; সার ; স্থিতি ; ইচ্ছা। ধৃ (ধারণ করা)+ক্তি ভা। ২। মাতৃকাবিশেষ ; অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ধৃ+ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী।

ধৃতিমান্ (—মৎ)—১। ধৈর্য্যশালী ; ধীর ; সন্তুষ্ট। ধৃতি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ধৃতিমতী। ২। নৃপবিশেষ ; অজমীর রাজার পৌত্র। সং ; পু।

ধৃতিহোম—বিবাহের অঙ্গীভূত হোমবিশেষ। ধৃতির উদ্দেশে কৃত হোম, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু। [ধরণ ক+অপ্। সং ; স্ত্রী।

ধৃত্বরী—ধরণী, ধরিত্রী। ধৃ (ধারণ করা)+

ধৃত্বা (ধৃত্বন্)—ধর্ম্ম ; বিপ্র ; সমুদ্র ; অন্তরীক্ষ ; মেধাবী ব্যক্তি ; বিষ্ণু। ধৃ (ধারণ করা)+ কনিপ্ ক। সং ; পু।

ধৃষু—১। প্রগল্ভ জন ; দক্ষ ব্যক্তি। ধৃষ (প্রগল্ভ হওয়া, ইত্যাদি)+উ ক। ২। সংঘাত। ·····উ ভা। সং ; পু।

ধৃষ্ট—১। প্রগল্ভ ; নির্লজ্জ ; উদ্ধত ; লম্পট। ধৃষ (প্রগল্ভ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধৃষ্টা। ২। নায়কবিশেষ, যে নায়ক অপরাধী হইয়াও নিঃশঙ্ক, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জিত হয় না, এবং দোষ দেখাইয়া দিলেও মিথ্যা কথা বলিয়া তাহা অপলাপ করে। সং ; পু।

ধৃষ্টকেতু—চেদিরাজ শিশুপালের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি চেদিরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হন। শুক্তিমতী নগরীতে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বনগমন করিলে ইনি যাইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরেও ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে ইনি বহুসংখ্যক কৌরব-সৈন্যের বিনাশ সাধন করিয়া অবশেষে দ্রোণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

ধৃষ্টতা, ধৃষ্টত্ব—প্রগল্ভতা ; নির্লজ্জতা ; ঔদ্ধত্য। ধৃষ্ট+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদ রাজার পুত্র। ধৃষ্ট হইয়াছে দ্যুম্ন (বল) যাহার, বহু। সং ; পু। দ্রোণবধক্ষম পুত্রকামনায় দ্রুপদ রাজা যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে ইঁহার উদ্ভব হয়। দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরকালে ইনি সভায় ভগিনীর রক্ষকস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী সহ চলিয়া গেলে ইনি পাণ্ডবদিগের অনুগমন করেন এবং তাঁহাদিগের কুটীরের নিশাকালীন ঘটনাবলী অবগত হইয়া পিতার নিকট সমুদায় জ্ঞাপন করেন। পাণ্ডবেরা বনগমন করিলে, ইনি বনে যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডবপক্ষের সেনানী হইয়া অনেক কৌরব-সৈন্য বিনষ্ট করেন। পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ, তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা হত হইয়াছে মনে করিয়া, শোকে ম্রিয়মাণ হন, এবং রথোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেহত্যাগের অভিপ্রায়ে যোগাবলম্বন করেন। সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন যাইয়া খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশহত্যাকাণ্ড সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন সুপ্ত অবস্থায় তাঁহার দ্বারা আক্রান্ত ও অতি নির্দ্দয়ভাবে নিহত হন।

ধৃষ্টশর্ম্মা (—শর্ম্মন্)—শফল্কের পুত্র এবং অক্রূরের ভ্রাতা। ধৃষ্ট হইয়াছে শর্ম্ম (কল্যাণ) যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। সং ; পু।

ধৃষ্টা—১। প্রগল্ভা, ইত্যাদি। ধৃষ্ট দেখ ; ধৃষ্ট+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অসতী নারী, ভ্রষ্টা স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

ধৃষ্টাম, ধৃষ্টামি—ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা। দেশজ। সং।

ধৃষ্টি—রাজা দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। ধৃষ+তিক্ ক। সং ; পু।

ধৃষ্ণক্ (ধৃষ্ণজ্)—প্রগল্ভ, নির্লজ্জ ; সহিষ্ণু। ধৃষ (প্রগল্ভ হওয়া)+নজিঙ্ ক। বিণ ; ত্রি।

ধৃষ্ণি—কিরণ। ধৃষ+নি ণ। সং ; পু।

ধৃষ্ণু—ধৃষ্ট, প্রগল্ভ ; সাহসী। ধৃষ+ক্নু ক। বিণ ; ত্রি।

ধেই—নৃত্যসূচক। দেশজ। বা। [সং ; পু।

ধেন—নদ ; সমুদ্র। ধে (পান করা)+ন ম্ম।

ধেনা—নদী। ধেন+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ধেনিকা—ধন্যাক, ধনিয়া। ধেনা+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী। [করা)+নু ক। সং ; স্ত্রী।

ধেনু—নবপ্রসূতা গাভী, সবৎসা গবী। ধে (পান

ধেনুক—১। জনৈক অসুর, এই অসুর বৃন্দাবনের নিকটে বাস করিত। কৃষ্ণের পরামর্শে নন্দঘোষাদি বৃন্দাবনে গমন করিলে, ধেনুক অত্যন্ত উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর বলরামের সহিত যুদ্ধে অসুর নিপাতিত হয়। ধেনু+কণ্। সং ; পু। ২। ধনু, ধনুক। গ্রাম্য। সং। [সং ; পু।

ধেনুকসূদন—বলদেব ; বিষ্ণু ; শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ।

ধেনুকহা (—হন্)—ধেনুকসূদন (তাহা দেখ)। ধেনুক—হন্+কিপ্ ক। সং ; পু।

ধেনুকা—ধেনু ; পশুনায়িকা ; হস্তিনী। ধেনু শব্দ+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ধেনুকারি—ধেনুকসূদন (তাহা দেখ)। ধেনুকের অরি, ৬তৎ। সং ; পু।

ধেনুদুগ্ধ—১। গোদুগ্ধ, গাই-দুধ। ৬তৎ। ২। চিভিটা, ফুটী। ধেনুর দুগ্ধপ্রায়, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ধেনুমান্ (—মৎ)—ধেনুর স্বত্বাধিকারী। ধেনু +মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, —মতী।

ধেনুমূল্য—গোমূল্য, প্রায়শ্চিত্তার্থে যে ধেনুদান করিতে হয় তাহার মূল্য [গোমূল্য ১ কাহন কড়ি বা চারি আনা, এবং পয়স্বিনী ধেনুমূল্য তিন কাহন কড়ি বা বার আনা]। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [দেশজ। বিণ।

ধেনুয়া, ধেনো—ধান্য বা তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত।

ধেনুষ্যা—আহিতা গবী, বন্ধক দেওয়া গাভী। ধেনু+য সংজ্ঞার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ধেয়—ধারণীয়, গ্রহণীয় ; জ্ঞেয়। ধা (ধারণ করা) +য ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ধেয়া।

ধেয়ানী—ধ্যানমগ্ন ; মৌনী। প্রা, ক। বিণ।

ধৈনুক—ধেনুসমূহ। ধেনুক। ঞ সমূহার্থে। সং ; ক্লী।

ধৈরজ, ধৈরয—ধৈর্য্য। ক, প্র। সং।

ধৈর্য্য—ধীরতা, যে গুণের প্রভাবে বিপৎকালেও অটলভাবে থাকা যায়, ধৃতি ; নির্ব্বিকারচিত্ততা ; স্থিরতা ; সহিষ্ণুতা ; চিত্তোন্নতি। ধীর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

ধৈর্য্যচ্যুত—ধৈর্য্যহারা, অধৈর্য্য, ধৃতিহীন, অধীর। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

ধৈর্য্যচ্যুতি—ধৈর্য্যহীনতা, ধৃতিনাশ, অধীর হওয়া। ৫ বা ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধৈর্য্যশালী (—শালিন্)—ধৈর্য্যসম্পন্ন, ধীর। ধৈর্য্য+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ধৈর্য্যশালিনী।

ধৈর্য্যশীল—স্বভাবতঃ ধীর, ধৈর্য্যশালী। ধৈর্য্যই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ধৈর্য্যহারা—ধৈর্য্যচ্যুত, অধৈর্য্য। দেশজ। বিণ।

ধৈবত—স্বরবিশেষ ; (নারদ মতে) অশ্বস্বরতুল্য ; (তানসেন মতে) ভেকস্বরতুল্য। [সপ্তস্বর দেখ]। ধীমৎ শব্দ। ষ্ণ, নিপাতনে সিদ্ধ। সং ; পু।

ধোঁকা, ধোকা—ভ্রম, ভুল ; সন্দেহ, সংশয়, প্রতারণ, বিড়ম্বন ; অনর্থক ভ্রম বা সন্দেহ জন্মাইবার চেষ্টা ; ছোলার ডাইল বাঁটিয়া বড়া করিয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ ; দেশজ। সং।

ধোঁয়া—ধুঁয়া, ধূম। দেশজ। সং।

ধোকড়—স্থূলবস্ত্র ; গোণী, থলিয়া, চট ; অপদার্থ, কিছুই না, যেমন ধোকড় মারিলে ধোকড় হয়, অর্থাৎ মাকড় মারিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন দোষই হয় না। দেশজ। সং।

ধোকড়া, ধোকড়ি—স্থূলবস্ত্র ; গোণী, চট ; থলিয়া। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

ধোকড়িয়া—সবল। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

ধোকা—ধোঁকা দেখ।

ধোড়—ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়া সাপ। ধূ (কাঁপা)+ড ক। সং; পু।

ধোপ, ধোব—ধাবন, প্রক্ষালন, কাচিয়া পরিষ্কার করা; ধবল করণ, সাফ করা। দেশজ। সং।

ধোপা, ধোবা—রজক। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী ধোপানী, ধোবানী।

ধোব—ধোপ দেখ।

ধোবা—ধোপা দেখ।

ধোয়া—১। ধৌত; প্রক্ষালিত, কাচা। বিণ। ২। ধাবন, প্রক্ষালন, কাচন। দেশজ। সং। [মাটী। দেশজ। সং।

ধোয়াট—ধোয়াজল; নদ্যাদির জলপ্রবাহে ধোয়া

ধোয়ানি—কোন বস্তু ধোয়া জল। দেশজ। সং।

ধোরণ—হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যান। ধোর (গমন করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ধোরণি, ধোরণী—পরম্পরা; কিংবদন্তী, জনশ্রুতি। ধোর+অনি ভা। সং; স্ত্রী।

ধোরিত—অশ্বের গতিবিশেষ; গতি; বধ। ধোর+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

ধোলাই—ধোওয়া কর্ম্ম, ধোওয়ার বেতন বা মজুরি। দেশজ। সং।

ধৌত—১। যাহা ধোয়া হইয়াছে এরূপ, প্রক্ষালিত; মার্জ্জিত; শোধিত; ক্ষালিত; শুভ্র। ধাব (ধোয়া)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধৌতা। ২। রজত, রৌপ্য। সং; ক্লী।

ধৌম্য—পাণ্ডবদিগের পুরোহিত। ধূম (ধূমবৎ ঋষি)+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু। ইনি অসিত ঋষির পুত্র। উৎকোচক নামক তীর্থে আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিয়া ইনি বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ ইঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় পৌরোহিত্যে বরণ করিলে, ইনি তাঁহাদিগের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া কি রাজত্বকালে কি বনবাসকালে সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদিগের হিত-চেষ্টা করিতেন। কেবল পাণ্ডবদিগের এক বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে বাধ্য হইয়া ইনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঞ্চালে দ্রুপদ রাজার আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন।

ধৌরেয়—১। ভারবাহী, ধুরন্ধর; অগ্রবর্ত্তী। ধুর্ বা ধুরা শব্দ+ঢেয় বাহকার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধৌরেয়ী। ২। ভারবাহক বৃষাদি। সং; পু।

ধৌর্ত্তক—ধূর্ত্ততা, শঠতা। ধূর্ত্তক+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ধৌর্ত্তিক—১। ধূর্ত্তসম্বন্ধীয়। ধূর্ত্ত+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধৌর্ত্তিকী। ২। ধূর্ত্ততা। সং; ক্লী।

ধ্মাঙ্ক্ষ, ধ্বাঙ্ক্ষ—কাক; মৎস্যাশী পক্ষী; তক্ষক; ভিক্ষু। সং; পু।

ধ্মাঙ্ক্ষপুষ্ট—কোকিল। ৬তৎ। সং; পু।

ধ্মাত—শব্দিত; বাদিত; দগ্ধ; সঙ্কুক্ষিত। ধ্মা+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্মাতা।

ধ্যাত—চিন্তিত; আলোচিত; স্মৃত। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্যাতা।

ধ্যাতব্য—চিন্তনীয়; স্মরণীয়। ধ্যৈ (চিন্তা করা) +তব্য ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্যাতব্যা।

ধ্যান—চিন্তা; স্মৃতি; অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ; এক বিষয়ক জ্ঞানধারা; অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে একাগ্র চিত্তে কোন বিষয় চিন্তন [যোগ দেখ]। ধ্যৈ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ধ্যানগম্য—ধ্যান দ্বারা প্রাপ্য বা জ্ঞেয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্যানগম্যা।

ধ্যানজ্ঞান—১। ধ্যান ও জ্ঞান। দ্বন্দ্ব। ২। ধ্যানের বোধ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ত্রি।

ধ্যানমগ্ন—ধ্যানরত, ধ্যানস্থ। ৭তৎ। বিণ;

ধ্যানযোগ—ধ্যান রূপ যোগ, ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় বস্তুর সহিত মিলন। রূপক। সং; পু।

ধ্যানরত—ধ্যানমগ্ন, ধ্যানস্থ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ধ্যানস্থ—ধ্যানরত, ধ্যানপরায়ণ। ধ্যান শব্দ—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্যানস্থা।

ধ্যানিক—ধ্যানসাধ্য। ধ্যান শব্দ+ষ্ণিক নিষ্পন্নার্থে। বিণ ... ধ্যানিকী

ধ্যানী (ধ্যানিন্)—ধ্যানরত, ধ্যানমগ্ন। ধ্যান +ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ধ্যানিনী।

ধ্যাম—কৃষ্ণবর্ণ; মলিন। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ মক্ ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্যামা।

ধ্যাম (ধ্যামন্)—চিন্তা। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ মন্ ভা। সং; ক্লী।

ধ্যামা (ধ্যামন্)—পরিণাম। ধ্যৈ+মন্ ভা। সং; পু। [বিণ; স্ত্রী।

ধ্যামা—কৃষ্ণবর্ণা। ধ্যাম দেখ। ধ্যাম+আপ।

ধ্যেয়—ধ্যানের বিষয়ীভূত; চিন্তনীয়, স্মরণীয়। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+য ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধ্রিয়মাণ—যাহা বা যাহাকে ধারণ করা হইতেছে এরূপ। ধৃ (ধারণ করা)+শান ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্রিয়মাণা।

ধ্রুপদ—সঙ্গীতাঙ্গবিশেষ। অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি অঙ্গ ধ্রুপদে প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। দেবলীলা, রাজকীর্ত্তি, প্রবলসংগ্রাম প্রভৃতি বর্ণনায় ইহা অবলম্বিত হয়। স্বরবিস্তৃতিনিবন্ধন গায়িকারা ইহাতে সবিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারে না, গায়কগণই এ বিষয়ে নিপুণ হইয়া থাকে। দেশজ। সং।

ধ্রুব—১। স্থির; নিশ্চিত; নিত্য; অবশ্য। ধ্রু (স্থির হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্রুবা। ২। নিশ্চয়; উৎপ্রেক্ষা। সং; ক্লী। ৩। নিশ্চল নক্ষত্রবিশেষ, উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে ধ্রুব নামে দুইটি নিশ্চল তারা আছে; বিষ্ণু; শিব; শঙ্কু; বট; স্থাণু; বসুবিশেষ [অষ্টবসু দেখ]; ললাটস্থ যোগবিশেষ; আবর্ত্তবিশেষ। সং; পু। ৪। উত্তানপাদ রাজার পুত্র, সুনীতির গর্ভজাত। একদা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসনে উপবিষ্ট পিতার ক্রোড়ে দর্শন করিয়া বালক ধ্রুবও তথায় যাইতে সমুৎসুক হইলেন। তদ্দর্শনে ইঁহার বিমাতা সুরুচি ইঁহাকে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তুই আমার উদরে না জন্মিয়া তোর অপ্রাপ্য রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইবার জন্য কেন বৃথা মহৎ অভিলাষ করিতেছিস্? তুই কি জানিস্ না যে, সুনীতির গর্ভে তোর জন্ম?" বিমাতার দুর্ব্বাক্য বাণে এবং পিতার অনাদরশল্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধ্রুব মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুনীতি পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বৎস! ইহার জন্য দুঃখ করিয়া ফল নাই। একমাত্র দীনশরণ হরি ভিন্ন দীনজনের আর উপায় নাই। তিনি কৃপা করিলে সকল দুঃখ দূর হইতে পারে।" জননীর এই কথা শুনিয়া হরির সাক্ষাৎ পাইবার জন্য ধ্রুবের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদা রজনীতে সুনীতি নিদ্রিত হইলে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব মাতৃঅঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে হরির অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালকের মনে এখন হরি ভিন্ন অন্য চিন্তা, অন্য বিষয় স্থান পাইল না। একমাত্র হরিই ইঁহার জ্ঞান, হরিই ইঁহার লক্ষ্য, হরিই ইঁহার চিন্তার বিষয় হইলেন। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল হরিকেই দেখিতে লাগিলেন। বনে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি আমার সেই হরি?"

তন্ময়চিত্ত, তদ্গতপ্রাণ, এরূপ ভক্তের পক্ষে হরিলাভের পথ পাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অতঃপর দৈবক্রমে নারদের দর্শন পাইয়া ধ্রুব তাঁহার নিকট হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, এবং তাঁহার উপদেশানুসারে যোগযুক্ত হইয়া মধুবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবগণ চিরাচরিত প্রথানুসারে নানাপ্রকারে ইঁহার তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাঁহার অন্তর বাহির হরিময়, যাঁহার নিজের পৃথক্ সত্তা নাই, যিনি সম্পূর্ণরূপে হরিতে ডুবিয়া আছেন, তাঁহার নিকট কৌশল খাটিবে কেন? দেবতাদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অতঃপর উপযুক্ত সময়ে হরির

দর্শনলাভে ও ইচ্ছানুরূপ বরপ্রাপ্তিতে কৃতার্থ হইয়া ধ্রুব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। হরি যাঁহার উপর প্রসন্ন, সকলকে বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতে হয়। রাজা উত্তানপাদও এক্ষণে আর ধ্রুবের প্রতি বিরূপ নাই। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ধ্রুবকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। ধ্রুব ন্যায়ানুমোদিত ভাবে রাজ্যশাসন করিয়া ক্রমশঃ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। অতঃপর দারপরিগ্রহ করিলে ইঁহার শিষ্টি ও ভব্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ার্থ বনে গমন করিলে তথায় যক্ষের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। ধ্রুব যক্ষদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করেন। পরিশেষে পিতামহ মনুর উপদেশে যুদ্ধে ক্ষান্ত হন। যক্ষরাজ কুবের ইঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, ধ্রুব এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন, "আমার মন নিয়ত যেন হরিপদে রত থাকে।" বহুকাল রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়া ধ্রুব দেহান্তে স্বোপার্জিত ধ্রুবলোকে গমন করেন।

ধ্রুবক—স্থাণু; গীতাঙ্গবিশেষ, গানের ধুয়া। ধ্রুব+কন্। সং; পু। স্ত্রী।

ধ্রুবকা—গানের ধুয়া। ধ্রুবক+আপ্। সং;

ধ্রুবতা—নিশ্চয়তা, স্থিরতা, স্থায়িত্ব; নিত্যতা। ধ্রুব+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

ধ্রুবতারা—স্থির নক্ষত্র। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধ্রুবরেখা—বিষুব রেখা; নাড়ীমণ্ডল। ধ্রুবা যে রেখা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধ্রুবলোক—ধ্রুবের অবস্থান জন্য বিষ্ণুনির্ম্মিত লোক। ৬তৎ। সং; পু।

ধ্রুবা—১। নিশ্চিতা, ইত্যাদি। ধ্রুব দেখ। ধ্রুব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সাধ্বী স্ত্রী, সতী; যজ্ঞপাত্রবিশেষ; নীতি; মূর্ব্বা; ধ্রুব, গানের ধুয়া। সং; স্ত্রী।

ধ্রৌব্য—ধ্রুবত্ব; স্থিরতা; নিত্যতা। ধ্রুব+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ধ্বংস, ধ্বংসন—বিনাশ; ক্ষয়, হানি, গমন। ধ্বন্স্+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। [সং; স্ত্রী।

ধ্বংসকলা—হিংসা। ধ্বংসে কলা যাহার, বহু।

ধ্বংসন—ধ্বংস দেখ।

ধ্বংসনীয়—ধ্বংসসাধ্য, নাশযোগ্য, বিনাশ্য। ধ্বন্স্+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধ্বংসমুখ—ধ্বংসের কবল বা গ্রাস; বিনাশের আরম্ভ বা সূত্রপাত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধ্বংসলীলা—বিনাশের খেলা, প্রলয়ের কেলি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

ধ্বংসসাধন—ধ্বংসন, বিনাশসম্পাদন, নাশন।

ধ্বংসাবশেষ—নাশের পরে অবশিষ্টাংশ। ধ্বংসানন্তর অবশেষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধ্বংসিত—নাশিত; ক্ষয়িত; খণ্ডিত। ধ্বন্স (বিনষ্ট করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধ্বংসী (ধ্বংসিন্)—নাশশীল, নশ্বর। ধ্বংস (নাশ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ধ্বংসিনী।

ধ্বজ—পতাকা, নিশান; চিহ্ন, লক্ষণ; খট্বাঙ্গ; মেঢ্র, শিশ্ন। ধ্বজ (গমন করা)+অন ক। সং; পু বা ক্লী।

ধ্বজদণ্ড—পতাকাদণ্ড। ৬তৎ। সং; পু।

ধ্বজদ্রুম—তালবৃক্ষ। ধ্বজতুল্য দ্রুম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধ্বজপট—পতাকার অংশীভূত বস্ত্রখণ্ড। ধ্বজযোজিত পট (বস্ত্র), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [কর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

ধ্বজপ্রহরণ—বায়ু। ধ্বজের প্রহরণ (প্রহার-

ধ্বজভঙ্গ—পুরুষত্বহীনতা, পুরুষের স্ত্রীসঙ্গমশক্তির লোপ। ধ্বজের (মেঢ্রের) ভঙ্গ (সামর্থ্যহীনতা), ৬তৎ। সং; পু।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—ধ্বজাকার, বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার চিহ্ন; এই ত্রিবিধ চিহ্ন কেবল ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মে বিদ্যমান আছে। ধ্বজ ও বজ্র ও অঙ্কুশ, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

ধ্বজবান্ (-বৎ)—পতাকাশোভিত, পতাকাধারী; চিহ্নযুক্ত। ধ্বজ+বৎ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ধ্বজবতী।

ধ্বজা—পতাকা; চিহ্ন। ধ্বজশব্দের অপভ্রংশ।

ধ্বজারোপণ—দেবমন্দিরাদিতে মন্ত্রপূত করিয়া ধ্বজ প্রোথিত করণ। ধ্বজের আরোপণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধ্বজাঙ্কিত—যুদ্ধে চিহ্নিত। ধ্বজ দ্বারা অঙ্কিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্বজাঙ্কিতা।

ধ্বজিনী—১। ধ্বজধারিণী। ধ্বজী দেখ। ধ্বজিন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সেনা। সং; স্ত্রী।

ধ্বজী (ধ্বজিন্)—১। ধ্বজধারী। ধ্বজ+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ধ্বজিনী। ২। রথ; রাজা। সং; পু।

ধ্বজোত্থান—শক্রোৎসব, ইন্দ্রপূজা—ইহা ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে হইয়া থাকে। ধ্বজের উত্থান হয় যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

ধ্বন—শব্দ। ধ্বন (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

ধ্বনন—শব্দ; অব্যক্ত শব্দকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শব্দানষ্ঠ ব্যাপারবিশেষ। ধ্বন (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ধ্বনমোদী (-মোদিন্)—ভ্রমর। ধ্বন (শব্দ) দ্বারা আমোদিত করে যে, উপ। ধ্বন-মুদ+ণিন্ ক। সং; পু।

ধ্বনি—শব্দ [শব্দ দুই প্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদিজাত শব্দকে ধ্বনি এবং কণ্ঠসংযোগজাত শব্দকে বর্ণ কহে]। ধ্বন (শব্দ করা)+ই ভা। সং; পু।

ধ্বনিকাব্য—উৎকৃষ্ট কাব্য। ধ্বনিজনক কাব্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধ্বনিগ্রহ—১। শব্দজ্ঞান। ৬তৎ। ২। কর্ণ, কাণ। ধ্বনিকে গ্রহণ করে যে, উপ; ধ্বনি শব্দ—গ্রহ+অন্ ক। সং; পু।

ধ্বনিজ্ঞান—শব্দবোধ, শব্দের অনুভূতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধ্বনিত—১। শব্দিত; ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রতিপাদিত। ধ্বন (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্বনিতা। ২। শব্দ। ধ্বন+ক্ত ভা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

ধ্বনিনালা—বীণা; বংশী। ৬তৎ। সং;

ধ্বনিবিকার—শোক ভয়াদি প্রযুক্ত শব্দের বিকৃতি; কাকু। ৬তৎ। সং; পু।

ধ্বস—ধস (সকল অর্থে)। ধস দেখ।

ধ্বস্ত—বিনষ্ট; পতিত। ধ্বন্স্ (বিনষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ধ্বস্তা।

ধ্বাঙ্ক্ষ—ধ্বাঙ্ক্ষ দেখ।

ধ্বান—শব্দ। ধ্বন (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। [সং; পু।

ধ্বান্ত—অন্ধকার। ধ্বন (শব্দ করা)+ক্ত অধি।

ধ্বান্তবিত্র—খদ্যোত, জোনাকি। ধ্বান্তে (অন্ধকারে) বিত্র (ধন) যাহার, বহু। সং; পু।

ধ্বান্তারাতি, ধ্বান্তারি—সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি। ধ্বান্তের (অন্ধকারের) অরাতি বা অরি (শত্রু, নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

ধ্বান্তোন্মেষ—খদ্যোত, জোনাকি। ধ্বান্তে (অন্ধকারে) উন্মেষ (বিকাশ) যাহার, বহু। সং; পু।

ন

ন—১। বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। বন্ধন; দান; গণেশ; বুদ্ধ। সং; পু। ২। সাদৃশ্য; অভাব; ভেদ; অল্পতা; অপ্রশস্ততা, বিরোধ। অ। ৩। নয় সংখ্যা বা সংখ্যাঙ্ক; চতুর্থ বড় মেজ ও সেজর পরে যে (যেমন ন দাদা)। দেশজ। সং বা বিণ।

নই—১। না হই। দেশজ ক্রিয়া। ২। নবীন, নূতন; বকন বা বকন বাছুর। বিণ বা সং। ৩। নব্বই, ৯০ গ্রামা।

নওবৎ, নহবৎ—একপ্রকার সুমিষ্ট একতান বাদ্য। বৈদে। সং [বিণ।

নওয়ালি—নূতন উৎপন্ন বা আমদানি। দেশজ।

নওল—নবীন, নূতন। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

নং—নম্বর এই ইংরাজী শব্দের সংক্ষেপ।

নংশুক—নাশক। নশ (নাশ করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নংশুকা।

নংষ্ট্রা (নংষ্টৃ)—নাশক। নশ (নাশ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নংষ্ট্রী।

নঃ (নস্)—নাসিকা, নাক। নস (শব্দ করা) +ক্বিপ্ ক। সং; পু।
নঃক্ষুদ্র—খর্বনাসিক, খাঁদা। নঃ (নাসা) ক্ষুদ্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রি নঃক্ষুদ্রা।
নকড়া-ছকড়া—অবজ্ঞাত, তৃণবৎ গণ্য। দেশজ। বিণ।
নকর—ভৃত্য, চাকর। বৈদে। সং। [সং।
নকরি—দাসত্ব, দাস্যবৃত্তি, চাকরি। বৈদে।
নকল—১। অনুকরণ, অনুকৃতি; অনুলিপি। বৈদে। সং। ২। অনুকৃত; অপ্রকৃত, কৃত্রিম। বৈদে। বিণ। [বৈদে। সং
নকলনবিশ, —নবিস—অনুলিপিকারক।
নকলনবিশী—নকলনবিশের কর্ম। বৈদে। সং।
নকস—নক্সা। প্রা, ক।
নকাশি, নকাশী—নক্সা। দেশজ। সং।
নকিঞ্চন—দীন; অকিঞ্চন। ন (নাই) কিঞ্চন (কিছুই) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
নকিব, নকীব—প্রভুর পরিচয়দায়ক কর্মচারী; ঘোষণাকারী; উচ্চৈঃসংবাদধ্যাপক; বার্ত্তাবাহক, পেয়াদা; পেশ্কার। বৈদে। সং।
নকুল—১। কুলহীন। ন (নাই) কুল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নকুলা। ২। শিব; বেজী। সং; পু। ৩। চতুর্থ পাণ্ডব, সহদেবের সহোদর। অশ্বিনীকুমারের ঔরসে পাণ্ডু রাজার ক্ষেত্র মাদ্রীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইঁহার জননী পতির সহমৃতা হইলে, ইনি বিমাতা কুন্তীর দ্বারা পালিত হন। পরে অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অসিমুষ্টি ধারণ বিষয়ে ইনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। পাঞ্চালীর গর্ভে ইঁহার শতানীক নামক এক পুত্র হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি পশ্চিমদিকে গমন করিয়া রাজন্যবর্গের নিকট কর সংগ্রহ করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর ইনি বিরাটরাজভবনে গ্রন্থিক নাম ধারণপূর্ব্বক অশ্বাধ্যক্ষরূপে অবস্থিতি করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি বীরবিক্রমে যুদ্ধে বহু কৌরবসৈন্যের নিধন সাধন করেন। ষোড়শ দিনের যুদ্ধে ইনি কর্ণের নিকট পরাজিত ও অবমানিত হন। যুদ্ধান্তে রাজ্যভোগের পর নকুল ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান বলিয়া গর্ব্বহেতু পাপস্পর্শ হওয়ায় নকুল সশরীরে স্বর্গে যাইতে না পারিয়া সুমেরুশিখরে পতিত হন। সং; পু।
নকুলী—নকুলভার্য্যা, স্ত্রী বেজী; কুক্কুটী; জটামাংসী; কুঙ্কুম; শঙ্খিনী। নকুল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
নকুলীশ—ভৈরববিশেষ, নকুলেশ্বর। নকুলীর ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।
নকুলেশ, নকুলেশ্বর—ভৈরববিশেষ, কালীঘাটে ও কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গবিশেষ। নকুলই যে ঈশ বা ঈশ্বর, কর্মধা। সং; পু।
নক্ত—রজনী, রাত্রি। নজ (লজ্জিত হওয়া) +তন্ ক। সং; ক্লী।
নক্তক—ছিন্নবস্ত্র, ন্যাকড়া, কানি। রাত্রির যোগ্য এই অর্থে নক্ত+কণ্। সং; পু।
নক্তচর, নক্তঞ্চর—১। নিশাচর; রাত্রিচর। নক্ত বা নক্তম্—চর (ভ্রমণ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -রী। ২। রাক্ষস; চৌর; পেচক; বিড়াল; গুগ্গুল। সং; পু।
নক্তচারী (-চারিন্)—নক্তচর (সকল অর্থে)। নক্ত-চর (গমন করা)+ণিন্ ক। সং বা বিণ; পু। স্ত্রী নক্তচারিণী।
নক্তন্দিব—অহর্নিশ, দিবারাত্র, রাত্রিদিন। নক্তম্ (রাত্রি) ও দিবা, দ্বন্দ্ব। ব্য।
নক্তভোজী (-ভোজিন্)—রজনীতে ভোজনকারী, নক্তব্রত ধারণহেতু দিবাভোজনত্যাগী। নক্ত (রাত্রি) ভুজ (ভোজন করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -জিনী।
নক্তম্—রাত্রিতে। নজ (লজ্জিত হওয়া)+তম্ ক। ব্য। [সং; পু।
নক্তমাল—করঞ্জ বৃক্ষ। নক্তম্—অল+অন্ ক।
নক্তমুখা—রাত্রি। নক্তম্ (রাত্রিতে)-উৎ (জন্মা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।
নক্তব্রত—দিবসে ভোজন না করিয়া রাত্রিতে ভোজনরূপ নিয়ম। মুসলমানগণ ইহাকে "রোজা" বলেন। সং; ক্লী।
নক্র—১। কুম্ভীর; জলজন্তু। ন (না)—ক্রম (গমন করা)+ড ক। সং; পু। ২। ঝন্কাঠ, গোবরাট; নাসিকা। সং; ক্লী।
নক্ররাজ—হাঙ্গর। নক্রদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু। [ক+আপ্। সং; স্ত্রী।
নক্রা—নাসিকা। ন (না)—ক্রম (চলা)+ড
নক্ষত্র—তারকা, তারা; অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি; মুক্তা। নক্ষ (গমন করা)+অত্রন্ ক; অথবা ন (না)—ক্ষর (স্খলিত হওয়া), ক্ষদ (সংবরণ করা), বা ক্ষী (ক্ষয় পাওয়া) +ষ্ট্রন্ ক। সং; পু।
নক্ষত্রচক্র—রাশিচক্র; তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণোপযোগী চক্রবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
নক্ষত্রজাত—নক্ষত্রবিশেষে উৎপন্ন। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
নক্ষত্রদান—নক্ষত্রবিশেষে দ্রব্যবিশেষ প্রদান। ৭তৎ। সং; ক্লী।
নক্ষত্রনাথ—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।
নক্ষত্রনেমি—চন্দ্র; ধ্রুবনক্ষত্র; বিষ্ণু। নক্ষত্রের নেমি (পরিধি), ৬তৎ। সং; পু।
নক্ষত্রপ—চন্দ্র। নক্ষত্র-পা (পালন করা)+ড ক। সং; পু।
নক্ষত্রপতি—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।
নক্ষত্রপাত—তারকার ভূতলে পতন, তারা খসিয়া পড়া; উল্কাপাত; (ভাবার্থে) মহাপুরুষের বা বড় লোকের তনুত্যাগ। ৬তৎ। সং; পু।
নক্ষত্রযাজক—নক্ষত্রদোষের শান্তিকারক, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র। নক্ষত্র পূর্ব—যজ+ণক ক। সং; পু।
নক্ষত্রযোগ—নক্ষত্রবিশেষে চন্দ্রাদি গ্রহের যোগ। ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।
নক্ষত্ররাজ—চন্দ্র। নক্ষত্রগণের রাজা, ৬তৎ।
নক্ষত্রলোক—নক্ষত্ররূপ ভুবন। ৬তৎ। সং; পু।
নক্ষত্রবিদ্যা—ফলিত জ্যোতিষ। ইহা বৈদিক যুগেও ছিল; ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকেও এই বিদ্যার উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার অনুসারে মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণের সঙ্কেত লিপিত হইয়াছে। নক্ষত্রবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; স্ত্রী।
নক্ষত্রবেগে—অতিদ্রুতবেগে। নক্ষত্র পতনকালে যে বেগ হয় তাহাকে নক্ষত্রবেগ বলে। নক্ষত্রের বেগের ন্যায় বেগ যাহাতে, বহু। ক্রিবিণ।
নক্ষত্রশূল—যাত্রাদি কার্য্যে নিষিদ্ধ পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত নক্ষত্রবিশেষ। নক্ষত্রজনিত শূল, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।
"প্রাচ্যং শ্রবণশক্রাভ্যাং তত্রাশ্বিন্যোশ্চ দক্ষিণাং। প্রতীচ্যং পুষ্যরোহিণ্যোঃ করেঽর্যম্ণি চোত্তরাম্।" অর্থাৎ শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ব্বদিকে, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্বিনীতে দক্ষিণে, পুষ্যা ও রোহিণীতে পশ্চিমে এবং হস্তা ও উত্তরফল্গুনীতে উত্তরে নক্ষত্রশূল। নক্ষত্রশূলে যাত্রা নিষিদ্ধ।
নক্ষত্রসন্ধি—পূর্ব নক্ষত্র হইতে পর নক্ষত্রে চন্দ্রাদি গ্রহের সংক্রমণ। ৬তৎ। সং; পু।
নক্ষত্রাধিপ, -পতি—চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। সং; পু।
নক্ষত্রামৃত—নক্ষত্র ও বার যোগে অমৃত যোগ; নক্ষত্র জনিত অমৃত, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; ক্লী।
নক্ষত্রালোক—নক্ষত্রের জ্যোতিঃ। নক্ষত্র নির্গত আলোক, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু। [পু।
নক্ষত্রেশ—চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের ঈশ, ৬তৎ। সং;
নক্সা—কল্পনাচিত্র, খসড়া, আদড়া; ভূম্যাদির প্রতিরূপ; হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা, ব্যঙ্গচিত্র। বৈদেশিক। সং।
নখ—অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থিত উপাস্থি। নহ (বন্ধন করা)+খ ক। সং; পু বা ক্লী।
নখকুট—নাপিত। উপ; নখ-কুট (কাটা) +অন্ ক। সং; পু।
নখকুনি, -কুনি—নখশূল, নখের কোণে ব্যথা বা ক্ষত। দেশজ। সং।
নখকুন্তন—নখচ্ছেদনাস্ত্র, নরুণ। নখ পূর্ব—কৃত (ছেদন করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

নখকৃন্তনী—নরুণ। নখকৃন্তন+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [অপভ্রংশ।

নখতর, নখতা—তারকা, তারা। নক্ষত্র শব্দের

নখদর্পণ—বিদ্যাবিশেষ। [এই বিদ্যা প্রভাবে নখরূপ দর্পণে জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়]। রূপক। সং ; ক্লী। [অল্ ল্প। সং ; ক্লী।

নখমুচ—ধনুক। নখ—মুচ্ (ত্যাগ করা)+

নখর—নখ। নখ শব্দ—রা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং ; পু বা ক্লী। [ণ+কিপ্। সং; স্ত্রী।

নখরঞ্জনী—নরুণ। নখ—রঞ্জি (রঞ্জন)+অনট্

নখরায়ুধ, নখায়ুধ—সিংহব্যাঘ্রাদি পশু ; গৃধ্র-কুক্কুটাদি পক্ষী। নখর বা নখ হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। সং ; পু।

নখশঙ্খ—ক্ষুদ্রশঙ্খ। নখতুল্য শঙ্খ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [সং ; পু।

নখাঘাত—নখ দ্বারা প্রহার, আঁচড়ান। ৩তৎ।

নখানখি—নখে নখে আঘাতপূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধ। নখে নখে কৃত ইতি ব্যতিহারে বহু। ব্য।

নখানি—নখের জল, যে জলে নখ ডুবিয়াছে। দেশজ। সং।

নখায়ুধ—নখরায়ুধ দেখ।

নখালি—১। নখশ্রেণী। নখের আলি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্রশঙ্খ। নখের আলি আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

নখাশী (—শিন্)—১। নখভোজী, নখখাদক। নখ—অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী নখাশিনী। ২। পেচক। সং ; পু।

নখিন্দর—চাঁদ সদাগরের পুত্র। বেহুলা নাম্নী এক রূপগুণসম্পন্না কন্যার সহিত নখিন্দরের বিবাহ হয়। চাঁদসদাগর প্রথমে মনসা দেবীর বিদ্বেষ্টা ছিলেন বলিয়া, বাসরঘরে নখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। পরে মনসা-দেবী পতিগতপ্রাণা বেহুলার স্তবস্তুতিতে তুষ্টা হইয়া নখিন্দরের পুনর্জীবন দান করেন।

নখী (নখিন্)—নখরবিশিষ্ট, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মার্জ্জারাদি। নখ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী নখিনী। [ক+ঙপ্। সং ; স্ত্রী।

নখী—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। নহ (বন্ধন করা)+থ

নগ—পর্ব্বত ; বৃক্ষ। গমন করে না যে, উপ ; ন (না)—গম+ড ক। সং ; পু।

নগজ—১। পর্ব্বতজাত। নগ—জন্ (জন্মা)+ ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। হস্তী। সং ; পু।

নগজা—১। পর্ব্বতজাতা। নগজ দেখ। নগজ+আপ্। ২। পার্ব্বতী। সং ; স্ত্রী।

নগণ্য—গণনার অনুপযুক্ত, গণনার্হ নহে এরূপ, তুচ্ছ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নগণ্যা।

নগদ—তৎক্ষণাৎ অর্থ প্রদান ; সদ্যঃ মূল্য প্রদান-পূর্ব্বক ক্রয় ; রোক। বৈদেশিক। সং বা বিণ।

নগদ-বিদায়—সদ্যঃ বা তৎক্ষণাৎ বিদায় দান বা দূরীকরণ। দেশজ। সং।

নগদান—নগদ টাকায় খাজানা আদায় ; হিসাবের খাতায় নগদ বিক্রয়ের দিকে যাহা লিখিত হয়। বৈদেশিক। সং বা বিণ।

নগদী—নগদ খাজানা আদায়ের জন্য নিযুক্ত পেয়াদা ; (অধুনা) সাধারণ পাইক বা বরকন্দাজ। বৈদেশিক। সং।

নগনদী—গিরিনদী, পার্ব্বত্যনদী। নগনিঃসৃত নদী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নগনন্দিনী—পার্ব্বতী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

নগপতি—পর্ব্বতরাজ, হিমালয়। ৬তৎ। সং।

নগভিৎ (—ভিদ্) ১। পর্ব্বতভেদকারী। নগ —ভিদ (ভেদ করা)+কিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। ইন্দ্র। সং ; পু।

নগভূ—১। নগজ, পর্ব্বত। নগ (পর্ব্বত)—ভূ (হওয়া)+কিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। ক্ষুদ্র প্রস্তরবিশেষ। সং ; পু।

নগর—সহর, বহুসংখ্যক লোক, নানাজাতি ও শিল্পবাণিজ্যাদির স্থান। নগ শব্দ (পর্ব্বত) +র অস্ত্যর্থে ; যেখানে পর্ব্বতপ্রমাণ গৃহাদি আছে। সং ; পু।

নগরকীর্ত্তন—নগরাদিতে ভ্রমণপূর্ব্বক হরি-সঙ্কীর্ত্তন। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

নগরঘণ্ট—বর্জ্জিত কাঁচা তরকারি ও তরকারির খোসা দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ, ছেঁচড়া। দেশজ। সং।

নগরঘাত—হস্তী। নগর—হন (বধ করা)+ ণক্ ক। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

নগরচত্বর—নগরমধ্যস্থ আপণ ; বাজার, হাট।

নগরচাতর—নগরচত্বর শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

নগরঙ্কর—কার্ত্তিকেয়। নগরম্—কৃ (করা) +ট ক। সং ; পু।

নগরপাল—নগররক্ষক, সহর-কোতোয়াল ; পাহারাওয়ালা, চৌকিদার। নগরের পাল (রক্ষক), ৬তৎ। সং ; পু।

নগররক্ষক—নগরপাল। ৬তৎ। সং ; পু।

নগররক্ষী (—রক্ষিন্)—নগররক্ষাকারী, নগর-রক্ষক ; নগরপাল। উপ ; নগর—রক্ষ (রক্ষা করা)+ণিন্ ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী, —রক্ষিণী।

নগরবাসী (—বাসিন্)—নগরে বাসকারী, নাগরিক ; পৌরজন ; সহুরিয়া লোক। উপ ; নগর—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী, —বাসিনী।

নগরস্থ—নগরে স্থিত ; নগরবাসী। উপ ; নগর —স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

নগরাধ্যক্ষ—নগর রক্ষার্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী ; কোতোয়াল। নগরের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং ; পু। [প্রা, ক।

নগরিয়া, নগুরে—নগরবাসী, সহুরে, নাগর।

নগরী—নগর, রাজধানী ; সহর। নগর শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নগরীকাক—বক। ৬তৎ। সং ; পু।

নগরীয়—নগরসম্বন্ধীয় ; সহরের। নগর+ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নগরীয়া।

নগরীবক—কাক। ৬তৎ। সং ; পু।

নগাটন—বানর। উপ, নগ (পর্ব্বত)—অট (ভ্রমণ করা)+অন ক। সং ; পু।

নগাধিপ, নগাধিরাজ—হিমালয় পর্ব্বত। নগ-সমূহের অধিপ বা অধিরাজ, ৬তৎ। পু।

নগিচ, নগিজ—নিকট, সমীপ। বৈদেশিক।

নগেন্দ্র—হিমালয় পর্ব্বত। নগদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। সং ; পু।

নগেন্দ্রনাথ বসু—১৭৮৮ শকে ইঁহার জন্ম হয়। প্রথম যৌবনে ইনি "তপস্বিনী" ও "ভারত" নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করিতেন। পরে সে পত্রিকাদ্বয় উঠিয়া যাইলে ইনি দর্জ্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের জন্য শঙ্করাচার্য্য, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রথমে বিশ্বকোষ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। রঙ্গলাল "অ" অক্ষর শেষ করিবার পর বিশ্বকোষ সম্পাদন করিবার ভার নগেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়। নগেন্দ্রনাথ সুচারুরূপে বিশ্বকোষ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই বিশ্বকোষই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইনি অনেকদিন সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার" সম্পাদক ছিলেন। ইনি কিছুদিন Text Book Committeeরও সদস্য ছিলেন। ইঁহার সম্পাদকতায় "কায়স্থ পত্রিকা" প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইনি সাহিত্য-পরিষদের জন্য পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, জয়নারায়ণের কাশীপরিক্রমা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ, প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধার ও পুরাতন পুঁথি-সংগ্রহই ইঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এতৎকল্পে ইনি অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছেন। কিছুদিন হইল ইনি "প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব" এই সম্মানযুক্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের Archaeological Surveyor নিযুক্ত হইয়া ইনি Archaeological Survey of Mayurbhanj নামে একখানি বৃহৎ পুস্তক বাহির করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যশোহরের অধিবেশনে ইনি ইতিহাস শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (N. N. Ghose)—জন্ম ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ, আগষ্ট মাস। ১৮৭১

খ্রীষ্টাব্দে এফ, এ পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বি, এ পাঠকালে ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার উদ্দেশে ইংলণ্ডে যান। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। আইন অপেক্ষা সাহিত্যে ইঁহার অধিকতর অনুরাগ থাকায়, ইনি ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন কলেজে সাহিত্য এবং ইতিহাসের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে এই কলেজের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই কার্য্য প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল কমিসনর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য থাকিয়া ইনি অনেক সময়ে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি মিরার, বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান ইকো (Indian Echo) নামক পত্রের সম্পাদকতা করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান নেশন (Indian Nation) নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অতি যোগ্যতার সহিত ইহার সম্পাদকতা করেন। ইঁহার ইংরাজীভাষাজ্ঞানে ইংরাজগণও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। কি লেখায়, কি বক্তৃতায় ইঁহার ইংরাজী ভাষার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি অসাধারণভাবে প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা ভাষাতেও ইনি ভাল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইঁহার পিতা ভগবতীপ্রসন্ন ঘোষ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া নগেন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পিতৃভবনেই বাস করিতেন। জীবনের প্রথমভাগে নগেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাহার পরে আনুষ্ঠানিক হিন্দুর ন্যায় সমাজে থাকিতেন। শেষে কয়েক বৎসর ইনি এলাহাবাদে প্রবর্ত্তিত রাধাস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং গীতাদি পাঠে আস্থাবান্ ছিলেন। ইনি কৃষ্ণদাস পালের ও মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করিয়া গবেষণা, লিপিপটুতা ও চিন্তাশক্তির সম্যক্ পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই এপ্রেল প্রাতঃকালে হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বঙ্গের ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার সাহেব একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত করেন। এ সম্মান রাজকার্য্যের সহিত সম্বন্ধহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর লাভ করিতে সচরাচর দেখা যায় না। মতবিভিন্নতাসত্ত্বেও ইঁহার বিনয়, শিষ্টাচার, সরলতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যে সম্প্রদায়নির্বিশেষে ইনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ সোম—পিতা মহেন্দ্রনাথ সোম, নিবাস চুঁচুড়া, জেলা হুগলি। বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ৬ই আশ্বিন হুগলির সরিসা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন কবি ও সুলেখক। ইনি 'প্রেম ও প্রকৃতি' ও 'শ্মশান-সঙ্গী' নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ এবং 'বারাণসী' নামে একখানি স্বতন্ত্র ভ্রমণ-কাহিনী গদ্যে রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক কবিতা ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খ্যাতনামা বহু বাঙ্গালা মাসিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জীবন স্মৃতি 'মধু-স্মৃতি' নাম দিয়া 'ভারতবর্ষ' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইনি ভারতবর্ষের বহুস্থান ও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সেই সকল ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নগৌকাঃ—১। পর্ব্বতবাসী, পার্ব্বত্য, পাহাড়িয়া। নগ ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। সিংহ ; পক্ষী ; বানর। সং ; পু।

নগ্ন—১। বিবস্ত্র, উলঙ্গ, দিগম্বর। নজ (লজ্জিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নগ্না। ২। ক্ষপণক ; স্তুতিপাঠক। সং ; পু।

নগ্নক—বিবস্ত্র। নগ্ন শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নগ্নকা, নগ্নিকা।

নগ্নক্ষপণক—উলঙ্গ বৌদ্ধসন্ন্যাসী ; উলঙ্গ জৈনসন্ন্যাসী ; উলঙ্গ কালোপাসক। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নগ্নজিৎ—বাস্তু-গ্রন্থকারক পণ্ডিতবিশেষ ; ভূপতিবিশেষ। ইনি কৃষ্ণপত্নী নাগ্নজিতীর পিতা, এবং কোশলের রাজা ছিলেন। ইনি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পণ করিয়াছিলেন যে, যে তাঁহার রক্ষিত সপ্ত মহাবৃষ বধে সমর্থ হইবে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। মহামতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণ করেন।

নগ্নাট—দিগম্বর, বিবসন, উলঙ্গ। নগ্ন—অট্ (চলা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নগ্নাটা।

নগ্নাটক—দিগম্বর যোগী। নগ্নাট+কণ্। সং ; পু। [+কণ্+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নগ্নিকা—বিবসনা, বিবস্ত্রা ; অপ্রাপ্তবয়স্কা। নগ্ন

নগ্নীকরণ—বিবস্ত্রীকরণ, উলঙ্গ করা। নগ্ন শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=নগ্নী)—কৃ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী

নঙ্গ—উপপতি, জার, নাগর। নং (বন্ধনকে)—গম্ (গমন করা)+ড ক। সং ; পু।

নঙ্গর—নৌকা স্থির রাখিবার লৌহবন্ধনী, নোঙর ; লৌহশৃঙ্খল। বৈদেশিক। সং।

নচিকেতাঃ—ঋষিবিশেষ ; অগ্নি ; বাজশ্রবার পুত্র। সং ; পু।

নচেৎ—নতুবা, তাহা না হইলে। অ।

নচ্ছার—অসার, অপদার্থ, নির্লজ্জ, বেহায়া ; অধম, নীচ, লম্পট। দেশজ। বিণ।

নছিব, নসিব—ভাগ্য, অদৃষ্ট। বৈদে। সং।

নজগজ—নড়নড়ে ভাব। দেশজ।

নজর—উপঢৌকন, ভেট, উপহার ; সেলামি ; দৃষ্টিপথ। বৈদে। সং। [রাখা। বৈদেশিক।

নজরবন্দী—দৃষ্টিপথে আবদ্ধ রাখা, চোখে চোখে

নজরানা—উপায়ন, উপঢৌকন, নজর, ভেট। বৈদেশিক। সং। [বৈদেশিক। সং।

নজির, নজীর—অতীত দৃষ্টান্ত ; পূর্ব্ব প্রমাণ।

নট—১। নর্ত্তক, নৃত্যব্যবসায়ী ; নাটকের অভিনেতা। নট (নৃত্য করা)+অন্ ক। ২। বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। নশ (নাশ করা)+ক্ত ক। সং ; পু। ৩। সঙ্গীতে রাগবিশেষ। সং। ৪। নষ্ট ; বিকৃত। নষ্ট শব্দের অপভ্রংশ। ৫। না। ইং (not)

নটে—নৃত্য করে, নাচে। প্রা, ক ; ক্রি।

নটক—দোষ, ত্রুটি। প্রা, ক ; সং।

নটখট—অবৈধ প্রণয়। দেশজ। সং।

নটচর্য্যা—নটের বাক্যাভিনয়। ৬তৎ। স্ত্রী।

নটচাব—নষ্টচন্দ্র শব্দের অপভ্রংশ।

নটতি—নাচিতেছে। সংস্কৃত ক্রিয়া-পদ।

নটন—নৃত্য। নট্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নটবর—১। শ্রেষ্ঠ নট, নৃত্যকর্ম্মে সবিশেষ প্রবীণ। নটদিগের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং ; পু। ২। রসরাজ, রসিকশ্রেষ্ঠ ; শ্রীকৃষ্ণ। দেশজ। সং। ৩। রসরাজ-যোগ্য ; সুন্দর, মনোজ্ঞ। বিণ।

নটিনী—নটী, নর্ত্তকী ; বেশ্যা। প্রা, ক।

নটিয়া, নটে—বর্ষায়ুঃ শাকবিশেষ। দেশজ। সং।

নটী—১। স্ত্রী নট, নর্ত্তকী ; অভিনেত্রী। নট (নৃত্য করা)+অন্ ক+ঙীপ্। ২। বেশ্যা। নশ+ডট ক+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

নটীকরী—নটী, নর্ত্তকী ; বেশ্যা। প্রা, ক।

নটেশ্বর—শিব। নটরাজ ; দক্ষিণাপথে এই মূর্ত্তি বহুল ভাবে দৃষ্ট হয় ; ইহা তিন প্রকার (১) সন্ধ্যানৃত্য, (২) সদানৃত্য, (৩) তাণ্ডব। ইহার বৃত্তান্ত বৃহৎ পারাশরীয় শিল্পশাস্ত্রে আছে। নটের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

নঠ—নষ্ট শব্দের অপভ্রংশ।

নড়—১। নলতৃণ, খাগড়া ; জাতিবিশেষ। নড়

(ভ্রষ্ট হওয়া)+অন্ ক। সং; পু। ২। দৌড়, পলায়ন; চিড়্‌ড়িমাছ। দেশজ। সং।

নড়চড়—অন্যথা, ব্যত্যয়, ব্যতিক্রম। দেশজ।

নড়নচড়ন—অপসরণ, সরিয়া যাওন, এদিক্ সেদিক্ করণ; ঘুরিয়া বেড়ান; নড়চড়, অন্যথা, ব্যতিক্রম। দেশজ। সং।

নড়নড়—নজগজ; কেবল নড়িবার মত অবস্থা। দেশজ।

নড়া—১। বাহু, হাত। দেশজ। সং। ২। কম্পিত বা আন্দোলিত হওয়া; সরিয়া যাওয়া; স্পন্দিত হওয়া। দেশজ ক্রিয়া।

নড়াচড়া—১। নড়নচড়ন (সকল অর্থে)। সং। ২। এদিক্ সেদিক্ চলা, ঘুরাফিরা করা। দেশজ। ক্রি।

নড়ান—সরান, স্থানান্তরিত করা; কম্পিত করা, ঝাঁকি দেওয়া, ঝাঁকা। দেশজ। ক্রি।

নড়ানড়ি—ক্রমাগত সরান বা স্থানান্তরিত করণ। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

নড়ি, নড়ী—যষ্টি, লাঠী; শ্রমিক, মজুর।

নত—১। প্রণত, প্রণাম করিতেছে এরূপ; আনত, নুইয়া আছে এরূপ; নিম্ন; নম্র; কুটিল, বক্র, নোয়ান। নম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নতা। ২। নাসাভরণবিশেষ, নাসিকাঙ্গুরি, নথ। দেশজ। সং।

নতজানু—যে জানু নোয়াইয়াছে বা হাঁটু-গাড়া দিয়াছে। নত হইয়াছে জানু যৎকর্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নতনয়ন—১। অবনত দৃষ্টিসম্পন্ন। নত হইয়াছে নয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নয়না। ২। অবনত চক্ষুঃ। কর্মধা। সং; ক্লী।

নতনাসিক—খাঁদা। নতা নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নাসিকা।

নতমস্তক—১। অবনতশিরাঃ। নত হইয়াছে মস্তক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -মস্তকা। ২। নীচু মাথা। কর্মধা। সং; পু।

নতশিরাঃ (—শিরস্)—যে মাথা নীচু করিয়াছে। নত শিরঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

নতা—১। প্রণতা, আনতা, ইত্যাদি। নত দেখ। নত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লতিকা, লতা; ছল, ওজর, ব্যপদেশ, ছুতা, আপত্তি। দেশজ। সং।

নতাঙ্গী—সন্নতগাত্রী (স্ত্রী)। নত হইয়াছে অঙ্গ যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

নতি—১। নম্রীভাব; নমন; প্রণতি, প্রণাম; বিনতি, অনুনয়; প্রার্থনা। নম (নত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ২। পটোল লতার শাক, পলতা। দেশজ। সং।

নতিমান্ (—মৎ)—প্রণত, নতমস্তক। নতি +মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—মতী।

নতুন—নূতন শব্দের অপভ্রংশ।

নতুবা—নচেৎ, তাহা না হইলে। অ।

নতোন্নত—উন্নতাবনত, উচ্চনীচ। নত অথচ উন্নত, কর্মধা। বিণ; ত্রি। [সং।

নথ—নাসাভরণবিশেষ, নাসিকাঙ্গুরীয়। দেশজ।

নদ, নদী—যে জলস্রোত কোন পর্বত, হ্রদ, প্রস্রবণ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ও নানা জনপদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অন্য কোনও জলাশয়ে পতিত হয়, চারি ক্রোশের অধিকবাহিনী জলনালী; সরিৎ। এই সকল জলস্রোতের মধ্যে যেগুলির নাম পুংবাচক তাহাদিগকে নদ বলা হয়, যেমন ব্রহ্মপুত্র, শোণ প্রভৃতি; আর যেগুলির নাম স্ত্রীবাচক, তাহাদিগকে নদী বলা হয়, যেমন গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি; ইহা ভিন্ন এতদুভয়ের আর কোন প্রভেদ নাই। নদ =নদ (শব্দ করা)+অন্ ক। সং; পু। নদী=নদ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নদথু—সিংহ; মেঘ। নদ (শব্দ করা)+অথু ক। সং; পু।

নদারৎ—অভাব, অপ্রতুল, অবিদ্যমান। বৈদেশিক।

নদিয়া—নদীয়া দেখ।

নদীকান্ত—১। সরিৎপতি, সমুদ্র। ৬তৎ। ২। ইজ্জল বৃক্ষ, হিজল গাছ; নিসিন্দা গাছ। নদী কান্তা (প্রিয়া) যাহার, বহু। সং; পু।

নদীকূল—নদীতট, নদীর তীর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নদীগর্ভ—নদীর অভ্যন্তর ভাগ, তীরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান। ৬তৎ। সং; পু।

নদীজ—১। নদী হইতে জাত। নদী জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নদীজা। ২। গঙ্গাপুত্র, ভীষ্ম; অর্জুনবৃক্ষ; হিজল গাছ; যাবনাল শর। সং; পু।

নদীতর স্থান—১। নদী পার হইবার জায়গা, পারঘাটা, খেয়াঘাট। নদীর তর (উত্তরণ) =নদীতর, ৬তৎ; তাহার স্থান, ৬তৎ। ২। নদী ভিন্ন অন্য স্থান। নদী হইতে ইতর=নদীতর, ৫তৎ; তদ্রূপ স্থান, কর্মধা। সং; ক্লী।

নদীন—১। সরিৎপতি, সমুদ্র; বরুণ। নদীসমূহের ইন (পতি), ৬তৎ। সং; পু। ২। দীনেতর, দীন ভিন্ন; অদীন; অদরিদ্র, অদুঃখিত। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নদীনা। [সং; পু।

নদীপতি—সরিৎপতি, সমুদ্র; বরুণ। ৬তৎ।

নদীপথ—নদীরূপ পথ, জলপথ। রূপক কর্মধা। সং; পু।

নদীপ্রদেশ—যে প্রদেশ দিয়া নদী প্রবাহিত হয়। নদী সঙ্গত প্রদেশ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

নদীভব—১। নদীজাত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভবা। ২। সৈন্ধব লবণ। সং; ক্লী।

নদীমাতৃক—যে দেশে নদীর জলে কৃষিকার্য সম্পন্ন হয়। নদী হইয়াছে মাতৃস্বরূপা যাহার যা যেখানে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নদীমাতৃকা। [৬তৎ। সং; ক্লী।

নদীমুখ—সমুদ্রের সহিত নদীর সম্মিলন স্থান।

নদীয়া (বা নদিয়া)—বঙ্গ প্রদেশে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও নগর। নদীয়া বা নবদ্বীপ নানা কারণে প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইখানেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই জেলার অন্তর্গত পলাশী নামক স্থানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্লাইভ বঙ্গদেশে ইংরাজ-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন (খৃঃ ১৭৫৭)। এই স্থানেই ফেরাজী নামধারী মুসলমান সম্প্রদায়ের নায়ক তিতুমীর ১৮৩১ খৃঃ ইংরাজ-বিরুদ্ধে শক্তিচালনাকল্পে বিফল প্রয়াস করে। নিজ নদীয়ায় চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের ভেরী নিনাদিত করেন। এই স্থানেই রামশরণ পাল কর্তাভজাদলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানেই সংস্কৃত বিদ্যা দান করিয়া মহামান্য পণ্ডিতগণ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। জেলার মধ্যে আটটি সহর প্রধান। (১) কৃষ্ণনগর। এইখানে ইংরাজের প্রধান কার্যালয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবাটী এইখানে অবস্থিত। মহারাজ সিরাজের বিপক্ষে ইংরাজের সহায়তা করার পুরস্কারস্বরূপ ক্লাইভ কর্তৃক "রাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি-ভূষিত হন। তিনি পলাশী যুদ্ধে ব্যবহৃত যে বারটি কামান উপঢৌকন স্বরূপে প্রাপ্ত হন, সেই কামানগুলি অদ্যাপি রাজবাড়ীতে দৃষ্ট হয়। (২) শান্তিপুর। এখানে অদ্বৈতাচার্যের বংশধরগণের নিবাস। এখানে রাসযাত্রা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। (৩) নবদ্বীপ ("নবদ্বীপ দেখ)। (৪) কুষ্টিয়া, (৫) চাকদহ—উভয়স্থানই পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। (৬) রাণাঘাট, (৭) কুমারখালি ও (৮) মেহেরপুর।

নদীবক্ষঃ—নদীর জলময় অংশের উপরিভাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নদীবক্ষঃস্থিত—নদীর জলময় অংশের উপরিভাগে অবস্থিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

নদীবক্র—নদীর বাঁক। ৬তৎ। সং; পু। [পু।

নদীবট—নদীতীরস্থ বটগাছ। মধ্য কর্মধা। সং;

নদীষ্ণ—নদীস্নানকুশল; নদীর বিশেষজ্ঞ। নদী —স্না (স্নান করা)+ড ক। বিণ।

নদীসৈকত—নদীপুলিন, নদীর বালুকাময় তট। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নদীস্রোতঃ—নদীর প্রবাহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নদে—নদীয়া বা নবদ্বীপ নামের সংক্ষেপ।

নদের চাঁদ—নিমাই, গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব। নবদ্বীপচন্দ্র শব্দের অপভ্রংশ।

নদ্ধ—বদ্ধ; ব্যাপ্ত। নহ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নদ্ধ্রী—চর্ম্মরজ্জু। নহ্ (বন্ধন করা)+ষ্ট্রন্ ণ+ ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নধর—সুপুষ্ট, গোলগাল, মাংসল; চিক্কণ। দেশজ। বিণ।

ননদ, ননদিনী, ননদী—ভর্ত্তার ভগিনী। ননন্দৃ বা ননান্দা শব্দের অপভ্রংশ। সং; স্ত্রী।

ননন্দা (ননন্দৃ)—ভর্ত্তার ভগিনী, ননদ। ন (না)—নন্দ+ঋ ক। সং; স্ত্রী।

ননান্দা (ননান্দৃ)—ননন্দা, ননদ। ন (না) —আ—নন্দ+ঋ ক। সং; স্ত্রী।

ননি, ননী—মাখন। নবনীত শব্দের অপভ্রংশ।

নমু—অনুনয়; বাক্যারম্ভ; স্বীকার; প্রত্যুক্তি; অনুজ্ঞা; সম্মতি; আক্ষেপ; প্রশ্ন; সম্ভাবনা; বিরোধ। ন (না)—নুদ (প্রেরণ করা)+ড ক। ব্য।

নমুয়া—১। নবনীত, ননী। সং। ২। সুন্দর। বিণ। প্রা, ক।

নন্দ—১। আনন্দ। নন্দ (আনন্দিত হওয়া)+ অল্ ভা। ২। কুবেরের নিধিবিশেষ; পরমেশ্বর; মদিরার গর্ভজাত বসুদেবের পুত্র। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+ অন্ ক। সং; পু। ৩। কৃষ্ণের পালক-পিতা। মথুরার রাজার অধীনে ইনি ব্রজের গোপদিগের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার ভার্য্যার নাম যশোদা। কৃষ্ণের জনক বসুদেবের সহিত ইঁহার মিত্রতা ছিল। সেই জন্যই বসুদেব কৃষ্ণকে ইঁহার আশ্রয়ে রাখেন। তাঁহারই পরামর্শে ইনি ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, ইনি তাঁহার বিরহশোকে অত্যন্ত কাতর হন, কারণ কৃষ্ণকে ইনি আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিয়াছিলেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং জীবনের শেষভাগ ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন।

৪। জনৈক নৃপ। ইনি নন্দবংশনামক মগধের রাজবংশের আদিপুরুষ। মহারাজ মহানন্দের ঔরসে এক শূদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যথাকালে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি হইয়া উঠেন। অনুমান খ্রীষ্টের প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইঁহার নামানুসারে নন্দবংশ নামে খ্যাত। এই বংশীয় আটজন রাজা প্রায় একশত বৎসর মগধে রাজত্ব করেন।

নন্দক—১। আনন্দজনক। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নন্দিকা। ২। বিষ্ণুর খড়্গ। সং; পু।

নন্দকী (–কিন্)—বিষ্ণু। নন্দক আছে ইঁহার এই অর্থে নন্দক+ইন্। সং; পু।

নন্দকুমার—শ্রীকৃষ্ণ। ৬৩৫। সং; পু।

নন্দকুমার বসু (দেওয়ান)—২৪ পরগণার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামের জমীদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতা রামচরণ (অপর নাম সাতু) বসু কাশিমবাজারের কান্ত বাবুর জমীদারীর ম্যানেজার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মণ্ডলঘাটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর আড়ং-গোমস্তা স্বরূপে নন্দকুমার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পরে কাশিমবাজারের রেশমের কুঠীর দেওয়ান হন। অতঃপর পাটনার কুঠীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ কুঠীর আয় ১০,০০০ টাকা করিয়া দেন। পূর্ব্বে ইহার আয় ৫০০০ টাকার অধিক ছিল না। নন্দকুমারের কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গের গভর্ণর পারিতোষিক স্বরূপ ইঁহাকে ৫০০০, টাকা প্রদান করেন। উত্তরকালে ইনি কলিকাতার পরমিটের (Custom House) দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি রামদুলাল দের সমসাময়িক ছিলেন। লালাবাবুর সঙ্গে নন্দকুমারের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। জীবনের শেষভাগে যখন নন্দকুমার বৃন্দাবনে বাস করেন, তখন লালাবাবুর সহায়তায় এই-খানে একটী কুঞ্জবাটি স্থাপন করিয়া রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য মথুরায় কিছু বিষয় ক্রয় করেন। এই কুঞ্জবাটীতে এখনও রীতিমত বিগ্রহসেবা চলিতেছে। বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, গোপীনাথ ও মদনমোহনের বর্ত্তমান মন্দিরত্রয় ইঁহারই অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হয়। ইনি বহড়ুর বাটীতে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি চুনার হইতে পাথর আনাইয়া বহড়ুর ঠাকুরবাটী বহুব্যয়ে নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। ইহার ন্যায় কারুকার্য্য ও পৌরাণিক চিত্রসমন্বিত দেবালয় এ প্রদেশে দৃষ্ট হয় না। নন্দকুমার অতি ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। ইনি ১২৩১ সালে বৃন্দাবনে দেহ ত্যাগ করেন।

নন্দকুমার রায় (মহারাজ)—পিতার নাম পদ্মলাল রায়। আদিনিবাস রাঢ়দেশে ভাদ্রিহাট বা বদ্রিহাট নামক গ্রামে। জন্ম—অনুমান ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে। প্রথম বয়সে ইনি হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমিন বা তসিলদার পদে নিযুক্ত হন। পরে উকিল-স্বরূপে ক্লাইভের সঙ্গে পাটনায় গমন করেন। ক্লাইভের উপর ইঁহার এরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইত যে, লোকে ইঁহাকে The Black Colonel বলিত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলির ফৌজদার ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ ইঁহাকে অনুমান ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে "মহারাজ" উপাধি প্রদান করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইঁহাকে বর্ত্তমান নদীয়া ও হুগলির কালেক্টার পদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার নায়েব সুবার পদ প্রাপ্ত হন। পরে পদচ্যুত হইলে মহম্মদ রেজা খাঁ ঐ পদে বসেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৪ পর্য্যন্ত ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঙ্গালার গভর্ণর ছিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রথম গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হইলে নন্দকুমার রেজা খাঁর কার্য্য সম্বন্ধে ইঁহার নিকট অভিযোগ করেন। বিচারফলে রেজা খাঁ পদচ্যুত হন। হেষ্টিংস নন্দকুমারের অনুরোধে তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে বালক নবাব মোবারকদ্দৌলার অভিভাবিকা মণিবেগমের অধীনে কর্ম্ম করিয়া দেন। হেষ্টিংসের চারিজন সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম কর্ণেল মন্‌সন্, জেনারেল ক্লেভারিং, স্যার্ ফিলিপ ফ্র্যান্সিস্ ও রিচার্ড বারওয়েল। শেষোক্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর তিনজন ইংলণ্ড হইতে আসেন এবং মন্ত্রণাগৃহে ইঁহারা তিনজন একদলভুক্ত হইয়া হেষ্টিংস ও বারওয়েলকে সংখ্যাধিক্য বশতঃ প্রায় সকল বিষয়েই পরাভূত করিতেন। এই মনোবাদে অবসর পাইয়া নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মন্ত্রণাসভায় এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। অভিযোগ এই যে, কোম্পানীর নিয়মের বিরুদ্ধে হেষ্টিংস প্রভূতপরিমাণে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া (স্বীয় পুত্র) রাজা গুরুদাস এবং মণিবেগমকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন; আর উৎকোচ লইয়া অনেক দোষী ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দেন। অভিযোগ সপ্রমাণ না হওয়ায় হেষ্টিংস বারওয়েলের দ্বারা নন্দকুমারের নামে ষড়্‌যন্ত্র করা অপরাধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগ বিচারাধীন অবস্থায় নন্দকুমারের নামে জাল করার অপরাধে একটি অভিযোগ উপস্থিত হয়। এই অভিযোগ লেমেষ্টার (Lemaistre) ও হাইড (Hyde) বিচারপতির সমক্ষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩ই মে উপস্থিত করা হয়। ইঁহারা এই অভিযোগের চূড়ান্ত বিচার জন্য সুপ্রিম

কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার্ ইলাইজা ইম্পের (Sir Elijah Impey) নিকট প্রেরণ করেন। ইম্পে উক্ত দুইজন বিচারপতি এবং চেম্বার্স বিচারপতির সাহচর্য্যে এই অভিযোগের বিচার করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন আরম্ভ হইয়া ৮ দিন ধরিয়া বিচারকার্য্য চলে। ১২ জন ইংরাজ জুরী বিচারে সহায়তা করেন। নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ ফারার (Farrer) সাহেব নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমার প্রশ্নোত্তরে বলিলেন, "আমি নির্দ্দোষ। আমার বিচার ঈশ্বর ও আমার দেশবাসীরা করিবেন, ইহাই আমি ইচ্ছা করি।" এই ৮ দিন ব্যাপী বিচারকালে জজেরা বা জুরীরা কেহই আদালতগৃহ পরিত্যাগ করেন নাই। ১৬ই জুন প্রাতে বিচারপতিরা নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং তৎকালে ইংলণ্ডে প্রচলিত আইন অনুসারে ইঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। ৫ই আগষ্ট ফাঁসির দিন স্থির হইল। ইংলণ্ডে রাজার নিকট আপীল করিবার উদ্দেশে ফাঁসির দিন স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন পড়িল। ইহার মধ্যে নন্দকুমার এবং মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের আবেদনও ছিল। কিন্তু জজেরা কোন আবেদনই গ্রাহ্য করিলেন না। জীবনের অবশিষ্ট কয়দিন নন্দকুমার কেবল ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করেন। ইঁহাকে সাধারণ কারাগারে রাখা হইয়াছিল। ইনি জেলে প্রায়োপবেশন করিলে ছাদের উপর একটী শিবির স্থাপিত করা হয়। সেইখানে তিনি কেবল মিষ্টান্ন খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। জেলে অবস্থান কালে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইঁহার চিত্ত বিচলিত হয় নাই। ফাঁসিকাষ্ঠ দেখিয়াও ইনি ভীত হন নাই। পরন্তু নিজেই সঙ্কেত করিলে তাঁহাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দিনে ফাঁসি দেওয়া হইল। কেহই মনে করেন নাই যে,একজন মহারাজ ও ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইতে পারে। ফাঁসির দিন কলিকাতায় হিন্দুরা কেহ রন্ধন করিয়া আহার করেন নাই। ব্রহ্মহত্যাপাতকে কলিকাতা কলুষিত হইল এই ভাবিয়া অনেক ব্রাহ্মণ সহর ত্যাগ করিয়া গঙ্গার অপর পারে বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে বাসস্থাপন করিলেন। নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস। এই গুরুদাসের নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা এখনও আছে। নন্দকুমারের এক কন্যা ছিল। নাম সুমণি। জগৎচাঁদের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র রাজা মহানন্দ কুঞ্জঘাটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নন্দকুমার সময়ে সময়ে কুঞ্জঘাটার কন্যার বাড়ীতে থাকিতেন। এই বাড়ীতে একখানি সহচরবেষ্টিত গৌরাঙ্গদেবের বাস্তব চিত্র আছে। কথিত আছে, নন্দকুমারের জন্য এইখানি চিত্রিত হইয়াছিল। কুঞ্জঘাটার রাজবংশের বর্ত্তমান প্রতিনিধি কুমার দেবেন্দ্রনাথ এই চিত্রখানি ভ্রমণকারীদিগকে অতি যত্নের সহিত দেখাইয়া থাকেন।

নন্দথু—আনন্দ। নন্দ (আনন্দিত হওয়া)+ অথু ভা। সং; পু।

নন্দদুলাল—শ্রীকৃষ্ণ। নন্দের (নন্দ ঘোষের) দুলাল, ৬তৎ। দুলাল=অপভ্রংশ শব্দ।

নন্দন—১। পুত্র; বিষ্ণু; শিব। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+অন ক। সং; পু। ২। ইন্দ্রের উদ্যান, মেরুর উত্তরে অবস্থিত। সং; ক্লী। ৩। সুখদ,আনন্দজনক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নন্দনা।

নন্দনকানন,-বন—ইন্দ্রের উদ্যান [পুরাণে বর্ণিত আছে যে, এই উদ্যানে সর্ব্বঋতুতে ও সর্ব্বসময়েই সুখলাভ করা যায়। ইহা সাতিশয় আনন্দদায়ক বলিয়া নন্দন নামে অভিহিত। এখানে মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই পাঁচটী বিবিধ গুণসম্পন্ন বৃক্ষ আছে]। নন্দন নামক যে কানন বা বন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নন্দনন্দন—নন্দের পুত্র,কৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

নন্দনবন—নন্দনকানন দেখ।

নন্দলাল—শ্রীকৃষ্ণ (নন্দ কর্ত্তৃক লালিত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে)। নন্দ শব্দ-লালি+ অল্ ম। সং; পু।

নন্দা—১। আনন্দ। নন্দ (আনন্দিত হওয়া) +অল্ ভা+আপ্। ২। দুর্গা; ভর্ত্তৃ-ভগিনী, ননদ; প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, একাদশী, এই তিন তিথি; নাদা। ণিজন্ত নন্দি (আনন্দিত করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। নদীবিশেষ। ইহা হেমকূটের অদূরে অবস্থিত। এই নদীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ইহার নিকটে ঋষভকূট নামে এক পর্ব্বত আছে।

নন্দাই—পতির ভগিনীপতি, ননদের স্বামী। দেশজ। সং।

নন্দি—১। আনন্দ। নন্দ (আনন্দিত হওয়া) +ই ভা। ২। দ্যূতাঙ্গবিশেষ। নন্দ+ই ণ। সং; পু বা ক্লী। ৩। শিবের অনুচরবিশেষ; জামাতার মিত্র। নন্দ+ই ক। সং; পু। ৪। আনন্দজনক। বিণ; ত্রি।

নন্দিকা—১। আনন্দজনিকা। নন্দক দেখ। নন্দক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ইন্দ্রের উদ্যান, নন্দনকানন। নন্দী+কণ্ স্বার্থে+ আপ্। ৩। নাদা, জালা; নন্দা তিথি। নন্দা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

নন্দিকেশ্বর—১। শিবের প্রধান অনুচর, নন্দি। নন্দিকার ঈশ্বর, ৬তৎ। ২। পুরাণবিশেষ। সং; পু।

নন্দিগ্রাম—গ্রামবিশেষ, রামের বনবাস-কালে ভরত তাঁহার পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া এইখানে রাজত্ব করেন। সং; পু।

নন্দিঘোষ—১। আনন্দজনক শব্দকারী। নন্দি (আনন্দজনক) ঘোষ (শব্দ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-ঘোষা। ২। অর্জ্জুনের রথ। ৩। আনন্দজনক ধ্বনি। কর্ম্মধা। সং; পু।

নন্দিত—১। আনন্দিত। নন্দ (আনন্দিত হওয়া)+ক্ত ক। ২। তোষিত। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নন্দিতা।

নন্দিতূর্য্য—নন্দি প্রিয়বাদ্যবিশেষ। ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নন্দিনী—১। আনন্দিতা; আনন্দদায়িকা। নন্দী (১) দেখ। নন্দিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২ কন্যা; দুর্গা; গঙ্গা। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+ণিন্ ক+ ঈপ্। সং; স্ত্রী।

৩। বশিষ্ঠের হোমধেনু। সুরভির গর্ভে ইঁহার জন্ম। মহারাজ দিলীপ ভার্য্যাসহ এই ধেনুর সেবা করিয়া পুত্রধন লাভ করেন। একদা সস্ত্রীক বসুগণ বনবিহার করিতেছিলেন। দ্যু-নামক বসুর বনিতা নন্দিনীকে দেখিয়া ইঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পতির নিকট অনুরোধ করেন। দ্যু অন্য বসুর সাহায্যে ইঁহাকে হরণ করিলে, বশিষ্ঠের শাপে তাঁহাদিগকে ধরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই কামধেনু নন্দিনীর নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বিরোধ হয়। বিশ্বামিত্র তখন রাজা। একদা রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে,ঋষিবর নন্দিনীর সহায়তায় লোকজন সহ রাজাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান। তাহা দেখিয়া রাজার লোভ হইল। তিনি নন্দিনীকে লইতে চাহিলেন; বশিষ্ঠ কিন্তু নন্দিনীকে ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। বিশ্বামিত্র তখন বলপ্রকাশে নন্দিনী গ্রহণের অভিপ্রায়ে বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ঋষিবর কামধেনুর দ্বারা অসংখ্য সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহায়তায় সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত করেন। বিশ্বামিত্র তখন বুঝিলেন,ব্রহ্মতেজের নিকট, তপঃপ্রভাবের নিকট, অন্য সকলই নগণ্য।

নন্দিবর্দ্ধন—১। আনন্দবর্দ্ধনকারী। নন্দির (আনন্দের) বর্দ্ধন (বর্দ্ধক), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নন্দিবর্দ্ধনা। ২। পুত্র; পক্ষান্ত; বন্ধু; শিব। সং; পু।

নন্দী (নন্দিন্)—১। শিবের প্রধান অনুচর, নন্দি, নন্দিকেশ্বর। [ইনি দধীচি মুনির শিষ্য ছিলেন। শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে ইনি একজন প্রধান শিবভক্ত হইয়া উঠেন। ইনি একদা গুরুসহ দক্ষালয় গমন করেন। তথায় দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া ইনি তাঁহাকে ছাগমুণ্ড হইবার অভিশাপ প্রদান করেন]; গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ; বটগাছ; শাক-বিশেষ। নন্দ (আনন্দিত হওয়া)+ণিন্ ক। সং; পু। ২। আনন্দিত, আহ্লাদিত। ৩। আনন্দদায়ক, আহ্লাদজনক। ণিজন্ত নন্দ =নন্দি (আনন্দিত করা)+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নন্দিনী।

নন্দী—১। নন্দিকা, নন্দনকানন। নন্দ (আনন্দিত হওয়া)+অল্ অধি+ঈপ্। ২। দুর্গা। ণিজন্ত নন্দ=নন্দি (আনন্দিত করা) +অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নন্দীশ—১। শিব। নন্দির (অনুচরবিশেষের) ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। ২। নন্দিকেশ্বর। নন্দির (আনন্দের) ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

নন্দীশ্বর—নন্দীশ (সকল অর্থে); সঙ্গীতের তালবিশেষ; বৃন্দাবনের একটী লীলাস্থল। নন্দীর ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

নন্দ্য—আনন্দযোগ্য, আহ্লাদার্হ। নন্দি+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নন্দ্যা।

নপুংসক—ক্লীব, হিজড়ে; ছিন্নমুষ্ক, খোজা। ন স্ত্রী ন পুমান্, নিপাতনে। সং; পু বা ক্লী। [শুক্র ও শোণিতের পরিমাণ সমান হইলে নপুংসক সন্তান জন্মিয়া থাকে। নপুংসক পাঁচ প্রকার; যথা—আসেক্য, সুগন্ধী, কুম্ভীক, ঈর্ষ্যক ও ষণ্ড। তন্মধ্যে ষণ্ডের শুক্রধাতু জন্মে না]।

নপ্তা (নপ্তৃ)—পৌত্র বা দৌহিত্র, নাতি। ন (না)-পত (পতিত হওয়া)+তৃন্ ক। সং; পু।

নপ্ত্রী—পৌত্রী বা দৌহিত্রী, নাতিনী। নপ্তা দেখ, নপ্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নফর—কিঙ্কর, সেবক, ভৃত্য, চাকর, নকর। বৈদেশিক। সং।

নবাব—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা; মুসলমান সামান্ত রাজা বা বড় জমিদার; মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি। বৈদেশিক। সং।

নবাবজাদা—নবাবের পুত্র, রাজকুমার। বৈদেশিক। সং; পু।

নবাবজাদী—নবাবের কন্যা, নবাব-নন্দিনী, রাজকুমারী। বৈদেশিক। সং; স্ত্রী।

নবাব নাজিম—একাধারে নবাব ও বিচারপতি। বৈদেশিক। সং।

নবাবী—১। নবাবের পদ বা কার্য্য। বৈদে। সং। ২। নবাবের উপযুক্ত; বড়মানুষী। বিণ।

নবি, নবী—ভগবৎপ্রেরিত দূত। বৈদেশিক। সং। [বৈদেশিক। সং।

নবিস, নবিসিন্দা—যে লিখিতে জানে, লেখক।

নভ—১। শ্রাবণমাস। সং; পু। ২। আকাশ। সং; ক্লী। ৩। নাশক; হিংসক। নভ (বধ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নভা।

নভঃ (নভস্)—গগন, আকাশ; বয়স্। নহ (বন্ধন করা) বা নভ (বধ করা)+অস্ ক। সং; ক্লী।

নভঃক্রান্তী (-ক্রান্তিন্)—সিংহ। নভসি (আকাশে) ক্রান্ত (গমন)=নভঃক্রান্ত, ৭তৎ; তাহা আছে ইহার এই অর্থে নভঃ-ক্রান্ত+ইন্। সং; পু।

নভঃপ্রাণ—বায়ু। নভঃ হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু (আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি)। সং; পু।

নভঃসৎ (-সদ্)—দেবতা। নভস্ (আকাশ) -সদ (বাস করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

নভঃসরিৎ—স্বর্গঙ্গা। নদী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নভঃস্থ, নভস্থ—আকাশস্থিত। নভস্ বা নভ-স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -স্থা।

নভঃস্থল, নভস্থল—১। আকাশ। নভঃই যে স্থল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শিব। নভঃ স্থল যাহার, বহু। সং; পু।

নভঃস্থিত, নভস্থিত—১। আকাশস্থ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -স্থিতা। ২। নরকবিশেষ। সং; পু।

নভগ—১। আকাশগামী, গগনচারী, বিমান বিহারী। উপ; নভ (গগন)-গম্+ড+ক। বিণ; ত্রি। ২। বৈবস্বত মনুর পুত্র। সং; পু। বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থাননিবন্ধন ভ্রাতৃগণ ইঁহাকে ব্রহ্মচারী বোধ করিয়া যাবতীয় পৈতৃক ধন আপনারা বিভাগ করিয়া গ্রহণ করেন, ইঁহার জন্য কিছুই রাখেন না। ইনি বহুকালান্তে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতার নিকট ভ্রাতৃবর্গের ব্যবহার নিবেদন করিলে মনু ইঁহাকে অঙ্গিরা ঋষির যজ্ঞে যাইতে ও তথায় বিশ্বদেবের স্তুতি পাঠ করিতে অনুমতি করেন। অনন্তর ঐরূপ অনুষ্ঠিত হইলে ঋষিগণ রুদ্র-প্রাপ্য যজ্ঞাবশিষ্ট ইঁহাকে প্রদান করেন। রুদ্রদেব স্বীয় অংশ চাহিলে ইনি তদীয় প্রসাদ মাত্র প্রার্থনা করিলেন। ইঁহার দীনভাব ও সচ্চরিত্রতা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া রুদ্রদেব ইঁহাকেই স্বপ্রাপ্য সমস্ত অংশ সমর্পণ করিলেন। ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া "মুনি" বলিয়াই পরিচিত আছেন।

নভশ্চক্ষুঃ (-ক্ষুস্)—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নভশ্চমস—১। চন্দ্র। নভসি (আকাশে) চমস যাহার, বহু। ২। চিত্রাপূপ, মায়াবর্গের পিষ্টক; ইন্দ্রজাল। নভসের চমস-প্রায়, ৬তৎ। সং; পু।

নভশ্চর—১। খেচর, আকাশগামী। নভস্ (আকাশ)-চর (গমন করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নভশ্চরী। ২। পক্ষী; বায়ু; মেঘ; সূর্য্যাদি গ্রহ; বিদ্যাধরাদি; রাক্ষস। সং; পু।

নভস্—নভঃ ও নভাঃ দেখ।

নভস—আকাশ; স্বর্গ। নভ (বধ করা)+অসচ্ ক। সং; ক্লী।

নভসঙ্গম—পক্ষী। নভস্-গম্+খ ক। সং; পু।

নভস্তল—গগনতল, আকাশদেশ। ৬তৎ। ক্লী।

নভস্থল—নভঃস্থল দেখ।

নভস্থিত—নভঃস্থিত দেখ।

নভস্য—ভাদ্রমাস। নভস্+য্য। সং; পু।

নভস্বান্ (নভস্বৎ)—বায়ু; যুবা। নভস্ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু।

নভাঃ (নভস্)—শ্রাবণ মাস; বর্ষাকাল; মেঘ; পক্ষী। নভ্+অস্ ক। সং; পু।

নভাক—১। তিমির, অন্ধকার। ন (না)-ভা (দীপ্তি পাওয়া)+আক ক। সং; ক্লী। ২। রাহু। নভ্+আক ক। সং; পু।

নভেল—উপন্যাস। ইং (Novel)।

নভোগ—দেবতা; মেঘ। নভস্ (স্বর্গ)-গম্ +ড ক। সং; পু।

নভোমণি—সূর্য্য। নভসের (আকাশের) মণি স্বরূপ, ৬তৎ। সং; পু।

নভোমণ্ডল—গগনমণ্ডল, আকাশদেশ। নভসের (আকাশের) মণ্ডল, ৬তৎ, অথবা নভঃ মণ্ডলের ন্যায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নভোরজঃ (-রজস্)—কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা; অন্ধকার। ৬তৎ। নভঃ+রজঃ। সং; ক্লী।

নভোরেণু—অন্ধকার; কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা। ৬তৎ। নভঃ+রেণু। সং; পু বা স্ত্রী।

নভোলয়—১। গগনে বিলীন। নভসি (আকাশে) লয় যাহার, বহু, নভঃ+লয়। বিণ; ত্রি। ২। ধূম, ধোঁয়া। সং; পু।

নভৌকাঃ (-কস্)—১। স্বর্গবাসী; খচর। নভ ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। দেবতা। সং; পু বা স্ত্রী।

নভ্রাট্ (নভ্রাজ্)—মেঘ। ন-ভ্রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

নমঃ (নমস্)—নমস্কার, প্রণাম; ত্যাগ। নম (নত হওয়া)+অস্ ক। বা। [কোটাল। সং।

নমঃশূদ্র, নমশূদ্র—নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতিবিশেষ,

নমত—১। প্রভু। নম (নমস্কার করা)+ অত র্ম্ম। ২। ধূম, ধোঁয়া; নট, নর্ত্তক। নম (নত হওয়া)+অত ক। সং; পু।

নমন—১। নত হওয়া। নম্ (নত হওয়া)+ অনট্ ভা। ২। নতকরণ, নোয়ান। ণিজন্ত নম বা নমি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নমনীয়—নমনের যোগ্য, নমনসাধ্য। নমি +অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নীয়া।

নমস—অনুকূল। নম (নত হওয়া)+অসচ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নমসা।

নমসিত—অভিবাদিত; পূজিত। নমস্ শব্দ+ ক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নমসিতা।

নমস্কর্ত্তা (-স্কর্ত্তৃ)—নমস্কারকারী, প্রণাম-কারক। নমস্—কৃ (করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নমস্কর্ত্রী।

নমস্কার—প্রণাম। নমঃ দেখ; নমস্ শব্দ—কৃ +ঘঞ্ ভা। সং; পু। [নমস্কার ত্রিবিধ; কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ইহাদের প্রত্যেকে আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। হস্তপদ প্রসারিত করিয়া দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ললাট দ্বারা ভূমি স্পর্শ করাকে উত্তম কায়িক নমস্কার বলে। জানুদ্বয় ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া ললাট দ্বারা ভূমি স্পর্শকে মধ্যম কায়িক নমস্কার, এবং কেবল করতলদ্বয় মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা ললাট স্পর্শকে অধম কায়িক নমস্কার বলে। ভক্তিসহকারে স্বরচিত সংগীতাদি দ্বারা স্তুতি করিয়া যে নমস্কার, তাহা উত্তম বাচিক নমস্কার। বৈদিক বা পৌরাণিক স্তোত্র পাঠ করিয়া যে নমস্কার তাহা মধ্যম বাচিক নমস্কার। আর নিজ অভীষ্টের উল্লেখ করিয়া চলিত ভাষায় নমস্কার করাকে অধম বাচিক নমস্কার বলা যায়। এইরূপ ইষ্ট, মধ্য ও অনিষ্টগত মনোভাব জ্ঞাপনরূপ ত্রিবিধ মানস নমস্কার।

নমস্কৃত—কৃতনমস্কার, যাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে এরূপ, অভিবাদিত। নমস্—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নমস্কৃতা।

নমস্য—প্রণম্য; পূজনীয়। নমঃ দেখ; নমস্ শব্দ+ক্য=নমস্য (নামধাতু), তদুত্তরে য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নমস্যা।

নমস্যা—১। প্রণম্যা, পূজনীয়া। নমস্য+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পূজা; নতি। নমস্ শব্দ+ক্য=নমস্য (নামধাতু), তদুত্তরে অ ভা ও আপ্। সং; স্ত্রী।

নমস্যিত—নমসিত, অভিবাদিত; পূজিত। নমস্ শব্দ+ক্য (=নমস্য নামধাতু)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নমস্যিতা।

নমাজ—নামাজ দেখ।

নমিত—যাহাকে নোয়ান হইয়াছে এরূপ, বক্রী-কৃত। ণিজন্ত নম বা নমি (নত করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নমিতা।

নমুচি—১। কন্দর্প, মদন। ন (না)—মুচ (ত্যাগ করা)+কি ক। সং; পু। ২। জনৈক দৈত্য। কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইন্দ্র অন্যান্য অসুরদিগকে বধ করিয়া অবশেষে ইঁহার হস্তে পরাজিত ও আবদ্ধ হন। পরে, রাত্রি কিংবা দিবাভাগে ইহাকে বধ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর অসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ইহাকে না রাত্রি না দিবা অর্থাৎ সন্ধ্যা-কালে বধ করেন।

নমুচিদ্বিট্ (-দ্বিষ)—ইন্দ্র; শিব। নমুচি—দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

নমুচিসূদন—ইন্দ্র; শিব। ৬তৎ। সং; পু।

নমুনা—আদর্শ, দৃষ্টান্ত। দেশজ। সং।

নমেরু—রুদ্রাক্ষ; সুরপুন্নাগবৃক্ষ। নম্ (নত হওয়া)+এরু ক। সং; পু।

নম্য—নমনীয়; নমস্কারযোগ্য। নম্ (নত করা) +য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নম্যা।

নম্র—নত, প্রণত; বিনীত; নরম, কোমল। নম (নত হওয়া)+র ক। বিণ; ত্রি।

নম্রক—১। নম্র, নত। নম্র+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নম্রকা। ২। বেতস, বেতগাছ। নম্র—কৈ+ড ক। সং; পু।

নম্রতা—কোমলতা, নতি; বিনয়। নম্র+তা। সং; স্ত্রী।

নম্রভাবে—নম্রতাসহকারে, নত হইয়া। নম্র হইয়াছে ভাব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নম্বর—সংখ্যা, অঙ্ক। ইং (number)। সং।

নয়—১। নীতি; উপদেশ। নী (লইয়া যাওয়া)+অল্ ভা। ২। নীতিশাস্ত্র; দ্যূতবিশেষ। নী+অল্ ণ। সং; পু। ৩। ন্যায্য; উপযুক্ত। নী+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নয়া। ৪। নবসংখ্যা, ৯। দেশজ; নব শব্দের অপভ্রংশ। ৫। নহে, না। দেশজ। ব্য। [রচয়িতা। সং; পু।

নয়চন্দ্রসূরি—জৈনপণ্ডিত; হম্বীর মহাকাব্য

নয়ন—১। নেত্র, চক্ষুঃ। নী (লইয়া যাওয়া) +অনট্ ণ। ২। প্রাপণ; লইয়া যাওয়া, যাপন। নী+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নয়নগোচর—দৃষ্টিগোচর, দৃষ্টিপথে পতিত। নয়নের গোচর (বিষয়), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

নয়নজল—নেত্রবারি, অশ্রু, চোখের জল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নয়নজুলী—পথপার্শ্বস্থ কাটা জলনালী, জল-প্রণালী। দেশজ। সং।

নয়ননন্দন—নেত্রের আনন্দদায়ক, চক্ষুঃপ্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নন্দনা।

নয়নমণি—১। চক্ষুর তারা। ৬তৎ। সং; পু। ২। অত্যন্ত স্নেহাস্পদ, যাহাকে না পাইলে অন্ধবৎ অবস্থা হয় এরূপ। বিণ; ত্রি।

নয়নবাণ—বাণতুল্য হৃদয়বিদারিণী দৃষ্টি। নয়ন-রূপ বাণ, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

নয়নসুক—সূক্ষ্ম বিলাতী বস্ত্রবিশেষ। হিন্দী-মূলক। সং।

নয়নাভিরাম—১। চক্ষুর প্রীতিজনক, সুন্দর, সুরম্য। নয়নের অভিরাম, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রামা। ২। চন্দ্র। সং; পু।

নয়নী—অক্ষিতারকা, চোখের তারা। নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ ণ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

নয়নোৎসব—১। চক্ষুর আনন্দ। নয়নের উৎসব, ৬তৎ। ২। দীপ, আলোক। নয়নের উৎসব হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

নয়নোপান্ত—অপাঙ্গ। নয়নের উপান্ত, ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী। [নূতন। প্রা, ক।

নয়পীঠী—পাশা খেলার ছক। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নয়ল, নয়লি, নয়ালি—নূতন। প্রা, ক।

নয়বর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—নীতিপথ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নয়বিৎ (-বিদ্)—নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। নয় (নীতি-শাস্ত্র)—বিদ (জানা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

নয়বিশারদ—নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বিশারদা।

নয়া—১। ন্যায্যা, উপযুক্তা। নয় দেখ। নয়+ আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নূতন। হিন্দী-মূলক, বিণ।

নয়ান—চক্ষু। নয়ন শব্দের অপভ্রংশ। [ক।

নয়ানস্বরূপ—নয়নগোচর, প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রা,

নয়ানী—নয়নবিশিষ্টা, লোচনযুক্তা। প্রায়ই অন্য শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ দেখা যায়। প্রা, ক।

নয়ো—না হইত, অর্থাৎ হইত না। প্রা, ক।

নর—১। মনুষ্য; পুরুষ; জনৈক ঋষি; বিষ্ণুর অংশাবতার [নরনারায়ণ দেখ]; অর্জ্জুন; বিষ্ণু; পরমাত্মা। নৃ+অন্ ক। সং; পু। ২। সারি, হাল; থেই; তরঙ্গ। দেশজ। সং। ৩। মর্দ্দা, পুং। সং; পু। স্ত্রী মাদী।

নরক—১। নর। নর শব্দ+কণ্ স্বার্থে। ২। পাপীদিগের দুঃখভোগের স্থান, নিরয়। নৃ (লইয়া যাওয়া)+অক অধি। সং; পু। ৩। জনৈক দৈত্য। বিষ্ণুর বরাহ অব-তারে, তদীয় ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি শিশুকালে একদা একটী মৃত নরমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর স্বীয় মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে ইঁহার নাম নরক রক্ষিত হয়। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল। বিদর্ভরাজতনয়া মায়ার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে, তাহার গর্ভে ইঁহার ভগদত্ত প্রভৃতি চারি পুত্র হয়। মাতার অনুরোধে পিতার নিকট বর প্রাপ্ত হওয়ার তাহার প্রভাবে নরকাসুর অস্ত্রের অজেয় হইয়া ক্রমে অতি-শয় অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, এবং বাণ, কংস প্রভৃতি দুরাচার অসুরদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক সাধু সজ্জনদিগের উপর নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগি-লেন। এমন কি, দেবমাতা অদিতিরও

কুণ্ডল অপহরণ করিতে ভীত হইলেন না। দিব্যাঙ্গনাদিগকে হরণ করিয়া অসুর ষপুরে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। অবশেষে পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে ভুজায় হাঁয়া জনার্দ্দন লোকহিতার্থে নরকাসুরের প্রাণবধ করেন।

নরককুণ্ড—যমপুরীস্থ দুঃখময় স্থানবিশেষ। নরকও যে কুণ্ডও সে, কর্ম্মধা; কিংবা নরকের কুণ্ড, ৬তৎ। সং; ক্লী।

নরকগামী (–গামিন্)—নরকে গমনকারী, যে নরকে যাইবে, পাপী। নরক–গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –গামিনী।

নরককাল—মনুষ্যাস্থি; মানুষের অস্থিপঞ্জর। ৬তৎ। সং; পু।

নরকজিৎ—দৈত্যারি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ। নরক–জি+ক্বিপ্ ক। সং; পু। [পু বা ক্লী।

নরকপাল—মড়ার মাথার খুলি। ৬তৎ। সং;

নরকমুক্ত—নরক হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –মুক্তা। [পাপিগণ নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পশ্বাদি বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে]।

নরকস্থ—নিরয়ে অবস্থিত, যে বা যাহা নরকে থাকে বা আছে। উপ; নরক–স্থা (থাকা) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নরকস্থা।

নরকস্থা—১। নিরয়ে অবস্থিতা। নরকস্থ দেখ। নরকস্থ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বৈতরণী নদী। সং; স্ত্রী।

নরকান্তক—দৈত্যারি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ। নরকের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

নরকাময়—১। নিরয়ব্যাধি। নরকরূপ আময় (রোগ), রূপক। ২। প্রেত। নরক আময় যাহার, বহু। সং; পু।

নরকাসুর—নরক নামক অসুর বা দৈত্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নরকীলক—গুরুঘাতী, গুরুহত্যাকারী। নরদিগের মধ্যে কীলকতুল্য, ৭তৎ। সং; পু।

নরকেশরী (–কেশরিন্)—নরসিংহ [তাহা দেখ]। নর অথচ কেশরী, কর্ম্মধা। সং; পু।

নরগণ—নরসমূহ; জন্মকালীন গণবিশেষ। ভরণী, রোহিণী প্রভৃতি নক্ষত্রে জন্মিলে নরগণ হইয়া থাকে। সং; পু।

নরজ—১। বরগুক, নারাঙ্গা ফোড়া। নৃ+অঞ্চ্ ণ্ব। সং; পু। ২। মূত্র; শিশ্ন, পুরুষাঙ্গ। সং; ক্লী।

নরদেব—ব্রাহ্মণ; রাজা। নরগণের মধ্যে দেব, ৭তৎ। সং; পু।

নরদ্বিট্ (–দ্বিষ্)—রাক্ষস। উপ; নর–দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

নরনারায়ণ—বদরিকাশ্রমস্থ ঋষিদ্বয়। ধর্ম্মরাজ-পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ইঁহাদের জন্ম। কথিত আছে যে, বিষ্ণুর অংশে ইঁহাদের উদ্ভব। ভ্রাতৃদ্বয়ের শরীর ভিন্ন হইলেও অন্য সর্ব্ব বিষয়ে ইঁহারা এক ছিলেন। বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক উভয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা ইঁহাদের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া অপ্সরাসহ কামদেবকে ভ্রাতৃযুগলের তপোভঙ্গার্থে প্রেরণ করেন। দেবতার মদ-গর্ব্ব ও অপ্সরার রূপগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ইঁহারা ঊর্ব্বশীকে সৃজন করিয়া ত্রিদিবে প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, এই নরনারায়ণই দ্বাপরের শেষে যথাক্রমে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন। নর ও নারায়ণ, দ্বন্দ্ব; বা নর অথচ নারায়ণ, কর্ম্মধা। সং; পু।

নরনারায়ণ সিংহ—কামরূপের রাজা। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শরীরে অসাধারণ বল ছিল; এই জন্য তিনি মল্লনারায়ণ নামে খ্যাতি লাভ করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় আসাম জয় করিয়া ৺কামাখ্যা দেবীর ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস করেন। নরনারায়ণ দশ বৎসরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণের মৃত্যু হয়।

নরপতি—নৃপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

নরপশু—পশুবৎ মনুষ্য, পশুতুল্য কদাচারী মানব, নরাধম। নররূপ পশু, রূপক কর্ম্মধা; অথবা নর পশুর ন্যায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

নরপিশাচ—মানবাকার পিশাচ, যাহার আকৃতি মনুষ্যের ন্যায় কিন্তু আচরণ পিশাচতুল্য ভয়ানক। নরাকার পিশাচ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। স্ত্রী নরপিশাচী।

নরপিশুন—খল, শঠ; ক্রূর; নরের মধ্যে যে খলস্বভাব। ৭তৎ। সং; পু।

নরপুঙ্গব—মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। নর পুঙ্গবপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

নরম—পেলব, কোমল, সুকুমার; অকঠিন; শান্ত, ঠাণ্ডা; আর্দ্র; সুকর, সহজ। নম্র শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

নরমাংস—মনুষ্যের মাংস। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নরমাংসাশী (–শাশিন্)—মনুষ্য-মাংসভোজী। উপ; নরমাংস–অশ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নরমাংসাশিনী।

নরমালা—মনুষ্যের মস্তকনির্ম্মিত মালা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নরমেধ—যজ্ঞবিশেষ, যাহাতে নরমাংস দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়। নর-বধ-সাধ্য মেধ (যজ্ঞ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নরযন্ত্র—ছায়া দ্বারা সময়-নিরূপক কীলক যন্ত্র, ছায়া-ঘড়ী। নরকৃত যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নরযান—মনুষ্যবাহ্য যান, শিবিকা, পাল্কী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নররাজ—নৃপতি। ৬তৎ। সং; পু।

নররূপী (–রূপিন্)—মনুষ্যরূপধারী। নরের রূপ—নররূপ, ৬তৎ; নররূপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী নররূপিণী।

নরলীলা—মনুষ্যকৃত ক্রীড়া, পার্থিব কার্য্য। নরের লীলা, ৬তৎ, অথবা নরকৃত লীলা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নরলোক—মনুষ্যলোক, মর্ত্ত্যভূমি; পৃথিবী। নরাধিষ্ঠিত যে লোক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নরবর—১। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, নরপুঙ্গব। নরদিগের মধ্যে বর, ৭তৎ। ২। প্রাচীন দেশবিশেষ। নর বর (প্রধান) যেখানে, বহু। সং; পু।

নরবলি—দেবপ্রীত্যর্থে পশুর ন্যায় বলিদান জন্য গৃহীত মানব। নরই যে বলি, কর্ম্মধা; অথবা নররূপ বলি, রূপক। সং; পু।

নরবাহন—১। ধনাধিপ কুবের। নর হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। সং; পু। ২। মনুষ্য দ্বারা বাহিত যান, শিবিকা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নরসিংহ—১। নরশ্রেষ্ঠ। নর সিংহপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু। ২। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। নর অথচ সিংহ, কর্ম্মধা। সং; পু। এই অবতারে হিরণ্যকশিপু বধ হয়। ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নানাপ্রকারে উপদ্রব আরম্ভ করে, এবং দেবগণেরও অবধ্য হওয়ায় ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া উঠে; এমন কি স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদকে হরিভক্ত জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণ-বিনাশের জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃত হরিভক্তের বিনাশ কিছুতেই নাই। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের জীবনান্ত করিতে না পারিয়া প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহার হরি সভাস্থ স্ফটিকস্তম্ভে আছেন কি না। প্রহ্লাদ, আছেন বলায় হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে যেমন স্তম্ভ ভগ্ন করিলেন, অমনই তাহার মধ্য হইতে বিষ্ণু অর্দ্ধসিংহ ও অর্দ্ধনরের মূর্ত্তিতে বহির্গত হইয়া দৈত্যরাজের প্রাণবধ করিলেন।

নরসিংহদেব—উৎকল দেশের নরপতি। কথিত আছে যে, আলাউদ্দিন খিলিজির রাজত্বকালে ইনি গৌড়নগর অবরোধ করিয়া বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে অতিশয় লাঞ্ছিত করেন। এই সময়ে উড়িষ্যাবাসীরা ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালার তাবৎ ভূভাগ জয় করিয়াছিল। সং; পু।

নরসুন্দর—ক্ষৌরকার, নাপিত। নর সুন্দর হয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং; পু। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন—"নাপিত জাতীয় 'নরসুন্দর শর্ম্মার' নাম হইতে ক্রমে নাপিতার্থে প্রচলিত হইয়াছে।"

নরহত্যা—মনুষ্য বধ করা, মানুষ মারা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নরহন্তা (—হন্তৃ)—নরহননকারী, নৃশংস; ঘাতক; রাক্ষস; ব্যাঘ্র। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী নরহন্ত্রী।

নরহরি—নরসিংহ অবতার। নর অথচ হরি (সিংহ), কর্ম্মধা। সং; পু।

নরহরি চক্রবর্ত্তী—ভক্তিরত্নাকর নামক বিরাট্ গ্রন্থ ইঁহার রচিত। প্রক্রিয়াপদ্ধতি, গৌরচরিতচিন্তামণি, ছন্দসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত প্রভৃতি অন্য কয়েকখানি গ্রন্থও ইনি রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। নরহরির রচিত বৈষ্ণবরসাশ্রিত অনেক পদাবলী প্রচলিত আছে।

নরহরি দাস—বিখ্যাত পদকর্ত্তা। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা নারায়ণের দুই পুত্র—মুকুন্দ ও নরহরি। নরহরির গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিচন্দ্রিকাপটল ও ভক্তামৃতাষ্টক বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি শ্রীখণ্ডে গৌরনিতাই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। গৌরলীলার পদ ইনিই প্রথম রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গৌরাঙ্গের সহিত ইনি নীলাচলে অবস্থিতি করেন। চৈতন্য-মঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসের ইনি গুরু ছিলেন। ১৫৪০ খ্রী: নরহরির দেহত্যাগ হয়।

নরাকার—মানবাকৃতি, মনুষ্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। নরের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নরাকারা।

নরাঙ্কিত, নরেঙ্গিত—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

নরাজ—হাতের তাঁতে কাপড় বুনিবার সময়ে যে বৃহৎ কাষ্ঠদণ্ডে সূতা জড়ান থাকে এবং কাপড় জড়ান হয়। দেশজ। সং।

নরাধম—অতি হেয় মনুষ্য, যে মনুষ্যের চরিত্র ও আচরণ নিতান্ত নিন্দনীয়। নরগণের মধ্যে অধম, ৭তৎ। সং; পু।

নরান্তক—যম; জনৈক রাক্ষস, রাবণের পুত্র। নরের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

নরায়ণ—নারায়ণ, বিষ্ণু। নরের অয়ন হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

নরাশ—রাক্ষস। নর (মানব)—অশ (ভোজন করা)+ষণ্, ক। সং; পু।

নরুণ, নরুন—নখ কাটিবার অস্ত্র। দেশজ। সং।

নরেন্দ্র—নৃপ, নরাধিপ, রাজা; বিষবৈদ্য। নরগণের ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (মহারাজ বাহাদুর স্যার্)—ইনি কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সপ্তম পুত্র ও মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র। জন্ম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ, ১০ই অক্টোবর। ইনি হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইয়া কিছুদিনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহিত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কয়েকবার উহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের মনোনীত হইয়া ইনি কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর অন্যতম কমিসনর পদে অনেক দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কে, সি, আই, ই এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহারাজ বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু হয়।

নরেন্দ্রনাথ সেন (রায় বাহাদুর)—ইনি কলিকাতা কলুটোলার হরিমোহন সেনের চতুর্থ পুত্র ও রামকমল সেনের পৌত্র। জন্ম—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি। নরেন্দ্রনাথের চারি ভ্রাতাই জয়পুর রাজসরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি চিরদিনই স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছেন। হিন্দু কলেজে কিছুদিন পাঠান্তে ইনি কাপ্তেন পামারের নিকট কয়েক বৎসর গৃহে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সংবাদপত্রে লিখিবার অনুরাগ হয়। ১৯ বৎসর বয়সে ইনি আন্‌লি (Anley) নামক এটর্ণীর আফিসে কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন। সেই সময়ে কিশোরীচাঁদ মিত্রসম্পাদিত ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক সংবাদপত্রের প্রবন্ধ-লেখক স্বরূপে ঐ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে ইণ্ডিয়ান মিরার নামক পাক্ষিক পত্র স্থাপিত হয়। মনোমোহন ঘোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ নিয়মিতরূপে ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন ইংলণ্ডে গমন করিলে সম্পাদনভার নরেন্দ্রনাথের উপরই ন্যস্ত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের এটর্ণী দলভুক্ত হইয়া নব ব্যবসায়ে লিপ্ত নরেন্দ্রনাথ সময়াভাবে কিছুদিনের জন্য মিরারের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন পত্রখানি সাপ্তাহিক হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া মিরারকে দৈনিক পত্রে পরিণত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নরেন্দ্রনাথ ইঁহার সহিত একমত হইয়া পুনরায় ইহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেন, এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অল্পদিনব্যাপী সম্পাদকতার পর নরেন্দ্রনাথ মিরারের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পত্রখানির একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহার সম্পাদন অতি যোগ্যতা ও নির্ভীকতার সহিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিস্বরূপে ইনি ১৮৯৭ হইতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইনি গীতা সভার সভাপতি ছিলেন। বেঙ্গল থিয়োজফিকেল সোসাইটি ইঁহারই নেতৃত্বাধীনে ছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুন ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ইঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার নবপর্য্যায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এই পত্রিকার ২৫০০০ খণ্ড গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের বিদ্যালয় ও আফিসসমূহে বিতরণ করিতেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এটর্ণী। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই (বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালের ১৬ই আষাঢ়) ইনি পরলোক গমন করেন।

নরেশ, নরেশ্বর—নৃপতি, রাজা। নরদিগের ঈশ বা ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

নরেশচন্দ্র সেন [ডাক্তার, এম, এ; ডি, এল]—কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার সবিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি অল্পসময়ের মধ্যে অনেকগুলি ভাল উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

নরোত্তম—পুরুষোত্তম, নারায়ণ; রাজা; হরিভক্ত সাধকবিশেষ। নরের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। সং; পু।

নরোত্তমদাস—বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। রামপুর বোয়ালিয়ার নিকটস্থ গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতরী গ্রামে ১৪৫৩ শকে মাঘ মাসে রাজবংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতার নাম রাণী নারায়ণী। ইনি শিশুকাল হইতেই হরিপ্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার জন্মকালে চৈতন্য দেব জীবিত ছিলেন। পরে তাঁহার তিরোভাবের সংবাদ পাইয়া বালক নরোত্তম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ইনি এক ব্রাহ্মণের নিকট

প্রতিদিন গৌরাঙ্গচরিত শুনিতে যাইতেন। ষোড়শবর্ষ বয়সে ইনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ইঁহাকে ফিরাইবার জন্ত বহু চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। বৃন্দাবনে গিয়া নরোত্তম জীব গোস্বামীর নিকট সমূহ বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। একসময়ে জীব গোস্বামী বঙ্গদেশে প্রচারের ইচ্ছায় নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ দ্বারা গ্রন্থগুলি বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথে গোপালপুর নামক স্থানে দস্যুগণ কর্ত্তৃক উহা অপহৃত হয়। অতঃপর নরোত্তম খেতরীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়া মাতাপিতার আনন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক নবদ্বীপে গমন করেন। তখন চৈতন্য-দেবের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিত ছিলেন। পরে ইনি নবদ্বীপ হইতে নীলাচল ও নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে যান। ইনি খেতরীতে মহাপ্রভুর এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইনি গড়েনহাটা বা গরাণহাটা কীর্ত্তনের স্রষ্টা। ১৫০৯ শকাব্দে কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। জীব গোস্বামী ইঁহাকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইনি প্রার্থনা, হাটপত্তন, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

নর্ত্তক—১। নৃত্যকারী, নৃত্যব্যবসায়ী, নাচ-ওয়ালা। নৃত্ (নাচা)+ষক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নর্ত্তকী। ২। নট; ময়ূর; করী, হস্তী। সং; পু।

নর্ত্তকত্রিপদী—ছন্দঃ দেখ।

নর্ত্তকী—১। নৃত্যকারিণী, নাচওয়ালী। নর্ত্তক +ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নটী; ময়ূরী; করিণী। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

নর্ত্তন—নৃত্য, নাচ। নৃত (নাচা)+অনট্ ভা।

নর্ত্তনশালা—নৃত্যাগার, নৃত্যশালা; রঙ্গালয়, নাচঘর। মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্বেও নৃত্যশালার উল্লেখ আছে। সং; স্ত্রী।

নর্ত্তিত—১। যাহাকে নাচান হইয়াছে এরূপ, কম্পিত; দোলিত। ণিজন্ত নৃত-নর্ত্তি (নাচান)+ক্ত র্ম। স্ত্রী নর্ত্তিতা। ২। নৃত্য, নাচ। নৃত্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

নর্থব্রুক, লর্ড (Thomas George Baring, first Earl of Northbrook)—জন্ম ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারি। ইনি কিছুদিন ইংলণ্ডে বিবিধ রাজকার্য্য করিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ওরা মে ভারতের ভাইসরয় হইয়া আসেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বেহার প্রদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি যথাসময়ে ব্যবস্থা করিয়া অতি দক্ষতার সহিত সেই দুর্ভিক্ষ প্রশমিত করেন। ইনি সে বৎসর শিমলা গমন রহিত করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া দুর্ভিক্ষদমনের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করেন। বরোদার গাইকোবাড় মল্লার রাও বৃটিশ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে (Phayre) বিষ প্রদানে লোকান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অভিযোগের তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্ত লর্ড নর্থব্রুক একটা কমিসন নিযুক্ত করেন। কমিসনের সদস্যরূপে তিনজন ইংরাজ-কর্ম্মচারী (কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কাউচ, রিচার্ড মীড, ও ফিলিপ মেল্‌ভিল) ও তিন জন দেশীয় সম্রান্ত লোক (গোয়ালিয়র এবং জয়পুরের রাজা ও দিনকর রাও) নিযুক্ত করেন। শেষোক্ত তিনজন অভিযুক্তকে নির্দ্দোষ এবং প্রথমোক্ত তিনজন তাঁহাকে দোষী স্থির করেন। লর্ড নর্থব্রুক ইংরাজ কর্ম্মচারিত্রয়ের মত অনুমোদন করিয়া মল্লার রাওকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত করেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে রাজবংশসম্ভূত একটি বালককে গাইকোবাড় বলিয়া মনোনীত করেন। এই বালকটীই সুপ্রসিদ্ধ বর্ত্তমান গাইকোবাড়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনকম্ টেক্স উঠাইয়া দিয়া নর্থব্রুক ভারতীয় প্রজার অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। ইনি অতি ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। বিপত্নীক ছিলেন বলিয়া ইঁহার কন্যা মিস্ বেয়ারিং গভর্ণমেণ্ট হাউসের সামাজিক ব্যাপারে কর্ত্রী ছিলেন। তুলার শুল্ক সম্বন্ধে ভারতসচিবের সহিত মতভেদ হওয়ায় নর্থব্রুক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেল কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

নর্দ্দটক—সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

নর্দমা, নর্দামা—ময়লা জলের নালা, ড্রেন। দেশজ। সং।

নর্দ্দিত—শব্দযুক্ত, শব্দিত; স্তুত। নর্দ্দ্ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নর্দ্দিতা।

নর্দ্দী (নর্দ্দিন্)—রবকারী; শব্দায়মান। নর্দ্দ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নর্দ্দিনী।

নর্ম্ম (নর্ম্মন্)—ক্রীড়া; পরিহাস, কৌতুক। নৃ (লইয়া যাওয়া)+মন্ ণ। সং; ক্লী।

নর্ম্মকীল—পতি, ভর্ত্তা। নর্ম্মে (পরিহাসে) কীলতুল্য, ৭তৎ। সং; পু।

নর্ম্মট—খর্পর, খাপরা, খোলা; সূর্য্য। উপ; নর্ম্মন্ (ক্রীড়া)—অট্ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

নর্ম্মঠ—১। ক্রীড়ারত। নর্ম্মন্ শব্দ (ক্রীড়া)—স্থা (থাকা)+ড ক, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নর্ম্মঠা। ২। চুচুক, স্তনাগ্রভাগ লম্পট। সং পু।

নর্ম্মদ—কেলিকর; পরিহাসপ্রদ; সুখদায়ক। নর্ম্ম দেখ; নর্ম্মন্—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নর্ম্মদা।

নর্ম্মদা—১। কেলিকরী; পরিহাসপ্রদা; সুখদায়িকা। নর্ম্মদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ, এই নদী ভারতের মধ্য প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িতেছে, রেবানদী। সং; স্ত্রী।

নর্ম্মদা হিন্দুর চক্ষে পবিত্র নদীসপ্তকের অন্যতম। ইহা উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া উভয়ের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহা অমরকণ্টক নামক পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া জব্বলপুরের নয় মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে একটি পার্ব্বত্য স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে; সেই স্থানে যে প্রপাত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম ধুঁয়া ধার। এই স্থান হইতে সঙ্কীর্ণভাবে দুই পার্শ্বস্থ শ্বেতপ্রস্তরের পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নর্ম্মদা আবার বিস্তারলাভ করিয়াছে। এই পাহাড় "Marble rocks" নামে বিখ্যাত। বোচ সহর অতিক্রম করিয়া নদী সমধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ক্যাম্বে উপসাগরে পতনের পূর্ব্বে উভয় তীরের মধ্যে ব্যবধান ১৩ মাইল। রেবাখণ্ডে উক্ত আছে যে, ১৯৫১ সংবতে গঙ্গানদীর পবিত্রতা অন্তর্হিত হইবে, কিন্তু নর্ম্মদার পবিত্রতা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। নর্ম্মদা এতই পবিত্র নদী যে তত্তীরে সংগৃহীত উপলখণ্ডগুলি শিবলিঙ্গ-স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। নদীর নাম অবলম্বনে মধ্যপ্রদেশে একটি বিভাগ গঠিত হইয়াছে। হোসাঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর, বেতুল, ছিন্দওয়ারা ও নিমার—এই পাঁচটি জেলা লইয়া নর্ম্মদা বিভাগ সংগঠিত।

নর্ম্মন্—নর্ম্ম দেখ। [সং; পু।

নর্ম্মসচিব—ক্রীড়াসহচর; মোসাহেব। ৬তৎ।

নল—১। তৃণবিশেষ, শর, খাগড়া; নিষধরাজ*, দময়ন্তীর পতি; বানরবিশেষ, রামের কপিসৈন্তের একজন সেনানী। নল (বন্ধন করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। চোঙ্গ; ডাঁটা। দেশজ। সং।

* নিষধপতি নলের বৃত্তান্ত এইরূপ:—

ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা বীরসেনের পুত্র। ইনি যেমন রূপবান্, তেমনি গুণবান্ ছিলেন। সত্যপালন ইঁহার দৃঢ় ব্রত ছিল। ইনি ন্যায়ানুসারে প্রজাপালনই রাজার প্রধান কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পুণ্য-কর্ম্মের জন্ত নল এতদূর প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাতে ইনি পুণ্যশ্লোক নামে অভিহিত

হইয়া নরোত্তম জনার্দ্দনের সহিত তুলনীয় হইয়া রহিয়াছেন :—

"পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

বিদর্ভরাজকুমারীর অসামান্য রূপগুণের কথা শুনিয়া নলের মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, একটি কামচারী মরাল ইঁহার দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক ইঁহার রূপগুণের বিষয় বিবৃত করে। এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইলেন। অতঃপর দময়ন্তীর স্বয়ংবর ঘোষিত হইলে, নল বিদর্ভে যাত্রা করিলেন পথে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য ইঁহাকে অনুরোধ করিলেন, নল দময়ন্তীর পাণিগ্রহণাভিলাষী দেবগণের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে সম্মত হইলে, তাঁহারা ইঁহাকে আপনাদের দূতরূপে দময়ন্তীর নিকট যাইতে বলিলেন। সত্যপরায়ণ নল দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বয়ং দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হইয়াও আপনার অঙ্গীকার পালনজন্য দূতের বেশে বিদর্ভাভিমুখে চলিলেন, এবং দেববরে অন্যের অদৃশ্যভাবে দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন, নল কিন্তু আত্মসংযম করিয়া রাজকন্যার নিকট দেবতাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সত্যপালন জন্য ইঁহার আত্মোৎসর্গের এইরূপ প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া, দময়ন্তী ইঁহার উপর অধিকতর প্রীতা হইলেন, এবং সভায় যে ইঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। নল দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। অতঃপর স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তী ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলে, দেবগণ প্রীত হইয়া ইঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। নল ভার্য্যাসহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ইঁহার ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা হইতে দেবগণের প্রত্যাগমনকালে কলি তাঁহাদের নিকট দময়ন্তীর দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া মানব নলকে বরমাল্য প্রদানের কথা শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া নল দময়ন্তীর অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কলি দ্বাদশ বৎসর কাল নলের শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া তাহা না পাইয়া একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। দৈবাৎ একদিন নল মূত্রত্যাগ করিয়া পদধৌত না করিয়াই সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। সেই ছিদ্র পাইয়া কলি ইঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, কলির উত্তেজনায় নল ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সস্ত্রীক রাজপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরের বহির্দ্দেশে তিন অহোরাত্র বাস করিলেন। পুষ্করের শাসনে কেহ ইঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান না করায়, অবশেষে ইঁহারা বনে গমন করিলেন, এবং তিন দিন অনাহারে থাকায় ক্ষুধার তাড়নায় আহার্য্যের নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন। কয়েকটি পক্ষী দেখিয়া ধরিবার জন্য নল তাহাদের উপর আপনার পরিধেয় বস্ত্র নিক্ষেপ করায় তাহারা বস্ত্রসহ উড্ডীয়মান হইল। এইরূপে বসনহীন হইয়া ইনি ভার্য্যার বস্ত্রের একাংশ পরিধান করিলেন। দময়ন্তীকে বিদর্ভে যাইবার পথ প্রদর্শন করিলে, তিনি স্বামীকে ঈদৃশ দুরবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মতা হইলেন। অনন্তর, পর্য্যটন করিতে করিতে উভয়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে একান্ত অভিভূত হইয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন, এবং অবসাদ হেতু উভয়েই অচিরাৎ নিদ্রিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নল জাগরিত হইলেন, এবং শরীরস্থ কলির প্ররোচনায় বিকৃতবুদ্ধি হইয়া আপনার পরিহিত বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া পতিপ্রাণা পত্নীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনান্তরে গমন করিলেন। অতঃপর ইনি বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দহ্যমান কর্কোটক নাগের কাতর ক্রন্দন শ্রবণে দ্রুতপদে তথায় যাইয়া নাগকে অনল হইতে উদ্ধার করিলেন। নাগবর নলের স্পর্শে নারদের শাপ হইতে মুক্ত হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ নলকে দংশন করিলে, ইনি বিবর্ণ হইয়া গেলেন। কর্কোটক ইঁহাকে অযোধ্যায় গমন করিয়া ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে থাকিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে নল বাহুক নাম ধারণপূর্ব্বক অযোধ্যানাথের অশ্বাধ্যক্ষ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে অসূর্য্যম্পশ্যা, সাধ্বী, কোমলাঙ্গী দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গে পতিকে নিকটে না দেখিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন; তাঁহার মস্তকে যেন অশনিপাত হইল। অবশেষে বহু ক্লেশভোগ করিয়া তিনি অতি কষ্টে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বামীর অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সাঙ্কেতিক বার্ত্তাসহ দূত অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে নল তাহার উত্তর দিলেন। স্বামীর অযোধ্যায় অবস্থিতির বিষয় অবগত হইয়া দময়ন্তী আপনার মিথ্যা পুনঃ স্বয়ংবরের সংবাদ তথায় প্রেরণ করিলেন। ঋতুপর্ণ রাজা স্বয়ংবর সভা দেখিবার জন্য নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্ব দিনে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নলের অশ্ববিদ্যার অসামান্য দক্ষতার প্রভাবে একদিনে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ গমন দুরূহ হইল না। নলের অশ্ববিদ্যায় বিস্মিত হইয়া অযোধ্যাপতি আপনার অক্ষবিদ্যার ক্ষমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক নলকে বিস্মিত করিলেন। উভয়ে তখন স্ব স্ব বিদ্যার বিনিময় করিলেন। অক্ষবিদ্যা প্রাপ্ত হইলে নলের শরীর হইতে কলি অন্তর্হিত হইলেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া নল অশ্বশালায় অন্যান্য সারথিদিগের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইনি দেববরে অন্যদত্ত অগ্নি ও জল ব্যতিরেকেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিলে, দময়ন্তী বুঝিলেন যে ঋতুপর্ণের সারথিই তাঁহার স্বামী। অন্যান্য উপায়ে দময়ন্তী সারথির নলত্ব-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া ইঁহার নিকট গমন করিলে, উভয়ে মিলিত হইলেন। অনন্তর, কর্কোটকের নির্দ্দেশানুসারে নল আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ঋতুপর্ণ রাজা নলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অতিশয় আনন্দিতমনে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। কিছুদিন পরে নলও আপনার রাজ্যে যাইয়া পুষ্করকে দ্যূতে বা যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পুষ্কর দ্যূতে পরাজিত হইয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলে, নল দময়ন্তীকে আপনার রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক পুত্রকন্যাদি পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

নলক—১। শরীরের হাড়। সচ্ছিদ্র অস্থি; নল, পর্ব্ব, পাব্। নল শব্দ—কৈ+ড ক। সং; ক্লী। ২। নাসিকার অলঙ্কারবিশেষ। দেশজ।

নলকিনী—জানুসন্ধি। নলক+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নলকীল—জানু, হাঁটু। নলের (নলতুল্য অস্থির) কীল (শঙ্কুস্বরূপ), ৬৩২। সং; পুং।

নলকূবর—কুবেরের পুত্র। অপ্সরা রম্ভা একদিন বেশভূষা করিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে ইঁহার নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময় লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে পথে পাইয়া তাঁহার প্রতি অনুচিত বল প্রকাশ করেন। রাবণের কবল হইতে মুক্ত হইয়া রম্ভা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের দুরাচারের কথা প্রকাশ করিলে ইনি যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া রাবণকে অভিসম্পাত করেন যে, অতঃপর রাবণ কোনও স্ত্রীর অনিচ্ছায় তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এই অভিশাপ প্রযুক্তই রাবণ

সীতাকে হস্তগত করিয়াও বলপ্রকাশে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে সাহসী হন নাই।

নলকূবর এবং তাঁহার ভ্রাতা মণিগ্রীব একদিন সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নগ্নবেশে রমণীগণসহ জলবিহার করিতেছিলেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হন। ভ্রাতৃদ্বয় নারদের যথোচিত সম্মান না করায় ঋষিবর ইহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়া বৃন্দাবনে যমল অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে ইঁহারা শাপমুক্ত হন। কথিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত কারণে আর এক দিন অন্নদা ইঁহাকে এবং ইঁহার পত্নীদ্বয় পদ্মিনী ও চন্দ্রাকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করেন। ইনি ভবানন্দ মজুমদার এবং ইঁহার পত্নীদ্বয় পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।

নলদ—১। নলদাতা। নল–দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নলদা। ২। উশীর বেনার মূল, খস্‌খস্; পুষ্পমধু। সং; ক্লী

নলপট্টিকা—দরমা, চাঁচ, নলের চেটাই। নল নির্ম্মিতা যে পট্টিকা, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী

নলপান—দূরে দীপ্ত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া দেশজ। ক্রি।

নলসেতু—সমুদ্রের উপরি নল-বানরকৃত সেতু [বাঁধ], সেতুবন্ধ। মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু

নলি—নলাকার অস্ত্র; কাপড় বুনিবার জন্য ছোট সরু নল; পশুপক্ষীর দীর্ঘ অস্থি দেশজ। সং।

নলিকা, নলী—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; ডাঁটা চোঙ; নাড়ী। নালিকা নল+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। নলী=নল+ঙপ্। সং; স্ত্রী।

নলিচা—হুঁকার কাঠ বা কাষ্ঠ। দেশজ। সং

নলিত—নালতে শাক। নল (বন্ধন করা)+ক্ত ক। সং; পু। [আপ্। সং; স্ত্রী।

নলিতা—নালতে শাক। নলিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে

নলিন—পদ্ম; জল। নল+ইন ক। সং; ক্লী

নলিনী—পদ্মিনী; কমলাকর; স্বর্ণদী। নল+ইন্ ক+ঙপ্। সং; স্ত্রী। [পু বা ক্লী।

নলিনীরুহ—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা; মৃণাল। সং,

নলিনেশয়—নারায়ণ। অলুক্ উপ, নলিনে—শী (শয়ন করা)+অন্ ক। সং; পু।

নলী—১। নলিকা (তাহা দেখ)। ২। নলি (তাহা দেখ)। [নির্ম্মাতা। দেশজ। সং

নলুয়া, নলো, নোলো—নল-ব্যবসায়ী, নলপট্টিক

নল্ব—চতুঃশত হস্ত পরিমিত স্থান নল্ (বন্ধ বা দীপ্ত)+ব ক। সং; পু।

নব—১। নূতন, নবীন। নু (স্তুতি করা)+অপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নবা। ২। স্তব নু+অপ্ ভা। সং; পু।

নব (নবন)—নয় (৯)। নু+অন্ র্ম্ম। সং ন বিণ; ত্রি।

নবকলিকা—নব কোরক, নূতন কুঁড়ি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নবকারিকা—১। নবীন কর্ত্রী বা কারিণী; নবোঢ়া। কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী। ২। নবোঢ়া স্ত্রী; নূতন কারিকা অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্লোক। সং; স্ত্রী।

নবকার্ত্তিক—নবজাত কার্ত্তিকের ন্যায় সুন্দর। দেশজ। [মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু।

নবকুমার—নবজাত শিশু। নবজাত কুমার,

নবকৃষ্ণ দেব (মহারাজ বাহাদুর)—ইনি কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম রামচরণ। রামচরণের পিতামহ কামিনীকান্ত মোগল সরকারে কর্ম্ম করিয়া "বাবহর্ত্তা" উপাধি পাইয়াছিলেন। বাবহর্ত্তা অর্থে রাজকর্ম্মচারী। নবকৃষ্ণ রামচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। রামচরণ মুড়াগাছা হইতে বাস উঠাইয়া গোবিন্দপুর (বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম) নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এইখানেই অনুমান ১৭৩২ খৃঃ নবকৃষ্ণের জন্ম হয়। পরে দুর্গনির্ম্মাণ জন্য যখন গোবিন্দপুর গ্রাম কোম্পানী লইলেন, তখন রামচরণ সুতানুটিতে আসিয়া একখানি বাড়ী ক্রয় করিলেন। এই বাড়ীই বর্ত্তমান রাজবাড়ীর "পূর্ব্বপুরুষ" স্বরূপ। অল্প বয়সে নবকৃষ্ণ পিতৃহীন হন। ১৮ বৎসর বয়সে ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংসকে পারসী ভাষায় শিক্ষা দিতেন। লর্ড ক্লাইবের দুরভিসন্ধি লক্ষ্ণৌকান্ত (অপর নাম নকুন্দর) নবকৃষ্ণকে নিজের অধীনে একটি কার্য্য দেন। ইঁহার পারস্য ভাষায় পারদর্শিতা দেখিয়া ক্লাইভ ইঁহাকে কোম্পানির মুন্সি পদে অধিষ্ঠিত করেন ও ইঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া অনেক বিষয়ে কার্য্যে ইঁহাকে নিযুক্ত করেন। নবকৃষ্ণ ক্লাইভের অনুমতি লইয়া হালসীবাগানে অবস্থিত ও কলিকাতা আক্রমণে আগত নবাব সিরাজউদ্দৌলার শিবিরে গমন করেন ও তাঁহার গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ আনিয়া দেন। ক্লাইভের সহিত মিরজাফরের সম্মিলন ইনিই ঘটাইয়া দেন। উভয়ের মধ্যে সুবেদারী সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার পত্র লিখিত হয়, তাহার ভিতরও নবকৃষ্ণ ছিলেন। মিরকাসিমের সহিত যুদ্ধের সময় ইনি মেজর এডামসের সঙ্গে ছিলেন। সম্রাট্ সাহ আলম ও অযোধ্যার নবাবের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপন হয়, তাহার মধ্যেও ইনি ছিলেন। বেনারস সম্বন্ধে বলবন্তসিংহের সহিত এবং সেতার সম্বন্ধে সেতাব রায়ের সহিত যে চুক্তি হয়, নবকৃষ্ণ তাহার মূলেও ছিলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ সম্রাট্ সাহ আলমের নিকট হইতে নবকৃষ্ণকে রাজা বাহাদুর ও মনসব দশহাজারী উপাধি ও সেই সঙ্গে ৩০০০ অশ্বারোহী, পাল্কি, ঝালরদার, ও নাকাড়া রাখিবার অধিকার আনাইয়া দেন। পর বৎসর ক্লাইভ আবার মহারাজ বাহাদুর ও ষষ্ঠহাজারী উপাধি এবং ৪০০০ অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার সম্রাটের নিকট হইতে আনাইয়া দেন এবং পারস্য ভাষায় খোদিত একটী স্বর্ণপদক নবকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ ইঁহাকে সুতানুটির জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। নবকৃষ্ণ নিম্নলিখিত কার্য্যালয়গুলির অধ্যক্ষ ছিলেন। (১) মুন্সীদপ্তর অর্থাৎ পারস্য ভাষা বিভাগের সেক্রেটারীর আফিস; (২) আরজবেগী দপ্তর অর্থাৎ যেখানে আবেদনসকল গৃহীত হইত; (৩) জাতিমালা কাছারি অর্থাৎ যেখানে জাতিঘটিত অভিযোগের বিচার হইত; (৪) খাজনাখানা অর্থাৎ যেখানে কোম্পানীর টাকা রক্ষিত হইত; (৫) মাল আদালত, অর্থাৎ ২৪ পরগণার রাজস্বসম্বন্ধীয় বিচারালয়; এবং (৬) তহসিল দপ্তর অর্থাৎ ২৪ পরগণার কালেক্টারের আফিস। রাজবাটীতে বসিয়াই নবকৃষ্ণ সকল কার্য্য দেখিতেন। ক্লাইভ অবসর গ্রহণ করার পর হেষ্টিংসের সময়েও ইনি এই সকল কার্য্য দেখিতেন। পরন্তু ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ইঁহাকে বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের অভিভাবক এবং বর্দ্ধমান ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ইঁহার বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল। প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ইঁহার সভার অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। ইনি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক পুঁথি লিপি সংগৃহীত করিয়াছিলেন। কলিকাতা পাথুরিয়া গির্জ্জা (St. John's Cathedral) যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ও তৎসন্নিহিত স্থান (যাহা কবর দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে) নবকৃষ্ণ কোম্পানীকে দান করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ বহুদিন পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দরের পুত্র গোপীমোহনকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। পরে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ নামে এক পুত্র জন্মে। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ২২শে নভেম্বর নবকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন।

নবগ্রহ—সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, এই নয় গ্রহ। কর্ম্মধা। সং; পু। [বহু। সং; ক্লী।

নবচ্ছিদ্র—শরীর। নব (৯ নয়) ছিদ্র যাহাতে,

নবজাত—সদ্যঃ বা অল্প দিবস পূর্ব্বে উৎপন্ন। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নবজাতা।

নবজীবন—নূতন জীবনলাভ, অপকৃষ্ট অবস্থার পর উৎকৃষ্ট অবস্থা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নবজ্যোতিঃ (—তিস্)—নূতন কান্তি, নবীন দীপ্তি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

নবজ্বর—তরুণজ্বর; জ্বরের প্রথম অবস্থা। কর্ম্মধা।

নবডঙ্কা—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। দেশজ। সং।

নবত—১। কুথ, হস্তিপৃষ্ঠে আস্তরণার্থ বস্ত্র বা কম্বল। নব (নূতন)—তন্ (বিস্তার করা)+ড ক। সং ; পু। ২। নবতিতম (তাহা দেখ)। নবতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নবতী। ৩। নহবৎ বাদ্য। দেশজ। সং।

নবতারাবলী—নূতন তারকাশ্রেণী ; নয়টি নক্ষত্র। তারাদিগের আবলী (শ্রেণী)—তারাবলী, ৬৩২ ; নব যে তারাবলী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

নবতি—নব্বই, ৯০। নবগুণিত যে দশ, কর্ম্মধা। নিপাতনে। সং বা বিণ ; স্ত্রী।

নবতিতম—৯০ সংখ্যার পূরণ। নবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তমী।

নবতিশঃ (—শস্)—বহু নবতি, নব্বই নব্বই করিয়া। নবতি+চশস্ বীপ্সার্থে। বা।

নবতী—নবতি, নব্বই, ৯০। নবতি+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

নবত্ব—নবীনতা, নূতনত্ব। নব+ত্ব ভাবার্থে।

নবদম্পতি—নববিবাহিতা পত্নী ও পতি। দ্বন্দ্ব ও কর্ম্মধা। সং ; পু।

নবদল—নূতন পত্র ; পদ্মের কেশরসন্নিহিত পত্র ; নূতন পদ্মের পাপড়ি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ষষ্ঠী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

নবদশ—ঊনবিংশতি, ১৯। নব অধিক দশ,

নবদীধিতি—মঙ্গলগ্রহ। নব (নয়) দীধিতি (রশ্মি) যাহার, বহু। সং ; পু।

নবদুর্গা—পার্ব্বতী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদা, এই নয় দুর্গামূর্ত্তি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

নবদ্বার—কর্ণদ্বয়, চক্ষুদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু, উপস্থ, দেহস্থ এই নয় দ্বার। দ্বিগু। সং ; ক্লী।

নবদ্বীপ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত নগরবিশেষ। ইহারও সাধারণ নাম নদীয়া। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড় হইতে উঠাইয়া রাজধানী এতস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১২০৩ খৃঃ অঃ পাঠান সেনাপতি বখ্তিয়ার খিলিজী রাজধানী আক্রমণ করেন এবং লক্ষ্মণসেন রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া পুরী পলায়ন করেন। এইরূপে অতি সহজে রাজধানী বিজয়ী সেনার অধিকারে আসে এবং সেখানে মুসলমানশক্তি স্থাপিত হয়। নবদ্বীপ হিন্দুর চক্ষে বড়ই পবিত্র স্থান। এইখানেই চৈতন্যদেব দেহগ্রহণ করেন। মায়াপুর নামক স্থানটি তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া অধুনা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রতি-বৎসর দোল-পূর্ণিমার সময়ে এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চা ও অধ্যাপনার জন্য নবদ্বীপ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। এই নবদ্বীপ হইতেই চৈতন্যদেবের সমকালে আরও দুইজন মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গদেশকে গৌরবিত করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি নব্য ন্যায়-প্রবর্ত্তক। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব বা স্মৃতিনিবন্ধন-প্রণেতা। মধুর সরল উদার পবিত্র ধর্ম্ম ও সাহিত্য নভোমণ্ডলে একদা এই তিনটি সমুজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হইয়াছিল।

নবধা—নয় প্রকার ; নয়বার। নব (২) দেখ ; নবন্ (নয়)+ধাচ্ প্রকারার্থে। বা।

নবধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, সীসক, তাম্র, রঙ্গ, লৌহ, কাংস্য এবং কান্ত লৌহ এই নয়টা ধাতু। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নবনবতি—নিরানব্বই, ৯৯। নব অধিকা নবতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ ; স্ত্রী।

নবনবতিতম—৯৯ এই সংখ্যার পূরক। নবনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তমী।

নবনিযুক্ত—নূতন প্রবর্ত্তিত, যাহাকে অধুনা [illegible] হইল নিয়োগ করা হইয়াছে। সুপ্সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

নবনী—ননী, মাখন। নব শব্দ—নী+কিপ্ [illegible] সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

নবনীত—ননী, মাখন। নব শব্দ—নী+ক্ত কর্ম্মে।

নবনীতক—ঘৃত। নবনীত হইতে জাত এই অর্থে নবনীত+কণ্। সং ; ক্লী।

নবনীতধেনু—দানার্থ নবনীতনির্ম্মিতা ধেনু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী

নবনীরদ—নূতন মেঘ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নবপত্রিকা—কদলী, দাড়িমী, ধান্য, হরিদ্রা, মান, কচু, বিল্ব, অশোক, জয়ন্তী, এই নয় পত্রিকাযুক্তা স্ত্রীমূর্ত্তি। দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূজারম্ভের পূর্ব্বে এতদ্দেশে নবপত্রিকা প্রবেশের নিয়ম আছে। নব (নয়) পত্রিকা যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

নবপাঠক—নূতন অধ্যাপক, নবীন ছাত্র, নূতন পাঠকারী। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নবপ্রাশন—নবান্নভক্ষণ। নবের (নবান্নের) প্রাশন (ভোজন), ৬৩২। সং ; ক্লী।

নবফলিকা—নবোঢ়া ; প্রথম ঋতুমতী। নব (নূতন) ফল যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

নবফুল্ল—নূতন প্রস্ফুটিত। সুপ্সুপেতি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নবফুল্লা। [সং ; স্ত্রী।

নববধূ—নবোঢ়া স্ত্রী, নূতন বৌ। কর্ম্মধা।

নবম—৯ সংখ্যার পূরণ। নবন্ (নয়)+মট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নবমী।

নবমল্লিকা, নবমালিকা—পুষ্পবিশেষ ; লতা-বিশেষ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

নবমী—১। ৯ এই সংখ্যার পূরিকা। নবম+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের নবম কলার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রিয়াসম্ভূত তিথি-বিশেষ। বৈশাখের শুক্লা নবমী সীতা-নবমী, ভাদ্রের শুক্লা তালনবমী, আশ্বিনের কৃষ্ণা বোধন নবমী, আশ্বিনের শুক্লা মহা-নবমী, কার্ত্তিকের শুক্লা দুর্গানবমী, মাঘের শুক্লা মহানন্দা, চৈত্রের শুক্লা শ্রীরামনবমী। সং ; স্ত্রী।

নবমীদশা—মূর্চ্ছা। পা [illegible]

নবযজ্ঞ—নবান্নরূপ যজ্ঞ, নবান্ননিমিত্তক যজ্ঞ, ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নবযুবতী, নবযুবতি—নূতন যৌবনবিশিষ্টা। কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নবযৌবন—নবীন তারুণ্য, নূতন যুবা অবস্থা।

নবযৌবনা—নূতন যুবতী, ষোড়শী কামিনী। নব হইয়াছে যৌবন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

নবরঙ্গ—১। কুলীন কায়স্থদিগের নয়প্রকার কন্যা দানাদি রূপ কুলকার্য্য। কর্ম্মধা। ২। নারাঙ্গ দেখ। নব রঙ্গ যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

নবরত্ন—১। মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ মরকত, নীলকান্ত, এই নব রত্ন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ-মিহির, বররুচি, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ এই নয় জন পণ্ডিত। সং ; ক্লী।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।"

নবরস—কাব্যে [illegible] নয় প্রকার রস [কাব্যরস দেখ] ; নূতন রস। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নবরাত্র—১। আশ্বিনের শুক্লপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় তিথি। নব (নয়) রাত্রির সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। ২। [illegible] অনাহারে থাকিয়া [illegible] ব্রতবিশেষ। নব রাত্রি সাধ্য [illegible] এই অর্থে নব রাত্রি +অ। সং ; ক্লী।

নবলক্ষণ—১। [illegible] নয় প্রকার গুণ [illegible] বিনয়, [illegible], প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বেদপাঠ, [illegible], দান, ব্রাহ্মণের এই নয় প্রকার চিহ্ন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। নব প্রকার বিশেষ চিহ্ন-যুক্ত। নব (নয়) লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —লক্ষণা।

নববর্ষ—১। নূতন বৎসর, নূতন বর্ষণ। কর্মধা। ২। ভারতাদি নয় (৯) বর্ষ। দ্বিগু। সং; পু বা ক্লী।

নববসন্ত—নবাগত বসন্ত ঋতু। কর্মধা। পু।

নববস্ত্র—নূতন কাপড়। কর্মধা। সং; ক্লী। [শাস্ত্রে নববস্ত্র পরিধানের দিন এইরূপ কথিত হইয়াছে—বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র বারে, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, হস্তা, বিশাখা, উত্তরাত্রয়, জ্যেষ্ঠা, পুনর্বসু, স্বাতী, চিত্রা, অশ্বিনী এবং রেবতী নক্ষত্রে নববস্ত্র পরিধান প্রশস্ত]। [চশস্; ব্য।

নবশঃ (—শস্) —নয় নয় করিয়া। নবন্+

নবশক্তি—বিমলা, উৎকর্ষণী, জ্ঞানা, যোগা, ক্রিয়া, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা, অনুগ্রা—এই নয় ঐশী শক্তি। [ইঁহারা সংজ্ঞার গর্ভ জাতা]। কর্মধা। সং; স্ত্রী।

নবশাক—নবশায়ক দেখ।

নবশায়ক—সদ্গোপ, মালাকার, তৈলী, তাঁতি, মোদক (ময়রা), বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, নাপিত, এই নয় জাতি, ইহাদিগকে (নয়টি শাখায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া) সাধারণতঃ নবশাক বলে। সং; পু।
"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

নবসূতিকা—নবপ্রসূতা নারী; ধেনু। নবা সূতিকা, কর্মধা। সং; স্ত্রী।

নবাগত—নূতন উপস্থিত, অভ্যাগত; যে নূতন আসিয়াছে এরূপ। নব যথা তথা আগত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নবাগতা।

নবাৎ—পাক করা গুড়ের বা চিনির চাক্তি যাহা নৈবেদ্যে দেওয়া হয়। দেশজ। সং।

নবান্ন—১। নূতন অন্ন। নব অন্ন, কর্মধা। ২। অনাময়খ্যাতা বার্ষিকী ক্রিয়া, এই ক্রিয়া না করিয়া নূতন তণ্ডুল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। নব অন্ন যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

নবাম্বিকা—ব্রহ্মাণী, মাহেশী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, মাহেন্দ্রী, চণ্ডিকা, মহালক্ষ্মী, এই নয় অম্বিকা অর্থাৎ দুর্গামূর্ত্তি। কর্মধা। সং; স্ত্রী।

নবারুণ—নূতন সূর্য্য, নবোদিত সূর্য্য। নব যে অরুণ, কর্মধা। সং; পু।

নবার্চিঃ (—র্চিস্)—মঙ্গলগ্রহ। নব (নয়) অর্চিঃ (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং; পু।

নবার্জ্জিত—নূতন উপার্জ্জিত, নূতন সংগৃহীত। নব যথা তথা অর্জ্জিত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নবার্জ্জিতা।

নবাহ—১। নূতন দিন, কোন পক্ষের প্রথম দিবস। নব (নূতন) অহন্ (দিন), কর্মধা। নয় দিন ব্যাপী কাল, একাদিক্রমে নয় দিবস। নব (নয়) অহনের (দিনের) সমাহার, দ্বিগু। সং; পু।

নবীকরণ—যাহা একবার পুরাতন হইয়াছিল তাহাকে নূতন করা। নব (নূতন) + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী) —কৃ (করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নবীকৃত—যাহা পুনরায় নূতন করা হইয়াছে এরূপ। নব + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী) —কৃ (করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নবীন—নূতন, নব; তরুণ। নব (নূতন) + ঈন স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নবীনা।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঘোষপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলি ও কলিকাতায় ইঁহার বাল্যশিক্ষা পরিসমাপ্ত হয়। কলিকাতায় অবস্থানকালে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই সাহিত্যিকমণ্ডলীর সহবাসে থাকিয়া ইঁহার হৃদয়ে সাহিত্যসেবার বাসনা স্ফুরিত হয়। সর্বপ্রথম গুপ্ত কবির 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জনে' ইঁহার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। অক্ষয় কুমার দত্তের পর, ছয় বৎসরকাল ইনি "তত্ত্বোধিনী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে "প্রাকৃততত্ত্ববিবেক" ও "জ্ঞানাঙ্কুর" নামে ইঁহার দুইখানি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক বাহির হয়। "করসংক্রান্ত আইনের নজীর" নামে ইঁহার এক পুস্তক প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালাদেশের তৎকালীন ছোট লাট উহার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং নবীনবাবুকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু নবীন বাবু তাহাতে অসম্মত হন। ইনি অসাধারণ তেজস্বী ও পরোপকারী ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইনি দুর্ভিক্ষের সময়ে এবং নীলকরদিগের অত্যাচারকালে দেশের অনেক কাজ করিয়াছিলেন। কিছুদিন ইনি হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকতা করেন, পরে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হইয়া উহার যশের সৌষ্ঠবৃদ্ধি করেন। ১৮৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্র সেন—১২৫৩ সালের ২৯শে মাঘ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা গোপীমোহন সেন মুন্সেফ ছিলেন। নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া স্কুলে প্রবেশ করেন। মাতার অত্যধিক প্রশ্রয় পাইয়া ইনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্কুলে নবীনচন্দ্র শাসনের অতীত হইয়াছিলেন। স্কুলেই ইনি Wicked the great (দুষ্টের শিরোমণি) এই উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহার পিতা অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার প্রচুর আয় ছিল বটে, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। পুত্রের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাঠে অমনোযোগ দেখিয়া তিনি একদিন আক্ষেপ করিয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, লেখাপড়া না করিলে তোমাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে, আমি তোমার জন্য একটী পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারিব না।" ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ, এ পাশ করেন। নানা কারণে ইঁহার পিতা এই সময়ে খরচ বন্ধ করায় ইনি ছেলে পড়াইয়া সেই আয়ের দ্বারা বি, এ পড়িতে লাগিলেন। এই সময়েই ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অনন্তর ইনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ পাশ করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত কাব্যানুরক্ত ছিলেন। পঠদ্দশাতেই ইনি বিবিধবিষয়ক কবিতা লিখিয়া অনেক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার যখন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক, সেই সময়ে নবীনচন্দ্রের অনেক কবিতা এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। এ বিষয়ে প্যারীচরণ ইঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। ইঁহার যৌবনকালের রচনায়ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি দৃষ্ট হয়। ১২৭৮ সালে ইঁহার অবকাশরঞ্জিনী বাহির হয়। কবি সুকৌশলে আপনার জীবনের দুঃখের কাহিনী এই কাব্যে সন্নিবিষ্ট করেন। অনন্তর ১২৮২ সালে ইঁহার পলাশীর যুদ্ধ কাব্য প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইনি যে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর কবিবর ক্রমে ক্রমে রঙ্গমতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করেন, এবং ঐ কাব্যগুলি সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলতঃ নবীনচন্দ্র একজন স্বভাবকবি ছিলেন। বঙ্গভাষা চিরকাল নবীনচন্দ্রের নিকট ঋণী থাকিবে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারি চট্টগ্রামস্থ স্বীয় বাসভবনে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছে।

নবীনচন্দ্র নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও প্রণয়ন করিয়াছেন ;—প্রবাসের পত্র ; খৃষ্ট ; ভানুমতী। এতদ্ভিন্ন তিনি গীতা ও চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ইঁহার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল।

নবীভাব—যাহা একবার পুরাতন হইয়াছিল তাহা পুনরায় নূতন হওয়া। নব শব্দ (নূতন) + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী) —ভূ (হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নবীভূত—যাহা একবার পুরাতন হইয়াও পুনরায় নূতন হইয়াছে এরূপ। নব + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী) —ভূ (হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নবীভূতা।

নবোঢ়া—১। নূতন বিবাহিতা। নব যথা তথা ঊঢ়া (বিবাহিতা), সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; স্ত্রী। ২। নববিবাহিতা স্ত্রী, নববধূ, নূতন বৌ। সং ; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

নবোৎসাহ—নূতন উদ্যম। নব যে উৎসাহ,

নবোদক—নূতন জল; প্রথম প্রথম পতিত বৃষ্টির জল। নব যে উদক, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নবোদিত—নূতন উদিত, নবপ্রকাশিত। নব যথা তথা উদিত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

নবোত্থিত—নূতন উত্থিত, অল্পদিনমাত্র উত্থিত। নব যথা তথা উত্থিত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নবোত্থিতা।

নবোদ্ভাবিত—নূতন আবিষ্কৃত। নব যথা তথা উদ্ভাবিত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

নবোদ্ভাসিত—নূতন দীপ্ত, নবশোভিত। নব যথা তথা উদ্ভাসিত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

নবোদ্যম—নূতন চেষ্টা, নবীন যত্ন, নূতন উদ্যোগ বা উৎসাহ। নব যে উদ্যম, কর্ম্মধা। সং।

নবোন্মেষিত—নব প্রস্ফুটিত ; নূতন উন্মীলিত। নব যথা তথা উন্মেষিত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

নব্য—নবীন, নূতন ; অপ্রবীণ ; অধুনাতন, হালি। নু (স্তুতি করা) + য ম্ম, অথবা নব শব্দ + য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নব্যা।

নশিতা (নশিতৃ)—নাশশীল, নশ্বর। নশ (নষ্ট হওয়া) + তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী নশিত্রী

নশ্বর—নাশশীল, বিধ্বংসী ; অস্থায়ী, অনিত্য। নশ (বিনষ্ট হওয়া) + ক্বরপ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নশ্বরী।

নষ্ট—ধ্বস্ত, বিনাশপ্রাপ্ত ; যাহা হারাইয়া গিয়াছে এরূপ ; অনুদ্দিষ্ট ; তিরোহিত ; গত ; পলায়িত ; দুষ্ট ; দুর্ব্বৃত্ত ; কুচরিত্র ; প্রকৃত গুণহীন। নশ + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নষ্টা।

নষ্টচন্দ্র—ভাদ্রমাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীর চন্দ্র, দোষযুক্ত চন্দ্র। কর্ম্মধা। সং ; পু। কথিত আছে যে, চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ করায় কলঙ্কিত হন ; সেই কলঙ্কিত চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে অকারণ কলঙ্ক ঘটিয়া থাকে। দৈবাৎ দর্শনে নিম্নলিখিত মন্ত্রপূত জল পান করিবে। মন্ত্র যথা—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥"

নষ্টচেতন—চেতনারহিত, লুপ্তসংজ্ঞ, সংজ্ঞাহীন। নষ্টা চেতনা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নষ্টচেষ্ট—চেষ্টারহিত, ক্রিয়াহীন, নড়নচড়ন রহিত, স্পন্দহীন, জড়। নষ্টা চেষ্টা যাহার বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —চেষ্টা। বি, —চেষ্টতা, —চেষ্টত্ব।

নষ্টমতি—১। দুষ্টবুদ্ধি ; হীনমতি ; নষ্টমতি। নষ্টা মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দুষ্টা বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

নষ্টবীজ—নিষ্ফল, বিফল। নষ্ট হইয়াছে বীজ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নষ্টবীজা।

নষ্টা—বিনাশপ্রাপ্তা ; দুষ্টা ; ভ্রষ্টা, কুলটা, অসতী। নষ্ট + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নষ্টাম, নষ্টামি—দুর্বৃত্ততা, দুষ্টতা, দুষ্টামি ; ফাঁকি, চালাকি, কৌতুক, পরিহাস। দেশজ। সং।

নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

নষ্টেন্দুকলা—কুহূ, অমাবস্যা। ইন্দুর (চন্দ্রের) কলা = ইন্দুকলা, ৬ষ্ঠী ; নষ্টা হয় ইন্দুকলা যে সময়ে, বহু। সং ; স্ত্রী।

নষ্টোদ্ধার—হস্তান্তরিত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি ; জীর্ণোদ্ধার। নষ্টের উদ্ধার, ৬ষ্ঠী। সং ; পু।

নস্—নাসা দেখ। [+ আপ্। সং ; স্ত্রী।

নসা—নাসা, নাক। নস (শব্দ করা) + অন

নসিব, নসীব—ভাগ্য, অদৃষ্ট। বৈদেশিক সং।

নস্য—১। নাসা, নাক। নস + য ক। সং ; পু। ২। নস্য। সং ; ক্লী।

নস্য—নাসিকার হিতজনক একপ্রকার চূর্ণ, নাস। নস + য হিতার্থে। সং ; ক্লী।

নস্যদানী—নস্য রাখিবার পাত্রবিশেষ। ৬ষ্ঠী। সং ; স্ত্রী।

নস্যা—নাসিকা ; অশ্বাদির নাসিকাবদ্ধ রজ্জু, বলদ প্রভৃতির নাক ফুঁড়িয়া যে দড়ি বাঁধা হয়। নস্ (নাক) + য + আপ্। সং ; স্ত্রী।

নস্যাৎ—১। যদি না থাকে। সংস্কৃত বা। ২। অপলাপ, লোপ, অগ্রাহ্য। দেশজ।

নস্যোত—নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ বলদাদি, নাক ফোঁড়া বলদ প্রভৃতি। নস্যা দ্বারা উত, ৩য়া। সং ; পু। [ক।

নহ—না হও বা নও, নহে, নয় ; নাই। প্রা,

নহন—১। বন্ধন। নহ (বন্ধন করা) + অনট্ ভা। ২। বন্ধনের রজ্জু। নহ + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

নহবৎ, নবৎ—নওবৎ দেখ।

নহর—খাল। দেশজ। সং।

নহলা—ছোট বালক ; নয় ফোঁটাযুক্ত

নহি—১। নিষেধ, না, কখনই না, নিশ্চয়ই না বা। ২। না হয়, নও, নাই। প্রা, ক।

নহ—নাই। প্রা, ক।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি, সর্পবিশেষ। নহ (বন্ধন করা) + উষন ক। সং ; পু। নহুষ রাজার পিতার নাম আয়ু। নহুষ অশোকসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহার গর্ভে যযাতি প্রভৃতি ইঁহার ছয় পুত্র হয়। ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান্ ছিলেন। ইনি হুণ্ড নামক দৈত্যের বধসাধন করিয়া তাহার অত্যাচার হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করেন। ইঁহার শাসনে দস্যুভয় একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। নহুষ কেবল বাহ্যশত্রু দমন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, আপনার অন্তঃশত্রু রিপুগণকেও যত্ন সহকারে শাসনে রাখিতেন। ইনি সাধনাদ্বারা আত্মজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার চিত্তবৃত্তি ও প্রখর বুদ্ধি সম্পূর্ণ রূপে ইঁহার বশবর্ত্তী ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও ইঁহার ভোগবিলাসে আসক্তি ছিল না। কেবল অজ্ঞানতাবশতঃ ব্রাহ্মণ ঋষিদিগকে যান বহন করাইয়া ইঁহার সেই পাপ একদিকে ইঁহাকে সর্পে পরিণত করিয়া ইঁহাকে পাতিত করেন।

কথিত আছে যে, কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া আত্মগোপন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকায় রাজার অভাবে ত্রৈলোক্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তখন অন্যান্য দেবগণ ও ঋষিগণ খ্যাতনামা নহুষকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া দেবরাজপদের জন্য মনোনীত করেন। এতদিন পরে নহুষের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়া ইনি ভোগবিলাসে রত হইলেন। ক্রমে ইঁহার মন পাপপথে ধাবিত হইল এবং পূর্ব্বে ধর্ম্মমার্গে যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পাপপথেও তদ্রূপ অবনতি প্রাপ্ত হইলেন। এমন কি ইন্দ্রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রাণী শচীদেবীকে পত্নীভাবে পাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। শচী বৃহস্পতির পরামর্শে ভাবিয়া দেখিবার জন্য কিছু দিন অবকাশ লইলেন। ইন্দ্রাণী নহুষের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিল। ইনি মুনিঋষিদিগের দ্বারা আপনার শিবিকা বহাইতে আরম্ভ করিলেন। একদিন অগস্ত্য ঋষি ইঁহার শিবিকা বহন করিতে যাইয়া পদস্পৃষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদানে ইঁহাকে সর্পরূপে পরিণত করিলেন। নহুষ তখন বৃহৎ অজগরের রূপ ধারণ করিয়া দ্বৈতবনে

বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল পাপের ফল ভোগ করা হইলে পর পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে ভীম ইঁহার নিকট গমন করিলে ইনি ভীমকে গ্রাস করিতে উদ্যত হন। তখন যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত আলাপে নহুষ শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব পুণ্যবলে পুনরায় স্বর্গে গমন করেন।

না—১। নিষেধার্থক অব্যয়, ন। দেশজ। ২। নৌকা। দেশজ। সং। প্রা, ক।

না (নৃ)—নর, পুরুষ, মানব, মনুষ্য। নী (লইয়া যাওয়া)+তৃ ক। সং; পু।

নাই—১। না হয় বা না আছে; অভাব, নিষেধ। দেশজ। ২। স্নেহ, অত্যাদর। দেশজ। সং। ৩। নাভি, চাকার মধ্যবর্ত্তী হাঁড়ী; কামারের লোহার বা কুট; তালার মাঝের কীল বা খোঁচ। দেশজ। সং।

নাই-আঁকড়া, নেই-আঁকড়া—কূট তার্কিক; যাহা নাই তাহাকে আঁকড়িয়া থাকে যে। দেশজ। বিণ।

নাইয়া, নেয়ে—নাবিক, নৌকার দাঁড়ী বা মাঝি। দেশজ। সং। [illegible] দেশজ। ক্রি।

নাওয়া—১। স্নান। সং। ২। স্নান করা।

নাংটা—উলঙ্গ। বিণ।

নাক—১। স্বর্গ; আকাশ। ন (নাই) অক (পাপ, দুঃখ) যথায়, বহু। সং; পু। ২। নাসিকা। দেশজ।

নাকচ—বাতিল, নামঞ্জুর, রদ, রহিত; অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ; অব্যবহার্য্য। বৈদেশিক। সং।

নাকচর—আকাশগামী দেব; গ্রহাদি; পিতৃদেববিশেষ। নাকে (স্বর্গে) চরে যে, উপ; নাক শব্দ+চর+টক্ ক। সং; পু।

নাকড়া—১। নাককাটা। বিণ। ২। একপ্রকার নাসিকারোগ; ইহাকে নাসাও বলে, চড়ক পর্ব্বে কাটা ঝাঁপ। দেশজ। সং।

নাকানি—নাকে জলপ্রবেশ, নাক পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জন; বিপদ্‌সাগরে পতন। দেশজ। সং।

নাকারা—১। একপ্রকার পটহ, টিকারা, নাগরা। সং। ২। অকার্য্যকর; অকর্ম্মণ্য, অকেজো। দেশজ। বিণ।

নাকাল—উচ্চ নাকযুক্ত; জব্দ; বিলক্ষণ কষ্ট প্রাপ্ত; অতি ক্লান্ত। দেশজ। বিণ।

নাকি—১। নাসিকা হইতে উচ্চারিত; অনুনাসিক। বিণ। ২। সংশয়ার্থক অব্যয়, সত্য বটে কি। দেশজ।

নাকী (-নাকিন্)—১। দেবতা। নাক (স্বর্গ) +ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। নাসিকা হইতে উচ্চারিত, অনুনাসিক। দেশজ। বিণ।

নাকু—বল্মীক; পর্ব্বত। ন (না)—অক (গমন করা)+উ ক। সং; পু।

নাকুয়া, নেকো—নাকযুক্ত, নাসিকাবিশিষ্ট; উন্নতনাসিক। দেশজ। বিণ।

নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক নক্ষত্রসম্বন্ধীয়; নক্ষত্রের গতিবিধি দ্বারা পরিমিত। নক্ষত্র শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নাক্ষত্রী, নাক্ষত্রিকী।

নাখোদার—জাহাজের অধ্যক্ষ; জাহাজের পণ্য সরবরাহকারক। বৈদেশিক। সং।

নাগ—১। সর্প; হস্তী; দেহস্থ বায়ুবিশেষ। ন অগ, নঞ্‌তৎ, যে গমনক্ষমতাহীন নহে ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; পু। ২। রঙ্গ, টিন; সীস। সং; ক্লী।

নাগকন্যকা, নাগকন্যা—নাগবংশীয়া রমণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নাগকর্ণ—হাতীর কাণ, [তত্তুল্য পত্রবিশিষ্ট বলিয়া] এরণ্ড বৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

নাগকেশর, -কেসর—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, নাগেশ্বর নাগের ন্যায় কেশর যাহার, বহু। সং; পু।

নাগচূড়—শিব। নাগ হইয়াছে চূড়া (মস্তকভূষণ) যাঁহার, বহু। সং; পু।

নাগদন্ত—গজদন্ত; [তত্তুল্য বলিয়া] গৃহের ভিত্তিনির্গত কাষ্ঠদণ্ড, ঘরের দেওয়ালে পোঁতা ডাণ্ডা। ৬তৎ। সং; পু।

নাগদন্তী—হাতীশুঁড়ার গাছ; বেশ্যা। নাগের দন্তের ন্যায় পুষ্প যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

নাগনক্ষত্র—অশ্লেষানক্ষত্র। নাগাকার নক্ষত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্ম। সং; স্ত্রী।

নাগপক্ষী—আষাঢ়মাসীয় কৃষ্ণপক্ষী। নাগপ্রিয়া পক্ষী, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নাগপতি—বাসুকি, ঐরাবত। ৬তৎ। সং; পু।

নাগপাশ—সর্পরূপ পাশ, বরুণের অস্ত্র, অস্ত্ররূপক কর্ম্মধা। সং।

নাগপুর—মধ্যপ্রদেশের একটি বিভাগ, জেলা ও সহর। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে নাগপুরের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই শতাব্দীতে নাগপুর গোঁড়রাজগণের অধিকারে ছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বক্তবুলান্দ নামক গোঁড়রাজ নাগপুর সহর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র চাঁদ-সুলতান সহরে রাজধানী স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। ১৭৩০ খ্রীঃ চাঁদ-সুলতানের মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার উপপত্নীর পুত্র ওয়ালীসাহ বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। চাঁদ-সুলতানের বিধবা মহিষী বেরারাধিপতি রঘুজী ভোঁসলার সাহায্যপ্রার্থিনী হন। রঘুজী ওয়ালীসাহকে নিহত করিয়া চাঁদ সুলতানের পুত্রদ্বয়কে (বুরহান সাহ ও আকবর সাহকে) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অল্পদিন পরে ভ্রাতৃদ্বয়মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুরহান সাহ রঘুজীর সাহায্যপ্রার্থী হন। রঘুজী কনিষ্ঠ ভ্রাতা আকবর সাহকে বিতাড়িত করেন, এবং জ্যেষ্ঠকে নামে মাত্র রাজা এবং বৃত্তি দান করিয়া স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তিনি নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি অধিকার করিয়া নাগপুরে ভোঁসলা রাজত্ব দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। ১৭৫৫ খ্রীঃ রঘুজীর মৃত্যু ঘটে এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জানোজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পরে পেশোয়ার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ইনি ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুজীকে দত্তক পুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জানোজীর মৃত্যু ঘটিলে, রঘুজী (দ্বিতীয়) সিংহাসন অধিকার করেন এবং তাঁহার পিতা মধুজী অভিভাবক স্বরূপে রাজ্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় রঘুজীর রাজত্বসময়ে ইংরাজের সহিত নাগপুররাজের সন্ধি স্থাপিত হয়। অল্পদিন পরেই, রঘুজী ইংরাজের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়ার সহিত যোগদান করেন। আসাই ও আগাওর যুদ্ধে মিলিত সৈন্য বিধ্বস্ত হয় এবং দেওগাঁওর সন্ধির ফলে, রঘুজী স্বীয় রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ হইতে বিচ্যুত এবং স্থায়িভাবে ইংরাজের প্রতিনিধিকে রাজধানীতে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৮১৬ খৃঃ রঘুজীর মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র পারসোজী অন্ধ এবং জড়ভাবাপন্ন ছিলেন। অভিভাবকের পদ লইয়া রঘুজীর বিধবা পত্নী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আপা সাহেবের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। আপা সাহেবের জয় হয়। অল্পকাল পরে দুর্ভাগা পারসোজী বিষপ্রয়োগে নিহত হন। তখন আপা সাহেব নির্ব্বিবাদে সিংহাসন অধিকার করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে পেশোয়ার সহিত যোগদান করেন। এদিকে ইংরাজসৈন্য নাগপুর আক্রমণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আপা সাহেব পঞ্জাবে পলায়ন করেন। ইহার পরে দ্বিতীয় রঘুজীর একটি শিশু পৌত্রকে ইংরাজ তৃতীয় রঘুজী নাম দিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রেসিডেণ্ট দ্বারা ১৮৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করেন। ১৮৫৩ খৃঃ তৃতীয় রঘুজী অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, নাগপুর ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৮৬১ খৃঃ "নাগপুর প্রদেশ," "সাগর ও নর্ম্মদা" প্রদেশের সহিত মিলিত হইয়া "মধ্যপ্রদেশ" (Central Province) আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

নাগফল—১। পটোল গাছ। নাগতুল্য ফল যাহার, বহু। সং; পু। ২। পটোল। নাগতুল্য ফল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নাগবল—১। হস্তিতুল্য বলবান্। নাগের বলের ন্যায় বল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —বলা। ২। ভীমসেন। সং; পু।

নাগভগিনী—মনসা দেবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নাগভূষণ—শিব। নাগ (সর্প) ভূষণ যাঁহার, বহু। সং; পু।

নাগমাতা (—মাতৃ)—সর্পজননী, কশ্যপবনিতা, কদ্রু, যাঁহা হইতে সর্পজাতির উৎপত্তি; মনসাদেবী; মনঃশিলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নাগযষ্টি—পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রোথিত কাষ্ঠবিশেষ, রইকাঠ। নাগাকারা যষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; স্ত্রী।

নাগর—১। নাগরিক, নগরসম্বন্ধীয়; বিদগ্ধ রসবোধবিশিষ্ট, রসিক। নগর শব্দ+ষ্ণ বিণ; ত্রি। স্ত্রী নাগরী। ২। দেবনাগর অক্ষর; মুস্তকবিশেষ; শুণ্ঠী, শুঁঠ। সং; স্ত্রী। ৩। দেবর। সং; পু।

নাগর ঈশান—ভক্ত বৈষ্ণব সাধু। ইনি "অদ্বৈত প্রকাশ" নামে অদ্বৈতাচার্য্য ঠাকুরের একখানি সুবৃহৎ জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে (১৪১৪ শকে) ইঁহার জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে ইঁহার বিধবা জননী শিশুপুত্রটিকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য ভবনে আগমন করেন। সেই দিন অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ তনয় অচ্যুতানন্দের বিদ্যারম্ভের দিন ছিল। সেই শুভদিনে ঐ ব্রাহ্মণ কন্যাকে আশ্রয় দিয়া অদ্বৈতাচার্য্য ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাতা পুত্রকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। আশ্রয়দাতার কৃপায় ঈশান যত্নের সহকারে সুশিক্ষা লাভ করেন; এবং ভোগবানস্পৃহ হইয়া কৌমারব্রত অবলম্বন করেন। অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোভাবের পর গুরুর আদেশে ঈশান গুরুর জন্মভূমি শ্রীহট্ট লাউড়ে গমনপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। গুরুপত্নী সীতাদেবীর আদেশে তিনি প্রভুর জীবনচরিত প্রণয়ন, এবং ৭০ বৎসর বয়সে বংশরক্ষার্থ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। ঈশান অদ্বৈত প্রভুর চিরানুগত শিষ্য ছিলেন এবং যাবজ্জীবন প্রভুর আদেশ পালনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঈশান নাগরের বংশধরগণ গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী ঝালাপাল গ্রামে গিয়া বাস করেন। এখনও তাঁহারা সেই গ্রামেই বাস করিতেছেন।

নাগরক—নগররক্ষী; চৌর। নাগর+কণ্। পু।

নাগরঙ্গ—নারাঙ্গা লেবু। নাগতুল্য রঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

নাগরদোলা—উচ্চ নীচ হইয়া দোল খাইবার বৃহৎ যন্ত্রবিশেষ। দেশজ। সং।

নাগরা—পটহবিশেষ, নাকারা, টিকারা; পাদত্রাণবিশেষ; একপ্রকার পশ্চিমা জুতা। দেশজ। সং।

নাগরাজ—অনন্তদেব; ঐরাবত হস্তী। নাগদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

নাগরালি, নাগরালী—নাগরত্ব, বিদগ্ধতা, রসিকতা; চাতুর্য্য, ফন্দিবাজী; লাম্পট্য। দেশজ। সং।

নাগরিক—নগরসম্বন্ধীয়; নগরবাসী। নগর। ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নাগরিকী।

নাগরী—১। নগরসম্বন্ধীয়া, নগরবাসিনী; বিদগ্ধা, রসিকা। নাগর দেখ; নাগর+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিদগ্ধা নারী; রসিকা রমণী; স্নুহীবৃক্ষ; অক্ষরবিশেষ; খেজুর গুড়। সং; স্ত্রী।

নাগরীট—উপপতি; লম্পট। নাগরী (রসিকা) ইট (গমন করা)+ক ক। সং; পু।

নাগলতা—লিঙ্গ, শিশ্ন। নাগতুল্যা লতা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নাগলোক—পাতাল। ৬তৎ। সং; পু।

নাগবল্লরী, নাগবল্লী—তাম্বূলীলতা, পাণগাছ। নাগসদৃশী বল্লরী বা বল্লী (লতা), মধ্যপদলোপী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নাগসম্ভব—সিন্দূর। নাগ (সীসক) হইতে সম্ভব (জন্ম) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

নাগা—১। সর্পী; হস্তিনী। নাগ+আপ সং; স্ত্রী। ২। নগ্ন, উলঙ্গ। বিণ। ৩। উলঙ্গ; সন্ন্যাসী; পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণী ভাট ভিখারী; পাহাড়জাতিবিশেষ দেশজ। সং। ৪। বাধা, আটক, ফাঁক প্রা, ক।

নাগাইদ, নাগাদ—পর্য্যন্ত। দেশজ। বা।

নাগাধিপ, নাগাধিপতি—সর্পরাজ, অনন্তদেব, গজরাজ, ঐরাবত। নাগসমূহের অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। সং; পু।

নাগাধিপা—মনসাদেবী। নাগদিগের অধিপ ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নাগানন্দ—একখানি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক ইহাতে বৌদ্ধধর্মের অবনতিযুগের ছায়া আছে। কেহ কেহ বলেন শ্রীহর্ষ ইহার রচয়িতা। ম্যাকডোনালের মতে হর্ষের সভাস্থ ধাবক নামক কবি এই নাটক রচনা করেন। সং; ক্লী।

নাগান্তক, নাগারাতি, নাগাশন—গরুড়। নাগের (সর্পের) অন্তক, অরাতি ও অশন, ৬তৎ। সং; পু।

নাগা পাহাড়—আসাম প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ইংরাজাধিকৃত জেলা। এই জেলার প্রধান অধিবাসিগণের নাম নাগা, কুকী ও মিকির। নাগারা বিভিন্ন ভাষী ও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; এমন কি, এক শ্রেণীর ভাষা অপর শ্রেণী বুঝিতে পারে না। আসামীরা পর্ব্বতের অসভ্য জাতিগণকে "নাগা" অর্থাৎ উলঙ্গ নামে অভিহিত করে। কেহ কেহ বলেন, মধ্যভারতের "নাগা" জাতি হইতে নাগারা উৎপন্ন। নাগারা অনিষ্টকারী প্রেতযোনিদিগের প্রীত্যর্থে কুক্কুট, গো ও শূকর বলিদান দিয়া থাকে। মৃতের দেহ ভূপ্রোথিত করাই রীতি। নাগারা হস্তীর মাংস খাইতে ভালবাসে। ইহারা আসামের আহম রাজগণের অধীনে নিরুদ্বেগে বাস করিত। আসামপ্রদেশ ইংরাজের হস্তে আসিলে, ইহারা ইংরাজকে বড় বিব্রত করিয়া তুলে। নাগারা অন্যান্য প্রজার ন্যায় ইংরাজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন নয়। ইহারা ইংরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া স্বীয় স্বীয় নেতৃগণ কর্ত্তৃক শাসিত হয়। নেতৃগণ দ্বারাই ইংরাজ কর আদায় করেন। ১৮৬৭ খৃঃ নাগা-পাহাড়কে স্বতন্ত্র জেলা স্বরূপে অভিহিত করিয়া জনৈক ডেপুটি কমিশনারের অধীন করা হয়। কহিমা নামক স্থানে ইংরাজের রাজকার্য্য সম্পাদিত হয়।

নাগারাতি—নাগান্তক দেখ।

নাগাল—নিকট, সামীপ্য, সন্নিধি; পশ্চাৎ হইয়া ধরিয়া ফেলা বা একত্র হওয়া; প্রাপ্তি, প্রাপ্তিসীমা (reach)। দেশজ। সং।

নাগাশ্য, নাগাহ্বয়—হস্তিনাপুর। নাগ হইয়াছে আখ্যা বা আহ্বয় যাহার, বহু। সং; পু।

নাগী (নাগিন)—সর্পভূষণ, শিব। নাগ (সর্প)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

নাগী—সর্পী; হস্তিনী; স্থূল স্ত্রী। নাগ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী। [illegible] সং; পু।

নাগেন্দ্র—নাগেশ্বর, ঐরাবত। নাগদিগের [illegible]

নাগেশ—১। অনন্ত নাগ। নাগদিগের ঈশ, ৬তৎ। ২। তীর্থবিশেষ, শিবলিঙ্গবিশেষ; পাণ্ডারবিশেষ; পাণিনি ব্যাকরণের টীকাকার। এই নাগেশ বা নাগোজী ভট্টকৃত ষড়্‌দর্শনের টীকা, চণ্ডীটীকা, কপিভাষ্য টীকা, কাব্যপ্রকাশের টীকার টীকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আছে। সং; পু।

নাচ, নাচন—নর্ত্তন, নৃত্য। দেশজ। সং।

নাচনী, নাচানী, নাচুনী—নাচের মজুরি; নাচওয়ালী, নর্ত্তকী; নৃত্য নাচ। প্রা, ক।

নাচা—নৃত্য করা; আমোদে বা উৎসাহে মাতা, মত্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

নাচার—১। উপায়হীন, নিরুপায়; নিঃসহায়। বিণ। ২। উপায়াভাব, অনুপায়; দুর্দ্দশা। বৈদেশিক। সং।

নাচ, নাছি—ছিদ্র, রন্ধ্র, ফুটা; গজালের পেটা মুখ। দেশজ। সং।

নাচিকেতাঃ, নাচিকেত—অগ্নি; জনৈক মুনি। সং; পু।

নাছোড়—যে কিছুতেই ছাড়ে না। বৈদেশিক। [বিণ।

নাছোড়বান্দা—যে ছাড়িবার পাত্র নহে; নির্ব্ব-

জাতিশয় প্রকাশক ; অধ্যবসায়ী। বৈদেশিক। বিণ। [কর্ত্তা। বৈদেশিক। সং

নাজিম—রাজস্ব-সংগ্রাহক ; প্রাদেশিক শাসন-

নাজির—বিচারালয়ের কর্ম্মচারিবিশেষ, পেয়াদাদিগের অধ্যক্ষ। বৈদেশিক। সং।

নাজিরী—নাজিরের পদ বা কার্য্য। বৈদে। সং

নাজেহাল—নাকাল, হায়রান্, জব্দ। বৈদে।

নাট—১। নৃত্য, নাচ ; অভিনয়। নট (নৃত্য করা) + ঘঞ্ ভা। ২। কর্ণাটদেশ। নট শব্দ + ঞ। সং ; পু।

নাটক—১। নৃত্যকারী, নর্ত্তক। নট (নৃত্য করা) ণক কর্ত্ত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাটিকা। ২। দৃশ্যকাব্যবিশেষ ; রূপক ; নটের কার্য্য। সং ; ক্লী। ৩। পর্ব্বতবিশেষ। সং ; পু। [স্ত্রী

নাটকী—ইন্দ্রসভা। নাটক + ঞ + ঙীপ্। সং ;

নাটকীয়—নাটকসম্বন্ধীয়, নাটকে বর্ণনীয়। নাটক + ঈয়। বিণ ; ত্রি।

নাটমন্দির—দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাসাদবিশেষ নাট নিমিত্তক মন্দির, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নাটাই—সূতা জড়াইবার কাঠাম দেশজ। সং।

নাটাম্র—তরমুজ, তরমুজ। নাট (পর্ব্বতবিশেষ)—জাত আম্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নাটার, নাটের, নাটের—নটীর পুত্র। নটী + আর, ঢেয়, এর অপত্যার্থে। সং ; পু

নাটিকা—১। নৃত্যকারিণী। নাটক দেখ। নাটক + অল্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্র নাটক ; নর্ত্তকী। সং ; স্ত্রী।

নাটিত—১। অভিনীত, যাহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে এরূপ। ণিজন্ত নট (—নাটি) + ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাটিতা। ২। নর্ত্তন, নাচান ; অভিনয়ন, অভিনয় করান। নাটি + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

নাটের, নাটের—নাটার দেখ।

নাটোর—বঙ্গ প্রদেশান্তর্গত রাজসাহী জেলায় মহকুমাবিশেষ। পূর্ব্বে এই স্থানে জেলার প্রধান কার্য্যস্থল ছিল ; অধুনা রামপুর বোয়ালিয়ায় কার্য্যালয় নীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে নাটোর প্রভূত গৌরবলাভ করিয়াছিল। সেই সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া বঙ্গের "অহল্যাবাই" রাণী ভবানী নাটোর রাজবংশের প্রভাব সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তার করিয়াছিলেন। [রাণী ভবানী দেখ]। তদীয় দত্তক পুত্র সাধকপ্রবর রাজা রামকৃষ্ণ বিষয়ে বীতরাগ হওয়ায় অনেক সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় এক্ষণে এই বংশের প্রতিনিধি। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

নাট্য—নৃত্য গীত, বাদ্য, এই তিন তৌর্য্য ; তৌর্য্যত্রিক বিদ্যা। নট শব্দ + ঞ্য ইদমর্থে। সং ; ক্লী। এইরূপ প্রসিদ্ধি যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা ইন্দ্র কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া চারি বেদ হইতে সার সঙ্কলনপূর্ব্বক পঞ্চমবেদ নাট্যবেদ রচনা করেন। শিব নাট্যশাস্ত্র ব্রহ্মার নিকট বলেন, ব্রহ্মা উহা ভরতকে জানান ; এবং ভরত উহা মর্ত্ত্যে প্রচারিত করেন।

নাট্যগৃহ—নাট্যশালা (সকল অর্থে)। সং ; ক্লী।

নাট্যপ্রিয়—শিব। নাট্য প্রিয় যাঁহার, বহু। সং ; পু।

নাট্যমন্দির—নাট্যশালা। (সকল অর্থে)। নাট্যার্থ মন্দির, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নাট্যরঙ্গ—নাট্যশালা। নাট্যার্থ রঙ্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নাট্যশালা—নৃত্যমন্দির, নৃত্যশালা ; নাচঘর, রঙ্গালয়, থিয়েটার ; অভিনয়স্থান ; নাট্যমন্দির। নাট্যার্থ শালা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী

নাট্যশালা—বঙ্গে নাট্যশালার উৎপত্তি ও বিকাশ বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগেছিয়ায় এক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নাট্যশালায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই রত্নাবলী নাটিকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত ইংরাজী অনুবাদ অভিনীত হয়। তাঁহার রচিত শর্ম্মিষ্ঠা পাশ্চাত্য আদর্শে লিখিত প্রথম নাটক। ইহা বেলগেছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল। মধুসূদনের অভ্যুত্থানের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন কুলীনকুলসর্ব্বস্ব রচনা করেন। কাহারও কাহারও মতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক। দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন বসু, অমৃতলাল বসু, 'বেল বাবু' বঙ্কনাথ সুর, অমরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতির চেষ্টায় ও নিপুণতায় নাট্যশালার বর্ত্তমান উন্নতি হইয়াছে।

নাট্যশালার প্রাণ সুলিখিত নাটক। নীলদর্পণ বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে এক নব যুগের সৃষ্টি করে। 'নবীন তপস্বিনী' 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির তুলনা নাই। পরলোকগত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনন্যসাধারণ অভিনয়-কৌশলে, বঙ্গ নাট্যশালার ভবিষ্যৎ গঠিত হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি উপযোগী নাটক রচনা করিয়াও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা যোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্ন্যালের বাটীতে "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারে প্রথম টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হয়। ইহার পর বিডন ষ্ট্রীটে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অভিনীত হইবার জন্য গিরিশচন্দ্রের 'লক্ষ্মণ বর্জ্জন', 'সীতাহরণ', 'রামের বনবাস', 'ব্রজবিহার' প্রভৃতি নাটক রচিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশচন্দ্রের রচিত বহুসংখ্যক নাটক এখানে অভিনীত হইয়াছিল। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনিই বঙ্গীয় নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ-রত্ন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনে আর একজন সমসাময়িক নাট্যকারের অভ্যুত্থান হইতেছিল। তিনি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। গিরিশচন্দ্রের হাতে নাট্যশালার গঠন হইল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহানে' ও 'রাণাপ্রতাপে', তাঁহার "মেবার পতন" ও "দুর্গাদাসে" আমরা জাতীয় জীবনের ভেরীনিনাদ শুনিতে পাই। অধুনা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অদ্বিতীয় অভিনেতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শিশির কুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতা। মহাভারতে দেখা যায় পুরাকালে বিরাট রাজার ভবনে নাট্যশালা ছিল।

নাট্যসমিতি—অভিনয়সম্পাদিকা সভা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

নাট্যসূত্র—ভরতমুনি প্রণীত নাট্য শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ ; অলঙ্কার গ্রন্থবিশেষ। ৬তৎ। ক্লী।

নাট্যাচার্য্য—নৃত্যগীতাদি বিষয়ে উপদেষ্টা ; অভিনয়শিক্ষক ; রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ। পরাশর মুনি, শিলালি মুনি, ভরত মুনি প্রভৃতি পুরাকালে নাট্যাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। নাট্যে বা নাট্যের আচার্য্য, ৭মী বা ৬তৎ। সং ; পু।

নাট্যাভিনয়—নাটকে বর্ণিত বিষয়ের অভিনয়। নাট্যের অভিনয়, ৬তৎ। সং ; পু। [দৃশ্যপটাদি সহযোগে যথাযথ হাবভাব অবলম্বনে নাটকবিশেষের চরিত্রাবলীর অভিনয় করা নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য। গ্রন্থপাঠে যে ভাব অস্ফুট থাকে, উপযুক্ত অভিনেতার অভিনয়ে সে ভাবটী পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

সকল প্রাচীন সভ্য দেশেই নাট্যাভিনয়-প্রথা প্রচলিত ছিল। কথিত আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় ভরত মুনি প্রণীত "লক্ষ্মী-স্বয়ংবর" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। শকুন্তলা, উত্তর-রামচরিত, রত্নাবলী প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন আর্য্যনৃপতিগণ নাটক

ও নাট্যাভিনয়ের সবিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে ভাল ভাল নাটক রচিত হইয়া সক্রেটিস্, সিসিরো প্রভৃতি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ রঙ্গালয়ে যীশুখ্রীষ্টের মর্ত্তলীলার অভিনয় করিতেন। পরে, ইহাতে দেবত্বের অবমাননা করা হয় এইরূপ বিবেচনায় উক্ত প্রকার লীলাভিনয় (Mysteries and Miracles) বন্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে Moralities নামধেয় এক প্রকার নাট্যাভিনয় হইত। ইহাতে রূপকচ্ছলে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় প্রদর্শিত হইত। অধুনা ভারতবর্ষে যে প্রণালীতে নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান ইউরোপীয় নাট্যাভিনয়ের অনুকরণ।

নাট্যালয়—নাট্যশালা। নাট্যার্থ আলয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নাড়া—১। শস্যস্তম্ব, কর্ত্তিত শস্যের পরিত্যক্ত গোড়া। সং। ২। আন্দোলিত বা কম্পিত করা; স্থানচ্যুত করা। দেশজ। ক্রি।

নাড়ান—আন্দোলিত বা কম্পিত করান; স্থানচ্যুত করা বা করান, অপসারিত করা বা করান। দেশজ। ক্রি।

নাড়ি, নাড়িকা, নাড়ী—শিরা, ডাঁটা; চোঙ্গ, নল; দেহস্থ শিরা; একদণ্ড পরিমিত কাল, ২৪ মিনিট। নাড়ি=পিঞ্জস্থ নড়=নাড়্ (বাঁধান)+ই ক। নাড়িকা=নাড়ি +কন্ স্বার্থে+আপ্। নাড়ী=নাড়্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নাড়িন্ধম, নাড়ীন্ধম—স্বর্ণকার। উপ; নাড়ি বা নাড়ী—ধ্মা (ফুৎকারকরা)+খশ্ ক। সং; পু।

নাড়ী—নাড়ি দেখ।

নাড়ীক—পাটশাক। নাড়ী—কৈ+ড ক। সং; পু।

নাড়ীচ—নালতে শাক, পাট শাক। নাড়ী (ডাঁটা) –চি (জন্মান)+ড ক। সং; পু।

নাড়ীচক্র—নাভিস্থিত নাড়ীমূল; ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু, শঙ্খিনী, দশমী, লোলজিহ্বেত জিহ্বা, বিজয়া, কামদা, অমৃতা, বহুলা,—এই ১৬ নাড়ী। ৬তৎ। সং; পু।

নাড়ীচরণ—পক্ষী। নাড়ীতুল্য চরণ যাহার, বহু। সং; পু।

নাড়ীজঙ্ঘ—কাক; বক; জনৈক মুনি। নাড়ীর ন্যায় জঙ্ঘা যাহার, বহু। সং; পু।

নাড়ীদেহ—শিবানুচর, ভৃঙ্গী। নাড়ীতুল্য (কৃশ) দেহ যাহার, বহু। সং; পু।

নাড়ীনক্ষত্র—১। সাধারণতঃ মনুষ্যের জন্ম,দশম, ষোড়শ,অষ্টাদশ ও ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র; রাজগণের পুর্ব্বোক্ত ও জাতিদেশাভিষেক নক্ষত্র। সং; স্ত্রী। ২। জন্মাবধি তাবৎ বৃত্তান্ত; সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম বিষয়। দেশজ। সং।

নাড়ীন্ধম—নাড়িন্ধম দেখ।

নাড়ীমণ্ডল—বিষুবরেখা। সুমেরু ও কুমেরু হইতে সমদূরে ঠিক পৃথিবীর মধ্যভাগে পূর্ব্ব পশ্চিমে পৃথিবীবেষ্টনকারিণী রেখা, ইহা বৃত্ত পরিধি। এই রেখার উপরিভাগে সূর্য্য উপস্থিত হইলে দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয়। সং; স্ত্রী।

নাড়ীবিগ্রহ—শিবানুচর ভৃঙ্গী। নাড়ীতুল্য (কৃশ) বিগ্রহ (শরীর) যাহার, বহু। সং; পু।

নাড়ীব্রণ—নালি ঘা। নাড়ীযুক্ত বা নাড়ীস্থিত ব্রণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নাড়ু—লড্ডুক, লাড়ু। গ্রাম্য। সং।

নাণক—মুদ্রা, মোহর প্রভৃতি। ন (না)+অণক (নিন্দনীয়), নঞ্তৎ। সং; ক্লী।

নাতক—ধরিবার হুকুম (arrest)। বৈদে। সং।

নাতজামাই—নাতিনীর পতি। দেশজ। সং।

নাতান—নাতোয়ান দেখ।

নাতি—পুত্রের বা কন্যার পুত্র। নপ্তৃ শব্দজ। সং; পু। স্ত্রী নাতিনী।

নাতিখর্ব্ব—যে অত্যন্ত খর্ব্ব নহে, নিতান্ত বেঁটে নহে এরূপ। ন অতিখর্ব্ব, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –খর্ব্বা।

নাতিদীর্ঘ—অতিরিক্ত লম্বা নহে এরূপ। ন অতিদীর্ঘ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –দীর্ঘা।

নাতিনী—পুত্রের বা কন্যার কন্যা, পৌত্রী বা দৌহিত্রী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

নাতিবিলম্বে—অনতিবিলম্বে, অচিরে, শীঘ্র। ন (নাই) অতি বিলম্ব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নাতিশীতোষ্ণ—অধিক শীতলও নয় অধিক উষ্ণও নয় এরূপ। শীত অথচ উষ্ণ শীতোষ্ণ, কর্ম্মধা; অতি (অধিক) যে শীতোষ্ণ সে অতিশীতোষ্ণ, নিত্য; ন (না) অতিশীতোষ্ণ, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ষ্ণা।

নাতিস্থূল—অত্যন্ত মোটা নহে এরূপ, মানানসই মোটা। ন অতিস্থূল, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

নাতিহ্রস্ব—অত্যন্ত খর্ব্ব নহে, নিতান্ত ছোট নহে। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –হ্রস্বা।

নাতোয়ান, নাতান—নিঃস্ব, দীন, খাজানাদি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, যোত্রহীন; অক্ষম। বৈদেশিক। বিণ।

নাথ—প্রভু, স্বামী; নাসাপ্রোত রজ্জু, নাকফোঁড়া দড়ি। নাথ (প্রভু হওয়া ইত্যাদি) +অল্ অপা। সং; পু।

নাথন—যাচ্ঞা; প্রার্থনা। নাথ (প্রার্থনা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নাথবতী—নাথবিশিষ্টা; পতিযুক্তা, সধবা; পরাধীনা। নাথ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নাথবান্ (–বৎ)—প্রভুবিশিষ্ট; পরতন্ত্র, পরাধীন। নাথ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

নাথহরি—পশু। নাথ (নাকফোঁড়া দড়ি) –হৃ+ই ক। সং; পু।

নাথি—পদাঘাত। গ্রাম্য। সং।

নাদ—১। ধ্বনি, শব্দ। নদ+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। গবাদি বৃহত্তর পশুর বিষ্ঠা। দেশজ। সং।

নাঁদ, নাঁদা—বড় ডাবা গুড় রাখিবার পুরু কলসী; কুম্ভার গায়ের মাটির পাট। দেশজ।

নাদনা—লগুড়, স্থূল যষ্টি, কোঁতকা; খিলানের কাঠ, সরদল। দেশজ। সং।

নাদবিন্দু—চন্দ্রবিন্দু; উপনিষদ্বিশেষ। নাদই যে বিন্দু, কর্ম্মধা। সং; পু।

নাদা—১। শব্দ করা, গর্জ্জন করা; (গবাদি বৃহত্তর পশুর) পুরীষ ত্যাগ করা। দেশজ ক্রিয়া। ২। অলিঞ্জর, জালা। নন্দা শব্দের অপভ্রংশ।

নাঁদাপেটা—যাহার উদর নাঁদার মত বিস্তৃত। দেশজ। বিণ।

নাদিত—শব্দিত; নিনাদিত। পিজন্ত নদ (=নাদি)+ক্ত প্র। বিণ; ত্রি।

নাদির শাহ—বিখ্যাত ভারতাক্রমণকারী। ইনি প্রথমে সামান্য পশুপালক ছিলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে কান্দাহারের সমীপবর্ত্তী ভূভাগের অধিবাসী পাঠানেরা পারস্য জয় করিয়া তত্রত্য রাজা হুসেনকে সবংশে নিহত করে। কেবল তমস্প নামক একটী রাজকুমার পলায়নপূর্ব্বক কাস্পীয়ান্ সাগরের তীরস্থিত এক পশুপালক দলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পশুপালকদিগের মধ্যে নাদির সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও রণনিপুণ ছিলেন। তিনি পাঠানদিগকে পারস্য হইতে দূরীভূত করিয়া তমাস্পকে তাঁহার পৈতৃক সিংহাসন প্রদান করেন (১৭২৯ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু রক্ষকই আবার ভক্ষক হইয়া বসিলেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নাদির তমাস্পকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং নাদির শাহ নাম ধারণপূর্ব্বক পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পরে নাদির কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিলে, অল্প কয়েকজন পাঠান তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দিল্লীতে মোগলসম্রাট্ মহম্মদ শাহ এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত নাদির দিল্লীতে এক দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু সেই দূত জলালাবাদে নিহত হওয়ায় নাদির কুপিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কর্ণাল নামক স্থানের যুদ্ধে সম্রাট্ পরাজিত হইয়া নাদিরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। নাদির সম্রাট্কে লইয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি

প্রথম দিন কোনও উপদ্রব করেন নাই। দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে দিল্লীবাসীরা নাদিরের অমূলক মৃত্যুসংবাদে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহার কতিপয় অনুচরের প্রাণবধ করে। ইহাতে নাদির কুপিত হইয়া দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলকে যথেচ্ছ নিহত করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে দিল্লী মহানগরীর রাজপথসমূহ নরশোণিতে প্লাবিত হইল। অতঃপর নাদির হীরক-শ্রেষ্ঠ কোহিনুর, সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরতক্ত ও বিস্তর নগদ অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক মহম্মদশাহ্‌কে দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ)। ইহার ছয় বৎসর পরে পারস্যবাসীরা নাদিরের দৌরাত্ম্যে ঝালাতন হইয়া তাঁহাকে নিহত করে।

নাদী (নাদিন্)—শব্দকারী, শব্দায়মান। নদ (শব্দ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নাদিনী।

নাদুস-নুদুস—স্থূলাঙ্গ, তুন্দিল। দেশজ। বিণ।

নাদেয়—১। নদীসম্ভূত। নদী শব্দ+ঢেয়। ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নাদেয়ী। ২। সৈন্ধবলবণ। সং; ক্লী। ৩। কাশ-তৃণ। সং; পু।

নাদেয়ী—১। নদী-সম্ভূতা। নাদেয়+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জলবেতস; ভূমিজম্বুকা; কাকজম্বু; অগ্নিমন্থ; নাগরঙ্গ; জবা। সং; স্ত্রী। [ত্রি।

নাদ্য—নদীসম্ভূত। নদী+ষ্য ভবার্থে। বিণ;

নানক—আধুনিক শিখ (গুরুমুখী উচ্চারণে শিখ্) ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক। লাহোর নগরের পাঁচক্রোশ দক্ষিণে তালবণ্ডী (বর্ত্তমান নানকানা) গ্রামে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কালু এবং মাতার নাম ত্রিপতা। কালুবেদী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং গ্রাম্য ভূম্যধিকারীর পাটওয়ারীর কার্য্য করিতেন। কুলপুরোহিত জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ হরদয়াল এই শিশুর ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব গণনা করিয়া ইঁহার নানক নামকরণ করেন। নানক মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ২০ বৎসর পরে এবং চৈতন্য-দেবের ২০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং ইঁহারা তিনজনেই সম-সাময়িক। নানক বাল্যকালে অতি শান্ত স্বভাব ছিলেন এবং অতি অল্পবয়সে বৈদ্য-নাথ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত, এবং কুতবুদ্দিন মোল্লার নিকট পারসী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। সেই সময় হইতেই ইঁহার মন ধর্ম্মপথের পথিক হইতে আরম্ভ করে। বাল্যে পাঠশালায় অধ্যয়নকালে ইনি প্রত্যেক বর্ণমালার আদ্য অক্ষর লইয়া অতি মনোহর বৈরাগ্যব্যঞ্জক কবিতাবলী রচনা করেন। নবমবর্ষ বয়সে ইঁহার উপনয়ন হয়। সন্ন্যাসী, ফকির দেখিলেই নানক সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও কথোপকথন শুনিতে ভালবাসিতেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কালুবেদী পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অতঃপর নানক একটী দোকানের ভার প্রাপ্ত হইলেন। একদা দোকানের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ইনি জনৈক বিশ্বস্ত সহকারীর সহিত স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথে কয়েকজন সন্ন্যাসী দেখিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। সাধুপুরুষদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে নানক আপনার দোকানপাট ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে সন্ন্যাসী-দিগের প্রতি ইঁহার এমন ভক্তি হইয়া উঠিল যে, সহকারীর সহিত পরামর্শ করিয়া সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল, তদ্দ্বারা খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে প্রদান করিলেন, এবং অবশেষে শূন্যহস্তে প্রতিগমন করিলেন। এই ব্যাপারে নানকের পিতা অতিশয় দুঃখিত ও কুপিত হইলেন, এবং অন্যান্য লোকের ন্যায় সংসারী না হইলে পুত্রকে তাঁহার গৃহত্যাগ করিতে বলিলেন। অগত্যা নানক বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুলতানপুরে ভগিনী নানকীর গৃহে গমন করিলেন, এবং তথায় ভগিনী ও ভগিনীপতির প্ররোচনায় একখানি মুদিখানার দোকান খুলিলেন। ক্রমে দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। এই সময় নানকীর প্রযত্নে চৌনী নাম্নী এক রমণীর সহিত নানকের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। অতঃপর ইনি সুলতানপুরে পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভার্য্যাসহ বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মী-দাস নামে ইঁহার দুইটি পুত্র হইল। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মকালে নানকের চিরপোষিত ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। যুবতী পত্নী, শিশু সন্তান, আত্মীয়স্বজন সকলের মায়া মমতা কাটাইয়া নানক সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। সেই বেশে ইনি দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া এবং কোথাও প্রকৃত আন্তরিকতা না পাইয়া ইঁহার মন অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি সুদূর আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মক্কা নগরীতে পর্য্যন্ত গমন করেন। কথিত আছে যে, তথায় একদিন ইনি মস্‌জিদের দিকে পা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে জনৈক মোল্লা অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রূঢ়বাক্যে ইঁহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, ইনি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মোল্লা সাহেব! রাগ করিতেছেন কেন? যে দিকে পরমেশ্বর নাই, দয়া করিয়া সেই দিকে আমার পা দুখানি সরাইয়া দিন।" মোল্লা সাহেব নির্ব্বাক্ হইলেন। এইরূপে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া কোথাও মনের শান্তি না পাইয়া, নানক ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এক সময়ে নানক নদীতে স্নান করিতে গিয়া অদৃশ্য হন। তিন দিন পরে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। প্রবাদ যে, ঐ সময়ে তিনি বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হইয়া দীক্ষিত ও পৃথিবীতে গুরুমহিমা প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন।

নানক বিশুদ্ধ গুরুবাদী ছিলেন। ইঁহার মতে হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই। সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া তাঁহার আদেশ মত চলিলেই সত্য ধর্ম্ম লাভ হইবে ইহাই তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম।

অতঃপর, ধর্ম্মার্থ দেশভ্রমণের অসারতা উপলব্ধি করিয়া, পরিজনবর্গের পরিত্যাগে সংসার-মায়া হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, এবং গৃহস্থাশ্রমের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নানক পুনরায় গৃহী হইতে অভিলাষী হইলেন, এবং গুরুদাসপুর জেলার অধীন ইরাবতী তীরস্থ করতালপুর নামক গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় পুত্রকলত্রাদি আনয়নপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে সংসারী হইলেন। অবশিষ্ট জীবন ইনি একমাত্র ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইঁহার পবিত্র চরিত্র, সরল অমায়িক ব্যবহার, এবং সৎ উপদেশে অনেকে মোহিত হইয়া ইঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরসাধনা করিতে ইনি সকলকে উপদেশ দিতেন, এবং নিজেও সেইরূপ করিতেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই মহাত্মা লোকলীলা সংবরণ করেন। পবিত্র জীবন এবং সাধু আচরণে ইনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বর্ত্তমানে নানকপন্থী দণ্ডী ও উদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাবা ঠাকুরদাস জি প্রধান [বাবা ঠাকুরদাস জি দেখ]।

নানকপন্থী—বাবা নানকের মতাবলম্বী। দেশজ।

নানা—১। বহু; ভিন্ন। ন+নাঞ্। ব্য। ২। মাতামহ, [কদাচিৎ পিতামহ, ঠাকুরদাদা]। বৈদেশিক। সং; পু। স্ত্রী নানী।

নানাজাতি—১। বিভিন্ন বা বহু জাতি। সং;

স্ত্রী। ২। বহুজাতিসম্পন্ন। নানা জাতি যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নানাজাতীয়—বহুজাতি-সম্বন্ধীয়, অনেক প্রকারের। নানাজাতি+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী। নানাজাতীয়া। [সং; পু।

নানাদেশ—বহু দেশ, অনেক দেশ। কর্ম্মধা।

নানাদেশ-প্রচলিত—বহুদেশে ব্যবহৃত, যাহা অনেক দেশে চলিতেছে। নানাদেশে প্রচলিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

নানাদেশীয়—বিভিন্ন বা বহুদেশ-সম্বন্ধীয়। নানা দেশ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

নানাপ্রকার—১। অনেক রকম, হরেক রকম। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। হরেক রকমের, বহুবিধ। নানা হইয়াছে প্রকার যাহার, বহু। বিণ; পু। স্ত্রী,—প্রকারা।

নানা ফড়্নবিশ্—(Nana Furnavis) প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দ্দন। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। জন্ম ১৭৪১ খৃঃ। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম মাধোরাও পেশোয়া হন, তখন তাঁহার অভিভাবক ও পিতৃব্য রঘুনাথ রাও নানাকে ফর্দ্দনবিশী কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাধোরাওয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। পিতৃব্য রঘুনাথ ইঁহাকে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে হত্যা করিয়া, সিংহাসন অধিকার করেন। এমন সময়ে মৃত নারায়ণের পত্নী গঙ্গাবাই একটি পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র (মাধবরাও নারায়ণ) সিংহাসন অধিকার করিলে, নানা, সখারাম বাপু ও গঙ্গাবাই এই তিনজনে অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। এই সময় নানা পুণা-রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। অতঃপর সখারাম ও নানার মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হইলে, সখারাম রঘুনাথকে রাজ্য দিবার জন্য ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আর নানা মাধোরাও নারায়ণের পক্ষে ফরাসীর সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ইহার ফলে প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধ ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে সাল্‌সেট্ ও এলিফাণ্টা এবং আর দুইটি দ্বীপ ইংরাজের অধিকারে আসে। রঘুনাথ প্রচুর বৃত্তি পাইলেন এবং মাধোরাও নারায়ণ পেশোয়া ও নানা তাঁহার মন্ত্রী বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। নিজামের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে নানা তাঁহাকে কর্ডলা (Kurdla) নামক স্থানে পরাভূত করেন। রঘুনাথের পুত্র বাজীরাও বালক মাধোরাও নারায়ণের সমবয়স্ক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সখ্যভাবও ছিল। সে জন্য নানা মাধোরাওকে তিরস্কার করেন। অপমানিত ও জীবনে বিরক্ত মাধোরাও ১৭৯৫ খৃঃ আত্মহত্যা করেন। তখন বাজীরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হইলেন দেখিয়া নানা পলায়ন করিলেন এবং পুণাতে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। উত্তরকালে বাজীরাওয়ের সহিত মিলিত হইয়া নানা মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আবার আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় ইংরাজ Subsidiary alliance করিবার জন্য মহারাষ্ট্রগণকে আহ্বান করিলেন। নানার উপদেশে বাজীরাও তাহাতে সম্মত হইলেন না। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুসুলতানের পতন ও মৃত্যু ঘটিলে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভীত হইয়া গোপনে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে (১৮০০ খৃঃ) নানা ফড়্নবিশের মৃত্যু হয়।

নানামত—১। বিভিন্ন অভিমত বা অভিপ্রায়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অনেক প্রকার, বহুবিধ। দেশজ। বিণ।

নানারূপ, নানাবিধ—বহুপ্রকার, বিবিধ, হরেক রকমের। নানা রূপ বা বিধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রূপা,—বিধা।

নানার্থ—১। অনেক অর্থ, ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য। নানা যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অনেকার্থযুক্ত। নানা হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি; স্ত্রী নানার্থা।

নানার্থক—বহুবিধ তাৎপর্য্য-সমন্বিত, অনেকার্থযুক্ত। নানা অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নানা সাহেব—প্রকৃত নাম ধুন্ধুপন্থ। ইনি শেষ পেশোয়া বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র, এবং তাঁহার সহিত কানপুরের নিকট বিথুর নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বাজীরাওয়ের মৃত্যু হইলে নানা সাহেব যাহাতে পিতার বৃত্তি পান, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উপর জাতক্রোধ হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রথমে ইনি রাজভক্তির ভাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুন যখন কানপুরের বিদ্রোহী সিপাহিগণ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হয়, তখন নানা সাহেব তাহাদিগকে ফিরাইয়া নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং আপনাকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষিত করেন। ১৯ দিন ধরিয়া কানপুরের ইংরাজ অধিবাসিগণ আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। পরে নানা সাহেব তাহাদিগকে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিবেন এই আশ্বাস দেওয়ায় তাহারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর ৪৫০ জন ইংরেজ যখন নৌকায় আরোহণ করেন, তখন গঙ্গাতীর হইতে তাঁহাদের উপর গোলাবর্ষণ করা হয়। কেবলমাত্র ৪ জন লোক সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া প্রাণরক্ষা করে। অবশিষ্টগণকে সেই স্থানেই হত্যা করা হয়। কেবল ১২৫ জন (স্ত্রীলোক ও শিশুগণ) বন্দীকৃত হইয়া থাকে। ১৬ই জুলাই নানার সৈন্যদল জেনারেল হ্যাভলক (Havelock দ্বারা পরাভূত হয়। হ্যাভলক উপস্থিত হইয়া জানিলেন যে, তাহার পূর্ব্বদিনে নানা সাহেব উক্ত ১২৫ জন স্ত্রী ও শিশুগণকে আহত করিয়া মৃত বা জীবিত অবস্থায় একটি কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। নানা সাহেবের নিষ্ঠুরতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই কূপটি যত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর নানা সাহেব অযোধ্যার বেগম ও বেরেলীর নবাবের উপস্থিতিতে উৎসাহিত হইয়া অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহী সিপাহিগণের সহিত যোগদান করেন। প্রায় দুইটি শীতকাল ধরিয়া যুদ্ধের পর উক্ত প্রদেশ দুইটিতে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নানা সাহেব নেপাল অঞ্চলে পলায়ন করেন। শুনা যায়, নেপালের সেনাপতি জং বাহাদুর ইঁহাকে নেপালে আশ্রয় না দেওয়ায় নানা সাহেব জঙ্গলে লুক্কায়িত ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, নেপালের সন্নিহিত জঙ্গলেই নানা সাহেবের ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

নান্দী—অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি; নাটকাদির প্রারম্ভে কর্ত্তব্য দেবাদির স্তুতি বা বন্দনা। শিক্ষণ নন্দ (নান্দি)+ই ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নান্দীক—তোরণস্তম্ভ। নান্দী (স্তুতি)—কৃ+ড অধি। সং; পু।

নান্দীকর—স্তুতিপাঠক। নান্দী (স্তুতি)—কৃ (করা)+ট ক। সং; পু। স্ত্রী,—করী।

নান্দীপট—কূপাদির মুখাবরণ। নান্দীদায়ক পট (আবরণ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নান্দীমুখ—১। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী মাতাপিতৃগণ; ইঁহাদের সংখ্যা ছয়, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ। নান্দী (সমৃদ্ধি বা শুভ) মুখে যাহার, বহু। সং; পু। ২। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ, বিবাহাদি শুভকর্ম্মের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ। নান্দীর মুখ (আরম্ভ) যাহা হইতে বা যদ্দ্বারা, বহু। সং; ক্লী। [অন্নপ্রাশন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, পুংসবন, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, নবগৃহপ্রবেশ, দেবপ্রতিষ্ঠা,

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কার্য্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য]।

নাপাক—অপবিত্র, অশুচি। বৈদে। বিণ।

নাপান—বিলাস, হাবভাব। প্রা, ক।

নাপানি, নাপানী—১। উল্লম্ফন, লম্ফ-ঝম্প আস্ফালন। সং। ২। উল্লম্ফনকারিণী, লম্ফঝম্পকারিণী। দেশজ। বিণ। ৩। বিলাস, হাবভাব। ৪। বিলাসিনী, হাব-ভাবকারিণী। প্রা, ক।

নাপিত—জাতিবিশেষ। ক্ষৌরকার। ন (না)—আপি (প্রাপ্ত হওয়ান)+ক্ত ক। সং; পু।

নাফানী—বিলাসিনী, হাবভাব-বিকাশিনী; যৌবনমদমত্তা; প্রগল্‌ভা, ধৃষ্টা; অসতী। প্রা, ক। [দেশজ।

নাবড়—লম্পট; খল, ক্রূর, দুষ্ট, দুর্ব্বৃত্ত।

নাবড়ি, নাবুড়ি—নাবড়ের ভাব; দুষ্টতা, দুর্ব্বৃত্ততা, অসাধুতা; ক্রূরতা, খলতা। প্রা, ক। [ভূমি। দেশজ।

নাবাল, নাবাল—নিম্ন,নামু, নীচু; ঢালু; নিম্ন-

নাবালক, নাবালগ—অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্ত-ব্যবহার। বৈদে। সং বা বিণ।

নাবী, নামী—যথাকালের পরবর্ত্তী; উপযুক্ত সময় গতে জাত। দেশজ। বিণ।

নাভি—১। সম্রাট্; প্রধান; ক্ষত্রিয়; চক্রমধ্য মণ্ডল। নহ্ (বন্ধন করা)+ইঞ্ ‍র্ম। সং; পু। ২। কস্তূরী। সং; স্ত্রী। ৩। শরীরের অঙ্গবিশেষ, নাই। সং; পু বা স্ত্রী।

নাভিকণ্টক—আবর্ত্ত, গোঁড়। ৬তৎ। সং; পু।

নাভিকমল—নাভিপদ্ম, পদ্মতুল্য সুন্দর নাভি। নাভি কমলপ্রায় উপমিত। সং; ক্লী।

নাভিগোলক—গোঁড়। ৬তৎ। সং; পু।

নাভিজ—১। নাভি হইতে উৎপন্ন। উপ; নাভি—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নাভিজা। ২। পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। নাভি (অর্থাৎ বিষ্ণুর নাভিকমল) হইতে জন্মিয়াছেন যিনি, উপ। সং; পু।

নাভিজন্মা (-জন্মন্)—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। নাভি (অর্থাৎ, বিষ্ণুর নাভিকমল) হইতে জন্ম যাঁহার, বহু। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

নাভিনাড়ী, নাভিনাল—নাভিস্থ-নাড়ী। ৬তৎ।

নাভিপদ্ম—পদ্মতুল্য সুন্দর নাভি; মণিপুর চক্র। নাভি পদ্মসদৃশ,উপমিত। সং; ক্লী।

নাভিবর্দ্ধন—নাড়ীচ্ছেদন। নাভির বর্দ্ধন (ছেদন), ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং।

নাভিশঙ্খ—খনিজ বা উপধাতুবিশেষ। দেশজ।

নাভিশ্বাস—মৃত্যুকালে নাভিদেশ হইতে ঊর্দ্ধ মুখে টান। ৬তৎ। সং; পু।

নাভিস্থল—নাভিদেশ; সন্ধিস্থান; মধ্যবর্ত্তী স্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নাভ্য—১। মহাদেব। সং; পু। ২। নাভিসম্বন্ধীয়। নাভি শব্দ+য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

নাম—প্রসিদ্ধি, সম্ভাবনা, বিতর্ক, অলীক,কুৎসা, বিস্ময়সূচক শব্দ। নম+ঘঞ্ ণ। ব্য।

নাম (নামন্)—যে শব্দ দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করা যায়, অভিধা, আখ্যা, সংজ্ঞাবাচক শব্দ; হরিনাম। ম্না (অভ্যাস করা)+মন্ র্ম। সং; ক্লী।

নামকরণ—বিধিপূর্ব্বক সন্তানের প্রথম নাম রাখা। নামন্ (নাম)—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [ইহা দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। জন্মদিন হইতে দশম, দ্বাদশ, একাদশ, বা শত দিবসে অথবা কুলাচার অনুসারে শুভদিনে, শুভ তিথিতে এবং শুভযোগে নামকরণ করিতে হয়]।

নামগন্ধ—নাম ও গন্ধ, সামান্য সংস্রব, একটুও সম্পর্ক। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

নামগ্রহ—নাম ডাকা। ৬তৎ। সং; পু।

নামগ্রহণ—নাম লওয়া; নাম করা; নামডাকা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বৈদেশিক। বিণ।

নামজাদা—প্রথিতনামা, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ।

নামঞ্জুর—অস্বীকৃত, পরিত্যক্ত, অগ্রাহ্য। বৈদেশিক। বিণ।

নাম-ডাক—খ্যাতি, প্রতিপত্তি। দেশজ। সং।

নামতা—নামের নক্ষত্র; সংখ্যা গুণনের ধারা। দেশজ। সং।

নামদ্বাদশী—ব্রতবিশেষ। অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়ায় আরম্ভ করিয়া গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী পূজারূপ ব্রত। সং; স্ত্রী।

নামধাতু—নামের অর্থাৎ শব্দের উত্তর কাম্যক, ক্য, ডা, ক্বি, এবং ক্বি প্রত্যয় করিয়া যে ধাতু নিষ্পন্ন হয়। নাম ও তিঙাদি পদের দ্বারা আরব্ধ যে ধাতু তাহাকে নাম ধাতু বলে, যথা পুত্রীয়তি। অগ্রে নাম পশ্চাৎ ধাতু, কর্ম্মধা। সং; পু।

নামধারক—প্রকৃত ক্রিয়াবর্জ্জিত কেবল নাম মাত্র ধারণকারী। নামের ধারক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ধারিকা।

নামধেয়—নাম, আখ্যা, সংজ্ঞা; বাচক শব্দ। নামন্ শব্দ (নাম)+ধেয়। সং; ক্লী।

নামনা—বটবৃক্ষাদির ঝুরি। দেশজ। সং। [সং।

নামনি, নামুনি—ভেদরোগ; বিসূচিকা। দেশজ।

নামমাত্র—যাহার কেবলই নামই সার (আসল কাজে কিছু নয়); অতি সামান্য, অল্পমাত্র। নামই মাত্রা যাহার, বহু; কিংবা নামন্ (নাম)+মাত্র পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মাত্রা।

নামমুদ্রা—নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। নাম-অঙ্কিত মুদ্রা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নামযজ্ঞ—প্রকৃত ক্রিয়াহীন নামমাত্র যজ্ঞ, দম্ভ-(তামসিক) যজ্ঞ। ৬তৎ। সং; পু।

নামলিঙ্গ—১। শব্দের লিঙ্গ। ৬তৎ। ২। শব্দ ও পুংস্ত্বাদি লিঙ্গ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

নামশেষ—১। মৃত্যু, মরণ। নামের শেষ ৬তৎ। সং; পু। ২। মৃত। নাম মাত্র শেষ আছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নামশেষা। [সং; ক্লী

নামসংকীর্ত্তন—নামগান, নামোচ্চারণ। ৬তৎ।

নামস্মরণ—প্রাতঃকালে এবং বিপদে ঈশ্বরের নাম চিন্তা ও উচ্চারণ। ৬তৎ। সং; ক্লী

নামা—অবতরণ করা, অধোগমন করা, ওলা বা উলা; অবনতি প্রাপ্ত হওয়া; ভেদ হওয়া। দেশজ। ক্রি।

নামাঙ্ক—১। নামের চিহ্ন বা অক্ষর। নামের অঙ্ক, ৬তৎ। সং; পু। ২। নামাঙ্কিত নামের চিহ্ন বা অক্ষরযুক্ত। নামের অঙ্ক আছে যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নামাঙ্কা।

নামাঙ্কিত—নামযুক্ত; নামের মোহর বা ছাপ যুক্ত; স্বাক্ষরিত। নাম হইয়াছে অঙ্কিত যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

নামাজ, নমাজ—মুসলমানদিগের ভগবদুপাসনা, খোদার নিকট প্রার্থনা। বৈদেশিক। সং

নামান—অবতরণ করান, অধোগমন করান, অধোগামী করা; ওলান বা উলান; অবরোপণ করা; ভেদ হওয়া। দেশজ। ক্রি

নামানুশাসন—শব্দের অর্থজ্ঞাপক অভিধান। নামন্ (নাম)+অনু—শাস+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [৬তৎ। সং; পু

নামাভিহার—নামান্তর। নামের অভিহার

নামাবলি—১। নামমালা; নামশ্রেণী। নামের আবলি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। দেবতা নামাঙ্কিত উত্তরীয় বস্ত্র। নামের আবলি (শ্রেণী) আছে যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী

নামী—নাবী, যথাকালের পরবর্ত্তী, উপযুক্ত সময়ের পরে উৎপন্ন; নামধারী। দেশজ। বিণ।

নামোচ্চারণ—নামকথন, অন্তিম সময়ে বা গঙ্গা যাত্রা কালে নারায়ণ প্রভৃতির নাম কথন। নামের উচ্চারণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

নামোৎসব—নামগান-রূপ আনন্দজনক ব্যাপার বিশেষ, উৎসব সহকারে নাম-সংকীর্ত্তন। নামগানরূপ উৎসব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [উল্লেখ, ৬তৎ। সং; পু

নামোল্লেখ—নাম নির্দ্দেশ, নাম উচ্চারণ। নামের

নায়—১। নীতি, নয়ন, প্রাপণ। নী (লইয়া যাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। নেতা নী+ণ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নায়া। ৩। নৌকা। দেশজ। সং।

নায়ক—১। নেতা, পরিচালক; প্রাপক শ্রেষ্ঠ। নী (লইয়া যাওয়া)+ণক ক বিণ; ত্রি। স্ত্রী নায়িকা। ২। গ্রন্থে

বর্ণনীয় প্রধান পুরুষ। [নায়ক চারিপ্রকার —ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরললিত, ও ধীরোদ্ধত। আত্মশ্লাঘাশূন্য, হর্ষশোকাদিতে অনভিভূত, বিনয়ী এবং প্রতিজ্ঞাপালক নায়ককে ধীরোদাত্ত কহে। বহু সাধারণ গুণসম্পন্ন নায়ক ধীর-প্রশান্ত। চিন্তাহীন এবং নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্ত নায়ক ধীর-ললিত। আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, উদ্ধত, মায়াবী, গর্ব্বিত ও অস্থিরপ্রকৃতি নায়ক ধীরোদ্ধত]; প্রেমাসক্ত ব্যক্তি; স্ত্রীলোকের প্রণয়ী পুরুষ; স্বামী; অধ্যক্ষ; হারমধ্যস্থিত মণি। সং; পু।

নায়কী—বীণাদির প্রধান তার। দেশজ। সং।

নায়কীয়—নায়কনায়িকাসম্বন্ধীয়। নায়ক শব্দ +ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –কীয়া।

নায়র—নাগর, নায়ক, প্রণয়ী; [স্ত্রীলোকের] পিত্রালয়। প্রা, ক।

নায়রী—নাগরী। প্রা, ক।

নায়িকা—১। নেত্রী, পরিচালিকা; শ্রেষ্ঠা, প্রধানা। নায়ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয়া স্ত্রী [নায়িকা প্রধানতঃ তিন প্রকার;—স্বীয়া, পরকীয়া এবং সামান্যা। স্বীয়া তিন প্রকার—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা প্রত্যেকে তিন প্রকার—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। পরকীয়া দুই প্রকার—পরোঢ়া ও কন্যকা। ইহাদের আবার গুপ্তা, বিদগ্ধা, লক্ষিতা প্রভৃতি ভেদ আছে। সামান্যা তিন প্রকার —বক্রোক্তিগর্ব্বিতা, প্রেমগর্ব্বিতা, রূপগর্ব্বিতা, এবং মানবতী। ইহাদের আবার প্রোষিত-ভর্তৃকা, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, কলহান্ত-রিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা, স্বাধীন-পতিকা ও অভিসারিকা এই আট প্রকার ভেদ আছে; বাৎস্যায়নের কামসূত্র ও টীকা, রতিরহস্য দ্রষ্টব্য]। প্রণয়িনী স্ত্রী; অষ্টদেবীবিশেষ, আদ্যাশক্তি ভগবতীর অষ্ট ভেদ,—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড-নায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ড-বতী। সং; স্ত্রী।

নায়েব—প্রতিনিধি; অধীন কর্ম্মচারী; জমি দারের ডিহির প্রধান কর্ম্মচারী। বৈদে-শিক। সং।

নায়েবী—১। নায়েবের উপযুক্ত, নায়েব-সুলভ। বিণ। ২। নায়েবের পদ বা কার্য্য। বৈদেশিক। সং।

নায়ের—[স্ত্রীলোকের] পিতৃগৃহ। প্রা, ক।

নার—১। নর-বিষয়ক, মনুষ্যসম্বন্ধীয়। নর শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নারী। ২। নরগণ। নর+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী। ৩। জল; বৃক্ষত্বক্; সদ্যোজাত বৎস, কোঁড়ালে বাছুর। নর+ষ্ণ ভবার্থে। সং; পু।

নারক—১। নিরয়, নরক। নরক শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। ২। নরকসম্বন্ধীয়; নরকস্থ। নরক+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নারকী।

নারকী (নারকিন্)—নরকস্থ, নরকভোগী; নরকভোগের যোগ্য, ঘোর পাপিষ্ঠ। নরক +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী নারকিণী।

নারকী—নরকসম্বন্ধীয়া; নরকস্থা। নারক+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নারঙ্গ—১। বিট। নার শব্দ (নরসমূহ)–গম্+খ ক। ২। নারাঙ্গা লেবু; পিপ্পলী রস; যমজ। ন (নাই) রঙ্গ যাহার সে অরঙ্গ, বহু; ন অরঙ্গ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

নারদ—দেবর্ষিবিশেষ, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ইঁহাকে সৃজনকার্য্যের ভারগ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু ঈশ্বরসাধনা ও ভগবৎ প্রাপ্তির বিঘ্নাশঙ্কায় ইনি তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, বিরিঞ্চির অভিশাপে ইঁহাকে গন্ধর্ব্ব ও মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইনি অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন, এবং তন্ময়চিত্তে তপোরত হইয়া হরি সাধনা করিতে ভালবাসিতেন। ইনি কামচর ছিলেন, এবং সর্ব্বত্র ইঁহার গতি বিধি ছিল। আবশ্যকমত ইনি সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতেন। ইনি ঘটক হইয়া হর-পার্ব্বতীর বিবাহ সংঘটন করিয়া দিয়াছিলেন। ধ্রুব ইঁহার নিকট হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ-রাজপুরে অবরুদ্ধ হইলে ইনি দ্বারকায় সংবাদ প্রদান করিয়া দৈত্যবিনাশের সহায়তা করেন। ইঁহার চেষ্টায় অনেক অসুরের জীবনান্ত হয়। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে দেবর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া যাহাতে দ্রৌপদীর জন্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ না হয়, তাহার নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে উপদেশ দেন। ফলতঃ সকল ঘটেই নারদকে উপস্থিত দেখা যায়। ইনি অতিশয় সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কিঞ্চিৎ সঙ্গীতবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। পরে উলূকেশ্বরের নিকট বহুবর্ষ গান্ধর্ব্ব বিদ্যার আলোচনা করিয়া কতক পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে ইঁহার মনে সঙ্গীত বিষয়ে গর্ব্বভাবের উদয় হয়, কিন্তু দর্পহারী অচিরে ইঁহার দর্প চূর্ণ করেন [গঙ্গা দেখ]। পরিশেষে ভগবান্ বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতারে তাঁহার নিকট গানযোগ শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দলাভে কৃতার্থ হন। বীণা যন্ত্র ইঁহারই সৃষ্ট। ইনি নারদসংহিতা নামক সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। নারদ প্রণীত স্মৃতিও বিখ্যাত। ইঁহার রচিত নারদীয় পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত। অপর এক নারদের উল্লেখ ছান্দোগ্য উপ-নিষদের সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্ম বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সনৎকুমার-নারদ-সংবাদে দৃষ্ট হয়; ইনি অতি প্রাচীন।

নার (নরসমূহ)—দা (দেওয়া)+ড ক; যিনি জনগণকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন। ইহা ভিন্ন এই শব্দের অনেকে অনেকরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন। বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত দিতে পারা গেল না। তবে নিতান্ত আবশ্যকবোধে এস্থলে আর একটি মাত্র প্রদত্ত হইল

"নাকারঃ সৃষ্টিকর্ত্তা চ দকারঃ পালকঃ সদা।
রেফঃ সংহারকশ্চৈব নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ—ন (সৃষ্টিকর্ত্তা)+র (সংহারকর্ত্তা) +দ (পালনকর্ত্তা)।

নারদীয়—১। পুরাণবিশেষ। নারদ শব্দ+ ঈয়। সং; ক্লী। ২। নারদসম্বন্ধীয়; নারদ কৃত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নারদীয়া।

নারসিংহ—পুরাণবিশেষ। নরসিংহ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী। স্ত্রী নারসিংহী।

নারা—না পারা। গ্রাম্য ক্রিয়া।

নারাঙ্গা—কঠিন ব্যাধিবিশেষ,—ইহাতে দেহের স্থানে স্থানে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, এবং ক্ষত হইয়া রস পড়ে। দেশজ। সং।

নারাঙ্গি—কমলা লেবু। বৈদেশিক। সং।

নারাচ—লৌহময় বাণ; লৌহনির্ম্মিত তীক্ষাগ্র শলাকা; দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন। নার (নরসমূহ)—আ—চম (ভোজন করা)+ ড ক। সং; পু।

নারাচী—তুলাদণ্ডবিশেষ, নিক্তি। নারাচ শব্দ+ ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নারাজ—গররাজি, অসম্মত, অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। বিণ।

নারায়ণ—১। বিষ্ণু। নার (জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, বহু। সং; পু। ২। বিষ্ণুর অংশাবতার ধর্ম্মরাজপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ইঁহার জন্ম। [নরনারায়ণ দেখ]। ৩। অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র, তাঁহার রক্ষিতা গণিকার গর্ভজাত। অজামিল ইহাকে বড় ভালবাসিতেন। মৃত্যুকালে ইঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে অজা-মিলের চিত্ত প্রকৃত নারায়ণে আসক্ত হওয়ায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। (অজামিল দেখ)। ৪। বহু বৈদিক গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা উপনিষৎসমূহের দীপিকা-কর্ত্তা অপর এক নারায়ণ ছিলেন। ৫। বেণীসংহার নামক বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা। ইনি অনুমান খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণক্ষেত্র—গঙ্গাতট; গঙ্গাপ্রবাহ হইতে

চারি হস্ত পরিসর তীর। নারায়ণপ্রিয় ক্ষেত্র, মণী কর্ণধা। সং ; স্ত্রী।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাভূষণ)—হুগলী জেলায় খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকটবর্ত্তী পোলগ্রামে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য। নারায়ণচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যাদিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি জৈন-পণ্ডিত হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন। ইনি নববোধন, কথাকুঞ্জ প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার প্রাণাত্যয় ঘটে।

নারায়ণতৈল—বায়ুরোগে সেবনীয় পক্ক তৈল বিশেষ। সং ; ক্লী।

নারায়ণপ্রিয়—১। বিষ্ণুর প্রীতিজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রিয়া। ২। পীতচন্দন। সং ; ক্লী। ৩। মহাদেব। নারায়ণ প্রিয় যাহার, বহু। সং ; পু।

নারায়ণসেবা—নারায়ণের পরিচর্য্যা, বিষ্ণুর আরাধনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

নারায়ণ স্বামী—অযোধ্যা নগরের চারি ক্রোশ উত্তরে "চুপিয়া" নামক ক্ষুদ্র গ্রামে হরিপ্রসাদ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যাম, মধ্যম রামপ্রতাপ এবং কনিষ্ঠ ইচ্ছারাম। এই ঘনশ্যামই পরিশেষে নারায়ণ স্বামী নামে অভিহিত হন। ঘনশ্যামের দশ বৎসর বয়ঃকালে তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। ইহাতে ঘনশ্যামের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় ; তিনি দ্বাদশবৎসর বয়সেই সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ক্রমশঃ বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, বারাণসী ও শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে ভ্রমণপূর্ব্বক জটা কৌপীন ধারণ ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি নানাবিধ শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ঊনবিংশ বর্ষ বয়সে তিনি কাঠিয়াগড়ে ও তৎপরে কুনাগড়ের সন্নিহিত শ্রীলোজগ্রামে গমন করেন, এবং শেষোক্ত স্থানে রামানন্দী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন। রামানন্দ স্বামী ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও বৈরাগ্যবান্ শিষ্য প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ঘনশ্যামকে "নারায়ণ-স্বামী" নাম প্রদান করিলেন।

রামানন্দের মৃত্যুর পরে নারায়ণই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা হইলেন। তিনি ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে আহম্মদাবাদে এবং ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে জাউ নগর রাজ্যের গড়হড়া নামক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া,শেষোক্ত স্থানে ৮০০ আটশত ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে দীক্ষিত করেন। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে এই সম্প্রদায়ে ৫ লক্ষ পরিবার ও ৫ শত সাধু ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মত ও সম্প্রদায় এবং মঠ গুজরাট প্রদেশে এখনও বর্ত্তমান আছে। এই মতকে স্বামী নারায়ণী মত বা সম্প্রদায় বলে। এই মতের সহিত রামানুজ সম্প্রদায়ের মতের মিল আছে।

নারায়ণী—নারায়ণের শক্তি ; লক্ষ্মী ; দুর্গা ; গঙ্গা। নারায়ণ দেখ ; নারায়ণ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নারায়ণী সেনা—শ্রীকৃষ্ণের সংশপ্তক সৈন্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবদের সারথি হইয়া তাঁহার এই সৈন্যদল দুর্যোধনকে দান করিয়াছিলেন।

নারিকেল, নারীকেল, নালিকের, নালীকের—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, নারকেল গাছ। নালিকা শব্দ - ঈর (প্রেরণ করা) + ক ক। সং ; পু। ২। ঐ গাছের ফল, নারকোল। নার—জল, ক—বায়ু কর্ত্তৃক, ইল—প্রেরিত হয় যে ফলে, তাহাকে নারিকেল বলে। সং ; ক্লী।

নারী—১। নর-সম্বন্ধীয়া। নার দেখ ; নার + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নরজাতি স্ত্রী, স্ত্রীলোক। নারীজাতি চারি প্রকার—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। নার (নর) + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

"যে কামিনীর কেশ আকুঞ্চিত, মুখ মণ্ডলাকার ও নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত, সেই নারী কুলবর্দ্ধিনী হয়। যে রমণীর দেহকান্তি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও হস্ত রক্তপদ্মের ন্যায়, সেই কামিনী পতিব্রতা ও সহস্রনারীর প্রধানা হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর কেশ বক্র ও চক্ষু মণ্ডলাকার, অচিরে সেই নারীর ভর্ত্তার মরণ হয়, এবং সে চিরকাল দুঃখভোগ করে। যে কন্যার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুবৃত্ত, দেহপ্রভা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তিম, নেত্রদ্বয় বিশাল ও ওষ্ঠ বিম্ব ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সেই কন্যা চিরকাল সুখভোগ করে। যাহার করতলে অসংখ্য রেখা দৃষ্ট হয়, সে ক্লেশ ভোগ করে। যাহার করতলে অতি অল্পমাত্র রেখা দৃষ্ট হয়, সে ধনহীন হয়। যাহার পাণিতল গতরেখ, ও রক্তবর্ণ, সে সুখভোগ করে। করতলগত রেখা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সে নারী দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। যে নারীর পাণিতলে অঙ্কুশমণ্ডল ও চক্রাকার চিহ্ন থাকে, সেই কামিনী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়। যে কামিনীর পার্শ্বদ্বয় ও স্তনযুগল রোমাবৃত এবং ওষ্ঠ ও অধর সমুন্নত, সেই নারীর পতির শীঘ্র মরণ হইয়া থাকে। যে রমণীর করতলে প্রাকার ও তোরণাকার রেখা দৃষ্টহয়, সেই রমণী দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হইয়া থাকে। যে নারীর রোমাবলী নাভিদেশ হইতে অচ্ছিন্নভাবে উদ্গত হইয়াছে এবং ঐ রোমরাজি যদি কপিলবর্ণ ও ঊর্দ্ধদিকে বৃত্তাকার হয়, তাহা হইলে সেই নারী রাজকন্যা হইলেও দাসীবৃত্তি আশ্রয় করে। যে কামিনীর গমনকালে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, সেই বামা শীঘ্র পতিকে বিনাশ করিয়া স্বাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে। যে রমণীর গমনকালে পদদ্বয়ে ভূভাগ কম্পিত হয়, সেই নারী বিধবা হইয়া ম্লেচ্ছের আচার গ্রহণ করে। যাহার চক্ষু সমুজ্জ্বল, সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। যাহার দন্ত চাকচিক্যশালী, তাহার উত্তম ভোজন লাভ হয়। যাহার গাত্রচর্ম্ম উজ্জ্বল-সে উত্তম শয্যাভোগ করে। যে নারীর পাদদ্বয় স্নেহযুক্ত, সে নারী উত্তম বাহন প্রাপ্ত হয়। যে নারীর চরণদ্বয় সমুন্নত, ও স্নিগ্ধ, নখ তাম্রবর্ণ, এবং তাহাতে (পদে) মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, পদ্ম ও লাঙ্গলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই স্ত্রীকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে। স্ত্রীলোকের চরণতল কোমল ও স্বেদশূন্য হইলে প্রশস্ত হয়। নারীর জঙ্ঘা ও ঊরুযুগল রোমশূন্য ও হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুবৃত্ত ... নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত, উদরে রোমশূন্য ত্রিবলী,—হৃদয় ও স্তনযুগল রোমশূন্য হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে।"

(চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কারের বঙ্গানুবাদ।)

নারিকেল—নারিকেল দেখ। [সং ; ক্লী।

নারীচ—নালিতা শাক। নারী—চি + ড ক

নারীজন্ম (—জনন)—নারীরূপে জন্মগ্রহণ, স্ত্রীজন্ম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নারীজীবন—রমণীর জীবনধারণকাল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নারীতরঙ্গক—লম্পট ; উপপতি। নারীর চিত্তে তরঙ্গ জন্মায় যে এই অর্থে নারী—তরঙ্গ + কণ্। সং ; পু।

নারীদূষণ—মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, পতিত্যাগ, ইতস্ততোভ্রমণ, পরকীয় গৃহে বাস, অন্যের গৃহে শয়ন—স্ত্রীলোকের এই ছয় দোষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নারীদেশ—কেবল নারীগণের বসতিস্থান, এই দেশ কোন মতে অনঙ্গশয়ন ; অপর কোন মতে কামরূপ ; কেদারকল্প-নামক গ্রন্থ মতে হিমাদ্রি মধ্যস্থিত দেশ ; প্রমীলাপুরী। নারীর দেশ, ৬তৎ ; অথবা নারী পূর্ণ দেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নারীধর্ষণ—স্ত্রীলোকের প্রতি অবৈধ বলপ্রয়োগ, বলাৎকার। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

নারীনিগ্রহ, নারীনির্য্যাতন—স্ত্রীলোকের উপর উৎপীড়ন বা অত্যাচার, রমণীর অবমাননা। ৬তৎ। সং ; পু ও স্ত্রী।

নারীবধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা। ৬তৎ। সং ; পু।

নারীবেশ—স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ। ৬তৎ। সং ; পু।

নারীস্বভাব—১। স্ত্রীপ্রকৃতি, স্ত্রীলোকের স্বভাব-বিশিষ্ট। নারীর স্বভাবের ন্যায় স্বভাব যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। স্ত্রীলোকের প্রকৃতি (কোমলতা, দয়াদ্রচিত্ততা, স্নেহ-শীলতা প্রভৃতি)। ৬তৎ। সং ; পু।

নারীস্বভাবসিদ্ধ—স্ত্রীলোকের প্রকৃতিজাত। ৬তৎ ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—সিদ্ধা।

নারীহরণ—রমণী অপহরণ, স্ত্রীলোককে চুরি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নাল—১। শিরা ; ডাঁটা ; মৃণাল ; হরিতাল। নল (বন্ধন করা ইত্যাদি)+ণ ক। সং ; ক্লী। ২। নল। সং ; পু। ৩। ঘোড়ার খুর-রক্ষক লৌহখণ্ড। বৈদেশিক। সং। ৪। লাল, রাঙ্গা। দেশজ। বিণ।

নালন্দা—প্রাচীনকালে এখানে জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম বড়গাঁও। বখতিয়ার বিহার লাইট রেলওয়ের বড়গাঁও রোড ষ্টেশন হইতে প্রাচীন নালন্দা এক মাইল দূরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ নালন্দায় গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় দুই বৎসরকাল বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নালন্দায় সঙ্ঘারামসমূহে তৎকালে ন্যূনাধিক দশসহস্র ছাত্র বাস করিত। বহুদূরবর্ত্তী দেশসমূহ হইতেও শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হইত। হুয়েনসাঙের অবস্থিতিকালে বঙ্গদেশের অন্তর্গত সমতটের রাজবংশোদ্ভব শীলভদ্র নামে একজন ভিক্ষু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির ছিলেন। পাল নরপালগণের রাজত্বকালে নালন্দা একটি প্রধান বৌদ্ধতীর্থ ছিল। ইঁহারা নালন্দা মহাবিহারের তত্ত্বাবধান করিতেন। পালবংশের তৃতীয় রাজা দেবপালদেব কনিষ্ক-বিহার হইতে সমাগত বীরদেব নামক এক আচার্য্যকে নালন্দা-মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত করেন। নালন্দা নগরে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় গোপালদেবের নামাঙ্কিত বাগীশ্বরী মূর্ত্তি ও মহীপালের রাজত্বকালে নালন্দায় লিপিত কতিপয় বৌদ্ধ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নয়নপালদেবের রাজত্বকালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দার সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দাবিহার বিরাজমান ছিল। কোন্ সময়ে ইহার ধ্বংস হয়, জানা যায় না। এককালে যে এখানে অসংখ্য হর্ম্ম্যাদি বিরাজ করিত, তাহা তথায় অবস্থিত বিশাল ধ্বংসস্তূপ সকল দেখিলে অনুমান করা যায়। এই স্থান কেবল বৌদ্ধদিগের নহে, জৈনদিগেরও একটি মহাতীর্থ। মহাবীর এখানেই জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ব্যয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট নালন্দার খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। খননের ফলে, অসামান্য কলাকৌশলসম্পন্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অশেষ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু সুপ্রাচীন শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে।

নালফুল—কুমুদ, সুঁদি। দেশজ। সং।

নালা—১। নাল (সকল অর্থে)। নাল+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। জলনালী, নর্দ্দমা ; খাত, খানা। দেশজ। সং। [বিণ।

নালায়েক—অযোগ্য, অনুপযুক্ত। বৈদেশিক।

নালি—১। নল ; শিরা ; ডাঁটা ; এক দণ্ড-কাল, ২৪ মিনিট। নল দেখ ; নল+ইণ্। সং ; স্ত্রী। ২। নাড়ীক্ষত, শোষ ঘা ; নালা, নর্দ্দামা, জুলি। দেশজ। সং। ৩। নালা ; ফেন। প্রা, ক।

নালিকা, নালী—নালি (সকল অর্থে)। নালি+কণ্ স্বার্থে ; আপ্=নালিকা। নালি+ঈপ্=নালী। সং ; স্ত্রী।

নালিকের—নারিকেল দেখ।

নালিতা—তিক্ত পাট শাক। দেশজ। সং।

নালিম—১। একপ্রকার ফুটি। প্রাদেশিক। সং। ২। লালিমা, রক্তিমা, আরক্ত বর্ণ, রক্তাভা। প্রা, ক। সং।

নালিশ—আরজ, আবেদন, দরখাস্ত ; অভিযোগ। বৈদেশিক। সং।

নালিশবন্দ—আবেদনকারী, দরখাস্তকারী, অভিযোক্তা। বৈদেশিক।

নালিশী—যাহার বা যে বিষয়ে নালিশ হইয়াছে, দরখাস্তের বিষয়ীভূত। দেশজ। বিণ।

নালী—নালিকা বা নালি দেখ।

নালীক—১। শূর ; শল্য ; অস্ত্র ; অগ্নেয়াস্ত্র (এই নালীক নামক আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ শুক্রনীতি ও যুদ্ধজয়ার্ণবে উক্ত আছে) ; বন্দুক। নালী-কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং ; পু। ২। পদ্মসমূহ। ৩। পদ্মের বৃন্ত, বোঁটা। নালী+কণ্। সং ; ক্লী। অনেকে মনে করেন যে প্রাচীনকালে ভারতে বন্দুক কামান প্রভৃতি অস্ত্রের প্রচলন ছিল না। কিন্তু প্রাচীনযুগেও যে এ সকল অস্ত্র প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন যোদ্ধৃগণ এই সকল অস্ত্রকে কূট যুদ্ধের উপকরণ বলিয়া ব্যবহার করিতেন না। রামায়ণ মহাভারতেও এই নালীক যন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং ইহার কার্য্যদর্শনে ইহাকে বন্দুক বলিয়াই স্থির করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত বেদ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং মহাভারতে "তুলাগুড়া" নামক আর এক প্রকার অস্ত্রের কথা শুনা যায়। যথা—"তথৈবাসনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ। বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা॥" অর্থাৎ এই তুলাগুড়া অস্ত্র চক্রযুক্ত, বায়ু-উৎপাদক, ভীষণ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ-উৎপাদনকারী ; ইহা আগ্নেয় দ্রব্যের প্রভাবে প্রযুক্ত হইত। এই অস্ত্রটী যে কামানের অনুরূপ ইহা নিশ্চয়। পূর্ব্বে বন্দুক নালীক এবং কামান বৃহন্নালীক নামে অভিহিত হইত। রামদাস সেন কৃত "ভারত রহস্য" গ্রন্থে এই সকল যন্ত্রের প্রাচীন উৎপাদন ও প্রয়োগ এবং বারুদ প্রস্তুত প্রণালী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

নালীকের—নারিকেল দেখ।

নালীব্রণ—নালী ক্ষত, নালী ঘা। নালীযুক্ত ব্রণ, মসী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নাব—নৌকা। প্রা, ক সং।

নাবিক—১। নৌকাচালক, কর্ণধার, মাঝি। নৌ (নৌকা)+ষ্ণিক। সং ; পু। ২। নৌকাসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাবিকী।

নাবিকবিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে নৌকা জাহাজ প্রভৃতি পরিচালন করা যায়। নাবিকের বিদ্যা, ৬তৎ, বা নাবিকী বিদ্যা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

নাবী (নাবিন্)—নাবিক নৌকা জাহাজাদির অধ্যক্ষ। নৌ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

নাবী—১। নৌসম্বন্ধীয়া। নাব দেখ; নাব+ঈপ্। ২। নৌকা দ্বারা উত্তরণযোগ্যা। নাব্য দেখ। নাব্য+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নাব্য—১। নৌকা দ্বারা উত্তরণযোগ্য ; নৌকা করিয়া যাতায়াতের বা বাণিজ্যদ্রব্যাদি বহনের উপযুক্ত (Navigable)। নৌ শব্দ (নৌকা)+য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাবী। ২। নূতনত্ব, নবীনত্ব, তারুণ্য। নব শব্দ (নূতন)+য ভাবে। সং ; ক্লী।

নাশ—ধ্বংস ; বধ ; মৃত্যু ; লয় ; পলায়ন ; অদর্শন। নশ (নষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নাশক—নাশকারী, ধ্বংসসাধক, ঘাতক, লয়কারক। ণিজন্ত নশ বা নাশি (নষ্ট করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাশিকা।

নাশন—১। নাশকরণ, ধ্বংসসাধন। ণিজন্ত নশ বা নাশি (নষ্ট করা)+অনট্ ভা।

সং ; ক্লী। ২। নাশক, ধ্বংসকারী। নাশি +অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাশনা।

নাশা—নাশ করা। ক, প্র। ক্রি।

নাশিত—বিনাশিত, ধ্বস্ত। ণিজন্ত নশ বা নাশি (নষ্ট করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

নাশী (নাশিন্)—১। নাশশীল, ধ্বংসী, নশ্বর। নাশ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। নাশক, নাশকারী। ণিজন্ত নশ বা নাশি (নষ্ট করা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী নাশিনী। ৩। নাশিনী, নাশিকা, নাশকারিণী। দেশজ। বিণ ; স্ত্রী। যেমন ;—সব্ব-নাশী পোড়া কপালী। [বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাষ্টিকী।

নাষ্টিক—নষ্ট দ্রব্যের অধিকারী। নষ্ট। ষ্ণিক।

নাস—নাকের নিমিত্ত মাদকচূর্ণবিশেষ, প্রায়ই তামাক পাতায় প্রস্তুত হয়। নস্য শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। সং।

নাসপাতি—কাবুলদেশীয় ফলবিশেষ (pear)। বৈদেশিক। সং।

নাসত্য—দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ন (না) অসত্য, নঞ্‌তৎ ; অথবা নাস (নাক)-ত্যজ (ত্যাগ করা)+ড র্ম। সং ; পু।

নাসা—১। নাসিকা, নাক। নাস (শব্দ করা) +অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। এক প্রকার নাসিকা-রোগ। দেশজ। সং।

নাসাদারু—দ্বারোর্দ্ধকাষ্ঠ, ঋনুকাঠ, কপালি। নাসাতুল্য দারু, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

নাসারন্ধ্র—নাকের ছিদ্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নাসারোগ—নাসিকার ব্যাধি। নাকের পীড়া। ৬তৎ। সং ; পু।

নাসিক—বম্বে প্রদেশের একটি জেলা ও সহর। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ২২ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই জেলা অন্ধ্রভৃত্য, চালুক্য, যাদব প্রভৃতি রাজগণের অধিকারে ছিল। ১২৯৫ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাসিক জেলায় যথাক্রমে দেবগিরি (দৌলতাবাদ) রাজগণ, কুলবর্গের বাহমনীগণ আহম্মদ নগরের নিজামসাহীগণ, এবং আওরঙ্গাবাদের মোগলগণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। ১৭৬০ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ এই জেলা অধিকার করে। ১৮১৮ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয় শক্তির উচ্ছেদ সাধিত হয়, এবং নাসিক ইংরাজ হস্তে আসে। নাসিক জেলায় মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কতকগুলি পার্ব্বত্য দুর্গ আছে।

নাসিক নগর হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থ। সহরটি গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে এবং নদীর উৎপত্তি স্থানের ১৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সহর সন্নিকটে নদীর উত্তর তীরে অনেকগুলি মন্দির বিরাজমান। নদীগর্ভেও কয়েকটি মন্দির অবস্থিত। নদীর বাম তীরে রামায়ণ বর্ণিত পঞ্চবটী বন। পাণ্ডারা যাত্রিগণকে একটি গুহা দেখাইয়া বলে, এই গুহায় সীতাদেবী বাস করিতেন, এবং এই গুহার বাহিরে আসিবামাত্র যোগিবেশধারী রাবণ তাঁহাকে রথে উঠাইয়া লইয়া যায়। প্রমাণস্বরূপে একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠরথও সেখানে রক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানটির নাম 'নাসিক' হইয়াছে। সহরের অনতিদূরে "পাণ্ডবলেনা" নামধেয় কয়েকটি গুহা দৃষ্ট হয়। গুহাগুলি বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে খোদিত বলিয়া অনুমিত। গুহাগাত্রে যে সকল লিপি উৎকীর্ণ আছে, ইতিহাসের হিসাবে তাহা মূল্যবান্।

নাসিকন্ধম—নাসিকাধ্বনিকারী, যে আপনার নাসাকে শব্দায়মান করে ; নাসিকা দ্বারা শব্দকারক উপ ; নাসিকা ধ্মা+খশ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্ধমী।

নাসিকন্ধয়—নাসিকা দ্বারা পানকারী। উপ ; নাসিকা—ধে+খশ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাসিকন্ধয়ী।

নাসিকা—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসা, নাক। নাসা+কন্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নাসিকামল—নাসাকফ, নাকের ময়লা, শিকনি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নাসিক্য—১। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। নাসিকা+ষ্য ভবার্থে। সং ; পু। ২। নাসিকা, নাক। নাসিকা+ষ্য স্বার্থে। সং ; ক্লী।

নাসীর—১। যুদ্ধের অগ্রবর্ত্তী সৈন্য। নাস (শব্দ করা)+ঈরন্ ক। সং ; ক্লী। ২। অগ্রে গমনকারী। সং ; পু। ৩। সেনাগ্রবর্ত্তী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাসীরা।

নাস্তা—জলপান। বৈদেশিক। সং।

নাস্তানাবুদ—বিধ্বস্ত, ব্যতিব্যস্ত ; লাঞ্ছিত। বৈদেশিক। বিণ।

নাস্তি—নাই, অবিদ্যমান ; নহে। ন (না)+ অস্তি (আছে)। ব্য।

নাস্তিক—ঈশ্বরের সত্তার বা পরলোকের বিষয় অস্বীকারকারী (অর্থাৎ যে ঈশ্বর আছেন বা পরকাল বলিয়া কিছু আছে, এ সকল কথা মানে না) ; নিরীশ্বরবাদী (Atheist)। ন (নয়) আস্তিক (ঈশ্বর-বিশ্বাসী) ; নঞ্‌তৎ ; অথবা নাস্তি (ঈশ্বর নাই) বলে যে এই অর্থে নাস্তি+কণ্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাস্তিকা।

নাস্তিকতা, নাস্তিক্য—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বা পরলোকে অবিশ্বাস বা তাহার অস্বীকার ; নাস্তিকের ব্যবহার, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা সদাচারবহির্ভূত আচরণ, নিরীশ্বরবাদ (Atheism)। নাস্তিক+তা, ষ্য ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

নাহ—১। বন্ধন, বাঁধা। নহ (বাঁধা)+ ঘঞ্ ভা। ২। রজ্জু, দড়ি ; পাশ, জাল, ফাঁদ। নহ+ঘঞ্ ণ। সং ; পু। ৩। নাথ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

নাহক—অযথা, অন্যায় ; অহেতুক, অকারণ, অনর্থক। বৈদেশিক। বিণ।

নাহা—নাওয়া, স্নান করা। ক, প্র। ক্রি।

নাহি—নাই ; নহে ; না। দেশজ। ব্য।

নাহুষ—১। নহুষ রাজার পুত্র যযাতি। নহুষ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বিণ ; পু। ২। নহুষ-সম্বন্ধীয়। নহুষ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নাহুষী।

নি—নিষেধ ; অভাব ; নিশ্চয় ; সংশয় ; নিবেশ ; বিন্যাস ; ক্ষেপ ; নিত্য ; নিন্দা, কৌশল ; উপরম ; সামীপ্য ; আশ্রয় ; দান ; মুক্তি ; অন্তর্ভাব ; বর্ষণ ; রাশি ; অধোভাব। নহ (বন্ধন করা)+ডি ক। ব্য।

নিঅলী—নিরলীপুষ্প। প্রা, ক।

নিউমোনিয়া—ফুসফুস-প্রদাহ রোগ। ইং (Pneumonia)। সং।

নিঃ (নির্)—নিশ্চয়, নিষেধ ; নিঃশেষ ; নিত্যন্ত ; বহিষ্করণ ; নির্গমন। নৄ+ক্বিপ্ ক। ব্য।

নিঃ (নিস্)—নিষেধ ; নিশ্চয় ; সাফল্য। নি সো+ক্বিপ্ ক। ব্য।

নিঃক্ষত্র—ক্ষত্রশূন্য, ক্ষত্রিয়বিহীন। নির্ (নাই) ক্ষত্র যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃক্ষত্রা।

নিঃক্রিয়—ক্রিয়াশূন্য। নির্ (নাই) ক্রিয়া যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃক্রিয়া।

নিঃশঙ্ক—শঙ্কাশূন্য, নির্ভয়। নির্ (নাই) শঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশর—শরশূন্য, বাণহীন। নির্ (নাই) শর যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশলাক—নির্জ্জন ; প্রাণিশূন্য। নির্ (নাই) শলাকা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশব্দ—শব্দশূন্য, নীরব। নির্ (নাই) শব্দ যাহার, যখন, বা যথায়, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশব্দপদসঞ্চারে—কোন শব্দ না হয় এরূপ ভাবে পা ফেলিয়া। পদের সঞ্চার—পদসঞ্চার, ৬তৎ ; নিঃশব্দ হইয়াছে পদসঞ্চার যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিঃশব্দে—নীরবে, শব্দ না করিয়া। নির্ (নাই) শব্দ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিঃশস্ত্র—নিরস্ত্র ; অস্ত্রহীন ; অস্ত্রচালনাবিহীন, যুদ্ধশূন্য। নির্ (নাই) শস্ত্র যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃশস্ত্রা।

নিঃশস্ত্র-প্রতিরোধ—অস্ত্রচালনা ব্যতিরেকে (অর্থাৎ যুদ্ধাদি না করিয়া) কোন কার্য্যে বাধা প্রদান (Passive resistance)। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নিঃশেষ—সম্পূর্ণ, শেষরহিত। নির্ (নাই) শেষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশ্রয়ণী—অধিরোহণী, সিঁড়ি ; ধাপ ; থাক। নির্—শ্রি(আশ্রয় করা)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নিঃশ্রেণি, নিঃশ্রেণী—অধিরোহণী, সিঁড়ি। নির্ (নিশ্চিতা) শ্রেণি বা শ্রেণী যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

নিঃশ্রেয়স—১। শিব। নির্ (নিশ্চিত) শ্রেয়ঃ যাহা হইতে, বহু। সং ; পু। ২। মুক্তি ; মঙ্গল ; সুখ ; জ্ঞান ; প্রত্যয় ; ভক্তি। নির্ (নিশ্চিত, ভৃশ) যে শ্রেয়ঃ (মঙ্গল, ইত্যাদি), নিত্য ; [সমাসে অ প্রত্যয়]। সং ; ক্লী।

নিঃশ্বসন, নিঃশ্বসিত—নিশ্বাস। নির্—শ্বস (শ্বাস ফেলা) + অনট্, ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

নিঃশ্বাস—নাসা পথে নির্গত বায়ু। নির্—শ্বস (শ্বাস ফেলা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিঃসংজ্ঞ—সংজ্ঞারহিত, অচেতন। নির্ (নাই) সংজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃসংশয়—১। সংশয়রহিত, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত ; দ্বৈধবিহীন, কুণ্ঠারহিত। নির্ (নাই) সংশয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃসংশয়া। ২। সংশয়াভাব, সন্দেহরাহিত্য, নিশ্চয়। নিত্য। সং ; পু।

নিঃসংশয়ে—সংশয়-রহিত-ভাবে, নিঃসন্দেহে, সুনিশ্চিত-রূপে ; নিঃসঙ্কোচে, অকুণ্ঠিত-ভাবে। নির্ (নাই) সংশয় যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিঃসঙ্কোচ—১। সঙ্কোচশূন্য, কুণ্ঠারহিত। নির্ (নাই) সঙ্কোচ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃসঙ্কোচা। ২। সঙ্কোচহীনতা, কুণ্ঠা-রাহিত্য। নিত্য। সং ; পু।

নিঃসঙ্গ—সম্পর্কশূন্য ; বিষয়বিদ্বিষ্ট ; বিষয়ানু-রাগরহিত। নির্ (নাই) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃসঙ্গা।

নিঃসত্ত্ব—বলশূন্য ; ধৈর্য্যশূন্য ; অসার ; প্রাণি-শূন্য। নির্ (নাই) সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসন্তান—সন্তানহীন, পুত্রকন্যারহিত, আঁটি-কুড়ো। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃসন্তানা।

নিঃসন্দেহ—১। সন্দেহরহিত, সংশয়শূন্য ; নিঃসংশয় ; নিশ্চিত, স্থির, ঠিক। নির্ (নাই) সন্দেহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সন্দেহাভাব, সংশয়-রাহিত্য, নিশ্চয়। নিত্য। সং ; পু।

নিঃসন্দেহে—সন্দেহরহিতভাবে, নিঃসংশয়ে, নিশ্চিতরূপে। নির্ (নাই) সন্দেহ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিঃসপত্ন—শত্রুহীন। নির্ (নাই) সপত্ন (শত্রু) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—পত্না।

নিঃসম্পর্ক—১। সম্পর্কহীন, সম্বন্ধশূন্য। নির্ (নাই) সম্পর্ক যাহার সহিত, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সম্পর্কাভাব। নিত্য। সং ; পু।

নিঃসম্পাত—১। গমনাগমনশূন্য কাল। নির্ (নাই) সম্পাত (গমন) যে সময়ে, বহু। সং ; পু। ২। গমনাগমনশূন্য। বিণ ; ত্রি।

নিঃসম্বল—১। পাথেয়শূন্য ; সঙ্গতিহীন। নির্ (নাই) সম্বল (পাথেয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃসম্বলা।

নিঃসরণ—১। নির্গমন ; মৃত্যু। নির্—সৃ (গমন করা) + অনট্ ভা। ২। দ্বার। নির্—সৃ + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

নিঃসরা—নিঃসৃত হওয়া, বাহির হওয়া। ক, প্র। ক্রি।

নিঃসহ—যে আর সহিতে পারে না এরূপ। নির্—সহ + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

নিঃসহায়—সহায়রহিত, যাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই, অনাথ। নির্ (নাই) সহায় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃসহায়া।

নিঃসার—১। সারশূন্য, নীরস। নির্ (নাই) সার যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃসারা। ২। নির্গম পথ। নির্—সৃ (গমন করা) + ঘঞ্ ণ। ৩। নিঃসরণ, নির্গমন। ... + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিঃসারণ—নির্ব্বাসন, বহিষ্করণ, বাহির করিয়া দেওয়া ; নিষ্কাশন। নির্—ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান) + অনট্ ভা। ক্লী।

নিঃসারা—১। সারহীনা। নির্ (নাই) সার যে স্ত্রীর বা যে স্ত্রীতে, বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। কদলীবৃক্ষ। সং ; স্ত্রী। ৩। নিঃসারিত করা, বাহির করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

নিঃসারিত—বহিষ্কৃত, নির্ব্বাসিত, বিতাড়িত, নিষ্কাশিত। নির্—ণিজন্ত সৃ = সারি (যাওয়ান) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

নিঃসুপ্ত—গাঢ়নিদ্রিত। নির্ (ভৃশ) সুপ্ত, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃসুপ্তা।

নিঃসৃত—নির্গত, বহির্গত। নির্—সৃ (যাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃসৃতা।

নিঃস্নেহ—স্নেহশূন্য, প্রীতিহীন, অনুরাগবিহীন, ভালবাসাশূন্য ; তৈলপদার্থরহিত। নির্ (নাই) স্নেহ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃস্পৃহ—স্পৃহারহিত, বীতরাগ, বিতৃষ্ণ ; কামনাশূন্য, বাসনাহীন, নিষ্কাম। নির্ (নাই) স্পৃহা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃস্রব, নিঃস্রাব—১। ক্ষরণ, গলন। নির্—স্রু (ক্ষরিত হওয়া) + অল্, ঘঞ্ ভা। ২। নির্গলিত দ্রবদ্রব্য ; অন্নের মণ্ড, ভাতের মাড়। নির্—স্রু + অল্, ঘঞ্ র্ম। সং ; পু।

নিঃস্ব—নির্ধন, দরিদ্র। নির্ (নাই) স্ব (ধন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃস্বা।

নিঃস্বতা—ধনহীনতা, দারিদ্র্য, দৈন্য। নিঃস্ব + তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

নিঃস্বত্ব—১। স্বত্বহীন, অধিকাররহিত, দখল-শূন্য। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিঃস্বত্বা। ২। নিঃস্বতা, ধনহীনতা, দৈন্য। নিঃস্ব + ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

নিঃস্বন—নাদ, ধ্বনি, শব্দ, গর্জ্জন। নির্—স্বন (শব্দ করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

নিঃস্বভাব—১। নির্ধনতা, দৈন্য। নিঃস্বের ভাব, ৬তৎ। ২। মন্দ স্বভাব, কু চরিত্র। নির্ (নিন্দিত) যে স্বভাব, নিত্য। সং ; পু। ৩। মন্দ স্বভাববিশিষ্ট, চরিত্রহীন। নির্ (নিন্দিত বা নাই) স্বভাব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ভাবা।

নিউটন (সার্ আইজাক্)—ইংলণ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানবিৎ। ১৬৪২ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ইনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। ইঁহাকে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইনি মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের আবিষ্কার, আলোকের গতিনির্ণয়, এবং তত্তদ্বিষয়-সংক্রান্ত বহুবিধ নিয়ম প্রকাশ করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ১৭২৭খৃঃ এই মহাত্মার মৃত্যু হয়।

নিক—১। খাঁটি, উচিত ; উত্তম, ভাল। বিণ ; হিন্দী। ২। শকটচক্রের গমনে উৎপন্ন পথ চিহ্ন। প্রাদেশিক। সং।

নিকট—১। সমীপ, সন্নিহিত। নি—কট (গমন করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিকটা। ২। সামীপ্য, সান্নিধ্য, সন্নিহিত স্থান। ... + অন্ অধি। সং ; ক্লী।

নিকটবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—নিকটস্থ, সমীপস্থ। উপ; নিকট বৃত (থাকা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু ; স্ত্রী, —বর্ত্তিনী।

নিকটস্থ—নিকটে স্থিত, সমীপবর্ত্তী, সন্নিহিত, আসন্ন। উপ ; নিকট—স্থা (থাকা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

নিকটানিকটি—কাছাকাছি, অতি নিকটে, খুব কাছে। দেশজ। ব।

নিকড়িয়া, নিকড়ে, নিকড়ো—কপর্দ্দকহীন, নিঃস্ব, নিতান্ত দরিদ্র। দেশজ। বিণ।

নিকন, নিকান—গোময় মৃত্তিকাদি মিশ্রিত জল-দ্বারা লেপন করা। দেশজ ক্রিয়া।

নিকন্দিয়া, নিকন্দিয়া—স্কন্ধহীন ; কবন্ধ। দেশজ। বিণ বা সং।

নিকম্মা—কর্ম্মহীন, বেকার ; অকর্ম্মণ্য, অকেজো। নিকর্ম্মা শব্দের অপভ্রংশ।

নিকর—সমূহ, সার ; নিধি ; ন্যায্য দেয় ধন। নি—কৃ (বিক্ষেপ) + অল্ র্ম। সং ; পু।

নিকর-বাকি, —বাকী—মোট বাকী, বাকির সমষ্টি। দেশজ। সং।

নিকরুণ—করুণাহীন, নিষ্করুণ, অনুকম্পারহিত, নির্দ্দয়। নি (নাই) করুণা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিকরুণা।

নিকর্ত্তন—১। ছেদন, কাটা। নি—কৃত (ছেদন করা) অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। কর্ত্তনকারী ; ছেদক। নি—কৃত+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিকর্ত্তনা।

নিকর্ম্মা (নিকর্ম্মন্)—কর্ম্মহীন, বেকার ; কার্য্যশূন্য, অলস ; অকর্ম্মণ্য, অকেজো। নি (নাই) কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ।

নিকর্ষণ—নগরমধ্যস্থিত বা তৎসন্নিহিত অকৃষ্ট স্থল। নি (নাই) কর্ষণ যথায়, বহু। ক্লী।

নিকলা, নিকশা, নিকসা—নির্গত হওয়া, বাহির হওয়া। হিন্দীমূলক ক্রিয়া। ক, প্র।

নিকশত—নির্গত হয় বা হইতেছে ; স্খলিত হয় বা হইতেছে। প্রা, ক।

নিকষ, নিকস—কষ্টিপাথর ; শান। নি—কষ বা কস+অল্ ণ। সং ; পু।

নিকষণ—ঘর্ষণ ; উল্লেখন, খনন। নি—কষ (বধ ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিকষা—১। রাক্ষসমাতা ; রাবণাদির জননী [কৈকসী দেখ]। নি—কষ (বধ করা)+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। নিকটে ; মধ্যে। নি—কষ+আ ক। ব্য।

নিকষাত্মজ—রাক্ষস ; রাবণ ; কুম্ভকর্ণ ; বিভীষণ। নিকষা দেখ ; নিকষার আত্মজ (পুত্র), ৬তৎ। সং ; পু।

নিকষাত্মজা—শূর্পণখা। নিকষার আত্মজা (পুত্রী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

নিকস—নিকষ দেখ। [প্রা, ক। ক্রি।

নিকসই, নিকসয়ে—নির্গত হয়, বাহির হয়।

নিকা—১ [মুসলমানসমাজে] বিধবা-বিবাহ, বা পত্নী বিদ্যমানে অন্যপত্নী গ্রহণ। বৈদেশিক। সং। ২। গাড়ীর চাকার অক্ষ। সং।

নিকান—গোময়াদি লেপনদ্বারা শুদ্ধ ও নির্ম্মল করা। দেশজ। ক্রি।

নিকাম—১। যথেষ্ট, পর্য্যাপ্ত ; সমধিক ; স্বেচ্ছাপূর্ব্বক। নি (নাই) কাম (পর্য্যাপ্ত) যাহা হইতে, বহু ; ক্রি-বিণ। ২। কর্ম্মহীন ; অকর্ম্মণ্য। হিন্দীমূলক। বিণ।

নিকায়—১। বাসস্থান ; গৃহ ; ব্রহ্মরন্ধ্র, শরীর। নি—চি+ঘঞ্ অধি। ২। লক্ষ্য ; সমূহ ; সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নি—চি (একত্র করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

নিকায্য—আলয়, গৃহ। নি—চি (একত্র করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। নিপাতনে। সং ; পু।

নিকার—পরাভব, পরাজয়, তিরস্কার ; অবমাননা ; অপকার। নি—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিকারণ—মারণ, বধ। নি—ণিজন্ত কৃ বা কারি (বিকীর্ণ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিকাল—১। বহিষ্করণ, বিতাড়ন। সং। ২। বহিষ্কৃত কর, তাড়াও। হিন্দী। ক্রি।

নিকাশ—১। বিকাশ ; প্রকাশ। নি—কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। রফা, চুক্তি ; নির্দ্ধারণ, অবসান ; শেষ ; দফারফা, নাশ ; হিসাব শেষ করা ; হিসাব শেষ করিয়া কাগজপত্র বুঝাইয়া দেওয়া ; পরিশোধ। বৈদেশিক। সং।

নিকাষ—ঘর্ষণ ; কষণ। নি—কষ (বধ করা) +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিকাস—১। (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ। নি—কাস+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিকাসা। ২। [বৈদে] নিকাশ (সকল অর্থে)। তাহা দেখ।

নিকি, লিকী—উকুনের ডিম্ব। দেশজ। সং।

নিকুঞ্জ—কুঞ্জ, লতাগৃহ। নি (নিরর্থক শব্দ)+ কুঞ্জ [কুঞ্জ দেখ]। সং ; পু বা ক্লী।

নিকুঞ্জকানন—বহুলতাপূর্ণ স্থান ; কুঞ্জবন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নিকুম্ভ—১। রাক্ষসবিশেষ। নি+কুম্ভ (কলস) +অ সাদৃশ্যার্থে। সং ; পু। রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের ঔরসে তৎপত্নী বজ্রজ্বালার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। লঙ্কাসমরে এই রাক্ষস নিহত। ২। জনৈক দৈত্য, দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা। প্রদ্যুম্নের হস্তে বজ্রনাভ নিধনপ্রাপ্ত হইলে, নিকুম্ভ যাদবদিগের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণপ্রমুখ প্রধান প্রধান যাদববীরগণ প্রভাসে জলবিহারে রত হইলে, সেই অবকাশে নিকুম্ভ দ্বারকায় গমন করিয়া ভানুতনয়া ভানুমতীকে হরণ করে। সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নসহ দানবের অনুসরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দৈত্যের গদাঘাতে অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞাহীন হন। স্বয়ং কৃষ্ণ ইহার গদাপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন অবশেষে তিনি চক্রাঘাতে অসুরের প্রাণবধ করেন।

৩। অসুরবিশেষ, ত্রিপুরের ভ্রাতা। ত্রিপুর নিহত হইলে, নিকুম্ভ স্বয়ং তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বরলাভে দেবগণের অবধ্য হয় বরদৃপ্ত হইয়া অসুর সাতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠে। বসুদেব যখন ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, নিকুম্ভ তাহা নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ ইহার বধার্থ যাত্রা করেন। স্বর্গ হইতে জয়ন্ত ও প্রবর কৃষ্ণের সাহায্যার্থে উপস্থিত হন। যুদ্ধে কৃষ্ণ অসুরের জীবনাশ করেন।

নিকুম্ভিলা—লঙ্কায় গুহাবিশেষ, তথায় যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইত ; লক্ষ্মণ এই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া মেঘনাদের প্রাণবধ করেন। নিকুম্ভ শব্দ+ইল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ। সং ; স্ত্রী।

নিকুম্ভী—১। কুম্ভকর্ণের কন্যা। নিকুম্ভ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। দন্তী বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

নিকুরম্ব—সমূহ, নিকর নিচয়। নি—কুর (শব্দ করা)+অম্বচ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

নিকৃত—পরিভূত, পরাজিত, তিরস্কৃত ; অবমানিত ; অপকৃত ; প্রতারিত। নি—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

নিকৃতি—নিকার ; শঠতা ; দীনতা ; নিন্দা ; ভৎসনা, তিরস্কার ; নিষ্ঠুরতা। নি—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

নিকৃত্ত—ছিন্ন ; খণ্ডিত। নি—কৃত (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ত্তা।

নিকৃন্তন—১। কর্ত্তন, ছেদন। নি—কৃত (ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। কর্ত্তক, ছেদক। +অন ক। বিণ ; ত্রি।

নিকৃন্তী (—ন্তিন্)—কর্ত্তক, ছেদক ; নাশক। নি—কৃত (ছেদন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী নিকৃন্তিনী।

নিকৃষ্ট—জঘন্য, অপকৃষ্ট, মন্দ, নীচ। নি—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিকেত, নিকেতন—আলয়, গৃহ, বাড়ী। নি—কিত (বাস করা)+অল্, অনট্ অধি। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিকেশ—১। কেশহীন। নি (নাই) কেশ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। [বৈদেশিক] নিকাশ (সকল অর্থে)। নিকাশ দেখ।

নিকোচন—কুঞ্চিতকরণ ; সঙ্কোচন। নি—কুচ (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিক্কণ, নিক্কাণ—ধ্বনি, শব্দ ; বীণাধ্বনি। নি—কণ+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিক্কাণন—বীণাবাদন। নি—ণিজন্ত কণ (=কাণি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিক্কাণনা—বীণাবাদন। নি—ণিজন্ত কণ (=কাণি)+অন ভা+আপ। সং ; স্ত্রী।

নিক্তি—লৌহময় ক্ষুদ্র তুলাযন্ত্র। দেশজ। সং।

নিক্ষণ—চুম্বন। নিক্ষ (চুম্বন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিক্ষা—ক্ষুদ্র কেশকীট, নিকি। নিক্ষ (চুম্বন করা)+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

নিক্ষিপ্ত—যাহা নিক্ষেপ করা হইয়াছে এরূপ ; ত্যক্ত ; অর্পিত ; ন্যস্ত ; গচ্ছিত। নি—ক্ষিপ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিক্ষিপ্তা।

নিক্ষেপ—১। ন্যাস, গচ্ছিতকরণ ; ফেলা, ছোড়া ; ত্যাগ ; অর্পণ। নি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। ২। গচ্ছিত বস্তু। নি—ক্ষিপ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

নিক্ষেপক—ক্ষেপণ-কর্ত্তা ; মোচনকারী। নি—

ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিক্ষেপিকা।

নি-খরচা—বিনা অর্থব্যয়। দেশজ। সং।

নিখর্ব—১। বামন। নি (অতিশয়) গে খর্ব্ব, নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। সংখ্যাবিশেষ, দশ সহস্র কোটি। ন (নয়) খর্ব্ব, নিত্য। সং; ক্লী।

নিখাত—১। যাহা খনন করা হইয়াছে; প্রোত; প্রোথিত; ক্ষুণ্ণ। নি—খন (খনন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিখাতা। ২। খাত, খানা, গর্ত্ত। সং; ক্লী। [সং।

নিখাদ—গীতের সপ্তস্বরের নি স্বর। হিন্দীমূলক।

নিখিল—সমস্ত, সমগ্র, অখিল; সম্পূর্ণ। নি (না)—খ (আকাশ, শূন্য)—লা (গ্রহণ করা)+ড ক; অথবা নি (নাই) খিল (শূন্য) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিখিলনাথ—বিশ্বপতি, জগদীশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

নিখিলনাথ রায়—জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পুঁড়া গাম ইঁহার জন্মভূমি। ইঁহার পিতার নাম জানকীনাথ রায়। নিখিলনাথ দুই বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন, এবং পুঁড়ায় আদর্শ ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাতুলের আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরেজী শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা রচনায় ও ইতিহাস পাঠে আগ্রহ ছিল। জন্মভূমি, অনুসন্ধান, মুর্শিদাবাদহিতৈষী, সাহিত্য, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার লিখিত বহু কবিতা ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বি, এ পরীক্ষা দিবার পর ইনি মুর্শিদাবাদ কাহিনী প্রকাশ করেন। ১৩০৯ সালে ইঁহার রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের মধ্যে ইতিহাসের আলোচনার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ।

নিখুঁত—খুঁতরহিত, ত্রুটিশূন্য, নির্দ্দোষ, সমগ্র, সম্পূর্ণ; তন্ন তন্ন। দেশজ। বিণ।

নিগড়—শৃঙ্খল, শিকল; পাদবন্ধনী, পা-বেড়ী (Fetters)। নি—গড় (ক্ষরিত হওয়া)+অন্ ক। সং; পু বা ক্লী।

নিগড়িত—শৃঙ্খলিত; বদ্ধ; পাদবন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ (Fettered)। নিগড় শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিগড়িতা।

নিগণ—হোমধূম। নি—গণ (গণনা করা)+অক্ ণ। সং; পু।

নিগদ—কথন, বলা; শব্দ। নি—গদ (কথা বলা)+অল্ ভা। সং; পু।

নিগদিত—উল্লিখিত; কথিত। নি—গদ (কথা বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

নিগম—১। নিশ্চয়; প্রতিজ্ঞা। নি—গম+অল্ ভা। ২। বেদাদি শাস্ত্র; তন্ত্রবিশেষ; পঞ্চাবয়ব ন্যায় মধ্যে চরম অবয়ব; ন্যায়শাস্ত্র। নি—গম (গমন করা)+অল্ ণ। ৩। নগর; পথ। নি—গম+অল্ অধি। সং; পু। [+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

নিগমন—পঞ্চম ন্যায়াঙ্গ। নি—গম (গমন করা)

নিগর, নিগার—ভক্ষণ, গিলন। নি—গৄ (ভক্ষণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিগরণ—১। ভক্ষণ, গিলন। নি—গৄ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। গলদেশ; হোমধূম। +অনট্ ণ। সং; পু।

নিগার—১। ভক্ষণ, গিলন। নিগর দেখ। ২। কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, কাফ্রি; কৃষ্ণকায়দিগের প্রতি শ্বেতকায়দিগের প্রযুক্ত অবজ্ঞাসূচক শব্দ। ইংরাজী।

নিগাল—অশ্বের গলদেশ। নি—গল (ভক্ষণ করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

নিগালবান্ (—বৎ)—অশ্ব। নিগাল+বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু। স্ত্রী,—বতী।

নিগাহ্—অনুগ্রহ; মনোযোগ, প্রণিধান। বৈদেশিক। সং।

নিগীর্ণ—ভক্ষিত, গিলিত; অন্তর্ভাবিত। নি—গৄ (গিলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিগূঢ়—গুপ্ত, অপ্রকাশিত; আচ্ছাদিত, আলিঙ্গিত। নি—গুহ (গোপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিগূঢ়া।

নিগৃহীত—যাহাকে নিগ্রহ করা হইয়াছে এরূপ; দণ্ডিত; পীড়িত; লাঞ্ছিত; বশীকৃত; নিরুদ্ধ; নিবর্ত্তিত। নি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিগৃহীতা।

নিগ্রহ, নিগ্রাহ—অনুগ্রহাভাব, অনুগ্রহের বিপরীত ভাব; প্রহার; দণ্ড; ভর্ৎসনা; লাঞ্ছনা; সংযম; নিরাকরণ; বন্ধন; চিকিৎসা। নি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিগ্রহস্থান—বাদিপরাজয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নিগ্রাহ—নিগ্রহ দেখ।

নিগ্রাহক—নিগ্রহকারী। নি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিগ্রাহিকা।

নিঘণ্টু—কোষাদি গ্রন্থ; যাস্ক মুনিবিরচিত প্রাচীন কোষ; নির্ঘণ্ট, সূচিপত্র। নি—ঘন্ট (দীপ্ত পাওয়া)+উ ক। সং; পু।

নিঘস—ভোজ্যবস্তু। নি—অদ (ভক্ষণ করা)+অল্ ম্ম। সং; পু।

নিঘাত—১। অনুদাত্ত স্বর। নি—হন+ঘঞ্ ম্ম। ২। সম্যক্ হনন। নি—হন+ঘঞ্ ভা। সং; পু। [স্ত্রী।

নিঘাতি—লৌহদণ্ড। নি—হন+ক্তি ণ। সং।

নিঘিন্নে—ঘৃণারহিত; নির্লজ্জ, বেহায়া, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন। নিঘৃণ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

নিঘুষ্ট—শব্দ, ধ্বনি; ঘোষণা। নি—ঘুষ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

নিঙড়ান—নিষ্পেষিত করিয়া রসহীন করা। দেশজ। ক্রি।

নিচয়—১। সমূহ; পুঞ্জ। নি—চি (একত্র করা)+অল্ ক। ২। উপচয়; নিশ্চয়। নি—চি+অল্ ভা। সং; পু।

নিচল—নিশ্চল, অচল, অটল। নি—চল্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। [ঘঞ্ ম্ম। সং; পু।

নিচায়—ধান্যরাশি। নি—চি (একত্র করা)+

নিচিত—সঞ্চিত; রচিত; ব্যাপ্ত; সম্যক্ উপার্জ্জিত। নি—চি (একত্র করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিচিতা।

নিচুল—উত্তরীয় বস্ত্র; জলবেতস; বেতস; কবিবিশেষ। নি—চুল (উন্নত হওয়া)+ক ক। সং; পু।

নিচুলক—এক প্রকার বস্ত্র বা সাঁজোয়া। নিচুল+কণ্ সাদৃশ্যার্থে। সং; ক্লী।

নিচোল—প্রচ্ছদপট, আচ্ছাদনবস্ত্র; ঘাগরা সাঁজোয়া। নি—চুল (উন্নত হওয়া)+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রী নিচোলী। [সং; পু।

নিচোলক—কঞ্চুক, বর্ম্ম। নিচোল+কণ্ স্বার্থে।

নিচোলী—নিচোল দেখ। সং; স্ত্রী।

নিচ্ছিদ্র—ছিদ্রহীন, দোষশূন্য, নিখুঁত, নির্দ্দোষ। নি (নাই) ছিদ্র যাহার বা যাহাতে, বহু; বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিচ্ছিদ্রা।

নিছক—বিশুদ্ধ, খাঁটি, খাস; নিরবচ্ছিন্ন; কেবল; শুদ্ধ। দেশজ। বিণ।

নিছনি, নিছুনি—পূজা, আরাধনা পূজোপহার; নৈবেদ্য, ডালি, ভেট; নিবেদিত বস্তু, প্রসাদী দ্রব্য; রূপ, সৌন্দর্য্য; কণ্টক, বালাই; স্ত্রী-আচার বিশেষ; বরণ; বেশবিন্যাস; মুছিয়া দেওয়া; যাহা মুছা যায়; মুছিবার বস্তু, ঝাড়ন। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

নিছা, নিছান—বাছা, ছাঁকা; নিঙড়ান; ত্যাগ করা; বুঝা বা বুঝান; বরণ করা; বিস্মৃত হওয়া; ভুলিয়া যাওয়া; সমর্পণ করা। গ্রা, ক। ক্রি।

নিছি—ভেট, ডালি, উপহার। গ্রা, ক। সং;

নিছু—১। নিছক, নিরবচ্ছিন্ন, শুদ্ধ, কেবল। দেশজ। বিণ। ২। লেখা। গ্রা, ক।

নিছুনি—নিছনি দেখ।

নিজ—স্বকীয়; স্বাভাবিক; চিরস্থায়ী। নি—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিজা।

নিজস্ব—১। স্বকীয় ধন যাহাতে অন্য কাহারও সম্পর্ক বা অধিকার নাই। নিজ (স্বকীয়) যে স্ব (ধন), কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সম্পূর্ণ স্বকীয় বা আপনার। দেশজ। বিণ।

নিজাম—রাজ্যশাসক। বৈদেশিক। সং।

নিজামৎ—রাজ্যশাসন; রাজ্যবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

নিজ্জশ—নিশ্চয়। গ্রাম্য। ব্য।

নিঝুম—সম্পূর্ণ নীরব, নিস্তব্ধ। দেশজ।

নিট—আসল, খাঁটি; নিশ্চিত, সত্য; খরচ বাদে অবশিষ্ট। দেশজ। বিণ।

নিটন—নিরেট্, ফাঁপা নয় (solid); পাকা, স্থায়ী। দেশজ। বিণ।

নিটল, নিটাল—ললাট, কপাল। নি—টল (বিকল হওয়া) + অল্, ঘঞ্ প্র। সং; পু।

নিটলাক্ষ—মহাদেব। নিটলে (ললাটে) অক্ষি যাহার, বহু। সং; পু।

নিটাল—নিটল দেখ।

নিটুট—ত্রুটিহীন, নির্দ্দোষ। দেশজ। বিণ।

নিটোল—যাহাতে টোলটাল নাই, সম্পূর্ণ গোল; বর্ত্তুলাকার; অঙ্গহীন নয়, অটুট, সম্পূর্ণ; সঙ্কোচশূন্য। দেশজ। বিণ।

নিট্‌পিটা—দুস্তোষণীয়, উচ্ছৃঙ্খল, খিট্‌খিটে; শৃঙ্খলাহীন। দেশজ। বিণ।

নিঠুর—নির্দ্দয়। নিষ্ঠুর শব্দের অপভ্রংশ।

নিঠুরাই—নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়। প্রা, ক। [ক্রি।

নিড়ান—ক্ষেত্রাদি তৃণহীন করা। দেশজ।

নিড়ানী—যে শস্ত্র বা যন্ত্র দ্বারা ক্ষেত্রাদি নিস্তৃণ করা যায়। দেশজ। সং।

নিত—১। নাচ। নৃত্যশব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। নিত্য শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

নিতম্ব—স্ত্রীলোকের কটির পশ্চাদ্ভাগ, পাছা; কটি; পর্ব্বতের কটক। নি—তম (ইচ্ছা করা) + ব ম্ব; অথবা, নি—তম্ব (গমন করা) + অল্ ম্ব। সং; পু।

নিতম্বিনী—১। প্রশস্ত নিতম্বযুক্তা। নিতম্ব + ইন্ অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী। সং; স্ত্রী।

নিতম্বী (-ম্বিন্)—নিতম্বযুক্ত। নিতম্ব + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

নিতরাম্—অত্যন্ত; অবশ্য; সর্ব্বথা। ব্য। ক্রি-বিণ। [ক্লী।

নিতল—পাতালবিশেষ [তল দেখ]। সং;

নিতাই—নিত্যানন্দ নামের অপভ্রংশ।

নিতাই বৈরাগী—ইঁহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস। ১১৫৮ সালে (১৭৫১ খৃষ্টাব্দে) ফরাসডাঙ্গা চন্দননগরে বৈষ্ণব-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা জাতি-বৈষ্ণব ছিলেন। বাল্যে ইনি ঘরে বসিয়া সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই ইঁহার গান বাজনার প্রতি অনুরাগ জন্মে। ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণ ইঁহাকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিতেন। ইনি আসরে গাহিতে উঠিলেই সকলে "প্রভু উঠেছেন" বলিয়া উঠিত।

নিত্যানন্দ কিছুদিন নীলুঠাকুরের দলে থাকিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া নিজে দল বাঁধিলেন। ইনি গাহিতে ও বাজাইতে যেমন সুদক্ষ, সঙ্গীত রচনাতেও তেমনই পারদর্শী ছিলেন। নবাই ঠাকুর ও গৌর কবিরাজ (ইঁহারা পূর্ব্বে নীলু ঠাকুরের দলে ছিলেন) ইঁহার দলে বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন। ইনি অতিসুন্দর ঢোল বাজাইতে পারিতেন। প্রসিদ্ধ রাম বাইতির পুত্র মোহন বাইতি ইঁহার দলে ঢোল বাজাইত। তৎকালে কবি গাওয়াইতে হইলে লোকে আগে নিতাই দাস ও ভবানী বেণেকে খুঁজিত। ইঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ যুদ্ধ বড় সুন্দর হইত। এখনও "নিতে ভবানীর লড়াই" বলিয়া একটা প্রচলিত কথা আছে।

১২২৮ সালে (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) নিত্যানন্দ দাস বা নিতাই বৈরাগী ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

নিতান্ত—১। অধিক। বিণ; ত্রি। ২। অত্যন্ত; অবশ্য। নি—তম (ইচ্ছা করা) + ক্ত ক। ক্রি-বিণ।

নিতি—নিত্য, প্রত্যহ, সর্ব্বদা। প্রা, ক।

নিতি নিতি—নিত্য নিত্য, অহরহ, রোজ রোজ, অনুক্ষণ, সর্ব্বদা। ক, প্র।

নিত্য—১। সর্ব্বদা, সতত; অহরহঃ। নি (নিয়ত) + ত্য ভবার্থে। ক্রি-বিণ। ২। চিরস্থায়ী, ধারাবাহিক; অবিনশ্বর। বিণ; ত্রি।

নিত্যকর্ম্ম—দৈনন্দিন অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, অকরণে প্রত্যবায়জনক কর্ম্ম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিত্যকাল—চিরকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

নিত্যকৃষ্ণ বসু—অধিকদিন জীবিত না থাকিলেও অল্পকালের মধ্যেই কবিতা-রচনায় ইনি সমধিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। 'সাহিত্য' প্রভৃতি বিবিধ পত্রে ইঁহার বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর কবিতা প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যে' প্রকাশিত ইঁহার 'সাহিত্য সেবকের ডায়রী' হইতে সত্য সত্যই যথার্থ সমালোচনাশক্তির আভাস পাওয়া যায়।

নিত্যক্রিয়া—নিত্যকর্ম্ম (তাহা দেখ)। নিত্যা ক্রিয়া, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নিত্যগতি—সদাগতি, বায়ু। নিত্য গতি যাহার, বহু। সং; পু।

নিত্যদা—সদা, সর্ব্বদা। নিত্য + দাচ্। ব্য।

নিত্যনৈমিত্তিক—প্রাত্যহিক করণীয় ও নিমিত্ত জন্য করণীয়। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কী।

নিত্যপ্রলয়—প্রলয়বিশেষ [প্রলয় দেখ]; সুষুপ্তি। কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

নিত্যযজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি প্রত্যহ করণীয় যাগ।

নিত্যযৌবন—১। চিরযৌবনবিশিষ্ট। নিত্য (স্থায়ী) যৌবন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিত্যযৌবনা। ২। চিরস্থায়ী যৌবন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নিত্যলীলা—চিরস্থায়ী লীলা, ধারাবাহিক ক্রীড়া।

নিত্যবৈকুণ্ঠ—বিষ্ণুলোকবিশেষ। নিত্য (অবিনশ্বর) যে বৈকুণ্ঠ, কর্ম্মধা। সং; পু।

নিত্যশঃ—সর্ব্বদা। নিত্য শব্দ + শস্। ব্য।

নিত্যসমাস—সমাস দেখ।

নিত্যসহচর—সকল সময়ের সঙ্গী। কর্ম্মধা। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী, —চরী।

নিত্যসেবা—অহরহঃ পরিচর্য্যা; গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রাত্যহিক পূজা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নিত্যানন্দ—১। সদানন্দ চিত্ত, সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত। নিত্য (চিরস্থায়ী) আনন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিত্যানন্দা।

২। খ্যাতনামা হরিভক্ত সাধুপুরুষ। বীরভূম প্রদেশে একচক্র গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। বাল্যকাল হইতেই ইনি শান্তশীল ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। অতি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া মাধবেন্দ্র পুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত পাণ্ডারপুর তীর্থে লক্ষ্মীপতি নামক এক সাধুপুরুষের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ক্রমে ইনি একজন অবধূতরূপে পরিগণিত হইলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যের হরিধ্বনি নিতাইএর শ্রুতিগোচর হইল। হরিনামের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ইনি নবদ্বীপে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তদবধি ইনি চৈতন্যের সহচররূপে পরিগণিত হইলেন। ইঁহার প্রেম ভক্তিতে সকলে মোহিত হইল। হরিনাম প্রচারে নিতাইএর বড়ই প্রীতি ছিল।

সেই সময়ে নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুই ঘোর পাষণ্ড ছিল, তাহারা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পথে পথে বেড়াইত এবং নিরীহ বৈষ্ণবদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিত। নিত্যানন্দ এই পাষণ্ডদ্বয়কে হরিনাম প্রদান করিয়া উদ্ধার করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহারা ইঁহার উপদেশ শুনিয়া উপহাস করিত, এমন কি ধরিয়া মারিবার জন্য তাড়াও করিত। একদা নিতাই হরিনাম প্রচার করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমন সময়ে পাষণ্ডদ্বয় ইঁহাকে পথে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল। মাধাই ক্রোধে ইঁহার মস্তকে কলসীর কানা ফেলিয়া মারিল। দরদরধারে রক্তস্রোত ছুটিল। চৈতন্যদেব সংবাদ পাইয়া সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং নিত্যানন্দের অবস্থা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন নিত্যানন্দ চৈতন্যকে সান্ত্বনা করিয়া জগাই মাধাইকে ক্ষমা করিতে বলিলেন এবং

উঁহাদের উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার এই অমানুষিক চরিত্রে জগাই মাধাইএর চৈতন্য হইল ; নিতাই-চৈতন্যের প্রেমে পাষণ্ডদ্বয়ের বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল। অতঃপর তাহারা পূর্ব্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধুশীল ভক্ত বৈষ্ণবরূপে পরিণত হইল।

চৈতন্য নীলাচলে গমন করিলে, তাঁহার অনুমতিক্রমে নিত্যানন্দ দেশে থাকিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর উভয় তটস্থ বহু গ্রামের সহস্র সহস্র লোক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক্‌গণ নিত্যানন্দের শিষ্য হইল। ক্রমে সমগ্র বণিক্‌সমাজ তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। বঙ্গদেশে হরিনামের তুমুল তরঙ্গ উত্থিত হইল। কথিত আছে যে, গোবর্দ্ধন নামক এক ব্যক্তির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নিতাই সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ ও গৃহীর বেশ ধারণ করেন। অতঃপর ইনি নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক পুত্রশোকাতুরা চৈতন্যজননী শচীদেবীর গৃহে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইঁহার আগমনে নবদ্বীপে পুনরায় হরিনামের মহা রোল উঠিল। বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নিতাইএর সহিত যোগ দিলেন। ইহার পর নির্লিপ্ত সংসারী বৈষ্ণবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ নিত্যানন্দ দারপরিগ্রহে ইচ্ছুক হইলে নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্য্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর সস্ত্রীক ইনি খড়দহ গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর গর্ভে ইঁহার বীরভদ্র নামে এক পুত্র ও গঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। চৈতন্যদেবের লীলা সংবরণের পর, নিত্যানন্দের দেহত্যাগ হয়। খড়দহের গোস্বামিগণ বীরভদ্রের বংশধর। বলাগড়ের গোস্বামিগণ গঙ্গাদেবীর বংশের প্রতিনিধি।

ত্যানন্দ—ইনি দ্বিজ নিত্যানন্দ নামে প্রসিদ্ধ। শীতলামঙ্গলগ্রন্থ ইঁহার রচনা। ইহাতে শীতলার জন্ম, শীতলাপূজা, শীতলাবন্দনা, প্রভৃতি কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে।

ত্যানন্দ—"অদ্ভুত রামায়ণ" প্রণেতা। ইনি বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই ; অথচ, ৭ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বে গুরু রঘুবরের আদেশে অদ্ভুত রামায়ণ প্রণয়ন করিয়া অদ্ভুতাচার্য্য নামে বিখ্যাত হন। বিংশসহস্র শ্লোকসমন্বিত এই সুবৃহৎ ছন্দোবদ্ধ রামায়ণ গ্রন্থে সীতাদেবী কালীর অবতাররূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। নিত্যানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন ; তৎকালে এই গ্রন্থের অতিশয় আদর হইয়াছিল।

নিত্যানন্দ দাস—নিতাই বৈরাগী দেখ।

নিত্যাভিযুক্ত—১। যোগবিশেষ। নিত্য অভিযুক্ত (সংযুক্ত) যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী। ২। নিয়ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত। নিত্যই অভিযুক্ত, সুপ্রসুপা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—যুক্তা।

নিথর—স্থির, অচল; নিষ্কম্প ; নীরব, নিস্তব্ধ। দেশজ। বিণ।

নিদ—১। বিষ। নি (সম্যক্)—দো (নাশ করা)+ড ক। সং ; ক্লী। ২। ঘুম। নিদ্রা শব্দের অপভ্রংশ।

নিদক—১। মনুষ্য। নিদের দ্রু (বৃক্ষ। স্বরূপ, ৬তৎ। সং ; পু। ২। দক্রুরহিত, দাদশূন্য। নি (নাই) দক্রু যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিদয়—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। নি (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিদর্শন—উদাহরণ, দৃষ্টান্ত ; চিহ্ন ; প্রমাণ। নি-দৃশ (দেখা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

নিদর্শনগ্রন্থ—প্রমাণজ্ঞাপক গ্রন্থ, কোন বিষয়ের প্রমাণস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নিদর্শনা—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]

নিদাঘ—১। গ্রীষ্মকাল। নি-দহ (দগ্ধ করা)+ঘঞ্ অধি। ২। উষ্মা, ঘর্ম্মজল। নি-দহ+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

নিদাঘপীড়িত—গ্রীষ্মকাতর, গ্রীষ্মতাপে তাপিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

নিদাঘার্ত্ত—গ্রীষ্মে কাতর। নিদাঘ দ্বারা আর্ত্ত,

নিদাটী, নিন্দুটী—মন্ত্রশক্তি প্রভাবে নিদ্রাজনক মৃত্তিকাদি বস্তু। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

নিদান—১। মূলকারণ ; কারণ ; রোগের মূলানুসন্ধান ; রোগনির্ণায়ক গ্রন্থবিশেষ। নি-দা (দেওয়া)+অনট্ ণ। ২। অবসান, শেষ ; বিরাম, নিবৃত্তি। নি-দা+অনট্ ভা। ৩। শুদ্ধি, পবিত্রতা। নি—দৈ (শোধন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিদানভূত—মূলীভূত ; কারণোৎপন্ন। নিদান-ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ভূতা।

নিদারুণ—অতি দারুণ ; কঠোর, কঠিন ; নির্দ্দয় ; দুঃসহ, অসহ্য। নি (অতিশয়) যে দারুণ, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ণা।

নিদালি, নিদুলি—নিদ্রাজনক মন্ত্র, নিদাটী (তাহা দেখ)। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

নিদিগ্ধ—লেপিত, মাখান ; উপচিত। নি—দিহ (লেপন করা)+ক্ত ম। বিণ ; ত্রি।

নিদিগ্ধা—১। লেপিতা ; উপচিতা। নিদিগ্ধ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। এলা, এলাচ। সং ; স্ত্রী।

নিদিধ্যাস—শ্রবণ মননাদিতে একাগ্রতা জন্য নিয়ত চিন্তা। নি-সনন্ত ধ্যৈ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিদিধ্যাসন—অনন্যমনে প্রগাঢ় ধ্যান, অভিনিবেশপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে কোন বিষয় চিন্তা করা, নিরন্তর বিচার। নি—সনন্ত ধ্যৈ (চিন্তা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিদিষ্ট—কৃতনিদেশ, আদিষ্ট, উপদিষ্ট। নি—দিশ্+ক্ত ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিদিষ্টা।

নিদেশ—১। আজ্ঞা, আদেশ, উক্তি, কথন। নি—দিশ্ (আদেশ করা)+অল্ ভা। ২। সমীপ, নিকট। দেশের নি (অর্থাৎ সমীপ), নিত্য। সং ; পু।

নিদেশবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—আদেশানুবর্ত্তী, আজ্ঞাকারী ; ভৃত্য। উপ ; নিদেশ-বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

নিদেষ্টা (—ষ্টৃ)—আজ্ঞাকারক, নিয়োজক ; অনুজ্ঞাতা। নি—দিশ্+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী নিদেষ্ট্রী।

নিদ্রা—যে অবস্থায় জীব অচেতন হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, সুপ্তি, তন্দ্রা, ঘুম ; আলস্য ; নিমীলন। নি—দ্রা+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। [যথাকালে নিদ্রা উপভোগ করা আবশ্যক। ইহাতে ধাতুসকল সমতা প্রাপ্ত হয়, তন্দ্রা নাশ হয়, পুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। নিদ্রার বেগ ধারণ করিলে মাথাধরা, চক্ষুভার, গাত্রবেদনা, অপরিপাক, তন্দ্রা প্রভৃতি দোষ জন্মে। রাত্রিকালে নিদ্রা সেবনই প্রশস্ত। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ, কিন্তু অবস্থাবিশেষে দিবানিদ্রা হিতকর।]

নিদ্রাকর্ষণ—নিদ্রাবেশ, নিদ্রার উদ্রেক। নিদ্রাকৃত আকর্ষণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নিদ্রাগত—নিদ্রিত, সুপ্ত, যে ঘুমাইয়াছে এরূপ। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা।

নিদ্রাণ—নিদ্রিত ; শয়ান। নি—দ্রা (ঘুমান)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিদ্রাণা।

নিদ্রাতুর—নিদ্রায় অবশ, ঘুমে কাতর। নিদ্রা দ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তুরা।

নিদ্রালস—নিদ্রায় অবশ, ঘুমের ঘোরে জড়ীভূত। নিদ্রা হেতু অলস, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—লসা।

নিদ্রালু—নিদ্রাশীল ; নিদ্রাযুক্ত ; অলস। নিদ্রা+আলু শীলার্থে। বিণ ; ত্রি।

নিদ্রাবেশ—নিদ্রার অনুপ্রবেশাবস্থা, ঘুম ধরা, ঘুমান। নিদ্রার আবেশ, ৬তৎ। সং ; পু।

নিধন—১। লয় ; লোপ ; মৃত্যু ; নাশ। নি—ধন্ (নষ্ট হওয়া)+অল্ ভা। ২। কুল ; লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। নি—ধন+অল্ ম। সং ; পু বা ক্লী। ৩। নির্ধন, নিঃস্ব, দরিদ্র। নি (নাই) ধন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিধনা। ষ নিধনতা, নিধনত্ব।

নিধান—১। ভূগর্ভস্থ অস্বামিক রত্নাদি; নিধি। নি–ধা (ধারণ করা)+অনট্ র্ম। ২। আধার; ভাণ্ডার। নি–ধা+অনট্ অধি। ৩। অর্পণ; স্থাপন; তিরোধান। নি–ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। ধান্যরহিত, যাহাতে ধান নাই। দেশজ। বিণ।

নিধি—১। ভূগর্ভস্থ অস্বামিক ধন, গচ্ছিত ধন; কুবেরের সম্পত্তিবিশেষ—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব, এই নয়। নি–ধা (ধারণ করা)+কি র্ম। ২। আধার; সমুদ্র। নি–ধা+কি অধি। সং; পু। [সং; পু।

নিধিনাথ—রাজা; রত্নবণিক্; কুবের। ৬তৎ।

নিধিরাম গুপ্ত—খ্যাতনামা বাঙ্গালা গীত-রচয়িতা। ইনি সাধারণতঃ নিধুবাবু নামে পরিচিত। ইঁহার রচিত গীতাবলী নিধুবাবুর (বা নিধুর) টপ্পা নামে খ্যাত। এই সকল গীতরচনায় ইঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ১৬৬৩ শকে হুগলি জেলার অন্তর্গত চাঁপতা গ্রামে নিধিরামের জন্ম হয়। কর্ম্মোপলক্ষে ইনি কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক কুমারটুলিতে বাস করিয়া কোম্পানির অধীনে কাজকর্ম্ম করিতেন। ১৭৬৬ শকে ত্রিনবতি বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। কাহারও কাহারও মতে ইঁহার নাম 'রামনিধি' গুপ্ত।

নিধীশ, নিধীশ্বর—কুবের। নিধির ঈশ, ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

নিধুবন—রমণ, কামকেলি; উপভোগ; ক্রীড়াকৌতুক, আমোদপ্রমোদ। নি–ধু (কম্পিত হওয়া বা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিধেয়—স্থাপনীয়; নিধানযোগ্য, গচ্ছিত রাখার উপযুক্ত। নি–ধা+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিধেয়া। [অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিধ্যান—দর্শন। নি–ধ্যৈ (চিন্তা করা)+

নিধ্বান—ধ্বনি, শব্দ। নি–ধ্বন (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিনদ, নিনাদ—ধ্বনি, শব্দ। নি–নদ (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিনাদ—নিনদ দেখ।

নিনাদিত—শব্দিত, ধ্বনিত; বাদিত, বাজান; নাদপূর্ণ। নি–ণিজন্ত নদ (নাদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিনাদিতা।

নিনীষা—নয়নেচ্ছা। সনন্ত নী (লইয়া যাইবার ইচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

নিনীষু—নয়নেচ্ছু। সনন্ত নী (লইয়া যাইবার ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি।

নিন্দ—১। নিন্দিত, কুৎসিত। নিন্দ (নিন্দা করা)+অ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিন্দা। ২। নিন্দা কর, দোষ দাও। ক্রি। ক, প্র। ৩। নিদ্রা, ঘুম। হিন্দী। সং। প্রা, ক।

নিন্দক—নিন্দাকারী, দূষক। নিন্দ (নিন্দা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিন্দিকা।

নিন্দন—নিন্দাকরণ; নিন্দা। নিন্দ (নিন্দা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিন্দনীয়, নিন্দ্য—নিন্দার্হ; দূষণীয়; অপ্রশংস্য। নিন্দ+অনীয়, য র্ম। বিণ; ত্রি।

নিন্দা—১। নিন্দিতা। নিন্দ দেখ; নিন্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কুৎসা, গর্হা; অপবাদ। নিন্দ (নিন্দা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। নিন্দা করা, দোষারোপ করা, তিরস্কার করা, গালি দেওয়া। ক্রি। ক, প্র। [নীয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

নিন্দাযোগ্য—নিন্দার উপযুক্ত, নিন্দার্হ, নিন্দ

নিন্দাবাদ—কুৎসাকীর্ত্তন, নিন্দাখ্যাপন। ৬তৎ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

নিন্দাসূচক—কুৎসাজ্ঞাপক, নিন্দামূলক। ৬তৎ।

নিন্দাস্তুতি—১। নিন্দা ও প্রশংসা। দ্বন্দ্ব। ২। ব্যাজস্তুতি। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

নিন্দিত—যাহার নিন্দা করা হইয়াছে এরূপ; দূষিত; গর্হিত; নীচ, অবজ্ঞ। নিন্দ (নিন্দা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিন্দু—১। নিন্দক বা নিন্দুক। নিন্দ (নিন্দা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। ২। মৃতবৎসা। নিন্দ+উ র্ম। সেন বা সং; স্ত্রী।

নিন্দুক—নিন্দাকারী, নিন্দা করা যাহার স্বভাব। নিন্দ+ঊক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিন্দুকী।

নিন্দুয়া—নিন্দা। সং। প্রা, ক।

নিন্দ্য—নিন্দনীয় দেখ।

নিপ—কলস, ঘট। নি–পা (পান করা)+ অধি। সং; পু বা ক্লী।

নিপট—অতিশয়; স্পষ্ট। দেশজ। বিণ।

নিপতন—সম্যক্ পতন; অধঃপতন; পড়িয়া যাওয়া; নিপাত, নাশ। নি–পত (পড়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিপতিত—সম্যক্ পতিত, যে পড়িয়াছে এরূপ। নি–পত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নিপত্যা—যুদ্ধভূমি; যুদ্ধক্ষেত্র। নি–পত (পড়া)+ক্যপ অধি+আপ্। সং; স্ত্রী।

নিপাত—পতন; অধঃপতন, নিধন, মরণ, মৃত্যু; (ব্যাকরণে) চ এবং প্র আদি অব্যয় শব্দ; নিপাতন। নি–পত (পড়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিপাতন—অধঃক্ষেপণ; প্রক্ষেপণ; প্রহার; বধসাধন; উচ্ছেদন, উন্মূলন; (ব্যাকরণে) লক্ষণদ্বারা অসিদ্ধ পদে বর্ণাগমাদি কার্য্য, লক্ষণ বা সূত্র অবলম্বন না করিয়া পদসাধন। নি–ণিজন্ত পত বা পাতি (পড়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিপাতিত—অধোনীত; পাতিত; নাশিত। নি–ণিজন্ত পত বা পাতি (পড়ান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিপাতিতা।

নিপান—পশুপক্ষ্যাদির অনায়াসে জলপানের সুবিধার নিমিত্ত কূপসমীপে নির্ম্মিত কৃত্রিম জলাশয়, চৌবাচ্চা; গো-দোহন-পাত্র, দুগ্ধভাণ্ড। নি–পা (পান করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

নিপিত্তে—পিত্তরহিত, নির্ঘৃণ, ঘৃণাহীন, নির্বিরে, নির্লজ্জ। নিষ্পিত্ত শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

নিপীড়ক—পীড়নকারী, ক্লেশদায়ক; নিপীড়নকারী। নি–পীড়+ণক ক। বিণ; ত্রি।

নিপীড়ন—অভিবাদন; পদাদিমর্দ্দন, পা টেপা, নিষ্পীড়ন; নিঙড়ন; উৎপীড়ন; ক্লেশপ্রদান। নি–পীড়+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিপীড়িত—অভিবাদিত, উৎপীড়িত, ক্লেশিত; নিষ্পীড়িত, নিঙড়ান; মর্দ্দিত। নি–পীড়+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিপীড়িতা।

নিপীত—নিঃশেষে পীত। নি–পা (পান করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিপীতা।

নিপুণ—সমর্থ, দক্ষ, পটু। নি–পুণ (ধর্ম্মাচরণ করা)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিপুণা। বি নিপুণতা, নিপুণত্ব।

নিপুর—লিঙ্গশরীর, সূক্ষ্মদেহ, সতরটী অবয়ব দ্বারা গঠিত আন্তরিক শরীর;—পঞ্চপ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয়, এই সকল উপাদানে প্রস্তুত। নি (নিকৃষ্ট) পুর, নিত্য। সং; পু। [যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

নিষ্ফলা—জ্যোতিষ্মতী লতা। নি (নাই) ফল

নিফেন—অহিফেন, আফেন। নি (নাই) ফেন যাহার, বহু। সং; ক্লী। [ইং (nib)। সং।

নিব—লেখনীর অগ্রভাগ, কলমের আলগা মো

নিবদ্ধ—বদ্ধ; পারাহত; গ্রথিত; রচিত; নিবেশিত; স্থিরীকৃত। নি–বন্ধ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিবদ্ধা।

নিবন্ধ—১। বন্ধন; স্থিরীকরণ। নি–বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ ভা। ২। গ্রন্থ, প্রস্তাব; কোলাবশেষে দেয় বস্তু, সাময়িক বৃত্তি; নিয়ম, ব্যবস্থা। ...+অল্ র্ম। সং; পু।

নিবন্ধন—১। বন্ধন; স্থিরীকরণ। নি–বন্ধ (বন্ধন করা)+অনট্ ভা। ২। হেতু, কারণ। নি–বন্ধ+অনট্ ক। ৩। গ্রন্থ, প্রস্তাব, নিয়মিত কালে দেয় বস্তু; নিয়ম, ব্যবস্থা। ...+অনট্ র্ম। সং; ক্লী।

নিবন্ধৃ (নিবন্ধ্)—গ্রন্থরচয়িতা, প্রস্তাবলেখক; সংগ্রহ সন্দর্ভকার; টীকাকার। নি–বন্ধ (বন্ধন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নিবন্ধ্রী।

নিবন্ধিত—বদ্ধ; গ্রথিত; রচিত। নিবন্ধ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

নির্বর্হণ—বধ; উচ্ছেদ। নি–বর্হ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নির্বর্হিত—নিহত ; উচ্ছিন্ন ; অপহৃত। নি-বর্হ (বধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

নিভ—১। (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য। নি-ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যাজ, ছল, কপটপ্রকাশ। নি-ভা+ড ণ। সং ; পু।

নিভা—নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

নিভাউ—অন্তর্হিত, বিলুপ্ত। দেশজ। বিণ।

নিভাঁজ—খাঁটি, অবিমিশ্র। দেশজ। বিণ।

নিভালন—দর্শন, দৃষ্টি। নি-ণিজন্ত ভল্ (-ভালি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিভৃত—নির্জন ; গুপ্ত ; বিনীত ; নিশ্চল ; অস্তমিত। নি-ভৃ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

নিম—১। নিম্ব শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। ২। অর্দ্ধেক, প্রায়, ঈষৎ। বৈদেশিক। বিণ।

নিমক—লবণ, লুন। বৈদেশিক। সং।

নিমক হারাম,—হালাল—যে লুণ খাইয়া তাহা মানে না, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন। বৈদেশিক। বিণ। বি,—হারামী,—হালালী।

নিমকি, নিমকী—তেল বা ঘৃতে লবণাক্ত ময়দা ভাজা। হিন্দী। সং।

নিমখুন—আধখুন, অর্দ্ধহত্যা, প্রায় খুনের দাখিল। বৈদেশিক।

নিমগন—নিমগ্ন। বিণ। ক, প্র।

নিমগ্ন—মগ্ন, ডুবিয়াছে এরূপ ; অন্তঃপ্রবিষ্ট ; অনন্যমনে কোন বিষয়ে আসক্ত, নিবিষ্ট। নি-মস্জ (ডুবা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

নিমজ্জন—১। মগ্ন হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া ; অবগাহন ; অন্তর্নিবেশ। নি-মস্জ (ডুবা)+অনট্ ভা। ২। মগ্নকরণ ; ডুবাইয়া দেওয়া। নি-ণিজন্ত মস্জ=মস্জি (ডুবান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিমন্ত্রণ—ভোজনার্থ আহ্বান ; আহ্বান ; সম্বোধন ; আমন্ত্রণ। নি—মন্ত্র+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিমন্ত্রা—নিমন্ত্রণ করা। ক, প্র। ক্রি।

নিমন্ত্রিত—ভোজনার্থ আহূত ; আহূত, আমন্ত্রিত। নি-মন্ত্র (গোপনে কথা বলা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিমন্ত্রিতা।

নিমফল—নিম্ববৃক্ষের ফল ; শিশুকটির নিম্বফলাকৃতি অলঙ্কারবিশেষ। দেশজ। সং।

নিমফুল—নিম্ববৃক্ষের পুষ্প ; নারীগণের নিম্বপুষ্পাকৃতি কর্ণভূষণবিশেষ। দেশজ। সং।

নিম-রাজ, নিম-রাজী—সম্মতপ্রায়, অর্দ্ধসম্মত। বৈদেশিক। বিণ।

নিমাই—চৈতন্যদেবের আদ্য নাম। সং।

নিমাইৎ, নিম্বাইৎ—নিম্বার্ক নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষ। দেশজ। সং।

নিমাথি—অন্যথা। প্রা, ক।

নিমালিক—নির্ম্মাল্য। প্রা, ক।

নিমি—১। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি। নি-মা (পরিমাণ করা)+ডি ক। সং ; পু। ২। সূর্য্যবংশীয় নৃপ, খ্যাতনামা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং সতত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। একদা নিমিরাজ যজ্ঞ সম্পাদনের অভিলাষী হইয়া বশিষ্ঠকে তাহাতে ব্রতী হইতে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ পূর্ব্ব হইতেই দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি সেই যজ্ঞ সমাধা করিয়া পরে নিমিরাজের যজ্ঞে ব্রতী হইবেন বলিয়া স্বীকার করেন। স্বর্গে দেবরাজের যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে বশিষ্ঠের বহু বর্ষ অতীত হইয়া গেল। নিমিরাজ তাঁহার প্রত্যাগমনের কাল নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, এবং বৃথা সময়ক্ষেপ হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য মুনিঋষিদিগকে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পরে বশিষ্ঠদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে অপমানিত জ্ঞানে নিমিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাহাতেই নিমির পতন হয়। [অপভ্রংশ।

নিমিখ—নিমেষ, চক্ষের পলক। নিমিষ শব্দের

নিমিত—প্রক্ষিপ্ত ; উৎক্ষিপ্ত ; তুল্য। নি-মা (পরিমাণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

নিমিত্ত—হেতু, কারণ ; প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ; শুভাশুভ চিহ্ন ; শরব্য, লক্ষ্য। নি-মি (ক্ষেপণ করা)+ক্ত ক। সং ; ক্লী।

নিমিত্তক—নিমিত্ত, হেতু ; চুম্বন। নিমিত্ত+কণ্। সং ; ক্লী।

নিমিত্তকারণ—সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ ভিন্ন অন্য কারণ, তৃতীয় কারণ। সং ; ক্লী।

নিমিত্তকৃৎ—শুভাশুভ লক্ষণকারক ; কারক। উপ ; নিমিত্ত-কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু। [হেতু বধ, ৩৩২। সং ; পু।

নিমিত্তবধ—রোধাদি নিমিত্ত গোবধ। নিমিত্ত

নিমিত্তবিৎ (-বিদ্)—শুভাশুভ লক্ষণজ্ঞ, গণক, দৈবজ্ঞ। নিমিত্ত-বিদ্+ক্বিপ ক। সং ; পু।

নিমিষ, নিমেষ—নেত্রনিমীলন, চক্ষুর পাতা ফেলা, পলক ; স্পন্দন ; অতি অল্পকাল, চক্ষুর পলক পালটিতে যত সময় যায়। নি-মিষ+অল্, যঞ্ ভা। সং ; পু।

নিমীল, নিমীলন—মুদ্রণ, বন্ধ করা, বোজান ; সঙ্কোচ ; মরণ ; মোহ। নি-মীল (পলক ফেলা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; পু, ক্লী।

নিমীলিকা—নিমীলন ; ব্যাজ, ছল। নিমীল দেখ। নিমীল+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

নিমীলিত—১। মুদ্রিত, সঙ্কুচিত ; নিস্পন্দ ; মৃত ; মোহিত। নি-মীল (চক্ষুর পাতা ফেলা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। নিমীলন। নি-মীল+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

নিমেষ—নিমিষ দেখ।

নিমেষকৃৎ—বিদ্যুৎ। উপ ; নিমেষ-কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

নিমেষহীন—নিমেষশূন্য, পলকশূন্য, অনিমেষ। ৩৩২। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—হীনা।

নিম্ন—অধঃ ; নীচ ; গভীর। নি-ম্না (অভ্যাস করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিম্না।

নিম্নগ—নীচগামী, অধোগামী। নিম্ন শব্দ (অধঃ)-গম (গমন করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

নিম্নগা—১। অধোগামিনী। নিম্নগ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী। সং ; স্ত্রী।

নিম্নপ্রবণ—অধোদিকে গমনশীল, অধোগামী, যাহা নীচের দিকে যাইতে চায়। ৭৩২। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রবণা।

নিম্নপ্রাথমিক—পাঠবিষয়ে নিম্নশ্রেণীর আদ্য বা প্রারম্ভিক। নিম্ন অথচ প্রাথমিক, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মিকী।

নিম্নলিখিত—নীচে কথিত, নীচে যাহা লেখা হইয়াছে। ৭৩২। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

নিম্নোক্ত—নিম্নকথিত, নীচে যাহা বলা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত, ৭৩২। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্তা।

নিম্নোদ্ধৃত—নীচে উদ্ধৃত, নীচে যাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭৩২। বিণ ; ত্রি।

নিম্নোন্নত—উচ্চনীচ, বন্ধুর। নিম্ন অথচ উন্নত, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

নিম্ব—নিমগাছ। নিম্ব+অল্ ক। সং ; পু।

নিম্বক—নিমগাছ। নিম্ব+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

নিম্বুক—১। কাগজী লেবুর গাছ। নিম্ব+উক ক। সং ; পু। ২। কাগজী লেবু। নিম্বুক+অণ্ ভবার্থে। সং ; ক্লী।

নিয়ৎ—১। অদৃষ্ট। পারস্য। সং। নিয়তি শব্দের অপভ্রংশ। ২। অভিলাষ, মানস, ব্রত অঙ্গীকার। বৈদেশিক। সং।

নিয়ত—সংযত, বশীকৃত, বদ্ধ ; নিয়মযুক্ত, নিয়মিত ; নিশ্চিত ; অবশ্যম্ভাবী ; নিত্য ; অবিশ্রান্ত। নি-যম+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

নিয়তাত্মা (-ত্মন্)—সংযতচিত্ত। নিয়ত হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

নিয়তাশন—১। নিয়মিতভাবে ভোজন। নিয়ত যে অশন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। নিয়মিত ভোজনকারী। নিয়ত অশন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিয়তাশনা।

নিয়তাহার—১। নিয়মিত ভোজন। নিয়ত যে আহার, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। নিয়মিতভাবে ভোজনকারী। নিয়ত আহার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—হারা।

নিয়তি—নিয়ম ; অদৃষ্ট, দৈব, ভাগ্য ; মৃত্যু ; মেরুর কন্যা, বিধাতার পত্নী। নি-যম (বিরত হওয়া)+ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী।

নিয়তিনির্দ্দিষ্ট—দৈবনিরূপিত, অদৃষ্ট লিপির নির্দ্ধারিত। ৩৩২। বিণ ; ত্রি।

নিয়তিনির্দ্দেশ—ভাগ্যের নিরূপণ, অদৃষ্টের নির্দ্ধারণ। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

নিয়তী—দুর্গা। নি—যম+তিক্ ক+ঈপ্।

নিয়তেন্দ্রিয়—জিতেন্দ্রিয়, সংযতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-দমনশীল। নিয়ত হইয়াছে ইন্দ্রিয় যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

নিয়ন্তা (নিয়ন্তৃ)—১। নিয়ামক; শাসিতা, শাসনকর্ত্তা, দমনকারক; নেতা, নায়ক; পশ্বাদি-চালক; পরিচালক। নি+যম (বিরত করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নিয়ন্ত্রী। ২। সারথি। সং; পু।

নিয়ন্ত্রণ—নিয়মিত করণ; সংযমন; দমন; নিবারণ। নি—যন্ত্র+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিয়ন্ত্রিত—সংযত, নিয়মিত; সঙ্কোচিত; দমিত; নিবারিত; বদ্ধ। নি—যন্ত্র (সঙ্কুচিত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিয়ম—ব্যবস্থা, বিধি; নিশ্চয়; সত্য, প্রতিজ্ঞা; অঙ্গীকার, চুক্তি, করার, সর্ত্ত; রীতি, ধারা; অবধারণ; দমন; নিবারণ; বন্ধন, নিরোধ; ব্রত-উপবাসাদি; অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহারলাঘব, সতত অপ্রমাদ,—এই পাঁচ প্রকার নিয়ম। নি—যম+অল্ ভা। সং; পু।

নিয়মতন্ত্র—নিয়মাধীন; নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুবর্ত্তী; যাহাকে কতকগুলি নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে চলিতে হয় [শাসনপ্রণালী দেখ]। নিয়মের তন্ত্র (অধীন), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তন্ত্রা।

নিয়মতন্ত্রবাদ—নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে রাজ্যপালন করা উচিত এইরূপ মত। ৬তৎ। সং; পু।

নিয়মতন্ত্রবাদী (—বাদিন্)—নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে রাজ্যশাসন করা উচিত এইরূপ মতাবলম্বী, নির্দ্ধারিত নিয়মে রাজ্যশাসনের পক্ষপাতী। নিয়মতন্ত্র—বদ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বাদিনী।

নিয়মতান্ত্রিক—নিয়মতন্ত্রের অনুযায়ী বা অনুবর্ত্তী; নির্দ্দিষ্ট নিয়মে শাসনপ্রণালীর অনুরাগী। নিয়মতন্ত্র+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তান্ত্রিকী।

নিয়মন—ব্যবস্থাপন, নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া; দমন; নিবারণ; বন্ধন। নি—যম+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিয়মনিষ্ঠ—যথাযথভাবে নিয়মপালক, বিধিপরায়ণ। নিয়মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিয়মপত্র—অঙ্গীকার-পত্র, চুক্তিপত্র। নিয়ম সংবলিত পত্র, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিয়মপালক—নিয়ম-রক্ষক, যথানিয়মে কার্য্যকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পালিকা।

নিয়মপালন—নিয়মরক্ষা, যথাবিধি কার্য্যকরণ, নিয়মের অনুসরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নিয়মপূর্ব্বক—বাঁধাধরা নিয়মে, নিয়ম বাঁধিয়া লইয়া, নিয়মিতভাবে। নিয়ম পূর্ব্বে যাহার বা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিয়মভঙ্গ—নিয়মলঙ্ঘন, নির্দ্দিষ্ট বিধানের অন্যথাচরণ। ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; ক্লী।

নিয়মলঙ্ঘন—নিয়ম অপ্রতিপালন, নিয়মভঙ্গ।

নিয়মবহির্ভূত—নিয়মাতিরিক্ত, অবিধিসঙ্গত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

নিয়মবিধান—১। নিয়ম ও ব্যবস্থা বা আইন। দ্বন্দ্ব। ২। নিয়ম ব্যবস্থাপন, নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া, আইন করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নিয়মবিরুদ্ধ—নিয়মের বিপরীত, বিধানের বিরোধী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দ্ধা।

নিয়মসেবা—নিয়মপূর্ব্বক ভগবানের সেবা; বৈষ্ণবসমাজে আশ্বিনের শুক্লা একাদশী হইতে সমগ্র কার্ত্তিকমাস নিয়মসেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নিয়মস্থিতি—নিয়মমত থাকা; নিয়মানুবর্ত্তিতা; তপস্যা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নিয়মাধীন—নিয়মের বশবর্ত্তী, বিধানানুবর্ত্তী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ধীনা।

নিয়মানুযায়ী (—যায়িন্)—১। নিয়মের অনুসরণকারী, নিয়মানুসারে কার্য্যকারী, নিয়মানুবর্ত্তী; নিয়মানুসারে কৃত, অনুষ্ঠিত, বা সম্পাদিত, নিয়মমত। নিয়মের অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—যায়িনী। ২। নিয়মানুসারে, ঠিক নিয়মমতভাবে। ক্রি-বিণ।

নিয়মানুবর্ত্তিতা—নিয়মানুবর্ত্তীর ভাব বা কার্য্য, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগমন, নিয়মানুসারে কার্য্যকরণ, নিয়মপালন। নিয়মানুবর্ত্তিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

নিয়মানুবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—নিয়মের অনুসরণকারী, নিয়মানুসারে কার্য্যকারী, নিয়মানুযায়ী। নিয়মের অনুবর্ত্তী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

নিয়মানুসারী (—সারিন্)—নিয়মানুযায়ী (তাহা দেখ)। নিয়মের অনুসারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—সারিণী।

নিয়মিত—দমিত, সংযত; বদ্ধ; নিশ্চিত; অবধারিত; নিষিদ্ধ; আকৃষ্ট। নি—ণিজন্ত যম বা যমি (নিবৃত্ত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিয়মিতরূপ—বিহিত প্রকার, যেমন নিয়ম আছে তদ্রূপ। নিয়মিত হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রূপা।

নিয়মিতরূপে—নিয়মিত ভাবে; নিয়মমত, যথাবিধানে। নিয়মিত রূপ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিয়মী (নিয়মিন্)—নিয়মপালনকারী। নিয়ম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী নিয়মিনী।

নিয়ম্য—নিয়মনের যোগ্য; শিক্ষণীয়। নি—যম (বিরত হওয়া বা করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি।

নিয়র—নিকট। প্রা, ক। বিণ।

নিয়াই, নিহাই—স্থূণা, যে লৌহপিণ্ডের উপ কামার তপ্ত লৌহ পিটে। দেশজ। সং।

নিয়াচ—কাদায় ধানের বীজ বপনপূর্ব্বক চা উৎপাদন। গ্রাম্য। সং।

নিয়াতন—নিপাতন, বিনাশন। নি ণিজ যত=যাতি (নাশ করা)+অনট্ ভা সং; ক্লী। [সং

নিয়ান—যে বাটালীর বাট লৌহময়। দেশজ

নিয়াম—নিয়ম। নি—যম+ঘঞ্ ভা। সং; পু

নিয়ামক—১। নিয়ন্তা, নিয়মকর্ত্তা; পরিচালক নিশ্চায়ক, অবধারক, নিরূপক। নি য +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিয়ামিকা ২। কর্ণধার। সং; পু।

নিয়ালি, নিয়ালী—১। এক প্রকার রোয়া আউ ধান, ইহা আশ্বিনমাসে পাকে। দেশজ ২। মল্লিকা, মালতী ফুল। প্রা, ক।

নিযুক্ত—১। ব্যাপৃত; প্রবৃত্ত। নি—যুজ (যো করা)+ক্ত ক। ২। নিয়োজিত; প্রবর্ত্তি আদিষ্ট; অধিকৃত। নি—যুজ+ক্ত ক্ম বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিযুক্তা।

নিযুজান—নিয়োগকর্ত্তা, প্রেরক; প্রযোজক নি—যুজ+শানচ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—না

নিযুত—দশলক্ষ সংখ্যা। নি—যু (মিশ করা)+ক্ত ক। সং; ক্লী।

নিযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ; বাহুযুদ্ধ। নি—যুধ (যু করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

নিয়ে—১। লইয়া, ধরিয়া। গ্রাম্য। ২। প্রা, ক।

নিয়োক্তা (—যোক্তৃ)—নিয়োগকর্ত্তা; প্রভু প্রবর্ত্তক। নি—যুজ (যোগ করা)+তৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নিয়োক্ত্রী।

নিয়োগ—নিযুক্তকরণ; আজ্ঞা; প্রেরণ; প্র র্ত্তন; প্রবৃত্তি; মনোযোগ; নিশ্চয়; অধি কার। নি—যুজ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিয়োগপত্র—যে পত্রদ্বারা কাহাকেও কোন পদে বা কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। নিয়োগ সূচক পত্র, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিয়োগী (—গিন্)—১। নিয়োগবিশিষ্ট; নিযুক্ত নিয়োগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। নিয়োগিনী। ২। বঙ্গবাসী জাতিবিশেষে উপাধি,—ইহারই অপভ্রংশে নেউগী। সং

নিয়োগ্য—যে ব্যক্তি নিযুক্ত করে, প্রভু। নি যুজ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ ক। বিণ; ত্রি

নিয়োজক—নিয়োক্তা, নিয়োগকর্ত্তা; প্রবর্ত্তক প্রেরক। নি—যুজ (যোগ করা)+ণ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিয়োজিকা।

নিয়োজন—নিযুক্তকরণ; প্রেরণ; আদেশকরণ প্রবর্ত্তন। নি—যুজ (যোগ করা)+অন ভা। সং; ক্লী।

নিয়োজয়িতা (—তৃ)—নিয়োজক, নিয়োগকর্ত্তা

•প্রবর্তক ; প্রেরক। নি-ণিজন্ত যুজ (=যোজি)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-য়িত্রী।
নিয়োজিত—যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে এরূপ, ব্যাপারিত ; প্রবর্ত্তিত ; আজ্ঞপ্ত ; আদিষ্ট ; প্রেরিত ; অধিকারিত। নি-ণিজন্ত যুজ বা যোজি (যোগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিয়োজিতা।
নিয়োজ্য—প্রেষ্য ; কিঙ্কর, ভৃত্য। নি-যুজ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।
নিরংশ—১। অংশশূন্য ; নির্ (নাই) অংশ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরংশা। ২। রাশির ভোগ-কালের প্রথম ও শেষ দিন ; সংক্রান্তি। সং ; পু।
নিরংশু—অংশুরহিত, দীপ্তিহীন, প্রভাশূন্য। নির্ (নাই) অংশু যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরক্ষ—বিষুব [বিষুবরেখা দেশ]। নির্-অক্ষ (ব্যাপ্ত হওয়া)+অন্ ক। সং ; পু। "নিরক্ষদেশাৎ ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ" (ভাস্করাচার্য্য)। নিরক্ষ দেশ হইতে ক্ষিতিমণ্ডলের উপরি দেশগামী দক্ষিণ ধ্রুব ও উত্তর ধ্রুব লোক দৃষ্ট হয়।
নিরক্ষদেশ—বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে সংসন্নিহিত দেশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
নিরক্ষমণ্ডল,—বৃত্ত—নিরক্ষসূচক গোলাকার রেখা, বিষুবরেখা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
নিরক্ষর—অক্ষরজ্ঞানহীন, মূর্খ। নির্ (নাই) অক্ষর (অক্ষরজ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরক্ষরা। [স্ত্রী।
নিরক্ষরেখা—বিষুবরেখা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ;
নিরক্ষবৃত্ত—নিরক্ষমণ্ডল দেখ।
নিরক্ষাংশ—বিষুবরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে কোনস্থানের দূরত্ব (Latitude)। নিরক্ষ হইতে অন্তর, ৫তৎ। সং ; ক্লী।
নিরখ—নিরীক্ষণ করা, দেখা। ক, প্র। ক্রি।
নিরখি—১। নিরীক্ষণ করি ; দেখি। ২। নিরীক্ষণ করিয়া ; দেখিয়া। ক, প্র। ক্রি।
নিরগ্নি—১। অগ্নিহীন ; বেদবিহিত হোমাদি ধর্ম্মকর্ম্মরহিত ; তেজোহীন নির্ (নাই) অগ্নি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। হোমাদি ধর্ম্মকর্ম্মবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ। সং ; পু।
নিরঙ্কুশ—স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী ; বাধাবিহীন ; অনিবার্য্য। নির্ (নাই) অঙ্কুশ (শাসনদণ্ড) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরঙ্গ—অঙ্গহীন, অবয়বশূন্য, অশরীরী। নির্ (নাই) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরঙ্গুল—১। অঙ্গুলিহীন। নির্ (নাই) অঙ্গুল যাহার, বহু। ২। অঙ্গুলি হইতে বহির্গত। অঙ্গুলি হইতে নির্ (নির্গত), নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরঙ্গুলা।
নিরজন—১। নির্জ্জন, একান্ত। ক, প্র।
২। দেবতার আরতি ; দেবপ্রতিমাবিসর্জ্জন। নীরাজন শব্দের অপভ্রংশ। সং।
নিরঞ্জন—১। অঞ্জনশূন্য, নির্ম্মল ; অবিদ্যাদোষবর্জ্জিত। নির্ (নাই) অঞ্জন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পরব্রহ্ম। সং ; ক্লী।
নিরত—আসক্ত, অনুরক্ত ; প্রবৃত্ত ; ব্যাপৃত। নি-রম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-তা।
নিরতি—অত্যাসক্তি, আনুরক্তি। নি-রম (ক্রীড়া করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।
নিরতিশয়—সাতিশয়, অত্যধিক ; অত্যুৎকৃষ্ট। নির্ (নাই) অতিশয় যাহা হইতে, বহু ; অথবা নির্ (নিতান্ত) যে অতিশয়, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-শয়া।
নিরত্যয়—বাধাশূন্য ; অত্যয়রহিত ; অবিনাশী ; নির্দ্দোষ। নির্ (নাই) অত্যয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরত্যয়া।
নিরধিকার—অধিকারশূন্য, অধিকার-রহিত, অধিকার-ভ্রষ্ট ; সংস্রবহীন। নির্ (নাই) অধিকার যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরধ্ব—১। পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত, পথভ্রষ্ট। নির্ (নাই) অধ্বা (অধ্বন্, পথ) যাহার, বহু। অধ্বা (অধ্বন্-পথ) হইতে নির্ (নির্গত), নিত্য। ২। পথহীন, যে পথ পাইতেছে না। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরধ্বা।
নিরনুক্রোশ—নির্দ্দয় ; নিষ্ঠুর। নির্ (নাই) অনুক্রোশ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরন্তর—অবকাশশূন্য, নিশ্ছিদ্র ; নিবিড়, ঘন ; অবিরত। নির্ (নাই) অন্তর (অবকাশ, ছিদ্র) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরন্তরাল—অন্তরাল-বিহীন, আড়াল-শূন্য ; অবকাশরহিত, যাহাতে ফাঁক নাই ; সঙ্কীর্ণ। নির্ (নাই) অন্তরাল যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-লা।
নিরন্ন—অন্নহীন, নিতান্ত দরিদ্র। নির্ (নাই) অন্ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরন্না।
নিরন্বয়—নিঃসম্পর্ক, সম্বন্ধশূন্য ; নিঃসন্তান। নির্ (নাই) অন্বয় যাহার বা যাহার সহিত, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরন্বয়া।
নিরপত্য—অপত্যরহিত, নিঃসন্তান, পুত্রকন্যাহীন। নির্ (নাই) অপত্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-পত্যা। বি,-পত্যতা।
নিরপত্রপ—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। নির্ (নাই) অপত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরপরাধ—অকৃতাপরাধ, নির্দ্দোষ। নির্ (নাই) অপরাধ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরপরাধা। বি নিরপরাধত্ব।
নিরপায়—অপায়রহিত, অবিনাশী, অক্ষয়। নির্ (নাই) অপায় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরপেক্ষ—অপেক্ষারহিত ; স্বতন্ত্র, স্বাধীন ; অনুরোধাদিতে উপেক্ষাপরায়ণ ; পক্ষপাতশূন্য। নির্ (নাই) অপেক্ষা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরপেক্ষা।
নিরপেক্ষগতি—অন্য গতির সহিত সম্বন্ধহীন গতি, স্বতন্ত্র গতি নিরপেক্ষ গতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
নিরপেক্ষতা—অপেক্ষারাহিত্য ; অনুরোধাদিতে উপেক্ষা ; পক্ষপাতশূন্যতা ; স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা। নিরপেক্ষ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।
নিরভিমান—১। অভিমানশূন্য, গর্ব্বহীন, নিরহঙ্কার। নির্ (নাই) অভিমান যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, মানা। ২। অভিমানাভাব, গর্ব্বহীনতা, নিরহঙ্কার। নির্ (না) অভিমান, নিত্য। সং ; পু।
নিরভিমানী,—মানিন্—নিরভিমানী, নিরহঙ্কার। নির্ (নয়) অভিমানী, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-মানিনী।
নিরভ্র—অভ্রহীন, নির্মেঘ। নির্ (নাই) অভ্র যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরমল—বিমল নির্ম্মল শব্দের অপভ্রংশ।
নিরমা—নির্ম্মাণ করা। ক, প্র। ক্রি।
নিরমাণ—নির্ম্মাণ। ক, প্র। সং।
নিরমূল—নির্ম্মূল। প্রা, ক।
নিরম্বু—জলহীন, নির্জ্জল ; জলগ্রহণবর্জ্জিত ; যাহাতে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করা হয় না এরূপ। নির্ (নাই) অম্বু (জল) যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরয়—নরক, পাপীদিগের যন্ত্রণাভোগের স্থান। নির্ (নাই) অয় (শুভদৈবভাগ্য) যাহার, অথবা নির্ (নির্গত) হইয়াছে অয় (সৌভাগ্য) যেখান হইতে, বহু। সং ; পু।
নিরয়গামী (-গামিন্)—নরকগামী, নরকে গমনকারী ; যে নরকে যাইবে, পাপী। উপ ; নিরয়-গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,-গামিনী।
নিরয়ণ—১। নির্গমন। নির্-অয় বা ই (গমন করা)+অনট্ ভা। ২। নির্গমনোপায়। নির্-অয় বা ই+অনট্ ক। সং ; ক্লী।
নিরর্গল—১। অর্গলরহিত ; উদ্দাম ; অনর্গল, অবাধ, প্রতিবন্ধকশূন্য। নির্ (নাই) অর্গল যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অবাধে, প্রতিবন্ধকহীনভাবে। ক্রিবিণ।
নিরর্থক—অর্থশূন্য ; নিষ্প্রয়োজন, ব্যর্থ, বিফল, নিষ্ফল। নির্ (নাই) অর্থ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরর্থকা।
নিরলঙ্কার—অলঙ্কারশূন্য, আভরণহীন। নির্ (নাই) অলঙ্কার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
নিরলস—আলস্যহীন, উদ্যোগী। নির্ (নয়) অলস, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-লসা।
নিরব—মৌনী ; নিঃশব্দ। নির্ (নাই) রব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরবা। নীরব এইরূপ শব্দও হয়।

নিরবকাশ—অবকাশশূন্য ; নিশ্ছিদ্র ; নিবিড় ঘন। নির্ (নাই) অবকাশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –শা।

নিরবগ্রহ—স্বতন্ত্র, প্রতিবন্ধকশূন্য। নির্ (নাই) অবগ্রহ (প্রতিবন্ধ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরবচ্ছিন্ন—অনবচ্ছিন্ন ; নিরন্তর ; শুদ্ধ, কেবল। নির্–অব–ছিদ (ছেদন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –চ্ছিন্না।

নিরবদ্য—নির্দ্দোষ ; প্রশংসার্হ ; নিষ্কলঙ্ক ; বিশুদ্ধ, উৎকৃষ্ট। নির্–ন (অ)–বদ (বলা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরবদ্যা।

নিরবধি—অবধিরহিত, অসীম ; সর্ব্বদা ; নিরন্তর, সতত। নির্ (নাই) অবধি (সীমা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরবয়ব—১। অবয়বশূন্য, নিরাকার। নির্ (নাই) অবয়ব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –য়বা। ২। পরমাণু। সং ; পু।

নিরবলম্ব, নিরবলম্বন—অবলম্বনশূন্য, নিরুপায়, নিরাশ্রয় ; অসহায়। নির্ (নাই) অবলম্ব বা অবলম্বন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরবশেষ—সমগ্র, সম্পূর্ণ। নির্ (নাই) অবশেষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরবশেষিত—যাহার শেষ রাখা হয় নাই, নিঃশেষিত। নিরবশেষ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

নিরবসিত—বহিষ্কৃত ; যাহারা ভোজন করিলে পাত্র সংস্কার দ্বারাও শুদ্ধ হয় না এরূপ। নির্–অব–সো (নাশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

নিরবি—১। নিরব হইয়া। ক, প্র। ক্রি। ২। উত্তমরূপে। প্রা, ক।

নিরশন—১। আহারবিহীন, উপবাসী, অনাহারী। নির্ (নাই) অশন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরশনা। ২। অনাহার। নির্ (নয়) অশন, নিত্য। সং ; ক্লী।

নিরস—রসশূন্য ; বিরস ; বিস্বাদ ; অরসিক ; কঠোর। নি (নাই) রস যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরসা।

নিরসন—নিক্ষেপ ; নিষ্কাশন ; নিরাকরণ ; প্রত্যাখ্যান ; বধ। নির্–অস (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিরস্ত—হত ; নিক্ষিপ্ত ; পরিত্যক্ত ; নিরাকৃত ; নিবারিত, নিবর্ত্তিত ; দ্রুত উচ্চারিত ; নিবৃত্ত, ক্ষান্ত ; ভর্ৎসিত। নির্–অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিরস্ত্র—অস্ত্রশস্ত্রশূন্য। নির্ (নাই) অস্ত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরস্ত্রা।

নিরহঙ্কার—অহঙ্কারশূন্য, অভিমানহীন, গর্ব্বরহিত। নির্ (নাই) অহঙ্কার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরহঙ্কারা।

নিরহঙ্কারী (–রিন)—নিরহঙ্কার, অহঙ্কাররহিত, নিরভিমান। নির্ (নয়) অহঙ্কারী, নিত্য। বিণ ; পু।

নিরাই—১। আয়ুহীন, অল্পায়ু ; বায়ুশূন্য, নির্ব্বাত ; জলময়। বিণ। ২। বর্ষাকালে জলপ্লাবিত ভূভাগে মৎস্য শিকার। দেশজ। সং।

নিরাকরণ—নিবারণ ; খণ্ডন ; প্রত্যাখ্যান ; অবধারণ। নির্–আ–কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিরাকরিষ্ণু—নিবারণশীল ; প্রত্যাখ্যানকারী। নির্–আ–কৃ+ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি।

নিরাকাঙ্ক্ষ—আকাঙ্ক্ষারহিত, স্পৃহাশূন্য ; নির্লোভ। নির্ (নাই) আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রী নিরাকাঙ্ক্ষা।

নিরাকার—১। আকারহীন, নিরবয়ব। নির (নাই) আকার যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রী নিরাকারা। ২। আকাশাদি ; পরমেশ্বর। সং ; পু।

নিরাকুল—অত্যন্ত আকুল ; অনাকুল, অব্যাকুল। নির্ (অতিশয়, না) আকুল, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরাকুলা।

নিরাকৃত—নিবারিত ; প্রত্যাখ্যাত ; খণ্ডিত অবধারিত। নির–আ–কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –কৃতা।

নিরাকৃতি—১। নিরাকরণ ; নিবারণ ; নিরসন। নির্–আ–কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। ২। আকৃতিশূন্য, নিরাকার, নিরবয়ব। নির (নাই) আকৃতি (আকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরাতঙ্ক—আতঙ্করহিত, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। নির্ (নাই) আতঙ্ক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরাতপ—আতপশূন্য। নির্ (নাই) আতপ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরাতপা—১। আতপশূন্যা। বহু ; নিরাতপ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। রাত্রি। সং ; স্ত্রী।

নিরাধার—১। আধারশূন্য ; নিরাশ্রয়। নির্ (নাই) আধার যাহার, বহু। ২। নিরাহার দেশজ। বিণ।

নিরানই, নিরানব্বই—নবনবতি, ৯৯এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

নিরানন্দ—১। আনন্দরহিত, দুঃখিত, ক্লিষ্ট। নির্ (নাই) আনন্দ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। আনন্দাভাব, অনাহ্লাদ, অসুখ, দুঃখ। নির্ (না) আনন্দ, নিত্য। সং ; পু।

নিরানন্দী (–ন্দিন্)—নিরানন্দ, আনন্দরহিত, অসুখিত, দুঃখিত। নির্ (নয়) আনন্দী, নিত্য। অসাধুপ্রয়োগ। বিণ ; পু। স্ত্রী, –নী।

নিরাপৎ (–পদ)—বিপত্তিহীন, বিপন্মুক্ত, নিরুপদ্রব ; নির্বিঘ্ন ; নিষ্কণ্টক। নির্ (নাই) আপদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরাপত্তা—বিপত্তিহীনতা, নির্বিঘ্নতা ; নিষ্কণ্টকত্ব ; নিরুপদ্রবতা। নিরাপদের ভাব এই অর্থে নিরাপদ্+তা। সং ; স্ত্রী।

নিরাপদ্—নিরাপৎ দেখ।

নিরাবাধ—প্রতিবন্ধকশূন্য, বাধাহীন। নির্ (নাই) আবাধা (বাধা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরাবাধা।

নিরাভরণ—আভরণবিহীন, ভূষণশূন্য, নিরলঙ্কার। নির্ (নাই) আভরণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরাভরণা।

নিরাময়—রোগশূন্য, নীরোগ ; সুস্থ। নির্ (নাই) আময় (রোগ) যাহার, বহু। বিণ।

নিরামিষ—মৎস্যমাংসাদি আমিষরহিত। নির্ (নাই) আমিষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরামিষা।

নিরামিষাশী (–শিন্)—মৎস্যমাংসাদি আমিষরহিত খাদ্য ভোজনকারী, যে মাছ মাংস প্রভৃতি খায় না। উপ ; নিরামিষ+অশ (খাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, –শিনী।

নিরায়ুধ—প্রহরণবিহীন, নিরস্ত্র। নির্ (নাই) আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরালম্ব—অবলম্বনশূন্য নিরাশ্রয় ; নির্ (নাই) আলম্ব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরালয়—গৃহশূন্য, নিরাশ্রয় ; বনবাসী। নির (নাই) আলয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরালস্য—১। আলস্যহীনতা, শ্রমশীলতা, তৎপরতা। নির (নয়) আলস্য, নিত্য। সং ; ক্লী। ২। আলস্যরহিত, শ্রমশীল, উদ্যমী, তৎপর। নির্ (নাই) আলস্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরালস্যা।

নিরালা—নির্জ্জন, নিভৃত। দেশজ শব্দ।

নিরালোক—আলোকশূন্য। নির্ (নাই) আলোক যাহাতে ; বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে আলোক যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নিরাশ—আশাশূন্য, হতাশ। নির্ (নাই) আশা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরাশা।

নিরাশা—১। আশাহীনা। বহু ; নিরাশ দেখ বিণ ; স্ত্রী। ২। আশাহীনতা, নৈরাশ্য নির্ (নয়) আশা, নিত্য। সং ; স্ত্রী।

নিরাশ্রয়—আশ্রয়শূন্য, নিরালম্ব, অসহায়, অশরণ। নির্ (নাই) আশ্রয় যাহার, বহু বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরাশ্রয়া।

নিরাশ্বাস—আশ্বাসহীন, সান্ত্বনাশূন্য ; নিরাশ। নির্ (নাই) আশ্বাস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিরাশ্বাসা।

নিরাস—নিরসন (সকল অর্থে)। নির্–অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিরাসন—আসনহীন (স্থান)। নির্ (নাই) আসন যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরাহার—১। আহাররহিত, উপবাসী, অভুক্ত নির্ (নাই) আহার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি ২। আহারাভাব, উপবাস। নিত্য। সং ; পু

নিরিখ—মূল্যের বা খাজানার হার; দ্রব্যের দর বা মূল্য। বৈদেশিক। সং।

নিরিন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়শূন্য, চক্ষুরাদিবিহীন। নির্ (নাই) ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরিবিলি—নিরালা বা নিরালয়, একান্ত বা একান্তে, নির্জ্জন বা নির্জ্জনে, বিরল বা বিরলে, নিভৃত বা নিভৃতে। দেশজ।

নিরীক্ষণ—দর্শন, দেখা। নির্—ঈক্ষ (দেখা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিরীক্ষমাণ—দেখিতেছে যে এরূপ, দর্শনকারী। নির—ঈক্ষ (দেখা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

নিরীক্ষা—দর্শন। নির্—ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

নিরীক্ষিত—১। দৃষ্ট। নির্—ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। দর্শন। নির্—ঈক্ষ +ক্ত ভা। সং; ক্লী।

নিরীক্ষ্যমাণ—দৃশ্যমান, যাহা বা যাহাকে দেখা যাইতেছে এরূপ। নির—ঈক্ষ (দেখা)+ শান ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —মাণা।

নিরীতি—ঈতিশূন্য, শস্যাদির বিঘ্নশূন্য। নির (নাই) ঈতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরীশ—১। লাঙ্গলের ফাল। ঈশা (হলদণ্ড) হইতে নির্ (নির্গত), সুপ্সুপা। সং; ক্লী ২। নিরীশ্বর; ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নাস্তিক। নির্ (নাই) ঈশ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —শা।

নিরীশ্বর—ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে অস্বীকৃতিযুক্ত (বাদ); নাস্তিক। নির্ (নাই) ঈশ্বর যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরীশ্বরা।

নিরীশ্বরবাদ—ঈশ্বর নাই এইরূপ কথন, মত, বা সিদ্ধান্ত; নাস্তিক মত। নিরীশ্বর যে বাদ (কথন), কর্ম্মধা। সং; পু।

নিরীশ্বরবাদী (—বাদিন্)—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, নাস্তিক। নিরীশ্বরবাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে; বা নিরীশ্বর—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —বাদিনী।

নিরীহ—নিশ্চেষ্ট; স্পৃহাশূন্য; নিঃস্পৃহ; শান্ত স্বভাব। নির্ (নাই) ঈহা (চেষ্টা, ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরীহা।

নিরীহপ্রকৃতি—১। শান্ত স্বভাব। নিরীহা প্রকৃতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। নিরীহ স্বভাব, শান্তস্বভাবসম্পন্ন। নিরীহা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরুক্ত—১। নিশ্চয়রূপে কথিত। নির্ (নিশ্চয়) —বচ (বলা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরুক্তা। ২। বেদাঙ্গগ্রন্থবিশেষ, বেদের ব্যাখ্যানগ্রন্থ, বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্র। নির্ (নিশ্চিত) উক্ত (কথন) আছে যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

নিরুক্তকার—নিরুক্ত-গ্রন্থকর্ত্তা; শাকপূর্ণি, ঔর্ণনাভ, স্কন্দস্বামী যাস্কমুনি প্রভৃতি। নিরুক্ত শব্দ—কৃ (করা)+অণ্ ক। বিণ বা সং; পু।

নিরুক্তি—নির্ব্বচন, বিশেষরূপে কথন; নিঃশেষে কথন। নির্—বচ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

নিরুত্তর—উত্তররহিত, উত্তরদানে অক্ষম; নির্ব্বাক্। নির্ (নাই) উত্তর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরুত্তরা।

নিরুৎসাহ—১। উৎসাহহীনতা, উদ্যমশূন্যতা। নির্ (নয়) উৎসাহ; প্রাদি। সং; পু। ২। উৎসাহহীন, উদ্যমশূন্য। নির্ (নাই) উৎসাহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —হা।

নিরুৎসুক—১। অতিশয় উৎসুক, অত্যন্ত কৌতূহলী। নির্ (নাই) উৎসুক যাহা হইতে, বহু। ২। অনুৎসুক, ঔৎসুক্যবর্জ্জিত। নির্ (নয়) উৎসুক, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

নিরুদ্দিষ্ট—উদ্দেশরহিত, যাহার খোঁজখবর নাই, হারান। নির্ (নয়)—উৎ—দিশ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরুদ্দিষ্টা।

নিরুদ্দেশ—উদ্দেশহীন, হারাণ দ্রব্য; যাহার বার্ত্তা পাওয়া যায় নাই। নির্ (নাই) উদ্দেশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —শা।

নিরুদ্ধ—নিবারিত; প্রতিবদ্ধ; অবরুদ্ধ, আবদ্ধ নি—রুধ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —দ্ধা।

নিরুদ্যম—উদ্যমবিহীন, উদ্যোগশূন্য, নিরুৎসাহ নির্ (নাই) উদ্যম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরুদ্যোগ—উদ্যোগশূন্য, উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, অলস; অপ্রস্তুত। নির্ (নাই) উদ্যোগ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরুদ্বিগ্ন—উদ্বেগশূন্য, উৎকণ্ঠাহীন, নিশ্চিন্ত। নির্ (নয়) উদ্বিগ্ন, নিত্য। বিণ; ত্রি।

নিরুদ্বেগ—উদ্বেগহীন, উৎকণ্ঠাশূন্য, নিশ্চিন্ত। নির্ (নাই) উদ্বেগ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরুদ্বেগা।

নিরুদ্বেগে—উদ্বেগবিহীনভাবে, বিনা উৎকণ্ঠায়, নিশ্চিন্ত ভাবে। নির্ (নাই) উদ্বেগ যাহাতে; বহু। ক্রি বিণ।

নিরুপদ্রব—১। উপদ্রবহীন উৎপাতশূন্য, নির্ব্বিঘ্ন, নিষ্কণ্টক। নির্ (নাই) উপদ্রব যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরুপদ্রবা। ২। উপদ্রবহীনতা। নির (নয়) উপদ্রব, প্রাদি। সং; পু।

নিরুপম—তুলনারহিত, অতুল, অনুপম। নির্ (নাই) উপমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরুপমা—অতুলনীয়া, অনুপমা। নির্ (নাই) উপমা যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

নিরুপাখ্য—১। অনির্ব্বচনীয়; অসৎ, অস্তিত্বহীন (পদার্থ, যেমন খপুষ্পাদি)। নির্ (নাই) উপাখ্যা (উপ+আখ্যা=নাম বা অভিধা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরুপাখ্যা। ২। পরব্রহ্ম। সং; ক্লী।

নিরুপাধি—১। উপাধিরহিত, নামহীন, খেতাব শূন্য; ছলশূন্য, কপটহীন, অমায়িক; অভিসন্ধিবর্জ্জিত। নির (নাই) উপাধি যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরুপায়—উপায়হীন; অগতি। নির্ (নাই) উপায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —য়া।

নিরূঢ়—১। অবিবাহিত। নির্—বহ (বহন করা)+ক্ত ম্ম। ২। উৎপন্ন; প্রসিদ্ধ। নি—রুহ (জন্মা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরূঢ়া। ৩। রূঢ়িলক্ষণাদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক শব্দ। নি (নিশ্চিত) রূঢ়, প্রাদি। সং; পু।

নিরূঢ়ি—প্রসিদ্ধি; উৎপত্তি। নি—রুহ (জন্মা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

নিরূপ—রূপবিহীন, মূর্ত্তিশূন্য, অশরীরী, নিরাকার। নির্ (নাই) রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরূপা।

নিরূপক—নিরূপণকর্ত্তা, নির্ণায়ক। নি—ণিজন্ত রূপ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরূপিকা।

নিরূপণ—বিবরণ; দর্শন, নিয়োগ; নির্ণয়, অবধারণ; বিতর্ক। নি—ণিজন্ত রূপ=রূপি (রূপযুক্ত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিরূপিত—বিচারিত; নিযুক্ত; দৃষ্ট; নির্ণীত, অবধারিত; নিশ্চিত। নি—ণিজন্ত রূপ রূপি (রূপযুক্ত করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিরূপিতা।

নির্ঋতি—অলক্ষ্মী, নৈঋত কোণের কর্ত্রী; উপদ্রব, নৈঋত পশ্চিম কোণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঋতির (সৌভাগ্যলক্ষ্মীর) নির্ (বিপরীত), নিত্য, অথবা নির্ (নির্গত) হইয়াছে ঋতি (সৌভাগ্য) যাহা হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

নিরেট—নীরন্ধ্র, মধ্যে গহ্বরবিহীন, অফাঁপা, দৃঢ়, কঠিন, নিরেট (নিরেট)। দেশজ। বিণ।

নিরেস—মন্দ, অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট। দেশজ। বিণ।

নিরোধ—রুদ্ধকরণ, প্রতিরোধ; নিগ্রহ, নাশ। নি—রুধ+অল্ ভা। সং; পু।

নিরোধক—নিরোধকারক প্রতিরোধকারী। নি—রুধ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ধিকা।

নিরোধন—রুদ্ধকরণ; বাধা। নি—রুধ (রোধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নির্গত—বহির্গত, নিঃসৃত, অপগত, অপসৃত। নির্—গম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

নির্গন্ধ—গন্ধহীন। নির্ (নাই) গন্ধ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্গন্ধা।

নির্গম, নির্গমন—বহির্গমন, বাহির হইয়া যাওয়া; অপগমন। নির্—গম+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নির্গুণ—১। গুণহীন, গুণাতীত। নির্ (নাই) গুণ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্গুণা। ২। সত্ত্বরজস্তমোগুণবর্জ্জিত পরমাত্মা। সং; পু।

নিগূঢ়—১। গোপিত, সংগুপ্ত, সমাচ্ছাদিত,

সংবৃত। নির্ (অতিশয়) গূঢ়, প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিগূঢ়া। ২। বৃক্ষকোটর। সং; পু।

নিগ্রন্থ—ক্ষপণক; বৌদ্ধসন্ন্যাসী; মুনি; দ্যূতকার; জুয়ারি; মূর্খ ব্যক্তি; দরিদ্র জন। গ্রন্থ (বন্ধন বা আসক্তি) হইতে নির্ (নির্গত), নিত্য; বা নির্ (নাই) গ্রন্থ যাহার, বহু। সং; পু।

নিগ্রন্থক—ক্ষপণক; নগ্নব্যক্তি। নির্ (নাই) গ্রন্থ যাহার, বহু। সং; পু।

নিগ্রন্থন—হনন, বধ। নির্—গ্রন্থ (গ্রথিত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিগ্রন্থিক—১। ক্ষপণক। নির্ (নাই) গ্রন্থ যাহার, বহু। সং; পু। ২। দীন, হীন, অধম; নিপুণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিগ্রন্থিকা।

নির্ঘণ্ট—অনুক্রমণিকা; সূচীপত্র; নিরূপণ, নির্ণয়। নির্—ঘণ্ট (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ণ। সং; পু।

নির্ঘাত—১। প্রবল বায়ুর পরস্পরের আঘাতজনিত শব্দ। নির্—হন (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। বজ্র। নির্—হন+ঘঞ্ ণ। সং; পু। ৩। বিষম, কঠোর, ভয়ানক; নির্দ্দয়, অমোঘ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ঘাতা। ৪। অব্যর্থ, অমোঘ; অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য। দেশজ। বিণ।

নির্ঘৃণ—ঘৃণাবর্জ্জিত; নির্দ্দয়। নির্ (নাই) ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ঘৃণা।

নির্ঘোষ—ধ্বনি; গম্ভীর শব্দ। নির্—ঘুষ (শব্দ করা)+অল্ র্ম। সং; পু।

নির্জ্জন—জনশূন্য, প্রাণিহীন; নিভৃত। নির্ (নির্গত) জন যাহা হইতে, অথবা নির্ (নাই) জন যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্জ্জনা। বি নির্জ্জনতা।

নির্জ্জনপ্রিয়—যে নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে এরূপ; গুহাবাসী; বিজনবনবাসী। নির্জ্জন প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —প্রিয়া।

নির্জ্জর—১। বার্দ্ধক্যরহিত, জরাশূন্য। নির্ (নাই) জরা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্জ্জরা। ২। দেবতা। সং; পু।

নির্জ্জল—জলশূন্য, জলহীন; জলগ্রহণবর্জ্জিত, নিরম্বু। নির্ (নাই) জল যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্জ্জলা।

নির্জ্জলা—১। জলশূন্য। নির্জ্জল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বিশুদ্ধ, খাঁটি; নিছক। দেশজ।

নির্জ্জিত—পরাজিত, পরাভূত; দমিত; বশীকৃত। নির্—জি (জয় করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্জ্জিতা।

নির্জ্জীব—জীবনশূন্য; অচেতন; অবসন্ন; নিস্তেজ; ক্ষীণ। নির্ (নাই) জীব (জীবন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্জ্জীবা।

নির্জ্জীবতা—জীবনশূন্যতা; অবসন্নতা; অসাড়তা। নির্জ্জীব+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

নির্ঝর—ঝরণা; জলপ্রবাহ। নির্—ঝৃ (জীর্ণ হওয়া)+অল্ ণ। সং; পু।

নির্ঝরিণী—নদী। নির্ঝর শব্দ (প্রবাহ)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নির্ণয়—নিশ্চয়, অবধারণ, নিরূপণ। নির্—নী (লইয়া যাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

নির্ণায়ক—নিশ্চায়ক, অবধারণকর্ত্তা, নিরূপক। নির্—নী+ণক ক। বিণ; ত্রি।

নির্ণিক্ত—ক্ষালিত, ধৌত; মুক্ত। নির্—নিজ (শোধন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নির্ণিক্তি—ক্ষালন; মুক্তি। নির্—নিজ (শোধন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

নির্ণীত—অবধারিত, নিরূপিত। নির্—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নির্ণেজক—১। পরিষ্কারক, পরিশোধক। নির্—নিজ (শোধন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। রজক, ধোপা। সং; পু।

নির্ণেতা (—তৃ)—নির্ণয়কারক, নিশ্চায়ক। নির্—নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নির্ণেত্রী।

নির্ণেয়—নির্ণয় করিবার যোগ্য, যাহা নির্ণয় করিতে হইবে এরূপ; নিশ্চেয়; নিধার্য্য। নির্—নী+য র্ম। বিণ, ত্রি। স্ত্রী, —য়া।

নির্দ্দয়—দয়াহীন, নিষ্ঠুর। নির্ (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্দ্দয়া।

নির্দ্দশন—দন্তহীন। নির্ (নাই) দশন (দন্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —শনা।

নির্দ্দহন—১। সম্যক প্রকারে দহন। নির্—দহ (দগ্ধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। দাহিকাশক্তিহীন, অগ্নিশূন্য। নির্ (নাই) দহন (অগ্নি) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্দ্দিষ্ট—নিরূপিত; নির্দ্ধারিত; উল্লিখিত; আদিষ্ট; কথিত, উপদিষ্ট; প্রদর্শিত। নির্—দিশ (আদেশ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নির্দ্দেশ—১। আদেশ; নির্দ্ধারণ; উল্লেখ; কথন; দর্শন। নির্—দিশ (আদেশ করা)+অল্ ভা। ২। নাম। নির্—দিশ+অল্ ণ। সং; পু।

নির্দ্দেশক—নির্দ্দেশকর্ত্তা, নির্দ্ধারক; আদেশকর্ত্তা; আদেষ্টা, উল্লেখকর্ত্তা। নির্—দিশ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্দ্দেশিকা।

নির্দ্দেষ্টা (নির্দ্দেষ্টৃ)—নির্দ্দেশক (সকল অর্থে)। নির্—দিশ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নির্দ্দেষ্ট্রী।

নির্দ্দোষ—দোষবর্জ্জিত; নিখুঁত; নিরপরাধ। নির্ (নাই) দোষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্দ্দোষা।

নির্দ্ধার, নির্দ্ধারণ—অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা অবধারণ; নির্ণয়; নির্দ্দেশ। নির্দ্ধার—নির্—ধৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ ভা। নির্দ্ধারণ—নির্ ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করান)+অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

নির্দ্ধারক—নির্দ্ধারণকর্ত্তা, নির্ণায়ক। নির্—ধৃ (ধারণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্দ্ধারিকা।

নির্দ্ধারিত—অবধারিত, নিশ্চিত; নির্ণীত। নির্—ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

নির্দ্ধূত, নির্দ্ধৃত—দূরীকৃত; নিরাকৃত; ত্যক্ত। নির্—ধু বা ধৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নির্দ্ধৌত—প্রক্ষালিত; মার্জ্জিত; পরিষ্কৃত। নির্—ধাব+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণাদি বা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য। নির্ (নাই) দ্বন্দ্ব যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ধন—ধনহীন, দরিদ্র। নির্ (নাই) ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ধনা।

নির্ধনতা—ধনশূন্যতা, দারিদ্র্য। নির্ধন শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

নির্ধর্ম্ম—ধর্ম্মহীন; অধার্ম্মিক; পাপী। নির্ (নাই) ধর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ধর্ম্মা।

নির্ধূম—ধূমবিহীন, ধোঁয়াশূন্য। নির্ (নাই) ধূম যাহার বা যাহাতে, কিংবা নির্ (নির্গত) ধূম যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্নিমেষ—নিমেষশূন্য, পলকহীন, নিস্পন্দ। নির্ (নাই) নিমেষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্নিমেষা।

নির্বন্ধ—অতি যত্ন, আগ্রহ; জেদ; অভিনিবেশ। নির্—বন্ধ+অল্ ভা। সং; পু।

নির্বাধ—বাধাশূন্য, অবাধ; নিরর্গল। নির্ (নাই) বাধ বা বাধা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্বুদ্ধি—বোধরহিত, জ্ঞানহীন, বোকা। নির্ (নাই) বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্বোধ—বোধরহিত, জ্ঞানহীন; অজ্ঞ। নির্ (নাই) বোধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ভয়—ভয়শূন্য, নিঃশঙ্ক। নির্ (নাই) ভয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ভয়া।

নির্ভয়ে—ভয় না করিয়া, অকুতোভয়ে, নিঃশঙ্কভাবে। নির্ (নাই) ভয় যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নির্ভর—১। অধিক, অতিরিক্ত; পূর্ণ। নির্—ভৃ (ভরণ করা)+অল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ভরা। ২। অতিরেক। সং; স্ত্রী। ৩। ভার; আশ্রয়। সং; পু।

নির্ভর্ৎসন—তিরস্কার; নিন্দা। নির্—ভর্ৎস (ভর্ৎসনা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নির্ভর্ৎসিত—সম্যক্ ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত। নির্ (অতিশয়) ভর্ৎসিত, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

নির্ভিন্ন—বিদীর্ণ ; বিকসিত। নির্‌ ভিদ (ভেদ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

নির্ভীক—ভয়রহিত, নির্ভয় ; অত্যন্ত সাহসী। নির্‌ (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্ভীকা।

নির্ভীকচিত্ত—১। ভয়শূন্যমনাঃ, নির্ভয়হৃদয়। নির্ভীক চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—চিত্তা। ২। ভয়রহিত মনঃ, নিঃশঙ্ক হৃদয়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

নির্ভীকতা—ভয়রাহিত্য ; সাহসিকতা। নির্ভীক + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

নির্ভুল—ভুলরহিত, ভ্রান্তিশূন্য ; বিশুদ্ধ ; নির্খুত, ত্রুটিহীন। নির্‌ (নাই) ভুল যাহাতে, বহু। দেশজ। বিণ।

নির্ভৃতি—বেতনহীন, বেগার। নির্‌ (নাই) ভৃতি (বেতন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মক্ষিক—১। মক্ষিকাশূন্য ; জনশূন্য, নির্জন। নির্‌ (নাই) মক্ষিকা যথায়, বা নির্‌ (নির্গত) হইয়াছে মক্ষিকা যথা হইতে, বহু। ২। মক্ষিকাভাব। মক্ষিকার নির্‌ (অভাব), অব্যয়ী। ব্য। ক্লী।

নির্মঞ্ছন—মুছিয়া দেওয়া ; আরাধনা ; আরাত্রিক, দেবতার আরতি। নির্‌—মন্‌চ্‌ + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

নির্মঞ্ছা—মুছিয়া দেওয়া ; আরাধনা করা ক্রিয়া ; প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

নির্মৎসর—মাৎসর্য্যবিহীন ; গর্ব্বরহিত। নির্‌ (নাই) মৎসর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মদ—১। মদশূন্য ; দানজলহীন। নির্‌ (নাই) মদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্মদা। ২। মদশূন্য হস্তী। সং ; পু।

নির্মনুষ্য—মনুষ্যহীন, মানবসমাগমশূন্য, জনশূন্য। নির্‌ (নাই) মনুষ্য যেখানে, বা নির্‌ (নির্গত) হইয়াছে মনুষ্য যথা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মন্থ, নির্মন্থন—সম্যক্‌ প্রকারে মন্থন ; মর্দ্দন ; ঘর্ষণ ; নিষ্পীড়ন, নিংড়ন। নির্‌—মন্থ (মন্থন করা)+অল্‌, অনট্‌ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নির্মম—মমতাশূন্য ; নৃশংস, নিষ্ঠুর ; বাসনা রহিত। নির্‌ (নাই) মম (আমার, অর্থাৎ আমার বলিয়া জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মল—মলশূন্য ; বিশুদ্ধ ; নির্দ্দোষ ; পরিষ্কৃত, স্বচ্ছ। নির্‌ (নাই) মল যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্ম্মলা।

নির্মলী—ফলবিশেষ, কতক ফল। দেশজ। সং। নির্ম্মাল্য শব্দের অপভ্রংশ।

নির্মা, নির্মান—নির্ম্মাণ করা। ক, প্র। ক্রি।

নির্মাংস—মাংসশূন্য ; কৃশকায় ; অস্থিসার। নির্‌ (নাই) মাংস যাহার, বা নির্‌ (নির্গত) মাংস যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্ম্মাণ—গঠন ; রচনা ; সৃজন ; গ্রন্থন ; প্রস্তুতকরণ। নির্‌—মা (পরিমাণ করা) + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

নির্ম্মাতা (—তৃ)—নির্ম্মাণকর্ত্তা, রচয়িতা, স্রষ্টা, প্রস্তুতকারক। নির্‌—মা (পরিমাণ করা) + তৃন্‌ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী নির্ম্মাত্রী।

নির্ম্মাল্য—১। নির্ম্মলতা। নির্ম্মল + ষ্ণ্য ভাবার্থে। ২। দেবতাকে নিবেদিত পুষ্পাদি ; উপভুক্ত পুষ্পাভরণাদি। নির্‌ (নির্গত) মাল্য হইতে, নিত্য। সং ; ক্লী।

নির্ম্মাল্যা—জলপরিষ্কারক নির্ম্মলী ফল। নির্‌ (নির্গত) হয় মল যদ্দ্বারা, বহুব্রীহি সমাসে নির্ম্মল + ষ্ণ্য + আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

নির্ম্মিত—গঠিত ; রচিত ; প্রস্তুত। নির্‌—মা (পরিমাণ করা) + ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি।

নির্ম্মিতি—নির্ম্মাণ, সৃষ্টি, রচনা। নির্‌—মা (পরিমাণ করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

নির্ম্মুক্ত—১। নিঃশেষে মুক্ত ; বন্ধনমুক্ত। নির্‌—মুচ (মুক্ত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। নির্ম্মোকহীন সর্প, যে সাপ খোলস ছাড়িয়াছে। সং ; পু। স্ত্রী নির্ম্মুক্তা।

নির্ম্মূল—মূলহীন ; ছিন্নমূল, সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত, লয়প্রাপ্ত, বিলুপ্ত। নির্‌ (নাই বা নষ্ট হইয়াছে) মূল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্ম্মূলন—উন্মূলন, সমূলে উৎপাটন ; উচ্ছেদসাধন, উৎসাদন, নাশন। নির্‌—ণিজন্ত মূল (=মূলি) + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

নির্ম্মোক—১। সাপের খোলস ; কঞ্চুক ; আকাশ। নির্‌—মুচ + ঘঞ্‌ ক্ম। ২। মোচন। নির্‌—মুচ + ঘঞ্‌ ভা। সং ; পু।

নির্যন্ত্রণ—১। যন্ত্রণাশূন্য, ক্লেশরহিত। নির্‌ (নাই) যন্ত্রণা যাহার বা যাহাতে, বহু। ২। অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত ; অবারিত ; উচ্ছৃঙ্খল। নির্‌ (না) যন্ত্র (বাঁধা) + অনট্‌ ক্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্যন্ত্রণা।

নির্যাণ—১। নির্গমন ; মুক্তি। নির্‌—যা (যাওয়া) + অনট্‌ ভা। ২। হস্তীর অপাঙ্গ ; পশুর পাদবন্ধন রজ্জু। নির্‌—যা + অনট্‌ ক। ৩। পশুর পৃষ্ঠাসন। নির্‌—যা + অনট্‌ অধি। সং ; ক্লী।

নির্যাত—নির্গত, নিঃসৃত। নির্‌—যা (যাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্যাতা।

নির্যাতক—নির্যাতনকারী ; প্রতিশোধগ্রহণকারী। নির্‌—ণিজন্ত যত বা যাতি (প্রত্যর্পণ করান) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তিকা।

নির্যাতন—প্রতিহিংসা ; অপকারকের অপকার চেষ্টা ; নিগ্রহ ; বধ। নির্‌—ণিজন্ত যত (=যাতি) + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

নির্যাতিত—নিগৃহীত, উৎপীড়িত ; লাঞ্ছিত। নির্‌—যাতি + ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —

নির্যাম—পোতচালক, নাবিক। নির্‌—যম + ঘঞ্‌ ক। সং ; পু।

নির্যাস, নির্য্যাস—নিস্যন্দ ; কাথ ; আঠা। নির্‌—যস (যত্ন করা) + ঘঞ্‌ ভা। সং ; পু।

নির্যূহ—১। দ্বার ; নাগদন্তক ; নির্য্যাস। নির্‌—যা (যাওয়া) + ঊহ ক = নির্যূ, তদুত্তরে বহ (বহন করা) + ক ক। ২। কিরীট ; শিরোভূষণ। নির্যূ—বহ + ক ক্ম। সং ; পু।

নির্লক্ষণ—লক্ষণহীন, দুর্লক্ষণাক্রান্ত। নির্‌ (নাই) লক্ষণ যাহার, বা নির্‌ (নির্গত) লক্ষণ যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্লক্ষণা।

নির্লজ্জ—লজ্জাহীন, বেহায়া। নির্‌ (নাই) লজ্জা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্লজ্জা।

নির্লিপ্ত—১। যে কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকে না, আসক্তিশূন্য, সংস্রবহীন ; লেপরহিত। নির্‌ (না) লিপ্ত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্লিপ্তা। ২। ব্রহ্ম। সং ; পু।

নির্লেপ—লেপশূন্য ; আসঙ্গরহিত ; আসক্তিশূন্য ; নিঃসম্পর্ক ; স্বতন্ত্র ; নিষ্পাপ। নির্‌ (নাই) লেপ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্লেপা।

নির্লোম—লোমশূন্য, নির্লোমন্‌ শব্দের অপভ্রংশ।

নির্লোমা (—মন্‌)—লোমশূন্য। নির্‌ (নাই) লোম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

নির্ব্বংশ—বংশরহিত, মৃতাপত্য, নিঃসন্তান, যাহার বংশে কেহ নাই—সকলেই মরিয়াছে। নির্‌ (নাই) বংশ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্ব্বচন—নিরুক্তি, নিশ্চয় কথন ; বিশেষরূপে কথন ; বর্ণন। নির্‌—বচ (বলা) + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

নির্ব্বপণ—দান ; পিতৃলোকের উদ্দেশে দান ; অন্নপ্রভৃতি পরিবেশন। নির্‌—বপ (বপন করা) + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

নির্ব্বর্ণন—দর্শন। নির্‌—বর্ণ (দেখা) + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

নির্ব্বর্ত্তক—নিষ্পাদক, সম্পাদক। নির্‌—ণিজন্ত বৃত = বর্ত্তি (বর্ত্তান) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বর্ত্তিকা।

নির্ব্বর্ত্তন—নিষ্পাদন, সম্পাদন। নির্‌—ণিজন্ত বৃত (=বর্ত্তি) + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

নির্ব্বর্ত্তিত—নিষ্পাদিত, সম্পাদিত। নির্‌—ণিজন্ত বৃত = বর্ত্তি + ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি।

নির্ব্বহণ—নির্ব্বাহ ; নাটকাদির সমাপ্তি। নির্‌—বহ + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

নির্ব্বাচক—নির্ব্বাচনকারী, নির্দ্ধারণকর্ত্তা, যে বাছে। নির্‌—ণিজন্ত বচ (=বাচি) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বাচিকা।

নির্ব্বাচন—১। নির্দ্ধারণ, স্থিরীকরণ, বাছিয়া স্থির করা। নির্‌—ণিজন্ত বচ বা বাচি (বলান) + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী। ২।

নির্ব্বাক্, মৌনী, নিরুত্তর। প্রা, ক। বিণ।

নির্ব্বাচা—নির্ব্বাচন করা, বাছা, নির্দ্ধারণ করা। প্রা, ক। ক্রিয়া।

নির্ব্বাণ—১। ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে পরিত্রাণ, মোক্ষ; অস্তগমন, নাশ, লয়; নিভান; নিবৃত্তি, শান্তি; মিলন; হস্তীর জলমজ্জন। নির্-বা+ক্ত বা অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। মুক্ত; নিবৃত্ত; শান্ত, প্রশমিত; অস্তগত; বিশ্রান্ত; নষ্ট। নির্—বা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বাণা।

নির্ব্বাণমণ্ডপ—কাশীস্থ মুক্তিমণ্ডপ। নির্ব্বাণ দায়ক মণ্ডপ, মণী কর্ম্মধা। সং; পু।

নির্ব্বাণোন্মুখ—নির্ব্বাণোন্নত, যে শীঘ্রই নিভিয়া যাইবে। নির্ব্বাণে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বাত—বায়ুশূন্য। নির্ (নাই) বাত (বায়ু) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

নির্ব্বাদ—অপবাদ, নিন্দা; অবিবাদ; প্রবাদ; কলহ, বিবাদ। নির্—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নির্ব্বাপ নির্ব্বাপণ—দান; বধ; নির্ব্বাণ; নিবাইয়া দেওয়া। নির্—ণিজন্ত বপ বা বাপি (বপন করান)+ঘঞ্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নির্ব্বাপক—দানকর্ত্তা; বধকারী; নির্ব্বাণকারক। নির্—ণিচন্ত বপ্+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বাপিকা।

নির্ব্বাপিত—নির্ব্বাণপ্রাপিত, যাহা নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ; দত্ত; নাশিত। নির্—ণিজন্ত বপ বা বাপি (বপন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পিতা।

নির্ব্বাসন—দেশান্তরীকরণ, অপরাধাদি কারণে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া; বধ, হত্যা। নির্—ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নির্ব্বাসিত—দেশান্তরীকৃত, অপরাধাদি কারণে যাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ; হত। নির্—ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বাসিতা।

নির্ব্বাহ—সম্পাদন; সমাপন; নিষ্পাদন। নির্—বহ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নির্ব্বাহক—নির্ব্বাহকারক, সম্পাদক। নির্—বহ (বহন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বাহিকা।

নির্ব্বাহিত—সম্পাদিত; নিষ্পাদিত। নির্—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হিতা।

নির্ব্বিকল্প—১। বিকল্পরহিত; বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ-শূন্য; জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়তা-ভেদ-শূন্য। নির্ (নাই) বিকল্প যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অখণ্ড জ্ঞান। সং।

নির্ব্বিকার—বিকারশূন্য, যাহার স্বভাবের বৈপরীত্য ঘটে নাই বা দ্বিধা হয় নাই এরূপ, অবিকৃত। নির্ (নাই) বিকার যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কারা।

নির্ব্বিঘ্ন—১। বিঘ্নশূন্য। নির্ (নাই) বিঘ্ন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিঘ্নাভাব। বিঘ্নের অভাব ইতি নির্ (না) বিঘ্ন, অব্যয়ী। সং; ক্লী।

নির্ব্বিঘ্নে—অবাধে, নিরাপদে। নির্ (নাই) বিঘ্ন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বিৎ (নির্ব্বিদ্)—নির্ব্বেদযুক্ত; অনুতপ্ত; খিন্ন; খেদযুক্ত, ভয়শোকাদিদ্বারা কাতর। নির্ বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বিন্ন—নিঃসং (সকল অর্থে)। নির্ বিদ (জানা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বিন্না।

নির্ব্বিরোধ—বিরোধশূন্য, বিবাদহীন, কলহপরাঙ্মুখ। নির্ (নাই) বিরোধ যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বিরোধা।

নির্ব্বিরোধে—বিরোধ ব্যতিরেকে, বিনাকলহে, নির্ব্বিবাদে। নির্ (নাই) বিরোধ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বিবাদ—বিবাদহীন, বিরোধশূন্য। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বাদা।

নির্ব্বিবাদে—অবিবাদে, বিরোধশূন্যভাবে। নির্ (নাই) বিবাদ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিঃশঙ্ক—শঙ্কারহিত, নির্ভয়। নির্ (নাই) বিশঙ্কা। ভয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বিশেষ—১। অভিন্ন। নির্ (নাই) বিশেষ (ভেদ) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিশেষাভাব, ভেদাভাব। বিশেষের (ভেদের) নির্ (অভাব), অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বিষ—বিষহীন, গরলশূন্য। নির্ (নাই) বিষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বিষ্ট—উপভুক্ত; লব্ধ, প্রাপ্ত; পুষ্ট; বিবাহিত। নির্ বিশ+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

নির্ব্বীজ—বীজশূন্য; পুরুষত্বহীন। নির্ (নাই) বীজ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বীর—বীরশূন্য। নির্ (নাই) বীর যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বীরা।

নির্ব্বীরা—১। বীরশূন্যা। বহু; নির্ব্বীর দেখ। ২। অবীরা, পতিপুত্রহীনা। নির্ (নাই) বীর (অর্থাৎ পতিপুত্ররূপ রক্ষক) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

নির্ব্বৃত—সন্তুষ্ট; সুখিত। নির্ বৃ (বরণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বৃতা।

নির্ব্বৃতি—সুখ, শান্তি; স্বস্তি; অক্ষয়; সন্তোষ; মোক্ষ; মৃত্যু; বেশ্যা। নির্—বৃ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

নির্ব্বৃত্ত—১। নিষ্পন্ন, ঘটিত। নির্—বৃত (হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। ২। জাত। নির্—বৃৎ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বৃত্তা।

নির্ব্বৃত্তি—১। নিষ্পত্তি, সম্পাদন; শান্তি; নির্ব্বাণ। নির্—বৃৎ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

নির্ব্বেদ—১। স্বাবমাননা, আপনাকে আপনি ধিক্কার দেওয়া, আত্মগ্লানি; অনুতাপ; বৈরাগ্য; ঔদাসীন্য। নির্—বিদ (জানা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। বেদবহির্ভূত। নির্ (নিষ্ক্রান্ত) বেদ হইতে, প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বেদা।

নির্ব্বেদন—ব্যথাহীন। নির্ (নাই) বেদনা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্বেদনা।

নির্ব্বেশ—ভোগ; লাভ; বেতন; বিবাহ। নির্—বিশ+অল্ ভা। সং; পু।

নির্ব্বাধন—দুঃখ; ছিদ্র; পীড়ন। নির্—বাধ (বাধা দেওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নির্ব্ব্যাজ—অকপট, সরল। নির্ (নয়) ব্যাজ (কপট), প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জা।

নির্ব্যূঢ়—প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত, নিশ্চিত (Absolute); সমাপ্ত; ত্যক্ত; সম্যক্; পর্য্যাপ্ত। নির্—বি—বহ (বহন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নির্ব্যূঢ়া।

নির্হরণ, নির্হার—অন্ত্যেষ্টিকরণ; শবাদিবহিঃনয়ন; শল্যাদির উদ্ধরণ; মলমূত্রাদিত্যাগ, যথেষ্ট বিনিয়োগ। নির্—হৃ (হরণ করা)+অনট্, ঘঞ্ ভা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

নির্হারী (—রিন্)—অতিবিস্তৃত; দূরগামী (গন্ধ)। নির্—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু।

নিল—লইল; লইয়া গেল। গ্রাম্য ক্রিয়া।

নিলয়—বাসস্থান; আলয়, গৃহ। নি—লী (লীন হওয়া)+অল্ অধি। সং; পু।

নিলাম, নীলাম—১। লইলাম; লইয়া গেলাম। গ্রাম্য ক্রিয়া। ২। প্রকাশ্যে ডাকাডাকি করিয়া বিক্রয়। বৈদেশিক। সং।

নিলীন—অবস্থিত; বিলীন; লগ্ন; নিমগ্ন। নি—লী+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নিবপন—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান। নি—বপ (বপন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিবর্ত্তক—নিবৃত্তিকারক, নিবারক। নি—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

নিবর্ত্তন—নিবৃত্তি; নিবারণ। নি—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (হওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিবর্ত্তিত—নিবারিত; প্রত্যাকৃষ্ট, প্রত্যাবর্ত্তিত। নি—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (হওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিবর্ত্তিতা।

নিবসই—বাস করে; বসে। প্রা, ক। ক্রি।

নিবসতি—১। নিবাস, বাস। নি—বস্ (বাস করা)+অতি ভা। ২। গৃহ। নি—বস+অতি অধি। সং; স্ত্রী।

নিবসথ—গ্রাম; জনপদ। নি—বস (বাস করা)+অথ অধি। সং; পু।

নিবসন—১। নিবাস, বাস। নি—বস (বাস করা)+অনট্ ভা। ২। গৃহ। নি—বস+অনট্ অধি। ৩। বস্ত্র। নি—বস (আচ্ছাদন করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

নিবসা—বাস করা; বসা, উপবেশন করা। প্রা, ক। ক্রি।

নিবহ—১। সমূহ। নি—বহ (বহন করা)+অল্ র্ম। ২। বায়ুবিশেষ। নি—বহ+অন্ ক। সং; পু।

নিবা—নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

নিবাত—বায়ুশূন্য; দৃঢ়; সন্নদ্ধ। নি (নাই) বাত (বায়ু) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিবাতকবচ—মহাবলপরাক্রান্ত তিনকোটি অসুর। ইহারা হিরণ্যকশিপু-তনয় সংহ্রাদের পুত্র। ইহারা সাগরগর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। বরলাভে দেবগণের অবধ্য হইয়া ইহারা দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। অর্জ্জুন সুরলোকে অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে মাতলির সাহত অসুর পুরীতে উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে বিনাশ করেন। নিবাত (দৃঢ়) হইয়াছে কবচ (বর্ম্ম) যাহাদের, বহু। সং; পু।

নিবাপ—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান, শ্রাদ্ধতর্পণাদি; দান। নি—বপ (বপন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিবার, নিবারণ—নিষেধ, বারণ। নিবার—নি—ণিজন্ত বৃ (বারণ করা)+ঘঞ্ ভা। নিবারণ—নি—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বরণ করান)+অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিবারা—নিবারণ করা। ক, প্র। ক্রি।

নিবারিত—নিষিদ্ধ। নি—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বরণ করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিবাস—আধার; বাসস্থান; গৃহ। নি—বস (বাস করা)+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

নিবাসা—নিবাসী, বাসকারী। প্রা, ক।

নিবাসিনী—বাসকারিণী। নিবাসী দেখ; নিবাসিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিবাসী (—বাসিন্)—বাসকারী, বাসিন্দা। নি—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

নিবিড়—১। সান্দ্র, ঘন; পুঞ্জ; গহন; স্থূল; দৃঢ়। নি—বিড়+ক ক। ২। নতনাসিক। নি+বিড়চ্। বিণ; ত্রি।

নিবিড়কৃষ্ণ—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বিষমকাল। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

নিবিষ্ট—প্রবিষ্ট; প্রাপ্ত; আবিষ্ট, মনোযোগী। নি—বিশ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নিবিষ্টচিত্ত—১। আবিষ্টমনাঃ, একান্ত আসক্ত-হৃদয়। নিবিষ্ট চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চিত্তা। ২। অভিনিবেশযুক্ত মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিবিষ্টচিত্তে—অনন্যমনে, একমনে। নিবিষ্ট হইয়াছে চিত্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিবীত—১। কণ্ঠদেশে লম্বিত যজ্ঞসূত্র, মালার মত করিয়া গলায় ঝুলান পৈতা। নি—বী (গমন করা)+ক্ত ক। ২। উত্তরীয় বস্ত্র; চাদর; উড়ানি। নি—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+ক্ত ণ। সং; ক্লী। ৩। আচ্ছাদিত, সংবৃত। নি—ব্যে+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিবীতী (—তিন্)—মাল্যবৎ যজ্ঞসূত্রধারী। নিবীত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

নিবৃত—১। আচ্ছাদিত। নি—বৃ (বেষ্টন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। উত্তরীয় বস্ত্র; চাদর, উড়ানি। নি—বৃ+ক্ত ণ। সং; ক্লী।

নিবৃত্ত—১। বিরত, ক্ষান্ত; প্রত্যাবৃত্ত। নি—বৃত (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। নিবৃত্তি, বিরতি। নি—বৃত+ক্ত ভা। ক্লী।

নিবৃত্তি—বিরতি; বিশ্রাম; শান্তি। নি—বৃত (থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

নিবেদ, নিবেদন—বিজ্ঞাপন, জানান; অর্পণ; সবিনয়ে কথন; সমর্পণ। নি—ণিজন্ত বিদ বা বেদি (জানান)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিবেদা—নিবেদন করা। ক্রি। ক, প্র।

নিবেদিত—বিজ্ঞাপিত; সবিনয়ে কথিত; সূচিত; সমর্পিত, দত্ত। নি—ণিজন্ত বিদ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিবেদিতা।

নিবেশ—১। যুদ্ধ; বিবাহ; শিবির। নি—বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ অধি। ২। প্রবেশ; সৈন্যবিন্যাস; উপবেশন; স্থাপন। নি—বিশ+অল্ ভা। সং; পু।

নিবেশন—১। আলয়, গৃহ; স্থান। নি—বিশ (প্রবেশ করা)+অনট্ অধি। ২। উপবেশন। নি—বিশ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিবেশিত—প্রবেশিত; বিন্যস্ত; সংক্রামিত; স্থাপিত। নি—ণিজন্ত বিশ বা বেশি (প্রবেশ করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিশ্—১। নিশা, রজনী, রাত্রি; হরিদ্রা। নিশ+ক্বিপ্ অধি। ২। অবসান, শেষ। নিশ+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

নিশঙ্ক—শঙ্কাহীন, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। নি (নাই) শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ; প্রা, ক।

নিশপিশ—কোন কিছু করিবার জন্য অস্থির ভাবাপন্ন, চঞ্চল। দেশজ। বিণ।

নিশমন, নিশামন—দর্শন; শ্রবণ। নি—ণিজন্ত শম+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিশা—১। রাত্রি; হরিদ্রা। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক ক+আপ্। ২। অবসান, শেষ। নি—শো+ক ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

নিশাকর—চন্দ্র; কুক্কুট; জনৈক ঋষি। নিশা—কৃ (করা)+ট ক; অথবা নিশাতে কর যাহার, বহু। সং; পু।

নিশাকাল—রাত্রিকাল। নিশাই যে কাল, কর্ম্মধা। সং; পু।

নিশাগম—রাত্রির আগমন, রজনীর আবির্ভাব। নিশার আগম, ৬তৎ। সং; পু।

নিশাচর—১। রজনীতে ভ্রমণকারী, রাত্রিচর। নিশাতে চরে যে, উপ; নিশা—চর+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিশাচরী। ২। শৃগাল; পেচক; সর্প; চোর; চক্রবাক; রাক্ষস; পিশাচ। সং; পু।

নিশাচরী—১। রজনীতে ভ্রমণকারিণী। নিশাচর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাক্ষসী; পিশাচী; অভিসারিকা; কেশী নামক গন্ধদ্রব্য। সং; স্ত্রী। [ক্লী।

নিশাচর্ম্ম (—চর্ম্মন্)—অন্ধকার। ৬তৎ। সং;

নিশাজল—শিশির, হিম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নিশাট, নিশাটন—১। নিশাচর। উপ; নিশা—অট (ভ্রমণ করা)+অন্, অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—টী,—টনা। ২। পেচক। সং; পু।

নিশাত—তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিশাত্যয়—নিশাবসান, প্রভাত, নিশার অত্যয়, ৬তৎ; বা নিশার অত্যয় হয় যে সময়ে, বহু। সং; পু।

নিশাদ—১। চণ্ডাল, ধীবর; স্বরবিশেষ। নি—ষদ+ণ্ক ক। সং; পু। ২। নিশাভোজী, রজনীতে ভোজনকারী। উপ; নিশা—অদ (খাওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিশাদা।

নিশাদি—সন্ধ্যা; নিশার আদি যে সময়ে, বহু। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

নিশাদী—ওয়ালী; নিশাদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

নিশান—১। তীক্ষ্ণীকরণ, তেজনা। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। পতাকা, ধ্বজ, বৈজয়ন্তী; চিহ্ন; ডাক; বৈদে। ৩। অভিজ্ঞান, পরিচয় ইঙ্গিত, সঙ্কেত; প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ; বাদ্য; শব্দ। প্রা, ক। সং। [সং।

নিশানা—দাগ, চিহ্ন; তাক, লক্ষ্য। বৈদে।

নিশানি—অভিজ্ঞান, পরিচয়। সং। প্রা, ক।

নিশান্ত—১। রাত্রিশেষ, রজনীর অবসান। নিশার অন্ত, ৬তৎ। সং; পু। ২। ভবন, গৃহ। নিশা (রাত্রি)—অম (গমন করা)+ক্ত অধি। সং; ক্লী। ৩। শান্তশীল। নি (অতিশয়) শান্ত, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

নিশাপতি—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

নিশাপুষ্প—কুমুদ, শালুক। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নিশামণি—চন্দ্র; রাত্রি প্রকাশক সূর্য্যকান্তমণি। ৬তৎ। সং; পু।

নিশামন—নিশমন দেখ। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নিশামান—রাত্রিমান; রাত্রির পরিমাণ বা মাপ।

নিশারণ—১। রাত্রিকালীন যুদ্ধ। নিশাকালীন যে রণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মারণ, হনন, বধ। নি–ণিজন্ত শৃ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

নিশার্দ্ধ—রাত্রির অর্দ্ধভাগ; মধ্যরাত্র, নিশীথ। নিশার অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

নিশি—রজনী, রাত্রি [সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে এই শব্দটী অশুদ্ধ, কারণ সংস্কৃত ভাষায় নিশি শব্দ নাই, নিশা বা নিশ্ শব্দ আছে। নিশ্ শব্দের ৭মীর ১বচনে নিশি হয়]। সং।

নিশিজল—রাত্রে পৃথক্ রক্ষিত পানীয় জল, –প্রত্যহ প্রভাতে মলমূত্র ত্যাগের পর নাসারন্ধ্র দ্বারা জলপান করিলে সুবুদ্ধি গরুড় সদৃশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালী ও বার্দ্ধক্যহীন হইয়া থাকে। ইহাতে কাস, অতিসার, জীর্ণজ্বর, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, উদররোগ প্রভৃতির শান্তি হয় কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে নিশিজল পান করিবে না।

নিশিত—তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত। নি–শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

নিশিদিন—দিবারাত্র, দিনরাত, সর্ব্বদা। নিশি দেখ। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

নিশিপালন—অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রজনীতে অন্নাদি ভোজনে বিরতি। দেশজ। সং।

নিশিসমাগম—রাত্রির আবির্ভাব, সন্ধ্যা; রজনীর আগমন। নিশি দেখ। ৬তৎ। সং; পু।

নিশী—নিশাচরী ভূতযোনিবিশেষ;–ইহারা রাত্রে নিদ্রিত মানুষকে ডাকিয়া লইয়া যায় ও গায়ের রক্ত চুষিয়া খায়। প্রতীকারার্থে তিনবার না ডাকিলে উত্তর দিতে নাই (somnambulism)। সং।

নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র; রাত্রি। নি–শী (শয়ন করা)+থক্ অধি। সং; পু।

নিশীথিনী—১। রাত্রি। নিশীথ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। অতি গভীরা; নিঃশব্দা; নিস্তব্ধা। ক, প্র।

নিশীশ্বর—রাত্রিকালীন নগররক্ষক, চৌকিদার, পুলিশ প্রহরী। কাব্যপ্রয়োগ।

নিশুতি—১। মধ্যরাত্র। নিশীথ শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। নিদ্রায় নিমগ্ন। কবিপ্রয়োগ। বিণ।

নিশুম্ভ—১। বধ; মর্দ্দন; বমন। নি–শুন্ভ (বধ করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। অনেক দৈত্য, দৈত্যরাজ শুম্ভের কনিষ্ঠ। কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দনুর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই দৈত্য অতিশয় বলবীর্য্যসম্পন্ন যোদ্ধা ছিল। দেবীযুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে,নিশুম্ভ সমরে গমন করে,এবং দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। নি–শুন্ভ (বধ করা)+অন্ ক। সং; পু।

নিশোয়াস—নিশ্বাস। প্রা, ক।

নিশ্চয়—১। নির্ণয়, অবধারণ; সিদ্ধান্ত। নির্–চি (একত্র করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। নিশ্চিত, অবধারিত। দেশজ। বিণ।

নিশ্চয়তা—নিশ্চিতত্ব, স্থিরতা। দেশজ। সং।

নিশ্চয়া—নিশ্চয় করা, স্থির করা। ক্রিয়া। কবিপ্রয়োগ। [অন্ ক। বিণ; ত্রি।

নিশ্চল—অচল; স্থির। নির্–চল (চলা)+

নিশ্চলাঙ্গ—১। স্থিরকায়; স্পন্দহীন। নিশ্চল অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–ঙ্গা,-ঙ্গী। ২। বকপক্ষী। সং; পু। ৩। স্থির বা অনড় শরীর বা শরীরাবয়ব। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিশ্চায়ক—মীমাংসক; নিশ্চয়কারক, নির্ণেতা। নির্–চি (একত্র করা)+ণক ক। বিণ। স্ত্রী নিশ্চায়িকা।

নিশ্চিত—১। নিঃসন্দিগ্ধ; নির্ণীত, অবধারিত, ঠিক। নির্–চি+ক্ত র্ম্ম। ২। নিশ্চয়বান্। নির্–চি+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

নিশ্চিন্ত—চিন্তাশূন্য, ভাবনারহিত। নির্ (নাই) চিন্তা যাহার, বা নির্ (নির্গতা) হইয়াছে চিন্তা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–ন্তা।

নিশ্চিন্তভাবে—চিন্তাশূন্য হইয়া। নিশ্চিন্ত হইয়াছে ভাব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিশ্চিন্দি—নিশ্চিন্ত শব্দের অপভ্রংশ।

নিশ্চেষ্ট—গতিহীন; চেষ্টারহিত, নির্ব্ব্যাপার; স্পন্দহীন। নির্ (নাই) চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিশ্চেষ্টা।

নিশ্বসন, নিশ্বসিত—নিশ্বাস, নাসানির্গত বায়ু। নি–শ্বস+অনট্, ক্ত ভা। সং; ক্লী।

নিশ্বাস—নাসানির্গত বায়ু। নি–শ্বস (শ্বাসত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিশ্বাস-প্রশ্বাস—নাসানির্গত বায়ু ও নাসাপ্রবিষ্ট বায়ু। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

নিশ্বাসরোধ—নিশ্বাস রুদ্ধ করা, নিশ্বাস বাহির হইতে না দেওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

নিষক্ত—সংক্রান্ত; সংসক্ত, লগ্ন। নি–সন্জ (সংসক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নিষঙ্গ—তূণীর, বাণাধার; সঙ্গ, সংসর্গ। নি–সন্জ (সংযুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

নিষঙ্গী (–ঙ্গিন্)—তূণীরধারী। নিষঙ্গ (তূণীর)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ, পু। স্ত্রী নিষঙ্গিণী।

নিষণ্ণ—স্থিত; অবলম্বনকারী; উপবিষ্ট, শয়িত; আসীন। নি–সদ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নিষণ্ড—আধারীভূত। নি–সদ (গমন করা)+ক্যপ্ অধি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিষণ্ডা।

নিষদ্যা—১। আধারীভূতা। নিষদ্য দেখ; নিষণ্ড+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পণ্যবীথিকা, হাট-চালা; খট্টা,খাট। সং; স্ত্রী।

নিষদ্বর—কর্দ্দম, পঙ্ক। নি–সদ (গমন করা)+ষ্বরচ্ অধি। সং; পু।

নিষদ্বরী—রাত্রি। নিষদ্বর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নিষধ—১। দেশবিশেষ। নি–সদ (গমন করা)+অল্ অধি। ২। সূর্য্যবংশীয় অনেক নরপতি; পর্ব্বতবিশেষ; নিষধদেশীয় লোক। নি–সদ+অন্ ক। সং; পু। ৩। কঠিন; অদম্য; অধর্ষণীয়। নি–সদ+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিষধা।

নিষা—অন্বেষণ। দেশজ। সং।

নিষাদ—চণ্ডাল; ধীবর। নি–সদ (গমন করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু। স্ত্রী নিষাদী।

নিষাদী (–দিন্)—১। হস্তিপক, মাহুত; গজারোহী। নি–সদ+ণিন্ ক। ২। নিষণ্ণ। বিণ; পু। স্ত্রী নিষাদিনী।

নিষাদী—চণ্ডালী। নিষাদ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নিষিক্ত—সিক্ত; ক্ষরিত, আহিত। নি–সিচ (সেচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিষিদ্ধ—যাহা নিষেধ করা হইয়াছে এরূপ, নিবারিত; বাধিত; তিরস্কৃত। নি–সিধ (সিদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিষুপ্ত—গাঢ় নিদ্রিত; গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নি (সম্যক্) সুপ্ত (নিদ্রিত), প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিষুপ্তা।

নিষূদন, নিসূদন—১। বধ; মারণ; নিষেধ। নি–সূদ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। নাশকারী; বিনাশক। নি–সূদ+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–দনা।

নিষেক—সেচন; ক্ষরণ; আধান; গর্ভাধান। নি–সিচ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিষেকমসৃণ—নিষেক হেতু স্নিগ্ধ, সেচন প্রভাবে তেলা। ৩তৎ। বিণ, ত্রি।

নিষেদিবান্ (–বস্)—নিষণ্ণ, উপবিষ্ট; স্থিত। নি–সদ (গমন করা)+ক্বসু ক। বিণ; পু। স্ত্রী নিষেদুষী।

নিষেদুষী—নিষণ্ণা, উপবিষ্টা। নিষেদিবান্ দেখ; নিষেদিবস্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিষেধ—প্রতিষেধ; নিবারণ। নি–সিধ (সিদ্ধ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

নিষেধক—নিষেধকারী, নিবারক। নি–সিধ (সিদ্ধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

নিষেধ্য—নিষেধযোগ্য, নিবারণীয়; বাধ্য। নি–সিধ+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিষেধ্যা।

নিষেবণ—সেবা; আরাধনা; অনুকরণ। নি–সেব+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিষেবিত—সেবিত, আরাধিত; অনুসৃত; অনুষ্ঠিত। নি–সেব+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিষেব্য—সেবনীয়, ব্যবহার্য্য; কর্ম্মযোগ্য। নি–সেব্+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিষ্ক—মোহর; দীনার; স্বর্ণ; ১০৮ মাষা সুবর্ণ পরিমাণ; কণ্ঠভূষণ; উরোভূষণ। নি–সদ+ক ক; অথবা নির্–কৈ+ড ক। সং; পু বা ক্লী।

নিষ্কণ্টক—কণ্টকশূন্য ; শত্রুশূন্য ; নিরুপদ্রব, নির্ব্বিঘ্ন, নিরাপৎ। নির্ (নাই) কণ্টক যাহাতে বা যাহার, বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে কণ্টক যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কম্প—নিশ্চল, কম্পহীন, অকম্পিত, স্থির। নির্ (নাই) কম্প যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কর—করশূন্য, যাহার খাজানা নাই, লাখেরাজ। নির্ (নাই) কর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্করা।

নিষ্করুণ—অকরুণ, নির্দ্দয়। নির্ (নাই) করুণা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —রুণা।

নিষ্কর্ম্মা (—র্ম্মন্)—কর্ম্মশূন্য, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্ব্যাপার ; অলস ; বেকার। নির্ (নাই) কর্ম্ম যাহার, বহুব্রীহি। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

নিষ্কর্ষ—নিশ্চয়, ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ ; সার ; নিঃসারণ। নির্—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

নিষ্কর্ষণ—নিশ্চয়করণ ; অপনয়ন ; উদ্ধারণ ; নিষ্কাসন। নির্—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্কল—১। কলাশূন্য, নিরংশ ; বন্ধ্যা, নষ্টবীর্য্য ; বৃদ্ধ। নির্ (নাই) কলা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্কলা। ২। পরব্রহ্ম। সং ; ক্লী।

নিষ্কলঙ্ক—কলঙ্কশূন্য, নির্ম্মল। নির্ (নাই) কলঙ্ক যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কলা—১। কলাশূন্যা, ইত্যাদি। বহু ; নিষ্কল দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিগতার্ত্তবা স্ত্রী, যে স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইয়াছে ; বৃদ্ধা। সং ; স্ত্রী।

নিষ্কলিত—কলাহীন ; অংশরহিত ; ভাগবর্জ্জিত। নিস্ (নয়) কলিত (কলাযুক্ত), নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্কলিতা।

নিষ্কলী—নিষ্কলা, বিগতার্ত্তবা স্ত্রী। নিষ্কল+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নিষ্কলুষ—নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ। নির্ (নাই) কলুষ (পাপ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কাম—কামনারহিত ; নিঃস্পৃহ ; বিষয়ভোগে বিরত। নির্ (নাই) কাম (স্পৃহা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্কামা।

নিষ্কামধর্ম্ম—কামনাশূন্য ধর্ম্ম, "আমি যে কার্য্য করিতেছি ইহা কেবল ঈশ্বরপ্রীতির নিমিত্ত, ইহার ফলে আমার কোন অধিকার বা প্রয়োজন নাই" এইরূপ জ্ঞান সহকারে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নিষ্কাশ—১। নিঃসরণ, নির্গমন। নির্ (বাহিরে) —কশ্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। বারান্দা। ···+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

নিষ্কাশন, নিষ্কাসন—নিঃসারণ ; বহিষ্করণ ; দূরীকরণ। নির্—ণিজন্ত কশ বা কস (গমন করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্কাশিত, নিষ্কাসিত—নিঃসারিত ; বহিষ্কৃত ; দূরীকৃত। নির্—ণিজন্ত কশ বা কস+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —শিতা।

নিষ্কাসন—নিষ্কাশন দেখ।

নিষ্কুট—গৃহসন্নিহিত উপবন ; গৃহারাম ; অন্তঃপুর ; ক্ষেত্রবিশেষ ; কবাট। নির্—কুট (কুটিল হওয়া)+ক ক। সং ; পু।

নিষ্কুল—কুলহীন, বংশরহিত, নির্ব্বংশ ; সগোত্রবিহীন ; অবয়বশূন্য। নির্ (নাই) কুল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্কুলা।

নিষ্কুষিত—নিষ্ঠুচীকৃত, নিশ্চর্ম্ম ; বিক্ষত ; খণ্ডিত ; নিষ্কাসিত, নিঃসারিত। নির্—কুষ (বাহির করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কুহ—বৃক্ষকোটর। নির্—কুহ+অল্ ক। সং ; পু।

নিষ্কৃত—নিস্তীর্ণ, অব্যাহতিপ্রাপ্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত, মুক্ত। নির্—কৃ+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কৃতি—নিস্তার ; উদ্ধার ; পরিত্রাণ ; মুক্তি। নির্—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

নিষ্কেশ—কেশহীন, চুলশূন্য। নির্ বা নিস্ (নাই) কেশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্কেশা।

নিষ্কোষণ—বহির্নিঃসারণ ; খোলো হইতে বাহির করা ; কোষ হইতে মুক্তকরণ ; নির্—কুষ (বাহির করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্ক্রম—ধীশক্তি, বুদ্ধিশক্তি ; নির্গম ; বহির্গমন ; দুষ্কুল ; নিষ্ক্রমণসংস্কার। নির্—ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

নিষ্ক্রমণ—বহির্গমন ; দশ সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কারবিশেষ, চতুর্থ মাসে শিশুর গৃহনির্গমন রূপ সংস্কার। নির্—ক্রম (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্ক্রয়—১। ভৃতি, বেতন ; ভাড়া ; মূল্য। নির্—ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ ণ। ২। নিষ্কৃত ; আনৃণ্য, ঋণী না থাকা ; নির্গমন ; সামর্থ্য। নির্—ক্রী+অল্ ভা। সং ; পু।

নিষ্ক্রান্ত—নির্গত, বহির্গত। নির্—ক্রম+ক্ত ক। বিণ।

নিষ্ক্রিয়—১। ক্রিয়ারহিত, কার্য্যশূন্য ; নিষ্কর্ম্মা ; নিশ্চেষ্ট ; অলস। নির্ (নাই) ক্রিয়া (কার্য্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্ক্রিয়া। ২। ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। সং ; ক্লী।

নিষ্ক্বাথ—মাংসাদির কাথ, ঝোল, রসা। নির্ (নির্গত) যে কাথ, প্রাদি। সং ; পু।

নিষ্ঠ—স্থির ; স্থিতিশীল। নি—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্ঠা।

নিষ্ঠা—১। স্থিরা ; স্থিতিশীলা। নিষ্ঠ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গাঢ় জ্ঞা ; নিশ্চয় ; স্থিতি ; নিষ্পত্তি ; নাশ ; অন্ত ; নির্ব্বাহ ; দৃঢ়তা ; ভক্তি, শ্রদ্ধা ; উৎকর্ষ ; ব্যবস্থা ; ব্রতাদি ক্লেশ ; (ব্যাকরণে) ক্ত ও ক্তবতুপ্রত্যয়। নি+স্থা+ঙ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

নিষ্ঠান—ব্যঞ্জন, তরকারি ; শাক। নি—স্থা +অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

নিষ্ঠাবান্ (—বৎ)—নিষ্ঠাযুক্ত ; ধর্ম্মাদিতে ভক্তিসম্পন্ন ; দৃঢ়। নিষ্ঠা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী নিষ্ঠাবতী।

নিষ্ঠীব, নিষ্ঠেব—১। থুথু। নি—ষ্ঠীব বা ষ্ঠিব (ফেলা)+অল্ র্ম্ম। ২। থুথু ফেলা ; ফেলা। ···+অল্ ভা। সং ; পু।

নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠেবন—১। মুখজল, থুথু। নি—ষ্ঠীব বা ষ্ঠিব (ফেলা)+অনট্ র্ম্ম। ২। থুথু ফেলা। নি—ষ্ঠীব বা ষ্ঠিব+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্ঠুর—ক্রূর ; নির্দ্দয় ; কঠিন। নি—স্থা (থাকা) +ডুর ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —রা।

নিষ্ঠ্যূত—থু থু করিয়া ফেলা ; নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; উদগীর্ণ। নি—ষ্ঠিব+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্ঠ্যূতা।

নিষ্ণ, নিষ্ণাত—নিপুণ ; প্রবীণ ; বিজ্ঞ ; প্রধান ; পারগত। নি—স্না (স্নান করা)+ড, ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

নিষ্পতন—নিষ্ক্রমণ ; নির্গমন ; নির্—পত (পড়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্পত্তি—সিদ্ধি ; সমাপ্তি ; মীমাংসা ; নিশ্চয় ; পরিপাক ; নির্ব্বাহ। নির্—পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

নিষ্পদ—পাদবিহীন, পঙ্গু ; খঞ্জ, খোঁড়া। নির্ (নাই) পদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিষ্পন্ন—নিষ্পত্তিবিশিষ্ট ; সিদ্ধ ; সম্পন্ন ; সমাপ্ত ; জনিত ; নির্বৃত্ত। নির্—পদ (গমন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্পন্না।

নিষ্পরিগ্রহ—১। পরিগ্রহশূন্য ; নির্লিপ্ত ; মুক্তসঙ্গ ; পত্নীরহিত। নির্ (নাই) পরিগ্রহ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পরিব্রাজক ; পরমহংস। সং ; পু।

নিষ্পাদক—নিষ্পত্তিকারক ; সম্পাদক, নির্ব্বাহক। নির্—ণ্যন্ত পদ=পাদি (গমন করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

নিষ্পাদন—সম্পাদন ; নির্ব্বাহ ; সাধন। নির্ —ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্পাদিত—সম্পাদিত ; নির্ব্বাহিত ; সাধিত। নির্—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

নিষ্পাপ—পাপহীন, নির্দ্দোষ। নির্ (নাই) পাপ যাহার বা যাহাতে। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্পাপা।

নিষ্পাব—১। ধান্যাদি তুষহীন করা। নির্—পূ (পবিত্র করা)+ঘঞ্ ভা। ২। কুলার বাতাস। নির্—পূ+ঘঞ্ ণ। ৩। কড়ঙ্কর, কুঁড়া, ভূষি ; আগড়া। নির্—পূ+ঘঞ্ ক্ত। সং ; পু।

নিষ্পিষ্ট—ঘৃষ্ট; চূর্ণিত; মর্দ্দিত। নির্-পিষ (পেষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিষ্পীড়ন—নিঙড়ন, চাপা; নিপীড়ন। নির্-পীড় (পীড়ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিষ্পেষ, নিষ্পেষণ—চূর্ণন; মর্দ্দন; ঘর্ষণ। নির্-পিষ (পেষণ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিষ্প্রতিভ—অজ্ঞ; জড়; প্রতিভাহীন; মূর্খ। নির্ (নাই) প্রতিভা যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্প্রত্যূহ—বাধাবিহীন; নির্বিঘ্ন। নির্ (নাই) প্রত্যূহ (বিঘ্ন) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হা।

নিষ্প্রভ—প্রভাশূন্য, অনুজ্জ্বল, নিস্তেজ; মলিন। নির্ (নাই) প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিষ্প্রয়োজন—প্রয়োজন রহিত; নিরর্থক। নির্ (নাই) প্রয়োজন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিষ্প্রয়োজনে—প্রয়োজন ব্যতিরেকে, অদরকারে, অনর্থক, অকারণে। নির্ (নাই) প্রয়োজন যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

নিষ্প্রাণ—জীবনশূন্য, প্রাণহীন; মৃত। নাই প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিষ্ফল—ফলরহিত; বিফল; নিরর্থক। নির্ (নাই) ফল যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিষ্ফলা।

নিষ্ফলা—ফলশূন্যা; বিগতার্ত্তবা; গতরজস্কা; ঋতুহীনা। বহু; নিষ্ফল দেখ। বিণ; স্ত্রী।

নিষ্ফেন—ফেনশূন্য। নির্ (নাই) ফেন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ—ক্ষরণ; চুয়ান; বর্ষণ; পতন; নির্ঝর। নি-স্যন্দ (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

নিষ্যূত—নিতান্ত গ্রথিত। নি-সিব (সেলাই করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিস্—নিঃ (২) দেখ।

নিসম্পাত—অর্দ্ধরাত্র, নিশীথ। নি-সম্-পত +ঘঞ্ অধি। সং; পু।

নিসর—অত্যন্ত গমনশীল, যে খুব চলে। নি-সৃ (গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

নিসর্গ—সৃষ্টি; স্বভাব, প্রকৃতি; রূপ; সর্গ। নি-সৃজ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিসর্গজ—স্বভাবজ, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। নিসর্গ-জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

নিসাদল—মৃত্তিকাজাত বিদেশী বণিকদ্রব্য-বিশেষ (sal-ammoniac)। দেশজ। সং।

নিসান—১। পতাকা, ধ্বজ; চিহ্ন; তাক। বৈদেশিক। সং। ২। প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ; বাদ্য; শব্দ। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

নিসানা—লক্ষ্য, তাক; চিহ্ন। বৈদেশিক। সং।

নিসিন্দা—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। দেশজ। সং।

নিসিন্দু—নিসিন্দা গাছ; শোথনাশক ঔষধবিশেষ; ইহা অতি উগ্রবীর্য্য ও কীটনাশক। নি-স্যন্দ+কু ক। সং; পু।

নিসুতি—গাঢ়নিদ্রা। দেশজ। সং।

নিসূদক—ঘাতক, নাশক, হিংসক। নি-সূদ (বধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

নিসূদন—নিষূদন দেখ।

নিসৃষ্ট—প্রেরিত; দত্ত; অর্পিত, ন্যস্ত। নি-সৃজ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিসৃষ্টা।

নিসৃষ্টার্থ—দূতবিশেষ, যে ব্যক্তি উত্তরের অভিপ্রায় জানে এবং স্বয়ং উত্তরাদি দানে সমর্থ। নিসৃষ্ট (প্রদত্ত) হইয়াছে অর্থ (বিধেয়) যৎকর্তৃক বা যাহাকে, বহু। সং; পু।

নিস্তনী—১। স্তনহীনা। নি (নাই) স্তন যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। বটিকা, বড়ি। নিস্তন+অ সাদৃশ্যার্থে+ঙীপ্ অল্পার্থে। সং; স্ত্রী।

নিস্তন্দ্র—তন্দ্রাহীন; আলস্যরহিত। নির্ (নাই) তন্দ্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিস্তব্ধ—নীরব, স্পন্দহীন। নি-স্তন্ভ (স্তম্ভিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

নিস্তব্ধতা—নীরবতা। নিস্তব্ধ+তা ভাবে। সং;

নিস্তরঙ্গ—তরঙ্গহীন, ঢেউশূন্য; অচঞ্চল, স্থির। নির্ (নাই) তরঙ্গ যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিস্তরঙ্গা।

নিস্তরণ, নিস্তার—১। পার হওয়া; উদ্ধার; মুক্তি; সিদ্ধি। নির্-তৄ+অনট্, ঘঞ্ ভা। ২। উপায়।...+অনট্, ঘঞ্ ণ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

নিস্তল—১। তলশূন্য; চঞ্চল; বর্ত্তুল, গোলাকার। নির্ (নাই) তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বটিকা। সং; ক্লী।

নিস্তারবীজ—মোক্ষলাভের মূল উপায়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নিস্তুষ—তুষহীন। নির্ (নাই) তুষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিস্তুষা।

নিস্তেজ—তেজোহীন, যাহার তেজ নাই। নিস্তেজস্ শব্দের অপভ্রংশ। নিস্তেজাঃ দেখ।

নিস্তেজাঃ (-জস্)—তেজোহীন; দুর্ব্বল। নির্ (নাই) তেজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

নিস্ত্রিংশ—১। খড়্গ। নির্ (নিষ্ক্রান্ত, অতিক্রান্ত) ত্রিংশৎকে, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু। ২। নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর; ক্রূর। বিণ।

নিস্ত্রৈগুণ্য—ত্রিগুণরহিত; কামাদিবিহীন। নির্ (নাই) ত্রৈগুণ্য (ত্রিগুণ) যাহার, বহু; অথবা নির্ (নিষ্ক্রান্ত, অতিক্রান্ত) ত্রৈগুণ্যকে, প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

নিস্নেহ—স্নেহহীন, তৈলপদার্থরহিত; মমতাশূন্য, প্রীতিবিহীন। নি (নাই) স্নেহ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিস্নেহা।

নিস্পন্দ—স্পন্দহীন; স্থির; নিশ্চেষ্ট। নি (নাই) স্পন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিস্পৃহ—স্পৃহাশূন্য; নিষ্কাম; আকাঙ্ক্ষাশূন্য নির্লোভ। নির্ (নাই) স্পৃহা (ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিস্পৃহা।

নিস্যন্দ—নিষ্যন্দ দেখ।

নিস্রব, নিস্রাব—১। ক্ষরণ; নির্গমন। নি-স্রু+অল্, ঘঞ্ ভা। ২। ক্ষরিত বস্তু, নির্গত দ্রব্য, অন্নমণ্ড, ভাতের মাড় বা ফেন। নি-স্রু+অল্, ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

নিস্বন, নিস্বান—ধ্বনি, রব, শব্দ। নি-স্বন (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিহত—হত, বিনাশিত। নি-হন (বধ করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিহতা।

নিহনন—হনন, বধ, হত্যা। নি-হন (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিহন্তা (-ন্তৃ)—হননকর্ত্তা, বধকারক, সংহারক। নি-হন (বধ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নিহন্ত্রী।

নিহাইত, নেহাইত—অতিশয়, অত্যন্ত; খুব। বৈদেশিক।

নিহারা—১। নিরীক্ষণ করা, দেখা, চাহা, তাকান। ক্রি। ২। মল, বিষ্ঠা। প্রা, ক। সং।

নিহাল—ধনবান, সুখী। বৈদেশিক। বিণ।

নিহালা, নেহালা—নিরীক্ষণ করা, দেখা। প্রা, ক। ক্রি।

নিহালি, নিহালী—মহার্ঘ দ্রব্যবিশেষ। প্রা, ক

নিহিংসন—মারণ; হনন; বধ। নি-হিন্স (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিহিত—দত্ত; গুপ্ত; স্থাপিত; নিক্ষিপ্ত; অভিহিত। নি-ধা (ধারণ করা, দান করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নিহিতা।

নিহ্নব, নিহ্নুতি—অস্বীকার; অপলাপ; অপহ্নুতি; অবিশ্বাস। নি-হ্নু (চুরি করা) +অল্, ক্তি ভা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

নিহ্নববাদী (-বাদিন্)—সত্যগোপনকারী (সাক্ষী প্রভৃতি)। উপ; নিহ্নব-বদ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বাদিনী।

নিহ্নুবান—অপলাপকারী; গোপনকারী। নি-হ্নু (চুরি করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

নিহ্রাদ—ধ্বনি; শব্দ। নি-হ্রাদ (শব্দ করা) +অল্ ভা। সং; পু।

নীক—১। ক্ষুদ্র উৎকুণ। সং। প্রা, ক। ২। নিক (সকল অর্থে)। নিক দেখ।

নীকার—ন্যক্কার; পরিভব; তিরস্কার; অবমাননা; অবজ্ঞা; ঘৃণা; অপকার। নি-কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নীকাশ, নীকাস—১। (অন্ত শব্দের পরে থাকিলে) তুল্য, সদৃশ। নি-কাশ বা কাস +ঘঞ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। অবসান,

শেষ ; হিসাব নিষ্পত্তি ; চুকান ; বাহির হওয়া, নির্গম । নিকাশ দেখ । বৈদে । সং ।

নীচ—বর্ব্বর, প্রাকৃত ; নিম্ন ; খর্ব্ব, বামন ; ক্ষুদ্র ; অধম, অপকৃষ্ট, হীন । ন (না)—ঈ (সৌভাগ্য)—চি (একত্র করা)+ড ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী নীচা ।

নীচকুল—হীন বংশ । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

নীচগ—অধোগামী ; নিম্নবাহী ; নিকৃষ্ট পথে গমনকারী । নীচ—গম+ড ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী নীচগা ।

নীচগা—১ । অধোগামিনী, ইত্যাদি । নীচগ দেখ । নীচগ+আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । নিম্নগা, নদী । সং ; স্ত্রী ।

নীচগামিনী—নিম্নদিকে গতিশালিনী ; নীচ পুরুষে অনুরক্তা (স্ত্রী) । নীচগামী দেখ ; নীচগামিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । বিণ ; স্ত্রী ।

নীচগামী (—গামিন্)—নিম্নদিকে গতিশীল ; নিকৃষ্ট পথগামী ; নীচজাতীয় রমণীতে অনুরক্ত (পুরুষ) । নীচ—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী,—গামিনী ।

নীচগ্রহ—রবি-আদিগ্রহের স্বীয় স্বীয় উচ্চস্থান হইতে সপ্তম রাশি ; নীচ রাশিস্থ গ্রহ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা । সং ; পু ।

নীচজাতি—নিকৃষ্ট জাতি, ইতর জাতি । কর্ম্মধা । সং ; স্ত্রী ।

নীচজাতীয়—হীন জাতি-সম্বন্ধীয় বা তাহার অন্তর্ভুক্ত ; ইতর জাতি হইতে উৎপন্ন । নীচজাতি+ঈয় ইদমর্থে । বিণ ; ত্রি ।

নীচপ্রকৃতি—১ । হীন স্বভাব । নীচা যে প্রকৃতি, কর্ম্মধা । সং ; স্ত্রী । ২ । হীন স্বভাববিশিষ্ট । নীচা প্রকৃতি যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

নীচপ্রবৃত্তি—১ । অধম বিষয়ে আসক্তিবিশিষ্ট । নীচে প্রবৃত্তি যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । ২ । নিকৃষ্ট বিষয়ে আসক্তি । কর্ম্মধা । সং ; স্ত্রী ।

নীচমনাঃ (—মনস্)—নিকৃষ্ট-চিত্ত, ক্ষুদ্র-হৃদয় ; অনুদারমনাঃ । বহু । বিণ, পু বা স্ত্রী ।

নীচশিরাঃ (—শিরস্)—নতমস্তক, দারিদ্র্য বা সম্মানাভাব জন্য নতশীর্ষ ; নিম্নপদস্থ । নীচ হইয়াছে শিরঃ যাহার, বহু । বিণ ; পু বা স্ত্রী ।

নীচহৃদয়—১ । হীন চিত্ত, সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণ । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী । ২ । হীনচেতাঃ, সঙ্কীর্ণমনাঃ । বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—হৃদয়া ।

নীচান্তঃকরণ—১ । হীন চিত্ত, অনুদার মনঃ । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী । ২ । হীনচেতাঃ, সঙ্কীর্ণমনাঃ । বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—করণা ।

নীচাসক্ত—নিকৃষ্ট বিষয়ে বা কার্য্যে অনুরক্ত । নীচে আসক্ত, ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

নীচু—নীচ বা নীচে, নিম্ন বা নিম্নে । দেশজ ।

নীঝর—ঝরণা ; জলস্রোত । নির্ঝর শব্দের অপভ্রংশ । ক, প্র । [বিণ ।

নীট—নিকর, সারা ; প্রকৃত । ইং (net) ।

নীড়—কুলায়, পক্ষীর বাসা । নি—ইল (শয়ন করা)+ক অধি । সং ; পু বা ক্লী ।

নীড়জ—পক্ষী । নীড় শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক । সং ; পু ।

নীত—১ । প্রাপিত, লইয়া যাওয়া হইয়াছে এরূপ ; অতিবাহিত । নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত কর্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী নীতা । ২ । নীতি, নয় ; নিয়ম ; রীতি । সং ; ক্লী । ৩ । আচরণ, ব্যবহার ; অভিসন্ধি, অভিপ্রায় । দেশজ । সং ।

নীতি—১ । নয় ; শুক্রাচার্য্যাদি প্রণীত হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্র ; রীতি ; নিয়ম । নী+ক্তি কর্ম্ম । ২ । প্রাপণ ; লইয়া যাওয়া ; যাপন । নী+ক্তি ভা । সং ; স্ত্রী ।

নীতিজ্ঞ—নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ; নীতিশাস্ত্রবিৎ । নীতি জানে যে, উপ ; নীতি—জ্ঞা (জানা)+ড ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—জ্ঞা ।

নীতিজ্ঞান—নীতি কাহাকে বলে ইহা জানা ; নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

নীতিপথ, নীতিমার্গ—সুনীতিসম্মত রাস্তা বা পদ্ধতি । মপী কর্ম্মধা । সং ; পু ।

নীতিমান্ (—মৎ) সুনীতিসম্পন্ন । নীতি+মতু যুক্তার্থে । বিণ ; পু । স্ত্রী,—মতী ।

নীতিমূলক—যাহার গোড়ায় নীতি আছে ; নীতিকথাত্মক । নীতি মূল যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

নীতিবিরুদ্ধ—নিয়মের বিরোধী, নীতিশাস্ত্রের বিপরীত । ৬তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—দ্ধা ।

নীতিশাস্ত্র—নীতিবিষয়ক শাস্ত্রবিশেষ । প্রথমতঃ ব্রহ্মা লক্ষ অধ্যায়ে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন । ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, বৃদ্ধিক্ষয়াদি ত্রিবর্গ, দেশ, কাল, উপাধি ষড়্‌বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, রাজকার্য্য, যুদ্ধনীতি, ব্যসন, গৃহকার্য্য, সামাজিক ব্যবহার, দৈহিক তত্ত্ব, যন্ত্রকার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য, প্রভৃতি সংসারে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় ইহাতে কথিত হইয়াছে । উহা দণ্ডনীতি নামে প্রসিদ্ধ । মহাদেব উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বৈশালাক্ষ নামে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন । উহা দ্বাদশ সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত । ইন্দ্র, মহাদেবের নিকট শিক্ষা করিয়া উহা হইতে বাহুদণ্ডক নামে সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করেন । কিন্তু উহাও মানবের স্বল্পায়ুত্ব বিবেচনায় বৃহস্পতি বার্হস্পত্য নামক এক নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন । মহাত্মা শুক্রাচার্য্য উহা হইতে এক সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আর এক নীতিশাস্ত্র সঙ্কলন করেন । ইহাই শুক্রনীতি নামে প্রসিদ্ধ ।

নীতিসঙ্গত—নীতিসম্মত (তাহা দেখ) । ৩ বা ২তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—সঙ্গতা ।

নীতিসম্মত—নিয়মানুযায়ী ; নীতিশাস্ত্রের অনুমত বা অনুমোদিত । ৩তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—সম্মতা ।

নীত্ত—দত্ত । নি—দা (দেওয়া)+ক্ত কর্ম্ম । বিণ ।

নীদ—নিদ্রা, ঘুম । সং । প্রা, ক ।

নীধ্র, নীব্র—বলীক, চালের ছাঁচ ; নেমি ; বন ; চন্দ্র ; রেবতী নক্ষত্র । নি—ধৃ বা বৃ+ক ক । সং ; ক্লী ।

নীপ—১ । কদম্ব বৃক্ষ ; বন্ধুকবৃক্ষ ; নীলাশোক বৃক্ষ । নী (লইয়া যাওয়া)+পক্ ণ । সং ; পু । ২ । কদম্ব ফুল । সং ; ক্লী ।

নীয়মান—যাহা নীত হইতেছে এরূপ ; প্রেষ্যমাণ ; প্রাপ্যমাণ ; গৃহ্যমাণ । নী+শান কর্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী নীয়মানা ।

নীর—জল ; রস । নী (পাওয়ান)+রক্ ক ; অথবা, নির্ (নির্গত) হয় র (অগ্নি, বাড়বাগ্নি) যাহা হইতে, বহু । সং ; ক্লী ।

নীরক্ত—রক্তরহিত, শোণিতশূন্য, রুধিরহীন । নির্ (নাই) রক্ত যাহার বা যাহাতে, বহু (নিঃ+রক্ত) । বিণ ; ত্রি । নিরক্ত এইরূপও হইতে পারে ।

নীরজ—১ । জলজাত, জলোদ্ভূত । নীর (জল)—জন (জন্মা)+ড ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী নীরজা । ২ । জলজ, পদ্ম ; কুড় ; মুক্তা । সং ; ক্লী । ৩ । উদ্বিড়াল । সং ; পু ।

নীরজাঃ (—জস্)—১ । ধূলিশূন্য ; পরাগবিহীন । নির্ (নাই) রজঃ যাহাতে, বহু । বিণ ; পু বা স্ত্রী । ২ । অরজস্কা, অনার্ত্তবা, যাহার ঋতু হয় নাই এরূপ (স্ত্রী) । নির্ (নাই বা হয় নাই) রজঃ (ঋতু) যে স্ত্রীর, বহু । বিণ ; স্ত্রী ।

নীরদ—১ । রদশূন্য, দন্তহীন । নির্ (নাই) রদ (দন্ত) যাহার, বহু । ২ । জলদায়ক । নীর (জল) দেয় যে, উপ ; নীর (জল)—দা (দেওয়া)+ড ক । বিণ ; ত্রি [illegible]দা । ৩ । জলদ, মেঘ ; মুস্তক । সং ; পু ।

নীরদবরণ—মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ঘনশ্যাম । নীরদবর্ণ শব্দের অপভ্রংশ ।

নীরদবর্ণ—জলদ কৃষ্ণ, ঘনশ্যাম । নীরদের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,—বর্ণা ।

নীরধর—জলধর, মেঘ । নীরের ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ । সং ; পু ।

নীরধার—১ । জলধারা ৬তৎ । সং ; পু । ২ । নিরম্বু উপবাস । দেশজ ।

নীরধি—জলধি, সমুদ্র । উপ ; নীর (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি ক । সং ; পু ।

নীরনিধি—জলধি, সমুদ্র । ৬তৎ । সং ; পু ।

নীরন্ধ্র—ছিদ্রহীন, নিশ্ছিদ্র ; সান্দ্র, নিবিড়, ঘন । নির্ (নাই) রন্ধ্র (ছিদ্র) যাহার বা যাহাতে, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী নীরন্ধ্রা ।

নীরব—নিঃশব্দ, বাক্যরহিত, নিস্তব্ধ। নির্ (নাই) রব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নীরবদ্বন্দ্ব—শব্দহীন বিরোধ, যে বিরোধ কেবল পরস্পরের মনে মনেই থাকে, কথায় প্রকাশিত হয় না। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নীরবা—১। নিঃশব্দা ; বাক্যরহিতা। নির্ (নাই) রব যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। ২। নীরব হওয়া, চুপ করা। ক্রিয়া ; ক, প্র।

নীরস—১। রসহীন, শুষ্ক। নির্ (নাই) রস যাহাতে, বহু (নিঃ+রস্)। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নীরসা। ২। দাড়িম্ব। সং ; পু।

নীরাজন—আরত্রিক—দীপমালা, সজল শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, বিল্বাদিপত্র, সাষ্টাঙ্গপ্রণাম, এই পঞ্চ দ্বারা আরাধনা, যাহাকে সহজ কথায় আরতি বলে। "পঞ্চ নীরাজনং কুর্য্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া। দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা। চূতাশ্বত্থাদি পল্লবৈশ্চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্। পঞ্চমং প্রণিপাতেন সাষ্টাঙ্গেন যথাবিধি।" নীর (জল)—অজ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নীরাজনা—আরত্রিক, আরতি। নীরাজন দেখ, নীরাজন+আপ্। সং ; স্ত্রী।

নীরুজ—নীরোগ, সুস্থ। নির্ (নাই) রুজা (রোগ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নীরুজা।

নীরুজা—১। নীরোগা, সুস্থা। বহু। নীরুজ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। রোগাভাব, স্বাস্থ্য। রুজার (রোগের) নির্ (অভাব), অব্যয়ী। সং ; স্ত্রী।

নীল—১। স্বনামখ্যাত বর্ণবিশেষ। নীল (রঙ করা)+ক ণ। সং ; পু। ২। নীলবর্ণযুক্ত। নীল+ক র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নীলা, নীলী। ৩। পর্ব্বতবিশেষ ; মণিবিশেষ ; বানরবিশেষ [এই বানর রামরাবণের যুদ্ধে রামের পক্ষে সুগ্রীবের অধীনে কপিকটকের সেনানী হইয়া সমরে বহু রাক্ষসের প্রাণবধ করিয়াছিল ; অগ্নির অংশে ইহার জন্ম]। সং ; পু।

নীলকণ্ঠ—১। নীলবর্ণ গলদেশ। নীল যে কণ্ঠ, কর্ম্মধা। ২। শিব [সমুদ্রমন্থনকালে শিব কালকূট পান করায় তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়] ; ময়ূর ; খঞ্জন পক্ষী ; দাত্যূহ পক্ষী। নীল হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। সং ; পু। ৩। নীলবর্ণ কণ্ঠযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা। ১২৬৮ বাং সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ধরণীগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় ইনি সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন। অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগই ইঁহাকে লেখাপড়ায় মনোযোগী হইতে দেয় নাই। ধরণীর নিকট কোন গ্রামে ঐ সময় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হয়। যাত্রাশ্রবণে নীলকণ্ঠ এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, অচিরে তিনি উক্ত অধিকারীর দলে প্রবিষ্ট হন। গোবিন্দের নিকট থাকিয়া ইনি অনেক "মহাজনপদ" শিক্ষা করেন। এই সময় হইতে ইনি সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিতে থাকেন। ইঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি অবসর পাইয়া বিকশিত হইতে থাকে। ১২৭৭ সালে গোবিন্দের পরলোক-প্রাপ্তি হইলে তাঁহার দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নীলকণ্ঠ এবং নারায়ণ দাস এই দুই ভাগের অধিকারী হন। নারায়ণের অল্পবয়সে মৃত্যু হইলে, নীলকণ্ঠ দলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। ইঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমশঃ সমগ্র বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বঙ্গীয় পল্লীর অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নরনারীর ইনি সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের পল্লীতে পল্লীতে ইঁহার যাত্রার এক সময় বড় সমাদর ছিল। কথিত আছে, ইনি সময় সময় গান গাহিতে গাহিতে একেবারে বিভোর হইয়া উঠিতেন, এমন কি ভাবে মূর্চ্ছিত হইতেন। সত্য সত্যই ইঁহার হৃদয় ভক্তির আনন্দময় উৎসের লীলাস্থল ছিল। ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

নীলকমল—নীলপদ্ম। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নীলকর—যে নীল উৎপাদন করে, নীলের চাষকারী। ৬তৎ। সং ; পু।

নীলকুঠী—নীল গাছ হইতে নীল রঙ্গ উৎপাদন করিবার কারখানা বা বাড়ী। দেশজ। সং।

নীলকান্ত—নীলোৎপল, ইন্দ্রনীলমণি। নীল কান্ত (শোভা) যাহার, বহু। সং ; পু।

নীলগাই—গবাদিবর্গের নীলাভ পশুবিশেষ,—ইহা দেখিতে ঘোড়ার ন্যায়। দেশজ। সং।

নীলগিরি—এই নামে দুইটি স্থান আছে, যথা—১। উড়িষ্যার অন্তর্গত করদ রাজ্যবিশেষ। এই স্থানে কাল পাথরের অনেকগুলি খনি আছে। সেই পাথরে বাটি, থাঁড় ও থালা প্রস্তুত হয়।

২। মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি জেলা ও পাহাড়। পাহাড়ের নাম হইতেই জেলার নামকরণ হইয়াছে। পাহাড়টির আর এক নাম নীলাচল। উতাকামণ্ড নামক সহরে জেলার প্রধান কার্য্যালয়। এইখানেই মান্দ্রাজের গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। জেলাটি সাগরতল হইতে প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চে সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। জেলায় অনেকগুলি পুরাতন প্রণালীতে নির্ম্মিত সমাধিমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি খনন করিয়া তাহাদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও পালিশকরা মৃন্ময় পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য অনুমিত হয় যে, বহু পূর্ব্বে এখানে লোকের বসতি ছিল। জেলাটি উত্তরকালে ক্রম রাজগণের অধীনে আসিয়াছিল। ১৮১৫ খৃঃ অঃ এই জেলাটি ইংরাজকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে পরিদৃষ্ট হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে উতাকামণ্ড নামক স্থানটি স্বাস্থ্যাবাস বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাহার এক বৎসর পরে ইংরাজের প্রথম বাসভবন সমতল ভূমির উপরি নির্ম্মিত হয়। জেলাটি সাল, সেগুণ, কাঁটাল প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষে সমাকীর্ণ। নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষও দৃষ্ট হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এখানে কাফির চাষ আরম্ভ হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে চা এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সিন্‌কোনার চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। এই জেলায় ৫টি আদিম জাতির বাস আছে ; যথা, তোড়া, বাগাদী, কোটা, কুরুম্ব ও ইরুল। কোন প্রাচীন গ্রন্থমতে নীলগিরি ব্রহ্মপুত্রবেষ্টিত কামাখ্যা পর্ব্বত। অপর কোন মতে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত অত্যুচ্চশিখর পর্ব্বতবিশেষ। ইংরাজের অধিকারে আসিবার পরে স্থানটি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট স্বতন্ত্র জেলারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

নীলগ্রীব—শিব। বহু। সং ; পু।

নীলধ্বজ—১। নীলবর্ণ পতাকা। কর্ম্মধা। ২। জনৈক নৃপ। বহু। সং ; পু।

নীলপতাকিনী—দুর্গাদেবী। প্রা, ক।

নীলপ্রভ—নীলদীপ্তিবিশিষ্ট। নীলা প্রভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী নীলপ্রভা।

নীলমণি—নীলকান্ত, নীলোৎপল, ইন্দ্রনীলমণি ; [তত্তুল্য বলিয়া] শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নীলমাধব—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নীলরতন সরকার, এম, ডি (ডাক্তার)—ইনি কলিকাতাবাসী একজন প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক। ইনি বাঙ্গালা কাউন্সিলের মেম্বর এবং অন্যান্য বহু জনহিতকর কার্য্যের ও স্বদেশী শিল্পের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। ১৯১৯ খৃঃ হইতে ১৯২১ খৃঃ অব্দ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট নাইট অর্থাৎ 'সার' উপাধি পাইয়াছেন।

নীললোহিত—বেগুণে রঙ ; শিব [কারণ তাঁহার কণ্ঠ নীল ও কেশ লোহিতবর্ণ অর্থাৎ লাল]। নীল, অথচ লোহিত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নীলবর্ণ—১। নীল রঙ্গ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। নীল রঙ্গের, নীল। নীল বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্ণা।

নীলবসন—১। নীলবর্ণ কাপড়, নীলাম্বর।

কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। নীলবর্ণ-বস্ত্র-পরিহিত। নীল হইয়াছে বসন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নীলবসনা। ৩। বলরাম; শনৈশ্চর। সং।

নীলবস্ত্র—১। নীলবর্ণ কাপড়। নীল এমন বস্ত্র, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বলরাম। নীল হইয়াছে বস্ত্র যাহার, বহু। সং; পু।

নীলা—১। নীলবর্ণবিশিষ্টা। নীল দেখ। নীল +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মক্ষিকাবিশেষ। সং; স্ত্রী। ৩। নীলকান্তমণি। হিন্দী।

নীলাকাশ—নীলবর্ণ গগন। কর্ম্মধা। সং; পু।

নীলাচল—১। নীলগিরি পর্ব্বত, ইহা দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, ইহার উত্তরে মহানদী। ২। শ্রীক্ষেত্র, পুরুষোত্তমতীর্থ; নীলগিরি নামক পার্ব্বত্যভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া জগন্নাথক্ষেত্রের অপর নাম নীলাচল। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নীলাঞ্চল—নীলবর্ণ বস্ত্রপ্রান্ত, নীলরঙের আঁচল।

নীলাঞ্জন—তুথ, তুঁতে; নীলরঙের অঞ্জন-লেপবিশেষ। নীল যে অঞ্জন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নীলাভ—ঈষৎ নীলবর্ণ। নীলা আভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নীলাভা।

নীলাম—নিলাম দেখ।

নীলামী—নীলামে ক্রীত বা বিক্রীত। বৈদেশিক। বিণ।

নীলাম্বর—১। নীলবর্ণ কাপড়; নীল আকাশ। নীল যে অম্বর (বস্ত্র, আকাশ), কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বলরাম; শনৈশ্চর। নীল অম্বর (বসন) যাহার, বহু। সং; পু।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ, ৩রা ডিসেম্বর। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বি, এল পাশ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীররাজের প্রধান বিচারপতি, এবং পরে রাজস্বসচিবপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নীলাম্বর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। ইনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।

নীলাম্বরী—ফুল তোলা নীল রঙের শাড়ী। দেশজ। সং।

নীলাম্বু—১। নীলবর্ণ জল। নীল যে অম্বু, কর্ম্মধা। ২। সমুদ্র। নীল হইয়াছে অম্বু যাহার, বহু। সং; ক্লী।

নীলাম্বুজ, নীলাম্বুজন্ম—নীলোৎপল, নীলপদ্ম, ইন্দীবর। নীল যে অম্বুজ বা অম্বুজন্ম (পদ্ম), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নীলাম্বুধি—অসীম নীল জলপূর্ণ সাগর। নীল যে অম্বুধি, কর্ম্মধা। সং; পু।

নীলিকা—শেফালিকা; নীলের গাছ; নেত্ররোগবিশেষ। নীলী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

নীলিমময়—নীলবর্ণবিশিষ্ট, নীল; শ্যামবর্ণ। নীলিমা দেখ; নীলিমন্+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নীলিমময়ী।

নীলিমা (-মন্)—নীলত্ব, শ্যামত্ব; নীলবর্ণ। নীল+ইমন্ ভাবে। সং; পু।

নীলী (নীলিন্)—নীলবর্ণযুক্ত। নীল+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী নীলিনী।

নীলী—১। নীলবর্ণবিশিষ্টা। নীল+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বৃক্ষবিশেষ; বর্ণবিশেষ। নীল (রঙ্ করা)+কণ্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নীলীরাগ—১। স্থির সৌহার্দ্দ, গাঢ়প্রণয়; নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগবিশেষ। নীলীতুল্য যে রাগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। নীল রঙ্গ। ৬৩২। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নীলোৎপল—ইন্দীবর, নীলপদ্ম। নীল যে উৎপল,

নীবার—তৃণধান্য, উড়িধান। ইহা মুনিদিগের আহার্য্য ছিল। নি-বৃ (সেবা করা)+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

নীবি, নীবী—মূলধন, পুঁজি; পণ, বাজি। কটিবস্ত্রগ্রন্থি। নি-ব্যে (আচ্ছাদন করা)+ই ণ। সং; স্ত্রী।

নীবিবন্ধ—নীবির, কটিবস্ত্রগ্রন্থির। প্রা, ক।

নীবৃৎ—জনপদ, দেশ। নি-বৃত (থাকা)+ক্বিপ্ অধি। সং; পু বা স্ত্রী।

নীব্র—নীধ্র দেখ।

নীশার—হিম ও বায়ুনিবারক বস্ত্র, পর্দ্দা মশারি প্রভৃতি; কাওপট। নি-শৃ (বধ করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

নীহার—ঘনীভূত শিশির; নিশাজল, হিম, বরফ। নি-হৃ+ঘঞ্ ক। সং; পু।

নীহারিকা—চক্ষুর অগোচর নক্ষত্রসমূহ। নীহার+কণ্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

নু—বিতর্ক; অপমান; বিকল্প; অনুনয়; অতীত; প্রশ্ন; হেতু; অপদেশ। নু (স্তুতি করা) বা নুদ (প্রেরণ)+ডু ক। বা।

নুট—দেবোদ্দেশে মিষ্টান্ন ছড়ান; অবাধ; নিরাপত্তি, শান্তভাব। দেশজ। সং।

নুটি, নুটী—গোলাকার ক্ষুদ্র পিণ্ডবৎ বস্তু, সূতা প্রভৃতির ছোট তাল। প্রাদে। সং।

নুড়া—আগুন ধরাইবার তৃণমুষ্টি, খড়মুষ্টি। দেশজ। সং।

নুড়ি, নুড়ী—ক্ষুদ্র প্রস্তর। দেশজ। সং।

নুণ—নুন, লবণ। দেশজ।

নুত—পূজিত; স্তুত। নু (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম। বিণ, ত্রি। স্ত্রী নুতা।

নুতি—স্তুতি, স্তব; পূজা। নু (স্তুতি করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

নুত্ত, নুন্ন—ক্ষিপ্ত; প্রেরিত; ছিন্ন; নিরস্ত। নুদ (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নুদ, নুদি, নুদী—ভুঁড়ি, মোটাপেট। দেশজ। ক, প্র।

নুন্ন—নুত্ত দেখ।

নুরকুত—কারুকর্ম্মে সাহায্যকারী শিশু (ছোট ছেলে মেয়ে)। দেশজ। সং।

নুলা—১। বিড়ালাদির হাতা; হস্ত, হাত (paw)। সং। ২। অগ্রভুজহীন, ছিন্নবাহু। প্রাদেশিক। বিণ। ক, প্র।

নূতন—অভিনব, নবীন। নব শব্দ+তন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নূতনা। বি নূতনত্ব।

নূতনত্ব—নবীনত্ব, অভিনবত্ব। নূতন+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

নূনম্—নিশ্চয়; অবধারণ; স্মরণ; বাক্যপূরণ; বিতর্ক। নু (স্তুতি করা)+ক্বিপ্ অধি, তদুত্তরে নম (নত হওয়া)+ক্বিপ্ অধি। ব্য।

নূনা—স্বল্প; কৃশ। প্রা, ক। বিণ।

নূপুর—ঝনঝনাত পাদভূষণ, নেপুর। নূ (স্তুতি করা)+ক্বিপ্ র্ম, তদুত্তরে পুর (অগ্রে গমন করা)+ক ক। সং; পু বা ক্লী।

নূপুরনিক্কণ—নূপুরধ্বনি, নেপুরের শব্দ। ৬৩২। সং; স্ত্রী।

নূর—আলোক, জ্যোতিঃ। (ব্যঙ্গার্থে) শ্মশ্রু, দাড়ি। বৈদেশিক। সং।

নূরজাহাঁ—ভারতের মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী। ইনি বাল্যকালে মেহেরুন্নিসা নামে পরিচিতা ছিলেন। এক দরিদ্র অথচ সম্রান্ত পারসীক বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মির্জ্জা ঘিয়াস। ঘিয়াস যখন সস্ত্রীক ভারতে আসিতেছিলেন, তখন কান্দাহারের এক মরুভূমিতে তাঁহার স্ত্রী এই কন্যাটিকে প্রসব করেন। দারিদ্র্যবশতঃ এই নবজাত শিশুকে তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে প্রস্তুত হন। তাঁহাদের সঙ্গী একজন সওদাগর এই কন্যাটির পালন ভার লইয়া উঁহাকে মাতাপিতার সহিত আগ্রা সহরে আনেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই কন্যাটি অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠেন। দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) মেহেরুন্নিসার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া ইঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেন। বৃদ্ধ আকবর জানিতে পারিয়া শের আফগান নামক জনৈক বীরপুরুষের সহিত ইঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করাইয়া ইঁহার স্বামীকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। পিতার মৃত্যুর পর সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে

আরোহণ করিলেন। মেহেরুন্নিসার রূপ তিনি ভুলিতে পারেন নাই। রাজা হইয়াই তিনি শের আফগানকে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া তালাক দিতে বলিলেন। বীর যুবক এরূপ জঘন্য প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীরের চেষ্টায় অতাল্প কালমধ্যে নিহত হইলেন। মেহেরুন্নিসা সম্রাটের সমীপে নীত হইলে কিছু দিন পতিব্রতা সাধ্বী বিধবার ন্যায় বিরলে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে জাহাঙ্গীরের মহিষী হইয়া 'নূরজাহাঁ' (অর্থাৎ ভুবনালোক) নাম প্রাপ্ত হইলেন (১৬১১ খৃঃ)।

অল্পদিনের মধ্যেই ইনি সম্রাটের উপর এতদূর আধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলিলেন যে, সম্রাটের নামের সহিত ইঁহার নামও মুদ্রাসমূহে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ইঁহার পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন রাজসভায় সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সম্রাটের পুত্র ও সেনানীগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের আর একটি গুরুতর কারণও ঘটিয়াছিল। শের আফগানের ঔরসে নূরজাহাঁর এক কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ হইয়াছিল। উত্তরকালে যাহাতে শাহ রিয়ার সিংহাসনের অধিকারী হন, এই উদ্দেশ্যে নূরজাহাঁ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরম (পরে শাহজহাঁ) বাঙ্গালায় বিদ্রোহী হন। সুচতুরা নূরজাহাঁ তাঁহাকে কতক গুলি প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া শান্ত করিলেন। এদিকে মহাবত খাঁ নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতি নূরজাহাঁর আচরণে সন্দিহান হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, জাহাঙ্গীর ও নূরজাহাঁকে ছয়মাস আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। (১৬২৬ খৃঃ)। নূরজাহাঁর অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে সম্রাট্ মুক্তিলাভ করিলেন। পর বৎসর খুরম ও মহাবত খাঁ পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহ দমনের পূর্ব্বেই সম্রাটের মৃত্যু হইল (১৬২৭ খৃঃ), এবং সঙ্গে সঙ্গে নূরজাহাঁর ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইল। নূরজাহাঁ অতি বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনিই গোলাপী আতরের সৃষ্টি করেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ইনি বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকার বৃত্তি-ভোগিনী হইয়াছিলেন এবং হিন্দু বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয় এবং লাহোর নগরে স্বামী জাহাঙ্গীরের পার্শ্বে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। বাঙ্গালা ইতিহাসে ইঁহার নাম নূরজাহান লিখিত হইয়াছে। ইঁহার আর একটি নাম নূরমহল (প্রাসাদের আলোক)।

নৃ—না (২) দেখ।

নৃকপাল—নরকপাল (তাহা দেখ)।

নৃগ—সূর্য্যবংশীয় নরপতিবিশেষ। ষড়দর্শনের টীকাকার মনীষী বাচস্পতি মিশ্রের সময়েও নৃগ নামে জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ প্রতাপসম্পন্ন নৃপতি ছিলেন। ইহা ভামতী গ্রন্থের শেষে উক্ত হইয়াছে। নৃ শব্দ-গম (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

নৃচক্ষাঃ (-ক্ষস্)—রাক্ষস। নৃ (নর)-চক্ষ (ভক্ষণ করা)+অস্ ক। সং; পু।

নৃজগ্ধ—নরভক্ষক। নৃ (নর)-অদ (ভক্ষণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নৃজগ্ধা।

নৃত্ত—১। নৃত্য। নৃত+ক্ত ভা। সং; পু। ২। নর্ত্তনকারী, নর্ত্তক। নৃত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নৃত্তা।

নৃত্য—তালমানরসাশ্রয়বিলাসাঙ্গবিক্ষেপ, নর্ত্তন, নাচ [কথিত আছে যে, স্বয়ং মহাদেব নৃত্যের সৃষ্টি করেন; নৃত্য দুই প্রকার—তাণ্ডব ও লাস্য; পুং নৃত্যের নাম তাণ্ডব ও স্ত্রী-নৃত্যের নাম লাস্য]; অভিনয়। নৃত্ (নাচা)+ক্যপ্ ভা। সং; ক্লী।

নৃত্যগীত—নাচ ও গান। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

নৃত্যপর—নর্ত্তনশীল, নাচিতেছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নৃত্যপরা।

নৃত্যপরায়ণ—নর্ত্তনপটু, নাচিতে সুদক্ষ; যে নাচিতেছে এরূপ। নৃত্য হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নৃত্যপরায়ণা।

নৃত্যপ্রিয়—১। নর্ত্তনানুরাগী, যে নাচিতে ভালবাসে। নৃত্য প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-প্রিয়া ২। শিব। সং; পু।

নৃত্যশালা—নাট্যমন্দির, নাচঘর, রঙ্গালয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নৃদেব—রাজা। নৃগণের (মনুষ্যসমূহের) মধ্যে দেব, ৭তৎ। সং; পু।

নৃধর্ম্মা—কুবের। বহু। সং; পু।

নৃপ—নরপতি, রাজা; কুবের। নৃ (নর)-পা (পালন করা)+ড ক। সং; পু।

নৃপতি—নরপাল, রাজা; কুবের। ৬তৎ। সং; পু।

নৃপদ্রুম—রাজাসনী বৃক্ষ। সং; পু।

নৃপমণি—রাজশ্রেষ্ঠ, রাজকুলতিলক। ৬ বা ৭তৎ। বিণ বা সং; পু।

নৃপবর—রাজশ্রেষ্ঠ,মহারাজ। ৭তৎ। সং; পু।

নৃপবল্লভ—১। রাজপ্রিয়। নৃপের বল্লভ, ৬তৎ; বা নৃপ বল্লভ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। উদরাময় নিবারক ঔষধবিশেষ। সং; পু। [মন্ত্রী কর্ম্মধা। সং; পু।

নৃপাংশ—রাজার প্রাপ্য কর। নৃপের প্রাপ্য অংশ,

নৃপাত্মজ—রাজপুত্র, কুমার। নৃপের আত্মজ, ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী, -জা।

নৃপাসন—রাজাসন, সিংহাসন। নৃপের আসন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

নৃপেন্দ্র—রাজশ্রেষ্ঠ, মহারাজ; রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্। নৃপদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। সং; পু।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (মহারাজ বাহাদুর কর্ণেল স্যার্)—কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি। জন্ম ১৮৬২ খৃঃ, ৪ঠা অক্টোবর। ইনি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তখন ইঁহার রাজ্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে ছিল। ইনি বেনারসের ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউটে এবং পরে বাঁকিপুর ও পাটনায় শিক্ষিত হন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে মহারাজ বাহাদুর উপাধি এবং ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে গদি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে জি, সি, এস, আই এবং ১৮৯৮ খৃঃ সি, বি উপাধিভূষিত হন। ইনি ষষ্ঠ বেঙ্গল অশ্বারোহী সেনাদলের 'অনারারী কর্ণেল' এবং ভারতেশ্বরের 'অনারারী এডিকং'। জেনারেল ইয়েটম্যান ব্রিগস্ সাহেবের (Yeatman Briggs) সমভিব্যাহারে ইনি টিরা যুদ্ধে সৈনিক কর্ম্মচারিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ইনি কেশবচন্দ্র সেনের দুহিতা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। মহারাণী সুনীতি দেবী ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে সি, আই (Crown of India) সম্মানের অধিকারিণী হন। মহারাজ বাহাদুর সুনিপুণ শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং টেনিস পোলো প্রভৃতি ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইঁহার অন্যতম পুত্রের ধর্ম্মমাতা ছিলেন। এজন্য মহারাণীর নামানুসারে তাঁহার ভিক্টর নাম হইয়াছে। কুচবিহার রাজ্য ইঁহার সুশাসনে সমধিক সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে; ইঁহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কলেজ, চিকিৎসালয়, আদালত, কারাগার প্রভৃতির কার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। শিল্প-শিক্ষায় মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলিকাতায় ইণ্ডিয়া ক্লাব নামক সমিতিটি ইঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং আংশিক আনুকূল্যে পরিচালিত। ইনি বহুবার ইংলণ্ডে গমন করেন এবং রাজদরবারে ও লোকসমাজে প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হন। ইনি ১৩টি তোপধ্বনি দ্বারা সম্মান পাইবার অধিকারী ছিলেন। ইনি নিজে ইংরাজী ধরণে চলিতেন বটে, কিন্তু ইঁহার পার্শ্বচর ও উচ্চতন কর্ম্মচারী সকলেই বাঙ্গালী।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন) সোমবার ইংলণ্ডে বেক্স্‌হিল (Bexhill) নামক স্থানে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের আদেশ ও ইঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত শোভাযাত্রাদি ব্যাপার সামরিক সম্মানসহকারে সম্পাদিত হয়।

নৃমণি—নরশ্রেষ্ঠ; রাজা। ৭তৎ। সং; পু।

নৃমুণ্ড—নরমস্তক, মানুষের মাথা। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী। [সং; স্ত্রী।

নৃমুণ্ডমালা—নরমস্তকের মাল্য বা হার। ৬তৎ।

নৃমুণ্ডমালিনী—১। মনুষ্যমস্তকের মালাধারিণী। নৃমুণ্ডমালা+ইন্ যুক্তার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কালী, দুর্গা। সং; স্ত্রী।

নৃমুণ্ডমালী (—মালিন্)—মনুষ্যমস্তকের মাল্যধারী, যে মানুষের মাথার মালা গাঁথিয়া পরিয়াছে এরূপ। নৃমুণ্ডমালা+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু।

নৃযজ্ঞ—অতিথি-সৎকার, গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথি পূজারূপ যজ্ঞ [পঞ্চযজ্ঞ দেখ]। নৃ (মনুষ্য) পূজনরূপ যজ্ঞ, কর্ম্মধা। সং; পু।

নৃবরাহ—বিষ্ণুর বরাহ অবতার। নৃ (নর) অথচ বরাহ, কর্ম্মধা; এই অবতারে দেহ নরাকার ও মস্তক বরাহের হইয়াছিল। সং; পু।

নৃশংস—ক্রূর, নিষ্ঠুর, পরদ্রোহী। নৃ (নর) —শন্‌স (হিংসা করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নৃশংসা। বি নৃশংসতা।

নৃসিংহ—১। বিষ্ণু; বিষ্ণুর চতুর্থ পূর্ণ অবতার [নরসিংহ দেখ]। নৃ অথচ সিংহ, কর্ম্মধা। ২। নরশ্রেষ্ঠ। নৃ (মনুষ্য) সিংহপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী—বৈশাখ মাসীয় শুক্ল-চতুর্দ্দশী, এই দিনে ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর বধার্থে অবতীর্ণ হন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নৃসিংহদেব—বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ইনি ও ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মানভূমে বাস করেন। 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে ইঁহার পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। সরোবলীগ্রন্থে ইঁহার 'রাজা' উপাধি দৃষ্ট হয়। তোটকছন্দে কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করিয়া ইনি বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

নৃসিংহপুরাণ—মতান্তরে ইহা উপপুরাণ মধ্যে গণ্য। সং; ক্লী।

নৃসেন—নর-সৈন্য। নৃরূপা সেনা, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নৃসোম—নরশ্রেষ্ঠ। নৃগণের মধ্যে সোম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু।

নৃহরি—নৃসিংহাবতার। নৃ (নর) অথচ হরি (সিংহ), কর্ম্মধা। সং; পু।

নে—১। [তুই] ল, গ্রহণ কর্, ধর্; থাম্। ক্রি। ২। নিষেধার্থক শব্দ, না। প্রাদেশিক। ব্য।

নেউল—বেজি। নকুল শব্দের অপভ্রংশ।

নেওট, নেওটো—১। সমধিক অনুগত বা ভক্ত। প্রাদে। বিণ। ২। জাতিবিশেষ। সং।

নেওয়ার—মশারি ও খাটিয়ার জন্য সূতার মোটা ফিতা। হিন্দীমূলক। সং।

নেং, নেঙ—পদ, পা। প্রাদেশিক। [বিণ।

নেংটা, নেঙটা—নগ্ন, উলঙ্গ, বিবস্ত্র। দেশজ।

নেংটী, নেঙটী—ক্ষুদ্র, ছোট। দেশজ। বিণ।

নেক—অনুগ্রহ, কৃপা। বৈদেশিক। সং।

নেকড়া—ছেঁড়া কাপড়, কানি, তেনা। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

নেকড়ে—কুক্কুরবৎ হিংস্র আরণ্য পশুবিশেষ।

নেক-নজর—কৃপাদৃষ্টি। বৈদেশিক। সং।

নেকরা—ছল বা ছলা, কলা, ছেনালী; কৌতুক, রঙ্গ। প্রাদেশিক। সং।

নেকা—নির্ব্বোধ, হাবাগোবা; নির্ব্বোধের বা জ্ঞানহীনের ভাণকারী; অস্পষ্টভাষী; অস্পষ্ট (বাক্য)। দেশজ। বিণ; পু। স্ত্রী নেকী। বি নেকাপনা, নেকাম, নেকামি।

নেকার—বমন। দেশজ। সং।

নেংচান—খোঁড়ান, খুঁড়াইয়া চলা। দেশজ। ক্রি।

নেঙ্গড়া, লেঙ্গড়া—১। পঙ্গু, খঞ্জ, খোঁড়া। বিণ। ২। উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রবিশেষ। হিন্দী। সং।

নেজক—১। শোধনকারী, শোধক। নিজ (শোধন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। রজক, ধোপা। সং; পু।

নেজন—শোধন, ধৌতকরণ। নিজ (শোধন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নেজা—মৎস্যাদির পুচ্ছ; বাণ। দেশজ। সং।

নেঠা—লেঠা, দায়, ঝঞ্ঝাট; ছল; ছুতা, ওজর। প্রা, ক। সং।

নেড়া—১। শস্যগুচ্ছ, শস্য কাটিয়া লইলে তাহার যে গোড়া মাঠে পড়িয়া থাকে; কেশহীন ব্যক্তি। সং। ২। কেশহীন, মুণ্ডিতমস্তক। দেশজ। বিণ। স্ত্রী নেড়ী।

নেত—বস্ত্র; পট্টবস্ত্র, অংশুক, পরদ; কানাত, পর্দ্দা। প্রা, ক। সং।

নেতা (নেতৃ)—নায়ক; পরিচালক; অধ্যক্ষ; প্রাপক; প্রেরক; প্রভু; স্বামী। নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী নেত্রী। [দেশজ। সং।

নেতুড়—অবিরল পংক্তি বা ধারা, জের।

নেতৃত্ব—নেতার ভাব বা ধর্ম্ম, নায়কত্ব, পরিচালকত্ব, অধ্যক্ষতা, প্রভুতা। নেতার ভাব এই অর্থে নেতৃ+ত্ব। সং; ক্লী।

নেত্র—১। নয়ন, চক্ষুঃ; বস্ত্রবিশেষ; রথ; পথ; গুণ; বৃক্ষমূল। নী (লইয়া যাওয়া)+ষ্ট্রন্ অধি। সং; ক্লী। ২। নায়ক; চালক; প্রবর্ত্তক; প্রাপক। নী+ষ্ট্রন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নেত্রী।

নেত্রগোচর—নয়নগোচর, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, দৃষ্ট, প্রত্যক্ষ। বিণ; ত্রি।

নেত্রচ্ছদ—চক্ষুর পাতা। ৬তৎ। সং; পু।

নেত্রপল্লব—চক্ষুর পাতা। ৬তৎ। সং; পু।

নেত্রপাত—দৃষ্টিপাত, নয়নবিক্ষেপ। ৬তৎ। সং।

নেত্রমল—চক্ষুর মল অর্থাৎ পিঁচুটি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নেত্ররঞ্জন—কজ্জল, কাজল। নেত্র শব্দ—রন্‌জ (রঙ্ করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

নেত্রবিমোহন—নয়ন-মুগ্ধকারী; চক্ষুর প্রীতিপ্রদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

নেত্রাম্বু—অশ্রু, চক্ষুর জল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নেত্রী—১। নায়িকা, পরিচালিকা; প্রাপিকা; প্রেরিকা। নেতা ও নেত্র দেখ; নেতৃ বা নেত্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী; লক্ষ্মী; নারী; নাড়ী। সং; স্ত্রী।

নেদিষ্ঠ—অন্তিকতম; অতি নিকটস্থ। অন্তিক (সমীপ)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

নেদীয়ান্ (—য়স্)—অন্তিকতর; অতি সমীপস্থ। অন্তিক+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী নেদীয়সী।

নেপথ্য—বেশ; সজ্জা; অলঙ্কার; সজ্জাগৃহ, সাজঘর; রঙ্গভূমি। নী (লইয়া যাওয়া)+বিচ্ ণ=নে (চক্ষুঃ), তদন্তরে পথ (গমন করা)+য র্ম্ম। সং; ক্লী।

নেপাল—ইংরাজাধিকৃত ভারতের উত্তর সীমায় অবস্থিত স্বাধীন রাজ্য। রাজ্যটি প্রধানতঃ তিন স্তরে বিভক্ত। সর্ব্বনিম্নস্তর "তরাই" প্রদেশ। তদূর্দ্ধস্তর হিমালয়ের উপত্যকা অধিকাংশতঃ সমভূমি; এইস্তরে রাজধানী কাঠমাণ্ডু অবস্থিত। উর্দ্ধস্তর হিমালয় শিখরশ্রেণী; এই স্তরে এভারেষ্ট (স্থানীয় নাম দুধগঙ্গা), গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসমূহ অবস্থিত। নেপাল রাজ্যে স্থান ও জলবায়ুর অবস্থাভেদে ভারতের ও ইউরোপের অধিকাংশ ফল, ফুল ও লতা জন্মে। শাল, শিশু প্রভৃতি বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালে মঙ্গোলীয় জাতি হইতে উৎপন্ন নানাজাতীয় লোক বাস করে—যথা ভুটিয়া, গুরুং, মুর্ম, লেপচা প্রভৃতি। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিও অনেক আছে। নেওয়ার ও গুর্খারা নেপালের প্রধান অধিবাসী। নেওয়ারগণ কৃষি ও শিল্পকার্য্যে জীবনযাপন করে; গুর্খারা সৈনিকের কার্য্য করে। নেওয়ারগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের ধর্ম্ম অনেকটা হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। গুর্খারা রাজপুতগণের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা

হিন্দু এবং ইহাদের ভাষা কতকটা সংস্কৃতমূলক। নেপালের "বংশাবলী" গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে স্থানটি অতি প্রাচীনকালে একটি হ্রদ ছিল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির আরম্ভ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কলির প্রারম্ভে গুপ্ত রাজগণ নেপালে আধিপত্য স্থাপন করেন। "নে" নামধেয় মুনি গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহারই নাম হইতে "নেপাল" নামের উৎপত্তি। তাহার পরে আহির, কিরাতী, সোমবংশী, সূর্য্যবংশী ঠাকুরী (রাজপুত), বৈশ্যঠাকুরী, কর্ণাটকী প্রভৃতি অনেক বংশ এখানে রাজত্ব করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েনথসাং যখন ভারতে আসিয়া নেপালে যান, তখন ঠাকুরীরাজ অংশুবর্ম্মা রাজত্ব করিতেন (৬৩৩ খৃঃ অঃ)। তাহার পরেও অনেকগুলি রাজার নাম পাওয়া যায়। ১৩২৪ খৃঃ দিল্লীর তোগ্‌লক্‌সাহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অযোধ্যার অন্তর্গত নিম্‌রা ও নেচ রাজা হরিসিংহ দেব নেপাল আক্রমণ করেন ও অধিকার করিয়া তথায় রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৮ খৃঃ গুর্খাগণ পৃথ্বীনারায়ণের নেতৃত্বে এই দেশ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া সমস্ত নেপালে বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতাপসিংহ সাহ ও বাহাদুর সাহ নামক দুইটি পুত্র রাখিয়া পৃথ্বীনারায়ণ ১৭৭৪ খৃঃ লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপসিংহ তিন বৎসরমাত্র রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। শিশুপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার খুল্লতাত বাহাদুর সাহ অভিভাবক স্বরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৭৯০ খৃঃ নেপালরাজ তিব্বত আক্রমণ করায়, চীনরাজ পর বৎসরে নেপাল আক্রমণ এবং নেপালরাজকে সন্ধিপ্রার্থী হইতে বাধ্য করেন। ১৭৯৫ খৃঃ রণবীরসিংহ বাহাদুর সাহকে অভিভাবক পদ হইতে অপসারিত করেন এবং দুই বৎসর পরে তাঁহার প্রাণসংহার করেন। রণবীরসিংহের নৃশংস ব্যবহারের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং তাঁহার শিশুপুত্র গীর্ব্বাণ-যুদ্ধ বিক্রমসাহ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। রণবীরসিংহ ১৮০৪ খৃঃ সিংহাসন পুনরধিকার করেন, কিন্তু পর বৎসরে নিহত হন। ১৭৯১ খৃঃ ইংরাজের সহিত নেপালের বাণিজ্যবিষয়ক সখ্য স্থাপিত হয়। ১৮০১ খৃঃ অক্‌টোবর মাসে আর একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তদনুসারে নেপালে ইংরাজপক্ষীয় জনৈক রেসিডেণ্ট প্রেরিত হয়। কিন্তু গুর্খাগণের ভাবগতি দেখিয়া দুই বৎসর পরে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হয়। এই সময় হইতে গুর্খাগণ ইংরাজ রাজ্যে নামিয়া উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে ১৮১৪ খৃঃ ইংরাজ নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জেনারেল অক্‌টরলনী ১৮১৫ খৃঃ গুর্খাদিগকে পরাভূত করিলে পর, ইহারা সন্ধিপ্রার্থনা করে। কিন্তু রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর না করায়, আবার যুদ্ধ ঘটে, এবং ১৮১৬ অব্দের জানুয়ারি মাসে অক্‌টরলনী পুনরায় সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া গুর্খাগণকে পরাজিত করেন। এই বৎসরের মার্চ্চ মাসে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তদনুসারে কাঠমাণ্ডুতে ইংরাজ রেসিডেণ্ট স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং গুর্খাগণ বলপূর্ব্বক অধিকৃত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই বৎসরের নভেম্বর মাসে রাজার মৃত্যু ঘটে, এবং জেনারেল ভীমসেন থাপার নেতৃত্বে রাজার শিশুপুত্র সুরেন্দ্র বিক্রমসাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৮৪৩ খৃঃ ভীমসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র মাতাবর সিংহ নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জঙ্গ বাহাদুর রাজসৈন্যের অন্যতম কর্ণেল পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ খৃঃ ইনি মাতাবর সিংহের প্রাণ সংহার করেন, এবং অপর কণ্টকগুলিও পর বৎসরে এই উপায়ে বিদূরিত করেন। ১৮৫০ খৃঃ ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং পর বৎসরে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া শাসনপ্রণালী সংস্কারে নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খৃঃ তিব্বতের সহিত নেপালের যুদ্ধ ঘটে। পর বৎসরে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে জঙ্গ বাহাদুর ইংরাজকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। জঙ্গ বাহাদুরের সময় হইতেই নেপালরাজ নামে মাত্র রাজা হইয়া পড়েন এবং রাজমন্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। ১৮৭৭ খৃঃ তরাই প্রদেশে হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা রণোদ্দীপ সিংহ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া কিছুদিন পরে ইঁহার বিরুদ্ধদলের নেতৃগণকে হত্যা করেন। ১৮৮৫ খৃঃ ইনি নিহত হন এবং ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বীর সমসের জঙ্গ রাজমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০১ খৃঃ ইনি লোকান্তর গমন করেন, এবং ইঁহার অপর এক ভ্রাতা দেব সমসের জঙ্গ তৎপদে নিযুক্ত হন। অল্পদিন পরে, অন্তর্বিদ্রোহের ফলে, চন্দ্র সমসের জঙ্গ নামক অপর এক ভ্রাতা মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন এবং দেব সমসের জঙ্গ ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে বহুকালের প্রাচীন বহু সহস্র সংস্কৃত পুঁথি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। রাজধানীতে এবং অন্যান্য স্থানে বহু দেবালয় স্থাপিত আছে। দেবালয়গুলি দক্ষিণদেশীয় প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত। দেবালয় মধ্যে পশুপতিনাথ, বোধনাথ এবং শম্ভুনাথের মন্দির তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুমূর্ষুকে পশুপতিনাথের মন্দিরে আনা হয়, এবং মৃত্যুর পরে, মন্দিরের সন্নিকট বাগমতী নদীতীরে শবদাহ করা হয়। রাজগুরু নেপাল মন্ত্রণাসচিব সমাজের অন্যতম সদস্য। নেপালে বিক্রম সংবৎ (৫৭ খৃঃ পূঃ), শালিবাহন প্রতিষ্ঠিত শক (৭৮ খৃঃ পূঃ) এবং নেপালী সংবৎ এই তিনরূপ কালগণনাই প্রচলিত। নেপালী সংবৎ ৮৮০ খৃঃ অক্টোবর মাস হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নেপিয়ার (স্যার্ চার্লস)—জন্ম ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ, ১০ই আগষ্ট। ইনি একজন খ্যাতনামা ইংরেজ সেনানায়ক। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি স্পেনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং করুণার (Corunna) যুদ্ধে শত্রু কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতে আসেন। আফগান সমরের অবসানে সিন্ধু প্রদেশের রেসিডেণ্ট মেজার আউট্‌রাম কয়েকজন আমিরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন যে, তাঁহারা ইংরাজের শত্রুপক্ষীয়গণের সহিত পত্র লেখালেখি প্রভৃতি করিয়া যুদ্ধের সময়ে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট পাইয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরা স্যার্ চার্লস্ নেপিয়ারকে এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানার্থ নিযুক্ত করিলেন। নেপিয়ারের বিচারে সকল আমীরই দোষী স্থির হওয়াতে দণ্ডস্বরূপ তাঁহাদিগের অধিকারের দুই তৃতীয়াংশ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য করা হইল। পরন্তু তাঁহাদিগের বেলুচির প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রেসিডেণ্টের আবাস আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। নেপিয়ার তাঁহাদিগকে মিয়ানি (Miani) ও দুব্বা (Dubba) নামক দুই স্থানের যুদ্ধে পরাভূত করিয়া হায়দারাবাদ অধিকার করেন। এইরূপে সিন্ধুযুদ্ধের অবসান হয়। ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইনি ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। লর্ড ড্যালহৌসীর সহিত দেশীয়

সৈন্য সম্বন্ধে মতের অনৈক্য হওয়াতে নেপিয়ার এই পদ পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। [সং।

নেপো—ফাজিল ধূর্ত্তব্যক্তি, ডেঁপো। দেশজ।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—স্বনামধন্য বীর ও ফরাসী সম্রাট্। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কর্সিকা দ্বীপে ইঁহার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চদশ বৎসর কাল তথায় শিক্ষালাভ করেন। পরে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত হন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরের বিদ্রোহ দমন করিয়া বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠেন। পর বৎসর ইনি ইটালী দেশস্থ ফরাসী সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া গমন করেন, এবং দেড় বৎসরের মধ্যে অষ্ট্রীয়ার সেনাদল বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে ইটালী হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইরূপে ইটালীতে ফ্রান্সের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে নেপোলিয়ন স্বদেশে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অতঃপর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ইজিপ্ট দেশ (মিসর) জয় করিতে গমন করিয়া তথায় ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপন করেন। পর বৎসর ইনি ফ্রান্সে প্রত্যাগত হইয়া "কন্‌সল" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দেশের রাজকার্য্যের প্রধান পদ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং ক্রমশঃ ফ্রান্সের বিপক্ষীয়দিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের রাজপদে আরূঢ় হইলেন। এই সময়ে ইউরোপের অন্যান্য নরপতিগণ ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া একে একে প্রায় সকলেই পরাস্ত হইলেন। নেপোলিয়নের আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পাঁচ লক্ষ সৈন্য লইয়া ইনি রুশিয়া জয় করিতে গমন করেন। কিন্তু তথায় দারুণ শীতের প্রকোপে অনাহারে ও যুদ্ধে সেই বিপুল সেনাকটকের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, ইনি অবশিষ্ট পঞ্চসহস্রমাত্র সৈন্যসহ অতিকষ্টে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ইউরোপের রাজন্যবর্গ মিলিত হইয়া দশলক্ষাধিক সৈন্য সহ ফ্রান্স আক্রমণ করিলে, অগত্যা নেপোলিয়ন রাজগণের অনুমতিক্রমে সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক এল্‌বা দ্বীপে গমন করেন (১৮১৪ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু সাম্রাজ্যলোভী বীরপুরুষ কি এইরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন? পর বৎসর নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সে আগমন করিলেন। জনসাধারণ ইঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহার পক্ষাবলম্বন করিল। দেখিয়া শুনিয়া ইউরোপের রাজন্যবর্গ পুনরায় ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়ন জর্ম্মানির সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিখ্যাত ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে ইংরেজসৈন্যের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভারতের আসাই ক্ষেত্রে যে আর্থার ওয়েলেস্‌লির বীরত্বের প্রথম পরিচয়, সেই প্রখ্যাত বীর আর্থার ওয়েলেস্‌লি (ডিউক অব ওয়েলিংটন) ইংরেজ পক্ষের প্রধান সেনানায়ক। বিজয়লক্ষ্মী এইবার নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়েলিংটনকে আলিঙ্গন করিলেন। নেপোলিয়নের বীরদর্প চূর্ণ হইল; তিনি ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর এই বীরপুরুষ জীবনের অবশিষ্টকাল সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে অবরুদ্ধ থাকিয়া ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জীবের চরমগতি প্রাপ্ত হন।

নেবা, ন্যাবা—কামলারোগ (jaundice)। সং।

নেবু—উদ্যানজাত প্রসিদ্ধ অম্লরস ফল, নিম্বু। দেশজ। সং।

নেম—১। কাল; অবধি; খণ্ড; প্রাকার, গর্ত্ত; অর্দ্ধ; কৈতব, ছল। নী (লইয়া যাওয়া)+ম ণ। সং; পু। ২। নিয়ম। গ্রাম্য। সং।

নেমকহারাম, নেমখারাম—নিমকহারাম দেখ।

নেমি—১। তীর্থস্থান। নী+মি। অধি। সং; পু। ২। চক্রপরিধি, চক্রের প্রান্ত; কূপের উপরিস্থ পট্ট, প্রান্তভাগ। নী (লইয়া যাওয়া)+মি ণ। সং; স্ত্রী।

নেমী—নেমি, চক্রপরিধি; কূপের উপরিস্থ পট্ট। নী (লইয়া যাওয়া)+মি ণ+ঈপ্। সং, স্ত্রী।

নেয়া—লওয়া। প্রা, ক। ক্রি।

নেয়ান—১। লওয়ান। ক্রি। গ্রাম্য। ২। কূট, স্থূণা, যে বৃহৎ লৌহপিণ্ডের উপর কামারেরা লোহা পিটে। দেশজ। সং।

নেয়াপাতি—কচি, অল্প কোমল শাঁসবিশিষ্ট (ডাব)। দেশজ। বিণ।

নেয়ালী—১। একপ্রকার সরু আউশ ধান, আশ্বিন কার্ত্তিকে পাকে। প্রাদেশিক। ২। বনমল্লিকা। প্রা, ক। সং।

নেয়ে—নাবিক, মাঝি। দেশজ। সং।

নেলসন (হোরেসিও)—ইনি একজন জগদ্বিখ্যাত নৌসেনানী। ইনি ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের নরফোক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্প বয়সে নরউইচ হাইস্কুলে অধ্যয়নার্থ প্রেরিত হন। ১৭৬৭ খৃঃ ইঁহার মাতার মৃত্যু হয় বলিয়া ইনি গৃহে প্রত্যাগত হন। ১৭৭৩ খৃঃ উত্তরকেন্দ্র আবিষ্কারের নিমিত্ত কাপ্তেন ফিপ নামক এক ব্যক্তি দুইখানি জাহাজ লইয়া যাত্রা করেন, নেলসন ইহার একখানিতে কাজ গ্রহণ করিয়া রওনা হইলেন। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দের ৮ই এপ্রিল নৌযুদ্ধ সংক্রান্ত একটী পরীক্ষা দেন এবং সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া এক যুদ্ধ জাহাজের দ্বিতীয় লেফ্‌টেনাণ্টের কাজ প্রাপ্ত হন। ১৭৭৭ খৃঃ মধ্যে ইনি ২৮টী কামান সমন্বিত এক যুদ্ধ জাহাজের কমাণ্ডার হইয়া আমেরিকায় যুদ্ধার্থ প্রেরিত হন। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইঁহাকে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ইনি কর্ডোভার যুদ্ধে স্পেনীয় যুদ্ধজাহাজগুলি বিধ্বস্ত করেন। ইহার পর ইনি মিসরে নীলনদের যুদ্ধে প্রেরিত হন। ১৮০৫ খ্রীঃ ২১শে অক্টোবর ট্রাফালগার নামক স্থানে বিখ্যাত নৌযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ফরাসী জাহাজ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। কিন্তু নেলসন এক গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

নেলা-খেপা—নির্ব্বোধ, হাঁদা, হাবাগোবা। দেশজ। বিণ। [বৈদেশিক। সং।

নেশা—মাদকদ্রব্য; মত্ততা, মাতলামি।

নেশাখোর—নেশাপ্রিয় ব্যক্তি, মাদকসেবী। বৈদেশিক। বিণ বা সং।

নেহ—স্নেহ। প্রা, ক।

নেহাৎ—অত্যন্ত। দেশজ। বা।

নেহারা, নেহারা—নিরীক্ষণ করা, দৃষ্টিপাত করা, দেখা। কাব্যপ্রয়োগ। ক্রিয়া।

নৈক—১। বিষ্ণু। ন (নাই) এক যাঁহা হইতে, বহু। সং; পু। ২। অনেক, একাধিক; একাধিক। ন এক, সুপ্‌সুপেতি। বিণ; ত্রি।

নৈকটিক—১। নিকটবর্ত্তী, নিকটস্থ। নিকট+ষ্ণিক। বিণ, ত্রি। ২। গ্রামের নিকটবর্ত্তী আশ্রমবাসী ঋষি। সং, পু।

নৈকট্য—১। সামীপ্য, সান্নিধ্য। নিকট+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। ২। নিকটজাত। ... +ষ্ণ্য জাতার্থে। সং; ত্রি।

নৈকষেয়—নিকষাপুত্র, রাক্ষস, রাবণাদি। নিকষা+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

নৈকষ্য—কষিত, নিকষে ঘাটি। নিকষ+ষ্ণ্য। বিণ; ত্রি।

নৈকৃতিক—নিষ্ঠুর; কটুভাষী। নিকৃতি শব্দ+কণ্। বিণ; ত্রি স্ত্রী, -তিকা।

নৈগম—১। উপনিষৎ, বেদাঙ্গশাস্ত্র; নিঘণ্টু; নীতিশাস্ত্র; নয় ... নিগম+ষ্ণ। সং; পু। ২। নগরবাসী; বণিক্। বিণ; ত্রি।

নৈতিক—নীতিসম্বন্ধীয়, নীতিঘটিত; নীতিসম্মত। নীতি+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

নৈত্যক—নিত্যকৃত্য, নিত্য অনুষ্ঠেয়। নিত্য+ষ্ণক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নৈত্যকী।

নৈদাঘ—গ্রীষ্মকালসম্বন্ধীয়। নিদাঘ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নৈদাঘী।

নৈদেশিক—ভৃত্য, চাকর। নিদেশ+ষ্ণিক। সং; পু।

নৈপুণ, নৈপুণ্য—নিপুণতা, দক্ষতা, পটুতা। নিপুণ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

নৈমিত্তিক—নিমিত্তজন্য; নিমিত্তোৎপন্ন; প্রয়োজনার্থ কর্ত্তব্য। নিমিত্ত+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

নৈমিষ—১। নিমিষসম্বন্ধীয়। নিমিষ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। অরণ্যবিশেষ [বিষ্ণু নিমিষমধ্যে এই স্থানে অসুর বিনাশ করায় ইহার নাম নৈমিষ হইয়াছে]। সং; ক্লী।

নৈমিষারণ্য—নৈমিষ নামক বন [নৈমিষ দেখ]। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নৈয়গ্রোধ—১। বটবৃক্ষ। ন্যগ্রোধ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। বটের ফল। সং; ক্লী।

নৈয়ায়িক—ন্যায়বেত্তা, তার্কিক; ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ী। ন্যায় শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

নৈরন্তর্য্য—নিরন্তরতা, সাতত্য, অবিচ্ছেদ। নিরন্তর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

নৈরপেক্ষ—নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতশূন্যতা। নিরপেক্ষ শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

নৈরয়িক—নরকসম্বন্ধীয়; নরকবাসী। নিরয় (নরক)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

নৈরাকার—আকাররহিত; একাকার, শূন্যময়। নিরাকার+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ।

নৈরাশ—১। আশাহীনতা, নিরাশা। নিরাশ শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী। ২। আশাভ্রষ্ট, হতাশ, নিরাশ। দেশজ। বিণ।

নৈরাশ্য—আশার অভাব, আশাশূন্যতা। নিরাশ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

নৈর্ঋত—রাক্ষস; পশ্চিমদক্ষিণ দিকের অধিপতি। নির্ঋতি শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

নৈর্ঋতী—পশ্চিমদক্ষিণ দিক্। নৈর্ঋত+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

নৈর্গুণ্য—নির্গুণতা, সত্ত্বাদি গুণসঙ্গরাহিত্য। নির্গুণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

নৈর্ম্মল্য—নির্ম্মলত্ব, বিশুদ্ধতা; বিষয়বৈরাগ্য। নির্ম্মল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

নৈবেদ্য—দেবতাকে নিবেদনীয় দ্রব্য। নিবেদ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

নৈশ—নিশাকালীন, রাত্রিঘটিত। নিশা+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নৈশী।

নৈষধ—১। নিষধসম্বন্ধীয়। নিষধ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। নলরাজা [নল দেখ]। সং; পু। ৩। কবি শ্রীহর্ষকৃত নলরাজার চরিতাখ্যানগ্রন্থবিশেষ। সং; ক্লী।

নৈষ্কর্ম্ম্য—সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ, নিষ্কর্ম্মা থাকা; মুক্তি; সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বেদান্তশাস্ত্রের গ্রন্থবিশেষ। নিষ্কর্ম্মার ভাব এই অর্থে নিষ্কর্ম্মন্ শব্দ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

নৈষ্কিক—রৌপ্যাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ; টাঁকশালের অধ্যক্ষ। নিষ্ক শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

নৈষ্ঠিক—১। ব্রতবিশেষে আসক্ত। নিষ্ঠা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। আজীবন যে দ্বিজ গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করে। সং।

নৈষ্ঠুর্য্য—নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, নির্দ্দয়তা। নিষ্ঠুর+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

নৈসর্গিক—স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। নিসর্গ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নৈসর্গিকী।

নৈস্ত্রিংশিক—খড়্গধারী যোদ্ধৃপুরুষ। নিস্ত্রিংশ+ষ্ণিক। সং; পু। [ড্রোণ। ব্য।

নো—নিষেধ, না, নহে। নুদ (প্রেরণ করা)+

নো—অশ্রু। ক, প্র। সং।

নো, নোয়া—লোহা, লৌহ; সধবার চিহ্নস্বরূপ মণিবন্ধের লৌহবলয়। গ্রাম্য। সং।

নোংরা—অপবিত্র, ঘৃণাজনক। দেশজ। বিণ।

নোকসান, লোকসান—ক্ষতি। গ্রাম্য। সং।

নোট—১। মন্তব্য, টীকা, টিপ্পনী; লিপি, পত্র, চিঠি, মুদ্রাসূচক কাগজখণ্ড। ইং (note)। ২। চূড়া। প্রা, ক। সং।

নোটিশ, নুটিশ—বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার। ইং (notice)। সং।

নোড়—১। ক্ষুদ্র অম্ল ফলবিশেষ; মূল্যহীন মিশ্র ধাতুবিশেষ। সং। ২। মূল্যহীন, ভুয়া অকেজো। দেশজ। বিণ।

নোড়া—শিলে বাটনা বাটিবার প্রস্তরখণ্ড। সং।

নোদন—প্রেরণ; অপসরণ; নিবারণ। নুদ (প্রেরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নোদিত—নিবারিত; প্রেরিত; অপসারিত। ণিজন্ত নুদ বা নোদি (প্রেরণ করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী নোদিতা।

নোয়া—নো (৩) দেখ।

নোর—অশ্রু, নয়নবারি। প্রা, ক। সং।

নোল—শ্লথ, শিথিল, ঢিলা। লোল শব্দজ। বিণ।

নোলক—দোদুল্যমান ক্ষুদ্র নাসাভরণবিশেষ। দেশজ। সং।

নৌ—নৌকা। নুদ+ডৌ ম্ম। সং; স্ত্রী।

নৌকা—তরিকা; তরণি, জলযান। নৌ+কণ স্বার্থে+আপ। সং; স্ত্রী। ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে ভারতীয় নৌশিল্প সম্বন্ধে বিবরণ আছে। [পু।

নৌকাদণ্ড—ক্ষেপণী, দাঁড়, লগী। ৬তৎ। সং;

নৌকাপথ—নৌকা দ্বারা গমনীয় পথ। নৌকাগম্য পথ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নৌকাযোগে—নৌকারোহণে। নৌকার যোগ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নৌকারূঢ়—নৌকায় চড়িয়াছে এরূপ। নৌকাকে বা নৌকাতে আরূঢ়, ২ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

নৌকারোহী (–রোহিন্)—নৌকায় আরোহণকারী, যে নৌকায় চড়ে বা চড়িয়াছে। নৌকা–আ–রুহ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,–রোহিণী।

নৌকাবাহক—নৌচালক, নাবিক, দাঁড়ি, মাঝি। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী,–বাহিকা।

নৌকাবিহার, নৌবিহার—নৌকায় চড়িয়া আমোদ প্রমোদ সহকারে ভ্রমণ। ৩ বা ৭তৎ। সং; পু।

নৌচালক—পোতচালনকর্ত্তা, যে নৌকা চালায়, কর্ণধার, মাঝি; নৌকাবাহক, দাঁড়ি। ৬তৎ। সং; পু।

নৌযাত্রী (–যাত্রিন্)—নৌকাযোগে গমনকারী; নৌকারোহী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী নৌযাত্রিণী।

নৌবৎ—নহবৎ। সং।

নৌবাহ—নৌকাবাহক, দাঁড়ি। নৌ (নৌকা)—বহ্ (বহা)+ণক্ ক। সং; পু।

নৌবিদ্যা—নৌকাপরিচালন বিদ্যা, নাবিকবিদ্যা। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নৌবিভাগ—রাজকীয় বা সরকারী যে কার্য্যবিভাগে নৌকা জাহাজ প্রভৃতি জলযান এবং নৌসেনার কার্য্যাবলী নির্ব্বাহিত হয়। নৌসংক্রান্ত যে বিভাগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নৌবিহার—নৌকাবিহার দেখ।

নৌব্যসন নৌ প্রভৃতি জলযান সম্বন্ধীয় বিপত্তি; পোতধ্বংস, জাহাজ ভঙ্গ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নৌসেতু—নৌকার পুল। নৌ রচিত যে সেতু, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নৌসেনা, নৌসৈন্য—নৌকাদিজলযানে যুদ্ধকারী সৈনিক দল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

নৌসেনাপতি, নৌসৈন্যাধ্যক্ষ—জলযানে যুদ্ধকারী সৈনিকদিগের প্রধান পরিচালক বা নেতা, আড্মিরাল, কাপ্তেন প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; পু।

নৌসৈনিক—১। জলযানে যুদ্ধকারী সেনাদলভুক্ত ব্যক্তি; নাবিক যোদ্ধা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। নৌসেনা-সম্বন্ধীয়। নৌসেনা+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

নৌসৈন্য—নৌসেনা দেখ।

নৌসৈন্যাধ্যক্ষ—নৌসেনাপতি দেখ। [ব্য।

ন্যক্—নীচ; নিম্ন; ঘৃণ্য। নি–অন্চ+কিপ্ ক।

ন্যক্কার—নীচকরণ, অবজ্ঞা, অসম্মান, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা; বমন, ন্যাকার। ন্যক্ (নীচ)–কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ন্যক্কারজনক—অবজ্ঞাজনক, অশ্রদ্ধেয়, ঘৃণাকর, বমনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ন্যগ্রোধ—বটবৃক্ষ; ব্যামপরিমাণ, বাঁও; শমীবৃক্ষ; বিষপর্ণী। ন্যক্ (নীচ, নিম্ন)–রুধ (রোধ করা)+অচ্ ক। সং; পু।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা—যাহার স্তনদ্বয় অতিদৃঢ়, নিতম্ব বিশাল, এবং কটিদেশ ক্ষীণ, এরূপ

রমণী। ন্যগ্রোধবৎ পরিমণ্ডল যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

ন্যয়—অপচয়; অত্যয়, নাশ। নি—অয় বা ই (গমন করা) + অল্ ভা। সং; পু।

ন্যস্ত—নিক্ষিপ্ত; নিহিত; স্থাপিত; নিসৃষ্ট; ত্যক্ত; অর্পিত; প্রেরিত; রচিত; পাতিত; বিস্তারিত। নি—অস (ক্ষেপণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ন্যস্তা।

ন্যস্তশস্ত্র—১। ত্যক্তায়ুধ, যে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। ২। পিতৃলোক। সং; পু। [প্রাদেশিক। সং।

ন্যাতা—কানি, ন্যাকড়া; ঘর নিকাইবার কানি।

ন্যাদ—আহার, ভোজন। নি—অদ (ভক্ষণ করা) + ণ ভা। সং; পু।

ন্যায়—১। যুক্তিমূলক দৃষ্টান্তবিশেষ; তর্কশাস্ত্র; যাথার্থ্য; নীতি; যুক্তি; অভিযোগ। নি—আ—ই বা অয় (গমন করা) ঘঞ্ ভা। ২। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, এই ত্রিবিধ স্বর। সং; পু। কয়েক প্রকার ন্যায় সম্বন্ধে নিম্নে লিখিত হইল।

অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়—মূর্খের উপদেশ গ্রহণ করিলে বিপন্ন হইতে হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। একদা জনৈক অন্ধ শ্বশুরালয়ে গমন করিতে করিতে পথে এক গোচারক রাখালকে বলিল—ভাই, তুমি আমাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পার? রাখাল সেই অন্ধকে তাহার শ্বশুরবাড়ীর একটা গরুর লেজ ধরাইয়া দিয়া বলিল—এই গরুর সঙ্গে যাও, লেজ ছাড়িও না, এ তোমাকে অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে। অন্ধ তাহাতেই সম্মত হইয়া গরুর লেজ ধরিয়া চলিল। লেজে টান পড়ায় গরু ছুটিতে লাগিল। তাহাতে অন্ধ কণ্টকবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া গরুর সহিত গোস্বামীর গৃহে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইল। শ্বশুরবাটীর লোকেরা অন্ধকে চোর জ্ঞানে যথেষ্ট প্রহার করিল।

অন্ধপঙ্গু ন্যায়—উভয়সংযোগে ক্রিয়াসিদ্ধি, ইহাই তাৎপর্য্য। কোন অন্ধকে এবং কোন পঙ্গুকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। অন্ধ দৃষ্টিহীনতা বশতঃ এবং খঞ্জ পদাভাব প্রযুক্ত গমনে অক্ষম। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে উঠিলে তৎপ্রদর্শিত পথে অন্ধ চলিতে লাগিল। ইহাতে উভয়ের সাহায্যে উভয়ে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল।

অন্ধপরম্পরা ন্যায়—শ্রেণীবদ্ধভাবে গমনকারী অন্ধদিগের মধ্যে যদি একজন গর্ত্তে পড়ে, তবে সকলেই পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া সেই গর্ত্তে পড়িয়া যায়।

অন্ধহস্তি-ন্যায়—কতকগুলি অন্ধ একটা বন্ধ হস্তীর আকার নিরূপণ করিতেছিল। তাহাদের কেহ হস্তীর পাদ স্পর্শ করিয়া বলিল, হস্তীর আকার স্তম্ভের ন্যায়। কেহ কর্ণ স্পর্শ করিয়া বলিল, না, হস্তীর আকার কুলার মত। কেহ পুচ্ছ স্পর্শ করিয়া বলিল, না, হস্তী গরুর লেজের মত। কেহ শুণ্ড স্পর্শ করিয়া বলিল, না, হস্তী সাপের মত, ইত্যাদি। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কোন বিষয়ের একদেশ মাত্র জানিয়াই তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়—বাদী ও প্রতিবাদিগণের মতের কিয়দংশ গ্রহণ করা ও কিয়দংশ ত্যাগ করাকে অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় বলে। জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুরবস্থায় পতিত হইয়া আপনার গাভীটীকে হাটে বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, মানুষ প্রাচীন হইলে যেমন তাহার জ্ঞানাধিক্য হেতু অধিক মূল্য হয়, গরুর সম্বন্ধেও তাহাই হইবে। এইরূপ বিবেচনায় ব্রাহ্মণ ক্রেতাদিগের নিকট গাভীটীকে প্রাচীনা বলিলেন। তাহা শুনিয়া ক্রেতারা গাভী লইতে সম্মত হইল না। ব্রাহ্মণ প্রতি হাটেই গরু লইয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন। শেষে জনৈক বুদ্ধিমান্ লোক সমস্ত শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিল, আপনি গাভীটীকে তরুণী বলিবেন, তবে বিক্রয় হইবে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, আমি একবার ইহাকে প্রাচীনা বলিয়াছি, আবার কিরূপে তরুণী কহিব? তবে গাভীটা আস্যাংশে জরতী (প্রাচীনা), এবং শরীরাংশে তরুণী, সুতরাং ইহাকে অর্দ্ধজরতী কহিব। পরে এক ক্রেতা আসিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার এই গাভীটা অর্দ্ধজরতী। বুদ্ধিমান্ ক্রেতা ব্রাহ্মণকে বিষয়বুদ্ধিহীন বুঝিয়া মূল্য দিয়া গাভীটা লইয়া গেল।

উষ্ট্রকণ্টকভোজন ন্যায়—উষ্ট্র যেরূপ শমীকণ্টকে ক্ষত হইয়া বহু দুঃখ সহন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুখকর সপত্র শমীকণ্টক ভক্ষণ করে সেইরূপ মানব সংসারে কিঞ্চিৎ সুখলাভের আশায় বিবিধ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে।

কদম্বগোলক ন্যায়—বর্ত্তুলাকার কদম্ব পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহার গাত্রস্থ কেশরসমূহ সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং উহা প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত বর্ত্তুলাকৃতিই থাকে। এইরূপ কোন বস্তু বা বিষয় এক ভাবাপন্ন হইয়া উদ্ভূত অথবা অপরিবর্ত্তিত ভাবে অবস্থিত হইলে তাহাকে কদম্বগোলক ন্যায় কহে।

করকঙ্কণ ন্যায়—কঙ্কণ বলিলেই হস্তাভরণ বুঝায়, তথাপি তাহার পূর্ব্বে কর শব্দ যোগ করিয়া করকঙ্কণ বলিলে হস্তসংলগ্ন কঙ্কণ বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ কোন শব্দের অভিধা শক্তি দ্বারা অর্থ প্রতীয়মান হইলেও পুনরায় কোন বিশিষ্ট অর্থগ্রহের উদ্দেশ্যে তাহাকে তদনুরূপ শব্দের সহিত যোগ করিলে করকঙ্কণ ন্যায় হইয়া থাকে।

কাকতালীয় ন্যায়—তালগাছে পাকা তাল রহিয়াছে। একটা কাক তাহার নিকট দিয়া যেমন উড়িয়া গেল, আর তৎসমকালেই পাকা তালটী পড়িয়া গেল। লোকে ভাবিল, কাকই তালটীকে ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এইরূপে প্রকৃত কারণ না হইলেও কোন বিষয়কে কোন কার্য্যের কারণরূপে প্রতীতি হইলে তাহাকে কাকতালীয় ন্যায় কহে।

কাকাক্ষিগোলক ন্যায়—যেমন কাকের একটী চক্ষুগোলক দ্বারা উভয় চক্ষুর কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেইরূপ এক বিষয় দ্বারা দুইটী কার্য্য সিদ্ধ হইলে তাহা কাকাক্ষিগোলক ন্যায়ের বিষয় হয়।

কূর্ম্মাঙ্গন্যায়—কূর্ম্ম আপনার ইচ্ছামত নিজ অঙ্গ সমুদায়কে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করে। তদ্রূপ বিষয়কে কূর্ম্মাঙ্গ ন্যায় বলা যায়।

কৈমুতিক ন্যায়—একের কার্য্য দর্শনে অপরের কার্য্য সম্ভাবনাকে কৈমুতিক ন্যায় কহে। যেমন, দুর্ব্বল ব্যক্তি যে ভার বহন করিতে পারে, সবল ব্যক্তি কি সে ভার বহন করিতে পারিবে না? অবশ্যই পারিবে।

খলেকপোত ন্যায়—শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ, সকল কপোতই যেমন এককালে খলে (খামারে) গিয়া পড়ে, সেইরূপ সমুদায় পদার্থ এককালে পরস্পর অন্বয়যুক্ত হইলে খলেকপোত ন্যায়ের বিষয় হইয়া থাকে।

গঙ্গাস্রোতোন্যায়—গঙ্গার স্রোতের ন্যায় একাদিক্রমে চলিত কার্য্যকে গঙ্গাস্রোতোন্যায় কহে।

গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়—মেষের দলের মধ্যে একটী মেষ জলে নামিলেই সকল মেষ তাহার পশ্চাৎ জলে নামিয়া পড়ে। এইরূপ একজনকে কোন কার্য্য করিতে দেখিলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া অপরের সেইরূপ করাকে গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায় বলে।

গতানুগতিক ন্যায়—ইহাও গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়ের অনুরূপ। একজনকে কোন কার্য্য করিতে দেখিয়া বিচারশূন্য হইয়া তদ্রূপ করা।

জনৈক বহুদর্শী পণ্ডিত গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতেন। তথায় আরও বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ স্নান করিতেন। একদা পূর্ব্বোক্ত

চণ্ডালগৃহ। পচ (পাক করা)+কণ, কণ অধি। সং; পু।

পক্তি—পাক; গৌরব। পচ (পাক করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পক্ত্রিম—পক্ব। পচ+ত্রিমক্ ক। বিণ; ত্রি।

পক্ব—পরিণত, পাকা; পাকনিষ্পন্ন, রন্ধিত, রাঁধা; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত; সিদ্ধ; দৃঢ়; বিনাশোন্মুখ। পচ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পক্বকেশ—১। পাকা চুল। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। পাকাচুলবিশিষ্ট, যাহার চুল পাকিয়াছে এরূপ। পক্ব কেশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পক্বকেশা।

পক্বণ—পক্কণ দেখ।

পক্বান্ন—১। পাক করা অন্ন বা খাদ্য। (সাধারণতঃ লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতিকে পক্বান্ন কহে)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। এক রকম শক্ত মিঠাই। দেশজ। সং।

পক্ষ—মাসার্দ্ধ; প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথি পরিমিত কাল; পাখীর পাখা; বাণের পাখা; সহায়; সখা; যুগ্ম; পিচ্ছ; পার্শ্ব; পার্শ্বগৃহ; চুল্লী; রুক্; (কেশাদি শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) গুচ্ছ। পক্ষ+অন্ ক। সং; পু।

পক্ষক—পার্শ্ব; পার্শ্বদ্বার, খিড়কী দরজা; সহায়। পক্ষ শব্দ+কণ্। সং; পু।

পক্ষচর—বন্যচর, চক্রবাক; অনুচর; চন্দ্র; হস্তী। পক্ষ শব্দ—চর (ভ্রমণ করা)+অন্ ক। সং; পু। [সং; পু।

পক্ষচ্ছেদ—পাখা ছেদন, ডানা কাটা। ৬তৎ।

পক্ষতা—পক্ষধর্ম্ম; সাধ্যবত্তা; অনুমান। পক্ষ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পক্ষতি—পক্ষমূল; প্রতিপৎ। পক্ষ শব্দ+তি মূলার্থে। সং; স্ত্রী।

পক্ষদ্বার—পার্শ্বদ্বার, খিড়কী দরজা। পক্ষের (পার্শ্বের) দ্বার, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পক্ষধর মিশ্র—মিথিলাবাসী একজন অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক পণ্ডিত। ইনি এত অধিকসংখ্যক ছাত্রকে ভোজ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক বিদ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা দিতেন যে, ইঁহার বিদ্যালয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি ইঁহার নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রচার করেন।

পক্ষপাত—১। পক্ষের পতন। ৬তৎ। ২। এক পক্ষে পতন, একদিকে টান; অনুগ্রহ; স্নেহ; আসক্তি। ৭তৎ। সং; পু।

পক্ষপাতিতা,—ত্ব—এক পক্ষে পতন বা চলিয়া পড়া, পক্ষবিশেষকে অবধা অনুগ্রহপ্রদর্শন, পক্ষপাত (partiality)। পক্ষপাতিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

পক্ষপাতী (—পাতিন্)—একপক্ষে পতনশীল, যে একদিক্ টানিয়া কথা বলে বা কাজ করে; অনুগ্রাহক; পক্ষ দ্বারা পতনশীল। পক্ষপাত আছে ইহার এই অর্থে পক্ষপাত+ইন্; কিংবা পক্ষে বা পক্ষদ্বারা পড়ে যে এই বাক্যে উপ, পক্ষ—পত (পড়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পক্ষপাতিনী।

পক্ষপালি, পক্ষপালী—পক্ষপ্রান্ত; খড়কিকা, খিড়কি দরজা। ৬তৎ। সং; পু।

পক্ষসমর্থন—পক্ষপোষকতা, সহায়তা, একপক্ষে আনুকূল্য করা; কাহারও অনুকূলে কথা বলা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পক্ষাঘাত—রোগবিশেষ, এক প্রকার বাতব্যাধি, ইহাতে দেহের এক পার্শ্ব বা হস্তপদাদি অবশ হইয়া যায়। পক্ষে (একপার্শ্বে) আঘাত, ৭তৎ। সং; পু।

পক্ষান্ত অমাবস্যা; পূর্ণিমা। ৬তৎ। সং; পু।

পক্ষান্তর—অপর পক্ষ। অন্য যে পক্ষ, নিত্য। সং; ক্লী। [স্বপক্ষ, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

পক্ষাপক্ষ—স্বপক্ষ ও বিপক্ষ, দলাদলি। পক্ষ ও

পক্ষালু—পক্ষী। পক্ষ+আলু অস্ত্যর্থে। সং; পু।

পক্ষিণী—১। পক্ষবিশিষ্টা। পক্ষী দেখ; পক্ষিন্+ঈপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। স্ত্রী পক্ষী; বর্ত্তমান ও আগামি-দিনযুক্তা রাত্রি; পূর্ণিমা। পক্ষ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পক্ষিনীড়—পাখীর বাসা। ৬তৎ। সং; পু।

পক্ষিরাজ—১। গরুড়। পক্ষিগণের রাজা, ৬তৎ। সং; পু। ২। অলীক পক্ষবিশিষ্ট ঘোটক। দেশজ। সং।

পক্ষিলস্বামী—বাৎস্যায়ন; মল্লনাগ; ন্যায়ভাষ্যকার। সং; পু।

পক্ষিশালা—চিড়িয়াখানা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পক্ষী (পক্ষিন্)—১। পক্ষবিশিষ্ট, যাহার পাখা বা পাখনা আছে। পক্ষ+ইন্ আছে অর্থে। স্ত্রী পক্ষিণী। ২। বিহঙ্গ, পাখী; বাণ। সং; পু।

পক্ষোদ্গম—পক্ষের উদয়, ডানার উৎপত্তি। ৬তৎ। সং; পু।

পক্ষোদ্ভেদ—পক্ষোদ্গম। ৬তৎ। সং; পু।

পক্ষ্ম—নেত্রলোম; লোম; পাখীর পাখা, পালক; সূক্ষ্মাংশ; পুষ্পকেশর; সূত্রাদির অগ্রভাগ। পক্ষ (পরিগ্রহ করা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

পখাণ, পখান—পাষাণ। প্রা, ক।

পখাল—প্রক্ষালন কর। প্রা, ক। ক্রি।

পগাড়, পগার—জলনালী প্রভৃতির উচ্চ পার; খাত, খানা, নালা। প্রাদে। সং।

পঙ্ক—কর্দ্দম, পাঁক; পাপ। পনচ (বিস্তৃত হওয়া)+ঘঞ্ ক। সং, পু বা ক্লী।

পঙ্কগড়ক—পাঁকালমাছ। পঙ্কস্থিত গড়ক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পঙ্কজ—১। কর্দ্দমজাত। পঙ্কে জন্মে যে, উপ; পঙ্ক—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পঙ্কজা। ২। পদ্ম। সং; ক্লী। ৩। সারস পক্ষী। সং; পু।

পঙ্কজন্ম (—জন্মন্)—পদ্ম। বহু। সং; ক্লী।

পঙ্কজন্মা (—জন্মন্)—১। কর্দ্দমজাত। পঙ্ক হইতে জন্ম (জন্মন্) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। সারস পক্ষী। সং; পু।

পঙ্কজিনী—পদ্মিনী; পুষ্করিণী। পঙ্কজ শব্দ+ইন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পঙ্কপ্রক্ষালন ন্যায়—ন্যায় দেখ।

পঙ্কপ্রভা—কর্দ্দমযুক্ত নরকবিশেষ। সং; স্ত্রী।

পঙ্করুহ—পদ্ম। উপ; পঙ্ক—রুহ (জন্মা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

পঙ্কশূরণ—পদ্মাদির মূল; শালুক। পঙ্কজাত শূরণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পঙ্কিল—পঙ্কবিশিষ্ট; সকর্দ্দম। পঙ্ক+ইল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পঙ্কিলা।

পঙ্কেরুহ—পদ্ম। অলুক্ উপ; পঙ্কে—রুহ+অন্ ক। সং; ক্লী।

পঙ্ক্তি—শ্রেণী; সারি (Line); পৃথিবী; ১০ সংখ্যা; পঞ্চাক্ষর ও দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। পনচ (বিস্তৃত করা)+ক্তি ক। সং; স্ত্রী।

পঙ্ক্তিপাবন—ভোজন ও ধর্ম্মকার্য্যাদিতে পংক্তি পবিত্রকর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; পংক্তির শোভাবর্দ্ধক। পংক্তি পূ+অন ক। সং।

পঙ্ক্তিভোজন—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহু ব্যক্তির একত্রে ভোজন। ৭তৎ। সং; ক্লী।

পঙ্গপাল—পতঙ্গবিশেষ, একজাতীয় ফড়িং। ইহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে, এবং এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ দলবদ্ধ হইয়া উড়িয়া বেড়ায়। এইরূপে উড়িতে উড়িতে ইহারা যে স্থানে বসে, সেখানকার শস্যাদি সমস্ত খাইয়া ফেলে। দেশজ।

পঙ্গু—১। জঙ্ঘার বৈকল্যপ্রযুক্ত চলনে অক্ষম, পদবিকল, খঞ্জ, খোঁড়া। খনজ+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। শনিগ্রহ। সং; পু।

পঙ্গুল—শ্বেত ঘোটক। পঙ্গু+ল সাদৃশ্যার্থে। সং; পু। [+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

পচ—পাচক; পাককর্ত্তা। পচ (পাক করা)

পচত—অগ্নি; সূর্য্য। পচ (পাক করা)+অতচ্ ক। সং; পু।

পচৎ (পচৎ)—পাককর্ত্তা। পচ+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পচন্তী।

পচন—১। পাককারী। পচ+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পচনা। ২। অগ্নি। সং; পু। ৩। পাক; রন্ধন। পচ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। পচিয়া যাওয়া। দেশজ।

পচমান—পাককর্ত্তা। পচ+শান ক। বিণ; ত্রি।

পচা—১। পাচিকা। পচ দেখ; পচ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পচন, পাক। পচ (পাক করা)+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। বিকৃত, গলিত, দূষিত। বিণ। ৪। গলিত বা দূষিত হওয়া, গলিয়া বা রসিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি। [সং।

পচাই—চাউল পচাইয়া যে মদ হয়। দেশজ।

পচেলিম—১। স্বয়ং পক্ব। পচ (পাক করা)+কেলিম, র্ম্ম ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পচেলিমা। ২। অগ্নি; সূর্য্য। সং; পু।

পচেলুক—পাককর্ত্তা, পাচক। পচ (পাক করা)+এলুক ক। সং; পু।

পজ্জ—শূদ্র [কথিত আছে যে, ব্রহ্মার পাদ হইতে শূদ্রের জন্ম]। পদ্ (পা)—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

পজ্ঝটিকা—ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

পঞ্চ (পঞ্চন্)—১। পাঁচ, ৫। পনচ (বিস্তৃত হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। বা সং; পু। ২। পাঁচজনের বৈঠক বা মজলিস, সভা। হিন্দী। সং।

পঞ্চক—১। পাঁচ সংখ্যা; পঞ্চসমূহ। পঞ্চন্ শব্দ+কণ্। সং; ক্লী। ২। পঞ্চসম্বন্ধীয়; পঞ্চপরিমিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পঞ্চকা।

পঞ্চকপাল—যাগবিশেষ। পঞ্চ কপাল (ঘটাদির খণ্ডাংশ) আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

পঞ্চকষায়—জম্বু, শাল্মলি, বাট্যাল, বকুল, বদর, এই পঞ্চ। সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

পঞ্চকোল—পাচনবিশেষ,—চৈ, চিতা, পিপুল, পিপুলের মূল, শুঁঠ, এই পাঁচ। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চকোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এই পাঁচ কোষ। সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

পঞ্চক্রোশী—দৈর্ঘ্য বিস্তারে পঞ্চক্রোশব্যাপিনী কাশী। পঞ্চ ক্রোশ আছে যাহাতে (যে স্ত্রীতে), বহু। সং; স্ত্রী।

পঞ্চগঙ্গা—ভাগীরথী, গোতমী, কৃষ্ণবেণ্ণা, পিনাকিনী, কাবেরী, এই পাঁচ নদী; কাশীস্থ তীর্থবিশেষ। সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

পঞ্চগব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র, এই পাঁচ। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চগুপ্ত—কচ্ছপ; চার্ব্বাকদর্শন। পঞ্চ (পাঁচ অঙ্গ) গুপ্ত যাহার, বহু। সং; পু।

পঞ্চচামর—ষোড়শাক্ষরপাদছন্দোবিশেষ। সং।

পঞ্চজন—১। পঞ্চভূতজন্ত (মনুষ্যাদি)। পঞ্চন (পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চভূত)—জন (জন্মা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মনুষ্য। ৩। জনৈক অসুর। হিরণ্যকশিপু-পুত্র সংহ্রাদের ঔরসে কৃতুর গর্ভে ইহার জন্ম। এই অসুর শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া সাগরগর্ভে বাস করিত। সান্দীপনী মুনির পুত্র যৎকালে প্রভাসতীর্থে স্নান করেন, তৎকালে অসুর তাঁহাকে হরণ করে। কৃষ্ণ সান্দীপনী মুনির নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবার সময়ে সান্দীপনী নিজ পুত্রের উদ্ধার কামনা করেন। অতঃপর কৃষ্ণ অসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণবধ করেন। এই পঞ্চজন অসুরের অস্থি হইতে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ নির্ম্মিত হয়। সং; পু।

পঞ্চতত্ত্ব—(তন্ত্রমতে) পঞ্চ মকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পাঁচ; (বৈষ্ণবমতে) গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব, এই পাঁচ; (সাংখ্যমতে) ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচ। দ্বিগু। সং; ক্লী। [সং; পু।

পঞ্চতন্ত্র—বিষ্ণুশর্ম্ম-প্রণীত নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

পঞ্চতন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, আকাশাদি। দ্বিগু। সং; ক্লী। [তপঃ যাহার, বহু। সং; পু।

পঞ্চতপাঃ—পঞ্চাগ্নি মধ্যে তপস্বী। পঞ্চ (পাঁচ)

পঞ্চতা—পঞ্চত্ব (সকল অর্থে)। পঞ্চন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

পঞ্চতিক্ত—নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, কণ্টকারী, এই পাঁচ তিক্ত পদার্থ। দ্বিগু। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

পঞ্চত্ব—পাঁচের ভাব; মৃত্যু। পঞ্চন্+ত্ব।

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত—মৃত। পঞ্চত্বকে প্রাপ্ত, ২তৎ। [ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতের সমবায়ে দেহ নির্ম্মিত; যখন দেহের সেই পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হয়, তখনই জীব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত অর্থাৎ মৃত হয়]। বিণ; ত্রি।

পঞ্চত্বপ্রাপ্তি—মৃত্যু। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পঞ্চদশ—১৫ এই সংখ্যার পূরণ। পঞ্চদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পঞ্চদশী।

পঞ্চদশ (-দশন্)—পনর, ১৫। পঞ্চ দ্বারা অধিক যে দশ (দশন্), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ। সংস্কৃত মতে বহুবচন।

পঞ্চদশী—১। পঞ্চদশ (১) দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মাধবাচার্য্য-প্রণীত বেদান্ত গ্রন্থবিশেষ; পূর্ণিমা; অমাবস্যা; পঞ্চদশবর্ষবয়স্কা কিশোরী। সং; স্ত্রী।

পঞ্চদেবতা—সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু, এই পঞ্চ দেব। কেহ কেহ শিবাদি পঞ্চদেবতা বলেন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পঞ্চধা—পাঁচপ্রকার, পাঁচবার। পঞ্চন্+ধাচ্ প্রকারার্থে। বা।

পঞ্চনখ—১। পাঁচ নখযুক্ত (শশক, শল্লকী, গোধা, গণ্ডার, কূর্ম্ম)। বহু। বিণ; ত্রি। ২। হস্তী; ব্যাঘ্র। সং; পু।

পঞ্চনদ—১। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, এই পঞ্চনদীযুক্ত দেশ, পঞ্জাব দেশ। পঞ্চ (পাঁচ) নদ আছে যেখানে, বহু। সং; পু। ২। কিরণা, ধূতপাপা, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, এই পাঁচ। পঞ্চ নদীর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চনী—পাশা ও দাবা খেলিবার ছক। পঞ্চন্—নী+ক্বিপ্ অ'ধ। সং; স্ত্রী।

পঞ্চনীরাজন—প্রদীপ, পদ্ম, বসন, আম্র বা তাম্বুলপত্র, এবং চতুর্ব্বিধ দ্রব্য দ্বারা দেবতার আরতি করিয়া পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। পঞ্চ দ্বারা নীরাজন, ৩তৎ। সং; ক্লী।

পঞ্চপল্লব—আম্র, অশ্বত্থ, বট, প্লক্ষ, যজ্ঞডুম্বুর, এই পঞ্চ পল্লব; (মতান্তরে) পনস, আম্র, অশ্বত্থ, বট, বকুল এই পঞ্চ পল্লব। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চপাত্র—১। শ্রাদ্ধবিশেষ, এই শ্রাদ্ধে দেবপক্ষে দুই এবং পিতৃপক্ষে তিনপুরুষ শ্রাদ্ধার্হ বলিয়া ইহা পঞ্চপাত্র শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত হয়। পঞ্চ (পাঁচ) পাত্র যাহার, বহু। ২। একপ্রকার পূজার পাত্র পঞ্চ পাত্র আছে যাহাতে, বহু। ৩। পাঁচপাত্র। দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চপিতা (-পিতৃ)—জনক, উপনেতা, শ্বশুর, অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, এই পাঁচ প্রকার পিতা। কর্ম্মধা। সং; পু।

পঞ্চপ্রদীপ—আরাত্রিক করণের নিমিত্ত একাধার নির্ম্মিত পঞ্চমুখ পাঁচটি প্রদীপ। কর্ম্মধা। সং; পু।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু। [প্রাণ বায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহ্যে, সমান বায়ু নাভিদেশে, উদান বায়ু কণ্ঠে, এবং ব্যান বায়ু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অবস্থান করে। প্রাণ বায়ু দ্বারা রক্ত চালিত হয়। অপান বায়ু দ্বারা প্রাণ বায়ুর সহায়তায় আহার্য্য চালিত হয়। উদান বায়ু দ্বারা উদ্গার ও শ্বাসাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। সমান বায়ু দ্বারা পাক কার্য্য হয়। ব্যান বায়ু দ্বারা দেহ রক্ষিত হয়]। কর্ম্মধা। সং; পু।

পঞ্চভদ্র—১। পাচনবিশেষ। বহু। সং; ক্লী। ২। হৃদয়, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয় ও মুখে আবর্ত্তযুক্ত অশ্ব। সং; পু।

পঞ্চভুজ—১। পাঁচ বাহুবিশিষ্ট; পাঁচ রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পঞ্চ (পাঁচ) ভুজ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পঞ্চ রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ ক্ষেত্র। সং; ক্লী।

পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচ পদার্থ। দ্বিগু। সং; ক্লী। [অহঙ্কার হইতে আকাশের উৎপত্তি; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর

গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; অগ্নির গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; পৃথিবীর গুণ শব্দ,স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ]।

পঞ্চভূতময়—পঞ্চভূতাত্মক, আকাশাদি পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। পঞ্চভূত দেখ ; পঞ্চভূত+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

পঞ্চভূতাত্মক—পঞ্চভূতময় (তাহা দেখ)। পঞ্চভূত আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ত্মিকা।

পঞ্চম—১। পাঁচ (৫) সংখ্যার পূরণ। পঞ্চন্ শব্দ+মট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পঞ্চমী। ২। অত্যুচ্চ স্বরবিশেষ [সপ্তস্বর দেখ] ; রাগবিশেষ। সং ; পু।

পঞ্চমকার—মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পাঁচ। সং ; ক্লী। [তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকার সাধনের প্রক্রিয়া এইরূপ ;—ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত পান মদ্যসাধন। রসনার নাম মা, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্যকে ভোজন করা (মৌনাবলম্বন) মাংসসাধন। গঙ্গা ও যমুনা শব্দ বাচ্য ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে বিচরণকারী নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপ মৎস্যদ্বয়কে রেচক,পূরক ও কুম্ভক দ্বারা নিরোধ করিয়া প্রাণায়াম করাকে মৎস্যসাধন বলে। শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা-মধ্যস্থ পারদসদৃশ বিশুদ্ধ আত্মার জ্ঞান মুদ্রাসাধন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগকে মৈথুনসাধন বলে ; স্ত্রীপুরুষ সংযোগের ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগরূপ মৈথুনে সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মিয়া থাকে।

আর এক সম্প্রদায় মৎস্যমাংসসহকারে প্রকৃত সুরা দ্বারা শক্তি অর্চনাপূর্ব্বক স্বয়ং উহা পানভোজন করেন, এবং ষোড়শী কুমারীকে লইয়া তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পঞ্চমকার সাধন করিয়া থাকেন]।

পঞ্চমরাগ—পঞ্চমস্বর [স্বর সাতটি, ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ ; এই কয়েকটির মধ্যে কোকিলের স্বর পঞ্চমস্বরতুল্য]। সং ; পু।

পঞ্চমস্বর—পঞ্চমরাগ দেখ।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—গৃহস্থের কর্ত্তব্য পাঁচ প্রকার নিত্যকর্ম্ম ; বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি ও অতিথিপূজা, এই পাঁচ। পঞ্চ যে মহাযজ্ঞ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পঞ্চমাস্য—১। পঞ্চমস্বরভাষী, কোকিল। পঞ্চম (স্বরবিশেষ) আস্যে (মুখে) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। পঞ্চমাসজাত ; পঞ্চমাসে করণীয়। পঞ্চমাস+য্য। বিণ ; ত্রি।

পঞ্চমী—১। পাঁচ সংখ্যার পূরিকা। পঞ্চম+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পর পঞ্চম তিথি ; দ্রৌপদী। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চমুখ—১। পাঁচমুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পঞ্চানন, শিব। পঞ্চ (পাঁচ) মুখ যাঁহার, বহু। ৩। পঞ্চবদনবিশিষ্ট, পাঁচমুখো ; অতিভাষী, বাগ্মী, বাচাল। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী। ৪। সিংহ। পন্‌চ (বিস্তৃত হওয়া)+অন্ ক=পঞ্চ (বিস্তৃত) ; পঞ্চ (বিস্তৃত) মুখ যাহার, বহু। সং ; পু।

পঞ্চমুদ্রা—আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সম্বোধনী, সম্মুখীকরণী, পূজাকালে এই পাঁচ মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চমূল—পাঁচটী মূলের সমষ্টি, পাচনবিশেষ। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চমূলী—স্বল্প পঞ্চমূল পাচন। পঞ্চমূল+ঈপ্ অল্পার্থে। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, এই পাঁচ। দ্বিগু। সং ; পু। [বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মযজ্ঞ ; অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ ; হোমকার্য্য দৈবযজ্ঞ ; তর্পণ পিতৃযজ্ঞ এবং বলি ভূতযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থের প্রত্যহ অবশ্য করণীয় কার্য্য ; ইহা দ্বারা গৃহস্থ পঞ্চসূনা পাপ হইতে মুক্ত হয়। সাধ্যানুসারে এই পঞ্চযজ্ঞ সম্পাদন করিতে না পারিলে অতিথিসেবা ও গোসেবা করিতে হয়, তাহাও না করিলে পাপভাগী হইতে হয়]।

পঞ্চরত্ন—হীরক, মুক্তা, পদ্মরাগ, স্বর্ণ, বিদ্রুম, এই পাঁচ। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চরসা—আমলকী। বহু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চরাত্র—১। পাঁচ রাত্রি। পঞ্চ রাত্রির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। ২। বৈষ্ণব আগম বা বৈষ্ণব গ্রন্থবিশেষ। পঞ্চ রাত্র (জ্ঞানবচন) আছে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

পঞ্চলক্ষণ—পুরাণ, যাহাতে সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবর্ণনা, মন্বন্তর এবং মনুর বংশের বর্ণন থাকে। পঞ্চ (সৃষ্ট্যাদি পাঁচ) লক্ষণ আছে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

পঞ্চলক্ষী—নব্যন্যায়ের গ্রন্থবিশেষ। পঞ্চ লক্ষণ আছে যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চলবণ—কাচ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট ও সৌবর্চ্চল, এই পাঁচ প্রকার লবণ। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চলৌহক—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, সীসক, এই পাঁচ ধাতু। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চবক্ত্র—পঞ্চানন, শিব ; সিংহ ; রুদ্রাক্ষ। বহু [পঞ্চমুখ দেখ]। সং ; পু।

পঞ্চবটী—১। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক, আমলকী, এই বৃক্ষপঞ্চক। পঞ্চ বটের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। ২। দণ্ডকারণ্যস্থ বনবিশেষ, অধুনা তাহা জনপদে পরিণত হইয়া "নাসিক" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চবট আছে যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চবর্ণ—পাঁচবর্ণবিশিষ্ট তণ্ডুলচূর্ণ ; পঞ্চরঙের গুঁড়ি। পঞ্চ বর্ণ যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

পঞ্চবল্কল—ন্যগ্রোধ, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বেতস—এই পাঁচ গাছের বাকল। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চবাণ, পঞ্চশর—১। পাঁচবাণবিশিষ্ট। পঞ্চ বাণ বা শর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বাণা,—শরা। ২। কামদেব,কন্দর্প। [কন্দর্পের পাঁচ বাণের নাম—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন ; অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা, রক্তোৎপল, এই পাঁচটিও কামের শর বলিয়া কথিত হয়]। সং ; পু। ৩। ঐ পাঁচ বাণের সমষ্টি। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চশস্য—পাঁচপ্রকার শস্য,—ধান্য, মুদ্গ, মাষ, যব, তিল (কিংবা শ্বেতসর্ষপ)। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চশাখ—১। পঞ্চশাখাযুক্ত। পঞ্চ শাখা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—শাখা। ২। হস্ত [অঙ্গুলিগুলি হস্তের শাখাস্বরূপ]। সং ; পু। ৩। পাঁচ শাখার সমষ্টি। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চশিখ—১। জনৈক মুনি। সাংখ্য-দর্শনের গ্রন্থ-প্রণেতা ; মতান্তরে ব্রহ্মার মানসপুত্র ; দর্শনের ব্যাস ভাষ্যে ইঁহার অনেক সূত্র উদ্ধৃত আছে। ধর্ম্মরাজের ঔরসে হিংসার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। তপশ্চরণ দ্বারা ইনি মোক্ষপদ প্রাপ্তির জ্ঞানলাভ করেন। একদা ইনি মিথিলায় জনকের সকাশে গমন করিলে, তিনি ইঁহাকে আচার্য্যের পদে বরণ করেন। মুনিবর মিথিলায় থাকিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করেন। সং ; পু। ২। পঞ্চশিখাবিশিষ্ট। পঞ্চ শিখা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পঞ্চসুগন্ধক—পাঁচপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ; কর্পূর, কঙ্কোল, লবঙ্গ, গুবাক, জাতিফল। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চসূনা—গৃহস্থের গৃহস্থিত পাঁচপ্রকার বধস্থান ; —উনন, শিল-নোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকির গড়, কলসীপিঁড়ি। [এই পাঁচস্থানে গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে পিপীলিকাদি প্রাণিহত্যা হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য পাতকসঞ্চার হয়। পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা গৃহস্থের এই পাপের ক্ষয় হয়]। দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চাইৎ, পঞ্চায়ৎ, পঞ্চায়েৎ—সামাজিক আলোচনার জন্য পাঁচজনের মজলিস ; (অধুনা) গ্রাম্য সমিতি বা তাহার সদস্য। হিন্দীমূলক। সং।

পঞ্চাগ্নি—১। তপস্বিবিশেষ। পঞ্চ অগ্নি যাহার, বহু। সং ; পু। একবচন। ২। চতুর্দ্দিকে অগ্নি ও উপরে সূর্য্য, এই পাঁচ ; দক্ষিণ,

গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য, আবসথ্য, এই পাঁচ অগ্নি। দ্বিগু। সং ; পু। বহুবচন। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত দিব্, পর্জ্জন্য, ধরা, অমর, গোষিদ্ ; ইহাকেও পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বলে।

পঞ্চাঙ্ক—পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট (নাটক)। পঞ্চ অঙ্ক যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

পঞ্চাঙ্গ—১। পাঁচটি অবয়ব। পঞ্চ অঙ্গ, দ্বিগু। ২। সহায়, সাধনোপায়, দেশকালবিভাগ, বিপত্তিপ্রতীকার, সিদ্ধি, রাজ্যের এই পাঁচ অঙ্গ ; বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, এই পাঁচ ; বৃক্ষের মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প, ফল, এই পাঁচ ; জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, বিপ্রভোজন, এই পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ ; পদদ্বয়, করদ্বয় ও মস্তক, এই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। অশৌচান্ত শ্রাদ্ধে—বিলক্ষণাশয্যা, কাঞ্চনপুরুষ, দ্বিজদম্পতি পূজা, কপিলাদান, বৃষোৎসর্গ। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী। ৩। কচ্ছপ। পঞ্চ (পাঁচ) অঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

পঞ্চাঙ্গুল—১। পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত। পঞ্চ অঙ্গুল পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পঞ্চাঙ্গুলা। ২। এরণ্ড বৃক্ষ। পঞ্চ (পাঁচ) অঙ্গুল (অঙ্গুলিবৎ চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

পঞ্চাঙ্গুলি—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই পাঁচটী অঙ্গুলি। সমাহার দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চানন, পঞ্চাস্য—শিব ; সিংহ [পঞ্চমুখ দেখ]। পঞ্চ আনন বা আস্য যাহার, বহু। সং ; পু।

পঞ্চানন তর্করত্ন—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ভট্টপল্লী নামক গ্রামে ১২৭৩ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নন্দলাল বিদ্যারত্ন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ১২৭৭ সালে পঞ্চাননের বিদ্যারম্ভ হয়। ইঁহার এমনই অসাধারণ শক্তি যে, ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ব্যাকরণ পাঠের সময় একটী সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন। নবম বর্ষ বয়সে ইনি মাতাপিতৃহীন হইয়া কনিষ্ঠ খুল্লতাতপত্নীর নিকট প্রতিপালিত হন। ইনি অনেক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি অনায়াসে সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ১২৮৭ সালে ইঁহার প্রথম বিবাহ ও ১২৮৯ সালে পত্নীবিয়োগ হয়। ১২৯০ সালে ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ১২৯৩ সাল হইতে ইনি বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অধিকাংশই ইঁহার দ্বারা অনুবাদিত। ইনি সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর পূর্ণিমা টীকা, দ্বৈতোক্তি রত্নমালা, অমরমঙ্গল, ধর্ম্মসিদ্ধান্ত, ও দেবীমাহাত্ম্যভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি সদাচারসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত। ইনি কিছুদিন বঙ্গবাসী কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ১২৯৬ সালে ইনি নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। ভট্টপল্লী পরীক্ষাসমাজ ইঁহারই সম্পাদকতায় স্থাপিত হইয়াছে।

পঞ্চানন্দ—পঞ্চানন শব্দের গ্রাম্য বা ব্যঙ্গসূচক অপব্যবহার।

পঞ্চান্ন—৫৫ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

পঞ্চামৃত—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, চিনি এই পাঁচ ; গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর সংস্কারবিশেষ। [গর্ভিণীকে গর্ভের পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত দান করিতে হয়। রেবতী অশ্বিনী পুনর্ব্বসু পুষ্যা স্বাতী মূলা অনুরাধা মঘা হস্তা ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, শুক্র, বৃহস্পতি ও রবিবারে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে শুভযোগে শুভ লগ্নে পঞ্চামৃত দান বিধেয়]। পঞ্চ অমৃতের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চাম্র—অশ্বত্থ, নিম্ব, বকুল, নারিকেল, চম্পক, এই পঞ্চবৃক্ষ ; ১ অশ্বত্থ, ১ নিম্ব, ২ চম্পক, ৩ কেশর, ৭ তাল, ৯ নারিকেল এই ত্রয়োবিংশতি বৃক্ষ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পঞ্চাম্ল—কোল, দাড়িম্ব, বৃক্ষাম্ল, অম্লবেতস, মাতুলঙ্গ—এই পাঁচ অম্ল। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চায়ৎ, পঞ্চায়েৎ—পঞ্চায়ত দেখ।

পঞ্চার্চ্চিঃ (পঞ্চার্চ্চিস্)—বুধগ্রহ। পঞ্চ (পাঁচ) অর্চ্চিঃ (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং ; পু।

পঞ্চাল—দেশবিশেষ। পনচ (বিস্তার করা) + কালন্ প্র। সং ; পু।

পঞ্চালিকা, পঞ্চালী—বস্ত্রদন্তাদি নির্ম্মিত পুত্তলি ; পাঁচালী গীতি। পঞ্চালিকা = পঞ্চালী + কন্ + আপ্। পঞ্চালী = পঞ্চাল + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চাশ—১। ৫০ সংখ্যার পূরণ, পঞ্চাশত্তম। পঞ্চাশৎ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পঞ্চাশী। ২। পঞ্চাশৎ (৫০)। দেশজ।

পঞ্চাশৎ—১। ৫০ সংখ্যা। পঞ্চ গুণিত যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। ৫০ সংখ্যক। বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চাশত্তম—৫০ সংখ্যার পূরণ। পঞ্চাশৎ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -মী।

পঞ্চাস্য—পঞ্চানন দেখ।

পঞ্চিকা—পঞ্চকপর্দ্দকঘটিত দ্যূতবিশেষ। পঞ্চন্ শব্দ + কণ্ + আপ্। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ (পাঁচ) ইন্দ্রিয়, দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চেষু—কামদেব। পঞ্চ (পাঁচ) ইষু (বাণ) যাহার, বহু। [পঞ্চবাণ দেখ]।

পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, এই পাঁচ। পঞ্চ (পাঁচ) উপচার, দ্বিগু। সং ; পু।

পঞ্জর—১। পিঞ্জর, খাঁচা। পনজ (বাস করা) + অরন্ প্র। ২। পাঁজরা ; শরীর ; অস্থিময়াকার শরীর কঙ্কাল। পিনজ + অরন্ ক। সং ; পু বা ক্লী।

পঞ্জা—মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলি সমেত করাংশ, অঙ্গুলিসহিত করতল বা তাহার ছাপ, কিংবা তদ্দ্বারা দন্ধ ; পাঁচ ফোঁটাযুক্ত তাস ; তাসের খেলায় খেলোয় উপরি উপরি পাঁচ বারে ৫ খানা তাস ধরিতে পারিলে যে জিত হয়, কিংবা সেই জিতের নিদর্শন পাঁচ ফোঁটা তাস। বৈদেশিক। সং।

পঞ্জি, পঞ্জিকা, পঞ্জী—পাঁজি ; পাঁতিজ ; প্রস্তাবনা ; মীমাংসা ও ব্যাকরণের গ্রন্থবিশেষ। পঞ্জি = পিনজ + ইন্ ক। পঞ্জিকা = পঞ্জি + কণ্ + আপ্। পঞ্জী = পঞ্জি + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পঞ্জীকর—১। পঞ্জিকাকার, গণক। উপ ; পঞ্জী—কৃ (করা) + ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, করী। ২। লেখক জাতি, কায়স্থ। সং ; পু।

পট—১। ঘরের চাল ; চাল। পট (বেষ্টনাদি করা) + অন্ ক। সং ; ক্লী। ২। চিত্রপট, ছবি। ৩। সুন্দর বসন, বস্ত্র। পট + অন্ ণ। সং ; পু বা ক্লী। ৪। পিয়াল বৃক্ষ। সং ; পু।

পটক—শিবির, ছাউনি, তাম্বু। পট (বেষ্টন করা) + ণক ক। সং ; পু।

পটকা—১। ক্ষুদ্র আগ্নেয়ক্রীড়াবিশেষ, ইহা অগ্নিসংযোগে পট্‌শব্দে ফাটিয়া যায় ; মৎস্যের বায়ুকোষ বা পোটকা। দেশজ। সং। ২। পতিত হওয়া, পড়া, ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হওয়া। ক্রিয়ামূলক। ক্রি।

পটকান—পাতিত করা, ফেলাইয়া দেওয়া ; দুর্ব্বল বা কৃশ হইয়া যাওয়া। ক্রিয়ামূলক। ক্রি।

পটকার—চিত্রকর, পটুয়া অথবা তাঁতি। পট (চিত্র বা বস্ত্র) কৃ (করা) + ষণ্ ক। সং ; পু।

পটকুটী—পটমণ্ডপ, তাম্বু। পট নির্ম্মিত কুটী (গৃহ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পটচ্চর—জীর্ণবস্ত্র ; চোর। পটৎ (অনুকরণ শব্দ) — চর (আচরণ) + অন্ ক। সং ; পু।

পটমণ্ডপ—বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। পট (বস্ত্র) দ্বারা নির্ম্মিত মণ্ডপ (গৃহ), কর্ম্মধা। সং ; পু।

পটময়—বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। পট (বস্ত্র)+ময়ট্ বিকারার্থে। সং ; স্ত্রী।

পটল—১। ঘরের চাল; ছাদ; পিটক; তিলক; পরিচ্ছেদ; পরিবার; সঞ্চয়; সমূহ; চক্ষুর পাতা, পক্ষ্ম; নেত্ররোগ-বিশেষ। পট+কলন্ ণ। সং ; ক্লী। ২। গ্রন্থবিশেষ; বৃক্ষ। পট্ (বেষ্টন করা)+কলন্ ক। সং ; পু।

পটলপ্রান্ত—চালের ছাঁচ, বা ছাদের কার্ণিশ। ৬তৎ। সং ; পু।

পটলী—ছাদ, চাল। পটল+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পটবান—পটমণ্ডপ, তাঁবু। পট হইয়াছে বান (বয়ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

পটবাস—বস্ত্রগৃহ, তাঁবু; শাটী। পট নির্ম্মিত যে বাস, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পটবেশ্ম (–বেশ্মন্)—পটমণ্ডপ, তাঁবু। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পটহ—১। ঢক্কা, ঢাক, নাগরা। পট (অনুকরণ শব্দ)—হা (ত্যাগ করা)+ড ক। সং ; পু বা ক্লী। ২। সমারম্ভ; বধ। পট—হা +ড অধি। সং ; পু।

পটা—মিল হওয়া, মিলা, মিশ খাওয়া; বনতি হওয়া, বনা। প্রাদেশিক। ক্রি।

পটাকা—পতাকা, নিশান। পট (গমন করা) +আক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পটান—প্রবর্ত্তিত করা, মত লওয়ান; বশতে আনা; ভোগা দেওয়া, ভুলান; ভুলান। প্রাদেশিক। ক্রি।

পটাম্বর—পট্টবস্ত্র। পটনির্ম্মিত অম্বর (বস্ত্র), মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পটি, পটী—১। বস্ত্র; যবনিকা। পট (বেষ্টন করা)+ইন্ ণ, বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। ক্ষতবন্ধন বস্ত্র; সংযোজিত ক্ষুদ্র বস্ত্র-খণ্ড; পল্লী, পাড়া; সমব্যবসায়ী দোকান-শ্রেণী; শ্রেণী, থাক্। দেশজ। সং।

পটিমা (পটিমন্)—দক্ষতা; পটুতা। পটু শব্দ +ইমন্ ভাবে। সং ; পু।

পটিষ্ঠ—অতিশয় পটু বা নিপুণ, সুদক্ষ। পটু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পটিষ্ঠা।

পটীয়ান্ (–য়স্)—অতিশয় পটু, সুদক্ষ। পটু +ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পটীয়সী।

পটীর—১। চালনী; মূলক; খদির; উদর; চন্দন; বংশলোচন; ক্ষেত্র। পট (গমন করা, ইত্যাদি)+ঈরন্। সং ; ক্লী। ২। মেঘ; কন্দর্প। সং; পু।

পটু—১। নিপুণ, দক্ষ; নীরোগ; নিষ্ঠুর; চতুর; উজ্জ্বল; তীক্ষ্ণ; স্ফুট, প্রস্ফুটিত। পট+উ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পটু বা পট্বী। ২। পটোল; পল্‌তা। সং; পু। ৩। ছত্রাক। সং; ক্লী।

পটুক—পটোল। পটু+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

পটুতা, পটুত্ব—নিপুণতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য; চাতুর্য্য। পটু+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। [দেশজ। সং।

পটুয়া, পটো—পটকার, চিত্রকর জাতি।

পটুরূপ—অতিশয় পটু, অতীব দক্ষ। পটু+রূপ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি।

পটোল—১। পল্‌তাগাছ। পট+ওল ক। সং ; পু। ২। পল্‌তা গাছের ফল। সং ; ক্লী।

পটোলিকা, পটোলী—ক্ষুদ্র পটোল; ঝিঙা। পটোলী=পটোল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। পটোলিকা=পটোলী+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পট্ট—১। পেষণপ্রস্তর; শিল; পাটা; পাগড়ি; পাট; পিঁড়ি; রাজাসন; পাটা; পটি; ঢাল। পট+ক্ত র্ম্ম। সং; পু। ২। গ্রাম; নগর। সং; ক্লী।

পট্টজ—পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। পট্ট শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; ক্লী।

পট্টজাত—রেশমী। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। প্রা, ক।

পট্টদেবী, পট্টমহিষী—কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী, প্রধানা মহিষী, পাটরাণী। পট্ট (রাজাসন) স্থিতা দেবী বা মহিষী, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

পট্টন—নগর। পট্ (বাস করা)+তনন্ অধি।

পট্টমহিষী—পট্টদেবী দেখ।

পট্টবস্ত্র—পাটের কাপড়, তসর গরদ চেলী প্রভৃতি রেশমী কাপড়। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পট্টশাক—পটোল পাতা, পল্‌তা; পাটশাক, নালিতা। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

পট্টার্হা—পট্টদেবী, পাটরাণী। পট্টের (রাজাসনের) অর্হা (যোগ্যা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পট্টাবাস—তাঁবু। পট্ট নির্ম্মিত যে আবাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পট্টিকা—পটি। পট্ট+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

পট্টিশ, পট্টিস—অস্ত্র বিশেষ। পট+টিশচ্ ণ।

পট্টী—১। ললাট-ভূষণ; অশ্বের বক্ষোবন্ধন রজ্জু, ঘোড়ার পেটী। পট্ট+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। ধাপ্পা, ধোকা। বৈদেশিক। সং।

পট্বী—পটু দেখ।

পঠৎ—পঠন্ দেখ।

পঠদ্দশা—পড়ার অবস্থা, অধ্যয়নকাল, ছাত্রাবস্থা। পঠৎ দেখ। পঠতের দশা, ৬তৎ; বা পঠন্তী দশা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পঠন্ (–পঠৎ)—পাঠকারী, যে পড়িতেছে; পাঠ করিতে করিতে। পঠ+শতৃ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী পঠন্তী।

পঠন—পাঠ, অধ্যয়ন, পড়া। পঠ (পাঠ করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পঠনীয়—পাঠ্য, অধ্যয়নযোগ্য। পঠ (পাঠ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পঠিত—যাহা পড়া হইয়াছে এরূপ, অধীত। পঠ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পঠিতা।

পঠিতব্য—পঠনীয়, পাঠ্য। পঠ+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পড়তা—দ্যূত ক্রীড়াদিতে 'দান' পড়া; সৌভাগ্য উদয়; আনয়ন-বহন-ব্যয়সমেত মূল্য। দেশজ। সং।

পড়তি—ক্ষতি, হানি। দেশজ। সং।

পড়ন্ত—ক্ষীণায়মান, যাহা হ্রাস হইতেছে। দেশজ। বিণ।

পড়শী—প্রতিবেশী। দেশজ। সং।

পড়া—১। পাতিত হওয়া; পাঠ করা। ক্রি। ২। পতন; পঠন, পাঠ, বিদ্যাশিক্ষা। সং। ৩। পতিত; পঠিত; শিক্ষিত। দেশজ। বিণ।

পড়ান—পাতিত করা, ফেলান; পাঠ করান, অধ্যয়ন করান, বিদ্যাশিক্ষা করান; পাখী প্রভৃতিকে বুলি শিখান। দেশজ। ক্রি।

পড়া-শুনা—লেখা পড়ার চর্চ্চা, পাঠাভ্যাস, বিদ্যালোচনা, বিদ্যাশিক্ষা। দেশজ। সং।

পড়ুয়া—পাঠার্থী, শিক্ষার্থী, ছাত্র। দেশজ। সং।

পড়েন—১। পতিত হন; পাঠ করেন। ক্রি। ২। তাঁতের বা কাপড়ের প্রস্থদিকের সূতা; ওজনের বাটখারা, ঢক। দেশজ। সং।

পড়ো—১। পড়ুয়া, ছাত্র। সং। ২। পতিত, অকর্ষিত; নিষ্ফল, অনর্থক। দেশজ। বিণ।

পড়্যান—পড়েন, বাটখারা, ঢক। প্রা, ক।

পড়িছা—পূজা-পরিচারক। প্রাদেশিক। সং।

পণ—১। বিক্রেয় বস্তু; প্রতিজ্ঞা; দ্যূত বাজি। পণ (বিক্রয় করা)+অল্ র্ম্ম। ২। ব্যবহার। পণ+অল্ ভা। ৩। মূল্য, বেতন; কুড়ি গণ্ডা, /০; কার্ষাপণ; ধন বরাটক। পণ+অল্ ণ। সং ; পু।

পণন—ক্রয়বিক্রয়, কেনাবেচা। পণ (ক্রয়বিক্রয় করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পণবদ্ধ—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অঙ্গীকারবদ্ধ, প্রতিশ্রুত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বদ্ধা।

পণবন্ধ—প্রতিজ্ঞাবন্ধ; সন্ধি; ফলসিদ্ধি। ৬ বা ৩তৎ। সং ; পু। [+ড ক। সং ; পু।

পণব—ঢক্কাবিশেষ। পণ—বা (গমন করা)

পণবা—ঢক্কাবিশেষ। পণব+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পণস—পণ্যদ্রব্য; ফলবিশেষ, কাঁটাল। পণ (বিক্রয় করা)+অসচ্ র্ম্ম। সং ; পু।

পণাঙ্গনা—বারাঙ্গনা, পুংশ্চলী, বেশ্যা। পণ (মূল্য) গ্রাহিকা অঙ্গনা (স্ত্রী), মপী কর্ম্মধা সং ; স্ত্রী। [আদি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পণাদি—কপর্দ্দক, কড়ি। পণের (মূল্যের)

পণায়ি—ক্রয়বিক্রয় জন্য লাভ। পণ দ্বারা আয়, ৬তৎ। সং ; পু।

পণাস্থি--কপর্দ্দক, কড়ি। পণ (মূল্য) সাধক অস্থি, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পণিত—ক্রীত ; বিক্রীত ; ব্যবহৃত ; স্তুত ; বর্ণিত। পণ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

পণিতব্য—স্তোতব্য ; বিক্রেতব্য ; ব্যবহার্য্য। পণ+তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –তব্যা।

পণিতা—ক্রীতা, বিক্রীতা, ইত্যাদি। পণিত দেখ। পণিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পণিতা (–তৃ)—ক্রয়কারী, ক্রেতা, খরিদদার ; বিক্রয়কারী, বিক্রেতা, বেচনদার। পণ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী পণিত্রী।

পণ্ড—১। ক্লীব, নপুংসক। পণ+ড র্ম। সং ; ক্লী। ২। বিফল, নিষ্ফল। বিণ ; ত্রি।

পণ্ডশ্রম—নিষ্ফল পরিশ্রম। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পণ্ডা—১। নিষ্ফলা, ব্যর্থা। পণ্ড+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি ; তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; শাস্ত্রজ্ঞান। পন্ড+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পণ্ডিত—শাস্ত্রজ্ঞ ; জ্ঞানী, বিদ্বান্ ; নিপুণ। পণ্ডা (শাস্ত্রজ্ঞান) আছে ইহার এই অর্থে পণ্ডা+ইত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পণ্ডিতা।

পণ্ডিতপ্রবর—পণ্ডিতবর, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, মহাজ্ঞানী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পণ্ডিতমানী (–মানিন্)—পণ্ডিতাভিমানী [পণ্ডিতম্মন্য দেখ]। পণ্ডিত–মন (বোধ করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –মানিনী।

পণ্ডিতমূর্খ—পণ্ডিত হইয়াও মূর্খের ন্যায় আচরণকারী। পণ্ডিত অথচ মূর্খ, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

পণ্ডিতম্মন্য—পণ্ডিতাভিমানী, নিজে পণ্ডিত বলিয়া যাহার খুব অভিমান আছে এরূপ, যে আপনাকে খুব পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এরূপ। পণ্ডিত–মন (বোধ করা)+খশ্ ক। বিণ ; ত্রি।

পণ্ডিতবর—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্। পণ্ডিতদিগের মধ্যে বর, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পণ্ডিতাভিমানী (–মানিন্)—পাণ্ডিত্যের অভিমানযুক্ত, নিজে খুব পণ্ডিত বলিয়া গর্ব্বিত, পণ্ডিতম্মন্য। বিণ ; পু। স্ত্রী, –মানিনী।

পণ্ডিতায়মান—যে পূর্ব্বে পণ্ডিত ছিল না এক্ষণে পণ্ডিত হইয়াছে এরূপ। পণ্ডিত শব্দ+ক্যঙ্ =পণ্ডিতায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –মানা।

পণ্য—১। বিক্রেয় ; ব্যবহার্য্য ; স্তোতব্য। পণ (কেনা বেচা করা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পণ্যা। ২। বিক্রেয় দ্রব্য। সং ; ক্লী।

পণ্যজীবী (–জীবিন্)—ক্রয়বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী, পণ্যাজীব, ব্যবসায়ী, বণিক্। উপ ; পণ্য–জীব+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, –জীবিনী।

পণ্যবীথিকা, পণ্যবীথী—পণ্যবিক্রয়শালা, বিপণি, দোকান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পণ্যশালা—ক্রয়বিক্রয়স্থান, দোকান, হাট, বাজার প্রভৃতি। ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

পণ্যস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। পণ্যা যে স্ত্রী বা অঙ্গনা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পণ্যাজীব—সওদাগর, বণিক্। পণ্য আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং ; পু।

পণ্যোপহার—বিক্রেয় দ্রব্যরূপ উপঢৌকন। পণ্যই যে উপহার, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পৎ (পদ্)—চরণ, পাদ, পা। পদ (গমন করা)+ক্বিপ্ ণ। সং ; পু।

পতগ—বিহঙ্গ, পক্ষী। উপ ; পত (পক্ষ)–গম (গমন করা)+ড ক। সং ; পু।

পতঙ্গ, পতঙ্গম—শলভ, ফড়িঙ্, প্রজাপতি, মশা, মাছি প্রভৃতি ; পক্ষী ; সূর্য্য ; শর ; শালিবিশেষ। পত (পক্ষ) দ্বারা গমন করে যে, উপ ; পত–গম (গমন করা) +খ ক, নিপাতনে। সং ; পু।

পতঙ্গবৃত্ত—পতঙ্গ-স্বভাববিশিষ্ট, পতঙ্গ যেমন জীবননাশের সম্ভাবনা থাকিলেও আগুনে ঝাঁপ দেয়, তদ্রূপ প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকিলেও যে বিপৎপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। পতঙ্গের বৃত্তের (স্বভাবের) ন্যায় বৃত্ত (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পতঙ্গবৃত্তি—পতঙ্গের ন্যায় স্বভাব, পতঙ্গের মুগ্ধভাবে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার ন্যায় বিপদ্‌পূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পতঙ্গিকা—মধুমক্ষিকা। পতঙ্গ শব্দ+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পতঞ্চিকা—ধনুকের ছিলা। পৎ (অনুকরণ শব্দ)–অন্চ (গমন করা)+ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পতঞ্জলি—পাণিনি ভাষ্যকার যোগশাস্ত্রসূত্রকার জনৈক মুনি। ইঁহার প্রণীত যোগশাস্ত্রের নাম "পাতঞ্জল দর্শন।" কাহারও কাহারও মতে পাণিনি ভাষ্যকার পতঞ্জলি ও যোগশাস্ত্রসূত্রকার পতঞ্জলি এক ব্যক্তি নহেন। ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের গবেষণার ফলে পতঞ্জলির আবির্ভাবকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে। মহাভাষ্যের স্থলবিশেষ হইতে প্রমাণ হয় যে, পতঞ্জলি শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার জীবনকালের মধ্যে গ্রীকগণ কর্তৃক সাকেত ও মধ্যমিকা নগরী অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এই গ্রীক-আক্রমণ মেনেণ্ডারের সমকালে সংঘটিত হয়, সুতরাং অনুমান খৃষ্টের জন্মের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। পতৎ (পতনশীল)+অঞ্জলি, নিপাতনে ; প্রবাদ এইরূপ যে, ইনি স্বর্গ হইতে পাণিনি মুনির অঞ্জলিতে সর্পাকারে পতিত হইয়াছিলেন। সং ; পু।

পতৎ—পতন্ দেখ।

পতত—পড়িতেছে। প্রা, ক। ক্রি।

পতত্র—পক্ষ, পাখীর ডানা। পতৎকে (পড়ন্তকে) ত্রাণ করে যে, উপ ; পতৎ–ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। সং ; ক্লী।

পতত্রী (–ত্রিন্)—পক্ষী। পতত্র (পক্ষ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

পতত্র—পক্ষ, পাখীর ডানা। পত (পতন)–ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। সং ; ক্লী। [পু।

পতত্রি—পক্ষী। পত্ (পড়া)+অত্রিন্ ক। সং;

পতদ্‌গ্রহ—প্রতিগ্রহ ; পিকদান, যাহাতে থুথু ফেলা যায়। পতৎ (পতনশীল বস্তু)–গ্রহ (গ্রহণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

পতন্ (পতৎ)—১। পতনশীল, পড়িতেছে এরূপ, পড়ন্ত ; পড়িতে পড়িতে। পত্+শতৃ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী পতন্তী। ২। পক্ষী। সং ; পু। [(পড়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পতন—পড়া ; চলন, ভ্রংশ, স্খলন। পত্

পতনোন্মুখ—পতনোদ্যত, পড় পড়, পড়িতে উদ্যত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পতয়ালু—পতৎ, পতনশীল। নিরন্তর পত (পড়া) +আলু ক। বিণ ; ত্রি।

পতর—১। লৌহবন্ধনী, লোহার বা তুর পাতলা সরু পাত। দেশজ। ২। প্রত্যয়, বিশ্বাস। প্রা, ক। সং।

পতাকা—ধ্বজ, নিশান, ঝণ্ডা ; সৌভাগ্যচিহ্ন ; নাটকের অঙ্গবিশেষ। পত (পড়া) +আক র্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পতাকিনী—১। পতাকাধারিণী। পতাকী দেখ। পতাকিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সেনা। সং ; স্ত্রী।

পতাকী (–কিন্)—১। পতাকাধারী। পতাকা +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী পতাকিনী। ২। রথ। সং ; পু।

পতাকীচক্র—জ্যোতিষোক্ত চক্রবিশেষ, ইহা দ্বারা জাত বালকের রিষ্টাদি নিরূপিত হয়। সং ; ক্লী।

পতাপত—পুনঃ পুনঃ পতনশীল। যঙ্‌লুগন্ত পত (পুনঃ পুনঃ পড়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

পতি—অধিপতি, ঈশ্বর ; ভর্ত্তা, স্বামী ; নেতা, নায়ক ; রক্ষাকর্ত্তা, প্রভু। পা (পালন করা)+ডতি ক। সং ; পু।

পতিংবরা—স্বেচ্ছায় পতিগ্রাহিণী, স্বয়ংবরা। পতি শব্দ–বৃ (বরণ করা)+খ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পতিঘ্ন—প্রভুহত্যাকারী, স্বামিহন্তা। উপ ; পতি–হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পতিঘ্নী।

পতিঘ্নী—১। স্বামিহন্ত্রী, পতিঘাতিনী। পতিঘ্ন +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিনাশক হস্ত রেখাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

পতিত—পড়িয়াছে এরূপ; অধোগত; চলিত; গলিত; পাপী, ধর্মভ্রষ্ট। পত্ (পড়া)+ ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পতিতা।

পতিতপাবন—পতিতোদ্ধারক, পাপীর উদ্ধারকর্তা। পতিত-ণিজন্ত পূ বা পাবি (শুদ্ধ করান)+অনট্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নী।

পতিতা—অধোগতা; চলিতা; পাপিনী, ধর্মভ্রষ্টা। পতিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিতোৎপন্ন—ধর্মভ্রষ্টজাত; পতিতা রমণীর গর্ভজাত। পতিত বা পতিতা হইতে উৎপন্ন, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পন্না।

পতিপ্রাণা—স্বামিগতজীবনা, পতিপরায়ণা, পতিব্রতা, সাধ্বী। পতি প্রাণ যে স্ত্রীর, বহু [যে রমণীর জীবন ভর্তার জীবনের উপর নির্ভর করে]। বিণ; স্ত্রী।

পতিপ্রিয়া—পতির অত্যধিক স্নেহভাগিনী, পতিসোহাগিনী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

পতিবান্ধব—ভর্তার স্বজন; পতির মাতা, পিতা ও ভ্রাতা, পতির ভ্রাতার ও ভগিনীর সন্তান, পতির পিতার সহোদর,—এইগুলি পতিবান্ধব। ৬তৎ। সং; পু।

পতিরতা—ভর্তাতে আসক্তা বা অনুরক্তা, স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী, পতিব্রতা। ৭তৎ। বিণ; স্ত্রী।

পতিবত্নী—সভর্তৃকা, সধবা। পতি শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিবিয়োগ—ভর্তার সহিত বিচ্ছেদ; স্বামীর মৃত্যু। ৬তৎ। সং; পু।

পতিব্রতা—পতিপরায়ণা, সাধ্বী, সতী। পতি হইয়াছে ব্রতস্বরূপ (উপাস্য দেবতা) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। পতিব্রতার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"আর্তার্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"

অর্থাৎ পতি কাতর হইলে যিনি কাতরা হন, পতি হৃষ্ট হইলে যিনি হৃষ্টা হন, পতি বিদেশগত হইলে যিনি মলিনা ও কৃশা হন, পতি মৃত হইলে যিনি সহমৃতা হন, তিনিই পতিব্রতা।

পতীয়ন্তী—পতিকামা, স্বামীর অভিলাষিণী। পতি শব্দ+ক্য=পতীয় (নামধাতু) তদুত্তরে শতৃ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পৎকাষী—পাদচারী। পদ—কষ্ (গমন করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পৎকাষিণী।

পত্তন—১। পট্টন, নগর। পদ্ (গমন করা)+ তনন্ অধি। সং; ক্লী। ২। স্থাপন, প্রতিষ্ঠা; ভিত্তিস্থাপন, সূত্রপাত, সুরু; ভিত্তিভূমি। দেশজ। ৩। সন্ধান। প্রা, ক। সং।

পত্তনি—মৌজা বা তালুক জমিদারের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট খাজানার কায়েমী বন্দোবস্ত। দেশজ। সং।

পত্তনিদার—যে পত্তনি লয়, পত্তনিস্বত্ব-ভোগী, পত্তনি স্বত্বের ভূস্বামী। দেশজ। সং।

পত্তি—১। পদাতি। পদ্ (গমন করা)+তি ক। সং; পু। ২। গতি। পদ্+ক্তি ভা। ৩। হস্তী ১, রথ ১, অশ্ব ৩, পদাতি ৫, এতৎসংখ্যক সেনা। পদ্+ক্তি ক। সং; স্ত্রী। ৪। পথ্য। গ্রাম্য। সং।

পত্তিসংহতি—সৈন্যবৃন্দ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পত্র—পত্র দেখ।

পত্নী—ভার্য্যা, বিবাহিতা স্ত্রী। পতি+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

পত্নীপ্রিয়—১। ভার্য্যার দয়িত, স্ত্রীর প্রেমাস্পদ। ৬তৎ। ২। পত্নীবৎসল, পত্নীতে একান্ত অনুরাগী। পত্নী প্রিয় যাহার (যে পুরুষের), বহু। বিণ; ত্রি।

পত্নী-প্রেম (—প্রেমন্)—১। স্ত্রীর ভালবাসা। পত্নীর প্রেম, ৬তৎ। ২। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা। পত্নীতে প্রেম, ৭তৎ। সং; ক্লী।

পত্নীবৎসল—পত্নীপ্রিয়, ভার্য্যাতে একান্ত স্নেহশীল। ৭তৎ। বিণ; পু।

পত্র, পত্র—১। পাতা; বাহন, উষ্ট্র গো অশ্ব শকটাদি। পত্ (পড়া, যাওয়া)+ষ্ট্রন্ ক ২। পক্ষীর পালক; বাণের পাখা, গ্রন্থাদির পাতা; স্বর্ণাদির পাত; শরপত্র; লিপি, চিঠি। পত্+ষ্ট্রন্ ণ। সং; ক্লী।

পত্রদারক—করপত্র, করাত। উপ; পত্র দৃ (বিদারণ করা)+ণক ক; বা পত্রাকার যে দারক (বিদারক), মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু।

পত্রপরশু—স্বর্ণাদি ছেদনকারী অস্ত্র, ছেনী। পত্রচ্ছেদক পরশু, মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু।

পত্রপিশাচিকা—জলত্রা, টোকা। পত্ররচিত পিশাচিকাসদৃশ, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পত্রপুট—১। পত্ররূপ পাত্র। রূপক। ২। পত্ররচিত পাত্র, পাতার ঠোঙ্গা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পত্রপুষ্প—১। পাতা ও ফুল। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। ২। রক্ততুলসী। পত্রই পুষ্প যাহার, বহু। সং; পু। [বহু। সং; পু।

পত্রপুষ্পক—ভূর্জ্জপত্র। পত্রই পুষ্পতুল্য যাহার,

পত্রপুষ্পা—তুলসী। পত্রই পুষ্পতুল্য যাহার, (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

পত্ররথ—বাণ; পক্ষী। পত্র (পক্ষ) রথ (গমনসাধন) যাহার, বহু। সং; পু।

পত্ররস—পাতার রস, পত্রনির্য্যাস। ৬তৎ। সং; পু।

পত্ররেখা, পত্রলেখা, পত্রবল্লী—পত্রাবলীরচনা তিলকাদি। পত্রাকারা রেখা ইত্যাদি মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পত্রলতা—পাণগাছ। পত্রপ্রধানা লতা, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পত্রবাহক—চিঠিবহনকারী, লিপিবাহী। ৬তৎ বিণ; ত্রি। স্ত্রী পত্রবাহিকা।

পত্রবেষ্ট—অলঙ্কারবিশেষ, তাড়ঙ্ক। উপ; পত্র (কাণের পাতা) বেষ্ (বেষ্টন করা)+অন ক। সং; পু। [সং; পু।

পত্রশ্রেষ্ঠ—বিল্ববৃক্ষ। পত্র শ্রেষ্ঠ যাহার, বহু।

পত্রসূচি—কণ্টক, কাঁটা; বৃক্ষপত্রের নির্ঘণ্ট। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

পত্রাখ্য—তেজপাত। পত্র আখ্যা যাহার, বহু।

পত্রাঞ্জন—মসী, কালী ৬তৎ। সং; ক্লী।

পত্রাবলি, পত্রাবলী—পত্ররচনা; অলকাতিলকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পত্রিকা—পত্র, লিপি, চিঠি, লেখ্য; পত্রসমষ্টি, পুস্তিকা; সাময়িক পত্র বা পুস্তিকা। পত্র +কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পত্রিণী—১। পত্রবিশিষ্টা। পত্রী দেখ। পত্রিন্ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পক্ষিণী; পল্লব। সং; স্ত্রী।

পত্রী (পত্রিন্)—১। পত্রবিশিষ্ট। পত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পত্রিণী। ২। শ্যেন; তালবৃক্ষ, পক্ষী; বাণ; রথ। সং; পু।

পত্রী—পত্রিকা, লিপি, পত্র, চিঠি। পত্র+ ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পত্রোদ্গম—পত্রনির্গম, পাতা বাহির হওয়া। পত্রের উদ্গম, ৬তৎ। সং; পু।

পত্রোর্ণ—১। বৃক্ষবিশেষ। পত্র উর্ণাতুল্য যাহার, বহু। সং; পু। ২। রেশমী কাপড়। পত্রাকারে রচিত যে উর্ণা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পত্রোল্লাস—কলিকা, মুকুল, বউল। পত্রের উল্লাস (শোভা) হয় যদ্দারা, বহু। সং; পু।

পথ—রথ্যা, রাস্তা; উপায়। পথ (গমন করা) +অল্ ণ। সং; পু।

পথক—পথিক (তাহা দেখ)। পথ+কণ্, কুশলার্থে। বিণ বা সং; পু।

পথপার্শ্ব—পথের ধার, রাস্তার একপার্শ্ব। ৬তৎ। সং; পু।

পথপ্রদর্শক—পথপ্রদর্শনকারী, যে রাস্তা দেখাইয়া দেয় এরূপ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

পথপ্রান্ত—পথের শেষসীমা; পথের ধার। ৬তৎ। সং; পু।

পথভ্রষ্ট—পথচ্যুত, পথ ছাড়িয়া বিপথে পতিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পথভ্রষ্টা।

পথভ্রান্ত—পথহারা, যে রাস্তা ভুলিয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্তা।

পথভ্রান্তি—পথভ্রম, রাস্তা ভুল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।

পথরোধ—পথ রুদ্ধ করা, রাস্তা আগ্‌লান।

পথহারা—পথভ্রান্ত, যে রাস্তা হারাইয়াছে এরূপ। দেশজ শব্দ।

পথিক—১। পথগামী জন, পান্থ; বিদেশস্থ লোক। সং; পু। ২। পর্য্যটক, ভ্রমণকারী। পথিন্ (পথ)+কণ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পথিকা।

পথিকশালা—পথিকদিগের আবাসস্থল, পান্থনিবাস, সরাই, চটী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পথিকা—১। স্ত্রী পথিক। পথিক দেখ। পথিক+আপ্। বিণ বা সং; স্ত্রী। ২। কপিল-দ্রাক্ষা। সং; স্ত্রী।

পথিকাবাস—পান্থনিবাস, পথিকশালা, সরাই, চটী। পথিকদিগের আবাস, ৬তৎ। সং; পু।

পথিপার্শ্ব—পথপার্শ্ব, রাস্তার ধার। সং; পু।

পথ্য—১। উপকারক, হিত; যোগ্য; রোগীর যোগ্য ভোজ্য। পথ+ষ্য অর্হার্থে; অথবা পথ (গমন করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পথ্যা। ২। রোগীর উপযুক্ত খাদ্য বা পানীয়। সং; ক্লী। ৩। হরীতকী বৃক্ষ। সং; পু।

পথ্যসেবন—রোগীর উপযুক্ত আহার্য্য ভোজন; হিতকর ভোজ্য ভক্ষণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পথ্যা—১। উপকারিকা, যোগ্যা, ইত্যাদি। পথ্য দেখ। পথ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। হরীতকী। সং; স্ত্রী।

পথ্যাপথ্য—১। সুপথ্য এবং কুপথ্য; উপকারী ও অনুপকারী। পথ্য ও অপথ্য, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। ২। রোগীর হিতকর ও অহিতকর খাদ্য বা পানীয়। সং; ক্লী।

পদ্—পৎ দেখ।

পদ—চরণ, পা; চরণচিহ্ন; আধিপত্য; ছল; ব্যবসায়; বস্তু; অবকাশ, স্থান; বাচক শব্দ; বাক্য; ছন্দে গ্রথিত বর্ণসমূহ; সুপ্-তিঙন্ত শব্দ; পাদ, চতুর্থাংশ। পদ (গমন করা, ইত্যাদি)+অল্ ণ। সং; ক্লী।

পদঢব—দহিয়াল বা দেয়াল পক্ষী। প্রা, ক।

পদক—১। পদবেত্তা; কণ্ঠভূষণবিশেষ। পদ+কণ্। সং; পু। ২। পুরস্কার। নিদর্শন ধাতুময় আভরণ বিশেষ। (medal) দেশজ। সং।

পদকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—পদের অর্থাৎ শ্লোকের বা গানের রচক। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী পদকর্ত্রী।

পদকার—পদকর্ত্তা (তাহা দেখ)। পদ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ বা সং; পু।

পদক্ষেপ, পদন্যাস, পদবিক্ষেপ—পদস্থাপন, পদার্পণ, পা ফেলা। ৬তৎ। সং; পু।

পদগ—১। পাদচারী। উপ; পদ—গম+ক। বিণ; ত্রি। ২। পদাতি। সং; পু।

পদগৌরব—পদের সম্মান, আধিপত্যের সম্ভ্রম। পদজনিত গৌরব, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পদচারণ—পদসঞ্চালন, পদবিক্ষেপ, বেড়ান। পদের চারণ (সঞ্চালন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

পদচারী (—চারিন্)—পদদ্বারা গমনশীল, পদগামী। উপ; পদ—চর+ণিন্ শীলার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পদচারিণী।

পদচিহ্ন—পদাঙ্ক, পায়ের দাগ। ৬তৎ। সং।

পদচ্ছায়া—চরণের ছায়া, পদের আশ্রয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পদচ্যুত—অধিকারভ্রষ্ট, স্বাধিকৃত স্থান বা সম্মান হইতে বিতাড়িত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

পদত্যাগ—অধিকার পরিত্যাগ, চাকুরি বা কর্ম্ম ছাড়া। ৬তৎ। সং; পু।

পদদলিত—পদমর্দ্দিত, চরণপিষ্ট, পদাহত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পদদলিতা।

পদধূলি—চরণরেণু, পায়ের ধুলা। পদ লগ্ন ধূলি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [পু।

পদধ্বনি—পদশব্দ, পায়ের শব্দ। ৬তৎ। সং;

পদন্যাস—পদক্ষেপ দেখ।

পদপঙ্কজ, পদসরোজ, পদাম্বুজ—পদারবিন্দ, পাদপদ্ম, চরণকমল। পদরূপ পঙ্কজ, সরোজ বা অম্বুজ, রূপক; কিংবা পদ পঙ্কজ বা সরোজ বা অম্বুজ প্রায়, উপমিত। সং; ক্লী।

পদপল্লব—চরণ রূপ পল্লব, পল্লবসদৃশ মনোহর পদতল। রূপক বা উপমিত। সং; পু।

পদপিষ্ট—পদদলিত, পা দিয়া মাড়ান। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পদপিষ্টা। [পু।

পদপ্রান্ত—চরণসমীপ; পদতল। ৬তৎ। সং;

পদপ্রার্থী (—প্রার্থিন্)—চরণাভিলাষী; কাহারও স্থান গ্রহণের আকাঙ্ক্ষী, চাকরির উমেদার; আধিপত্য লাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—প্রার্থিনী।

পদভঞ্জন—১। কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা। পদের ভঞ্জন, ৬তৎ। ২। নিরুক্ত গ্রন্থবিশেষ। পদের ভঞ্জন আছে যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

পদভূষণ, পাদভূষণ—চরণাভরণ, পায়ের গহনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পদমদ—উচ্চ পদলাভ জন্য গর্ব্ব, আধিপত্য লাভজনিত অভিমান। পদজনিত মদ, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পদমর্য্যাদা—পদগৌরব, আধিপত্যের সম্মান। পদজনিত মর্য্যাদা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পদমূল—পদতল, পদপ্রান্ত; পায়ের গোড়ালি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পদযুগল—চরণদ্বয়, পা-দুখানি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পদরজঃ (—রজস্)—পদরেণু, পায়ের ধুলা। পদলগ্ন রজঃ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পদরেণু—পদধূলি। পদলগ্ন রেণু, মপী কর্ম্মধা। সং; পু বা স্ত্রী। [সং; ক্লী।

পদলেহন—পা চাটা; খোষামোদ। ৬তৎ।

পদবি, পদবী—পথ; উপনাম, উপাধি; ব্যবসায়। পদ (গমন করা)+অবি ণ। সং; স্ত্রী।

পদবিক্ষেপ—পদক্ষেপ দেখ।

পদবিন্যাস—পদস্থাপন, পা রাখা; পদবিক্ষেপ। ৬তৎ। সং; পু।

পদব্রজে—পদচালনাপূর্ব্বক, পাদচারে, পায়ে হাঁটিয়া। পদের ব্রজ (গতি) আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। [সং; পু।

পদশব্দ—পদধ্বনি, পায়ের আওয়াজ। ৬তৎ।

পদসরোজ—পদপঙ্কজ দেখ।

পদসেবা—পা টেপা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পদস্খলন—পা সরিয়া যাওয়া, পা পিছলান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পদস্খলিত—যাহার পা পিছলাইয়াছে এরূপ। পদ হইয়াছে স্খলিত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পদস্থ—স্বাধিকারে স্থিত; উচ্চ স্থানে বা চাকরীতে অবস্থিত; সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। পদ—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। [৬তৎ। সং; পু।

পদাগ্র—পদের অগ্রভাগ, পদসমীপ; পদতল।

পদাঘাত—চরণ প্রহার, লাথি মারা। পদ দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। সং; পু।

পদাঙ্ক—চরণ চিহ্ন, পায়ের দাগ। পদের অঙ্ক, ৬তৎ। সং; পু।

পদাজি—পদাতি। পদ অজ (গমন করা)+ইন্ ক। সং।

পদাতি—পদচারি-সৈনিক; পেয়াদা। পদ—অত (গমন করা)+ইন্ ক। সং; পু।

পদাতিক—পদাতি। পদাতি+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

পদানত—পদপতিত, যে পায়ে পড়িয়াছে এরূপ। পদে আনত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নতা।

পদানুবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—পদের অনুগামী, পদচিহ্ন ধরিয়া গমনকারী; অনুরূপ কার্য্যকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী পদানুবর্ত্তিনী।

পদান্বয়—বাক্যের অন্তর্গত এক একটি পদের প্রকারভেদ, এবং লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, কারক, উপকারক, কাল ও বাচ্য ভেদের যথাসম্ভব উল্লেখ; সান্বয় পদনির্ব্বাচন। ৬তৎ। সং।

পদাম্বুজ—পদপঙ্কজ দেখ।

পদাম্ভোজ—পদারবিন্দ (তাহা দেখ)। রূপক বা উপমিত। সং; ক্লী।

পদার—১। নৌকা। উপ; পদ—ঋ (গমন করা)+অল্ আব। ২। পদধূলি।……+অম্ ক। সং; পু।

পদারবিন্দ—পাদপদ্ম, চরণকমল। পদ রূপ অরবিন্দ, রূপক কর্ম্মধা, অথবা পদ অরবিন্দ প্রায়, উপমিত। সং; ক্লী।

পদার্থ—পদের অভিধেয়; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম,

সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব, এই সপ্ত বস্তু। পদের অর্থ, ৬তৎ। সং ; পু।

পদার্থদর্শন—যে শাস্ত্র দ্বারা জড়বস্তুসমূহের গুণ-ক্রিয়াদি জানা যায় (Natural Science, Natural Philosophy)। পদার্থের দর্শন হয় যদ্দ্বারা, বহু ; বা পদার্থ বিষয়ক দর্শন, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পদার্থবিজ্ঞান—শাস্ত্রবিশেষ, যে শাস্ত্র দ্বারা পদার্থ সমূহের উৎপত্তি, গতি ও গুণাগুণ প্রভৃতি জানা যায় [পদার্থদর্শন দেখ]। পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞান, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পদার্থবিদ্যা—পদার্থদর্শন (তাহা দেখ)। পদার্থ বিষয়িণী বিদ্যা, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পদার্পণ—পদবিন্যাস, চরণস্থাপন, পা দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদাশ্রয়—১। চরণরূপ অবলম্বন। রূপক। ২। চরণচ্ছায়া। পদে আশ্রয়, ৭তৎ। সং ; পু।

পদাশ্রিত—চরণে আশ্রয়প্রাপ্ত, যে পায়ে আশ্রয় লইয়াছে, একান্ত অনুগত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পদাশ্রিতা।

পদাসন—পাদপীঠ, পা রাখিবার চৌকী বা পিঁড়ে। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদাহত—পদপ্রহৃত, যাহাকে লাথি মারা হইয়াছে এরূপ। পদ দ্বারা আহত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পদাহতা।

পদিক—পদাতি। পদ শব্দ+ষ্কিক। সং ; পু।

পদুমা—পদ্মা ; পদ্মাবতী। প্রা, ক।

পদুমিনী—পদ্মিনী। প্রা, ক।

পদে পদে—প্রতি পদে, পায়ে পায়ে, প্রত্যেক পদক্ষেপে ; প্রত্যেক বারে। বাং ব্য।

পদোদক, পাদোদক—চরণবারি, পা ধোয়া জল। পদের উদক, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদোন্নতি—পদের উৎকর্ষ, অধিকারের উন্নতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পদ্গ—পাদচারী, পদাতি। উপ ; পদ্ (পা)—গম (গমন করা)+ড ক। সং ; পু।

পদ্ধতি, পদ্ধতী—গ্রন্থরচনা ; পদবী ; শ্রেণী ; সরণি ; প্রণালী ; রীতি ; পথ ; রেখা ; আচার ; প্রবাহ। পদ্ (পা)—হন (বধ করা)+ক্তি র্ম। সং ; স্ত্রী।

পদ্ম—১। কমল ; নিধিবিশেষ ; সংখ্যাবিশেষ ; তন্ত্রোক্ত দেহস্থ চক্রবিশেষ ; ব্যূহবিশেষ ; হস্তীর মস্তক ও শুণ্ডোপরি চিত্রিত চিহ্ন-বিশেষ। পদ (গমন করা)+ম ক। সং ; পু বা ক্লী। ২। সর্পবিশেষ। সং ; পু।

পদ্মক—হস্তিগাত্রে চিহ্নিত রক্তবর্ণ বিন্দু বিন্দু চিহ্ন। পদ্ম+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

পদ্মকর—সূর্য্য। পদ্ম আছে করে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সূর্য্যদেব এক হস্তে পদ্ম ধরিয়া আছেন বলিয়া বর্ণিত। সং ; পু।

পদ্মজ—কমলযোনি, ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভি-কমল)—জন+ড ক। সং ; পু।

পদ্মতন্তু—মৃণাল। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

পদ্মদল—পদ্মপলাশ, পদ্মফুলের পাতা বা পাপড়ি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদ্মনাথ—সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ (মহামহোপাধ্যায়)—বহু পণ্ডিতের জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলায় ইং ১৮৬৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য। পদ্মনাথ এম, এ পাশ করিয়াই শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন ; এবং হিন্দুসভার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর শিলং সেক্রেটারিয়েটে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। তথায় ইঁহার উদ্যোগে শিলং সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই সভা হইতে সাহিত্যসেবক নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ইং ১৯০৫ সালে ইনি গৌহাটী কটন কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পদ্মনাথ আবাল্য সাহিত্য-সাধক। ইঁহার রচিত পুস্তকের সংখ্যা অধিক না হইলেও, ইনি যে সমস্ত বহু সমার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেগুলি মূল্য হিসাবে এক একখানি বৃহৎ পুস্তকের সমান। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রকাশকল্পে ইঁহার অদম্য উৎসাহ ও পঞ্চসহস্র মুদ্রাদান ইঁহার স্বদেশানুরাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেন্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি ভূষিত করিয়াছেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক অধুনা ইনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্য সাধনা করিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত হইলেও ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু।

পদ্মনাভ—১। বিষ্ণু। পদ্ম আছে নাভিতে যাঁহার, বহু। সং ; পু। ২। ধর্ম্মপরায়ণ নাগবিশেষ। ইনি গোমতীতীরস্থ নাগপুর নামক পুরীমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রাণিগণের হিতসাধন করিতেন এবং স্বধর্ম্মে রত থাকিয়া অতিথি সৎকার করিতেন। তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক সামদানাদি উপায়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ইঁহার কার্য্য ছিল। ইনি বৎসরের মধ্যে এক মাস সূর্য্যরথে বাস করিতেন। একদা ধর্ম্মারণ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সূর্য্যলোকের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় ইনি বলিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল দেবগণের আবাসভূমি, এবং উঞ্ছবৃত্তি ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তথায় গমন করিতে পারা যায়। তচ্ছ্রবণে ধর্ম্মারণ্য মহর্ষি চ্যবনের নিকট গমন করিয়া উঞ্ছবৃত্তি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩। সুপদ্ম-নামক প্রসিদ্ধ ব্যাকরণের রচয়িতা। [সং ; ক্লী।

পদ্মনাল—মৃণাল, পদ্মের ডাঁটা। ৬তৎ।

পদ্মপত্র—কমলদল, পদ্মফুলের পাপড়ি ; পদ্ম-গাছের পাতা, পদ্মপাত। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদ্মপলাশ—কমলদল, পদ্মপত্র, পদ্মফুলের পাপড়ি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদ্মপলাশ-নয়ন, -নেত্র, লোচন—১। পদ্ম-পত্রের ন্যায় আয়ত ও সুন্দর চক্ষুঃ। পদ্ম-পলাশতুল্য নয়ন বা লোচন, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট। পদ্মপলাশ তুল্য নয়ন বা লোচন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —নয়না, —নেত্রা, —লোচনা।

পদ্মপলাশ-লোচন—পদ্মপলাশনয়ন দেখ।

পদ্মবন্ধ—চিত্রকাব্যবিশেষ ;, শব্দালঙ্কারবিশেষ। সং ; পু।

পদ্মবন্ধু—সূর্য্য ; অর্কবৃক্ষ ; মধুকর। ৬তৎ। [সং ; পু।

পদ্মভূ—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল)—ভূ (হওয়া)+কিপ্ ক। সং ; পু।

পদ্মযোনি—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল) যোনি (উৎপত্তিস্থল) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

পদ্মরাগ—একপ্রকার রক্তবর্ণ মণি, পলা। পদ্মের রাগের (বর্ণের) ন্যায় রাগ (বর্ণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

পদ্মলাঞ্ছন—ব্রহ্মা ; সূর্য্য ; কুবের ; রাজা। পদ্ম লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

পদ্মলাঞ্ছনা—লক্ষ্মী ; সরস্বতী ; দুর্গা। পদ্ম লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

পদ্মলোচন—১। পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও সুন্দর চক্ষুঃ। পদ্মতুল্য লোচন, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও সুন্দরনেত্রবিশিষ্ট। পদ্মতুল্য লোচন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —না।

পদ্মবৎ—পদ্মতুল্য, পদ্মের মত। পদ্ম শব্দ+বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।

পদ্মবন—পদ্মফুলের ঝাড় বা ঝাঁক, একত্রস্থিত বহু পদ্ম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদ্মবাসা—কমলা, লক্ষ্মী, সরস্বতী। পদ্ম হইয়াছে বাস যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

পদ্মা—লক্ষ্মী ; নদীবিশেষ ; মনসাদেবী। পদ্ম+অ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পদ্মাকর—পদ্মযুক্ত জলাশয়। পদ্মের আকর, ৬তৎ। সং ; পু।

পদ্মাক্ষ—১। পদ্মতুল্য সুন্দর নয়ন বিশিষ্ট। পদ্মের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পদ্মাক্ষী। ২। পদ্মবীজ। পদ্মের অক্ষি সদৃশ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদ্মালয়া—লক্ষ্মী। পদ্ম হইয়াছে আলয় যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

পদ্মাবতী—মনসাদেবী, নদীবিশেষ, পদ্মানদী ;

কবিবর জয়দেব গোস্বামীর ভার্য্যা; অঙ্গরাজ কর্ণের মহিষী; পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দের জননী। পদ্ম+বতু+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পদ্মাসন—১। উপবেশনবিশেষ, যোগাসন [আসন দেখ]। পদ্মবৎ যে আসন (উপবেশন), কর্ম্মধা। ২। কমলনির্ম্মিত আসন। মপী কর্ম্মধা। ৩। রতিবন্ধবিশেষ। সং; ক্লী। ৪। কমলাসন, ব্রহ্মা। পদ্ম হইয়াছে আসন যাঁহার, বহু। সং; পু।

পদ্মাসীন—পদ্মের উপরে উপবিষ্ট। পদ্মে আসীন, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পদ্মাসীনা।

পদ্মিনী—১। পদ্মযুক্তা। পদ্মী দেখ। পদ্মিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কমলিনী, পদ্মের ঝাড়; স্ত্রীবিশেষ [স্ত্রী দেখ]। পদ্ম শব্দ+ইন্ সমূহার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

৩। সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত-মহিলা। চিতোনপতি হামির শঙ্খের দুহিতা, চিতোররাজের পিতৃব্য বীরবর ভীমসিংহের সহধর্ম্মিণী। পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের শ্রুতিগোচর হইলে, তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। পদ্মিনীকে হস্তগত করিবার আশায় তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমি একবার পদ্মিনীকে দর্পণে দর্শন করিতে পাইলেই চরিতার্থ হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া যাইব।" সরলমতি ভীমসিংহ চিতোরের কল্যাণকামনায় এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আলাউদ্দিন দুর্গে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ইনি মুকুরে অসূর্য্যম্পশ্যা পদ্মিনীর ছায়ামাত্র দর্শন করিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। অনন্তর ভীমসিংহ সম্রাটের প্রতি যথোচিত সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শনার্থে আলাউদ্দিনের সহিত দুর্গের বহির্দ্দেশে গমন করিলে, মুসলমান-সৈন্যগণ তাঁহাকে বন্দী করিল।

পদ্মিনী পিতৃব্য গোরা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আলাউদ্দিনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, পদ্মিনী স্বামীর মুক্তির জন্য আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছেন; তিনি পরিচারিকাবর্গ সমভিব্যাহারে সম্রাটশিবিরে উপস্থিত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সাত শত শিবিকা দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। একবার শেষ সাক্ষাতের ছলে শিবিকা ভীমসিংহের বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হইলে, একখানি শিবিকা হইতে স্ত্রীবেশী একজন রাজপুত যোদ্ধা অবতরণ করিলেন। ভীমসিংহ তাহাতে আরোহণ করিলে, শিবিকা দ্রুতবেগে চিতোর-দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। ভীমসিংহ নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সাক্ষাতে বহু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আলাউদ্দিন সন্দিহানচিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। শিবিকারোহী রাজপুতবীরগণ তখন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায় পাঠানসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অতঃপর বিপক্ষদমনে ও পদ্মিনীলাভে বিফলপ্রযত্ন হইয়া আলাউদ্দিন ক্ষুণ্নমনে দিল্লী প্রতিগমন করিলেন। কিছুদিন পরে আলাউদ্দিন আবার চিতোর আক্রমণ করিলেন।

যুদ্ধে রাজপুতগণের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইয়া বলক্ষয় হইতে লাগিল। অবশেষে চিতোর রক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া রাজপুত-ললনাগণ প্রাণাপেক্ষা সতীত্বকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহাদের শেষ পথ অবলম্বন করাই স্থির করিলেন। কুলললনা পদ্মিনীপ্রমুখ সাধ্বী রমণীগণ সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া চিতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূতা হইলেন।

অবশেষে ক্রোধোন্মত্ত আলাউদ্দিন চিতোর নগরের ধ্বংসসাধন করিয়া মনের খেদ মিটাইলেন (১৩০৩ খৃষ্টাব্দ)।

পদ্মিনীকান্ত, পদ্মিনীবল্লভ—নলিনীকান্ত, সূর্য্য। ৬তৎ। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম বিকসিত ও সূর্য্যের অস্তগমনে মুদিত হয় বলিয়া কবিরা সূর্য্যকে পদ্মিনীর পতি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সং; পু।

পদ্মী (পদ্মিন্)—১। পদ্মবিশিষ্ট। পদ্ম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পদ্মিনী। ২। হস্তী। সং; পু।

পদ্মেশয়—বিষ্ণু। পদ্মে শয় (শয়নকারী), অলুক্ ৭তৎ; অথবা পদ্মে শয়ন করেন যিনি, উপ; পদ্মে—শী (শয়ন করা)+অন্ ক। সং; পু।

পদ্মোদ্ভব—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল) হইতে উদ্ভব যাঁহার, বহু। সং; পু।

পদ্য—১। শূদ্র। পদ শব্দ+য্য ভবার্থে। সং; পু। ২। ছন্দোবদ্ধ বাক্য, শ্লোক। সং; ক্লী। [রচনামাত্রেই দ্বিবিধ—গদ্য ও পদ্য; তন্মধ্যে যাহা বৃত্তবন্ধোজ্ঝিত অর্থাৎ ছন্দোবন্ধবিহীন, তাহার নাম গদ্য; আর যাহা পরিমিত অক্ষরে বা মাত্রায় নিবদ্ধ, তাহার নাম পদ্য। সুতরাং পদ্য দুই প্রকার—বর্ণানুসারি ও মাত্রানুসারি]।

পদ্যা—সরণি, পদ্ধতি; পথ, রাস্তা। পদ+য্য+আপ্। সং; স্ত্রী।

পনর—পঞ্চদশ, ১৫। দেশজ।

পনরই—মাসের পঞ্চদশ দিবস। দেশজ।

পনস—১। কাঁটাল গাছ; কণ্টক; কপিবিশেষ। পন (স্তুতি করা)+অসচ্ অধি। সং; পু। ২। কাঁটাল ফল। সং; ক্লী।

পনিত—স্তুত; বর্ণিত। পন (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পনিতা।

পনির, পনীর—নীরস আমিক্ষা, জলশূন্য শক্ত ছানা (cheese)। বৈদেশিক। সং।

পনী—১। এক পাউণ্ড ভার-বিশিষ্ট। বিণ। ২। এক জাতীয় উৎকৃষ্ট ঘোড়া। সং।

পন্থ—মার্গ, পথ। পন্থাঃ পদের অপভ্রংশ।

পন্থাঃ (পথিন্)—পথ; উপায়; রীতি; স্বভাব। পথ (গমন করা)+ইন্ ণ। সং; পু।

পন্থিক—পথিক। প্রা, ক। [দেশজ।

পন্থী—পন্থাবলম্বী, মতানুবর্তী, মতবাদী। বিণ।

পন্ন—পতিত; গলিত, চ্যুত; অধোমুখ। পদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পন্নগ—১। সর্প; পদ্মকাষ্ঠ। পন্ন (পতিত)—গম (গমন করা)+ড ক, যে পতিতভাবে গমন করে; অথবা, পদ (চরণ, পা)—ন (না)—গম (গমন করা)+ড ক, যে পদদ্বারা গমন করে না। সং; পু।

পন্নগারি, পন্নগাশন—গরুড়। পন্নগের (সর্পের) অরি (শত্রু) বা অশন (ভক্ষক); ৬তৎ। সং; পু।

পন্নগী—সর্পী; মনসাদেবী। পন্নগ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পন্নদ্ধা—চর্ম্মপাদুকা, জুতা। পদি (পায়ে) নদ্ধা (বদ্ধা) [পদ্+নদ্ধা]। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

পন্নাম—প্রণাম; প্রামা। প্রা, ক।

পমেটম—কেশের নিমিত্ত ঘৃত-বিশেষ। ইং (pomatum)।

পম্প—উপরে জল তুলিবার কলবিশেষ; বোমাকল, পাত্র বায়ুশূন্য করিবার যন্ত্রবিশেষ। ইং (pump)। সং।

পম্পশু—তলা-পাতলা চটীজুতাবিশেষ। ইং (pump-shoe)। সং।

পম্পা—ওড্র দেশস্থ নদীবিশেষ, ইহা ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া তুঙ্গভদ্রায় প্রবাহিত হইয়াছে; স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ সরোবর। পা (পান করা)+প অধি+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

পয়—১। ভাগ্য, শুভাদৃষ্ট, লক্ষ্মীমত্তা। দেশজ। সং। ২। ঘাদ; কল্যাণ, শুভ লক্ষণ। প্রা, ক।

পয়ঃ (পয়স্)—জল; দুগ্ধ। পয় (গমন করা)+অস্ ক। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

পয়ঃপ্রণালী—জলনির্গমপথ, নালা, নর্দ্দমা।

পয়গম্বর—ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি; স্বর্গীয় দূত; ধর্ম্মোপদেষ্টা। বৈদেশিক। সং।

পয়জার—পাদুকা, জুতা, চটী। বৈদেশিক। সং।

পয়দল, পায়দল—১। পদব্রজে, হাঁটিয়া। ক্রি-বিণ। হিন্দী। ২। পদাতিক, পাদচারী সৈনিক। প্রা, ক। সং।

পয়দা—জন্ম, উদ্ভব, উৎপত্তি। বৈদেশিক। সং।
পয়নালা, –নালী—জল-নির্গম-প্রণালী। সং।
পয়-পয়—বারংবার, পুনঃ পুনঃ। দেশজ। ব্য
পয়মন্ত—লক্ষ্মীমন্ত, ভাগ্যবান্। দেশজ। বিণ।
পয়মাল—বিধ্বস্ত, সর্ব্বনাশগ্রস্ত, উৎসন্ন। বৈদেশিক। বিণ। [সং বা বিণ।
পয়লা, পইলা—প্রথম দিন; প্রথম। দেশজ।
পয়সা—তাম্রমুদ্রাবিশেষ, এক আনার ৪ ভাগের ১ ভাগ, ঢেবুয়া। দেশজ। সং।
পয়সি—জলে। সংস্কৃত পদ। প্রা, ক।
পয়স্য—দুগ্ধজাত, দুগ্ধে প্রস্তুত। পয়স্ (দুগ্ধ) + ক্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পয়স্যা।
পয়স্যা—১। দুগ্ধজাতা। পয়স্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আমিক্ষা, ছানা। সং; স্ত্রী।
পয়স্বিনী—১। দুগ্ধবতী গবী; নদী; ছাগী; জীবন্তীলতা। পয়স্ (দুগ্ধ, জল)+বিন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২ দুগ্ধবতী, দুগ্ধদাত্রী। বিণ; স্ত্রী।
পয়া—১। পায়া, পদ (সকল অর্থে); সুলক্ষণ, ভাগ্যবত্তা, লক্ষ্মীবত্তা। সং। ২। সুলক্ষণাক্রান্ত; লক্ষ্মীবান্; ভাগ্যবান্। দেশজ। বিণ।
পয়াণ, পয়ান—গমন, প্রস্থান, পলায়ন। প্রয়াণ শব্দের অপভ্রংশ।
পয়ান, পোয়ান—কুমারের হাঁড়ী প্রভৃতি পোড়াইবার বৃহৎ চুল্লী। দেশজ। সং।
পয়ার (দেশজ)—চতুর্দ্দশাক্ষর বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।
পয়ে—নিশ্চয়; কেবল; কল্যাণে; ভাগ্যে। প্রা, ক।
পয়োজ—জলজ, পদ্ম। উপ; পয়স্ (জল)–জন (জন্মা)+ড ক; পয়ঃ+জ। সং; ক্লী।
পয়োদ—জলদ, মেঘ; মুস্তক। পয়স্ (জল)–দা+ড ক; পয়ঃ+দ। সং; পু।
পয়োধর—জলধর, মেঘ; নারিকেল; স্ত্রী-স্তন। পয়ঃ (জল বা দুধ) ধরে যে, উপ; পয়স্–ধৃ (ধরা)+অন্ ক। সং; পু।
পয়োধি—জলধি, সমুদ্র। পয়স্ (জল)–ধা+কি ক, (পয়ঃ+ধি)। সং; পু।
পয়োনালী—পয়ঃপ্রণালী, জলের নালা, নর্দ্দামা। ৬তৎ, পয়ঃ+নালী। সং; স্ত্রী।
পয়োনিধি, পয়োরাশি—সমুদ্র। ৬তৎ। পয়ঃ+নিধি, পয়ঃ+রাশি। সং; পু।
পয়োভার—জলের ভার; দুগ্ধের ভার। ৬তৎ। পয়ঃ+ভার। সং, পু।
পয়োমুক্ (–মুচ্)—জলদ, মেঘ। পয়স্ (জল)–মুচ (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।
পর—১। অন্য, অপর; ভিন্ন; বৈরী; উত্তর, অনন্তর; দূর; প্রধান, শ্রেষ্ঠ; অধিক; আসক্ত, নিষ্ঠ। পৄ+অল্ ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরা। ২। শত্রু; ব্রহ্মার আয়ু; । সং; পু। ৩। কেবল; মোক্ষ। সং; ক্লী। ৪। পক্ষ, পাখীর পালক। বৈদেশিক। সং। ৫। অনন্তর। বাং ব্য। ৬। উপর। ক, প্র। ৭। প্রহর শব্দের অপভ্রংশ।
পরওয়া, পরোয়া—ভয়, ডর, শঙ্কা। বৈদে। সং।
পরওয়ানা, পরোয়ানা—আদেশপত্র, হুকুমনামা; আদালতে হাজির হইবার আদেশপত্র; অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র। বৈদেশিক। সং।
পরওয়ার, পরোয়ার—পোষক, পালক। বৈদেশিক। বিণ।
পরঃশত—১। শতাধিকসংখ্যক। শত হইতে পর (অধিক), ৫তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শতাধিক সংখ্যা। সং; ক্লী।
পরঃশ্বঃ (–শ্বস্)—আগামিদিনের পরদিনে, পরশু। শ্বস্এর (আগামিদিনের) পর, ৬তৎ। ব্য।
পরঃসহস্র—১। সহস্রাধিকসংখ্যক। সহস্র হইতে পর (অধিক), ৫তৎ। পূর্ব্বপদের পরনিপাত। বিণ; ত্রি। ২। সহস্রাধিক সংখ্যা। সং; ক্লী।
পরক—পরীক্ষা। দেশজ। সং।
পরকলা—কাচ; ডাকসাজের মাঝের কাচের আরশী। দেশজ। সং।
পরকাল—পরলোক; মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
পরকালবর্ত্তী (–বর্ত্তিন্)—মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়ে স্থিত। উপ; পরকাল–বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –বর্ত্তিনী।
পরকাশ—প্রকাশ, অবকাশ। প্রা, ক। সং।
পরকীয়—পরসম্বন্ধীয়, অন্যের, অপরের। পর (অন্য)+কণ্ স্বার্থে+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরকীয়া।
পরকীয়া—১। পরসম্বন্ধীয়া। পরকীয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ, স্বানূঢ়া স্বানুরক্তা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।
পরক্ষেত্র—অপরের ভূমি; পরস্ত্রী; অন্যের শরীর। ৬তৎ। সং; ক্লী।
পরখ—পরীক্ষা। দেশজ। সং।
পরগনা—জিলার ভাগ, রাজস্ব অনুসারে প্রদেশ ভাগ। বৈদেশিক। সং।
পরগাছা—যে গাছ অন্যবৃক্ষে জন্মে ও তদ্দ্বারা পুষ্ট হয়। দেশজ। সং। [সং; স্ত্রী।
পরগ্লানি—পরনিন্দা, পরের দোষ কথন। ৬তৎ।
পর-ঘরি, –ঘরী—পরের ঘরে বাসকারী, পরগৃহবাসী, পরাশ্রয়ী। দেশজ। বিণ।
পরচক্র—অন্য লোকের বা শত্রুপক্ষের চক্রান্ত। ৬তৎ। সং; ক্লী।
পরচর্চ্চা—পরের দোষালোচনা। ৬তৎ। স্ত্রী।
পরচালা—প্রধান গৃহের সংলগ্ন ক্ষুদ্র চালা। দেশজ। সং।
পর-চুল, –চুলা—অন্যের মস্তকের কেশ বা কেশাবরণ; উপকেশ। দেশজ। সং।
পরচ্ছন্দ—১। অন্যের অভিপ্রায়; পরাধীনতা। পরের ছন্দ, ৬তৎ। সং; পু। ২। অন্যের বশতাপন্ন, পরাধীন। পরের ছন্দ (বশতা) আছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী (–বর্ত্তিন্)—পরাধীন, পরবশ। পরচ্ছন্দের অনুবর্ত্তী (অনুগামী), ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, –বর্ত্তিনী।
পরচ্ছিদ্র—পরের দোষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
পরচ্ছিদ্রান্বেষণ—অন্যের ত্রুটি বা খুঁত খুঁজিয়া বেড়ান, পরকীয় দোষানুসন্ধান। পরচ্ছিদ্রের অন্বেষণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।
পরচ্ছিদ্রান্বেষী (–ন্বেষিন্)—যে পরের ত্রুটি বা খুঁত খুঁজিয়া বেড়ায়, অন্যদীয় দোষানুসন্ধানকারী। পরচ্ছিদ্রের অন্বেষী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, –ন্বেষিণী।
পরজ—সঙ্গীতের রাগবিশেষ। দেশজ। সং।
পরজাত—১। অন্য হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। ২। পরপুষ্ট, অন্যকর্তৃক পালিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরজাতা।
পরজিত—শত্রুকর্তৃক পরাজিত; পরপুষ্ট, অন্যকর্তৃক পালিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
পরঞ্জ—তৈলযন্ত্র, ঘানিগাছ; ছুরীর ফলা; ফেনা। অলুক্ উপ; পরম্ (অন্যকে)–জি (জয় করা)+ড ক। সং; পু।
পরঞ্জয়—১। শত্রুবিজয়ী। উপ; পর (শত্রু)–জি+খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরঞ্জয়া। ২। বরুণ। সং; পু।
পরটা—গমের আটার পর পর স্থাপিত ও ঘিয়ে ভাজা পিষ্টকবিশেষ। হিন্দীমূলক। সং।
পরণ—পরিধান শব্দের অপভ্রংশ।
পরণাম—প্রণাম, নমস্কার। সং।
পরৎ, পরত—সতার বাণ্ডলের পর্দ্দা; স্তবক, স্তর, থাক, ভাঁজ। দেশজ। সং।
পরতঃ (–তস্)—অন্যপ্রকারে; ভিন্নভাবে; অন্য হইতে; অন্যের দ্বারা; পরে, পশ্চাতে। পর+তস্। ব্য।
পরতন্ত্র—পরাধীন, পরবশ। পরের তন্ত্র (অধীন), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরতন্ত্রা।
পরতা, পরত্ব—অন্যতা, ভিন্নতা, অপরত্ব, পার্থক্য; অধীনতা; বৈর, শত্রুতা; আসক্তি, অনুরক্তি; প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ; অগ্রবর্ত্তিতা; সান্নিধ্য। পর+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।
পরতাপ—১। অন্যের দুঃখ। ৬তৎ। সং; পু। ২। প্রতাপ, প্রভাব। প্রা, ক। সং।
পরতাল—দ্বিতীয়বার তৌল বা মাপ; পুনঃ পরীক্ষা। দেশজ। সং।
পরতেখ—প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ। প্রা, ক।
পরত্র—পরকালে। পর+ত্র, ৭মী স্থানে। ব্য।

পরত্ব—পরতা দেখ।

পরদা, পর্দ্দা—যবনিকা, কানাৎ ; অন্তরাল, ব্যবধান, আবরণ, গোপন ; সতার বাদ্য-যন্ত্রের গ্রাম বা থাক। বৈদেশিক। সং।

পরদা (পর্দ্দা)-নসিন, —নসীন—অন্তরালে স্থিতা ; অন্তঃপুরস্থা, অবরোধবাসিনী। বৈদেশিক। বিণ। [পু।

পরদার—পরপত্নী, অন্যের স্ত্রী। ৬তৎ। সং ;

পরদারগমন—পরস্ত্রীসম্ভোগ, অন্যের পত্নীর সহিত অবৈধ সঙ্গম। ২তৎ। সং ; ক্লী।

পরদারগামী (—গামিন্)—অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে আসক্ত, পরস্ত্রীর প্রণয়ানুরক্ত। উপ ; পরদার—গম+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

পরদারিক—পরস্ত্রীগামী। পরদার+ষ্ণিক। বিণ ; পু। [সং ; পু।

পরদেশ—ভিন্নদেশ, বিদেশ। কর্ম্মধা বা ৬তৎ।

পরদেশী (—দেশিন্)—ভিন্নদেশবাসী, বিদেশী, প্রবাসী। পরদেশ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী পরদেশিনী। [৬তৎ। সং ; পু।

পরদ্বেষ—অন্যের বিরুদ্ধে বৈরভাব, পরহিংসা

পরদ্বেষী (—দ্বেষিন্)—অন্যের বিরুদ্ধে বৈর ভাবাপন্ন, পরহিংসাকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী পরদ্বেষিণী।

পরধন—অন্যের বিত্ত, অপরের অর্থ। ৬তৎ সং ; ক্লী।

পরধর্ম্ম—স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বহির্ভূত ধর্ম্ম ; অন্য জাতির ধর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; পু।

পরনারী—অন্যের স্ত্রী, পরদার। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরনিন্দা—পরের কুৎসা, অন্যের দোষ-কীর্ত্তন ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরন্তপ—শত্রুতাপন, অরিকে পীড়াদায়ক। উপ ; পর (শত্রু)—তপ (ক্লেশ দেওয়া) +খ ক। বিণ ; ত্রি।

পরন্তু—কিন্তু ; অপরঞ্চ ; পরেও। পরম্ (অব্যয়) +তু (অব্যয়)। বা।

পরপিণ্ড—অন্যের অন্ন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পরপিণ্ডাদ—পরান্নভোজী, অন্যের প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণকারী, অপরের গলগ্রহ। পরপিণ্ড অদ্ (ভোজন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

পরপিণ্ডোপজীবী (—জীবিন্)—পরান্নভোজী, অন্যের প্রদত্ত খাদ্যভক্ষণে জীবন রক্ষাকারী, অপরের গলগ্রহ। পরপিণ্ড—উপ—জীব +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —জীবিনী

পরপীড়ক—অন্যের উৎপীড়নকারী, অপরের উপর দৌরাত্ম্যকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরপীড়ন—পরের উপর অত্যাচার, অন্যকে পীড়া দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পরপীড়া—পরপীড়ন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী

পরপুরুষ—শ্রেষ্ঠপুরুষ, ভগবান্, বিষ্ণু ; অন্য পুরুষ, ভিন্ন ব্যক্তি ; পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ, উপনায়ক। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরপুষ্ট—১। অন্য কর্ত্তৃক পালিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —পুষ্টা। ২। কোকিল [প্রবাদ এইরূপ যে, কোকিলেরা কাকের বাসায় ডিম্ব প্রসব করে, পরে তাহা হইতে শাবক নির্গত হইলে, কাক নিজ শাবক জ্ঞানে তাহাকে পালন করে]। সং ; পু।

পরপুষ্টা—১। অন্যপালিতা। ৩তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্ত্রী-কোকিল ; বেশ্যা। সং ; স্ত্রী।

পরপূর্ব্বা—প্রথম পতির মরণান্তে দ্বিতীয় পতি-গ্রাহিণী, বিধবা হইয়া পুনরায় বিবাহ-কারিণী, পুনর্ভূ। পর (অন্য অর্থাৎ অন্য স্বামী) হইয়াছিল পূর্ব্বে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

পরপ্রপৌত্র—প্রপৌত্রের পুত্র, পৌত্রের পৌত্র, পুত্রের প্রপৌত্র। সং ; পু। স্ত্রী, —পৌত্রী।

পরপ্রেম—অন্যের প্রণয়, অন্যপ্রীতি ; অপরের ভালবাসা ; পরকে ভালবাসা। পরের প্রেম, ৬তৎ ; বা পরের প্রতি প্রেম, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

পরব্রহ্ম (—ব্রহ্মন্)—১। পরপুরুষ, ভগবান্, পরমেশ্বর ; পরমাত্মা। কর্ম্মধা। ২। তৎ-প্রতিপাদক উপনিষদ্‌বিশেষ। সং ; ক্লী।

পরভাগ—১। শ্রেষ্ঠ অংশ ; উৎকর্ষ ; গুণোৎকর্ষ। কর্ম্মধা। ২। অন্যের অংশ। ৬তৎ। সং ; পু।

পরভাগ্য—অন্যের অদৃষ্ট, পরের কপাল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পরভাগ্যোপজীবী (—জীবিন্)—পরের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী, অন্যের গলগ্রহ, পরপিণ্ডাদ। পরভাগ্য—উপ —জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —জীবিনী।

পরভাতা, —ভাতি, —ভাতী—পরান্নভোজী, অন্যের প্রদত্ত অন্নভোজনে জীবনধারণ কারী। দেশজ। বিণ।

পরভৃৎ—কাক। উপ ; পর—ভৃ (ভরণ করা +ক্বিপ্ ক। সং ; পু। [প্রবাদ এই যে, কাক কোকিলশাবককে পালন করিয়া থাকে ; পরপুষ্ট দেখ]।

পরভৃত—১। পরপালিত, অন্যপুষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরভৃতা। ২। পরপুষ্ট কোকিল [পরপুষ্ট দেখ]। সং ; পু।

পরভৃতা—১। পরপালিতা। ৩তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। কোকিলা। সং ; স্ত্রী।

পরম্—কিন্তু ; কেবল ; অনন্তর ; নিশ্চয়। ব্য।

পরম—শ্রেষ্ঠ ; প্রধান ; আদ্য ; শেষ ; অত্যন্ত ; মহৎ। পরা (শ্রেষ্ঠা) মা (পরিমাণ) যাহার, বহু ; অথবা, পর (শ্রেষ্ঠ, উত্তম)—মা (পরিমাণ করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

পরমগতি—১। শ্রেষ্ঠা গতি ; মুক্তি, মোক্ষ। পরমা গতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। মুক্তির উপায় বা হেতুস্বরূপ। পরমা গতি হয় যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

পরমগুরু—প্রধান গুরু, শ্রেষ্ঠ গুরু। কর্ম্মধা।

পরমত—১। ভিন্নরূপ অভিমত, অন্যপ্রকার অভিপ্রায়। কর্ম্মধা। ২। অপর লোকের অভিপ্রায়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পরমতাবলম্বী (—লম্বিন্)—অন্যের অভিমতের অনুসরণকারী, অপরের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্যকারী। উপ ; পরমত—অব—লম্ব+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী —লম্বিনী।

পরমপদ—শ্রেষ্ঠপদ ; উৎকৃষ্টস্থান ; মুক্তি, মোক্ষ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পরমপিতা (—পিতৃ)—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতা, সকলের জনক, জগদীশ্বর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরমপুরুষ—প্রধানপুরুষ, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। কর্ম্মধা। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পরমব্রহ্ম (—ব্রহ্মন্)—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

পরমম্—অনুমতি ; সম্মতি। পর—মা (পরিমাণ করা)+ডম্ ক। বা। [প্রা, ক। সং।

পরম-মায়া—মহামায়া ; পরমেশ্বরী বা পরমেশ্বর।

পরমমুক্তি—বিদেহ কৈবল্য, ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বর্ত্তমান দেহ ধ্বংসের পর পরব্রহ্মে লয়। পরমা মুক্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পরমর্ষি—শ্রেষ্ঠ ঋষি, বেদব্যাসাদি। পরম যে ঋষি, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরমহংস—মহাযোগী ; সন্ন্যাসিবিশেষ ; যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হইয়া কেবল তত্ত্বমার্গে বিচরণ করেন, যিনি সদা শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া কেবল প্রাণধারণোপযোগী দানমাত্র গ্রহণ করেন, লাভালাভ উভয়েই যাঁহার তুল্যজ্ঞান, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় নাই, দেবপ্রাঙ্গণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্রভৃতি সাধারণভোগ্য স্থানই যাঁহার আশ্রয়, কোন বিষয়ে যাঁহার যত্ন বা মমতা নাই, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনিই পরমহংস। পরম (প্রধান) যে হংস (নির্লোভ যতি), কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরমাণ—প্রমাণ। ক প্র।

পরমাণু—অতি সূক্ষ্ম পদার্থবিশেষ, মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ (Molecule)। [এই সূক্ষ্ম-পরমাণুসমূহের যোগে যাবতীয় জড়পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। মহর্ষি কণাদ বলেন, "যাহার নিজের অবয়ব নাই, পরন্তু যে পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম পদার্থের শেষ সীমাস্বরূপ, তাহার নাম পরমাণু।" আধুনিক রসায়নবেত্তারা স্বীকার করেন যে, পরমাণুর আয়তন ও ভার আছে। তাঁহারা আরও বলেন, মূলপদার্থের পরমাণুসকল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এক একটী

পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না ; দুই দুইটি কি তিন তিনটি পরমাণু একত্র হইয়া থাকে; রাসায়নিক সংযোগস্থলে এই পরমাণুপুঞ্জ বিভক্ত হইয়া পড়ে, অন্যথা ইহাদিগকে বিভক্ত করা যাইতে পারে না]। পরম যে অণু, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরমাণুবাদ—সমস্ত বিশ্ব পরমাণুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নহে, এরূপ মত (Atomic theory)। সং ; পু।

পরমাণে—প্রমাণে ; প্রত্যক্ষ। প্রা, ক।

পরমাত্মা (—ত্মন্)—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, সৎ চিৎ আনন্দ-স্বরূপ। পরম যে আত্মা, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরমাত্মীয়—প্রধান আত্মীয়, অতিশয় অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয়। পরম যে আত্মীয়, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরমাত্মীয়া।

পরমাদ—প্রমাদ। ক, প্র। সং।

পরমাদর—মহা সমাদর, অতিশয় আদর। পরম যে আদর, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরমানন্দ—১। অত্যন্ত আহ্লাদ। পরম যে আনন্দ, কর্ম্মধা। ২। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। পরম আনন্দ হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

পরমান্ন—পায়সান্ন। পরম (শ্রেষ্ঠ) যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পরমায়ুঃ (—য়ুস্)—শেষাবধিক জীবিতকাল, আয়ুষ্কাল। পরম যে আয়ুঃ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পরমার্থ—শ্রেষ্ঠবস্তু ; ধর্ম্ম ; যাথার্থ্য ; যথেষ্ট ধন। পরম যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরমার্থচিন্তা—ধর্ম্মচিন্তা ; ঈশ্বরচিন্তা ; ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরমার্থবিৎ (—বিদ্)—যাথার্থ্যবেত্তা, তত্ত্বজ্ঞ, সূক্ষ্মজ্ঞানী ; ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী। পরমার্থ—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; পু।

পরমার্থবিন্দ—তত্ত্বজ্ঞানী ; যথেষ্ট ধনলাভকারী। পরমার্থ—বিদ (জানা, পাওয়া)+শ ক। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

পরমুখ—অন্যের মুখ ; অপরের সাহায্য। ৬তৎ।

পরমুখাপেক্ষিতা—অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা, কোন কাজের জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকা। পরমুখাপেক্ষীর ভাব এই অর্থে পরমুখাপেক্ষিন্+তা। সং ; স্ত্রী।

পরমুখাপেক্ষী (—পেক্ষিন্)—অন্যের সাহায্যপ্রত্যাশী, যে পরের মুখ চাহিয়া থাকে। উপ ; পরমুখ—অপ—ঈক্ষ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—পেক্ষিণী।

পরমেশ্বর—পরব্রহ্ম, খোদা, আল্লা, জগদীশ্বর, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা (God) ; শিব ; সম্রাট্। পরম যে ঈশ্বর, কর্ম্মধা। সং ; পু। স্ত্রী পরমেশ্বরী।

পরমেশ্বর—"পরাগলী মহাভারতের" রচয়িতা। ইতিহাসে ইনি কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে পরিচিত। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহের (১৪৯৪-১৫২৫) সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর আদি হইতে অভিষেক পর্ব্বাধ্যায় পর্য্যন্ত মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রচিত মহাভারত "পরাগলী মহাভারত" নামে পরিচিত। ইহা ১৭০০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পরাগল খাঁ মগ দস্যু দমনার্থ চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়া সেইখানেই বাস করেন। তাঁহার বাসগ্রাম পরাগলপুর নামে ফেণী নদী তীরে অবস্থিত ছিল। পরাগলের বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পরাগলের পুত্র ছুটী খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর স্বীয় গ্রন্থে মূলের সম্পূর্ণ অনুসরণ না করিয়া অনেক স্থলে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তবে বিজয় পণ্ডিত রচিত মহাভারতের সঙ্গে অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত মহাভারতের সাদৃশ্য দেখা যায়।

পরমেশ্বরী—শিবানী, দুর্গা ; পরম প্রকৃতি। পরমেশ্বর দেখ ; পরমেশ্বর+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পরমেষ্ঠী (—মেষ্ঠিন্)—ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব ; শালগ্রামবিশেষ ; গুরুবিশেষ, মন্ত্রদাতা। পরম শব্দের ৭মীর ১বচনে পরমে ; তদুত্তরে স্থা (থাকা)+ডিন্ ক। সং ; পু।

পরমোৎসব—মহামহোৎসব, সাতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরম্পরা—সন্ততি ; ধারা ; অনুক্রম, একটির পর আর একটি, তাহার পর আর একটি এইরূপ ভাব। পর শব্দ [দ্বিত্ব]+পর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরম্পরাগত—ধারাবাহিকরূপে উপনীত, পর পর ক্রমে প্রাপ্ত। পরম্পরা দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা।

পরম্পরীণ—ধারাবাহিক, ক্রমাগত। পরম্পরা দেখ ; পরম্পরা শব্দ+ীন। বিণ ; ত্রি।

পরল—১। চালের নিম্নে কাঠের উপরিভাগ। দেশজ। সং। ২। পরত। সং।

পরলোক—লোকান্তর ; মরণান্তর ভোগ্য লোক ; ব্রহ্মলোক-সত্যলোকাদি সপ্ত ঊর্দ্ধ লোক [জীবগণ মৃত্যুর পর নিজপুণ্যানুসারে এই সকল লোক ভোগ করিয়া থাকে] ; মৃত্যু ; পরকাল। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরলোকগত—লোকান্তরপ্রাপ্ত, মৃত। পরলোককে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরলোকগমন—লোকান্তরগমন, মৃত্যু। ২তৎ। সং ; ক্লী।

পরলোকপ্রাপ্তি—লোকান্তরপ্রাপ্তি, মৃত্যু। ২ বা ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরলোকযাত্রা—পরলোকে গমন, মৃত্যু। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরব—পর্ব্ব। পর্ব্বন্ শব্দের অপভ্রংশ।

পরবশ—অন্যের বশতাপন্ন, পরাধীন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরবাণি—ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিচারক ; বৎসর ; কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর। পর শব্দ—বা (গমন করা)+ণি ক। সং ; পু। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরবাদ—১। পরনিন্দা। ৬তৎ। ২। উত্তরবাদ।

পরবাস—১। পরগৃহ, পরের বাড়ী। ৬তৎ। সং ; পু। ২। প্রবাস, বিদেশবাস। প্রা, ক। সং।

পরবাসী—প্রবাসী। প্রা, ক।

পরবেশ—প্রবেশ। প্রা, ক। সং।

পরবোধ—প্রবোধ। প্রা, ক। সং।

পরব্রত—ধৃতরাষ্ট্র। পর (শ্রেষ্ঠ) ব্রত যাহার, বহু। সং ; পু।

পরশ—১। ছোঁয়া। স্পর্শ শব্দের অপভ্রংশ। ২। (খাদ্যাদি) পরিবেষণ। হিন্দীমূলক। সং।

পরশন—স্পর্শন, স্পর্শ, ছোঁয়া। প্রা, ক। সং।

পরশপাথর—পরেশ পাথর দেখ।

পরশা, পরসা—স্পর্শ করা ; পরিবেষণ করা। দেশজ ক্রিয়া। কবিপ্রয়োগ।

পরশিত—স্পৃষ্ট, ছোঁয়া। প্রা, ক। বিণ।

পরশু—১। অস্ত্রবিশেষ, কুঠার, টাঙ্গি (Axe)। উপ ; পর (শত্রু) শৃ (বধ করা)+ডু ক। সং ; পু। ২। আগামি-দিনের পরদিন, বা গত দিনের পূর্ব্বদিন। পরশ্বস্ শব্দের অপভ্রংশ।

পরশুরাম—ভার্গব, জামদগ্ন্য, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার [দশাবতার দেখ]। পরশুধারী যে রাম, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরশুরাম সম্বন্ধীয় পৌরাণিক উপাখ্যান এইরূপ ;—

মগধদেশে ভাগীরথীর উপনদী কৌশিকী নদীর তীরে ভোজকট নামে এক নগর ছিল। তথায় গাধি নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজর্ষি গাধির ঔরসে মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক পরমরূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগুনন্দন মহর্ষি ঋচিকের সহিত সত্যবতীর বিবাহ হইলে, সেই দম্পতি হইতে জমদগ্নির জন্ম হয়। মহামনাঃ জমদগ্নি সমস্ত বেদ ও সমগ্র ধনুর্ব্বেদে সাতিশয় প্রবীণতা লাভ করিয়া প্রসেনজিত রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক তদীয় কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। এই রেণুকার গর্ভে পঞ্চ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে পরশুরাম সর্ব্বকনিষ্ঠ। শৈশবে ইঁহার নাম রক্ষিত হয় রাম। পরে পরশু অস্ত্র ধারণ করায় পরশুরাম নামে খ্যাত হন। মহাদ্রিতে তপস্যা করিয়া ইনি সিদ্ধিলাভ করেন।

একদা রামজননী রেণুকা, পুত্রগণ ফলাহরণে গমন করিলে, স্নান করিবার নিমিত্ত একাকিনী গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব নিজ ভার্য্যাগণসহ জলবিহার করিতেছেন। তদ্দর্শনে রেণুকা কামশরপীড়িতা হইয়া বহু বিলম্বে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জমদগ্নি তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া, পুত্রগণ গৃহাগত হইলে, তাঁহাদিগকে মাতৃবধে আদেশ করিলেন। প্রথম চারিপুত্রের কেহই এই ঘোরতর পাপজনক মাতৃহত্যা দোষে লিপ্ত হইতে সম্মত হইলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র রাম পিতৃনিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে পরশু অস্ত্রের আঘাতে জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন। ইহাতে জমদগ্নি প্রীত হইয়া পুত্রকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে ইনি মাতার পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নির তপঃপ্রভাবে রেণুকা পুনর্জীবিতা হইলেন। তথাপি কিন্তু এই মহাপাপে সে কুঠার বহুকাল ইঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হয় নাই। ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মপুত্র স্নানে ধৌতপাপ হইলে, পরশু হস্তচ্যুত হয়।

ইঁহার সমকালেই হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সসাগরা ধরিত্রী স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। একদা কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নি মুনির আশ্রমে গমন করিয়া কামধেনু দর্শনে লোভাকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহা প্রার্থনা করেন; কিন্তু মুনিবর তৎপ্রদানে সম্মত হন নাই। ইহাতে রাজা জমদগ্নিকে বধ ও একবিংশতি প্রহারে রেণুকাকে মৃতকল্পাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া কামধেনুটি লইয়া গৃহে গমন করেন। ভার্গব এই সময়ে পুষ্করতীর্থে তপশ্চরণে রত ছিলেন। রোরুদ্যমানা জননীর স্মরণে ইনি গৃহে উপস্থিত হইয়া পিতৃনিয়োগে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। অতঃপর পতিপ্রাণা রেণুকা ভর্ত্তার অনুমৃতা হইলে, রাম দারুণ শোকে অভিভূত হইয়া মাতার প্রহার সংখ্যানুসারে একবিংশতিবার সমস্ত ক্ষত্রিয়ের নিধন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। অনন্তর জনকজননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহার উপদেশক্রমে শিবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইনি প্রথমে সপুত্র সবান্ধব কার্ত্তবীর্য্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া, পরে কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি সদ্যোজাত শিশু সমস্ত ক্ষত্রিয়ের একবিংশতিবার নিধন করেন।

এইরূপে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পরশুরাম কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য শিবপুরীতে উপস্থিত হন। তৎকালে হরগৌরী নির্জ্জনে অন্তঃপুর মধ্যে ছিলেন। বহির্দ্দেশে গণেশ দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ইঁহাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলেন। শিবশিষ্য ভার্গব সে কথা না শুনিয়া অন্তঃপুরপ্রবেশের চেষ্টা করিলে দুইজনে বিবাদ উপস্থিত হয়। পরশুরাম ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় অমোঘ পরশু গণেশের প্রতি নিক্ষেপ করায় তাঁহার একটি দন্ত ছিন্ন হয়; কিন্তু গণেশ স্বীয় মাহাত্ম্যগুণে ইঁহাকে ক্ষমা করেন।

অতঃপর সসাগরা মেদিনী জয় করিয়া পরশুরাম যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন। উল্লিখিত নিহত ক্ষত্রিয়গণের রুধিরে সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি শোণিত সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছিল। জমদগ্নিসুত ঐ সরোবরে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে পরিতৃপ্ত করেন। এই সময়ে ঋচিকচ্যবনাদি মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে এবম্ভূত নৃশংস কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। তাহাতে পরশুরাম দক্ষিণাস্বরূপ গুরু কশ্যপকে সমস্ত উপার্জ্জিত পৃথিবী দান করিয়া স্বয়ং তপস্যার্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করেন। বহুকাল পরে, ইনি জনকভবনে রাঘব রামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত গৃহপ্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে স্বীয় বৈষ্ণবধনুকে জ্যারোপণ করিতে বলেন। রামচন্দ্র হাস্য করিতে করিতে অবলীলাক্রমে সেই শরাসনে শরযোজনা করিয়া ভার্গবের দর্প চূর্ণ ও তদীয় তপোর্জ্জিত স্বর্গাদিলোক রোধ করেন। এইরূপে হতমান ও হৃতদর্প হইয়া পরশুরাম দ্রুতপদে মহেন্দ্রপর্ব্বতে প্রতিপ্রস্থান করেন।

মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যার শেষ শিক্ষালাভ করেন। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা তনয়া অম্বা দেবব্রত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ইঁহার শরণাপন্ন হইলে, ইনি অম্বাকে লইয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু অটলপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম গুরুবাক্যেও অম্বাগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে, গুরুশিষ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ত্রয়োবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়ান্তক ভার্গব শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। বীরবর কর্ণ আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া অস্ত্রশিক্ষার্থ ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, ইনি তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্রাদি নানারূপ অস্ত্রকৌশল শিক্ষা দেন। একদা ইনি প্রিয় শিষ্য কর্ণের ঊরুদেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রাগত হইলে, দৈবযোগে দংশকীট কর্ণের ঊরু ভেদ করিতে আরম্ভ করে; তথাপি কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গভয়ে অসাধারণ ক্লেশসহিষ্ণু সূর্য্যনন্দন তদবস্থাতেই উপবিষ্ট রহিলেন। পরে রুধিরস্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, পরশুরাম কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করেন। তখন কর্ণ আর সত্যের অপলাপ করিতে সাহসী না হইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে পরশুরাম তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, মৃত্যুকালে ব্রহ্মাস্ত্রসকল তাঁহার স্মরণ থাকিবে না। এদিকে শাপগ্রস্ত দংশকীট পরশুরাম দর্শনে শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পরশ্রী—পরের সৌভাগ্য, অন্যের ঐশ্বর্য্য, অপরের উন্নতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পরশ্রীকাতর—পরের সৌভাগ্য দর্শনে দুঃখিত, অন্যের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কাতরা।

পরশ্বঃ (—শ্বস্)—আগামিদিনের পরদিনে, পরশু। পর (অর্থাৎ দূরবর্ত্তী) যে শ্বঃ (আগামিদিন), কর্ম্মধা; বা।

পরশ্বধ—পরশু, কুঠার, টাঙ্গি। সং; পু।

পরষা—ভোজ্য বণ্টন করা, পরিবেষণ করা। দেশজ। ক্রি।

পরস্তাৎ—পশ্চাৎ, পরে। পর + অস্তাৎ। বা।

পরস্পর—ইতরেতর, অন্যোন্য; পর পরের প্রতি, নিত্য; পর [সু] + পর বিণ; ত্রি।

পরস্পরধ্বংসী (ধ্বংসিন্)—অন্যোন্যের সংঘর্ষে বিনাশশীল, যাহারা আপনা আপনির সংঘর্ষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পরস্পর - ধ্বন্‌স + ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, ধ্বংসিনী।

পরস্পরবিরোধী (—রোধিন্)—১। অন্যোন্য বিবাদবিশিষ্ট, পরস্পরে বিবাদযুক্ত। ৭তৎ। ২। পরস্পরের বিপরীত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বিরোধিনী।

পরস্মৈপদ—ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত পরোদ্দেশ্যক বিভক্তি। পর শব্দের চতুর্থীর একবচনে পরস্মৈ; পরস্মৈ + পদ। সং; ক্লী।

পরস্ব—পরধন, পরের সম্পত্তি। পরের স্ব (ধন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

পরস্বত্ব—অন্যের স্বত্ব বা স্বামিত্ব, অপরের অধিকার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পরস্বহরণ—অন্যের ধন অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ, যে কোন প্রকারে অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করণ। পরস্বের হরণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পরস্বহারী (—হারিন্)—অন্যায়পূর্ব্বক অন্যের ধন গ্রহণকারী, যে কোন প্রকারে অপরের বিত্ত আত্মসাৎকারী। উপ; পরস্ব—হৃ + ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—হারিণী।

পরস্বাপহারী—অন্যের বিত্তহরণকর্ত্তা, অপরের সম্পত্তি গ্রহণকারী। উপ ; পরস্ব—অপ—হৃ+ণিন্ ক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —হারিণী।

পরহিতকামী—অন্যের হিতাভিলাষী, পরোপকারী। পরহিত—কম+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —কামিনী।

পরহিতব্রত—১। পরোপকারী, পরের উপকার সাধনই যাহার মূলমন্ত্র। পরহিত হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ব্রতা। ২। অপরের উপকাররূপ পুণ্যকার্য্য। পরহিতই যে ব্রত, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরহিতব্রতী—অন্যের উপকার সাধনে নিযুক্ত, পরোপকারী। পরহিতব্রত+ইন্ কুশলার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, —ব্রতিনী।

পরহিতাকাঙ্ক্ষী—অন্যের মঙ্গলাভিলাষী, অপরের হিতৈষী, পরোপকারী। পরহিতের আকাঙ্ক্ষী, বা পরের হিতাকাঙ্ক্ষী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —কাঙ্ক্ষিণী।

পরহিতৈষণা—অন্যের ইষ্টসাধনের বাসনা, অপরের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা, পরোপকারপ্রবৃত্তি। পরহিতের এষণা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরহিতৈষী (—ষিণ্)—অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। পরহিত—ইষ+ণিন্ ক। বিণ ; পু স্ত্রী, —ষিণী।

পরা—১। অন্যা, শ্রেষ্ঠা, ইত্যাদি। পর দেখ। পর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। প্রাধান্য ; আভিমুখ্য ; প্রাতিকূল্য ; ধর্ষণ ; অত্যন্ত ; বিক্রম ; অনাদর ; ভঙ্গ ; বধ ; প্রত্যাবৃত্তি। পৄ (পূরণ করা)+আ। ক। ব্য। ৩। পরিধান করা, অঙ্গে ধারণ করা। দেশজ ক্রিয়া।

পরাক্ (পরাচ্)—১। পরাঙ্মুখ, বিমুখ। পরা—অন্চ+কিপ্ ক। ব্য। বিণ ; ত্রি। ২। পশ্চাৎ, পশ্চাতে। ব্য।

পরাক—দ্বাদশদিন উপবাসরূপ ব্রত। [পরাক ব্রতে অসমর্থ হইলে তদনুকল্প পঞ্চধেনু বা তন্মূল্য ১৫ কাহন কড়ি দান করিতে হয়]। পর (শ্রেষ্ঠ)—অক (গমন করা)+অল্ ণ। সং ; পু।

পরাকরণ—ঘৃণাকরণ ; অবজ্ঞা ; ত্যাগ। পরা—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরাকাষ্ঠা—চরমসীমা, শেষসীমা, যতদূর হইতে পারে ততদূর। পরা (অত্যন্ত)+কাষ্ঠা (সীমা), অসমস্ত পদদ্বয়। সং ; স্ত্রী।

পরাকৃত—ঘৃণিত ; অকৃত ; ত্যক্ত। পরা—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —কৃতা।

পরাক্রম—বিক্রম ; শক্তি ; পুরুষকার। পরা—ক্রম (গমন করা)+অল ভা। সং ; পু।

পরাক্রান্ত—বিক্রান্ত, বিক্রমশালী ; শক্তিসম্পন্ন। পরা—ক্রম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

পরাগ—১। পুষ্পরেণু ; ধূলি ; স্নানীয় গন্ধচূর্ণ ; পর্ব্বতবিশেষ ; চন্দন। পরা—গম (গমন করা)+ড ক। ২। প্রশংসা, খ্যাতি ; উপরাগ। পরা—গম+ড ভা। সং ; পু।

পরাগকেশর—পুষ্পের মধ্যস্থলস্থিত স্থূল কেশর ভিন্ন অবশিষ্ট সূত্রাকার কেশরসমূহ ; উহাদের শিরোদেশে ধূলিবৎ এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণ থাকে বলিয়া উহাদের নাম পরাগকেশর। পরাগধারী কেশর, মপী কর্ম্মধা। সং।

পরাগকোষ—পুষ্পের মধ্যস্থলে কোষের আকারবিশিষ্ট যে পদার্থের মধ্যে পরাগ থাকে। পরাগগর্ভ যে কোষ, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরাগত—১। ব্যাপ্ত ; যুক্ত ; বিকসিত। পরা—গম (গমন করা)+ক্ত ক। ২। প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। পরা—আ—গম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরাগতা।

পরাঙ্ (পরাঞ্চ্)—বিমুখ, পরাঙ্মুখ। পর—অন্চ (গমন করা)+বিচ্ ক। বিণ ; ত্রি।

পরাঙ্মুখ—বিমুখ ; বিরুদ্ধ ; প্রতিকূল ; নিবৃত্ত। পরাক্ (পশ্চাতে) মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি ; স্ত্রী পরাঙ্মুখা, —খী।

পরাচ্—পরাক্ দেখ।

পরাচিত—১। সম্যক্ ব্যাপ্ত। পর (সম্যক্) আচিত (ব্যাপ্ত), সুপ্সুপেতি। ২। পরপালিত, পরপুষ্ট। পর (অন্য) কর্তৃক আচিত (পুষ্ট), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরাচীন—পরাঙ্মুখ, বিমুখ ; প্রাচীন। পরাক্ দেখ ; পরাচ্ শব্দ+ঈন। বিণ ; ত্রি।

পরাজয়—পরাভব, হারিয়া যাওয়া ; অসহন। পরা—জি (জয় করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরাজিত—বিজিত, পরাভূত। পরা—জি (জয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

পরাণ—জীবন। প্রাণ শব্দের অপভ্রংশ।

পরাণি—প্রাণী ; প্রাণ, জীবন। ক, প্র।

পরাৎপর—১। পর হইতে পর, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। অলুক্ ৫তৎ। পর (শ্রেষ্ঠ) শব্দের পঞ্চমীর ১বচনে পরাৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —পরা। ২। পরমেশ্বর। সং ; পু।

পরাধি—পরপীড়া। পরের আধি (পীড়া), ৬তৎ। সং ; পু।

পরাধিকার—অন্যের অধিকার বা বিষয়, অপরের ব্যাপার বা কার্য্য। পরের অধিকার, ৬তৎ। সং ; পু।

পরাধিকারচর্চ্চা—অন্যের বিষয়ে বা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরাধীন—অন্যের অধীন, পরবশ, পরতন্ত্র। পরের অধীন, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —না।

পরান—পরিধান করান, গায়ে লাগান, গায়ে দিয়ে দেওয়া, সাজান ; ছিদ্রমধ্যে প্রবেশিত করা। দেশজ। ক্রি।

পরান্তক—১। সংহারকারী, শিব। পরের (সংসারের) অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং ; পু। ২। শত্রুনাশক। পরের (শত্রুর) অন্তক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরান্ন—১। পরকীয় অন্ন অন্যের অন্ন। ৬তৎ। ২। অপরের পক্ব অন্ন। [গুরু, মাতুল, শ্বশুর, পিতা ও পুত্রের অন্ন স্মৃতিশাস্ত্রমতে পরান্ন নহে]। পরপক্ব যে অন্ন, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পরাভব—তিরস্কার ; পরাজয় ; অতিক্রম। পরা—ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরাভূত—পরাজিত, পরাস্ত ; তিরস্কৃত। পরা—ভূ (হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরামর্শ—যুক্তি ; বিবেচনা ; মন্ত্রণা ; স্পর্শ ; ব্যাপ্তিবিশিষ্টের পক্ষবৃত্তিত্ব জ্ঞান। পরা—মৃশ (বিবেচনা করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরামর্ষ—সহন ; ক্ষমা। পরা—মৃষ (ক্ষমা করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরামাণিক—নাপিত ; জাতির প্রধান, যিনি সেই জাতির সমাজ-ব্যবস্থা করেন। দেশজ। সং। 'পরমাণিক'ও হয়।

পরায়ণ—১। শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। পর যে অয়ন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অত্যাসক্ত, তৎপর। পর (প্রধান, একমাত্র) হইয়াছে অয়ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পরায়ত্ত—পরাধীন ; পরহস্তগত। পরের আয়ত্ত, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরারি—১। পূর্ব্বতর বৎসরে, গত তৃতীয় বর্ষে। ব্য। ২। পরম শত্রু। পর (প্রধান) যে অরি, কর্ম্মধা। ৩। অন্যের শত্রু। পরের অরি, ৬তৎ। সং ; পু।

পরার্থ—১। অন্যের প্রয়োজন ; অপরের ধন। পরের অর্থ, ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। ভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। পর (ভিন্ন) অর্থ (অভিপ্রায়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরার্থা। ৩। অন্যের জন্য। পরের নিমিত্ত ইহা, নিত্য। বিণ।

পরার্দ্ধ—১। অত্যধিক সংখ্যাবিশেষ, লক্ষগুণিত লক্ষ কোটি, ১০০০০০০০০০০০০০০০০০। পর (অতিশয়) যে অর্দ্ধ (ঋদ্ধ বা প্রবৃদ্ধ) কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। শেষার্দ্ধ। পর (উত্তর) যে অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পরার্দ্ধ্য—১। উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। পরার্দ্ধ+ষ্য যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। স্বর্লোক। সং ; পু। ৩। পরার্দ্ধ। পরার্দ্ধ+ষ্য স্বার্থে। সং ; ক্লী।

পরাবর্ত্ত—পরিবর্ত্ত, বদল ; প্রত্যাবৃত্তি। পরা—বৃত (থাকা)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরাবহ—উপরি বর্ত্তমান সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ। পরা—বহ (বহা)+অন্ ক। সং ; পু।

পরাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত ; প্রত্যাগত ; প্রতিনিবৃত্ত। পরা—বৃত (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

পরাবৃত্তি—প্রত্যাবর্ত্তন, প্রত্যাগমন ; প্রতিনিবৃত্তি, পরিবর্ত্ত। পরা—বৃত (থাকা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

পরাশর—কলিধর্ম্মপ্রয়োজক জনৈক ঋষি, ব্যাসদেবের পিতা। বশিষ্ঠতনয় শক্তি্র ঔরসে তৎপত্নী অদৃশ্যন্তীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সুকঠোর তপস্যা দ্বারা ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি পুলস্ত্যের নিকট বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করিয়া পরে তাহা মৈত্রেয় মুনির নিকট বর্ণন করেন। পিতৃহন্তা রাক্ষসদিগের বধের নিমিত্ত ইনি রাক্ষসযজ্ঞ সম্পন্ন করিলে বহুসংখ্যক রাক্ষস বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পরে পুলস্ত্যের অনুরোধে ইনি সে যজ্ঞ রহিত করেন। ইঁহার বরে সত্যবতীর (মৎস্যগন্ধার) গাত্রের মৎস্যগন্ধ দূরীভূত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে পদ্মগন্ধের সঞ্চার হয়। এই সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার খ্যাতনামা পুত্র ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। পরাশর-প্রণীত সংহিতা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে কলিকালের ব্যবহারোপযোগী বিধিসমূহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সংহিতার পর নিবন্ধকারগণ পরাশরের মতের প্রামাণ্য স্বীকারপূর্ব্বক অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণী-প্রোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়নির্ণয়মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। বিলফোর্ড সাহেবের মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ ১৩৯১ অব্দে, এবং বুকানন সাহেবের মতে খ্রীঃ পূ ১৩০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। পরা—শৄ+অন্ ক। সং ; পু।

পরাশরী, পারাশরী (-রিন্)—চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু। পরাশর+ষ্ণ ইদমর্থে—পরাশর বা পারাশর (পরাশর-প্রোক্ত ভিক্ষু-সূত্র) ; তাহা অবলম্বন করিয়াছে যে এই অর্থে পরাশর বা পারাশর+ইন্। সং ; পু।

পরাশ্রয়—১। অন্যের আশ্রয়, অপরের সাহায্য। পরের আশ্রয়, ৬তৎ। ২। প্রধান আশ্রয় বা অবলম্বন। পর (প্রধান) যে আশ্রয়, কর্ম্মধা। সং ; পু। ৩। অন্যের আশ্রিত ; অপরের দ্বারা পালিত। পর (অন্য) হইয়াছে আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পরাশ্রয়া—১। পরপালিতা, অন্যের আশ্রিতা। পর হইয়াছে আশ্রয় যাহার (যে স্ত্রীর), বহু ; বিণ ; স্ত্রী। ২। বৃক্ষের উপরে উৎপন্ন লতা, পরগাছা। সং ; স্ত্রী।

পরাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্)—অন্যের আশ্রয় গ্রহণকারী, অপরের সাহায্যার্থী, পরাশ্রিত। পরের আশ্রয়ী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -শ্রয়িণী।

পরাশ্রিত—অন্যের আশ্রিত, পরপালিত। ৬ বা ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরাশ্রিতা।

পরাসন—হত্যা, বধ। পরা—অস (ক্ষেপণ করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরাসু—প্রাণহীন, মৃত। পর (গত) হইয়াছে অসু (প্রাণ) যাহার, বহু ; কিংবা, পরা—অস (থাকা)+উ ক। বিণ ; ত্রি।

পরাসুতা—প্রাণহীনতা, মৃত্যু। পরাসু দেখ ; পরাসু+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

পরাস্কন্দী (-স্কন্দিন্)—তস্কর, চৌর ; দস্যু। পর (অন্য অর্থাৎ অন্যের ধন)—আ—স্কন্দ (শোষণ করা)+ণিন্ ক। সং ; পু।

পরাস্ত—পরাজিত। পরা—অস (ক্ষেপণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

পরাহ—পরদিন। পর যে অহন্ (দিন), কর্ম্মধা।

পরাহত—আহত ; ব্যাহত ; পরাভূত ; তিরস্কৃত। পরা—আ—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরাহতা।

পরাহ্ণ—অপরাহ্ণ, বিকাল বেলা। অহনের (দিনের) পর (শেষভাগ), ৬তৎ। সং ; পু।

পরি—১। সর্ব্বতোভাব ; শেষ ; ইত্থম্ভাব ; বর্জ্জন ; ব্যাধি ; বীপ্সা ; আখ্যান ; ভাগ ; দোষাখ্যান ; আলিঙ্গন ; চিহ্ন ; ব্যাপ্তি ; নিরাস ; পূজা ; শোক। পৄ+ইন্ ক। বা। ২। উপরি। ক, প্র।

পরিকথা—উপাখ্যান-পুস্তক, গল্পের বহি। পরি (আখ্যানমূলক) কথা, প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

পরিকম্প—কম্প, কাঁপনি ; ভয়। পরি—কম্প (কাঁপা)+অল্। সং ; পু।

পরিকর—১। সহচর ; সহকারী ; পরিবার। পরি—কৃ (করা)+অল্ ক। ২। পর্য্যঙ্ক, শয্যা। পরি—কৄ+অল্ আধ। ৩। আরম্ভ ; নিষ্পত্তি। পরি—কৃ+অল্ ভা। ৪। বিবেক ; হস্ত্যশ্বাদি উপকরণ। পরি—কৃ+অল্ ণ। ৫। সমূহ ; কটিবন্ধ, কোমরবাঁধা, 'বেল্ট' ; (নাট্যে) মুখসন্ধির অঙ্গবিশেষ ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। পরি—কৃ+অল্ ম্ম। সং ; পু।

পরিকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহপ্রার্থী। পরি—কৃ (করা) +তৃন্ ক। সং ; পু।

পরিকর্ম্ম (-কর্ম্মন্)—সংস্করণ, প্রসাধন, সাজান। পরি—কৃ+মন্ ম্ম। সং ; ক্লী।

পরিকর্ম্মা (-কর্ম্মন্)—পরিচারক, ভৃত্য। প্রাদি; পরি—কৃ (করা)+মন্ ক। সং ; পু।

পরিকর্ম্মী (-কর্ম্মিন্)—প্রসাধক ; পরিচারক। বিণ ; পরিকর্ম্ম দেখ ; পরিকর্ম্মন্ শব্দ+ইন্। স্ত্রী পরিকর্ম্মিণী।

পরিকল্পন—মনন, চিন্তন ; রচনা। পরি—কৃপ (কল্পনা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিকল্পনা—মনে মনে কল্পনা, মনন ; চিন্তা ; রচনা। প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

পরিকল্পিত—কল্পিত, মনে মনে রচিত ; সজ্জিত ; অনুষ্ঠিত ; নির্দ্দিষ্ট। পরি—ণিজন্ত কৃপ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিকীর্ণ—বিস্তৃত ; ব্যাপ্ত ; সমর্পিত। পরি—কৄ (বিকিরণ করা)+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিকীর্ত্তিত—কথিত ; গীত ; উচ্চারিত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরিকীর্ত্তিতা।

পরিক্রম—গমন ; প্রদক্ষিণীকরণ ; ইতস্ততঃ পরিচার। প্রাদি ; পরি—ক্রম্ (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরিক্রমণ—পরিভ্রমণ, পর্য্যটন ; গমন ; ইতস্ততঃ পরিচারণ ; চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ। পরি—ক্রম্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিক্রয়—বিক্রীত বস্তুর পুনঃক্রয়। প্রাদি ; পরি—ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরিক্রিয়া—সংস্করণ ; পরিখাদি দ্বারা বেষ্টন। পরি—কৃ (করা)+শ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরিক্লান্ত—অতিশয় ক্লান্ত ; পরিশ্রান্ত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

পরিক্লিষ্ট—অতিকষ্ট, অতিশয় ক্লেশপ্রাপ্ত ; পরিক্ষত ; উৎক্লান্ত। পরি (সম্যক্) ক্লিষ্ট, প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরিক্লিষ্টা।

পরিক্ষত—সম্যক্ ক্ষত ; ভ্রষ্ট ; নষ্ট। পরি (সম্যক্) ক্ষত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

পরিক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র। পরি—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্বিপ্, ইনি কুলের ক্ষীণ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় বাসুদেব ইঁহার নাম পরিক্ষিৎ রাখেন, অথবা মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রপ্রহারে মৃত হইয়া কৃষ্ণের যোগবলে ইনি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন]। সং ; পু। পরীক্ষিৎসম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুর ঔরসে তৎপত্নী উত্তরার গর্ভে ইঁহার জন্ম। কৃপাচার্য্যের নিকট ইনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পাণ্ডবগণ যৎকালে ইঁহাকে হস্তিনার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন, তৎকালে ইনি অপ্রাপ্তবয়স্কতা হেতু কৃপাচার্য্য প্রমুখ বিশ্বাসী সচিবগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি অতি প্রজাবৎসল ভূপতি ছিলেন। ইঁহার জনমেজয়াদি চারি পুত্র হয়। কৃপাচার্য্যকে গুরুরূপে বরণ করিয়া ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়ার্থ বনগমন করেন, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে শমীক নামক এক তপোধনের আশ্রমে উপস্থিত হন। মুনিবর তৎ

কালে মৌনাবলম্বনে মুদ্রিতনেত্রে তপস্যা করিতেছিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ভোজ্যপানীয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু মৌনাবলম্বী ঋষি উত্তর না করায়, ইনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ক্রোধে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া মুনিবরের গলদেশে এক মৃত সর্প লম্বিত করিয়া প্রস্থান করেন। শমীকের পুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্রোধে অভিসম্পাত করেন যে, এই ঘৃণিতকার্য্যকারী—যেই হউক, সে এক সপ্তাহমধ্যে তক্ষকদষ্ট হইয়া কাল-সদনে গমন করিবে।

পরীক্ষিৎ এই শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং শুকদেব গোস্বামীর নিকট মুক্তিসাধন হরিকথা শ্রবণে সময়ক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তম দিবসের শেষভাগ পর্য্যন্তও মুনিবাক্য সফল হইল না দেখিয়া সদস্যগণ-সহ তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি সুখাদ্য ফল ইঁহার নিকট আনীত হইল। ইনি ফলটি ভক্ষণার্থ ছেদন করিলে, তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্মদেহধারী তক্ষক নির্গত হইয়া রাজাকে দংশন করিল। দেখিতে দেখিতে পরীক্ষিৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়া অব্যর্থ ঋষিবাক্যের সাফল্য প্রদর্শন করিলেন। পরীক্ষিৎ কলিযুগের প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত ছিলেন।

পরিক্ষিত—চন্দ্রবংশীয় নরপতিবিশেষ, অর্জ্জুনের পৌত্র। পরিক্ষিৎ দেখ। পরি—ক্ষি+ক্ত ক। সং; পু।

পরিক্ষিপ্ত—প্রক্ষিপ্ত; বেষ্টিত। পরি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিক্ষীণ—ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত। পরি—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ণা।

পরিক্ষেপ—প্রক্ষেপ; বেষ্টন। পরি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

পরিখসি—পরীক্ষা করিতেছ। প্রা, ক। ক্রি।

পরিখা—১। চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত খাত, গড়খাই। পরি—খন (খনন করা)+ড র্ম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। পরীক্ষা করা। প্রা, ক। ক্রি।

পরিখেদ—দুঃখ; ক্লেশ; শ্রম। পরি—খিদ্ (খিন্ন হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

পরিগণিত—যাহা গণনা হইয়াছে এরূপ, সংখ্যাত; বিবেচিত। পরি—গণ্ (গণনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

পরিগত—১। লব্ধ, প্রাপ্ত; বেষ্টিত; জ্ঞাত। পরি—গম্+ক্ত র্ম। ২। গত। পরি—গম্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিগতা।

পরিগমিত—চালিত; অতিবাহিত। পরি—গমি (গমন করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিগূঢ়—অতিশয় গোপনীয়, নিগূঢ়। পরি—গুহ্ (গোপন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিগৃহীত—যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ; উপাত্ত; স্বীকৃত। পরি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিগৃহীতা।

পরিগ্রহ, পরিগ্রাহ—১। গ্রহণ; স্বীকার। পরি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। ২। পত্নী; পরিজন; শাপ; মূল; সৈন্যপশ্চাদ্-ভাগ।...+অল্, ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

পরিঘ—১। লৌহাগ্র মুদ্গর; শূল; হুড়কা; জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। পরি—হন্ (বধ করা)+অল্ ণ। ২। আঘাত।...+অল্ ভা। ৩। তোরণ, ফটক; দ্বার; জলপাত্র, গৃহ।...+অল্ র্ম। সং; পু।

পরিঘট্টিত—সম্যক্ ঘর্ষিত, সাতিশয় ঘর্ষণপ্রাপ্ত। পরি—ঘট্ট+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

পরিঘাত—লৌহমুদ্গর, অর্গল; হুড়কা। পরি—হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

পরিঘাতন—১। আঘাত। পরি—ণিজন্ত হন্ (=ঘাতি)+অনট্ ভা। ২। লৌহমুদ্গর, অর্গল।...+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

পরিচয়—প্রণয়; সংস্তব, জানাশুনা; অভ্যাস। পরি—চি+অল্ ভা। সং; পু।

পরিচর—পরিচারক, সেবক; অনুচর। পরি—চর্ (গমন করা)+ট ক। সং; পু।

পরিচর্য্যা—পূজা; সেবা; সৎকার। পরি—চর (গমন)+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিচায়ক—পরিচয়-কারক, যে বা যাহা জানাইয়া বা চিনাইয়া দেয়; প্রমাণ-প্রদর্শক; সূচক, জ্ঞাপক। পরি—চি+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিচায়িকা।

পরিচায্য—১। যজ্ঞীয় অগ্নি। পরি—চি (একত্র করা)+ঘ্যণ্ র্ম। ২। যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড। পরি—চি+ঘ্যণ্ র্ম, নিপাতনে। সং; পু।

পরিচারক—সেবক, দাস, ভৃত্য। পরি—চর (গমন করা)+ণক ক। বিণ বা সং; পু।

পরিচারণ—পরিচর্য্যা, সেবা। পরি—ণিজন্ত চর (=চারি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিচারিকা—সেবিকা, দাসী। পরিচারক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ বা সং; স্ত্রী।

পরিচিত—জ্ঞাত, যাহার সহিত জানা শুনা আছে এরূপ; অভ্যস্ত। পরি—চি (একত্র করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিচিতা।

পরিচিন্তন—সম্যগ্‌রূপে চিন্তা করা। পরি (সম্যক্) চিন্তন, প্রাদি। সং; ক্লী।

পরিচিন্তিত—সম্যগ্‌রূপে চিন্তিত, উত্তমরূপে বিবেচিত। পরি (সম্যক্) চিন্তিত, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

পরিচ্ছদ—পরিজন; অনুচর; বেশ, পোষাক; সামগ্রী; হস্ত্যাদি উপকরণ। পরি—ণিজন্ত ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+ঘ ণ। সং; পু।

পরিচ্ছন্ন—আচ্ছন্ন; সংস্কৃত, ভূষিত; পরিষ্কৃত। পরি—ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিচ্ছন্না।

পরিচ্ছিত্তি—ব্যবধান; অবধারণ। পরি—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরিচ্ছিন্ন—বিভক্ত; ইয়ত্তারূপে পরিমিত; নির্ণীত। পরি—ছিদ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিচ্ছিন্না।

পরিচ্ছেদ—১। নির্ণয়; ইয়ত্তারূপে অবধারণ। পরি—ছিদ (ছেদন করা)+অল্ ভা। ২। অংশ; গ্রন্থাদির ভাগ। পরি—ছিদ+অল্ র্ম। সং; পু।

পরিচ্ছেদ্য—বিভাজ্য; ইয়ত্তারূপে নির্ণেয়। পরি—ছিদ্ (ছেদন)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিজন—পরিবার, পোষ্যবর্গ; পরিচারক। পরি (সর্ব্বতোভাবে) জন (লোক, আপনার লোক), নিত্য; বা, পরি—জন্ (জন্মা)+অল্ ক। সং; পু।

পরিজ্ঞাত—১। সম্পূর্ণ অবগত। পরি—জ্ঞা+ক্ত ক। ২। সুবিদিত; পরিচিত। পরি—জ্ঞা+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিজ্ঞান—সম্পূর্ণ জ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান; সর্ব্বতোভাবে জানা। পরি—জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিণত—অবস্থান্তরপ্রাপ্ত; পক্ব; নত; নদীতীরাদিতে বক্রভাবে দন্তাদি প্রহারকারী (গজাদি)। পরি—নম্ (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিণতা।

পরিণতাবস্থা—পক্ব অবস্থা, পরিপক্ব দশা। পরিণতা অবস্থা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পরিণতি—পরিপাক; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; অবনতি; শেষ; বার্দ্ধক্য। পরি—নম্ (নত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরিণদ্ধ—পরিহিত; সংবদ্ধ; বদ্ধ; প্রবৃদ্ধ; পরিবদ্ধ। পরি—নহ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিণয়, পরিণয়ন—বিবাহ। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং।

পরিণয়বন্ধন—বিবাহরূপ বাঁধন। রূপক। সং।

পরিণয়সূত্র—বিবাহরূপ সূতা। রূপক। সং; ক্লী।

পরিণাম—অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; বার্দ্ধক্য; পরিপাক; শেষ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। পরি—নম্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিণামদর্শিতা—পরিণামদর্শীর ভাব, ভবিষ্যৎ চিন্তন, বিচক্ষণতা, সূক্ষ্মদর্শিতা। পরিণামদর্শিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পরিণামদর্শী (—দর্শিন্)—শেষফল লক্ষ্যকারী, উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্যকারী, বিচক্ষণ। পরিণাম দেখে যে, উপ; পরিণাম—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—দর্শিনী।

পরিণায়ক—সেনাধ্যক্ষ; স্বামী। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+ণক ক। সং; পু।

পরিণাহ, পরীণাহ—বিস্তার; বিশালতা। পরি—নহ্ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

পরিণাহী (–হিন্)—বিস্তৃত, বিশাল; আয়ত; বিপুল। পরিণাহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

পরিণীত—ঊঢ়, বিবাহিত। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিণীতা।

পরিণেতা (–ণেতৃ)—বিবাহকারী, ভর্ত্তা; পরিচালক। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী পরিণেত্রী।

পরিতঃ (–তস্)—সর্ব্বতোভাবে, চারিদিকে। পরি+তস্। ব্য। [+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পরিতপ্ত—পরিতাপযুক্ত; দুঃখিত। পরি—তপ্

পরিতাপ, পরীতাপ—১। দুঃখ; শোক। পরি—তপ্ (ক্লেশ দেওয়া)+ঘঞ্ ণ। ২। উষ্ণতা, উত্তাপ। পরি—তপ (তাপ দেওয়া)+ঘঞ্ ভা। ৩। নরকবিশেষ। পরি—তপ্+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

পরিতুষ্ট—তৃপ্ত; সন্তুষ্ট। পরি—তুষ্ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পরিতুষ্টি—তৃপ্তি; সন্তোষ। পরি—তুষ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরিতোষ—তৃপ্তি; সন্তোষ; আনন্দ। পরি-তুষ (তুষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিত্যক্ত—সম্যক্ বর্জ্জিত, যাহা বা যাহাকে ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ। পরি—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিত্যজন—ত্যাগ, বর্জ্জন। পরি—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিত্যজ্য—ত্যাগার্হ, বর্জ্জনীয়, ত্যাগযোগ্য। পরি—ত্যজ্+য র্ম। বিণ; ত্রি। এই পদটি অত্র লিখিত অর্থে বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে পদটি পরি—ত্যজ্ ধাতুর উত্তর অনন্তরার্থে যপ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হয়, সুতরাং ইহার অর্থ—পরিত্যাগ করিয়া।

পরিত্যাগ—ত্যাগ, বর্জ্জন, বিসর্জ্জন। পরি—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিত্যাজ্য—যাহা ত্যাগ করিতে হইবে বা করা আবশ্যক; ত্যাগ করিবার যোগ্য, বর্জ্জনীয়। পরি—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিত্যাজ্যা।

পরিত্রাণ—উদ্ধার; রক্ষা; নিস্তার। পরি—ত্রৈ (রক্ষা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিত্রাণপথ—উদ্ধারের পথ, রক্ষার উপায়। ৬তৎ। সং; পু।

পরিত্রাতা (–ত্রাতৃ)—রক্ষাকর্ত্তা, উদ্ধারকর্ত্তা। পরি—ত্রৈ (রক্ষা করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পরিত্রাত্রী।

পরিত্রাহি—পরিত্রাণ কর, রক্ষা কর। পরি—ত্রৈ+লোট্ হি। সংস্কৃত পদ। ব্য।

পরিদান—প্রতিদান; বিনিময়। পরি—দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিদেবন, পরিদেবিত—অনুতাপ; বিলাপ, খেদোক্তি। পরি—দিব্ (পীড়া দেওয়া, ইত্যাদি)+অনট্, ক্ত ভা। সং; ক্লী।

পরিদেবনা—অনুতাপ; বিলাপ, খেদোক্তি। পরি—দিব্ (পীড়া দেওয়া, ইত্যাদি)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিদেবী (–দেবিন্)—বিলপনশীল, অনুতপ্ত। পরি—দিব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পরিদেবিনী।

পরিধান—১। পিধান, অঙ্গে ধারণ; আচ্ছাদন; পরা। পরি—ধা+অনট্ ভা। ২। পরিধেয় বস্ত্র। পরি—ধা+অনট্ র্ম। সং; ক্লী।

পরিধাপন—পরিধান করান, পরান। পরি-ণিজন্ত ধা (=ধাপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিধায়—১। পরিচ্ছদ, পোষাক। পরি—ধা (ধারণ করা)+ঘঞ্ র্ম। ২। পরিধান। পরি—ধা+ঘঞ্ ভা। ৩। নিতম্ব। পরি—ধা+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

পরিধারণ—ধরিয়া রাখা; প্রতিবন্ধ। পরি—ণিজন্ত ধৃ=ধারি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিধারণা—প্রতিবন্ধ; ধরিয়া রাখা। পরি—ণিজন্ত ধৃ=ধারি (ধারণ করান)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিধি—বৃত্তের সীমাসূচক গোলাকার রেখা (Circumference), বেড়; পরিবেষ্টন; সূর্য্যের মণ্ডল। পরি—ধা (ধারণ করা)+কি র্ম। সং; পু।

পরিধিস্থ—চতুঃপার্শ্বস্থ; পরিচারক। পরিধি—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

পরিনির্ব্বপণ—দান। পরি—নির্—বপ্ (বপন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিনিষ্ঠা—পর্য্যবসান, সমাপ্তি। পরি—নি—স্থা (থাকা)+ড ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিন্যাস—বিন্যাস; (নাট্যে) মুখসন্ধির অঙ্গবিশেষ। পরি—নি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিপক্ব—সুপক্ব, উত্তমরূপে পাকা; পরিণত। পরি (সম্যক্) পক্ব, প্রাদ। বিণ; ত্রি।

পরিপণ—মূলধন, পুঁজি; মূল্য। পরি—পণ্ (ক্রয় বিক্রয়)+অল্ ণ। সং; পু বা ক্লী।

পরিপন্থী (–পন্থিন্)—প্রতিকূল; প্রতিবন্ধক; বিরোধী; শত্রুভাবাপন্ন। পরি—পন্থ্ (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ন্থিনী।

পরিপাক, পরীপাক—উত্তম পাক; পক্বতা; জীর্ণতা; হজম; পরিণাম; শেষাবস্থা; নৈপুণ্য; উৎকর্ষ। পরি—পচ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিপাটি, পরিপাটী—১। অনুক্রম, পর্য্যায়; সুশৃঙ্খলা। পরি—ণিজন্ত পঠ বা পাটি (গমন করান)+ইন্ ভা। সং; স্ত্রী। পরিপাট্য-বিশিষ্ট, সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত; সৌষ্ঠবসম্পন্ন, সুশ্রী; পরিচ্ছন্ন। পরি (ভাগানুসারে) পাটি (গতি) হয় যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

পরিপালন—প্রতিপালন, রক্ষণ। পরি—পালি (রক্ষা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিপালিত—রক্ষিত, প্রতিপালিত। পরি—পালি (পালন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিপুষ্ট—প্রতিপালিত; বর্দ্ধিত। পরি—পুষ্ (পোষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিপূত—পবিত্র, শুদ্ধ। পরি—পূ (শোধন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পূতা।

পরিপূর—পরিপূর্ণ, ভরপুর। প্রা, ক।

পরিপূরণ—পূর্ণ করণ; অভাব মিটাইয়া দেওয়া। পরি—পুর+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিপূর্ণ—সম্পূর্ণ; পরিপূরিত, ব্যাপ্ত। পরি—পুর (পূরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিপূর্ণতা,—ত্ব—সম্পূর্ণতা, সমাপ্তি; ব্যাপ্তি। পরিপূর্ণ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

পরিপোষণ—পরিপালন, রক্ষণ। পরি—পুষ্ (পোষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিপ্লব—১। অস্থির, চঞ্চল; কম্পমান; আকুল। পরি—প্লু+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিপ্লবা। ২। প্লাবন; উপদ্রব, উৎপাত। ...+অল্ ভা। সং; পু।

পরিপ্লবন—পরিপ্লব; প্লাবন। পরি—প্লু+অনট্ ভা। সং; পু।

পরিপ্লুত—চঞ্চল, কম্পমান; মগ্ন। পরি—প্লু+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্লুতা।

পরিপ্লুতি—অতি-প্রসক্তি; চাঞ্চল্য; ব্যাপ্তি। পরি—প্লু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরিবন্দ, পরিবন্ধ—নানা ছন্দ, নানা ভাব, হরেক রকম। প্রা, ক। সং।

পরিবর্হ—পরিচ্ছদ, পোষাক; রাজযোগ্য পরিচ্ছদ; গৃহদ্রব্যাদি, আসবাব। পরি—বর্হ+অল্ র্ম। সং; পু

পরিভব, পরীভব, পরিভাব, পরীভাব—পরাভব, পরাজয়; তিরস্কার; অবজ্ঞা; দমন। পরি—ভূ+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিভাবী (–ভাবিন্)—পরাভবকারী; অতিক্রমী; অবজ্ঞাকারী, তিরস্কর্তা; দ্রষ্টা। পরি—ভূ (হওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পরিভাবিনী।

পরিভাষণ—কথোপকথন, আলাপ; নিন্দাবাক্য; নিন্দাপূর্ব্বক তিরস্কার। পরি—ভাষ্ (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিভাষা—(গ্রন্থাদির) সংক্ষেপার্থে সঙ্কেতবিশেষ, সংজ্ঞাবিশেষ। পরি—ভাষ্ (বলা)+অ র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিভুক্ত—উপভুক্ত, যাহা ভোগ করা হইয়াছে এরূপ। পরি—ভুজ্ (ভোগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিভুক্তা।

পরিভূত—অভিভূত; তিরস্কৃত, ভৎসিত; অবজ্ঞাত; অনাদৃত। পরি—ভূ (হওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিভূতা।

পরিভোগ—উপভোগ, সম্ভোগ; সম্ভোগচিহ্ন; ভোগদখল। পরি—ভুজ (ভোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিভ্রম, পরিভ্রমণ—সমন্তাৎ বিচরণ, চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ; ভ্রম। পরি—ভ্রম্+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

পরিভ্রষ্ট—অধঃপতিত; চ্যুত; নষ্ট। পরি-ভ্রন্শ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ভ্রষ্টা।

পরিমণ্ডল—বর্ত্তুলাকার, গোল। পরি (সর্ব্বতোভাবে) মণ্ডলপ্রায়, স্থপ্সুপা। বিণ; ত্রি।

পরিমণ্ডিত—সম্যগ্‌ভূষিত, উত্তমরূপে সজ্জিত। পরি+মন্ড্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিমর্শ—স্পর্শ; সংস্পর্শ, সংঘর্ষ। পরি—মৃশ্ (স্পর্শ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

পরিমর্ষ—দ্বেষ, ঈর্ষ্যা। পরি—মৃষ্ (সহ্য করা)+অল্ ভা। সং; পু।

পরিমল—(কুঙ্কুমচন্দনাদির) মর্দ্দনজনিত সুগন্ধ, মনোহর গন্ধ; সজ্জনসমবায়; সম্ভোগ। পরি—মল্+অল্ র্ম। সং; পু।

পরিমাণ—১। সংখ্যাকরণ, গণন; হস্তাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ; মাপ; ওজন। পরি—মা+অনট্ ভা। ২। দৈর্ঘ্যাদি। পরি—মা+অনট্ র্ম। সং; ক্লী।

পরিমাণফল—মাপের ফল: ক্ষেত্রফল, জমীর কালি। ৬৩৫। সং; ক্লী।

পরিমাণাত্মক—কেবলপরিমাণ-ঘটিত; পরিমাণময়; পরিমাণ-বিশিষ্ট। পরিমাণই আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ত্মিকা।

পরিমাপ—পরিমাণ; হস্তাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ, মাপা। পরি—ণিজন্ত মা (=মাপি)+ড ভা। সং; পু।

পরিমিত—যথাযোগ্য পরিমাণযুক্ত; পরিচ্ছিন্ন। পরি—মা+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিমৃষ্ট—মার্জ্জিত; ধৃষ্ট, মর্দ্দিত; আশ্লিষ্ট; আলিঙ্গিত। পরি—মৃষ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিমেয়—পরিমাণযোগ্য; পরিমিত। পরি—মা (পরিমাণ করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিমোক্ষ—মোচন, মুক্তি; ভঙ্গ। পরি—মোক্ষ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

পরিমোষী (—মোষিন্)—অপহারক, চোর। পরি—মুষ+ণিন্ ক। বিণ বা সং; পু।

পরিমোহী (—মোহিন্)—মোহকর, মনোহর। পরি—মুহ্ (মুগ্ধ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পরিমোহিনী।

পরিম্লান—সম্যক্ ম্লান, অত্যন্ত মলিন; বিশুষ্ক। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিম্লানা।

পরিযঙ্ক—পর্য্যঙ্ক। প্রা, ক। সং। [প্রা, ক।

পরিযন্ত—পর্য্যন্ত, অবধি, অবসান, পরিণাম।

পরিরক্ষণ—রক্ষা; অপেক্ষা। পরি—রক্ষ (রক্ষা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিরক্ষিত—সম্যক্ রক্ষিত। পরি—রক্ষ (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —রক্ষিতা।

পরিরম্ভ, পরীরম্ভ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন; রমণ। পরি—রভ (বেগে চলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিরম্ভণ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন; রমণ। পরি—রভ (বেগে চলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিরিপ্সু—আলিঙ্গনেচ্ছু; রমণাভিলাষী। পরি—সনন্ত রভ+উ ক। বিণ; ত্রি।

পরিবৎসর—সংবৎসর; বৎসর বিশেষ, বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগ্য কাল। [বৎসর দেখ] প্রাদি। সং; পু।

পরিবপন, পরীবপন—মুণ্ডন; বপন, বোনা। পরি—বপ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিবর্জ্জন—পরিত্যাগ; বধ। পরি—বৃজ্ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিবর্ত্ত, পরীবর্ত্ত—পরিবর্ত্তন। সকল অর্থে। পরি—বৃত (থাকা)+অল্ ভা। সং; পু।

পরিবর্ত্তন—বিনিময়, বদল; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; লুণ্ঠন; নিবৃত্তি; পাশ ফেরা; যুগান্ত। পরি—বৃত+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিবর্ত্তনশীল—পরিবর্ত্তন স্বভাববিশিষ্ট, যাহা কেবল রূপান্তরিত হইতেছে। পরিবর্ত্তনই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পরিবর্ত্তনীয়—পরিবর্ত্তনসাধ্য, পরিবর্ত্তনযোগ্য, যাহা বদলাইতে হইবে বা বদলান উচিত। পরি—বর্ত্তি+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিবর্ত্তিত—একের স্থলে অন্য স্থাপিত; রূপান্তরিত, অবস্থান্তরপ্রাপ্ত; কৃতবিনিময়, যাহা বদল করা হইয়াছে এরূপ। পরি—ণিজন্ত বৃত (=বার্ত্তি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিবর্দ্ধক—প্রবৃদ্ধিকারক; পালনকারী। পরি—বর্দ্ধি (বাড়ান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরিবর্দ্ধিকা।

পরিবর্দ্ধন—বৃদ্ধিপ্রাপণ, বাড়ান। পরি—ণিজন্ত বৃধ=বর্দ্ধি (বাড়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিবর্দ্ধিত—বৃদ্ধিপ্রাপিত, যাহা বাড়ান হইয়াছে; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। পরি (সম্যক্) বর্দ্ধিত, প্রাদি। বিণ; ত্রি। [অথচ সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

পরিবসথ—গ্রাম। পরি—বস (বাস করা)+

পরিবহ—সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ [বায়ু দেখ]। পরি—বহ্+অন্ ক। সং; পু।

পরিবাদ, পরীবাদ—অপবাদ, নিন্দা; বীণার অঙ্গবিশেষ। পরি—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিবাদিনী—১। অপবাদিনী, নিন্দাকারিণী। পরিবাদী দেখ। পরিবাদিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা। পরিবাদ (বীণাঙ্গ)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পরিবাদী (—বাদিন্)—অপবাদকারী, নিন্দক। পরি—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

পরিবাপ, পরীবাপ—মুণ্ডন; বপন, বোনা। পরি—বপ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিবাপিত—মুণ্ডিত; রোপিত। পরি—ণিজন্ত বপ (=বাপি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিবার, পরীবার—পরিজন; পোষ্যবর্গ; পরিচ্ছদ; খড়্গাদির কোষ। পরি—বৃ (বরণ করা, ঘেরা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু। [মনুষ্য ভিন্ন পুরাংলে "পরীবার"]।

পরিবাহ, পরীবাহ—১। জলপ্রবাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন। পরি—বহ (বহা)+ঘঞ্ ভা। ২। জলনির্গমপ্রণালী। পরি—বহ+ঘঞ্ ণ। ৩। রাজোপহারযোগ্য বস্তু। পরি—বহ+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

পরিবিন্ন, পরিবিন্ন—বিবাহিত কনিষ্ঠের অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ (লাভ করা)+ক্ত র্ম। সং; পু।

পরিবিন্না, পরিবিন্না—বিবাহিতা কনিষ্ঠার অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পরি—বিদ (লাভ করা)+ক্ত র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিবিত্তি—পরিবিন্ন, বিবাহিত কনিষ্ঠের অবিবাহিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা। পরি—বিদ্+তিক র্ম। সং; পু।

পরিবীত—পরিবৃত, বেষ্টিত; আবৃত। পরি—বী+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

পরিবৃঢ়—সমর্থ; প্রভু। পরি—বৃহ্+ক্ত ক।

পরিবৃত—বেষ্টিত; আবৃত, আচ্ছাদিত। পরি—বৃ (ঘেরা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পরিবৃতি—বেষ্টন; আবরণ, আচ্ছাদন। পরি—বৃ (ঘেরা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরিবৃত্তি—পরিবর্ত্ত, বিনিময়, বদল; অর্থালঙ্কারবিশেষ। পরি—বৃত্ (থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরিবেত্তা (—বেত্তৃ)—অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ (লাভ করা)+তৃন্ ক। সং; পু।

পরিবেদন—অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের বিবাহ। পরি—বিদ্ (লাভ করা)+অনট্ ভা। সং; পু।

পরিবেদনা—বুদ্ধি; বিবেচনা; সম্যক ব্যথা। পরি (সম্যক্) বেদনা, প্রাদি। সং; স্ত্রী।

পরিবেদিনী—পরিবেত্তার পত্নী, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে বিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা। পরি—বিদ্ (লাভ করা)+ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পরিবেশ, পরিবেষ—পরিধি; সূর্য্যমণ্ডল; চন্দ্র-

মণ্ডল। পরিবেশ = পরি—বিশ্ (প্রবেশ করা) + অল্ অধি। পরিবেষ = পরি—বিষ্ (ব্যাপা) + অন্ ক। সং ; পু।

পরিবেষক—পরিবেষণকারী, বিভাজক, যে বাঁটিয়া দেয়। পরি—বিষ্ + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরিবেষিকা।

পরিবেষণ—ভক্ষ্যবস্তুর বিভাগসহকারে অর্পণ। পরি—বিষ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিবেষ্টন—চতুর্দ্দিকে বেষ্টন বা ঘেরা ; প্রদক্ষিণ ; চারিদিকের বেড়। পরি (সম্যক্) বেষ্টন, প্রাদি। সং ; ক্লী।

পরিবেষ্টা (—বেষ্টৃ)—পরিবেষণকর্ত্তা, পরিবেষক, বিভাগকারী, বণ্টনকর্ত্তা ; অর্পণকারী। পরি—বিষ্ + তৃন্ ক। বিণ ; পু।

পরিবেষ্টিত—চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত, পরিবৃত, চারিদিকে ঘেরা ; কৃতপ্রদক্ষিণ। পরি (সম্যক্) বেষ্টিত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরিবেষ্টিতা।

পরিব্রজ্যা—প্রব্রজ্যাশ্রম, সন্ন্যাসধর্ম্ম। পরি—ব্রজ্ (ভ্রমণ করা) + ক্যপ্ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরিব্রাজ—পরিব্রাজক (সকল অর্থে)। পরি—ব্রজ্ + অন্ ক। সং ; পু।

পরিব্রাজক—চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু ; দেশ-ভ্রমণকারী, যে নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরি—ব্রজ্ (ভ্রমণ করা) + ণক ক। সং ; পু। স্ত্রী পরিব্রাজিকা।

পরিব্রাজিকা—পরিব্রাজক দেখ।

পরিশিষ্ট—১। অবশিষ্ট, বাকি ; শেষভাগে সংযোজিত। পরি—শিষ্ (শেষ হওয়া বা থাকা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরিশিষ্টা। ২। শেষভাগ ; গ্রন্থাদির সমাপ্তির পর তাহাতে যে অবশিষ্ট অংশ যোজনা করা যায় (Appendix)। সং ; ক্লী।

পরিশীলন—অনুশীলন ; অবগাহন ; আলিঙ্গন। পরি—শীল্ (অভ্যাস করা, ইত্যাদি) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিশুদ্ধ—পরিষ্কৃত ; সংশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ; নিশ্চিত। পরি—শুধ্ + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিশুষ্ক—অত্যন্ত শুষ্ক, নীরস। পরি (সম্যক্) শুষ্ক, প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরিশুষ্কা।

পরিশেষ—১। অবশেষ, অবসান ; উপসংহার। পরি—শিষ্ (শেষ হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু। ২। পরিশিষ্ট, অবশিষ্ট। পরি—শিষ্ + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

পরিশোধ—ঋণাপনয়ন ; শোধ দেওয়া। পরি—শুধ্ (শোধন করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

পরিশোধ্য—পরিশোধসাধ্য, পরিশোধযোগ্য, যাহা শুধিতে হইবে বা শুধা উচিত। পরি—শুধ্ + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিশ্রম—শ্রম, মেহনত ; শ্রান্তি ; আয়াস। পরি—শ্রম্ + অল্ ভা। সং ; পু।

পরিশ্রমী (—শ্রমিন্)—পরিশ্রমপরায়ণ, শ্রমশীল। পরিশ্রম + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী পরিশ্রমিণী।

পরিশ্রয়—সভা। পরি—শ্রি (আশ্রয় করা, গমন করা) + অল্ অধি। সং ; পু।

পরিশ্রান্ত—পরিশ্রমজন্য খিন্ন, শ্রমক্লিষ্ট ; পরিক্লান্ত। পরি (সম্যক্) শ্রান্ত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

পরিশ্লেষ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন। পরি—শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পরিষৎ (—ষদ্)—সভা, সংসদ্। পরি—সদ্ (গমন করা) + ক্বিপ্ অধি। সং ; স্ত্রী।

পরিষদ্বল, পর্ষদ্বল—সভাসদ, সভা। পরিষদ বা পর্ষদ্ (সভা) + বল। বিণ বা সং ; পু।

পরিষ্কন্ন, পরিস্কন্ন—১। পরিপুষ্ট ; পালিত। পরি—স্কন্দ্ (গমন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। কোকিল। সং ; পু।

পরিষ্কর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—পরিষ্কারক ; সংস্কারক ; সংশোধক। পরি—কৃ (করা) + তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী পরিষ্কর্ত্রী।

পরিষ্কার—১। শোধন ; নির্ম্মলীকরণ ; সজ্জিতকরণ ; শোভা। পরি—কৃ + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। পরিষ্কৃত, নির্ম্মল ; পরিচ্ছন্ন। দেশজ। বিণ।

পরিষ্কারক—পরিষ্কর্ত্তা (সকল অর্থে)। পরি—কৃ (করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরিষ্কারিকা।

পরিষ্কৃত—নির্ম্মলীকৃত ; শোধিত ; নির্ম্মল ; শোভিত ; ভূষিত। পরি—কৃ (করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পরিষ্কৃতা।

পরিষ্টি—সত্য রক্ষিত ও চলে ভিজান (ভাও), পান্ত্যা। প্রাদেশিক ; বিণ।

পরিষঙ্গ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন। পরি + ষন্জ (আলিঙ্গন করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পরিসংখ্যা—গণনা ; সংখ্যা ; তাদৃশাঙ্ক প্রতিষেধ ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। পরি—সম্ খ্যা (বলা) + ঙ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরিসর—১। পর্য্যন্তভূমি ; নদনদী নগর পর্ব্বতাদির সমীপস্থ ভূখণ্ড ; প্রদেশ। পরি—সৃ + অল্ অধি। ২। প্রসার, বিস্তার, ওসার ; মৃত্যু। পরি—সৃ + অল্ ভা। সং ; পু।

পরিসরণ—পরাজয় ; মৃত্যু। পরি—সৃ (গমন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিসর্প—সর্ব্বতোগমন, সর্ব্বত্র ভ্রমণ। পরি—সৃপ্ (সঞ্চরণ করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

পরিসর্য্যা—সর্ব্বতোগমন। পরি—সৃ (গমন করা) + য ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরিসীমা—অবধি, পর্য্যন্ত। পরি (শেষ) যে সীমা, কর্ম্মধা বা নিত্য। সং ; স্ত্রী।

পরিস্পন্দ—১। স্পন্দন ; পত্রাবলীরচনা, তিলকাদি বিন্যাস। পরি—স্পন্দ্ (ঈষৎ কম্পিত হওয়া) + অল্ ভা। ২। পরিজন। পরি—স্পন্দ্ + অন্ ক। সং ; পু।

পরিস্ফুরণ—চলন ; বিকশন, বিকাশ ; ফেনা এবং ফোঁস ফোঁস শব্দ সহিত উচ্ছ্বসন। পরি—স্ফুর্ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিস্রুত—ক্ষরিত ; চোয়ান (Distilled)। পরি—স্রু + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

পরিস্রুতা—১। ক্ষরিতা। পরিস্রুত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মদিরা। সং ; স্ত্রী।

পরিহণ—পরিধান, পরণ। প্রা, ক। সং।

পরিহরণ—পরিহার, বর্জ্জন, ত্যাগ ; হানি, ক্ষতি। পরি—হৃ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিহরণীয়, পরিহর্ত্তব্য—পরিহার্য্য, ত্যাজ্য, বর্জ্জনীয়। পরি—হৃ + অনীয়, তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিহরা—পরিহার করা, বর্জ্জন করা, ত্যাগ করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

পরিহরি—পরিহার করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

পরিহর্ত্তব্য—পরিহরণীয় দেখ।

পরিহসি—পরিধান করি বা করে। প্রা, ক।

পরিহানি—হানি, ক্ষতি ; ক্ষীণতা। পরি—হা + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

পরিহার, পরীহার—ত্যাগ ; এড়ান ; দোষাপনয় ; উপেক্ষা ; অনাদর। পরি—হৃ (হরণ করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পরিহার্য্য—পরিহার করিবার যোগ্য, ত্যাজ্য। পরি—হৃ + ণ্যৎ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —র্য্যা।

পরিহাস, পরীহাস—কেলি, কৌতুক, তামাসা। পরি—হস + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পরিহিত—যাহা পরিধান করা হইয়াছে এরূপ ; আচ্ছাদিত ; আমুক্ত। পরি—ধা (ধারণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —হিতা।

পরিহীন—পরিত্যক্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষীণ ; বঞ্চিত। পরি—হা + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —হীনা।

পরিহোহেত—পরিধান করে। প্রা, ক। ক্রি।

পরী—পক্ষবিশিষ্টা পরমসুন্দরী দিব্যাঙ্গনাবিশেষ। বৈদেশিক। সং ; স্ত্রী।

পরীক্ষক—পরীক্ষাকারক, দোষগুণের বিচারক ; যে পরখ করে। পরি—ঈক্ষ (দেখা) + ণক ক। বিণ বা সং ; পু।

পরীক্ষণ—পরীক্ষা ; পর্য্যবেক্ষণ, পরিদর্শন। পরি—ঈক্ষ (দেখা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরীক্ষণীয়—যাহা পরীক্ষা করিতে হইবে বা করা আবশ্যক ; পরীক্ষা করিবার যোগ্য। পরি—ঈক্ষ (দেখা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরীক্ষা—দোষগুণের বিচার ; পরখ ; পর্য্যবেক্ষণ, পরিদর্শন। পরি—ঈক্ষ (দেখা) + অ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরীক্ষাগার—পরীক্ষাগৃহ, যেখানে পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরীক্ষার নিমিত্ত আগার, ৬তৎ। সং ; পু।

পরীক্ষাধীন—বিবেচনাধীন, বিচার্য্য, যাহার পরীক্ষা লওয়া শেষ হয় নাই ; যাহার পরখ

চলিতেছে। পরীক্ষার অধীন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–ধীনা।

পরীক্ষামন্দির—পরীক্ষার স্থান, পরীক্ষালয়, যে গৃহে পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা লওয়া হয়। ৪তৎ। সং; ক্লী।

পরীক্ষার্থী (–র্থিন্)—যে পরীক্ষা দিতে চায়, পরীক্ষা প্রদানের অভিলাষী। পরীক্ষার অর্থী (যাচক), ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী পরীক্ষার্থিনী।

পরীক্ষালয়—পরীক্ষামন্দির, পরীক্ষা দিবার ঘর বা স্থান। ৪তৎ। সং; পু।

পরীক্ষিৎ—পরিক্ষিৎ দেখ।

পরীক্ষিত—১। যাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে এরূপ; পরখ করা; পর্য্যবেক্ষিত, পরিদৃষ্ট। পরি–ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরীক্ষিতা। ২। পরিক্ষিত রাজা [পরিক্ষিৎ দেখ]। সং; পু।

পরীক্ষোত্তীর্ণ—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যে পরখে কাটিয়া উঠিয়াছে। পরীক্ষাকে উত্তীর্ণ, ২তৎ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পরীখত—পরীক্ষিত। প্রা, ক।

পরীত—১। পরিবৃত, পরিবেষ্টিত। পরি–ই (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। পরিগত; যুক্ত। পরি–ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পরীতৎ—চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। পরি–তন (বিস্তৃত হওয়া)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

পরীষ্টি—অন্বেষণ, অনুসন্ধান, গবেষণা। পরি-ইষ (ইচ্ছা করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরুৎ—পূর্ব্ববর্ষে, পূর্ব্ববৎসরে। ব্য।

পরুত্ন—১। গতবর্ষীয়, অতীত বর্ষে যাহা হইয়া গিয়াছে এরূপ। পরুৎ+ত্ন বা ষ্টন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরুত্নী। ২। পান্থা, পরিষ্টি (তাহা দেখ)। বিণ।

পরুষ—১। কার্কশ্য, কাঠিন্য। পৃ (পূর্ণ করা)+উষন্ ক। সং; ক্লী। ২। কর্কশ; কঠিন; নিষ্ঠুর; উদ্ধত; নানাবর্ণ। বিণ; ত্রি।

পরুষকণ্ঠ—কর্কশ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট, যে রূঢ় কথা বলে, রুক্ষভাষী। বহ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরুষকণ্ঠা, পরুষকণ্ঠী।

পরুষকণ্ঠে—কর্কশস্বরে, রূঢ় কণ্ঠস্বরে। পরুষ হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহ। ক্রি-বিণ।

পরেত—১। মৃত। পরা–ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। ভূতযোনিবিশেষ; প্রেত। সং; পু।

পরেতর—আত্মীয়। পর (অন্য) হইতে ইতর (ভিন্ন), ৫তৎ, অর্থাৎ পর নয়। বিণ; ত্রি।

পরেতরাট্ (–রাজ্)—প্রেতপতি, যম। পরেত (প্রেত)–রাজ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

পরেদ্যবি—পরদিনে। নিপাতনে। ব্য। [ব্য।

পরেদ্যুঃ (–দ্যুস্)—পরদিনে। পর+এদ্যুস্।

পরেশ—১। পরমেশ্বর। পর যে ঈশ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। স্পর্শ; স্পর্শমণি, পরেশপাথর। প্রাদেশিক। সং।

পরেশনাথ—পার্শ্বনাথ দেখ।

পরেশপাথর—স্পর্শপ্রস্তর, স্পর্শমণি। কথিত আছে যে, এই প্রস্তর স্পর্শে লৌহ সুবর্ণ হইয়া যায়। অপভ্রষ্ট শব্দ।

পরেষান—বিপন্ন, বিহ্বল। বৈদে। বিণ।

পরেষ্টুকা—বহুপ্রসবিত্রী গাভী। পর–ইষ+তুক, তদ্বন্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

পরৈধিত—১। পরপালিত, অন্যপুষ্ট। পর (অন্য) কর্ত্তৃক এধিত (বর্দ্ধিত, পুষ্ট), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কোকিল। সং; পু।

পরোক্ষ—১। অপ্রত্যক্ষ, অসাক্ষাৎ। অক্ষির পরঃ (দূর), অব্যয়ী। বিণ; ত্রি, বা ব্য; ক্লী। ২। তপস্বী। সং; পু।

পরোপকার—পরের মঙ্গলসাধন, অন্যের হিতকরণ। পরের উপকার, ৬তৎ। সং; পু।

পরোপকারক—অন্যের হিতসাধক। পরের উপকারক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পরোপকারিকা।

পরোপকারী (–কারিন্)—অপরের কল্যাণকারক, অন্যের হিতসাধক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী পরোপকারিণী।

পরোপজীবী (–জীবিন্)—পরের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহকারী, পরপ্রত্যাশী, অন্যের গলগ্রহ। পর উপ–জীব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পরোপজীবিনী।

পরোজীবা—পরোপজীবী। পর হইয়াছে উপজীব্য (জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পরোয়া—পরওয়া দেখ।

পরোয়ানা—পরওয়ানা দেখ।

পরোয়ার—পরওয়ার দেখ।

পরোরজাঃ (–জস্)—রজোগুণের অতীত। রজস্ এর পরঃ (দূর বা অতীত), ৬তৎ। বিণ; পু বা স্ত্রী।

পরোবরীণ—শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠযুক্ত। পরঃ (শ্রেষ্ঠ) অবর (অশ্রেষ্ঠ)+খন যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

পর্কটি—প্লক্ষতরু, পাকুড় গাছ। পৃচ+অটি ক। সং; স্ত্রী। [+অটিন্ ক। সং; পু।

পর্কটী (–টিন্)—প্লক্ষ বৃক্ষ, পাকুড় গাছ। পৃচ

পর্কটী—পর্কটি বৃক্ষ, পাকুড় গাছ। পর্কটি+ঙীপ্ সংজ্ঞার্থে। সং; স্ত্রী।

পর্জন্য—১। জলদ, মেঘ; ইন্দ্র। পৃষ (সেচন করা)+অন্য ক। সং; পু। ২। গোপরাজ নন্দের পিতা। ইঁহার পত্নীর নাম বরীয়সী। ইঁহার নন্দ, উপনন্দ, সনন্দ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে।

পর্টুগীজ, পর্তুগীজ—ইউরোপের অন্তঃপাতী পর্টুগাল (পর্তুগাল) দেশীয় বা তদ্দেশবাসী। ইং (Portuguese)।

পর্ণ—১। পত্র, পাতা; তাম্বুল, পাণ; পক্ষ। পর্ণ (হরিদ্বর্ণ হওয়া)+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। পলাশ বৃক্ষ। সং; পু।

পর্ণকুটী—পাতার কুঁড়ে। পর্ণ নির্ম্মিত যে কুটী, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পর্ণকুটীর—পাতার কুঁড়ে। পর্ণ নির্ম্মিত কুটীর, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পর্ণকুটীরবাসী (–বাসিন্)—যে পাতার কুঁড়েতে বাস করে, অতি দরিদ্র। উপ; পর্ণকুটীর–বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,–সিনী।

পর্ণখণ্ড—১। পাণের টুকরা; একটা পাণ। ৬তৎ। ২। বনস্পতি, পুষ্পহীন বৃক্ষ। পর্ণই খণ্ড (দেহাংশ) যাহার, বহু। সং; পু।

পর্ণনর—পর্ণ নির্ম্মিত মনুষ্যাকৃতি। [মৃতের শবদেহ পাওয়া না গেলে তাহার আত্মীয়স্বজন পত্রদ্বারা তাহার এক প্রতিকৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দাহ করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে]। পর্ণনির্ম্মিত নর, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পর্ণভোজন—১। পত্রভক্ষণ, পাতা খাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। পত্রভোজী, পত্রখাদক, পাতাখেকো। পর্ণ (পত্র) হইয়াছে ভোজন যাহার, বহু; কিংবা উপ; পর্ণ–ভুজ (খাওয়া)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পর্ণভোজনা। ৩। ছাগল। সং; পু।

পর্ণময়—পত্রনির্ম্মিত; পত্রাত্মক। পর্ণ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পর্ণময়ী।

পর্ণলতা—তাম্বুলীলতা, পাণগাছ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [লোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পর্ণশয্যা—পত্রাদি দ্বারা রচিত শয্যা। মধ্যপদ

পর্ণশালা—পত্রনির্ম্মিত গৃহ, পাতার কুঁড়ে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পর্ণসি—পদ্ম; শাক; জলমধ্যস্থ গৃহ, জলটুঙ্গি। পর্ণ–অস্ (ব্যাপা)+ই র্ম্ম। সং; পু।

পর্ণাশন—১। পত্রভোজী। পর্ণ (পত্র) হইয়াছে অশন (ভোজ্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পর্ণাশনা। ২। মেঘ। প্রবাদ এইরূপ—মেঘসকল পাতা খায়। সং; পু। ৩। পত্রভোজন। পর্ণের অশন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পর্ণাস—তুলসীবৃক্ষ। পর্ণ–অস (ব্যাপা)+অস্ র্ম্ম। সং; পু।

পর্ণী (পর্ণিন্)—বৃক্ষ, গাছ। পর্ণ (পত্র) আছে ইহার বা ইহাতে এই অর্থে পর্ণ+ইন্। সং; পু। [উটজ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পর্ণোটজ—পর্ণশালা, পাতার কুঁড়ে। পর্ণ নির্ম্মিত

পর্দ্দন—অপানবায়ুত্যাগ, বায়ুনিঃসারণ, বাতকর্ম্ম করা। পর্দ্দ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পর্দা—বস্ত্রাদির আচ্ছাদন; পট; গোপন। পরদা দেখ। বৈদেশিক। সং।

পর্পট—মিষ্টান্নবিশেষ; ক্ষেতপাপড়া গাছ। পর্প (গমন করা)+অট ক। সং; পু।

পর্য্যঙ্ক—খট্বা, খাট; উপবেশনবিশেষ। পরি-অঙ্ক (গমন করা)+অল্ অধি। সং; পু।

পর্য্যঙ্কবন্ধ—১। বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয়-বন্ধন। পর্য্যঙ্কতুল্য বন্ধ (বন্ধন), ষষ্ঠী কর্ম্মধা। ২। বীরাসন। পর্য্যঙ্কবৎ বন্ধ আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

পর্য্যটক—ভ্রমণকারী পরি—অট (ভ্রমণ করা) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পর্য্যটিকা।

পর্য্যটন—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পরিভ্রমণ। পরি—অট (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পর্য্যটনশীল—ভ্রমণশীল, যে কেবল ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

পর্য্যন্ত—১। সীমা, অবধি ; অবসান ; পার্শ্ব; প্রান্ত ; সমীপ। পরি (সর্ব্বতোভাবে, ইত্যাদি) অন্ত (শেষ) ; নিত্য। সং ; পু। ২। অবধি। বাং ব্য।

পর্য্যন্তভূ, পর্য্যন্তভূমি—নদীনগর পর্ব্বতাদির উপান্ত দেশ ; সীমান্ত স্থান। ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [অন্ত্য ক। সং ; পু।

পর্য্যন্য—জলদ, মেঘ ; মেঘধ্বান ; ইন্দ্র। পৃষ+

পর্য্যয়—বিরোধ, বৈপরীত্য ; ক্রমোল্লঙ্ঘন ; ব্যতিক্রম ; ব্যত্যয়। পরি—ই বা অয়+ অল্ ভা। সং ; পু।

পর্য্যয়ণ—পল্যয়ন, ঘোটকাদির পৃষ্ঠাসন, পশুর পিঠের পালান বা জিন্। পরি—ই বা অয় +অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

পর্য্যবসান—সমাপ্ত ; পরিণতি। পরি—অব সো (নাশ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পর্য্যবসিত—সমাপ্ত ; পরিণত। পরি—অব—সো (নাশ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

পর্য্যবস্থা, পর্য্যবস্থান—বিরোধ ; অবরোধ। পরি—অব—স্থা (থাকা)+ঙ, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

পর্য্যবস্থাতা (—স্থাতৃ)—প্রতিকূল, বিরোধী ; ব্যাঘাতক ; শত্রুতাচারী। পরি—অব—স্থা+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—স্থাত্রী।

পর্য্যবস্থান—পর্য্যবস্থা দেখ।

পর্য্যবেক্ষক—পর্য্যবেক্ষণকর্ত্তা, নিরীক্ষণকারী ; পরিদর্শক ; পরীক্ষক ; তত্ত্বাবধায়ক। পরি অব ঈক্ষ (দেখা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পর্য্যবেক্ষিকা।

পর্য্যবেক্ষণ—নিরীক্ষণ, পরিদর্শন, অভিনিবেশ সহকারে দর্শন ; তত্ত্বাবধান। পরি—অব ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পর্য্যবেক্ষণিকা—মানমন্দির, গ্রহনক্ষত্রাদি পরিদর্শন করিবার আলয় (Observatory)। পর্য্যবেক্ষণ+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পর্য্যবেক্ষিত—পরিদৃষ্ট, নিরীক্ষিত। পরি—অব—ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পর্য্যস্ত—১। বিক্ষিপ্ত ; দূরীকৃত ; পতিত ; হত ; প্রসারিত ; উদ্বর্ত্তিত। পরি—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। পতিত। পরি—অস +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পর্য্যস্তা।

পর্য্যস্তিকা—পট্ট ; শয্যা ; কেদারা, চেয়ার। পরি—অস (থাকা)+ক্তি অধি, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পর্য্যাকুল—ব্যাকুল কাতর ; ব্যতিব্যস্ত। পরি (সম্যক্) আকুল, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

পর্য্যাণ—পশুর পৃষ্ঠাসন, পল্যয়ন, পালান, জিন (Saddle)। পরি—যা (গমন করা)+অনট্ ণ, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

পর্য্যাপ্ত—১। যথেষ্ট ; প্রচুর ; পরিমিত ; সম্পন্ন ; সমর্থ। পরি—আপ (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। প্রাচুর্য্য ; শক্তি, সামর্থ্য। পরি—আপ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

পর্য্যাপ্তি—পরিত্রাণ, প্রকাশ ; প্রাপ্তি ; স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ ; প্রাচুর্য্য ; পরিমিততা ; পরিচ্ছেদ ; নিবারণ। পরি—আপ (পাওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

পর্য্যায়—ক্রম ; তাৎপর্য্য ; আনুপূর্ব্ব ; অবসর ; দ্রব্যধর্ম্ম ; অনুক্রম, পালা ; প্রাচুর্য্য ; প্রকার ; সুযোগ ; সমানার্থবোধক শব্দ ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। পরি—আ—ই বা অয় (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পর্য্যায়ক্রমে—অনুপূর্ব্বানুসারে, একের পর অন্য ; পালাক্রমে, পরের পর। পর্য্যায়ের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

পর্য্যায়সম—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

পর্য্যায়োক্ত—১। ক্রমানুসারে কথিত। পর্য্যায় দ্বারা উক্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং ; ক্লী।

পর্য্যালোচন—সম্যক অনুশীলন। পরি (সম্যক্) আলোচন, প্রাদি। সং ; ক্লী।

পর্য্যালোচনা—সম্যক্ অনুশীলন ; পর্য্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান। পরি (সম্যক্) আলোচনা, প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

পর্য্যালোচিত—সম্যক্ অনুশীলিত ; পর্য্যবেক্ষিত। পরি (সম্যক্) আলোচিত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

পর্য্যাস—বিস্তার ; বিনাশ ; পরিবর্ত্তন ; পতন ; হনন। পরি—অস্ (গমন করা, ইত্যাদি) +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পর্য্যাসিত—পরিণত ; পরাবর্ত্তিত, বিস্তারিত। পরি—ণিজন্ত অস (—আসি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পর্য্যাসিতা।

পর্য্যুৎসুক—উৎকণ্ঠিত ; অনুরক্ত, আসক্ত। পরি (সর্ব্বতোভাবে, সম্যক্) উৎসুক, প্রাদি বা নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—সুকা।

পর্য্যুদঞ্চন—ঋণ, ধার। পরি—উৎ—অন্চ্ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পর্য্যুদস্ত—পরাভূত ; নিবারিত, নিষিদ্ধ। পরি—উৎ—অস্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পর্য্যুদাস—পরাভব ; নিবারণ, নিষেধ। পরি—উৎ—অস+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পর্য্যুষিত—বুষ্ট ; পূর্ব্বদিবসীয়, বাসি। পরি—উস্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পর্য্যুষিতান্ন—বাসি ভাত, পান্তা। পর্য্যুষিত যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পর্য্যেষণা—গবেষণা ; অন্বেষণ, অনুসন্ধান। পরি—ইষ+অন ভা+আপ। সং ; স্ত্রী।

পর্ব্ব (পর্ব্বন্)—প্রস্তাব ; গ্রন্থি ; পাব্ ; সন্ধি ; ভঙ্গী ; লক্ষণান্তর ; গ্রন্থবিচ্ছেদ, অধ্যায় ; উৎসব ; লক্ষণবিশেষ ; চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি [পর্ব্বদিনে স্ত্রীসম্ভোগ, তৈলমর্দ্দন এবং মাংসভোজন নিষিদ্ধ] ; বিষুব। পৄ+বনিপ্ ক। সং ; ক্লী।

পর্ব্বগুপ্ত—কাশ্মীররাজ উন্মত্তবন্তীর মন্ত্রী। ইঁহারই প্ররোচনায় রাজা পিতৃহত্যা করেন। উন্মত্তবন্তীর মৃত্যুর পর শূরবর্ম্মা, তৎপরে যশস্কর রাজা হন। পরে পর্ব্বগুপ্ত শিশু সংগ্রাম দেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, এবং কৌশলে প্রজাগণের প্রিয় হইয়া ও রাজাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হন (৯৪৮ খ্রীঃ)। রাজ্যলাভের একবৎসর পরেই ইঁহার মৃত্যু হয়, এবং ইঁহার পুত্র ক্ষেমগুপ্ত কাশ্মীরের রাজা হন।

পর্ব্বত—ভূপৃষ্ঠে উচ্চ প্রস্তরময় স্থান, গিরি, পাহাড়, অচল, শৈল, মৎস্যবিশেষ, দেবর্ষিবিশেষ, ইনি নারদের ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। পর্ব্ব দেখ। পর্ব্বন্ শব্দ+ত অস্ত্যর্থে ; অথবা, পর্ব্বন্—তন্ (বিস্তার করা)+ড ক। সং ; পু।

পর্ব্বতকন্দর—গিরিগুহা, পাহাড়ের গহ্বর। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পর্ব্বতকাক—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। পর্ব্বতাকার কাক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পর্ব্বতচারী (—চারিন্)—পর্ব্বতে বিচরণকারী। পর্ব্বত—চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী পর্ব্বতচারিণী।

পর্ব্বতজ—গিরিজাত, পাহাড়ে বা পাহাড় হইতে উৎপন্ন। উপ ; পর্ব্বত—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পর্ব্বতজা।

পর্ব্বতজা—১। গিরিজাত। পর্ব্বতজ দেখ। পর্ব্বতজ+আপ্। পর্ব্বত—জন (জন্মা) +ড ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী, পার্ব্বতী, দুর্গা। সং ; স্ত্রী।

পর্ব্বতজাত—অদ্রিজ, গিরিজাত, পাহাড়ে বা পাহাড় হইতে উৎপন্ন, পার্ব্বত্য, পাহাড়িয়া। ৭ বা ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—জাতা।

পর্ব্বতপতি—গিরিরাজ, হিমালয়। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

পর্ব্বতরাজ—হিমালয়গিরি। পর্ব্বতদিগের রাজা,

পর্ব্বতবাসিনী—১। পর্ব্বতে বাসকারিণী। পর্ব্বতবাসী দেখ ; পর্ব্বতবাসিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আকাশমাংসী ; গায়ত্রী। সং ; স্ত্রী।

পর্ব্বতবাসী (-বাসিন্)—পর্ব্বতে বাসকারী, পার্ব্বত্য, পাহাড়িয়া (লোক)। পর্ব্বতে বাস করে যে, উপ; পর্ব্বত-বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-বাসিনী।

পর্ব্বতবিহারী (-হারিন্)—পাহাড়ে পাহাড়ে বিচরণকারী, পর্ব্বতবাসী। পর্ব্বত-বি-হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-হারিণী।

পর্ব্বতশিখর,-শৃঙ্গ—গিরিশৃঙ্গ,পাহাড়ের চূড়া। ৬তৎ। সং; পু।

পর্ব্বতাকার—পর্ব্বতের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতি বৃহৎ। পর্ব্বতের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-কারা।

পর্ব্বতাধারা—ধরিত্রী, পৃথিবী। পর্ব্বত হইয়াছে আধার (আশ্রয়) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। [(শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

পর্ব্বতারি—গোত্রভিৎ, ইন্দ্র। পর্ব্বতের অরি

পর্ব্বতীয়—পর্ব্বতভব; পর্ব্বতসম্বন্ধীয়, পার্ব্বত্য, পর্ব্বতবাসী, পাহাড়িয়া। পর্ব্বত শব্দ+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পর্ব্বতীয়া।

পর্ব্বধি—চন্দ্র। পর্ব্বন্-ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; পু।

পর্ব্বন্—পর্ব্ব দেখ।

পর্ব্বযোনি—ইক্ষুপ্রভৃতি। বহু। সং; পু।

পর্ব্বসন্ধি—প্রতিপদ্ ও পঞ্চদশীর মধ্যকাল। ৬তৎ। সং; পু।

পর্ব্বাহ—পর্ব্বদিবস, উৎসবদিন। পর্ব্বের অহন্ (দিন), ৬তৎ। সং; পু।

পর্শ—ছোঁয়া। স্পর্শ শব্দের অপভ্রংশ।

পর্শু—পরশু, কুঠার, টাঙ্গি। স্পৃশ (স্পর্শ করা)+শুন্ ক, নিপাতনে। সং; পু।

পর্শুকা—পার্শ্বাস্থি, পাঁজরা। পর্শু শব্দ-কৈ +ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

পর্শুরাম—পরশুরাম দেখ। সং; পু।

পর্শূ—পর্শুকা, পঞ্জরাস্থি, পাঁজরা। পৃ+শুন্ ক+উপ্। সং; স্ত্রী।

পর্ষদ্—সভা। পৃষ্+অদ্ অধি। সং; স্ত্রী।

পর্ষদ্বল—পরিষদ্বল দেখ।

পল—১। তোলকচতুষ্টয়, চারিতোলা; মাংস; আমিষ। পল+অল্ ণ। ২। চলন; প্রতারণ। পল+অল্ ভা। সং; ক্লী। ৩। পল খড়, পোয়াল; সূক্ষ্ম কালবিভাগবিশেষ, ২৪ সেকেণ্ড। পল+অন্ ক। সং; পু। ৪। পার্শ্ব। দেশজ। সং।

পলক—নিমেষ, চক্ষুর পাতা ফেলা। দেশজ।

পলকরহিত,-হীন—নিমেষশূন্য। ৩তৎ। বিণ।

পলকবিহীন, পলকশূন্য—নির্নিমেষ। বিণ।

পলকা—অসার; জীর্ণ। দেশজ। বিণ।

পলকার—রক্ত। পল-ক্ষর (ক্ষরিত হওয়া)+ঋক্ ক। সং; পু।

পলঙ্কষ—রাক্ষস। পল (মাংস)-কষ+খ ক। সং; পু।

পলঙ্কষা—মক্ষিকা; রাস্না, লাক্ষা, গালা; কিংশুক। পল-কষ+ক ক+আপ্। সং; স্ত্রী [(platoon) শব্দের অপভ্রংশ।

পলটন—সেনাদলবিশেষ। ইংরাজী প্লাটুন

পলতা—পটোলগাছের পাতা, পটোললতা। দেশজ। সং। [দেশজ। বিণ।

পল-তোলা—যাহার পার্শ্ব করা হইয়াছে।

পলপ্রিয়—১। আমিষভোজনানুরাগী,মাংসাশী। পল(মাংস) প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। দাঁড়কাক। সং; পু।

পলল—১। পঙ্ক; মাংস; তিলচূর্ণ; তিলকুটা। পল (গমন করা, রক্ষা করা)+কল ক। সং; ক্লী ২। রাক্ষস। পল (মাংস)-লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।

পলব—মাছধরা পলো বা পলুই। পল (আমিষ) -বা (পাওয়া)+ড ণ। সং; পু।

পলস্তারা—১। প্রাচীরাদির গাত্রে লেপন। ইংরাজি plaster শব্দের অপভ্রংশ। ২। শরীরে ফোস্কাজনক প্রলেপ। ইংরাজী blister শব্দের অপভ্রংশ।

পলা—১। তৈলাদি উত্তোলন করিবার ছোট হাতা। প্রবাল, বিদ্রুম। সং। ২। [ক্রি] পলায়ন কর। দেশজ। ক্রি। [সং; পু।

পলাগ্নি—পিত্ত। পলজনক অগ্নি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

পলাণ্ডু—মূলবিশেষ, পেঁয়াজ। পল (রক্ষা করা)+অণ্ডু ক। সং; পু। [বিণ।

পলাতক—পলায়নকারী, পলায়মান। দেশজ।

পলাদ—১। মাংসাশী। পল (মাংস)-অদ (ভোজন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। রাক্ষস। সং; পু। স্ত্রী পলাদী।

পলান্ন—মাংসাদিযুক্ত সিদ্ধ অন্ন, পোলাও। পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পলায়ন—ভয়াদিহেতু স্থানান্তর গমন, প্রস্থান, পালান। পরা-অয় (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পলায়নপর—পলায়নোদ্যত, পলাইতে ব্যগ্র।

পলায়মান—পলায়ন করিতেছে এরূপ। পরা-অয় (গমন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

পলায়িত—পলায়নবিশিষ্ট, ভয়াদিহেতু প্রস্থিত। পরা-অয়+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পলাল—পল খড়, পোয়াল। পল (রক্ষা করা)+কালন্ ক। সং; পু বা ক্লী।

পলাব—১। বঁড়শ; ছিপ; মাছধরা পলো বা পলুই। পল (আমিষ, মৎস্য)-অব (প্রাপ্ত হওয়া, গ্রহণ করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। পলায়ন করিব। দেশজ। ক্রি।

পলাশ—১। পত্র; পাতা। পল-অশ (ব্যাপা)+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। কিংশুক বৃক্ষ। ৩। ক্রব্যাদ, রাক্ষস। পল (মাংস)-অশ্ (ভক্ষণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

পলাশিনী—১। মাংসভোজিনী। পলাশী দেখ পলাশিন্+ঈপ্। [কর্ম্ম, স্ত্রী। ২। রাক্ষসী সং; স্ত্রী।

পলাশী (পলাশিন্)—১। বৃক্ষ। পলাশ (পত্র)+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। রাক্ষস। পল (মাংস)-অশ্ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ ক। সং; পু ৩। পলাদ, মাংসভোজী। বিণ; পু স্ত্রী পলাশিনী।

৪। বঙ্গপ্রদেশে অধুনা নদীয়া জেলায় ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটী ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। পলাশী কলিকাতা হইতে ৯৬ মাইল উত্তরে এবং বহরমপুর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পলাশ পুষ্প হইতে পলাশী নাম উৎপন্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই গ্রামে খ্রীষ্টীয় ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ক্লাইভ-প্রমুখ মুষ্টিমেয় ইংরাজ সৈন্য নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্য পরাভূত করিয়া বঙ্গে ইংরাজাধিকারের ভিত্তি স্থাপনের সূত্রপাত করেন [সিরাজদ্দৌলা দেখ]। ভাগীরথীর গতির পরিবর্ত্তনে গ্রামের কিয়দংশ অধুনা নদীগর্ভে, অবশিষ্টাংশ কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। কয়েক বৎসর হইল, এই স্থানে একখানি স্মারক প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছে। পলাশীর ইংরাজী নাম প্লাসী (Plassey)।

পলি—বন্যার জল সরিয়া গেলে ভূমির উপর সঞ্চিত মৃত্তিকাস্তর। দেশজ। সং।

পলিক্নী—শুক্লকেশা প্রাচীনা নারী; বৃদ্ধা, বালগর্ভিণী। পলিত (বৃদ্ধ)+স্ত্রী ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

পলিঘ—প্রাচীর; পুরদ্বার; কলস। পরি-হন (হনন করা)+অপ্ শ্ব। সং; পু।

পলিত—১। বার্দ্ধক্যহেতু কেশাদির শুক্লতা; কর্দ্দম; তাপ। পল (গমন করা, ইত্যাদি)+ক্ত ণ। সং; ক্লী। ২। বৃদ্ধ। পল+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পলিতকেশ—১। বার্দ্ধক্যহেতু শুক্লতাপ্রাপ্ত কচ বা চুল। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। বার্দ্ধক্যহেতু শুক্লতাপ্রাপ্ত কেশবিশিষ্ট। পলিত হইয়াছে কেশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [দেশজ। সং।

পলিতা—প্রদীপের সলিতা, দীপবর্ত্তিকা।

পলু—বঁট বাঁধিয়া ধার কাটিবার ছুরিবিশেষ। ইং (plough)। সং।

পলুই, পলো—চাপা দিয়া হাতড়াইয়া মাছ ধরিবার বংশ যন্ত্রবিশেষ। পলব শব্দের অপভ্রংশ। [দেশজ। সং।

পলু-পোকা—তুৎপত্রভোজী কীট, রেশমকীট।

পল্য—অতিশয় তেজস্বী। পল (রক্ষা করা, ইত্যাদি)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পল্যঙ্ক—পর্য্যঙ্ক, খট্বা, পালঙ্ক; মঞ্চ; বৃষী;

পর্য্যস্তিকা। পরি–অন্‌ক (গমন করা)+ অল্‌ অধি। সং; পু।

পল্যয়ন—অশ্বাদি পশুর পৃষ্ঠাসন, ঘোড়ার পালান, জিন (Saddle)। পরি–অয (গমন করা)+অনট্‌ ণ। সং; ক্লী।

পল্ল—শস্যরক্ষাস্থান পালুই, গোলা, মরাই; ডোল। পল্ল+অল্‌ অধি। সং; পু।

পল্লব—১। নবপত্রযুক্ত শাখাগ্র পর্ব্ব; নূতন পত্র; ক্ষুদ্র শাখা, ছোট ডাল; আল্‌তা; বন; শৃঙ্গার। পদ্‌ শব্দ–লূ (ছেদন করা) +অল্‌ র্ম্ম। ২। বিস্তার। পদ–লূ+অল্‌ ভা। সং; পু বা ক্লী। ৩। বিড়্গ, লম্পট। পদ–লূ+অন্‌ ক। সং; পু।

পল্লবগ্রাহিতা—নানা বিষয়ে সামান্য সামান্য জ্ঞান থাকা, কোনও বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকা; অনেক বিষয়ে ঠোকর মারিয়া বেড়ান। পল্লবগ্রাহী দেশ; পল্লবগ্রাহিন্‌ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

পল্লবগ্রাহী (–গ্রাহিন্‌)—নানা বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানবিশিষ্ট, কোনও বিষয়েই প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিশীল নহে, খুঁট-আখুরে। পল্লব গ্রহ করে যে, উপ; পল্লব–গ্রহ (গ্রহণ করা +ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –গ্রাহিণী।

পল্লবিক—কামুক, লম্পট। পল্লব শব্দ+ষ্ণিক বিণ; ত্রি। স্ত্রী পল্লবিকী।

পল্লবিত—সপল্লব, পল্লবযুক্ত, উদ্গত নবপত্র; লাক্ষারক্ত; বহুলীকৃত, বিস্তারিত। পল্লব শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

পল্লবী (–বিন্‌)—বৃক্ষ, গাছ। পল্লব+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

পল্লি, পল্লী—গ্রামখণ্ড, পাড়া; ক্ষুদ্রগ্রাম; কুঠি; টিকটিকী। পল্ল+ই ক, বিকল্পে তদুত্তরে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী। [আপ্‌। সং; স্ত্রী।

পল্লিকা—টিকটিকী। পল্লি+কণ্‌ স্বার্থে+

পল্লী—পল্লী দেশ। [সং; পু।

পল্লীগ্রাম—পাড়া গাঁ। পল্লীই যে গ্রাম, কর্ম্মধা।

পল্লীবাল—পল্লীস্থ বালক, পাড়াগেঁয়ে বালক। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পল্লীবালা—পল্লীগ্রামবাসিনী বালিকা বা কুমারী, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে; পাড়ার মেয়ে। ৬তৎ বা মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পল্লীবাসী (–বাসিন্‌)—পল্লীগ্রামে বাসকারী, পাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা। পল্লীতে বাস করে যে, উপ; পল্লী–বস+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পল্লীবাসিনী।

পল্বল—ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা। পল (গমন করা)+বল ক। সং; পু বা ক্লী।

পব—১। ধান্যাদি নির্বুষীকরণ; ধান্যাদি শোধন, ধান সারা। পূ (শোধন করা)+ অল্‌ ভা। ২। বায়ু। পূ+অন্‌ ক। সং পু। ৩। গোময়। পূ+অল্‌ ণ। সং; ক্লী

পবন—১। বায়ু; বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা [ইনি উত্তর-পশ্চিম দিকের অধিপতি, মরুৎগণ অর্থাৎ উনপঞ্চাশৎ বায়ু ইঁহার অধীন; দেবতাদিগের মধ্যে ইনি অতি বলশালী বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে হনুমান্‌ এবং কুন্তীর গর্ভে ভীম নামক পুত্রের জন্ম হয়]। পূ (পবিত্র করা)+অন ক। সং; পু। ২। পবিত্র। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পবনা। ৩। কুম্ভকারের পোয়ান। পূ +অনট্‌ অধি। ৪। ধান্যাদি শোধন, ধান সারা। পূ+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

পবনগতি—১। বায়ুর গতি বা গমন, বায়ু-প্রবাহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। বায়ুতুল্য দ্রুতগমনকারী। পবনের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পবনগমন—পবনগতি (সকল অর্থে)।

পবনগামী (–গামিন্‌)—বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে গমনকারী, পবনগতি। পবন–গম্‌+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –গামিনী।

পবননন্দন—হনুমান্‌; ভীম। ৬তৎ। সং; পু।

পবনপুত্র—ভীমসেন; হনুমান্‌। ৬তৎ। সং; পু।

পবনবিজয়—শুভাশুভসূচক শ্বাসবায়ু-জয়োপায়ক গ্রন্থবিশেষ। পবনের বিজয় আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

পবনব্যাধি—উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের সখা। পবন (বায়ু) ব্যাধি (রোগ) যাহার, বহু। সং; পু।

পবনহিল্লোল—বায়ুতরঙ্গ, বাতাসের ঢেউ। ৬তৎ। সং; পু।

পবনাঙ্গজ, পবনাত্মজ—বায়ু; হনুমান্‌; ভীম। পবনের অঙ্গজ বা আত্মজ, ৬তৎ। সং; পু।

পবনাশ, পবনাশন—১। বায়ুভুক্‌। পবন (বায়ু) –অশ (ভক্ষণ করা)+অন্‌, অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –নাশা, –নাশনা। ২। সর্প [প্রসিদ্ধি এইরূপ, সর্পেরা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে]। সং; পু।

পবনাশনাশ—গরুড়; ময়ূর। উপ; পবনাশ (সর্প)–ণিজন্ত নশ=নাশি (নাশ করা) +ড ক; অথবা পবনাশন (সর্প)–অশ (ভক্ষণ করা)+অন্‌ ক। সং; পু।

পবনেশ্বর—কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। পবনের (বায়ুদেবতার) ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

পবমান—১। পবিত্রকারক। পূ (পবিত্র করা) +শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পবমানা। ২। বায়ু; অগ্নি। সং; পু।

পবি—বজ্র, বাজ। পূ+ই ক। সং; পু।

পবিত—পবিত্র, শুদ্ধ। পূ (শুদ্ধ করা)+ ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পবিতা।

পবিত্র—১। বিশুদ্ধ, পূত। পূ (শুদ্ধ করা)+ ইত্র ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পবিত্রা। ২। কুশ; পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার্য্য অগর্ভ সাগ্রকুশ; অর্ঘ্যোপকরণ; তাম্র; ঘৃত; মধু; বর্ষণ; জল; অর্ঘ্যপাত্র; উপবীত; বেদমন্ত্র। পূ+ইত্র ণ। সং; ক্লী।

পবিত্রতা—পূতত্ব, পুণ্যতা, বিশুদ্ধতা, নিষ্পাপত্ব, নিষ্কলঙ্কত্ব। পবিত্র+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

পবিত্রধান্য—যব। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পবিত্রা—১। বিশুদ্ধা, পূতা। পবিত্র+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ; অগর্ভ সাগ্রকুশ; কুশ; তুলসী। পূ+ইত্র ণ+আপ্‌। সং; স্ত্রী। ৩। পবিত্র করা। ক, প্র। ক্রি।

পবিত্রারোপণ, পবিত্রারোহণ—শ্রাবণমাসের শুক্ল-দ্বাদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে যজ্ঞোপবীত দান; তজ্জন্য উৎসব। পবিত্রের (যজ্ঞোপবীতের) আরোপণ বা আরোহণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পবিত্রিত—শুদ্ধ; পরিষ্কৃত, সংশোধিত। পবিত্র শব্দ+ক্রি=পবিত্রি নামধাতু (পবিত্র করা), তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পশম—ছাগমেষাদির লোম। বৈদেশিক। সং।

পশমী—পশমনির্ম্মিত। বৈদেশিক। বিণ।

পসরা, পশরা—পণ্যদ্রব্যজাত; পণ্যদ্রব্যের ভার বা বোঝা; সামান্য দোকান। প্রাদেশিক। সং।

পশলা, পসলা—প্রবল বর্ষণ। দেশজ। সং।

পশব্য—পশুসম্বন্ধীয়; পশুর উপযুক্ত। পশু শব্দ +য্য যোগ্যার্থে। বিণ; ত্রি।

পশা—প্রবেশ করা। ক, প্র। ক্রি।

পশারি, –রী, পসারি, –রী—খুচরা দ্রব্য বিক্রেতা, সামান্য দোকানী, দোকানদার। দেশজ। সং। [ক্রি।

পশি—প্রবেশ করিয়া; প্রবেশ করি। ক, প্র।

পশু—১। লোমলাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তু; ছাগ; মূর্খ; দেবযোনি। দৃশ (দেখা)+কু ক, নিপাতনে। সং, পু। ২। দর্শন। অ্য।

পশুক্রিয়া—মৈথুন, রমণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পশুত্ব—পশুভাব; পশুযোনি। পশু শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

পশুধর্ম্ম—পশুবৎ যথেষ্ট মৈথুনরূপ ধর্ম্ম। ৬তৎ সং; পু।

পশুপতি—দেবেশ, শিব। ৬তৎ। [কথিত আছে যে মহাদেব নিরন্তর পশুপালন পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপরে আধিপত্য করেন বলিয়া পশুপতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন]। সং; পু।

পশুপাল, পশুপালক—পশুরক্ষক, রাখাল। পশুগণের পাল বা পালক, ৬তৎ। সং; পু।

পশুপাশক—রতিবন্ধবিশেষ। সং; পু।

পশুরাজ—মৃগেন্দ্র, সিংহ। পশুগণের রাজ (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

পশুরি, পশুরী—পাঁচ সের পরিমাণ, ধাড়া পাঁচ সেরা বাটখারা। দেশজ। সং।

পশুশালা—পশুগণের থাকিবার গৃহ, চিড়িয়াখানা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

পশুহরীতকী—আম্রাতক, আমড়া। ৬তৎ।

পশ্চাৎ—পরে ; পশ্চিমে ; পিছে ; পিছনে ; চরম। অপর শব্দ+অস্তাৎ। ব্য।

পশ্চাত্তাপ—অনুশোচনা, অনুতাপ। পশ্চাৎ (পরে)+তাপ (দুঃখ,খেদ), কর্ম্মধা। সং; পু।

পশ্চাদনুসরণ—পশ্চাদ্‌গমন, পিছনে পিছনে যাওয়া, পাছু লওয়া। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

পশ্চাদপসৃত—পিছন হইতে তিরোহিত ; পরে অন্তর্হিত ; পিছন দিকে পলায়িত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—সৃতা।

পশ্চাদ্‌গামী (—গামিন্)—পশ্চাৎ গমনকারী, যে পিছনে যায়। পশ্চাৎ—গম+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী পশ্চাদ্‌গামিনী।

পশ্চাদ্ধাবন—পশ্চাদনুসরণ, অনুধাবন, পিছনে পিছনে দৌড়ান। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

পশ্চাদ্ধাবিত—পশ্চাতে ধাবমান, পিছনে দৌড়াইয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পশ্চাদ্ভাগ—পৃষ্ঠদেশ, পিছনদিক্। ৬তৎ। পু।

পশ্চাদ্ভাগস্থ—পিছনদিকে স্থিত। পশ্চাদ্ভাগ—স্থা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—স্থা।

পশ্চার্দ্ধ—অপরার্দ্ধ, পা অবধি নাভি পর্য্যন্ত অংশ। পশ্চাৎ যে অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পশ্চিম—১। শেষ, চরম ; অনন্তর। পশ্চাৎ+ডিম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পশ্চিমা। ২। পৃষ্ঠদেশ। সং; ক্লী। ৩। প্রতীচ্য বা প্রতীচী। দেশজ ; পশ্চিমা শব্দের অপভ্রংশ।

পশ্চিমা—১। পশ্চিম দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। সূর্য্যাদির অস্তগমন দিক্, প্রতীচী [দশদিক্ দেখ]। পশ্চিম শব্দ+আপ্। সং ; স্ত্রী। [বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গবিচার বড় নাই বলিয়া এই পশ্চিমা শব্দ "পশ্চিম" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে]। ৩। পশ্চিমদেশীয়, পশ্চিমাঞ্চলবাসী। বিণ বা সং। ৪। ব্যাধিবিশেষ, একপ্রকার গলনশীল ক্ষত ঘা, গবাদির সান্নিপাতিক রোগবিশেষ। দেশজ। সং।

পশ্চিমাকাশ—পশ্চিম দিকের আকাশ। পশ্চিমার আকাশ, ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

পশ্যতোহর—স্বর্ণকার ; চোর। দৃশ (দেখা)+শতৃ=পশ্যৎ, ষষ্ঠীর ১বচনে পশ্যতঃ ; পশ্যতঃ (দ্রষ্টার) হর (হরণকারী), অলুক্ ৬তৎ। সং ; পু।

পশ্বাচার—তন্ত্রোক্ত বেদবিহিত আচার। পশুর আচার, ৬তৎ। সং ; পু। [এস্থলে পশু অর্থে লোমলাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তু নহে, অথবা ইহা ঘৃণাসূচক শব্দও নহে। যে ব্যক্তি সুরাদর্শনমাত্র সূর্য্যদর্শন করেন, সুরার ঘ্রাণ পাইলে তিনবার প্রাণায়াম করেন, প্রাণান্তেও মাদক স্পর্শ বা আমিষ ভক্ষণ করেন না, তিনিই যথার্থ পশু। এই পশ্বাচারের বিধি অনুসারে যিনি তান্ত্রিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক পশু। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি পশু, তিনি এরূপ শুদ্ধাচার হইয়া থাকেন যে, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি পূজার দ্রব্যগুলিও স্বয়ং আহরণ করেন।" কুব্জিকাতন্ত্রে লিখিত আছে, "পশুভাবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম। নিরামিষাশী হইয়া পূজা করিতে হয়। পরস্ত্রী দূরের কথা, ঋতুকাল ব্যতীত নিজ স্ত্রীসংসর্গও করিতে নাই।"]।

পসার—প্রসার, ফলাও ; চলতি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি। দেশজ। ২। দোকান। প্রা, ক। সং।

পসারা, প্রসারা—প্রসারিত করা, ছড়ান, বিছান, মেলা। ক, প্র। ক্রি।

পসারি, পসারী—১। পশারি দেখ। সং। ২। প্রসারিত করিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

পস্তান—পরে আক্ষেপ করা, অনুতাপ করা, অনুশোচনা করা। দেশজ। ক্রি।

পহর—প্রহর শব্দের অপভ্রংশ।

পহরি, পহরী, পহরী—প্রহরী। প্রা, ক।

পহরিয়া—১। প্রহরব্যাপী। প্রাদেশিক। বিণ। ২। প্রহরী হইয়া। প্রা, ক। ক্রি।

পহিরণ—পিন্ধন, পরিধান ; পরিধেয়, পরিচ্ছদ। প্রা, ক। সং।

পহিরা—পরা, পরিধান করা। ক, প্র। ক্রি।

পহিলা, পহেলা—প্রথমে, অগ্রে ; মাসের প্রথম দিবস। হিন্দীমূলক।

পহু, পহুঁ—প্রভু ; পুনঃ। প্রা, ক।

পহুঁছা, পহুঁছান—পাইয়া উপস্থিত হওয়া, উপনীত হওয়া, নাগাল পাওয়া। হিন্দী। ক্রি।

পা—১। রক্ষা ; পান ; বেগ। পা (পান করা, রক্ষা করা)+ক্বিপ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। পদ, চরণ। দেশজ ; পাদ শব্দের অপভ্রংশ। ৩। গীতের সপ্ত স্বরের মধ্যে পঞ্চম স্বর। সং।

পাই—১। পয়সা। দেশজ। ২। ইংরাজী হিসাবে পয়সার ৩ ভাগের ১ ভাগ (pie)। সং। ৩। প্রাপ্ত হই, লই, ভোগ করি। দেশজ। ৪। পাইয়া, প্রাপ্ত হইয়া। ক, প্র। ক্রি। ৫। পাক, সারি, ক্ষেত্রের চতুর্থাংশ। দেশজ। সং।

পাইক—পদাতি, পেয়াদা, বার্ত্তাবাহক, বরকন্দাজ। দেশজ। সং।

পাইকার—খুচরা-বিক্রেতা। বৈদেশিক। সং।

পাইকারি—পাইকারের প্রাপ্য বা লভ্যাংশ। সং।

পাইকারী—পাইকার-সম্বন্ধীয়। বিণ।

পাইখানা—মলত্যাগ স্থান বা গৃহ। বৈদে। সং।

পাইট, পাট—কার্য্যপরম্পরা, গৃহের নিত্যকর্ম্ম ; প্রসাধন। দেশজ। সং।

পাইন, পান—লৌহ অস্ত্রশস্ত্রের ধার পাকা করিবার জন্য উত্তপ্ত লৌহের জলাদি দ্রব্যে নিমজ্জন ; সোণারূপা জুড়িবার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প তাপে দ্রবণীয় সঙ্কর ধাতু। দেশজ। সং।

পাইল—১। পোতবিতান, মোটা চাঁদোয়া বা সামিয়ানা। সং। ২। প্রাপ্ত হইল, লইল, ধরিল, ভোগ করিল ; চেষ্টা হইল, বেগ হইল, উদ্রেক হইল। দেশজ। ৩। ঘটিল। প্রা, ক। ক্রি।

পাউণ্ড—প্রায় আধ সের ওজন, পন ; গরু বাছুর আটক রাখিবার খোঁয়াড়। ইং (pound)। সং।

পাওনা—প্রাপ্তি, লাভ। দেশজ। সং।

পাওনাদার—প্রাপক। দেশজ। সং।

পাওয়া—প্রাপ্ত হওয়া, লওয়া, ভোগ করা ; ধরা, আক্রমণ করা ; চেষ্টা হওয়া, বেগ হওয়া, উদ্রেক হওয়া। দেশজ। ক্রি।

পাংশন—দূষক ; বিনাশকারী। পন্‌শ+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাংশনা।

পাংশব—১। ধূলিসম্বন্ধীয়। পাংশু+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। লবণবিশেষ। সং ; ক্লী।

পাংশু, পাংসু—ধূলি ; পাপ ; চিরসঞ্চিত গোময়, গোবরসার ; স্থাবর সম্পত্তি। পশ (পীড়ন করা) বা পন্‌স (নাশ করা)+কু ণ। সং ; পু।

পাংশুল—১। পাংশুযুক্ত, ধূলিবিশিষ্ট ; পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ ; পুংশ্চল। পাংশু+ল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—লা। ২। শিব। সং; পু।

পাংশুলা—১। ধূলিযুক্তা ; পাপিষ্ঠা। পাংশুল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুলটা, অসতী স্ত্রী ; পৃথিবী। সং ; স্ত্রী।

পাংশুবর্ণ—১। পাঁশুটে রঙ্‌বিশিষ্ট। পাংশুবৎ বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্ণা। ২। পাঁশুটে রঙ্। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাংসন—দূষক, নিন্দক ; পাপিষ্ঠ। পন্‌স (নাশ করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাংসনা।

পাংসু—পাংশু দেখ।

পাঁইজোর—নূপুরবৎ শব্দকারী পদাভরণবিশেষ। দেশজ। সং।

পাঁইট, পাঁট—আধ বোতল, বড় বোতলের অর্দ্ধেক, প্রায় ৫ ছটাক পরিমাণ। ইং (pint)। সং।

পাঁউরুটি,—টা—তাড়ির ময়েন দেওয়া ফুলা রুটি (loaf)। বৈদেশিক। সং।

পাঁক—কর্দ্দম, কাদা। পঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ।

পাঁকই, পাঁকুই—কাদায় অত্যধিক চলনজনিত পদক্ষত, পায়ের হাজা রোগ। দেশজ। সং।

পাঁকাল—সর্পাকৃতি মৎস্যবিশেষ, পাঁকের ভিতর

থাকে বলিয়াই ইহার নাম পাঁকাল। দেশজ। সং।

পাঁচ—পঞ্চ, ৫ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

পাঁচই, পাঁচুই—মাসের পঞ্চম দিবস। দেশজ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৬৭ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর ভাগলপুরে জন্ম। পৈত্রিক নিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহর। ১৮৮৭ খৃঃ ইনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাশীর সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষাতেও ইনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের প্রথমাংশ গভর্ণমেণ্ট আফিসে ও অধ্যাপনা কার্য্যে অতিবাহিত হয়। পরে ইনি সংবাদপত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। "বঙ্গবাসী", "বসুমতী" ও "হিতবাদী" পত্র বহুদিন ইনি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত করেন। শেষে "নায়ক" নামক দৈনিক পত্রের পরিচালক হন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনভারও ইনি গ্রহণ করেন। মধ্যে ইনি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গালয়' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইনি আইন-ই-আকবরীর একটা অনুবাদ করিয়াছেন; চৈতন্যচরিতামৃতের একটা সংস্করণ বাহির করিয়াছেন; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একখানি জীবনচরিত এবং উমা, রূপলহরী প্রভৃতি বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লেখনী চালনে ও বক্তৃতা প্রদানে সমান পটু, এবং রাজনীতিতে বিশারদ ছিলেন। অনেক সাধারণ হিতকর সমিতির সহিত ইনি সম্বন্ধ ছিলেন। ইং ১৯২৩ সালের ১৫ই নভেম্বর ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

পাঁচন—ঔষধার্থে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের সিদ্ধ কাথ; রাখালের যষ্টি। দেশজ। সং।

পাঁচনবাড়ি, -বাড়ী—রাখালের যষ্টি। দেশজ।

পাঁচনর, পাঁচনল—সোণার পাঁচছালা কণ্ঠাভরণ বিশেষ। দেশজ। সং। [ক, প্র।

পাঁচান, পাঁচনী পাঁচন, রাখালের যষ্টি।

পাঁচমিশালি যাহাতে পাঁচ দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াছে; নানাদ্রব্যের মিশ্রণ। দেশজ। সং বা বিণ।

পাঁচাল, পাঁচালী—সঙ্গীতবিশেষ; পঞ্চালী শব্দের অপভ্রংশ। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে পাঁচালীর খুব চলন ছিল। এমন কি প্রত্যেক ভদ্রপল্লীতে আর কিছু থাকুক না থাকুক, অন্ততঃ বারোয়ারী ও পাঁচালীর দল থাকিত। কবির গানের ন্যায় পাঁচালীতেও দুই দলে সঙ্গীত সংগ্রাম হইত, কিন্তু কবিগানের ন্যায় পাঁচালীতে সেরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত না। কবিগান বা তর্জ্জার রীতি এই যে, একদল পূর্ব্বপক্ষরূপে আসরে গান গাইলে, অপরদল উত্তরপক্ষরূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন। পাঁচালীতে ইহার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানেরই লড়াই হইত—যে দল অপেক্ষাকৃত উত্তম ছড়া কাটাইতে ও গান গাহিতে পারিতেন, সেই দলেরই জয় হইত। পাঁচালীর আরম্ভ 'সাজ বাজানো' লইয়া; ইহাকে বাদ্যের লড়াই বলা যায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি সাজ বাজানোর উপকরণ ছিল। সাজবাজানোর পর "ঠাকরুণবিষয়" বা "শ্যামাবিষয়"। প্রথমেই শ্যামাবিষয়ক একটি গান সকলে মিলিয়া গাহিবার পর কাটানদার উক্তবিষয়ে ছড়া কাটিতেন। যে ব্যক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর সহিত আবশ্যকমত কখন বা সহজ গলায়, কখন বা সুরের সাহায্যে, কখন বা পদ্যে, কখন বা গদ্যের ছুট কথায় উচ্চস্বরে ছড়া বিন্যাস করিতে পারিতেন, তাঁহাকে লোকে কাটানদার বলিত। ছড়া কাটানোর পর সকলে মিলিয়া আবার গান গাহিতেন। শ্যামাবিষয়ক গান গাওয়া শেষ হইলে একদল উঠিয়া যাইতেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দল আসরে নামিতেন। তাঁহারাও ঐরূপে শ্যামাবিষয় শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বদল আসিয়া "সাজ বাজাইয়া," "সখীসংবাদের" মহড়া গানটি গাহিয়া ছড়া কাটিতেন। প্রথম ছড়ার পর গান। আবার দ্বিতীয় ছড়া ও তৃতীয় গান, পরে তৃতীয় ছড়া ও চতুর্থ গান। পাঁচালীরচকদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঁজ—কার্পাস তুলার মোটা পলিতা। দেশজ। সং।

পাঁজর, পাঁজরা—১। পঞ্জর, পার্শ্বাস্থি। পঞ্জর শব্দের অপভ্রংশ। ২। শরীরের বাঁধন। প্রা, ক। সং।

পাঁজা—প্রস্তুত ইষ্টকের রাশি, সাজান ইটের গাদা; কুমারের পোয়ান; দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরণ, আঁকাড়; কক্ষতলে ধারণ, বগলদাবা। দেশজ। সং।

পাঁজি, পাঁজী—বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ—এই পঞ্চজ্ঞাপক গ্রন্থ, পঞ্জিকা। দেশজ। সং।

পাঁজিয়া—পদচিহ্ন দেখিয়া। প্রা, ক।

পাঁতার, পাঁথার—পাথার, সমুদ্র; প্লাবন, বন্যা। প্রা, ক। সং।

পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, সারি, শ্রেণী; শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র। দেশজ। সং।

পাঁপর—১। মসলাযুক্ত মুগাদি দাইলের পাতলা কাঁচা রুটি। দেশজ। সং। ২। নিঃস্ব, গোত্রহীন। ইং (pauper)।

পাঁশ—ছাই, ভস্ম; ভস্মবৎ অকিঞ্চিৎকর বস্তু। দেশজ। সং।

পাক—১। শিশু। পা (রক্ষা করা)+ক র্ম। ২। রন্ধন; পরিণতি; পরিপাক, হজম; পক্বতা; কেশের শুক্লতা; নিষ্পত্তি। পচ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা। ৩। ফল; ধান্য। পচ+ঘঞ্ ক। ৪ জনৈক অসুর, এই অসুরকে বিনাশ করিয়া দেবরাজ "পাকশাসন" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পচ+ঘঞ্ ণ। সং; পু। ৫। আবর্ত্তন, ঘোরা; জড়ান। দেশজ। সং।

পাককার্য্য—রন্ধনকার্য্য, পরিপাকক্রিয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী। [শব্দ।

পাকচক্র—কৌশল, কুটিলতা, ষড়যন্ত্র। দেশজ

পাকজ—১। পাককার্য্য হইতে উৎপন্ন। উপ; পাক-জন্+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। করকচ বা পাঙ্গা লবণ। সং; ক্লী।

পাকড়া, পাকড়ান—ধৃত করা, ধরা, গ্রেপ্তার করা, আক্রমণ করা। হিন্দীমূলক। ক্রি।

পাকতঃ—পাকে-চক্রে। বাং বা।

পাকপাত্র—রন্ধনভাজন, রাঁধিবার বাসন, হাঁড়ি বকুনা প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পাকপুটী—কুম্ভশালা, কুম্ভকারের পোয়ান। পাক শব্দ-পুট (সংশ্লিষ্ট করা)+অন্ অধি+ঈপ্। সং; স্ত্রী [সং; ক্লী।

পাকযন্ত্র—পরিপাকের যন্ত্র পাকাশয়। ৬তৎ।

পাকল—১। হস্তীর জ্বর। পাক শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু। ২। কুষ্ঠৌষধি, কুড়। সং; স্ত্রী। ৩। পক্বপ্রায়; পাকা। দেশজ। বিণ। ৪। রক্তবর্ণ, দীপ্ত। বিণ।

পাকলান—পাকল করা, রক্তবর্ণ করা; পাকান, আবর্ত্তন করা, ঘুরান। দেশজ। ক্রি।

পাকশালা—রন্ধনশালা, রান্নাঘর। পাকের নিমিত্ত শালা (গৃহ)। ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

পাকশাসন—দেবরাজ, ইন্দ্র। পাক দেখ; পাক (অসুরবিশেষ) শাস (শাসন করা)+অন ক। সং; পু।

পাকশাসনি—অর্জ্জুন; ইন্দ্রসুত জয়ন্ত। পাকশাসন (ইন্দ্র)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

পাকশুক্লা—খড়ী। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

পাকসাট—পাখার আস্ফালন বা দ্রুত সঞ্চালন, পাখার ঝাপটা বীরত্ব বা দম্ভ-প্রকাশ; কুন্দুনি। প্রা, ক। সং।

পাকস্থলী—শরীরমধ্যস্থ পরিপাকযন্ত্র, পাকাশয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পাকস্থালী—রন্ধনপাত্র ; পরিপাকযন্ত্র । পাকের নিমিত্ত যে স্থালী (পাত্র বা যন্ত্র), ৪তৎ সং ; স্ত্রী ।

পাকা—১। পক্ব ; বুড়া, জেঠা, ফচকে দেশজ । ২ । স্থায়ী, কায়েমী ; স্থির, অচল অনড় । বৈদেশিক । বিণ । ৩ । পক্ব হওয়া । দেশজ । ক্রি । [দেশজ । সং ।

পাকাটি, পাঁকাটি—গাছ পাটের কাঠি বা ডাঁটা ।

পাকান—১ । পক্ব করা ; পাক দেওয়া, গোল করা । দেশজ । ২। পাক করা,রন্ধন করা । হিন্দী । ক্রি ।

পাকাল্যা—পরাক্রম, প্রতাপ, তেজ । প্রা, ক ।

পাকাশয়—শরীরমধ্যস্থ পাকযন্ত্র, যে স্থানে গিয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয় । পাকের আশয় (স্থান), ৬তৎ । সং ; পু ।

পাকিম—পাকনিষ্পন্ন, পাক দ্বারা সমাহিত ; পাকোন্মুখ । পাক শব্দ+ইমন্ সম্পন্নার্থে । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী পাকিমা ।

পাকী (পাকিন্)—১ । পাককর্ত্তা, পাচক । পচ+ঘিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী পাকিনী । ২ । পাকা মাপের বা ওজনের (৮০ তোলায় সের ধরিয়া) । দেশজ । [সং ; পু ।

পাকুক—সূপকার, পাচক । পচ+উক ক ।

পাকুড়—অশ্বত্থতুল্য বৃক্ষবিশেষ, পর্কটী । দেশজ । সং ।

পাক্য—১ । যবক্ষার । পচ (পাক করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম । সং ; পু । ২ । পাকযোগ্য । বিণ ; ত্রি । ৩ । বিট্‌লবণ ; পাংশুলবণ । সং ; ক্লী ।

পাক্ষিক—১ । পক্ষসম্বন্ধীয় ; একপক্ষে (অর্থাৎ ১৫ দিনে) যাহা হয়, পক্ষ কালে ভব । পক্ষ শব্দ+ষ্ণিক । ২ । বিহগসম্বন্ধীয় । পক্ষিন্ +ষ্ণিক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী পাক্ষিকী । ৩ । শাকুনিক । সং ; পু ।

পাখনা—পক্ষ, পাখীর পাখা বা পালক, মাছের ডানা । দেশজ । সং । [প্রা, ক ।

পাখরিয়া—পক্ষিরাজ ; তত্তুল্য দ্রুতগামী ।

পাখলা, পাখলান, পাখালা—প্রক্ষালন করা, ধৌত করা ; রগড়াইয়া বা কচলাইয়া ধোয়া । দেশজ । ক্রি । প্রা, ক ।

পাখা—পক্ষ ; পাখনা, পালক, পাখীর ডানা ; বীজনী, তালবৃন্ত । দেশজ । সং ।

পাখী—পক্ষী, পতঙ্গ । দেশজ । সং ।

পাখীমারা—১ । ব্যাধ জাতিবিশেষ । সং । ২ । চরকার অরা ; খড়খড়ীর একএক পক্ষ ।

পাখোয়াজ—বড় মর্দ্দলবিশেষ, মৃদঙ্গ । হিন্দী-মূলক । সং ।

পাগ, পাগড়ী—উষ্ণীষ, শিরোপা । প্রা, ক ।

পাগড়ি—মাথার পাগ, উষ্ণীষ । হিন্দী । সং ।

পাগল—উন্মত্ত, বাতুল, ক্ষিপ্ত । পা (পান করা)+ক্বিপ্ ক=পা (সুরাপানকারী), তদুত্তরে গল্+অন্ ক । বিণ ; ত্রি ।

পাগলা—১। বাতুলা,উন্মাদিনী । [পাগল দেখ] । পাগল+আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । পাগল, ২ । বাতুল, ক্ষেপা ; বালবুদ্ধি, চপলমতি । দেশজ । বিণ বা সং ; পু ।

পাগলা-গারদ—বাতুলাশ্রম (Lunatic Asylum) । দেশজ । সং ।

পাগলাম, পাগলামি—পাগলের মত ব্যবহার, বাতুলতা, ক্ষেপাম । দেশজ । সং ।

পাগলিনী, পাগলী—বাতুলা, ক্ষিপ্তা, উন্মাদিনী ; দুর্গা । দেশজ । স্ত্রী ।

পাঙাশ, পাঙ্গাশ—১ । পাংশুবর্ণ, পাণ্ডুর, ফেঁকাসিয়া, নীরক্ত । দেশজ । বিণ । ২ । মৎস্যবিশেষ । সং ।

পাঙ্‌ক্তেয়—এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনার্হ । পঙ্‌ক্তি শব্দ+ঢেয় । বিণ ; ত্রি ।

পাঙ্গা—করকচ লবণ । দেশজ । সং ।

পাঙ্গুর—পদাঙ্গুলি । প্রা, ক । সং ।

পাচক—১ । পাককারী ; রন্ধনকারক ; জীর্ণকারক । পচ (পাক করা)+ণক ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী পাচিকা । ২ । উদরস্থরসবিশেষ ; পিত্ত বিশেষ (পাচকপিত্ত দেখ) । সং ; ক্লী । ৩ । অগ্নি । সং ; পু ।

পাচকপিত্ত—পিত্তবিশেষ [ইহা আমাশয় ও পাকাশয়ের মধ্যে থাকিয়া ভক্ষ্য ভোজ্যাদি ষড়্‌বিধ আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাক কার্য্য সম্পাদন করে, এবং রস, মূত্র ও পুরীষকে বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করে । ইহা অগ্ন্যাশয় মধ্যে থাকিয়া স্বশক্তি প্রভাবে রক্তকাদি পিত্তসমূহের স্থানে গমনপূর্ব্বক তত্তৎস্থানের রসরঞ্জন, হৃদয়স্থ কফ ও তমোভাবের অপনোদন, রূপগ্রহণ,প্রভাপ্রকাশন, পরিপাক কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা অবশিষ্ট পিত্তসকলের কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে । ইহার তেজেই অন্যান্য অগ্নিসমূহ বলবত্তর হয়] । পাচক-নামক পিত্ত, মপী কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

পাচড়া—পোস, চুলকানি । দেশজ । সং । [ক ।

পাচতি, পাচতী—ধাত্রী, ধাই বা দাই । প্রা,

পাচন—১ । ক্বাথবিশেষ । ণিজন্ত পচ্ বা পাচি (পাক করান)+অন ক । সং ; ক্লী । ২ । অগ্নি । সং ; পু । ৩ । জীর্ণকারক । বিণ ।

পাচনক—সোহাগা । ণিজন্ত পচ (=পাচি)+অনট্ ণ তদুত্তরে কণ্ । সং ; পু ।

পাচনী—হরীতকী । পাচন+ঙীপ্ । সং ; স্ত্রী ।

পাচায়াপ্পা, কঞ্জিভেরেম মুদেলিয়ার (Pachaiyappa, Conjeveram Mudaliar)—মান্দ্রাজবাসী । জন্ম ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে । ইনি প্রথমে দালালী ও দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়া পরে কণ্ট্রাক্টরী কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন । ধর্ম্মার্থ ও দীনদুঃখীর সাহায্যার্থে বিস্তর অর্থ রাখিয়া ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ্চ ইনি পরলোক গমন করেন । মৃত্যুর পর ঐ বিষয়ঘটিত মোকর্দ্দমা হয় । মান্দ্রাজের হাইকোর্টের বিচারফলে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ৬৫০০০০ টাকা যাহা সেই সময় পর্য্যন্ত জমিয়াছিল । একটি কলেজ ও কতকগুলি বৃত্তির জন্য নির্দ্ধারিত হয় । ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নামে একটি হল প্রতিষ্ঠিত হয় । এইস্থানে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে ।

পাচিকা—পাচক দেখ ।

পাচ্য—পাকযোগ্য, রন্ধনীয় ; জঠরমধ্যে জীর্ণ করণসাধ্য, যাহা হজম করা যাইতে পারে । পচ্+ঘ্যণ্ র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

পাছ—পশ্চাৎ ভাগ, পিছন । দেশজ । সং ।

পাছা—১ । কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ, নিতম্ব । দেশজ । ২ । গুহ্যদেশ, মলদ্বার । প্রাদে । সং ।

পাছাড়ী—পশ্চাতের, পেছনী । দেশজ । বিণ ।

পাছু—পিছনে, পিছে, পশ্চাৎ, পরে । প্রা, ক ।

পাছে—১ । পিছনে, পশ্চাৎ, পিছে, পরে । সং । ২ । এই আশঙ্কায় যে, যদিস্যাৎ । দেশজ । বা ।

পাজামা—ইজার, পেণ্ট্‌লুন । বৈদে । সং ।

পাজী—নীচ, দুষ্ট, বদমাইস । দেশজ । বিণ ।

পাঞ্চজন্য—বিষ্ণুর শঙ্খ, অগ্নি । পঞ্চজন (অসুরবিশেষ)+ষ্ণ্য জাতার্থে । সং ; পু ।

পাঞ্চভৌতিক—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন ; পঞ্চভূতময় । পঞ্চভূত দেখ ; পঞ্চভূত শব্দ+ষ্ণিক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,–তিকী ।

পাঞ্চাল—১ । পঞ্চাল দেশ ; তত্রাকার রাজা । পঞ্চাল শব্দ+ষ্ণ স্বার্থাদ্যর্থে । সং ; পু । ২ । পঞ্চালদেশোদ্ভব, পঞ্চালদেশীয় । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী পাঞ্চালী । [দ্রৌপদী । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

পাঞ্চালনন্দিনী—পঞ্চালরাজতনয়া, পাঞ্চালী,

পাঞ্চালিকা—বস্ত্রাদি-নির্ম্মিত পুত্তলিকা । পঞ্চাল শব্দ+ষ্ণিক+আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদী [দ্রৌপদী দেখ] ; কাষ্ঠাদি পুত্তলি । পঞ্চাল+ষ্ণ+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

পাঞ্জর—১ । পঞ্জর, পাঁজর বা পাঁজরা । পঞ্জর+ষ্ণ স্বার্থে । সং ; ক্লী । ২ । দেহ, শরীর, কায় । প্রা, ক । সং ।

পাঞ্জা—থাবা, বিস্তৃত করতল ; করতলের ছাপ ; পদতলের বিস্তার । দেশজ । সং ।

পাট—১ । ঊর্ণা, রেশম ; বৃক্ষবিশেষের বল্কলতন্তু, কোষ্টা ; কোষ্টা গাছ ; কোষ্টার থলি ; বোরা ; ছালা ; পাটা, তক্তা ; কোটা ; চাষ ; রীতি, পদ্ধতি ; স্থান ; দেবস্থান ; পীঠ, পীঁড়ি, চৌকী ; রাজাসন ; বিশ্রামস্থান ; অধিকার ; গৃহকর্ম্ম ; অন্যের গৃহকর্ম্ম-করণ, দাস্যবৃত্তি ; কূপ বাঁধাইবার বেষ্ট ; পাড়া । সং । ২ । প্রধান । দেশজ । বিণ ।

পটিক—তীর, তট; গ্রামৈকদেশ ; বাস্ত ; পাশার গুটিচালনা। পট (বিদারণ করা) +ণক ক। সং ; পু।

পাট-করণী,—কর্ত্রী—যে নারী গৃহের পাইট—মার্জ্জনাদি নিত্যকর্ম্ম করে ; চাকরাণী, ঝী। দেশজ। সং ; স্ত্রী।

পাটকেলে—পাটলবর্ণ ; পাকা-পোড় ইটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। দেশজ। বিণ। [পু।

পাটচ্চর—চোর। পটচ্চর+ষ্ণ স্বার্থে। সং ;

পাটন—১। বিদারণ ; ছেদন। ণিজন্ত পট= পাটি (বিদারণ করা, ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। নগর, জনপদ, দেশ। পটন শব্দের অপভ্রংশ। ৩। পাটা, পাতা ; কবচ ; বাণিজ্য। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

পাটনা—বিহার প্রদেশের একটি বিভাগ, জেলা ও সহর। পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, সারণ চম্পারণ, মোজাফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা, এই সাতটি জেলা লইয়া বিভাগটি প্রথমে গঠিত হয়। খৃষ্টীয় ১৯০৮ সালে শেষোক্ত তিনটি জেলা লইয়া "ত্রিহুত" নামে একটি নূতন বিভাগ গঠিত হইয়াছে। অধুনা প্রথমোক্ত চারিটী জেলার সমষ্টিকেই পাটনা বিভাগ বলা হয়। পাটনা জেলায় প্রধান নদী গঙ্গা ও শোণ। এই জেলায় প্রভূত পরিমাণে আফিমের চাষ হয়। পাটনা সহর পাটলিপুত্র বা কুসুমপুর বলিয়া পুরাকালে পরিচিত ছিল। মেগাস্থেনিস ইহাকে পালিবোথ্রা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে গ্রীসরাজ্যের পক্ষ হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে দূতরূপে অবস্থান করিতেন। বায়ুপুরাণের মতে মগধরাজ অজাতশত্রুর পৌত্র উদয়াশ্ব পাটলিপুত্র নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অজাতশত্রু গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে দেহত্যাগ করেন। বৌদ্ধবিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, যখন বুদ্ধদেব গঙ্গা পার হইয়া রাজগৃহ হইতে বৈশালীতে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে অজাতশত্রুর মন্ত্রীরা "পাটলীতে" একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, এই দুর্গ উত্তরকালে সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইবে। এই বিবরণ হইতে কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, অজাতশত্রু পাটলা নগর প্রতিষ্ঠার আরম্ভ এবং উদয়াশ্ব তাহার সমাপন করেন। ডিওডোরস (Diodorus) নামক গ্রীক লেখকের মতে পাটনা সহর শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা হিরাক্লেস্ (Herakles)—সম্ভবতঃ বলরাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিকেরা পাটনার অধিবাসীদিগকে "প্রাসাই" নামে অভিহিত করিয়াছেন। পলাশীর বা পরাসীর নামের অপভ্রংশ "প্রসাই" মগধের অপর নাম পলাশ বা পরাস। লৌকিক ভাষায়, "পাটনা" নাম "পাটন" (সহর) হইতে উৎপন্ন।

ইদানীন্তন কালে পাটনায় দুইটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। প্রথমটি, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীর কাসীম গিরিয়া এবং উধুয়ানালার যুদ্ধে ইংরাজহস্তে পরাভূত হইয়া, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করণার্থে এই স্থানে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত অনেকগুলি বন্দীর প্রাণহনন করেন। এই নৃশংস হত্যাকার্য্যে রেণহার্ড নামক জনৈক সুইস্ (Swiss) তাঁহার সহায়তা করে। এই ব্যক্তি সমরু নামে এবং ইহার স্ত্রী বেগম সমরু নামে ইতিহাসে বর্ণিত। দ্বিতীয় ঘটনা, ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে ঘটে। পাটনার ছাউনি নিকটবর্ত্তী দানাপুর নামক স্থানে অবস্থিত। সেখানে তিনটি সিপাহী রেজিমেন্ট বিদ্রোহে যোগ দান করিয়া ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করে।

পাটনাই—পাটনাদেশে উৎপন্ন বা তথা হইতে আগত ; পাটনাবাসী ; বড়, বৃহদাকার। দেশজ। বিণ।

পাটনী, পাটুনী—পারকারী, যে খেয়াঘাটে পার করে, নৌচালক জাতিবিশেষ। দেশজ। সং।

পাটপট, পাটুপট—অতিশয় পটু। পট (দীপ্ত পাওয়া)+ অন্ ক, নিপাতনে। বিণ ; ত্রি।

পাটরাণী—প্রধানা মহিষী। দেশজ শব্দ।

পাটল—১। শ্বেতরক্তবর্ণ, গোলাপী রঙ্ ; আশুধান্য। ণিজন্ত পট=পাটি (দীপ্ত পাওয়া, ইত্যাদি)+কলচ্ ক। সং ; পু। ২। পারুল ফুল। সং ; ক্লী। ৩। শ্বেতরক্তমিশ্রিত বর্ণযুক্ত, গোলাপী রঙের। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাটলা।

পাটলা—১। শ্বেতরক্তবর্ণা। পাটল দেখ। পাটল +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা ; পারুল ফুলের গাছ ; রক্তলোধ। সং ; স্ত্রী।

পাটলি—পারুল ফুলের গাছ। সং ; পু বা স্ত্রী।

পাটলিত—পাটলবর্ণবিশিষ্ট। পাটল শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাটলিতা।

পাটলিপুত্র—নগরবিশেষ, প্রাচীন মগধরাজ্যের রাজধানী—ইহার আধুনিক নাম পাটনা।

পাটব—১। পটুতা ; নৈপুণ্য ; আরোগ্য। পটু শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী। ২। পটু। পটু শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাটবী।

পাটবিক—দক্ষ, পটু ধূর্ত্ত, শঠ। পটু শব্দ+ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাটবিকী।

পাটা—তক্তা ; সাহস ; পাট্টা ; বিস্তার ; প্রসার, ওসার। দেশজ। সং।

পাটাতন—নৌকায় বিছান তক্তা বা বাঁশের কাঠাম ; পোতৃতল (deck)। দেশজ। সং।

পাটালি,—লী—গুড় প্রাক দিয়া তক্তায় ফেলা মিষ্টান্ন। দেশজ। সং। [সং।

পাটি—মাদুর বা তজ্জাতীয় আসন। দেশজ।

পাটিত—কৃতপাটন ; ভগ্ন ; বিদীর্ণ ; ক্ষত। ণিজন্ত পট=পাটি (বিদারণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাটিতা।

পাটী—১। ধারা, প্রণালী, শৃঙ্খলা ; একজাতীয় শ্রেণী ; মস্তকের সম্মুখস্থ কেশের চিক্কণ পট্ট আকার। ণিজন্ত পট বা পাটি (গমন করান)+ই ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ। সং ; স্ত্রী। ২। মাদুর-জাতীয় আসন-বিশেষ। দেশজ। সং।

পাটীগণিত—অঙ্কশাস্ত্র (Arithmetic)। পাটী (শৃঙ্খলা) যুক্ত গণিত, মধ্য কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পাটীন—বোয়ালমাছ। পাটি+ইন। সং ; পু।

পাটুনী—পাটনী দেখ।

পাটোয়ারী—জমিদারের নিযুক্ত গ্রামের জমিজমার হিসাব লেখক। দেশজ। সং।

পাট্টা, পাটা—১। চাদর, উত্তরীয়। দেশজ। সং। ২। জমি ভোগ করিবার জন্য জমিদারের প্রদত্ত অনুমতিপত্র। দেশজ। সং।

পাট্টাসেলামি—পাট্টা লইবার সময় প্রজা জমিদারকে যে নজর বা অর্থ দেয়। দেশজ। সং।

পাঠ—১। নিয়মপূর্ব্বক বেদাভ্যাস ; আবৃত্তি, আওড়ান, অধ্যয়ন, পড়া। পঠ্ (পড়া) +ঘঞ্ ভা। ২। পাঠ্য অংশ (Lesson)। পঠ্ +ঘঞ্ র্ম। সং ; পু।

পাঠক—১। পাঠকারী, অধ্যয়নকারী (Reader) ; ছাত্র। পঠ্ (পাঠ করা) +ণক ক। ২। ধর্ম্মজ্ঞাপক ; উপাধ্যায়, অধ্যাপক, শিক্ষক (Teacher)। ণিজন্ত পঠ বা পাঠি (পড়ান)+ণক ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী পাঠিকা।

পাঠগৃহ—পড়িবার ঘর, পাঠাগার। পাঠের নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

পাঠনা—অধ্যাপনা। ণিজন্ত পঠ বা পাঠি (পড়ান)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পাঠশালা—অধ্যয়নগৃহ, বিদ্যামন্দির, বিদ্যালয়, স্কুল। পাঠের নিমিত্ত যে শালা (গৃহ) ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

পাঠা—১। আকনাদী লতা। সং ; স্ত্রী।

পাঠাগার—পাঠগৃহ, পড়িবার ঘর। ৪তৎ। সং ; পু।

পাঠান—আফগান, লাহোরের উত্তরপশ্চিম-বাসী মুসলমান। বৈদেশিক। সং।

পাঠান—প্রেরণ করা, চালনা করা, চালান দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

পাঠানুরাগ—অধ্যয়নে আসক্তি, পড়াশুনার খুব আগ্রহ। পাঠে অনুরাগ, ৭তৎ। সং ; পু।

পাঠানুরাগী (—রাগিন্)—পাঠে অনুরাগবিশিষ্ট,

অধ্যয়নে অনুরক্ত, যে পুস্তকাদি পড়িতে ভালবাসে। পাঠে অনুরাগী, ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী পাঠানুরাগিণী।

পাঠাভ্যাস—পাঠ অভ্যাস, পড়া মুখস্থ করা, পড়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করা। ৬তৎ। সং ; পু।

পাঠী (পাঠিন্)—পাঠবিশিষ্ট ; পাঠক। পঠ (পাঠ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

পাঠীন—মৎস্যবিশেষ ; বোয়ালমাছ। পাঠিন্+ইন। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পাঠেচ্ছা—অধ্যয়নস্পৃহা, পড়িতে অভিলাষ।

পাঠেচ্ছু—পড়িতে ইচ্ছুক। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পাঠ্য—পঠিতব্য, পঠনীয়, যাহা পড়িতে হইবে ; পাঠযোগ্য। পঠ (পাঠ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাঠ্যা।

পাঠ্যাবস্থা—পঠদ্দশা, ছাত্রাবস্থা। পাঠ্য (অধ্যয়নযোগ্য) যে অবস্থা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পাড়—কূপতড়াগাদির উচ্চ পার বা তট ; বস্ত্রাদির স্থূল বা রঙ্গিল দীর্ঘ প্রান্ত। দেশজ। সং।

পাড়া—১। পল্লী, গ্রাম নগরাদির এক এক অংশ ; প্রতিবেশ ; অঞ্চল। সং। ২। পাতিত করা, ফেলান, নামান ; বৃক্ষাদি হইতে চ্যুত বা চয়ন করা ; পাতা, বিছান। দেশজ। ক্রি। [প্রাদেশিক। ক্রি।

পাড়ান—মাড়ান, দলান, পদদলিত করা।

পাড়াপড়শী—প্রতিবেশী বা প্রতিবাসী, এক পাড়ার লোক। দেশজ। সং।

পাড়া-বেড়ানী—যে নারী গৃহে না থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করে (ইহা দোষাবহ বলিয়া গালিতে প্রযোজ্য)। দেশজ। সং; স্ত্রী।

পাড়ি, পাড়ী—নদ্যাদি পার হওন, পরপারে গমন, উত্তরণ ; বিপদাদি হইতে উদ্ধার, নিস্তার ; পলায়ন, চম্পট। দেশজ। সং।

পাণ—তাম্বূল। পর্ণ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

পাণি—১। হস্ত ; কুলিকবৃক্ষ। পণ (ক্রয়বিক্রয় করা)+ইণ্ ণ। সং ; পু। ২। পণ্যবীথী ; দোকান ; হট্ট, হাট। পণ+ইণ্ অধি। সং ; স্ত্রী। ৩। জল। বৈদেশিক।

পাণিগৃহীতী—পত্নী, ভার্য্যা। পাণি (হস্ত) গৃহীত হইয়াছে যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী।

পাণিগ্রহণ, পাণিপীড়ন—বিবাহ। ৬তৎ ; বিবাহকালে বরকে কন্যার হস্ত গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া বিবাহের নাম পাণিগ্রহণ বা পাণিপীড়ন। সং ; ক্লী।

পাণিঘ—পাণিবাদক, হস্ত দ্বারা বাদ্যযন্ত্রাদি বাদ্যকারী, ঢোলী, ঢাকী। পাণি (হস্ত)—হন (বধ করা)+ট ক। সং ; পু।

পাণিজ—নখ। পাণি—জন+ড ক। সং ; পু।

পাণিতল—করতল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাণিনি—অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণকর্ত্তা। পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত শলাতুর গ্রামে দাক্ষী দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। তদনুসারে ইনি শলাতুরীয় নামে খ্যাত হন। পণ্ডিতবর বোটলিঙ্কের মতে অনুমান খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি শিক্ষালাভার্থে পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট শিষ্যভাবে অবস্থিতি করেন। দীর্ঘকাল গুরুগৃহে থাকিয়াও আশানুরূপ বিদ্যোন্নতি না হওয়ায়, ইনি হিমালয় প্রদেশে গমন করেন, এবং তথায় তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ইনি নিজে একখানি ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন ; ইঁহার নামানুসারে গ্রন্থখানিও পাণিনি বা পাণিনি-ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার প্রণীত ধাতুপাঠ ও গণপাঠ নামক গ্রন্থও সঙ্কলনাবাদত। পণ+ইন্=পণিন্ তদুত্তরে ফি অপত্যার্থে বা ছাত্রার্থে। সং ; পু।

পাণিনীয়—পাণিনি-প্রোক্ত ; পাণিনিতে কথিত ; পাণিনিকৃত ; পাণিনিগ্রন্থপাঠক। পাণিনি দেখ ; পাণিনি শব্দ+ীয়। বিণ ; ত্রি।

পাণিপথ—পঞ্জাব প্রদেশে কর্ণাল জেলায় অবস্থিত মহকুমা। পাণিপথ অতি প্রাচীন স্থান। দুর্য্যোধনের নিকট যুধিষ্ঠির যে কয়েকটি "পথ" বা "প্রস্থ" চাহিয়াছিলেন, পাণিপথ তাহাদের অন্যতম। ইদানীন্তন কালে এই স্থানে তিনটি রাজভাগ্য পরিবর্ত্তনসাধক যুদ্ধ ঘটে। প্রথম, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর এইস্থানে লক্ষ সৈন্যসহকৃত দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীকে পরাভূত করিয়া দিল্লীতে মোগলরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়, এই স্থানেই ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহ আদিল সাহের হিন্দু সেনাপতি হিমুর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে পাঠানরাজ্যের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক পুনরায় মোগল রাজ্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন। তৃতীয়, এই স্থানেই আমেদ সাহ ডুরাণি ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারি একতাসূত্রে বদ্ধ মহারাষ্ট্রীয়-শক্তি চিরদিনের মত পঙ্গু করিয়া দেন। বর্ত্তমান সহরটি পুরাতন সহরের ধ্বংসাবশেষের উপরি নির্ম্মিত।

পাণিপীড়ন—পাণিগ্রহণ দেখ। [মিশ্র।

পাণিফল, পানিফল—শৃঙ্গাটক, শিঙ্গাড়া। সং।

পাণিমুক্ত—হস্ত দ্বারা নিক্ষেপণীয় অস্ত্র, বল্লম প্রভৃতি। ৩তৎ। সং ; ক্লী।

পাণিমুখ—পিতৃলোক। পাণি (বিপ্রপাণি) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। সং ; পু।

পাণিসর্গ্যা—রজ্জু, দড়ি। পাণি শব্দ—সৃজ+ঘ্যণ্ র্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পাণী—দোকান ; হট্ট, হাট। পণ (ক্রয়বিক্রয়)+ইণ্ অধি+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পান্টালুন, পেন্টুলেন—পাজামাবিশেষ। ইং (Pantaloon)। সং।

পাণ্ডর—১। পীতশুক্ল ; শুক্লবর্ণ ; মরুবক বৃক্ষ। পন্ড (গমন করা, ইত্যাদি)+অর ক। সং ; পু। ২। পীতশুক্লবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়—পাণ্ডুনন্দন। পাণ্ডু শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

পাণ্ডববর্জ্জিত—পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত [পাণ্ডবেরা বনবাস কালে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বতীরে আসেন নাই, এজন্য গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী স্থানকে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলে]। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পাণ্ডবসখা—শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডব হইয়াছে সখা যাঁহার, বহু। সং ; পু। [৬ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলে "পাণ্ডবসখ" এইরূপ পদ হইবে]।

পাণ্ডবেয়—পাণ্ডব দেখ।

পাণ্ডা—তীর্থস্থানের দেবতাপূজক ; তীর্থযাত্রিসংগ্রহকারী ; উত্তরসাধক। দেশজ। সং।

পাণ্ডিত্য—পণ্ডিতের ভাব বা ধর্ম্ম, বিজ্ঞাবত্তা, বিচক্ষণতা। পণ্ডিত+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

পাণ্ডু—১। শ্বেতপীতবর্ণযুক্ত, গৌরবর্ণ। পন্ড (গমন করা ইত্যাদি)+কু ক। বিণ ; ত্রি। ২। শ্বেতপীতবর্ণ ; শ্বেতবর্ণ ; শ্বেতহস্তী ; রোগবিশেষ। সং ; পু।

৩। চন্দ্রবংশীয় নরপতি, পাণ্ডবগণের লৌকিক পিতা। বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। রমণকালে ব্যাসদেবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিদর্শনে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছিলেন বলিয়া সেই গর্ভজাত পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হয় ; তাহাতেই পুত্রের নাম পাণ্ডু রক্ষিত হয়। পাণ্ডু বাল্যে জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। অতঃপর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া ইনিই হস্তিনার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইনি শৌর্য্যবীর্য্যে বিলক্ষণ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠেন। কুন্তিভোজতনয়া কুন্তির স্বয়ংবরে গমন করিলে, কুন্তি ইঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করেন। পরে ইনি মদ্ররাজ দুহিতা মাদ্রীরও পাণিগ্রহণ করেন।

পাণ্ডু একদা মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া মৃগভ্রমে মৃগরূপী তিমিন্দক নামক ঋষি কুমারকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন। ঐ মৃগ তৎকালে মৃগরূপিণী পত্নীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। ঋষি ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর স্ত্রীসহবাস করিতে গেলে ইনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপে ব্রহ্মশাপে পত্নীসহবাসে বঞ্চিত হইয়া ইনি অতি দীনচিত্তে কালযাপন করিতে লাগি-

লেন। ইহার পর পাণ্ডুরাজ ভার্য্যাদ্বয়সহ তপোরত হইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু পুত্র না জন্মিলে পুন্নামক নরক হইতে নিস্তারের উপায় নাই বিবেচনা করিয়া পত্নীদ্বয়কে পুত্রোৎপাদনের অনুমতি প্রদান করিলেন। কুন্তিদেবী পতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আকর্ষণ মন্ত্রপ্রভাবে দেবগণ দ্বারা নিজগর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অতঃপর একদা মাদ্রীর সহিত বনে ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডু ব্রহ্মশাপ বিস্মৃত হইয়া কামাতুরচিত্তে মাদ্রীকে আলিঙ্গন করায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সং; পু।

পাণ্ডুর—১। শুক্লবর্ণ; শ্বেতপীতমিশ্রিত বর্ণ; মরুবক বৃক্ষ; কামলা রোগ। পাণ্ডু শব্দ + র স্বার্থে। সং; পু। ২। শ্বেতপীতমিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

পাণ্ডুরাজ—পাণ্ডু নামক রাজা। মপী কর্ম্মধা।

পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ্য—প্রথমলিখিত খসড়া, মুসাবিদা। কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

পাণ্ডুবর্ণ—১। শ্বেতপীতবর্ণযুক্ত; শ্বেতবর্ণ, ফ্যাকাসে রংবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। শ্বেতাভ পীতবর্ণ; ফ্যাকাসে রং। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পাণ্ডে, পাঁড়ে—ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। দেশজ। সং।

পাণ্ড্য দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত প্রাচীন দেশবিশেষ। ইহার উত্তরে বয়রু নদী, পূর্ব্বে সমুদ্র, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, এবং পশ্চিমে মলয় পর্ব্বত ও চেররাজ্য। কথিত আছে যে, খ্যাতনামা ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম দক্ষিণে যাইয়া এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অশোকানুশাসনে এই দেশের উল্লেখ আছে। সং; পু।

পাত—১। পতন, পড়া; নাশ; গমন, আঘাত। পত (পড়া) + ঘঞ্ ভা। ২। রাহুগ্রহ। পত + ণ ক। সং, পু। ৩। রক্ষিত, ত্রাত। পা (রক্ষা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাতা। ৪। পাতা, পত্র, পর্ণ; ফলক; পতর; পত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ধাতুফলক; ভোজনপাত্র; অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র, যে পত্রে বা পাত্রে একজন আহার করিয়াছে তাহা। দেশজ। সং।

পাতক—পতনসাধন, দুষ্কৃতি; পাপ; কলুষ। ণিজন্ত পত = পাতি (পাতিত করা) + ণক ক। সং; ক্লী।

পাতকিনী—দুষ্কৃতকারিণী, পাপিনী। পাতক + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাতকী (–কিন্)—দুষ্কৃতকারী, পাপী। পাতক + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

পাতকুয়া, পাৎকো—গভীর কূপ, কূয়া। সং।

পাতকোয়া—কাকের মতন একপ্রকার পাখী, ইহার রং খয়রা, পেট অল্প কাল। দেশজ। সং।

পাতখোলা—আধপোড়া পাতলা খোলাং বা খোলাম কুচি, অর্দ্ধদগ্ধ মৃৎখণ্ড,—ইহা গর্ভিণীদিগের মুখরোচক। প্রাদে। সং। প্রা, ক।

পাত-গালা—লাক্ষাপত্র। দেশজ। সং।

পাতঙ্গি—যম; শনি; কর্ণ; সুগ্রীব। পতঙ্গ শব্দ (সূর্য্য) + ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

পাতঞ্জল—পতঞ্জলিমুনি-প্রণীত পাদচতুষ্টয়াত্মক যোগকাণ্ডনিরূপক (দর্শন শাস্ত্র)। [পাতঞ্জল দর্শন চারি পাদে বিভক্ত যথা,—(১) যোগপাদ, যোগের লক্ষণাদি; (২) সাধনপাদ, ক্রিয়াযোগাদি সাধনপ্রকরণ; (৩) বিভূতিপাদ, ধ্যানধারণাদি বিভূতি বিবরণ; (৪) কৈবল্যপাদ, সিদ্ধি পঞ্চকাদি কৈবল্য]। পতঞ্জলি + ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

পাত-তাড়ি, –তাড়ী—ছেলেদের লিখিবার তালপাতার তাড়া; (ভাবার্থে) দপ্তর। দেশজ। সং।

পাতন—অধোনয়ন; অধঃক্ষেপণ, নীচে ফেলা; বিস্তরণ; বিন্যাস; বিনাশন। ণিজন্ত পত = পাতি (ফেলা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পাতনকাড়—পাতিত রাখিবার কাণ্ড বা ধনু, যাহা পাতা থাকিলে পশুরা স্বতঃই বাণবিদ্ধ হয়। প্রা, ক। সং।

পাতয়ে—পাতে, পাতিত করে। ক, প্র। ক্রি।

পাতর—১। পাষাণ, শিলা; প্রস্তরপাত্র; প্রস্তরের থালা; প্রস্তর শব্দের অপভ্রংশ। ২। পাথার। প্রা, ক।

পাতরাজ—পাহাড়িয়া সর্পবিশেষ। দেশজ। সং।

পাতলা—সূক্ষ্ম, মিহি, সরু; অঘন, অগাঢ়, অতিতরল জলবৎ (thin); অগভীর, লঘু, ভঙ্গুর (light)। দেশজ। বিণ।

পাতশা (পাতসা), পাতশাহ (পাতসাহ)—বাদসাহ, রাজা, সম্রাট্। বৈদেশিক। প্রা, ক। সং।

পাতা—১। রক্ষিতা, ত্রাতা। পাত দেখ। পাত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পাত, পত্র। সং। ৩। পাতিত করা, ফেলান, ফেলিয়া বা ছড়াইয়া রাখা, পাড়া, বিছান, ছড়ান। দেশজ। ক্রি। ৪। সংবাদ, চিহ্ন। হিন্দীমূলক। সং।

পাতা (পাতৃ)—রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক; পালনকর্ত্তা। পা + তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পাত্রী।

পাতান—পাতা ক্রিয়া করান (পাতা দেখ); পাতিত করা; পত্তন করা; স্থাপন করা; পাতবন্দী করা; সাজান, গুছান। দেশজ। ক্রি।

পাতার—১। পাথার (তাহা দেখ)। গ্রাম্য। ২। গভীর-জলপ্লাবিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। প্রাদে। সং। ৩। প্লাবিত। দেশজ। বিণ।

পাতাল—অধোভুবন,—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল, এই সপ্ত [ত্রিজগৎ দেখ]; লগ্নের চতুর্থ স্থান; নরক; বিবর। পত (পড়া) + আলঞ্ অধি। সং; ক্লী।

পাতালনিলয়, পাতালনিবাস—১। পাতালবাসী। পাতাল হইয়াছে নিলয় বা নিবাস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সর্প; দৈত্য। সং; পু।

পাতালৌকাঃ (–কস্)—পাতালনিলয়, পাতালবাসী। পাতাল হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। সং; পু ও স্ত্রী।

পাতি—১। দেশজাত, দেশী; তোঙ্গরা, অপকৃষ্ট, হীন, ইতর, নিম্নশ্রেণীর; ক্ষুদ্র, সামান্য। বিণ। ২। পঙ্ক্তি, সারি, রেখা; জলজ-তৃণবিশেষ; মাদুরকাঠীর গাছ; বাঁশের সরু চটা বা শলা; পত্র, পাতা; শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপত্র; সন্ধান, উদ্দেশ, খোঁজ। দেশজ। সং। ৩। পুষ্পকরণ্ডকা, ফুলের সাজি; পেতে, চুবড়ি; পত্র, লিপি, চিঠী। প্রা, ক। সং। ৪। পাতিয়া, বিছাইয়া, স্থাপন করিয়া; সন্ধান করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

পাতিত—নিক্ষিপ্ত; বিন্যস্ত; অধঃকৃত। ণিজন্ত পত (= পাতি) + ক্ত র্ম্ম বিণ; ত্রি।

পাতিত্য—পতিতের ভাব বা ধর্ম্ম; ধর্ম্মভ্রংশ। পতিত শব্দ + ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পাতিপাতি—পঙ্ক্তি পঙ্ক্তি করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে। ক্রি বিণ। প্রা, ক।

পাতিময়ূর—ক্ষুদ্রমুকুট, বিবাহকালে কন্যার মস্তকের সোলার মুকুট। দেশজ। সং।

পাতিয়াহ—প্রত্যয় যায়, বিশ্বাস করে। প্রা, ক।

পাতিল, পাতিলা—১। হণ্ডিকা, হাঁড়ি। প্রাদেশিক। সং। ২। পাতিত করিল, বিছাইল, স্থাপন করিল। দেশজ। ক্রি।

পাতিব্রত্য—পতিব্রতার ধর্ম্ম, পতিপরায়ণতা, সতীত্ব। পতিব্রতা + ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পাতী (পাতিন্)—পতনশীল। পত (পড়া) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পাতিনী।

পাতুক—১। পতয়ালু, পতনশীল, পড়িতেছে এরূপ। পত (পড়া) + উকঞ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। পর্ব্বতাদির ঢালুপ্রদেশ। সং; পু।

পাত্তা—সংবাদ, সন্ধান। দেশজ। সং।

পাত্যায়া—প্রত্যয়, বিশ্বাস। প্রা, ক। সং।

পাত্র—১। বর; বিষয়; যোগ্য ব্যক্তি। পা (রক্ষা করা, ইত্যাদি) + ত্র ক। ২। মন্ত্রী;

স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র ; তীরদ্বয় মধ্যবর্ত্তী জলাধার ; আধার ; দেহ ; নাটকোক্ত নায়কাদি; ভাজন। পা (পান করা, রক্ষা করা)+ত্র অধি। ৩। পত্রসমূহ। পত্র+ষ্ণ সমূহার্থে। সং ; ক্লী। ৪। যোগ্য, উপযুক্ত ; শ্রেষ্ঠ। পা+ত্রল্ ক। ৫। পত্রনির্ম্মিত। পত্র+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাত্রী।

পাত্রট—১। ছিন্নবস্ত্র। পাত্র—অট (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু। ২। কৃশ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাত্রটা।

পাত্রতা—যোগ্যতা, উপযুক্ততা ; গৌরব। পাত্র+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

পাত্রসংস্কার—ভাজনশুদ্ধি ; রায়ভাটী। ৬তৎ।

পাত্রসাৎ—পাত্রে প্রদত্ত, যোগ্য ব্যক্তিতে সমর্পিত। পাত্র+চসাৎ। ব্য।

পাত্রস্থ—পাত্রে বা আধারে অবস্থিত, ভাজনস্থিত ; পাত্রসাৎ, বরের হস্তে ন্যস্ত বা অর্পিত। উপ ; পাত্র—স্থা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাত্রস্থা।

পাত্রাপাত্র—যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি। পাত্র ও অপাত্র, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

পাত্রী—১। রক্ষয়িত্রী, পালিকা। পাতৃ দেখ ; পাতৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। পত্রনির্ম্মিতা। পত্র+ষ্ণ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। ভাজন ; যোগ্যা নারী ; বিবাহের কন্যা। পাত্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পাত্রীয়—পাত্রসম্বন্ধীয়। পাত্র শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাত্রীয়া।

পাত্রেসমিত—কেবল ভোজন কালেই সন্নিহিত (অন্য সময়ে নহে), যে কেবল ভোজনে রত। পাত্রে (ভোজন পাত্রে) সমিত (সমাগত, সঙ্গত), অলুক্ ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পাথ—১। সূর্য্য ; অগ্নি। পা+থ ক। সং ; পু। ২। জল। পা+থ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

পাথঃ (পাথস্)—সলিল, জল। পা (পান করা)+থস্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

পাথর—পাষাণ, প্রস্তর, শিলা ; প্রস্তরনির্ম্মিত ভোজনপাত্র, প্রস্তরের থাল ; শৈল, পর্ব্বত। প্রস্তর শব্দের অপভ্রংশ। সং। [সং।

পাথরী—অশ্মরী রোগ (gravel) ; ক্ষুদ্র প্রস্তর।

পাথার—সাগর ; তীরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান ; বিপৎ। পাথ (জল)—ধৃ+ঘঞ্ তা। সং ; পু। [প্র। সং।

পাথালি—পা ধরিয়া উত্তোলন। দেশজ ; ক,

পাথেয়—১। পথের জন্য প্রয়োজনীয়। পথিন্+ঢেয় প্রয়োজনার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। পথের সম্বল, পথখরচ ; কন্যারাশি। সং।

পাথোদ—জলদ, মেঘ। পাথঃ দেখ ; পাথস্ (জল)—দা (দেওয়া)+ড ক। সং ; পু।

পাথোধর—জলধর, মেঘ। পাথস্‌এর (জলের) ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পু।

পাথোধি—জলধি, সমুদ্র। পাথঃ দেখ ; পাথস্ ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং ; পু।

পাথোনিধি—জলনিধি, সমুদ্র। পাথস্‌এর নিধি (পাথঃ+নিধি), ৬তৎ। সং ; পু।

পাথোরুহ—জলজ, পদ্ম। পাথঃ দেখ ; পাথস্ (জল)—রুহ (জন্মা)+ক ক। সং ; ক্লী।

পাদ্—পদ, চরণ, পা। ণিজন্ত পদ=পাদি (চলা)+কিপ্ ণ। সং ; পু।

পাদ—১। চরণ, পা ; শ্লোকের চতুর্থাংশ ; চতুর্থাংশ ; বৃক্ষমূল ; প্রত্যন্তপর্ব্বত ; কিরণ। পদ (গমন করা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু। ২। অধোবায়ু,বাতকর্ম্ম। [ইতরভাষা]। সং।

পাদক—চরণামৃত, পা ধোয়া জল। পাদোদক শব্দের অপভ্রংশ। সং।

পাদকটক—নূপুর ; বেঁকমল। পাদের (চরণের) কটক (বলয়), ৬তৎ। সং ; পু।

পাদগণ্ডির—শ্লীপদ, গোদ। পাদ—গণ্ড+ইর। সং ; পু।

পাদগ্রন্থি—গুলফ, গোড়ালি। ৬তৎ। সং ; পু।

পাদগ্রহণ—পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম, চরণবন্দন, অভিবাদন, প্রণাম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাদচার—পদব্রজে গমন, পরিক্রমণ, পাইচালি ; গ্রহাদির আঙ্গিকভোগ। ৩তৎ। সং ; পু।

পাদচারণা পরিক্রমণ, পাইচালি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পাদচারী (—চারিন্)—১। পদব্রজে গমনকারী বা গমনশীল। উপ ; পাদ (চরণ)—চর (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী পাদচারিণী। ২। পদাতি। সং ; পু।

পাদজ—১। চরণজাত। উপ ; পাদ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাদজা। ২। শূদ্র। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

পাদতল—পায়ের তলা,পায়ের চেটো। ৬তৎ।

পাদত্রাণ—পাদুকা, জুতা ; মোজা। পাদের ত্রাণ (রক্ষক), ৬তৎ ; অথবা পাদের ত্রাণ (রক্ষা) হয় যাহা হইতে, বহু ; কিংবা পাদকে ত্রাণ করে যে (উপ), পাদ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+অনট্ ক। সং ; ক্লী।

পাদপ—বৃক্ষ ; ছাগ ; পাদপীঠ। উপ ; পাদ—পা (পান বা পালন)+ড ক। সং ; পু।

পাদপদ্ম—চরণরূপ পদ্ম, চরণকমল, পদ্মসদৃশ মনোহর চরণ। রূপক বা উপমিত। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাদপীঠ—পাদস্থাপনাসন, পা রাখিবার টুল।

পাদপূরণ—অসম্পূর্ণ শ্লোকে চরণ যোগ করিয়া তাহা পূর্ণ করণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাদরক্ষণ—পাদুকা, জুতা। পাদের রক্ষণ হয় যদ্দারা, বহু। সং ; ক্লী।

পাদরথ—পাদুকা, জুতা। ৬তৎ। সং ; পু।

পাদরি—খৃষ্টানের পুরোহিত, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক বা উপদেশক। বৈদেশিক। সং।

পাদরোহণ—বটবৃক্ষ। পাদ—রুহ (জন্মা)+অন ক। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

পাদলেহন—পা চাটা ; খোসামোদ। ৬তৎ।

পাদবল্মীক—শ্লীপদ, গোদ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাদবিক—ভ্রমণকারী, পথিক। পদবী শব্দ (পথ)+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। [পু।

পাদবিক্ষেপ—পদক্ষেপ, পা ফেলা। ৬তৎ। সং।

পাদশঃ (—শস্)—পাদে পাদে, প্রতি পাদে। পাদ শব্দ+চশস্। ব্য।

পাদশাখা—পদাঙ্গুলি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পাদশাহ, পাৎশা—বাদশাহ, সম্রাট্। বৈদেশিক। সং।

পাদশৈল—প্রত্যন্তপর্ব্বত, শাখাপর্ব্বত। পাদস্থিত শৈল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পাদস্ফোট—পাদরোগবিশেষ। ৬তৎ। সং ;পু।

পাদহারক—পাদদ্বারা হরণকর্ত্তা। পাদ শব্দ—হৃ (হরণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

পাদাঙ্গদ—পাদভূষণ, নূপুর। পাদের অঙ্গদ (ভূষণ), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাদাত—১। পদাতিসমূহ। পদাতি+ষ্ণ সমূহার্থে। সং ; ক্লী। ২। পদাতি। পাদ শব্দ—অত (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

পাদাতি, পাদাতিক—পদাতি সৈন্য। পাদ শব্দ—অত (গমন করা)+ইন্ ক ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

পাদাধান—পদস্থাপনের আধার। পাদ-পীঠ। দেশজ। সং।

পাদালিন্দ—নৌকা। পাদের অলিন্দস্বরূপ, ৬তৎ। সং ; পু।

পাদিক—চতুর্থ। পাদ (চতুর্থাংশ)+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাদিকী।

পাদী (পাদিন্)—১। চতুর্থাংশভাগী। পাদ (চতুর্থাংশ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাদিনী। ২। মকরকুম্ভীরাদি চরণবিশিষ্ট জলজন্তু। পাদ (চরণ)+ইন্ আছে অর্থে। সং ; পু।

পাদুক—গমনশীল ; পাদকর্ম্মপটু, চলনপটু ; প্রসবকালে অগ্রে নির্গতপাদ (সন্তান)। পাদ শব্দ+উকঞ্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পাদুকা।

পাদুকা—১। গমনশীলা, ইত্যাদি। পাদুক দেখ। পাদুক+আপ্। ২। চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত পাদাচ্ছাদন, উপানৎ, জুতা। ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+উক, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পাদুকাকার, পাদুকাকৃৎ—উপানৎকার, জুতাপ্রস্তুতকারী, চর্ম্মকার, চামার। পাদুকা শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্, কিপ্। ক। সং ; পু।

পাদূ—পাদুকা, জুতা। ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+উ ণ। সং ; স্ত্রী।

পাদূকৃৎ—উপানৎকার, চর্ম্মকার, চামার। পাদূ (জুতা) কৃ (করা)+কিপ্ ক। পু।

পাদোদক—পাদস্পৃষ্ট জল, চরণামৃত, পা-ধোয়া জল। পাদস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পাদোন—চতুর্থাংশহীন, চারিভাগের একভাগ কম, তিন চতুর্থভাগ, তিন পোয়া। পাদ দ্বারা ঊন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পাদ্য—১। পাদপ্রক্ষালনার্থ (জল)। পাদ+ য্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাদ্যা। ২। পা ধুইবার জল। সং; ক্লী।

পান—১। দ্রব দ্রব্যের গলাধঃকরণ, জলীয় বস্তু খাওয়া; মদ্যপান, মদ খাওয়া; রক্ষণ; শানোল্লেখন। পা (পান করা, রক্ষা করা) +অনট্ ভা। ২। পানপাত্র। পা+অনট্ অধি। সং; ক্লী। ৩। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি; নিশ্বাস। পা (পান করান)+অন ক। সং; পু। ৪। তাম্বূল; পাশ, ধার; দিক্। সং। ৫। প্রাপ্ত হন। দেশজ। ক্রি।

পানই, পানাই—কাষ্ঠপাদুকা, খড়ম, চর্ম্ম-পাদুকা, উপানৎ, জুতা। প্রা, ক। সং।

পান-কপূ্র—কর্পূরগন্ধযুক্ত পত্রবিশিষ্ট ক্ষুপ-বিশেষ। দেশজ। সং।

পান-কাটা—নারীগণের কবরী বন্ধনার্থে পানের আকারের কাঁটা। দেশজ। সং।

পানগোষ্ঠিকা, পানগোষ্ঠী—মদ্যপানসভা, মদ্য-পানচক্র, ভৈরবীচক্র; মদের জটলা। ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

পানদর্পণ—নখদর্পণতুল্য; এক অনূঢ়া বালিকা তৈলাক্ত পানে দৃষ্টি করিয়া চোর বলিয়া দেয়। দেশজ। সং।

পানপাত্র—জলীয় বস্তু খাইবার পাত্র, ঘটী, গ্লাস, চষক। পান-সাধন যে পাত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পানফল, পানিফল—শৃঙ্গাটক, শিঙ্গাড়া। পানীয় ফল শব্দের অপভ্রংশ।

পানবণিক্ (-বণিজ্)—মদ্যব্যবসায়ী, শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। ৬তৎ। সং; পু।

পান-মসলা—পানে খাবার মসলা, এলাচ, লবঙ্গ সুপারি ইত্যাদি। দেশজ। সং।

পানশৌণ্ড—প্রচুর মদ্যপায়ী। পানে (মদ্যপানে) শৌণ্ড (মত্ত, অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পানা—শর্করোদক; প্রাচীরের বিস্তার; শৈবাল-বিশেষ। দেশজ। সং।

পানান—দোহনকালে গবাদি পশুর স্তনবৃন্তে দুগ্ধ সঞ্চারিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

পানাসক্ত—মদ্যপানে আসক্ত; সুরাপায়ী, মদ্যপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -সক্তা।

পানি—জল। বৈদেশিক; বা পানীয় শব্দের অপভ্রংশ। সং।

পানিতরাস—নৌকাদির প্রধান তলকাষ্ঠ (Keel); প্রশস্ততল নৌকাবিশেষ। বেদে। সং।

পানিতুয়া, পান্তুয়া—চাউলগুঁড়ি ও ছানা যোগে মিষ্টান্নবিশেষ,—ইহা ঘৃতে পাক করিয়া চিনির রসে ফেলা হয়। দেশজ। সং।

পানিবসন্ত—জলবসন্তরোগ, ইহাতে পূযের পরিবর্তে গুটীতে জল থাকে (chicken-pox)। সং। [বিণ।

পানিসা—জলবৎ, জলতুল্য স্বাদহীন। দেশজ।

পানিকৌটী—জলকাক, পানকৌড়ী। দেশজ। সং। [ক।

পানী—জল। পানীয় শব্দের অপভ্রংশ। প্রা,

পানীয়—১। পানযোগ্য, পেয়; রক্ষণীয়। পা (পান করা, রক্ষা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। জল। সং; ক্লী।

পানীয়নকুল—জলমার্জ্জার, উদ্বিড়াল। ৬তৎ। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পানীয়ফল—শৃঙ্গাটক, পানফল, শিঙাড়া। মধ্য

পানে—দিকে, অভিমুখে। বাংব্য। ক, প্র।

পান্তা—বাসি ভিজা ভাত। দেশজ। সং।

পান্তি—পাণবিক্রেতা জাতিবিশেষ। দেশজ। সং।

পান্থ—পথবাহী, পথিক। পথিন্ (পথ)+ষ্ণ কুশলার্থে। সং; পু।

পান্থনিবাস, পান্থশালা—পথিকদিগের অবস্থিতি ও আহারাদির নিমিত্ত আলয়, চটি, সরাই। পান্থগণের নিমিত্ত নিবাস বা শালা (গৃহ), ৪তৎ। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

পান্থপাদপ—ছোট বৃক্ষবিশেষ; ইহার পাতার দীর্ঘ বোঁটায় জল থাকে। ৪তৎ। সং; পু।

পান্না—মরকত মণি। বেদে। সং।

পান্সী—ছোট নৌকা। দেশজ। সং।

পাপ—১। জগদীশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন, কলুষ, অধর্ম্ম, পাতক, প্রত্যবায়, দুষ্কৃত। পা (রক্ষা করা)+প অপা। সং; ক্লী। ২। পাপিষ্ঠ; পাপজনক। বিণ; ত্রি।

পাপকীর্ত্তন—পাপখ্যাপন, পাপের কথা প্রকাশ করা। ৬তৎ। সং; ক্লী। স্ত্রী পাপা।

পাপকৃৎ—পাপকর্ত্তা, পাপিষ্ঠ। পাপ শব্দ—কৃ (করা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

পাপগ্রহ—অশুভদায়ক মঙ্গলাদি গ্রহ, কুজ, রাহু, শনি। কর্ম্মধা। সং; পু।

পাপঘ্ন—১। পাপনাশক; পাপহন্তা। পাপ শব্দ—হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাপঘ্নী। ২। তিল। সং; পু।

পাপজনক—পাপকর, পাতকোৎপাদক, অধর্ম্ম-জনক, দুষ্কৃতিকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

পাপড়ী—১। পুষ্পদল। দেশজ। সং। ২। পাতলা পাঁপড়ের মত আকারবিশিষ্ট। দেশজ। বিণ।

পাপতি—পুনঃ পুনঃ পতনশীল। যঙ্লুগন্ত পত (পুনঃ পুনঃ পড়া)+কি ক। বিণ; ত্রি।

পাপনাশক—পাপঘ্ন, পাতকধ্বংসী; পুণ্য-জনক; কলুষহন্তা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -নাশিকা।

পাপপঙ্ক—পাপরূপ পাঁক। রূপক। সং; পু।

পাপপুণ্য—ধর্ম্মাধর্ম্ম, দুষ্কৃতি ও সুকৃতি। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

পাপপুরুষ—পাপময় নর; পুরুষাকৃতি পাপ, মূর্ত্তিমান্ পাপ। পাপরূপ পুরুষ, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

পাপপ্রবণ—পাপকার্য্যে মতিযুক্ত। ৭তৎ।

পাপবুদ্ধি, পাপমতি—১। দুষ্টা বুদ্ধি। দুর্ম্মতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। দুর্ব্বুদ্ধি, দুর্ম্মতি। বহু। বিণ; ত্রি।

পাপভাক (-ভাজ্)—পাপকারী, পাপিষ্ঠ; পাপভাগী। পাপ ভজ (ভজা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু।

পাপভাগী (-ভাগিন্)—পাপকারী, পাতকী, পাপিষ্ঠ; অন্যের কৃত পাপের অংশগ্রহণ-কারী। উপ; পাপ—ভজ+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পাপভাগিনী।

পাপযোগ—বার তিথি সংযোগে জাত যোগ-বিশেষ। রবি ও মঙ্গলবারে নন্দাতিথি, সোম ও শুক্রবারে ভদ্রা তিথি, বুধবারে জয়া, বৃহস্পতিবারে রিক্তা এবং শনিবারে পূর্ণা তিথি হইলে পাপযোগ হইয়া থাকে। পু।

পাপস্রোতঃ (-স্)—পাপপ্রবাহ, স্রোতের আকারে প্রবাহিত পাপ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পাপাচরণ—১। পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, দুষ্কার্য্য-করণ। পাপের আচরণ (অনুষ্ঠান), ৬তৎ। ২। ধর্ম্মবহির্ভূত আচরণ, দুর্ব্যবহার। পাপ যে আচরণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পাপাচার—১। পাপানুষ্ঠান, পাপকার্য্য করণ। পাপের আচার (অনুষ্ঠান), ৬তৎ। সং। পু। ২। পাপকার্য্যকারী, পাপ, পাতকী, পাপিষ্ঠ। পাপ হইয়াছে আচার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাপাচারা।

পাপাচারী (-চারিন্)—পাপানুষ্ঠানকারী, পাপ-কর্ম্মকারক, পাপী, পাতকী। উপ; পাপ—আ—চর+ণিন্ ক। বিণ, পু। স্ত্রী, -রিণী।

পাপাত্মক—পাপাত্মা; পাপময়। পাপবহুল। পাপ বা পাপে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাপাত্মিকা।

পাপাত্মা (-ত্মন্)—পাপিষ্ঠচিত্ত, অধার্ম্মিক। পাপ (পাপিষ্ঠ) আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

পাপানুষ্ঠান—১। পাপাচরণ, পাপকার্য্য করণ। পাপের অনুষ্ঠান, ৬তৎ। ২। অধর্ম্মজনক আচরণ বা ব্যবহার। পাপ যে অনুষ্ঠান, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পাপান্তঃকরণ—১। পাপযুক্ত চিত্ত, অপবিত্র মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পাপমনাঃ, যাহার মনে পাপ আছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

পাপাশয়—১। পাপজনক অভিপ্রায়; পাপাসক্ত চিত্ত। পাপ যে আশয়, কর্ম্মধা। সং; পু।

২। পাপিষ্ঠচিত্ত, অধর্ম্মপরায়ণ। পাপ (পাপিষ্ঠ) আশয় (অভিপ্রায়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাপাশয়া।

পাপাসক্ত—পাপের প্রতি অনুরাগী, পাপকার্য্যে নিরত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —সক্তা।

পাপিনী—পাপযুক্তা, অধর্ম্মপরায়ণা। পাপ + ইন্ অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাপিয়া, পাপিহা—১। সুকণ্ঠ পক্ষিবিশেষ। দেশজ। সং। ২। পাপী, পাতকী। প্রা, ক।

পাপিষ্ঠ—অতিশয় পাপী। পাপ বা পাপিন্ শব্দ (পাপী) + ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

পাপী (পাপিন্)—পাপযুক্ত, পাপিষ্ঠ, অধার্ম্মিক। পাপ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

পাপীয়সী—অতি পাপিনী, পাপিষ্ঠা। পাপীয়ান্ দেখ; পাপীয়স্ + ঈপ্; অথবা পাপিনী + ঈয়স্ অতিশয়ার্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাপীয়ান্ (—য়স্)—অতি পাপী। পাপ বা পাপিন্ শব্দ + ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ; পু।

পাপোষ—পা ঝাড়িবার আস্তরণবিশেষ। বৈদেশিক। সং। [অপা, নিপাতনে। সং; পু।

পাপ্মা (পাপ্মন্)—পাতক, পাপ। পা + মন্

পাব—দুইগ্রন্থির মধ্যবর্ত্তী অংশ, পর্ব্ব। দেশজ। সং। [মত। সং।

পাবদা—মৎস্যবিশেষ, ইহা দেখিতে বাচা মাছের

পাম (পামন্)—বিচর্চ্চিকা, পাঁচড়া, চুলকনা রোগ। পৈ + মন্ ক। সং; ক্লী।

পামন—চুলকনা রোগযুক্ত। পামন্ শব্দ + ন। বিণ; ত্রি।

পামর—খল; অধম, নীচ; পাপিষ্ঠ; মূর্খ। পামন্—রা (গ্রহণ করা) + ড ক। বিণ।

পামা (পামন্)—পাম (তাহা দেখ)। পৈ + মন্ ক। সং; পু।

পায়খানা—পাইখানা। দেশজ। সং।

পায় পায়—১। পদে পদে, প্রতিপদে; সঙ্গে সঙ্গে; অনুক্ষণ, সতত। ক, প্র। ২। প্রাণোন্মুখ। দেশজ। বিণ।

পায়রা—পারাবত, কবুতর। দেশজ। সং।

পায়স—১। পরমান্ন; শ্রীবাস, টারপিণ। পয়স্ (দুগ্ধ) + ষ্ণ। সং; পু বা ক্লী। ২। পয়ঃসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পায়সী।

পায়সান্ন—পরমান্ন, পায়স। পায়স যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পায়া—খট্বাদি কাষ্ঠাসনের পাদ বা পা; পদ বা পদবী; মুরুব্বি, খুঁটা। দেশজ। সং। [উণ্ ক। সং; স্ত্রী।

পায়ু—মলদ্বার, গুহ্যদেশ। পা (রক্ষা করা) +

পায্য—১। পানীয় জল। পা (পান করা) + য্যণ্, র্ম, নিপাতনে। ২। পরিমাণ। মা + ঘ্যণ্, তা, নিপাতনে। সং; ক্লী।

পার—১। পরতীর, নদীর অপর তীর; উদ্ধার। পর শব্দ + ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। প্রান্তভাগ; শেষ সীমা। পৄ + ঘঞ্ ক। সং; পু বা ক্লী। ৩। পারদ। সং; পু।

পারক—পূর্ত্তিকারক; প্রীতিকারক; পারগ, সমর্থ, পটু। পৄ + ণক ক। বিণ; ত্রি।

পারকতা—সামর্থ্য। পারক + তা ভাবে। সং।

পারক্য—১। পরকীয়ত্ব, পরবশত্ব; পরাধীনত্ব। পর + কণ্ + ষ্ণ্য। ২। সামর্থ্য; পরলোকহিতকর্ম্ম, পরলোকসুখদ আচরণ। পারক শব্দ + ষ্ণ্য। সং; ক্লী। ৩। পরকীয়; শত্রুসম্বন্ধীয়; পরলোকসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

পারগ—পারগামী; পারক, সমর্থ। পার—গম্ (যাওয়া) + ড ক। বিণ; ত্রি।

পারগত—পার প্রাপ্ত, পরপারে উপনীত, উত্তীর্ণ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

পারঘাট—নদীর যে ঘাটে পারে যাইবার নৌকা থাকে। সং।

পারণ—১। উপবাস ব্রতান্ত ভোজন, ব্রতাদি জন্য উপবাসের পর প্রাথমিক ভোজন পার (কর্ম্ম সমাপ্ত করা) + অনট্ ভা। ২ তৃপ্তি, সন্তোষ। ণিজন্ত পৄ—পারি। প্রীত করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩ মেঘ। ণিজন্ত পৄ + অন ক। সং; পু।

পারণা—১। উপবাস-ব্রতান্ত ভোজন, ব্রতজন্য উপবাসের পর প্রাথমিক ভোজন। পার (কর্ম্ম সমাপ্ত করা) + অন ভা + আপ্। ২। তৃপ্তি, সন্তোষ। ণিজন্ত পৄ—পারি (প্রীত করা) + অন ভা + আপ্। সং; স্ত্রী।

পারৎ—সমর্থ। দেশজ। বিণ।

পারত—ধাতুবিশেষ, পারদ, পারা। ণিজন্ত পারি (পূর্ণ করা) + তন্ ক। সং; পু।

পারতন্ত্র্য—পরাধীনতা, পরবশ্যতা। পরতন্ত্র + ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পারতপক্ষে—পারামাণে, সামর্থ্যানুসারে; যতদূর পারিয়া উঠা যায়। দেশজ। ক্রি-বিণ।

পারত্রিক—পারলৌকিক; আমুষ্মিক; পরলোকসম্বন্ধীয়। পরত্র + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

পারদ—১। ধাতুবিশেষ, পারা। [পারদ চারি প্রকার,—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ পারদ বিপ্রজাতীয় ও রোগনাশক। রক্তবর্ণ পারদ ক্ষত্রজাতীয় ও রসায়নকার্য্যে ব্যবহৃত। পীতবর্ণ পারদ বৈশ্যজাতীয় ও ধাতুভেদে প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ পারদ শূদ্রজাতীয় ও বিয়দ্গতি-সাধনে ব্যবহৃত। পার শব্দ—দা (দেওয়া) + ড ক। সং; পু। ২। পারদায়ী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পারদা।

পারদর্শিতা—পরিণামদর্শিতা, বিজ্ঞতা; অভিজ্ঞতা; পাণ্ডিত্য; দক্ষতা, পটুতা। পারদর্শিন্ + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

পারদর্শী (—দর্শিন্)—পরিণামদর্শী; পর্য্যন্তদর্শী; বিজ্ঞ; পটু, সমর্থ। পার—দৃশ (দেখা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —র্শিনী।

পারদারিক—পারজায়িক, পরদাররত, পরস্ত্রীতে অনুরক্ত, পরস্ত্রীগামী। পরদার (পরস্ত্রী) + ষ্ণিক। বিণ; পু। [ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

পারদার্য্য—পরদারগমন। পরদার (পরস্ত্রী) +

পারমাণব—পরমাণুসম্বন্ধীয়, পরমাণুঘটিত, পরমাণুর। পরমাণু + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —বী।

পারমার্থিক—পরমার্থযুক্ত, পরমার্থসম্বন্ধীয়; মঙ্গলজনক; অভীষ্ট। পরমার্থ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পারমার্থিকী।

পারম্পর্য্য—পরম্পরাগত, অনুক্রম; কুলাদি পরম্পরা। পরম্পরা + ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পারলৌকিক—পরলোকসম্বন্ধীয়, পারত্রিক। পরলোক + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কী।

পারশ—পরিবেষণ; পরিবেষিত ভোজ্য বা তৎপাত্র হিন্দীমূলক। সং।

পারশনাথ—পার্শনাথ দেখ।

পারশব—১। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত জাতিবিশেষ; পরস্ত্রী-তনয়; নিষাদজাতি। ২। অস্ত্রবিশেষ; লৌহ। পরশু শব্দ + ষ্ণ। সং; পু। ৩। পরশুসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

পারশীক, পারসীক—১। পারস্যদেশীয়। পারস্য বা পারস্য (দেশবিশেষ) + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। পারস্যদেশ; তদ্দেশীয় লোক; তদ্দেশীয় অশ্ব। সং; পু।

পারশ্বধ, পারশ্বধিক—পরশ্বধধারী যোদ্ধা, পরশু দ্বারা যুদ্ধকারী। পরশ্বধ (পরশু) + ষ্ণ, ষ্ণিক। সং; পু।

পারস্ত্রৈণেয়—পরস্ত্রীপুত্র। পরের স্ত্রী = পরস্ত্রী, ৬তৎ। পরস্ত্রী + ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

পারা—১। পারিযাত্র পর্ব্বত হইতে উদ্ভূতা নদী। পার শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং। স্ত্রী। ২। পারদ। দেশজ। ৩। পাদ, চরণ, পা। প্রা, ক। সং। ৪। সমর্থ হওয়া। দেশজ। পার্ ধাতুজ।

পারান—পারে গমন, পারে যাইবার ঘাটের মাশুল। দেশজ। সং।

পারাপত—পারাবত, কপোত, পায়রা। পার—আ—পত (পড়া) + অন্ ক। সং; পু।

পারাপার—১। সমুদ্র, সাগর। পার অপার (অকূল) যাহার, বহু। সং; পু। ২। নদী প্রভৃতির উভয় তীর। পার ও অপার দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। ৩। নদ্যাদির এপারে ওপারে গমনাগমন। দেশজ। সং।

পারায়ণ—১। সম্পূর্ণতা; পাঠ; গ্রন্থপাঠসমাপ্তি। পার শব্দ—অয় (গমন করা) + অনট্ ভা। ২। অতি উৎকৃষ্ট স্থান। পর (প্রধান) যে অয়ন (স্থান) পরায়ণ, তদ্ভূত্তরে ক স্বার্থে। সং; ক্লী।

পারাবত—কপোত, পায়রা। পার—অব (পাওয়া) + শতৃ ক + ষ্ণ। সং; পু।

পারাবার—১। সমুদ্র, সাগর। পার অবার (অকূল) যাহার, বহু। সং; পু। ২। নদ্যাদির উভয় তীর। পার ও অবার, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

পারাবারীণ—পারগামী; পারে গমন করিয়াছে এরূপ। পারাবার+ঈন। বিণ; ত্রি।

পারাশর, পারাশরি, পারাশর্য্য—১। পরাশর-পুত্র, ব্যাসদেব। পরাশর (মুনিবিশেষ)+ষ্ণ, ফি, ষ্ণ্য। সং; পু। ২। পরাশরোক্ত ভিক্ষুসূত্র; ধর্ম্মসংহিতা; বৃহৎ হোরাগ্রন্থ। সং। ৩। পরাশরপ্রণীত (শাস্ত্র)। বিণ; ত্রি।

পারাশরী (–রিন্)—পরাশরী দেখ।

পারিজাত—সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন দেবতরুবিশেষ, পারিভদ্র বৃক্ষ; সুরতরু, সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ। পারী (সমুদ্র) হইতে জাত (উৎপন্ন), ৫তৎ। সং; পু।

পারিণায্য—১। বিবাহকালে লব্ধ, পরিণয়কালে প্রাপ্ত। পরিণয় শব্দ (বিবাহ)+ষ্ণ্য। বিণ; ত্রি। ২। পরিণয়কালে লব্ধ ধন; গৃহোপকরণ, শয্যাসনাদি। সং; ক্লী।

পারিতোষিক—১। পরিতোষ হেতু প্রদত্ত (সামগ্রী), পরিতোষজনক (দ্রব্য)। পরিতোষ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পারিতোষিকী। ২। পুরস্কার। সং; ক্লী।

পারিন্দ্র—সিংহ; অজগর সর্প। পারীন্দ্র দেখ। সং; পু।

পারিপন্থিক—তস্কর, চোর; শত্রুসম্বন্ধীয়। পরিপন্থী দেখ। পরিপন্থিন্+ষ্ণিক। সং; পু।

পারিপাট্য—শৃঙ্খলা, সন্নিবেশ; পারিপাটীর ভাব। পরিপাটী+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

পারিপার্শ্বিক—১। পার্শ্বচর, সহচর, সেবক; পার্শ্ববর্ত্তী। বিণ; ত্রি। ২। সূত্রধরের পার্শ্বস্থ নট। পরিপার্শ্ব+ষ্ণিক। সং; পু।

পারিপ্লব—চঞ্চল; কাতর; আকুল; কম্পমান। পরিপ্লব শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

পারিভদ্র—দেবদারু বৃক্ষ; সরল বৃক্ষ; নিমগাছ; পালিতা মাদার গাছ। পরি (সম্যক্) ভদ্র (শুভ) যাহা হইতে এই অর্থে পরি–ভদ্র+ষ্ণ। সং; পু।

পারিভদ্রক—দেবদারু বৃক্ষ; নিম্ব বৃক্ষ; সরল বৃক্ষ; পারিজাত বৃক্ষ। পারিভদ্র+কণ্। সং; পু।

পারিভাষিক—১। পরিভাষাসম্বন্ধীয়। পরিভাষা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। পরিভাষা-বোধক পদ। সং; ক্লী।

পারিযাত্র—কুলপর্ব্বতবিশেষ। পরি–যা (যাওয়া)+ত্র, তদুত্তরে ষ্ণ, অথবা পরিযাত্রা শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

পারিষদ—সভাস্থিত ব্যক্তি, সভাসদ্, সভ্য। পরিষদ (সভা)+ষ্ণ কুশলার্থে। সং; পু।

পারিহার্য্য—অলঙ্কারবিশেষ, বলয়। পরিহার শব্দ+ষ্ণ্য। সং; পু। [সং; পু।

পারী (পারিন্)—সমুদ্র। পার+ইন্ অস্ত্যর্থে।

পারী—তীর; পানপাত্র; দোহনপাত্র; পুর; হস্তিবন্ধনী। পার+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পারীক্ষিত—পরীক্ষিৎ-পুত্র, জনমেজয়। পরীক্ষিৎ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

পারীণ—পারগত, পারে গিয়াছে এরূপ। পার+ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পারীণা।

পারীন্দ্র—অজগর সর্প; সিংহ। পরের (অন্যের, অন্য প্রাণীর) ইন্দ্র (প্রভু), ৬তৎ, নিপাতনে। সং; পু।

পারুল—পাটলা পুষ্প। দেশজ। সং।

পারুষ্য—কার্কশ্য; কাঠিন্য; অপ্রিয়ভাষণ; ব্যসন; বিবাদবিশেষ। পরুষ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পার্থ—১। পৃথাতনয়, কুন্তীনন্দন—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন। পৃথা (কুন্তী)+ষ্ণ অপত্যার্থে; পরন্তু পার্থ বলিলে সাধারণতঃ অর্জ্জুনকেই বুঝায়। ২। গন্ধর্ব্ববিশেষ। সং; পু।

পার্থক্য—পৃথকত্ব, প্রভেদ, বিভিন্নতা। পৃথক্ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পার্থিব—১। পৃথিবীসম্বন্ধীয়, ভৌম, মর্ত্ত্য। পৃথিবী+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পার্থিবী। ২। পৃথিবীপতি, রাজা। সং; পু।

পার্থিবশক্তি—পৃথিবীসম্বন্ধীয় শক্তি; রাজশক্তি; মর জগতের ক্ষমতা; কর্তব্য। সং; ক্লী।

পার্থিবী—১। পৃথিবী সম্বন্ধীয়া, ভৌমী। পৃথিবী+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জনকনন্দিনী অযোনিসম্ভবা সীতা। [রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার সময়ে সেই ক্ষেত্রে এই কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, সেই জন্য ইনি পৃথিবীর কন্যাস্থানীয়া]। সং; স্ত্রী।

পার্পর—যম। পার–পৃ (পালন করা)+অন্ ক, নিপাতনে। সং; পু।

পার্ব্বণ—১। অমাবস্যাদি পর্ব্বদিবসে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। পর্ব্ব দেখ; পর্ব্বন্+ষ্ণ ভবার্থে। সং; ক্লী। ২। পর্ব্বসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পার্ব্বণী।

পার্ব্বণী—১। পর্ব্বসম্বন্ধীয়া। পার্ব্বণ দেখ। পার্ব্বণ+ঈপ্। ২। পর্ব্বকালে বা উৎসবসময়ে প্রদত্ত পা বতোষিক। দেশজ। সং।

পার্ব্বত, পার্ব্বত্য—১। পর্ব্বতসম্বন্ধীয়; পর্ব্বতজাত, পর্ব্বতবাসী। পর্ব্বত+ষ্ণ, ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পার্ব্বতী। ২। মহানিম্ব, ঘোড়ানিম। সং; পু।

পার্ব্বতী—১। পর্ব্বতসম্বন্ধীয়া, পর্ব্বতবাসিনী, পর্ব্বতজাতা। পর্ব্বত+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। গিরিজা, দুর্গা, ইঁহার আর এক নাম উমা [উমা দেখ]। সং; স্ত্রী।

পার্ব্বতীনন্দন—কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। সং; পু।

পার্ব্বতীয়—পর্ব্বতসম্বন্ধীয়; পর্ব্বতজাত; পর্ব্বতবাসী। পর্ব্বত শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। [পাণিনিমতে শব্দটি পার্ব্বতীয়]।

পার্লেমেন্ট—জনসভা। ইং (Parliament)। সং।

পার্শেল—পুটলী, পুলিন্দা। ইং (Parcel)। সং।

পার্শ্ব—১। সমীপ; প্রান্ত, একদেশ; কক্ষের অধোভাগ, বগলের নিম্নভাগ, পাশ। স্পৃশ (স্পর্শ করা)+শ্বন্ ণ। সং; পু বা ক্লী। ২। পর্শুকাসমূহ, পাঁজরার হাড়গুলি। পর্শু শব্দ (পাঁজর)+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী।

পার্শ্বগ—পার্শ্ববর্ত্তী পরিচারক। পার্শ্ব শব্দ–গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

পার্শ্বচর—অনুচর, সহচর, সঙ্গী। পার্শ্ব–চর্+ট ক। সং; পু।

পার্শ্বনাথ (বা পারশনাথ)—বিহারপ্রদেশে হাজারীবাগ জেলায় অবস্থিত পাহাড় ও জৈনতীর্থ। পাহাড়টি সাতিশয় মনোরমদৃশ্য। ২৪ সংখ্যক জিনগণের শেষ জিন পার্শ্বনাথ এইখানেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন; তাঁহার নামেই বর্ত্তমানকালে পাহাড়টি পরিচিত। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল "সমেত শিখর" অর্থাৎ "আনন্দধাম"। পুরাতন মন্দির ব্যতীত পাহাড়ের উপরিভাগে অধুনা অনেকগুলি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে রায় বদ্রীদাস বাহাদুরের নির্ম্মিত মন্দির অন্যতম।

পার্শ্বপরিবর্ত্তন—১। পাশ ফেরা। ৬তৎ। ২। ভাদ্রশুক্লদ্বাদশীতে বিষ্ণুর পার্শ্বপরিবর্ত্ত জন্য উৎসব। সং; ক্লী।

পার্শ্ববর্ত্তী (–বর্ত্তিন্)—পার্শ্বে পাশে অবস্থিত। পার্শ্ব–বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। [স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

পার্শ্বস্থ—পার্শ্ববর্ত্তী, পাশে স্থিত। পার্শ্ব শব্দ–

পার্শ্বাস্থি—শরীরের পার্শ্বস্থিত অস্থি; পাঁজর। পার্শ্বের অস্থি, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পার্ষত—দ্রুপদনন্দন, ধৃষ্টদ্যুম্ন। পৃষৎ (দ্রুপদ নৃপতি)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

পার্ষতী—দ্রুপদনন্দিনী, দ্রৌপদী। পৃষৎ (দ্রুপদ)+ষ্ণ অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পার্ষদ—পারিষদ, সভাসদ্, সভ্য। পর্ষদ্ শব্দ (সভা)+ষ্ণ কুশলার্থে। সং; পু।

পার্ষ্ণি—১। গুল্ফের অধোদেশ, গোড়ালি; পৃষ্ঠদেশ; সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ। পৃষ (সিক্ত করা)+নি ক্ষ্ম। সং; পু বা স্ত্রী। ২। কুন্তিদেবী। সং; স্ত্রী।

পার্ষ্ণিগ্রাহ—সৈন্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী; পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রু রাজা। পার্ষ্ণি–গ্রহ (গ্রহণ করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

পাল—১। পালক (সকল অর্থে)। পালি (পালন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

স্ত্রী পালা। ২। দল, যূথ; হিন্দুজাতির উপাধিবিশেষ; গবাদিপশুর সঙ্গম। দেশজ। সং। [পালা। দেশজ। সং।

পালই—ধানের স্তূপ বা রাশি, ধানের গাদা,

পালক—১। প্রতিপালনকারী; রক্ষক; ঘোটক-রক্ষক। পালি (রক্ষা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পালিকা। ২। পাখীর পাখা বা পাখনা, পর্। দেশজ। সং।

পালকপুত্র—পালিত সন্তান, যাহাকে শিশু-কাল হইতে পুত্রের ন্যায় পালন করা হইয়াছে। দেশজ। সং; পু।

পালকি, পালকী—শিবিকা, ডুলী। দেশজ। সং।

পালখ—পাখীর পাখার পত্র, পর্। দেশজ। সং।

পালঙ্—১। স্বনাম-খ্যাত শাকবিশেষ। পালঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ। ২। খট্টা, খাট। পল্যঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ।

পালঙ্ক—১। পালঙ্ শাক; শল্লকী, সজারু; রাজ পক্ষী। পাল শব্দ—অনক (গমন করা) +অন্ ক। সং; পু। ২। পালঙ্ খাট পল্যঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ।

পালঙ্গ—পালঙ্ (সকল অর্থে)।

পালট—১। পরাবর্তন, প্রত্যাবর্তন, ফের, ঘুর, বদল। দেশজ। ২। পলক. নিমেষ। প্রা, ক। সং।

পালটা—বিপরীত, বিরুদ্ধ, ফিরান, ঘুরান, উলটান। দেশজ। বিণ।

পালটান—প্রত্যাবর্তন করা, ফিরা, ঘুরা; ফিরান, ঘুরান; বদল করা, বদলান; উলটান; পাত্রান্তরে ঢালা বা রাখা; দেশজ। ক্রি।

পালন—রক্ষা; প্রতিপালন, পোষণ। পালি (রক্ষা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পালনকর্তা (—কর্তৃ)—পালনকারী, প্রতিপালক। ১তৎ। সং; পু। স্ত্রী পালনকর্ত্রী।

পালয়িতা (—তৃ)—পালনকর্তা, পালক। পিজন্ত পা=পালি (পালন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পালয়িত্রী।

পালবংশ—'পাল' উপাধিধারী প্রসিদ্ধ রাজবংশ। ইঁহারা মগধে রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের রাজত্বকালের বহু তাম্রশাসন, শিলালিপি ও পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পালনরপালগণের ইতিবৃত্ত তাঁহাদের সমসাময়িক যুগের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পর গৌড়-বঙ্গমগধে অরাজকতা উপস্থিত হইলে গোপালদেব নামে এক ব্যক্তিকে প্রজাগণ সিংহাসনে সমারোপিত করেন। ইনিই পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পালরাজগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মগধে আধিপত্য করেন। গোবিন্দ পালদেব বোধ হয় এই বংশের শেষ রাজা। এই বংশীয় নরপতিগণের মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালরাজত্বকাল বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। এই সময়ে কলাবিদ্যার চর্চায় বাঙ্গালী উত্তরাপথে বরেণ্য আসন লাভ করিয়াছিল।

পালা—১। পালিকা। পাল দেখ। পাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সময়, বার, পর্য্যায়; সঙ্গীতোৎসবের পর্য্যায়; এক একটি বিষয় লইয়া রচিত কাব্য। পর্য্যায় শব্দের অপভ্রংশ। ৩। পালন; পল্লব, শাখা। সং। ৪। পালিত। বিণ। ৫। পালন করা, পোষা বা পুষা; [তুই] পলায়ন কর, পলা। দেশজ। ক্রি।

পালান—১। গবাদি পশুজননীর স্তন। দেশজ। সং। ২। পশুর পিঠের গদি। পল্যয়ন শব্দের অপভ্রংশ। ৩। প্রস্থান। সং। ৪। পালন করান; পলায়ন করা, পলান। দেশজ। ক্রি।

পালাশ—পলাশসম্বন্ধীয়। পলাশ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

পালি, পালী—১। রাশি; খড়্গাদির ধার, প্রান্ত; শ্রেণী; প্রদেশ; কোণ; ক্রোড়; প্রশংসাবাক্য; সেতু; পালা; ছাত্রদিগকে দেয় বৃত্তি, কল্পিত ভোজন; শ্মশ্রুমতী স্ত্রী পাল (রক্ষা করা)+ই র্ম, ২য় পক্ষে ঙ্গ্ন বরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

২। ভাষাবিশেষ। বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থ সকল এই ভাষায় লিখিত। ইহা একশ্রেণীর প্রাকৃত। কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মী এবং পুষ্করসারী মাগধী বা পালি ভাষার মধ্যে পরিগণিত। পালির প্রাকৃত ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার নিকট সম্বন্ধ আছে।

পালিকা—পালনকর্ত্রী, পালয়িত্রী, প্রতিপালনকারিণী; রক্ষয়িত্রী। পালক দেখ। পালক +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পালিত—রক্ষিত; বর্দ্ধিত; পোষিত। পাল (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী.—তা। [সং।

পালি-পার্ব্বণ—নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। দ্বন্দ্ব।

পালিশ—মসৃণতা সম্পাদন; লাক্ষাদি লেপন। ইং (Polish)। সং।

পালো—শঠী, পানিফল, যব প্রভৃতি কুটিয়া জলে সিদ্ধ করিলে যে শাদা পঙ্কবৎ পদার্থ হয় তাহা। দেশজ। সং।

পালোয়ান—মল্ল, কুস্তিগির। দেশজ। সং।

পাল্লা—ওজনের যন্ত্র; তুলনা, উপমা; তুল্য বল প্রকাশ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা; প্রতিযোগিতা; দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, গভীরতা; দূরত্ব, দূর। দেশজ। সং।

পাবক—১। অগ্নি; বৈদ্যুতাগ্নি ভল্লাতক; সদাচার ব্যক্তি। পূ (শুদ্ধ করা)+ণক ক। সং; পু। ২। পবিত্রতাকারক, বিশুদ্ধিকারক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাবিকা।

পাবকি—কার্ত্তিকেয়। পাবক+ঞি অপত্যার্থে। সং; পু।

পাবন—১। পবিত্রকারক, শোধক। পিজন্ত পূ (=পাবি)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাবনা, পাবনী। ২। অগ্নি; ব্যাস। সং; পু। ৩। জল; প্রায়শ্চিত্ত; গোময়; রুদ্রাক্ষ; কুষ্ঠ। পাবি+অন ণ। ৪। পবিত্রীকরণ। পাবি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পাবনী—১। হরীতকী; গঙ্গা; তুলসী; সংশোধনী; গবী। পিজন্ত পূ (=পাবি) +অন ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। পবিত্রকারিণী। বিণ; স্ত্রী।

পাশ—১। রজ্জু, দড়ি, ফাঁস, তদাকার অস্ত্রবিশেষ; (কর্ণবাচক শব্দের পরে থাকিলে) সুন্দর; (কেশবাচক শব্দের পরে থাকিলে) গুচ্ছ; (ছত্রবাচক শব্দের পরে থাকিলে) কুৎসিত। পশ্+ঘঞ্ ণ সং; পু। ২। ধার, দিক। পার্শ্ব শব্দের অপভ্রংশ। ৩। পরীক্ষাদিতে উত্তরণ, অনুমতিপত্র। ইং (Pass)। সং।

পাশক—দ্যূতবিশেষ, পাশা। পশ (গমন করা)+ণক। সং; পু।

পাশপাণি, পাশহস্ত—বরুণ। পাশ হইয়াছে পাণিতে বা হস্তে যাহার, বহু। সং; পু।

পাশভৃৎ—বরুণ পাশ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক সং; পু।

পাশরা, পাসরা—বিস্মৃত হওয়া, ভুলিয়া যাওয়া, ভুলা। ক, প্র। গ্রাম্য ক্রি।

পাশব—পশুসম্বন্ধীয়; পশুবৎ নীচ। পশু শব্দ +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পাশবী।

পাশববল—পশুবৎ নীচবৃত্তি, ক্ষমতা। কর্মধা। সং; ক্লী।

পাশবপ্রবৃত্তি—পশুতুল্য নীচপ্রবৃত্তি, ঘৃণিত মনোবৃত্তি। কর্মধা। সং; স্ত্রী।

পাশবশক্তি—পাশব বল, পশুবৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্ষমতা। কর্মধা। সং; স্ত্রী।

পাশা—১। অক্ষক্রীড়া বা তাহার যন্ত্র; অক্ষবটী, পাষ্টি। পাশক শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। তুরস্কদেশে প্রদেশ-শাসনকর্তা, সেনাপতি। বৈদেশিক। সং।

পাশাপাশি—পরস্পর পার্শ্ববর্তী, ধারাধারি, নিকটানিকটি, কাঁধা-কাঁধি। দেশজ।

পাশি, পাশী—১। কোদালের বা লাঙ্গলের ফলা জুড়িবার লৌহ বন্ধনী। দেশজ। সং। প্রা, ক। ২। জাতি বা সম্প্র-

দারুবিশেষ,—ইহারা খেজুর গাছ কামায় এবং তাড়ি প্রস্তুত করে। বৈদেশিক।
পাশী (পাশিন্)—বরুণ ; ব্যাধ ; যম। পাশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। [সং।
পাশুনি—পৈশুন্য, পাপ, পাতক। প্রা, ক।
পাশুপত—১। শিবসম্বন্ধীয় ; শৈব, শিবভক্ত ; সম্প্রদায়বিশেষ। পশুপতি (শিব)+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। বকফুল ; বকবৃক্ষ। সং ; পু। ৩। অস্ত্রবিশেষ। সং ; ক্লী।
পাশুপতব্রত—ব্রতবিশেষ। [পশুপতির প্রীত্যর্থে দ্বাদশী দিবসে একাহারী হইয়া, ত্রয়োদশীতে অযাচিত অন্ন ভোজন করিয়া, চতুর্দ্দশীতে রাত্রিতে ভোজনপূর্ব্বক পঞ্চদশীতে উপবাস ; ইহাই ব্রতের নিয়ম]। সং ; স্ত্রী।
পাশুপাল্য—বৈশ্যবৃত্তি, পশুপালনকর্ম্ম। পশুপাল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।
পাশ্চাত্য—পশ্চাৎস্থিত ; পশ্চিমদেশীয় ; প্রত্যন্তদেশীয় ; পশ্চিমদেশজাত ; পশ্চাদ্ভব। পশ্চাৎ শব্দ+ষ্ণ্য। বিণ ; ত্রি।
পাষণ্ড—বেদবিরুদ্ধ আচারবান্ ; সদাচারভ্রষ্ট ; অধার্ম্মিক ; নাস্তিক ; সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারী। পাপ শব্দ—সন (সেবা করা)+ড ক, নিপাতনে। বিণ বা সং ; পু।
পাষণ্ডক—পাষণ্ড (সকল অর্থে)। পাষণ্ড+কণ্ স্বার্থে।
পাষণ্ডদলন—১। অধার্ম্মিকের দমন, সদুপদেশ দ্বারা নাস্তিককে সৎপথে আনয়ন। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। গ্রন্থবিশেষ। সং ; পু।
পাষণ্ডী—বেদবিরুদ্ধ আচারবান্ ; সদাচারভ্রষ্ট ; নাস্তিক। পাপ—সন (সেবা করা)+ডিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী পাষণ্ডিনী।
পাসা—কোদাল কুড়ুল প্রভৃতি শস্ত্রের মাথা। দেশজ। সং।
পাষাণ—১। প্রস্তর, শিলা। পিষ (চূর্ণ করা)+আন অধি। সং ; পু। ২। প্রস্তরবৎ কঠিন বা কঠিনহৃদয়, নির্দ্দয়। বিণ। ৩। তুলাদণ্ডের অসমসংস্থান, ফের। দেশজ। সং।
পাষাণখণ্ড—শিলাখণ্ড। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
পাষাণদারক, পাষাণদারণ—প্রস্তরভেদক অস্ত্র, টঙ্ক, টাঙ্গি। পাষাণ—দৃ (বিদারণ করা) +ণক, অনট্ ণ। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।
পাষাণভেদী (—ভেদিন্)—পাষাণবিদীর্ণকারী, যাহা কঠিন শিলাকে ভেদ করিতে পারে। পাষাণ শব্দ—ভিদ+ণিন্ ক। বিণ ; পু।
পাষাণময়—প্রস্তরগঠিত, পাথরে গড়া। পাষাণ শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।
পাষাণহৃদয়—প্রস্তরতুল্য কঠিন চিত্তবিশিষ্ট, অতি কঠোরমনাঃ। পাষাণবৎ হৃদয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—হৃদয়া।
পাষাণী—১। ক্ষুদ্র পাষাণ ; পরিমাপকবিশেষ, বাট্খারা। পাষাণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। পাষাণতুল্য কঠোরহৃদয়া (রমণী)। পাষাণ +ষ্ণ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। [সং।
পাষ্টি—অক্ষযষ্টি, পাশার কাঠি। প্রা, ক।
পাহন—পাষাণ ; নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ; অতিথি ; পথিক ; প্রবাসী। প্রা, ক।
পাহল—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। প্রা, ক।
পাহাড়—অনুচ্চ পর্ব্বত ; উচ্চ আলি। সং।
পাহাড়িয়া, পাহাড়ী, পাহাড়ে—পাহাড়ে জাত, পাহাড়-সম্বন্ধীয় ; পাহাড়ের অধিবাসীর ভাষা। বিণ বা সং। দেশজ।
পাহারা—শান্তি রক্ষা, রক্ষার্থে জাগরণ, চৌকি। দেশজ। সং।
পাহারাওলা—চৌকিদার, প্রহরী, রক্ষী। সং।
পিআ, পিয়া—পান করা। প্রা, ক। ক্রি।
পিউ—প্রিয়। প্রা, ক। বিণ। [সং।
পিউলী—পুষ্পবিশেষ ; গোরোচনা। প্রা, ক।
পিঁচুটি—নেত্রমল, চক্ষুর গাঢ় শ্লেষ্মা। পিচ্চট শব্দের অপভ্রংশ। সং।
পিঞ্জর—দৃষ্টির সীমাবন্ধন। প্রা, ক।
পিঞ্জরা—পিঞ্জর, খাঁচা। প্রা, ক। সং।
পিঞ্জরাপোল—বৃহৎ পিঞ্জরাকারে ঘেরা স্থান। দেশজ। সং।
পিঁজা—[কাপাস তুলা] পরিষ্কার ও শিথিল করা। দেশজ। ক্রি।
পিঁধন, পিন্ধন—পরিধান। প্রা, ক। সং।
পিঁধা, পিন্ধা—পরিধান করা। হিন্দী। ক্রি।
পিঁপুল—পিপুল দেখ।
পিক—১। কোকিল। অপি—কৈ (শব্দ করা) +ড ক। সং ; পু। স্ত্রী পিকী। ২। নিষ্ঠীবন, থুথু, ক্লেদ। দেশজ। সং।
পিকক (Sir Barnes Peacock Kt.) বাঙ্গালা সুপ্রীমকোর্টের শেষ ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি। ১৮১০ খৃঃ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫২ হইতে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি বড়লাটের সুপ্রীম কাউন্সিলের আইন সদস্য ছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি দেশের আইনের মধ্যে নিবদ্ধ করেন। ১৮৫৯ খৃঃ ইনি সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভীকতার জন্য ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি ১৮৭০ খৃঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন।
পিককণ্ঠ—কোকিলতুল্য মনোহর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। পিকের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কণ্ঠা,—কণ্ঠী।
পিকদানী—নিষ্ঠীবনপাত্র। দেশজ। সং।
পিকরাজ—কোকিলশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ কোকিল। পিকদিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।
পিকবর—কোকিলশ্রেষ্ঠ ; কোকিল। ৭তৎ। সং ; পু।
পিকানন্দ—বসন্তকাল। পিকের (কোকিলের) আনন্দ হয় যে সময়ে, বহু। সং ; পু।
পিকী—কোকিলা। পিক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
পিক্ক—হস্তিশাবক। পিক্ (অনুকরণ শব্দ)—কৈ+ক ক। সং ; পু।
পিঙল—পিঙ্গল। প্রা, ক।
পিঙ্গ—১। নীলপীতমিশ্র বর্ণ। পিন্জ (রঙ করা)+অচ্ ণ। সং ; পু। ২। তদ্বর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি। ৩। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং ; স্ত্রী।
পিঙ্গচক্ষুঃ (—ক্ষুস্)—কুম্ভীর। বহু। সং ; পু।
পিঙ্গল—১। নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, তামাটে রঙ ; মুনিবিশেষ ; নাগবিশেষ ; নিধিবিশেষ ; স্থাবরবিষবিশেষ ; সূর্য্যের পারিপার্শ্বিক ; অগ্নি ; মঙ্গলগ্রহ ; কপি। পিন্জ (রঙ করা) +অলচ্ ণ। সং ; পু। ২। কপিলবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পিঙ্গলা।
পিঙ্গলা—১। কপিলবর্ণা। পিঙ্গল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নাড়িবিশেষ ; দক্ষিণদিকের হস্তিনী ; ধর্ম্মনিষ্ঠা বেশ্যাবিশেষ। সং ; স্ত্রী।
পিঙ্গলাভ—পিঙ্গলের আভাযুক্ত, ঈষৎ তামাটে রঙবিশিষ্ট। পিঙ্গলের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—লাভা।
পিঙ্গলিকা—বলাকা। পিঙ্গল+ক অস্ত্যর্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।
পিঙ্গা—১। পিঙ্গবর্ণা। পিঙ্গ দেখ। পিঙ্গ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বংশরোচনা ; বংশকপূর ; গোরোচনা ; হরিদ্রা ; হিঙ্গু ; দুর্গা। সং ; স্ত্রী।
পিঙ্গাক্ষ—১। পিঙ্গলবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট। পিঙ্গ হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পিঙ্গাক্ষী। ২। মহাদেব, শিব। সং ; পু।
পিঙ্গী—শমীবৃক্ষ। পিঙ্গ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
পিচ, পীচ—১। পিক, ক্লেদ। প্রাদেশিক। ২। গাঢ় আলকাতরা ; ক্ষারবিশেষ। ইং (pitch)। সং।
পিচকারি—দূরে জলধারা নিক্ষেপের যন্ত্রবিশেষ (syringe)। দেশজ। সং।
পিচণ্ড, পিচিণ্ড—উদর, পেট, ভুঁড়ি। অপি—চম (ভক্ষণ করা)+ড ক। সং ; পু।
পিচণ্ডিল, পিচিণ্ডিল—তুন্দিল, ভুঁড়িযুক্ত, ভুঁড়ো। পিচণ্ড বা পিচিণ্ড (ভুঁড়ি)+ইল যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পিচণ্ডিলা।
পিচপা, পিছপা—পশ্চাৎপদ, সঙ্কুচিত। দেশজ। বিণ। ক, প্র।
পিচবোড—আঠা দিয়া জমান কাগজের পাতলা পাটা। ইং (paste board)। সং।
পিচু—১। কার্পাস তুলা ; পরিমাণবিশেষ ; কুষ্ঠবিশেষ। পি+চুক্ দ্ব। ২। জনৈক অসুর ; ভৈরব। পি+চুক্ ক। সং ; পু।
পিচুমর্দ্দ—নিম্ববৃক্ষ। পিচু—মৃদ (মর্দ্দন করা) +অন্ ক। সং ; পু।

পিন—ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কাঁটা। ইং(pin)। সং।

পিনদ্ধ—পরিহিত; বদ্ধ; আবৃত। অপি—নহ +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পিনদ্ধা।

পিনাক—শিবের ধনুঃ; ত্রিশূল; ধূলিবৃষ্টি। পা (রক্ষা করা)+আক ক। সং; পু বা স্ত্রী।

পিনাকপাণি—শিব। পিনাক পাণিতে যাঁহার, বহু। সং; পু।

পিনাকিনী—সপ্তস্বরবাদ্যযন্ত্রবিশেষ। প্রা, ক।

পিনাকী (-কিন্)—মহাদেব। পিনাক+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

পিনাস—১। নাসারোগবিশেষ, নাসিকা-ব্রণ। দেশজ। ২। পিনাক। প্রা, ক। সং।

পিনেস—বড় পানসী নৌকা, ভাউলিয়া। (ইং) (pinnace)। সং।

পিপা—তেল রং প্রভৃতি রাখিবার কাঠের ঢাক। ইং (pipe)। সং।

পিপাসা—জলপানেচ্ছা, তৃষ্ণা। সনন্ত পা (= পিপাস)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

পিপাসাকুল—তৃষ্ণার্ত্ত, তৃষ্ণায় কাতর। পিপাসা দ্বারা আকুল, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পিপাসাতুর—তৃষ্ণার্ত্ত, পিপাসাকুল, অতিশয় পিপাসিত। পিপাসা দ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তুরা।

পিপাসার্ত্ত—তৃষ্ণার্ত্ত, তৃষিত, পিপাসিত, তৃষ্ণায় পীড়িত। পিপাসা দ্বারা ঋত বা আর্ত্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পিপাসার্ত্তা।

পিপাসিত—পিপাসাযুক্ত,তৃষিত। পিপাসা+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পিপাসিতা।

পিপাসী (-সিন্)—পিপাসাযুক্ত,তৃষিত। পিপাসা +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ, পু। স্ত্রী পিপাসিনী।

পিপাসু—তৃষিত, পানেচ্ছু। সনন্ত পা(=পিপাস) +উ ক। বিণ; ত্রি।

পিপীতকী—বৈশাখ শুক্লদ্বাদশীতে কর্ত্তব্য ব্রত-বিশেষ। সং; স্ত্রী।

পিপীল, পিপীলক—ডেয়ো পিপীড়া, পিঁপড়ে। যঙ্‌লুগন্ত পীল (পুনঃ পুনঃ রোধ করা)+ অন্, ণক ক। সং; পু।

পিপীলিকা—হীনাঙ্গী, ক্ষুদি পিপীড়া, পিঁপড়ে। পিপীলক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পিপুল, পিঁপুল—পিপ্পলী। দেশজ। সং।

পিপ্পল—১। বন্ধনশূন্য পক্ষী; অশ্বত্থবৃক্ষ। পা (রক্ষা করা)+অলচ্ ক। সং; পু। ২। জল; বস্ত্রখণ্ডবিশেষ। সং; ক্লী।

পিপ্পলি, পিপ্পলী—পিপুল। পা (রক্ষা করা)+ অলি ক,২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পিপ্রু—জটুলচিহ্ন, জড়ুর। অপি-প্রু+উ ক। সং; পু।

পিয়—প্রিয়, প্রিয়তম, প্রণয়ী, পতি। প্রা, ক।

পিয়ন—আফিসের পাইক, পেয়াদা। ইং (peon)। সং।

পিয়া—১। পান করা, চুমকিয়া খাওয়া। দেশজ। ২। পান করিয়া, চুমকিয়া। ক, প্র। ক্রি। ৩। প্রিয়, আদরণীয়। বিণ। প্রা, ক।

পিয়াক—প্রিয়ের, প্রিয়তমের। প্রা, ক।

পিয়াজ, পিঁয়াজ—পলাণ্ডু, পত্রাবৃত তীব্রগন্ধ প্রসিদ্ধ কন্দবিশেষ। বৈদে। সং।

পিয়াদা—পদাতি। বৈদেশিক। সং।

পিয়ার—১। প্রিয়, আদরণীয়, প্রণয়ী। বিণ। ২। প্রণয়, প্রেম, আদর। হিন্দী। সং।

পিয়ারা—১। স্বনামখ্যাত ফল, আমরুত (guava)। দেশজ। সং। ২। প্রিয়, আদরণীয়। হিন্দী। বিণ।

পিয়ারি, পিয়ারী প্রিয়া, প্রিয়তমা, প্রেমিকা, আদরিণী, সোহাগিনী। প্রা,ক।

পিয়াল—রাজাদন বৃক্ষ, আম্রাতক বৃক্ষ। পীয় (প্রীত করা)+কালন্ ক। সং; পু।

পিয়ালা, পেয়ালা—পানপাত্র, বাটি, কাপ (cup)। বৈদেশিক। সং।

পিয়াস—পিপাসা; প্রয়াস,প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা। প্রা, ক। সং।

পিয়াসা—পিপাসা; প্রয়াসবিশিষ্ট। প্রা, ক।

পিয়াসী, পিয়াসু—পিপাসী, পিপাসু; প্রয়াসী, প্রত্যাশী, আকাঙ্ক্ষী। প্রা, ক।

পিয়ে—প্রিয়; পান করে বা করিয়া। প্রা, ক।

পির, পীর—ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ, সাধু মহাত্মা, পয়গম্বর, নবী। বৈদে। সং; পু।

পিরাণ, পিরান—একপ্রকার জামা, কামিজ বৈদে। সং।

পিরালি, পীরালি, পীরালী—পীর আলি নামক মুসলমান ভৃত্যের খাদ্যের আঘ্রাণজনিত দোষস্পৃষ্ট ব্রাহ্মণবংশ। সং।

পিরীত, পিরীতি, পীরিতি—প্রেম, প্রণয়; ভালবাসা। প্রীতি শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

পিল—১। হস্তী, গজ। বৈদেশিক। সং। ২। পান করিল। ক, প্র। ক্রি।

পিলখানা—পীলখানা, হস্তিশালা। বৈদে। সং।

পিলসুজ—পিতলের দীপগাছা। দেশজ। সং।

পিলু—রাগিণীবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

পিল্ল—১। ক্লেদযুক্ত নেত্র। সং; পু। ২। ক্লেদযুক্ত নেত্রবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পিল্লা।

পিল্লকা—হস্তিনী। পিল্ল (ক্লেদযুক্ত নেত্র)+ক আছে অর্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

পিব—পানকারী। পা (পান করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

পিশঙ্গ—১। পিঙ্গলবর্ণ। পিশ (অবয়ব হওয়া) +অঙ্গচ্ ক। সং; পু। ২। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

পিশা, পিসা—পিতৃস্বসপতি, পিতার ভগিনী-পতি, ফুপা। দেশজ। সং; পু।

পিশাচ—দেবযোনিবিশেষ, ভূতপ্রেত, পিচাস। পিশিত (মাংস)-অশ (ভোজন করা)+ অন্ ক। সং; পু। স্ত্রী পিশাচী।

পিশাচমোচন—কাশীস্থ গঙ্গার ঘাটবিশেষ। ইহা কাশীর পশ্চিমদিকে নগরীর সীমার বাহিরে অবস্থিত। কথিত আছে যে, কোন পিশাচ বলপূর্ব্বক কাশীবাস করায় কাল-ভৈরব তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া এই স্থানে ফেলিয়া দেন। এই জন্য ইহা পিশাচমোচন নামে আখ্যাত। মস্তকহীন পিশাচের প্রার্থনায় বিশেশ্বর এই স্থানকে পবিত্র ও গয়া-যাত্রীর প্রথম দ্রষ্টব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মিরাবাই ও গোপাল দাস সাধু ইহার ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এই স্থানে প্রতিবর্ষে লোটাভণ্টা নামক বিখ্যাত মেলা হয়। পিশাচের মোচন (মুক্তি) হয় যেখানে, বহু। সং; ক্লী।

পিশাচী—পিশাচিকা, প্রেতনী; স্ত্রীপিশাচ, স্ত্রী-প্রেত। পিশাচ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পিশিত—মাংস, ক্রব্য। পিশ (খণ্ড করা)+ ক্ত র্ম। সং; ক্লী।

পিশিতাশন—মাংসাশী। রাক্ষসাদি)। পিশিত (মাংস) অশন (ভোজন) যাহার, বহু। পিশিত -অশ (ভোজন করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -শনা।

পিশিতাশী (-শিন্)-মাংসাশী (রাক্ষসাদি)। উপ; পিশিত (মাংস)—অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -শিনী।

পিশী, পিসী, পিসীমা—পিতৃস্বসা, পিতার ভগিনী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

পিশুন—১। খল, ক্রূর; কুটিল; পরস্পর ভেদশীল; হিংস্র; সূচক (চরবিশেষ)। পিশ (খণ্ড করা)+উনন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পিশুনা। ২। কুঙ্কুম। সং; ক্লী। ৩। কাক; নারদ। সং; পু।

পিষা—পেষণ করা, মর্দ্দন করা, ঘষণ করা, দলন করা, বাটা। ক্রি। পিষ্ ধাতুজ।

পিষ্ট—১। চূর্ণিত; মর্দ্দিত। পিষ (চূর্ণ করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পিষ্টা। ২। পুপ, পিঠা; সীসক। সং; ক্লী।

পিষ্টক—অপূপ, পিঠা, রুটি প্রভৃতি; তিলচূর্ণ। পিষ্ট+কণ্ স্বার্থে। সং; পু বা ক্লী।

পিষ্টপ—ভুবন, জগৎ। বিশ (প্রবেশ করা)+ টপক্ অধি, নিপাতনে। সং; পু বা ক্লী।

পিষ্টবর্ত্তি—মুগমসূরাদি চূর্ণ। পিষ্টপন্ন-বৃত (থাকা)+ই ক। সং; পু।

পিষ্টাত, পিষ্টাতক—গন্ধচূর্ণ; আবীর; পিটালি। পিষ্ট শব্দ-অত (গমন করা)+অন্, ণক ক। সং; পু।

পিষ্টোদক—তণ্ডুলচূর্ণ মিশ্রিত জল, পিটালি গোলা জল। পিষ্ট (তণ্ডুলচূর্ণ) মিশ্রিত যে উদক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পিসা—পিতৃষস্বপতি, পিতার ভগিনীপতি, ফুপা। দেশজ। সং ; পু।

পিসী, পিসীমা—পিতৃষসা, পিতার ভগিনী। দেশজ। সং ; স্ত্রী।

পিহিত—আচ্ছাদিত ; রুদ্ধ ; তিরোহিত। অপি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

পীউষ—পীযুষ। প্রা, ক।

পীড়া, পিঁড়া—ঘরের দাওয়া, বারান্দা ; পট্টাকার কাষ্ঠাসন, পীঠ। দেশজ। সং।

পীড়ী, পিঁড়ী—ছোট পীঁড়া। দেশজ। সং।

পীটার দি গ্রেট্—(Peter the Great) রুশিয়ার খ্যাতনামা সম্রাট্। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। নানা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ইনি দেশের প্রকৃত হিতসাধনে মনোনিবেশ করেন। দেশে জাহাজ না থাকায় বহির্বাণিজ্যের সুবিধা হইতেছে না বুঝিয়া অথচ দেশের লোককে জাহাজ-নির্ম্মাণ-বিদ্যায় অজ্ঞ দেখিয়া ইনি স্বয়ং দেন্মার্কে গমনপূর্ব্বক ছদ্মবেশে জাহাজ-মিস্ত্রীদিগের সহিত কার্য্য করিয়া উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনেক লোককে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া জাহাজ নির্ম্মাণে নিযুক্ত করেন। দেশে বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্ত ইনি নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। রুশিয়ার বর্ত্তমান রাজধানী সেণ্টপিটার্সবার্গ নগর ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত এবং ইঁহারই নামানুসারে অভিহিত। এইরূপে জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া এই মহাত্মা ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই সকল মহানুভবতার জন্যই ইনি "পীটার দি গ্রেট্" অর্থাৎ মহান্ পীটার নাম প্রাপ্ত হন।

পীঠ—১। উপবেশনাধার ; বসিবার চৌকি, টুল, পিঁড়ি ; দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে যে যে স্থানে তাঁহার শরীরাবয়ব পতিত হইয়াছিল, তাহাকে এক এক পীঠ বলে। ইহা তিনভাগে বিভক্ত—মুখ্যপীঠ একান্নটি, উপপীঠ বহু ; কালীঘাট, জ্বালামুখী প্রভৃতি সিদ্ধপীঠও অনেক। পিঠ+ক অধি। সং ; পু বা ক্লী। ২। পৃষ্ঠ, পশ্চাৎ। পৃষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

পীঠচক্র—গোযুক্ত শকটাদি। বহু। সং ; ক্লী।

পীঠন্যাস—প্রকৃত্যাদি পীঠদেবতাসম্বন্ধীয় তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ। মধ্যী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পীঠমর্দ্দ—নায়কবিশেষ ; নায়কের সহায়বিশেষ। পীঠ—মৃদ (মর্দ্দন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

পীঠসর্পী (—সর্পিন্)—পঙ্গু, খঞ্জ। পীঠ—সৃপ (চলা)+ণিন্ ক, যে পিঁড়িতে বসিয়াই চলে। বিণ ; পু। স্ত্রী পীঠসর্পিণী।

পীঠস্থান—দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে যে যে স্থানে তাঁহার অঙ্গ পড়িয়াছিল ; প্রাচীন তীর্থ ও দেবালয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পীড়ন—ক্লেশপ্রদান ; নিপীড়ন ; অভিনব ; সাগ্রহ গ্রহণ। পীড় (পীড়ন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পীড়া—১। ব্যথা, ক্লেশ, দুঃখ ; রোগ শিরোমালা। পীড় (পীড়ন করা)+ঙ ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। পীড়া দেওয়া, পীড়ন করা। ক, প্র। ক্রি।

পীড়াদায়ক—ক্লেশজনক, দুঃখকর ; রোগজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —দায়িকা।

পীড়াপীড়ি—উৎপীড়ন, অত্যন্ত পীড়ন করা। চাপাচাপি, খুব ধরাধরি, জেদ। দেশজ।

পীড়িত—ব্যথিত, ক্লেশিত, দুঃখিত ; রুগ্ন ; উচ্ছিন্ন। পীড় (পীড়ন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পীড়িতা।

পীড্যমান—যাহাকে পীড়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, ব্যথ্যমান, ক্লিশ্যমান। পীড় (পীড়া দেওয়া) +শানচ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —মানা।

পীত—১। হরিদ্রাবর্ণ। পা (পান করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। সং ; পু। ২। হরিদ্রাবর্ণযুক্ত ; যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ। ৩। যে পান করিয়াছে এরূপ। পা+ক্ত ক। ৪। পানযুক্ত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পীতা। ৫। পান। পা+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

পীতবাস—পীতাম্বর (সকল অর্থে)।

পীতবাসঃ (—বাসস্)—পীতবর্ণ বস্ত্র, হলদে রঙের কাপড়। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পীতবাসাঃ (—বাসস্)—শ্রীকৃষ্ণ। পীত বাসঃ (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। সং ; পু বা স্ত্রী।

পীতসার—১। পীতবর্ণ চন্দনকাষ্ঠ ; চন্দনবৃক্ষ। পীত হইয়াছে সার যাহার, বহু। সং ; পু। ২। চন্দন ; হরিচন্দন। সং ; ক্লী।

পীতাম্বর—১। পীতবসনধারী, হলদে কাপড় পরা। পীত হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পীতাম্বরা। ২। শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। সং ; পু। ৩। হলদে কাপড়। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পীতাম্বরী—লাল টানা হলদে পড়েনের শাড়ী বিশেষ, চেলী। সং ; স্ত্রী।

পীতি—১। শুণ্ডিকালয়। পা (পান করা)+ক্তি অধি। ২। পান। পা+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। ৩। অশ্ব। পা+তি ক। সং ; পু।

পীতী (পীতিন্)—ঘোটক, ঘোড়া। পীত+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

পীতু—অগ্নি ; সূর্য্য ; দলপতি। পা (পালন করা)+তুন্ ক। সং ; পু।

পীন—স্থূল ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রবৃদ্ধ ; সম্পন্ন। প্যায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

পীনস—নাসিকারোগবিশেষ, পীনাস। পীন (স্থূল)—সো+ড ক। সং ; পু।

পীনোধ্নী—স্থূলস্তনবিশিষ্টা গবী। পীন (স্থূল) হইয়াছে উধঃ (উধস্ গোস্তন) যাহার (যে গবীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

পীনোন্নত—স্থূল ও উচ্চ, মোটা এবং উচু। পীন অথচ উন্নত ; কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

পীনোন্নত-পয়োধর—স্থূল উচ্চ স্তন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পীনোন্নত পয়োধরা—স্থূল উচ্চ স্তনবিশিষ্টা (নারী)। পীনোন্নত পয়োধর যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

পীয়া—পান করা। ক্রি। প্রা, ক।

পীযূষ—১। অমৃত, সুধা। পীয় (প্রীত করা)+ঊষন্ র্ম। সং ; ক্লী। ২। গোদুগ্ধ। সং ; পু বা ক্লী।

পীযূষরুচি—১। অমৃতপ্রিয় ; পীযূষে রুচি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। চন্দ্র। সং ; পু।

পীরিতি—পিরীত দেখ।

পীল, ফীল—হস্তী, গজ। বৈদেশিক ; বা পীলু-শব্দের অপভ্রংশ।

পীল, স্যার লরেন্স (Sir Lawrence Peel Kt.)—কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের একজন ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি। জন্ম ১৭৯৯ খৃঃ ১০ই আগষ্ট। কেম্ব্রিজের সেণ্ট জন্ কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি ১৮২৪ খৃঃ ব্যারিষ্টার হন। স্বদেশে বিভিন্নপদে কর্ম্ম করিবার পর ১৮৪০ খৃঃ কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন, এবং ১৮৪২ খৃঃ উক্ত আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪-৫৫ অব্দে ইনি বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং তথায় প্রিভিকাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটীর অন্যতম সদস্য হন। ১৮৮৪ খৃঃ ২২শে জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহার বার্ষিক বেতন ৮০,০০০ টাকা প্রায় সমস্তই দানে ব্যয়িত হইত। ইঁহার একখানি তৈলচিত্র কলিকাতা হাইকোর্টে রক্ষিত আছে।

পীলসুজ—ধাতুময় দীপাধার। বৈদেশিক। সং।

পীলা, পীলিহা—প্লীহা শব্দের অপভ্রংশ।

পীলু—১। প্রসূন, পুষ্প, পরমাণু ; বাণ ; হস্তী ; তালকাণ্ড ; অস্থিখণ্ড ; বৃক্ষবিশেষ ; কৃমিবিশেষ। পীল (রোধ করা, স্তম্ভিত করা) +উ ক। সং ; পু। ২। রাগিণীবিশেষ। বৈদেশিক।

পীব—পান করিব। ক্রি। প্রা, ক।

পীবর—উপচিতাবয়ব, স্থূল ; প্রবৃদ্ধ ; বলিষ্ঠ।

প্যৈ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ষ্বরচ্ ক। বিণ; ত্রি।

পীবরাংশ—১। স্থূলাংশ, স্থূল ভাগ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। স্থূল স্কন্ধবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

পীবরোন্নত—স্থূল অথচ উচ্চ। পীবর অথচ উন্নত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

পীবা (পীবন্)—১। বায়ু। প্যৈ (বৃদ্ধি পাওয়া) +কনিপ্ ক। সং; পু। ২। স্থূল; বলবান্। বিণ; পু বা স্ত্রী।

পুং—১। পুরুষ; পুরুষজাতীয়। পুম্‌স্ শব্দজ। ২। পুনশ্চ শব্দের সংক্ষেপ।

পুংযোগ—পুরুষসঙ্গ। ৬ বা ৭তৎ। সং; পু।

পুংলিঙ্গ—১। পুরুষবাচক শব্দ। বহু। সং; পু। ২। পুংচিহ্ন, শিশ্ন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পুংশ্চলী—অসতী, কুলটা, ভ্রষ্টা স্ত্রী, ব্যভিচারিণী কামিনী; ধৃষ্টা, দুষ্টা। পুম্‌স্ (পুরুষ)-চল (চলা)+ট ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পুংসবন—গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে কর্ত্তব্য সংস্কারবিশেষ। [গর্ভের তৃতীয় মাসে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে, নন্দা ও ভদ্রা তিথিতে, পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদ পূর্ব্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া হস্তা মূলা শ্রবণা পুনর্ব্বসু মৃগশিরা পুষ্যা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে, পূর্ণচন্দ্র থাকিলে এবং যুতযামিত্রবেধ ও দশযোগভঙ্গ না হইলে, লগ্নের নবমে ও পঞ্চমে, এবং লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমে শুভগ্রহ ও তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, একাদশে পাপগ্রহ অবস্থিতি করিলে গর্ভিণীর চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি হইলে, কুম্ভ, মিথুন, সিংহ, ধনুঃ ও মীনলগ্নে পুংসবন করিবে]। পুম্‌স্ (পুরুষ)-সূ (প্রসব করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পুংস্কোকিল—পুরুষ পিকপক্ষী। পুমান্ (পুরুষ) যে কোকিল, কর্ম্মধা। সং; পু।

পুংস্ত্ব—পুরুষত্ব; পৌরুষ; মনুষ্যত্ব; শুক্র; পুংলিঙ্গত্ব। পুম্‌স্ (পুরুষ)+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

পুঁই—স্বনামখ্যাত খাদ্য লতা। পুতিকা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

পুঁছা—মুছা, মার্জ্জনাপূর্ব্বক পরিষ্কার করা, লোপ করা। ক, প্র। ক্রি।

পুঁজি, পুঁজী—মূলধন, আসল; জমা টাকা, মোট সম্পত্তি। প্রাদেশিক। সং।

পুঁটলি, -লী, পুঁটুলি, -লী—ছোট পোঁটলা, কাপড়ে বাঁধা দ্রব্যসমষ্টি, বুঁচকি, গাঁঠরি; ক্ষুদ্র মণ্ডল বা মণ্ডল-চিহ্ন। দেশজ। সং।

পুঁটি, পুঁটী—১। ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ, শফরী। প্রোষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ। ২। ছোট বালিকা। দেশজ। সং।

পুঁতি—১। অতি ক্ষুদ্র নানাবর্ণ কাচময় মালা-গুটিকা। প্রাদেশিক। সং। ২। পুঁথি। পুস্তক শব্দের অপভ্রংশ।

পুঁথি—পুস্তক, বই, অমুদ্রিত পুস্তক। পুস্তিকা শব্দের অপভ্রংশ।

পুঁথিগত—পুস্তকস্থ, গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট, যাহা পুস্তকমধ্যস্থ হইয়া আছে কিন্তু মনে নাই। বিণ। পুস্তকগত শব্দের অপভ্রংশ।

পুকুর—পুষ্করিণী, জলাশয়, পল্বল। দেশজ। সং।

পুক্কশ, পুক্কস—১। জাতিবিশেষ, চণ্ডাল। পু (পুণ্য)-কু (কুৎসিত)-কশ বা কস (গমন করা, ইত্যাদি)+অন্ ক। সং; পু। ২। অধম, নীচ। বিণ; ত্রি। ৩। শবরালয়। ...+অস্ অধি। সং; পু।

পুঙ্খ—কাণ্ডমূল; মূল; বাণমূল, শরের পক্ষ-স্থান। পুম্‌স্ শব্দ-খন (বিদারণ করা) +ড ক। সং; পু।

পুঙ্খানুপুঙ্খ—মূল হইতে মূলদেশ পর্য্যন্ত, সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম, সবিশেষ প্রণিধান। পুঙ্খ ও অনুপুঙ্খ, দ্বন্দ্ব। বিণ বা ক্রি বিণ। [ক। সং; পু।

পুঙ্গল—আত্মা। পুম্‌স্-গল (গলা)+অন্

পুঙ্গব—১। বৃষ, ষাঁড়। পুমান্ (পুরুষ) যে গো (গরু), কর্ম্মধা। সং; পু। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি।

পুচ্ছ—লাঙ্গুল, লেজ; পশ্চাদ্ভাগ। পুচ্ছ+ক ক। সং; পু বা ক্লী।

পুচ্ছকণ্টক—বৃশ্চিক, বিছা। পুচ্ছে কণ্টক আছে যাহার, বহু। সং; পু।

পুচ্ছী (পুচ্ছিন্)—পুচ্ছযুক্ত, লাঙ্গুলবিশিষ্ট, লেজাল। পুচ্ছ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পুচ্ছিনী।

পুছা—প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা। হিন্দী। ক, প্র। ক্রি।

পুছারে—উপেক্ষা। প্রা, ক। সং।

পুঞ্জ—রাশি, স্তূপ, সঙ্ঘ, সমূহ। পুম্‌স্ শব্দ (পুরুষ)-জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

পুঞ্জিত—রাশীকৃত, রাশীভূত। পুঞ্জ (রাশি)+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুঞ্জিতা।

পুঞ্জীভূত—রাশীভূত; সমূহ; রাশীকৃত। পুঞ্জ +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=পুঞ্জী)-ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুঞ্জীভূতা।

পুট—১। পত্রাদিরচিত পাত্র, ঠোঙ্গা; আবরণ, খাপ; অঞ্জলি; কৌটা; মুচি; যুগ্ম; অশ্বখুর। পুট (সংশ্লিষ্ট করা)+ক র্ম। সং; পু বা ক্লী। ২। শিরদাঁড়া হইতে বাহুসন্ধি পর্য্যন্ত অংশ। ইং (pit)। সং।

পুটক—পত্রাদিরচিত পাত্র; পদ্ম। পুট+কণ্। সং; ক্লী।

পুটকিনী—পদ্মিনী। পুটক (পদ্ম)+ইন্ (সমূহার্থে)+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পুটগ্রীব—তাম্রকুণ্ড; গাড়ু। পুট (পরস্পর সং-যোজিত) গ্রীবা যাহার, বহু। সং; পু।

পুটপাক—গোময়াদিরচিত ঠুসিতে ঔষধাদি পাক। ৭তৎ। সং; পু।

পুটভেদ—নদীর বক্রগতি; নগর, পত্তন; বীণা। ৬তৎ। সং; পু।

পুটভেদন—পুর, নগর। বহু। সং; ক্লী।

পুটহাতা—শিরদাঁড়া হইতে করতল পর্য্যন্ত অংশ। দেশজ। সং।

পুটিং—কাঠে পরকলা আঁটিবার মসিনা তেল ও খড়ী গুঁড়ার মিশ্রণ; ধুনা তেল ইট-গুঁড়া প্রভৃতির মিশ্রণ ইং (putty)। সং।

পুটিকা—কৌটা; এলা। পুটক+আপ্। সং; স্ত্রী।

পুটিত—১। গ্রথিত; আবৃত; পাটিত। পুট +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। অঞ্জলি, যুক্ত করদ্বয়, হস্তপুট। সং; ক্লী।

পুটী—পুট, ঠোঙ্গা, দোনা, আচ্ছাদন, আবরণ; কৌপীন। পুট+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পুড়া—১। দগ্ধ হওয়া, জ্বলা, জ্বালা করা। দেশজ। ক্রি। ২। তাড়া, ভেলা, আটি, হালা। প্রা, ক। সং।

পুড়ান—দগ্ধ করা, জ্বালান। দেশজ। ক্রি।

পুণ—পুণ্য, সুকৃতি। প্রা, ক। সং।

পুণা—বম্বে প্রদেশে ডেকানের অন্তর্গত একটি জেলা ও সহর। খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মহা-রাষ্ট্র দেশ শালিবাহন রাজার অধীন ছিল। গোদাবরীতীরে পৈতান নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তৎপরে চালুক্যরাজপুত-গণের বংশবিশেষ কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থানে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের পরে দেবগিরির (দৌলতাবাদের) যাদব-রাজগণের প্রাদুর্ভাব হয়। ১৩১২ খৃঃ যাদব-গণের রাজত্ব লোপ পায়। দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক ১৩৪০ খ্রীঃ নিকটবর্ত্তী স্থানগুলির সহিত এই জেলাটি দিল্লীরাজ্যভুক্ত করেন। পাঁচ বৎসর পরে স্থানীয় মুসলমানগণ স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়া বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। বাহমনী রাজ্যের উচ্ছেদ হইলে, বিজাপুর, আহম্মদনগর প্রভৃতি কতকগুলি, ক্ষুদ্র অথচ প্রবল রাজ্যের উৎ-পত্তি হয়। এই বিজাপুর রাজত্ব সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বীয় শক্তি প্রদর্শনের প্রথম অবসর প্রাপ্ত হয়। শিবাজীর পিতা সাহজী বিজাপুররাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। জায়গীর স্বরূপে পুণা ও অপর কয়টি স্থান তিনি লাভ করেন। এই সময়ে বিজাপুররাজের অধীনে "বর্গী" বা মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যদলের সৃষ্টি হয়। অন্তর্বিদ্রোহে বিজাপুরশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সাহজীর পুত্র শিবাজী মহারাষ্ট্রীয়গণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ এবং মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে তাহা-দিগকে উত্তেজিত করিবার অবসর পান। পরে শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণের পেশোয়া উপাধিধারী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা প্রবল হইয়া

উঠিলে পুণা তাঁহাদের রাজধানী হয়। শেষ পেশোয়া বাজীরাও ইংরাজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বিঠুরে নির্বাসিত হইলে, পুণা জেলা ইংরাজের হস্তে আসে (১৮১৮ খ্রীঃ)। পুণা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান। বর্ষাকালে এইস্থানে বম্বের গভর্ণর বাস করিয়া থাকেন। এখানে কয়েকটি দেবমন্দির আছে; তাহাদের মধ্যে পার্ব্বতী পাহাড়ের দেবীমন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। পেশোয়ারগণের প্রাসাদ ১৮২৭ খ্রীঃ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়। কেবল বেষ্টনী প্রাচীরটি অধুনা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুণ্ড—তিলক, কপালের ফোঁটা। পুন্ড্ (খণ্ডন করা)+অল্ র্ম। সং; পু।

পুণ্ডরীক—১। শুক্লপদ্ম; শ্বেত ছত্র; ভেষজবিশেষ। পুন্ড্ (খণ্ডন করা)+অরীক ক। সং; ক্লী। ২। অগ্নিকোণের হস্তী; ব্যাঘ্রবিশেষ; নৃপবিশেষ; সর্পবিশেষ, কোষকারবিশেষ। ৩। কুরুক্ষেত্রবাসী বিষ্ণুভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণ। খ্যাতনামা অম্বরীষের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। ইনি প্রথমে নিতান্ত যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন। পরে অম্বরীষের সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তপোরত ব্রাহ্মণবর্গের নিত্যক্রিয়া দর্শনে ইঁহার মন ধর্ম্মমার্গে চলিতে প্রবৃত্ত হয়। অবশেষে ইনি নীলাচলে গমন করিয়া তথায় তপোরত হইলে বিষ্ণুর কৃপায় মুক্তিলাভ করেন। সং; পু।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—জনৈক বৈষ্ণব ও সাধক। চট্টগ্রাম হাটহাজারী, মেখল গ্রামে অনুমান একশত বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বর্ণব্রাহ্মণ ছিলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ—১। পদ্মপলাশলোচন, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ও সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু, হরি। সং; পু।

পুণ্ডরীয়ক—স্থলপদ্ম। পুন্ড্+অরীয়ক ক। সং; ক্লী।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক—তিলক, ফোঁটা; ইক্ষুবিশেষ, পুঁড়ি আক; মাধবীলতা; দৈত্যবিশেষ; পুণ্ডরীক; দেশবিদেশ; তদ্দেশীয় লোক। পুন্ড (খণ্ডন করা)+রক্ ম; ২য় পক্ষে, তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

পুণ্য—১। সুকৃতি; ধর্ম্ম, শুভাদৃষ্ট। পূ (পবিত্র করা)+য বা ড়ুণ্য ক। সং; ক্লী। ২। পুণ্যবান, ধর্ম্মশীল; পাবন; পবিত্র; সুন্দর; নির্ম্মল; মনোজ্ঞ। বিণ; ত্রি।

পুণ্যক—ব্রত, উপবাসাদি। পুণ্য+কণ্। সং; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পুণ্যকর্ম্ম (—কর্ম্মন্)—পুণ্যজনক কার্য্য,ধর্ম্মকর্ম্ম।

পুণ্যকর্ম্মা (—কর্ম্মন্)—পুণ্যকার্য্যকারী। পুণ্য কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

পুণ্যকাল—পুণ্যজনক কাল, সূর্য্যাদির রাশিবিশেষে সংক্রমণ হেতু যে পবিত্র কাল উপস্থিত হয়। কর্ম্মধা। সং; পু।

পুণ্যকীর্ত্তি—নির্ম্মল কীর্ত্তিশালী, পবিত্র খ্যাতিবিশিষ্ট। পুণ্যা কীর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পুণ্যকৃৎ—পুণ্যকর্ম্মকর্ত্তা, ধার্ম্মিক। পুণ্য-কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

পুণ্যক্ষেত্র—পবিত্র স্থান; আর্য্যাবর্ত্ত; কুরুক্ষেত্র তীর্থ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পুণ্যজন—ধার্ম্মিক; রাক্ষস; যক্ষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

পুণ্যজনেশ্বর—কুবের। পুণ্যজনগণের (যক্ষসমূহের) ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

পুণ্যতরা—সূর্য্যসংক্রমণজনিত অধিক পুণ্যজনক (সংক্রান্তিবিশেষ)। পুণ্য শব্দ+তর আতিশয্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুণ্যতোয়—পুণ্যজলবিশিষ্ট, পবিত্রসলিল। পুণ্য (পবিত্র) তোয় (জল) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুণ্যতোয়া।

পুণ্যদ—পুণ্যদায়ক, পবিত্রতাজনক, সুকৃতিপ্রদানকারী। উপ; পুণ্য-দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুণ্যদা।

পুণ্যফল—১। পুণ্যের পরিপাক,সুকৃতির ফল। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। বনবিশেষ। বহু। সং; পু।

পুণ্যভাক্ (—ভাজ্)—পুণ্যশালী, ধর্ম্মপরায়ণ। পুণ্য-ভজ (ভজনা করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ।

পুণ্যভূ, পুণ্যভূমি—১। আর্য্যাবর্ত্ত দেশ। কর্ম্মধা। ২। পুণ্যজনক স্থান। পুণ্য হইয়াছে ভূ বা ভূমি যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

পুণ্যভোগ—পুণ্যের ফল উপভোগ, সুকৃতিজনিত ফললাভ। ৬তৎ। সং; পু।

পুণ্যলোক—পাপহীন স্থান; স্বর্গ; ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কর্ম্মধা। সং; পু।

পুণ্যবান্ (—বৎ)—ধর্ম্মশীল, ধার্ম্মিক; ভাগ্যবান্; সুকৃতী; ধন্য। পুণ্য+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পুণ্যবতী।

পুণ্যশ্লোক—১। বিষ্ণু। সং; পু। ২। পুণ্যচরিত্র, পবিত্রচরিত্র। পুণ্য (পবিত্র) হইয়াছে শ্লোক (কীর্ত্তি, যশঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুণ্যশ্লোকা।

এই কয়েকজন পুণ্যশ্লোক ও পুণ্যশ্লোকা বলিয়া কথিত;—

পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

পুণ্যসঞ্চয়—পুণ্য উপার্জ্জন, সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য লাভ। ৬তৎ। সং; পু।

পুণ্যা—১। পুণ্যবতী, ধর্ম্মশীলা, ইত্যাদি। পুণ্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। তুলসী। সং; স্ত্রী।

৩। শুভদিনে বৎসরের প্রথম খাজানা আদায়। দেশজ। পুণ্যাহ শব্দের অপভ্রংশ।

পুণ্যাত্মা (—ত্মন্)—পুণ্যস্বভাব, ধর্ম্মশীল, পবিত্রচরিত। পুণ্য (পবিত্র) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

পুণ্যারম্ভ—পুণ্যাহ, নূতন খাতার পত্তন। পুণ্য (পবিত্র) যে আরম্ভ, কর্ম্মধা। সং; পু। শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, পূর্ব্বাত্রয়, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা ও কৃত্তিকা ভিন্ন নক্ষত্রে, শুভযোগ তিথিতে শীর্ষোদয় লগ্নে পুণ্যারম্ভ বিধেয়।

পুণ্যাহ—১। পুণ্য দিন, পবিত্র দিবস; নূতন খাতার পত্তন; পুণ্য (পবিত্র) যে অহন্ (দিন), কর্ম্মধা। ২। পুণ্যদিনে করণীয় কার্য্য। সং; ক্লী। ৩। শুভদিনে বৎসরের প্রথম খাজানা আদায় আরম্ভ। দেশজ।

পুণ্যাহবাচন—ধর্ম্মকার্য্যারম্ভে পুণ্যাহ মন্ত্রপাঠ; উক্ত কার্য্য নির্বিঘ্নসমাপনের নিমিত্ত পাঠ্য বৈদিকমন্ত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পুৎ—নরকবিশেষ। [পুত্র পিণ্ড প্রদান দ্বারা পিতৃপুরুষকে এই নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে]। পূ (পবিত্র করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

পুত—ছেলে। পুত্র শব্দের অপভ্রংশ।

পুতনী—পুত্রবতী। বিণ, স্ত্রী। প্রা, ক।

পুতলি, পুতুল (পুত্তলিকা)—ক্রীড়াপুত্তলিকা; নয়নমণি, চক্ষের তারা; (তুঃ তত্তুলা) প্রিয় বস্তু। দেশজ। ক, প্রা। সং।

পুত্ত—রাজপুত বীর। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট আকবর স্বাধীনতার লীলাভূমি চিতোরনগরী আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে রাণা জয়মল্ল অন্যান্য রাজপুত বীরগণের সহিত সমরশয্যায় শয়ন করিলে চিতোর একপ্রকার অরক্ষিত হইয়া পড়ে, এবং মুসলমানগণ তাহা অধিকারের চেষ্টা করে। পুত্তের বয়ঃক্রম তখন ষোড়শ বর্ষমাত্র। বয়স অল্প হইলেও পুত্ত বীরত্বে ও সাহসে অতুলনীয় ছিলেন। জন্মভূমিকে শত্রুকরগত হইতে দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া হতাবশিষ্ট রাজপুতসৈন্যসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, এবং মোগল সৈন্যের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। মাতা কর্ম্মদেবী পুত্রকে এই মহৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন, পুত্রকে সহাস্যমুখে বিদায় দিয়া তিনি স্বয়ং এবং কন্যা কর্ণবতী ও পুত্রবধূ কমলাবতীকে লইয়া যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলেন। এই রমণীত্রয় ও বালকবীর পুত্তের অসাধারণ বীরত্বদর্শনে মোগল সৈন্য চমকিত হইল। কিন্তু সাগরসদৃশ মোগল সৈন্যের নিকট ইঁহারা কতক

সমর্থ হইবেন ? বহুতর মোগলসৈন্য বিনাশ করিয়া কর্ম্মদেবী কন্যা ও পুত্রবধূর সহিত রণশয্যাশায়িনী হইলেন। পুত্তও অসাধারণ বিক্রমে শত্রুবিনাশ করিতে করিতে সম্মুখ সমরে পতিত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

পুত্তলক—পুত্তলিকা, পুতুল। পুত্ত (গমন করা) + অল্ তা (=পুত্ত) — লা (গ্রহণ করা) + ণক ক। সং; পু।

পুত্তলি, পুত্তলিকা, পুত্তলী—মৃদাদি-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি, পুতুল। পুত্তলি বা পুত্তলী = পুত্ত (গমন করা) + অল্ তা, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা) + ডি ক। পুত্তলিকা = পুত্তলী + কণ্ + আপ্। সং; স্ত্রী।

পুত্তলীপূজক—প্রতিমার আরাধনাকারী, পৌত্তলিক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

পুত্তলীপূজা—প্রতিমার আরাধনা, পৌত্তলিকতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পুত্তিকা—মধুমক্ষিকা; পতঙ্গিকা; উই। পুত্ত (গমন করা) + ণক ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

পুত্র, পুত্ত্র—ঔরসাদি দ্বাদশ প্রকার তনয়; পুত্র এবং কন্যা। পুত্র = পুৎ (নরকবিশেষ) — ত্রৈ (ত্রাণ করা) + ড ক; পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে যে। পুত্র = পূ (পবিত্র করা) + ত্র ক। সং; পু। দ্বাদশ প্রকার পুত্র এই;—

"ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥"

স্বীয় বিবাহিতা পত্নীতে নিজকর্ত্তৃক জনিত পুত্র ঔরস। নিজপত্নীতে আপনার আদেশ ক্রমে অন্য কর্ত্তৃক জনিত পুত্র ক্ষেত্রজ। পোষ্যপুত্র দত্ত। সজাতীয় বালক পুত্ররূপে গৃহীত হইলে তাহা কৃত্রিম। গোপনে কোন রমণীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান গূঢ়োৎপন্ন। মাতা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যে বালককে গ্রহণ করা যায়, তাহা অপবিদ্ধ। স্ত্রীলোকের অবিবাহিত অবস্থায় জাত সন্তান কানীন। গর্ভবতী কুমারীর বিবাহের পর জাত সন্তান সহোঢ়। মূল্যদানে গৃহীত সন্তান ক্রীত। বিধবার পুনরায় বিবাহের পর জাত পুত্র পৌনর্ভব। "আমি আপনার পুত্র হইলাম" এই বলিয়া যে স্বয়ং পুত্রত্ব স্বীকার করে, সে স্বয়ংদত্ত। ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান শৌদ্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার পুত্র পৈতৃক ধনভাগী, এবং শেষোক্ত ছয় জন ধনভাগী নহে [আধুনিক রাজবিধানানুসারে পৌনর্ভব সন্তানও পৈতৃক ধনভাগী হয়]।

পুত্রক, পুত্ত্রক—পুত্র; অনুকম্পাস্থিত জন; স্নেহ-পাত্র; শরভ; বৃক্ষবিশেষ; পতঙ্গক; শৈলবিশেষ। পুত্র বা পুত্ত্র + কন্। সং; পু।

পুত্রকন্যা, পুত্ত্রকন্যা—১। তনয় ও তনয়া, ছেলে মেয়ে। দ্বন্দ্ব। ২। পুত্রের কন্যা, পৌত্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পুত্রকলত্র, পুত্ত্রকলত্র—১। পুত্র ও ভার্য্যা, ছেলে ও স্ত্রী। দ্বন্দ্ব। ২। পুত্রের ভার্য্যা, পুত্রবধূ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পুত্রকাম, পুত্ত্রকাম—পুত্রাভিলাষী, পুত্রলাভেচ্ছু। পুত্র — কামি (কামনা করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, — কামা।

পুত্রঘাতক, পুত্ত্রঘাতক—পুত্রহন্তা, তনয়-বধকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, — ঘাতিকা।

পুত্রঘ্ন, পুত্ত্রঘ্ন—পুত্রহন্তা, পুত্রঘাতক। পুত্র বা পুত্ত্র — হন (বধ করা) + টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, — ঘ্নী।

পুত্রদা—বন্ধ্যা কর্কটী। সং; স্ত্রী।

পুত্রধন, পুত্ত্রধন—পুত্ররূপ সম্পত্তি; ধন (অর্থ) স্বরূপ পুত্র। পুত্ররূপ ধন, রূপক; বা পুত্রই যে ধন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পুত্রভদ্রা—বৃহজ্জীবন্তীলতা। সং; স্ত্রী।

পুত্রিকা, পুত্ত্রিকা—আত্মজা, দুহিতা, তনয়া, পুত্রী, কন্যা; পুত্তলিকা; অলক্ত-পুত্রিকা। পুত্রক বা পুত্ত্রক + আপ্। সং; স্ত্রী।

পুত্রিকা-পুত্র—১। দত্তা কন্যারূপ পুত্র। রূপক কর্ম্মধা। ২। কন্যার পুত্র, দৌহিত্র। ৬তৎ। সং; পু।

পুত্রী (পুত্রিন্), পুত্ত্রী (পুত্ত্রিন্)—পুত্রযুক্ত, পুত্রবান্। পুত্র বা পুত্ত্র + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পুত্রিণী, পুত্ত্রিণী।

পুত্রী, পুত্ত্রী—তনয়া, দুহিতা, কন্যা। পুত্র বা পুত্ত্র + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পুত্রীয়, পুত্ত্রীয়—পুত্রসম্বন্ধীয়; পুত্রনিমিত্তক। পুত্র বা পুত্ত্র শব্দ + ঈয়। বিণ; ত্রি।

পুত্রেষ্টি, পুত্ত্রেষ্টি—পুত্রের জননার্থ যাগবিশেষ। পুত্রের নিমিত্ত ইষ্টি, ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

পুত্রেষ্টিকা, পুত্ত্রেষ্টিকা—পুত্রলাভার্থ যজ্ঞবিশেষ। পুত্রেষ্টি + কণ্ স্বার্থে + আপ্। সং; স্ত্রী।

পুদিনা—গন্ধ শাকবিশেষ, ইহার পাতায় চাটনি হয়। দেশজ। সং।

পুদ্গল—১। আত্মা; দেহ; পরমাণু। পুর (পূরণ করা) + অন্ ক, তদুত্তরে গল (গলিত হওয়া) + অন্ ক। সং; পু। ২। সুন্দরাকার। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুদ্গলা।

পুন—পুণ্য; পুনঃ, পুনরায়, পরে; কিন্তু। গ্রা, ক।

পুনঃ (পুনর্)—দ্বিতীয়বার; পক্ষান্তর; ভেদ; অবধারণ; অধিকার। পন (স্তুতি করা) + অর্ ণ। ব্য।

পুনঃপুনঃ (—নর্)—বারংবার; মুহুর্মুহুঃ। ব্য।

পুনঃপুনা—গয়াধামস্থ নদীবিশেষ, পুনপুন্। পুনর্ (দ্বিতীয়বার) — পূ (পবিত্র করা) + নক্ ক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পুনঃপ্রজ্বলন—পুনরায় জ্বলিয়া উঠা। সুপ্‌সুপা। সং; ক্লী।

পুনঃপ্রজ্বলিত—পুনরায় প্রজ্বলিত, পুনঃপ্রদীপ্ত, পুনরুদ্দীপ্ত। সুপ্‌সুপা। বিণ; ত্রি।

পুনঃপ্রদীপ্ত—পুনরুদ্দীপ্ত, পুনঃ প্রজ্বলিত। সুপ্‌সুপা। বিণ; ত্রি।

পুনঃপ্রবিষ্ট—দ্বিতীয়বার কৃতপ্রবেশ। বিণ; ত্রি।

পুনঃপ্রাপ্ত—যে আবার পাইয়াছে, যাহা আবার পাওয়া গিয়াছে; পুনর্লব্ধ। বিণ; ত্রি।

পুনঃসঞ্চিত—পুনরাহৃত, দ্বিতীয়বার সংগৃহীত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুনঃসঞ্চিতা।

পুনঃস্থাপন—পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা, পুনরায় পত্তন; আবার রাখা। সং; ক্লী।

পুনঃস্থাপিত—পুনর্ব্বার রক্ষিত; দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত। সুপ্‌সুপা। বিণ; ত্রি।

পুনরধিকার—দ্বিতীয়বার অধিকার; একবার দখলচ্যুত হইয়া আবার দখল। পুনঃ + অধিকার। সং; পু।

পুনরপি—পুনর্ব্বার, আবার। পুনঃ + অপি। ব্য।

পুনরাগত—দ্বিতীয়বার আগত, প্রত্যাগত। পুনর্ — আ — গম + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পুনরাগমন—দ্বিতীয়বার আগমন, প্রত্যাগমন, ফিরিয়া আসা। পুনর্ — আ + গম (যাওয়া) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পুনরানয়ন—পুনর্ব্বার বা দ্বিতীয়বার আনা বা লইয়া আসা। পুনঃ আনয়ন, সুপ্‌সুপা। সং; ক্লী।

পুনরানীত—পুনর্ব্বার বা দ্বিতীয়বার যাহাকে আনা হইয়াছে এরূপ। পুনঃ আনীত, সুপ্‌সুপা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুনরানীতা।

পুনরায়—পুনর্ব্বার, পুনরপি। দেশজ। ব্য।

পুনরালাপ—দ্বিতীয়বার আলাপ, দ্বিতীয়বার কথোপকথন। সুপ্‌সুপা। সং; পু।

পুনরাবর্ত্ত—পুনরাগমন; পুনর্জন্ম। কর্ম্মধা। পু।

পুনরাবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—পুনরাগমনশীল, পুনর্জন্মবিশিষ্ট। পুনর্ — আ — বৃত + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পুনরাবর্ত্তিনী।

পুনরাবৃত্ত—পুনর্ব্বার কথিত, পুনরুক্ত, পুনরায় কৃত (repeated), প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। পুনঃ আবৃত্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ; ত্রি।

পুনরাবৃত্তি—পুনর্ব্বারকথন, পুনরুক্তি, পুনরায় করণ (repetition)। পুনঃ আবৃত্তি, সুপ্‌সুপা। সং; স্ত্রী।

পুনরাহ্বান—পুনর্ব্বার সম্বোধন, দ্বিতীয়বার ডাকা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পুনরুক্ত—দ্বিতীয়বার কথিত, পুনর্ব্বার কথিত। পুনর্ — বচ (বলা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

পুনরুক্তবদাভাস—শব্দালঙ্কারবিশেষ। সং; পু।

পুনরুক্তি—একবার যাহা বলা হইয়াছে তাহা দ্বিতীয়বার কথন। পুনর্—বচ (বলা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

পুনরুজ্জীবিত—মৃত্যুর পর পুনরায় যাহাকে বাঁচান হইয়াছে। পুনর্—উৎ—ণিজন্ত জীব (বাঁচান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —বিতা।

পুনরুত্থান—পুনর্ব্বার বা দ্বিতীয়বার উত্থিত, নূতন করিয়া উঠা ; মৃত্যুর পর কবর হইতে উঠা। পুনঃ উত্থান, সুপ্সুপা। সং ; ক্লী।

পুনরুত্থিত—যে আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে। পুনর্+উত্থিত। বিণ ; ত্রি।

পুনরুদ্দীপন—পুনঃপ্রচলন, আবার জ্বালান ; পুনরায় উত্তেজন বা উৎসাহিত করণ, আবার উস্থান। পুনঃ উদ্দীপন, সুপ্সুপা। সং ; ক্লী।

পুনরুদ্দীপিত—পুনর্ব্বার প্রজ্বালিত ; পুনরায় উত্তেজিত বা উৎসাহিত। পুনঃ উদ্দীপিত, সুপ্সুপা। বিণ ; ত্রি।

পুনরুদ্দীপ্ত—পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত ; দ্বিতীয়বার প্রকাশিত। সুপ্সুপা। বিণ ; ত্রি।

পুনরুদ্ভব—পুনর্ব্বার উৎপত্তি, পুনর্জন্ম ; পুনরুত্থান। পুনঃ উদ্ভব, সুপ্সুপা। সং ; পু।

পুনরুদ্ভূত—পুনরায় উৎপন্ন, পুনর্জাত ; পুনরুত্থিত। পুনঃ উদ্ভূত, সুপ্সুপা। বিণ ; ত্রি।

পুনরুল্লিখিত—পুনর্ব্বার কথিত বা বর্ণিত। পুনঃ উল্লিখিত, সুপ্সুপা। বিণ ; ত্রি।

পুনরুল্লেখ—পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়বার কথন। সুপ্সুপা। সং ; পু।

পুনর্জন্ম—সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ, পুনর্ব্বার উৎপত্তি। পুনঃ (দ্বিতীয়বার) যে জন্ম, সুপ্সুপা। সং ; ক্লী।

পুনর্জীবন—মরিয়া বাঁচা। পুনর্—জীব (বাঁচা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পুনর্জীবিত—পুনর্ব্বার জীবনপ্রাপ্ত। পুনর্—জীব (বাঁচা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

পুনর্নব—নখ। পুনঃ (পুনর্ব্বার) নব (নূতন), সুপ্সুপা। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

পুনর্নবা—শাকবিশেষ, পুরুনিয়া, সেপুণ্যা।

পুনর্ভব—১। পুনর্ব্বার জন্ম। পুনর্—ভূ+অল্ ভা। ২। নখ। পুনর্—ভূ (হওয়া)+অল্ ক। সং ; পু।

পুনর্ভূ—। দিধিষু। দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী ; অক্ষতযোনিত্ব হেতু যে কন্যার দ্বিতীয়বার যথাবিধি বিবাহ দেওয়া হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে। পুনর্—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী। ২। পুনর্ব্বার জাত। বিণ ; ত্রি।

পুনর্মিলন—দ্বিতীয়বার বা নূতন করিয়া সংযোগ বিবাদ বা বিচ্ছেদের পর আবার মিলন হওয়া। পুনঃ+মিলন। সং ; ক্লী।

পুনর্মূষিক—পুনর্ব্বার ইন্দুরত্ব প্রাপ্তি, (ভাবার্থ)—পুনর্ব্বার নীচাবস্থা প্রাপ্তি, আগে যেমন ছিল তেমন হওয়া। সং ; পু।

পুনর্যাত্রা—দ্বিতীয়বার যাত্রা, পুনরাগমন, প্রত্যাগমন ; শ্রীজগন্নাথদেবের দক্ষিণমুখে রথযাত্রা, উল্টারথ। সুপ্সুপা। সং ; স্ত্রী।

পুনর্লাভ—দ্বিতীয়বার লাভ, পুনঃ প্রাপ্তি। পুনঃ+লাভ। সং ; পু।

পুনর্ব্বসু—কাত্যায়ন মুনি ; শিব ; বিষ্ণু ; অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে সপ্তম নক্ষত্র। পুনর্—বস+উ অধি। সং ; পু।

পুনর্ব্বিচার—যাহার বিচার একবার হইয়া গিয়াছে তাহার আবার নূতন করিয়া বিচার ; দ্বিতীয়বার বা নূতন করিয়া বিবেচনা। পুনঃ+বিচার। সং ; পু।

পুনর্ব্বিবাহ—বিবাহিত ব্যক্তির আবার বিবাহ ; গর্ভাধানসংস্কার কন্যার আদ্য ঋতু। পুনঃ+বিবাহ। সং ; পু।

পুনশ্চ—পুনর্ব্বার, আবার। পুনঃ+চ। বা।

পুনান—পবিত্রকারক। পূ (পবিত্র করা)+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পুনানা।

পুনি—পুনর্ব্বার, পুনরায়। প্রা, ক।

পুন্নরক—পুংনামক নরক বা নিরয় [পুং দেখ]। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পুন্নাগ—শ্বেতহস্তী ; শ্বেতোৎপল ; নাগকেশরবৃক্ষ ; নরশ্রেষ্ঠ। পুমান্ যে নাগ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুন্নামনরক—পুংনামক নরক বিশেষ। সং ; পু।

পুপ্ফুস, ফুপ্ফুস—ফুসফুস ; পদ্মবীজাধার। ফুর+অসচ্ ক, নিপাতনে। সং ; পু।

পুমান্ (পুমস্)—পুরুষ ; মনুষ্য ; পুংলিঙ্গমাত্র। পা (রক্ষা করা)+উমস্ ক। সং ; পু।

পুর্—নগরী। পুর্+ক্বিপ্ অপা। সং ; স্ত্রী।

পুর—১। গৃহ ; গৃহোপরি গৃহ ; নগর ; দেহ ; পাটলিপুত্র ; পুষ্পগর্ভ। পুর্+ক অধি। সং ; ক্লী। ২। গুগ্গুল। সং ; পু। ৩। পূর্ণ ; প্রচুর। পৃ (পূর্ণ করা)+ক র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পুরা।

পুরঃ (পুরস্)—অগ্রে, সম্মুখে ; প্রথমে ; পূর্ব্ব দিকে, দেশে বা কালে। পূর্ব্ব+অস্। বা।

পুরঃসর—অগ্রগামী, অগ্রসর ; পরিচর। পুরস্ (অগ্রে)—সৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —সরী।

পুরকায়স্থ, —কায়েত—নগরাধ্যক্ষ ; জাতি পদবী বিশেষ। দেশজ সং। [দেশজ। সং।

পুরচার—পূর্ণ আয়োজন, যথেষ্ট পরিমাণ।

পুরজ্যোতিঃ (—তিস্)—অগ্নি। পুর (পূর্ণ) জ্যোতিঃ যাহার, বহু। সং ; পু।

পুরঞ্জন—আত্মা, জীব। পুর (দেহ)—জন (জন্মা)+খ ক। সং ; পু।

পুরঞ্জনী—বুদ্ধি। পুরঞ্জন+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পুরঞ্জয়—১। শিব ; সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ, ইঁহার অপর নাম ককুৎস্থ [তাহা দেখ]। পুর (দেহ, নগর)—জি (জয় করা)+খশ্ ক। সং ; পু। ২। পুরজয়ী। বিণ ; ত্রি।

পুরট—স্বর্ণ। পুর (নগরী) অট (গমন করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

পুরণ—সমুদ্র। পুর্+অন ক। সং ; পু।

পুরতঃ (—তস্)—অগ্রতঃ, অগ্রে, সম্মুখে। পুর (অগ্রে গমন)+অতস্ক। বা।

পুরদ্বার—নগরদ্বার ; বাটীর দরজা। ৬তৎ। ক্লী।

পুরদ্বিট্ (—দ্বিষ্)—ত্রিপুরারি, শিব। পুর (অসুরবিশেষ)—দ্বিষ+ক্বিপ ক। সং ; পু।

পুরনারী—পুরস্ত্রী, অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। পুরস্থিতা নারী, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুরন্ত—ভরন্ত, নিটোল, বেশ গোলগাল, সম্পূর্ণ। প্রাদেশিক। বিণ। ক, প্র।

পুরন্দর—ইন্দ্র ; চৌর ; পুর (নগর, গৃহ)—দৃ (বিদারণ করা)+খশ্ ক। সং ; পু।

পুরন্দর মিশ্র—চৈতন্যের পিতা, জগন্নাথ মিশ্রের অপর নাম। সং ; পু।

পুরন্দরা—গঙ্গা। পুর—দৃ—(বিদারণ করা)+খশ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পুরন্ধি, পুরন্ধ্রী—পতিপুত্রদুহিত্রাদিমতী স্ত্রী ; কুটুম্বিনী। পুর—ধৃ (ধারণ করা)+খ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পুরমথন—ত্রিপুরারি, শঙ্কর, শিব। উপ ; পুর—মথ্+অন ক। সং ; পু।

পুরমহিলা—পুরনারী, পুরস্ত্রী পুরস্থিতা মহিলা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পুরমার্গ—নগরমার্গ, রাজপথ। ৬তৎ। সং ; পু।

পুররক্ষী (—ক্ষিন্)—গৃহরক্ষক, দ্বারবান্। ৬তৎ। সং ; পু।

পুরলক্ষ্মী—গৃহের লক্ষ্মী ; গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

পুরলা—দুর্গা। পুর+কলচ্ ক+আপ্। সং ;

পুরবাসিনী—নগরে বাসকারিণী ; অন্তঃপুরে নিবদ্ধা, অন্তঃপুরচারিণী। পুর—বস (বাস করা)+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুরবাসী (—বাসিন্)—নগরবাসী, সহরে বাসকারী। পুর—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী পুরবাসিনী।

পুরশ্চরণ—মন্ত্রসিদ্ধিজনক ক্রিয়াবিশেষ, নিজ অভীষ্ট দেবতার মন্ত্রে সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত তাহার পূজা করিয়া তাঁহার মন্ত্রজপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধন দ্বারা তাঁহার অর্চনা ; পুরস্ শব্দ—চর (আচরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পাঁচটি পুরশ্চরণের অঙ্গ। ইহাতে যত জপ করিবে, তাহার দশ ভাগের একভাগ হোম করিতে হইবে। হোমের দশভাগের একভাগ তর্পণ, তর্পণের দশভাগের একভাগ অভিষেক, এবং অভিষেকের দশভাগের এক ভাগ ব্রাহ্মণভোজন করিতে হয়। যেমন—দশহাজার জপ হইলে

একহাজার হোম, একশত তর্পণ, দশ অভিষেক ও এক ব্রাহ্মণভোজন। হোমাদি যে কার্য্যে অসমর্থ হইবে সেই কার্য্যের দ্বিগুণ জপ করিতে হয়।

পুরশ্ছদ—উলু খড়। পুর (গৃহ)—ছদ (আচ্ছাদন করা)+অন্ ক, সুম্ আগম। সং; পু।

পুরস্ৎ—সমান্তরে রেখা করিবার ছুতারের যন্ত্রবিশেষ (marker)। দেশজ। সং।

পুরস্কার—অগ্রে করণ; সম্মান; পূজা; পারিতোষিকদান। পুরস্ শব্দ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পুরস্কৃত—অগ্রে কৃত, সম্মুখে স্থাপিত; পূজিত; প্রশংসিত; সম্মানিত; দত্তপুরস্কার; শত্রুগ্রস্ত; অপবাদিত; অঙ্গীকৃত; প্রস্তুত; অভিষিক্ত। পুরস্ শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুরস্কৃতা।

পুরস্ক্রিয়া—পুরস্কার (সকল অর্থে)। পুরস্—কৃ (করা)+শপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

পুরস্তাৎ—প্রাচ্যদেশে; পূর্ব্বদিকে, দেশে বা কালে; সম্মুখে, অগ্রে; প্রথমে। পুর+স্তাৎ। ব্য। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পুরস্ত্রী—পুরনারী, অন্তঃপুরস্থিতা রমণী। মপী

পুরা—১। অগ্রে, প্রথমে; অতীতে, পূর্ব্বকালে; ভবিষ্যতে; নিকটে; পশ্চাৎ; ইতিহাস; পুরাবৃত্ত; পুরাণ। পুর (অগ্রে গমন করা)+ক ক+আপ্। ব্য। ২। পূর্ণ। বিণ। ৩। পূর্ণ করা, ভরা। দেশজ। ক্রি।

পুরাকল্প—অর্থবাদবিশেষ; পুরাতন কল্প; প্রাচীন কাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

পুরাকৃত—প্রারব্ধ কর্ম্ম; পূর্ব্বকালকৃত পুণ্যাদি। ৭তৎ। সং; ক্লী। [স্ত্রী

পুরাঙ্গনা—পুরস্ত্রী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং;

পুরাণ—১। পুরাতন, প্রাচীন, অনাদি। পুরা শব্দ+ন; অথবা পুরা—নী (লইয়া যাওয়া)+ড র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুরাণা। ২। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত ব্যাসদেব প্রণীত অষ্টাদশ শাস্ত্র, যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, অগ্নি, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শিব, লিঙ্গ, নারদ, স্কন্দ, মার্কণ্ডেয়, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, ভবিষ্য ও কল্কি; [এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে "পুরাণ" দেখ]; এক কাহন, ১৬ পণ। সং; ক্লী।

পুরাণকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—পুরাণরচয়িতা, পুরাণলেখক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

পুরাণকার—পুরাণকর্ত্তা, পুরাণরচয়িতা। পুরাণ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

পুরাণতত্ত্ব—পুরাণসম্বন্ধীয় তথ্য; প্রাচীন কাহিনী। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পুরাণতত্ত্ববিৎ (—বিদ্)—পুরাণতত্ত্বে অভিজ্ঞ। পুরাণতত্ত্ব—বিদ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

পুরাণপুরুষ—বিষ্ণু; বৃদ্ধ ব্যক্তি; পুরাণ (অনাদি, প্রাচীন) যে পুরুষ, কর্ম্মধা। সং; পু।

পুরাতত্ত্ব—প্রাচীন কালের ঘটনা, ইতিহাস। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পুরাতত্ত্ববিৎ (—বিদ্)—প্রাচীন কথায় বা ইতিহাসে অভিজ্ঞ, প্রাচীনতত্ত্বজ্ঞ। পুরাতত্ত্ব—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

পুরাতন—পূর্ব্বকালীন; প্রাচীন; অনাদি। পুরা+টন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

পুরাতনী—প্রাচীনা, পূর্ব্বকাল-সম্বন্ধীয়া। পুরাতন+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুরাধ্যক্ষ—অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ, কঞ্চুকী; নগরাধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

পুরান, পুরানো—পুরাতন, প্রাচীন। দেশজ। বিণ। [তেছে। দেশজ

পুরানা-পাপী—যে বাল্যকাল হইতে পাপ করি

পুরারি—শিব। পুরের অরি, ৬তৎ। সং; পু।

পুরাবিৎ (—বিদ্)—পূর্ব্বজ্ঞ, পূর্ব্বদর্শী; পণ্ডিত; বিজ্ঞ। পুরা—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

পুরাবৃত্ত—পূর্ব্বচরিত, অতীত ইতিহাস, ইতিবৃত্ত। পুরা (পূর্ব্বকালে)—বৃত (থাকা)+ক্ত ক সং; ক্লী। [হিন্দী। সং।

পুরি, পুরী—তৈলঘৃতাদিতে ভাজা রুটি, লুচি।

পুরিয়া—কাগজাদির মোড়ক, পত্রাদিদ্বারা মোড়া দ্রব্য। দেশজ। সং।

পুরী—১। ভবন, গৃহ; নগরী; দেহ। পুর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। উড়িষ্যা-প্রদেশান্তর্গত একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর; এই নগরে জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে; ইহা হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান।

পুরী জেলায় তিনটি সহর প্রধান—পুরী, পিপলী ও ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরে বিখ্যাত শিবমন্দির ও বিন্দুসরোবর অবস্থিত। জেলার ইতিহাস উড়িষ্যার সাধারণ ইতিহাসের সহিত জড়িত (উড়িষ্যা দেখ)। জেলাটি ১৮০৩ খৃঃ ইংরাজের হস্তে আসে। পুরীর রাজবংশ বংশানুক্রমে জগন্নাথ দেবের "ঝাড়ু বরদার"। ১৮৭৮ খৃঃ তৎকালীন রাজা নরহত্যা অপরাধে দ্বীপান্তরিত হন।

পুরী সহরস্থিত জগন্নাথদেবের মন্দির জগদ্বিখ্যাত। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিসম্বন্ধে প্রাচীন বৃত্তান্ত এইরূপ। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক জনেক রাজা স্বপ্নে অবগত হন যে নীলাচলে জগন্নাথ দেব নীলমাধব নামে বিরাজ করিতেছেন। এই মূর্ত্তির সন্ধানে রাজা বিদ্যাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বহু শবরের কুটীরে আশ্রয় লাভ করেন, পরে কৌশলে নীলমাধব মূর্ত্তির অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সংবাদ দেন। রাজা সসৈন্যে নির্দ্দিষ্টস্থলে উপস্থিত হইয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরে স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া মূর্ত্তি-স্থাপনোপযোগী মন্দির ব্রহ্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করান। পরে আবার স্বপ্নে জানিতে পারেন যে, দেবের দারুমূর্ত্তি সমুদ্রজলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বসু শবরের সাহায্যে এক খণ্ড কাষ্ঠ সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া আনা হইল, কিন্তু কোন শিল্পী তাহাতে যন্ত্রের দাগ বসাইতে সমর্থ হইল না। রাজা অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িলেন। এমন সময় বৃদ্ধ সূত্রধরবেশী জগন্নাথ দেব আসিয়া এক বিংশতি দিবসের মধ্যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইলেন। কথা হইল, নির্দ্দিষ্ট কতিপয় দিনের মধ্যে কেহ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে পাইবে না। কয়েক দিন পরে রাজা অধীর হইয়া মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন যে, রত্নবেদীর উপরে একটি অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে এবং শিল্পী অদৃশ্য হইয়াছে। বাধ্য হইয়া রাজা এই মূর্ত্তিটিই গ্রহণ করেন। পুরী-মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর আছে। নদীতীরে আঠার নালা রাজার আঠারটি পুত্রের লোকহিতৈষিতার সাক্ষ্য দিতেছে। রাজা স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে তাঁহার পুত্রগুলিকে লোকহিতার্থে উৎসর্গ করিতে হইবে। পুত্রগণ আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। রাজা নদীতে আঠারটি সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া প্রত্যেকের নিম্নে তাঁহার এক একটি পুত্রের শবদেহ প্রোথিত করেন।

আধুনিক ইতিহাসে ৩১৮ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ দেবকে সর্ব্ব প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৎসরে রক্তবাহু পুরী আক্রমণ করেন এবং পাণ্ডারা দেবমূর্ত্তি লইয়া প্রস্থান করেন। ন্যূনাধিক সার্দ্ধ শতাব্দী কাল মূর্ত্তিটি জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন; পরে জনৈক ভক্ত রাজা বৈদেশিকগণকে বিতাড়িত করিয়া উঁহাকে পুনরানয়ন করেন। কথিত আছে, তিনবার মূর্ত্তিটিকে চিল্কা হ্রদে লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। বঙ্গের পাঠানরাজ সোলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় নামক জনৈক হিন্দু দেবদ্বেষী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুসন্তান জগন্নাথকে পুড়াইয়া ফেলেন। কিন্তু পাণ্ডারা মূর্ত্তির অভ্যন্তরস্থ বিষ্ণুপঞ্জর উদ্ধার করিয়া নূতন মূর্ত্তি গঠন করাইয়া তন্মধ্যে স্থাপিত করে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, বর্ত্তমান মন্দিরটি

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বৎসরের পরিশ্রম ফলে রাজা অনঙ্গ ভীমদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি সেই সময়ে উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। ব্রহ্মহত্যা পাতকের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে ইনি দেবালয়, সেতু, ঘাট প্রভৃতি অনেক সাধারণহিতকর ও পুণ্য কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করেন; জগন্নাথদেবের মন্দির তাঁহাদের অন্যতম। শেষ বয়সে চৈতন্যদেব এই পবিত্র পুরীধামে বাস করিতেন। ভাবের উচ্ছ্বাসে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তিনি অন্তর্হিত হন।

পুরী হিন্দুধর্ম্মের অদ্ভুত লীলাক্ষেত্র। স্থানটি কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি অদ্বৈতবাদী, সকলেরই চক্ষে সমভাবে পবিত্র। এখানে শঙ্করাচার্য্য-স্থাপিত চারিটি মঠের অন্যতম মঠ বিদ্যমান। মন্দির-প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মন্দির বিরাজিত—শক্তিস্বরূপিণী বিমলাদেবী তন্মধ্যে একটি। এখানে জাতিভেদ প্রথা নাই। একাদশীর দিনে হিন্দুবিধবার উপবাস করিতে হয় না। মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে কণারক হইতে আনীত অরুণস্তম্ভ প্রোথিত। মন্দিরচত্বরের এক পার্শ্বে সুবৃহৎ রন্ধনশালা; অপরদিকে 'আনন্দ বাজার'—এখানে অন্নপ্রসাদ বিক্রীত হয়। মন্দিরের বার্ষিক আয় অন্যূন নয় লক্ষ টাকা। মন্দিরের কার্য্য পরিচালনের ভার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি সমিতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা কয়েক দিন যাবৎ অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। স্নানযাত্রা মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত উচ্চ বেদীর উপরে সম্পন্ন হয়। তাহার পর মূর্ত্তিত্রয়ের (জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার) অঙ্গরাগ হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে "নবকলেবর" বা "নবযৌবন" হয়; অর্থাৎ নূতন কাষ্ঠে মূর্ত্তিত্রয় গঠিত হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় লক্ষ নরনারী সমবেত হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, পুরীতে জাতিভেদ-রাহিত্য প্রভৃতি আচারের অনুষ্ঠান বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। প্রায় দশ শতাব্দী যাবৎ পুরী এবং উড়িষ্যার অপরাপর অংশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ভুবনেশ্বর-সন্নিহিত খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, জগন্নাথদেব বুদ্ধ মূর্ত্তির রূপান্তর এবং রথযাত্রাও বৌদ্ধগণের রথোৎসবেরই অনুকরণ। বুদ্ধদেবের একটি দন্ত বহুদিন যাবৎ পুরীতে রক্ষিত ছিল, পরে উহা সিংহলে প্রেরিত হয়।

পুরী সমুদ্রকূলে অবস্থিত; যাত্রিগণের "ঢেউ" খাওয়া অন্যতম পুণ্যকর্ম্ম। পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে সাক্ষীগোপাল ষ্টেসনে নামিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া না আসিলে পুরীতীর্থগমন সফল হয় না বলিয়া যাত্রিগণের বিশ্বাস। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, যাঁহার মন্দির এমন সুশিল্পকার্য্য-সমন্বিত, তাঁহার মূর্ত্তি এরূপ অসম্পূর্ণ কেন? তদুত্তরে কোন চিন্তাশীল লেখক বলেন যে, এই মূর্ত্তিটি "অপাদপাণি" নিরাকার ব্রহ্মভাব ভক্তের মনে অঙ্কিত করিবার উদ্দেশে এভাবে গঠিত।

পুরীতৎ—অন্ত্র। পুরী (শরীর)—তন (বিস্তৃত করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

পুরীষ—মল, বিষ্ঠা। পৄ (পূরণ করা, পালন করা)+ঈষন্ ক। সং; ক্লী।

পুরু—১। পর্য্যাপ্ত, প্রচুর। পৄ (পূর্ণ করা)+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। দেবলোক; পরাগ; দৈত্যবিশেষ। সং; পু। ৩। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি, যযাতির পুত্র। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। যযাতি ব্রহ্মশাপে অকালে জরা-গ্রস্ত হইলে, তিনি পুত্রগণকে তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে বলিলেন। প্রথম চারি পুত্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, মহানুভব পিতৃবৎসল পুরু অম্লানবদনে স্বীয় যৌবন পিতাকে প্রদান করিয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকালের পর যযাতি ইঁহাকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া আপনার জরা পুনর্গ্রহণ করেন, এবং অপর পুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া পুরুকে সিংহাসন প্রদান করেন।

৪। জনৈক নৃপ; ইংরেজী ইতিহাসে ইঁহার নাম পোরস্ (Porus) লিখিত হইয়াছে; ইনি ভুবনবিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি-লাভ করেন। [দেশজ। বিণ।

পুরু—স্থূল, মোটা; গাঢ়, ঘন; থকথকে।

পুরুখ—পুরুষ। প্রা, ক। সং।

পুরুৎ, পুরুত—পুরোহিত শব্দের অপভ্রংশ।

পুরুদ—স্বর্ণ। পুরু (প্রচুর)—দা (দান করা) +ড ক। সং; ক্লী।

পুরুদংশাঃ (—শস্)—পুরন্দর, ইন্দ্র। পুরু(দৈত্য-বিশেষ)—দনশ্+অস্ ক। সং; পু।

পুরুধা—বহুপ্রকারে। পুরু শব্দ (বহু)+ধাচ্ প্রকারার্থে। বা।

পুরুভুজ—কীটবিশেষ। পুরু (বহু) ভুজ যাহার, বহু। সং; পু। এই কীটকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে উহার প্রত্যেক খণ্ড হইতে এক একটী পুরুভুজ জন্মে। উহাদের দেহের দৈর্ঘ্য এক বুরুল। কিন্তু যখন ইহারা শরীর সঙ্কুচিত করে, তখন উহার পরিমাণ ১ বুরুলের ১২ ভাগের ১ ভাগ হয়। ইহার দীর্ঘাকৃতি দেহের একদিকে মস্তক অপর দিকে পুচ্ছ। মস্তকের চারিদিকে হাত। এই হাতের সংখ্যা ৬, ৮, ১০ বা তাহারও অধিক হয়। এই হাত দিয়া ইহারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। ইহাদের সন্তানজননের প্রণালী এইরূপ,—সন্তান প্রথমতঃ দেহের উপর ব্রণাকারে জন্মিয়া বাড়িতে থাকে, এবং প্রায় দুই দিনে সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া দেহ হইতে খসিয়া পড়ে। ইহারা স্রোতোবিশিষ্ট নদীজলে প্রস্তর বা কাষ্ঠাদিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং পতঙ্গ ভক্ষণ করে। ট্রেম্বলি নামক জনেক ইংরাজ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইহার গুণাদি নিরূপণ করেন।

পুরূরবাঃ—১। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ২। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধদেবতা। পুরূরবাঃ দেখ। সং।

পুরুষ—১। নর; পুংজাতীয় জীব; আত্মা; বিষ্ণু; ঈশ্বর। পুর (অগ্রে গমন করা)+কুষন্ ক। ২। অশ্বাদির অবস্থাবিশেষ, পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া অগ্রপদদ্বয়ের উত্তোলন। পুর+কুষন্ ভা। সং; পু।

পুরুষকার—পুরুষত্ব, পৌরুষ, উৎসাহ; উদ্যম, চেষ্টা। পুরুষ—কৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পুরুষত্ব—পুরুষের ভাব বা ধর্ম্ম; পৌরুষ; বীর্য্য; উৎসাহ। পুরুষ+ত্ব ভাবে। সং; পু।

পুরুষপুঙ্গব, পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষশার্দ্দূল, পুরুষসিংহ—নরশ্রেষ্ঠ। পুরুষ পুঙ্গব, ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল, বা সিংহ প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

পুরুষপ্রকৃতি—১। প্রকৃতি ঈশ্বর ও তচ্ছক্তি মায়া; স্ত্রীপুরুষ। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। ২। পুরুষের স্বভাব। ৬তৎ সং; স্ত্রী। ৩। পুরুষের ন্যায় স্বভাববিশিষ্টা (স্ত্রী)। পুরু-ষের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

পুরুষপ্রধান—পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ। পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পুরুষমাত্র—পুরুষপ্রমাণ; কেবলই পুরুষ। পুরুষ+মাত্রট্ পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি।

পুরুষর্ষভ—পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ। পুরুষগণের মধ্যে ঋষভ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পুরুষশ্রেষ্ঠ—পুরুষপ্রধান। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পুরুষসাহচর্য্য—পুরুষ সহবাস, পুরুষের সহিত একত্র থাকা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পুরুষসুলভ—যাহা পুরুষমানুষে সহজেই পাওয়া যায় বা দেখা যায়; পুরুষোচিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পুরুষানুক্রমে—প্রপিতামহ পিতামহ পিতা প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের ক্রমানুসারে, পুরুষ-পরম্পরায়। বহু। ক্রি-বিণ।

পুরুষার্থ—পুরুষের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ

প্রয়োজন; সুখ; মুক্তি। পুরুষের অর্থ (প্রয়োজন), ৬তৎ। সং; পু।

পুরুষোচিত—পুরুষের উপযুক্ত, পুরুষযোগ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

পুরুষোত্তম—পুরুষশ্রেষ্ঠ; বিষ্ণু; পুরীধামে বিরাজিত জগন্নাথ। পুরুষগণের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। সং; পু।

পুরুহ—প্রচুর, অধিক। পুরু (অধিক)—হন (গমন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

পুরুহূত—ইন্দ্র। পুরু (দৈত্যবিশেষ) কর্তৃক হূত (আহূত), ৩তৎ। সং; পু।

পুরূরবাঃ (—রবস্)—চন্দ্রবংশীয় প্রথম নরপতি। চন্দ্রতনয় বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়; শত অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন; দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইঁহার মৈত্রী ছিল। দেবাসুর সংগ্রামে ইনি দেবতাদিগের সাহায্য করিতেন। উর্বশী ইন্দ্রশাপে মর্ত্যলোকে আসিয়া কিছুকাল ইঁহার ভার্য্যাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার আয়ুঃ প্রভৃতি ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। ইনি পরম বিষ্ণুভক্ত ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। পুরু—রু (শব্দ করা)+অস্ র্ম। সং; পু।

পুরোগ, পুরোগম—অগ্রগামী; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। পুরস্ শব্দ (অগ্রে)—গম (যাওয়া)+ড, অন্ ক। বিণ; ত্রি।

পুরোগামী (—গামিন্)—অগ্রগামী; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। পুরস্ (অগ্রে)—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পুরোগামিনী।

পুরোচন—দুর্য্যোধনের যবন মন্ত্রী। পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্য্যোধন ইহাকে তথায় জতুগৃহনির্ম্মাণ জন্য প্রেরণ করেন। ধর্ম্মপ্রাণ বিদুর ইহাদের মন্ত্রণা জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিতে সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া সতর্ক করিয়া দেন। অতঃপর, ভীম জতুগৃহে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক জননী ও ভ্রাতৃগণসহ পলায়ন করিলে, দুর্বৃত্ত পুরোচন তাহাতেই ভস্মীভূত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। সং।

পুরোজন্মা (—জন্মন্)—অগ্রে জাত, অগ্রজ। পুরঃ (অগ্রে) জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

পুরোডাশ—যজ্ঞীয় ঘৃত; হুতশেষ; পিষ্টক। পুরস্ (অগ্রে)—দাশ+অন্ অধি। সং; পু।

পুরোধাঃ (—ধস্)—পুরোহিত, ঋত্বিক্। পুরস্—ধা+অস্ র্ম বা ক। সং; পু।

পুরোভাগী (—ভাগিন্)—দোষমাত্রদর্শী, কেবল দোষমাত্র গ্রহণকারী, যে কেবল দোষই দেখিতে পায় এরূপ। পুরস্—ভজ (সেবা করা)+ঘিণুন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —গিনী।

পুরোমহিলা—পুরনারী, অন্তঃপুরস্থিতা রমণী। পুরঃস্থিতা মহিলা, মধ্য কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পুরোবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—অগ্রবর্ত্তী, সম্মুখস্থিত। পুরস্—বৃত্ (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পুরোবর্ত্তিনী।

পুরোহিত—পুরোধাঃ; যাজক; ধর্ম্মকর্ম্মাদিকারক; শ্রাদ্ধযজ্ঞাদি কারয়িতা, ঋত্বিক্। পুরস্ (অগ্রে)—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম; পুরঃ হিত অর্থাৎ সম্মানিত হন যিনি। সং; পু।

পুল—১। পুলক (সকল অর্থে)। পুলক দেখ। পুল্+ক ক। সং বা বিণ। ২। সেতু, সাঁকো। বৈদে। সং।

পুলক—১। রোমোদ্ভেদ, রোমাঞ্চ; আহ্লাদ, কপাটের গুল। পুল শব্দ+কণ্। সং; পু। ২। বৃহৎ, বিপুল। বিণ; ত্রি।

পুলককণ্টকিত—আনন্দে রোমাঞ্চিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কণ্টকিতা।

পুলকিত—রোমাঞ্চিত; আহ্লাদিত। পুলক+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

পুলকী (—কিন্)—১। পুলকযুক্ত; রোমাঞ্চিত। পুলক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পুলকিনী। ২। কদম্ববৃক্ষবিশেষ। সং; পু।

পুলকোচ্ছ্বাস—পুলক জন্য স্ফীতি, সাতিশয় হর্ষজন্য রোমোদ্গম। পুলক জনিত উচ্ছ্বাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পুলটিস্—স্বেদজনক প্রলেপবিশেষ। ইংরাজী Poultice শব্দের অপভ্রংশ।

পুলস্তি—পুলস্ত্য ঋষি [পুলস্ত্য দেখ]। পুল—অস (ক্ষেপণ করা)+তি র্ম। সং; পু।

পুলস্ত্য—সপ্তর্ষির একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি সুমেরুশিখরের পার্শ্বদেশে তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমসান্নিধ্যে অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করিতেন। তথায় অপ্সরাঃ ও ঋষিতনয়ারা মিলিত হইয়া সময়ে সময়ে নৃত্যগীতবাদ্যাদি করিতেন। ইহাতে তপস্যার ব্যাঘাত হওয়ায় পুলস্ত্য এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর যে রমণী এ স্থানে আমার নয়নপথবর্ত্তিনী হইবে, সেই তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হইবে। দৈবক্রমে তৃণবিন্দু-নন্দিনী হবির্ভূ ইঁহার দৃষ্টিগোচরে আসায় অন্তঃসত্ত্বা হন। অনন্তর, তৃণবিন্দুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুলস্ত্য তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার বিশ্রবাঃ নামক পুত্রের জন্ম হয়। এই বিশ্রবাঃ মুনি রাবণাদির পিতা। পুল শব্দ—স্ত্যৈ (বেষ্টন করা)+ক র্ম। সং; পু।

পুলহ—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি কর্দ্দম মুনির কন্যা মহর্ষি কপিলের ভগিনী গতির পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার সহিষ্ণু প্রভৃতি তিন পুত্রের জন্ম হয়। পুল শব্দ—হা (ত্যাগ করা)+ড র্ম। সং; পু।

পুলাক—তুচ্ছ ধান্য, শস্যহীন ধান্য, চিটাধান, আগড়া; সংক্ষেপ; অন্নমণ্ড; ভক্তশিক্থক; ক্ষিপ্র। পুল শব্দ—অক (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু। [সং; পু।

পুলাকী (—কিন্)—বৃক্ষ। পুলাক+ইন্।

পুলায়িত—অশ্বের গতিবিশেষ। পুল+ক্য (—পুলায় নামধাতু)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

পুলি, পুলী—১। পুলিকা, হরীতকীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পিঠা। দেশজ। সং। ২। পায়ুর অভ্যন্তর। দেশজ। সং।

পুলিন—জলোত্থিত সৈকতভূমি; তীরের যে অংশ বালুকাময় ও যে পর্য্যন্ত জোয়ারের জল উঠে, চর, দ্বীপ। পুল (বৃদ্ধি পাওয়া)+ইন ক। সং; ক্লী।

পুলিন্দ—উৎকলপর্ব্বতবাসী ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। পুল+কিন্দ ক। সং; পু। [শিক। সং।

পুলিন্দা—পুঁটুলি, বুঁচকি, ছোট গাঁঠরি। বৈদে-

পুলিপলাং—দ্বীপান্তর, দ্বীপচালান। সং।

পুলিশ, পুলিস—দেশের শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারিগণ, বা তৎসংক্রান্ত বিভাগ। ইং (police)।

পুলোমজা—ইন্দ্রপত্নী শচী; ইন্দ্রাণী। উপ; পুলোমন্ (পুলোমা ঋষি)—জন (জন্মা)+ড ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পুলোমা (—মন্)—১। জনৈক ঋষি, কশ্যপের পুত্র এবং ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর পিতা। রাবণ স্বর্গ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিলে যে ভয়ানক সমর হয়, তাহাতে রাবণতনয় মেঘনাদ ও ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত পরস্পর জয়কামনায় দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মেঘনাদ মায়াবলে রণস্থল তমসাচ্ছন্ন করিয়া জয়ন্তকে কাতর করিলে, পুলোমা দৌহিত্রকে লইয়া পলায়ন করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, দেবরাজ ইঁহার কন্যাকে বলাৎকার করিলে, ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, এবং সেই শাপ বিমোচনের নিমিত্ত ইন্দ্র শ্বশুরকে বিনষ্ট করেন। সং; পু।

২। ভৃগু মুনির ভার্য্যা। একদা মুনিবর স্নানার্থে গমন করিলে, এক রাক্ষস পুলোমাকে একাকিনী পাইয়া হরণ করে। তৎকালে ইনি গর্ভিণী ছিলেন। ইনি রোদন করিতে করিতে কাতর হইয়া সন্তান প্রসব করেন। সদ্যঃপ্রসূত শিশু জননীর দুর্দ্দশা দর্শনে ব্রহ্মতেজে রাক্ষসকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। অতঃপর পুলোমা পুনরায় পতির সহিত মিলিত হন। সেই শিশুই সুপ্রসিদ্ধ চ্যবন ঋষি। সং; স্ত্রী।

পুলোমারি—ইন্দ্র। পুলোমার অরি (পুলোম+অরি), ৬তৎ। সং; পু।

পুলটিশ—তিসী, গমের চকল প্রভৃতি জলে

নরম ও কোমল করিয়া তাহার প্রলেপ। ইং (poultice)। সং।

পুষা—পোষণ করা, পালন করা, পালা, বশ করা, পোষ মানান। ক্রি। পুষ্ ধাতুজ।

পুষিত—বৰ্দ্ধিত; পুষ্ট; সংরক্ষিত; পালিত। পুষ (পোষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পুষ্কর—১। জল; পদ্মকোষ; ব্যোম; খড়্গ-ফলক; যুদ্ধ; বাণ; তীর্থবিশেষ*; দ্বীপ-বিশেষ [সপ্তদ্বীপ দেখ]; কুষ্ঠৌষধবিশেষ; হস্তিশুণ্ডাগ্র; বাদ্যভাণ্ড মুখ। পুষ (পোষণ করা)+করন্ ক। সং; ক্লী। ২। সারস-পক্ষী; বরুণের পুত্র; মেঘবিশেষ; রোগ-বিশেষ; নাগবিশেষ; নৃপবিশেষ। সং; পু। ৩। পুণ্যশ্লোক মহারাজ নলের ভ্রাতা দৈববিনিয়োগে নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিলে, নল অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন। কিছুকাল পরে কলি শরীর হইতে নির্গত হইলে, নল পুনরায় ইঁহার সহিত দ্যূতে প্রবৃত্ত হন। এবার পুষ্কর পরাজিত হইয়া নলকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া পুনর্মূষিক হন। সং; পু।

* এই তীর্থস্থানটি রাজপুতানা প্রদেশে আজমীর জেলায়, আজমীর সহরের ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। "পুষ্করো দুষ্কর-তীর্থং" বলিয়া অভিহিত। কারণ ইহা হিংস্র-পশুসমাকুল পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে যাইতে যাত্রিগণকে বিশেষ-ভাবে কষ্ট সহ্য করিতে হইত। অধুনা "রক্গাইড" (Rock guide) নামধেয় একপ্রকার টম্‌টম্ গাড়ীযোগে অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্ট ভোগ করিয়া পার্ব্বত্য পথ অতি-ক্রম করা যাইতে পারে। পুষ্কর হ্রদ আদি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে এই হ্রদে ব্রহ্মা স্নান করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অনেক মুনিঋষি এইখানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। হ্রদটীর চতুর্দ্দিকে ঘাট আছে। মহারাণী অহল্যাবাই এই ঘাটগুলি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। হ্রদের চতুর্দ্দিকে অনেক রাজার অট্টালিকা বিরাজ-মান। ভারতমধ্যে কেবল পুষ্করেই ব্রহ্মার মন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে প্রধান মন্দিরের সংখ্যা পাঁচটি,—ব্রহ্মার, সাবিত্রীর, বদ্রী-নারায়ণের, বরাহের, এবং আত্মেশ্বর শিবের। সাবিত্রীর মন্দিরটি পুষ্করতীর্থের ১ মাইল পশ্চিমে পাহাড়ের শিখর দেশে বিরাজিত। অন্যূন ২৩০টি ধাপ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দির-মধ্যে গায়ত্রী দেবীও অধিষ্ঠিতা। পুষ্কর হ্রদে স্নান করিলে মহাপুণ্যের সঞ্চয় হয়; কারণ এই হ্রদে সকল তীর্থই অবস্থিত। তীর্থে বৃন্দাবনের ন্যায় বানরের উৎপাত দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বৃহদাকার হনুমানেরা পুরা-কালে ঋষিদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিত। ঋষি-গণের অভিশাপে তাহাদের বংশধরগণ অধুনা খর্ব্বকায় মর্কটরূপে এখানে অবস্থান করিতেছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এখানে যে মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোক সমাগত হইয়া থাকে।

পুষ্করাখ্য—সারসপক্ষী। পুষ্কর আখ্যা (আখ্যা) যাহার, বহু। সং; পু।

পুষ্করিণী—পদ্মযুক্ত সরোবর; (সাধারণতঃ) সরসী, পুকুর; হস্তিনী; স্থলপদ্মিনী; সরোজিনী। পুষ্কর+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পুষ্করী (পুষ্করিন্)—হস্তী। পুষ্কর+ইন্। সং; পু।

পুষ্কল—১। ভরতের পুত্রের নাম। সং; পু। ২। শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট; অধিক; উপস্থিত; পূর্ণ; বহু। পুষ (পোষণ করা)+কলন্ ক। ৩। পশুরি; পরিমাণবিশেষ, অষ্টকুঞ্চি অর্থাৎ ৬৪ মুটো। সং; ক্লী।

পুষ্ট—১। কৃতপোষণ; পালিত; বৰ্দ্ধিত। পুষ (পোষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। পুষ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুষ্টা।

পুষ্টি—১। পোষণ; পালন; বৃদ্ধি। পুষ (পোষণ করা)+ক্তি ভা। সং; ক্লী।

পুষ্টিকর, পুষ্টিজনক—শরীরের পোষণসাধক, পোষক; বৃদ্ধিকারক; স্থূলতাজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী,—জনিকা।

পুষ্টিসাধন—১। পোষণসম্পাদন; বৃদ্ধিকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। পুষ্টিকর, বৃদ্ধিজনক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সাধনী।

পুষ্প—কুসুম, ফুল; স্ত্রীরজঃ, নেত্ররোগবিশেষ; প্রকাশ; কুবেরের রথ। পুষ্প (বিকসিত হওয়া)+অন্ ক। সং; ক্লী।

পুষ্পক—কুবেরের রথ; মৃৎশকটী; পিত্তল; রত্নকঙ্কণ; নেত্ররোগবিশেষ। পুষ্প+কন্। সং; ক্লী।

পুষ্পকরণ্ডক—ফুলের সাজি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পুষ্পকীট—ভ্রমর; ফুলের পোকা। ৬তৎ। সং।

পুষ্পকেতন, পুষ্পকেতু—কন্দর্প, মদন। বহু। সং; পু।

পুষ্পগিরি—মাল্যবান্ পৰ্ব্বত। সং; পু।

পুষ্পঘাতক—বংশ, বাঁশ। পুষ্প ঘাতক যাহার, বহু; বাঁশের ফুল ফুটিলেই বাঁশ শুকাইয়া যায়। সং; পু।

পুষ্পচন্দন—ফুল ও চন্দন, চন্দন মাখান ফুল। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

পুষ্পচয়ন—কুসুম সংগ্রহ, ফুল তুলা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পুষ্পচাপ—১। কন্দর্প, মদন। বহু। ২। পুষ্প-রচিত ধনু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

পুষ্পজ—১। পুষ্পরস, মধু। পুষ্প জন—জন (জন্মা)+ড ক। সং; ক্লী। ২। কুসুম-জাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পুষ্পজা।

পুষ্পদ—কুসুমদায়ক, ফুলদানকারী। উপ; পুষ্প—দা+ড ক। বিণ; ত্রি।

পুষ্পদন্ত—১। বায়ুকোণের হস্তী; নাগবিশেষ; বিদ্যাধরবিশেষ। পুষ্প বা পুষ্পের ন্যায় হই-য়াছে দন্ত যাহার, বহু। সং; পু। ২। শিবানুচর গন্ধর্ব্ববিশেষ। পার্ব্বতীর সহচরী জয়া ইঁহার পত্নী। ইনি গোপনে শিবদুর্গার কথোপকথন শ্রবণাপরাধে মর্ত্তে বররুচি নামে জন্মগ্রহণ করেন। একদা শিবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করায় খেচরত্ব হইতে বঞ্চিত হন। পরে স্তবদ্বারা আশুতোষকে তুষ্ট করিয়া পুনরায় খেচরত্ব লাভ করেন। ঐ স্তব মহিম্ন স্তব নামে খ্যাত।

পুষ্পদাম (—দামন্)—১। কুসুমমালা, ফুলের মালা। পুষ্পরচিত দাম, মপী কর্ম্মধা। ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

পুষ্পদ্রব—ফুলের মধু, মকরন্দ। ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পধন্বা (—ধন্বন্)—কন্দর্প, মদন, কামদেব। পুষ্প ধনুঃ যাহার, বহু। সং; পু।

পুষ্পন্ধয়—ভ্রমর, অলি। পুষ্প—ধে (পান করা)+খশ্ ক। সং; পু।

পুষ্পপত্রী—কামদেব, মদন। পুষ্প হইয়াছে পত্রী (বাণ) যাহার, বহু। সং; পু।

পুষ্পপথ—স্ত্রীলোকের রজোনিঃসরণের পথ, যোনি, ভগ। ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পপল্লব—১। ফুল ও পাতা। দ্বন্দ্ব। ২। ফুলের পাপড়ি। ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পপাত্র—পুষ্পাধার, ফুলপূর্ণ পাত্র। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পুষ্পপুর—পাটলিপুত্রনগর, কুসুমপুর, পদ্মপুর, রাজগৃহ। বৰ্ত্তমান পাটনা সহরের নিকট-বর্ত্তী কুমরাহার নামক স্থান। ধনকুবের রতনতাতার ব্যয়ে এখানে যে খনন কার্য্য হইয়াছে, তাহার ফলে মৌর্য্যযুগের পাটলি-পুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হই-য়াছে। এই মহানগর পুরাকালে গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। শোণের প্রাচীনগর্ভ এখনও কুমরাহারের উপকণ্ঠে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু শোণ ও গঙ্গা উভয়েই এখন উক্তস্থান হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। সং, ক্লী।

পুষ্পমঞ্জরি—ফুলের মুকুল, ফুলের বোঁটা; ফুলের শীষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পুষ্পমাস—বসন্তকাল; চৈত্রমাস। ৬তৎ। সং।

পুষ্পরজঃ (—রজস্)—কুসুমরেণু, ফুলের পরাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পুষ্পরথ—১। ক্রীড়ারথ, বিহার-শকট। পুষ্প-তুল্য (সুন্দর) রথ, মপী কর্ম্মধা। ২। কুসুম-ময় রথ বা শকট, ফুল দিয়া সাজান

গাড়ী। পুষ্পরচিত রথ, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুষ্পরস—মকরন্দ, মধু। ৬তৎ। সং ; পু।

পুষ্পরাগ—পদ্মরাগমণি। পুষ্পের রাগের ন্যায় রাগ (রঙ) যাহার, বহু। সং ; পু।

পুষ্পরেণু—পরাগ। ৬তৎ। সং ; পু।

পুষ্পলাবী (–লাবিন্)—মাল্যকার, মালী। পুষ্প –লূ (ছেদন করা)+ণিন্ ক। সং ; পু।

পুষ্পলিহ্—মধুকর, ভ্রমর। পুষ্প–লিহ্ (লেহন করা)+ক ক। সং ; পু।

পুষ্পবতী—রজস্বলা, ঋতুমতী। পুষ্প+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুষ্পবাটিকা, পুষ্পবাটী—কুসুমোদ্যান, ফুলের বাগান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পুষ্পবাণ, পুষ্পশর—১। ফুলবাণ। পুষ্পই যে বাণ বা শর, কর্ম্মধা। ২। কন্দর্প, মদন। পুষ্প হইয়াছে বাণ, বা শর যাঁহার, বহু। সং ; পু।

পুষ্পবৃষ্টি—পুষ্পবর্ষণ, উপর হইতে ফুল ছড়াইয়া ফেলা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পুষ্পসব—পুষ্পরস, মকরন্দ, মধু। প্রা, ক।

পুষ্পসময়—বসন্তকাল। ৬তৎ। সং ; পু।

পুষ্পসার—পুষ্পদ্রব ; মকরন্দ, মধু ; পুষ্পনির্যাস, সুগন্ধি দ্রব্য। ৬তৎ। সং ; পু।

পুষ্পসৌরভ—ফুলের সদ্গন্ধ, ফুলের সুবাস। ৬তৎ। সং ; পু।

পুষ্পহাস—বিষ্ণু। পুষ্পের ন্যায় হাস (বিকাশ) যাহার, বহু। সং ; পু।

পুষ্পহাসা—রজস্বলা, ঋতুমতী। পুষ্পের হাসের ন্যায় হাস (প্রকাশ) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

পুষ্পাগম—বসন্তকাল। পুষ্পের আগম হয় যে সময়ে, বহু। সং ; পু।

পুষ্পাজীব—মালাকার, মালী। পুষ্প হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং ; পু।

পুষ্পাঞ্জলি—কুসুমাঞ্জলি, প্রসূনাঞ্জলি, এক অঞ্জলি ফুল। পুষ্পের অঞ্জলি, ৬তৎ। সং।

পুষ্পাধার—পুষ্পপাত্র, সাজি। ৬তৎ। সং ; পু।

পুষ্পাভরণ—পুষ্পালঙ্কার, ফুলের গহনা। পুষ্প রচিত আভরণ, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পুষ্পাভরণা—পুষ্পালঙ্কারশোভিতা, ফুলের গহনায় সজ্জিতা ; ফুলরূপ গহনায় ভূষিতা। পুষ্প আভরণ যে স্ত্রীর, অথবা পুষ্প আভরণ-স্বরূপ যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

পুষ্পায়ুধ, পুষ্পাস্ত্র—কন্দর্প, মদন। পুষ্প হইয়াছে আয়ুধ বা অস্ত্র যাঁহার, বহু। সং ; পু।

পুষ্পালঙ্কার—পুষ্পাভরণ, ফুলের গহনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুষ্পাবচায়ী (–চায়িন্)—মালাকার, মালী জাতি। পুষ্প–অব–চি (চয়ন করা)+ণিন্ ক। সং ; পু।

পুষ্পাসব—মকরন্দ, মধু। পুষ্পের আসব (মদিরা), ৬তৎ। সং ; পু।

পুষ্পিকা—দন্তমল ; লিঙ্গমল ; অধ্যায়াদির শেষে গ্রন্থকারের নামোল্লেখাদিপূর্ব্বক সমাপ্তি সূচক বাক্য, ভণিতা ; ঝিল্লীবিশেষ। পুষ্প শব্দ+কণ্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পুষ্পিত—১। জাতপুষ্প ; পুষ্পবিশিষ্ট ; কুসুমিত। পুষ্প শব্দ+ইত জাতার্থে। ২। প্রকাশিত। পুষ্প (বিকসিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পুষ্পিতা।

পুষ্পিতা—কুসুমিতা ; ঋতুমতী, রজস্বলা। পুষ্প +ইত জাতার্থে+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুষ্পেষু—কামদেব, মদন। পুষ্প হইয়াছে ইষু (বাণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

পুষ্পোদ্গম—পুষ্পোৎপত্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

পুষ্পোদ্যান—ফুলের বাগান। পুষ্প-প্রধান উদ্যান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পুষ্য, পুষ্যা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র-মধ্যে অষ্টম নক্ষত্র ; পৌষমাস। পুষ (পোষণ করা)+ক্যপ্ ক ; ২য় পক্ষে, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

পুষ্যরথ—ক্রীড়ারথ, ভ্রমণার্থ বা উৎসব পরিদর্শনার্থ রথ। পুষ্যতুল্য (সুন্দর) রথ, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুস্ত—১। লিপি, লেখন প্রভৃতি শিল্পকর্ম। পুস্ত (বন্ধন করা)+অল্ ভা। ২। গ্রন্থ, বহি, পুঁথি। পুস্ত+অল্ র্ম। সং ; ক্লী। ৩। আফগানিস্থানের সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য জাতির ভাষা। বৈদেশিক। সং।

পুস্তক—গ্রন্থ, বহি, পুঁথি। পুস্ত দেখ ; পুস্ত+কণ্। সং ; ক্লী।

পুস্তকর্ম্ম (–কর্ম্মন্)—লিপি, চিত্র প্রভৃতি শিল্প কাজ। পুস্তই যে কর্ম্ম, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পুস্তকর্ম্মা (–কর্ম্মন্)—শিল্পকর্ম্মী, শিল্পকার, শিল্পী। পুস্তই কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ ; বা সং ; পু বা স্ত্রী।

পুস্তকাগার—গ্রন্থাগার, বহির ঘর, লাইব্রেরী। ৬তৎ। সং ; পু।

পুস্তকালয়—পুস্তকাগার, বহির ঘর, লাইব্রেরী। ৬তৎ। সং ; পু।

পুস্তিকা, পুস্তী—গ্রন্থ, বহি, পুঁথি। পুস্তিকা—পুস্তক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। পুস্তী—পুস্ত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পুস্তিন্—মেষচর্ম্ম-নির্ম্মিত গাত্রবস্ত্র। বৈদেশিক। সং।

পুহপ—পুষ্প, ফুল। প্রা, ক।

পুহবি—পৃথিবী। প্রা, ক।

পুহু—পুনর্ব্বার ; প্রভু। প্রা, ক।

পূগ—১। রাশি, সমূহ ; গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ ; কাঁটাল গাছ ; ভাব ; ছন্দ। পূ (শোধন করা)+গক্ ণ। সং ; পু। ২। গুবাক, সুপারি। সং ; ক্লী।

পূগকৃত—সঞ্চীকৃত, রাশীকৃত, স্তূপাকারে স্থাপিত। পূগ (সমূহ)–কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –কৃতা।

পূঁজ, পূঁয—স্ফোটকাদির ক্লেদ। পূয শব্দজ।

পূজক—পূজাকারক, আরাধক, উপাসক। পূজ্ +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পূজিকা।

পূজন—পূজা, অর্চ্চনা, আরাধনা। পূজ্ (পূজা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পূজনীয়, পূজ্য—সেব্য ; পূজার যোগ্য, আরাধ্য ; উপাস্য। পূজ্ (পূজা করা)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পূজনীয়া, পূজ্যা।

পূজা—১। অর্চ্চনা, আরাধনা, উপাসনা ; প্রশংসা ; স্তুতি। পূজ্ (পূজা করা)+অ ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। পূজা করা, আরাধনা করা, উপাসনা করা। ক, প্র। ক্রি।

পূজাগৃহ—উপাসনা-গৃহ, পূজা করিবার ঘর। পূজার নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

পূজারি, পূজারী—দেববিগ্রহ-পূজক, দেবল ব্রাহ্মণ। দেশজ। সং।

পূজার্হ—পূজার যোগ্য, পূজ্য, পূজনীয় ; মান্য। পূজার অর্হ (যোগ্য), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পূজাহ্নিক—দেবপূজা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য্য ; প্রাত্যহিক দেবারাধনা। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

পূজি—পূজা কার বা করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

পূজিত—অর্চ্চিত ; আরাধিত, স্তুত ; প্রশংসিত ; সম্মানিত ; আদৃত। পূজ (পূজা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পূজিতা।

পূজিতব্য—পূজ্য, পূজনীয় (তাহা দেখ)। পূজ্ +তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি।

পূজোৎসব—দেবপূজারূপ আনন্দজনক ব্যাপার। পূজা-নিমিত্তক উৎসব, মপী কর্ম্মধা। সং।

পূজোপহার—পূজার উপকরণ। ৬তৎ। সং ; পু।

পূজ্য—পূজনীয় দেখ।

পূজ্যপাদ—পূজনীয়, আরাধ্য (পিতা, গুরু প্রভৃতি)। পূজ্য হইয়াছে পাদ (চরণ) যাঁহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –পাদা।

পূত—১। দুর্গন্ধযুক্ত। পূয্ (দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া) +ক্ত ক। ২। পবিত্র ; শুদ্ধ ; নির্ম্মল, পরিষ্কৃত ; সত্য। পূ (শোধন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পূতা।

পূতক্রতায়ী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। পূতক্রতু শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পূতক্রতু—ইন্দ্র। পূত হইয়াছে ক্রতু (যজ্ঞ) যাহার, বহু। সং ; পু।

পূতদ্রু—পলাশ গাছ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পূতধান্য—তিল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পূতনা—হরীতকী ; গন্ধমাংসী ; বালকমাতৃকাবিশেষ ; বালরোগবিশেষ, পেঁচো পাওয়া ; দানবীবিশেষ, বকাসুরের ভগিনী [মথুরারাজ কংস কৃষ্ণের প্রাণবধার্থে ইহাকে ব্রজধামে প্রেরণ করেন ; দানবী নিজ স্তনে বিষ মাখাইয়া শিশু কৃষ্ণকে পান

করিতে দিলে, কৃষ্ণ তাহা এমন সবলে আকর্ষণ করেন যে, তাহাতেই দানবী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়]। পূত+ণিচ্ (=পূতি নাম-ধাতু)+অন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

পূতনারি—শ্রীকৃষ্ণ। পূতনার অরি, ৬তৎ। সং; পু।

পূতফল—১। পনস বৃক্ষ, কাঁটাল গাছ। পূত ফল যাহার, বহু। সং; পু। ২। পনস, কাঁটাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূতা—১। দুর্গন্ধা, পবিত্রা, ইত্যাদি। পূত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দূর্ব্বাঘাস। সং; স্ত্রী।

পূতাত্মা (-ত্মন্)—পবিত্রচিত্ত। পূত (পবিত্র) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

পূতি—১। পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা। পূ (শোধন করা)+ক্তি ভা। ২। দুর্গন্ধ। পূয্ (দুর্গন্ধ-যুক্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ৩। দুর্গন্ধযুক্ত। পূয়+তি ক। বিণ; ত্রি।

পূতিক—মল, বিষ্ঠা। পূতি (দুর্গন্ধ)—কৈ (দীপ্ত পাওয়া)+ড ক। সং; ক্লী।

পূতিকা—পুঁইশাক; মার্জ্জারী। পূতিক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পূতিগন্ধ—দুর্গন্ধ,পচা গন্ধ। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূতিগন্ধি—দুর্গন্ধযুক্ত, পচাগন্ধবিশিষ্ট। পূতি হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পূতিবাত—১। দুর্গন্ধ বায়ু। কর্ম্মধা। ২। বিল্ববৃক্ষ। বহু। সং; পু।

পূতোদক—পবিত্র জল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূন—নষ্ট, নাশপ্রাপ্ত। পূ (শোধন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পূনা।

পুনিম—পূর্ণিমা। প্রা, ক।

পূপ—পিষ্ট, পিঠা, রুটি প্রভৃতি (cake)। পূ (পবিত্র করা)+পক্ ণ। সং; পু।

পূপাষ্টকা—শ্রাদ্ধবিশেষ, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ। পূপদ্বারা বিধেয়া অষ্টকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পূয—বিকৃত রক্ত, পুঁজ। পূয় (দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া)+অন্ ক। সং; ক্লী।

পূর—১। প্রবাহ; জলরাশি; সমূহ; খাদ্যদ্রব্য-বিশেষ, পুরী। পূর (পূর্ণ করা)+ক ণ। ২। পরিপূরণ। পূর+ক ভা। সং; পু। ৩। অনুপূরক দ্রব্য, অন্তঃপ্রবেশিত বস্তু। প্রাদেশিক। সং। ৪। পূর্ণ। প্রা, ক। বিণ।

পূরই—পূর্ণ হয়। প্রা, ক। ক্রি।

পূরক—১। পূর্ণকারক; গুণক। পূর (পূর্ণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পূরিকা। ২। দশপিণ্ড। সং; ক্লী। ৩। প্রাণায়ামবিশেষ, বাম নাসা দ্বারা বায়ু টানিয়া লওয়া। সং; পু।

পূরকপিণ্ড—মৃতব্যক্তির অশৌচান্ত দিবসে দেয় পিণ্ড, চলিত কথায়—ঘাটপিণ্ডী। কর্ম্মধা। সং; পু। মৃত্যুর পর মানব আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হয়; পরে পূরকপিণ্ড প্রদান করিলে প্রেত দেহের উৎপত্তি হয়। যে ব্যক্তি মুখাগ্নি করে, সেই পূরক পিণ্ডদানের অধিকারী। সে না দিলে শ্রাদ্ধাধিকারীকে দিতে হয়।

পূরণ—১। পূর্ণ হওয়া; পূর্ণ করা; গুণন; বৃদ্ধি। পূর (পূর্ণ হওয়া বা করা)+অনট্ ভা। ২। বাপতন্তু, পড়েন সূতা। পূর+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

পূরা—১। পূর্ণ। বিণ। ২। পূর্ণ করা, ভরা, অন্তঃপ্রবেশিত করা; পূর্ণ হওয়া; সিদ্ধ হওয়া, চরিতার্থ হওয়া, মিটা। দেশজ। ক্রি। ৩। থলিয়া। প্রা, ক। সং।

পূরিত—পূর্ণীকৃত, ভরিত; সম্পূর্ণ; গুণিত। পূর (পূর্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পূরু—১। যযাতির পুত্র, রাজা পুরুর ভ্রাতা; জহ্নুর পুত্রবিশেষ; রাক্ষসবিশেষ। পূর (পূর্ণ করা)+কু ক। সং; পু। ২। স্থূল, মোটা, পাপি; গাঢ়, ঘন। দেশজ। বিণ।

পূরুষ—পুরুষ। পূর (পূর্ণ করা)+কুষন্ ক। সং; পু।

পূর্ণ—সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, ভরা; সফল; সমর্থ। পূর (পূরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

পূর্ণানন্দ পরমহংস—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মৈমনসিংহ জেলান্তর্গত কাটিহালি নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গার্হস্থ্য নাম জগদানন্দ। ব্রহ্মানন্দ নামক একজন সাধক স্বীয় গুরু ত্রিপুরানন্দকে অবজ্ঞা করিয়া শাপগ্রস্ত হন। অনেক কষ্টে গুরুকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার ক্ষমালাভ করেন। গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন যে, "তুমি উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া কামাখ্যা পীঠের উদ্ধার সাধন করিয়া তথায় সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে। ব্রহ্মানন্দ তদনু-সারে শিষ্যের সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে কাটিহালি গ্রামে উপস্থিত হইয়া জগদা-নন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করিলেন, এবং পূর্ণানন্দ নাম প্রদান করিলেন। গুরুর কৃপায় পূর্ণানন্দ অচিরে সিদ্ধিলাভ করিয়া পূর্ণানন্দ পরমহংস নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। পরে গুরু-শিষ্য উভয়ে মিলিত হইয়া তন্ত্রশাস্ত্র আলো চনাপূর্ব্বক ৺কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান উদ্ধার করেন। পূর্ণানন্দ 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'শ্যামারহস্য', 'তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী' 'যোগচিন্তামণি' প্রভৃতি সাধন-রহস্য-মূলক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

পূর্ণকল—সম্পূর্ণ কলাবিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, পূর্ণাঙ্গ। পূর্ণা কলা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পূর্ণকাম—সফলমনোরথ। পূর্ণ (সফল) হইয়াছে কাম (অভীষ্ট) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পূর্ণকুম্ভ—জলপূর্ণ ঘট। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণগর্ভা—সম্পূর্ণগর্ভবিশিষ্টা, যাহার গর্ভস্থ সন্তান পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, নবম মাসের গর্ভ-বতী। পূর্ণ হইয়াছে গর্ভ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

পূর্ণচন্দ্র—ষোড়শকলা-বিশিষ্ট চন্দ্র, পূর্ণিমার চাঁদ। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণচ্ছেদ—যতিচিহ্ন দেখ। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণতা—সম্পূর্ণতা; পরিপূর্ণতা; সফলতা। পূর্ণ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পূর্ণপাত্র—বস্ত্রপূর্ণ পাত্র; পুত্রজন্মাদি উৎসবে পারিতোষিক-বস্ত্রাদি; অর্দ্ধমণপরিমিত তণ্ডু-লাদি, পুষ্কলচতুষ্টয় অর্থাৎ ২৫৬ মুষ্টি পরি-মাণ; হোমান্তে প্রদত্ত তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূর্ণমাস—পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য যাগবিশেষ। পূর্ণ হয় মাস যদ্দারা, বহু। সং; পু।

পূর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণ হয় মাস যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

পূর্ণবয়স্ক—সম্পূর্ণ বয়সবিশিষ্ট, যুবা। পূর্ণ হইয়াছে বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পূর্ণবয়স্কা। [কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণবিকাশ—সম্পূর্ণ প্রকাশ; সম্পূর্ণ প্রস্ফুটন।

পূর্ণহোম—পূর্ণাহুতি। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণা—১। সম্পূর্ণা, পরিপূর্ণা; সফলা। পূর্ণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা। সং; স্ত্রী।

পূর্ণানন্দ—১। যৎপরোনাস্তি হর্ষ। পূর্ণ যে আনন্দ, কর্ম্মধা। ২। পরমেশ্বর। পূর্ণ হয় আনন্দ যাহাতে, বহু। সং; পু।

পূর্ণাভিষেক—তন্ত্রোক্ত কৌলিক অভিষেক-বিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণায়ত—সম্পূর্ণ বিস্তৃত। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

পূর্ণায়ুঃ (-য়ুস্)—১। শতবর্ষ পরিমিত জীবিত কাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শতবর্ষ-জীবী। বহু। বিণ; ত্রি।

পূর্ণাবতার—নৃসিংহ; রাম; কৃষ্ণ [অন্যান্য অব-তার কলাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; মতান্তরে নৃসিংহ ও রাম পূর্ণাবতার; কিন্তু কৃষ্ণ পরিপূর্ণতম]। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণাবয়ব—সম্পূর্ণাঙ্গ, সকল অঙ্গবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পূর্ণাবয়বা।

পূর্ণাহুতি—সম্পূর্ণ হোম। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পূর্ত্তি—পূর্ত্তি, পূরণ। পূ বা পূর (পূর্ণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পূর্ণিমা—শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি, পৌর্ণমাসী [আশ্বিনী পূর্ণিমা কোজাগরী, কার্ত্তিকী

পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা, এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমা দোলপূর্ণিমা নামে খ্যাত]। পূর্ণি—মা (পরিমাণ করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

পূর্ণেন্দু—পূর্ণচন্দ্র। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণোপমা—অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং; স্ত্রী।

পূর্ত্ত—১। পূরণ; সাধারণের হিতার্থে জলাশয়াদি খনন। পৃ (পূর্ণ করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। পূরিত। পৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পূর্ত্তি—পূরণ। পূর+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পূর্ত্তী (পূর্ত্তিন্)—তৃপ্তিপ্রদ; ইচ্ছাপূরক। পূর্ত্ত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পূর্ত্তিনী।

পূর্ব্ব—১। প্রথম, আদি; পুরাকালীন; জ্যেষ্ঠ; প্রাচ্যদেশীয়। পূর্ব্ব+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। কারণ; ইতিবৃত্ত, ইতিহাস। সং; ক্লী।

পূর্ব্বকথিত—পূর্ব্বোক্ত, আগে যাহার কথা বলা হইয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পূর্ব্বকায়—নাভির উর্দ্ধদেহ। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বগামী (-গামিন্)—পূর্ব্বদিকে গমনশীল; অগ্রে গমনকারী। পূর্ব্ব-গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পূর্ব্বগামিনী।

পূর্ব্বজ—অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; পূর্ব্বপুরুষ। পূর্ব্ব—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

পূর্ব্বজন্ম (-জন্মন্)—বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী জন্ম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূর্ব্বজন্মা (-জন্মন্)—১। অগ্রজ,জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পূর্ব্বে জন্ম যাহার, বহু। সং; পু। ২। জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সং; স্ত্রী।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত—বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পূর্ব্বজা—অগ্রজা,জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পূর্ব্বজ দেখ পূর্ব্বজ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পূর্ব্বজীবন—পূর্ব্ববর্ত্তী জীবিতকাল, বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়, অতীত জীবন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূর্ব্বতন—পুরাকালীন, আগেকার। পূর্ব্ব শব্দ+তন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তনী।

পূর্ব্বদৃষ্ট—পূর্ব্বে লক্ষিত, বর্ত্তমানকালের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অবলোকিত; অগ্রে অবলোকিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দৃষ্টা।

পূর্ব্বদেব—অসুর, দানব। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বপক্ষ—অভিযোগ; শুক্লপক্ষ; প্রশ্ন; শাস্ত্রীয় প্রশ্ন। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বপর্ব্বত—উদয়গিরি। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বফল্গুনী—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একাদশ নক্ষত্র। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পূর্ব্বফল্গুনীভব—বৃহস্পতি। পূর্ব্বফল্গুনী হইতে বা পূর্ব্বফল্গুনীতে ভব (উদ্ভব) যাহার,বহু। সং; পু।

পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বভাদ্রপদা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশ নক্ষত্র। কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

পূর্ব্বরঙ্গ—প্রস্তাবনা, নাট্যাভিনয়ের উপক্রম। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বরাগ—নায়কনায়িকার প্রথমানুরাগ(Courtship)। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বরাত্র—প্রথম রাত্রি, রাত্রির প্রথম ভাগ। রাত্রির পূর্ব্ব (প্রথম ভাগ),৬তৎ। সং; পু।

পূর্ব্বরীতি—প্রাচীনরীতি, পুরাতন নিয়ম; আদি প্রণালী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পূর্ব্বরূপ—পূর্ব্বলক্ষণ; ভবিষ্যতের প্রথম চিহ্ন; অর্থালঙ্কারবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূর্ব্বলক্ষণ—ভাবিবিষয়ের প্রথম সূচনা, ভাবিচিহ্ন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূর্ব্ববঙ্গ—বঙ্গদেশের পূর্ব্ববিভাগ। ঢাকা,ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা পূর্ব্ববঙ্গ নামে অভিহিত। [ব্য।

পূর্ব্ববৎ—পূর্ব্বের ন্যায়। পূর্ব্ব+বৎ তুল্যার্থে।

পূর্ব্ববর্ণিত—পূর্ব্বে বিবৃত, পূর্ব্বে কথিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্ণিতা।

পূর্ব্ববর্ত্তী (-বর্ত্তিন্)—পূর্ব্বস্থিত; অগ্রবর্ত্তী, অগ্রসর। পূর্ব্ব-বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পূর্ব্ববর্ত্তিনী।

পূর্ব্ববাদ—প্রথম আবেদন, অভিযোগ, নালিশ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূর্ব্ববাদী (-বাদিন্)—অভিযোক্তা, প্রথমে অভিযোগকারী; বাদী, ফরিয়াদী। পূর্ব্ব (প্রথম)—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পূর্ব্ববাদিনী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্ববিকাশ—প্রথম প্রকাশ; প্রথম প্রস্ফুটন।

পূর্ব্বশৈল—উদয়পর্ব্বত। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বসংস্কার—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার; বাল্যের ধারণা; প্রাচীন সংস্কার। ৬তৎ। সং; পু।

পূর্ব্বসর—অগ্রসর, অগ্রগামী, পূর্ব্ববর্ত্তী। পূর্ব্বে সরে (চলে) যে, উপ; পূর্ব্ব—সৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পূর্ব্বসরী।

পূর্ব্বসার—অগ্রসর,অগ্রগামী। উপ; পূর্ব্ব—সৃ (সরা, চলা)+ণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পূর্ব্বসারা।

পূর্ব্বা—১। প্রথমা; জ্যেষ্ঠা। পূর্ব্ব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রাচী, পূর্ব্বদিক্, যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয় [দশদিক্ দেখ]। সং; স্ত্রী।

পূর্ব্বাচল, পূর্ব্বাদ্রি—উদয়াচল, উদয় গিরি। পূর্ব্ব (প্রাচ্যদেশীয়) যে অচল বা অদ্রি (পর্ব্বত), কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বাধিকার—পূর্ব্বের স্বত্ব, সাবেক দখল। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বানুরাগ—প্রথম অনুরাগ,প্রথম প্রণয়-সঞ্চার, আগেকার ভালবাসা (Courtship)। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ব্বাপর—১। পূর্ব্ব ও অপর; আনুপূর্ব্বিক, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পরা। ২। পূর্ব্বদিক্ ও পশ্চিম দিক্। সং; পু।

পূর্ব্বার্দ্ধ—প্রথমার্দ্ধ, দুইভাগে বিভক্ত বস্তুর প্রথম অর্দ্ধাংশ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূর্ব্বাশা—১। পূর্ব্বদিক্। পূর্ব্বা যে আশা (দিক্), কর্ম্মধা। ২। আগেকার প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা। পূর্ব্বের আশা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পূর্ব্বাষাঢ়া—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে বিংশ নক্ষত্র। পূর্ব্বা যে আষাঢ়া, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পূর্ব্বাহ্ণ—দিনের প্রথম ভাগ, দশম দণ্ড পর্য্যন্ত কাল। অহনের (দিনের) পূর্ব্ব (প্রথমভাগ), ৬তৎ; অহন্ শব্দের পরনিপাত। সং; পু।

পূর্ব্বেদ্যুঃ (-দ্যুস্)—পূর্ব্বদিবস; প্রাতঃকাল। পূর্ব্ব শব্দ+এদ্যুস্। অ।

পূর্ব্বোক্ত—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এরূপ, প্রথমোক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পূর্ব্বোৎক্ষিপ্ত—পূর্ব্বে উৎক্ষিপ্ত, আগে যাহাকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পূল—১। পূলীপিঠা; পাত্রবিশেষ; সংহতি। পূল (একত্র করা)+অল্ অধি। সং; পু। ২। সেতু, সাঁকো। বৈদেশিক। সং।

পূলিকা, পূলী—পুলিপিঠা। পূলী—পূল+ঈপ্। পূলিকা—পূলী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

পূব—পূর্ব্বদিক্, পূর্ব্বদিকের। ক, প্র।

পূষসুহৃৎ (-হৃদ্)—শিব। পূষার (সূর্য্যের) সুহৃৎ (পূষ+সুহৃৎ)। ৬তৎ। সং; পু।

পূষা (পূষন্)—সূর্য্য। পূষ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কন ক। সং; পু।

পৃক্কা—পিড়িংশাক। পৃচ (স্পর্শ করা)+ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

পৃক্ত—সম্পর্কিত, মিশ্রিত; যুক্ত; সংলগ্ন। পৃচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পৃক্তি—সম্পর্ক; স্পর্শ; সংস্রব; যোগ; মিশ্রণ। পৃচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পৃচ্ছা—প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা)+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

পৃতনা—সেনা; হস্তী ২৪৩, রথ ২৪৩, অশ্ব ৭২৯, পদাতি ১২১৫, এতৎ সংখ্যক সেনা। পৃ+তন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

পৃথক্—ভিন্ন, বিনা, অন্য, স্বতন্ত্র; ইতর। পৃথ (ক্ষেপণ করা)+কক্,র্ম্ম। ব্য।

পৃথগন্ন—১। পৃথক্ পরিবার, বিভক্ত পরিজন। পৃথক্ হইয়াছে অন্ন যাহাদের, বহু। সং; ক্লী। ২। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিবার-ভুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৃথগন্না।

পৃথগাত্মতা—ভেদ, ইতরবিশেষ। পৃথক্ আত্মা (স্বভাব) যাহার সে পৃথগাত্মা (পৃথগাত্মন্),

বহু; তাহার ভাব এই অর্থে, তদ্ধিতে ডা প্রত্যয়। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

পৃথগ্জন—মূর্খ ব্যক্তি; নীচলোক; পাপী।

পৃথগ্বিধ—নানারূপ; ভিন্ন প্রকার। পৃথক্ (ভিন্ন) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৃথগ্বিধা।

পৃথা—কুন্তী [কুন্তি দেখ]; ব্রাহ্মণীবিশেষ। প্রথ্+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

পৃথাজ—কুন্তীপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি। পৃথা (কুন্তি)-জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

পৃথাপতি—পাণ্ডুরাজ। ৬তৎ। সং; পু।

পৃথাসুত—কুন্তীপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি। ৬তৎ। সং।

পৃথিবী—ধরণী, ধরিত্রী, ধরা, ভূমি। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া)+ষিবন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৃথিবীপতি, পৃথিবীপাল—ভূপতি, মহীপাল, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

পৃথিবীরুহ—বৃক্ষ। পৃথিবী—রুহ্ (জন্মা)+অন্ ক। সং; পু।

পৃথু—১। বিস্তৃত; স্থূল; মহৎ। প্রথ+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। পুরাকালীন নরপতি-বিশেষ, বেণরাজার পুত্র। ইঁহার মহিষীর নাম অর্চি। ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কথিত আছে যে, ইনি লোকহিতার্থে গোরূপা ধরিত্রীকে দোহন করিয়াছিলেন। মর্ত্তে ইনি প্রথম রাজা এবং ইঁহার নামানুসারে ধরার নাম পৃথ্বী হয়। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি জীবনের শেষভাগ তপশ্চরণে অতিবাহিত করেন। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+কু ক। সং; পু।

পৃথুক—১। শিশু, অর্ভক, শাবক, বালক। পৃথু—কৈ+ড ক। সং; পু। ২। চিপিটক, চিঁড়া। সং; পু বা ক্লী।

পৃথুরোমা (-রোমন্)—১। বৃহল্লোমযুক্ত। পৃথু (বৃহৎ) হইয়াছে রোম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। মৎস্য। সং; পু। [ত্রি।

পৃথুল—মহৎ, বিস্তৃত, স্থূল। পৃথু+ল বিণ;

পৃথ্বী—ধরণী, পৃথিবী। পৃথু শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্; পুরাণমতে, ধরা পৃথুরাজার দুহিতা বলিয়া উহার নাম পৃথ্বী। সং; স্ত্রী।

পৃথ্বীধর—ভূধর, পর্ব্বত। ৬তৎ। সং; পু।

পৃথ্বীরায় বা পৃথ্বীরাজ—দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা। আজমীরের চৌহানবংশীয় ভূপতি বিশালদেব ১১৫১ খ্রীঃ অব্দে দিল্লী জয় করেন। দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিয়া এবং এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র উত্তরকালে দিল্লীর সিংহাসনাধিকারী হইবে এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বিজেতার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই দম্পতি হইতে ১১৫৯ খৃঃ অব্দে পৃথ্বীরায়ের জন্ম হয়। ইনি অধিকাংশ সময়ে দিল্লীতে থাকিতেন, এবং মাতামহও ইঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। অনঙ্গপাল অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া পৃথ্বীকে পূর্ব্বাঙ্গীকারানুসারে দিল্লীর সিংহাসন দিয়া যান। আবার পিতার মৃত্যুর পর ইনি আজমীরের সিংহাসনও প্রাপ্ত হন। পরন্তু ইনি প্রধানতঃ দিল্লীতেই থাকিতেন, এবং তথায় একটি বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুর্গ অদ্যাপি রায় পিথোরা নামে পরিচিত। চিতোরপতি রাণা সমরসিংহের সহিত ইঁহার ভগিনীর বিবাহ হওয়ায় তিনিও ইঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ভারতে ইহাই শেষ অশ্বমেধ।

পৃথ্বীরায়ের প্রধান শত্রু কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র। তিনিও পৃথ্বীর ন্যায় দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের অন্য দুহিতার গর্ভজাত দৌহিত্র ছিলেন। অনঙ্গপাল তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন প্রদান না করিয়া তাহা পৃথ্বীকে অর্পণ করায়, পৃথ্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাবের উদ্রেক হয়, এবং ইঁহাকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অধীন সামন্তরাজগণকে যথাযোগ্য ভৃত্যোচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়কে দ্বারী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বীর পৃথ্বী অবশ্য সে অপমানজনক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকেই দ্বারদেশে দ্বারিরূপে স্থাপন করিলেন। জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে এক অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন। জয়চন্দ্র এই যজ্ঞে তাঁহারও স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছিলেন। সংযুক্তা যে তাঁহার অনুরাগিণী, ইহা জানিতে পারিয়া পৃথ্বীরায় সসৈন্যে কান্যকুব্জাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সৈন্যগণকে মধ্যে মধ্যে পথে রাখিয়া নিজে ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির অতি নিকটে লুকাইয়া রহিলেন। সংযুক্তা সভামধ্যে পৃথ্বীরায়কে দেখিতে না পাইয়া উপস্থিত অন্যান্য রাজগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন-পূর্ব্বক দ্বারস্থিত পৃথ্বীর প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। এদিকে অবসর বুঝিয়া পৃথ্বীরায় গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিজপার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক অশ্বকে সবলে কষাঘাত করিলেন এবং পশ্চাদ্ধাবিত সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া সপ্তম দিনে সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহাসমারোহে উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

স্বয়ং শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া জয়চন্দ্র এক্ষণে হিন্দু ছাড়িয়া মুসলমানের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি মহম্মদ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ঘোরী তাহাই খুঁজিতেছিলেন। তিনি মহাসমাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহম্মদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে পৃথ্বীরায় হৃষ্টচিত্তে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইলেন। জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ১০৮ জন সামন্তরাজের মধ্যে কেবল ৬৪ জন সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথাপি পৃথ্বীরায় অসীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া তিরাওরির নিকটস্থ নারায়ণক্ষেত্রে মুসলমানসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। মহম্মদ স্বয়ং গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন (১১৯১ খ্রীঃ)। দুই বৎসর পরে মহম্মদ বিপুল সৈন্যসহ পুনরাগমন করিলেন। শত্রুর আগমন-সংবাদ পাইয়া পৃথ্বীরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বীরবর সমরসিংহ ইঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে, বীরজায়া সংযুক্তা স্বহস্তে পতিকে সমরসজ্জায় সজ্জীভূত করিয়া দিলেন। থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তিরাওরি নামক স্থানে উভয়পক্ষীয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। মধ্যে কেবল কাগার নদী ব্যবধান রহিল। একদা তমসাচ্ছন্ন নিশাকালে মহম্মদ কিয়দংশ সৈন্যসহ নদীপার হইয়া অলক্ষিতভাবে হিন্দুসেনাকে আক্রমণ করিলেন। ইতোমধ্যে মহম্মদের অবশিষ্ট সৈন্য নদী পার হইয়া বিপুলবিক্রমে বিপক্ষপক্ষকে আক্রমণ করিল। সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলা না হওয়ায় হিন্দুসৈন্য মুসলমান সেনার সে দুর্দ্দমনীয় বেগ সহ্য করিতে পারিল না। বীরবর সমরসিংহ অসংখ্য বিপক্ষসেনা ধ্বংস করিয়া রণশয্যায় শয়ন করিলেন। অতঃপর পৃথ্বীরায়ও নিহত হইলেন। পতিপ্রাণা সংযুক্তা পতির চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিলেন।

বিখ্যাত হিন্দি কবি চাঁদ পৃথ্বীরায়ের রাজত্বের তিনটি প্রধান ঘটনা বিবৃত করিয়া "পৃথ্বীরায় রাসো" নামক কাব্যগ্রন্থ তিনখণ্ডে প্রণয়ন করেন। প্রথমখণ্ডে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীর যে যুদ্ধ হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডে কালঞ্জর পতি পরমর্দ্দীদেবের সহিত যুদ্ধ; এবং তৃতীয় খণ্ডে যবনদিগের সহিত যুদ্ধ বিবৃত হইয়াছে।

পৃদাকু—হস্তী; ব্যাঘ্র; বৃশ্চিক; সর্প; বৃক্ষ। পর্দ্দ (বাতকর্ম্ম করা)+আকু ক। সং; পু।

পৃশ্নি, পৃশ্নি—১। কৃষ্ণজননী দেবকীর নামান্তর;

পৃথিবী ; রশ্মি ; কুজ্ঝটিকা, জলের পানা। স্পৃশ (স্পর্শ করা) বা পৃষ (সেক করা)+নি প্র। সং ; স্ত্রী। ২। সূক্ষ্ম ; দুর্বল ; ক্ষুদ্র। বিণ ; ত্রি।

পৃশ্নিকা—জলের পানা। পৃশ্নি+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

পৃশ্নিগর্ভ—শ্রীকৃষ্ণ। পৃশ্নির (দেবকীর) গর্ভ (গর্ভজাত শিশু), ৬তৎ। সং ; পু।

পৃশ্নিপর্ণী—চাকুলিয়া গাছ। পৃশ্নিতুল্য পর্ণ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

পৃষৎ—জলীয় দ্রব্যের বিন্দু। পৃষ+অৎ প্র। সং ; ক্লী।

পৃষত—জলের বা দ্রব দ্রব্যের বিন্দু ; মৃগবিশেষ। পৃষ (সেক করা)+অতচ্ প্র। সং ; পু। [অশ্ব যাহার, বহু। সং ; পু।

পৃষতাশ্ব, পৃষদশ্ব—অনিল, বায়ু। পৃষত বা পৃষৎ

পৃষতী—শ্বেতবিন্দুযুক্তা মৃগী ; অঙ্গনশলাকা। পৃষত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

পৃষৎক—বাণ, শর। পৃষৎ+কণ্। সং ; পু।

পৃষদাজ্য—দধিমিশ্রিত ঘৃত। পৃষৎ (দ্রববস্তু) মিশ্রিত যে আজ্য (ঘৃত), মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; ক্লী।

পৃষোদর—বিন্দুগঠিত উদরে মণ্ডলাকার চিহ্নযুক্ত। পৃষৎ (বিন্দু) উদরে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পৃষোদরী।

পৃষোদ্যান—ক্ষুদ্র উদ্যান। পৃষৎ সদৃশ (অর্থাৎ ক্ষুদ্র) উদ্যান, মপী কর্মধা। সং ; ক্লী।

পৃষ্ট—১। জিজ্ঞাসিত, প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা)+ক্ত প্র। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পৃষ্টা। ২। জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

পৃষ্ঠ—শরীরের পশ্চাৎ ভাগ, পিঠ ; পত্রাদির এক পিঠ। পৃষ+থক্ প্র। সং ; ক্লী।

পৃষ্ঠতঃ (—তস্)—পৃষ্ঠদেশে, পশ্চাদ্ভাগে, পিছনে। পৃষ্ঠ শব্দ+তস্ সপ্তমী স্থানে। অ।

পৃষ্ঠদৃষ্টি—ভল্লুক ; সিংহ। পৃষ্ঠে (পশ্চাৎ ভাগে) দৃষ্টি যাহার, বহু। সং ; পু।

পৃষ্ঠদেশ—১। পশ্চাৎ ভাগ। পৃষ্ঠস্থ দেশ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। ২। পৃষ্ঠ, পিঠ। পৃষ্ঠই যে দেশ, কর্মধা। সং ; পু।

পৃষ্ঠপোষক—সাহায্যকারী, আনুকূল্যকারী। পৃষ্ঠ শব্দ—পুষ+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

পৃষ্ঠপোষণ—আনুকূল্যকরণ, সহায়তা করা। পৃষ্ঠ শব্দ—পুষ+অনট্। সং ; ক্লী।

পৃষ্ঠপ্রদর্শন—পিঠ দেখান, অর্থাৎ পলায়ন [কাহারও নিকট হইতে পলায়ন করিতে হইলে তাহাকে পিঠ দেখাইতে হয়]। পৃষ্ঠের প্রদর্শন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পৃষ্ঠব্রণ—পৃষ্ঠের বৃহৎ বৃত্তাকার বিস্ফোটক (Carbuncle)। পৃষ্ঠে জাত ব্রণ, মপী কর্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

পৃষ্ঠমাংসাদ—পিঠের মাংস ভক্ষণকারী ; পরোক্ষে দোষকীর্তনকারী। পৃষ্ঠের মাংস—পৃষ্ঠমাংস, ৬তৎ ; পৃষ্ঠমাংস অদ (খাওয়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মাংসাদা।

পৃষ্ঠরক্ষক—পশ্চাৎভাগ-রক্ষাকারী ; পৃষ্ঠপোষক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—রক্ষিকা।

পৃষ্ঠরক্ষা—পশ্চাৎভাগ রক্ষা করা ; পৃষ্ঠপোষণ, সাহায্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

পৃষ্ঠবংশ—পৃষ্ঠাস্থি ; পিঠের শিরদাঁড়া। ৬তৎ।

পৃষ্ঠা—কাগজের বা বহির পাতার এক পিঠ। বাং সং। পৃষ্ঠ শব্দজ।

পৃষ্ঠ্য—১। পৃষ্ঠসম্বন্ধীয়। পৃষ্ঠ শব্দ+য্য। বিণ ; ত্রি। ২। পৃষ্ঠাস্থিসমূহ। সং ; ক্লী। ৩। পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবহনকারী অশ্ব ; বলদে ঘোড়া। সং ; পু।

পৃক্তি—পৃশ্নি দেখ।

পেঁক—অঙ্কুর। প্রাদেশিক। সং।

পেঁকাটি,-টী—পাটকাঠি, ছাল ছাড়ান পাটের ডাঁটা। প্রাদেশিক। সং।

পেঁচ—পাক ; কাগজের ঘুড়ির লড়াই ; লেঠা, দায়, মুস্কিল। প্রাদেশিক। সং।

পেঁচা—নিশাচর পক্ষিবিশেষ, উলূক। পেচক শব্দের অপভ্রংশ।

পেঁচান—পেঁচ দেওয়া, পাকান, পাক দেওয়া, জড়ান, গুটান। দেশজ। ক্রি।

পেঁচাল, পেঁচাও—পেঁচযুক্ত, পাকবিশিষ্ট, পাকমারা, ঘোরাল, কুটিল। দেশজ। বিণ।

পেঁচো—শিশুর দুরূহতর রোগবিশেষ। (লোকে মনে করে পঞ্চানন্দ নামক উপদেবতার আক্রমণ)। দেশজ। সং।

পেঁটরা—পেটিক, ঝাঁপি, তোরঙ্গ প্রভৃতি। দেশজ। সং।

পেঁড়া, পেড়া—পেটিকা, পেঁটরা, তোরঙ্গ, ঝাঁপি ; ক্ষীরযুক্ত মিষ্টান্নবিশেষ। দেশজ। সং। [ভাণ্ডাকার মিষ্ট। সং।

পেঁপে—পপীতা ফল, বা তাহার গাছ—ফল

পেখন—দর্শন, দেখা, সাক্ষাৎ। প্রেক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক। সং।

পেখম—পক্ষ, পাখীর পাখা বা পাখনা ; ময়ূরাদির পুচ্ছ। বৈদেশিক। সং।

পেখা—প্রেক্ষণ করা, দেখা। প্রা, ক। ক্রি।

পেগম্বর—পয়গম্বর, নবী, ধর্মবক্তা। প্রা, ক।

পেচক—উলূক, পেঁচা ; কৌশিক, দিবান্ধ ; করিপুচ্ছমূল বা তদগ্র। পচ (পাক করা)+ণক ক, নিপাতনে। সং ; পু।

পেচকী (পেচকিন্)—১। পেচকযুক্ত। পেচক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী পেচকিনী। ২। হস্তী, গজ। সং ; পু।

পেচকী—স্ত্রী-পেচক। পেচক+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

পেছলা—পশ্চাদ্বর্তী, বখেয়া, সাবেক। দেশজ। বিণ।

পেট—১। মঞ্জুষা ; পেঁটরা, ঝাঁপি প্রভৃতি ; সমূহ। পিট+অপ্ অধি। সং ; পু। ২। উদর, অন্তঃকরণ, মস্তিষ্ক, কুক্ষি ; গর্ভ। দেশজ। সং।

পেটক—পেটরা, ঝাঁপি প্রভৃতি ; সমূহ। পেট+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু বা ক্লী।

পেটভাতা—পেটের নিমিত্ত ভাত মাত্র খাইয়া, কেবল খাইতে পাইয়া (বিনা বেতনে)। দেশজ। বিণ।

পেট-মরা—শীর্ণোদর। দেশজ। বিণ।

পেট-রোগা—অজীর্ণরোগী। দেশজ। বিণ।

পেট-সর্বস্ব—ভোজনলোলুপ। দেশজ। বিণ।

পেটাও—অধীন, পক্ষভুক্ত। দেশজ। বিণ।

পেটিকা, পেটী—পেঁটরা, ঝাঁপি, পেঁড়া প্রভৃতি। পেটক+আপ্, ২য় পক্ষে পেট+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

পেটী—মৎস্যাদির পেট। দেশজ। সং।

পেটুক—ঔদরিক, ভোজনলোলুপ। দেশজ। বিণ।

পেটেণ্ট—নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিক্রয় অধিকার। ইং (patent)। সং।

পেটেল—তাঁত বোনায় যে সূতার পাইট করিয়া দেয় ; সহকারী। দেশজ। সং।

পেটো—১। কলাগাছের খোল। দেশজ। সং। ২। গাছ পাট হইতে প্রাপ্ত। দেশজ। বিণ।

পেতনী—ভূত যোনির স্ত্রীজাতি। দেশজ। সং ; স্ত্রী।

পেতে—১। চুবড়ি। প্রাদে। সং। ২। পাতিয়া, বিছাইয়া ; স্থাপন করিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

পেন—কলম, লেখনী। ইং (pen)। সং।

পেম—প্রেম। প্রা, ক। সং।

পেমিল—প্রমীলিত। প্রা, ক। বিণ।

পেয়—১। পানীয়, পান করিবার যোগ্য। পা (পান করা)+য প্র। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পেয়া। ২। জল ; দুগ্ধ। সং ; ক্লী।

পেয়ূষ—পীযূষ, অমৃত ; নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ। পীয়+উষ ক। সং ; ক্লী বা পু।

পেরু—১। সূর্য্য ; অগ্নি ; সমুদ্র। পা (পানাদি করা)+রু ক। সং ; পু। ২। স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

পেল—১। মুষ্ক, অণ্ডকোষ। পেল+অন্ ক। সং ; ক্লী। ২। শিশ্ন, পুরুষাঙ্গ। দেশজ। সং।

পেলল—আন্দোলিত। প্রা, ক।

পেলব—কোমল ; সূক্ষ্ম ; লঘু ; ভঙ্গুর ; বিরল ; কৃশ, ক্ষীণ। পেল+ব তুল্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

পেনা—কাঠে অল্প বিদ্ধ করিয়া আঁটিবার সরু শলা। ইং (pin)। সং।

পেয়ারা, পিয়ারা—জম্বুকাদি বর্গের ছোট ফলতরুবিশেষ, ইহার ফল, আমরূপারি। দেশজ। সং।

পেয়ালা—বাটি ; মদ্যপান-পাত্র। বৈদে। সং।

পেরেক—প্রেক, গজাল। দেশজ। সং।

পেলা—যাত্রা নাচ প্রভৃতিতে নিক্ষিপ্ত পুরস্কার, ফেরি; চাড়া, ঠেস, ঠেকনো, অবলম্বন। প্রাদে। সং। প্রা, ক।

পেশ, পেস—সম্ভাব, প্রণয়, মিল; দায়ের, দাখিল, রুজু, সম্মুখে স্থাপন। বৈদেশিক। সং। ক, প্র।

পেশকার, পেস্কার—যে কর্ম্মচারী হাকিমের নিকট কাগজ পত্র পেশ করে অর্থাৎ সম্মুখে ধরিয়া দেয় (Bench clerk)। বৈদেশিক। সং। [কাযা। সং।

পেশকারী, পেস্কারী—পেশকারের পদ বা

পেশমান—অনুতপ্ত, দুঃখিত। বৈদে। বিণ।

পেশোয়া—পুরোহিত; নায়ক; প্রধান মন্ত্রী। বৈদেশিক। সং।

পেশোয়াজ—ঘাঘরা। বৈদেশিক। সং।

পেশল—মৃদু; কোমল; চতুর; নিপুণ; সুন্দর। পিশ + অলচ্, ক। বিণ; ত্রি। [সং।

পেশা, পেসা—বৃত্তি, ব্যবসায়। বৈদেশিক।

পেশাকর, পেসাকর—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। বৈদেশিক। সং; স্ত্রী।

পেশাদার—বৃত্তিধারী, ব্যবসায়ী। বিণ।

পেশি, পেশী—ডিম্ব; খড়্গাদির কোষ; শরীরের মাংসপিণ্ড; সুপক্ব মুকুল; নদীবিশেষ; পিশাচীবিশেষ; রাক্ষসীবিশেষ। পিশ (অবয়বীভূত হওয়া) + ই ক। সং; স্ত্রী।

পেশোয়ার (বা পেশওয়ার)—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর। ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালার অন্তর্ভুক্ত অংশবিশেষ মধ্যে জেলাটি অবস্থিত। এই জেলার মধ্য দিয়া উত্তরদিক্ হইতে আক্রমণকারীরা ভারতে আসিয়াছিল। স্থানটি প্রাচীন "গান্ধার" দেশের অন্তর্গত। পুষ্পকলাবতী নামক স্থানে গান্ধার দেশের রাজধানী ছিল। অতি প্রাচীন কালে চন্দ্রবংশের রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। পরে বৌদ্ধ রাজগণ এখানে আধিপত্য স্থাপন করেন; সেই সময়ের অনেক নিদর্শন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই স্থানে বুদ্ধদেব স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন। চৈন পরিব্রাজকদ্বয় ফাহিয়ান ও পরে হুয়েনথ্সাং যৎকালে এই প্রদেশে আগমন করেন, তাহার পূর্ব্বে গান্ধার রাজধানী পুষ্পকলাবতী হইতে পরাশবার বা পেশোয়ারে নীত হইয়াছিল। এই প্রদেশের শেষ বৌদ্ধ রাজা গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক পরাভূত হন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে পাঠানগণ এই জেলায় বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। মোগল সম্রাটগণ ইহাদিগকে সম্যক্‌ভাবে দমন করিতে সমর্থ হন নাই আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইহারা একেবারে স্বাধীন হইয়া উঠে। আফগানিস্থানের ডুরানী বংশীয় রাজগণ পেশোয়ারে থাকিতে ভালবাসিতেন। এইখানে ১৮০৯ খৃঃ মণ্টষ্টুয়াট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব ইংরাজের দূতরূপে সাহসুজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৮৩৪ খৃঃ জেলাটি রণজিৎসিংহের অধিকারে আসে, এবং ১৮৪৮ খৃঃ সমস্ত পাঞ্জাবের সহিত ইহা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। সহরটি বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এইখানে "পবিন্দা"গণ (আফগানজাতীয় ভ্রমণশীল ব্যবসায়িগণ) কাবুল, বোখারা ও সমরকন্দ হইতে ঘোড়া, জরী, পশম, পুস্তিন (মেষচর্ম্মে প্রস্তুত গাত্রবস্ত্র) প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য আনয়ন করে, এবং ভারতসীমান্তে অস্ত্রাদি রাখিয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করে। ১৯০৯ অব্দে সহরের সন্নিকট স্থানে একটি স্তূপ খনন করিয়া কণিষ্কের আদেশলিপি এবং বুদ্ধদেবের কতকগুলি স্মারক বস্তু পাওয়া গিয়াছে।

পেষণ—১। মর্দ্দন; চূর্ণন। পিষ (চূর্ণ করা) + অনট্ ভা। ২। পেষণপাত্র, খলাদি। পিষ + অনট্ অধি। সং; ক্লী।

পেষণি, পেষণী—পেষণযন্ত্র; দৃষদ্; শিলা; শিল নোড়া। পেষণি—পিষ (পেষণ করা) + অনি ণ, ২য় পক্ষে স্ত্রীত্বে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পেষল—মৃদু, কোমল। পিষ + কলচ্, ক। বিণ; ত্রি।

পেস্তা—আম্রাদিবর্গের বৃক্ষবিশেষের ফল, মেওয়া ফলবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

পৈঠয়ে—প্রবেশ করে। প্রা, ক। ক্রি।

পৈঠর—স্থালীপক্ব (মাংসাদি) পিঠর শব্দ (স্থালী) + ষ্ণ পকার্থে। বিণ; ত্রি।

পৈঠা—সোপান, ধাপ। দেশজ। সং।

পৈঠীনসি—মুনিবিশেষ। সং, পু।

পৈঠে—প্রবেশ করে। প্রা, ক। ক্রি।

পৈতা—যজ্ঞসূত্র; উপবীত শব্দের অপভ্রংশ।

পৈতাধারী—উপবীতধারী, যাহার গলায় পৈতা আছে। দেশজ। বিণ।

পৈতামহ—পিতামহসম্বন্ধীয়, পিতামহ হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতামহ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৈতামহী।

পৈতৃক—পিতৃসম্বন্ধীয়; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ + কণ্। বিণ; ত্রি।

পৈতৃকরোগ—পিতা পিতামহাদি পুরুষপুরুষ হইতে আগত ব্যাধি। কর্ম্মধা। সং; পু।

পৈতৃষ্বসেয়, পৈতৃষ্বস্রীয়, পৈতৃষ্বস্রেয়—পিতার ভাগিনেয়, পিসীর পুত্র, পিসতুতো ভাই। পিতৃষ্বসৃ (পিতার ভগিনী, পিসী) + ষ্ণেয়, ষ্ণীয়, ষ্ণেয়, অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রী। পৈতৃষ্বসেয়ী, পৈতৃষ্বস্রীয়ী, পৈতৃষ্বস্রেয়ী।

পৈত্তিক—পিত্তসম্বন্ধীয়; পিত্তপ্রধান। পিত্ত + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৈত্তিকী।

পৈত্র—পিতৃসম্বন্ধীয়; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ (পিতা) + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৈত্রী।

পৈত্রিক, পৈত্র্য—পিতৃসম্বন্ধীয়; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ (পিতা) + ষ্ণিক, ষ্য ইদমর্থে। স্ত্রী পৈত্রিকী।

পৈপান—শয়ান ব্যক্তির পৈরতান বা পা-তলা। পা, ক। সং।

পৈরা—খোলাশুদ্ধ। পা, ক। সং।

পৈরাগ—প্রয়াগতীর্থ। দেশজ। সং।

পৈল—ঋগ্বেদপ্রযোক্তা জনৈক মুনি। পেল + ষ্ণ। সং; পু।

পৈশা—পশা, প্রবেশ করা। পা, ক। ক্রি।

পৈশাচ—১। পিশাচসম্বন্ধীয়। পিশাচ শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে অষ্টম বিবাহ, বলে বা ছলে কন্যাগ্রহণ। [বিবাহ দেখ]। সং; ক্লী।

পৈশাচিক—পিশাচসম্বন্ধীয়; অতি জঘন্য, অতি হীন, অতিশয় নিষ্ঠুর। পিশাচ শব্দ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৈশাচিকী।

পৈশুন্য—পিশুনতা, অন্যের সাক্ষাতে অসাক্ষাতে কোন দোষ বা দোষের; কপটতা; খলতা; দুর্জ্জনতা; সূচনা। পিশুন + ষ্ণ। সং; ক্লী।

পৈষ্টিক—১। পিষ্টসম্বন্ধীয়। পিষ্ট শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। পিষ্টসমূহ। সং; ক্লী।

পৈষ্টী—পিষ্টজাত সুরা, ধেনো মদ। পিষ্ট শব্দ + ষ্ণ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পো—পুত্র, ছেলে; পোয়া, একচতুর্থ সের। দেশজ। সং। [দেশজ।

পোঁ—বংশীধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ।

পোঁচ—চূর্ণকাদির লেপ। দেশজ। সং।

পোঁচা, পোঁছা—১। মৎস্যের পুচ্ছভাগ, লেজা; করতল, হাতের পাতা। সং। ২। পুঁছা, মুছা, লোপ করা, মুছা, পুছ করা, সুধান; গণ্য করা, গণা করা। প্রাদেশিক। ক্রি।

পোঁটা—মাছের পটকা, বালুকোষ। বা অন্ন; নাসামল, নাকের শ্লেষ্মা, শিকনি। প্রাদেশিক। সং।

পোঁতা—১। ঘরের বাটি, পোতন। সং। ২। পোথিত। বিণ। ৩। প্রোথিত করা। প্রাদেশিক। ক্রি।

পোকা—কৃমি, কীট, ক্ষুদ্র পতঙ্গ। দেশজ। সং।

পোক্ত, পোক্তা—দৃঢ়, মজবুত, কঠিন, কায়েমী; পরিপক্ক। বৈদেশিক। বিণ।

পোগণ্ড—পঞ্চম হইতে দশম বর্ষীয় (শিশু); বিকলাঙ্গ। অপ (অপকৃষ্ট)—গম (গমন করা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

পোট—১। মিলন ; স্পর্শ। পুট (সংযুক্ত হওয়া) + অস্ ভা। সং ; পু। ২। মিল, সদ্ভাব, প্রণয়। দেশজ। সং।

পোটলা—বস্ত্রবদ্ধ দ্রব্য। দেশজ। সং।

পোটা—শ্মশ্রুমতী স্ত্রী, পুংলক্ষণা স্ত্রী। পুট (সংশ্লিষ্ট হওয়া) + অস্ র্ম + আপ্। সং ; স্ত্রী।

পোড়—দহন, দাহ ; দগ্ধাবস্থা। দেশজ। সং।

পোড়া—১। দগ্ধ। বিণ। ২। দহন, দাহ। দেশজ। সং।

পোড়া-কপালিয়া, -কপালে—হতভাগ্য ; যাহার ললাট—অদৃষ্ট দগ্ধ হইয়াছে। দেশজ বিণ।

পোড়ার-মুখো—দগ্ধানন (গালিতে)। দেশজ। বিণ।

পোণা, পোনা—রোহিত কাতল মৃগাল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় মৎস্য ; মৎস্যশিশু, মাছের ছা, বাচ্চা মাছ। দেশজ। সং।

পোত—১। দশমবর্ষীয় হস্তী ; শিশু ; নৌকাদি জলযান ; গৃহস্থান, পোঁতা। পূ (শোধন করা) + তন্ ক। ২। বস্ত্র। পু + তন্ র্ম। সং ; পু।

পোতচালক—নৌকাদি জলযান যে চালিত করে, নাবিক, কর্ণধার, দাঁড়ি বা মাঝি। ৬তৎ। বিণ বা সং ; পু।

পোতধ্বংস, -নাশ, -ভঙ্গ—নৌকাদি জলযানের বিনাশ (ship wreck)। ৬তৎ। সং ; পু।

পোতরক্ষ—কর্ণ, নৌকাদির হাল। পোত-রক্ষ (রক্ষা করা) + অস্ ণ। সং ; পু।

পোতবণিক্ (-বণিজ্)—জলপথে বাণিজ্যকারী, সাংযাত্রিক। ৩ বা ৭তৎ। সং ; পু।

পোতবাহ—বহিত্রবাহক, নাবিক, দাঁড়ি, মাঝি। পোত (জলযান) - বহ (বহা) + ষণ্ ক। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

পোতব্যসন—পোতসঙ্কট, জলযানের বিপদ্।

পোতসঙ্কট—জলযানের বিপদ্, পোতধ্বংস, ঝটিকাদি কারণে নৌকা জাহাজাদি জলমগ্ন হওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

পোতা—১। গৃহভূমি ; ভিত্তিমূল, ভিৎ ; ঘরের ধারি বা মেজে ; পৌত্র। দেশজ। ২। মুষ্ক ; মুষ্কবৃদ্ধি, কোরণ্ড। বৈদেশিক। সং।

পোতা (পোতৃ)—পুরোহিতবিশেষ ; বিষ্ণু। পূ (পবিত্র করা) + তৃন্ ক। সং, পু।

পোতাধামাল—গৃহভিত্তির অবলম্বন, পুস্তন বা পোস্তা (plinth)। দেশজ। সং।

পোতাধান—পোণার ঝাঁক। পোত (বস্ত্র) দ্বারা আধান (গ্রহণ) হয় যাহাদের, বহু। সং ; ক্লী।

পোতাধ্যক্ষ—পোতের প্রধান কর্মকর্তা, জাহাজের কাপ্তেন। (প্রাচীনকালে এই অর্থে মহানাবিক শব্দ প্রচলিত ছিল)। ৬তৎ। সং ; পু।

পোতামাঝি—নৌকাদির মাঝি বা মাল্লা, জাহাজের খালাসী ; [তাহা হইতে] জোয়ান লোক, বলিষ্ঠ পুরুষ। প্রা, ক।

পোতারোহী (-রোহিন্)—নৌকা জাহাজাদির আরোহী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -হিণী।

পোতাশ্রয়—জাহাজাদি লাগাইবার স্থান, বন্দর (Harbour)। পোতগণের (জলযান-সমূহের) আশ্রয়, ৬তৎ। সং ; পু।

পোত্র—শূকরের মুখাগ্র, শূকরের থুৎনি ; ক্রোড়; লাঙ্গলমুখাগ্র ; বজ্র। পূ (শুদ্ধ করা) + ত্র ণ। সং ; ক্লী। [অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

পোত্রী (পোত্রিন্)—শূকর। পোত্র শব্দ + ইন্

পোদ—অন্ত্যজ হিন্দু-জাতিবিশেষ। সং।

পোদ্দার—খাজাঞ্চি বা ধনরক্ষক। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী পোদ্দারণী।

পোনর, পোনের—পঞ্চদশ, ১৫। দেশজ।

পোয়া—একচতুর্থ সের ; ঢেঁকির দুই পাশের অবলম্বনদণ্ড। দেশজ। সং।

পোয়াতি, পোয়াতী—প্রসূতি; নবপ্রসূতা নারী ; গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা, গুর্বিণী। দেশজ।

পোয়ান—১। কুমারের বা চূণারির বৃহৎ চুল্লী, ভাঁটী। সং ২। পোহান (তাহা দেখ)। দেশজ। ক্রি।

পোয়াবার—[পাশা খেলায়] দুই ছক্কা ও এক বিন্দু এই দান ; অতিশয় লাভের বিষয়, খুব সুবিধা। দেশজ। সং।

পোল—পুল, সেতু, সাঁকো। দেশজ। সং।

পোলা—শিশুসন্তান, ছোট ছেলে। প্রাদে। সং।

পোলাও—পলান্ন, ঘৃতপক্ব অন্ন। বেদে। সং।

পোলিকা—পিষ্টকবিশেষ, পাতলা রুটী। পুল + ণক ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

পোষ—১। পুষ্টি ; বর্দ্ধন ; পালন ; ধারণ। পুষ্ (পোষণ করা) + অস্ ভা। সং ; পু। ২। বশতাপন্নভাব, বশ্যতা, বাধ্যতা, আনুগত্য। দেশজ। সং।

পোষক—পালক ; ধারক ; বর্দ্ধক ; পুষ্টিকারক ; পুষ (পোষণ করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী পোষিকা।

পোষণ—পুষ্টি ; পালন ; বর্দ্ধন; ধারণ ; সমর্থন। পুষ্ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পোষা—১। পোষিত, পালিত ; বশীকৃত। বিণ। ২। পোষণ, পালন ; বশীকরণ। সং। ৩। পুষা, পোষণ করা, পালন করা, পালা, বশ করা। দেশজ। ক্রি। [সং।

পোষাক—পরিচ্ছদ, বেশ, সজ্জা। বৈদেশিক।

পোষাকী—পোষাকের যোগ্য ; বাহিরে পরিধানের উপযুক্ত। বেদেশিক। বিণ।

পোষাণি, পোষাণী—[গবাদি পশু] পালনার্থে অন্যকে অর্পণ ; পালনব্যয়। প্রাদে। সং।

পোষান—পোষমানান, পালন করান ; ক্ষতিপূরণ হওয়া, যথেষ্ট লভ্য বলিয়া বোধ করা ; সঙ্কুলান হওয়া বা করা। দেশজ। ক্রি।

পোষিত—বর্দ্ধিত ; পালিত ; ধৃত। ণিজন্ত পুষ (=পোষি) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তা।

পোষ্টা (পোষ্টৃ)—পালক, পোষণকারী। পুষ (পোষণ করা) + তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী পোষ্ট্রী। দেশজ। বিণ।

পোষ্টাই—১। পুষ্টি। সং। ২। পুষ্টিকর।

পোষ্য—পোষণযোগ্য ; প্রতিপালনীয় ; ভৃত্য। পুষ (পোষণ করা) + ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

পোষ্যপুত্র—দত্তকপুত্র, অপুত্রক ব্যক্তি পিণ্ড-প্রাপ্তির ও বিষয়-রক্ষার জন্য যে পরকীয় পুত্র বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পালন করে। কর্ম্মধা। সং ; পু। [সং ; পু।

পোষ্যবর্গ—প্রতিপাল্য লোকসকল। ৬তৎ।

পোস্ত—আফিমগাছের বীজ। দেশজ। সং।

পোস্তা—১। ভিত্তির দৃঢ়তাসাধক গাঁথনি, প্রাচীরগাত্রলগ্ন অবলম্বন বা ঠেস ; নদীতীরের রক্ষাসাধন ; নদীর ঘাট ; দ্রব্যবিশেষের বিক্রয়স্থল, পটী ; বাজার, গঞ্জ। বৈদেশিক। সং। ২। কলিকাতা সহরের উত্তরাংশে এক পল্লীর নাম।

পোস্তারাজবংশ—লক্ষ্মীকান্ত ধর কলিকাতার এই প্রাচীন রাজবংশের আদিপুরুষ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সময় কলিকাতায় বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করেন, সেই সময় হইতে উক্ত কোম্পানীর সহিত এই বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইংরাজদিগের অর্থের অভাব হইলেই তাঁহারা লক্ষ্মীকান্ত ধর (যিনি সাধারণতঃ নকুধর নামে অভিহিত হইতেন) মহাশয়ের নিকট ঋণ লইয়া আপনাদিগের কার্য্য চালাইতেন। সে কালের বাঙ্গালা দেশে ধর মহাশয় যেমন অসাধারণ অর্থশালী ছিলেন, সেইরূপ মুক্তহস্ত দাতা বলিয়াও প্রশংসিত হইতেন। ২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীটে যে ভবন বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৃহ। এই স্থানে নকুধর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এই গৃহে সে সময়ের বঙ্গের সুবিখ্যাত মনীষী ও রাজা মহারাজা এবং নবাব প্রভৃতি আগমন করিয়া ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেন। এই গৃহে ক্লাইভ্ প্রভৃতি ভারতসাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা ইংরাজগণ আগমন পূর্ব্বক অর্থ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

নকুধরের মৃত্যুর পর তাঁহার অগাধ সম্পত্তি তাঁহার দৌহিত্র মহারাজা সুখময় রায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। এই রাজবংশে ১০ জন রাজা মহারাজা জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশের গৌরবগরিমা অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছেন। পুরীর রাস্তা, নানাস্থানের সেতু, অনাথালয় ও আরোগ্য-

শালা নির্ম্মাণ করিয়া এই বংশ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বংশ সাহিত্য ও শিক্ষার বিস্তারজন্য অর্থব্যয়ে কখনও কাতর হন নাই। কলিকাতার উপকণ্ঠে রামলীলার বাগানে নানাজাতীয় তরুলতা গুল্ম এবং সিংহাদি নানা প্রকার পশু সংগ্রহ দ্বারা জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। কুমার হরিপ্রসাদ রায় রাজা নরসিংহের প্রপৌত্র এবং রাজা রাজকুমারের পৌত্র। ইনি বিনয়ী, শিক্ষিত এবং মুক্তহস্ত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ ইঁহার গুণে প্রীত হইয়া ইঁহাকে "সাহিত্য নিধি" উপাধি দান করিয়াছিলেন। কুমার হরিপ্রসাদের বিদুষী ধর্ম্মনিরতা ভার্য্যা রাণী সখিসোনা দাসী মহোদয়ার সত্যনিষ্ঠা ও পরদুঃখ দূর করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা অত্যল্প কালেই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'মানস-প্রসূন' নামক একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও ধর্ম্মানুরাগ অতি সুন্দরভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বংশ সুবর্ণ বণিক্ সমাজের দলপতিরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

পোহান—[উত্তাপ] সেবন করা; প্রভাত করা বা হওয়া, ফরসা হওয়া; যাপন করা, কাটান। দেশজ। ক্রি।

পৌংশ্চলেয়—অসতীতনয়, জারজ; কুণ্ড; ব্যভিচারিণীর পুত্র। পুংশ্চলী শব্দ+ঞেয় অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লেয়ী।

পৌণমী—পূর্ণিমা। প্রা, ক।

পৌগণ্ড—পোগণ্ডের ভাব বা ধর্ম্ম। পোগণ্ড দেখ। পোগণ্ড+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

পৌণ্ড্র—দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় লোক; মধ্যম পাণ্ডব ভীমের শঙ্খ। পুণ্ড্র+ষ্ণ। সং; পু।

পৌটা—ধান চাউলের মাপবিশেষ, ১৬ বিশা। দেশজ। সং।

পৌণ্ড্রক—করূষদেশের একজন রাজা, অসুররাজ নরকের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। কৃষ্ণকর্ত্তৃক নরক নিহত হইলে, ইনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। একদা তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া পৌণ্ড্রক রাত্রি কালে দ্বারকাপুরী অবরোধ করেন। সমস্ত রাত্রি তুমুল যুদ্ধ হয়। প্রভাতে কৃষ্ণ আসিয়া ইঁহার প্রাণবধ করেন। পৌণ্ড্র+কণ্। সং; পু।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন—দেশবিশেষ, বিহার; অধুনা অনেকে মালদহ প্রভৃতি দেশকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া থাকে। সং; পু।

পৌত্তলিক—পুত্তলিপূজক, পুতুলের আরাধক (যাঁহারা দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার আরাধনা করেন, একেশ্বরবাদীরা তাঁহাদিগকেও পৌত্তলিক বলিয়া থাকে)। পুত্তলি+কণ্। বিণ; ত্রি।

পৌত্তলিকতা—পুত্তলপূজা, পুত্তলিকার উপাসনা, (প্রতিমা-পূজা নহে। পুত্তল ও প্রতিমা এক নহে)। পৌত্তলিক+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

পৌত্র, পৌত্র—পুত্রের পুত্র, নাতি। পুত্র বা পুত্র+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

পৌত্রী (পৌত্রিন্), পৌত্রী (পৌত্রিন্)—পৌত্রবান্, পৌত্রযুক্ত, যাহার পৌত্র আছে। পৌত্র বা পৌত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী পৌত্রিণী, পৌত্রিণী।

পৌত্রী, পৌত্রী—পুত্রের কন্যা। পৌত্র বা পৌত্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৌনঃপুনিক—পুনঃ পুনঃ জাত বা উদিত (Recurring, Circulating)। পুনঃপুনর্ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

পৌনঃপুন্য—পৌনঃপুনিকতা, একই বিষয়ের বার বার আবির্ভাব বা সংঘটন। পুনঃপুনর্ +ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পৌণমী—পূর্ণিমা। প্রা, ক।

পৌনরুক্ত, পৌনরুক্ত্য পুনর্ব্বার কথন; দ্বৈগুণ্য। পুনরুক্ত শব্দ+ষ্ণ, ষ্য। সং; ক্লী।

পৌনর্ভব—পুনর্ভূর পুত্র, দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। পুনর্ভূ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

পৌর—পুরসম্বন্ধীয়; পুরবাসী, নগরবাসী। পুর+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৌরী।

পৌরব—পুরুবংশীয়, পুরুবংশজাত। পুরু+ষ্ণ অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৌরবী।

পৌরস্ত্য—প্রথম; পূর্ব্বদেশীয়; অগ্রভব। পুরস্ শব্দ+ত্যন্। বিণ; ত্রি।

পৌরস্ত্রী—পুরবাসিনী রমণী; অন্তঃপুরচারিণী ললনা। পৌরী স্ত্রী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পৌরাঙ্গনা—পুরনারী, পুরমহিলা, পৌরস্ত্রী। পৌরী যে অঙ্গনা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পৌরাণিক—১। পুরাণসম্বন্ধীয়; পুরাণঘটিত; পুরাণে বর্ণিত। পুরাণ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৌরাণিকী। ২। পুরাণবেত্তা। সং; পু।

পৌরুষ—১। পুরুষের ভাব, পুরুষত্ব; পরাক্রম; রেতঃ, শুক্র; তেজঃ; সাহস; উদ্যম। পুরুষ শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। পুরুষসম্বন্ধীয়; উর্দ্ধপাণি-পুরুষ-প্রমাণ। বিণ; ত্রি।

পৌরুষচরিত্র—পুরুষযোগ্য আচরণ; পুরুষসম্বন্ধীয় চরিত। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পৌরুষপাবক—পরাক্রমরূপ বহ্নি; উদ্যমরূপ অনল। রূপক। সং; পু।

পৌরুষেয়—১। পুরুষকৃত, মনুষ্যরচিত, মানুষিক। পুরুষ শব্দ+ষ্ণেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৌরুষেয়ী। ২। পুরুষসমূহ। সং; ক্লী।

পৌরোগব—রন্ধনশালাধ্যক্ষ; পাচকশ্রেষ্ঠ। পুরঃ (অগ্রে) গো (নেত্র, দৃষ্টি) যাহার সে, পুরোগু, বহু; তদুত্তরে ষ্ণ। সং; পু।

পৌরোভাগ্য—কেবল দোষদর্শন। পুরোভাগিন্ শব্দ+ষ্য। সং; ক্লী।

পৌরোহিত্য—পুরোহিতের ধর্ম্ম বা কার্য্য। পুরোহিত+ষ্য। সং; পু।

পৌর্ণমাস—পূর্ণিমা তিথিতে কর্ত্তব্য যাগ। পৌর্ণমাসী+ষ্ণ। সং; পু।

পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণমাস+ষ্ণ স্বার্থে +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৌর্ব্ব—পূর্ব্বঘটিত; পূর্ব্বজাত; পূর্ব্বগত, অতীত, পূর্ব্বকালীন, আগেকার; পূর্ব্বদেশীয়, প্রাচ্য। পূর্ব্ব+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৌর্ব্বী।

পৌর্ব্বদেহিক—পূর্ব্বদেহঘটিত, পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধীয়, পূর্ব্বজন্মজাত। পূর্ব্বদেহ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

পৌর্ব্বপদিক—পূর্ব্বপদসংক্রান্ত; পূর্ব্বপদঘটিত। পূর্ব্ব পদ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

পৌর্ব্বাপর্য্য—অনুক্রম, যাহার পর যেটি এইরূপ ভাব; কারণ; ফল। পূর্ব্বাপর+ষ্য। ক্লী।

পৌর্ব্বার্দ্ধিক—পূর্ব্বার্দ্ধসম্বন্ধীয়; পূর্ব্বার্দ্ধঘটিত। পূর্ব্বার্দ্ধ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

পৌর্ব্বাহ্ণিক—পূর্ব্বাহ্ণভব, পূর্ব্বাহ্ণসম্বন্ধীয়, প্রাতঃকালীন। পূর্ব্বাহ্ণ+ষ্ণিক ভবাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৌর্ব্বাহ্ণিকী।

পৌলস্ত্যী—পুলস্ত্যপুত্রী,—সূর্পণখা, কুম্ভীনসী। পুলস্ত্য+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যপুত্র,—কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। পুলস্ত্য (ঋষিবিশেষ)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

পৌলোমী—ইন্দ্রপত্নী শচী। পুলোমা দেখ; পুলোমন্+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৌষ—মাসবিশেষ, এদেশীয় বৎসর গণনায় নবম মাস। পৌষী+ষ্ণ যুক্তার্থে। সং; পু।

পৌষী—পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা; পৌষমাসের পূর্ণিমা। পুষ্য শব্দ+ষ্ণ যুক্তার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৌষ্টিক—১। পুষ্টিকারক। পুষ্টি শব্দ+কণ্ কৃতার্থে। বিণ; ত্রি। ২। চূড়াকরণ-কালে পরিহিত বস্ত্র; ক্ষৌর সময়ে গাত্রাচ্ছাদন বস্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

পৌষ্প—পুষ্পনির্ম্মিত; কুসুমরচিত; পুষ্পসম্বন্ধীয়। পুষ্প+ষ্ণ ইদমাদি অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী পৌষ্পী।

পৌষ্পী—১। পুষ্পময়ী, পুষ্পসম্বন্ধীয়া। পৌষ্প দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দেশবিশেষ; পাটলিপুত্র নগর। সং; স্ত্রী।

প্যাঁচ—পেঁচ (তাহা দেখ)।

প্যাঁচাও—পেঁচাল (তাহা দেখ)।

প্যারী—১। পিয়ারী, প্রিয়া। বিণ ; স্ত্রী। ক, প্র। ২। কৃষ্ণপ্রিয়া, রাধিকা। দেশজ। সং ; স্ত্রী।

প্যারীচরণ সরকার—প্রসিদ্ধ ইংরাজী পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতা। কলিকাতা চোরবাগানে ১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ (১৮২৩ খ্রীঃ) ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে ইনি হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। পরে ঐ পাঠশালা হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়। প্যারীচরণ এই স্কুলে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি লইয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। ইহার পর স্কুল ছাড়িয়া হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ও পরে বারাসত গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে কার্য্য করিয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, এবং স্কুলের নানাবিধ উন্নতি সাধন করেন। পরে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত কলেজে ইংরাজী অধ্যাপনার ভার বাঙ্গালী এই প্রথম পায়। প্যারীচরণের চেষ্টায় "সুরাপান নিবারিণী সভা" স্থাপিত হয়। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইনি ইংরাজী ভাষায় "ওয়েল উইশার" এবং বাঙ্গালা ভাষায় "হিতসাধক" নামে দুইখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১২৭৩ সালে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি একটী অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিস্তর লোককে অন্নদান করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেট-নামক সরকারী সংবাদ পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তজ্জন্য মাসিক ৩০০৲ শত টাকা বেতন পাইতেন। কিন্তু সামান্য কারণে গভর্ণমেণ্টের সহিত মতের মিল না হওয়ায় ইনি সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ইঁহার প্রণীত ফার্ষ্ট বুক, সেকেণ্ড বুক প্রভৃতি শিশুপাঠ্য ইংরাজী পুস্তক সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ১২৮২ সালের ১৫ই আশ্বিন (১৮৭৫ খৃঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর) ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্র-রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার শিক্ষকতা-কার্য্যে রগ্‌বী স্কুলের আরনল্ড সাহেবের ন্যায় পারদর্শিতার জন্য সকলে ইঁহাকে আরনল্ড অব দি ইষ্ট (Arnold of the East) বলিত। ইনি বড় মিষ্টভাষী, সরলান্তঃকরণ ও সামাজিক লোক ছিলেন। ছাত্রগণকে ইনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহারা ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিত।

প্যারীচাঁদ মিত্র—'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। ১২২১ সালে শ্রাবণ মাসে কলিকাতা নিমতলার মিত্রবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ৯ বৎসর বয়সে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই তথাকার পাঠ শেষ করেন। পরে ইনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন, এবং ক্রমে তাহার সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ান পদে উন্নীত হন। কিন্তু অল্পদিন পরেই ইনি চাকুরীতে জবাব দিয়া ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে প্রভূত অর্থ ও সম্মান উপার্জ্জন করেন। ইনি কলিকাতা রিভিউ নামক ইংরেজী পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া মাতার পাদোদক পান না করিয়া অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নবেম্বর ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও কলিকাতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় থাকিয়া পশুক্লেশ নিবারণ বিষয়ক আইন পাশ করান। ইনি এক দিকে যেমন প্রেততত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন, অপর দিকে তেমন বঙ্গভাষা ও সমাজসংস্কার কার্য্যেও মনোযোগী ছিলেন। ইঁহার রহস্যপ্রিয়তা শেষ বয়স পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তাঁহার প্রেতাত্মা স্থূলশরীর ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্যারীচাঁদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। প্যারীচাঁদের লিখিত পুস্তকের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য - আলালের ঘরের দুলাল ; রামারঞ্জিকা ; মদ খাওয়া বড়দায়, জাত থাকার কি উপায় ; আধ্যাত্মিকা ; অভেদী ও ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত। ইনি স্বীয় গ্রন্থাদিতে টেকচাঁদ ঠাকুর এই কল্পিত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্যারীমোহন কবিরত্ন—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহাপুই গ্রামে ১২৩১ সালে ৬ঠা আশ্বিন ইঁহার জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি অনেক অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইংরাজীতেও ইঁহার সামান্য জ্ঞান ছিল। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা সঙ্গীতচর্চ্চাতেই ইঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। ইঁহার রচিত গীতসমূহ যাত্রাওয়ালা বা কবিওয়ালা ব্যতীত ভিখারীদের মুখেও শুনা যাইত। ইনি কেবল গীতরচনাপটু ছিলেন না, নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাব চাঁদ ইঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১২৮২ সালে ৫০ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (রাজা)—জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ, ১৭ই সেপ্টেম্বর। ইনি উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্যারীমোহন এম, এ এবং পর বৎসর, বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন, ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ, পুনঃ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিয়া Bengal Tenancy Bill বিধিবদ্ধ হইবার সময় ইনি জমিদারী ও রাজস্ব বিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি একই দিনে রাজা ও সি, এস, আই উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। একই দিনে দুইটি ভিন্ন শ্রেণীর সম্মান লাভ করা বাঙ্গালীর ভাগ্যে এই প্রথম ঘটে। প্যারীমোহন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের উন্নতিকল্পে বিস্তর পরিশ্রম করিয়া থাকেন। এক বৎসর ইনি এই সভার সম্পাদক ও পরে এক বৎসর ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দেশের অনেক হিতকর কার্য্যের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ইঁহার লেখা বা বক্তৃতা বাগাড়ম্বরশূন্য এবং গম্ভীর যুক্তিপূর্ণ। সন ১৩২৯ সালের ২রা মাঘ ৮৩ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্র—উৎকর্ষ ; খ্যাতি ; গতি ; উপসর্গ ; আরম্ভ; সর্ব্বতোভাব। প্রথ (খ্যাত হওয়া, গমন করা) + ড ক। বা।

প্রকট—ব্যক্ত ; স্পষ্ট। প্রকৃষ্টরূপে গমন করে এই অর্থে প্র — কট (গমন করা) + অন্ ক ; কিংবা প্র + কটচ্ প্রত্যয়। বিণ ; ত্রি।

প্রকটন—প্রকাশকরণ ; ব্যক্তকরণ। প্র — কট (গমন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রকটিত—প্রকাশিত ; ব্যক্ত ; বিস্তারিত, বিসারিত। প্র — কট + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রকটীকৃত—সম্প্রতি প্রকাশিত ; ব্যক্তীকৃত ; বিশদীকৃত। প্রকট + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= প্রকটী) — কৃ + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রকম্প—১। বেপথু, থরথর কাঁপনি, প্রবল

কম্প, ধাক্কা (shock)। প্র—কম্প্ + অল্ ভা। ২। বায়ু। +অন্ ক। সং; পু।

প্রকম্পন—১। কম্পাতিশয়; বেপথু, কাঁপন। প্র—কম্প (কাঁপা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। কম্পমান। +অন ক। ৩। কম্পিতকারক, কম্পজনক। প্র—ণিজন্ত কম্প = কম্পি (কাঁপান) + অন ক। বিণ; ত্রি। ৪। বায়ু; নরকবিশেষ। সং; পু।

প্রকর—১। স্তবক; সমূহ; বিকীর্ণ কুসুমাদি; সাহায্য; অধিকার। প্র—কৄ (বিকীর্ণ করা) + অল্ র্ম্ম। সং; পু। ২। চত্বরভূমি। প্র—কৄ + অল্ অধি। সং; পু বা ক্লী।

প্রকরণ—১। সম্যক্রূপে করণ; প্রকার; প্রস্তাব। প্র—কৃ + অনট্ ভা। ২। গ্রন্থের এক দেশ, গ্রন্থাংশ; রূপকবিশেষ। প্র—কৃ + অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

প্রকরী—নাট্যাঙ্গবিশেষ; চত্বরভূমি। প্র—কৃ (করা) + অল্ র্ম্ম + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রকর্ষ—উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা; আধিক্য। প্র—কৃষ + অল্ ভা। সং; পু।

প্রকাণ্ড—১। বৃক্ষের মূল হইতে শাখামূল পর্য্যন্ত অংশ, গাছের গুঁড়ি। প্র (প্রকৃষ্ট) যে কাণ্ড, প্রাদি বা কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী। ২। বৃহৎ, বিপুল, বিশাল। প্র (প্রকৃষ্ট) কাণ্ড যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। (শব্দের পরে থাকিলে) প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

প্রকাণ্ডর—বৃক্ষ, গাছ। প্রকাণ্ড + র অস্ত্যর্থে।

প্রকাম—অত্যন্ত; পর্য্যাপ্ত, প্রচুর; যথেষ্ট। প্র—কম (ইচ্ছা করা) + ঘঞ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি; অথবা ব্য।

প্রকার—ভেদ, প্রভেদ; রকম, ভাব; কৌশল; ধারা; সাদৃশ্য; জাতি; রীতি। প্র—কৃ (করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রকারান্তর—অন্য প্রকার। নিত্য। সং; ক্লী।

প্রকাশ—১। আলোক; আভা; দীপ্তি; আতপ; বিস্তার; প্রকটন; বিকাশ; শোভা; প্রসিদ্ধি; সাদৃশ্য; জ্ঞান। প্র—কাশ (দীপ্তি পাওয়া) + অল্ ভা। ২। বিকসিত; ব্যক্ত; প্রকট; প্রসন্ন; প্রসিদ্ধ; উদ্ভাবিত; সদৃশ। প্র—কাশ + অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রকাশা।

প্রকাশক—প্রকাশকর্ত্তা। প্র—কাশ (দীপ্ত করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শিকা।

প্রকাশমান—দেদীপ্যমান, দীপ্তোজ্জ্বল, ভাস্বর; প্রকট; বিস্পষ্ট, অভিব্যক্ত। প্র—কাশ + শান ক। বিণ; ত্রি।

প্রকাশা—প্রকাশ করা, বিকাশ করা, প্রচার করা। ক, প্র। ক্রি।

প্রকাশাত্মা (—শাত্মন্)—ভাস্কর, সূর্য্য। প্রকাশ আত্মা যাহার, বহু। সং; পু।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—জনৈক বেদান্তবিৎ পণ্ডিত। ইনি কাশীবাসী ও চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি প্রথমে জ্ঞানবাদী হইয়া চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের বিদ্বেষ করিতেন, পরে তাঁহার সহিত বিচারে ভক্তির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া চৈতন্যদেবের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রকাশানন্দ স্বামী—রামকৃষ্ণ মিশনভুক্ত একজন সন্ন্যাসী। ইনি আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর পুত্র ও শুদ্ধানন্দ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮৭৪ খৃঃ কলিকাতা সহরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার আদি নাম সুশীলচন্দ্র। ইনি বাল্যে বাস্তবিকই অতি সুশীল ও নির্ভীক ছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ বি, এ পরীক্ষা দিবার অনতিপূর্ব্বে ইনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত ও প্রকাশানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। ইনি দশনামী সম্প্রদায়ের পুরী শ্রেণীভুক্ত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কিছুকাল ইনি অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মায়াবতীর আরও উত্তরে পর্ব্বতগুহায় বাস করেন। তথায় কেহ কিছু ভোজ্যবস্তু ইঁহার মুখে তুলিয়া দিলে তবেই ইনি খাইতেন, নচেৎ নহে। এইরূপে সংযতচিত্তে কিছুকাল ধর্ম্মসাধন ও তীর্থপর্য্যটনাদির পর ১৯০৬ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশনের আদেশে ইনি আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরে বেদান্ত প্রচারার্থে গমন করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই একবাক্যে ইঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের পর এরূপ বাগ্মিতা ও সুললিত ব্যাখ্যা আমেরিকায় আর শ্রুত হয় নাই। ইনি এক্ষণে সান্‌ফ্রান্সিস্কোর হিন্দুমন্দিরের ও শান্তি মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং Voice of Freedom নামক বেদান্তবিষয়ক পত্রের সম্পাদক।

প্রকাশিত—প্রকটিত; আবিষ্কৃত; দীপিত; উদ্ভাসিত; শোভিত; উদ্ভাবিত; প্রস্ফুটিত। প্র—কাশ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রকাশ্য—প্রকাশযোগ্য; প্রকাশনীয়। প্র—কাশ (দীপ্ত করা) + য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রকাশ্যে—প্রকাশিত ভাবে, সকলের গোচরে, প্রকাশ করিয়া। ক্রি-বিণ।

প্রকীর্ণ—১। বিক্ষিপ্ত; প্রসারিত; বিস্তৃত; প্রকাশিত; মিশ্রিত। প্র—কৄ (বিকীর্ণ করা) + ক্ত র্ম্ম। ২। উন্মার্গপ্রস্থিত, উচ্ছৃঙ্খল। প্র—কৄ + ক্ত ক। বিণ, ত্রি।

প্রকীর্ণক—বিস্তার, গ্রন্থপরিচ্ছেদ; চামর। প্রকীর্ণ শব্দ + কণ্। সং; ক্লী।

প্রকীর্ত্তি—সুখ্যাতি, সুযশঃ, প্রসিদ্ধি; প্রচার; অভিব্যক্তি, প্রকাশ। প্র (প্রকৃষ্টা) যে কীর্ত্তি, প্রাদি। সং; স্ত্রী।

প্রকীর্ত্তিত—সম্যক্ কীর্ত্তিত; কথিত, বর্ণিত। প্র—কৃত (কীর্ত্তন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ।

প্রকুপিত—অতিশয় কুপিত, বিষম রাগত; বৈষম্যপ্রাপ্ত, বিকৃত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

প্রকৃত—রচিত; নির্ম্মিত; প্রস্তাবিত; অধিকৃত; আরব্ধ; প্রক্রান্ত; বাস্তবিক, যথার্থ। প্র—কৃ (করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রকৃতার্থ—১। সত্য অর্থ; যথার্থ তাৎপর্য্য বা মর্ম্ম। প্রকৃত যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। যথার্থ, ঠিক, আসল। প্রকৃত অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রকৃতি—১। প্রধান, জগতের ত্রিগুণাত্মক মূল কারণ; তমঃ; মায়া; অজা; অজ্ঞান; হেতু; কারণ; নিসর্গ, স্বভাব; পঞ্চভূত; শক্তি, স্ত্রী; পরমাত্মা; জীবাত্মা; স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল, এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ; একবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি। প্র—কৃ + ক্তি ণ। ২। লিঙ্গ, মেঢ্র; (ব্যাকরণে) অবিকৃতাবস্থ শব্দ ও ধাতু। প্র—কৃ + ক্তি ক। ৩। পঞ্চভূতময় দেহ; প্রজা। প্র—কৃ + ক্তি র্ম্ম। ৪। যোনি। প্র—কৃ + ক্তি অপ। সং; স্ত্রী।

প্রকৃতিগত—স্বভাবসিদ্ধ, স্বভাবজ, স্বাভাবিক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রকৃতিজ—স্বভাবজ, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। প্রকৃতি—জন (জন্ম) + ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রকৃতিজন্য—প্রকৃতি-উৎপাদ্য, স্বভাবজাত; স্বভাবহেতুক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রকৃতিজাত—স্বভাবজাত; স্বাভাবিক, নৈসর্গিক। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জাতা।

প্রকৃতিদত্ত—স্বভাবপ্রদত্ত, স্বভাব হইতে লব্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দত্তা।

প্রকৃতিনির্ম্মিত—স্বভাবরচিত, স্বতঃজাত; নৈসর্গিক, স্বাভাবিক। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রকৃতিপুঞ্জ—প্রজাবর্গ, প্রজাসকল। ৬তৎ। সং।

প্রকৃতিপূজক—স্বভাবোপাসক; লিঙ্গারাধক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পূজিকা।

প্রকৃতিপূজা—স্বভাবোপাসনা, জড়ারাধনা; লিঙ্গারাধনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রকৃতিবাদ—প্রকৃতিই সকলের মূল এইরূপ মত; জড়বাদ। প্রকৃতিই যে বাদ, কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রকৃতিবাদী (—বাদিন্)—প্রকৃতিই সকলের মূল এইরূপ মতাবলম্বী; জড়বাদী। প্রকৃতিবাদ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—দিনী।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ—স্বভাবের বিরোধী, স্বভাবের প্রতিকূল। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রকৃতিসিদ্ধ—স্বভাবসিদ্ধ, স্বভাবজ, স্বভাবগত, স্বাভাবিক। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রকৃতিস্থ—স্বভাবে অবস্থিত, স্বস্থ ; স্বীয় ভাবাপন্ন ; স্বাভাবিক। প্রকৃতি (স্বভাব)—স্থা +ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রকৃতিস্থা।

প্রকৃষ্ট—উৎকৃষ্ট ; প্রশস্ত ; শ্রেষ্ঠ। প্র—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রক্লৃপ্ত—রচিত ; সম্ভূত। প্র—কৃপ (কল্পনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রকোপ—অতিশয় কোপ ; (জ্বরাদির) উৎকটতা ; প্রাবল্য ; উদ্দীপনা। প্র—কুপ (কুপিত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রকোপণ, প্রকোপন—রাগান ; অগ্নি প্রভৃতি উস্কান ; বর্দ্ধন। প্র—ণিজন্ত কুপ বা কোপি (রাগান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রকোপিত—ক্রোধান্বিত, রোষাবিষ্ট, কুপিত। প্রকোপ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রকোষ্ঠ—দ্বারের পার্শ্বগৃহ ; কক্ষ ; মহল ; কফোণি অবধি মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ। প্র—কুষ+থন্ অপা। সং ; পু।

প্রক্রম—গমন ; অতিক্রম ; উপক্রম, আরম্ভ ; অবসর। প্র—ক্রম্+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রক্রান্ত—১। গত ; অবগত। প্র—ক্রম্ (গমন করা)+ক্ত ক। ২। আরব্ধ। প্র—ক্রম +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রক্রান্তা।

প্রক্রিয়া—প্রয়োগ ; প্রকরণ ; অনুষ্ঠান। প্র—কৃ (করা)+শ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রক্লিন্ন—অতিশয় ক্লিন্ন, পরিষিক্ত, আর্দ্র ; অতিশয় ক্লেদযুক্ত, মলিন ; সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

প্রক্বণ, প্রক্বাণ—বীণাধ্বনি। প্র—ক্বণ (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রক্ষালন—ধাবন, ধৌতকরণ, ধোয়া। প্র—ণিজন্ত ক্ষল বা ক্ষালি (পরিষ্কার করান)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রক্ষালিত—ধৌত, পরিষ্কৃত। প্র—ণিজন্ত ক্ষল (=ক্ষালি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত ; বিন্যস্ত ; অন্তনির্বেশিত, মধ্যে মধ্যে বসান। প্র—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ—বিক্ষেপ ; বিন্যাস। প্র—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহময় বাণ ; নারাচ অস্ত্র। প্র—ক্ষ্বেড় (মোচন করা)+অন র্ম। সং ; পু।

প্রখর—১। তীক্ষ্ণ ; তীব্র ; অত্যুগ্র ; অত্যুষ্ণ। প্র (সর্ব্বতোভাবে) যে খর, প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রখরা। ২। কুকুর ; অশ্বতর। প্র—খর (ঘোড়া)+রক্ ক। ৩। অশ্বসজ্জা, ঘোড়ার সাজ। প্র—খর+রক্ র্ম। সং ; পু।

প্রখরতা,—ত্ব—প্রাখর্য্য, তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা, উৎকটত্ব, উগ্রতা, ঝাঁজ ; উষ্ণতা। প্রখর +তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রখ্য—বিখ্যাত ; সদৃশ, তুল্য। প্র—খ্যা (খ্যাত হওয়া)+ড র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রখ্যা।

প্রখ্যা—১। বিখ্যাতা ; সদৃশী। প্রখ্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। খ্যাতি ; সাদৃশ্য। প্র—খ্যা (খ্যাত হওয়া) +ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রখ্যাত—প্রকৃষ্ট, খ্যাতিযুক্ত ; বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ; খ্যাতিমান্ প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

প্রখ্যাতবপ্তৃক—সদ্বংশজাত ব্যক্তি, ভদ্রসন্তান। প্রখ্যাত (বিখ্যাত) হইয়াছে বপ্তা (পিতা) যাহার, বহু। সং ; পু।

প্রগণ্ড—কূর্পর অবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ। প্র (প্রকৃষ্ট বা প্রধান) যে গণ্ড (দেহাংশ), প্রাদি। সং ; পু।

প্রগণ্ডী—শিবির ; দুর্গভিত্তি ; বহিঃপ্রাকার। প্র (প্রকৃষ্ট গণ্ড যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

প্রগত—প্রস্থিত, পৃথগ্‌ভূত। প্র—গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রগতজানু,—জানুক—অন্তরিত পদবিশিষ্ট, যাহার পা দুইটি পৃথক হইয়া থাকে। প্রগত (পৃথগ্‌ভূত) জানু যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—জানুকা।

প্রগল্‌ভ—১। ধৃষ্ট ; নির্লজ্জ, বেহায়া ; অবিনীত ; উদ্ধত ; অনর্থক বহুভাষী, বাচাল, সাহসী ; নির্ভীক ; প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রত্যুৎপন্নমতি। প্র—গল্‌ভ (ধৃষ্ট হওয়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রগল্‌ভা। ২। গর্ব্ব, অহঙ্কার। প্র—গল্‌ভ+অল্ ভা। সং ; পু

প্রগল্‌ভতা—প্রগল্‌ভের ভাব, প্রাগল্‌ভ্য, ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা ; ঔদ্ধত্য ; বাচালতা ; নির্ভীকতা ; প্রতিভা। প্রগল্‌ভ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; স্ত্রী।

প্রগল্‌ভযৌবনা—উদ্ধত যৌবনবিশিষ্টা। বহু।

প্রগল্‌ভা—১। ধৃষ্টা ইত্যাদি। প্রগল্‌ভ দেখ। প্রগল্‌ভ+আপ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

প্রগাঢ়—অতিশয় গাঢ় বা ঘন ; অতিগম্ভীর ; অধিক ; অতিশয় ; দৃঢ় ; নিবিড়। প্র (সর্ব্বতোভাবে) যে গাঢ়, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

প্রগাঢ়তর—অতিশয় প্রগাঢ় ; অধিকতর দৃঢ় ; অধিক নিবিড় প্রগাঢ়+তর আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তরা।

প্রগাতা (প্রগাতৃ)—সুগায়ক, গীতজ্ঞ, সঙ্গীত পটু। প্র—গৈ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রগাত্রী।

প্রগুণ—প্রকৃষ্ট গুণশালী ; দক্ষ ; ঋজু, সরল অনুকূল। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে গুণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রগে—প্রভাতে, প্রত্যূষে। প্র—গৈ (গান করা) +ডে অধি। ব্য।

প্রগেতন—প্রাভাতিক, প্রাতঃকালীন। প্রগে +ট্যন তবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তনী।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—১। অশ্বাদির রশ্মি, লাগাম ; তুলাসূত্র ; ভুজ ; রজ্জু ; কিরণ। প্র—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্ করণ্ ণ। ২। বন্ধন ; গ্রহণ। প্র—গ্রহ+অল্ ঘঞ্ ভা। ৩। বন্দী। প্র—গ্রহ+অল্, ঘঞ্ র্ম। সং ; পু।

প্রগ্রীব, প্রগ্রীবক—১। প্রশস্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। প্র (প্রকৃষ্টা) গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বারাণ্ডা ; বাতায়ন ; গবাক্ষ ; বিশ্রামগৃহ ; সুখশালা ; অশ্বশালা, মন্দুরা। সং ; পু বা ক্লী।

প্রঘণ, প্রঘাণ, প্রঘান—বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠ ; গাড়ী বারাণ্ডা। প্র—হন (বধ করা)+অল্, ঘঞ্ র্ম। সং ; পু।

প্রঘস—১। উৎকৃষ্ট ভোজন। প্র (প্রকৃষ্ট) অদ (খাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। অশ্মর, পেটুক। ...+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রঘসা। ৩। রাক্ষস ; দৈত্য। সং ; পু।

প্রঘসা—১। অশ্মরা, পেটুকী। প্রঘস দেখ। প্রঘস+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মাতৃকাবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

প্রঘাণ, প্রঘান—প্রঘণ দেখ। [ক। সং ; পু।

প্রঘর্ষ—১। প্রকৃষ্টরূপে ঘর্ষণ। প্র—ঘর্ষ+অন্

প্রচক্র—প্রস্থিত সেনা, প্রচলৎ সৈন্য, যে সৈন্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্র (গতিশীল) যে চক্র (সৈন্য), কর্মধা। সং ; ক্লী।

প্রচণ্ড—দুঃসহ ; দুঃসহ ; দুর্দ্ধর্ষ ; প্রতাপশালী ; অতিকোপন ; প্রবল। প্র—চন্‌ড (রোষ করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রচণ্ডা।

প্রচণ্ডতা,—ত্ব—ভয়ঙ্করত্ব ; দুঃসহতা ; উগ্রতা, প্রাবল্য। প্রচণ্ড+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী, ক্লী।

প্রচণ্ডধন্বা (—ধন্বন্)—ভীষণ কার্ম্মুক, মহাধনুর্দ্ধর, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। প্রচণ্ড ধনু যাহার, বহু। বিণ ; পু।

প্রচণ্ডমূর্ত্তি—১। রুদ্রমূর্ত্তি, উগ্রমূর্ত্তি, বিকটাকার। প্রচণ্ডা মূর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বরুণ বৃক্ষ। সং ; পু। ভয়ঙ্কর বা বিকট চেহারা। প্রচণ্ডা যে মূর্ত্তি, কর্মধা। সং ; স্ত্রী।

প্রচণ্ডা—১। দুঃসহা, ইত্যাদি। প্রচণ্ড দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দেবীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

প্রচয়—১। বৃদ্ধি, উপচয় ; সঞ্চয় ; জমাট। প্র—চি (একত্র করা)+অল্ ভা। ২। রাশি। প্র—চি+অল্ র্ম। সং ; পু।

প্রচর, প্রচার—১। চলন, গমন ; প্রসার ; প্রসিদ্ধি ; প্রকাশ। প্র—চর (গমন করা) +অল্, ঘঞ্ ভা। ২। পথ। প্র—চর+ অল্, ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

প্রচরদ্রূপ—প্রচারিত, প্রচারবিশিষ্ট ; প্রচলিত ;

ব্যাক্তরূপ। প্রচরৎ (প্রচারিত) হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রচলন—প্রবর্ত্তন; প্রচার; চলন। প্র—চল+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রচলাক—১। সর্পফণা; ময়ূরপুচ্ছ। প্র—চল (চলা)+আক ক। ২। শরাঘাত।…+আক ভা। সং; পু।

প্রচলাকী (—কিন্)—সর্প; ময়ূর। প্রচলাক+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। [র্শ্মী। বিণ; ত্রি।

প্রচলায়িত—ঘূর্ণিত। প্র—চলায় নামধাতু+ক্ত

প্রচলিত—প্রবর্ত্তিত; প্রচারিত; ব্যবহৃত; প্রথিত; প্রসিদ্ধ; যাহার চলন হইয়াছে এরূপ। প্র—চল+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রচার—প্রচর দেখ।

প্রচারক—প্রচারকারী; বিঘোষক; প্রকাশক। প্র—ণিজন্ত চর (=চারি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রচারিকা।

প্রচারা—প্রচার করা, সাধারণ্যে প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, রটান। ক; প্র। ক্রি।

প্রচারিত—যাহার প্রচার করা হইয়াছে এরূপ; বিঘোষিত। প্র—ণিজন্ত চর বা চারি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রচিত—কৃতচয়ন, সংগৃহীত, সঙ্কলিত, সঞ্চিত। প্র—চি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রচীয়মান—পুষ্যমাণ, বৃদ্ধিশীল, বর্দ্ধমান। প্র—চি (চয়ন করা)+শান র্ম্ম ক। বিণ; ত্রি।

প্রচুর—প্রভূত, পর্য্যাপ্ত; বিস্তর; অনেক। প্র—চুর+ক ক। বিণ; ত্রি।

প্রচেতা (—তৃ)—১। চয়নকারী; সঙ্কলক। প্র—চি (চয়ন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রচেত্রী। ২। সারথি। সং; পু।

প্রচেতাঃ(—তস্)—১। প্রকৃষ্টচিত্ত; উন্নতমনাঃ; হৃষ্টচিত্ত। প্র (প্রকৃষ্ট) চেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। মুনিবিশেষ; বরুণ; প্রজাপতিবিশেষ। সং; পু।

প্রচেতিত—জ্ঞাত, অবগত। প্র—চিত (জানা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রচেতিতা।

প্রচেয়—চয়নীয়, চয়নযোগ্য; বর্দ্ধনীয়; গ্রাহ্য। প্র—চি (চয়ন করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রচোদিত—প্রেরিত; প্রণোদিত। প্র—ণিজন্ত চুদ (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রচ্যুত—স্খলিত, বিভ্রষ্ট, নিপতিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

প্রচ্ছদ—১। আবরণবস্ত্র; আস্তরণবস্ত্র; বিছানার চাদর। প্র—ণিজন্ত ছদ্—ছাদি (আচ্ছাদন করা)+ঘ ণ। ২। আচ্ছাদন। …+ঘ ভা। সং; পু।

প্রচ্ছদপট—আচ্ছাদনবস্ত্র, নিচোল, পাছুড়ি। প্রচ্ছদও যে পটও সে, কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রচ্ছনা—পৃচ্ছা, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা; আমন্ত্রণা। প্রচ্ছ্+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রচ্ছন্ন—১। আচ্ছন্ন; গুপ্ত। প্র—ছদ্ (আবৃত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রচ্ছন্না। ২। অন্তর্দ্বার। সং; ক্লী।

প্রচ্ছন্নচারী (—চারিন্)—লুক্কায়িতভাবে বিচরণকারী; দৃষ্টির অগোচর, অদৃশ্য, অলক্ষ্য। প্রচ্ছন্ন—চর্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,

প্রচ্ছর্দ্দিকা—বমি, বমনরোগ। প্র—ছর্দ্দ+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রচ্ছাদন—১। আচ্ছাদন। প্র—ণিজন্ত ছদ্ বা ছাদি (আচ্ছাদন করান)+অনট্ ভা। ২। আবরণবস্ত্র; আস্তরণবস্ত্র; উত্তরীয় বস্ত্র।…+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

প্রচ্ছাদিত—আচ্ছাদিত; আবরিত। প্র—ণিজন্ত ছদ্ বা ছাদি (আচ্ছাদন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [নিত্য। সং; ক্লী।

প্রচ্ছায়—প্রকৃষ্ট ছায়া। প্র (প্রকৃষ্ট) যে ছায়া,

প্রচ্ছন্ন—প্রসন্ন। বিণ। প্রা, ক। [সং; পু।

প্রজ—পতি, ভর্ত্তা, স্বামী। প্র জন্+ড ক।

প্রজন—গবাদি পশুর গর্ভগ্রহণ করান। প্র—ণিজন্ত জন্ (=জনি)+অস্ ভা। সং।

প্রজনন—১। জন্ম। প্র—জন্ (জন্মা)+অনট্ ভা। ২। যোনি। …+অনট্ অধি সং; ক্লী।

প্রজনিকা—জননী, প্রসূতি, মাতা। প্র—জনি+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

প্রজনিষ্ণু—জননশীল। প্র—জন্+ইষ্ণু শীলার্থে।

প্রজল্প, প্রজল্পন—কথোপকথন, আলাপ। প্র—জল্প (বলা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

প্রজব—অতিশয় বেগ। প্রাদি। সং; পু।

প্রজবী (—বিন্)—প্রকৃষ্ট বেগযুক্ত, দ্রুতগামী, বেগবান্। প্রজব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

প্রজা—সন্তান, সন্ততি; প্রকৃতি; অধিকারস্থ জন। প্র—জন্+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রজাই—১। প্রজার ভাব বা অবস্থা, প্রজাত্ব। সং। ২। প্রজা-সম্বন্ধীয়; প্রজার ভোগদখলী। দেশজ। বিণ।

প্রজাগিরি—প্রজাত্ব, প্রজাই। দেশজ। সং।

প্রজাত—উৎপন্ন, উদ্ভূত। প্র—জন্ (জন্মা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রজাতা।

প্রজাতন্ত্র—শাসনপ্রণালী দেখ।

প্রজাতা—১। উৎপন্না। প্র—জন (জন্মা)+ক্ত ক+আপ্। ২। জাতাপত্যা, প্রসূতা, সন্তান প্রসব করিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। …+ক্ত অপা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রজাতি—১। উপজাতি, শাখাজাতি প্রাদি। ২। পৌত্রের জন্ম। প্র—জন্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রজানাথ—প্রকৃতিপুঞ্জের পালক, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

প্রজান্তক—শমন, যম। প্রজাগণের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

প্রজাপ—প্রজাপালক। প্রজা—পা+ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রজাপতি—১। বিধাতা, ব্রহ্মা; বিশ্বকর্ম্মা; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ, এই দশ জন সৃষ্টিকর্ত্তা; রাজা। ৬তৎ। সং; পু। ২। বিচিত্রবর্ণ-পক্ষ সুদৃশ্য পতঙ্গবিশেষ। দেশজ।

প্রজাপতিনির্ব্বন্ধ—প্রজাপতির বিধান, বিধাতার বিধি। ৬তৎ। সং; পু।

প্রজাপাল—প্রজাপতি; রাজা। প্রজা শব্দ—পাল (রক্ষা করা)+অন্ ক। সং; পু।

প্রজাপালক—প্রজাপালনকারী, ন্যায়ানুসারে অধীন জনগণের রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, পালিকা।

প্রজাপালন—অধীন জনগণের রক্ষণাবেক্ষণ; সন্তানপ্রতিপালন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রজাপীড়ক—প্রজাপীড়নকারী, অধীন জনগণের উপর অত্যাচারকারী, অবিচারক শাসনকর্ত্তা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রজাপীড়ন—অধীন জনগণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার; প্রকৃতি-নিগ্রহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রজাবিলি—প্রজাকে বা প্রজাদিগকে জমি প্রভৃতি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া। দেশজ। সং। [ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রজায়িনী—জননী, প্রসূতি, মাতা। প্র—জন্+

প্রজারঞ্জক—প্রকৃতিরঞ্জনকারী, অধীন জনগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়া রাজ্যশাসনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, রঞ্জিকা।

প্রজারঞ্জন—প্রজাগণকে সন্তোষে রাখিয়া রাজ্যশাসন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রজাবতী—১। সন্তানবতী। প্রজা (সন্তান)+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। বিণ; স্ত্রী। ২। ভ্রাতৃজায়া; জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী। সং; স্ত্রী।

প্রজাসৃক্ (—সৃজ্)—বিধাতা, ব্রহ্মা; পিতা, জনক। প্রজা—সৃজ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

প্রজেশ, প্রজেশ্বর—নৃপতি, রাজা। প্রজাদিগের ঈশ বা ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

প্রজ্ঞ—জ্ঞানবান্, জ্ঞানী, বিচক্ষণ; পণ্ডিত। প্র—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞপ্তি—সম্যক্‌জ্ঞাপন; বিজ্ঞপ্তি। প্রাদি। সং; স্ত্রী।

প্রজ্ঞা—১। জ্ঞানবতী, ইত্যাদি। প্রজ্ঞ দেখ। প্রজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বুদ্ধি, জ্ঞান; তীক্ষ্ণমতি; সঙ্কেত; মন্ত্রণা। প্র—জ্ঞা (জানা)+অ ভা+আপ্। ৩। সরস্বতী। প্র—জ্ঞা+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রজ্ঞাচক্ষুঃ (চক্ষুস্)—১। জ্ঞাননেত্র। প্রজ্ঞা রূপ চক্ষুঃ, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। জ্ঞাননেত্রবিশিষ্ট, দিব্যদর্শী। প্রজ্ঞা হইয়াছে

চক্ষুঃস্বরূপ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। ধৃতরাষ্ট্র। সং ; পু।

প্রজ্ঞান—১। বুদ্ধি, জ্ঞান। প্র—জ্ঞা (জানা) + অনট্ ভা। ২। সঙ্কেত ; চিহ্ন। প্র—জ্ঞা + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

প্রজ্ঞাবান্ (—বৎ)—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী। প্রজ্ঞা + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রজ্ঞাবতী।

প্রজ্বলন—প্রচণ্ড জ্বলন বা দহন, দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠা ; প্রবলদাহ। প্রাদি। সং ; ক্লী।

প্রজ্বলিত—প্রকৃষ্ট জ্বলনবিশিষ্ট, জ্বলন্ত। প্র—জ্বল (দীপ্ত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রজ্বালন—প্রদীপন, জ্বালান, ধরান। প্র—জ্বালি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রজ্বালিত—প্রদীপিত, সন্ধুক্ষিত, যাহা জ্বালান বা ধরান হইয়াছে এরূপ। প্র—জ্বালি + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রডীন—পক্ষীর গতিবিশেষ। প্র—ডী (উড়া) + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

প্রণত—কৃতপ্রণাম ; নম্র ; অবনত ; বক্র। প্র—নম্ (নত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রণতি—প্রণিপাত, প্রণাম ; নম্রতা ; অবনমন। প্র—নম্ + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রণমা—প্রণাম করা, প্রণত হওয়া, নমস্কার করা। ক, প্র। ক্রি।

প্রণয়—প্রীতি ; অনুরাগ, প্রেম, ভালবাসা ; বিশ্রম্ভ ; বিশ্বাস ; শ্রদ্ধা ; প্রার্থনা ; যাচ্‌ঞা ; পরিচয়। প্র—নী (লইয়া যাওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু।

প্রণয়কোপ—প্রণয়জন্য ক্রোধ, অভিমান, ভালবাসাপূর্ণ রাগ। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু।

প্রণয়গর্ভ—প্রীতিপূর্ণ ; ভালবাসাপূর্ণ। প্রণয় গর্ভে (অন্তঃস্থলে) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রণয়ন—১। অগ্নি-সমিন্ধন মন্ত্রাদি। প্র—নী (লইয়া যাওয়া) + অনট্ ণ। ২। নির্মাণ ; লিখন ; রচনা। প্র—নী + অনট্ ভা। সং।

প্রণয়পত্র—পত্রিকা · প্রেম-লিপি, প্রীতিজ্ঞাপক লেখা (love letter)। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; ক্লী ও স্ত্রী।

প্রণয়পাত্র, প্রণয়াস্পদ—প্রেমভাজন, প্রেমাস্পদ, ভালবাসার ব্যক্তি (love)। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রণয়-পীড়িত—প্রেমার্ত্ত, কামাতুর (love-sick)। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রণয়প্রবাহ—প্রণয়স্রোতঃ, স্রোতের আকারে বহমান ভালবাসা। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রণয়বন্ধন—ভালবাসারূপ বাঁধন। রূপক। সং ; ক্লী। [পাত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রণয়ভাজন—প্রণয়পাত্র, প্রেমাস্পদ, ভালবাসার

প্রণয়শালী (—লিন্)—প্রণয়ী, ভালবাসাযুক্ত। প্রণয় + শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, —লিনী। [বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —শীলা।

প্রণয়শীল—প্রেমিক, ভালবাসাই যাহার স্বভাব।

প্রণয়সম্ভাষণ—প্রেমালাপ, প্রেমপূর্ণ কথোপকথন। প্রণয়সূচক সম্ভাষণ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রণয়াকর্ষণ—প্রেমের টান। প্রণয়ের আকর্ষণ,

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী (—কাঙ্ক্ষিন্)—প্রেমার্থী, প্রীতিপ্রত্যাশী, প্রেমলাভেচ্ছু। প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী।

প্রণয়ানুরাগ—প্রেমানুরাগ, প্রেমের ভালবাসা। প্রণয়ের অনুরাগ, ৬তৎ। সং ; পু।

প্রণয়াভিমান—প্রেমজন্য অভিমান, ভালবাসাজনিত প্রেমকোপ। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; ক্লী।

প্রণয়ালাপ—প্রেমালাপ, প্রণয়-সম্ভাষণ, প্রণয়ব্যঞ্জক কথোপকথন। প্রণয়সূচক আলাপ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু।

প্রণয়াস্পদ—প্রণয়পাত্র দেখ।

প্রণয়িনী—১। অনুরাগযুক্তা। প্রণয় + ইন্ অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভার্য্যা ; অনুরক্তা নায়িকা। সং ; স্ত্রী।

প্রণয়ী (—য়িন্)—১। অনুরাগবিশিষ্ট, যে ভাল বাসে। প্রণয় + ইন অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। স্বামী ; অনুরক্ত নায়ক। সং ; পু।

প্রণব—ঈশ্বরের পদ নাম, ওঁ, ওঙ্কার। প্র—নু (স্তুতি করা) + অল্ ণ। সং ; পু।

প্রণবাত্মক—ওঙ্কারাত্মক মন্ত্রাদি ; বেদ। প্রণব (ওঙ্কার) আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু।

প্রণস—নাসিকাহীন। প্র (প্রগত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রণাদ—১। অত্যুচ্চ আনন্দধ্বনি ; চীৎকার। প্র (প্রকৃষ্ট) যে নাদ (ধ্বনি), প্রাদি। ২। কর্ণরোগবিশেষ। প্র (প্রকৃষ্ট) নাদ হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

প্রণাম—ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়যুক্ত নমস্কার ; প্রণতি, প্রকৃষ্টরূপ নমস্কার, প্রকৃষ্টরূপ স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপার, অর্থাৎ যে কার্য্যের দ্বারা নিজের অপকর্ষ প্রকাশ করা হয় বা লক্ষ্য ব্যক্তিকে আপনা হইতে অধিক উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যক্ত করা যায় [নমস্কার দেখ]। প্র—নম্ (নত হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রণামি, প্রণামী—প্রণামকালে প্রদত্ত উপহার বা অর্থ, প্রণাম দক্ষিণা, সেলামী ; উৎকোচ, ঘুষ। দেশজ। সং।

প্রণায্য—প্রিয় ; অসম্মত ; অভিলাষবর্জ্জিত ; ন্যায়বান্, সাধু। প্র—নী (লইয়া যাওয়া) + ণ্যৎ র্ম, নিপাতনে। বিণ ; ত্রি।

প্রণাল—প্রণালী (সকল অর্থে)। প্র—নল (বন্ধন করা) + ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

প্রণালী—জলনিঃসরণমার্গ, নর্দ্দামা ; (ভূগোলে) যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে (Strait) ; পদ্ধতি, ধারা, রীতি ; শ্রেণী। প্র—নল (বন্ধন করা) + ঘঞ্ ণ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রণাশ—মৃত্যু, মরণ ; বিনাশ ; পলায়ন। প্র—নশ (নষ্ট হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রণিধান—প্রযত্ন ; সমাধি ; মনোনিবেশ ; চিত্তের একাগ্রতা ; যোগ ; ধ্যান ; যত্ন ; অর্পণ। প্র—নি—ধা + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রণিধি—১। অনুচর ; চর ; দূত। প্র—নি—ধা + কি র্ম। ২। প্রার্থনা ; অবধান। + কি ভা। সং ; পু।

প্রণিপতিত—প্রণত, কৃতপ্রণাম। প্র—নি—পত + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রণিপাত—প্রণাম, অভিবাদন, নমস্কার, প্রণতি। প্র—নি—পত (পড়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রণিহিত—সমাহিত ; স্থিরীকৃত, অর্পিত ; প্রসারিত ; প্রাপ্ত। প্র—নি—ধা (ধারণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রণীত—১। রচিত, নির্ম্মিত, কথিত ; প্রেরিত ; পক্ব ; ক্ষিপ্ত ; প্রবেশিত। প্র—নী (লইয়া যাওয়া) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রণীতা। ২। সংস্কৃত অগ্নি। সং ; পু।

প্রণীতা—১। রচিতা, কথিতা, ইত্যাদি। প্রণীত দেখ ; প্রণীত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। যজ্ঞপাত্রবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

প্রণুত—স্তুত, প্রশংসিত। প্র—নু (স্তুতি করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রণুতা।

প্রণুন্ন—প্রেরিত ; নিযুক্ত ; কম্পিত। প্র—নুদ (প্রেরণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রণেতা (প্রণেতৃ)—প্রণয়নকর্ত্তা, রচয়িতা, বিরচক, নির্ম্মাতা। প্র—নী + তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রণেত্রী।

প্রণেয়—বশীভূত, অধীন, বশ্য। প্র—নী (লইয়া যাওয়া) + য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রণেয়া।

প্রণোদন—প্রেরণ ; নিয়োজন ; প্রবর্ত্তন। প্র—নুদ (প্রেরণ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রণোদিত—প্রেরিত, নিয়োজিত ; প্ররোচিত ; প্রবর্ত্তিত। প্র—ণিজন্ত নুদ = নোদি (প্রেরণ করান) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রততি—১। বিস্তার। প্র—তন্ (বিস্তার করা) + ক্তি ভা। ২। বিস্তীর্ণ লতা। প্র—তন্ + ক্তি ক। [দ্বিতীয় অর্থে প্রততী পদও হয়।] সং ; স্ত্রী।

প্রতন—প্রাচীন, পুরাতন। প্র (পূর্ব্বে) + ট্যন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রতনী।

প্রতনু—সূক্ষ্ম, পাতলা। প্র (প্রকৃষ্ট) তনু (পাতলা), নিত্য। বিণ ; ত্রি।

প্রতপ্ত—উত্তপ্ত ; তাপিত ; অতিশয় তপ্ত, অতি তাপিত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

প্রতর্ক—সন্দেহ। প্র—তর্ক (তর্ক করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতল—১। সপ্ত পাতালের মধ্যে পাতালবিশেষ। প্র (সমধিক) তল যাহার, বহু। সং ; ক্লী। ২। বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি। সং ; পু।

প্রতান—১। বিস্তৃতি, প্রসৃতি ; বিস্তার। প্র—তন্ (বিস্তৃত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। লতার তন্তু, শুঁয়া। প্র—তন্+ঘঞ্ ক। সং; পু।

প্রতানিনী—বিস্তৃত লতা। প্রতান শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রতাপ—আতপ ; সন্তাপ ; উত্তাপ ; প্রভাব ; কোষদণ্ডজনিত তেজঃ ; পরাক্রম, বিক্রম, শৌর্য্য। প্র—তপ্ (তপ্ত হওয়া বা করা) +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—ইনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হুগলির নিকটবর্ত্তী বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। হুগলির পরপারে গরিফা নামক গ্রামে ইনি লালিত পালিত হন। কেশবচন্দ্র সেন দুই বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামেই জন্মিয়াছিলেন। ইঁহারা বাল্যকাল হইতে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। উত্তর কালে প্রতাপ কেশবের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় প্রতাপের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা হয়। ইনি হুগলি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়নের পর পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাহার পরে হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার কলেজে বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়। প্রতাপ ২০৲ টাকা বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি কর্ম্মে অল্পদিনের জন্য নিযুক্ত হন। কথিত আছে, ইনি (রামপ্রসাদের ন্যায়) সময় পাইলেই আফিসগৃহে ঈশ্বরপ্রার্থনা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তা কাগজে লিখিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। এই সময় কেশব ও প্রতাপ উভয়েই সস্ত্রীক মহর্ষিভবনে উপস্থিত হন। ২৫ বৎসর বয়স হইতেই প্রতাপ ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। যখন ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিলেন, তখন প্রধানতঃ এই ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে ইনি ভারতের সকল প্রদেশে, ইয়োরোপে তিনবার ও আমেরিকাতে দুইবার পরিভ্রমণ করেন। জাপানেও একবার গিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি বক্তৃতার দ্বারা প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কুচবিহার বিবাহ ঘটিত ব্যাপারে যখন কেশবচন্দ্রের ভক্তগণ উঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তখন প্রতাপচন্দ্র কেশবের নিকট রহিলেন। তিনি বরাবরই কেশবের সহায়তা করিয়াছিলেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র বৎসর বৎসর কলিকাতা টাউনহল বা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে একটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। কেশবের মৃত্যুর পর প্রতাপ এই প্রথাটি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২০শে মে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার ও লিখিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। ইনি ইংরাজীতে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখেন। তাহার মধ্যে "Oriental Christ", "Heartbeats", "Spirit of God" এবং "The life and teachings of Keshub Chandra Sen" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি কয়েক বৎসর Interpreter নামক একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকতা করেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—১৮৫১ খৃঃ অব্দে নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কুমারখালি বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। তারপর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন।

ইনি ডাক্তার পাশ করিবার পর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় ও বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের পথ অবলম্বন করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এই সময় ইনি বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের অল্পবয়স্ক বিধবা দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খৃঃ ইনি আমেরিকায় World Columbian exposition নামক বিরাট সভায় পৃথিবীর স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদিগের সহিত ইনিও আমন্ত্রিত হন এবং নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ও গবেষণাপূর্ণ যুক্তিতে তথায় Vice-President পদে অভিষিক্ত হইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

কলিকাতায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল ও স্কুল সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতেছে। ১৯২২ খৃঃ অব্দে ২০শে অক্টোবর মধুপুর সহরে ৭১ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপচন্দ্র রায়—কথিত আছে, ইনি প্রথম অবস্থায় সামান্য কার্য্য ও পরে সামান্য ব্যবসায় করিতেন। নিজে সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন না হইলেও ইনি সাহিত্যপ্রচারে উদ্যোগী হইয়া কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত হইতে রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করাইয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইংরাজীতেও অনুবাদ করাইয়াছিলেন এই অনুবাদের ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্ট বহন করিয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্র পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া বাঙ্গালী সমাজে গণ্য ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যসেবার জন্য তিনি সি, আই, ই উপাধিলাভ এবং প্রভূত যশোলাভও করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই জানুয়ারি ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

প্রতাপচন্দ্র রায়—মহাভারত, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও রামায়ণের বঙ্গানুবাদক ও মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদক। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ বর্দ্ধমান জেলার সাঁকো গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। প্রতাপের পিতা রামজয় রায়ের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া পাঁচ বৎসর বয়সের শিশু প্রতাপকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী রাখালি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণ প্রতাপের শিক্ষালাভে আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১৬ বৎসর বয়সে প্রতাপ কলিকাতায় আসিয়া মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কাছে মাসিক সাত টাকা বেতনে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ক্রমে তিনি একটি পুস্তকের দোকান করেন। অতঃপর তিনি ক্রমাগত সাতবৎসর পরিশ্রম করিয়া মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন প্রতিখণ্ড ৩২ টাকা মূল্যে দুই হাজার মহাভারত বিক্রয় করিবার পর তিনি প্রায় একসহস্র খণ্ড মহাভারত বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার একটা নিজের ছাপাখানা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ ও শাস্ত্র গ্রন্থের ৩৬ সহস্র খণ্ড মূল ও বঙ্গানুবাদ নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করেন। কিন্তু এ সকল ব্যতীত মহাভারতের মূলানুযায়ী ইংরেজী অনুবাদই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ইহাতেই তাঁহার যশঃ ও মান লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে বিলক্ষণ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। মহাভারত ইংরেজীতে অনুবাদ করায় ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সি-আই ই উপাধি দান করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী প্রতাপচন্দ্র রায় সি আই-ই লোকান্তরিত হন।

প্রতাপচন্দ্র সিংহ—ইনি স্বনামধন্য লালা বাবুর পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহের জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র। ইনি পাইকপাড়ার রাজা বলিয়া বিখ্যাত। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ফিভার হাঁসপাতাল স্থাপন ও বহুতর হিতকর কার্য্যে সহায়তার জন্য ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর এবং পরে সি, এস, আই উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন। বেলগাছিয়া ভিলা নামক সুরম্য উদ্যান ইঁহার এবং ইঁহার

কনিষ্ঠ (দত্তক) ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সম্পত্তি। এই বাগানে সুপ্রসিদ্ধ আদাম ও ইভের মূল্যবান্ তৈলচিত্র আছে। এই বাগানেই উঁহাদের পুত্রগণের অধিকারকালে ভারতসম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড যুবরাজরূপে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দেশীয়গণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। এই বাগানেই উভয় ভ্রাতার যত্নে ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ বন্ধুগণের সহায়তায় বাঙ্গালা নাটক অভিনীত এবং বাঙ্গালা ঐকতানবাদনপ্রণালী উদ্ভূত হয়। উহাই বর্ত্তমান সাধারণ নাট্যমঞ্চের সূত্রপাত বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রতাপচন্দ্র ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র সিংহ বংশের আদিনিবাস মুরশিদাবাদ জেলায় কাঁদি গ্রামে একটি হাঁসপাতাল পরিচালনার জন্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করেন।

প্রতাপন—১। তাপজনক। প্র—√তপ্‌ + ণিচ্‌ = তাপি (তাপিত করা) + অন ক। বিণ; ত্রি। ২। নরকবিশেষ। সং; পু।

প্রতাপনারায়ণ দেব—লক্ষ্মীপুরাধীশ্বর ঠাকুর প্রতাপনারায়ণ দেব বাহাদুর বাঙ্গালা, হিন্দী, পার্শী ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার প্রচার বিষয়ে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং স্বীয় রাজধানীতে 'প্রতাপনারায়ণ সংস্কৃত কলেজ' ও 'প্রতাপকেন্দ্র' স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কলেজ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে চিরদিন চলে, এবং একশত ছাত্র বৃত্তি পাইয়া অধ্যয়ন করিতে পারে, তজ্জন্য এগার হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি কলেজে দান করিয়া গিয়াছেন। পাণিনি ব্যাকরণে উপাধিপরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ যাহাতে গভর্ণমেণ্ট হইতে সুবর্ণ-কেয়ূর ও মেডেল প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেণ্টকে সাড়ে নয় হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভুবনেশ্বরী মঠ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। প্রজাবৎসলতা, বদান্যতা তাঁহাতে সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ১৯১৩ খৃঃ ২২শে নভেম্বর শনিবার ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি জ্যেষ্ঠা মহিষীকে পোষ্য পুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যান।

প্রতাপরুদ্র—(১) কাকতেয় বংশীয় নরপতি। বিখ্যাত ওরঙ্গল নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। বাহ্‌মনিরাজ আহম্মদ শাহএর সহিত সমরে ইনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণশয্যায় শয়ন করেন।

(২) উড়িষ্যা দেশের ভূপতি। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ইনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন, এবং পণ্ডিতবর্গকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মশীল, ন্যায়পরায়ণ ও সাধুপ্রকৃতি রাজা ছিলেন; এজন্য সকলেই ইঁহাকে সমধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। চৈতন্য পুরুষোত্তম গমন করিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু চৈতন্য রাজসকাশে গমন করিতে অসম্মত হন। অতঃপর, দৈবযোগে একদিন পথে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের ভক্তিতত্ত্বে বিমোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং রাজসুলভ ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া কঠোরপ্রণালীতে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার প্রযত্নে অতি শীঘ্র উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রসার হইয়া উঠে।

৩। সংস্কৃতে প্রতাপরুদ্রীয় নামে অলঙ্কারগ্রন্থ আছে।

প্রতাপবান্ (—বৎ)—প্রতাপশালী (সকল অর্থে)। প্রতাপ + বতু যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —বতী।

প্রতাপশালী (—লিন্)—প্রতাপযুক্ত, প্রভাবসম্পন্ন; পরাক্রান্ত; তেজস্বী। প্রতাপ + শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —শালিনী।

প্রতাপসিংহ—রাজস্থানের অন্তর্গত সুবিখ্যাত রাজ্য মেওয়ারের খ্যাতনামা মহারাণা। প্রসিদ্ধ চিতোর নগর মেওয়ারের রাজধানী। প্রতাপের পিতা উদয়সিংহ অন্যান্য রাজপুত রাজার ন্যায় মোগল বাদশাহ আকবরের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে ঘৃণার সহিত অসম্মত হওয়ায় আকবর ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। উদয়সিংহ সপরিবারে আরাবল্লী পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। এই ঘটনার চারি বৎসর পরে উদয়সিংহের মৃত্যু হইলে প্রতাপসিংহ মেওয়ারের রাণা হইয়া দৃঢ় পণ করিলেন যে, যেরূপে হউক যবনের কবল হইতে চিতোর উদ্ধার করিবেন এবং তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর আরণ্যব্রত ধারণ করিবেন। পর্ণকুটীর ইঁহার রাজপ্রাসাদ হইল, বৃক্ষপত্র ইঁহার ভোজনপাত্র হইল, এবং তৃণশয্যা ইঁহার রাজশয্যা হইল। প্রতাপ সপরিবারে এইরূপ মহাক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন, তথাপি আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন না।

একদা মোগল সেনাপতি জয়পুরাধিপতি মানসিংহ স্থানান্তর গমন কালে প্রতাপসিংহের আলয়ে অতিথি হইলেন। রাজপুতজাতির নিয়মানুসারে মানসিংহের আহারের সময়ে স্বয়ং প্রতাপের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু মানসিংহ মোগলদিগের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপ তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; এজন্য তাঁহার ভোজনকালে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া পুত্র অমরসিংহকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ সমুদায় বুঝিতে পারিয়া আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "এই অপমানের জন্য প্রতাপকে ভুগিতে হইবে। আমি যদি তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তবে আমার নাম মানসিংহ নহে।" এই সময়ে প্রতাপ উপস্থিত হইয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "যেখানে হউক, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি সুখী হইব।" মানসিংহের এই অপমানে উত্তেজিত হইয়া আকবর প্রতাপকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত হইলেন। প্রতাপসিংহও দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিপুল মোগলসেনার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) ও প্রধান সেনাপতি মানসিংহ অসংখ্য সৈন্যসহ ইঁহাকে দমন করিতে যাত্রা করিলেন। হল্‌দীঘাট নামক গিরিসঙ্কটে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল (১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু মুষ্টিমেয় রাজপুতগণের পক্ষে অগণ্য যবন-কটক ক্ষয় করা অসাধ্য হইল। অবশেষে, দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতের মধ্যে হতাবশিষ্ট অষ্ট সহস্র সৈন্য লইয়া প্রতাপ রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ভূমণ্ডলে যতকাল বীরত্বের সম্মান থাকিবে, ততকাল হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ প্রতাপসিংহের অতুল বীরত্বকাহিনী ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

অতঃপর মোগল সৈন্য ক্রমে ক্রমে রাজধানী ও দুর্গনিকর অধিকার করিলে, প্রতাপ পরিবারবর্গকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিয়া অতি ক্লেশে প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুতগণ ইঁহার দুঃখক্লেশের অংশভাগী হইলেন।

একদা প্রতাপ তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রের উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় পিতৃরাজ্যোদ্ধার চিন্তায় মগ্ন আছেন, এবং অদূরে ইঁহার পত্নী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীচির রুটি প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে এক এক খানি প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে একটা কাঠবিড়ালী বৃক্ষ হইতে নামিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রুটির অর্দ্ধাংশ লইয়া পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে

ইঁহার বালিকা কন্যা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সামান্য খাদ্যের জন্য সন্তানের রোদনে প্রতাপ হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন। আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সন্ধির নিমিত্ত আকবরের নিকট পত্র প্রেরিত হইল। প্রতাপের পত্র পাইয়া বাদশাহ্ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তিনি দিল্লীতে উৎসবের আয়োজন করিলেন,—রাত্রিতে নগর দীপমালায় আলোকিত করা হইল। এদিকে বিকানীরের রাজা এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং স্বজাতির অধঃপতন ও প্রতাপের বীরত্ব ও দৃঢ়তার সুখ্যাতি করিয়া পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাইয়া প্রতাপ সন্ধির আশা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ মোগলদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রবল-প্রতাপ মোগলসম্রাটের অগণ্য সৈন্যের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্রমেই হীনবল হইতে লাগিলেন। অবশেষে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া যবনের দাস হওয়া অপেক্ষা দেশ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণসহ সিন্ধুপ্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরাবল্লী পর্ব্বতের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইয়া রাজপুতবীরগণ মেওয়ারের প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিরতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। এমন সময় এক অমাত্য স্বীয় বিপুল অর্থ রাণাকে প্রদান করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে বলিলেন। অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া প্রতাপ পুনরায় পূর্ব্বমুখী হইলেন।

অতঃপর ইনি শত্রুর অলক্ষিতভাবে দেবীর নামক স্থানে মোগল সৈন্য আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিলেন (১৫৭৭ খ্রীঃ), এবং ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আপনার পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিয়া, পার্ব্বত্যপ্রদেশে এক নবনির্ম্মিত নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক পিতার নামানুসারে তাহার নাম উদয়পুর রাখিলেন। ইহার পর প্রতাপ প্রতিশোধ লইবার জন্য গোপনে মানসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত করিলেন। কিন্তু তথাপি প্রতাপ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিলেন না, কারণ চিতোর নগর তখনও শত্রুর করতলগত। চিতোর উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন হয় না। কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার চিরজীবনের আশা ফলবতী হইতে দিল না। আজীবন কাল নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া অল্প বয়সেই প্রতাপের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমর-পথের পথিক হইলেন। প্রতাপসিংহের প্রিয় অশ্বের নাম চৈতক।

কিংবদন্তী আছে যে, প্রতাপ চিতোর অধিকার করিতে না পারিলে শ্মশ্রু কাটিবেন না, স্বর্ণ ও রজতপাত্রে ভোজন করিবেন না, এবং তৃণশয্যা ব্যতীত অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। উত্তর কালে তিনি পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করিলেও, অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় চিতোর নগরের উদ্ধার সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। এইজন্য নাকি উদয়পুরের রাণারা অদ্যাপি দাড়ি কামান না, এবং শয্যার নিম্নে তৃণ ও ভোজনপাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র রাখেন।

প্রতাপাদিত্য—সূর্য্যসম পরাক্রান্ত পুরুষ। প্রতাপে আদিত্যপ্রায়। ৭৩৫। সং ; পু।

প্রতাপাদিত্য রায়—বঙ্গের বিখ্যাত বঙ্গজ কায়স্থ রাজা। ইঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য বাঙ্গালার সুলতান সুলেমান ও দায়ুদের আমলে এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। দায়ুদের পতন হইলে তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যসহ বর্ত্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং বিপুল ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া রাজার ন্যায় বাস করেন। প্রতাপ বাল্যকাল হইতেই বীরত্বের অনুরাগী ছিলেন, এবং মুসলমানের অধীনতাপাশ ছেদন করিবার নিমিত্ত পিতাকে অনুরোধ করিতেন। ইঁহার পিতা পুত্রকে মোগলসম্রাটের প্রতাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাইবার নিমিত্ত দিল্লী ও আগ্রা প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। প্রতাপ দিল্লী যাইয়া মোগল-সৈন্যের যে সকল ত্রুটি ছিল, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিলেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপ রাজা হইয়া সম্রাট্কে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করিলেন এবং আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রবলপ্রতাপ আকবর এই সংবাদ পাইয়া ইঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালার সুবাদা'রের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন। প্রতাপ মোগলসৈন্য পরাস্ত করিয়া খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিলেন। গৌড় নগরের যশঃ হরণ করায় প্রতাপের রাজধানী "যশোহর" নামে অভিহিত হইল।

বসন্তরায় নামে প্রতাপাদিত্যের এক পিতৃব্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইচ্ছা করিয়া, অপর কেহ কেহ বলেন, ভ্রমে পড়িয়া, প্রতাপ তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায় প্রতাপের মহিষীর কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়া পলায়নপূর্ব্বক দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের শরণাপন্ন হইলেন। সম্রাট্ কচুরায়ের সহিত বহু সৈন্যসহ মানসিংহকে প্রতাপ-দমনার্থে প্রেরণ করিলেন। মানসিংহও প্রথমে প্রতাপের নিকট পরাস্ত হন। কিন্তু ঘরসন্ধানী কচুরায়ের মন্ত্রণায় অবশেষে মোগল-সৈন্য বিজয়ী ও প্রতাপ মানসিংহের হস্তে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় জগন্নাথক্ষেত্রে বীরবর প্রতাপাদিত্য মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রতাপের রাজধানী একণে সুন্দরবন নামক মহা জঙ্গলে পরিণত হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতাপান্বিত—প্রতাপশালী, প্রভাববিশিষ্ট। প্রতাপ দ্বারা আবৃত, ৩৩২। বিণ ; ত্রি।

প্রতাপী (প্রতাপিন্)—প্রতাপবান্, প্রতাপান্বিত, প্রতাপশালী (সকল অর্থে)। প্রতাপ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রতাপিনী।

প্রতারক—পার প্রাপক, যে পার করিয়া দেয় ; শঠ ; বঞ্চক ; ধূর্ত্ত ; কপট, ধড়িবাজ। প্র-ণিজন্ত তৃ=তারি (পার করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রতারিকা।

প্রতারণ—পার-প্রাপণ ; বঞ্চনা, ঠকান। প্র-ণিজন্ত তৃ=তারি (পার করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতারণশীল—বঞ্চনশীল, স্বভাবতঃ বঞ্চক। প্রতারণ শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

প্রতারণা—পার প্রাপণ, পার করিয়া দেওয়া ; বঞ্চনা, ঠকান। প্র-ণিজন্ত তৃ=তারি (পার করা)+অনট্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতারণামূলক—যাহার গোড়ায় প্রতারণা বর্ত্তমান, বঞ্চনাদিক, ঠককী। প্রতারণা মূলে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রতারিত—পারপ্রাপিত ; বঞ্চিত, যাহাকে ঠকান হইয়াছে এরূপ। প্র-ণিজন্ত তৃ=তারি (পার করা)+ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতি—প্রতিনিধি ; ভাগ ; মাত্র ; আভিমুখ্য ; বীপ্সা ; ইত্থম্ভূতকথন ; প্রতিদান ; ব্যাবৃত্তি ; চিহ্ন ; সাদৃশ্য ; বিরোধ ; প্রশস্তি ; নিন্দা ; নিশ্চয় ; সমাধি ; স্বভাব ; ব্যাপ্তি। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+ডতি ভা। অ।

প্রতিকরণীয়—প্রতিকার্য্য, প্রতিবিধেয়। প্রতি-কৃ+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিকণ্ঠ—১। কণ্ঠসমীপে, গলার কাছে ; কণ্ঠের প্রতি (সমীপ), অব্যয়ী। বা। ২। প্রত্যেক গলা। সং।

প্রতিকর্ত্তা (-কর্তৃ)—প্রতিকারকারী ; প্রতিবিধাতা ; প্রতিফলদাতা ; বৈরনির্য্যাতক, অনিষ্টকারীর অনিষ্টকারক। প্রতি-কৃ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

প্রতিকর্ম্ম (-কর্ম্মন্)—প্রসাধন ; বেশভূষা। প্রতি-কৃ (করা)+মন্ র্ম। সং ; ক্লী।

প্রতিকর্ষ—সমাকর্ষণ। প্রতি-কৃষ+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতিকণ—অণ, যাহার প্রতি কণার প্রয়োগ করিতে হয়। প্রতিগত (প্রাপ্ত) হয় কণাকে যে, নিত্য। সং; পু।

প্রতিকষ্ট—কার্য্যানুরূপ ক্লেশ। প্রতি (অনুরূপ) যে কষ্ট, প্রাদি। সং; ক্লী।

প্রতিকায়—১। প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিরূপ। প্রতি (সদৃশ) যে কায়, প্রাদি। ২। অরি, শত্রু। কায়ের (দেহের) প্রতি অর্থাৎ বিরোধী অব্যয়ী। সং; পু।

প্রতিকার, প্রতীকার—প্রতিবিধান; পরিশোধ; প্রতিফল; বৈরনির্য্যাতন; চিকিৎসা। প্রতি—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রতিকার্য্য, প্রতীকার্য্য—প্রতিকার করিবার যোগ্য, প্রতিবিধেয়। প্রতি—কৃ (করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কার্য্যা।

প্রতিকাশ, প্রতীকাশ—(শব্দের পরে থাকিলে সদৃশ, তুল্য। প্রতি—কাশ (দীপ্তি পাওয়া) +ঘঞ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিকূল—অনুকূল; বিপক্ষ; বিরুদ্ধ। কূলের প্রতি অর্থাৎ বিপরীত, অব্যয়ী। বিণ; ত্রি।

প্রতিকূলতা—বিপক্ষতা, বিরুদ্ধাচরণ। প্রতিকূল শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

প্রতিকূলাচরণ—বিরুদ্ধাচরণ; বিপক্ষতা করা কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রতিকৃত—কৃত-প্রতিবিধান; প্রতিবিহিত; পরিশোধিত; প্রতিদত্ত। প্রতি—কৃ (করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কৃতা।

প্রতিকৃতি—১। প্রতিমা; প্রতিমূর্ত্তি; চেহারা; প্রতিবিম্ব; প্রতিনিধি। প্রতি—কৃ (করা) +ক্তি ণ। ২। সাদৃশ্য; প্রতীকার। প্রতি—কৃ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রতিকৃষ্ট—নিকৃষ্ট, অধম। প্রতি—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিক্রিয়া—বিপরীত ক্রিয়া (Reaction) প্রতীকার। প্রাদি। সং; স্ত্রী। [ব্য

প্রতিক্ষণ—প্রতিমুহূর্ত্তে। ক্ষণে ক্ষণে, অব্যয়ী

প্রতিক্ষিপ্ত—প্রেরিত; নিন্দিত, তিরস্কৃত, বাধিত; নিবারিত, নিষিদ্ধ। প্রতি—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা) ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি

প্রতিক্ষেপ—তিরস্কার; ভর্ৎসনা; নিরাশ। প্রতি—ক্ষিপ্+অল্ ভা। সং; পু।

প্রতিগত—১। প্রত্যাবৃত্ত, ফিরিয়া গিয়াছে এরূপ। প্রতি—গম্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। পক্ষীর গতিবিশেষ। প্রতি—গম্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

প্রতিগমন—পরাবৃত্তি, ফিরিয়া যাওয়া। প্রতি—গম্ (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতিগর্জ্জন, প্রতিগর্জ্জিত—প্রতিকূলে গর্জ্জন। প্রতি—গর্জ্জ্+অনট্, ক্ত ভা। সং; ক্লী।

প্রতিগৃহীত—স্বীকৃত, গৃহীত। প্রতি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)—ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিগ্রহ—১। স্বীকার, গ্রহণ; অনুগ্রহ; প্রত্যভিযোগ। প্রতি—গ্রহ্+অল্ ভা। ২। প্রতিকূল গ্রহ। নিত্য। সং; পু।

প্রতিগ্রহণ—পুনর্গ্রহণ, ফিরাইয়া লওয়া। প্রতি—গ্রহ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতিগ্রাহ—১। পিকদান। প্রতি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। স্বীকার। প্রতি—গ্রহ্+ঘঞ্ ভা। সং; স্ত্রী।

প্রতিগ্রাহিত—স্বীকারিত, যাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে এরূপ। প্রতি—ণিজন্ত গ্রহ (=গ্রাহি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিঘ—১। মূর্চ্ছা; ব্যাঘাত; প্রতিবন্ধ; ক্রোধ। প্রতি—হন্ (বধ করা)+ড ণ। সং; পু। ২। প্রতিকূল, বিরুদ্ধ। প্রতি—হন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রতিঘা।

প্রতিঘাত, প্রতীঘাত—আঘাত; আঘাতপ্রাপ্ত বস্তু ফিরিয়া আঘাতকারী বস্তুকে যে আঘাত করে তাহা; বিরোধ; ব্যাঘাত। প্রতি—হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রতিঘাতন—মারণ; বধ; বিঘ্ন, বাধা। প্রতি—ঘাতি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতিঘাতী (—ঘাতিন্)—প্রতিঘাতকারী, হন্তা; বধকর্ত্তা; বিঘ্নকারক, বাধাদায়ক। প্রতি—হন্+ণিন ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রতিঘাতিনী

প্রতিচক্ষু—চশমা। চক্ষুর প্রতি (সদৃশ) এই বাক্যে অব্যয়ীভাব। সং; ক্লী।

প্রতিচ্ছন্দ—১। অভিপ্রায়ানুযায়ী; প্রতিরূপ ছন্দের প্রতি অর্থাৎ অনুরূপ, অব্যয়ী। বিণ; ত্রি। ২। প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্ত্তি। প্রতি (অনুরূপ) ছন্দ, প্রাদি। সং; পু।

প্রতিচ্ছন্ন—আচ্ছন্ন; প্রতিনিবেশরূপ। প্রতি—ছদ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি

প্রতিচ্ছায়া—প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্ত্তি; সাদৃশ্য প্রতি (অনুরূপা) ছায়া, প্রাদি সং; স্ত্রী।

প্রতিজন্য—প্রতিপক্ষ, বিপক্ষদল। প্রতি (প্রতিকূল) জন্য (যুদ্ধ) যাহার, বহু। সং; ক্লী

প্রতিজাগর—রক্ষার্থ নিয়োগ; প্রত্যবেক্ষণ তত্ত্বাবধান। প্রতি—জাগৃ (জাগা)+অল্ ভা। সং; পু।

প্রতিজিহ্বা—তালুমূলস্থ ক্ষুদ্র জিহ্বা, আলজিভ্। প্রতি (সদৃশী) জিহ্বা, প্রাদি। সং; স্ত্রী

প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞান—কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ; পণবন্ধন; প্রতিশ্রুতি, পণ, অঙ্গীকার, পক্ষের সাধারণরূপে নির্দ্দেশ (Proposition); অভিযোগ। প্রতি—জ্ঞা (জানা)+ঙ, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রতিজ্ঞাত—অঙ্গীকৃত, প্রতিশ্রুত; অভিযোগের বিষয়ীভূত। প্রতি—জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জ্ঞাতা।

প্রতিজ্ঞাপত্র—প্রতিশ্রুতিলেখ্য, অঙ্গীকারলিপি; চুক্তিনামা; ঘোষণাপত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—অঙ্গীকারে আবদ্ধ, কৃতপ্রতিজ্ঞ। তৎপুং। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

প্রতিজ্ঞাবন্ধন—অঙ্গীকাররূপ বাঁধন। রূপক।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ—প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা, অঙ্গীকারচ্যুত হওয়া। তৎপুং। সং; পু।

প্রতিজ্ঞাশীল—অঙ্গীকারশীল, যে সহজে প্রতিজ্ঞা করে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

প্রতিজ্যোতিঃ (—তিস্)—প্রতিফলিত জ্যোতি বা দীপ্তি। প্রাদি বা নিত্য। সং; স্ত্রী।

প্রতিত্তর—প্রত্যুত্তর। প্রা, ক। সং।

প্রতিদত্ত—প্রত্যর্পিত, ফিরাইয়া দেওয়া। প্রতি—দা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দত্তা।

প্রতিদান—অন্য বস্তুর অর্পণ; ফিরাইয়া দেওয়া; প্রত্যুপকার; পরিবর্ত্ত। প্রতি—দা (দেওয়া) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতিদারণ—সংগ্রাম, যুদ্ধ, লড়াই। প্রতি (প্রতিকূল) দারণ, প্রাদি। সং; ক্লী।

প্রতিদিন—প্রত্যহ, রোজ রোজ। দিনে দিনে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ব।

প্রতিদিশ—প্রত্যেক দিক্ বা দিকে। দিকে দিকে, অব্যয়ী। ব।

প্রতিদ্বন্দ্ব—কাহারও বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম; প্রতিপক্ষতা; প্রতিযোগিতা। প্রাদি। সং; পু।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রতিযোগিতা; প্রতিপক্ষতা; সমকক্ষতা। প্রতিদ্বন্দ্বী দেখ; প্রতিদ্বন্দ্বিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

প্রতিদ্বন্দ্বী (—দ্বন্দ্বিন্)—প্রতিপক্ষ, বিরোধী; শত্রু; প্রতিযোগী; সমকক্ষ। প্রতি অর্থাৎ বিরুদ্ধ যে দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্ব; প্রতিদ্বন্দ্ব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, দ্বন্দ্বিনী।

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বান—প্রতিশব্দ, কোন একটি শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার অনুরূপ যে একটি শব্দ শুনা যায়। প্রতি (অনুরূপ) যে ধ্বনি বা ধ্বান, প্রাদি। সং; পু।

প্রতিধ্বনিত—১। প্রতিশব্দিত, কৃত শব্দের অনুরূপ উচ্চারিত। প্রতি—ধ্বন (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। প্রতিশব্দ। প্রতি—ধ্বন+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

প্রতিনন্দন—অভিনন্দন; আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সম্ভাষণ; প্রশংসা। প্রতি—নন্দ (আনন্দিত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতিনপ্তা (—নপ্তৃ)—প্রপৌত্র। প্রতি (পুনর্ব্বার) নপ্তা (পৌত্র), নিত্য। সং; পু। স্ত্রী প্রতিনপ্ত্রী। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রতিনবা।

প্রতিনব—অভিনব, নবীন, নূতন। প্রাদি।

প্রতিনাদ, প্রতিনিনাদ—প্রতিশব্দ, প্রতিধ্বনি। প্রাদি। সং; পু।

প্রতিনিধি—মুখ্যসদৃশ, তুল্যবস্তু; ক্ষমতাপ্রাপ্ত

বস্তু বা ব্যক্তি ; প্রতিরূপ ; বদলি। প্রতি –নি–ধা (ধারণ করা)+কি র্ম। সং।

প্রতিনিয়ত—অবিরাম, নিরন্তর ; সতত প্রাদি। বিণ।

প্রতিনির্বর্তন—১। প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন ; নিবৃত্তি। প্রতি–নি–বৃত (থাকা)+ অনট্ ভা। ২। প্রত্যানয়ন, ফিরান ; নিবারণ। প্রতি–নি–ণিজন্ত বৃত=বর্তি (থাকান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিনিবর্তিত—নিবর্তিত, ফিরান ; নিবারিত। প্রতি–নি–বর্তি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিনিবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত ; প্রত্যাগত ; নিরস্ত ; ক্ষান্ত। প্রতি–নি–বৃত+ক্ত ক। বিণ।

প্রতিনিশ—প্রত্যেক রাত্রিতে। নিশা নিশা, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিপক্ষ—বিপক্ষ ; প্রত্যর্থী, প্রতিবাদী। প্রতি (প্রতিকূল) যে পক্ষ, কর্মধা। সং ; পু।

প্রতিপৎ (–পদ্)—১। শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম তিথি। প্রতি–পদ+ক্বিপ্ অধি। ২। প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা…+ক্বি ভা। ৩। বুদ্ধি।…ক্বি ণ। ৪। ঢাগড় বাদ্য, ডগর। …+ক্বি ক। সং ; স্ত্রী।

প্রতিপত্তি—প্রবৃত্তি ; প্রগল্ভতা ; গৌরব ; প্রাপ্তি ; পদপ্রাপ্তি ; অভিযোগ ; অভিমান ; অনুমতি ; ব্যবস্থা ; উপায় ; দান ; প্রতিষ্ঠা ; মর্যাদা, সম্ভ্রম, সম্মান ; নিশ্চয় ; অঙ্গীকার। প্রতি–পদ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রতিপত্তিমান্ (–মৎ)—প্রতিপত্তিশালী, প্রতিষ্ঠান্বিত, খ্যাত্যাপন্ন, যশস্বী। প্রতিপত্তি+মতু যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, –মতী।

প্রতিপত্তিরক্ষা—গৌরবরক্ষা, সম্ভ্রম রাখিয়া চলা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রতিপত্তিশালী (–শালিন্)—প্রতিপত্তিমান্, প্রতিষ্ঠান্বিত, যশস্বী। প্রতিপত্তি+শালিন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, –শালিনী।

প্রতিপদে—পদে পদে। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিপন্ন—অবগত ; অঙ্গীকৃত ; বিক্রান্ত ; প্রতিষ্ঠান্বিত ; সম্ভ্রান্ত ; সম্মানিত ; প্রাপ্ত ; জ্ঞাত ; অনুমত ; গৃহীত ; অবধারিত ; যুক্ত্যাদি দ্বারা সমর্থিত। প্রতি–পদ (গমন করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিপাদক—প্রতিপত্তিজনক ; বোধক ; নির্বাহক ; সম্পাদক ; নির্ণায়ক। প্রতি–ণিজন্ত পদ=পাদি (গমন করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রতিপাদিকা।

প্রতিপাদন—দান ; প্রতিপত্তি ; সম্পাদন ; নিষ্পাদন ; বোধন ; অবধারণ। প্রতি–ণিজন্ত পদ=পাদি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিপাদনীয়, প্রতিপাদ্য—যাহা প্রতিপাদন বা প্রমাণ করিতে হইবে, প্রতিপাদনসাধ্য, প্রতিপাদনযোগ্য ; প্রমাণসাপেক্ষ, প্রমেয়। প্রতি–পাদি+অনীয়, য র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিপাদিত—সম্পাদিত ; নিষ্পাদিত ; অবধারিত ; দত্ত ; বোধিত। প্রতি–ণিজন্ত পদ (=পাদি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিপালক—পালনকর্তা, পোষক, রক্ষক ; অপেক্ষাকারী। প্রতি–পাল্ (পালন করা) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –পালিকা।

প্রতিপালন—পোষণ ; ভরণ ; রক্ষণ। প্রতি–পাল্ (পালন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিপালনীয়, প্রতিপাল্য—যাহা বা যাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে বা করা উচিত, রক্ষণীয়, পোষ্য প্রতি পাল্+অনীয়, য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –নীয়া, –ল্যা।

প্রতিপালিত—পোষিত ; রক্ষিত। প্রতি–পাল (পালন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিপুরুষ—প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যক্তি। নিত্য। সং ; পু।

প্রতিপ্রয়াণ—প্রতিপ্রস্থান, প্রতিগমন, ফিরিয়া যাওয়া। প্রাদি। সং ; ক্লী।

প্রতিপ্রসব—নিষিদ্ধের পুনর্বিধি, কোন সাধারণ নিয়মে যে বিষয় নিষেধ করা হয়, তাহাই আবার বিশেষ নিয়ম দ্বারা বিধান করা। প্রতি–প্র–সূ+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতিপ্রস্থান—১। প্রতিপ্রয়াণ, প্রতিগমন, ফিরিয়া যাওয়া। প্রাদি। ২। প্রতিপক্ষের আশ্রয়। প্রতি (প্রতিকূল) যে প্রস্থান, কর্মধা। সং ; ক্লী।

প্রতিপ্রহার—প্রহারকারীকে প্রহার ; প্রতিঘাত। প্রাদি। সং ; পু।

প্রতিপ্রিয়—প্রত্যুপকার, উপকারীর উপকার। প্রতি–প্রী+ক ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিফল—তুলাফল, কার্যের অনুরূপ ফল ; প্রতিবিম্ব ; প্রতিশোধ ; প্রত্যপকার ; প্রত্যুপকার। প্রতি (সদৃশ) যে ফল, কর্মধা ; অথবা ফলের প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী। সং ; ক্লী।

প্রতিফলন—প্রতিবিম্বন, স্বচ্ছ পদার্থের উপর অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়া। প্রতি–ফল্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিফলিত—প্রতিবিম্বিত। প্রতি–ফল্ (ফলা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –ফলিতা।

প্রতিবদ্ধ—প্রতিবন্ধবিশিষ্ট ; ব্যাহত, বাধাপ্রাপ্ত ; বাধিত। প্রতি–বন্ধ (বন্ধন করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –বদ্ধা।

প্রতিবন্ধ—কার্যপ্রতিঘাত ; ব্যাঘাত, বাধা, বিঘ্ন। প্রতি–বন্ধ্ (বন্ধন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতিবন্ধক—১। প্রতিরোধক ; ব্যাঘাতক ; বাধাজনক। প্রতি–বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রতিবন্ধিকা। ২। বিটপ, শাখা। সং ; পু। ●। প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত, বাধা। দেশজ। সং।

প্রতিবন্ধা (–বন্ধ্)—প্রতিবন্ধক ; প্রতিকূল। প্রতি–বন্ধ্ (বন্ধন করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রতিবন্ধ্রী।

প্রতিবন্ধি—১। ব্যাঘাত, বাধা। প্রতি–বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ই ভা। ২। অনিষ্টান্তরসূচক বাক্য …+ই ণ। সং ; পু।

প্রতিবন্ধী (–বন্ধিন্)—১। প্রতিবন্ধবিশিষ্ট। প্রতিবন্ধ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। প্রতিবন্ধক। প্রতি–ণিজন্ত বন্ধ=বন্ধি (বন্ধন করান) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রতিবন্ধিনী।

প্রতিবল—১। সমানবলী, তুল্যবল ; সমর্থ, শক্ত। প্রতি (সদৃশ) বল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –বলা। ২। বিপক্ষসৈন্য। প্রতি (প্রতিকূল) যে বল (সৈন্য), কর্মধা। সং ; ক্লী।

প্রতিবোধ—প্রবোধ ; জাগরণ ; স্ফুটন। প্রতি –বুধ্+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতিবোধিত—বোধিত, জাগরিত ; স্ফুটিত। প্রতি–ণিজন্ত বুধ্+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিভট—বিপক্ষের যোদ্ধা ; সমকক্ষ। প্রতি (বিরুদ্ধ) যে ভট, নিত্য। সং ; পু।

প্রতিভয়—১। ভয়ঙ্কর। প্রতি–ভী+অল্ রূপ। বিণ ; ত্রি। ২। ভয়ঙ্কর। প্রতি–ভী (ভয় পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিভা—বুদ্ধি ; প্রত্যুৎপন্নমতি, অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; নব নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা ; প্রভা ; সাদৃশ্য। প্রতি–ভা (দীপ্তি পাওয়া) +অঙ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতিভাত—প্রকাশিত, প্রতীত, জ্ঞাত, প্রদীপ্ত। প্রতি–ভা+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রতিভান—প্রভা ; বুদ্ধি। প্রতি–ভা (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিভান্বিত—প্রতিভাবান্, প্রতিভাশালী ; মেধাবী, তীক্ষ্ণধী। প্রতিভা দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রতিভাবান্ (–বৎ)—প্রতিভাযুক্ত, প্রতিভান্বিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। প্রতিভা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, –বতী।

প্রতিভাশালী (–শালিন্)—প্রতিভাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। প্রতিভা+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রতিভাশালিনী।

প্রতিভাসম্পন্ন—প্রতিভান্বিত, প্রতিভাশালী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রতিভূ—তৎস্থলীয় ব্যক্তি, জামিন ; স্বরূপ ; প্রতিনিধি প্রতি–ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

প্রতিম—(শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ। প্রতি –মা (পরিমাণ)+ড র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিমা, প্রতিমান—১। গজদন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ ;

দেবতার প্রতিমূর্ত্তি, ছবি। প্রতি—মা+ঙ, অনট্ র্ম্ম। ২। প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া।… +ঙ, অনট্ ভা। সং ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রতিমাগৃহ—দেববিগ্রহের ঘর, দেবালয়; প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি পুরা বস্তুর আগার, যাদুঘর (museum)। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রতিমাননা—পূজা ; সম্মান। প্রতি—ণিজন্ত মন=মানি (পূজা করা)+অন ভা+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

প্রতিমাপূজক—দেবপ্রতিমূর্ত্তির আরাধক। ৬তৎ।

প্রতিমাপূজা—দেবতার অনুরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার অর্চ্চনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রতিমাবিসর্জ্জন—প্রতিমা ফেলিয়া দেওয়া ; পূজানন্তর দেবমূর্ত্তির নদ্যাদির জলে নিক্ষেপ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

প্রতিমার্গক—রাজা হরিশ্চন্দ্রের শঙ্খনগর।

প্রতিমুক্ত—১। পিনদ্ধ, পরিহিত ; ত্যক্ত; বন্ধনমুক্ত। প্রতি—মুচ্ (মোচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পরিহিত বস্ত্রাদি। সং ; ক্লী।

প্রতিমুখ—১। অভিমুখ, সম্মুখ। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। ২। নাট্যের সন্ধিবিশেষ। সং ; ক্লী।

প্রতিমুহূর্ত্তে—প্রতিক্ষণে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিমূর্ত্তি—প্রতিকৃতি, অনুরূপ মূর্ত্তি। মূর্ত্তির প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী। সং ; স্ত্রী।

প্রতিমোচন—বিমোচন, বন্ধনমোচন ; পরিধান ; নির্য্যাতন। প্রতি—মুচ্ (মোচন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিযত্ন—সম্যক্ যত্ন ; প্রতিশোধ ; লিপ্সা, লাভেচ্ছা ; প্রতিগ্রহ ; সংস্কার ; গুণান্তরাধান। প্রাদি। সং ; পু।

প্রতিযাত—প্রতিনিবৃত্ত, প্রতিগত। প্রতি—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রতিযাতনা—১। প্রতিমা, প্রতিকৃতি। প্রতি—ণিজন্ত যত=যাতি (যত্ন করান)+অন র্ম্ম +আপ্। ২। তুল্যরূপ যাতনা। প্রতি (সদৃশী) যাতনা, প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

প্রতিযান—প্রতিপ্রয়াণ, প্রতি-প্রস্থান, প্রতিগমন। প্রতি—যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিযুদ্ধ—তুল্যরূপ যুদ্ধ, বিপক্ষের আক্রমণ নিবারণ। প্রতি—যুধ (যুদ্ধ করা)+ক্ত ভা। সং ; পু।

প্রতিযোগিতা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; সমকক্ষতা ; সাদৃশ্য। প্রতিযোগীর ভাব এই অর্থে প্রতিযোগিন্ শব্দ+তা। সং ; স্ত্রী।

প্রতিযোগী (—যোগিন্)—বিরোধী ; প্রতিপক্ষ ; প্রতিদ্বন্দ্ব ; সমকক্ষ ; সদৃশ ; যাহার অভাব হয় এরূপ। প্রতি—যুজ (যোজনা করা)+ঘিনুণ্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রতিযোগিনী।

প্রতিযোজয়িতব্য—যোজনীয়, যাহা যোজিত করিতে হইবে এরূপ। প্রতি—ণিজন্ত যুজ (=যোজি)+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিযোদ্ধা (—যোদ্ধৃ)—সমকক্ষ যোদ্ধা ; বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। প্রতি (প্রতিকূল) যোদ্ধা, প্রাদি। বিণ বা সং ; পু।

প্রতিযোধ—প্রতিযোদ্ধা। প্রাদি। সং ; পু।

প্রতিরথ—প্রতিকূল যোদ্ধা। প্রাদি। সং ; পু।

প্রতিরুদ্ধ—নিবারিত ; অবরুদ্ধ। প্রতি—রুধ্ (রোধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিরূপ—১। প্রতিবিম্ব ; প্রতিমূর্ত্তি ; সাদৃশ্য। রূপের প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী। সং ; ক্লী। ২। সদৃশ। প্রতি (তুল্য) রূপ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রতিরূপা।

প্রতিরোধ—নিবারণ ; অবরোধ, আটক ; প্রতিবন্ধ ; তিরস্কার; চৌর্য্য। প্রতি—রুধ্ (রোধ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতিরোধক—১। অবরোধকারী ; ব্যাঘাতক ; নিবারক। প্রতি—রুধ (রোধ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। চৌর। সং ; পু।

প্রতিরোধিত—ব্যাহত ; নিবারিত। প্রতি—ণিজন্ত রুধ=রোধি (রোধ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রতিরোধিতা।

প্রতিরোধী (—রোধিন্)—১। নিরোধক ; ব্যাঘাতক। প্রতি—রুধ (রোধ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, —রোধিনী। ২। চৌর। সং ; পু।

প্রতিলোম—বিলোম ; প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বাম, ব্যতিক্রম, উল্টা। লোমের প্রতি অর্থাৎ প্রতিকূল, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

প্রতিলোমজ—প্রতিলোমজাত, অধম বর্ণের ঔরসে উত্তমবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে জাত (সঙ্কর জাতি)। প্রতিলোম—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —লোমজা।

প্রতিবচঃ (—বচস্)—প্রতিবচন (সকল অর্থে)। অব্যয়ী। সং ; ক্লী।

প্রতিবচন, প্রতিবাক্য, প্রতিবাচিক—প্রতিকূল বাক্য ; প্রত্যুত্তর, সমানার্থক বাক্য, প্রতিধ্বনি ; অব্যয়ী। সং ; ক্লী।

প্রতিবস্তূপমা—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং ; স্ত্রী।

প্রতিবাত—বায়ুর প্রতিকূলে। বাতের (বায়ুর) প্রতি অর্থাৎ প্রতিকূলে, অব্যয়ী। ক্রি বিণ।

প্রতিবাদ, প্রতীবাদ—প্রত্যুক্তি, কোন কিছুর বিরুদ্ধে বলা। প্রতি—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রতিবাদী (—বাদিন্)—বিরুদ্ধভাষী, প্রতিপক্ষ ; বিপক্ষ ; প্রত্যর্থী, আসামী। প্রতি—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —দিনী।

প্রতিবার্ত্তা—সংবাদের উত্তরে সংবাদ, পাল্টা খবর। নিত্য। সং ; পু।

প্রতিবাসর—প্রতিদিন, প্রত্যহ। বাসরে বাসরে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিবাসী (—বাসিন্)—প্রতিবেশী, সমীপস্থ গৃহস্থ, পড়শী। প্রতি—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রতিবাসিনী।

প্রতিবিধান—প্রতিকার সাধ্য। প্রতি—বি—ধা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিবিধিৎসা—প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা, প্রতিকার-বাসনা। প্রতি—বি—সনন্ত ধা (=ধিৎস)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতিবিন্ধ্য—দ্রৌপদীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ইনিও একজন বীর ছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্র সমরে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে অশ্বত্থামার নৈশহত্যাকাণ্ডে ইনি সুপ্তাবস্থায় তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। সং ; পু।

প্রতিবিম্ব—প্রতিচ্ছায়া ; দর্পণাদিতে পতিত অনুরূপ আকৃতি ; প্রতিমা। প্রতি (অনুরূপ) বিম্ব (আকৃতি), প্রাদি। বা। সং ; পু বা ক্লী।

প্রতিবিম্বন—প্রতিফলন, দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে অনুরূপ আকৃতি পতন। প্রতিবিম্ব শব্দ +ক্লি=প্রতিবিম্বি (নামধাতু), তদুত্তরে অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিবিম্বিত—প্রতিফলিত, যাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এরূপ। প্রতিবিম্ব শব্দ+ক্লি= প্রতিবিম্বি (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রতিবিম্বিতা।

প্রতিবিহিত—সজ্জিত ; প্রতিকৃত, যাহার প্রতিকার করা হইয়াছে এরূপ। প্রতি—বি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিবেশ, প্রতীবেশ—প্রতিবাসিগৃহ ; সমীপস্থ বাসস্থান। প্রতি—বিশ্ (প্রবেশ করা) +অল্ বা ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

প্রতিবেশবাসী (—বাসিন্)—প্রতিবাসী। প্রতিবেশ—বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —সিনী।

প্রতিবেশী (—বেশিন্)—প্রতিবাসী, সমীপস্থ গৃহস্থ, পড়শী। প্রতি—বিশ (প্রবেশ করা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রতিবেশিনী।

প্রতিব্যূহ—অনুরূপ ব্যূহ, বিপক্ষের ন্যায় একভাবের সৈন্য সমাবেশ। নিত্য। সং ; পু।

প্রতিশব্দ—প্রতিধ্বনি। প্রতি (সদৃশ) যে শব্দ, প্রাদি। সং ; পু।

প্রতিশয়—নির্ব্বন্ধবাস, ধন্না দেওয়া, হত্যা দেওয়া। প্রতি—শী (শয়ন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতিশয়িত—যে হত্যা বা ধন্না দিয়াছে এরূপ। প্রতি—শী (শয়ন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রতিশাসন—ভৃত্যাদিকে আহ্বান করিয়া কার্য্যে নিয়োগ। প্রতি—শাস্ (শাসন করা) +অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রতিশীর্ষ—প্রতিনিধি, বদলি। প্রতি (সদৃশ) শীর্ষ (মস্তক), নিত্য। সং; পুং।

প্রতিশীর্ষক—নিষ্ক্রয়; মূল্য। প্রতিশীর্ষ শব্দ+কণ্। সং; ক্লী।

প্রতিশোধ—অনুরূপ শোধ, প্রতিকার, প্রতিহিংসা; প্রতীকার, প্রতিবিধান। প্রাদি। সং; পুং।

প্রতিশ্রয়—আশ্রয়; সভা; যজ্ঞশালা; গৃহ। প্রতি-শ্রি (আশ্রয় করা)+অল্ অধি। সং; পুং। [(শুনা)+অল্ ভা। সং; পুং।

প্রতিশ্রব—অঙ্গীকার; স্বীকৃতি। প্রতি—শ্রু

প্রতিশ্রুৎ—প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ; প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা। প্রতি-শ্রু (শুনা)+ক্বিপ্ র্ম। সং; স্ত্রী।

প্রতিশ্রুত—প্রতিজ্ঞাত; অঙ্গীকৃত; স্বীকৃত। প্রতি—শ্রু (শুনা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিশ্রুতি—প্রতিজ্ঞা; অঙ্গীকার; স্বীকার। প্রতি-শ্রু (শুনা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রতিষিদ্ধ—নিষিদ্ধ; নিবারিত। প্রতি—সিধ্ (সম্পন্ন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিষেদ্ধা (—ষেদ্ধৃ)—প্রতিষেধকর্তা; নিবারক। প্রতি-সিধ্+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী প্রতিষেদ্ধ্রী।

প্রতিষেধ—নিবারণ, নিষেধ; বর্জ্জন। প্রতি—সিধ্ (সম্পন্ন করা)+অল্ ভা। সং; পুং।

প্রতিষেধক—প্রতিষেদ্ধা, নিষেধক, নিবারক; পূর্ব্ব হইতে নিবারণক্ষম (Preventive)। প্রতি-সিধ্+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রতিষেধিকা।

প্রতিষ্কশ—বার্তাবহ; সহায়; অগ্রবর্ত্তী, পুরোগামী, পুরোগ। প্রতি—কশ (গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শা।

প্রতিষ্টম্ভ—প্রতিবন্ধ; বাধা; রোধ। প্রতি—স্তন্ভ (রোধ করা)+অল্ ভা। সং; পুং।

প্রতিষ্ঠমান—প্রতিষ্ঠান্বিত, প্রতিপত্তিশালী, গৌরবান্বিত। প্র—স্থা+শান ক। বিণ; ত্রি।

প্রতিষ্ঠা—১। স্থিতি; সুখ্যাতি; গৌরব; সমাপ্তি; সংস্কার, উদ্‌যাপন; পুষ্করিণ্যাদির উৎসর্গ; স্থাপন; চতুরক্ষরা বৃত্তি। প্রতি—স্থা (থাকা)+ও ভা+আপ্। ২। স্থান; আশ্রয়; ক্ষিতি।…+ও অধি। সং; স্ত্রী।

প্রতিষ্ঠাতা (—তৃ)—প্রতিষ্ঠাকারক; স্থাপয়িতা প্রতি—স্থা (থাকা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী প্রতিষ্ঠাত্রী।

প্রতিষ্ঠান—১। প্রতিষ্ঠা; প্রতিপত্তি, প্রসিদ্ধি। প্রতি—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। ২। লোকহিতার্থে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা; অনুষ্ঠান।…+অনট্ র্ম।৩। ব্রতাদির উদ্‌যাপন-সম্বন্ধীয় কর্তব্য।…+অনট্ ণ। ৪। গোদাবরী-তীরস্থ নগরবিশেষ, উহার বর্ত্তমান নাম পইথান; এলাহাবাদের পর-পারস্থ প্রাচীন নগরবিশেষ, বর্ত্তমান নাম ঝুঁসি।…+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

প্রতিষ্ঠান্বিত—গৌরবযুক্ত; প্রতিষ্ঠিত; সুখ্যাতিযুক্ত, যশস্বী; বিখ্যাত; প্রসিদ্ধ। প্রতিষ্ঠা দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রতিষ্ঠাপন—প্রতিষ্ঠাকরণ; সংস্থাপন; অর্পণ; উৎসর্জ্জন। প্রতি—ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (থাকান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতিষ্ঠাপিত—স্থাপিত; অর্পিত; উৎসৃষ্ট। প্রতি—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (থাকান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

প্রতিষ্ঠাভাজন—প্রতিষ্ঠার পাত্র, সম্মানাধার, গৌরবাস্পদ। ৬তৎ। বিণ বা সং; ক্লী।

প্রতিষ্ঠাবান্ (—বৎ)—প্রতিষ্ঠান্বিত, প্রতিপত্তিশালী, গৌরবান্বিত, সম্মানভাজন, প্রসিদ্ধ, যশস্বী। প্রতিষ্ঠা+বত্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী,—বতী।

প্রতিষ্ঠিত—১। স্থিত; অধিরূঢ়; বদ্ধমূল; অধিগত। প্রতি—স্থা+ক্ত ক। ২। স্থাপিত; বিখ্যাত; প্রতিষ্ঠাযুক্ত; গৌরবান্বিত; সম্মানিত; সমাপিত; সংস্কৃত। প্রতিষ্ঠা+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

প্রতিসংবিধান—প্রতিবিধান, প্রতিকার। প্রতি—সম্—বি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতিসংহার—প্রত্যাকর্ষণ; নিবর্তন; প্রতি—সম্—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

প্রতিসংহৃত—প্রত্যাকৃষ্ট; নিবর্ত্তিত; অবরুদ্ধ। প্রতি—সম্—হৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিসঙ্ক্রম—সঙ্কার; প্রতিচ্ছায়া। প্রতিরূপ যে সঙ্ক্রম (গমন), প্রাদি। সং; পুং।

প্রতিসঙ্খ্যান—সাংখ্যপাতঞ্জলোক্ত বুদ্ধিবিশেষ। প্রতি—সম্—খ্যা+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

প্রতিসঞ্চর—প্রলয়বিশেষ। প্রতি—সম্—চর্ (গমন করা)+অল্ অধি। সং; পুং।

প্রতিসন্ধান—অনুসন্ধান, অন্বেষণ; নিয়ত চিন্তন, স্তুতিপাঠ। প্রাদি। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

প্রতিসমাধান—প্রতিবিধান, প্রতীকার। প্রাদি।

প্রতিসমাধেয়—প্রতিবিধেয়, প্রতীকার্য্য। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ধেয়া।

প্রতিসর—১। ব্রণশোধন, ক্ষতাদি পরিষ্কার করিয়া ভাল করা। প্রতি—সৃ (গমন করা)+অল্ ভা। ২। হারযষ্টি, মালার ছড়া; কঙ্কণ; সৈন্যপৃষ্ঠ; মন্ত্রবিশেষ। প্রতি—সৃ+অল্ র্ম। সং; পুং। ৩। পরিচারক, সেবক, ভৃত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সরা।

প্রতিসর্গ—মরীচি প্রভৃতি কর্তৃক সৃষ্টি। প্রতি (অনুরূপ) সর্গ (সৃষ্টি), প্রাদি। সং; পুং।

প্রতিসব্য—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপরীত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

প্রতিসাঙ্কানিক—স্তুতিপাঠক। প্রতিসন্ধান+ষ্ণিক। বিণ বা সং; পুং।

প্রতিসারিত—অপসারিত, দূরীকৃত; পরিচালিত, প্রবর্ত্তিত; সংশোধিত। প্রতি—সারি (গমন করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিসারী (—সারিন্)—প্রতিকূলগামী। প্রতি—সৃ (গমন করা)+ণিন ক। বিণ; পুং। স্ত্রী প্রতিসারিণী।

প্রতিসীরা—যবনিকা, ব্যবধায়ক পট, পর্দ্দা। প্রতি—সি+রক্ র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রতিসূর্য্যক—সূর্য্যমণ্ডল; কৃকলাস, কাঁকলাস। সূর্য্যের সদৃশ প্রতিসূর্য্য, অব্যয়ী; তদ্ব্যর্থে কণ্। সং; পুং।

প্রতিসৃষ্ট—প্রেরিত, প্রেষিত, প্রত্যাখ্যাত; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত। প্রতি—সৃজ (বিসর্জ্জন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রতিসৃষ্টা।

প্রতিস্ত্রী—১। স্ত্রীর অভিমুখে, স্ত্রীর প্রতি। অব্যয়ী। বা। ২। পরস্ত্রী, পরনারী। নিত্য। সং; স্ত্রী।

প্রতিস্পর্দ্ধা—প্রতিকূলে স্পর্দ্ধা; প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা। নিত্য। পুং; স্ত্রী।

প্রতিস্পর্দ্ধী (—স্পর্দ্ধিন্)—প্রতিকূলে স্পর্দ্ধাকারী, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী; বিরোধী। প্রতিস্পর্দ্ধা+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী,—স্পর্দ্ধিনী।

প্রতিস্রোতঃ (—স্রোতস্)—প্রতিকূলস্রোত, স্রোতের বিপরীত মুখে গমন, প্রতিপ্রবাহ। নিত্য। সং; ক্লী।

প্রতিহত—আহত; প্রতিঘাতপ্রাপ্ত; নিরস্ত; নিরাশ; আহত; প্রতিস্খলিত; রুদ্ধ; প্রেরিত। প্রতি—হন্ (বধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিহন্তা (—হন্তৃ)—বিনাশক; ব্যাঘাতক; প্রতিবন্ধক; নিবারক। প্রতি—হন্ (বধ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী প্রতিহন্ত্রী।

প্রতিহর্তা (—হর্তৃ)—বিনাশক; নিবারক। প্রতি—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী প্রতিহর্ত্রী।

প্রতিহস্ত—১। স্বরূপ বা কৃত, প্রতিনিধি। নিত্য। সং; পুং। ২। প্রতিনিধিত্ব। সং; ক্লী।

প্রতিহস্তী (—হস্তিন্)—প্রতিনিধি, প্রতিভূ; ভূমিকর সংগ্রাহক, গোমস্তা। প্রতিহস্ত+ইন্ যুক্তার্থে। সং; পুং।

প্রতিহার, প্রতীহার—১। দ্বারপাল, দরোয়ান। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ ক। ২। মায়া, কপটতা। প্রতি—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ৩। দ্বার। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ অধি। সং; পুং।

প্রতিহারক—মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর, বঞ্চক, প্রতারক। প্রতি—হৃ+ণক ক। সং; পুং।

প্রতিহারণ—১। প্রবেশন, প্রবেশ করান; প্রবেশানুমতিদান। প্রতি-হৃ(ণিজন্ত)=হারি (গ্রহণ করান)+অনট্ ভা। ২। প্রবেশদ্বার।...+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

প্রতিহারিণী, প্রতীহারিণী—দ্বারপালিকা। প্রতিহারিন্ বা প্রতীহারিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রতিহারী (-হারিন্), প্রতীহারী (-হারিন্)—দ্বারপাল, দরোয়ান। প্রতিহার বা প্রতীহার (দ্বার)+ইন্ রক্ষকার্থে। সং; পুং। স্ত্রী প্রতিহারিণী।

প্রতিহারী, প্রতীহারী—দ্বারপালিকা। প্রতিহার বা প্রতীহার+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রতিহার্য্য—পরিহার্য্য, ত্যাজ্য। প্রতি-হৃ (হরণ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিহাস—১। করবীর। প্রতি-হস (হাসা)+ঘঞ্ ক। ২। হাস্যকারীকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় হাসা।...ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

প্রতিহিংসা—বৈরশুদ্ধি, প্রতিদ্রোহ; বৈরনির্য্যাতন, অনিষ্টকারীর অনিষ্টসাধনপ্রবৃত্তি। প্রাদি। সং; স্ত্রী।

প্রতীক—১। একদেশ; অবয়ব, অঙ্গ। প্রতি-ই (গমন করা)+ঈকন্ ক। সং; পুং। ২। প্রতিকূল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কা।

প্রতীকার—প্রতিকার দেখ।

প্রতীকার্য্য—প্রতিকার্য্য দেখ। [দেখ।

প্রতীকাশ—উপমা। অন্যান্য বিষয়ে প্রতিকাশ

প্রতীক্ষা—অপেক্ষা; পূজা; প্রতিপালন। প্রতি-ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রতীক্ষ্য—অপেক্ষণীয়; আরাধনীয়, পূজ্য। প্রতি-ঈক্ষ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতীক্ষণ—নিরীক্ষণ, বিলোকন; প্রতীক্ষা, অপেক্ষা; পূজন, পূজা। প্রতি-ঈক্ষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতীক্ষমাণ—পরিদৃশ্যমান, প্রত্যক্ষ। প্রতি-ঈক্ষ+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতীঘাত—প্রতিঘাত দেখ।

প্রতীচী—পশ্চিম দিক। প্রত্যচ্ দেখ; প্রত্যচ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রতীচীন—প্রতীচ্য, পশ্চিম দেশীয়, পাশ্চাত্য। প্রতীচী+ঈন্ ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রতীচ্য—পশ্চিমদিগ্ জাত; পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্য। প্রতীচী+য্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রতীচ্ছক—গ্রাহক। প্রতি (প্রতিগত) ইচ্ছা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -কা।

প্রতীত—১। প্রত্যয়প্রাপ্ত; চিত্তে বোধ প্রাপ্ত; জ্ঞাত; জ্ঞানবান্; বিখ্যাত; প্রীত; হৃষ্ট। প্রতি-ই (গমন করা)+ক্ত ক। ২। খ্যাত; সম্মানিত; জ্ঞাত। প্রতি-ই+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রতীতা।

প্রতীতি—প্রত্যয়; বিশ্বাস; জ্ঞান; প্রীতি; খ্যাতি; আদর; সম্মান। প্রতি-ই (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রতীপ—১। সজল দেশ; চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্ররাজপুত্র; নৃপবিশেষ, শান্তনু রাজার পিতা; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। প্রতি; (বিরুদ্ধ, ব্যাপ্ত)-অপ্ (জল)+অ অল্পার্থে। সং; পুং। ২। প্রতিকূল; বিপরীত (opposite)। বিণ; ত্রি।

প্রতীপগামী (-গামিন্)—প্রতিকূলগামী, বিরুদ্ধকার্য্যকারী; বিপরীতদিকে গমনকারী। প্রতীপ শব্দ-গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী, -গামিনী।

প্রতীপ-কোণ—সম্মুখস্থ কোণ, বিপরীত কোণ (opposite angle)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রতীপদর্শিনী—১। বিপরীতদর্শিনী। প্রতীপদর্শী দেখ; প্রতীপদর্শিন+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী, যোষিৎ। সং; স্ত্রী।

প্রতীপদর্শী (-দর্শিন্)—বিপরীতদ্রষ্টা। প্রতীপ (বিপরীত)-দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী, -দর্শিনী।

প্রতীয়মান—জ্ঞায়মান, বুধ্যমান, অনুভূয়মান। প্রতি-ই (গমন করা, জানা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রতীয়মানা।

প্রতীয়মানতঃ (-তস্)—দৃশ্যতঃ, আপাতদৃষ্টে, প্রত্যক্ষতঃ, স্পষ্টতঃ। প্রতীয়মান+তস্। ব্য।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। প্রতীয়মানা যে উৎপ্রেক্ষা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

প্রতীর—তট, কূল। প্র (সর্ব্বতোভাবে) যে তীর (তট), নিত্য। সং; ক্লী।

প্রতীবাদ—প্রতিবাদ দেখ।

প্রতীবেশ—প্রতিবেশ দেখ।

প্রতীষ্ট—গৃহীত; স্বীকৃত; অঙ্গীকৃত। প্রতি-ইষ (ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতুল—১। প্রচুর, বহুল; বিলক্ষণ; দারুণ, বিষম। বিণ। ২। প্রাচুর্য্য, বাহুল্য; ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি; সৌভাগ্য; শুভ, কল্যাণ। সং।

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এম, এ ও পর বৎসর বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতুলচন্দ্র লাহোরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতঃপর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব চিফ কোর্টে অস্থায়িভাবে অন্যতম জজরূপে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ঐ পদ স্থায়িভাবে প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের মুকুট ধারণ উৎসব উপলক্ষে করোনেশন দরবার দিবসে ইনি সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বিচারপতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর কিছুদিন নাভা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন; ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি নাইট উপাধি লাভ করেন।

প্রতোদ—অশ্বাদি তাড়নদণ্ড, চাবুক। প্র-তুদ (পীড়া দেওয়া)+অল্ ণ। সং; পুং।

প্রতোলী—রথ্যা, বড় রাস্তা। প্র-তুল (ওজন করা)+অল্ অধি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রত্ত—প্রদত্ত; ত্যক্ত। প্র-দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

প্রত্ন—প্রাচীন, পুরাতন। পণে (প্রাচীন)+ত্ন।

প্রত্নতত্ত্ব—পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাপণ্ডিত ফ্লিনডার্স্ পেট্রী, লিখিয়াছেন, যে বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা মানবের ক্রমবিকাশের প্রত্যেক অবস্থার যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি তাহাই প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান। ইংরাজীতে ইহার নাম Archaeology, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বজগতে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহার পর হইতেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বচর্চ্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচীনসভ্যতার অন্যতম মহাকেন্দ্র ভারতের সাহিত্য ও ইতিহাসের আলোকে জগতের ইতিহাসের অনেক সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে, অনেক ভ্রান্তির নিরসন হইয়াছে, অনেক নূতন পরিচ্ছেদের অবয়ব গঠিত হইয়াছে। হুইটনী লিখিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়াই ভাষাতত্ত্বের এত উন্নতি হইয়াছে, ভাষাতত্ত্বে তুলনামূলক আলোচনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতীয় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরমালার আবিষ্কারের ফলে প্রত্নলিপিতত্ত্বের (Palaeography) বহু উন্নতি হইয়াছে। স্যার্ উইলিয়ম জোন্স, প্রিন্সেপ কোলব্রুক, রথ, কানিংহাম, ভগবান্ লাল ইন্দ্রাজি, ডাক্তার বুলর, ডাক্তার ভাউদাজি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মোক্ষমুলর, ডাক্তার হল্ প্রভৃতি মৃত আচার্য্যগণের নাম করিলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-আলোচনার ক্রমবিকাশের পর্য্যায়গুলি নয়নসমক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশের প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারের সুব্যবস্থা করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পরলোকগত কানিংহাম সাহেব এই বিভা-

-গের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়া মনীষা এবং শ্রমশীলতার ফলে কিরূপ সাফল্য লাভ করেন, তাহার কথা অনেকেই অবগত আছেন।

বর্ত্তমান সময়ে স্যার্ জন মার্শাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তক্ষশিলা, সারনাথ, পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তী, উরুবিল্ব প্রভৃতি স্থানে খনন কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। নালন্দায় বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির অর্থব্যয়ে খনন কার্য্য হইতেছে। ডাক্তার স্পুনার ইহার পরিদর্শক। এই সকল খননের ফলে ভারতের লুপ্তগৌরবের অনেক চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা ইহার বিবরণ জানিতে চাহেন, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে তাঁহারা সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন। স্যার্ অরেল ষ্টীন মধ্য এসিয়ায় অনুসন্ধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতীয় সভ্যতার অনেক বার্ত্তা সংগ্রহ করিয়াছেন। আর্য্যজাতির ইতিবৃত্তের বহু অমূল্য উপাদান তথায় পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতে ও ব্রহ্মদেশেও অনুসন্ধান চলিতেছে। তিব্বতীয় ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য ৺শরচ্চন্দ্র দাস ও ডাক্তার ফ্রাঙ্ক্ সংগ্রহ করিয়াছেন। উত্তরভারতের বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরালাল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যে স্যার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার, শ্রীযুক্ত ডাক্তার বেলভালকার, বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত গুণে, শ্রীযুক্ত পাঠক, শ্রীযুক্ত নরসিংহচর, শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

ভারতের নানাস্থানে পুরাতত্ত্বসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ও সাহিত্যপরিষৎ, রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি, বোম্বাই নগরের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি সমিতি সকল দেশীয় পুরাতত্ত্বের নানা বিভাগে লিপ্ত আছেন। দাক্ষিণাত্যের 'হায়দরাবাদ প্রত্নতত্ত্বসমিতি' অনেক কাজ করিতেছেন। অশোকের নামযুক্ত একখানি লিপি আবিষ্কার করিয়া ইঁহারা যশস্বী হইয়াছেন। কলিকাতা, লাহোর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের যাদুঘরে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অনেক নিদর্শন সঞ্চিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এদেশের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বিস্তর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে, জর্ম্মাণি, ফ্রান্স্, অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের দেশমান্য ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ প্রত্নতত্ত্বের নব নব তথ্য উদ্ধার করিতেছেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ফ্লিট্, স্মিথ, র‍্যাপসন্, লেভি, টমাস্, লীবিক্, ফুসে, ষ্টেন কোনো, জ্যাকবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী এবং ভিয়েনা, লীপাজিক ও আমেরিকার নানাস্থানের প্রাচ্যবিদ্যাসমিতি কর্ত্তৃক ভারতের অনেক তথ্যের উদ্ধার হইয়াছে। এই সকল মহাত্মার গ্রন্থাদি পাঠ করিলে অতীত ভারতের প্রত্নতত্ত্বের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ—পুরাতত্ত্ববিৎ। উপ; প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞা + ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—পুরাতত্ত্বজ্ঞ, পুরাণ-ইতিহাসবেত্তা (Antiquarian)। প্রত্নতত্ত্ব -বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

প্রত্নতত্ত্ববেত্তা (-বেতৃ)—পুরাতত্ত্বজ্ঞ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ (তাহা দেখ)। ৬তৎ। বিণ, পু। স্ত্রী, -বেত্রী।

প্রত্যক্ (প্রত্যচ্)—১। পশ্চিম দিক; পশ্চিম দেশ। ব্য। ২। পশ্চাদ্বর্ত্তী, পশ্চিমদেশীয়। প্রতি অন্‌চ্ + ক্বিপ্ ক। বিণ, ত্রি।

প্রত্যক্ষ—১। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। অক্ষির (নয়নের) প্রতি অর্থাৎ অভিমুখে, অব্যয়ী। ব্য। ২। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নয়নগোচর। প্রত্যক্ষ শব্দ + অ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ক্ষা।

প্রত্যক্ষকারী(-কারিন্) -যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সাক্ষাৎদ্রষ্টা। প্রত্যক্ষ-কৃ (করা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -কারিণী।

প্রত্যক্ষগোচর—নয়নগোচর, নেত্রপথবর্ত্তী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -গোচরা।

প্রত্যক্ষদর্শন—১। সাক্ষাৎ বিলোকন, স্বচক্ষে দেখা। প্রত্যক্ষ দৃশ (দেখা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, সাক্ষী।... + অন ক। বিণ বা সং; পু।

প্রত্যক্ষদর্শী (-দর্শিন্)—সাক্ষাৎ দর্শনকারী, স্বয়ং দ্রষ্টা; সাক্ষী। প্রত্যক্ষ—দৃশ্ (দেখা) ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -দর্শিনী।

প্রত্যক্ষপ্রমাণ—দৃষ্টির বিষয়ীভূত প্রমাণ, দৃষ্ট প্রমাণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রত্যক্ষভোগ—সাক্ষাৎ ফলপ্রাপ্তি, হাতে হাতে প্রতিফল। কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রত্যক্ষর—অক্ষরে অক্ষরে, বর্ণে বর্ণে। অব্যয়ী (প্রতি + অক্ষর)। ব্য।

প্রত্যক্ষলাভ—সাক্ষাৎ লব্ধ বা ফলপ্রাপ্তি। কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রত্যক্ষবাদ—যাহা কিছু প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাই বাস্তব, তদ্ব্যতীত আর কিছু নাই এইরূপ মত, জড়বাদ (Positivism); বৌদ্ধমত, নাস্তিকতা। প্রত্যক্ষ-বদ (বলা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রত্যক্ষবাদী (-বাদিন্)—যে প্রত্যক্ষ ব্যাপার মাত্র স্বীকার করে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করে না, জড়বাদী (Positivist); বৌদ্ধ, নাস্তিক। প্রত্যক্ষবাদ + ইন্ অস্ত্যর্থে; বা প্রত্যক্ষ + বদ্ (বলা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -বাদিনী।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ—দৃষ্টিগোচরে সম্পন্ন, চক্ষুর সম্মুখে সিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ, ত্রি।

প্রত্যক্ষী (প্রত্যক্ষিন্)—প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। প্রত্যক্ষ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

প্রত্যক্ষীকৃত—যাহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করা হয় নাই এক্ষণে করা হইল এরূপ। প্রত্যক্ষ + চ্বি (=প্রত্যক্ষী) -কৃ + ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যক্ষীভূত—পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ ছিল না এক্ষণে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ শব্দ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (-প্রত্যক্ষী) -ভূ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ভূতা।

প্রত্যগাত্মা (-ত্মন্)—ব্রহ্ম, মতান্তরে জীবাত্মা; পরমেশ্বর। প্রত্যক্ যে আত্মা, কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রত্যগ্র—১। নবীন, নূতন, শোধিত। অগ্রের (প্রথমের) প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রত্যগ্রা। ২। নৃপবিশেষ, বৃহদ্রথের পুত্র। সং; পু। বহু। সং; পু।

প্রত্যগ্রথ -অহিচ্ছত্র নগর. প্রত্যক্ রথ যে স্থানে,

প্রত্যঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ; হস্তপদাদি অবয়ব [অঙ্গ দেখ]; উপকরণ। অঙ্গের প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, নিত্য। সং; ক্লী।

প্রত্যঙ্মুখ—পরাঙ্মুখ, বিমুখ, পশ্চাদভিমুখ। প্রত্যক্ (পশ্চাৎ) মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -মুখী।

প্রত্যচ্—প্রত্যক্ দেখ।

প্রত্যনীক—প্রতিপক্ষ, শত্রু, বৈর; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। প্রতি (প্রতিকূল) হইয়াছে অনীক (সৈন্য) যাহার, বহু। সং; পু।

প্রত্যনুমান—অন্যের অনুমানের বিপরীত অনুমান। প্রতি (প্রতিকূল) যে অনুমান, নিত্য। সং; ক্লী।

প্রত্যন্ত—১। প্রান্তবর্ত্তী, সমীপবর্ত্তী, সন্নিকৃষ্ট। অন্তের (শেষের) প্রতি (সন্নিহিত), নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। ম্লেচ্ছদেশ। সং; পু।

প্রত্যন্তপর্ব্বত—পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রত্যভিজ্ঞা—'ইহা সেই' এবম্প্রকার জ্ঞান, স্মরণ-

বিশেষ। প্রতি-অভি-জ্ঞা (জানা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রত্যভিজ্ঞাত—সম্যক্ পরিজ্ঞাত; সুপরিচিত। প্রতি-অভি-জ্ঞা+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যভিজ্ঞান—স্মরণ-সাধক অভিজ্ঞান বা নিদর্শন। কর্মধা। সং; ক্লী।

প্রত্যভিযোগ—প্রত্যপরাধ; অভিযোক্তার প্রতি অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মদোষক্ষালন-পূর্ব্বক অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (Cross Charge)। প্রতি (সদৃশ) যে অভিযোগ, নিত্য। সং; পু।

প্রত্যভিবাদন—প্রতিনমস্কার। প্রতি (পুনর্ব্বার) যে অভিবাদন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রত্যয়—নিশ্চয়জ্ঞান; প্রতীতি; বিশ্বাস; হেতু; রন্ধ্র; (ব্যাকরণে) প্রকৃতির উত্তর যাহা হয়। প্রতি-ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু। [ত্রি। স্ত্রী, -জনিকা।

প্রত্যয়-জনক—বিশ্বাস-উৎপাদক। ৬তৎ। বিণ;

প্রত্যয়ভাজন—বিশ্বাসভাজন, বিশ্বস্ত। ৬তৎ। বিণ বা সং; ক্লী। [৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রত্যয়যোগ্য—বিশ্বাসের উপযুক্ত, বিশ্বাস্য।

প্রত্যয়াতীত—অবিশ্বাস্য; অনিশ্চিত, যাহাতে আস্থা স্থাপন করা যায় না এরূপ। প্রত্যয়ের অতীত, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -তীতা।

প্রত্যয়ান্বিত—বিশ্বাসযুক্ত, বিশ্বাসপ্রাপ্ত। প্রত্যয় দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রত্যয়ার্হ—বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাস্য। প্রত্যয়ের অর্হ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রত্যয়িত—প্রতিগত; আপ্ত; বিশ্বস্ত, বিশ্বাস-ভাজন। প্রতি-অয় (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রত্যয়িতা।

প্রত্যরি—শত্রু; জন্মতারা হইতে পঞ্চম, চতুর্দ্দশ ও ত্রয়োবিংশ তারা। প্রতি-ঋ+ইন্ ক। সং; পু।

প্রত্যর্থী (প্রত্যর্থিন্)—অর্থিপ্রতিপক্ষ; প্রতিবাদী, আসামী; বিপক্ষ, শত্রু, প্রতিকূল। প্রতি (প্রতিকূল) যে অর্থী, কর্ম্মধা। বিণ; পু। স্ত্রী প্রত্যর্থিনী।

প্রত্যর্পণ—প্রতিদান, ফিরাইয়া দেওয়া। প্রতি (পুনর্ব্বার) অর্পণ, প্রাদি। সং; ক্লী।

প্রত্যর্পিত—প্রতিদত্ত, যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। প্রতি-পিচ্ঋ-ক বা অর্পি (অর্পণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যবমর্ষ—অনুসন্ধান, অন্বেষণ। প্রতি-অব-মৃষ+অল্ ভা। সং; পু।

প্রত্যবসান—ভক্ষণ, ভোজন। প্রতি-অব-সো (নাশ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যবসিত—ভক্ষিত, ভুক্ত। প্রতি-অব-সো (নাশ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যবস্কন্দ, -স্কন্দন—আরোপিত দোষের খণ্ডন নিমিত্ত প্রতিবাদীর উপস্থাপিত যুক্তি বা প্রমাণ। প্রতি-অব-স্কন্দ্+অল্, অনট্ ভা। সং; পু ও ক্লী।

প্রত্যবস্থাতা (-তৃ)—প্রতিপক্ষ; শত্রু, অবরোধক। প্রতি-অব-স্থা (থাকা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -স্থাত্রী।

প্রত্যবহার—সংহার; প্রলয়; নাশ। প্রতি-অব-হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রত্যবায়—১। দুরদৃষ্ট; পাপ। প্রতি-অব-ই বা অয় (গমন করা)+অল্ অপা। ২। হানি, ক্ষতি, অনিষ্ট। ... +অল্ ভা। সং।

প্রত্যবেক্ষণ, প্রত্যবেক্ষা—তত্ত্বাবধান; অনুসন্ধান; প্রতিজাগর; বিচার। প্রতি-অব-ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অ ভা+আপ। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রত্যবেক্ষ্য—প্রত্যবেক্ষণযোগ্য; অনুসন্ধেয়; বিচার্য। প্রতি-অব-ঈক্ষ্ (দেখা)+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-বেক্ষ্যা।

প্রত্যহ—প্রতিদিন, রোজ রোজ। অহনি অহনি, অব্যয়ী, বীপ্সার্থে। ব্য।

প্রত্যাখ্যাত—দূরীকৃত; নিরাকৃত; অস্বীকৃত; নিরুৎসাহীকৃত। প্রতি-আ-খ্যা (বলা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -খ্যাতা।

প্রত্যাখ্যান—নিরাকরণ; দূরীকরণ; নিরসন; ফিরাইয়া দেওয়া; অস্বীকার। প্রতি-আ-খ্যা (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যাখ্যেয়—যাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে বা করা উচিত, প্রত্যাখ্যানযোগ্য। প্রতি-আ-খ্যা+য র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যাগত—প্রত্যাবৃত্ত, পুনরাগত; প্রতিনিবৃত্ত, ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ। প্রতি-আ-গম্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রত্যাগতি—প্রত্যাগমন। প্রাদি। সং; স্ত্রী।

প্রত্যাগম—প্রত্যাগমন। প্রতি-আ-গম্+অল্ ভা। সং; পু।

প্রত্যাগমন—প্রত্যাবর্ত্তন, প্রতিনিবৃত্তি, ফিরিয়া আসা। প্রতি-আ-গম্ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যাদিষ্ট—নিরাকৃত, প্রত্যাখ্যাত; জ্ঞাপিত; দেবতার আদেশপ্রাপ্ত; ত্যক্ত। প্রতি-আ-দিশ (আদেশ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যাদেশ—নিরাকরণ, প্রত্যাখ্যান; জ্ঞাপন; দেবতার আদেশ; ত্যাগ। প্রতি-আ-দিশ (আদেশ)+অল্ ভা। সং; পু।

প্রত্যাদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—প্রত্যাদেশ-কর্ত্তা; জ্ঞাপয়িতা। প্রতি-আ-দিশ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -দেষ্ট্রী।

প্রত্যানয়ন—পুনরুদ্ধার, ফিরাইয়া আনা। প্রতি (পুনর্ব্বার) আনয়ন, প্রাদি। সং; ক্লী।

প্রত্যানীত—যাহা ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, পুনরুদ্ধৃত। প্রতি (পুনর্ব্বার) আনীত, প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -নীতা।

প্রত্যারম্ভ—পুনরারম্ভ, আবার শুরু। প্রাদি। সং; পু।

প্রত্যালীঢ়—১। আস্বাদিত, ভক্ষিত, ভুক্ত। প্রতি-আ-লিহ্ (আস্বাদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। শরক্ষেপণকালে উপবেশন-বিশেষ। ...+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যাবর্ত্তন—প্রত্যাগমন; পুনরাবৃত্তি। প্রতি-আ-বৃত্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যাবৃত্ত—পুনরাবৃত্ত; প্রত্যাগত। প্রতি-আ-বৃত্ (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রত্যাশা—আকাঙ্ক্ষা; ভরসা; প্রত্যয়। প্রতি (সম্যক্ বা নিশ্চিত) আশা, নিত্য। সং; স্ত্রী।

প্রত্যাশাপন্ন—আশান্বিত, ভরসাযুক্ত; আকাঙ্ক্ষান্বিত। প্রত্যাশাকে আপন্ন ২তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রত্যাশী (-শিন্)—প্রত্যাশাপন্ন, আকাঙ্ক্ষী। প্রত্যাশা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী প্রত্যাশিনী। [ভরসায়। প্রা, ক।

প্রত্যাশে—প্রত্যাশায়, প্রতীক্ষায়; আশায়;

প্রত্যাশ্বাস—আস্থা; পুনর্জীবন; প্রত্যাশা। প্রতি-আ-শ্বস্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রত্যাসত্তি—সামীপ্য, নৈকট্য। প্রতি-আ-সদ্ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রত্যাসন্ন—সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী, সমীপস্থ। প্রতি-আ-সদ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রত্যাসার—সেনাব্যূহ। প্রতি-আ-সৃ+অল্ অধি। সং; পু।

প্রত্যাহত—ব্যাহত; সঙ্কুচিত; কুণ্ঠিত। প্রতি-আ-হন্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যাহরণ—প্রত্যাহার; প্রত্যাকর্ষণ, ফিরাইয়া লওয়া। প্রতি-আ-হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যাহার—প্রত্যাহরণ, ফিরাইয়া লওয়া; (ব্যাকরণে) অব্, অল্ প্রভৃতি সংজ্ঞা। প্রতি-আ-হৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রত্যাহার্য্য—পুনর্গ্রহণীয়। প্রতি-আ-হৃ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যাহৃত—প্রত্যাকৃষ্ট, যাহা ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। প্রতি-আ-হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -হৃতা।

প্রত্যুক্ত—১। প্রতিভাষিত। প্রতি-বচ্ (বলা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। প্রতিবচন, উত্তর। প্রতি-বচ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যুক্তি—প্রত্যুত্তর; প্রতিবচন, উত্তর, জবাব। প্রতি-বচ্ (বলা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রত্যুত—বৈপরীত্য; পরবাক্য দ্বারা পূর্ব্ববাক্যের বৈপরীত্য সম্পাদন করিতে হইলে 'প্রত্যুত' ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বরং। প্রতি-উ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম। ব্য।

প্রত্যুৎক্রম, প্রত্যুৎক্রমণ, প্রত্যুৎক্রান্তি—যুদ্ধোদ্যোগ; প্রধান প্রয়োজনের অনুকূল অপ্র-

ধীন কার্য্যের অনুষ্ঠান। প্রতি—উৎ—ক্রম্ (গমন করা)+যথাক্রমে অল্, অনট্, ক্তি ভা। সং; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

প্রত্যুত্তর—প্রত্যুক্তি; উত্তরের উত্তর। প্রতি (পুনর্ব্বার) উত্তর, নিত্য। সং; ক্লী।

প্রত্যুত্থান—সমাগত ব্যক্তির সম্মানার্থ উত্থান, মান্য ব্যক্তি আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়ান; অভ্যুত্থান। প্রতি—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যুৎপন্ন—উৎপত্তিবিশিষ্ট; পুনরুৎপন্ন; সত্বর জাত। প্রতি—উৎ—পদ্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পন্না।

প্রত্যুৎপন্নমতি—১। ঝটিতি উপস্থিত বুদ্ধি (Presence of mind)। প্রত্যুৎপন্না যে মতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। প্রতিভান্বিত, তীক্ষ্ণধী, কুশাগ্রবুদ্ধি; তৎকালধী; উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার ঝটিতি বুদ্ধি উপস্থিত হয় এরূপ। প্রত্যুৎপন্না মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—কার্য্যকালে আবশ্যকমত ঝটিতি বুদ্ধি যোগান। প্রত্যুৎপন্নমতি+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

প্রত্যুদাহরণ—উদাহরণের বিপরীত দৃষ্টান্ত। প্রতি (প্রতিকূল) যে উদাহরণ, নিত্য। সং; ক্লী।

প্রত্যুদ্গত, প্রত্যুদ্যাত—যাহাকে প্রত্যুদ্গমন করা হইয়াছে এরূপ। প্রতি—উৎ—গম্ বা যা+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

প্রত্যুদ্গমন—আগতের সম্মানার্থ তদভিপ্রায়ে অগ্রে গমন, মান্য ব্যক্তি আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইয়া যাওয়া। প্রতি—উৎ—গম্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যুদ্গমনীয়—১। সমুপস্থানযোগ্য; প্রত্যুদ্গমনের উপযুক্ত। প্রতি—উৎ—গম্+অনীয় ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ধৌতবস্ত্রযুগল, জোড়, ধুতি ও উড়ানি। সং; ক্লী।

প্রত্যুদ্যাত—প্রত্যুদ্গত দেখ।

প্রত্যুপকার—উপকারের প্রতিদান, সময়মত উপকারীর হিতসাধন। প্রতি (পুনর্ব্বার) উপকার, প্রাদি। সং; পু।

প্রত্যুপকারী (—কারিন্)—উপকারীর উপকর্ত্তা অর্থাৎ হিতসাধক। প্রতি (পুনর্ব্বার) উপকারী, প্রাদি। বিণ; পু। স্ত্রী,

প্রত্যুপকৃত—পূর্ব্বকৃত উপকারের বিনিময়ে উপকার প্রাপ্ত। প্রতি—উপ—কৃ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যুপদেশ—উপদেশানুসারে শিক্ষাদান। প্রতি—উপ—দিশ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রত্যুপবেশন—অভীষ্ট লাভের আশায় স্থিরভাবে বসিয়া থাকা। প্রতি—উপ—বিশ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রত্যুপহার—উপঢৌকন; অনুরূপ উপহার। প্রতি—উপ—হৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রত্যুপ্ত—উপ্ত, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ; প্রোত; খচিত। প্রতি—বপ (বপন করা, বয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রত্যুষ, প্রত্যূষ—প্রভাত, ভোরবেলা। প্রতি—যথাক্রমে উষ (বধ করা) বা উষ (রুগ্ন করা)+ক ক। সং; পু।

প্রত্যুষঃ, প্রত্যূষঃ (—ষস্)—প্রত্যূষ, প্রভাত। প্রতি—যথাক্রমে উষ (বধ করা) বা উষ (রুগ্ন করা)+অস্ ক। সং; ক্লী।

প্রত্যূষ—প্রত্যুষ দেখ।

প্রত্যূষঃ—প্রত্যুষঃ দেখ। [সং; পু।

প্রত্যূহ—বাধা, বিঘ্ন। প্রতি—উহ+ক ম্ম।

প্রত্যেক—১। একে একে। বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ব্য। ২। এক এক, ফি, হর। বিণ; ত্রি।

প্রথন—প্রকাশকরণ, ব্যক্ত করা। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রথম—আদ্য, আদিম; মুখ্য, প্রধান; অগ্রিম। প্রথ+অম ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রথমা।

প্রথমজ—অগ্রজাত; অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ। প্রথম শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রথমতঃ (—তস্)—প্রথমে, অগ্রে। প্রথম শব্দ+তস্ ৭মী স্থানে। ব্য।

প্রথমসাহস—সার্দ্ধশতপণদ্বয়রূপ দণ্ড; সামান্য অর্থদণ্ড। সং; পু।

প্রথমসূত্র—মূলসূত্র, আদি, গোড়া; সূত্রপাত, আরম্ভ, উপক্রম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রথমাঙ্গুলি—অঙ্গুষ্ঠ, বুড়া আঙ্গুল। প্রথমা যে অঙ্গুলি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

প্রথমাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। প্রথম যে আশ্রম, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রথা—রীতি, ধারা; প্রসিদ্ধি, খ্যাতি; বিস্তার। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া)+ঙ ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। [ক্রি-বিণ।

প্রথানুসারে—রীতি অনুযায়ী, পদ্ধতিক্রমে। বহু।

প্রথামত—প্রথানুযায়ী, পদ্ধতিমত। প্রথা দ্বারা মত, ৩তৎ; বা প্রথার মত (তুল্য), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রথিত—খ্যাত, প্রসিদ্ধ; বিস্তৃত। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রথিতা।

প্রথিতনামা (—নামন্)—খ্যাতনামা, প্রসিদ্ধ নামবিশিষ্ট, নামজাদা। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

প্রথিতযশাঃ (—যশস্)—খ্যাত, কীর্ত্তিবিশিষ্ট, যাহার যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

প্রথিমা (প্রথিমন্)—স্থূলতা; বিস্তার। পৃথু (স্থূল)+ইমন্ ভাবে। সং; পু।

প্রথিষ্ঠ—অতিশয় স্থূল; অতিশয় বৃহৎ। পৃথু শব্দ (বৃহৎ, স্থূল)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রথিষ্ঠা।

প্রথীয়ান্ (—য়স্)—অতি বৃহৎ; অতিশয় স্থূল। পৃথু শব্দ (বৃহৎ, স্থূল)+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী প্রথীয়সী।

প্রদ—প্রদাতা; দায়ক, দানকারী। প্র—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রদা।

প্রদক্ষিণ—দক্ষিণদিক্ হইতে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ। দক্ষিণাকে প্র অর্থাৎ দক্ষিণ দিক্‌কে অবলম্বন করিয়া, অব্যয়ী। ব্য।

প্রদত্ত—সমর্পিত, যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ। প্র—দা (দেওয়া)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রদর—১। স্ত্রীলোকের রোগবিশেষ, ঋতুকালে অধিক শোণিতাদির স্রাব। প্র—দৃ (বিদারণ করা)+অন্ ক। ২। বিদারণ। প্র—দৃ+অল্ ভা। সং; পু।

প্রদর্শক—প্রদর্শনকারী, দেখায় যে এরূপ। প্র—ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রদর্শিকা।

প্রদর্শন—দেখান; উল্লেখ। প্র—ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রদর্শনী—প্রদর্শন, দেখান; উল্লেখ; দর্শনীয় ব্যাপার, তামাসা, মেলা। প্র—ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান)+অনট্ ভা+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

প্রদর্শিত—দর্শিত, যাহা দেখান হইয়াছে এরূপ; উল্লিখিত। প্র—ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রদা—১। প্রদানকর্ত্রী, দায়িকা, প্রদায়িনী। প্রদ দেখ। প্রদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিশিষ্ট দান। সং; স্ত্রী।

প্রদাতা (—তৃ)—প্রদানকারী, দায়ক, যে দেয়। প্র—দা (দেওয়া)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রদাত্রী। [+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রদান—দান, অর্পণ, দেওয়া। প্র—দা (দেওয়া)

প্রদায়ক—প্রদাতা, প্রদানকারী। প্র—দা+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রদায়িকা।

প্রদায়ী (—য়িন্)—দায়ক, দানকারী। প্র—দা+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রদায়িনী।

প্রদিক্—বিদিক্। অব্যয়ী। সং; স্ত্রী।

প্রদিগ্ধ—লিপ্ত, মাখান। প্র—দিহ্ (লেপন করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রদিষ্ট—নির্দ্দিষ্ট; উপদিষ্ট; প্রদত্ত। প্র—দিশ্+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রদিষ্টা।

প্রদীপ—দীপ; আলোক। প্র—দীপ্ (দীপ্ত করা)+অ ক। সং; পু।

প্রদীপন—১। উদ্দীপন; প্রকাশন; উজ্জ্বলকরণ। প্র—দীপ্ (দীপ্ত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। উদ্দীপক। প্র—দীপ্+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পনা। [পু।

প্রদীপালোক—দীপের আলো। ৬তৎ। সং;

প্রদীপ্ত—সমুজ্জ্বল; প্রকাশিত। প্র—দীপ্ (দীপ্ত করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রদৃপ্ত—অতিশয় দর্পযুক্ত ; গর্ব্বিত, দাম্ভিক। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

প্রদেয়—প্রদানার্হ, দানযোগ্য, যাহা দিতে হইবে বা দেওয়া উচিত। প্র—দা+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রদেয়া।

প্রদেশ—১। একদেশ ; বিভাগ, জিলা, দেশের একাংশ ; দেশ ; স্থান। প্র—দিশ্+অল্ অধি। ২। ভিত্তি, দেয়াল, প্রাচীর ; প্রদেশ। প্র—দিশ্+অল্ ণ। ৩। অবকাশ ; আস্থা। প্র—দিশ্+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রদেশন—আজ্ঞা, আদেশ ; দান ; উপঢৌকন ; উপায়। প্র—দিশ্ (অনুমতি করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রদেশনী, প্রদেশিনী—তর্জ্জনী অঙ্গুলি। প্র—দিশ্+অনট্ ণ+ঙীপ্, ২য় পক্ষে…+ণিন্ ক+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রদোষ—১। রজনীমুখ, সায়ংকাল ; রাত্র্যারম্ভের প্রথম চারিদণ্ড কাল। দোষার (রাত্রির) প্র অর্থাৎ আরম্ভ, নিত্য। ২। প্রকৃষ্ট দোষ। কর্ম্মধা বা প্রাদি। সং ; পু। ৩। প্রকৃষ্ট দোষযুক্ত। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে দোষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ষা।

প্রদোষকাল—সায়ংকাল, প্রদোষসময়। প্রদোষই কাল, কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রদোষতমঃ (—মস্)—প্রদোষকালীন অন্ধকার রূপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রদোষাকাশ—প্রদোষকালীন আকাশ, সান্ধ্যগগন। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রদ্যুম্ন—১। শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। প্র (প্রকৃষ্ট) দ্যুম্ন (সামর্থ্য) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। রুক্মিণীর গর্ভজাত কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্মান্তরে ইনি কামদেব ছিলেন, শিবের তপোভঙ্গ করিতে যাইয়া হরকোপানলে ভস্মীভূত হন। সুতরাং অনেকে ইঁহাকেই কন্দর্প বলিয়া থাকেন। ইঁহার জন্মের ষষ্ঠদিবসে শম্বর নামক অসুর ইঁহাকে হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটি মৎস্য ইঁহাকে গ্রাস করিয়া ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হয়। মৎস্য দৈত্যগৃহে নীত হইলে, মায়াবতী মৎস্যের উদরে ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন তাঁহার নিকট আসুরিক মায়ায় শিক্ষিত হইলেন। অতঃপর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে মায়াবতীর নিকট আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইনি যুদ্ধে শম্বর দৈত্যের প্রাণবধ করিয়া মায়াবতীসহ দ্বারকায় জনকজননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মায়াবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ দিলেন। পরে, ইঁহার মাতুল রুক্মীর কন্যার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলে, বৈদর্ভী ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার বিখ্যাত পুত্র অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। প্রদ্যুম্ন মহাবীর ছিলেন, এবং পিতার সহিত অনেক যুদ্ধে যাইয়া অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আত্মবিচ্ছেদে যদুকুল নির্ম্মূল হইবার সময়ে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

প্রদ্যোত—১। দীপ্তি ; কিরণ। প্র—দ্যুত্ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। ২। জনৈক নৃপ। প্রকৃষ্ট দ্যোত যাহার, বহু। সং ; পু।

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (মহারাজ স্যার্)—জন্ম কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ, ১৭ই সেপ্টেম্বর। ইনি রাজা স্যার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ঔরস পুত্র এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহনের দত্তক পুত্র ও বিষয়াধিকারী। মহারাজ উপাধি বংশগত বলিয়া যতীন্দ্রমোহনের দেহত্যাগ হইলেই (জানুয়ারি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রদ্যোতকুমার এই উপাধির অধিকারী হইয়াছেন। সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে প্রদ্যোতকুমার কলিকাতাবাসিগণের প্রতিনিধিস্বরূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে সম্রাট্‌সদনে ও অন্যান্য স্থানে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। ইটালীতে ভ্রমণ উপলক্ষে পোপের সহিত সাক্ষাৎরূপ সম্মানও ইনি লাভ করিয়াছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ইংলণ্ডের তদানীন্তন যুবরাজ ও বর্ত্তমান রাজা পঞ্চম জর্জ্জ কলিকাতায় আগমন করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারি কলিকাতার গড়ের মাঠে উক্ত যুবরাজকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করা হয়। এই বিরাট্ অভ্যর্থনা-সভায় প্রদ্যোতকুমার সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। কলিকাতা ত্যাগ সময়ে যুবরাজ ইঁহাকে 'নাইট্' উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া যান। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের দেহত্যাগের পর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি প্রিভি কাউন্সিলের বিচার অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিনিধিগণের অধিকারে আসে। মহারাজ প্রদ্যোতকুমার কালবিলম্ব না করিয়া সেই সম্পত্তি তাঁহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লওয়ায় ইঁহার বৈষয়িক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইনি অনেকানেক সাধারণ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯০৮ খৃঃ শেষার্দ্ধ হইতে ১৯০৯ খৃঃ শেষ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১০ খ্রীঃ ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন। বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্ ও সম্রাট্‌পত্নীর কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার নিমিত্ত গড়ের মাঠে যে বিরাট্ সভার অনুষ্ঠান হয়, ইনি তাহার অন্যতম অধ্যক্ষ এবং উদ্যোক্তা ছিলেন। ইঁহার এতৎসংক্রান্ত কার্য্য-কুশলতায় প্রীত হইয়া সম্রাট্ কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বদিবসে (১৯১২ খ্রীঃ ৭ই জানুয়ারি) ইঁহাকে একগাছি যষ্টি উপহার দেন। যষ্টির শিরোভাগ সুবর্ণমণ্ডিত ও সম্রাটের নামাঙ্কিত। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছেন।

প্রদ্যোতন—১। উজ্জ্বল দীপ্তি প্রদান ; সমুজ্জ্বল দীপ্তি। প্র—দ্যুত্ (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। অতিশয় দীপ্তিশালী, সমুজ্জ্বল। …+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—না।

প্রদ্যোতিত—প্রদীপ্ত, উদ্ভাসিত ; প্রকাশিত। প্র—দ্যুত্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রদ্রব, প্রদ্রাব—প্রস্থান ; পলায়ন ; ধাবন ; প্রকৃষ্ট গতি। প্রাদি। সং ; পু।

প্রদ্রুত—প্রস্থিত ; পলায়িত ; ধাবিত। প্র—দ্রু (বেগে চলা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রদ্বেষ—বিদ্বেষ, পরহিংসা। প্রাদি। সং ; পু।

প্রদ্বেষী (—ষিন্) বিদ্বেষী, বিদ্বেষ্টা, পরহিংসাকারী। প্রাদেশিক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রদ্বেষিণী।

প্রদ্বেষ্টা (—ষ্টৃ)—বিদ্বেষী, বিদ্বেষ্টা, পরহিংসাকারী। প্রাদি। বিণ, পু। স্ত্রী প্রদ্বেষ্ট্রী।

প্রধন—যুদ্ধ ; নিধন ; মারণ। প্র—ধন+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রধান—১। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ; পরমাত্মা ; পরমেশ্বর ; অমাত্য। প্র—ধা—অন ক। সং ; ক্লী। ২। শ্রেষ্ঠ। বিণ ; ত্রি।

প্রধানতঃ (—তস্)—প্রধানরূপে, বিশেষভাবে, বিশেষতঃ। প্রধান+তস্। ব্য।

প্রধানতা, প্রধানত্ব—প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা। প্রধান+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রধানাঙ্গ—উত্তমাঙ্গ, মস্তক ; শ্রেষ্ঠ অবয়ব বা অংশ ; প্রধান উপকরণ ; প্রধান ব্যক্তি বা বিষয়। প্রধান যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রধি—নেমি ; চক্রপ্রান্ত। প্র—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। সং ; পু।

প্রধী—১। উৎকৃষ্টা বুদ্ধি। প্র (প্রকৃষ্টা) ধী (বুদ্ধি), কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। প্রকৃষ্ট বুদ্ধিশালী। প্রকৃষ্টা ধী যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রধূপিত—প্রদীপ্ত ; সন্তাপিত। প্র—ধূপ্ (তাপিত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রধূমিত—ধূমযুক্ত ; জ্বলনোন্মুখ। প্রধূম শব্দ+ইত অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রধৃষ্ট—প্রগল্ভ ; উদ্ধত, অবিনয়ী। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রধৃষ্টা।

প্রধৃষ্য—সম্যক্ ধর্ষণীয়। প্র—ধৃষ্+ক্যপ্ র্ম।

প্রধ্মাত—বায়ু পূরণ দ্বারা ধ্বনিত ; শব্দিত ; প্রপূরিত ; সন্ধুক্ষিত। প্র—ধ্মা (শব্দ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রধ্বংস—সম্যক্ ধ্বংস, বিধ্বংস, বিনাশ ; সর্ব্বনাশ। প্রাদি। সং ; পু।

প্রনষ্ট—পলায়িত ; মৃত। প্র—নশ্ (নষ্ট হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রনষ্টা।

প্রপঞ্চ—১। সমূহ ; সৃষ্টি ; মায়া ; সংসার। প্র—পন্‌চ (বিস্তৃত হওয়া)+অল্ র্ম। ২। বিস্তার, বৈপরীত্য ; বঞ্চনা। প্র—পন্‌চ+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রপঞ্চময়—মায়াময় ; প্রতারণাপূর্ণ। প্রপঞ্চ +ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —য়ী।

প্রপঞ্চিত—বিস্তৃত ; ভ্রান্তিযুক্ত। প্র—পন্‌চ্+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। [ভা। সং ; ক্লী।

প্রপতন—মৃত্যু ; বিনাশ। প্র—পত্+অনট্

প্রপদ—পাদাগ্র ; চরণপ্রান্ত। পদের প্র অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী অংশ, নিত্য। সং ; ক্লী।

প্রপদীন—পাদাগ্রসম্বন্ধীয়। প্রপদ+ঈন। বিণ।

প্রপন্ন—প্রাপ্ত ; শরণাগত ; আশ্রিত। প্র—পদ্ (গমন করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রপা, প্রপান—পানীয়শালা, জলছত্র। প্র—পা (পান করা)+ড অপা+আপ্, ২য় পক্ষে অনট্ অপা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রপাঠক—১। উৎকৃষ্ট পাঠক। প্রাদি। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী প্রপাঠিকা। ২। বেদাংশ-বিশেষ। প্র (প্রকৃষ্ট) পাঠ আছে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

প্রপাত—১। জলাদির পতন। প্র—পত্ (পড়া) +ঘঞ্ ভা। ২। পর্ব্বতাদির অত্যুচ্চ স্থান-বিশেষ, ভৃগু। … +ঘঞ্ অপা। ৩। নির্ঝর-পতনস্থান। … +ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

প্রপান—প্রপা দেখ।

প্রপায়ী (—য়িন্)—পানকারী ; পাতা, রক্ষা-কর্ত্তা। প্র—পা+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রপায়িণী।

প্রপিতামহ—ব্রহ্মা ; পিতামহের পিতা, পিতার পিতামহ। প্র (অগ্রগামী) যে পিতামহ, নিত্য। সং ; পু।

প্রপিতামহী—প্রপিতামহপত্নী, পিতামহের মাতা, পিতার পিতামহী। প্রপিতামহ+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রপূরক—অনুপূরক, অবশিষ্টাংশ পূর্ণকারী। প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রপূরিকা।

প্রপূরণ—অনুপূরণ, অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করণ। প্রাদি। সং ; ক্লী।

প্রপূরিত—যাহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে এরূপ। প্র—পূর (পূর্ণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রপৌত্র—পৌত্রের পুত্র, পুত্রের পৌত্র। প্র (পশ্চাদ্বর্ত্তী) যে পৌত্র, নিত্য। সং ; পু।

প্রপৌত্রী—পৌত্রের পুত্রী অর্থাৎ কন্যা। প্রপৌত্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রফুল্ল—প্রস্ফুটিত ; বিকাশযুক্ত ; উৎফুল্ল ; বিকচ ; স্মিত ; বিকসিত ; প্রসন্ন ; সহাস্য। প্র—ফুল্ল (বিকসিত হওয়া)+ক্ত ক, নিপাতনে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রফুল্লা।

প্রফুল্লকর—প্রসন্নতাবিধায়ক ; হর্ষজনক, আনন্দ-দায়ক। প্রফুল্ল—কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —করী।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ডাঃ পি, সি, রায়)—১২৬৮ সালে ইঁহার জন্ম। ইনি বিজ্ঞানের গবেষণায় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনি এ পর্য্যন্ত কেবল রসায়ন শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, এবং গবেষণা দ্বারা সংযোগ বিয়োগের নিয়মগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অনেক সহায়তা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ইঁহার আবিষ্কৃত দুই চারিটী নূতন তত্ত্ব রসায়ন শাস্ত্রের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে। গন্ধকদ্রাবকের সহিত তাম্র, লৌহ ও নিকেল প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু মিশিয়া এক জাতীয় যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। প্রফুল্লচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যাপার লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ এডিন্‌বরা রয়েল সোসাইটীর পত্রিকায় এই গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হইলে সকলে ইঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হন। ইনি এই গবেষণাতে এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, এস্,সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে ঘৃত, মাখন, চর্ব্বি প্রভৃতির স্বরূপ ও বিশুদ্ধি নির্ণয়ের এক রাসায়নিক পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি তৈল-জাতীয় পদার্থের রাসায়নিক সংগঠনের এক পার্থক্য অবলম্বন করিয়া তাহার গবেষণা করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ হইতে ইনি পারদ সম্বন্ধীয় গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণায় ইঁহার খ্যাতি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পারদ-ঘটিত নূতন যৌগিকটীর আবিষ্কার বৃত্তান্ত সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে জর্ম্মানীর সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। ইঁহার প্রণীত "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" নামক গ্রন্থ ভারতবাসীর অতি গৌরবের সামগ্রী। হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ, চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর ও চক্রপাণি, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান শাস্ত্র ও ইতিহাস কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া এই অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইয়াছে। ১৯১২ খ্রীঃ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও অনারেবল দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কংগ্রেসে গমন করেন। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ যাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, ইনি তাহা আবিষ্কার করিয়া সুধীসমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। ইঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তত্ত্ব অবগত হইয়া ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে ডি, এস্, সি উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় অমায়িক ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি অতি বিরল। ১৯১৫ খ্রীঃ ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ভারতগভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ; ১৯১৫ খ্রীঃ ২রা নভেম্বর হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে পালিত-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইনি Bengal Chemical & Pharmaceutical Works নামক বিরাট্ ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। অধুনা ইনি সমস্ত ছাড়িয়া স্বদেশ সেবায় ব্রতী হইয়াছেন, এবং দুরূহ বস্ত্র-সমস্যার সমাধানকল্পে দেশময় চরকা প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত ও পরোপকারী এবং অকপটভাষী। উত্তরবঙ্গের ভীষণ জল-প্লাবনের সময়ে ইনি প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতেই ইঁহার নাম বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সুপরিচিত হইয়া পড়ে।

প্রফুল্লচিত্ত—১। হর্ষবিকসিত অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। হৃষ্টান্তঃকরণ। প্রফুল্ল চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —চিত্তা।

প্রফুল্লচিত্তে—হৃষ্টান্তঃকরণে, আনন্দিতমনে। প্রফুল্ল চিত্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

প্রফুল্লতা—প্রসন্নতা ; হৃষ্টতা, হর্ষ। প্রফুল্ল+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

প্রফুল্লিত—আনন্দিত, যাহাকে প্রফুল্ল করা হইয়াছে। প্র—ণিজন্ত ফুল্ল+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রবন্ধ—১। সংগ্রহ ; রচনা, সন্দর্ভ ; কাব্যাদি গ্রথন। প্র—বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ র্ম। ২। অবিচ্ছেদ ; প্রকৃষ্ট বন্ধন ; পূর্ব্বাপর সঙ্গতি। প্র—বন্ধ্+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রবন্ধকার—প্রবন্ধলেখক, কাব্যাদি-প্রণেতা। প্রবন্ধ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রবন্ধা (প্রবন্ধৃ)—সংগ্রাহক; প্রবন্ধলেখক, রচয়িতা। প্র—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রবন্ধ্রী।

প্রবল—প্রকৃষ্ট বলযুক্ত; অতিশয় বলবান্। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে বল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রবলতা, -ত্ব—প্রাবল্য, বলবত্তা; প্রচণ্ডতা, তীব্রতা। প্রবল+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রবলপরাক্রম—প্রচণ্ডবিক্রমশালী, প্রবলপ্রতাপান্বিত। প্রবল পরাক্রম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

প্রবলপরাক্রান্ত—মহাবিক্রমসম্পন্ন, প্রবলপ্রতাপ।

প্রবলপ্রতাপ—প্রচণ্ড বিক্রমশালী; অতিশয় তেজস্বী। প্রবল প্রতাপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রবলপ্রতাপান্বিত—মহাপরাক্রান্ত, অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন, অতি তেজস্বী। প্রবল যে প্রতাপ সে প্রবলপ্রতাপ, কর্ম্মধা, তদ্দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রবলা—১। বলবতী। বহু; প্রবল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রসারিণী, গন্ধভাদালিয়া। সং; স্ত্রী।

প্রবাল—কিসলয়, নবপল্লব; অঙ্কুর, আঁকুর; বিদ্রুম, পলা। প্র—বল্ (বলবান্ হওয়া)+ণ ক। সং; পু।

প্রবালকীট—সমুদ্রসম্ভূত রক্তবর্ণ কীটবিশেষ। প্রবালজনক কীট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রবালদ্বীপ—প্রবালকীট দ্বারা রচিত দ্বীপাকার স্তূপ (coral island)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রবালফল—রক্তচন্দন। প্রবালতুল্য ফল যাহার, বহু। সং; ক্লী। [বাহু, নিত্য। সং; পু।

প্রবাহ—কফোণির নিম্নভাগ। প্র (অগ্রবর্ত্তী)

প্রবুদ্ধ—পণ্ডিত, জ্ঞানী; জাগরিত; প্রফুল্ল; বিকসিত। প্র—বুধ্ (বোধ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রবুদ্ধা।

প্রবোধ—জ্ঞান; বিকাশ; জাগরণ; সান্ত্বনা। প্র—বুধ্+অল্ ভা। সং; পু।

প্রবোধন—বুঝান; জ্ঞাপন; জাগরিতকরণ; সান্ত্বনা; উত্তেজন। প্র—ণিজন্ত বুধ্ (=বোধি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রবোধনী, প্রবোধিনী—কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী; উত্থান একাদশী। প্র—ণিজন্ত বুধ্ (=বোধি)+অনট্ অধি+ঈপ্; ২য় পক্ষে +ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রবোধিত—জ্ঞাপিত; জাগরিত; সান্ত্বনিত; উত্তেজিত; বিকাশিত। প্র—ণিজন্ত বুধ্ বা (=বোধি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রবোধিনী—প্রবোধনী দেখ।

প্রভঞ্জন—বায়ু, বাতাস। প্র—ভন্জ্ (ভঙ্গ করা) +অন ক। সং; পু।

প্রভগ্ন—নিম্ব। প্র (প্রকৃষ্ট) ভগ্ন যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

প্রভগ্না—প্রসারিণী, গন্ধভাদালিয়া। প্র (প্রকৃষ্ট) ভগ্ন যাহা (যে স্ত্রী) হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

প্রভব—১। উৎপত্তি, উদ্ভব; পরাক্রম, প্রভাব। প্র—ভূ (হওয়া)+অল ভা। ২। কারণ; উৎপত্তিস্থান; প্রকাশস্থান। প্র—ভূ+অল্ অপা। সং; পু। ৩। উৎপাদক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রভবা। ৪। অষ্টবসুর অন্তর্গত বসুবিশেষ। প্র—ভূ+অল্ ক। ৫। বৎসরবিশেষ। প্র—ভূ+অল্ অধি। সং; পু।

প্রভবন্ (-বৎ) শক্ত, সমর্থ, প্রভু। প্র—ভূ (হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রভবতী।

প্রভবিষ্ণু ১। বটুক ভৈরবের অষ্টোত্তরশত নামের মধ্যে এক নাম; প্রভু। প্র—ভূ (হওয়া)+ইষ্ণু ক। সং; পু। ২। প্রভাবশীল; সমর্থ। বিণ; ত্রি।

প্রভবিষ্ণুতা—প্রভুত্ব; সামর্থ্য। প্রভবিষ্ণু শব্দ +তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

প্রভা—দ্যুতি, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা; কিরণ; প্রকাশ। প্র—ভা+ড ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রভাকর—১। সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি; সমুদ্র। প্রভার কর (কারক), ৬তৎ। ২। মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবিশেষ। সং; পু।

প্রভাকীট—খদ্যোত, জোনাকী পোকা। প্রভাযুক্ত যে কীট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রভাত—১। প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল। প্র—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। প্রভান্বিত, দীপ্তিযুক্ত, প্রকাশিত। প্র—ভা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রভাতা।

প্রভাতরাগ—প্রভাতকালীন রক্তিমা, প্রাতঃকালের জ্যোতিঃ। ৬তৎ। সং; পু।

প্রভাতি, -তী—১। প্রাভাতিক, প্রাতঃকালীন। বিণ। ২। প্রভাতসঙ্গীত, ভোরে গাহিবার গান। দেশজ। সং।

প্রভাপ্রভু—অংশুমালী, সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

প্রভাময়—প্রভাবিশিষ্ট, দীপ্তিপূর্ণ, জ্যোতির্ম্ময়। প্রভা+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

প্রভাব—১। ধন ও রণজনিত শক্তি, প্রতাপ; তেজঃ; প্রভুশক্তি। প্র—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ণ। ২। মহিমা, সামর্থ্য; উদ্ভব, উৎপত্তি। প্র—ভূ+ঘঞ্ ভা। প্রকৃষ্ট ভাব, প্রাদি। সং; পু।

প্রভাবতী—১। দীপ্তিশালিনী, ভাস্বরা। প্রভা +বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। বজ্র নামক অসুরের কন্যা; সখীর নিকট কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুরাগিণী হন। পরে প্রদ্যুম্ন দৈবক্রমে বজ্রপুরে উপস্থিত হইলে, উভয়ে গান্ধর্ব্বমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর ইনি গর্ভধারণপূর্ব্বক পুত্র প্রসব করিলে, অসুরগণ সমস্ত জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্নের জীবননাশের জন্য চেষ্টিত হয়। তখন প্রদ্যুম্ন পত্নীর অনুমতিক্রমে অসুরদিগকে সবংশে নিহত করেন। অবশেষে ইঁহার পুত্র বজ্রপুরের রাজা হন। সং; স্ত্রী।

প্রভাবান্ (-বৎ)—দীপ্তিশালী, ভাস্বর। প্রভা +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী প্রভাবতী।

প্রভাষ—প্রকৃষ্টরূপে কথন। প্র—ভাষ (বলা) +অল্ ভা। সং; পু।

প্রভাস—বসুবিশেষ; দেশবিশেষ, সোমতীর্থ, [মহাভারতে লিখিত আছে যে, চন্দ্র শ্বশুর দক্ষের শাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া বহুদিন পরে এই তীর্থে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি প্রতি অমাবস্যায় এই তীর্থে স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন। চন্দ্রকে প্রভাসিত করায় ইহার নাম প্রভাস হইয়াছে]। প্র—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ক। সং; পু।

প্রভিন্ন—প্রস্ফুটিত, বিকসিত; প্রকাশিত; ভগ্ন। প্র—ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রভু—১। বিষ্ণু; স্বামী; রাজা। প্র—ভূ (হওয়া)+ডু ক। সং; পু। ২। শ্রেষ্ঠ; নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। বিণ; ত্রি।

প্রভুতা, প্রভুত্ব—স্বামিত্ব; আধিপত্য, প্রভাব; সামর্থ্য; প্রাধান্য। প্রভু শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রভুত্বপ্রয়াসী (-সিন্)—আধিপত্য লাভের চেষ্টান্বিত, কর্তৃত্ব ফলাইবার আকাঙ্ক্ষী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—প্রয়াসিনী।

প্রভুত্বসূচক—আধিপত্যদ্যোতক; কর্তৃত্বব্যঞ্জক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

প্রভুদ্রোহ—প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ। ৬তৎ।

প্রভুদ্রোহিতা প্রভুদ্রোহ, প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ। প্রভুদ্রোহিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

প্রভুদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—প্রভুর বিরুদ্ধাচারী। প্রভু—দ্রুহ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—দ্রোহিণী।

প্রভুনারায়ণ সিংহ—কাশীনরেশ ঈশ্বরীপ্রসাদ লোকান্তরিত হইলে ১৮৮৯ খৃঃ ১২ই জুন তদীয় পুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহ কাশীরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। অধুনা ইনিই পুণ্যভূমি বারাণসীর অধীশ্বর। ইঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর। ইনি একটি মন্ত্রিসভা স্থাপন করিয়া তাহারই পরামর্শে ও নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। মহারাজ সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ আদর করিয়া থাকেন, এবং নিজেও একজন অতি উত্তম সংস্কৃতবেত্তা ও সংস্কৃত কবিতা রচনার পারদর্শী। ভারত গবর্ণমেণ্ট

ইঁহাকে কে, সি, আই, ই উপাধিভূষণে ভূষিত করেন।

প্রভুনারায়ণের আবেদনানুসারে বিলাতী গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে ভারতগভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ইঁহার রাজধানী রামনগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূখণ্ড ও তৎসংলগ্ন ভাদোহি ও কেরামাঙ্গিরাউ নামক দুইটী পরগণা "বেনারস্ মিত্ররাজ্য" নামে স্বহস্তে শাসন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কাশীরাজ অধুনা দেশীয় মিত্র রাজন্যবর্গের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এই স্বাধীনতার বিনিময়ে বারাণসীরাজ্যের পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত কাশীরাজের যাবতীয় জমিদারী গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে। ১৯১০ খ্রীঃ ৯ই নভেম্বর ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো স্বয়ং কাশীধামে গমনপূর্ব্বক কাশীনরেশকে সামন্তরাজ্যের এই নূতন সনন্দ ও খেলাৎ প্রদান করেন। মহারাজ বারাণসীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের জন্য প্রায় ষাট হাজার টাকা মূল্যের বুর্দ্ধমহল নামে একটি প্রকাণ্ড বাটী দান করিয়াছেন।

প্রভুপত্নী—প্রভুর ভার্য্যা, নিয়োগ্যের জায়া, মনিবের স্ত্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রভুপরায়ণ—প্রভুর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, প্রভুভক্ত। প্রভু হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ণা।

প্রভুভক্ত—প্রভুর প্রতি অনুরক্ত। ৭তৎ। বিণ।

প্রভুভক্তি—প্রভুর প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

প্রভুশক্তি—প্রভাব, সামর্থ্য, প্রতাপ। ৬তৎ।

প্রভুহন্তা (-হন্তৃ)—স্বামিঘাতক, প্রভুবধকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী প্রভুহন্ত্রী।

প্রভূত—উদ্ভূত; উৎপন্ন; প্রচুর; বহুল। প্র—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রভৃতি—১। অবধি। প্র—ভৃ+ক্তি ভা। ব্য। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) তদাদি, ইত্যাদি। বিণ; ত্রি।

প্রভেদ—ভিন্নতা, বিশেষ, বৈলক্ষণ্য; প্রকার; স্ফুটন। প্র—ভিদ (ভেদ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

প্রভেদক—ভেদকারক, ভিন্নতাসাধক। প্র—ভিদ (ভেদ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রভেদিকা।

প্রভেদনী—১। ভেদকারিণী। প্র—ভিদ (ভেদ করা)+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বেধনাস্ত্র। সং; স্ত্রী।

প্রভেদিকা—১। ভেদকারিণী। প্রভেদক দেখ। প্রভেদক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বেধনাস্ত্র। সং; স্ত্রী।

প্রভ্রংশ—নাশ, পতন। প্র—ভ্রন্‌শ্ (অধঃপতিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

প্রভ্রষ্ট—নষ্ট; পতিত। প্র—ভ্রন্‌শ্ (অধঃপতিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রভ্রষ্টক—চূড়াতে লম্বিত মাল্য। প্রভ্রষ্ট শব্দ+কণ্। সং; ক্লী।

প্রমণাঃ (—ণস্), প্রমনাঃ (—নস্)—হৃষ্টচিত্ত, প্রফুল্লহৃদয়, হর্ষযুক্ত। প্র (প্রকৃষ্ট বা হৃষ্ট) মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

প্রমতি—১। প্রকৃষ্ট বুদ্ধিশালী, সুমতি, সুবুদ্ধি। প্রকৃষ্টা মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। চ্যবন ঋষির পুত্র এবং রুরু মুনির পিতা। সং; পু।

প্রমত্ত—অতিমত্ত; প্রমাদী, প্রমাদযুক্ত, অনবধানযুক্ত; অনবাহিত; অত্যাসক্ত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রমত্তা।

প্রমথ—১। শিবপারিষদ, শিবের অনুচর [ইহারা নানারূপধারী ও নৃত্যগীতাদিতে সুপটু]। প্র—মথ্ (বিলোড়ন করা)+অন্ ক। ২। প্রমথন; বিলোড়ন। প্র—মথ্ +অল্ ভা। সং; পু।

প্রমথন—বধ; বিলোড়ন; মর্দ্দন; পরিভব; উন্মূলন; ত্যাগ। প্র—মথ্ (বিলোড়ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত সন্তোষের অন্যতম জমিদার ও জাতীয় কবি। ইঁহার রচিত 'পদ্মা', 'গৌরব-গাতিকা', 'গৈরিক' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ সাধারণ্যে বিশেষ সমাদৃত। সন ১২৭৯ সালে ইঁহার জন্ম হয়। সাহিত্যিক গৃহশিক্ষকের সাহচর্য্যে অল্প বয়স হইতেই প্রমথনাথের সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ হয়। তাহার উপর বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাবও তাঁহার সাহিত্যিক জীবন গঠনে অল্প কাজ করে নাই। বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি কিশোর প্রমথনাথকে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করিয়া তুলে এবং বিজাতীয় বিলাসিতা ও আচার-পদ্ধতির প্রতি তাঁহার বিরাগ উৎপাদন করে। সাবালক হইয়া তিনি যেমন স্বাধীনভাবে বিষয়সম্পত্তির পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একনিষ্ঠ হইয়া সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কবিতাগুলির ভাব যেমন অনবদ্য, ভাষা তেমনি মধুর; ছন্দের ঝঙ্কারও তদ্রূপ শ্রুতিসুখকর। তাঁহার স্বদেশপ্রীতিমূলক জাতীয় সঙ্গীতগুলি বঙ্গের সর্ব্বত্র সাদরে গীত হইয়া থাকে।

প্রমথা—হরীতকী। প্র—মথ্ (বিলোড়ন করা) +অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রমথাধিপ—মহাদেব। প্রমথদিগের অধিপ, ৬তৎ। সং; পু।

প্রমথিত—অতিশয় মথিত, মর্দ্দিত, দলিত, বিনাশিত, বিধ্বস্ত; ক্লেশিত; আলোড়িত, আন্দোলিত, আলোচিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

প্রমথেশ—মহাদেব। প্রমথদিগের ঈশ, ৬তৎ।

প্রমদ—১। আনন্দ, হর্ষ। প্র—মদ (মত্ত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। ২। মত্ত; প্রমত্ত; উন্মত্ত। প্র—মদ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রমদা।

প্রমদকানন, প্রমদবন—প্রমদাবন; আনন্দকানন, রাজকীয় অন্তঃপুরোদ্যান। প্রমদের (আনন্দের) নিমিত্ত কানন বা বন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রমদা—১। মত্তা। প্রমদ দেখ; প্রমদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তমা যোষিৎ, মনোহারিণী রমণী। প্র—ণিজন্ত মদ (মত্ত করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রমদাকানন—রাজান্তঃপুরস্থ উপবন; মহিলাদিগের বিহারোদ্যান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রমদ্বর—প্রমাদী, প্রমাদাবিশিষ্ট। প্র—মদ (মত্ত হওয়া)+বর ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রা।

প্রমদ্বরা—১। প্রমাদিনী, প্রমাদবিশিষ্টা। প্রমদ্বর দেখ; প্রমদ্বর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রুরু মুনির ভার্য্যা। গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। স্থূলকেশ নামক মুনি ইঁহাকে লালন পালন করেন। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ঋষিতনয় রুরুর সহিত ইঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়। একদা ইনি সখীগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাবিপত্নীর বিয়োগে নিতান্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া রুরু বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে দেবদূতের উপদেশক্রমে তিনি মৃতাকে স্বীয় আয়ুষ্কালের অর্দ্ধাংশ প্রদান করায় ইনি পুনর্জীবন লাভ করেন। অনন্তর স্থূলকেশ উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সং; স্ত্রী।

প্রমনাঃ—প্রমণাঃ দেখ।

প্রমা—প্রমিতি, নিশ্চয়বোধ। প্র—মা (পরিমাণ করা)+ঙ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রমাই—পরমায়ুঃ। প্রমা। সং।

প্রমাণ—১। বিশ্বাস; যাথার্থ্যজ্ঞান; নিশ্চয়। প্র—মা+অনট্ ভা। ২। নিশ্চয়ের হেতু, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ,—এই চারি; লেখ্য; শাস্ত্র, সাক্ষী; জ্ঞান-সাধন ইন্দ্রিয়। প্র—মা+অনট্ ণ। সং; ক্লী। ৩। যথাপ্রমাণ, উপযুক্ত পরিমাণ, পূর্ণপরিমিত, পুরা-হাতী। দেশজ। বিণ।

প্রমাণপুরুষ—মধ্যস্থ, শালিস। সং; পু।

প্রমাণসাপেক্ষ—প্রমাণের অপেক্ষাযুক্ত, প্রমাণের অপেক্ষায় রক্ষিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রমাণসিদ্ধ—প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রয়োগে স্থিরীকৃত, প্রমাণিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—সিদ্ধা।

প্রমাণিকা—অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ। প্রমাণ+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রমাণিত—প্রমাণযুক্ত, নিশ্চিত, মীমাংসিত। প্রমাণ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রমাণীকৃত—প্রমাণরূপে নিশ্চিত, যাহা প্রমাণ করা হইয়াছে এরূপ। প্রমাণ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=প্রমাণী)+কৃ (করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; পু। স্ত্রী,—কৃতা।

প্রমাতা (—তৃ)—প্রমাণকারী। প্র-মা+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রমাত্রী।

প্রমাতামহ—মাতামহের পিতা, মাতার পিতামহ। প্র (অগ্রগামী) মাতামহ, নিত্য। সং ; পু।

প্রমাতামহী—মাতামহের মাতা, মাতার পিতামহী। প্রমাতামহ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রমাথ—মথন ; মর্দ্দন ; পীড়ন ; বধ ; বলপূর্ব্বক হরণ। প্র—মথ +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রমাথিনী—১। মথনকারিণী ; দুঃখপ্রদা। প্রমাথী দেখ ; প্রমাথিন+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অপ্সরোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

প্রমাথী (—থিন্)—পীড়নকর্তা, মথনকারী ; দুঃখপ্রদ। প্র মথ (বিলোড়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রমাথিনী।

প্রমাদ—অনবধানতা, অসাবধানতা ; ভ্রম ; উন্মাদ। প্র—মদ (মত্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা সং ; পু। [আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রমাদিকা—দূষিতা কন্যা। প্রমাদ শব্দ+কণ্+

প্রমাদী (—দিন্)—প্রমাদবিশিষ্ট, অনবধানযুক্ত ; অনবহিত ; ভ্রমশীল। প্রমাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রমাদিনী

প্রমাপণ—হনন, মারণ, বধ। প্র—মাপি (বধ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রমারা, প্রেমারা—পণ রাখিয়া তাস খেলা বিশেষ, প্রায়ই চারিজনে খেলে। একজনের হাতে চারিরঙ্গের চারিখানা তাস পড়িলে প্রেমারা বলে। বৈদেশিক। সং।

প্রমিত—পরিচিত ; পূর্ব্বাবধারিত ; নিশ্চিত ; বিদিত, জ্ঞাত। প্র—মা (পরিমাণ করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রমিতা।

প্রমিতি—পরিমাণ ; প্রমাণ ; প্রমা ; নিশ্চয় জ্ঞান। প্র—মা+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রমীঢ়—সান্দ্র, ঘন, নিবিড়। প্র—মিহ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রমীত—১। নিহত ; মৃত। প্র—মী (বধ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রমীতা। ২। যজ্ঞার্থে হত পশু। সং ; পু।

প্রমীলন—নিমীলন, মুদ্রণ, বোজা। প্র—মীল (নিমেষ ফেলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রমীলা—১। মুদ্রণ, নিমীলন, অবসাদ ; তন্দ্রা। প্র—মীল্+অ ভা+আপ্। ২। রাবণপুত্র মেঘনাদের ভার্য্যা। সং ; স্ত্রী।

প্রমীলিত—নিমীলিত, মুদ্রিত। প্র—মীল+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রমুখ—১। (কোন শব্দের পরে থাকিলে) প্রথম ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; প্রভৃতি। বিণ; ত্রি। ২। আরম্ভ। সং ; ক্লী।

প্রমুখাৎ—মুখ হইতে। প্রমুখ শব্দের উত্তর সংস্কৃত ৫মী বিভক্তির ১বচন। বঙ্গভাষায় ইহাকে অব্যয় বলা যাইতে পারে।

প্রমুৎ (প্রমুদ্)—১। প্রফুল্ল ; হৃষ্ট ; অতিশয় আহ্লাদিত। প্র—মুদ+কিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। অতিশয় হর্ষ, অত্যাহ্লাদ। সং ; স্ত্রী।

প্রমুদিত—হৃষ্ট, আনন্দিত ; প্রফুল্ল ; বিকসিত। প্র—মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রমৃত—কৃষিকার্য্যরূপ জীবিকা। প্র (প্রকৃষ্ট) মৃত (মরণ) যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

প্রমৃষ্ট—১। মার্জ্জিত। প্র—মৃজ+ক্ত র্ম। ২। নিরস্ত। +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রমেদিত—আনন্দিত ; স্নিগ্ধীকৃত। প্র—ণিজন্ত মিদ (=মেদি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রমেয়—পরিমেয় ; পরিচ্ছেদ্য ; অবধার্য্য। প্র—মা (পরিমাণ করা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রমেহ—মেহ ; মূত্ররোগবিশেষ। প্র মিহ+অল্ র্ম। সং ; পু।

প্রমোক, প্রমোচন—মুক্তকরণ ; নিস্তারকরণ। প্র—মুচ (মোচন করা)+ঘঞ্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

প্রমোদ—হর্ষ, আনন্দ, আমোদ। প্র মুদ+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রমোদকানন—প্রমোদ উদ্যান, আনন্দ কানন ; রাজকীয় অন্তঃপুরোদ্যান। প্রমোদের নিমিত্ত কানন, ৪৫৯। সং ; ক্লী।

প্রমোদন—১। হৃষ্টকরণ। প্র—ণিজন্ত মুদ=মোদি (হৃষ্ট করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। হৃষ্টকারক। প্র মুদ+অন ক। বিণ।

প্রমোদমদিরা—প্রমোদরূপ সুরা ; প্রমোদজাত মত্ততা। রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।

প্রমোদবন—প্রমোদকানন ; উদ্যান। ৪৩২। সং ;

প্রমোদাগার—প্রমোদগৃহ, যে ঘরে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করা যায়। ৪৩২। সং ; পু।

প্রমোদিত—আনন্দিত ; আমোদিত। প্র—ণিজন্ত মুদ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রমোহন—১। মোহকর অস্ত্রবিশেষ। প্র—মুহ্ (মুগ্ধ করা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী ২। মোহকারক। প্র—মুহ (মুগ্ধ করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রমোহনা।

প্রযত—পবিত্র, শুদ্ধ ; সংযত ; নিয়মযুক্ত। প্র—যম্ (বিরত হওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ।

প্রযতাত্মা (—ত্মন্)—সংযতাত্মা, শুদ্ধান্তঃকরণ। প্রযত আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

প্রযত্ন—প্রকৃষ্ট যত্ন ; অধ্যবসায় ; প্রয়াস। প্র (প্রকৃষ্ট) যে যত্ন, কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রযস্ত—সুসংস্কৃত। প্র—যস্+ক্ত র্ম। বিণ।

প্রয়াগ—১। তীর্থবিশেষ, গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থান ; [ইহাকে তীর্থরাজ বলে, "স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ।" ইহা ত্রিবেণী সঙ্গমস্থান ; "ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।" এই তীর্থে মুণ্ডনই প্রশস্ত। ইহার আধুনিক নাম এলাহাবাদ (আলাহাবাদ দেখ)। কেহ কেহ অনুমান করেন, মহাভারতোক্ত বারণাবত নগর এই স্থানে ছিল] ; তীর্থ। প্র (প্রকৃষ্ট) যাগ (যজ্ঞ) যে স্থানে, বহু। ২। যজ্ঞ। প্র (প্রকৃষ্ট) যে যাগ, কর্ম্মধা। ৩। শতক্রতু, ইন্দ্র। প্র (প্রকৃষ্ট) যাগ যাহার, বহু। ৪। অশ্ব। প্র (প্রকৃষ্ট) যাগ হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং ; পু।

প্রয়াণ—প্রস্থান ; যুদ্ধযাত্রা। প্র—যা (যাওয়া) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রয়াত—প্রস্থিত, গত। প্র—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রয়াতা।

প্রয়াস—যত্ন ; আয়াস, শ্রম ; ইচ্ছা। প্র—যস (যত্ন করা)+ঘঞ্। ভা। সং ; পু।

প্রয়াসী (—সিন্)—চেষ্টান্বিত, চেষ্টিত, সচেষ্ট, যত্নবান্ ; অভিলাষী, আকাঙ্ক্ষী, প্রত্যাশী। প্রয়াস+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রয়াসিনী।

প্রযুক্ত—১। রচিত ; নিযুক্ত ; প্রেরিত ; অনুষ্ঠিত ; অর্পিত ; উদাহৃত ; উল্লিখিত ; উচ্চারিত। প্র—যুজ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। নিবন্ধন, নিমিত্ত, হেতু বা হেতুতে। বাং অ।

প্রযুত—১। সংযুক্ত। প্র—যু (যুক্ত করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সংখ্যাবিশেষ। সং।

প্রযুদ্ধ—ঘোরতর যুদ্ধ। প্রাদি। সং ; ক্লী।

প্রযোক্তা (—ক্তৃ)—প্রয়োগকারী ; উত্তমর্ণ, ঋণদাতা। প্র—যুজ্+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রযোক্ত্রী।

প্রয়োগ—নিদর্শন ; উদাহরণ ; অনুষ্ঠান ; নিয়োগ ; প্রবর্ত্তন ; উল্লেখ ; যত্ন ; ব্যবহার ; পাঠান ; অর্পণ। প্র—যুজ্ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রয়োগদোষ—উল্লেখজনিত দোষ ; প্রবর্তন জন্য দোষ ; ব্যবহারদোষ। ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রয়োজক—নিয়োগকর্তা ; প্রয়োগকর্তা ; প্রবর্তক ; অনুষ্ঠাতা। প্র—যুজ (যোগ করা) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রয়োজিকা।

প্রয়োজন—প্রয়োগকরণ ; উদ্দেশ্য ; আবশ্যকতা ; কার্য্য ; হেতু ; ফল। প্র—যুজ্ (যোগ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রয়োজনীয়—কার্য্যোপযোগী ; আবশ্যক। প্র—যুজ + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রযোজ্য—১। যাহা বা যাহাকে প্রয়োগ করা যায় এরূপ। প্র—যুজ্ (যোগ করা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রয়োজ্যা। ২। ভৃত্য। সং ; পু। ৩। মূলধন। সং ; ক্লী।

প্ররূঢ়—জাত, অঙ্কুরিত ; উৎপন্ন ; প্রবৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; বদ্ধমূল ; প্রসিদ্ধ। প্র—রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্ররোচক—প্রবর্ত্তক ; উত্তেজক ; উৎসাহদাতা। প্র—ণিজন্ত রুচ্ (=রোচি) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্ররোচিকা।

প্ররোচন, প্ররোচনা—প্রবর্ত্তন ; উৎসাহদান ; উত্তেজনা ; ফুসলাইয়া দেওয়া। প্র—ণিজন্ত রুচ (=রোচি) + অনট্ ভা, পক্ষান্তরে, অন ভা + আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্ররোচিত—উত্তেজিত, উৎসাহিত। প্র—ণিজন্ত রুচ + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্ররোহ—১। মূল ; অঙ্কুর ; বটবৃক্ষাদির নামনা বা ঝুরি। প্র—রুহ্ (জন্মা) + অন্ ক। ২। আরোহণ ; উৎপত্তি। প্র—রুহ্ + অল্ ভা। সং ; পু।

প্রলপিত—১। কথিত ; বৃথা উক্ত। প্র—লপ্ (বলা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। প্রলাপ, বৃথা বাক্য। … + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

প্রলম্ব—১। লম্বমান। প্র—লম্ব (লম্বিত হওয়া) + অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রলম্বা। ২। পয়োধর, স্ত্রীস্তন ; প্ররোহ, বৃক্ষাদির ঝুরি ; লতাঙ্কুর, লতার শুঁয়া ; শাখা ; হারবিশেষ ; অনৈক দৈত্য। সং ; পু। ৩। প্রলম্বন। … + অল্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রলম্বঘ্ন—বলরাম। প্রলম্ব (দৈত্যবিশেষ)—হন (বধ করা) + টক্ ক। সং ; পু।

প্রলম্বভিৎ (-ভিদ্)—প্রলম্ব-দৈত্য-নাশক, বলরাম। প্রলম্ব—ভিদ্ + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

প্রলম্বিত—ঝুলিতেছে এরূপ, লম্বমান। প্র—লম্ব্ (ঝুলা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রলয়—১। ধ্বংস ; মূর্চ্ছা। প্র—লী + অল্ ভা। ২। কল্পান্ত, সৃষ্টিনাশ, ব্রহ্মার দিনাবসান। প্র—লী + অল্ অধি। সং ; পু।

প্রলয়ক্রীড়া—ধ্বংসরূপ লীলা, সংহাররূপ খেলা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রলয়ঙ্কর—সৃষ্টিনাশজনক ; ধ্বংসকারক ; সংহারক ; বিনাশক ; সর্ব্বনাশ-সাধক। উপ। প্রলয়—কৃ (করা) + খ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রলয়তরঙ্গ—সংহারকারী ঢেউ, ভয়ঙ্কর ঢেউ ; কল্পান্তকারী সাগরের ঢেউ। প্রলয়কারক যে তরঙ্গ, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রলয়পয়োধি—কল্পান্তকালীন সমুদ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রলয়পবন—সৃষ্টিনাশকারী বায়ু ; সৃষ্টিনাশকালীন ঝটিকার ন্যায় ভয়ঙ্কর ঝটিকা। প্রলয়কর পবন, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রলয়মেঘ—সৃষ্টিনাশকালীন মেঘ ; কল্পান্তকালীন মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর মেঘ। মপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [চিহ্ন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রলয়লক্ষণ—সৃষ্টিনাশের লক্ষণ ; সংহারের

প্রলয়লীলা—প্রলয়ক্রীড়া, সংহাররূপ ক্রীড়া। রূপক। সং ; স্ত্রী।

প্রলয়ান্ধকার—কল্পান্তকালীন অন্ধকার ; কল্পান্তকালীন অন্ধকারের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

প্রলয়াবশেষ—প্রলয়ান্তে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে।

প্রলাপ—অনর্থক বাক্য, অর্থহীন কথা ; বিলাপ। প্র—লপ্ (কথা বলা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রলীন—লয়প্রাপ্ত ; নিশ্চেষ্ট। প্র—লী (লয় পাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রলীনা।

প্রলুব্ধ—অতিশয় লোভী। প্র—লুভ (লোভ করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রলুব্ধা।

প্রলেপ—১। লেপনদ্রব্য। প্র—লিপ (লেপন করা) + অল্ ণ। ২। বিলেপন, মাখান। প্র—লিপ + অল্ ভা। সং ; পু।

প্রলোভ—অতিশয় লোভ। প্রাদি। সং ; পু।

প্রলোভন—১। লোভ দেখান। প্র—ণিজন্ত লুভ্ =লোভি (লোভ জন্মান) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। লোভজনক। + অন ক। বিণ ; ত্রি। ৩। লোভজনক বস্তু। সং ; ক্লী।

প্রলোভিত—যাহাকে লোভ দেখান হইয়াছে এরূপ ; লোভ প্রদর্শন দ্বারা প্রবর্ত্তিত। প্র—ণিজন্ত লুভ্ =লোভি (লোভ জন্মান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রলোভিতা।

প্রবক্তা (-ক্তৃ)—সুবাগ্মী ; বেদাদি শাস্ত্রকথক। প্র—বচ + তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রবক্ত্রী।

প্রবচন—১। প্রকৃষ্ট বাক্য ; বেদাদি শাস্ত্র। প্র—বচ্ (বলা) + অনট্ র্ম্ম। ২। বেদার্থ জ্ঞান। প্র—বচ্ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রবঞ্চক—প্রতারক, ধূর্ত্ত। প্র—বন্চ্ (বঞ্চনা করা) + ণক ক। বিণ বা সং ; পু।

প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা—প্রতারণা, ঠকান। প্র—বন্চ (বঞ্চনা করা) + অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে + অন ভা + আপ্। সং ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রবণ—১। নত ; নম্র ; বিনীত ; রত ; আসক্ত ; উন্মুখ ; অভিমুখ ; ক্রমনিম্ন ; অনুকূল ; ত্বরিত ; নিপুণ। প্র—বণ্ + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রবণা। বি প্রবণতা। ২। চতুষ্পথ, চৌমাথা। সং ; পু।

প্রবয়ণ—প্রাজনদণ্ড, পাঁচনবাড়ি, চাবুক প্রভৃতি। প্র—অজ =বী + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

প্রবর—১। অত্যুত্তম। প্র (প্রকৃষ্ট) যে বর (শ্রেষ্ঠ), সুপ্সুপেতি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রবরা। ২। গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। সং ; পু। ৩। গোত্র ; সন্ততি, সন্তান। সং ; ক্লী। ৪। ইন্দ্রের সখা। ইনি প্রথমে ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করেন। পরে তপোবলে সুরপুরে গমন করিলে, দেবরাজের সহিত ইঁহার মৈত্রী স্থাপিত হয়। ব্রহ্মার বরে ইনি সকলের অবধ্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ যৎকালে পারিজাত হরণ করেন, তৎকালে ইনি সখা ইন্দ্রের সপক্ষ হইয়া সমরে গমন করেন, এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সাত্যকিকে পরাজিত করিয়া গরুড়োপরিস্থ পারিজাত গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে শঙ্করব ইঁহাকে পশ্চাদ্দিকে রথসহ দূরে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই ইনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত ইঁহাকে নিজরথে লইয়া সুস্থ করেন। ষট্পুরের দানবগণকে বিনাশ করিবার সময়ে ইনি কৃষ্ণের সাহায্য করিয়াছিলেন। সং ; পু।

প্রবর্ত্তক—প্রবর্ত্তনকারী ; প্রবৃত্তিজনক ; প্রবৃত্তিদায়ক ; প্রবর্ত্তক, প্রযোজক। প্র—ণিজন্ত বৃত্ =বর্ত্তি (থাকান) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

প্রবর্ত্তন, প্রবর্ত্তনা—প্রবৃত্তিদান ; আরম্ভ ; নিয়োজন। প্র—ণিজন্ত বৃত্ =বর্ত্তি (থাকান) + অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে + অন ভা + আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রবর্ত্তিত—যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে এরূপ ; নিয়োজিত ; চালিত ; জাত ; উৎপাদিত ; আরব্ধ। প্র—ণিজন্ত বৃত্ =বর্ত্তি (থাকান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রবর্ত্তী (প্রবর্ত্তিন্)—প্রবৃত্ত, নিযুক্ত ; প্রবাহী। প্র—বৃত্ (থাকা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রবর্ত্তিনী।

প্রবর্হ—শ্রেষ্ঠ, প্রবীণ প্রধান। প্র—বৃহ্ (বৃদ্ধি পাওয়া) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রবহ—১। সপ্তবায়ুর মধ্যে দ্বিতীয় বায়ু। প্র—বহ্ + অল্ ক। ২। পুরজনগরাদির বহির্গমন ; প্রবাহ। প্র—বহ্ + অল্ ভা। সং ; পু।

প্রবহণ—১। প্রবাহ, স্রোত। প্র—বহ্ (বহা) + অনট্ ভা। ২। আচ্ছাদিত শকট, ডুলি ; পোত। প্র—বহ্ + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

প্রবাক্—উৎকৃষ্ট বক্তা, বাগ্মী। প্র (প্রকৃষ্ট) বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রবাচক—উৎকৃষ্ট বক্তা, বাগ্মী। প্র (প্রকৃষ্ট) যে বাচক (কথক), কর্ম্মধা বা নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রবাচিকা।

প্রবাচ্য—নিন্দনীয় ; সম্যক বক্তব্য। প্র—বচ্ (বলা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রবাণি, প্রবাণী—তন্তুবায়-শলাকা, মাকু ; তুরী।

প্র–বে (বয়ন করা)+ণি ণ, ২য় পক্ষে …+অনট্ ণ+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী।

প্রবাদ—পরম্পরা বাক্য ; জনরব, জনশ্রুতি ; অপবাদ। প্র–বদ্+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রবাদবচন—প্রবাদবাক্য, জনরবে কথিত বাক্য। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রবার—উত্তরীয় বাস, দোছুট, চাদর। প্র–বৃ+ঘঞ্ ক। সং ; পু।

প্রবারণ—কামাদান, অভীষ্টপ্রদান। প্র–ণিজন্ত বৃ (বরণ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রবাস—বিদেশে অবস্থান। প্র–বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রবাসন—নির্ব্বাসন ; বিদেশে প্রেরণ ; মারণ, বধ। প্র–ণিজন্ত বস্=বাসি (বাস করান, বধ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রবাসিত—নির্ব্বাসিত; বিদেশে প্রেরিত, হত। প্র–ণিজন্ত বস্=বাসি (বাস করান, বধ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রবাসী (–সিন্)—প্রবাসবিশিষ্ট ; প্রোষিত ; বিদেশস্থ ; বিদেশবাসী। প্র–বস্ (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রবাসিনী।

প্রবাহ—স্রোতঃ ; প্রসার ; ক্রমিক চলন ; অবিচ্ছেদে কার্য্য করণ। প্র–বহ্ (বহা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রবাহক—১। প্রকৃষ্ট বহনকর্ত্তা। প্র–বহ্ (বহা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রবাহিকা। ২। রাক্ষস। সং ; পু।

প্রবাহিকা—১। প্রকৃষ্টবহনকর্ত্রী। প্রবাহক দেখ। প্রবাহক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গ্রহণী-রোগ। প্র–ণিজন্ত বহ্=বাহি (বহান)+ণক ক আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রবাহিনী—১। প্রবহণশীলা। প্রবাহী (১) দেখ। প্রবাহিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্রোতস্বতী, নদী। সং ; স্ত্রী।

প্রবাহিত—১। প্রবাহযুক্ত। প্রবাহ+ইত যুক্তার্থে। ২। প্রকৃষ্টরূপে বাহিত বা চালিত। প্র–বাহি (বহান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রবাহী (–হিন্)—প্রবহণশীল, বহিতেছে এরূপ ; প্রবাহযুক্ত, স্রোতঃশালী। প্র–বহ্ (বহ)+ণিন্ ক ; অথবা প্রবাহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রবাহিনী।

প্রবাহী—বালুকা। প্র–বহ্ (বহা)+ণন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রবিদারণ—বিদারণ, ভেদন ; প্রস্ফুটিতকরণ ; যুদ্ধ। প্র–বি–ণিজন্ত দৃ=দারি (বিদীর্ণ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রবিলুপ্ত—১। মৃষ্ট। প্র–বি–লুপ্+ক্ত র্ম্ম। ২। লয়প্রাপ্ত, বিলীন। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

প্রবিশ্লেষ—প্রকৃষ্ট বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ, বিয়োগ। প্রাদি। সং ; পু।

প্রবিষ্ট—প্রবেশ করিয়াছে এরূপ, কৃত-প্রবেশ ; অন্তর্গত ; অভিনিবিষ্ট। প্র–বিশ্ (প্রবেশ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রবিষ্টা।

প্রবীণ–দক্ষ, নিপুণ ; বিজ্ঞ ; বহুদর্শী ; হৃষ্ট। বীণা শব্দ+ক্রি=বীণি নামধাতু (বীণা বাজান) ; প্র–বীণি+অন্ ক। অথবা প্র (প্রকৃষ্টা) বীণা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রবীণতা—দক্ষতা, নৈপুণ্য ; বহুদর্শিতা ; বিজ্ঞতা। প্রবীণ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

প্রবীর—১। প্রকৃষ্ট বীর, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। প্র (প্রকৃষ্ট) যে বীর, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। বিণ ; ত্রি। ৩। নীলধ্বজ রাজার পুত্র ; যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যজ্ঞাশ্ব সহ ধনঞ্জয় নীলধ্বজপুরে আগমন করিলে প্রবীর যজ্ঞাশ্ব ধৃত করেন, এবং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সং ; পু।

প্রবৃৎ—অম্র। প্র–বৃ+ক্বিপ্ ক। সং ; ক্লী।

প্রবৃত্ত—উৎপন্ন ; নিযুক্ত ; চলিত ; আরব্ধ। প্র–বৃত্ (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রবৃত্তি—উৎপত্তি ; গতি ; প্রবাহ ; যত্ন ; ইচ্ছা ; বার্ত্তা ; ব্যাপার। প্র–বৃত্ (থাকা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রবৃদ্ধ—অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত ; অতিশয় প্রাচীন ; বিস্তৃত। প্র–বৃধ্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রবেক—প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; উত্তম। প্র–বিচ্ (বিচার করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রবেট—১। যব। প্র–বিট+অল্ ক। সং ; পু। ২। উইল (চরম-পত্র) সাব্যস্তকরণ। ইং (probate)। সং।

প্রবেণি, প্রবেণী—কেশবিন্যাস, চুলের বিনন ; হস্তিপৃষ্ঠস্থ আস্তরণ। প্র–বেণ্+ই ক, ২য় পক্ষে বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রবেশ—১। অন্তর্গমন, ভিতরে যাওয়া। প্র–বিশ্ (প্রবেশ করা)+অল্ ভা। ২। মার্গ, পথ। প্র–বিশ্+অল্ ণ। সং ; পু।

প্রবেশক—১। প্রবেশকারী, অন্তর্গামী, যে ভিতরে যায়। প্র–বিশ্+ণক ক। ২। প্রবেশপ্রাপক, যে প্রবেশ করায় ; যদ্দারা ভিতরে যাওয়া যায়, যাহা দেখাইয়া ভিতরে যাইতে হয়। প্র–ণিজন্ত বিশ্ (=বেশি) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রবেশিকা।

প্রবেশদ্বার—ভিতরে যাইবার দ্বার ; প্রধান দ্বার, ফটক। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রবেশন—১। প্রবেশ। প্র–বিশ্ (প্রবেশ করা) +অনট্ ভা। ২। সিংহদ্বার, প্রধান দ্বার। প্র–বিশ্+অনট্ ণ। ৩। প্রবেশ করান, ভিতরে লইয়া যাওয়া বা যাইতে দেওয়া। প্র–ণিজন্ত বিশ্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রবেশপথ—ভিতরে যাইবার রাস্তা বা রাস্তার মুখ, প্রবেশদ্বার। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রবেশিকা—১। প্রবেশকারিণী, অন্তর্গামিনী। ২। প্রবেশপ্রাপিকা, যদ্দারা প্রবেশ করা যায়, যাহা দেখাইয়া ভিতরে যাইতে হয় ; 'পাশ' বা 'টিকিট'। প্রবেশক দেখ ; প্রবেশক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রবেশিকা পরীক্ষা—প্রবেশসাধিকা পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলেজে প্রবেশ করিতে পারা যায় (Entrance or Matriculation Examination).

প্রবেশ্য—প্রবেশযোগ্য। প্র–বিশ্ (প্রবেশ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রবেষ্ট—ভুজ, বাহু ; বাহুর নিম্নভাগ। প্র–বেষ্ট্ (বেষ্টন করা)+অল্ ণ। সং ; পু।

প্রবেষ্টা (–ষ্টৃ)—প্রবেশকারী, প্রবেশক, অন্তর্গামী। প্র–বিশ্+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রবেষ্ট্রী।

প্রব্রজিত—প্রবাসগত ; বিদেশস্থ ; বুদ্ধভিক্ষু ; সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। প্র–ব্রজ্ (গমন করা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রব্রজিতা।

প্রব্রজ্যা—প্রবাস ; বৈরাগ্য, সন্ন্যাসধর্ম্ম। প্র–ব্রজ্+ক্যপ্ ভা+আপ। সং ; স্ত্রী।

প্রব্রজ্যাবসিত—সন্ন্যাসাশ্রম হইতে বিচ্যুত সন্ন্যাসী, পতিত যোগী। প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) হইতে অবসিত (বিচ্যুত), ৫তৎ। সং ; পু।

প্রব্রাজন—নির্ব্বাসন। প্র–ণিজন্ত ব্রজ্ বা ব্রাজি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রশংসনীয়—ধন্যবাদার্হ, শ্লাঘ্য, ধন্য, প্রশংসার যোগ্য, সুখ্যাতিভাজন। প্র–শন্স্ (স্তুতি করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রশংসা—স্তুতি ; ধন্যবাদ, শ্লাঘা, বাহবা দেওয়া, গুণকীর্ত্তন, সুখ্যাতি। প্র–শন্স্ (স্তুতি করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রশংসাবাদ—স্তুতিবাদ, প্রশংসাকীর্ত্তন, সুখ্যাতি কথন। প্রশংসাসূচক বাদ (বাক্য), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রশংসিত—কৃতপ্রশংস, যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে এরূপ ; স্তুত। প্র–শন্স্ (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রশম—১। শান্তি; উপশম, নির্ব্বাণ ; বৈরাগ্য ; অবসাদ। প্র–শম্ (শান্ত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। শান্ত ; নিবৃত্ত। প্র–শম্+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রশমন—হনন, বধ ; অনুরঞ্জন ; নিবারণ ; শান্তি। প্র–শম্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রশমরতি—জৈন গ্রন্থ। সং ; স্ত্রী।

প্রশমিত—নিবারিত। প্র–ণিজন্ত শম্ (=শমি) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রশস্ত—১। প্রশংসনীয়, উৎকৃষ্ট ; অতিশ্রেষ্ঠ। প্র–শন্স্ (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। বিস্তীর্ণ, সুপ্রসর, ফলাও, চওড়া। দেশজ। বিণ।

প্রশস্তি—প্রশংসা ; পংক্তি ; স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুণশ্রাবণ, সংকল্প, অধ্যা-

প্রসারণ, ক্রিয়ানিবৃত্তি—এই অষ্টবিধ মৈথুনাভাব। প্র-শম্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রশাখা—বৃহৎ শাখানির্গত ক্ষুদ্র শাখা, ছোট ডাল, ডালের ডাল। প্র (পশ্চাজ্জাত) শাখা, নিত্য। সং; স্ত্রী।

প্রশান্ত—শান্তিযুক্ত; শমতাপ্রাপ্ত; নিবৃত্ত; নিশ্চল। প্র-শম্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রশান্তচিত্ত—১। শান্তিযুক্ত মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শান্তচেতাঃ, শান্তিপূর্ণ-চিত্তবিশিষ্ট; নিশ্চল-হৃদয়। বহু। বিণ; ত্রি।

প্রশান্তচেষ্ট—চেষ্টাহীন, বাহ্যব্যাপারশূন্য, স্থির। প্রশান্তা (নিবৃত্তা) চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চেষ্টা। [ক্রি-বিণ।

প্রশান্তস্বরে—শান্তিপূর্ণ কথায়, স্থিরকণ্ঠে। বহু।

প্রশাস্তা (প্রশাস্তৃ)—১। শাসক, শাসনকর্ত্তা; ঋত্বিক্, যাজক। প্র-শাস্+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রশাস্ত্রী। ২। পুরোহিত; মিত্র। সং; পু।

প্রশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। প্র (পশ্চাদ্গামী) শিষ্য, নিত্য। সং; পু।

প্রশ্ন—পৃচ্ছা, জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা)+নঙ্ ভা। সং; পু।

প্রশ্নকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—জিজ্ঞাসাকারী, প্রষ্টা, জিজ্ঞাসু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

প্রশ্নপত্র—প্রশ্নপূর্ণ লিপি, প্রশ্নের কাগজ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রশ্নোত্তর—১। জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর। প্রশ্ন ও উত্তর, দ্বন্দ্ব। ২। জিজ্ঞাসার উত্তর, প্রশ্নের উত্তর। ৬তৎ। সং; পু।

প্রশ্রয়—প্রণয়; স্নেহ; স্নেহপূর্ণ আদর, নাই; বিশ্বাস; বিনয়। প্র-শ্রি (সেবা করা)+অল্ ভা। সং; পু।

প্রশ্রিত—আদৃত; বিনীত। প্র-শ্রি (সেবা করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রশ্লথ—শিথিল, ঢিলা; বিশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন। প্র-শ্লথ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

প্রশ্বাস—নাসাপ্রবিষ্ট বায়ু, নাসিকা দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করা যায়। প্র-শ্বস্ (শ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রষ্টব্য—জিজ্ঞাস্য। প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা)+তব্য ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রষ্টব্যা।

প্রষ্টা (প্রষ্টৃ)—প্রশ্নকারক; জিজ্ঞাসু। প্রচ্ছ্+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রষ্ট্রী।

প্রষ্ঠ—প্রথম; অগ্রগামী। প্র-স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রষ্ঠা।

প্রসক্ত—অনুরক্ত, আসক্ত; প্রস্তাবিত; সংলগ্ন; অবিরত। প্র-সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রসক্তা।

প্রসক্তি—অনুমিতি; প্রসঙ্গ; অনুরাগ; আসক্তি; প্রবৃত্তি; আপত্তি; ব্যাপ্তি। প্র-সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রসংখ্যান—আত্মানুসন্ধান; সম্যক্ জ্ঞান। প্র-সম্-খ্যা (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রসঙ্গ—প্রসক্তি; সম্বন্ধ, সম্পর্ক; সঙ্গতিবিশেষ; প্রস্তাব। প্র-সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রসঙ্গক্রমে—সঙ্গতিক্রমে; প্রস্তাবিত বিষয়ের অন্তর্ভূতরূপে। বহু। ক্রি-বিণ।

প্রসঙ্গান্তর—অন্য প্রস্তাব, ভিন্ন প্রসঙ্গ। নিত্য। সং; ক্লী।

প্রসজ্য-প্রতিষেধ—প্রাপ্তির নিষেধ। প্রসজ্যের (প্রাপ্তির) প্রতিষেধ, ৬তৎ। সং; পু।

প্রসঞ্জন—অবসরদান; প্রসঙ্গকরণ। প্র-সন্জ্ (সঙ্গ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রসত্তি—প্রসন্নতা; স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা। প্র-সদ্ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রসন্ন—প্রসাদগুণসম্পন্ন; প্রফুল্ল; সন্তুষ্ট; নির্ম্মল; অনুকূল। প্র-সদ্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রসন্না।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৮০৩ খ্রীঃ। কিছুদিন ইনি গভর্ণমেণ্ট প্লিডারের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন গভর্ণমেণ্ট লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করেন, তখন প্রসন্নকুমার "বেঙ্গল হরকরা" নামক সংবাদ পত্রে এ সম্বন্ধে তীব্রভাবে আলোচনা করেন। আন্দোলনের ফল এই হইল যে, ৫০ বিঘার অনধিক লাখেরাজ জমিগুলির বাজেয়াপ্ত রহিত হইল। লর্ড ড্যালহৌসীর শাসনকালে ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইলে প্রসন্নকুমার ঐ সভার Clerk Assistant পদে নিযুক্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক আইন বিধিবদ্ধ সময়ে ইনি গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার প্রথম সম্মান ইঁহারই ঘটে। কিন্তু তখন ইনি অত্যন্ত পীড়িত, সুতরাং সভায় যোগদান করা ইঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রেল ইনি সি,এস,আই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০শে আগষ্ট ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি তেজস্বী, মনস্বী ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। প্রসন্নকুমার আইন ও জমীদারিতে যেমন অভিজ্ঞ, সংস্কৃত শিক্ষারও তেমনি অনুরাগী ছিলেন। মৃত্যুর সময়ে ইনি যে উইল করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ৩ লক্ষ টাকা আইন শিক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিয়া যান। সেই টাকার সুদে ঠাকুর-ল-লেকচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূলাজোড়ের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ জন্য ৩৫,০০০ টাকা; ঐখানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা জন্য ১ লক্ষ টাকা; অনুগত স্বজনের জন্য ১ লক্ষ নয় হাজার টাকা; স্বীয় কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণের জন্য ১ লক্ষ ছয় হাজার টাকা দান করেন। ইঁহার পুস্তকাগারে সাহিত্য ও আইনবিষয়ক অনেক মূল্যবান্ পুস্তক আছে। ইনি বড়ই প্রজাবৎসল ছিলেন এবং প্রজার উন্নতিকল্পে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। যৌবনকালে "অনুবাদক" নামে একখানি বাঙ্গালা ও "রিফর্মার" নামে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদন করিয়া দেশের রাজনীতি, সমাজ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত হইতে দায়বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতৃভক্তি অসীম ছিল। কথিত আছে, ইঁহার মাতৃদেবী যে রৌপ্যনির্ম্মিত খাট ব্যবহার করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর পাছে কেহ ব্যবহার করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, এই জন্য সেই খাটখানি মূলাজোড়ে তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ীদেবীর সেবার্থে উৎসর্গীকৃত করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপনে প্রসন্নকুমার বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের পর ইনি এই সভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহারই শুঁড়ার উদ্যানে ইঁহার যত্নে ও অর্থব্যয়ে উইলসন্ সাহেবের অনুবাদিত উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্ক এবং জুলিয়াস সিজারের পঞ্চম অঙ্ক ইংরাজী ভাষায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে অভিনীত হয়। মূলাজোড়ের ঠাকুরবাটীর সংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়টি ইঁহারই প্রদত্ত মূলধন দ্বারা চালিত হইতেছে। ইঁহার দুই কন্যা ও একটি পুত্র। পুত্র (জ্ঞানেন্দ্রমোহন) খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসন্নকুমার তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের প্রদত্ত প্রসন্নকুমারের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি লর্ড রিপণের দ্বারা উন্মোচিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপানের উপর বিরাজ করিতেছে।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে প্রসন্নকুমারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা যদুনাথ, পিতামহ মথুরামোহন ও প্রপিতামহ মুন্সী রামনারায়ণ। খিদিরপুরে থাকিয়া হিন্দুকলেজে প্রসন্নকুমারের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রসন্নকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ও স্বর্ণপদকসমূহ প্রাপ্ত হন এবং "সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উপকারিতা" সম্বন্ধে Senior Scholarship পরীক্ষায় প্রবন্ধ

লিখিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করেন। প্রসন্নকুমার ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানচর্চ্চার যে প্রয়োজনীতা দেখাইয়াছেন, এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই মত পরিগৃহীত হইতেছে। বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া প্রসন্নকুমার ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করেন। আত্মীয় রাজা সীতানাথ সর্ব্বাধিকারী মুর্শিদাবাদ রাজসরকারে প্রতিভাশালী ভ্রাতুষ্পুত্রের উচ্চকর্ম্মের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে রাজোপাধি প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রসন্নকুমারের আশৈশব প্রতিজ্ঞা যে, দেশহিতকর শিক্ষাকার্য্যেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিবেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমারের নিকট ইংরাজী পাঠ করিতেন ও প্রসন্নকুমার তাঁহার নিকট সংস্কৃত পাঠ করিতেন। ইহাতে উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় এবং তৎসূত্রে প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও পরিশেষে অধ্যক্ষপদে সমারূঢ় হন। কায়স্থকুলতিলক প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়াতে তাৎকালিক অধ্যাপকবৃন্দ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। বরং জয়নারায়ণ তর্করত্ন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ ইঁহাকে পরম শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতেন। প্রসন্নকুমারের ন্যায় ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক অতি অল্পই দেখা যায়। এখনও ইঁহার নামে বৃদ্ধ ছাত্রগণের চক্ষে প্রেমাশ্রু বর্ষণ হয়। পরে ইনি ক্রমান্বয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক, বর্দ্ধমান ডিভিসনের স্কুল ইনস্পেক্টর ও বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষপদে কর্ম্ম করেন। গণিত, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও ইংরাজীসাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল এবং অনেক সময়ে ইনি সাময়িক প্রধান ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদের গণনায় দোষ দেখাইয়া দিতেন। ইঁহার পাটীগণিত ও বীজগণিত শিক্ষিত লোকমাত্রেই সমাদরের সহিত পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় গণিত গ্রন্থ ও গণিতসংক্রান্ত বাঙ্গালা পরিভাষায় প্রসন্নকুমারই অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক। প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, অসাধারণ বিনয়, ধৈর্য্য এবং অন্যের অজ্ঞাতে পরোপকার প্রভৃতি গুণরাজি দ্বারা প্রসন্নকুমার বিভূষিত ছিলেন। রাধানগর স্কুলে ইঁহার আয়ের অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হইত; তদ্ব্যতীত দরিদ্র ছাত্রদিগের ভরণ পোষণ ও শিক্ষাকার্য্যের জন্যও অনেক অর্থ ব্যয় হইত। প্রসন্নকুমারের ন্যায় অসাধারণ ভ্রাতৃবৎসলতা ও ছাত্রবৎসলতা ইদানীং নয়নগোচর হয় না। পেন্‌সন লইবার কিছুকাল পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রসন্নকুমার রায় (ডাঃ পি. কে. রায়)—ইনি ১৮৪৯ খৃঃ ঢাকা জেলার অন্তর্গত শুভাঢ্যা গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। ইনি ঢাকার পগোস্ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকার সঙ্গত সভায় প্রবিষ্ট হন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে গিল্‌ক্রাইষ্ট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৭১ খৃঃ লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৩ খৃঃ বি, এস, সি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৫ খৃঃ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবং তৎপরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডি, এস, সি উপাধি প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রসন্নকুমার ও আনন্দমোহন বসু এই দুইজন প্রথম পাশ করেন। তাঁহাদের উভয়ের যত্নে বিলাতে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী, ব্রাহ্ম সমাজ এবং বাঙ্গালা পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ খৃঃ ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পাটনা কলেজের সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন। ইঁহার প্রণীত একখানি ইংরাজী লজিক্ পুস্তক এফ, এ পরীক্ষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইনি ১৮৮৬ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিষ্ট্রার হইয়াছিলেন। তৎপরে কয়েক বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষপদে কার্য্য করেন। অতঃপর ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের ইনস্পেক্টারের পদে কার্য্য করেন।

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ বিক্রমপুর শ্রীনগরের অধীন আটপাড়া গ্রামে ১৮৪২ খৃঃ ২০শে শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺গুরুপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পঞ্চম বৎসর বয়সে ইঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। প্রায় দুই বৎসর গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, তৎপরে কোলা-সমাজের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ সদাশিব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পাঠ করেন। অতঃপর ইছাপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চাননের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাহার পর সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত কালীকান্ত শিরোমণির নিকট স্মৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ইনি কাছারীতে নকল-নবীশের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্য ভাল না লাগায় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করেন। নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। অতঃপর ঢাকা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলে এবং কলেজে ইনি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ঢাকা সারস্বত সমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র এবং পশ্চিম বঙ্গেও অনেকের সুপরিচিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে "সারস্বত সমাজ" ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত পরীক্ষা সমিতির সদস্য পদ লাভ করিয়া অসামান্য যশঃ ও সম্মানের অধিকারী হন। পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; সারস্বত সমাজের পরিচালকবর্গের শীর্ষস্থানে থাকিয়া ইনি সেই উদ্দেশ্যসাধনে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত হইয়াও ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চা হীনকার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই। ১৯০৯ খৃঃ ইনি যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ গভর্ণমেণ্টের নিকট "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃঃ ৮ই নভেম্বর ইনি নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে একমাত্র কন্যাসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রসন্নতা—সন্তোষ, অনুগ্রহ; স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা। প্রসন্ন + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

প্রসন্ন-সলিলা—স্বচ্ছতোয়া, নির্ম্মল জলবিশিষ্টা। প্রসন্ন সলিল যে স্ত্রীর, বহ। বিণ; স্ত্রী। পু প্রসন্ন-সলিল।

প্রসন্না—১। সন্তুষ্টা; প্রসাদগুণসম্পন্না। প্রসন্ন দেখ; প্রসন্ন + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সুরা। সং; স্ত্রী।

প্রসন্নাত্মা (—ত্মন্)—১। প্রসাদসম্পন্ন অন্তঃকরণ, নির্ম্মলচিত্ত। প্রসন্ন যে আত্মা, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। প্রসাদসম্পন্ন অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট, নির্ম্মলচিত্তযুক্ত। প্রসন্ন আত্মা যাহার, বহ। বিণ; পু বা স্ত্রী।

প্রসভ—হঠাৎ বলাৎকার। প্র (গত) সভা (সভামধ্যে বিচার) যাহাতে, বহ। সং; পু।

প্রসভহরণ—বলপূর্ব্বক গ্রহণ, দস্যুতা, ডাকাতি। তৎ। সং; ক্লী।

প্রসর—১। বিস্তার; ব্যাপ্তি; উৎপত্তি; চলন; বেগ; প্রণয়। প্র—সৃ (গমন করা) + অল্ ভা। সং; পু। ২। প্রসরণশীল। প্র—সৃ + ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রসরী।

প্রসরণ—চলন; শত্রুসৈন্যের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন;

ব্যাপ্তি ; বিস্তার। প্র—সৃ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রসরণী—শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টন। প্রসরণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রসর্পণ—গমন ; বিস্তার ; সন্তরণ ; ব্যাপ্তি। প্র—সৃপ্ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রসব—১। গর্ভমোচন, গর্ভ হইতে সন্তান ত্যাগ ; উৎপত্তি, জন্ম। প্র—সূ (প্রসব করা)+অল্ ভা। ২। সন্তান ; পুষ্প ; ফল। প্র—সূ+অল্ র্ম। সং ; পু।

প্রসববন্ধন—পুষ্পবৃন্ত, ফুলের বোঁটা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রসববেদনা—সন্তান প্রসবকালীন উদরের যন্ত্রণা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

প্রসবস্থলী—উদ্ভবস্থল, উৎপত্তিস্থান ; প্রসূতি, জননী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রসবিতা (—তৃ)—প্রসবকর্ত্তা ; উৎপাদয়িতা ; পিতা, জনয়িতা। প্র—সূ (প্রসব করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রসবিত্রী।

প্রসবিত্রী—১। প্রসবকর্ত্রী ; জনয়িত্রী। প্রসবিতা দেখ ; প্রসবিতৃ+স্ত্রী ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মাতা। সং ; স্ত্রী।

প্রসবিনী—১। প্রসবকারিণী। প্রসবী দেখ। প্রসবিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। প্রসূতি, জননী। সং ; স্ত্রী।

প্রসবী (—বিন্)—প্রসবকারী, প্রসবিতা ; উৎপাদয়িতা। প্র—সূ (প্রসব করা)+ইন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রসবিনী।

প্রসব্য—প্রতিকূল, বিপরীত, বিরুদ্ধ। প্র—সৃ+য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রসব্যা।

প্রসহ্য—বলপূর্ব্বক। প্র—সহ্+য ভা। ব্য।

প্রসহ্যহরণ—বলপূর্ব্বক গ্রহণ, ডাকাতি। সুপ্সুপেতি। সং ; ক্লী।

প্রসাদ—১। প্রসন্নতা ; নৈর্ম্মল্য ; অনুগ্রহ ; প্রসত্তি ; স্বাস্থ্য। প্র—সদ্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। কাব্যপ্রাণ ? কাব্যের গুণবিশেষ [কাব্যরস দেখ] ; দেবতার বা গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট।…+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

প্রসাদন—সন্তুষ্টকরণ, প্রসন্নতা-সম্পাদন। প্র—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রসাদপ্রার্থী (—প্রার্থিন্)—অনুগ্রহ প্রার্থনাকারী, প্রসন্নতালাভেচ্ছু;ভুক্তাবশেষ-যাচক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—প্রার্থিনী।

প্রসাদভোজী (—ভোজিন্)—ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনকারী ; অনুগ্রহভাজন। উপ ; প্রসাদ—ভুজ্ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—ভোজিনী।

প্রসাদাৎ—প্রসাদে, অনুগ্রহে, কৃপায়, দোয়ায়। সংস্কৃত পদ। ব্য।

প্রসাদি, প্রসাদী—দেবতার নিকট উৎসৃষ্ট, দেবসেবায় অর্পিত বা নিবেদিত ; দেবতা বা গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট ; গুরুজন যাহা অগ্রে সেবন করিয়াছেন। দেশজ। বিণ।

প্রসাধক—প্রসাধনকারী, অলঙ্কর্ত্তা ; সম্পাদক, নির্ব্বাহক। প্র—সাধ্ (সাধন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রসাধিকা।

প্রসাধন—১। অলঙ্করণ, ভূষণাদির দ্বারা সাজান; সম্পাদন। প্র—সাধ্ (সাধন করা)+অনট্ ভা। ২। সজ্জাবস্ত্র। প্র—সাধ্+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

প্রসাধনী—কঙ্কতিকা, কাঁকুই,চিরুণী। প্র—সাধ (সাধন করা)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রসাধিত—অলঙ্কৃত, ভূষিত ; নিষ্পাদিত। প্র—সাধ্ (সাধনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ, ত্রি।

প্রসার—বিস্তার ; প্রসরণ ; গমন ; নির্গম ; তৃণকাষ্ঠাদি প্রবেশ। প্র—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রসারণ—বিসারণ, বিস্তৃতকরণ। প্র—ণিজন্ত সৃ (=সারি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রসারিণী—১। প্রসরণশীলা, ব্যাপিনী। প্রসারী দেখ। প্রসারিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গন্ধভাদালিয়া লতা। সং ; স্ত্রী।

প্রসারিত—বিসারিত, বিস্তারিত। প্র—ণিজন্ত সৃ (=সারি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রসারী (—রিন্)—প্রসরণশীল, ব্যাপক। প্র—সৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী প্রসারিণী।

প্রসিত—১। বিশুদ্ধ শুভ্র। প্র (প্রকৃষ্ট) সিত, প্রাদি। ২। আসক্ত ; নিযুক্ত। প্র—সি (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রসিতা। ৩। পূয। প্র—সি+ক্ত ক। সং, ক্লী।

প্রসিতি—বন্ধনসাধন রজ্জুপ্রভৃতি। প্র—সি (বন্ধন করা)+ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী।

প্রসিদ্ধ—খ্যাত ; উক্ত ; ভূষিত। প্র—সিধ্ (সম্পন্ন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রসিদ্ধি—খ্যাতি ; সিদ্ধি ; ভূষা। প্র—সিধ্ (সম্পন্ন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রসিদ্ধিলাভ—খ্যাতিলাভ ; সিদ্ধিলাভ। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রসীদ—প্রসন্ন হও। সংস্কৃত ক্রিয়ারূপ। ব্য।

প্রসুপ্ত—নিদ্রাগত, নিদ্রিত। প্র—স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রসূ—মাতা ; জনয়িত্রী ; ঘোটকী ; কদলীবৃক্ষ। প্র—সূ+ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

প্রসূত—উৎপাদিত ; সঞ্জাত। প্র—সূ (প্রসব করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রসূতা।

প্রসূতা—১। উৎপাদিতা, জনিতা। প্র—সূ+ক্ত র্ম+আপ্। ২। উৎপন্না, জাতা ; যাহার সন্তান জন্মিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। প্র—সূ+ক্ত ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। জাতসন্তানা স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

প্রসূতি—১। জননী, মাতা ; কারণ। প্র—সূ+ক্তি অপা। ২। প্রসব ; উৎপত্তি, জন্ম। প্র—সূ (প্রসব করা)+ক্তি ভা। ৩। সন্তান ; গর্ভ। প্র—সূ+ক্তি র্ম। সং; স্ত্রী। ৪। শিবভার্য্যা সতীর মাতা। স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে তৎপত্নী শতরূপার গর্ভে ইঁহার জন্ম। দক্ষ প্রজাপতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে ইঁহার ষষ্টি কন্যার জন্ম হয় ; তন্মধ্যে সতী সর্ব্বকনিষ্ঠা। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে, শিবানুচরগণ দক্ষের শিরশ্ছেদন করেন। অনন্তর শিব তথায় উপস্থিত হইলে প্রসূতির অনুরোধে তিনি দক্ষকে পুনর্জ্জীবন দান করেন। [স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এতাদৃশ পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সমস্তই রূপক বর্ণনা মাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ক্ষত্রধাতু হইতে স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। তিনিই প্রথম মনু। প্রজাপালনকারিণী ক্ষেত্ররূপিণী সমগ্র শক্তি "শতরূপা" ইঁহার পত্নী ; এই শতরূপার তিন কন্যা ;—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। প্রজাপতি দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ হয়। দক্ষ, প্রজা জনন ক্ষমতা-স্বরূপ ; প্রসূতি সেই ক্ষমতার স্ত্রীলিঙ্গবাচিকামাত্র]।

প্রসূতিকা—নবপ্রসূতা স্ত্রী। প্রসূতি+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রসূতিজ—প্রসবজন্য ক্লেশ ; অপত্য ; দুঃখ। প্রসূতি—জন্+ড ক। সং ; ক্লী।

প্রসূন—১। ফল ; পুষ্প ; মুকুল। প্র—সূ+ক্ত র্ম। সং ; ক্লী। ২। সূত ; জাত। বিণ।

প্রসৃত—১। প্রবৃদ্ধ ; নির্গত ; বিস্তৃত ; বেগিত ; নিযুক্ত ; বিনয়ী, বিনীত। প্র—সৃ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রসৃতা। ২। করকোষ, অর্দ্ধাঞ্জলি। সং ; পু।

প্রসৃতা—১। বিসৃতা ; নির্গতা, ইত্যাদি। প্রসৃত দেখ ; প্রসৃত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জঙ্ঘা। সং ; স্ত্রী।

প্রসৃতি—১। করকোষ, অর্দ্ধাঞ্জলি। প্র—সৃ (গমন করা)+ক্তি র্ম। ২। প্রসার, বিস্তৃতি, বিস্তার। প্র—সৃ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রসেক—সেচন ; চ্যুতি ; নিষেক। প্র—সিচ (সেচন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রসেদিকা—ক্ষুদ্র উপবন। প্র—সিদ্+ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রসেন—সত্রাজিতের ভ্রাতা। প্র (প্রকৃষ্টা) সেনা যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

প্রসেবক—বীণাপ্রান্তে বক্র কাষ্ঠ ; সূত্রনির্ম্মিত ভাণ্ড। প্র—সিব্+ণক ক। সং ; পু।

প্রস্কন্দিকা—রোগবিশেষ, ক্ষয়রোগ। প্র—স্কন্দ্+ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রস্কন্ন—পতিত ; ক্ষরিত ; শুষ্ক ; গত। প্র—স্কন্দ্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রস্কন্না।

প্রস্ত—প্রতিলেখ,নকল ; প্রতিনিধি। দেশজ। সং।

প্রস্তর—পাষাণ; মণি; পল্লবাদি-রচিত শয্যা। প্র—স্তৃ+অল্ র্ম। সং; পুং।

প্রস্তরনির্ম্মিত—পাষাণরচিত, শিলাময়, পাথরের তৈরী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রস্তরময়—পাষাণরচিত, প্রস্তরনির্ম্মিত; পাষাণাত্মক; শিলাকীর্ণ পাথর বিছান। প্রস্তর+ময়ট্, বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

প্রস্তরমূর্ত্তি—পাথরে গঠিত আকৃতি, পাথরে গড়া চেহারা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

প্রস্তররচিত—পাথরে গঠিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রস্তার—১। বিস্তার। প্র—স্তৃ+ঘঞ্ ভা। ২। সমূহ। প্র—স্তৃ+ঘঞ্ র্ম। ৩। তৃণবন; পল্লবাদি-রচিত শয্যা; ছন্দোগ্রন্থের প্রক্রিয়াবিশেষ। প্র—স্তৃ+ঘঞ্ ণ। সং; পুং।

প্রস্তাব—প্রকরণ; প্রসঙ্গ; অবসর, সুযোগ; সামবেদের অঙ্গবিশেষ। প্র—স্তু (স্তুতি করা)+ঘঞ্ র্ম। সং; পুং।

প্রস্তাবনা—আরম্ভ; উপক্রম; (নাট্যে) অভিনয়ারম্ভবিষয়ক প্রস্তাব। প্র—ণিজন্ত স্তু=স্তাবি (স্তুতি করান)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রস্তাবিত—কথিত। প্র—ণিজন্ত স্তু=স্তাবি (স্তুতি করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রস্তুত—উল্লিখিত; কথিত; প্রাসঙ্গিক; উপস্থিত; উদ্যুক্ত, তৈয়ার; নিষ্পন্ন, কৃত; নির্ম্মিত; প্রশংসিত। প্র—স্তু (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রস্থ—সানু, পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি; পরিমাণবিশেষ; পরিসর; বিস্তার। প্র—স্থা (থাকা)+ড অধি। সং; পুং বা ক্লী।

প্রস্থান—প্রয়াণ; গমন; যুদ্ধযাত্রা। প্র—স্থা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রস্থাপন—প্রেরণ, নিয়োগ। প্র—ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (থাকান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রস্থাপিত—নিযুক্ত, প্রেরিত, যাহাকে পাঠান হইয়াছে এরূপ। প্র—ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (থাকান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রস্থিত—গত; প্রস্থানোদ্যত; গমনে উদ্যুক্ত। প্র—স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রস্রব—ক্ষরণ; দুগ্ধক্ষরণ; ক্ষরিত দুগ্ধ। প্র—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং।

প্রস্ফুট, প্রস্ফুটিত—বিকসিত; প্রকাশিত। প্র—স্ফুট্ (ফুটা)+ক, ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রস্ফুরক—সন্দীপক বা বহ্নিউজ্জ্বল পদার্থবিশেষ। ইং (phosphorus)। সং।

প্রস্ফুরণ—ঈষৎ কম্পন, স্পন্দন। প্র—স্ফুর (কম্পিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রস্ফুরিত—ঈষৎ কম্পিত, স্পন্দিত। প্র—স্ফুর্ (কম্পিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রস্ফোটন—১। বিকাশন; বিদারণ, তাড়ন। প্র—ণিজন্ত স্ফুট্=স্ফোটি+অনট্ ভা। ২। শূর্প, কুলা।…+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

প্রস্রবণ—নির্ঝর, উৎস; বারিপ্রবাহ। প্র—স্রু (ক্ষরিত করা)+অন্ ক। ২। ক্ষরণ; গলন; স্বেদন। প্র—স্রু অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। মাল্যবান্ পর্ব্বত। প্র—স্রু—অন অপা। সং; পুং।

প্রস্রাব—মূত, মূত্র। প্র—স্রু (ক্ষরিত করা)+ঘঞ্ র্ম। সং; পুং।

প্রস্রুত—গলিত, ক্ষরিত। প্র—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রস্বান—উচ্চধ্বনি। প্রাদি। সং; পুং।

প্রস্বাপন—১। নিদ্রাকর। প্র—ণিজন্ত স্বপ্ বা স্বাপ (ঘুম পাড়ান)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। নিদ্রাকারক অস্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

প্রহত—তাড়িত; বাদিত; আহত; ক্ষুণ্ণ; ছিত; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। প্র—হন্ (বধ করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রহতা।

প্রহর—যাম, দিবারাত্রের অষ্টম ভাগ, ৭॥০ দণ্ড বা তিন ঘণ্টা। প্র—হৃ (হরণ করা)+অল্ অধি। সং; পুং।

প্রহরণ—১। প্রহার। প্র—হৃ+অনট্ ভা। ২। অস্ত্র; আচ্ছাদিত শকট, ডুলি। প্র—হৃ+অনট্ ণ। ৩। যুদ্ধ। প্র—হৃ+অনট্ অধি। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

প্রহরণকলিকা—চতুর্দ্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রহরা—প্রহরিত্ব, পাহারা, চৌকি। দেশজ। সং।

প্রহরার্দ্ধ—অর্দ্ধপ্রহর, দেড় ঘণ্টা। ৬তৎ। সং; পুং। [প্রহরিন্+ঈপ্। সং; স্ত্রী

প্রহরিণী—পাহারাদার স্ত্রীলোক। প্রহরী দেখ।

প্রহরী (–রিন্)—চৌকীদার; পাহারাদার। প্রহর+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পুং।

প্রহর্ত্তা (–র্ত্তৃ)–প্রহারকারক; যোদ্ধা। প্র—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী প্রহর্ত্রী।

প্রহর্ষণ—১। আহ্লাদকর, হর্ষজনক। প্র—হৃষ (হৃষ্ট হওয়া)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। বুধগ্রহ। সং; পুং। [সং; স্ত্রী।

প্রহর্ষণী, প্রহর্ষিণী—ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রহসন—১। অতি হাস্য; ব্যঙ্গোক্তি, পরিহাস। প্র—হস্+অনট্ ভা। ২। রূপকবিশেষ; হাস্যরসপ্রধান নাট্যগ্রন্থবিশেষ (Farce)। প্র—হস্+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

প্রহস্ত—১। বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি, চপেট, চাপড়। প্র (সর্ব্বতঃপ্রসারিত) যে হস্ত, কর্ম্মধা। ২। রাক্ষসবিশেষ, রাবণের সেনাপতি। প্র (প্রসারিত) হস্ত যাহার, বহু। সং; পুং।

প্রহার—নিগ্রহ; আঘাত, মার; যুদ্ধ। প্র—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

প্রহারা—প্রহার করা, আঘাত করা, মারা। ক, প্র। ক্রি।

প্রহাস—১। অতিশয় হাস্য। প্র—হস্ (হাস্য করা)+ঘঞ্ ভা। ২। শিব; নট।…+ঘঞ্ ক। সং; পুং। [অপা। সং; পুং।

প্রহি—কূপ, কুয়া। প্র—হৃ (হরণ করা)+ডি

প্রহিত—প্রক্ষিপ্ত; প্রেরিত; নিরস্ত; প্রযুক্ত; দত্ত। প্র—ধা+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রহীণ—পরিত্যক্ত, পরিক্ষীণ; বিহীন। প্র—হা (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রহৃত—১। আহত, প্রহারপ্রাপ্ত; নিগৃহীত। প্র—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রহৃতা। ২। আঘাত, প্রহার। প্র—হৃ +ক্ত ভা। সং; ক্লী।

প্রহৃষ্ট—অতিশয় আহ্লাদিত। প্র (অতিশয়) হৃষ্ট, প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রহৃষ্টা।

প্রহেলিকা—কূটপ্রশ্ন, হেঁয়ালি। প্র—হিল্ (হাব করা)+অল্ ণ (প্রহেল)+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রহ্লাদ—১। আহ্লাদ, আমোদ। প্র—হ্লাদ্ (আমোদিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং। ২। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। প্র—হ্লাদ্+অন্ ক। সং; পুং। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, এবং অতি অল্প বয়সেই হরিনাম সুধারসে মগ্ন হইয়া পড়েন। বিদ্যাভ্যাসার্থ অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত শিক্ষকের হস্তে অর্পিত হইলে, ইনি অধিকাংশ সময় হরিনাম করিয়া কাটাইতেন। হিরণ্যকশিপু ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন, এজন্য গুরুমহাশয় ইঁহাকে হরিনাম ত্যাগ করিতে বলিতেন; কিন্তু ইনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অনন্যমনে হরিসাধন করিতেন। শিক্ষা-সম্বন্ধে পরীক্ষার্থ পিতৃসমীপে নীত হইলে, ইনি পিতাকে বিষ্ণুদ্বেষী জানিয়াও নির্ভীকচিত্তে হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। পিতার অনুরোধেও ইনি হরিনাম ত্যাগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, দৈত্যরাজ সক্রোধে ইঁহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিয়া যেরূপে হউক হরিনাম ত্যাগ করাইতে বলিয়া দিলেন। গুরুর উপদেশ বা শাসনেও কোন ফল হইল না। প্রহ্লাদ পুনরায় পিতৃসকাশে নীত হইলেন। পিতার তর্জ্জন গর্জ্জনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইনি সহাস্যবদনে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্রের প্রাণবিনাশের আদেশ দিলেন। তথাপি প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ করিলেন না, অবিচলিতচিত্তে হরিনাম করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, এই সময় ইঁহার জীবনান্ত করিবার নিমিত্ত একে একে খড়্গাঘাত, হস্তিপদতল, অগ্নিকুণ্ড, সাগরগর্ভ, সমুচ্চ পর্ব্বত হইতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ, বিষপ্রদান, প্রভৃতি প্রাণান্তকর সর্ব্বপ্রকার

উপায়ই ইঁহার প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল; কিন্তু একমাত্র হরির কৃপায় ইনি সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। কিছুতেই ইঁহার মৃত্যু না হওয়ায়, ইনি পুনরায় দৈত্যরাজের নিকট নীত হইলেন। তখন হিরণ্যকশিপু পুত্রকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া স্বমতে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, হরিভক্ত প্রহ্লাদ কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দৈত্যরাজ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল্ দেখি, তুই কি প্রকারে এই সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলি?" প্রহ্লাদ সহাস্যে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "একমাত্র হরির কৃপাই সকল সঙ্কটনাশের কারণ।" প্রশ্ন হইল, "তোর সে হরি কোথায়?" উত্তর, "তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।" এবার দৈত্যরাজ সভাস্থ স্ফটিকস্তম্ভের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল! তবে তোর হরি কি এই স্তম্ভের ভিতর আছেন?" প্রহ্লাদ সদম্ভে অথচ সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "হাঁ, তিনি উহার ভিতরেও আছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধকম্পিতকলেবরে দারুণ পদাঘাতে স্তম্ভ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অমনি তন্মধ্য হইতে এক অতি ভীষণ নরসিংহ মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া দৈত্যবরকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর হরির কৃপায় প্রহ্লাদ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘ কাল ন্যায়ানুমোদিতভাবে প্রজাপালন করেন। দৈত্যরাজ বিরোচন ইঁহার পুত্র। ইঁহার আর এক নাম প্রহ্রাদ।

প্রহ্লাদন—১। আনন্দজনন,আনন্দিতকরণ। প্র নিজন্ত হ্লাদ্—হ্লাদি (আহ্লাদিত করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। আনন্দকর। প্র—হ্লাদ+অন ক। বিণ; ত্রি।

প্রহ্ব—বিনীত; নম্র; অনুরক্ত, আসক্ত; আবস্থিত। প্র—হ্বে+ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রাংশু—উন্নত, উচ্চ। প্র (প্রকৃষ্ট) অংশু (প্রভা, বেগ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রাইজ—পরীক্ষায় প্রাপ্ত পুরস্কার। ইং (prize)। সং।

প্রাইমারি—প্রথম, প্রাথমিক। ইং (primary)। বিণ।

প্রাক্—প্রথমে, পূর্ব্বে, অগ্রে। ব্য।

প্রাক্ (প্রাচ্)—পূর্ব্ব (দিক্ বা দেশ বা কাল)। প্র—অন্চ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

প্রাকরণিক—প্রকরণ প্রাপ্ত। প্রকরণ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাকরণিকী।

প্রাকাম্য—অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যবিশেষ, স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতারূপ ঐশ্বর্য্য, আপনার ইচ্ছানুসারে চলিবার ক্ষমতা। প্রকাম শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাকার—প্রাচীর; বেষ্টন, বেড়া। প্র—আ—কৃ (বিকীর্ণ করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

প্রাকৃত—১। নীচ, অধম, পৃথগ্জন। প্র (অতিশয়) অকৃত (অকর্ম্মা), প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাকৃতা। ২। প্রজাসম্বন্ধীয়; ভাষাবিশেষ, সংস্কৃতের চলিত ভাষা; লৌকিক; প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, স্বাভাবিক। প্রকৃতি+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাকৃতী।

প্রাকৃতজন—সাধারণ লোক,ইতরব্যক্তি; প্রজাসাধারণ। কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রাকৃততন্ত্র—প্রজাতন্ত্র শাসনপদ্ধতি (Democracy)। সং; ক্লী।

প্রাকৃতিক—প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, স্বভাবজাত, স্বাভাবিক। প্রকৃতি শব্দ+ষ্ণিক ইদমাদি অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাকৃতিকী।

প্রাকাল—পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। প্রাক্ (পূর্ব্ব) যে কাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রাকালিক—পূর্ব্বকালজাত, পূর্ব্বকালে সম্পাদনীয়। প্রাকাল শব্দ+ষ্ণিক ভবাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাকালিকী।

প্রাকালীন—১। প্রাকালিক, পূর্ব্বকালীন; পুরাতন, প্রাচীন। প্রাকাল+ীন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। পূর্ব্বক্ষণে। দেশজ।

প্রাক্তন—১। পূর্ব্বকালীন; পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত; পুরাতন; জন্মান্তরীণ। প্রাক্+ইন্ ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাক্তনী। ২। ভাগ্য, অদৃষ্ট; ললাটলিপি। সং; ক্লী।

প্রাক্তনকর্ম্ম—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপপুণ্য; ভাগ্য, দৈব। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রাক্তনফল—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যের অনুরূপ ফল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রাক্শিরাঃ (—শিরস্)—পূর্ব্বদিকে স্থাপিত মস্তকবিশিষ্ট। প্রাচি (পূর্ব্বদিকে) শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

প্রাখর্য্য—প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা। প্রখর শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাগভাব—প্রাগ্বর্ত্তী অভাব; সংসর্গাভাব। প্রাক্ যে অভাব, কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রাগল্ভ্য—প্রগল্ভতা, ঔদ্ধত্য; ধৃষ্টতা। প্রগল্ভ শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাগুক্ত—পূর্ব্বোক্ত, পূর্ব্বে উল্লিখিত। প্রাক্ (পূর্ব্বে) উক্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রাগ্জ্যোতিষ—কামরূপ দেশ; তদ্দেশীয় লোক; ঈশানকোণ। প্রাক্ (পূর্ব্বে) জ্যোতিঃ যাহার,বহুব্রীহি সমাসে অ প্রত্যয়, প্রাক্+জ্যোতিস্+অ। সং; পু।

প্রাগ্রহর—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। প্র—অগ্র—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

প্রাগ্র্য—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) অগ্র্য, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

প্রাগ্বংশ—১। পূর্ব্বকুল। কর্ম্মধা। ২। বিষ্ণু। প্রাক্ (পূর্ব্বে) বংশ যাহার, বহু। ৩। যজ্ঞগৃহের সম্মুখস্থ গৃহ। প্রাক্ (পূর্ব্বদিকে) বংশ যাহাতে, বহু। সং; পু।

প্রাঘার—১। সেক; ঘৃতাদি ক্ষরণ; ঘৃতাদি সেচন। প্র আ—ঘৃ+ঘঞ্ ভা। ২। যজ্ঞিয় অগ্নি।...+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

প্রাঘুণ—অতিথি; আগন্তুক। প্র—আ—ঘুণ্ (ভ্রমণ করা)+ক ক। সং; পু।

প্রাঘুণিক—আগন্তুক; অতিথি। প্রাঘুণ শব্দ +ষ্ণিক স্বার্থে। সং; পু।

প্রাঙ্গ—১। উত্তমদেহবিশিষ্ট। প্র (প্রকৃষ্ট) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাঙ্গী। ২। পণববাদ্য। সং; পু।

প্রাঙ্গণ—১। অঙ্গন, চত্বর, গৃহভূমি, উঠান। প্র অনজ্+অনট্ অধি। ২। পণববাদ্য। প্র—অনজ্+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

প্রাচিকা—বনমক্ষিকা, ডাঁশ। প্র—অনচ্ (গমন করা)+ণক ক+আপ্। সং, স্ত্রী।

প্রাচী—পূর্ব্বদিক্। প্রাক্ (২) দেখ। প্রাচ্ শব্দ +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রাচীন—১। পূর্ব্বকালীন, পুরাতন; প্রাচ্য, পূর্ব্বদেশীয়; বৃদ্ধ। প্রাক্ (২) দেখ। প্রাচ্ শব্দ+ীন ভবার্থে। ২। পূর্ব্বদিক্‌জাত। প্রাচী শব্দ+ীন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রাচীনতা, প্রাচীনত্ব—প্রাক্কালীনতা, পুরাতনত্ব (antiquity)। প্রাচীন+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রাচীনবর্হিঃ (—বর্হিস্)—ইন্দ্র; রাজবিশেষ, ইনি হবির্দ্ধানের পুত্র (ইনি প্রজাপতি উপাধি পাইয়াছিলেন; ইঁহার দশ পুত্র প্রচেতাঃ নামে অভিহিত)। বহু। সং; পু।

প্রাচীনাবীত—দক্ষিণ স্কন্ধে লম্বিত যজ্ঞোপবীতাদি [শ্রাদ্ধাদিকালে এইরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়]। প্রাচীন যে আবীত, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রাচীনাবীতী (—বীতিন্)—দক্ষিণ স্কন্ধে লম্বিত যজ্ঞোপবীতবিশিষ্ট। প্রাচীনাবীত শব্দ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু।

প্রাচীপতি—পূর্ব্বদিক্‌পতি, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

প্রাচীর—প্রাস্তস্থিত আবৃতি পাঁচিল, বেড়া, ইত্যাদি; ইষ্টকাদি রচিত বেষ্টন। প্র—আ—চি+ক্রন্ ষ। সং; ক্লী।

প্রাচুর্য্য—বাহুল্য,আধিক্য। প্রচুর+ষ্য ভাবার্থে।

প্রাচেতস—বাল্মীকি; বরুণপুত্র। প্রচেতাঃ দেখ; প্রচেতস্+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

প্রাচ্য—১। পূর্ব্বদেশীয়; পূর্ব্বদিক্‌স্থিত। প্রাক্ (২) দেখ; প্রাচ্+য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। পূর্ব্বদেশ। সং; পু।

প্রাচ্যদেশ—পূর্ব্বদেশ, যে সকল দেশ পৃথিবীর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ; পূর্ব্বাঞ্চল। কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাচ্যভাষা—পৃথিবীর পূর্ব্বাংশে (বিশেষতঃ এসিয়া মহাদেশে) প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

প্রাচ্যভাষাবিৎ (−বিদ্)—পৃথিবীর পূর্ব্বাংশে প্রচলিত ভাষাসমূহে জ্ঞানবান্। উপ ; প্রাচ্যভাষা−বিদ্+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রাজক—১। নিয়ন্তা, চালক। প্র−ণিজন্ত অজ্ (গমন করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রাজিকা। ২। সারথি। সং ; পু।

প্রাজন—চালনদণ্ড, পাঁচনবাড়ি। প্র−ণিজন্ত অজ্ (গমন করান)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

প্রাজনদণ্ড—পাঁচনবাড়ি, প্রতোদ, কষা, চাবুক ইত্যাদি। প্রাজনই যে দণ্ড, কর্ম্মধা। সং।

প্রাজাপত্য—১। প্রজাপতিসম্বন্ধীয়। প্রজাপতি শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। অষ্ট বিধ বিবাহের মধ্যে বিবাহবিশেষ [বিবাহ দেখ]। সং ; পু। ৩। দ্বাদশদিনসাধ্য ব্রতবিশেষ [এই ব্রতে প্রথম তিন দিন কেবল রাত্রিতে ২২ গ্রাস ভোজন করিতে হয় ; তাহার পর তিন দিন কেবল দিবসে ২৬ গ্রাস ভোজন করিতে হয় ; অতঃপর তিন দিন অযাচিত ভাবে লব্ধ অন্ন ২২ গ্রাস করিয়া ভোজন করিতে হয় ; শেষ তিন দিন উপবাস করিতে হয়। এই ব্রতানুষ্ঠানে অশক্ত হইলে পয়স্বিনী ধেনু বা তন্মূল্য দান বিধি]। সং ; ক্লী।

প্রাজাপত্যা—প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে সর্ব্বস্বদানস্বরূপ যজ্ঞবিশেষ। প্রজাপতি শব্দ +ষ্ণ্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রাজেশ—রোহিণী নক্ষত্র। প্রজেশ+ষ্ণ দেবতার্থে। সং ; ক্লী।

প্রাজ্ঞ—১। বিজ্ঞ ; নিপুণ, কুশল ; চতুর ; দক্ষ। প্রজ্ঞ শব্দ+ষ্ণ ; কিংবা, প্র−অ জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রাজ্ঞী, প্রাজ্ঞা। বি প্রাজ্ঞতা। ২। পণ্ডিত। প্রজ্ঞা+ষ্ণ। সং ; পু।

প্রাজ্ঞা—১। বিজ্ঞা, জ্ঞানবতী, বুদ্ধিমতী। প্রাজ্ঞ দেখ ; প্রাজ্ঞ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বুদ্ধি। প্র−আ−জ্ঞা (জানা)+ড ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রাজ্ঞী—১। পণ্ডিতের ভার্য্যা। প্রাজ্ঞ (পণ্ডিত) +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। জ্ঞানবতী, বুদ্ধিমতী। বিণ ; স্ত্রী।

প্রাজ্য—১। প্রচুর, প্রভূত। প্র−অন্জ্ (গমন করা)+ক্যপ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী। প্রাজ্যা। ২। প্রকৃষ্ট ঘৃত। প্র (প্রকৃষ্ট) যে আজ্য (ঘৃত), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রাঞ্জল—সরল, সুখবোধ্য, সহজ ; সুখসেব্য ; উজ্জ্বল ; নির্ম্মল। প্র−অন্জ্ (গমন করা) +অলচ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −লা।

প্রাঞ্জলি—বদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) কৃত অঞ্জলি যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রাড়্বিবাক, প্রাড়্বিবেক—রাজ্যের প্রধান বিচারপতি, চিফ্‌জজ্ (Chief Justice), ব্যবহারদর্শী। প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা)+ ক্বিপ্ ক=প্রাট্ (জিজ্ঞাসাকারী), তদুত্তরে বি−বচ্ (বলা), পক্ষান্তরে বিচ্ (পৃথক্ করা), +ঘঞ্ ক। সং ; পু।

প্রাণ—জীবন ; ব্রহ্মা ; হৃদয়স্থ বায়ু ; বল ; বায়ু ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,—দেহস্থ এই পঞ্চ বায়ু। প্র−অন্ (বাঁচা)+অল্ ণ। সং ; পু।

প্রাণক—প্রাণী, বস্ত্র ; বৃক্ষবিশেষ। প্র−অন্ (বাঁচা)+ণক ক। সং ; পু।

প্রাণকান্ত—প্রাণনাথ, পতি, ভর্ত্তা ; নায়ক, প্রণয়ী। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণকৃষ্ণ—প্রাণতুল্য বা প্রাণাধিক শ্রীকৃষ্ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাণঘাতক—জীবননাশক, মৃত্যুজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −ঘাতিকা।

প্রাণচ্ছিৎ (−ছিদ্)—প্রাণঘাতক, জীবননাশক। প্রাণ−ছিদ্+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রাণত্যাগ—জীবনবিসর্জ্জন, মরণ, মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণথ—তীর্থ ; প্রজাপতি ; বায়ু। প্র−অন্ (বাঁচা)+অথ সংজ্ঞার্থে। সং ; পু।

প্রাণদ—১। জীবনদায়ক। প্রাণ−দা (দেওয়া) +ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রাণদা। ২। রক্ত ; জল। সং ; ক্লী।

প্রাণদণ্ড—জীবননাশরূপ শাস্তি ; মৃত্যুদণ্ড, বধ। প্রাণনাশ রূপ দণ্ড, ষষ্ঠী কর্ম্মধা ; অথবা প্রাণের দণ্ড (নিগ্রহ), ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণদা—১। জীবনদায়িকা। প্রাণদ দেখ। প্রাণদ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। হরীতকী। সং ; স্ত্রী।

প্রাণধন—প্রাণের ধনস্বরূপ, জীবনের অতিপ্রিয়। প্রাণের ধন (ধনসদৃশ), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রাণন—১। জীবনধারণ, বাঁচিয়া থাকা। প্র−অন্ (বাঁচা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। গলদেশ। প্র−অন্+অন ণ। সং ; পু।

প্রাণনাথ—ভর্ত্তা, পতি। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণনাশ—জীবনহানি, মৃত্যু ; বধ ; হত্যা। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণনিগ্রহ—প্রাণায়াম। বহু। সং ; পু।

প্রাণপণ—জীবনপণ, জীবন দিয়াও কার্য্যসিদ্ধি করিবার সঙ্কল্প। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণপণে—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, জীবন যায় তাহাও স্বীকার করিয়া, যথাশক্তি ; সাধ্যমত। প্রাণ হইয়াছে পণ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

প্রাণপতি—প্রাণাধিক প্রিয় ; ভর্ত্তা। প্রাণ-তুল্য প্রিয় পতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাণপাত—জীবনত্যাগ, মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণপ্রতিম—জীবনতুল্য, প্রাণের ন্যায় প্রিয়। প্রাণের প্রতিম (তুল্য)। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রাণপ্রতিমা।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—দেবপ্রতিমায় জীবনসঞ্চরণ বা তাহার কল্পনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রাণপ্রদ—জীবনদায়ক। উপ ; প্রাণ−প্র−দা +ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রাণপ্রদা।

প্রাণপ্রিয়—প্রাণতুল্য প্রীতিভাজন, জীবনাধিক ভালবাসার পাত্র (পুত্র কন্যা স্বামী প্রভৃতি)। প্রাণসম বা প্রাণাধিক প্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রাণপ্রিয়া।

প্রাণবঁধু—জীবনবন্ধু, সখা ; প্রাণতুল্য প্রিয় প্রণয়ী। বঁধু—দেশজ শব্দ, বন্ধু শব্দের অপভ্রংশ। [+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রাণভৃৎ—প্রাণী। প্রাণ শব্দ−ভৃ (ধারণ করা)

প্রাণময়—জীবনযুক্ত, সজীব, জীবন্ত ; জীবনাত্মক। প্রাণ শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী প্রাণময়ী। [কোষ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাণময়কোষ—পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত

প্রাণযাত্রা—জীবনযাত্রা, জীবিকা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রাণবল্লভ—১। প্রাণপ্রিয়। ষষ্ঠী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। ২। কেশাধিকারে ঔষধবিশেষ। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাণবায়ু—প্রাণ দেখ। প্রাণ-নামক বায়ু, ষষ্ঠী

প্রাণবিনাশ—জীবননাশ, বধ, বিনাশ, হত্যা। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণবিয়োগ—মৃত্যু, মরণ। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণবিসর্জ্জন—জীবনত্যাগ, মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণসংযম—প্রাণবায়ুর নিরোধ, প্রাণায়াম।

প্রাণসংশয়—১। জীবননাশের আশঙ্কা, প্রাণ যাইবার ভয়। প্রাণের সংশয়, ৬তৎ। সং ; পু। ২। জীবননাশের আশঙ্কাযুক্ত, প্রাণসঙ্কট। প্রাণের সংশয় আছে যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −শয়া। [সং ; পু।

প্রাণসংহার—জীবনবিনাশ, হত্যা। ৬তৎ।

প্রাণসংহারক—জীবননাশক, প্রাণঘাতক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, −হারিকা।

প্রাণসঙ্কট—১। জীবনের বিপদ্। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। প্রাণসংশয়, জীবননাশের আশঙ্কান্বিত। প্রাণের সঙ্কট যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রাণসদ্ম (−সদ্মন্)—দেহ, শরীর। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [স্ত্রী, -সমা।

প্রাণসম—জীবনতুল্য। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রাণসমা—১। জীবনতুল্যা। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। পত্নী, জায়া। সং ; স্ত্রী।

প্রাণসমান—জীবনতুল্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রাণহন্—প্রাণহা দেখ।

প্রাণহন্তা (—হন্তৃ)—জীবননাশক, সংহারক, ঘাতুক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—হন্ত্রী।

প্রাণহা (—হন্)—জীবননাশক; প্রাণান্তকর, মারাত্মক,সাংঘাতিক। উপ; প্রাণ—হন+ কিপ্ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী।

প্রাণা—পক্ষিণীবিশেষ, অরুণ ও গরুড়ের শ্বশ্রূ। সং; স্ত্রী। [(নাগ), ৬তৎ। সং; পু।

প্রাণাত্যয়—জীবনান্ত, মৃত্যু। প্রাণের অত্যয়

প্রাণাধিক—জীবনাধিক, জীবন অপেক্ষা প্রিয়। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাণাধিকা।

প্রাণাধিনাথ—পতি, ভর্ত্তা। ৬তৎ। সং; পু।

প্রাণান্ত—মৃত্যু, মরণ। প্রাণের (জীবনের) অন্ত (শেষ), ৬তৎ। সং; পু।

প্রাণান্তকর—জীবননাশক, মৃত্যুদায়ক। প্রাণান্ত —কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাণান্তকরী।

প্রাণান্তপণ—মরণপর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা, কোন কার্য্য সাধন করিতে যদি প্রাণ যায় তথাপি তাহা সাধন করিব এই রূপ দৃঢ়সঙ্কল্প। কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রাণান্তপরিচ্ছেদ—মৃত্যুপর্য্যন্ত সীমা; কষ্টের এক শেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রাণান্তিক—প্রাণনাশক। প্রাণের অন্তিক (ছেদক), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রাণাপান—প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু [প্রাণ দেখ]; অশ্বিনীকুমারদ্বয়। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

প্রাণায়াম—নাসিকার দ্বারা বায়ুর পূরণ, রোধ ও রেচনরূপ ব্যাপার। প্রাণ শব্দ—আ—যম্ (সংযত করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

প্রাণিঘাতক—জীবহত্যাকারী, কসাই, ব্যাধ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ঘাতিকা।

প্রাণিঘাতন—জীবহত্যা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রাণিজগৎ—জীবজগৎ, সমগ্র জীব-সৃষ্টি, সমস্ত জীবজন্তু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রাণিত—প্রাণসঞ্চারিত, বাঁচান। প্র—ণিজন্ত অন্ (বাঁচান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা প্রাণিসমূহের আকার—প্রকার—স্বভাবাদি জানা যায় (Zoology)। মধ্যপদ কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ—জীবজন্তুসকলের স্বরূপবিষয়ে জ্ঞানবান্। উপ; প্রাণিতত্ত্ব—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জ্ঞা।• [কর্ত্তান। সং; ক্লী।

প্রাণিদ্যূত—পণ রাখিয়া মেষ কুক্কুটাদির যুদ্ধ

প্রাণিবিদ্যা—প্রাণিতত্ত্ব দেখ।

প্রাণিবিদ্যাবিৎ (—বিদ্) প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ, জীবতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানবান্। প্রাণিবিদ্যা—বিদ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

প্রাণিবৃত্তান্ত—জীবজন্তুসমূহের বিবরণ। ৬তৎ।

প্রাণিহিংসা—জীবহিংসা, জীবের অনিষ্টচেষ্টা, জীবের জীবননাশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রাণী (প্রাণিন্)—১। প্রাণবিশিষ্ট; সজীব, জীবিত। প্রাণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা প্র—অন্ (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রাণিনী। ২। জীব, জন্তু। সং; পু।

প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর—জীবিতেশ, পতি, ভর্ত্তা। প্রাণের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

প্রাণেশা—প্রিয়া, ভার্য্যা। প্রাণেশ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রাণেশ্বরী—প্রিয়া, ভার্য্যা। প্রাণের ঈশ্বরী,

প্রাতঃ (প্রাতর্)—প্রভাত, দিনারম্ভ। প্র—অত (গমন করা)+অর্ অধি। ব্য।

প্রাতঃকাল, প্রাতঃসময়—দিনের প্রথম সময়, সকালবেলা। সং; পু।

প্রাতঃকৃত্য—প্রাভাতিক কার্য্য, প্রাতঃকালে করণীয় কর্ম্ম, যথা—হস্তমুখ-প্রক্ষালন,প্রাতঃসন্ধ্যা প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রাতঃক্রিয়া—প্রাতঃকৃত্য, প্রাভাতিক কার্য্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রাতঃসন্ধ্যা—পূর্ব্বসন্ধ্যা, প্রত্যুষ; প্রাতঃকালে উপাস্য সন্ধ্যা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রাতঃস্নান—প্রভাতকালে স্নান, অরুণোদয় কালে স্নান করা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

প্রাতঃস্নায়ী(—স্নায়িন্)—প্রভাতকালে স্নানকারী, যে নিত্য অরুণোদয়ে স্নান করে। প্রাতঃ—স্না+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—স্নায়িনী।

প্রাতঃস্মরণীয়—প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রাতরাশ—প্রাতঃকালীন ভোজন (Breakfast)। প্রাতর্—অশ (ভোজন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রাতরাহ্নিক—প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনা। মধ্যপদ

প্রাতর্গেয়—১। বন্দী, স্তুতিপাঠক। প্রাতঃ (সকালে) গেয় (গান) যাহার, বহু। সং; পু। ২। প্রাতঃকালে গানযোগ্য। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাতর্গেয়া।

প্রাতর্বাক্য—প্রথম কথা। দেশজ শব্দ [কাহাকেও অভিশাপ দিবার সময়ে লোকে এই শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে]।

প্রাতিকূলিক—প্রতিকূলে বর্ত্তমান; প্রতিকূলবর্ত্তী। প্রতিকূল+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাতিপদিক—বিভক্তিশূন্য ব্যক্তিবাচক বা বিশেষণবাচক শব্দ, লিঙ্গ, নাম; অগ্নি। প্রতিপদ (প্রত্যেক পদ)+ষ্ণিক। সং; ক্লী।

প্রাতিভাব্য—প্রতিভূরূপে প্রদেয় অর্থাদি, জামানত, জামিন হওয়া। প্রতিভূ (জামিন) +ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাতিলোম্য—বৈপরীত্য, বিপর্য্যয়। প্রতিলোম (বিপরীত)+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাতিশাখ্য—বেদশাখাসম্বন্ধীয় ব্যাকরণবিশেষ। ইহা শৌনকাদি ঋষি বিরচিত; ঋক্প্রাতিশাখ্য, সামপ্রাতিশাখ্য, যজুঃপ্রাতিশাখ্য। এইগুলি পাঠ করিলে বৈদিক ব্যাকরণ বুঝা যায়। প্রতিশাখা (প্রত্যেক শাখা)+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

প্রাতিহারক, প্রাতিহারিক—১। প্রতিহারীর কর্ম্ম। সং; ক্লী। ২। মায়াবী। প্রতিহার শব্দ+যথাক্রমে কণ্ ও ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাত্যয়িক—১। প্রত্যয়সম্বন্ধীয়; প্রত্যয়শীল, বিশ্বস্ত। প্রত্যয়+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। প্রতিভূ, জামিন। সং; পু।

প্রাত্যহিক—দৈনিক, আহ্নিক, দৈনন্দিন। প্রত্যহ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাত্যহিকী।

প্রাথমিক—প্রথমকালীন, আদ্য, প্রথমকৃত। প্রথম+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাথমিকী।

প্রাথম্য—প্রথমত্ব; আদ্যত্ব। প্রথম+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাদি—প্র, পরা প্রভৃতি বিংশতিটি উপসর্গ। প্র হইয়াছে আদি যাহাদের, বহু। সং; পু।

প্রাদুঃ, প্রাদুস্—প্রকাশ; প্রকাশ; বৃদ্ধি। নাম; সদ্য; সম্প্রতি। প্র—অদ (ভক্ষণ করা)+উস্ ভ বা।

প্রাদুর্ভাব—আবির্ভাব, প্রথম প্রকাশ; প্রাবল্য। প্রাদুস্—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রাদুর্ভূত—আবির্ভূত, প্রকাশিত। প্রাদুস্ শব্দ—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রাদেশ—১। বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী পরিমাণ, হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তৎপরবর্ত্তী অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যে পরিমাণ হয়। প্র—আ—দিশ (আদেশ করা)+অল্ ভা। ২। দেশ। প্রদেশ। সং; পু।

প্রাদেশন—দান; অর্পণ। প্র—আ—দিশ (দেওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রাদেশিক—প্রদেশসম্বন্ধীয়, প্রদেশজাত। প্রদেশ +ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

প্রাদেশিকতা—প্রদেশবিশেষে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার। প্রাদেশিক+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

প্রাদোষিক—প্রদোষসম্বন্ধীয়, প্রদোষজাত। প্রদোষ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রদোষিকী।

প্রাধা—দক্ষরাজের অন্যতম কন্যা। মহর্ষি কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভে অপ্সরাদিগের জন্ম। সং; স্ত্রী।

প্রাধান্য—শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ, প্রভুত্ব, আধিপত্য। প্রধান শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাধ্যয়ন—সম্যক্ অধ্যয়ন; বেদপাঠ। প্র (সম্যক্) অধ্যয়ন, প্রাদি। সং; ক্লী।

প্রাধ্ব—১। প্রকৃষ্ট পথ; সৎপথ; রথাদি। প্র অধ্বন্ (পথ)+অ। সং; পু। ২। পথগামী; বদ্ধ; নম্র। প্র (প্রগত) অধ্বানকে

(পথকে), ২তৎ। বিণ; ত্রি। ৩। অনুকূল বা। [অন্ত,কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রান্ত—অন্তভাগ; শেষসীমা। প্র (প্রকৃষ্ট) যে

প্রান্তর—বৃক্ষজলাদিশূন্য দূর পথ, মাঠ; বন; কোটর। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে অন্তর (অন্তর্বর্ত্তী স্থান) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

প্রান্তবর্ত্তী (–বর্ত্তিন্)—প্রান্তস্থিত, শেষভাগে অবস্থিত। প্রান্ত–বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রান্তবর্ত্তিনী।

প্রান্তস্থ, প্রান্তস্থিত—শেষভাগে অবস্থিত, প্রান্তবর্ত্তী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রাপক—১। অধিগন্তা, পায় যে এরূপ। প্র–আপ্ (পাওয়া)+ণক ক। ২। অধিগমক, পাওয়ায় যে এরূপ। প্র–ণিজন্ত আপ্-আপি (পাওয়ান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাপিকা।

প্রাপণ—১। প্রাপ্তি, পাওয়া; সম্যক্ ব্যাপ্তি। প্র–আপ্ (পাওয়া)+অনট্ ভা। ২। ব্যাপ্ত করান; পাওয়ান। প্র–ণিজন্ত আপ্ (পাওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রাপণিক—বাণিজ্যকারী, ব্যবসায়ী; বণিক্। প্র (প্রকৃষ্ট) যে (আপণিক), নিত্য। বিণ; ত্রি।

প্রাপণীয়—প্রাপ্য, প্রাপ্তব্য, লভ্য। প্র–আপ্+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–নীয়া।

প্রাপিত—অধিগমিত; নীত; গ্রাহিত। প্র–ণিজন্ত আপ্ বা আপি (পাওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাপিতা।

প্রাপ্ত—১। লব্ধ, অধিগত, যাহা পাওয়া গিয়াছে এরূপ; প্রস্থাপিত। প্র–আপ্ (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। ২। যে পাইয়াছে; উপনীত, উপস্থিত। প্র–আপ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রাপ্তকাল—১। আসন্নমৃত্যু, যাহার মরণকাল উপস্থিত হইয়াছে এরূপ। প্রাপ্ত (উপস্থিত) হইয়াছে কাল যাহার, বহু। ২। প্রাপ্তাবসর। প্রাপ্ত হইয়াছে কাল যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাপ্তকালা।

প্রাপ্তপঞ্চত্ব—পঞ্চত্বপ্রাপ্ত, গতায়ু, মৃত। প্রাপ্ত পঞ্চত্ব যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রাপ্তযৌবন—লব্ধ-যৌবন, যুবাবস্থায় উপনীত, তরুণবয়স্ক। প্রাপ্ত যৌবন যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রাপ্তরূপ—রূপবান্, সুরূপ, রমণীয়, সুন্দর, মনোহর; পণ্ডিত; বিজ্ঞ; উচিত। প্রাপ্ত হইয়াছে রূপ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রাপ্তবয়স্—প্রাপ্তবয়াঃ দেখ।

প্রাপ্তবয়স্ক—প্রাপ্তব্যবহার, সাবালক। প্রাপ্ত হইয়াছে বয়ঃ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রাপ্তবয়াঃ (–বয়স্)—প্রাপ্তবয়স্ক, উপযুক্ত বয়সে উপনীত, প্রাপ্তব্যবহার, সাবালক। প্রাপ্ত বয়ঃ যৎকর্ত্তৃক,বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

প্রাপ্তব্য—প্রাপ্তিযোগ্য, প্রাপ্য, লভ্য। প্র–আপ (পাওয়া)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রাপ্তব্যবহার—প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। প্রাপ্ত হইয়াছে ব্যবহার যৎকর্ত্তৃক,বহু। বিণ; ত্রি।

প্রাপ্তি—অধিগম, লাভ, পাওয়া; বৃদ্ধি; অনুমিতি; উদয়, উপস্থিতি; সংহতি। প্র–আপ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রাপ্য—প্রাপণীয়, প্রাপ্তিযোগ্য; লভ্য; গম্য। প্র–আপ (পাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রাবল্য—প্রবলতা, বলবত্তা; প্রচণ্ডতা; উৎকটতা; শক্তি; প্রভাব। প্রবল+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাভাকর—মীমাংসকবিশেষ। সং; পু।

প্রাভাতিক—প্রভাতকালীন, প্রাতঃকালীন। প্রভাত+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–কী।

প্রাভৃত—উপঢৌকনসামগ্রী; নৈবেদ্য। প্র–আ–ভৃ (পোষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী।

প্রামাণিক—১। প্রামাণসিদ্ধ; বিশ্বাস্য; সম্মানার্হ; পরিচ্ছেদক। প্রমাণ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রামাণিকী। ২। অধ্যক্ষ; পণ্ডিত; বিজ্ঞ। সং; পু। ৩। নাপিত; মণ্ডল; দেশজ্ঞ। সং।

প্রামাণ্য—১। প্রমাণতা; বিশ্বস্ততা। প্রমাণ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী। ২। প্রামাণিক, প্রমাণসিদ্ধ; বলবৎ। দেশজ্ঞ। বিণ।

প্রামাদিক—প্রমাদসম্ভূত; অনবধানতাজনিত। প্রমাদ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রামাদিকী।

প্রায়—১। মৃত্যু; ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশন-মৃত্যু; অনশন, উপবাস; বাহুল্য। প্র–ই বা অয় (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য; অধিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রায়া।

প্রায়ঃ (প্রায়স্)—বাহুল্য। প্র–ই বা অয় (গমন করা)+অস্ ভা। বা।

প্রায়শঃ (–শস্)—বাহুল্যরূপে; সদাসর্ব্বদা; সচরাচর। প্রায়ঃ (বাহুল্য)+শস্। বা।

প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তি—পাপক্ষয়সাধন কর্ম্ম। প্রায়স্ (এখানে তপস্যা)–চিত্ (বোধ করা)+যথাক্রমে ক্ত ও ক্তি ভা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

"প্রায়োনাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্॥"

প্রায়ঃ শব্দের অর্থ তপঃ অর্থাৎ তপস্যা এবং চিত্ত শব্দের অর্থ নিশ্চয়; নিশ্চয়সংযুক্ত অর্থাৎ পাপক্ষয়সাধনবিষয়ে নিশ্চিত তপস্যাই প্রায়শ্চিত্ত নামে অভিহিত।

প্রায়শ্চিত্তবিধি—প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। বহু। সং; ক্লী।

প্রায়শ্চিত্তবিধি—প্রায়শ্চিত্তের বিধান, কোন্ পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত তাহার ব্যবস্থা। ৬তৎ। সং; পু।

প্রায়শ্চিত্তার্হ—প্রায়শ্চিত্তযোগ্য, প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত। প্রায়শ্চিত্তের অর্হ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রায়শ্চিত্তী (–ত্তিন্)—প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তি। প্রায়শ্চিত্ত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

প্রায়োদ্বীপ—উপদ্বীপ (Peninsula)। প্রায়ঃ (বাহুল্যরূপে) যে দ্বীপ, সুপ্সুপেতি। সং; পু।

প্রায়োপবিষ্ট—ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশনে মরণার্থ কৃতোপবেশন, যে অনাহারে মরিবার ইচ্ছায় বসিয়া আছে। প্রায়ের নিমিত্ত উপবিষ্ট, ৪তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–বিষ্টা।

প্রায়োপবেশ—প্রায়োপবেশন (তাহা দেখ)। প্রায়ের নিমিত্ত উপবেশ, ৪তৎ। সং; পু।

প্রায়োপবেশন—সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক অনশনে অবস্থিতি; ব্রতাবেশেষ, ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশনে মরিবার নিমিত্ত বসা। প্রায়ের নিমিত্ত উপবেশন (বসা), ৪তৎ। সং; ক্লী।

প্রায়োপবেশিকা—প্রায়োপবেশন। প্রায়োপবেশ+কণ্ স্বার্থে+আপ। সং; স্ত্রী।

প্রারব্ধ, প্রারব্ধি—১। প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ, কৃতারম্ভ, যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে। প্র–আ–রভ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পূর্ব্বজন্মের হেতুভূত অদৃষ্ট। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) আরব্ধ, সুপ্সুপেতি। সং; ক্লী।

প্রারম্ভ—১। কার্য্য। প্র–আ–রভ+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। আরম্ভ, উপক্রম, সূত্রপাত। প্র–আ–রভ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ৩। সৎকার্য্যকারী। প্র (প্রকৃষ্ট) আরম্ভ (কার্য্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রার্ণ—১। অধিক ঋণ। প্র (অধিক) যে ঋণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অধিক-ঋণযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রার্ণা।

প্রার্থক—প্রার্থনাকারী, যাচক। প্র–অর্থ্ (যাচ্ঞা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

প্রার্থন—প্রার্থনা (সকল অর্থে)। প্র–অর্থ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রার্থনা—যাচ্ঞা; চাওয়া; মুদ্রাবিশেষ, গর্ভাঙ্গবিশেষ; আক্রমণ; অবরোধ; অভিমান; হিংসা। প্র–অর্থ্ (যাচ্ঞা করা)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রার্থনীয়—১। প্রার্থনা করিবার যোগ্য, যাচনীয়। প্র–অর্থ্ (চাওয়া)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। দ্বাপরযুগ। সং; ক্লী।

প্রার্থয়িতব্য—প্রার্থনীয়, বাঞ্ছনীয়। প্র–অর্থি (যাচ্ঞা করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রার্থয়িতা (–য়িতৃ)—প্রার্থনাকারী, প্রার্থক, যাচক। প্র–অর্থি (যাচ্ঞা করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রার্থয়িত্রী।

প্রার্থী (প্রার্থিন্)—প্রার্থনাকারী, প্রার্থক,

-যাচক; আবেদক, দরখাস্তকারী। প্র—অর্থ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রার্থিনী।

প্রালব্ধ—প্রারব্ধ দেখ।

প্রালম্ব, প্রালম্বিকা—হারবিশেষ, সরল লম্বমান মাল্য। প্র—আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া) +অন্ ক, ২য় পক্ষে তদ্ধিতত্তরে কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রালেয়—হিম, শিশির। প্র—আ—লী (লয় পাওয়া)+য ক, অথবা প্রলয় (পর্বত) +ফেয় ভবার্থে। সং; ক্লী।

প্রালেয়াংশু—হিমাংশু, চন্দ্র। বহু। সং; পু।

প্রাবণ—খনিত্র, খন্তা। প্র—আ—বন্ (সংলগ্ন হওয়া)+খ ণ। সং; ক্লী।

প্রাবর—প্রাকার, প্রাচীর, বৃতি, বেড়া। প্র—আ—বৃ (বেষ্টন করা)+অল্ ণ। সং; পু।

প্রাবরণ—প্রাবার (তাহা দেখ)। প্র—আ—বৃ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

প্রাবার—আবরণ বস্ত্র; উত্তরীয় বস্ত্র, উড়ানী বা ওড়না। প্র—আ—বৃ (আবরণ করা) +ঘঞ্ ণ। সং; পু।

প্রাবাসিক—প্রবাসসম্বন্ধীয়; প্রবাসজাত; প্রবাসযোগ্য। প্রবাস+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাবাসিকী।

প্রাবীণ্য—প্রবীণতা; পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য। প্রবীণ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

প্রাবৃট্ (প্রাবৃষ্)—বর্ষাকাল, শ্রাবণ ও ভাদ্র-মাস। প্র—আ—বৃষ্+ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

প্রাবৃড়ত্যয়—শরৎ। প্রাবৃটের অত্যয় হয় যাহাতে (প্রাবৃট্+অত্যয়), বহু। সং; পু।

প্রাবৃত—সম্যক্ আবৃত, বেষ্টিত, আচ্ছাদিত। প্র—আ—বৃ (ঘেরা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রাবৃতি—আবরণ; বেড়া। প্র—আ—বৃ (ঘেরা)+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

প্রাবৃষা—বর্ষাকাল। প্র—আ—বৃষ (বর্ষণ হওয়া) +ক্বিপ্ অধি+আপ্। স্বং; স্ত্রী।

প্রাবৃষিক—১। বর্ষাকালভব। প্রাবৃষ্+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাবৃষিকী। ২। ময়ূর। সং; পু।

প্রাবৃষেণ্য—১। কদম্ব বৃক্ষ। প্রাবৃষ+এণ্য ভবার্থে। সং; পু। ২। বর্ষাকালীন; প্রচুর। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাবৃষেণ্যা।

প্রাবৃষ্য—১। বর্ষাকালভব। প্রাবৃষ্+ষ্য। বিণ; ত্রি। ২। কুটজবৃক্ষ; ধারাকদম্ব; বিকঙ্কত। সং; পু। ৩। বৈদূর্য মণি। সং; ক্লী।

প্রাশ—ভক্ষণ, ভোজন। প্র—অশ্+অল্ ভা। সং; পু।

প্রাশন—আহার, ভোজন। প্র—অশ্ (ভোজন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রাশস্ত্য—প্রশস্ততা; প্রশংসনীয়তা; উৎকৃষ্টতা, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা; বিস্তার, বিস্তৃতি। প্রশস্ত+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

প্রাশিত—১। ভক্ষিত, ভুক্ত। প্র—অশ্ (ভোজন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাশিতা। ২। পিতৃযজ্ঞ। সং; ক্লী।

প্রাশ্নিক—১। প্রশ্ন শ্রবণপূর্বক মীমাংসক; প্রশ্নকারী। প্রশ্ন+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাশ্নিকী। ২। সভাসৎ, সভ্য। সং; পু।

প্রাস—ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ, কুন্ত, শড়কি, কোঁচ। প্র—অস্+অল্ র্ম। সং; পু।

প্রাসঙ্গ—শিক্ষণীয় বৃষাদির স্কন্ধস্থ যুগকাষ্ঠবিশেষ, জোয়াল। প্র—আ—সন্‌জ+ঘঞ্। সং; পু।

প্রাসঙ্গিক—প্রসঙ্গক্রমে আগত; সম্পৃক্ত, সম্পর্কীয় (Relevant)। প্রসঙ্গ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাসঙ্গিকী।

প্রাসাদ—দেবতার ইষ্টকালয়; সুবৃহৎ অট্টালিকা; রাজহর্ম্য। প্র—আ—সদ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

প্রাসাদকুক্কুট—কপোত, পারাবত। ৬তৎ।

প্রাসাদশিখর—হর্ম্যশীর্ষ, অট্টালিকার চূড়া বা উপরিভাগ। ৬তৎ। সং; পু।

প্রাসিক—প্রাসায়ুধধারী, কৌন্তিক, শড়কীওয়ালা; প্রাসসম্বন্ধীয়। প্রাস+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাস্থানিক—প্রস্থানকালোচিত। প্রস্থান+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাস্থানিকী।

প্রাহরিক—১। প্রহরসম্বন্ধীয়; প্রহরব্যাপী। প্রহর+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাহরিকী। ২। প্রহরী। সং; পু।

প্রাহসনিক—প্রহসন সম্বন্ধীয়; প্রহসনের অভিনেতা। প্রহসন+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাহসনিকী।

প্রাহ্ণ—পূর্বাহ্ণ, দিবসের আদিভাগ। অহনের প্র অর্থাৎ পূর্ব্ব, নিত্য। সং; পু।

প্রাহ্ণে—দিবসের আদিভাগে, পূর্বাহ্ণে। বা।

প্রাহ্ণেতন—পূর্বাহ্ণ সম্বন্ধীয়। প্রাহ্ণে+ট্যন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রাহ্ণেতনী।

প্রাহ্ণেতমাম্, প্রাহ্ণেতরাম্—অতি প্রত্যুষে। প্রাহ্ণে+তমাম্, তরাম্। বা।

প্রিণ্টার—মুদ্রাকর। ইং (Printer)। সং।

প্রিন্সিপাল—প্রধান ব্যক্তি, অধ্যক্ষ। ইং (Principal)। সং।

প্রিন্সেপ জেমস্ (James Prinsep)—জন্ম ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সহকারী 'এসে মাষ্টার' স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেনারস মিন্টের এসে মাষ্টারের কার্য্য করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা মিন্টের ডেপুটী এসে মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন, এবং ১৮৩২ হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত মিন্টের এসে মাষ্টারের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইনি অত্যধিক পরিশ্রম জন্য মস্তিষ্কের তরলতা রোগে দেহত্যাগ করেন (১৮৪০ খ্রী: ২২শে এপ্রেল)। বেনারসে একটী নূতন টাঁকশাল, গির্জ্জা ও কর্মনাশা নদীর উপর একটী সেতু ইনিই নির্ম্মাণ করেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী স্বরূপে কার্য্য করেন এবং সভার আলোচ্য বিষয়ের অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন। একাধারে ইনি রসায়নশাস্ত্রবিৎ, খনিজতত্ত্বজ্ঞ, মুদ্রাতত্ত্ববিৎ ও বায়ুতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। অশোকের অনেক শিলালিপি ইনি পাঠ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রিন্সেপের ঘাট ইঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থে নির্ম্মিত হয়। ইঁহারই এক ভ্রাতুষ্পুত্র (স্যার টোবী প্রিন্সেপ) বহুদিন যাবৎ কলিকাতা হাইকোর্টের জজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে অবসর গ্রহণ করেন। স্যার টোবী প্রিন্সেপই হেলীবরী কলেজে শিক্ষিত শেষ ভারতবর্ষীয় সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী।

প্রিয়—১। প্রীতিভাজন, ভালবাসার পাত্র; প্রীতিকর; রম্য। প্রী+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রিয়া। ২। পতি, স্বামী; মৃগবিশেষ। সং; পু।

প্রিয়ংবদ—১। প্রিয়বাদী, প্রীতিজনক বাক্য-কথক, হিতভাষী। উপ; প্রিয়—বদ (বলা) +খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রিয়ংবদা। ২। গন্ধর্ববিশেষ; খেচর। সং; পু।

প্রিয়ক—চিত্রমৃগ; কদম্ববৃক্ষ; প্রিয়ঙ্গু; ভ্রমর; কুঙ্কুম। প্রিয় শব্দ+কন্। সং; পু।

প্রিয়কার—প্রীতিজনক কর্মকর্তা, প্রিয়কারক; অনুকূল। উপ; প্রিয় শব্দ—কৃ (করা)+অণ্ ক। বিণ; ত্রি।

প্রিয়কারী (—রিন্)—প্রীতিকর কার্য্যসম্পাদক, হিতকারী, অনুকূল। উপ; প্রিয়—কৃ (করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —রিণী।

প্রিয়কৃৎ—১। প্রিয়কারী, হিতকারী। উপ; প্রিয়—কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

প্রিয়ঙ্কর—প্রিয়কারী, হিতকারক। প্রিয়—কৃ (করা)+খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —রী।

প্রিয়ঙ্করী—১। প্রিয়কারিণী। প্রিয়ঙ্কর দেখ; প্রিয়ঙ্কর+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বৃহজ্জীবন্তী; অশ্বগন্ধা; শ্বেতকণ্টকারী। সং; স্ত্রী।

প্রিয়ঙ্গু—ফালনীলতা, শ্যামালতা; পিপুল। প্রিয়—গম (যাওয়া)+কু ক। সং; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষা—প্রীতিজনক কার্য্য করিবার ইচ্ছা, হিতৈষা, উপচিকীর্ষা। প্রিয়—সনন্ত কৃ (চিকীর্ষ)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষু—প্রীতিকর কার্য্য করিতে ইচ্ছু,

হিতৈষী। প্রিয়—সনন্ত কৃ (=চিকীর্ষ)+উ ক। বিণ; ত্রি।

প্রিয়জন—প্রীতিভাজন ব্যক্তি, স্নেহাস্পদ; সুহৃৎ; প্রেমভাজন। কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রিয়তম—অতিশয় প্রিয়। প্রিয়+তম উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমা।

প্রিয়তর—উভয়ের মধ্যে অধিকতর প্রিয়। প্রিয় শব্দ+তর দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তরা।

প্রিয়তা, প্রিয়ত্ব—প্রীতিকরত্ব, প্রীতি, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, ভালবাসা। প্রিয়+তা, ত্ব ভাবে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রিয়তোষণ—১। প্রিয়জনের তুষ্টিজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তোষণা। ২। রতিবন্ধ-বিশেষ। সং; পু।

প্রিয়দর্শন—১। সুদৃশ্য, সুন্দর। প্রিয় (রম্য) দর্শন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—না। ২। শুকপক্ষী; ক্ষীরিকা বৃক্ষ। সং; পু।

প্রিয়নাথ ঘোষ—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। প্রিয়নাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কুচবিহারের লোকান্তরিত মহারাজ স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের শিক্ষক হইয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করেন। পরে ক্রমান্বয়ে পার্শনেল আসিষ্টাণ্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি, কার্য্যপটুতা ও সাধুতাগুণে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় দেওয়ানের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি,আই,ই মহোদয় অবসর গ্রহণ করিলে ইনি কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ইনি অনেক দিন এই রাজ্যে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার স্থানে ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র ব্যারিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র সেন দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রিয়নাথ কলিকাতার ইণ্ডিয়া ক্লাবের একজন প্রধান অনুষ্ঠাতা। ইঁহার যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে উক্ত ক্লাব উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত ইনি তিনবার বিলাত গিয়াছিলেন। ইনি একজন ফ্রিমেসন্ ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারি ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

প্রিয়নাথ সেন (ডাঃ)—১৮৭৪ খৃঃ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বগশা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দিননাথ সেন একজন সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। প্রিয়নাথ বাল্যকালে গ্রামের একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ করেন। তৎপরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮৯ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা বিভাগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৯১ খৃঃ তথা হইতে বিজ্ঞান শাস্ত্রে এফ, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "ডফবৃত্তি" প্রাপ্ত হন। অতঃপর বি,এ পরীক্ষায় সংস্কৃত ও প্রশংসার সহিত দর্শন শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার পূর্ব্বক "রাধাকান্ত" সুবর্ণমেডেল এবং "ঈশান বৃত্তি" লাভ করেন। প্রশংসার সহিত পাশ হইবার পর ইঁহার বিলাত গিয়া অধ্যয়ন করিবার জন্য রাজকীয় বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব হয়, কিন্তু ইনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে এম,এ পরীক্ষায়ও প্রথমস্থান প্রাপ্ত হন। ১৮৯৬ খৃঃ বিশেষ প্রশংসার সহিত বি, এল পরীক্ষায় পাশ করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ খৃঃ ইনি "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ আইন পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত পাশ করেন। ১৯০৫ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে "ডি এল্" উপাধি দান করেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রথিতনামা উকীল ছিলেন। জজদিগের নিকট বিদ্যাবুদ্ধি, তীক্ষ্ণ প্রতিভা, আইনতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির জন্য বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি হিন্দু আইন সম্বন্ধে "ঠাকুর-ল" আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, অধ্যাপনা সমাধা করিয়াছিলেন, কিন্তু বক্তৃতা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর তিনি "বি, এল" পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছিলেন। ইনি Faculty of Law and Board of Studies in Law সমিতির অতিরিক্ত সভ্য ছিলেন। ইনি বেদান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, অধিকন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রমতে "হিন্দু দর্শন শাস্ত্র"সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। ইনি 'কলিকাতা ল জার্ণেল' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। প্রিয়নাথ আমরণ নানা বিষয়ে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে বিশেষ শোকার্ত্ত হন। অবশেষে তিন সপ্তাহ কাল জ্বর ভোগ করিয়া ভবানীপুর নিজ ভবনে ১৯০৯ খৃঃ ১৭ই অক্টোবর ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ মাতাপিতা, তিন ভ্রাতা, বিধবা পত্নী, তিন পুত্র এবং একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রিয়পাত্র—প্রীতিভাজন, স্নেহাস্পদ। কর্ম্মধা। বিণ বা সং; ক্লী।

প্রিয়প্রায়ঃ (—য়স্)—প্রিয়বাক্য, চাটু। প্রায়োদ্বারা প্রিয়, সুপ্সুপেতি। সং; ক্লী।

প্রিয়প্রেপ্সু—ইষ্টার্থে উদ্যুক্ত; উৎসুক। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রিয়ভাষণ—১। প্রিয়বচন, প্রীতিজনক বাক্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। প্রিয়ভাষী, প্রিয়বাদী, প্রিয়ংবদ। প্রিয় ভাষণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভাষণা।

প্রিয়ভাষী (—ভাষিন্)—প্রিয়ংবদ, প্রীতিকর বাক্যকথক, মধুরবক্তা। উপ; প্রিয়—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ভাষিণী।

প্রিয়ভূমি—১। প্রীতিকর স্থান। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। প্রীতিপাত্র, স্নেহাস্পদ। বহু। বিণ; ত্রি।

প্রিয়মধু—বলরাম। প্রিয় হইয়াছে মধু (মদ্য) যাহার, বহু। সং; পু।

প্রিয়ম্বদ—১। প্রিয়ভাষী, মনোজ্ঞবক্তা। প্রিয়-বদ+খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রিয়ম্বদা। ২। খেচর; গন্ধর্ব্ব-বিশেষ। সং; পু।

প্রিয়ম্বদা—১। প্রিয়ভাষিণী। প্রিয়ম্বদ দেখ; প্রিয়ম্বদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শকুন্তলার সখী। মহাকবি কালিদাস তদীয় অভিজ্ঞান শকুন্তল কাব্যে ইহাকে ও ইহার সঙ্গিনী অনসূয়াকে মহারাজ দুষ্মন্তের সহিত আলাপসাধিকারূপে অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। স্ত্রী।

প্রিয়বাদী (—বাদিন্)—প্রিয়ভাষী, মিষ্টবক্তা। উপ; প্রিয় বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বাদিনী।

প্রিয়বিয়োগ—প্রিয়পাত্রের বিচ্ছেদ, প্রিয়পাত্রের মৃত্যু; প্রীতিকর বস্তুর নাশ। ৬তৎ। সং; পু। | ৬তৎ। সং; পু।

প্রিয়বিরহ—প্রিয়জনের বিচ্ছেদ, প্রিয়বিয়োগ।

প্রিয়ব্রত—স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্দ্দম-তনয়া কাম্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে তাহার গর্ভে ইঁহার দুই কন্যা ও দশ পুত্র হয়। প্রিয় হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। পু।

প্রিয়সখ—১। প্রিয়জনের মিত্র। প্রিয়ের সখা, ৬তৎ। ২। প্রীতিভাজন ও সুহৃৎ। প্রিয়ও যে সখাও সে, কর্ম্মধা। ৩। খদির। সং; পু।

প্রিয়সত্য—সুনৃত বাক্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রিয়সমাগম—প্রীতিভাজনদিগের আগমন বা সম্মিলন; নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার। ৬তৎ। সং; পু।

প্রিয়া—১। স্নেহপাত্রী। প্রিয় শব্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভার্য্যা। সং; স্ত্রী।

প্রিয়াম্বু—১। প্রীতিকারক সলিল, সুস্বাদু জল। কর্ম্মধা। ২। আম্রফল, আম। বহু। সং; ক্লী। ৩। আম্রবৃক্ষ, আমগাছ। সং; পুং।

প্রিয়াল—বৃক্ষবিশেষ, পিয়ালগাছ। প্রিয়—অল্ +অন্ ক। সং; পুং।

প্রী—১। প্রীতি। প্রী (প্রীত হওয়া)+কিপ্ ভা। ২। প্রথমা বিভক্তি। সং; স্ত্রী।

প্রীণ—প্রীত; তুষ্ট; পুরাতন। প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রীণা।

প্রীণন—তর্পণ, আচ্ছাদন; প্রীতকরণ। ণিজন্ত প্রী (প্রীত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রীণিত—তোষিত; তর্পিত। ণিজন্ত প্রী (তুষ্ট করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রীত—সন্তুষ্ট; তৃপ্ত; প্রীতিযুক্ত। প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রীতা।

প্রীতি—তৃপ্তি; প্রেম; ইচ্ছা; হর্ষ; সন্তোষ; আনন্দ; যোগবিশেষ। প্রী (প্রীত হওয়া) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রীতিকর—তৃপ্তিজনক; হর্ষোৎপাদক। উপ; প্রীতি (তৃপ্তি)—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী। [স্ত্রী,—দায়িকা।

প্রীতিদায়ক—প্রীতিজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রীতিনিলয়—প্রীতির আধার। ৬তৎ। সং; পুং।

প্রীতিপাত্র—আনন্দভাজন; প্রেমাস্পদ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [আনন্দময়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রীতিপূর্ণ—প্রেমপূর্ণ; ভালবাসা ভরা, স্নেহময়,

প্রীতিপ্রদ—প্রীতিদাতা, তৃপ্তিজনক। প্রীতি—প্র—দা+ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রীতিপ্রফুল্ল—প্রীতিহেতু উৎফুল্ল, অনুরাগ হেতু পুলকিত; হর্ষোৎফুল্ল। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রীতিভাজন—প্রণয়ভাজন, প্রীতির পাত্র, প্রেমাস্পদ। ৬তৎ। বিণ বা সং; ক্লী।

প্রীতিভোজ—আনন্দপ্রদ ভোজনোৎসব। মপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

প্রীতিমান্ (—মৎ)—প্রীতিযুক্ত; সন্তুষ্ট। প্রীতি +মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী,—মতী।

প্রীতিসূচক—সন্তোষব্যঞ্জক, আহ্লাদসূচক; ভালবাসা প্রকাশক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রীয়মাণ—যাহাকে প্রীত করা হইতেছে। প্রী+শানচ্ কর্ম। বিণ; ত্রি।

প্রুষ্ট—দগ্ধ, পোড়া। প্রুষ (পোড়ান)+ক্ত কর্ম বা ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রুষ্টা।

প্রেক্ষণ—১। সম্যক্ দর্শন। প্র—ঈক্ষ (দেখা) +অনট্ ভা। ২। চক্ষুঃ। প্র—ঈক্ষ+অনট্ ণ। সং; ক্লী। [অনীয় কর্ম। বিণ; ত্রি।

প্রেক্ষণীয়—সম্যক্ দর্শনীয়। প্র—ঈক্ষ (দেখা)+

প্রেক্ষা—দৃষ্টি; পর্য্যালোচনা; প্রজ্ঞা; বুদ্ধি; নৃত্যদর্শন। প্র—ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রেক্ষাগৃহ—পর্য্যবেক্ষণিকা, মানমন্দির; নাচঘর। প্রেক্ষার নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং; ক্লী।

প্রেক্ষাবান্ (—বৎ)—বুদ্ধিমান্। প্রেক্ষা (বুদ্ধি) +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী,—বতী।

প্রেক্ষিত—দৃষ্ট। প্র—ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত কর্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রেক্ষিতা।

প্রেঙ্খা—দোলা; পর্য্যটন; আন্দোলন; নৃত্য; অশ্বের গতিবিশেষ। প্র—ইঙ্গ+অল্ ভা +আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রেত—১। পিশাচ; নরকস্থ ব্যক্তি; ভূতবিশেষ। প্র—ই+ক্ত ক। সং; পুং। ২। মৃত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রেতা।

প্রেতকর্ম্ম, প্রেতকার্য্য, প্রেতকৃত্য—দাহসপিণ্ডীকরণাদি মৃতের কার্য্য; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। প্রেতের (মৃতের) নিমিত্ত কর্ম্ম, কার্য্য, কৃত্য, ৪তৎ। সং; ক্লী।

প্রেতগৃহ, প্রেতবন—শ্মশান, শবদাহস্থান, অধুনা গোরস্থানকেও বলা যায়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রেততর্পণ—মৃতের তৃপ্ত্যর্থে জলদান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রেতদেহ—মৃত্যুর পর জীব যে বায়বীয় দেহ প্রাপ্ত হয়। ৬তৎ। সং; পুং বা ক্লী।

প্রেতনদী—বৈতরণী নদী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রেতপক্ষ—গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ, ভাদ্রী পূর্ণিমা হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবস [ইহা পিতৃপক্ষ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে]। ৬তৎ। সং; পুং।

প্রেতপতি, প্রেতরাজ—শমন, যম। প্রেতগণের পতি বা রাজা, ৬তৎ। সং; পুং।

প্রেতপিণ্ড—মৃতের উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ড, বিশেষতঃ মরণকাল হইতে সাপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত যে পিণ্ড দেওয়া হয়। মপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

প্রেতপুর—যমালয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রেতমূর্ত্তি—১। মৃতজীবের বায়বীয় আকৃতি, পিশাচের আকার। ৬তৎ। ২। পিশাচের ন্যায় বীভৎস আকার। প্রেতের মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

প্রেতরাজ—প্রেতপতি, যম। প্রেতদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পুং।

প্রেতলোক—যমলোক; মৃত্যুর পর জীবগণ যে লোকে অবস্থান করে। ৬তৎ। সং; পুং।

প্রেতবৎ—প্রেততুল্য, পিশাচসদৃশ। প্রেত শব্দ +বৎ সাদৃশ্যার্থে। বা।

প্রেতবন—প্রেতগৃহ দেখ।

প্রেতবাহিত—প্রেতচালিত; পিশাচাক্রান্ত, ভূতাবিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রেতশিলা—গয়াধামস্থিত পিণ্ডদানার্থ প্রস্তরবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রেতশ্রাদ্ধ—মৃতের উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধ। ৪তৎ। সং; পুং।

প্রেতা—১। প্রেতভাবাপন্না; মৃতা। প্রেত শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রেতনদী। সং; স্ত্রী।

প্রেতাত্মা (—ত্মন্)—১। মৃত ব্যক্তির আত্মা। প্রেতের আত্মা, ৬তৎ। ২। প্রেত, ভূত। প্রেত যে আত্মা, কর্ম্মধা। সং; পুং।

প্রেতিনী—প্রেতবৎ আকারবিশিষ্টা স্ত্রী; পেত্নী। দেশজ শব্দ।

প্রেত্য—পরলোকে, লোকান্তরে। প্র—ই (গমন করা)+যপ্ ভা। বা।

প্রেম (প্রেমন্)—প্রিয়তা, প্রীতিকরত্ব; প্রণয়, সৌহৃদ্য, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা; পরীহাস। প্রিয়+ইমন্ ভাবে। সং; ক্লী।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। ইনি ব্যাকরণ ও কাব্য শেষ করিয়া কুড়ি বৎসর বয়সে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথায় ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষাকার্য্য শেষ করেন। পরে ইনি এই সংস্কৃত কলেজেই অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অধ্যাপনার অবসরে ইনি মনোযোগসহকারে নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন। এই সময়ে এডুকেশন কমিটি ইঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধি প্রদান করেন (১৮০৬ খৃঃ)। ইনি পূর্ব্বনৈষধ, রাঘব পাণ্ডবীয়, কুমারসম্ভব ৮ম সর্গ, অভিজ্ঞান শকুন্তল, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, অনর্ঘ রাঘব, উত্তর রামচরিত, কাব্যাদর্শ প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। অনুবাদ কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন বলিয়া হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেব ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভারতের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনে ইনি জেমস্ প্রিন্সেপকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে (১৮৬৪ খৃঃ) পেন্সন লইয়া ইনি কাশীবাস করেন, এবং ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৫শে এপ্রেল বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ—বোম্বে নিবাসী। ইনি শিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই এই দান গ্রহণ করিয়া দত্ত ধন দ্বারা পাঁচ টাকা সুদের হারে গভর্ণমেন্ট পেপার ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ নামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে ঐ টাকার সুদ ১০,০০০ টাকা দেওয়া হইত। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়া ধার্য্য হইয়াছে যে, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে বাৎসরিক ১৪০০ টাকা হিসাবে দুই

বৎসর বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই ছাত্র যদি ইতোমধ্যে মৌলিক কোন অনুসন্ধানের সন্তোষজনক ফল দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে ঐ ১৬০০ টাকার হারে আর তিন বৎসর বৃত্তি পাইবেন। প্রথম বৎসরে সাহিত্য, পর বৎসরে বিজ্ঞান, তৃতীয় বৎসরে আবার সাহিত্য, চতুর্থ বৎসরে আবার বিজ্ঞান, এই হিসাবে বাৎসরিক পরীক্ষার বিষয় নির্ব্বাচিত হইবে। সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় এখন বাৎসরিক বৃত্তি ১৪০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

প্রেমতরঙ্গ—প্রণয়-লহরী, ভালবাসার ঢেউ; তরঙ্গবৎ উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ। ৬তৎ। সং; পু।

প্রেমধারা—প্রেমজনিত অশ্রুধারা; ধারাকারে বহমান প্রেম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা রূপক। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

প্রেমপরীক্ষা—ভালবাসার পরখ। ৬তৎ। সং;

প্রেমপূর্ণ—প্রণয়পূর্ণ, ভালবাসায় ভরা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রেমপূর্ণা।

প্রেমবন্ধ—প্রণয়বন্ধন, ভালবাসার বাঁধন। ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।

প্রেমমদ—প্রণয়রূপ মদিরা। রূপক কর্ম্মধা।

প্রেমমধু—প্রণয়রূপ মদিরা বা সুধা। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রেমময়—প্রণয়পূর্ণ, প্রণয়াত্মক, অসীম প্রেম যুক্ত। প্রেমন্+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –য়ী

প্রেমমাধুরী—১। প্রেমজনিত কান্তি, প্রেমজন্য সৌন্দর্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। প্রেমের মধুরতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রেমমুগ্ধ—প্রেমে মোহপ্রাপ্ত, প্রণয়-বিমোহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –মুগ্ধা।

প্রেমলুব্ধ—প্রেমপ্রয়াসী, প্রণয়লাভেচ্ছু। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –হীনা।

প্রেমহীন—প্রেমশূন্য, ভালবাসাশূন্য। ৩তৎ।

প্রেমানন্দ—১। প্রেমে আনন্দিত, প্রেমলাভে হৃষ্ট। প্রেমে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রেমানন্দা। ২। প্রেমজনিত আনন্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রেমানন্দ ভারতী—ইঁহার আদি নাম সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৭ খ্রীঃ কলিকাতার কোন প্রাচীন বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাশ্চাত্যবিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া শেষে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বেশে ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। আমেরিকা হইতে "লাইট্ অব ইণ্ডিয়া" নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত, ইনিই তাহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীঃ ইনি "দি সান্" নামে একখানি ইংরাজী দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। তাহার প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইত। এই সময় "দি টাইমস্ এণ্ড দি এক্স্‌চেঞ্জ গেজেট" নামে আর একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। অর্থাভাবে দুইখানি পত্রিকা ভাল চলিল না দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ "সান্" ত্যাগ করেন। সান্ চালাইয়া ইনি ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইহার পর ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট ও সন্ন্যাসী হইয়া ১৯০২ খ্রীঃ হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকল্পে ইউরোপে গমন করেন। ইনি দুইবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা গিয়াছিলেন। ফরাসী রাজধানী প্যারিস সহরে ও আমেরিকায় কয়েকজন ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কাউণ্ট টলষ্টয় ও মিঃ ষ্টেড্ প্রমুখ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। ইনি ইংরাজীতে "প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইনি মধ্যভারতে আসিয়া "দি ডেক্স নিউস্" নামক একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ "ডেক্স নিউজ" চলে নাই। তিনি পুনরায় মান্দ্রাজের পথে আমেরিকায় গমন করেন। তথায় কয়েক বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইঁহার রচনাশক্তি ও বুঝাইবার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। এই গুণেই ইনি প্রতীচ্যে বহু নরনারীকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ইনি "নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী" নামক পত্রেও লিখিতেন। ১৯১৪ খ্রীঃ জুন মাসে ইঁহার লোকান্তর ঘটে।

প্রেমানুরাগ—প্রেমে প্রাসক্তি। ৭তৎ। সং; পু।

প্রেমামৃত—প্রেমরূপ সুধা। রূপক। সং; ক্লী।

প্রেমালিঙ্গন—প্রীতিপূর্ণ আশ্লেষ; নায়ক-নায়িকার প্রণয়-জনিত কোলাকুলি। প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রেমাবতার—প্রেমের অবতার; যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমবিতরণ করেন বা সকল জীবকে ভালবাসেন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

প্রেমাসক্ত—প্রেমানুরাগী, প্রণয়ে আসক্ত, প্রেম সূত্রে সম্বদ্ধ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রেমিক—প্রণয়ী, প্রেমবিশিষ্ট। প্রেমন্ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রেমী—(প্রেমিন্)–প্রেমযুক্ত, প্রেমিক, প্রণয়ী, অনুরাগী। প্রেমন্+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী প্রেমিণী।

প্রেয়সী—প্রিয়তমা, দয়িতা; কান্তা। প্রিয়+ঈয়সু অতিশয়ার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রেয়ান্ (প্রেয়স্)—প্রিয়তম, অতিশয় প্রিয়; বল্লভ। প্রিয়+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু।

প্রেরক—প্রেরণকর্ত্তা; নিয়োজক। প্র–ঈর+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রেরিকা।

প্রেরণ, প্রেষণ—আজ্ঞাকরণ; পাঠান; নিয়োগ। প্র–যথাক্রমে ঈর (পাঠান) ও ইষ (ইচ্ছা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রেরণা, প্রেষণা—পাঠান; নিয়োগ; বিধি। প্র–ঈর ও ইষ+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রেরয়িতা (–তৃ)—প্রেরক, প্রেরণকর্ত্তা, যে পাঠায়; নিয়োজক। প্র ঈরি+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী প্রেরয়িত্রী।

প্রেরিত, প্রেষিত—যাহাকে পাঠান হইয়াছে এরূপ; নিয়োজিত, বিসর্জ্জিত। প্র–যথাক্রমে ণিজন্ত ঈর বা ইষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রেষ—প্রেরণ; ক্লেশ। প্র–ইষ (গমন করা)+অস্ ভা। সং; পু।

প্রেষিণা—প্রেষ্যা, দাসী; দূতী। সং; স্ত্রী। প্রা, ক।

প্রেষ্ঠ—অতি প্রিয়, প্রিয়তম। প্রিয় শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রেষ্ঠা।

প্রেষ্য, প্রৈষ্য—১। প্রেরণীয়; নিয়োজ্য। প্র–ইষ+ণ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –ষ্যা। ২। দাস; দূত। সং; পু। [সং।

প্রেস—মুদ্রাযন্ত্র; ছাপাখানা। ইং (Press)।

প্রেস্‌ক্রপ্‌শন—ডাক্তার প্রদত্ত ঔষধের ব্যবস্থাপত্র। ইং (Prescription)। সং।

প্রোক্ত—১। কথিত, বর্ণিত; যাহা বলা হইয়াছে এরূপ। প্র–বচ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রোক্তা। ২। উক্তি, বর্ণন; কথন। প্র–বচ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

প্রোক্ষণ—সেচন; হনন; বধ; যজ্ঞাদিতে পশু বধ। প্র–উক্ষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রোক্ষিত—সিক্ত; হত; যজ্ঞে সংস্কৃত; যজ্ঞাদিতে হত। প্র–উক্ষ (সেচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রোক্ষিতা।

প্রোচ্চ—অতিশয় উচ্চ, সমুন্নত। প্র (সম্যক্) উচ্চ, নিত্য। বিণ; ত্রি।

প্রোজ্‌ঝিত—বর্জ্জিত, ত্যক্ত। প্র–উজ্‌ঝ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –তা।

প্রোঞ্ছন—বর্জ্জন; মার্জ্জন, পোঁছা। প্র–উন্ছ (উঞ্ছবৃত্তি করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রোত—যাহা বয়ন করা হইয়াছে এরূপ; স্যূত, সেলাই করা; গ্রথিত; গুম্ফিত; অন্তর্বিদ্ধ; খচিত; ভূগর্ভ-নিহিত। প্র–বে (বয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রোতা।

প্রোৎফুল্ল—অতিশয় উৎফুল্ল, প্রহৃষ্ট; প্রস্ফুটিত; বিকাশিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

প্রোৎসাহ—অতিশয় উৎসাহ; ঔৎসুক্য; উত্তেজনা; বিশেষ যত্ন। প্র (সমধিক) যে উৎসাহ, প্রাদি। সং; পু।

প্রোৎসাহিত—১। উত্তেজিত; উদ্দীপিত; প্রণোদিত। প্র–উৎ–ণিজন্ত সহ বা সাহি (সহান)+ক্ত র্ম্ম। ২। অতিশয় উৎসাহযুক্ত। প্রোৎসাহ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রোথ—১। অশ্বনাসিকা, ঘোড়ার নাক। প্র

(গমন করা)+থন্ ক। সং; ক্লী। ২। কটিদেশ; গর্ত্ত। সং; পু।

প্রোথিত—ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা। প্রোথ (পর্যাপ্ত হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রোদ্‌ঘুষ্ট—বিঘোষিত; নিনাদিত। প্র—উৎ—ঘুষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রোদ্ভিন্ন—সম্যক্‌রূপে উদ্ভূত। প্র—উৎ—ভিদ (ভেদ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রোন্নত—প্রোচ্চ অত্যুচ্চ, সমুন্নত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। [(Professor)। সং।

প্রোফেসর—কলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক। ইং

প্রোবেট—প্রবেট (তাহা দেখ)।

প্রোষিত—বিদেশস্থ; অপগত নিবৃত্ত। প্র—বস (বাস করা)+ক্ত ক। বিণ ত্রি। স্ত্রী,—তা।

প্রোষিতভর্তৃকা—যাহার পতি বিদেশগত এরূপ (নায়িকা)। প্রোষিত (বিদেশস্থ) হইয়াছে ভর্ত্তা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

প্রোষিতভার্য্যা—যাহার পত্নী বিদেশগতা এরূপ (নায়ক)। প্রোষিতা ভার্য্যা যাহার, বহু। বিণ; পু।

প্রোষ্ঠ—গো, গরু। প্র (স্থূল) ওষ্ঠ যাহার, বহু; প্র+ওষ্ঠ। সং; পু।

প্রোষ্ঠপদ—ভাদ্রমাস। সং; পু।

প্রোষ্ঠপদী—ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা। সং; স্ত্রী।

প্রোষ্ঠী—শফরী, পুঁটিমাছ। প্র—উষ (দগ্ধ করা)+থক্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রোহ—১। গজপদ; পর্ব্ব। প্র—বহ (বহা)+ক ক। ২। তর্ক। প্র—উহ (তর্ক করা)+ক ভা। ৩। তার্কিক; নিপুণ, দক্ষ। প্র—উহ+ক ক। বিণ; ত্রি; স্ত্রী প্রোহা।

প্রৌঢ়—১। যথাবিধি পরিণীত, প্রবৃদ্ধ; প্রবীণ; নিপুণ; প্রগল্ভ, প্র (প্রকৃষ্টরূপে) উঢ়, প্রাদি। বিণ; ত্রি; স্ত্রী প্রৌঢ়া। ২। অবস্থাবিশেষ, যৌবনের পরবর্ত্তী অবস্থা [অবস্থা দেখ]। সং; ক্লী।

প্রৌঢ়তা, প্রৌঢ়ত্ব—প্রবীণত্ব, প্রৌঢ়দশা, পরিণত অবস্থা। প্রৌঢ়+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রৌঢ়বয়স্ক—প্রবীণবয়সবিশিষ্ট, নাতিবৃদ্ধ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্রৌঢ়বয়স্কা।

প্রৌঢ়সুলভ—প্রৌঢ়স্বভাবজাত, যাহা প্রৌঢ়কালে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। ৭তৎ। বিণ।

প্রৌঢ়া—১। যথাবিধিপরিণীতা, প্রবৃদ্ধা, ইত্যাদি। প্রৌঢ় দেখ। প্রৌঢ়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ৩০ হইতে ৫৫ বর্ষ-বয়স্কা স্ত্রী; নায়িকাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

প্রৌঢ়ি—সামর্থ্য; উদ্যম; ঔৎসুক্য; উন্নতি; অধ্যবসায়; প্রতিভা। প্র—বহ (বহা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রৌণ—নিপুণ। প্র—উণ+ক র্ক। বিণ; ত্রি।

প্রৌষ্ঠপদ—ভাদ্রমাস। সং; পু।

প্রৌষ্ঠপদী—ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা। সং; স্ত্রী।

প্লক্ষ—১। পর্কটীবৃক্ষ, পাকুড়গাছ, অশ্বত্থবৃক্ষ। প্লক্ষ (ভক্ষণ করা)+অল্ র্ম্ম। ২। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্যতম দ্বীপ [সপ্তদ্বীপ দেখ]। প্লক্ষ+অ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

প্লব—১। কমনিম্ন ভূমি। প্লু+অল্ অধি। ২। উল্লম্ফগমন, লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া; সন্তরণ। প্লু+অল্ ভা। ৩। ভেলা। প্লু+অল্ ণ। ৪। গন্ধতৃণবিশেষ। সং; ক্লী।

প্লবগ, প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম ভেক; বানর; মৃগবিশেষ; অরুণ; সারথি। প্লবগ—প্লব—গম+ড ক। প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম=প্লব—গম+খ ক। সং; পু। [ট ক। সং; পু।

প্লবচর—উভচরপক্ষী, হংসাদি। প্লব—চর+

প্লবন—লম্ফন; গমন; সন্তরণ; প্লাবন। প্লু+অনট্। ভা। সং; ক্লী।

প্লবমান—ভাসমান। প্লু (জলে ভাসা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্লবমানা।

প্লাবন—দ্রবদ্রব্যের স্ফীতি, উপপ্লাবন; জলাদি দ্বারা ব্যাপ্তি, জলে ডুবিয়া যাওয়া; অভিষেক। নিজন্ত প্লু প্লাবি (জলে ভাসান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্লাবনপীড়ন—বন্যার বেগ, অত্যধিক জলবৃদ্ধিজনিত উৎপীড়ন; বন্যারূপ পীড়ন। মধ্যপদলোপী বা রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্লাবনপীড়িত—বন্যার প্রকোপে ক্লেশিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্লাবিত—জলাদি দ্বারা ব্যাপ্ত, জলে ডুবিয়া গিয়াছে এরূপ। নিজন্ত প্লু প্লাবি (জলে ভাসান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী প্লাবিতা।

প্লিহা (প্লিহন), প্লীহা (প্লীহন্)—পিলে রোগ। প্লীহ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কণিন্ ক। সং; পু।

প্লীহা—উদরমধ্যস্থ যন্ত্রবিশেষ, পিলে। প্লীহ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্লীহারি—অশ্বত্থ বৃক্ষ। প্লীহার অরি, ৬তৎ। সং; পু।

প্লুত—১। অশ্বের গতিবিশেষ; লম্ফ। প্লু (লাফাইয়া চলা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। ত্রিমাত্র স্বর, তিনটি অ বর্ণ সহজে উচ্চারণ করার তুল্য স্বর,—দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে প্লুত স্বরের ব্যবহার হয়। প্লু+ক্ত ক। সং; পু।

প্লুষ্ট—দগ্ধ, পোড়ান। প্লুষ (পোড়ান)+ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি।

প্লেগ—মহামারী; গ্রন্থিস্ফীতি যুক্ত মারাত্মক সংক্রামকরোগবিশেষ। ইং (Plague)। সং।

প্লোষ—দাহ, পোড়ান। প্লুষ (পোড়ান)+অল্ ভা। সং; পু।

প্সাত—ভক্ষিত। প্সা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্সান—ভোজন, ভক্ষণ। প্সা (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ফ

ফ—১। দ্বাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; স্ফীতি, ঝঞ্ঝাবাত; যজ্ঞসাধনবিশেষ। সং; পু। ২। রুক্ষবাক্য; নিষ্ফলবাক্য। সং; ক্লী।

ফইজৎ, ফৈজৎ—কুৎসা, অখ্যাতি, কলঙ্ক, নিন্দা; তিরস্কার, গালাগালি; বিরোধ, কলহ, ঝগড়া; পাতক। বৈদেশিক। সং।

ফকির, ফকীর—মুসলমান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক; নির্ধন, নিঃস্ব। বৈদেশিক।

ফক্ অদৃশ্যে, না জানাইয়া। দেশজ। ব্য।

ফকড়—ফাঁকিবাজ, ধাপ্পাবাজ, কথায় চালাক, বাচাল; ধূর্ত্ত; যোর ইয়ার। দেশজ।

ফক্কা, ফক্ক—ফাঁকি, মিথ্যা, শূন্য, কিছু নয়। দেশজ।

ফক্কিকা—কূটপ্রশ্ন। ফক্ক (ফাঁকি দেওয়া)+ইকণ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

ফক্কিকার—ফাঁকি, মিছা, অলীক, শূন্যময়। দেশজ। বিণ।

ফক্কুড়ি, —ড়ী—ফাঁকিবাজি, ধাপ্পাবাজি, কেবল কথায় চালাকি, বাচালতা; পরিহাস; ইয়ারকি। দেশজ। সং।

ফক্কিবানি, ফক্কিমানি—সহজভঙ্গুর, ঠুনকো, ক্ষীণজীবী, অসার দেশজ। বিণ।

ফচকম, ফচকেমি—চপলতা, চটুলতা, ছেবলামি, বাচালতা। দেশজ। সং।

ফচকিয়া, ফচকে—চপল, চটুল, বাচাল; বৃথাপরিহাসপ্রিয়; ফিচেল। দেশজ। বিণ।

ফজর, ফজির—প্রাতঃকাল, প্রভাত। বৈদে। সং।

ফজলল করিম (সেখ) ১৮৮২ খৃঃ রঙ্গপুর জেলার কাকিনা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন স্বভাবকবি। একাদশ বৎসর বয়সে ইনি 'সরল পদ্য বিকাশ' রচনা করেন। পরে লায়লী মজনু, প্রেমের স্মৃতি, পরিত্রাণকাব্য, আফগানিস্থানের ইতিহাস, চিন্তার চাষ, পথ ও পাথেয়, ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। নদীয়া সাহিত্য-সভা ইঁহাকে "সাহিত্য বিশারদ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সংস্থাপনকল্পে ইনি 'বাসনা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ফট্—মন্ত্রাংশবিশেষ। ব্য।

ফট্, ফটা—সর্পফণা; ধূর্ত্ত, শঠ। স্ফুট+অন্ ক, ২য় পক্ষে স্ত্রীত্বে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

ফটক—ফাটক দেখ।

ফটকিরি—কষায় দ্রব্যবিশেষ (alum)। দেশজ। সং।

ফটিক—স্ফটিক শব্দের অপভ্রংশ।

ফটিক-জল—চাতকপাখী। দেশজ। সং।

ফড়—গরুর গাড়ীর দুই পাশের যে লম্বা বাঁশ বা কাঠ সর্প-ফণার আকারে সম্মুখে বাঁধা থাকে। দেশজ। সং।

ফড়িং,ফড়িঙ্গ—পতঙ্গ। ফড়িঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ।

ফড়িঙ্গা—ঝিল্লিকা, পতঙ্গ। সং; স্ত্রী।

ফড়িয়া, ফড়ে—মধ্যবর্ত্তী বিক্রেতা; খুচরা দোকানী; চতুর ব্যবসায়ী; যে খুব টানিয়া বিক্রয় করে। দেশজ। সং।

ফণ, ফণা—সর্পের বিস্তৃত মস্তক। ফণ (গমন করা)+অন্ ক, পক্ষান্তরে তদুত্তরে আপ্, সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

ফণমণি—সাপের মাথার মণি। প্রা, ক।

ফণাধর—ভুজঙ্গ, সর্প। ফণার ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু। [কিপ্ ক। সং; পু

ফণাভৃৎ—সর্প। উপ; ফণা ভৃ (ধারণ করা) +

ফণিনী—সর্পী। ফণিন্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ফণিভূষণ—১। সর্পরূপ আভরণ। ফণিরূপ ভূষণ, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শিব, মহাদেব। ফণী ভূষণ যাহার,বহু। সং; পু।

ফণিরাজ—সর্পরাজ অনন্ত, বাসুকি। ফণী-দিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

ফণী (ফণিন্)—ফণাবিশিষ্ট সর্প। ফণা+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

ফণীন্দ্র, ফণীশ্বর—বাসুকি। ফণিদিগের ইন্দ্র বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

ফতুয়া—হাতকাটা ছোটজামা; কাজীর বিচার রাজ্য। বৈদেশিক। সং।

ফতুর—সর্ব্বস্বান্ত, গোত্রহীন, নিঃসম্বল। বৈদেশিক। বিণ। [সং

ফতে—জয়; কৃতকার্য্যতা, সাফল্য। বৈদেশিক

ফতেপুর সিক্রি—যুক্ত প্রদেশে আগ্রা জেলার একটি সহর। এই সহরটি ১৫৬৯ খৃঃ অঃ সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক, সেলিম নামক পুত্র (পরে জাহাঙ্গীর) জন্মগ্রহণ করিলে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা আকবরের প্রিয় রাজধানী। প্রতিষ্ঠার ৫০ বৎসর পরে স্বাস্থ্যকর জলের অভাববশতঃ রাজধানী দিল্লীতে নীত হয়। একটি সুবৃহৎ মস্জিদ ফতেপুর সিক্রির প্রধান দ্রষ্টব্য। মস্জিদ প্রাঙ্গণে দুইটি সুনির্ম্মিত সমাধিমন্দির বিরাজিত। ইহাদের অন্যতর মন্দিরে সেলিম চিস্তি নামক জনৈক সাধুর শবদেহ প্রোথিত। সম্রাট্ আকবর এই সাধুকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এই সাধুই তাঁহাকে পুত্র জন্মিবার কথা ভবিষ্যৎবাণী স্বরূপে বলিয়াছিলেন। অপর সমাধিমন্দিরে নবাব ইস্লাম খাঁ চিরশায়িত। মস্জিদের সন্নিকটে সম্রাটের প্রাসাদ দৃষ্ট হয়। এখানে আকবরের রাজপুতপত্নীর (সেলিমের জননীর) মহাল দ্রষ্টব্য স্থানের অন্যতম। একটি সুবৃহৎ তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিলে রাজা বীরবল ও সম্রাটের পর্ত্তুগীজ জাতীয়া মহিষী খৃষ্টধর্ম্মা-বলম্বিনী মরিয়ম বিবির আবাস স্থান দেখা যায়। পূর্ব্ব কথিত মস্জিদের সন্নিকটে আবুল ফজল ও তদীয় ভ্রাতা ফৈজীর আবাস বলিয়া দুইটি অট্টালিকা ভ্রমণকারীদিগকে প্রদর্শন করান হয়। দ্বারের সন্নিকটে হিরণ মিনার প্রতিষ্ঠিত।

ফতেসিং (মহারাজাধিরাজ হিজ্ হাইনেস্ স্যার ফতেসিং বাহাদুর জি সি-এস্ আই)—উদয়পুরের মহারাণা। ১৮৪৮ খৃঃ ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৮৪ খৃঃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি পরলোকগত মহারাণা সগুণ সিংহের পোষ্যপুত্র। ইনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট ১৯টি তোপ সম্মানে সম্মানিত। ইনি মেবারের প্রাচীন সূর্য্য বংশের অথবা শিলোট শিশোদিয়া বংশের বংশধর। হিন্দুসমাজে ইঁহার সম্মান সকল হিন্দু রাজার অপেক্ষা অধিক। ইনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় উদার, ধার্ম্মিক, নীতিকুশল, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজা বৎসল নরপতি।

ফতো—নির্ধন; মিথ্যা। দেশজ। বিণ।

ফতোয়া—মুসলমানী শাস্ত্রমীমাংসা; বিচারকের বিচারাদেশ। বৈদেশিক। সং।

ফন্দি, ফন্দী—ফিকির, কৌশল; অভিপ্রায়, মতলব; প্রবঞ্চনা, ছল, বিধান; যোগাযোগ। দেশজ। সং।

ফন্দিবাজ, ফন্দীবাজ—ফিকিরপটু, কৌশলী; মতলবী। দেশজ। বিণ [সং।

ফপর—বৃথা ফরফরানি বা বাক্যব্যয়। দেশজ।

ফপরদালাল—যে অন্যের কাজে স্বেচ্ছায় আনা-গণা বিচার পরামর্শ করে। দেশজ। সং।

ফম, ফোম—অনুধাবন, বোধ, অবধান, হুঁস; ফন্দি, ফিকির, কৌশল। দেশজ। সং।

ফয়তা—কাজীর বিচার-মীমাংসা; মুসলমানী শাস্ত্রের ব্যবস্থা। বৈদেশিক। সং।

ফয়দা, ফায়দা—১। ফাঁকা, উন্মুক্ত। বিণ। ২। লভ্য, লাভ; হিত, ইষ্ট, কল্যাণ, উপকার। বৈদেশিক। সং।

ফয়সালা—বিচারনিষ্পত্তি। বৈদেশিক। সং।

ফরক—১। পৃথক্, স্বতন্ত্র, ভিন্ন; দূর। বিণ। ২। পার্থক্য, প্রভেদ, তফাৎ। বৈদে। সং।

ফরকান—১। ফরক হওয়া, শাখায় বিভক্ত হওয়া বা করা; ঠিকরাইয়া বাহির হওয়া, সবেগে নির্গত হওয়া। দেশজ। ২। আস্ফালন করা। প্রা, ক। ক্রি।

ফরক্কাবাদ—যুক্ত প্রদেশের একটি জেলা ও সহর। এই জেলায় ইতিহাসবিখ্যাত কনৌজ নামক প্রাচীন হিন্দুরাজধানী অবস্থিত। কনৌজ রাজধানীর প্রাচীরের নিম্নদেশে গঙ্গা প্রবাহিত হইত; অধুনা গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, রাজধানী কালীনদীর বাম তীরে অবস্থিত। কনৌজ রাজধানীর প্রধান দ্রষ্টব্য রাজা অজয়পালের সমাধি মন্দির। এই অজয়পাল গজনী মামুদ কর্ত্তৃক পরাভূত এবং কালীঞ্জরের চান্দেল রাজ কর্ত্তৃক ১০২১ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। রাজধানী অধুনা ভগ্নস্তূপে পরিণত। মুসলমান অধিকারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ফরক্কাবাদ জেলার উত্তরাংশ স্থানীয় নবাবের জায়গীর বলিয়া স্বীকৃত ছিল, জেলার দক্ষিণাংশ অযোধ্যার নবাবের খাস দখল ছিল। ইনি ১৭৫১ খৃঃ রোহিলার সামন্তরাজ হাফেজ রহমৎকে দমন করিবার জন্য ফরক্কাবাদের নবাবকে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। রোহিলাগণ মিলিত হইয়া অযোধ্যার নবাব সফদর জংকে পরাভূত এবং ফরক্কাবাদ তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করে। মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যে সফদরজং জেলাটি পুনরায় নিজাধিকারে আনেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী নবাব সুজা উদ্দৌলা, ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাহায্যে ১৭৭৪ খৃঃ সমস্ত রোহিলখণ্ড স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৮০১ খৃঃ সমস্ত প্রদেশটি ইংরাজের হস্তে আসে। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা কয়েক মাস ব্যাপিয়া ফরক্কাবাদের নবাবকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। তাহার পর বিদ্রোহিগণ বিতাড়িত হয় এবং জেলাটি আবার ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৭১৪ খৃঃ নবাব মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক সম্রাট্ ফরোকসিয়ারের নাম অবলম্বনে স্থানটির নামকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফরদৌসী—গজনীর মহম্মদের সভা কবি। ইঁহার জন্মস্থান পারস্যদেশ। মহম্মদ ইঁহাকে সাহনামা নামক গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন, এবং প্রতি শ্লোকের মূল্যস্বরূপ ইঁহাকে একটি করিয়া স্বর্ণ-ডরহাম (মুদ্রাবিশেষ) দিতে প্রতিশ্রুত হন। ৬০,০০০ শ্লোকে গ্রন্থ সমাপন হইলে মহম্মদ ইঁহাকে ৬০,০০০ স্বর্ণ ডরহাম না দিয়া রৌপ্য-ডরহাম দিতে যান। ফরদৌসী এই দান না লইয়া বিরক্ত মনে রাজসভা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং মহম্মদ-বিষয়ক একখানি তীব্র ব্যঙ্গ কাব্য লেখেন। মহম্মদ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া ইঁহাকে দিবার জন্য এক লক্ষ স্বর্ণ ডরহাম ইঁহার দেশে পাঠান।

কথিত আছে, যখন এই অর্থ লইয়া মহম্মদের কর্মচারিগণ ফরদৌসীর নগরে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে ফরদৌসীর শবদেহ সমাহিত হইবার জন্য নগরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এই অর্থ ফরদৌসীর একমাত্র কন্যাকে দিতে যাইলে তিনি প্রথমে ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, পরে অনেকের অনুরোধে গ্রহণ করিয়া দানকার্য্যে ব্যয়িত করেন।

ফরফর—দ্রুত, চঞ্চল। ব্য। দেশজ।

ফরমাইস, ফরমাস—আদেশ, আজ্ঞা, হুকুম; অনুরোধ, জিনিসপত্রের বরাত (order)। বৈদেশিক। সং।

ফরমান—১। আদেশপত্র, হুকুমনামা; নিয়োগপত্র, সনদ বা সনন্দ। বৈদেশিক। সং। ২। ফরমাইস করা, আদেশ দেওয়া, হুকুম করা। ক, প্র। ক্রি।

ফরসী—যে হুকা বা গুড়গুড়ি বসিতে পারে। বৈদেশিক। সং।

ফরসা—নির্ম্মল, সাফ, পরিষ্কার, ধবল, সফেদ, সাদা; আলোকিত; নিঃশেষ। দেশজ। বিণ।

ফরাস—১। ভদ্র লোকের উপযুক্ত ঢালা বিছানা; যে চাকর জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখে। বৈদেশিক। সং। ২। ফ্রান্সদেশবাসী। প্রা, ক।

ফরাসডাঙ্গা—হুগলী নগরের সন্নিহিত ফরাসীদিগের অধিকৃত একটি ছোট সহর, ইহাকে ফরাসী চন্দননগরও বলে।

ফরাসী—ফ্রান্সদেশীয়; ফ্রান্সবাসী। দেশজ।

ফরিদপুর—বঙ্গদেশের ঢাকা বিভাগের অন্যতম জেলা ও সহর। জেলাটি গঙ্গা (স্থানীয় নাম পদ্মা) ও মধুমতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৬০ জন মুসলমান। হিন্দুগণের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতি উল্লেখযোগ্য। এখানে অতি উত্তম পাটি নির্ম্মিত হয়।

এই জেলায় অবস্থিত দৌলতপুর নামক গ্রামে ফেরাজী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হাজী-সরিয়ৎউল্লা জন্মগ্রহণ করেন। ফেরাজীরা সংস্কৃত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। মুসলমানগণের অধিকারকালে জেলার এবং চতুর্দ্দিকস্থ স্থানের অনেক আদিম নিবাসী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, কিন্তু হিন্দুদিগের আচার অনুষ্ঠান একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। এই মুসলমানানুষ্ঠিত ব্যবহার দর্শন করিয়া সরিয়ৎউল্লা ফেরাজী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরায়জ (অপভ্রংশে ফেরাজী) সম্প্রদায় কোরাণোক্ত বিধিসমূহ ভিন্ন অপর কোন বিধি বা আদেশ মানে না। ইহারা জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের পক্ষপাতী এবং কাফেরগণ পাপী বলিয়া ইহাদের স্থির বিশ্বাস। ইহারা একেশ্বরবাদী। ইহারা কাছা দিয়া ধুতি পরে না। অনেক বিষয়ে ইহারা আরবীয় ওয়াহাবীগণের অনুরূপ। সরিয়ৎউল্লার জীবিতকালে তাঁহার অনুষ্ঠিত মত বহুলভাবে বিস্তার লাভ করে। ইঁহার মৃত্যুর পরে, ইঁহার পুত্র দুদু মিয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু অত্যাচারের জন্য ইংরাজের আদালতে তাঁহাকে একাধিক বার কারাদণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। ১৮৬২ খৃঃ ঢাকা সহরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বর্ত্তমান সময় ফেরাজীগণ কৃষি ও ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ফরিয়াদ—দোহাই পাড়া, সাহায্য প্রার্থনা, অভিযোগ, নালিশ; মামলা, মোকর্দ্দমা। বৈদেশিক। সং।

ফরিয়াদী—অভিযোক্তা, নালিশকর্ত্তা, অর্থী, বাদী। বৈদেশিক। সং।

ফর্দ্দ—১। টুকরা কাগজ, চিরকুট; তালিকা, জায়; পানা, দফা, পত্র। সং। ২। ভিন্ন, স্বতন্ত্র। বৈদেশিক। বিণ।

ফর্ম্মা—মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তকাদির যতটা অংশ একবারে মুদ্রিত হয়। ইং (Form)। সং।

ফল—বৃক্ষলতাদি হইতে জাত শস্য; লাভ; উৎপন্ন বস্তু; ধন; কার্য্যসিদ্ধি; প্রয়োজন; সুখ; দুঃখ; বাণের অগ্রলৌহ; ফলক; খড়্গাদির পাতা; ফাল; ত্রিফলা। ফল (ফলা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

ফলক—অস্ত্রের ফলা; ঢাল; কাষ্ঠাদি পট্ট, পাটা; কপালের অস্থি। ফল+কণ্। সং; পু বা ক্লী। [বঙ। সং; পু।

ফলকণ্টক—কাঁঠাল গাছ। ফলে কণ্টক যাহার,

ফলকথা—সার কথা, আসল কথা, মোট কথা, সার মর্ম্ম। দেশজ। সং।

ফলকর—১। ফলজনক, ফলপ্রদ (বৃক্ষাদি)। ফল—কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —করী। ২। ফলবৃক্ষাদির খাজানা। ৬তৎ। সং; পু। [ক। সং।

ফলঙ্গ—লম্ফ, লম্ফ, লাফ; উল্লম্ফন। প্রা,

ফলতঃ (—তস্)—বস্তুতঃ; অর্থাৎ; সংক্ষেপতঃ। ফল শব্দ+তস্। ব্য।

ফলদ—১। ফলদায়ক। উপ; ফল—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ফলদা। ২। বৃক্ষ। সং; পু।

ফলদর্শী (—দর্শিন্)—১। পরিণামদর্শী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ফল—দৃশ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —দর্শিনী। ২। ফলোপধায়ক, ফলজনক। দেশজ।

ফলদাতা (—দাতৃ)—ফলদায়ক, ফলপ্রদানকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী ফলদাত্রী।

ফলন—১। উৎপত্তি। ফল+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। মোট ফল; ফলপ্রাপ্তি; বৃদ্ধি; লাভ। দেশজ।

ফলনা, ফলানা—১। লিঙ্গ, যোনি। ২। অমুক। বৈদেশিক।

ফলনিষ্পত্তি—ফলনিষ্পত্তি, সিদ্ধি। সং; স্ত্রী।

ফলন্ত—যাহা ফলে বা ফলিতেছে, ফলপ্রদ, ফলবান, সফল। দেশজ। বিণ।

ফলপাকান্ত—ফল পাকিলে যাহা মারিয়া যায় এরূপ, ওষধিজাতীয় [গাছ]। ফলের পাক—ফলপাক, ৬তৎ; ফলপাকে অন্ত (মৃত্যু) হয় যাহার, বহু [ব্রী]; বিণ; ত্রি। স্ত্রী ফলপাকান্তা।

ফলপ্রদ—ফলদাতা, ফলদায়ক। ফল—প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ফলভাগী—(—ভাগিন্)—কর্ম্মফলের অংশগ্রহণকারী। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী ফলভাগিনী। [ভুজ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

ফলভুক্ (—ভুজ্)—ফলভক্ষক। ফল—

ফলভূমি—কর্ম্মফলভোগভূমি; ভারতবর্ষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।

ফলভোগ—সুখ দুঃখ উপভোগ, ফললাভ।

ফলভোগী (—ভোগিন্)—ফলভোগকারী; সুখদুঃখের উপভোক্তা। ফল—ভুজ্ (ভোগ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —নী।

ফলবান্ (—বৎ)—ফলযুক্ত, ফলশালী; সফল। ফল+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —তী।

ফলশালী (—শালিন্)—ফলযুক্ত, ফলবান্। ফল+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —নী।

ফলশ্রুতি—ফললাভের পুরুষপরম্পরাগত বাক্য; "পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনং" অর্থাৎ এই গীতা পাঠ করিলে বা এই যজ্ঞাদি করিলে পুত্রার্থী পুত্রলাভ ও ধনার্থী ধনলাভ করিয়া থাকেন,—এই ফল নির্দ্দেশ করাকে ফলশ্রুতি কহে। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ফলসা—ছোট ফল ও তাহার বৃক্ষ। সং।

ফলসি, ফলসী—আমচুর। প্রাদেশিক। সং।

ফলসিদ্ধি—অভীষ্টলাভ, ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তি; সফলতা, চরিতার্থতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ফলহীন—ফলরহিত, ফলশূন্য, নিষ্ফল, বিফল। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ফলা—১। অস্ত্র-লাঙ্গলাদির ফাল; চর্ম্ম, ঢাল; যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব বা পর [বর্ণ]। সং। ২। ফল প্রসব করা, ফল দেওয়া। দেশজ।

ফলাও—বিস্তীর্ণ, চওড়া, প্রশস্ত। দেশজ। বিণ।

ফলান—ফল জন্মান, ফল প্রসব করান; জাহির করা, জাঁকের সহিত দেখান। দেশজ। ক্রি।

ফলান্বেষণ—ফলের অনুসন্ধান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ফলান্বেষী (—বিন্)—পরিণামফলের অনুসন্ধানকারী; সাফল্যাভিলাষী। ফল—অনু—ইষ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ফলান্বেষিণী।

ফলাফল—শুভ ও অশুভ ফল, কার্য্যের ভাল ও

মন্দ পরিণাম। ন ফল অফল, নঞ্তৎ; ফল ও অফল, দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

ফলার—জলপান, মিষ্টান্নাদির ভোজ। ফলাহার শব্দের অপভ্রংশ; ফলাহার দেখ।

ফলাস্বাদন—ফলভোগ; ফল-ভোজন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ফলাহার—ফলভোজন; ফলার। ৬তৎ। সং; পু। [ফলাহার শব্দের প্রকৃত অর্থ ফল-ভোজন; কিন্তু অধুনা ফলাহার শব্দ দ্বারা দধ্যাদি সংযোগে চিপিটকাদি ভোজন বা লুচি সন্দেশ ভোজনই বুঝাইয়া থাকে]।

ফলিত, ফলিন—ফলযুক্ত; ফলবান্; সফল। ফল+ইত, ইনম্ জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

ফলিতজ্যোতিষ—ফলনির্ণায়ক জ্যোতিষ শাস্ত্র [জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত,—গণিত ও ফলিত। যদ্দ্বারা কেবল গ্রহনক্ষত্রাদির গতি স্থিতি সকারাদি নির্ণীত হয় তাহা গণিত, আর যাহাতে গ্রহনক্ষত্রা-দির গতি স্থিতি সকারাদি অনুসারে লোকের জন্মলগ্নাদি দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে তাহা ফলিত]। ফলিত। ফলযুক্ত। যে জ্যোতিষ, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ফলিতার্থ—সারমর্ম্ম; ফলকথা। ফলিত যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ফলিন—ফলিত দেখ।

ফলিনী—১। ফলযুক্তা; সাফল্য। ফলী দেখ। ফলিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রিয়ঙ্গুলতা। সং; স্ত্রী।

ফলী (ফলিন্)—ফলযুক্ত, ফলবান্, সফল। ফল+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ফলিনী।

ফলোৎপত্তি—ফলের উদ্ভব, ফলোদয়; ফললাভ। ফলের উৎপত্তি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ফলোৎপাদক—ফলজনক; লাভদায়ক; সুখদ। ফলের উৎপাদক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -দিকা। [উৎপাদন, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ফলোৎপাদন—ফল-জনন, ফল জন্মান। ফলের

ফলোদয়—ফলোৎপত্তি; লাভ; ফল হওয়া। ফলের উদয়, ৬তৎ। সং; পু।

ফলোন্মুখ—ফলদানে উদ্যত। ফলে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ফলোন্মুখী।

ফলোপধায়—ফলোৎপাদন, ফলজনন। ফল—উপ—ধা+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ফলোপধায়ক—ফলোৎপাদক, ফলজনক। উপ; ফল—উপ—ধা+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ফলোপধায়িকা।

ফলোপধায়কতা—ফলজনকত্ব। ফলোপধায়ক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ফলোপধায়ী (—ধায়িন্)—ফলোপধায়ক, ফল-জনক। ফল—উপ—ধা+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ধায়িনী।

ফলোপলব্ধি—ফলানুভব, ফলের বোধ। ফলের উপলব্ধি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ফল্গু—১। অসার, তুচ্ছ; মনোহর। ফল (ফলা)+গুক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ফাগ্; বসন্তকাল; বৃথা বাক্য। সং; পু। ৩। গয়াস্থ নদীবিশেষ*। সং; স্ত্রী।

* এই নদীটি গয়াসহরের কিঞ্চিৎ দূরে প্রবাহিত লীলাজান এবং মোহন নামক দুইটী পার্ব্বত্য স্রোতের সঙ্গমে উৎপন্ন। গয়াসহরে প্রবেশ করিয়া নদীটী ১০০০ হাত বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহার পরের অর্দ্ধ মাইল পবিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রীষ্মকালে এই অর্দ্ধ মাইল স্থান একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু কয়েক ফুট খনন করিলে জল বাহির হয়। এইজন্য ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা বলিয়া খ্যাত। গয়াসহর অতিক্রম করিয়া প্রায় ১৭ মাইল ধরিয়া উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ফল্গু দুইটি ধারায় পরিণত হইয়া পুনপুন নদীর একটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ফল্গু নদীর উৎপত্তি ও অন্তঃসলিলত্ব সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ: ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণু সলিলরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞকালে ব্রহ্মা যে আহুতি প্রদান করেন, তাহাতেই ফল্গু নদীর উৎপত্তি। বনবাসকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী যখন এই স্থানে আগমন করেন, সেই সময়ে রাজা দশরথের প্রেতাত্মা সীতাদেবীকে তাঁহার শ্রাদ্ধার্থে পিণ্ডদান করিতে আদেশ করেন। সে সময়ে স্বামী ও দেবর উপস্থিত না থাকায় সীতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলে, দশরথের প্রেতাত্মার নির্দ্দেশে তিনি বালুকার পিণ্ড প্রদান করেন। রাম ও লক্ষ্মণ ফলাহরণ করিয়া প্রত্যাগত হইলে সীতাদেবী তাঁহাদিগকে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বলেন, এবং ফল্গুনদী ও বটবৃক্ষ সাক্ষী আছে বলিয়া তাহাদের নাম উল্লেখ করেন। ফল্গু নদী তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য না দেওয়ায়, সীতাদেবী তাহাকে অন্তঃসলিলা হও এই বলিয়া অভিশাপ দেন। বটবৃক্ষ তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সীতাদেবী তাহাকে "অক্ষয় হও" বলিয়া বর প্রদান করেন।

ফল্গুন—১। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন। ফল্গুনী শব্দ+অ। ২। ফাল্গুন মাস। ফল্গু (আবীর)—নী (লইয়া যাওয়া)+ড ক। সং; পু।

ফল্গুনী—নক্ষত্রবিশেষ। ফল্গু (ফাগ)—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

ফল্গুৎসব—আবীর খেলার উৎসব, বসন্তোৎসব, হোলাকা, দোলযাত্রা, হোলী। ইহা দক্ষিণ ভারতে বা উত্তর ভারতে নাই। ইহা প্রাচ্য ও মধ্য দেশবাসীর শাস্ত্রোক্ত উৎসব। ফল্গুর (আবীরের) উৎসব, ৬তৎ। সং; পু।

ফসল—শস্যকর্ত্তনকাল; শস্য। বৈদেশিক। সং।

ফসলী—শস্যকর্ত্তনসম্বন্ধীয় শস্যকর্ত্তনকাল হইতে যে বৎসর গণিত হয় (ইহা ১৪৭৮ শকে আকবর বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়)। বৈদেশিক। বিণ।

ফাউ, ফাও—ক্রীতদ্রব্যের উপর যৎকিঞ্চিৎ যাহা-কিছু বিনামূল্যে দেওয়া হয়; উপরি পাওনা। হিন্দীমূলক। সং।

ফাউণ্টেন-পেন—যে কলমের মাথায় কালী ভরা থাকাতে একাদিক্রমে অনেক লেখা চলে, বারবার দোয়াত হইতে কালী লইতে হয় না। ইং। সং।

ফাঁক—১। অবকাশ, ছিদ্র, রন্ধ্র; শূন্য, খালি জায়গা; উন্মুক্ত স্থান; ব্যবধান, অন্তর; ফাট, বিদার। সং। ২। ব্যবধানযুক্ত, ভিন্ন, পৃথক্। দেশজ। বিণ।

ফাঁকা—ফরসা, উন্মুক্ত, খোলা; বিরল, নির্জ্জন; শূন্য, খালি; আশাতীত; অমনি, আলগোছে, অসার। দেশজ। বিণ।

ফাঁকি—১। ধাপ্পা, ধোকা, ভোগা; বঞ্চনা, ছলনা; গুঁড়া, চূর্ণ। সং। ২। কূটতর্ক, কূটপ্রশ্ন। ফক্কিকা শব্দের অপভ্রংশ। ৩। অলীক, মিথ্যা। দেশজ। বিণ।

ফাঁকিবাজ—ধাপ্পাবাজ, বঞ্চক, জুয়াচোর। দেশজ। বিণ।

ফাঁড়—শূন্যগর্ভ পাত্রের ভিতরের বেড়; পেট, উদর। দেশজ। সং।

ফাঁড়া—জ্যোতিষগণনায় প্রাণসংশয় অশুভ যোগ। দেশজ। সং।

ফাঁড়ি, ফাঁড়ী—ছোট পুলিশথানা, চৌকি, ঘাটি। বৈদেশিক। সং।

ফাঁদ—পাশ, জাল; বিপদে ফেলিবার কৌশল; ছল। দেশজ। সং।

ফাঁদা—ফাঁদ পাতা, বিছান, ছড়ান; পত্তন করা, রচনা করা, সুরু করা। দেশজ। ক্রি।

ফাঁপ—আধ্মান, স্ফীতি, ফুলিয়া উঠন। দেশজ। সং। [ভ্রংশ। হিন্দীমূলক। সং।

ফাঁপর, ফাঁফর—সঙ্কট, দায়, মুস্কিল; বুদ্ধি-

ফাঁপা—১। স্ফীত; শূন্যগর্ভ। বিণ। ২। স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া উঠা, উচ্ছ্বসিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ফাঁপান—স্ফীত করা, ফুলান। দেশজ। ক্রি।

ফাঁস—কৌশলময় গ্রন্থি, যাহা টানিলে সহজেই খুলিয়া যায় কিংবা আরও আঁটিয়া শক্ত হয়; বন্ধন। পাশ শব্দজ। সং।

ফাঁসান—পাশবদ্ধ করা, বাড়াইয়া ফেলা; বিপদাপন্ন করা। দেশজ। ক্রি।

ফাঁসি, ফাঁসী—ফাঁস, বন্ধন; গলায় ফাঁস

লাগাইয়া মরণ বা মারণ, উদ্বন্ধন ; বন্ধন-রজ্জু, গলরজ্জু। দেশজ। সং।

ফাঁসি-কাঠ, -কাষ্ঠ—উদ্বন্ধন মঞ্চ (gallows)। দেশজ। সং।

ফাঁসুড়িয়া, ফাঁসুড়ে—যে ফাঁসি দিয়া মারে, ঘাতক, জল্লাদ ; যে বিপদে ফেলে। দেশজ। সং।

ফাগ, ফাগু—আবীর। ফল্গু শব্দের অপভ্রংশ।

ফাগুন—ফাল্গুন শব্দের অপভ্রংশ।

ফাজিল—অতিরিক্ত, উদ্বৃত্ত ; অতিরিক্ত চালাক ; অসার বাচাল, জেঠা, ফচকে। দেশজ। বিণ। বি ফাজলামি, ফাজিলী।

ফাট—বিদার, চির, ফাঁকা। দেশজ। সং।

ফাটক, ফটক—তোরণ, বহির্দ্বার, সদর দরজা ; বন্ধনালয়, জেলখানা, কারাগার। হিন্দী। সং। [সং।

ফাটল, ফাটাল—বিদার, চির, ফাঁক। দেশজ।

ফাটা—বিদীর্ণ হওয়া, চিরিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

ফাটান—বিদীর্ণ করা, চিরা। দেশজ। ক্রি।

ফাটাফাটি—পরস্পর ফাটান বা বিদারণ, উভয় পক্ষের মস্তকভঙ্গ ; ভাঙ্গাভাঙ্গি ; শত্রুতা-শক্তি, দায়, সঙ্কট। দেশজ। সং।

ফাড়া—বিদীর্ণ করা, চিরা ; ছিন্ন করা, ছেঁড়া। প্রাদেশিক। ক্রি।

ফাণি—করম্ভ, দধিমিশ্রিত শক্তু ; গুড়। স্ফায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ণি ক। সং ; স্ত্রী।

ফাণিত—ফেনি বাতাসা। পিণ্ডস্থ ফণ=ফাণি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। সং ; ক্লী।

ফাণ্ট—কাথবিশেষ ; জলাদির দ্বারা আলোড়িত শক্তু (ছাতু) ; অন্নের পাচন। ফণ+ক্ত ম্ম, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

ফাতনা, ফাতা—ছিপের সুতায় আবদ্ধ ভাসমান লঘু বস্তু। দেশজ। সং।

ফানস, ফানুস—আলোক ; আবৃত আলোক, লণ্ঠন ; আকাশে উড্ডীয়মান আবৃত আলোক ; আলোকাবরণ, চিমনি। বৈদেশিক। সং।

ফারখৎ—মুক্তিপত্র, ছাড়পত্র ; ত্যাগপত্র ; পত্নী-ত্যাগ-পত্র। বৈদেশিক। সং।

ফারসী—পারসিক ভাষা, পারস্য দেশের ভাষা। বৈদেশিক। সং।

ফারাক, ফারক—তফাৎ, অন্তর, দূর ; পার্থক্য, প্রভেদ। বৈদেশিক। সং।

ফাল—১। লাঙ্গলের মুখাগ্র। ফল (ফল করা)+ঘঞ্ ণ। সং ; ক্লী। ২। বলরাম ; মহাদেব। ফাল শব্দ+অ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। ৩। কার্পাস নির্ম্মিত (বস্ত্র)। ফল শব্দ+ঞ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ফালী।

ফালা—লম্বাভাবে কর্ত্তিত খণ্ড, চির। দেশজ। সং। [ছিন্ন খণ্ড। দেশজ। সং।

ফালি, ফালী—বস্ত্রাদির লম্বাভাবে কর্ত্তিত বা

ফাল্গুন—বাঙ্গালা বৎসরের একাদশ মাস ; অর্জ্জুন। ফল্গুন+ঞ। সং ; পু। [সং ; পু।

ফাল্গুনিক—ফাল্গুন মাস। ফল্গুন+ঠিক স্বার্থে।

ফাল্গুনী—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা ; অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশ নক্ষত্র, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। ফল্গুনী+ঞ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ফালতো—পরিত্যক্ত, বৃথা, অনর্থক। দেশজ। বিণ। [বিণ।

ফাশ, ফাঁশ—প্রকাশিত, ব্যক্ত। বৈদেশিক।

ফা হিয়ান (Fa Hian) চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। ইনি ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশ হইতে ভারত দর্শন অভিলাষে যাত্রা করেন এবং ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইঁহার ভারতভ্রমণবিষয়ক পুস্তকের নাম "ফো-কুও কি" (Fo Kwo-Ki)। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের যে সকল ইংরাজী অনুবাদ আছে, তন্মধ্যে লেগির (Legge) কৃত অনুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন। ফা হিয়ান কাঞ্চী নগরের সমৃদ্ধি দর্শনে বিস্ময়াম্বিত হইয়াছিলেন। ইনি, হুয়েনসং ও হুয়েনথসাং এই তিন জনেই তদানীন্তন ভারতবর্ষের স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুসারে দেশ, সমাজ, শিক্ষা, শিল্প এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ বর্ণনা করিয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ হইতে সিংহল ও সিংহল হইতে যবদ্বীপে ইনি হিন্দু নাবিক পরিচালিত বাণিজ্যোপযোগী অর্ণবপোতে গমন করিয়াছিলেন, এ কথা ইঁহার লিখিত বৃত্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন। ইঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, ইনি উত্তরভারতের প্রধান প্রধান নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে সমৃদ্ধিশালী ও হৃষ্টচিত্ত দেখিয়াছিলেন ; তাহাদিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং তাহারা অত্যধিক করভারে পীড়িত ছিল না ; তাহারা সংযত চরিত্র ও পশুহত্যা-বিরোধী ছিল। দণ্ডবিধি কঠিন ছিল না এবং শারীরিক দণ্ডপ্রদানও বিরল ছিল।

ফি, ফী—১। প্রত্যেক। বিণ। হিন্দী। ২। বেতন, দর্শনী, দক্ষিণা, মাশুল। ইং (fee)। সং।

ফিক—আকস্মিক তীব্র ব্যথাদায়ক ; সামান্য, মৃদু, মুচকি। দেশজ।

ফিকা—১। স্বাদহীন, পানসিয়া ; বর্ণহীন, পাণ্ডুর। দেশজ। ২। তরল, লঘু, অসার, অকিঞ্চিৎকর। প্রা, ক। বিণ।

ফিকির—ফন্দি, কৌশল, উপায় ; বিড়ম্বনা, ছলনা, ফের ; চিন্তা। বৈদেশিক। সং।

ফিঙ্গক—পক্ষিবিশেষ, ফিঙ্গে পাখী। ফিঙ্গ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং ; পু।

ফিঙ্গা, ফিঙ্গে—কাকের শত্রু চঞ্চল পক্ষি-বিশেষ। ফিঙ্গক শব্দের অপভ্রংশ।

ফিচল, ফিচেল—চতুর, চালাক ; ফন্দিবাজ, অসরল, কুটিল, কুচক্রী, ধূর্ত্ত, শঠ, বঞ্চক। দেশজ। বিণ।

ফিট—১। উপযুক্ত, যথাযোগ্য, মানান মত, চোস্ত। বিণ। ২। আকস্মিক রোগাবেগ, মূর্চ্ছা। সং। ইং শব্দ। [সং।

ফিটকিরি—ফটকিরি (alum)। বৈদেশিক।

ফিটফাট—পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, সুশোভিত, সুশৃঙ্খল। দেশজ। বিণ। [শিক। সং।

ফিতা—পৃথক্ বোনা বস্ত্রপটী বা পাড়। বৈদে-

ফিনকি—স্ফুলিঙ্গ, সবেগে নির্গত সরুধার। দেশজ। সং। [বিণ।

ফিনফিনে—অতি সূক্ষ্ম, খুব মিহি। প্রাদেশিক।

ফিয়ার, স্যার্ জন্ বড (Sir J. B. Phear) —কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ভূতপূর্ব্ব জজ। ১৮২৫ খৃঃ বিলাতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম Rev. J. Phear. বাটীতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া কেম্ব্রিজের পেমব্রোক্ কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪৭ খৃঃ গণিতের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া র‍্যাংলার (wrangler) হন। পরে ১৮৫৪ খৃঃ ব্যারিষ্টার হন। অতঃপর ইনি গণিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রণীত Hydrostatics বিষয়ক পুস্তক কেম্ব্রিজ ও কলিকাতা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়। কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৮৬৪ খৃঃ ফিয়ার তাহার অন্যতম জজ নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। সুগভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত ইঁহার খ্যাতি অল্পদিন মধ্যেই বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টও ইঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

ফিয়ারের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক অতি বিরল। একবার জেরাল্ড মিয়ার্স (Gerald Meares) নামক এক নীলকর সাহেব কোন গরীব কৃষ্ণাঙ্গ ডাকপিয়নকে চাবুক মারার অভিযোগে যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেব কর্ত্তৃক ৩ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আসামী জজের নিকট আপীল না করিয়া একেবারে হাই-কোর্টে আপীল করেন। জজ ফিয়ার ও জজ মরিসের নিকট আপীলের শুনানি হয়। ফিয়ার নিম্ন আদালতের রায় স্থির রাখিতে চান, কিন্তু সহযোগী মরিস ভিন্নমত হন। সুতরাং মামলা ফুলবেঞ্চে যায়। প্রধান বিচারপতি কাউচ এবং জজ ফিয়ার ও জজ মরিস এই তিন জন বিচারক লইয়া ফুলবেঞ্চ গঠিত হয়। কাউচ ও ফিয়ার

উত্তরেই ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় বাহাল রাখেন। ইনি ও ইঁহার সহধর্ম্মিণী এতদ্দেশীয়দিগকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, আপনাদের এক কন্যার নাম Ethel Kamini (কামিনী) রাখিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খৃঃ ইনি সিংহলের প্রধান বিচারপতি হইয়া গমন করেন এবং নাইট্ (স্যার্) উপাধি প্রাপ্ত হন। তথায় ইনি এক বৎসর মাত্র ছিলেন, পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেশন জজ হন। ১৯০৫ খৃঃ এই মহাত্মার মৃত্যু হয়। "The Aryan Villages in India and Ceylon", "International Trade" প্রভৃতি গ্রন্থ ফিয়ার সাহেব রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ফিরঙ্গ—স্বনামখ্যাত ম্লেচ্ছদেশ; ফ্রান্স্; সাধারণতঃ সমগ্র ইউরোপ। সং; পু।

ফিরঙ্গরোটী—পাঁউরুটী। মণ্ডী কদম্বা। সং; স্ত্রী।

ফিরঙ্গী (-ঙ্গিন্)—ফিরঙ্গ-দেশীয় পুরুষ ফিরঙ্গ +ইন্। সং; পু। স্ত্রী ফিরঙ্গিণী। ইহারই অপভ্রংশে ফিরিঙ্গী।

ফিরতি, -তী—ঘুরতি, যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়, ফেরত। হিন্দী। সং।

ফিরা—ঘুরা, প্রত্যাবৃত্ত হওয়া, পুনরাগত হওয়া, পরিবর্ত্তিত হওয়া, বদলান; ভালর দিকে আসা। দেশজ। ক্রি।

ফিরাই, ফেরাই—তাসখেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিহীন তাস, অর্থাৎ সেই তাস যে রঙ্গের সে রঙ্গের অন্য তাস আর কাহারও হাতে নাই। বৈদেশিক। সং।

ফিরান—ঘুরান, প্রত্যাবর্ত্তন করান; পালটান, বদলান, ভালর দিকে আনয়ন করা। দেশজ। ক্রি।

ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গী—ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্করজাতি; সাহেব; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, খৃষ্টিয়ান। ফিরঙ্গী দেখ।

ফিরিস্তি, ফিরিস্তী—নির্ঘণ্ট, তপশীল, জায়, তালিকা। বৈদেশিক। সং।

ফিসফিস—অতি মৃদুস্বরে বা কাণে কাণে কথা বলিবার শব্দ। বাং ধ্ব।

ফুঁ, ফুঁক—ফুৎকার। দেশজ। সং।

ফুঁকা, ফুকা—১। বৎসহীনা দুগ্ধবতী গাভীর যোনিদেশে নলপ্রবেশ করাইয়া তন্মধ্য দিয়া ফুৎকার প্রদান। সং। ২। ফুঁ দেওয়া; ফুৎকার করা; অপব্যয়ে ক্ষয় করা, অপচয় করা, উড়াইয়া দেওয়া। হিন্দীমূলক। ক্রি।

ফুঁড়া—ফুটা করা, বিঁধা, বিদ্ধ করা। দেশজ। ক্রি।

ফুঁপান—গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদা; ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা। দেশজ। ক্রি।

ফুকরই—তারস্বরে আহ্বান করে, চেঁচাইয়া ডাকে। প্রা, ক। ক্রি।

ফুকরান, ফুকারা—তারস্বরে আহ্বান করা, চেঁচাইয়া ডাকা; চীৎকার করা, চেঁচান। হিন্দীমূলক। ক্রি। প্রা, ক।

ফুকরি—ফুকরাইয়া, আহ্বান করিয়া; চীৎকার করিয়া, চেঁচাইয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ফুগইতে—উন্মোচন করিতে, খুলিতে। প্রা, ক। ক্রি।

ফুঙ্গি, ফুঙ্গী—বৌদ্ধ ভিক্ষু। সং। [শব্দ।

ফুট—ইং মাপবিশেষ, ১২ ইঞ্চি পরিমাণ। ইং

ফুটকি, -কী—বিন্দুচিহ্ন,ফোঁটা। দেশজ। সং।

ফুটন্ত—প্রস্ফুটিত, বিকসিত। দেশজ বিণ।

ফুটয়—ফুটে। প্রা, ক। ক্রি।

ফুটল—ফুটিল। প্রা, ক। ক্রি।

ফুটা—১। ছিদ্র; প্রস্ফুটন; বেধ। সং। ২। ছিদ্রবিশিষ্ট। বিণ। ৩। প্রস্ফুটিত হওয়া; বিদ্ধ হওয়া। দেশজ। ক্রি। [ক্রি।

ফুটান—প্রস্ফুটিত করা; বিদ্ধ করা। দেশজ।

ফুটানি, ফুটুনি—চোট, জাঁক, নবাবী, অহমিকা প্রকাশ। হিন্দী। সং।

ফুটি—১। টিপটি, নালিম, একজাতীয় পাকা কাঁকুড়। দেশজ। সং। ২। ফুটিয়া, প্রস্ফুটিত হইয়া; বিদ্ধ হইয়া। ক,প্র। ক্রি।

ফুৎ—অনুকরণ শব্দ; তুচ্ছবাদ। ফুৎ+ক্বিপ্ ভা, নিপাতনে। বা।

ফুৎকার, ফুৎকৃতি—ফুস্ ফুস্ শব্দ; ফুঁ দেওয়া। ফুৎ (অনুকরণ শব্দ) কৃ (করা) +ঘঞ্, ক্তি ভা। সং, যথাক্রমে পু ও স্ত্রী। [শব্দ।

ফুপু, ফুফু—পিতার ভগ্নী; পিসী। মুসলমানী

ফুপ্‌ফুস—ফুস্‌ফুস দেখ। [বিণ। প্রা, ক।

ফুমল—আলুলায়িত, খোলা; স্খলিত, খসা।

ফুরন, ফুরান—১। কাজের চুক্তি, চুক্তিনির্দ্ধারিত মূল্য বা মজুরি। সং। ২। নিঃশেষ হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ফুরয়ে—ফুরায়, নিঃশেষ হয়। প্রা, ক। ক্রি।

ফুরসৎ—অবকাশ, অবসর, ছুটি। পারস্য। সং।

ফুর্ত্তি—স্ফূর্ত্তিশব্দের অপভ্রংশ।

ফুল—১। পুষ্প, কুসুম; গর্ভপুষ্প; বৃক্ষ পুষ্পাকারে নির্ম্মিত স্বর্ণাদির ভূষণ, বস্ত্রাদিতে রচিত পুষ্পাকৃতি; ধবল রোগ। সং। ২। ধবল, শ্বেত, সাদা। দেশজ। বিণ।

ফুলকপি—পুষ্পগুচ্ছাকার খাদ্য উদ্ভিদবিশেষ (Cauliflower)। দেশজ। সং।

ফুলকা—১। মাছের শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র বা অঙ্গ; পুষ্পমঞ্জরী (যথা, শরফুলকা)। দেশজ। সং। ২। ফুল্ল, টবকা (যথা, ফুলকা লুচি)। দেশজ। বিণ।

ফুলকুমারী গুপ্তা—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে বিখ্যাত সেন বংশে ফুলকুমারীর জন্ম হয়। ইনি শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা। ফুলকুমারী বাল্যে সুশিক্ষা—হিন্দু শিক্ষা—লাভ করিয়াছিলেন। শৈশবে ইঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল; কৈশোরে ইনি নাটক নভেলে আপনাকে উৎসর্গ না করিয়া, শাস্ত্র ও দর্শনের উপবনে প্রবেশ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই বিদুষী নারীর সেই সাধনার ফলভাগী হইয়াছে।—বর্দ্ধমান জেলার কালনা নিবাসী প্রসিদ্ধ কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেনের মধ্যমাগ্রজের দৌহিত্র শ্রীশচন্দ্র গুপ্তের সহিত ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফুলকুমারীর পরিণয় হয়। ভূয়োদর্শন, দেশভ্রমণ ও তীর্থাটন ইঁহার চিন্তাশক্তির ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির বিকাশের অনুকূল হইয়াছিল। গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিয়া অবসর পাইলেই, ইনি শাস্ত্রচিন্তায় ও আত্মচিন্তায় মগ্ন হইতেন। কাশপুরে স্বর্গীয় পণ্ডিত ও সাধক বিনায়ক শাস্ত্রীর সহিত গুপ্ত-পরিবারের পরিচয় হয়। শাস্ত্রী হবনানুষ্ঠানের জন্য শ্রীশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া, ফুলকুমারীর ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাইয়া বলেন, "শ্রীশবাবু! আপনার পত্নী অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারিণী। ইনি এক সময়ে উৎকৃষ্ট লেখক হইবেন। ইঁহাকে শাস্ত্র ও দর্শনে বঞ্চিত করিবেন না। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি যাহা জানি, তাহা ইঁহাকে দান করি।" শ্রীশবাবু সানন্দে সম্মতি দেন। সপ্তাহে তিন দিন করিয়া গুরু ফুলকুমারীকে প্রথমে স্মৃতি ও পরে অন্যান্য দর্শন ও বিশেষভাবে গীতার উপদেশ দেন। বিনায়ক শাস্ত্রী আপনার উক্তির কিছুটা পর্য্যন্ত পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার এক প্রিয় শিষ্যকে ফুলকুমারীর অধ্যাপনার ভার দিয়া যান। তাহার নিকট ফুলকুমারী অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।

ফুলকুমারীর পিত্রালয়ে এক নারীসভার উপলক্ষে কবি গিরীন্দ্রমোহিনী ইঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গদ্য রচনায় ইঁহাকে উৎসাহিত করেন, তাহারই ফলে আধুনিক আদর্শে অশিক্ষিতা হইয়াও বামা রচনা যে কত গভীর ও কত উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা ইঁহার বর্ত্তমান রচনায় যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

সংবাদপত্রে ও মাসিকে তাঁহার অনেক রচনা ছাপা হইয়াছে।

ফুলকুমারীর শাস্ত্রচর্চ্চা ও অনুশীলনের ফল তাঁহার "অবসর" ও "সৃষ্টি-রহস্য" মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

ফুলখড়ি—সাদা খড়িমাটী। দেশজ। সং।

ফুলছড়ি—পুষ্পিত বৃক্ষের অনুকরণে সোনার পাতামুক্ত বৃক্ষ গাছ। দেশজ। সং।

ফুলতোলা, ফুলদার—সূচিকর্ম্মসাধিত পুষ্পাকার প্রসাধনবিশিষ্ট। দেশজ। বিণ।

ফুলদানী—পুষ্পধানী, কুসুমাধার। দেশজ। সং। [দেশজ। বিণ।

ফুলদোল—১। শ্রীকৃষ্ণের দোলন যাত্রা বিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ফুলধনু—১। কন্দর্প, (কন্দর্পের ধনুর্ব্বাণ ফুলময়)। বহু। সং; পু। ২। পুষ্পরচিত ধনুক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

ফুলপুকুরিয়া, -পুকুরে—চারি কোণে ফুলতোলা।

ফুলবড়ি—কলায়ের ছোট সাদা বড়ি। দেশজ। সং। সং।

ফুলবাগান—কুসুমোদ্যান, মালঞ্চ। দেশজ।

ফুলবাতাসা—ফুল্ল বাতাসা, খর-পাক গুড়ে বায়ু মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। দেশজ। সং। [(beau)। দেশজ। সং।

ফুলবাবু—খোষপোষাকী, সৌখীন পুরুষ

ফুলমালা—ফুলের মালা। ফুলে রচিতা মালা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ফুলবাণ—১। ফুলরচিত শর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। কন্দর্প, মদন। ফুল হইতে বাণ যাহার, বহু। সং; পু।

ফুলশয্যা—১। পুষ্পাকীর্ণ বিছানা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বিবাহের পর নবদম্পতির প্রথম ফুলসজ্জিত শয্যায় শয়ন। স্ত্রী।

ফুলশর—১। ফুলরচিত বাণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ২। কন্দর্প। বহু। সং; পু।

ফুলা—১। স্ফীতি। সং। ২। স্ফীত। বিণ। ৩। স্ফীত হওয়া, ফাঁপিয়া উঠা। দেশজ। ক্রি।

ফুলুরি—বেসনের ফুলা ছোট বড়া। দেশজ। সং।

ফুলেল—পুষ্প হইতে প্রস্তুত; পুষ্পগন্ধী। দেশজ। বিণ।

ফুল্কা, ফুল্কা—১। অগ্নিতাপে স্ফীত ও হাল্কা। বিণ। ২। অগ্নিতাপে স্ফীত পাতলা রুটির ছাল; মৎস্যাদির ফুস্‌ফুস্ বা শ্বাসযন্ত্র। দেশজ। সং।

ফুল্কি—ফেনাকি, স্ফুলিঙ্গ। দেশজ। সং।

ফুল্ল—১। বিকসিত, প্রস্ফুটিত। ফুল্ (ফুটা) + ক্ত বা অন্ ক; অথবা ফুল্ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। পুষ্প, ফুল। সং; স্ত্রী।

ফুল্লদাম—উনবিংশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ফুল্লরা—শ্রীমন্ত সদাগরের জননী। ফুল্ল—রা + ড ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

ফুল্ললোচন—১। বিকসিত নেত্র। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। বিকসিত নেত্রবিশিষ্ট। ফুল্ল লোচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —লোচনা। ৩। মৃগবিশেষ। সং; পু।

ফুল্লাধর—প্রফুল্ল অধর। কর্ম্মধা। সং; পু।

ফুল্লারবিন্দ—বিকসিত কমল, প্রস্ফুটিত পদ্ম। ফুল্ল যে অরবিন্দ, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ফুল্লি—বিকাশ। ফুল্ল + ই তা। সং; স্ত্রী।

ফুল্লেন্দীবর—প্রফুল্ল পদ্ম, বিকসিত নীলপদ্ম। ফুল্ল যে ইন্দীবর (পদ্ম), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ফুল্লেন্দু—পূর্ণচন্দ্র। ফুল্ল যে ইন্দু, কর্ম্মধা। সং; পু।

ফুসকুড়ি—ক্ষুদ্র ব্রণ। দেশজ। সং।

ফুসলান—কাণে মন্ত্রণা দিয়া ভুলান বা কুপথগামী করা। হিন্দীমূলক। ক্রি। [সং।

ফুসফুস—পুপ্‌ফুস, শ্বাসযন্ত্র; ফুল্কা। দেশজ।

ফেউ—শৃগালিকা, ধেঁকশিয়াল। দেশজ। সং।

ফেঁকড়া, ফেঁকড়ি—ছোট ডাল, প্রশাখা, অঙ্কুর। দেশজ। সং। [সং।

ফেঁসাদ—ফের, লেঠা, ঝঞ্ঝাট, দায়। দেশজ।

ফেকা, ফেকো—অত্যন্ত কায়িক বা মৌখিক শ্রমজাত শুষ্ক থুথু। দেশজ। সং।

ফেকাসিয়া, ফেকাসে—আপাণ্ডুর, ঈষৎ হরিদ্র বর্ণ। দেশজ। বিণ।

ফেচাং—বিঘ্ন। দেশজ। সং।

ফেটা—১। পাগড়ি; সর্পফণাকৃতি জালবিশেষ। সং। ২। ফেনান। দেশজ। ক্রি। ৩। উন্মুক্ত, খোলা। প্রা, ক। বিণ।

ফেটি, ফেঁটা—ছোট পাগড়ি; সূতা প্রভৃতির গোছা; এক রকম ফাঁদী জাল। দেশজ।

ফেণ, ফেন—ফেনা, গাঁজলা। স্ফায় (বৃদ্ধি পাওয়া) + ন ক। সং; পু।

ফেণী—ঘনামখ্যাত মিষ্টান্নবিশেষ। ফেণ + অপ্। সং; স্ত্রী।

ফেনক—ফেণম। প্রা, ক। সং।

ফেনল—ফেনিল, ফেনযুক্ত। ফেন লা (গ্রহণ করা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

ফেনা—ফেন, গাঁজলা। দেশজ। সং। [স্ত্রী।

ফেনাগ—বুদ্বুদ। ফেনের অগ্র, ৬তৎ। সং;

ফেনান—আবর্ত্তন করিতে করিতে ফেনা উৎপাদন করা; ফেটান; ফেনা উৎপন্ন হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ফেনায়মান—যাহা হইতে ফেনা উঠিতেছে, যাহা ফেনাইতেছে, ফেনিল। ফেন + কাড় = ফেনায় (নামধাতু) + শান ক। বিণ; ত্রি।

ফেনিকা—খাজা নামক মিষ্টান্ন। ফেন + কণ্ + আপ্। সং; স্ত্রী।

ফেনিল—১। ফেনযুক্ত, সফেন। ফেন + ইল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ফেনিলা। ২। অরিষ্ট বৃক্ষ; বদর বৃক্ষ। সং; পু।

ফের—১। বেষ্টন, বেড়; রহস্য; ফাঁপর, দায়, লেঠা, বিভ্রাট, সঙ্কট; পেঁচ। সং। ২। পুনরায়, আবার। দেশজ। ব্য।

ফেরত—ফিরতি, ঘুরতি; প্রত্যাগত; প্রত্যাবর্ত্তন। দেশজ।

ফেরতা—১। ফেরত, প্রত্যাগত; পাল্টা। বিণ। ২। গানের যে অংশ পালটাইয়া গাহিতে হয়; দোহারকি। দেশজ। সং।

ফেরব—১। রাক্ষস; শৃগাল। ফে (অব্যক্ত শব্দ)—রু (শব্দ করা) + অন্ ক। সং; পু। ২। হিংস্র; ধূর্ত্ত। বিণ; ত্রি।

ফেরা—১। চূণ প্রভৃতির মাপের তাগাড়ি। দেশজ। ২। ফের, ফাঁপর, দায়, লেঠা, বিভ্রাট। প্রা, ক; সং।

ফেরা-ফিরি, -ফেরি—ঘুরাঘুরি; পুনঃ পুনঃ গমনাগমন; অর্পণ ও প্রত্যর্পণ; অদল বদল। দেশজ। সং।

ফেরি—১। ভ্রমণপূর্ব্বক বিক্রয়; নাচগানের পেলা। দেশজ। সং। ২। ফিরিয়া; ফের, আবার, পুনরায়। প্রা, ক।

ফেরিস্তা—বিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস-লেখক। ইনি আকবরের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন, এবং ঐ সময় পধ্যন্ত একখানি হিন্দুস্থানের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।

ফেরু—শৃগাল। ফে (অব্যক্ত শব্দ)—রু (শব্দ করা) + ডু ক। সং, পু।

ফেরেব—বঞ্চনা, চাতুরী, জুয়াচুরি; দুষ্ট কৌশল; জাল। বৈদেশিক। সং।

ফেরেববাজ—দুষ্টকৌশলী; বঞ্চক, ঠক, জুয়াচোর; জালিয়াৎ। বৈদেশিক।

ফেরো—জল খাইবার ছোট ঘটী, চুমকি। দেশজ। সং।

ফেল—১। ত্যক্ত দ্রব্য; উচ্ছিষ্ট বস্তু। ফেল (গমনার্থক) + অল্ প্র। সং, পু। ২। দেউলিয়া; পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য। ইং শব্দ।

ফেলজামিন—সদ্ব্যবহার নিমিত্ত লোকের জামিন। বৈদেশিক সং।

ফেলনা—ফেলিয়া দিবার উপযুক্ত, পরিত্যাজ্য, নগণ্য, তুচ্ছ। দেশজ। বিণ।

ফেল-ফেল, ফ্যাল ফ্যাল—বিস্ফারিতনেত্রে। দেশজ। ব্য।

ফেলা—১। ত্যক্ত দ্রব্য, উচ্ছিষ্ট বস্তু। ফেল শব্দ + আপ্। সং; স্ত্রী। ২। ত্যাগ করা, নিক্ষেপ করা। দেশজ ক্রিয়া।

ফেলানেল, ফ্লানেল—পশমী কোমল ঢাঁপা বস্ত্রবিশেষ। ইং (flannel)। সং।

ফেলিকা—ত্যক্ত দ্রব্য; উচ্ছিষ্ট বস্তু। ফেল + কণ্ স্বার্থে + আপ্ সং; স্ত্রী।

ফৈজ্‌ৎ—ফইজৎ দেখ

ফৈজি—দিল্লীর আমীর খসরুর পরে ইঁহার ন্যায় উচ্চশ্রেণীর পারসীক কবি ভারতবর্ষে আর কেহ ছিলেন না। ইঁহার প্রকৃত নাম আবুল ফয়েজ। আকবরের ১২শ বর্ষীয় রাজত্বকালে ইনি এই মোগল সম্রাটের অধীনে রাজকবি পদে নিযুক্ত হন। ৬ষ্ঠ বৎসর পরে ইঁহার ভ্রাতা আবুল ফজলকে সম্রাটের সকাশে পরিচিত করাইয়া রাজকর্ম্মে প্রবিষ্ট করান। আকবর নিজে সংস্কৃতের অনুরাগী ছিলেন। ফৈজিও উত্তম সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে ফৈজিই সর্ব্বপ্রথম হিন্দুদর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত ও লীলাবতী এবং আরও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। একখানি বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেলের কিয়দংশ ও কাশ্মীরের ইতিহাস অনুবাদেও ইনি সহায়তা করিয়াছিলেন। আকবরের নবধর্ম্ম প্রচলন চেষ্টায় ইনি ও আবুলফজল বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফৈজির মৃত্যু হয়।

ফোঁটা, ফোটা—বিন্দু, কণিকা; তিলক, কপালের টিপ। দেশজ। সং।

ফোঁড়, ফোড়—সেলাই কালে সূচিচালনা, রন্ধ্র, ফেঁদা, ফুটা, বিঁধ। দেশজ। সং।

ফোঁপরা, ফোপরা—১। শূন্যগর্ভ, ভিতরে খালি, অন্তঃসারশূন্য; বহু ছিদ্রবিশিষ্ট, ঝাঁঝরা। বিণ। ২। ফুসফুস; ফুল্‌কা, ফোঁপল। দেশজ। সং।

ফোঁপল—১। নারিকেল ফলের উদরমধ্যে সঞ্জাত বীজাঙ্কুর। সং। ২। শূন্যগর্ভ, অন্তঃসারশূন্য, অসার; কার্য্যহীন শুষ্ক বাক্‌চতুর। দেশজ। বিণ।

ফোকর—রন্ধ্র, ছিদ্র, ফাঁক। দেশজ। সং।

ফোকলা, ফোগলা—দন্তহীন, অদন্ত। দেশজ। বিণ। [টিপনি। দেশজ। সং।

ফোড়ন—সম্বরা; সম্বরা মসলা, কথার উপর

ফোড়া—স্ফোটক, ব্রণ। দেশজ। সং।

ফোয়ারা—কৃত্রিম উৎস। দেশজ। সং।

ফোর—ছিদ্র, রন্ধ্র। দেশজ। সং।

ফোর্‌া—ফাঁপা। দেশজ। বিণ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ—বঙ্গদেশে ইংরেজ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এদেশের শাসন ও বিচার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সকল সাহেব কর্ম্মচারী প্রথম প্রথম বিলাত হইতে এদেশে আসিতেন, তাঁহারা এদেশের ভাষা না জানায় সুচারুরূপে আপনাদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় পরিচালনার্থ এ দেশের কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার অন্যতম। খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরেজ দুর্গ। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনখানি গ্রাম বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমের নিকট হইতে ক্রয় করেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা সুতানুটি গ্রামের কুঠিরক্ষার্থ ঐখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখেন। অধুনা কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে সুদৃঢ়, দুর্ভেদ্য দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অবশ্য ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্ম্মিত সেই দুর্গ নহে। সে দুর্গ এক্ষণে লয়প্রাপ্ত। এক্ষণে অনেকেই বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্ট-অফিসের সংলগ্নস্থল সেই দুর্গের অবস্থিতি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বর্ত্তমান দুর্গটি পরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফ্যাসান—প্রচলিতধারা বা পদ্ধতি, রেওয়াজ; সৌখীন রীতি। ইং (fashion)। সং।

ফ্রক—ঘাগরা। ইং (frock)। সং।

ফোস্কা—দাহজন্য জলপূর্ণ স্ফোট। দেশজ। সং।

ফৌজ—সেনা। বৈদেশিক। সং।

ফৌজদার—সেনানায়ক; মুসলমান শাসনকালে মাজিষ্ট্রেট। বৈদেশিক। সং।

ফৌজদারী—১। দেশশাসন সংক্রান্ত; ম্যাজিষ্ট্রেট্ সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম; মারামারি বা কাটাকাটি। সং।

ফৌৎ—মৃত্যু; উত্তরাধিকার না রাখিয়া মৃত্যু। বৈদেশিক। সং।

ফ্রাঙ্কলিন—আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত এবং দেশহিতৈষী। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য শিক্ষা করিয়া ক্রমে তাহাতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ইনি বিখ্যাত 'ক্যালেণ্ডার' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে নানাবিষয়ক উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ সকল স্থান পাইত। ইঁহার সেই প্রস্তাবসমূহ এমন উৎকৃষ্ট যে, অদ্যাপি সেগুলি সাগ্রহে অধীত হইয়া থাকে।

অতঃপর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ফ্রাঙ্কলিন সাধ্যানুসারে স্বদেশের হিতসাধনে যত্নপরায়ণ হইলেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ রাজ্যের স্বাধীনতার নিমিত্ত প্রবল প্রতাপ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইনি স্বদেশের দূত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তাহার পর ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে কিছুদিন স্বদেশের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ স্বাধীনতা লাভ করিলে, ইনি স্বইচ্ছায় স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর ইনি স্বদেশের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়া বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া ইনি বিজ্ঞানানুশীলনে ক্ষান্ত হন নাই। ইনি ঘুড়ির সাহায্যে মেঘের বৈদ্যুতিক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানজগৎকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে চতুরশীতিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই মহাত্মা ইহলোক ত্যাগ করেন।

ফ্রান্সিস্ (স্যার্ ফিলিপ)—জন্ম ২২শে অক্টোবর ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ। প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের নবগঠিত কৌন্সিলের অন্যতম সদস্যরূপে নিযুক্ত হইয়া, ইনি অপর সদস্যদ্বয়, মনসন্ ও ক্লেভারিঙের সহিত ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর ভারতে আসেন। ইঁহারা তিন জনেই হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মত দিয়া সংখ্যাধিক্য হেতু তাঁহাকে পরাস্ত করেন। একবার মনোবাদ উপলক্ষে ফ্রান্সিস্ ও হেষ্টিংসের সহিত পিস্তলের সাহায্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় (১৭ই আগষ্ট, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে)। তাহাতে ফ্রান্সিস্ আহত হন। ঐ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি ভারত ত্যাগ করিয়া যান। এখানে অবস্থিতি সময়ে ইনি মাডাম গ্রাণ্ডের সহিত অবৈধ প্রণয়াকাঙ্ক্ষা হেতুবাদে অভিযুক্ত হন। বিচারফলে ইঁহাকে ৫০,০০০ টাকা সেই রমণীর স্বামীকে খেসারতস্বরূপে দিতে হয়। ইংলণ্ডে Junius letters অভিহিত যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইনিই তাহার লেখক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর ইনি দেহত্যাগ করেন।

ব—১। ত্রয়োবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। ২। বক্ষঃস্থল; বাধু; বরুণ; বাসস্থান; বাহু। বা (গমন করা) + ড ক। সং; পু। ৩। মন্ত্রবিশেষ; বস্ত্র। সং; স্ত্রী। ৪। সাদৃশ্য। ব্য। ৫। তাঁতের যে সূত্রানিশ্রিত ফাঁসে টানার সূতা এক একটি ঝুলিতে থাকে। দেশজ। সং।

বখাটে, বকাটে, বখাটে—যে একবারে বহিয়া গিয়াছে, অধঃপাতগত, চরিত্রহীন; অতি বাচাল, জেঠা, ফাজিল। দেশজ। বিণ।

বই—১। বহি, পুস্তক, খাতা। সং। ২। বহন কার; বহিয়া, ব্যাপিয়া। ক্রি। ৩। ভিন্ন, ব্যতীত, বিনা। দেশজ। ব্য।

বউ—বধূ, পত্নী, স্ত্রী; বিবাহিতা কন্যা; পুত্রবধূ; ভ্রাতৃবধূ। দেশজ। সং; স্ত্রী।

বউ-কথা-কও—পক্ষিবিশেষ, (ডাক হইতে নাম)। দেশজ। সং।

বউ-কাটকী—যে স্ত্রীলোক বধূকে যন্ত্রণা দেয়। দেশজ। সং; স্ত্রী।

বউড়ী—বালিকা বা যুবতী বধূ। দেশজ। সং।

বউনি—বিক্রয় আরম্ভে প্রাপ্ত মূল্য ; বহন করিবার মজুরি। দেশজ। সং।

বউভাত—নববধূর রাঁধা ভাত, পাকস্পর্শ। দেশজ। সং। [অপভ্রংশ।

বউল, বোল—ফলের কুঁড়ি। মুকুল শব্দের

বংশ—অন্বয়, কুল, গোত্র ; একগোত্রজাত, পূর্ব্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষ ; বাঁশ ; বাঁশী ; বর্গ ; সমূহ ; পর্ব্ব ; নাসাবিবর ; গৃহের উর্দ্ধকাষ্ঠ ; পৃষ্ঠদণ্ড। বন (সেবা করা, ইত্যাদি)+শ র্ম্ম। সং ; পু।

বংশক—মৎস্যবিশেষ, বাঁশপাতা মাছ ; ইক্ষুবিশেষ, সামশাড়া আখ। বংশ+কণ্। সং।

বংশকক—আকাশবুড়ীর সূতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বংশকর্পূর—বংশলোচন। সং ; পু।

বংশক্ষয়—কুলক্ষয় ; গোষ্ঠীনাশ। ৬তৎ। সং ; পু। [সংজ্ঞার্থে। সং ; স্ত্রী।

বংশক্ষীরী—বংশলোচন। বংশক্ষীর+ঈপ্

বংশগৌরব—কুলগরিমা, বংশের মর্য্যাদা বা গর্ব্ব। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বংশজ—১। বংশজাত, বাঁশ হইতে উৎপন্ন ; সদ্বংশজাত, সৎকুলোদ্ভব। বংশ হইতে জন্মে যে, উপ ; বংশ–জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বংশজা। ২। বাঁশের চাউল। সং ; পু।

বংশজা ১। বংশজাতা, ইত্যাদি। বংশজ দেখ। বংশজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বংশলোচনা। সং ; স্ত্রী।

বংশতণ্ডুল—বাঁশের চাউল। ৬তৎ। সং ; পু।

বংশধর—১। কুলরক্ষক ; কুলবর্দ্ধন, কুলোদ্বহ। বংশের ধর (ধারক), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। সন্তান, উত্তরপুরুষ। সং ; পু।

বংশধান্য—বাঁশের চাউল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বংশনালিকা—বাঁশের বাঁশী ; বংশ নির্ম্মিতা নালিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বংশনাশ—বংশলোপ, বংশে কেহ না থাকা। ৬তৎ। সং ; পু।

বংশপত্র—১। বাঁশের পাতা। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। নল। বংশপত্র+অ সাদৃশ্যার্থে। সং ; পু।

বংশপত্রক—বাঁশপাতা মাছ ; নলখাগড়া ; সাদা আখ। বংশের পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

বংশপরম্পরা—পরপর বংশের লোকসকল ; বংশানুক্রম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বংশবৃদ্ধি—বংশের বাড়, সন্তানসন্ততির সংখ্যাধিক্য ; কুলের উন্নতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বংশমর্য্যাদা—কুলগৌরব, বংশের সম্মান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বংশরোচনা, বংশলোচনা—বাঁশের মধ্যস্থ শ্বেতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ, ইহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়, বংশলোচন। বংশ (বাঁশ)–রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+অন ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বংশলোচন—বংশরোচনা দেখ।

বংশলোপ—কুলনাশ, বংশ বিলুপ্ত হওয়া। ৬তৎ। সং ; পু। [স্ত্রী।

বংশশর্করা—বংশরোচনা। ময়ী কর্ম্মধা। সং ;

বংশশলাকা—বাঁশের শলা, কাবারি, বাখারি ; চোঁচালি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বংশস্থ—১। বংশে স্থিত। বংশে থাকে যে, উপ ; বংশ–স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। ছন্দোবিশেষ। সং ; ক্লী

বংশস্থ-বিল—দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

বংশস্থিতি—কুলের স্থায়িত্ব, বংশরক্ষা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

বংশহীন—নির্ব্বংশ ; নিঃসন্তান। ৩তৎ।

বংশাগ্র—বাঁশের আগা বা ডগা, ডগলা। বংশের অগ্র, ৬তৎ। সং ; পু।

বংশাঙ্কুর—বাঁশের কোঁড়া। ৬তৎ। সং ; পু।

বংশানুক্রম—বংশপরম্পরা ; পুরুষপরম্পরা। বংশের অনুক্রম, ৬তৎ। সং ; পু।

বংশানুক্রমিক—বংশপরম্পরাক্রমে বা পুরুষপরম্পরাক্রমে আগত। বংশানুক্রম+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

বংশানুক্রমে—বংশপরম্পরাক্রমে, পুরুষপরম্পরায়। বংশের অনুক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

বংশানুচরিত—বংশের চরিত্র বর্ণন ; পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের একলক্ষণ। বংশের অনুচরিত, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বংশাবতংস—কুলভূষণ, বংশের অলঙ্কারস্বরূপ ; কুলোজ্জ্বলকারী। বংশের অবতংস (ভূষণ), ৬তৎ। বিণ বা সং ; পু।

বংশাবলী—পূর্ব্বপুরুষগণের নামাবলী, কুলজী। বংশের আবলী, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বংশিক—১। বংশজাত। বংশ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। অগুরু। সং ; ক্লী।

বংশিকা—বাঁশী। বংশী+কণ্, স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

বংশী—মুরলী, বাঁশী। বংশ+ক+ঈপ্। সং ;

বংশীধর—মুরলীধর, শ্রীকৃষ্ণ। বংশীর ধর (ধারক), ৬তৎ। সং ; পু। [পু

বংশীধ্বনি—বংশীরব, বাঁশীর শব্দ। ৬তৎ। সং ;

বংশীয়, বংশ্য—বংশে জাত ; সৎকুলোদ্ভব। বংশ+ঈয়, য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

বংশীবট—বৃন্দাবনস্থ বটবৃক্ষবিশেষ ; শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষতলে বসিয়া বংশীবাদন করিতেন। সং ; পু।

বংশীবদন—মুরলীধর, শ্রীকৃষ্ণ। বংশী বদনে যাহার, বহু। সং ; পু। [ক, প্র।

বংশীবয়ান—বংশীবদন, শ্রীকৃষ্ণ। সং ; পু।

বংশীবাদন—বাঁশী বাজান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বংহিমা (–মন্)—বাহুল্য, আধিক্য। বহুল শব্দ+ইমন্ ভাবে। সং ; পু।

বংহিষ্ঠ—অতিশয় বহুল। বহুল+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বংহিষ্ঠা।

বংহীয়ান্ (–য়স্)—অতিশয় বহুল। বহুল+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বংহীয়সী।

বঁধু—সখা, প্রণয়ী, নায়ক। বন্ধুশব্দের অপভ্রংশ।

বঁধুয়া—বঁধু, বন্ধু, নাগর, নায়ক। প্রা, ক।

বঁড়শী, বড়শী—মৎস্য ধরিবার বক্রমুখ লৌহ কণ্টক। দেশজ। সং

বক—১। জলচর পক্ষিবিশেষ ; পুষ্পবৃক্ষবিশেষ ; যক্ষবিশেষ, কুবের। বনক (গমন করা)+অন ক। সং ; পু।

২। জনৈক দৈত্য, মথুরারাজ কংসের অনুচর। এই দৈত্য কংসের আদেশে ব্রজপুরে গমনপূর্ব্বক পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে তিনি ইহার ঠোঁট দুইটি ধরিয়া চিরিয়া ফেলিয়া ইহাকে শমনসদনে প্রেরণ করেন।

৩। জনৈক রাক্ষস। এই বক রাক্ষস একচক্রা গ্রামের নিকটস্থ বাস করিত এবং একচক্রাবাসীদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। অবশেষে তাহারা এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া রাক্ষসের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি লাভ করে যে, প্রতিদিন ইহার ভক্ষণার্থ প্রচুর ভক্ষ্যদ্রব্য এবং এক একটি মনুষ্য প্রেরণ করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ বারণাবত হইতে পলায়ন করিয়া একচক্রা গ্রামে কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিবার কালে একদা সেই গৃহস্থেরই একজন লোককে বকের আহারার্থ প্রেরণের দিন আসিয়া উপস্থিত হইলে পরিজনবর্গ মধ্যে মহা ক্রন্দনরোল উত্থিত হইল। কুন্তী দেবী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মধ্যম পুত্র ভীমকে খাদ্যদ্রব্যসহ রাক্ষসের নিকট যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে ভীম তথায় গমন করিলে উভয়ে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে রাক্ষস ভীমের হস্তে নিপাতিত হয়।

বককাড়ি—প্রাচীন বাদ্যবিশেষ। প্রা, ক।

বকজিৎ—শ্রীকৃষ্ণ ; ভীম। বক দেখ ; বককে জয় করিয়াছেন যিনি, উপ ; বক–জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

বকধার্ম্মিক—কপট ধার্ম্মিক, যে মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে, অথচ অন্তরে অন্তরে অনিষ্ট চেষ্টা করে। বকসদৃশ ধার্ম্মিক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

বকধ্যান—কপট ধ্যান। প্রা, ক। সং।

বকন, বকনা—বৎসতরী ; নই বাছুর ; অল্পবয়স্কা গবী। দেশজ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

বকনিসূদন, বকবৈরী—শ্রীকৃষ্ণ ; ভীম। ৬তৎ।

বকপঞ্চক—কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী অবধি পঞ্চতিথি। সং ; ক্লী।

বকর, বকরা—ছাগল। বৈদেশিক। সং।
বকর-ঈদ্—মুসলমানী পর্ব্ববিশেষ। সং।
বকরী—ছাগী। বৈদেশিক। সং।
বকম-কাঠ—কাঠবিশেষ,—ইহা হইতে লাল রঙ্গ প্রস্তুত হয় (sappan wood)। সং। [ব্য।
বক-বকম—পায়রার প্রণয়ব্যঞ্জক ডাক। দেশজ।
বকলম—অন্যের কলম দ্বারা ; যে ব্যক্তি লিখিতে জানে না সে নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে হইলে কলমস্পর্শ করিয়া অন্যের দ্বারা নাম লিখাইয়া লয় ; ইহাকেই বকলম বলে। বৈদেশিক।
বকবৃত্তি—১। বকব্রতী (বকব্রতী দেখ), বক-ধার্ম্মিক, ভণ্ড, প্রবঞ্চক। বকের ন্যায় বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড ও স্বার্থপর ব্যক্তি। সং ; পু। ৩। বকধার্ম্মিকতা, ভণ্ডামি। বকের বৃত্তি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
বকবৈরী—বকনিসূদন দেখ।
বকব্রতী (–ব্রতিন্)—বক-বৃত্তি, বকধার্ম্মিক, ভণ্ড, বঞ্চক। বকের ব্রত = বকব্রত, ৬তৎ। বকব্রত + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। বক-ব্রতীর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—
"অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠোমিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ॥"
অর্থাৎ সর্ব্বদা অধোদৃষ্টিসম্পন্ন, স্বার্থপর, ছলনাপরায়ণ, শঠ এবং মিথ্যা-বিনয়ী ব্যক্তিই বকব্রতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।
বকা—১। অধিক কথা বলা, ভর্ৎসনা করা। ক্রি। ২। যে অধিক কথা বলে, বাচাল, ফাজিল ; কপটী ; বকাটে, চরিত্রহীন। দেশজ। বিণ।
বকাণ্ডপ্রত্যাশা ন্যায়—ন্যায় দেখ।
বকারি—শ্রীকৃষ্ণ ; ভীম। বক দেখ। বকের অরি, ৬তৎ। সং ; পু।
বকাল, বক্কাল—উপকরণ ; ঔষধের উদ্ভিজ্জ উপাদান, বেণেতি মসলা। দেশজ। সং।
বকুল—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। বচ (বলা) + উকুল র্ণ। সং ; পু। ২। তাহার ফুল। সং ; ক্লী।
বকেয়া—সাবেক, পূর্ব্বের, আগেকার, পুরাতন। বৈদেশিক। বিণ।
বক্ত—কাল, সময় ; সুযোগ ; ভাগ্য, কপাল। বৈদেশিক। সং।
বক্তব্য—১। কথিতব্য, কথনীয়, কথ্য ; নিন্দ-নীয় ; হীন। বচ্ (বলা) + তব্য র্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। কথন ; বাক্য, বাচ্য ; নিন্দা। বচ + তব্য ভা। সং ; ক্লী। [বিণ।
বক্তা, বক্কার—যে বেশী বকে, বাচাল। দেশজ।
বক্তা (বক্তৃ)—কথক ; বাক্পটু, বাগ্মী ; বক্তৃতাকারী। বচ (বলা) + তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বক্ত্রী।
বক্তৃতা—বাক্পটুতা, বলিবার শক্তি ; বাগ্‌বিন্যাস। বক্তা (২) দেখ। বক্তৃ + তা। ভাবে। সং ; স্ত্রী।
বক্ত্র—বদন, মুখ ; বৈদিক ছন্দোবিশেষ। বচ্ (বলা) + ত্র ণ। সং ; ক্লী।
বক্ত্রজ—১। মুখজাত। বক্ত্র হইতে জন্মে যে, উপ ; বক্ত্র (মুখ) – জন (জন্মা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণ [কারণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন]। সং ; পু।
বক্ত্রপট্ট—ঘোড়ার দানা খাইবার তোবড়া। ৬তৎ। সং ; পু।
বক্ত্রশোধী (–শোধিন্)—মুখশুদ্ধিকারক তাম্বূলাদি ; জম্বীর। বক্ত্র (মুখ) – শুধ (শোধন করা) + ণিন ক। বিণ বা সং ; পু।
বক্ত্রাসব—মুখামৃত, লালা, থুথু। ৬তৎ। সং ;
বক্র—১। কুটিল, বাঁকা ; ক্রূর ; শঠ। বন্ক + র ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বক্রা। ২। নদীর বাঁক। সং ; ক্লী। ৩। মঙ্গলগ্রহ ; ত্রিপুরাসুর ; রুদ্র ; শনি। সং ; পু।
বক্রগ্রীব—১। বাঁকা গলাবিশিষ্ট। বক্রা গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বক্রগ্রীবা। ২। উষ্ট্র। সং ; পু।
বক্রচঞ্চু, বক্র-তুণ্ড—শুকপক্ষী। বক্র চঞ্চু (ঠোঁট) বা তুণ্ড (মুখ) যাহার, বহু। সং ; পু।
বক্রণ, বক্রণা—বক্রীকরণ ; বাঁকান। বন্ক (কুটিল করা) + অনট্ ভা, ২য় পক্ষে বন্ক + অন ভা + আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
বক্রদংষ্ট্র—বরাহ, শূকর। বক্রা দংষ্ট্রা (বড়-দাঁত) যাহার, বহু। সং ; পু।
বক্রনাসিক—১। কুটিল-নাসাবিশিষ্ট। বক্র হইয়াছে নাসিকা (নাক) যাহার, বহু বিণ ; ত্রি। ২। পেচক। সং ; পু।
বক্রপুচ্ছ, বক্রলাঙ্গুল—১। যাহার লেজ বাঁকা এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কুকুর। সং ; পু। ৩। বাঁকা লেজ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।
বক্রভণিত—বক্রোক্তি, শ্লেষবাক্য। কর্ম্মধা।
বক্রবক্ত্র—১। কুটিলমুখযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী –বক্ত্রা। ২। বরাহ, শূকর। সং ; পু। ৩। বাঁকা মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
বক্রাঙ্গ—১। কুটিল অবয়ববিশিষ্ট। বক্র (বাঁকা) অঙ্গ (অবয়ব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বক্রাঙ্গী। ২। হংস। সং ; পু। ৩। কুটিল অবয়ব। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
বক্রি—১। মিথ্যাবাদী। বচ্ (বলা) + ক্রি ক। বিণ ; ত্রি। ২। বাকি, অবশিষ্ট। দেশজ।
বক্রিম—১। বক্রতা, কৌটিল্য ; ক্রূরতা ; শাঠ্য। বন্ক (কুটিল হওয়া) + ক্রিমচ্ ভা। সং ; পু। ২। বক্র, কুটিল, বাঁকা। বন্ক + ক্রিমচ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বক্রিমা।
বক্রিমা (–মন্)—বক্রতা, কৌটিল্য ; ক্রূরতা ; শঠতা। বক্র + ইমন্ ভাবার্থে। সং ; পু।
বক্রী (বক্রিন্)—১। বক্রগতি। বক্র শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বক্রিণী। ২। বাকি, অবশিষ্ট। দেশজ।
বক্রোক্তি—ব্যঙ্গোক্তি, শ্লেষোক্তি ; কুটিল বাক্য ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। বক্র যে উক্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
বক্রোষ্ঠিকা—স্মিত, ঈষৎ হাস্য। বক্র হয় ওষ্ঠ যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী। [শিক। সং।
বক্শিস্—পুরস্কার, পারিতোষিক, ইনাম। বৈদে-
বক্ষঃ (বক্ষস্)—উরঃস্থল, বুক ; হৃদয়। বহ (বহন করা), বচ (বলা), বা বক্ষ (সঙ্ঘাত করা) + অস্ ক। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।
বক্ষঃস্থল—উরঃস্থল, বুক। বক্ষঃই স্থল, কর্ম্মধা।
বক্ষঃস্পন্দন—বক্ষঃকম্পন, বুকের কাঁপুনি, বুক ধুক্ ধুক্ করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
বক্ষোজ—স্ত্রীলোকের স্তন, কুচ। বক্ষস্–জন্ (জন্মা) + ড ক। সং ; ক্লী।
বক্ষোরুহ—কুচ, স্তন। উপ ; বক্ষস্ (বুক) – রুহ্ (জন্মা) + ক ক। সং ; পু।
বক্ষ্যমাণ—যাহা পরে বলা যাইবে বা যাইতেছে এরূপ, বক্তব্য। বচ (বলা) + স্যমান র্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বক্ষ্যমাণা।
বক্সার—বিহার প্রদেশে সাহাবাদ জেলার মহকুমা ও সহর। সহরটি গঙ্গার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। এই সহরে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর স্যার হেক্টর মনরোর নেতৃত্বে চালিত ইংরাজ সৈন্য, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং বঙ্গের নবাব মির-কাসিমের মিলিত সৈন্যদলকে পরাভূত করে।
বখা—নীতিভ্রষ্ট। দেশজ। বিণ।
বখামি—ধৃষ্টতা, প্রগল্‌ভতা। দেশজ। সং। [সং।
বখিয়া, বখেয়া—কাপড় সেলাইয়ের টিপবিশেষ।
বখিল, বখীল—কৃপণ। বৈদেশিক। বিণ।
বখুনা, বগুনা—পিতলের বড় বাটি বা পাত্র-বিশেষ। দেশজ। সং।
বখেড়া—কলহ, ঝগড়া ; ঝামেলা, গোলযোগ ; বাধা, ব্যাঘাত, ঝগড়া। হিন্দী। সং।
বখ্তিয়ার খিলিজি—ভারতে মুসলমান-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ঘোরীর অন্যতম সেনাপতি। ইনি একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। ইনি ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা ও মগধ জয় করেন। অনন্তর ইনি শুনিতে পাইলেন যে বাঙ্গালা রাজ্যের সেনাবল নাই দুর্গাদি অরক্ষিত ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় আছে, দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে থাকায় বাঙ্গালা দুর্ব্বলতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। তাহার উপর আবার রাজা লক্ষ্মণসেন অশীতি-বর্ষবয়স্ক স্থবির, মন্ত্রীরা রাজ্যের কল্যাণ সম্বন্ধে উদাসীন,—সম্ভবতঃ বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং বখ্তিয়ার বাঙ্গালা জয়ের এরূপ সুবিধা আর হইবে না মনে করিয়া সদৈন্যে

লক্ষ্মণসেনের তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ অভিমুখে গোপনে যাত্রা করিলেন, এবং রাজধানীর অনতিদূরে একটি বনমধ্যে সৈন্য-দিগকে লুকাইয়া রাখিয়া স্বয়ং কেবল সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সেনাসহ সহসা রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। মুসলমানের দর্শন মাত্রেই বৃদ্ধ রাজা ত্রস্ত হইয়া রাজভবনের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া সপরিবারে নৌকারোহণে পলায়ন করিলেন (১১৯৯ খৃষ্টাব্দে)। এইরূপে সুপ্রসিদ্ধ গৌড় ও নবদ্বীপ বিনা বাধায় বখ্‌তিয়ার অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর বখ্‌তিয়ার কামরূপ জয় করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হন, এবং স্বকীয় বিশ্বাসঘাতক অনুচরের হস্তে নিহত হন।

বখরা—অংশ, প্রাপ্য হিস্যা। বৈদে। সং।

বখরাদার—অংশভাগী। বৈদে। সং।

বখশিস—পুরস্কার, ইনাম। বৈদে। সং।

বগ, বগা—১। বকপাখী। সং। বক তুল্য; শ্বেত, সাদা। দেশজ। বিণ।

বগল—কক্ষ, বাহুমূল; পার্শ্ব, পাশ। বৈদেশিক। সং। [মহাবিদ্যা। সং; স্ত্রী।

বগলা, বগলামুখী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক

বগলি, বগলী—ছোট থলি, জামার পকেট। বৈদেশিক। সং।

বগাহ—অবগাহন, জলে অবতরণপূর্ব্বক স্নান। অব-গাহ (স্নান) + অপ্‌ ভা। সং; পু।

বগি, বগী—১। কাতান, খাঁড়া; এক রকম কাঁসার থালা। দেশজ। ২। এক রকম হাল্‌কা গাড়ী। ইং (buggy)। সং।

বঙ্ক—১। বক্র, বাঁকা। বন্‌ক্‌ (কুটিল হওয়া) + অন্‌ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বঙ্কা। ২। নদীর বাঁক। সং; পু।

বঙ্কা—১। বক্রা। বঙ্ক দেখ। বঙ্ক + আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। পলায়ন, পালান। সং; স্ত্রী। ৩। বাঁকা, বক্র। প্রা, ক। বিণ।

বঙ্কিম—বক্র, বাঁকা, কুটিল। দেশজ। বিণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসকার। চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খৃঃ ২৭শে জুন (শকাঃ ১৭৬১, ১৩ই আষাঢ়) রাত্রি ৯টার সময় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং বহুদিন গভর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটি কলেক্টরের কার্য্য করিয়া খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় রামপ্রাণ সরকার গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তৎপরে হুগলি কলেজে ও কলিকাতার হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে ইনি সেই বৎসরই উক্ত কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম "বি, এ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গভর্ণমেণ্টও সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর ইনি "বি, এল্‌" পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ (১৮৫৮ খৃঃ ২৩শে আগষ্ট) ইনি যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ নিযুক্ত হন। পরে নানাস্থানে বদলী হইয়া শেষে আলিপুরে আসেন। আলিপুরই তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল। অতীব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৯১ খ্রীঃ ইনি পেন্‌সন্‌সহ অবসর গ্রহণ করেন। ইনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নববর্ষ উপলক্ষে "রায় বাহাদুর", এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "সি, আই, ই" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৪৯ খৃঃ একাদশ বৎসর বয়সে এক পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। এই বালিকা কাঁটালপাড়ার নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রামবাসী নবকুমার চক্রবর্ত্তীর কন্যা। কিন্তু ২২ বৎসর বয়সে ইনি বিপত্নীক হন, এবং হালিসহরে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ইঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রাজলক্ষ্মী দেবী।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অসাধারণ মেধাবী, তেমনই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পাদনে অনেক সময় ইঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, তথাপি ইনি তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত বা পশ্চাৎপদ হন নাই। কি ধনবান্‌ কি নির্ধন, কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলের সম্বন্ধেই ইনি আইনের বিধানানুসারে তুল্যরূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ্যাবস্থাতেই বাঙ্গালা পদ্য রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রভাকর ও অন্যান্য পত্রে প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে ইনি "ললিতা ও মানস" নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর। ইহার অনেক দিন পরে (১৮৬৫ খ্রীঃ) ইঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হয়। এই একখানি গ্রন্থেই ইনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লেখক বলিয়া পরিগণিত হন। তাহার পর ক্রমে ইনি আরও অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার কয়েকখানি উপন্যাস ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। যে ইউরোপীয়গণ বাঙ্গালীদিগকে অতি অসার অপদার্থ জ্ঞান করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই যে বাঙ্গালীর রচিত উপন্যাস নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বঙ্গবাসীর পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই বাঙ্গালীর এ গৌরব বৃদ্ধি। ইনিই যে আধুনিক বঙ্গীয় উপন্যাস-লেখকগণের অধিকাংশের আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ বঙ্গাব্দে "বঙ্গদর্শন" নামে একখানি নূতন ধরণের উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার সু-সম্পাদন-গুণে 'বঙ্গদর্শন' অচিরে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠিল। বঙ্গভাষার লেখকগণ বুদ্ধি ও গবেষণা-বৃত্তি পরিচালনার এক উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ কি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ, কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কি বৈজ্ঞানিক রহস্য, কি কবিতা, কি সমালোচনা, সর্ব্ববিষয়ের উৎকৃষ্ট রচনাসমূহে সুশোভিত হইয়া বঙ্গদর্শন বঙ্গে বিদ্যালোচনা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে উপন্যাস রচনাতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এমত নহে। ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়েও ইনি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকগুলিতে ইঁহার যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতা, দূরদর্শিতা, আন্তরিকতা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত "কৃষ্ণচরিত" পাঠে বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান্‌ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া স্বীকার না করিলেও একজন অদ্বিতীয় আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহার রচিত "ধর্ম্মতত্ত্ব" বঙ্গভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই পুস্তক অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে সকলকেই হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ইনি গীতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লিখিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন তেমনই অসামান্য স্বদেশপ্রেমিক। ইঁহার রচিত অধিকাংশ গ্রন্থে ইঁহার হৃদয়ের সেই উদার স্বদেশ-প্রেমিকতার উচ্ছ্বাস সুপরিস্ফুট।

কেবল বাঙ্গালায় নহে, ইংরাজী রচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক হেষ্টি হিন্দুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে আক্রমণ করিলে ইনি 'রামচন্দ্র' নাম স্বাক্ষরে ষ্টেটস্‌ম্যানে তাহার প্রতিবাদ স্বরূপে যে বিচার করেন, তাহাতে ইঁহার ইংরাজী লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের Mukerjee's Magazine পত্রিকাতেও ইনি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকখানির নাম এই,—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত ও ধর্ম্মতত্ত্ব।

এই মহাপুরুষ ১৮৯৪ খ্রীঃ ৮ই এপ্রেল (বাঙ্গালা ১৩০০ সাল ২৬ চৈত্র) বেলা ৩টার পর বহুমূত্র রোগে ৫৫ বৎসর ৯ মাস বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র—বাহাদুরের ৩য় পুত্র। কলিকাতা ছোট আদালতের জজ। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে (ইং ১৮৬০ অক্টোবর) যশোহর জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে কলিকাতার মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন্ হইতে এণ্ট্রেন্স ও এফ্, এ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্, এ ও ১৮৮২ খৃঃ বি, এল পাশ করেন। ১৮৮৭ সালে মুন্সেফী চাকুরী গ্রহণ করেন ও অধিকাংশ কাল বঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে অতিবাহিত করেন। ১৯০৮ সালে সবজজ হন। ১৯১৩ সালে কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটের নিকটে দীনবন্ধু লেনে ইঁহাদের বাসভবন।

ইঁহার যে সকল কবিতা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া ইনি 'অকিঞ্চন' নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'চীবর' নাম দিয়া আর একখানি কাব্যগ্রন্থ জননী বঙ্গভাষার পদে উপহার প্রদান করিয়াছেন। এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থে বঙ্কিমবাবু সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ১৩২০ সালের প্রথমে শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের বারাণসীতে যে মহাধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে ইঁহাকে 'কবিভূষণ' উপাধি প্রদত্ত হয়।

বঙ্কিল—কণ্টক, কাঁটা। বঙ্ক (বাঁক)+ইল যুক্তার্থে। সং; পু।

বঙ্কু—বঙ্ক, বাঁকা; বঙ্কিম এই বাঙ্গালা নামের সংক্ষেপ। দেশজ।

বঙ্ক্য—বক্র, বাঁকা; টেরা। বন্ক (কুটিল হওয়া)+য ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বঙ্ক্যা। [পু।

বঙ্ক্ষণ—উরুসন্ধি, কুঁচকি। বক্ষ+অনক। সং।

বঙ্গ—১। জনৈক নৃপতি। বন্‌গ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ ক। ২। বাঙ্গালা দেশ; * সং; পু। ৩। রঙ্গ; সীসা। সং; ক্লী।

* বঙ্গনামধেয় জনৈক চন্দ্রবংশীয় রাজার অংশ স্বরূপে যে প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট হয়, পূর্ব্বকালে তাহাই বঙ্গনামে প্রখ্যাত ছিল। ইহা অতি প্রাচীন দেশ, কারণ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থেও বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রদেশের বিস্তৃতি ভাগলপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত ছিল। মোটামুটি হিসাবে গঙ্গার 'ব' দ্বীপই বঙ্গ নামে অভিহিত হইত। মুসলমান রাজত্বকালের প্রারম্ভেও বঙ্গের সীমা এইরূপই ছিল; পরে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বাংশস্থিত দেশগুলি অধিকৃত হইলে সে গুলিও বঙ্গদেশভুক্ত হয়। চট্টগ্রামের সন্নিকট "বাঙ্গালা" নামে একটি সহরের নাম প্রাচীন মানচিত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে সহরটির অস্তিত্ব অধুনা আর নাই। মার্কো পোলো এবং রসীদ উদ্দিন নামক ভ্রমণকারিদ্বয় খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে ভারতদর্শনে আগমন করেন। ইঁহাদের রচিত ভ্রমণবৃত্তান্তে "বাঙ্গালা" এই নাম সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্ট হয়। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইলে, ইংরাজাধিকৃত ভারত তিন ভাগে বিভক্ত হয়;—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বম্বে প্রেসিডেন্সি ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। প্রথম দুইটির অন্তর্গত স্থানগুলি ব্যতীত, অপর সমস্ত স্থানই তৃতীয় প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল, অর্থাৎ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলিলে, নিম্নবঙ্গ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, পঞ্জাব, আসাম ও আজমীর এই কয়েকটি প্রদেশ বুঝাইত। মান্দ্রাজ ও বম্বের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গভর্ণর ছিল। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিটি গভর্ণর জেনারেলের প্রত্যক্ষ অধীন ছিল; তবে গভর্ণর-জেনারেল যখন নিম্নবঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যাইতেন, তখন তাঁহার কৌন্সিলের জনৈক সদস্য ডেপুটি গভর্ণর নাম ধারণ করিয়া নিম্নবঙ্গের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। প্রেসিডেন্সির অপর অংশগুলি ক্রমে ক্রমে প্রেসিডেন্সি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ স্বরূপে গঠিত হয়; সুতরাং শাসনকার্য্যের হিসাবে "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি" নামের আর সার্থকতা নাই; এই নামটি কিন্তু সামরিক বিভাগে এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। মান্দ্রাজের ও বোম্বের একজন করিয়া কমাণ্ডার ইন্ চীফ্ আছেন; তদিতর বিভাগে (অর্থাৎ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির), আর একজন কমাণ্ডার ইন্ চীফ্ আছেন; তিনি আবার সমস্ত ভারতের প্রধান সেনাপতি।

মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণ রাজত্ব করিতেন। বিহারেও তাহাই। উড়িষ্যায়ও প্রবলপ্রতাপ হিন্দু-রাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বখ্তিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তিনিই সাহাবুদ্দিন ঘোরীর প্রতিনিধি স্বরূপে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার শাসনকাল ইংলণ্ডেশ্বর জনের সমসাময়িক। ১৩৩৬ খৃঃ অঃ দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে, বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। পাঠানবংশীয় সেরসাহ যখন দিল্লীশ্বর হুমায়ুনকে পরাভূত করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গের স্বাধীনরাজ্য বিলুপ্ত হয় এবং রাজ্যটি সেরসাহের অধিকারভুক্ত হইয়া যায় (১৫৩৯ খৃঃ অঃ)। সোলেমান কেরাণী ও দায়ুদ খাঁ এই সময়ের শেষ শাসনকর্ত্তৃদ্বয়। দায়ুদের শাসনকালে আকবর সাহ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া স্বীয়রাজ্যভুক্ত করিয়া লন (১৫৭৬ খ্রীঃ অঃ) এবং সেই সময় হইতে মোগল সম্রাটের পক্ষ হইতে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতে থাকে। শাসনকর্ত্তৃগণ সকলেই মুসলমান ছিলেন; কেবল কিছু কালের জন্য রাজা টোডরমল্ল ও পরে রাজা মানসিংহ আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গে আগমন করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের সময়ে যাঁহারা বঙ্গ-শাসকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মীরজুম্লা ও সায়েস্তাখাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। সরফরাজখাঁ ও আলীবর্দ্দী সম্রাট্ মহম্মদ সাহের, সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফর সম্রাট্ আলমগীরের, এবং মীরকাসীম, মীরজাফর (দ্বিতীয়বার) ও নাজিম উদ্দৌলা সম্রাট্ সাহ আলম্ বাদসাহের রাজত্ব কালে বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। ইহার পরেই কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন (১৭৬৫ খৃঃ অঃ)। এই তিনটি দেশ ইংরাজের শাসনাধিকার সময়েও একজন শাসনকর্ত্তারই অধীনে ছিল। স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে ১৮৫৪ খৃঃ অঃ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ভারত-রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন, পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ও তৎসঙ্গে আসাম প্রদেশ মিলিত করিয়া জনৈক লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন করিয়া দেন; এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের শাসনভার আর একটি লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের হস্তে প্রদান করেন

*১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যে ঘোষণা প্রচার করেন, তদনুসারে ১৯১২ খৃঃ অঃ ১লা এপ্রেল, আসাম প্রদেশ জনৈক চীফ্-কমিসনারের, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ পুনর্মিলিত হইয়া জনৈক গভর্ণরের এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর জনৈক লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন করা হয়। পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের সংস্কারবিধি অনুসারে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গরাজ্যও জনৈক পূর্ণ গভর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গপ্রদেশ, শাসনকার্য্যের হিসাবে পাঁচভাগে বিভক্ত, যথা বর্দ্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, রাজসাহী বিভাগ, ও চট্টগ্রাম বিভাগ। বঙ্গপ্রদেশে দুইটি দেশীয় রাজ্য বিদ্যমান ;—রাজসাহী বিভাগে কুচবিহার, এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ত্রিপুরা।

কলিকাতা বঙ্গরাজ্যের রাজধানী। এই নগর ভৌগোলিক হিসাবে চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যে অবস্থিত হইলেও এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন নহে। "প্রেসিডেন্সি টাউন" বলিয়া কোন কোন বিষয়ে ইহা স্বতন্ত্র স্থানীয় আইন কানুনের অধীন।

বঙ্গজ—১। বঙ্গদেশ-জাত ; কায়স্থজাতির শ্রেণীবিশেষের পরিচায়ক। বঙ্গে জন্মে যে, উপ ; বঙ্গ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বঙ্গজা। ২। সিন্দূর। বঙ্গ (রঙ্গ) —জন+ড ক। সং ; ক্লী।

বঙ্গন—বার্ত্তাকু, বেগুন। বনগ+অন ক। পু।

বঙ্গশুল্বজ—কাংস্য ; পিত্তল। বঙ্গ (রাং) ও শুল্ব (তাম্র)=বঙ্গশুল্ব, দ্বন্দ্ব ; বঙ্গশুল্ব —জন (জন্মা)+ড ক। সং ; ক্লী।

বঙ্গারি—হরিতাল। বঙ্গের (সীসকের) অরি, ৬তৎ। সং ; পু। [সং।

বচ—স্বনামখ্যাত মূলবিশেষ। বচা শব্দের অপভ্রংশ।

বচঃ (বচস্)—বাক্য। বচ্ (বলা)+অস্ ণ। সং ; ক্লী।

বচক্নু—বহুভাষী, বাচাল। বচ (বলা)+অক্নু ক। বিণ ; ত্রি।

বচন—১। কথন, ভাষণ, বলা। বচ (বলা)+অনট্ ভা। ২। বাক্য ; ঋষি-প্রণীত পদ্য। বচ+অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

বচনগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—আজ্ঞাবহ, কথার বাধ্য। বচন—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

বচনীয়—১। কথনীয়, বাচ্য ; নিন্দনীয়। বচ (বলা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বচনীয়া। ২। নিন্দা। সং ; ক্লী।

বচনীয়তা—কথনীয়তা ; নিন্দনীয়তা, নিন্দা, লোকাপবাদ। বচনীয় শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

বচর—১। ধূর্ত্ত, শঠ। বচ্ (বলা)+অর ক। বিণ ; ত্রি। ২। কুক্কুট। সং ; পু।

বচলু—শত্রু। বচ্ (বলা)+অলু ক। সং ; পু।

বচস্—বচঃ দেখ।

বচসা—বাগ্‌যুদ্ধ, তর্কবিতর্ক, বকাবকি। দেশজ।

বচসাংপতি—বৃহস্পতি। বচসাং (বাক্যসমূহের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং ; পু।

বচস্কর—আজ্ঞাকারী, কথার বাধ্য। বচস্ (বাক্য)—কৃ (করা)+টক্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বচস্করী। [র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বচা—কটুদ্রব্যবিশেষ, বচ। বচ (বলা)+অল্

বাঁচাবচ—বকাবকি, বচসা, তর্কবিতর্ক। প্রা, ক। সং।

বচ্ছর, বচ্ছর—বর্ষ, ১২ মাসকাল। বৎসর শব্দের অপভ্রংশ। [সং।

বজরা—বড় এবং কারুকার্য্যবিশিষ্ট নৌকা।

বজর—বজ্র, বাজ। প্রা, ক। সং।

বজায়—১। পূর্ব্বাবস্থ, ঠিক। বিণ। ২। পূর্ব্বাবস্থায় রক্ষণ, সমর্থন, ঠিক রাখা। বৈদেশিক। সং।

বজ্জাত—বিজন্মা, হারামজাদা, দুষ্ট, দুর্বৃত্ত, দুরাত্মা। বৈদেশিক। বিণ।

বজ্জাতি, তী—হারামজাদা, দুষ্টামি, নষ্টামি, দৌরাত্ম্য। বৈদেশিক। সং।

বজ্র—১। ইন্দ্রের অস্ত্রবিশেষ, অশনি, কুলিশ [মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অষ্টাঙ্গ বলিলে এইগুলি বুঝায়, বিষ্ণুর চক্র, ব্রহ্মার দণ্ড, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের কুলিশ, যমের দণ্ড কার্ত্তিকের শক্তি, এবং কালীর খড়্গ]। বজ্রাকৃতিচিহ্ন ; হীরক ; কাঞ্জিক ; বালক। বজ (গমন করা)+র ক। সং ; পু বা ক্লী। ২। যোগবিশেষ। সং ; পু।

৩। জনৈক যদুবংশীয় নৃপতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র। প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধের ঔরসে এবং রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জ্জুন ইঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যাইয়া তথাকার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পুত্রের নাম প্রতিবাহু। সং ; পু।

বজ্রকঙ্কট—হনুমান্। বজ্রতুল্য কঠিন কঙ্কট (বর্ম্ম) যাহার, বহু। সং ; পু।

বজ্রকণ্টক—কুলেখাড়া গাছ। বজ্রতুল্য কণ্টক যাহার, বহু। সং ; পু।

বজ্রকেতু—রাজা নরক। বজ্র কেতু যাহার, বহু। সং ; পু।

বজ্রগম্ভীর—বজ্রসদৃশ গম্ভীর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

বজ্রচর্ম্মা (—চর্ম্মন্)—গণ্ডার। বজ্রের ন্যায় কঠিন চর্ম্ম যাহার, বহু। সং ; পু।

বজ্রজিৎ—গরুড়। বজ্র—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

বজ্রজ্বালা—১। বজ্রাগ্নি, বৈদ্যুতানল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। বৈরোচন বলির দৌহিত্রী। রাবণ ইহাকে হরণ করিয়া কুম্ভকর্ণের পত্নী করিয়া দেন। বজ্রের জ্বালার ন্যায় জ্বালা যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

বজ্রতুণ্ড—গণেশ ; গৃধ্র, গরুড় ; মশক। বজ্রের ন্যায় কঠিন তুণ্ড (মুখ বা ঠোঁট) যাহার, বহু। সং ; পু।

বজ্রদন্ত, বজ্রদশন—১। বজ্রের ন্যায় কঠিন দন্তবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। মূষিক ; শূকর। সং ; পু।

বজ্রধর—দেবরাজ ইন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

বজ্রধ্বনি—বজ্রনাদ। ৬তৎ। সং ; পু।

বজ্রনখ—১। কঠিন নখবিশিষ্ট। বজ্রতুল্য নখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দৃঢ় নখ। বজ্রতুল্য নখ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বজ্রনাদ—বাজপড়ার শব্দ। ৬তৎ। সং ; পু।

বজ্রনাভ—জনৈক অসুর। বজ্রতুল্য কঠিন নাভি যাহার, বহু। সং ; পু। এই অসুর ব্রহ্মার বরে দেবতাদিগের অবধ্য হয়, এবং শত্রু যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ একটী পুরী প্রাপ্ত হয়। অতঃপর অসুর দেবতাদিগের প্রতি যথেচ্ছ দারুণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ইহার বিনাশকামনায় শ্রীকৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন নটগণসহ বজ্রনাভপুরে গমন করেন। শাম্ব এবং গদও তাঁহার অনুগমন করেন। তথায় বজ্রনাভ-তনয়া প্রভাবতীকে গান্ধর্ব্বমতে প্রদ্যুম্ন বিবাহ করেন। শাম্ব এবং গদও অন্যান্য অসুরবালাদিগকে এইরূপে বিবাহ করেন। পরে যথাসময়ে তাঁহাদের সন্তান জন্মিলে অসুরগণ সমস্ত জানিতে পারিয়া যাদবগণকে বধ করিতে উদ্যত হয়। প্রদ্যুম্ন স্বয়ং বজ্রনাভের প্রাণসংহার করেন। অবশিষ্ট অসুরগণ অন্যান্য যাদবগণের হস্তে নিপাতিত হন।

বজ্রনির্ঘোষ—বজ্র-ধ্বনি। ৬তৎ। সং ; পু।

বজ্রনিষ্পেষ—বজ্রনাদ। ৬তৎ। সং ; পু।

বজ্রপাণি—দেবরাজ ইন্দ্র। বজ্র পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

বজ্র-লেপ—চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অতি দুর্ভেদ্য লেপবিশেষ ; এই লেপ কোন আধারের চতুর্দ্দিকে প্রয়োগ করিলে বাহিরের কোনও বস্তু ভিতরে বা ভিতরের কোন বস্তু বাহিরে কোনও ক্রমেই আসিতে পারে না ; পারদাদি জ্বাল দিবার সময় এই লেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বজ্রসদৃশ কঠিন যে লেপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বজ্রলেপময়—বজ্রলেপবিশিষ্ট ; অতি কঠিন। বজ্রলেপ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

বজ্রবারক—যে নাম স্মরণ বা উচ্চারণ করিলে বজ্রাঘাত নিবারিত হয় অর্থাৎ বজ্রপাত দ্বারা আহত হইতে হয় না। ৬তৎ। সং; পুং।
"জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহো জিষ্ণুঃ ষড়েতে বজ্রবারকাঃ॥"

বজ্রশলাকা—বজ্রনিবারক শলাকা, বজ্রপতনের আশঙ্কা নিবারণ জন্য বাটীর পার্শ্বে যে লৌহশলাকা প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বজ্রসার—১। বজ্রের ন্যায় কঠিন। বজ্রের ন্যায় কঠিন সার যাহার, বহু বিণ; ত্রি। ২। বাজের সারভাগ। ৬তৎ। সং; পুং।

বজ্রা—দুর্গা; গুড়ূচী, মনসা গাছ। বজ্র+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পুং।

বজ্রাগ্নি—বৈদ্যুতানল, বাজের আগুন। ৬তৎ।

বজ্রাঘাত—বজ্রপ্রহার; বাজপড়া। ৬তৎ। সং; পুং।

বজ্রাঙ্গ—১। বজ্রের ন্যায় কঠিন অবয়ববিশিষ্ট। বজ্রের ন্যায় কঠিন অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বজ্রাঙ্গী। ২। সর্প। সং; পুং।

বজ্রাসন—যোগের আসনবিশেষ [আসন দেখ]। সং; ক্লী।

বজ্রাস্ত্র—১। কুলিশায়ুধ, বাজ, বিদ্যুৎ। বজ্রই যে অস্ত্র, কর্ম্মধা। ২। আগ্নেয়াস্ত্র, কামান বন্দুকাদি। বজ্রতুল্য অস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বজ্রাহত—বজ্রের আঘাতপ্রাপ্ত, যাহার উপর বাজ পড়িয়াছে। ৩তৎ। বিণ, ত্রি।

বজ্রী (বজ্রিন্)—বজ্রপাণি, ইন্দ্র। বজ্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পুং।

বঞ্চক—১। প্রতারক, ধূর্ত্ত, শঠ। ণিজন্ত বন্চ বা বঞ্চি (ঠকান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বঞ্চিকা। ২। চোর; শৃগাল; কুক্কুর। সং; পুং।

বঞ্চন, বঞ্চনা—১। প্রতারিত হওয়া, ঠকা। বন্চ (ঠকা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে +অন্ ভা+আপ্। ২। প্রতারণা, ঠকান। ণিজন্ত বন্চ বা বঞ্চি (ঠকান)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে +অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বঞ্চলি—বঞ্চিলে, কাটাইল। ক্রি। প্রা, ক।

বঞ্চা—বঞ্চিত করা; যাপন করা, কাটান; ভোগ করা; বাস করা। ক, প্র। ক্রি।

বঞ্চিত—প্রতারিত; ত্যক্ত, বর্জ্জিত। ণিজন্ত বন্চ বা বঞ্চি (ঠকান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ, ত্রি।

বঞ্চুক—প্রতারক। ণিজন্ত বন্চ বা বঞ্চি (ঠকান)+উক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বঞ্চুকা।

বঞ্জুল—১। অশোকবৃক্ষ; বেতসবৃক্ষ, বেতগাছ; পক্ষিবিশেষ। বন্চ (গমন করা)+উল অধি। সং; পুং। ২। বক্র, বাঁকা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বঞ্জুলা।

বঞ্জুলা—১। বক্রা, কুটিলা। বঞ্জুল দেখ। বঞ্জুল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পয়স্বিনী ধেনু, দুগ্ধবতী গাভী। সং; স্ত্রী।

বট—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ, বটগাছ; বর্ত্তুলাকৃতি বস্তু; পিষ্টকবিশেষ, বড়া; কপর্দ্দক, কড়ি। বট্+অন্ ক। সং; পুং। ২। সত্যই আছ বা হও। দেশজ।

বটক—পরিমাণবিশেষ, আট মাষা; পিষ্টকবিশেষ, বড়া। বট+কণ্ স্বার্থে। সং।

বটকৃষ্ণ পাল—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধব্যবসায়ী। ১৮৩৫ খৃঃ হাবড়ার সন্নিকট শিবপুর নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিশুকালে মাতাপিতৃহীন হইয়া কলিকাতার বেণেটোলা ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে নূতন বাজারে ইঁহার মাতুলের মসলার দোকানে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর কিছুদিন পাটের ব্যবসায় করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃঃ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার জন্য খোঙ্গরাপট্টিতে একটী সামান্য মসলার দোকান ক্রয় করেন। দোকান খুলিয়া অর্থাভাবে জোড়াসাঁকোর মাধবচন্দ্র দাঁকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার দোকান হইতে মাল লইয়া নিজ দোকান চালাইতেন। এইরূপে চারি বৎসর অতীত হইলে ১৮৬০ খৃঃ ইনি বর্ত্তমান ঔষধালয়ের সূত্রপাত করিয়া মসলার দোকানে দুই চারিটী বিলাতী ঔষধ রাখিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া ইনি ঔষধব্যবসায়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি বহুলোককে প্রকাশ্যে ও গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেন। নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কৃতী না হইলেও শিবপুরে স্বীয় জন্মভূমিতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। বেনিয়াটোলার ভবনে দুইটি নিম্নপ্রাথমিক স্কুল—একটি বালকদিগের ও অপরটি বালিকাদিগের জন্য—স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কপর্দ্দকশূন্য হইয়াও কেবল পরিশ্রম ও উৎসাহপ্রভাবে ইনি ধনশালী হইয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে ব্যবসায় পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া ইনি কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ভূতনাথ, হরিশঙ্কর ও হরিনারায়ণ নামে তিন পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া ১৯১৪ খৃঃ ১২ই জুন কাশীধামে ইনি দেহত্যাগ করেন।

বটর—১। চোর; কুক্কুট; শঠ। বট—রা (গ্রহণ করা)+ড ক। ২। পাগড়ি। বট্ (বেষ্টন করা)+অর ক। সং; পুং। ৩। চঞ্চল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বটরা।

বটবাসী (—বাসিন্)—১। বটবৃক্ষে বাসকারী। বটে বাস করে যে, উপ; বট শব্দ—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। ২। উপদেবতাবিশেষ, যক্ষ। সং; পুং। স্ত্রী বটবাসিনী।

বটি—সত্যই আছি বা হই। দেশজ।

বটিকা, বটী—বড়ি, গুলি; বটী; রজ্জু, দড়ি। বট শব্দ+কণ্+আপ্, ২য় পক্ষে বট+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বটু—দ্বিজবালক; শিশু ব্রাহ্মণকুমার; অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচারী ছাত্র। বট (বেষ্টন করা)+উ ক। সং; পুং।

বটুক—বটু (সমস্ত অর্থে); ভৈরববিশেষ। বটু শব্দ+কণ্। সং; পুং।

বটুয়া—কাপড়ের বা সূতার থলি, গেঁজিয়া। দেশজ। সং।

বটে, বটেক—সত্যই আছে বা হয়। দেশজ।

বড়—১। প্রকাণ্ড, বৃহৎ, মহৎ; অধিক, বেশী; অতিশয়, অত্যন্ত; জ্যেষ্ঠ; ধনী। বড্র শব্দজ। বিণ। ২। খড়ের মোটা দড়ি; বটগাছ। দেশজ। সং।

বড়ভি, বড়ভী—চন্দ্রশালা, ছাদের উপরি গৃহ, চিলে কোটা; ছাদ বা চালের পাইড়, মুদ্রীন প্রভৃতি। বড় (আরোহণ করা)+অভচ্ ক+যথাক্রমে ই, ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বড়মানুষ—ধনী। দেশজ।

বড়লোক—ধনী; মহাশয়ব্যক্তি, মহাপুরুষ। দেশজ।

বড়বা—ঘোটকী; সিন্ধুঘোটকী; অশ্বিনী; বাড়বাগ্নি; কুট্টনী, কুম্ভদাসী; দ্বিজযোষিৎ; অশ্বিনী নক্ষত্র। বড় (আরোহণ করা)+অপ্ ক (—বড়)—বা (গমন করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বড়বাগ্নি, বড়বানল—সমুদ্রমধ্যস্থ অগ্নি। বড়বাই যে অগ্নি বা অনল, কর্ম্মধা; কিংবা বড়বা (সিন্ধুঘোটকী) মুখনিঃসৃত যে অগ্নি বা অনল, কর্ম্মধা। সং; পুং।

বড়বাসুত—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নাসত্য ও দস্র। ৬তৎ। সং; পুং।

বড়া—বটক; পিষ্টকবিশেষ। বড় (আরোহণ করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বড়াই—আত্মশ্লাঘা, জাঁক, গর্ব্ব, দেমাক, জারি, গৌরব। দেশজ শব্দ।

বড়ি, বড়ী—ঔষধাদির বটিকা; কলায় বাটার বটী। দেশজ। সং।

বড়ে—দাবা খেলার ঘুঁটি। দেশজ।

বড়িশ—মৎস্য-বেধন-যন্ত্র, বড়শী। বড় (আরোহণ করা)+ই ভা (—বড়ি)—শো (তীক্ষ্ণ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

বড়িশা, বড়িশী—মৎস্য-বেধন-যন্ত্র, বড়শী। বড়িশ শব্দ+আপ্, ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বড়ু—বালক ; পরিচারক ; ব্রাহ্মণতনয়। ক, প্র। সং।

বড়ুয়া—মহান্ ; ধনশালী। ক, প্র। বিণ।

বড্ড—বড়, অধিক, অতিশয়। বড়্ শব্দজ। বিণ।

বড্র—বিপুল, প্রকাণ্ড ;—ইহারই অপভ্রংশে বাঙ্গালা 'বড়' শব্দ। বড+রক্ ক। বিণ।

বণ—শব্দ। বণ (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

বণিক্ (বণিজ্)—১। সার্থবাহ, ক্রয়বিক্রয়কারী, বেণে, সওদাগর ; বৈশ্য। পণ (ক্রয় বিক্রয় করা)+ইজ্ ক। ২। করণবিশেষ। বণ+ইজ্ অধি। সং ; পু। ৩। বাণিজ্য। পণ+ইজ্ ভা। সং ; স্ত্রী।

বণিকপথ, বণিক্পথ—হট্ট, আপণ, বাজার। ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

বণিগ্বন্ধু—নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। ৬তৎ। সং ;

বণিগ্ভাব—বাণিজ্য। ৬তৎ। সং ; পু।

বণিগ্বহ—উষ্ট্র, উট। উপ ; বণিজ্ (বণিক্)—বহ (বহা)+অন্ ক। সং ; পু।

বণিগ্বৃত্তি—বণিকের ব্যবসায়, বাণিজ্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বণিজ—বণিক। বণিজ্+অ স্বার্থে। সং ; পু

বণিজা, বণিজ্যা—বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, কেন বেচা। বণিজ্ শব্দ+ষ্যা ; ২য় পক্ষে উভয়ত্রে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বণ্ট—১। দাত্রাদির মুষ্টি, বাঁট। বন্ট্+অল্ ণ্ড। ২। বিভজন, ভাগকরণ ; ভাগ। বন্ট্ (বণ্টন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ৩। অবিবাহিত। বন্ট+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

বণ্টক—১। বণ্টন-কারক, বিভাজক। বন্ট্ (বণ্টন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বণ্টিকা। ২। ভাগ, অংশ। বণ্ট শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

বণ্টন—বিভজন, অংশকরণ, ভাগ করা। বন্ট্ (বণ্টন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বণ্ঠ—অবিবাহিত ; খর্ব্ব ; বামনাকৃতি। বন্ঠ্ (একাকীভ্রমণ করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বণ্ঠর—পশুবন্ধনরজ্জু ; কুকুরের লেজ ; বাঁশের কোঁড় ; তালপল্লব ; পয়োধর। বন্ঠ্+অর ক। সং ; পু।

বণ্ড—১। ছিন্নত্বক্ ; লাঙ্গুলবিহীন, বেঁড়ে। বন্ড (বেষ্টন করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বণ্ডা। ২। অনাবৃত মেঢ্র। সং ; পু।

বণ্ডা—১। লাঙ্গুলহীনা, ইত্যাদি। বণ্ড দেখ। বণ্ড+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পাংশুলা, পুংশ্চলী, কুলটা। সং ; স্ত্রী। [ক। ব্য।

বৎ—সাদৃশ্য, তুল্যতা। বা (গমন করা)+ডবৎ

বত—আমন্ত্রণ ; সম্বোধন ; হর্ষ ; দয়া ; বিস্ময় ; খেদ। বন+ক্ত র্ম্ম। ব্য।

বতংস—শিরোভূষণ ; কর্ণভূষণ ; ভূষণ। অব—তনস (ভূষিত করা)+অল্ ণ। সং ; পু।

বতর—ভূমির কর্ষণযোগ্য অবস্থা, যো। দেশজ। সং। [কৃতার্থ হওয়া। দেশজ। ক্রি।

বত্তা, বর্ত্তান—থাকা, বাঁচা, স্নিগ্ধ হওয়া,

বত্রিশ—দ্বাত্রিংশৎ, ৩২। দেশজ।

বৎস—১। অর্ভক, শিশু ; শাবক ; পুত্রাদি ; স্নেহসূচক শব্দ, পুত্রক, বাছা ; গবাদির শিশু, বাছুর ; সংবৎসর। বদ্+স র্ম্ম। সং ; পু। ২। বক্ষঃস্থল। সং ; ক্লী।

বৎসতর—গো-শিশু, এঁড়ে বাছুর। বৎস দেখ। বৎস+তর হ্রস্বার্থে। সং ; পু। স্ত্রী,—তরী।

বৎসনাভ—স্থাবর বিষবিশেষ। উপ ; বৎস (বাছুর)—নভ (বধ করা)+অন্ ক, যাহা বাছুরকে নষ্ট করে। সং ; পু।

বৎস-পত্তন—বৎসরাজের রাজধানী, কৌশাম্বী। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বৎস-পাল—শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম। ৬তৎ। সং ; পু।

বৎসর—অব্দ, ১২ মাস কাল। বস (বাস করা) +সরন্ অধি, যাহাতে [ঋতুসমূহ] বাস করে। সং ; পু। [বৎসর পাঁচ প্রকার ; যথা—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর। সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি অতিক্রম কালের নাম সংবৎসর। বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগ্য কালের নাম পরিবৎসর। ৩০ সাবন দিনে গণিত মাসের ১২ মাসে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে যে বৎসর হয়, তাহার নাম ইদাবৎসর। চান্দ্রমাসে যে বৎসর গণিত হয়, তাহা অনুবৎসর। নাক্ষত্রমাসে গণিত বৎসরের নাম বৎসর। স্থূল হিসাবে ৩৬৫ দিনে ১ বৎসর হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে ১ বৎসর হয়। লৌকিক ৩৬০ বৎসরে এক দৈব বৎসর হইয়া থাকে]।

বৎস-রাজ—চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপতি, শতানীকের পুত্র। ইঁহার আর এক নাম উদয়ন। কৌশাম্বী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি রাজতনয়া বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার নরবাহন নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ইঁহার অপরা পত্নীর নাম রত্নাবলী। মতান্তরে ইনি শতানীকের পৌত্র। সং ; পু।

বৎসল—১। স্নেহযুক্ত ; ভক্ত ; অনুরক্ত। বৎস-শব্দ (বৎস-স্নেহ)+ল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বৎসলা। ২। বাৎসল্য, স্নেহ ; অনুরাগ। বৎসল শব্দ+ক ভাবে। সং ; পু।

বৎসলতা—বাৎসল্য, স্নেহ। বৎসল শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বৎসা—স্নেহসূচক শব্দ (স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযোজ্য), বাছা ; বকন বাছুর। বৎস দেখ। বৎস শব্দ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বৎসাদন—বৃক, নেকড়েবাঘ। বৎস—অদ (খাওয়া)+অন ক। সং ; পু।

বৎসাদনী—গুড়ূচী। উপ ; বৎস—অদ (খাওয়া) +অনট্ র্ম্ম+ঈপ্, বৎস যাহা খায়। সং ; স্ত্রী।

বদ—১। বক্তা, বাচক। বদ্ (বলা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বদা। ২। মন্দ, কু, খারাপ, বিশ্রী, অশ্লীল। বৈদেশিক। বিণ।

বদখৎ—১। বিশ্রী লেখা। সং। ২। কদর্য্য-লেখক ; বেয়াড়া। বৈদেশিক। বিণ।

বদন—১। আনন, মুখ। বদ (বলা)+অনট্ ণ। ২। কথন, বলা। বদ্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বদনকমল—মুখপদ্ম, পদ্মসদৃশ সুন্দর মুখ। বদন কমল-প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বদনমাধুরী—মুখমাধুর্য্য, মুখের কান্তি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বদনা—মুখনলযুক্ত ঘটি। বৈদেশিক। সং।

বদনাম—দুর্নাম, অখ্যাতি, কলঙ্ক। বৈদে। সং।

বদনামৃত—অধরমধু ; নিষ্ঠীবন, থুথু। বদনের অমৃত, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বদনাসব—অধরমধু। ৬তৎ। সং ; পু।

বদমাইস, বদমাস—দুরাত্মা, দুর্বৃত্ত, দুরাচার, দুষ্ট, বজ্জাত। বৈদেশিক।

বদর—১। কুলগাছ ; কাপাসবীজ ; শেয়াকুল। বদ (স্থির থাকা)+অর ক। সং ; পু। ২। কুলফল ; কার্পাসফল। সং ; ক্লী। ৩। মুসলমান পীরবিশেষ,—মাঝিরা নৌকা খুলিবার সময় এই নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে।

বদরক্ত—দূষিত রক্ত। দেশজ। সং।

বদরা—কার্পাসী ; এলাপর্ণী, কাঁচা আমরুল। বদর শব্দ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বদরিকা, বদরী—কুলগাছ। বদর+কণ্ স্বার্থে +আপ্ ; ২য় পক্ষে বদর+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বদরিকাশ্রম—ব্যাসদেবের আশ্রম, তীর্থবিশেষ, ইহা কাশ্মীর প্রদেশের অন্তর্গত। [এই স্থানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বদরীনারায়ণ আছেন। হরিদ্বার হইতে পদব্রজে বা শিবিকায় হিমালয়ের দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া এই স্থানে যাইতে হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে যাওয়া যায় ; অন্য সময় সর্ব্বদা তুষারে আচ্ছন্ন থাকে। পৌরাণিক ইতিবৃত্তদ্বারা জানা যায় যে, যুধিষ্ঠিরাদি এই পথেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন]। বদরিকা দ্বারা সমাচ্ছন্ন যে আশ্রম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বদরুদ্দীন তায়াবজী—১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আরবদেশের একজন ধনী—বোম্বাই নগরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ

করেন। তাঁহার নাম তায়াবজী ভাই মিঞা সাহেব। বদরুদ্দীন তায়াবজী তাঁহার পঞ্চম পুত্র। কিছু উর্দ্দু ও ফার্সী শিক্ষার পর তিনি এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউসনে প্রবেশ করেন। কয়েক বৎসর পরে চক্ষুর চিকিৎসার জন্য তিনি ফ্রান্সে প্রেরিত হন। আরোগ্য লাভের পর লণ্ডনে গমন করিয়া নিউবেরী হাইপার্ক কলেজে ভর্ত্তি হন। তখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে মিড্‌ল্ টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। ঐ বৎসরেই নবেম্বর মাসে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। বোম্বাই নগরে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ব্যারিষ্টার। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারে বদ্ধপরিকর হন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি প্রথমে বোম্বায়ের আঞ্জুমান-ই-ইসলামের সেক্রেটারি ও পরে প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বোম্বায়ের প্রেসিডেন্সী এ্যাসোসিয়েসনেরও সভাপতি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে এই দুইটি সভারই বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। লর্ড রিপণ প্রদত্ত স্বায়ত্ত-শাসন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত হয়। তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট বদরুদ্দীন তায়াবজীকে বোম্বাই কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি স্থাপনে যে সকল মহাত্মা উদ্যোগী হইয়াছিলেন, বদরুদ্দীন তায়াবজী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মান্দ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে ইনি সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে আঞ্জুমান-ই-ইসলামের প্রতিনিধি স্বরূপ ঘোষণা করেন যে, মুসলমানগণের কংগ্রেসে যোগদানে বিরত থাকা সঙ্গত নহে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হন। বদরুদ্দীন তায়াবজী সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। নিজের পরিবারভুক্ত মহিলাগণকে তিনি অবরোধের কঠোর বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। স্বীয় কন্যাগণকে শিক্ষালাভার্থ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বায়ে মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে তিনি মুসলমান সমাজে পর্দ্দা প্রথা রহিত করিবার জন্য যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করেন, এবং মুসলমান মহিলা সমাজে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। আলিগড়ে মসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ব্যাপারে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়।

বদল—বিনিময়, পরিবর্ত্তন। বৈদেশিক। সং।

বদলান—বিনিময় করা, পরিবর্ত্তন করা। দেশজ ক্রিয়া।

বদলি, বদলী—বদলাই, বিনিময়; প্রতিভূ, প্রতিনিধি; স্থানান্তরে প্রেরণ। বৈদে। সং।

বদ-হজম, -হজমী—অজীর্ণ, অপাক। বৈদে। সং।

বদা—কহা, বলা; পণ রাখা, বাজি ধরা। প্রা; ক। ক্রি।

বদান্য, বদন্য—চারুভাষী, সদ্বক্তা; দানশীল, দাতা। বদ (বলা) + অান্য, অন্য ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -ন্যা।

বদান্যতা—দানশীলতা, দাতৃত্ব; মধুর ভাষিতা। বদান্য + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বদাল—বোয়াল মাছ। বদ + আল ক। সং; পু।

বদাবদ—১। বহুবক্তা, বাগ্মী। বদ (বলা) + অন্ ক (দ্বিভাব)। বিণ; ত্রি। ২। বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক, বকাবকি, বচসা। প্রা, ক। সং।

বদ্ধ—যাহা বাঁধা হইয়াছে এরূপ; সংযত; নিগড়িত; গ্রথিত; বিজিত; উৎপাদিত। বন্ধ্ (বন্ধন করা) + ক্ত ম। বিণ; ত্রি।

বদ্ধদৃষ্টি—১। স্থির দৃষ্টি, অনড়নজর। বদ্ধা যে দৃষ্টি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন। বদ্ধ দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বদ্ধপরিকর—দৃঢ়ীকৃত কটিবন্ধ, শক্ত করিয়া কোমর বাঁধিয়াছে এরূপ। বদ্ধ হইয়াছে পরিকর যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

বদ্ধমুষ্টি—১। মুষ্টিবদ্ধ, যে হাতের মুঠা বাঁধিয়াছে; ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। বদ্ধ মুষ্টি যৎকর্ত্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কৃপাণ, খড়্গ। সং; পু।

বদ্ধমূল—দৃঢ়স্থাপিত মূলবিশিষ্ট, যাহা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে এরূপ; অনুৎপাটনীয়। বদ্ধ হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বদ্ধবৈর চিরশত্রুতা, চিরস্থায়ী বিরোধ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বদ্ধশিখ—১। যে শিখা বাঁধিয়াছে। বদ্ধা শিখা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বদ্ধশিখা। ২। শিশু। সং; পু।

বদ্ধাঞ্জলি—কৃতাঞ্জলি। বদ্ধ হইয়াছে অঞ্জলি যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

বদ্রীনাথ (বা বদরীনাথ)—যুক্ত প্রদেশে গড়ওয়াল জেলায় অবস্থিত ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটি বদ্রীনারায়ণ নামক দেবের মন্দির ধারণ করিয়া ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অলকানন্দা নদীর অন্যতম শাখা বিষ্ণুগঙ্গার দক্ষিণ কূলে হিমালয়ের একটি উপত্যকা ভূমির উপর এই গ্রামটি অবস্থিত। বদ্রীনারায়ণ ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থ। কিন্তু পবিত্রতার হিসাবে মন্দিরের স্থান যতটা উচ্চ, স্থাপত্য হিসাবে ততটা নহে। মন্দিরটি ত্রিকোণাকৃতি; শিখরদেশে একটি গম্বুজ; তদূর্দ্ধে একটি স্বর্ণগোলক বিদ্যমান। শীতাধিক্য বশতঃ মন্দিরটি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় মাস কাল খোলা থাকে। বৎসরের অবশিষ্টকাল মন্দিরদ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে, এবং পুরোহিতগণ জোষী গ্রামে অধিষ্ঠিত বদ্রীনারায়ণ দেবের প্রতিনিধির পূজা করিয়া থাকেন। বদ্রীনাথের মন্দিরে যে মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা দুই হস্ত উচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি। মন্দিরের সন্নিকটে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির ও তপ্তকুণ্ড। জগন্নাথক্ষেত্রের ন্যায়, বদ্রীনারায়ণের পুরীতে অন্নভোগ দিবার প্রথা আছে, এবং মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে স্পর্শদোষ নাই। মন্দিরের মোহান্ত বা প্রধান পূজক "রাওল সাহেব" নামে অভিহিত। তিনি দাক্ষিণাত্যের নাম্বুরী ব্রাহ্মণবংশজাত। তিনিই এস্থানের সর্ব্বেসর্ব্বা। বর্ত্তমান মন্দিরটি অধিক দিনের নহে। কথিত আছে আটশত বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করস্বামী দেবমূর্ত্তিটি সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া মন্দিরমধ্যে স্থাপিত করেন। প্রবল তুষারপাতে অনেকবার মন্দির ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। বদ্রীনাথে আসিবার পথে কেদারনাথের পুরী। কেদারনাথ অগ্রে দর্শন করিয়া পরে বদ্রীনারায়ণ দর্শন করাই নিয়ম। পঞ্চ কেদারের ন্যায় পঞ্চ বদ্রীনারায়ণ বিদ্যমান। পঞ্চ কেদারের নাম—(স্বয়ং) কেদার নাথ, মধ্যমেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর নাথ। পঞ্চ বদ্রীনারায়ণের নাম—(স্বয়ং) বদ্রীনারায়ণ, পাণ্ডুকেশ্বর, নৃসিংহ বদরী, বৃদ্ধ বদরী, আদি বদরী বা ভবিষ্যদ্ বদরী। যাত্রিগণ-প্রদত্ত অর্থ ব্যতীত বদ্রীনারায়ণের ভূসম্পত্তি হইতেও যথেষ্ট আয় আছে। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে কুম্ভমেলা উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বদ্বীপ—নদীর শেষ মুখের মধ্যস্থ মাত্রাশূন্য "ব"-কারের ন্যায় ত্রিকোণাকার ভূমি (Delta); বদ্বীপ অঞ্চলের ভূমি নদীবাহিত মৃত্তিকানির্ম্মিত ও নদীর শেষ অংশ এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত। ব-আকারে যে দ্বীপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বধ—প্রাণসংহার, হনন; নাশ; বন্ধন; নিন্দা।

বধ্ বা হন্ (হত্যা করা)+অল্ ভা। সং।

বধক—হনন-কর্ত্তা, ঘাতক। বধ (বধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বধিকা।

বধয়ে—বধে, বধ করে। ক, প্র। ক্রি।

বধসাধন—হত্যাসম্পাদন, সংহার করণ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বধস্থলী—বধ্যভূমি, প্রাণদণ্ডের স্থান, মশান।

বধা—বধ করা। ক, প্র। ক্রি।

বধাজ্ঞা—হত্যার আদেশ, বধ করিবার অনুমতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বধার্থ—বধের নিমিত্ত, হত্যার জন্য। বধ হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। অথবা বধের নিমিত্ত ইহা এই বাক্যে নিত্য সমাস। বা। [বিণ; ত্রি।

বধার্হ—প্রাণনাশযোগ্য। বধের অর্হ, ৬তৎ।

বধির—শ্রবণশক্তিহীন, কালা। বন্ধ্+কির ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বধিরা। বি বধিরতা।

বধূ—নবোঢ়া বালিকা, নূতন বিবাহিতা বৌ; নারী; রমণী; ভার্য্যা; পত্নী; স্নুষা, পুত্রবধূ। বহ্+উধ্ বা ক। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

বধূজন—যুবতী রমণী; বৌ; নারী। কর্ম্মধা।

বধূটি, বধূটী—বালিকা-বধূ, পুত্রবধূ। বধূ দেখ বধূ+টি, টী অল্পার্থে। সং; স্ত্রী।

বধূৎসব—১। পুনর্বিবাহ সংস্কার। বধূর উৎসব। ৬তৎ। সং; পু। ২। বৌভাত। দেশজ।

বধূমাতা—বৌমা, মাতার ন্যায় বৌ। বধূই মাতা (মাতৃসদৃশী), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বধোদ্যত—প্রাণনাশে উদ্যুক্ত, হত্যাসাধনে উপক্রান্ত। বধে উদ্যত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বধ্য—বধযোগ্য, হননার্হ। বধ+ক্য অর্হার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বধ্যা।

বধ্যভূমি—বধস্থান, যে স্থানে বধ করা হয়, মশান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বধ্রী—চর্ম্মরজ্জু, চামড়ার দড়ী। বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ষ্ট্রন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বন—অটবী, অরণ্য, জঙ্গল; কানন; আলয়; জল; প্রস্রবণ। বন্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+অন্ ক। সং; ক্লী।

বনকদলী—কাষ্ঠকদলী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বনকর—বনজাতের খাজানা। ৬তৎ। সং; পু।

বনকার্পাসী—বনকাপাস। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বনকুক্কুট—বুনো মোরগ। ৬তৎ। সং; পু।

বনগহন—নিবিড় অরণ্য। বনই যে গহন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; পু।

বনচম্পক—বুনো চাঁপা ফুল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

বনচর—১। বনচারী, অরণ্যবিহারী, কাননবাসী। উপ; বন—চর+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চরী। ২। কিরাত। সং; পু।

বনচারী (—চারিন্)—১। অরণ্যবিহারী, বনবাসী। বনে চরে যে, উপ; বন—চর (বিচরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বনচারিণী। ২। কিরাত। সং; পু।

বনজ—১। অরণ্যজাত। বনে জন্মে যে, উপ; বন—জন্ (জন্মা) ড ক+ । বিণ; ত্রি। স্ত্রী বনজা। ২। হস্তী। সং; পু। ৩। পদ্ম। বনে (জলে) জন্মে যে, উপ। সং; ক্লী।

বনজা—১। অরণ্যজাতা। বনজ দেখ। বনজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মুদ্গপর্ণী, মুগানী; অশ্বগন্ধা; ঐন্দ্র। সং; স্ত্রী।

বনতিক্ত, বনতিক্তিকা—হরীতকী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বনদ—১। বনদাতা। বন দেয় যে, উপ; বন—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বনদা। ২। জলদ, মেঘ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

বনদেবতা—বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ।

বনদেবী—বনের অধিষ্ঠাত্রী স্ত্রী-দেবতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।

বনপথ—আরণ্য পথ, বনের মধ্যস্থ রাস্তা।

বনপ্রিয়—১। বনের প্রতি প্রীতিমান্, যে বন ভালবাসে। বন প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রিয়া। ২। কোকিল। সং; পু।

বনফল—অরণ্যজাত বৃক্ষফল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বনফুল—বনকুসুম, বনজাত ফুল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [ফুল শব্দ সংস্কৃত নহে, অপভ্রংশ শব্দ]।

বনভোজন—আমোদের জন্য বনের ধারে গিয়া রাঁধিয়া খাওয়া, চড়াইভাতি। ৭তৎ। সং; ক্লী।

বনমক্ষিকা—দংশ, ডাঁশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বনমানুষ—অরণ্যচর মানবাকার বানর জাতি বিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

বনমালা—চরণ পর্য্যন্ত লম্বিত মালা, শ্রীকৃষ্ণের মালা; অরণ্যশ্রেণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বনমালিনী—দ্বারকানগরী; বারাহীলতা। বনমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বনমালী (—মালিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। বনমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বনমুক্ (—মুচ্)—জলদ, মেঘ। বন (জল)—মুচ্ (মোচন করে যে, উপ; বন (জল)—মুচ্ (মোচন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বনরাজ—পশুরাজ, সিংহ; পুষ্পবৃক্ষবিশেষ বা তৎপুষ্প। বনের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

বনলক্ষ্মী—কদলী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বনবহ্নি—বনাগ্নি, দাবানল। ৬তৎ। সং; পু।

বনবাস—অরণ্যে অবস্থিতি। ৭তৎ। সং; পু।

বনবাসী (—বাসিন্)—১। বনে বাসকারী, অরণ্যচারী। উপ; বন—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বনবাসিনী। ২। ঋষভ নামক ঔষধ; মুষ্কক বৃক্ষ; বারাহীকন্দ; শাল্মলীকন্দ। সং; পু।

বনবিড়াল—একরকম খাটাশ। ৬তৎ। সং; পু।

বনবিহারী (—হারিন্)—১। বনে বিচরণকারী। উপ; বন—বি—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—হারিণী। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু।

বনবিহারী কপুর (রাজা)—ইনি পঞ্জাবদেশীয় ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত; ১৮৫০ খ্রীঃ ১১ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সামান্য অবস্থাপন্ন ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা ইঁহাকে ১৮৫৬ খ্রীঃ ৩১শে আগষ্ট দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ বনবিহারী Burdwan Raj Council নামক সমিতির Vice-President পদে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্ততম সদস্যস্বরূপে মনোনীত হন; ঐ বৎসরেই বর্দ্ধমানরাজ্যের জয়েণ্ট ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ইনি রাজা, এবং ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সি, এস, আই, উপাধি লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যস্বরূপে মনোনীত হন। মহাতাপচাঁদের দত্তকপুত্র আফ্‌তাব চাঁদের ভগিনীকে ইনি বিবাহ করেন। বর্দ্ধমানের বর্তমান অধিপতি বিজয়চাঁদ এই বনবিহারীর পুত্র। বিজয়চাঁদের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে বনবিহারী ইঁহার অভিভাবকস্বরূপে থাকিয়া ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা কল্পে অনেক যত্ন করেন। বনবিহারীর বিষয়কার্য্যনৈপুণ্যের ফলে বর্দ্ধমান রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। [পু।

বনব্রীহি—নীবার, উড়িধান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং;

বনশূরণ—বুনো ওল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বনশোভন—১। অরণ্যের শোভাজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শোভনা। ২। পদ্ম। বনের (জলের) শোভন (শোভাকর), ৬তৎ। সং; ক্লী।

বনশোভী (—শোভিন্)—অরণ্যের শোভাজনক, কাননের সৌন্দর্য্য-সাধক। বন—শুভ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বনশোভিনী। ৬তৎ। সং; পু।

বনশ্ব (বনশ্বন)—ব্যাঘ্র; শরভ; শৃগাল।

বনস্থ—১। বনবাসী; অরণ্যস্থিত। উপ; বন—স্থা (থাকা) ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বনস্থা। ২। মৃগ; কিন্নর; মুনি। সং; পু।

বনস্পতি—ফুল ব্যতিরেকে যে সকল গাছের ফল জন্মে, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ; বৃক্ষ। বনের পতি, ৬তৎ, নিপাতনে। সং; পু।

বনা—পটা, মিল হওয়া, মিলা। দেশজ। ক্রি।

বনাই, বনুই—ভগ্নীপতি। গ্রাম্য। সং।

বনাত—একপ্রকার পশমী কাপড়। দেশজ। সং।

বনান—পটান, মিল করা; কর্ত্তন করা, কাটা,

কুটা ; তৈয়ার করা, রচনা করা। দেশজ। ক্রি।

বনানী—অরণ্যানী। বন+আনী। সং ; স্ত্রী।

বনান্ত—১। বনভূমি, বনপ্রদেশ। বনের অন্ত, ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। বনের প্রান্ত। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

বনান্তর—অন্য বন, পৃথক্ অরণ্য। নিত্য।

বনাবনি, বনাবন্তি—বনিবনাও, সদ্ভাব, পরস্পর মিল। দেশজ। সং।

বনাম—(কাহারও) নামে বা বিরুদ্ধে ; বিরুদ্ধপক্ষ। বৈদেশিক।

বনায়ু—দেশবিশেষ, পারস্য দেশ। বন শব্দ—অয় (গমন করা)+উ অধি। সং ; পু।

বনায়ুজ—বনায়ুদেশসম্ভূত অশ্ব। উপ ; বনায়ু জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

বনাশ্রম—বনমধ্যস্থ আশ্রম, কাননস্থিত আবাস মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু।

বনাশ্রয়—১। বনবাসী। বন আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বনাশ্রয়া। ২। দাঁড়কাক। সং ; পু।

বনিত—সেবিত ; যাচিত। বন (প্রার্থনা করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বনিতা।

বনিতা—১। সেবিতা ; যাচিতা। বনিত দেখ। বনিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। প্রিয়তমা স্ত্রী ; ভার্য্যা ; প্রিয়া ; নারী। সং ; স্ত্রী।

বনিতাভূষণ—১। রমণীর অলঙ্কার। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। লজ্জা ; ভর্তা। সং ; পু।

বনিবনাও—বনাবন্তি, পরস্পর সদ্ভাব বা মিল প্রণয়। দেশজ। সং।

বনিয়াদ (বনেদ), বুনিয়াদ—ভিত্তিমূল, গোড়াপত্তন, ভিত ; মূল, গোড়া। বৈদে। সং।

বনিয়াদী (বনেদী), বুনিয়াদী—সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; প্রাচীন, সাবেক, বহুকালের পুরাতন বংশীয়। বৈদে। বিণ

বনী—বন, অরণ্য। বন+ঙীপ। সং ; স্ত্রী।

বনীয়ক—যাচক, প্রার্থী। বন (যাচ্ঞা করা) +ই ক—বনি ; বনি+ক্য—(বনীয় নামধাতু)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

বনেচর—১। ব্যাধ, কিরাত ইত্যাদি। বনে চরে যে, অলুক্ উপ। সং ; পু। ২। অরণ্যচারী। বিণ ; ত্রি।

বনেদ—বনিয়াদ দেখ।

বনৌকাঃ (—কস্)—১। বানর। বন হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। বনবাসী। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

বন্দ—১। বন্দনা কর। প্রা, ক। ক্রি। ২। বন্ধ, বদ্ধ ; ছুটা ; তোক, কিস্তা, গণ্ড ; গৃহাদির দৈর্ঘ্যপ্রস্থের সমষ্টি। দেশজ।

বন্দক—১। অভিবাদক, স্তুতিকারক। বন্দ্ (বন্দনা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বন্দিকা। ২। বন্ধক। দেশজ।

বন্দন, বন্দনা—অভিবাদন ; স্তুতি ; স্তব। বন্দ (বন্দনা করা)+অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বন্দনমালিকা—উৎসবাদি কালে বহির্দ্বারে লম্বিত মঙ্গলসূচক মাল্য। বন্দনের মালা বন্দনমালা, ৬তৎ ; তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বন্দনা—বন্দন দেখ।

বন্দনীয়, বন্দ্য—নমস্য, অভিবাদনযোগ্য ; স্তবনীয়। বন্দ (বন্দনা করা)+অনীয়, ঘ্যণ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বন্দনীয়া, বন্দ্যা।

বন্দনীয়া, বন্দ্যা—১। নমস্যা, অভিবাদনার্হা ; স্তবনীয়া। বন্দনীয়, বন্দ্য শব্দ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গোরোচনা। সং ; স্ত্রী।

বন্দর—নদী বা সমুদ্রের তীরবর্তী নৌকা জাহাজাদি বাঁধিবার স্থান (port) ; বানর। বৈদেশিক। সং। [করা। ক, প্র। ক্রি

বন্দা—১। পরগাছা। সং ; স্ত্রী। ২। বন্দনা

বন্দাক, বন্দাকা—পরগাছা। সং ; পু ও স্ত্রী।

বন্দারু—১। বন্দনাকারী, অভিবাদক। বন্দ (বন্দনা করা)+আরু ক। বিণ ; ত্রি। ২। বন্দী, স্তুতিপাঠক, ভাট। সং ; পু।

বন্দি, বন্দী—কারারুদ্ধ ব্যক্তি, কয়েদী। বন্দ +ই ক, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

বন্দিনী—১। বন্দনাকারিণী। বন্দ (বন্দন করা)+ণিন ক+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্ত্রী কয়েদী। দেশজ। এরূপ প্রয়োগ কিন্তু ভুল।

বন্দিপাঠ—১। স্তুতিপাঠ, স্তবাবৃত্তি। ৬তৎ। ২। স্তুতিপুস্তক। বন্দীর পাঠ আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

বন্দী, বন্দিন্—১। বন্দনাকারী। বন্দ (বন্দনা করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বন্দিনী। ২। বৈতালিক, স্তুতিপাঠক। সং ; পু।

বন্দী—কয়েদী। সং ; স্ত্রী। বন্দি দেখ।

বন্দীশালা—কয়েদঘর, জেলখানা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বন্দুক—নালিকাস্ত্র, দীর্ঘ নলযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র ; বৈদেশিক। সং। [ক্রিয়াপদ।

বন্দে—বন্দনা করি বা করিতেছি। সংস্কৃত

বন্দেজ—ব্যবস্থা, নিয়ম বন্ধন। বৈদেশিক। সং

বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা ; বিলি, শৃঙ্খলা ; নিয়ম ; রফা। বৈদেশিক।

বন্দ্য—বন্দনীয় দেখ।

বন্দ্যবংশ—পূজনীয় বংশ ; বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, বাঁড়ুয্যে ঘর। ক, প্র। সং।

বন্দ্যোপাধ্যায়—বন্দনীয় আচার্য্য ; এক শ্রেণীর রাঢ়ী কুলীন ব্রাহ্মণের বংশগত উপাধি, বাঁড়ুয্যে। বন্দ্য যে উপাধ্যায়, কর্মধা। সং ; পু।

বন্ধ—১। বন্ধন, সংযমন, বাঁধন ; রোধ ; উৎপত্তি ; গ্রথন ; ধারা। বন্ধ (বন্ধন করা) +অল্ ভা। ২। বাঁধ ; গ্রন্থি ; দেহ ; বৃন্ত। বন্ধ+অল্ ণ। সং ; পু।

বন্ধক—১। গচ্ছিত বস্তু, ঋণগ্রহণার্থ স্থাপিত বস্তু ; বিনিময়। বন্ধ (বন্ধন করা)+ণক র্ম। সং, পু। ২। বন্ধক দেওয়া। বন্ধ+ণক ভা। সং ; ক্লী।

বন্ধকগ্রহীতা (—তৃ)—যে দ্রব্যাদি বন্ধক রাখে, বন্ধকী মহাজন। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, গ্রহীত্রী।

বন্ধকদাতা (—দাতৃ)—যে দ্রব্যাদি বন্ধক দেয়, বন্ধকীগ্রাহক। ৬তৎ। বিণ, পু। স্ত্রী, দাত্রী।

বন্ধকী—১। পরপুরুষগামিনী, অসতী। বন্ধ (বন্ধন করা)+ণক ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। পুংশ্চলী, অসতী নারী ; হস্তিনী। সং ; স্ত্রী। ৩। বন্ধক দেওয়া, আবদ্ধ (সম্পত্তি)। দেশজ। বিণ।

বন্ধন—১। বন্ধনসাধন রজ্জু, শৃঙ্খলাদি। বন্ধ +অন ক। সং ; পু। ২। সংযমন, বাঁধা ; বধ ; রোধ ; হিংসা ; উৎপাদন। বন্ধ (বন্ধন করা)+অনট্ ভা। ৩। বাঁধ ; বৃন্ত। বন্ধ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

বন্ধনদশা—বাঁধনের অবস্থা ; আবদ্ধ অবস্থা, কয়েদ, আটক। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বন্ধনরজ্জু—বাঁধিবার দড়ি। ৬তৎ। সং ; পু।

বন্ধনশালা—বন্ধনালয়, কারাগার, জেলখানা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বন্ধনসাধন—বাঁধিবার উপায় বা উপকরণ, দড়ি প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বন্ধনস্তম্ভ—বাঁধিবার খুঁটি বা খোঁটা। ৬ বা ৮তৎ। সং ; পু।

বন্ধনাগার, বন্ধনালয়—বন্দিশালা, কারা, জেলখানা। ৬তৎ। সং ; পু।

বন্ধনী—বন্ধনসাধন রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খলাদি ; ব্র্যাকেট (Bracket), ( )। বন্ধ (বন্ধন করা)+অন ক+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

বন্ধী (বন্ধিন্)—বন্ধনযুক্ত, বন্ধনপ্রাপ্ত, আবদ্ধ, বাঁধা। বন্ধ শব্দ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, বন্ধিনী।

বন্ধু—জ্ঞাতি, স্বজন ; পিতা ; মাতা ; ভ্রাতা ; আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু, ও মাতৃবন্ধু, এই ত্রিবিধ ; কুটুম্ব ; প্রিয় ; মিত্র, সুহৃৎ, সখা ; (পিতৃ, মাতৃ, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, ইত্যাদির পরবর্ত্তী হইলে) নীচ। বন্ধ (বন্ধন করা)+উ ক। সং ; পু।

বন্ধু, সখা, মিত্র ও সুহৃৎ শব্দের অর্থগত প্রভেদ এই ;—

"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥"

অর্থাৎ—প্রণয়াস্পদদের মধ্যে যিনি অপ-

রের ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বন্ধু; যিনি নিরন্তর অন্তরের অনুমত থাকেন, তিনি সুহৃৎ; যে দুইজনের এক বিধ ক্রিয়া, তাঁহারা পরস্পর মিত্র; এবং যিনি অন্যতরকে নিজের প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সখা।

বন্ধুক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক—১। স্বনামখ্যাত রক্তবর্ণ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বাঁধুলি ফুলের গাছ। বন্ধুক বন্ধ্+কণ্। বন্ধুজীব=বন্ধু—জীব (বাঁচা)+অন্ ক। বন্ধুজীবক—বন্ধুজীব+কণ্। সং; পুং। ২। বাঁধুলি ফুল। সং; ক্লী।

বন্ধুকবন্ধু—সুখা। ৬তৎ। সং; পুং।

বন্ধুজন—সুহৃদ্‌ব্যক্তি, মিত্র; বন্ধুবর্গ। কর্ম্মধা। সং; পুং।

বন্ধুতা, বন্ধুত্ব—মিত্রতা, সখ্য, সৌহৃদ্য; প্রণয়। বন্ধু+তা, ত্ব ভাবে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বন্ধুদত্ত—১। জ্ঞাতি বা স্বজনকর্ত্তৃক অর্পিত, মিত্রের দেওয়া। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। মাতাপিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধন। সং; ক্লী।

বন্ধুপ—মিত্রপালক, সুহৃদ্‌রক্ষক। বন্ধু—পা+ড ক। বিণ; ত্রি।

বন্ধুবর—বন্ধুশ্রেষ্ঠ, অতিশয় প্রণয়ভাজন সুহৃৎ। ৭তৎ। বিণ বা সং; পুং।

বন্ধুবান্ধব—আত্মীয়স্বজন। দ্বন্দ্ব। সং; পুং। [বন্ধু ও বান্ধব দুইটি শব্দ একার্থক হইলেও বঙ্গভাষায় একপ প্রয়োগের অভাব নাই]।

বন্ধুয়া—বন্ধু, বঁধু। প্রা, ক। সং।

বন্ধুর, বন্ধূর—১। উচ্চাবচ, উন্নতানত, অসমতল; নম্র; রমণীয়; বধির। বন্ধ+উর, উর ক। বিণ; ত্রি। ২। বিহঙ্গ; বক; হংস; তিলক; স্ত্রী-চিহ্ন। সং; পুং।

বন্ধুরতা—ত্ব—উচ্চাবচত্ব, অসমতলত্ব, অমসৃণতা, কাঠিন্য; বধিরতা। বন্ধুর+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

বন্ধুরা, বন্ধূরা—১। উচ্চাবচা, ইত্যাদি। বন্ধুর দেখ। বন্ধুর বা বন্ধূর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অসতী স্ত্রী; বেশ্যা। সং; স্ত্রী।

বন্ধুল—১। অসতীপুত্র; জারজসন্তান। বন্ধ্ (বন্ধন করা)+উল ক। সং; পুং। ২। সুন্দর; নম্র; বন্ধুর। বিণ; ত্রি।

বন্ধুবিচ্ছেদ—বন্ধুবিয়োগ, বন্ধুর সহিত ছাড়াছাড়ি। ৬তৎ। সং; পুং।

বন্ধূক—১। বাঁধুলি ফুলের গাছ। বন্ধ (বন্ধন করা)+উক ক। ২। বাঁধুলি ফুল। সং; ক্লী।

বন্ধূলি—১। বাঁধুলি ফুল। সং; ক্লী। ২। তাহার গাছ। সং; পুং।

বন্ধ্য—বন্ধনযোগ্য; নিষ্ফল। বন্ধ (বাঁধা)+য্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বন্ধ্যা।

বন্ধ্যা—১। বন্ধনযোগ্যা; নিষ্ফলা। বন্ধ্য শব্দ +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বাঁজা; গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালা; বৃষলী। সং; স্ত্রী।

বন্ন—বর্ণ। প্রা, ক। সং।

বন্য—বনসম্বন্ধীয়; বনজাত। বন+যৎ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বন্যা।

বন্যপুষ্প—বনফুল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বন্যবরাহ—আরণ্য শূকর, বুনো শুয়ার। ৬তৎ। সং; পুং।

বন্যা—১। বনসম্বন্ধীয়া; বনজাতা। বন্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বনসমূহ, অরণ্যানী; জলরাশি; জলপ্লাবন, বান; গুঞ্জা। বন (অরণ্য বা জল)+য্য সমূহার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

বপ্, ফ্রান্সিস্ (Francis Bopp)—জর্ম্মান পণ্ডিত। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইনি মেইন্‌স্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্যারিসে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮২১ হইতে আমরণ ইনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষা ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইনি Analytical comparison of the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic languages নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ১৮২৭-৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইঁহার সংকলিত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫-৫০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার কৃত Comparative Grammar ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়। ১৮৬৭ খৃঃ ২৩শে অক্টোবর ইঁহার দেহান্তর ঘটে।

বপ—বপন (সকল অর্থে)। বপ্+অপ্ ভা। সং; পুং।

বপন—রোপণ, বীজ বোনা; চয়ন, কাপড় চোপড় বোনা; ক্ষৌরকর্ম্ম, কামান, অস্থি; মজ্জা; শুক্র। বপ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বপনী—নাপিতের অস্ত্রবিশেষ; মাকু। বপ্+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বপা—১। ছিদ্র, গর্ত্ত; মেদঃ, চর্ব্বি। বপ্+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। বপন করা, বয়ন করা, বুনা বা বোনা। ক, প্র। ক্রি।

বপু—কায়, শরীর। সংস্কৃত বপুঃ পদের বাঙ্গালায় বিসর্গ লোপ।

বপুঃ (বপুস্)—অবয়ব, শরীর। বপ্ (বোনা ইত্যাদি)+উস্ ক। সং; ক্লী।

বপুষ্টমা—কাশীরাজ তনয়া, রাজা জন্মেজয়ের পত্নী। বপুস্ (শরীর)+তম প্রশস্তার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

বপুষ্মান্ (বপুষ্মৎ)—প্রশস্তদেহ, স্থূলকায়, সুঠাম। বপুস্+মতু প্রশস্তার্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী বপুষ্মতী।

বপ্তা (বপ্তৃ)—১। বপনকারী। বপ্ (বপন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী বপ্ত্রী। ২। কৃষক; বাপ, পিতা; কবি। সং; পুং।

বপ্র—১। তট; ক্ষেত্র, ক্ষেত; ক্ষেতের আলি; সানু। বপ্ (বপন করা)+র অধি। ২। রেণু; সীসক; প্রাচীর; দুর্গে বা নগরে পরিখা দ্বারা উদ্ধৃত মৃৎস্তূপ। বপ্+র কর্ম্ম। সং; পুং বা ক্লী। ৩। জনক, বাপ; প্রজাপতি। সং; পুং।

বপ্রক্রিয়া, বপ্র-ক্রীড়া—(হস্তি প্রভৃতি জন্তুর) শৃঙ্গ দন্তাদি দ্বারা খনন-ক্রীড়া। বপ্রে (ক্ষেত্রে) ক্রিয়া বা ক্রীড়া, ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

বব—করণবিশেষ। বা (গমন করা)+ড ক, দ্বিত্ব। সং; পুং। অপভ্রংশ। বিণ।

বব্বর—মূর্খ, অজ্ঞান, অবোধ; বর্ব্বর শব্দের

বব্বলিয়া, বব্বলে—বহুভাষী, বাচাল; মিথ্যাবাদী; মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা। দেশজ। বিণ।

বভ্রবী—শিবানী, দুর্গা; বভ্রুর (শিবের) পত্নী এই অর্থে বভ্রু+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বভ্রি—বস্ত্র। বভ্র+ই ক। সং; পুং।

বভ্রু—১। নকুল; বিষ্ণু, শিব; অগ্নি; মুনিবিশেষ; যাদববিশেষ; দেশবিশেষ। ভৃ (ভরণ করা)+কু ক; অথবা, বভ্র্ (গমন করা)+উ ক। সং; পুং। ২। পিঙ্গল; বিশাল। বিণ; ত্রি।

বভ্রুবাহন—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র। বভ্রু (বিষ্ণু)—বাহ (বহান)+অন ক। সং; পুং। মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি মাতামহালয়ে থাকিয়া লালিত পালিত হন, এবং মাতামহের মৃত্যু হইলে মণিপুরের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষকরূপে মণিপুরে উপস্থিত হইলে, বভ্রুবাহন তাঁহাকে পিতা বলিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করেন; তাহাতে অর্জ্জুন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ইঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য না করার জন্য যথোচিত তিরস্কার করেন। তখন বভ্রুবাহন বিমাতা নাগকন্যা উলূপীর উত্তেজনায় পিতার সহিত রণে প্রবৃত্ত হন। সমরে অর্জ্জুন পরাজিত ও অচেতন হইয়া পড়েন। পরে উলূপী পাতাল হইতে মৃতসঞ্জীবনী মণি আনিয়া স্বামীকে পুনর্জীবিত করেন। অতঃপর বভ্রুবাহন পিতৃনিদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন।

বম্—অনুকরণ শব্দ; গালবাদ্য; ডমরুবাদ্য। বা।

বম—১। বমন, উদ্গিরণ, নিঃসারণ। বম্+অল্ ভা। সং; পুং। ২। ঘোড়গাড়ীর ঘোড়া জুড়িবার দীর্ঘদণ্ড (beam)। সং।

বমই, বময়ে—বমি করে, উদ্গিরণ করে। প্রা, ক। ক্রি।

বমথু—বমন; উদ্গিরণ; নিঃসারণ। বম্ (বমি করা)+অথু ভা। সং; পুং।

বমন—উদ্গিরণ, বমিকরণ; নিঃসারণ; আহুতি। বম্ (বমি করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বমনীয়—বমন-যোগ্য। বম (বমি করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বমনীয়া।

বমা—বমন করা। ক, প্র। ক্রি।

বমি—১। বমন, উদ্গিরণ, ওয়াকার। বম্ (বমি করা)+ই ভা। সং; স্ত্রী। ২। বহ্নি। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

বমিত—উদ্গীর্ণ। ণিজন্ত বম্ বা বমি+ক্ত র্ম্ম।

বম্বু, বাম্বু—বংশ, বাঁশ; বংশদণ্ড; লাঠী, ডাণ্ডা। ইং (bamboo)। সং।

বম্বে (বা বোম্বাই)—ব্রিটিশ ভারত যে তিনটি প্রেসিডেন্সীতে বিভক্ত, বম্বে তাহাদের অন্যতম। এই প্রেসিডেন্সীর উত্তর সীমা বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব ও রাজপুতানা; পূর্ব্ব সীমা ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ; দক্ষিণসীমা মাদ্রাজ ও মহিশুর; পশ্চিমসীমা আরব সাগর। শাসন কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ প্রেসিডেন্সীটি চারি ভাগে বিভক্ত, যথা (১) উত্তর বা গুজরাট বিভাগ, এই বিভাগে আমেদাবাদ, কায়রা, পাঁচ মহল, ব্রোচ, সুরাট, থানা, ও কোলাবা জেলা অবস্থিত। (২) মধ্য বা "ডেকান" বিভাগ; এই বিভাগে খান্দেশ, নাসিক, আমেদনগর, পুনা, সোলাপুর ও সেতারা জেলা অবস্থিত। (৩) দক্ষিণ বা কর্ণাটক বিভাগ; এই বিভাগে বেলগাওম, ধারওয়ার, কলাদ্‌গি, উত্তর কানারা ও রত্নাগিরি জেলা অবস্থিত। (৪) সিন্ধু বিভাগ; এই বিভাগে করাচী, থর ও পারকর, হায়দ্রাবাদ, শিকারপুর ও উত্তর সিন্ধুর সীমান্ত জেলা অবস্থিত। বম্বে প্রেসিডেন্সির প্রধান পর্ব্বত পশ্চিম ঘাট বা সহ্যাদ্রি। সিন্ধু, নর্ম্মদা, তাপ্তী প্রভৃতি নদীগুলি এই প্রেসিডেন্সির স্থান বিশেষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। প্রেসিডেন্সিতে চারিটী ভাষা প্রধান,—সিন্ধী, গুজরাটী, মারাঠী, ও কানারী।

সিন্ধু বিভাগ মুসলমান-প্রধান; গুজরাট বিভাগ বৈষ্ণব ও জৈন-প্রধান; ডেকান বিভাগ মহারাষ্ট্রীয় শৈব-প্রধান; এবং কর্ণাটক "লিঙ্গায়েৎ" প্রধান।

অতি প্রাচীন সময়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে দ্রাবিড় জাতীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। খ্রীঃ পূঃ ১০০০ সালে এই স্থান হইতে পূর্ব্ব আফ্রিকার মধ্য দিয়া লোহিত সাগরে পণ্যদ্রব্য প্রেরিত হইত, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ ৭৫০ অব্দে পারস্য উপসাগর দিয়া বেবিলনে যেদ্রব্যাদি পাঠান হইত, তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান। কথিত আছে, শেষোক্ত পথ দিয়া ব্রাহ্মী লিপি ভারতে প্রত্যাগমন করে। হার পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণগণ এই প্রদেশে আসিয়া বাস করে এবং আর্য্যধর্ম্ম ও ভাষা প্রচার করে। এ প্রদেশের কিয়দংশ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল। অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্য্য রাজত্বের উচ্ছেদ সাধিত হইলে, অন্ধ্র, রাষ্ট্রকূট, চালুক্য প্রভৃতি রাজগণ এ প্রদেশের স্থানে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করেন। সিন্ধুদেশই ভারতাক্রমণকারী মুসলমানগণের প্রথম কার্য্যক্ষেত্র। ১০২৩ খ্রীঃ গজনীর মামুদ গুজরাটে প্রবেশ করিয়া সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন। পরে মহম্মদ ঘোরীও গুজরাট আক্রমণ করেন। ১২৯৪ খৃঃ আলাউদ্দিন সর্ব্বপ্রথমে ডেকান আক্রমণ করেন, এবং ইহার তিন বৎসর পরে গুজরাট অধিকার করেন। ১৩১২ খৃঃ সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশ মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, এবং সাত বৎসর পরে মালাবার দেশও মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে। সুদূর দিল্লীতে অবস্থান হেতু মুসলমান শাসনশক্তি এ প্রদেশে ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এবং সেই সূত্রে এ প্রদেশের রাজপ্রতিনিধিগণ, স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এই সময়ে ডেকানে বাহমনী রাজত্ব, এবং আহম্মদনগর ও গুজরাটে স্বাধীন মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৩ খ্রীঃ সম্রাট্ আকবর গুজরাট জয় করিয়া মোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৫৯৯ খ্রীঃ তিনি খান্দেশ এবং পর বৎসরে আহম্মদনগরও অধিকার করেন। ১৪৯৮ খ্রীঃ ভাস্কো ডি গামা প্রমুখ পর্ত্তুগীজগণ ভারতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি স্থানে অধিকার স্থাপন করে। বম্বে দ্বীপ ১৫৩৪ খ্রীঃ তাহাদের হস্তে যায়। ১৬১৮ খ্রীঃ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ইংরাজ সুরাট (সৌরাষ্ট্র) নগরে কুঠী স্থাপন করে। ১৬৬১ খ্রীঃ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস, পর্ত্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারাইনকে বিবাহ করিয়া বম্বে দ্বীপটি যৌতুক স্বরূপে প্রাপ্ত হন। দূরদেশ হইতে এই ক্ষুদ্র স্থানটি শাসনাধিকারে রাখিবার পক্ষে অসুবিধা দর্শনে ইংলণ্ডেশ্বর দ্বীপটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যৎসামান্য বার্ষিক করের বিনিময়ে দান করেন। স্থানটি অধিকার করিতে কোম্পানীকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রবল হইয়া উঠে, এবং অধুনা যাহা বম্বে প্রেসিডেন্সি নামে অভিহিত, তাহার প্রায় সমস্ত স্থানই উহারা অধিকার করিয়া লয়। ১৭৭৪ খৃঃ ইংরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৭৮২ খৃঃ ইহাদিগের সহিত সালবাই নামক স্থানে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার সর্ত্ত মতে সালসিট ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৮০০ খৃঃ সুরাট ইংরাজের করগত হয়। ১৮০২ খৃঃ দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের অবসানে আরও কতকগুলি স্থান ইংরাজের অধীনে আসে। ১৮১৮ খৃঃ শেষ পেশোয়া বাজীরাও পরাজিত, ধৃত ও বৃত্তিভোগী হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, পুণা, আহম্মদনগর, নাসিক, সোলাপুর প্রভৃতি অনেকগুলি স্থান অধিকৃত হইয়া বম্বে প্রেসিডেন্সিভুক্ত হইয়া যায়। ১৮৩৯ খৃঃ এডেন সহর ও ১৮৪৩ খৃঃ সিন্ধুদেশ এই প্রেসিডেন্সির পুষ্টি সাধন করে।

এইরূপে বম্বে সহর ইংরাজের অধিকারে আসে। সহরটি একটি দ্বীপে অবস্থিত। দ্বীপটি ভারত ভূমিখণ্ডের সহিত সেতু দ্বারা সংলগ্ন। বম্বে নামটি মহারাষ্ট্রীয় "মুম্বই" নাম হইতে উৎপন্ন। মুম্বই বা মাম্বা অর্থে জগন্মাতা। বম্বে সহর মধ্যে মুম্বই দেবীর মন্দির অধিষ্ঠিত আছে। কলিকাতার ন্যায় বম্বের নামও দেবী-নামোৎপন্ন। বম্বে সহর ইংরাজের হাতে আসিবার পরে, সুরাট হইতে কুঠীর কার্য্য ১৬৭২ খ্রীঃ এখানে উঠাইয়া আনা হয়। প্রধান কুঠীয়াল আঙ্গীয়ার (Angier) সাহেব সহরটি সুরক্ষিত করিবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। মালাবার হিল নামক স্থানে অনেক ইংরাজ বাস করেন। ইহার সমুদ্রদিকস্থ সুচ্যগ্রবৎ অগ্রিম ভাগের উপর বম্বের গভর্ণরের বাসভবন। হিলের অপর দিকে মহালক্ষ্মী দেবী, বালুকেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি অনেকগুলি দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। পার্শীগণের মৃতদেহাগারও এই হিলে অবস্থিত। সহরের মধ্যে "ফোর্ট" নামক স্থানে বড় বড় সরকারী ও সওদাগরের কার্য্যালয়। ইংরাজপল্লীতে স্থাপিত এপলো বন্দর, তাজমহল হোটেল, ক্রফোর্ড মার্কেট ও ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ নামক রেলওয়ে ষ্টেসন সহরের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত। সহরের অপর দিকে ভিক্টোরিয়া গার্ডেন নামক নয়নরঞ্জন উদ্যান বিদ্যমান। সমুদ্রের উপকূলে প্রতিষ্ঠিত রাজাবাই টাওয়ার ও আলোকগৃহ সমুদ্রপথের অনেক দূর হইতে লক্ষিত হয়। পুণা সহরে এই প্রেসিডেন্সির সৈন্যাবাস। সেখানে গণেশখিন্দ নামক স্থানে বম্বের গভর্ণর বর্ষাকালে বাস করিয়া থাকেন। মহাবালেশ্বর নামক এই প্রেসিডেন্সির একটি সু-উচ্চ পার্ব্বত্য স্থানে গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। বম্বে সহরে পার্শীগণ

সংখ্যায় অধিক না হইলেও, সহরের সাধারণ সমাজের অগ্রণী বলিয়া স্বীকৃত। "বেরনেট" নামক উচ্চ উপাধি ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জনৈক পার্শী মহাত্মা (জামসেটজী জিজিভাই) লাভ করেন (১৮৫৭ খৃঃ)। এ প্রদেশে "আল্‌ফন্‌সো" নামধেয় অতি সুস্বাদু একপ্রকার আম পাওয়া যায়। কথিত আছে, পর্ত্তুগীজ পাদ্রীগণের যত্নে এই উন্নত জাতীয় আম্রের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা পর্ত্তুগালের তদানীন্তন রাজার নামে এই আম্রের নামকরণ করেন। সর্ব্বপ্রথমে প্রথম জামসেটজী জিজিভাই এই আম্র মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। পরে সুবিখ্যাত দাদাভাই নারোজী ইংলণ্ডে এই আম্রের ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন।

বম্ব ব্রহ্ম; ব্রহ্মাণ্ড। প্রা, ক। সং।

বম্‌ভোলা—শিব, মহাদেব। দেশজ। সং।

বয়—১। বহে, বহন করে, বহিয়া যায়, প্রবাহিত হয়। দেশজ। ক্রি। ২। বালকভৃত্য; পরিচারক। ইং (boy)। ৩। বিক্রয়; গন্ধ। বৈদেশিক। সং।

বয়ঃ (বয়স্‌)—বাল্যাদি জীবনকাল; যৌবন, পক্ষী। অজ বা বী (গমন করা)+অস্‌ ক। সং; ক্লী।

বয়ঃক্রম—বয়স্‌। ৬তৎ। সং; পু।

বয়ঃপ্রাপ্ত—প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রাপ্তা।

বয়ঃসন্ধি—যৌবনকাল। ৬তৎ। সং; পু।

বয়ঃস্থ—বয়স্থ দেখ।

বয়ঃস্থা—বয়স্থা দেখ।

বয়ন—১। বপন, কাপড় বুনা। বে+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। বদন। ক, প্র।

বয়নামা—নীলামের বিক্রয়পত্র। বৈদে। সং।

বয়সী—বয়ঃক্রমপ্রাপ্ত; অধিকবয়স্ক। দেশজ। বিণ।

বয়স্ক—বয়সী; বয়স্থ, প্রাপ্তবয়াঃ, সাবালক, যোয়ান। দেশজ। বিণ।

বয়স্থ, বয়ঃস্থ—মধ্যবয়স্ক, তরুণ, যুবা। বয়স্‌—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বয়স্থা, বয়ঃস্থা।

বয়স্থা, বয়ঃস্থা—১। মধ্যবয়স্কা, যুবতী। বয়স্থ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বয়ড়া; হরীতকী; আমলকী। সং; স্ত্রী।

বয়স্য—সমবয়স্ক ব্যক্তি; সখা। বয়স্‌+য তুল্যার্থে। সং; পু। স্ত্রী বয়স্যা।

বয়স্যা—সখী, সহচরী। বয়স্য+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

বয়া—জলমধ্যস্থ স্থলনির্দ্দেশক ভাসমান দ্রব্যবিশেষ। ইং (buoy)। সং।

বয়ান—১। বদন। ক, প্র। সং। ২। ব্যাখ্যান। বৈদে। সং।

বয়েত, বয়েদ—কবিতা, শ্লোক। বৈদে। সং।

বয়েস—বয়ঃক্রম। বয়স্‌ শব্দের উচ্চারণভেদ। ক, প্র।

বয়োঽতীত—প্রাচীন, বৃদ্ধ। বয়ঃ (যৌবন) অতীত (গত) হইয়াছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তীতা।

বয়োঽধিক—বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়সে বড়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, বিকা। [সং; পু।

বয়োগুণ—বয়সের গুণ, বয়সের ধর্ম্ম। ৬তৎ।

বয়োজ্যেষ্ঠ—বয়সে জ্যেষ্ঠ, বয়সে বড়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বয়োজ্যেষ্ঠা।

বয়োদোষ—বয়সের দোষ, বয়সের স্বাভাবিক নীচ গুণ। ৬তৎ। সং; পু।

বয়োধর্ম্ম—বয়সের ধর্ম্ম, বয়সের গুণ। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

বয়োবৃদ্ধি—বয়সের বর্দ্ধন, বয়স বাড়া। ৬তৎ।

বয়োবৃদ্ধ—বয়সে বড়, বুড়ো। বয়ঃ দ্বারা বৃদ্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বৃদ্ধা।

বর—১। প্রার্থনা; আশীর্ব্বাদ; ইচ্ছা; নিয়োগ; বরণ; আবরণ। বৃ (প্রার্থনা করা ইত্যাদি)+অল্‌ ভা। ২। দেবতা হইতে বৃত, দেবতার নিকট যাচিত বস্তু; অভীষ্ট; বিবাহকর্ত্তা, পতি; জামাতা; জার, উপপতি; যিঙ্গা, লম্পট। বৃ+অল্‌ ক। সং; পু। ৩। অভীষ্ট; শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বরা। ৪। বরণ কর। ক, প্র। ক্রি।

বরং—বরম্‌ দেখ।

বরক—১। পোতাচ্ছাদন; বস্ত্র। বৃ (আবৃত করা)+অক ণ। সং; ক্লী। ২। বনমুদ্গ; পর্পট; তৃণধান্যবিশেষ, চীনা। বৃ (বরণ করা)+অক ম। সং; পু।

বরকৎ—শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি; সৌভাগ্য; প্রাচুর্য্য। বৈদেশিক। সং।

বরকন্দাজ—প্রভুর দেহরক্ষী; প্রতীহারী। বৈদেশিক। সং।

বরক্রতু—ইন্দ্র। বর (উত্তম) ক্রতু (যজ্ঞ) যাহার, বহু। সং; পু।

বরখাস্ত—পদচ্যুত, কর্ম্মচ্যুত। বৈদেশিক। বিণ।

বরগা—ছাদের আড়কাঠ। হিন্দী। সং।

বরজ, বরোজ—পানের ঘরঘেরা ক্ষেত। দেশজ। সং। [বরম্‌+চ। ব্য।

বরঞ্চ—বরং, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, তবু ভাল।

বরট—হংস; রাজহংস; বোলতা। বৃ (বরণ করা)+অটন্‌ ক। সং; পু।

বরটা—হংসী; বরলা, বোলতা; কুসুম্ভবীজ। বরট+আপ্‌। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

বরটী—হংসী; বোলতা। বরট+ঈপ্‌। সং;

বরণ—১। প্রার্থনা; নিয়োগ; ইচ্ছা; পূজা; বেষ্টন; আবরণ, আচ্ছাদন। বিবাহ বা পূজাদি কালে ধান্য দুর্ব্বা ফলাদি দ্বারা বর বা দেবতার নির্ম্মঞ্ছন ব্যাপার। বৃ+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। উট্র, উট; বৃক্ষবিশেষ। বৃ+অনট্‌ ণ্ম। ৩। প্রাচীর। বৃ (বেষ্টন করা)+অন ণ। সং; পু। ৪। রঙ্গ, রং। বর্ণ শব্দের অপভ্রংশ।

বরণডালা—বরণ করিবার পাত্র। ৬তৎ। সং, স্ত্রী। ডালা শব্দ দেশজ।

বরণসী—বারাণসী, কাশী। বরণা ও অসির সমাহার, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

বরণা—বারাণসীস্থ নদীবিশেষ। ইহা বিশ্বেশ্বরের তিন যোজন পশ্চিমস্থ পুষ্পপুর গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়াছে কথিত আছে যে, দুর্গার সহচরী বিজয়া ও জয়া বরণা ও অসিরূপ ধারণ করিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্তগণ যাহাতে অনায়াসে কাশীতে প্রবেশ ও মুক্তিলাভ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে দেবগণ বরণা ও অসি নদীর সৃষ্টি করেন। ভাদ্রমাসীয় শুক্লা দ্বাদশীতে বরণাসঙ্গমে বামনোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। সং; স্ত্রী।

বরণীয়—বরণযোগ্য; শ্রেষ্ঠ; প্রার্থনীয়। বৃ (বরণ করা)+অনীয় ম। বিণ; ত্রি।

বরণ্ড—রোগবিশেষ, ব্রণ, বয়ঃফোড়া; বারান্দা। বৃ+অণ্ডন্‌ ক। সং; পু।

বরণ্ডক—১। বরণ্ড, ব্রণ। বরণ্ড শব্দ+কন্‌ স্বার্থে। ২। যুধ্যমান করিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী ভিত্তি; হাতীর হাওদা। বৃ+অণ্ডন্‌ ণ+কন্‌। সং; ক্লী। ৩। বিশাল, বড়; কৃপণ; ভীত। বিণ; ত্রি।

বরতরফ—বরখাস্ত, কর্ম্মচ্যুত। বৈদে। বিণ।

বরত্রা—হস্তীর কক্ষরজ্জু, কাছদড়ি। বৃ+অত্রন্‌ ণ+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

বরদ—বরদাতা, অভীষ্ট দায়ক। বর (অভীষ্ট) দেন যিনি, উপ; বর দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি; স্ত্রী বরদা।

বরদা—১। অভীষ্টদায়িনী। বরদ দেখ। বরদ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; কন্যা; অশ্বগন্ধা গাছ; মাঘমাসের শুক্লা চতুর্থী। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

বরদাচতুর্থী—মাঘমাসের শুক্লা চতুর্থী। সং;

বরদাচরণ মিত্র—কলিকাতা কুমারটুলির বিখ্যাত মিত্রবংশে ১৮৬২ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহাদের আদি নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ গ্রাম। ইনি পিতার একমাত্র সন্তান ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফল। ইঁহার পিতা বেণীমাধব মিত্র ৯২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

বরদাচরণ ১৮৮২ খৃঃ ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে ১৮৮৩ খৃঃ প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিসে প্রবিষ্ট হন। ১৮৯৪ খৃঃ ইনি জেলা ও সেশন জজের পদে উন্নীত হন, এবং আমরণ সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি ছাত্রাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা লিখেন। ১৮৮৫ খৃঃ 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে ইঁহার লিখিত, "The English influence on Bengali Literature" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে ইঁহার সূক্ষ্ম সমালোচনাশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খৃঃ ইনি মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতের' অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ খৃঃ ইনি 'অবসর' নামক একখানি কাব্য প্রকাশ করেন। ১৯১৫ খৃঃ এই মহাত্মার মৃত্যু হয়।

বরদার—বাহক। বৈদেশিক। সং।

বরদাস্ত—সহ্য, সহন, সবুর। বৈদেশিক।

বরদৃপ্ত—বরলাভে গর্ব্বিত, দেবতার নিকট হইতে প্রার্থিত বিষয়লাভে অহঙ্কৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বরদৃপ্তা।

বরনাহ—শ্রেষ্ঠ বা সুশ্রী নাগর। প্রা, ক।

বরপুত্র—দেবতার সবিশেষ অনুগ্রহভাজন পুত্র, আশীর্ব্বাদপ্রভাবে জাত পুত্র। বরজাত যে পুত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; অথবা বর (উত্তম) যে পুত্র, কর্ম্মধা। সং; পু।

বরপ্রদ—বরদ, অভীষ্ট-দাতা। উপ; বর—প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বরপ্রদা—১। বরদা, অভীষ্ট-দাত্রী। বরপ্রদ দেখ; বরপ্রদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অগস্ত্য-পত্নী, লোপামুদ্রা। সং; স্ত্রী।

বরফ—জমাটজল, তুহিন, হিমানী, তুষার। বৈদেশিক। সং।

বর-ফল—১। শ্রেষ্ঠফল, নারিকেল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। নারিকেল বৃক্ষ। বর (শ্রেষ্ঠ) ফল যাহার, বহু। সং; পু।

বরবৎসলা—শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

বরবর্ণিনী—উত্তমা স্ত্রী; শ্যামা; গৌরী; লক্ষ্মী; হরিদ্রা। বর (শ্রেষ্ঠ) যে বর্ণ (রঙ্) সে বরবর্ণ, কর্ম্মধা; বরবর্ণ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বরবাদ—অপচিত, নষ্ট। বৈদেশিক। বিণ।

বরবৃক্ষ—শিব। বর (শ্রেষ্ঠ) যে বৃক্ষ, কর্ম্মধা। সং; পু।

বরম্, বরং—মনাক্ ইষ্ট, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বৃ+অম্। ব্য।

বরমাল্য—বরকে প্রদেয় মালা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকরণার্থ ভাবী জামাতার গলায় মালা দেওয়াকে বরমাল্য বলে। ইহা সাধারণতঃ "পাকা দেখা" নামে অভিহিত।

বরযাত্র—বরযাত্রী। দেশজ।

বরযাত্রী (—যাত্রিন্)—বরের অনুগামী, বিবাহকালে বরের সহিত গমনকারী লোক। বরের যাত্রা—বরযাত্রা, ৬তৎ, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বরয়িতা (—তৃ)—পাণিগ্রাহক, পতি। ণিজন্ত বৃ—বরি (বরণ করান)+তৃন্ ক। সং; পু। স্ত্রী বরয়িত্রী।

বরয়িত্রী—পত্নী; স্বয়ংবরা। বরয়িতা দেখ। বরয়িতৃ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বররুচি—১। বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন। প্রথম বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ ইঁহারই রচিত। সং; পু। ২। উৎকৃষ্ট-রুচি-যুক্ত। বর (শ্রেষ্ঠ) রুচি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

বরল—বরট, বোলতা। বরট শব্দের ট স্থানে ল।

বরলব্ধ—১। প্রাপ্তবর। বর লব্ধ যৎকর্তৃক, বহু। ২। দেবতাদির নিকট প্রার্থনা দ্বারা প্রাপ্ত, বরস্বরূপে প্রাপ্ত। বররূপে লব্ধ, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বরলব্ধা। ৩। চম্পক বৃক্ষ। সং; পু। [স্ত্রী।

বরলা—বরটা, বোলতা। বরল+আপ্। সং;

বরলাভ—দেবতার নিকট হইতে অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি। ৬তৎ। সং; পু।

বরষা—১। বর্ষা শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। বর্ষণ করা। ক্রিয়া।

বরা—১। উত্তমা, শ্রেষ্ঠা। বর (শ্রেষ্ঠ)+আপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। ত্রিফলা; রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য; গুড়; মেদা; ব্রাহ্মী; বিড়ঙ্গ; পাঠা; হরিদ্রা। সং; স্ত্রী। ৩। শূকর। বরাহ শব্দের অপভ্রংশ। সং। ৪। বরণ করা। ক, প্র। ক্রি।

বরাক—১। ভিক্ষু; দীন; শোচনীয়; নীচ, হীন; নিরপরাধ। বৃ+যাক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বরাকা, বরাকী। ২। শিব; যুদ্ধ। বৃ+ষাক র্ম। সং, পু।

বরাখুরে—বরাহের ন্যায় চরণবিশিষ্ট,—ইহা দুর্লক্ষণ বলিয়া গণ্য। দেশজ। বিণ।

বরাঙ্গ—১। উত্তম অবয়বযুক্ত। বর (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বরাঙ্গী। ২। বিষ্ণু; কন্দর্প; হস্তী। সং; পু। ৩। শ্রেষ্ঠ অবয়ব, মস্তক; উপস্থ, শিশ্ন; যোনি। বর (শ্রেষ্ঠ) যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বরাঙ্গনা—উত্তমা স্ত্রী। বরা (শ্রেষ্ঠা) যে অঙ্গনা (স্ত্রী), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বরাট, বরাটী—কপর্দ্দক, কড়ি; পদ্মবীজকোষ, তুচ্ছবাকা; রজ্জু। বর শব্দ—অট (গমন করা)+অন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বরাটক, বরাটিকা—কপর্দ্দক, কড়ি; পদ্মবীজকোষ; রজ্জু। বর শব্দ—অট (গমন করা)+ণক ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; ক্রমে পু ও স্ত্রী। [+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বরাণসী—বারাণসী, কাশী। বরাণসী+ক স্বার্থে

বরাত—১। কাজের ভার বা আদেশ, ফরমাইস; পত্র, চিঠি। বৈদেশিক। ২। নিয়তি, ভাগ্য, কপাল। দেশজ। ৩। মাপের হাত। প্রা, ক। ৪। বরযাত্রী। হিন্দী। সং।

বরাতি—বরযাত্রী। প্রা, ক। সং।

বরাতী, বরাদ্দ—ভারার্পিত, আদিষ্ট, ফরমাইসী। দেশজ। বিণ।

বরানুগমন—বরের পশ্চাৎ গমন, বিবাহার্থী বরের সহিত যাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বরানুগামী (—গামিন্)—১। বিবাহার্থী বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনকারী। উপ; বর—অনু—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, গামিনী। ২। বরযাত্রী। সং; পু।

বরাবর—সমান, তুল্য, সদৃশ, সরল, সোজা; সমস্ত পথ; চিরকাল, সব সময়ে, সতত, সদা, সম্মুখে, সমীপে, নিকটে। বৈদেশিক।

বরাবরেষু—[বড় লোকের নিকট পত্রাদি লিখিতে] সমীপেষু, সম্মুখে, হুজুরে। দেশজ। [বরাভয়—বরা ও অভয়। সং; ক্লী।

বরাভয়—বর ও অভয়, আশীর্ব্বাদ ও ভয়।

বরাভয়করা—ভগবতী, কালী। বরাভয় আছে করে যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

বরাভরণ—বিবাহে বরের প্রাপ্য ভূষণ। বরের আভরণ ৬তৎ। সং; ক্লী।

বরাকর—চাঁরক। বর—কৃ+ণক। সং; ক্লী।

বরারোহ—গজারোহী; হস্তিপক, মাহুত। বর (শ্রেষ্ঠ) যে আরোহ (আরোহী), কর্ম্মধা। সং; পু।

বরারোহা—উত্তমা স্ত্রী। বর (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে আরোহ (নিতম্ব) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

বরালিক—দুর্গা। বরা (শ্রেষ্ঠা) আলি (সখী) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

বরাশি, বরাসি—স্থূল বসন, মোটা কাপড়। বর (আবরণ)—অশ (ব্যাপা) বা অস (হওয়া)+ই ক। সং; পু।

বরাসন—১। উত্তম আসন। বর (শ্রেষ্ঠ) যে আসন, কর্ম্মধা। ২। বিবাহকালে বরের বসিবার পীঠ বা পীঁড়ি। বরের আসন। ৬তৎ। সং; ক্লী। ৩। দ্বারবান্; লম্পট। বর (পতি)—অস্ (ক্ষেপণ করা)+অন ক, যে পতিকে দূরে সরাইয়া দেয়। সং; পু।

বরাহ—১। শূকর, দ্বীপবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ। [এইখানেই রামায়ণবর্ণিত প্রাগ্জ্যোতিষ নগর অবস্থিত ছিল]। বর (বরাঙ্গ অর্থাৎ গোত্র)—আ—হন (আঘাত করা)+ড ক, যে [মৃত্তিকায়] গোত্র আঘাত করে।

সং ; পু। ২। বিষ্ণুর শূকরবৎ মুখাবয়বযুক্ত তৃতীয় অবতার। পূর্ব্বে ধরণী জলতলে নিমগ্ন ছিল। বিষ্ণু বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া দন্ত দ্বারা ধরাকে জলতল হইতে উত্তোলন করেন। ইঁহার ঔরসে ধরণীর গর্ভে নরক নামক অবতারের জন্ম হয়। এই অবতারে বিষ্ণু দৈত্য হিরণ্যাক্ষের নিপাত সাধন করেন। [দশাবতার দেখ]।

বরাহ, বরাহমিহির—সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌। উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন। ইনি অবন্তীনগরনিবাসী এবং খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জ্যোতির্ব্বিদ্যার বহু অংশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু ইনি আর্য্যভট্টের উদ্ভাবিত পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করেন নাই।

কেহ কেহ বলেন, বরাহ-মিহির দুই ব্যক্তি,—পিতা ও পুত্র। (মিহির ও খনা দেখ)। কিন্তু এ কথা যে সত্য নহে, তাহা পশ্চাদুদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, কারণ বরাহমিহিরকে দুইজন ধরিলে বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন-সংখ্যা নয় না হইয়া দশ হইয়া পড়ে।

"ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

কাহারও কাহারও মতে বরাহমিহির ৫৮৭ খ্রীঃ লোকান্তরিত হন। ইঁহার প্রণীত প্রধান গ্রন্থের নাম বৃহৎ সংহিতা।

বরি—বরণ করি বা করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

বরিখ—১। বরিষ, বৎসর। সং। ২। বর্ষণ কর। প্রা, ক। ক্রি।

বরিখে—বর্ষণ করিতেছে। প্রা, ক। ক্রি।

বরিখা—১। বর্ষা। সং। ২। বর্ষণ করা। প্রা, ক। ক্রি।

বরিয়াতি—বরাতি; বরযাত্রী। প্রা, ক।

বরিবস্‌ সেবা, পরিচর্য্যা; পূজা; অর্চ্চনা। বৃ (সেবা করা ইত্যাদি)+অবস্‌ ভা। বা।

বরিবসিত, বরিবস্যিত—সেবিত; পূজিত; অর্চ্চিত। বরিবস্‌ শব্দ (সেবা, পূজা)+ক্য, তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বরিবসিতা, বরিবস্যিতা।

বরিবসিতা, বরিবস্যিতা—সেবিতা; পূজিতা; অর্চ্চিতা। বরিবসিত দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বরিবসিতৃ (—তৃ)—সেবক; পূজক। বরিবস্‌ (সেবা, পূজা)+ক্য, তদুত্তরে তৃন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বরিবসিত্রী।

বরিবস্যা—সেবা; পূজা; অর্চ্চনা। বরিবস্‌ শব্দ (সেবা, পূজা)+ক্য, তদুত্তরে অ ভা+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

বরিশাল—১। বাখরগঞ্জ জেলার প্রধান নগর (বাখরগঞ্জ দেখ)। ২। (কাহারদের ভাষায়) কাঁটাগাছ, কাঁটাবন। সং।

বরিষ—১। বর্ষ, সংবৎসর। বৃ+ইষ ক। সং; পু। ২। প্রাবৃট্‌কাল, বর্ষা। বৃষ্‌ (বর্ষণ করা)+ইষ অধি, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

বরিষণ—আকাশ হইতে জলধারার পতন, বৃষ্টি। বর্ষণ শব্দের অপভ্রংশ।

বরিষা—১। বর্ষা শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। বর্ষণ করা। ক, প্র। ক্রি।

বরিষ্ঠ—১। শ্রেষ্ঠতম; সর্ব্বপ্রধান। উরু (মহৎ) +ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বরিষ্ঠা। ২। তিত্তির পক্ষী; নারঙ্গবৃক্ষ। সং; পু। ৩। তাম্র; মরিচ। সং; ক্লী।

বরিহ—ময়ূরপুচ্ছ। বর্হ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক। [ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

বরী—সূর্য্যপত্নী। বৃ (বরণ করা)+ই র্ম্ম+

বরীয়ান্‌ (—য়স্‌)—১। বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম; সর্ব্বপ্রধান। উরু শব্দ (মহৎ)+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বরীয়সী। ২। যোগবিশেষ। সং; পু।

বরুট—ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। সং; পু।

বরুড়—অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। সং; পু।

বরুণ—১। জলাধিপ দেবতা, পশ্চিম দিকের অধিপতি; অগ্নির সহিত ইঁহার সখ্য থাকাতে খাণ্ডবদাহনে তাঁহার সাহায্যার্থে ইনি কৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ও কৌমুদী গদা এবং অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন। রাম পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়া তদীয় বৈষ্ণব ধনু বরুণকে প্রদান করেন। একদা যজ্ঞ কালে প্রীত হইয়া বরুণ রাজর্ষি দেবরাতকে প্রসিদ্ধ হরধনু দেন। ত্রিলোকবিজয় কালে রাবণ যখন বরুণ-রক্ষিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া বরুণালয়ে উপস্থিত হন, সেই সময়ে বরুণ ব্রহ্মলোকে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। বরুণপুরী কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবলবর্ণ; উহার চারিদিকেই জলধারা। এই পুরীতে সকলেই নিত্যসুখে বাস করে। এখানে কামধেনু সুরভি অবস্থিতি করেন। উর্ব্বশীর উদ্দেশে একদা ইনি মিত্রের সহিত প্রায় একই সময়ে কুম্ভমধ্যে তেজঃ নিষেক করেন। তখন সেই কুম্ভমধ্য হইতে তেজঃসম্ভূত দুই জন ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম অগস্ত্য ও দ্বিতীয় বশিষ্ঠ। ইঁহার দুহিতার নাম বারুণী। বৃ (বেষ্টন করা)+উনন্‌ ক। সং; পু। ২। জল। বৃ+উনন্‌ র্ম্ম। সং; ক্লী।

বরুণাত্মজা—বারুণী; মদিরা, সুরা। বরুণের আত্মজা (কন্যা), ৬তৎ। সমুদ্রমন্থনে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। সং; স্ত্রী।

বরুণানী—বরুণ-পত্নী। বরুণ+ঈপ্‌ পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

বরুত্র—উত্তরীয় বস্ত্র। বৃ (আবরণ করা)+উত্র সংজ্ঞার্থে। সং; ক্লী। [শিক। সং।

বরুয়া—মাণ্ডলিক; উপাধিবিশেষ। প্রাদে-

বরূথ—১। বর্ম্ম, সাঁজোয়া; চর্ম্ম, ঢাল; গৃহ। বৃ+উথন্‌ ণ। সং; ক্লী। ২। রথগুপ্তি-স্থান। বৃ (আবরণ করা)+উথন্‌ র্ম্ম। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

বরূথিনী—সেনা। বরূথ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে+ঈপ্‌।

বরূথী (-থিন্‌)—স্যন্দন, রথ। বরূথ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বরেণ্য—১। প্রার্থনীয়; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট; বরণীয়। বৃ (বরণ করা ইত্যাদি)+এণ্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২, কুঙ্কুম। সং; ক্লী।

বরেন্দ্র—১। দেবরাজ, ইন্দ্র; রাজা। বর (শ্রেষ্ঠ) যে ইন্দ্র, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। প্রাচীন বাঙ্গালার অন্তর্গত ভূভাগবিশেষ, বর্ত্তমান রাজসাহী প্রভৃতি জেলা।

বরেশ্বর—শিব। বর (শ্রেষ্ঠ) যে ঈশ্বর, কর্ম্মধা। সং; পু।

বরোদা—বম্বে প্রেসিডেন্সিতে গুজরাট বিভাগের অন্তর্গত একটি মিত্র-রাজ্য। রাজাটি সাক্ষাৎ-ভাবে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট। কথিত আছে, আনুমানিক ৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে পার্শীগণ গার্হস্থ্য অগ্নিদেবকে সঙ্গে লইয়া পারস্য হইতে আগমনপূর্ব্বক এই-খানেই সর্ব্বপ্রথমে বাসস্থাপন করে। বরোদার অধিপতিগণ গাইকোয়াড় নামে অভিহিত "সেনা খাস খেল সমসের বাহাদুর"—ইঁহাদের বংশগত উপাধি। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ ১লা জানুয়ারি তারিখে দিল্লীতে যে দরবার হয়, তদুপলক্ষে ইংরাজ বরোদাধিপতিকে "ফরজন্দ-ই খাস,দৌলত-ই-ইংলিসিয়া" এই উপাধি প্রদান করেন। ১৭২০ খৃঃ দামাজি গাইকোয়াড় নামক জনৈক ব্যক্তি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সহকারী সেনাপতির পদ ও তৎসঙ্গে "সমসের বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। দামাজীর লোকান্তর গমনে তৎপুত্র পিলাজী তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি বাহুবলে গুজরাটের কিয়দংশ নিজাধিকারে আনেন। ১৭৩২ খৃঃ মোগল শাসনকর্তা যোধপুররাজ অভি-সিংহ কৌশলে তাঁহাকে হত্যা করেন। তৎপরে পিলাজীর পুত্র দামাজী ৪০ বৎসর ধরিয়া অধিকার রক্ষা করেন এবং মোগল হস্ত হইতে সমস্ত গুজরাট কাড়িয়া লইয়া তদুপরি স্বীয় শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। পিলাজীর ভ্রাতা মহাজী ১৭৩২ খৃঃ বরোদা সহর অধিকার করেন; তদবধি সহরটি

গাইকোয়াড়গণের রাজধানী স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দামাজীর তিন মহিষী ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সয়াজী এবং সয়াজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফতেসিংহ দামাজীর মধ্যমা মহিষীর গর্ভজাত। জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র গোবিন্দরাও দামাজীর মৃত্যুর পরে পেশোয়া কর্তৃক "সেনা খাস খেল" পদে অধিষ্ঠিত হন; এবং ফতেসিংহ সয়াজীকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং অভিভাবক স্বরূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৭৮৯ খৃঃ ফতেসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে দামাজীর তৃতীয়া মহিষীর পুত্র মানাজী সয়াজীর অভিভাবক স্বরূপে আপনাকে নিযুক্ত করেন। ১৭৯৩ খৃঃ সয়াজীর মৃত্যু ঘটে, এবং গোবিন্দরাও সিংহাসন গ্রহণ করেন। সাতবৎসর পরে গোবিন্দরাও প্রাণত্যাগ করেন, এবং তৎপুত্র আনন্দরাও বরোদার অধিপতিপদে অধিষ্ঠিত হন। আনন্দরাও দুর্ব্বলচেতা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কনোজী বলপূর্ব্বক শাসনভার গ্রহণ করেন। ইংরাজের সাহায্যে কনোজী রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মান্দ্রাজে প্রেরিত হন। ১৮১৫ খৃঃ গাইকোয়াড় প্রেরিত দূত গঙ্গাধর শাস্ত্রী নিহত হওয়ায় গাইকোয়াড়-রাজ্যের সহিত পেশোয়ার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেবল বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা কর লইয়া পেশোয়াকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। পেশোয়ার পতনে এই করদান হইতে গাইকোয়াড় অব্যাহতি পান।

১৮১৭ খৃঃ ইংরাজের সহিত গাইকোয়াড়ের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে উভয়ের মধ্যে কতিপয় স্থানের আদান প্রদান হয়। ১৮১৯ খৃঃ আনন্দরাও লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সয়াজী সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮২০ খৃঃ ইনি ইংরাজের সহিত আরও একটি সন্ধি স্থাপন করেন। ১৮৪৭ খৃঃ সয়াজীরাও প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র গণপৎরাও তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৬ খৃঃ অপুত্রক অবস্থায় গণপৎরাও লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা খুঁদীরাও বরোদার শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করেন। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে খুঁদীরাও ইংরাজকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন; কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ইংরাজ ইঁহাকে সৈন্য রক্ষার ব্যয়ভার বহন (বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা) হইতে মুক্তি দান করেন, এবং ১৮৬২ খৃঃ ইঁহাকে জি, সি, এস, আই উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭০ খৃঃ ২৮শে নভেম্বর খুঁদীরাও নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার কনিষ্ঠা মহিষী যমুনাবাই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। খুঁদীরাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহ্লাররাও তৎপদে অধিষ্ঠিত হন; কিন্তু কথা ছিল যে, যদি যমুনাবাই পুত্র প্রসব করেন, তাহা হইলে সেই পুত্রই বরোদাধিপতি হইবে। যমুনাবাই যথাসময়ে কন্যা প্রসব করেন; সুতরাং মহ্লাররাওই গাইকোয়াড় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

এই মহ্লাররাও ১৮৬৩ খৃঃ খুঁদীরাওকে বিষ প্রদানে বা অন্য কোন উপায়ে নিহত করিবার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন, এই অভিযোগে, তিনি বরোদা রাজ্যমধ্যে বন্দিভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। রাজ্যভার গ্রহণের তিন বৎসর যাইতে না যাইতে শাসন সম্বন্ধে নানা অভিযোগ তদানীন্তন রেসিডেন্ট সাহেব ভারত গভর্ণমেন্টের গোচরে আনয়ন করেন। গভর্ণমেন্ট ইহার তথ্যানুসন্ধান অভিপ্রায়ে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশনের রিপোর্ট পাঠে গভর্ণমেন্ট শাসন সংস্কার সংসাধন জন্য মহ্লাররাওকে ১৭ মাস সময় দেন। এই সত্তের মাস অতীত হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশ পায় যে, মহ্লাররাও রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ার (Phayre) সাহেবকে গোপনে বিষ প্রদান করিয়া নিহত করিবার চেষ্টায় সহায়তা করিয়াছেন। তদানীন্তন ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক এই গুরুতর অভিযোগের তথ্যানিরূপণ অভিপ্রায়ে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশনের সভ্য ছয়জন; তন্মধ্যে ইংরাজ তিনজন—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড কাউচ, জন মীড ও ফিলিপ মেল্‌ভিল; আর দেশীয় তিনজন—গোয়ালিয়ররাজ, জয়পুররাজ ও দিনকর রাও। অনুসন্ধানের ফলে দেশীয় সভ্য তিনজন গাইকোয়াড়কে নির্দ্দোষ এবং ইংরাজ সভ্য তিনজন দোষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। লর্ড নর্থব্রুক, রাজ্য পরিচালনায় সম্যগ্‌ভাবে অসমর্থ এই হেতুবাদে মহ্লাররাওকে ১৮৭৫ খ্রীঃ ২২শে এপ্রেল সিংহাসনচ্যুত করেন, এবং খুঁদীরাওয়ের বিধবা মহিষী যমুনাবাইকে দত্তকপুত্র গ্রহণে অনুমতি দেন। গাইকোয়াড় বংশের প্রতিষ্ঠাতা পিলাজী রাওয়ের পুত্র প্রতাপ রাওয়ের বংশোদ্ভব একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক দত্তকরূপে গৃহীত হয়। এই সালের ২৭শে মে, এই বালকটি সয়াজীরাও নাম গ্রহণে সিংহাসন অধিকার করেন। ইনিই বর্ত্তমান গাইকোয়াড়। সুবিখ্যাত স্যার টি (পরে রাজা) মাধবরাও রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বালক রাজার প্রতিনিধি (Regent) স্বরূপে নিযুক্ত হন। মাধবরাও নানা প্রকারে রাজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া ১৮৮২ খৃঃ সম্যগ্‌ভাবে পুরস্কৃত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং এই সময় হইতেই গাইকোয়াড় স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর কাল অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত রাজ্যের রাজস্ব-সচিবের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে অপর একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্ত ব্যবহার-সচিবের কার্য্য করিয়াছিলেন। পদগৌরবে গাইকোয়াড় মিত্র বা করদরাজগণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন; প্রথম স্থান হায়দ্রাবাদের নিজামের, দ্বিতীয় স্থান গোয়ালিয়র-রাজের, তৃতীয় স্থান গাইকোয়াড়ের।

বরোন্মুখ—বরদানোদ্যত। বরে (বরদানে) উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। প্রা, ক।

বর্কর—১। তরুণ পশু; ছাগ; মেষশাবক। বৃক (গ্রহণ করা)+অরন্ ক। সং; পু। স্ত্রী বর্করী। ২। পরিহাস। বৃক+অরন্ ভা। সং; পু।

বর্করাট—কটাক্ষ; তরুণ তপনের ভাতি; রমণীর পয়োধরে কামুকদত্ত নখক্ষত। বর্কর শব্দ—অট+অল্ ভা।

বর্গ—১। সজাতীয় সমূহ, যেমন মনুষ্য বর্গ, ক-বর্গ, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; সমান অঙ্কদ্বয়ের পূরণ যেমন ৩×৩=৯। বৃজ (বর্জ্জন করা)+ঘঞ্ ণ্য। ২। ত্যাগ, বর্জ্জন। বৃজ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বর্গক্ষেত্র—যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের চারি বাহই পরস্পর সমান এবং চারি কোণই সমকোণ (Square)। বর্গ জনক ক্ষেত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বর্গমূল—যে সমান দুই সংখ্যা গুণ করিলে একটি গুণফল লব্ধ হয়, তাহাদের প্রত্যেক সংখ্যাই উক্ত গুণফলের বর্গমূল, যেমন ৩×৩=৯, অতএব ৯এর বর্গমূল (Square root) ৩। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বর্গি, বর্গী—মহারাষ্ট্র (মারাঠা) জাতীয় অশ্বারোহী সৈনিক। দেশজ। সং; পু। [সং; পু।

বর্গিরাজ—শিবাজী। বর্গিদিগের রাজা। ৬তৎ।

বর্গীয়, বর্গ্য—বর্গসম্বন্ধীয়। বর্গ+ঈয়, য্য সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

বর্গীর হাঙ্গামা—নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে নাগপুররাজ রঘুজি ভোঁসলা ও তদীয় মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া যে গ্রাম ও নগরসমূহ লুণ্ঠন করেন এবং অসহায় প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার করেন, তাহাই বর্গীর হাঙ্গামা নামে খ্যাত [বিশেষ বিবরণ আলিবর্দ্দি " শব্দে

দ্বেষ]। মার্হাটাদের অত্যাচার এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, লোকে বর্গীর নাম শুনিলে আতঙ্কে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিত ইংরাজেরা ইহাদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে মার্হাটা খাদ নামে এক পরিখা খনন করেন। অদ্যাপি সেই খাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্গীর নামে সে সময়ে কিরূপ সন্ত্রাসের সঞ্চার হইত তাহা এদেশে প্রসূতিদিগের শিশুকে ঘুম পাড়াইবার এই গান হইতে বেশ বুঝা যায়:—"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে; বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?" [৭তৎ। সং; পু।

বর্গোত্তম—ত্রিংশাংশাত্মক রাশির নবাংশবিশেষ।

বর্চ্চঃ (বর্চ্চস্)—তেজঃ; কান্তি, রূপ; শুক্র, পুরীষ; মল। বর্চ্চ (দীপ্ত পাওয়া) + অস্ ক। সং; ক্লী।

বর্চ্চস্ক -পুরীষ, বিষ্ঠা। বর্চ্চস্ + কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

বর্চ্চস্বী (-স্বিন্)—তেজস্বী; কান্তিমান্, রূপবান্। বর্চ্চস্ (তেজঃ, রূপ) + বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বর্চ্চস্বিনী।

বর্চ্চা (বর্চ্চন্) চন্দ্রের পুত্র, রোহিণীর গর্ভজাত। বর্চ্চ (দীপ্তি পাওয়া) + কনিন্ ক। সং; পু।

বর্চ্ছা, বর্চ্ছা—বরশা, বল্লম, ভল্ল, শড়কি। প্রা, ক। সং।

বর্জ্জন—ত্যাগ; হনন, বধ। বৃজ (ত্যাগ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বর্জ্জনীয়—পরিত্যাজ্য; বধ্য, মারণীয়। বৃজ (ত্যাগ করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বর্জ্জিত -পরিত্যক্ত; রহিত; হত। বৃজ (ত্যাগ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বর্ণ—১। ব্রাহ্মণাদি জাতি। বৃ (বরণ করা) + ন র্ম্ম। ২। অঙ্গরাগ; শুক্লাদি রঙ্; উৎকর্ষ; গুণকীর্ত্তন; খ্যাতি, যশঃ; বর্ণনা; স্তুতি, স্তব; স্বর্ণ; গীতক্রম। বৃ + ন র্ম্ম, ভা; কিংবা বর্ণ ধাতু (রঙ্গ করা ইত্যাদি) + অস্ র্ম্ম, ভা। সং; পু। ৩। আকৃতি; রূপ; ভেদ; অক্ষর; বিলেপন; অষ্টবিধ মৈথুনাভাবরূপ ব্রত। সং; পু বা ক্লী। ৪। কুঙ্কুম। সং; ক্লী।

বর্ণক—১। বিলেপন-দ্রব্য; চন্দন; অঙ্গরাগ; হরিতাল। বর্ণ শব্দ + কণ্। সং; পু বা ক্লী। ২। বেশবিন্যাস; স্তুতি-পাঠক; নীলী প্রভৃতি রঙ্। সং; পু। ৩। ভূষণ। সং; ক্লী। ৪। কুমারেরা পোড়ান হাঁড়িতে যে রঙ্গ মাখায়। দেশজ। সং।

বর্ণ-কবি—কুবের-তনয়। বর্ণের (স্তুতির) কবি, ৬তৎ। সং; পু। [বিণ।

বর্ণচোরা—যার প্রকৃত বর্ণ অপ্রকাশিত। দেশজ।

বর্ণজ্ঞান—বর্ণবোধ, অ আ প্রভৃতি অক্ষরের জ্ঞান; অক্ষর-পরিচয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বর্ণজ্ঞানশূন্য—বর্ণবোধ-রহিত, অক্ষরজ্ঞানবিহীন, যাহার অক্ষরপরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, শূন্যা।

বর্ণজ্যেষ্ঠ—১। ব্রাহ্মণ। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, ৭তৎ। ২। নিজ বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণ। বর্ণ হইতে জ্যেষ্ঠ, ৫তৎ। সং; পু।

বর্ণ-তুলি,—তুলিকা লেখনী, কলম। মসী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বর্ণদাত্রী—হরিদ্রা। বর্ণ শব্দ—দা (দেওয়া) + তৃন্ ক + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ণদারু—যে কাঠে রঙ্গ প্রস্তুত হয়। মসী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; পু।

বর্ণদূত—লেখ্য, লিপি, পত্র, চিঠী। কর্ম্মধা।

বর্ণধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ৬তৎ। সং; পু।

বর্ণন, বর্ণনা—গুণকথন; স্তুতি; বিবরণ; দীপন, রঞ্জন, রঙ্করণ। বর্ণ (স্তব করা ইত্যাদি) + অনট্ ভা, ২য় পক্ষে + অন ভা + আপ্। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বর্ণনাকুশল—বর্ণনা করিতে দক্ষ, বর্ণনাপটু। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বর্ণনাতীত—বচনাতীত, যাহার বর্ণনা করিতে পারা যায় না, অবর্ণনীয়। বর্ণনকে (বা বর্ণনাকে) অতীত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

বর্ণনীয়—বর্ণন-যোগ্য। বর্ণ (বর্ণন করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ণনীয়া।

বর্ণমাতা—লেখনী, কলম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বর্ণ-মাতৃকা—বাগ্দেবী, সরস্বতী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বর্ণ-মালা—জাতিমালা; অক্ষরাবলী, যেমন অ আ ক খ ইত্যাদি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বর্ণ-বিশ্লেষণ—(ব্যাকরণে) এক একটি শব্দের বর্ণগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রদর্শন, যেমন নদী = ন্ + অ + দ্ + ঈ, বাক্য = ব্ + আ + ক্ + য্ + অ, লক্ষ্মী = ল্ + অ + ক্ + ষ্ + ম্ + ঈ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বর্ণ-সঙ্কর—মিশ্রজাতি, ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুলোম বা প্রতিলোমে জাত জাতি; অর্থাৎ দুই বিভিন্ন জাতির স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে উৎপন্ন জাতি। [ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি ব্যতিরিক্ত যত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই বর্ণ-সঙ্কর]। ৬তৎ। সং; পু।

বর্ণা, বর্ণান—বর্ণনা করা। ক, প্র। ক্রি।

বর্ণাট—লিপিকর, লেখক; চিত্রকর। বর্ণ—অট্ + অন্ ক। সং; পু।

বর্ণানুক্রম—অক্ষরপরম্পরা। বর্ণের অনুক্রম, ৬তৎ। সং; পু।

বর্ণানুক্রমিক—অক্ষরপরম্পরাক্রমে আগত বা সজ্জিত। বর্ণানুক্রম + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের বিহিত কর্ম্ম। সং; পু।

বর্ণিও—ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপবিশেষ। সং।

বর্ণিক—লিপিকর, লেখক বর্ণ (অক্ষর) + ইক কুশলার্থে। সং; পু।

বর্ণিকা—১। নীলী প্রভৃতি রঙ্; বেশবিন্যাস। বর্ণ (রঙ্ করা) + ণক ক + আপ্। ২। তুলি; লেখনী, কলম; কঠিনী, খড়ি; বর্ণোৎকর্ষ; বার্ণিশ। বর্ণ + কণ্ + আপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ণিত—স্তুত, প্রশংসিত; ব্যাখ্যাত; বিবৃত; রঞ্জিত। বর্ণ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বর্ণিনী—লেখিকা; চিত্রকরী; ব্রহ্মচারিণী; নারী; হরিদ্রা। বর্ণ + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। সং; স্ত্রী। পু বর্ণী।

বর্ণি-লিঙ্গী—ব্রহ্মচারিবেশবান্, কপট সন্ন্যাসী। বর্ণীর (ব্রহ্মচারীর) লিঙ্গ (চিহ্ন), ৬তৎ; বর্ণিলিঙ্গ শব্দ + ইন্, অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বর্ণী—লেখক; চিত্রকর; ব্রহ্মচারী; ব্রাহ্মণাদি জাতি। বর্ণ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। স্ত্রী বর্ণিনী [+ উ র্ম্ম। সং; পু।

বর্ণু—আদিত্য; নদবিশেষ। বর্ণ (বর্ণন করা)

বর্ণুফ, ইউজিনী (Eugene Burnouf)—জন্ম পারিস নগরে, ১২ই আগষ্ট ১৮০২ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যুও ঐ স্থানে ২৮শে মে ১৮৫২। ইনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বর্ণুফ, এমিললুই (Emile Louis Burnouf)—প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ ও প্রাচ্যবিদ্যায় পণ্ডিত। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে আগষ্ট ইনি ফ্রান্সদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩ ৬৫ খৃষ্টাব্দে লিউপল (Leupol) নামক পণ্ডিতের সহিত একত্র হইয়া ইনি একখানি সংস্কৃত ফরাসী অভিধান প্রণয়ন করেন। [ত্রি। স্ত্রী বর্ণ্যা।

বর্ণ্য—বর্ণনযোগ্য, বর্ণনীয়। বর্ণ্ + য র্ম্ম। বিণ;

বর্ত্তক—অশ্বের খুর; পক্ষিবিশেষ। বৃত্ (থাকা) + ণক ক। সং; পু।

বর্ত্তন—১। স্থিতি; বৃত্তি; জীবিকা। বৃত্ (থাকা) + অনট্ ভা। ২। স্থাপন; পোষণ। ণিজন্ত বৃত—বর্ত্তি + অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। বর্ত্তমান; বৃত্তিযুক্ত। বৃত্ + অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ত্তনা। ৪। বামন। সং; পু। ৫। তকুপিণ্ড, তুলার পাঁইজ। সং; ক্লী। ৬। পিষ্টবস্তু, বাঁটা। প্রা, ক। ৭। তৈজস, বাসন। হিন্দী। সং।

বর্ত্তনী—১। পথ। বৃত + অনট্ অধি + ঈপ্।

২। তকু পিণ্ড,তুলার পাঁইজ। বৃত+অনট্ ণ্ব+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ত্তমান—১। বিদ্যমান, উপস্থিত; স্থিতিমান্। বৃত (থাকা)+শান ক। বিণ; ত্রি। ২। প্রারব্ধ অথচ অপরিসমাপ্ত কাল, কার্য্যের সমকাল [ত্রিকাল দেখ]। সং; পু।

বর্ত্তা, বর্ত্তান—১। বর্ত্তমান রহা, স্থিতি করা, থাকা। প্রা, ক। ২। অর্শান, ভোগ্য বা প্রাপ্য হওয়া; বাঁচা; কৃতার্থ হওয়া। দেশজ। ক্রি।

বর্ত্তি, বর্ত্তিকা, বর্ত্তী—দীপদশা, সলিতা; বাতি; পক্ষিবিশেষ, বটের পাখী; তুলি; বার্ণিশ। বৃত+ই ক; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্; ৩য় পক্ষে বর্ত্তি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ত্তিক—পক্ষিবিশেষ, ভারই পাখী। বৃত (থাকা)+তিক ক। সং; পু।

বর্ত্তিত—নিষ্পাদিত, সম্পাদিত,কৃত। পিজন্ত বৃত (=বর্ত্তি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ত্তিতা।

বর্ত্তিতব্য—স্থাতব্য; স্থিতিশীল। বৃত (থাকা) +তব্য ভা। বিণ; ত্রি। বিণ; ত্রি।

বর্ত্তিষ্ণু—স্থিতিশীল। বৃত (থাকা)+ইষ্ণু ক।

বর্ত্তিষ্যমাণ—১। ভাবী, ভবিষ্যৎ। বৃত (থাকা) +স্যমান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মাণা। ২। ভবিষ্যৎকাল। সং; পু।

বর্ত্তী (বর্ত্তিন্)—স্থিতিশীল। বৃত (থাকা) +পিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বর্ত্তিনী।

বর্ত্তুক—অর্শাক, থাকুক, বাঁচুক, সুখী হউক প্রা, ক। ক্রি।

বর্ত্তুল—১। বৃত্ত, গোলাকার; স্থূল। বৃত (থাকা)+উল ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ত্তুলা। ২। কলায়বিশেষ; বাঁটুল। সং; পু।

বর্ত্তুলা—১। গোলাকারা; স্থূলা। বর্ত্তুল দেখ। বর্ত্তুল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। টেকোর বাঁটুল। সং; স্ত্রী।

বর্ত্ম (বর্ত্মন্)—পথ, রথ্যা; নেত্রচ্ছদ, চক্ষুর পাতা; আচার। বৃত্ (থাকা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

বর্দ্ধ—১। বৃদ্ধি; পূরণ। বৃধ (বাড়া)+অল্ ভা। ২। ছেদন। বর্দ্ধ (ছেদন করা) +অল্ ভা। সং; পু।

বর্দ্ধক—১। বৃদ্ধিকারক; পূরক। বৃধ (বাড়া) +ণক ক। ২। ছেদকারক, ছেদক। বর্দ্ধ (ছেদন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্দ্ধিকা।

বর্দ্ধকি—সূত্রধর, ছুতার। বর্দ্ধ্+অন্ ক=বর্দ্ধ, তদুত্তরে কৃ+ডি ক। সং; পু।

বর্দ্ধকী (-কিন্)—ছুতার, সূত্রধর, ছুতার। বর্দ্ধক শব্দ+ইন্। সং; পু। স্ত্রী বর্দ্ধকিনী।

বর্দ্ধন—১। উন্নতি, বৃদ্ধি। বৃধ অনট্ ভা। ২। ছেদন। বর্দ্ধ+অনট্ ভা। ৩। পূরণ, বাড়ান। বর্দ্ধি (বাড়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। বৃদ্ধিকারক। বর্দ্ধি+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্দ্ধনা।

বর্দ্ধমান—১। বৃদ্ধিশীল,যাহা বাড়িতেছে এরূপ। বৃধ (বাড়া)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্দ্ধমানা। ২। বিষ্ণু; শরাব, শরা; এরণ্ড বৃক্ষ; পণ্ডিতবিশেষ। সং; পু।

৩। বঙ্গদেশের একটি বিভাগ, জেলা ও সহর। এই বিভাগের মধ্য দিয়া দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই,দ্বারকেশ্বর, (বা ধলকিশোর), অজয় ও বাঁকা নদী প্রবাহিত। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে রাণীগঞ্জ, বরাকর, কাল্না ও কাটোয়া প্রভৃতি স্থান গুলি অবস্থিত। রাণীগঞ্জে প্রভূত পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। বরাকরে লৌহ-খনি বিদ্যমান। কাল্না ব্যবসায়স্থল বলিয়া বিখ্যাত; এখানে বর্দ্ধমানের মহারাজার প্রাসাদ ও দেবালয় আছে। কাটোয়াও বাণিজ্যস্থান; এই স্থানে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানটি বৈষ্ণবগণের চক্ষে সাতিশয় পবিত্র।

১৫৭৪ খৃঃ অঃ বঙ্গের শেষ পাঠানরাজ দায়ুদ খাঁ রাজমহলে সম্রাট্ আকবরের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলে পর তাঁহার পলায়িত পরিবারবর্গ বর্দ্ধমানে ধৃত হয়। মুসলমান ইতিহাসে বর্দ্ধমানের এই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ। দশ বৎসর পরে এই দেশে দায়ুদপুত্র কুটুর সহিত মোগল-সৈন্যের অনেকবার সংঘর্ষ ঘটে। ১৬২৪ খৃঃ যুবরাজ খুরম (যিনি পরে সাহজাহাঁ নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন) বর্দ্ধমানের দুর্গ ও সহর আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। ইহার কিছুদিন পরে আবুরায় কপূর নামধেয় জনৈক ক্ষত্রিয় লাহোর হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইনিই বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৫৭ খৃঃ ইনি মোগল সম্রাটের পক্ষ হইতে চৌধুরী ও পরে কোতোয়াল পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার প্রপৌত্র কৃষ্ণরাম রায় আওরঙ্গজেব বাদসাহের নিকট হইতে একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৬৯৬ খৃঃ সুবা সিং (বা শোভা সিংহ) নামক জনৈক স্থানীয় তালুকদার মোগল শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া, রহিম খাঁ নামক জনৈক পাঠান-সামন্তের সাহায্যে সপরিবারে কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করে,—কেবল জগৎরাম রায় নামক একটি পুত্র জীবিত থাকে। নিহত রাজার কন্যা সুবা সিংকে ছুরিকাঘাতে বিনষ্ট করেন। জগৎরাম পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন, এবং তাঁহার দেহান্তর ঘটিলে, তৎপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র উত্তরাধিকারী হন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্গীগণ বর্দ্ধমান জেলায় উপস্থিত হইয়া কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করে। জগৎরাম ও বিষ্ণুপুররাজ ইহাদিগকে বিতাড়িত করিবার পক্ষে মুরশিদাবাদের নবাবকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

কীর্ত্তিচন্দ্রের উত্তরাধিকারী তিলকচাঁদের সময়ে (খৃঃ ১৭৪০—৭১) বর্দ্ধমান জেলা বর্গীগণের হস্তে যারপর নাই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়। ইহার উপর 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" উপস্থিত হওয়ায় জেলাটি দুরবস্থার চরমসীমায় উপনীত হয়। এই সময়ে তিলকচাঁদ দেহত্যাগ করেন। রাজভাণ্ডারের অবস্থা সে সময়ে এমন শোচনীয় যে, তিলকসিংহের উত্তরাধিকারীকে অলঙ্কার গলাইয়া এবং ইংরাজের নিকট ঋণ করিয়া মৃত মহারাজের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র জমিদারীর উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হন। ১৮৩৩ খৃঃ তিনি দেহত্যাগ করিলে, মহাতাপ চাঁদ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার কার্য্যনৈপুণ্যে জেলাটি আবার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। ১৮৫৫ খৃঃ সাঁওতাল। বিদ্রোহের সময়ে এবং ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে তিনি ইংরাজের যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইংরাজও তাঁহাকে সম্যক্ভাবে সম্মানিত করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ১৩টি তোপ পাইবার সম্মান লাভ করেন। এ সম্মান জমীদার শ্রেণীর অপর কেহ ইহার পূর্ব্বে বা পরে লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৭৭ খৃঃ তিনি কলিকাতা সহরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দান করেন। এই মূর্ত্তিটি কলিকাতার চিত্রশালিকায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি বহু ব্যয়ে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া উহা বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সুবিখ্যাত গীতরচক ও গায়ক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং অনেক গান রচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবাটী, গোলাপবাগ নামক উদ্যান, কৃষ্ণসায়র নামক দীর্ঘিকা ইঁহারই কীর্ত্তি। ১৮৭৯ খৃঃ ইঁহার লোকান্তর গমন ঘটে, এবং ১৮৮১ খৃঃ ইঁহার দত্তকপুত্র আফতাব চাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার দত্তকপুত্র বিজয়চাঁদ মহাতাব ১৮৮৮ খৃঃ বর্দ্ধমান রাজপদী প্রাপ্ত হন। বিজয়চাঁদ ১৮৮১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। যতদিন ইনি অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন, ততদিন ইঁহার পিতা রাজা বনবিহারী কপূর সি, এস আই

রাজগেটের কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিজয়চাঁদ ইংরাজী-ভাষায় সুশিক্ষিত, এবং সাধারণ হিতকর কার্যে নিরত। ১৯০৮ খৃঃ ৭ই নভেম্বর তদানীন্তন বঙ্গের ছোট লাট স্যার এনড্রু ফ্রেজার সাহেবকে, স্বীয় প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিয়াও আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ইনি সাহস ও রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে কে, সি, এস, আই উপাধি ও অর্ডার অব মেরিটের তারকা প্রদান করিয়াছেন। "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" এই উপাধিটি মোগল সম্রাট্ বর্দ্ধমানরাজকে প্রদান করেন। এই উচ্চ উপাধিটী ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও ইঁহাদিগকে দিয়া আসিতেছেন। বিজয়চাঁদ বহুদিন বঙ্গদেশের এগ্জিকিউটিভ কাউন্সিলের (অর্থাৎ কার্য্যকরী সভার) মেম্বর বা কর্ম্মসচিব ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলা ১৭৬০ খ্রীঃ মীর কাশীম কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হয়। ১৭৬৫ খৃঃ সমস্ত বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী যখন মোগলসম্রাট্ কোম্পানীকে দান করেন, সেই সঙ্গে মীর কাসীমের দানটিও মঞ্জুর হইয়া যায়।

বর্দ্ধমান সহরটি দামোদর ও বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। সর্ব্বমঙ্গলা সহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রাজগণ প্রতিষ্ঠিত ১০৮টি শিবমন্দির সহরের সৌন্দর্য্য বিধান পক্ষে অল্প সহায়তা করে নাই। এস্থানের "সীতাভোগ", "ওলা", "খাজা" ও "মিহি-দানা" নামক মিষ্টান্নচতুষ্টয় দেশবিখ্যাত। কবিবর ভারতচন্দ্র স্বীয় "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে এই স্থানকে অমরত্ব দিয়া গিয়াছেন।

মান—জৈন তীর্থঙ্কর। ইনি বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক ছিলেন। মগধদেশে ইঁহার জন্ম হয়। মগধদেশেই ইনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, বিহারনগরের পাঁচ মাইল দূরে বিহার হইতে গিরিয়েক যাইবার পথে পাওয়াপুরী নামে যে স্থান আছে তথায় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার সমাধির উপর পরবর্ত্তী কালে একটি মন্দির নির্ম্মিত হই য়াছে। ইহা একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকার মধ্যে অবস্থিত। বর্দ্ধমানের আর এক নাম মহাবীর। [স্বার্থে। সং; পু।

মানক—শরাব, শরা। বর্দ্ধমান শব্দ+কণ্

াপন—নাড়ীচ্ছেদন সংস্কারবিশেষ। শিজন্ত বর্দ্ধ=বর্দ্ধাপি (ছেদন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দ্ধিত—১। বৃদ্ধিপ্রাপিত, যাহা বাড়ান হই-য়াছে এরূপ; পোষিত; পূরিত। বর্দ্ধি (বাড়ান)+ক্ত র্ম্ম। ২। ছিন্ন, ছেদিত। বর্দ্ধ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বর্দ্ধিষ্ণু—বৃদ্ধিশীল; সমৃদ্ধিশালী; বর্দ্ধমান। বৃধ (বাড়া)+ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি।

বর্দ্ধ্র, বর্দ্ধ্রী—বরত্রা, চর্ম্মরজ্জু। বৃধ (বাড়া) +ষ্ট্রন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঙীপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বর্ম্ম (বর্ম্মন্)—কবচ, তনুত্রাণ, সাঁজোয়া। বৃ (আবৃত করা)+মন্ ণ। সং; ক্লী।

বর্ম্মন্—বর্ম্ম ও বর্ম্মা দেখ।

বর্ম্মহর—১। বর্ম্মাচ্ছাদিত, কবচধারী। বর্ম্মন্ (সাঁজোয়া)—হৃ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। যুবা, তরুণ। বিণ; পু। স্ত্রী,—হরা।

বর্ম্মা—দেশবিশেষ। ব্রহ্মদেশ দেখ। ইংরাজী।

বর্ম্মা (বর্ম্মন্)—ক্ষত্রিয়ের উপাধি। বৃ+মন্ ক। সং; পু। [+ইত যুক্তার্থে। বিণ; পু।

বর্ম্মিত—বর্ম্মযুক্ত, ধৃতকবচ। বর্ম্মন্ (সাঁজোয়া)

বর্ম্মী (বর্ম্মিন্)—বর্ম্মিত, বর্ম্মধারী, কবচী। বর্ম্মন্+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু।

বর্য্য—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। বৃ (বরণ করা)+য র্ম্ম, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্য্যা।

বর্য্যা—১। প্রধানা। বর্য্য দেখ। বর্য্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা। সং; স্ত্রী।

বর্ব্ব—প্রাচীন ভারতে প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রা। সং। [অটন্ ক। সং; পু।

বর্ব্বট—বরবটি কলায়। বর্ব্ব (গমন করা)+

বর্ব্বটী—১। বারনারী, বেশ্যা; বর্ব্বট কলায়। বর্ব্বট+ঙীপ্। সং; স্ত্রী। ২। বর্ব্বট কলায়। দেশজ। সং।

বর্ব্বণা—নীলমক্ষিকা। বর্ (অনুকরণ শব্দ)+ বন (শব্দ করা)+অন্ ক+আপ্। স্ত্রী।

বর্ব্বর—১। প্রাকৃত ব্যক্তি; পামর; মূর্খ; নীচ জন; বাউরি চুল। বৃ+বরচ্ ক। সং; পু। ২। হিঙ্গুল; পীত চন্দন। সং; ক্লী। ৩। অসভ্য; নৃশংস। ইং (barbarous)। বিণ। [+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

বর্ব্বরতা—মূর্খতা; নীচতা; অসভ্যতা। বর্ব্বর

বর্ব্বরা, বর্ব্বরী—বাবুই গাছ। বর্ব্বর+আপ্, ঙীপ্। সং; স্ত্রী। [উর ক। সং; পু।

বর্ব্বূর—বাবলা গাছ। বর্ব্ব (গমন করা)+

বর্ষ—১। বৃষ্টি। বৃষ্ (বর্ষণ হওয়া)+অল্ ভা। ২। জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের নয় অংশ, যথা—ভারত, কিংপুরুষ, হরি, রমণক, হিরণ্ময়, কুরু, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব; কেতুমাল [ভারত-বর্ষ দেখ]। বৃষ্+অল্ অধি। ৩। বৎসর। বৃষ্+অন্ ক। সং; ক্লী।

বর্ষকরী—ঝিল্লী। বর্ষ (বৃষ্টি)—কৃ (করা)+ ট ক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ষকাল—সংবৎসর। বর্ষব্যাপী যে কাল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বর্ষকোষ—১। মাস। ৬তৎ। ২। গণক, জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ। বর্ষের কোষ হয় যৎ-কর্ত্তৃক, বহু। সং; পু।

বর্ষজ—বৃষ্টিজাত, বৎসরজাত; জম্বুদ্বীপ-জাত। উপ; বর্ষ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ষজা। [ভা। সং; ক্লী।

বর্ষণ—বর্ষ, বৃষ্টি। বৃষ (বৃষ্টি হওয়া)+অনট্

বর্ষণবিধৌত—বৃষ্টির জলে প্রক্ষালিত, বৃষ্টিজলে ধোয়া। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

বর্ষণস্নাত—বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্নাতা।

বর্ষণোন্মুখ—বর্ষণোদ্যত, বর্ষণ করে করে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ষণোন্মুখী।

বর্ষধর—জলধর, মেঘ; ক্লীব, নপুংসক, হিজড়া। ৬তৎ। সং; পু।

বর্ষপর্ব্বত—হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, শ্বেত, নীল, শৃঙ্গী, এই সাতটি বর্ষ-পর্ব্বত। ৬তৎ। সং; পু।

বর্ষপ্রিয়—চাতক। বর্ষ (বৃষ্টি) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। সং; পু।

বর্ষবর—ক্লীব, নপুংসক, খোজা। বর্ষ (বর্ষণ, এখানে রেতোবর্ষণ)—বৃ (আবরণ করা) +অন্ ক। সং; পু।

বর্ষবৃদ্ধি—১। বয়োবৃদ্ধি; অতিবৃষ্টি। ৬তৎ। ২। জন্মতিথি। বর্ষের বৃদ্ধি হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; স্ত্রী।

বর্ষমাণ—বর্ষণ করিতেছে এরূপ। বৃষ (বর্ষণ করা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মাণা।

বর্ষমান—বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করিবার যন্ত্র (Rain-gauge)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বর্ষা—১। প্রাবৃট্-কাল, শ্রাবণ ভাদ্র মাস [ষড়্ ঋতু দেখ]। বর্ষ+আপ্। সং; স্ত্রী। সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২। বর্ষণ, বৃষ্টিপাত; বল্লম, শড়কি। দেশজ। সং। ৩। বর্ষণ করা। ক, প্র। ক্রি।

বর্ষাংশ—বৎসরের ভাগ যথা ঋতু মাস দিন ইত্যাদি বর্ষের অংশ, ৬তৎ। সং; পু।

বর্ষাকাল—বর্ষণঋতু, প্রাবৃট্। কর্ম্মধা। সং; পু।

বর্ষাঘোষ—ভেক, ব্যাঙ্। বর্ষাতে ঘোষ (রব) যাহার, বহু। অথবা বর্ষাতে ঘোষ করে (ডাকে) যে, উপ; বর্ষা শব্দ—ঘুষ+অন্ ক। সং; পু।

বর্ষাঙ্গ—মাস। বর্ষের অঙ্গ, ৬তৎ। সং; পু।

বর্ষাতি,—তী—বর্ষাবারণ, বৃষ্টি হইতে রক্ষাসাধন বস্ত্রাদি। হিন্দী।

বর্ষাত্যয়, বর্ষাবসান—শরৎকাল। বর্ষার অত্যয় বা অবসান হয় যে সময়ে, বহু। সং; যথা-ক্রমে পু ও ক্লী।

বর্ষাধৌত—বর্ষার জলে পরিষ্কৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ষাধৌতা। [ত্রি।

বর্ষাপ্লাবিত—বর্ষার জলে ব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ;

বর্ষাভূ—১। মণ্ডূক, ভেক। উপ; বর্ষা—ভূ (হওয়া)+কিপ্ ক। সং; পু বা স্ত্রী। ২। কিঞ্চুলুক, কেঁচো; ইন্দ্রগোপ কীট। সং; পু। ৩। বর্ষাজাত। বিণ; ত্রি।

বর্ষা-মদ—ময়ূর। বর্ষা—মদ্ (মত্ত হওয়া)+অন্ ক. যে বর্ষাকালে মত্ত হয়। সং; পু।

বর্ষাম্লান—বৃষ্টিজন্য মলিন, বর্ষাজন্য বিমর্ষ। ৭তৎ। বিণ, ত্রি। স্ত্রী,—ম্লানা।

বর্ষার্চ্চিঃ (বর্ষার্চ্চিস্)—মঙ্গল গ্রহ। বর্ষাকালে অর্চ্চিস্ (কিরণ) [দৃষ্ট হয়] যাহার, বহু। সং; পু। [ত্রি। স্ত্রী,—স্নাতা।

বর্ষাস্নাত—বর্ষার জলে অভিষিক্ত। ৭তৎ। বিণ;

বর্ষিক—১। বর্ষসম্বন্ধীয়। বর্ষ+ষ্ণিক ইদমর্থে। ২। বর্ষাকালসম্বন্ধীয়। বর্ষা শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ষিকী।

বর্ষিত—বর্ষণপ্রাপিত; অজস্র-প্রবাহিত। বর্ষি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বর্ষিষ্ঠ—অতিশয় বৃদ্ধ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ষিষ্ঠা।

বর্ষী (বর্ষিন্)—বর্ষণশীল। বৃষ (বর্ষণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বর্ষিণী।

বর্ষীয়সী—অতিশয় বৃদ্ধা; সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। বৃদ্ধ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বর্ষীয়ান্ (—য়স্)—অতিশয় বৃদ্ধ; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ঈয়সু আতিশয্যার্থে। বিণ; পু।

বর্ষুক—বর্ষী, বর্ষণশীল। বৃষ (বর্ষণ করা)+ঞুক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বর্ষুকা।

বর্ষুকাব্দ—বর্ষণশীল মেঘ, যে মেঘ হইতে বৃষ্টি ধারা পড়িতেছে। বর্ষুক (বর্ষণশীল) যে অব্দ (মেঘ), কর্ম্মধা। সং; পু।

বর্ষোপল—করকা, শিল। বর্ষের (বৃষ্টির) উপল (প্রস্তর), ৬তৎ। সং; পু।

বর্ষ্ম (বর্ষ্মন্)—আকার; সুন্দর আকৃতি; দেহ; পরিমাণ; উচ্চতা; পাষাণ। বৃষ (বর্ষণ করা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

বর্হ—ময়ূরপিচ্ছ; অনুচর, পরীবার; পত্র। বর্হ+অল্ র্ম্ম। সং; পু। [ক। সং; ক্লী।

বর্হণ—পত্র, পাতা। বৃহ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অন

বর্হা—ময়ূরপিচ্ছ। বর্হ+আপ্। সং; স্ত্রী।

বর্হিঃ (বর্হিস্)—১। অগ্নি, দীপ্তি, যজ্ঞ। বৃহ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ইস্ ক। সং; পু। ২। কুশ। সং; পু বা ক্লী। [সং; পু।

বর্হিঃশুষ্মা (—শুষ্মন্)—বজ্রাগ্নি; অগ্নি। ৬তৎ।

বর্হিণ—ময়ূর। বর্হ+ইনন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বর্হির্মুখ—দেবতা। বর্হিঃ (অগ্নি) মুখ যাহার, বহু। সং; পু।

বর্হিষদ্—পিতৃলোকবিশেষ। বর্হিস্ (অগ্নি)—অদ (খাওয়া)+কিপ্ ক। সং; পু। সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্ত।

বর্হী (বর্হিন্)—ময়ূর। বর্হ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। স্ত্রী বর্হিণী।

বল—১। সামর্থ্য, শক্তি; সার; স্থূলতা। বল+অল্ ভা। ২। রূপ; দেহ; গন্ধরস; শুক্র; রক্ত; পল্লব; মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ, বন্য—এই ষড়বিধ সৈন্য। বল্+অল্ ণ। সং; ক্লী। ৩। বলরাম; দৈত্যবিশেষ; বায়স। বল্+অন্ ক। সং; পু। ৪। বলবান্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বলা। ৫। কহ। দেশজ। ক্রি। [দেশজ। সং।

বলক—অগ্নিতাপে দুগ্ধাদির স্ফীতি বা উচ্ছলন।

বলকা—বলকযুক্ত। দেশজ। বিণ।

বলক্ষ—১। শুক্ল বর্ণ, সাদা রং। অব—লক্ষ (দেখা)+অস্ র্ম্ম। সং; পু। ২। শুক্ল, সাদা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বলক্ষা।

বলগর্ব্ব—ক্ষমতার গর্ব্ব, শক্তির অহঙ্কার, বল জন্য দেমাক। ৬তৎ, বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বলজ—১। বলজাত। বল—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বলজা। ২। ক্ষেত্র, শস্য; পুরদ্বার; সংগ্রাম। সং; ক্লী। ৩। ধান্যের রাশি। সং; পু।

বলজা—১। বলজাতা। বলজ দেখ। বলজ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তমা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

বলদ—১। শক্তিদায়ক। বল—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বলদা। ২। বলীবর্দ্দ, ছিন্নমুষ্ক বৃষ, দামড়া গরু, ভারবাহী পশু। দেশজ। সং; পু।

বলদা—১। শক্তিদায়িকা। বলদ দেখ। বলদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ছিন্নমুষ্ক, দামড়া, খাসী; ভারবাহী। দেশজ। বিণ; পু।

বলদৃপ্ত—সামর্থ্যের গর্ব্বযুক্ত, শক্তি থাকায় অহঙ্কৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বলদেব, বলভদ্র, বলরাম—কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কংসরাজের ভয়ে বসুদেব রোহিণী ও বলরামকে ব্রজপুরে সখা নন্দঘোষের আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত ইনি বাল্যক্রীড়া ও গোচারণ করিতেন। কংসের ধনুর্যজ্ঞে ইনি কৃষ্ণসহ নীত হইয়া কংসবধে কৃষ্ণের সাহায্য করেন। অতঃপর কৃষ্ণসহ সান্দীপনি মুনির নিকট অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। শারীরিক শক্তিতে ও গদাযুদ্ধে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। গদাযুদ্ধবিশারদ জরাসন্ধকে ইনি গদাযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হল ইঁহার প্রধান আয়ুধ ছিল। সর্ব্বদা হল ধারণ করায় ইনি হলধর নামেও খ্যাত হন। রেবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্য্যোধনতনয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করায় বন্দী হন। বলরাম হস্তিনায় গমন করিয়া নগর ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে, দুর্য্যোধন ভয়ে কন্যাসহ শাম্বকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক ইঁহার শিষ্য হন। ইনি দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধ শিক্ষা দেন। ভীমও ইঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষে ইনি ভোজকট নগরে উপস্থিত হন। বিবাহান্তে রুক্মীর সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা প্রতারিত হইলে, ইনি অক্ষক্ষেপে তাঁহার প্রাণনাশ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। যদুকুল নির্ম্মূল হইলে, ইনি যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করেন। ইনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বলিয়া কথিত [দশাবতার দেখ]।

বলদ্বিট্ (—দ্বিষ্)—ইন্দ্র। বল (দৈত্যবিশেষ)—দ্বিষ্+কিপ্ ক। সং; পু।

বলন—১। বৃদ্ধি, বাড়তি। দেশজ। ২। স্থূলতা, পুষ্টি; গঠন, গড়ন। প্রা, ক। সং।

বলনিসূদন, বলরিপু—ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

বলনী—স্থূলতা, পুষ্টি; গঠন, গড়ন; গোলাকার ভাব। প্রা, ক। সং।

বলপূর্ব্বক—বলসহকারে, জোর করিয়া। বল হইয়াছে পূর্ব্বে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বলপ্রসূ—বলদেবের জননী, রোহিণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বলবৎ—প্রবল; কার্য্যকারী; প্রচলিত। বলবান্ দেখ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বলবতী।

বলবত্তা—বলশালিতা, অতিশয় সামর্থ্য। বলবৎ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বলবন্ত—বলবান্ শক্তিশালী, জোয়ান। দেশজ। বিণ। [ত্রি।

বলবর্দ্ধক—শক্তির বৃদ্ধিসাধক। ৬তৎ। বিণ;

বলবর্দ্ধন—১। শক্তির বৃদ্ধিসাধন, জোর বাড়ান। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। শক্তির বৃদ্ধিসাধক। বিণ; ত্রি।

বলবান্ (—বৎ)—বলশালী, সমর্থ, প্রবল। বল+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বলবতী।

বলবিনাশন—ইন্দ্রদেব। ৬তৎ। সং; পু।

বলবিন্যাস—সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সংস্থাপন, ব্যূহ রচনা। ৬তৎ। সং; পু।

বলভদ্র—বলদেব দেখ।

বলভি, বলভী—১। চন্দ্রশালা, ছাদের উপরিগৃহ, চিলে কোটা; ছাদ বা চালের পাইড়, মুডুনি প্রভৃতি; গেট। বল (আবরণ করা)+অভচ্ ক+ই, ঙীপ্। সং; স্ত্রী। ২। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত স্থানবিশেষ।

বলভিৎ (—ভিদ্)—ইন্দ্র। বল (দৈত্যবিশেষ)—ভিদ+কিপ্ ক। সং; পু।

বলয়—১। করভূষণ, বালা; কঙ্কণ; মণ্ডল। বল্ (আবরণ করা)+অয়ন্ ক। ২।

বেষ্টন। বল্+অয়ন্ ভা। সং বা ক্লী।

বলয়ঝঙ্কৃত—কঙ্কণ-ঝনৎকার, বালার শব্দ। বলয়ের ঝঙ্কৃত (ঝঙ্কার),৬তৎ। সং ; ক্লী।

বলয়িত - বেষ্টিত, পরিবৃত। বলয়+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বলয়িতা।

বলরাম—বলদেব দেখ।

বলরাম ভজা—বলরাম একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাম। ইঁহার মতাবলম্বীদিগকে বলরাম ভজা কহে। বলরাম হাড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে মেহের পুর গ্রামের মালোপাড়ায় ইনি আবির্ভূত হন। বলরাম বাল্যকালাবধি সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন যৌবনের প্রারম্ভে ইনি স্থানীয় জমিদার পদ্মলোচন মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে চৌকিদারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে উক্ত বাবুদিগের বাটীর দেবমূর্ত্তির কতকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় বল রাম চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইয়া দণ্ডিত হন। এইরূপ লাঞ্ছনায় মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হওয়ায় বলরাম উদাসীন হইয়া বৌদ্ধমতানুসারে যোগসাধনা করেন।

বলরামের শিষ্যগণ গুরুকে রামচন্দ্রের অবতার বলিয়া মনে করে এবং ইহাও বলে যে, স্বয়ং বলরামও এ বিষয় তাহাদিগকে প্রকারান্তরে জানাইয়া গিয়াছেন। বলরাম নীচজাতীয় হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আত্মমর্য্যাদা বর্দ্ধনের জন্য বলিতেন যে, আমি হাড়ের সৃষ্টি করি যাহি, এই জন্য হাড়ী বলিয়া কথিত হই। দোলাদি উৎসবে বলরাম স্বয়ং সজ্জিত হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেন। ১২৫৭ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ তারিখে বলরামের মানবলীলা সাঙ্গ হয়।

নদীয়া, পাবনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলেই বলরামের অধিকসংখ্যক শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই নিম্নশ্রেণীস্থ। বলরাম ভজা সম্প্রদায়ীরা এক্ষণে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে।

বলরিপু—ইন্দ্রদেব। ৬তৎ। সং ; পু।

বলশালী (—শালিন্)—বলবান্, শক্তিমান্, সামর্থ্যযুক্ত, বলিষ্ঠ। বল+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বলশালিনী।

বলসূদন—ইন্দ্রদেব। ৬তৎ। সং ; পু।

বলহা (—হন্)—ইন্দ্রদেব। বল—হন্+ ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

বলহীন—শক্তিরহিত, দুর্ব্বল ; সেনাশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বলা—১। বলবতী। বল দেখ। বল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঔষধিবিশেষ ; গুল্মবিশেষ, বেড়েলা। বল (বলবান্ হওয়া)+ অল্ ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। বাক্যে প্রকাশ করা, কহা ; বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়া, ফাঁপা, ফুলা। দেশজ। ক্রি।

বলাই—বলদেব, বলরাম। দেশজ। সং।

বলাই বৈষ্ণব (কবিওয়ালা)—হুগলি জেলার অন্তর্গত পিরাসপাড়া গ্রামে সদ্গোপ বংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম রামকমল। ইঁহাদের কৌলিক উপাধি সরকার। বলাইএর প্রপিতামহ বংশীবদন কবিওয়ালা ছিলেন এবং দেশবিদেশে মান, মাথুর, গোষ্ঠ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলা গাহিয়া বেড়াইতেন ; এজন্য তিনি বৈরাগী বা বৈষ্ণব আখ্যায় অভিহিত হন, এবং সেই সময় হইতে তাঁহার বংশধরেরাও বৈষ্ণব উপাধিতে অভিহিত হয়।

বলাই, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের সমসাময়িক। ইনি কবির গানে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। একবার তারকেশ্বরে মোহান্তের বাড়ীতে বলাইএর গাওনা হয়। সে ক্ষেত্রে ভোলা ময়রা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়পক্ষে প্রবলভাবে পাল্লাপাল্লি চলিতে লাগিল। অবশেষে বলাই আপনার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া গান ধরিলেন—

মান দিনু তব পায়, মনে রেখো হে আমায়,
মান দিনু তব পায়।
পড়েছি সঙ্কটে হরি, এবার বাঁচি কি মরি,
চেয়ে দেখ একি দায়,
মান দিনু তব পায়।
ধন গেলে ধন ফিরে আসে,
মান গেলে মান আর কি আসে,
এ প্রবাসে তব পাশে—এ ভিক্ষা চায়
মান দিও হে আমায়।

অনেকেই বুঝিলেন, বলাই পরাজয়ের আশঙ্কায় এই ধুয়া ধরিয়াছে। ভোলাও বুঝিলেন যে, কেবল দায়ে পড়িয়াই বলাই এই মান ভিক্ষা করিতেছে, দায় হইতে উদ্ধার পাইলেই আবার যে বলাই সেই বলাই হইবে। ভোলা উত্তরে গাহিলেন,—

সখে, প্রাণ দেবে কি আমায়।
প্রাণ যে দিয়েছ রাধায়।
আবার প্রাণ দেবে কি আমায়।
মান রাধা প্রাণ চাই না হরি,
চরণ দাও চরণে ধরি,
অন্তে যেন বংশীধারি,
রেখো রাঙ্গা পায়।
প্রাণ দেবে কি আমায়॥

এ ক্ষেত্রে শেষে ভোলারই জয় হইল। আনুমানিক ১২০১ সালে বলাই বৈষ্ণব ইহলোক ত্যাগ করেন।

বলাক—এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় বক। বল—অক্ (বক্রভাবে গমন করা)+অন্ ক ; অথবা বল্ (বলবান্ হওয়া)+আক ক। সং ; পু।

বলাকা—এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় বকী ; কাদুকা স্ত্রী। বলাক দেখ বলাক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বলাৎ—বলপূর্ব্বক, জোর করিয়া। বল—অত (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। ব্য।

বলাৎকার—১। বলপূর্ব্বক করণ, জোর করিয়া করা ; হঠাৎ করণ। বলাৎ শব্দ—কৃ (করা) +ঘঞ ভা। সং ; পু। ২। বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ। দেশজ।

বলাধান—শক্তি-সঞ্চয়। বলের আধান। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [আধিক্য, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বলাধিকা—অধিক বল,শক্তির আতিশয্য। বলের

বলাধীন—বলিষ্ঠ, বলবান্, শক্তিশালী। দেশজ। বিণ। [অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং ; পু।

বলাধ্যক্ষ—সেনানায়ক, সেনাপতি। বলের

বলান—অন্যের দ্বারা কহান, বলিতে বাধ্য করা ; বাড়ান, বাড়তি দেখান, উদ্বৃত্ত করা। দেশজ। ক্রি।

বলানুজ—শ্রীকৃষ্ণ। বলের (বলদেবের) অনুজ (কনিষ্ঠ), ৬তৎ। সং ; পু।

বলান্বিত—বলবান্, শক্তিশালী ; সেনা-সহকৃত। বলদ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বলাবল—সামর্থ্য ও অসামর্থ্য, ক্ষমতা ও অক্ষমতা। ন বল অবল, নঞতৎ, বল ও অবল, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

বলাবলি—পরস্পর কথন। দেশজ। সং।

বলাবলেপ—বলদর্প, ক্ষমতার গর্ব্ব। বলজন্য অবলেপ (গর্ব্ব), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বলারাতি—বাসব,ইন্দ্র। বলের (দৈত্যবিশেষের) অরাতি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

বলাহক—পর্ব্বত ; মেঘ ; মুস্তক ; দৈত্যবিশেষ ; নাগবিশেষ। বল—আ—হা (ত্যাগ করা) +ণক ক। সং ; পু।

বলি—১। রাজস্ব ; পূজা ; পূজোপহার, ইহা দশ প্রকার, যথা—মৃগ ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর শল্লকী (শজারু), শশক, গোধা (গোসাপ), কূর্ম্ম, খড়্গী (গণ্ডার) ; ভূতযজ্ঞ ; চামরদণ্ড। বল্+ই ণ। ২। দৈত্যরাজবিশেষ*। বল্+ই ক। সং ; পু। ৩। উদরোপরি তরঙ্গিত মাংস ; জরাবিশ্লথচর্ম্ম শরীরমধ্যরেখা ; গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরস্থ মাংসবিশেষ ; ভঙ্গী ; গৃহদারুবিশেষ। বল+ই ক। সং ; স্ত্রী। ৪। কহি। ৫। বলিয়া, কহিয়া। ক, প্র। ক্রি।

*দৈত্যরাজ বলির উপাখ্যান এইরূপ :—ইনি সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র। ইঁহার পিতার নাম বিরোচন। ইনি তপস্যার সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে একজন মহা-

পরাক্রান্ত নরপতি হইয়া উঠেন। ত্রিলোক জয়কামনায় ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গে গমনপূর্ব্বক সমরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। ইনি ন্যায়ানুমোদিতভাবে রাজ্যশাসন করিতেন, এবং প্রায়শঃ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রত থাকিতেন। দেবগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কশ্যপের ঔরসে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর দৈত্যরাজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, বামনদেব তথায় উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ দান প্রার্থনা করেন। বলি তৎপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইলে বামন ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করেন। এই সময়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া বলির মঙ্গলকামনায় বামনের প্রার্থনা পূরণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু সত্যপরায়ণ দানশৌণ্ড বলি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বামনদেবকে "তথাস্তু" বলেন। তখন বামন দুই পদ দ্বারা স্বর্গমর্ত্ত্য অবরোধ করিয়া নাভিনির্গত তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান নির্দ্দেশ করিতে বলেন। বলি তখন স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া তদুপরি পদস্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। বামন তাহাই করিয়া ইঁহাকে রসাতলে প্রেরণ করেন। তথায় তিনি কিছুকাল নাগপাশে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশে বিষ্ণুর আরাধনা করেন। হরি তুষ্ট হইয়া খগরাজ দ্বারা ইঁহাকে বন্ধনমুক্ত করেন। অতঃপর বলি স্বজনবর্গসহ পাতালে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, ভক্তাধীন হরি বলিরাজের দ্বারী হইয়াছিলেন। বলির বাণ প্রভৃতি চারিটি পুত্র হয়।

বলিক, বলীক—পটলপ্রান্ত, ছাঁইচ। বল্+ইকন্, ঈকন্ ক। সং; ক্লী।

বলিত, বলিন, বলিভ—বলিযুক্ত; বিশ্লথ চর্ম্ম বিশিষ্ট। বলি+ত,ন,ভ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

বলিদান—দৈত্যরাজ বলির ধন বিতরণ; দেবপ্রতিমা সম্মুখে ছাগাদি পশু বলি দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বলিধ্বংসী (–ধ্বংসিন্)—বিষ্ণু। বলির (দৈত্যরাজের) ধ্বংসী, ৬তৎ। সং; পু।

বলিন্, বলিনী—বলী (১) দেখ।

বলিন—বলিত দেখ।

বলিপুষ্ট—বায়স, কাক। ৩তৎ। সং; পু।

বলিভ—বলিত দেখ।

বলিভুক্ (–ভুজ্)—বায়স, কাক; চটক পক্ষী। বলি—ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বলিমান্ (–মৎ)—বলিযুক্ত, বলিত। বলি+মতু যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,–মতী।

বলিমুখ, বলীমুখ—বানর। বলি (বা বলী) যুক্ত (শ্লথচর্ম্মবিশিষ্ট) মুখ যাহার, বহু। সং; পু।

বলিয়া (ব'লে)—১। কহিয়া; বাড়িয়া, ফাঁপিয়া, ফুলিয়া। ক্রি। ২। নিমিত্তে, জন্যে। দেশজ। ব্য

বলির—কেকর, টেরা। বলি+র অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বলিরা।

বলিষ্ঠ—১। অতিশয় বলবান্। বলী (১) দেখ। বলিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বলিষ্ঠা। ২। উষ্ট্র। সং, পু।

বলিষ্ঠ-কায়,-দেহ ১। অতি সবল শরীর। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অতি সবল শরীরধারী। বহু। বিণ; ত্রি।

বলিসদ্ম (–সদ্মন্)—পাতাল, রসাতল। বলির সদ্ম (আলয়), ৬তৎ। সং; ক্লী।

বলিহা (–হন্)—বিষ্ণু। বলি (দৈত্যরাজবিশেষ)—হন+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বলিহারি—বলিতে হারিয়া যাই; প্রশংসাসূচক বাক্য,—বাহবা! সাবাস! বাং বা।

বলী (বলিন্)—১। বলবান্, বলশালী, সবল। বল (সামর্থ্য)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু স্ত্রী বলিনী ২। মহিষ, উষ্ট্র; বৃষ; শূকর, বলরাম। সং; পু।

বলী—উদরোপরিস্থ তরঙ্গিত মাংস, বলি, জরা বিশ্লথচর্ম্ম; শরীরমধ্য রেখা; ভঙ্গী; গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরস্থ মাংসবিশেষ; গৃহদারু বিশেষ। বলি+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বলীক—বলিক দেখ।

বলীন্দ্র—অতি বলী, সাতিশয় বলবান্। বলীদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। বিণ; পু। [পাওয়া)+অন ক। সং; পু।

বলীবর্দ্দ—বলদ; ষাঁড়। বল শব্দ–বৃধ (বৃদ্ধি

বলীয়ান্ (–য়স্)—বলিষ্ঠ, অতি বলবান্। অতিশয় বলী এই অর্থে বলিন্+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রী বলীয়সী।

বল্ক—বল্কল; খণ্ড; আঁইস। বল (আচ্ছরণ করা)+ক ক। সং; ক্লী।

বল্কল—১। গুরুত্বক্, বাকল, গাছের ছাল; আঁইস। বল (আচ্ছরণ করা)+কল ক। সং; ক্লী বা পু। ২। দারুচিনি সং; ক্লী।

বল্কিল—কণ্টক, কাঁটা। বল্ক+ইল। সং; পু।

বল্গ, বল্গন—গমন; গতিবিশেষ; বহু ভাষণ। বল্গ (গমন করা ইত্যাদি)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বল্গা—১। রশ্মি, লাগাম। বল্গ (লাফান ইত্যাদি)+অল্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। আস্ফালন করা, নাচা কোঁদা করা। প্রা, ক। ক্রি।

বল্গাহরিণ—মেরুসন্নিহিত দেশস্থ হরিণবিশেষ (Rein-deer), এই হরিণের মুখে ঘোড়ার ন্যায় লাগাম দিয়া তদ্দেশবাসীরা বরফের উপর দিয়া চক্রহীন শকট চালায়। সং; পু।

বল্গিত—লম্ফন; অশ্বের গতিবিশেষ, প্লুতগতি; গমন; হস্তপদাদির আস্ফালন; ভোজন; বহুভাষণ। বল্গ (গমন করা ইত্যাদি)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বল্গু—১। মনোজ্ঞ, মনোহর; সুন্দর; মধুর। বল (আবরণ করা)+গুক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ছাগ। সং; পু।

বল্গুক—১। বল্গু; মনোহর, সুন্দর। বল্গু+কং। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বল্গুকা। ২। চন্দন; বিপিন, বন; পণ, বাজি। সং; ক্লী।

বল্গুপত্র—বনমুদ্গ। বল্গু (সুন্দর) পত্র যাহার, বহু। সং; পু।

বল্গুলা—বাকুচী, হাকুচগাছ; পক্ষিবিশেষ। বল্গু-লা+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বল্গুলিকা—তৈলপায়িকা, আরশুলা। বল্গুলা+কণ্ অল্পার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

বল্ভন ভোজন, ভক্ষণ। বল্ভ (খাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বল্মিক, বল্মীক—১। উইঢিপি। বল (আচ্ছরণ করা)+মিক, মীক ক। সং; ক্লী বা পু। ২। রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকি মুনি [বাল্মিক দেখ]; সাতপ মেঘ; গলগণ্ড; গোদ। সং; পু।

বল্মিকি, বল্মীকি—সংস্কৃত রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকি মুনি। বল্মিক বা বল্মীক শব্দ+ই জাতার্থে। সং; পু।

বল্ল—১। গুঞ্জাত্রয়পরিমাণ, তিন কুঁচ পরিমাণ। বল্ল (আচ্ছরণ করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। ভক্ষ্যবস্তু; সংবরণ। বল্ল+অন্ ভা। সং; ক্লী।

বল্লকী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; বীণা; শল্লকীবৃক্ষ। বল্ল (আচ্ছরণ করা)+ণক ক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বল্লব—সূপকার, পাচক; গোপ; ভীমসেন। বল্ল (ভক্ষ্যবস্তু)+ব অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বল্লবী—আভীর-পত্নী, গোপী। বল্লব+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বল্লভ—১। প্রিয়; প্রণয়ী; অধ্যক্ষ। বল্ল (আচ্ছরণ করা)+অভচ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। উত্তম অশ্ব; নায়ক; পতি। সং; পু। ৩। রূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জীব গোস্বামী ইঁহারই পুত্র। সং; পু।

বল্লভ-পালক—অশ্বরক্ষক। ৬তৎ। সং; পু।

বল্লভস্বামী—জনৈক বৈষ্ণবধর্ম্মসংস্কারক; ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া উত্তর-ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন এবং বহু লোককে স্বীয় মতে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন। ইঁহার ধর্ম্মমত এই যে,

পৃথিবী উপভোগের বিষয়; ধর্ম্মাচরণে শারীরিক নিগ্রহের প্রয়োজন নাই।

বল্লম—ভল্ল, শূল, বড়শা; শড়কি। দেশজ। সং।

বল্লরি, বল্লরী—লতা; মঞ্জরী। বল্ল (আস্তরণ করা)+অরি ক, বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বল্লাল সেন—বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম বিলাস দেবী। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয় সেন স্বর্গারোহণ করিলে ইনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে বল্লাল সেনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আদিশূর যেরূপ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বল্লাল সেনও সেইরূপ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টি করিয়া স্থায়িনাম রাখিয়া গিয়াছেন।

বল্লাল সেন স্বীয় রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—(১) রাঢ়, অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ, (২) বরেন্দ্র, অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগ, (৩) বাগড়ি, অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী বিভাগ, (৪) বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ব বাঙ্গালা (বর্ত্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং (৫) মিথিলা অর্থাৎ উত্তর বিহার। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইঁহার রাজ্য কেবল বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, বিহারের কতক অংশও ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য সুষ্ঠুরূপে শাসন করিবার নিমিত্ত ইনি নবদ্বীপ, গৌড় ও রামপাল এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন যেখানে প্রয়োজন হইত, তখন সেইখানে থাকিতেন। নবদ্বীপ, ইঁহার রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিতে পারা যায়; এজন্য উহাই প্রধান রাজধানী ছিল। রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তরাংশ সুশাসনে রাখিবার নিমিত্ত, ইনি সময়ে সময়ে গৌড় নগরে এবং পূর্ব্বাংশ শাসন করিবার নিমিত্ত কখন কখন রামপালে থাকিতেন। গৌড় বর্ত্তমান মালদহ জেলার এবং রামপাল বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত। গৌড় ও রামপালের রাজভবনাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ১১১৮ বা ১৯ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল সেন স্বর্গারূঢ় হন। বল্লাল বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইনি "দান-সাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" নামে দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

বল্লালী—১। বল্লাল-সম্বন্ধীয়, বল্লাল-সেন-কৃত, বল্লালপ্রবর্ত্তিত। বিণ। ২। বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য। দেশজ। সং।

বল্লি, বল্লী—পৃথিবী; বর্ষমাত্র-জীবিনী লতা। বল্ল্ (আস্তরণ করা)+ই ক, বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বল্লুর, বল্লূর—১। বনক্ষেত্র, পতিতভূমি, কুঞ্জ; নির্জ্জন স্থান; মঞ্জরী। বল্ল্ (আস্তরণ করা)+উর,ঊর র্প্র। সং; ক্লী। ২। শুষ্কমাংস; শূকরমাংস। সং; ক্লী বা পু। ৩। ঊষর; গহন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রা।

বল্বজ—উলপ তৃণ, উলুখড়। বল্ (আস্তরণ করা)+কিপ্ ক=বল্, তদুত্তরে বজ্ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু। সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বশ—১। ইচ্ছা, কামনা। বশ (ইচ্ছা করা)+অল্ ভা। সং; ক্লী বা পু। ২। প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব; আয়ত্ততা, অধীনতা। সং; ক্লী। ৩। আয়ত্ত, অধীন। বশ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বশা।

বশংবদ, বশম্বদ—প্রিয়বাদী, মধুরভাষী; বশানুগ, বশবর্ত্তী; অনুগত। বশ—বদ্ (বলা)+খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বদা। [স্ত্রী।

বশকা—বশীভূতা স্ত্রী। বশ+কণ্+আপ্। সং;

বশগ—বশবর্ত্তী, বশীভূত, আয়ত্ত। উপ; বশ্—গম+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বশগা।

বশতঃ (—তস্)—অধীনতা হেতু; কারণে। বশ+তস্ হেত্বর্থে ৫মী স্থানে। ব্য।

বশতা, বশত্ব—আয়ত্ততা, অধীনতা। বশ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বশতাপন্ন—আয়ত্ত, বশবর্ত্তী। বশতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, ন্না।

বশত্ব—বশতা দেখ।

বশবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—বশগ, বশীভূত, বশতাপন্ন; অনুগত। উপ; বশ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু; স্ত্রী বশবর্ত্তিনী।

বশা—১। আয়ত্তা, অধীনা; বন্ধ্যা। বশ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা; নারী; গবী; হস্তিনী। সং; স্ত্রী।

বশানুগ—বশবর্ত্তী, বশতাপন্ন। বশ—অনু-গম+ড ক। বিণ; ত্রি।

বশিতা, বশিত্ব—শিবের ঐশ্বর্য্যবিশেষ; অষ্ট সিদ্ধির অন্তর্গত সিদ্ধিবিশেষ; স্বাধীনতা; বশবর্ত্তিতা। বশিন্ (বশী)+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বশিনী—১। বশগা, ইত্যাদি। বশী দেখ। বশিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শমীবৃক্ষ; বন্দা, পরগাছা। সং; স্ত্রী।

বশির, বসির—১। সামুদ্রিক লবণ। বশ বা বস+কির ক। সং; ক্লী। ২। গজপিপ্পলী বৃক্ষ; আপাঙ গাছ। সং; পু।

বশিষ্ঠ—বশিষ্ঠমুনি। অব—শাস (শাসন করা)+ক্ত ক। সং; পু।

বশিষ্ঠ—অতিশয় বশতাপন্ন। বশিন্ (বশী)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

বশিষ্ঠ,বসিষ্ঠ—জনৈক মুনি, সূর্য্যবংশীয় রাজগণের কুলপুরোহিত। বশিষ্ঠ=বশিন্ শব্দ (বশী, জিতেন্দ্রিয়)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে, অর্থাৎ অতিশয় জিতেন্দ্রিয়; বসিষ্ঠ=বস (বাস করা)+অল্ ভা+ইন্=বসিন্ তদুত্তরে স্থা (থাকা)+ড ক। সং; পু।

বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে একজন। তপস্যা দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রাজর্ষি নিমি একদা যজ্ঞানুষ্ঠানে উৎসুক হইয়া ইঁহাকে তৎকার্য্যে বরণ করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ইনি ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। অনন্তর বজ্ঞাবসানে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন যে নিমি রাজা অগস্ত্যাদি ঋষিগণ দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, কিন্তু তৎকালে রাজা নিদ্রিত থাকায় সাক্ষাৎ হইল না। তাহাতে ইনি আরও কুপিত হইলেন এবং এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, নিমির যেন আর চৈতন্য না হয়। নিমিও বিনাপরাধে এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া বশিষ্ঠকে চেতনাবিহীন হইবার শাপ প্রদান করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মার উপদেশে ইনি মিত্রাবরুণের ঔরসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকু স্ববংশের হিতার্থে ইঁহাকে কুলপুরোহিত রূপে বরণ করেন।

বশিষ্ঠ শবলা নাম্নী একটী কামধেনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি এই ধেনুর নিকট যখন যাহা চাহিতেন, তাহাই পাইতেন। একদা গাধিরাজ-তনয় মহারাজ বিশ্বামিত্র অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ ইঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে ইনি কামধেনুর কৃপায় সেই অসংখ্য সৈন্যকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। বিশ্বামিত্র শবলার এতাদৃশ লোকাতীত গুণের পরিচয় পাইয়া মুনির নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ তৎপ্রদানে অসম্মত হইলেন। ক্রমে উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল। বশিষ্ঠের আদেশে শবলা অসংখ্য সৈন্য প্রসব করিল। তদ্দ্বারা ইনি রাজার সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র অস্ত্রক্ষেপে ইঁহার তপোবন-ধ্বংসে উদ্যত হইলে ইনি ক্রোধবিকম্পিত ব্রহ্মদণ্ড ধারণপূর্ব্বক রাজার সমুদয় অস্ত্র ব্যর্থ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বশিষ্ঠ কর্দ্দম-তনয়া অরুন্ধতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার শক্তি প্রভৃতি শত পুত্রের জন্ম হয়। একদা শক্তি কোন কারণে সূর্য্যবংশীয় রাজা কল্মাষপাদকে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। সেই রাক্ষস বিশ্বামিত্রের কৌশলে শক্তি প্রমুখ শত ভ্রাতাকেই খাইয়া ফেলে। এইরূপে নির্ব্বংশ হইয়া বশিষ্ঠ আত্মজীবন বিসর্জ্জনে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু উচ্চ পর্ব্বত হইতে পতনে সমুদ্র মজ্জনে ও অনল প্রবেশেও ইঁহার মৃত্যু হইল না। অনন্তর দৈবাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীকে গর্ভবতী দেখিয়া তাঁ- পূর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু এই সময়ে কল্মাষপাদ রাক্ষস অদৃশ্যন্তীকেও ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তখন ইনি তাহাকে শাপ হইতে মুক্ত করেন। পরে অদৃশ্যন্তীর গর্ভে বিখ্যাত পরাশরের জন্ম হইলে ইনি পৌত্রকে অতি সযত্নে লালন পালন করেন।

বশী (বশিন্)—বশগ; বশবর্ত্তী; জিতেন্দ্রিয়; স্বাধীন। বশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বশিনী।

বশীকরণ—১। আয়ত্তকরণ, বশে আনয়ন বশ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বশী)-কৃ (করা)+অনট্ ভা। ২। বশ্যতাজনক মণিমন্ত্রৌষধাদি। +অনট্ ণ। সং; ক্লী

বশীকৃত—যাহাকে বশ করা হইয়াছে এরূপ, বশে আনীত, আয়ত্তীকৃত। বশ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বশী)-কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-কৃতা।

বশীভূত—বশতাপন্ন, বশ্যতাপ্রাপ্ত, আয়ত্তগত যে বশ হইয়াছে এরূপ। বশ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বশী)-ভূ (হওয়া) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-ভূতা।

বশ্য—বশানুগ, বশবর্ত্তী। বশ+য বা ক্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বশ্যা।

বশ্যতা—বশবর্ত্তিতা, অধীনতা। বশ্য+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বশ্যা—১। বশবর্ত্তিনী। বশ্য দেখ। বশ্য+আপ্ বিণ; স্ত্রী। ২। বশবর্ত্তিনী স্ত্রী। সং, স্ত্রী।

বষট্—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের মন্ত্র। বহ (বহন করা)+ডবট্ ণ। ব্য।

বষট্কার—অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ কার্য্য, হোম-কর্ম্ম। ৬তৎ। সং; পু।

বষ্কয়—একবর্ষীয় গোবৎস। বষ্ক্ (গমন করা) +কয়ন্ ক। সং; পু।

বষ্কয়ণী, বষ্কয়িণী—চিরপ্রসূতা গবী। বষ্কয়ণী= বষ্কয়-নী+ক্বিপ্ ক; বষ্কয়িণী=বষ্কয় শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বস্, বাস্—আর না, ঢের হয়েছে, খুব, যথেষ্ট। ব্য। হিন্দীমূলক।

বসত—বাস। বসতি শব্দজ। সং। [সং।

বসত বাটী,-বাড়ী—বাসভবন; অভ্যাসন। দেশজ

বসতি, বসতী—১। আলয়; বাসস্থান; রাত্রি। বস (বাস করা)+অতি অধি। ২। বাস। বস+অতি ভা। সং; স্ত্রী।

বসন্ (বসৎ)—বাস করিতেছে এরূপ, বাস কারী। বস (বাস করা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বসন্তী।

বসন—১। বস্ত্র, কাপড়; স্ত্রীলোকের কটিভূষণ। বস্+অনট্ ণ। ২। বাস; আচ্ছাদন। বস্+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বসা উপবেশন; বসিয়া যাওয়া। দেশজ। সং।

বসনপ্রান্ত—বস্ত্রের প্রান্তভাগ, কাপড়ের আঁচল। ৬তৎ সং; ক্লী।

বসনভূষণ—বস্ত্রালঙ্কার, কাপড় ও গহনা। দ্বন্দ্ব সং; ক্লী।

বসনাঞ্চল—কাপড়ের আঁচল। ৬তৎ। ক্লী।

বসন্ত—১। ঋতুবিশেষ, চৈত্র বৈশাখাত্মক কাল,-এদেশে এক্ষণে কিন্তু ফাল্গুন চৈত্র দুই মাসই বসন্তকাল ধরা হইয়া থাকে [ষড়্ ঋতু দেখ]. তালবিশেষ; রাগ বিশেষ। বস্ (বাস করা)+অন্ত অধি। ২। রোগবিশেষ; নাট্যে—বিদূষকের উপাধি। বস্+অন্ত ক। সং; পু। ৩। বসিয়া যাইতেছে এরূপ। দেশজ। বিণ।

বসন্তঘোষ—কোকিল বসন্ত-ঘুষ্+অন্ ক। সং; পু। [সং; পু।

বসন্তঘোষী (-ঘোষিন্)—কোকিল। ৭তৎ।

বসন্ততিলক, বসন্ততিলকা—চতুর্দ্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ; পুষ্পবিশেষ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। [পু।

বসন্তদূত—কোকিল; আম্রবৃক্ষ। ৬তৎ। সং;

বসন্তদূতী—কোকিলা, মাধবীলতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বসন্তপঞ্চমী—মাঘমাসীয় শুক্লপঞ্চমী, শ্রীপঞ্চমী।

বসন্তবায়ু—বসন্তকালের বাতাস, মলয় বায়ু। ৬তৎ। সং; পু।

বসন্ত-সখ—কামদেব, কন্দর্প। বসন্ত হইয়াছে সখা যাহার, বহু। সং; পু।

বসন্তোৎসব—বসন্তকালে যে উৎসব হয় তাহা। ইহাতে কন্দর্পের পূজা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে এই উৎসব খুব প্রচলিত ছিল, এখনও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ইহার অনুষ্ঠান হয়। বসন্তের উৎসব, ৬তৎ। সং; পু।

বসবাস—১। বসতি, স্থায়িভাবে বাস। দেশজ। ২। বেসম। প্রা, ক। সং।

বসয়—বসে, বাস করে। প্রা, ক। ক্রি।

বসা—১। মজ্জা; মেদ, চর্ব্বি। বস্+ক র্ম+ আপ্। সং, স্ত্রী। ২। উপবেশন করা; বাস করা; নিম্ন দিকে নামিয়া যাওয়া; মিলাইয়া যাওয়া; জমাট বাঁধা, জমিয়া যাওয়া, ঘন হওয়া। দেশজ। ক্রি।

বসাঢ্য—শিশুমার, শুশুক। বসা দ্বারা আঢ্য, ৩তৎ। সং; পু।

বসান—১। পরিধানকর্ত্তা। বস্ (আচ্ছাদন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বসানা। ২। প্রহার, মার। সং। ৩। উপবেশন করান; বাস করান; জমান; মিলান। দেশজ। ক্রি।

বসির—বশির দেখ।

বসিষ্ঠ—বশিষ্ঠ দেখ।

বসু—১। ধন; রত্ন; স্বর্ণ; জল। বস (বাস করা, ইত্যাদি)+উ ক। সং; ক্লী। ২। শিব; সূর্য্য; অগ্নি; যোক্ত্র; বল্গা; দীপ্তি; রশ্মি; কুবের; রাজা; পুষ্করিণী; সাধু; ধনিষ্ঠানক্ষত্র; বকবৃক্ষ; ধর ধ্রুব সোম বিষ্ণু অনল অনিল প্রত্যূষ প্রভাস—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন এই অষ্ট গণদেবতা। সং; পু। ৩। মধুর; শুষ্ক। বিণ; ত্রি।

৪। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপ। কোন সময়ে ইনি ক্ষাত্র ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে দেবরাজ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সুনিয়মে প্রজাপালনরূপ রাজ-ধর্ম্ম আচরণ করিতে উপদেশ দেন, এবং ইঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ইঁহাকে নভশ্চর বিমান ও বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করেন। সেই বিমানে আরোহণ করিয়া ইনি শূন্যে বিচরণ করিতেন এবং সেই মাল্য ধারণ করিয়া সংগ্রামে অক্ষত দেহ থাকিতেন। এইরূপে শূন্যে বিচরণক্ষমতা লাভ করিয়া ইনি 'উপরিচর' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

অতঃপর দেবরাজের পরামর্শে বসু চেদি-রাজ্য জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি গিরিকা নাম্নী এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ইনি মৎস্যরূপা এক অপ্সরাতে উপগত হইলে তাহার গর্ভসঞ্চার হয়। পরে ধীবরেরা সেই মৎস্য ধরিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিলে এক রাজলক্ষণযুক্ত সুন্দর পুত্র ও এক অলৌকিক রূপবতী কন্যা বাহির হয়। ধীবরেরা পুত্র কন্যা লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে বসু পুত্রটিকে গ্রহণ ও কন্যাটিকে ধীবরদের হস্তে অর্পণ করেন। মৎস্যের উদরে জন্ম বলিয়া পুত্রের নাম মৎস্য এবং কন্যার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ থাকায় তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হয়। এই মৎস্যগন্ধাই ব্যাসদেবের জননী।

বসুক—১। সাম্ভরি লবণ; পাংশব। বসু+কণ্,

তুল্যার্থে। সং ; ক্লী। ২। অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ ; শিবমল্লী। সং ; পু।

বসুকীট—যাচক, ভিক্ষুক। ৬তৎ। সং ; পু।

বসুদ ১। ধনদানকারী। বসু (ধন) দেয় যে, উপ ; বসু—দা (দেওয়া)+ড ক ; বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বসুদা। ২। কুবের। সং ; পু।

বসুদা—১। ধনদাত্রী। বসুদ দেখ। বসুদ শব্দ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধরিত্রী। সং ; স্ত্রী।

বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জনক। ইঁহার দুই স্ত্রী,—রোহিণী এবং কংস-রাজের পিতৃব্য-তনয়া দেবকী। রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হইলে ইনি পুত্রসহিত রোহিণীকে ব্রজপুরে মিত্র নন্দ গোপের আশ্রয়ে রাখিয়া আসেন। দেবকীর সহিত ইঁহার বিবাহকালে কংস দেববাণীতে অবগত হয় যে, দেবকীর গর্ভ জাত অষ্টম সন্তানের হস্তে সে নিধন প্রাপ্ত হইবে। এই হেতু কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। অতঃপর দেবকীর যেমন এক একটি সন্তান জন্মিতে লাগিল, কংসও অমনি তাহার প্রাণসংহার করিতে লাগিল। এইরূপে সাতটি সন্তান নিহত হওয়ার পর দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বসুদেব সেই ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে শিশুটিকে ব্রজপুরে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে নন্দের সদ্যোজাতা কন্যাকে আনাইয়া সূতিকাগারে রক্ষা করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে কংস বালিকা হইতে অনিষ্টাশঙ্কা নাই বুঝিয়াও তাহার প্রাণসংহারার্থ পাষাণে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কংসের ধনুর্যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন করিলে বসুদেব ও দেবকী কারামুক্ত হইয়া বহুকাল পরে পুত্র-মুখাবলোকনে সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং কৃষ্ণ মথুরার রাজা হইলে স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন। রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের সুভদ্রা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণবলরাম তনুত্যাগ করিলে ইনি শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। অনন্তর অর্জ্জুন আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণের শেষ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

বসু-দেবতা—ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। বহু। সং ; স্ত্রী।

বসুধা—ধরণী, পৃথিবী। বসু (রত্ন)—ধা (ধারণ করা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বসুধাধর—ভূধর, পর্ব্বত। বসুধার ধর (ধারণ-কর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পু।

বসুধাধিপ—ভূপতি, রাজা। বসুধার অধিপ, ৬তৎ। সং ; পু।

বসুধাভৃৎ—ভূপতি, রাজা ; ভূধর, পর্ব্বত। বসুধা (পৃথিবী)-ভৃ (ভরণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

বসুধারা—ধন প্রবাহ ; চেদিরাজ বসুকে দীয়মান ঘৃতাদির ধারা, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকালে ভিত্তিগাত্রে প্রদত্ত ঘৃতধারা ; কুবেরপুরী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [খ ক। সং ; পু।

বসুন্ধর—কুবেরের অনুচরবিশেষ। বসু—ধৃ+

বসুন্ধরা—বসুমতী, ধরণী। [বসুন্ধরা বাসুদেবের মহিষী। বাসুদেবই ইঁহার একমাত্র অধিনায়ক। তিনি কপিলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। এক সময়ে বসুমতী মূর্ত্তিমতী হইয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিলেন]। বসু—ধৃ+খ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বসুমতী—১। ধনবতী। বসুমান্ দেখ। বসুমৎ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বসুধা, পৃথিবী। সং ; স্ত্রী।

বসুমাই—বসুমতী। প্রা, ক। সং।

বসুমান্ (-মৎ)—১। ধনবান্, ধনাঢ্য। বসু+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বসুমতী। ২। রাজা ; নরপতিবিশেষ। সং ; পু।

বসুসেন—অঙ্গরাজ কর্ণ, দাতাকর্ণ। বসু (ধন) সেনা যাঁহার (অর্থাৎ যিনি ধনদান দ্বারা সকলকে বশ করিয়াছিলেন), বহু। সং ; পু।

বসুস্থলী—কুবের পুরী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বস্ক—অধ্যবসায় ; উদ্যোগ। বস্ক্ (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। সং ; পু।

বস্ত—ছাগল। বস্ত (বধ করা)+অল্ ম্ব।

বস্তা—পোঁটলা, গাঁঠরি ; গোণ, গুণ, থলিয়া, বোরা। দেশজ। সং।

বস্তি, বস্তী ১। নাভির অধোদেশ, তলপেট ; মূত্রস্থলী ; বাসস্থান। বস্+তি অধি। ২। বাস। বস্+তি ভা। ৩। বস্ত্র-দশা, কাপড়ের দশী। বস্+তি ণ। সং ; পু ও স্ত্রী। ৪। বসতি, বসতিস্থল, বিশেষতঃ দরিদ্রদিগের বাসস্থান, দরিদ্রপল্লী। বৈদেশিক। সং।

বস্তিমল—মূত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বস্তী—বস্তি দেখ।

বস্তু—পদার্থ, দ্রব্য, জিনিষ ; বৃত্তান্ত ; সৎপাত্র ; ব্রহ্ম ; সত্য। বস (বাস করা)+তুন্ ক। সং ; ক্লী। [তস্। ব্য।

বস্তুতঃ—ফলতঃ, বাস্তবিক ; যথার্থতঃ। বস্তু+

বস্তুতত্ত্ব—পদার্থের স্বরূপ, পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ গুণাগুণ প্রভৃতি ধর্ম্ম। ৬তৎ। সং।

বস্তুতত্ত্বজ্ঞ—পদার্থের স্বরূপবেত্তা, যে পদার্থসমূহের গুণাদি জানে। বস্তুতত্ত্ব—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—জ্ঞা।

বস্ত্য—ভবন, আলয়, গৃহ। বস্তি দেখ। বস্তি+ক্য। সং ; ক্লী। [ত্র ণ। সং ; ক্লী।

বস্ত্র—বসন, কাপড়। বস (আচ্ছাদন করা)+

বস্ত্রকুট্টিম—বস্ত্রগৃহ, তাঁবু ; ছত্র, ছাতা। বস্ত্রনির্ম্মিত কুট্টিম, মপী কর্ম্মধা। সং।

বস্ত্রগৃহ—বস্ত্রাবাস, তাঁবু। বস্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত গৃহ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বস্ত্রগ্রন্থি—নীবী, কাপড়ের গাঁইট। ৬তৎ। সং ; পু। [৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বস্ত্রমণ্ডিত—বস্ত্রাচ্ছাদিত, কাপড় দিয়া মোড়া।

বস্ত্রহরণ—কাপড় কাড়িয়া লওয়া, উলঙ্গ করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বস্ত্রহীন—বসনশূন্য, কাপড়রহিত ; বিবসন, উলঙ্গ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি

বস্ত্রাঞ্চল—কাপড়ের আঁচল ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বস্ত্রাবরণ—কাপড়ের আচ্ছাদন। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বস্থা—অবস্থা, দশা। অব—স্থা (থাকা)+ঙ

বস্ন—১। বেতন ; দ্রব্য, ধন ; ত্বক্ ; মূল্য ; বস্ত্র। বস (বাস করা)+ন ণ। ২। মৃত্যু, মরণ। বস+ন ভা। সং ; ক্লী। ৩। ক্রয়। সং ; পু।

বস্নসা স্নায়ু, শরীরস্থ স্পন্দনাড়ী। বস্ন (ত্বক্)—সো (নাশ করা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বস্বোকসারা—অলকাপুরী, অমরাবতী ; ইন্দ্রনদী ; অযোধ্যাপুরী। বসুর (ধনের) ওকঃ (বাসস্থান)=বস্বোকঃ, ৬তৎ ; বস্বোকস্ শব্দ—আ—রা (গ্রহণ করা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বহ—১। বহনকর্ত্তা। বহ (বহন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি ; স্ত্রী বহা। ২। ঘোটক ; বাহন, যান ; নদ ; পথ বায়ু ; বৃষের স্কন্ধদেশ ; গাছ। সং ; পু।

বহত—বহে বা বহিতেছে প্রা, ক। ক্রি।

বহতা—বহমান, প্রবাহিত। দেশজ। বিণ।

বহতু—পথিক ; বৃষ। বহ (বহন করা)+অতু ক। সং ; পু।

বহন—১। ধারণ ; বহিয়া যাওয়া ; লইয়া যাওয়া। বহ (বহা)+অনট্ ভা। ২। বাহন। বহ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

বহনীয়—বহনযোগ্য, বাহ্য। বহ (বহা)+অনীয় ম্ম বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বহনীয়া।

বহমান—বহনশীল, যাহা বাহিয়া যাইতেছে এরূপ। বহ (বহা)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

বহর—বিস্তার, প্রস্থ, ওসার, গভীরতা ; বহু জলযানের একত্র সমাবেশ ; নৌসমূহ। বৈদেশিক। সং।

বহল—১। পোত, নৌকা ; বৃক্ষবিশেষ। বহ (বহা)+অলন্ ক। সং ; পু। ২। বহুল, অনেক ; দৃঢ়, কঠিন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বহলা।

বহা—১। বহনকর্ত্রী, বাহিকা। বহ দেখ। বহ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্রোতস্বিনী, নদী। সং ; স্ত্রী। ৩। বহন করা ; প্রবাহিত

হওয়া। ক্রি। ৩। বহন। সং। ৫। বাহিত; বহনকারী, বাহক। দেশজ। বিণ।

বহান—বহন করান; প্রবাহিত করা। দেশজ। ক্রি।

বহি—১। বই, পুস্তক, খাতা। হিন্দী। সং। ২। বহন করি। দেশজ। ক্রি। ৩। বই, ভিন্ন, ব্যতীত, ব্যতিরেকে, বিনা। ব্য। প্রা, ক।

বহিঃ (বহিস্)—বাহির। বহ+ইস্ ক। ব্য।

বহিঃপ্রকোষ্ঠ—বাহিরের কক্ষ, বাড়ীর বাহিরের ঘর। বহিঃস্থিত প্রকোষ্ঠ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [বিষয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বহিঃসংসার—বহির্জগৎ, দৃশ্যমান সাংসারিক

বহিঃস্থ, বহিস্থ—বাহিরে স্থিত। বহিস্ (বাহির) —স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বহিত্র—জলযান, পোত, নৌকা; ক্ষেপণী, দাঁড়। বহ (বহা)+ইত্র ণ। সং; ক্লী।

বহিন—বুন বা বোন্, ভগ্নী। হিন্দী। সং।

বহিরঙ্গ—বাহ্য অঙ্গ; পর; (ব্যাকরণে) প্রত্যয় ঘটিত কার্য্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহিরাবরণ—বাহিরের আচ্ছাদন; বাহিরের ঢাকনি। বহিঃ স্থিত যে আবরণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহিরিন্দ্রিয়—বাহ্যেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়। বহিঃ যে ইন্দ্রিয়, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহির্গত—বাহিরে প্রস্থিত, নির্গত, নিঃসৃত, যে বাহির হইয়াছে এরূপ। বহিঃ (বাহিরে) গত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বহির্গতা।

বহির্গমন—বাহিরে যাওয়া, নির্গমন, নিঃসরণ। ৭তৎ। সং; ক্লী।

বহির্জগৎ—বহিঃসংসার, দৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহির্দেশ—বহির্ভাগ, বাহিরের দিক্, বাহির। বহিঃস্থ দেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বহির্দ্বার—বাহিরের দরজা, সদর দরজা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহির্বাণিজ্য—দেশের বাহিরে অর্থাৎ ভিন্ন দেশে ক্রয়বিক্রয়। বহিঃ (বাহিরে) বাণিজ্য, ৭তৎ। সং; ক্লী।

বহির্ভাগ—বাহিরের অংশ, উপরপীঠ; বহির্দেশ, বাহির। বহিঃস্থ ভাগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বহির্ভূত—বহির্গত। বহিস্ (বাহির)—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

বহির্মুখ—১। বিমুখ; বাহির দিকে মুখবিশিষ্ট; বাহ্য বিষয়ে আসক্ত। বহিঃ (বাহিরে) মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বাহিরের মুখ। বহিঃস্থ মুখ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহির্বাটী—বাহির বাড়ী, সদর বাড়ী। বহিঃস্থা বাটী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বহির্বাস—বৈষ্ণবেরা প্রথমে কৌপীন আঁটিয়া তাহার উপরে যে একখানা কচ্ছহীন বস্ত্র পরিধান করেন। কর্ম্মধা। সং; পু।

বহিশ্চর—গ্রামের বহির্ভাগে বিচরণকারী। বহিস্—চর+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রী।

বহিষ্করণ—বাহির করিয়া দেওয়া; দূরীকরণ। বহিস্ (বাহির)—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বহিষ্কৃত—যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, দূরীকৃত। বহিস্ (বাহির) —কৃ (করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বহিষ্ক্রান্ত—বহির্নিঃসারিত, দূরীকৃত, বাহিরে বিতাড়িত। বহিস্ (বহিঃ)—ক্রম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্তা।

বহিস্থ—বহিঃস্থ দেখ।

বহু—১। অনেক; অধিক; বিপুল; প্রচুর; ভূরি। বন্হ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। বউ, বধূ। সং; স্ত্রী। হিন্দী। ৩। বহুক, প্রবাহিত হইতে থাকুক, বহে। প্রা, ক। ক্রি।

বহুকাল—দীর্ঘসময়; অনেক দিন। কর্ম্মধা। সং; পু।

বহুকালাবধি—দীর্ঘসময় পর্য্যন্ত, অনেক দিন হইতে। বহুকাল অবধি যাহার, বহু। ক্রি বিণ। [প্রাচীন। দেশজ। বিণ

বহুকালিয়া, বহুকেলে—অনেক দিনের পুরাতন,

বহুক্ষম—অনেক ক্ষমাকারী, ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল। বহু ক্ষমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্ষমা।

বহুজ্ঞ—অনেকবিৎ, বহুদর্শী; অভিজ্ঞ। বহু (অনেক)—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বহুজ্ঞা। বি বহুজ্ঞতা।

বহুৎ, বহুত—বহু, অনেক, প্রভূত, অধিক, অতিশয়, খুব। হিন্দী। বিণ।

বহুতঃ (—তস্)—অনেক দিকে; অনেক প্রকারে। বহু+তস্। ব্য।

বহুতর—খুব অনেক, প্রভূত, অনেকানেক, অত্যধিক। বহু+তর অতিশয়ার্থে। বিণ, ত্রি। [স্থানার্থে। ব্য

বহুত্র—বহুস্থানে, অনেক যায়গায়। বহু+ত্র

বহুত্ব—অনেকত্ব। বহু+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী

বহুদক্ষিণ—অনেক দক্ষিণাবিশিষ্ট; প্রভূত দক্ষিণা দানকারী, বদান্য। বহু দক্ষিণা যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বহুদক্ষিণা। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহুদর্শন—অনেক বিষয় দর্শন, অভিজ্ঞতা।

বহুদর্শিতা—ভূয়োদর্শনজনিত জ্ঞান; বহুজ্ঞতা; অভিজ্ঞতা। বহুদর্শিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বহুদর্শী (—দর্শিন্)—ভূয়োদর্শনবিশিষ্ট; বহুজ্ঞ; অভিজ্ঞ। বহু—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—দর্শিনী।

বহুদুগ্ধ—১। অনেক দুধ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। গোধুম, গম। বহু দুগ্ধ যাহাতে, বহু। সং; পু।

বহুদুগ্ধা—প্রচুর দুগ্ধদাত্রী (গবী)। বহু দুগ্ধ যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

বহুদূর—অনেক দূর, অনেক ব্যবধান। কর্ম্মধা। সং; পু।

বহুদূরবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—অনেক দূরে অবস্থিত। বহুদূর—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

বহুদূরস্থ—অনেক দূরবর্ত্তী; অনেক অন্তরে অবস্থিত। বহুদূর—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি।

বহুধা—অনেক প্রকার, অনেক বার। বহু+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

বহুনাদ—১। অধিক শব্দকারী। বহু নাদ যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। ২। শঙ্খ, শাঁখ। সং; পু।

বহুপত্নীক—বহু ভার্য্যাবিশিষ্ট, যাহার অনেক স্ত্রী আছে। বহু পত্নী যাহার, বহু। বিণ; পু।

বহুপুত্র—১। অনেক তনয়বিশিষ্ট, অনেক ছেলের বাপ। বহু পুত্র যাহার, বহু। বিণ; পু। ২। অনেক ছেলে। কর্ম্মধা। সং; পু।

বহুপুষ্পিকা—ধাতকী, ধাঁই ফুলের গাছ। বহু। সং; স্ত্রী।

বহুপ্রজ—১। অনেক সন্তানবিশিষ্ট। বহু প্রজা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রজা। ২। শূকর। সং; পু।

বহুপ্রদ—অনেক দানকারী, দাতা, বদান্য। বহু—প্র—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রদা।

বহুপ্রসবিনী—অনেক সন্তান প্রসবকারিণী। বহু—প্র—সূ+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বহুপ্রসূ—অনেক সন্তান বা ফল প্রসবকারিণী। উপ; বহু—প্র—সূ+ক্বিপ্ ক। বিণ; স্ত্রী।

বহুফল—১। অনেক ফল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অনেক ফলশালী; উর্ব্বর। বহু ফল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। কদম্ব বৃক্ষ; বিকঙ্কত, বৈচিগাছ। সং; পু।

বহুফলা—১। অনেক ফলশালিনী; উর্ব্বরা। বহু ফল যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। আমলকী গাছ। সং; স্ত্রী।

বহুবল—১। প্রভূতশক্তি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। প্রভূতশক্তিশালী, অতি বলবান্। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বহুবলা। ৩। সিংহ। সং; পু।

বহুভাগ—বহুভাগ্য (সকল অর্থে)।

বহুভাগী (—ভাগিন্)—অতি ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী। বহুভাগ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—ভাগিনী।

বহুভাগ্য—১। জোর কপাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অতি ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী,

ভোর কপালিয়া। বহু ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –ভাগ্যা।

বহুভাষী (–ভাষিন্)—অনেক কথা বলে এরূপ ; বাচাল। বহু–ভাষ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বহুভাষিণী।

বহুমত—১ অনেক অভিমত বা অভিপ্রায়। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। নানা মতধারী। বহু মত যাহার, বহু। ৩। সম্মানিত, সমাদৃত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। ৪। অনেক প্রকার বা প্রকারে, নানা রকম। ক্রি-বিণ। দেশজ।

বহুমল—১। অনেক ময়লা। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। অনেক ময়লাযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –মলা। ৩। সীস। সং ; পু। [ক্লী।

বহুমান—সম্মান, অতিশয় সমাদর। কর্মধা। সং ;

বহুমানাস্পদ—অতিশয় সম্মানভাজন, অত্যন্ত সমাদরের পাত্র। বহুমানের আস্পদ, ৬তৎ। বিণ বা সং ; ক্লী। [সং ; পু।

বহুমার্গ—অনেক পন্থা, নানা পথ। কর্মধা।

বহুমার্গী (–মার্গিন্)—অনেক পন্থা অবলম্বনকারী, নানা পথে বিচরণকারী। বহুমার্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, –মার্গিণী।

বহুমূত্র—মূত্র রোগবিশেষ, ইহাতে বার বার অনেক প্রস্রাব হয় (Diabetes)। বহু মূত্র যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

বহুমূর্তি—১। অনেক মূর্তিবিশিষ্ট নানারূপধারী। বহু মূর্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণু ; শিব। সং ; পু। ৩। অনেক মূর্তি, নানারূপ। কর্মধা। সং ; স্ত্রী।

বহুমূল—১। অনেক মূলবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –মূলা। ২। বটগাছ। সং ; পু। ৩। অনেক শিকড় বা গোড়া। কর্মধা। সং ; ক্লী।

বহুমূলক—১। অনেক মূলবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। বটবৃক্ষ। সং ; পু।

বহুমূলা—১। অনেক মূলবিশিষ্টা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। শতমূলী ; শতাবরী। সং ; স্ত্রী।

বহুমূল্য—অতিশয় মূল্যবান্, মহার্ঘ, খুব বেশী দামী। বহু। বিণ ; ত্রি।

বহুরন্ধ্র—১। অনেক ছিদ্র বা ছেঁদা। কর্মধা। সং ; ক্লী। ২। বহুছিদ্র, অনেক ফুটাযুক্ত, ঝাঁঝরা। বহু। বিণ ; ত্রি।

বহুরাশিক—অনেক রাশিবিশিষ্ট অনুপাতের অঙ্ক (Double rule of three)। বহু। সং। [প্রা, ক।

বহুরি, –রী—বউড়ি, বালবধূ। বধুটী শব্দজ।

বহুরূপ—১। অনেক মূর্তি বা আকার ; অনেক প্রকার ; অনেক ভাব। কর্মধা। সং ; ক্লী। ২। অনেক মূর্তি বা ভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বহুরূপা।

বহুরূপা—১। অনেক রূপধারিণী। বহু হইয়াছে রূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং ; স্ত্রী।

বহুরূপী (–রূপিন্)—অনেক প্রকার রূপধারী। বহুরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, –ণী।

বহুরেখ—অনেক রেখাবিশিষ্ট। বহু রেখা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –রেখা।

বহুরেতাঃ (–রেতস্)—ব্রহ্মা। বহু। সং ; পু।

বহুরোমা (–রোমন্)—১। অনেক লোমযুক্ত, লোমশ। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। মেষ। সং ; পু।

বহুল—১। অগ্নি ; কৃষ্ণপক্ষ ; কৃষ্ণবর্ণ। সং ; পু। বহ–লা (গ্রহণ করা)+ড ক। ২। অনেক ; অধিক ; কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। বন্হ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কুল ক। বিণ ; ত্রি।

বহুলগন্ধা—এলাচি। বহু। সং; স্ত্রী।

বহুলা—১। অনেকা ; অধিকা। বহুল দেখ। বহুল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গবী ; কৃত্তিকা নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

বহুবচন—যাহা দ্বারা দুইএর অধিক পদার্থ বুঝায় [বচন দেখ]। সং ; ক্লী।

বহুবার—১। ফলবৃক্ষবিশেষ, বহুয়ার। সং ; পু। ২। অনেক বার, ভূয়োভূয়ঃ, পুনঃ পুনঃ। ক্রি-বিণ। দেশজ।

বহুবিধ—নানাবিধ ; অনেক প্রকার। বহু বিধা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –বিধা।

বহুবিবাহ—অনেক রমণীর পাণিগ্রহণ। কর্মধা। সং ; পু।

বহুবীজ—১। অনেক বীচি। কর্মধা। ২। আতৃপ্য, আতা ফল। বহু। সং ; ক্লী।

বহুব্রীহি—১। বহুধান্যবিশিষ্ট। বহু (অধিক) হইয়াছে ব্রীহি (ধান্য) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অন্যপদার্থপ্রধান সমাসবিশেষ [সমাস দেখ]। সং ; পু।

বহুশঃ (–শস্)—অনেকবার। বহু+শস্। বা।

বহুশ্রুত—সুপণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। বহু শ্রুত হইয়াছে যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

বহুস্বামিক—অনেক অধিকারিবিশিষ্ট, যাহা অনেকের দখলে আছে। বহু হইয়াছে স্বামী যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –মিকা।

বহ্নি—অনল, অগ্নি। বহ (বহা)+নি ক। সং ; পু। [যাহার, বহু। সং ; পু।

বহ্নিগর্ভ—শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। বহ্নি গর্ভে

বহ্নিমিত্র—বায়ু। ৬তৎ। সং ; পু।

বহ্নিমুখ—দেবতা। বহ্নি হইয়াছে মুখ (স্বরূপ) যাহাদের, বহু। সং ; পু। [সং ; পু।

বহ্নিরাশি—অগ্নিরাশি, আগুনের স্তূপ। ৬তৎ।

বহ্নিরেতাঃ (–রেতস্)—শিব। বহ্নিতে (অগ্নিতে) নিষিক্ত হয় রেতঃ (শুক্র) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

বহ্নিশিখা—অগ্নিশিখা, আগুনের শিষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বহ্নিসংস্কার—অগ্নিসংস্কার, আগুনে পোড়ান ; শবদাহ। ৬তৎ। সং ; পু।

বহ্নিসখ—বায়ু। বহ্নি সখা যাহার, বহু ; কিংবা বহ্নির সখা, ৬তৎ। সং ; পু।

বহ্য—বাহন ; যান ; শকট, গাড়ি। বহ্ (বহন করা)+য ণ। সং ; ক্লী।

বহ্বাড়ম্বর—অনেক জাঁক, বিস্তর সমারোহ, খুব ঘটা। বহু যে আড়ম্বর, কর্মধা। সং ; পু।

বহ্বায়াস—বহু প্রয়াস, অনেক চেষ্টা। বহু যে আয়াস, কর্মধা। সং ; পু।

বহ্বায়াসসাধ্য—বহু প্রয়াসে সম্পাদনীয়, বিস্তর চেষ্টা দ্বারা নিষ্পাদ্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বহ্বারম্ভ—সূত্রপাতে অনেক উদ্যোগ, গোড়ায় খুব হাঁক ডাক। বহু আরম্ভে যাহার, বহু। সং ; পু।

বহ্বাশী (–শিন্)—১। অধিক ভোজনশীল ; অনেকাকাঙ্ক্ষী। বহু–অশ (ভোজন করা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বহ্বাশিনী। ২। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। সং ; পু।

বহ্বৃক্—১। বহুমন্ত্রবিশিষ্ট। বহু হইয়াছে ঋক্ (মন্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। ঋগ্বেদ। সং ; স্ত্রী।

বহ্বৃচ—১। ঋগ্বেদের চরণ। বহু যে ঋক্ সে বহ্বৃক্ (বহ্বৃচ্), কর্মধা ; তদুত্তরে অ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। ২। ঋগ্বেদে অভিজ্ঞ। বহ্বৃচ্+অ কুশলার্থে। বিণ ; ত্রি।

বা—১। সাদৃশ্য; সমুচ্চয়; বিকল্প; বিতর্ক; বিশ্বাস; অতীত ; নানার্থ ; পাদপূরণ ; নিশ্চয়। বা+ক্বিপ্ ভা। ব্য। ২। বায়ু। দেশজ। সং।

বাঅ—বায়ু, বাত, বাতাস। প্রা, ক। সং।

বাআ—বাহা, বাহিয়া যাওয়া ; বাদিত করা, বাজান। প্রা, ক। ক্রি।

বাই—১। নৃত্যবিশেষ ; নর্তকী। বৈদেশিক। ২। বাতিক, মত্ততা, উন্মাদনা, প্রবল অনুরাগ ; বায়ু, বাতকম্প। দেশজ। সং।

বাইতি—বাদ্যকর হিন্দু জাতিবিশেষ। প্রাদে। সং। [এক পাট কপাট। দেশজ। সং।

বাইল—সম্পূর্ণ একখণ্ড (যেমন তালপাতা),

বাইশ—দ্বাবিংশতি, ২২। দেশজ।

বাইস—সূত্রধরের কর্তন-শস্ত্রবিশেষ, ইহার ফলা কোদালের মত তির্যক্ কিংবা কুড়ালের মত ঊর্দ্ধাধঃ করিতে পারা যায়। সং।

বাউ—বায়ু, বাতাস ; বাহু ; বাহুভূষণবিশেষ, বাউটি। প্রা, ক। সং।

বাউটি—স্ত্রীলোকের ঊর্দ্ধ বাহুর আভরণবিশেষ। দেশজ। সং।

বাউর—বাতুল, পাগল। প্রা, ক।

বাউরী—১। অস্পৃশ্য হিন্দুজাতিবিশেষ। দেশজ। ২। বাতুল, উন্মাদিনী, পাগলিনী। প্রা, ক।

বাউল—১। অর্দ্ধোন্মাদ বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। দেশজ। ২। বাতুল, পাগল। প্রা, ক

বাও—বায়ু, বাতাস। প্রা, ক। সং।

বাওত—বাজায়, বাতাস করে। প্রা, ক। ক্রি।

বাওয়া—১। স্বতঃ সঞ্জাত (ডিম্ব)। প্রাদেশিক। বিণ। ২। বহা। প্রা, ক। ক্রি।

বাওয়ান—বাতাস করা, ব্যজন করা, হাওয়া করা। ক, প্র। ক্রি।

বাওয়াস—আবাস, বাসা। প্রা, ক। সং।

বাংশ—বংশসম্বন্ধীয়; বংশনির্ম্মিত। বংশ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাংশী।

বাংশিক—বংশীবাদক। বংশ+ষ্ণিক। সং; পু।

বাঁ—দক্ষিণের বা ডাইনের বিপরীত। বাম শব্দের অপভ্রংশ।

বাঁক—১। বক্রতা; ঘুর, ফের; মোড়; মোচড়; স্কন্ধে ভারবহনের যুগ। সং। ২। বাঁকা, বক্র। দেশজ। বিণ। ৩। বক্রাকার বাদ্যবিশেষ। প্রা, ক।

বাঁকা—১। বক্র, কুটিল, বঙ্কিম। বিণ। ২। বর্দ্ধমান জেলায় নদীবিশেষ। সং। ৩। বক্র হওয়া; ঘুরিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

বাঁকান—১। বক্রীকৃত; আনমিত। বিণ। ২। বক্র করা, নত করা, নোয়ান। দেশজ। ক্রি।

বাঁকুড়া—বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান বিভাগস্থ একটী জেলা ও সহর। পূর্ব্বে এই জেলা বর্দ্ধমান চাকলায় অন্তর্গত ছিল। খৃঃ ১৭৬০ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর বর্দ্ধমান চাকলা মীরজাফর কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতে ১৭৯০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার অন্তর্গত থাকে। তৎপরে বাঁকুড়া "বিষ্ণুপুর জমিদারী" নামে অভিহিত ছিল। ১৭৯৩ খ্রীঃ ইহা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হয়। পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর এই জেলায় প্রধান কার্য্যস্থল ছিল (বিষ্ণুপুর দেখ); পরে বাঁকুড়া সহরে আনীত হয়। জেলায় অনেক জঙ্গল আছে। গালা ও তসর এই জেলার প্রধান পণ্য। এখানে লৌহ, কয়লা, ঘুটিন্ চুণ ও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তরের খনি বিদ্যমান। সোপ-ষ্টোন নামক পাথরের থালা ও বাটি এখানে প্রস্তুত হয়। ১৮৩৫-৩৬ খ্রীঃ বাঁকুড়া একটি স্বতন্ত্র জেলা স্বরূপে গঠিত হয়। জেলাটির অপর নাম "বাকুণ্ডা"

বাঁচন—জীবন, প্রাণধারণ; রক্ষা, ত্রাণ, নিস্তার; স্বস্তি, শান্তি। দেশজ। সং।

বাঁচা—জীবিত হওয়া বা থাকা, প্রাণধারণ করা; রক্ষা পাওয়া, নিস্তার পাওয়া; স্বস্তি পাওয়া, শান্তিলাভ করা, জুড়ান। দেশজ। ক্রি।

বাঁচান—জীবিত করা, প্রাণদান করা; রক্ষা করা; নিস্তার করা; স্বস্তি দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

বাঁজা—বন্ধ্যা, অফলন্ত; নিষ্ফল। দেশজ। বিণ। [বিণ। প্রা, ক।

বাঁঝ, বাঁঝা—বন্ধ্যা বা বন্ধ্যা, রাঁড়া, অফলন্ত।

বাঁট—বণ্টন; বৃন্ত, বোঁটা; পশুর স্তনবৃন্ত; মুষ্টি, হাতল। দেশজ। সং।

বাঁটয়া—বণ্টন, বিভাগ। দেশজ। সং।

বাঁটা—বণ্টন করা, পেষণ করা। দেশজ। ক্রি।

বাঁদর, বান্দর—বানর, মর্কট, কপি, হনুমান্; নির্ব্বোধ বা দুর্ব্বুদ্ধি জন, দুরন্ত, দুষ্ট, বানর শব্দজ। সং; পু।

বাঁদরাম, বাঁদরামি—বানরের ভাব বা আচরণ, বানরত্ব; দুরন্তপনা বা দুষ্টামি, নষ্টামি, দৌরাত্ম্য। দেশজ। সং।

বাঁদরী—বানরী। সং; স্ত্রী।

বাঁদী, বান্দী—ক্রীতদাসী; পরিচারিকা; উপপত্নীরূপে রক্ষিতা দাসী। বৈদেশিক।

বাঁধ—জলরোধার্থ উচ্চ আলি, ভেড়ী; কাঁচা পুল বা সেতু; অবরোধ; আটক, বাধা। দেশজ। সং।

বাঁধা—১। বন্ধক। সং। ২। বন্ধন করা, দৃঢ় করা, পাক করা। দেশজ। ক্রি।

বাঁধান—বন্ধন করান, দৃঢ় করান; পাক করান; ধাতুপত্রাদি দ্বারা মণ্ডিত করা বা করান। দেশজ। ক্রি।

বাঁয়—বামে, বাম দিকে। দেশজ। প্রা, ক।

বাঁশরি, বাঁশরী—বাঁশী, বংশী। ক, প্র।

বাঁশি, বাঁশী—বংশী, মুরলী। দেশজ। সং।

বাক্ (বাচ্)—১। বাক্য, বচন, কথা; শব্দ; জিহ্বা। বচ্ (বলা)+কিপ্ ম্ম। ২। বাগিন্দ্রিয়। বচ্+কিপ ণ। সং; স্ত্রী।

বাক—বাক্য, বচন, কথা। বচ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। [শব্দজ। সং।

বাকল—বল্কল, বৃক্ষত্বক্, গাছের ছাল। বল্কল

বাকি, বাকী—অবশিষ্ট, বক্রী পাওনা হইতে উশুল বাদে যাহা পাওনা থাকে। বৈদে।

বাকোবাক্য—উত্তর-প্রত্যুত্তর। সং; স্ত্রী।

বাক্কলহ—কথা দ্বারা ঝগড়া। ৩তৎ। সং; পু।

বাক্চাতুরী—কথার ছল; কপট বাক্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাক্ছল—বাক্য-ব্যাজ। ৬তৎ। সং; পু।

বাক্পটু—সুবক্তা, বাগ্মী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বাক্পটুতা—বাক্যকথনে নৈপুণ্য। বাক্পটু শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বাক্পতি—সুবক্তা; বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং; পু।

বাক্পতিরাজ—প্রাকৃত ভাষায় রচিত গউড়বহো বা গৌড়বধ নামক কাব্যের প্রণেতা। এই গ্রন্থে নৃপতি যশোবর্ম্মার বিজয়কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

বাক্পারুষ্য—বাক্যকথনে রূঢ়তা, অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগ, কটুবাক্যঘটিত বিবাদবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাক্প্রণালী—বাক্য প্রকাশের ধারা; কথা বলিবার রীতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাক্য—১। বচন, কথা; বিভক্ত্যন্ত পদসমুদায়। বচ (বলা)+ঘ্যণ্ ক্ম। ২। ব্যাকরণে—যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমষ্টি। সং; ক্লী।

বাক্যপরম্পরা—বচনশ্রেণী, একটীর পর একটী কথা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাক্যবাণ—বচনরূপ শর, মর্ম্মভেদী কথা। বাক্যরূপ বাণ, রূপক। সং; পু।

বাক্যবিশারদ—বাক্পটু, বাগ্মী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [বলা। ৬তৎ। সং; পু।

বাক্যব্যয়—অধিক বাক্যকথন; বৃথা কথা

বাক্যসুধা—বচনরূপ অমৃত, অতি মিষ্ট কথা। রূপক। সং; স্ত্রী।

বাক্যস্খলন—বাক্যের অর্দ্ধোচ্চারণ, অশুদ্ধিষ্ট বাক্যকথন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাক্যস্থ—বাক্যস্থিত; কথার বাধা। বাক্যস্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্থা।

বাক্যস্ফূর্ত্তি—বাক্যের স্ফুরণ, কথা বাহির হওয়া, প্রথম বাক্যোচ্চারণ। ৬তৎ। সং।

বাক্যালাপ—কথোপকথন। ৩তৎ। সং; পু।

বাক্রোধ (বা বাগ্রোধ)—বাক্শক্তির বিলোপ, কথা কহিতে না পারা, স্বর রুদ্ধ হওয়া। ৬তৎ। সং; পু। সন্ধি করিলে 'বাগ্রোধ' হয়। [স্ত্রী।

বাক্শক্তি—কথা কহার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং;

বাক্স, বাক্স—কাষ্ঠময় বা লৌহময় পেটিকা; কাঠের বা লোহার পেঁড়া। ইং (box)। সং।

বাক্সনা পুষ্পবিশেষ। প্রা, ক।

বাক্সিদ্ধ—অব্যর্থ বাক্যশালী, যাহা বলে তাহাই হয় এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বাক্সিদ্ধি—বাক্য বিষয়ে সিদ্ধি, অমোঘ বাক্যকথন ক্ষমতা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

বাখড়া—তালনারিকেল খেজুরাদির সবৃন্ত পত্র, বাইল। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

বাখর—চাউল হইতে মদ্য করিবার কিণ্ব।

বাখরগঞ্জ—বঙ্গদেশের ঢাকা বিভাগের একটী প্রাচীন জেলা। গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সম্মিলনে যে 'ব' দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে, জেলাটী তাহারই একতম অংশ। প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য এই জেলায় অবস্থিত ছিল। অধুনা বরিশাল নগর এই জেলার সরকারী প্রধান কার্য্যস্থান। সহরটী বরিশাল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। জোয়ারের সময় মেঘনার মুখে প্রবল বান আসে। সেই সময়ে বঙ্গসাগরের দিক্ হইতে আগত কামানগর্জ্জনের ন্যায় একরূপ শব্দ শ্রুত

হয়। এই শব্দ "বরিশাল গান্‌স্‌" (Barisal guns) নামে খ্যাত।

বাখান—১। ব্যাখ্যান, বিবৃতি, বর্ণনা ; সুখ্যাতি, প্রশংসা। প্রা, ক। ২। অশ্লীল গালাগালি। প্রাদেশিক। সং।

বাখানা—১। ব্যাখ্যা করা, বিবৃত করা, বর্ণন করা ; প্রশংসা করা, তারিফ করা। প্রা, ক। ২। গালাগালি করা। প্রাদেশিক। ক্রি।

বাখানি—১। বিবৃত ; বিস্তৃত ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বিণ। প্রা, ক। ২। প্রশংসা করি। প্রা, ক। ক্রি। [দেশজ। সং।

বাখারি, বাখারী—বাঁশের তক্তপট্ট, শাঁড়ক।

বাখারী চূণ—ঝিনুক শামুক-খোলা পোড়া চূণ (পাথরিয়া চূণ নহে)। দেশজ। সং।

বাগ—১। উদ্যান, বাগান। বৈদেশিক। ২। দিক্ ; কায়দা ; সুবিধা, সুযোগ। দেশজ। সং।

বাগড়া—বিঘ্ন, বাধা। দেশজ। সং।

বাগাড়ম্বর—বাক্যের আড়ম্বর, বচনচ্ছটা, কথার জাঁকজমক। বাক্‌এর আড়ম্বর, ৬তৎ। সং ; পু। [সং।

বাগাৎ—উদ্যানভূমি ; উপবন। বৈদেশিক।

বাগান—১। উপবন, উদ্যান। সং। ২। বাগ করা, কায়দা করা ; আত্মসাৎ করা। দেশজ। ক্রি।

বাগাল—১। রাখাল। প্রাদেশিক। সং। প্রা, ক। ২। সুবিধাজনক, সুবিধামত ; বৃহৎ, বড়। প্রাদেশিক। বিণ।

বাগি, বাগী—উরুসন্ধির স্ফীতিরোগ, কুঁচকি ; শিশুদের জলপান খাইবার ছোট ডালা। দেশজ। সং। [সং।

বাগিচা—ক্ষুদ্র উপবন, বাগান। বৈদেশিক।

বাগিন্দ্রিয়—মুখ ; রসনা। বাক্ সাধন ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বাগীশ, বাগীশ্বর—বাক্‌পতি, বৃহস্পতি ; সদ্বক্তা, ব্রহ্মা। বাক্‌এর ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

বাগীশা, বাগীশ্বরী—বাগ্‌দেবী, সরস্বতী। বাক্‌এর ঈশা বা ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বাগীশ্বর—বাগীশ দেখ।

বাগীশ্বরী—বাগীশা দেখ।

বাগুরা—পাশ, জাল, ফাঁদ। বা (বধ করা) +উরণ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বাগুরিক—ব্যাধ, লুব্ধক। বাগুরা+ষ্ণিক জীবিকার্থে। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

বাগ্‌জাল—কথার ফাঁদ, বাগাড়ম্বর। ৬তৎ।

বাগ্‌ডম্বর—কথার জাঁক। ৬তৎ। সং ; পু।

বাগ্‌দণ্ড—তিরস্কার ; বাক্যসংযম। ৬তৎ। সং ; পু।

বাগ্‌দত্তা—বিধিপূর্ব্বক বাক্য দ্বারা দত্তা (কন্যা), যাহার বিবাহসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে গিয়া এরূপ (কন্যা)। ৩তৎ। বিণ।

বাগ্‌দরিদ্র—মিতভাষী ; বিনীতবাক্। ৩তৎ বিণ ; ত্রি।

বাগ্‌দান—বিবাহার্থ বাক্য দ্বারা দান। ৩তৎ

বাগ্‌দুষ্ট—বাক্যে দোষযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি

বাগ্‌দেবতা, বাগ্‌দেবী—বাগীশ্বরী, সরস্বতী ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বাগ্মিতা, -ত্ব—বাক্‌পটুতা ; বক্তৃতানৈপুণ্য, বাচালতা। বাগ্মী দেখ। বাগ্মিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বাগ্মী (বাগ্মিন্)—বাক্‌পটু, বক্তা, মিত-প্রশস্তবাক্ ; বাচাল। বাচ্ শব্দ (বাক্য) +মিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বাগ্মিনী।

বাগ্‌যত—সংযত বাক্, মৌনী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -যতা। [৩তৎ। সং ; পু।

বাগ্‌যুদ্ধ—কথার লড়াই, কথাকাটাকাটি।

বাগ্‌রোধ বা বাগ্রোধ—বাক্‌রোধ দেখ।

বাগ্বিতণ্ডা—বাক্‌কলহ ; তর্কবিতর্ক ; বাগাড়ম্বর। ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

বাগ্‌বিদগ্ধ—বাক্যনিপুণ, বাক্যরসিক। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -গ্ধা। [৭তৎ। সং ; ক্লী।

বাগ্‌বৈদগ্ধ্য—বাক্‌পটুতা, বাক্যকথনে নৈপুণ্য।

বাঘ—ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল। ব্যাঘ্র শব্দজ। সং।

বাঘনখ—বাঘের নখর ; তদাকার সাংঘাতিক অস্ত্রবিশেষ। হিন্দী। সং।

বাঘবন্দি—বালকবালিকাদের খেলাবিশেষ,—দুইজনে খেলে, একজন বাঘের অপরজন নয়টা ছাগলের পক্ষে চলে। বাঘকে ধরিয়া এমন স্থানে আনিতে হয় যেখান হইতে সে আর পলাইতে পারে না। দেশজ। সং।

বাঘা—বড় বাঘ ; ব্যাঘ্রতুল্য ভয়ানক কুকুর ; খুঁটি হইতে চালের সম্মুখের পাড়ি ধরিবার তির্য্যক্ কাঠ। দেশজ। সং।

বাঘিনী—পাগলিনী। প্রা, ক।

বাঙ্গুরা—বামন, বেঁটে। দেশজ। বিণ, পু। স্ত্রী বাঙ্গুরী।

বাঙ্গাল—পূর্ববঙ্গবাসী ; অজ্ঞ। সং বা বিণ।

বাঙ্গালা—১। বঙ্গদেশ ; বঙ্গভাষা। বঙ্গদেশ দেখ। ২। সোজা চারিচালযুক্ত ঘর। দেশজ। সং।

বাঙ্গালী—বঙ্গদেশের অধিবাসী। [দেশজ। সং।

বাঙ্গী—শিকাতে ভার বহিবার স্কন্ধের যষ্টি।

বাঙ্গীদার—বাঙ্গীবাহক। দেশজ। সং।

বাঙ্‌নিষ্ঠ—যাহার কথার ঠিক আছে, সত্য-প্রতিজ্ঞ ; সত্যবাদী। বাচি নিষ্ঠ (বাক্+নিষ্ঠ), ৭তৎ ; কিংবা বাচি নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাঙ্‌নিষ্ঠা।

বাঙ্‌নিষ্ঠা—১। সত্যপ্রতিজ্ঞা, সত্যবাদিনী। বাঙ্‌নিষ্ঠ দেখ। ৭তৎ বা বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। বাক্যসংযম, অল্পভাষিতা ; সত্যবাদিতা। বাচি নিষ্ঠা (বাক্+নিষ্ঠা), ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

বাঙ্ময়—১। বাক্যময়, বাক্যাত্মক। বাচ্ (বাক্য) +ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাঙ্ময়ী। ২। শাস্ত্র ; সাহিত্য ; বক্তৃতা ; বাক্যজনিত পাপ। সং ; ক্লী।

বাঙ্ময়ী—১। বাক্যময়ী, বাক্যাত্মিকা। বাঙ্ময় দেখ। বাঙ্ময়+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বাগ্দেবী, সরস্বতী। সং ; স্ত্রী।

বাঙ্মুখ—উপন্যাস, বাক্যারম্ভ ; মুখবন্ধ। বাক্‌এর মুখ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বাচংযম—১। সংযত-বাক্, মৌনাবলম্বী ; মিত-ভাষী। অলুক্ উপ ; বাচং (বাক্যকে)—যম (সংযত করা)+ণক। বিণ ; ত্রি। ২। মৌনব্রতাবলম্বী মুনি। সং ; পু।

বাচঃপতি—বাচস্পতি দেখ।

বাচক—কথক ; বোধক, অভিধাশক্তি দ্বারা অর্থ-প্রকাশক (শব্দ) ; পাঠক। বচ্ (বলা) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাচিকা।

বাচকানি—শিশুর পরিধেয় বস্ত্র। দেশজ। সং।

বাচন, বাচনা—কথন ; ব্যাখ্যান ; পঠন। ণিজন্ত বচ্ (=বাচি)—+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বাচনক—প্রহেলিকা, হেঁয়ালি। বাচন+কণ্। সং ; ক্লী।

বাচনা—বাচন দেখ।

বাচনিক—বচননিষ্পন্ন, মুখের কথায় প্রকাশিত ; মৌখিক। বচন+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাচনিকী।

বাচস্পতি, বাচঃপতি—বৃহস্পতি ; সদ্বক্তা, বাগ্মী ; বিদ্বান্। বাচঃ (বাক্যের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং ; পু।

বাচস্পত্য—১। বাচস্পতিসম্বন্ধীয় ; বাচস্পতি-কৃত। বাচস্পতি+ষ্ণ্য ইদমর্থে। ২। বাগ্মিতা, বাক্‌পটুতা। বাচস্পতি (বাগ্মী) +ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বাচা—১। বাক্, বাক্য, কথা ; বচ্+ক্বিপ্ স্ব+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। বাক্য দ্বারা, কথায়। সংস্কৃত পদ। বা। ৩। শব্দহীন সুস্বাদু মৎস্যবিশেষ। দেশজ।

বাচাট, বাচাল—বহু-কুৎসিত-ভাষী ; যে অকারণে অনেক কথা কহে এরূপ, অসম্বদ্ধ-প্রলাপী। বাচ্ (বাক্য)+আট, আল। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাচাটা, বাচালা।

বাচান—রুজু মোকাবিলা করা, সত্যমিথ্যা নির্ণয় করা ; চালাইয়া দেওয়া ; পরিষ্কৃত করা। দেশজ। ক্রি।

বাচাল—বাচাট দেখ।

বাচিক—১। বাক্যনিষ্পাদিত, বাচনিক। বাচ্ শব্দ (বাক্য)+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী

বাচিকী। ২। সন্দেশ-বাক্য, সংবাদ। সং; স্ত্রী।

বাচিকপত্র—লিপি, চিঠিপত্র; সংবাদপত্র। বাচিক (সংবাদ) সংবলিত পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বাচিকহারক—সংবাদবাহক, সন্দেশবহ, দূত। বাচিক–হৃ (হরণ)+ণক ক। সং; পুং।

বাচ্চা, বাচ্ছা—বৎস, শিশু। দেশজ। সং।

বাচ্য—১। বক্তব্য, কথনীয়; নিন্দনীয়; ঘৃণার্হ; অভিধেয়; প্রতিপাদ্য। বচ (বলা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। ২। নিন্দা। সং; ক্লী।

বাচ্যতা—কথনীয়তা; নিন্দনীয়তা। বাচ্য শব্দ +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বাচ্যমান—কথ্যমান; উচ্চার্য্যমাণ; নিন্দ্য। ণিজন্ত বচ (=বাচি)+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা—অলঙ্কার দেখ।

বাছনি—স্নেহপাত্র, অতিশয় আদরের পাত্র; সন্তান, শিশু। দেশজ। কবিপ্রয়োগ।

বাছা—১। বৎস শব্দের অপভ্রংশ। বৎস দেখ। ২। মনোনীত করা, নির্ব্বাচন করা; পরিষ্কার করা। ক্রি। ৩। মনোনীত, নির্ব্বাচিত। দেশজ। বিণ।

বাছাই—১। মনোনয়ন, নির্ব্বাচন। সং। ২। বাছা, মনোনীত, নির্ব্বাচিত; পছন্দসহি, উৎকৃষ্ট, সেরা। দেশজ। বিণ।

বাছুর—গোবৎস। দেশজ। সং।

বাজ—১। শরপক্ষ; পক্ষ। বজ+ঘঞ্ ক। ২। শব্দ; বেগ। বজ+ঘঞ্ ভা। সং; পুং। ৩। ঘৃত; যজ্ঞ; অন্ন; বারি। বজ+ঘঞ্ র্ম। সং; ক্লী। ৪। কুলিশ, অশনি। বজ্র শব্দের অপভ্রংশ। ৫। পক্ষিবিশেষ, শ্যেন। বৈদেশিক। সং। ৬। বাদিত হও, বাজিতে থাক। দেশজ। ৭। বাজিতেছে। প্রা; ক। ক্রি।

বাজনদার—বাদ্যকর। দেশজ। সং। [সং।

বাজনা—বাদ্য, বাদ্যধ্বনি, বাদ্যযন্ত্র। দেশজ।

বাজপেয়—সামবেদবিহিত যাগবিশেষ। বাজ (ঘৃত) পেয় (পানীয়) হয় যাহাতে, বহু। সং; পুং বা ক্লী।

বাজপেয়ী (–পেয়িন্)—বাজপেয়-যাগকারী। বাজপেয়+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পুং।

বাজরা—বাজারে বোঝা লইবার বৃহৎ বংশ-পাত্র। দেশজ। সং।

বাজসনেয়—জনমেজয়কৃত বেদার্থগ্রন্থ। সং; পুং।

বাজসনেয়ী (–নেয়িন্)—যজুর্ব্বেদশাখাধ্যায়ী। বাজসনেয়+ইন্ অধ্যেতা অর্থে। সং; পুং।

বাজা—১। বাজনা, বাদ্য, বাদ্যধ্বনি, বাদ্য-যন্ত্র। হিন্দী। সং। ২। বাদিত হওয়া, ধ্বনিত হওয়া, শব্দ করা; ব্যথা বোধ হওয়া, লাগা। দেশজ। ক্রি। [সং।

বাজা-ওয়ালা—বাজনদার, বাদ্যকর। হিন্দী।

বাজাদার—বাজনদার, বাদ্যকর। বৈদেশিক। সং।

বাজান—বাদিত করা, ধ্বনিত করা, শব্দ করান; যাচাই করা, পরখ করা; ব্যথা দেওয়া; লাগান। দেশজ। ক্রি।

বাজার—ক্রয়বিক্রয়ের স্থান, আপণ, হাট; পণ্যের ক্রয়বিক্রয় কারবার; পণ্য-বিক্রয়ের প্রচলিত দর। বৈদেশিক। সং।

বাজারিয়া, বাজারে—অতি সাধারণ, খেলো, নিরেস, অপকৃষ্ট। দেশজ। বিণ।

বাজি, বাজী—১। পণ; ইন্দ্রজাল, ভেল্কি; কৌশলময় ক্রীড়া, খেলা, তামাসা; খেলার এক এক দফা, হাত; অগ্নি-ক্রীড়ার বস্তু; আতস বাজি। বৈদেশিক। সং। ২। নিমিত্তে, জন্যে। প্রা, ক। বা।

বাজিকর, বাজীকর—ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর, ভেল্কিবাজ; কৌশলময় ক্রীড়াপ্রদর্শক, তামাসাগীর। বৈদেশিক। সং।

বাজিগন্ধা—অশ্বগন্ধা। বহু। সং; স্ত্রী।

বাজিতা—পক্ষবত্তা, পক্ষিত্ব; অশ্বত্ব; শব্দবত্তা; বেগবত্তা। বাজীর ভাব এই অর্থে বাজিন্ শব্দ+তা। সং; স্ত্রী।

বাজিন—ছানার জল। ণিজন্ত বজ=বাজি (যাওয়ান ইত্যাদি)+ইনন্ ক। সং; ক্লী।

বাজিনী—১। বেগবতী। বাজী দেখ। বাজিন্ +ঙপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ঘোটকী; অশ্ব-গন্ধা। সং; স্ত্রী।

বাজিমেধ—অশ্বমেধ যজ্ঞ। বাজীর মেধ (বধ) যাহাতে, বহু; অথবা বাজী (অশ্ব) দ্বারা কৃত যে মেধ (যজ্ঞ), মধ্য কর্ম্মধা। সং; পুং।

বাজী (বাজিন্)—১। অশ্ব, ঘোটক; পক্ষী; গ্রহ; শর, বাণ। বজ (গমন করা)+ণিন্ ক। সং; পুং ২। বেগবান্। বাজ (বেগ) +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী বাজিনী। ৩। পণ; অগ্নিক্রীড়া। বৈদেশিক। সং।

বাজীকরণ—অশ্ববৎ সুরত-শক্তি-কারক ঔষধাদি [যে ঔষধ সেবনে ঔষধের প্রভাব ও গুণা-ধিক্যবশতঃ মানবের শুক্র বর্দ্ধিত হয় এবং বাজিবৎ রতিশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই বাজীকরণ ঔষধ। বলকর দ্রব্য, বৃংহণ (পুষ্টিকর) দ্রব্য, এবং জীবনীয় দ্রব্যসমূহ বাজীকরণ-গুণসম্পন্ন]। বাজিন্ (অশ্ব) +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বাজী)–কৃ (করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

বাজু—ভুজ, বাহু; বাজুভূষণ; আভরণ; দ্বারের পার্শ্বকাষ্ঠ। বৈদেশিক। সং।

বাজে—১। অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক, পরিহার্য্য; অকিঞ্চিৎকর, অকেজো, বাতিল; অপদার্থ, অসার; অপ্রধান; অন্য, অপর। বিণ। বৈদেশিক। ২। ব্যথা বোধ হয়, লাগে। প্রাদেশিক। ক্রি।

বাঞ্ছনীয়—অভিলষণীয়, স্পৃহণীয়। বান্ছ্ (ইচ্ছা করা)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –য়া।

বাঞ্ছা—১। ইচ্ছা, স্পৃহা, অভিলাষ। বান্ছ্ (ইচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। বাঞ্ছা করা, প্রার্থীচ্ছা করা, কামনা করা। ক, প্র। ক্রি। ৩। বাঞ্ছনীয় বস্তু, ঈপ্সিত পদার্থ। ক, প্র। সং।

বাঞ্ছা-কল্পতরু—যে বৃক্ষের নিকট যখন যাহা চাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই পাওয়া যায়। বাঞ্ছাপূরক যে কল্পতরু (কল্পতরু দেখ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

বাঞ্ছিত—অভিলষিত, ঈপ্সিত। বান্ছ্ (ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বাট—আবৃত স্থান; মার্গ, পথ। সং; পুং। [সং।

বাটখারা—ওজনের পোড়েন বা ঢক। দেশজ।

বাটনা—পিষ্ট মসলা। দেশজ। সং।

বাটপাড়—বঞ্চক, ঠক, জুয়াচোর, ডাকাত। দেশজ। সং।

বাটপাড়ি—জুয়াচুরি, ডাকাতি। দেশজ। সং।

বাটা—তাম্বূলকরঙ্ক, পর্ণাধার, পাণ রাখিবার রেকাব; পূজার ডালি; বাট্টা, মেথি, মশুরি। দেশজ। সং।

বাটি, বাটী—গহ্বরবিশিষ্ট ধাতুপাত্র, কটোরা, পেয়ালা। দেশজ। সং।

বাটিকা, বাটী—আবৃত স্থান; বাড়ী; বাস্তু। বাটি দেখ। বাটি+কণ্+আপ্, ২য় পক্ষে বাট+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বাট্যাল—বৃক্ষবিশেষ, বেড়েলা। বাটী–অল (ভূষিত করা)+বণ্ ক। সং; পুং।

বাট্যালক—বাট্যাল, বেড়েলা। বাট্যাল+কণ্ স্বার্থে। সং; পুং।

বাড়—বৃদ্ধি; নৌকাদির বেষ্টন; শরকাঠি কিংবা বংশশলাকা দ্বারা বোনা বেষ্টন, যাহা জলস্রোতে রাখিয়া মাছ ধরা হয়। দেশজ। সং। [সং।

বাড়ই, বাড়ুই—ঘরামি; ছুতার মিস্ত্রী। দেশজ।

বাড়তি—১। বাড়, বৃদ্ধি; আধিক্য। সং। ২। অতিরিক্ত, উদ্বৃত্ত, ফাজিল। দেশজ। বিণ।

বাড়ন, বাড়ুন—বৃদ্ধিপ্রাপ্তি; তৃণসম্মার্জ্জনী, খড়ের ঝাঁটা, কোঁস্তা। দেশজ। সং।

বাড়ন্ত—বর্দ্ধমান; বৃদ্ধিশীল। দেশজ। বিণ।

বাড়ব—১। বড়বাসম্বন্ধীয়। বড়বা+অণ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাড়বী। ২। সমুদ্রজাত অগ্নি; ব্রাহ্মণ। সং; পুং। ৩। পাতাল। সং; পুং বা ক্লী। ৪। ঘোটকীসমূহ; করণ-বিশেষ। সং; ক্লী।

বাড়বা—বড়বানল। প্রা, ক। সং।

বাড়বাগ্নি—বড়বানল (তাহা দেখ)।

বাড়বানল—বড়বানল দেখ।

বাড়বেয়—১। বড়বাসম্বন্ধীয়। বড়বা শব্দ+ঢক্ষ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাড়বেয়ী। ২।

জম্মুপ্রজাত অগ্নি; অশ্বিনীকুমারদ্বয়—নাসত্য ও দস্র। সং; পু।

বাড়ব্য—১। বড়বাসম্বন্ধীয়। বড়বা+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণসমূহ। বাড়ব (ব্রাহ্মণ)+ষ্ণ্য সমূহার্থে। সং; ক্লী।

বাড়া—১। বড় হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া; [খাদ্যাদি] রন্ধনপাত্র হইতে ভোজনপাত্রে নামাইয়া দেওয়া; পরিবেশণ করা; [কলমাদি] কাটা, দেশজ। ২। বাড়ি মারা, লাঠান, ঠেঙ্গান। প্রা,ক। ক্রি। ৩। অধিক, বেশী। দেশজ। বিণ।

বাড়ান—১। বড় করা, বর্দ্ধিত করা; দীর্ঘ করা; প্রলম্বিত করা; [খাদ্যাদি] রন্ধনপাত্র হইতে ভোজনপাত্রে অন্যের দ্বারা নামান, পরিবেষণ করান; [কলমাদি] কাটান; [মৃত গবাদি পশু] বাড়ী হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া। দেশজ। ২। লাঠান, ঠেঙ্গান। প্রা, ক। ক্রি।

বাড়ি, বাড়ী—১। গৃহ, আলয়, আবাস। বাটী শব্দের অপভ্রংশ। ২। যষ্টি, ছড়ি, লাঠী; আঘাত, প্রহার; বৃদ্ধি; বৃদ্ধি হিসাবে শস্যাদি দাদন। দেশজ। সং।

বাড়ী-ওয়ালা—বাটীর অধিকারী, গৃহস্বামী, গৃহস্থ, জমিদার। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী, -ওয়ালী।

বাড়ীভাড়া—বাটীর ভাটক, গৃহভোগের নিমিত্ত দেয় কর বা খাজানা। দেশজ। সং।

বাঢ়—১। সত্য; স্বীকার; ভূশ। বহ+ক্ত র্ম, নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। অধিক; দৃঢ়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাঢ়া।

বাঢ়া—বাড়া, বড় হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া। প্রা, ক। ক্রি।

বাঢ়ান—বাড়ান, বড় করা, বর্দ্ধিত করা, প্রসারিত করা। প্রা, ক। ক্রি।

বাঢ়ে—বাড়ে, বর্দ্ধিত হয়। প্রা, ক। ক্রি।

বাণ—১। শর, তীর; ধ্বনি, শব্দ; শর-বৃক্ষ, নলখাগড়ার গাছ; গোস্তন; অগ্নি; নীল-ঝিণ্টী; পাঁচ অঙ্ক; কাহারও মৃত্যু কামনায় অভিচারাদি মন্ত্র; জনৈক কবি। বণ্+ঘঞ্ ক। সং; পু।

২। দৈত্যরাজ বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাণ কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব লাভ করিল। শিব ইহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বরপিতার উপদেশে বাণ শোণিতপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। দৈত্যবর ক্রমে ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিল। দেবতারা ইহার ভয়ে সদা সশঙ্ক অবস্থায় কালহরণ করিতে লাগিলেন।

বাণের কন্যা উষা স্বপ্নে কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তৎপ্রতি আসক্তা হইয়া পড়ে এবং প্রিয়সখী চিত্রলেখার সহায়তায় তাঁহাকে আনয়ন করাইয়া তাঁহার সহিত গান্ধর্ব্ববিবাহে আবদ্ধ হয়। ক্রমে বাণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সৈন্যগণের প্রতি অনিরুদ্ধের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রদান করিল। অনিরুদ্ধ সমস্ত দৈত্য-সেনা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন বাণ স্বয়ং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল ও অনিরুদ্ধকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিল। অনন্তর দৈত্যবর তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড ইঁহাকে তৎকার্য্য করিতে নিবারণ করিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া বলরাম ও প্রদ্যুম্নাদি সমভিব্যাহারে শোণিতপুরে সমাগত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। স্বয়ং মহাদেব বাণের সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তথাপি বাণ সদলবলে পরাজিত হইল। অনন্তর কৃষ্ণের কৃপায় বাণ জীবিতাবস্থাতেই মহাকাল নামে খ্যাত হইয়া শিবের পারিষদমধ্যে পরিগণিত হইল। শোণিতপুরসহ দৈত্যরাজ্য ধার্ম্মিকপ্রবর কুষ্মাণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। লঙ্কাবিধ্বংসকারী হনুমানকে রাবণ বাণের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন।

বাণধি—তূণীর, তূণ। বাণ শব্দ—ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; পু।

বাণভট্ট—জনৈক পণ্ডিত: খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি কান্যকুব্জরাজ হর্ষ-বর্দ্ধনের (অপর নাম দ্বিতীয় শিলাদিত্য) সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে এই কয়েকখানি সবিশেষ প্রসিদ্ধ, কাদম্বরী, হর্ষচরিত, রত্নাবলী, পার্ব্বতী-পরিণয় ও চণ্ডিকাশতক। সং; পু।

বাণলিঙ্গ—নর্ম্মদানদীসম্ভূত শিবলিঙ্গবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাণবার—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। বাণ (শর)—ণিজন্ত বৃ=বারি (বারণ করা)+ষণ্ ক। সং; ক্লী বা পু। [সং; স্ত্রী।

বাণসুতা—দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষা। ৬তৎ.

বাণহা (—হন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপ; বাণ (দৈত্যবিশেষ)—হন+কিপ্ ক। সং; পু।

বাণা—বাণমূল; নীল ঝিণ্টী। বাণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

বাণারি—শ্রীকৃষ্ণ। বাণের (দৈত্যবিশেষের) অরি (রিপু), ৬তৎ। সং; পু।

বাণাশ্রয়, বাণাসন—শরাসন, ধনু। বাণের (শরের) আশ্রয় বা আসন, ৬তৎ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বাণি—১। বস্ত্রাদি বপন, কাপড়-চোপড় বোনা। বণ (শব্দ করা)+ইঞ্ ভা। ২। বাপদণ্ড। বণ+ইঞ্ ণ। সং; স্ত্রী। ৩। অলঙ্কারাদি গড়াইবার মজুরি। দেশজ। সং।

বাণিজ—বণিক্; বাড়বানল। বণিজ্ শব্দ +ষ্ণ। সং; পু।

বাণিজিক—বণিক্; ধূর্ত্ত; বাড়বাগ্নি। বণিজ্ (বণিক্)+ষ্ণিক। সং; ক্লী।

বাণিজ্য—বণিগ্‌বৃত্তি, সওদাগরী, বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানির কাজ। বণিজ্ শব্দ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

বাণিজ্যকরণ—বাণিজ্য করা, ব্যবসায় করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাণিজ্যপোত—ব্যবসায়সম্বন্ধীয় জলযান, সমুদ্র-গামী সওদাগরী জাহাজ। বাণিজ্যসম্বন্ধীয় পোত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বাণিজ্যবায়ু—মেরুপ্রদেশ হইতে বিষুবরেখাভিমুখে উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব বায়ুর অবিশ্রান্ত প্রবাহবিশেষ। এই সুদীর্ঘ বায়ুপ্রবাহের অনুসরণ করিয়া সমুদ্রপথে অনায়াসে পোত-পরিচালনা করিয়া দেশদেশান্তরে গমনাগমন করা যায়। এই নিমিত্ত ইংরেজরা ইহাকে বাণিজ্যবায়ু (Trade Wind) বলিয়া থাকেন। বাণিজ্যসহায় যে বায়ু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বাণিজ্যশালা—বাণিজ্যের গৃহ, ক্রয় বিক্রয়ের ভবন, দোকানঘর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাণিনী—নর্ত্তকী; মত্তা স্ত্রী; দূতী; বিদগ্ধা নায়িকা; ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। বণ (শব্দ করা)+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বাণী—১। বাক্য, কথা; বপন। বণ (শব্দ করা)+ইঞ্ র্ম। ২। বাগ্দেবী, সরস্বতী। বণ্+ইঞ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত। হুগলি জেলার অন্তর্গত গুপ্তপল্লী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। বাল্যকাল হইতেই ইনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই বাণেশ্বর নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন, এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় একজন প্রধান সভাসদ্ হইয়াছিলেন। রাজা ইঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঙ্গালা দেশের তদানীন্তন প্রধান প্রধান কয়েকজন স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে দিয়া 'বিবাদার্ণবসেতু' নামে এক সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থের সঙ্কলন করেন। বাণেশ্বর তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। ইঁহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল। মুখে মুখে ইনি কবিত্বপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ইঁহার রচিত শ্লোকগুলি এখনও লোকমুখে প্রচারিত আছে।

বাণ্ডিল—একত্রবদ্ধ দ্রব্য ; গোলাকারে বদ্ধ বা গুটানো সূতা বা দড়ি। ইং (bundle)। সং।
বাত—১। বায়ু, বাতাস ; রোগবিশেষ ; জ্বর। বা (বহা)+ক্ত ক। সং ; পু। ২। গত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাতা। ৩। বার্তা, বাক্য, কথা। হিন্দী ; সং। প্রা,ক। [সং ; স্ত্রী।
বাতকর্ম—অপানবায়ু ত্যাগ, পর্দ্দন। ৬তৎ।
বাতকী (-কিন্)—বাতরোগগ্রস্ত। বাত+কিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বাতকিনী।
বাতকুম্ভ—গজকুম্ভের অধোদেশ। ৬তৎ। সং ; পু। [বিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু
বাতকেলী—মধুর আলাপ ; নায়ককৃত দন্তক্ষত
বাতগামী (-গামিন্)—পক্ষী। উপ ; বাত (বায়ু)-গম্+ণিন্ ক। সং ; পু।
বাততুল—আকাশে উড্ডীয়মান সূত্র, 'বুড়ীর সূতা'। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
বাতধ্বজ—মেঘ। বাত (বায়ু) হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। সং ; পু।
বাতপুত্র—মারুতি, হনুমান্ ; ভীম। বাতের (বায়ুর) পুত্র, ৬তৎ। সং ; পু।
বাতপ্রমী—বাতমৃগ, বাওট হরিণ ; নকুল ; অশ্ব। উপ ; বাত (বায়ু)-প্র-মা (পরিমাণ করা)+ঈ ক। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।
বাতবিক্ষুব্ধ—বায়ুদ্বারা আলোড়িত। ৩তৎ।
বাতমজ, বাতমৃগ—বায়ুবৎ দ্রুতগামী হরিণ ; নকুল। বাতমজ=বাত-অজ (গমন করা)+খ ক ; বাতমৃগ=বাতবৎ মৃগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [স্ত্রী।
বাতমণ্ডলী—বাত্যা, ঘূর্ণী বায়ু। ৬তৎ। সং ;
বাতমৃগ—বাতমজ দেখ।
বাতযন্ত্র—বায়ুচালিত যন্ত্র, বাতাসে চালিত কল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
বাতরক্ত, বাতশোণিত—রোগবিশেষ। বাত কর্তৃক দূষিত হয় রক্ত বা শোণিত যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।
বাতলান—বাৎলান (তাহা দেখ)।
বাতা—১। গতা। বাত দেখ। বাত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বাখারি, কাবারি, বাঁশের ফলা ; ছাঁইচের বাখারি। দেশজ। সং।
বাতাট—বাতমৃগ ; সূর্য্যের ঘোটক। বাত (বায়ু)-অট (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু।
বাতান—বাতলান, কথা বলা, নির্দ্দেশ করা, উপদেশ দেওয়া। হিন্দী। ক্রি।
বাতান্দোলিত—বায়ুকম্পিত, বাতাসের বেগে কম্পনযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
বাতাপি—১। জনৈক অসুর [ইল্বল দেখ]। বাত-আপ (পাওয়া)+ই ক। সং, পু। ২। বাতাবি লেবু, ছোলঙ্গ। দেশজ।
বাতাপিসূদন—অগস্ত্যমুনি। বাতাপির সূদন (বিনাশক), ৬তৎ। সং ; পু।
বাতাবর্ত্ত—আবর্ত্তযুক্ত বায়ু, ঘূর্ণী বায়ু ; প্রবল ঝটিকা। ৬তৎ। সং ; পু।
বাতাবি, বাতাবি লেবু—একপ্রকার বড় লেবু, ছোলঙ্গ। দেশজ। সং।
বাতায়ন—১। গবাক্ষ, জানালা। বাতের (বায়ুর) অয়ন (গমন) হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং ; স্ত্রী। ২। অশ্ব। বাতের (বায়ুর) ন্যায় অয়ন (গমন) যাহার, বহু। সং ; পু।
বাতায়ু—মৃগ, হরিণ। বাত (বায়ু)-অয় (গমন করা)+উ ক। সং ; পু।
বাতারি—এরণ্ডবৃক্ষ ; শতমূলী ; শেফালিকা ; ভল্লাতক ; শূরণ, ওল। ৬তৎ। সং ; পু।
বাতাস—বাত, বায়ু, হাওয়া, ঝড়। দেশজ। সং।
বাতাসা—গুড় বা চিনির রসে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ (sugar plum)। দেশজ। সং।
বাতাহত—বায়ু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, ঝটিকাপ্রহৃত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-হতা।
বাতি—১। সূর্য্য, চন্দ্র ; বায়ু। বা (যাওয়া)+অতি ক। সং ; পু। ২। দীপ, আলোক ; লণ্ঠন ; মোম প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত আলোকউৎপাদক দ্রব্যবিশেষ। বৈদেশিক।
বাতিক—১। বাতজনিত, বায়ুজাত। বাত+ফিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাতিকী। ২। রোগবিশেষ। সং ; পু। ৩। বাই, উন্মাদনা। দেশজ।
বাতিদান—মোমাদির বাতি বসাইবার আধার ; সামাদান। বৈদেশিক। সং।
বাতিল—বাজে, অকেজো ; পরিত্যক্ত, রহিত, রদ, অগ্রাহ্য। বৈদেশিক। বিণ।
বাতুল, বাতুল—১। বাতসমূহ, বাত্যা, ঝড়। বাত (বায়ু)+উল, ঊল। সং ; পু। ২। উন্মত্ত, পাগল ; বাতরোগগ্রস্ত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাতুলা, বাতুলা। [পু।
বাতুলি—বাদুড়। বাত (বায়ু)+উলি। সং ;
বাতুল—বাতুল দেখ।
বাতোদ্ধূলিত—বায়ু দ্বারা উৎপাটিত, ঝড়ের বেগে উপড়াইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
বাত্যা—বাতসমূহ, প্রবল বায়ু, ঝড়। বাত (বায়ু)+য সমূহার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।
বাত্যাকুল—ঝটিকাকুল, ঝটিকা দ্বারা পীড়িত। বাত্যা দ্বারা আকুল, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
বাত্যাপীড়িত—ঝটিকাকাতর, ঝটিকাহত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
বাৎসল্য—বৎসলতা, স্নেহ ; রসবিশেষ [রস দেখ]। বৎসল+ষ্য ভাবে। সং ; স্ত্রী।
বাৎস্য—বৎসমুনির পুত্র ; গোত্রবিশেষ। বৎস+ষ্য অপত্যার্থে। সং ; পু।
বাৎস্যায়ন—বৎস্যমুনির পুত্র। বৎস্য+কায়ন অপত্যার্থে। সং ; পু।
বাথান—মাঠ, গোথান। দেশজ। সং।
বাদ—১। বাক্য ; উক্তি ; বিতর্ক ; প্রবাদ ; যথার্থ বিচার। বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। ২। বাদ্য, বাজনা। বদ+ঘঞ্ র্ম। সং ; পু। ৩। বিবাদ, বিরোধ, শত্রুতা ; বিয়োগ, বর্জ্জন, ত্যাগ, ছাড়, বাতিল। দেশজ। ৪। কলহ। প্রা, ক। সং।
বাদক—বাদ্যকর। ণিজন্ত বদ্=বাদি (বলান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাদিকা।
বাদন—১। বাজান। ণিজন্ত বদ=বাদি (বলান)+অনট্ ভা। ২। বাদ্য। বাদি+অনট্ র্ম। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।
বাদপ্রতিবাদ—উত্তরপ্রত্যুত্তর ; তর্কবিতর্ক, দ্বন্দ্ব।
বাদর—১। কুলফল ; কার্পাসসূত্র। সং ; স্ত্রী। ২। কুলগাছ ; কার্পাসবৃক্ষ। বদর+ষ্ণ। সং ; পু। ৩। বাদল, বাদলা। প্রা, ক।
বাদরঙ্গ—অশ্বত্থ বৃক্ষ। বাদে (বাদ্যে) রঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।
বাদরায়ণ—ব্যাসদেব। বদরী+কায়ন, অথবা বাদর অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। সং ; পু।
বাদরায়ণি—ব্যাসতনয়, শুকদেব [বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ইহা ব্যাসের নাম বলিয়াও দৃষ্ট হয়। বেদান্তসূত্রে ব্যাসের নাম বাদরায়ণি উল্লেখ আছে]। বাদরায়ণ+ফি অপত্যার্থে। সং ; পু।
বাদল—১। যষ্টিমধু। বাদ-দল (ভেদ করা)+অ, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী। ২। দুর্দ্দিন, বর্ষা। দেশজ। [জরি। দেশজ। সং।
বাদলা—বাদল, বর্ষা, দুর্দ্দিন ; জরির ফিতা,
বাদশাহ—মুসলমান রাজা। বৈদেশিক। পাতশাহ শব্দের অপভ্রংশ। [স্ত্রী,-জাদী।
বাদশাহজাদা—রাজপুত্র। বৈদেশিক। সং ; পু।
বাদশাহী—১। রাজত্ব। সং। ২। রাজকীয়, রাজার। বৈদেশিক। বিণ। [সং।
বাদা—জঙ্গলযুক্ত বিল বা জলাভূমি। দেশজ।
বাদাড়—বন্যভূমি। দেশজ। সং।
বাদানুবাদ—তর্কবিতর্ক ; কলহ ; ঝগড়া। বাদ এবং অনুবাদ, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।
বাদাম—বৃক্ষবিশেষের তৈলময় বীজ, স্বনামখ্যাত মেওয়া ফলবিশেষ, নৌকার পাইল। বৈদেশিক। সং।
বাদামী—বাদামতুল্য পাণ্ডুবর্ণ ; অণ্ডাকার। বৈদেশিক। বিণ।
বাদাল—বোয়াল মাছ। বদাল+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।
বাদি—বিদ্বান্, পণ্ডিত। বদ (বলা)+ই ক।
বাদিত—ধ্বনিত, যাহা বাজান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত বদ=বাদি (বলান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাদিতা। [ইত্র র্ম। সং ; স্ত্রী।
বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র। ণিজন্ত বদ্=বাদি (বলান)+
বাদিয়া, বেদে—নিম্নশ্রেণীর যাযাবর জাতিবিশেষ ; হাবড়িয়া। দেশজ। সং।
বাদী (বাদিন্)—বক্তা ; অভিযোক্তা, অর্থী, ফরি

বাদী (Plaintiff, Complainant)। বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—দিনী।

বাদুড়—পক্ষীর ন্যায় উড্ডয়নক্ষম বৃক্ষবাসী নিশাচর জন্তুবিশেষ। দেশজ। সং।

বাদুয়া—বেদে; বিষবৈদ্য। প্রা, ক। সং।

বাদে—বাদ দিয়া, ছাড়িয়া, ছাড়া, ব্যতীত, ব্যতিরেকে ; পরে ; বিলম্বে। দেশজ। ক, প্র।

বাদ্য—১। বাজনা। ণিজন্ত বদ্ বা বাদি (বলান)+য ভা। ২। বাজনার যন্ত্র। বাদি+য র্ম। সং ; ক্লী।

বাদ্যকর—বাজনদার, বাজাওয়ালা, বায়েন। বাদ্য—কৃ+ট ক। সং; পু। স্ত্রী,—করী।

বাদ্যধ্বনি—বাজনার শব্দ। ৬তৎ। সং ; পু।

বাদ্যভাণ্ড—বাদ্যযন্ত্রসমূহ। ৬তৎ বা দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। [৫তৎ। সং ; পু।

বাদ্যাতঙ্ক—বাজনাকে ভয়। বাদ্য হইতে আতঙ্ক,

বাদ্যোদ্যম—বাজনার উদ্যোগ বা উৎসাহ। বাদ্যের উদ্যম, ৬তৎ। সং ; পু।

বাধ—১। বাধা, ব্যাঘাত, সংমর্দ্দ, রোধ ; উপদ্রব ; পীড়া। বাধ্ (ব্যাঘাত করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। বাধক। বাধ্+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাধা।

বাধক—১। প্রতিবন্ধক, রোধক। বাধ্ (ব্যাঘাত করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাধিকা। ২। স্ত্রীলোকের সন্তানজননরোধক রোগ। সং ; পু।

বাধন—বাধা, প্রতিবন্ধ ; পীড়া। বাধ্ (ব্যাঘাত করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বাধা—১। বাধিকা। বাধ দেখ। বাধ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ব্যাঘাত, রোধ, সংমর্দ্দ ; উপদ্রব ; নিষেধ ; পীড়া। বাধ্ (ব্যাঘাত করা)+অল্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। পীড়া, ক্লেশ, যাতনা, ব্যথা ; পাদুকা, খড়ম, জুতা। প্রা, ক। সং। ৪। লাগা, ঘটা, উপস্থিত হওয়া, আরম্ভ হওয়া। দেশজ। ক্রি। [৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বাধাজনক—বিঘ্নকর, ব্যাঘাতক, প্রতিবন্ধক।

বাধান—লাগান, ঘটান ; ঠেকান ; কাটিতে কাটিতে যেখানে কাটা অনভিপ্রেত সেইখানে লাগান। দেশজ। ক্রি।

বাধাপ্রাপ্ত—প্রতিবন্ধ প্রাপ্ত, রুদ্ধ। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাধাপ্রাপ্তা।

বাধাবিঘ্ন—বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধক ও ব্যাঘাত। দ্বন্দ্ব। সং ; পু। দুইটী শব্দই প্রায় একার্থক।

বাধিত—ব্যাহত, ব্যাঘাতপ্রাপ্ত ; পীড়িত ; বশীভূত। বাধ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

বাধির্য্য—বধিরতা, শ্রবণশক্তিহীনতা। বধির শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বাধ্য—নিষেধ্য ; বারণীয় ; পীড়নীয় ; বশ্য। বাধ্ +য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাধ্যা।

বাধ্যতা—বাধনীয়তা ; নিষেধ্যতা ; বশ্যতা বাধ্য+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

বাধ্যবাধকতা—পরস্পর বশ্যতা, পরস্পর বাধ্য থাকা। সং ; স্ত্রী।

বান—১। বস্ত্র। বন শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বানী। ২। জলপ্লাবন, বন্যা ; বনসমূহ। বন শব্দ+ষ্ণ সমূহার্থে। ৩। গন্ধ ; গমন। বা (যাওয়া)+অনট্ ভা। ৪। শুষ্কফল। বৈ (শোষণ করা)+ক্ত ক। সং ; ক্লী। ৫। শুষ্ক। বিণ ; ত্রি। ৬। জোয়ারের জলের অত্যধিক বৃদ্ধি বা স্ফীতি। দেশজ। সং।

বানক—পাটপোকা বা পলুপোকা পালনের চাঁচের বোনা আধার। দেশজ। সং।

বানপ্রস্থ—তৃতীয় আশ্রমাবলম্বী ; তৃতীয় আশ্রম [আশ্রম দেখ]। বনপ্রস্থ+ষ্ণ। সং ; পু।

বানর—কপি, মর্কট, শাখামৃগ, বাঁদর। বা+নর ; অথবা বান (বনসমূহ)—রম্ (ক্রীড়া করা) বা রা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং ; পু। স্ত্রী বানরী [কেহ কেহ বলেন, রামচন্দ্র যাহাদের সাহায্যে লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কপিজাতীয় নহে,—বনবাসী অসভ্য মনুষ্যজাতীয়]।

বানরেন্দ্র—১। বানরশ্রেষ্ঠ। বানরগণের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। বিণ ; পু। ২। সুগ্রীব ; হনুমান্। সং ; পু। [সং ; পু।

বানস্পত্য—বনস্পতি। বনস্পতি+ষ্ণ্য স্বার্থে।

বানান—১। বর্ণবিন্যাস, অক্ষর সন্নিবেশ। দেশজ। সং। ২। তৈয়ার করা ; ছোট ছোট করিয়া কাটা, কুটা। হিন্দী। ক্রি।

বানায়ু—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমস্থ দেশবিশেষ। সং ; পু।

বানায়ুজ—বানায়ু দেশজাত অশ্ব। বানায়ু শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

বানি—নির্ম্মাণমূল্য। দেশজ। সং।

বানীর—বেতস বৃক্ষ, বেতগাছ। বন+ঈর+ষ্ণ। সং ; পু।

বান্ত—উদ্গীর্ণ, যাহা বমি করা হইয়াছে এরূপ। বম্ (বমি করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

বান্তি—বমন, বমি, উদ্গিরণ। বম্ (বমি করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

বান্দর—বাঁদর দেখ। [বৈদেশিক। সং ; পু।

বান্দা—গোলাম, দাস, কিঙ্কর, চিরদাস।

বান্দী—বাঁদী দেখ।

বান্ধকিনেয়—বন্ধকীর সন্তান, অসতী-পুত্র। বন্ধকী+ফেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

বান্ধব—বন্ধু, মিত্র ; ভ্রাতা ; জ্ঞাতি ; স্বজন। বন্ধু+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু।

বান্ধা—বাঁধা, বন্ধন করা। ক্রি। ক, প্র।

বান্দী—শ্রেষ্ঠা বা বয়ঃস্থা নারী, অনুচর শব্দ রূপে ব্যবহৃত, যথা গিন্নী বান্নী। দেশজ। সং।

বাপ—১। বয়ন, কাপড়-চোপড় বোনা ; রোপণ, বীজ বোনা ; মুণ্ডন, ক্ষৌর। বপ্+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। বাবা, পিতা ; পুত্র, পুত্রক, বৎস, সন্তান, শিশু। দেশজ। সং।

বাপক—বপনকারী, রোপক, বয়ন বা মুণ্ডনকারক। ণিজন্ত বপ্ বা বাপি+ণক ক বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাপিকা।

বাপদণ্ড—কাপড় বুনিবার দণ্ড, তাঁত বা নরাজ। ৪তৎ। সং ; পু।

বাপন—রোপণ, বুনান, বয়ন, বা মুণ্ডন করান। ণিজন্ত বপ্=বাপি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বাপান্ত—বাপ (বাবা) তুলিয়া গালি, যেমন 'গুখেকোর বেটা', ইত্যাদি। দেশজ। সং।

বাপি, বাপী—দীর্ঘিকা, দীঘি ; পুষ্করিণী। বপ্ (বপন করা)+ইঞ্ অধি, বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বাপিত—বয়নকৃত ; মুণ্ডিত ; রোপিত। ণিজন্ত বপ্=বাপি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

বাপী—বাপি দেখ।

বাপীহ চাতকপক্ষী। বাপী (জলাশয়)—হা (ত্যাগ করা)+ড ক। সং ; পু।

বাপু—স্নেহ বা আদর-সূচক শব্দ, বৎস, তাত ; পিতা ; বাবু। দেশজ। সং।

বাপুদেব শাস্ত্রী—১৮২১ খ্রীঃ ইনি পুনানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা সীতারাম দেব বেদবিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাল্যে বাপুদেব সংস্কৃত এবং একটি মারাঠী বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা করেন। ১৮৩৭ খৃঃ পিতার সহিত ইনি নাগপুরে আসিয়া বাস করেন এবং সেইখানে কৌমুদী ব্যাকরণ, লীলাবতী ও বীজগণিত অধ্যয়ন করেন। সেহোরের পালটিকেল এজেন্ট এল, উইলকিন্সন সাহেব একদা নাগপুরে আসিয়া বাপুদেবের গণিতবিদ্যায় নৈপুণ্য দর্শনে আনন্দিত হন এবং তথা হইতে ইঁহাকে সেহোরে লইয়া যান। বাপুদেব সেখানে দুই বৎসর কাল সকালে সংস্কৃত কলেজে সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও বৈকালে হিন্দি বিদ্যালয়ে পাটীগণিত ও বীজগণিতের অধ্যাপনা করেন। উক্ত সাহেবের যত্নে ১৮৪২ খৃঃ বাপুদেব বেনারস সংস্কৃত কলেজের গণিত ও জ্যোতিষ অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হন। ইউরোপীয় প্রণালীতে একখানি বীজগণিত হিন্দী ভাষায় রচনার জন্য বাপুদেব উত্তর পশ্চিমের ছোটলাট টমার্সন সাহেবের নিকট ২০০০ টাকা মূল্যের একটি খেলাত পান (১৮৫৩ খৃঃ)। বাপুদেব সংস্কৃত ভাষায় পাটীগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের এক খানি ইংরাজী অনুবাদও করেন। হিন্দি ভাষায় বীজগণিতের দ্বিতীয় ভাগ

রচনার পুরস্কার স্বরূপ স্থানীয় ছোটলাট মিউর (Muir) সাহেব দরবার করিয়া বাপুদেবকে ১০০০্টাকা নগদ ও একযোড়া বহুমূল্য শাল প্রদান করেন। ১৮৬৪ খৃঃ ইংলণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি এবং ১৮৬৮ খৃঃ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ইঁহাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন। পর বৎসর ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ ১লা জানুয়ারি ইনি সি, আই, ই উপাধি-ভূষিত হন। গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বেনারসে যে জয়পুরাধিপতি-প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির আছে, ইহার মর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ে বাপুদেবই বুঝিতেন ও বুঝাইবারও সামর্থ্য রাখিতেন। কয়েক বৎসর হইল এই মহাত্মার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বাপুর—বেচারা। প্রা, ক। সং।

বাপ্পারাও—চিতোরের গোহিলোট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের আদিপুরুষ গোহ পর্ব্বত গুহায় জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার এই নাম হয়। এই বংশীয়েরা ইদর নামক এক ভীল জনপদের অধিপতি ছিলেন। এই বংশের অষ্টম রাজা নাগাদিত্য ভীল-করে নিহত হইলে তাঁহার মহিষী তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র বাপ্পাকে রাজপুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করেন। পুরোহিত রাজপুত্রকে লইয়া ভাণ্ডীরের দুর্গে যদুবংশীয় এক ভীল সর্দ্দারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তথা হইতে, তাঁহাকে আরও নিরাপদে রাখিবার জন্য ত্রিকূট পর্ব্বত-সন্নিহিত পরাশর অরণ্যে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে বাপ্পা কয়েক বৎসর ব্রাহ্মণদিগের গোচারণে নিযুক্ত ছিলেন। একদা ঝুলনোৎসবের দিনে বনমধ্যে শোলাঙ্কি রাজকুমারীর সহিত বাপ্পার ক্রীড়াচ্ছলে বিবাহ হয়। শোলাঙ্কি-রাজ এই কথা জানিতে পারিয়া বাপ্পার প্রাণবধের আদেশ দিলে তিনি চিতোরে পলাইয়া যান। চিতোরের তৎকালীন মৌর্য্যবংশীয় রাজা মানসিংহ বাপ্পার মাতুল ছিলেন। তিনি বাপ্পার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সামন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছু দিন পরে বিদেশী শত্রু চিতোর আক্রমণ করিলে বাপ্পা বাহুবলে শত্রু জয় করিয়া রাজার অধিকতর প্রিয়পাত্র হন। কিন্তু বাপ্পা চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার পিতৃভূমি গজনী অভিমুখে অগ্রসর হন, এবং গজনীরাজ সলিমকে বিতাড়িত করিয়া চৌরা জাতীয় একজন সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে স্থাপন করেন। বাপ্পা পরাজিত সলিমের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাপ্পা চিতোরের রাজানুগ্রহ লাভ করায় চিতোরের সামন্তগণ রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। চিতোর আক্রান্ত হইলে তাঁহারা যুদ্ধে অনিচ্ছুক হন। কিন্তু বাপ্পা যুদ্ধ জয় করিলে তাঁহারা বাপ্পার আনুগত্য স্বীকার করেন। বাপ্পা তাঁহাদের সহায়তায় মাতুলকে বিতাড়িত করিয়া চিতোর অধিকার করেন, এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে হিন্দুসূর্য্য, রাজগুরু উপাধি ধারণ পূর্ব্বক চিতোরের সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরিণত বয়সে বাপ্পা চিতোর ত্যাগ করিয়া একাকী খোরাসান প্রদেশে গিয়া নব রাজ্য স্থাপন করেন, এবং মুসলমান রমণীগণকে বিবাহ করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তথায় তাঁহার বহু সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করে। একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে, বাপ্পা ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক, ইরাণ, তুরাণ ও কাফিরীস্থান জয় করিয়াছিলেন। একশত বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। [শিক। সং।

বাফতা—একপ্রকার পশমী কাপড়। বৈদে

বাব—আবওয়াব; কর; বাবদ; হেতু, কারণ; দফা; গ্রন্থপরিচ্ছেদ, অধ্যায়। বৈদেশিক। সং। [বৈদেশিক। সং।

বাবত, বাবদ—হেতু, কারণ; বাব; বিষয়।

বাবর শাহ্—ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ওমর সেখ মির্জ্জা মধ্য এশিয়ার ফরগণা দেশের রাজা ছিলেন। ওমর সেখ তৈমুর লঙ্গের ষষ্ঠ বংশধর, এবং বাবরের মাতা মোগলবংশীয় চেঙ্গিজ খাঁর বংশসম্ভূতা; এই জন্য বাবরের বংশ মোগলবংশ নামে খ্যাত। বাবর বাল্যকাল হইতেই সাহসী ও সমরপ্রিয় ছিলেন। ওমর সেখের মৃত্যু হইলে দ্বাদশবর্ষীয় বাবর পিতৃরাজ্য অধিকার করিলেন এবং তিন বৎসর পরে সমরকন্দ অধিকার করিলেন। কিন্তু অধিক দিন রাজভোগ করিতে পারিলেন না। অচিরে রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় ইনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর বাবর ২৩ বৎসর বয়সের সময় কাবুল অধিকার করিয়া তথায় আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে পাঠানরাজ ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সুলতান, এবং তাঁহার অধীনে দৌলৎ খাঁ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা। ইব্রাহিমকে দুর্ব্বল দেখিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভের আশায় দৌলৎ খাঁ বাবরকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গেই পাইলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া বাবর সসৈন্যে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং পঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই দৌলৎ খাঁকে বন্দী করিলেন। তৎপরে পাণিপথ ক্ষেত্রে মোগল পাঠানে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল; মোগলের জয় হইল (১৫২৬ খৃঃ)। বাবর মহাড়ম্বরে দিল্লী উপনীত হইয়া শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

বাবর দিল্লীতে রাজা হইয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন, দেখিয়া রাজপুতগণ ইঁহাকে বিতাড়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হিন্দুপক্ষের নেতা হইলেন, চিতোরপতি সংগ্রাম সিংহ। তিনি ভীম বিক্রমে বাবরকে আক্রমণ করিলেন। ফতেপুর সিক্রি নামক স্থানে হিন্দুমুসলমানে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে বাবর জয়লাভ করিলেন (১৫২৭ খৃঃ)।

এইরূপে অন্তঃশত্রু দমন করিয়া বাবর রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কয়েকটী প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। বাবরের মৃত্যুসম্বন্ধে একটি বিস্ময়জনক গল্প প্রচলিত আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে ইনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। একবার হুমায়ুন এরূপ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন যে, তাঁহার জীবনের কোন আশা রহিল না। তখন পুত্রবৎসল বাবর পুত্রের রোগশয্যা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভগবানের নিকট একান্তপ্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে করুণাময়, তোমার কৃপায় যেন হুমায়ুনের রোগ আমাকে ধরে এবং হুমায়ুন নিরাময় হয়। ভক্তের এই আকুল ক্রন্দন ভগবানের কাণে পৌঁছিল। সেই সময় হইতে হুমায়ুন ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, এবং বাবর পীড়িত হইয়া কিছু দিন পরে কালকবলিত হইলেন।

বাবা—পিতা, জনক; তাত, পুত্র, বৎস; সম্মানার্হ ব্যক্তি, গুরুজন; সন্ন্যাসী, সাধু। দেশজ। সং।

বাবা শ্রীঠাকুরদাসজী—অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ ও প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী; উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রধান। ঠাকুরদাস ইঁহার গুরুপ্রদত্ত নাম। ইঁহার সন্ন্যাসি-জীবনের পূর্ব্বের ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এক বিবরণে প্রকাশ, ইনি চাম্বা নগরীর এক রাজপুরোহিতের মানস-সন্তান। ছয় সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু উক্ত পুরোহিত-দম্পতীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহা হইতে বিরত হন, পরে তাঁহাদের মৃত্যুকাল-

পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমে অবস্থান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ইনি গুরু ঈশ্বরদাসের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হন। আসমুদ্র হিমালয়ের সুগম দুর্গম এমন তীর্থ নাই, যাহা ইনি দর্শন করেন নাই বা যথায় ইনি পর্য্যটন করেন নাই। গয়া জেলার ধনিয়া পাহাড়ীতে বাবার সুবৃহৎ আশ্রম। বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব ও মেলা উপলক্ষে, বিশেষতঃ চাতুর্মাস্য উপলক্ষে, সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বী শিষ্য-মণ্ডলীর সমাগম হইয়া থাকে। এই সকল পরবের মধ্যে গুরু পরব, অর্থাৎ গুরু নানকের তিরোধান তিথি উপলক্ষে যে উৎসব হয় তাহাই প্রধান। আশ্বিনের ১ম পক্ষের দশমীতে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এই উপলক্ষে বাবাজী সকল সম্প্রদায়ের অভ্যাগত প্রত্যেক সাধুকে লোটা কম্বল বস্ত্রাদি ও মর্য্যাদা অনুসারে অর্থদানও সমাগত সকলকে আতিথ্য প্রদান করিয়া থাকেন। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, যাঁহার যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারেন; তাঁহারা যে সেবা পান,—তাহা রাজভোগকেও পরাজিত করে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও বাবা, বিভূতি প্রদর্শনে অনিচ্ছুক। তবে অগ্নি যেমন ভস্মে ঢাকা পড়ে না, তেমনি এই মহাত্মার বিভূতি সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য ও অলৌকিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৩০২ ফসলী সনের রাজগিরের মেলায় বাবার ছাউনি অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ হইবার উপক্রম হইলে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করা হয়—অবিচলিতচিত্ত প্রশান্তমূর্ত্তি বাবা আজ্ঞা করিলেন, "খবরদার, অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিও না; স্বয়ং ব্রহ্মা স্বেচ্ছায় ভোগ লাগাইতেছেন, তাহার প্রতিবন্ধক হইও না।" দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড ছাউনি ও তন্মধ্যস্থিত বাবার আশ্রিত ও সমাগত সহস্র সহস্র সাধুর সেবার উপযোগী ১৫।১৬ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যসম্ভার ভস্মে পরিণত হইল। পরদিন এই সাধু ও সেবকমণ্ডলীর কিরূপে সেবা চলিবে, তাহার চিন্তায় সকলেই অধীর হইয়া উঠিলেন। বাবা কিন্তু কোনও কথা না কহিয়া ব্রহ্মার জয়গান করিতে করিতে নিশ্চিন্তমনে কাপড় মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। জনৈক শিষ্য বাবাজীর নিকট বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। সহসা শিষ্যের হাতে বাবার অন্তর্হিত বাটুয়া ঠেকিল। খুলিয়া দেখা গেল উহা মোহরপূর্ণ। বিস্মিত, বাক্‌বিমূঢ় শিষ্য এই কথা বাবাজীকে জানাইলে, বাবাজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "উহা গুরু-মহারাজের দান, সাধু সন্ন্যাসীর সেবায় লাগাইয়া দাও।" অতঃপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাবার এক পরম ভক্ত রামেশ্বর সিং মহোদয়ের চেষ্টায় ছাউনীর নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতঃপর কি সূত্রে, কেমন করিয়া আরও হাজার হাজার টাকা জমা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা গেল না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তদ্বির করিতে আসিয়া গৃহদাহের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না।

বাবার বয়সের সম্বন্ধে প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক নানা মত প্রচলিত আছে। ৭০ হইতে ৭০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই কিংবদন্তীর নির্দ্দেশ। বাবা যে অযোনিসম্ভূত ও বনপতি বাবার তৃতীয় অবতার এই মতও ক্রমশঃ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। গয়ার সংলগ্ন অনেক দূর বিস্তৃত বাসিন্দাগণের মতে বাবা মহেশ্বরের অবতার। এই মহাপুরুষ যিনিই হউন ও তাঁহার অবস্থান বা স্থিতিকাল যতই হউক, ইনি যে সাক্ষাৎ কল্যাণ ও প্রেমের অবতার, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। ইঁহার জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তি, শান্ত-সৌম্য মূর্ত্তি, প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ গঠন, আজানুলম্বিত বাহু, চরণস্পর্শী জটাজূট, স্নিগ্ধ প্রশান্ত সকরুণ দৃষ্টি, উন্নত নাসা, বিভূতি-বিলেপিত মহাদেবসদৃশ উদার ললাট, সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়, সন্তাপহর দিব্য মধুর হাসি, এবং সান্ত্বনা ও আশ্বাস বাণীর যিনিই পরিচয় পাইয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ, আকৃষ্ট ও মুক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে স্তিমিতপ্রায় ধর্ম্মের স্রোত আবার প্রবাহিত হইয়াছে; কল্যাণ ও মুক্তির পথ আবার উদ্ঘাটিত হইতেছে। বিশেষ আশার কথা এই যে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বাবাজীর ভক্ত ও শিষ্য-মণ্ডলীর সংখ্যা উত্তরোত্তর দিনে দিনে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনীষী ভাবুক ও ভক্তের অভাব নাই।

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবের কাল পরিপূর্ণ প্রায় বলিয়া সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। লক্ষণ বিচার করিয়া উপযুক্ত আচার্য্যগণ এই আবির্ভাবের সূচনা ঘোষিত করিতেছেন। অবতার যখন জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হন, তখন প্রথম প্রথম দুই চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত বা সেবক ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকট হয়েন না। ইহা পরমহংস রামকৃষ্ণ-দেবের কথা। বাবাজী ঠাকুরদাসের এইরূপ অন্তরঙ্গ শিষ্যের কথা মানিতে হইলে, এই মহাপুরুষই যে জগদ্‌গুরু তাহাতে সংশয় থাকে না। ইঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য এবং ঐশিকতার কথা ভাবিলে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় বা বিচিত্র কিছুই নাই। বাবার কৃপা লাভে অনেকেই যে নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা অনেকেরই প্রত্যক্ষীভূত। পুরাকালের সেই ঋষিসঙ্ঘ-বেষ্টিত মহেশ্বরের ন্যায় বাবাকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে, ত্রিতাপসন্তপ্ত মানবের পক্ষে বাবার আশ্রয়ের মত জুড়াইবার স্থান আর নাই। সন ১৩২৭ সালের ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

বাবু—ধনী বা বিলাসী ব্যক্তি, সৌখীন পুরুষ; সাহেবরা আপনাদের বাঙ্গালী কেরাণী-দিগকেও "বাবু" বলিয়া থাকেন। দেশজ।

বাবুআনা, —আনি—বিলাস, ভোগবিলাসিতা। দেশজ। সং।

বাবুগিরি—বিলাসিতা, সৌখীনতা। দেশজ। সং। [ষ্ণপ্। সং; স্ত্রী।

বাভ্রবী—দুর্গা। বভ্রু। শিব)+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে

বাম—১। দক্ষিণেতর, সব্য, বাঁ; তদ্দিকস্থ; বক্র; প্রতিকূল; সুন্দর; শ্রেষ্ঠ। বা (গমন করা)+ম ক বিণ; ত্রি। স্ত্রী বামা। ২। ধন। সং; ক্লী। ৩। মহাদেব; কন্দর্প, মদন। সং; পু।

বামদেব—শিব; দশরথ রাজার কুলপুরোহিত। বশিষ্ঠ ও বামদেব দশরথের সর্ব্ব প্রধান ঋত্বিক্। কর্ণধার। সং; পু।

বামন ১। বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার [অবতার দেখ]; পশুতাবিশেষ; দক্ষিণদিকের হস্তী। ণিজন্ত বম বা বমি+অন্ ক। সং; পু। ২। খর্ব্ব, বেঁটে; নীচ। বিণ; ত্রি। ৩। ব্রাহ্মণ। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী বামনী।

বামন অবতারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ;—

দৈত্যরাজ বলি প্রবল হইয়া দেবতা-দিগকে দেবলোক হইতে বিচ্যুত করিলে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু দেবতাদিগের উদ্ধারকল্পে কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মপরিগ্রহ করেন।

অনন্তর বলি একদা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞে যে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাকে তাহাই দেওয়া যাইবে। বামন অতি ধীরে ধীরে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি ভাবিলেন, এই বামনের পদ অতি ক্ষুদ্র,—সুতরাং ত্রিপাদ দ্বারা ইনি কতই ভূমি আবৃত করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু" বলিলেন। তখন বামনদেব স্বীয় নাভিদেশ হইতে আর একটি পদ নির্গত করিলেন এবং ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ,

মর্ত্ত্য ও পাতাল অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। বলির এক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি নিজের জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বামন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একশত জন মূর্খ লইয়া স্বর্গে বাস করিতে ইচ্ছা কর, অথবা পাঁচ জন পণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস করিতে চাও?" বলি পণ্ডিতসহ পাতালে বাস করিবার ইচ্ছা করিলে বামন তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দেবগণ নিষ্কণ্টক হইলেন।

বামনাই—বামুনগীরি, ব্রাহ্মণত্ব। দেশজ। সং।

বামনী—ব্রাহ্মণী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

বামলূর—বল্মীক, উইঢিপি। বাম—লূ (ছেদন করা)+রক্ ক। সং; পু।

বামলোচনা, বামাক্ষী—চারুনেত্রা, সুলোচনা (স্ত্রী)। বাম (সুন্দর) লোচন বা অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

বামা—১। সব্যা, বক্রা, ইত্যাদি। বাম দেখ। বাম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী; লক্ষ্মী। সং; স্ত্রী।

বামাক্ষ—সুন্দর নয়নবিশিষ্ট, চারুনেত্র, সুলোচন। বাম (সুন্দর) অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বামাক্ষী। [সং; ক্লী।

বামাক্ষি—সুন্দর নয়ন; বাঁ চোখ। কর্ম্মধা।

বামাঙ্গী—বামলোচনা দেখ।

বামাঙ্গ—বাঁ দিকের অবয়ব। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বামাচার—বেদবিরুদ্ধ আচার, তন্ত্রোক্ত মদ্যাদি পঞ্চ-মকার সেবনরূপ আচার। বাম (বিরুদ্ধ) যে আচার, কর্ম্মধা। সং; পু।

বামাবর্ত্ত—১। বামদিকে আবর্ত্তবিশিষ্ট। বামে আবর্ত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বামাবর্ত্তা। ২। বাঁ দিক্ হইতে আবর্ত্তন বা ঘুরন। ৬তৎ। সং; পু।

বামাল—১। মালসহ; চোরাই দ্রব্যসহ। বিণ। ২। চোরাইমাল। অপহৃত দ্রব্য। বৈদেশিক। সং। [স্ত্রী।

বামিকা—চণ্ডিকা। বামা+কণ্+আপ্। সং;

বামিল—গর্ব্বিত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক। বম+ইলচ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বামিলা।

বামী—ঘোটকী; হস্তিনী; গর্দ্দভী; শৃগালী। বাম+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বামুন—ব্রাহ্মণ। দেশজ। সং।

বামুন ঠাকুর—পাচক ব্রাহ্মণ। দেশজ। সং।

বামেতর—দক্ষিণ, ডাইন। বাম হইতে ইতর, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বামেতরা।

বামোরু—প্রশস্ত উরুবিশিষ্টা। বাম (সুন্দর) উরু যে স্ত্রীর। বহু। বিণ; স্ত্রী।

বায়—১। বপন, বস্ত্রাদি বোনা। বে (বোনা) +ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। বাহে, চালায়। দেশজ। ক্রি। ৩। বায়ু। ক, প্র। সং।

বায়ক—বপনকর্ত্তা। বে (বোনা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বায়িকা।

বায়দণ্ড—বাণদণ্ড (তাহা দেখ)। ৪তৎ। সং; পু।

বায়ন—১। পুজন। বায়ি+অনট্ ভা। ২। পিষ্টকবিশেষ। বায়ি+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

বায়না—মূল্যের কিয়দংশ, যাহা অগ্রিম দেওয়া যায়; ছল; শিশুর আবদার বা খোট। বৈদেশিক। সং। [সং; স্ত্রী।

বায়বী—উত্তর-পশ্চিমদিক্। বায়ু+ষ্ণ+ঈপ্।

বায়বীয়, বায়ব্য—১। গোরজঃ স্নান। সং; ক্লী। ২। বায়ু সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। বায়ু+ঈয়, ষ্য সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বায়বীয়া, বায়ব্যী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

বায়ব্য বায়ু—মৌসুমি বায়ু (তাহা দেখ)।

বায়ব্য মূল—শূন্যে লম্বমান শিকড়, ঝুরি, নামলা; চুমুরি (aerial root)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বায়স—কাক; শ্রীবাস। বয়স্+ষ্ণ, অথবা বয় (গমন করা)+অসচ্ ক+ষ্ণ। সং; পু। স্ত্রী বায়সী।

বায়সারাতি, বায়সারি—পেচক। বায়স হইয়াছে অরাতি বা অরি (শত্রু) যাহার, বহু। সং; পু।

বায়া—বেচনদার, বিক্রেতা। বৈদেশিক। সং।

বায়ু—পবন, বাতাস; প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান এই পাঁচটী প্রাণবায়ু [পঞ্চ প্রাণ দেখ]; কাহারও কাহারও মতে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে শরীরস্থ আরও পাঁচটী বায়ু আছে; নাগ বায়ুর কার্য্য উদ্গার, কূর্ম্মের কার্য্য নিমীলন, কৃকর বায়ু ক্ষুধাকারক, দেবদত্ত জৃম্ভণকারী, এবং ধনঞ্জয় সর্ব্বব্যাপী, ইহা মৃতাবস্থাতেও থাকে; শরীরস্থ ধাতুবিশেষ [ত্রিদোষ দেখ]। বা (বহা)+উণ্ ক। সং; পু। বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ। পুরাণে লিখিত আছে যে, বায়ু পূর্ব্বকালে দিতির গর্ভে ছিলেন, তৎকালে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ইঁহাকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে গর্ভস্থ বালক রোদন করিতে থাকিলে ইন্দ্র আবার সেই সাত খণ্ডকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। তাহাতে ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর উৎপত্তি হয়। বায়ু পঞ্চভূতের দ্বিতীয় ভূত; আকাশ হইতে ইহার উৎপত্তি, ইহার গুণ শব্দ ও স্পর্শ [পঞ্চভূত দেখ]। বায়ু ৭ প্রকার যথা—আবহ, প্রবহ, সম্বহ, নিবহ, উদ্বহ, বিবহ ও পরিবহ। ভূবায়ু আবহ, তাহার ঊর্দ্ধগত বায়ু ক্রমে প্রবহাদি নামে অভিহিত। [ক্লী।

বায়ুকোণ—উত্তর পশ্চিম কোণ। ৬তৎ। সং;

বায়ু-কোষ—বায়ু থাকিবার শরীরাভ্যন্তরস্থ চর্ম্মময় কোষ (Air-bladder)। ৬তৎ। সং; ক্লী বা পু।

বায়ুগ্রস্ত—বায়ুরোগাক্রান্ত, উন্মাদ রোগযুক্ত; যাহার দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ। [লিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বায়ুতাড়িত—বায়ু দ্বারা আহত, বাতাসে সঞ্চা-

বায়ুনিষ্কাশন—১। বাতাস বাহির করিয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। যাহা বাতাস বাহির করিয়া দেয়। বিণ; ত্রি।

বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র—যে যন্ত্রদ্বারা কোন পদার্থের অন্তর্গত বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে বাহির করা যায় (Air-pump)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বায়ুপরিবর্ত্তন—ভিন্ন স্থানের অন্য প্রকার বাতাস সেবন, হাওয়া বদলান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বায়ুপুত্র—পবনপুত্র, হনুমান্ ও ভীম। ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।

বায়ুপ্রবাহ—বায়ুস্রোতঃ, বাতাসের বেগ। ৬তৎ।

বায়ুভক্ষ, বায়ুভুক্ (—ভুজ্)—১। বায়ুভক্ষণকারী। বায়ু—ভক্ষ্ (খাওয়া)+অণ্ ক। ২য় পক্ষে বায়ু—ভুজ্+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। সর্প। সং; পু।

বায়ুমান যন্ত্র—যে যন্ত্রদ্বারা বায়ুর চাপ পরিমাণ নির্ণীত হয় (Barometer)। বায়ুর মান বায়ুমান, ৬তৎ; বায়ুমান-সাধক যন্ত্র, মধ্য কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বায়ুরোগ—উন্মাদ ব্যাধি বায়ুজাত রোগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বায়ুবর্ত্ম (—বর্ত্মন্)—গগন, আকাশ। বায়ুর বর্ত্ম (পথ), ৬তৎ। সং; ক্লী।

বায়ুবাহ—ধূম; বাষ্প। বায়ু হইয়াছে বাহ (বাহন) যাহার, বহু। সং; পু।

বায়ুসখ—বহ্নি। বায়ুর সখা, ৬তৎ। সং; পু।

বায়ুসখা—অগ্নি। বায়ু সখা যাহার, বহু। সং; পু। [যাহার, বহু। সং; পু।

বায়ুসম্ভব—হনুমান্; ভীম। বায়ু হইতে সম্ভব

বায়ুসেবন—বায়ু সেবা করা, বাতাস গায়ে লাগান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বায়ুস্তর—বাতাসের থাক্। ৬তৎ। সং; পু।

বায়ে—বাজে; বাজায়। ক্রি। প্রা, ক।

বায়েন—বাজনদার, বাদ্যকর। দেশজ। সং।

বার্—জল। [নিরুক্ত বৃ—বারি (আবরণ করা) +কিপ্ ক। সং; ক্লী।

বার—১। নিবারণ, নিষেধ। বৃ (বারণ করা) +ঘঞ্ ভা। ২। অবসর; বাসর, রবি সোম ইত্যাদি; পালা; সমূহ; জল; ক্ষণ; দ্বার; শিব। বৃ (আবরণ করা)+ঘঞ্, ণ। সং; পু। ৩। মদ্যপাত্র। সং; ক্লী। ৪। নিবারণীয়, নিষেধ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বারা। ৫। দ্বাদশ, ১২। দেশজ। ৬। দরবার, সভা, মজলিস; রাজসভা; তার। বৈদেশিক। সং।

বারই—মাসের দ্বাদশ দিবস। দেশজ।

বারইয়ারি, বারওয়ারি—অনেকে মিলিত হইয়া আনন্দ উৎসব। দেশজ। সং।

বারওয়েল—গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য। কৌন্সিলের অপর তিন জন সভ্য হেষ্টিংসের ঘোর বিরোধী ছিলেন; একমাত্র বারওয়েল সাহেবই তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন [হেষ্টিংস দেখ]।

বারংবার—পুনঃ পুনঃ, ভূয়োভূয়ঃ, বারবার। ব্য।

বারক—১। নিবারণকর্ত্তা, নিষেধক; প্রতিবন্ধক। ণিজন্ত বৃ=বারি (বারণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বারিকা। ২। অশ্বের গতিবিশেষ; অশ্ববিশেষ। সং; পু। ৩। কষ্টের স্থান। সং; ক্লী।

বারকী (বারকিন্)—শত্রু; সুন্দর ঘোটক; সমুদ্র; তাম্বুলব্যবসায়ী, বারুই। বারক+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বারকীর—শ্যালক; যুদ্ধাশ্ব; ভারবাহক, মুটে। বার—কৄ+অন্ ক। সং; পু।

বারকোশ—কাঠের চেপ্টা বড় পাত্রবিশেষ। দেশজ। সং।

বারঙ্ক—পক্ষী। বার্ (জল)—অনক (গমন করা)+অন্ অধি। সং; ক্লী।

বারঙ্গ—খড়্গাদির বাঁট। বৃ+অঙ্গচ্ ষ। সং।

বারট—ক্ষেত্র। বার্ (জল)—অট্ (গমন করা)+অন্ অধি। সং; ক্লী।

বারটা—রাজহংসী। বার্ (জল)—অট্ (গমন করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বারণ—১। নিষেধ। ণিজন্ত বৃ—বারি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। হস্তী। বারি+অন্ ক। সং; পু। ৩। বর্ম্ম, সাঁজোয়া; অঙ্কুশ। বারি+অনট্ ণ। সং; ক্লী বা পু।

বারণবল্লভা—কদলীবৃক্ষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বারণসী—বারাণসী, কাশী। সং; স্ত্রী।

বারণাবত—মহাভারতোক্ত নগরবিশেষ। এই নগরে দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে কৌশলে জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করে। বারণ+বতু অস্ত্যর্থে+ষ্ণ। সং; পু।

বারণীয়—নিবারণযোগ্য, নিষেধযোগ্য। ণিজন্ত বৃ—বারি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বারতা—সংবাদ, খবর, কথা। বার্ত্তা শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

বারদিগর—পুনর্ব্বার। দেশজ। ব্য।

বারনারী, বারবধূ, বারবনিতা, বারবিলাসিনী, বারস্ত্রী, বারাঙ্গনা—গণিকা, বেশ্যা। বার (নিগমোক্ত বেশ্যা) যে নারী, বধূ, বনিতা, বিলাসিনী, স্ত্রী, অঙ্গনা, কর্ম্মধা; কিংবা বারের (সমূহের বা অনেকের) নারী, ইত্যাদি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বারবরদার—ভারবাহক, মুটিয়া বা মুটে। বৈদেশিক। সং।

বারবরদারি,—দারী—ভারবাহকের কর্ম্ম, মুটেগিরি; মুটে খরচ; দ্রব্যাদি বহনের ব্যয়; সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সফরে বেড়াইবার পাথেয় ও অন্যান্য খরচ। বৈদেশিক। সং।

বারবাণ—কবচ, বর্ম্ম। বার (নিবারণ) হয় বাণ যদ্দারা, বহু। সং; ক্লী বা পু। [বাং ব্য।

বারবার—অনেকবার, ভূয়োভূয়ঃ, পুনঃ পুনঃ।

বারবিলাসিনী—বারনারী দেখ।

বারবেলা—সর্ব্বকার্য্যে নিষিদ্ধ সময়। বারা (নিষেধ্যা) যে বেলা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। প্রতিদিনই কোন না কোন সময় বারবেলা হইয়া থাকে। দিবামানকে আট ভাগ করিলে উহার এক এক ভাগকে যামার্দ্ধ বলে। যামার্দ্ধ স্থূলতঃ ৩৭৷৹ দণ্ড বা ১৷৷৹ ঘণ্টা। রবিবারে ৪র্থ ও ৫ম যামার্দ্ধ, সোমবারে ৭ম ও ২য় যামার্দ্ধ, মঙ্গলবারে ৬ষ্ঠ ও ২য়, বুধবারে ৫ম ও ৩য়, বৃহস্পতিবারে ৭ম ও ৮ম, শুক্রবারে ৩য় ও ৪র্থ, এবং শনিবারে ১ম ও শেষ যামার্দ্ধ এবং ৬ষ্ঠ যামার্দ্ধ বারবেলা ও কালবেলা নামে কথিত হয়।

বারমুখ্যা—প্রধানা বেশ্যা। বারগণের (বেশ্যাদিগের) মধ্যে মুখ্যা, ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

বারয়িতা (—তৃ)—১। নিবারণকর্ত্তা, নিষেধক। ণিজন্ত বৃ=বারি (বারণ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বারয়িত্রী। ২। পতি। সং; পু।

বারযোষিৎ—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। বারের (সমূহের বা অনেকের) যোষিৎ, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বারলা—রাজহংসী; বোল্তা। বার্ (জল)—অল (ভূষিত করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বারস্ত্রী—বারনারী দেখ।

বারা—১। বারণ করা, নিষেধ করা, প্রতিষেধ করা, রোধ করা, বাধা দেওয়া, আটকান, এড়ান। ক, প্র। ক্রি।

বারাংনিধি—জলধি, সমুদ্র। বারাং (জলসমূহের) নিধি, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

বারাঙ্গনা—বারনারী দেখ।

বারাণসী—কাশী, শিবপুরী (বেনারস দেখ)। বর (শ্রেষ্ঠ)—অনস্ (জল)+ষ্ণ+ঈপ্; যে শ্রেষ্ঠ জলের অর্থাৎ গঙ্গার উপর আছে; অথবা বার (বারণ) করে যে অনস্ (জন্ম), যেখানে মরিলে পুনর্জন্ম হয় না; অথবা বরণা—অসী+ষ্ণ+ঈপ্, যে বরণা ও অসী নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। স্ত্রী।

বারাণ্ডা, বারান্দা—ঘরের যে অংশ বাহিরে খোলা থাকে, দাওয়া, পিঁড়ে; ছাদের বা উপর ঘরের বহির্ভাগ। বারণ্ডা শব্দের অপভ্রংশ।

বারান্তর—অন্যবার, অন্য সময়। নিত্য। সং।

বারান্দা—বারাণ্ডা দেখ।

বারাহ—বরাহসম্বন্ধীয়। বরাহ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বারাহী।

বারাহী—১। বরাহসম্বন্ধীয়া। বারাহ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বরাহরূপিণী মাতৃকাবিশেষ; যোগিনীবিশেষ; পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

বারি—১। সলিল, জল। ণিজন্ত বৃ=বারি (আবরণ করা)+ইঞ্ ক। ২। হস্তিবন্ধনরজ্জু। বারি+ইঞ্ ণ। ৩। হস্তিবন্ধনস্থান। বারি+ইঞ্ অধি। সং; স্ত্রী। ৪। পথিকসংহতি। সং; পু। ৫। জলপাত্র। সং; স্ত্রী। ৬। নিবারণ করিয়া, আটকাইয়া। ক, প্র। ক্রি।

বারিক—১। উপাধিবিশেষ। দেশজ। সং। ২। সেনাবাটিকা। ইং (barrack)। সং।

বারিচর—১। জলচর। বারিতে চরে যে, উপ; বারি (জল)—চর (বিচরণ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মৎস্য। সং; পু।

বারিজ—১। জলজ। বারিতে জন্মে যে, উপ; বারি (জল)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বারিজা। ২। পদ্ম। সং; ক্লী। ৩। শম্বুক; শঙ্খ। সং; পু।

বারিত—নিষিদ্ধ, নিবারিত। ণিজন্ত বৃ=বারি (নিবারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বারিতস্কর—সূর্য্য; মেঘ। ৬তৎ। সং; পু।

বারিদ—জলদ, মেঘ। বারি দেয় যে, উপ; বারি—দা+ড ক। সং; পু।

বারিধি—জলধি, সমুদ্র। বারি (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; পু।

বারিনাথ—বরুণ; সমুদ্র; মেঘ। ৬তৎ। পু।

বারিনিধি—জলধি, সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

বারিপাত্র—জলপাত্র, ঘটী কলসী প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বারিমুক্ (—মুচ্)—মেঘ। বারি—মুচ্ (মোচন করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

বারিমূলী—কুম্ভিকা, পানা। বারি (জল) মূল যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

বারিরথ—ভেলা, ম্যাড়। ৬তৎ। সং; পু।

বারিরাশি—জলনিধি, সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

বারিরুহ—১। জলজাত। বারি (জল)—রুহ্ (জন্মা)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বারিরুহা। ২। জলজ, পদ্ম। সং; ক্লী।

বারিবাহ, বারিবাহন—জলদ, মেঘ। ৬তৎ। সং; পু।

বারিশ—বিষ্ণু, নারায়ণ। বারি (জল)—শী (শয়ন করা)+ড ক। সং; পু।

বারী—জলপাত্র। বারি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বারীশ—সমুদ্র। বারির (জলের) ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

বারুণ—১। জল; জল দ্বারা স্নান। সং; ক্লী। ২। বরুণসম্বন্ধীয়। বরুণ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বারুণী।

বারুণি—বরুণপুত্র, অগস্ত্য মুনি। বরুণ শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

দেবরাজ ইন্দ্র বালীর জন্মদাতা এবং কপিবর ঋক্ষরাজ ইঁহার পালক পিতা। কিষ্কিন্ধ্যায় ইঁহার রাজ্য ছিল। ইঁহার পত্নীর নাম তারা। মহাবীর অঙ্গদ ইঁহার পুত্র এবং সুগ্রীব ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি অতিশয় বলশালী ও সাহসী বীর ছিলেন। একদা দুন্দুভি নামক অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া বালীর নিকট উপস্থিত হইলে, কপিরাজ যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করিয়া তাহার মৃতদেহ দূরে নিক্ষেপ করেন। দৈবক্রমে সেই শবদেহ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে পতিত হয়, এবং তন্নিঃসৃত শোণিত ধারা মুনিবরের শরীর কলুষিত করে। তাহাতে মুনিবর এই অভিশাপ দেন যে, অতঃপর বালিরাজ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আগমন করিলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। আর এক সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। মহাবীর বালী তাঁহাকে সমরে পরাভূত করিয়া অশেষ লাঞ্ছনা প্রদানপূর্ব্বক অবশেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। দুন্দুভির পুত্র অসুর মায়াবী যুদ্ধার্থ বালীর নিকট সমাগত হইলে, কপিরাজ তাহার প্রতি ধাবিত হন। মায়াবী প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া এক গহ্বরে প্রবেশ করে। বালীরাজ সুগ্রীবকে গহ্বর দ্বারে রাখিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং একবৎসর কাল পরে অসুরকে বধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন জন্য গহ্বর-দ্বারে উপস্থিত হন। পরন্তু সুগ্রীব দীর্ঘকাল ভ্রাতাকে অনাগত দেখিয়া ও তাঁহাকে নিহত মনে করিয়া অসুরের প্রত্যাগমন নিবারণোদ্দেশে এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গহ্বর-দ্বার রুদ্ধ করেন, এবং কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভ্রাতার ঈদৃশ আচরণে কুপিত হইয়া বালী সুগ্রীবের পত্নীকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন। সুগ্রীব ভ্রাতার ভয়ে বন্ধুবান্ধবসহ বালীর অগম্য ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে রামের বনবাস কালে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হৃতা হইলে রামচন্দ্র তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূকে উপস্থিত হন। তথায় সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হয়। অতঃপর রামের উত্তেজনায় সুগ্রীব ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে রামচন্দ্র অন্যায়পূর্ব্বক শরাঘাতে বালীর প্রাণবধ করেন।

বালী—১। করভূষণবিশেষ, বালা। বাল+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। বালিকা, তরুণী। প্রা, ক। ৩। বালুকা, সিকতা। দেশজ। সং।

বালু—বালুকা, বালি। হিন্দী। সং।

বালুকা—সিকতা, বালি; কর্কট; কর্পূর। বল+উণ্, ণ। বালু, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বালুকাময়—সিকতাময়, বালুকাপূর্ণ। বালুকা+ময়ট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

বালুকাস্বেদ—তপ্ত বালি দিয়া তাপ দেওয়া। ৩তৎ। সং; পু।

বালুশাই—গোলাকার গজাবিশেষ। দেশজ। সং।

বালেয়—১। পূজোপযোগী। বলি+ঢেয়। ২। বালকের উপযুক্ত; শিশুর হিতকর; কোমল, নরম। বাল শব্দ+ঢেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বালেয়ী। ৩। রাসভ, গাধা; দৈত্যবিশেষ। সং; পু।

বালেশ্বর—উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী জেলা ও সহর। কেহ কেহ বলেন, "বালেশ্বর" (বাল-ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) হইতে, অপর কেহ কেহ বলেন, বাণেশ্বর অর্থাৎ মহাদেব হইতে এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইংরেজবণিকের প্রথম কার্য্যস্থল বলিয়া এই জেলার ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পিপ্‌লি নামক স্থানে ইংরাজবণিক প্রথমে একটী কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৩৬ খৃ: গেব্রিয়েল্ ব্রোটন (Gabriel Broughton) নামক ইংরাজ ডাক্তার দিল্লীর সম্রাটের অগ্নি-দগ্ধ কন্যাকে রোগমুক্ত করেন। ১৬৪০ খৃ: ইনি বঙ্গের নবাবের জনৈক বেগমকেও রোগমুক্ত করেন। সম্রাট প্রীত হইয়া ইঁহাকে পুরস্কার দিবার অভিপ্রায় জানাইলে ইনি বলেন—"আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না; আমার স্বদেশীরা বঙ্গদেশে জল সন্নিকট স্থানে কুঠী স্থাপন করিতে অনুমতি লাভ করুক—ইহাই আমার প্রার্থনা।" সম্রাট এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ১৬৪২ খৃ: ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হুগলি ও বালেশ্বরে কুঠী স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। ইহার পরেই পিপ্‌লি হইতে কুঠী নীত হইয়া বালেশ্বর সহরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সহরটী সুরক্ষিত করিবার পক্ষে ব্যবস্থা করা হয়। ১৮০৩ খৃ: উড়িষ্যাদেশ ইংরাজের শাসনাধীনে আসে এবং বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার এলাকাভুক্ত হয়। ১৯১২ খৃ: ১লা এপ্রেল বিহার ও উড়িষ্যাদেশ বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র-শাসন প্রদেশে পরিণত হয়। স্থানটি প্রস্তরপাত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বালেশ্বরে কোম্পানীর লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। সহরের প্রায় ছয় মাইল দূরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথজীর একটি সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজমান।

বাল্ক, বাল্কল—১। বল্কলসম্বন্ধীয়, বল্কলনির্ম্মিত। বল্ক, বল্কল+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাল্কী, বাল্কলী। ২। [illegible]তাবিশেষ। সং; পু।

বাল্তি—১। যে বিধবার শিশুপুত্রমাত্র আছে। দেশজ। সং। ২। লৌহাদি ধাতুনির্ম্মিত বিস্তৃতমুখ জলপাত্রবিশেষ। বৈদে। সং।

বাল্মিক, বল্মিকি, বাল্মীক, বাল্মীকি—রামায়ণগ্রন্থ-প্রণেতা। বল্মিক বা বল্মীক শব্দ (উই-ঢিপি)+ষ্ণ, দি জাতার্থে। সং; পু। এই মহর্ষির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ;—

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি যৌবনে রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন। (রত্নাকর দেখ)। পরে নারদের উপদেশে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ষষ্টি সহস্র বৎসর এক স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া রামনাম জপ করেন। সেই সময়ে ইঁহার সর্ব্বশরীর বল্মিকে সমাচ্ছন্ন হয়। পরে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বল্মিক হইতে উত্থিত হওয়ায় ইনি বাল্মিক নামে খ্যাত হন। অতঃপর অনেকে ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মুনিবর একদা শিষ্য ভরদ্বাজ সমভিব্যাহারে তমসা-তীর্থে স্নান করিতে গমন করিতেছিলেন; ইনি তত্রত্য নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ ইঁহার নিকটস্থ কামক্রীড়াপর ক্রৌঞ্চমিথুনের পুংক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে বধ করিল। তদ্দর্শনে ইনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন। সেই সময়ে ইঁহার মুখ হইতে সহসা এই করুণরসাত্মক কবিতা নির্গত হইল;—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

ইহাই আদি কবিতা। এই জন্য বাল্মীকি আদি-কবি নামে খ্যাত। অতঃপর মুনিবর শিষ্যগণসহ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি তাঁহাকে ব্যাধ-বৃত্তান্ত বলিয়া স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, শোকের সময় ইহা তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোক নামে অভিহিত হউক। তুমি এইরূপ শ্লোকে রামচরিতাখ্যায়ক রামায়ণ গ্রন্থ রচনা কর। তদনুসারে মুনিবর রামায়ণ রচনা করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে রামাদেশে লক্ষ্মণ গর্ভবতী জানকীকে ইঁহার তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে ইনি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে স্থান দান করিলেন। অনন্তর সীতা কুশ ও লব নামক দুই যমজ সন্তান প্রসব করিলে ইনি রাজকুমারদ্বয়কে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে স্বরচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করিয়া গান করিতে শিখাই-

লেন। অনন্তর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মুনিবর নিমন্ত্রিত হইয়া কুশীলবসহ তথায় গমন করিলেন এবং রামের নিকট কুশীলবের পরিচয় দিয়া সীতাসহ তাঁহাদের পুনর্গ্রহণ প্রস্তাব করিলেন। রাম তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে সীতা গৃহীতা না হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। রাম পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিলে বাল্মীকি তাঁহাদিগকে রামায়ণের অবশিষ্টাংশ শিক্ষা প্রদান করিলেন।

বাল্য—শৈশবাবস্থা, ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত। বাল শব্দ+ষ্য। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

বাল্যকাল—বাল্যাবস্থা, শৈশবকাল। ৬তৎ।

বাল্যপ্রণয়—বাল্যপ্রেম, শৈশবপ্রীতি, ছেলেবেলার ভালবাসা বা বন্ধুত্ব। ৬তৎ। সং ; পু।

বাল্যপ্রেম—বাল্যপ্রণয়, শৈশবের অনুরাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; পু।

বাল্যবন্ধু—বাল্যকালের মিত্র, শৈশবসুহৃদ্।

বাল্যবিবাহ—অল্প বয়সে পরিণয়, যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে বিবাহ। বাল্যকালীন বিবাহ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাল্যসখী—শৈশবসঙ্গিনী, বালিকা বয়সের সহচরী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বাল্যসঙ্গী (—সঙ্গিন্)—শৈশবসহচর, ছেলেবেলার সাথী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী বাল্যসঙ্গিনী।

বাল্যসুহৃৎ—বাল্যবন্ধু। ৬তৎ। সং ; পু।

বাবদূক—বহুভাষী, বাচাল। যঙ্‌লুগন্ত বদ্ (পুনঃ পুনঃ বলা)+ঊক ক। বিণ ; ত্রি।

বাবৃতমান—অভিলাষী ; বরণকারী। বাবৃত্ (বরণ করা)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

বাশিত—আহ্বান ; পশুপক্ষ্যাদির রব। বাশ্—(শব্দ করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বাশিতা—হস্তিনী ; নারী। বাশ (শব্দ করা)+ক্ত ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বাশিষ্ঠ, বাসিষ্ঠ—১। বশিষ্ঠ-সম্বন্ধীয়। বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। বশিষ্ঠ-প্রণীত যোগশাস্ত্র। সং ; ক্লী।

বাশুলী, বাসুলী—চণ্ডিকার মূর্ত্তিবিশেষ ; কবি চণ্ডীদাস কথিত তদীয় জন্মভূমি নান্নুর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দুর্গাদেবী। সং ; স্ত্রী।

বাশ্র—১। বাসর, দিন। বাশ্ (শব্দ করা)+রক্ ধ্ম। সং ; পু। ২। গৃহ, মন্দির ; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। সং ; ক্লী।

বাষট্টি—৬২ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক, দ্বিষষ্টি। দ্বাষষ্টি শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ।

বাষ্কল—১। যুদ্ধকারী, যোদ্ধা। বষ্ক্ (গমন করা)+অল ক+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। অসুর-বিশেষ। সং ; পু।

বাষ্প, বাস্প—উষ্মা, ধূমাকারে অতিসূক্ষ্ম জলকণা [অগ্নির উত্তাপ পাইলে জল হইতে ইহা উত্থিত হয় ; ইংরাজীতে ইহাকে 'ষ্টীম' (Steam) বলে] ; অশ্রু, নয়নবারি ; কণ্ঠবারি ; আনন্দ, ঈর্ষ্যা, আর্ত্তি এই ত্রিবিধ কারণোদ্ভূত অশ্রু। বাধা বৈ+প ক, স আগম। সং ; পু।

বাষ্পপোত—বাষ্প দ্বারা চালিত জলযান, ষ্টীমার, কলের জাহাজ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাষ্পযন্ত্র—বাষ্পবলে চালিত যন্ত্র, ধোঁয়াকল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং, ক্লী। খ্রীঃ পূঃ ১৩০ সালে এলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরবাসী হিরো নামক এক ব্যক্তি এইওলিপাইল (Aeolipile) নামক একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। বাষ্পের পদার্থ ঘূর্ণন করাইবার শক্তি তাঁহার দ্বারা প্রথমে লক্ষিত হয়। ১৫৫৩ খ্রীঃ স্পেন-দেশীয় জনৈক কাপ্তেন এই যন্ত্রের প্রণালী অবলম্বনে একখানি বাষ্পীয় জাহাজ নির্ম্মাণ করেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে কূপ হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার ৪৮ বৎসর পরে ইংলণ্ডবাসী মার্কুইস অব উর্ষ্টার (Marquis of Worchester বাষ্পসহায়তায় বারি উত্তোলনকল্পে সফলতা লাভ করেন। ১৭০৫ খৃঃ ডেভনসায়ারবাসী নিউকোমেন নামক জনৈক কর্ম্মকার একটী বাষ্পযন্ত্র প্রস্তুত করে। পঞ্চাশ বৎসর পরে সেই যন্ত্রটি মেরামত করিবার জন্য জেম্‌স ওয়াট্ নামক জনৈক অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাতার নিকট আনীত হয়। কথিত আছে যে, চুল্লীস্থ চায়ের কেট্‌লীর ঢাকনিটি গরমজলের বাষ্পের তেজে উঠিতেছে ও পড়িতেছে দেখিয়া বাষ্পের চালনা শক্তি ওয়াটের হৃদয়ঙ্গম হয়, এবং পরে সেই শক্তিকে বহুলভাবে কার্য্যোপযোগী করিতে বদ্ধপরিকর হন। ইঁহারই উদ্ভাবনী শক্তির বলে বাষ্পযন্ত্রের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ জর্জ্জ ষ্টিভেন্‌সন্ নামক জনৈক কয়লার খনির সামান্য কর্ম্মচারী বাষ্পের গাড়ী টানিবার শক্তি সাধারণ সমক্ষে প্রমাণিত করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রে ত্রিশ টন ভারবাহী ৮ খানি গাড়ী প্রথমে ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে চালিত হয়। ১৮৩০ খৃঃ তিনি 'রকেট্' নামক এঞ্জিন দ্বারা ঘণ্টায় ২৯ মাইল হিসাবে গাড়ী চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রেলের গাড়ী দ্বারা এক্ষণে যে সকল সুবিধা উপভোগ করা যায়, সেটি ষ্টিভেন্‌সনের ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তির ফল।

বাষ্পরথ, বাষ্পশকট বাষ্পীয় শকট, রেলগাড়ী। বাষ্পচালিত যে রথ বা শকট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাষ্পবৎ—বাষ্পতুল্য, ধোঁয়ার মত। বাষ্প+বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।

বাষ্পবারি—নয়নজল, অশ্রু। বাষ্পজাত বারি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বাষ্পশকট—বাষ্পরথ দেখ।

বাষ্পাকুল—অশ্রুকাতর, অশ্রুপূর্ণ ; ধূমাকার জলকণায় আচ্ছন্ন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বাষ্পীয়—বাষ্পসম্বন্ধীয়। বাষ্প+ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। [ষ্টিমার। কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাষ্পীয়পোত—বাষ্প পোত, কলের জাহাজ ;

বাষ্পীয়যন্ত্র—বাষ্প দ্বারা চালিত যন্ত্র, ধুঁয়াকল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বাষ্পীয়যান—বাষ্পচালিত শকটাদি, রেলগাড়ী। জাহাজ প্রভৃতি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বাষ্পীয় রথ, —শকট—বাষ্পরথ, রেলগাড়ি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাস্—বস্ দেখ।

বাস—১। স্থিতি, থাকা। বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। ২। বাসস্থান ; আলয়, গৃহ। বস্+ঘঞ্ অধি। ৩। বসন, কাপড়। বস্ (আচ্ছাদন করা)+ঘঞ্ ণ। ৪। সুগন্ধ। বাস্ (বাসিত করা)+অন্ ক। সং ; পু। ৫। সূত্রধরের কুঠার। দেশজ। ৬। আশ্রয়। প্রা, ক।

বাসঃ (বাসস্)—বস্ত্র, কাপড়। ণিজন্ত বস্ (=বাসি)+অস্ ণ। সং ; ক্লী।

বাসক—১। যে বা যাহা বাসিত করে, সুগন্ধিকারক। বাস্+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাসিকা। ২। বৃক্ষবিশেষ, বাকস গাছ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

বাসকর্ণী—যজ্ঞশালা। বাসের কর্ণ যাহাতে, বহু।

বাসকসজ্জা, বাস সজ্জা—নায়কাকাঙ্ক্ষিণী সজ্জিতা রমণী। বাস জন্য সজ্জা হইয়াছে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

বাসকা—বাসক গাছ। বাসক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বাসগৃহ—থাকিবার ঘর বা বাড়ী, আবাস ; শয়নমন্দির ; মধ্যগৃহ ; অন্তঃপুর-গৃহ। বাসের নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং ; পু।

বাসত—রাসভ, গর্দ্দভ। বাস—তন্ (বিস্তার করা)+ড ক। সং ; পু।

বাসতেয়—বাসযোগ্য, বাসের উপযোগী। বসতি (বাস)+ঢেয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বাসতেয়ী।

বাসতেয়ী—১। বাসযোগ্য। বাসতেয় দেখ। বাসতেয়+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রজনী, রাত্রি। বসতি (রাত্রি)+ঢেয় স্বার্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বাসন—১। বস্ত্র, কাপড়। ণিজন্ত বস=বাসি (আচ্ছাদন করা)+অনট্ ণ। ২। সুগন্ধীকরণ, ধূপন। বাস (বাসিত করা)+অনট্ ভা। ৩। বাসস্থান ; জলপাত্র। বস (বাস করা)+অনট্ অধি। সং ; ক্লী। ৪। তৈজসাধার, বরতন, থালা বাটি প্রভৃতি। দেশজ। সং।

বাসনা—১। সুগন্ধীকরণ, ধূপন। বাস (বাসিত করা)+অন ভা+আপ্। ২। স্মৃতিজনক সংস্কার; জ্ঞান; কল্পনা; যুক্তি; কামনা, আকাঙ্ক্ষা; প্রত্যাশা। বস্+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। কলাগাছ প্রভৃতির পাতার খোল যদ্দ্বারা গাছ আবৃত থাকে। দেশজ। সং। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বাসনাকুল—বাসনাকাতর, কামনা দ্বারা অস্থির।

বাসনানল, বাসনাবহ্নি—কামনা রূপ আগুন, চিত্তদাহী আকাঙ্ক্ষা। বাসনা রূপ অনল বা বহ্নি, রূপক। সং; পু।

বাসনাসাগর—১। কামনার সমুদ্রস্বরূপ, অপরিমেয় কামনাযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কামনারূপ সমুদ্র। রূপক। সং; পু।

বাসন্ত—১। বসন্তসম্বন্ধীয়, বসন্তকালীন। বসন্ত +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাসন্তী। ২। কোকিল; উষ্ট্র। সং; পু।

বাসন্তি—বসন্তসম্বন্ধীয়, বসন্তকালীন। বসন্ত+ ষ্ণি ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বাসন্তিক—বিদূষক, ভাঁড়; নট; নর্ত্তক। বসন্ত +ষ্ণিক। সং; পু।

বাসন্তী—১। বসন্তসম্বন্ধীয়, ইত্যাদি। বাসন্ত দেখ। বাসন্ত+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বনদেবতাবিশেষ; দুর্গা; মাধবীলতা; নবমল্লিকা; চতুর্দ্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

বাসন্তী পূজা—চৈত্রমাসের দুর্গাপূজা। ৬তৎ।

বাসভবন—বাসগৃহ, থাকিবার ঘর বা বাড়ী। ৪তৎ। সং; ক্লী।

বাসর—১। দিবস, দিন, বার; বিবাহরজনীতে বর-কন্যার শয়ন-গৃহ। ণিজন্ত বস=বাসি (বাস করান)+অরন্ ক। সং; ক্লী বা পু। ২। নাগবিশেষ। সং; পু।

বাসরশয্যা—বিবাহরজনীতে বরকন্যার শয়নীয় বিছানা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাসরসজ্জা—বিবাহের রজনীতে বরকন্যার শয়ন গৃহের সজ্জা; মিলনসজ্জা, নায়কাকাঙ্ক্ষিণী রমণীর বেশভূষা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাসব—দেবরাজ ইন্দ্র। বসু (ধন)+ষ্ণ। সং; পু। [নায়িকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাসবদত্তা—স্বনামপ্রসিদ্ধ কথাগ্রন্থবিশেষের

বাসবী—ব্যাসের জননী মৎস্যগন্ধা। বসু (নৃপবিশেষ)+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বাসা—১। বাসকগাছ। বাস (বাসিত করা) +অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। অস্থায়ী আবাস; বাসস্থল; পক্ষীর কুলায়। দেশজ। সং। ৩। আবাস, গৃহ। প্রা, ক। সং। ৪। বাস করা; বাসনা করা; বাসিত করা; জ্ঞান করা, বোধ করা, মনে করা, ভাবা, বুঝা; ভালবাসা। ক, প্র। ক্রি।

বাসি—১। তক্ষণী, বাইস। বস+ণি ক। সং; পু। ২। পর্য্যুষিত, পূর্ব্ব দিনের; একাধিক দিন ধরিয়া ধৌত; পূর্ব্ব রাত্রির পরিহিত; প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর অপ্রক্ষালিত (মুখাদি); অ-নিকান (গৃহাদি)। দেশজ। বিণ। ৩। জ্ঞান করি, মনে করি। প্রা, ক। ক্রি।

বাসিকা—১। সুগন্ধকারিকা। বাসক দেখ। বাসক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বাসক গাছ। সং; স্ত্রী।

বাসিত—১। বসনপিহিত, বস্ত্রাবৃত; আশ্রীকৃত; অধ্যুষিত; পর্য্যুষিত। ণিজন্ত বস্=বাসি (আচ্ছাদন করা, বাস করান)+ক্ত র্ম্ম। ২। বিখ্যাত; সুগন্ধীকৃত; ভাবিত। বাস্ (বাসিত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাসিতা। ৩। পক্ষিরব। বাস্+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৪। বোধ করিত, মনে করিত। দেশজ। ক্রি।

বাসিতা—১। বস্ত্রাবৃতা ইত্যাদি। বাসিত দেখ। বাসিত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। হস্তিনী; নারী। বাস্ (বাসিত করা) +ক্ত ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বাসী (বাসিন্)—বাসকারী। বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বাসিনী।

বাসী—১। তক্ষণী, বাইস। বস+ণি ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। পর্য্যুষিত, পূর্ব্বদিনের; একাধিক দিন ধরিয়া ধৌত। দেশজ। বিণ।

বাসুকি—নাগরাজ। বসু (ধন ইত্যাদি)—কৈ (শব্দ করা)+ড ক+ষ্ণি। সং; পু।

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে বাসুকির জন্ম। সমুদ্রমন্থনকালে ইনি মন্থনদণ্ডের রজ্জু হইয়া দেবগণের সহায়তা করিয়াছিলেন। সহস্র বৎসর ক্রমাগত মন্থনে কিছুই উঠিল না। ইনি হলাহল উদ্গিরণ এবং শিলা দংশন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষপ্রভাবে চরাচর নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইলে দেবগণের অনুরোধে শিব সেই সমস্ত বিষ পান করেন। মাতৃশাপে সর্পবংশ নির্ব্বংশ হইবার আশঙ্কায় ইনি অতীব ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ ইঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, জরৎকারু মুনির সহিত তোমার ভগিনী মনসার বিবাহ দিলে সর্পকুল রক্ষা পাইতে পারে। ইনি তাহাই করিলেন মনসার গর্ভে আস্তিক মুনির জন্ম হইল। অতঃপর রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নাগকুল বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে অনুরোধ করিয়া আস্তিককে জন্মেজয়ের নিকট পাঠাইয়া যজ্ঞ রহিত করিলেন। সর্পকুল রক্ষা পাইল। ভোগবতী পুরী ইঁহার রাজধানী ছিল। রাবণ পাতাল বিজয়কালে ইঁহার সহিত তক্ষক, জটী ও শঙ্খকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তক্ষক-পত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন।

বাসুদেব—১। শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বসুদেব+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম—নদীয়ার বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য। তৎকালে মিথিলা ন্যায়শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল। বাসুদেব মিথিলার পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তখন মিথিলা ভিন্ন ভারতের অপর কোথাও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত না। পাছে মিথিলার গৌরব নষ্ট হয় এইজন্য বিদেশী কোন ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্রসংক্রান্ত কোন গ্রন্থ মিথিলা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে দেওয়া হইত না। বাসুদেব সার্ব্বভৌম গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চারিখণ্ড "চিন্তামণি" ও "কুসুমাঞ্জলি" নামক ন্যায়শাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া তথায় টোল খুলিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ফলে, কালসহকারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা সম্বন্ধে মিথিলার গৌরব হ্রাস হইয়া নবদ্বীপই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার কেন্দ্র হইয়া উঠে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও শ্রীচৈতন্যদেব বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের তিরোভাব হয়।

বাসু—নাট্যোক্তিতে বালিকা। ণিজন্ত বস= বাসি (বাস করান)+উ র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

বাসুকি—চণ্ডিকাদেবী, চণ্ডী। সং; স্ত্রী।

বাসোপযোগী (—যোগিন্)—বাসের উপযুক্ত, বাসযোগ্য। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —গিনী।

বাস্তব, বাস্তবিক—প্রকৃত, সত্য, যথার্থ। বস্তু +ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাস্তবী, বাস্তবিকী।

বাস্তব্য—১। বাসকর্ত্তা, যিনি বাস করেন এরূপ। বস+তব্যণ্ ক। ২। বাসযোগ্য। বাসি+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাস্তব্যা।

বাস্তু—বসতি ভূমি; ভবন, গৃহ। বস্ (বাস করা)+তুণ্ অধি। সং; ক্লী বা পু।

বাস্তুক, বাস্তূক—বেথো শাক। বাস্তু+কণ্। সং; ক্লী।

বাস্তু ঘুঘু—যে ঘুঘু ভিটায় চরে, বহুকালের পোষা ঘুঘু; (ইহা হইতে) ধূর্ত্ত ব্যক্তি। দেশজ। সং।

বাস্তুদেব—গৃহদেবতা। ৬তৎ। সং; পু।

বাস্তুদেবতা—বসতিভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাস্তুপুরুষ—বাস্তুদেব; শ্রাদ্ধারম্ভে পূজনীয় দেবতা। বাস্তুর অধিষ্ঠাতা পুরুষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বাস্তুভিটা—চিরকালের বাসভূমি। দেশজ। সং।

বাস্তুযাগ—বাস্তুশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ত্তব্য যজ্ঞ। বাস্তুশুদ্ধিকারক যাগ, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বাস্তুসাপ—যে সাপ বাস্তুভিটায় বাস করে;—এই সাপ মারা হয় না, ধরিয়া অন্য স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দেশজ। সং।

বাস্তূক—বাস্তুক দেখ।

বাস্তোষ্পতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। বাস্তোঃ (বাস্তুর) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

বাস্ত্র—১। বস্ত্রসম্বন্ধীয়, বস্ত্রনির্ম্মিত, বস্ত্রাবৃত। বস্ত্র+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাস্ত্রী। ২। বস্ত্রাবৃত রথ। সং; পু।

বাস্থ—বারিস্থ, জলস্থিত। বার্ (জল)—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাস্থা।

বাস্প—বাষ্প দেখ।

বাহ—১। বহনকর্ত্তা, বাহক। বহ (বহা)+ণ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বহা। ২। বায়ু; অশ্ব; মহিষ; বৃষ। ৩। বাহু। বহ+ঘঞ্ ণ। ৪। পরিমাণবিশেষ। বহ+ঘঞ্ ষ্ম। সং; পু।

বাহক—১। বহনকর্ত্তা। বহ্+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাহিকা। ২। সারথি। সং; পু।

বাহড়া (বাহুড়া), বাহরা (বাহুরা)—ফিরা, প্রত্যাবর্ত্ত হওয়া। ক, প্র। ক্রি।

বাহত্তুরা, বাহত্রা—বোখেটে, ভ্রষ্টচরিত্র, বয়াটে। প্রাদেশিক। বিণ।

বাহন—১। যান, হস্তী অশ্ব নৌকা প্রভৃতি। ণিজন্ত বহ—বাহি (বহন করান)+অনট্ ণ। ২। যত্ন। বাহ (যত্ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বাহনা, বাহানা—ছল, ওজর, আপত্তি; আবদার; নির্ব্বন্ধ। বৈদেশিক। সং।

বাহবা—১। প্রশংসাসূচক শব্দ, বাহা! সাবাস! বলিহারি! ব্য। ২। প্রশংসা, তারিফ, সুখ্যাতি। দেশজ। সং।

বাহশ্রেষ্ঠ—অশ্ব। ৭তৎ। সং; পু।

বাহস—বৃহৎ সর্প, অজগর; বারিনির্গম। ণিজন্ত বহ্ বা বাহি+অস ক। সং; পু।

বাহা—১। বাহু। বাহ+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। আশ্চর্য্যবোধক বা প্রশংসাসূচক শব্দ। ব্য। ৩। চালিত করা, চালান; আকর্ষণ করা, টানা। দেশজ। ক্রি।

বাহাদুর—বীর; সাহসী; কার্য্যপটু, দক্ষ, নিপুণ। বৈদেশিক। বিণ।

বাহাদুরি, -রী—বীরত্ব; সাহসপ্রকাশ; দক্ষতা, নৈপুণ্য। বৈদেশিক। সং।

বাহানা—বাহনা দেখ।

বাহাবাহবি, বাহুবাহবি—হাতাহাতি, বাহুযুদ্ধ। বাহু—বাহু+চি। ব্য।

বাহার—বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাহিরের শোভা, বাহির চটক; বসন্তকাল; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

বাহারিয়া, বাহারে—বাহারপ্রিয়; বাহ্য সৌন্দর্য্যশালী, শোভনদর্শন, চটকদার। দেশজ। বিণ।

বাহাল—পূর্ব্বাবস্থ, বজায়; স্থির, স্থায়ী; নিযুক্ত; সুস্থ। বৈদেশিক। বিণ।

বাহিক—১। ভারবাহক। বাহ+ইকন্। বিণ; ত্রি। ২। আরোহণযোগ্য বাহন, গো-শকটাদি; বাহিত বাদ্যযন্ত্র, ঢাক ঢোল প্রভৃতি। সং; পু।

বাহিত—১। প্রাপিত; চালিত; প্রবাহিত। ণিজন্ত বহ—বাহি (বহান)+ক্ত র্ম্ম। ২। সযত্নীকৃত। বাহ (যত্ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [+ড ক। সং; ক্লী।

বাহিত্থ—গজকুম্ভের অধোভাগ। বাহিন্—স্থা

বাহিনী—১। বহনকর্ত্রী, বাহিকা। বাহী দেখ। বাহিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী। বহ (বহিয়া যাওয়া)+ণিন্ ক+ঈপ্। ৩। ৮১ হস্তী, ৮১ রথ, ২৪৩ অশ্ব ও ৪০৫ পদাতি এতৎসংখ্যক সৈন্য; সেনা। বাহ (অশ্ব)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বাহিনীপতি—সরিৎ পতি, সমুদ্র; সেনাপতি। ৬তৎ। সং; পু। [সৃত। দেশজ।

বাহির—বহিঃ, বাহ্য, বহির্গত, নির্গত, নিঃ-

বাহিরা, বাহিরান—বাহির হওয়া, বহির্গত হওয়া, নির্গত বা নিঃসৃত হওয়া। ক, প্র। ক্রি।

বাহী (বাহিন্)—বহনকর্ত্তা, বাহক। বহ (বহন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বাহিনী।

বাহীক—১। বহিঃস্থিত। বহিস্ শব্দ+ঈকক। ২। বাহক। বহ (বহন করা)+ঈকন্ ক। বিণ; ত্রি। ৩। শকট, গাড়ি; জাতিবিশেষ। সং; পু।

বাহু—১। ভুজ, কক্ষ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব; ত্রিভুজাদি ক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা। বহ (বহন করা)+উণ্ ক। সং; পু।

২। সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া গুর্ব্বিণী রাজ্ঞীকে লইয়া বনবাস আশ্রয় করেন। তথায় ইঁহার দেহত্যাগের পর বিধবা রাজ্ঞী বিখ্যাত পুত্র সগরকে প্রসব করেন। সং।

বাহুক—কিঙ্কর; রাজ্যভ্রষ্ট নলরাজা [নল দেখ]। বাহু (ভুজ)—কৃ (করা)+ড ক। সং; পু।

বাহুজ—ক্ষত্রিয়; স্বয়ং উৎপন্ন তিল; শুকপক্ষী। বাহু—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

বাহুড়া—বাহড়া দেখ।

বাহুত্র, বাহুত্রাণ—ভুজরক্ষক কবচ। বাহু—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড, অন ক। সং; ক্লী।

বাহুদা—হিমালয়নিঃসৃতা নদীবিশেষ। বাহু—দা+ড ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বাহুবল—ভুজতেজ, শক্তি, হাতের জোর; আত্মশক্তি, নিজ সামর্থ্য, আপনার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাহুবলদৃপ্ত—ভুজতেজে গর্ব্বিত, শক্তিহেতু অহঙ্কৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বাহুভূষণ—হস্তের অলঙ্কার, হাতের গহনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাহুমূল—কক্ষ, বগল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাহুযুগল—ভুজদ্বয়, দুইহাত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাহুযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ, মালামো, হাতাহাতি। ৩তৎ। সং; ক্লী।

বাহুল—১। কার্ত্তিক মাস। বহুলা (কৃত্তিকা নক্ষত্র)+ষ্ণ যুক্তার্থে। ২। অগ্নি। বহুল (অগ্নি)+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। ৩। বাহুল্য, আধিক্য। বহুল+ষ্ণ ভাবার্থে। ৪। বাহুত্র, ভুজকবচ। বাহু—লা (বারণ করা)+ড ক। সং; ক্লী। [ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বাহুল্য—প্রাচুর্য্য, আধিক্য। বহুল+ষ্ণ্য।

বাহ্য—১। বহিঃস্থিত, বহির্বিষয়ক। বহিস্ (বাহির)+ষ্ণ্য। ২। বহনীয়, বহনযোগ্য। বহ (বহন করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাহ্যা। ৩। বাহন, যান, শকটাদি। বহ+ঘ্যণ্ ণ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

বাহ্যজগৎ—পরিদৃশ্যমান সংসার। কর্ম্মধা।

বাহ্যজ্ঞান—বহির্বিষয়ক জ্ঞান, শব্দস্পর্শাদি বিষয় বোধ; সাংসারিক জ্ঞান। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাহ্যদৃষ্টি—১। বহির্বিষয়ে দৃষ্টি, সাংসারিক বিষয় দর্শন। কর্ম্মধা বা ৭তৎ। সং; স্ত্রী। ২ ২। বহির্বিষয় লক্ষ্যকারী, অন্তর্দৃষ্টিবিহীন বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি

বাহ্যমান—যাহা বহন করা হইতেছে এরূপ ণিজন্ত বহ=বাহি (বহান)+শান র্ম্ম বিণ; ত্রি। স্ত্রী বাহ্যমানা।

বাহ্যিক—বাহ্য, বাহিরের বা বাহিরে। বাং অশুদ্ধ শব্দ।

বাহ্যে—১। বহির্দ্দেশে, বাহিরে। বাহ্য শব্দজ। ২। পুরীষোৎসর্গ, মলত্যাগ মলত্যাগের প্রয়োজন বা বেগ, পুরীষ, বিষ্ঠা। দেশজ। সং।

বাহ্যেন্দ্রিয়—বহিরিন্দ্রিয়, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্। বাহ্য যে ইন্দ্রিয়, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বাহ্লিক, বাহ্লীক—১। দেশবিশেষ, তাতারের অন্তর্গত বল্খ প্রদেশ; তদ্দেশজাত অশ্ব; গন্ধর্ব্ববিশেষ। বল্হ (শ্রেষ্ঠ হওয়া)+ইকন্, ঈকন্ অধি+ক। সং; পু। ২। হিঙ্গু, হিং; কুঙ্কুম। সং; ক্লী।

বি—১। পক্ষী। বা (গমন করা)+ডি ক।

সং ; পু বা স্ত্রী। ২। চক্ষুঃ ; আকাশ। সং ; পু। ৩। নিয়োগ ; নিশ্চয় ; নিগ্রহ ; জ্ঞান ; অবাপ্তি ; অসহন ; নিন্দা ; গতি ; হেতু ; ঈষৎ ; নিষেধ ; বিরোধ ; শুদ্ধি ; পরিভব ; বিশেষ ; আলম্বন ; দান ; পাদপূরণ ; বৈপরীত্য। বা+ডি ভা। ব্য।

বিউনি—তালের বুনান হাতপাখা। প্রাদে। সং।

বিউনিল—ব্যজন করিল। ক, সং ; স্ত্রী।

বিউনী—১। বিউনি,বুনান হাতপাখা ; বিনানী ; বেণী। প্রাদে। সং। ২। বেণীবন্ধ,বিনান। প্রা, ক। বিণ। [প্রাদে। সং।

বিউলি,—লী—তুষ ছাড়ান ভাঙ্গা মাষ কলায়।

বিংশ—২০ সংখ্যার পূরণ। বিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিংশী।

বিংশক—বিংশতি,২০। বিংশতি+ডক স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিংশকা।

বিংশতি—১। ২০ সংখ্যা, কুড়ি, বিশ। দ্বিগুণিত দশ, ষষ্ঠী কর্ম্মধা, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী। ২। তৎসংখ্যাত। বিণ ; ত্রি।

বিংশতিতম—বিংশতির পূরণ। বিংশতি+তমট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তমী।

বিঁড়া, বিঁড়ে—১। কাটা ধানের আঁটি। প্রাদে। ২। ভারবহন কালে মস্তকে দিবার বেষ্টনী দেশজ। সং।

বিঁড়ি—১। মাথার বিঁড়া। দেশজ। ২। পাতা জড়ান তামাকে এক রকম চুরুট। বৈদেশিক। সং। [দেশজ। ক্রি।

বিঁধ—১। ছিদ্র,রন্ধ্র,ফুটা। সং। ২। বিদ্ধ কর।

বিঁধা—বিদ্ধ করা ও হওয়া, ছিদ্রিত করা বা হওয়া ; ফুটা। দেশজ। ক্রি।

বিক—১। সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ। সং ; স্ত্রী। ২। দিক (এই অর্থে 'বিগ'ও হয়)। প্রা, ক। সং।

বিকঙ্কত—১। বৈঁচিগাছ। বিক—অন্ক্ (গমন করা)+অত ক। সং ; পু। ২। বৈঁচিফল। বিকঙ্কত+ক জাতার্থে। সং, ক্লী।

বিকচ—১। বিকসিত, প্রস্ফুটিত। বি—কচ (বন্ধনহীন হওয়া)+অন ক। ২। কেশরহিত, নেড়া। বি (বিগত, নাই) কচ (কেশ, বন্ধন ইত্যাদি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিকচা। ৩। ক্ষপণক ; কেতু ; রাক্ষসবিশেষ। সং ; পু।

বিকচোন্মুখ—বিকাশোন্মুখ, ফুটিবার উপক্রম করিতেছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিকচ্ছ—কচ্ছরহিত, কাছাহীন। বি (নাই) কচ্ছ (কাছা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিকট—১। মহৎ ; বিপুল, প্রকাণ্ড,বড় ; কুৎসিত ; ভীষণ, ভয়ানক ; দন্তুর ; প্রসিদ্ধ ; সুন্দর। বি+কটচ্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিকটা। ২। বিস্ফোটক সং ; পু।

বিকটা—১। মহতী, ইত্যাদি। বিকট দেখ। বিকট+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বৌদ্ধদিগের মায়া দেবী। সং ; স্ত্রী।

বিকটাকার—১। বিকটমূর্ত্তি,ভয়ানক চেহারা। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট, ভীষণমূর্ত্তি। বহু। বিণ ; ত্রি।

বিকত্থন—১। আত্মশ্লাঘা, আত্মগুণকীর্ত্তন। বি—কত্থ্ (প্রশংসা করা)+অনট্ ভা। সং, ক্লী। ২। আত্মশ্লাঘাকারী। বি—কত্থ্+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিকত্থনা।

বিকত্থনা—১। আত্মশ্লাঘাকারিণী। বি—কত্থ্+অন ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আত্মশ্লাঘা। ...+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিকম্পিত—সাতিশয় কম্পিত, অতিশয় চঞ্চল বি—কম্প (কাঁপা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিকর—রোগ। বি—কৃ+অন্ ক। সং ; পু।

বিকরাল—অতিভয়ানক, ভীষণ। বি (অতিশয়) যে করাল, প্রাদি বা নিত্য। বিণ ; ত্রি।

বিকর্ণ—১। কর্ণরহিত। বি (বিহীন) কর্ণদ্বারা, নিত্য ; কিংবা বি (নাই) কর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিকর্ণা। ২। দুর্য্যোধনের অন্যতম ভ্রাতা। সং ; পু।

বিকর্ত্তন—অর্ক, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ। বি—কৃৎ (কর্ত্তন করা)+অনট্ ণ্ম ; বিশেষরূপে কর্ত্তন করা হইয়াছে যাহাকে ; পুরাণে কথিত আছে যে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা পতির প্রচণ্ড তেজঃ সহ্য করিতে না পারায় বিশ্বকর্ম্মা কুন্দ দ্বারা সেই তেজঃ ষোড়শঃ কর্ত্তন করেন, এই জন্যই সূর্য্যের এক নাম বিকর্ত্তন।

বিকর্ম্ম (বিকর্ম্মন্)—নিষিদ্ধ কর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম। বি (নিষিদ্ধ) কর্ম্ম, কর্ম্মধা বা নিত্য। সং, ক্লী।

বিকর্ম্মকৃৎ—নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী। বিকর্ম্মন্ (নিষিদ্ধ কর্ম্ম)—কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিকর্ম্মস্থ—বিকর্ম্মকৃৎ, নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী বিকর্ম্মন্—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

বিকর্ষ—শর, বাণ। বি—কৃষ+অল্ ণ্ম। সং ; পু।

বিকর্ষণ—আকর্ষণ, টান ; বিপরীত দিকে টান। বি—কৃষ (টানা)+অনট্ ভা। সং, ক্লী।

বিকল—১। কলাহীন, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, বিহ্বল ; হ্রাসপ্রাপ্ত ; অস্বাভাবিক। রহিত। বি (বিগত) হইয়াছে কলা যাহার, বহু অথবা কলা দ্বারা বি (বিহীন), নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিকলা। ২। যাহার কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, অচল, ক্ষুণ্ণ। দেশজ বিণ।

বিকলচিত্ত—১। বিষণ্ণ মনঃ। কর্ম্মধা। সং, ক্লী। ২। বিষণ্ণমনাঃ, কাতরহৃদয়। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিকলচিত্তা।

বিকলা—১। কলাহীনা, ইত্যাদি। বিকল দেখ। বিকল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঋতুহীনা স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

বিকলাঙ্গ—১। অবশ অঙ্গ বা অবয়ব। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। হীনাঙ্গ, অক্ষমাঙ্গ ; অধিকাঙ্গ। বিকল হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিকলাঙ্গী।

বিকাল—বিহ্বলতা। প্রা, ক। সং।

বিকলেন্দ্রিয়—১। অবশ ইন্দ্রিয়। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অবশেন্দ্রিয়, যাহার হস্তপদাদি কোন ইন্দ্রিয় অসমর্থ বা অবশ হইয়াছে এরূপ। বিকল হইয়াছে ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিকলেন্দ্রিয়া।

বিকল্প—বিভিন্ন কল্পনা, বিবিধ কল্পনা ; ভেদবুদ্ধি ; ভ্রম ; সংশয় ; বিশেষ ; ব্যাকরণে বিভাষা ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। বি—কৢপ্ বা কল্প্ (কল্পনা করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

বিকল্পিত—বিবিধরূপে কল্পিত ; সন্দিগ্ধ ; অনিরূপিত ; বিভাষিত। বি—ণিজন্ত কৢপ্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিকল্পিতা। [ক্রি।

বিকশা, বিকসা—বিকশিত হওয়া। ক, প্র।

বিকশিত, বিকাশিত, বিকসিত—প্রস্ফুটিত ; উন্মীলিত ; ব্যক্ত। বি—কশ্, কষ্, কস্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

বিকশ্বর, বিকষর, বিকস্বর—বিকাসশীল ; প্রকাশশীল, বিসরণশীল। বি—কশ্, কষ্, কস্+বর ক। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

বিকস—চন্দ্র। বি—কস্ (যাওয়া)+অন্ ক।

বিকার—বিকৃতি,প্রকৃতির অন্যথাভাব ; স্খলন ; ব্যাধি। বি—কৃ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিকারগ্রস্ত—বিকৃতিযুক্ত ; অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন, স্বাস্থ্যহীন। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিকারী (রিন্)—বিকারযুক্ত, বিকৃতস্বভাব ; পরিবর্ত্তনশীল। বিকার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বিকারিণী।

বিকাশ—বিকার যোগ্য। বি—কৃ (করা)+ঘ্যণ্ ণ্ম। বিণ ; ত্রি।

বিকাল—অপরাহ্ণ, বেকাল। বি (দেবাদি কার্য্যে বিরুদ্ধ) যে কাল, নিত্য। সং।

বিকালক—বিকাল। বিকাল+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু। [স্ত্রী+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিকালিকা—তাম্র, তাঁবা। বিকাল+ইক পরি

বিকাশ, বিকাস, বীকাশ, বীকাস—প্রকাশ ; প্রসার ; উল্লাস ; বিষমগতি ; আকাশ ; গোপন ; বিজন। বি—কশ্, কস্+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিকাশন, বিকাসন—প্রস্ফুটন ; প্রকাশ। বি—কাশ্, কাস্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিকাশা, বিকাসা—বিকাশ করা বা পাওয়া ; বিকশিত হওয়া। ক, প্র। ক্রি।

বিকাশী (—শিন্), বিকাসী (—সিন্)—প্রসরণশীল ; বিকাসশীল ; হর্ষযুক্ত ; বিকাশ্, বা কাস্+ণিন্ ক ; কিংবা বিকাশ বা বিকাস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বিকাশিনী, বিকাসিনী।

বিক্কি—বিক্রয়, বেচা। দেশজ। সং।

বিকিকিনী—বেচাকেনা। দেশজ। সং।

বিকির—১। বিকিরণ, ছড়ান। বি—কৃ (ছড়ান)+ক ভা। ২। পক্ষী। বি—কৃ+ক ক। ৩। কুশ; পূজাকালে বিঘ্ননিবারণার্থ নিক্ষিপ্ত লাজ-তণ্ডুলাদি। বি—কৃ+ক কর্ম্ম। সং; পুং।

বিকিরণ—১। বিক্ষেপণ, ছড়ান; জ্ঞান; হিংসন। বি—কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ছড়ান; বিস্তৃত; বিখ্যাত। বি—কৃ (ছড়ান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিকীর্ণা।

বিকীর্য্যমাণ—বিক্ষিপ্ত, যাহা ছড়ান হইতেছে এরূপ। বি—কৃ (ছড়ান)+শান কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিকীর্য্যমাণা।

বিকুক্ষি—সূর্য্যবংশীয় নরপতি, ইক্ষ্বাকুর পুত্র। বি (বিহীন) কুক্ষি দ্বারা, নিত্য। সং; পুং। একদা ইক্ষ্বাকু ইঁহাকে শ্রাদ্ধের নিমিত্ত মাংস আনিতে আদেশ করিলে ইনি মৃগয়ায় যাইয়া বহু মৃগ বধ করেন, কিন্তু মৃগয়াশ্রমে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় একটী শশক ভক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হন। কুলগুরু বশিষ্ঠ তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া ইঁহার আনীত মাংস গ্রহণ করিলেন না। ইক্ষ্বাকু রুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু পিতার স্বর্গারোহণের পর বিকুক্ষি রাজপদ লাভ করেন এবং সুনিয়মে প্রজাপালন করেন।

বিকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ। বি (বিগত) কুণ্ঠা যাহা হইতে, বহু। সং; ক্লী।

বিকুণ্ঠিত—কুণ্ঠীকৃত, আবড়োখাবড়ো। বি—কুন্ঠ (বিকল হওয়া)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিকুর্ব্বাণ—বিকৃতিপ্রাপ্ত; সুখী; হৃষ্ট। বি—কৃ (করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিকুলি—ব্যাকুলতা। দেশজ। সং।

বিকুণিত—১। সঙ্কোচ; মুদ্রণ। বি—কুণ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। সঙ্কুচিত; মুদ্রিত, বোজা। বি—কুণ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিকৃত—১। বিকারপ্রাপ্ত; অন্যথাকৃত; রুগ্ন; বিকট; বিকল; বীভৎস। বি—কৃ (করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিকৃতা। ২। বিকার। ...+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৩। মন্দ অবস্থা প্রাপ্ত। দেশজ। বিণ।

বিকৃতকণ্ঠ—বিকৃত কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট; ভিন্ন প্রকার কণ্ঠধ্বনিযুক্ত, যে গলার আওয়াজ বদলাইয়াছে এরূপ। বিকৃত কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কণ্ঠা,—কণ্ঠী।

বিকৃতকণ্ঠে—পরিবর্ত্তিত কণ্ঠস্বরে, ভিন্নপ্রকার আওয়াজে। বিকৃত হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিকৃতমস্তিষ্ক—১। মস্তিষ্কের বিকারপ্রাপ্ত, যাহার মাথা খারাপ হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মস্তিষ্কা। ২। রুগ্ন মস্তিষ্ক, খারাপ মাথা। কর্ম্মধা। সং; পুং।

বিকৃতরুচি—১। পরিবর্ত্তিত রুচিবিশিষ্ট, ভিন্ন রুচি। বহু। বিণ; ত্রি। ২। পরিবর্ত্তিত রুচি; বীভৎস রুচি। কর্ম্মধা। সং; পুং।

বিকৃতাবস্থ—পরিবর্ত্তিত অবস্থাযুক্ত, রূপান্তরিত দশাবিশিষ্ট, বিকল অবস্থাপন্ন। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিকৃতাবস্থা।

বিকৃতাবস্থা—১। পরিবর্ত্তিত অবস্থা, রূপান্তরিত দশা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। পরিবর্ত্তিত অবস্থাপন্না (স্ত্রী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিকৃতি—বিকার, প্রকৃতির অন্যথাভাব; অস্বাস্থ্য; রোগ। বি—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিকৃষ্ট—বিশেষরূপে কৃষ্ট; আকৃষ্ট, যাহা টানা হইয়াছে এরূপ; উদ্ধৃত। বি—কৃষ্ (টানা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিকৃষ্টা।

বিকোষ—কোষমুক্ত, খাপ হইতে বহিষ্কৃত। বি (বিহীন) কোষ যাহা,নিত্য। বিণ; ত্রি।

বিক্ক—হস্তিশাবক। বিক্ (অনুকরণ শব্দ)-কৈ+ড ক। সং; পুং।

বিক্রম—১। পরাক্রম; সাহস; শৌর্য্য, বীর্য্য; চলন; আক্রমণ; পক্ষীর গতি। বি—ক্রম (চলা, ইত্যাদি)+অল্ ভা। ২। বিষ্ণু, বৎসরবিশেষ; বিক্রমাদিত্য [বিক্রমাদিত্য দেখ]। বি—ক্রম্+অল্ ক। সং; পুং।

বিক্রমশালী (—শালিন্)—বিক্রমযুক্ত, পরাক্রমসম্পন্ন, পরাক্রান্ত, শৌর্য্যশালী। বিক্রম+শালিন্ যুক্তার্থে। বিণ, পুং। স্ত্রী,—শালিনী।

বিক্রমশিলা—বাঙ্গালাদেশের একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। অঙ্গদেশ বা বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলায় ইহা অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎকালে এই বিদ্যালয় বৌদ্ধসাহিত্যচর্চ্চার এবং বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। বখ্তিয়ার খিলিজির সৈন্যদিগের অত্যাচারে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমশিলা বিহার শ্মশানে পরিণত হয়।

বিক্রমাদিত্য—সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী-পতি। বিক্রমে (পরাক্রমে) আদিত্য (সূর্য্য) প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পুং।

বিক্রমাদিত্যের নাম ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সুবিদিত। বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম্ম, রণকুশলতা, রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইনি আদর্শপুরুষ ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। পরন্তু ইঁহার প্রকৃত জীবনবৃত্তান্তনির্ণয় করিবার উপায় নাই; নানাপ্রকার অদ্ভুত কিংবদন্তী ও কল্পিত উপাখ্যান ইঁহার নামের সহিত বিজড়িত হওয়ায় প্রকৃত ইতিবৃত্ত দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

ইঁহার পিতার নাম গন্ধর্ব্বসেন। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কু রাজপদ প্রাপ্ত হইলে ইনি দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া ঐ সকল স্থানের আচার ব্যবহার ও রাজ্যশাসনপ্রণালীসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শঙ্কু ক্রমে নিতান্ত নৃশংস ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন ও বিক্রমাদিত্যের প্রাণনাশে চেষ্টিত হন। পরন্তু বিক্রমাদিত্যই তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

আবার মতান্তরে দেখা যায়, পিতার মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্যই রাজপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া সংসার পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভর্তৃহরিকে রাজ্যশাসনভার অর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ইনি সতত সচেষ্ট ছিলেন, গুপ্তচর দ্বারা সকল স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন এবং সেনাধ্যক্ষসহ স্বয়ং ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন। ইনি সুবাহু রাজার নিকট দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার উপরে স্থাপিত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এ সমস্ত পুত্তলিকা উপলক্ষেই "দ্বাত্রিংশৎসিংহাসন" নামক পুস্তক রচিত হইয়াছে। উজ্জয়িনী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। উহার আর এক নাম অবন্তী বা অবন্তিকা।

বিক্রমাদিত্য নিজে যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও বুধমণ্ডলী ইঁহার সভায় অবস্থিত করিয়া রাজদত্ত বৃত্তিভোগ করিতেন এবং নিশ্চিন্তমনে নিয়ত বিদ্যালোচনায় রত থাকিতেন। তন্মধ্যে কালিদাস প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়জন "নব-রত্ন" নামে বিখ্যাত ছিলেন (নবরত্ন দেখ)। কিন্তু আধুনিক প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, এই নবরত্নের রচিত গ্রন্থসমূহের ভাষা ও ভাব এত বিভিন্ন যে, ইঁহারা কখনই এক সময়ের লোক হইতে পারেন না। কালিদাস-কৃত শকুন্তলা গ্রন্থের ভাষা দেখিলে বোধ হয়, উহা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দী মধ্যে লিখিত; আবার অমরসিংহকৃত অমরকোষ অভিধান দেখিলে মনে হয়, উহা খ্রীষ্টের জন্মের পরবর্ত্তী নবম বা দশম শতাব্দীতে রচিত। এই

সমস্ত কারণে ইঁহারা অনুমান করেন যে, বিক্রমাদিত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উপাধি মাত্র। ভারতের অনেক রাজাই প্রবল হইয়া এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তবে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য খুব ভাল লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার জন্ত দেশের যাহা কিছু ভাল ও গৌরবের বিষয় তৎসমস্তই ইঁহার সময়ে বিদ্যমান ছিল বলিয়া লোকে কল্পনা করিয়া লইয়াছে।

বিক্রমাদিত্য নিজ নামে এক অব্দ প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। উহার নাম বিক্রমসংবৎ। উহা খ্রীঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে আরব্ধ হইয়াছে। উক্ত বৎসরে ইনি হুন বা শক জাতিকে পরাভূত ও দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া 'শকারি' উপাধি গ্রহণ এবং সংবৎ-অব্দ প্রচলিত করেন। এ সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, শক জাতির সম্পূর্ণ পরাভব উজ্জয়িনীরাজ যশোধর্ম্মদেব কর্ত্তৃক খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংসাধিত হইয়াছিল। সুতরাং বিক্রমাদিত্য ও যশোধর্ম্মদেব একই ব্যক্তি অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য তাঁহার উপাধিমাত্র। এই হেতু অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বে 'মালবাব্দ' নামে একটি অব্দ প্রচলিত ছিল এবং তাহা খ্রীঃ পূঃ ৫৬ অব্দে আরব্ধ হইয়াছিল। পরন্তু যশোধর্ম্মদেব শক জাতিকে পরাস্ত করিয়া যেমন 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উক্ত অব্দটিকেও নিজ নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিলেন।

বিক্রমার্ক—উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য। বিক্রমে (পরাক্রমে) অর্ক (সূর্য্য) প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

বিক্রমী (–মিন্)—১। বিষ্ণু; সিংহ। বিক্রম শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা বি–ক্রম্ + ণিন্ ক। সং; পু। ২। বিক্রান্ত, পরাক্রান্ত। বিণ; পু। স্ত্রী বিক্রমিণী।

বিক্রয়—মূল্যগ্রহণ ও স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক অর্পণ, বেচা। বি–ক্রী + অল্ ভা। সং; পু।

বিক্রয়িক—বিক্রয়কারক। বিক্রয় শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিক্রয়িকী।

বিক্রয়ী (–য়িন্)—বিক্রেতা, বিক্রয়কারী। বি–ক্রী (বেচা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিক্রয়িণী।

বিক্রান্ত—১। বিক্রমযুক্ত, প্রতাপশালী। বি–ক্রম্ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। বিক্রম। বি–ক্রম্ + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিক্রান্তি—বিক্রম; প্রভাব; অশ্বগতিবিশেষ। বি–ক্রম্ + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিক্রি—বিক্রয়, বিক্রীত, বেচা। দেশজ। সং বা বিণ।

বিক্রিয়া—প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকৃতি, বিকার। বি–কৃ + শ ভা + আপ্। সং; স্ত্রী।

বিক্রীড়িত—বিবিধ ক্রীড়া। বি–ক্রীড়্ (খেলা করা) + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিক্রীত—যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে, বেচা। বি–ক্রী (বেচা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিক্রুষ্ট—১। আক্রোশকারী, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। বি–ক্রুশ্ + ক্ত ক। ২। আহূত। বি–ক্রুশ্ (ডাকা ইত্যাদি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিক্রেতা (–তৃ)—বিক্রয়কর্ত্তা। বি–ক্রী (বেচা) + তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিক্রেত্রী।

বিক্রেয়—বিক্রয়-যোগ্য, বিক্রয় করণীয়। বি–ক্রী (বেচা) + য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিক্লব—১। ভীত; বিহ্বল; বিবশ; উদ্‌ভ্রান্ত; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; অবধারণাসমর্থ। বি–ক্লব্ (ভয় পাওয়া) + অন্ ক। বিণ, ত্রি। স্ত্রী বিক্লবা। ২। ব্যাকুলতা; ভ্রান্তি; জড়তা। বি–ক্লব্ + অল্ ভা। সং; পু।

বিক্লিত্তি—অন্নাদির পাক; আর্দ্রতা; দ্রবীভাব। বি–ক্লিদ্ (ক্লেদ হওয়া) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিক্লিন্ন—জীর্ণ; দ্রবীভাব; আর্দ্র। বি–ক্লিদ্ (ক্লেদ হওয়া) + ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি।

বিক্ষত—আহত; খণ্ডিত; ক্ষয়প্রাপ্ত। বি–ক্ষণ্ (বধ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি

বিক্ষাব—ধ্বনি; শব্দ। বি–ক্ষু (শব্দ করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিক্ষিপ্ত—বিস্তারিত, বিকীর্ণ, ছড়ান; ত্যক্ত। বি–ক্ষিপ্ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিক্ষিপ্তচিত্ত—১। অস্থির মনঃ, চঞ্চল অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। চঞ্চলচেতাঃ; ধ্যান হইতে বিচলিতমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি। [হইতে, বহু। সং, পু।

বিক্ষীর—অর্কবৃক্ষ। বি (বিগত) হয় ক্ষীর যাহা

বিক্ষুব্ধ—ক্ষুব্ধ; বিচলিত; চঞ্চল। বি–ক্ষুভ্ (ক্ষুব্ধ হওয়া) + ক্ত ক। বিণ, ত্রি।

বিক্ষেপ—১। ক্ষেপণ; সঞ্চালন; প্রসারণ, ত্যাগ; ভয়; মায়ার শক্তিবিশেষ [মায়ার দুই প্রকার শক্তি,—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। যে শক্তির দ্বারা বস্তুর স্বরূপ তিরোহিত হয়, তাহা আবরণশক্তি, আর যে শক্তি দ্বারা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতীতি হয়, তাহাই বিক্ষেপশক্তি। রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে আবরণশক্তি রজ্জুর স্বরূপ তিরোহিত করিয়া দেয়, এবং বিক্ষেপশক্তি তাহাতে সর্প ভ্রম জন্মাইয়া দেয়]। বি–ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা) + অল্ ভা। ২। রাজপথ। বি–ক্ষিপ্ + অল্ র্ম্ম। সং; পু।

বিক্ষেপশক্তি—মায়ার শক্তিবিশেষ [বিক্ষেপ দেখ]। ৬ৎৎ বা কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিক্ষোভ—ক্ষোভ, দুঃখ; চাঞ্চল্য, উৎকণ্ঠা; বিদারণ; সংঘট্টন। বি–ক্ষুভ (ক্ষুব্ধ হওয়া) + অল্ ভা। সং; পু।

বিখ—বিষ, গরল। প্রা, ক। সং।

বিখ, বিখ্র—অনাম্রিক, খাঁদা; ছিন্ননাসিক, নাককাটা। বি (বিহীন) নাসিকা দ্বারা এই নিত্য সমাসে নাসিকাস্থানে খ বা খ্র আদেশ নিপাতনে। বিণ ত্রি। স্ত্রী বিখা, বিখ্রা।

বিখুর—চোর, রাক্ষস। বি–খুর্ + অন্ ক। সং; পু।

বিখ্যাত—প্রসিদ্ধ, খ্যাত্যাপন্ন। বি–খ্যা (বলা) ক্ত র্ম্ম। বিণ, ত্রি। স্ত্রী বিখ্যাতা।

বিখ্যাতি—প্রসিদ্ধি, যশঃ। বি–খ্যা (বলা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিখ্যাপন—বিজ্ঞাপন; বিবরণ; যশঃকীর্ত্তন। বি–ণিজন্ত খ্যা বা খ্যাপি (খ্যাপন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিখ্র—বিখ দেখ।

বিগণন, বিগণনা—গণনা, সংখ্যাকরণ; ঋণাদি পরিশোধ; অবজ্ঞা। বি–গণ্ (গণনা করা) + অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+ অন ভা + আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বিগণিত—গণিত, সংখ্যাত; ঋণমুক্ত; অবজ্ঞাত। বি–গণ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিগত—অতীত; ভূত; প্রস্থিত; নিষ্প্রভ; নষ্ট। বি–গম্ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিগতপ্রাণ—প্রাণহীন, মৃত। বিগত (প্রস্থিত) প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –প্রাণা।

বিগতশ্রী—১। নষ্টসৌন্দর্য্য, যাহার শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিগতা (নষ্টা) শ্রী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। নষ্ট শোভা। বিগতা যে শ্রী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিগতস্পৃহ—স্পৃহারহিত, আকাঙ্ক্ষাশূন্য। বিগতা স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –স্পৃহা।

বিগতার্ত্তবা—নিবৃত্তরজস্কা (স্ত্রী)। বিগত (নিবৃত্ত) আর্ত্তব (ঋতু) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিগম—অপগম; নাশ; প্রস্থিতি; নিষ্পত্তি। বি–গম (যাওয়া) + অল্ ভা। সং; পু।

বিগর, বেগর—বিনা, ব্যতীত। বৈদেশিক। অ।

বিগর্হণ, বিগর্হণা—নিন্দা; তিরস্কার; কলঙ্ক। বি–গর্হ্ (নিন্দা করা) + অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+ অন ভা + আপ্। সং; ক্লী ও স্ত্রী।

বিগর্হিত—নিন্দিত; দূষিত; নিষিদ্ধ। বি–গর্হ্ (নিন্দা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিগলন—ক্ষরণ, গলিয়া পড়া; স্খলন; পতন; দ্রবণ, গলিয়া যাওয়া। বি–গল্ + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিগলা—দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া, আর্দ্র হওয়া। প্রা, ক। ক্রি।

বিগলিত—ক্ষরিত, যাহা গলিয়া পড়িয়াছে এরূপ ; স্খলিত ; পতিত ; দ্রবীভূত। বি-গল্ (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিগাঢ়—স্নাত, প্রবৃদ্ধ ; কঠিন, ঘন। বি-গাহ্ (অবগাহন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিগান—নিন্দা ; তিরস্কার। বি-গৈ (গান করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

বিগাহ—অবগাহন ; বিলোড়ন। বি-গাহ্ (স্নান করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

বিগীত—নিন্দিত, বিগর্হিত। বি-গৈ (গান করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিগীতা।

বিগুণ—১। গুণহীন, নির্গুণ। গুণ দ্বারা বি (বিহীন), নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিগুণা। ২। অপগুণ, অগুণ, অপকার। প্রাদি বা নিত্য। সং ; স্ত্রী।

বিগূঢ়—গুপ্ত ; গর্হিত, নিন্দিত। বি-গুহ্ (গোপন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিগ্ন—উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত ; ভীত। বিজ্ (উদ্বিগ্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিগ্র—বিকলনাসিক, থাঁদা। বি (বিহীন) নাসিকা দ্বারা এই নিত্য সমাসে নাসিকা স্থানে গ্র আদেশ হয় নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

বিগ্রহ—১। শরীর ; মূর্ত্তি ; দেবমূর্ত্তি ; সমাস-বাক্য। বি-গ্রহ্+অল্ ক। ২। বিভাগ; বিস্তার ; বিশেষজ্ঞান। বি-গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ৩। প্রহার; বৈর ; যুদ্ধ; বিপ্রিয় সং ; পু বা স্ত্রী।

বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা—দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, দেবতার মূর্ত্তি গঠন করিয়া স্থাপন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিগ্রহসেবা—দেবমূর্ত্তির পূজা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিঘটন—ব্যাঘাত, বিরোধ ; বিশ্লেষ ; বিকাশ। বি-ঘট্ (ঘটা)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

বিঘটিকা—কালবিভাগ বিশেষ, পল, ২৪ সেকেণ্ড। বি (বিভক্তা) ঘটিকা যদ্দ্বারা, বহু। সং ; স্ত্রী।

বিঘটিত—ব্যাহত। বিশ্লেষিত ; রচিত ; বিকাশিত। বি-ণিজন্ত ঘট্=ঘটি (ঘটান) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিঘটিতা।

বিঘট্টন—সঞ্চালন ; বিস্রংসন, বিশ্লেষ ; অভিঘাত ; দৃঢ়সংযোগ। বি-ঘট্ (চালনা করা)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

বিঘট্টিত—সঞ্চালিত ; বিশ্লেষিত ; অভিহত ; মথিত। বি-ঘট্ট্ (চালনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিঘট্টিতা।

বিঘৎ—অর্দ্ধহস্ত। বিঘতও হয়। দেশজ। সং

বিঘস—ভক্ষণ ; ভোজন ; ভোজনশেষ। বি-অদ্ (খাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

বিঘা—১। ভূমির পরিমাণ বিশেষ, কুড়া, ২০ কাঠা। দেশজ। সং। ২। বিঘন, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ। বিঘাত শব্দের অপভ্রংশ।

বিঘাত—আঘাত ; ব্যাঘাত ; বিঘ্ন ; বারণ ; বিনাশ। বি-হন্+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিঘাতক—ব্যাঘাতক ; বারক ; নাশক। বি-হন্ (বধ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিঘাতিকা।

বিঘাতী (-তিন্)—১। ঘাতক, নাশক; নিবারক ; ব্যাঘাতক। বি-হন্ (বধ করা)+ণিন্ ক। ২। ব্যাহত ; নষ্ট। বিঘাত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বিঘাতিনী।

বিঘিনি—বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বাধা। প্রা, ক। সং।

বিঘোর—ভয়ঙ্কর বিপদ, অপঘাত। সং ; পু।

বিঘোষণ—ঘোষণা করা, জানান। বি-ঘুষ্ (ঘোষণা করা)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

বিঘোষিত—উচ্চৈঃ প্রখ্যাপিত, প্রকাশ্যে প্রচারিত, জ্ঞাপিত। বি-ঘোষি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিঘ্ন—অন্তরায়, ব্যাঘাত। বাধা। বি-হন্ (বধ করা)+ক ণ। সং ; পু।

বিঘ্নকারক—ব্যাঘাতকারী, ব্যাঘাতক, বাধাজনক, প্রতিবন্ধক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-কারিকা।

বিঘ্নকারী (-কারিন্)—ব্যাঘাতকারী, বাধাদায়ক। বিঘ্ন শব্দ-কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বিঘ্নকারিণী।

বিঘ্নজনক—ব্যাঘাতকর, ব্যাঘাতক, প্রতিবন্ধক, বাধাদায়ক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-জনিকা।

বিঘ্নদায়ক—বাধাদায়ক, ব্যাঘাতকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-দায়িকা।

বিঘ্ননাশক, বিঘ্ননাশন, বিঘ্নবিনাশক, বিঘ্নবিনাশন—গণেশ। ৬তৎ। সং ; পু।

বিঘ্নময়—বাধাপূর্ণ, ব্যাঘাতপূর্ণ। বিঘ্ন শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিঘ্নময়ী।

বিঘ্নবিনাশক, বিঘ্নবিনাশন—বিঘ্ননাশক দেখ।

বিঘ্নহর—১। বিঘ্নবিনাশক, ব্যাঘাতনিবারক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। গণেশ। সং ; পু।

বিঘ্নিত—বিঘ্নযুক্ত ; ব্যাহত। বিঘ্ন শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিঘ্নিতা।

বিচক্ষণ—দক্ষ ; পণ্ডিত ; জ্ঞানী ; বক্তা। বি-চক্ষ্ (দেখা, বলা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিচক্ষণা। বি বিচক্ষণতা।

বিচক্ষুঃ (-ক্ষুস্)—নষ্টনয়ন, নেত্রহীন ; বিমনাঃ, উৎকণ্ঠিতচিত্ত। বি (বিগত) চক্ষুঃ যাহার, বহু ; কিংবা বি (বিহীন) চক্ষুঃ দ্বারা, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

বিচয়, বিচয়ন—চয়ন ; একত্রীকরণ ; অন্বেষণ ; অনুসন্ধান। বি-চি (চয়ন করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিচর্চ্চিকা—চুলকনা রোগ। বি-চর্চ্চ্ (বলা)+ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিচল—স্খলিত, ভ্রষ্ট ; চঞ্চল। বি-চল্ (চলা) +অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিচলন—সঞ্চলন, আন্দোলন ; স্খলন, ভ্রংশ। বি-চল্+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

বিচলিত—চলিত, আন্দোলিত ; অস্থির ; চঞ্চল ; স্খলিত ; ভ্রষ্ট। বি-চল্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি

বিচার—তত্ত্বনির্ণয় ; মীমাংসা ; চর্চ্চা, তর্ক ; বিবেচনা। বি-চর (যাওয়া ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিচার-আচার—বিবেচনা ও নিয়ম ; ভাল মন্দ বিবেচনা, সদাচার। দ্বন্দ্ব। সন্ধি করিলে 'বিচারাচার' হয়। সং ; পু।

বিচারক—মীমাংসক, বিচারকর্ত্তা, বিচারপতি। বি-ণিজন্ত চর্ বা চারি+ণক ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী বিচারিকা।

বিচারকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—বিচারক, বিচারপতি। ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রী বিচারকর্ত্রী।

বিচারকার্য্য—সমস্ত অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিবার কাজ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিচারক্ষম—বিচারসমর্থ, মীমাংসাপটু, তত্ত্বনির্ণয়ে দক্ষ। বিচারে ক্ষম, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিচারণ, বিচারণা—বিচার ; বিবেচনা। বি-ণিজন্ত চর্ (=চারি)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে +অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী ও স্ত্রী

বিচারণীয়—বিচারযোগ্য, বিচার্য্য। বি-ণিজন্ত চর্ (=চারি)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিচারপতি—বিচারকর্ত্তা বিচারক, জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; পু।

বিচার-ফল—বিচারের পরিণাম, বিবেচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিচারশূন্য—বিচারহীন, বিবেচনারহিত। ৩তৎ। বিণ, ত্রি।

বিচারস্থান—বিচারালয়, ধর্ম্মাধিকরণ, আদালত। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [ক্রি।

বিচারা—বিচার করা, বিবেচনা করা, বিতর্ক করা, ক, প্র।

বিচারাজ্ঞা, বিচারাদেশ—বিচারের পর বিচারকের প্রদত্ত হুকুম। সং ; স্ত্রী ও পু।

বিচারাধীন—যাহার বিচার চলিতেছে এরূপ। বিচারের অধীন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিচারালয়—বিচারগৃহ, ধর্ম্মাধিকরণ, আদালত। ৬তৎ। সং ; পু [ক্রি।

বিচারি—বিচার করিয়া বা করিয়া। ক, প্র।

বিচারিত—বিবেচিত, নির্ণীত ; মীমাংসিত। বি-ণিজন্ত চর্ =চারি (যাওয়ান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিচারিতা।

বিচার্য্য—বিচারণীয়, বিচারযোগ্য ; যাহার বিচার করিতে হইবে এরূপ। বি-ণিজন্ত চর (=চারি)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিচালি, বিচিলি—আটি বাঁধা ধানের খড়। দেশজ। সং।

বিচিকিচ্ছি—কুৎসিত। গ্রাম্য। বিণ।

বিচিকিৎসা—সন্দেহ, সংশয়। বি—সনন্ত কিত + অ ভা + আপ্। সং; স্ত্রী।

বিচিত—অম্বিষ্ট। বি-চি (চয়ন করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিচিতা।

বিচিত্র—১। নানা বর্ণ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। বি—চিত্র্ (বিচিত্রিত করা) + অল্ র্ম। সং; ক্লী। ২। নানাবর্ণযুক্ত; বিস্ময়জনক, আশ্চর্য্য; সুন্দর, রমণীয়। বিণ; ত্রি।

বিচিত্রতা—রমণীয়তা, সৌন্দর্য্য; নানাবর্ণযুক্ততা; বিস্ময়কারিতা। বিচিত্র শব্দ + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

বিচিত্রদেহ—১। নানারঙ্গের অঙ্গ; সুন্দর শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী। ২। নানারঙ্গের অঙ্গবিশিষ্ট; সুন্দর শরীরবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দেহা।

বিচিত্রবর্ণ—১। বিবিধ বর্ণ, নানারঙ্গ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মনোহর বর্ণবিশিষ্ট, নানা বর্ণে রঞ্জিত। বিচিত্র হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বর্ণা।

বিচিত্রবীর্য্য—কুরুবংশীয় নরপতি, ধৃতরাষ্ট্রের পিতা ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের পিতামহ। মহারাজ শান্তনুর ঔরসে ও তৎপত্নী সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। জ্যেষ্ঠ সহোদর চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর ইনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভীষ্ম কাশীরাজ তনয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইয়া কন্যাদ্বয়কে হরণ করেন, কিন্তু তিনি আজীবন অকৃতদার থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকায় বিচিত্রবীর্য্যের সহিত কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্য আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হন এবং অল্পবয়সে লোকান্তর গমন করেন। বিচিত্র (বিস্ময়জনক) হইয়াছে বীর্য্য (শৌর্য্য) যাঁহার, বহু। সং।

বিচিত্রাঙ্গ—ব্যাঘ্র; ময়ূর। বিচিত্র অঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

বিচিত্রিত—নানাবর্ণযুক্ত। বিচিত্র (নানা বর্ণ) + ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

বিচিন্তিত—সম্যক্ চিন্তিত, যাহা বিশেষরূপে ভাবা হইয়াছে। বি—চিন্তি + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিচিন্ত্যমান—যাহা সম্যক্ চিন্তা করা হইতেছে এরূপ। বি—চিন্তি (চিন্তা করা) + শান র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

বিচেতন—অচেতন, হতচৈতন্য; সংজ্ঞাশূন্য; অবিবেকী। বি (বিগত) চেতনা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিচেতনা।

বিচেতাঃ (বিচেতস্)—দুর্ম্মনস্ক, বিমনাঃ; অজ্ঞ; অসুখী; বি (বিপরীত, হইয়াছে চেতঃ (মনঃ) যাহার, বহু; বিণ; পু বা স্ত্রী।

বিচেয়—অন্বেষ্য; অন্বেষণীয়। বি চি (চয়ন করা) + য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিচেয়া।

বিচেষ্ট—চেষ্টাহীন, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়। বি (বিহীন) চেষ্টা দ্বারা, নিত্য। বিণ; ত্রি।

বিচেষ্টিত—১। বিশেষ চেষ্টা; অঙ্গপরিবর্ত্তন, লুণ্ঠন; ব্যাপার, ক্রিয়া। বি—চেষ্ট্ (চেষ্টা করা) + ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। অন্বেষিত। বি—চেষ্ট্ + ক্ত র্ম। ৩। চেষ্টাহীন। বি-চেষ্ট্ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিচেষ্টিতা।

বিচ্ছর্দ্দ—রাশি, সমূহ। বি—ছর্দ্দ্ (বমন করা) + অল্ ভা। সং; পু।

বিচ্ছায়—১। ছায়াহীন। বি (বিগত) হইয়াছে ছায়া যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ছায়ার অভাব, অব্যয়ী। ৩। পক্ষিচ্ছায়া। বির (পক্ষীর) ছায়া, ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিচ্ছিত্তি—বিচ্ছেদ; বিনাশ; বৈচিত্র্য; বৈশিষ্ট্য; চমৎকার; অঙ্গরাগ, স্ত্রীলোকের শোভাকর অঙ্গভূষণ-রচনা। বি—ছিদ্ (ছেদন করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিচ্ছিন্ন—বিযুক্ত; বিভক্ত; ছিন্নভিন্ন; সমালব্ধ বিনষ্ট। বি—ছিদ (ছেদন করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিচ্ছিন্না।

বিচ্ছিরি—বিশ্রী শব্দের অপভ্রংশ।

বিচ্ছু—বৃশ্চিক, কাঁকড়া বিছা (scorpion)। হিন্দী। সং।

বিচ্ছুরিত—১। রঞ্জিত, অনুলিপ্ত। (রঞ্জিত করা) + ক্ত র্ম। ২। বিক্ষিপ্ত; বিকীর্ণ। + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী—তা।

বিচ্ছেদ—১। বিভাগ, বিয়োগ, বিরহ, সম্বন্ধ রাহিত্য; পার্থক্য। বি—ছিদ্ + অল্ ভা। ২। খণ্ড। বি ছিদ্ + অল্ র্ম। সং; পু।

বিচ্ছেদকাতর—বিরহজন্য ব্যাকুল। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [লিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি

বিচ্ছেদশূন্য—বিয়োগশূন্য, অবিচ্ছিন্ন, চিরসম্মি

বিচ্যুত—পতিত; ভ্রষ্ট; স্খলিত; বিশ্লিষ্ট; বিগত। বি—চ্যু (পড়া) + ক্ত ক। বিণ।

বিচ্যুতি—পতন; স্খলন; ভ্রংশ; বিয়োগ; বিশ্লেষ। বি—চ্যু (পড়া) + ক্তি ভা। সং।

বিছা—লাঙ্গুলে আলবিশিষ্ট সরীসৃপবিশেষ। বৃশ্চিক শব্দের অপভ্রংশ। [দেশজ। সং।

বিছাড়—আছড়াইয়া পড়ন; ভূমিতে অবলুণ্ঠন।

বিছাতি—১। বিস্তার, ছড়ান; শীতলপাটী। বিস্তৃতি শব্দের অপভ্রংশ। ২। বিছুটী। বৃশ্চিকালী শব্দের অপভ্রংশ।

বিছান—১। বিস্তার করা, ছড়ান, পাতা। দেশজ। ক্রি। ২। বিস্তার। প্রা, ক। সং।

বিছানা—শয্যা। হিন্দী বিছাওনা শব্দের অপভ্রংশ।

বিছানে—বিস্তারে। প্রা, ক।

বিছারা—বিচার করা। প্রা, ক। ক্রি।

বিছুটী—কণ্টকযুক্ত লতাবিশেষ। বৃশ্চিকালী শব্দের অপভ্রংশ।

বিছুরণ—বিস্মরণ। প্রা, ক। সং।

বিছুরা—বিস্মৃত হওয়া, পাসরা। প্রা, ক। ক্রি।

বিছোহ—বিচ্ছেদ। প্রা, ক। সং।

বিজন—উপাংশু, নির্জন। বি (নাই) জন যাহাতে, অথবা বি (বিগত) জন যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিজনা।

বিজনন—উৎপত্তি, উদ্ভব; প্রসব। বি—জন (জন্মা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিজন-বিপিন—জনশূন্য অরণ্য, নির্জ্জন বন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বিজন্মা (বিজন্মন্)—অসূয়াত, জারজ। বি (আচারবিরুদ্ধ) হইয়াছে জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। [সং; ক্লী।

বিজপিল—পঙ্ক, পাঁক। বি—জপ্ + ইল ক।

বিজয়—১। জয়, শত্রু পরাভব। বি—জি (জয় করা) + অল্ ভা। ২। অর্জ্জুন; যম; বিষ্ণুর দ্বারী [জয় দেখ]; বিমান। বি-জি + অল্ ক। সং; পু।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—নদীয়া শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশে ১২৩. সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আনন্দকৃষ্ণ গোস্বামী। পাঁচ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে শান্তিপুরে চতুষ্পাঠীতে, পরে সাঁকরাপাড়াতে চৌধুরীদের বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে সহসা ইঁহার মনের ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচারকের কার্য্য করেন। কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইঁহার অতিশয় সৌহৃদ্য ছিল। কিন্তু কুচবিহারের মহারাজের সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে উভয়ে মনোবাদ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে বিজয়কৃষ্ণের উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ চিরদিনই শান্তি পিপাসু ছিলেন। কোন সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেই তাঁহার নিকট সকাতরে শান্তিভিক্ষা করিতেন। একবার গয়াধামে এক যোগীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই যোগীর উপদেশে ইনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, এবং কাশীতে উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা পরিত্যাগ করেন। এই যোগীর নিকট ইনি মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে বিজয়কৃষ্ণ হরিনাম ও ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়াই কালযাপন করিতেন। জীবনের শেষ অবস্থায় ইনি পবিত্র পুরীধামে গিয়া বাস করেন, এবং তথায় ১৫ মাস কাল থাকিয়া ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইনি

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বিজয়কেতন—জয়পতাকা, জয়ধ্বজা। বিজয় সূচক কেতন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

বিজয়গর্ব্ব—জয়লাভ জন্য অহঙ্কার। বিজয়জনিত গর্ব্ব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বিজয়গৌরব—জয়লাভ জন্য গরিমা বা সম্মান; জয়গর্ব্ব। বিজয়জনিত গৌরব। মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বিজয়চাঁদ মহাতাব (মহারাজাধিরাজ স্যার)—জন্ম ১৮৮১ খৃঃ ১৯শে অক্টোবর। ইনি রাজা বনবিহারী কপুরের ঔরসজাত ও বর্দ্ধমানাধিপতি আফতাব চাঁদের দত্তক পুত্র। ১৮৮৭ খৃঃ ৩১শে জুলাই বিজয়চাঁদ বর্দ্ধমানের গদির অধিকার প্রাপ্ত হন এবং ১৯০৩ খৃঃ বঙ্গের ছোটলাট কর্ত্তৃক গদিতে স্থাপিত হন। বংশগত মহারাজাধিরাজ উপাধিটি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের মুকুটধারণ উৎসব সংক্রান্ত এতদ্দেশীয় করোনেশন দরবার (Coronation Darbar) উপলক্ষে ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারি বিজয়চাঁদকে প্রদত্ত হয় এবং ঐ দিনেই "বাহাদুর" উপাধিও অতিরিক্ত সম্মান স্বরূপে ইঁহাকে দেওয়া হয়। পূর্ব্ব উপাধি (মহারাজাধিরাজ বাহাদুর) ১৯০৮ খৃঃ ২৬শে জুন বংশানুগত হইল বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। বিজয়চাঁদ নিজে শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী বলিয়া সুপরিচিত। "Studies" নামক একখানি ইংরাজি গ্রন্থ ও "বিজয়গীতিকা" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে ইঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান, সন্নিবেশিত আছে। ১৯০৬ খৃঃ বিজয়চাঁদ ইংলণ্ডে ও ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ইনি যে যে নগরে গিয়াছিলেন, সেই সেই নগরে যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করেন। ইঁহার রচিত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৮ খৃঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন। উক্ত অব্দের ৭ই নভেম্বর ইনি বঙ্গের ছোট লাট স্যার্ এণ্ড্ ফ্রেজারকে জনৈক আততায়ীর গুলির আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দান করেন। এই সাহসের ও রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপে ১৯০৯ খৃঃ ১লা জানুয়ারি কে, সি, আই, ই উপাধি ও তৃতীয় শ্রেণীর order of merit Civil (Division) পদক লাভ করেন। সাধারণ হিতকরকার্য্যে বিজয়চাঁদ অকাতরে অর্থ দান করিয়া থাকেন। ইনি স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। ইনি ইম্পিরিয়েল লীগ্ নামক নব প্রতিষ্ঠিত সভার সভাপতি। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সংস্কৃত ব্যবস্থাপক ও বড়লাটের সভার জমিদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া ইনি অন্যতম সভ্যরূপে প্রবেশ করেন। কয়েক বৎসর হইতে ইনি কলিকাতাস্থ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ ও সম্রাট্পত্নীর কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়, ইনি তাহার সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে কে, সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন। গত ১৯১৫ খ্রীঃ মার্চ্চমাসে বর্দ্ধমান নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের যে অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি বঙ্গরাজ্যের সংস্কৃত এগ্জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের (কার্য্যকরী সভার) অন্যতম মেম্বার অর্থাৎ কর্ম্মসচিবরূপে কার্য্য করেন। এই কার্য্যকাল শেষ হইলে বিলাত গমন করেন। এক্ষণে বিলাতে অবস্থান করিতেছেন।

বিজয়দৃপ্ত—জয়লাভে গর্ব্বিত। ৩তৎ। বিণ, ত্রি।

বিজয়মণ্ডিত—জয়শ্রীতে বিভূষিত; বিজয়ী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন (মহামহোপাধ্যায়)—ইনি ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁচাদিয়া গ্রামে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভাগ্যচন্দ্র সেন। দেড় বৎসর মাত্র বয়সে বিজয়রত্ন পিতৃহীন হন। ইনি বাল্যে নিজগ্রামস্থিত বাঙ্গালা স্কুলে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, এবং দশ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে থাকিয়া সংস্কৃতভাষা ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি অধ্যয়নকালে ইনি মাতুল গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রও পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময় ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করিতেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক রূপে গণ্য হন। অতঃপর ইনি কলিকাতা কুমারটুলীতে ঔষধালয় স্থাপন করেন। নানাপ্রকার কঠিন রোগ নির্ণয়ে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ক্রমে ইঁহার চিকিৎসাখ্যাতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। ইনি ভারতবর্ষের বহু রাজপরিবারে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশেও ইঁহার যশঃ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বরোদা, ইন্দোর, হাতোয়া, কাশী, অযোধ্যা, বর্দ্ধমান, দ্বারবঙ্গ, ত্রিপুরা, কাশ্মীর, নাটোর, নেপাল প্রভৃতি রাজপরিবারে ইনি চিকিৎসার জন্য সসম্মানে আহূত হইতেন। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় পাণ্ডিত্য ও সুখ্যাতির জন্য ১৯০৩ খৃঃ ১৭ই নভেম্বর গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক গ্রন্থ মূল ও টীকাসহ প্রচার করেন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ইঁহার এই কীর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থ প্রচারকল্পে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃঃ ২১শে সেপ্টেম্বর ইনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

বিজয়লক্ষ্মী—লক্ষ্মী, শত্রুপরাজয়রূপ সৌভাগ্য। বিজয় রূপ লক্ষ্মী, রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিজয়সেন—বঙ্গের সেনবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ রাজা, বল্লাল সেনের পিতা। ইঁহার পিতার নাম হেমন্ত সেন ও মাতার নাম যশোদেবী। ইঁহার পিতামহ সামন্ত সেন কর্ণাট হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় রাজ্য স্থাপন করেন। বিজয় সেন অতি প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গৌড়, কলিঙ্গ প্রভৃতি জয় করিয়া একটি বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। কথিত আছে যে ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নেপালের রাজা নান্যদেবকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

বিজয়া—আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী; দুর্গা; দুর্গার সহচরীবিশেষ; সিদ্ধি; বিদ্যাবিশেষ; যমের পত্নী; হরীতকী; শেফালিকা। বি—জি + অন্ কর্ত্তৃ আপ্। সং; স্ত্রী।

বিজয়া-দশমী—আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমী তিথি,—এই দিনে পূজান্তে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিজয়াবহ—জয়দায়ক। বিজয় শব্দ—আ—বহ। বহন করা + অন্ ক। বিণ; ত্রি।

বিজয়-সপ্তমী—রবিবারযুক্ত শুক্লসপ্তমী। সং।

বিজয়ী (-য়িন্)—জয়শীল, জেতা। বিজয় + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিজয়িনী।

বিজয়োৎসব—১। আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমীতে ভগবতীর উৎসব—বিজয়ার উৎসব, ৬তৎ। ২। জয়লাভ হেতু আমোদ-আহ্লাদ। বিজয়ার জন্য উৎসব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বিজয়োন্মত্ত—জয়লাভে সাতিশয় উল্লসিত, শত্রুজয় হেতু সাতিশয় হৃষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

বিজর—জরারহিত (বিগত) জরা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিজরা।

বিজলি, বিজলী—ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী; বিদ্যুৎ। বিজোলি বা বিজোলী শব্দের অপভ্রংশ।

বিজাত—অ-সুজাত, জারজ, বিজন্মা। বি—জন্ (জন্মা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিজাতি—ভিন্নজাতি, বিভিন্ন শ্রেণী। বি (ভিন্ন) যে জাতি, নিত্য। সং; স্ত্রী।

বিজাতীয়—ভিন্নজাতীয়; বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত। বিজাতি শব্দ+ীয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

বিজিগীষা—জয়েচ্ছা, জয়াভিলাষ। বি—সনন্ত জি+অ ভা+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

বিজিগীষু—জয়েচ্ছু, জয়াভিলাষী। বি—সনন্ত জি+উ ক। বিণ; ত্রি।

বিজিগ্রাহয়িষু—যুদ্ধ করাইতে ইচ্ছুক। বি—ণিজন্ত গ্রহ্ বা গ্রাহি+সন্ (=বিজিগ্রাহয়িষ্)+উ ক। বিণ; ত্রি।

বিজিঘৃক্ষু—বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। বি—সনন্ত গ্রহ্‌+উ ক। বিণ; ত্রি।

বিজিত—পরাজিত, পরাভূত। বি—জি (জয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিজিহীর্ষা—বিহারেচ্ছা। বি—সনন্ত হৃ+অ ভা+স্ত্রী আপ্‌ সং; স্ত্রী [বিণ; ত্রি।

বিজিহীর্ষু—বিহারেচ্ছু। বি—সনন্ত হৃ+উ ক।

বিজিহ্ম—কুটিল, বক্র; শুষ্ক; অপ্রসন্ন। বি—হা+ম ক। বিণ; ত্রি। [সং।

বিজুরি, বিজুলি—বিজলি, বিদ্যুৎ। প্রা, ক।

বিজৃম্ভণ—হাই তোলা; বিস্তার, বিকাশ; ইচ্ছা। বি—জৃন্ভ্‌ (হাই তোলা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

বিজৃম্ভমাণ—বিকাশমান; প্রকাশশীল। বি-জৃন্ভ্‌+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিজৃম্ভিত—১। বিস্তারিত; ব্যাপ্ত। বি—জৃন্ভ+ক্ত র্ম্ম। ২। বিকসিত; প্রস্ফুটিত। বি—জৃন্ভ্‌+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৩। বিজৃম্ভণ; চেষ্টা। বি—জৃন্ভ্‌+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিজেতা (-তৃ)—জয়কর্ত্তা, বিজয়ী। বি—জি (জয় করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিজেত্রী। [করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিজেয়—জয় করিবার যোগ্য। বি—জি (জয়

বিজোড়—জোড়ার এক, জোড়হীন; ২ দিয়া অবিভাজ্য (অঙ্ক)। দেশজ। বিণ।

বিজ্ঞ—জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ; প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ; প্রবীণ। বি—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি।

বিজ্ঞতা, বিজ্ঞত্ব—জ্ঞানবত্তা; বিশেষ জ্ঞান; প্রাজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, প্রাবীণ্য। বিজ্ঞ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপ্তি—বিজ্ঞাপন, বিশেষরূপে জ্ঞাপন, জানান, নিবেদন। বি—জ্ঞপ, ২য় পক্ষে ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানান)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিজ্ঞাত—বিশেষরূপে জ্ঞাত, বিদিত; খ্যাত। বি—জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিজ্ঞান—বিশেষরূপে জানা; জ্ঞান; বিদ্যা; তত্ত্বজ্ঞান, শিল্পাদি জ্ঞান (Science); মায়াবৃত্তিবিশেষ। বি—জ্ঞা (জানা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

বিজ্ঞানময়কোষ—জ্ঞানেন্দ্রিয়সংযুক্তা বুদ্ধি।

বিজ্ঞানবিৎ (-বিদ্)—বিজ্ঞান-শাস্ত্রজ্ঞ, শিল্পাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। বিজ্ঞান শব্দ—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

বিজ্ঞানবিদ্যা—বিজ্ঞান শাস্ত্র, শিল্পাদিবিষয়িণী বিদ্যা। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিজ্ঞানবিদ্যালয়—বিজ্ঞান-শিক্ষাগার, বিজ্ঞান-শিক্ষার স্কুল কলেজ। ৬তৎ। সং; পু।

বিজ্ঞানবেত্তা (—বেত্তৃ)—বিজ্ঞানবিৎ, বিজ্ঞান-শাস্ত্রজ্ঞ, বিজ্ঞান বিদ্যায় জ্ঞানবান্। বিজ্ঞান—বিদ্ (জানা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বেত্ত্রী।

বিজ্ঞানশাস্ত্র—বিজ্ঞানবিদ্যা, যে শাস্ত্র পাঠে শিল্পাদিবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায়। মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বিজ্ঞানাচার্য্য—বিজ্ঞান-শিক্ষক, বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক। বিজ্ঞানের আচার্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনা—বিশেষরূপে জানান, নিবেদন; সাধারণে জ্ঞাপন। বি—ণিজন্ত জ্ঞা জ্ঞাপি (জানান)+অনট্‌ ভা, ২য় পক্ষে ...+অন ভা+আপ্‌। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বিজ্ঞাপনী—জ্ঞানপত্রী; নিবেদনপত্র; দরখাস্ত। বি—ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানান)+অনট্‌ ভা+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিজ্ঞাপিত—নিবেদিত, যাহা জানান হইয়াছে; ঘোষিত, প্রচারিত। বি—ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিজ্ঞাপ্তি—বিজ্ঞপ্তি দেখ।

বিজ্ঞেয়—জ্ঞাতব্য, জানিবার যোগ্য। বি—জ্ঞা (জানান)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিজ্বর—পরুষ, কর্কশ। বি—জ্বর্‌+অরন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিজ্বর্বরা।

বিঞ্জোলি, বিঞ্জোলী—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী; বিঞ্জলি। বৃন্জ্‌+ওলি, ওলী ক, নিপাতনে। সং।

বিট্ (বিশ্‌)—১। বৈশ্য; মনুষ্য। বিশ্‌+ক্বিপ্ ক। সং; পু। ২। কন্যা। সং; স্ত্রী।

বিট্ (বিষ্‌)—বিষ্ঠা, পুরীষ। বিষ (ব্যাপা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

বিট—১। ধূর্ত্ত ব্যক্তি; বিড়্গা, লম্পট; মূষিক; খদিরবিশেষ; লবণবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ। বিট্+ক ক। সং; পু। ২। নীলামের ডাক। ইং (bid)। সং।

বিটকাল, বিটকেল—বিকট। দেশজ। বিণ।

বিটঙ্ক—কপোতপালিকা, পায়রার খোপ। বি—টন্‌ক্ (বন্ধন করা)+অপ্ অধি। সং; ক্লী বা পু।

বিটপ—১। শাখা, গাছের ডাল; পল্লব, ফেঁকড়ি, পালুড়ি; স্তম্ব। বিট্ (শব্দ করা)+কপন্ ক। সং; ক্লী বা পু। ২। বিটপালক। বিট শব্দ—পা (পালন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিটপা। ৩। লম্পট-শ্রেষ্ঠ। সং; পু।

বিটপী (-পিন্)—শাখী, বৃক্ষ। বিটপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। [দেশজ। বিণ।

বিটল, বিটলে—শঠ; কামুক, বঞ্চক, ধূর্ত্ত।

বিটী, বেটী—মেয়ে, কন্যা। দেশজ। সং; স্ত্রী। পু বেটা।

বিট্‌খদির—বৃক্ষবিশেষ, গুয়ে বাবলা। বিট্ (বিষ্ঠা) জাত যে খদির, মপী কর্ম্মধা। সং; পু। [অন্ ক। সং; পু।

বিট্‌চর—শূকর। বিষ্‌ (বিট্—বিষ্ঠা)—চর্+

বিট্‌পতি—কন্যাপতি, জামাতা। বিশ্‌ (বিট্)—এর (কন্যার) পতি (ভর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

বিট্‌সারিকা—গুয়ে শালিক। বিট্—(বিষ্ঠা) প্রিয়া সারিকা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিড়ঙ্গ—১। অভিজ্ঞ। বিড়্‌ (ভেদ করা)+অঙ্গচ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ঔষধবিশেষ। সং; ক্লী বা পু। [ধ্বনি। দেশজ। সং।

বিড়বিড়—অব্যক্ত শব্দ; বিরক্তিসূচক অস্ফুট-

বিড়বিড়ান—বিড়বিড় করা। দেশজ। ক্রি।

বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা—বঞ্চনা, প্রতারণা; চাতুরী; সদৃশীকরণ; অনুকরণ; যন্ত্রণা। বি—ডম্ব্‌ (প্রেরণ করা)+অনট্‌ ভা, ২য় পক্ষে +অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বিড়ম্বিত—বঞ্চিত; সদৃশীকৃত, অনুকৃত; ক্লেশপ্রাপ্ত। বি—ডম্ব্‌ (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিড়ম্বিতা।

বিড়া, বীড়া—পাণের খিলী; ২০ গণ্ডা পাণ; ধানের আঁটি; হাঁড়ীকলসী স্থাপনের কিংবা মাথায় বোঝা লইবার জন্য খড়ের বা বস্ত্রের চক্র। দেশজ। [ধূঁয়াপত্র। দেশজ। সং।

বিড়ী—পানের খিলী; তামাকের খিলী,

বিড়াল—মার্জ্জার; নেত্রপিণ্ড। বিড়্‌ (ভেদ করা)+কালন্ ক। সং; পু। স্ত্রী বিড়ালী।

বিড়াল তপস্বী—ভণ্ড যোগী, বকধার্ম্মিক।—বিড়াল যখন ইঁদুরের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, তখন দেখিলে মনে হয়, যেন অহিংসা তাহার ধর্ম্ম। সং; পু।

বিডীন—পক্ষীর নভোগতি-বিশেষ। বি—ডী+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিড়োজাঃ (-জস্), বিড়ৌজাঃ (-জস্)—বাসব, ইন্দ্র। বিষ (ব্যাপা)+ক্বিপ্ ক=বিষ্‌ বা বিট্ (বহু); বিট্ হইয়াছে ওজঃ যাহার, বহু। সং; পু।

বিড়্‌জ—বিষ্ঠাজাত। বিষ্‌ শব্দ (বিষ্ঠা)—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বিড্‌ন্, স্যার সিসিল (Sir Cecil Beadon)

বাঙ্গালার তৃতীয় লেফটেনাণ্ট গভর্ণর। ১৮১৬ খৃঃ বিলাতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রিচার্ড বীডন। সিসিল অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া ১৮৩৬ খৃঃ এতদ্দেশে আগমন করেন। অধস্তন বিভিন্ন পদে কর্ম্ম করিবার পর ১৮৪২ খৃঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর পদে উন্নীত হন। পরে ১৮৫২ খৃঃ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এবং ১৮৫৪ খৃঃ ভারত গভর্ণমেণ্টের হোম সেক্রেটারী ও ১৮৫৯ খৃঃ ফরেন সেক্রেটারী হন। পরিশেষে ১৮৬২ খৃঃ স্যার উপাধি পাইয়া ২৩শে এপ্রিল বাঙ্গালার লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং ১৮৬৭ খৃঃ তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্যার সিসিলের শাসনকালে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত উঠিয়া যায় ও তৎপরিবর্ত্তে হাইকোর্ট সৃষ্ট হয় (১৮৬২ খৃঃ)। ১৮৬৩ খৃঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি নবভাবে গঠিত হয়, এবং ইঁহার চেষ্টায় কলিকাতা সহরে কলের জলের ব্যবস্থা হয়। ইঁহার সময়ে সামরিক (মিলিটারী) পুলিস উঠিয়া যায়, এবং ডাকাতী বিভাগের পরিবর্ত্তে গোয়েন্দা পুলিসের সৃষ্টি হয়। শাসনকর্তার পদে আসীন হইয়াই স্যার সিসিল সাতটী জেলায় জুরি দ্বারা বিচারের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। রথযাত্রা ও মুমূর্ষুর অন্তর্জলী প্রথা রহিত করিবার জন্য কতিপয় দেশীয় ব্যক্তির আন্দোলন দেখিয়া, ইনি সে বিষয়ে আইন করিতে প্রস্তুত হন, কিন্তু গবর্ণর জেনারেল সম্মত না হওয়ায় তাহা কার্য্যতঃ হইতে পারে নাই। বহু বিবাহ নিবারণ করিবার জন্যও অনেকে আন্দোলন করেন, তাহাতে ইঁহারও মত ছিল, কিন্তু ভারত-সচিব তাহাতে আপত্তি করেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে সন্ন্যাসীদের বাণ ফোঁড়া ও লৌহাঙ্কুশে বিদ্ধ হইয়া চড়ক গাছে ঘুরা ইনি আইন করিয়া রহিত করিয়া দেন।

বিৎ (বিদ্)—১। জ্ঞান। বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। বেত্তা; বুধ। বিদ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

বিতং—বিস্তৃত বিবরণ। দেশজ। সং।

বিতংস—পক্ষিবন্ধনরজ্জু, ফাঁদ। বি—তন্‌স্ (অলঙ্কৃত করা)+অল্ ণ। সং; পু।

বিতণ্ডা—মিথ্যা বিচার; বাদানুবাদ, তর্ক। বি—তন্‌ড্+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিতত—বিস্তৃত; প্রসারিত; ব্যাপ্ত। বি—তন্ (বিস্তৃত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিততি—বিস্তৃতি, বিস্তার; ব্যাপ্তি; সমূহ। বি—তন্ (বিস্তৃত করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিতথ—মিথ্যা, অলীক; বিফল। বি (বিগত) হইয়াছে তথা (সত্য) যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিতথা।

বিতন্বন্ (বিতন্বৎ)—উৎপাদক; বিস্তারক। বি—তন্ (বিস্তৃত করা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিতন্বতী।

বিতরণ—দান, অর্পণ; বণ্টন; বণ্টন-পূর্ব্বক অর্পণ, বিলান। বি—তৄ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিতরা—বিতরণ করা। ক; প্র। ক্রি।

বিতরিত—অর্পিত, বণ্টিত, বিলান। বাং বিণ। অশুদ্ধশব্দ।

বিতর্ক—তর্ক, বাদানুবাদ; বিচার; আলোচনা; অনুমান; সন্দেহ। বি—তর্ক (তর্ক করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিতর্দ্দি, বিতর্দ্দিকা—বেদী; মঞ্চ; চৌকি। বি—তর্দ্দ্ (বধ করা)+ই ণ্ব, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিতল—সপ্তপাতালের অন্তর্গত দ্বিতীয় পাতাল। বি—তল্+অল্ ক। সং; ক্লী।

বিতস্তা—পঞ্জাবপ্রদেশস্থ নদীবিশেষ, সিন্ধুনদের একটী উপনদী, ইহার ইংরাজী নাম ঝেলাম। সং; স্ত্রী।

বিতস্তি—দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ, বিঘৎ। বি—তস্ (উৎক্ষেপণ)+তি ণ্ব। সং; পু বা স্ত্রী।

বিতান—১। পটমণ্ডপ; চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া; যজ্ঞ; সমূহ। বি—তন (বিস্তৃত করা)+ঘঞ্ ণ্ব। ২। শূন্য; তুচ্ছ; মূঢ়, মন্দ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিতানা। ৩। বিস্তার। বি—তন+ঘঞ্ ভা। সং; পু বা ক্লী। ৪। অবকাশ, অবসর; ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

বিতায়মান—বিস্তার্য্যমাণ। বি—তায় (বিস্তৃত করা)+শান ণ্ব। বিণ; ত্রি।

বিতীর্ণ—অবগাঢ়, ব্যাপ্ত; উত্তীর্ণ; দত্ত। বি—তৄ (পার হওয়া)+ক্ত ণ্ব। বিণ; ত্রি।

বিতুন্ন—শৈবাল, শেওলা; সুনিষণ্ণশাক। বি+তুদ্+ক্ত ভা—তুন্ন (ব্যথা); বি (বিগত) হয় তুন্ন যাহার দ্বারা, বহু। সং; ক্লী।

বিতৃষ্ণ—বিগতস্পৃহ, স্পৃহাশূন্য। বি (বিগত) হইয়াছে তৃষ্ণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিতৃষ্ণা—১। স্পৃহাশূন্যা, আকাঙ্ক্ষারহিতা। বহু। বিতৃষ্ণ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অস্পৃহা, ঔদাসীন্য, অনিচ্ছা; অরুচি। বি—তৃষ্ (তৃষিত হওয়া)+নক্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিত্ত—১। লব্ধ; জ্ঞাত; বিচারিত; খ্যাত। বিদ্+ক্ত ণ্ব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিত্তা। ২। ধন, সম্পত্তি। সং; ক্লী।

বিত্তমাত্রা—ধনপরিমাণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিত্তশাঠ্য—কৃপণতা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

বিত্তি—লাভ; জ্ঞান; খ্যাতি; বিচার; সম্ভাবনা। বিদ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিত্তেশ—ধনী; প্রভু; কুবের; যক্ষ। বিত্তের (ধনের) ঈশ প্রভু, ৬তৎ। সং; পু।

বিত্রস্ত—ত্রাসযুক্ত, অতি ভীত। বি—ত্রস্ (ভয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিত্রাস—অতি ভয়। বি—ত্রস (ভয় পাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিথান—স্থানভ্রষ্ট, ধ্বস্ত। প্রা, ক। বিণ।

বিথার—১। বিস্তার। সং। ২। বিস্তৃত, ছড়ান, এলান; ব্যাপ্ত, সঙ্কুল, পূর্ণ। বিণ। প্রা, ক।

বিথারা—বিস্তারিত করা, ছড়ান, এলান; ব্যাপ্ত করা বা হওয়া। প্রা, ক। ক্রি।

বিথারিত—বিস্তারিত, ব্যাপ্ত, সঙ্কুল, পূর্ণ।

বিদ—বুধ, পণ্ডিত। বিদ্ (জানা)+ক ক। সং; পু।

বিদংশ—১। দংশন। বি—দন্‌শ (দংশন করা)+অল্ ভা। ২। পুষ্ট দ্রব্য, চাট্। বি—দন্‌শ+অল্ ণ্ব। সং; পু।

বিদগধ—রসিক, প্রেমিক; চতুর; পণ্ডিত। বিদগ্ধ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

বিদগ্ধ—রসিক, চতুর, পটু; নিপুণ; পণ্ডিত। বি—দহ্ (দগ্ধ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিদগ্ধতা—রসিকতা, পটুতা; নিপুণতা; পাণ্ডিত্য। বিদগ্ধ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বিদগ্ধা—১। রসিকা, চতুরা ইত্যাদি। বিদগ্ধ দেখ; বিদগ্ধ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ, রসিকা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

বিদন্ (বিদৎ)—যে জানে, যে জানে এরূপ। বিদ্ (জানা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদতী।

বিদর—ভেদন, প্রস্ফুটন; অতি ভয়। বি—দৄ (বিদীর্ণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিদরা—বিদীর্ণ হওয়া বা করা। ক, প্র। ক্রি।

বিদরি—১। বিদীর্ণ হইয়া বা করিয়া। ক, প্র। ক্রি। ২। ধাতুর উপর নকাসী; নকাসী-করা গুড়গুড়ি, ফরসী, আলবোলা। বৈদেশিক। সং।

বিদর্ভ, বিদর্ভা—কুণ্ডিনগর, অধুনাতন বেরার প্রদেশ। সং। ক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিদর্ভজা—বিদর্ভরাজ দুহিতা দময়ন্তী; অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা। ৫মী। বিদর্ভ—জন্ (জন্মা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিদল—১। প্রস্ফুটিত, বিকসিত। বি (নাই) দল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদলা। ২। কলায়, মটর। সং; পু। ৩। অন্য দল, পরপক্ষ। দেশজ। সং।

বিদলন—বিমর্দ্দন, বিদারণ। বি—দল্ (দলন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিদলিত—বিমর্দ্দিত; চূর্ণীকৃত; বিদারিত;

বিকাসিত। বি—দল্ (দলন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদলিতা।

বিদা—১। জ্ঞান, বোধ। বিদ্ (জানা)+ভ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। ভূমি আঁচড়াইবার কঙ্কতাকার যন্ত্র-বিশেষ, আঁচড়া। দেশজ। সং।

বিদায়—দান; বিসর্জ্জন; গমনানুমতি। বি—দা+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিদায়কাল—গমনানুমতি লইবার সময়; প্রস্থানের সময়। ৬তৎ। সং; পু।

বিদায়কালীন—বিদায়কালসম্বন্ধীয়; বিদায়কাল জাত। বিদায়কাল+ঈন ইদমাস্তর্থে। বিণ; ত্রি। [লওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী

বিদায়গ্রহণ—বিদায় লওয়া, যাইবার অনুমতি

বিদায়ভোজ—বিদায়কালীন উৎসবাদি ব্যাপার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বিদায়সম্ভাষণ—বিদায়কালীন সাদর আলাপ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদার—বিদারণ, ভেদন; ফাট; চির; জলোচ্ছ্বাস; যুদ্ধ। বি—দৃ+ঘঞ্ ভা। সং।

বিদারক—১। বিদীর্ণকারক, ভেদক; খনক। বি—দৃ (বিদীর্ণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদারিকা ২। ; জল মধ্যস্থ পর্ব্বত বা বৃক্ষ। বি—দৃ+ঘঞ্ র্ম্ম+কণ্। সং; পু।

বিদারণ—১। বিদীর্ণকরণ; ভেদন, মারণ; রণ, যুদ্ধ। বি—ণিজন্ত দৃ—দারি (বিদীর্ণ করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বিদারক, ভেদক। বি—দারি+অন ক। বিণ; ত্রি।

বিদারণরেখা—বিদীর্ণ করণের চিহ্ন, চিরিবার পূর্ব্বে প্রদত্ত দাগ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদারা—বিদীর্ণ করা। ক, প্র। ক্রি। [ক্রি।

বিদারি—বিদীর্ণ করিয়া, ফাটাইয়া। ক, প্র।

বিদারিত—ভেদিত, যাহা বিদীর্ণ করা হইয়াছে এরূপ। বি—ণিজন্ত দৃ—দারি (বিদীর্ণ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিদারিয়া—বিদীর্ণ করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

বিদারী (—রিন্)—বিদীর্ণকারী, বিদারক। বি—দৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিদারিণী।

বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ড; শালপর্ণ। বি—দৃ+ঘণ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিদিক্ (বিদিশ্)—দুই দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ, অগ্নি নৈঋ ত বায়ু ও ঈশান—এই চারিকোণ। বি (মধ্যবর্ত্তিনী) যে দিক্, নিত্য। সং; স্ত্রী।

বিদিত—১। জ্ঞাত, যাহা জানা গিয়াছে এরূপ; প্রথিত। বিদ্+ক্ত র্ম্ম। ২। জ্ঞাত, অবগত, যে জানে বা জানিয়াছে এরূপ। বিদ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৩। জ্ঞান; লাভ; খ্যাতি। বিদ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিদীর্ণ—ভিন্ন, যাহা চেরা হইয়াছে এরূপ; হত; বিস্তীর্ণ; ভগ্ন। বি—দৃ (বিদীর্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিদু, বিদু—গজকুম্ভদ্বয়ের মধ্যদেশ। বিদ্ (জানা) +উ, উ ক। সং; পু।

বিদুর—১। জ্ঞানী, পণ্ডিত; বেত্তা; নাগর। বিদ্ (জানা)+উর ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদুরা। ২। যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য। সং; পু।

বিচিত্রবীর্য্য রাজার এক দাসী-পত্নীর ক্ষেত্রে ব্যাসদেবের ঔরসে বিদুরের জন্ম। কথিত আছে যে, অণীমাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে ধর্ম্মরাজকে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইনি দেবকরাজ তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে।

বিদুর বিলাস বাসনাদি বিবর্জ্জিত ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে সৎপরামর্শ দান ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যাপারেই ইনি লিপ্ত থাকিতেন না। মৎসরী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ধর্ম্মাশ্রয়ী পাণ্ডবগণের সতত অনিষ্ট চেষ্টা করিত বলিয়া ইনি অতিশয় দুঃখিতভাবে কালহরণ করিতেন। অনন্তর দুর্য্যোধন পাণ্ডুপুত্রদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিবার চক্রান্ত করিলে ইনি তাঁহাদিগকে ইঙ্গিতে তাহা জ্ঞাপন করেন। ইঁহারই সহায়তায় তাঁহারা সেই ঘোর সঙ্কটে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুনন্দনগণের বিবাহের পর ইনি ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করেন। কপটদ্যূতে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি বনবাস আশ্রয় করিলে ইনি তাঁহাদের জননী কুন্তীদেবীকে নিজালয়ে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করেন।

পাণ্ডবদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এই কথা একদা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে ইনি তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ও রাজ্য ফিরাইয়া দিতে পরামর্শ দেন। তাদৃশ নির্ভীক সদুত্তরে রুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্র ইঁহাকে রাজভবন পরিত্যাগ করিতে বলেন। তদনুসারে ইনি বনে পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়া পরম সমাদরে পরিগৃহীত হন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ইঁহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া ইঁহাকে পুনরানয়ন জন্য সঞ্জয়কে প্রেরণ করিলে ইনি তৎসহ হস্তিনায় প্রত্যাগত হন।

কুরুক্ষেত্র সমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কার্য্যবশতঃ হস্তিনাপুরে গমন করিয়া দুর্য্যোধনের অশ্রদ্ধাদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের শ্রদ্ধাদত্ত ভিক্ষান্ন সাদরে গ্রহণ করেন। ভারত-যুদ্ধের পর ইনি পঞ্চদশ বর্ষ কাল ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পাণ্ডবদিগের আশ্রয়ে বাস করেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ইঁহার শরীর শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর পাণ্ডবগণ বনে ইঁহাদিগকে দেখিতে গমন করিলে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করেন।

বিদুল—বেতগাছ। বিদ্+উল ক। সং; পু।

বিদুলা—পুরাকালীন জনৈক বীরাঙ্গনা। পার্থিব বংশে ইঁহার জন্ম এবং সৌবীর-রাজের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। স্বামি-সহবাসে ইনি সঞ্জয় নামে এক পুত্র লাভ করেন। ইঁহার পতির মৃত্যুর পর সিন্ধুরাজ সৌবীর রাজ্য জয় করিয়া লন। অনন্তর ইনি পুত্রকে মনুষ্যসাধ্য কার্য্যসাধনের চেষ্টা করিয়া পুরুষকারের পরিচয় করিতে বলেন এবং নানাপ্রকার উৎসাহজনক বাক্য দ্বারা পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে উত্তেজিত করেন। ইঁহার উদ্দীপনাময় জ্বলন্ত উপদেশবাক্যে উৎসাহিত হইয়া সঞ্জয় সৌবীররাজ্য পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন।

বিদুষী—বিজ্ঞাবতী, পণ্ডিতা। বিদ্বান্ দেখ। বিদ্বস্ শব্দ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিদুষ্মতী—পণ্ডিতজনবতী। বিদ্বান্ দেখ। বিদ্বস্ শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিদূর—১। অতিদূরবর্ত্তী। বি (অতিশয়) যে দূর, সুপ্‌সুপেতি। বিণ; ত্রি। ২। অতিদূর। সং; ক্লী। ৩। পর্ব্বতবিশেষ; দেশবিশেষ; মণিবিশেষ, বৈদূর্য্যমণি। সং; পু।

বিদূরগ—অতি দূরগামী। বিদূর—গম্ (যাওয়া) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গা।

বিদূরজ—বৈদূর্য্যমণি। বিদূর শব্দ—জন্ (জন্মা) +ড ক। সং; পু।

বিদূরিত—দূরীকৃত; বিতাড়িত। বিদূর শব্দ+ক্রি—বিদূরি (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদূরিতা।

বিদূষক—১। নিন্দক, নিন্দাকারী। বি—ণিজন্ত দুষ+ণক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদূষিকা। ২। লম্পট; নাট্যে—নায়কের সহায়বিশেষ; উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণস্বরূপে কল্পিত নাট্যচরিত্রবিশেষ; হাস্যজনক ভাঁড়। সং; পু।

বিদূষণ—দোষারোপ, নিন্দা। বি—ণিজন্ত দুষ্+অনট্ ভ। সং; ক্লী।

বিদে বিদা যন্ত্র, আঁচড়া। প্রাদেশিক। সং।

বিদেশ—দেশান্তর, স্বদেশভিন্ন দেশ। বি (ভিন্ন) যে দেশ, নিত্য। সং; পু।

বিদেশগামী (—গামিন্)—দেশান্তরে গমনকারী। বিদেশ শব্দ—গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—গামিনী। [৭তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদেশযাত্রা দেশান্তরগমন, ভিন্ন দেশে যাওয়া।

বিদেশাগত—অন্য দেশ হইতে আয়াত, যে বা

যাহা ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছে, আমদানি। বিদেশ হইতে আগত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

বিদেশী (-শিন্)—ভিন্নদেশবাসী; বৈদেশিক; বিদেশ+ইন্ নিবাসার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিদেশিনী।

বিদেশীয়—বিদেশসম্বন্ধীয়, বৈদেশিক; বিদেশবাসী। বিদেশ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বিদেহ—১। দেহহীন। বি (নাই) দেহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদেহা। ২। বিহারদেশ; মিথিলা, জনক-বংশীয় রাজা। সং; পু।

বিদেহা—১। দেহহীনা। বহু; বিদেহ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মিথিলা দেশ। সং; স্ত্রী।

বিদ্ধ—মসৃৎকীর্ণ, ছিদ্রিত; ক্ষিপ্ত; আহত; তাড়িত; বাধিত; প্রেরিত; সদৃশ: বক্র। ব্যধ্ (বেঁধা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিদ্যমান—বর্তমান, উপস্থিত; বিদ্ (থাকা)+শানক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

বিদ্যা—অধ্যয়নাদি-জনিত জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান; 'আমি দেহ নহি—চিদাত্মা' এইরূপ বোধ; দুর্গা; মন্ত্র; দর্শনশাস্ত্র; ৪ বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র—এই ১৪; আবার তৎসহিত আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্বশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ধরিয়া সর্বশুদ্ধ ১৮। বিদ্ (জানা)+ক্যপ্, ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

২। সুকবি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যের নায়িকা। বর্দ্ধমানের রাজকুমারী বিদ্যা রূপ ও বিদ্যাবত্তায় অনুপমা ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের সুন্দর নামক এক রূপযৌবনসম্পন্ন রাজকুমার বিদ্যার অলৌকিক রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে পাইবার আশায় বর্দ্ধমানে আসিয়া এক মালিনীর গৃহে বাসা লয়েন। এই মালিনী রাজবাটীতে ফুল যোগাইত। তাহারই চেষ্টায় বিদ্যা-সুন্দরে মিলন হয়। ক্রমে বিদ্যার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন চোর ধরিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হয়। সুন্দর বিদ্যার কক্ষে ধরা পড়েন। রাজাদেশে শিরশ্ছেদের নিমিত্ত মশানে লইয়া যাওয়া হয়। এ দিকে মহাবিদ্যা সেই রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন,—আমার সেবক সুন্দরকে তুমি বন্দী করিয়াছ। যদি তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে আমি সমস্ত বর্দ্ধমান রসাতলে দিব। ইহাতে রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুন্দরকে মুক্তি প্রদান করেন, এবং বিদ্যাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন।

বিদ্যাচণ, বিদ্যাচুঞ্চু—বিদ্যা দ্বারা খ্যাত, প্রসিদ্ধ বিদ্বান্। বিদ্যা শব্দ+চণ, চুঞ্চু খ্যাতার্থে। বিণ; ত্রি।

বিদ্যাদেবী—বাগ্দেবী, সরস্বতী; জৈনদেবীবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদ্যাধন—১। বিদ্যাদ্বারা উপার্জ্জিত ধন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বিদ্যারূপ ধন। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বিদ্যাধর—দেবযোনিবিশেষ, গন্ধর্ব; কিন্নর; বিদ্যার (গন্ধর্ববিদ্যার অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যার) ধর, ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী বিদ্যাধরী।

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য—ইঁহার পিতার নাম সন্তোষ রাম। ইনি বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি গণিত, জ্যোতিষ, পূর্ত্তবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। অম্বরপতি সওয়াই জয়সিংহ ইঁহার গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইঁহারই নক্সা অনুযায়ী বর্ত্তমান জয়পুর সহর নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা টডের রাজস্থানেও ইহার উল্লেখ আছে।

বিদ্যানিধি—বিদ্যার্ণব, বিদ্যাসাগর, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি। বিদ্যার নিধিপ্রায়, ৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যানুরাগ—বিদ্যায় আসক্তি, লেখাপড়ায় টান। ৭তৎ। সং; পু।

বিদ্যানুরাগী (-রাগিন্)—বিদ্যায় আসক্ত, লেখাপড়ায় রত। ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী বিদ্যানুরাগিণী।

বিদ্যাপতি—জনৈক প্রাচীন কবি। ইঁহার জন্মস্থান ও জন্মকাল সুনিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, ইনি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং লেখাপড়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মিথিলায় গমনপূর্ব্বক রাজা শিবসিংহের আশ্রয়ে বাস করেন। ঐ রাজা ইঁহাকে বিহার প্রদেশান্তর্গত বিসপী নামক গ্রাম দান করেন। ঐ গ্রামে ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

ইনি বহু গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক। গীতগুলি অতি সুন্দর ভাবময়, ললিত ও মনোহর। চৈতন্যদেব ইঁহার গীতপাঠে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায়ও ইঁহার রচনায় বহু হিন্দী শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার, গয়াপত্তন প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার লেখনীপ্রসূত বলিয়া কথিত আছে।

বিদ্যাপতি ১৪০০ হইতে ১৫০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত সময়ে জীবিত ছিলেন এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। চৈতন্যদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিদ্যাপতি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিদ্যাপতির পদাবলী চৈতন্যদেবের সময় বর্ত্তমান আকার ধারণ করে।

বিদ্যাভূষণ—বিদ্যালঙ্কার। বিদ্যাই ভূষণ যাহার, বহু। সং; পু।

বিদ্যাভ্যাস—বিদ্যাশিক্ষা, লেখা পড়া শেখা। [৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যামন্দির—বিদ্যালয়। ৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যাম্বুধি—বিদ্যার্ণব, বিদ্যাসাগর। বিদ্যার অম্বুধি প্রায়, ৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যারত্ন—১। বিদ্যা দ্বারা উপার্জ্জিত রত্ন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বিদ্যারূপ রত্ন; উপাধিবিশেষ। রূপক। সং; ক্লী।

বিদ্যারম্ভ—বিদ্যাশিক্ষার উপক্রম, লেখা পড়া আরম্ভ করা, হাতেখড়ি। ৬তৎ। সং; পু। [পঞ্চমবর্ষে জ্যোতিষোক্ত শুদ্ধকালে ও শুভ দিনে বিদ্যারম্ভ বিধেয়। বিদ্যারম্ভে বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ, শুক্র ও রবিবার মধ্যম। বুধ ও সোমবারে বিদ্যারম্ভে মূর্খ, এবং শনি ও মঙ্গলবারে অল্পায়ুঃ হয়]।

বিদ্যার্ণব—বিদ্যানিধি, বিদ্যাসাগর। বিদ্যার অর্ণবপ্রায়, ৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যার্থী (-র্থিন্)—শিক্ষাপ্রার্থী, ছাত্র। বিদ্যার অর্থী (প্রার্থী), ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী বিদ্যার্থিনী।

বিদ্যালঙ্কার—বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাই অলঙ্কার যাহার, বহু। সং; পু।

বিদ্যালয়—বিদ্যামন্দির, পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, টোল, স্কুল, কলেজ। বিদ্যার আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যাবান্ (-বৎ)—বিদ্বান্, পণ্ডিত। বিদ্যা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—বতী।

বিদ্যাবিশারদ—বিদ্যায় পারদর্শী, বিদ্বান্। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বিদ্যাশিক্ষা—বিদ্যাভ্যাস, লেখাপড়া শেখা। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদ্যাসাগর—বিদ্যার সমুদ্রস্বরূপ, সাগর সদৃশ অগাধ বিদ্যাসম্পন্ন; উপাধিবিশেষ। ৬তৎ। ২। বিদ্যারূপ সমুদ্র। রূপক। সং; পু।

বিদ্যাসুন্দর—কবি ভারতচন্দ্র প্রণীত গ্রন্থবিশেষ [এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ]।

বিদ্যাহীন—বিদ্যাশূন্য, মূর্খ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—রাক্ষসবংশসম্ভূত দানবরাজ। রাবণভগিনী শূর্পণখার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল। দিগ্বিজয়কালে ভ্রমক্রমে রাবণ লঙ্কায় ইহাকে বধ করিয়াছিল। বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা যাহার, বহু। সং; পু।

বিদ্যুৎ—সৌদামনী, তড়িৎ, বিজলী। বি—দ্যুত্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্, ক। সং; স্ত্রী।

বিদ্যুতালোক—তড়িদালোক, 'ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্'; বিদ্যুতের জ্যোতিঃ। ৬তৎ। সং।

বিদ্যুৎকেশ—রাক্ষসবিশেষ। বিদ্যুতের ন্যায় কেশ যাহার, বহু। সং; পু।

বিদ্যুৎপ্রভ—বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট,

বিজলির মত চমৎকার, দীপ্তোজ্জ্বল। বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —প্রভা।

বিদ্যুৎপ্রভা—১। বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা। বহু; বিদ্যুৎপ্রভ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। বিদ্যুতের দীপ্তি, বিজলির চমক। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদ্যুৎস্পন্দন—বিদ্যুৎস্ফুরণ, বিদ্যুৎ চমকান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিদ্যুত্বান্ (—ত্বৎ)—বিদ্যুদ্বিশিষ্ট। বিদ্যুৎ শব্দ বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিদ্যুত্বতী।

বিদ্যুদ্গর্ভ—বিদ্যুৎপূর্ণ। বিদ্যুৎ আছে গর্ভে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিদ্যুদ্দাম (-মন্)—বিদ্যুতের রেখা বা ছটা; বিদ্যুৎসমূহ, বিদ্যুৎমালা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিদ্যুদ্দামবর্ষী (—বর্ষিন্)—বিদ্যুৎসমূহ বর্ষণকারী বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ বর্ষণকারী। বিদ্যুদ্দামন্—বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —বর্ষিণী।

বিদ্যুদ্দীপ্ত—১। বিদ্যুতের প্রভা দ্বারা আলোকিত। ৩তৎ। ২। বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিশালী, বিজলিসদৃশ তীক্ষ্ণ জ্যোতিবিশিষ্ট। বিদ্যুদ্বৎ দীপ্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদ্যুদ্দীপ্তা।

বিদ্যুদ্বর্ষী (—র্ষিন্)—বিদ্যুৎবর্ষণকারী, বিদ্যুতের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ বর্ষণকারী। বিদ্যুৎ—বৃষ (বর্ষণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিদ্যুদ্বর্ষিণী। [৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যুদ্বিকাশ—বিদ্যুৎস্ফুরণ, বিজলির চমক।

বিদ্যুদ্বেগে—বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে বিদ্যুতের বেগের ন্যায় বেগ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিদ্যুন্মালা—বিদ্যুৎসমূহ; অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদ্যুন্মালী (—লিন্)—রাক্ষসবিশেষ। বিদ্যুন্মালা শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বিদ্যুল্লতা—বিদ্যুৎ, তড়িৎ। বিদ্যুৎ রূপা লতা, রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিদ্যোত—দীপ্তি, প্রভা, দ্যুতি। বি দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

বিদ্যোৎসাহী (—সাহিন্)—বিদ্যার উৎসাহদাতা, বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে যত্নশীল। ৬তৎ। বিণ, পু। স্ত্রী বিদ্যোৎসাহিনী।

বিদ্রব, বিদ্রাব—পলায়ন; ক্ষরণ, গলন, দ্রবীভাব; ভয়; বুদ্ধি; যুদ্ধ; নিন্দা। বি—দ্রু+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিদ্রাবিত—বিতাড়িত; দ্রবীকৃত। বি—ণিজন্ত দ্রু (=দ্রাবি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিদ্রুত—পলায়িত; ভীত; দ্রবীভূত। বি—দ্রু+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিদ্রুম—১। প্রবাল, পলা। বি (বিশিষ্ট) যে দ্রুম, সুপসুপেতি। ২। কিশলয়, নবপল্লব। বি (বিগত) দ্রুম হইতে, নিত্য। সং; পু।

বিদ্রূপ—ব্যঙ্গ, ঠাট্টা। দেশজ। সং।

বিদ্রূপপ্রিয়—পরিহাসপ্রিয়, যে পরিহাস করিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

বিদ্রূপাত্মক—বিদ্রূপপূর্ণ, পরিহাসপূর্ণ। বিদ্রূপ হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিদ্রোহ—অনিষ্টাচরণ; বিরুদ্ধতা, প্রতিকূলতা, শত্রুতা, বিদ্বেষ। বি—দ্রুহ (অনিষ্টাচরণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিদ্রোহী (—হিন্)—বিদ্রোহকারী, অনিষ্টাচরণকারী; বিরোধী, প্রতিকূল। বি দ্রুহ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিদ্রোহিণী।

বিদ্বজ্জন—বিদ্বান্ ব্যক্তি, পণ্ডিত লোক। বিদ্বান্ যে জন, কর্ম্মধা। সং; পু।

বিদ্বৎকল্প, বিদ্বদ্দেশীয়, বিদ্বদ্দেশ্য—অল্প বিদ্বান্। বিদ্বান্ দেখ; বিদ্বস্ শব্দ+কল্প, দেশীয়, দেশ্য অল্পার্থে। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

বিদ্বৎকুল—পণ্ডিতসমূহ, জ্ঞানিগণ। ৬তৎ।

বিদ্বৎকুলতিলক—পণ্ডিতসমূহের অগ্রগণ্য, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিদ্বত্তম—বহুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান্। বিদ্বান্ দেখ; বিদ্বস্ শব্দ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদ্বত্তমা।

বিদ্বত্তর—দুইজনের মধ্যে অধিকতর বিদ্বান্। অতিশয় বিদ্বান্, মহাপণ্ডিত। বিদ্বান্ দেখ; বিদ্বস্ শব্দ+তর অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিদ্বত্তরা।

বিদ্বদ্দেশীয়, বিদ্বদ্দেশ্য—বিদ্বৎকল্প দেখ।

বিদ্বান্ (বিদ্বস্)—বিদ্যাবান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত। বিদ (জানা)+শতৃ ক (শতৃস্থানে বসু আদেশ)। বিণ; পু। স্ত্রী বিদুষী।

বিদ্বিট্ (বিদ্বিষ্)—১। দ্বেষ্টা; প্রতিদ্বন্দ্বী। বি—দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। অরি, শত্রু। সং; পু।

বিদ্বিষ—১। দ্বেষকারী; প্রতিদ্বন্দ্বী। বি দ্বিষ্+ক ক। বিণ; ত্রি। ২। শত্রু। সং; পু।

বিদ্বিষ্ট—বিদ্বেষভাজন, বিদ্বেষের পাত্র। বি দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিদ্বেষ, বিদ্বেষণ—শত্রুতা; দ্বেষ; ঈর্ষ্যা। বি—দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিদ্বেষকষায়িত—শত্রুতাহেতু রক্তাভ, ঈর্ষ্যাহেতু আরক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিদ্বেষপরায়ণ—অতিশয় দ্বেষশীল, অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন, অতি হিংসাশীল; বিদ্বেষই পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —পরায়ণা।

বিদ্বেষভাজন—দ্বেষের পাত্র, ঈর্ষ্যার পাত্র। ৬তৎ। বিণ বা সং; ক্লী।

বিদ্বেষানল—দ্বেষাগ্নি, বৈরিতা-বহ্নি, হিংসার আগুন। বিদ্বেষরূপ অনল, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

বিদ্বেষী (—ষিন্)—দ্বেষ্টা; বৈরী; ঈর্ষ্যী। বিদ্বেষ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিদ্বেষিণী।

বিদ্বেষ্টা (—ষ্টৃ)—দ্বেষকারী, বৈরী, শত্রুভাবাপন্ন; হিংসাকারী। বি—দ্বিষ্+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিদ্বেষ্ট্রী।

বিধ, বিধা—১। বেতন; গজগ্রাস। বিধ=বি—ধা+ড র্ম্ম অথবা বিধ+ক র্ম্ম; বিধা=বি—ধা+ড র্ম্ম+আপ্ অথবা বিধ+ড র্ম্ম+আপ্। ২। বেধ; রীতি; নিয়ম; সমৃদ্ধি; সাদৃশ্য; প্রকার। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয়, কর্ম্মবাচ্যের স্থলে ভা। সং; ক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিধবা—মৃতপতিকা, রণ্ডা; বিবসনা। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) ধব (পতি বা বস্ত্র) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিধবাবিবাহ, বিধবা-বেদন—মৃতপতিকা নারীর পুনঃপরিণয়। ৬তৎ। সং; ক্রমে পু ও ক্লী।

পূর্ব্বে এদেশে বিধবা-বিবাহের যে প্রচলন ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কালে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া বহুদিন হইতে সমাজে অপ্রচলিত হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ একবার বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ এ ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী উহাতে স্বাক্ষর না করায় রাজবল্লভের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষতযোনি বিধবার পুনরায় বিবাহ প্রচলন জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত শাস্ত্রীয় প্রমাণের মধ্যে পরাশর সংহিতার এই বচনটীই প্রধান,

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ পতি নষ্ট (অনুদ্দিষ্ট), মৃত, প্রব্রজ্যাগ্রস্ত, ক্লীব বা পতিত হইলে এই পাঁচ প্রকার বিপন্ন অবস্থায় স্ত্রীলোক পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, পরাশর সংহিতার এই বচনটী বিবাহিতা রমণীর সম্বন্ধে নহে, বাগ্দত্তা কন্যার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে বাগ্দত্তা কন্যার ভাবী পতির পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ঘটিলে তাহার পত্যন্তর গ্রহণ হইতে পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহাতে আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ

তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি স্মার্ত ভট্টাচার্য্যগণ বিধবা-বিবাহের অনুকূল ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, আর ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ইহার বিপক্ষে মত দেন। সপক্ষে ও বিপক্ষে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' 'বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ' প্রভৃতি অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়, এবং বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত সন্তান বৈধ-সন্তান বলিয়া প্রতিপন্ন ও পৈতৃক ধনভাগী হইতে পারিবে এই আইনও বিধিবদ্ধ হয়। ১৭৭৮ শকাব্দা ২৩শে অগ্রহায়ণ রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পলাসডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাই এদেশে প্রথম বিধবা-বিবাহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পর আরও অনেক উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। সমাজে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত না হইলেও মধ্যে মধ্যে বিধবা-বিবাহ হইয়া থাকে।

বিধা—বিধ দেখ। [পদ। বিধাতা দেখ।
বিধাতঃ—বিধাতৃ (বিধাতা) শব্দের সম্বোধন-
বিধাতা (—তৃ)—১। ব্রহ্মা; স্রষ্টা; দক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টিকর্তা; কন্দর্প, মদন। বি—ধা (বিধান করা)+তৃন্ ক। সং; পু। ২। বিধানকর্ত্তা; কর্ত্তা। বিণ; পু। স্ত্রী বিধাত্রী।
বিধান—১। বিধি; নিয়ম; জনন; উপার্জ্জন; নির্ম্মাণ; করণ; সম্পত্তি; অর্চ্চনা। বি—ধা (বিধান করা)+অনট্ ভা। ২। উপায়। বি—ধা+অনট্ ণ। ৩। হস্তিকবল। বি ধা+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।
বিধানজ্ঞ—নিয়মজ্ঞ, বিধিবেত্তা। বিধান শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।
বিধানশাস্ত্র, বিধানসংহিতা—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইনবিদ্যা। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
বিধায়ক—বিধানকর্ত্তা, ব্যবস্থাপক; বিধাতা; জনক; কারক। বি—ধা (বিধান করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিধায়িকা।
বিধায়ী (—য়িন্)—বিধায়ক (সমস্ত অর্থে)। বি—ধা (বিধান করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিধায়িনী।
বিধি—১। বিধান; নিয়ম; ক্রম; নিয়োগ; অনুষ্ঠান। বি—ধা+কি ভা। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু। বি—ধা (বিধান করা)+কি ক। ৩। শাস্ত্র; দৈব, ভাগ্য; উপায়; অপ্রাপ্ত-প্রাপক বাক্যবিশেষ। বি—ধা+কি ণ। ৪। প্রকার; আচার; ব্যাপার; যজ্ঞ; মদিরা। বি—ধা। কি র্ম্ম। সং; পু।
বিধিজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ; বিধিবেত্তা; সদস্য। বিধি জানে যে, উপ; বিধি শব্দ—জ্ঞা (জানা) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিধিজ্ঞা।
বিধিৎসা—বিধান করিবার ইচ্ছা। বি—সনন্ত ধা+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।
বিধিৎসু—বিধান করিতে ইচ্ছুক; চিকীর্ষু। বি—সনন্ত ধা+উ ক। বিণ; ত্রি।
বিধিদর্শী (—র্শিন্)—বিধিজ্ঞ (সমস্ত অর্থে)। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী —দর্শিনী।
বিধিদেশক বিধির উপদেশক সদস্য। বিধি—দিশ্+ণক ক। বিণ; ত্রি।
বিধিপূর্ব্বক—নিয়মপূর্ব্বক, নিয়মানুসারে। বিধি হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার, বহু। ক্রি বিণ।
বিধিবদ্ধ—নিয়মবদ্ধ, বিধানরূপে প্রচলিত বা প্রচারিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
বিধিমতে—১। বিধান অনুযায়ী, নিয়ম অনুসারে বিধির মত আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ। ২। বহু প্রকারে, নানাভাবে, অনেক রকমে। দেশজ।
বিধিলিপি—বিধাতার লিখন, বিধাতার নির্দ্দেশ, অদৃষ্ট। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [চুর্ণ। বা।
বিধিবৎ—বিধিপূর্ব্বক, যথাশাস্ত্র। বিধি শব্দ+
বিধিবিড়ম্বনা—বিধাতার ছলনা, দৈব-দুর্ব্বিপাক, বিধিকৃত বিড়ম্বনা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
বিধিবিড়ম্বিত—বিধাতৃ কর্ত্তৃক প্রতারিত, দৈব বিপাকগ্রস্ত, দুরদৃষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
বিধিবিৎ (—বিদ্)—বিধিজ্ঞ, বিধানবেত্তা; শাস্ত্রদর্শী। বিধি শব্দ—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।
বিধিবিহিত—১। বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট; নিয়মসিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। বিধির বিধান, বিধিলিপি। ৬তৎ। সং; ক্লী।
বিধিশাস্ত্র—ব্যবস্থাশাস্ত্র; ব্যবহার-শাস্ত্র; স্মৃতিশাস্ত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।
বিধু—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; চন্দ্র; কর্পূর; রাক্ষস; আয়ুধ। ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+কু ক। সং।
বিধুত, বিধূত—কম্পিত; চলিত; ত্যক্ত। বি—ধু, ধূ (কম্পিত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ।
বিধুনন, বিধূনন—ত্যাগ; কম্পন। বি—ধু, ধূ (কাঁপা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
বিধুন্তুদ—রাহু। বিধু শব্দ (চন্দ্র)—তুদ্ (পীড়া দেওয়া)+খশ্ ক। সং; পু।
বিধুমুখ, বিধুবদন—১। চাঁদমুখ, চন্দ্রতুল্য মনোহর আনন। বিধুসদৃশ মুখ, বদন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখ বিশিষ্ট। বিধুবৎ মুখ, বদন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিধুমুখী, বিধুবদনী।
বিধুর—১। কাতর; বিমূঢ়; বিকল; অসমর্থ; ভীত; বিযুক্ত। বি (অসৎ) হইয়াছে ধুর (ভার) যাহার; বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিধুরা। ২। অরাতি, শত্রু। সং; পু। ৩। বৈকল্য; কষ্ট। সং; ক্লী।
বিধুবদন—বিধুমুখ দেখ।
বিধুবন—কম্পন, কাঁপা বি—ধু (কাঁপা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
বিধূত—বিধুত দেখ।
বিধূনন—বিধুনন দেখ।
বিধূনিত—কম্পিত; ভীত; ত্যক্ত; অভিভূত। বি—ণিজন্ত ধূ বা ধূন (কাঁপান)+ক্ত র্ম্ম। [বিণ; ত্রি।
বিধৃত—ধারণ, অবলম্বিত। বি—ধৃ+ক্ত র্ম্ম।
বিধেয়—বাধ্য, অধীন; বিনয়ী; বিধিসিদ্ধ; কর্ত্তব্য, উচিত। বি—ধা+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিধেয়া। বি বিধেয়তা।
বিধ্যমান—যাহাকে বিদ্ধ করা হইতেছে এরূপ; পীড্যমান। ব্যধ্+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
বিধ্বংস—বিনাশ; বিলোপ; অপকার। বি—ধ্বন্স (ধ্বংস করা)+অল্ ভা। সং; পু।
বিধ্বংসী। —সিন্ বিনাশক; অপকারী; শত্রু। বি—ধ্বন্স্ (ধ্বংস করা)+ণিন্ ক, বা বিধ্বংস শব্দ+ইন্ শীলার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিধ্বংসিনী।
বিধ্বস্ত—১। বিনষ্ট। বি—ধ্বন্স্ (ধ্বংস হওয়া) +ক্ত ক। ২। বিনাশিত; অপকৃত। বি—ধ্বন্স্ (ধ্বংস করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
বিন, বিনি বিনে বিনা, ভিন্ন, ব্যতীত, ব্যতিরেকে। অব্য, প্রা, ক।
বিনত—অবনত, বিনীত, নম্র; শিক্ষিত। বি—নম্ (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
বিনতা—১। অবনতা; বিনম্রা; শিক্ষিতা। বিনত দেখ। বিনত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কশ্যপ-পত্নী। সং; স্ত্রী।

বিনতা দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা। কশ্যপ মুনির সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে ইনি সপত্নী সহোদরা কদ্রুর সহিত একত্র অবস্থিতি করিতেন। মহর্ষির কৃপায় ইনি দুইটী অণ্ড প্রসব করেন। দীর্ঘকালেও অণ্ড দুইটি প্রস্ফুটিত হইতেছে না দেখিয়া ইনি একটি অণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে অরুণের জন্ম হইল, কিন্তু ডিম্ব অপক্ব থাকায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল না। অরুণের তাঁহার উপদেশে ইনি অপর অণ্ডটি না ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দিলেন।

একদা বিনতা ও কদ্রু উভয়ে ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। ঘোটকপ্রবরের পুচ্ছের বর্ণ লইয়া ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কদ্রু পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ বলিলেন। বিনতা তাহার

প্রতিবাদ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল, পরদিন তাহার বিচার হইবে এবং যিনি হারিবেন, তিনি অপরের দাসী হইবেন। কদ্রু ইতঃপূর্ব্বে সহস্র অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সহস্র নাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। কদ্রু ঐ সমস্ত নাগসন্তানের সহায়তায় উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করাইলেন। এইরূপে পরাজিতা হইয়া বিনতা কদ্রুর দাসী হইলেন।

বহুকাল পরে বিনতার রক্ষিত অণ্ডটি যথাসময়ে প্রস্ফুটিত হওয়ায় তাহা হইতে মহাবীর গরুড়ের জন্ম হইল। তিনি বিমাতার নিকট জননীর দাসীত্বের কারণ অবগত হইয়া তাঁহার উপদেশক্রমে দেবলোক হইতে সুধা আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলে বিনতা দাসীত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

বিনতা-নন্দন, -সুত, -সূনু—বিনতার পুত্র, অরুণ ও গরুড়। ৬তৎ। সং।

বিনতি, বিনয়—নম্রতা; অনুনয়; সুশীলতা; পরিশোধ; দমন; শিক্ষা; বিনিয়োগ। বিনতি=বি—নম্+ক্তি ভা। বিনয়=বি—নী+অল্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

বিনম্র—অতিশয় নম্র, বিনয়ী; অবনত। বি—নম্ (নত হওয়া)+রক্ ক। বিণ; ত্রি।

বিনয়—বিনতি দেখ।

বিনয়কৃষ্ণ দেব (রাজা বাহাদুর)—মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজ কমলকৃষ্ণের পুত্র। ইনি ১৮৬৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণহিতকর কার্য্যে ইনি বাল্যকাল হইতেই সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। ইঁহারই যত্নে Sobhabazar Benevolent Society এবং "সাহিত্যসভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি "Early History and Growth of Calcutta" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার প্রভূত পরিচয় প্রদান করেন। সাহিত্যসভায় মধ্যে মধ্যে সারবান্ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইনি চিন্তাশীলতা ও বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের পরিচয় দিয়াছেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইনি "রাজা" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৯০২ খ্রীঃ ইনি Kaiser-i Hind পদক প্রাপ্ত হন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যস্বরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ ইনি Calcutta Historical Society নামক সভার Vice-President স্বরূপে মনোনীত হন। ইনি বিনয়ী ও সদালাপী বলিয়া সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯১০ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ইনি "রাজা বাহাদুর" উপাধিভূষিত হন। ১৯১২ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ) ইনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করেন।

বিনয়গ্রাহী (—গ্রাহিন্)—বিনীত; বচনে স্থিত, কথার বাধ্য। বিনয় শব্দ—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু; স্ত্রী,—গ্রাহিণী।

বিনয়ন—অপনয়ন; অপনোদন; মোচন; শিক্ষা। বি—নী+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিনয়াবনত—নম্রতা দ্বারা বিনত, সুশীলতা হেতু নম্র; অনুনয় দ্বারা প্রণত। ৩তৎ। বিণ।

বিনয়ী (—য়িন্)—বিনীত, বিনম্র। বিনয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিনয়িনী।

বিনশন—১। বিনাশ। বি—নশ্ (নষ্ট করা)+অনট্ ভা। ২। কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ; সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান দেশ। বি—নশ্ (নষ্ট হওয়া)+অনট্ অধি, যেখানে পাপ নষ্ট হয়। সং; ক্লী।

বিনশ্বর—বিনাশশীল, ধ্বংসশীল, অনিত্য, অচিরস্থায়ী। বি—নশ্ (নষ্ট হওয়া)+বর শীলার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিনশ্বরী।

বিনষ্ট—নাশপ্রাপ্ত; ক্ষয়িত; পতিত; গত; মৃত। বি—নশ্ (নষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিনষ্টা।

বিনহি—বিনে দেখ।

বিনা—বর্জ্জন, অভাব; ব্যতিরেক। বা।

বিনাকৃত—ত্যক্ত; বিয়োজিত; রহিত। বিনা—কৃ (করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনান—বেণীর আকারে পরস্পরে বিজড়িত করা, গ্রথিত করা, গাঁথা। দেশজ। ক্রি।

বিনামা (বিনামন্)—১। নামবিহীন; অথবা নামবিশিষ্ট, কল্পিত নামযুক্ত। বি (নাই) নাম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। অন্যের নামে রক্ষিত (সম্পত্তি)। বিণ। ৩। পাদুকা, জুতা। দেশজ। সং।

বিনায়ক—শিক্ষক, গুরু; গণেশ; বুদ্ধ; গরুড়, বিঘ্ন। বি—নী (লইয়া যাওয়া)+ণক ক। সং; পু। স্ত্রী।

বিনায়িকা—গরুড়পত্নী। বিনায়ক+আপ্। সং।

বিনাশ—ধ্বংস; লোপ; অদর্শন; মৃত্যু; অভাব; ক্ষয়। বি—নশ্ (নষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিনাশক—ধ্বংসকারক, সংহারক। বি—নশ্ (নষ্ট করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বিনাশন—১। নাশপ্রাপণ, ধ্বংসসাধন। বি—ণিজন্ত নশ বা নাশি (নাশ পাওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। নাশসাধক। ...+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—না।

বিনাশা—নাশ করা, ধ্বংস করা, বধ করা, মারা। ক, প্র। ক্রি।

বিনাশিত—নাশপ্রাপিত; নিহত। বি—ণিজন্ত নশ্ (=নাশি)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনাশী (—শিন্)—১। নাশশীল, নশ্বর। বিনাশ শব্দ+ইন শীলার্থে। ২। নাশক, ধ্বংসকারক। বি—ণিজন্ত নশ্ বা নাশি (নাশ পাওয়ান)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিনাশিনী।

বিনাশোন্মুখ—নষ্টপ্রায়; মৃতকল্প; বিধ্বস্তপ্রায়; ম্রিয়মাণ। বিনাশের নিমিত্ত উন্মুখ, ৪তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিনাশোন্মুখী।

বিনাহ, বীনাহ—কূপের মুখবন্ধন, মুখপাট। বি—নহ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

বিনিঃসৃত—নির্গত, বহির্গত। বি—নির্—সৃ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিনিগমক—ব্যবচ্ছেদক; সংশয় নিবারক; প্রতিপাদক। বি—নি—ণিজন্ত গম্—গমি (যাওয়ান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বিনিগমনা—১। নিশ্চয়োপায়। বি—নি—গম্+অন ণ+আপ্। ২। ব্যবচ্ছেদন। +অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিনিদ্র—নিদ্রারহিত; জাগরিত; উন্মীলিত। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিনিদ্রা।

বিনিপাত—পতন; অপমান; ক্লেশ; দৈবদুঃখ। বি—নি—পত (পড়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিনিময়—প্রতিদান, পরিবর্ত্ত, বদল। বি—নি—মী (যাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

বিনিময়লব্ধ—বিনিময় দ্বারা প্রাপ্ত, এক বস্তুর সহিত বদল করিয়া যে এক বস্তু পাওয়া গিয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিনিমীত—বিনিময় সাধিত, পরিবর্ত্তিত। বি—নি—মী+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিয়ত—সংযত; নিষিদ্ধ, নিবারিত; শাসিত। বি—নি—যম+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিয়ম—নিয়ম; নিষেধ, নিবারণ। বি—নি—যম্ (নিয়ত করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিনিযুক্ত—নিযুক্ত; প্রেরিত; অর্পিত। বি—নি—যুজ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিয়োগ—নিয়োগ; প্রয়োগ; প্রেরণ; অর্পণ। বি—নি—যুজ্ (যোজনা করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিনিয়োজিত—নিয়োজিত; প্রেরিত; প্রবর্ত্তিত; অর্পিত। বি—নি—ণিজন্ত যুজ্ (=যোজি)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনির্গত—নিঃসৃত, বহির্গত। বি—নির্—গম (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ক্রী।

বিনির্গমন—নিঃসরণ, বহিরাগমন। প্রাদি। সং।

বিনির্জ্জিত—পরাজিত, পরাভূত। বি—নির্—জি (জয় করা)+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনির্ণয়—নিশ্চয়, নিরূপণ। বি—নির্—নী+অল্ ভা। সং; পু।

বিনির্ণীত—নিশ্চিত, নিরূপিত। বি—নির্—নী+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনির্ধূত—কম্পিত; বিক্ষিপ্ত; ইতস্ততঃ চালিত; অস্থির, চঞ্চল। বি–নির্–ধূ (কাঁপা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিনির্মুক্ত—মুক্ত; উদ্ধৃত; উদ্ঘাটিত; অনাবৃত। বি–নির্–মুচ্ (মোচন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিবর্তিত—প্রত্যাবর্তিত, ফিরান; নিরাসিত; যাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছে। বি (বিশিষ্টভাবে) নিবর্তিত, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

বিনিবারিত—সম্যক্ বারিত। বি–নি–ণিজন্ত বৃ (=বারি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিবৃত্ত—নিরস্ত; প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। বি–নি–বৃত্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিনিবেশিত—প্রবেশিত; সংক্রমিত; প্রতিষ্ঠাপিত। বি–নি–ণিজন্ত বিশ্ (=বেশি) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিশ্বসন্ (–সৎ)—দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগকারী। বি–নি–শ্বস্ (শ্বাস ফেলা)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিনিশ্বসতী।

বিনিষ্পেষ—নিষ্পেষণ; চূর্ণন; বিনাশ। বি–নির্–পিষ্+অল্ ভা। সং; পু।

বিনিহত—হত; বিনাশিত; মৃত; তিরোহিত; বিধ্বস্ত। বি–নি–হন্ (বধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিনিহতা।

বিনীত—১। বিনয়াম্বিত; নম্র, শান্ত; শিক্ষিত; দণ্ডিত, উপভুক্ত, গৃহীত; জিতেন্দ্রিয়; নিক্ষিপ্ত; অপনীত; নিভৃত। বি–নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। শিক্ষিত অশ্ববৃষভাদি; বণিক্। সং।

বিনীতভাবে—নম্রভাবে, শান্তভাবে, সবিনয়ে বিনম্র হইয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

বিনীয়—পাপ; কল্ক; কপট। বি–নী (লইয়া যাওয়া)+ক্যপ্ র্ম। সং; পু।

বিনীয়মান—শিক্ষ্যমাণ। বি–নী (লইয়া যাওয়া)+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

বিনু—বিন দেখ।

বিনেতা (–তৃ)—১। নিয়মকর্তা; শাসক; শিক্ষাদাতা, শিক্ষক। বি–নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিনেত্রী। ২। রাজা। সং; পু।

বিনেয়—শিক্ষণীয়, দম্য; দণ্ডনীয়; প্রাপণীয়; গ্রাহ্য। বি–নী+য র্ম। বিণ; ত্রি।

বিনোক্তি—অলঙ্কারবিশেষ। অলঙ্কার দেখ।

বিনোদ, বিনোদন—১। আমোদিতকরণ; কৌতূহল; তোষণ; আমোদ; অপনোদন, অপনয়ন; বিহার; ব্যাপার। বি–নুদ্ (প্রেরণ করা)+অল্, অনট্ ভা। ২। কালযাপনোপায়।…+অল্, অনট্ ণ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিনোদিত—প্রমোদিত, তোষিত; আমোদিত। বি–ণিজন্ত নুদ্ (=নোদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিনোদিতা। [বিণ।

বিনোদিয়া—আনন্দজনক, বিনোদী। প্রা, ক।

বিনোদী (–দিন্)—আমোদযুক্ত; আনন্দদায়ক, সন্তোষকর। বিনোদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিনোদিনী।

বিন্তি, বিন্তী—(তাস খেলায়) একজনের হাতে এক রঙ্গের তিনখানা তাস পরে পরে আসিলে 'বিন্তি' হয়। দেশজ। সং।

বিন্দ—১। লাভবান্। বিদ্+শ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিন্দু, ফোঁটা। প্রা, ক। সং।

বিন্দু—১। দ্রবদ্রব্যের কণা, ফোঁটা; অনুস্বার; ক্ষুদ্রচিহ্ন; ক্রমধ্য; জ্যামিতিতে যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ কিছুই নাই; রেতঃ। বিদ (জানা ইত্যাদি) +উ ম। সং; পু। ২। বেদিতা, জ্ঞাতা। বিণ।

বিন্দুবিসর্গ—অনুস্বার ও বিসর্গ; অতি সামান্য, কিঞ্চিন্মাত্র, একটু। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

বিন্দুসরঃ (–সরস্)—সরোবরবিশেষ; গঙ্গাবতরণার্থ ভগীরথ এইস্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। বিন্দু নামক যে সরঃ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; ক্লী।

বিন্দুসার—মগধের জনৈক প্রাচীনকালীন রাজা। সুপ্রসিদ্ধ মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও অশোকের পিতা।

ইনি মৌর্যবংশীয় দ্বিতীয় নরপতি। ২৯৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পরলোক গমন করিলে ইনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি গ্রীকরাজ সেলিউকসের দৌহিত্র। সেলিউকসের সহিত সন্ধিসূত্রে চন্দ্রগুপ্ত তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; বিন্দুসার তাঁহারই গর্ভসম্ভূত। অপর কেহ কেহ বলেন, ইনি চন্দ্রগুপ্তের হিন্দুমহিষীর গর্ভজাত; ইঁহার মাতার নাম দুর্ধরা। বিন্দুসার একজন প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজাপালক নরপতি ছিলেন। ইনি ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজ্যসীমা হিমালয় হইতে নর্মদা পর্যন্ত এবং আধুনিক কাবুল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিলেও এই বিশাল রাজ্যে কখনও শাসনবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই। ইঁহার প্রধান সচিব রাধাগুপ্ত চাণক্যের ন্যায়ই দূরদর্শী ও কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। গ্রীকরাজ ডিউমাকস সাক্ষর প্রার্থনায় বিন্দুসারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দূত দীর্ঘকাল ভারতে অবস্থান করিয়া প্রভুকার্য্য সম্পাদনপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। গ্রীকদিগের বিবরণে বিন্দুসার অমিত্রকেটস্ (Amitrachates) নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'অমিত্রঘাট' নামের অপভ্রংশ।

ইঁহার সুভদ্রাঙ্গী নামে এক মহিষী ছিলেন। অনেকে ইঁহাকে নাপিতকন্যা বলিয়া থাকেন। ইহার ইতিহাস এইরূপ ;—ইনি চম্পাপুরনিবাসী জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। বাল্যে কোন জ্যোতিষী কর্তৃক ইনি রাজমহিষী হইবেন এইরূপ কথিত হন। পিতা কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে লইয়া পাটলিপুত্র নগরে আসিয়া বিন্দুসারকে প্রদান করেন। বিন্দুসার তাহাকে অন্তঃপুরে স্থান দেন। এই নবাগতা ব্রাহ্মণকন্যার রূপে রাজা পাছে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন এই আশঙ্কায় রাজার অন্যান্য মহিষীরা ইহাকে নাপিতানীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং এইরূপ নীচকার্য্যরতা রমণীকে রাজা কখনই গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিছুদিন পরে সুভদ্রাঙ্গী ক্ষৌরকার্য্যে নিপুণতা লাভ করিলে রাজার ক্ষৌরকার্য্যার্থ আহূত হন। রাজা তাঁহার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে চাহিলে সুভদ্রাঙ্গী রাজার মহিষী হইতে প্রার্থনা করেন। নীচজাতীয়া রমণীর এরূপ উচ্চ আশা দর্শনে বিন্দুসার ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীর মুখে তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন। কালে এই রমণীই প্রধানা মহিষীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই গর্ভে মহারাজ অশোকের জন্ম হয় (মৌর্যবংশ দেখ)।

বিন্ধ্য—১। ব্যাধ। বিধ (বিদ্ধ করা)+য ক। ২। কুলপর্বতবিশেষ; ইহা ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে পূর্বপশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত হইয়া উহাকে আর্য্যাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। বি–ধ্যৈ (ধ্যান করা)+ক ক, যে বিপরীত ভাবে অবস্থিত হইয়া ধ্যান করিতেছে। (পৌরাণিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল)। সং; পু।

বিন্ধ্য দেখিলেন, সূর্য্য কেবল সুমেরু পর্বতকেই প্রদক্ষিণ করে, তাহার নিকট দিয়াও যায় না। ইহা দেখিয়া তিনি সূর্য্যকে আমাকেও প্রদক্ষিণ করিতে বলিলেন। সূর্য্য সে কথায় কর্ণপাত না করায় বিন্ধ্য নিজ দেহ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এতদূর উচ্চ হইয়া উঠিলেন যে, চন্দ্রসূর্য্যের পথ রুদ্ধ হইল। তখন দেবতারা বিন্ধ্যগিরির গুরুদেব অগস্ত্যমুনির শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি কোনরূপে শিষ্যের দেহ নত করিয়া দেন। অগস্ত্য শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইলে বিন্ধ্য গুরু-

দেবকে প্রণাম করিবার জন্ম নত হইলেন। তখন ঋষিবর শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, যাবৎ আমি দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগত না হই, তাবৎ তুমি এই অবস্থায় থাক। অগস্ত্য আর প্রত্যাগত হইলেন না; সুতরাং বিন্ধ্যকে অদ্যাপি সেই অবস্থাতেই থাকিতে হইয়াছে।

এই পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চিমে গুজরাট হইতে আরম্ভ করিয়া, মধ্যভারতের মধ্য দিয়া পূর্ব্বে রাজমহলের সন্নিকটে শেষ হইয়াছে। পর্ব্বতের উচ্চতা কোন স্থানে ১৫০০ ফুটের ন্যূন বা ৫০০০ ফুটের অধিক নহে। ভারতে যে একটি পর্ব্বতের ত্রিভুজ আছে, ঘাটদ্বয় তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভুজ, এবং বিন্ধ্যগিরি তাহার তৃতীয় ভুজ। কোন কোন পুরাণের মতে, নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত সাতপুরা পর্ব্বতমালা বিন্ধ্যগিরির অন্তর্ভূত; কিন্তু অধুনা নর্ম্মদার উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণীই বিন্ধ্যগিরি বলিয়া অভিহিত। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, এই পর্ব্বতের দক্ষিণাংশ অনার্য্যভূমি এবং উত্তরাংশ আর্য্য ঔপনিবেশিকগণোক্ত "মধ্যদেশ"। অদ্যাপি এই পর্ব্বতমালায় ভীল প্রভৃতি আদিম জাতির বাস দেখা যায়।

বিন্ধ্যবাসিনী—১। বিন্ধ্যাচলে বাসকারিণী। বিন্ধ্যবাসী দেখ। বিন্ধ্যবাসিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

বিন্ধ্যবাসী (–বাসিন্)—১। বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাসকারী। উপ; বিন্ধ্য–বস্ (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। ২। মুনিবিশেষ। সং।

বিন্ধ্যাচল—বিন্ধ্যপর্ব্বত। বিন্ধ্য নামক অচল (পর্ব্বত), মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বিন্ন—১। জ্ঞাত; বিচারিত; পরিণীত; প্রাপ্ত। বিদ্ (জানা ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। ২। স্থিত। বিদ্ (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিন্যস্ত—বিক্ষিপ্ত; স্থাপিত; যথাক্রমে অর্পিত, সাজান; রচিত। বি–নি–অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিন্যাস—স্থাপন; রচনা; সাজান; ন্যাস। বি–নি–অস্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপক্তিম—পাকসম্ভূত; পরিপক্ব। বি–পচ্ (পক্ব হওয়া)+ত্রিমক্ ক। বিণ; ত্রি।

বিপক্ষ—১। বিরুদ্ধ পক্ষ; প্রতিকূলাশ্রিত জন; শত্রু। বি (বিরুদ্ধ) যে পক্ষ, নিত্য। সং; পু। ২। পক্ষহীন। বি (বিগত) পক্ষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিপক্ষা।

বিপক্ষতা—বৈরিতা, শত্রুতা; প্রতিকূলতা। বিপক্ষ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বিপক্ষীয়—বিপক্ষসম্বন্ধীয়, শত্রুবিষয়ক। বিপক্ষ শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি।

বিপঞ্চী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বীণা। বি–পঞ্চি (বিস্তার করা)+অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিপণ, বিপণন—বিক্রয়, বেচা। বি–পণ্ (কেনাবেচা করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিপণি—১। পণ্যবীথিকা, দোকান; হট্ট, হাট, বাজার। বি–পণ্ (কেনা বেচা করা)+ই অধি। ২। পণ্য, বিক্রেয় দ্রব্য। ...+ই র্ম্ম। সং; পু বা স্ত্রী। [ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিপণী—বিপণি (সকল অর্থে)। বিপণি+বিকল্পে

বিপৎ (বিপদ)—আপদ; বিপত্তি; মরণ। বি–পদ (যাওয়া)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

বিপত্তি—১। বিপদ, আপদ, অশুভ, অমঙ্গল। বিপত্তি শব্দের অপভ্রংশ। ২। বিপত্তিতে, বিপদে। বিপদি এই সংস্কৃত পদজ। প্রা, ক।

বিপত্তি—বিপদ, আপদ, নাশ; দুর্ভাগ্য। বি–পদ (যাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিপত্তিখণ্ডন—বিপদদূরীকরণ, আপদ বিনাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিপদ্বিনাশন—১। বিপদ্ বিনাশ, আপদ দূরীকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। পরমেশ্বর। সং; পু।

বিপত্তিভঞ্জন, বিপদভঞ্জন—১। বিপদ্ দূরীকরণ, আপদ বিনাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। পরমেশ্বর; বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

বিপত্নীক—পত্নীহীন, যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে এরূপ। বি (বিগত) হইয়াছে পত্নী যাহার, বহু। বিণ; পু। পথ, নিত্য সং; পু।

বিপথ—নিন্দিত পথ, কুপথ। বি (বিরুদ্ধ) যে

বিপথগামী (–গামিন্)—কুপথগামী; অসৎপথাবলম্বী, অন্যায় আচরণকারী। বিপথ–গম্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –গামিনী।

বিপদ্—বিপৎ দেখ।

বিপদা—বিপদ; মরণ। বি–পদ (যাওয়া)+ক্বিপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিপদাপন্ন—বিপদে পতিত, বিপদ্গ্রস্ত, বিপন্ন। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –পন্না।

বিপদ্ভঞ্জন—বিপত্তিভঞ্জন দেখ।

বিপন্ন—১। বিপদগ্রস্ত, বিপদে পতিত, বিনষ্ট। বি–পদ (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিপন্না। ২। সর্প। সং; পু।

বিপরিণত—পরিবর্ত্তিত; বিপর্য্যস্ত। বি–পরি–নম্ (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিপরিণাম—বিপর্য্যাস; পরিবর্ত্তন। বি–পরি–নম্ (নত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপরিণামী (–ণামিন্)—বৈপরীত্যবিশিষ্ট; পরিবর্ত্তনশীল। বিপরিণাম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিপরিণামিনী।

বিপরিবর্ত্তন—ফিরান ঘুরান। বি–পরি–বৃত্ (থাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপরীত—১। বিরুদ্ধ, উল্‌টা; প্রতিকূল। বি–পরি–ই (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। অতি ভয়ানক, প্রকাণ্ড, বিশাল। দেশজ। বিণ।

বিপর্য্যয়—১। ব্যত্যয়; ব্যতিক্রম; বৈপরীত্য; বিনাশ। বি–পরি–ই বা অয় (যাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। ২। অতি ভয়ানক প্রকাণ্ড, বিশাল, বিপুল। দেশজ। বিণ।

বিপর্য্যস্ত—পরাবৃত্ত; ব্যতিক্রান্ত, উলটপালট। বি–পরি–অস্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপর্য্যায়—বৈপরীত্য, ব্যত্যয়; ব্যতিক্রম; বিনাশ। বি–পরি–ই বা অয়+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপর্য্যাস—ব্যতিক্রম; ব্যত্যয়; বৈপরীত্য। বি–পরি–অস+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপল—এক পলের (অর্থাৎ ২৪ সেকেণ্ডের) ৬০ ভাগের এক ভাগ। বি (বিভক্ত) পল যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু।

বিপশ্চিৎ—জ্ঞানী, বিজ্ঞ, পণ্ডিত। বি–প্র–চি বা চিত্+ক্বিপ্ ক, নিপাতনে। সং; পু।

বিপাক—পরিণাম; পরিপাক, জীর্ণতাপ্রাপ্তি; পক্বতা; রন্ধন; দুর্গতি; আয়ুঃ; ভোগ; কর্ম্মের বিসদৃশ ফল; জঠরাগ্নির সংযোগে ভুক্তদ্রব্যের যে রস জন্মে, সেই রস হইতে যে পৃথক আর একটী রস জন্মে, তাহার নাম বিপাক। বিপাক ত্রিবিধ—মধুর বিপাক, অম্ল বিপাক, এবং কটুবিপাক। মধুর ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্ল রসের বিপাক অম্ল, এবং তিক্ত, কটু ও কষায় রসের বিপাক কটু। বি–পচ্ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপাট—শর, বাণ। বি–পট্ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

বিপাটন—ভেদন, বিদারণ। বি–ণিজন্ত পট্=পাটি (ফাটান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপাটিত—ভিন্ন, বিদারিত। বি–ণিজন্ত পট্=পাটি (ফাটান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপাণ্ডুর—অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ। বি (অতিশয়) যে পাণ্ডুর, সুপসুপেতি। বিণ; ত্রি।

বিপাদন—মারণ, ব্যাপাদন, বধ। বি–ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপাদিকা—প্রহেলিকা; চরণের দোষবিশেষ, পা ফাটা। বি–পাদ শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিপাদিত—নিহত, ব্যাপাদিত। বি–ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপাশা—পঞ্চদীপস্থ নদীবিশেষ। মহামুনি বশিষ্ঠদেবের শত পুত্র রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তিনি পুত্রশোকে অধীর হইয়া তনুত্যাগের অভিপ্রায়ে স্বয়ং পাশবদ্ধ

হইয়া এই নদীতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাকে বিপাশ অর্থাৎ পাশমুক্ত করে; সেই জন্যই ইহা বিপাশা নামে খ্যাতা হয়। সং; স্ত্রী। [ক। সং; স্ত্রী।

বিপিন—বন, কানন। বেপ্ (কাঁপা)+ইন

বিপিনবিহারী (—হারিন্)—১। বনে বিচরণকারী। বিপিন—বি—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—হারিণী। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু।

বিপিনসেঁ—বিপিন হইতে, বন থেকে। প্রা, ক।

বিপুল—১। মহৎ; বৃহৎ, বড়; গভীর, অগাধ; প্রশস্ত। বি—পুল্ (মহৎ হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিপুলা। ২। পর্ব্বতবিশেষ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সং; পু।

বিপুলকায়—১। বৃহৎ শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। বৃহদাকার, বৃহৎ দেহধারী। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিপুলকায়া।

বিপুলতা—বৃহত্ত্ব, বিশালতা; গভীরতা। বিপুল+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

বিপুলা—১। মহতী, ইত্যাদি। বিপুল দেখ। বিপুল+আপ। বিণ; স্ত্রী। ২। আর্য্যা ছন্দোবিশেষ; পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

বিপ্‌র—১। মুঞ্জতৃণ, শর। বি—পূ (পবিত্র করা)+ক্যপ্ র্ম্ম, নিপাতনে। সং; পু। ২। পবিত্র। বিণ; ত্রি।

বিপ্র—ব্রাহ্মণ। বপ্ (বপন করা)+র ক, অথবা বি—প্রা (পূরণ করা)+ড ক। সং; পু।

বিপ্রকর্ষ—দূরত্ব। বি—প্র—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিপ্রকর্ষণ—বিশ্লেষণ; দূরে অপসারণ। বি—প্র+কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপ্রকার—অপকার, অনিষ্ট; তিরস্কার; উপদ্রব। বি—প্র—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্রকীর্ণ—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; চারিদিকে ছড়ান। বি—প্র—কৄ (বিকীর্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্রকৃত—অপকৃত; তিরস্কৃত; উপদ্রুত। বি—প্র—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্রকৃষ্ট—দূরস্থ, অনাসন্ন; দূরে অপসারিত। বি—প্র—কৃষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্রচিত্ত, বিপ্রচিত্তি—জনৈক দানব, দনুর পুত্র। বি—প্র—চিত্+ত, তি ক। সং; পু।

বিপ্রতিপত্তি—বিরুদ্ধজ্ঞান; বিরোধ; অস্বীকার, বিকৃতি; সংশয়। বি—প্রতি—পদ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিপ্রতিপন্ন—বিরুদ্ধ; অস্বীকৃত; সন্দিগ্ধ। বি—প্রতি—পদ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্রতিষিদ্ধ—বিরুদ্ধ; নিবারিত। বি—প্রতি—সিধ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্রতিষেধ—নিষেধ; তুল্যবলবিরোধ। বি—প্রতি—সিধ্+অল্ ভা। সং; পু।

বিপ্রতিসার, বিপ্রতীসার—অনুতাপ; খেদ; ক্রোধ। বি—প্রতি—সৃ (সরা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্রতীপ—বিপরীত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

বিপ্রতীসার—বিপ্রতিসার দেখ।

বিপ্রপাদোদক—ব্রাহ্মণের পাদস্পৃষ্ট জল, ব্রাহ্মণের চরণামৃত। বিপ্রের পাদোদক, ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।

বিপ্রবর—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, দ্বিজোত্তম। ৭তৎ।

বিপ্রবাস—দেশান্তরে বাস। বি—প্র—বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্রবাসন—নির্ব্বাসন, দেশান্তরীকরণ। বি—প্র—ণিজন্ত বস্—বাসি (বাস করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপ্রবিদ্ধ—অভিহত। বি—প্র—ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্রবুদ্ধ—বিনিদ্র, জাগরিত। বি—প্র—বুধ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিপ্রয়াণ—প্রস্থান; পলায়ন। বি—প্র—যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপ্রযুক্ত—বিযুক্ত; বিচ্ছিন্ন। বিশ্লিষ্ট। বি—প্র—যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্রয়োগ—বিয়োগ, বিচ্ছেদ; বিরোধ। বি—প্র—যুজ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্রলব্ধ—বঞ্চিত, প্রতারিত। বি—প্র—লভ (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিপ্রলব্ধা।

বিপ্রলব্ধা—১। বঞ্চিতা; প্রতারিতা। বিপ্রলব্ধ দেখ। বিপ্রলব্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বঞ্চিতা নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকা সঙ্কেত স্থানে গমন করিয়া নায়ককে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হয় [নায়িকা দেখ]। সং; স্ত্রী।

বিপ্রলম্ভ—বঞ্চনা; বিরহ; কলহ; বিসংবাদ; বিরুদ্ধকর্ম্ম। বি—প্র—লভ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্রলাপ—বিরোধ বাক্য; অনর্থক বিবাদ। বি—প্র—লপ্ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্রাশ্নিকা—দৈবজ্ঞা, অদৃষ্টগণনাকারিণী। বি—প্রশ্ন শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিপ্রসাৎ—ব্রাহ্মণকে দেয় বা দত্ত। বিপ্র+সাৎ। বা।

বিপ্রিয়—১। অপ্রিয়; বিরক্তিকর। বি (বিপরীত) প্রিয়, নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। অপরাধ, অনিষ্ট। সং; ক্লী।

বিপ্রিয়ভাষণ—অপ্রিয় কথন, বিরক্তিকর উক্তি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বিপ্রিয়ভাষী (—ভাষিন্)—অপ্রিয়বাদী, যে বিরক্তিকর কথা বলে এরূপ, কটুভাষী। বিপ্রিয়—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ভাষিণী।

বিপ্রোষিত—প্রবাসিত, বিদেশে স্থিত। বি—প্র—বস্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিপ্লব—বিপদ্; বিনাশ; ভয়প্রাপ্তি; ভয়প্রদর্শন; উপদ্রব, বিদ্রোহ; দেশলুণ্ঠন। বি—প্লু+অপ্ ভা। সং; পু।

বিপ্লাব—অশ্বের গতিবিশেষ; জলপ্লাবন। বি—প্লু+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্লাবন—ব্যাঘাত, হানি; ধ্বংস; জলপ্লাবন। বি—প্লাবি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপ্লাবিত—ব্যাহত; জল দ্বারা প্লাবিত। বি—প্লাবি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্লুত—১। বিগত; উপদ্রুত; বিপর্য্যস্ত। ভ্রান্ত; দূষিত, ব্যসনাক্ত; বিহ্বল। বি—প্লু (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিপ্লুতা। ২। ব্যাঘাত; হানি; ধ্বংস; জলপ্লাবন। বি—প্লু+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিফল—নিষ্ফল; বৃথা, নিরর্থক। বি (নাই) ফল যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিফলা।

বিফলতা—নিষ্ফলতা; নিরর্থকত্ব; বিফল দেখ; বিফল+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বিভক্ত—১। বিভিন্ন, পৃথক্কৃত; শ্লিষ্ট; সংক্রমিত। বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিভক্তা। ২। বিভাগ। বি—ভজ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিভক্তজ—পৈতৃক ধন বিভাগের পর জাত পুত্র। বিভক্ত—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

বিভক্তি—বিভাগ, বণ্টন, রচনা; ব্যাকরণে—শব্দের উত্তর বিহিত সু ও ধাতুর উত্তর তিপ্ আদি যে সকল প্রত্যয় হয়। বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিভঙ্গ—১। ভঙ্গী, বিন্যাস। বি—ভন্জ্ (ভাঙ্গা)+ঘঞ্ ভা। ২। খণ্ড; ছেদ। বি—ভন্জ্+অপ্ ভা। সং; পু।

বিভজনীয়—বিভাজ্য, বিভাগযোগ্য। বি—ভজ্ (ভাগ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিভব—১। বিভুত্ব; প্রভুত্ব; মাহাত্ম্য; সামর্থ্য; মোক্ষ; মুক্তি। বি—ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। ২। ধন, সম্পত্তি। বি—ভূ+অল্ ণ। সং; পু।

বিভা—প্রভা; দীপ্তি, কিরণ; আলোক; বি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বিভাকর—সূর্য্য, অগ্নি, অর্কবৃক্ষ। বিভা (প্রভা)—কৃ (করা)+ট ক। সং; পু।

বিভাগ—১। খণ্ড, অংশ। বি—ভজ্+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। ভাগ, বণ্টন। বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিভাজক—বিভাগকারী, প্রভৃতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিভাজিকা।

বিভাজ্য—বিভজনীয়, বিভাগযোগ্য। বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ণ্যৎ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিভাজ্যতা—জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে তাহাকে যথেচ্ছ সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত করা যায়

(Divisibility)। বিভাজ্য শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

বিভাণ্ডক—জনৈক মুনি, ঋষ্যশৃঙ্গের জনক।

বিভাত—প্রভাত, প্রাতঃকাল। বি-ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিভাব—১। পরিচয়। বি-ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। কাব্যে-রসের উদ্দীপন আলম্বন প্রভৃতি। বি-ভূ+ঘঞ্ ণ। সং; পু। ৩। অন্য ভাব। সং।

বিভাবন—বিবেচনা; চিন্তন; অবধারণ; প্রকাশন; অনুভব; দর্শন; খ্যাপন। বি-ভাবি (হওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিভাবনা—বিবেচনা; অনুভব; অবধারণ; প্রকাশন; দর্শন; খ্যাপন; কাব্যালঙ্কার-বিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। বি-ণিজন্ত ভূ (=ভাবি)+অন্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিভাবনীয়, বিভাব্য—বিবেচনীয়; অবধারণীয়; চিন্তনীয়; দর্শনীয়। বি-ণিজন্ত ভূ=ভাবি (হওয়ান)+অনীয়, ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

বিভাবরী—রজনী; কুট্টনী; মেদা বৃক্ষ; হরিদ্রা। বি-ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বনিপ্ ক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বিভাবসু—সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি; হারবিশেষ। বিভা বসু (ধন) যাহার, বহু। সং; পু।

বিভাবিত—বিবেচিত, বিমৃষ্ট; চিন্তিত; অনুভূত; দৃষ্ট; প্রতিষ্ঠিত; প্রসিদ্ধ। বি-ণিজন্ত ভূ (=ভাবি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিভাব্য—বিভাবনীয় দেখ।

বিভাষা—বিকল্প; দ্বৈধভাব। বি (বিরুদ্ধ) যে ভাষা (বচন), কর্মধা। সং; স্ত্রী।

বিভাস—গানের সুর বা রাগবিশেষ। সং; পু।

বিভাসা—প্রকাশ। বি-ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিভাসিত—দীপ্তিত, প্রকাশিত; জলোপরি শোভিত। বি-ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিভাসিতা।

বিভিন্ন—বিভক্ত; পৃথগ্‌ভূত; মিশ্রিত; বিদীর্ণ, বিদলিত; বিঘট্টিত; বিকসিত; নিঃসেবিত। বি-ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্ত র্ম বা ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিভিন্না।

বিভিন্নতা—পার্থক্য, ভেদ; বিলক্ষণতা। বিভিন্ন দেখ; বিভিন্ন+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

বিভিন্নধর্ম্মা (-ধর্ম্মন্)—ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট। বিভিন্ন হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার, বহু (সমাসে অন্)। বিণ; পু বা স্ত্রী।

বিভীতক—১। বয়ড়া গাছ। বি (বিগত হয়) ভীত (ভয়) যাহা হইতে, বহু; কিংবা বিশিষ্টরূপে ভীত করে যে এই বাক্যে উপ, বিভীত-কৃ (করা)+ড ক। সং; পু। ২। বয়ড়া ফল। বিভীতক+ক জাতার্থে। সং; স্ত্রী।

বিভীতকী—বহেড়া বা বয়ড়া। বিভীতক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বিভীষণ—১। অতি ভয়ানক; দৃঢ়। বি (অতিশয়) যে ভীষণ, সুপ্‌সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিভীষণা। ২। রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সং; পু।

রাবণাদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভীষণই পরম ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি জ্যেষ্ঠদিগের সহিত তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিতে সমাগত হইলে রাবণাদি অন্যান্য প্রকার বর চাহিল; কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, "আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন সকল অবস্থাতেই আমার ধর্ম্মে অচলা মতি থাকে।" পিতামহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া সেই বরের সহিত অযাচিত অমরত্ব বরও প্রদান করিলেন। রাবণ লঙ্কায় রাজ্যস্থাপন করিলে ইনি ভ্রাতার অনুগত থাকিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রকার অধর্ম্মাচরণ না করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণে রত রহিলেন। রাবণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলে ইনি লঙ্কায় থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেন। ইনি গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা সরমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীর ন্যায় সরমাও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন।

রাম জানকীর উদ্ধারার্থ সসৈন্যে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইলে বিভীষণ জ্যেষ্ঠকে রামের হস্তে সীতা প্রত্যর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত রাবণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ইঁহাকে নানাপ্রকার কটুবাক্য বলিল, এবং পদাঘাত করিয়া লঙ্কা হইতে দূর করিয়া দিল। বিভীষণ রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন। ইনিই লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞশালায় লইয়া যাইয়া যজ্ঞসমাপনের পূর্ব্বে তাহার নিধন সাধন করেন, নচেৎ ইন্দ্রজিৎকে বধ করা দুঃসাধ্য হইত। রাবণ সবংশে নিহত হইলে বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। রামের মহাপ্রস্থানকালে ইনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে রাম বলিয়াছিলেন, "সখে, যাবৎ প্রজা থাকিবে, তাবৎ তোমায় লঙ্কায় থাকিয়া দেহধারণ করিতে হইবে। যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিতকথা, তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য।" রামের বরে ইনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন।

বিভীষিকা—ভীতিপ্রদর্শন, ভয় দেখান। বি-ণিজন্ত ভী (=ভীষি)+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিভু—১। প্রভু; পরমেশ্বর; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। বি-ভূ (হওয়া)+ডু ক। সং; পু। ২। সমর্থ; সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী, সর্ব্বব্যাপী। বিণ; ত্রি।

বিভুনাম—পরমেশ্বরের নাম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিভুপ্রেম (-প্রেমন্)—১। পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ৭তৎ। ২। জগদীশ্বরের ভালবাসা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিভূতি—অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য; সমৃদ্ধি; ভস্ম। বি-ভূ (হওয়া)+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

বিভূতিভূষণ—১। শিব। বিভূতি হইয়াছে ভূষণ যাঁহার, বহু। সং; পু। ২। ভস্মরূপ আভরণ। রূপক। সং; ক্লী।

বিভূতিবিলেপিত—বিভূতি-ম্রক্ষিত, ভস্মমাখা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিভূষণ—১। শোভন। বি-ভূষ্ (ভূষিত করা)+অনট্ ভা। ২। আভরণ, অলঙ্কার। বি-ভূষ্+অনট্ ণ। সং; ক্লী। ৩। ভূষণহীন, আভরণশূন্য। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) ভূষণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিভূষা—১। অলঙ্কার, আভরণ। বি-ভূষ্+অ ণ+আপ্। ২। শোভা। বি-ভূষ্+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিভূষিত—শোভিত; অলঙ্কৃত। বি-ভূষ্ (ভূষিত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিভৃত—পুষ্ট; প্রতিপালিত; ধৃত। বি-ভৃ (ভরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিভেদ—বিভিন্নতা, প্রভেদ; বিভাগ; মিশ্রণ; অপগম; বিদারণ; বিদলন; বিকাশ। বি-ভিদ্ (ভেদ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিভোর—বিহ্বল, আত্মহারা, বিবশ। দেশজ।

বিভ্রৎ—পোষণকারী; ধারণকর্ত্তা। বি-ভৃ (ভরণ করা)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিভ্রতী।

বিভ্রম—ভ্রম, সংশয়; ভ্রমণ; বিলাস; শোভা; সাদৃশ্য; ত্বরাবশতঃ ভূষণাদির স্থানান্তরবিন্যাস; স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়াবিশেষ। বি-ভ্রম্ (ভ্রমণ করা, ইত্যাদি)+অল্ ভা। সং; পু।

বিভ্রমা—বৃদ্ধাবস্থা, বার্দ্ধক্য। বি-ভ্রম+অল্ অধি+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিভ্রাজ—দীপ্তিশীল; শোভমান। বি-ভ্রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ক। বিণ; ত্রি।

বিভ্রাট্ (বিভ্রাজ্)—দীপ্যমান, দীপ্তিশালী; শোভমান। বি-ভ্রাজ্+কিপ্ ক। বিণ।

বিভ্রাট—বিপদ্, সঙ্কট, বিপত্তি, দায়; দুর্ঘটনা, ঝঞ্চাট, গোলযোগ। দেশজ। সং।

বিভ্রান্ত—ভ্রান্ত, ভ্রমান্বিত; ত্বরান্বিত। বি-ভ্রম্ (ভুল করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিভ্রান্তি—ভ্রান্তি, ভ্রম, ভুল; ত্বরা। বি-ভ্রম্ (ভুল করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিমকি, বিমকী—জলবিম্ব, বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি। দেশজ। সং।

বিমত—বিরুদ্ধমতিযুক্ত ; অসম্মত। বি (বিরুদ্ধ) হইয়াছে মত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিমতি—অসম্মতি ; অনভিপ্রায়। বি (বিরুদ্ধা) যে মতি, নিত্য। সং ; স্ত্রী।

বিমনস্ক—অন্যমনস্ক ; উদ্বিগ্ন ; বিষণ্ণ ; ব্যাকুল। বি (বিচলিত) হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিমনস্কা।

বিমনাঃ (বিমনস্)—অন্যমনস্ক ; অনাবিষ্ট ; চঞ্চলচিত্ত ; উদ্বিগ্ন ; ব্যাকুল ; বিষণ্ণ। বি (বিচলিত) মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

বিমনায়মান—বিষণ্ণ, অপ্রফুল্ল। বিমনাঃ দেখ ; বিমনস্ শব্দ + ক্যঙ্ = বিমনায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -মানা।

বিমনীকৃত—যাহাকে অন্যমনস্ক করা হইয়াছে ; ব্যাকুলীকৃত ; উদ্বেজিত। বিমনাঃ দেখ ; বিমনস্ শব্দ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= বিমনী) —কৃ (করা) + ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিমরিষে—বিতর্ক করে। প্রা, ক। ক্রি।

বিমর্জিম—অনুসারে, মাফিক। বৈদেশিক। ব্য।

বিমর্দ্দ, বিমর্দ্দন—পেষণ ; ঘর্ষণ ; মন্থন ; চূর্ণন, বিনাশ ; সম্বাধ। বি—মৃদ (মর্দ্দন ; করা) + অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিমর্দ্দিত—ঘৃষ্ট ; পিষ্ট ; মথিত ; দলিত ; চূর্ণিত। বি—ণিজন্ত মৃদ্—মর্দ্দি (মর্দ্দন করা) + ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি ; স্ত্রী বিমর্দ্দিতা।

বিমর্শ, বিমর্শন—তর্ককরণ ; বিচার ; বিবেচনা ; তথ্যানুসন্ধান। বি—মৃশ্ (বিবেচনা করা) + অল্, অনট্ ভা। সং ; পু ও ক্লী।

বিমর্ষ—১। অসহন, অধৈর্য্য ; অসন্তোষ, নাট্যাঙ্গ। বি—মৃষ (সহ্য করা) + অল্, অনট্ ভা। সং ; পু। ২। বিমনাঃ, মন মরা, অসন্তুষ্ট, বিষণ্ণ। দেশজ। বিণ।

বিমর্ষণ—অসহন, অধৈর্য্য ; অসন্তোষ। বি—মৃষ্ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিমর্ষভাবে—অসন্তুষ্ট হইয়া, বিষণ্ণভাবে। বিমর্ষের ভাব আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিমল—নির্ম্মল, স্বচ্ছ ; শুভ্র ; সুন্দর। বি (নাই) মল যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিমলা।

বিমলতা—নির্ম্মলতা, স্বচ্ছতা ; শুভ্রতা। বিমল দেখ। বিমল + তা। ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বিমলা—১। নির্ম্মলা ; শুভ্রা ; সুন্দরী। বহু। বিমল দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দেবীবিশেষ, নদীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

বিমলানন্দ—১। নির্ম্মল আনন্দ, দুঃখসংস্পর্শশূন্য আনন্দ ; ব্রহ্মানন্দ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। নির্ম্মল আনন্দযুক্ত। বহু। বিণ।

বিমা—হানি হইতে রক্ষণ। বৈদে। সং।

বিমাতা (—তৃ)—মাতার সপত্নী, সৎমা। বি (ভিন্না) যে মাতা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিমাতৃজ—১। বৈমাত্রেয়, বিমাতা হইতে জাত। বিমাতা দেখ। বিমাতৃ শব্দ—জন্ + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিমাতৃজা। ২। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সং ; পু।

বিমাতৃজা—১। বিমাতা হইতে জাতা। বিমাতৃজ দেখ ; বিমাতৃজ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বৈমাত্রেয় ভগিনী। সং ; স্ত্রী।

বিমান—ব্যোমযান, শূন্যগামী রথ (প্রাচীন পুষ্পক রথ ও আধুনিক এরোপ্লেন প্রভৃতি) ; দেবরথ ; যান ; সিংহাসন ; রাজগৃহ ; অসম্মান ; অশ্ব। বি'র (পক্ষীর) ন্যায় মান (পরিমাণ) যাহার, অথবা বিতে (আকাশে) হয় মান (শব্দ) যাহার, বহু। সং ; ক্লী বা পু।

বিমানচারী (—চারিন্)—বিমানবিহারী, ব্যোমযানে বিচরণকারী। বিমান শব্দ চর + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বিমানচারিণী।

বিমাননা—তিরস্কার ; অবমান। বি—মান্ (পূজা করা) + অন ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিমার্গ—১। কুপথ ; অসদাচার। বি (বিরুদ্ধ) যে মার্গ (পথ), কর্ম্মধা। ২। সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। বি—মৃজ্ (মার্জ্জনা করা) + ঘঞ্ ণ। সং ; পু। ... + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিমিশ্র—মিশ্রিত, মিশান। বি—মিশ্র্ (মিশান)

বিমুক্ত—পরিত্যক্ত ; মুক্তিপ্রাপ্ত ; ত্যক্ত। বি—মুচ্ + ক্ত ক বা ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিমুক্তি—মোচন ; উদ্ধার ; মোক্ষ। বি—মুচ (মুক্ত হওয়া) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

বিমুখ—পরাঙ্মুখ, নিবৃত্ত। বি (পশ্চাতে) মুখ যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রী বিমুখা, বিমুখী।

বিমুগ্ধ—মুগ্ধ ; মোহপ্রাপ্ত। বি—মুহ (মোহ পাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিমুগ্ধচিত্ত—১। মোহপ্রাপ্ত অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। মুগ্ধহৃদয়, মুগ্ধমনাঃ। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -চিত্তা।

বিমুদ্র—বিকসিত, প্রফুল্ল ; মুদ্রাহীন। বি (নাই) মুদ্রা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিমূঢ়—মূর্খ ; অজ্ঞান। বি—মুহ্ (মোহ পাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিমূঢ়া।

বিমৃশ্যকারিতা, বিমৃষ্যকারিতা—সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকরণ, বিবেকিতা। বিমৃশ্যকারী দেখ, বিমৃশ্যকারিন্ বা বিমৃষ্যকারিন্ শব্দ + তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

বিমৃশ্যকারী (—কারিন্), **বিমৃষ্যকারী** (—কারিন্)—সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকারী। বি—মৃশ্ বা মৃষ্ + যপ্ অনন্তরার্থে = বিমৃশ্য বা বিমৃষ্য (বিবেচনা করিয়া), তদুত্তরে কৃ (করা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী —কারিণী। [?]। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিমৃষ্টা

বিমৃষ্ট—বিচারিত ; বিবেচিত। বি—মৃষ্ + ক্ত

বিমৃষ্যকারিতা—বিমৃশ্যকারিতা দেখ।

বিমৃষ্যকারী—বিমৃশ্যকারী দেখ।

বিমোক—মুক্তি ; উদ্ধার। বি—মোক্ + অল্ ভা। সং ; পু। [অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিমোক্ষণ—বিমুক্তি ; পরিত্যাগ। বি—মোক্ +

বিমোচন—মুক্তি ; উদ্ধার। বি—মুচ্ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিমোহ—মোহ, মুগ্ধতা, জড়তা। বি—মুহ্ (মুগ্ধ হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু।

বিমোহন—১। মুগ্ধকরণ। বি—ণিজন্ত মুহ্ বা মোহি (মুগ্ধ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। মোহকর, মুগ্ধকারক। ... + অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিমোহনা।

বিমোহিত—১। মোহপ্রাপিত। বি—ণিজন্ত মুহ্ বা মোহি (মুগ্ধ করা) + ক্ত ম্ম। ২। মোহপ্রাপ্ত, বিমুগ্ধ ; মূর্চ্ছিত ; জ্ঞানশূন্য। বিমোহ শব্দ + ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

বিম্ব—১। চন্দ্রসূর্য্যাদির মণ্ডল ; মণ্ডল ; প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব ; মূর্ত্তি ; জলবুদ্বুদ। বী (গমন করা ইত্যাদি) + ব ক ; সং ; ক্লী বা পু। ২। তেলাকুচা ফল। সং ; ক্লী।

বিম্বক—চন্দ্রসূর্য্যাদির মণ্ডল ; তেলাকুচা ফল। বিম্ব + কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

বিম্বকি, বিম্বকী—১। জলবিম্ব, বুদবুদ, ভুড়ভুড়ি। দেশজ। ২। পদক, গলার ধুকধুকি। প্রা, ক। সং।

বিম্বা, বিম্বিকা, বিম্বী—তেলাকুচা লতা। বিম্ব + আপ্ ; বিম্ব + কণ্ + আপ্ ; বিম্ব + ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

বিম্বাগত—বিম্বিত, প্রতিফলিত। বিম্বকে আগত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিম্বাধর—১। বিম্বসদৃশ অধর, পাকা তেলাকুচা ফলের ন্যায় আরক্ত ওষ্ঠ। মধ্য কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। বিম্বতুল্য অধরশালী, আরক্ত ঠোঁটবিশিষ্ট। বিম্ববৎ অধর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিম্বাধরা।

বিম্বিকা—বিম্বা দেখ।

বিম্বিত—বিম্বপ্রাপ্ত, প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত। বিম্ব শব্দ + ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

বিম্বিসার—মগধের জনৈক প্রাচীনকালীন রাজা। ইনি খৃঃ পূঃ ৫৩৭ হইতে ৪৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজগৃহ (অধুনা রাজগির) নগর ইঁহার রাজধানী ছিল। বুদ্ধদেব স্বীয় মত প্রচারার্থে রাজগৃহে উপনীত হইলে বিম্বিসার তাঁহার নিকট নবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি নিজ পুত্র অজাতশত্রুকর্ত্তৃক নিহত হন।

বিম্বী—বিম্বা দেখ।

বিম্বু—গুবাক, সুপারি। বিম্ব + উ ক। সং ; পু।

বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ—রক্তবর্ণ অধরোষ্ঠবিশিষ্ট। বিম্বের (তেলাকুচার) ন্যায় ওষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিম্বোষ্ঠা, বিম্বৌষ্ঠা।

বিয়চ্চারী (–রিন্)—১। গগনবিহারী, আকাশগামী, খেচর। উপ ; বিয়ৎ (আকাশ)—চর্ (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পুং। স্ত্রী বিয়চ্চারিণী। ২। চিল,চিলপাখী। সং ; পুং।

বিয়ট্‌লিংক্ বা বট্‌লিংক (Otto Von Boht lingk)—১৮১৫ খৃঃ ৩০শে মে সেণ্ট্ পিটার্স্‌বর্গ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি পারসী ও আরবীভাষা শিক্ষা করেন। উত্তর কালে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি পাণিনি ব্যাকরণের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ইনি শকুন্তলার একখানি সংস্করণ জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত অভিধানই ইঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি। এই অভিধানখানি রথ্ (Roth) ও ওয়েবরের সহযোগে ১৮৫২—৭৫ খৃষ্টাব্দে সাত খণ্ডে ইনি প্রকাশিত করেন। লাইপ্‌জিগ্ (Leipzig) নগরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিয়ট্‌লিংক্ পরলোক গমন করেন। [সং ; ক্লী।

বিয়ৎ—গগন, আকাশ। বি–যম্+ক্বিপ্ ক।

বিয়দ্গঙ্গা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। বিয়ৎ-স্থা যে গঙ্গা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিয়ন্ত—সন্তান প্রসব করিতেছে এরূপ ; নব প্রসূতা। প্রাদেশিক। বিণ।

বিয়লি—বিউলি। প্রা, ক।

বিয়া, বিয়ে—বিবাহ। প্রাদেশিক। সং।

বিয়াকুল—ব্যাকুল। প্রা, ক। বিণ।

বিয়াজ—ব্যাজ, সুদ। প্রা, ক। সং।

বিয়াত—ধৃষ্ট, প্রগল্‌ভ, নির্লজ্জ। বি–যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিয়ান—১। প্রসব ; বৈবাহিক-পত্নী, পুত্রের বা কন্যার শাশুড়ী। প্রাদেশিক। ২। বিহান, প্রভাত, সকাল। হিন্দীমূল। সং। ৩। প্রসব করা। দেশজ। ক্রি।

বিয়াপি—ব্যাপ্ত। প্রা, ক।

বিয়াল্লিশ—দ্বাচত্বারিংশৎ, ৪২। দেশজ।

বিযুক্ত, বিযুত—বিশ্লিষ্ট ; বিচ্ছিন্ন ; বিরহিত ; ত্যক্ত। বি–যুজ্ বা যু (যোগ করা)+ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিযুক্তা, বিযুতা।

বিয়ে-থা—বিবাহ ও স্থিতি। দেশজ। সং।

বিয়েন—প্রসব। প্রাদেশিক। সং।

বিয়োগ—বিশ্লেষ ; বিচ্ছেদ ; বিরহ ; গণিতে—রাশির ব্যবকলন, জমাখরচ। বি–যুজ্ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পুং।

বিয়োগকাতর—বিচ্ছেদে ব্যাকুল, বিরহে অধীর। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কাতরা।

বিয়োগবিধুর—বিচ্ছেদে সাতিশয় কাতর, বিরহে ব্যাকুল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বিধুরা।

বিয়োগী (–গিন্)—বিয়োগযুক্ত ; বিরহিত, বিরহী। বিয়োগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী বিয়োগিনী।

বিয়োজিত—বিচ্ছেদ-প্রাপিত ; বিরহিত ; বিশ্লিষ্ট ; ব্যবকলনকৃত। বি–ণিজন্ত যুজ্=যোজি (যোগ করান)+ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি।

বিযোড়—অযুগ্ম। দেশজ। বিণ।

বিরক্ত—বৈরাগ্যযুক্ত ; উদাসীন ; নিঃস্পৃহ ; বিরত ; অননুরক্ত ; অসন্তুষ্ট। বি–রন্‌জ্ (অনুরক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিরক্তি—বৈরাগ্য ; নিঃস্পৃহতা, অনিচ্ছা ; অসন্তুষ্টি। বি–রন্‌জ্+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

বিরক্তিকর—অসন্তোষজনক, অপ্রীতিকর ; বৈরাগ্যজনক। বিরক্তি–কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–করী।

বিরক্তিজনক—অসন্তোষ উৎপাদক, অপ্রীতিকর, বিরাগজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, জনিকা।

বিরচন—রচনা, নির্ম্মাণ, প্রণয়ন। বি–রচ্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিরচিত—নির্ম্মিত ; প্রণীত ; কৃত ; বর্ণিত ; প্রথিত ; ভূষিত। বি–রচ্ (রচনা করা)+ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরচিতা।

বিরজা—১। রাধার সখীবিশেষ ; যযাতি রাজার জননী ; নদীবিশেষ ; জগন্নাথপুরী। বি–রন্‌জ+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। আঠার গন্ধদ্রব্যবিশেষ। দেশজ। সং।

বিরজাঃ (–জস্)—রজোগুণহীন ; ধূলিশূন্য। বি (নাই) রজঃ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; পুং বা স্ত্রী।

বিরত—নিবৃত্ত, ক্ষান্ত ; বিমুখ ; উপরত, বিশ্রান্ত। বি–রম্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিরতি—নিবৃত্তি, বিরাগ ; বিশ্রাম ; শান্তি। বি–রম্+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

বিরমা—বিরত হওয়া, নিবৃত্ত বা নিরস্ত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, থামা। ক, প্র। ক্রি।

বিরমান—১। প্রিয়জন, বল্লভ, স্বামী, পতি। প্রা, ক। সং। ২। বিরত করা, রত করা, নিবিষ্ট করা। ক, প্র। ক্রি।

বিরল—অনিবিড়, ফাঁক ফাঁক ; নির্জ্জন, শিথিল ; ব্যবহিত ; অল্প। বি–রা (দেওয়া)+কলন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরলা।

বিরস—১। রসহীন ; বিস্বাদ ; বিরক্তিকর। বি (নাই) রস যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরসা। ২। অশ্রদ্ধা। নিত্য। সং ; ক্লী।

বিরসুল—বাহির সেলাই, জুতার তলার চর্ম্মের বার দিয়া সেলাই। দেশজ। সং।

বিরহ—বিচ্ছেদ, বিয়োগ ; অভাব ; ত্যাগ। বি–রহ্ (ত্যাগ করা)+অল্ ভা। সং।

বিরহব্যথা—বিচ্ছেদযাতনা, বিয়োগজনিত ক্লেশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং, স্ত্রী।

বিরহিত—ত্যক্ত, বিযুক্ত ; রহিত ; বিহীন। বি–রহ্+ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,–তা।

বিরহী (–হিন্)—বিরহযুক্ত, বিয়োগী। বিরহ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী বিরহিণী।

বিরাগ—১। বৈরাগ্য ; ঔদাসীন্য ; বিরক্তি, অনুরাগশূন্যতা। বি–রন্‌জ্ (অনুরক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। রাগহীন। বি (নাই) রাগ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরাগা।

বিরাগভাজন—বিদ্বেষের পাত্র, বিরক্তি-ভাজন, অপ্রীতিপাত্র। ৬তৎ। বিণ বা সং ; ক্লী।

বিরাগী (–গিন্)—বৈরাগ্যযুক্ত ; উদাসীন ; বিবেকী। বিরাগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী বিরাগিণী।

বিরাজ্—বিরাট দেখ।

বিরাজ—সর্ব্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর ; ক্ষত্রিয়। বি–রাজ্ (শোভা পাওয়া)+অন্ ক। সং।

বিরাজমান—শোভমান। বি–রাজ্ (শোভা পাওয়া)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

বিরাজা—বিরাজ করা, বিরাজমান থাকা ; বিদ্যমান থাকা। ক, প্র। ক্রি।

বিরাজিত—বিশেষরূপে শোভিত ; শোভন ভাবে অবস্থিত। বি–রাজ্ (শোভা পাওয়া)+ক্ত ক্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরাজিতা।

বিরাট্ (বিরাজ্)—১। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ, ভগবান্, জগদীশ্বর ; ক্ষত্রিয়। বি–রাজ+ক্বিপ ক। সং ; পুং। ২। প্রকাণ্ড, বিপুল, মহৎ, মহনীয়। দেশজ। বিণ।

বিরাট—১। দেশবিশেষ, মৎস্যদেশ, উত্তরবঙ্গ। বি–রট্ (বলা)+ণিচ্ ক্ম। সং ; পুং। ২। ঐ দেশের জনৈক নৃপ। বিরাটরাজের আশ্রয়ে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর যাপন করেন। ইঁহার মহিষীর নাম সুদেষ্ণা, শ্যালকের নাম কীচক। পুত্রের নাম উত্তর ও কন্যার নাম উত্তরা। পাণ্ডবগণ স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে ইঁহার সভাসদ, বৃকোদর বল্লভ নামে সূপকার, অর্জ্জুন নপুংসকবেশে বৃহন্নলা নামে উত্তরার গীতবাদ্যাদির শিক্ষক, নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বশালাধ্যক্ষ ও সহদেব তন্তিপাল নামে গোশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী রূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। কীচকের বাহুবলেই ইঁহার রাজ্য রক্ষিত হইত। এই হেতু দুর্ব্বৃত্ত কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলেও ইনি শ্যালককে কিছুই বলিতে পারেন নাই। কিন্তু সূপকার ভীম দুর্বৃত্তের প্রাণসংহার করেন।

কীচক হত হইয়াছে শুনিয়া ত্রিগর্ত্তের রাজা বিরাট-রাজ্য আক্রমণ করেন। বিরাটরাজ পরাজিত হইয়া বন্দী হন। অনন্তর বৃকোদর ইঁহার উদ্ধার-সাধন করেন। কৌরবগণ ইঁহার উত্তর-গো-গৃহ আক্রমণ

কুরিলে উত্তর তাহা রক্ষা করিতে গমন করেন। বৃহন্নলা তাঁহার রথের সারথি ছিলেন। উত্তর যুদ্ধে বিমুখ হইয়া বৃহন্নলাকে রথ ফিরাইতে আদেশ করিলে অর্জ্জুন তাঁহাকে রথস্তম্ভে বন্ধন করিয়া রাখিয়া স্বয়ং সমরে প্রবৃত্ত হন ও কৌরবগণকে পরাস্ত করেন। অনন্তর ইঁহারা প্রত্যাগত হইলে কঙ্করূপী যুধিষ্ঠির পুনঃপুনঃ বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ তাহাতে কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের ললাটে অক্ষাঘাত করিয়া শোণিতপাত করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে ইনি পাণ্ডবগণের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া এক দিকে যেমন লজ্জিত, অপর দিকে তেমনই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় তনয়া উত্তরাকে অর্জ্জুনের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু শিষ্যা কন্যাস্থানীয়া বলিয়া অর্জ্জুন তাহাতে অসম্মত হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হইল। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া বীরত্ব-সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ দিবসের রণে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে ইঁহার পতন হয়।

বিরাটক—মণিবিশেষ, রাজপট্ট, বিরাটজ। বিরাট কে (দীপ্তি পাওয়া) + ড ক। সং ; পু।

বিরাটজ—১। বিরাট দেশজাত। বিরাট-জন্ (জন্মা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরাটজা। ২। বিরাট দেশীয় হীরক, রাজপট্ট। সং ; পু।

বিরাগী (—গিন্)—হস্তী। বি—রণ্ (শব্দ করা) + ণিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী বিরাগিনী।

বিরাদ্ধ—অপকৃত ; অপমানিত ; উৎপীড়িত ; কোপিত। বি-রাধ্ (বধ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরাদ্ধা।

বিরাদ্ধা (—দ্ধৃ)—অপকারক ; উৎপীড়ক ; অপমানকারী। বি—রাধ্ (বধ করা) + তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বিরাদ্ধ্রী।

বিরাধ—১। অপকার ; পীড়া ; অপরাধ। বি—রাধ্ (বধ করা) + অল্ ভা। সং ; পু। ২। জনৈক রাক্ষস। বিরাধ দণ্ডকারণ্যে বাস করিত। রাম লক্ষ্মণ জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিবার সময় এই রাক্ষস সীতাকে লইয়া পলায়ন করে। রাম লক্ষ্মণ ইহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে নিশাচর ভ্রাতৃদ্বয়কেও লইয়া প্রস্থান করে। ব্রহ্মার বরে বিরাধ অস্ত্রের অবধ্য হইয়াছিল। রাম ইহার দক্ষিণ হস্ত এবং লক্ষ্মণ ইহার বাম হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ ভগ্ন ও চূর্ণ করেন। পরে রাম ইহার কণ্ঠদেশ পদ দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্ব্বক ইহাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করেন। সং ; পু।

বিরাধন—অপকার ; ব্যথা ; পীড়ন। বি—রাধ্ (বধ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিরানই, বিরানব্বই—৯২ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। দেশজ।

বিরাম—বিরতি ; বিশ্রাম ; বৈরাগ্য ; অবসান ; উপরম ; শেষ ; ব্যাকরণে—পরবর্ণের অভাব। বি—রম্ + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিরাল—মার্জ্জার, বিড়াল। বিড় (আক্রোশ করা) + কালন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী বিরালী।

বিরাব—১। রব, শব্দ। বি—রু + ঘঞ ভা। সং ; পু। ২। রবহীন। বি (নাই) রাব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিরাবী (—বিন্)—নাদী, শব্দকারী। বিরাব শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—বিণী।

বিরাশি, বিরাশী—দ্বিরশীতি, ৮২। দেশজ।

বিরিথ—বৃক্ষ ; গাছ। প্রা, ক। সং।

বিরিঞ্চ, বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; মহাদেব। বি—রচ্ (রচনা করা) + অন্, ইন ক, নিপাতনে। সং ; পু। [ক্ত র্ম্ম। সং ; পু।

বিরিব্ধ—কণ্ঠস্বর। বি—রিভ্ (শব্দ করা) +

বিরুত—কূজিত ; অব্যক্তধ্বনি ; রব। বি—রু (রব করা) + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বিরুদ—গদ্যপদ্যময়ী স্তুতি। বি—রুদ্ (রোদন করা) + ক ভা। সং ; ক্লী বা পু।

বিরুদ্ধ—বিপরীত ; বিদ্বিষ্ট ; সম্যক্ রুদ্ধ। বি—রুধ্ (রোধ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিরুদ্ধাচরণ—বিপক্ষতাচরণ ; বিপরীত কার্য্য করণ। বিরুদ্ধ যে আচরণ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বিরুদ্ধাচারী (—চারিন্)—শত্রুতাচরণকারী ; বিপরীত কার্য্যকারী। বিরুদ্ধ—আ—চর + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বিরুদ্ধাচারিণী।

বিরুহ—বিরোধ। প্রা, ক। সং।

বিরূঢ়—অঙ্কুরিত ; জাত ; উৎপন্ন ; বদ্ধমূল। বি—রুহ্ + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিরূপ—কুরূপ, কুৎসিত ; বিরোধী। বি (নিন্দিত) হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরূপা।

বিরূপাক্ষ—১। ত্রিলোচন, শিব ; পাতালের দিক্‌হস্তী, পাতালদেশে থাকিয়া পৃথিবী ধারণকারী [পর্ব্বকালে ইঁহার শিরশ্চালনে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে]। বিরূপ (কুৎসিত) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহু। সং ; পু। ২। কুৎসিত চক্ষুর্বিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরূপাক্ষী। [কণ্ + আপ। বিণ ; স্ত্রী।

বিরূপিকা—বিরূপা, কুৎসিতা। বিরূপ শব্দ +

বিরেক—মলনিঃসরণ ; উদরভঙ্গ। বি—রিচ্ (ত্যাগ করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিরেচক—মলনিঃসারক ; ভেদকারক। বি—রিচ্ + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরেচিকা।

বিরেচন—১। বিরেক, মলনিঃসরণ। বি—রিচ্ (ত্যাগ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। বিরেচক, মলনিঃসারক। বি—রিচ্ + অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরেচনা।

বিরেভিত—শব্দিত। বি—রিভ্ (শব্দ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিরোক—ছিদ্র, বিবর ; গর্ত্ত। বি (না)—রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া) + ঘঞ ক। সং ; পু।

বিরোচন—চন্দ্র ; সূর্য্য ; অগ্নি ; জনৈক দৈত্য, প্রহ্লাদের পুত্র ও বলিরাজার পিতা। বি—রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া) + অন ক। সং ; পু।

বিরোধ—বৈর ; শত্রুতা ; বৈপরীত্য ; বিবাদ ; যুদ্ধ ; অবরোধ ; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। বি—রুধ্ (রোধ করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

বিরোধন—১। বিরোধ। বি—রুধ্ (রোধ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। বিরোধকারী। বি—রুধ্ + অন ক। বিণ ; ত্রি।

বিরোধানল—বিবাদ-বহ্নি, শত্রুতা রূপ আগুন। রূপক। সং ; পু।

বিরোধিত—বিরোধযুক্ত। বিরোধ শব্দ + ইত অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিরোধিতা।

বিরোধিতে—বিরোধ করিতে ; রোধ করিতে, বাধা দিতে, আটকাইতে। প্রা, ক। ক্রি।

বিরোধী (—ধিন্)—বিরুদ্ধ, প্রতিকূল ; রিপু। বি—রুধ্ (রোধ করা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বিরোধিনী বি বিরোধিতা।

বিরোধোক্তি—বিপ্রলাপ ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ, বিরোধ-অলঙ্কার। বিরোধযুক্তা যে উক্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিল—১। উচ্চৈঃশ্রবাঃ। সং ; পু। ২। গর্ত্ত ; ছিদ্র, বিবর ; গুহা। বিল (ভেদ করা) + ক ক। সং ; ক্লী। ৩। জলা, জলময় নিম্ন ভূমি। দেশজ। ৪। প্রাপ্য টাকার ফর্দ্দ, তালিকা ; আইনের পাণ্ডুলিপি। ইং (bill)। সং।

বিলকুল—সমস্ত, যাবতীয়। বৈদে। বিণ।

বিলক্ষ—লজ্জিত ; বিস্মিত, অনুদ্দিষ্ট ; গুণহীন। বি—লক্ষ্ (দেখা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিলক্ষণ—অসামান্য, অসাধারণ ; সমধিক ; বিভিন্ন। বি (নাই) লক্ষণ (চিহ্ন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিলক্ষণা।

বিলগ্ন—১। সংলগ্ন, বদ্ধ ; কৃশ ; জনিত। বি—লগ্ (লাগিয়া থাকা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। মধ্য, কটিদেশ। সং ; ক্লী।

বিলঙ্ঘন—অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন। বি—লঙ্ঘ্ (লঙ্ঘন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিলঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত ; উল্লঙ্ঘিত। বি—লঙ্ঘ্ (লঙ্ঘন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিলজ্জ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন। বি (নাই) লজ্জা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিলজ্জা।

বিলপন, বিলাপিত—বিলাপ, খেদ ; ক্রন্দন ;

মল, কাইট। বি—লপ্ (বলা)+অনট্, ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিলপমান—বিলাপকারী, বিলাপ করিতেছে এরূপ। বি—লপ্+শান্ ক। বিণ; ত্রি।

বিলপা—বিলাপ করা। প্রা; ক। ক্রি।

বিলমুক্তা, বেলমোক্তা—নির্দ্দিষ্ট, অঙ্গীকৃত। বৈধে। বিণ।

বিলম্ব—ঝুলন, দোলন; অশীঘ্রতা, দেরি। বি—লন্ব (লম্বিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

বিলম্বিত—১। লম্বমান, ঝুলিতেছে এরূপ। বি—লন্ব্ (লম্বিত করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। বিলম্বযুক্ত, অশীঘ্র। বিলম্ব+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। ৩। মধ্যম নৃত্য। সং; ক্লী।

বিলম্বী (বিলম্বিন্)—১। লম্বমান; সংসক্ত। বি—লন্ব্ (লম্বিত হওয়া)+ণিন্ ক। ২। দ্রুত, অশীঘ্র, চিরকারী। বিলম্ব+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিলম্বিনী।

বিলম্ভ—বিতরণ; অতিদান। বি (বিপরীত)—লভ্ (পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

বিলয়—প্রলয়; বিলোপ; ধ্বংস; বিনাশ। বি—লী (লীন হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

বিলশয়—ভুজঙ্গ, সর্প। বিল (গর্ত্ত)—শী (শয়ন করা)+অন্ ক। সং; পু।

বিলসই—১। বিলসমান; জলাসাৎ। বিণ। প্রাদেশিক। ২। বিলাস করে; অভিলাষ করে, চাহে। প্রা, ক। ক্রি।

বিলসন্ (বিলসৎ)—ক্রীড়াশীল; বিলাসী; শোভমান; স্ফূর্ত্তিমান্। বি—লস্+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিলসন্তী।

বিলসন, বিলসিত—ক্রীড়া; লীলা; বিলাস; স্ফূরণ। বি—লস্ (ক্রীড়া করা)+অনট্, ক্ত ভা। সং; ক্লী। [করা। প্রা, ক। ক্রি।

বিলসা—বিলাস করা, বিহার করা, অভিলাষ

বিলসিত—বিলসা দেখ।

বিলাই—বিড়াল। বিলাল শব্দের অপভ্রংশ।

বিলাৎ, বিলাত—বিদেশ; ইয়ুরোপ; কারবারে অনাদায়ী টাকা। দেশজ। সং।

বিলাত-ফেরত—ইয়ুরোপে বাস করিয়া প্রত্যাগত। দেশজ। বিণ।

বিলাতী—বিদেশী; ইয়ুরোপীয়। দেশজ। বিণ।

বিলান—১। বিলযুক্ত, জলময়, জলা। বিণ। ২। বিতরণ করা। দেশজ। ক্রি।

বিলাপ—পরিদেবন, খেদোক্তি, আক্ষেপ। বি লপ্ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিলাপবচন—আক্ষেপযুক্ত বাক্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বিলাপী (—পিন্)—১। বিলাপকারী, আক্ষেপকারী। বি—লপ্ (বলা)+ণিন্ ক। ২। বিলাপযুক্ত, খেদান্বিত। বিলাপ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিলাপিনী।

বিলাল—১। বিড়াল (তাহা দেখ)। ড স্থানে ল আদেশ। ২। যন্ত্র, কল। বি—লল্+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

বিলাস—ক্রীড়া; সুখভোগ; অঙ্গভঙ্গীবিশেষ; শৃঙ্গার-চেষ্টাবিশেষ. শোভা; আমোদ-প্রমোদ; স্ফূরণ; প্রাদুর্ভাব। বি—লস্ (ক্রীড়া করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিলাসচাঞ্চল্য—ক্রীড়াজনিত চপলতা; অঙ্গভঙ্গীজন্য চাঞ্চল্য; আমোদপ্রমোদের অধীরতা। বিলাসজনিত চাঞ্চল্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বিলাসতৃষ্ণা—সুখভোগের স্পৃহা, আমোদ-প্রমোদে অনুরাগ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিলাসপর, বিলাসপরায়ণ—সুখভোগাসক্ত, বিলাসী, সৌখীন। বিলাসে পর বা পরায়ণ (আসক্ত), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বিলাসমত্ত—সুখভোগে উন্মত্ত, আমোদপ্রমোদে মুগ্ধ, সৌখীনতায় বিহ্বল। ৩তৎ। বিণ।

বিলাসমন্দির—আমোদপ্রমোদের নিমিত্ত নির্ম্মিত ভবন, নাচঘর, বৈঠকখানা। ৪তৎ। সং।

বিলাসবাসনা—সুখভোগের অভিলাষ, আমোদ-প্রমোদের আকাঙ্ক্ষা, বাবুগীরি করিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিলাসিতা—সুখভোগে মত্ততা, আমোদপ্রমোদ প্রবণতা, বাবুগীরি। বিলাসীর ভাব এই অর্থে বিলাসিন+তা। সং; স্ত্রী।

বিলাসিনী—১। বিলাসশালিনী; ভোগবতী। বি—লস্ (ক্রীড়া করা)+ণিন্ ক+ঙীপ্। অথবা বিলাস+ইন্ যুক্তার্থে+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী; বেশ্যা। সং; স্ত্রী। ৩। সর্পী। বিল (গর্ত্ত)—আস্ (থাকা)+ণিন্ ক+ঙীপ। সং; স্ত্রী।

বিলাসী (—সিন্)—১। বিলাসশীল; ভোগবান; বাবুগীরির অনুরাগী। বি—লস্ (ক্রীড়া করা)+ণিন্ ক। অথবা বিলাস+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিলাসিনী। ২। সর্প। বিল (গর্ত্ত)—আস্ (থাকা)+ণিন্ ক। সং; পু।

বিলি—অর্পণ, প্রদান। দেশজ। সং।

বিলিখন—খনন; আঁচড়ান। বি—লিখ্ (লেখা, আঁচড় পাড়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিলি-বন্দোবস্ত—অর্পণ ও ব্যবস্থা। দেশজ। সং।

বিলীন—লয়প্রাপ্ত; বিনষ্ট, অন্তর্হিত; দ্রবীভূত; মিশ্রিত; মগ্ন; নিবিষ্ট। বি—লী (লয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিলীয়মান—লয় পাইতেছে এরূপ, অন্তর্হিয়মাণ। বি—লী+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিলুপ্ত—লোপপ্রাপ্ত; বিনষ্ট; অন্তর্হিত; লুণ্ঠিত। বি—লুপ্ (লোপ পাওয়া)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিলুপ্তা।

বিলুলিত—দোদুল্যমান; চঞ্চল; কম্পিত। বি—লুল্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিলেখন—খনন; আঁচড়ান; বিদারণ। বি—লিখ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিলেপ, বিলেপন—১। লেপন, মাখান। বি—লিপ্ (লেপা)+অল্, অনট্ ভা। ২। লেপনদ্রব্য; চন্দনাদি।…+অল্, অনট্ ণ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিলেবাসী (—বাসিন্)—১। গর্ত্তমধ্যে বাসকারী। অলুক উপ; বিলে—বস্ (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —বাসিনী। ২। সর্প। সং; পু।

বিলেশয়—১। গর্ত্তে শয়নকারী, গর্ত্তমধ্যে বাসকারী। অলুক উপ; বিলে—শী (শয়ন করা)+অল্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —শয়া। ২। গর্ত্তে বাসকারী জন্তু; গোসাপ, শশক, সর্প, মূষিক, সজারু প্রভৃতি। সং; পু।

বিলোকন—১। দর্শন, দেখা। বি—লোক্+অনট্ ভা। ২। নয়ন, চক্ষুঃ। বি—লোক্ (দেখা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

বিলোকনীয়—দর্শনীয়, দর্শনযোগ্য। বি—লোক (দেখা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিলোকিত—১। দৃষ্ট, লক্ষিত, যাহা দেখা হইয়াছে এরূপ। বি—লোক্ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিলোকিতা। ২। দর্শন, দৃষ্টি, দেখা।…+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিলোচন—১। নয়ন, চক্ষুঃ। বি—লোচ্ (দেখা)+অনট্ ণ। ২। দর্শন, দেখা। …+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিলোঠন—সম্যক লোঠন। বি—লুঠ্ (লোটা) অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিলোড়ন—আলোড়ন, মন্থন, ঘোঁটা। বি—লুড়্ (মন্থন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিলোড়িত—১। আলোড়িত, মথিত। বি—ণিজন্ত লুড় বা লোড়ি (মন্থন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। তক্র, ঘোল। সং; ক্লী।

বিলোপ—সম্যক্ লোপ; ধ্বংস; তিরোভাব; মৃত্যু; বিনাশ। প্রাদি। সং; পু।

বিলোভন—১। লোভপ্রদর্শন। বি—ণিজন্ত লুভ্ (—লোভি)+অনট্ ভা। ২। লোভজনক বস্তু।…+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

বিলোম—১। প্রতিকূল; ব্যুৎক্রম; বিপরীত। বি (বিরুদ্ধ) লোম যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিলোমা। ২। বরুণ; সর্প; কুকুর। সং; পু। ৩। জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

বিলোমজ—নীচজাতীয় পুরুষের ঔরসে উত্তমজাতীয়া নারীর গর্ভে জাত। বিলোম (বিপরীত)—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিলোমজা।

বিলোমজিহ্ব—হস্তী। বিলোম (বিপরীত) হইয়াছে জিহ্বা যাহার, বহু। সং; পু।

বিলোল—চঞ্চল ; অতিশয় লোভী। বি—লোড় (মত্ত হওয়া) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিলোলকটাক্ষ—চঞ্চল অপাঙ্গ দৃষ্টি, স্পৃহাযুক্ত কটাক্ষ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

বিলোলদৃষ্টি—চঞ্চল দৃষ্টি, সস্পৃহ দৃষ্টি। কর্ম্মধা।

বিল্ল—হিঙ্গুবিশেষ ; বিল, জলা ; আলবাল। বিল (গর্ত্ত) + ল অস্ত্যর্থে। সং ; ক্লী।

বিল্লি—১। বিড়ালী। হিন্দী। ২। বেলফুল। প্রা, ক। সং।

বিল্ব—১। শ্রীফল, বেল। বিল্ (ফাটান) + বন র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। বেলগাছ। সং ; পু।

বিবক্ষা—বলিবার ইচ্ছা। সনন্ত বচ্ (বলিতে ইচ্ছা করা) + অ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিবক্ষিত—বলিতে ইচ্ছার বিষয়ীভূত, যাহা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে এরূপ। সনন্ত বচ্ (বলিতে ইচ্ছা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিবক্ষু—বলিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বচ্ (বলিতে ইচ্ছা করা) + উ ক। বিণ ; ত্রি।

বিবঞ্চিষু—বঞ্চনা করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বন্চ্ + উ ক। বিণ ; ত্রি।

বিবৎসা—১। বাস করিতে ইচ্ছা। সনন্ত বস্ (বাস করিতে ইচ্ছা করা) + অ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। বৎসহীনা। বি (নাই) বৎস যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

বিবদমান—বিবাদে নিযুক্ত, কলহকারী। বি—বদ (বলা) + শান ক। বিণ ; ত্রি।

বিবধ—বীবধ দেখ।

বিবন্দিষু—অভিবাদন করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বন্দ্ + উ ক। বিণ ; ত্রি।

বিবাসিষা—বমনেচ্ছা, গা বমি বমি। সনন্ত বম + অ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিবর—ছিদ্র, রন্ধ্র ; গর্ত্ত ; দোষ। বি—বৃ (আবৃত করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

বিবরণ—বর্ণন ; ব্যাখ্যান ; প্রকটন ; প্রকাশ। বি—বৃ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিবরণী—১। বিবরণ, বার্ত্তা, ব্যাখ্যান। বি—বৃ (বরণ করা) + অনট্ ভা + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। ব্যাখ্যান পুস্তিকা।…+ অনট্ ণ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বিবরা—বিবৃত করা, বর্ণন করা, সবিস্তারে উল্লেখ করা, খুলিয়া বলা। ক, প্র। ক্রি।

বিবর্জ্জন—বিসর্জ্জন, ত্যাগ। বি—বৃজ্ (বর্জ্জন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিবর্ণ—ইতর জাতীয় ; নীচ ; বিকৃত-বর্ণ, মলিন। বি (নাই) বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিবর্ণা।

বিবর্ণতা—মলিনতা, বর্ণের বিকৃতি। বিবর্ণ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বিবর্ত্ত—বিশেষরূপে স্থিতি ; ভ্রমণ ; নৃত্য ; ঘূর্ণন ; সমূহ ; পরিণাম। বি—বৃত্ (থাকা ইত্যাদি) + অল্ ভা। সং ; পু।

বিবর্ত্তন—ঘূর্ণন ; ভ্রমণ ; প্রত্যাবর্ত্তন ; পরিবর্ত্তন ; নৃত্য। বি—বৃত্ (বর্ত্তন করা ইত্যাদি) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিবর্ত্তনশীল—পরিবর্ত্তনশীল ; ঘূর্ণনশীল, যে নিয়ত ঘোরে এরূপ। বিবর্ত্তন হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিবর্ত্তিত—ঘূর্ণিত ; ভ্রমিত ; প্রত্যাবৃত্ত ; অপনীত। বি—ণিজন্ত বৃত্ (= বর্ত্তি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিবর্ত্তিতা।

বিবর্দ্ধন—১। সম্যক্ বৃদ্ধি। বি—বৃধ্ (বাড়া) + অনট্ ভা। ২। সম্যক্ বাড়ান। বি—ণিজন্ত বৃধ্ বা বর্দ্ধি (বাড়ান) + অনট্ ভা। ৩। ছেদন। বি—বর্দ্ধ (ছেদন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিবশ—অবশ ; অনধীন ; অবাধ্য ; বিহ্বল ; নিশ্চেষ্ট। বশের বিপরীত, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিবশা।

বিবসন—বসনহীন, উলঙ্গ। বি (নাই) বসন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিবসনা।

বিবস্ত্র—বিবসন, উলঙ্গ। বি (নাই) বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিবস্ত্রা।

বিবস্বতী—সূর্য্যনগরী। বিবস্বান্ দেখ। বিবস্বৎ শব্দ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বিবস্বান্ (—স্বৎ)—সূর্য্য ; অরুণ ; দেবতা ; রত্ন। বি—বস্ (বাস করা) + ক্বিপ্ ভা (= বিবস্) + বতু অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

বিবাক—বিবেচক। বি—বচ্ (বলা) + ঘঞ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিবাকা।

বিবাদ—বিরোধ, কলহ, ব্যবহার, মোকদ্দমা। বি—বদ্ (বলা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিবাদপ্রিয়—কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিবাদপ্রিয়া।

বিবাদী (—দিন্)—বিবাদকারী ; প্রতিবাদী, আসামী। বি—বদ্ (বলা) + ণিন্ ক। বিণ, পু। স্ত্রী বিবাদিনী।

বিবাস, বিবাসন—নির্ব্বাসন, দেশান্তরীকরণ। বি—ণিজন্ত বস্—বাসি (বাস করান) + ঘঞ্ অনট্ ভা। সং ; ক্রমে পু ও ক্লী।

বিবাসিত—নির্ব্বাসিত, দেশান্তরীকৃত। বি—ণিজন্ত বস্—বাসি (বাস করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিবাসিতা।

বিবাহ—পরিণয়। বি—বহ্ + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [বিবাহ অষ্টবিধ, যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া পূজাসহকারে যথাবিধি কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ। যজ্ঞে বৃত যাজককে অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া কন্যাদান দৈব বিবাহ। বরের নিকট হইতে এক বা দুইটী গো মিথুন গ্রহণ করিয়া বিধানানুসারে কন্যাদানকে আর্ষবিবাহ কহে। "উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর" ইহা বলিয়া অর্চ্চনা সহকারে কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ। বরের নিকট অর্থ (কন্যাপণ) গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করাকে আসুর বিবাহ বলে। বর ও কন্যার মনের মিলন দ্বারা পরস্পর মিলিত হওয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ। কন্যার আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করিয়া বা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করা রাক্ষস বিবাহ। সুপ্ত বা মদাবস্থায় কন্যাকে হরণ করিয়া তাহার অসম্মতিতে বিবাহ করা পৈশাচ বিবাহ]।

বিবাহবয়ঃ (—বয়স্)—বিবাহের উপযুক্ত বয়স। ষত্ব। সং ; ক্লী। মনু বলেন, "ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।" অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ অনার্ত্তবা ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। কন্যার বিবাহবয়স সম্বন্ধে নিয়ম এই—অযুগ্ম বর্ষে বিবাহে কন্যা দুর্ভাগ্যবতী হয়, এবং যুগ্ম বর্ষে বিবাহে বিধবা হয় ; অতএব গর্ভ হইতে গণনা করিয়া যুগ্মবর্ষে বিবাহ প্রশস্ত। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন বলেন, অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা গৌরী, নবমবর্ষীয়া রোহিণী, দশমবর্ষীয়া কন্যকা ; ইহার পর কন্যা রজস্বলা নামে অভিহিত হয়। রজস্বলার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিবাহিত—পরিণীত, ঊঢ়। বি—ণিজন্ত বহ = বাহি। পাওয়ান + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা। বিবাহ + ইত যুক্তার্থে। সং ; পু। স্ত্রী বিবাহিতা।

বিবাহ্য—বিবাহযোগ্য ; বহনীয়, বহন যোগ্য। বি—বহ + ণ্যৎ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিবি, বিবী—সম্রান্ত মহিলা ; মাননীয়া ললনা ; পত্নী, স্ত্রী ; স্ত্রীলোকমাত্র ; তাসের রাণী ; (অধুনা) ইংরোপীয় রমণী। বৈদেশিক। সং ; স্ত্রী।

বিবিক্ত—নির্জ্জন, নির্জন ; পবিত্র ; শুভ্র ; বিবেচক ; একাগ্র ; অসম্পৃক্ত। বি—বিচ্ (পৃথক্ করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিবিক্ষা—প্রবেশেচ্ছা। সনন্ত বিশ্ + অ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিবিক্ষু—প্রবেশেচ্ছু। সনন্ত বিশ্ + উ ক। বিণ

বিবিগ্ন—উদ্বিগ্ন ; ক্ষুব্ধ ; ভীত। বি—বিজ্ (ভয়ে কাঁপা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিবিৎসু—[illegible]। বিণ ; স্ত্রী।

বিবিদ্বান্ (—দ্বস্)—জ্ঞাতা, যে জানিয়াছে এরূপ। বি—বিদ্ (জানা) + ক্বসু ক। বিণ, পু। স্ত্রী বিবিদুষী।

বিবিধ—নানাপ্রকার ; বহুবিধ। বি (বহু) বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিবী—বিবি দেখ।

বিবীত—বহুতৃণযুক্ত সুবিস্তৃত গোমেষাদি চরণ-

স্থান। বি—বী (ব্যাপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। সং; পু। [(জানা)+ক ক। সং; পু।
বিবুধ—পণ্ডিত; দেবতা; চন্দ্র। বি—বুধ
বিবৃত—বর্ণিত; ব্যাখ্যাত; প্রকটিত; প্রকাশিত; প্রমাণীকৃত; উন্মুক্ত; বিস্তৃত। বি—বৃ (বরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
বিবৃতাক্ষ—১। বিস্ফারিতনেত্র। বিবৃত (বিস্তৃত) অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিবৃতাক্ষী। ২। কুক্কুট। সং; পু।
বিবৃতি—বর্ণন; ব্যাখ্যান; প্রকটন; প্রকাশ; বিস্তার। বি—বৃ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।
বিবৃত্ত—ঘূর্ণিত; ভ্রমিত; পরাবৃত্ত; লুণ্ঠিত। বি—বৃত্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
বিবৃত্তি—বিবর্তন; চক্রবৎ ভ্রমণ। বি—বৃত্ (থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।
বিবৃদ্ধ—সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বি—বৃধ্ (বাড়া) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিবৃদ্ধা।
বিবৃদ্ধি—সম্যক্ বৃদ্ধি। বি—বৃধ্ (বাড়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।
বিবেক—বিবেচনা, বিচার; তত্ত্বজ্ঞান; প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান; হিতাহিত জ্ঞান; বৈরাগ্য; প্রভেদ। বি—বিচ্ (পৃথক্ করা) +ঘঞ্ ভা। সং; পু।
বিবেকদৃশ্বা (—শ্বন্)—বিবেকদর্শী, বিবেকী। উপ; বিবেক দৃশ্ (দেখা)+কনিপ্ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী।
বিবেকবুদ্ধি—তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না ধী, হিতাহিত-বোধযুক্তা বুদ্ধি। বিবেক-যুক্তা বুদ্ধি, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; স্ত্রী।
বিবেকানন্দ (স্বামী)—ইনি কলিকাতা সিমুলিয়ার দত্তবংশের বিশ্বনাথের পুত্র। কাশীর বিশ্বেশ্বরের অনেক আরাধনার পরে ইং ১৮৬২ সালের ৯ই জানুয়ারি ইঁহার জন্ম হয়। সেই জন্য শৈশবে বিবেকানন্দ বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় ইঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ রাখা হয়। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা, আর্তের প্রতি সহানুভূতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হইত। বিবেকানন্দ কলেজে পাঠ সময়ে হার্বার্ট স্পেন্সারকে তাঁহার প্রবর্তিত দর্শনশাস্ত্র প্রণালীর একটি মন্তব্য প্রেরণ করেন। স্পেন্সার সেইটি পাঠ করিয়া বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হন এবং সত্য নির্দ্ধারণ করিতে ইঁহাকে উৎসাহিত করেন। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া বিবেকানন্দ প্রথমে নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হন। পরে ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইলে সে ভাবের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু ইঁহাদের সংস্রবে আসিয়াও ইঁহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার উপশম হইল না বুঝিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। এই সময় (১৮৮৩ খ্রীঃ) বিবেকানন্দ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ইঁহার এক খুল্লতাত রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ছিলেন। তিনি একদিন ইঁহাকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যান। এতদিন বিবেকানন্দ যাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন তাঁহাকে পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরমহংসদেব ইঁহার মধুরকণ্ঠনিঃসৃত গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইলেন। তাহার পর বিবেকানন্দ ঘন ঘন উঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন এবং উঁহার স্নেহভাজনগণের অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটিলে উঁহার শিষ্যগণ গুরুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। বিবেকানন্দ ছয় বৎসর কাল হিমালয় পর্বতে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে ইনি তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করেন। তাহার পর খেতড়ী রাজ্যে আসিয়া সেখানকার মহারাজকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খৃঃ মান্দ্রাজে আসিয়া রামনাদের রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ১৮৯৩ খৃঃ আমেরিকায় চিকাগো (Chicago) নগরে Parliament of religions নামক সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। মান্দ্রাজবাসিগণের অনুরোধে ও অর্থ সাহায্যে বিবেকানন্দ সেখানে গিয়া হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে ইঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমেরিকায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই সময় New York Herald নামক প্রসিদ্ধ পত্রের সম্পাদক লেখেন যে, "হিন্দুজাতির ন্যায় পণ্ডিতজাতির মধ্যে খৃষ্টান প্রচারক প্রেরণ যে অতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পরে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।" এই সময়ে বিবেকানন্দ Madam Louise নাম্নী রমণীকে ও মিষ্টার Sandsberg নামক পুরুষকে শিষ্যরূপে লাভ করেন। ইঁহারা যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকায় অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়া বিবেকানন্দ সে দেশে বৈদান্তিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ১৮৯৬ খৃঃ ইংলণ্ডে আসিয়া নানা সভায় বক্তৃতা করিয়া যথেষ্ট প্রতিপন্ন হন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত আলাপ করিয়া বিবেকানন্দ Life and sayings of Ramkrishna নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করান। এইখানেই Miss Margaret Noble নাম্নী রমণীকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। এই রমণী পরে সিষ্টার নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা হন (সিষ্টার নিবেদিতা দেখ)। ১৮৯৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ সশিষ্য ভারতে প্রত্যাগমন করেন। কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত যে যে স্থানে ইনি গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে ইনি প্রগাঢ় আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থিত হন। এইবারে ইনি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কলিকাতার সন্নিকট বেলুড় গ্রামে এবং আলমোড়ায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানার্থে ইনি এক একটি মঠ স্থাপিত করেন। Ramkrishna Mission প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের সাহায্যার্থ নানা স্থানে Relief works স্থাপিত করেন। ক্রমাগত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে চিকিৎসকের পরামর্শে বিবেকানন্দ আবার অল্প দিনের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন (১৮৯৯ খৃঃ)। এই সময়ে San Francisco নগরে একটি বেদান্ত সোসাইটি ও শান্তি আশ্রম সংস্থাপিত করেন। ১৯০০ খৃঃ প্যারিস নগরে Congress of Religions সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে ফরাসী ভাষায় হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেখান হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ইনি ভারতে আগমন করেন। এইবার সাধুদিগের জন্য রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও রামকৃষ্ণ "হোম", রামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জাপানদেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা কংগ্রেস বসে। সেখানে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকটা জাপানী ভদ্রলোক ইঁহার নিকট আসেন। কিন্তু শরীরের অবস্থা তত ভাল নয় বলিয়া ইনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে ইনি ছাত্রগণকে পাণিনি শিক্ষা দিয়া অপরাহ্নে বেদ বিষয়ে উপদেশ দেন। তাহার পর অল্প সময়ের জন্য বেড়াইয়া আসেন। সন্ধ্যাকালে ধ্যানস্থ হন এবং রাত্রি ৯টার সময় মহাসমাধিস্থ হইয়া বিবেকানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ত্যাগ ও সেবা ইঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। সার্বজনিক ধর্ম সংস্থাপন ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং বেদান্ত দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে এই ধারণায় পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তের প্রচার, যাহাতে বহুল পরিমাণে হয়, তাহাতে সমধিক যত্নবান্ ছি

Re-incarnation, Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga, Karma-Yoga, Freedom of the Soul প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, সঙ্গীতেও তেমনি সুনিপুণ ছিলেন। ইঁহার বক্তৃতাশক্তি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বহু ভাষাজ্ঞান, ধর্ম্মপ্রাণতা ও গুরুভক্তি ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বিবেকিতা—বিবেকীর ভাব, সম্যক্ বিবেচনা। বিবেকিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বিবেকী (-কিন্)—বিবেকযুক্ত; সম্যক্ বিবেচনাকারী; বৈরাগ্যযুক্ত; বিরাগী। বিবেক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বিবেকিনী।

বিবেচক—বিবেচনাকারী; বিচারক্ষম, বিচক্ষণ। বি-বিচ্+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বিবেচন, বিবেচনা—বিচার; বিশেষ আলোচনা, বিতর্ক। বি-বিচ্+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে—+অন ভা+আপ্। সং; ক্লী ও স্ত্রী।

বিবেচনীয়, বিবেচ্য—বিবেচনা-যোগ্য। বি-বিচ্ (পৃথক্ করা)+অনীয়, য ণ্য। বিণ; ত্রি।

বিবেচিত—বিচারিত; সম্যক্ আলোচিত, নিরূপিত। বি-ণিজন্ত বিচ্ বা বেচি (পৃথক্ করান)+ক্ত ণ্য। বিণ; ত্রি।

বিবেচ্য—বিবেচনীয় দেখ।

বিবোঢ়া (-ঢ়্)—বিবাহকর্ত্তা, পরিণেতা, পতি। বি-বহ্+তৃন ক। সং; পু।

বিবোধন—বুঝান; উদ্বোধ; বিকাশ; জাগরণ। বি-ণিজন্ত বুধ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিবোধিত—উদ্বোধিত; জ্ঞাপিত; জাগরিত। বি-ণিজন্ত বুধ্+ক্ত ণ্য। বিণ; ত্রি।

বিব্রত—ব্যতিব্যস্ত, অস্থির, ব্যাকুল; বিপদাপন্ন, দায়গ্রস্ত। দেশজ। বিণ।

বিব্রুবন্ (বিব্রুবৎ)—বিরুদ্ধবক্তা; মৌনী। বি-ব্রূ (বলা)+শতৃ ক। বিণ, ত্রি। স্ত্রী বিব্রুবতী।

বিব্বোক—স্ত্রীলোকদিগের ভাববিশেষ, অভিমত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে অনাদর। সং; পু।

বিশ্—বিট্ (১) দেখ।

বিশ—১। মনুষ্য; বৈশ্য। বিশ (প্রবেশ করা)+ক ক। সং; পু। ২। মৃণাল। সং; ক্লী। ৩। ব্যাপক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশা। ৪। কুড়ি, ২০। বিংশতি শব্দের অপভ্রংশ।

বিশই, বিশে—মাসের বিংশ দিবস। দেশজ। সং।

বিশঙ্ক—নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। বি (বিগত) শঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [ক। ক্রি।

বিশঙ্কউ—শঙ্কা করিতেছি, আশঙ্কা করি। প্রা,

বিশঙ্কট, বিসঙ্কট—বিশাল, বড়। বি শব্দ+শঙ্কটচ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -টা।

বিশঙ্কমান—আশঙ্কাকারী। বি-শঙ্ক (শঙ্কা করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিশদ—১। শুভ্র, শুক্ল; নির্ম্মল; সুন্দর; স্পষ্ট; অনুকূল; বিবিক্তাবয়ব। বি-শদ্ (চাঁচা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশদা। ২। শুভ্রবর্ণ। সং; পু। [সং; পু।

বিশয়—সংশয়, সন্দেহ। বি-শী+অল্ ভা।

বিশর, বিশরণ—হনন, বধ। বি-শৃ (বধ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; পু ও ক্লী।

বিশরাম, বিসরাম—বিশ্রাম। প্রা, ক। সং।

বিশল্য—শল্যরহিত, শেলশূন্য; শঙ্কুহীন; শেলব্যথাশূন্য। বি (নাই) শল্য (শেল) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশল্যা।

বিশল্যকরণী—শেলব্যথানাশিনী ঔষধলতা-বিশেষ; আয়াপান। বিশল্য করে যে, উপ; বিশল্য-কৃ (করা)+অন ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিশল্যা—১। শল্যরহিতা, শঙ্কুশূন্যা। বহু; বিশল্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। গুলঞ্চলতা; ত্রিপুটা। সং; স্ত্রী।

বিশস, বিশসন—বিনাশন, হনন, বধ। বি-শস্ (শাসন করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিশস্ত—বিনাশিত, নিহত। বি-শস্ (হিংসা করা)+ক্ত ণ্য। বিণ; ত্রি।

বিশা—১। কণ্ঠা। বিশ+ক ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। মাসের বিংশ দিবস। প্রাদে।

বিশাই—বিশ্বকর্ম্মা। প্রা, ক। সং।

বিশাংপতি—নরপতি, রাজা। বিশাম্ (মনুষ্যগণের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

বিশাখ—১। শাখাহীন। বি (বিগত) শাখা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশাখা। ২। কার্ত্তিকেয়। বিশাখা শব্দ+অ অপত্যার্থে। সং; পু।

বিশাখদত্ত—পৃথু রাজার পুত্র, সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষসগ্রন্থের প্রণেতা। সং; পু।

বিশাখ পয়ার—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ।

বিশাখা—১। শাখাহীনা। বহু; বিশাখ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। নক্ষত্রবিশেষ, ষোড়শ নক্ষত্র। বি-শাখ (ব্যাপ্ত হওয়া)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিশায়—প্রহরীদিগের পর্য্যায়ক্রমে শয়ন। বি-শী (শয়ন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিশারণ—মারণ, বধ। বি-ণিজন্ত শৃ (=শারি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিশারদ—দক্ষ; চতুর; পণ্ডিত; খ্যাত; শ্রেষ্ঠ; বিস্তৃত; গর্ব্বিত; প্রগলভ। বিশাল শব্দ-দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বিশাল—১। বৃহৎ, বড়; বিস্তীর্ণ। বি শব্দ+শালচ্ অথবা বিশ্ (প্রবেশ করা)+কালন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশালা। ২। নৃপবিশেষ; মৃগবিশেষ; পক্ষিবিশেষ। সং; পু।

বিশালতা, বিশালত্ব—বৃহত্ত্ব; প্রকাণ্ডতা; বিস্তার। বিশাল শব্দ+তা; ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বিশালা—১। বৃহতী; বিস্তীর্ণা, বিস্তৃতা। বিশাল দেখ। বিশাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অবন্তী, উজ্জয়িনী নগরী; নদীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

বিশালাক্ষ—১। বৃহৎ নয়নযুক্ত। বিশাল (বৃহৎ) হইয়াছে অক্ষি (নয়ন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শিব; বিষ্ণু; গরুড়। সং; পু।

বিশালাক্ষী—১। বৃহৎ-নয়নযুক্তা। বিশাল (বৃহৎ) হইয়াছে অক্ষি (নয়ন) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

বিশিখ—১। শিখাবিহীন। বি (নাই) শিখা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশিখা। ২। শর, বাণ; তোমরাস্ত্র; শরগাছ। বি (বিশিষ্ট) শিখা যাহার, বহু। সং; পু।

বিশিখা—১। শিখাবিহীনা। বহু; বিশিখ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। রথ্যা; খনিত্রী, শস্ত্র। বিশিখ+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিশিঞ্জান—রবকারী। বি-শিন্জ্ (অস্ফুট শব্দ করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিশিপ—মন্দির। বি-শি+পক্ ণ্য। সং; ক্লী।

বিশিষ্ট—১। বিলক্ষণ; অতিশয়; যুক্ত; শিষ্ট; ভিন্ন; খ্যাত; সিদ্ধ। বি-শিষ্ (বিশেষ করা, অতিশয় করা)+ক্ত ক, অথবা বি-শাস্ (শাসন করা)+ক্ত ণ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশিষ্টা। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

বিশীর্ণ—শুষ্ক; জীর্ণ; কৃশ; বিশ্লিষ্ট। বি-শৄ (বধ করা)+ক্ত ণ্য। বিণ; ত্রি।

বিশীর্ণপর্ণ—নিম্ববৃক্ষ। বহু। সং; পু।

বিশীর্য্যমাণ—যাহা শুষ্ক বা কৃশ হইতেছে এরূপ। বি-শৄ (বধ করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিশুদ্ধ—নির্ম্মল; পবিত্র; নির্দ্দোষ। বি (বিশিষ্টরূপে) শুদ্ধ। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

বিশুদ্ধাত্মা (-ত্মন্)—পবিত্রচেতাঃ, নির্ম্মলচিত্ত, অকপট-হৃদয়। বিশুদ্ধ হইয়াছে আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু। বিণ; পু। স্ত্রী।

বিশুদ্ধানন্দ (স্বামী)—ইনি কানপুরের জনৈক কনৌজীয় ব্রাহ্মণের পুত্র। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম বংশীধর। ১৮২০ খ্রীঃ বিশুদ্ধানন্দ দাক্ষিণপ্রদেশে হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে পারসী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়া নিজাম রাজ্যে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং নিজামের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ইনি অশ্বচালনায় সুনিপুণ ছিলেন। অশ্ববিষয়ক একটি বিবাদে ইঁহার পরাজয় হওয়াতে

ইনি গার্হস্থ্য সম্পত্তিতে অগ্নিদান করিয়া ও শরীরে ভস্মলেপন করিয়া হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করেন এবং কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া বহুতীর্থে ভ্রমণ করেন। কিছুদিন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া পাণিনি ব্যাকরণে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে তিন বৎসর হরিদ্বারে পঠনে ও ধ্যানে অতিবাহিত হয়। অনন্তর ইনি কাশীধামে আগমন করিয়া একটি ঘাটে বাস করিতে থাকেন। এইখানে ইনি হিন্দু-দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধানন্দ নাম গ্রহণ করেন। ইনি অহল্যাবাই প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মপুরীর গৌড়স্বামীর আসন পরিগ্রহ করিয়া আমরণ এই আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৯৯ খৃঃ এপ্রেল মাসে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি ইংরাজশাসনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। গভীর জ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য ইনি সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিশুদ্ধি—শোধন; নির্ম্মলতা; পবিত্রতা; নির্দ্দোষতা। বি—শুধ্ (শোধন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিশুষ্ক—বিশীর্ণ; নীরস; ম্লান। বি (বিশিষ্টরূপ) শুষ্ক, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

বিশৃঙ্খল—শৃঙ্খলারহিত, গোলমেলে; অনিয়মিত; অবাধ্য; উচ্ছৃঙ্খল; দুর্দ্দান্ত। বি (নাই) শৃঙ্খলা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশৃঙ্খলা।

বিশৃঙ্খলতা—বিশৃঙ্খলের ভাব, শৃঙ্খলারাহিত্য, অব্যবস্থা। বিশৃঙ্খল+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

বিশৃঙ্খলা—১। শৃঙ্খলারাহিত্য, ইত্যাদি। বহু; বিশৃঙ্খল দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। শৃঙ্খলারাহিত্য, গোলমেলে বা এলোমেলো ভাব, গোলযোগ; নিয়মাভাব, অনিয়ম। শৃঙ্খলার বিপরীত, নিত্য। সং; স্ত্রী।

বিশেষি—বিশেষিয়া, বিশেষ করিয়া, সবিশেষে। প্রা, ক।

বিশেষ—১। প্রভেদ; প্রকার; দ্রষ্টব্য দ্রব্য; অবয়ব; নিয়ম; বৈলক্ষণ্য; সার, বৈচিত্র্য; তারতম্য; আধিক্য; প্রকর্ষ; তিলক; কণাদদর্শনে কথিত পদার্থবিশেষ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। বি—শিষ্ অল্ ভা। ২। বিশিষ্ট; উৎকৃষ্ট; অধিক; ভিন্ন। বি—শিষ্+অল্ ক। বিণ; ত্রি।

বিশেষক—১। প্রভেদকারক। বি—ণিজন্ত শিষ্ বা শেষি+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশেষিকা। ২। একবাক্যতাপন্ন শ্লোকত্রয়। সং; ক্লী। ৩। চিত্রক; ললাটের তিলক; তমালপত্র। সং; ক্লী বা পু।

বিশেষজ্ঞ—বিশেষ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ; যে বিশেষ কথা জানে (Specialist)। বিশেষ—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশেষজ্ঞা।

বিশেষণ—১। অতিশয়করণ। বি—শিষ (অতিশয় করা)+অনট্ ভা। ২। প্রভেদকারক গুণ-ক্রিয়াদি; বিশেষ্যের ধর্ম্ম; চিহ্ন। বি—শিষ্ (বিশেষ করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী। ৩। ব্যাকরণে—যে পদ অন্য পদকে বিশেষ করিয়া দেয়, অর্থাৎ যে পদ দ্বারা অন্য কোন পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশিত হয়।

বিশেষতঃ (—তস্)—বিশেষরূপে; অধিকন্তু; আরও। বিশেষ শব্দ+তস্। ব্য।

বিশেষ ভাবে, —রূপে—বিশিষ্ট প্রকারে; সবিশেষ। বিশেষের ভাব বা রূপ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিশেষিত—প্রভেদিত, পৃথক্-কৃত; অবচ্ছিন্ন; বিশেষণ দ্বারা নির্ণীত। বি—ণিজন্ত শিষ্ শেষি (বিশেষ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিশেষোক্তি—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং; স্ত্রী।

বিশেষ্য—১। ধর্ম্মী, বস্তু বা ব্যক্তিবোধক; অবচ্ছেদ্য; গুণাদি দ্বারা প্রভেদ্য। বি—শিষ্ (বিশেষ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশেষ্যা। ২। ব্যাকরণে—যাহাকে বিশেষ করা যায় তাহাই বিশেষ্য, অর্থাৎ পদার্থের নামমাত্র বিশেষ্য।

বিশোক—১। শোকরহিত, শোকহীন। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) শোক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশোকা। ২। অশোকবৃক্ষ। সং; পু।

বিশোধক—বিশুদ্ধিকারক। বি—ণিজন্ত শুধ্—শোধি (শুদ্ধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশোধিকা।

বিশোধন—বিশুদ্ধকরণ। বি—ণিজন্ত শুধ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিশোধনীয়—বিশোধন যোগ্য। বি—ণিজন্ত শুধ্+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিশোধিত—নির্ম্মলীকৃত; পবিত্রীকৃত। বি—ণিজন্ত শুধ্—শোধি (শুদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশোধিতা।

বিশোধী (—ধিন্)—বিশুদ্ধিকারক। বি—ণিজন্ত শুধ্—শোধি (শুদ্ধ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিশোধিনী।

বিশোধ্য—বিশোধন যোগ্য। বি—ণিজন্ত শুধ্ (=শোধি)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিশোষণ—সম্যক্ শোষণ, নীরসকরণ। বি—ণিজন্ত শুষ=শোষি (শুষ্ক করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিশ্ব—গতি; দীপ্তি; স্ফূর্ত্তি। বিচ্ছ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিশ্রণন—দান, বিতরণ। বি—শ্রণ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিশ্রব্ধ, বিস্রব্ধ—বিশ্বস্ত; নিঃশঙ্ক; অধিক; শান্ত; ধীর; গাঢ়। বি—শ্রন্ভ্ বা স্রন্ভ (বিশ্বাস করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিশ্রম—বিশ্রাম। বি—শ্রম্ (খিন্ন হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

বিশ্রম্ভ, বিস্রম্ভ—বিশ্বাস; প্রণয়; স্বচ্ছন্দবিহার; কেলি কলহ; বধ। বি—শ্রন্ভ বা স্রন্ভ (বিশ্বাস করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিশ্রম্ভালাপ—প্রণয়পূর্ণ কথোপকথন, বিশ্বস্ত আলাপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বিশ্রম্ভী (—ম্ভিন্), **বিস্রম্ভী** (—ম্ভিন্)—বিশ্রম্ভযুক্ত; বিশ্বাসী; প্রণয়ী। বিশ্রম্ভ বা বিস্রম্ভ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —ম্ভিনী।

বিশ্রবাঃ (—বস্)—জনৈক মুনি, রাক্ষসরাজ রাবণের পিতা। বি (বিশিষ্ট) হইয়াছে শ্রবঃ (কীর্ত্তি) যাহার, বহু। সং; পু।

ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যের ঔরসে ও হবির্ভূর গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয়। তপশ্চরণ দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইলবিলার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে তাঁহার গর্ভে ইঁহার সুবিখ্যাত পুত্র কুবের জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী পিতার আদেশে বিক্রমৈশ্বর্য্যশালী পুত্রলাভ কামনায় ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি রাক্ষসীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। উক্ত নিশাচরীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে ইঁহার পুত্র জন্মে। রাকা নাম্নী আর এক রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার খর নামক রাক্ষসপুত্র জন্মগ্রহণ করে।

বিশ্রাণন—বিতরণ, দান। বি—ণিজন্ত শ্রণ্ (=শ্রাণি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিশ্রাণিত—দত্ত, বিতীর্ণ, অর্পিত। বি—ণিজন্ত শ্রণ (=শ্রাণি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিশ্রান্ত—শ্রমযুক্ত, ক্লান্ত; বিগতশ্রম, যে জিরাইয়াছে এরূপ; নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। বি—শ্রম্ (খিন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিশ্রান্তি—বিশ্রাম, বিরাম; নিবৃত্তি। বি—শ্রম্ (খিন্ন হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিশ্রাম—বিরাম, নিবৃত্তি; শ্রমাপনোদন, জিরন। বি—শ্রম্ (খিন্ন হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। [শ্রু (শুনা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

বিশ্রাব—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি; স্বর; ধ্বনি। বি—

বিশ্রী—শ্রীহীন, শ্রীভ্রষ্ট; কুৎসিত। বি (নাই) শ্রী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিশ্রুত—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ; জ্ঞাত; ধ্বনিত। বি—শ্রু (শুনা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিশ্রুতি—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি; শ্রোতঃ। বি—শ্রু (শুনা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিশ্লথ—শিথিল, আলগা, ঢিলা। বি (বিশিষ্ট-রূপ) যে শ্লথ, নিত্য। বিণ; ত্রি।

বিশ্লিষ্ট—বিযুক্ত; শিথিল; বিচ্ছিন্ন; বিমুক্ত; বিকসিত। বি—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিশ্লেষ—বিয়োগ; বিচ্ছেদ; শৈথিল্য; বিকাশ। বি-শ্লিষ+অল্ ভা। সং; পু।

বিশ্লেষণ—বিমুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করণ, পৃথক্ করণ। বি-শ্লিষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিশ্লেষিত—পৃথক্কৃত; বিয়োজিত; বিকাশিত। বি-নিজন্ত শ্লিষ (=শ্লেষি)+ক্ত র্ম; কিংবা বিশ্লেষ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

বিশ্ব—১। জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড। বিশ+ক্বন্ অধি। সং; ক্লী। ২। গণদেবতাবিশেষ—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবাঃ, মদ্রব এই ১০। সং; পু। ৩। সমগ্র। বিশেষণীয় সর্বনাম। বিণ; ত্রি।

বিশ্বক্ (বিশ্বচ্), বিষ্বক্ (বিষ্বচ্)—১। সর্ব্ব-ব্যাপী। বিশ্ব—অন্চ (গমন করা)+কিপ্ ক। বিণ, ত্রি। ২। সমন্তাৎ, সর্ব্বতঃ। বা।

বিশ্বকর্ম্মজা—সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা বা ছায়া। উপ; বিশ্বকর্ম্মন্ (বিশ্বকর্ম্মা)—জন্ (জন্মা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিশ্বকর্ম্মসুতা—সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা বা ছায়া। বিশ্বকর্ম্মার সুতা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিশ্বকর্ম্মা (—কর্ম্মন্)—ঈশ্বর; সূর্য্য; জনৈক মুনি; দেবশিল্পী [প্রভাস নামক বাসুর ঔরসে ৩২৭স্ত্রী যোগসিদ্ধার গর্ভে ইঁহার জন্ম। সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা ইঁহার কন্যা, এবং ইনিই বৃত্রাসুরের বধের নিমিত্ত দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন]। বিশ্ব হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বকা—গঙ্গাচিল্লী, গাঙচিল। বিশ্ব—কৈ (শব্দ করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিশ্বকৃৎ—বিশ্বকর্ম্মা; জগৎস্রষ্টা, পরমেশ্বর। বিশ্ব শব্দ—কৃ (করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

বিশ্বকেতু—কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ। বিশ্বব্যাপী হইয়াছে কেতু যাহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বকোষ, —কোশ—জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত সংবলিত অভিধানগ্রন্থ (Encyclopædia)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিশ্বক্সেন, বিষ্বক্সেন—বিষ্ণু; বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য ধারী দেবতা। বিশ্বক্ (সর্ব্বতঃ) সেনা যাহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বচক্র—১। জগৎরূপ চাকা। রূপক। ২। মহাদানবিশেষ। সং; ক্লী।

বিশ্বচরাচর—জগতের স্থাবরজঙ্গম সমুদায়, সমগ্র স্থাবরজঙ্গম। বিশ্ব (সমস্ত) যে চরাচর, কর্ম্মধা। সং; পু।

বিশ্বজননী—জগৎ প্রসবিত্রী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিশ্বজনীন—সর্ব্বলোকের হিতকর। বিশ্ব (সমস্ত) যে জন সে বিশ্বজন কর্ম্মধা; বিশ্বজন শব্দ+ঈন হিতার্থে। বিণ; ত্রি।

বিশ্বজিৎ—সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞবিশেষ অর্থাৎ এই যজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়। বিশ্ব—জি (জয় করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

বিশ্বদেব—অগ্নি; গণদেবতাবিশেষ। ৬তৎ। [সং; পু।

বিশ্বধাত্রী—বিশ্বজননী, জগদ্ধাত্রী; পৃথিবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিশ্বধারিণী—ধরিত্রী, পৃথিবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিশ্বনাথ—বিশ্বেশ্বর, জগৎপতি, জগদীশ্বর; শিব। ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত; ইনি খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সাহিত্যদর্পণ নামক সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—ইনি ১৫৮৬ শকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সংস্কৃত শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি ভাগবতের সারার্থদর্শিনী নামে এক টীকা রচনা করেন। ইঁহার রচনা কার্য্য ১৬২৬ শকে সমাপ্ত হয়। ইঁহার কৃত ভগবদ্গীতারও একখানি টীকা আছে। এই টীকা ভক্তিপ্রধান, এবং ইহা ভক্ত বৈষ্ণব সমাজে সবিশেষ আদরণীয় ইঁহার প্রণীত অনেকগুলি সংস্কৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থও আছে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা, স্তবামৃত লহরী, প্রেমসম্পুট, গৌরাঙ্গলীলামৃত, স্বপ্ন রাগবল্লী, রূপচিন্তামণি, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ঐশ্বর্য্য-কথামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন ইনি ব্রহ্মসংহিতা, গোপালতাপনী, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, চৈতন্য-চরিতামৃত, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। জয়পুরের রাজসভায় ইনি চৈতন্যসম্প্রদায়ের গৌরব ঘোষণা করেন। ইনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন, এবং তথায় বসিয়াই ভাগবতের টীকা রচনা করেন।

বিশ্বনিন্দক, বিশ্বনিন্দুক—জগতের নিন্দাকারী, যে সকলেরই নিন্দা করে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিশ্বনিন্দিকা, বিশ্বনিন্দুকী।

বিশ্বপা—চন্দ্র; সূর্য্য; অগ্নি। বিশ্ব শব্দ—পা (পালন করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

বিশ্বপাতা (—পাতৃ)—বিশ্বপালক, জগৎপালন-কারী; বিশ্বরক্ষক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —পাত্রী।

বিশ্বপ্রেম (—প্রেমন্)—সর্ব্বব্যাপী প্রেম, জগতের মানব হইতে কীটপতঙ্গাদিতে পর্য্যন্ত ভালবাসা। বিশ্ব ব্যাপী যে প্রেম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, অথবা বিশ্বের প্রতি প্রেম, ৭তৎ। সং; ক্লী।

বিশ্বপ্রেমিক—বিশ্বপ্রেমযুক্ত, যে জগতের সকলকেই ভালবাসে। বিশ্বের প্রতি প্রেমিক, ৭তৎ; কিংবা বিশ্বপ্রেমন্ শব্দ+ইকন্ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —প্রেমিকা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সমগ্র ভুবন, নিখিল জগৎ। বিশ্ব (সমগ্র) যে ব্রহ্মাণ্ড, কর্ম্মধা। সং; পু।

বিশ্বমোহিনী—জগৎমুগ্ধকারিণী, জগতের মনোহারিণী। বিণ, স্ত্রী।

বিশ্বম্ভর—১। বিষ্ণু; ইন্দ্র; চৈতন্যদেবের একটি নাম। বিশ্ব শব্দ—ভৃ (ভরণ করা)+খ ক। সং; পু। ২। বিশ্বের ভরণ-কর্ত্তা বা ধারণকর্ত্তা। বিণ; ত্রি।

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব—১৮৫৭ খ্রীঃ ২৫শে কার্ত্তিক পানাকুল গ্রামে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। পীতাম্বরের চারি পুত্রের মধ্যে বিশ্বম্ভর জ্যেষ্ঠ; মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ইঁহার সহোদর। বাল্যে ইনি গ্রামস্থ মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অঙ্কশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অভিনিবেশ ছিল। বাগাট নিবাসী রামচন্দ্র তর্কভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও কোঁড়কদী নিবাসী কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় পিতার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রও পড়িতেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ পিতার মৃত্যুর পর ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি অভিনিবিষ্ট হন। চারি বৎসরের মধ্যে গণিত, পঞ্জিকা গণনা, গ্রহস্ফুট, গ্রহ গণনা ও জাতক সংক্রান্ত বিষয় আয়ত্ত করেন। অতঃপর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় ইঁহাকে গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকাকার নিযুক্ত করেন। ইনি আটত্রিশ বৎসরকাল এই পঞ্জিকার গণনা ও সম্পাদন কার্য্য করিয়াছিলেন। স্মৃতির ব্যবস্থা বিষয়ে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কিছুদিন পরে নবদ্বীপের দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যু হইলে নদীয়ার জজ সাহেব ইঁহাকে হাইকোর্টের পঞ্জিকাকারের পদে মনোনীত করেন। তাহার পর বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট ইঁহার নিকট হইতে পঞ্জিকা লইতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জিকা সংস্কারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই নগরে ভারতবর্ষের পণ্ডিত-মণ্ডলীর একটি বিরাট অধিবেশন হয়। ইনি সেই সভায় বঙ্গদেশের জ্যোতির্ব্বিদ্গণের প্রতিনিধি স্বরূপ নিমন্ত্রিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় পঞ্জিকাসংস্কার সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। মৃত্যুর

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি পূর্ব্বপুরুষগণের অধ্যুষিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে ইঁহার মীমাংসাই শেষ মীমাংসা বলিয়া গণ্য হইত। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির অনুমতি অনুসারে "রবিসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী" এবং "বিদগ্ধতোষিণী" নামক দুইখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ সম্পাদন করেন। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার পক্ষাঘাত পীড়া হইয়াছিল। শেষ জীবনে ইনি গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ছয় মাস মাত্র ইনি "সাহিত্যিক বৃত্তি" ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খ্রীঃ আশ্বিন মাসে নবদ্বীপ ধামে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বিশ্বম্ভরা—১। বিশ্বের ভরণকর্ত্রী। বিশ্বম্ভর দেখ। বিশ্বম্ভর+আপ্। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

বিশ্বযোনি—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহাদেব। বিশ্বের যোনি (কারণ), ৬তৎ। সং, পু।

বিশ্বরাজ—পরমেশ্বর। বিশ্বের রাজা, ৬তৎ। সং; পু। [যাঁহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বরূপ—১। পরমেশ্বর। বিশ্বই হইয়াছে রূপ ২। চৈতন্যদেবের অগ্রজ ভ্রাতা। জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি অল্পবয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। কিশোর বয়সেই ইঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। মাতাপিতা বিবাহ দিয়া ইঁহাকে সংসারী করিতে উদ্যত হইলে ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, এবং সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। ৩। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। সুররাজ ইঁহাকে বধ করিয়া পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পরে যজ্ঞ করিয়া দেবরাজ সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

বিশ্ববঞ্চক—সাতিশয় প্রতারক, যে সকলকে প্রতারণা করে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিশ্ববাঙ্গালা—সমস্ত বঙ্গদেশ, সমস্ত স্থান। দেশজ শব্দ।

বিশ্ববিদ্যালয়—সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনা-স্থল (University)। বিশ্ব (সকল) যে বিদ্যা সে বিশ্ববিদ্যা, কর্ম্মধা; তাহার আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্ববিধাতা (—ধাতৃ)—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, পরমেশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্ববিমোহী (—হিন্)—জগৎমুগ্ধকারী, সকলের মোহকর। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী বিশ্ববিমোহিনী।

বিশ্ববেদাঃ (—বেদস্)—সর্ব্বজ্ঞ মুনি; দেবতা। বিশ্ব শব্দ (সমস্ত)—বিদ (জানা)+অস্ ক। সং; পু।

বিশ্বব্যাপী (—ব্যাপিন্)—সর্ব্বত্র বিসরণশীল, সর্ব্বত্র বিদ্যমান। বিশ্ব—বি—আপ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিশ্বব্যাপিনী।

বিশ্বশ্রবাঃ (—শ্রবস্)—জনৈক মুনি। বিশ্বব্যাপী শ্রবঃ (প্রসিদ্ধি) যাঁহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বসংসার—সমগ্র সংসার, সকল জগৎ। কর্ম্মধা। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বসংহারক—জগতের নাশকারী, শিব।

বিশ্বসন—বিশ্বাস। বি—শ্বস্ (বিশ্বাস করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিশ্বসিত, বিশ্বস্ত—১। বিশ্বাসের পাত্রীভূত; বিশ্বাসী। বি—শ্বস+ক্ত প্র। ২। বিশ্বাসকারী। বি—শ্বস্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিশ্বসৃক্ (—সৃজ্)—বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতা, ব্রহ্মা। বিশ্ব—সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বসৃষ্টি—জগতের সৃষ্টি, বিশ্বের নির্ম্মাণক্রিয়া।

বিশ্বস্ত—বিশ্বসিত দেখ।

বিশ্বস্তা—১। বিশ্বাসের পাত্রীভূতা; বিশ্বাসিনী; বিশ্বাসকারিণী। বিশ্বস্ত দেখ। বিশ্বস্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিধবা স্ত্রী। বি—শ্বস্+ক্ত ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিশ্বস্রষ্টা (—স্রষ্টৃ)—জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা। ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বাত্মা (—ত্মন্)—পরমেশ্বর; ব্রহ্ম, বিষ্ণু; শিব। বিশ্বের আত্মা, ৬তৎ; কিংবা বিশ্ব আত্মা যাঁহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বামিত্র—জনৈক মুনি, গাধিরাজের পুত্র। বিশ্ব মিত্র যাঁহার বহু; কিংবা বিশ্বের মিত্র, ৬তৎ। সং; পু।

পিতার মৃত্যুর পর বিশ্বামিত্র রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার শতাধিক পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অসংখ্য সৈন্য ছিল। ইনি একদা এক অক্ষৌহিণী সেনা ও পুত্রগণসহ মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠদেব কামধেনু শবলার সহায়তায় সসৈন্য সপুত্র বিশ্বামিত্রকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। কামধেনুর গুণ অবগত হইয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি ভদ্দানে অস্বীকৃত হইলে উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজা সেনাবলের সহায়তায় বলপূর্ব্বক কামধেনু গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে ঋষির শবলা দ্বারা অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করাইয়া রাজার বাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্রগণ বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে মহর্ষি ব্রহ্মতেজে বিশ্বামিত্রের শতপুত্রকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বিশ্বামিত্র এইরূপে হতসৈন্য ও হতপুত্র হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া হতাবশিষ্ট এক পুত্রের হস্তে রাজ্যশাসনভার অর্পণপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন ও মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আশুতোষ তুষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থ উপস্থিত হইলে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট মন্ত্রসহ সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অনন্তর ইনি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া মহর্ষির তপোবন বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং পরে ঋষিবরের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মদণ্ড হস্তে করিয়া বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এইরূপে হতমান ও হতদর্প হইয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবল অপেক্ষা ব্রহ্মবলের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিলেন এবং নিজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ইনি পত্নীসহ দক্ষিণে গমন করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইঁহার তিন পুত্রের জন্ম হয়। বহুবর্ষ পরে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে রাজর্ষিত্ব প্রদান করেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার গুরু বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। অবশেষে তিনি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলে রাজর্ষি তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এক যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞফলে তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি দেবাদেশে মর্ত্ত্যাভিমুখে নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে তাঁহাকে শূন্যে স্থাপনপূর্ব্বক দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনে চেষ্টিত হইলেন। তিনি দক্ষিণদিকে নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া অপর দেবগণের সৃজনে উদ্যোগী হইলে দেবতারা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নবসৃষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে ত্রিশঙ্কুর অবস্থান নির্দিষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্রকে নিরস্ত করিলেন।

দক্ষিণে তপোবিঘ্ন ঘটায় বিশ্বামিত্র পশ্চিমে যাইয়া পুষ্করতীরস্থ বনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে অযোধ্যানাথ অম্বরীষ একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের পশু হরণ করায় পুরোহিত রাজাকে একটি নরবলি দিয়া যজ্ঞবিঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। অম্বরীষ উপযুক্ত নরের অন্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ঋচীক ঋষির মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া আসিতে আসিতে রজনী যাপন করিবার নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হইলেন। শুনঃশেফ বিশ্বা-

মিত্রের শরণাপন্ন হইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে অগ্নির স্তব শিখাইয়া দিলেন। সেই স্তবপ্রভাবে শুনঃশেফ অগ্নি হইতে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হন।

বিশ্বামিত্রের দীর্ঘকালের কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ইঁহার নিকট সমাগত হইলেন ও ইঁহাকে ঋষিত্ব প্রদান করিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার উগ্র তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ইন্দ্রের প্রেরণায় অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নান করিতে আগত হইলে ঋষিবর তাহার রূপে বিমোহিত হন এবং তাহার সহবাসে দশ বৎসর যাপন করেন। মেনকার গর্ভে ইঁহার শকুন্তলা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। দশ বৎসর পরে চৈতন্যোদয় হওয়ায় বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়া অতি বিষণ্ণচিত্তে উত্তর দিকে গমন করিলেন এবং হিমাচলে কৌশিকী নদীতীরে পুনরায় কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে মহর্ষিত্ব প্রদান করিলেন, কিন্তু বলিলেন, 'তোমার সিদ্ধিলাভের বহু বিলম্ব, কারণ তুমি এখনও ইন্দ্রিয় জয় করিতে পার নাই।' এই কথা শুনিয়া মহর্ষি পুনর্ব্বার উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ইঁহার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত দেবরাজের আদেশে অপ্সরাঃ রম্ভা সমাগতা হইলে মহর্ষি তাহাকে শাপপ্রদানে দীর্ঘকালের নিমিত্ত পাষাণাকারে পরিণত করেন। পরন্তু ক্রোধ হেতু তপঃফল নষ্ট হওয়ায় বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ পরে ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষিত্ব সহিত দীর্ঘ পরমায়ুঃ, চতুর্ব্বেদ এবং ওঙ্কার লাভ করিয়া মনোরথ সিদ্ধি হওয়ায় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর বশিষ্ঠের সহিত ইঁহার মৈত্রী স্থাপিত হইল।

একদা সুর-সভায় বশিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের অশেষ সুখ্যাতি করায় বিশ্বামিত্র তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ছলে তাঁহার সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য গ্রহণ করিলেন এবং পরে দক্ষিণার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র মহিষী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বকে লইয়া দক্ষিণার অর্থান্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং বারাণসীতে মহিষী ও পুত্রকে দাস্যার্থে এক ব্রাহ্মণগৃহে নিযুক্ত করিয়া এবং স্বয়ং শ্মশানরক্ষক চণ্ডালের নিকট দাসরূপে আত্মবিক্রয় করিয়া বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পরে রোহিতাশ্ব সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে শৈব্যা রোদন করিতে করিতে মৃতপুত্র বক্ষে লইয়া সেই শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র মহিষীকে চিনিতে পারিয়া অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং হরিশ্চন্দ্রের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবন দান ও তাঁহার সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রীর রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনিই ধনুর্ব্বেদ সঙ্কলন করিয়া মানবসমাজে প্রচার করেন। রাক্ষসদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিজাশ্রমে লইয়া যান এবং পথে তাঁহাদিগকে বলা ও অতিবলা মন্ত্র দান করেন। অনন্তর রাম তাড়কাকে বধ করিয়া ঋষিপ্রবরের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্ন করিলে বিশ্বামিত্র ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইয়া রাম দ্বারা অহল্যার শাপ বিমোচন করান। পরে ইঁহারই যত্নে মিথিলায় রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হয়।

বিশ্বামিত্রপ্রিয়—নারিকেল। ৬তৎ। সং ; পু।

বিশ্বারাট্ (–রাজ্)—বিশ্বরাজ, পরমেশ্বর। উপ ; বিশ্ব রাজ্+ক্বিপ্ ক ; কিংবা বিশ্বের রাট্ (রাজা), ৬তৎ। সং ; পু।

বিশ্বাবসু—১। গন্ধর্ব্ববিশেষ, স্বর্গীয়গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরী প্রভৃতির অধীশ্বর ; ইঁহারই ঔরসে অপ্সরাঃ মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়। বিশ্বই বসু (ধন) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। নিশা, রাত্রি। সং ; স্ত্রী।

বিশ্বাস—প্রত্যয় ; শ্রদ্ধা ; বিশ্রম্ভ ; পদবীবিশেষ। বি—শ্বস্ (বিশ্বাস করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসহন্তা, প্রত্যয়নাশক, অবিশ্বাসী ; প্রতারক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিকা।

বিশ্বাসঘাতকতা—বিশ্বাস নষ্ট করা, যে বিশ্বাস করে তাহার অনিষ্ট করা। বিশ্বাসঘাতক + তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

বিশ্বাসভাগী (–ভাগিন্)—প্রত্যয়ভাজন, বিশ্বাসের পাত্র। বিশ্বাস শব্দ—ভজ্ + ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বিশ্বাসভাগিনী।

বিশ্বাসভাজন—প্রত্যয়ভাজন, বিশ্বাসের পাত্র। ৬তৎ। বিণ বা সং ; ক্লী।

বিশ্বাসহন্তা (–হন্)—বিশ্বাসঘাতক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী বিশ্বাসহন্ত্রী।

বিশ্বাসী (–সিন্)—বিশ্বস্ত, বিশ্বাসের পাত্রীভূত ; আস্থাবান্ ; বিশ্বাসকারী। বিশ্বাস + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বিশ্বাসিনী।

বিশ্বাস্য—বিশ্বাসযোগ্য। বি—শ্বস্ (বিশ্বাস করা) + ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। [৭তৎ। সং ; পু।

বিশ্বেদেব—অগ্নি ; গণদেবতাবিশেষ। অলুক্

বিশ্বেশ, বিশ্বেশ্বর—ব্রহ্মাণ্ডপতি ; বিশ্বনাথ ; শিব ; বারাণসীস্থ শিবলিঙ্গ। [কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের অদূরে ইঁহার মন্দির। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইনি মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া তাহাকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান শিবলিঙ্গ প্রাচীন নহে। পূর্ব্বে তাম্রময় লিঙ্গ ছিল, সাহাবুদ্দীন ঘোরী তাহা বিচূর্ণিত করেন। পরে বর্ত্তমান শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহার মন্দিরও প্রাচীন নহে। ঔরঙ্গজেব ইঁহার মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহা মসজিদে পরিণত করিলে পর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের শিখর, চূড়া ও কলস সোণার পাতে মণ্ডিত]। বিশ্বের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

বিষ—বিট্ দেখ।

বিষ—১। কালকূট, গরল। বিষ (ব্যাপ্ত হওয়া) + ক ক। সং ; ক্লী বা পু। ২। জল ; মৃণাল। সং ; ক্লী।

বিষকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব। বিষ আছে কণ্ঠে যাঁহার, বহু। সং ; পু। [পু।

বিষকুম্ভ—বিষপূর্ণ কলসী। মসী কর্ম্মধা। সং ;

বিষকোষ—বিষের থলি, গরলের আধার। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

বিষঘ্ন—বিষনাশক। বিষ—হন্ (বধ করা) + টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিষঘ্নী।

বিষণ্ণ—ম্লান ; বিষাদযুক্ত, খিন্ন। বি—সদ্ (অবসন্ন হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিষণ্ণতা—বিষাদ, খেদ ; মনোভঙ্গ ; স্ফূর্ত্তিহীনতা। বিষণ্ণ + তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

বিষদ—১। বিষদানকারী। বিষ দেয় যে, উপ ; বিষ—দা (দেওয়া) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিষদা। ২। জলদ, মেঘ। সং ; পু।

বিষদন্ত—১। বিষদাঁত। বিষপূর্ণ যে দন্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। সর্প। বিষ আছে দন্তে যাহার, বহু। সং ; পু।

বিষদিগ্ধ—বিষলিপ্ত, বিষমাখান। ৩তৎ। বিণ।

বিষদৃষ্টি—বিষের ন্যায় জ্বালাময় দৃষ্টি, হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি। বিষবৎ যে দৃষ্টি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিষধর, বিষভৃৎ—১। বিষযুক্ত, সবিষ। উপ ; বিষ শব্দ—ধৃ (ধারণ করা) + অন্ ক। ২য় পক্ষে বিষ—ভৃ (ধারণ করা) + ক্বিপ্ ক। ২। ফণী, সর্প। সং ; পু।

বিষধাত্রী—মনসাদেবী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষভিষক্ (–ষজ্)—বিষ-বৈদ্য, বিষচিকিৎসক, সাপুড়ে। ৬তৎ। সং ; পু।

বিষভৃৎ—বিষধর দেখ।

বিষম—১। অসমান ; উন্নতানত ; উঁচুনীচু ; অযুগ্ম ; বিষতুল্য ; দুর্গম ; দুর্বোধ ; দুঃসহ ; দুগ্রাহ্য ; দারুণ ; সঙ্কট। বি (না) সম (সমান) বা সমের বিপরীত, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিষমা। ২। অযুগ্ম রাশি, যেমন মেষ মিথুন সিংহ ইত্যাদি। সং : পু। ৩। পদ্যবিশেষ ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। সং ; ক্লী।

বিষমচ্ছদ—সপ্তস্কন্দ, সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিমগাছ। বিষম (অযুগ্ম) হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; পু।

বিষম-নয়ন, -নেত্র, -লোচন—ত্রিলোচন, শিব। বিষম (অযুগ্ম) হইয়াছে নয়ন, নেত্র, লোচন যাঁহার, বহু। সং ; পু।

বিষময়—বিষপূর্ণ, গরলভরা। বিষ + ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিষময়ী।

বিষমশর, বিষমায়ুধ, বিষমেষু—পঞ্চবাণ, কন্দর্প, মদন। বিষম (অযুগ্ম) হইয়াছে শর (বাণ), আয়ুধ (অস্ত্র), ইষু (বাণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

বিষম-শিষ্ট—অন্যায় বিভাগ ; অনুচিত শাসন। কর্মধা। সং ; ক্লী।

বিষমসপ্তম—বিবাহের যোগবিশেষ। বর ও কন্যার পরস্পর মেষ ও তুলা, মিথুন ও ধনুঃ, সিংহ ও কুম্ভ রাশি হইলে বিষমসপ্তম হয়। ইহাতে বিবাহ নিষিদ্ধ।

বিষমস্থ—উন্নতানতস্থিত ; বিপদ্‌গ্রস্ত। উপ ; বিষম—স্থা + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —স্থা।

বিষমায়ুধ—বিষমশর দেখ।

বিষমুখ—১। বিষপূর্ণ মুখ। মধ্যপদলোপী কর্মধ। সং ; ক্লী। ২। যাহার মুখে বিষ আছে ; অতি রূক্ষভাষী। বিষ মুখে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিষমুখী।

বিষমেক্ষণ—শিব। বিষম (অযুগ্ম) ঈক্ষণ (লোচন) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

বিষমেষু—বিষমশর দেখ।

বিষয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু ; বিত্ত, ধন, সম্পত্তি, পাত্র ; স্থান ; দেশ ; জ্ঞেয় বস্তু ; বর্ণনীয় পদার্থ। বি—সি (বন্ধন করা) + অন্ ক, যাহা সকলকে মোহপাশে বন্ধন করে। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

বিষয়কর্ম—বাণিজ্যাদি কার্য্য, বৈষয়িক কাজ।

বিষয়তৃষ্ণা—ভোগ্যবস্তুর লালসা, সাংসারিক সুখভোগেচ্ছা ; ধনলালসা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষয়পরায়ণ—বিষয়াসক্ত, বিষয়ভোগে রত। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ণা।

বিষয়-বাসনা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভোগাভিলাষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষয়বুদ্ধি—সাংসারিক হিতাহিত জ্ঞান, অর্থোপার্জন বা রক্ষণ কার্য্যে দক্ষ ধীশক্তি। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিষয়ভোগ—শব্দাদি ভোগ্যবস্তুর উপভোগ ; সম্পত্তি-ভোগ। ৬তৎ। সং ; পু।

বিষয়-লালসা—বিষয়তৃষ্ণা, বিষয় ভোগের লোভ, বিষয় বাসনা, ধনাকাঙ্ক্ষা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষয়বৈরাগ্য—বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা, বিষয় উপভোগে স্পৃহারাহিত্য। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

বিষয়াসক্ত—বিষয়ভোগে অনুরক্ত, শব্দস্পর্শাদি ভোগ্য বস্তুর প্রতি একান্ত রত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিষয়াসক্তা।

বিষয়াসক্তি—বিষয়ানুরাগ, শব্দাদি ভোগ্য বস্তুর উপভোগে স্পৃহা। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষয়ি—ইন্দ্রিয়। বিষয় + ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; ক্লী।

বিষয়ী (—য়িন্)—১। বিষয়যুক্ত ; ঐশ্বর্যশালী, সম্পন্ন ; সাংসারিক ব্যাপারে রত ; বিষয়াসক্ত। বিষয় শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বিষয়িণী। ২। রাজা ; ধনী, সম্পন্ন ব্যক্তি ; কন্দর্প। সং ; পু।

বিষযোগ—জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। একদিনে নক্ষত্রামৃত ও সিদ্ধিযোগ হইলে, মধু ও ঘৃতের সংযোগের ন্যায় তাহা বিষযোগ হয়। বিষতুল্য যোগ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; পু।

বিষবৎ—বিষতুল্য। বিষ + বৎ তুল্যার্থে। অ।

বিষবিদ্যা—বিষ চিকিৎসা, বিষঘ্ন মন্ত্র। বিষবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিষবীজ—বিষের বীচি, বিষের মূল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বিষবৃক্ষ—১। বিষের গাছ। বিষপ্রদ বৃক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্মধ। সং ; পু। ২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালা উপন্যাসগ্রন্থবিশেষ [এই অভিধানের ২য় ভাগ দেখ]।

বিষবৈদ্য—বিষচিকিৎসক। ৬তৎ। সং ; পু।

বিষহর—বিষঘ্ন, গরলনাশক। বিষ হরণ করে যে, উপ ; বিষ—হৃ (হরণ করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী। বিষহরা।

বিষহরা, বিষহরী—১। মনসাদেবী। বিষহর দেখ ; বিষহর + আপ্, ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। বিষনাশিকা। বিণ ; স্ত্রী।

বিষাক্ত—বিষলেপিত, গরলমিশ্রিত। বিষ দ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিষাণ—পশুর শৃঙ্গ ; শূকরদন্ত ; গজদন্ত। বিষ্ (ব্যাপা) + কান ক। সং ; ক্লী।

বিষাণী (—ণিন্)—১। শৃঙ্গযুক্ত, শৃঙ্গী। বিষাণ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বিষাণিনী। ২। গজ ; শূকর ; শৃঙ্গাটক, পানিফল। সং ; পু।

বিষাদ—ইষ্টনাশজনিত মনোভঙ্গ ; খেদ ; দুঃখ ; অনুৎসাহ ; স্ফূর্তিহীনতা ; জড়তা। বি—সদ্ (অবসন্ন হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিষাদময়—খেদপূর্ণ, দুঃখভরা, বিষণ্ণতা-মাখা। বিষাদ + ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী —ময়ী। [বিণ।

বিষাদমাখা—বিষণ্ণতা লেপা ; দুঃখভরা। দেশজ।

বিষাদসাগর—বিষাদরূপ সমুদ্র, সমুদ্রবৎ অপারমেয় দুঃখ। রূপক। সং ; পু।

বিষাদিত—বিষাদযুক্ত, দুঃখিত, স্ফূর্তিশূন্য। বিষাদ শব্দ + ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

বিষাদী (—দিন্)—বিষাদযুক্ত, অপ্রফুল্ল, দুঃখিত, খিন্ন। বিষাদ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বিষাদিনী।

বিষান—বিষযুক্ত হওয়া, বিষাক্রিয়া করা, টাটান। দেশজ। ক্রি।

বিষানন—সর্প। বিষ আননে (মুখে) যাহার, বহু। সং ; পু।

বিষান্তক—১। বিষঘ্ন, গরলনাশক। বিষের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিষান্তকা, বিষান্তিকা। ২। শিব। সং ; পু।

বিষীদন্ (—দৎ)—বিষাদগ্রস্ত, বিষণ্ণ। বি—সদ্ (বিষণ্ণ হওয়া) + শতৃ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিষীদন্তী, বিষীদতী।

বিষু—সমতা ; নানারূপতা। বিষ্ + কু ক। অ।

বিষুব, বিষুবৎ—সম রাত্রিদিব-কাল (Equinox), যে সময় দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয় (প্রায় ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর) ; সূর্য্যের মেষ ও তুলা সংক্রান্তি (Vernal and autumnal equinox) [বিষুব দুইটা—মহাবিষুব ও জলবিষুব] ; মেষ সংক্রান্তি (বৈশাখ সংক্রান্তি) মহাবিষুব, এবং তুলাসংক্রান্তি (কার্ত্তিকসংক্রান্তি) জলবিষুব। বিষু (সাম্য) —বা (গমন করা) + ড ক ; ২য় পক্ষে বিষু + বতু অস্ত্যর্থে। সং ; ক্লী।

বিষুব রেখা—নিরক্ষ-রেখা, উত্তর ও দক্ষিণমেরু হইতে সমদূরবর্ত্তী যে কল্পিত গোলাকার রেখা পূর্ব্ব পশ্চিমে ভূগোলককে বেষ্টন করিয়া আছে (Equator)। বিষুবসূচিকা রেখা, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিষ্কম্ভ, বিষ্কুম্ভ—যোগবিশেষ, প্রথম যোগ ; কীলক, অর্গল, হুড়কা ; প্রতিবন্ধ ; নাট্যাঙ্গবিশেষ। বি—স্কন্ভ্ বা স্কুন্ভ্ (রোধ করা) + অল্ ণ। সং ; পু।

বিষ্কম্ভক—নাট্যাঙ্গবিশেষ, নাটকীয় ইতিবৃত্তের নীরস অংশ, ইহা সংক্ষেপে অপ্রধান ব্যক্তির মুখ দিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিষ্কম্ভ শব্দ + কণ্। সং ; পু।

বিষ্কল—গ্রাম্যশূকর। বিস্ (বিষ্ঠা) —কল্ (গণনা করা) + অন্ ক। সং ; পু।

বিষ্কির—পক্ষী। বি—কৃ (বিকিরণ করা) + ক ক। সং ; পু।

বিষ্কুম্ভ—বিষ্কম্ভ দেখ।

বিষ্ট—প্রবিষ্ট ; আশ্রিত। বিশ্ (প্রবেশ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিষ্টা।

বিষ্টপ—ভুবন, জগৎ। বিশ্ (প্রবেশ করা)+ টপক্ অধি, অথবা বিষ্ (ব্যাপা) + টপক্ ক। সং ; ক্লী।

বিষ্টব্ধ—প্রতিবদ্ধ ; প্রতিরুদ্ধ। বি—স্তন্ভ্ (স্তব্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিষ্টম্ভ—রোধ ; আক্রমণ ; প্রতিবন্ধ ; স্থিরীভাব ; মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। বি—স্তন্ভ্ (স্তব্ধ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

বিষ্টর—১। কুশমুষ্টি ; কুশাসন ; আসন। বি— স্তৃ (বিস্তার করা)+অল্ র্ম্ম। ২। বৃক্ষ। বি—স্তৃ+অন্ ক। সং ; পু।

বিষ্টরশ্রবাঃ (—শ্রবস্)—বিষ্ণু। বিষ্টর-তুল্য শ্রবঃ (কীর্ত্তি) যাহার, বহু। সং ; পু।

বিষ্টি—১। কর্ম্মকর। বিশ্+তিক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। *বিনা বেতনে শ্রম, বেগার ; বেতন ; যন্ত্রণা দেওয়া ; প্রেষণ ; বর্ষণ ; করণবিশেষ। বিশ্ (প্রবেশ করা)+ক্তি অধি। সং ; স্ত্রী। ৩। বর্ষণ, মেঘ হইতে জল পতন। বৃষ্টি শব্দের অপভ্রংশ।

বিষ্টিভদ্রা—জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। বিষ্টি বিষয়ে ভদ্রা, ৭তৎ। সং ; স্ত্রী। কৃষ্ণা তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্দ্ধ, এবং সপ্তমী ও চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বার্দ্ধ, আর শুক্লা চতুর্থী ও একাদশীর শেষার্দ্ধ, এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধ বিষ্টিভদ্রা নামে অভিহিত।

বিষ্ঠা—পুরীষ, মল, গু। বি—স্থা (থাকা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিষ্ণু—সত্ত্বগুণময় ব্যাপক দেব, নারায়ণ [ইনি সৃষ্টির পালনকর্ত্তা বলিয়া কথিত ; মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইঁহার জন্ম ; ইনি তপোবলে দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন ; কমলা ও বীণাপাণি ইঁহার ভার্য্যা, গরুড় ইঁহার বাহন, এবং সুদর্শন চক্র ইহার আয়ুধ ; সর্ব্বলোকের হিতার্থে ইনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ; ইঁহার প্রধান দশ অবতারের বিষয় বর্ণিত আছে, যথা—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, (৮) বলরাম (মতান্তরে কৃষ্ণ), (৯) বুদ্ধ, (১০) কল্কি ; এতন্মধ্যে নয় অবতার হইয়া গিয়াছে, কল্কি অবতার অবশিষ্ট আছে ; এই অবতারে ইনি কলিযুগ ধ্বংস করিয়া পুনর্ব্বার সত্যযুগ সংস্থাপন করিবেন]; ইন্দ্রের পরে অদিতির গর্ভে ইনি বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম উপেন্দ্র। অষ্টবসু ; অন্যতম সংহিতাকার জনৈক মুনি। বিষ (ব্যাপা) +নুক্ ক। সং ; পু। [স্ত্রী।

বিষ্ণুক্রান্তা—অপরাজিতা। ২ বা ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষ্ণুগুপ্ত—চাণক্যপণ্ডিত ; কৌটিল্য। ৩তৎ। সং ; পু।

বিষ্ণুদৈবত—১। বিষ্ণুদেবতাবিশিষ্ট, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শ্রবণানক্ষত্র। সং ; ক্লী।

বিষ্ণুপদ—১। বিষ্ণুর চরণ বা পা। ৬তৎ। ২। ব্যোম, আকাশ ; ক্ষীরোদ সাগর ; পদ্ম। বিষ্ণুর পদ (স্থান), ৬তৎ ; কিংবা বিষ্ণুর পদ (চরণ) যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

বিষ্ণুপদী—গঙ্গা ; সংক্রান্তিবিশেষ। বিষ্ণুপদ নির্গতা এই অর্থে বিষ্ণুপদ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বিষ্ণুপরায়ণ—বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব। বিষ্ণুই পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ণা।

বিষ্ণুপ্রিয়া—কমলা, লক্ষ্মী ; চৈতন্যদেবের পত্নী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষ্ণুভক্ত—বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্, বৈষ্ণব। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —ভক্তা।

বিষ্ণুরথ, বিষ্ণুবাহন—গরুড়। ৬তৎ। সং ; পু।

বিষ্ণুরাত—রাজা পরিক্ষিৎ। বিষ্ণু—রা (দান করা)+ক্ত র্ম্ম। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

বিষ্ণুবল্লভা—বিষ্ণুপ্রিয়া ; লক্ষ্মী ; তুলসী। ৬তৎ।

বিষ্ণুশর্ম্মা—সুবিখ্যাত পঞ্চতন্ত্রের প্রণেতা। কথিত আছে যে, ইনি চারিজন রাজপুত্রের শিক্ষাভার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে গল্প চ্ছলে কতকগুলি নীতিগর্ভ সদুপদেশ প্রদান করেন। ঐ সমস্ত গল্পই পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ গ্রন্থের আকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইঁহার জন্মভূমি বিদর্ভ। সং ; পু।

বিষ্বক্সেন—বিশ্বক্সেন দেখ।

বিস্বণ, বিস্বণন, বিস্বাণ—ভক্ষণ, ভোজন। বি —স্বন্+অল্, অনট্, ঘঞ্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু, ক্লী, পু।

বিস—মৃণাল। বিস্ (ক্ষেপণ করা)+ক র্ম্ম। [সং ; ক্লী।

বিসংবাদ, বিসম্বাদ—বঞ্চন, প্রতারণা ; বৈলক্ষণ্য ; মতভেদজনিত বিরোধ, বিবাদ। বি —সম্—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিসংবাদিত—বঞ্চিত, প্রতারিত ; বিরোধিত, বিবাদিত, বিতর্কিত। বি—সম্—ণিজন্ত বদ্ (—বাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিসংবাদী (—বাদিন্)—বিরুদ্ধবাদী, বিবাদী। বি—সম্—বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বিসংবাদিনী।

বিসংস্থুল—অব্যবস্থিত ; বিশৃঙ্খল। বি সম্ —স্থা (থাকা)+ডুল ক। বিণ ; ত্রি।

বিসকণ্ঠিকা, বিসকণ্ঠী—একপ্রকার বক। বিস তুল্য কণ্ঠ যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

বিসকুসুম—পদ্ম। বিস (মৃণাল) জাত যে কুসুম, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বিসঙ্কট—বিশঙ্কট দেখ।

বিসঙ্কুল—জটিল ; বি (বিশিষ্টরূপ) সঙ্কুল, থুপ্থুপেতি। বিণ ; ত্রি।

বিসজ—পদ্ম। বিস (মৃণাল)—জন্ (জন্মা) +ড ক। সং ; ক্লী।

বিসদৃশ—অসমান ; বিপরীত, বিরুদ্ধ। বি (নঞ) সদৃশ বা সদৃশের বিপরীত, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিসদৃশী।

বিসর—১। বিস্তৃত, সঞ্চার। বি—সৃ (সরা) +অল্ ভা। ২। সমূহ। বি—সৃ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

বিসরণ—বিস্তার, বিস্তৃতি ; উৎপত্তি ; প্রবাহ। বি—সৃ (সরা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিসরা—পাসরা, বিস্মৃত হওয়া। প্রা, ক। ক্রি।

বিসরি—বিস্মৃত হইয়া। প্রা, ক। ক্রি।

বিসর্গ—১। ত্যাগ, বিষ্ঠাত্যাগ ; বিয়োগ ; দীপ্তি ; দান ; মোক্ষ ; প্রলয়। বি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। ত্যক্ত বস্তু ; স্বরের অন্তবিশেষ ; দ্বিবিন্দুবর্ণ, :। বি— সৃজ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

বিসর্জ্জন—প্রেরণ, ত্যাগ ; প্রতিমা জলে ফেলা ; দান। বি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিসর্জ্জনীয়—১। পরিত্যাজ্য। বি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিসর্জ্জনীয়া। ২। বিসর্গ, :। সং ; পু।

বিসর্জ্জি—বিসর্জ্জন করিয়া, ত্যাগ করিয়া। ক, প্রা। ক্রি।

বিসর্জ্জিত—যাহা বিসর্জ্জন করা হইয়াছে ; প্রেরিত ; ত্যক্ত। বি—ণিজন্ত সৃজ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বিসর্জ্জিতা।

বিসর্প, বিসর্পণ—প্রসরণ, ব্যাপন ; স্ফোটকাদির উৎসেক। বি—সৃপ্ (গমন করা)—অল্, অনট্ ভা। সং, যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিসর্পৎ (বিসর্পৎ)—বিসরণশীল। বি—সৃপ্ +শতৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী বিসর্পন্তী।

বিসর্পী (বিসর্পিন্)—বিসরণশীল। বি—সৃপ্+ ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বিসর্পিণী।

বিসার—১। প্রবাহ ; উৎপত্তি ; বিস্তার। বি —সৃ (সরা)+ঘঞ্ ভা। ২। মৎস্য। বি—সৃ+ঘঞ্ ক। সং ; পু।

বিসারিত—বিস্তারিত ; প্রবাহিত। বি—ণিজন্ত সৃ=সারি (সরান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিসারী (—রিন্)—বিসরণশীল। বি—সৃ (সরা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বিসারিণী।

বিসিনী—মৃণালিনী ; পদ্মিনী। বিস (মৃণাল)+ ইন্ সংহার্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বিসূচ, বিসূচিকা, বিসূচী—ভেদবমন রোগ, ওলাউঠা। বি—সূচ্+ইন্ ক ; বি—সূচি +ণক ক+আপ্ ; বিসূচি+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [ক। বিণ ; ত্রি।

বিসৃত—ব্যাপ্ত ; বিস্তৃত। বি—সৃ (সরা)+ক্ত

বিসৃত্বর, বিসৃমর—বিসরণশীল, ব্যাপনশীল। বি—সৃ (সরা)+ক্বরপ্, ত্বর ক। বিণ; ত্রি।

বিসৃষ্ট—নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; ত্যক্ত। বি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিসেখি, বিসেখী—বিশেষিয়া, বিশেষ করিয়া, সবিশেষ। প্রা, ক।

বিস্কুট—অণ্ডাদিযোগে আটায় নির্ম্মিত শুষ্ক পিষ্টকবিশেষ। ইং শব্দ। সং।

বিস্ত—এক ভরি সোণা; এক তোলা। বিস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। সং; ক্লী বা পু।

বিস্তর—১। সমূহ; বাক্‌প্রপঞ্চ; শয্যা; প্রণয়; আসন। বি—স্তৃ (বিস্তার করা) +অল্ র্ম। ২। বিস্তার। বি—স্তৃ+অল্ ভা। সং; পু। ৩। প্রভূত, অনেক, অধিক, খুব। প্রাদেশিক। বিণ।

বিস্তরশঃ (-শস্)—বিস্তারপূর্ব্বক, সবিস্তারে। বিস্তার শব্দ+শস্। ব্য।

বিস্তার—১। বিসরণ, ছড়ান; বিস্তৃতি, ওসার চওড়া; বিশালতা; ব্যাস। বি—স্তৃ (বিস্তৃত করা)+ঘঞ্ ভা। ২। স্তম্ব; শাখা। বি—স্তৃ+ঘঞ্ ক। ৩। সমাস-বাক্য। বি—স্তৃ+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

বিস্তারা—১। বিস্তার করা; বিস্তৃতভাবে বলা। ক, প্র। ক্রি। ২। বিছানা, শয্যা। হিন্দী। সং।

বিস্তারিত—প্রসারিত; সবিশেষ। বি—ণিজন্ত স্তৃ =স্তারি (ছড়ান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত—ব্যাপ্ত; প্রসৃত; বিপুল, বিশাল। বি—স্তৄ, স্তৃ (বিস্তৃত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিস্তীর্ণা, বিস্তৃতা।

বিস্তৃতি—বিস্তার; ব্যাপ্তি। বি—স্তৃ (বিস্তৃত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিস্পষ্ট—সুস্পষ্ট, ব্যক্ত, স্ফুট। বি (অতিশয়) যে স্পষ্ট, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

বিস্ফার—স্ফূর্ত্তি; টঙ্কারধ্বনি; বিস্তার। বি—স্ফুর্ (স্ফূর্ত্তিযুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা, অথবা বি—স্ফায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ঘঞ্ ভা, নিপাতনে। সং; পু।

বিস্ফারিত—চলিত, কম্পিত; ধ্বনিত; বিকাসিত; প্রসারিত। বি—ণিজন্ত স্ফুর (=স্ফারি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিস্ফুরিত—১। কম্পিত; চলিত; স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট; ধ্বনিত। বি—স্ফুর (সঞ্চালিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। স্ফুরণ; ধ্বনন। বি—স্ফুর+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিস্ফুরিতাধর—১। কম্পিত অধর, ঈষৎ চালিত ঠোঁট। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কম্পিত অধরবিশিষ্ট, যাহার ঠোঁট একটু একটু কাঁপিতেছে। বহু। বিণ; ত্রি।

বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফুলকি; বিষবিশেষ। বি—স্ফু (অনুকরণ শব্দ)—লিঙ্গ্ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

বিস্ফুর্জ, বিস্ফুর্জথু—বজ্রনির্ঘোষ; উদ্রেক। বি—স্ফুর্জ+অল্, অথু ভা। সং; পু।

বিস্ফোট, বিস্ফোটক—ব্রণ, ফোড়া। বি—স্ফুট (ভেদ করা)+অল্ ভা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

বিস্ময়—১। আশ্চর্য্য; অহঙ্কার, গর্ব্ব; সন্দেহ। বি—স্মি (ঈষদ্ধাস্য করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। অহঙ্কারশূন্য। বি (বিগত) স্ময় (গর্ব্ব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিস্ময়া।

বিস্ময়কর—আশ্চর্য্যজনক। উপ; বিস্ময় কৃ (করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -করী।

বিস্ময়চিহ্ন—যতিচিহ্ন দেখ।

বিস্ময়জনক—বিস্ময়কর, চমৎকারোৎপাদক, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়মগ্ন—বিস্ময়ে অভিভূত, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

বিস্ময়বিস্ফারিত—আশ্চর্য্যহেতু প্রসারিত। ৩তৎ।

বিস্ময়বিহ্বল—আশ্চর্য্যে বিবশ, বিস্ময়হেতু জড়ীভূত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়স্তিমিত—আশ্চর্য্যহেতু নিশ্চল, বিস্ময়ে জড়ীভূত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়ান্বিত—আশ্চর্য্যযুক্ত, বিস্মিত। বিস্ময় দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়াপন্ন—আশ্চর্য্যান্বিত, বিস্মিত। বিস্ময়কে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়াভিভূত—বিস্ময়বিহ্বল, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত, চমৎকৃত। বিস্ময় দ্বারা অভিভূত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়াবহ—বিস্ময়জনক, আশ্চর্য্যজনক। বিস্ময়ের আবহ (জনক), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়াবিষ্ট—আশ্চর্য্যান্বিত, বিস্ময়ে অভিভূত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিস্ময়াবিষ্টা।

বিস্ময়োৎপাদক—আশ্চর্য্যজনক, অদ্ভুত, বিচিত্র। বিস্ময়ের উৎপাদক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -পাদিকা।

বিস্ময়োৎফুল্ল—বিস্ময় হেতু প্রফুল্ল, আশ্চর্য্যহেতু বিকশিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্মরণ—বিস্মৃতি, ভুলিয়া যাওয়া। বি—স্মৃ (স্মরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিস্মরা—বিস্মৃত হওয়া, পাশরা, ভুলিয়া যাওয়া। ক, প্র। ক্রি।

বিস্মাপন, বিস্মায়ন—১। বিস্ময় জনন, বিস্মিত করণ। বি—ণিজন্ত স্মি (অর্থাৎ স্মাপি বা স্মায়ি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। কন্দর্প। +অন ক। ৩। কুহক; মায়া; গন্ধর্ব্ব নগর। +অন ণ। সং; পু।

বিস্মিত—বিস্ময়াপন্ন, আশ্চর্য্যান্বিত। বি—স্মি (ঈষদ্ধাস্য করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিস্মৃত—১। বিস্মরণযুক্ত, যে ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ। বি—স্মৃ+ক্ত ক। ২। বিস্মরণের বিষয়ীভূত, যাহা ভুলা হইয়াছে এরূপ। বি—স্মৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিস্মৃতা।

বিস্মৃতি—বিস্মরণ, ভুলিয়া যাওয়া। বি—স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিস্‌মোল্লা—ঈশ্বরের নাম স্মরণ; কর্ম্ম আরম্ভ। বৈদেশিক। সং।

বিস্র—কাঁচা মাংসের গন্ধবিশিষ্ট। বিস্ (ক্ষেপণ করা)+রক্ র্ম। বিণ; ত্রি।

বিস্রংস, বিস্রংসন—ক্ষরণ; পতন। বি—স্রন্‌স্ (পড়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; পু ও ক্লী।

বিস্রংসী (-সিন্)—ক্ষরণশীল; পতনশীল। বি—স্রন্‌স (পড়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিস্রংসিনী।

বিস্রক্ক, বিস্রস্ত, বিস্রম্ভী—বিশ্রব্ধাদি দেখ।

বিস্রসা—জরা, বৃদ্ধাবস্থা, বার্দ্ধক্য। বি—স্রন্‌স (পড়া)+ড ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিস্রস্ত—পতিত; গলিত, চ্যুত; ক্ষরিত। বি—স্রন্‌স্ (পড়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিস্রস্তবসনা—স্খলিতবাসা, যাহার কাপড় এলোথেলো হইয়া পড়িয়াছে এরূপ (নারী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিস্রুত—পতিত; ভ্রষ্ট; প্রবাহিত; ক্ষরিত। বি—স্রু+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিস্রুতি—পতন, ভ্রংশ; প্রবাহ; ক্ষরণ। বি—স্রু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিস্বন, বিস্বান—শব্দ, ধ্বনি। বি—স্বন্ (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিস্বাদ—স্বাদহীন, তারশূন্য। বি (নাই) স্বাদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম—পক্ষী; মেঘ; সূর্য্য; চন্দ্র; শর, বাণ। উপ; বিহায়স্ (আকাশ)—গম+ড, ডখচ, খ ক। সং; পু।

বিহগরাজ—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। ৬তৎ। পু।

বিহগী—পক্ষিণী। বিহগ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বিহঙ্গমা, বিহঙ্গিকা—ভারযষ্টি, বাঁক। বিহঙ্গম শব্দ+আপ্, ২য় পক্ষে বিহঙ্গ শব্দ+কণ্ +আপ্। সং; স্ত্রী। [-মী।

বিহঙ্গমা—ছেলে ভুলান গল্পের পক্ষী। পু। স্ত্রী,

বিহঙ্গমী—পক্ষিণী। বিহঙ্গম+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

বিহঙ্গরাজ—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। বিহঙ্গদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

বিহত—ব্যাপাদিত; ভগ্ন; ক্ষত; বিঘ্নিত; ব্যাহত। বি—হন্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিহতি, বিহনন—হত্যা; হিংসা; ব্যাঘাত; বিঘ্ন; ভঙ্গ। বি—হন্ (বধ করা)+ক্তি, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বিহন—বিহীন। ক, প্র।

বিহনন—বিহতি দেখ। [ক, প্র।

বিহনে—বিহীনে, বিরহে, বিনা, ব্যতিরেকে।

বিহর—১। বিহরণ (সকল অর্থে)। বিহরণ দেশ। বি—হৃ+অল্ ভা। সং ; পু। ২। বিহার কর। ক, প্র। ক্রি।

বিহরণ—ক্রীড়া, বিহার ; ভ্রমণ ; বিয়োগ ; বিচ্ছেদ। বি—হৃ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিহরা—বিহার করা। ক, প্র। ক্রি।

বিহসন, বিহসিত—মধুর হাস্য, ঈষৎ হাস্য বি—হস্+অনট্, ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বিহস্ত—১। হস্তহীন ; ব্যাকুল ; উদ্ভ্রান্ত-মতি, ভ্যাবাচাকা ; অতি ব্যাপৃত। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) হস্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পণ্ডিত। বি (বিশিষ্ট) হস্ত (জ্ঞান) যাহার, বহু। সং ; পু।

বিহা—বিবাহ। ক, প্র। সং।

বিহাই, বেহাই—বৈবাহিক। প্রাদেশিক। সং।

বিহান—১। বৈবাহিক জায়া, পুত্র কন্যার শাশুড়ী, বেয়ান। প্রাদেশিক। ২। প্রভাত, প্রাতঃকাল, সকাল। হিন্দী। প্রা, ক।

বিহাপিত—১। ত্যাজিত, যাহা ত্যাগ করান হইয়াছে এরূপ। বি—ণিজন্ত হা=হাপি (ত্যাগ করান)+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ত্যাগ ; দান। ...+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বিহায়স্—গগন, আকাশ। বি—ণিজন্ত হয় (=হায়ি)+অস্ ক। সং ; ক্লী।

বিহায়স—১। আকাশ। বিহায়স্+ক স্বার্থে। সং ; ক্লী বা পু। ২। পক্ষী। সং ; পু।

বিহার, বীহার—১। ক্রীড়া ; ভ্রমণ ; ক্রীড়াহেতু পদ দ্বারা গমন ; বিক্ষেপ। বি—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। ক্রীড়াভূমি ; বৌদ্ধমঠ। বি—হৃ+ঘঞ্ অধি। ৩। স্কন্ধ। বি—হৃ+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

৪। প্রদেশবিশেষ। পুরাকালে এই প্রদেশটি মগধ নামে পরিচিত ছিল। ইদানীন্তন পাটনা, গয়া ও সাহাবাদ জেলাত্রয়,—স্থূলতঃ ত্রিহুত বিভাগই মগধ রাজ্য। আধুনিক ইতিহাসে উল্লিখিত রাজবংশ-মধ্যে শিশুনাগ বংশই প্রথম। এই বংশ শিশুনাগ কর্তৃক আনুমানিক খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশোদ্ভব বিম্বিসার (আনুমানিক) খৃঃ পূঃ ৫২৮ অব্দে রাজত্ব করিতেন। মগধ বৌদ্ধগণের মহাতীর্থ ; অদ্যাপি এখানে বৌদ্ধ সৌধের অনেক ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। পিতা বিম্বিসারকে নিহত করিয়া অজাতশত্রু মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। কিংবদন্তী এই যে, ইঁহার পৌত্র উদয় গঙ্গাতীরে পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের শেষ রাজা মহানন্দী দেহত্যাগ করিলে (খৃঃ পূঃ ৪১৭), মহাপদ্মনন্দ নামক জনৈক নীচজাতীয় ব্যক্তি বলপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করে। নন্দবংশ দুই পুরুষ মাত্র রাজত্ব করে। খ্রীঃ পূঃ ৩২১ সালে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ ১৩৭ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালনা করে। মৌর্য্য-বংশতিলক অশোক (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৩১ সালে) দেহত্যাগ করিলে, মৌর্য্যবংশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহার পঞ্চাশৎ বৎসর পরে বংশটি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই সময়ে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্য্যরাজ বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া অশোকের বংশধরগণ সামন্তরাজ স্বরূপে মগধের স্থানে স্থানে রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে এই বংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ কঙ্কণপ্রদেশের স্থানে স্থানে রাজত্ব করিতেন। পুষ্যমিত্র উত্তরভারতের একেশ্বর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবহীনতা এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের আত্যন্তিক দুর্দ্দশা ঘটে।

শুঙ্গবংশ ১১২ বৎসর রাজত্ব করে, তাহার পরে কণ্বংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দে অন্ধ্র বা শাতবাহনগণ কণ্বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করে। খৃষ্টীয় ২৩৬ অব্দে অন্ধ্র রাজশাসনের অবসান হয়। ইহার পরবর্ত্তী প্রায় ১০০ বৎসরের সন্তোষজনক বিবরণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৩২০ অব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র নগরে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর অন্তিম ভাগে শ্বেত হূণগণ কর্তৃক গুপ্তরাজ্য উচ্ছিন্ন হয়। ইহার পরে কয়েক শতাব্দী গুপ্তবংশীয় রাজগণ করদ রাজরূপে মগধে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল মগধ রাজ্য অধিকার করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ। ইঁহাদের শাসনকালে মগধে আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি হয়। গোপাল উদন্তপুর বা ওতন্তপুরীতে একটি বৃহদাকার বৌদ্ধ মঠ (বিহার) প্রতিষ্ঠা করেন। কানিংহাম সাহেব বলেন, এই স্থানটী বর্ত্তমান সময়ে 'বিহার' সহর নাম ধারণ করিয়াছে। এই বিহার নাম হইতে প্রদেশের নাম বিহার (চলিত ভাষায় বেহার) হইয়াছে। পরবর্ত্তী পালরাজগণ বিহার নগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশের সপ্তম রাজা মহীপালের রাজত্বকালে তিব্বতদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হয় (আনুমানিক ১০২৬ খৃঃ)। তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন যে, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে পাল রাজ্য, বঙ্গোপসাগর হইতে দিল্লী, জালন্ধর এবং বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১শ শতাব্দীতে বঙ্গে সেন রাজগণের প্রাদুর্ভাবে পালরাজ্য সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। ১১৯৩ খৃঃ বক্তিয়ার খিলিজী এই উভয় বংশকে রাজ্যচ্যুত করেন। এই সময়ের পর মগধে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। মগধ এই সময় হইতে বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের অধীনতায় আসে। ১৩৩০ খ্রীঃ মগধের দক্ষিণাংশ দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। উত্তরাংশ আরও কিছুকাল বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তৃগণের অধীন থাকে। ১৩৯৭ খৃঃ সমস্ত বিহার প্রদেশ জৌনপুর রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়, এবং শতবর্ষ পরে দিল্লী সাম্রাজ্যের সহিত মিলিত হয়। মোগল সম্রাটগণ বিহার সহরেই আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিহার প্রদেশের বহুলাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ ব্রাহ্মণ রাজগণ কর্তৃক শাসিত হয়। শেষোক্ত শতাব্দীতে চম্পারণ ও গোরক্ষপুর অপর একটি হিন্দু রাজবংশের শাসনাধীনতায় থাকে। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে বিহার বঙ্গদেশের সহিত মিলিত হইয়া যায়। পরে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিত হইয়া বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন হয়। ১৯১২ খ্রীঃ ১লা এপ্রেল বিহার বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর সহিত এক স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গঠিত হইয়া জনৈক লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন হয়। পরে ১৯২০ অব্দের শাসন সংস্কার-বিধি অনুসারে এই প্রদেশ জনৈক গভর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে। বাঙ্গালী লর্ড (সত্যেন্দ্র প্রসন্ন) সিংহ ইহার প্রথম গভর্ণর।

নিজ বিহার প্রদেশে অনেক প্রাচীন রাজবংশ বিদ্যমান। তন্মধ্যে গিধৌড়, ডুমরাওন, হাতুয়া, বেতিয়া, টিকারী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বারবঙ্গ রাজবংশ তত প্রাচীন না হইলেও ধনে, দানশীলতায় ও সাধারণ হিতচিকীর্ষায় বর্ত্তমান সময়ে সকলের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিহারের প্রধান নদী গঙ্গা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, মহানদী, কুশী ও সোণ। বিহার ব্রাহ্মণপ্রধান দেশ। এখানে বাভন নামক এক প্রকার নিম্ন

শ্রেণীর ব্রাহ্মণ লক্ষিত হয়। এখানে নীলের চাষ এক সময়ে বেশী পরিমাণে হইত। এখানে গভর্ণমেন্টের একচেটিয়া আফিমের চাষ আছে। এই ব্যবসায়ের প্রধান কার্য্যস্থল পাটনা। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের বর্ত্তমান রাজধানী বাঁকিপুর ও রাঁচী। বিহার প্রদেশ বুদ্ধদেবের লীলাস্থল বলিয়া বৌদ্ধগণের চক্ষে অতীব পবিত্র। এই প্রদেশে গয়াধাম অবস্থিত বলিয়া হিন্দুগণেরও পূজ্য। জনকরাজার মিথিলা (ত্রিহুত) এই প্রদেশে বিদ্যমান থাকায় বিহার প্রাচীন কালের স্মৃতিও উদ্দীপিত করিয়া থাকে।

বিহারিলাল গুপ্ত (B. L. Gupta)—ইনি কলিকাতার কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ হরিমোহন সেনের দৌহিত্র ও গরিফার চন্দ্রশেখর গুপ্তের পুত্র। ১৮৪৯ খৃঃ ২৬শে অক্টোবর বিহারিলাল কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সিভিল সারভিস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বাটীর সকলের অজ্ঞাতে ইংলণ্ডে গমন করেন। বন্ধুদ্বয়ের সহিত ১৮৬৯ খৃঃ বিহারিলাল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং ১৮৭১ খ্রীঃ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। ভারতে আসিয়া ইনি বঙ্গদেশের কয়েকটি স্থানে কর্ম্ম করিয়া ১৮৮১ হইতে ১৮৮৬ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় দেশীয় সিভিলিয়ানগণ ইউরোপীয় অপরাধিগণের বিচার করিতে আইন অনুসারে অসমর্থ ছিল। এই বিষয়ক একটি মন্তব্য লিখিয়া ইনি তদানীন্তন ছোটলাট ইডেন সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই ইলবার্ট বিলের মূলভিত্তি। এই মন্তব্য লিখন জন্য বিহারিলাল উত্তেজিত বেসরকারী ইংরাজগণের বিলক্ষণ বিরাগভাজন হন। ইনি উত্তরকালে District & Sessions Judge, Superintendent and Remembrancer of Legal affairs, ও একবার ১৮৯৮ এবং পুনরায় ১৯০১ খ্রীঃ অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের জজের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাজকীয় (সরকারী) কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি কিছুকাল বরোদা রাজ্যের ব্যবস্থা-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১০ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ভারতগভর্ণমেন্ট ইঁহাকে সি, এস্, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ইঁহার কবিত্বশক্তিও যথেষ্ট ছিল। ১৯১৬ খৃঃ ২০শে অক্টোবর ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার নিবাস কলিকাতা তারক চাটুর্য্যের লেন। বাল্যকাল হইতে নাট্যাভিনয়ে ইঁহার অনুরাগ ছিল। সিন্দুরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে যখন 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয় হয়, তখন বিহারিলাল সুলোচনার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। অন্যান্য সখের থিয়েটারেও ইনি যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইনি তাহার ম্যানেজারপদে বৃত হন এবং আমরণ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অভিরামস্বামী, মাধবাচার্য্য, ভীষ্ম প্রভৃতি স্বরের ভূমিকায় ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "চ। মহান্তের এই কি কাজ" নাটকে মহান্তের ভূমিকায় বিহারিলাল বিলক্ষণ অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। প্রভাসমিলন, জন্মাষ্টমী, সীতা স্বয়ংবর, রাজসূয় যজ্ঞ, বাণযুদ্ধ, নন্দ-বিদায়, মোহশেল প্রভৃতি অনেকগুলি অভিনেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া উক্ত থিয়েটারে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে ইনি দেহত্যাগ করেন।

বিহারিলাল সরকার—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী। ১২৬২ সালে ২রা কার্ত্তিক হাওড়া আন্দুল গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রচরণ সরকার। আট বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া ইনি বহুবাজার গভর্ণমেন্ট বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েন। পরে জেনারেল এসেম্বলিজ কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ইহার পর এফ, এ পর্য্যন্ত পড়িয়া প্রথমে কলিকাতা প্রেসে কার্য্য পরিদর্শকের কাজ করেন। অতঃপর বঙ্গবাসী আফিসে প্রবিষ্ট হন এবং এইখানে অনূ্যন ৩০ বৎসর সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করেন। ইঁহার রচিত শকুন্তলা-তত্ত্ব, ইংরাজের জয়, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, তিতুমীর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে ইঁহার অনুসন্ধিৎসা, সমালোচনা শক্তি, ইতিহাস ও সাহিত্যে জ্ঞানের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায়। ইংরাজের জয় গ্রন্থে ইনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অন্ধকূপ হত্যা নামক ঘটনা আদৌ হয় নাই। ইনি সঙ্গীত-বিদ্যারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। ইঁহার অনেকগুলি গীত ইঁহারই সঙ্কলিত "গান" নামক পুস্তকে লিবদ্ধ হইয়াছে। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। কার্য্যতঃ হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। কাৰ্য্যে আছে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সম্পাদনে ইঁহার কৃতিত্ব দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া গভর্ণমেন্ট ইঁহাকে ১৯১৫ খৃঃ ৩রা জুন "রায়সাহেব" উপাধি প্রদান করেন। ১৯২১ অব্দে ইনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

বিহারী (বিহারিন্)—১। ভ্রমণকারী; বিহারকারী। বি-হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বিহারিণী। ২। বিহারদেশীয়; বিহারবাসী। বিহার+ইন। বিণ বা সং; পু।

বিহি—বিধি, বিধাতা। প্রা, ক। সং।

বিহিত—১। অনুষ্ঠিত; বিধিবোধিত, বিধেয়, উচিত; দত্ত, কথিত। বি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বিধান। বি ধা+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিহিমিম—বিধান দ্বারা সম্পন্ন। বি-ধা (ধারণ করা)+ত্রিমক্ ক। বিণ; ত্রি।

বিহিপয়ে—বিধিত, বিধাতাই। প্রা, ক।

বিহীন—অভাববিশিষ্ট; ত্যক্ত; বর্জ্জিত, রহিত। বি হা (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বিহীনা।

বিহৃত—স্ত্রীলোক দগের বিহারবিশেষ। বি-হৃ (হরণ করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিহৃতি—বিহার, বিস্তার; উদ্‌ঘাটন; বলাৎকার; অপনয়ন। বি-হৃ (হরণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিহ্বল—বিক্লব; বিবশ; শোকভয়াদি দ্বারা অভিভূত; অচেতন। বি—হ্বল (চালিত করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লা।

বিহ্বলতা—বিবশতা, অবসন্নতা; জড়তা। বিহ্বল দেখ, বিহ্বল+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বীকাশ, বীকাস—বিকাশ দেখ।

বীক্ষণ—নিরীক্ষণ; দর্শন। বি—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বীক্ষণীয়—দর্শনীয়। বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বীক্ষণীয়া।

বীক্ষিত—নিরীক্ষিত; দৃষ্ট। বি—ঈক্ষ্ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বীক্ষিতা।

বীক্ষ্য—১। দর্শনীয়। বি—ঈক্ষ্ (দেখা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ঘোটক; নর্ত্তক। সং; পু। ৩। বিস্ময়। সং; ক্লী।

বীথ্যা—নৃত্য; অশ্বের গতিবিশেষ; গমন; সন্ধি। বি—ইন্থ (গমন করা)+ও ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বীচ—ফলের বীজ; ধানের চারা; আলু প্রভৃতির যে কন্দ রোপিত হয়। বীজ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

বীচক্রফ্‌ট চার্লস্ পোর্টেন (Charles Porten Beachcroft I. C. S)—

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ। ১৮৭১ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতাও একজন ভারতীয় সিভিলিয়ান এবং পঞ্জাব প্রদেশে কর্ম্ম করিতেন। পুত্র বীচক্রফট ১৮৯০ খৃঃ ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯২ খৃঃ এদেশে আসেন; এবং অধস্তন নানা পদে কার্য্য করিবার পর ১৯০০ খৃঃ ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের পদে উন্নীত হন। যৎকালে ইনি আলিপুরে সহকারী সেসন জজের পদে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ইনি ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর রাজনৈতিক মোকদ্দমার (অর্থাৎ মুরারিপুকুর বোমার মামলার) বিচারভার প্রাপ্ত হন। সেই মোকদ্দমার প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষ এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন। বীচক্রফ্ট যে একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক, তাহা ইঁহার উক্ত মোকদ্দমার রায়ে সুস্পষ্ট প্রকটিত হয়। অতঃপর ১৯১২ খৃঃ ইনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত এবং এতদ্দেশীয়ের অকপট বন্ধু ও হিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত।

বীচ-তলা—যে ক্ষেত্রে ধান্যাদির চারা করা হয়। দেশজ। সং।

বীচি—১। তরঙ্গ, ঢেউ; দীপ্তি, রশ্মি; অবকাশ; অল্প; সুখ। বে (বয়ন করা) +ডীচি প্র। সং; পু বা স্ত্রী। ২। বীজ; গণ্ড; গ্রন্থি; অণ্ড, মুষ্ক। প্রাদেশিক। সং।

বীচিতরঙ্গ ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

বীচিভঙ্গ—তরঙ্গভঙ্গ, ঢেউ উঠা। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

বীচিমালা—তরঙ্গশ্রেণী; রশ্মিজাল। ৬তৎ।

বীচিমালী (-মালিন্)—সূর্য্য; সমুদ্র। বীচিমালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বীচিয়া, বীচে—বীজপূর্ণ। দেশজ। বিণ।

বীচিবিক্ষুব্ধ—তরঙ্গ-চঞ্চল, ঢেউ হেতু কম্পমান। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বীচিবিক্ষেপ—তরঙ্গবিস্তার, ঢেউএর প্রসারণ। ৬তৎ। সং; পু।

বীচিশ্রেণী—বীচিমালা, তরঙ্গসমূহ, সারি সারি ঢেউ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বীচী—বীচি (সকল অর্থে)। সং; স্ত্রী।

বীজ—কারণ; শস্যাদির ফল, বীচি; অঙ্কুর; শুক্র; মূল; মন্ত্র; অব্যক্ত গণিত। বি—জন (জন্মা)+ড অপা। সং; ক্লী।

বীজকপোর—বীজপূর। প্রা, ক। সং।

বীজকোষ—বীজের আধার, পুষ্পের যে অংশে বীজ থাকে। ৬তৎ। সং; পু।

বীজগণিত—অব্যক্ত গণিত, যে অঙ্কবিদ্যায় স্পষ্ট সংখ্যার পরিবর্ত্তে অব্যক্ত অক্ষরসমূহ ব্যবহৃত হয় (Algebra)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বীজন—১। ব্যজন, পাখা প্রভৃতি দ্বারা বাতাস করণ। বীজ্ (বাতাস করা)+অনট্ ভা। ২। ব্যজন-সাধন, পাখা চামর প্রভৃতি। বীজ্+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

বীজপূর—এক প্রকার লেবু; টাবা লেবু। বীজ শব্দ—পূর (পূর্ণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

বীজবপন—বীজ বোনা, বীচি ছড়ান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বীজা—বীজন করা। প্রা, ক। ক্রি।

বীজাকৃত—বীজবপনানন্তর কর্ষিত। বীজের সহিত কৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বীজাঙ্কুর—১। বীজের অঁকুর, বীজ হইতে উদ্গত অঁকুর, কল। বীজের অঙ্কুর, ৬তৎ। ২। বীজ-স্বরূপ অঙ্কুর বা কল। কর্ম্মধা। সং; পু।

বীজাঙ্কুর ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

বীজিত—কৃত-ব্যজন, যাহাকে বাতাস করা হইয়াছে এরূপ। বীজ (ব্যজন করা)+ক্ত প্র। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বীজিতা।

বীজী (বীজিন্)—১। বীজশালী। বীজ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বীজিনী। ২। পিতা; মূলপুরুষ। সং; পু।

বীজু—বীজ, বীচি। প্রা, ক। সং।

বীজ্য—বীজনীয়, ব্যজন-যোগ্য। (ব্যজন করা)+যণ্ প্র। ২। কুলোৎপন্ন, বংশোদ্ভব। বীজ+য্য জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বীজ্যা।

বীট—শাকজাতীয় উদ্ভিদ্‌বিশেষ—ইহার মূল হইতে চিনি হয়। ইং (Beet)। সং।

বীটপালঙ্গ—শাকবিশেষ। দেশজ। সং।

বীটি, বীটী, বীটিকা—সাজ্জিত তাম্বূল, পানের বীড়ি বা খিলি। বি—ইট্ (গমন করা)+ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বীণ—একপ্রকার সতার বাদ্যযন্ত্র। বীণা শব্দের অপভ্রংশ।

বীণা—বিদ্যুৎ; সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বিপঞ্চী, বীণ (এই যন্ত্র এ দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; ইহা সরস্বতীর প্রিয় যন্ত্র, এই জন্যই তাঁহার এক নাম 'বীণাপাণি'; দেবর্ষি নারদ এই যন্ত্র বাজাইয়া হরিগুণ গান করিতেন। পূর্ব্বে তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রমাত্রেই সাধারণতঃ বীণা নামে অভিহিত হইত, পরে তাহার আকার-প্রকার ভেদে নাম নির্দ্দিষ্ট হইত। বীণা অনেক প্রকারের আছে। যথা—মহতী বীণা (দেবর্ষি নারদ ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা ও বাদক, ইহাই সাধারণতঃ বীণ নামে অভিহিত), কচ্ছপী বীণা (সরস্বতী এই বীণা বাজাইতেন), ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নরী বীণা, রঞ্জনী বীণা, রুদ্র বীণা, শারদীয় বীণা, স্বরশৃঙ্গার, সুরবাহার, বিপঞ্চী, নাদেশ্বর, ভরত, তুম্বুরুবীণা (তানপুরা), কাত্যায়ন বীণা (কানুন), প্রসারণী বীণা, স্বরবীণা, শার্ঙ্গবীণা, পিনাকী (ইহা শিব-কর্ত্তৃক সৃষ্ট)। বী (ব্যাপ্ত হওয়া)+নক্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বীণাধ্বনি—বীণার শব্দ। ৬তৎ। সং; পু।

বীণানিন্দিত, বীণাবিনিন্দিত—বীণালাঞ্ছিত, বীণার শব্দ অপেক্ষা মনোহর। বীণা নিন্দিত বা বিনিন্দিত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

বীণাপাণি—বাগ্দেবী সরস্বতী। বীণা আছে পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সং; স্ত্রী।

বীণাযন্ত্র—বীণা নামক বাদ্যযন্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বীণাবতী—সরস্বতী; অপ্সরোবিশেষ। বীণা+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বীণাবাদক—বীণাধ্বনিকারক, যে বীণা যন্ত্র বাজায়। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী,—বাদিকা।

বীণাবাদন—বীণাযন্ত্র বাজান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বীণাবিনিন্দিত—বীণানিন্দিত দেখ।

বীত—১। বিগত; অতীত; অপগত; নিবৃত্ত; মুক্ত, ত্যক্ত। বি—ই (গমন করা)+ক্ত ক। ২। ব্যাপ্ত। বী (ব্যাপা)+ক্ত প্র। বিণ; ত্রি। ৩। অকর্ম্মণ্য হস্তী অশ্ব ও সৈন্য। বী+ক্ত ক বা প্র। সং; ক্লী।

বীতংস—মৃগপক্ষীর বন্ধনোপকরণ, জাল, ফাঁদ প্রভৃতি। বি—তনস্ (অলঙ্কৃত করা)+ঘঞ্। সং; পু।

বীতনিদ্র—নিদ্রারহিত, জাগরূক। বীত (বিগত) নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বীতভয়—১। নির্ভয়, নিঃশঙ্ক। বীত (বিগত) হইয়াছে ভয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বীতভয়া। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

বীতরাগ—আসক্তিশূন্য, নিঃস্পৃহ। বীত (বিগত) হইয়াছে রাগ (আসক্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বীতরাগা।

বীতশঙ্ক—বীতভয়, শঙ্কাহীন, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। বীতা শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বীতশোক—১। শোকরহিত। বীত (বিগত) হইয়াছে শোক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অশোকবৃক্ষ। সং; পু। ৩। মহারাজ অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সং; পু।

বীতশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহীন, অবিশ্বাসী, ভক্তিশূন্য। বীতা শ্রদ্ধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বীতস্পৃহ—আকাঙ্ক্ষাশূন্য, নিঃস্পৃহ। বীতা স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বীতহব্য—হৈহয়রাজ। শতপুত্রের সহায়তায় ইনি দিবোদাসকে পরাস্ত করিয়া বারাণসী অধিকার করেন। পরে দিবোদাস-তনয় প্রতর্দ্দন ইঁহার শত পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া ইঁহার নাশে উদ্যত হইলে ইনি ভরদ্বাজের আশ্রমে

পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। অনন্তর মুনিবরের কৃপায় ইনি বিগ্রহ প্রাপ্ত হন।

বীতি—১। গতি; নিবৃত্তি; মুক্তি; দীপ্তি; ধারণ; ভোজন; পরিষ্করণ; পশুপ্রেরণ। বি—ই (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ২। অশ্ব।…+ক্তিন্ ক। সং; পু।

বীতি-হোত্র—অগ্নি; সূর্য্য। বীতি (ভোজন) হোত্র (হোম) যাহার, বহু। সং; পু।

বীথি, বীথী, বীথিকা—শ্রেণী; দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ; পথ; দৃশ্যকাব্যবিশেষ। বিথ (যাচ্ঞা করা)+ই র্ম, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বীধ্র—১। নির্ম্মল, বিমল। বি—ইন্ধ্ (দীপ্তি পাওয়া)+রক্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বীধ্রা। ২। অগ্নি; বায়ু; আকাশ। সং; ক্লী।

বীনাহ—বিনাহ দেখ।

বীপ্সা—যুগপৎ ব্যাপ্তীচ্ছা, এক সময়ে ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা। বি—সনন্ত আপ্+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বীভৎস—১। অতিঘৃণ্য, নিতান্ত জঘন্য, জুগুপ্সিত; পাপী; দুরাত্মা। সনন্ত বধ (নিন্দা করা)+ঘঞ্ র্ম। বিণ; ত্রি। ২। রস বিশেষ [কাব্যরস দেখ]। ৩। অর্জ্জুন। সনন্ত বধ+ঘঞ্ ক। সং; পু।

বীভৎসু—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন [অর্জ্জুন স্বয়ং বলিতেছেন, "আমি যুদ্ধস্থানে কদাপি বীভৎস কর্ম্ম করি নাই, এজন্য লোকে আমাকে বীভৎসু বলে"]। সং; পু।

বীর—১। উশীর, বেণা। অজ্+র ক। সং; ক্লী। ২। শূর, শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ। বীর্ (বিক্রম প্রকাশ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বীরা। ৩। কাব্যরসবিশেষ [কাব্যরস দেখ]; কুলাচারবিশেষ। সং; পু। [সং।

বীরকালী—যুদ্ধের বৃহৎ ঢক্কা বা কাড়া বিশেষ।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ শূর। বীর কুঞ্জর-প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

বীরকুল—শূরবর্গ, শূরসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বীরকুলগর্ব্ব—বীরগণের অহঙ্কারস্বরূপ, শূরশ্রেষ্ঠ। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

বীরকুলগ্লানি—১। বীরসমূহের কুৎসা বা নিন্দা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। শূরবীর সম্প্রদায়ের কলঙ্কস্বরূপ। সং বা বিণ।

বীরকুলচূড়ামণি—বীরকুলতিলক (তাহা দেখ)। ৬তৎ। সং; পু।

বীরকুলতিলক—বীরবর্গের প্রধান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠবীর। ৬তৎ। সং; পু।

বীরকুলদত্ত—বীরকুলশ্রেষ্ঠ, শূরগণের মধ্যে প্রধান। বীরকুলের মধ্যে দত্ত (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু।

বীরকেশরী—বীরসিংহ, শূরশ্রেষ্ঠ। বীর কেশরী-প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু। [সং।

বীরখণ্ডী—তিলসংযুক্ত পাটালী গুড়। দেশজ।

বীরচূড়ামণি—বীরশ্রেষ্ঠ, শূরগণের শিরোভূষণ-সদৃশ। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

বীরজননী—বীরপ্রসবিনী, বীরপুত্রের মাতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

বীরজায়া—শূরভার্য্যা, বীরের স্ত্রী। ৬তৎ।

বীরণ—উশীর বৃক্ষ, বেণাগাছ। বি (পক্ষী)-ঈর্+অন ক। সং; ক্লী।

বীরতর—১। বীরশ্রেষ্ঠ। বীর শব্দ+তর। ২। শর। বীর শব্দ—তৃ+অন্ ক। সং; পু। ৩। উশীর, বেণা। সং; ক্লী।

বীরত্ব—শূরত্ব, বীর্য্যবত্তা; শ্রেষ্ঠত্ব। বীর দেখ; বীর+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বীরত্বব্যঞ্জক—শৌর্য্যসূচক, বীর্য্যবত্তার জ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বীরনারী—বীর্য্যশালিনী রমণী। বীরা যে নারী,

বীরপঞ্চমী—ব্রতবিশেষ। এই ব্রত করিলে বীর-পুত্রলাভ হয়। সং; স্ত্রী।

বীরপত্নী—বীরজায়া, শূরভার্য্যা, বীরের স্ত্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বীরপুত্র—বীর্য্যশালী তনয়। কর্ম্মধা। সং; পু।

বীরপুত্রধাত্রী—বীরতনয়জননী; বীর্য্যশালী সন্তানপ্রসবিনী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী

বীরপ্রসবিনী—বীর্য্যশালী সন্তানপ্রসবকারিণী, বীরজননী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

বীরপ্রসূ—শূর-প্রসবিনী, বীর-জননী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

বীরবল—ইঁহার পূর্ব্ব নাম মহেশ দাস। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন পল্লী ইঁহার জন্মস্থান। ইনি অতিশয় কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। দিল্লীশ্বর আকবর ইঁহার কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীতনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া 'কবিরায়' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক ইঁহাকে নিজ সভামধ্যে স্থান দান করেন। পরে ইঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া জায়গীর প্রদান করেন, এবং সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দেন। এই সময়ে ইনি বীরবল নামে আখ্যাত হন। কবি বীরবল এক্ষণে সেনাপতি হইয়া অতি বিচক্ষণতা সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইনি সাতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কোন স্থানে গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে সম্রাট্ অনেক সময়ে বীরবলকেই সেই কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। ইনিও সাহস, ক্ষমতা ও তেজস্বিতার প্রভাবে অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইতেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ আফগানেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ সম্রাটের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বীরবল ঐ সাহায্যকারী সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া কাবুলে গমন করেন। এই যুদ্ধে সম্রাটের পরাজয় হয়। আফগানেরা পার্ব্বত্যপ্রদেশের চারিদিক্ হইতে সম্রাটের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে; এবং বীরবল ও জৈন খাঁ পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া আর এক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। আফগানেরা রাত্রিকালে ঐ শিবির আক্রমণ করিয়া অনেককে হত্যা করে। এই সঙ্গে বীরবলও নিহত হন (১৫৮৬ খ্রীঃ)। সম্রাট্ আকবর ইঁহার মৃত্যুসংবাদে সাতিশয় শোকাতুর হইয়াছিলেন।

বীরবাহু—রাবণের পুত্র; বিষ্ণু। বীরের ন্যায় বাহু যাহার, বহু। সং; পু।

বীরভদ্র—১। বীরশ্রেষ্ঠ; জনৈক রুদ্র; অশ্বমেধীয় অশ্ব; শিবের অনুচর [দক্ষযজ্ঞে সতী পতি-নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলে মহেশ্বর তৎ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধভরে স্বীয় জটা ছিন্ন করেন; তাহাতেই বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। পরে ইনি শিবাদেশে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন]। বীরগণের মধ্যে ভদ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু। [স্ত্রী।

বীরভার্য্যা—বীরপত্নী, বীরজায়া। ৬তৎ। সং;

বীরভূম—বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই জেলা হিন্দু রাজগণের অধীন ছিল। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী "রাজনগর" বা "নগর" অধুনা ধূলিসাৎ; কেবল নগর-বেষ্টনীর প্রাচীর স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। উক্ত শতাব্দীতেই জেলাটি বঙ্গের পাঠানরাজের হস্তে যায়। ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুরশিদাবাদের নবাব জাফর খাঁ আসাদুল্লা খাঁ নামক জনৈক পাঠান সামন্তকে "বীরভূম জমিদারী" প্রদান করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে, এই জেলাটি ইঁহাদের হস্তে আসে, কিন্তু ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোম্পানী এ জেলার শাসনভার সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করেন নাই। ছোটনাগপুর পর্ব্বতের দিক হইতে লুণ্ঠনকারীরা জেলা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করায়, ইংরাজ স্বীয় ব্যবসা রক্ষাকল্পে বর্দ্ধমান ও বীরভূম মিলিত করিয়া একটি জেলার সৃষ্টি করেন, এবং উভয় জেলার শক্তি সমবায়ে লুণ্ঠনকারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্থানটি নিরাপদ করেন (১৭৮৯ খৃঃ)। ১৭৯৩ খ্রীঃ বর্দ্ধমান জেলা বীরভূম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়। বীরভূম রেশমের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। জেলার নাম সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সাঁওতালী "বীর"

শব্দ হইতে নামটি উৎপন্ন, "বীর" অর্থে জঙ্গল। জেলার প্রধান কার্য্যস্থল শিউড়ী। তাঁতিপাড়া নামক গ্রামের সন্নিকট দুইটি উষ্ণ প্রস্রবণ বিদ্যমান। বোলপুর, আহমদপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নলহাটী, প্রভৃতি স্থানগুলি অধুনা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই জেলায় অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) নামক গ্রাম স্বনামখ্যাত কবি জয়দেব গোস্বামীর জন্মস্থান। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিনে তাঁহার স্মরণার্থে গ্রামে একটি মেলা হইয়া থাকে। এই জেলায় নান্নুর নামক গ্রামে বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস জন্মগ্রহণ করেন।

বীররস—কাব্যরস দেখ। [বা সং ; পু।

বীরবর—বীরশ্রেষ্ঠ, প্রধান বীর। ৭তৎ। বিণ

বীরবিপ্লাবক—শূদ্রদত্ত দ্রব্যাদিদ্বারা যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ। বীর (যজ্ঞাগ্নি)—বি—প্লু + ণক ক। সং ; পু।

বীরসিংহ—বীরশ্রেষ্ঠ, বীরকেশরী। বীর সিংহ প্রায়, উপমিত। সং ; পু।

বীরসূ—পুত্র-প্রসবিনী, বীর জননী। বীর শব্দ—সূ (প্রসব করা) + ক্বিপ্ ক। বিণ ; স্ত্রী।

বীরসেন—নলরাজার পিতা। বীর সেনা যাহার, বহু। সং ; পু।

বীরা—১। শৌর্য্যশালিনী, সাহসসম্পন্না। বীর দেখ। বীর + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পতিপুত্রবতী নারী ; মদিরা। সং ; স্ত্রী।

বীরাত—বীরনাদ, গর্জ্জন, হাঁকডাক। প্রা, ক।

বীরাঙ্গনা—বীররমণী, বীর্য্যবতী নারী। বীর যে অঙ্গনা (স্ত্রী), কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বীরাচার—তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু।

বীরাম্ল—অম্লবেতস। কর্ম্মধা। সং ; পু।

বীরাশংসন—অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধভূমি। বীর শব্দ—আ—শন্স (হিংসা করা) + অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

বীরাসন—উপবেশনবিশেষ, দক্ষিণ পাদ বাম উরুর উপর ও বাম পাদ দক্ষিণ উরুর উপর সংস্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন [আসন দেখ]। বীরের আসন (উপবেশন), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বীরুৎ (বীরুধ্), বীরুধা—লতা। বি—রুহ (উৎপন্ন হওয়া) + ক্বিপ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং ; স্ত্রী।

বীরেশ্বর—বীরশ্রেষ্ঠ ; বীরভদ্র। বীরগণের মধ্যে ঈশ্বর (প্রধান), ৭তৎ। সং ; পু।

বীরেশ্বর পাঁড়ে—ইঁহারা জাতিতে পশ্চিমদেশীয় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সম্রাট্ আকবর সাহের সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে বাঙ্গালায় বহু পুরুষপরম্পরায় বাস জন্য ইঁহারা বাঙ্গালী হন। ১৮৪২ খৃঃ ২১শে চৈত্র যশোহর জেলার অন্তর্গত কামরা গ্রামে বীরেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৃত্যুঞ্জয় পাঁড়ে। তৎকালে কৃষ্ণনগরে একমাত্র কলেজ ছিল। বীরেশ্বর তথায় বিদ্যাশিক্ষার্থে প্রেরিত হন। তথায় কিয়দ্দিবস অধ্যয়ন করিয়া ইনি পুরোহিত মোহনচন্দ্র চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ষোড়শ বৎসর বয়সে ছাত্রজীবনেই লীলাবতী বা গণিতবিজ্ঞান নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া মানবতত্ত্ব ও ধর্ম্মবিজ্ঞান রচনা করিয়া তৎকালীন সমাজের নিকট সম্মান ও যশঃ প্রাপ্ত হন। ইনি কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের রৈবতক কুরুক্ষেত্র কাব্যের প্রতিবাদ স্বরূপ "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নবীনচন্দ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে বীরেশ্বর তৎপ্রতিবাদে অগ্রসর হইয়া লেখনীধারণ করিয়াছিলেন। ইনি একসময়ে বাঙ্গালার অনেকগুলি প্রতিষ্ঠাপন্ন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হয়। ইঁহার মানবতত্ত্ব গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করিলে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ প্রশংসা করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে ইনি "ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্যবিচার" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ ও চিন্তাশীল সুলেখক এবং বিলাসশূন্য, ধর্ম্মপ্রাণ, জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধনে ইনি যত্নপর ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি কাশীধামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন ; মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছিল ; কিন্তু উহার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই ইনি ১৯১১ খৃঃ ১০ই মার্চ্চ পুণ্যভূমি কাশীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

বীর্য্য—শৌর্য্য ; প্রভাব ; সামর্থ্য ; তেজঃ ; শুক্র, রেতঃ। বীর + য্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বীর্য্যবত্তা—শৌর্য্যশালিতা, বীরত্ব। বীর্য্যবৎ শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বীর্য্যবান্ (—বৎ)—শৌর্য্যশালী, বীর। বীর্য্য + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বীর্য্যবতী।

বীর্য্যশালী (—শালিন্)—বীর্য্যবান্, বীর। বীর্য্য শব্দ + শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বীর্য্যশালিনী।

বীবধ, বিবধ—১। পথ। বি—বধ্ + ঘঞ্ অধি। ২। ধান্যাদি প্রাপ্তি। বি—বধ্ (হনন করা) + ঘঞ্ ভা। ৩। ক্ষীরাদির ভার। বি—বধ্ + ঘঞ্ ণ। সং ; পু। [সং।

বীবর—জন্তুবিশেষ (Beaver)। ইংরেজী ;

বীহার—বিহার দেখ।

বুঁচকি—ছোট বোঁচকা ; পুঁটুলি, তল্পি, গাঁটরি। দেশজ। সং।

বুঁদি—বিন্দু, কণিকা, ফুটি। হিন্দী। সং।

বুঁদিয়া, বোঁদে—ঘৃতে ভাজা ও চিনির রসে ডুবান বটিকাকার মিষ্টান্ন। হিন্দী। সং।

বুক—বক্ষঃ, হৃদয়, সাহস, স্পর্দ্ধা, তেজ, উৎসাহ, ভরসা। বুক্ক শব্দের অপভ্রংশ।

বুকনি—গুঁড়া মসলার ছিটা। বেদে। সং।

বুক্ক—১। হৃদয় বক্ষঃস্থল, বুক। বুক্ + অন্ ক। সং ; পু বা ক্লী। ২। ছাগ; দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয় নগরের প্রথম হিন্দুরাজগণের আদিপুরুষ। সং ; পু।

বুক্কা—শোণিত, রক্ত। বুক্ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

বুক্কাগ্রমাংস—হৃদয়, বক্ষঃ। বুক্কই যে অগ্রমাংস, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বুজরুক—কুহকী, মায়াবী, ভুজ্যের ক্রিয়া প্রদর্শনের ক্ষমতাশালী ; কূটকৌশলজ্ঞ ; চালবাজ ; কপটী, শঠ। বেদে। বিণ।

বুজরুকি, কী—বুজরুকের ভাব বা কার্য্য, কুহক, ভোজ, ভুজ্যেরক্রিয়াপ্রদর্শনক্ষমতা ; কূটকৌশল, চালবাজ ; কপট, শঠতা। বিশেষ্য। সং।

বুঝ—১। বোধ, অববোধ, উপলব্ধি, সমঝ ; প্রবোধ, সান্ত্বনা। সং। ২। বুঝিয়া লও, অববোধ কর, উপলব্ধি কর ; ধর, অনুমান কর, প্রবোধ লও। দেশজ। ক্রি।

বুঝা—বোধগম্য করা, হৃদয়ঙ্গম করা, উপলব্ধি করা ; বোধ করা, অনুভব করা, অনুমান করা ; জানা ; পরীক্ষা করা, দেখিয়া লওয়া ; প্রবোধ পাওয়া বা মানা। দেশজ। ক্রি।

বুঝান—বোধগম্য করান, উপলব্ধি করান ; বোধ করান ; ব্যাখ্যা করা ; প্রবোধ দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

বুঝি—১। বোধগম্য করি বা করিয়া, উপলব্ধি করি বা করিয়া, বোধ করি ; বোধ হয়, মনে হয়। ক্রি। ২। যেন। দেশজ। বা।

বুঝিয়ে—১। সমঝদার, বোধশক্তিবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান্। দেশজ। বিণ। ২। বুঝি। প্রা, ক।

বুট—১। কলায়বিশেষ, চণক, ছোলা। দেশজ। ২। পাদুকাবিশেষ, যে জুতা পায়ের উপর পর্য্যন্ত উঠে। ইং (boot)। সং।

বুটা, বুটি, বুটী—কাপড়ের উপর সূচিকর্ম্মের ফুল ; সামান্য একখানা। দেশজ। সং।

বুড়া, বুড়ো—বৃদ্ধ, প্রাচীন। দেশজ। বিণ ; পু।

বুড়ান, বুড়োন—বুড়া বা বুড়ো হওয়া, প্রাচীন হওয়া, পাকিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

বুড়োম, বুড়োম—বৃদ্ধবৎ আচরণ, পাকামি, জেঠামি। দেশজ। সং।

বুড়ি—পাঁচ গণ্ডা, ২০ কড়া। দেশজ। সং।

বুড়ী—বৃদ্ধা, প্রাচীনা। দেশজ। বিণ; স্ত্রী।

বুড়ী-গঙ্গা—ঢাকা সহরের নিম্নস্থ নদীর নাম।

বুঢ়ী—কর্ম্মকারক। প্রা, ক।

বুতান—নির্ব্বাণ করা, নিবান। হিন্দীমূলক। ক, প্র। ক্রি।

বুদ্ধ—১। জ্ঞাত। বুধ (জ্ঞান করা, জানা) + ক্ত র্ম। ২। জাগরিত। বুধ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৩। বিষ্ণুর নবম অবতার [দশাবতার দেখ]। সং; পু।

ভাগবতে লিখিত আছে ;—

কলির প্রবৃত্তি হইলে সুরবিরোধিগণের মোহের নিমিত্ত বুদ্ধনামক অঞ্জনপুত্র (=অজন পুত্র) কীকট দেশে অবতরণ করিবেন। যথা ;—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি"

চরণাদ্রি হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বতের দক্ষিণে যে ভূভাগ তাহাই কীকটদেশ নামে খ্যাত। মগধ দেশ ইহার অন্তর্গত। তথাচ—

"চরণাদ্রিং সমারভ্য গৃধ্রকূটস্য দক্ষিণে।
তাবৎ কীকটদেশোহয়ং তদন্তর্মগধো ভবেৎ"

কপিলবাস্তু নগরী ইহারই মধ্যে।

বুদ্ধদেবের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ ;—

খৃষ্টের জন্মের ৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে তৎপত্নী মহামায়ার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মের সাতদিন পরেই মহামায়া ইহলোক পরিত্যাগ করায়, ইঁহার লালন পালনের ভার ইঁহার বিমাতা গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়। নামকরণের কালে ইঁহার নাম সিদ্ধার্থ হয়। শাক্যবংশে জন্ম বলিয়া ইঁহার আর এক নাম শাক্যসিংহ।

সিদ্ধার্থ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন, অথচ সংসারের কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। ইনি রাজকার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকর্ম্ম অধিক ভালবাসিতেন, প্রজাপালন অপেক্ষা সাধুসেবা করিয়া অধিকতর তৃপ্তিবোধ করিতেন, সাংসারিক কার্য্য অপেক্ষা ঈশ্বরচিন্তায় অধিক সুখ পাইতেন। পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া সংসারী শুদ্ধোদন চিন্তিত হইলেন। তিনি ইঁহাকে সংসারী করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইয়া ইঁহার দ্বারা অশোকভাণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন। এই উপলক্ষে শাক্যসিংহের মাতুল দণ্ডপাণির কন্যা গোপা অশোকভাণ্ডের প্রার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইলেন। চারি চক্ষু একত্র হইল, উভয়ে পরস্পরের রূপে মুগ্ধ হইলেন।

পুত্রের মনোভাব অবগত হইয়া শুদ্ধোদন দণ্ডপাণির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দণ্ডপাণি কন্যাদানে সম্মত হইলে, মহাসমারোহে উভয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। সিদ্ধার্থের বয়স তখন ঊনবিংশ বর্ষমাত্র। গোপাও নবযুবতী। গোপার পবিত্র প্রণয়ে ও সেবায় সিদ্ধার্থ পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া সংসারের নবভাবে বিমোহিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বিশুদ্ধ প্রেম ও গুণে মুগ্ধ হইয়া নির্ম্মল সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এইরূপে শাক্যসিংহের কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। একদা প্রভাতে বন্দীগণের সঙ্গীতে ইঁহার মনে মানবজীবনের অনিত্যতা ও আনন্দময়তার ভাব উদিত হয়। অতঃপর ইনি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ইনি ভাবিলেন, এই অনিত্য সংসারে এমন কোন নিত্য পদার্থ অবশ্যই আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে মানব প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পারে। ইনি আরও ভাবিতেন, আমি যদি সেই নিত্য পদার্থ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে মানবকে চিরশান্তির উৎস দেখাইয়া দিতে পারিব; নিজে মুক্তিলাভ করিলে, অপর সকলকেও মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারিব। এবম্প্রকার চিন্তায় সিদ্ধার্থের মন অনুক্ষণ বিলোড়িত হইতে লাগিল।

গোপা প্রিয়তমকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিতা হইলেন। একদা নিশাকালে সিদ্ধার্থ প্রিয়তমাকে আপনার মনোভাব জানাইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে গোপাও দরবিগলিতধারে অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং স্বামীর জীবনব্রতে যাহাতে কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত না হয়, প্রাণপণে তাহা করিবেন বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। পতির সুখের নিমিত্ত তিনি আত্মবলিদানে প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর, সিদ্ধার্থ একদিন নগর হইতে প্রমোদ কাননে যাইবার সময়ে পথে জরাজীর্ণ, মৃত ও মুমূর্ষু এবং অনেক ভিক্ষুককে দেখিয়া মানবের ক্লেশপরম্পরা চিন্তা করিয়া অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। তখন ইঁহার মনে পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় নিত্যপদার্থের অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে ইঁহার একটী রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিল। সংসারে আর একটী মায়াবন্ধন বাড়িল ভাবিয়া ইনি ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর বহু কষ্টে পিতার মত গ্রহণ করিয়া (কেহ কেহ বলেন সকলের অজ্ঞাতে) পুত্র জন্মিবার সপ্তম দিবসীয় রজনীতে ইনি গৃহত্যাগ করিলেন।

পূর্ণ যৌবনে ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে শাক্যসিংহ নিত্য পদার্থের অন্বেষণে অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ইনি প্রথমতঃ বৈশালী নগরে অড়ার পণ্ডিতের নিকট কিছুকাল হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেন। তৎপরে রাজগৃহে গমন করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী এক গিরিগুহায় রুদ্রক নামক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং কিছুকাল পরে তথা হইতে উরুবিল্ব গ্রামে গমনপূর্ব্বক তৎসন্নিহিত উপবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পাঁচজন সন্ন্যাসী ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া শিষ্যভাবে ইঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর সিদ্ধার্থ গয়াধামের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া অতি কঠোর তপস্যায় রত হইয়া ছয় বৎসরকাল সেই স্থানে অতিবাহিত করিলেন। ভাগ্যবান্ সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইল। তিনি আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। চিত্তচাঞ্চল্যের সহিত কামনার নির্ব্বাণ হইল। কামনার সহিত অন্তঃপ্রভাবের নির্ব্বাণ হইল, সুখের নির্ব্বাণ হইল, দুঃখের নির্ব্বাণ হইল। সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন; সিদ্ধার্থ যথার্থ সিদ্ধ হইয়া বুদ্ধ (অর্থাৎ জ্ঞানী) হইলেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত হইলেন,—তাঁহার জীবনব্রতের একাংশের উদ্‌যাপন হইল। এক্ষণে তিনি অপরাংশের সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন,—কিরূপে অপরকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধ বোধিদ্রুমের আশ্রয় হইতে বহির্গত হইলেন, এবং বারাণসীর অদূরবর্ত্তী মৃগদাব (বর্ত্তমান সারনাথ) নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব পঞ্চ শিষ্যকে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ক্রমে তাঁহার ষষ্টিসংখ্যক শিষ্য হইল। তাঁহাদিগকে তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ আদেশ করিলেন। বুদ্ধের উপদেশে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, আত্মোৎকর্ষ সাধনই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দয়াবৃত্তির পরিচালনা আবশ্যক। সদ্দৃষ্টি, সৎসংকল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকাহরণ, সচ্চেষ্টা, সৎস্মৃতি, সম্যক্ সমাধি,—এই অষ্টবিধ উপায়ে মানব ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। বুদ্ধের ধর্ম্মে জাতিবিচার তিরোহিত হইল।

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিপালনার্থ বুদ্ধদেব রাজ-

গৃহে উপস্থিত হইলে রাজা বিম্বিসার নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। শত শত লোক রাজার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অতঃপর ইনি পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কপিলবাস্তু নগরে গমন করিলেন। ইঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে দেশে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সহস্র সহস্র লোক নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইল। শুদ্ধোদন দীর্ঘ কাল পরে পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া সুখসাগরে ভাসমান হইলেন। বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ এবং সপ্তম বৎসরের পুত্র রাহুল তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। অতঃপর ধর্ম্মপ্রচারার্থ বুদ্ধদেব দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর পরে পিতার আসন্ন কাল উপস্থিত জানিয়া পুনর্ব্বার কপিলবাস্তুতে গমন করিলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যু হইলে পুরস্ত্রীগণ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে লইয়া স্ত্রী-ভিক্ষু দল গঠিত করিলেন এবং গোপাকে তাঁহাদিগের নেত্রীরূপে নিযুক্ত করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর ধর্ম্মপ্রচারের পর বুদ্ধ অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। অতঃপর পীড়িত হইয়া আপনার চরমকাল আসন্ন জানিয়া শিষ্যবৃন্দকে একত্র করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে যথাবিহিত সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কুশী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। ইনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইঁহার অন্তিমকাল সমাগত হইল। ভক্ত শিষ্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া বুদ্ধদেব নিশীথ রাত্রিতে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষীণস্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'আমার মৃত্যুর পর ধর্ম্ম ও নিয়ম যেন তোমাদের নেতা হয়।" অতঃপর ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমার শেষ কথা এই যে, মানবদেহ ও শক্তি নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর, ইহাই স্মরণ রাখিয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত সতত সচেষ্ট থাকিবে।" এই বলিয়া বুদ্ধদেব তনুত্যাগ করিলেন। কাহারও কাহারও মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে—কাহারও কাহারও মতে ৪৭৮ অব্দে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হয়।

বুদ্ধগয়া—বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গয়া সহরের অদূরস্থ গ্রামবিশেষ। শাক্যসিংহ এই স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা বুদ্ধগয়া বা বোধগয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। গ্রামটি গয়া সহরের ছয় মাইল দক্ষিণে ফল্গু বা নীলাঞ্জন নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। শাক্যসিংহ এইস্থানে আসিয়া নিভৃত চিন্তার অনুকূল একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করেন। এইখানেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, এবং এই সময় হইতেই বৃক্ষটি "বোধিদ্রুম" আখ্যা পাইয়া পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধগণের মহাতীর্থে পরিণত হয়। বৃক্ষের অনতিদূরে "রাজস্থান" নামে যে প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হয়, সেই প্রাসাদে মগধরাজ অশোক ও পরবর্ত্তী রাজগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। বৃক্ষের অপরদিকে মহারাজ অশোক একটি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান মন্দিরের নিম্নে প্রোথিত।

বর্ত্তমান প্রকাণ্ড মন্দিরটি ব্রহ্মদেশের জনৈক রাজা কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরটি ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইলে, ব্রহ্মদেশীয়গণ ইহার সংস্কারে প্রবৃত্ত হয় (১৮৭৮ খৃঃ); কিন্তু ইহারা কৃতকার্য্য না হওয়ায় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বেগ্‌লার সাহেবের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের আংশিক সংস্কার সাধিত হয়। এই মন্দিরের শিল্পকার্য্য সাতিশয় প্রশংসনীয়। মন্দিরের উপরিভাগে যে স্তম্ভটি দৃষ্ট হয় তাহার উপরি-উপরি চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে। সর্ব্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে যে বুদ্ধমূর্ত্তিটি ছিল, ব্রহ্মদেশীয়গণকৃত সংস্কারকালে সেটি ভগ্ন হইয়া যায়, এবং সেই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে আর একটি কুদৃশ্য মৃন্ময় মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। উত্তরকালে এই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে একটি বৃহদাকার প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মূর্ত্তি যে আসনে স্থাপিত, তাহার নিম্নে যে আসনটি ভূপ্রোথিত ছিল তন্মধ্যে অনেক বহুমূল্য রত্ন পাওয়া যায়, সেগুলি কলিকাতার চিত্রশালিকায় (Museum) রক্ষিত আছে। অশোকনির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য সাতিশয় মনোরম। স্তম্ভগুলির উপর খোদিত লিপিপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেগুলি খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। মন্দিরের চত্বরে অসংখ্য সংবর্ণিত পুরাতন সৌধাদির ভগ্নাবশেষ ভূপ্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। একটি তোরণদ্বার ও একটি সিংহাসন উদ্ধৃত হইয়াছে। সিংহাসনস্থিত একটী বুদ্ধমূর্ত্তির অভ্যন্তরে অনেক মূল্যবান্ বস্তু পাওয়া যায়; সেগুলিও কলিকাতার চিত্রশালিকায় রক্ষিত হইয়াছে। আদি বোধিদ্রুমের কয়েকটি জীর্ণ খণ্ড উদ্ধৃত হইয়াছে। অধুনা যে অশ্বত্থ বৃক্ষটি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটি আদি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হইতে উৎপন্ন। ভগ্নস্তূপের উপরি এটি স্থাপিত হওয়ায় মন্দিরচত্বরের সমতল ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৩০ হস্ত। এই বৃক্ষতলে নানাদেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রীরা দলে দলে আগমন করিয়া ভক্তি-উপহার প্রদান করে। পূর্ব্বে যাত্রীদিগের নিকট দর্শনী লওয়া হইত, অধুনা সে প্রথা রহিত হইয়াছে।

বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে পাষাণ বেষ্টনীর অবশেষ দৃষ্ট হয়, ডাক্তার ব্লকের মতে উক্ত বেষ্টনী শুঙ্গ বা কাণ্ব বংশীয় রাজগণের রাজত্ব কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডাক্তার স্পুনার পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খনন কালে একটি মৃন্ময় মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন, উহাতে মহাবোধ মন্দিরের প্রতিকৃতি এবং কতকগুলি খরোষ্ঠী অক্ষর আছে। ইহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন যে, কুষাণরাজবংশের অধিকার কালে ফাহিয়ান নামক চৈনিক পরিব্রাজক উত্তরাপথ ভ্রমণ সময়ে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বুদ্ধগয়ার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, মহারাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং বুদ্ধ গয়ার বোধি-বৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অশোকের বংশধর পূর্ণবর্ম্মার যত্নে উহা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। পাল ও সেনরাজত্ব কালের অনেক ভাস্কর্য্য নিদর্শন বোধগয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গয়াধামে যে সকল হিন্দু পিণ্ডদানার্থে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই স্থান দেখিতে যান। গয়ার পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়া থাকে; তাহারা বলে যে, এস্থান দর্শন করিলে পিণ্ডদান-পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধগয়া মন্দিরের সন্নিকটে হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের একটি সুবৃহৎ মঠ আছে। সেই মঠের মোহান্ত বুদ্ধমন্দিরের তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন।

বুদ্ধি—১। জ্ঞান, বোধ; নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিবিশেষ, বোধশক্তি। বুধ (জ্ঞান করা) +ক্তি ভা। ২। অন্তঃকরণ। বুধ+ক্তি ণ। ৩। মহত্তত্ত্ব বুধ+ক্তি স্ম। সং; স্ত্রী।

বুদ্ধিকৌশল—বুদ্ধিদ্বারা আবিষ্কৃত ফন্দি; বুদ্ধিচাতুর্য্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বুদ্ধিগম্য—বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -গম্যা।

বুদ্ধিচাতুর্য্য—বুদ্ধিকৌশল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বুদ্ধিজীবী (-জীবিন্)—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানসম্পন্ন, বোধশক্তিবিশিষ্ট। বুদ্ধি—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বুদ্ধিজীবিনী।

বুদ্ধিনাশ—বুদ্ধিলোপ, জ্ঞানলোপ। ৬তৎ। সং; পুং।

বুদ্ধিভ্রংশ—বুদ্ধিনাশ, জ্ঞানলোপ। ৬তৎ। সং।

বুদ্ধিভ্রম—বুদ্ধির ভ্রান্তি, বুঝিবার ভুল। ৬তৎ। সং; পুং।

বুদ্ধিমান্ (–মৎ)—জ্ঞানী, বোধশক্তিবিশিষ্ট। বুদ্ধি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী,–মতী।

বুদ্ধিবৃত্তি—মনের যে বৃত্তি দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বুদ্ধিবৃত্তিমূলক—বুদ্ধিবৃত্তিহেতুক, বুদ্ধিশক্তিজাত। বুদ্ধিবৃত্তি হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বুদ্ধীন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ—এই সকল ইন্দ্রিয়। বুদ্ধিসাধক যে ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বুদ্বুদ—জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি; বর্ত্তুলভূষণবিশেষ। বুদ+ক্বিপ্ র্ম=বুদ, তদুত্তরে বুদ+ক র্ম। সং; পুং।

বুধ—পণ্ডিত, বিদ্বজ্জন; গ্রহবিশেষ, তারার গর্ভজাত চন্দ্রপুত্র, ইনি চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ, ইঁহার ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয় [নবগ্রহ দেখ]। বুধ (জানা)+ক ক। সং; পুং।

বুধবার—বুধগ্রহের দিবস, মঙ্গলবারের পরবর্ত্তী বার। ৬তৎ। সং; পুং।

বুধাষ্টমী—চৈত্র, পৌষ, এবং হরিশয়ন ভিন্ন অন্য সময়ে বুধবারযুক্ত শুক্লাষ্টমী। ইহা একটি যোগ-বিশেষ। এই যোগে ব্রহ্মপুত্রে (ঢাকা-লাঙ্গলবন্ধে) বহু সহস্র লোক স্নানার্থ সমবেত হয়; এই মেলা দুই সপ্তাহ কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। উক্ত ব্রহ্মপুত্র স্নানকে শাস্ত্রে লৌহিত্য স্নান বলে। সং; স্ত্রী।

বুধিল—পণ্ডিত, বিজ্ঞ, জ্ঞানী। বুধ্ (জানা)+ইল ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বুধিলা।

বুধ্ন—১। মহাদেব। বুধ (জানা)+নক্ ক। ২। বৃক্ষমূল। বন্ধ (বাঁধা)+নক্ ক। সং; পুং।

বুন, বোন—বহিন, ভগ্নী। দেশজ। সং।

বুনঝী, বোনঝী—ভগ্নীর কন্যা। দেশজ। সং।

বুনপো, বোনপো—ভগ্নীর পুত্র। দেশজ। সং।

বুনা, বোনা—ক্ষেত্রে বীজ প্রক্ষেপ করা; তন্তুসন্তান করা; জালাদি নির্ম্মাণ করা। দেশজ। ক্রি।

বুনাট, বুনট, বুননি—তন্তুবয়ন, বোনাকর্ম্ম; বোনার বেতন। দেশজ। সং।

বুনো, বুনা—বন্য; অসভ্য। দেশজ। বিণ।

বুভুক—বুভুক্ষু, ক্ষুধার্ত্ত। প্রা, ক। বিণ।

বুভুক্ষা—ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা। সনন্ত ভুজ্+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বুভুক্ষিত—ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধিত। বুভুক্ষা+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

বুভুক্ষু—ভোজনেচ্ছু, ক্ষুধার্ত্ত। সনন্ত ভুজ্+উ ক। বিণ; ত্রি।

বুভুৎসা—বুঝিবার ইচ্ছা; জ্ঞানেচ্ছা, জিজ্ঞাসা। সনন্ত বুধ (বুঝিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বুরুজ—গোলাকার ক্ষুদ্র মন্দির; বপ্র, পোস্তা। বৈদেশিক। সং।

বুরুশ—বুড়া আঙ্গুলের বিস্তার পরিমাণ, এক ইঞ্চি। দেশজ। সং। [(brush)। সং।

বুরুষ—লোমাদি-নির্ম্মিত মার্জ্জনী; মার্জ্জন। ইং

বুলা—১। ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ান; (কিছুর) উপর দিয়া চলা, সামান্য স্পর্শ করিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি। ২। ভ্রমণ। সং। ক, প্র।

বুলান—নরম হাতে ঘর্ষণ করা বা রগড়ান, মৃদুহস্তে মার্জ্জন করা; (কিছুর) উপর দিয়া চালিত করা। দেশজ। ক্রি।

বুলি—১। বাক্য, কথা, ভাষা; অর্থগ্রহ ব্যতিরেকে উচ্চারিত শব্দ; অভ্যস্ত বা মুখস্থ শব্দ। দেশজ। ২। ক্ষুদ্র কোন্দনবাটালি। ইং। সং। ৩। বলিয়া। প্রা, ক।

বুষ, বুস—কুঁড়া, তুষ, আগড়া, ভুষি। বুস (পৃথক করা)+ক র্ম। সং; স্ত্রী।

বুহিত—বহিত্র, নৌকা, পণ্যবাহিনী তরণী, বাণিজ্যপোত। প্রা, ক। সং।

বুহিতাল—বুহিতস্বামী, বাণিজ্যপোতাধিকারী, বণিক্, সওদাগর; পোতবাণিজ্য, সওদাগরী। প্রা, ক। সং।

বৃংহণ—১। বর্দ্ধন, পোষণ। বৃন্হ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। বৃদ্ধিকারক, পোষক। বৃন্হ্+অন ক। বিণ; ত্রি।

বৃংহিত—১। হস্তিনাদ। বৃন্হ্ (শব্দ করা)+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী। ২। বর্দ্ধিত; পুষ্ট। বৃন্হ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বৃক—জঠরাগ্নি; তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ; কাক; শৃগাল; ক্ষত্রিয়। বৃক্ (গ্রহণ করা)+ক ক। সং; পুং। স্ত্রী বৃকী।

বৃকদংশ—কুকুর। বৃককে দংশন করে যে, উপ; বৃক–দন্শ+অন্ ক। সং; পুং।

বৃকধূর্ত্ত—ভল্লুক, শৃগাল। ধূর্ত্ত যে বৃক, কর্ম্মধা। সং; পুং।

বৃকোদর—মধ্যম পাণ্ডব, ভীম। বৃক আছে উদরে যাহার, বহু। সং, পুং।

বৃক্ণ—পতিত, ছিন্ন। বৃশ্চ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বৃক্ষ—পাদপ, গাছ। বৃক্ষ্ (বেষ্টন করা)+অন্ ক, অথবা বৃশ্চ্ (ছেদন করা)+সক্ র্ম। সং; পুং। [শব্দ+কণ্। সং; পুং।

বৃক্ষক—ক্ষুদ্র বৃক্ষ; প্রিয় বৃক্ষ; বৃক্ষমাত্র। বৃক্ষ

বৃক্ষচর—বানর। বৃক্ষে চরে যে, উপ; বৃক্ষ শব্দ–চর্+অন্ ক। সং; পুং। [সং; স্ত্রী।

বৃক্ষচ্ছায়—শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের বহুল ছায়া। ৬তৎ।

বৃক্ষনাথ—বটবৃক্ষ। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং; পুং।

বৃক্ষভিৎ—অস্ত্রবিশেষ, কুঠার, বাইস। বৃক্ষ–ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

বৃক্ষবাটিকা—নিকুঞ্জ; উপবন; বাগানবাড়ী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বৃক্ষাদন–বৃক্ষচ্ছেদক, কুঠার, বাইস প্রভৃতি। বৃক্ষ–অদ্+অন ক। সং; পুং।

বৃক্ষান্তরাল—বৃক্ষব্যবধান, গাছের আড়াল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বৃক্ষাম্ল—তেঁতুল। বৃক্ষজাত যে অম্ল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বৃজিন—১। পাপ; ক্লেশ; দোষ। বৃজ্ (ত্যাগ করা)+ইন র্ম। সং; স্ত্রী। ২। কুটিল। বিণ; ত্রি। ৩। কেশ। সং; পুং।

বৃণ্বন্ (বৃণ্বৎ)—বরণশীল; গমনশীল; যাপনশীল। বৃ (বরণ করা)+শতৃ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী বৃণ্বতী।

বৃত—কর্ম্মকরণার্থ নিযুক্ত, যাহাকে বরণ করা হইয়াছে এরূপ; আচ্ছাদিত; প্রার্থিত। বৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৃতা।

বৃতি—১। বেষ্টন, বেড়া। বৃ (ঘেরা)+ক্তি ণ। ২। বরণ; নিয়োগ। বৃ (বরণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বৃত্ত—১। বর্ত্তুল, গোলাকার; উদ্বৃত, জাত; ঘটিত; অতীত; দৃঢ়; মৃত। বৃত্ (থাকা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। ২। নিযুক্ত; অধীত; আচ্ছাদিত; অভ্যস্ত; অপ্রতিহত। বৃত্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৃত্তা। ৩। অক্ষরসংখ্যাত ছন্দঃ; অনুষ্ঠান; চেষ্টিত; চরিত্র। বৃত্+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

বৃত্তপুষ্প—কদম্ব; শিরীষ; বানীর। বৃত্ত (গোলাকার) পুষ্প যাহার, বহু। সং; পুং।

বৃত্তস্থ—চরিত্রবান্, সচ্চরিত্র। বৃত্ত (চরিত্র)–স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বৃত্তান্ত—বার্ত্তা; অবসর; প্রস্তাব; বিবরণ; কাৎস্ন্য; প্রকার। বৃত্ত (জাত) হয় অন্ত যদ্দ্বারা, বহু। সং; পুং।

বৃত্তি—১। স্থিতি; ব্যাপার; প্রবৃত্তি; জীবন; ভোজন; ব্যবহার; মনোবৃত্তি; স্বভাব; ব্যাখ্যান; বর্ণরচনা; আকারান্তর প্রাপ্তি; নাটকের ক্রিয়াবিশেষ। বৃত্ (থাকা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। ২। ব্যবসায়; জীবিকা। বৃত্+ক্তি ণ। ৩। অক্ষরসংখ্যাত ছন্দঃ। বৃত্+ক্তি র্ম। সং; স্ত্রী।

বৃত্র—১। শত্রু; মেঘ; অন্ধকার; শব্দ; পর্ব্বতবিশেষ। বৃত্ (থাকা, ইত্যাদি)+রক্ ক। সং; পুং।

২। জনৈক অসুর। শিবের বরে সমরে অজেয়ত্ব লাভ করিয়া এই অসুর স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে এবং সুরগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সুরলোকে অসুররাজ্য

প্রতিষ্ঠিত করে। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে তিনি উপদেশ দেন যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিলে অসুর সেই অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে। অতঃপর দেবরাজ দধীচির নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে পরহিতার্থে আত্মজীবন দান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলে সুরপতি তদ্দ্বারা বৃত্রের প্রাণসংহার করিলেন। সং ; পু।

বৃত্রদ্বিট্ (–দ্বিষ্)—দেবরাজ, ইন্দ্র। বৃত্র–দ্বিষ্ +ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বৃত্রহা (–হন্)—বৃত্রঘ্ন, ইন্দ্র। বৃত্র–হন্ (বধ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

বৃত্রারি—ইন্দ্র। বৃত্রের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু। • [র্থ। ব্য।

বৃথা—নিষ্ফল ; অর্থহীন, নিরর্থক। বৃ+থাচ্

বৃদ্ধ—বৃদ্ধিযুক্ত ; প্রাচীন, বুড়া ; জ্যেষ্ঠ ; গোত্র ; পণ্ডিত। বৃধ্ (বাড়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বৃদ্ধা। [সং ; ক্লী।

বৃদ্ধত্ব—প্রাচীনত্ব ; বার্দ্ধক্য। বৃদ্ধ+ত্ব ভাবে।

বৃদ্ধপ্রপিতামহ—প্রপিতামহের পিতা, পিতার প্রপিতামহ। কর্ম্মধা। সং ; পু। স্ত্রী, –মহী।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ—প্রমাতামহের পিতা। কর্ম্মধা। সং; পু। স্ত্রী, –মহী।

বৃদ্ধশ্রবাঃ (–শ্রবস্)—বাসব, ইন্দ্র। বৃদ্ধ শ্রবঃ (প্রসিদ্ধি) যাহার, বহু। সং ; পু।

বৃদ্ধি—বাড়া ; অভ্যুদয়, উন্নতি ; বিস্তার ; সম্পত্তি ; আধিক্য ; সুদ ; যোগবিশেষ ; ব্যাকরণে—স্থলবিশেষে অ আ স্থানে আ, ই ঈ এ ঐ স্থানে ঐ, উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ, ঋ ৠ স্থানে আর্, এবং ঌ ৡ স্থানে আল্ হওয়াকে বৃদ্ধি বলে। বৃধ্+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

বৃদ্ধিজীবী (–জীবিন্)—কুসীদ-ব্যবসায়ী, সুদখোর। বৃদ্ধি দ্বারা জীবন ধারণ করে যে, উপ ; বৃদ্ধি (সুদ)–জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বৃদ্ধিজীবিনী।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ [নান্দীমুখ দেখ]। বৃদ্ধির নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

বৃদ্ধোক্ষ—জরদ্গব, বুড় ষাঁড়। বৃদ্ধ যে উক্ষা (ষাঁড়), কর্ম্মধা। সং ; পু।

বৃদ্ধ্যাজীব—বার্দ্ধুষিক, কুসীদজীবী। বৃদ্ধি (সুদ) আজীব (জীবিকা) যাহার,বহু। বিণ ; ত্রি।

বৃন্ত—ফলপুষ্পাদির বোঁটা ; চুচুক, স্তনের বোঁটা ; ঘটী-ধারা। বৃ (আবরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। সং ; ক্লী বা পু।

বৃন্তচ্যুত—বৃন্ত হইতে স্খলিত, বোঁটা হইতে পতিত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

বৃন্তাক—বার্ত্তাকু, বেগুন। বৃন্ত শব্দ–অক্+অ। সং ; পু। স্ত্রী বৃন্তাকী।

বৃন্দ—১। সমূহ। বৃণ্ (প্রীত করা)+দ ক। সং ; ক্লী। ২। সংখ্যাবিশেষ, দশ অর্ব্বুদ। সং ; ক্লী বা পু।

বৃন্দা—রাধা, রাধিকা ; রাধার অন্যতমা সখী ; তুলসী। বৃণ্ (প্রীত করা)+দ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

২। অসুররাজ জলন্ধরের ভার্য্যা, কালনেমির কন্যা। ইনি সাতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। জলন্ধর বাসবপ্রমুখ দেবগণকে পরাস্ত করিয়া সুর-রাজ্য অধিকার করিলে সুরগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। স্বয়ং শিব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে বৃন্দা পতির মঙ্গল-কামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। তাহাতে শিবও অসুরের প্রাণনাশ করিতে পারিলেন না। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হন। তিনি জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দার সমীপবর্ত্তী হইলে সতীর তপোভঙ্গ হইল। অনন্তর জলন্ধরও বিনষ্ট হইল। অতঃপর বৃন্দা সমস্ত জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু ইঁহাকে পতির অনুগমন করিতে পরামর্শ দিয়া বলিলেন, "তোমার চিতাভস্মে তুলসী, অশ্বত্থ প্রভৃতি পবিত্র পাদপ উৎপন্ন হইয়া সেগুলি মানবের পূজনীয় হইবে।" সং ; স্ত্রী।

বৃন্দার—প্রীতিকর ; মনোহর ; প্রসিদ্ধ,যশস্বী। বৃন্দা শব্দ+আর। বিণ ; ত্রি।

বৃন্দারক—১। দলপতি ; দেবতা। বৃন্দ (সমূহ) +আর+কণ্। সং ; পু। ২। সুন্দর ; শ্রেষ্ঠ। বিণ ; ত্রি।

বৃন্দারকবৃন্দ—দেবতাসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বৃন্দাবন—মথুরা-সমীপস্থ বনবিশেষ, * পরে ইহা একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়। বৃন্দার (রাধার) বন (ক্রীড়া-কানন), ৬তৎ। সং।

ইহা যুক্ত প্রদেশান্তর্গত মথুরা জেলায় একটি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ। এমন শান্তরসাস্পদ তীর্থ ভারতের আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্থানটি অতি প্রাচীন, এবং কৃষ্ণলীলার সজীব মূর্ত্তি বলিয়া অনুভূত হয়। পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থান করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ মথুরার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। একদা তাঁহার জননী রোচনা দেবী তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি গঠন করাইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। মূর্ত্তি প্রস্তুত হইলে, জননী বলেন, মুখ ব্যতীত এই মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হয় নাই। দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহাতে কেবল বক্ষঃস্থল ভিন্ন শ্রীঅঙ্গের অপর কোন অঙ্গের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইল না। তৃতীয় মূর্ত্তি প্রস্তুত হইল, কিন্তু চরণদ্বয় ব্যতীত তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হইল না। বজ্রনাভ চতুর্থ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতে উদ্যুক্ত হইলে জননী বলিলেন, "তাহার আর আবশ্যকতা নাই, এই তিনটি মূর্ত্তিরই তুমি প্রতিষ্ঠা কর।" জননীর আদেশে বজ্রনাভ এই তিন মূর্ত্তির যথাক্রমে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনগোপাল এই তিনটি নাম প্রদান করিয়া ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত করিলেন, এবং অপর অপর স্থানে কৃষ্ণলীলার স্মরণ চিহ্ন-স্বরূপে প্রকৃত স্থানে গ্রাম, কুণ্ড বা কূপ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কৃষ্ণের শূরসেন বংশীয় দায়াদগণ ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কালে এই ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, এবং ব্রজমণ্ডলে সৌর, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপিত হয়। ইহার ফলে বৃন্দাবনের তীর্থমাহাত্ম্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে গজনীর মামুদ মথুরা ও মহাবন আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়া তীর্থের গৌরব একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলেন। বৃন্দাবন প্রকৃতই বনে পরিণত হইয়া যায়। দাসরাজ কুতবুদ্দিনের সময়ে মথুরামণ্ডল দিল্লী-রাজ্যভুক্ত হয়। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে বৃন্দাবনের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়। এই সময়ে চৈতন্যদেবের আদেশে সনাতন, রূপ, প্রভৃতি গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন, এবং তীর্থগৌরবের পুনরুদ্ধার কল্পে যত্নবান্ হন।

কথিত আছে, ইঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য বৃন্দাবনে আগমন করেন, এবং প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপের নিম্নদেশ খনন করিয়া মদনগোপাল মূর্ত্তির উদ্ধার করেন। তিনি এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশ শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, মথুরানিবাসী জনৈক চতুর্ব্বেদী (চোবে) মূর্ত্তিটি স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া প্রস্কন্দন তীর্থ (সূর্য্য ঘাট) সন্নিকটে "দ্বাদশাদিত্য টিলা" উপরি প্রতিদিন এক একটি বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিতে থাকেন। এদিকে মথুরায় মদনগোপাল দেব বালকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রীড়াসহচর বালকগণকে মধ্যে মধ্যে প্রহার করিতেন। সনাতন একদা ভিক্ষার্থে সমাগত হইলে অত্যাচারিত বালকবর্গের অভিভাবকগণের সহিত চৌবেপত্নী বালকটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। সনাতন স্বীকৃত হন ; কিন্তু সেদিন বালককে সঙ্গে করিয়া না লইয়া প্রত্যাগমন করেন। তিনি আসিয়া দেখেন যে,বৃক্ষতলে একটি দিব্যমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। সনাতন একটি পর্ণকুটীর

বাঁধিয়া সেখানে সেই মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইনিই মদনগোপাল। কিছুদিন পরে, রামদাস (মতান্তরে কৃষ্ণদাস) নামক জনৈক মুলতানবাসী বণিক্ বাণিজ্যভার লইয়া মথুরায় আসিতেছিলেন। যমুনার একস্থানে তাঁহার নৌকা আবদ্ধ হওয়ায়, বণিক্ তীরে উঠিয়া সনাতনের শরণ গ্রহণ করেন। সনাতন মদনগোপাল মূর্ত্তি দেখাইয়া দেন। বণিক্ কাতরভাবে স্বীয় বিপদ্ বিগ্রহকে অবগত করাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দেয় যে নৌকার উদ্ধার হইয়াছে। ভক্ত বণিক্ সেইবারের বাণিজ্যের সমুদয় লভ্য অর্থ দিয়া মদনগোপালের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং সেবার্থে জমিদারী দান করেন। চৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময়েও এই মূর্ত্তিটি মদনগোপাল নামে অভিহিত হইতেন, পরে "মদনমোহন" নামে পরিচিত হন।

ইহার কিছুদিন পরে গ্রামবাসীরা শ্রীরূপ গোস্বামীকে একদিন বলে যে, তাহাদের গরুগুলির মধ্যে প্রত্যহ কোন না কোন একটি গরু নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ায় এবং সেই স্থানটি তাহার স্তন-নিঃসৃত দুগ্ধে ভিজিয়া যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী সেই স্থানটি খনন করিয়া গোবিন্দ মূর্ত্তির উদ্ধার করেন। বঙ্গবিজয় যাত্রাকালে মহারাজ মানসিংহ বৃন্দাবন দর্শনে আগমন করেন এবং প্রত্যাগমনকালে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। এই প্রতিশ্রুতি খৃষ্টীয় ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রক্ষিত হয়। মহারাজ-প্রদত্ত মন্দিরটির শিল্পকার্য্য সাতিশয় প্রশংসনীয়।

গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি আবিষ্কার হইবার কিছুদিন পরে শ্রীমধুপণ্ডিত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বংশীবটমূল খনন করিয়া গোপীনাথ মূর্ত্তির উদ্ধার করেন। কছুয়া-ঠাকুর বংশীয় রায়সিংহ গোপীনাথের সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

তিনটি বাঙ্গালী বৃন্দাবন-গৌরবের পুনঃস্থাপয়িতা, ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প গরিমার কথা নহে। বৃন্দাবনে আরও অনেক দেবমূর্ত্তি ও কুণ্ড, এই সময়ে বা ইহার অব্যবহিত পরে বৈষ্ণব গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর পাণ্ডিত্যে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট্ আকবর ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন (১৫৭৩ খৃঃ-অঃ)। কথিত আছে যে, চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া তাঁহাকে নিধুবনে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার প্রপৌত্র আওরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে বৃন্দাবনের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। সেই সময়ে অনেকগুলি মন্দির ভগ্ন করা হয়। গোবিন্দদেবের মন্দির পঞ্চচূড় ছিল। সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় যে আলোক জ্বলিত, তাহা দিল্লী হইতে দেখা যাইত। আওরঙ্গজেব সেই চূড়া ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হইল, এবং আওরঙ্গজেব সেই মস্‌জিদে আসিয়া নমাজ করিয়া গেলেন। ইতঃপূর্ব্বে গোবিন্দজী, মদনমোহন ও গোপীনাথ মূর্ত্তিত্রয় জয়পুরে প্রেরিত হয়, এবং সেখানে জয়পুরাধিপতি কর্ত্তৃক সেবিত হইতে থাকে। পরে তিনি মদনমোহন মূর্ত্তিটী স্বীয় শ্যালক কেরৌলীরাজ গোপাল সিংহকে প্রদান করেন। গোপাল সিংহ, আনুমানিক ১৭৪০ খৃঃ বিগ্রহের জন্য একটি সুন্দর মন্দির স্বীয় রাজধানীতে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মুসলমানগণের উৎপীড়ন প্রশমিত হইবার পরে, সেবায়েতগণ জয়পুররাজের নিকট মূর্ত্তিত্রয় আনিতে যান। রাজা কিন্তু আদি মূর্ত্তি না দিয়া তদনুরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সেবায়েতগণকে দান করেন। সেই অনুকৃত মূর্ত্তিগুলিই অধুনা বৃন্দাবনে বিরাজমান। কেহ কেহ বলেন যে, আদি মূর্ত্তিগুলি আদৌ জয়পুরে প্রেরিত হয় নাই, বৃন্দাবনে লুক্কায়িত ছিল। এ মত অপরে সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন যে, তাহা হইলে জয়পুরস্থিত গোবিন্দজী ও গোপীনাথ মূর্ত্তি এবং কেরৌলীস্থিত মদনমোহন মূর্ত্তির সেবকগণ, বৃন্দাবনস্থ মূর্ত্তিত্রয়ের সেবকগণের ন্যায়, গৌড়ীয় গোস্বামী-বংশীয় হইবে কেন? পুরাতন মন্দিরত্রয় ব্যবহারোপযোগী নয় দেখিয়া, বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত বহড়ু গ্রামের জমিদার দেওয়ান নন্দকুমার বসু ১৮২১ খৃঃ বহুব্যয়ে তিনটি মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। সেই মন্দির ত্রয়েই মূর্ত্তিত্রয় অধুনা অবস্থিত। পরবর্ত্তী সময়ে অপরাপর যে বিগ্রহগুলির জন্য মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী মন্দির বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) শেঠের মন্দির। এই মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও সুদৃশ্য। শেঠ লছমী চাঁদ জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রামানুজ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে রঙ্গজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের স্থপতিকার্য্য কতকটা দাক্ষিণাত্য শিল্পানুযায়ী। মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ স্বর্ণমণ্ডিত একটা গরুড়স্তম্ভ আছে। লোকে এটিকে সোণার তালগাছ বলিয়া থাকে।

(২) সাহাজীর মন্দির। লক্ষ্ণৌ নিবাসী বিহারীলাল সাহ কুন্দনলাল সাহ কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে রাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

(৩) ব্রহ্মচারীর মন্দির। গোয়ালিয়রের মহারাজ জিয়াজীরাও সিন্ধিয়া গিরিধারী দাস ব্রহ্মচারীর আদেশে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তদধিষ্ঠিত মূর্ত্তিত্রয় (রাধাগোপাল, হংসগোপাল ও নৃত্যগোপাল) সহিত উক্ত ব্রহ্মচারীকে দান করেন।

(৪) লালাবাবুর মন্দির—কলিকাতা পাইকপাড়ার স্বনামখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ কৃষ্ণচন্দ্রমা নামধেয় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ১৮১০ খৃঃ এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। বৃন্দাবন অঞ্চলে তিনি "লালাবাবু" নামে প্রসিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত অনেক মন্দির ভক্ত বৈষ্ণব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দেওয়ান নন্দকুমার বসু প্রতিষ্ঠিত হারাবাড়ী নামক কুঞ্জে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ বিরাজিত। সংসারত্যাগী তড়াশের জমিদার রায় বনমালী রায়বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত রাধাবিনোদের মন্দির, এবং জয়পুরাধিপতি নির্ম্মিত নবমন্দির বৃন্দাবনের সৌধশোভা সম্পাদনে অল্প সহায়তা করে নাই।

বৃন্দাবনে দর্শনীয় স্থানের সংখ্যা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিধুবন, কেশীঘাট, ব্রহ্মকুণ্ড, গোপীশ্বর মহাদেব, চৌষট্টি মহান্তের সমাজ, সাজাহানপুরের লালা ব্রজকিশোর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধাবিনোদের মন্দির, তানসেন-গুরু হরিদাস স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বাঁকে বিহারীর মন্দির প্রভৃতি যাত্রী মাত্রেরই অবশ্য দ্রষ্টব্য। বৃন্দাবনের পরিধি পাঁচ ক্রোশ। দ্বাদশবাট ইহারই অন্তর্গত। ব্রজচৌরাশী ক্রোশের পরিক্রমাকে "বন" করা বলে। এই পরিক্রমা ভাদ্র কৃষ্ণা দশমীতে আরম্ভ হইয়া ভাদ্র শুক্লা দশমীতে সমাপ্ত হয়। ব্রজের দ্বাদশ বনের নাম, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, বৃন্দাবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডিরবন, বেলবন, লোহবন ও মহাবন। গোকুল, গোবর্দ্ধন, নন্দগ্রাম, বর্ষাণ প্রভৃতি স্থানগুলি ২৪ উপবনের অন্তর্গত। সমগ্র পরিধির মধ্যে ১১টি দেবীমূর্ত্তি ও ৯টি মহাদেবমূর্ত্তি বিদ্যমান। ঝুলনযাত্রাই বৃন্দাবনের সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব। তাহার নিম্নে অন্নকূট যাত্রা। শেষোক্ত পর্ব্ব দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিনে সম্পন্ন হয়। কলিকাতা নিবাসী রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যখন বৃন্দাবনবাস

করেন, সেই সময়ে তিনি ইংরাজ সরকারকে আবেদন করিয়া এই আদেশ প্রচারিত করাইয়াছিলেন যে, ইংরাজেরা বৃন্দাবন মধ্যে শিকারার্থে পশু বা পক্ষী বধ করিতে পারিবে না। কৃষ্ণের "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি,"—এই উক্তির সারবত্তা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণবগণ এই স্থানকে আপনাদের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ ও বাঞ্ছনীয় বাসস্থান বলিয়া পরিগণনা করেন।

বৃন্দাবনদাস—সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য ভাগবতপ্রণেতা। ইনি পুণ্যভূমি নবদ্বীপধামে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে (১৪২৯ শক) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ২৮ বৎসর বয়সে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি তিন খণ্ডে চৈতন্য ভাগবত প্রণয়ন করেন। ইহার প্রথম খণ্ডে আদিলীলা (বাল্যলীলা হইতে গয়াধামে গমন পর্য্যন্ত), দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যলীলা (চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ ও ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনাদি) এবং তৃতীয় খণ্ডে অন্ত্যলীলা (মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশা) বর্ণিত হইয়াছে। শেষ খণ্ড সংক্ষেপে লিখিত হওয়ায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তৃতির জন্য 'চৈতন্য চরিতামৃত' প্রণয়ন করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের দুই বৎসর পরে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে সাধু বৃন্দাবন দাস পরলোক গমন করেন।

বৃন্দাবনেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

বৃন্দাবনেশ্বরী—শ্রীমতী রাধা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বৃন্দিষ্ঠ—অতিশ্রেষ্ঠ; অতিসুন্দর। বৃন্দারক শব্দ + ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

বৃশ্চিক—বিছা, বিচ্ছু; শুঁয়াপোকা; গুবরে পোকা; অগ্রহায়ণ মাস; অষ্টম রাশি। বৃশ্চ্ (ছেদন করা) + কিকন্ ক। সং; পু।

বৃশ্চিকদংশন—বিছার কামড়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বৃশ্চিকালী—বিছুটী গাছ। বৃশ্চিকের আলী (শ্রেণী) যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

বৃষ—১। ষণ্ড, ষাঁড়; ইন্দ্র; কর্ণরাজ; ধর্ম্ম, দ্বিতীয় রাশি; পুরুষবিশেষ, শুক্রল পুরুষ; ময়ূরপিচ্ছ; বলবান্ পুরুষ; শ্রীকৃষ্ণ; কন্দর্প; মূষিক; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বৃষ (প্রজনন করা, ইত্যাদি) + ক ক। ২। শুক্র; জল। বৃষ + ক র্ম্ম। সং; পু।

বৃষকেতু—অঙ্গরাজ কর্ণের (দাতাকর্ণের) পুত্র। কথিত আছে যে, কর্ণের দাতৃত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদা শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বৃষকেতুর মাংস দ্বারা একাদশীর পারণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। কর্ণ অকুণ্ঠিতচিত্তে বিপ্রের বাসনানুরূপ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া বৃষকেতুর পুনর্জীবন দান করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণ নিহত হইলে যুদ্ধান্তে বৃষকেতু পাণ্ডবগণের আশ্রয়ার্থী হইয়া ভ্রাতৃতনয় জ্ঞানে পরম সমাদরে গৃহীত হন। ইনি নিজেও একজন বীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। [অন ক। সং; পু।

বৃষণ—মুষ্ক, অণ্ডকোষ। বৃষ (বর্ষণ করা) +

বৃষদংশক—মার্জ্জার, বিড়াল। বৃষের (মূষিকের) দংশক, ৬তৎ। সং; পু।

বৃষধ্বজ—শিব; গণেশ; ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। বৃষ (ষণ্ড, মূষিক, ধর্ম্ম) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

বৃষপর্ব্বা (–পর্ব্বন্)—শিব; দৈত্যবিশেষ। বৃষ হইয়াছে পর্ব্ব যাহার, বহু। সং; পু।

বৃষভ—বৃষ, ষণ্ড; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বৃষ্ + অভক্ ক। সং; পু।

বৃষভধ্বজ—শিব। বহু। সং; পু।

বৃষভানু—শ্রীরাধিকার পিতা। সং; পু।

বৃষল—১। শূদ্র; রাজা চন্দ্রগুপ্ত; অশ্ব; গাজর। বৃষ (বর্ষণ করা ইত্যাদি) + কল ক। সং; পু। ২। অধার্ম্মিক, পাপী। বৃষ শব্দ—লা (গ্রহণ করা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

বৃষলী—শূদ্রা; অনূঢ়া ঋতুমতী কন্যা। বৃষল শব্দ + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৃষলীপতি—শূদ্রাপতি; রজস্বলা কন্যা বিবাহকারী। ৬তৎ। সং; পু।

বৃষলোচন—মূষিক, ইঁদুর। বৃষের ন্যায় লোচন (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। সং; পু।

বৃষবাহন—শিব, মহাদেব। বৃষ হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। সং; পু।

বৃষবিবাহ—বৃষোৎসর্গ। বৃষের বিবাহ হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

বৃষস্কন্ধ—১। উন্নতাংস, পীবর স্কন্ধবিশিষ্ট। বৃষের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বৃষের কাঁধ। ৬তৎ। সং; পু।

বৃষস্যন্তী—বৃষাধিনী গবী; অতি কামুকী নারী। বৃষ শব্দ + ক্য ইচ্ছার্থে = বৃষস্য (নামধাতু), তদুত্তরে শতৃ + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৃষা (বৃষন্)—বৃষ, ষণ্ড; কর্ণ; ইন্দ্র; অশ্ব; দুঃখ। বৃষ্ + কনিপ্ ক। সং; পু।

বৃষাকপায়ী—কমলা, লক্ষ্মী; গৌরী, পার্ব্বতী; স্বাহা; শচী। বৃষাকপি শব্দ + ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

বৃষাকপি—শিব; বিষ্ণু; অগ্নি; ইন্দ্র। বৃষ (ধর্ম্ম)—নঞ্ (অ)—কম্প্ (কাঁপা) + কি ক। সং; পু।

বৃষাঙ্ক—শিব; ধার্ম্মিক ব্যক্তি। বৃষ হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

বৃষি, বৃষী—ব্রতীদিগের উপবেশনার্থ এক প্রকার কুশাসন। অথবা শব্দ—সদ্ (অবসন্ন হওয়া) + ড অধি, অথবা বৃষ্ + ই ম্ম, পক্ষে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৃষী (বৃষিন্)—ময়ূর। বৃষ (ময়ূরপিচ্ছ) + ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বৃষী—বৃষি দেখ। সং; স্ত্রী।

বৃষোৎসর্গ—বৃষের ত্যাগরূপ শ্রাদ্ধবিশেষ। বৃষের উৎসর্গ হয় যাহাতে, বহু। সং; পু। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ করিলে মৃত ব্যক্তি প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হয়। ইহা আদ্যশ্রাদ্ধদিবসে, মৃত তিথির ত্রিপক্ষে, ষষ্ঠ মাসে, বা সংবৎসরে করা যায়। পতিপুত্রবতী নারীর উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ করিতে নাই, চন্দন ধেনু করিতে হয়।

বৃষ্ট—১। বর্ষণকারী। বৃষ (বর্ষণ করা) + ক্ত ক। ২। সিক্ত। বৃষ্ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বৃষ্টি—১। বর্ষণ, মেঘ হইতে জলের পতন। বৃষ্ (বৃষ্টি পড়া) + ক্তি ভা। ২। বৃষ্ট জল, মেঘ হইতে পতিত জল। বৃষ্ + ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী। মেঘারম্ভ হইলে, উহার সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলের ঘনীভূত বাষ্পরাশি যৎকালে উহার সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ উহার আয়তন ও ভার বর্দ্ধিত করে, তখনই বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা। অতি সূক্ষ্ম যে জলকণা-সমষ্টির যোগে মেঘ উৎপন্ন হয়, সেগুলি পতনকালে পরস্পরের সংযোগে উত্তরোত্তর বৃহদায়তন ও ভারী হইয়া বারিবিন্দুর আকারে ভূতলে পতিত হয়। পৃথিবীর সকল অংশে সমপরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না। যে সকল স্থানে একই মেঘবায়ু প্রবাহিত হয়, তন্মধ্যে যে স্থান সাগরতল অপেক্ষা যত উন্নত, তথায় তত অধিক, এবং যে সকল স্থান সমুদ্র হইতে যত অধিক দূরবর্ত্তী, তথায় তত অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। [৬তৎ। সং; পু।

বৃষ্টিপাত—বৃষ্টিপতন, মেঘ হইতে জল পড়া।

বৃষ্টিবিন্দু—মেঘ হইতে পতিত জলের ফোঁটা। ৬তৎ। সং; পু।

বৃষ্টিস্নাত—বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত, মেঘপতিত জলে আর্দ্র। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বৃষ্ণি—যাদববংশবিশেষ, যদুবংশ; শ্রীকৃষ্ণ; জ্যোতিঃ; অগ্নি; ইন্দ্র; মেষ; গো। বৃষ্ (বর্ষণ করা ইত্যাদি) + নি ক। সং; পু।

বৃষ্য—বীর্য্যকর; বীর্য্যজনক। বৃষ শব্দ + ক্য অথবা বৃষ্ + কাপ্ ম্ম। বিণ; ত্রি।

বৃহচ্ছল্ক—চিংড়ীমাছ। বৃহৎ (বড়) শল্ক যাহার, বহু। সং; পু।

বৃহৎ—১। বিপুল, বিশাল, মহৎ, বড়। বৃহ্ (বাড়া) + অৎ ক। বিণ; ত্রি। পু বৃহন্; স্ত্রী বৃহতী। ২। বাক্য। সং; ক্লী।

বৃহতিকা—বৃহতী; বাক্য; উত্তরীয় বস্ত্র। বৃহতী + কণ্ + আপ্। সং; স্ত্রী।

বৃহতী—১। বিপুলা, মহতী। বৃহৎ দেখ। বৃহৎ

+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বাক্য ; বিশ্বাবসুর বীণা ; উত্তরীয় বস্ত্র ; ছন্দোবিশেষ ; ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী,ছোট গুলগুলে বেগুন। সং ; স্ত্রী।

বৃহতীপতি—বাচস্পতি, বৃহস্পতি। বৃহতীর (বাক্যের) পতি, ৬তৎ। সং ; পু।

বৃহদ্বল—সূর্য্যবংশীয় অনেক নরপতি। ভারত-যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং ত্রয়োদশ দিবসের সমরে অভিমন্যুর হস্তে নিপাতিত হন। বৃহৎ বল যাহার, বহু। সং ; পু।

বৃহদ্ভানু—সূর্য্য ; অগ্নি। বৃহৎ হইয়াছে ভানু (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

বৃহন্নলা—ক্লীবরূপী অর্জ্জুন, অজ্ঞাতবাসের বৎসর অর্জ্জুন ক্লীবরূপে এই নাম ধারণ করিয়া বিরাট-রাজ-তনয়া উত্তরার নৃত্যগীতাদির শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সং ; স্ত্রী।

বৃহস্পতি—দেবগুরু ; গ্রহবিশেষ [নবগ্রহ দেখ]। বৃহতের (বাক্যের) পতি, ৬তৎ, নিপাতন। সং ; পু।

বৃহস্পতি অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। ইঁহার পত্নীর নাম তারা। চন্দ্র তারাকে হরণ করিলে ইনি অন্যান্য দেবগণের সহায়তায় চন্দ্রের বিরুদ্ধে সমরের আয়োজন করেন। এদিকে চন্দ্রও দৈত্যগণের সহায়তায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময়ে ব্রহ্মা চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে আনিয়া ইঁহাকে অর্পণ করিলেন,—যুদ্ধ স্থগিত হইল। ইনি তারাকে নিষ্কলঙ্কা জানিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন। কচ ও ভরদ্বাজ ইঁহার পুত্র। ইনি দেবতাদিগের গুরু ও মন্ত্রী। ইঁহার মন্ত্রণায় দেবগণ অনেক সময় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পান। ইঁহার পরামর্শবলে শচীদেবী একদা নহুষ রাজার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার—বৃহস্পতিগ্রহের দিবস; বুধবারের পরবর্ত্তী বার, গুরুবার, লক্ষ্মীবার। ৬তৎ। সং ; পু।

বে—বিয়ে, বিবাহ। প্রাদেশিক। সং।

বে-অকুফ, বেকুব—আহাম্মক, নির্ব্বোধ। বৈদেশিক।

বে-আক্কেল—নির্ব্বোধ, আহাম্মক। বৈদেশিক।

বে-আইনী—আইনবিরুদ্ধ, অন্যায্য। দেশজ। বিণ।

বে-আড়া, বেয়াড়া—বে-পরিমাণ, বে-মানান, বেঢপ, বিশ্রী ; চরিত্রহীন, বদ, অবাধ্য, অবশ ; বেপরোয়া। দেশজ। বিণ।

বে-আদব—অশিষ্ট, অভদ্র, অসভ্য। বৈদেশিক। বিণ। বি বে-আদবী।

বে-আন্দাজ—আন্দাজহীন, অনুমানের বিপরীত; অনুমানাধিক, বেপরিমাণ ; অপরিমিত, অতিরিক্ত। দেশজ। বিণ।

বে-আরাম—রোগ, পীড়া; অসুখ। বৈদেশিক।

বে-আবরু—অসম্ভ্রম ; লজ্জাশীলতার হানি। বৈদেশিক।

বেইজ্জৎ—অপমান বা অপমানিত, লাঞ্ছনা বা লাঞ্ছিত। বৈদেশিক। [বিণ।

বে-ইক্তিয়ার,বে-এক্তার—অনায়ত্ত। বৈদেশিক।

বেইমান—ধর্ম্মহীন, অধার্ম্মিক ; বিশ্বাসঘাতক ; নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ। বৈদেশিক। বিণ।

বেইমানি, —নী—অধার্ম্মিকতা ; বিশ্বাসঘাতকতা ; নিমকহারামী, অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা। বৈদেশিক। সং।

বে-ওজর—বিনা আপত্তি, অবাধ। বৈদেশিক।

বেওয়া—অবীরা, পতিপুত্রহীনা নারী। বৈদে।

বে-ওয়ারীশ—অধিকারিহীন, মালিকশূন্য। বৈদেশিক। বিণ। [সং।

বেওরা—ইতিবৃত্ত, বৃত্তান্ত, বিবরণ। দেশজ।

বেঁক—বাঁক, বক্রতা, মোচড়, মোড়। দেশজ। সং।

বেঁকা—বাঁকা, বক্র, বঙ্কিম। দেশজ। বিণ।

বেঁকান—বাঁকান, বক্র করা, নোয়ান। দেশজ। ক্রি।

বেঁকি—বাঁকমল। প্রাদেশিক। সং।

বেঁজি, বেঁজী—নেউল, নকুল। দেশজ। সং।

বেঁটিয়া, বেঁটে—খর্ব্বাকার, বামন। দেশজ।

বেঁড়িয়া, বেঁড়ে—লাঙ্গুলহীন। দেশজ।

বেকত—ব্যক্ত, প্রকট ; প্রকাশিত ; পরিস্ফুট, স্পষ্ট ; অনাচ্ছাদিত ; উন্মুক্ত ; স্পষ্টস্বরে, স্পষ্টবাক্যে। প্রা, ক।

বেকসুর—নির্দ্দোষ। বৈদেশিক। বিণ।

বেকায়দা—অনায়ত্ত, আয়ত্তির বাহির্ভূত। বৈদেশিক। বিণ।

বেকার—কর্ম্মহীন, নিষ্কর্ম্মা ; উপজীব্যহীন। দেশজ। বিণ।

বেকার (স্যার এডওয়ার্ড নরম্যান্ বেকার)—জন্ম ১৮৫৭ খৃঃ। ইনি ক্লিফ্‌টন ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খৃঃ ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা পাশ করিয়া ভারতে আগমন করেন। প্রথমতঃ নিম্নতম পদে নিযুক্ত হইয়া ও ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিয়া ১৮৯৯ খৃঃ ইনি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও মিউনিসিপাল্ বিভাগের সেক্রেটারী হন, এবং গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে C. S. I. উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৩ খৃঃ ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে K. C. S. I. উপাধি লাভ করিয়া ইনি অর্দ্ধ বঙ্গের ছোটলাটের মসনদে আরূঢ় হন। ১৯১১ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে ইঁহাকে এই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। ইঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশের নয় জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হন। ইঁহার সময়ে খুলনার রাজনৈতিক মোকদ্দমা, কলিকাতা বড়বাজারে গোবধ লইয়া মুসলমান ও মাড়বারীর মধ্যে বিষম বিপ্লব, হাতুয়ারাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিলে ইঁহার সহিত তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের মতান্তর হয়। অতঃপর পুত্রের পীড়া ও নিজের অস্বাস্থ্যের জন্য ইনি বিদায় লইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। ইঁহারই আমলে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে বাঙ্গালী আণ্ডার সেক্রেটারীর পদ প্রভৃতি প্রথম লাভ করেন। ইনি বঙ্গের শেষ ছোটলাট। ১৯১৩ খৃঃ ২৮শে মার্চ্চ ইনি ইংলণ্ডের চেল্টেনহাম নগরে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বেকুফ, বেকুব—বে-অকুফ (তাহা দেখ)।

বেগ—মূর্ত্তপদার্থে উৎপন্ন শীঘ্রতারূপ সংস্কারবিশেষ ; ত্বরা ; মলমূত্রাদিনিঃসারণপ্রবৃত্তি ; আনন্দ ; শুক্র ; প্রবাহ। বিজ্ (পৃথক্ করা, ইত্যাদি) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বেগগামী (—গামিন্)—বেগে গমনকারী, অতিদ্রুত চলনশীল। বেগ—গম (গমন করা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী বেগগামিনী।

বেগতিক—অসুবিধা, বেগোছ। দেশজ। সং।

বেগনাশক—শ্লেষ্মা। ৬তৎ। সং ; পু।

বেগম—(মুসলমান) রাজ্ঞী বা রাণী ; সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রী। বৈদেশিক। সং ; স্ত্রী।

বেগর—বিনা, ব্যতিরেকে, ব্যতীত। বৈদেশিক।

বেগবান্ (—বৎ)—বেগবিশিষ্ট ; ত্বরান্বিত। বেগ শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বেগবতী।

বেগশালী (—শালিন্)—বেগবান্ ; ত্বরান্বিত। বেগ শব্দ + শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বেগশালিনী।

বেগসর—বেগগামী ঘোটক ; অশ্বতর। বেগে সরে (চলে) যে, উপ ; বেগ—সৃ (চলা) + অন্ ক। সং ; পু।

বেগার—বেতনহীন কর্ম্মকারী ; বেতনহীন কর্ম্ম ; নিষ্ফল শ্রম। দেশজ। সং।

বেগিত—বেগযুক্ত, বেগবান্। বেগ + ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

বেগী (বেগিন্)—বেগবান্, বেগযুক্ত, ত্বরান্বিত ; দ্রুত ; দ্রুতগামী। বেগ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বেগিনী।

বেগুন—কৃষিজাত প্রসিদ্ধ তরকারি ফলবিশেষ, বার্ত্তাকু। দেশজ। সং।

বেগুনা, বেগুনিয়া, বেগুনে—নীললোহিত বর্ণ, বেগুন-বর্ণতুল্য (Purple, violet)। দেশজ। বিণ। [বেগুন ফুলরী। দেশজ। সং।

বেগুনী—বেগুন চিরিয়া বেসন মাখাইয়া ভাজা,

বেগোছ—১। বিশৃঙ্খল, বেতর, বেঢপ, বিশ্রী। বিণ। ২। বেগতিক, অসুবিধা। দেশজ। সং।

বেচন—বিক্রয় করন, বিক্রয়। দেশজ। সং।

বেচনদার—বিক্রয়কারী, বিক্রেতা, বায়া। দেশজ।

বেচা—বিক্রয় করা। দেশজ। ক্রি।

বেচারা—নিরুপায়, অসহায়, কৃপার্হ (Poor) বৈদেশিক। বিণ; পু। স্ত্রী বেচারী।

বেচাল—বেয়াড়া; দুর্নীতি; অসদাচরণ; দুর্ব্ব্যবহার; বেচনদার,বিক্রেতা। দেশজ। সং।

বেজন—বীজন বা ব্যজন। ক, প্র। সং।

বেজনদারে—বীজনের অভিপ্রায়ে। প্রা, ক।

বেজায়—অনুচিত, অসঙ্গত, অপরিমিত,বিস্তর, অতিশয়, অত্যন্ত। বৈদেশিক। বিণ।

বেজার—রুষ্ট, বিরক্ত, জ্বালাতন। ইং (badger)।

বেজিত—ভয়বশতঃ কম্পিত; ভয়-প্রাপিত। ণিজন্ত বিজ্ = বেজি (ভয়কম্পিত করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেজিতা।

বেজী—নেউল, নকুল। দেশজ। সং।

বেটা—পুত্র; বৎস; গালিসূচক শব্দ। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী বেটী।

বেড়—গণ্ডী; বেষ্টন। দেশজ। সং।

বেড়া—১। বৃতি, বেষ্টনী, ঘের। সং। ২। বেষ্টন করা, ঘিরা বা ঘেরা। দেশজ। ক্রি।

বেড়ান—বেষ্টন করান, ঘিরান; ঘুরা, ভ্রমণ করা, চলা, হাঁটা। দেশজ। ক্রি।

বেড়ি, বেড়ী—হাঁড়ি ধরিবার লৌহযন্ত্র; পাদশৃঙ্খল, নিগড়। দেশজ। সং।

বেড়ে—উত্তম, উৎকৃষ্ট। দেশজ। বিণ।

বেঢ', বেঢঙ্গ—বেঢপ (তাহা দেখ)।

বেঢপ—অঙ্গসৌষ্ঠবহীন, বেমানান, বিশ্রী। দেশজ। বিণ। [প্রা, ক।

বেঢ়ল, বেঢ়লি—বেড়িল, বেষ্টন করিল।

বেণ—সঙ্করজাতিবিশেষ, বৈশ্য; পৃথুরাজার পিতা। বেণ্ + অন্ ক। সং; পু।

অঙ্গাধিপতির ঔরসে ও সুনীথার গর্ভে বেণ রাজার জন্ম। বেণ অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন ও অতি কঠোরভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। ইনি প্রথমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন, কিন্তু পরে জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজ্যমধ্যে তাহার বহুল প্রচারার্থ দেবার্চ্চনা, যজ্ঞ, বলিদান, প্রভৃতি নিষেধ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া বেণকে সেই আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। বেণ তাহাতে কর্ণপাত না করায় তাঁহারা মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা ইঁহার প্রাণ-সংহার করেন। অনন্তর তাঁহারা বেণের শবদেহের দক্ষিণ বাহু ঘর্ষণ করিতে থাকেন। তাহাতে পৃথুর জন্ম হইলে ব্রাহ্মণগণ পৃথুকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বেণা—উশীর, খস্‌খস্। দেশজ। সং।

বেণি, বেণী, বেণিকা—বিন্যস্ত কেশপাশ,চুলের বিউনি; শ্রেণী; জলপ্রবাহ। বেণ্ + ই ক, অথবা বী + নি ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঙীপ্, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ + আপ্। সং; স্ত্রী।

বেণিকা—বেণি দেখ।

বেণিমাধব, বেণীমাধব—প্রয়াগস্থ চতুর্ভুজ দেবমূর্ত্তিবিশেষ। সং; পু।

বেণিয়া, বেণে—জাতিবিশেষ, গন্ধবণিক; ব্যবসায়ী, দোকানী, সদাগর। বণিক শব্দের অপভ্রংশ।

বেণী—দুই সংখ্যা। সং।

বেণী-বাতা—কপাটের সম্মুখধারের কাষ্ঠপটী যদ্দ্বারা অন্য কপাট আচ্ছাদন করে। দেশজ। সং।

বেণীমাধব—বেণিমাধব দেখ।

বেণীসংহার—১। বেণীবন্ধন। ৬তৎ। ২। ভট্টনারায়ণ-রচিত নাট্যগ্রন্থবিশেষ। বেণীর সংহার বর্ণিত যাহাতে, বহু। সং; পু।

বেণু—বংশী, বাঁশী; বংশ, বাঁশ; জনৈক নৃপতি। বেণ্ বা অজ্ ধাতু + উ ক। সং; পু। [কণ্ স্বল্পার্থে। সং; স্ত্রী।

বেণুক—প্রাজনদণ্ড, পাঁচনবাড়ি। বেণু (বাঁশ)

বেণুকুঞ্জ—বাঁশবাগান। বেণু রচিত যে কুঞ্জ, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বেণুজ—বেণুযব। বেণু - জন্ (জন্মা) + ড ক। সং; পু। [সং; পু।

বেণুধ্ম—বংশীবাদক। বেণু - ধ্মা + ড ক।

বেণুযব—বাঁশের চাউল। বেণুজাত যব, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বেণুরব—বংশীধ্বনি, বাঁশীর শব্দ। ৬তৎ। সং।

বেণুবন—বাঁশবন, বাঁশবাগান। বেণুপূর্ণ যে বন, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বেণুবাদ, বেণুবাদক—বংশীবাদক, যে বাঁশী বাজায়। বেণু - বদ্ + ণক্, ণক ক। সং; পু।

বেণুবাদন—বংশীবাদন, বাঁশী বাজান। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

বেণুবীজ—বেণুযব। বেণুজাত বীজ,মপী কর্ম্মধা।

বেণে—বেণিয়া দেখ।

বেণ্টলী (John Bentley)—১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের কালনির্ণয়-বিষয়ক একটী প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র যে অপ্রাচীন, এই প্রবন্ধে তাহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। এডিনবরা রিভিউ নামক পত্রিকায় ইহার একটী তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক রিসার্চ্চেস নামক গ্রন্থে ধারাবাহিকরূপে বেণ্টলী তাহার উত্তর দেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে Historical view of Hindu Astronomy নামক গ্রন্থ রচনা করেন। Principal Eras and dates of the Ancient Hindus নামক আর একখানি গ্রন্থও ইঁহার রচিত। ভারতবর্ষে ইঁহার ন্যায় গণিতজ্ঞ পণ্ডিত সে সময়ে আর কেহ ছিলেন না।

বেণ্টিঙ্ক (লর্ড উইলিয়ম)—জন্ম ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই সেপ্টেম্বর। ইনি ১৮২৮ হইতে ১৮৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন; তৎপূর্ব্বে ১৮০৩ হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার গভর্ণর এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে অন্যান্য শাসনকর্ত্তার ন্যায় একেবারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। ইনি অতিশয় শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন,—যুদ্ধবিগ্রহাদি বড় ভালবাসিতেন না। তথাপি বাধ্য হইয়া ইঁহাকে কুর্গ ও কাছার কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করিতে হয়। কাছারের লোকেরা স্বেচ্ছায় ইংরেজের শাসনাধীনে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করা হয়। কুর্গের রাজা অত্যাচারপ্রিয় হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক কয়েকটি নরহত্যা করায় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। রাজা বৃত্তি পাইয়া বারাণসীবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হন। মহীশূরের রাজা ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সাবালক হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পরন্তু রাজার বিলাসপ্রিয়তা ও অমিতব্যয়িতা নিবন্ধন রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হওয়ায়, রাজাকে বৃত্তি প্রদানে অপসারিত করিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে অস্থায়িভাবে এই রাজ্যটি ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনা হয়। এই কয়েক স্থল ভিন্ন বেণ্টিঙ্ক আপনার সাত বৎসর শাসনকালের মধ্যে আর কোনও দেশীয় রাজার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনেই বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়বাহুল্য-নিবন্ধন কোষাগার একরূপ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বেণ্টিঙ্ক আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানে যত্নশীল হইলেন। প্রথমতঃ তিনি দেড় কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করিলেন; দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত ভূমি অন্যায়রূপে লাখেরাজ (অর্থাৎ নিষ্কর)-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার উপর কর নির্দ্ধারণ করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন; তৃতীয়তঃ মালবের উৎপন্ন অহিফেনের

উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারাও একটা নূতন আয়ের পথ করিলেন।

ঠগ নামক এক সম্প্রদায় দস্যু বহুকাল হইতে পথিকদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাইত এবং তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত, অনেক সময়ে তাহাদিগকে প্রাণেও মারিয়া ফেলিত। বেণ্টিঙ্ক্ এই নিদারুণ উপদ্রবের নিবারণকল্পে ঠগীবিভাগ নামে এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিয়া কর্ণেল স্লীমানের উপর তাহার ভার অর্পণ করিলেন। স্লীমান সাহেবের যত্নে ১৮৩০ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র ঠগ ধৃত ও বিনষ্ট হওয়ায়, ক্রমে তাহাদের দৌরাত্ম্য নিরাকৃত হয়।

উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী খোন্দনামক অসভ্যজাতি প্রচুর শস্য পাইবার আশায় তাহাদের ভূদেবতা ধরিত্রী জননীর নিকট নরবলি দিত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ইংরেজের শাসনাধীনে আসিলে বেণ্টিঙ্কের চেষ্টায় উক্ত প্রথা নিবারিত হয়। অনেক সঙ্গতিপন্ন রাজপুত অর্থাভাবে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিত না বলিয়া সদ্যঃপ্রসূতা তনয়ার প্রাণবধ করিত। বেণ্টিঙ্কের যত্নে এই কুপ্রথাও অনেকাংশে নিবারিত হয়। পূর্ব্বে এদেশে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক্ রামমোহন রায় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় আইন করিয়া এই প্রথা রহিত করেন।

বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে লোকের শিক্ষা বিষয়েও নূতন পন্থা অবলম্বিত হয়। ইঁহারই সময়ে স্থির হয় যে, ইংরেজী ভাষাতেই লোকের শিক্ষাবিধান হওয়া আবশ্যক। এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালীর শিক্ষার নিমিত্ত বেণ্টিঙ্ক্ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন।

বেণ্টিঙ্কের সময়ে প্রভিন্সিয়াল কোর্ট উঠিয়া গিয়া কয়েকটি করিয়া জেলা লইয়া এক একটি বিভাগ হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন রেভেনিউ কমিশনার নিযুক্ত হন। জেলার কলেক্টরেরা ইঁহাদের অধীন হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইলেন। আলাহাবাদে একটি সদর আদালত এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র রেভেনিউ বোর্ড স্থাপিত হইল। বেণ্টিঙ্ক্ মাসিক ৬০০৲ টাকা বেতনের প্রধান সদর আমিনী নামে এক নূতন পদের সৃষ্টি করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এদেশীয়দিগের ডেপুটি কলেক্টর হইবার নিয়ম হয়।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পূর্ব্বপ্রাপ্ত সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কোম্পানী পুনরায় আর ২০ বৎসরের জন্য নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। বেণ্টিঙ্কের কর্ম্মত্যাগের এক বৎসর পূর্ব্বে মেকলে সাহেব আইনসচিবরূপে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুন বেণ্টিঙ্ক্ দেহত্যাগ করেন।

বেত—১। বেত্র। বে (গমন করা)+ক্ত ণ। সং; পুং। ২। মূথ। বাঙ্গালা গ্রাম্য। সং।

বেতণ্ড—তাড়নাই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি; হস্তী। অজ্ (গমন করা)+বিচ্ ক—বে (যে গমন করে), তদ্রূপে তন্ড্ (তাড়না করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পুং।

বেতন—বর্ত্তন, মজুরি, মাহিয়ানা। অজ্ বা বী (গমন করা)+তনন্ ণ। সং; স্ত্রী।

বেতনগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—বেতনগ্রহণকারী, বৈতনিক, কর্ম্মচারী। উপ; বেতন—গ্রহ্ +ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী, —গ্রাহিণী।

বেতনভুক্ (—ভুজ্)—বেতনভোগী, বৈতনিক, যে মাহিয়ানা পায়। উপ; বেতন—ভুজ্ (ভোগ করা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

বেতনভোগী (—ভোগিন্)—বেতনগ্রহণকারী, যে মাহিয়ানা লয়। উপ; বেতন—ভুজ্+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী বেতনভোগিনী।

বেতর—অস্বাভাবিক, অসাধারণ; বিশৃঙ্খল; বেগোছ, বেঢপ, বিশ্রী। দেশজ। বিণ।

বেতস—বেতগাছ। বে (বয়ন করা)+তসচ্ র্ম্ম। সং; পুং। স্ত্রী বেতসী।

বে-তাইন—অসময়। বিণ।

বেতাক, বেতাগ—লক্ষ্যহীন, অপ্রাসঙ্গিক; বৈদেশিক। বিণ।

বেতান, বিতান—বেত মারা, বেত্রাঘাত করা, ঠেঙ্গান। দেশজ। ক্রি।

বেতাল—পিশাচবিশেষ; ভূতাবিষ্ট শব; ভূত; দ্বারপাল। অলুক্ উপ; বে (বায়ুতে) —তল্ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া)+অল্ ক। সং; পুং। [অশুভম রত্ন। সং; পুং।

বেতালভট্ট—বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার

বেতালা—তালজ্ঞানশূন্য। দেশজ। বিণ।

বেতি, বেতী—১। পূর্ব্বের, আগেকার ভুল হওয়া বা ছাড় [হিসাব বা তারিখ]। বিণ। ২। ঝুড়ি টুকরি ঝাঁপি প্রভৃতি বুনিবার শলা বা চটা। প্রাদেশিক। সং।

বেত্তা (বেত্তৃ)—জ্ঞাতা, জানে এরূপ; লাভকর্ত্তা; পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা। বিদ্+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী বেত্রী।

বেত্র—১। বেতগাছ। অজ্ বা বী (গমন করা) +ত্র ণ। সং; পুং। ২। বেত্রের ছড়ি; বংশ, বাঁশ; ফলিনী। সং; স্ত্রী।

বেত্রধর—১। যষ্টিধারী। বেত্রের ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেত্রধরা। ২। দ্বারপাল। সং; পুং।

বেত্রবতী—মালবদেশস্থ নদীবিশেষ, বেতুয়া নদী। বেত্র+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বেত্রাগ্র—বেতের আগা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বেত্রাঘাত—বেত্র দ্বারা প্রহার, বেত মারা। ৩তৎ। সং; পুং।

বেত্রাসন—বেত্রনির্ম্মিত আসন, মোড়া চেয়ার প্রভৃতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বেত্রাহত—বেত্র দ্বারা প্রহৃত, যাহাকে বেত মারা হইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বেত্রী (বেত্রিন্)—বেত্রধর, ছড়িদার; দ্বারপাল। বেত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পুং।

বেথুন, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার (John Elliot Drinkwater Bethune)—অনেকেই এই নামটি 'বীটন' বলিয়া উচ্চারণ ক'রয়া থাকেন। জন্ম—১৮০১ খৃষ্টাব্দ। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর ইংলণ্ডে হোম অফিসে কর্ম্ম করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে ইনি বড়লাটের কাউন্সিলের ল মেম্বর নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন। ইনি শিক্ষাসমিতিরও (Council of Education) সভাপতি ছিলেন। এদেশীয় বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে ইনি কলিকাতায় একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অর্থসাহায্যও প্রদান করেন। ইঁহার নামে এই বিদ্যালয় "বেথুন স্কুল" নামে অভিহিত হয়। এই বিদ্যালয়টী এখনও বর্ত্তমান আছে। উচ্চশিক্ষা দানের জন্য একটি কলেজ বিভাগ ইহার সহিত পরে সংযুক্ত হইয়াছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট কলিকাতা সহরে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয়।

বেদ—১। শাস্ত্র; শ্রুতি, ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র—ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ। [হিন্দুদিগের বিশ্বাস, বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনীকে সামবেদ, এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। পরে ইঁহাদের শিষ্যগণ বেদের সংহিতা, শাখা, প্রতিশাখা, নিরুক্তি প্রভৃতি প্রণয়ন করেন]। বিদ্ (জানা)+অল্ র্ম্ম বা ণ। ২। জ্ঞান; শাস্ত্রজ্ঞান; আখ্যা, ছন্দঃ। বিদ্+অল্ ভা। ৩। বিষ্ণু। বিদ্+অল্ র্ম্ম বা ক। সং; পুং।

বে-দখল—অধিকারচ্যুত। বৈদে। বিণ।

বেদগর্ভ—১। ব্রহ্মা ; ব্রাহ্মণ। বেদ গর্ভে যাঁহার, বহু। ২। কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম। সং ; পু।

বেদজ্ঞ—বেদবিৎ, বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত। উপ ; বেদ-জ্ঞা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বেদজ্ঞা।

বেদন—বেদনা (সকল অর্থে)। বিদ্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বেদনা—ব্যথা ; অনুভব ; জ্ঞান ; বিবাহ। বিদ্ (জানা)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বেদনাজনক—ব্যথাজনক, ব্যথাদায়ক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বেদনাদায়ক—ব্যথাজনক, ক্লেশপ্রদ, কষ্টকর। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—দায়িকা।

বেদনিন্দক—১। বিধর্মী, নাস্তিক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। বুদ্ধ ; বৌদ্ধ। সং ; পু।

বেদনীয়—অনুভবনীয় ; জ্ঞেয়। বিদ্ (জানা)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

বেদপারগ—বেদবিৎ, বেদজ্ঞ। ৬তৎ। বিণ ;

বেদম—প্রাণরুদ্ধ ; বেজায়। বৈদে। বিণ।

বেদমাতা (—মাতৃ)—গায়ত্রী, দুর্গা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বেদবতী—কুশধ্বজরাজের কন্যা। রাজার ইচ্ছা ছিল যে, বিষ্ণুর সহিত বেদবতীর বিবাহ দেন, কিন্তু তিনি শুম্ভদৈত্য কর্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার সেইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। মহিষীও পতির সহিত অনুমৃতা হইলেন। এইরূপে মাতাপিতৃহীনা হইয়া বেদবতী পিতার অভিলাষ সফল করিবার অভিপ্রায়ে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলেন। দীর্ঘকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে একদা লঙ্কেশ্বর দুর্বৃত্ত রাবণ ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার প্রতি বলপ্রকাশে উদ্যত হইলে বেদবতী চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, আমি পরজন্মে রাক্ষসবংশের ধ্বংসের কারণ হইব। কথিত আছে যে, এই বেদবতীই পরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সবংশে রাবণের বিনাশের হেতু হইয়াছিলেন। বেদ (শাস্ত্রজ্ঞান)+বতু আছে অর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বেদবদন—ব্যাকরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বেদবাক্য—বেদের উক্তি ; অমোঘ বাক্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

বেদবাস—ব্রাহ্মণ। বেদে বাস যাহার, বহু।

বেদবিৎ (—বিদ্)—বেদজ্ঞ। বেদ শব্দ—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

বেদবেদাঙ্গ—সামাদি চারি বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ [বেদাঙ্গ দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

বেদব্যাস—বেদের বিভাগকর্তা মুনি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ও অবিবাহিতা মৎস্যগন্ধার গর্ভে দ্বাপর যুগে এই মহামনীষীর জন্ম হয়। একটি দ্বীপের উপর ইঁহার জন্ম বলিয়া ইঁহার এক নাম দ্বৈপায়ন, এবং ইনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া ইঁহার আর এক নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ করেন বলিয়া ইঁহার অপর নাম বেদব্যাস। তপশ্চরণ দ্বারা ইনি প্রভূত আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তদানীন্তন মুনিগণের মধ্যে ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ অসাধারণ ঋষি ছিলেন। ইঁহার প্রণীত মহাভারত পঞ্চম বেদ নামে কথিত। অষ্টাদশ পুরাণ ইঁহারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইনি পাতঞ্জল দর্শনের উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ফলতঃ কি যুদ্ধবিদ্যা, কি দর্শনশাস্ত্র জ্ঞান, কি নীতিশাস্ত্রপারদর্শিতা, কি ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, কি জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞান, কি মানবহৃদয়-বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই ইনি এতাদৃশ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ একজনের রচিত বলিয়া এক্ষণে অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, সেকালে ব্যাস একটা উপাধি ছিল ; ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যাসের ন্যায় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন হইয়া ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং পরে ঐ সকল গ্রন্থ একমাত্র ব্যাসের রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে ব্যাসের রচিত বলিয়া পরিচিত সকল পুরাণ উপপুরাণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত হইতে পারে না বলিয়াই বুঝা যায়।

ইঁহার মহাভারত প্রণয়ন সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি একজন উপযুক্ত লেখকের অনুসন্ধানপর হইলে ব্রহ্মা ইঁহাকে গণেশের সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে ইনি গণদেবকে স্মরণ করিলে তিনি ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে লেখকের কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন যে, একবার লিখিতে আরম্ভ করিলে লেখা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার লেখনীর বিরাম হইবে না। ব্যাসদেব তাহাতেই সম্মত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, 'আপনিও আমার কথিত শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না।' অতঃপর লেখা আরম্ভ হইলে মধ্যে মধ্যে রচনা করিবার সময় পাইবার নিমিত্ত দ্বৈপায়ন এক একটি দুর্বোধ শ্লোক বলিতে লাগিলেন। এই শ্লোকগুলি "ব্যাস-কূট" নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সমস্ত শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে গণেশের যে বিলম্ব হইত, সেই অবকাশে ব্যাস অনেক শ্লোক রচনা করিয়া লইতেন। ইনি এতাদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে অনেক স্থলে আদিকবি বাল্মীকি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজা বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, ব্যাসদেব মাতৃনিদেশে মহিষী অম্বিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, রাজ্ঞী অম্বালিকার ক্ষেত্রে পাণ্ডু, এবং বিচিত্রবীর্য্যের এক দাসী-পত্নীর ক্ষেত্রে বিদুর, এতন্নামক পুত্রত্রয়ের জন্মদান করেন। ইঁহার বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র সমরের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণন করিতেন। উক্ত যুদ্ধের অন্তে ইনি কুরুপাণ্ডব রমণীগণকে যোগবলে জাহ্নবীর জলে স্ব স্ব আত্মীয়স্বজনগণকে দর্শন করাইয়াছিলেন। ইঁহারই উপদেশে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধরূপ পাপক্ষালন নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

বেদস্তর—প্রচলিত প্রথার বিপরীত বা অন্যথাভূত, বেয়াড়া, বেদাঁড়া। বৈদেশিক।

বেদাঃ (বেদস্)—বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ্ (জানা)+অস্ ক। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

বেদাঁড়া—প্রচলিত ধারার বা পদ্ধতির বিপরীত বা অন্যথাভূত, বেদস্তর। বেচাল। দেশজ।

বেদাগ, বেদাগী—দাগশূন্য ; অপচা, ভাল ; কলঙ্কশূন্য, নিষ্কলঙ্ক দেশজ। [স্ত্রী।

বেদাগ্রণী—সরস্বতী বেদে অগ্রণী, ৭তৎ। সং ;

বেদাঙ্গ—বেদের অবয়ব গ্রন্থ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ, এই ছয়। বেদের অঙ্গ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বেদাধিপ—ঋগ্বেদের অধিপতি বৃহস্পতি, যজুর্বেদের অধিপতি শুক্র, সামবেদের অধিপতি মঙ্গল, অথর্ব্ববেদের অধিপতি বুধ। বেদের অধিপ, ৬তৎ। সং ; পু।

বেদানা—কুসুমবীজ দাড়িম্ব। বৈদেশিক। সং।

বেদান্ত—ব্যাসপ্রণীত দর্শন-গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নির্ণীত হইয়াছে। বেদের অন্ত, ৬তৎ। সং ; পু।

বেদান্তী (বেদান্তিন্)—বেদান্তবিৎ, বেদান্তমতাবলম্বী। বেদান্ত+ইন্। সং ; পু।

বেদাভ্যাস—অধ্যয়ন বিচার অনুশীলন জপ অধ্যাপন—এই পাঁচ। বেদের অভ্যাস, ৬তৎ। সং ; পু।

বেদাম, বেদামা—মূল্যহীন ; বিনামূল্যে। বৈদেশিক।

বেদামী—মূল্যহীন, অমূল্য। দেশজ। বিণ।

বেদি—১। যজ্ঞাদি করিবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ বা ডমরুতুল্যাকৃতি পরিষ্কৃত ভূমি ; স্তূপাকৃতি ভিত্তি ; মঞ্চ ; অঙ্গুরীয়। বিদ্+ই

র্থ। সং; স্ত্রী। ২। পণ্ডিত, জ্ঞানী। বিদ্ (জানা)+ই ক। সং; পু।

বেদিকা, বেদী—যজ্ঞাদি সাধন জন্য চতুষ্কোণ বা ডমরুতুল্যাকৃতি পরিষ্কৃত ভূমি; মঞ্চ; স্তূপাকৃতি ভিত্তি; অঙ্গুরীয়। বেদিকা=বেদি+কণ্+আপ্। বেদী=বেদি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বেদিত—জ্ঞাপিত, নিবেদিত; সাক্ষাৎকৃত; দর্শিত। ণিজন্ত বিদ্=বিদ (জানান)+ক্ত র্থ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেদিতা।

বেদিতব্য—জ্ঞাতব্য, জানিবার উপযুক্ত। বিদ্+তব্য র্থ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-তব্যা।

বেদিতা—জ্ঞাপিতা; নিবেদিতা; দর্শিতা। বেদিত দেখ। বেদিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বেদিতা (বেদিতৃ)—বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ্ (জানা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী বেদিত্রী।

বেদিয়া, বেদে—গৃহহীন অন্ত্যজ জাতিবিশেষ; হাঘরিয়া। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী বেদিয়ানী বেদেনী বা বেদিনী।

বেদী (বেদিন্)—১। ব্রহ্মা; পণ্ডিত; পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা। বিদ্ (জানা, ইত্যাদি)+ণিন্ ক। সং; পু। ২। বেত্তা, জ্ঞাতা। বিণ; পু। স্ত্রী বেদিনী।

বেদী—বেদিকা দেখ।

বেদে—বেদিয়া দেখ।

বেদোক্ত—বেদোদিত, বেদে কথিত। বেদে উক্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বেদোক্তি—বেদবাক্য, বেদের কথা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বেদ্য—জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়। বিদ্ (জানা)+ঘ্যণ্ র্থ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেদ্যা।

বেধ, বেধন—বিদ্ধকরণ, ছিদ্রকরণ, বেঁধা, গভীরতা; বস্তুর স্থূলতা অর্থাৎ পুরু পরিমাণ; বিবাহাদি-নিষেধক গ্রহসংস্থান-বিশেষ। বিধ্ (বেঁধা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বেধক—১। কর্পূর; ধন্যাক। সং; পু। ২। পর্য্যুষিত ধান্য। সং; ক্লী। ৩। বেধকর্ত্তা, বেধকারক। বিধ্ (বেঁধা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেধিকা।

বে-ধড়ক—অপরিমিত; অত্যন্ত। দেশজ। বিণ।

বেধন—বেধ দেখ।

বেধনী—বেধনের অস্ত্রবিশেষ, তুরপুন্ সূচী প্রভৃতি। বিধ+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বেধনীয়—বেধনযোগ্য। বিধ্ (বেঁধা)+অনীয় র্থ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেধনীয়া।

বেধাঃ (বেধস্)—বিধাতা, ব্রহ্মা; বিষ্ণু; সূর্য্য; দক্ষাদি সৃষ্টিকর্ত্তা; পণ্ডিত। বি—ধা অথবা বিধ্ (বিধান করা)+অস্ ক। সং; পু।

বেধিত—ছিদ্রিত; বিদ্ধ। ণিজন্ত বিধ্—বেধি+ক্ত র্থ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেধিতা।

বেধুয়া, বেদুয়া, বেদো—বিধবার গর্ভজাত; বিধবাগমনকারী (গালি)। দেশজ।

বেধ্য—বেধনীয়, শরব্য, লক্ষ্য। বিধ্ (বেঁধা)+য র্থ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেধ্যা।

বেন—প্রজাপতি। সং; পু।

বেনফে, থিয়োডোর (Theodor Benfey)—জর্ম্মান-দেশীয় পণ্ডিত। জন্ম—২৮শে জানুয়ারি, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচ্যতত্ত্ব, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, এবং ভাষা-বিজ্ঞানে ইনি অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি সামবেদের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একখানি সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি একখানি বৈদিক ব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জুন ইনি দেহত্যাগ করেন।

বেনাম—অন্য নাম, কল্পিত নাম। বৈদেশিক।

বেনামদার—কল্পিত নামধারী; যাহার নামে সম্পত্তি রাখা হয়। বৈদেশিক।

বেনামা, বেনামী—কল্পিত নামে বা অন্যের নামে রক্ষিত। বৈদেশিক। বিণ।

বেনামী—অন্যনামে কৃত, অপরের নামে কোন বস্তু ক্রয় করা বা রাখা। দেশজ। বিণ।

বেনারস (বা বারাণসী)—যুক্তপ্রদেশের বিভাগ, জেলা ও সহর। বেনারস জেলা গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন রাজ্য। "কাশীখণ্ড" নামক এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে, (খৃঃ পূঃ ১২০০ সালে) কাশীরাজ কর্ত্তৃক এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরকালে ইহা কান্যকুব্জ-রাজের অধীন হয়। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী কান্যকুব্জ অধিকার করিলে, বেনারস তৎসঙ্গে দিল্লীর পাঠানরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৫২৯ খৃঃ পাঠানরাজ্যের পতনকালে বেনারস মোগল সম্রাটের হস্তে আসে। মোগলশক্তি দুর্ব্বল হইলে, অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গ বেনারস অধিকার করিয়া তথায় স্বীয় শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৭৭৫ খৃঃ এই জেলা এবং গাজীপুর অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক ইংরাজকে প্রদত্ত হয়। নবাবগণের শাসনসময়ে বেনারসের বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাধান্য লাভ করেন। ১৭৩৭ খৃঃ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মনসারাম জৌনপুর জেলার একটি দুর্গ অধিকার করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি পুত্র বলবন্ত সিংহের জন্য 'রাজা' উপাধি এবং জৌনপুর চুনার ও বেনারস এই তিন "সরকার" লাভ করেন। ১৭৫৮ খৃঃ মনসারাম দেহত্যাগ করিলে, তৎপুত্র বলবন্ত সিংহ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ক্রমশঃ তিনি অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার করিয়া নবাবগণের অধীনতা পাশ হইতে কার্য্যতঃ মুক্তি লাভ করেন। ১৭৬৩ খৃঃ তিনি নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। বক্সারের যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ঘটিলে, বলবন্ত সিংহ ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৭৭০ খৃঃ বলবন্তসিংহ লোকান্তর গমন করিলে, নবাব তদধিকৃত স্থানগুলি স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরাজ তাঁহার সে উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দেন এবং তাঁহাকে বলবন্তসিংহের পুত্র চৈৎসিংহকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে নবাব বেনারস জেলা ইংরাজকে দান করেন। ১৭৭৬ খৃঃ ১৫ই এপ্রেল ইংরাজ সনন্দদানে চৈৎসিংহের পিতৃপদে প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিয়া লন। ১৭৭৮ খৃঃ কোম্পানীর সিপাহীগণের বেতনস্বরূপে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিতে চৈৎসিংহ আদিষ্ট হন; পরবৎসরেও এই ভাবে আদিষ্ট হন। ১৭৮০ খৃঃ হায়দার আলী ও মহারাষ্ট্রীয়গণ একই সময়ে ইংরাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস্ চৈৎসিংহকে ১০০০ অশ্বারোহী সাহায্য করিতে আদেশ করেন। চৈৎসিংহ একটিও অশ্বারোহী পাঠাইলেন না। এই অবাধ্যতার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তাঁহার ৫০ লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড করেন, এবং ১৭৮১ খৃঃ আগষ্ট মাসে স্বয়ং বেনারসে গমন করিয়া তাঁহাকে আপন গৃহে ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করেন। গোলযোগে চৈৎসিংহ পলায়ন করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ চৈৎসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহীপনারায়ণ সিংহকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে তাঁহার সমুদায় রাজত্বের ফৌজদারীবিষয়ক এবং কেবল বেনারস সহরের দেওয়ানীসংক্রান্ত শাসনভার ইংরাজ আপন হস্তে গ্রহণ করেন। চৈৎসিংহ গোয়ালিয়রে গমন করিয়া বাস করেন, এবং সেখানে ১৮১০ খৃঃ কালগ্রাসে পতিত হন। মহীপনারায়ণ সিংহ ১৭৯৫ খৃঃ লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহার পুত্র উদিৎনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার দেহাবসানে তাঁহার দত্তকপুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনিই বেনারসের বর্ত্তমান মহারাজ। কয়েক বৎসর অতীত হইল,

যুক্তাপুর জেলায় কয়েকটি পরগণার উপর ইনি করদরাজগণের ন্যায় স্বাধীনভাবে অধিকার পাইয়াছেন। বেনারস সহরের অপর পারে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে রামনগর নামক স্থানে বেনারসের রাজার প্রাসাদ বিদ্যমান। রামনগর "ব্যাস কাশীর" অন্তর্ভুক্ত।

বেনারস সহর হিন্দুগণের মহাতীর্থ। সহরের প্রকৃত নাম বারাণসী। বরণা ও অসী নামক দুইটি ক্ষুদ্র নদী এই সহরে মিলিত হইয়াছে, সেইজন্য স্থানের নাম বারাণসী। "কাশী" নামেও ইহা আখ্যাত হইয়া থাকে। বেনারস পৃথিবীর অন্যতম সর্ব্বপ্রাচীন নগর। আর্য্যগণের ভারতে আগমন ও বাসস্থাপনের প্রথম সময় হইতেই এই নগরের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই এ স্থানটি হিন্দুধর্ম্মের গণনীয় কেন্দ্রস্বরূপে পরিচিত ছিল, সেই জন্য বুদ্ধদেব এই স্থানেই আপনার নবলব্ধ নির্ব্বাণতত্ত্ব প্রচার করিতে আসেন। তিনি মৃগদাব বা সারনাথে আসিয়া বাসস্থাপনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহা খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কথা। সম্ভবতঃ সেই সময়ে সহরটি সারনাথেই অবস্থিত ছিল। (সারনাথ দেখ)। প্রায় ৮০০ বৎসর ব্যাপিয়া এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম আপন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শতাব্দীতে হুয়েনথ-সাং বেনারসে আসিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মই প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে, নগরটি ক্রমশঃ সরিয়া সরিয়া বর্ত্তমান স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান রাজগণ প্রাচীন মন্দিরের অনেকগুলিকে মসজিদের আকারে পরিণত করেন; স্থানে স্থানে নূতন মসজিদও নির্ম্মাণ করেন। আলাউদ্দিন গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, এক বেনারসেই তিনি এক হাজার হিন্দু মন্দির ভূমিসাৎ করিয়াছেন। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে বর্ত্তমান সহরে অনেকগুলি নূতন মন্দির রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান সহর গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত। এইখানে গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বলিয়া অপর তীর হইতে সহরের শোভা যারপরনাই মনোরম বলিয়া প্রতীত হয়। সমস্ত তীর ব্যাপিয়া অবস্থিত উচ্চ সোপানসম্পন্ন ঘাট ও ত্রিতল চতুস্তল গৃহাদি দর্শনে দর্শকের মনে একটি অদ্ভুতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। এই সহরে যত মন্দির ও দেবমূর্ত্তি দেখা যায়, ভারতের আর কোন সহরে তত দৃষ্ট হয় না। দেখিলে বোধ হয় যেন হিন্দুধর্ম্ম সজীব হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছে। সহরের প্রধান দেবতা বিশ্বেশ্বর। বর্ত্তমান মন্দিরটি ইন্দোররাজমহিষী অহল্যা বাই নির্ম্মাণ করেন এবং পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহ ইহার চূড়া ও গম্বুজগুলি স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত করিয়া দেন। বিশ্বেশ্বরের সান্ধ্য আরতি দর্শনে ও তৎকালীন স্তোত্রপাঠ শ্রবণে হিন্দুমাত্রেরই প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। এই মন্দিরে যাইবার গলির মুখে ঢুণ্ডিগণেশ বিরাজমান। অল্পদূর অগ্রসর হইলেই অন্নপূর্ণার মন্দির। কালভৈরব "নগরপাল"-স্বরূপে সহর রক্ষা করেন—হিন্দুগণের বিশ্বাস এইরূপ। কেদারেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গমূর্ত্তি যাত্রীর অবশ্য দর্শনীয়। দুর্গাবাড়ী রাণীভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত। এখানে ছাগবলি হইয়া থাকে। আদিকেশব, বেণীমাধব, নৃসিংহদেব, সঙ্কটাদেবী প্রভৃতি আরও অনেকানেক মূর্ত্তি দর্শনীয়। ঘাটগুলির মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট, কেদার ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট, অহল্যাবাইয়ের ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট, পাঁচগঙ্গা ঘাট, অসি ঘাট, ধ্রুবঘাট, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ কর্ত্তৃক ১৬৯৩ খৃঃ মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বেশ্বরমন্দিরের পার্শ্বে জ্ঞান-বাপী। বেণীমাধবের মন্দিরের সন্নিকটে আওরঙ্গজেব-নির্ম্মিত উচ্চ মিনারসমন্বিত মসজিদ। অতি প্রত্যুষ হইতে সমস্ত দিবস ও রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত ঘাট ও মন্দিরগুলি জনপূর্ণ হইয়া থাকে। মণিকর্ণিকা ঘাটের উপরি একটি কুণ্ড বিদ্যমান। কথিত আছে, বিষ্ণুর শরীর-নিঃসৃত স্বেদজলে এই কুণ্ড উৎপন্ন। তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী প্রভৃতি সাধুগণ এইখানেই থাকিতেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে বেনারসে যাইতে হইলে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইতে হইত। অধুনা গঙ্গার উপর "ডফরিন্ ব্রিজ" নামধেয় সেতু নির্ম্মিত হওয়াতে, এই মহাতীর্থে যাইবার অসুবিধা দূর হইয়াছে। সহরের পশ্চিম ভাগে শিক্রোল নামক স্থান। এখানে ইংরাজেরা বাস করেন, এবং সরকারী ও বণিক্‌দিগের কার্য্যালয় ও সৈন্যাবাস স্থাপিত। "নাদেশর হাউস" নামক একটি বৃহৎ অট্টালিকায় বেনারসের মহারাজ কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভারতসম্রাট্ ও যুবরাজ এবং রাজপ্রতিনিধিগণ এইখানে মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বেনারসে নানাদেশ হইতে আগমন করিয়া ছাত্রগণ সংস্কৃত, বিশেষতঃ বেদান্ত পাঠ করিয়া থাকেন। ইংরাজ প্রথমে এইখানেই একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৯১ খৃঃ), পরে কলিকাতায় আর একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। বেনারসের "জয়নারায়ণ কলেজ" ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৮ খৃঃ প্রধানতঃ আনি-বেসান্তের যত্নে এইখানে সেণ্ট্রাল হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১৫ খৃঃ এখানে "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বেনারসী—বেনারস-দেশীয়। দেশজ। বিণ।

বেনিপাত—কপাটের লম্বা দিকের বাতা। দেশজ। সং।

বেনিয়া, বেনে—বেণিয়া (তাহা দেখ)।

বেনিয়ান্—এক রকম ছোট হাতার ছোট জামা; বটবৃক্ষ; সওদাগরী হাউসের মুৎসুদ্দী। ইং (banyan)।

বেন্নন—অন্নাদি ভোজনের উপকরণ। ব্যঞ্জন শব্দের অপভ্রংশ। সং।

বেপথু, বেপন—কম্প, কাঁপুনি। বেপ্ (কাঁপা) + অথু, অনট্ ভা। সং; ক্রমে পু ও ক্লী।

বেপমান—কম্পমান, কাঁপিতেছে এরূপ। বেপ্ (কাঁপা) + শান ক। বিণ; ত্রি।

বে-পরোয়া—নিশ্চিন্ত। বৈদেশিক। বিণ।

বেপার—ঘটনা, কাণ্ড, বিষয়; কারবার, ব্যবসায়। ব্যাপার শব্দজ।

বেপারি, -রী—ব্যবসায়ী, দোকানী, বণিক্; মধ্যবর্ত্তী ব্যবসাদার, দালাল। দেশজ। সং।

বে-পোট—অস্বস্থাজনক। দেশজ। বিণ।

বে-ফয়দা—বৃথা, অনর্থক। বৈদেশিক। বিণ।

বে-ফাঁশ—অসম্বদ্ধ, আলগা, এলোমেলো। দেশজ। বিণ। [বৈদেশিক। বিণ।

বে-বন্দোবস্ত, -বন্দবস্ত—ব্যবস্থাহীন, বিশৃঙ্খল।

বে-বশ—অবশ, অনায়ত্ত। দেশজ। বিণ।

বেবসা—উপজীবিকা, অনুষ্ঠান। ব্যবসায় শব্দের অপভ্রংশ। সং।

বেবাক—সমস্ত; নিঃশেষে। বৈদেশিক। বিণ।

বেভার—ব্যবহার; ভোগ; প্রচলন; বাহির। প্রা, ক। [সং।

বেম—ব্যারাম, অসুখ, রোগ। প্রাদেশিক।

বেম, বেমা (বেমন্)—বস্ত্রাদি-বয়ন যন্ত্রবিশেষ, মাকু; তাঁত। বে (বয়ন করা) + মন্ প। সং; পু।

বেমক্কা—আকস্মিক নিয়মবহির্ভূত, নীতি-বিরুদ্ধ। বৈদেশিক। বিণ।

বেমানান—যাহা মানানসহি নহে, গরমানান, বেঢপ, বিশ্রী; অপরিমিত। দেশজ। বিণ।

বেমার, বেমারী—রোগ, পীড়া; রোগী, পীড়িত। বৈদেশিক। [বিণ বা ক্রি-বিণ।

বে-মালুম—অগোচর; না জানাইয়া। বৈদে।

বেয়া—বাহিয়া, বাহিত করিয়া। প্রা, ক।

বেয়াই—বেহাই, বৈবাহিক। প্রাদেশিক। সং; পু। স্ত্রী বেয়াইন, বেয়ান।

বেয়াকুল—ব্যাকুল, কাতর। প্রা, ক। বিণ।

বেয়াজ—ব্যাজ; সুদ। প্রা, ক। সং।

বেয়াধি—ব্যাধি, রোগ। প্রা, ক। সং।

বেয়ান—বৈবাহিক-পত্নী, বেহান। বেয়াই দেখ। সং; স্ত্রী। [সামা। ইং (bearer)। সং।

বেয়ারা—বেহারা, বাহক; পরিচারক, খান-

বেয়ারাম—ব্যারাম, রোগ। প্রাদেশিক। সং।

বেয়ারিং—যাহার মাশুল দেওয়া হয় নাই, বিনা মাশুল। ইং (bearing)। বিণ।

বের—১। শরীর, দেহ। বী (গমন করা)+রন্ ক। সং; স্ত্রী বা পু। ২। কুঙ্কুম; বার্ত্তাকু, বেগুন। সং; স্ত্রী।

বেরক—কর্পূর। বের+কণ্। সং; স্ত্রী।

বেরসিক—রসজ্ঞানহীন, অরসিক। বিরসিক শব্দের অপভ্রংশ।

বেরি—বেলা, সময়; বার, দফা; বাহির। প্রা, ক।

বেরিএক—বারেক, একবার। প্রা, ক।

বেরিবেরি—১। বারবার, পুনঃপুনঃ। প্রা, ক। ২। শোথরোগবিশেষ। ইং (Beri-beri)। সং।

বেল—১। উপবন, উদ্যান। বেল্ (চঞ্চল হওয়া)+অন্ ক। সং; স্ত্রী। ২। স্বনাম-খ্যাত ফলবিশেষ; শ্রীফল। বিল্ব শব্দের অপভ্রংশ। ৩। মল্লিকাপুষ্পবিশেষ, বেলা ফুল; সুতার বা জরির জালি বা গোটা। বৈদেশিক। সং। ৪। ঘণ্টা; ঘণ্টাকার লণ্ঠন। ইং (bell)। সং।

বেলদার—১। সুতার বা জরির জালি লাগান, গোটা বসান। বৈদেশিক। বিণ। ২। কুদ্দাল-চালক, খনক, মাটী কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুতকারক। প্রা, ক। সং।

বেলন, বেলনা—রুটি লুচি প্রভৃতি বেলিবার আবর্ত্তন-দণ্ড, বেলুন। দেশজ। সং।

বেলফুল—মল্লিকা পুষ্পবিশেষ। দেশজ। সং।

বেলমুক্তা,—মোক্তা—মোটামুটি; মোট। বৈদেশিক। বিণ।

বেলা—১। সময়; অবসর; মর্য্যাদা; সীমা; সাগরতীর; সাগরজলের বিকৃতি, জোয়ার ভাঁটা; বাক্য; রোগ; অক্লিষ্ট মরণ; বুধ-পত্নী। বেল্+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। বেলফুল। বৈদেশিক। সং। ৩। (রুটি লুচি প্রভৃতি) বেলনার আবর্ত্তন দ্বারা বিস্তৃত করা। দেশজ। ক্রি।

বেলানির্ণয়—বেলা-নিরূপণ। নিজের পদচ্ছায়া মাপিয়া যত পাদ হইবে, তাহাকে দুইগুণ করিয়া তাহার সহিত ১৪ যোগ দিয়া, তদ্দ্বারা ২৯২কে হরণ করিলে (ভাগ করিলে) ভাগফল যাহা হইবে, দুই প্রহরের পূর্ব্বে তত দণ্ড বেলা হইবে, এবং দুই প্রহরের পরে তত দণ্ড বেলা থাকিবে।

বেলানিল—সাগরতীর-প্রবাহিত বায়ু। বেলা প্রবাহিত অনিল, মধ্যী কর্ম্মধা। সং; পু।

বেলাবসান—বেলা শেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বেলি—১। এক রকম কানা উচু থালা; বেলা, বেলফুল। প্রাদেশিক। ২। বেলা, সময়। প্রা, ক। সং।

বেলি, স্যার ষ্টুয়ার্ট কল্‌ভিন (Sir Stuart Colvin Bayley)—বাঙ্গালার অষ্টম লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর বা ছোটলাট। ইঁহার পিতার নাম উইলিয়াম বটার ওয়ার্থ বেলি। ইনি ইটন ও হ্যালিবারিতে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৫৬ খৃঃ এতদ্দেশে আগমন করেন। ১৮৭৭ খৃঃ দুর্ভিক্ষের কার্য্যে গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের খাস সহকারী (Personal Assistant) হন। পর বৎসর ইনি আসামের চীফ কমিশনার হন। তদানীন্তন ছোটলাট ইডেন সাহেব আর্ম্মি কমিশনের সভাপতিরূপে কার্য্য করিবার সময় ইনি তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে ছোট লাটের কার্য্য করেন। ১৮৮১ খৃঃ ইনি হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট এবং পর বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্টের কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৮৮৭ খৃঃ ২রা এপ্রিল ইনি বাঙ্গালার ছোটলাটের পদে স্থায়িভাবে অধিষ্ঠিত হন।

ইঁহার আমলে দেশের শাসন ও বিচার বিভাগে নানাবিষয়ে সংস্কার সাধিত হয়, এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রথা প্রসারিত হয়। ১৮৯০ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র আলবার্ট ভিক্টর ভারত পরিদর্শনে আগমন করিয়া কতিপয় দিবস কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউসে (রাজপ্রাসাদে) রাজপ্রতিনিধির অতিথিরূপে যাপন করেন। ঐ বৎসর বেলি সাহেবও রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি ১৮৭৫ খৃঃ C. S. I., ১৮৭৮ খৃঃ K. C. S. I. এবং ১৮৮১ খৃঃ C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বেলুচিস্থান—ভারতের উত্তরপশ্চিমপ্রান্তস্থ দেশবিশেষ। এই প্রদেশটি গোমল নদী হইতে আরব্য সাগর পর্য্যন্ত, এবং পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমান্ত হইতে পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বেলুচিস্থান প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—ব্রিটিশ ও দেশীয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের আমীর গণ্ডামকের সন্ধি অনু-সারে যে সকল স্থান ইংরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেগুলি ব্রিটিশ বিভাগের অন্তর্গত। ১৮৮৭ খৃঃ ইংরাজ এই স্থানগুলি রীতিমত অধিকার করিয়া লন। এতদ্ব্যতীত, অপর কতকগুলি স্থানও এই বিভাগের অন্তর্গত, যথা কোয়েটার পূর্ব্বাংশ, জাব, বোলান পাস ইত্যাদি। খেলাত, লাস, বেলা প্রভৃতি দেশীয় বিভাগের অধীন। ব্রিটিশ বিভাগ জনৈক চীফ কমিশনার কর্ত্তৃক সাক্ষাৎভাবে শাসিত। উক্ত কর্ম্মচারীই ইংরাজের প্রতিনিধি (Agent) স্বরূপে দেশীয় বিভাগের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সমগ্র বেলুচিস্থানে প্রধানতঃ দুইটি জাতির বাস,—ব্রাহুই ও বেলুচি। উভয় জাতিই সুন্নী মুসলমান। শেষোক্ত জাতির নামাব-লম্বনে দেশের নামকরণ হইলেও, সামাজিক হিসাবে প্রথমোক্ত জাতিই প্রধান। উভয় জাতির অনেক শাখা প্রশাখা এই প্রদেশে বাস করে। ব্রাহুই জাতির ভাষায় অনেক পঞ্জাবী শব্দ ব্যবহৃত; বেলুচি জাতির ভাষা পারস্যপ্রধান। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই প্রদেশের মধ্য দিয়া আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। বেলুচি জাতির ব্রাহুই জাতি প্রথমে এই প্রদেশে বাসস্থাপনা করে। কথিত আছে, এই প্রদেশের শেষ হিন্দুরাজা লুণ্ঠনকারীদিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পার্ব্বত্য মেষপালকগণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহুই জাতীয় কাম্বার নামক জনৈক ব্যক্তির অধি-নায়কতায় ইহারা আসিয়া রাজার সাহায্য করে। কয়েক বৎসর পরে কাম্বার হিন্দু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পারস্যরাজ নাদিরসাহ ভারতাক্রমণে অগ্রসর হইয়া বেলুচিস্থান অধিকার করেন, কিন্তু তৎ-কালীন রাজা আবদুল্লাকে শাসনকর্ত্তৃপদ হইতে বিচ্যুত করেন নাই। সিন্ধুপ্রদেশের নবাবগণের সহিত যুদ্ধে আবদুল্লা প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হাজী মহম্মদ খাঁ খেলাত সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার বিলাসিতায় ও অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া প্রজাগণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসীর খাঁকে প্রতিবিধান করিতে আহ্বান করে। নাসীর খাঁ তখন নাদির সাহের সহিত দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রজাগণের আহ্বানে তিনি খেলাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ছুরিকাঘাতে নিহত করিয়া শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। নাদির-সাহ দূতমুখে এই সংবাদ পাইয়া নাসীর খাঁকে এক সনন্দ দ্বারা 'বেগলার বেগী' (রাজাধিরাজ) এই উপাধি প্রদান করেন (১৭৩৯ খৃঃ অঃ)। ১৭৪৭ খৃঃ নাদির-সাহের লোকান্তর গমন ঘটিলে, নাসীর খাঁ আমেদ সাহ দুরাণীকে কাবুলের অধিপতি

বলিয়া স্বীকার করেন। ১৭৫৮ খৃঃ নাসীর খাঁ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে কাবুলেশ্বরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। পরে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে এবং নানাভাবে কাবুলেশ্বরের সহায়তা করিলে, পুরস্কার স্বরূপে নাসীর খাঁ প্রভূত ভূমি লাভ করেন। তৎপুত্র মামুদ খাঁর রাজত্বকালে, অনেক সামন্ত তাঁহার অধীনতা পাশ হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া লন, এবং রাজ্যের পরিসর অনেকটা খর্ব্ব হইয়া যায়। ১৮৩৯ খ্রীঃ বোলানপাস (গিরিসঙ্কট) মধ্য দিয়া ইংরাজসৈন্ত কাবুলাভিমুখে গমন করিবার সময়ে, বেলুচিগণ সৈন্ত-দলের উপর অত্যাচার করে। এই কারণে ইংরাজ খেলাত আক্রমণ করিয়া তৎকালীন খাঁ মেহরাবকে নিহত করেন। পরে ইংরাজ অবগত হন যে মেহরাব খাঁর কিছুমাত্র অপরাধ ছিল না, তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর কূট কৌশলেই তিনি বিনা অপরাধে নিহত হন। ১৮৪১ খ্রীঃ ইংরাজ খেলাত পরিত্যাগ করিয়া মেহরাব খাঁর পুত্রকে দ্বিতীয় নাসীর খাঁ নাম প্রদানপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ১৮৫৪ খৃঃ লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে ইঁহার সহিত যে সন্ধিস্থাপনা হয়, তাহাতে এই সর্ত্ত থাকে যে, খেলাতের খাঁগণ ইংরাজের সহায়তা করিবেন বলিয়া বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইবেন। ১৮৫৬ খৃঃ দ্বিতীয় নাসীর খাঁর মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা মীর খোদাদাদ খাঁ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজপক্ষ হইতে জনৈক কর্ম্মচারী পলিটিকেল এজেন্ট স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া খেলাতে অবস্থান করেন। ১৮৬৩ খৃঃ পর্য্যন্ত দেশ সুনিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে দেখিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী অল্প সময়ের জন্ত খেলাত পরিত্যাগ করেন। সেই অবসরে সামন্তগণের উত্তেজনায় মীর খোদাদাদ খাঁ তদীয় জ্ঞাতিভ্রাতা সের দিল খাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করেন এবং সের দিল খাঁ সিংহাসন অধিকার করেন। কয়েকমাস পরে তিনি নিহত হন এবং মীর খোদাদাদ পুনর্ব্বার শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করেন; কিন্তু এবারে শাসনশৈথিল্য বশতঃ সর্দ্দারগণ অবাধ্য হইয়া উঠে এবং দেশমধ্যে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জনার্থে ইংরাজের নিকট উভয় পক্ষের প্রার্থনায় কাপ্তেন সাণ্ডিমান খেলাতে প্রেরিত হন (এপ্রেল ১৮৭৬ খ্রীঃ)। তিনি সামন্তগণ সহিত খাঁকে জেকবাবাদে লইয়া গিয়া সেখানে ভারত রাজপ্রতিনিধি লর্ড লীটনের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। ইহার ফলে ১৮৭৬ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর একটি নূতন সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহার সর্ত্তমতে, খাঁ সাহেব ৫০,০০০ টাকার পরিবর্ত্তে এক লক্ষ টাকা বৎসরে বৎসরে পাইবেন বলিয়া স্থির হয়; ইংরাজ খাঁ সাহেবের এবং স্বতন্ত্রভাবে সর্দ্দারগণের প্রভুতা স্বীকার করিয়া লন, এবং খাঁ সাহেব ও সর্দ্দারগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন, সকল পক্ষই ইহা স্বীকার করেন। এই সময়ের পর হইতে বেলুচিস্থানে ইংরাজের প্রাধান্তের সূত্রপাত হয়; এবং সামরিক কার্য্যোপযোগী রাস্তা, রেল, সৈন্তাবাস প্রভৃতি স্থাপিত হয়। পলিটিকেল এজেন্ট স্যার জেমস্ ব্রাউন সাহেবের সহিত খোদাদাদ খাঁর মনোবিবাদ ঘটিলে ১৮৯৩ খৃঃ ইনি পদচ্যুত এবং ইঁহার পুত্র মীর মামুদ খাঁ খেলাতের অধিপতি বলিয়া বিঘোষিত হন। ১৮৯৯ খৃঃ ইংরাজ বেলুচিস্থানের কিয়দংশ ইজারা করিয়া লন। শীতকালে এস্থানে শীত এত প্রবল হয় যে, কিয়দংশ দুইমাস ব্যাপিয়া তুষারাচ্ছাদিত হইয়া থাকে, আবার কোন কোন স্থানে গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠে। খেলাত খাঁয়ের রাজধানী। নিকটবর্ত্তী একটা পর্ব্বতের ঝরণা হইতে সহরে জলের সরবরাহ হইয়া থাকে। জলের বিশেষত্ব এই যে, জল রাত্রিকালে উষ্ণ থাকে, এবং সূর্য্যোদয় হইতে সমুদয় দিবাভাগে শীতল থাকে।

বেলে—বালিনির্ম্মিত; বালুময়। দেশজ। বিণ।

বেলেল্লা—লম্পট; কদাচারী। দেশজ। বিণ।

বেল্যা—বেলা, বেলফুল। প্রা, ক। সং।

বেল্ল, বেল্লন—চলন; দোলন; কম্পন; লুণ্ঠন। বেল্ল্ (চালিত করা) + অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বেল্লিক—লম্পট, দুরাচার, দুর্বৃত্ত, দুর্জন; ধৃষ্ট, নির্লজ্জ। বালীক শব্দের অপভ্রংশ।

বেল্লিত—১। দোলিত; বক্র; লুণ্ঠিত। বেল্ল্ + ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। দোলন; চলন; লুণ্ঠন। বেল্ল্ + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বেশ, বেষ—১। সজ্জা, বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষা; নেপথ্য; গৃহ; বেশ্যালয়, বেশ্যাপল্লী। বিশ্ (প্রবেশ করা) + অল্ অধি, অথবা বিষ্ (ব্যাপা, ইত্যাদি) + অন্ ক। সং; পু। ২। উত্তম, খাসা, আচ্ছা। দেশজ। বিণ। ৩। বেশী, অধিক বা আধিক্য। বৈদেশিক। [ন্যূনাধিক্য। বৈদে।

বেশকম—কমবেশী, অল্পাধিক; ন্যূনাধিক বা

বেশন্ত—পল্বল, ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা। বিশ্ (প্রবেশ করা) + অন্ত অধি। সং; পু।

বেশভূষা—পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, সাজসজ্জা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

বেশভূষাপরায়ণ—সাজসজ্জায় অনুরাগী, বেশভূষা করিতে পটু। বেশভূষা হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -পরায়ণা।

বেশর, বেসর—নাসিকাভূষণবিশেষ; অশ্বতর; খচ্চর। বেশ শব্দ -রা (গ্রহণ করা) + ড ক, ২য় পক্ষে বেস (গমন করা) + অরন্ ক। সং, পু।

বেশবার—ব্যঞ্জনবিশেষ; পিষ্ট হরিদ্রা সর্ষপাদি, বাটনা। বেশ — বৃ + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বেশবিন্যাস—বেশরচনা, সাজসজ্জা করা। ৬তৎ। সং; পু।

বেশাত, বেসাত—অস্থাবর দ্রব্যজাত, আসবাবপত্র; যোত্র, সম্পত্তি; অর্থাভাবের অবস্থা, টাকাকড়ির টানাটানি। বৈদে। প্রা, ক।

বেশাতি, বেসাতি—সামান্ত ব্যবসায়ী, খরচা দোকানী, মুদী; ক্রীতদ্রব্যসম্ভার, হাটবাজার; বাজারে জিনিষপত্র ক্রয় সম্বন্ধীয়। বৈদেশিক। প্রা, ক।

বেশান্ত আনি (Annie Besant)—জন্ম ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ, ১লা অক্টোবর। ইনি উইলিয়ম পেজ উড (William Page Wood) সাহেবের কন্যা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইনি রেভাঃ ফ্রাঙ্ক বেশান্ত (Rev. Frank Besant) সাহেবের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) অতঃপর আদালতের সাহায্যে আনি ঐ সূত্র ছিন্ন করেন (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিখ্যাত ব্রাড্‌ল (Bradlaugh) সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া নাস্তিকতা ও সাধারণতন্ত্রতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মাডাম ব্লাভাস্কি (Madam Blavatsky) রচিত সিক্রেট ডকট্রিন (Secret Doctrine) নামক গ্রন্থখানির একটি সমালোচনা ষ্টেড (Stead) সাহেব নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিবার জন্ত আনি বেশান্তকে লিখিতে অনুরোধ করেন। এই গ্রন্থ পাঠে বেশান্তের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার নাস্তিকতা যাইয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ধর্ম্মে আস্থা ফিরিয়া আসিল। ইনি গ্রন্থকর্ত্রীর শিষ্যা হইলেন থিয়সফিকেল সোসাইটিতে যোগদান করেন (১৮৮০ খৃষ্টাব্দ)। সেই সময় হইতে ইনি এই সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে সমস্ত মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বেনারসে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত করিলেন এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সহিত যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা হয়, তাহার

ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভারতীয় বালকগণ যাহাতে বিদ্যার সহিত জাতীয় ধর্ম্ম, সন্নীতি ও রাজভক্তির শিক্ষা পায়, বেশান্তের তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতিনী এবং যাহাতে হিন্দুগণ এই ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম সম্যক্ অবগত হইতে পারে, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সাহায্যে তদ্বিষয়ে ইনি সততই চেষ্টান্বিতা। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা অসাধারণ। অনেক বিষয়ে স্বর্গগত গ্লাডষ্টোনের নিম্নেই ইঁহার আসন। মধ্যে মধ্যে ইনি কলিকাতায় ও ভারতের অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইঁহার ভাষা ও ভাব এবং শ্রোতৃগণের মনের উপর কিরূপ অসীম অধিকার, তাহা যাঁহারা সে বক্তৃতা শুনিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইঁহার বেশভূষা অনেকটা হিন্দুজনোচিত এবং আহারাদিও তদ্রূপ। সাধারণ ভাবে শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা—এ তিনটি তেই ইনি সমান মনোযোগ দান করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, কর্ণেল অলকটের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর থিয়সফিকেল সোসাইটির সভাপতির আসন যেন আনি বেশান্তকে দেওয়া হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি অলকটের মৃত্যু ঘটিলে, বেশান্ত উক্ত সভার নেতৃত্ব এবং থিয়সফিষ্ট নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং এ পর্য্যন্ত অতিশয় যোগ্যতার সহিত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইনি সংপ্রতি "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া যোগ্যতার সহিত চালাইয়া আসিতেছেন, এবং ভারতবাসীদিগের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ের আন্দোলনে তাহাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন। যে সকল মহাত্মার উদ্যোগে বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতিতে (Indian National Congress এ) ইনি সভানেত্রীর পদে বৃত হন।

বেসায়েস্তা—বেতামিজ, অশিক্ষিত, অশিষ্ট, অভদ্র, বে-আদব; অনিয়মানুবর্ত্তী, অশাসনাধীন, অবাধ্য, অবশ; দুর্নীতিপরায়ণ। বৈদেশিক। বিণ।

বেশি, বেশী—অধিক, জেয়াদা, অতিরিক্ত, অতিশয়, অত্যন্ত, খুব; আতিশয্য, আধিক্য। বৈদেশিক।

বেশ্ম (বেশ্মন্)—ভবন, গৃহ। বিশ্ (প্রবেশ করা) + মন্ অধি। সং; ক্লী।

বেশ্মভূ—বাসভূমি, বাস্তুভিটা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বেশ্য—বেশ্যালয়। বিশ্ (প্রবেশ করা) + য্যণ্ র্ম। সং; ক্লী।

বেশ্যা—বারবনিতা, সাধারণস্ত্রী; গণিকা, খান্‌কী, কসবী, পেশাকর। বেশ শব্দ + ষ্য + আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

বেশ্যালয়—বেশ্যার বাড়ী, গণিকা-গৃহ। ৬তৎ।

বেষ—বেশ দেখ।

বেষ্ট, বেষ্টন—১। চতুর্দ্দিকে আবরণ, ঘেরা; প্রদক্ষিণ, চতুর্দ্দিকে ঘুরা। বেষ্ট্ + অল্, অনট্ ভা। ২। পরিধি, বেড়; উষ্ণীষ। বেষ্ট্ + অল্, অনট্ ণ। সং; ক্লী।

বেষ্টক—১। উষ্ণীষ, পাগড়ি; নিশ্বাস। বেষ্ট্ (বেষ্টন করা) + ণক ক। সং; ক্লী। ২। প্রাচীর; কুষ্মাণ্ড। সং; পু। ৩। বেষ্টনকারী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেষ্টিকা।

বেষ্টন—বেষ্ট দেখ।

বেষ্টবংশ—বেড় বাঁশ। বেষ্ট (বেড়) যুক্ত যে বংশ (বাঁশ), মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বেষ্টা—বেষ্টন করা। ক, প্র। ক্রি।

বেষ্টিত ১। পরিবৃত, ঘেরা। বেষ্ট (বেষ্টন করা) + ক্ত ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বেষ্টিতা। ২। বেষ্টন। বেষ্ট্ + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বেস—উত্তম, ভাল, আচ্ছা। বৈদেশিক।

বেসক্—নিঃসন্দেহ। বৈদেশিক।

বেসন—দ্বিদল-চূর্ণ, ডাইলের গুঁড়া, বেসম। বেস্ (গমন করা) + অনট্ ম। সং; ক্লী।

বেসর—বেশর দেখ।

বেসরম, বেসরমী—বেহায়া, নির্লজ্জ; বেহায়াপন, নির্লজ্জতা। বৈদেশিক।

বেসার—পিষ্টমসলা, বাটনা। প্রা, ক। সং।

বে-সুমার—অগণ্য। বৈদে। বিণ। [বিণ।

বেসুরা—সুরের অমিলহেতু শ্রুতিকটু। দেশজ।

বেহক—অযথা, অযথার্থ, অসত্য; অন্যায়; অসঙ্গত, অনুচিত। বৈদেশিক।

বেহকদার—যাহার প্রকৃত দাবি নাই, স্বত্বহীন, নিঃস্বত্ব। বৈদেশিক। [বিণ।

বেহদ্দ—যৎপরোনাস্তি, সীমাবহির্ভূত। বৈদে।

বেহৎ—গর্ভোপঘাতিনী গাভী। বি-হন (বধ করা) + ডৎ ক। সং; স্ত্রী।

বেহাই—বেয়াই, বৈবাহিক। দেশজ। সং; পু।

বেহাগ—সঙ্গীতের রাগবিশেষ।

বেহান—বৈবাহিক পত্নী; বৈবাহিকা। সং; স্ত্রী।

বেহাত—হস্তচ্যুত, অন্যগৃহীত। দেশজ। বিণ।

বেহায়া—বেসরম, নির্লজ্জ। দেশজ। বিণ; পু।

বেহার—বিহার, বিশ্রাম স্থান। প্রা, ক। সং।

বেহারা—১। বাহক, কাহার; বেয়ারা, বার্ত্তাবাহক, পরিচায়ক, খানসামা। দেশজ। সং। ২। বিহারা, বিহার করা। প্রা, ক। ক্রি।

বেহাল—দুঃস্থ, দুর্দ্দশাপন্ন। বৈদেশিক। বিণ।

বেহালা—এক প্রকার সতার বাদ্যযন্ত্র। ইং (violin)। সং।

বেহুঁস—অচেতন, সংজ্ঞাহীন, জ্ঞানশূন্য; অনবধান, অসতর্ক। বৈদেশিক। বিণ।

বেহুঁসিয়ার—অসতর্ক, অনবধান। বৈদে। বিণ।

বে-হেড—মতিভ্রষ্ট, নিঃসত্ত্ব। মিশ্র শব্দ। বিণ।

বেহুলা—চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরের ভার্য্যা। ইনি সাতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। লখিন্দর সর্পাঘাতে অকালে কালকবলিত হইলে ইনি স্তব দ্বারা মনসাদেবীকে তুষ্ট করিয়া পতিকে পুনর্জ্জীবিত করেন।

বৈ—১। সম্বোধন; অনুনয়; পাদপূরণ। বা + ডৈ ক। অ্য। ২। বিনা, ভিন্ন, ব্যতীত; ব্যতিরেক। দেশজ।

বৈঁচি—অতিক্ষুদ্র ফলবিশেষ, বিকঙ্কত। দেশজ। সং। [ক। সং।

বৈ-তিক—এক প্রকার বেসালি-জাল। প্রা,

বৈকক্ষ, বৈকক্ষক—উত্তরীয়; বক্ষঃস্থলে বক্রভাবে বিন্যস্ত মালা। বি-কক্ষ শব্দ + ষ্ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

বৈকঙ্কত—বৃক্ষবিশেষ, বৈঁচি গাছ। বিকঙ্কত শব্দ + ষ্ণ। সং; পু। [সং; পু।

বৈকটিক—মণিকার, জহুরি। বিকট + ষ্ণিক।

বৈকর্ত্তন—১। সূর্য্যসম্বন্ধীয়; সূর্য্যবংশীয়। বিকর্ত্তন (সূর্য্য) + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈকর্ত্তনী। ২। রাধেয়, কর্ণ। বিকর্ত্তন (সূর্য্য) + ষ্ণ অপত্যার্থে, কুমারী অবস্থায় কুন্তীর গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কথিত। অথবা বিকর্ত্তন (ছেদন) + ষ্ণ, কর্ণ স্বীয় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করায় এই নামে খ্যাত হন। সং; পু।

বৈকল্পিক—বিকল্পপ্রাপ্ত, যাহা বিকল্পে হয়। বৈভাষিক। বিকল্প + ষ্ণিক বিণ; ত্রি, স্ত্রী বৈকল্পিকী।

বৈকল্য—বিকলতা। বিকল + ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈকাল—অপরাহ্ণ, বিকাল বেলা। বিকাল + ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

বৈকালি, -লী—দেবতার বা দেববিগ্রহের অপরাহ্ণিক ভোগ। বৈকালিক শব্দের অপভ্রংশ। সং।

বৈকালিক—আপরাহ্ণিক, বিকালসম্বন্ধীয়; বৈশাখ মাসে অপরাহ্ণে দেবতাকে ফলমূলাদি দেওয়া। বিকাল শব্দ + ষ্ণিক। সং; পু।

বৈকুণ্ঠ—১। বিষ্ণু; ইন্দ্র। বি (বিগত) হইয়াছে কুণ্ঠা যাঁহার বিকুণ্ঠ, বহ; বিকুণ্ঠ শব্দ + ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। ২। বিষ্ণুর পুরী। বিকুণ্ঠ শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী।

বৈকুণ্ঠধাম—বিষ্ণুলোক। বৈকুণ্ঠই ধাম, কর্ম্মধা, বা বৈকুণ্ঠ নামক ধাম, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বৈকুণ্ঠনাথ—বিষ্ণু। ৬৩৫। সং; পু।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু (রায় বাহাদুর)—১২৬০ সালে ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিবসে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনাথ বসু। ইঁহাদের আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বহড়ু গ্রাম। ইঁহারা তথাকার প্রসিদ্ধ জমিদার; তথায় এখনও ইঁহাদের পৈতৃক বাসবাটী ও দেবালয় আছে। ১৮৬৬ খ্রীঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলেজে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ না করিয়া, ১৮৭০ খৃঃ ২রা ডিসেম্বর ইনি টাঁকশালের নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ খৃঃ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্থাপিত "বঙ্গ সঙ্গীতবিদ্যালয়ে" প্রবিষ্ট হইয়া ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন, এবং ১৮৮১ খ্রীঃ বেঙ্গল একাডেমী অব্ মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি সেই সভার "অনারারি সেক্রেটারী" হন। ঐ সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে ইনি 'সঙ্গীত উপাধ্যায়' উপাধি ও স্বর্ণকেয়ূর প্রাপ্ত হন। ইনি সেতার, সুরবাহার, এস্রাজ, হারমোনিয়ম, পিয়ানো, মৃদঙ্গ, বাঁয়া, তবলা প্রভৃতি বাদনে সুদক্ষ ছিলেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র এই উভয়বিধ সঙ্গীতের স্বর যোজনায় ও রাগ রাগিণী জ্ঞানে ইঁহার সবিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। ইঁহার স্বরযোজনার বিশেষত্ব এই যে, ইনি গানের ভাব ও ছন্দের উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বরযোজনা করিতেন। ইনি ১৮৮০ খৃঃ শিয়ালদহ পুলিশকোর্টের এবং ১৮৮২ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে কলিকাতার অন্যতম অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খৃঃ ১লা আগষ্ট ইনি করেন্সি আফিসের ডেপুটী ট্রেজারার হন। পর বৎসর জুলাই মাসে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে টাঁকশালের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৯৪ খৃঃ ১লা জানুয়ারি ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার যেরূপ অগাধ অধিকার, বাঙ্গালা ভাষাতেও ইনি সেইরূপই ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর ইনি পেনসন্ গ্রহণ করিয়া বৈতনিক রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে শিয়ালদহ কোর্টে ইনি সরাসরি বিচার করিবার অধিকার (Summary power) প্রাপ্ত হন। ইনি আলিপুর সেণ্ট্রাল, জুভিনাইল ও প্রেসিডেন্সী জেলের অন্যতম বেসরকারী পরিদর্শক ছিলেন। ইনি সুরসিক, সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং বিনয়ী ছিলেন। ফলতঃ এরূপ একাধারে বহুগুণসম্পন্ন, নিরহঙ্কার, সুহৃদ্বৎসল, পরোপকারী লোক অতি বিরল। ইং ১৯২১ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অনেকগুলি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন। এই অভিধানের সঙ্কলন বিষয়ে ইঁহার সঙ্কলয়িতা ৺সুবলচন্দ্র মিত্র ইঁহার নিকট অনেক প্রকারে সাহায্য পাইয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন (রায় বাহাদুর)—ইনি ১৮৪৩ খৃঃ বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আলমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা হরিমোহন সেন বরাট বহরমপুর জজ আদালতে কৰ্ম্ম করিতেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৮৫৩ খৃঃ কাশিমবাজারের নিকটবর্ত্তী নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্টেস্টিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৯ খৃঃ বহরমপুর কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর পরে সিনিয়ার পরীক্ষায় পাশ করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৬২ খৃঃ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ-এ, ১৮৬৩ খৃঃ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ খ্রীঃ বি-এল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একশত টাকা মূল্যের সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ওকালতী পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহার শাস্ত্রের ব্যবসায়ে ব্রতী হন। অতঃপর ১৮৬৬ খ্রীঃ হইতে বহরমপুরে ওকালতী আরম্ভ করিয়া স্থানীয় উকিল সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ইনি ওকালতী করিয়া প্রভূত অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। ১৮৭৩—৯৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি বহরমপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খৃঃ—১৮৯৪ খৃঃ পর্য্যন্ত বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, রোড্‌সেস্ কমিটীর সভ্য, এবং মুর্শিদাবাদ এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন। ইনি ভারতের জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থায়ী কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৯ খৃঃ বৰ্দ্ধমান বিভাগের জেলাবোর্ডসমূহ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায়বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তির পর কাৰ্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইলে বৈকুণ্ঠনাথ সেই কমিটীর সভাপতিরূপে দশ বৎসর কাৰ্য্য করেন। নানাবিধ সৎকার্য্যে ইনি অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালোচনাবিষয়ে ইঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইনি জাতীয় শিক্ষাপরিষদের এক জন বিশিষ্ট সভ্য, এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রধানতঃ ইঁহারই উদ্যোগে বহরমপুরে তিনবার এই সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৩১৬ সালে উক্ত সমিতির হুগলীর অধিবেশনে বৈকুণ্ঠনাথ সভাপতি মনোনীত হন। ১৯১১ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় এবং বৈকুণ্ঠনাথের অর্থেই "বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই মনীষী পুরুষ পরলোকগত হইয়াছেন।

বৈকৃত—বিকৃতি, বিকার। বিকৃত শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী। [ষ্ণ। সং; পু।

বৈক্রান্ত—স্পর্শমণি, চুম্বক পাথর। বিক্রান্ত+

বৈখানস—১। বানপ্রস্থ। বি-খন+ড ক, তদুত্তরে অন+অস্ ক+ষ্ণ। সং; পু। ২। বনেপ্রস্থসম্বন্ধীয়। বৈখানস+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ, ত্রি। স্ত্রী বৈখানসী।

বৈগুণ্য—বিগুণত্ব, দোষ; বৈকল্য। বিগুণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈচক্ষণ্য—বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য। বিচক্ষণ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী [ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

বৈচিত্ত্য—মতিভ্রম, মনের ভ্রান্তি। বিচিত্ত+

বৈচিত্র্য—বিচিত্রতা, নানারূপতা; সৌন্দর্য্য; চমৎকারিত্ব। বিচিত্র+ষ্ণ্য ভাবার্থে। ক্লী।

বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদ; ইন্দ্রধ্বজ; কার্ত্তিকেয়। বি জয়ন্ত+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; পু।

বৈজয়ন্তী, বৈজয়ন্তিকা—জয়ন্তী; পতাকা; মালা। বৈজয়ন্ত+ঙীপ্, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বৈজয়িক—জয়সূচক। বিজয়+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈজয়িকী।

বৈজাত্য—বিজাতীয়তা; বৈলক্ষণ্য; স্বভাবের ভিন্নতা; লাম্পট্য। বি—জাত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈজিক—১। বীজসম্বন্ধীয়; বীজগণিতসংক্রান্ত। বীজ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈজিকী। ২। পরমাত্মা; তৈলবিশেষ; সদ্যোজাত অঙ্কুর। সং; পু।

বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞান বিশারদ; বিজ্ঞানশাস্ত্রে নিপুণ; শিল্পী; বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। বিজ্ঞান শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈজ্ঞানিকী।

বৈঠক—উপবেশন; সভাধিবেশন, মজলিস, সভা; দণ্ডায়মান আধার। দেশজ। সং।

বৈঠকখানা—উপবেশনকক্ষ, বাহিরের বসিবার ঘর। দেশজ। সং।

বৈঠা—১। নৌকার দাঁড়। দেশজ। সং। ২। উপবেশন করা, বসা। হিন্দীমূলক। ক, প্র। ক্রি।

বৈঠান—বসান। ক, প্র। ক্রি।

বৈড়াল-ব্রত—কপট-ধর্ম্মাচরণ, গোপনে পাপাচরণ ও প্রকাশ্যে ধার্ম্মিকতা প্রকাশ। বিড়াল শব্দ+ষ্ণ=বৈড়াল,বৈড়াল যে ব্রত, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বৈড়ালব্রতিক,—ব্রতী (—ব্রতিন্)—ভণ্ডতপস্বী, কপট ধর্ম্মাচারী। বৈড়ালব্রত শব্দ+ষ্ণিক, ইন্। বিণ; পু। শাস্ত্রে বৈড়ালব্রতীর লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্চাদ্মিকো লোকবঞ্চকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ॥
অর্থাৎ কপটধর্ম্মাচারী, সর্ব্বদা লোভপরবশ, ছদ্মবেশধারী, প্রবঞ্চক, হিংসাপরায়ণ এবং সকলের নিন্দাকারী ব্যক্তিই বৈড়ালব্রতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈণ—বেণুজীবী, ডম বা ডোম। বেণু (বাঁশ) +ষ্ণ জীবিকার্থে। সং; পু।

বৈণব—বেণুসম্বন্ধীয়; বেণুনির্ম্মিত। বেণু+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈণবী।

বৈণবিক—বেণুবাদক। বেণু শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈণবিকী।

বৈণিক—বীণা-বাদনকারী। বীণা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈণিকী।

বৈণুক—১। বেণু বাদক। বেণু শব্দ+কণ্। বিণ; ত্রি। ২। বংশদণ্ড। সং; ক্লী।

বৈণ্য—বেণপুত্র, পৃথুরাজা। বেণ শব্দ+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু।

বৈতংসিক—পশুপক্ষীর মাংসবিক্রেতা, কসাই। বিতংস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

বৈতনিক—বেতনভোগী; কর্ম্মকর; বেতনসাধ্য। বেতন শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈতনিকী।

বৈতরণি, বৈতরণী—১। প্রেতনদী, যমদ্বারস্থ নদীবিশেষ [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই নদীর জল সাতিশয় উত্তপ্ত, শোণিত-মাংসাস্থিপূর্ণ, দুর্গন্ধময়, এবং নক্রসমাকুল। মৃত্যুর পর জীবগণকে এই নদী পার হইয়া যমালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাকে সুখে উত্তরণ করিবার আশায় হিন্দুগণ মৃত্যুর পূর্ব্বে বা পরে গোদান করিয়া থাকেন]; রাক্ষসমাতা। বিতরণ শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। উড়িষ্যামধ্যস্থ নদীবিশেষ, উৎকলের পূর্ব্ব রাজধানী যাজপুর এই নদীর তীরস্থ। এই নদীটি কেঁউঝাড় রাজ্যের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, যথাক্রমে কেঁউঝাড় ও ময়ূরভঞ্জ, কেঁউঝাড় ও কটক, এবং কটক ও বালেশ্বর জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমাস্বরূপ প্রবাহিত। শেষোক্ত স্থানে ব্রাহ্মণী নদীর সহিত মিলিত হইয়া ধামড়া নাম ধারণপূর্ব্বক বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। বৈতরণী হিন্দুগণের একটি গণনীয় তীর্থ। এই তীর্থটি যযাতী-কেশররাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত যাজপুর হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে, এখানে ব্রহ্মা দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে ঘাটে তিনি যজ্ঞ করেন, তাহা দশাশ্বমেধ ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। পরে এই যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী উদ্ধার করেন। এই নিমিত্ত স্থানটি বরাহক্ষেত্র নামে অভিহিত। এখানে যে বরাহমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, গোদান প্রভৃতি বৈতরণীর সমস্ত কার্য্য সেই মন্দিরেই সম্পন্ন করিতে হয়। দানান্তে গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া হিন্দুগণ স্বর্গ গমনের বিঘ্ন বিনাশ করে। দশাশ্বমেধ ঘাটের বিপরীত দিকে মহাকালীর মন্দির দৃষ্ট হয়। তৎপার্শ্বে সপরিবারে যমরাজের মন্দির বিরাজিত। এই স্থানে সতীর নাভিদেশ পতিত হয়। এখানে যে দেবীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাঁহার নাম বিরজা। বিরজামন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে কক্ষমধ্যে যে ইষ্টকনির্ম্মিত কূপ লক্ষিত হয়, সেই কূপটি নাভিগয়া নামে প্রখ্যাত। ব্রহ্মার যজ্ঞকালে গয়াসুরের নাভিদেশ এইখানে অবস্থান করে, সেই জন্য স্থানটি উক্ত নামে অভিহিত। কথিত আছে, এখানে পিতৃগণের প্রীত্যর্থে পিণ্ড দান করিলে, গয়ায় পিণ্ডদানের তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈতান, বৈতানিক—১। বিতানসম্বন্ধীয়। বিতান শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈতানী, বৈতানিকী। ২। হোমার্থ নৈবেদ্য; হোম। সং; ক্লী। ৩। যজ্ঞীয় অগ্নি। সং; পু।

বৈতাল, বৈতালিক—বন্দী, স্তুতিপাঠক; বোধকর, যে রাজাকে জাগায়। বিতাল শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণিক। সং; পু।

বৈদগধ—বৈদগ্ধ শব্দের অপভ্রংশ। বৈদগ্ধ দেখ।

বৈদগধি,—ধী—চাতুরী; রসিকতা। প্রা, ক।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য—বিদগ্ধতা; চতুরতা; পটুতা; রসিকতা; পাণ্ডিত্য; শোভা; ভঙ্গী। বিদগ্ধ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈদগ্ধী—চতুরতা; রসিকতা। বৈদগ্ধ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৈদর্ভ—১। বিদর্ভদেশীয়; বিদর্ভদেশজাত। বিদর্ভ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈদর্ভী। ২। বিদর্ভরাজ। সং; পু।

বৈদর্ভী—১। বিদর্ভদেশীয়া, বিদর্ভজাতা। বৈদর্ভ দেখ। বৈদর্ভ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কাব্যের রীতিবিশেষ; দময়ন্তী; রুক্মিণী অগস্ত্য-পত্নী, লোপামুদ্রা। সং; স্ত্রী।

বৈদান্তিক—১। বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ। বেদান্ত শব্দ+ষ্ণিক জ্ঞাতার্থে। সং; পু। ২। বেদান্তসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈদান্তিকী।

বৈদিক—১। বেদবিৎ ব্রাহ্মণ। বেদ+ষ্ণিক জ্ঞাতার্থে। সং; পু। ২। বেদবিহিত; বেদোক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈদিকী।

বৈদুষ্য—পাণ্ডিত্য। বিদ্বস্+ষ্য। সং; ক্লী।

বৈদূর্য্য—মণিবিশেষ (Cats'-eye)। বিদূর শব্দ+ষ্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

বৈদেশিক—ভিন্নদেশীয়; অন্যদেশাগত। বিদেশ +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শিকী।

বৈদেহ—১। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সঙ্কর জাতিবিশেষ; বণিক্; বিদেহ দেশের রাজা। বিদেহ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। বিদেহদেশীয়; বিদেহজাত। বিদেহ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈদেহী।

বৈদেহী—১। বণিক্ পত্নী; পিপ্পলী। বৈদেহ +ঈপ্ পত্নী অর্থে। ২। জানকী, সীতা। বৈদেহ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ৩। বিদেহদেশীয়া, বিদেহজাতা। বিণ; স্ত্রী।

বৈদ্য—১। বিদ্বান্, পণ্ডিত; চিকিৎসক। বিদ্যা শব্দ+ষ্ণ। ২। বেদসম্বন্ধীয়। বেদ শব্দ+ষ্য। বিণ; ত্রি। [কণ্। সং; ক্লী।

বৈদ্যক—চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ। বৈদ্য+

বৈদ্যনাথ—প্রসিদ্ধ শিব; ভৈরববিশেষ; দেশবিশেষ*, তত্র প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি। সং; পু।

* এই স্থানটি এক্ষণে সাঁওতাল পরগণার একটি মহকুমা ও প্রধান সহর। এখানে প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যনাথ মূর্ত্তিটি দ্বাদশ মহালিঙ্গের অন্যতম। শিবরাত্রি-সময়ে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে লৌকিক বিবরণ এইরূপ,—

তপস্যায় প্রসন্ন করিয়া দশানন মহাদেবকে লঙ্কায় স্থাপিত করিবার প্রার্থনা করিলে, মহাদেব বলেন যে, "তুমি আমাকে মস্তকে স্থাপন করিয়া তোমার রাজধানীতে লইয়া যাইতে পার; কিন্তু যদি পথিমধ্যে আমাকে কোন স্থানে মস্তক হইতে নামাইয়া ভূতলে রাখ, তাহা হইলে আমি সেইখানেই রহিয়া যাইব।" দশানন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মহাদেবকে মস্তকে করিয়া যাইতে লাগিলেন। এ দিকে ভীত দেবগণের প্ররোচনায় বরুণদেব দশাননের উদরে প্রবেশ করিলেন। প্রস্রাব-পীড়িত দশানন জনৈক ব্রাহ্মণকে কর্ণকালের জন্য মহাদেবকে মস্তকে রক্ষা করিবার অনুরোধ করিয়া প্রস্রাব করিতে বসিলেন। প্রস্রাব করা আর শেষ হয় না। এদিকে ব্রাহ্মণবেশধারী দেববিশেষ মহাদেবকে ভূমিতলে

স্খলন করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহাদেব সেই স্থানেই রহিয়া গেলেন। ব্যর্থমনোরথ দশানন ক্রোধে মহাদেব মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন। এই স্থানটিই বৈদ্যনাথ নামে এবং বর্ত্তমান মন্দির সন্নিকটে শিবগঙ্গা নামক পুষ্করিণীটি দশাননের প্রস্রাবসম্ভূত কর্ম্মনাশা নদীর অংশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বহুকাল পরে এই স্থানে ব্রাহ্মণগণ এই লিঙ্গরূপী মহাদেবের উদ্ধার সাধন করিয়া পূজা করিতে থাকেন। তৎপার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যগণও তাহাদের তিনটি শিলায় সেবা করিতে থাকে। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণগণ কৃষিকর্ম্ম দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়া বিলাসী হইয়া পড়ে এবং লিঙ্গপূজায় তাচ্ছীল্য করে। এত দর্শনে "বৈজু" নামধারী জনৈক অনার্য্য নায়ক ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, "প্রত্যহ আমি এই লিঙ্গের মস্তকদেশে লগুড়াঘাত করিব।" একদিন সে প্রাতঃকালে স্বীয় গাভীদল অন্বেষণ করিতে বহির্গত হয় এবং সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিয়া সন্ধ্যার সময়ে গৃহে ফিরিয়া আহার করিবার উদ্যোগ করে। সেই সময়ে তাহার স্মরণ হয় যে, সেদিন লিঙ্গ-মস্তকে লগুড়াঘাত করা হয় নাই। তৎক্ষণাৎ সে আহারে না বসিয়াই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে বহির্গত হয়। লিঙ্গস্থানে উপনীত হইলে, মহাদেব তাহার সম্মুখে প্রকট হইয়া বলেন, "আমার পুরোহিতগণ আমার সেবায় অমনোযোগী হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে বিলাস সুখে মগ্ন রহিয়াছে, আর তুমি অভুক্ত ও ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও আমাকে ভুল নাই। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" তদুত্তরে বৈজু বলিল, "আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই, তবে তুমি 'নাথ' নামে অভিহিত, আমার ইচ্ছা যে আমার প্রতিষ্ঠিত শিলাত্রয়ের মন্দির 'নাথ' নাম সংযুক্ত হউক।" মহাদেব বলিলেন, "আজ হইতে তোমার নাম বৈজনাথ বা বৈদ্যনাথ হইল, এবং আমার মন্দিরও এই নামে অভিহিত হইবে।" কালে বৈদ্যনাথ-লিঙ্গের মাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে লোকগোচর হইলে, হিন্দুগণ বর্ত্তমান মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করে। অনার্য্যগণের সেবিত সেই শিলাত্রয় মন্দিরের পশ্চিম প্রবেশ-দ্বারে অবস্থিত।

বৈদ্যনাথ মন্দির-প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া সর্ব্বসমেত ২২টি মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই সুবৃহৎ প্রাঙ্গণটি মুজাপুরের জনৈক বণিক্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ২২টি মন্দিরের মধ্যে তিনটি ভিন্ন অবশিষ্ট কয়েকটি মন্দিরই লিঙ্গাত্মক। তিনটি মন্দিরের মধ্যে "জয়দুর্গা" মন্দির অন্যতম। এই স্থানে সতীর হৃদয় পতিত হইয়া জয়দুর্গা নামে পূজিত। বৈদ্যনাথই ইঁহার ভৈরবরূপে অবস্থিত।

বৈদ্যনাথের পূর্ব্বদিকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে তপোবন বা পঞ্চকূটবন। কথিত আছে, রাম সীতা কিছুকাল এখানে বাস করিয়াছিলেন। [শাস্ত্র। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বৈদ্যশাস্ত্র—চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, কবিরাজী

বৈদ্যসঙ্কট—অনেক বৈদ্য দেখান রূপ বিপদ্; বহু চিকিৎসক পরিবর্ত্তন দ্বারা রোগবৃদ্ধি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক—তড়িৎ সম্বন্ধীয়, তাড়িত; তড়িন্ময়। বিদ্যুৎ+ষ্ণ, ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ত্রি। স্ত্রী বৈদ্যুতী, বৈদ্যুতিকী।

বৈদ্যুত-যান, বৈদ্যুতিক-যান—বিদ্যুতের বলে চালিত শকটাদি, ইলেক্‌ট্রিক গাড়ী। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বৈদ্যুতবার্ত্তাবহ—বিদ্যুৎচালিত সংবাদবাহক যন্ত্র, টেলিগ্রাফ। বৈদ্যুত যে বার্ত্তাবহ, কর্ম্মধা। সং; পু।

বৈদ্যুতালোক, বৈদ্যুতিকালোক—তাড়িতালোক (Electric light) কর্ম্মধা। সং; পু।

বৈদ্যুতিক—বৈদ্যুত দেখ।

বৈধ—বিধি সিদ্ধ; বিধি-বোধিত; ন্যায়সঙ্গত; উচিত। বিধি+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈধী।

বৈধতা, বৈধত্ব—বিধিসিদ্ধতা, বিধেয়তা, ঔচিত্য। বৈধ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী [ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

বৈধর্ম্ম্য—বিরুদ্ধ ধর্ম্ম; নাস্তিকতা। বিধর্ম্ম+ষ্ণ্য

বৈধব্য—বিধবা অবস্থা, পতিহীনতা। বিধবা+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈধাত্র—১। বিধাতৃ-সম্বন্ধীয়। বিধাতৃ (বিধাতা) +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈধাত্রী। ২। বিধাতৃপুত্র, সনৎকুমারাদি মুনিবিশেষ। বিধাতৃ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

বৈধৃতি—যোগবিশেষ, অন্তিমযোগ। বি—ধৃতি শব্দ+ষ্ণি। সং; পু।

বৈধেয়—১। বিধিসম্বন্ধীয়। বিধি শব্দ+ষ্ণেয় ইদমর্থে। ২। মূর্খ, অজ্ঞান। বি—ধা+যৎ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈধেয়ী।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র, অরুণ ও গরুড়। বিনতা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

বৈনায়ক—বিনায়কসম্বন্ধীয়, গণেশসম্বন্ধীয় বিনায়ক শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বৈনায়িক—বুদ্ধমতাবলম্বী, বৌদ্ধ। বিনায়ক (বুদ্ধ)+ষ্ণিক। সং; পু।

বৈনাশিক—১। বিনাশশীল, ক্ষণস্থায়ী; পরাধীন। বিনাশ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈনাশিকী। ২। নাড়ীনক্ষত্র, নিধন তারা। সং; স্ত্রী। ৩। ঊর্ণনাভ, মাকড়সা। সং; পু।

বৈনীতক—পরম্পরা বাহন, ডাকের গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি। বিনীত+কণ্। সং; ক্লী বা পু।

বৈপরীত্য—বিরুদ্ধতা, বিপর্য্যয়, উল্টা। বিপরীত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়—এক মাতার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত। বি (ভিন্ন)—পিতৃ শব্দ (পিতা)+ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈপিত্রী, বৈপিত্রেয়ী।

বৈবোধিক—বৈতালিক, বন্দী। বিবোধ(জাগরণ) +ষ্ণিক তৎকৃতার্থে। সং; পু।

বৈভব—বিভুতা; প্রভুত্ব; সামর্থ্য; মহিমা; বিভব; বাহুল্য। বিভু+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈভবশালী (—শালিন্)—বিভবসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী; সামর্থ্যযুক্ত। বৈভব+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বৈভবশালিনী।

বৈভাষিক—বৈকল্পিক। বিভাষা+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈভাষিকী। [সং; ক্লী।

বৈভ্রাজ—কুবেরের উদ্যান। বিভ্রাজ শব্দ+ষ্ণ।

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়—বিমাতার গর্ভজাত। বিমাতৃ (বিমাতা)+ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়ী।

বৈমুখ—বিমুখ, পরাঙ্মুখ। দেশজ। বিণ।

বৈমুখ্য—বিমুখতা; অপ্রসন্নতা; পলায়ন। বিমুখ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈয়র্থ্য—ব্যর্থতা, নিষ্ফলতা; নিষ্প্রয়োজনীয়তা। ব্যর্থ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈয়াকরণ—ব্যাকরণসম্বন্ধীয়; ব্যাকরণজ্ঞ; ব্যাকরণাধ্যায়ী ব্যাকরণ+ষ্ণ অধ্যয়নার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈয়াকরণী।

বৈয়াঘ্র—ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত (রথ)। ব্যাঘ্র শব্দ +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বৈয়াঘ্রপদ্য—জনৈক মুনি। ব্যাঘ্রের পদের ন্যায় পদ যাহার সে ব্যাঘ্রপদ, বহু। ব্যাঘ্রপদ শব্দ+ষ্ণ্য। সং; পু।

বৈয়াত্য—নির্লজ্জতা; প্রগল্‌ভতা; ধৃষ্টতা; উদ্ধতা। বিয়াত+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈয়াসকি—ব্যাসতনয়, শুকদেব। ব্যাস শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

বৈয়াসিক—ব্যাসসম্বন্ধীয়; ব্যাসদেব-প্রণীত। ব্যাস শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৈয়াসিকী।

বৈয়াসিকী—১। ব্যাসসম্বন্ধীয়া, ব্যাসরচিতা। বৈয়াসিক দেখ। বৈয়াসিক+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্যাস প্রণীত সংহিতা। সং; স্ত্রী।

বৈর—বীরত্ব, শৌর্য্য; দ্বেষ, শত্রুতা। বীর শব্দ +ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈরকার—শত্রুতাচারী; অনিষ্টকারী। বৈর (শত্রুতা)—কৃ+অণ্, ক। বিণ; ত্রি।

বৈরক্ত্য—বিরক্তি; বিরাগ; ঘৃণা। বিরক্ত+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

বৈরঙ্গিক—বিবেকী ; জিতেন্দ্রিয় ; সন্ন্যাসী। বি (না)—রঙ্গ+ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

বৈরনির্য্যাতন, বৈরপ্রতীকার, বৈরশুদ্ধি—শত্রুতার প্রতিশোধ, দাদ তোলা। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে ক্লী, পু ও স্ত্রী।

বৈরপ্রতীকার—বৈরনির্য্যাতন দেখ। [পু।

বৈরভাব—শত্রুতার ভাব, দ্বেষ। ৬তৎ। সং ;

বৈরশুদ্ধি—বৈরনির্য্যাতন দেখ।

বৈরশোধ—বৈরশুদ্ধি, শত্রুতার প্রতিশোধ। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

বৈরসাধন—শত্রুতাসাধন, বিপক্ষতাচরণ।

বৈরসেনি—বীরসেনের পুত্র, রাজা নল। বীরসেন শব্দ+ফি অপত্যার্থে। সং ; পু।

বৈরস্য—বিরসতা ; অনমুরাগ; অনিচ্ছা। বিরস শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বৈরাগ, বৈরাগ্য—সংসারে অনাসক্তি, সংসার-বাসনা-রাহিত্য,বিবেক। বিরাগ শব্দ+ষ্ণ, ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বৈরাগী (—গিন্)—সংসারে অনাসক্ত, সংসার-বাসনা-শূন্য, বিবেকী। বৈরাগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বৈরাগিণী।

বৈরাগ্য—বৈরাগ দেখ।

বৈরাগ্যোদয়—বৈরাগ্যের সঞ্চার, বিবেকের উদ্রেক, সংসার মায়াময় ও অনিত্য, একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য—এইরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব। ৬তৎ। সং ; পু।

বৈরাট—১। বিরাটসম্বন্ধীয়। বিরাট শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বৈরাটী। ২। ইন্দ্রগোপ-কীট। সং ; পু।

বৈরায়মাণ—শত্রুতাচরণকারী। বৈর শব্দ+ক্যঙ্ =বৈরায় (নামধাতু), তদুত্তরে শানক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মাণা।

বৈরিতা—বিপক্ষতা, শত্রুতা। বৈরিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

বৈরিবনিতা—বিপক্ষপত্নী, শত্রুরমণী। ৬তৎ।

বৈরী (বৈরিন্)—বিপক্ষ, শত্রু। বৈর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী বৈরিণী।

বৈরূপ্য—বিরূপতা ; অযথাভাব ; বিকৃতি। বিরূপ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বৈলক্ষণ্য—প্রভেদ ; বিভিন্নতা, বিশেষ ; অন্য প্রকার। বিলক্ষণ+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বৈলক্ষ্য—লজ্জা ; স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ; বিস্ময়। বিলক্ষ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বৈল্ব—১। বিল্ব, বেল। বিল্ব শব্দ+ষ্য। সং ; ক্লী। ২। বিল্বসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

বৈবধিক—বার্ত্তাবহ ; নৈগমিক ; ধান্যাদি-বণিক্ ; ভারবাহী ; পশারী। বীবধ্+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বৈবধিকী।

বৈবর্ণ্য—বিবর্ণতা ; লাবণ্যহীনতা। বিবর্ণ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বৈবস্বত—বিবস্বতের পুত্র, সপ্তম মনু ; রুদ্রবিশেষ ; যম ; শনি। বিবস্বান্ দেখ। বিবস্বৎ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

বৈবস্বতী—দক্ষিণ দিক্। বৈবস্বত (যম)+ষ্ণ ইদমর্থে+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

বৈবাহিক—১। বিবাহসম্বন্ধীয় ; বিবাহযোগ্য। বিবাহ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। পুত্র ও কন্যার শ্বশুর, বেহাই। সং ; পু। স্ত্রী বৈবাহিকী।

বৈশদ্য—প্রসন্নতা ; নির্ম্মলতা ; শুভ্রত্ব ; প্রাঞ্জলত্ব ; স্পষ্টতা। বিশদ+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বৈশম্পায়ন—ভারতবক্তা জনৈক মুনি। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ সভায় ইনি মহাভারত পাঠ করেন। ইনি যজুর্ব্বেদের প্রবক্তা বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে যে, ইনি একদা ব্রহ্মহত্যা-পাপে আক্রান্ত হইয়া শিষ্যগণকে এক যজ্ঞের আয়োজন করিতে বলেন। শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইঁহার নিকট অধীত বেদমন্ত্রসকল উদ্গীরণ করিয়া দেন। তাহাতে ঐ সমস্ত মন্ত্র তিত্তির পক্ষীর আকারে বহির্গত হইলে, ইঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ সেগুলি ধারণ করেন। সং ; পু। [বাধা। বিশস শব্দ+ষ্ণ সং ; ক্লী।

বৈশস—বধ ; অনিষ্টাপাত ; বিপদ ; কলহ ;

বৈশাখ—১। বাঙ্গালা বৎসরের প্রথম মাস। বৈশাখী+ষ্ণ অস্ত্যর্থে। ২। মন্থনদণ্ড। বিশাখা+ষ্ণ। সং ; পু।

বৈশাখী—১। বৈশাখা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। বিশাখা+ষ্ণ+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী। ২। বৈশাখ মাস সম্বন্ধীয় ; বৈশাখ মাসের ব্যাপার। দেশজ।

বৈশিক—১। বেশ্যার ছল। বেশ্যা শব্দ+ষ্ণিক। সং ; ক্লী। ২। নায়কবিশেষ। সং ; পু।

বৈশিষ্ট্য—বিশিষ্টতা, বৈলক্ষণ্য। বিশিষ্ট শব্দ+ষ্য ভাবার্থে সং ; ক্লী।

বৈশেষিক—১। কণাদপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। বিশেষ শব্দ+ষ্ণিক। সং ; ক্লী। ২। তৎশাস্ত্রজ্ঞ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বৈশেষিকী।

বৈশ্য—তৃতীয় বর্ণ, কৃষক বণিক্ প্রভৃতি জাতি। বিশ্ (বৈশ্য)+ষ্য স্বার্থে। সং ; পু।

বৈশ্যা—বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী। বৈশ্য শব্দ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বৈশ্যী—বৈশ্য-পত্নী। বৈশ্য+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

বৈশ্রবণ—বিশ্রবা মুনির পুত্র, কুবের ; রাবণ। বিশ্রবাঃ দেখ। বিশ্রবস্ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে, নিপাতনে। সং ; পু।

বৈশ্বদেব—বিশ্বদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত। বিশ্বদেব+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বৈশ্বদেবী।

বৈশ্বানর—বেদাংশবিশেষ ; অগ্নি। বিশ্বের নর—বিশ্বনর, ৬তৎ ; বিশ্বনর+ষ্ণ ইদমর্থে। সং ; পু।

বৈষম্য—বিষমতা, অসাম্য, অসমানতা। বিষম+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বৈষম্যজ্ঞান—অসমতা বোধ, প্রভেদ জ্ঞান ৬তৎ, বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী

বৈষয়িক—বিষয়সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক; সাংসারিক বিষয়+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বৈষয়িকী। [ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী বৈষ্ণবী

বৈষ্ণব—বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ; বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণু

বৈষ্ণবচূড়ামণি—প্রধান বৈষ্ণব, শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত ৬তৎ। বিণ বা সং ; পু।

বৈষ্ণবাস্ত্র—বিষ্ণুদেবতাক অস্ত্র, মহাস্ত্রবিশেষ কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বৈষ্ণবী—১। বিষ্ণুসম্বন্ধীয়া ; বিষ্ণুভক্তা। বৈষ্ণব+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিষ্ণুভক্তা নারী দুর্গা ; তুলসী ; মাতৃবিশেষ ; অপরাজিতা সং ; স্ত্রী। [ক, প্র। ক্রি

বৈসা—বসা, উপবেশন করা ; বাস করা

বৈসাদৃশ্য—বিসদৃশতা, বৈষম্য। বিসদৃশ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

বৈসারিণ—মীন,মৎস্য। বিসারী দেখ। বিসারিন্ শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু।

বৈসূচন—নাট্যে পুরুষের স্ত্রী বেশধারণ। বি-সূচি (সূচনা করা)+অন ক (=বিসূচন) +ষ্ণ। সং ; ক্লী।

বৈহার্য্য—পরিহারযোগ্য ব্যক্তি, শ্যালকাদি। বিহার শব্দ+ষ্য। সং ; পু।

বৈহাসিক—ভণ্ড, বিদূষক, মস্করা, নট। বিহাস+ষ্ণিক করে অর্থে। সং ; পু।

বোঁ—ঘূর্ণনধ্বনি ; ঘূর্ণায়মান বস্তুর পতনের বা আঘাতের শব্দ। দেশজ।

বোঁচা—নাক-কাটা ; নির্লজ্জ,বেহায়া ; ছিন্নাগ্র। দেশজ। বিণ। [দেশজ। সং।

বোঁট, বোঁটা—বৃন্ত ; মুষ্টি, হাতল, বাঁট।

বোক, বোকচন্দ্র—বোকা, নির্বোধ, হাঁদা, হাবাগোবা। দেশজ। বিণ।

বোকা—নির্ব্বোধ, আহাম্মক ; অধিক বয়স্ক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। দেশজ। বিণ।

বোকা-ছাগল, বোকা-পাঁঠা—বয়োবৃদ্ধ ছাগ, যাহার দাড়ি গজাইয়াছে এবং গায়ে গন্ধ হইয়াছে। দেশজ। সং।

বোকামি—নির্বুদ্ধিতা। দেশজ। সং।

বোচকা, বোচকী, বুচকী—কাপড়ের পুটলী বা বস্তা। দেশজ। সং।

বোঝা—ভার, মোট। দেশজ। সং।

বোট—বড় নৌকা, পোত। ইং (boat)। সং।

বোটা—দাসী। পুট+ক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বোড়া—১। সর্পবিশেষ। বোড্র শব্দের অপভ্রংশ। ২। পাটকিলে রঙ্গ বা রঙ্গের ; গোণী, গুণ, থলে, বস্তা। প্রাদেশিক।

বোঢ়ব্য—বহনীয়, বহনযোগ্য, বাহ্য। বহ্ (বহন করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বোঢ়া (বোঢ়্)—১। বহনকর্ত্তা, বাহক; মূঢ়। বহ্ (বহন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী বোঢ়্রী। ২। বিবাহকর্ত্তা। সং; পুং।

বোতল—বড় কাচ-কুপীবিশেষ, কাচের বর্ত্তুলাকার পাত্র। ইং (bottle)। সং।

বোতাম—জামা প্রভৃতির বন্ধ চাকতি। ইং (button)। সং। [দেশজ। সং।

বোদ—পচা পাতা প্রভৃতি মিশ্রিত পাঁক।

বোদা—১। আর্দ্রা। বোদ দেখ। বোদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২ কটুস্বাদ, বিস্বাদ। দেশজ। বিণ।

বোদ্ধা (বোদ্ধৃ)—জ্ঞাতা, বোধশক্তিবিশিষ্ট, সহজে বুঝিতে পারে এরূপ। বুধ্ (বোঝা) +তৃন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বোদ্ধ্রী।

বোধ—১। জ্ঞান; জাগরণ; দর্শন। বুধ্ (জানা, বুঝা)+অল্ ভা। ২। বোধিতকরণ, জানান, বুঝাইয়া দেওয়া। ণিজন্ত বুধ্=বোধি (জানান, বুঝান)+অল্ ভা। সং; পুং।

বোধক—জ্ঞাপক; দ্যোতক; জাগরিতকারী; সূচক। ণিজন্ত বুধ্=বোধি (জানান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বোধিকা।

বোধকর—জাগরিতকারী, বৈতালিক, বন্দী, স্তুতিপাঠক। বোধের (জাগরণের) কর (কারক), ৬তৎ। সং; পুং।

বোধগম্য—জ্ঞানগম্য, বোধযোগ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বোধগম্যা।

বোধন—জ্ঞাপন, জানান; জাগান; সন্দীপন; উদ্দীপন। ণিজন্ত বুধ্=বোধি (জানান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বোধাতীত—জ্ঞানাতীত, দুর্জ্ঞেয়। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বোধাতীতা।

বোধি—১। অশ্বত্থ। বুধ্ (জানা)+ইন্ ক। ২। সমাধিবিশেষ। বুধ্+ইন্ ভা। সং; পুং। ৩। বোদ্ধা। বুধ্+ইন্ ক। বিণ; ত্রি।

বোধিত—জ্ঞাপিত; সূচিত; জাগরিত। ণিজন্ত বুধ্=বোধি (জানান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধদেব; বৌদ্ধ। বোধি (সমাধিবিশেষ) হইয়াছে সত্ত্ব যাঁহার, বহু। সং; পুং।

বোধোদয়—১। জ্ঞানের আবির্ভাব। বোধের উদয়, ৬তৎ। সং; পুং। ২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত একখানি পুস্তকের নাম। বোধের উদয় হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; ক্লী।

বোন—বুন দেখ।

বোনঝী—বুনঝী দেখ।

বোনপো—বুনপো দেখ।

বোনাই, বুনুই—ভগিনীপতি। দেশজ। সং।

বোপদেব—জনৈক পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ইঁহার প্রণীত। ইনি খ্রীষ্টীয় ১৩ শতাব্দীর শেষে ও ১৪ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত দেবগিরি নামক স্থানে মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধিকরণের পণ্ডিত ছিলেন। অপর কেহ কেহ বলেন, ইনি দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী হিমাদ্রির বন্ধু ছিলেন। এই হিমাদ্রি প্রসিদ্ধ স্মৃতিসংগ্রহ ও চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি গ্রন্থের প্রণেতা। হিমাদ্রির অনুরোধে বোপদেব হরিলীলা ও মুক্তাফল নামক দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম, ধাতুবোধ, ধাতুপাঠ, কাব্যকামধেনু, অশৌচসংগ্রহ, পরমহংসপ্রিয়া, শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা, শতশ্লোকী, শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ, সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ, বোপদেবশতক প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বোপদেব পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ভুবনাপেন্দ্র ও ভূবৃহস্পতি নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন। প্রবাদ যে শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব প্রণীত। কিন্তু এ প্রবাদের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পণ্ডিত ভাণ্ডারকর ও সখারাম গণেশ দেউস্কর বলেন যে, বোপদেব দক্ষিণাপথ বাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ মনীষিগণ বোপদেবের 'শতশ্লোকী' নামক গ্রন্থে আত্মপরিচায়ক যে শ্লোক আছে তদ্দ্বারা ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, বোপদেব জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভিষক্ (চিকিৎসক) কেশব, এবং তিনি ধনেশ্বরের ছাত্র। তিনি বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালী ছিলেন। বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীতীরস্থ মহাস্থান নামক নগরে তাঁহার বাস ছিল। এই মহাস্থান দেশ এখনও বর্ত্তমান।

বোমা—১। বিদারক চূর্ণপূর্ণ গোলক। ইং (bomb)। সং। ২। জলোত্তোলনযন্ত্র, পম্প; পরিপূর্ণ বস্ত্রাদি বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্য বাহির করিবার লৌহময় যন্ত্রবিশেষ। দেশজ। সং।

বোম্বাই—বম্বে দেখ।

বোয়াল—অশল্কী বৃহৎ মৎস্যবিশেষ। সং।

বোর—স্বর্ণরৌপ্যাদি পত্রের ফোঁটা; শিশুকাটর গোল ফোটবিশিষ্ট অলঙ্কারবিশেষ। দেশজ। সং।

বোরক—বোলক দেখ।

বোরব—ধান্যবিশেষ, বোরোধান। বোর—বা (গমন করা)+ড ক। সং; পুং।

বোরা—চট, থলিয়া, বস্তা। দেশজ। সং।

বোরখান—পাটলবর্ণ অশ্ব। সং; পুং।

বোরো—জলার গ্রীষ্মকালীন ধান্যবিশেষ। দেশজ। সং।

বোর্ড—কাষ্ঠপট্ট; সমিতি। ইং (board)। সং।

বোল—১। গন্ধরস। বা+উল ক। সং; পুং বা ক্লী। ২। বুলি, কথা, বাক্য; তালসূচক বাদ্যধ্বনি; ক্ষারজল, সাজিমাটীর জল। দেশজ। সং। ৩। বল, কহ; বলে, কহে। প্রা, ক। ক্রি।

বোলক, বোরক—লেখক। বা (গমন করা)+উল ক (=বোল বা বোর)+কণ্ স্বার্থে। সং; পুং।

বোলত—বলে; বলিতেছে। প্রা, ক। ক্রি।

বোলতহ—বলিতেছে। প্রা, ক। ক্রি।

বোলন—নাগর, বর। প্রা, ক। সং।

বোলা—বলা, কথা। হিন্দী ক, প্র। ক্রি।

বোলান—বলান, আহ্বান করা, ডাকা। হিন্দী। ক, প্র। ক্রি।

বোলাবুলি—বলাবলি, কহাকহি; বাদানুবাদ, কথা কাটাকাটি; গোলযোগ, গণ্ডগোল। প্রা, ক। সং।

বোলি—১। বুলি, বাক্য, কথা। হিন্দী। সং। ২। বলিয়া, কহিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

বোলটু—লৌহকণ্টী; লৌহ শলার অর্গলী; ইস্ক্রুপ কাটা লৌহশলা যাহা ঢিবরী দিয়া আঁটা হয়। ইং (bolt)। সং।

বোলতা—হুলবিশিষ্ট পতঙ্গবিশেষ, বরটা (wasp)। দেশজ। সং।

বোবা—মূক, বাকশক্তিহীন; নির্ব্বাক, মৌনী। দেশজ। বিণ।

বোহ—ও, ঐ, উহা। প্রা, ক।

বোহিত্থ—অর্ণবপোত, জাহাজ। বহ্ (বহা)+ইত্থন্ ক। সং; পুং। [সং; স্ত্রী।

বৌ—বধূ, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, ইত্যাদি। দেশজ।

বৌঠাকুরাণী—জ্যেষ্ঠ শালকপত্নী, বড় শালার স্ত্রী; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ দাদার স্ত্রী। দেশজ। সং; স্ত্রী। বৌ দেশজ। সং; স্ত্রী।

বৌদিদি, বৌদিনী—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, দাদার

বৌদ্ধ—১। বুদ্ধমতাবলম্বী, নাস্তিক। বুদ্ধ শব্দ +ষ্ণ ইদমর্থে। সং; পুং। ২। বুদ্ধপ্রণীত নিরীশ্বর শাস্ত্র। সং; ক্লী। ৩। বুদ্ধসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী বৌদ্ধী। [পুং।

বৌধায়ন—জনৈক ঋষি। বুধ+ষ্ণায়ন। সং;

বৌমা—পুত্রবধূ, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, বা তত্তুল্য সম্পর্কীয়া নারী। বধূমাতা পদের অপভ্রংশ।

বৌষট্—ঘৃতাদি নিবেদনের মন্ত্র। বহ্ (বহন করা)+ডৌষট্ বা।

বৌহারি, বৌহারী—বধূ, বধূ। প্রা, ক।

ব্যংশক—পর্ব্বত। বি (বিভিন্ন) অংশ যাহার, বহু। সং; পুং।

ব্যংসক—১। ধূর্ত, শঠ; প্রতারক। বি—অনস্ (ভাগ করা)+ণক ক। বিণ বা সং; পুং। স্ত্রী ব্যংসিকা। ২। স্কন্ধবিহীন। বি (নাই) অংস (স্কন্ধ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যংসকা।

ব্যংসিত—প্রতারিত, প্রবঞ্চিত। বি—অনস্ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যক্ত—১। প্রকাশিত; স্ফুট; প্রকট; বিকসিত; দৃষ্ট; স্থূল; প্রাজ্ঞ। বি অন্জ (প্রকাশ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যক্তা। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

ব্যক্তরূপ—১। পরমেশ্বর; বিষ্ণু। ব্যক্ত রূপ যাহার, বহু। ২। প্রকটরূপ বা মূর্ত্তি, প্রকাশ্য ভাব। কর্ম্মধা। সং; পু।

ব্যক্তি—১। জীব; জন, লোক; শরীরী; দ্রব্য; পদার্থ, বস্তু। বি—অন্জ্+ক্তি র্ম। ২। প্রকাশ। বি—অন্জ্ (প্রকাশ করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ব্যক্তিগত—পুরুষসম্বন্ধীয়, কোন এক ব্যক্তির উদ্দেশে কথিত বা কৃত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তি বিশেষের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট, প্রাধান্য, বা প্রভাব (personality); আত্মভাব। ব্যক্তি+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ব্যগ্র—ব্যাকুল, ব্যস্ত; চকিত; আগ্রহী; উৎসাহী; আসক্ত। বি (বিশিষ্টরূপ) অগ্র, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যগ্রা।

ব্যগ্রতা—ব্যাকুলতা; ব্যস্ততা; আগ্রহ। ব্যগ্র শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

ব্যঙ্গ—১। বিকলাঙ্গ; অঙ্গহীন। বি (নাই) বা বিকল) অঙ্গ যাহার, বহু। স্ত্রী ব্যঙ্গী। বিণ; ত্রি। ২। ভেক। সং; পু। ৩। পরিহাস, ঠাট্টা। দেশজ। ব্যঙ্গশব্দের অপভ্রংশ। [ভালবাসে। বহু। বিণ; ত্রি।

ব্যঙ্গপ্রিয়—পরিহাসপ্রিয়, যে বিদ্রূপ করিতে

ব্যঙ্গার্থ—১। ব্যঙ্গ্যার্থ (তাহা দেখ)। ২। পরিহাসসূচক অর্থ, শ্লেষার্থ। দেশজ। সং; পু।

ব্যঙ্গ্য—ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা বোধ্য (অর্থ)। বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ।

ব্যঙ্গ্যার্থ—ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা বোধিত অর্থ, গৌণার্থ। ব্যঙ্গ্য যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং, পু।

ব্যঙ্গোক্তি—শ্লেষ বাক্য; বিদ্রূপবচন। ব্যঙ্গ্য যে উক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ব্যজন—১। বায়ুসঞ্চালন; পাখা দিয়া বাতাস করণ। বি—অজ্+অনট্ ভা। ২। পাখা। বি—অজ্+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ব্যজনী—তালবৃন্ত, পাখা। বি—অজ্+অনট্ ণ +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যঞ্জক—১। প্রকাশক; বিকাশক। বি—অন্জ্ (প্রকাশ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যঞ্জিকা। ২। অভিনয়; ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধিত শব্দ। সং; পু।

ব্যঞ্জন—১। চিহ্ন; হলবর্ণ, ক খ ইত্যাদি [বর্ণ দেখ]; অন্নভোজনের উপকরণ, তরকারি। বি—অন্জ্ (প্রকাশ করা)+অনট্ ণ। ২। প্রকাশন; কাব্যের গূঢ়ার্থপ্রকাশক বৃত্তিবিশেষ, ব্যঞ্জনাবৃত্তি। বি—অন্জ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ব্যঞ্জনবর্ণ—হলবর্ণ, ক হইতে হ পর্য্যন্ত অক্ষর। কর্ম্মধা। সং; পু।

ব্যঞ্জনসন্ধি—সন্ধিবিশেষ। সন্ধি দেখ।

ব্যঞ্জনা—কাব্যের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশক বৃত্তিবিশেষ; কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে যদি অভিধা ও লক্ষণা শক্তির সাহায্যে বক্তার অভিপ্রায় পরিস্ফুটরূপে প্রতীত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপস্থলে অর্থবোধের নিমিত্ত অন্যবিধ যে শক্তির সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনাশক্তি বলে, আর ব্যঞ্জনা দ্বারা যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে ব্যঙ্গার্থ বলে; যেমন "তোমার সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকুক" এই বাক্যটি কোন রমণীর প্রতি উচ্চারিত হইলে উহার অর্থ এই হয় যে, 'তুমি চিরকাল সধবা থাক'। কিন্তু উহা অভিধা বা লক্ষণা শক্তি দ্বারা বোধগম্য হয় না, একমাত্র ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়। বি—অন্জ্ (প্রকাশ করা)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যঞ্জা—ব্যক্ত করা। প্রা, ক। ক্রি।

ব্যঞ্জিত—প্রকাশিত; প্রকটিত; ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বোধিত। বি—ণিজন্ত অন্জ=অঞ্জি (প্রকাশিত করা)+ক্ত র্ম। বিণ। [ক।

ব্যঞ্জিয়া—ব্যক্ত করিয়া, প্রকাশ করিয়া। প্রা,

ব্যতিকর—১। সম্পর্কবিশিষ্ট। বি—অতি—কৃ +ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যতিকরী। ২। সম্পর্ক; মিলন; ব্যাপ্তি; পরস্পর কর্ম্মকরণ; ব্যসন; বিপদ্।…+অপ্ ভা। ৩। সমূহ।…+অপ্ র্ম। সং; পু।

ব্যতিক্রম—বিপর্য্যয়; বৈপরীত্য; লঙ্ঘন। বি—অতি—ক্রম্+অপ্ ভা। সং; পু।

ব্যতিক্রান্ত—বিপর্য্যয়প্রাপিত; লঙ্ঘিত। বি—অতি—ক্রম্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যতিরিক্ত—অতিরিক্ত; ব্যতীত; ভিন্ন। বি—অতি—রিচ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যতিরেক—ভেদ; অতিক্রম; বৃদ্ধি; অভাব; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। বি—অতি—রিচ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যতিরেকে—ব্যতীত, ভিন্ন, বিনা। দেশজ।

ব্যতিব্যস্ত—অত্যন্ত ব্যস্ত, অতিশয় অস্থির; উত্ত্যক্ত। অতি (অতিশয়) যে ব্যস্ত সে অতিব্যস্ত, প্রাদি; বি (বিশিষ্টরূপে) অতিব্যস্ত, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যতিব্যস্তা।

ব্যতিষক্ত—অনুরক্ত, আসক্ত; গ্রথিত; মিলিত। বি—অতি—সন্জ্ (সংসক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যতিষক্তা।

ব্যতিষঙ্গ—আসক্তি, অনুরাগ; একত্র বন্ধন; মিলন; সম্পর্ক। বি—অতি—সন্জ্ (সংসক্ত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

ব্যতিহার, ব্যতীহার—গালাগালি, মারামারি পরস্পর একবিধ ক্রিয়াকরণ; পরিবর্ত্ত বিনিময়, বদল। বি—অতি—হৃ (হর করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যতীত—বিগত; সম্পন্ন; মৃত; অতিক্রান্ত বি—অতি—ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ব্যতীপাত—যোগবিশেষ। বি—অতি—পত্+ ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যতীহার—ব্যতিহার দেখ।

ব্যত্যয়, ব্যত্যাস—ব্যতিক্রম; বিপর্য্যয়; বৈপরীত্য। বি—অতি—ই (যাওয়া)+অল্ ভা, ২য় পক্ষে বি—অতি—অস (হওয়া)+ ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যথা—বেদনা; দুঃখ; শোক; ভয়। ব্যথ্+ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি

ব্যথাকুল—বেদনাকাতর, দুঃখ-ক্লিষ্ট। ৩তৎ।

ব্যথাজনক—বেদনাদায়ক, কষ্টকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যথাজনিকা।

ব্যথাদায়ক—বেদনাজনক, ক্লেশকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যথাদায়িকা।

ব্যথিত—ব্যথাপ্রাপ্ত; পীড়িত; ভীত; দুঃখিত ব্যথ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যথিতা।

ব্যধ—বেধ; বিদ্ধকরণ; ভেদন; বাধা; প্রহার ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

ব্যধিজন—বন্ধুজন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন প্রা, ক। সং।

ব্যধ্ব—কুপথ; নিকৃষ্ট পথ। বি (বিরুদ্ধ) যে অধ্বা (পথ), কর্ম্মধা। সং; পু।

ব্যপদেশ—১। ছল, অছিলা; নাম; বংশ বি—অপ—দিশ্+অল্ ণ। ২। নামোল্লেখ কথন।…+অল্ ভা। সং; পু।

ব্যপদেষ্টা (—দেষ্টৃ)—উল্লেখকারী; নামকীর্ত্তক; ছলকারক। বি—অপ—দিশ+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ব্যপদেষ্ট্রী।

ব্যপনয়—প্রত্যাখ্যান; পরিবর্জ্জন; ত্যাগ। বি—অপ—নী+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ব্যপনীত—প্রত্যাখ্যাত; অপসারিত; তাড়িত বি—অপ—নী+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যপরোপণ—ছেদন; মূলোচ্ছেদ; অপসারণ; অবতারণ। বি—অপ—ণিজন্ত রুহ (=রোপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ব্যপরোপিত—ছেদিত; অপসারিত; অবতারিত। বি—অপ—ণিজন্ত রুহ্=রোপি (রোপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যপবর্জ্জন—নিষেধ; ত্যাগ; দান। বি—অপ—বৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং।

ব্যপবর্জ্জিত—নিবারিত; নিষিদ্ধ; ত্যক্ত; দত্ত। বি—অপ—বৃজ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যপবর্ত্তিত—প্রত্যাবর্ত্তিত, যাহাকে ফিরান হইয়াছে এরূপ; নিবর্ত্তিত। বি—অপ—ণিজন্ত বৃত্=বর্ত্তি (থাকান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাপাকৃত—অস্বীকৃত ; অপনীত ; নিরস্ত ; নিরাকৃত ; নিহ্নুত। বি—অপ—আ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যাপাকৃতি—অস্বীকৃতি ; নিষেধ ; নিরাকরণ ; নিহ্নব। বি—অপ—আ—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

ব্যপায়—নাশ ; অপনয়ন। বি—অপ—ই (যাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ব্যপাশ্রয়—আশ্রয় ; অবলম্বন। বি—অপ—আ—শ্রি+অল্ ভা। সং ; পু।

ব্যপেক্ষা—অপেক্ষা ; অনুরোধ ; স্পৃহা। বি—অপ—ঈক্ষ্+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্যপেত—অপগত, রহিত ; বিরুদ্ধ। বি—অপ—ই (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ব্যপোঢ়—ঘূর্ণিত ; বিতাড়িত ; বিপরীত। বি—অপ—বহ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যভিচার—কদাচার ; কুক্রিয়া ; স্ত্রীপুরুষের অবৈধ সংসর্গ ; অন্যথাচরণ ; স্খলন ; অব্যাপ্তি ; অতিব্যাপ্তি। বি—অভি—চর্ (চরা, গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ব্যভিচারিণী—১। কদাচার-পরায়ণা ; কুক্রিয়াসক্তা। ব্যভিচারী দেখ। ব্যভিচারিন্ শব্দ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুলটা ; পরপুরুষগামিনী স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

ব্যভিচারিতা—কদাচারিতা, কুক্রিয়াসক্তি ; অব্যাপ্তি। ব্যভিচারী দেখ। ব্যভিচারিন্+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

ব্যভিচারী (—চারিন্)—১। কদাচারী ; কুক্রিয়াসক্ত ; পরস্ত্রীগামী ; অন্যথাচারী ; অব্যাপ্ত ; অতিব্যাপ্ত। বি—অভি—চর (চরা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্যভিচারিণী। ২। সঞ্চারী ভাব। সং ; পু।

ব্যয়—খরচ, অপচয় ; অপগম ; নাশ ; অভাব। ব্যয়্+অল্ ভা। সং ; পু।

ব্যয়কুণ্ঠ—কৃপণ, টাকা খরচ করিতে কাতর। ব্যয়ে কুণ্ঠা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ব্যয়বহুল—অধিক ব্যয়সাধ্য, যাহাতে অনেক খরচ লাগে। ব্যয় বহুল যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

ব্যয়বাহুল্য—ব্যয়াধিক্য, অত্যধিক ব্যয় বা খরচ। ৬৩৫। সং ; ক্লী।

ব্যয়শীল—ব্যয়ী, খরুচে। বহু। বিণ ; ত্রি।

ব্যয়সাধ্য—ব্যয়নিষ্পাদ্য, টাকা খরচ দ্বারা সাধনীয়। ৬৩৫। বিণ ; ত্রি।

ব্যয়সাপেক্ষ—ব্যয়সাধ্য। ৬৩৫। বিণ ; ত্রি।

ব্যয়াধিক্য—ব্যয়বাহুল্য, খুববেশী খরচ। ব্যয়ের আধিক্য, ৬৩৫। সং ; ক্লী।

ব্যয়িত—যাহা খরচ করা হইয়াছে এরূপ ; অপচিত ; বিগত ; বিনষ্ট। ব্যয় (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যয়ী (ব্যয়িন্)—১। ব্যয়শীল, খরুচে। ব্যয় ধাতু+ণিন্ ক। ২। ব্যয়যুক্ত। ব্যয় শব্দ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্যয়িনী।

ব্যর্ণ—পীড়িত ; ব্যথিত। বি—অর্দ্ (পীড়া দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যর্থ—নিরর্থক ; নিষ্প্রয়োজন ; নিষ্ফল। বি (নাই) অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্যর্থা।

ব্যর্থতা—নিষ্প্রয়োজনীয়তা, নিষ্ফলতা, বৈফল্য। ব্যর্থ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

ব্যলীক—১। মনোদুঃখ ; বৈলক্ষ্য ; প্রতারণা ; লজ্জা ; অপরাধ। বি—অল্ (বারণ করা, ইত্যাদি)+ঈকন্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। নাগর, লম্পট। সং ; পু। ৩। অপ্রিয় ; অসত্য ; অকর্ত্তব্য, অবিধেয় ; অদ্ভুত, আশ্চর্য্য ; পীড়াদায়ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —কা।

ব্যবকলন, ব্যবকলনা—বিয়োজন ; বিয়োগকরণ, বাকি কাটা, জমা খরচ কাটা। বি—অব—কল্ (গণা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে +অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ব্যবকলিত—বিয়োজিত ; যাহা বাকি কাটা হইয়াছে এরূপ ; বাকি। বি—অব—কল্ (গণা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যবচ্ছিন্ন—বিভক্ত ; বিভিন্ন ; মোচিত ; বিশেষিত ; নির্দ্ধারিত। বি—অব—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যবচ্ছেদ—১। বিভেদ ; বিশেষকরণ ; মোচন ; শরবৃষ্টি ; নির্দ্ধারণ। বি—অব—ছিদ্ (ছেদন করা)+অল্ ভা। ২। খণ্ড। বি—অব—ছিদ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

ব্যবধা—ব্যবধান (সকল অর্থে) বি—অব—ধা+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্যবধান, ব্যবধি—তিরোধান, আবরণ ; আড়াল ; অন্তর ; দূরত্ব। বি—অব—ধা (ধারণ করা)+অনট্, কি ভা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

ব্যবধায়ক—ব্যবধানকারক ; আবরক, আচ্ছাদক। বি—অব—ধা (ধারণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্যবধায়িকা।

ব্যবধি—ব্যবধান দেখ।

ব্যবসায়—১। জীবিকা, বৃত্তি। বি—অব—সো+ঘঞ্ ণ। ২। যত্ন ; উদ্যম ; কার্য্য ; অনুষ্ঠান ; নিশ্চয় ; অভিপ্রায়। +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ব্যবসায়াত্মক—নিশ্চয়াত্মক, কৃতনিশ্চয়, স্থির। ব্যবসায় (নিশ্চয়) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্যবসায়াত্মিকা।

ব্যবসায়ী (—সায়িন্)—কৃতোদ্যম ; অনুষ্ঠানকারী ; কৃতনিশ্চয় ; বাণিজ্যকারী। ব্যবসায়+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্যবসায়িনী।

ব্যবসিত—১। চেষ্টিত ; উদ্যত ; প্রতারিত ; স্থিরীকৃত ; নিশ্চিত। বি—অব—সো (নাশ করা)+ক্ত ক। ২। অভিপ্রেত ; অনুষ্ঠিত। +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যবস্থা—স্থিতি, স্থিরতা ; নিয়ম ; শাস্ত্রীয় বিধি ; আইন ; পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন। বি—অব—স্থা+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্যবস্থাজাল—১। ব্যবস্থাসমূহ, বিধানসকল, নিয়মসমুদায়। ৬৩৫। ২। কূট ব্যবস্থা, জটিল নিয়ম। ব্যবস্থা জালসদৃশ, উপমিত। সং ; ক্লী।

ব্যবস্থাদাতা (—দাতৃ)—ব্যবস্থাদানকর্ত্তা, বিধিপ্রদায়ক, যিনি ব্যবস্থা বা বিধান দেন। ৬৩৫। বিণ ; পু। স্ত্রী, —দাত্রী।

ব্যবস্থাদায়ক—ব্যবস্থাদাতা ; বিধিদায়ক, আইনকর্ত্তা। ৬৩৫। বিণ ; ত্রি।

ব্যবস্থাপক—বিধিদায়ক ; আইনকর্ত্তা ; নিয়ামক ; সংস্থাপক। বি—অব—ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (স্থাপন-করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্যবস্থাপিকা।

ব্যবস্থাপত্র—ব্যবস্থালেখ্য, বিধান-লিপি, পাঁতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ব্যবস্থাপন—বিধিনির্দ্ধারণ ; নিয়মকরণ ; আইন প্রণয়ন ; নিরূপণ। বি—অব—ণিজন্ত স্থা—স্থাপি (রাখা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ব্যবস্থাপিত—স্থিরীকৃত ; নির্দ্ধারিত ; নিয়মিত ; প্রকৃতিপ্রাপিত। বি—অব—ণিজন্ত স্থা—স্থাপি (রাখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যবস্থাশাস্ত্র—বিধানশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ; আইন। ৬৩৫। সং ; ক্লী।

ব্যবস্থিত—১। সম্যক্ অবস্থিত। বি—অব—স্থা+ক্ত ক। ২। স্থিরীকৃত ; নির্দ্ধারিত ; পৃথক্কৃত। +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যবহর্ত্তা (—হর্ত্তৃ)—ব্যবহারকর্ত্তা ; বিচারক। বি—অব—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্যবহর্ত্রী।

ব্যবহার—ঋণদানাদি অষ্টাদশ বিবাদ ; পণ ; মামলা, মোকদ্দমা ; "আইন" ; বাণিজ্য ; আচার ; প্রথা। বি—অব—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ব্যবহারজীবী (—জীবিন্)—ব্যবহারাজীব, আইন ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি। ব্যবহার—জীব্+ণিন্ ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী, —জীবিনী।

ব্যবহারজ্ঞ—প্রাপ্তব্যবহার, প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। ব্যবহার (মোকদ্দমা প্রভৃতি) জানে যে, উপ ; ব্যবহার শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —জ্ঞা।

ব্যবহারদর্শী (—দর্শিন্)—বিচারকর্ত্তা ; জুরি। ব্যবহার (মোকদ্দমা)—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী, —দর্শিনী।

ব্যবহারমাতৃকা—বিচারসংক্রান্ত সমুদায় ক্রিয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ব্যবহারবিধি—মোকদ্দমাসংক্রান্ত নিয়মাবলী, আইন। ৬তৎ। সং; পু।

ব্যবহারশাস্ত্র, ব্যবহারসংহিতা—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ব্যবহারাজীব—আইন-ব্যবসায়ী, উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার জজ প্রভৃতি। ব্যবহার (আইন) আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

ব্যবহারিক—ব্যবহারসিদ্ধ। ব্যবহার+ষ্ণিক নিষ্পন্নার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যবহারিকী।

ব্যবহার্য্য—ব্যবহারের উপযুক্ত; ব্যবহারযোগ্য। বি—অব—হৃ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যবহিত—১। অন্তর্হিত। বি—অব—ধা+ক্ত ক। ২। আচ্ছাদিত; অন্তরিত। বি—অব—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যবহৃত—উপযুক্ত; আচরিত; বিচারিত। বি—অব—হৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যবায়—১। স্ত্রীসংসর্গ; আচ্ছাদন; পবিত্রতা; অন্তর্ধান। বি—অব—ই বা অয়্+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। তেজঃ। সং; ক্লী।

ব্যবায়ী (—য়িন্)—স্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, কামুক। ব্যবায় (স্ত্রীসঙ্গ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

ব্যশ্ বান—ব্যাপনশীল, ব্যাপক। বি—অশ্ (ব্যাপা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

ব্যষ্টি—অসামগ্র্য, পৃথক্ পৃথক্ ভাব, এক একটী। বি—অশ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ব্যস্—এই পর্য্যন্ত, আর না, ইহাতেই শেষ, খতম, ইতি। বৈদেশিক। প্রা, ক।

ব্যসন—বিপদ্; অশুভ; পাপ; দুঃখ; নাশ; ভ্রংশ; বিষয়াসক্তি; নিষ্ফলোদ্যম; বৃথা চেষ্টা; সুরাপান স্ত্রী মৃগয়া প্রভৃতিতে আসক্তি; নেশা; কামজ ও কোপজ দোষ,—মৃগয়া, অক্ষ (পাশা খেলা), দিবানিদ্রা, পরীবাদ (পরনিন্দা), পরস্ত্রীসঙ্গ, মদ্য, ক্রীড়া, নৃত্য, গীতবাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ, এই দশ প্রকার কামজ, এবং দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরতা এই আট প্রকার কোপজ দোষ। বি—অস্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ব্যসনপ্রিয়—সুরাপানাদির অনুরাগী। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যসনপ্রিয়া।

ব্যসনাসক্ত—ব্যসনানুরক্ত, কামজ ও কোপজ দোষে নিরত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ব্যসনী (—নিন্)—ব্যসনযুক্ত; কুক্রিয়ারত; আসক্ত। ব্যসন+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ব্যসনিনী।

ব্যসু—গতপ্রাণ, মৃত। বি (বিগত) হইয়াছে অসু (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ব্যস্ত—বিক্ষিপ্ত; বিস্তৃত; বিযুক্ত, ব্যাকুল; অসমস্ত; বিপরীত। বি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যস্তা।

ব্যস্ততা—ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা; বিভাগ। ব্যস্ত দেখ; ব্যস্ত+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

ব্যস্তবাগীশ—ব্যস্তসমস্ত, অতিশয় ব্যস্ত, যে তাড়াতাড়ি সকল কাজ শেষ করিতে যায়। দেশজ। বিণ। [দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

ব্যস্তসমস্ত—অত্যন্ত ব্যগ্র, অতি ত্বরান্বিত।

ব্যাকরণ—শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কোন ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা কহিতে ও লিখিতে পারা যায় (Grammar)। বি—আ কৃ (করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ব্যাকলা—বাকলা বা বাকল (বল্কল), খোলা, ছাল, ছিলকা। প্রা, ক। সং।

ব্যাকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ইতস্ততঃ ছড়ান। বি আ—কৄ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাকুব—বেকুব, বে-অকুফ, নির্ব্বোধ, মূর্খ। প্রাদেশিক। বিণ।

ব্যাকুল—ব্যস্ত; উৎকণ্ঠিত; কাতর; শোক ভয়াদি দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতাজ্ঞানশূন্য; ব্যাপৃত। বি (বিশিষ্টরূপে) আকুল, সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যাকুলা। [বি ব্যাকুলতা।

ব্যাকুলমনাঃ (—মনস্)—কাতরচিত্ত, উৎকণ্ঠিতচেতাঃ। বহু। বিণ; পু।

ব্যাকুলিত—ব্যাকুলীকৃত, যাহাকে ব্যাকুল করা হইয়াছে এরূপ। ব্যাকুল শব্দ+ণিচ্=ব্যাকুলি নাম ণিজন্ত ধাতু; তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যাকুলিতা।

ব্যাকূতি—বঞ্চনা, ছলনা; ভঙ্গি। বি—আ—কূ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ব্যাকৃত—ব্যাখ্যাত; প্রকাশিত। বি—আ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাকৃতি—১। ব্যাখ্যান; প্রকাশন; ব্যাকরণ। বি আ—কৃ(করা)+ক্তি ভা। ২। বিকৃত আকৃতি; ভঙ্গী। নিত্য। সং; স্ত্রী।

ব্যাকোশ, ব্যাকোষ—বিকসিত, প্রস্ফুটিত। বি—আ—কুশ্, কুষ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

ব্যাক্রোশ—ভর্ৎসনা, তিরস্কার; কটূক্তি, গালা গালি। বি (বিশিষ্টরূপ) যে আক্রোশ, প্রাদি। সং; পু।

ব্যাক্রোশী—আক্রোশবাক্য, পরস্পর কটূক্তি। বি—আ—ক্রুশ্+ণিন্ ভা+ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [+অল্ ভা। সং; পু।

ব্যাক্ষেপ—অন্যাসঙ্গ; বিলম্ব। বি—আ—ক্ষিপ্

ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান—কথন; বিবরণ; অর্থ-প্রকাশ। বি—আ—খ্যা (বলা)+অ ভা+আপ্, ২য় পক্ষে—+অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ব্যাখ্যাত—বিশেষরূপে কথিত; বর্ণিত। বি—আ—খ্যা (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাখ্যান—ব্যাখ্যা দেখ।

ব্যাখ্যানা—ব্যাখ্যান; বিকৃত বা ব্যঙ্গসূচক বর্ণনা। ক, প্র। সং।

ব্যাখ্যেয়—ব্যাখ্যানযোগ্য; বর্ণনীয়। বি—আ—খ্যা (বলা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাগল—আলগ, জুদা, পৃথক্। প্রা, ক।

ব্যাঘট্টন—সজ্ঘর্ষণ; আলোড়ন; মন্থন। বি—আ—ঘট্ট (ঘোঁটা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ব্যাঘাত—বিঘ্ন; অন্তরায়; আঘাত; যোগবিশেষ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। বি—আ—হন (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যাঘাতক—বাধাদায়ক, বিঘ্নকর, প্রতিবন্ধক। বি—আ—হন+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যাঘাতিকা।

ব্যাঘ্র—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তু, শার্দ্দূল, বাঘ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ; রক্ত এরণ্ড বৃক্ষ। বি—আ—ঘ্রা (ঘ্রাণ লওয়া)+ড ক। সং; পু। স্ত্রী ব্যাঘ্রী।

ব্যাঘ্রনখ—বাঘের নখ; [তত্তুল্য বলিয়া] সুহী বৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

ব্যাঘ্রনায়ক—শৃগাল। ব্যাঘ্র হইয়াছে নায়ক যাহার, বহু; কারণ বাঘের পিছু পিছু শৃগাল ডাকিতে ডাকিতে যায়। অথবা ব্যাঘ্রের নায়ক, ৬তৎ। সং; পু।

ব্যাঘ্রপাৎ (—পাদ্), ব্যাঘ্রপাদ—১। ব্যাঘ্রের ন্যায় চরণবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। মুনিবিশেষ। ৩। বিকঙ্ক; বৃক্ষ। ব্যাঘ্রের পাৎ বা পাদ তুল্য, ৬তৎ। সং; পু।

ব্যাঘ্রাস্য—১। ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ব্যাঘ্রের আস্যের ন্যায় আস্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিড়াল। সং; পু।

ব্যাঘ্রী—বাঘিনী; কণ্টকারী। ব্যাঘ্র+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যাজ—বিঘ্ন; অন্তরায়; ছল, কপট; বিলম্ব; সুদ। বি—অজ্+ঘঞ্ ক। সং; পু।

ব্যাজস্তুতি—কপট স্তব; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। ব্যাজময়ী যে স্তুতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ব্যাজোক্তি—ছল দ্বারা উক্তি; ছলবাক্য; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। ব্যাজ দ্বারা উক্তি, ৩তৎ। সং; স্ত্রী। [—অড্+অন্ ক। সং; পু।

ব্যাড়—হিংস্র পশু, শ্বাপদ; ইন্দ্র; সর্প। বি—আ

ব্যাড়ি—ব্যাকরণকার ও কোষকার জনৈক মুনি। সং; পু।

ব্যাত্ত—বিস্তৃত, প্রসারিত। বি—আ—অত্ (গমন করা), বা দা (দেওয়া),+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যাত্তা।

ব্যাত্যুক্ষী, ব্যাত্যুক্ষী—জলক্রীড়াবিশেষ, পরস্পর জলসেচন করিয়া ক্রীড়াকরণ। বি—অতি, অভি,—উক্ষ (সেচন করা)+ণন্ ভা+ক +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যাদড়া—মন্দ, কু, ভ্রষ্ট ; দুষ্ট ; নষ্ট ; বিজাত, বিজন্মা। দেশজ। বিণ।

ব্যাদান—উদ্ঘাটন ; প্রসারণ, বিস্তার। বি—আ—দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ব্যাদিত—উদ্ঘাটিত ; প্রসারিত, বিবৃত। বি—আ—দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যাধ—মৃগয়াজীবী জাতি ; লুব্ধক। ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+ণ ক। সং ; পু।

ব্যাধবৃত্তি—১। ব্যাধের ব্যবসায়, পশুহনন, মৃগয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। ব্যাধের ব্যবসায়াবলম্বী, মৃগয়াকারী। ব্যাধের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ব্যাধাম—বজ্র। বি—আ—ধা+ম। সং ; পু।

ব্যাধি—রোগ, পীড়া। বি—আ—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। সং ; পু।

ব্যাধিগ্রস্ত—রোগাক্রান্ত, পীড়াযুক্ত, পীড়িত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —গ্রস্তা।

ব্যাধিত—রোগগ্রস্ত, আতুর, রুগ্ন। ব্যাধি শব্দ (রোগ)+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

ব্যাধিমন্দির—ব্যাধির আলয়, রোগের আধার। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ব্যাধিমুক্ত—রোগমুক্ত, পীড়া হইতে আরোগ্য প্রাপ্ত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

ব্যাধুত, ব্যাধূত—আন্দোলিত ; চালিত ; কম্পিত। বি—আ—ধু, ধূ (কাঁপা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —তা।

ব্যান—সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপী বায়ু [পঞ্চপ্রাণ দেখ]। বি—অন্ (বাঁচা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

ব্যাপক—ব্যাপ্তিশীল ; আচ্ছাদক ; বিস্তীর্ণ। বি—আপ্ (পাওয়া)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

ব্যাপন—ব্যাপ্তি, সর্ব্বত্র স্থিতি ; বিস্তার ; আচ্ছাদন। বি—আপ্ (পাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ব্যাপন্ন—বিপন্ন, বিপদ্‌গ্রস্ত ; মৃত ; ক্ষতগ্রস্ত। বি—আ—পদ্+ক্ত। বিণ ; ত্রি।

ব্যাপা—ব্যাপ্ত হওয়া বা করা। দেশজ। ক্রি।

ব্যাপাদ, ব্যাপাদন—অনিষ্টচিন্তা ; হনন, বধ। বি—আ—ণিজন্ত পদ্ বা পাদি+ঘঞ্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

ব্যাপাদিত—নিহত, বিনাশিত। বি—আ—ণিজন্ত পদ্—পাদি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যাপার—নিয়োগ ; ক্রিয়া ; ব্যবসায় ; অভ্যাস। বি—আ—পৃ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ব্যাপারী (—রিন্)—ক্রিয়াযুক্ত ; কার্য্যাসক্ত ; ব্যবসায়ী। ব্যাপার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্যাপারিণী।

ব্যাপী (ব্যাপিন্)—আচ্ছাদক ; ব্যাপক ; বিসরণশীল। বি—আপ (পাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্যাপিনী।

ব্যাপৃত—ব্যাপারযুক্ত ; নিযুক্ত ; কার্য্যে রত। বি—আ—পৃ (পূরণ করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্যাপৃতা।

ব্যাপ্ত—১। পূর্ণ ; বেষ্টিত ; বিস্তারিত ; আচ্ছন্ন। বি—আপ্ (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। ২। ব্যাপ্তিযুক্ত ; সর্ব্বত্র স্থিত ; প্রসিদ্ধ। বি—আপ্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ব্যাপ্তি—ব্যাপন, সর্ব্বত্র স্থিতি ; ঐশ্বর্য্যবিশেষ ; স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম্ম। বি—আপ্ (পাওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

ব্যাপ্তিশীল—ব্যাপনস্বভাব, যাহা স্বভাবতঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বহু। বিণ ; ত্রি।

ব্যাপ্য—ব্যাপনীয়, ব্যাপ্তিযোগ্য ; অল্পদেশবৃত্তি। বি—আপ+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যাপ্যবৃত্তি—অল্পদেশ-বৃত্তি পদার্থে বিদ্যমান। ব্যাপ্য বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ব্যাপ্রিয়মাণ—নিযুক্ত, ব্যাপৃত। বি—আ—পৃ (পূরণ করা)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

ব্যাম—১। দুইটী বাহু দুইপার্শ্বে সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত করিলে একটি বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অন্য বাহুর অঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ পরিমাণ, বাঁও। বি—অম্ (গমন)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। ব্যারাম, অসুখ, রোগ। ব্যামোহ শব্দের অপভ্রংশ।

ব্যামর্ষ—অধীরতা, ব্যাকুলতা। বি—আ—মৃষ্+অল্ ভা। সং ; পু।

ব্যামিশ্র—মিশ্রিত ; সম্মিলিত। বি—আ—মিশ্র (মিশা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। [অপভ্রংশ]।

ব্যামো—রোগ, পীড়া, ব্যারাম। ব্যামোহ শব্দের

ব্যামোহ—অজ্ঞান, মোহ। বি—আ—মুহ্ (মুগ্ধ হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ব্যায়ত—১। বিস্তৃত ; দীর্ঘ, লম্বা ; দূর, অতিশয়। বি—আ—যম্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। বিস্তার ; দৈর্ঘ্য ; আয়াম।—+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ব্যায়াম—শ্রম ; শ্রমসাধ্য কর্ম্ম, শ্রম সাধন ব্যাপার, কুস্তি প্রভৃতি ; বিষম ; দুর্গম স্থানে ভ্রমণ ; পৌরুষ ; ব্যাম, বাঁও। বি—আ—যম্+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ব্যায়ামবিধি—ব্যায়াম করিবার নিয়ম। ৬তৎ। [প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম দ্বারা দেহের লঘুতা, কার্য্যশক্তি, উপযুক্ত পুষ্টি, বাত প্রভৃতি রোগের নাশ এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির কোন রোগ জন্মে না, এবং বিরুদ্ধ বা বিদগ্ধ দ্রব্য ভুক্ত হইয়া শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ব্যায়াম শরীরের শিথিলতা, জরা, স্থূলতা প্রভৃতির নাশক। শীত ও বসন্তকালে ইহা অতীব হিতকর। অন্য সময়ে অর্দ্ধবল ব্যায়াম কর্ত্তব্য। অর্দ্ধবল ব্যায়াম, যথা—যখন হৃদয়স্থ বায়ু অতি দ্রুতভাবে মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে, এবং মুখ শুষ্ক হয়, অথবা যখন কপালে, নাসিকায়, গাত্রসন্ধি-সমূহে এবং দুই বগলে ঘাম হইতে থাকে, তাহাকেই অর্দ্ধবল ব্যায়াম বলে। ভোজনের পর, স্ত্রীসহবাসের পর, এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোষ রোগযুক্ত ব্যক্তির ব্যায়াম নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত ব্যায়ামে কাস, জ্বর, বমি, ক্ষয়, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ জন্মে।]

ব্যায়োগ—দৃশ্যকাব্যবিশেষ। বি—আ—যুজ্+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ব্যারাম—রোগ, পীড়া, অসুখ। বি (নয়) আরাম, প্রাদি ; কিংবা আরামের বি (বিপরীত), নিত্য। সং ; পু।

ব্যাল—১। হিংস্র ; অপকারী ; ক্রূর। বি—আ—অড্ (উদ্যম করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। হিংস্র জন্তু ; সর্প ; ব্যাঘ্র ; দুষ্ট হস্তী। সং ; পু। স্ত্রী ব্যালী।

ব্যালগ্রাহ, ব্যালগ্রাহী, (—গ্রাহিন্)—আহিতুণ্ডিক, সাপুড়ে, মাল। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্যালমৃগ—চিতাবাঘ। ব্যাল (হিংস্র) যে মৃগ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্যালোল—ব্যাকুল, অস্থির, অতি চঞ্চল। বি (বিশিষ্ট) আলোল (চঞ্চল), নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্যালোলা।

ব্যাবক্রোশী—পরস্পর আক্রোশ ; পরস্পর ক্রোধ প্রকাশকরণ। বি—অব—ক্রুশ্+ণন্ ভা+ষ্ণ+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্যাবর্ত্তন—১। পরাঙ্মুখ হওয়া, ফেরা। বি—আ—বৃৎ+অনট্ ভা। ২। পরাঙ্মুখীকরণ, ফিরান। বি—আ—ণিজন্ত বৃত্=বর্ত্তি (থাকান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ব্যাবর্ত্তিত—পরাঙ্মুখীকৃত, যাহাকে ফিরান হইয়াছে এরূপ। বি—আ—ণিজন্ত বৃত্=বর্ত্তি (থাকান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যাবহারিক—১। ব্যবহারসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক ; ধর্ম্মাধিকরণসম্বন্ধীয়। ব্যবহার শব্দ+ফিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্যাবহারিকী। ২। বিচারক ; মন্ত্রী। সং ; পু।

ব্যাবহারী—পরস্পর ব্যবহার ; পরস্পর হরণ। বি—অব—হৃ (হরণ করা)+ণন্ ভা+ষ্ণ+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্যাবহাসী—পরস্পর হাস্যকরণ ; পরস্পর বিচারণা। বি—অব—হস্ (হাস্য করা)+ণন্ ভা+ষ্ণ+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্যাবৃত্ত—১। নিবৃত্ত ; খণ্ডিত ; নিষিদ্ধ। বি—আ—বৃত্ (থাকা)+ক্ত ক। ২। নিবারিত ; আচ্ছাদিত। —+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যাবৃত্তি—নিবৃত্তি ; নিষেধ ; বাধা ; বিপর্য্যাস ; নিয়োগ ; খণ্ডন। বি—আ—বৃত (থাকা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

ব্যাস—১। বেদের বিভাগকর্ত্তা মুনি [বেদ-

ব্যাস দেখ]; পুরাণপাঠক ব্রাহ্মণ। বি—অস্ (হওয়া)+ঘঞ্ ক। ২। গোলাকার বস্তুর মধ্য-রেখা; জ্যামিতিতে—যে সরল রেখা বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া উভয় দিকে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত; বিস্তার; সমাস-বাক্য। বি—অস্+ঘঞ্ ণ। ৩। বিভাগ। বি—অস্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যাসক্ত—সংলগ্ন; অভিভূত; অত্যাসক্ত। বি—আ—সন্জ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ব্যাসঙ্গ—অত্যাসক্তি; অতিশয় অনুরাগ। বি—আ—সন্জ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যাসার্দ্ধ—ব্যাসের অর্দ্ধভাগ, বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত সরল রেখা। ব্যাসের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ব্যাসিদ্ধ—নিষিদ্ধ; নিবারিত; অবরুদ্ধ। বি—আ—সিধ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাহত—অতিশয় আহত; ব্যাঘাত-প্রাপ্ত; নিবারিত, নিষিদ্ধ; ব্যর্থ; বিফলীকৃত; হতাশ; ভীত। বি—আ—হন্ (বধ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাহন্যমান—প্রতিবিধ্যমান। বি—আ—হন্ (বধ করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাহার—উক্তি, কথন। বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যাহৃত—উক্ত; কথিত। বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাহৃতি—১। উক্তি, কথন। বি—আ—হৃ +ক্তি ভা। ২। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইত্যাকার মন্ত্র।…+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

ব্যুৎক্রম—ব্যতিক্রম, ক্রমবিপর্য্যয়; অনিয়ম। বি—উৎ—ক্রম+অল্ ভা। সং; পু।

ব্যুত্থান—উত্থিতি; উদয়; প্রতিরোধ; সমাধি-ভঙ্গের কাল। বি—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ব্যুৎপত্তি—কৌশল; শাস্ত্রে সংস্কারবিশেষ; বিশেষ উৎপত্তি; জ্ঞান; শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাজন। বি—উৎ—পদ্ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ব্যুৎপন্ন—ব্যুৎপত্তিযুক্ত; বিশেষ সংস্কারবিশিষ্ট; জ্ঞানবান্; শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। বি—উৎ—পদ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ব্যুৎপাদক—ব্যুৎপত্তিজনক; সংস্কারজনক। বি—উৎ—পদ্+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যুৎপাদিকা। [য্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যুৎপাদ্য—ব্যুৎপত্তিলভ্য। বি—উৎ—পদ্+

ব্যুদস্ত—নিরাকৃত; নিরস্ত; মর্দ্দিত; অবনত। বি—উৎ—অস্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যুদাস—নিরাকরণ; দূরীকরণ; ঔদাস্য। বি—উৎ—অস্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যুষ্ট—১। পর্য্যুষিত, বাসি। বি—বস্+ক্ত ক। ২। দগ্ধ। ব্যুষ্ বা বি—উষ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। ফল। ৪। প্রভাত। +ক্ত অধি। সং; ক্লী।

ব্যুষ্টি—১। ইচ্ছা। বি—বশ্+ক্তি অধি। ২। প্রভাত। বি—উষ্+ক্তি অধি। ৩। সমৃদ্ধি; স্তুতি; ফল। বি—বস্+ক্তি অধি। সং; স্ত্রী।

ব্যূঢ়—বিবাহিত; বিন্যস্ত; পরিহিত; বিপুল; পৃথুল; স্ফীত; সংহত। বি—বহ (বহন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যূঢ়ি—বিন্যাস; সাজান; স্থূলতা। বি—বহ (বহন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ব্যূত—উত, কৃতবয়ন, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ; তন্তুনির্ম্মিত। বি—বে (বয়ন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যূতি—বস্ত্রাদি বয়ন। বি—বে (বয়ন করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ব্যূহ—১। বল-বিন্যাস, সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাপূর্ব্বক স্থাপন; বিস্তার; বিতান। বি—উহ (তর্ক করা)+অল্ ভা। ২। দেহ; সৈন্যসমূহ; সমূহ। বি—উহ্+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

ব্যূহ-পার্ষ্ণি—সজ্জিত সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগস্থ শ্রেণী (Rear rank)। ৬তৎ। সং।

ব্যূহিত—ব্যূহাকারে বিন্যস্ত। বি—উহ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্যূহিতা।

ব্যোম (ব্যোমন্)—আকাশ, নভোমণ্ডল; জল [পঞ্চভূত দেখ]; অভ্র। ব্যে (আচ্ছন্ন করা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

ব্যোমকেশ—মহাদেব; ব্যোমে (আকাশে) কেশ যাঁহার, বহু; গঙ্গাধারণকালে শিবের জটাসমূহ আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার এক নাম ব্যোমকেশ। সং; পু।

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী (B. Chakravarti) —একজন বড় ব্যারিষ্টার। ইনি প্রথম বয়সে ব্যারিষ্টারিতে যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি ও অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে সাধারণের নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কোনটাতেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক নামক বেসরকারী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারই কর্ত্তৃত্বের শৈথিল্যেই পরিণামে ব্যাঙ্কটি 'ফেল' হয়। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নামক কাপড়ের কলেরও ইনি ডিরেক্টর ছিলেন। চক্রবর্ত্তি মহাশয় রাজনীতিক্ষেত্রে স্বতন্ত্র (Independent) দলভুক্ত হইয়া বেঙ্গল কাউন্সিলে সদস্যরূপে প্রবেশ করিয়া বঙ্গরাজ্যের অন্যতর মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রিত্ব অল্পদিন স্থায়ী হওয়ায় তাহাতেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

ব্যোমকেশ মুস্তফী—১৮৬৮ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ব্যোমকেশ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। অল্প-বয়সেই ১৮৮২ খৃঃ "তপস্বিনী" এবং ১৮৮৫ খৃঃ "ভারত" নামক দুইখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ খৃঃ প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু যখন প্রথম "বিশ্বকোষ" লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন ব্যোমকেশ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন ইঁহার জীবনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পরিষদের পুস্তকালয়, চিত্রশালা, গৃহ-নির্ম্মাণ সমস্তই ব্যোমকেশের পরিশ্রমের ফল। পরিষদ পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃঃ ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক হইয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে কার্য্য করেন। মীরাট হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পরিষদের শাখা স্থাপন প্রধানতঃ ইঁহার চেষ্টাতেই হইয়াছে। ইনিই প্রথম বাঙ্গালা প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করেন এবং সকলকে এই শ্রেণীর কাজ করিতে অনুরোধ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেও ইনি সাহিত্যাচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। প্রায় আট মাস কাল দুরন্ত যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া অবশেষে ১৯১৬ খৃঃ ১লা এপ্রেল সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে ইহসংসারের লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

ব্যোমচর—১। আকাশবিহারী, আকাশে বিচরণকারী। উপ; ব্যোমন্—চর্+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —চরী। ২। পক্ষী; গ্রহনক্ষত্রাদি। সং; পু।

ব্যোমচারী (—চারিন্)—১। গগনবিহারী, আকাশে ভ্রমণশীল। ব্যোমে চরে যে, উপ; ব্যোমন্ (আকাশ) চর্ (চলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ব্যোমচারিণী। ২। দেবতা; গ্রহনক্ষত্রাদি; পক্ষী। সং; পু।

ব্যোমযান—বিমান, দেবযান; যে যান দ্বারা আকাশে বিচরণ করা যায়, বেলুন [বিমান দেখ]। ৬তৎ; অথবা উপ, ব্যোমন্ (আকাশ)—যা+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ব্রজ—১। গোষ্ঠ; পথ; মথুরার নিকটস্থ গোকুল, শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে এই স্থানে পালিত হইয়াছিলেন। ব্রজ্+অল্ অধি। ২। সমূহ। ব্রজ+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

ব্রজক—পর্য্যটক; সন্ন্যাসী, তপস্বী। ব্রজ (গমন করা)+ণ্বুল্ ক। সং; পু। [পু।

ব্রজকিশোর, —গোপাল—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং;

ব্রজগোপী—ব্রজবাসিনী গোপরমণী, গোকুলের গোয়ালার মেয়ে। ব্রজবাসিনী গোপী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ব্রজদুলাল—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের দুলাল (প্রিয়), ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজধাম—গোকুল। ব্রজনামক যে ধাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ব্রজন—ভ্রমণ, পর্য্যটন। ব্রজ্ (গমন করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ব্রজনাথ, -মোহন—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজরাজ—নন্দ ; শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু। [+অন্ ক। সং ; পু।

ব্রজলাল—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজ –লাল্ (পালিত হওয়া)

ব্রজলীলা—শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে কৃত কার্য্যসমূহ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের বল্লভ (প্রিয়),

ব্রজবিহারী (–হারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজ–বি –হৃ+ণিন্ ক। সং ; পু।

ব্রজাঙ্গনা—ব্রজবাসিনী রমণী। ব্রজের অঙ্গনা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [পু।

ব্রজেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের ইন্দ্র, ৬তৎ। সং ;

ব্রজেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

ব্রজেশ্বরী—রাধিকা। ব্রজের ঈশ্বরী, ৬তৎ।

ব্রজ্যা—গমন ; পর্য্যটন ; দেশভ্রমণ। ব্রজ্ +ক্যপ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্রণ—ক্ষত, ঘা ; স্ফোটক, ফোড়া। ব্রণ্ (অঙ্গচূর্ণ করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী বা পু।

ব্রণিত—ব্রণযুক্ত। ব্রণ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

ব্রণী (ব্রণিন্)—ব্রণযুক্ত। ব্রণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্রণিনী

ব্রত—নিয়ম ; পুণ্যজনক ও পাপক্ষয়কর কর্ম্ম। বৃ (বরণ করা)+অতচ্ র্ম্ম, অথবা ব্রজ্ (গমন করা)+ঘ ণ। সং, ক্লী বা পু।

ব্রততি, ব্রততী—১। বিস্তার। বৃত্+অতি ভা। ২। লতা। বৃত্+অতি ক। সং, স্ত্রী।

ব্রতধারী (–ধারিন্)—ব্রতী, নিয়মস্থ ; নিয়মপালনকারী, গৃহীত ব্রত। ব্রত শব্দ–ধৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্রতধারিণী।

ব্রতভিক্ষা—উপনয়নকালীন ভিক্ষা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ব্রতাদেশ—উপনয়নসংস্কার। ব্রতের আদেশ (নির্দ্দেশ), ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রতী (ব্রতিন্)—নিয়মস্থ, নিয়মপালনকারী ; তপস্বী ; যজমান ; নিযুক্ত, রত। ব্রত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ, পু। স্ত্রী ব্রতিনী।

ব্রধ্ন—১। শিব, ব্রহ্মা ; সূর্য্য ; শরীর ; পুত্র। বুধ্ (জানা)+নক্ ক। ২। বৃক্ষমূল। বন্ধ্ (বন্ধন করা)+নক্ ক। সং ; পু।

ব্রশ্চন—১। কর্ত্তন ; ছেদন। ব্রশ্চ্ (ছেদন করা) +অনট্ ভা। ২। স্বর্ণাদি ছেদনাস্ত্র, ছেনী। ব্রশ্চ্+অনট্ ণ। সং ; স্ত্রী। ৩। ছেদক। ব্রশ্চ্+অন ক। বিণ ; ত্রি।

ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্)—১। তত্ত্ব, তৎসৎ ; পরমেশ্বর ; বেদ ; বেদজ্ঞান ; তপস্যা। বৃন্হ্ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+মন্ ক। সং ; ক্লী।

২। দেশবিশেষ (Burma)। নিজ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার বহির্ভূত হইলেও এই দেশ ভারত গভর্ণমেণ্টের শাসনাধিকারভুক্ত। ব্রহ্মদেশ স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত—উর্দ্ধব্রহ্ম, ও নিম্নব্রহ্ম। নিম্নব্রহ্ম পূর্ব্বে বৃটিশ বর্ম্মা নামে ইংরাজশাসনাধীন ছিল ; উত্তরকালে উর্দ্ধব্রহ্ম ইংরাজাধিকারে আসিলে, সমগ্র ব্রহ্ম ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের শাসনাধীন হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রধান খনিজ উৎপন্ন দ্রব্য—কয়লা, মেটে-তেল ও টিন। জেড (Jade) নামক রত্ন-প্রস্তর বহুলাংশে চীনদেশে প্রেরিত হয়। স্থানে স্থানে চুনী এবং নীলাও পাওয়া যায়। মৎস্যের ব্যবসায় বিলক্ষণ লাভজনক। সেগুন কাষ্ঠ এদেশে অধিক পরিমাণে জন্মে। ব্রহ্মবাসীরা কাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্যে অতিশয় নিপুণ। আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ-গণের মতে, ব্রহ্মবাসীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিম চীন হইতে আসিয়া ইরাবতী নদীর সন্নিহিত স্থানে উপস্থিত হয় ; সেখান হইতে কিয়দংশ উত্তরে ও আসাম দেশে গমন করে, এবং অপরাংশ ব্রহ্মদেশের সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন করে। ব্রহ্মবাসীরা প্রধানতঃ তিন জাতিতে বিভক্ত—ব্রহ্ম, কারেণ ও তেলাং। ব্রহ্মগণ নামতঃ বৌদ্ধ ; কারেণগণ "নাট" (ভূত-প্রেত) উপাসক ; বহুসংখ্যক কারেণ অধুনা খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। "খন" জাতিই "তেলাং" নামে অভিহিত। ইহারাই ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসী। কথিত আছে খ্রীষ্টীয় অব্দের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে দ্রাবিড় জাতীয় বহুসংখ্যক লোক ভারত হইতে ব্যবসায় উপলক্ষে সুবর্ণভূমি বা "রমণীয়" নামক স্থানে আগমন করে। ইরাবতী, সিটটঙ্গ (Sittung) ও সাল্‌বিন্ (Salvin) নদীত্রয়ের মুখ সান্নিহিত স্থানগুলি "সুবর্ণভূমি" নামে আখ্যাত ছিল। তেলিঙ্গানা নামক স্থান হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল বলিয়া, এই খন্ জাতি তেলাং আখ্যা পাইয়াছে। ইহাদের ভাষায় ভারতীয় ভাষার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল "তেলাং" নামই ইহাদের ভারত হইতে আগমন-বার্ত্তা সূচিত করিতেছে। থা-টন (Tha pton), পাগান (Pagan) প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় স্থপতি শিল্পের নিদর্শন অদ্যাপি পাওয়া যায়।

আরাকান জাতি ও ব্রহ্মজাতির মধ্যে বাহ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। কথিত ভাষায় প্রভেদ থাকিলেও, ইহাদের লিখিত ভাষা প্রায়ই একরূপ। আরাকানবাসীরা ভারতে "মগ" নামে অভিহিত। ব্রহ্মবাসীরা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই রেশমী বস্ত্র পরিধান করে। ইহারা অন্নাহারী। ইহাদের সন্তানগণ বিদ্যালয়ে ফুঙ্গী (বৌদ্ধ পুরোহিত) কর্ত্তৃক ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষিত হয়।

ব্রহ্মদেশ টলেমী কর্ত্তৃক "Chryse Regis" নামে অভিহিত। এই নামটি প্রাচীন পালি অভিধান "সোণাপরন্ত"র অনুরূপ। ব্রহ্মদেশের প্রবাদ এই যে, খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বেনারস হইতে আসিয়া অনেক রাজা আরাকান প্রদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টীয় ১১শ হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন ব্রহ্ম-রাজ্যের গৌরবের মধ্যাহ্ন কাল বলিয়া বর্ণিত। ১২৮৪ খৃঃ কুবলাই খাঁর রাজত্বকালে তদধীন মোগলগণ পাগান সহর এবং প্রাচীন ব্রহ্মরাজবংশের উচ্ছেদসাধন করে। তাহার পরে কিছুকাল মধ্যে ব্রহ্ম সানগণের অধীনে যায়। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে টুঙ্গু (Toungoo) দেশীয় ব্রহ্মরাজগণ প্রবল হইয়া উঠে, এবং বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া পেগু, আভা ও আরাকান দেশ শাসন করিতে থাকে। শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই এই বংশের গৌরব বিলুপ্ত হয় ; আর একটি নূতন বংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া আভানগরী অধিকার করে, এবং সমস্ত ১৭শ শতাব্দী এবং ১৮শ শতাব্দীর মধ্য কাল পর্য্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখে। ইহার পরে পেগুয়ান বা তেলাংগণ বিদ্রোহী হইয়া আভা অধিকার ও রাজাকে বন্দী করে। রাজপ্রতিনিধি আলম্প্রা (Alampra) ১৭৫৩ খৃঃ রাজধানী পুনরধিকার করেন। ইনি ক্রমশঃ অনেকগুলি দেশ পেগুয়ানগণের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় শাসনাধীনে আনেন। এই সম্বন্ধে যে সকল যুদ্ধ ঘটে তাহাতে ফরাসীরা পেগুয়ানগণের সাহায্য করে, এবং ইংরাজরা আলম্প্রা প্রমুখ ব্রহ্মগণের পক্ষ অবলম্বন করে। আট বৎসর রাজত্ব করিয়া আলম্প্রা ১৭৬০ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তিন বৎসরকাল রাজ্যশাসন করিয়া পরলোকগমন করিলে তাঁহার অপর পুত্র সিন-বিউ-সিন (Sin-byu-shin) বলপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন। তদীয় রাজত্বকালে চারিদিকেই ব্রহ্মরাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। ১৭৭৬ খৃঃ তিনি

লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহার পুত্র সিঙ্গুমিন (Singumin) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার খুল্লতাত বোডপয়া (Bodawpaya) বা মেন্তারাগী (Mentaragi) তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন (১৭৮১ খৃঃ)। দুই বৎসর পরে তিনি আরাকান প্রদেশ জয় করেন এবং আভা হইতে অমরপুরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান।

১৭৯৫ খ্রীঃ পলাতক ব্রহ্মদেশী ডাকাইতগণের অনুসরণে ব্রহ্মসৈন্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করে। এতদুপলক্ষে ইংরাজের সহিত ব্রহ্মরাজের মনোবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাজ পলায়িত ডাকাইতগণকে ধরিয়া ব্রহ্মরাজসৈন্যের হস্তে সমর্পণ করিলে, সেই সময়ের জন্য বিবাদ মিটিয়া যায়। রাজ্যবিস্তার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উত্তরকালে ব্রহ্মসৈন্য ইংরাজের সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করে। ১৮২৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ইংরাজ ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইটি প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ। ইংরাজ ব্রহ্মদেশের অবস্থা সম্যক্‌ভাবে অবগত না থাকায়, ইংরাজসৈন্যকে প্রথমে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; পরে ইঁহারা ব্রহ্মরাজসৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া ব্রহ্মরাজকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। এই সন্ধিপত্রের সত্ত্বতে ইংরাজ আরাকান, মাগুই, টাভয় এবং য় (Ye) নামক প্রদেশগুলি এবং এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। এই সন্ধি ১৮২৬ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। এইটি ইয়াণ্ডাবুর সন্ধি (Treaty of Yandaboo) বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত। তাৎকালিক ব্রহ্মরাজ বাগীডা (Ba-ggi-daw) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সন্ধির সর্ত্তগুলি রক্ষিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে, এবং তদীয় ভ্রাতা থারাওয়াডী (Tharawadi) বলপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশে ইংরাজ বিদ্বেষ ধূমায়িত হইতে থাকে। তাঁহার পুত্র পাগান (Pagan) ১৮৪৬ খ্রীঃ পিতৃবিয়োগান্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পরে, ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের প্রতি অবজ্ঞা এবং ইংরাজ জাহাজের অধ্যক্ষগণের উপর অত্যাচারের মাত্রা অসহনীয় হইয়া উঠে। তদানীন্তন ভারতশাসনকর্ত্তা লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মরাজকে ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। কিন্তু পাগান তাহাতে অসম্মত হন। তাহার ফলে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের আয়োজন হয়। ১৮৫২ খৃঃ জানুয়ারী মাসে ইংরাজ যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধের ফলে পেগু, বেসিন, মার্টাবান, রেঙ্গুন, প্রোম প্রভৃতি স্থানগুলি ইংরাজের হস্তে আসে। লর্ড ডালহৌসী স্বয়ং জুলাই মাসে রেঙ্গুনে গমন করেন, পরে কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টারের অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করিয়া যাহাকে নিম্ন ব্রহ্ম বলা হয়, সেই প্রদেশটি ইংরাজাধিকারভুক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন. এই ঘোষণা ১৮৫৩ খৃঃ ২০শে জানুয়ারি প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ উপলক্ষে কোন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই অত্যাচারী পাগান মিণ্ডন (Mindon) কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া কারাবদ্ধ হন।

১৮৫৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে মিণ্ডন রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। পেগুপ্রদেশ ইংরাজহস্তে আসা অবধি স্তার আর্থার ফেয়ার (Phayre) তাহার শাসনকার্য্য চালাইতে থাকেন; কিন্তু ব্রহ্মরাজ সন্ধিপত্র দ্বারা এ ব্যবস্থা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। ১৮৫৪ খ্রীঃ মিণ্ডনরাজ লর্ড ডালহৌসীর নিকট মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। এই বৎসরে ফেয়ার সাহেব ইংরাজ দূত স্বরূপে ব্রহ্মরাজধানীতে গমন করেন, কিন্তু সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে তিনি অকৃতকার্য্য হন। পরিশেষে ১৮৬২ খৃঃ মিণ্ডনরাজ সন্ধি স্থাপনে সম্মত হন। এই বৎসরে নিম্নব্রহ্ম (যাহাকে ব্রিটিশ বর্ম্মা বলা হইত) নামে একটি প্রদেশ গঠিত হয়, এবং ফেয়ার সাহেব তাহার চীফ কমিশনার স্বরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খৃঃ রাজধানী মান্দালায় (Mandalay) আর একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়; তাহার সর্ত্তানুসারে ইংরাজ ও ব্রহ্মগণ মধ্যে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ মিণ্ডন প্রাণত্যাগ করিলে, তৎপুত্র থিব (Theebaw) সিংহাসন গ্রহণ করেন। পর বৎসরে রাজবংশের বহু সংপৃক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তিনি সাধারণের মনে ঘোর বিভীষিকা উৎপাদন করেন। এই বৎসরের অক্টোবর মাসে ইংরাজ রেসিডেন্টকে রাজধানী হইতে উঠাইয়া আনা হয়। রাজ্যমধ্যে নানাভাবে অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলতা প্রাদুর্ভূত হয়। রাজধানীতে ইংরাজপ্রতিনিধি নাই, অথচ ব্রহ্মরাজ ফরাসী ও ইটালীয় প্রতিনিধিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য রাজগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অভিপ্রায়ে ব্রহ্মরাজ ইউরোপে দূত প্রেরণ করিলেন। সন্ধির সর্ত্তগুলি উপেক্ষিত হইতে লাগিল, এবং ইংরাজ ও ব্রহ্মবাসিগণের মধ্যে বাণিজ্য ব্যাপারে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। ১৮৮৫ খ্রীঃ ব্রহ্মরাজ বম্বে-বর্ম্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন নামক বৃটিশ বণিকসমিতির উপর ২৩০,০০০ পাউণ্ড অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। অভিযোগের মীমাংসা একটি নিরপেক্ষ সমিতির দ্বারা সম্পাদিত হউক,—ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মরাজকে এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার পরে ১৪ই নভেম্বর ইংরাজ-সৈন্য একেবারে মান্দালয় অভিমুখে প্রেরিত হইল। ২৬শে তারিখে সৈন্যদল আভায় উপনীত হইলে, সেইখানে ব্রহ্মরাজ দূত দ্বারা আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ২৮শে নভেম্বর ইংরাজ মান্দালয় অধিকার করেন, এবং পরদিবসে ব্রহ্মরাজ থিব ভারতে প্রেরিত হন। থিবর নির্ব্বাসনের পরেই উর্দ্ধ ব্রহ্ম ইংরাজের ভারতরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। এইটিই তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের ফল। এই যুদ্ধ লর্ড ডফরিনের ভারতশাসন সময়ে ঘটে। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি উর্দ্ধব্রহ্ম ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল বলিয়া ঘোষণা প্রচারিত হয়। এই নূতন রাজ্য সুশৃঙ্খল করিতে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীঃ ১লা মে সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য চীফ কমিশনারের পরিবর্ত্তে জনৈক লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন করা হয়। ১৮৯৩ খৃঃ শ্যামরাজের সহিত এবং ১৯০০ খৃঃ চীনরাজের সহিত ব্রহ্মদেশের সীমা সরহদ্দ স্থিরীকরণ সমাপ্ত হয়। ইংরাজের হস্তে আসিবার পরেও দেওয়ানী বিচারকার্য্য দেশী আচার-ব্যবহার অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে।

ব্রহ্মগুপ্ত—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্; ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়া অশেষ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন; পরন্তু ইনি পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ ইনি ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রণয়ন করেন। ইনি শ্রীচাপবংশীয় শ্রীব্যাঘ্রমুখ নামক রাজার রাজত্বকালে অবন্তী নগরে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। সং; পুং।

ব্রহ্মঘাতী (—ঘাতিন্‌)—ব্রহ্মহত্যাকারী, ব্রাহ্মণের প্রাণনাশক। উপ; ব্রহ্মন্‌—হন+ণিন্‌ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী, —ঘাতিনী।

ব্রহ্মঘোষ—বেদধ্বনি। ৬তৎ। সং; পুং

ব্রহ্মঘ্ন—ব্রহ্মহত্যাকারী। ব্রহ্মন্‌—হন (হনন করা)+টক্‌ ক°। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্রহ্মঘ্নী।

ব্রহ্মঘ্নী—১। ব্রহ্মহত্যাকারিণী। ব্রহ্মঘ্ন দেখ।

ব্রহ্মন্ + অপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মৃতকুমারী। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মচর্য—ব্রহ্মচারীর ধর্ম ; মৈথুনাভাব ; ব্রত-বিশেষ [আশ্রম ও যমসাধন দেখ]। ব্রহ্মন্—চর্ + য ভা। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম—ব্রহ্মচারীর ধর্ম ; ব্রহ্মচর্যের নিমিত্ত গৃহীত আশ্রম ; গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন। ব্রহ্মচর্য্যই আশ্রম, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মচারী (–চারিন্)—প্রথমাশ্রমী, উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নকারী দ্বিজ ; ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী। ব্রহ্মন্—চর্ + ণিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।

ব্রহ্মজীবী (–জীবিন্)—বেদজীবী ; বেতন-গ্রহণপূর্ব্বক বেদাধ্যাপক দ্বিজ। ব্রহ্মন্ (বেদ)—জীব্ (বাঁচা) + ণিন্ ক। সং ; পু।

ব্রহ্মজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞ ; বেদবিৎ। ব্রহ্মন্ (তত্ত্ব, বেদ) —জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মকে জানা, তত্ত্বজ্ঞান ; নির্ব্বাণ, কৈবল্য ; আধ্যাত্মিক জ্ঞান ; প্রকৃতি পুরুষ-বিবেক বিষয়ক জ্ঞান ; বেদজ্ঞান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মজ্ঞানী (–জ্ঞানিন্)—ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ; [অধুনা] ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ব্রহ্মজ্ঞান + ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী,—জ্ঞানিনী।

ব্রহ্মডাঙ্গা—ব্রাহ্মণের বাসযোগ্য উচ্চভূমি ; ঢালু অনুর্ব্বরা ভূমি। দেশজ। সং।

ব্রহ্মণ্য—১। ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। ব্রহ্মন্ + য্য। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মত্ব ; ব্রহ্মতেজঃ। সং ; ক্লী। ৩। বিষ্ণু ; শনিগ্রহ ; মুঞ্জতৃণ ; তুঁতগাছ। সং ; পু। [সং ; পু।

ব্রহ্মণ্যদেব—নারায়ণ, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা।

ব্রহ্মতালু—ব্রহ্মরন্ধ্র, মাথার চাঁদি। দেশজ। সং।

ব্রহ্মতীর্থ—পুষ্কর তীর্থ ; অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ। ব্রহ্ম-প্রিয় যে তীর্থ, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মতেজঃ (–তেজস্)—ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মজ্ঞান জনিত শক্তি। ব্রহ্ম (ব্রহ্মজ্ঞান) জনিত যে তেজঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা অথবা ব্রহ্মের (ব্রাহ্মণের) তেজঃ, ৬তৎ। সং ; পু। [সং।

ব্রহ্মত্র, ব্রহ্মোত্তর—ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

ব্রহ্মত্ব—ব্রহ্মপদ ; ব্রহ্মভাব ; ব্রহ্মসাযুজ্য। ব্রহ্মন্ + ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মদণ্ড—১। ব্রাহ্মণের অভিশাপ। ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) দত্ত দণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ব্রাহ্মণের যষ্টি। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মদত্ত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি। ৩তৎ। সং ; পু। [মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মদর্ভা—যমানিকা ; যোয়ান। ব্রহ্মপ্রিয়া দর্ভা,

ব্রহ্মদারু—অশ্বথাকার বৃক্ষবিশেষ। ব্রহ্মপ্রিয় দারু, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মদেশ—ব্রহ্ম দেখ।

ব্রহ্মদৈত্য—মরণানন্তর প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মই (ব্রাহ্মণই) যে দৈত্য, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মন্—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা দেখ।

ব্রহ্মনাভ—বিষ্ণু। ব্রহ্মা হইয়াছেন নাভি হইতে যাঁহার, বহু। সং ; পু।

ব্রহ্মপত্র—পলাশপত্র। ব্রহ্মপ্রিয় পত্র, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মপবিত্র—কুশ। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মপাদপ—পলাশবৃক্ষ। ব্রহ্মপ্রিয় পাদপ, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মপুত্র—স্বনামখ্যাত নদ* ; তীর্থবিশেষ ; ক্ষেত্রবিশেষ ; বিষবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু।

* ইহা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদ। এই নদ তিব্বতে মানস সরোবরের সন্নিকটে উৎপন্ন। তিব্বতে নদটি সম্পু নামে অভিহিত ; সম্পু অর্থে "পবিত্র"। পরে আসাম প্রদেশের উত্তরপূর্ব্ব কোণে আসিয়া লোহিত, দিবং ও দিহং এই নদীত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণপূর্ব্বক আসাম এবং পূর্ব্ববঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে পতনস্থান পর্য্যন্ত ইহা প্রায় ১৮০০ মাইল দীর্ঘ। নদটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার কোন স্থানে অদ্যাপি সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। গঙ্গা নদীকে যেরূপে স্থানে স্থানে খালে পরিণত করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায় করা হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র সেরূপে কৃষিকার্য্যের সহায়তা করে না ; অর্থাৎ ইহার কোন অংশ খালে পরিণত হয় নাই। নদের তীরভূমি সাতিশয় উর্ব্বর এবং চা, পাট ও সরিষার চাষের উপযুক্ত।

এই নদে স্নান করিয়া হিন্দুগণ অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করে। আসামে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দূরে স্নানের স্থান ইহারই নিকট পাণ্ডুঘাট কথিত আছে, এইখানেই পুরাণোক্ত ব্রহ্মকুণ্ড ছিল, কুণ্ডটী অধুনা নদগর্ভে বিলীন। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান প্রশস্ত ; এই দিনে ব্রহ্মার আদেশে পৃথিবীর সকল তীর্থ এই নদে আসিয়া মিলিত হয়। নদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ এইরূপ :—শান্তনু মুনির পত্নী অমোঘা ব্রহ্মার তেজ গর্ভে ধারণ করিয়া এক সুন্দরকান্তি পুত্র প্রসব করেন। প্রসবের পূর্ব্বে মুনি উত্তরে কৈলাস, পূর্ব্বে সম্বর্ত্তক, দক্ষিণে গন্ধমাদন ও পশ্চিমে জারুধি এই পর্ব্বত-চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি কুণ্ড খনন করিয়া রাখেন। প্রসবান্তে পুত্রটিকে সেই কুণ্ডমধ্যে স্থাপন করেন। ব্রহ্মা আসিয়া পুত্র দর্শন এবং তাহাকে "লৌহিত্য" নাম প্রদান করেন। কিছুকাল পরে পুত্র বারিরূপে দেহ বিস্তার করিয়া কুণ্ডমধ্যে অবস্থান করেন। তদবধি মুনিবর এই কুণ্ড "ব্রহ্মকুণ্ড" নামে অভিহিত করেন। মাতৃবধজনিত পাপক্ষালন অভিপ্রায়ে পিতার আদেশে পরশুরাম এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার হস্তাবদ্ধ কুঠারও হস্তস্খলিত হয়। এই কুঠার দ্বারা পথ করিয়া পরশুরাম লোক-হিতার্থে এই পবিত্র কুণ্ডের বারি মর্ত্ত্য-লোকে আনয়ন করেন। ব্রহ্মার বীর্য্যজাত বলিয়া নদের নাম ব্রহ্মপুত্র হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রী—সরস্বতী নদী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মপুরী—ব্রহ্মালয়, ব্রহ্মার আবাস, ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মার পুরী ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

ব্রহ্মবন্ধু—নিন্দিত ব্রাহ্মণ, অপকৃষ্ট বিপ্র। ৬তৎ।

ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মপ্রাপ্ত, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। ব্রহ্মন্—ভূ (হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ব্রহ্মভূতি—সন্ধ্যা। ব্রহ্মের ভূতি (মঙ্গল) যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মভূয়—ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মত্ব। ব্রহ্মন্—ভূ (হওয়া) + ক্যপ্ ভা। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মময়—ব্রহ্মে ব্যাপ্ত পরমেশ্বরের রূপে পরি-পূর্ণ বা সমাকীর্ণ ; ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মন্ + ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্রহ্মময়ী।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালা স্কুলে প্রবেশ করেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ যথায় অবস্থিত, উক্ত বাঙ্গালা স্কুল তৎকালে তথায় ছিল। প্রবেশ ফী সমেত এক বৎসরের বেতন ছিল দুই টাকা মাত্র। দুই বৎসর এই বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়িবার পর তিনি বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলের ছাত্ররূপে নির্ব্বাচিত হন। সে সময় হেয়ার স্কুল ২২নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে (বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রীক্ট মিউনিসিপাল আফিস) ছিল। হেয়ার স্কুল হইতে তিনি বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। হিন্দু স্কুলের জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মমোহন চতুর্থ কলেজ ক্লাসে উন্নীত হন। ইহারই অল্প দিন পরে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। সট্‌ক্লিফ সাহেব তাহার প্রথম প্রিন্সিপাল হন। ব্রহ্মমোহন হিন্দু কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এক বৎসর পর আর একটি পরীক্ষা দিয়া সরকারী কর্ম্মে প্রবেশ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়। তিনি স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর পদ লাভ করেন। ইহার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্ধু কানাইলাল পাইনের সাহায্যে হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে

বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মধ্যে কিছুদিন তিনি এডুকেশন গেজেট পরিচালন করেন। তৎপরে তাহা প্যারীচরণ সরকারের হাতে যায়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মমোহন জ্যামিতি রচনা করেন। এই জ্যামিতি নর্ম্মাল ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য হয়। তিনি একখানি ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) রচনা করেন। তাঁহার রচিত একখানি জ্যামিতিক অনুশীলনও (Geometrical Problems) আছে। [সং ; পু।

ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। ৬তৎ। **ব্রহ্মযষ্টি**—১। ব্রহ্মদণ্ড, ব্রাহ্মণের ছড়ি বা লাঠী। ৬তৎ। সং ; পু বা স্ত্রী। ২। ব্রাহ্মী, ভার্গী, বামনহাটি। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মরন্ধ্র—শিরোদেশস্থিত ব্রহ্মস্থিতি স্থানরূপ ছিদ্র ; ব্রহ্মতালু। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত রন্ধ্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মরাক্ষস—ব্রহ্মদৈত্য ; ভূতবিশেষ। ব্রহ্মই (ব্রাহ্মণই) যে রাক্ষস, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মরাত্র—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। ব্রহ্মার রাত্রি, ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মরাত্রি—১। ব্রহ্মার নিশা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি। উপ ; ব্রহ্মন্ (ব্রহ্মজ্ঞান)—রা (দেওয়া) + ত্রি ক। সং ; পু

ব্রহ্মর্ষি—বশিষ্ঠাদি ঋষি। ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ) অথচ ঋষি, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মর্ষিদেশ—কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন, —এই চারি দেশ। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মলোক—সপ্তলোকের সর্ব্বোপরিস্থ লোক, ব্রহ্মার ভুবন। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মোদ্য—১। ব্রহ্মোক্তি, ব্রহ্মবাক্য ; ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মন্ শব্দ—বদ্ + য, ক্যপ্ ভা। সং ; ক্লী। ২। ব্রহ্মোক্ত। + য ব ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মবর্চ্চস—বেদাধ্যয়নজনিত ব্রাহ্মণের তেজঃ। **ব্রহ্মবর্ত্ত**—ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। উপ ; ব্রহ্মন্—বৃত (থাকা) + অল্ অধি। সং ; পু।

ব্রহ্মবর্দ্ধন—তাম্র। ব্রহ্মার বর্দ্ধন (মঙ্গল) যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মবাদ—বেদপাঠ। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মবাদিনী—১। বেদবক্ত্রী ইত্যাদি। ব্রহ্মবাদী দেখ। ব্রহ্মবাদিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গায়ত্রী। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মবাদী (—বাদিন্)—বেদবক্তা ; বেদাধ্যয়নকারী, ব্রাহ্ম ; বেদান্তমতাবলম্বী। ব্রহ্মন্—বদ্ (বলা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—ইনি ১৮৬১ খৃঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা খানাকুল কৃষ্ণনগরের পণ্ডিতবংশী মেলের কুলীন ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মবান্ধবের বাল্য নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে ইনি স্বদেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হন। কেশবচন্দ্রসেনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে সিন্ধুদেশ গমন করেন। সিন্ধুদেশে অবস্থান কালে কতিপয় রোমান ক্যাথলিক পাদ্রির সহিত মিলিত হইয়া ইনি খৃষ্টধর্ম্মের অনুরাগী হন ; তৎপরে খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। এই সময় ইনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ এবং তৎসঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করেন। সিন্ধুদেশে অবস্থিতি কালে ইনি অনেকগুলি সিন্ধুযুবককে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তথায় ইনি কন্কর্ড ক্লাব নামে একটি সমিতি স্থাপন ও কন্কর্ড নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে করাচিতে ফিনিক্স ও হার্ম্মান পত্রের কিছুদিন সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় Twentieth Century নামে একখানি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। অনন্তর ইনি বিলাত যাত্রা করেন। তথাকার অক্সফোর্ড সহরে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও হিন্দুদর্শন ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি উচ্চ অঙ্গের বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহারই ফলে অক্সফোর্ডে বেদান্ত অধ্যাপনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অতঃপর ইউরোপের নানাদেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হিন্দুয়ানী গ্রহণ করেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া পরিচিত হন। এই সময় হইতে ইনি স্বদেশসেবায় ব্রতী হন। ১৯০৫ খৃঃ বঙ্গব্যবচ্ছেদের আন্দোলন সময়ে ইনি "সন্ধ্যা" নামে একখানি দৈনিক পত্রের প্রচার করেন। এই সময়ে ইনি বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত বিশেষভাবে যোগদান পূর্ব্বক মাতৃভূমির সেবায় প্রাণপণ করেন। বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে ইনি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত বেদান্তশাস্ত্রে ও বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল বাল্যকাল হইতে ইনি অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত হন। অবশেষে "সন্ধ্যার" বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমার সময় ইঁহার রোগ বৃদ্ধি হয়। সেই সময় ইঁহাকে কলিকাতার ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু অস্ত্র করিবার তিন দিবস পরে ধনুষ্টঙ্কার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশেষে ১৯০৭ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর হাঁসপাতালেই ইঁহার মৃত্যু ঘটে। নিমতলার শ্মশানঘাটে হিন্দু রীতি অনুসারে ইঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সকল শ্রেণীর লোক মিছিল করিয়া ইঁহার শবদেহের অনুগমন পূর্ব্বক রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল।

ব্রহ্মবিৎ (—বিদ্)—ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রাহ্ম। ব্রহ্মন্—বিদ (জানা) + কিপ্ ক। বিণ ; পু।

ব্রহ্মবিদ্যা—তত্ত্ববিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মবিন্দু—বেদপাঠকালে মুখনিঃসৃত নিষ্ঠীবনবিন্দু। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) বিন্দু, ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মবৃক্ষ—পলাশ গাছ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মবৃত্তি—ব্রাহ্মণের জীবিকা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মবেদ—ব্রহ্মবেদ্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত পুরাণবিশেষ। [দ্বিতীয় খণ্ডে "পুরাণ" দেখ]। সং ; পু।

ব্রহ্মশল্য—সোমবল্ক, বাবলা গাছ। ব্রহ্মার শল্য প্রায়, ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মশাপ—ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত অভিসম্পাত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মশাসন—১। ব্রহ্মার আজ্ঞা, ব্রাহ্মণের আদেশ। ৬তৎ। ২। ব্রহ্মার বিচার-ভবন। ব্রহ্মার শাসন যথায়, বহু। সং ; ক্লী। ৩। নবদ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে গঙ্গাপারে গ্রামবিশেষ। সং ; পু।

ব্রহ্মসংহিতা—ব্রহ্মবিধায়িনী বেদশাখা ; ব্রহ্মপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র ; ভগবৎ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ গ্রন্থ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মসমাজ—ব্রাহ্মণসমূহ, ব্রহ্মজ্ঞগণের বা ব্রাহ্মের সমিতি। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

ব্রহ্মসাযুজ্য—ব্রহ্মসহযোগ ; ঈশ্বরস্বরূপ। ৬তৎ।

ব্রহ্মসাবর্ণি—দশম মনু। সং ; পু।

ব্রহ্মসূ—১। অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মাকে জন্ম দিয়াছিলেন এই বাক্যে, উপ ; ব্রহ্মন্ (ব্রহ্মা)—

সূ (প্রসব করা, জন্ম দেওয়া) + কিপ্ ক। ২। কামদেব, মদন। ব্রহ্মন্ (তপস্যা) – সূ (ক্ষেপণ করা) + কিপ্ ক, যিনি তপস্যাকে দূরে নিক্ষেপ করেন। সং ; পু।

ব্রহ্মসূত্র—যজ্ঞোপবীত, পৈতা ; শারীরক সূত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

ব্রহ্মসূনু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ব্রহ্মদত্ত। ৬তৎ।

ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের বিত্ত বা ধন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মহত্যা—ব্রাহ্মণ-বধ, ব্রাহ্মণের জীবন বিনাশ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মহা (– হন্)—ব্রহ্মঘাতী, ব্রাহ্মণহত্যাকারী ; শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ) – হন্ (বধ করা) + কিপ্ ক। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

ব্রহ্মহুত—নৃযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মা (ব্রহ্মন্)—বিরিঞ্চি, বিধাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা ; ব্রাহ্মণ ; ঋত্বিক্‌বিশেষ ; ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ঋষিবিশেষ ; যোগবিশেষ। বৃন্হ (দীপ্তি পাওয়া ইত্যাদি) + মন্ ক। সং : পু।

পুরাণাদি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করা যায় ;—

ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে সমুদায়ই তমসাচ্ছন্ন ছিল। পরে বিরাট্ মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মা-রূপে অবস্থিতি করেন। পরে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক ভাগে আকাশ ও অপর ভাগে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। অতঃপর ব্রহ্মা দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন, যথা— মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ। এই সকল প্রজাপতি হইতে যাবতীয় জীবজন্তুর উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকেও সৃষ্টিকার্য্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরসাধনার ব্যাঘাতাশঙ্কায় নারদ উহাতে অস্বীকৃত হইলে, ব্রহ্মা অভিশাপ প্রদানে তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ব্রহ্মার ভার্য্যার নাম সাবিত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা ইঁহার দুইটী কন্যা।

ব্রহ্মাগ্রভূ—ঘোটক, ঘোড়া। ব্রহ্মার অগ্রে হইয়াছে যে, উপ ; ব্রহ্মাগ্র – ভূ (হওয়া) + কিপ্ ক। সং ; পু।

ব্রহ্মাঞ্জলি—বেদপাঠকালে গুরুসমীপে অঞ্জলি। ব্রহ্ম (বেদপাঠ) কালীন যে অঞ্জলি, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মার শক্তি, দেবীবিশেষ। ব্রহ্মন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং; স্ত্রী। [ক্লী।

ব্রহ্মাণ্ড—জগৎ, বিশ্ব। ৬তৎ ; ব্রহ্মা দেখ। সং ;

ব্রহ্মাবর্ত্ত—কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ। ব্রহ্মন্ – আ – বৃত (থাকা) + অল্ আধ। সং ; পু।

ব্রহ্মাস্ত্র—ব্রহ্মদেবতাক অস্ত্র ; ব্রহ্মশাপ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সর্ব্বদা চলে। সং ; পু।

ব্রাজি—বায়ু। ব্রজ (চলা) + ইঞ্ ক, যে

ব্রাণ্ডি—বিলাতী উগ্রবীর্য্য সুরাবিশেষ। ইং (brandy)। সং।

ব্রাত—১। দল ; সমূহ ; বরযাত্রী বা কন্যাযাত্রী, পতিত ব্রাহ্মণের সন্তান। বৃ (বরণ করা ইত্যাদি) + অতচ্ র্ম। ২। শ্রমজীবী। ব্রত শব্দ + ষ্ণ। সং ; পু। ৩। শারীরিক পরিশ্রম ; মজুরি। ব্রাত শব্দ (শ্রমজীবী) + + ষ্ণ ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

ব্রাতীন—১। শ্রমী ; শ্রমজীবী ; মজুর। ব্রাত শব্দ + খীন। ২। ব্রতনিষ্ঠ। ব্রত শব্দ + খীন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্রাতীনা।

ব্রাত্য—সংস্কারবিহীন ; সাবিত্রীভ্রষ্ট ; অযোগ্য কালে উপনীত। ব্রত + ষ্য হীনার্থে। বিণ।

ব্রাহ্ম—১। ব্রাহ্মসম্বন্ধীয় ; তপঃসম্ভূত ; ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মন্ শব্দ + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্রাহ্মী। ২। হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলদেশ ; পুরাণবিশেষ। সং ; ক্লী। ৩। বিবাহবিশেষ, বরকে আহ্বানপূর্ব্বক অলঙ্কৃতা কন্যাদান [বিবাহ দেখ] ; ব্রহ্মার পুত্র ; নারদ, রাজধর্ম্ম বিশেষ ; আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী ; অধুনা প্রচলিত ধর্ম্মবিশেষ [ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখ]। সং ; পু।

ব্রাহ্মণ—১। হিন্দুদিগের মূল বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বর্ণ, বিপ্র, দ্বিজোত্তম [চতুর্ব্বর্ণ দেখ]। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ জানে যে, কিংবা অধ্যয়ন করে, অথবা ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা করে যে, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মন্ + ষ্ণ। "যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥" অর্থাৎ যোগ, তপঃ, দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, ঘৃণা, বিদ্যা, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ব্রহ্মন্ (ব্রহ্ম) + ষ্ণ জ্ঞাতার্থে। সং ; পু। ২। ব্রহ্মজ্ঞানী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ব্রাহ্মণী। ৩। বেদাংশবিশেষ। ব্রহ্মন্ (বেদ) + ষ্ণ ইদমর্থে। ৪। বিপ্রসমূহ। ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ) + ষ্ণ সমূহার্থে। সং ; ক্লী।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত—বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রাহ্মণব্রুব—নীচকার্য্যরত ব্রাহ্মণ, অপকৃষ্ট বিপ্র। ব্রাহ্মণ শব্দ – ব্রূ (বলা) + ক ক। সং ; পু।

ব্রাহ্মণী—১। ব্রহ্মজ্ঞানিনী। ব্রাহ্মণ দেখ। ব্রাহ্মণ + ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ব্রাহ্মণপত্নী ; ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী ; পিপীলিকাবিশেষ ; পৃক্কা, পিড়িংশাক। সং ; স্ত্রী।

ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণসমূহ ; ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণ + ষ্য সমূহাদ্যর্থে। সং ; ক্লী।

ব্রাহ্মণ্যশ্রী—ব্রহ্মতেজোজনিত সৌন্দর্য্য, ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক সুশ্রীকতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—অধুনা প্রচলিত ধর্ম্মমতবিশেষ। এই ধর্ম্মাবলম্বিগণ একেশ্বরবাদী, অর্থাৎ ইঁহারা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রথমে এই ধর্ম্মের প্রচলন করেন, এবং ১৮২৯ খৃঃ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের প্রযত্নে ইহার অনেক উন্নতি সংসাধিত হয়। এক্ষণে ইহা নানা শাখায় বিভক্ত, যথা— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানী সমাজ, এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। প্রথমটি ঠাকুর বাড়ীতে, দ্বিতীয়টি মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে, এবং তৃতীয়টি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নিজ সমাজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত—অরুণোদয়কালের প্রথম দণ্ডদ্বয়, সূর্য্য দৃশ্যমান হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দণ্ডকাল কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রাহ্মসমাজ—আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিগণের সমিতি ; ব্রাহ্মসম্প্রদায়। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রাহ্মী—১। ব্রহ্মার শক্তি, মাতৃবিশেষ ; দুর্গা ; ব্রাহ্মীশাক (এই শাক স্বর, মেধা, স্মৃতি, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং শিশুগণের শোণিতশোধক)। ব্রহ্মন্ শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মসম্বন্ধীয়া ; ব্রহ্মোপাসিকা। বিণ ; স্ত্রী।

ব্রিটন—ইউরোপের অন্তর্গত দেশবিশেষ (ইংলণ্ড ইহারই অন্তর্ভুক্ত), বিলাত। ইং (Britain)। সং।

ব্রিটিশ—ব্রিটনদেশীয়, ইংলণ্ডীয়, ইংলিশ, ইংরাজ। ইং (British)। বিণ।

ব্রীড—লজ্জা। ব্রীড় (লজ্জিত হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু। [ভা। সং ; ক্লী।

ব্রীড়ন—লজ্জা। ব্রীড় (লজ্জিত হওয়া) + অনট্

ব্রীড়া—লজ্জা। ব্রীড় (লজ্জিত হওয়া) + অ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্রীড়ানত—লজ্জায় নত, লাজনম্র। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ব্রীড়িত—১। লজ্জাপ্রাপ্ত ; লজ্জিত। ব্রীড় (লজ্জা পাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। লজ্জা। ব্রীড় + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ব্রীহি—ধান্য ; আশুধান্য ; পরিমাণবিশেষ। ব্রী (প্রার্থনা করা) + হি র্ম। সং ; পু।

ব্রীহী (ব্রীহিন্)—ধান্যযুক্ত (কেদারাদি)। ব্রীহি + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ব্রীহিণী।

ব্রুচ, ব্রোচ—বস্ত্রে বদ্ধ করিবার নারীভূষণ-বিশেষ। ইং (brooch)। সং।

ব্রুবাণ—যে বলিতেছে এরূপ, বক্তা। ব্রূ (বলা) + শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ব্রুবাণা।

ব্রুস (রবার্ট)—স্কটলণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ স্বদেশ-প্রেমিক বীর। জন্ম ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে। ইংলণ্ডরাজ প্রথম এড্‌ওয়ার্ড যৎকালে স্কট্‌লণ্ড জয় করিতে যান, তৎকালে ব্রুস তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া স্বাধীনতাপ্রিয় স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। একদা ব্রুস একদল স্কটিশ্ সৈন্য পরাজিত করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভোজনে উপবিষ্ট হইলেন। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ায় এবং গুরুতর পরিশ্রম জন্য ক্ষুধার আতিশয্যবশতঃ ব্যস্ততাপ্রযুক্ত হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া শোণিতলিপ্ত হস্তেই ব্রুস খাইতে বসিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জনৈক ইংরেজ সেনাপতি ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপসূচক স্বরে স্বীয় পার্শ্বচরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ বন্ধো! ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ ব্রুস) নিজের (অর্থাৎ স্বজাতির) রুধির পান করিতেছে।" কথাটা ব্রুসের কর্ণের মধ্য দিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখনও স্বজাতির বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিবেন না।

অচিরকালমধ্যে তিনি ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্কট্‌লণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ইংরেজসৈন্য তাঁহাকে ধরিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইল। স্বজাতিদ্রোহী স্কটিশরাও তাঁহাকে নানারূপে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। পরন্তু আপনার অসাধারণ সহিষ্ণুতা, রণপারদর্শিতা ও বলবত্তা দ্বারা ব্রুস সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে ব্যানকবর্ণ নামক স্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ব্রুস স্কট্‌লণ্ডে আপনার আধিপত্য দৃঢ়বদ্ধ করেন। অনন্তর ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ইংলণ্ডরাজ তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই অসাধারণ বীরপুরুষসম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, ইনি এক সময়ে উপর্য্যুপরি ছয় বার ইংরেজের নিকট পরাস্ত হইয়া একরূপ জয়াশা পরিত্যাগ করেন, এবং অতঃপর যুদ্ধ ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, একটি মাকড়সা গৃহতল হইতে ঊর্দ্ধস্থ কড়িকাঠে আপনার সূত্র সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ছয়বার ঐরূপ চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রত্যেকবারেই ব্যর্থচেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ব্রুস দেখিলেন তাঁহার নিজের ও ঊর্ণনাভের, উভয়ের অবস্থাই একরূপ। তখন ব্রুস ভাবিলেন, মাকড়সাটা যদি আর একবার চেষ্টা করে ও কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে আমিও আর একবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিব। মাকড়সাটা সপ্তম বারে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া কড়িকাঠে সূত্র সংলগ্ন করিতে সমর্থ হইল। অতঃপর ব্রুসও অদম্য উৎসাহে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া ব্যানকবর্ণ ক্ষেত্রে ইংরেজশক্তি পর্য্যুদস্ত করিলেন।

ব্রৈহ—ধান্যে প্রস্তুত। ব্রীহি + ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

ব্রৈহেয়—ধান্যোৎপাদক, ধান্যোৎপাদনযোগ্য (ক্ষেত্রাদি)। ব্রীহি + ঢেয়। বিণ; ত্রি।

ব্র্যাকেট—দেওয়ালসংলগ্ন আধার বিশেষ, তাক, শব্দাদির বন্ধনী চিহ্ন, ( ) বা [ ] এইরূপ চিহ্ন। ইং (bracket)। সং।

ব্লকম্যান (Henry Ferdinand Blockmann)—ইনি ১৮৩৮ খৃঃ ৮ই জানুয়ারি ড্রেসডেন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জনৈক মুদ্রাকর (printer) পুত্র। ভারতে আসিবার অভিপ্রায়ে ইনি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। পরে উক্ত বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া পি এণ্ড ও কোম্পানীর (P and O Co.) অধীনে কিছুদিন দ্বিভাষীর কার্য্য করেন। ইনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসায় আরবী ও পারসী ভাষা অধ্যাপনা করিবার জন্য সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই এম এ পরীক্ষায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হন। তিন বৎসর পরে ব্লকম্যান ডভটন্ কলেজে এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসায় অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। উত্তরকালে মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া আমরণ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সেক্রেটারী ও পার্শী আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং উক্ত দুই ভাষার পরীক্ষকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রত্যেক বৎসরে নিযুক্ত হইতেন। ইনি আইন-ই আকবরীর ইংরেজী অনুবাদ করিয়া তাহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। The Prosody of the Persians নামক আর একখানি পুস্তক ইনি ইংরেজী ভাষায় প্রণয়ন করেন। মুদ্রাতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই ইনি লোকান্তর গমন করেন।

ব্লাভাস্কী, হেলেনা পেট্রোভ্‌না (Helena Petrovna Blavatsky)—ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা জর্ম্মনজাতীয়। তাঁহারা উত্তরকালে রুসিয়ায় বাস করেন। সেই দেশেই ব্লাভাস্কীর জন্ম হয় (১৮৩১ খৃঃ)। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৬০ বর্ষীয় এক বৃদ্ধের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অল্পদিন পরে এই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। ব্লাভাস্কী তাহার পর ইউরোপ, আমেরিকা ও এসিয়ার অনেক দিন পর্য্যটন করেন। নেপালের দিক দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া, ইনি ছদ্মবেশে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের দিক্ দিয়া অভিলষিত দেশে প্রবেশ করেন; কিন্তু প্রান্তরমধ্যে পথ হারাইয়া সীমাপ্রদেশে আনীত হন। এইরূপে অনেক কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক ভারত-পর্য্যটন শেষ করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় উপস্থিত হন। ইনি আমেরিকাজাতিভুক্ত হইয়া ছয় বৎসর নিউইয়র্কে বাস করেন। এইখানে ইনি প্রেততত্ত্বের আলোচনা করেন এবং কর্ণেল অলকটের সহযোগে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে থিয়সফিকেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রচার করা এই সমিতির উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে লোকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহাতে আস্থাবান্ থাকে, সেইরূপ উপদেশদানই সমিতির উদ্দেশ্য। আর জাতিসমূহমধ্যে ভ্রাতৃভাবস্থাপনও সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্লাভাস্কী অনেক অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিতে পারিতেন এবং ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্না বলিয়া এদেশে ইঁহার প্রসিদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং যখন ইনি কর্ণেল অলকট সমভিব্যাহারে ভারতে আগমন করেন, তখন এখানে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। কলিকাতায় আগমন করিয়া ইনি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অতিথি হইয়া ঠাকুর ক্যাসেলে অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় কত লোক যে ইঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। কথিত আছে যে, কুথুমীলাল নামক তিব্বতবাসী এক মহাত্মা ইঁহার গুরু ছিলেন। তিনি সূক্ষ্ম শরীরে যেখানে সেখানে অন্যের অলক্ষ্যে ব্লাভাস্কীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহারই প্ররোচনায় ব্লাভাস্কী থিয়সফিকেল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতবর্ষকে এই সমিতির প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করেন। ব্লাভাস্কী যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতেন, কেহ কেহ বলেন, সে সকল প্রকৃত নহে, কৌশলে সম্পাদিত

হইত। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে ও জনসাধারণের মধ্যে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল। কেহ কেহ এই কারণে ইঁহার শিষ্যত্বও ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্লাভাস্কী ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। সিক্রেট ডক্‌ট্রিন, আইসিস অন্‌ভেল্‌ড্ (Isis-Unveiled) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে গিয়া বাস স্থাপনা করেন তথায় লুসিফর (Lucifer the Light Bringer) নামক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯১ খৃঃ ৮ই মে ইংলণ্ডে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার অলৌকিক কার্য্যসাধন পক্ষে কোন কোন লোকের সন্দেহ থাকিলেও, ইঁহার অশেষ মানসিক শক্তি-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। স্বনামপ্রসিদ্ধা আনি বেশান্ত ইঁহার শিষ্যা।

ভ

ভ—১। চতুর্ব্বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; গ্রহ; নক্ষত্র। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং; ক্লী। ২। শুক্রাচার্য্য; রাশি। ৩। ভ্রমর। ভণ (গুঞ্জন করা)+ড ক। ৪। ভ্রম, ভ্রান্তি, ভুল। ভ্রম (ভুলা)+ড ভা, নিপাতনে। সং; পু।

ভঅ—হয়, হইল। প্রা, ক। ক্রি। [প্রা, ক।

ভআ, ভয়া—হওয়া; হইল, হইয়াছে। ক্রি।

ভই—হয়, হইয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ভউই—ভ্রু। প্রা, ক। সং।

ভকত—ভক্ত। ক, প্র। সং বা বিণ।

ভকা, ভখা—ভক্ষণ করা, খাওয়া; রোগ, রুচি হওয়া। প্রাদে। ক, প্র। ক্রি।

ভক্ত—১। অনুরক্ত; ভক্তিবিশিষ্ট; অনুগত। ভজ্ (ভজনা করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। ২। বিভক্ত। ভজ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভক্তা। ৩। ওদন, অন্ন, ভাত। সং; ক্লী।

ভক্তকার—সূপকার, অন্নপ্রস্তুতকারী, পাচক। ভক্ত (অন্ন)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

ভক্তদাস—অন্নদাস, পরাধীন। ৬তৎ। সং; পু।

ভক্তবা—অনুপূরণ; ক্ষতিপূরণ। দেশজ। সং।

ভক্তমণ্ড—ভাতের মাড়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভক্তমনোহর—ভক্তের মন হরণকারী, ভক্তের নিকট রমণীয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তবৎসল—ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভক্তবৎসলা।

ভক্তাগ্রগণ্য—ভক্তের মধ্যে অগ্রণী, প্রধানভক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তাধীন—ভক্তের বশীভূত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তি—১। পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ [অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সেবন, স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, সখ্য, আত্মনিবেদন,—এই নয়টি ভক্তির লক্ষণ]; শ্রদ্ধা; সেবা; উপচার; বিভাগ; ভঙ্গী; রচনা। ভজ্+ক্তি ভা। ২। অংশ, ভাগ। ভজ্+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

ভক্তিগ্রন্থ—ভক্তি-প্রতিপাদক সন্দর্ভ,—শ্রীমদ্‌ভাগবত, শাণ্ডিল্যসূত্র, ভক্তি-রসায়ন, নারদসূত্র, মুক্তাফল প্রভৃতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [৬তৎ। সং; ক্লী।

ভক্তিচিহ্ন—ভক্তির লক্ষণ; বন্দন অনুরাগাদি।

ভক্তিতত্ত্ব—ভক্তির স্বরূপ, ভক্তিবিষয়ক তথ্য। ৬তৎ। সং; ক্লী। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তিপ্লুত—ভক্তিসিক্ত, ভক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত।

ভক্তিভরে—অত্যন্ত ভক্তির সহিত, শ্রদ্ধাতিশয্যসহকারে, অতিশয় ভক্তিযুক্ত হইয়া। ভক্তির ভর আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

ভক্তিভাজন—ভক্তির পাত্র, শ্রদ্ধাস্পদ। ৬তৎ। বিণ বা সং; ক্লী।

ভক্তিভাবে—ভক্তি-সহকারে, ভক্তিযুক্ত হইয়া। ভক্তির ভাব আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

ভক্তিমান্ (—মৎ)—ভক্তিযুক্ত; ভক্ত। ভক্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ভক্তিমতী।

ভক্তিযোগ—ভক্তিরূপ যোগ, ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরারাধনা। রূপক কর্ম্মধা বা ৩তৎ। সং; পু।

ভক্তিযোগে—ভক্তির সহিত, শ্রদ্ধাসহকারে। ভক্তির যোগ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

ভক্তিরস—ভক্তিরূপ রস। রূপক। সং; পু।

ভক্তিরসায়ন—বৈষ্ণব গ্রন্থ; মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত ভক্তিগ্রন্থ। সং; ক্লী।

ভক্তিবাদ—ভক্তিকীর্ত্তন; কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষ কথন। ৬তৎ। সং; পু।

ভক্তিবিহ্বল—ভক্তির প্রাবল্যে বিবশ, ভক্তিতে অভিভূত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তিস্রোতঃ—স্রোতের আকারে প্রবাহিতা ভক্তি। ভক্তির স্রোতঃ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভক্ষক—খাদক, ভক্ষণকারী, ভোক্তা। ভক্ষ্ (খাওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভক্ষিকা। [অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ভক্ষণ—আহার, ভোজন। ভক্ষ্ (খাওয়া)+

ভক্ষণীয়—ভক্ষণযোগ্য, ভক্ষ্য। ভক্ষ্ (খাওয়া)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

ভক্ষিত—খাদিত, ভুক্ত। ভক্ষ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ;

ভক্ষ্য—১। ভক্ষণীয়, ভোজ্য, খাদ্য। ভক্ষ্ (খাওয়া)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ভোজ্যবস্তু, খাদ্য দ্রব্য। সং; ক্লী।

ভক্ষ্যকার—খাদ্যদ্রব্যপ্রস্তুতকারক; মোদকাদি বিক্রয়কারী। ভক্ষ্য—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; পু। [যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ভক্ষ্যপত্রা—তাম্বুলী লতা, পাণগাছ। ভক্ষ্য পত্র

ভক্ষ্যসামগ্রী—ভক্ষ্যবস্তু, ভোজনযোগ্য বস্তু। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভখা—ভকা দেখ।

ভগ—১। আদিত্য, রবি। ভজ+গ ক। সং; পু বা ক্লী। ২। গুহ্যদেশ; যোনি; ঐশ্বর্য্য; সৌন্দর্য্য, সৌভাগ্য; মাহাত্ম্য; যত্ন; ইচ্ছা; ধর্ম্ম; মুক্তি, মোক্ষ; জ্ঞান; কীর্ত্তি, —

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, সম্পূর্ণ বীর্য্য, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ যশঃ, সম্পূর্ণ জ্ঞান, এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, এই ছয়টা ভগ নামে অভিহিত। ভজ (সেবা করা, ইত্যাদি)+গ র্ম্ম। সং; ক্লী।

ভগণ—নক্ষত্রসমূহ। ভদিগের গণ, ৬তৎ। সং; পু।

ভগদত্ত—নরক রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। কৃষ্ণকর্ত্তৃক নরক নিহত হইলে ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (কামরূপের) অধীশ্বর হন। পিতার নিকট ইনি অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র পাইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইঁহার সৌহার্দ্দ ছিল। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে অর্জ্জুনের সহিত ইঁহার অষ্টাহ যুদ্ধ হয়। অবশেষে ভগদত্ত পরাজয় স্বীকার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদান করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া অসীম বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করেন। স্বয়ং ভীমসেনও ইঁহার নিকট পরাস্ত হন। অতঃপর অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ইনি তাঁহার প্রাণবিনাশের নিমিত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে কৃষ্ণ তাহা ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রাণরক্ষা করেন। পরিশেষে অর্জ্জুনের হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

ভগদৈবত—পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র। ভগ (যোনি) দৈবত (দেবতা) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

ভগন—ভগ্ন। ক, প্র।

ভগন্দর—গুহ্যদ্বারে ব্রণরোগ। ভগ (গুহ্যদেশ)—দৃ (বিদারণ করা)+খ ক। সং; পু।

ভগভক্ষক—কুট্টণী, কোটনা। ৬তৎ। সং; পু।

ভগবতী—১। ভগযুক্তা, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী; মান্যা। ভগবান্ দেখ। ভগবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; সরস্বতী। সং; স্ত্রী।

ভগবদ্গীতা—মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সূচক গ্রন্থ। ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক গীতা, ৩তৎ। সং; স্ত্রী। [যুক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভগবদ্ভক্ত—পরমেশ্বরে ভক্তিমান্; শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-

ভগবন্—হে ঈশ্বর, প্রভো। ভগবৎ (ভগবান্) শব্দের সম্বোধনরূপ।

ভগবান্ (—বৎ)—১। ভগযুক্ত, জ্ঞানাদি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী; মান্য, পূজনীয়। ভগ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। ঈশ্বর; বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু।

ভগবান্ দাস—রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বর রাজ্যের রাজা বিহারী মল্লের পুত্র। ইনি একজন বীরপুরুষ। মোগলসম্রাট্ আকবরের সহিত ইঁহার এক ভগ্নীর বিবাহ হইলে ইনি আকবরের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্ত হন।

ভগাল—নরকরোটি, মানুষের মাথার খুলি। ভগের (মহাদেবের) অল (ভূষণ), ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

ভগালী (–লিন্)—মহাদেব, শিব। ভগাল+

ভগিনী—এক মাতাপিতা হইতে জাত স্ত্রী, ভগ্নী, বুন বা বহিন, সহোদরা, স্বসা; নারীমাত্র। ভগ (যত্ন)+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।

ভগিনীপতি—ভগ্নীর ভর্ত্তা, বোনের স্বামী; বোনাই।

ভগীরথ—সূর্য্যবংশীয় নৃপ, দিলীপ রাজার পুত্র। কথিত আছে যে, ইনি শৈশবে মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলেন। দেহাস্থির দৃঢ়তা না থাকায় ইনি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা গমনাগমন করিতে পারিতেন না। একদা অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া ইনি তাঁহার সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করেন. ইঁহার তাদৃশী চেষ্টা মুনিবর আপনার প্রতি বিদ্রূপ-সূচক মনে করিয়া এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন, "যদি তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাক, তবে বিকলাঙ্গ হও, নচেৎ, উত্তমাঙ্গ হও।" এই শাপই ভগীরথের পক্ষে বরস্বরূপ হইল। ইনি তদবধি উত্তমাঙ্গ হইলেন। কপিলশাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ ইনি গোকর্ণ তীর্থে বহুবর্ষ উগ্র তপস্যা করেন; এবং তপস্যায় তুষ্ট করিয়া গঙ্গাদেবীকে ভূমণ্ডলে আনয়নপূর্ব্বক সগরবংশের উদ্ধারসাধন করেন। ইঁহার নামানুসারে গঙ্গার আর এক নাম হইয়াছে ভাগীরথী [গঙ্গা দেখ]। সং; পু। [পু।

ভগোল—রাশিচক্র; নক্ষত্রমণ্ডল। ৬তৎ। সং;

ভগ্ন—১। খণ্ডিত, ভাঙ্গা; বিনষ্ট। ভন্‌জ্+ক্ত ক। ২। পরাজিত; নিরস্ত; চূর্ণিত; ছিন্ন। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ভগ্নদর্প—হতগর্ব্ব, যাহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –দর্পা।

ভগ্নদূত—যুদ্ধের সংবাদদাতা দূত, ভগ্নপাইক। ভগ্নের (সৈন্যনাশের) দূত, ৬তৎ সং; পু।

ভগ্নপাইক—ভগ্নদূত (তাহা দেখ)। দেশজ।

ভগ্নপাদ—১। প্রথমপাদহীন নক্ষত্র, যে নক্ষত্রের প্রথমপাদ রাশ্যন্তরের সহিত সংযুক্ত। বহু। সং; স্ত্রী। ২। পঙ্গু। বিণ বা সং; পু।

ভগ্নপ্রক্রম—রচনায় ক্রমভঙ্গ; কাব্যের দোষবিশেষ। ভগ্ন হইয়াছে প্রক্রম যাহাতে, বহু। সং; পু। [বহু। বিণ।

ভগ্নমনাঃ (–মনস্)—খিন্নমনাঃ, দুঃখিতচিত্ত।

ভগ্নশ্রী—নষ্টশ্রী, হতসৌন্দর্য্য, যাহার শোভা নষ্ট হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি।

ভগ্নস্তূপ—ভগ্নমন্দিরাদির রাশীকৃত উপকরণ, স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

ভগ্নাংশ—যে রাশি দ্বারা এককের অংশ ব্যক্ত করা যায়, ভাঙ্গা অঙ্ক (Fraction)। কর্ম্মধা। সং; পু।

ভগ্নাত্মা (–ত্মন্)—চন্দ্র। ভগ্ন (দ্বিখণ্ডিত) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। [চন্দ্র বৃহস্পতি পত্নী তারাকে হরণ করায় মহাদেব ত্রিশূলাঘাতে ইঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন]। সং; পু।

ভগ্নাবশেষ—ধ্বংসাবশেষ, ভাঙ্গিবার পর যে জিনিষ শেষ পড়িয়া থাকে। ৬তৎ। সং; পু।

ভগ্নাশ—আশাশূন্য, নিরাশ, হতাশ ভগ্ন আশা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভগ্নী—স্বসা, ভগিনী, সহোদরা। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা) +ক্ত ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভগ্নীপতি—ভগিনীপতি, ভগ্নীর স্বামী, বোনাই। ৬তৎ। সং; পু।

ভগ্নোৎসাহ—ভগ্নোদ্যম, হতোৎসাহ, যাহার উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে এরূপ। ভগ্ন হইয়াছে উৎসাহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভগ্নোদ্যম—ভগ্নোৎসাহ। ভগ্ন হইয়াছে উদ্যম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভঙ্‌ক্তা (ভঙ্‌ক্তৃ)—ভঙ্গকারী, বিভাজক; বিচ্ছেদক। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভঙ্‌ক্ত্রী।

ভঙ্গ—১। ভাঙ্গা; হানি; নাশ; পরাজয়; নিরাস; কৌটিল্য; জলনির্গম; প্রতিবন্ধ; ভয়; বাসন; ভঙ্গী; রচনা। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা) +ঘঞ্ ভা। ২। খণ্ড। ভন্‌জ্+ঘঞ্ র্ম। ৩। তরঙ্গ। ভন্‌জ্+ঘঞ্ ক। ৪। রোগ। ভন্‌জ্+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

ভঙ্গপয়ার—ছন্দঃ দেখ।

ভঙ্গপ্রবণ—ভঙ্গুর, সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এরূপ (Brittle)। ভঙ্গে প্রবণ (আসক্ত বা উন্মুখ), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভঙ্গলয়—তর্কখণ্ডন। ৬তৎ। সং; পু।

ভঙ্গললিত—ছন্দঃ দেখ।

ভঙ্গললিতচতুষ্পদী—ছন্দঃ দেখ।

ভঙ্গবাসা—হরিদ্রা; নিশা, রজনী; বরবর্ণিনী। ভঙ্গযুক্ত বাস (আচ্ছাদন) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ভঙ্গা—বৃক্ষবিশেষ; শণ; ভাঙ। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা) +ঘঞ্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ভঙ্গান—ভাঙ্গন মাছ। ভঙ্গে (তরঙ্গে) বাঁচে যে, উপ; ভঙ্গ (তরঙ্গ)—অন্ (বাঁচা) +অন্ ক। সং; পু।

ভঙ্গি, ভঙ্গী—১। ভঙ্গ; ভঙ্গিমা; কৌটিল্য; চাতুরী; শোভা; রচনা; ব্যঙ্গ। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা)+ইন্ ভা। ২। তরঙ্গ। ভন্‌জ্+ইন্ ক। সং; স্ত্রী।

ভঙ্গিমা (–মন্)—ভঙ্গী; চাতুরী; শোভা। ভঙ্গ শব্দ+ইমন্। সং; পু।

ভঙ্গিমান্ (–মৎ)—ভঙ্গিযুক্ত; ঢেউখেলান; তরঙ্গিত। ভঙ্গি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ভঙ্গিমতী।

ভঙ্গুর—১। ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবণ; কুটিল, বক্র; শঠ। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা)+ঘুর ক। বিণ; ত্রি। ২। নদীর বাঁক। সং; পু।

ভচক্র—রাশিচক্র, মেষাদি দ্বাদশ রাশির মণ্ডল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভচ্চা, ভর্চ্চা—ভৎসনা করা। ক, প্র। ক্রি।

ভজকট—সঙ্কট, দায়, লেঠা, ঝঞ্ঝাট, গোলযোগ। প্রাদেশিক। সং।

ভজন, ভজনা—উপাসনা, আরাধনা; পূজা; সেবা; ভাগ। ভজ+অনট্ ভা; ২য় পক্ষে, অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ভজনপূজন—সেবা ও পূজা, উপাসনা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

ভজনা—ভজন দেখ।

ভজনালয়—উপাসনাগৃহ, যোগাশ্রম; মঠ; দেবমন্দির, মসজিদ, 'চার্চ্চ'। ৬তৎ। সং।

ভজমান—ভজনকারী; সেবক; বিভাজক। ভজ্+শান ক। বিণ; ত্রি।

ভজ্যমান—১। সেব্যমান; বিভজ্যমান। ভজ (সেবা করা ইত্যাদি)+শান র্ম। ২। খণ্ডমান। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা)+শান র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভজ্যমানা।

ভজা—১। ভজনা করা, উপাসনা করা। ক্রি। ভজ্ ধাতুজ। ২। ভজনা। সং। ৩। ভজনাকারী, ভক্ত, উপাসক। দেশজ। বিণ। ৪। ভজকৃষ্ণ, ভজগোবিন্দ, ভজহরি প্রভৃতি নামের সংক্ষেপ।

ভজান—ভজনা করান; প্রবর্ত্তিত করা, বুঝাইয়া লওয়ান, ফুসলান; রুজু দেওয়া, মোকাবিলা করা, রুজু দিয়া বা মোকাবিলা দ্বারা সত্য মিথ্যা স্থির করা। দেশজ। ক্রি।

ভঞ্জক—ভঙ্গকারক; নিবারক। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভঞ্জিকা।

ভঞ্জন—১। ভঙ্গ; নিরসন; ভগ্নকরণ। ভন্‌জ্ (ভাঙ্গা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। ভঞ্জক, ভঙ্গকারক। ভন্‌জ্+অন ক। বিণ; ত্রি।

ভঞ্জনক—মুখের রোগবিশেষ। ভঞ্জন+কণ্। সং; পু।

ভঞ্জা—ভঞ্জন করা, ভগ্ন করা, ভাঙ্গা; অপনয়ন করা, দূর করা, ঘুচান। ক, প্র। ক্রি।

ভঞ্জিব—ভঞ্জন করিব, ঘুচাইব। প্রা, ক।

ভট—যোদ্ধা; বীর; বর্ণসঙ্কর নীচজাতিবিশেষ। ভট্+অল্ ক। সং; পু।

ভট্ট—১। উপাধিবিশেষ [দক্ষিণাপথ ও মিথিলা

প্রভৃতি দেশে বৈদিকব্রাহ্মণদিগের মধ্যযুগে ভট্ট উপাধি দেখা যায়। এই উপাধিধারী বহু গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ ভারতের নানাস্থানে আছে। যেমন ভবদেব ভট্ট, সোমদেব ভট্ট, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি। ভট্ট যে একটি পৃথক্ পতিত জাতি এই সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ নাই]; স্তুতিপাঠক, ভাট [ভট্টের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ভাটজাতির উৎপত্তি]; পণ্ডিত। ভট্ (ভরণ করা ইত্যাদি)+তন্ ক। ২। প্রভুত্ব। ভট্+তন্ ভা। সং; পু।

ভট্টনারায়ণ—ইঁহার আদিম নিবাস কান্যকুব্জ। বঙ্গাধিপ আদিশূর যজ্ঞসম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক ইঁহারই প্রণীত।

ভট্টাচার্য্য—দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায় সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিই এই উপাধি পাইবার যোগ্য; বঙ্গীয় অধ্যাপক পণ্ডিত। ভট্টও যে আচার্য্যও সে, কর্ম্মধা। সং; পু।

ভট্টার—মাননীয়, পূজনীয়। ভট্ট শব্দ—ঋ (গমন করা, পাওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

ভট্টারক—১। (নাট্যোক্তিতে) রাজা; রবি, সূর্য্য; দেবতা; পণ্ডিত; তপস্বী। ভট্ট শব্দ—ঋ+অন্ ক+কণ্। সং; পু। ২। পূজার্হ। বিণ; ত্রি।

ভট্টারকবার—রবিবার। ৬তৎ। সং; পু।

ভট্টি—১। শ্রীধরস্বামীর পুত্র। ইঁহাকে প্রসব করিয়াই ইঁহার জননী পরলোক গমন করিলে শ্রীধরস্বামী সংসার পরিত্যাগ করেন। পরে বলভীর অধিপতি ধরসেন এই শিশুকে আনয়ন করিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। উত্তরকালে ইনি রাজপুত্রগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, এবং রাজকুমারগণের শিক্ষার্থে রামচরিত অবলম্বনে এক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। ইহা তাঁহারই নামানুসারে ভট্টিকাব্য নামে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে, মন্দশোরে যে বৎসভট্টির রচিত প্রশস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই বৎসভট্টিই ভট্টিকাব্যের রচয়িতা। ইহা সত্য হইলে ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত হন। "নীতিশতক" প্রভৃতির রচয়িতা ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্যের প্রণেতা হইলে উক্ত কাব্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছিল, কেননা ভর্তৃহরি ৬৫১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। টীকাকার ভরত মল্লিক বলেন যে, ইহা ভর্তৃহরিকৃত। ২। ভট্টিপ্রণীত রামচরিতাখ্যায়ক মহাকাব্য। সং; পু।

ভট্টিনী—অকৃতাভিষেকা রাজ্ঞী; মহিষী; ব্রাহ্মণপত্নী। ভট্ট (প্রভুত্ব)+ইন্ অস্ত্যর্থে +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভড়—১। মাড়, ভেলা; ভরা, নৌকা। প্রা, ক। ২। জাতিগত উপাধিবিশেষ। সং।

ভড়ং—প্রাচীন কালের এক প্রকার যুদ্ধযন্ত্রবিশেষ; বাহ্য আড়ম্বর; বাহির চটক; ধরণ, রকম, ভাব। দেশজ। সং।

ভড়ক—ভড়ং, জাঁক, বাহির চটক; ভীতিপ্রদর্শন, ধমক। দেশজ। সং।

ভড়কান—পশ্চাৎপদ করা, ভয়াভিভূত করা। দেশজ। ক্রি। [সং; পু।

ভড়িল—বীর; সেবক, ভৃত্য। ভড়+ইল ক।

ভণই, ভণহি—ভণে, কহে, বলে। প্রা, ক।

ভণতি—ভণে, কহে, বলে। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। প্রা, ক।

ভণহি—ভণই দেখ।

ভণয়ে—ভণে, কহে, বলে। প্রা, ক। ক্রি।

ভণা—কহা, বলা। ভণ্ ধাতুজ। ক্রি।

ভণিত—১। কথিত, উক্ত। ভণ (শব্দ করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভণিতা। ২। কথন, বলা। ভণ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ভণিতা—১। কথিতা, উক্তা। ভণিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সঙ্গীতাদিতে রচয়িতার নাম প্রকাশ। সং; স্ত্রী।

ভণিতি—কথন, উক্তি, কথা। ভণ (শব্দ করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ভণে—কহে, বলে। ক, প্র। ক্রি।

ভণ্ড—১। কৌতুককারী, ভাঁড়, মস্করা; ভনড (পরিহাস করা, বঞ্চনা করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। বঞ্চক; কপটী, মিথ্যা, অপ্রকৃত। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

ভণ্ডক—খঞ্জন পক্ষী। ভণ্ড+কণ্ সাদৃশ্যার্থে

ভণ্ডতপস্বী (-স্বিন্)—অপ্রকৃত তাপস, ছদ্ম তপস্বী, তাপসবেশধারী প্রতারক। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভণ্ডতপস্বিনী।

ভণ্ডন—১। প্রবঞ্চনা, ভাঁড়ান। ভনড্ (বঞ্চনা করা)+অন্ ভা। ২। যুদ্ধ। ভনড্+অনট্ অধি। ৩। বর্ম্ম, সাঁজোয়া। ভনড্+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ভণ্ডহাসিনী—বেশ্যা। ভণ্ড (অপ্রকৃত) হাস্য করে যে স্ত্রী, উপ; ভণ্ড—হস্+ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভণ্ডান—ভাঁড়ান, বঞ্চনা করা, মিথ্যা বলিয়া ফাঁকি দেওয়া। ক, প্র। ক্রি।

ভণ্ডামি—কপট, ধূর্ত্ততা। দেশজ। সং।

ভণ্ডির, ভণ্ডীর—শিরীষগাছ। ভনড্+ইর, ঈর ণ। সং; পু।

ভণ্ডুল—ব্যর্থ, পণ্ড, নষ্ট। দেশজ। বিণ।

ভণ্ডুক—ভাঙ্গর মাছ। ভনড্+উক ক। সং; পু।

ভদন্ত—১। সম্রান্ত, মান্য। ভন্দ্ (প্রীত হওয়া) +অন্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভদন্তা। ২। বৌদ্ধবিশেষ। সং; পু।

ভদাক—শুভ। ভন্দ্ (প্রীত হওয়া)+আক সংজ্ঞার্থে। সং; পু। [শব্দের অপভ্রংশ।

ভদ্দর—সাধু, শিষ্ট, ভব্য, সভ্য। বিণ। ভদ্র

ভদ্র—১। মঙ্গল, শুভ, সৌভাগ্য; মুস্তকবিশেষ, স্বর্ণ; করণবিশেষ। ভন্দ্ (প্রীত হওয়া)+রক ক। সং; ক্লী। ২। মহাদেব; বৃষ; গজজাতিবিশেষ; সুমেরু; খঞ্জন পক্ষী; কদম্ববৃক্ষ; জিনবিশেষ; বলভদ্র; রামভদ্র। সং; পু। ৩। মঙ্গলজনক; শ্রেষ্ঠ; সাধু; ভব্য, শিষ্ট, সভ্য; অনায়াস। বিণ; ত্রি।

ভদ্রকালী—দেবীবিশেষ, ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ, দুর্গা। ভদ্রের (শিবের) কালী, ৬তৎ। কিংবা ভদ্রা (মঙ্গলদায়িকা) কালী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভদ্রকুম্ভ—মঙ্গলার্থ জলপূর্ণ ঘট। কর্ম্মধা। সং।

ভদ্রগন্ধিকা—মুস্তক, মুথা। বহু। সং; স্ত্রী।

ভদ্রঙ্কর—মঙ্গলকারক, শুভজনক। ভদ্র—কৃ (করা)+খ ক। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

ভদ্রচূড়—লক্ষাসিজু। ভদ্রা চূড়া যাহার, বহু।

ভদ্রজ—ইন্দ্রযব। ভদ্র—জন্+ড ক। সং; পু।

ভদ্রতা—সাধুতা, সৌজন্য, শিষ্টতা। ভদ্র+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

ভদ্রতাচরণ—সাধুতাচরণ, সৌজন্য-ব্যবহার।

ভদ্রতাবিরুদ্ধ—সাধুতার বিপরীত, সভ্যতার বিরোধী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভদ্রদারু—১। দেবদারু। বহু। ২। সরলকাষ্ঠ। কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

ভদ্রবলন—বল দেখ। ভদ্র—বল্ (বলবান্ হওয়া)+অন ক। সং; পু।

ভদ্রমুখ—সৌম্যদর্শন। ভদ্র হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভদ্রমুখী।

ভদ্রমুস্তক,—মুস্তা—নাগরমুথা। কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

ভদ্রযব—ইন্দ্রযব। কর্ম্মধা। সং; পু।

ভদ্ররেণু—ঐরাবত হস্তী। বহু। সং; পু।

ভদ্রলোক—সাধু, সজ্জন, শিষ্টব্যক্তি; উচ্চবংশীয়জন। কর্ম্মধা। সং; পু।

ভদ্রশ্রয়—তুলসী। ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) শ্রয় (আশ্রয়) যাহার, বহু। সং; পু।

ভদ্রশ্রী—১। সশ্রীক; ভদ্রা শ্রী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। চন্দনবৃক্ষ; সাধুসম্পৎ। সং; পু।

ভদ্রসন্তান—ভদ্রলোকের পুত্র, সজ্জনের ছেলে; ভদ্রলোক। ৬তৎ। সং; পু। ভদ্র দেখ।

ভদ্রসোমা—গঙ্গা। সহ উমা অর্থাৎ উমার সমানা=সোমা (স+উমা); ভদ্রের (শিবের) সোমা, ৬তৎ; যিনি শিবের নিকট উমার সমান প্রিয়া। সং; স্ত্রী।

ভদ্রা—১। শুভা; শ্রেষ্ঠা; সাধুশীলা। ভদ্র দেখ। ভদ্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। করণবিশেষ; দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী,—এই তিন তিথি; শ্বেত দূর্ব্বা; আকাশনদী; হরিদ্রা; জীবন্তীলতা। সং; স্ত্রী।

ভদ্রাকরণ—ক্ষৌরকরণ, মাথা কামান। ভদ্র +ডাচ্ (=ভদ্রা)—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ভদ্রাকৃত—মঙ্গলসূচক মুণ্ডিতমস্তক। ভদ্র+ডাচ্ (=ভদ্রা)—কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ভদ্রাঙ্গ—বলরাম। ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

ভদ্রাণী—শিবানী, পার্ব্বতী, দুর্গা। ভদ্র (শিব) +আনী পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

ভদ্রারক—দ্বীপবিশেষ, অষ্টাদশ ক্ষুদ্র দ্বীপান্তর্গত দ্বীপ। সং; পু। [বহু। সং; পু।

ভদ্রাশয়—চন্দনবৃক্ষ। ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) আশ্রয় যাহার,

ভদ্রাশ্ব—পৃথিবীর নববর্ষের মধ্যে বর্ষবিশেষ। ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) অশ্ব জন্মে যথায়, বহু। সং; ক্লী।

ভদ্রাসন—বসতবাটী; সিংহাসন; শুভ আসন; বীরাসন [আসন দেখ]। ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) যে আসন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ভদ্রেশ্বর—শিবমূর্ত্তিবিশেষ। ভদ্র (শিব) ও যে ঈশ্বরও সে, কর্ম্মধা। সং; পু।

ভদ্রৈলা—স্থূল এলা, বড় এলাচ। ভদ্রা যে এলা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভদ্রোচিত—ভদ্রলোকের উপযুক্ত, সাধুসম্মত। ৬ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [দেশজ। বা;

ভন্‌ভন্, ভন্‌ভনানি—মক্ষিকাদির অনুকার শব্দ;

ভপঞ্জর—নক্ষত্রচক্র, রাশিচক্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভপতি—তারানাথ, চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

ভভম, ভভম্ভম—শৃঙ্গধ্বনির (শিঙ্গাবাদ্যের) অনুকরণ শব্দ। প্রা, ক।

ভমর, ভমরা—ভ্রমর, অলি, ভোমরা। প্রা, ক। সং; পু। স্ত্রী ভমরী।

ভম্ভ—১। ধূম, ধোঁয়া; মক্ষিকা। ভম্ (অনুকরণ শব্দ)—ভা+ড ক। সং; পু।

ভম্ভরালিকা—দংশ, ডাঁশ। ভম্ভরালী+কণ সদৃশার্থে+আপ। সং; স্ত্রী।

ভম্ভরালী—মক্ষিকা, মাছি। ভন্ ভন্ (অনুকরণ শব্দ)—রা+লচ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভয়—১। ভীতি, ত্রাস [অনিষ্টাশঙ্কা বা তেজোরাশির আধিক্যনিবন্ধন অভিভব, এতদুভয়ের অন্যতর জন্য মনের যে সঙ্কোচ অবস্থা, তাহাকে ভয় কহে]। ভী (ভয় পাওয়া)+অল্ ভা। ২। ত্রাসহেতু। ভী+অল্ অপা। সং; পু।

ভয়কর—ভীতিজনক, ভয়দায়ক। ভয়—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—করী।

ভয়ঙ্কর—ভীষণ, ত্রাসজনক। ভয়—কৃ (করা) +খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভয়ঙ্করা।

ভয়চকিত—ভয়হেতু চমকিত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভয় ভয়াসে—ভয়াতুর, ত্রাসযুক্ত। দেশজ। বিণ।

ভয়ত্রাতা (—ত্রাতৃ)—ভয় হইতে উদ্ধারকর্ত্তা, ভীতিবিনাশক। ৫তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী ভয়ত্রাত্রী।

ভয়দ—১। ভয়ঙ্কর, ভীষণ। উপ; ভয়—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভয়দা। ২। ব্যাঘ্র; রাহু। সং; পু।

ভয়নাশন—১। ভীতি-বিনাশ, ভয় দূরীকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। ভয়বিনাশক, ভীতি-নিবারক। ভয়—ণিজন্ত নশ বা নাশি+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভয়নাশনা।

ভয়বিহ্বল—ভয়ে বিবশ, ভয় হেতু কাতর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভয়বিহ্বলা।

ভয়ার্ট্টন—ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ। প্রা, ক।

ভয়াতুর—ভয়কাতর, ভয়ার্ত্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভয়ানক—১। ভয়ঙ্কর, ভীষণ। ভী (ভয় পাওয়া) +আনক অপা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভয়ানকা। ২। ব্যাঘ্র; রাহু; (কাব্যে) রসবিশেষ [কাব্যরস দেখ]। সং; পু।

ভয়াপহ—১। ভয়বিনাশক, ভীতিত্রাতা। উপ; ভয়—অপ—হন্+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভয়াপহা। ২। রাজা। সং; পু।

ভয়ার্ত্ত—ভয়পীড়িত, ভয়ে কাতর। ভয় দ্বারা ঋত (যুক্ত) বা আর্ত্ত (পীড়িত) ভয়দ্বারা ঋত (যুক্ত) বা আর্ত্ত (কাতর), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভয়ার্ত্তা।

ভয়াবহ—ভীতিজনক, ভয়ঙ্কর। ভয়ের আবহ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভয়াবহা।

ভর—১। ভরণকর্ত্তা। ভৃ+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভরা। ২। ভরণ; পূরণ; আধিক্য; গৌরব; ভার। ভৃ (ভরণ করা)+অল্ ভা। ৩। সমূহ। ভৃ+অল্ র্ম। সং; পু।

ভরছন—ভর্ৎসন, গঞ্জনা। প্রা, ক। সং।

ভরণ—১। পোষণ; পূরণ; ধারণ। ভৃ (ভরণ করা)+অনট্ ভা। ২। ভৃতি, বেতন। ভৃ+অনট্ ণ। সং; পু।

ভরণপোষণ—প্রতিপালন, খাওয়ান পরান। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [ভরণ ও পোষণ দুইটী শব্দই একার্থক, কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ একার্থক শব্দের একত্র প্রয়োগ বহুল প্রচলিত আছে। অপিচ ইহাদের একটীর প্রয়োগে উদ্দিষ্ট অর্থ যেন সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না; বস্তুতঃ একটি অপরটীর অর্থের পোষকতা করিয়া থাকে]।

ভরণী—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে দ্বিতীয় নক্ষত্র। ভৃ (ধারণ করা)+অনট্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভরণীভূ—রাহুগ্রহ। উপ; ভরণী+ভূ (হওয়া) +ক্বিপ্ ক। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

ভরণীয়—ভরণযোগ্য, ভর্ত্তব্য। ভৃ+অনীয় র্ম।

ভরণ্ড—স্বামী, প্রভু; ভূপতি; বৃষ; ভূমি, পৃথিবী; কৃমি। ভৃ+অণ্ডচ্ ক। সং; পু।

ভরণ্য—১। ভরণীয়, পোষণীয়। ভরণ শব্দ+য্য যোগ্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভরণ্যা। ২। বেতন; মূল্য। সং; ক্লী।

ভরণ্যভুক্ (—ভুজ্)—বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারী। উপ; ভরণ্য—ভুজ্ (ভোগ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

ভরত—১। নায়ক, নট; ভরতসূত্র নাট্যগ্রন্থ; নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা মুনি [ইঁহার প্রণীত নাট্যশাস্ত্র নাটকরীতি ও অলঙ্কারের প্রাচীন গ্রন্থ। ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে প্রাচীন ভারতের নাট্যশালার পরিচয় অবগত হওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চের প্রাচীন নাম 'প্রেক্ষাগৃহ'। ভরতের সমকালে ভারতে চারি প্রকার নাট্যরীতি বর্ত্তমান ছিল, যথা—আবন্তী, দাক্ষিণাত্য, ওড্রমাগধী ও পাঞ্চালমধ্যমা। ভরতের নাট্যশাস্ত্র ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত Joanny Grosset এবং বোম্বাই প্রদেশে "নির্ণয়-সাগর" যন্ত্রালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে]; শালগ্রামবাসী জনৈক রাজর্ষি; রামানুজ; তন্তুবায়; ব্যাধ। ভর—তন্ +ড ক অথবা ভৃ+অতচ্ ক। সং; পু।

২। অযোধ্যাপতি দশরথের দ্বিতীয় পুত্র। কৈকেয়ীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কৈকেয়ীর চক্রান্তের ফলে রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ যৎকালে বনগমন করেন, তৎকালে ইনি নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রামের বনগমন ও পিতার মৃত্যু শ্রবণে ইনি পিতৃশোকে ও ভ্রাতৃবিরহে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মাতার সাধুবিগর্হিত কর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার ও পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ভ্রাতার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে রামচন্দ্রের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর সাধ্য সাধনা করিলেন; কিন্তু সত্যপরায়ণ রাম কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে সম্মত না হওয়ায় ইনি জ্যেষ্ঠের পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অযোধ্যার পরিবর্ত্তে নন্দীগ্রামে থাকিয়া সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষান্তে রামচন্দ্র প্রত্যাবৃত্ত হইলে, জ্যেষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অধীনে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কুশধ্বজ-দুহিতা মাণ্ডবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার ' তক্ষ ও

পুষ্কর নামক ইঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলের ইচ্ছাক্রমে এবং রামচন্দ্রের অনুমত্যনুসারে ইনি পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে সিন্ধুতীরস্থ গন্ধর্ব্বদিগকে পরাভূত করেন। সেই প্রদেশ ইঁহার দুই পুত্রকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইলে তাঁহারা তক্ষশিলা ও পুষ্করবতী নামে দুইটি নগরী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভরত জ্যেষ্ঠের সহিত সরযূজলে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

৩। চন্দ্রবংশীয় নৃপ। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে কণ্বমুনির আশ্রমে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রাজা হইয়া নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ ইঁহারই দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। ইনি অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইঁহারই নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছে।

ভরতপুত্রক—অভিনেতা, নট। ভরতের (নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা মুনির) পুত্র, ৬তৎ। সং; পু।

ভরতপুর—রাজপুতনায় অবস্থিত একটি মিত্র রাজ্য। রাজ্যমধ্যে গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর অনেক পাওয়া যায়। রাজ্যের শিল্পকার্য্যের মধ্যে চামর প্রস্তুতকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চামর পশুলোমে প্রস্তুত হয় না; চন্দনকাষ্ঠ বা হস্তি-দন্ত লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া উহা প্রস্তুত করা হয়। চামরের মুষ্টি (বাঁট) চন্দনকাষ্ঠের বা হস্তি-দন্তের। চামর প্রস্তুত করিবার প্রণালী যে সে লোককে শিখান হয় না।

ভরতপুররাজ জাঠবংশীয়, এবং রাজ্যমধ্যে বহুসংখ্যক জাঠের বাস। জাঠজাতি ১০২৬ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদকে, ১৩৯৭ খ্রীঃ তৈমুরকে এবং ১৫২৬ খ্রীঃ বাবরসাহের সৈন্যগণকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের পরলোক গমনের পরে ইহারা সমধিক প্রবল হইয়া উঠে। বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চূড়ামণ নামক জনৈক সামন্তের নেতৃত্বে ইহারা স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করে। চূড়ামণের ভ্রাতা বদন সিংহ তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করিয়া ঠাকুর উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিগ্‌নগরে জাঠ-নায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন। তদীয় পুত্র সুরযমল উদীয়মান রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করেন। ১৭৬০ খৃঃ সুরযমল মহারাষ্ট্রীয় শক্তিসমষ্টির সহিত মিলিত হন এবং আমেদসা দুরাণীর ভারত আক্রমণ প্রতিরোধার্থে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু সেনাপতির আচরণে বিরক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সংস্রব ত্যাগ করেন। যে সময়ে উহারা পাণিপথ যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল, সেই সময়ে ইনি কৌশলে আগ্রাসহর হস্তগত করেন। ১৭৬৩ খ্রীঃ সুরযমলের দেহাবসান ঘটিলে, তাঁহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ক্রমান্বয়ে রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। তৃতীয় পুত্র নওলসিংহের রাজত্বকালে চতুর্থ পুত্র রণজিৎ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর প্রধান সেনাপতি নাজফ খাঁএর সাহায্য গ্রহণ করেন। নাজফ খাঁ ভরতপুর রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং কেবলমাত্র ভরতপুর দুর্গ ও নয় লক্ষ টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি ব্যতীত, সমুদয় রাজ্য আত্মসাৎ করেন। নাজফ খাঁর মৃত্যুর পরে, সিন্ধিয়া সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া লন; কেবল রণজিৎ সিংহের মাতার অনুরোধে তাঁহাকে ১১টি পরগণা প্রত্যর্পণ করেন। উত্তরকালে আর তিনটি পরগণা ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। এই ১৪টি পরগণার সমষ্টিই বর্ত্তমান ভরতপুররাজ্য। ১৮০৩ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের প্রারম্ভকালে রণজিৎসিংহ ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন। কিন্তু হোলকারের সহিত যখন ইংরাজের যুদ্ধ বাধে, সেই সময়ে ইনি সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং ইংরাজের বিপক্ষাচরণ করেন। সেই নিমিত্ত ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক দিগনগর আক্রমণ করেন। ১৮০৫ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে ভরতপুর আক্রমণ করা হয়। রণজিৎ সিংহ কয়েক দিন পরে ইংরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ভরতপুর দুর্গটি ছাড়িয়া দেন এবং হোলকারকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে স্বীকৃত হন। রণজিৎ ১৮০৫ খৃঃ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রণধীর সিংহ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে রণজিৎ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র বলদেও সিংহ ভ্রাতৃসিংহাসনে আসীন হইয়া ১৮ মাস মাত্র শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, শিশু বলবন্ত সিংহ ন্যায়তঃ রাজ্যাধিকারী বলিয়া গণিত হওয়া সত্ত্বেও, রণজিৎসিংহের পৌত্র দুর্জ্জনসাল বলপূর্ব্বক ভরতপুর দুর্গ অধিকার ও শিশু বলবন্তকে কারারুদ্ধ করেন (১৮২৬ খৃঃ)। এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কম্বারমিয়র (Combermeore) ভরতপুর আক্রমণ করেন, এবং ভীষণ যুদ্ধের পরে ১৮২৭ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারি ভরতপুর দুর্গ অধিকার করেন। দুর্জ্জনসাল বন্দী হইয়া বেণারসে প্রেরিত এবং শিশু বলবন্ত সিংহ মাতার তত্ত্বাবধানে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৩৫ খৃঃ বলবন্ত সিংহকে রাজ্য শাসনের পূর্ণভার দেওয়া হয়। ১৮৫৩ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার এক-বৎসর-বয়স্ক পুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৯ খ্রীঃ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া ইনি পূর্ণভাবে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। ইনি যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, ততদিন পলিটিকেল এজেণ্ট, ৭ জন সর্দ্দার লইয়া গঠিত সমিতির সহযোগে শাসন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ যশোবন্ত সিংহ লোকান্তরিত ও তৎপদে পুত্র রামসিংহ অধিষ্ঠিত হন। অবিচার নিবন্ধন রামসিংহ রাজ্যশাসনের অধিকার হইতে ইংরাজ কর্ত্তৃক বিচ্যুত হন এবং ১৯০০ খৃঃ জনৈক অনুচরের হত্যা অপরাধে একেবারে সিংহাসনচ্যুত হন। বালক পুত্র কিষণসিংহ রাজা বলিয়া ঘোষিত হন, কিন্তু যতদিন প্রাপ্তবয়স্ক না হন, ততদিন পর্য্যন্ত রাজ্যের শাসনভার জনৈক দেশীয় মন্ত্রী এবং সদস্য-সমিতির হস্তে থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

ভরতপুর সহর পৌরাণিক ভরত রাজার নামানুসারে অভিহিত। সহরে যে দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, সেই দুর্গাদি ১৭৩৩ খৃঃ সুরযমল সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ভরতপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেব বলিয়া কাঁসর এবং "বিহারী" নামে এখানে সংপূজিত।

ভরতমল্লিক—জনৈক বিখ্যাত সংস্কৃত টীকাকার। ইনি রাঢ়ীয় কুলীন বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ মল্লিক। ইনি ভট্টিকাব্য, নলোদয়, কিরাতার্জ্জুনীয়, কুমার সম্ভব ও মুগ্ধবোধ এই পাঁচখানি গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন উপসর্গ বৃত্তি, দ্রুতবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ১৭৫৮ শকে বা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। [হিন্দী। সং।

ভরতা, ভতা—অগ্নিদগ্ধ খাদ্যদ্রব্য, পোড়া।

ভরদ্বাজ—১। ভারুই পক্ষী। ভৃ (ধারণ করা) +শতৃ ক = ভরৎ; ভরৎ (ধারণকারী) বাজ (পক্ষ) যাহার, বহু। সং; পু।

২। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ মুনি, বৃহস্পতির পুত্র। মহারাজ ভরত দ্বারা ইনি পালিত হন। ইনি প্রয়াগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক তপোরত হইয়া ধর্ম্মমার্গে যথেষ্ট উন্নতি করেন। কথিত আছে যে, যৎকালে ইনি তপস্যার্থে হিমালয় প্রদেশে গমন করেন, সেই সময়ে অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখিয়া ইঁহার

মন বিচলিত হয় এবং তাহারই ফলে বিখ্যাত দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হয়। রামচন্দ্র বনগমনকালে এবং বন হইতে প্রত্যাগমন সময়ে ইঁহার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সং; পু। [স্বার্থে। সং; পু।

ভরদ্বাজক—ভারুই পাখী। ভরদ্বাজ+কণ্

ভরন—পিতল ও রাঙ্গের মিশ্র ধাতু, কিংবা পিতল ও কাঁসার সঙ্কর ধাতু (bronze)। কাঁসার মূল্যাধিক্যে ভরনের উৎপত্তি। দেশজ। সং।

ভরপুর—পরিপূর্ণ। বিণ। দেশজ।

ভরম—১। ভরণকারী, পোষণকর্ত্তা। ভৃ (ভরণ করা)+অমচ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। সম্ভ্রম, সম্মান; ভ্রম; ভড়ং। প্রা, ক। সং।

ভরমা—ভ্রমণ করা। ক, প্র। ক্রি।

ভরা—১। বোঝাই নৌকা; নৌকামাত্র। সং। ২। পূর্ণ করা বা হওয়া; বোঝাই করা। দেশজ। ক্রি। ৩। স্পর্শ করা, লাগা। ক, প্র। ক্রি।

ভরাট—মাটিতে পূর্ণ, যাহা পূর্ব্বে নিম্ন ছিল এখন পূর্ণ। দেশজ। বিণ বা সং।

ভরাডুবি—ভারপূর্ণ নৌকাডুবি, অতএব এককালে সমস্ত নাশ। দেশজ। সং।

ভরি—১। ১৬ আনা ওজন, তোলা। দেশজ। সং। ২। পদ, চরণ, পা। সং। ৩। পূর্ণ। বিণ। প্রা, ক। ৪। পূর্ণ করি বা হই; পূর্ণ করিয়া বা হইয়া। ক, প্র। ক্রি।

ভরিণী—হরিৎ বর্ণ, সবুজ রঙ্গ। ভরিত (হরিদ্বর্ণ) +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভরিত—১। পালিত; পোষিত; হরিদ্বর্ণ; পূরিত। ভৃ (ভরণ করা)+ইত র্ম। ২। ভারবিশিষ্ট। ভর (ভার)+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। [+ইমন্ ভাবে। সং; পু।

ভরিমা (ভরিমন্)—ভরণ। ভৃ (ভরণ করা)

ভরী—ভরি, তোলা। দেশজ। সং।

ভরু—১। বিষ্ণু; শিব; স্বামী; সুবর্ণ; সমুদ্র। ভৃ (ভরণ করা)+উ ক। সং; পু। ২। ভরে, আচ্ছন্ন করে। প্রা, ক। ক্রি।

ভর্গ—১। মহাদেব; সূর্য্যের ঐশ তেজঃ। ভ্রস্জ্ (ভর্জ্জন করা)+ঘঞ্ ক। ২। ভর্জ্জন। ভ্রস্জ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ভর্চ্চা—ভচ্চা দেখ। [অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ভর্জ্জন—ভৃষ্টকরণ, ভাজা। ভ্রস্জ্ (ভাজা)+

ভর্ত্তা—ভরতা দেখ।

ভর্ত্তব্য—১। ভরণীয়, পালনীয়, পোষ্য। ভৃ (ভরণ করা)+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি। ২। ভরণ, অনুপূরণ; ক্ষতিপূরণ। দেশজ। সং।

ভর্ত্তা (ভর্ত্তৃ)—১। পতি, স্বামী; নেতা; অধিপতি, প্রভু। ভৃ (ভরণ করা)+তৃন্ ক। সং; পু। ২। পোষক; পালক; ধারক। বিণ; পু। স্ত্রী ভর্ত্রী।

ভর্ত্তৃদারক—(নাট্যে) রাজপুত্র। ভর্ত্তার (প্রভুর) দারক (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু। [স্ত্রী।

ভর্ত্তৃদারিকা—(নাট্যে) রাজকন্যা। ৬তৎ। সং;

ভর্ত্তৃহরি—বাক্যপ্রদীপকর্ত্তা বৈয়াকরণ কবি। শান্তিপূর্ব্ব গ্রন্থ ও রাজনী প্রভৃতি শতকত্রয়ের রচয়িতা। সং; পু। ইনি অতিশয় বিদ্বান্ ও সুকবি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সুপ্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্য ইঁহারই রচিত। তদ্ভিন্ন নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক নামে তিনখানি শতক প্রণয়ন করেন, এবং পতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্যের তাৎপর্য্যবোধিকা কারিকা প্রণয়ন পূর্ব্বক "বাক্যপ্রদীপ" নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রচার করেন। সং; পু।

ভৎর্সক—ভৎর্সনাকারী, তিরস্কর্ত্তা; নিন্দক; তর্জ্জনকারী। ভর্ৎস্+ণক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভৎর্সিকা।

ভৎর্সন, ভৎর্সনা—তিরস্কার; নিন্দা; কুৎসা; পরিবাদ; আক্ষেপ; তর্জ্জন। ভর্ৎস্+অনট্ ভা; ২য় পক্ষে+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ভর্ম্ম—পরবর্ত্তী ভর্ম্ম দেখ।

ভর্ম্ম (ভর্ম্মন্)—১। ভৃতি, বেতন; স্বর্ণ, ধুতুরা; নাভি-নাড়ী। ভৃ (ভরণ করা) +মন্ ণ। ২। পালন; পোষণ। ভৃ+ মন্ ভা। সং; ক্লী।

ভল্ল—১। সূচীদলতুল্য-ফলক অস্ত্র, ভাল, বল্লম, শড়কি। ভল্ল+অন্ ণ। ২। ভালুক। ভল্ (বধ করা)+অন ক। সং; পু।

ভল্লক—ভল্লুক, ভালুক। ভল্ল দেখ। ভল্ল+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। স্ত্রী ভল্লকী।

ভল্লাত, ভল্লাতক—১। বৃক্ষবিশেষ, ভেলাগাছ। ভল্ল—অত্ (গমন করা)+অন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। ভেলাফল। সং; ক্লী।

ভল্লুক, ভল্লূক—ভালুক। ভল্ল (বধ করা)+ উক, উক ক। সং; পু।

ভব—১। উৎপত্তি; স্থিতি; প্রাপ্তি; সত্তা; লাভ। ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। ২। জলমূর্ত্তি মহাদেব। ভূ+অল্ অপা। ৩। মঙ্গল। ভূ+অল্ ক। ৪। সংসার। ভূ+ অল্ অধি। সং; পু। ৫। ভব্য, চালিতা ফল। সং; ক্লী। ৬। (শব্দের পরে থাকিলে) উৎপন্ন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভবা।

ভবকারা—সংসাররূপ কারাগার। ভব-রূপা কারা, রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভবৎ—ভবন ও ভবান্ দেখ।

ভবতারণ—১। সংসার হইতে উদ্ধারকারী, সংসারবন্ধণানিবারক। ভব-নিস্তৃ তৃ (=তারি)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

ভবতী—দীপ্তিশালিনী; মান্যা, পূজ্যা; যুষ্মদর্থ তুমি, আপনি। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ ডবতু ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভবদীয়—ত্বদীয়, তোমার, আপনার। ভবৎ শব্দ (তুমি)+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

ভবধর্ম্মর—দাবাগ্নি। সং; পু।

ভবন্ (ভবৎ)—যাহা হইতেছে, বর্ত্তমান; উৎপদ্যমান। ভূ (হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভবন্তী।

ভবন—১। গৃহ, আলয়। ভূ (হওয়া)+ অনট্ অধি। ২। স্থিতি; উৎপত্তি। ভূ+ অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ভবনগর—নগরবিশেষ। ভবসিংজী দেখ।

ভবনাশিনী—১। জন্মনিবারিণী। ভবের (জন্মের) নাশিনী, ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। সরযূ নদী। সং; স্ত্রী।

ভবন্তী—১। উৎপদ্যমানা; বর্ত্তমানা। ভবন্ দেখ। ভবৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সাধ্বী স্ত্রী। সং; স্ত্রী। [পু।

ভবপারাবার—সংসাররূপ সমুদ্র। রূপক। সং;

ভবভার—সংসারের ভার, সাংসারিক দুঃখ। ৬তৎ। সং; পু। [ক। সং; পু।

ভবভূত—সংসাররূপী পরমেশ্বর। ভব—ভূ+ক্ত

ভবভূতি—সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি। ভব হইয়াছে ভূতি যাহার, বহু। সং; পু। ভবভূতি স্বরচিত মালতীমাধব নামক নাটকে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

দক্ষিণাপথের বিদর্ভ (বেরার) প্রদেশের অন্তর্গত পদ্মপুর নগরে ইঁহার জন্ম হয়। এই নগরে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপ গোত্রজাত, নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানরত পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্নিক ও সোমযাগকারী ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণের বাস ছিল। তাঁহাদের বংশে বাজপেয় যজ্ঞসম্পাদনকারী পূজনীয় মহাকবি গোপাল ভট্টের জন্ম হয়। কবি ভবভূতি গোপালের পৌত্র ও পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠের পুত্র। তদীয় পিতৃপুরুষগণ বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বংশগত বিদ্যানুশীলন প্রভাবে এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে সংস্কৃতরচনায় পারদর্শিতার জন্য তিনি অনন্যসাধারণ 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধিতে সমলঙ্কৃত হন। তাঁহার মাতার নাম জাতুকর্ণী (জতুকর্ণগোত্রসম্ভূতা)। শৈশবে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাননিধি নামক জনৈক উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ আত্মপরিচয় 'বীরচরিতে'ও দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে কুণ্ডিনপুরে বিদর্ভের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে পদ্মপুরে কবিবরের জন্ম হইয়াছিল, সেই স্থান সম্প্রতি জনশূন্য ঘোর অরণ্যে পরি-

-ণত হইয়াছে। এখন প্রাচীন বিদর্ভকে কেহ কেহ বিদার নগরও বলে। ঐতিহাসিকগণের মতে ভবভূতিকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ কিংবা অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরা যায়। রামায়ণের পরে শ্রীরামচন্দ্রের চরিতাখ্যান অবলম্বনে যে সকল নাটক বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভবভূতি-প্রণীত উত্তর-চরিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বালরামায়ণ ও প্রচণ্ড পাণ্ডব নাটক প্রণেতা রাজশেখর রামচরিত-বিরচকদিগের এই ভাবে পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, প্রচণ্ড পাণ্ডব, বালরামায়ণ, ভোজপ্রবন্ধ, প্রৌঢ় মনোরমা, সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভবভূতির বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। মহাকবি ভবভূতি কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের সভাসদ্ ছিলেন। জেনারেল কানিংহামের নির্দ্দেশানুসারে বুঝা যায় যে, ললিতাদিত্য খ্রীঃ ৬৯৩ অব্দ হইতে খ্রীঃ ৭২৯ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। এই ললিতাদিত্য রাজা যশোবর্ম্মদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

গৌড়বহো কাব্যের রচয়িতা কবি বাক্‌পতিরাজ ভবভূতির শিষ্য ও তাঁহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত ছিলেন বলিয়া স্বীয় কাব্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কবিবর ভবভূতি মীমাংসাকার কুমারিল ভট্টের শিষ্য ছিলেন। কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্যের সভায় ভবভূতি নিয়ত উপস্থিত থাকিতেন না। অন্যমতে ইনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাণিনি সূত্র বৃত্তি-কাশিকার শেষাংশ প্রণেতা বামন ভবভূতির উত্তর চরিতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। বামন ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। ভবভূতি-প্রণীত মালতী-মাধব, উত্তরচরিত, বীরচরিত প্রভৃতি নাট্য গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভবলীলা—সংসারলীলা, সংসারের কার্য্য। ৬৩২। সং ; স্ত্রী।

ভবসমুদ্র, -সাগর, -সিন্ধু—সংসাররূপ সাগর [সাগরবৎ দুরুত্তরণীয় বলিয়া সংসারকে সাগর বলা যায়]। রূপক। সং ; পু।

ভবসিংজী—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ভবনগর একটি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য। ১৭০৩ খ্রীঃ ভবসিংজী গোহেল এই রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিহোরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৭২২ খ্রীঃ তাঁহার সময়ে পিলাজী গাইকোয়াড় সিহোর দুর্গ অবরোধ করিয়া যুদ্ধে পরাস্ত হন। অতঃপর ১৭২৩ খ্রীঃ ইনি ঘোগার কিছু উত্তরে ভাড়বা নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নিজের নামানুসারে ইহার ভবনগর নামকরণ করেন; তদবধি ভবনগর গোহেলদিগের রাজধানী।

ভবসিংজীর পুত্র আখেড়া জী, পরে তৎপুত্র ভক্ত সিংজী রাজা হন। ভক্ত সিংজী অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা যশোবন্ত সিংজী সিংহাসন প্রাপ্ত হন। যশোবন্ত সিংজীর পুত্র ভক্ত সিংহ আশি লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বীয় রাজ্যে ১২০ মাইল রেলপথ বিস্তার করেন। তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান ঠাকুর সাহেব ভবসিংজী। ১৮৯৬ খ্রীঃ বর্ত্তমান মহারাজ হিজ্ হাইনেস্ স্যার ভবসিংজী ভক্ত সিংজী কে, সি, এস্, আই ভবনগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন।

ভবাত্মজ—গণেশ, কার্ত্তিক। ভবের (মহাদেবের) আত্মজ (পুত্র), ৬৩২। সং ;পু।

ভবাত্মজা—মনসা দেবী। ৬৩২। সং ; স্ত্রী।

ভবাদৃক্ (-দৃশ্)—ভবৎসদৃশ, আপনার ন্যায়। ভবৎ—দৃশ্ + ক্বিপ্ ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভবাদৃক্ষ—ভবাদৃশ, ত্বৎসদৃশ, আপনার ন্যায়, তোমার মত। ভবৎ -দৃশ + সক্ ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভবাদৃক্ষা।

ভবাদৃশ—ভবৎসদৃশ, আপনার ন্যায়, তোমার মত। ভবৎ (তুমি)—দৃশ (দেখা) + টক্ ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভবাদৃশী।

ভবান্ (ভবৎ)—মান্য, পূজ্য ; যুস্মদর্থ—তুমি বা আপনি। ভা (দীপ্ত পাওয়া) + ডবতু ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ভবতী।

ভবানন্দ মজুমদার—ইনি নদীয়া কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ রাজবংশের আদিপুরুষ। আদিশূরের যজ্ঞসম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে আনীত প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণের বংশে রামচন্দ্রের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন, এবং অল্পবয়সেই সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এক দিন ইনি বয়স্যগণের সহিত নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সৈনিকপূর্ণ একখানি নৌকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইঁহার সঙ্গীরা ভয়ে পলায়ন করিল, কিন্তু ইনি নির্ভয়ে তথায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন ; এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া নৌকাস্থিত ফৌজদারকে হুগলির পথ দেখাইয়া দিলেন। বালককে বুদ্ধিমান্ ও সাহসী দেখিয়া ফৌজদার ভবানন্দের আত্মীয়গণের অনুমতি লইয়া ইঁহাকে সপ্তগ্রামে লইয়া গেলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক পারস্য ভাষা ও রাজকার্য্য শিক্ষা দিলেন। সেই ফৌজদারের অনুগ্রহে ইনি বাঙ্গালার নবাব সরকারে কানুনগোর পদ এবং সম্রাটের নিকট হইতে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর যশোহরাধিপ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত মানসিংহ সসৈন্যে বাঙ্গালায় আগমন করিলে, সাত দিন ঝড়-বৃষ্টির সময় ভবানন্দ সৈন্যদিগকে আহারাদি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করেন। যুদ্ধজয়ের পর মানসিংহ ইঁহাকে লইয়া দিল্লী উপস্থিত হন। মানসিংহের চেষ্টায় ইনি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বঙ্গদেশে চতুর্দ্দশ পরগণার ফরমান প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৬০৬ খৃঃ)। অনন্তর ইনি মাটিয়ারি নামক গ্রামে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া পরমসুখে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ইঁহার পুত্র গোপাল রাজপদ প্রাপ্ত হন।

কবিবর ভারতচন্দ্র ভবানন্দকে অমর করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবী ভবানীর প্রসাদেই ইঁহার শ্রীবৃদ্ধি।

ভবানী—ভবজায়া, ভগবতী, পার্ব্বতী, দুর্গা। ভব (শিব) + আনী পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

ভবানী (রাণী)—নাটোরের সুপ্রসিদ্ধা জমিদার-পত্নী। নাটোররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন প্রথমতঃ পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের উকীল স্বরূপে মুর্শিদাবাদে থাকিতেন, সেখানে বুদ্ধিবলে নায়েব কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন এবং নবাব নিজাম মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহভাজন হইয়া, স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ করেন। রামজীবনের কালিকাপ্রসাদ ও রামকান্ত নামে দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ অল্প বয়সে পরলোক গমন করায় রামকান্ত সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন। ভবানী রামকান্তের সহধর্ম্মিণী। ইনি রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। ভবানীর মাতার নাম কস্তুরী দেবী। রামকান্ত ১১৫৩ সালে দেহত্যাগ করিলে, ৩২ বৎসরবয়স্কা ভবানী বিষয়াধিকারিণী হইলেন। এই সময়ে নাটোরের জমিদারীর বাৎসরিক আয় দেড় ক্রোর টাকার উপর ছিল। নবাব সরকারে দেয় ৭০ লক্ষ টাকা বাদে ভবানী অবশিষ্ট টাকা ধর্ম্মকার্য্যে ও সাধারণ হিতার্থে ব্যয় করিতেন। নিজে কঠোর ব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় থাকিয়া অতি যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্যের পরিচালনা করিতেন। ইঁহার পুণ্যকীর্ত্তি ও দানকার্য্যের সংখ্যা হয় না। ১৭৫৩ খ্রীঃ ইনি কাশীধামে ভবানীশ্বর নামে এক শিব স্থাপন করেন। কাশীর সুবিখ্যাত দুর্গাবাড়ী ও

দুর্গাকুণ্ড ইঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। দুর্গা-কুণ্ডের কিছুদূরে 'কুরুক্ষেত্র তলাও' নামে একটি জলাশয় আছে। এটী ইঁহারই কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত সেখানে ইঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ ছত্র, ভাস্কর পুষ্কর তীর্থে পুষ্করিণী খনন, পিশাচমোচন পুষ্করিণী খনন, আদি কেশবের ঘাট, মন্দির ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, পঞ্চক্রোশীর রাস্তা প্রস্তুত ও তাহার স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা স্থাপন। রাণী ভবানী অনেক সময়ে বড়নগরে বাস করিতেন। বড়নগর মুর্শিদাবাদের সাদেক বাগের অপর পারে আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসনের এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই বড়নগরে ভবানী-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র বৃহৎ এতগুলি মন্দির আছে যে, তাহাতে এস্থানকে দ্বিতীয় কাশীধাম বলা যাইতে পারে। যে সময় কাশীতে ভবানীশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হয়, সেই সময়ে বড়নগরেও ভবানীশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানে ইনি রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিও স্থাপিত করেন। ইহা ব্যতীত ইনি স্থানে স্থানে অনেক দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভবানীর কন্যা তারার স্থাপিত গোপাল মূর্ত্তিও এইখানে আছে। যশোহর জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামবাসী রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত তারার বিবাহ হইয়াছিল। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া তারা মাতার সঙ্গেই থাকিতেন, এবং পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তারা সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে যে, তারার রূপ দর্শনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং ইঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য কতকগুলি লোক পাঠান। কিন্তু মন্তারাম বাবাজী নামক জনৈক রামোপাসকের বহুসংখ্যক শিষ্য তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এই সংবাদ শুনিয়া নবাব তারা-হরণ-চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, নবাবের লোকেরা আসিয়া শুনিল যে, তারার বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এবং দেখিল, তারার শবদেহের সৎকার হইতেছে; এইরূপ মিথ্যা সংবাদে এবং কল্পিত দৃশ্যে প্রতারিত হইয়া তাহারা নবাবসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই কিংবদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই আস্থাহীন। রঙ্গপুর জেলাস্থিত প্রসিদ্ধ বাহারবন্দ জমিদারী খানি হেষ্টিংস্ বলপূর্ব্বক ভবানীর অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়া কান্ত বাবুকে প্রদান করেন। প্রজাগণ নূতন জমিদারকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে, কিন্তু হেষ্টিংসের আজ্ঞায় রঙ্গপুরের কালেক্টার গুডল্যাড (Goodlad) সাহেব সে আন্দোলন নিষ্ফল করিয়া দেন। ভবানী কেবল দেবসেবা বা মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি কবিরাজ ও হাকিম নিযুক্ত করিয়া রোগার্ত্তের সাহায্য করিতেন। এমন কি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের আহারেরও ব্যবস্থা করিতেন। নাটোর ও গয়াধামেও ইঁহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে যে, ইনি সর্ব্বপ্রকার পুণ্য ও দান কার্য্যে ৫০ কোটির অধিক টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বৈষয়িক কার্য্যপরিচালনশক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দানশীলতার জন্য রাণী ভবানী বঙ্গদেশের অহল্যাবাই বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ভবানীর পুত্রসন্তান জন্মে নাই। মহাসাধক মহারাজ রামকৃষ্ণই তাঁহার দত্তকপুত্র স্বরূপে গৃহীত হন। ইনি ভবানীর জীবিত কালেই লোকান্তরিত হন। ভবানী ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বড়নগরে দেহত্যাগ করেন।

ভবানীগুরু—হিমালয়। ৬তৎ। সং; পু।

ভবানীপতি—মহাদেব। ৬তৎ। সং; পু।

ভবানী বণিক্—ইনি নিত্যানন্দ দাসের সমসাময়িক। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কাল্নার নিকটবর্ত্তী নাগেলে গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে গন্ধবণিক্ ছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে ইনি পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতার নিকটস্থ বরাহনগরে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি একজন স্বভাব কবি ছিলেন। ইনি যেমন গান রচনা করিতে পারিতেন, তেমনই সুন্দর গাহিতেও পারিতেন। নিতাই দাস ইঁহার তুল্য প্রতিযোগী ছিল। ইঁহাদের প্রায়ই লড়াই বাধিত। লোকে ইঁহাদের লড়াইকে "বাঘে মহিষের লড়াই" বলিত। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসু প্রথমে ইঁহাদের দলে থাকিয়া আপনার ভাবী সৌভাগ্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত সখীসংবাদ ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গানগুলি বড়ই মনোহর।

ভবাব্ধি—সংসাররূপ সাগর। ভব রূপ যে অব্ধি (সমুদ্র), রূপক। কর্ম্মধা। সং; পু।

ভবায়না—গঙ্গা, ভাগীরথী। ভব (সংসার, পৃথিবী) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার (যে নীর), বহু। সং; স্ত্রী।

ভবার্ণব—সংসাররূপ সমুদ্র। ভব রূপ যে অর্ণব (সমুদ্র), রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

ভবিক—১। মঙ্গল, শুভ। ভব+ষ্ণিক। সং; স্ত্রী। ২। কুশলী, মঙ্গলজনক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভবিকী।

ভবিতব্য—অবশ্যম্ভাবী, যাহা পরে অবশ্য ঘটিবে এরূপ। ভূ+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

ভবিতব্যতা—অবশ্যম্ভাবিতা; দৈব; ভাগ্য অদৃষ্ট। ভবিতব্য+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী

ভবিতা (ভবিতৃ)—ভাবী, ভবনশীল, উৎপত্তিশীল। ভূ (হওয়া)+তৃন্ ক। বিণ; পু স্ত্রী ভবিত্রী।

ভবিন—কাব্যকার, কবি। ভব (সংসার) ইন কুশলার্থে। সং; পু।

ভবিল—১। ভব্য, ভাবী, ভবিষ্যৎ। ভূ (হওয়া) +ইল ক। বিণ; ত্রি। ২। বিড়া, লম্পট সং; পু। [ক। বিণ; ত্রি

ভবিষ্ণু—ভাবী, ভবনশীল। ভূ (হওয়া)+ই

ভবিষ্য—১। ভাবী, যাহা উত্তরকালে হইবে এরূপ। ভূ (হওয়া)+স্যতৃ ক। বিণ ত্রি। স্ত্রী ভবিষ্যা। ২। পুরাণবিশেষ চালতা ফল। সং; স্ত্রী।

ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যন্ দেখ।

ভবিষ্যদ্বাণী—উত্তরকালে যাহা হইবে তাহা অগ্রে কথন (Prophecy)। ভবিষ্যতে বাণী (ভবিষ্যৎ+বাণী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী

ভবিষ্যন্ (ভবিষ্যৎ)—ভবিষ্য (তাহা দেখ) ভূ (হওয়া)+স্যতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভবিষ্যন্তী।

ভবিষ্যসূচনা—ভাবি-বিষয় জ্ঞাপন, যাহা পরে হইবে পূর্ব্বে তাহার প্রস্তাব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী

ভব্য—১। সত্য; শুভ; সুখ; অস্থি; চালতা ফল। ভূ (হওয়া)+য ক। সং; স্ত্রী ২। কামরাঙ্গা গাছ। সং; পু। ৩ শুভঙ্কর; শুভযুক্ত; শান্ত; সাধু; সভ্য ভদ্র; রম্য; সমীচীন; ভাবী; যোগ্য বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভব্যা।

ভব্যা—১। শুভকরী, শুভযুক্তা, ইত্যাদি। ভব্য দেখ। ভব্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উমা, দুর্গা; গজপিপ্পলী। সং; স্ত্রী।

ভষ, ভষক—কুক্কুর। ভষ্ (শব্দ করা)+অণ, ণক ক। সং; পু।

ভষণ—কুক্কুরের ডাক। ভষ্ (ঘেউ ঘেউ শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

ভসৎ (ভসদ্)—ভাস্কর; যোনি; মাংস; কারণ্ডব পক্ষী; প্লব; কাল, সময়। ভস্ +অদ্ ক। সং; স্ত্রী।

ভসম—ভস্ম, ছাই। ক, প্র। সং।

ভসিত—ভস্ম, ছাই। ভস (দীপ্তি পাওয়া)+ ক্ত ক। সং; স্ত্রী।

ভস্ত্রা, ভস্ত্রী—চর্ম্মপ্রসেবিকা; বায়ুপরিচালনযন্ত্রবিশেষ, কর্ম্মকারাদির জাঁতা; চর্ম্ম থালী, মসক; ভিস্তী। ভস্+ত্র ক+আপ্ বা ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভস্ম (ভস্মন্)—ছাই। ভস্ (দীপ্তি পাওয়া) +মন্ ক। সং; স্ত্রী।

ভস্মক—রোগবিশেষ, ভস্মকীট; স্বর্ণ; রৌপ্য। ভস্মন্ (ছাই)—কৃ+ড ক। সং; স্ত্রী।
ভস্মকীট—উদরমধ্যস্থ যে কৃমি ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিয়া ভস্ম করে। ভস্মকারক কীট, মসী কর্ম্মধা। সং; পু।
ভস্মসাৎ—সম্যক্ ভস্মীভূত, একেবারে ছাই হইয়া যাওয়া। ভস্মন্ (ছাই)+চসাৎ। বা।
ভস্মাচ্ছন্ন—ভস্মাবৃত, ছাই দিয়া ঢাকা। ভস্ম দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
ভস্মাচ্ছাদিত—ভস্মাবৃত, ছাই-ঢাকা। ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
ভস্মাবশেষ—১। ভস্ম হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে। ভস্মের অবশেষ, ৬তৎ। সং; পু। ২। ভস্মাকারে পর্য্যবসিত, ছাই-রূপে পরিণত। ভস্ম হইয়াছে অবশেষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
ভস্মাবৃত—ভস্মাচ্ছাদিত, ছাই ঢাকা। ভস্ম দ্বারা আবৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
ভস্মীভূত—যাহা একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে এরূপ। ভস্মন্ (ছাই)+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ভস্মী)—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভস্মীভূতা।
ভা—দীপ্তি, আলোক; কিরণ। ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ড ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।
ভাই—ভ্রাতা; বন্ধু। ভ্রাতৃ শব্দের অপভ্রংশ।
ভাইজ, ভাজ—ভাইএর স্ত্রী, ভ্রাতার পত্নী। ভ্রাতৃজায়া শব্দের অপভ্রংশ। সং; স্ত্রী।
ভাইঝি—ভাইএর মেয়ে, ভ্রাতৃতনয়া। ভ্রাতৃজা শব্দের অপভ্রংশ। সং; স্ত্রী।
ভাইপো—ভাইএর ছেলে, ভ্রাতৃতনয়। ভ্রাতৃপুত্র শব্দের অপভ্রংশ। সং; পু।
ভাইফোঁটা—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবসে ভ্রাতার ললাটে ভগিনী যে ফোঁটা দেয়। দেশজ। সং।
ভাউলিয়া, ভাউলে—শ্বেত রঞ্জিত গৃহবিশিষ্ট ছোট নৌকা। দেশজ। সং।
ভাওয়া—দীপ্তি দেওয়া, শোভা পাওয়া, বিরাজ করা; প্রকাশ পাওয়া; জাগরুক থাকা; ভাল লাগা; মনে করা; সূচনা করা, পূর্ব্বাভাস দেওয়া। ক, প্র। ক্রি।
ভাওই—দীপ্তি পায়; প্রকাশ পায়। প্রা, ক।
ভাওলী—প্রজার নিকট খাজনা স্বরূপে নগদের পরিবর্ত্তে ফসলের যে অংশ লওয়া হয়। বৈদেশিক।
ভাঃ (ভাস্)—১। দীপ্তি, প্রভা; কিরণ। ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। সূর্য্য। সং; পু।
ভাঁউরি—ভ্রামরী, ভ্রমি; ঘুরপাক। প্রা, ক।
ভাঁগা—ভাঙ্গা, ভগ্ন করা, নষ্ট করা। প্রা, ক। ক্রি।
ভাঁজ—স্তবক, পরদা, ঢোমড়। দেশজ। সং।
ভাঁজা—ভাঁজ করা, ঢোমৎ করা, দুমড়ান; চালান, অভ্যাস করা, কসরৎ করা। দেশজ। ক্রি।
ভাঁটা—কন্দুক, ক্রীড়াগোলক, মাটীর গোলা; ক্ষীয়মাণ বেলা, সাগর-জলোচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি, নদীস্রোতের সমুদ্রের দিকে টান। দেশজ। সং।
ভাঁড়—১। ক্ষুদ্র ঘট। ভাণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। ২। বিদূষক, মস্করা। ভণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। ৩। নাপিতাস্ত্রের আধার। ভাণ্ডি শব্দের অপভ্রংশ।
ভাঁড়াই, ভাঁড়ান, ভাঁড়ামি—ভণ্ডতা, বিদূষকত্ব, মস্করাম। দেশজ। ক, প্র। সং।
ভাঁড়ান—বঞ্চনা করা, প্রতারণা করা; অপলাপ করা, মিথ্যা বলিয়া ফাঁকি দেওয়া; বাহানা করা, টান করা। দেশজ। ক্রি।
ভাঁড়াভাঁড়ি—পুনঃ পুনঃ ভাঁড়ান। দেশজ। সং।
ভাঁড়াম, ভাঁড়ামি—ভাঁড়াই দেখ।
ভাঁড়ার—ধনাগার; দ্রব্যাগার; তহবিল। ভাণ্ডার শব্দের অপভ্রংশ।
ভাঁড়ারী—১। ভাঁড়ারের রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক। ভাণ্ডারী শব্দের অপভ্রংশ। ২। ভৃত্য, পরিচারক, খানসামা। প্রাদেশিক। সং।
ভাঁতি—১। দীপ্তি, শোভা। ভাতি শব্দের অপপ্রয়োগ। ২। ভ্রম, ভুল। ভ্রান্তি শব্দের অপভ্রংশ। ৩। রকম, ভাব, ধরণ, প্রকার। প্রা, ক। সং।
ভাক্ (ভাজ্)—ভাগী। ভাজ্+বিন্ ক। বিণ; ত্রি। [ইহা প্রায় অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইয়া প্রযুক্ত হয়; যথা—পাপভাক্, ধনভাক্, ইত্যাদি]।
ভাক্ত—১। ঔপচারিক, গৌণার্থবোধক; গৌণ; লাক্ষণিক; পারিভাষিক। ভক্তি+ক। ২। ওদনসম্বন্ধীয়, অন্নসংক্রান্ত। ভক্ত (ভাত)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাক্তী।
ভাক্তিক—ভক্তপালিত; অন্ন দিয়া প্রতিপাল্য। ভক্ত (ভাত, অন্ন)+ষ্ণিক দানার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাক্তিকী।
ভাখা, ভাখি—ভাষা, বাণী। প্রা, ক।
ভাগ—১। বিভাজন। ভজ্ (ভাগ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। অংশ; রাশির ত্রিশ ভাগের এক ভাগ; প্রদেশ; ভাগ্য। ভজ্+ঘঞ্ কর্ম্ম। সং; পু। ৩। পলায়ন। সং। ৪। পলায়ন কর, পলাও। হিন্দীমূলক। ক্রি।
ভাগধেয়—১। রাজস্ব; অংশ, ভাগ। ভাগ—ধা (ধারণ করা)+য কর্ম্ম। সং; পু বা ক্লী। ২। দায়াদ, জ্ঞাতি। ভাগ—ধা+য অপা। বিণ; ত্রি। ৩। অদৃষ্ট, ভাগ্য; দৈব। ভাগ শব্দ+ধেয় স্বার্থে। সং; ক্লী।
ভাগভুক্তা—ভাগভুক্। দেশজ। বিণ।
ভাগল—পলাইল; দূর হইল। প্রা, ক। ক্রি।
ভাগলপুর—১। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত একটি বিভাগ, জেলা ও সহর। ভাগলপুর প্রাচীন বঙ্গদেশের অন্তর্ভূত ছিল, তৎপরে মগধরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ইহা একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে দেখা দেয়। চম্পানগর সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল। উত্তরকালে এই জেলা গৌড়ের মুসলমান রাজাভুক্ত হয়। কাহালগাঁও নামক স্থানে বঙ্গের শেষ স্বাধীন মুসলমান নরপতি মামুদসাহ প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে বিহার প্রদেশ আকবর কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া মোগলরাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৬৫ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন; সেই সঙ্গে ভাগলপুরও ইংরাজের হস্তে আসে। জেলাটি গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত। এখানে নীল ও তসর উৎপন্ন হয়। ২। যুক্তপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলার একটি প্রাচীন সহর। কথিত আছে, এই স্থানে পরশুরাম জন্মগ্রহণ ও বাস করেন। সহরের সন্নিকটে একটি প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, এটি পরশুরাম (মতান্তরে ভীম সিংহ) কর্তৃক প্রোথিত। সহরটি ঘর্ঘরা নদীর বামতীরে অবস্থিত।
ভাগবত—১। অষ্টাদশপুরাণান্তর্গত পুরাণবিশেষ। সং; ক্লী। ২। ভগবদ্ভক্ত। ভগবৎ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাগবতী।
ভাগহর—অংশগ্রাহী। ভাগ (অংশ)—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।
ভাগহার—অংশগ্রহণ; কোন নির্দ্দিষ্ট রাশিকে অন্য রাশি দ্বারা ভাগ করিবার প্রণালী। ভাগ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
ভাগা—১। ভাগ, অংশ। দেশজ। সং। ২। পলায়ন করা। হিন্দীমূলক। ক্রি।
ভাগাড়—যেখানে গরু বাছুর যাইবার পথ; যেখানে যে স্থানে মরা গরু বাছুর ফেলা হয়। দেশজ। সং।
ভাগান—পলায়ন করান, পলাইতে বাধ্য করা, তাড়ান। হিন্দীমূলক। ২। ভাগ করান। দেশজ। [অপভ্রংশ। সং।
ভাগারী—দায়াদ, অংশী। ভাগহারী শব্দের
ভাগি—ভাগ, ভাগ্য, অদৃষ্ট। প্রা, ক। সং।
ভাগিন জামাই—ভাগিনেয়ীর পতি। দেশজ। সং।
ভাগিন বউ—ভাগিনেয়ের পত্নী। দেশজ। সং।
ভাগিনা, ভাগ্নে—ভগিনীর পুত্র; [স্ত্রীলোকের পক্ষে] স্বামীর ভগ্নীর পুত্র। ভাগিনেয় শব্দের অপভ্রংশ। পু। স্ত্রী ভাগিনী, ভাগ্নী।
ভাগিনী—১। অংশিনী। ভাগ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। ২। গ্রহণকারিণী। ভজ+ঘিনুণ্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। ভগিনীর

কন্যা; [স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে] স্বামীর ভগিনীর কন্যা। ভাগিনেয়ী শব্দের অপভ্রংশ।

ভাগিনেয়—ভগিনীর পুত্র। ভগিনী+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রী ভাগিনেয়ী।

ভাগিনেয়ী—ভগ্নীর কন্যা, ভাগ্না। ভগিনী+ঢেয়+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভাগী (ভাগিন্)—১। অংশী, অংশগ্রাহী। ভাগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। গ্রহণকারী। ভজ+ঘিনুণ্ ক। ৩। ভাগ্যবান্। ভাগ (ভাগ্য)+ইন্ যুক্তার্থে। প্রা, ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভাগিনী।

ভাগীরথী—গঙ্গা, জাহ্নবী। ভগীরথ+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। মহারাজ ভগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যলোকে আনীত হওয়ায় গঙ্গার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে [গঙ্গা দেখ]। সং; স্ত্রী। [ইহা রামপুরের কিছু উপর হইতে গঙ্গার শাখানদী রূপে বহির্গত হইয়া হুগলি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম হুগলি নদী। ব্রাহ্মণী, ময়ুরাক্ষী, অজয়, বরাকর, দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী বা কাঁসাই প্রভৃতি নদ ও নদী সকল ভাগীরথীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে]।

ভাগু—ভাঙ্গিল। প্রা, ক। ক্রি।

ভাগুরি—ব্যাকরণপ্রণেতা জনৈক মুনি। ইঁহার বহুশ্লোক কলাপ ব্যাকরণের টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মূল গ্রন্থসমূহ এখন আর পাওয়া যায় না। সং; পু।

ভাগে—১। ভাগ্যে, অদৃষ্টে। সং। ২। পলায়ন করে। প্রা, ক। ক্রি।

ভাগ্য—১। অদৃষ্ট, নিয়তি, কপাল। ভজ (ভাগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। সং; ক্লী। ২। ভাগবিশিষ্ট। ভাগ+ক্য। বিণ; ত্রি।

ভাগ্যক্রমে—ভাগ্যবশতঃ, কপালক্রমে। ভাগ্যের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ভাগ্য-গণনা—অদৃষ্ট গণনা, অদৃষ্টে কি আছে তাহা গণনা করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভাগ্যগুণ—অদৃষ্টের উৎকর্ষ, শুভাদৃষ্ট। ৬তৎ। সং; পু।

ভাগ্যচক্র—অদৃষ্টরূপ চাকা। রূপক। সং; ক্লী।

ভাগ্যজননী—অদৃষ্ট-জননকারিণী, ভাগ্য উৎপাদয়িত্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভাগ্যদেবতা—অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভাগ্যাধিপতি দেব। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। স্ত্রী।

ভাগ্যপুরুষ—অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা পুরুষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [৬তৎ। সং; ক্লী।

ভাগ্যফল—অদৃষ্টের ফল, অদৃষ্টজাত সুখ দুঃখ।

ভাগ্যবান্ (—বৎ)—সৌভাগ্যশালী, শুভাদৃষ্টবান্, ভাগ্যবন্ত। ভাগ্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ভাগ্যবতী।

ভাগ্যবিপর্য্যয়—অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন, কপালের ফের; দশার বৈপরীত্য, অবস্থার পরিবর্ত্তন, দুর্দ্দশা। ৬তৎ। সং; পু।

ভাগ্যহীন—হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, মন্দভাগ্যবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভাগ্যহীনতা, ভাগ্যহীনত্ব—হতভাগ্যের ভাব বা দশা, দুরদৃষ্টতা। ভাগ্যহীন+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ভাগ্যোদয়—শুভাদৃষ্টের আবির্ভাব, সৌভাগ্যসঞ্চার। ৬তৎ। সং; পু।

ভাঙ—১। সিদ্ধি, বিজয়া। ভঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ। ২। ভ্রূ; ভাব। প্রা, ক। সং।

ভাঙন, ভাঙ্গন—ভঙ্গ; নদ্যাদির পাড় ধ্বসিয়া পড়া; সুখাদ্য মৎস্যবিশেষ। দেশজ। সং।

ভাঙর—ভাইপো, ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রা, ক। সং।

ভাঙরা—ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা, খুলিয়া বলা, বর্ণনা করা। প্রা, ক। ক্রি।

ভাঙরি—প্রকাশ করে। প্রা, ক। ক্রি।

ভাঙ্গ—সিদ্ধি, বিজয়া। ভঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ।

ভাঙ্গচালি, ভাঙ্গচি—কুমন্ত্রণা। দেশজ। সং।

ভাঙ্গড়—সিদ্ধিখোর, মাদকসেবী। দেশজ।

ভাঙ্গন—ভাঙন দেখ।

ভাঙ্গা—১। ভগ্ন। বিণ। ২। ভঙ্গ। সং। ৩। ভগ্ন করা, পেষণ করা, চূর্ণ করা; লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা; ঠেলা, ঠেলিয়া চলা। দেশজ। ক্রি।

ভাঙ্গাঙ্গিয়া—বুঝিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ভাঙ্গান—ভগ্ন করান, পেষণ করান, পিষান; অল্পমূল্য-মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করা। দেশজ। ক্রি।

ভাঙ্গানি—ভাঙ্গান; ভাঙ্গান বেতন; বিনিময়; বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মুদ্রা। দেশজ। সং।

ভাঙ্গী—ভাঙ্গ পানে আসক্ত। দেশজ। বিণ।

ভাচা—পারিশ্রমিক দিয়া অন্যের দ্বারা ধান কুটাইয়া চাউল প্রস্তুত করাইয়া লওন; এরূপে ভানাইবার ধান,—ইহাকে 'বাইচা'ও বলে। প্রাদেশিক। প্রা, ক। সং।

ভাজক—যদ্দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়, অংশকারক। ভাজ্ (পৃথক্ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাজিকা।

ভাজন—আধার, পাত্র। ভাজ্ (পৃথক্ করা)+অনট্ র্ম। সং; ক্লী।

ভাজনা খোলা, ভাজা খোলা—যে নিম্ন মৃৎপাত্রে বা মৃৎ-কটাহে খই মুড়ি ভাজা যায়। দেশজ। সং। [করা। দেশজ ক্রিয়া।

ভাজা—ভর্জ্জন করা, অগ্নিপক্ক করা; দগ্ধ

ভাজিত—বিভক্ত, যাহাকে ভাগ করান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ভজ্—ভাজি (ভাগ করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাজিতা।

ভাজী—ভৃষ্টব্যঞ্জনবিশেষ, ভাজা। ভাজ্ (পৃথক্ করা)+অল্ র্ম+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভাজ্য—ভাগাই, বিভাজ্য; যাহাকে ভাগ করিতে হইবে এরূপ (Dividend)। ভাজ্ (পৃথক্ করা)+ঘ র্ম। বিণ; ত্রি।

ভাট—স্তুতিপাঠক জাতিবিশেষ; ইহারা সভায় রাজা বা ধনীদিগের স্তুতিপাঠ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভট্ট শব্দের অপভ্রংশ।

ভাটক—ভাড়া। ভট্+ণক ক। সং; পু।

ভাটি—জলের ভাটা বা হ্রাস; অপরাহ্ণ; ভৃতি বা বৃত্তি; ইট চূণ পোড়াইবার গৃহ; বস্ত্রাদি নির্ম্মল করিবার জন্য রজকের বস্ত্র ভাপাইবার হাঁড়ী; মদ্যাদি চুয়াইবার বড় কলস। দেশজ। সং। [সং।

ভাটিপানা—যেখানে মদ চুয়ান হয়। দেশজ।

ভাটিয়ারী—যে মদ্যাদির ভাটি রাখে। দেশজ। সং।

ভাড়া—দ্রব্যাদি ব্যবহারের মূল্য, গৃহাদিভোগের কর, কিরায়া। ভাটক শব্দের অপভ্রংশ।

ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে—যাহা ভাড়া দেওয়া যায়; • ভাটক প্রদানে উপভোগ্য। দেশজ। বিণ।

ভাণ—১। রূপকবিশেষ; অপ্রকৃতভাব, ছল, কপট; জ্ঞান। ভণ্ (শব্দ করা)+ঘঞ্। সং; পু। ২। প্রতীয়মান; সদৃশ। বিণ। ৩। ভণে, কহে। প্রা, ক। ক্রি। [ক্রি।

ভাণ—ভাণ করা; ভণা, কহা, বলা। প্রা, ক।

ভাণিকা—হাস্যরসপ্রধান নাটক, ইহার এক অঙ্কে সমাপ্তি হয়। ভাণ+কণ্ অল্পার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ভাণ্ড—১। ধন; মূলধন। ভন্দ্+অন্ ক; ততুত্তরে ষ্ণ। ২। পাত্র, ভাঁড়; বাদ্যযন্ত্র। ভণ্ (শব্দ করা)+ড ক, ততুত্তরে ষ্ণ। ৩। ভূষা; অশ্বসজ্জা। সং; ক্লী।

ভাণ্ডপুট—ক্ষৌরকার, নাপিত। ভাণ্ড-পুট্+অন্ ক। সং; পু।

ভাণ্ডাগার—ধনাগার, ভাঁড়ার। ভাণ্ডের (ধনের) অগার বা আগার, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভাণ্ডার—ধনাগার, ভাঁড়ার। ভাণ্ড (ধন)ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। সং; ক্লী।

ভাণ্ডারকার, রামকৃষ্ণ গোপাল—দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক। ইঁহার পিতা স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার একজন প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তিনি ১৮৪৭ খৃঃ মালোয়ানা হইতে রত্নগিরি জেলার সঙ্গনা থানায় বদলি হন। বালক ভাণ্ডারকার রত্নগিরির ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ১৮৬৩ খৃঃ সংস্কৃতে ও ইংরাজীতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ঐ কলেজের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। তৎপরে ডেকান কলেজে বদলি হন। ইনি ১৮৬৪ খৃঃ সংস্কৃত ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পর বৎসর ইনি রত্নগিরি ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং উক্তপদে কর্ম্ম করিবার সময় সংস্কৃত ভাষায়

আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৬৬ খৃঃ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে সংস্কৃতের পরীক্ষক মনোনীত করেন। ১৮৬৮ খৃঃ ইনি এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ খৃঃ মালতীমাধব নাটকাকারে প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খৃঃ গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে Ph. D. উপাধি প্রদান করেন। তদবধি ইনি ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকগুলি বিদ্বৎসমাজের সম্মানিত সভ্য মনোনীত হন। পর বৎসর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া ইনি ভিয়ানা কংগ্রেসে যোগদান করেন, এবং ১৮৮৭ খৃঃ C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য মনোনীত করেন। অতঃপর ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্‌সেলর হন। ইনি স্বাধীন-চেতা ও স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, এবং দাক্ষিণাত্যের একখানি পুরাবৃত্ত রচনা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর ১৯১৫ খৃঃ ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভাণ্ডারী (-রিন্)—১। ধনরক্ষক, ভাঁড়ারী। ভাণ্ডার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং; পু। ২। ভৃত্য, পরিচারক। প্রাদেশিক।

ভাণ্ডি—নাপিতের ভাঁড়। ভণ্ড (মাঙ্গলিক)+ঞি ইদমর্থে। সং; পু।

ভাণ্ডিবাহ—ক্ষৌরকার, নাপিত। ভাণ্ডি (ভাঁড়)—বহ্ (বহন করা)+ণঞ্ ক। সং; পু।

ভাণ্ডীর—বটবৃক্ষ; ভাঁট গাছ। ভাণ্ড—ঈর্ (প্রেরণ করা)+ক ক। সং; পু।

ভাত—১। দীপ্তিমান্, দীপ্ত। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাতা। ২। প্রভাত। সং; পু। ৩। অন্ন, সিদ্ধ তণ্ডুল। ভক্ত শব্দের অপভ্রংশ। সং।

ভাতা—১। দীপ্তিমতী, দীপ্তা। ভাত দেখ। ভাত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বর্দ্ধন, বৃদ্ধি, মাসহারা; খাদ্যব্যয়। ভৃতি শব্দের অপভ্রংশ।

ভাতার—পতি, স্বামী। ভর্ত্তৃ (ভর্ত্তা) শব্দের অপভ্রংশ।

ভাতারখাগী—যে নারী ভর্ত্তাকে খাইয়াছে অর্থাৎ ভর্ত্তার মৃত্যু দেখিয়াছে (নারী-গালিবিশেষ)। [সং; স্ত্রী।

ভাতি—দীপ্তি, প্রভা; কিরণ। ভা+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ভাতী—ভাতের (অন্নের) পরিবর্ত্তে দেয়। দেশজ। বিণ।

ভাদর—ভাদ্রমাস। ক, প্র। সং। [অপভ্রংশ।

ভাদরবউ—কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। ভাদ্রবধূ শব্দের

ভাদ্র—মাসবিশেষ, বাঙ্গালা বৎসরের পঞ্চম মাস। ভদ্রা+অ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=ভাদ্রী, তদ্যুক্তে অ। সং; পু।

ভাদ্রপদ—ভাদ্রমাস। ভাদ্রপদা+অ। সং; পু।

ভাদ্রপদা—পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। সং; স্ত্রী।

ভাদ্রবধূ—অনুজপত্নী, কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

ভান—১। প্রকাশ; দীপ্তি; শোভা। ভা+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। ভাব; ভ্রম। প্রা, ক।

ভাননী, ভানুনী—যে স্ত্রীলোক ঢেঁকিতে পাড় দিয়া ধান ভানে। সং; স্ত্রী। দেশজ।

ভানা—ঢেঁকিতে ধান কুটা। দেশজ। ক্রি।

ভানু—সূর্য্য; কিরণ; রাজা; প্রভু; গন্ধর্ব্ব-বিশেষ; জ্যোতিষের মতে দ্বাদশ সংখ্যা। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+নু ক। সং; পু।

ভানুমতী—১। দীপ্তিমতী; কান্তিমতী। ভানু+মতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিক্রমাদিত্যের মহিষী, ইনি ভোজ রাজের কন্যা। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ইনি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় সাতিশয় দক্ষ ছিলেন। ৩। দুর্য্যোধনের পত্নী, ইঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনের লক্ষ্মণ নামে এক পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা জন্মে।

৪। ভানুনামক যাদবের কন্যা। নিকুম্ভ দৈত্য ইঁহাকে হরণ করে। কৃষ্ণ নিকুম্ভকে বধ করিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন, এবং পরে পঞ্চমপাণ্ডব সহদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন।

ভানুমান্ (-মৎ)—১। সূর্য্য। ভানু (কিরণ)+মতু অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। দীপ্তিমান; কান্তিবিশিষ্ট। বিণ; পু। স্ত্রী ভানুমতী।

ভানুবার—রবিবার। তৎ। সং; পু।

ভাপ—আতপ, তাপ; উত্তাপ; উষ্ণ বাষ্প। দেশজ। সং।

ভাপরা—উষ্ণ বাষ্পের স্বেদ। দেশজ। সং।

ভাপা—ভাপ বা বাষ্প উদ্গত করা; যাহাতে কেবলমাত্র ভাপ উদ্গত হয় এরূপ সামান্য সিদ্ধ হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ভাম—১। ভানু, সূর্য্য; দীপ্তি, প্রভা; কিরণ; ভগ্নীপতি। ভা+ম ক। ২। কোপ, ক্রোধ। ভাম্+অল্ ভা। সং; পু। ৩। একপ্রকার খাটাশ বা বনবিড়াল। দেশজ।

ভামক—ভগিনীপতি। ভাম দেখ। ভাম+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

ভামা—কোপনা স্ত্রী; সত্যভামা, কৃষ্ণের অষ্টমা পত্নী। ভাম্ (ক্রোধ করা)+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ভামিনী—নারী; অতি কোপনা স্ত্রী। ভাম্ (কোপ)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভায়রা-ভাই—শ্যালীপতি। দেশজ। সং।

ভায়া—ভ্রাতৃতুল্য, ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি। দেশজ। সং।

ভায়াদ—জ্ঞাতি, ধনাংশভাগী। দেশজ। সং।

ভার—১। রাশি, সমূহ। ভৃ+ঘঞ্ র্ম। ২। গুরুত্ব; বোঝা। ভৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ ভা। ৩। পরিমাণবিশেষ; বাঁক। ভৃ+ঘঞ্ ণ। সং; পু। ৪। ভারী, দুর্ভর, দুঃসহ, দুর্ঘট, দুষ্কর, কঠিন। দেশজ। বিণ। ৫। বোধ হয়। প্রা, ক। ক্রি।

ভারকেন্দ্র, ভারমধ্যবিন্দু—বস্তুর যে বিন্দুতে ভারের সমতা হয় (Centre of Gravity)। সম ঘনায়তন অনুসারে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

ভারক্লান্ত—ভার বহন হেতু পরিশ্রান্ত, ভার হেতু অবসন্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ক্লান্তা।

ভারগ্রস্ত—ভারাক্রান্ত, ভারযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভারগ্রস্তা।

ভারত—১। ভরতবংশজাত। ভরত+অ অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভারতী। ২। ভারতবর্ষ; ভরতসূত্র; মহাভারত গ্রন্থ। ভরত (রাজবিশেষ)+অ ইদমর্থে। সং; ক্লী। ৩। নট; অগ্নি। সং; পু।

ভারতগৌরব—ভারতবর্ষের গৌরববর্দ্ধক, ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী। ভারতের গৌরব হয় যদ্দ্বারা, বহু। বিণ বা সং; ক্লী।

ভারতচন্দ্র রায়—বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ কবি। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ১৬৩৪ শকে ইঁহার জন্ম হয়। কোন কারণে বর্দ্ধমানাধিপতি ইঁহার পৈতৃক ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় ইঁহার পারিবারিক অবস্থার অসচ্ছলতা ঘটে। এইরূপ নানাপ্রকার অসুবিধায় গৃহে বিদ্যাভ্যাসের সুবিধা না দেখিয়া বিদ্যাকাঙ্ক্ষী ভারতচন্দ্র একাদশ বর্ষ বয়সে পলায়নপূর্ব্বক মাতুলালয়ে গমন করিয়া বিদ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, এবং অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাবলে অল্পকালমধ্যে সংস্কৃতব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর স্বেচ্ছায় বিবাহ করায় ইঁহার ভ্রাতারা ইঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হন। ভারত পুনর্ব্বার পলায়ন করিয়া হুগলির নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুরে মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে অবস্থান করিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত ইঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া দুইবেলা আহার করিতেন। সময়ে সময়ে ব্যঞ্জনের মধ্যে দগ্ধ বার্ত্তাকু ভিন্ন অন্য কিছুই জুটিয়া উঠিত না। এই সময়ে ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। সত্যনারায়ণের

পাঁচালী রচনা করিয়া তাহা মুন্সী বাবুদের বাটীতে পাঠ করিতেন।

বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ইঁহার আত্মীয় স্বজনেরা ইঁহার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অতঃপর পৈতৃক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার জন্য ইনি বর্দ্ধমান রাজধানীতে প্রেরিত হন। রাজদরবারে ইনি প্রথমে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু নিয়মিতরূপে রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায়, রাজসরকার পুনরায় বিষয় খাস করিয়া লন। ভারত তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করায় দুষ্টলোকের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর ইনি পলায়নপূর্ব্বক কটকে মারহাট্টাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তথায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ভাগবতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, পরে সন্ন্যাসীর বেশে বৈষ্ণবদিগের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই বেশে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে ইঁহার আত্মীয় স্বজন বহু চেষ্টায় ইঁহাকে গৃহাশ্রমে পুনরানয়ন করেন।

কিছুদিন পরে ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিপালিত হইবার প্রার্থনা করেন। চৌধুরী মহাশয় ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই ইঁহার যথেষ্ট সমাদর করেন। এই সময়ে নদীয়ার বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতপ্রতিপালক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোন কারণে চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আগমন করেন, এবং তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্রকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়া মাসিক ৪০১ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। ইনি কবিতা লিখিয়া রাজসভায় পাঠ করিতেন। অতঃপর রাজার আদেশে ভারতচন্দ্র "অন্নদা মঙ্গল" রচনা করেন, এবং বর্দ্ধমানরাজের প্রতি বিরাগ হেতু সুকৌশলে তাহার সহিত "বিদ্যাসুন্দর" যোজনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে "রায়গুণাকর" উপাধি এবং মূলাজোড়ে নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। গুণাকর সপরিবারে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ১৬৮২ শকে অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ভারতচন্দ্র বহুমূত্ররোগে কালগ্রাসে পতিত হন।

পদলালিত্যে, শব্দযোজনায়, এবং সরল ভাষার অবতারণায় ভারতচন্দ্র অদ্বিতীয়। ইনিই বঙ্গভাষায় বিবিধ ছন্দঃ প্রথমে প্রচার করেন।

ভারতজাত—ভারতবর্ষে উৎপন্ন, ভারতীয়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভারতমাতা—ভারতবর্ষরূপা জননী, ভারতবাসীর জন্মভূমি। রূপক। সং ; স্ত্রী।

ভারতরত্ন—ভারতবর্ষের মণিস্বরূপ, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ লোক। ৬তৎ। সং ; পু।

ভারতবর্ষ—এসিয়ার অন্তর্গত একটি দেশ। আর্য্যমতে সমগ্র পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, ও শাল্মলী ; এক একটী দ্বীপ আবার কতিপয় অংশে বিভক্ত ; ঐ সকল অংশকে বর্ষ বলে। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত যে বর্ষে চন্দ্রবংশীয় ভরত নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাণমতে এই ভারতবর্ষ, অশ্বক্রান্ত, রথক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত এই তিনভাগে বিভক্ত। 'অশ্বক্রান্ত রথক্রান্ত বিষ্ণুক্রান্তেতিভেদতঃ। বিভক্তং ভারতং বর্ষম্ নদ্যাদ্যাশ্রমং স্মৃতম্॥' ভারত নামক যে বস, মসী কর্ণধার। সং ; পু বা ক্লী।

ভারতবর্ষীয়—ভারতবর্ষজাত, ভারতে উৎপন্ন ; ভারতবাসী। ভারতবর্ষ শব্দ + ঈয় ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভারতবর্ষীয়া।

ভারতবাসী (—বাসিন্) ভারতবর্ষে বাসকারী, ভারতবর্ষের বাসিন্দা। ভারত—বস্ + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ভারতবাসিনী।

ভারতী—১। ভরতবংশীয়। ভারত দেখ। ভারত + ষ্ণ। বিণ ; স্ত্রী। ২। বৃত্তিবিশেষ ; সরস্বতী ; বাক্য ; ভারুই পাখী। সং ; স্ত্রী।

ভারতীয়—ভারতবর্ষসম্বন্ধীয়, ভারতবর্ষীয়, ভারতবাসী, ভারতজাত। ভারত + ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভারতীয়া।

ভারদ্বাজ—১। ভরদ্বাজ মুনি ; অগস্ত্য ঋষি ; মঙ্গলগ্রহ ; দ্রোণাচার্য্য ; ভারুই পাখী। ভরদ্বাজ + ষ্ণ। সং ; পু। ২। ভরদ্বাজবংশীয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভারদ্বাজী।

ভারভুর—জাঁক, আড়ম্বর, চড়ং। প্রা, ক।

ভারমধ্য—বস্তুর যে স্থলে ভারের সমতা হয় (Centre of Gravity)। ৬তৎ। সং ; পু।

ভারমধ্যবিন্দু—ভারকেন্দ্র দেখ।

ভারযষ্টি—ভারবহন দণ্ড, বাঁক। ভারবহনের নিমিত্ত যষ্টি, ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভারবাহ—ভারবাহক। উপ ; ভার—বহ (বহা) + ষণ্ ক। বিণ বা সং ; পু।

ভারবাহক—ভারবাহনকারী, ভারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভারবাহিকা।

ভারবাহী (—বাহিন্)—ভারবহনকারী, ভারী। ভার—বহ (বহন করা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ভারবাহিনী।

ভারবি—সুপ্রসিদ্ধ কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত কবি। ইনি খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিমালয়ের নিকট কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সং ; পু।

ভারসহ—ভারসহনক্ষম ; ভারের বলে যাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে না এরূপ। ভার—সহ (সহা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভারসহা।

ভারহর—ভারবাহক। ভার শব্দ + হৃ (হরণ করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

ভারহীন—ভারশূন্য, গুরুত্বশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; [ত্রি।

ভারা—মঞ্চ ; রাজমিস্ত্রীদিগের বাড়ী গাঁথিবার মাচা। দেশজ। সং।

ভারাক্রান্ত—ভার দ্বারা প্রপীড়িত। ভারদ্বারা আক্রান্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

ভারার্পণ—ভার প্রদান, ভার দেওয়া। ৬তৎ।

ভারি—১। সিংহ। ভৃ + ই ক। সং ; পু। ২। বেজায়, খুব, অতিশয়, অত্যন্ত। দেশজ। বিণ। ৩। ভার। প্রা, ক। সং।

ভারিক—ভারবাহক, ভারী ; ভারযুক্ত। ভার + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভারিকী।

ভারিভুরি—জাঁকজমক, আড়ম্বর চড়ং ; জাঁকজারি, আস্ফালন, গৌরব প্রকাশ ; চালাকি, চতুরতা। দেশজ। সং। প্রা, ক।

ভারী (ভারিন্)—১। ভারবাহক ; ভারবিশিষ্ট ; গুরু। ভার + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ভারিণী। ২। অতিশয়, অত্যন্ত, খুব ; বিষম। দেশজ।

ভার্গব—শুক্রাচার্য্য ; পরশুরাম ; ধনুর্দ্ধারী ; হস্তী ; দেশবিশেষ। ভৃগু + ষ্ণ। সং ; পু।

ভার্গবপ্রিয়—হীরক। ৬তৎ। সং ; পু।

ভার্গবী—পার্ব্বতী, শ্রী, লক্ষ্মী ; দুর্ব্বা ; শ্বেত দূর্ব্বা। ভৃগু + ষ্ণ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ভার্জ্জিত—যাহা ভাজা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ভৃজ্ (= ভাজ্জি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভার্য্যা—বিবাহিতা স্ত্রী, জায়া। ভৃ (ভরণ করা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম + আপ্। সং ; স্ত্রী।

ভার্য্যাট—যে পুরুষ স্বীয় পত্নীকে পরপুরুষের নিকট গমন করিবার অনুমতি দেয়, ভেড়ুয়া। ভার্য্যা—অট্ (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া) + অন্ ক। সং ; পু।

ভার্য্যাপতি—দম্পতি, জায়াপতি, স্ত্রীপুরুষ। ভার্য্যা ও পতি, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

ভার্য্যোঢ়—কৃতদার, বিবাহিত। ঊঢ়া (বিবাহিতা) ভার্য্যা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; পু।

ভাল—১। ললাট, কপাল ; দীপ্তি, তেজ। ভা (দীপ্তি পাওয়া) + ল ক। সং ; পু বা ক্লী। ২। উত্তম, বেশ, আচ্ছা ; সুস্থ। বিণ। ৩। মঙ্গল, শুভ, কল্যাণ, হিত, উপকার ; সুখ। দেশজ। সং।

ভালমন্দ—১। উত্তম ও অধম ; শুভ ও অশুভ। দ্বন্দ্ব। বিণ। ২। ইষ্টানিষ্ট ; সুখ অসুখ ; মরণ, মৃত্যু। দেশজ। সং।

ভালমানুষ—সাধু বা ধার্ম্মিক লোক ; সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তি। দেশজ। সং।

ভালয়-ভালয়—মঙ্গলে মঙ্গলে ; নিরাপদে, নির্ব্বিঘ্নে ; সুখাবস্থায়। দেশজ। ক্রি বিণ।

ভালবাসা—১। স্নেহ, অনুরাগ, প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, সৌহার্দ্দ। সং। ২। ভাল বোধ করা; প্রীতি করা, স্নেহ করা, অনুরাগ বা প্রণয় বোধ করা, প্রেমাসক্ত হওয়া; পছন্দ করা। দেশজ। ক্রি।

ভালা—১। ভাল, উত্তম, আচ্ছা; সুস্থ। বিণ। ২। মঙ্গল, কল্যাণ, হিত, উপকার, ইষ্ট। হিন্দী। সং। [সং।

ভালাই—কল্যাণ, হিত, উপকার। হিন্দী।

ভালাবুরা—ভালমন্দ (তাহা দেখ)। হিন্দী।

ভালি—ভাল, উত্তম। বিণ। প্রা, ক।

ভালুক, ভালূক—ভাল্লুক শব্দের অপভ্রংশ।

ভালে—১। ললাটে, কপালে। সং। ২। ভাল, উত্তম। হিন্দী। বিণ। প্রা, ক।

ভাল্লুক, ভাল্লূক—ভালুক। ভল্লুক বা ভল্লূক +ষ্ণ স্বার্থে। সং; পুং।

ভাব—১। সত্তা; উৎপত্তি; স্থিতি; অস্তিত্ব প্রায়; সম্ভাবনা; বিভূতি; স্বভাব; চেষ্টা; কাম; অনুরাগ; ক্রিয়া; মর্ম্ম; তাৎপর্য্য; অঙ্গভঙ্গী; বিলাস; ভক্তি; মনোবিকার বিশেষ, রত্যাদি, নির্ব্বেদাদি। ভূ (হওয়া) +ঘঞ্ ভা। ২। চিত্ত; বুধ; যোদ্ধা; পদার্থ; জীব; আত্মা। ভূ+ঘঞ্ ক। ৩ (নাট্যোক্তিতে) পূজ্য, মান্য। ভূ+ণ ক সং; পুং। ৪। সদ্ভাব, প্রণয়, সৌহার্দ্দ মিল। দেশজ। সং।

ভাবক—চিন্তাকারী; উৎপাদক। ভাবি (হওয়ান) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাবিকা।

ভাবকূপ—চিন্তারূপ কূপ। রূপক। সং; পুং।

ভাবগতি—মনোভাব ও চেষ্টা, আকারেঙ্গিত, ভাবভঙ্গী। ৬তৎ, বা দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

ভাবগতিক—ভাবভঙ্গী, মনোভাব ও চেষ্টা, আকারেঙ্গিত। দেশজ। সং।

ভাবগর্ভ—ভাবপূর্ণ, রহস্যময়, তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভাব আছে গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাবগর্ভা।

ভাবগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—তাৎপর্য্যগ্রহণকারী, অভিপ্রায়বোদ্ধা, অনুরাগগ্রহণকারী। ভাব—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী ভাবগ্রাহিণী।

ভাবতরঙ্গ—চিন্তারূপ তরঙ্গ, ঢেউ-তুল্য মানসিক অবস্থাবিশেষ। রূপক। সং; পুং।

ভাবন—১। বিলাস। সং। ২। ভাবনা (সকল অর্থে)। ভাবি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ভাবনা—চারিপ্রকার সংস্কার; অনুধ্যান; চিন্তা; ধ্যান; পর্য্যালোচনা; মিশ্রণ; অধিবাসন; ঔষধসংস্কারবিশেষ, ভাবান। ভাবি+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ভাবভক্তি—অনুরাগ ও সেবা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

ভাবভঙ্গী অভিপ্রায় ও চেষ্টা, ভাবগতিক। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

ভাবময়—ভাবপূর্ণ, ভাবগর্ভ; ভাবাত্মক। ভাব +ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাবময়ী।

ভাবমিশ্র—পণ্ডিতপ্রধান। আনুমানিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মগধদেশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম লটকন মিশ্র। ভাবমিশ্র ভাবপ্রকাশ নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

ভাবলহরী—ভাবরূপ তরঙ্গ, চিন্তারূপ ঢেউ। রূপক। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

ভাবব্যক্তি—ভাবপ্রকাশ, তাৎপর্য্য কথন। ৬তৎ।

ভাবসাগর—ভাবরূপ সমুদ্র, ভাবসিন্ধু; চিন্তারূপ সমুদ্র। রূপক। সং; পুং।

ভাবসার—প্রণয়। দেশজ। সং।

ভাবা—চিন্তা করা, অনুধ্যান করা, ধ্যান করা, স্মরণ করা; বোধ করা, মনে করা; ভাবিত বা চিন্তিত হওয়া, উৎকণ্ঠিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ভাবাত্মক ভাবপূর্ণ, তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভাব আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাবাত্মিকা।

ভাবান—১। ভাবা করান, চিন্তান্বিত করা, উৎকণ্ঠিত করা। দেশজ। ক্রি। ২ তাপ উদ্গত করান, অল্প সিক্ত করা। দেশজ। ক্রি। [সং; স্ত্রী।

ভাবান্তর—ভিন্নভাব, ভিন্ন চিত্তবৃত্তি। নিত্য

ভাবার্থ—তাৎপর্য্য, আশয়; উদ্দিষ্ট; মর্ম্ম প্রায়। ৬তৎ। সং; পুং।

ভাবাবেশ—ভাবের আবির্ভাব, ভাবোন্মেষ, অনুরাগাদির উদ্রেক। ৬তৎ। সং; পুং।

ভাবিক—১। ভাবযুক্ত; উদ্দীপক; ভবিষ্যৎকালীন। ভাব+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। অলঙ্কারবিশেষ। সং; ক্লী।

ভাবিত—চিন্তিত; প্রাপ্ত; মিশ্রিত, প্লাবিত; আত্মীকৃত; বাসিত; অঙ্গীকৃত; সংস্কৃত। ভাবি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভাবিনী—১। কামিনী; নারী। ভাব+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। ভবিতব্যা, ভবিষ্যা। ভূ+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভাবী (ভাবিন্)—ভবিতব্য, ভবিষ্য; আগামী। ভূ (হওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পুং।

ভাবুক—ভাবনশীল, চিন্তাশীল, ভাবগ্রাহী, ভাববোদ্ধা। ভূ (চিন্তা করা)+উকঞ্ ক। বিণ; ত্রি। বি ভাবুকতা।

ভাবুনে—কপটভাবধারী, রঙ্গপ্রিয়, কৌতুকপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয়; বিলাসী। ক, প্র। বিণ।

ভাবোচ্ছ্বাস—ভাববিকাশ, ভাবের স্ফূর্তি। ভাবের উচ্ছ্বাস, ৬তৎ। সং; পুং।

ভাবোদয়—ভাবের আবির্ভাব, অনুরাগাদির সঞ্চার। ৬তৎ। সং; পুং।

ভাব্য—অবশ্য ভবিতব্য, অবশ্যম্ভাবী; সাধ্য। ভূ (হওয়া)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভাশুর ভর্ত্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দেশজ। সং।

ভাষ—১। বচন, বাক্য, কথা। ভাষ্+অল্ ভা। সং; পুং। ২। কহে, বলে। ক্রি। প্রা, ক। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাষিকা।

ভাষক—বাচক, কথক, বক্তা। ভাষ্+ণক ক।

ভাষণ—কথন, উক্তি, বলা। ভাষ্ (কথা বলা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ভাষণি—ভাষা, বাক্য, কথা। প্রা, ক। সং।

ভাষা—১। অর্থযুক্ত কথন। ভাষ্ (কথা বলা)+ অ ভা+আপ্। ২। অর্থ; শব্দ [যে সকল শব্দ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায়কে ভাষা কহে। স্ফুট ও অস্ফুট ভেদে ভাষা দুই প্রকার; মনুষ্যের ভাষা স্ফুট ও ইতর প্রাণীর ভাষা অস্ফুট। স্ফুট ভাষা আবার সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী প্রভৃতি নানাপ্রকার; সংস্কৃতশাস্ত্রে ১৮ প্রকার ভাষার উল্লেখ দেখা যায়; যথা—সংস্কৃত, প্রাকৃত, উদীচী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, শকাভীরী; ভীরী প্রাচ্য, দ্রাবিড়ী, উৎকলী, পাশ্চাত্য, প্রাচ্য, বাহ্লীক, আবন্তক, দাক্ষিণাত্য, পৈশাচী, আবন্ত্য, শৌরসেনী], সরস্বতী। ভাষ্+ অ+আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। কহা, বলা। ক্রি। ভাষ্ ধাতু। প্রা, ক

ভাষাঙ্গ—যে ক্রিয়া সিদ্ধাংশ ধাতু এবং বর্ণ সংযোগে গঠিত হয়। ৬তৎ। সং; পুং।

ভাষাতত্ত্ব—ভাষার স্বরূপ, ভাষার প্রকৃতি, ভাষাবিষয়ক রহস্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভাষাতীত—বচনাতীত, যাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশিত হয় না এরূপ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ভাষান্তর—অন্য ভাষা, অন্য ভাষায় পরিবর্তন। কর্ম্ম। সং; ক্লী।

ভাষান্তরিত—এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনূদিত। ভাষান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

ভাষিত—১। কথিত, উক্ত। ভাষ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। উক্তি, বচন, বাক্য। ভাষ্ (কথা বলা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ভাষী (ভাষিন্)—বক্তা, কথক। ভাষ্ (বলা) +ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী ভাষিণী।

ভাষ্য—১। কথনীয়, কথ্য। ভাষ্ (কথা বলা) +ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাষ্যা। ২। সূত্রের ব্যাখ্যান গ্রন্থ। সং; ক্লী।

ভাষ্যকার—ভাষ্যলেখক, টীকাকার। ভাষ্য—কৃ+অণ্ ক। বিণ; ত্রি।

ভাস—কুক্কুট; পক্ষিবিশেষ; গৃধ্র; দীপ্তি। ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং; পুং।

ভাসকবি—ইনি দশখানি রূপক (নাটক) প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের মতে ইনি কালিদাসাদিরও পূর্ব্ববর্ত্তী; "ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ"। ইঁহার প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটক অতি সুন্দর।

দক্ষিণাপথে সম্প্রতি ইঁহার পুস্তকাবলী পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি দক্ষিণাপথেই জন্মিয়াছিলেন।

ভাসন্ত—১। রমণীয়, সুন্দর। ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। ভাসপক্ষী ; সূর্য্য ; চন্দ্র। সং ; পু। ৩। জলোপরি ভাসমান। দেশজ। বিণ।

ভাসমান—দীপ্যমান ; শোভমান ; জলে সন্তরণকারী, জলের উপর ভাসিতেছে এরূপ। ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভাসমানা।

ভাসী (ভাসিন্)—দীপ্তিমান্, ভাস্বর, উজ্জ্বল। ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ভাসিনী।

ভাস্বর—১। দীপ্তিশালী ; প্রভাযুক্ত। ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘুর ক। বিণ ; ত্রি। ২। স্ফটিক ; বীরপুরুষ। সং ; পু। ৩। পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। দেশজ। সং।

ভাস্কর—সূর্য্য ; অগ্নি ; কাষ্ঠ ও প্রস্তরাদির শিল্পী ; জনৈক পণ্ডিত [ভাস্করাচার্য্য দেখ] ; বীর ; প্রস্তরাদিতে প্রতিমূর্ত্তি অক্ষর প্রভৃতির ক্ষোদক। ভাস্ (দীপ্তি)—কৃ (করা)+ট ক। সং ; পু।

ভাস্কর পণ্ডিত—নাগপুরের মাহাট্টা রাজা রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান। ইনি বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে রামগড়ের পথে আসিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, এবং নবাবকে পরাস্ত করিয়া প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জগৎশেঠের ভবন লুণ্ঠনপূর্ব্বক আড়াই কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। আলিবর্দ্দি খাঁ অনন্যোপায় হইয়া দিল্লীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, মহম্মদ শাহ পেশওয়া বালাজী বাজীরাওকে বঙ্গদেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। পেশওয়ার কথায় সেবার ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৭৪২ খৃষ্টাব্দ)। অতঃপর পেশওয়ার সহিত রঘুজীর গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই ভাস্কর পণ্ডিত প্রভুকে লইয়া সসৈন্যে পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, এবং অসহায় গ্রাম ও নগর সমূহ লুণ্ঠন করিয়া দেশে অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিলেন। মাহাট্টাদিগের উপদ্রবে অনেক স্থান মহাশ্মশানে পরিণত হইল—অনেক লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দেশান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। এই নিদারুণ উপদ্রবই বর্গির হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ। আলিবর্দ্দি খাঁ যুদ্ধে ভাস্কর পণ্ডিতকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শেষে কৌশল অবলম্বন করিলেন,—গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণ বিনষ্ট করাইলেন। রঘুজী ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অগত্যা নবাব তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং চৌথের পরিবর্ত্তে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন (১৭৫১ খৃষ্টাব্দ)।

ভাস্করাচার্য্য—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিৎ। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বীজ্জলবীড় গ্রামে অনুমান ১০৩৬ শকে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। ভাস্করাচার্য্য গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত বিবিধ গণিত গ্রন্থ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার পুস্তক অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তন্মধ্যে "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান। ইনি ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লীলাবতী নামে পাটীগণিত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বীজগণিত, এবং অন্যান্য অধ্যায়ে জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, ইঁহার কন্যা লীলাবতীর নামে পাটীগণিত বিরচিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, লীলাবতী স্বয়ংই ঐ অংশের রচয়িত্রী। ভাস্কর পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করেন নাই। গোলাধ্যায় নামক গ্রন্থ ভাস্করাচার্য্যের রচনা। এই গ্রন্থে পৃথিবীর গোলত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তি সূচিত হইয়াছে।

ভাস্করানন্দ (স্বামী)—কানপুর জেলার অন্তর্গত মৈথিলীপুর গ্রামে ১৮৩৩ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইঁহার নাম ছিল মতিরাম। ৮ বৎসর বয়সে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পাণিনি ব্যাকরণ সমাপ্ত করেন। পরে সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থ পরিভ্রমণপূর্ব্বক জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, এবং উজ্জয়িনী নগরে বেদান্ত শিক্ষা করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ ও 'ভাস্করানন্দ' নাম পরিগ্রহ করেন। মনঃসংযমের নিমিত্ত ইনি কয়েক মাস মৌনী হইয়াছিলেন, এবং শারীরিক ক্লেশসহিষ্ণুতার জন্য অনাবৃত মস্তকে রৌদ্রে ভ্রমণ করিতেন। কয়েক বৎসর হরিদ্বারে অবস্থিতিপূর্ব্বক গীতা ও উপনিষৎ পাঠ করিয়া পরে ইনি কাশীধামে আগমন করেন, এবং এইখানে বেদান্তপাঠ ও ভগবচ্চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৯৯ খৃঃ জুলাই মাসে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ও দেশীয় রাজন্যবর্গ বেনারসে আসিয়া ইঁহার সহিত আলাপ করিতেন। ইঁহার তিনটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ভাস্কো ডি গামা—বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক। ইনি ১৪৯৭ খৃঃ পর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন নগর হইতে একদল লোক সমভিব্যাহারে ভারতান্বেষণে পোতারোহণে কলম্বসের বিপরীত দিকে যাত্রা করেন, এবং একাদশ মাস সাগরের বক্ষে ভাসমান থাকিয়া আফ্রিকার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ১৪৯৮ খৃঃ ২০শে মে তারিখে দক্ষিণাপথের পশ্চিমোপকূলস্থ কালিকট (কলি কট্ট) নগরে অবতীর্ণ হন। ইহার পূর্ব্বে আরবীয়েরা ভারত সাগরীয় বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহারা প্রথমাবধিই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে "জমোরিন" উপাধিধারী একজন রাজা কালিকটে রাজত্ব করিতেছিলেন। আরব বণিকেরা তাঁহাকে ভাস্কো ডি গামার প্রতিকূলাচরণে উত্তেজিত করিল। পরন্তু উক্ত রাজা ভাস্কোর সহিত সদ্ব্যবহারই করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ মালাবার উপকূলে ছয়মাস কাল অবস্থিতির পর ভাস্কো জমোরিনের নিকট হইতে পর্টুগালরাজের নামে এই মর্ম্মে পত্র লইয়া দেশে গেলেন যে, "আপনার পরিজনভুক্ত ভাস্কো ডি গামা নামক এক ব্যক্তি আমার রাজ্যে আসিয়া আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছেন। আমার অধিকারে দারুচিনি, লবঙ্গ, আদ্রক ও নানাবিধ মরিচ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি আপনার রাজ্য হইতে সুবর্ণ, রজত, প্রবাল ও রক্তবস্ত্র পাইতে ইচ্ছা করি।"

পোপ ৬ষ্ঠ আলেকজাণ্ডার ১৫০২ খ্রীঃ পর্টুগালরাজকে ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষে পোতপ্রেরণ, দেশজয় ও বাণিজ্য ব্যাপারে সর্ব্বময় প্রভুত্ব দিয়া এক সনন্দপত্র অর্পণ করেন ; ঐ বৎসরেই ভাস্কো ডি গামা বিংশতিসংখ্যক অর্ণবপোত লইয়া দ্বিতীয়বার ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। এবারে তিনি কোচিন ও কানানোর প্রদেশের রাজদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া কালিকট নগর আক্রমণ করেন। এইবারের কার্য্য শেষ হইলে তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন, এবং ১৫২৪ খ্রীঃ তৃতীয়বার ভারতবর্ষে উপনীত হন। ১৫২৭ খ্রীঃ কোচিন নগরে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাস্কো ডি গামার যত্নেই পূর্ব্বাকলে পর্টুগীজদিগের বাণিজ্য প্রথমে এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল।

ভাস্বতী—দীপ্তিশালিনী ; গ্রহণাদি গণনার

জ্যোতিষ গ্রন্থ। ভাস্ (দীপ্তি)+বতু অস্ত্যর্থে। +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ: স্ত্রী।

ভাস্বর—১। দীপ্তিশীল ; সমুজ্জ্বল। ভাস্ (দীপ্তি) +বর শীলার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভাস্বরা। ২। দিবা। সং; পু।

ভাস্বান্ (ভাস্বৎ)—১। দীপ্তিবিশিষ্ট। ভাস্ (দীপ্তি)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ভাস্বতী। ২। সূর্য্য; দীপ্তি; বীর। সং; পু।

ভিয়ান—১। মিষ্টান্নাদি পাক করা। ক্রি। ২। মিষ্টান্নাদির পাক। দেশজ। সং।

ভিক্টোরিয়া—ভূতপূর্ব্ব ভারতেশ্বরী। জন্ম ১৮১৯ খ্রীঃ ২৩মে। ইঁহার ৬৪ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালের সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অসম্ভব। ভারতীয় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ইঁহার প্রতিনিধি ভাইসরয়গণের বিবরণ মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন স্থূলভাবে ইঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়মের দেহত্যাগ ঘটিলে ইনি আইন অনুসারে ইংলণ্ডেশ্বরী হইয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হন (১৮৩৭ খ্রীঃ ২১শে জুন)। ঐ মাসের ২৮শে তারিখে ইঁহার অভিষেক হয়। স্যাক্সকোবর্গ ও গথার প্রিন্স এলবার্টের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় (১৮৪০ খ্রীঃ, ১০শে ফেব্রুয়ারি)। অনন্তর স্বামীর দেহত্যাগ ঘটিলে (১৮৬১ খ্রীঃ ১৪ই ডিসেম্বর) ইনি যতদূর সম্ভব ব্রতধারিণী হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতশাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে গভর্ণর জেনারেলকে "ভাইসরয়" উপাধি দেওয়া হইল। ঐ বৎসর ১লা নভেম্বর প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদ সহরে একটা দরবার করিয়া মহারাণীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাপত্রে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, অতঃপর ভারতীয় প্রজাগণ ব্রিটিশ প্রজার সহিত সমান অধিকার পাইবেন; এবং যোগ্যতা থাকিলে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল প্রজাই রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন। ইঁহার ভারতানুরাগ পদে পদে প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড মেয়োর শাসনকালে ১৮৬৯ খ্রীঃ ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরাকে ভারত পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আবার লর্ড নর্থব্রুকের শাসন সময়ে (১৮৭৫খৃঃ ডিসেম্বর) জ্যেষ্ঠ পুত্র (ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। লর্ড রিপণের শাসনকালে (১৮৮৩ খ্রীঃ) তৃতীয় পুত্র ডিউক অব কনট সস্ত্রীক ভারতে আসিয়াছিলেন; কিছুদিন পরে ইনি বোম্বায়ের প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসন সময়ে (১৮৮৯ খৃঃ) যুবরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর ভারত ভ্রমণ করেন।

১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী (Empress of India) উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ঐ দিন লর্ড লিটন দিল্লী নগরে মহা সমারোহে দরবার করিয়া মহারাণীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ মহারাণীর রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসব (Golden Jubilee) লর্ড ডফরিণ উপযুক্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। মহারাণীর রাজত্বকালের ষষ্টিতম বাৎসরিক উৎসব (Diamond Jubilee) লর্ড এলগিনের শাসন সময়ে সম্পন্ন হয় (১৮৯৭ খৃঃ)। ১৯০১ খৃঃ ২২শে জানুয়ারি এই পুণ্যবতী মহারাণীর দেহত্যাগ ঘটে। ইঁহার পরলোক গমনে ব্রিটিশ প্রজা—বিশেষ ভারতবাসিগণ যেন মাতৃহারা হইয়া শোকচ্ছন্ন হইয়াছিলেন।

৬৪ বৎসর যাবৎ রাজ্যশাসন কোন ইংলণ্ডীয় বা ভারতীয় অথবা মুসলমানরাজার ভাগ্যে ইতঃপূর্ব্বে ঘটে নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় ইউরোপে অনেক রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অনেক রাজা রাজ্যের কিয়দংশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কোন কোন স্থানে রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণীর অসীম পুণ্যবলে তাঁহার অধিকৃত রাজ্যে কোনরূপ অবনতি ঘটে নাই। পরন্তু অনেক দেশ ব্রিটিশরাজ্য যুক্ত হইয়াছিল। ইঁহার সময়ে ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া সংবাদপ্রাপ্তির ও গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আবার পেনি পোষ্টেজ প্রচলিত হওয়ায় পত্র ও সংবাদপত্র প্রেরণের সম্যক্ সুকরতা সাধিত হইয়াছে। সুয়েজ কেনাল খনিত হইয়া (১৮৬৯ খৃঃ মার্চ্চ মাস) ভারতে ও প্রাচ্যদেশে গমনাগমনের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। আবার ১৮৭৩ খৃঃ এই কেনালের অনেকগুলি সেয়ার রাজমন্ত্রী ডিসরেলীর কৌশলে ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট ক্রয় করায় ভারতে জলপথে শত্রুর আগমনভীতি অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পকলায়, মনীষা ও নানাবিধ প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশে ভিক্টোরিয়ার যুগ ইতিহাসে অপূর্ব্ব।

ভিক্ষা—১। যাচ্ঞা, প্রার্থনা, চাওয়া। ভিক্ষ (প্রার্থনা করা)+অ ভা+আপ্। ২। যাচিত বস্তু; সেবা; এক গ্রাস অন্ন। ভিক্ষ্+অন্ র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

ভিক্ষাক—যাচক, ভিক্ষু। ভিক্ষ্ (ভিক্ষা করা) +আক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভিক্ষাকী।

ভিক্ষাচর্য্যা—ভিক্ষাচরণ, ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষা শব্দ–চর্+ক্যপ্ র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

ভিক্ষাজীবী (–জীবিন্)—ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী, ভিক্ষুক। ভিক্ষা–জীব (বাঁচা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভিক্ষাজীবিনী।

ভিক্ষান্ন—ভিক্ষালব্ধ অন্ন, ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত (ভোজ্য)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ভিক্ষাপাত্র—ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র, যাহাতে ভিক্ষা গ্রহণ করা যায়, লোটা, ঝুলি প্রভৃতি। ৪ বা ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভিক্ষাপুত্র—যে ব্রাহ্মণকুমার উপনয়নকালে অন্যের প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করে। সং; পু।

ভিক্ষাপ্রার্থী (–প্রার্থিন্)—ভিক্ষার্থী (তাহা দেখ)। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,–প্রার্থিনী।

ভিক্ষামা—যে নারী ব্রাহ্মণকুমারকে উপনয়নকালে ভিক্ষা দান করে। দেশজ। সং, স্ত্রী।

ভিক্ষার্থী (ভিক্ষার্থিন্)—ভিক্ষা প্রার্থনাকারী, ভিক্ষার প্রত্যাশী, যাচক, ভিখারী। ভিক্ষার অর্থী ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী ভিক্ষার্থিনী।

ভিক্ষা শিক্ষা—যাচ্ঞাদি, ভিক্ষাদি। দেশজ। সং।

ভিক্ষালব্ধ—ভিক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত, যাচ্ঞা করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভিক্ষাবৃত্তি—ভিক্ষা ব্যবসায়, যাচ্ঞা রূপ জীবিকা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভিক্ষাশী (–শিন্)—ভিক্ষোপজীবী, ভিক্ষুক, ভিখারী। ভিক্ষা–অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভিক্ষাশিনী।

ভিক্ষু—১। ভিক্ষাজীবী, ভিখারী। ভিক্ষ্ (ভিক্ষা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। ২। চতুর্থাশ্রমী, বানপ্রস্থাবলম্বী; পরিব্রাজক; শ্রমণ; বৌদ্ধসন্ন্যাসী। সং; পু।

ভিক্ষুক—ভিক্ষাজীবী, যাচক, ভিখারী। ভিক্ষু+কন্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভিক্ষুকী।

ভিখ—ভিক্ষা। হিন্দী। প্রা, ক। সং।

ভিখারিণী—ভিক্ষাজীবিনী, ভিক্ষুকী, ভিক্ষার্থিনী, যাচিকা, কাঙালিনী। দেশজ। বিণ বা সং, স্ত্রী।

ভিখারী—ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষুক, ভিক্ষার্থী, যাচক, কাঙাল। বিণ বা সং; পু। দেশজ।

ভিজা—ভিজে, ভিজিয়া যাওয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ভিজান—ভিজান। প্রা, ক। ক্রি।

ভিজা—১। সিক্ত, আর্দ্র। বিণ। ২। সিক্ত বা আর্দ্র হওয়া; মজা। দেশজ। ক্রি।

ভিটা, ভিটে—বাস্তুভূমি। দেশজ। সং।

ভিড়, ভাড়—জনতা; সমূহ; ব্যক্তি বা বস্তুর গাদাগাদি বা ঠেলাঠেলি। দেশজ। সং।

ভিড়া—তীরলগ্ন হওয়া, তীরে যাইয়া লাগা; আসন্ন হওয়া, সম্মত হওয়া; মিলা, মিলিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ভিড়ান—তীরস্থ করা, তীরে লাগান; সংলগ্ন করা; জুটান, মিলান; সম্মত করা। দেশজ। ক্রি।

ভিৎ (ভিদ্)—১। ভেদকর্তা, ভেদক; ছেদক; বিদারক। ভিদ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ভেদ; প্রভেদ; ছেদন; বিদারণ। ভিদ্+ক্বিপ্ ভা। সং; পু।

ভিত—১। পাশ, দিক্; তট, তীর; ভিত্তিমূল, বুনিয়াদ। প্রাদে। ২। ভিত্তি, প্রাচীর, দেওয়াল। প্রা, ক। সং। [ক।

ভিতিভিতি—এদিকে সেদিকে, চতুর্দ্দিকে প্রা।

ভিতর—অভ্যন্তর, অন্তর্ভাগ। দেশজ। সং।

ভিত্ত—খণ্ড, টুকরা। ভিদ্ (ভেদ করা)+ত র্ম। সং; ক্লী।

ভিত্তি—১। কুড্য, আবৃতি, দেওয়াল; প্রদেশ; আকাশ; বিভাগ; (গণ্ডাদি শব্দের পরে থাকিলে) প্রশস্ত। ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্তি র্ম। সং; স্ত্রী। ২। ভিত্তিমূল, ভিত বুনিয়াদ, গোড়া। দেশজ। সং।

ভিত্তিমূল—প্রাচীরাদির গোড়া, ভিত, বুনিয়াদ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভিদা—ভেদ; প্রভেদ; বিদারণ; ছেদন। ভিদ্ (ভেদ করা)+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ভিদির, ভিদুর—১। ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গুর; মিশ্র। ভিদ্ (ভেদ করা)+কির, কুর ক। বিণ; ত্রি। ২। অশনি, বজ্র। সং; ক্লী।

ভিদেলিম—ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গুর। ভিদ্ (ভেদ করা)+কেলিম র্ম—ক। বিণ; ত্রি।

ভিদ্য—তীরভেদকারী নদ। ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্যপ্ ক। সং; পু।

ভিদ্যমান—যাহাকে বিদীর্ণ করা হইতেছে এরূপ। ভিদ্ (ভেদ করা)+শানচ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

ভিন—ভিন্ন, পৃথক্। বিণ। প্রা, ক।

ভিন্দিপাল—নিক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ; নালিকাস্ত্র, বন্দুক। ভিন্দ (অবয়ব করা)+ঙ ভা=ভিন্দি, তদুত্তরে পাল (রক্ষা করা)+অন্ ক। সং; পু।

ভিন্ন—১। বিদীর্ণ; বিশীর্ণ; অন্য; পৃথক্; শিথিল; ভগ্ন; খণ্ডিত; ছিন্ন; বিকশিত; স্পষ্ট; স্খলিত; লুণ্ঠিত; মিলিত; মিশ্রিত; সিক্ত; প্রতিফলিত। ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্ত ক। ২। বিদারিত; নিরস্ত; ত্যক্ত। ভিদ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভিন্না।

ভিন্নরুচি—বিভিন্নপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, পৃথক্ অভিলাষযুক্ত। ভিন্না রুচি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভিন্নার্থ—১। অন্য অর্থ, পৃথক্ তাৎপর্য্য, আর এক রকম মানে; অন্য প্রয়োজন, অন্য উদ্দেশ্য। ভিন্ন যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অন্য অর্থযুক্ত, পৃথক্ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট; অন্য প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ভিন্ন হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভিন্নার্থক—অন্য অর্থযুক্ত, পৃথক্ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, অন্য প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। ভিন্ন হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভিয়া—ভয়, ভীতি, ত্রাস, শঙ্কা। ভী+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। [ও সং।

ভিয়ান—মিষ্টান্নাদি পাক করা। দেশজ। ক্রিয়া

ভিরকুটি, -টী—ভ্রূকুটী, ভ্রূভঙ্গী; চোরফুটি, আস্ফালন, ঔঁকজারি; ভাব, ভঙ্গী। ভৃকুটী বা ভ্রূকুটী শব্দের অপভ্রংশ। সং।

ভিল, ভীল—অনার্য্য জাতিবিশেষ। ভিল্ল শব্দের অপভ্রংশ। সং।

ভিল্ল—ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, ভীল। ভিল (ভেদ করা)+লক্ ক। সং; পু।

ভিষক্ (ভিষজ্)—বৈদ্য, চিকিৎসক, ডাক্তার। ভিষ্+অজিক্ ক। সং; পু।

ভিষক্প্রিয়া—গুড়ূচী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভিষগ্জিত—ঔষধ। ভিষক্ জিত যৎকর্তৃক, বহু। সং; ক্লী।

ভিষঙ্মাতা—বাসক। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভিসকাপ—ছোট বেঁদা। ভিসকাপও বলে দেশজ। সং। [প্রাদেশিক। সং।

ভিস্তি, ভিস্তী—চর্ম্মমশক দ্বারা জলবাহক।

ভিস্সা—অন্ন, ভাত। ভিস্ (ভেদক) সে (নাশ করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ভী, ভীতি—ভয়, ত্রাস; ভূকম্প। ভী (ভয় পাওয়া)+ক্বিপ্, ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ভীড়—ভিড় দেখ।

ভীত—১। ভয়যুক্ত, ত্রস্ত। ভী+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভীতা। ২। ভীতি, ভয়। ভী+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৩। ভিত, প্রাচীর, দেওয়াল। প্রা, ক। সং।

ভীতি—ভী দেখ।

ভীতিকর—ভয়জনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভীতিপ্রদ—ভয়দায়ক, ত্রাসজনক। ভীতি—প্র দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ভীতিপ্রদর্শক—ভয়প্রদর্শনকারী, যে ভয় দেখায়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভীতিপ্রদর্শন—ভয় দেখান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভীতিবিধান—ভয়সম্পাদন, ত্রাসজনন। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বিণ, ত্রি, স্ত্রী, -বিহ্বলা।

ভীতিবিহ্বল—ভয়কাতর, ভয়ে অবসন্ন। ৩তৎ।

ভীম—১। ভয়ানক, ভীষণ। ভী (ভয় পাওয়া)+মক্ অপা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভীমা। ২। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন [ভীমসেন দেখ]; শিব; বিদর্ভরাজ, রাজমহিষী দময়ন্তীর পিতা, ভয়ানক রস। সং; পু।

ভীম একাদশী—ভীমৈকাদশী দেখ।

ভীমদর্শন—যাহাকে দেখিলে ভয় জন্মে, ভীষণমূর্ত্তি। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -দর্শনা।

ভীমদ্বাদশী—মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশী। ভীমপালিতা দ্বাদশী, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভীমনাদ—১। ভয়ানক শব্দ। কর্ম্মধা। ২। সিংহ। ভীম (ভয়ানক) নাদ (গর্জ্জন) যাহার, বহু। সং; পু।

ভীমপরাক্রম—১। ভীষণ পরাক্রম। কর্ম্মধা। ২। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত গ্রহবিশেষ; বিষ্ণু; ভীম (ভীষণ) পরাক্রম যাহার, বহু। সং; পু। ৩। ভীষণপরাক্রমযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -পরাক্রমা।

ভীমরথ—১। ভয়ানক রথ; ভীষণ গতি। কর্ম্মধা। ২। তামস মনুবংশজাত অসুরবিশেষ [ভগবান্ কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই অসুরকে নিহত করেন]; ধৃতরাষ্ট্রপুত্র; কৃষ্ণপুত্র; নৃপবিশেষ। ভীম (ভয়ানক) হইয়াছে রথ যাহার, বহু। সং; পু।

ভীমরথী—১। অতি প্রাচীন অবস্থাবিশেষ, ৭৭ বৎসর ৭ মাস বয়সের সপ্তমী রাত্রি। ভীমরথ+ষ্ণ ইদমর্থে বা তুল্যার্থে+ঙপ্। ২। নদীবিশেষ। বহু। সং; স্ত্রী।

ভীমবিক্রান্ত—১। ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী। ভীম (ভয়ানক) যথা তথা বিক্রান্ত, ২তৎ। শৌর্য্যোপেত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -বিক্রান্তা। ২। সিংহ। সং; পু।

ভীমশাসন—১। ভয়ঙ্কর শাসনকারী, ভয়ানক আজ্ঞাদাতা। ভীম (ভয়ানক) শাসন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -শাসনা। ২। শমন, যম। সং; পু।

ভীমসেন—মধ্যম পাণ্ডব। ভীমা সেনা যাহার, বহু। সং; পু। ভীম, বৃকোদর প্রভৃতি ইঁহার আরও কয়েকটি নাম ছিল; তন্মধ্যে ভীম নামেই ইঁনি সাধারণতঃ খ্যাত। চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডু রাজার ক্ষেত্রে কুন্তী দেবীর গর্ভে পবনদেবের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ইঁনি অতিশয় বলশালী ছিলেন। বাল্যক্রীড়ার সময়ে সমবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে দৈহিক সামর্থ্যে কেহই ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। সেই সময় হইতেই ইঁহার প্রতি দুর্য্যোধনের হিংসার উদ্রেক হয়। ইঁহাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্য্যোধন দুইবার বিষপ্রদান করেন, এবং একবার হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক ইঁহাকে নদীজলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কোন বারেই ইঁহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। ভ্রাতৃগণের সহিত ইনি প্রথমতঃ কৃপাচার্য্যের ও পরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। গদাযুদ্ধে ইঁহার সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন নাই। উদর্দমে দুর্য্যোধনের ঈর্ষা

শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। দুই জনের মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অস্ত্রপরীক্ষার দিন দুইজনে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৃত্রিম যুদ্ধ ক্রমে ভয়ঙ্কর প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইয়া মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন দ্রোণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। ভীম পরে কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের নিকটও গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারই বাহুবলে পাণ্ডবগণ জননীসহ জতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা পান। অতঃপর পলায়নকালে তাঁহারা বনভ্রমণে শ্রান্ত হইলে ইনি তাঁহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া বহন করেন। ভ্রমণ করিতে করিতে হিড়িম্ব রাক্ষসের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, রাক্ষস পাণ্ডবগণের প্রাণসংহার মানসে স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে প্রেরণ করেন। হিড়িম্বা মহাবল ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। ইনি মাতার অনুমতি লইয়া হিড়িম্বকে বধ করিয়া হিড়িম্বার পাণি গ্রহণ করেন। এই রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার ঘটোৎকচ নামক এক মহাবল পুত্রের জন্ম হয়। একচক্রা নগরীতে অবস্থান কালে ইনি জননীর আদেশে বক রাক্ষসের প্রাণসংহার করেন। ভ্রাতৃগণসহ ইনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হন। অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদের পর রাজগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থে ইনিও রাজাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর মাতৃনির্দ্দেশে ভ্রাতৃগণসহ ইনি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। চেদিরাজ শিশুপালের ভগিনীকেও ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিলে ভীম অগ্রজের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিলেন। এই সময়ে দ্রৌপদীর গর্ভে ইঁহার শ্রুতসোম নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণার্জ্জুন সহ মগধের রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন, এবং তৎপরে পূর্ব্বদিকের রাজগণের নিকট হইতে কর আদায় করেন। কৃষ্ণভয়ে ঘোটকীরূপা উর্ব্বশীসহ পলায়মান নৃপতি দণ্ডী কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে, শরণাগতরক্ষক ভীমসেন ভ্রাতৃগণের অমতেও তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই কারণে পাণ্ডবসখা কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ পাণ্ডবপক্ষে এবং দেবগণ কৃষ্ণপক্ষে যোগদান করেন। তখন সমরে অষ্টবজ্র একত্র হওয়ায় উর্ব্বশী শাপমুক্ত হইয়া স্বপুরে গমন করিলে বিবাদ-ভঞ্জন হয়।

যুধিষ্ঠির কপটদ্যূতে হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অপমান করায় এবং দুর্য্যোধন তাঁহাকে স্বীয় উরুদেশ প্রদর্শন করায়, বৃকোদর একের রুধিরপানের এবং অপরের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন। দ্যূতপণে বনবাসকালে ইনিও ভ্রাতৃগণসহ বনে গমন করেন, এবং সেই সময়মধ্যে রাক্ষস কির্ম্মীর, জটাসুর ও যক্ষ মণিমানকে বধ করেন, এবং বহু কুবেরানুচরকে বিধ্বস্ত করেন। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিবার চেষ্টায় ভীমের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে শাপগ্রস্ত অজগররূপী নহুষরাজকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীম তাঁহাকে শাপমুক্ত করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর ইনি বিরাটরাজভবনে বল্লভ নামে পরিচিত হইয়া সূপকার বেশে অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে রাজশ্যালক ও সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহার অবমাননা করিলে, ইনি নিশাকালে নাট্যশালায় কীচকের প্রাণবধ করেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা পাণ্ডবগণের আশ্রয়দাতা বিরাটরাজকে পরাভূত ও বন্দী করিলে ইনি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আশ্রয়দাতাকে মুক্ত করেন।

কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষীয় বহুসৈন্যের বিনাশ সাধন করেন। ইনি মহাবীর কর্ণকে বহুবার পরাস্ত করিয়া চতুর্দ্দশ ও সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধে ইঁহার নিকট পরাজিত হন। সপ্তদশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি দুঃশাসনের জীবনান্ত ও রুধির পান করিয়া এবং শেষ দিবসে দুর্য্যোধনের অপর ভ্রাতৃগণের নিধনানন্তর তাঁহার উরুভঙ্গ করিয়া আপনার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি পালন করেন। অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশ হত্যাকাণ্ডে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিহত হইলে, ইনি পাঞ্চালীর উত্তেজনায় কৃষ্ণার্জ্জুন সমভিব্যাহারে দ্রোণপুত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হন, এবং অর্জ্জুনসহ যুদ্ধে দ্রৌণি পরাভব স্বীকার ও স্বমস্তকস্থ সহজাত মণি প্রদান করিয়া বনগমন করিলে, যুধিষ্ঠিরকে সেই মণি অর্পণপূর্ব্বক দ্রৌপদীর প্রীতিসাধন করেন। হস্তিনায় পাণ্ডবরাজ্য স্থাপিত হইলে, ইনি ভ্রাতৃগণসহ তথায় কিছুকাল জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করেন। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর ইনি ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন; পরন্তু অতিরিক্ত ভোজন-[illegible] ও শারীরিক বলের জন্য আত্মশ্লাঘার পাপস্পর্শে সশরীরে স্বর্গারোহণে অসমর্থ হইয়া সুমেরুশিখরে নিপতিত হন।

ভীমা—১। ভয়ঙ্করী। ভীম দেখ। ভীম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; কশা। সং; স্ত্রী।

ভীমৈকাদশী—মাঘমাসের শুক্লা একাদশী। ভীম-নির্জ্জলা একাদশী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভীরু—১। ভয়কাতর, ভয়ার্ত্ত। বিণ। প্রা,ক। ২। ভয়শীল, ভীতস্বভাব, সহজেই যে ভয় পায় এরূপ। ভী (ভয় পাওয়া)+রু, কর্ত্তৃ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভীরু, ভীরূ।

ভীরুক—১। ভীরু, ভয়শীল, ভীতস্বভাব। ভী (ভয় পাওয়া)+রুক, ক্রুক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী—কা। ২। শৃগাল; [illegible]। সং; পু।

ভীরুতা—১। ভয়শীলা প্রকৃতি। কর্ম্মধা। স্ত্রী। ২। ভীরুপ্রকৃতিবিশিষ্ট, ভয়শীল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভীরুস্বভাবা।

[illegible]

ভীলুক—ভীরুক দেখ।

ভীষণ—১। ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভয়জনক; দারুণ; গাঢ়। ণিজন্ত ভী=ভীষি (ভয় দেখান)+অন কর্ত্তৃ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভীষণা। ২। ভয়ানক রস; বৃক্ষবিশেষ, হিন্তাল বৃক্ষ; কপোত। সং; পু।

ভীষা—ভীতিপ্রদর্শন, ভয় দেখান। ভীষি (ভয় দেখান)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ভীষিত—ভীতিপ্রদর্শিত, যাহাকে ভয় দেখান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ভী=ভীষি (ভয় দেখান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভীষ্ম—১। রাজর্ষি শান্তনুর পুত্র; শিব; রাক্ষস। ভী (ভয় পাওয়া)+মক্ অপা, নিপাতনে, ভী=ভয় যাহা হইতে এই বাক্যে উক্তরূপ প্রত্যয়ে "ভীম" ও "ভীষ্ম" দুইই হয়। ২। ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভীষণ। বিণ; ত্রি।

শান্তনুতনয় ভীষ্মের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এইরূপ:—

ইনি পূর্ব্বে অষ্টবসুর অন্তর্গত অষ্টম বসু ছিলেন। গঙ্গাদেবী যৎকালে শান্তনুরাজের ভার্য্যাত্ব স্বীকার করেন, তৎকালে রাজার দ্বারা অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছামত কার্য্য করিবেন, রাজা তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে পারিবেন না, যে দিন বাধা দিবেন, সেই দিনই গঙ্গাদেবী অন্তর্হিতা হইবেন। বশিষ্ঠের শাপে বসুগণ মর্ত্ত্যস্থ হইয়া একে একে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন, আর গঙ্গাদেবী সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে জলে ভাসাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্ত সন্তান বিনষ্ট হইলে, শেষবারের অষ্টম বসু জন্মিবামাত্র গঙ্গাদেবী সন্তানটিকে পূর্ব্বের ন্যায় জলে

ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলে, শান্তনু তাহা নিবারণ করিলেন। তখন গঙ্গাদেবী পূর্ব্বাঙ্গীকারানুসারে সন্তান ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গঙ্গার অন্তর্ধানে রাজর্ষি অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন; কিন্তু পুত্র মুখাবলোকনে কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন, এবং পুত্রের নাম দেবব্রত রাখিয়া অতি যত্ন সহকারে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সহিত গুণরাশির বৃদ্ধি দর্শনে রাজা পরম পুলক প্রাপ্ত হইলেন। দেবব্রত বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্রাদি এবং পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সর্ব্ব বিষয়েই পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তৎকালে ইঁহার ন্যায় বীর আর ছিল না। ইনি পিতার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে পিতার সন্তোষবর্দ্ধনে সচেষ্ট থাকিতেন।

একদা শান্তনু সত্যবতী নাম্নী এক পরম সুন্দরী ধীবররাজকন্যাকে দেখিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ করেন; কিন্তু পাছে সর্ব্বগুণান্বিত উপযুক্ত পুত্রের মনোভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। মহানুভব দেবব্রত কৌশলে রাজসচিববর্গের প্রমুখাৎ পিতার মনোবাসনা অবগত হইয়া দাসরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় পিতার নিমিত্ত তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। ধীবররাজ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের রাজ্যলাভের সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে পিতৃভক্ত মহাত্মা দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করিলেন,— "আমি কখনই রাজপদ গ্রহণ করিব না এবং দারপরিগ্রহ না করিয়া চিরকৌমার ব্রতানুষ্ঠান করিব।" ইহা শুনিয়া দাসরাজ সন্তুষ্টচিত্তে শান্তনুর সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। শান্তনু সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র দেবব্রতকে 'ইচ্ছামৃত্যু' বর প্রদান করিলেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালন জন্য দেবব্রত জগতে "ভীষ্ম" নামে পরিচিত হইলেন। অচিন্ত্যচরিত মহাত্মা ভীষ্ম পিতার প্রীত্যর্থ বিশাল সাম্রাজ্য ও যাবতীয় ঐহিক সুখ গাত্রমলের ন্যায় অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন।

পিতার মৃত্যু হইলে ভীষ্ম স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ না করিয়া সত্যবতীর গর্ভজাত বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি ভ্রাতাকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভ্রাতার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইয়া কাশীরাজদুহিতার স্বয়ংবর স্থান হইতে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী তাঁহার তিন কন্যাকে হরণ করিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। কন্যাহরণ উপলক্ষে শাল্বরাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে সমরে পরাস্ত করেন। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা পূর্ব্বেই শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন শুনিয়া ইনি তাঁহাকে শাল্বের নিকট প্রেরণ করিলেন। শাল্বকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া অম্বা পরশুরামের শরণাপন্না হইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুর আদেশেও ভীষ্ম অম্বাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, গুরুশিষ্যে ভয়ানক বিবাদ ও পরিশেষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ত্রয়োবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম শিষ্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর অম্বা বনগমনপূর্ব্বক ভীষ্মবধকল্পে তপস্যা করিয়া অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক জীবনবিসর্জ্জন করেন, এবং মহাদেবের বরে পরে দ্রুপদরাজের ঔরসে শিখণ্ডিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্ম বধের কারণ হন।

বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হইলে ইনি অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে লালন পালন করিলেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিলেন। পাণ্ডুরাজের পরলোক গমনে ইনি নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং কুরুপাণ্ডব বালকদিগের শিক্ষার্থ প্রথমে কৃপাচার্য্যকে ও পরে দ্রোণাচার্য্যকে গুরুরূপে নিযুক্ত করিলেন। বালকগণের শিক্ষার উন্নতি দর্শনে ইঁহার সুখের সীমা রহিল না। পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্য্যোধনের মনোভাব অবগত হইয়া ইনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে রাজার অধীন থাকাই ধর্ম্মানুমোদিত বিবেচনা করিয়া ইনি উপদেশদান ভিন্ন দুর্য্যোধনের সাধুবর্জ্জিত নিন্দনীয় দুষ্কর্ম্মের কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হইতেন না। ইনি আপনাকে রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। সেইজন্যই রাজসভায় দ্রৌপদীর অবমাননা ও পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্য্যোধনের অশেষ দৌরাত্ম্যের বাধা জন্মাইতে পারেন নাই। রাজা পিতৃতুল্য জ্ঞানে ইনি সদসৎ বিচার না করিয়া রাজাদেশ প্রতিপালন করিতেন। সেইজন্যই কুরুসৈন্যসহ উত্তর গোগৃহে গোধন হরণ করিতে যাইয়া ইনি অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হন।

কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সৎপরামর্শ দানে সমরে পতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। পাপমতি দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত না করিলে, ইনি কুরুকুল ধ্বংসের বিষয়ে নিশ্চিত হইলেন। পরন্তু সেই ঘোর বিপৎকালে আশ্রয়দাতা রাজাকে কাপুরুষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া রাজদ্রোহিতা করা অপেক্ষা বরং সমরে পাণ্ডবদিগের হস্তে জীবনবিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। অতঃপর ইনি কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দশ দিন ইনি ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ইঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, ইনি প্রতিদিন বিপক্ষের দশ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিবেন, এবং কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করাইবেন। মহাবীর অর্জ্জুনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইনি প্রত্যহ দশ সহস্র সৈন্যের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। তৃতীয় ও নবম দিবসে ইনি এতাদৃশ ভীষণ সমর করেন যে, কৃষ্ণ ইঁহার বিনাশার্থ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হন, কিন্তু অর্জ্জুন কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করেন। নিরস্ত্র পুরুষ বা স্ত্রীর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করা বীরধর্ম্মের অননুমোদিত, এজন্য ভীষ্মের নিয়ম ছিল যে, স্ত্রীরূপে জাত দ্রুপদরাজপুত্র শিখণ্ডীকে অস্ত্র প্রহার করিবেন না, বা তাহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন না। ভীষ্ম জীবিত থাকতে পাণ্ডবপক্ষের জয়াশা নাই দেখিয়া, কৃষ্ণের পরামর্শে দশম দিবসে অর্জ্জুন স্বীয় রথে শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শরাঘাতে মহারথী ভীষ্মকে রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন। ইচ্ছামৃত্যুর প্রভাবে দেবব্রত শরশয্যায় শয়ান রহিলেন, এবং পরে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে স্বেচ্ছায় তনুত্যাগ করিলেন।

কি শৌর্য্য, কি বীর্য্য, কি জ্ঞান, কি রাজনীতি, কি দৃঢ়তা, কি ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি যে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, ভীষ্মের ন্যায় মানব এ মহীমণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, সন্দেহ নাই। লোকে যেরূপ "ব্রহ্মা তৃপ্যতাং বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং" প্রভৃতি বাক্য সহকারে জলদান দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির তর্পণ করে, সেইরূপ "ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ" ইত্যাদি বলিয়া উদারচরিত মহাত্মা ভীষ্মেরও তর্পণ করিয়া থাকে।

ভীষ্মক—বিদর্ভাধিপতি, রুক্মিণীর পিতা। ভীষ্মের ন্যায় দীপ্তি পায় যে এই বাক্যে উপ; ভীষ্ম—কৈ+ড ক। সং; পুং।

ভীষ্মজননী—ভাগীরথী, গঙ্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভীষ্মপঞ্চক—কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী

হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচ তিথি; বক পঞ্চক; উক্ত তিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ভীষ্মসূ—ভীষ্মজননী, গঙ্গা। ভীষ্ম-সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

ভীষ্মাষ্টমী—মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী। ভীষ্ম পালিতা অষ্টমী, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভুঁজা—১। চাউল কলায় প্রভৃতি ভাজা, জল পান; ভাজা তরকারি। হিন্দী। সং। ২। ভোগ করা। ক, প্র। ক্রি।

ভুঁড়ি—স্থূলোদর, মোটা পেট। দেশজ। সং।

ভুঁতি—কাঁঠালাদি ফলের ভিতরের পরিত্যাজ্য অংশ; নাড়ীভুঁড়ি। প্রাদেশিক। সং।

ভুক, ভুখ—বুভুক্ষা, ক্ষুধা। প্রা, ক। সং।

ভুক্ত—১। ভক্ষিত, খাদিত; উপভুক্ত। ভুজ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ভুক্তি, ভোজন; ভোগ। ভুজ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ভুক্তন—প্রবিষ্ট, পূর্ণ, মিটমাট। দেশজ। বিণ।

ভুক্তভোগ—১। যে ভোগ করা বা ভোগ্য হইয়াছে। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। কৃত-ভোগ, যে ভোগ করিয়াছে। ভুক্ত হইয়াছে ভোগ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

ভুক্তভোগী (-ভোগিন্)—কৃতভোগ, যে আপনি ভোগ ভুগিয়াছে। ভুক্ত—ভুজ+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভুক্তভোগিনী।

ভুক্তাবশেষ—ভোজনের অবশিষ্ট অংশ, আহারের পর যাহা পড়িয়া থাকে, উচ্ছিষ্ট, পাতের এঁটো। ৬তৎ। সং; পু।

ভুক্তি—ভোজন, ভক্ষণ; ভোগ। ভুজ (ভোজন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ভুখ—ভুক দেখ। [বিণ। প্রা, ক।

ভুখলি—ক্ষুধার্ত্ত, অনশনক্লিষ্ট; কৃশ, দুর্ব্বল।

ভুখা—ক্ষুধার্ত্ত। হিন্দী। বিণ।

ভুগনি, ভোগন—ক্লেশভোগ। দেশজ। সং।

ভুগা—ভোগ করা, ক্লেশ পাওয়া, দুঃখ সহা। দেশজ। ক্রি।

ভুগ্ন—কুব্জীকৃত, রুগ্ন; বক্র; নত। ভুগ্ন (বক্র হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভুগ্না।

ভুজং—সেবা; মন্ত্রণা। দেশজ। সং।

ভুজ—১। বাহু; ত্রিকোণাদি ক্ষেত্রের সীমাসূচক রেখা। ভুজ+ক ক। সং; পু। ২। ভর্জ্জন, ভাজা। হিন্দী। সং।

ভুজাই—ভোগ করে। প্রা, ক। ক্রি।

ভুজগ—ফণী, সর্প; বিড়্গ, লম্পট; ধূর্ত্ত। ভুজ্ (বক্র হওয়া)+অল্ ভা—ভুজ; ভুজ (কৌটিল্য) দ্বারা গমন করে যে এই বাক্যে উপ। ভুজ-গম্+ড ক। সং; পু।

ভুজগশিশুভৃতা—নবাক্ষর ছন্দোবিশেষ। স্ত্রী।

ভুজগান্তক, ভুজগাশন—গরুড়; ময়ূর। ভুজ-গের (সর্পের) অন্তক (নাশক) বা অশন (ভক্ষক), ৬তৎ। সং, পু। [সং, স্ত্রী।

ভুজগী—সর্পী। ভুজগ দেখ। ভুজগ+ঙীপ্।

ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম—সর্প; বিড়্গ; জার; লম্পট; ধূর্ত্ত, বিট। ভুজগ দেখ। ভুজ-গম্ (যাওয়া)+খ ক। সং; পু। [দেখ। সং; স্ত্রী।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ

ভুজঙ্গভুক্ (-ভুজ্)—সর্পভোজী, গরুড়; ময়ূর। ভুজঙ্গ-ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু বা স্ত্রী।

ভুজঙ্গম—ভুজঙ্গ দেখ। [সং; স্ত্রী।

ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত—ষড়্‌বিংশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

ভুজঙ্গসঙ্গতা—নবাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ভুজঙ্গী—সর্পী। ভুজঙ্গ দেখ। ভুজঙ্গ+ঙীপ্। সং; স্ত্রী। [আলিঙ্গন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভুজবন্ধন—বাহু দ্বারা বন্ধন, বাহু দিয়া বেষ্টন;

ভুজবল—বাহুবল, বাহুর শক্তি, ক্ষমতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভুজমধ্য—ভুজান্তর, ক্রোড়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভুজলতা—বাহুরূপ লতা; লতা সদৃশ সুন্দর ও কোমল বাহু। রূপক বা উপমিত। স্ত্রী।

ভুজশিরঃ (-শিরস্)—স্কন্ধদেশ, কাঁধ। ভুজের (বাহুর) শিরঃ (মস্তক), ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভুজা—১। বাহু; ত্রিকোণাদি ক্ষেত্রের পার্শ্ব-রেখা। ভুজ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। ভাজা জলপান বা তরকারি। হিন্দী-মূলক। সং।

ভুজাকণ্ট—নখর, হাতের নখ। ভুজার (হস্তের) কণ্ট (কণ্টক), ৬তৎ। সং; পু।

ভুজাদল—হস্ত, হাত। ভুজা (বাহুই) দল (পত্র), কর্ম্মধা। সং; পু।

ভুজান্তর—বক্ষঃস্থল, বুক। ভুজা বা ভুজদ্বয়ের অন্তর (মধ্যবর্ত্তী স্থল), ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভুজালী—নেপাল দেশের বাঁকা কাটারীবিশেষ। দেশজ। সং।

ভুজিষ্য—দাস, ভৃত্য; হস্তসূত্র; রোগ; স্বতন্ত্র। ভুজ (ভোজন করা, ইত্যাদি)+কিষ্যন্ ক। সং; পু। [আপ্। সং; স্ত্রী।

ভুজিষ্যা—দাসী; গণিকা, বেশ্যা। ভুজিষ্য+

ভুজোপরি—বাহুর উপর। ৬তৎ। বা।

ভুঞ্জা—ভোগ করা; যাপন করা, ক্ষেপণ করা, কাটান। ক, প্র। ক্রি।

ভুঞ্জান—ভোগকারক। ভুজ (ভোজন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভুঞ্জানা।

ভুটান—হিমালয় পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, পর্ব্বতমণ্ডিত, মনোরমদৃশ্য, একটি স্বাধীন রাজ্য। এখানে হস্তীর সংখ্যা এত অধিক যে, সময়ে সময়ে পথিককে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। কস্তুরীমৃগ এবং কুকুরের ন্যায় রবকারী মৃগ এখানে অনেক দৃষ্ট হয়। ভুটানবাসীরা ভুটিয়া নামে অভিহিত। ইহারা পরিশ্রমী এবং কৃষিপরায়ণ। চং এবং মারুয়া নামক মদ্য ইহারা পান করিয়া থাকে। ইহারা কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহে বাস করে। ইহারা নামতঃ বৌদ্ধ, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রেতোপাসক। ইহারা শিকারে বিমুখ। ইহাদের ধারণা এই যে, বন্দুক ছুড়িলে দেবতা অসন্তুষ্ট হন এবং অজস্র বৃষ্টিপাত হয়। ভুটানরাজ্য দুইজন প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত—ধর্ম্মরাজ ও দেবরাজ। ধর্ম্মরাজ আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রভু, দেবরাজ পার্থিব বিষয়ে প্রভু। একজন ধর্ম্মরাজের দেহত্যাগ ঘটিলে, তিনি দুই এক বৎসর মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত বংশে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন—ভুটিয়াগণের এইরূপ বিশ্বাস। যে শিশু পূর্ব্বগামী ধর্ম্মরাজের তৈজসাদি চিনিতে সমর্থ হয়, সেই শিশুটি ধর্ম্মরাজ বলিয়া গৃহীত হইয়া শিক্ষার্থে মঠে প্রেরিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তিনি পূর্ণভাবে ধর্ম্মরাজের পদ গ্রহণ করেন। ধর্ম্মরাজ দেবতার অবতার বলিয়া পূজিত। দেবরাজ মন্ত্রিসমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। কার্য্যতঃ কিন্তু পূর্ব্ব বা পশ্চিম ভুটানের শাসনকর্ত্তা—যিনি যখন প্রবল থাকেন—তিনিই দেবরাজ নির্ব্বাচন করেন। খৃষ্টীয় ১৮৮৭-৮৮ অব্দে দুইজন ভারতীয় পর্য্যটক আবিষ্ক্রিয়া অভিপ্রায়ে ভুটানরাজ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। "ভুটিয়া পনি" নামধেয় ক্ষুদ্রজাতি ঘোটক বলিষ্ঠতা এবং সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ভুটানে ইহা "টাঙ্গন" নামে অভিহিত। যে পর্ব্বতসমষ্টি লইয়া ভুটান রাজ্য গঠিত, তাহার নাম "টাঙ্গস্থান"; এই নাম হইতে "টাঙ্গন" আখ্যা উৎপন্ন। শীতকালে ভুটান রাজগণ পুণাখ নামক স্থানে বাস করেন; অন্য সময়ে টাসিসুদন (Tasisudon) নামক রাজধানীতে অবস্থান করেন।

ভুটান পূর্ব্বে টেফু (Tephu) নামধেয় জাতির অধিকারে ছিল। এই জাতি কুচবিহারবাসী বলিয়া অনুমিত। খৃষ্টীয় ১৬৭০ অব্দে কতকগুলি তিব্বতদেশবাসী সৈনিকপুরুষ টেফুগণকে পরাভূত করিয়া ভুটানে বাসস্থাপন করে। ১৭৭২ খৃঃ ইংরাজের সহিত ভুটানের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই বৎসরে ভুটিয়াগণ কুচবিহার আক্রমণ করিলে, কুচবিহার-রাজের প্রার্থনায় ইংরাজসৈন্য শত্রুগণকে বিতাড়িত করিয়া ভুটানে তাহাদের অনুসরণ করে। তিব্বতের তেশু লামার (Teshu Lama) মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৭৮৩ খ্রীঃ বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন অভিপ্রায়ে ইংরাজ কাপ্তেন টর্ণারকে ভুটানে প্রেরণ করেন; কিন্তু অভিপ্রায় সফল হয় নাই। ১৮২৬ খ্রীঃ ইংরাজ আসাম অধিকার করিয়া জানিতে

পারেন যে, ভুটানরাজ বলপূর্ব্বক "দুয়ার" অভিহিত কতকগুলি পর্ব্বত-নিম্নস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই স্থানগুলির জন্য ভুটানরাজ সামান্য কর দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ইংরাজ স্থানগুলি কাড়িয়া লন এবং তৎ-পরিবর্ত্তে বার্ষিক ১০০০ পাউণ্ড ভুটানরাজকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। ইহার পর হইতেই ভুটিয়াগণ ইংরাজাধিকৃত স্থানে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ উৎপাত করিতে থাকে, এবং প্রজা হত্যা করিতে বা ধৃত করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতে থাকে। এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিতে ১৮৬৩ খৃঃ ইডেন সাহেব (যিনি উত্তরকালে বঙ্গের ছোটলাট-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন) ভুটানরাজ সমীপে প্রেরিত হন। সাহেব সেখানে যারপরনাই লাঞ্ছিত হইয়া একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। সন্ধিপত্রের মর্ম্ম এই যে, বিবাদের বিষয়ীভূত স্থানগুলি ইংরাজ ভুটানরাজকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং তাঁহার অন্যান্য প্রার্থনাও মঞ্জুর করিলেন ইডেন সাহেব প্রত্যাগমন করিলে, তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল স্যর জন লরেন্স ভুটানরাজের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ভুটানে নীত ইংরাজ প্রজাগণকে ফিরাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। অনুরোধ অগ্রাহ্য হওয়ায় ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ১৮৬০ খৃঃ ১০ই নভেম্বর এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া ১১টি পশ্চিম বা বঙ্গ "দুয়ার" দখল করিয়া লইলেন। সে সময়ে ভুটানরাজ কোন বাধা প্রদান করিলেন না, কিন্তু ১৮৬৫ খৃঃ জানুয়ারী মাসে ভুটিয়াগণ দেওয়ানগিরি নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যের উপর হঠাৎ আসিয়া নিপতিত হয়। ইংরাজ সৈন্য হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তাহার পরে ভুটিয়াগণ পরাভূত হইয়া সন্ধিস্থাপন করে। ১৮৬৫ খৃঃ ১১ই নভেম্বর যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তদনুসারে ভুটানরাজ ইংরাজকে বঙ্গ ও আসাম প্রদেশস্থ সমস্ত (আঠারটি) "দুয়ার" এবং অন্যান্য ইংরাজাধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দেন এবং ভুটানে প্রেরিত ইংরাজ-প্রজাগণকে প্রত্যর্পণ করেন। এই দুয়ারগুলি ভুটানের রাজস্বের প্রধান আকর ছিল; সেইজন্য ইংরাজ দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজের ব্যয় সংকুলনার্থে বার্ষিক ২৫০০ পাউণ্ড দিতে প্রতিশ্রুত হন। কথা থাকে যে, ইংরাজের প্রতিকূলতাচরণ করিলে এ বৃত্তি বন্ধ করা হইবে এবং অনুকূলাচরণ করিলে কালে এই বৃত্তি দ্বিগুণিত হইবে। সেই সময় হইতে ভুটানরাজ এবং ইংরাজরাজ মধ্যে সন্তোষজনক সম্বন্ধ চলিতেছে। ১৯০৪ খৃঃ তিব্বতের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ভুটানরাজ ইংরাজের সহিত বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। অধুনা ভুটানরাজ ইংরাজের নিকট বার্ষিক ৩৩৩৩ পাউণ্ড বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

ভুটি, ভুটী—একপ্রকার ঝাঁজাল গাছ তামাক; ভুটান দেশজাত কম্বল বা স্থূল বস্ত্র। প্রাদেশিক। সং।

ভুট্টা—শস্যবিশেষ, জনার, মকাই। হিন্দী। সং।

ভুণি, ভুনি—১। ভর্জ্জিত, ভাজা; নীরস, শক্ত। হিন্দী। বিণ। ২। একপ্রকার পশমী কাপড়। প্রা, ক। সং।

ভুর—জাঁক, জারি, প্রকৃত ব্যাপার; সম্ভ্রম; ভ্রম, ভুল। দেশজ। সং। ক, প্র।

ভুরা গুড়ের গাদ (খাদ) কাটাইয়া প্রস্তুত আপাণ্ডুর চিনিবিশেষ। দেশজ। সং।

ভুরু, ভুরূ—ভ্রু বা ভ্রূ শব্দের অপভ্রংশ।

ভুল—১। ভ্রম, ভ্রান্তি, প্রমাদ, বিস্মৃতি। সং। ২। বিস্মৃত হও। দেশজ। ক্রি। ৩ ভুলিল; ভুলে। প্র, ক। ক্রি।

ভুলা—১। দিগ্‌ভ্রম, পথভ্রান্তি। সং। ২। ভুল করা, ভ্রমে পতিত হওয়া, বিস্মৃত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

ভুলান—ভুল করান, ভ্রমে পাতিত করা; বিস্মৃত করান, বিস্মৃতি জন্মান, ফুসলান; তোষামোদ করা। দেশজ। ক্রি।

ভুলো—দিগ্‌ভ্রম, পথভ্রম। প্রাদেশিক। সং।

ভুবঃ (ভুবস্)—সপ্ত স্বর্গের দ্বিতীয় লোক, আকাশ। ভূ (হওয়া) + অসুক্ ক। ব্য।

ভুবন—জগৎ; সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দ্দশ; জল; আকাশ। ভূ (হওয়া) + কন ক। সং; ক্লী।

ভুবনগৌরব—জগতের গৌরবস্বরূপ, জগন্মান্য। ৬তৎ। বিণ বা সং; ক্লী।

ভুবনজয়ী (-জয়িন্)—জগজ্জয়ী, ত্রিলোকজয়কারী। ভুবন শব্দ—জি (জয় করা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভুবনজয়িনী।

ভুবনতিলক—ত্রিভুবনের তিলকস্বরূপ, জগতের শিরোমণি। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

ভুবনপালক—জগৎরক্ষক, ত্রিলোক প্রতিপালক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভুবনপাবন—ত্রিভুবন পবিত্রকারী, জগতের পাপনাশক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভুবনপাবনী।

ভুবনময়—১। জগদ্ব্যাপী, সকল লোকে ব্যাপ্ত। ভুবন+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভুবনময়ী। ২। সংসার ব্যাপিয়া বা জুড়িয়া, জগতের সর্ব্বত্র। ক্রি-বিণ।

ভুবনমোহন—ত্রিলোকমুগ্ধকারী, ত্রিভুবনের মনোহর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভুবনমোহন দাশ—১৮৪৪ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সমাজের যে সকল অগ্রণী ব্যক্তি বঙ্গদেশে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশ-প্রীতির উদ্দীপনার্থ অকাতরে পরিশ্রম করেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইনি একসময়ে সুলেখক বলিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন", "বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন" প্রভৃতির সম্পাদক ছিলেন। শেষ বয়সে ইনি পুরুলিয়ায় বাস করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠেই কালাতিপাত করিতেন। হিন্দুদিগের প্রতি ইঁহার সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইত। ১৯১৪ খ্রীঃ ১৩ জুলাই ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। ইঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ বিশ্ববিশ্রুত স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন দাশ। কনিষ্ঠ প্রফুল্লরঞ্জন দাশ।

ভুবনমোহন রায় চৌধুরী—১২৩০ সালের ২২শে আষাঢ় খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বঙ্গজ কায়স্থ বংশে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম তারকচন্দ্র রায় চৌধুরী; মাতার নাম ভগবতী দাসী। ভুবনমোহন ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। মিশনারীদের স্কুল ছাড়িয়া ইনি ঘরে বসিয়া পারসী ও উর্দ্দু শিক্ষা করেন। ১২৪৭ সালে মাত্র ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন। ইহার কিছুদিন পরে ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। হেম বাবু ইঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া ভুবনমোহন সাহিত্যের আস্বাদ পাইলেন। ১২৫০ সালে কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তদানীন্তন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কথক তাঁহাদের ভবানীপুরের বাটীতে কথকতা করেন। এই কথকতা শুনিয়া ভুবনমোহনের সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা শ্লোক রচনা করিবার ইচ্ছা হয়; এই ইচ্ছার ফলে তাঁহার "ছন্দঃকুসুম" ও "পাণ্ডবচরিত" নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বকীয় 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রে উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। লালমোহন বিদ্যানিধি স্বীয় 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আপনার 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা' গ্রন্থে ছন্দঃকুসুম হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ছন্দঃকুসুমে লেখক ১৮৩ প্রকার সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন ছন্দঃকুসুমে কতকগুলি পারসী ছন্দেরও বাঙ্গালায় উদাহরণ ও বাঙ্গালা নাম দেওয়া হইয়াছে। লেখকের পাণ্ডবচরিত সংস্কৃত কাব্যের ন্যায় কতিপয় সর্গে বিভক্ত, এবং প্রতি সর্গে নূতন নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৩০১ সালের আশ্বিনমাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ভুবনমোহিনী—বিশ্ববিমোহিনী, জগৎমুগ্ধকারিণী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

ভুবনবিখ্যাত—জগদ্বিখ্যাত, তিনলোকে প্রসিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভুবনবিজয়ী (— জয়িন্)—ত্রিলোকজয়কারী। ভুবন—বি জি (জয় করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —জয়িনী।

ভুবনব্যাপী (—ব্যাপিন্)—ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, তিন লোকে ব্যাপ্তিশীল। ভুবন -বি—আপ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ব্যাপিনী।

ভুবনেশ্বর—১। ত্রিলোকপতি। ভুবনের ঈশ্বর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শিবলিঙ্গবিশেষ; তীর্থস্থানবিশেষ। সং; পু।

উড়িষ্যা প্রদেশে ভুবনেশ্বর তীর্থ অবস্থিত; এখানকার ভুবনেশ্বরের সুপ্রাচীন কারুকার্য্য-খচিত ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ মন্দির জগ দ্বিখ্যাত। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, পর্বতগাত্র ক্ষোদিত করিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরে ভুবনেশ্বরের প্রস্তরময় মূর্ত্তি অবস্থিত। এই প্রস্তরের অর্দ্ধাংশ শ্বেত ও অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণ। পাণ্ডারা বলে, ইহা হরিহর মূর্ত্তির সমাবেশ। জগন্নাথের ন্যায় এখানেও নিত্য নিয়মিত ভোগ হইয়া থাকে। পুরীযাত্রীরা ভুবনেশ্বরে নামিয়া এই স্থান দর্শন করিতে যায়। প্রসিদ্ধ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে দেবীবিশেষ; দুর্গা। ভুবনের ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভুবর্লোক—সপ্তস্বর্গের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক, আকাশ। ভুবঃ যে লোক, কর্ম্মধা। সং।

ভুয়া, ভুয়ো—শূন্যগর্ভ, অসার, অকিঞ্চিৎকর, বৃথা, মিথ্যা। দেশজ। বিণ। [সং; পু।

ভূশণ্ডি—এক ত্রিকালজ্ঞ অমর কাক।

ভুষা, ভুসা—ধূমের বা প্রদীপের কালী; দগ্ধ-তণ্ডুল চূর্ণ। প্রা, ক। সং।

ভুসি—গমের বা কলাইয়ের কুঁড়া। দেশজ। সং।

ভুসিমাল—অসার দ্রব্য; চাউল দাইল যাহাতে ভুসি থাকে। দেশজ। সং। [সং।

ভুস্থণ্ডি—নিক্ষেপণীয় যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। দেশজ।

ভূ—ভূমি; পৃথিবী; স্থান। ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

ভূঃ (ভূস্)—সপ্তস্বর্গের প্রথমটি, পৃথিবী। ভূ (হওয়া)+সুক্ ক। অ।

ভুঁই—ভূমি, ক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র। দেশজ। সং।

ভুঁইয়া, ভুঁঞা—ভূস্বামী, আধুনিক জমিদার। প্রাদেশিক।

ভুঁইফোড়—অকস্মাৎ আবির্ভূত, যেন ভূমি-তল হইতে উদ্ভূত। দেশজ। বিণ।

ভুঁইমালী—জাতিবিশেষ। প্রাদেশিক। সং।

ভূক—১। গর্ত্ত, রন্ধ্র, ছিদ্র, কাল। ভূ+কক্ ক। সং; স্ত্রী। ২। অন্ধকার। সং; পু।

ভূকম্প, ভূকম্পন—ভূমিকম্প, পৃথিবীর কম্পন। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

ভূকশ্যপ—বসুদেব, কৃষ্ণের জনক। ভূতে কশ্যপ-প্রায়, ৭তৎ। সং; পু।

ভূকেশ—শৈবাল; বটবৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

ভূকেশী—রাক্ষসী। ভূক (অন্ধকার)—ঈশ (প্রভুত্ব করা) + অন্ ক + আপ। সং; স্ত্রী।

ভূকৈলাস—কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে খিদিরপুরের সন্নিহিত একটি স্থান; এখানকার হিন্দু রাজবংশ বিখ্যাত। সং।

ভূখন—ভূষণ, আভরণ। প্রা, ক। সং।

ভূগর—বিষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভূগর্ভ—১। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ। ৬তৎ। ২। কবি ভবভূতি। ভূ হইয়াছে গর্ভ (উদ্ভব) যাহার, বহু। সং; পু।

ভূগর্ভস্থ—পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত। ভূগর্ভ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ভূগোল—ভূমণ্ডল, মহীমণ্ডল, পৃথিবী। ভূর গোল, ৬তৎ, অথবা গোলাকার ভূ, কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূগোলক—১। ভূমণ্ডল। ভূগোল+ক, স্বার্থে। ২। পৃথিবীর দারুময় বর্ত্তুলাকার প্রতিরূপ। ভূসূচক গোলক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ভূগোলবিদ্যা, ভূগোলশাস্ত্র—যে শাস্ত্র দ্বারা জলস্থলময় ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বিবরণ জানিতে পারা যায় (Geography)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ভূচর—স্থলচর; ভূপৃষ্ঠবাসী। ভূ শব্দ—চর্ +ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভূচরী।

ভূচিত্র—ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপ, সমগ্র পৃথিবীর বা স্থলবিশেষের মানচিত্র (Map)। ৬তৎ। সং; পু।

ভূচ্ছায়া—অন্ধকার। এই ছায়া সম্মুখবর্ত্তী চন্দ্রের উপর পতিত হইলেই গ্রহণ হয়, ইহা জ্যোতিষ ও পুরাণের মত। ভূর (পৃথিবীর) ছায়া (ছায়াকর), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূঞা—ভৌমিক, ভূস্বামী; সামন্ত। প্রাদেশিক।

ভূঞা-রাজা—সামন্ত নরপতি। সং। প্রা, ক।

ভূত—১। হইয়াছে এরূপ; উৎপন্ন; অতীত; লব্ধ; জাত; সত্য; উচিত; উপমিত; তুল্য। ভূ (হওয়া ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভূতা। ২। দেবযোনি-বিশেষ; শিবের অনুচর। সং; পু। ৩। ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ও ব্যোম (আকাশ),—এই পঞ্চ; জন্তু; পিশাচ; সং। তত্ত্বানুসন্ধান। সং; ক্লী।

ভূতকাল—অতীতকাল; গত সময়। কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূতকেশ—তৃণবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

ভূতকেশী—ভূতকেশ তৃণ; শেফালিকা। ভূত-কেশ+ঈপ। সং; স্ত্রী।

ভূতগুণ—আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়। ৬তৎ। সং।

ভূতচতুর্দ্দশী—কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। ভূতোপাসিতা চতুর্দ্দশী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভূতুড়ে, ভুতুড়ে—ভূতকৃত; যে ভূত সাহায্যে চিকিৎসা করে, দেহে প্রবিষ্ট ভূত ছাড়াইবার ওঝা। দেশজ। বিণ বা সং।

ভূতত্ত্ব—পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের ব্যাপার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভূতত্ত্ববিদ্যা—পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত পদার্থসমূহের স্বরূপনির্ণায়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্র পাঠ করিলে ভূগর্ভস্থ পদার্থসমূহের বিষয় জানা যায় (Geology)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভূতধাত্রী—ধরিত্রী, পৃথিবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূতনাথ, ভূতপতি—শিব। ৬তৎ। সং; পু।

ভূতনায়িকা—দুর্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূতপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। ভূতপ্রিয় যে পক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূতপতি—ভূতনাথ দেখ।

ভূতপূর্ণিমা—কোজাগর পূর্ণিমা। ভূতপ্রিয়া পূর্ণিমা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভূতপূর্ব্ব—যে বা যাহা পূর্ব্বে ছিল এরূপ (Late); পূর্ব্ববর্ত্তী; আগেকার। পূর্ব্বে ভূত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভূতপূর্ব্বা।

ভূতভর্ত্তা (—ভর্ত্তৃ)—শিব। ৬তৎ। সং; পু।

ভূতভাবন—সৃষ্টিকর্ত্তা; বটুকভৈরব। ভূতশব্দ—ভাবি (হওয়ান) + অন ক। সং; পু।

ভূতযজ্ঞ—জীবজন্তুদিগকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান, ইহা গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্তব্য পঞ্চ যজ্ঞের অন্তর্গত [পঞ্চযজ্ঞ দেখ]। ভূতোদ্দেশক যে যজ্ঞ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূতল—পাতাল; ক্ষিতিতল, ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভূতলশায়ী (—শায়িন্)—ভূপৃষ্ঠে শয়নকারী, ধরাপৃষ্ঠে পতিত। ভূতল—শী (শয়ন করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —শায়িনী।

ভূতলস্থ, ভূতলস্থিত—ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত; ভূগর্ভে স্থিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভূতশুদ্ধি—পূজাদি কার্য্যে মন্ত্র দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূতের শোধন; তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র মতে অনুযাগ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূতসংপ্লব—প্রলয়। ভূতের (জীবের) সংপ্লব (নাশ)। ৬তৎ। সং; পু।

ভূতসঞ্চার—ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূতসঞ্চারী (—রিন্)—দাবাগ্নি,বনানল। ভূত—সম্—চর+ণিন্ ক। সং ; পু।

ভূতসর্গ—ভূতসৃষ্টি, জীবসৃষ্টি। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূতাত্মা (—ত্মন্)—ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; মহেশ্বর ; দেহ ; পরব্রহ্ম ; যুদ্ধ। ভূত হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। সং ; পু।

ভূতাবাস—বিষ্ণু ; শরীর ; বিভীতক বৃক্ষ। ভূতের আবাস, ৬তৎ। সং ; পু।

ভূতাবিষ্ট—ভূতগ্রস্ত, ভূতাশ্রিত। ভূত দ্বারা আবিষ্ট, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভূতাবিষ্টা।

ভূতাবেশ—দেহে ভূতের সঞ্চার, ভূতে পাওয়া। ভূতের আবেশ, ৬তৎ। সং ; পু।

ভূতি—১। উৎপত্তি ; অভ্যুদয় ; সিদ্ধি ; উৎকর্ষ ; উন্নতি। ভূ (হওয়া, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। ২। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য ; মহিমা ; ভস্ম ; সম্পত্তি ; মাতঙ্গের সিন্দূরাদি সজ্জা ; বৈশ্যের উপাধি। ভূ+ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী।

ভূতিগর্ভ—কবি ভবভূতি। ভূতি (সিদ্ধি) গর্ভে (উদরে) যাহার, বহু। সং ; পু।

ভূতুড়ে—ভূতড়ে দেখ।

ভূতেশ—মহাদেব। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূদার—শূকর। ভূ শব্দ—দৃ (বিদারণ করা) +ণ্ ক। সং ; পু।

ভূদেব—ব্রাহ্মণ। ভূতে (পৃথিবীতে) দেব (দেবতাস্বরূপ), ৭তৎ। সং ; পু।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ একজন বিখ্যাত শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ছিলেন। ভূদেব প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ও পরে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। পাঠদ্দশায় ইনি উৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে গণ্য ছিলেন, এবং প্রতিবর্ষে নানারূপ পুরস্কার ও বৃত্তি পাইতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। মধুসূদন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন ; ভূদেবেরও মতিগতি কতকটা সেইদিকে নত হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পরে একদিন কৌশলক্রমে পিতা পুত্রকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, যে ভক্ষ্য বা পানীয় পিতার সাক্ষাতে ভক্ষণ বা পান করিতে পারা যায় না, এরূপ বস্তু ভূদেব জন্মাবচ্ছিন্নে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। ভূদেব উত্তরকালে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ভূদেব স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে বঙ্গীয় বালকদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং অবিরত পরিশ্রম করিয়াও দেশের লোকের উৎসাহ ও যত্নের অভাবে এবং অর্থাভাবে কয়েক বৎসর পরে ইঁহাকে সেই মহদুদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর ইনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্টের স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, এবং নিজের অসাধারণ পরিশ্রম, কার্য্যপটুতা, বুদ্ধিমত্তা, ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া ১৮৬৯ খৃঃ অতিরিক্ত বিদ্যালয়-পরিদর্শকের (Additional Inspector of schools) পদ প্রাপ্ত হন। এক সময়ে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার নিকট এদেশের শিক্ষার অবস্থা-সম্বন্ধে এক রিপোর্ট তলব করেন। সে সম্বন্ধে ইনি এমন সারবান্ উৎকৃষ্ট রিপোর্ট প্রদান করেন যে, তেমন রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে আর নাই। এই বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য্যে ইনি বিহার অঞ্চলে যাইয়া সেখানকার শিক্ষাপ্রণালীরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। এইরূপে অতিশয় দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ইনি কয়েক বৎসর পরেই ইন্স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিনের জন্য অস্থায়িভাবে ইনি Director of Public Instruction Bengal পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ইনি প্রশংসার সহিত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ ইনি সি, আই, ই, (C. I. E.) উপাধি পাইয়াছিলেন, এবং ১৮৮২ খৃঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যপদে আসীন থাকেন। ইনি বঙ্গভাষায় অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন ; যথা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব (জ্যামিতি), ইংলণ্ডের ইতিহাস, পুরাবৃত্তসার, রোমের ইতিহাস ইত্যাদি। "শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ। "পুষ্পাঞ্জলি" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি স্বদেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর ইনি "আচার প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ", ও "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। এই তিন গ্রন্থে ইঁহার আর্য্যশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য, শ্রদ্ধা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত তিনখানি পুস্তকের প্রত্যেক বাক্যই যেন ঋষিগণের সূত্র। ভূদেবের প্রত্যেক কার্য্যেই তদীয় মনীষিতা, চরিত্রবত্তা, ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতির সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। ঈদৃশ মহাপ্রাণ পুরুষরত্ন ভারতবর্ষে এক্ষণে বিরল। ইনি দীর্ঘকাল অতিশয় যোগ্যতার সহিত "এডুকেশন গেজেট" পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সরকার ইঁহার সম্পাদনভার ত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্ট ভূদেবের হস্তে ইহা অর্পণ করেন।

পরন্তু ভূদেবের সর্ব্বোপরি অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহার নিঃস্বার্থ দানশীলতা। সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চাকল্পে ইনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করেন, এবং তাহার সুপরিচালন জন্য পিতার নামে "বিশ্বনাথ ট্রষ্ট্ ফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড গঠন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা এডুকেশন গেজেট পত্রের আয়ও এই ফণ্ডে উৎসর্গীকৃত। তদ্ভিন্ন ইনি নিজ বাসস্থল চুঁচুড়াতে পিতার নামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" নামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় এবং মাতার নামে "ব্রহ্মময়ী ভেষজ্যালয়" নামে একটি দাতব্য দেশীয় বৈদ্যক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৪ খৃঃ ১৬ই মে ইঁহার পরলোক গমন ঘটে।

ভূধন—ভূপতি, রাজা। ভূ (পৃথিবী) ধন যাহার, বহু। সং ; পু।

ভূধর—গিরি, পর্ব্বত ; অনন্তদেব ; যন্ত্রবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; পু।

ভূধ—পর্ব্বত। ভূ—ধৃ (ধারণ করা)+ক ক।

ভূপ—নৃপতি, রাজা। ভূ (পৃথিবী)—পা (পালন করা)+ড ক। সং ; পু।

ভূপতি—ধরণীশ্বর, রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূপতিত—ভূপৃষ্ঠে পতিত, যে ভূমিতে পড়িয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভূপদ—বৃক্ষ। ভূতে পদ যাহার, বহু। সং ; পু।

ভূপাতিত—ভূপৃষ্ঠে পাতিত, যাহাকে ভূমিতে ফেলা হইয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভূপাল—মহীপাল, রাজা। ভূর (পৃথিবীর) পাল (পালনকর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পু।

ভূপাল (বা ভোপাল)—মালবপ্রদেশে অবস্থিত একটি করদরাজ্য। সংস্কৃত শব্দানুযায়ী করিয়া আমরা স্থানটাকে "ভূপাল" বলি ; কিন্তু মুসলমানগণ ইহাকে "ভোপাল" বলিয়া লেখে ও উচ্চারণ করে। করদ মুসলমান রাজ্যসমূহমধ্যে হায়দ্রাবাদ সর্ব্বপ্রথম ; ভূপাল দ্বিতীয়। মুসলমান রাজ্য হইলেও, ভূপালে হিন্দু প্রজার সংখ্যা মুসলমান প্রজাসংখ্যার প্রায় অষ্টগুণ অধিক। ভূপাল-রাজবংশ আফগান "মিরাজাইফেল", জাতীয়। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দোস্ত মহম্মদ মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন সম্রাটের মৃত্যুর পরে, দোস্ত মহম্মদ ভূপাল ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন (১৭২৩ খৃষ্টাব্দ)। ভূপালের নবাবগণ সর্ব্বসময়েই ইংরাজের অনুকূলাচরণ করিয়া

আসিতেছিলেন। ১৮১৮ খৃঃ ইংরাজের সহিত নবাব সন্ধিস্থাপন করিয়া আপন রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপরি প্রতিষ্ঠিত করেন। অত্যল্পকাল পরে নবাব একটি বালকের অসাবধানতা হেতু পিস্তলের গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসন গ্রহণের ন্যায্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন, এবং তাঁহার সহিত মৃত নবাবের শিশুকন্যা সিকন্দর বেগমের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। কিন্তু তিনি স্বীয় ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদের অনুকূলে সিংহাসন এবং নবাবকন্যার পাণিগ্রহণের দাবী ত্যাগ করেন। মৃত নবাবের পত্নী কুদ্‌সিয়া বেগম নিজ হস্তে রাজ্যশাসন করিবার বাসনায় জাহাঙ্গীর মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করেন। অনেক দিন যাবৎ বিবাদ বিসংবাদ চলিবার পরে, ইংরাজের মধ্যস্থতায় জাহাঙ্গীর মহম্মদ ১৮৩৭ খ্রীঃ নবাব পদে পুনরধিষ্ঠিত হন। ১৮৪৪ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে,তাঁহার পত্নী সিকন্দর বেগম শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভূপাল রাজ্য বেগম কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সিকন্দর বেগম কার্যদক্ষতায় সম্যক্ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া এবং সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে ইংরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ১৮৬৮ খৃঃ লোকান্তরিত হন। ইঁহার কন্যা সাহজাহান বেগম ভূপালরাজ্যভার গ্রহণ করিয়া মাতার ন্যায় যশস্বিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম স্বামী ১৮৬৭ খৃঃ সুলতান জাহান নাম্নী একটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ১৮৭১ খৃঃ বেগম, মৌলবী (পরে নবাব) মহম্মদ সাদিক হোসেনকে দ্বিতীয় স্বামী স্বরূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খৃঃ ইংরাজের অনুমোদন গ্রহণান্তে, সুলতান জাহান বেগম, আমেদ আলী খাঁর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯০১ খৃঃ মাতৃবিয়োগ ঘটিলে, ইনিই ভূপালের বেগমপদে অধিষ্ঠিত হন। ভূপাল সহরে ফতেগড় নামধেয় দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদে বেগম বাস করেন। সাহজাহান বেগমের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ নবাব আব্‌দুল লতিফ ও নবাব আব্‌দুল জব্বর ক্রমান্বয়ে কিছুদিন ভূপালের প্রধান মন্ত্রীর কার্য করিয়াছিলেন।

ভূপুত্রী—সীতা, জানকী। ৬৩৫। সং; স্ত্রী।

ভূপেন্দ্র—রাজেন্দ্র, নৃপশ্রেষ্ঠ। ভূপদিগের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য, ৭৩৫। সং; পু।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিমলা, গৌর মুখার্জির লেনের বাটীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। ইনি বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভূপেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে তিনি বিপ্লববাদীদের দলে যোগদান করেন। দলের বিভিন্ন কার্যে কিছুকাল নিযুক্ত থাকিবার পর তিনি "যুগান্তর" পত্র প্রকাশ করিবার কল্পনা করেন এবং দলের বিভিন্ন কর্মী ও নেতাদের নিকট এই বিষয় উত্থাপিত করিয়া উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করেন। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া তিনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সহযোগিতায় "যুগান্তর" প্রকাশ করেন। যুগান্তর-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার দায়িত্ব তিনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে যুগান্তরের সংস্রবে রাজদ্রোহের অভিযোগের বিচারে ১৯০৭ অব্দে তিনি এক বৎসরের কারাদণ্ড লাভ করেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর ভূপেন্দ্রনাথ আমেরিকায় গমন করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রাজুয়েট হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রোড্‌স্ আইল্যাণ্ডের (Rhodes Islands) Brown Universityতে অধ্যাপক লিষ্টার ওয়ার্ডের (Lister Ward) নিকট Sociology শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এম-এ পরীক্ষা দিয়া উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি Chicago বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph. D. অধ্যয়ন করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভূপেন্দ্রনাথ ইয়োরোপে গমন করেন। ইয়োরোপে অবস্থানকালে তাঁহাকে এমন সকল বিপদে পড়িতে হয় যে, প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে Anthropology শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি হামবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে "Volker kunde" (Anthropology বা Ethnology) শাস্ত্রে অর্থাৎ জাতিতত্ত্ব নরজাতিতত্ত্ব বা জাতিসমূহের তত্ত্ব শাস্ত্রে Ph D. ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি দেন। ভূপেন্দ্রনাথ ইয়োরোপের নানা দেশ ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশের কাজে নিযুক্ত আছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু—বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ও স্বদেশসেবক। হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের মুখ্য কুলীন বসু বংশে ইং ১৮৫৯ সালে কলিকাতা নগরীতে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ১৮৮০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ পাশ করেন, এবং এটর্ণি পরীক্ষার নিমিত্ত শিক্ষানবিসিতে প্রবৃত্ত হন। এই কার্যে থাকিতে থাকিতেই ১৮৮১ সালে ইংরাজী সাহিত্যে অনার লইয়া এম, এ পাশ করেন। তৎপরে যথাসময়ে এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যে অসামান্য কৃতকার্যতা ও প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে থাকেন। ইনি দেশের রাজনীতিক ও সামাজিক বহুবিধ হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া কিছুকাল ঐ কার্য করিয়াছিলেন। পরে ১৮৯৮ সালে ভুবনবিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যে ২৮ জন সদস্য গভর্ণমেণ্টের কার্যে বিরক্ত হইয়া কর্পোরেশন ত্যাগ করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

এই সময়ে ইনি কংগ্রেসে (জাতীয় মহাসমিতিতে) যোগদান করেন। ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহে যে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েন; ১৯১১ অব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯১৪ অব্দে মান্দ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি প্রেসিডেণ্টের (সভাধ্যক্ষের) আসন অলঙ্কৃত করেন। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ জন্য দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন হয়, ইনি তাহাতে মনে প্রাণে যোগদান করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইনি তিনবার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং ১৯১৫ অব্দে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করেন। অতঃপর ১৯১৭ অব্দে ইনি ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভায় বেসরকারী সদস্য মনোনীত হইয়া বিলাত গমন করেন, এবং পরে সহকারী ভারত-সচিব হয়েন। এই সময়ে মণ্টেগু সাহেবের শাসন-সংস্কার আইন প্রণয়নে ইনি বিশেষ সহায়তা করেন।

১৯২২ অব্দে ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া জেনেভার জাতি-সঙ্ঘের বৈঠকে গমন করেন। ১৯২৩ অব্দের শেষ ভাগে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইনি পুনরায় রয়েল কমিশনের সদস্য মনোনীত হয়েন। উঁহার রিপোর্টে সরকারী কার্যে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক ভারতবাসী নিয়োগের পরামর্শ প্রদান করেন। অতঃপর ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের কার্য ত্যাগ করিয়া

বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য হয়েন, এবং সেই সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন।
এইরূপ অবিশ্রান্ত গুরুতর পরিশ্রম করিতে করিতে ইনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন, এবং সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৯২৩ অব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর এই মনীষী কর্ম্মবীর মৃত্যু হয়।

ভূভার—পৃথিবীর ভার, পাপ হেতু পৃথিবীর ভারিত্ব। ৬তৎ। সং; পু।

ভূভারহরণ—ভূমণ্ডলস্থ পাপিগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক ধরণীপৃষ্ঠের ভার লঘুকরণ। ভূর ভার, তাহার হরণ, দুইবার ৬তৎ। সং; ক্লী। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" অর্থাৎ—সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্ক্রিয়াকারীদিগের বিনাশার্থ, এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই অবতারকার্য্যই ভূভার হরণ, সুতরাং উল্লিখিত ত্রিবিধ কার্য্যই "ভূভারহরণ" পদের বাচ্য।

ভূভারহারী (—হারিন্)—পৃথিবীর ভারহরণকারী, কৃষ্ণাদি অবতার। ভূভার—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

ভূভুক্ (—ভুজ্)—ভূপতি, রাজা। ভূ (পৃথিবী) — ভুজ (ভোগ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

ভূভৃৎ—পর্ব্বত; নৃপতি, রাজা। ভূ (পৃথিবী) —ভৃ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

ভূমণ্ডল—ভূগোল, পৃথিবী। ভূর মণ্ডল, ৬তৎ; অথবা ভূ মণ্ডলপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং।

ভূময়—মৃন্ময়, মৃত্তিকাগঠিত। ভূ শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভূময়ী।

ভূমা (—মন্)—১। বহুত্ব। বহু+ইমন্ ভাবে। সং; পু। ২। অধিক, বহুল, প্রচুর। বিণ; পু বা স্ত্রী। ৩। বিরাট্ পুরুষ। ভূ+মন্ অন্ত্যর্থে। সং; পু।

ভূমানন্দ—অক্ষয় আনন্দ, অতিশয় আনন্দ। ভূমা (অধিক) যে আনন্দ, কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূমি, ভূমী—পৃথিবী; ক্ষেত্র; স্থান; বাসস্থান; আকর, খনি; জিহ্বা; যোগীদিগের অবস্থাবিশেষ। ভূ (হওয়া)+মিক্ অধি, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভূমিকম্প—ভূপৃষ্ঠের কম্পন। এদেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস, বাসুকির ফণার উপর এই পৃথিবী অবস্থিত; বাসুকির মস্তকসঞ্চালনেই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে গন্ধকাদি ধাতব পদার্থ বিদ্যমান। ভূতলের আভ্যন্তরিক উত্তাপে ঐ সকল ধাতু পদার্থ গলিত হইয়া যে তরঙ্গ উৎপাদন করে, তাহার প্রভাবেই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। এই ভূকম্পের গণনা জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। সম্প্রতি ঐ অংশ লুপ্তপ্রায় হওয়ায় আর ভূমিকম্প গণনা হয় না। ৬তৎ। সং; পু।

ভূমিকা—বেশধারণ, রূপান্তরপরিগ্রহ; চিত্তের অবস্থাবিশেষ; বক্তব্যবিষয়ের সূচনা, গ্রন্থের পূর্ব্বাভাস (Introduction); রচনা ভূমি+কন্+আপ্। সং; স্ত্রী।

ভূমিকুষ্মাণ্ড—ভুঁইকুমড়া। ভূমিজাত কুষ্মাণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূমিচম্পক ভুঁইচাপা গাছ। ভূমিজাত যে চম্পক, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূমিজ—১। মঙ্গলগ্রহ, নরকের অধিপতি, নরকাসুর; মনুষ্য। ভূমি জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; পু। ২। ভূমিজাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভূমিজা।

ভূমিজা—১। ভূমিজাতা। ভূমিজ দেখ। ভূমিজ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সীতা, রাম-ভার্য্যা। সং; স্ত্রী।

ভূমিজীবী (—জীবিন্)—কৃষিজীবী, কৃষক। ভূমির দ্বারা জীবে (বাঁচে) যে, উপ; ভূমি—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ ক। সং; পু।

ভূমিতল—ভূপৃষ্ঠ, ধরাতল, পৃথিবীর উপরিভাগ; ভূগর্ভ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভূমিদেব—ভূদেব, ব্রাহ্মণ। ৭তৎ। সং; পু।

ভূমিপ—ভূপতি, রাজা। ভূমি—পা (পালন করা)+ড ক। সং; পু। [সং; পু।

ভূমিপতি, —পাল—ভূপাল, রাজা। ৬তৎ।

ভূমিপুত্র—মঙ্গল; নরকাসুর। ৬তৎ। সং; পু।

ভূমিপৃষ্ঠ—ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। সং; পু। [+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

ভূমিভৃৎ—পর্ব্বত; নৃপতি, রাজা। ভূমি—ভৃ

ভূমিরুহ, ভূমীরুহ—বৃক্ষ, গাছ। ভূমি বা ভূমী —রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক ক। সং; পু।

ভূমিলেপন—গোময়। ভূমির লেপন (লেপসাধক), ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভূমিবর্দ্ধন—১। মৃত্তিকার বৃদ্ধিকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শব, মৃতদেহ। সং; পু।

ভূমিশয্যা—পৃথিবী রূপ শয্যা, ভূতল রূপ বিছানা। রূপক। সং; স্ত্রী।

ভূমিশায়ী (—শায়িন্)—ভূপৃষ্ঠে শয়নকারী, ভূপতিত। ভূমি—শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভূমিশায়িনী।

ভূমিষ্ঠ—ভূমিস্থিত; ভূপতিত; প্রসূত, জাত। ভূমি—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ভূমিসম্পত্তি—ভূমিরূপ ঐশ্বর্য্য, জমিজায়গা রূপ ধন। রূপক। সং; স্ত্রী। [চনাৎ। ব্য।

ভূমিসাৎ—ভূমিগত, ভূপতিত। ভূমি শব্দ+

ভূমিস্পৃক্ (—স্পৃশ্)—১। ভূতলস্পর্শকারী। ভূমি—স্পৃশ্ (স্পর্শ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু। ২। মনুষ্য; বৈশ্য; খঞ্জ; অন্ধ; চৌরবিশেষ। সং; পু।

ভূমী—ভূমি দেখ।

ভূমীন্দ্র—ভূপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

ভূমীরুহ—ভূমিরুহ দেখ।

ভূম্যধিকারী ভূস্বামী, জমিদার। ভূমির অধিকারী, ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী ভূম্যধিকারিণী।

ভূম্যাসন—১। ভূমি এবং আসন, জমি এবং বসিবার উপকরণ। দ্বন্দ্ব। ২। ভূতল রূপ আসন, ভূপৃষ্ঠ রূপ উপবেশন-স্থান। রূপক। সং; ক্লী।

ভূয়ঃ (ভূয়স্)—১। বাহুল্য। বহু+ঈয়সু। সং; ক্লী। ২। পুনঃ। ব্য।

ভূয়স্ ভূয়ঃ ও ভূয়ান্ দেখ।

ভূয়সী—বহুতরা, প্রভূতা, বহুলা। ভূয়ান্ দেখ। ভূয়স্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভূয়ান্ (ভূয়স্)—বহুতর; প্রচুর, বহুল। বহু +ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রী ভূয়সী।

ভূয়িষ্ঠ—প্রচুর, বহু। বহু শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভূয়িষ্ঠা।

ভূয়োভূয়ঃ—পুনঃপুনঃ, বারংবার। ব্য।

ভূরি—১। প্রভূত, প্রচুর, বহু, অনেক। ভূ (হওয়া)+ক্রি ক। বিণ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; বাসব। সং; পু। ৩। স্বর্ণ। সং; ক্লী।

ভূরিদক্ষিণ—প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত। ভূরি (প্রচুর) দক্ষিণা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

ভূরিভোজন—প্রচুর আহার। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ভূরিমায়—শৃগাল। ভূরি (প্রভূত) মায়া (কপট) যাহার, বহু। সং; পু। [+চশস্। ব্য।

ভূরিশঃ (—শস্)—বহুলরূপে; বহুবার। ভূরি

ভূরিশ্রবাঃ (—শ্রবস্)—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি; রাজা সোমদত্তের পুত্র। ভূরি (প্রভূত) শ্রবঃ (কীর্ত্তি) যাহার বহু। সং; পু। সোমদত্ত উপাসনা দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া এই বর লাভ করেন যে, তাঁহার পুত্র যদুবংশীয় শিনি-তনয় সাত্যকিকে সমরে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ভূরিশ্রবাঃ কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে সাত্যকিকে পরাভূত ও সর্ব্বসমক্ষে পদাঘাত করিয়া খড়্গাঘাতে তাঁহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হন তখন অর্জ্জুন শরাঘাতে ইঁহার সখড়্গদক্ষিণবাহু ছেদন করেন। অতঃপর সাত্যকি ইঁহার জীবনলীলা শেষ করেন।

ভূরুহ—বৃক্ষ, গাছ। ভূ শব্দ—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক ক। সং; পু।

ভূর্জ—প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ, বল্কদ্রুম। ভূ-উর্জ্‌+অন্‌ ক। সং; পু।

ভূর্জপত্র—ভূর্জত্বক্‌, ভূর্জগাছের ছাল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভূর্লোক—ভূলোক, পৃথিবী। ভূঃ যে লোক, কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূলগ্না—১। ভূমি-সংযোজিতা। ৭তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। শঙ্খপুষ্পী। সং; স্ত্রী।

ভূলতা—কিঞ্চুলুক, কেঁচো। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূলুণ্ঠিত—ভূপতিত, যে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভূবলয়—ভূমিপরিধি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভূশক্র—ভূপতি, রাজা। ভূতে (পৃথিবীতে) শক্র (ইন্দ্রস্বরূপ), ৭তৎ। সং; পু।

ভূশয্যা—ভূতলরূপ শয্যা। রূপক। সং; স্ত্রী।

ভূশায়ী (-শায়িন্‌)—ভূতলে শয়নকারী, ভূপতিত। ভূ-শব্দ-শী (শয়ন করা)+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভূশায়িনী।

ভূষণ—১। অলঙ্কৃতকরণ, প্রসাধন। ভূষ্‌ (ভূষিত করা)+অনট্‌ ভা। ২। আভরণ, অলঙ্কার, সজ্জা। ভূষ+অনট্‌ ণ। সং; ক্লী।

ভূষণপ্রিয়—আভরণানুরাগী, যে গহনা ভালবাসে ভূষণ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভূষণপ্রিয়া।

ভূষা—১। অলঙ্কৃতকরণ, প্রসাধন। ভূষ্‌+অ ভা+আপ্‌। ২। অলঙ্কার, ভূষণ, আভরণ। ভূষ+অ ণ+আপ্‌। সং; স্ত্রী। ৩। ধূমের বা প্রদীপের কালী; দগ্ধ তণ্ডুলচূর্ণ। দেশজ। সং।

ভূষিত—অলঙ্কৃত; সজ্জিত; শোভিত। ভূষ্‌ (ভূষিত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভূষ্ণু—উৎপত্তিশীল, জননশীল; ভবিষ্ণু। ভূ (হওয়া)+স্নুক্‌ ক। বিণ; ত্রি।

ভূসংস্কার—যজ্ঞাদি কার্য্যে ভূমির শোধন। ৬তৎ। সং; পু।

ভূসম্পত্তি—ভূমিরূপ সম্পত্তি, জমি জায়গারূপ ঐশ্বর্য্য। ভূই সম্পত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভূসুত—মঙ্গল; নরকাসুর। ৬তৎ। সং; পু।

ভূসুতা—রামজায়া সীতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূস্বর্গ—সুমেরু পর্ব্বত। ৭তৎ। সং; পু।

ভূস্বামী (-স্বামিন্‌)—ভূপতি, রাজা; জমিদার। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী, -মিনী।

ভৃকুংশ, ভৃকুংস—স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক। ভ্রূ শব্দ -যথাক্রমে কুনশ্‌ ও কুনস্‌ (দীপ্তি পাওয়া) +অন্‌ ক। সং; পু।

ভৃকুটি, ভৃকুটী—ভ্রূভঙ্গী, ভ্রূকুটী। ভ্রূর কুটি বা কুটী(কুটিলতা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভৃগু—১। শিব; দ্রোণাচার্য্য; বংশবিশেষ; প্রপাত, পর্ব্বতের উচ্চসানু; অত্যুচ্চ স্থান। ভ্রস্‌জ্‌+কু ক। সং; পু।

২। ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ইঁহাকে অন্যতম প্রজাপতিরূপে নিযুক্ত করেন। দক্ষসুতা খ্যাতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী ইঁহার কন্যা, এবং ধাতা ও বিধাতা ইঁহার পুত্র। ইনি ধনুর্ব্বিদ্যার প্রবর্ত্তক, এবং প্রথিত ভৃগুবংশের আদি-পুরুষ। ক্ষত্রিয় রাজা বীতহব্য শক্রভয়ে ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুনিবর তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়া শক্রকবল হইতে মুক্ত করেন।

কথিত আছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহাই জানিবার নিমিত্ত মুনিঋষিগণ ভৃগুকে প্রেরণ করেন। ইনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসূচক প্রণাম না করায়, তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। ইনি ব্রহ্মাকে নানাপ্রকার স্তবস্তুতিতে তুষ্ট করিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিতে ত্রুটী করেন। তাহাতে সদাশিব শিব অতিশয় রুষ্ট হইয়া মুনিবরকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন। তখন ইনি নানাবিধ বিনয়গর্ভ স্তবস্তুতিতে মহেশ্বরের ক্রোধশান্তি করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু তৎকালে নিদ্রিত ছিলেন। ভৃগুমুনি তাঁহার বক্ষোদেশে পদাঘাত করায় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। জাগরিত হইয়া বিষ্ণু ক্রোধ করা দূরে থাকুক, বরং অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া মুনিবরের পদে ব্যথা লাগিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া ইঁহার পদসেবা করিতে প্রবৃত্ত হন। বিষ্ণুর বক্ষে অদ্যাপি সেই ভৃগুপদচিহ্ন রহিয়াছে। মুনিবর তখন স্থির করেন যে, দেবতাদিগের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণের উপাস্য।

ভৃগুপতি—ভার্গব, পরশুরাম। ভৃগুর (ভৃগুবংশের) পতি, ৬তৎ। সং; পু।

ভৃগুমান্‌ (-মৎ)—উচ্চসানুবিশিষ্ট (পর্ব্বতাদি)। ভৃগু+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -মতী।

ভৃগুরাম—পরশুরাম। সং; পু।

ভৃগুসুত—শুক্রাচার্য্য; পরশুরাম। ৬তৎ। সং; পু।

ভৃঙ্গ—১। ভ্রমর; পক্ষিবিশেষ, ফিঙা পাখী; লম্পট; বৃক্ষবিশেষ। ভৃ (ভরণ করা)+গক্‌ ক। সং; পু। ২। অভ্রক। সং; ক্লী।

ভৃঙ্গরাজ—ভ্রমরশ্রেষ্ঠ; পক্ষিবিশেষ; বৃক্ষবিশেষ, কেশুরিয়া। ভৃঙ্গগণের মধ্যে রাজা (প্রধান), ৭তৎ। সং; পু।

ভৃঙ্গরিট, ভৃঙ্গরীট, ভৃঙ্গরিটি, ভৃঙ্গরীটী—শিবের অনুচর। ভৃঙ্গ শব্দ-রট্‌+অন্‌, ই, ঈ ক। সং; পু।

ভৃঙ্গরোল—ভীমরুল; ভৃঙ্গ, ভ্রমর; পক্ষিবিশেষ; কীটবিশেষ। ভৃঙ্গ শব্দ-রু (শব্দ করা) +লচ্‌ ক। সং; পু।

ভৃঙ্গার—১। জলপাত্র, ঝারি, গাড়ু। ভৃ (ভরণ করা)+আরন্‌ ক, অথবা ভৃঙ্গ শব্দ-ঋ (গমন করা)+ঘণ্‌ ক। সং; পু। ২। স্বর্ণ; লবঙ্গ। সং; ক্লী।

ভৃঙ্গারিকা, ভৃঙ্গারী—ঝিল্লী, ঝিঁ ঝিঁ পোকা। ভৃঙ্গ (ভ্রমর) হইয়াছে অরি (শক্র) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ভৃঙ্গি—স্বনামখ্যাত শিবানুচরবিশেষ। ভৃ (ভরণ করা)+গিক্‌ ক। সং; পু।

ভৃঙ্গী (ভৃঙ্গিন্‌)—ভৃঙ্গি, শিবানুচরবিশেষ। ভৃঙ্গ +ইন্‌ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

ভৃত—পালিত; পুষ্ট; পূর্ণ। ভৃ (ভরণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভৃতা।

ভৃতক—১। বেতন। ভৃ+ক্ত ণ+কণ্‌। সং; ক্লী। ২। বেতনগ্রাহী, ভৃত্য। ভৃ+ক্ত র্ম্ম+কণ্‌। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভৃতকা।

ভৃতি—১। ভরণ; পালন; পূরণ। ভৃ (ভরণ করা)+ক্তি ভা। ২। বেতন; মূলধন; মূল্য। ভৃ+ক্তি। সং; স্ত্রী।

ভৃতিভুক্‌ (-ভুজ্‌)—বেতনগ্রাহী, বেতন-ভোগী। ভৃতি (বেতন)-ভুজ (ভোগ করা)+ক্বিপ্‌ ক। বিণ; ত্রি।

ভৃত্য—১। প্রতিপাল্য; পরিচারক। ভৃ (ভরণ করা)+ক্যপ্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভৃত্যা। ২। দাস, কিঙ্কর। সং; পু।

ভৃত্যা—১। প্রতিপাল্যা; পরিচারিকা। ভৃত্য দেখ। ভৃত্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। দাসী; ভৃতি, বেতন; চিকিৎসা। ভৃ+ক্যপ্‌ ভা+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

ভৃমি—১। ভ্রমণ; ভ্রমি, ঘূর্ণা। ভ্রম্‌ (ভ্রমণ করা)+ই ভা। সং; স্ত্রী। ২। আবর্ত্ত, জলের পাক; ঘূর্ণবায়ু। ভ্রম্‌+ই ক। সং; পু। ৩। মূর্চ্ছা। ভ্রমি শব্দের অপভ্রংশ।

ভৃশ—১। অত্যন্ত, সাতিশয়, অধিক। ভৃশ্‌ (অধঃপতিত হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভৃশা। ২। অতিশয়। ব্য; ক্লী।

ভৃষ্ট—ভর্জ্জিত, ভাজা। ভ্রস্‌জ (ভাজা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভৃষ্টা।

ভৃষ্টান্ন—চালভাজা, মুড়ি। ভৃষ্ট (ভর্জ্জিত) যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ভৃষ্টি—ভর্জ্জন, ভাজা। ভ্রস্‌জ (ভাজা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ভে ক্ক—হইয়া। প্রা, ক। ক্রি।

ভেউ ভেউ—ক্রন্দনধ্বনি; কাতরতা প্রকাশসূচক শব্দ। দেশজ।

ভেঁপু—সাপুড়িয়ার বাঁশীবিশেষ। দেশজ। সং।

ভেক—১। মেঘ। ভী (ভয় পাওয়া)+কন্‌ অপা। ২। মণ্ডুক, ব্যাঙ। ভী+কন্‌ ক। সং; পু। স্ত্রী ভেকী। ৩। আধুনিক

বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা; বেশ; ছদ্মবেশ; ভাবভঙ্গী। দেশজ। সং।
ভেকট, ভেকুট—ভেটকি মাছ। ক, প্র। সং।
ভেকভুক্ (-ভুজ্) ভেকভোজী, সর্প। ভেক-ভুজ্+ক্বিপ্ ক। সং; পু।
ভেকা—১। বোকা, নির্ব্বোধ; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, হতভম্ব। বিণ। ২। ভড়কাইয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।
ভেকাসন—যোগোক্ত আসনবিশেষ। ভেক তুল্য যে আসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
ভেজা—প্রেরণ করা, পাঠান। ক, প্র। ক্রি।
ভেজান—প্রেরণ করান, স্পর্শ করান; সংলগ্ন করা, লাগান, খিল না দিয়া শুধু বন্ধ করা, ঠেসান; বাধাইয়া দেওয়া। দেশজ। ক্রি।
ভেজাল—১। মন্দ দ্রব্যের সঙ্গে মিশান, বিমিশ্র, অখাটি, কৃত্রিম। বিণ। ২। মিশ্র বা জটিল ব্যাপার; কণ্টক, উৎপাত, বালাই, লেঠা, দায়। দেশজ। সং।
ভেট—১। উপহার, উপায়ন, নজর, সওগাদ। দেশজ। ২। দর্শন, সাক্ষাৎ। প্রা, ক। সং।
ভেটকি—সুখাদ্য মৎস্যবিশেষ। দেশজ। সং।
ভেটা—দর্শন করা, দেখা; সাক্ষাৎ করা বা পাওয়া; মিলিত হওয়া। প্রা, ক। ক্রি।
ভেড়—মেষ, ভেড়া। ভী (ভয় পাওয়া)+ড় ক। সং; পু। স্ত্রী ভেড়ী।
ভেড়া—মেষ। ভেড় শব্দের অপভ্রংশ।
ভেড়ি—ভেলি, বাঁধ, জাঙ্গাল। দেশজ। সং।
ভেড়ী—১। মেষী। ভেড় দেখ। ভেড়+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। ভেলি, বাঁধ। দেশজ। সং।
ভেড়ুয়া—নর্ত্তকীর সঙ্গে যে থাকে; নর্ত্তকীর ও বেশ্যার পোষ্য। দেশজ। সং।
ভেড়ে, ভেড়িয়া—মেষরক্ষক; মূর্খ, জাল্ম। দেশজ। সং।
ভেত্তা (ভেত্তৃ)—ভেদকারক; ছেদক, বিদারক। ভিদ্ (ভেদ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভেত্রী।
ভেদ—বিচ্ছেদ; বিভিন্নতা; বৈলক্ষণ্য; পার্থক্য বিশেষ; শত্রুবশীকরণ উপায়-বিশেষ; ছেদন; বিদারণ; বেধন; ভঙ্গ; মনোভঙ্গ; রেচন; উন্মেষ; প্রকাশ; অন্যোন্যাভাব। ভিদ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
ভেদক—ভেদকারক; বিশেষক; বিরেচক। ভিদ্ (ভেদ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভেদিকা।
ভেদজ্ঞান—ভেদবুদ্ধি; পৃথক্‌বোধ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
ভেদন—ভেদকরণ; বিদারণ; বিচ্ছেদকরণ; বিরেচন। ভিদ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
ভেদপ্রত্যয়—ঈশ্বর হইতে জাগতিক পদার্থ-সমূহের প্রভেদ জ্ঞান। ভেদজনক প্রত্যয় (জ্ঞান), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
ভেদবুদ্ধি—ভেদজ্ঞান; বিচ্ছেদকারিকা বুদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
ভেদা—১। ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্যবিশেষ। দেশজ। সং। ২। ভেদ করা, বিদ্ধ করা। ক, প্র। ক্রি।
ভেদিত—ছেদিত; বিদারিত; পৃথক্‌কৃত। ভেদি (ভেদ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [উরণ। সং, ক্লী।
ভেদুর—ভিদুর, বজ্র। ভিদ্ (ভেদ করা)+
ভেদ্য—ভেদযোগ্য; বিদার্য্য; বিশেষ্য। ভিদ্ (ভেদ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
ভেবা—নির্ব্বোধ, হাঁদা। দেশজ। বিণ।
ভেবাচাকা—বিহ্বলতা। দেশজ।
ভেরি, ভেরী—পটহ; একপ্রকার ঢাক। ভী (ভয় পাওয়া)+রি অপা। সং; স্ত্রী।
ভেরেণ্ডা—এরণ্ডাদি বর্গের গাছ। দেশজ। সং।
ভেল—১। উড়ুপ, ভেলা। ভী (ভয় পাওয়া)+র বা ল অপা। সং; পু। ২। অবিশুদ্ধ, বিমিশ্র, ভেজাল, কৃত্রিম, নকল, মেকি। প্রাদে। বিণ। ৩। হইল। প্রা, ক। ক্রি।
ভেলক—ভেলা, মাড়, উড়ুপ। ভেল দেখ। ভেল+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।
ভেলকি—কুহক, ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা। দেশজ।
ভেলা—১। গিলা, মাজুফল। দেশজ। ২। উড়ুপ, মাড়। ভেল বা ভেলক শব্দজ। সং। ৩। হইল। প্র, ক। ক্রি।
ভেলি—১। বিলি, মাটীর উচু লম্বা সারি, আলি বা আইল, বাঁধ, জাঙ্গাল। প্রাদেশিক। ২। এক রকম নীরস শক্ত গুড়। হিন্দী। সং। ৩। হইল। প্রা, ক। ক্রি।
ভেষজ—ঔষধ। ভেষ+অজ্ অপা=ভেষ (ভয়ের কারণ অর্থাৎ পীড়া; তদুত্তরে জি (জয় করা)+ড ক; যাহা ভয়ের কারণ অর্থাৎ রোগকে জয় করে। সং, পু।
ভেস্তা—নষ্ট, এলোমেলো, উলটপালট। দেশজ।
ভৈ—হইয়া। প্রা, ক। ক্রি।
ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য—১। ভিক্ষালব্ধ, ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত। ভিক্ষা শব্দ+ক, ষ্য বিণ; ত্রি। ২। ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষাজীবিত্ব; ভিক্ষাসমূহ। সং; ক্লী।
ভৈক্ষচর্য্যা—ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষাচরণ। ভৈক্ষ-চর্+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।
ভৈক্ষজীবী (-জীবিন্)—ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী, ভিক্ষুক, ভিখারী। ভৈক্ষ -জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -জীবিনী।
ভৈক্ষা—ভৈক্ষ দেখ। [কণ্। সং; ক্লী।
ভৈক্ষ্যক—ভিক্ষাসমূহ। ভিক্ষা+ষ্য সমূহার্থে+
ভৈমী—১। দময়ন্তী, নলমহিষী; ভীষণা। ভীম (বিদর্ভরাজবিশেষ)+ষ্ণ অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। ভীমৈকাদশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী। ভীম (মধ্যমপাণ্ডব)+ষ্ণ ইদমর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ভৈরব—১। ভয়ঙ্কর, ভয়ানক। ভীরু+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভৈরবী। ২। শিব, শিবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার এই আট; রসবিশেষ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ; নদবিশেষ। সং; পু।
ভৈরবনাথ (কালভৈরব)—বিশেশ্বরের মন্দিরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে কপালমোচন তীর্থের সম্মুখে ভৈরবনাথ ও কালভৈরব বিরাজিত। ইনি কাশীর রক্ষক বা শাসক বলিয়া প্রসিদ্ধ; পঞ্চক্রোশী মধ্যে পাপ কার্য্যের দমনই ইঁহার কার্য্য। ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত মহাদেব ইঁহার সৃষ্টি করেন। ইঁহার বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রস্তরগঠিত, মুখ রৌপ্যমণ্ডিত। পেশোবা বাজীরাও ইঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।
ভৈরবী—১। ভয়ঙ্করী। ভৈরব দেখ। ভৈরব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশমহাবিদ্যার মধ্যে দেবীবিশেষ, দুর্গা; শৈব স্ত্রীবিশেষ; রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।
ভৈরবীচক্র—তন্ত্রোক্ত চক্রবিশেষ; তান্ত্রিকগণের সমবায়, ইহারা চক্রাকারে উপবিষ্ট হইয়া শোধনপূর্ব্বক সুরা পান করে। এই কার্য্য সাধক ভিন্ন সাধারণের অনুষ্ঠেয় নহে। ভৈরবী সাধক চক্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
ভৈষজ, ভৈষজ্য—চিকিৎসা; ঔষধ। ভেষজ বা ভিষজ্ শব্দ+ষ্ণ, ষ্য। সং; ক্লী।
ভো—সম্বোধনসূচক পদ—ওহে, ওরে। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডো ণ। ব্য।
ভোঃ—সম্বোধনসূচক পদ; প্রশ্ন; বিষাদ। ভা (দীপ্তি)+ডোস্ ণ। ব্য।
ভোক, ভোখ—বুভুক্ষা, ক্ষুধা। প্রা, ক। সং।
ভোঁতা—ধারবিহীন। দেশজ। বিণ।
ভোঁদড়—নকুলবংশের চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ; উদ্‌বিড়াল। দেশজ। সং।
ভোঁদা—ভোঁতা; বুদ্ধিহীন; শিশুকে ডাকিবার আদরের নাম। দেশজ। বিণ; পু। স্ত্রী ভুঁদী।
ভোক্তব্য—ভোগযোগ্য; ভক্ষণীয়, খাদ্য; ভোজনের উপযুক্ত। ভুজ্ (ভোজন করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
ভোক্তা (ভোক্তৃ)—১। ভোজনকর্ত্তা, ভক্ষক; ভোগকর্ত্তা। ভুজ্+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী ভোক্ত্রী। ২। বিষ্ণু। সং, পু।
ভোখিল—বুভুক্ষিত, ক্ষুধার্ত্ত। প্রা, ক। বিণ।
ভোগ—১। ভোজন, ভক্ষণ; পালন, সুখদুঃখা-নুভব। ভুজ্ (ভোজন করা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। ২। সুখ; সম্পত্তি; ধন; দেবো-

দেবে নিবেদিত ভক্ষ্য বস্তু। ভুজ্ +ঘঞ্ ণ। ৩। পণ্যাঙ্গনার বেতন, বেশ্যাকে দেয় অর্থ। ভুজ্ +ঘঞ্ ণ। ৬। সর্পফণা; সর্প; সর্পদেহ; দেহ। ভুজ্ +ঘঞ্ ক। সং; পু।

ভোগগৃহ—বাসভবন; দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার ঘর। ভোগের নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং; ক্লী।

ভোগতৃষ্ণা—ভোগলালসা, সুখলাভের বাসনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগদেহ—মৃত্যুর পর পাপপুণ্যের ফলভোগার্থ সূক্ষ্ম শরীর। ভোগের নিমিত্ত যে দেহ, ৪তৎ। সং; পু বা ক্লী।

ভোগপাল—১। ভোগরক্ষক; ধনরক্ষক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভোগপালা। ২। অশ্বপাল, ঘোড়ার সহিস। সং; পু।

ভোগপিপাসা—ভোগতৃষ্ণা, সুখলাভের ইচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগপিশাচিকা—দুর্ভোগবাসনা; ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা। ভোগাকাঙ্ক্ষিণী পিশাচিকা, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; স্ত্রী।

ভোগভূমি—ভারতবর্ষেতর বর্ষ [কারণ ভারতবর্ষ কর্মভূমি]; সুখভোগের স্থান, স্বর্গ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগরাই—ভোগানুরাগী, বিলাসী। গ্রা, ক।

ভোগরাগ—ঠাকুরের ভোগ ও সন্তোষ। দেশজ। সং। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগলালসা—ভোগস্পৃহা, সুখলাভের ইচ্ছা।

ভোগবতী—১। ভোগবিশিষ্টা। ভোগবান্ দেখ। ভোগবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পাতাল গঙ্গা; নাগপুরী। সং; স্ত্রী।

ভোগবান্ (-বৎ)—১। ভোগবিশিষ্ট, ভোগী। ভোগ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ভোগবতী। ২। সঙ্গীত; সর্প। সং; পু।

ভোগবাসনা—সুখলাভের ইচ্ছা, উপভোগ লালসা; ভোগাভিলাষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগবিলাস—ভোগজনিত বিলাস, সুখভোগজনিত স্ফূর্তি; বাবুগিরি। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

ভোগবিলাসী (-লাসিন্)—সুখভোগজনিত স্ফূর্তিযুক্ত; ইন্দ্রিয়সুখকর সামগ্রীর সম্ভোগে অত্যাসক্ত; বাবুগিরি-প্রিয়। ভোগবিলাস+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -বিলাসিনী।

ভোগস্পৃহা—ভোগলালসা, ভোগাকাঙ্ক্ষা, ভোগবাসনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগা—১। ফাঁকি, ধাপ্পা, মিথ্যা, প্রলোভন। প্রাদে। সং। ২। বৃদ্ধি, নূতনযোগ। সং

ভোগাকাঙ্ক্ষা—ভোগ করিবার ইচ্ছা, ভোগবাসনা, ভোগাভিলাষ। ভোগের আকাঙ্ক্ষা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—ভোগ করিতে ইচ্ছুক, ভোগস্পৃহাশালী, ভোগাভিলাষী। ভোগের আকাঙ্ক্ষী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -কাঙ্ক্ষিণী।

ভোগাভিলাষ—বিষয়ভোগের ইচ্ছা, ভোগবাসনা। ৬তৎ। সং; পু। [সং; ক্লী।

ভোগায়তন—স্থূলদেহ। ভোগের আয়তন, ৬তৎ।

ভোগাল—ভোগে বর্দ্ধিত, পুষ্ট। দেশজ। বিণ।

ভোগাবাস—বাসগৃহ, অন্তঃপুর, অন্দরমহল। ভোগের নিমিত্ত আবাস, ৪তৎ। সং; পু।

ভোগাসক্ত—বিষয়ভোগে নিরত, সুখভোগে অনুরক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -সক্তা।

ভোগিনী—১। ভোগযুক্তা; সুখিনী। ভোগী দেখ। ভোগিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মহিষী ভিন্ন রাজস্ত্রী। সং; স্ত্রী।

ভোগী (ভোগিন্)—১। ভোগযুক্ত, ভোগবান্, সুখী। ভোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী ভোগিনী। ২। সর্প; রাজা; নাপিত; গ্রামাধ্যক্ষ। সং; পু।

ভোগীন্দ্র, ভোগীশ—অনন্তদেব, বাসুকি। ভোগীদিগের (সর্পসমূহের) ইন্দ্র বা ঈশ (প্রভু, রাজা), ৬তৎ। সং; পু।

ভোগৈশ্বর্য্য—সুখভোগ ও সম্পত্তি। দ্বন্দ্ব। ক্লী।

ভোগ্য—১। ভোগের যোগ্য। ভুজ্ (ভোগ করা)+ঘ্যণ্ ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভোগ্যা। ২। ধন; ধান্য। সং; ক্লী।

ভোগ্যা—১। ভোগের যোগ্যা, ভোগার্হা। ভোগ্য দেখ। ভোগ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গণিকা, বেশ্যা। সং; স্ত্রী।

ভোজ—১। দেশবিশেষ, ভোজপুর (প্রাচীন নাম ভোজকট, কুন্তীভোজ, কুন্তীরাষ্ট্র)। ভুজ্ (ভোজন করা)+অল্ অধি। ২। নৃপবিশেষ*, মালবের অধীশ্বর; যদুবংশ। ভুজ্+অন্ ক। ৩। ভোজন, আহার; সমারোহপূর্ব্বক বহু লোকের ভোজন। ভুজ্+অল্ ভা। সং; পু।

* ভোজরাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ; —ইনি মালব দেশের অধীশ্বর ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধারা নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। প্রমারবংশীয় রাজগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মহাবীর মামুদ গজনী যৎকালে কালঞ্জর অবরোধ করেন, তৎকালে ইনি যবন সেনাকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়াছিলেন। চালুক্য রাজগণ ইঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইনি তাহাদিগকে বার বার সমরে পরাস্ত করেন; কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে, অবশেষে চালুক্যগণ গুজরাটরাজ ভীমদেবের সহিত মিলিত হইয়া মালব আক্রমণ করিলে, ইনি যুদ্ধে পরাজিত হন। ধারা নগরী ভীমদেবের হস্তগত হয়। ইনি শেষ জীবনে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ১০৯২ খৃঃ অব্দে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন। রাজা ভোজ নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের স্থায় ইঁহারও নাম ভারতবাসিমাত্রেরই বিদিত। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী এবং নিজেও সুকবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। অলঙ্কার, দর্শন, যোগ, স্মৃতি, জ্যোতিষ, রাজনীতি ও শিল্পশাস্ত্রীয় যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক গ্রন্থ ইঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ভোজক—১। ভোজনকারী, ভক্ষক, খাদক। ভুজ্ (ভোজন করা)+ণক ক। ২। ভোজনসম্পাদক, যে ভোজন করায়। ণিচন্ত ভুজ্=ভোজি (ভোজন করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভোজিকা।

ভোজকট—ভোজদেশ, ভোজপুর। ভোজ (রাজবিশেষ)-কট্ (যাওয়া)+অল্ অধি। সং; পু।

ভোজন—১। ভক্ষ্যবস্তু, খাদ্যদ্রব্য। ভুজ্+অনট্ ণ। ২। ভক্ষণ, আহার, খাওয়া। ভুজ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [ভোজনসম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুবিধ নিয়ম কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিয়ম এই;—বিশ্বস্ত লোক দ্বারা পবিত্র রন্ধনশালায় অন্ন প্রস্তুত করাইয়া নিভৃতে ভোজন করা বিধেয়। ভোজনকালে অন্য লোকের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। স্বর্ণময়, রজতময়, কাংস্যময়, লৌহ বা কাচ গঠিত পাত্রে অথবা কদলী প্রভৃতি বৃক্ষপত্রে ভোজন করিবে। ভক্ষ্যদ্রব্য অতি-শয় শীতল বা অতিশয় উষ্ণ হইবে না। দিবাভাগে বেলা এক প্রহরের পর দুই প্রহরের মধ্যে এবং রাত্রিতে এক প্রহরকালে ভোজনকার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ভোজন করিবে, নতুবা ভোজন নিষিদ্ধ। অগ্রে মধুর রস, মধ্যে অম্ল ও লবণ রস ভোজন করিয়া পরে অন্যান্য ভোজন করা বিধেয়। ভোজনান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ ও কিয়ৎক্ষণ পাদচারণ করা আবশ্যক। অতি দ্রুত বা অতি বিলম্বিত ভোজন করা অবিধেয়। ভোজনপাত্র ও পরিবেশিকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকা আবশ্যক]।

ভোজনপটু—ভোজনসমর্থ, প্রচুর ভক্ষণে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভোজনপাত্র—আহারের পাত্র, যাহাতে অন্নাদি রাখিয়া খাওয়া যায়, থালা, পাতা প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভোজনশালা—ভোজন গৃহ, রান্নাঘর; খাইবার ঘর। ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোজনাগার—ভোজনশালা। ৪তৎ। সং; পু।

ভোজবিদ্যা—ইন্দ্রজালবিদ্যা, ভোজবাজী, ভেল্কী। ৬৩৫। সং ; স্ত্রী।

ভোজ্য—১। ভক্ষ্য, খাদ্য। ভুজ (ভোজন করা) + ঘ্যণ্, র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভোজ্যা। ২। ভক্ষ্যবস্তু। সং ; ক্লী। ৩। ভোজবংশীয়। ভোজ শব্দ (নৃপবিশেষ) + ক্য অপত্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

ভোট—১। ভুটান দেশ। সং ; পু। ২। বৃহৎ কাষ্ঠকে পরিমাণমত খণ্ডশঃ ছেদন। দেশজ। ৩। নির্ব্বাচন-প্রস্তাবাদি ব্যাপারে ব্যক্তিগত মত। ইং (vote)। সং। [সং।

ভোটার—ভোটদাতা, মতদাতা। ইং(voter)।

ভোমর, ভোমরা—ভৃঙ্গ, অলি, মধুকর ; বেধনাস্ত্রবিশেষ, একপ্রকার তুরপুণ। ভ্রমর শব্দের অপভ্রংশ। সং।

ভোর—১। নিশাবসান, প্রভাত, প্রত্যূষ ; পরিমাণ। দেশজ। সং। ২। বিভোর, বিহ্বল। প্রা, ক। বিণ।

ভোল—১। ভাব, রকম ; সাজ, বেশ ; মূর্ত্তি, চেহারা ; কপট, ছদ্ম। দেশজ। সং। ২। বিহ্বল। প্রা, ক। বিণ।

ভোলা—১। বিস্মৃতি। সং। ২। বিস্মৃতিপরায়ণ ; আত্মবিস্মৃত। দেশজ। বিণ।

ভোলানাথ—শিব। দেশজ। সং।

ভোলানাথ চন্দ্র—জন্ম ১৮২২ খৃষ্টাব্দ। নিবাস কলিকাতা আহিরীটোলা। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে কেরাণী হইয়া প্রবেশ করেন। পরে হাওয়ার্থ, হার্ডম্যান কোং (Haworth, Hardman &Co) অফিসে শিক্ষানবিস স্বরূপে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৫ খৃ. ঐ কোম্পানীর কাশীপুরস্থ চিনির কলে (Cossipore Sugar Refinery) উঁহাদের এজেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ৩০ বৎসর কাল কর্ম্ম করেন। ইংলিসম্যান্ পত্রের শনিবার সন্ধ্যার সময় যে সংস্করণ (Saturday Journal) বাহির হইত, তাহাতে ভোলানাথ আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবেপ্রকাশিত করেন (১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দ)। ঐ বৃত্তান্ত একত্রিত হইয়া পরে ইংলণ্ডে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ)। ট্যাল্‌বয়েস্ হুইলার (Talboys Wheeler) সাহেব ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। এই গ্রন্থ (Travels of a Hindoo) ভোলানাথের প্রধান সন্দর্ভ। ইহাতে তাঁহার রচনা ও দর্শন এই উভয় শক্তিই সমভাবে দৃষ্ট হয়। ইনি রাজা দিগম্বর মিত্রের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার "A Voice for the Commerce and Manufactures of India" নামক পকখণ্ডাত্মক সুবৃহৎ গ্রন্থে ইঁহার রাজনীতিক ও আর্থনীতিক জ্ঞান ও গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "মনে হয় উহা হইতেই সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশী আন্দোলনের ও বিদেশীবর্জ্জনের বীজ উপ্ত" হইয়াছিল। ১৯১০ খৃঃ ১০ই জুন (১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৩০শে আষাঢ়) ইনি লোকান্তরিত হন।

ভোলানাথ বসু (ডাক্তার)—বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ চানক গ্রামে ১৮২০ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা লাভ করিয়া ১৮৩০ খৃঃ লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত বারাকপুর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। লর্ড অকল্যাণ্ড নিজে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রায়ই বালকদিগের সুশিক্ষা ও সদাচারে দৃষ্টি রাখিতেন। ভোলানাথ নিজগুণে তাঁহার একান্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃঃ লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁহাকে বারাকপুর হইতে কলিকাতায় আনিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া নিজে ১০ টাকার মাসিক বৃত্তি দিয়াছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মেডিক্যাল কলেজের দুইটি উপযুক্ত ছাত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থা করেন। ভোলানাথ ও গোপাল লাল শীল এই বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ ভোলানাথ বিলাতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই সময়ে লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতের রাজপ্রতিনিধির কার্য্য হইতে অবসর লইয়া ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভোলানাথের প্রত্যাগমন কালে তিনি স্বহস্তে ইঁহাকে একখানি পত্রসহ ৫০০ দিয়াছিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রদত্ত অর্থে ইনি একটী সোণার ঘড়ী ক্রয় করেন। ইনি মৃত্যুকালে নিজের উইলে এই ঘড়ীটী বংশ-গৌরবের নিদর্শন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্টের উপদেশে এদেশীয় গভর্ণমেণ্ট ভোলানাথকে চিকিৎসা বিভাগের উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার অর্থে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাগারে আতুরদিগের চিকিৎসা হইতেছে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃন্দ শিক্ষালাভ করিতেছে। ১৮৮২ খৃঃ অঃ ইনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

ভোলা ময়রা—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। ইহার জন্মস্থান লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে গুপ্তিপাড়া, কাহারও মতে কলিকাতা সিমুলিয়া। ইহার পিতার নাম কৃপারাম, মাতার নাম গঙ্গামণি। কৃপারামের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভোলা, দ্বিতীয় হরমোহন। ভোলা বাগবাজারে থাকিত, এবং সেইখানেই তাহার মিঠায়ের দোকান ছিল। ইহা তাহার স্বরচিত অনেক গানেই পাওয়া যায়। যথা—"আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, বাগবাজারে রই।" "নহি কবি কালিদাস, বাগবাজারে করি বাস।" ইত্যাদি।

বাল্যে ভোলা পাঠশালার সামান্য লেখাপড়া শিখিলেও পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় এবং জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। ভোলা একজন সুরসিক কবি। কবির দল করিবার পূর্ব্বে তাহার রচিত একটি কবিতায় তাহার এই রসপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে কবিতাটী এই,—

পানকে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধু ভাষা।
কুঞ্জে বিরাজ করে চাষার বড় আশা।
বুড়ো বুড়ি * * * যুবক যুবতী।
পান পেলে সবাকার বাড়য় পিরীতি।
মোষের মত মুন্সী বাবু মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গায় চেহারা খানা ভালো।
পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া বাসিমড়া যার পানের কড়ি নাই॥

ভোলা স্পষ্টবাদী কবিওয়ালা ছিল। এক সময়ে ভোলা খাঁটালের নিকটবর্ত্তী জাড়া গ্রামে জমিদার রায়েদের বাড়ী গাহিতে গিয়াছিল। জাড়ার নিকটেই মাণিককুণ্ড গ্রাম ; এখানে ৩।৪ হাত লম্বা এবং ১০।১২ সের পর্য্যন্ত ওজনের মূলা জন্মে। এই আসরে জগা বেণে ভোলার প্রতিপক্ষ ছিল। জগা বাবুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত জাড়া গ্রামকে গোলোক বৃন্দাবনের সহিত এবং বাবুদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়া একটী গান গাহিল। ভোলার ইহা অসহ্য হইল। সে আসরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাবুদের সাক্ষাতেই গাহিল,—

কেমন কোরে বললি জগা
জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা,
চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন।
জগা, কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড,
কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড,
সামনে আছে মাণিককুণ্ড
করগে মূলা দরশন।

কৃষ্ণচন্দ্র কি সহজ কথা কৃষ্ণ বলি কারে?
সংসার সাগরে যিনি (জগা) তরাইতে পারে।
বাবু তো লালাবাবু কোলকাতাতে বাড়ী।
বেগুণ পোড়ায় নুণ দেয় না সে ব্যাটাতো হাড়ী।
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকুতের মধু অলি।
মাপ করগো রায় বাবু, দুটো সত্য কথা বলি।
জগা বেণে খোসামুদে অধিক বলবো কি।
তপ্ত ভাতে বেগুণ পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি।

ভোলা নিজেরও খোসামোদ সহ্য করিতে

পারিত না। একবার গাওনার সময় কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর দাস পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া ভোলার খোসামোদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহাকে সদাশিব ভোলা নাথের সহিত তুলনা করে। ইহাতে স্পষ্টবাদী ভোলা গাহিল,—

আমি সে ভোলানাথ নই—
আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই॥

সমাজের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াও ভোলা অনেক সময় শ্লেষপূর্ণ গান বাঁধিত। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক, এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়ই আবশ্যক।"

৭৩ বৎসর বয়সে ভোলা পরলোক গমন করে। তাহার কোন সন্তানসন্ততি ছিল কি না জানা যায় না। হয়তো ভোলার বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে ভোলার নাম কখনও লুপ্ত হইবে না।

এই ভোলা ময়রাবংশীয় গঙ্গা ময়রা ও তাহার উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রেত-তত্ত্ব বিদ্যার অনুশীলন আছে ও ইহারা প্রেতগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা বা ঝাড়ন ঝোড়ন করিয়া থাকে।

ভৌত—১। ভূতযজ্ঞ ; দেবল ব্রাহ্মণ। ভূত শব্দ +ষ্ণ ইদমর্থে। সং ; পু। ২। ভূতসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভৌতী।

ভৌতিক—ভূতসম্বন্ধীয় ; প্রাকৃতিক ; ভূতকৃত ; অনৈসর্গিক। ভূত শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভৌতিকী।

ভৌতিক নিয়ম—প্রকৃতিক নিয়ম, যে নিয়মে ভৌতিক পদার্থসমূহের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভৌতিক পদার্থ—প্রাকৃতিক পরমাণুসংযোগে উদ্ভূত অগ্নিজলমৃত্তিকাদি পদার্থ ; ক্ষিত্যাদি ভূতজাত বস্তু ; পিশাচাদি দেবযোনি হইতে জাত পদার্থ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভৌতিক ব্যাপার—পিশাচাদি দেবযোনি হইতে জাত ঘটনা, প্রাকৃতিক ঘটনা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভৌতী—১। ভূতসম্বন্ধীয়া। ভৌত দেখ। ভৌত +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রজনী, রাত্রি। সং ; স্ত্রী।

ভৌম—১। ভূমিসম্বন্ধীয় ; ভূমিজাত। ভূমি শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভৌমী। ২। মঙ্গলগ্রহ ; নরকাসুর। ভূমি শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

ভৌমিক—১। ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী। ভূমি শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভৌমিকী। ২। বংশগত উপাধি। সং ; পু।

ভৌমী—১। ভূমিসম্বন্ধীয়া, ভূমি জাতা। ভৌম দেখ। ভৌম+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সীতা [সীতা দেখ]। ভূমি+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ভৌরিক—স্বর্ণাধ্যক্ষ ; কোষাধ্যক্ষ। ভূরি (স্বর্ণ) +ষ্ণিক। সং ; পু।

ভ্যান্সিটার্ট—জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহাবীর ক্লাইভ্ স্বদেশে গমন করিলে ইনি তাঁহার স্থলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইংরেজকৃত বাঙ্গালার নবাব তাঁহার প্রতিশ্রুত সমুদায় অর্থ পরিশোধ করিতে এবং ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে না পারায় ইনি মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মিরকাসিমকে বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভ্রংশ—পতন, স্খলন ; নাশ ; পলায়ন। ভ্রন্‌শ (অধঃপতিত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

ভ্রকুংশ, ভ্রকুংস—স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক। ভ্রূ শব্দ কুন্‌শ্ বা কুন্‌স্+অন্ ক। সং ; পু।

ভ্রকুটি, ভ্রকুটী—ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গী। ভ্রূর কুটি কুটী (কুটিলতা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রম—১। মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি, ভুল (Mistake) ভ্রম্ (ভুল করা)+অল্ ভা। ২। কুলালচক্র ; কুন্দযন্ত্র, কুঁদ ; ঘূর্ণি, জলের পাক। ভ্রম্ (ঘুরা)+অল্ ক। ৩। জলনির্গমন পথ। ভ্রম+অল ণ। সং ; পু।

ভ্রমকৌতুক—ভ্রমজনিত আমোদ, ভুল লইয়া পরিহাস। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ভ্রমজাল—১। ভ্রান্তিসমূহ, ভুল সকল। ভ্রমের জাল (সমূহ), ৬তৎ। ২। ভ্রান্তিরূপ পাশ। ভ্রম রূপ জাল, রূপক। সং ; ক্লী।

ভ্রমণ—পর্য্যটন ; বেড়ান ; ঘুরা। ভ্রম্ (ভ্রমণ করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ভ্রমণকারী (—কারিন্)—যে ভ্রমণ করে, পর্য্যটক, পরিব্রাজক। ভ্রমণ—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—কারিণী।

ভ্রমণবৃত্তান্ত—ভ্রমণ-বিবরণ, দেশপর্য্যটনের বিবরণ। ৬তৎ। সং ; পু।

ভ্রমনিরসন—ভ্রান্তি-দূরীকরণ, ভুল সংশোধন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভ্রমপ্রমাদ—১। ভ্রান্তিজনিত অনবধানতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ভুল ও অসাবধানতা। দ্বন্দ্ব। সং ; পু। উভয় শব্দই তুল্যার্থক।

ভ্রমর—অলি, মধুকর, ভৃঙ্গ, ভোমরা ; কামুক। ভ্রম্+অরন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী ভ্রমরী।

ভ্রমরক—১। ভৃঙ্গ, ভোমরা ; বালমূষিক, নেংটি ইঁদুর। ভ্রমর+কণ্ স্বার্থে। ২। ললাটস্থিত চূর্ণকুন্তল। ভ্রমর শব্দ—কৈ (শোভা পাওয়া)+ড ক। সং ; পু।

ভ্রমরকৃষ্ণ—ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ, ভোমরার মত কাল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

ভ্রমরগুঞ্জন—ভ্রমরের গুন্ গুন্ শব্দ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; পু।

ভ্রমরঝঙ্কার—ভ্রমর-গুঞ্জন, ভ্রমরের ধ্বনি।

ভ্রমরপ্রিয়—ধারা কদম্ব। ৬তৎ। সং ; পু।

ভ্রমরবিলসিত—একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রমবশতঃ—ভ্রান্তিজন্য, ভুলহেতু। ৬তৎ। ব্য।

ভ্রমসংশোধন—ভ্রান্তিদূরীকরণ, ভুল শুধ্‌রাইয়া লওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভ্রমসঙ্কুল—ভ্রমপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভ্রমা—ভ্রমণ করা, ঘুরা। ক, প্র। ক্রি।

ভ্রমাত্মক—ভ্রমপূর্ণ, ভুলবিশিষ্ট। ভ্রম আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভ্রমাত্মিকা।

ভ্রমান্ধ—ভ্রমহেতু দৃষ্টিশক্তিরহিত, ভ্রান্তি দ্বারা জ্ঞানশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভ্রমি—ভ্রমণ করি, ঘুরি ; ভ্রমণ করিয়া, ঘুরিয়া। ক, প্র। ক্রি।

ভ্রমি, ভ্রমী—১। আবর্ত্ত, ঘূর্ণজল ; কুলালচক্র, কুমারের চাক ; সৈন্যরচনা। ভ্রম্ (ভ্রমণ করা, ঘুরা)+ই ক। ২। ভ্রমণ ; ঘূর্ণন ; ভ্রান্তি, ভুল। ভ্রম্+ই ভা। সং ; স্ত্রী।

ভ্রষ্ট—অধঃপতিত ; স্খলিত, চ্যুত ; চলিত ; নষ্ট ; দূষিত। ভ্রন্‌শ্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ভ্রষ্টচরিত্র—১। কলুষিত চরিত্র, দূষিত আচরণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। দূষিত চরিত্রবিশিষ্ট, চরিত্রহীন। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ত্রা।

ভ্রষ্টতা, ভ্রষ্টত্ব—অধঃপতন ; দোষযুক্ততা ; চ্যুতি। ভ্রষ্ট দেখ। ভ্রষ্ট শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ভ্রষ্টা—অধঃপতিতা ; দূষিতা ; অসতী। ভ্রন্‌শ্ +ক্ত ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ভ্রষ্টাচরণ—দূষিত আচরণ, দোষযুক্ত ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ভ্রষ্টাচার—১। দূষিত আচারবিশিষ্ট, পাপাচারী। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভ্রষ্টাচারা। ২। অপবিত্র ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভ্রষ্টাচারী (—চারিন্)—দূষিত আচারবিশিষ্ট, পাপাচারী ; কুৎসিত কার্য্যকারী। ভ্রষ্টাচার +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ভ্রষ্টাচারিণী।

ভ্রমা—ভ্রম। প্রা, ক সং।

ভ্রাজক—১। দীপ্তিকারক ; শোভাকর। ভ্রাজ্ +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভ্রাজিকা। ২। দেহস্থ ধাতুবিশেষ, পিত্ত। সং ; পু।

ভ্রাজথু—দীপ্তি, প্রভা ; শোভা। ভ্রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অথু ভা। সং ; পু।

ভ্রাজিষ্ণু—দীপ্তিশীল ; উজ্জ্বল ; শোভাযুক্ত। ভ্রাজ্+ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি।

ভ্রাজী (ভ্রাজিন্)—দীপ্তিশীল; উজ্জ্বল ; শোভা-যুক্ত। ভ্রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী ভ্রাজিনী।

ভ্রাতা (ভ্রাতৃ)—এক পিতা হইতে জাত পুরুষ, সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই; ভাই ও ভগ্নী। ভ্রাজ্ + তৃচ্ ক। সং ; পু।

ভ্রাতুষ্পুত্র—ভ্রাতার পুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃশব্দের ষষ্ঠীর একবচনে ভ্রাতুঃ (ভ্রাতার); ভ্রাতুঃ পুত্র, সুতরাং এটিকে অলুক্ ৬তৎ বলা যাইতে পারে। সং ; পু। বিণ। স্ত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রী।

ভ্রাতৃকন্যা—ভ্রাতৃজা, ভাই-ঝী। ভ্রাতার কন্যা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রাতৃজ—ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃ শব্দ – জন্ (জন্মা) + ড ক। সং ; পু।

ভ্রাতৃজা—ভ্রাতৃকন্যা, ভাইঝী। ভ্রাতৃজ + আপ্। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রাতৃজায়া—ভ্রাতার ভার্য্যা। ভ্রাতার জায়া,

ভ্রাতৃতনয়—ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাইপো। ভ্রাতার তনয়, ৬তৎ। সং ; পু।

ভ্রাতৃতনয়া—ভ্রাতৃকন্যা, ভ্রাতার মেয়ে, ভাইঝী। ভ্রাতার তনয়া, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রাতৃত্ব—ভ্রাতার ভাব, ভ্রাতৃসম্বন্ধ। ভ্রাতৃ (ভ্রাতা) + ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া। ভ্রাতার দ্বিতীয়া, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। কথিত আছে যে, এই দিবসে যমুনা সহোদর যমরাজকে স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এই জন্য ইহা যমদ্বিতীয়া নামেও অভিহিত। এই দিবসে ভ্রাতা, ভগিনী কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তদ্দত্ত অন্নাদি গ্রহণ করেন। ভগিনী ভ্রাতাকে নববস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া তাঁহার কপালে ঘৃত বা চন্দনের ফোঁটা দিয়া থাকেন। ফোঁটা দিবার মন্ত্র,—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পোড়্‌লো কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দেই ভাইকে ফোঁটা॥"

অতঃপর ভগিনী ভ্রাতার হস্তে মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদিক্রমে প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ করেন। পরে অন্নাহার কালে ভগিনী নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিয়া ভ্রাতাকে গণ্ডূষ করাইয়া থাকেন,—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

ভগিনী জ্যেষ্ঠা হইলে "তবানুজাতাহং" স্থলে "তবাগ্রজাতাহং" বলিতে হয়। এই দিবসে ভ্রাতাও ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিবে, ইহাই শাস্ত্রবিধি। সহোদরা ভগিনী না থাকিলে অন্যান্য সম্পর্কীয়া ভগিনীগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবার বিধি আছে। প্রথমতঃ খুড়তুত জ্যেঠ্‌তুত ভগিনীর, দ্বিতীয়তঃ মামাত ভগিনীর, তৃতীয়তঃ মাস্‌তুতু পিসতুত ভগিনীর নিকট হইতে পুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। যেরূপ সম্পর্কীয়া ভগিনী হউন, সকলেরই হস্ত হইতে আহার্য্য গ্রহণ করা বিধেয়। [ইহাকে চলিত কথায় "ভাইদ্বিতীয়া" বা "ভাইফোঁটা" বলিয়া থাকে]।

ভ্রাতৃপুত্র—ভ্রাতার পুত্র, ভাইপো। ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রী ভ্রাতৃপুত্রী।

ভ্রাতৃপ্রেম—ভ্রাতৃপ্রণয়, ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

ভ্রাতৃবধূ—ভ্রাতৃজায়া ; কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, 'ভাদ্রবধূ'। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রাতৃবৎ—ভ্রাতৃতুল্য, ভাইয়ের মত। ভ্রাতৃ শব্দ + বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।

ভ্রাতৃব্য—ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃ শব্দ (ভ্রাতা) + ব্য অপত্যার্থে। সং ; পু।

ভ্রাতৃশ্বশুর—১। ভর্ত্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভাশুর। ভ্রাতা (অর্থাৎ পতির ভ্রাতা) শ্বশুর তুল্য, উপমিত কর্ম্মধা। ২। ভ্রাতার শ্বশুর, ভ্রাতৃজায়ার পিতা। ৬তৎ। সং ; পু।

ভ্রাতৃস্নেহ—১। ভ্রাতার প্রতি বাৎসল্য, ভাইকে ভালবাসা। ৭তৎ। ২। ভ্রাতার স্নেহ, ভাইএর ভালবাসা, ভ্রাতৃপ্রেম। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রাতৃহত্যা—ভ্রাতৃবধ, ভ্রাতার প্রাণনাশ।

ভ্রাতৃহন্তা (– হন্তৃ)—ভ্রাতার প্রাণনাশক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, – হন্ত্রী।

ভ্রাত্রীয়—১। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। ভ্রাতৃ (ভ্রাতা) + ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভ্রাত্রীয়া। ২। ভ্রাতৃপুত্র, ভাইপো। সং ; পু।

ভ্রাত্রীয়া—১। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়া। ভ্রাত্রীয় + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভ্রাতৃকন্যা। সং ; স্ত্রী।

ভ্রান্ত—১। ভ্রমণযুক্ত ; ঘূর্ণায়মান ; ভ্রান্তিযুক্ত, ভুলবিশিষ্ট। ভ্রম্ (ভ্রমণ করা, ভুল করা, ইত্যাদি) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভ্রান্তা। ২। ভ্রমণ। ভ্রম্ + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ভ্রান্তি—ভ্রম, ভুল ; ভ্রমণ ; ঘূর্ণন। ভ্রম্ + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

ভ্রান্তিকর—ভ্রান্তিজনক ; ভ্রমকারক। ভ্রান্তি – কৃ + ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, – করী।

ভ্রান্তিজনক—প্রমাদকর, ভ্রম উৎপাদক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, – জনিকা। [সং ; পু।

ভ্রান্তিপাশ—ভ্রমজাল, ভ্রান্তিরূপ জাল। রূপক।

ভ্রান্তিমান্ (– মৎ)—১। ভ্রান্তিযুক্ত, ভ্রমবিশিষ্ট। ভ্রান্তি + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী ভ্রান্তিমতী। ২। কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং ; পু।

ভ্রান্তিমূলক—ভ্রমজনিত, ভ্রমহেতুক, ভ্রমবশতঃ উৎপন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি।

ভ্রান্তিবশ—ভ্রমের বশীভূত, ভ্রমযুক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, – বশা। [স্থানে। ব্য।

ভ্রান্তিবশতঃ—ভ্রমহেতু। ভ্রান্তিবশ + তস্ ৫মী-

ভ্রান্তিসঙ্কুল—ভ্রমপূর্ণ, সাতিশয় ভ্রমযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

ভ্রান্তিহর—ভ্রমনাশক, ভ্রমনিবারক। ৬তৎ।

ভ্রামক—শৃগাল ; ধূর্ত্তজীব ; সূর্য্যাবর্ত্ত ; অয়স্কান্ত, চুম্বক পাথর। ভ্রম (ভ্রমণ করা, ইত্যাদি) + ণক ক। সং ; পু।

ভ্রামর—১। ভ্রমরসম্বন্ধীয়। ভ্রমর + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ভ্রামরী। ২। মধু। সং ; ক্লী। ৩। অয়স্কান্ত মণি। সং ; পু।

ভ্রামরী—১। ভ্রমর-সম্বন্ধীয়া। ভ্রমর + ষ্ণ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দেবীবিশেষ, দুর্গা। [কথিত আছে যে, মহাদেবকে ছলনা করিবার নিমিত্ত ভগবতী এই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন]। সং ; স্ত্রী।

ভ্রামরীমিত্রতা—ভ্রমরতুল্য বন্ধুত্ব, ভ্রমর যেমন যতক্ষণ মধু আছে ততক্ষণ ফুলের কাছে থাকে, মধু ফুরাইলেই চলিয়া যায়, তদ্রূপ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বন্ধুত্ব করা। অসমস্ত পদ।

ভ্রাম্যমাণ—যাহাকে ভ্রমণ করান হইতেছে এরূপ ; ঘূর্ণ্যমাণ। ণিজন্ত ভ্রম্ – ভ্রামি (ঘুরান ইত্যাদি) + শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভ্রু—ভ্রূ (তাহা দেখ)। ভ্রম্ + ডু ক। সং ; স্ত্রী।

ভ্রুকুংশ, ভ্রুকুংস, ভ্রূকুংশ, ভ্রূকুংস—স্ত্রীবেশধারী নট। ভ্রূ শব্দ – কুনশ্ বা কুনস্ (দীপ্তি পাওয়া) + অন্ ক। সং ; পু।

ভ্রুকুটি, ভ্রুকুটী, ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী—ভ্রূভঙ্গী। ভ্রূর কুটি বা কুটী (কুটিলতা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রূ—চক্ষুর ঊর্দ্ধস্থিত রোমরাজি। ভ্রম্ (ভ্রমণ করা) + ডূ ক। সং ; স্ত্রী।

ভ্রূকুংশ, ভ্রূকুংস—ভ্রুকুংশ দেখ। [সং ; ক্লী।

ভ্রূকুঞ্চন—ভ্রূর সঙ্কোচন, ভ্রূ কোঁকড়ান। ৬তৎ।

ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী—ভ্রুকুটি দেখ।

ভ্রূকুটিকুটিল—ভ্রূভঙ্গী জন্য কুটিল, ভ্রূভঙ্গী হেতু বিকৃত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভ্রূক্ষেপ—ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূকুটি, ভ্রূচালন ; দৃষ্টিপাত। ভ্রূর ক্ষেপ, ৬তৎ। সং ; পু।

ভ্রূণ—বালক ; গর্ভস্থ শিশু। ভ্রূণ (আশা করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু। [উপযুক্ত কালে গর্ভাশয় মধ্যে শুক্র ও আর্ত্তব প্রবিষ্ট হইলে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। ইহা প্রথম মাসে ডিম্বাকার থাকে। দ্বিতীয় মাসে ইহার মস্তক (কাহারও মতে হৃদয়, কাহারও মতে মধ্যভাগ, কাহারও মতে হস্ত পদ) উৎপন্ন হয়। তৃতীয় মাসে সমস্ত অঙ্গের উদ্ভব হয়। চতুর্থ মাসে সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও চেতনা জন্মে। পঞ্চম মাসে মনঃ, ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি, সপ্তম মাসে কেশ ও চক্ষুর

উৎপত্তি হয়। অষ্টম মাসে ওজোধাতু জন্মে এবং শিশু তির্য্যগ্‌ভাবে থাকে। নবম মাসে অধোমুখ হইয়া দশম, একাদশ, বা দ্বাদশ মাসে ভূমিষ্ঠ হয়]।

ভ্রূণঘ্ন—ভ্রূণঘাতক, ভ্রূণহত্যাকারী। ভ্রূণ-হন্ (বধ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ভ্রূণঘ্নী। [নাশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভ্রূণহত্যা—ভ্রূণের প্রাণবধ, গর্ভস্থ শিশুর জীবন-

ভ্রূণহা (ভ্রূণহন্)—ভ্রূণঘাতক, ভ্রূণহন্তা; ভ্রূণহত্যাকারী। ভ্রূণ-হন্ (বধ করা) +কিপ্ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী।

ভ্রূভঙ্গ—ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গি; ভ্রূবিলাস। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

ভ্রূভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গী—ভ্রূকুটি; ভ্রূবিলাস। ৬তৎ।

ভ্রূবিলাস—ভ্রূর শোভা; শোভাজনক ভ্রূচালনা; ভ্রূভঙ্গী। ৬তৎ। সং; পু।

ভ্রূসঙ্কেত—ভ্রূসঞ্চালন দ্বারা ইসারা। ভ্রূ দ্বারা সঙ্কেত, ৩তৎ। সং; পু।

ভ্রেষ, ভ্রেষণ—গমন; পতন; ভ্রমণ। ভ্রেষ্ +অল, অনট্ ভা। সং; ক্রমে পু ও ক্লী।

ম—১। পঞ্চবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; চন্দ্র; সময়; যম; মন্ত্র। মা (পরিমাণ করা)+ড ক। ৩। বিষ। মী (বধ করা) +ড ক। সং; পু।

মথা—মন্থন করা। প্রাদেশিক। ক্রি।

মই, মৈ—অস্থাবর আরোহণী বা সিঁড়ি; ভূমি কর্ষণের পর মাটী চৌরস করিবার তদাকার যন্ত্র। দেশজ। সং।

মউ, মৌ—মধু, মোম। দেশজ। সং।

মউর—বিবাহকালে ব্যবহৃত মুকুট; ময়ূর। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

মউরী—স্বনামখ্যাত বেণেতি মসলা; ময়ূরী।

মওলা বক্স—সুপ্রসিদ্ধ গুণী। ভিবানীর এক জমিদারবংশে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। প্রথমে ইনি ব্যায়াম ও কুস্তীতে অনুরক্ত ছিলেন। পরে এক ফকীরের পরামর্শে সঙ্গীতের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ঘসীটে খাঁ নামে তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনি কাহাকেও শিষ্য করিতেন না। কিন্তু মওলা বক্সের সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া ইঁহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। আর্য্যাবর্ত্তে বিশুদ্ধ হিন্দুসঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ না দেখিয়া ইনি দাক্ষিণাত্যে গিয়া তাহা শিক্ষা করেন। তাঞ্জোরে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণের নিকটে বীণাবাদ্য শিক্ষা করিয়া তাহাতে নৈপুণ্য লাভ করেন। ইনি মহীশূরের রাজদরবারে ও বরোদা রাজদরবারে বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। বরোদার অনেক গুণী ইঁহার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মওলা বক্স বহুকাল কলিকাতায় সঙ্গীতাচার্য্য রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকটে বাস করেন এবং তাঁহার সহায়তায় তদানীন্তন বড়লাটের সহিত পরিচিত হন। এই সূত্রে ইনি দিল্লীর দরবারে নিমন্ত্রিত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মকদ্দমা, মোকদ্দমা—বিবাদ, আদালতে অভিযোগ। বৈদে। সং।

মকর—মৎস্যবিশেষ, কন্দর্পের ধ্বজ, গঙ্গার বাহন; মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে দশম রাশি; নিধিবিশেষ। মক্ (গমন করা, ভূষিত করা)+অর ক। সং; পু।

মকর-কুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মকরকেতন, মকরকেতু, মকরধ্বজ—কন্দর্প, কামদেব, মদন; সমুদ্র। বহু। সং; পু।

মকরক্রান্তি—নিরক্ষ রেখা হইতে ২৩॥০ অংশ দাক্ষিণে স্থিত অক্ষরেখা। মকর রাশিতে ক্রান্তি (গমন) হয় যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

মকরধ্বজ—মকরকেতন দেখ।

মকরন্দ—১। ফুলের মধু; কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। মকর—দো (ছেদন করা)+ড ক। সং; পু। ২। পুষ্পরেণু। সং; ক্লী।

মকরন্দবতী—১। মধুবিশিষ্টা। মকরন্দ+বতু আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পাটলাপুষ্প। সং; স্ত্রী।

মকরবাহিনী—গঙ্গা। মকর বাহী (বাহক) যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। অথবা মকরকে বাহিত (চালিত) করেন যিনি, উপ; মকর শব্দ-পিঞ্জস্থ বহ্=বাহি (বহন করান)+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মকরব্যূহ—মকরাকার সৈন্য-বিন্যাস। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মকরসংক্রান্তি—সূর্য্যের মকর রাশিতে সংক্রমণ, মাঘসংক্রান্তি। এই সংক্রান্তিদিনে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-স্থানে সর্ব্ববিধ পাপ নষ্ট হয়। এই দিনে সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে। মকরগতা যে সংক্রান্তি (সংক্রমণ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মকরাকর—সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

মকরাকার—১। মকরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মকরাকারা। ২। কাঁটাকরঞ্জ। সং; পু।

মকরাক্ষ—রক্ষোরাজ রাবণের সেনাপতি, খরের পুত্র। কুম্ভ ও নিকুম্ভ হত হইলে, ইনি রাবণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে প্রেরিত হন। রাক্ষসবীর প্রভূত বিক্রমসহকারে তুমুল সংগ্রাম করিয়া অবশেষে রামের হস্তে নিহত হন। মকরের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। সং; পু।

মকরাঙ্ক—কামদেব; সমুদ্র। মকর হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

মকরালয়—সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

মকাই, মক্কা—জনার, ভুট্টা। দেশজ। সং।

মকান—বাসগৃহ, বাড়ী, নিবাস। বৈদেশিক। সং।

মক্কা—আরবদেশের রাজধানী। মুসলমান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্মস্থান বলিয়া উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মহাতীর্থ। বৈদে। সং।

মকুট, মুকুট—শিরোভূষণ। মনক্ (ভূষিত করা) +উট ক। সং; ক্লী।

মকুর—মুকুর, দর্পণ, আয়না; কুলালদণ্ড; মুকুল, কুঁড়ি। মনক্+উর ক। সং; পু।

মকুল, মুকুল—কুঁড়ি। মনক্ (ভূষিত করা)+উল ক। সং; পু বা ক্লী।

মকুব—রেহাই, ছাড়, খালাস, নিস্তার, মাফ্, ক্ষমা। বৈদেশিক।

মক্কেল—উকীলের আশ্রিত ব্যক্তি, আদালতে পক্ষ। বৈদেশিক। সং। [শিক। সং।

মক্তব—মুসলমানী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বৈদে-

মক্‌ষ—অভ্যাস, অনুশীলন। বৈদেশিক। সং।

মক্ষ—দোষগোপন; কোপ, ক্রোধ; সমূহ। মক্ষ্+অল্ ভা। সং; পু।

মক্ষিকা, মক্ষীকা—পতঙ্গবিশেষ, মাছি। মক্ষ্ +ণক ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মখ—যজ্ঞ, যাগ। মখ (গমন করা)+অল্ আধি। সং; পু।

মখমল—একপ্রকার সুকোমল পশমী কাপড়। [বৈদেশিক। সং।

মগ—১। আরাকান প্রদেশের জাতিবিশেষ; এই প্রদেশের জলদস্যুর বংশধর। সং; পু। স্ত্রী মগিনী। ২। ধাতুনির্ম্মিত জলপাত্র-বিশেষ। ইং (mug)। সং।

মগজ—মাথার ঘিলু, মস্তিষ্ক। বৈদেশিক। সং।

মগজি, -জী—জামার দোমড়ান প্রান্ত বা ধার। বৈদেশিক। সং।

মগধ—দেশবিশেষ, বিহার; বিহারদেশীয় লোক; বন্দী, স্তুতিপাঠক। মনুগ্ (গমন করা)+অল্ ণ=মগ, তদুত্তরে ধা (ধারণ করা)+ড ক। সং; পু।

মগধেশ্বর—রাজা জরাসন্ধ; মগধ দেশের অধিপতি। ৬তৎ। সং; পু।

মগন—মগ্ন। বিণ। ক, প্র।

মগরা—উদ্ধত, দুর্বিনীত; ধৃষ্ট; অপ্রবৃদ্ধ; অবাধ্য, একগুঁয়ে, একঠোকা। প্রাদেশিক। বিণ।

মগলে—চাহিলে। প্রা, ক। ক্রি।

মগ্ন—অন্তঃপ্রবিষ্ট, নিমজ্জিত, ডুবিয়াছে এরূপ; স্নাত। মস্জ্ (স্নান করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মগ্না।

মঘ—১। পূজা। মহ্ (পূজা করা)+কন্

তা। ২। দ্বীপবিশেষ। মহ্+কন্ র্ম। সং; পু। ৩। সুখ। সং; ক্লী।
মঘবতী—ইন্দ্রাণী, শচী। মঘবান্ দেখ। মঘবৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
মঘবা (মঘবন্)—দেবরাজ ইন্দ্র; জৈন চক্রবর্ত্তি-বিশেষ। মহ্ (পূজা করা)+কনিপ্ র্ম। সং; পু। স্ত্রী মঘোনী।
মঘবান্ (—বৎ)—ইন্দ্র। মঘ (সুখ)+বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু। স্ত্রী মঘবতী।
মঘা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দশম নক্ষত্র। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে এই নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ অবস্থিত ছিল। তাহার পর কলির প্রবৃত্তি হয়। মহ্ (পূজা করা)+অন্ র্ম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
মঘাভব—১। মঘানক্ষত্রজাত। মঘা হইতে ভব (উৎপন্ন), ৫তৎ; কিংবা মঘাতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মঘাভবা। ২। শুক্রাচার্য্য। সং; পু।
মঘোনী—ইন্দ্রাণী, শচী। মঘবা দেখ। মঘবন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
মঙ্কু—আমার। প্রা, ক। [উর ক। সং; পু।
মঙ্কুর—মুকুর, দর্পণ। মন্ক্ (ভূষিত করা)+
মঙ্ক্ষু—মনোরম; শীঘ্র; অতিশয়, ভৃশ। মস্জ (পবিত্র হওয়া)+উ ক, নিপাতনে। ব্য।
মঙ্গ—নৌকার শিরোভাগ, আগা গলুই (Prow)। মন্গ্ (গমন করা)+অক্ ক। সং; পু।
মঙ্গল—১। শুভ, কল্যাণ; কুশল। মন্গ্ (গমন করা)+অল র্ম। সং; ক্লী। ২। গ্রহবিশেষ, কুজগ্রহ। মন্গ্+অল ক সং; পু। ৩। শুভদায়ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মঙ্গলা। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।
মঙ্গলকামনা—কল্যাণ-যাচনা, কুশল-প্রার্থনা।
মঙ্গলকামী (—কামিন্)—শুভকামনাকারী, কল্যাণপ্রার্থী, হিতেচ্ছু। মঙ্গল—কম্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—কামিনী।
মঙ্গলগীত—মঙ্গলজনক গান, শুভসঙ্গীত। মঙ্গলকর গীত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
মঙ্গলচণ্ডিকা, মঙ্গলচণ্ডী—ভগবতী, দুর্গা। [ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী খুল্লনা কর্তৃক মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচারিত হয়]। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [বহু। সং; পু।
মঙ্গলচ্ছায়—প্লক্ষ বৃক্ষ। মঙ্গলা ছায়া যাহার,
মঙ্গলদাস নাথুভয় (স্যার)—ইনি গুজরাটী শাখার কপোলবেণিয়াজাতিসম্ভূত। জন্ম ১৮৩২ খ্রীঃ, অক্টোবর মাস। ১১ বৎসর বয়সে ইনি পিতামহের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৮৫৯ খৃঃ ইনি "জষ্টিস্ অব্ দি পীস্" (Justice of the Peace) পদে নিযুক্ত হন। ইনি হোলি-উৎসবের ও বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের নীতিবিগর্হিত আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদের অনেক সংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বালক বালিকাগণের শিক্ষা কল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ৭০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় ইঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি বম্বে এসো সিয়েসনকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর বম্বে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৭২ খৃঃ ইনি সি, এস, আই, এবং ১৮৭৫ খৃঃ নাইট উপাধি লাভ করেন। ১৮৯০ খৃঃ ৯ই মার্চ্চ ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উইল করিয়া প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা বিবিধ সৎকার্য্যের উদ্দেশে দান করিয়া যান। অন্যান্য কার্য্যের সহিত একণে প্রায় ৫০০০০ টাকা প্রতি মাসে দরিদ্র কপোলিয়াগণকে দান করা হয়। [৬তৎ। বিণ; ত্রি।
মঙ্গলপাঠক—স্তুতিপাঠক, স্বস্তিবাচক; বন্দী।
মঙ্গলমন্দির—১। মঙ্গলরূপ গৃহ, কল্যাণরূপ আলয়। রূপক। ২। মঙ্গলের আধার। ৬তৎ। সং; ক্লী।
মঙ্গলা—১। শুভদায়িকা। মঙ্গল দেখ। মঙ্গল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; পতিব্রতা নারী; শ্বেতদূর্ব্বা; হরিদ্রা। সং; স্ত্রী।
মঙ্গলাচরণ—কর্ম্মারম্ভে শুভজনক ক্রিয়া। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
মঙ্গলামঙ্গল—শুভাশুভ, ভাল মন্দ। মঙ্গল ও অমঙ্গল, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [৬তৎ। ব্য।
মঙ্গলার্থে—মঙ্গলের নিমিত্তে। মঙ্গলের অর্থে,
মঙ্গলোৎসব—শুভ উৎসব, শুভ আনন্দজনক ব্যাপার। মঙ্গলযুক্ত যে উৎসব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
মঙ্গল্য—১। শুভকর, শুভজনক; সুন্দর। মঙ্গল+য্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মঙ্গল্যা। ২। অশ্বত্থ; বিল্ববৃক্ষ; নারিকেল বৃক্ষ। সং; পু। ৩। দধি। সং; ক্লী।
মঙ্গিনী—নৌকা। মঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
মছলন্দ—সূতা দিয়া বোনা সরু মাদুরবিশেষ, প্রায়ই চিত্রিত। বৈদেশিক। সং।
মজকুর—লিখিত বিবরণ। বৈদেশিক। সং।
মজবুৎ—দৃঢ়, স্থায়ী। বৈদেশিক। বিণ।
মজলিস—সভা; কর্ত্তাভজার দলের সভা। বৈদেশিক। সং।
মজলিসী—সভার যোগ্য, সভাতে আহ্বানযোগ্য। বৈদেশিক। বিণ।
মজা—১। কৌতুক,তামাসা, ঝগড়; আমোদ, আনন্দ; বিস্ময়, আশ্চর্য্য; উপযুক্ত প্রতিফল; সুস্বাদ। সং। ২। অতি পক্ক; বেশী পাকা। বিণ। ৩। অতিপক্ক হওয়া, বেশী রকম পাকা; বিকৃত বা নষ্ট হওয়া; মোহিত হওয়া; মত্ত হওয়া; মগ্ন হওয়া, ডুবা। দেশজ। ক্রি। [দেশজ। বিণ।
মজাদার—কৌতুকপ্রদ, আনন্দজনক; স্বাদু।
মজান—বেশীরকম পাকান; বিকৃত বা নষ্ট করা; পতিত করা; মগ্ন করা, ডুবান, ভুলান; মত্ত করা; মোহিত করা। দেশজ। ক্রি।
মজুত, মজুদ—বিদ্যমান; হস্তে স্থিত; সঞ্চিত। বৈদেশিক। বিণ।
মজুন্দার, মজুমদার—মৌজাদার, প্রাচীনকালের জমীদারী উপাধি; উপাধিবিশেষ। বৈদে। সং।
মজুর—সামান্য শ্রমজীবী। বৈদেশিক। সং।
মজুরা—নৃত্যাদির মজুরি, নর্ত্তনক্রিয়া। বৈদেশিক। সং।
মজুরি, মজুরী—মজুরের কর্ম্ম; মজুরের বেতন, পারিশ্রমিক; অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণের মূল্য। বৈদেশিক। সং।
মজ্জন—অবগাহন; ডুবা; স্নান। মস্জ্ (স্নান করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
মজ্জা—অস্থিমধ্যস্থ স্নেহ পদার্থবিশেষ [স্বীয় অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক অস্থির যে সারাংশ জন্মে, তাহা ঘনীভূত হইলে মজ্জার উৎপত্তি হয়। ইহা অস্থির অভ্যন্তরে থাকে। মজ্জা পরিপক্ক হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়। তাহার একভাগ মজ্জার পোষণ করে, অপর ভাগ ব্যান বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া শুক্রের সহিত সম্মিলিত হয়]; বৃক্ষাদির সার। মস্জ্ (স্নান করা)+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
মঞ্চু—আমার। সমস্ব। প্রা, ক।
মঞ্চ—বেদী, টোঙ্; মাচা; পর্য্যঙ্ক, খট্টা, খাট। মন্চ্+অন্ ক। সং; পু। [সং; পু।
মঞ্চক—মঞ্চ (সকল অর্থে)। মঞ্চ+কণ্ স্বার্থে।
মঞ্চকাশ্রয়—শয্যাকীট, ছারপোকা। মঞ্চক (খট্টা) আশ্রয় যাহার, বহু। সং; পু।
মঞ্জরি, মঞ্জরী—পল্লবাঙ্কুর,শীষ; মুকুল; লতা। মন্জ্+অপ্ ভা=মঞ্জ; মঞ্জ—রা (গ্রহণ করা)+ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
মঞ্জরিত মঞ্জরীযুক্ত; অঙ্কুরিত; মুকুলিত। মঞ্জরী+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।
মঞ্জরী—মঞ্জরি দেখ।
মঞ্জি, মঞ্জী—পল্লবাঙ্কুর মঞ্জরী, শীষ। মন্জ্ (মার্জন করা)+ই ক। সং; স্ত্রী।
মঞ্জিমা (মঞ্জিমন্)—রম্যতা, মনোজ্ঞতা। মঞ্জু+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পু।
মঞ্জিল, মঞ্জীল—১। রজককোষিত গ্রাম, যে গ্রামে রজক বাস করে। মন্জ্ (মার্জন করা)+ইর, ঈর, অধি। সং; পু। ২। প্রাসাদ, অট্টালিকা, কোটাবাড়ী; এক দিনের গমনযোগ্য পথ। হিন্দীমূলক। সং।

মঞ্জিষ্ঠা—স্বনামখ্যাত রক্তবর্ণ লতা। মঞ্জ্—স্থা (থাকা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

মঞ্জী—মঞ্জি দেখ।

মঞ্জীর—পাদাভরণ, নুপুর। মন্জ্ (শব্দ করা) +ঈর ক। সং; পু ও ক্লী।

মঞ্জীল—মঞ্জিল দেখ।

মঞ্জু—সুন্দর, মনোজ্ঞ; মধুর। মন্জ্ (মার্জন করা)+উ ক। বিণ; ত্রি।

মঞ্জুঘোষ—১। মনোহর ধ্বনি। মঞ্জু (মনোহর) যে ঘোষ (ধ্বনি), কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মনোহর ধ্বনিবিশিষ্ট। মঞ্জু হইয়াছে ঘোষ (ধ্বনি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মঞ্জুভাষিণী—১। মধুরবাদিনী। মঞ্জুভাষী দেখ। মঞ্জুভাষিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মঞ্জুভাষী (-ভাষিন্)—মধুরভাষী, মিষ্টালাপী। মঞ্জু (মধুর)—ভাষ্ (কথা বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মঞ্জুভাষিণী।

মঞ্জুর—অনুমোদিত, স্বীকৃত, গ্রাহ্য। বৈদেশিক। বিণ। [শিক। সং।

মঞ্জুরী—অনুমোদন, স্বীকৃতি, সম্মতি। বৈদে-

মঞ্জুল—১। সুন্দর, মনোজ্ঞ; মধুর; সমীচীন। মন্জ্ (মার্জন করা)+উল ক। বিণ; ত্রি। ২। শৈবাল; নিকুঞ্জ। সং; ক্লী।

মঞ্জুষা, মঞ্জূষা—সিন্দুক, পেঁড়া; প্রস্তর। মন্জ্ (মার্জন করা)+ঊষন্, উষন্ আদি+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মটকা—খড়ো ঘরের চালের মাথা, মরকচা; একপ্রকার রেশমী কাপড়; গুটীকাটা তসর বা রেশম। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

মটকি, মটকী—অলিঞ্জর, জালা, কলস।

মটর—কৃষিজাত কলায়বিশেষ। সং।

মঠ—ছাত্রাদির বাসস্থান, টোল; দেবালয়, মন্দির; আশ্রম; আখড়া। মঠ্ (বাস করা)+অল্ আদি। সং; পু।

মঠধারী (-ধারিন্)—আখড়ার অধিকারী, মঠাধ্যক্ষ; মোহান্ত। উপ; মঠ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী মঠধারিণী।

মড়ক—১। শস্যবিশেষ, মেড়ুয়া। মড্ (বেষ্টন করা)+অক ক। সং; পু। ২। মহামারী। দেশজ। সং।

মড়া—মৃত নরদেহ। দেশজ। সং।

মড়াকিয়া, মড়াঞ্চে—মৃতবৎসা (পোয়াতী)। দেশজ। বিণ।

মড়ি—মড়া। দেশজ। সং। [দেশজ। বিণ।

মড়িপোড়া—যে শবদাহে উপস্থিত থাকে।

মণ, মন—৪০ সের পরিমাণ। মা (পরিমাণ করা)+ডণ, ডন ণ। সং; পু।

মণকষা, মণকিয়া—মণবিষয়ক গণিত। সং।

মণি—১। বহুমূল্য রত্ন; অকালে উদিত শক্রধনু; মুক্তা; মণিবন্ধ; অলিঞ্জর, জালা। মণ্ (অব্যক্ত শব্দ করা)+ই ক। সং; পু বা স্ত্রী। এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে 'মণী'ও হয়। ২। অর্থ, ধন, টাকাকড়ি। ইংরাজী শব্দ।

মণিক—অলিঞ্জর, জালা। মণি+কণ্ স্বার্থে; কিংবা মণি—কৈ+ড ক। সং; পু।

মণিকর্ণ—কামরূপস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। মণি আছে কর্ণে যাহার, বহু। সং; পু।

মণিকর্ণিকা—১। মণিময় কর্ণভূষণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। কাশীর একটি তীর্থ [এই স্থানে শিবের মণিকর্ণিকা অর্থাৎ মণিময় কর্ণভূষণ পতিত হওয়াতে এই নামে খ্যাত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, চিন্তামণি মহাদেব এই স্থানে মুমূর্ষু সাধুপুরুষগণের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া উদ্ধার করেন বলিয়া ইহার নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। ইহা বিষ্ণুচক্রে নির্মিত বলিয়া চক্রপুষ্করিণী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানে মণিকর্ণীশ্বর শিব ও বিষ্ণুর পাদুকা আছে]। সং; স্ত্রী

মণিকাঞ্চন—মুক্তা ও সুবর্ণ, রত্ন ও সোনা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

মণিকাঞ্চনসংযোগ—রত্ন ও সুবর্ণের মিলন, মুক্তা ও সোনার মিলনের ন্যায় অতি মনোহর সংযোজন। মণিকাঞ্চনের সংযোগ অথবা মণিকাঞ্চনের সংযোগবৎ সংযোগ। ৬তৎ। সং; পু।

মণিকার—মণিপরিষ্কারক; মণিব্যবসায়ী জহুরি; ন্যায়চিন্তামণি গ্রন্থকর্ত্তা। মণি শব্দ—কৃ (করা)+অণ্ ক। সং; পু।

মণিগ্রীব—কুবেরের পুত্র [নলকুবর দেখ]। মণি গ্রীবাতে যাহার, বহু। সং, পু।

মণিত—চুম্বনধ্বনি; রতিকূজিত, রমণকালে স্ত্রীগণের অব্যক্ত শব্দ। মণ্ (কূজন করা) +ক্ত ভা। সং; ক্লী। [সং; পু।

মণিপুর—১। নাভিপদ্ম; তৃতীয় চক্র। ৬তৎ। ২। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত একটি ইংরাজাশ্রিত দেশীয় রাজ্য। ইহা আসাম গভর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মণিপুররাজ ইংরাজকে কর দেন না। এই দেশের টাটুঘোড়া বলিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। "পোলো" (Polo) খেলা মণিপুরে সৃষ্ট হইয়া ভারতে ও ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে। রাজ্যের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে নাগা ও কুকী প্রধান। মণিপুরীরা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান কালের মণিপুরীরা বৈষ্ণব এবং বঙ্গদেশের গোস্বামী মহাশয়দিগের শিষ্য।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জ্জুন বিবাহ করেন, পরে অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব ধারণ উপলক্ষে চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। ইহার পর বহুশতাব্দী যাবৎ মণিপুরের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। পং (Pang) দেশস্থ সান রাজ্যের বন্ধুস্বরূপে মণিপুর বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে প্রথম দেখা দেয়।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে পামহেইবা (Pam-heiba) নামক জনৈক নাগা মণিপুর-সিংহাসন গ্রহণ এবং হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গরিব নওয়াজ নাম ধারণ করেন। ইনি ব্রহ্মরাজের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে, ব্রহ্মরাজ মণিপুর আক্রমণ করিলে, মণিপুর-রাজ জয়সিংহ ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করেন (১৭৬২ খৃঃ)। ১৮২৪ খৃঃ প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ব্রহ্মসৈন্য কাছাড় ও আসাম আক্রমণ করে। সেই সময়ে মণিপুররাজ গম্ভীরসিংহ ইংরাজের সাহায্যে শত্রুসৈন্য বিতাড়িত করেন। ১৮২৬ খৃঃ ইংরাজের সহিত ব্রহ্মরাজের সন্ধি স্থাপিত হয় এবং মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৮৩৪ খৃঃ গম্ভীরসিংহ পরলোক গমন করিলে তাহার এক বৎসর বয়স্ক পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, এবং তৎপিতৃব্য (গরিব নওয়াজের প্রপৌত্র) নরসিংহ অভিভাবক স্বরূপে রাজকার্য্য পরিচালনকল্পে নিযুক্ত হন। পর বৎসরে মণিপুররাজ্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজপক্ষীয় পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮৪৪ খৃঃ নরসিংহের প্রাণসংহার অভিপ্রায়ে একটি ষড়্যন্ত্র হয়, এবং চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের মাতা এই ষড়্যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় তিনি পুত্রসহ কাছাড়ে পলায়ন করেন। নরসিংহ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। উক্ত অব্দে তাহার দেহাবসান ঘটিলে, তাহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ রাজা বলিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হন। ইহার তিনমাস পরে চন্দ্রকীর্ত্তি মণিপুর আক্রমণ করেন এবং দেবেন্দ্র সিংহ কাছাড় অভিমুখে পলায়ন করেন। ১৮৫১ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ আবার রাজা বলিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হন।

১৮৭৯ খৃঃ নাগাযুদ্ধের সময়ে চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ ইংরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৮৮৬ খৃঃ ইঁহার লোকান্তর গমন ঘটিলে, ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্র সিংহ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া অন্যতম ভ্রাতা কুলচন্দ্রকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৮৯০ খৃঃ অপর ভ্রাতা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ শূর-

চন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যুবরাজকে অভিভাবকরূপে অধিষ্ঠিত করেন। শূরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিংহাসন বিষয়ক বিবাদ ভঞ্জনার্থে ১৮৯১ খৃঃ মার্চ্চ মাসে আসামের চীফ কমিশনার কুইণ্টন (Quinton) সাহেব ৪০০ গুর্খা সৈন্য লইয়া মণিপুর গমন করেন। নূতন রাজাকে স্বীকার করা এবং সেনাপতিকে স্থানান্তরিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সেনাপতিকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হয়, পরে তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না; টিকেন্দ্রজিৎ পলায়ন করিলেন, মণিপুরিগণ ইংরাজের রেসিডেন্সি আক্রমণ করিল। কুইণ্টন সাহেব কিছু সময় লইয়া, তিন চারিজন কর্ম্মচারী সহ নিরস্ত্র হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবার অভিপ্রায়ে মণিপুর দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেইখানে নৃশংসভাবে সদলবলে নিহত হন। এই সংবাদ অবগত হইয়া তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউন মণিপুর আক্রমণার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন। মে মাসে টিকেন্দ্রজিৎ ও কুলচন্দ্র প্রভৃতি ধৃত হন। বিচারান্তে টিকেন্দ্রজিৎ ও জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং কুলচন্দ্রকে আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হয়। রাজবংশের জনৈক পঞ্চমবর্ষীয় শিশু চূড়চন্দ্রকে মণিপুররাজ বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ইংরাজের তত্ত্বাবধানে রাজকার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে রাজ্যমধ্যে 'বেগার' প্রথা রহিত হইয়া যায়। ১৯০১ খৃঃ লর্ড কর্জ্জন মণিপুর দর্শন করেন। ১৯০৭ খৃঃ মে মাসে চূড়চন্দ্রের হস্তে পূর্ণ রাজ্যভার প্রদান করা হয়, তৎপরে ছয় জন মণিপুরী জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে রাজকার্য্য সম্পাদনে রাজার সাহায্য করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। ইম্ফল (Imphal মণিপুরের রাজধানী।

মণিপুরের কৃষ্ণলীলার যাত্রাভিনয় প্রসিদ্ধ। "কমলে কামিনী" নাটকে দীনবন্ধু মিত্র "রাসলীলা"র অভিনয়ের অবতারণা করিয়া ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। শেষ রাজবিপ্লবের পরে রাজপরিবার সম্পর্কীয়া মহিলাগণের এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তাঁহারা কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া কৃষ্ণযাত্রা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মণিবন্ধ—করগ্রন্থি, হাতের কব্জা; পর্ব্বত বিশেষ। মণির বন্ধ (বন্ধন) হয় যে স্থানে, বহু। সং; পুং।

মণি বেগম—মীরজাফরের অন্যতমা পত্নী। ইনি প্রথমে দিল্লী সহরে নর্ত্তকীর ব্যবসায় করিতেন, পরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরের দৃষ্টিপথে পতিত হন। ইঁহার গর্ভজাত দুই পুত্র নজামউদ্দৌলা ও সৈয়ফউদ্দৌলা যথাক্রমে মীরজাফরের মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের নবাবতক্তে আসীন হন। প্রথম পুত্রটী ১৭৬৫ খ্রীঃ হইতে ১৭৬৬ খৃঃ পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়টী ১৭৬৬ হইতে ১৭৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বালক ছিলেন বলিয়া মণি বেগম ইঁহাদের অভিভাবিকারূপে রাজকার্য্য করিতেন। পরে মীরজাফরের অপরা পত্নী বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক উদ্দৌলা যখন মসনদে বসেন, তখনও মণি বেগম তাহার অভিভাবক স্বরূপে কার্য্য করিতে থাকেন।

১৭৭৫ খৃঃ নন্দকুমারের ফাঁসি হইবার পর মহম্মদ রেজা পূর্ব্ব প্রতিপত্তি লাভ করিলে মণি বেগমকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করা হয় এবং ঐ পদে রেজাকে বসান হয়। মীরজাফরের শাসনকালে মণি বেগম তাঁহাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ক্লাইভ ও হেষ্টিংস ইঁহাকে অনুগ্রহ করিতেন। দানশীলতার জন্য ইঁহাকে সকলে "মাদর-ই-কোম্পানী" অর্থাৎ কোম্পানীর মাতা এই নামে অভিহিত করিত। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা নবাব সরকার হইতে স্বতন্ত্র মাসহারা পাইতেন, তাঁহাদিগকে গদিনাসিন বেগম বলা হইত। মণি বেগম এই শ্রেণীর প্রথম বৃত্তিভোগিনী ছিলেন; ইনি মাসিক ১২০০০ টাকা পাইতেন, ও বব্বু বেগম ৮০০০ টাকা পাইতেন। মীরজাফর ক্লাইভকে যে টাকা প্রকাশ্যভাবে দান করিয়া গিয়াছিলেন, মীরজাফরের মৃত্যুর পর সেই টাকা মণি বেগম ক্লাইভকে পাঠাইয়া দেন। রাণী ভবানী মণি বেগমকে একখানি পাল্‌কী উপঢৌকন দিয়াছিলেন; সেই সঙ্গে ৩০ জন বাহক এবং তাঁহাদের, ভরণপোষণার্থে চাকরাণ জমিও দিয়াছিলেন। সেই জমি এখনও নিজামতভুক্ত আছে। মুর্শিদাবাদ সহরে যে চক মসজিদ আছে, তাহা ১৭৬৭ খৃঃ মণি বেগম প্রতিষ্ঠিত করেন। মণি বেগমকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে (১৮১২ খ্রীঃ) কোম্পানী তাঁহার বয়স সংখ্যার অনুসারে তোপধ্বনি হইবার আদেশ করিয়াছিলেন।

মণিভদ্র—যক্ষবিশেষ। মণি ভদ্র (শুভ) যাহার, বহু। সং; পুং।

মণিমধ্য—নবাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মণিমন্থ—১। পর্ব্বতবিশেষ; রাজবিশেষ; নৃপবিশেষ। মণি—মন্থ্‌+অন্‌ ক। সং; পুং। ২। সৈন্ধব লবণ। সং; ক্লী।

মণিমান্‌ (-মৎ)—১। মণিযুক্ত, মণিভূষিত। মণি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী,-মতী। ২। কুবেরের সখা ও পার্শ্বচর। একদা দলবল সমভিব্যাহারে ইনি কুবেরের সহিত দেব তাঁদিগের মন্ত্রণাসভা কুশস্থলীতে গমন করিতেছিলেন। যমুনাতটে তপোরত মহর্ষি অগস্ত্যকে দেখিয়া অজ্ঞানতা, মূর্খতা, মোহ ও তমোবশতঃ তদীয় মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। ঋষিবর ইঁহাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, ইনি সদলবলে নরের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবগণ যৎকালে বনবাসী হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে একদিন মহাবল ভীমসেন পাঞ্চালীর নিমিত্ত পঞ্চবর্ণ পুষ্প আনয়নার্থ গমন করিলে, মণিমানের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে মণিমান্‌ ভীমের হস্তে নিপতিত হন। সং; পুং।

মণিবীজ—দাড়িম্ব বৃক্ষ। মণির ন্যায় বীজ যাহার, বহু। সং; পুং।

মণিসর—মণিময় হার। মণিময় যে সর (মালা), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মণিহারী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল দ্রব্য-বিক্রেতা; নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য ব্যবসায়ী। দেশজ। সং।

মণী—মণি দেখ। মণি+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

মণীচক—১। মাছরাঙ্গা পাখী। মণী—চক+অন্‌ ক। সং; পুং। ২। চন্দ্রকান্তমণি। সং; ক্লী।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (সার্‌, মহারাজ)—কাশিম বাজারের বর্ত্তমান মহারাজ। ইনি পিতা নবীনচন্দ্রের কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন (১৮৬০ খ্রীঃ)। (ইনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের ভগ্নী গোবিন্দসুন্দরীর পুত্র। কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর পরলোক গমনের পর তাহার পুত্র রাজাবাহাদুর লোকনাথ ১৩ বৎসর কাল বংশের প্রতিনিধিস্বরূপে থাকিয়া দেহত্যাগ করেন (১৮০৪ খ্রীঃ)। বিষয় সম্পত্তি তাঁহার পুত্র হরিনাথের হস্তে আসে। হরিনাথ ১৮২৫ খৃঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়া ১৮৩২ খৃঃ লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণনাথ ১৮৪১ খৃঃ রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি শিক্ষাকল্পে অনেক টাকা দান করেন। ১৮৪৪ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর তিনি আত্মহত্যা করেন। উত্তরকালে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তাঁহার বিধবা পত্নী সুপ্রসিদ্ধা মহারাণী স্বর্ণময়ীর হস্তে আসে। ১৮৯৮ খৃঃ এই মহীয়সী মহিলার দেহাবসান হইলে

তিনি অপুত্রকা বলিয়া তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী রাণী হরসুন্দরী বিষয়ের অধিকারিণী হন। বারাণসীবাসিনী রাণী হরসুন্দরী বৃদ্ধাবস্থায় বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া সমস্তবিষয় তাঁহার দৌহিত্র এবং ভাবী উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রচন্দ্রকে দান করেন। ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে মণীন্দ্রচন্দ্র বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কাশিমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া বাস করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারীকে "মহারাজ" উপাধি দিতে গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতিপালনের অবসর প্রাপ্ত হইয়া ১৮৯৮ খৃঃ ৩০শে মে মণীন্দ্রচন্দ্রকে "মহারাজ" বলিয়া স্বীকার করিলেন। কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিনিধিস্বরূপে মণীন্দ্রচন্দ্র যে কেবল রাজবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন, তাহা নহে; পরন্তু দয়াদাক্ষিণ্যে, দানশীলতায়, বিনয়ে, আড়ম্বরশূন্যতায়, ধর্ম্মনিষ্ঠায়, সাধারণহিতকর কার্য্যে যোগদানে স্বীয় মহানুভবতার পরিচয় পদে পদে দিতেছেন। ইনি স্বয়ং রাজকার্য্য পরিদর্শন করেন, এবং বিষয়বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সম্পত্তির আয়ও অনেকাংশ ব[illegible]ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। লোকজনের আদর আপ্যায়নে ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য লক্ষিত হয়। ইঁহার যত্নে ১৯০৭ খৃঃ নবেম্বর মাসে কাশিমবাজারের রাজবাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলন ঘটিয়াছিল। ইঁহারই প্রদত্ত ভূমির উপর এবং অর্থসাহায্যে উক্ত পরিষৎ কলিকাতায় একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের জমিদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া ইনি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে প্রেরিত হন, এবং তথায় পূর্ণকাল কার্য্য করিবার পর উক্ত সভার বেসরকারী সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে অধিষ্ঠিত হন। কি রাজকর্ম্মচারিগণ, কি দেশের আপামর সাধারণ, সকলেই মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। শিল্পশিক্ষাকল্পে সংপ্রতি ইনি গভর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখিলে এ দান নিতান্ত সামান্য নয় বলিয়া সহজেই প্রতীতি হইবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট কে, সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন।

মণীব—মণিতুল্য। মণির ইব (তুল্য)। ব্য।

মণীবক—পুষ্প, ফুল। মণীব—কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং; ক্লী।

মণ্টেগু, এডউইন স্যামুয়েল ইনি বিলাতের একজন রাজনীতিক, এবং কিছুদিন ভারতসচিবের কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার প্রধানতঃ তাঁহারই দান। ভারতের বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া এই শাসন সংস্কার মণ্টফোর্ড স্কীম ও পরে মণ্টফোর্ড রিফর্ম্ম নামে পরিচিত হয়।

মিঃ মণ্টেগু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লর্ড সোয়েথলিংএর দ্বিতীয় পুত্র। কেম্ব্রিজের ক্লিফটন ও ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট রাজনীতিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে চারি বৎসর কার্য্য করেন। ৩১শ বৎ বয়সে মিঃ মণ্টেগু ভারত সচিবের আণ্ডার সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। চারি বৎসর এই পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে মিঃ মণ্টেগু ভারত ভ্রমণে আসেন। কিছুদিন ভারতে থাকিয়া বহু সরকারী কর্ম্মচারী ও ভারতীয় নেতার সহিত আলাপ করিয়া ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিলাতে ফিরিয়াই তিনি ইণ্ডিয়া আফিস নূতন করিয়া গঠন করেন। ১৯১৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী টুদি ট্রেজারীর পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অর্থসচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জানুয়ারী মাসে প্রিভি কাউন্সিলার হন; এবং তৎপরবর্ত্তী মাসে মন্ত্রীসভার সদস্য হন। ঐ বৎসরই মে মাসে তিনি আবার অর্থসচিবের পদে ফিরিয়া আসেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আবার তিনি মন্ত্রিমণ্ডলে যোগদান করেন। জুলাই মাসে তিনি যুদ্ধ-সম্ভার সংক্রান্ত মন্ত্রী (মিনিষ্টার অব মিউনিসন্স) হন। ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হন। ১৯১৭ অব্দের জুলাই মাসে মিঃ লয়েড জর্জ্জ তাঁহাকে ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ভারতের অবস্থা অত্যন্ত অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় ভারত-সচিবের পদ গ্রহণ করিয়া মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ অব্দের ২০শে আগষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, ভারতবর্ষকে অধিক মাত্রায় স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই লর্ড চেমসফোর্ডের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য মিঃ মণ্টেগু দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করেন। সকল রাজনীতিক সভা-সমিতি নিজ নিজ কল্পনানুযায়ী রাজনীতিক অধিকারের দাবী করিতে লাগিলেন। তবে ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস-লীগের দাবীই সর্ব্বপ্রধান ছিল। মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সুবিখ্যাত মণ্টফোর্ড স্কীম প্রস্তুত করিলেন। ইহা লইয়া প্রচুর আন্দোলন হইল। অবশেষে পার্লামেণ্টের অনুমোদন ক্রমে ১৯১৯ অব্দে তাহা আইনে পরিণত হইল। এই আইনের মিয়াদ দশ বৎসর। ১৯২৯ অব্দে ইহার মিয়াদ অন্তে নূতন বন্দোবস্ত হইবার কথা। এই আইনের নাম ভারত-শাসন সংস্কার আইন। এই আইন অনুসারে এখন ভারত-শাসন-কার্য্য চলিতেছে। তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের যখন সন্ধি হয়, তখন মিঃ মণ্টেগু ভারতসচিবরূপে খেলাফতের পক্ষ লইয়া বৃটিশ মন্ত্রী সমাজ ও মিত্রপক্ষীয় রাজনীতিকগণের সহিত অনেক সংগ্রাম করেন। ১৯২২ অব্দের ৯ই মার্চ্চ মিঃ মণ্টেগু ভারত-সচিবের পদত্যাগ করেন। ১৯২৪ অব্দের ১৫ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

মণ্ড—১। ফেন, মাড়; সার; সার; পিচ্ছ। মন (পূজা করা, ইত্যাদি)+ড ক। সং; পু বা ক্লী। ২। দধির মাত। সং; [illegible]। এরণ্ড বৃক্ষ; ভূষা। সং; পু।

মণ্ডক—[illegible]বিশেষ, একরকম বড়া, হিন্দীতে যাহাকে মাড়া বলে। মণ্ড+কণ্ আছে অর্থে। সং; পু।

মণ্ডন—১। ভূষণ, আভরণ। মন্ড্+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। অলঙ্করণ, প্রসাধন। মন্ড্+অনট্ ভা। ৩। অলঙ্কারক, প্রসাধক। মন্ড্+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

মণ্ডপ—১। দেবাদিগৃহ; চণ্ডীমণ্ডপাদি; লোকের বিশ্রামগৃহ। মণ্ড—পা+ড ক। সং; ক্লী। ২। মণ্ডপানকারী। বিণ; ত্রি।

মণ্ডল—১। গোল; চক্র; পরিধি, বেষ্টন; নন্দ্যাবর্ত্ত, স্বস্তিক; সর্ব্বতোভদ্র; অষ্টদল; দেশ। চক্রবাল; রাষ্ট্র, রাজ্য; কৃত্রিম রেখাদি দ্বারা রচিত আসনবিশেষ; ধনুর্দ্ধরদিগের স্থানবিশেষ; অরিমিত্রাদি দ্বাদশ প্রকার রাজ্য। মন্ড্ (বেষ্টন করা, ইত্যাদি) +কল ক। সং; ক্লী। ২। সমূহ; চন্দ্রবিম্ব; সূর্য্যবিম্ব। সং; পু বা ক্লী। ৩। কুক্কুর; সর্পবিশেষ। সং; পু। ৪। প্রধান ব্যক্তি; মাতব্বর প্রজা, সর্দ্দার, চাঁই। দেশজ। সং।

মণ্ডলক—সূর্য্য ও চন্দ্রের মণ্ডল; বিম্ব;

দর্পণ ; কুষ্ঠরোগ। মণ্ডল+কণ্ স্বার্থে। সং ; স্ত্রী।

মণ্ডলনৃত্য—মণ্ডলাকার নর্ত্তন, গোল হইয়া নাচা। মপী কর্ম্মধা। সং. ক্লী।

মণ্ডলাকার—গোলাকার চক্রাকার। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মণ্ডলাকারা।

মণ্ডলাগ্র—খড়্গ। মণ্ডল হইয়াছে অগ্র যাহার, বহু। সং ; পু।

মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলেশ্বর—চত্বারিংশ যোজন পরিমিত দেশাধিপ, রাজচক্রবর্ত্তী। মণ্ডলের অধীশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

মণ্ডলী (—লিন্)—সূর্য্য ; সর্প ; কুক্কুর ; বিড়াল ; খট্টাশ ; বটবৃক্ষ। মণ্ডল+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

মণ্ডলী—১। চন্দ্র ও সূর্য্যের বেষ্টন ; পরিধি ; বৃত্ত ; চক্র ; কুণ্ডল ; দূর্ব্বা। মণ্ডল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। কুণ্ডলী ; চক্র ; সমূহ। দেশজ। সং।

মণ্ডলেশ্বর—মণ্ডলাধীশ দেখ।

মণ্ডহারক—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি, মদ্য প্রস্তুতকারী। ৬তৎ। সং ; পু।

মণ্ডা—১। সুরা, মদ্য ; আমলকী। মণ্ড+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। মিষ্টান্নবিশেষ, চক্রাকার সন্দেশ। দেশজ। সং।

মণ্ডিত—ভূষিত, সজ্জিত ; মোড়া ; বেষ্টিত। মন্ড্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

মণ্ডূক—ভেক ; মুনিবিশেষ। মন্ড+উক ক।

মণ্ডূকী—ভেকী, স্ত্রী-ব্যাঙ্ ; গুল্মবিশেষ, থুলকুড়ী গাছ। মণ্ডূক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মণ্ডূর—লৌহমল, লোহার মরিচা। মন্ড্+উর ক। সং ; পু বা ক্লী।

মণ্ডোদক—পিষ্টতণ্ডুলমিশ্রিত জল, আলিপনার জল। মণ্ডমিশ্রিত যে উদক (জল), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মত—১। আশয়, অভিপ্রায় ; সম্মতি ; হস্তী ; মেঘ। মন (বোধ করা, ইত্যাদি)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। অভিপ্রেত ; সম্মত ; জ্ঞাত ; সম্মানিত ; কুৎসিত। মন+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মতা। ৩। মতন, স্থায়, সদৃশ ; প্রায়। দেশজ। ব্য।

মতঙ্গ—মেঘ ; জনৈক মুনি। মদ্ (মত্ত হওয়া) +অঙ্গচ্ ক। সং ; পু।

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। একদা কিষ্কিন্ধ্যাধিপ বালী, দুন্দুভি নামক অসুরকে বধ করিয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করেন ; তাহাতে অসুরের শবদেহ নিঃসৃত রক্তবিন্দুসমূহ মুনিবরের দেহকে কলুষিত করে। তজ্জন্য ইনি রুষ্ট হইয়া বালীকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর বালী ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

মতঙ্গজ—গজ, হস্তী। মতঙ্গ (মুনিবিশেষ)—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

মতন—মত, স্থায়, সদৃশ, প্রায়। দেশজ।

মতভেদ—মতের পার্থক্য, অভিপ্রায়ের বিভিন্নতা। ৬তৎ। সং ; পু।

মতামত—১। সম্মতি ও অসম্মতি। মত ও অমত, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। ২। অভিপ্রায়, মনন, মানস। দেশজ। সং।

মতাবলম্বী (—ম্বিন্)—মতানুবর্ত্তী, মতানুসারে কার্য্যকারী। মত—অব—লম্ব্+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী মতাবলম্বিনী।

মতি—১। বোধ ; বুদ্ধি, জ্ঞান ; স্মৃতি ; ইচ্ছা। মন্ (বোধ করা)+ক্তি ভা। ২। চিত্ত, মনঃ। মন্+ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী। ৩। মুক্তা। বৈদেশিক, বা মৌক্তিক শব্দের অপভ্রংশ।

মতিগতি—১। মন ও কার্য্য, অভিপ্রায় ও চেষ্টা। দ্বন্দ্ব। ২। মনের গতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মতিচুর—পকান্নবিশেষ, মিহিদানা। প্রাদে। সং।

মতিচ্ছন্ন—বুদ্ধিনাশ, কুমতি। মতির (বুদ্ধির) ছন্ন (নাশ), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মতিভ্রংশ—বুদ্ধিহীনতা, ভুল। মতির (বুদ্ধির) ভ্রংশ (নাশ), ৬তৎ। সং ; পু।

মতিভ্রম—বুদ্ধিহীনতা, ভুল। ৬তৎ। সং ; পু।

মতিভ্রান্তি—বুঝিবার ভুল, বুদ্ধিভ্রংশ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মতিমান্ (—মৎ)—বুদ্ধিমান্। মতি (বুদ্ধি)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী মতিমতী।

মতিযামা—বোধহীন, বিবেচনাশূন্য, অবিবেকী। বিণ। প্রা, ক।

মতিলাল ঘোষ—'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। বাং ১২৫২ সালের ১২ই কার্ত্তিক যশোহর জেলার অন্তর্গত অমৃতবাজার নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি খ্যাতনামা ৺শিশিরকুমার ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর। উভয় ভ্রাতার জীবন পরস্পরে এরূপ ভাবে বিজড়িত যে, একের জীবন কথা আলোচনা করিতে গেলেই অপরের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। ভ্রাতৃযুগল যথাসাধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১১৭৫ সালে (১৮৬৮ খৃঃ) স্বগ্রামে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 'হিতবাদী' লিখিয়াছেন,—"সেই পত্র একটি পুরাতন কাঠের প্রেসে মুদ্রিত হইত, শিশিরকুমার ও মতিলাল উভয়ে সেই সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং কম্পোজিটার ছিলেন। তাঁহারাই সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, প্রবন্ধ লিখিতেন, অক্ষর কম্পোজ করিতেন, প্রুফ সংশোধন করিতেন, এবং স্বহস্তে গ্রাহকগণের ঠিকানা লিখিয়া ডাকঘরে দিয়া আসিতেন।" তৎকালে উক্ত পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা অতি অল্প ছিল,—মোট ৫০০ মাত্র। আর সেই পত্রিকা অধুনা সমগ্র ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয়পরিচালিত দৈনিকপত্র বলিয়া সর্ব্বজনকর্ত্তৃক স্বীকৃত। ভ্রাতৃযুগলের অপরিমেয় একনিষ্ঠতা ও নির্ভীক দৃঢ়চিত্ততাই এবংবিধ সাফল্যের মূলীভূত কারণ। ভ্রাতৃযুগল 'পত্রিকা'কেই আপনাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া তাহার উৎকর্ষসাধনে মনঃপ্রাণ অকপটে নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই এতাদৃশ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' চিরদিনই দুঃস্থ-দরিদ্রের এবং অত্যাচারপীড়িতের বন্ধু। ঘোষভ্রাতৃদ্বয় একদিকে যেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক ছিলেন, অপরদিকে তদ্রূপ একনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণও ছিলেন। অত্যাচারপ্রিয় বড়লোক ও রাজপুরুষদিগের দোষের কথা ইঁহারা অকুতোভয়ে তীব্র ভাষায় অতিতেজের সহিত প্রকাশ করিতেন, লাঞ্ছনা তাড়নার ভয়ে ভীত হইতেন না। এজন্য ইঁহাদিগকে অনেকবার বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, তথাপি ইঁহারা কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। স্থানাভাব বশতঃ একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবার অল্পকাল মধ্যেই যশোহরের কোন শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের অন্যায়াচরণের তীব্র সমালোচনা বাহির হয়। তাহাতে উক্ত রাজপুরুষ ঘোষভ্রাতাদের বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ করেন। প্রকাশিত ঘটনা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারায় মোকদ্দমায় পরিশেষে পত্রিকার জয় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ইঁহাদিগকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

১৮৭২ খৃঃ ঘোষভ্রাতারা কলিকাতায় আসিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাঙ্গালা ও ইংরাজী দুই ভাষায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উভয় ভাষায় লেখাই পূর্ব্ববৎ অতি তেজের সহিত চলিতে লাগিল। এইরূপে পাঁচ বৎসর অতীত হইল। ১৮৭৭ খৃঃ ইডেন সাহেব বাঙ্গালার ছোট লাট হইয়া নানা কলে-কৌশলে ও প্রলোভন দেখাইয়া পত্রিকাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফলপ্রযত্ন হন। পরিশেষে বড়লাট লর্ড লিটন কেবল পত্রিকাকে সংযত করিবার অভিপ্রায়ে ছোটলাট ইডেনের পরামর্শে "ভার্ণাকুলার প্রেস য়্যাক্ট" (অর্থাৎ দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র

বিষয়ক আইন) বিধিবদ্ধ করেন। কিন্তু ঘোষমহাশয়েরাও অল্প কৌশলী ছিলেন না। তদবধি পত্রিকা নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়া উক্ত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

স্যর্ লেপেল গ্রিফিন নামে এক রাজপুরুষ মধ্যভারতে বড়লাটের এজেণ্ট অর্থাৎ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ঘোর অত্যাচারী ও অতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বলিয়া সাধারণে বিদিত ছিল। তাঁহার প্রবলপ্রতাপে দেশীয় রাজন্যবর্গ নানাপ্রকারে অবমানিত ও নিগৃহীত হইতেন, এমন কি স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরও তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। এহেন গ্রিফিনও ঘোষভ্রাতাদের লেখার চোটে হতমান হইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৯১১ খৃঃ শিশিরকুমার প্রাণত্যাগ করিলে, মতিলাল ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান হন। ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে অকপট একপ্রাণতা ছিল। মতিলাল রামায়ণ-বর্ণিত লক্ষ্মণের ন্যায় জ্যেষ্ঠের একান্ত অনুগত ছিলেন। কিন্তু পত্রিকা-সংক্রান্ত গুরুতর দায়িত্বজ্ঞান ইঁহাকে এতাদৃশ দুর্ব্বিসহ শোকও সংবরণ করিতে বাধ্য করিল। তদবধি পত্রিকার সমস্ত ভারই একমাত্র মতিলালের স্কন্ধে নিপাতিত হইল। মতিবাবু অতীব দক্ষতা ও পূর্ব্ববৎ তেজস্বিতার সহিত পত্রিকার পরিচালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল একাকী নির্ভীকচিত্তে পত্রিকা সম্পাদনরূপ গুরুশ্রমসাধ্য কর্ত্তব্যপালনের পর বাং ১৩২৯ সালের ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার এই স্বদেশসেবক মহাপুরুষ স্বীয় কর্ম্মময় জীবনের অবসান করিয়া অগ্রজের অনুগামী হইয়াছেন।

রাষ্ট্রনীতিবিষয়ে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে মতিলাল চরমপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কদাপি সে দল ত্যাগ করেন নাই। বঙ্গভঙ্গ-জনিত স্বদেশী আন্দোলনের সময়, (১৯০৫-৬ খৃঃ) অশ্বিনীকুমার দত্ত—কৃষ্ণকুমার মিত্র-প্রমুখ নির্ব্বাসিতগণের তালিকায় মতিলালেরও নাম ছিল; ইনি তাহা জানিতেও পারিয়াছিলেন, তথাপি আপনার মতের পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় সংবাদপত্রসেবকগণের মধ্যে যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা কস্মিন্ কালেও পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ।

মতিলাল নেহেরু—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কাশ্মীরী সারস্বত ব্রাহ্মণবংশ-জাত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে দিল্লী নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দিল্লী নগরের কোতোয়াল ছিলেন। কানপুরে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি এলাহাবাদের মুয়ার কলেজে ভর্ত্তি হন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, স্যার সুন্দরলাল প্রভৃতি কলেজে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বি-এ পরীক্ষা না দিয়া পণ্ডিত মতিলাল আইন অধ্যয়ন করিতে যান; এবং তিন মাসের মধ্যে হাইকোর্টের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল কানপুরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি ওকালতী ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। অতঃপর তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করিতে আরম্ভ করেন। পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই তিনি হাইকোর্টে এডভোকেটগণের অগ্রগণ্য হইয়া উঠেন। সেই হইতে তিনি উত্তর ভারতে সর্ব্বপ্রধান উকীল বলিয়া পরিচিত। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতার আসন পরিগ্রহ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি দরিদ্র দেশবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু। সংবাদপত্রের ও বক্তৃতার স্বাধীনতা রক্ষার্থ তিনি অকুতোভয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।

পণ্ডিত মতিলাল যৌবনে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন। দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হোমরুল আন্দোলন আরম্ভ হইলে ইনি তাহাতে যোগ দেন।

এ যাবৎ মতিলাল মধ্যপন্থীদের মুখপত্র "লীডারের" অন্যতম পরিচালক ছিলেন। এই সময়ে "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" নামে একখানি জাতীয় দৈনিক পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মতিলাল তাহার পরিচালক সঙ্ঘের সভাপতি হন।

হোমরুল আন্দোলন অচিরে প্রশমিত হইল, দেশ শান্ত হইল, ভারত সচিব ঘোষণা করিলেন, ভারতবর্ষকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে। এই কথায় দেশের অনেক নেতা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু এমন সময়ে পঞ্জাবে এক রাজনৈতিক দুর্ঘটনা ঘটে, পণ্ডিত মতিলাল উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঐ বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি হন। মণ্টফোর্ড আইন পাশ হইলে নেহেরু যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলেন। কাউন্সিলের সদস্যরূপে তিনি বিলক্ষণ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় দুইটী বিল পাশ হইয়া আইনে পরিণত হয়। সমগ্র ভারতবাসীর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আইন পাশ হয়। অন্যান্য নেতার সহিত পণ্ডিত মতিলাল তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের ঘটনাবলীর সম্বন্ধে কংগ্রেস যে তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, মিঃ নেহেরু তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে পণ্ডিত নেহেরু ও দেশবন্ধু সি, আর, দাশ মহাত্মাজীর সমর্থন করেন। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার দরুণ উভয়কেই বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ারদের শপথ-পত্রে স্বাক্ষর করার দরুণ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর পণ্ডিতজী গ্রেপ্তার হন ও তাঁহার কয়েক মাস কারাদণ্ড হয়। অতঃপর পণ্ডিতজী কংগ্রেসের সেক্রেটারী হন। খদ্দর আন্দোলনেও পণ্ডিতজী মনে প্রাণে যোগ দিয়াছিলেন। সামাজিক ব্যবহারে পণ্ডিতজী উদার মতাবলম্বী। বিলাতযাত্রা, অবরোধ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গোঁড়াদের দলভুক্ত নহেন। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি বিলক্ষণ উৎসাহী। দেশবন্ধু স্বরাজ্যদল গঠন করিলে পণ্ডিত নেহেরু স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনিই নিখিল ভারতীয় স্বরাজ্যদলের নেতৃপদ গ্রহণ করেন।

মতিলাল রায়—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামে ১২৪৯ সালে ২১শে মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মনোহর রায়। ইঁহারা, বারেন্দ্রশ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠারম্ভ করিয়া মতিলাল প্রথমে নবদ্বীপের মিশনারি স্কুলে পরে বারাণসের এণ্ট্রান্স স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বাঙ্গালা রচনা করিতেন। ইনি কলিকাতা যোড়াসাঁকো থানায় কিছুদিন কেরাণীগিরি করিয়া পরে চক ব্রাহ্মণগড়িয়ার ও নবদ্বীপের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কিছুদিন জেনারেল পোষ্ট আফিসেও কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময় ইনি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত প্রভাকর পত্রে কবিতা লিখিতেন। পরে ইনি একখানি নাটক রচনা করেন। কোগাছিয়ানিবাসী হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী ইঁহাকে যাত্রার দলের নিমিত্ত একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। ঐ সময় হইতেই হরিনারায়ণের যোগে মতিলাল যাত্রার দল বাঁধেন। পরে ঐ দল ভাঙ্গিয়া গেলে মতি-

লাল স্বয়ং নবদ্বীপে দল প্রতিষ্ঠিত করেন। নবদ্বীপে পোড়ামাতার সম্মুখে তাঁহার দলের প্রথম গাওনা হয়। ক্রমে যাত্রার দলে ইঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যাত্রার দল করিয়া ইনি কিছু জমিদারীও করিয়াছেন। যাত্রার দল করিয়া এরূপ খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জন গোবিন্দ অধিকারী ও রাধাকৃষ্ণ দাসের পর আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। ইনি রাম বনবাস, রাবণ বধ, ভীষ্মের শরশয্যা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নিমাই সন্ন্যাস, কর্ণবধ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ প্রভৃতি অনেকগুলি পালা রচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৫ সালে কাশীধামে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

মতিলাল শীল—১১৯৮ সালে (১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতা কলুটোলায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চৈতন্যচরণ শীল। বাল্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ইনি বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের কেল্লার কেরাণী ও গুদামসরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য করিতে করিতেই কর্ক ও বোতলের ব্যবসায় করিয়া প্রচুর লাভবান্ হন। পরে কেল্লার কাজ ছাড়িয়া দিয়া ইংলণ্ড হইতে যে সকল জাহাজ কলিকাতায় আসিত, তাহার কাপ্তেন সাহেবদের মুচ্ছুদ্দি হন, এবং জাহাজে যে সকল দ্রব্য আসিত, তাহা বেচিয়া দিয়া ও তাহাদিগকে এতদ্দেশীয় দ্রব্য কিনিয়া দিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। অতঃপর (১৮২৩ খৃষ্টাব্দে) ইনি তিনটি হৌসের অর্থাৎ ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ হন, এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ইনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে "শীলস্ ফ্রি কলেজ" স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার বেতন এক টাকা ছিল, পরে ইহা অবৈতনিক হয়। এই কলেজে মাসিক প্রায় ৫০০ শত টাকা ব্যয় হইত। ইহার জন্য ইনি যথেষ্ট টাকা মূলধন-স্বরূপে প্রদান করেন। ইনি ১৮৪৬ খৃঃ পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্টেশনের নিকট একটী অতিথিশালা স্থাপন করেন। ইহাতে প্রায় ৪০০ শত অতিথি পান ভোজন লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপন জন্য ইনি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেন। হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার সবিশেষ আস্থা ছিল, এবং কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া ইঁহার শরণাগত হইলে ইনি তাহার বিপদ উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিতেন। পরোপকার ইঁহার ব্রতস্বরূপ ছিল। ১২৬১ সালে (১৮৫৪ খৃঃ ২০ শে মে) ৬৩ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে ইনি দেহত্যাগ করেন।

মতিস্থৈর্য্য—চিত্তের স্থিরতা, বুদ্ধির অবিচলতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মৎক—১। মদীয়, আমার। অস্মদ্ শব্দের ষষ্ঠীর ১বচনে মম (আমার); মম+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৎকা। ২। মৎকুণ, ছারপোকা। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+কিপ্ ক। তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

মৎকুন—শয্যাকীট, ছারপোকা; শ্মশ্রুহীন পুরুষ, মাকুন্দো; নারিকেল। মদ্ কিপ্ ক= মৎ, তদুত্তরে কুণ্ (শব্দ করা)+অন্ ক, নিপাতনে। সং; পু।

মত্ত—১। আনন্দিত, হৃষ্ট; বিহ্বল, মাতাল; উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ। মদ্ (মত্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মত্তা। ২। ক্রোধান্ধ হস্তী; মহিষ; কোকিল। সং; পু।

মত্তকাশিনী, মত্তকাসিনী—উত্তমস্ত্রী। মত্ত—কাশ্, কাস্+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মত্তকীশ—হস্তী। মত্ত+কণ্ (=মত্তক)—ঈশ্ (প্রভুত্ব করা)+অন্ ক। সং; পু।

মত্ততা—মাতলামি; উন্মাদ, পাগলামী; অনুচিত উত্তেজনা। মত্ত+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

মত্তময়ূর—১। উন্মত্ত ময়ূর। কর্ম্মধা। ২। মেঘ; ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দঃ। মত্ত হয় ময়ূর যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু।

মত্তবারণ—১। মত্তহস্তী। কর্ম্মধা; সং; পু। ২। অপাশ্রয়, প্রাঙ্গণাবরণ; কোঠার বারাণ্ডা; প্রাসাদশ্রেণীর কুন্দবৃক্ষাবৃত; পূগচূর্ণ। মত্তের বারণ (নিবারক), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মত্তা—১। আনন্দিতা; বিহ্বলা; উন্মত্তা; ক্রুদ্ধা। মত্ত দেখ। মত্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশাক্ষর ছন্দঃ; সুরা। সং; স্ত্রী।

মত্তাক্রীড়—ত্রয়োবিংশত্যক্ষর ছন্দঃ। সং; স্ত্রী।

মত্তালম্ব—অপাশ্রয়, বারাণ্ডা। মত্ত—আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+অল্ ণ্ম। সং; পু।

মত্য—জ্ঞানচর্চ্চা; মই; কাস্তে প্রভৃতির বাঁট। মতি শব্দ+য্য সাধু অর্থে। সং; স্ত্রী।

মৎলব—অভিপ্রায়, আশয়। বৈদেশিক। সং।

মৎলববাজ—কুবুদ্ধিতে পটু। বৈদেশিক। বিণ। [সং; পু।

মৎস—মৎস্য, মাছ। মদ্ (মত্ত হওয়া)+স ণ।

মৎসর—১। ক্রোধ; দ্বেষ; অসূয়া; পরশ্রীকাতরতা; আত্মবিক্কার। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া, ইত্যাদি)+সরন্ ক। সং; পু। ২। ক্রুদ্ধ; পরশ্রীকাতর। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৎসরা।

মৎসরা—১। ক্রুদ্ধা; পরশ্রীকাতরা। মৎসর দেখ। মৎসর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মক্ষিকা; ভৃঙ্গালী। সং; স্ত্রী।

মৎসরী (–রিন্)—ক্রোধী; পরশ্রীকাতর; দুর্জ্জন, ক্রূর। মৎসর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী মৎসরিণী। [+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মৎসী—স্ত্রী-মীন, মেয়ে মাছ; মৎস বা মৎস্য

মৎস্য—মীন, মাছ; দেশবিশেষ, বিরাটরাজ্য; পুরাণবিশেষ; বিষ্ণুর দশাবতারের প্রথমাবতার [দশাবতার দেখ]। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+স্যন্ ণ। সং; পু।

মৎস্যগন্ধা—ব্যাসদেবের জননী, সত্যবতী [সত্যবতী দেখ]। মৎস্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

মৎস্যজীবী (–জীবিন্)—ধীবর, জেলে। মৎস্য—জীব্+ণিন্ ক। সং; পু।

মৎস্যণ্ডিকা—শর্করাবিশেষ, মিছরি। মৎস্যণ্ডী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

মৎস্যণ্ডী—দোলো চিনি; মিছরি; বাতাসা; মধু। মৎস্যণ্ড+ঈপ্। অথবা মদ-স্যন্দ্ (ক্ষরণ করা)+অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মৎস্যধানী—মাছের চুপড়ি, পেতে, খালুই। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বহু। সং; পু।

মৎস্যরঙ্গ—মাছরাঙ্গা পাখী। মৎস্যে রঙ্গ যাহার,

মৎস্যরাজ—১। রোহিত মৎস্য, রুইমাছ। মৎস্যদিগের মধ্যে রাজা (প্রধান), ৭তৎ। ২। বিরাট রাজা। মৎস্যের (মৎস্যদেশের) রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

মৎস্যবেধন—বড়শী, ছিপ। মৎস্য শব্দ—বিধ্ (বিদ্ধ করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

মৎস্যাশী (–শিন্)—মৎস্যভোজী, মাছ খায় এরূপ। মৎস্য—অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মৎস্যাশিনী।

মৎস্যোদরী—মৎস্যগন্ধা, ব্যাসদেবের জননী [সত্যবতী দেখ]। সং; স্ত্রী।

মথন—১। বিনাশ; মন্থন, বিলোড়ন; ক্লেশ। মথ্ (বিলোড়ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। উপক্রমণিকা, ভূমিকা, গোড়াবাঁধুনী; শিরোলিপি, হেডিং। দেশজ। সং।

মথনি—এক রকম চাটনি। প্রা, ক। সং।

মথনী—মন্থন দণ্ড। মথ্+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মথিত—১। বিলোড়িত; বিনাশিত, হত; পীড়িত, ক্লেশিত। মথ্+ক্ত শ্ম। বিণ; ত্রি। ২। তক্র, ঘোল। সং; ক্লী।

মথী (মথিন্)—মন্থনদণ্ড। মথ্ (বিলোড়ন করা)+ইন্ ণ। সং; পু।

মথুরা বা মথূরা—যুক্তপ্রদেশস্থ আগ্রা বিভাগের একটি জেলা ও সহর। জেলাটি যমুনা নদীর উভয় পারে অবস্থিত। কৃষ্ণলীলা জড়িত বলিয়া হিন্দুর চক্ষে মথুরা অতীব পবিত্র স্থান। মথুরা চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত। সং; স্ত্রী।

মহাদেবভক্ত মধুদৈত্য স্বীয় নামানুসারে

মধুপুরী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। মধুর পুত্র লবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে, রাম-কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন লবণশাসনে প্রেরিত হন। লবণ-বধান্তে শত্রুঘ্ন মধুপুরীতে লোক আনাইয়া বাস করান। সেই সময় হইতে মধুপুরী "মধুরা" বা "শূরসেনী" নামে খ্যাত হয়। রামায়ণে "মথুরা" নাম নাই। মহাভারত ও পুরাণগুলিতে এই নাম পাওয়া যায়। বৃন্দাবন বা ব্রজ নামও কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই; পরবর্ত্তী কালে এই নামকরণ হইয়াছে। শত্রুঘ্ন-প্রতিষ্ঠিত শূরসেন রাজধানী "মধুরা" প্রসারিত হইয়া ক্রমশঃ যমুনাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে; সেই সঙ্গে যাদবগণ পূর্ব্ব স্থান হইতে একটু অগ্রসর হইয়া যমুনাতীরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই নূতন রাজধানী "মথুরা" নাম ধারণ করিয়াছে। শত্রুঘ্ন প্রতিষ্ঠিত "মধুরা" ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত এবং 'মধুবন' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। শূরসেনগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মথুরায় শৈবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কাল হইতে এখানে "ভাগবত" ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। মথুরার চৌবেগণের কুলদেবতা সূর্য্যদেব; সুতরাং এখানে সৌরধর্ম্ম যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। মৃত্তিকামধ্য হইতে উদ্ধৃত পুরাকীর্ত্তি পরীক্ষায় অবগত হওয়া গিয়াছে যে, অপর এক সময়ে মথুরা জৈনগণের তীর্থ স্থান বলিয়া সম্পূজিত হইত। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ মথুরায় তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম অনেক দিন যাবৎ সজীব রাখিয়াছিলেন। উপগুপ্ত ও অশোক প্রতিষ্ঠিত স্তূপ ও মঠাদির চিহ্ন এখনও কিয়দংশে মথুরায় পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ফাহিয়ান এবং ৭ম শতাব্দীতে হুয়েনৎ সাং মথুরা নগর পরিভ্রমণ করিয়া তৎকালীন অবস্থিত বৌদ্ধ কীর্ত্তিকলাপ দর্শন ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খৃঃ ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে এইখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হয়। ১০১৭ খৃঃ গজনীর মামুদ মথুরা আক্রমণ করিয়া বহুল পরিমাণে ইহাকে হতশ্রী করিয়া যান। দাসরাজ কুতবুদ্দিনের রাজত্বকালে মথুরা দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে লোদী বংশীয় সুলতান সেকন্দর মথুরার দেবমূর্ত্তি ও দেবালয়ের দুর্দ্দশার একশেষ করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে মথুরার হিন্দুগণ কতকটা অত্যাচার রহিত হন এবং কৃষ্ণলীলার স্থানগুলি নির্দ্ধারণের এবং নূতন মন্দির নির্ম্মাণের অবসর পান। জাহাঙ্গীর পিতৃনীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। ১৬৫০ খৃঃ ট্যাভার্ণিয়ে (Tavernier) ও ১৬৬৩ খৃঃ বার্ণিয়ে (Bernier) মথুরা দর্শন করিয়া তল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে এক প্রকাণ্ড দেবমন্দিরের উল্লেখ করেন। এইটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত কেশবদেবের মন্দির। আরঙ্গজেব এই মন্দির ভগ্ন করেন এবং তাহার উপকরণে একটী মস্জিদ নির্ম্মাণ করেন। ভগ্নাবশেষের সন্নিকটে ছোট একটি মন্দিরে অধুনা কেশবদেব বিরাজিত।

১৮০৪ অব্দে মথুরা জেলা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়।

মথুরা সহর যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। যমুনাতীর বহুসংখ্যক মন্দির শোভিত। যমুনার অনেকগুলি ঘাট আছে; তন্মধ্যে বিশ্রামঘাট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঘাটে সান্ধ্য আরতি অতিশয় মনোরম দৃশ্য। কৃষ্ণলীলার অনেক নিদর্শনস্থান সহরে বিদ্যমান, যথা কংসটিলা (যেখানে কংস অনুচরগণের সহিত কৃষ্ণ বলরাম কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া নিহত হন); কংস-কারাগার (যেখানে বসুদেব দেবকীর সহিত বন্দীভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন)। আধুনিক হর্ম্ম্যগুলির মধ্যে "যমুনাবাগ" ও "হার্ডিং গেট" উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি মথুরানিবাসী শেঠগণের কীর্ত্তি; ইহা একটি সুরম্য উদ্যানবাটিকা। দ্বিতীয়টি ভারতের গভর্ণর জেনারেল প্রথম লর্ড হার্ডিং কর্ত্তৃক বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়; ইহার উপরি ভাগে একটি সুবৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র অবস্থিত। জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ ভারতের স্থানে স্থানে যে সকল মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্যতম মথুরায় স্থাপিত হয়। টলেমী মথুরাকে মেডোরা (Medowra) নামে এবং প্লিনী ও আরিয়ান ইহাকে মেথোরা (Methora) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মথুরেশ—শ্রীকৃষ্ণ। মথুরার ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

মথ্রা—মথুরা দেখ।

মথ্যমান—যাহা মথিত হইতেছে এরূপ। মথ্ (বিলোড়ন করা) + শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মদ—১। আনন্দ, হর্ষ; আনন্দজনিত সম্মোহ; মদরাগ, মত্ততা; উন্মাদ। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া, ইত্যাদি) + অল্ ভা। ২। গর্ব্ব; মদ্য; রেতঃ; কস্তুরী; করিগণ্ডস্থলাদিজনিত ধর্ম্ম। মদ্ + অল্ ণ। সং; পু।

মদকট—১। মত্তহস্তী; ষণ্ড; ষাঁড়। মদ জল-কট + অন্ ক। সং; পু। ২। মদোদ্ধত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মদকটা।

মদকল—১। মত্ত হস্তী। সং; পু। ২। মত্ততাজন্য মধুরাস্ফুট শব্দকারী। মদপূর্ণ কল (ধ্বনি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মদগর্ব্ব—মদজনিত গর্ব্ব; মত্ততা জন্য অহঙ্কার। মধ্যী কর্ম্মধা। সং; পু।

মদচ্যুৎ—মদস্রাবী। মদ-চ্যুত্ (ক্ষরণ করা) + কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

মদৎ, মদত—সাহায্য; সমর্থন; গুলি নেশা। বৈদেশিক। সং।

মদন—১। কন্দর্প, কামদেব; বসন্তকাল; বকুল গাছ; ভ্রমর; বৃক্ষবিশেষ, ময়না গাছ; ধুস্তুর বৃক্ষ, ধুতুরা গাছ। ণিজন্ত মদ্=মদি (মত্ত করা) + অন ক। সং; পু। ২। মত্ততাজনক। বিণ; ত্রি।

মদনদহন—শিব। মদনের দহন (দাহকারী), ৬তৎ। সং; পু। [মদন ইন্দ্রের আদেশে মহাযোগী শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব রোষে তৃতীয় নেত্রনির্গত অগ্নি দ্বারা মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন]।

মদনধর্ম্ম—রতিক্রীড়া। ৬তৎ। সং; পু।

মদনধর্ম্মোৎসব—রতিক্রীড়া রূপ আমোদ। মদনধর্ম্মরূপ উৎসব, রূপক। সং; পু।

মদনমন্দির—পয়োধর, স্ত্রী-স্তন। মদনের মন্দির (আবাসস্থান), ৬তৎ। সং; ক্লী।

মদন মাষ্টার—ইনি যাত্রার দলের একজন প্রসিদ্ধ অধিকারী ছিলেন। ফরাসডাঙ্গায় ইঁহার দল ছিল। ইনি অনেকগুলি যাত্রার পালা রচনা করেন। যাত্রার দলে ইঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ইঁহার মৃত্যুর পর বড় মাষ্টার নামে ইঁহার দল চালিত হইয়াছিল।

মদনমোহন—১। শ্রীকৃষ্ণ। মদনের মোহন, ৬তৎ। সং; পু। ২। অতি সুন্দর। বিণ।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি। ১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। বাল্যে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন। শিক্ষাশেষে ইনি প্রথমে গভর্ণমেণ্ট পাঠশালায় ১৫ টাকা বেতনে কার্য্য করেন। পরে যথাক্রমে বারাসত গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত

হন। অতঃপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ৯০ টাকা বেতনে কিছুদিন সাহিত্যাধ্যাপকের কার্য্য করেন। কিন্তু কলিকাতার জলবায়ু অসহ্য হওয়ায় ইনি দেড়শত টাকা বেতনে মুর্শিদাবাদে জজ-পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং ছয় বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শেষে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইঁহার রচিত ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা সর্ব্বজনবিদিত। ইনি সর্ব্বশুভকরী নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ২৭শে ফাল্গুন মুর্শিদাবাদ কান্দিতে বিসূচিকা রোগে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

মদনমোহন মালব্য—মালব দেশ হইতে একটী শিক্ষিত পরিবার মীর্জ্জাপুর, এলাহাবাদ ও বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের একজন বংশধর। মদনমোহনের পিতামহ প্রেমধর ও পিতা ব্রজনাথের এলাহাবাদে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল পণ্ডিত ব্রজনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ রচনা করিয়াছিলেন

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর এলাহাবাদে মদনমোহনের জন্ম হয়। কিছুদিন নিজ গৃহে হিন্দী ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার পর মদনমোহন স্কুলে গমন করেন এবং জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর ইনি এলাহাবাদ মুয়ার কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ উপাধি লাভ করেন। ইনি কলিকাতার প্রথম কংগ্রেসে যোগদান করেন ও এই সময়ে কিছুদিন "হিন্দুস্থানী" নামে একখানি দৈনিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্লীডারসিপ পরীক্ষা দিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত হাইকোর্টের এল এল-বি উপাধি লাভ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ আধা-রাজনীতিক, আধা-সামাজিক ভাবে "হিন্দু-সমাজ" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণকে একতাবদ্ধ করা এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার হইবার পরও ইনি কাউন্সিলে পুনর্নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসে যোগ দিবার পর একবারও বোধ হয় ইনি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন নাই। বৈধ আন্দোলনের দ্বারা অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার লাভ ইঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনে সাক্ষ্যদান কালেও এ বিষয়ে ইঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতে ইনি বিরত হন নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত লর্ড মর্লের ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। মদনমোহন ইহার সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিপদে বৃত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পণ্ডিতজী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যোগ দিতে আরম্ভ করেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ইনি প্রস্তাবিত মুদ্রাযন্ত্র-বিধানের প্রতিবাদ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভোট দেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহমূলক সভাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সভায় উপস্থাপিত হইলে পণ্ডিত মদনমোহন তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় গোপলে মহোদয় প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপন করিলে পণ্ডিতজী তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহার সমর্থন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার পক্ষে ইনি ওজস্বিনী ভাষায় মত প্রকাশ করেন।

ভারতের বাহিরে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের বিরুদ্ধে লর্ড হার্ডিংএর আমলে পণ্ডিত মদনমোহন এমন সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বি ভাষায় এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন যে, লর্ড হার্ডিং ঐরূপ ব্যবস্থা রহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

বারাণসীতে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন মদনমোহনের এক বিরাট কীর্ত্তি। ইহার জন্য ইনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ইঁহার হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা সফল করিয়া তুলিয়াছেন। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া, ব্যবস্থাপক সভায় আইন প্রণয়ন করাইবার জন্য ইনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধিলে ইনি ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পার্শ্বরক্ষার্থ উদ্বোধিত করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মণ্টফোর্ড স্কীম প্রকাশিত হইলে উহার আলোচনার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের একটী বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় এবং পণ্ডিত মালব্য উহাতে যোগ দেন। ইহার পর দিল্লীতে যে কংগ্রেস হয়, পণ্ডিত মালব্য উহার সভাপতি হন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ভারত গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন গঠন করেন। সার টমাস হল্যাণ্ড তাহার সভাপতি এবং পণ্ডিত মদনমোহন অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন। রৌলাট বিল পাশ হইবার সময় মদনমোহন তীব্র ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দিল্লী কংগ্রেসের সভা পরিত্যক্ত করিবার পর মদনমোহন পঞ্জাবের সার্ব্বিক শাসনসম্বন্ধে তদন্তের জন্য কংগ্রেসের একটী সাব কমিটি গঠন করেন। এই ব্যাপারে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু সি, আর, দাস, মিঃ আব্বাস তায়েবজী, মিঃ এম আর জয়াকর এবং স্বয়ং মিঃ গান্ধি ইঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই তদন্তের ফলে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সাধারণের গোচর হয়। বৃটিশ উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্যও ব্যবস্থাপক সভায় পণ্ডিত মদনমোহন বহু চেষ্টা করিয়াছেন। ইনি হিন্দু মহাসভার একজন প্রধান কর্ম্মী। ইঁহারই বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে হিন্দু-মহাসভা বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে। ইনি ভারতের হিন্দুদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুদ্ধি-সংগঠন, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন এখন ইঁহার প্রধান কার্য্য হইয়াছে। এজন্য ইনি নিজের প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত। ইনি একজন উদার-হৃদয় দেশসেবক ও সমাজ-সংস্কারক। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও কোনরূপ গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন না। বর্ত্তমান ভারতের ইনি একজন শ্রেষ্ঠ নেতা।

মদনরিপু—মহাদেব। ৬তৎ। সং; পু।

মদনশর—কন্দর্পের বাণ। ৬তৎ। সং; পু।

মদনা, মদনী—সুরা, মদ্য। ণিজন্ত মদ্=মদি+অন ক+আপ্, ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মদনারি—মদনের শত্রু, মহাদেব। ৬তৎ। সং।

মদনী—মদনা দেখ।

মদনোৎসব—বসন্তোৎসব, হোলাকা, হুলি, দোল। মদনের (বসন্তকালের) উৎসব, ৬তৎ। সং; পু।

মদমত্ত—মদ্যপানে জ্ঞানহীন, মাতাল, নেশায় বিভোর; অহঙ্কারে উন্মত্ত,গর্ব্বিত; গণ্ডাদি হইতে নিঃসৃত ঘর্ম্ম জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় (হস্তী)। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মদমত্তা।

মদমুকুলিত—হর্ষহেতু অর্দ্ধমুদিত, অনুরাগ জন্য আধ-নিমীলিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মদয়ন্তী—বনমল্লিকা, কাঠমল্লিকা ফুল। ণিজন্ত মদ্=মদি+শতৃ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মদয়িতা (মদয়িতৃ)—মাদক, মত্ততাজনক। ণিজন্ত মদ্ বা মদি (মত্ত করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মদয়িত্রী।

মদয়িত্নু—১। মাদক, মত্ততাজনক। ণিজন্ত মদ্=মদি (মত্ত করা)+ইত্নু ক। বিণ; ত্রি।

২। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি; কন্দর্প। সং; পুং। ৩। মত্ত। সং; ক্লী।

মদাত্যয়—মদ্যপানজনিত পীড়াবিশেষ, এক প্রকার উন্মাদ। মদের (মত্ততার) অত্যয় (নাশ), ৬তৎ। সং; পুং।

মদান্ধ—মদহেতু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; অতিদর্পী। মদ দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মদালসা—তত্ত্বদর্শিনী জনৈকা রমণী। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বাবসু। ইনি অতি ধর্ম্মশীলা মহিলা ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় প্রবর্দ্ধনরাজের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই দম্পতী হইতে প্রখ্যাত অলর্কের জন্ম হয়। মদালসা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সং; স্ত্রী।

মদালাপ—মধুরালাপ, হর্ষপূর্ণ কথোপকথন। মদযুক্ত আলাপ, মপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

মদালাপী—১। কোকিল। মদ—আ—লপ (বলা)+ণিন্ ক। সং; পুং। ২। মধুরভাষী। বিণ; পুং। স্ত্রী মদালাপিনী।

মদির—১। মত্ততাজনক, মাদক। ণিজন্ত মদ =মদি (মত্ত করা)+কির ক। বিণ; ত্রি। ২। মত্ত খঞ্জন পক্ষী। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া) +কির ক। ৩। রক্তখদির। সং; পুং।

মদিরা—১। মত্ততাজনিকা, মাদিকা। মদির দেখ। মদির+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বারুণীমদ্য। সং; স্ত্রী।

মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা—মত্তনয়না স্ত্রী; সুলোচনা কামিনী। মদির (মত্ততাজনক) হইয়াছে অক্ষি বা ঈক্ষণ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

মদীয়—মৎসম্বন্ধীয়, আমার। অস্মদ্ শব্দ+ীয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মদীয়া।

মদোৎকট—১। মদোদ্ধত, গর্ব্বিত। মদদ্বারা উৎকট, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মদোৎকটা। ২। মত্তহস্তী। সং; পুং।

মদোদগ্র, মদোদ্ধত—মদমত্ত, মদগর্ব্বিত। মদ দ্বারা উদগ্র বা উদ্ধত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মদোন্মত্ত—মত্ততা হেতু উন্মাদগ্রস্ত; উদ্ধত; মদগর্ব্বিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মদ্গু—জলচর পক্ষিবিশেষ, পানকৌড়ি; রণপোতসমূহ। মসজ্+উ ক। সং; পুং।

মদ্গুর—মাগুর মাছ। মদ্ (অবগাহন করা) +উর ক, নিপাতনে। সং; পুং।

মদ্দ, মদ্দা—পুরুষ। দেশজ। সং।

মদ্য—মদিরা, সুরা; মদ্য দ্বাদশবিধ, যথা—মাধ্বীক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষব, তাল, খার্জ্জুর, পানস, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলজ, অন্নবিকারোত্থ। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+যণ। সং; ক্লী।

মদ্যপ—মদ্যপানকারী, মাতাল। মদ্য শব্দ—পা (পান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

মদ্যপায়ী (—পায়িন্)—মদ্যপ, মাতাল। মদ্য—পা (পান করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী মদ্যপায়িনী।

মদ্র—১। হর্ষ, আনন্দ; মঙ্গল। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া) +র ভা। ২। প্রাচীন দেশবিশেষ, পঞ্জাবের অন্তর্গত। মদ্+র অধি। সং; পুং।

মদ্রসুতা—মাদ্রী, পাণ্ডুরাজের কনিষ্ঠা পত্নী, নকুল সহদেবের মাতা [মাদ্রী দেখ]। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মধু—১। পুষ্পরস; ক্ষৌদ্র, মৌ; ক্ষীর; মধুর রস; মদ্য; সুরা। মন্+উ ণ। সং; পুং বা ক্লী। ২। মিষ্ট। বিণ; ত্রি। ৩। জল। সং; ক্লী। ৪। চৈত্রমাস; বসন্তঋতু; বৃক্ষবিশেষ। সং; পুং।

৫। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে সম্ভূত দৈত্য; দৈত্য ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু ইঁহাকে এবং ইঁহার ভ্রাতা কৈটভকে বিনাশ করেন; সেই জন্যই বিষ্ণুর নাম মধুসূদন ও মধুকৈটভারি।

৬। যদুবংশীয় জনৈক নৃপ, ইঁহার নামানুসারে ইঁহার বংশধরগণ মাধব নামে খ্যাত।

৭। জনৈক রাক্ষস। ইঁহার নামানুসারে রাজধানীর নাম মধুপুর ছিল। এই রাক্ষস লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতৃষ্বসৃকন্যা কুম্ভীনসীকে হরণ করিলে, রাবণ সসৈন্যে মধুপুর আক্রমণ করেন। তখন কুম্ভীনসীর অনুরোধে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই রাক্ষস কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক অমোঘ শূল প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই অজেয় হইয়াছিল। ইঁহার পুত্রের নাম লবণ ও কন্যার নাম মধুমতী। সূর্য্যবংশীয় হর্য্যশ্বের সহিত মধুমতীর বিবাহ হয়। কথিত আছে যে, মধু স্বীয় পুণ্যবলে বরুণলোক প্রাপ্ত হয়।

মধুক, মধূক—১। মধুদ্রুম, মৌলগাছ। মন্ +উক, ঊক ণ। সং; পুং। ২। মৌলফুল, মহুয়ার ফুল। সং; ক্লী।

মধুকণ্ঠ—মিষ্টকণ্ঠস্বরযুক্ত, মিষ্টভাষী। মধু (মিষ্ট) কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মধুকর—ভ্রমর; কামুক পুরুষ। মধু—কৃ+ট ক। সং; পুং। স্ত্রী মধুকরী।

মধুকান—মধুসূদন কিন্নর দেখ।

মধুকিরণ—চন্দ্র। মধু (স্নিগ্ধ) হইয়াছে কিরণ যাহার, বহু। সং; পুং।

মধুকৈটভ অসুরদ্বয় [মধু দেখ]। সং; পুং।

মধুকোষ—১। মধুচক্র, মৌচাক। ৬তৎ। সং; পুং। ২। পাঁঠা প্রভৃতির অণ্ডকোষ। দেশজ। সং।

মধুক্রম—মধুচক্র, মৌচাক। মধুর ক্রম আছে যাহাতে, বহু। সং, পুং। [সং; ক্লী।

মধুচক্র, মধুচ্ছত্র, মধুজালক—মৌচাক। ৬তৎ।

মধুজা—পৃথিবী। মধু (দৈত্যবিশেষ)—জন্ (জন্মা)+ড ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। [প্রসিদ্ধি আছে যে, মধুদৈত্যের মেদ হইতে পৃথিবী উৎপন্না হইয়াছে]। সং; স্ত্রী।

মধুজালক—মধুচক্র দেখ।

মধুজিৎ—বিষ্ণু। মধু (দৈত্যবিশেষ)—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

মধুতৃণ—ইক্ষু। মধু (মিষ্ট) যে তৃণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

মধুত্রয়—মধু, ঘৃত, শর্করা, এই তিন। ৬তৎ।

মধুদ্রুম—মধুকবৃক্ষ, মৌলবৃক্ষ, মহুয়ার গাছ। মধুজনক দ্রুম, মপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

মধুদ্বিট্ (—দ্বিষ্)—বিষ্ণু। মধু (দৈত্যবিশেষ) —দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

মধুধূলি—খণ্ড গুড়, খাঁড়গুড়। মধু (মিষ্ট) যে ধূলি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [দেশজ।

মধুনাপিত—একশ্রেণীর মোদক বা ময়রাজাতি।

মধুপ—১। মধুপানকারী। মধু—পা (পান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মধুপা। ২। মধুকর, ভ্রমর। সং; পুং।

মধুপর্ক—মধু দধি ঘৃত শর্করা জল এই পঞ্চদ্রব্যমিশ্র ভক্ষ্যবিশেষ। মধু শব্দ—পৃচ্ (সম্পৃক্ত করা)+ঘঞ্ র্ম। সং; ক্লী।

মধুপায়ী (—পায়িন্)—মধুপ, মধুপানকারী। মধু—পা (পান করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী মধুপায়িনী।

মধুপুরী—মথুরানগরী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মধুপুষ্প—মৌলগাছ; অশোকবৃক্ষ; শিরীষগাছ; বকুলগাছ। বহু। সং; পুং।

মধুপূর্ণ—মধুভরা, মিষ্টতাপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

মধুপ্রিয়—১। বলরাম। মধু (মদ্য) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। সং; পুং। ২। মধুর বা মদের ভক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রিয়া।

মধুভৃৎ—অলি, ভ্রমর। মধু—ভৃ (ধারণ করা) +ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

মধুমক্ষিকা—সরঘা, মৌমাছি। মধুকরী যে মক্ষিকা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মধুমতী—১। মাধুর্য্যবিশিষ্টা। মধুমান্ দেখ। মধুমৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ; দেবীবিশেষ; সপ্তাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মধুময়—মধুপূর্ণ, অতি মধুর। মধু শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মধুময়ী।

মধুমান্ (—মৎ)—মধুবিশিষ্ট; মাধুর্য্যযুক্ত। মধু +মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী মধুমতী।

মধুমেহ—মূত্রের সহিত মধুশর্করা ক্ষরণ রোগ (Diabetes mellitus)। মপী কর্ম্মধা। সং, পুং।

মধুযষ্টি, মধুযষ্টিকা—যষ্টিমধু; ইক্ষুবৃক্ষ, আকগাছ। বহু। সং; স্ত্রী।

মধুযামিনী—১। বসন্তকালীন রাত্রি। ৬তৎ।

২। মনোহরা রজনী, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মধুর—১। মাধুর্য্যযুক্ত; মিষ্টরসযুক্ত, মিষ্ট; মনোহর, সৌম্য, প্রিয়দর্শন। মধু শব্দ+র অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মধুরা। ২। মিষ্ট রস; মাধুর্য্যগুণ; বিষ। সং; স্ত্রী।

মধুরতা, মধুরত্ব—মিষ্টত্ব; সৌম্যত্ব, মনোহারিতা। মধুর শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মধুরপ্রকৃতি—১। সুন্দরস্বভাব, সরলস্বভাব; মনোহর স্বভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। সুন্দর বা সরল স্বভাব। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মধুরভাবী (—ভাবিন্)—মিষ্টভাষী, প্রিয়বাদী। মধুর—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ, পু। স্ত্রী,—ভাবিণী।

মধুরা—১। মাধুর্য্যযুক্তা; মনোহরা; মিষ্টরসযুক্তা। মধুর দেখ; মধুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মথুরাপুরী; শতপুষ্পা; পালং শাক। সং; স্ত্রী।

মধুরাই—মাধুরীময়। প্রা, ক। বিণ।

মধুরি—মধুর। প্রা, ক। বিণ।

মধুরিপু—মধুসূদন, বিষ্ণু। মধুর (দৈত্যবিশেষের) রিপু, ৬তৎ। সং; পু।

মধুরিম—মাধুরীময়। প্রা, ক। বিণ।

মধুরিমা (—মন্)—মধুরত্ব, মাধুর্য্য। মধুর+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পু।

মধুল—মদ্য, মদ। মধু+ল অস্ত্যর্থে। সং; ক্লী।

মধুলিট্ (—লিহ্)—মধুকর, ভ্রমর। উপ; মধু—লিহ্+কিপ্ ক। সং; পু।

মধুলিহ, মধুলেহ—মধুকর, ভ্রমর। উপ; মধু—লিহ্+ক, অন্ ক। সং; পু।

মধুলুব্ধ—মধুলোভী, মধুলাভের লালসাযুক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মধুলুব্ধা।

মধুলেহ—মধুলিহ দেখ।

মধুলেহী (—লেহিন্)—মধুকর, ভ্রমর। মধু—লিহ্ (আস্বাদন করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

মধুবন—বৃন্দাবনস্থ একটী বন; লঙ্কাস্থ একটী বন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মধুবর্ষী (—বর্ষিন্)—মধুবর্ষণকারী; অতি মিষ্ট। মধু—বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মধুবর্ষিণী।

মধুবার—১। মধুচক্র। মধুর বার যাহাতে, বহু। ২। পুনঃ পুনঃ মদ্যপান। ৬তৎ। সং; পু।

মধুবীজ—১। দাড়িম্ববৃক্ষ। মধু (মিষ্ট) বীজ যাহার, বহু। সং; পু। ২। দাড়িম ফল। সং; স্ত্রী। [বহু। সং; পু।

মধুব্রত—ভ্রমর। মধুতে ব্রত (আসক্তি) যাহার,

মধুশর্করা—মধুজাত শর্করা, সিতাখণ্ড। মধ্যী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মধুসখ, মধুসারথি, মধুসুহৃৎ—কন্দর্প, মদন। মধু (বসন্ত) হইয়াছে সখা, সারথি, সুহৃৎ যাহার, বহু। সং; পু।

মধুসূদন—শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]; বিষ্ণু। মধু (দৈত্যবিশেষ)—সূদ (বধ করা) +অন ক। সং; পু।

মধুসূদন কিন্নর—ইনি সাধারণতঃ মধু কান নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতার নাম তিলক চন্দ্র কিন্নর। ১২২৫ সালে যশোহর জেলায় বনগ্রাম মহকুমার উলুশিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ, বাল্যে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই। পরে ইনি নিজের যত্নে বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, লিখিতে জানিতেন না। কিন্তু ইঁহার রচিত সঙ্গীতের শব্দবিন্যাস দেখিলে ইঁহাকে বিদ্বান্ বলিয়াই বোধ হয়। ইনি বাল্য কাল হইতেই সঙ্গীতরচনায় মনোনিবেশ করেন। ঢাকার ছোট খাঁ বড় খাঁর নিকট ইনি রাগরাগিণী ও খেয়াল এবং রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপ শিক্ষা করেন। ইনি মান, মাথুর, অক্রুরসংবাদ প্রভৃতি পালা রচনা করিয়া দল বাঁধিয়া গান করিতেন। ইঁহার গানের শেষে 'সূদন' বলিয়া ভণিতা আছে। ইঁহার গানের সুর অনেকটা রাগরাগিণীর ভিত্তির উপর স্থাপিত। ৫৫ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক হয়।

মধুসূদন দত্ত (মাইকেল)—যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৪ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারি (বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ) শনিবার, ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। মধুসূদনের জননীর নাম জাহ্নবী দাসী; তিনি অশেষ গুণশালিনী মহীয়সী রমণী ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। মধুসূদন শৈশবেই জননীর নিকট অনেক বাঙ্গালা কাব্যের রসাস্বাদন করেন। প্রথমে কবিবরকে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি সাগর দাঁড়ী গ্রামের অদূরবর্ত্তী শেখপাড়া নামক স্থানে এক মৌলবীর নিকট পারসী অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। বাল্যেই অনেক পারস্য কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, মধুসূদনের পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তিনি কলেজের একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। ইংরাজীভাষায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। হিন্দুকলেজে থাকিতে তিনি ইংরাজী ভাষায় অনেক সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। তিনি কলেজে বৃত্তি, স্বর্ণপদক প্রভৃতি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে সিনিয়র দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তাঁহার পিতা একজন জমীদার ও বিখ্যাত ব্যক্তি। কাজেই তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সময় যাহাতে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত না হয়, এ নিমিত্ত পাদরীগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথমে মধুসূদনকে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে রাখা হয়। পরে উক্ত বৎসরে ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার ওল্ড মিশন চর্চ্চ ধর্ম্মমন্দিরে (Old Mission Church) আর্চ্চডিকন ডলটি তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেইদিন হইতে শ্রীমধুসূদন, 'মাইকেল' নামে অভিহিত হইলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়নের নিমিত্ত বিশপস্ কলেজে (Bishop's College) প্রবিষ্ট হন। এখানে মধুসূদন, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু ও পারস্য ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এবং পারস্য ভাষা হইতে অনেক কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই কলেজে তিনি কুমার স্বামী নামক জনৈক মাদ্রাজী পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষাও অধ্যয়ন করেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন বিশপস্ কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া মাদ্রাজে গমন করেন। সেখানে তিনি Madras Circulator, Athenaeum, Hidoo, এবং Madras Spectator এই চারিখানি সংবাদ পত্র, পর পর এমন কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করেন যে, তৎপ্রদেশে একজন অদ্বিতীয় ইংরাজী-লেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হয়। সংবাদ পত্র পরিচালন ব্যতীত তিনি মাদ্রাজে শিক্ষকতা কার্য্যেও ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে তিনি রেবেকা ম্যাক্টাভিস্ নাম্নী এক নীলকর-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের সাত বৎসর পরে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে মাদ্রাজ কলেজের কোন ফরাসী অধ্যাপকের কন্যা এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়াকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই রমণী অসামান্যগুণবতী ও সাবিত্রী-তুল্যা সাধ্বী ছিলেন। তাঁহার মাদ্রাজ প্রবাসের সময় তাঁহার মাতা পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রথমে পুলিস আদালতে হেড্ কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন।

এবং শীঘ্রই উক্ত আদালতের দোভাষীর (Interpreter) পদ লাভ করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, মধুসূদন পাইকপাড়ার রাজাদিগের অনুরোধে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কমিশনার, সেক্রেটারী, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বড়লাটের মন্ত্রণাসভার সদস্যবর্গ ও বিশিষ্ট সামরিক কর্ম্মচারিগণ সকলেই মধুসূদনের ইংরাজী অনুবাদে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই। রত্নাবলীর অনুবাদের পর পাইকপাড়ার রাজারা এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক প্রণয়ন করেন। উহা মহা সমারোহে রাজাদিগের বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। রত্নাবলীর ন্যায় মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠা নাটকেরও ইংরাজী অনুবাদ করেন। এবারেও স্যার পিটার গ্রাণ্ট প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরাজেরা ও কলিকাতার যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অভিনয় দর্শনে ও নাটকের ইংরাজী-অনুবাদ পাঠে পূর্ব্বের ন্যায়ই পুলকিত ও চমৎকৃত হন। শর্ম্মিষ্ঠা রচনার পর হইতেই মধুসূদনের বঙ্গভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইল। অতঃপর তিনি মাতৃভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শর্ম্মিষ্ঠা নাটক ব্যতীত, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধকাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। এই সময়ে তাঁহার কবিকীর্ত্তি ও যশোরশ্মি দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া অনেকে তাঁহাকে বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির সিংহাসন প্রদান করেন। বাস্তবিক তিন বৎসরের মধ্যে মাতৃভাষার এরূপ গঠন ও পরিবর্ত্তন সাধন অপর কোন জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরছন্দ প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন তাঁহার কাব্যসমূহ ঐ ছন্দেই রচিত হইয়াছে। কাব্যের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য রক্ষা করিতে আর কোন ছন্দই অমিত্রাক্ষরের তুল্য উপযোগী নহে।

মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরছন্দ প্রবর্ত্তিত করিলে, মহাভারতের বঙ্গানুবাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, তাঁহার যোড়াসাঁকোস্থ ভবনের বিশাল প্রাঙ্গণে, বিপুল আয়োজনে এক মহাসভার অনুষ্ঠান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্যিকের প্রকাশ্য সম্বর্দ্ধনা বঙ্গদেশে সেই প্রথম।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদকার্য্য এক রাত্রে সমাধা করেন। পাদরী লং সাহেব ইহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা যে লং সাহেব নাটকের অনুবাদ করেন; তাঁহাদের সে ধারণা ভ্রান্তিমূলক। অনুবাদ তড়িদ্গতিতে একরাত্রে সমাপ্ত হইলেও, উহার রচনা এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যার মর্ডণ্ট ওয়েলস্ এবং ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মার্শমান সাহেব বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মধুসূদন, তাঁহার 'বঙ্গভূমির প্রতি' নামক অমর কবিতায় 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে', ইত্যাদি বাক্যে দেশমাতৃকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন, 'ক্যাণ্ডিয়া' নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। জুলাই মাসের মধ্যভাগে তিনি লণ্ডনের গ্রেজ ইন (Gray's Inn) নামক ব্যারিষ্টার-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবহার শাস্ত্র (Law) অধ্যয়নে নিরত হন।

মধুসূদন প্রায় দেড় বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ ভার্সেলস্ (Versailles) নগরে গমন করেন। এইখানে তিনি তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' নামক কবিতাগ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরণ করেন। বঙ্গভাষায় সনেট তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন ফ্রান্সে ভীষণ আর্থিক ক্লেশে পতিত হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময় তাঁহাকে সাহায্য না করিলে, তিনি সেই সমুদ্রপারবর্ত্তী সুদূর ফরাসীদেশের কোন সমাধিক্ষেত্রে অস্থি নিহিত করিতেন। এজন্য তিনি বিদ্যাসাগরের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ফ্রান্সের প্যারীস নগরীতেই মধুসূদন, এক সময়ে সপরিবারে অভাব-অনটনে এতদূর নিপীড়িত হন যে, কোন প্রকারে শিশু দুইটির আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে হয়তো কোন কোন দিন উপবাস করিতেন। প্রতিবেশীরা তাঁহার এই নিদারুণ অবস্থার বিষয় তাঁহার পরিচারিকার মুখে শ্রুত হইয়া, মধুসূদনের অগোচরে, তাঁহার গৃহদ্বারে একটি টেবিলের উপর তাঁহাদের নিমিত্ত আহার্য্য সামগ্রী এবং শিশুগণের জন্য দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি রাখিয়া আসিতেন। পাছে মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় মধুসূদন তাঁহাদের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী প্রত্যাখ্যান করেন, এইজন্য তৎসঙ্গে একটি কার্ডের উপর তাঁহারা ফরাসীভাষায় লিখিয়া দিতেন,—"মহাশয়, আপনি এই দ্রব্যগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে আমরা বিশেষ অনুগ্রহ বোধ করিব।" কে কোন্ সময়ে অলক্ষ্যে তাঁহার গৃহে আহার্য্য রাখিয়া যাইতেছে, মধুসূদন প্রথমতঃ তাহা জানিতে পারেন নাই। শেষে ফরাসীজাতির মহান্ হৃদয় ও অযাচিত করুণায় বিগলিত হইয়া তিনি 'সাংসারিক জ্ঞান' নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন ;—

"কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ুর নাচায়ে ?
স্ব-তরীতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধমাত্র খেয়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?"

সুদূর ইয়ুরোপে থাকিয়াও তিনি তাঁহার স্বদেশপ্রান্তবাহী কপোতাক্ষকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে !—
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু-নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে !"

মধুসূদন যখন ফ্রান্সে ছিলেন, তখন ইতালীয় কবিগুরু দান্তের ত্রিশত বাৎসরিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। ইয়ুরোপের বহু কবি তদুপলক্ষে কবিতা রচনা করিয়া উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। মধুসূদনও একটি কবিতা রচনা করিয়া, ফরাসী ও ইতালী ভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক ইতালীতে প্রেরণ করেন। ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানিএল্ তাহা পাঠ করিয়া প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক মধুসূদনকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল ;—"আপনার কবিতা অঙ্গুরীরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে" (It

will be a ring which will connect the orient with the occident)."

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধুসূদন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করিলেন। এ কার্য্যে তাঁহার আশানুরূপ উন্নতি ঘটে নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের কাগজ পত্রের অনুবাদ-পরীক্ষকের কার্য্যে (Examiner of the Privy Council Records) নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গ রঙ্গভূমির জন্য মায়াকানন নাটক, হেক্টর বধ নামক একখানি গদ্যকাব্য ও কতকগুলি নীতিমূলক কবিতামালা রচনা করেন। অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি হাইকোর্টের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনি পঞ্চকোটের মহারাজের ম্যানেজার হইয়া ৭।৮ মাস পঞ্চকোটে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও এই সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। রাজার চপলতায় বিরক্ত হইয়া মধুসূদন কার্য্যত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় আসিয়া, অল্পদিন পরেই রোগশয্যায় শায়িত হন।

এই সময়ে রোগে, অর্থাভাবে, বিপন্ন হইয়া মধুসূদন গঙ্গাতীরবর্ত্তী উত্তর পাড়ার লাইব্রেরী গৃহের দ্বিতলে তিন মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রথম প্রথম ভালই ছিলেন, কিন্তু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তখন তাঁহার হস্তস্থিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পাছে শেষ সময়ে তাঁহার চিকিৎসার ত্রুটি ঘটে, এই নিমিত্ত তাঁহার বন্ধু মনোমোহন ঘোষ ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তীর এবং অপর দুই জন বিশিষ্ট ইংরাজ রাজকর্মচারীর দ্বারা বিশেষরূপে অনুরোধ করাইয়া, আলিপুরে সিভিলিয়ান ইংরাজদিগের জন্য জেনারেল হাঁসপাতাল (এক্ষণে যাহাকে Presidency General Hospital বলে) নামে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসালয় ছিল, ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে সেখানে পাঠাইলেন। সেখানে তাঁহার সুচিকিৎসার লেশ মাত্র ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, বেলা দ্বিপ্রহর দুইটার সময় তিনি লোকান্তরিত হন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, তাঁহার দেশবাসী ও বন্ধুবান্ধবের যত্নে সারকুলার রোডের গোরস্থানে তাঁহার সমাধির উপর শ্বেত মর্ম্মররচিত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে তাঁহারই স্বরচিত স্মৃতিলিপি উৎকীর্ণ আছে :—

"দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!"

সাহিত্যের এই তীর্থক্ষেত্রে এক্ষণে প্রতিবৎসর বহুলোক তাঁহার স্মৃতি পূজা করিতে সমবেত হন।

মধুস্বর—১। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্বরা। ২। কোকিল। ৩। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। কর্ম্মধা। সং; পুং।

মধুহা (—হন্)—মধুসূদন, বিষ্ণু। (মধু (দৈত্যবিশেষ)—হন্+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

মধূক—মধুক দেখ। [৬তৎ। সং; ক্লী।

মধূচ্ছিষ্ট—মধূথ, সিক্থক, মোম। মধুর উচ্ছিষ্ট, মধূথ—সিক্থক, মোম। মধু—উৎ—স্থা (থাকা)+ড ক। সং; ক্লী।

মধূৎসব—মদনোৎসব, বসন্তোৎসব [চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়]। মধুর (বসন্তের) উৎসব, ৬তৎ। সং।

মধূপঘ্ন—লবণ রাক্ষসের নগর, মথুরা। মধুর উপঘ্ন (আশ্রয়), ৬তৎ। সং; ক্লী।

মধ্য—১। কটিদেশ; অভ্যন্তর, ভিতর; অন্তরাল; বিরাম; তালবিশেষ; সংখ্যাবিশেষ, ১০০০০০০০০০০০০০০০০ [মান দেখ]। মন (বোধ করা, ইত্যাদি)+যক্ র্ধ, নিপাতনে। সং; পুং বা ক্লী। ২। অন্তর্বর্ত্তী, অভ্যন্তরস্থ, ন্যায্য; মধ্যম। বিণ; ত্রি।

মধ্যত—মধ্যে, মাঝ হইতে। মধ্যতঃ পদের বিসর্গ লোপ। প্রা, ক।

মধ্যতঃ—মধ্যে; মধ্য হইতে। মধ্য+তস্। ব্য।

মধ্যদেশ—দেশবিশেষ, ইহার উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে প্রয়াগ, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত ও পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র; মধ্যভাগ; অভ্যন্তর ভাগ। কর্ম্মধা। সং; পুং।

মধ্যন্দিন—দিবসের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন। দিনের মধ্য (মধ্যভাগ), ৬তৎ। পূর্ব্বপদের পরনিপাত ও মধ্যে ন আগম। সং; ক্লী।

মধ্যম—১। মধ্যস্থিত; মাঝখানের; মাঝারি; দ্বিতীয়। মধ্য শব্দ+ম ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মধ্যমা। ২। স্বরবিশেষ, সপ্তস্বরের চতুর্থ স্বর (ম)। সং; পুং। ৩। কটিদেশ। সং; পুং বা ক্লী।

মধ্যমণি—মধ্যস্থিত রত্ন, হার প্রভৃতির মধ্যস্থলে স্থাপিত হীরকাদি। মণি কর্ম্মধা। সং; পুং।

মধ্যমলোক—পৃথিবী, ভূমণ্ডল। কর্ম্মধা। সং।

মধ্যমা—১। মধ্যস্থিতা, ইত্যাদি। মধ্যম দেখ। মধ্যম শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মধ্যমাঙ্গুলি; মধ্যা বৃত্তি; নবরজস্বলা স্ত্রী; বাক্‌নিষ্পত্তিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মধ্যমান—গানের তালবিশেষ। দেশজ। সং।

মধ্যরাত্র—অর্দ্ধরাত্র, রাত্রির মধ্যভাগ, নিশীথ। রাত্রির মধ্য (মধ্যভাগ), ৬তৎ বা অংশিসমাস। পূর্ব্বপদের পরনিপাত। সং; পুং।

মধ্যবর্ত্তিতা—মধ্যে থাকা; মধ্যস্থতা। মধ্যবর্ত্তিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

মধ্যবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—১। মধ্যে অবস্থিত, মধ্যস্থ; অভ্যন্তরস্থ। উপ; মধ্য—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী মধ্যবর্ত্তিনী। ২। মধ্যস্থ, সালিস। সং; পুং।

মধ্যবিত্ত—ধনাঢ্যও নহে অথচ নিতান্ত দরিদ্রও নহে এরূপ, সাধারণ গৃহস্থ রকমের। মধ্য (মাঝারি) বিত্ত (সম্পত্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বিত্তা।

মধ্যবিধ—মধ্যমপ্রকার, মাঝারি রকমের। মধ্যা বিধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বিধা।

মধ্যস্থ—১। মধ্যবর্ত্তী, মধ্যে স্থিত; অভ্যন্তরস্থিত; উদাসীন। মধ্য—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মধ্যস্থা। ২। সালিস। সং; পুং।

মধ্যস্থতা—মধ্যবর্ত্তিতা; মধ্যে থাকা; ঔদাসীন্য; সালিসি। মধ্যস্থ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মধ্যস্থালি—মধ্যস্থতা, সালিসি। মধ্যস্থ+আলি। সং। [৭তৎ। বিণ; ত্রি।

মধ্যস্থিত—মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্বর্ত্তী, অভ্যন্তরগত।

মধ্যা—১। অন্তর্ব্বর্ত্তিনী; অভ্যন্তরস্থিতা; মধ্যমা। মধ্য দেখ। মধ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ; মধ্যমাঙ্গুলি; গ্রহের গতিবিশেষ; ত্র্যক্ষরা বৃত্তিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মধ্যাহ্ন—দিনের তিন ভাগের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী দশ দণ্ডকাল, মোটামুটি ধরিলে বেলা ১০টার পর হইতে ২টা পর্য্যন্ত। অহনের (দিনের) মধ্য (মধ্যভাগ), ৬তৎ বা অংশিসমাস। পূর্ব্বপদের পরনিপাত। সং; পুং।

মধ্বাসব—মধুজাত মদ্য। মধ্বী কর্ম্মধা। সং; পুং।

মন—১। মণ দেখ। ২। চিত্ত। মনস্ (মনঃ) শব্দের অপভ্রংশ।

মনঃ (মনস্)—চিত্ত, অন্তঃকরণ; বুদ্ধি; সন্তোষ; তুষ্টি। মন (বোধ করা)+অস্ ণ। সং; ক্লী।

মনঃকল্পিত—মানসিক চিন্তাজাত, মনে মনে যাহার কল্পনা করা হইয়াছে। ৬তৎ। বিণ।

মনঃকষ্ট—মানসিক ক্লেশ, মনোদুঃখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মনঃক্ষুণ্ণ—অন্তরে দুঃখিত; হতাশ বা হতাশ্বাস। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

মনঃপীড়া—মানসিক ক্লেশ, মনের ব্যথা। ৬তৎ।

মনঃপূত—মনে মনে স্বীকৃত, মনোনীত ; মনের দ্বারা পবিত্রীকৃত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

মনঃপ্রাণ—মন ও প্রাণ ; সমুদায় অন্তঃকরণ। দ্বন্দ্ব। সং ; পুং।

মনঃশিল, মনঃশিলা—গিরিজ রক্তবর্ণ ধাতুবিশেষ, মঞ্জুল। মনঃ হয় শিল বা শিলা, মসী কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

মনঃসংযোগ—মনোনিবেশ, মনোযোগ। ৬তৎ। সং ; পুং।

মনকলা—অভিপ্রায়রূপ কদলী। দেশজ। সং।

মনকষাকষি—পরস্পর চিত্তের অপ্রসন্নতা, অবনিবনাও। দেশজ। সং।

মনকাম—মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা, মনোরথ। মনস্কাম শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

মনক্কা—শুষ্ক পক্ব দ্রাক্ষাফল। বৈদে। সং।

মনগড়া—মনঃকল্পিত। দেশজ। বিণ।

মনছাল—শঙ্খবিষ ও গন্ধকযোগে উৎপন্ন উপরসবিশেষ (realgar), মনঃশিলা। সং।

মনন—চিন্তা ; ধারণা ; অনুমান ; অভিপ্রায় ; বুদ্ধি। মন্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

মনমথ—কন্দর্প, মদন। মন্মথ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

মনমরা—নিরুৎসাহ, বিমর্ষ। দেশজ। বিণ।

মনরক্ষা—মন রাখা, মন যোগান, খোষামুদি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [এই পদটী অশুদ্ধ, শুদ্ধ মনোরক্ষা]।

মনশ্চক্ষুঃ—মনোরূপ নেত্র, অন্তর্দৃষ্টি ; বুদ্ধি। রূপক। সং ; ক্লী।

মনশ্চাঞ্চল্য—চিত্তচাঞ্চল্য, মনের অস্থিরতা, মানসিক উদ্বেগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মনসব—মোগল বাদশাহপ্রদত্ত উপাধিবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

মনসবদার—মোগল বাদশাহের সময়ের উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবিশেষ, সেনাপতি। বৈদে। সং।

মনসা—১। মনঃদ্বারা, মন দিয়া। সংস্কৃত পদ। ব্য। ২। সর্পদেবী ; নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী। সং ; স্ত্রী। মহামুনি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। সর্পকুলধ্বংসের অভিশাপ হইতে মুক্তির নিমিত্ত বাসুকি দেবাদেশে জরৎকারু মুনির সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের সময় কথা হয় যে, মুনিবর পত্নীকে প্রতিপালন করিবেন না, অপিচ পত্নী যখনই পতির স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবেন, তখনই মুনিবর পত্নীকে ত্যাগ করিবেন। বিবাহের পর মুনিবর পত্নী সহ নাগলোকেই বাস করিতে লাগিলেন। একদা তিনি অপরাহ্ণে নিদ্রিত ছিলেন। সন্ধ্যা-বন্দনার সময় অতীত হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া পতির ধর্ম্মলোপাশঙ্কায় মনসাদেবী পতিকে জাগরিত করিলেন। তাহাতে মুনিবর অসন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বাঙ্গীকারানুসারে তপস্যার্থ বনে প্রস্থান করিলেন। পত্নী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। মুনিবর তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, "তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এই গর্ভে তোমার লোকবিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে"। যথাকালে মনসাদেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রই প্রখ্যাত আস্তিক মুনি। মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগকুল নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইলে, মনসাদেবী পুত্রকে জনমেজয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া যজ্ঞ রহিত করেন। মনস্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; মতান্তরে কশ্যপ মুনির মানসী কন্যা বলিয়াই ইঁহার নাম মনসা।

মনসিজ—১। কন্দর্প, মদন, কামদেব। মনসি (মনে) জন্মেন যিনি, অলুক্ তপ ; মনসি (মনে)—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং ; পুং। ২। মনোজাত, চিত্ত হইতে উৎপন্ন ; কল্পনা হইতে সঞ্জাত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মনসিজা। [বুদ্ধি। বৈদে। সং।

মনস্থবা—মনোগত ভাব, অভিপ্রায়, মতলব,

মনস্কাম—মনোভিলাষ, মনোবাসনা। ৬তৎ। মনস্+কাম। সং ; পুং।

মনস্কামনা—মনস্কাম, মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা, মনোরথ। ৬তৎ। (মনস্+কামনা)। সং ; স্ত্রী।

মনস্কার—মনের সুখ ; অভিপ্রায়, অভিলাষ ; অনুভব। মনস্—কৃ+ঘঞ্ ভা। সং ; পুং।

মনস্তাপ—মনঃপীড়া, মানসিক ক্লেশ ; অনুতাপ। ৬তৎ। সং ; পুং। [+ঘঞ্ র্ম। সং ; পুং।

মনস্তাল—ভগবতীর বাহন সিংহ। মনস্—তল্

মনস্তুষ্টি—মনের সন্তোষ, মনের প্রীতি। ৬তৎ। (মনঃ+তুষ্টি)। সং ; স্ত্রী।

মনস্তৃপ্তি—মনের প্রীতি, চিত্তের সন্তোষ। ৬তৎ। (মনঃ+তৃপ্তি)। সং ; স্ত্রী।

মনস্থ—১। চিত্তস্থ, অন্তঃকরণস্থিত। উপ ; মনস্—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। মানস, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প। দেশজ। সং।

মনস্বিতা—মনস্বীর ভাব, প্রশস্তচিত্ততা ; প্রশস্ত মনঃ ; মান ; স্থিরচিত্ততা ; বীরত্ব। মনস্বী দেখ। মনস্বিন্+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

মনস্বী (—স্বিন্)—প্রশস্তচিত্ত, মহামনাঃ ; মানী ; ধীর, স্থিরচিত্ত ; বীর। মনস্+বিন্ প্রশস্তার্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী মনস্বিনী।

মনহি—মনে। প্রা, ক। [+আক্ র্ম। ব্য।

মনাক্—ঈষৎ, অল্প ; মন্দ, আস্তে আস্তে। মন্

মনান্তর মনোবিবাদ, কলহ [ব্যাকরণানুসারে মনঃ+অন্তর=মনোন্তর হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু বঙ্গভাষায় মনান্তর শব্দটিই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে]। সং ; ক্লী।

মনায়ী, মনাবী—মনুপত্নী। মনু+ঙীপ্, পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

মনিত—১। বিদিত, জ্ঞাত। মন্ (বোধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। জ্ঞান, বোধ ; বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ। মন্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

মনিব—ভৃত্যের প্রভু। বৈদেশিক। সং।

মনিবানা—প্রভুর কার্য্য। বৈদেশিক। সং।

মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্ (Sir Monier-Williams)—ইনি ১৮১৯ খৃঃ বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ইঁহার পিতা কর্ণেল মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ সর্ভেয়ার জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ হইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ হেলিবেরী কলেজে সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপনা করেন। অনন্তর অক্সফোর্ড কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন (১৮৬০ খৃঃ)। ১৮৭৫ খৃঃ ইনি ডি, সি, এল্ এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ কে, সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। ইনি ভারতীয় ভাষা ও দ্রব্যাদির আলোচনার কেন্দ্রস্বরূপে অক্সফোর্ডে Indian Institute নামক ভবন প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৮৩ খ্রীঃ)। এই উদ্দেশ্যে ইনি ভারতবর্ষে তিনবার আগমন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে এল, এল, ডি, উপাধি প্রদান করেন। ইনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত-ইংরাজী ও ইংরাজীসংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত ভাষার অধিকতর অনুশীলন করিতেন এবং ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্ম্মের জ্ঞান যাহাতে বহুলভাবে ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ইঁহার প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—Indian epic poetry (1863) ; Indian Wisdom (1875) ; Hinduism (1877) ; Modern India and the Indians (1878) ; Religious Life and Thought in India (1883) ; Buddhism (1889) ; Brahmanism (1891)। ইনি ভারতবর্ষে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত খৃষ্টান মিশনারিগণের বিশেষ সহায় ছিলেন। ১৮৯৯ খৃঃ ১১ই এপ্রেল ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

মনিষ্যি—মানুষ। মনুষ্য শব্দের গ্রাম্য ব্যবহার।

মনীষা—বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। মনের ঈষা (লাঙ্গলদণ্ড স্বরূপ), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মনীষিত—মনোভীষ্ট, বাঞ্ছিত। মনস্—ইষ্ (ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

মনীষিতা—১। মনোভীষ্টা, বাঞ্ছিতা। মনীষিত

দেখ। মনীষিত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ। ২। বুদ্ধিমত্তা। মনীষী দেখ। মনীষিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

মনীষী (-ষিন্)—১। বুদ্ধিমান্; জ্ঞানী; বিবেচক। মনীষা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী মনীষিণী। ২। পণ্ডিত, বিদ্বজ্জন। সং; পু।

মনু—ব্রহ্মার মানসপুত্র; ধর্ম্মশাস্ত্র-সংহিতাকার মুনি, ইঁহাদের সংখ্যা চতুর্দ্দশ, যথা স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি,—প্রতিকল্পে এইরূপ ১৪ মনু হইয়া থাকেন, এক্ষণে বৈবস্বতমনুর অধিকার; সূর্য্যপুত্র, পৃথিবীর আদিম রাজা, ইঁহার দশপুত্রের মধ্যে ইক্ষ্বাকু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; মন্ত্র। মন (বোধ করা, জানা)+উ ক। সং; পু।

মনুজ—মানব, মনুষ্য। মনু-জন+ড ক। সং; পু। স্ত্রী মনুজা। [সং; স্ত্রী।

মনুষী—মানবী, নারী, মানুষী। মনুষ্য+ঈপ্।

মনুষ্য—মানব, মানুষ। মনু+য অপত্যার্থে-স আগম। সং; পু। স্ত্রী মনুষ্যী, মনুষী।

মনুষ্যকৃত—মানবরচিত, মানুষের চেষ্টায় উৎপন্ন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মনুষ্য-খাদক,—ভক্ষক—মানবাশী, নরমাংসভোজী, মানুষ-খেকো। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মনুষ্যচরিত্র—মানবচরিত্র, মানুষের স্বভাব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম; দয়া; পরোপকার ইত্যাদি; সভ্যতা; সৌজন্য। মনুষ্য+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

মনুষ্যদেহ—মানবশরীর, মানুষের দেহ। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

মনুষ্যধর্ম্মা (-ধর্ম্মন্)—কুবের। মনুষ্যের ন্যায় ধর্ম্ম যাহার, বহু। সং; পু।

মনুষ্যযজ্ঞ—নৃযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার। ৬তৎ। সং; পু।

মনুষ্যলোক—মানবজগৎ, পৃথিবী। ৬তৎ। সং।

মনুষ্যাবাস—মনুষ্যবসতি, লোকালয়। ৬তৎ। সং; পু। [স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মনুষ্যী—মানুষী, মানবী, নারী, স্ত্রী। মনুষ্য+

মনুসংহিতা—মহামতি মনুপ্রণীত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ [এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে দেখ]। ৬তৎ বা ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

মনোগত—মনঃস্থিত, মানসিক। মনস্-গম (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

মনোজ—১। মনসিজ, কন্দর্প, কাম। মনস্ শব্দ-জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু। ২। মনোজাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মনোজা।

মনোজগৎ—অন্তর্জগৎ, অন্তঃকরণরূপ বিশ্ব। রূপক (মনঃ+জগৎ)। সং; ক্লী।

মনোজন্মা (-জন্মন্)—কন্দর্প, কাম। মনে জন্ম যাহার, বহুব্রীহি। সং; পু।

মনোজব—১। সাতিশয় বেগবান্। মনের জবের (বেগের) ন্যায় জব (বেগ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মনোজবা। ২। বিষ্ণু। ৩। মনের বেগ। ৬তৎ। সং; পু।

মনোজ্ঞ—মনোহর, সুন্দর, চারু, রমণীয়। উপ; মনস্-জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মনোজ্ঞা।

মনোজ্ঞতা—মনোহরত্ব, রম্যতা, চারুতা, সৌন্দর্য্য। মনোজ্ঞ+তা ভাবার্থে। সং।

মনোজ্ঞা—১। মনোহরা, ইত্যাদি। মনোজ্ঞ দেখ। মনোজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাজকন্যা; জাতী; মোটা জীরা; আবর্ত্তকী; মদিরা; মনঃশিলা। সং; স্ত্রী।

মনোদুঃখ—মনঃকষ্ট, মানসিক ক্লেশ, মনস্তাপ; শোক; অনুশোচনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মনোনয়ন—মনে মনে পছন্দ করিয়া লওয়া; নির্ব্বাচন। মনস্-নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

মনোনিবেশ—মনঃসংযোগ, অভিনিবেশ, একাগ্রতা। ৬তৎ। সং; পু।

মনোনীত—যাহা বা যাহাকে পছন্দ করিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ; নির্ব্বাচিত। মনস্-নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মনোনেত্র—মনশ্চক্ষুঃ, অন্তঃকরণরূপ চক্ষুঃ; বুদ্ধি। রূপক। সং; ক্লী।

মনোভঙ্গ—মনের অনৈক্য, মনোন্তর বা মনান্তর; সঙ্কল্প বিষয়ে বৈফল্য, আশাভঙ্গ; নৈরাশ্য; বিষণ্ণতা, বিষাদ। ৬তৎ। সং; পু।

মনোভব, মনোভূ—কন্দর্প, কাম। মনস্ শব্দ-ভূ (হওয়া)+অন্, কিপ্ ক। সং; পু।

মনোহভিনিবেশ—মনোনিবেশ। ৬তৎ। (মনঃ+অভিনিবেশ)। সং; পু।

মনোহভিলাষ—মনোবাসনা, মনস্কামনা, হৃদয়ের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা। ৬তৎ। সং; পু।

মনোহভীষ্ট—মনোরথ, মনস্কাম, বাঞ্ছিত। ৬তৎ। সং; ক্লী [বঙ্গভাষায় এই শব্দটি প্রায় "মনোভীষ্ট" লিখিত হয়]।

মনোমদ—মানসিক গর্ব্ব, মনের অহঙ্কার। ৬তৎ। সং; পু।

মনোমালিন্য—মনোন্তর, মনোবিবাদ। ৬তৎ। (মনঃ+মালিন্য)। সং; ক্লী।

মনোমোহন—মনোমুগ্ধকর, অতিরমণীয়, মনোহর। মনের মোহন (মোহকর), ৬তৎ। (মনঃ+মোহন)। বিণ; ত্রি।

মনোমোহন ঘোষ—ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের একটী প্রাচীন কায়স্থবংশসম্ভূত। ইঁহার পিতা রামলোচন, রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং সদর আলা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৪ খৃঃ মার্চ্চ মাসে মনোমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে, পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইনি ১৮৬২ খৃঃ ইংলণ্ডে গমন করেন। ঐ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হইয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দেন (১৮৬৬খৃঃ)। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর ইনি কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অনেক অবস্থাহীন লোকের মোকদ্দমায় পারিশ্রমিক না লইয়া কার্য্য করিতেন। ইনি বাগ্মী ছিলেন এবং ইঁহার দেশানুরাগও প্রবল ছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ ইনি বঙ্গের প্রতিনিধিস্বরূপে ইংলণ্ডে গিয়া দেশের অভাব অভিযোগ ইংলণ্ডবাসিগণের নিকট বিবৃত করেন। ১৮৮৭, ১৮৯০ ও ১৮৯৫ খৃঃ আবার দেশহিতকল্পে ইংলণ্ডে যান। ইনি জাতীয় সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং যাহাতে শাসন ও বিচারকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার চার্লস এলিয়ট ইঁহার মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় মনোমোহন বলিয়াছিলেন যে, তাহার বিরুদ্ধে এমন প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন যে, এলিয়ট সাহেবের তাহার উত্তর দিবার সামর্থ্য হইবে না। কিন্তু প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ রচনা করিবার পূর্ব্বেই মনোমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ১৭ই অক্টোবর ইনি লোকান্তর গমন করেন।

মনোমোহন বসু—২৪ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ১২৪২ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মহামতি হেয়ার ও রিচার্ডসন সাহেবদ্বয়ের নিকট ইনি হেয়ার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। অতঃপর জেনারেল এসেম্বলি কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া মূল্যবান্ স্বর্ণপদক ও কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি বাল্যকাল হইতেই প্রভাকর এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। ইনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। কিছুদিন পরে ইনি স্বয়ং 'বিভাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। ১৮৭২ খৃঃ ইনি "মধ্যস্থ" নামে সাপ্তাহিক পরে পাক্ষিক ও মাসিক পত্র প্রচার করেন। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য

সংগ্রহ করিয়া "দুলীন" নামে একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। ইনি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে "মনোমোহন লাইব্রেরী" নামে একটি পুস্তকের দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীত-রচনার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বাল্যেই ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। যাত্রা, থিয়েটার, হাফ আখড়াই, পাঁচালী, সংকীর্ত্তন, বাউল প্রভৃতি সকল বিষয়েই সঙ্গীতরচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি রামাভিষেক, সতীনাটক, হরিশ্চন্দ্র, প্রণয়-পরীক্ষা প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত পদ্যমালা ১ম ভাগ, পদ্যমালা ২য় ভাগ প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও আছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২১শে মাঘ) ইনি পরলোকে গমন করেন।

মনোমোহিনী—মনোমুগ্ধকারিণী, মনোহরা, অতি রমণীয়া। মনের মোহিনী (মুগ্ধকারিণী), ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

মনোযায়ী (-যায়িন্)—মনের ন্যায় বেগশালী। মনস্—যা (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মনোযায়িনী।

মনোযোগ—মনোনিবেশ, মনঃসংযোগ, অভিনিবেশ। ৬তৎ। সং; পু।

মনোযোগী (-যোগিন্)—মনোনিবেশকারী, অভিনিবিষ্ট। মনোযোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী মনোযোগিনী।

মনোরঞ্জক—চিত্তের সন্তোষসাধক, মনের প্রফুল্লতাদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মনোরঞ্জন—১। চিত্তের সন্তোষসাধন। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। মনোরঞ্জক, মনের আনন্দজনক, চিত্তের প্রফুল্লতাসাধক। বিণ; ত্রি।

মনোরঞ্জিকা—মনোরঞ্জনকারিণী, চিত্তপ্রফুল্লকরী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

মনোরঞ্জিনী—মনোরঞ্জনকারিণী, চিত্তের সন্তোষদায়িকা। মনস্ শব্দ—রন্জ্+ইন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [সং; পু।

মনোরথ—অভিলাষ, ইচ্ছা, অভিপ্রায়। ৬তৎ।

মনোরম—মনোহর, সুন্দর, শোভন। মনস্ শব্দ-পিজন্ত রম্ বা রমি (আনন্দিত করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মনোরমা।

মনোরমা—১। মনোহরা। মনোরম দেখ। মনোরম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোরোচনা; দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

৩। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মহিষী। ইনি অতি ধর্ম্মশীলা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামের সহিত কার্ত্তবীর্য্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইনি পতিকে সমরে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। পরন্তু মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য উহা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য হইবে না বলায়, ইনি স্বামীর পরাজয় ও নিধন অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া অগ্রেই যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করেন।

৪। প্রজাপতি রুচির ভার্য্যা। বরুণপুত্র পুষ্করের ঔরসে এবং প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রম্লোচার অনুরোধে রুচি ইঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। রুচির ঔরসে ইঁহার গর্ভে রৌচ্য মনুর জন্ম হয়।

মনোরাজ্য—অন্তঃকরণরূপ রাজত্ব, হৃদয়রাজ্য। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মনোলোভা—মনের লোভজনিকা, মনোহরা, রমণীয়া। মনস্ শব্দ—লুভ্+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনোবাঞ্ছা—মনোবাসনা, মানসিক অভিপ্রায়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী

মনোবাদ—মনোবিবাদ, মনোমালিন্য, অসদ্ভাব, অপ্রণয়, বিচ্ছেদ, মনোন্তর বা মনান্তর। ৬তৎ। সং; পু।

মনোবিকার—চিত্তের বিকৃতি বা ভাবান্তর, বিরাগ, বিতৃষ্ণা, ঔদাসীন্য; হৃদয়ের আবেগ ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ; সং, পু।

মনোবিচ্ছেদ—মনোন্তর, মনোমালিন্য, অপ্রণয়

মনোবিজ্ঞান—মনঃসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান; মনের ক্রিয়া ও শক্তিবিষয়ক শাস্ত্র। মনঃ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মনোবিবাদ—মনোন্তর, মনোমালিন্য। ৬তৎ। সং; পু।

মনোবৃত্তি—চিত্তবৃত্তি, মনের ব্যাপার, অর্থাৎ স্মরণ, মনন, অনুধ্যান প্রভৃতি; ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

মনোবেদনা—মনঃকষ্ট, মনের দুঃখ। ৬তৎ।

মনোহর—চিত্তাকর্ষক, মনোজ্ঞ, রমণীয়, সুন্দর। উপ, মনস্—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মনোহরা।

মনোহরণ—চিত্তাকর্ষণ, মন টানিয়া লওয়া; মনে অনুরাগ উৎপাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মনোহরশাহী—হরিকীর্ত্তন গানবিশেষ। দেশজ। সং।

মনোহরা—১। চিত্তাকর্ষিকা, মনোরমা, রমণীয়া, সুন্দরী। মনোহর দেখ। মনোহর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বনামখ্যাত মিষ্টান্ন। দেশজ। সং।

মনোহারিত্ব—মনোজ্ঞতা, রমণীয়তা, সৌন্দর্য্য। মনোহারী দেখ। মনোহারিন্ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

মনোহারী (-হারিন্)—চিত্তাকর্ষক, রমণীয়, সুন্দর। উপ; মনস্—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মনোহারিণী।

মন্তব্য—১। চিন্তনীয়; বিচার্য্য। মন্ (বোধ করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মন্তব্যা। ২। মত; মনোভাব; অভিপ্রায়। মন্+তব্য ভা। সং; ক্লী।

মন্তা (মন্তৃ)—মননকর্ত্তা; মন্ত্রদাতা। মন্+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মন্ত্রী।

মন্তু—১। অপরাধ; কোপ; ঈর্ষ্যা, দ্বেষ। মন্ (গর্ব্ব করা, ইত্যাদি)+তুন্ র্ম্ম। ২। মনুষ্য; নৃপতি। মন্+তুন্ ক। সং; পু।

মন্ত্র—১। বেদের অংশবিশেষ; রহস্য; দেবাদির উপাসনার উপযোগী বাক্য বা পদ; যে কোন জীবের বশীকরণ বাক্য। মন্ত্র্ (গোপনে বলা)+অল্ র্ম্ম। ২। মন্ত্রণা, পরামর্শ; বিচার। মন্ত্র্+অল্ ভা। সং।

মন্ত্রকৃৎ—মন্ত্রপ্রণেতা; মন্ত্রী। মন্ত্র—কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। [৬তৎ। সং; ক্লী।

মন্ত্রগৃহ—মন্ত্রণাভবন, পরামর্শ করিবার ঘর।

মন্ত্রজিহ্ব—অনল, অগ্নি। বহু। সং; পু।

মন্ত্রজ্ঞ—মন্ত্রবিৎ, যে মন্ত্র জানে; রহস্যবেত্তা; মন্ত্রণাবিৎ, পরামর্শবেত্তা। উপ; মন্ত্র—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মন্ত্রজ্ঞা।

মন্ত্রণ, মন্ত্রণা—গোপনে পরামর্শ; যুক্তি, পরামর্শ; মন্ত্র। মন্ত্র্ (গোপনে বলা)+অনট্ ভা; ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। [দেশজ।

মন্ত্রতন্ত্র—মন্ত্র ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপার। দ্বন্দ্ব।

মন্ত্রদাতা (-দাতৃ)—১। যিনি মন্ত্র দেন। ৬তৎ। বিণ; পু। ২। গুরু, ইষ্টদেবতা; আচার্য্য। সং; পু। স্ত্রী,—দাত্রী। [ত্রি।

মন্ত্রপূত—মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত। ৩তৎ। বিণ;

মন্ত্রবল—মন্ত্রের প্রভাব, মন্ত্রশক্তি। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

মন্ত্রভবন—মন্ত্রণাগৃহ, পরামর্শ-গৃহ। ৬তৎ।

মন্ত্রমুগ্ধ—মন্ত্র দ্বারা বশীকৃত, মন্ত্রপ্রভাবে মোহপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মুগ্ধা।

মন্ত্রবিৎ (-বিদ্)—১। মন্ত্রজ্ঞ, যে মন্ত্র জানে এরূপ; রহস্যবেত্তা; পরামর্শজ্ঞ। উপ; মন্ত্র—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মন্ত্রী; চর। সং; পু।

মন্ত্রসাধন—মন্ত্রের উপাসনা; মন্ত্রসিদ্ধির উপায়। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

মন্ত্রসিদ্ধ—মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। ৭তৎ।

মন্ত্রিত—মন্ত্রসংস্কৃত; পরামর্শপূর্ব্বক স্থিরীকৃত। মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মন্ত্রিত্ব—পরামর্শদাতৃত্ব; সচিবত্ব। মন্ত্রী (১) দেখ। মন্ত্রিন্+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

মন্ত্রী (মন্ত্রিন্)—১। মন্ত্রণাদাতা, পরামর্শদাতা। মন্ত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী মন্ত্রিণী। ২। অমাত্য, সচিব। সং; পু। [+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মন্ত্রী—মননকর্ত্রী; মন্ত্রদাত্রী। মন্তা দেখ। মন্তৃ

মন্থ—১। মন্থনদণ্ড। মন্থ্ (বিলোড়ন করা)+

অল্ ণ। ২। মন্থন; বিনাশ। মন্থ্+অল্ ভা। ৩। সূর্য্য। মন্থ্+অন্ ক। ৪। ঘৃত-জলমিশ্রিত শক্তু; চক্ষুরোগবিশেষ। মন্থ্+অল্ র্ম। সং; পু।

মন্থজ—নবনীত, ননি, মাখন। মন্থ—জন (জন্মা) +ড ক। সং; ক্লী।

মন্থন—১। বিলোড়ন; মওয়া; কুন্থন; বিনাশ। মন্থ্ (বিলোড়ন, বধ)+অনট্ ভা। ২। মন্থনদণ্ড। মন্থ্+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

মন্থর—১। মন্দগামী; ধীর; চিরক্রিয়; অলস; পৃথু; নম্র; বক্র; বৃহৎ; নত। মন্থ্ (মন্থন করা, ইত্যাদি)+অরন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মন্থরা। ২। মন্থনদণ্ড; বাধা, প্রতিবন্ধক। মন্থ্+অরন্ ণ। সং; পু।

মন্থরগতি—১। মন্দগামী, ধীরগতিবিশিষ্ট। মন্থরা গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ধীর গতি, ধীরে গমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মন্থরগামী (—গামিন্)—মৃদুগামী, ধীর গতি-বিশিষ্ট, ধীরে ধীরে গমনকারী। মন্থর—গম্ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —গামিনী।

মন্থরা—১। মন্দগামিনী; ধীরা, ইত্যাদি। মন্থর দেখ। মন্থর শব্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশরথ-ভার্য্যা কৈকেয়ীর দাসী। কৈকেয়ী ইহার মন্ত্রণায় পরিচালিতা হইয়া রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেককালে তাঁহার বনবাস ও নিজ পুত্র ভরতের অভিষেক প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। রামের বনগমনের পরে, ভরত শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে মন্থরাকে তাঁহাদের হস্তে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। সং; স্ত্রী।

মন্থশৈল, মন্থাদ্রি—মন্দর পর্ব্বত। মন্থ রূপ (মন্থনদণ্ডরূপ) যে শৈল বা অদ্রি (পর্ব্বত), কর্ম্মধা; কথিত আছে যে, সমুদ্রমন্থনকালে দেবতারা মন্দর পর্ব্বতকেই মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সং; পু।

মন্থান—মন্থনদণ্ড; আরগ্বধ বৃক্ষ। মন্থ্ (বিলোড়ন করা)+আন ণ। সং; পু।

মন্দ—১। জড়, অলস, অতীক্ষ্ণ; ধীর; মত্ত; উন্মত্ত; মৃদু; নীচ, অপটু; অসুস্থ; মূর্খ; খল; ক্ষীণ; অল্প; অভাগ্য; স্বাধীন; অপকৃষ্ট। মন্দ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মন্দা। ২। হস্তিবিশেষ; যম; কাক; শনিগ্রহ; প্রলয়। সং; পু।

মন্দগ—মন্থর, মৃদুগামী, ধীরগামী। উপ; মন্দ (মৃদু)—গম্ (গমন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মন্দগা।

মন্দগতি—১। ধীরগামী, মৃদুগতিবিশিষ্ট। মন্দা গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ধীর গমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মন্দগামী (—গামিন্)—মৃদুগামী; ধীরগমনশীল। মন্দ (মৃদু)—গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মন্দগামিনী।

মন্দতা, মন্দত্ব—মান্দ্য; মৃদুতা, ধীরতা; মূর্খতা। মন্দ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মন্দপদ—১। ধীরগামী। মন্দ পদ (পদবিক্ষেপ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ধীরে পদ-বিক্ষেপ। কর্ম্মধা। সং; পু।

মন্দবুদ্ধি—১। জড়বুদ্ধি, নির্ব্বোধ, দুর্ব্বুদ্ধি, দুর্ম্মতি। মন্দা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জড় বুদ্ধি, বুদ্ধিহীনতা; দুষ্ট বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মন্দভাগ, মন্দভাগ্য—১। নিন্দিত ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, পোড়া কপাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, অভাগা। মন্দ হইয়াছে ভাগ বা ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মন্দভাগা, মন্দভাগ্যা।

মন্দভাগিনী—দুর্ভাগ্যবতী, দুরদৃষ্টবিশিষ্টা। মন্দ যে ভাগ (ভাগ্য), কর্ম্মধা, মন্দভাগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [এই পদটি সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে অসাধু]।

মন্দভাগ্য—মন্দভাগ দে[খ]।

মন্দ-মন্দ—মৃদুভাবে, অল্পে অল্পে। ব্য। ক্রি-বিণ।

মন্দর—১। পর্ব্বতবিশেষ, মন্থাদ্রি; মন্দার বৃক্ষ; মুকুর। মন্দ (জড় হওয়া, ইত্যাদি) +অরন্ ক। সং; পু। ২। বহুল; মন্দ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মন্দরা। [সং; পু।

মন্দহিল্লোল—মৃদুতরঙ্গ; ধীর কম্পন। কর্ম্মধা।

মন্দা—১। জড়া, ইত্যাদি। মন্দ দেখ। মন্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রহের গতিবিশেষ; সংক্রান্তিবিশেষ। সং; স্ত্রী। ৩। মান্দ্য, হ্রাস, অবনতি, ঢিমা, ঢিল। দেশজ। সং।

মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা; দ্বাদশাক্ষর ছন্দঃ। মন্দ শব্দ—অক্ (গমন করা)+ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মন্দাক্রান্তা—সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। স্ত্রী।

মন্দাক্ষ—ত্রপা, লজ্জা। মন্দ হয় অক্ষি যাহা হইতে, বহু। সং; ক্লী।

মন্দাগ্নি—অপাক রোগ, অগ্নিমান্দ্য, ভাল হজম না হওয়া। কর্ম্মধা। সং; পু।

মন্দানল—মন্দাগ্নি। মন্দ যে অনল (জঠরানল), কর্ম্মধা। সং; পু।

মন্দানিল—ধীর বায়ু, ধীরে বহমান বাতাস। কর্ম্মধা। সং; পু।

মন্দার—স্বর্গীয় দেবতরুবিশেষ; মাদার গাছ; ধূর্ত্ত; তীর্থবিশেষ। মন্দ্+আরন্ ক। পু।

মন্দির—১। ভবন, গৃহ; দেবগৃহ; পুর, নগর। মন্দ্+কির অধি। সং; ক্লী। ২। সমুদ্র; জানুর পশ্চাদ্ভাগ। সং; পু।

মন্দিরা—ঢোলক ও মৃদঙ্গের সহিত তাল দিবার ছোট ছোট বাটির আকারের কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মন্দীভূত—পূর্ব্বে মন্দ ছিল না এক্ষণে মন্দ হইয়াছে এরূপ, অল্পীভূত, মৃদুভূত। মন্দ শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=মন্দী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ভূতা।

মন্দুরা—অশ্বশালা, আস্তাবল; মাদুর। মন্দ্ +উর অধি+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মন্দেহ—রাক্ষসগণবিশেষ, ইহাদের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। মন্দা হইয়াছে ঈহা (চেষ্টা) যাহাদের, বহু। সং; পু।

মন্দেহা—মন্দচেষ্টা। মন্দা যে ঈহা (চেষ্টা), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মন্দোদরী—ক্ষীণোদরী স্ত্রী; রাগবিশেষ; মাদুরী; লঙ্কেশ্বর রাবণের মহিষী [ময়দানবের ঔরসে হেমানাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়; রাবণের ঔরসে ইঁহার প্রখ্যাত ভুবনবিজয়ী মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়; রাবণের মৃত্যু হইলে, ইনি বিভীষণকে পতিরূপে গ্রহণ করেন]। মন্দ হইয়াছে উদর যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

মন্দোদরীশ—রাবণ। ৬তৎ। সং; পু।

মন্দোদরীসুত—মেঘনাদ। ৬তৎ। সং; পু।

মন্দোষ্ণ—১। ঈষৎ উত্তাপ, সামান্য গরম ভাব। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। ঈষৎ তপ্ত, কবোষ্ণ, সামান্য গরম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মন্দোষ্ণা।

মন্দ্র—১। গম্ভীর। মন্দ্ (হৃষ্ট হওয়া)+র ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মন্দ্রা। ২। বাদ্যবিশেষ; গম্ভীর ধ্বনি। সং; পু।

মন্মথ—কন্দর্প, মদন; কামচিন্তা। মনকে মথিত করে যে, উপ; মনস্—মথ্ (বিলোড়ন করা)+অন্ ক। সং; পু।

মন্মথচন্দ্র বসু মল্লিক—বাঙ্গালা ১২৬০ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতায় রাধানাথ মল্লিকের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম জয়গোপাল বসু মল্লিক, মাতার নাম কৃষ্ণভাবিনী দাসী। হিন্দুস্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া মন্মথচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্যারিষ্টার হন ও সেই অবধি বিলাতেই অধিকাংশ কাল যাপন করেন। ইনি প্রথমে হাটখোলার দত্তবংশীয় নরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যার ও তাঁহার লোকান্তর ঘটিলে ইংলণ্ডে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এক ইংরাজমহিলার পাণিগ্রহণ করেন। পার্লামেণ্টের মেম্বর হইবার জন্য ইনি দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—প্রথমে লণ্ডনের হাবোর্ন বিভাগের ও দ্বিতীয়বার মিড্‌লসেক্সের আর্ক্ক বিভাগের পক্ষ হইতে। ইনি

একজন বিখ্যাত পর্য্যটক। সমগ্র ইয়ুরোপ, আমেরিকা, চায়না ও জাপান ভ্রমণ করিয়াছেন। "Orient and Occident", "Study in Ideals", "Impressions of a wanderer", "Problems of Existence" প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক ইনি প্রকাশিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল যে দশজন ব্যক্তিকে "Immortal Ten" বা অমরদশ আখ্যা প্রদান করেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

মন্মথনাথ ঘোষ—সন ১২৯১ সালে ৩রা আশ্বিন মহালয়ার দিনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "হিন্দু পেট্রিয়ট" ও "বেঙ্গলী" পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক বিখ্যাত বাগ্মী ও প্রসিদ্ধ লেখক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র (গিরিশচন্দ্র ঘোষ দেখ)। ১৯০০ খ্রীঃ মন্মথনাথ সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয় হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পদক প্রাপ্ত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গণিতে সম্মানের সহিত বি, এ এবং পরবৎসর বিশুদ্ধ গণিতে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি কণ্ট্রোলার জেনারেলের অফিসে প্রবেশ করেন এবং এক্ষণে ইণ্ডিয়া ট্রেজারীসমূহের কণ্ট্রোলারের অফিসে অন্যতম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল ষ্টাটিষ্টিক্যাল সোসাইটী এবং রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটীর ফেলো বা সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতামহ গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইংরাজী জীবনচরিত এবং পর বৎসর গিরিশচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন। শেষোক্ত পুস্তকে সিপাহী যুদ্ধের ও নীলবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্মথনাথ বাঙ্গালা ভাষায় "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক একখানি বহু অপ্রকাশিতপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ চরিত্র গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। এতদ্ব্যতীত 'সাহিত্য', 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'যমুনা', 'মানসী' ও 'মর্ম্মবাণী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে মন্মথনাথের অনেকগুলি সুলিখিত ও বহুতথ্যপূর্ণ জীবনচরিত বিষয়ক প্রস্তাবাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য—১৮৬৩ খ্রীঃ হুগলি জেলান্তর্গত নারীট গ্রামে ইঁহার জন্ম। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইঁহার পিতা। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যারত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এ পরীক্ষা দিয়া পাশ হন। ১৮৮৫ খৃঃ কলিকাতার ডেপুটী কণ্ট্রোলার হন। পরে মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, নাগপুর প্রভৃতি বহু স্থানে উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া ১৯০৮ খৃঃ পঞ্জাবের "একাউণ্টেণ্ট জেনারেল" হন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানজনক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় যান, তখন ইনিই মাদ্রাজে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া ইনি হণ্টার সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মন্মথপ্রিয়া—রতিদেবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মন্মোহন—মনোমোহন শব্দের অপভ্রংশ।

মন্যা—গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থিত শিরা। মন + ক্যপ্ র্ম + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মন্যি—ক্রোধ, মনস্তাপ; অভিসম্পাত, শাপ। মন্যুশব্দজ। সং।

মন্যু—শোক; দৈন্য; অহঙ্কার; ক্রোধ; যজ্ঞ; ক্ষত্রিয়বিশেষ। মন্ (বোধ করা, গর্ব্ব করা, ইত্যাদি) + যু র্ম। সং; পু।

মন্বন্তর—১। মনুর শাসনকাল, দেবতাদিগের ৭১ যুগ। মনুর অন্তর হয় যাহাতে, বহু। সং; ক্লী। ২। প্রলয়; দুর্ভিক্ষ। দেশজ। সং।

মপিলা (বা মোপলা)—দক্ষিণ ভারতের মালাবার প্রদেশের মুসলমানগণ মপিলা নামে অভিহিত। ইঁহাদের নাম এবং ইতিহাস সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। (১ম) অনেকের মতে মহা = শ্রেষ্ঠ এবং পিলা = পুত্র, ইহা হইতে মপিলা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সম্মানসূচক শব্দ। প্রাচীন বৈদেশিকগণ ইহুদী (যথা মাপিলা), সীরীয়, খ্রীষ্টান (নাসরাণী মাপিলা), মুসলমান (জোনাকা মাপিলা) নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কেরলের সম্রাট্ চিরামন পেরুমলের মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মালাবারে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (২য়) টিপু সুলতান অনেক হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করেন। (৩য়) কালিকটের জামোরিন (রাজা) স্বীয় নৌচালনার নিমিত্ত ধীবর জাতির মধ্য হইতে বহু হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। (৪র্থ) নিকৃষ্ট জাতির হিন্দু ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার হীনতা অপগত হয়—সে রাজজাতির শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ইত্যাদি প্রকারের বিভিন্ন কারণে মালাবারে মুসলমানের সংখ্যাবাহুল্য ঘটে। মোপলারা প্রায়শঃ ধর্ম্মান্ধ,—ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ১৯২১ খৃঃ যে মোপলা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাহাতে ইহারা হিন্দুদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, এবং ন্যূনাধিক তিন হাজার হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করে। সুপ্রসিদ্ধ আর্য্যসমাজের ঐকান্তিক যত্নচেষ্টায় তাহাদের অধিকাংশই পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত ও হিন্দুসমাজে পুনর্গৃহীত হইয়াছে। এই মহনীয় কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে স্বনামখ্যাত বঙ্গীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় মালাবারে গমন করিয়াছিলেন।

মফঃস্বল, মফস্সল—সহরের বিপরীত, গ্রাম; সম্মুখের বিপরীত, উল্টাপিঠ (বিপরীত শব্দ 'সদর'); নিভৃতস্থান। বৈদে। সং।

মবলগ—সমুদায়, মোট সমষ্টি; অধিক; নগদ অর্থ। বৈদেশিক। [বৈদেশিক।

মবলগে—সর্ব্বসাকল্যে, সমুদায়ে, মোট সমষ্টিতে।

মম—মদীয়, আমার। সংস্কৃত পদ। ক, প্র।

মমতা, মমত্ব—আমার বলিয়া জ্ঞান; মায়া; স্নেহ; অভিমান দর্প; অহঙ্কার। মম (আমার) + তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মমতাজমহল—ইনি নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা। বাল্যে ইঁহার নাম "আর্জ্জমন্দ বানু" ছিল। একবৎসর খোসরোজ উৎসবের দিনে ইনি যুবরাজ খুরম কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া তাঁহার মনোহরণ করেন। ইঁহার স্বামী জামাল খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মোগল ইঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন। খুরম সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সাহজাহান নাম গ্রহণ করিলেন এবং ইঁহাকে বিবাহ করিয়া মমতাজমহল নাম দিলেন। ইঁহার চারিপুত্র জন্মিয়াছিল। দারা, সুজা, মুরাদ ও আওরঙ্গজেব। ইঁহার তিন কন্যার মধ্যে জাহান আরা ও রোসিন আরা ইতিহাসবিখ্যাতা। তৃতীয় কন্যা প্রসবকালে মমতাজমহলের মৃত্যু ঘটে। গর্ভাবস্থায় ইনি সাহজাহানকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আমার মৃত্যুর পরেও কি আমার উপর আপনার ভালবাসা

থাকিবে ?' উত্তরে বাদশাহ বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাকে চিরস্মরণীয়া করিয়া রাখিব।" মৃত্যুশয্যায় মমতাজমহল বাদসাহকে এই প্রতিজ্ঞাটি স্মরণ করাইয়া দেন। সেই প্রতিজ্ঞা পালন উদ্দেশ্যে এবং গভীর প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে বাদসাহ জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি "তাজমহল" নামক সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭ বৎসর ধরিয়া ২০,০০০ লোক দিবারাত্র কার্য্য করিয়া এই মন্দির প্রস্তুত করে। ১৬২৯ খৃঃ মমতাজমহলের মৃত্যু হয়। ৩৬ বৎসর পরে সাহজাহানের দেহাবসান হইলে তাঁহারই ইচ্ছামত তাঁহাকে প্রিয়তমা পত্নীর মৃত দেহের পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়।

মমতাযুক্ত—১। আমার বলিয়া জ্ঞানবিশিষ্ট; স্নেহবান্; অভিমানী; অহঙ্কারী; ব্যয়কুণ্ঠ। ৩৩৫। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—যুক্তা। ২। কৃপণ পুরুষ। সং; পু।

মমত্ব—মমতা দেখ।

মমাপতাল—বিষয়। মব্ (বন্ধন করা)+আল ক, যাহা জীবকে মায়াপাশে বন্ধন করে; এস্থলে আল প্রত্যয় হওয়ায় ধাতুর য লোপ, ব স্থানে ম আদেশ এবং আপত আগম হইয়াছে। সং; পু।

ময়—১। উষ্ট্র; অশ্বতর, খচ্চর। ময় (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

২। দানবশিল্পী। দৈত্যরাজ বলির সহিত স্বর্গজয়ার্থ গমন করিয়া ইনি সমরে বিশ্বকর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হেমানাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইঁহার মন্দোদরী নামে কন্যার জন্ম হয়। লঙ্কেশ্বর রাবণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে ইনি জামাতাকে আপনার বিখ্যাত শূল প্রদান করেন। মায়াবী ও দুন্দুভি নামে ইঁহার দুইটি পুত্রও ছিল। কৃষ্ণার্জ্জুন যৎকালে খাণ্ডববন দাহন করেন, তৎকালে এই দানব তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিন্তু পলায়ন করিতে যাইয়া কৃষ্ণ দ্বারা আক্রান্ত হন। তখন ইনি অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলে, তিনি ইঁহার প্রাণরক্ষা করেন। অতঃপর প্রত্যুপকারস্বরূপ ইনি কৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে, ময়দানব "ময়মত" নামক গৃহনির্ম্মাণ-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৃহৎ সংহিতা ও অন্যান্য শিল্প গ্রন্থে ইঁহার নাম উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন, "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামক একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থও ইনি রচনা করেন। সং; পু। [সং; পু।

ময়ট—তৃণকুটীর। ময় (যাওয়া)+অট অধি।

ময়দা—সূক্ষ্ম গোধূম চূর্ণ। বৈদেশিক। সং।

ময়দান—মাঠ। বৈদেশিক। সং।

ময়না—১। পক্ষী; পক্ষিবিশেষ; কুট্টনী। বৈদেশিক। ২। বৃক্ষবিশেষ; এক প্রকার ঘাস। মদন শব্দের অপভ্রংশ।

ময়রা—মোদক, মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক জাতিবিশেষ। দেশজ।

ময়রা, লর্ড (Earl of Moira)—ইনি মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্ (Marquis of Hastings) নামে অধিকতর পরিচিত। ১৭৫৪ খৃঃ ৮ই ডিসেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৩ খৃঃ ৩০া অক্টোবর ইনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার শাসনকালে তিনটী শক্তির সহিত কোম্পানীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তিনটীকেই পরাভূত করিয়া ইনি ইংরাজ রাজত্বের প্রসার বৃদ্ধি এবং ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। প্রথম—নেপাল যুদ্ধ। ১৭৬৭ খৃঃ নেপালীরা রাজ্যস্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে কোম্পানীর রাজ্যে আসিয়া উৎপাত করিত। লর্ড ময়রা ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জেনারেল অক্টরলনী ইহাদিগকে বিপর্য্যস্ত ও পরাভূত করিলে ইহারা সন্ধি প্রার্থনা করে (১৮১৬ খ্রীঃ)। সেই সন্ধির ফলে ইংরাজেরা সিমলা, নাইনিতাল, মসূরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সংবলিত কুমায়ুন ও গাড়ওয়াল প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং সিকিমের রাজাকে অধীনে আনিলেন। দ্বিতীয়—পিণ্ডারী যুদ্ধ। পিণ্ডারিগণ লুণ্ঠনকারীর দল। ইহাতে আফগান, জাঠ ও মারহাট্টাগণ সংলিপ্ত ছিল। লর্ড ময়রা ইহাদের দমন জন্য এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমীর খাঁ নামক ইহাদের প্রধান নেতা বশ্যতা স্বীকার করিলে টঙ্ক প্রদেশ তাঁহাকে দেওয়া হইল। তাঁহার বংশধরগণ টঙ্কের নবাব বলিয়া এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন। তদবধি পিণ্ডারিগণ, লুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। ইংরাজগণ নেপালী ও পিণ্ডারিগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন দেখিয়া পুনরায় পেশওয়া, নাগপুরের ভোঁসলা ও ইন্দোরের হোলকার আবার ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু এই তাঁহাদের শেষ চেষ্টা। লর্ড ময়রার প্রবর্ত্তিত এই তৃতীয় যুদ্ধে বাজীরাও পেশওয়া পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইলেন। নাগপুরও বিপক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিল। ১৮১৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মেহিদপুরে হোলকারের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইল। মহারাষ্ট্রীয়গণের এই শেষ উদ্যম। ইহার পর আর কেহই মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। পেশওয়ার রাজ্য ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হইল। রাজপুতানার রাজগণও ইংরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। ইংরাজ নিষ্কণ্টক হইলেন, এবং ভারতে ইংরাজের প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বিস্তারিত হইল। লর্ড ময়রা ইংরাজ-রাজত্বের সীমা ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন করিয়া ১৮২৩ খৃঃ ৯ই জানুয়ারি পদত্যাগ করিলেন। ১৮২৬ খৃঃ ২৮শে নভেম্বর ইনি ইটালির নেপলস্ নগরের সন্নিকট স্থানে দেহত্যাগ করেন।

ময়লা—মলিন, অপরিষ্কার, নোংরা, মলা; বিষ্ঠা, পাপ। দেশজ।

ময়া—১। আমার দ্বারা, আমা কর্তৃক। সংস্কৃত পদ। ব্য। ২। চিকিৎসা। ময় (গমন করা)+অল্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। মমতা। মায়া শব্দের অপভ্রংশ।

ময়ান, ময়েন—ময়দা প্রভৃতি মাখিবার সময় নরম করিবার জন্য যাহা সংযোগ করা হয়; কোমলতাসাধক বস্তু। দেশজ। সং। [সং।

ময়াল—সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য; সর্পবিশেষ। দেশজ।

ময়ী—উষ্ট্রী। ময় দেখ। ময়+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ময়ু—১। কিন্নর, কিম্পুরুষ। মি (ক্ষেপণ করা)+উ ক। ২। মৃগ; অশ্ব। ময় (গমন করা)+উ ক। সং; পু।

ময়ূখ—কিরণ; দীপ্তি; জ্বালা; শোভা। মি (ক্ষেপণ করা) বা ময় (গমন করা)+ উখ ক। সং; পু।

ময়ূর—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী, শিখী, কেকী। মি (ক্ষেপণ করা)+উর ক। সং; পু। স্ত্রী ময়ূরী। ২। বরের মাথার মুকুট। প্রাদেশিক।

ময়ূরকণ্ঠী—রঙ্গীন বস্ত্রবিশেষ,—ইহার টানা লাল পড়েন সবুজ। দেশজ। সং।

ময়ূরপঙ্খী—ময়ূরাকৃতি নৌকা। দেশজ। সং।

ময়ূরভঞ্জ—উড়িষ্যা প্রদেশস্থিত করদ রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তর সীমা মানভূম, সিংহভূম ও মেদিনীপুর জেলাত্রয়; পূর্ব্ব সীমা বালেশ্বর জেলা; দক্ষিণ সীমা পুরী জেলা ও নীলগিরি নামক সামন্ত রাজ্য; পশ্চিম সীমা কেঁওঝাড় নামক সামন্ত রাজ্য। ময়ূরভঞ্জ রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত:—ময়ূরভঞ্জ, উপরবাগ ও বামনঘাটী। শেষোক্ত বিভাগটী পূর্ব্বে ইংরাজের শাসনাধীন ছিল, এবং উপর-বাগ, ময়ূরভঞ্জের রাজার ব্যয়ে নিযুক্ত ইংরাজ পুলিসের তত্ত্বাবধানে ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই দুইটি বিভাগের সহিত ইংরাজের সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ নাই। ময়ূরভঞ্জ পার্ব্বত্য স্থান; এখানে নিবিড় জঙ্গলের আধিক্য দৃষ্ট হয়। বন্যহস্তীর সংখ্যা এখানে নিতান্ত বিরল নহে। রাজ্যমধ্যে লৌহ

থনিও অনেক স্থানে অবস্থিত। এ রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ; সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি আদিম জাতির আধিক্য লক্ষিত হয়। জনশ্রুতি এই যে, রাজপুতানায় জয়পুররাজের জনৈক জ্ঞাতি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ময়ূরাঙ্কিত মুদ্রা সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয় ; লোকে বলিয়া থাকে, সেগুলি ময়ূরভঞ্জের টাকা। এ ধারণা ভ্রান্ত ; সে টাকাগুলি ব্রহ্মদেশের। ময়ূরের মত একপ্রকার কুক্কুট ময়ূরভঞ্জের রাজচিহ্ন বটে ; কিংবদন্তী এই যে, উক্ত জাতীয় কুক্কুট ডিম্ব হইতে রাজবংশের উৎপত্তি। রাজ্যমধ্যে এই পক্ষীর হনন নিষিদ্ধ। ময়ূরভঞ্জের রাজগণের উপাধি "ভঞ্জদেও"। কিশোরীচন্দ্র ভঞ্জদেও ইংরাজ কর্তৃক মহারাজা উপাধিভূষিত হন। ১৮৮২ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে, দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র রামচন্দ্র ভঞ্জদেও তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। অপ্রাপ্তব্যবহারকাল পর্য্যন্ত ইনি ইংরাজের কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন থাকেন। ইনি পরে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় ১৯১২ সালের প্রারম্ভে ভারতসম্রাট্ ও তদীয় মহিষীর অভ্যর্থনা উপলক্ষে কলিকাতা ময়দানে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে মহারাজ রামচন্দ্র ভঞ্জদেও রাজদম্পতীর প্রীত্যর্থে উড়িষ্যার পাইকগণের নৃত্য দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। ঐ সালে জনৈক সহচর শিকারীর অনবধানতাবশতঃ ইনি পদে বন্দুকের গুলির আঘাত প্রাপ্ত হন। সেই আঘাতের ফলে, উক্ত অব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি ইঁহার পরলোকগমন ঘটে। বারিপদা নামক স্থানটি ময়ূরভঞ্জের রাজধানী। ময়ূরভঞ্জরাজ ইংরাজকে সামান্য কর দিয়া থাকেন।

মর—১। মরণ, মৃত্যু। মৃ (মরা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। মরণশীল, নশ্বর, মৃত্যুর অধীন (Mortal)। মৃ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মরা। ৩। পঞ্চত্ব পাও, যমের বাড়ী যাও। দেশজ। ক্রি। [সং ; পু।

মরক—মারী, মড়ক। মৃ (মরা)+অক ভা।

মরকত—হরিদ্বর্ণ মণিবিশেষ (Emerald), পান্না। মরক শব্দ—তৃ (পার হওয়া)+ ড ক। সং ; পু। [কর্দ্দমা। সং ; স্ত্রী।

মরজগৎ—মরণধর্ম্মশীল বিশ্ব, নশ্বর জগৎ, পৃথিবী।

মর্জি, মর্জি—অভিপ্রায়, অভিলাষ, ইচ্ছা, মানস, সঙ্কল্প, মতলব। বৈদেশিক। সং।

মরণ—দেহনাশ, নিধন, মৃত্যু। মৃ (মরা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

মরণধর্ম্মশীল—মৃত্যুধর্ম্মাক্রান্ত, যাহাকে নিশ্চয়ই মরিতে হয়, নশ্বর। মরণ রূপ ধর্ম্ম—মরণধর্ম্ম, রূপক ; মরণধর্ম্ম হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মরণধর্ম্মা (—ধর্ম্মন্)—মৃত্যুগুণাক্রান্ত, মর, নশ্বর, মরণশীল। মরণ ধর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

মরণধর্ম্মী (—ধর্ম্মিন্)—মৃত্যুধর্ম্মাক্রান্ত, নশ্বর। মরণ রূপ যে ধর্ম্ম সে মরণধর্ম্ম, রূপক ; মরণধর্ম্ম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী মরণধর্ম্মিণী।

মরণশীল—মৃত্যুধর্ম্মাক্রান্ত, নশ্বর, মর। মরণই শীল যাহার,বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

মরণাপন্ন—মৃত্যুদশাগ্রস্ত ; মৃতপ্রায় ; মুমূর্ষু। মরণকে আপন্ন; ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

মরণোন্মুখ—মরণোদ্যত, মুমূর্ষু, যাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

মরত—১। ভূমণ্ডল, পৃথিবী। মর্ত্ত শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। মর, মরণশীল, বিনশ্বর। গ্রা, ক। বিণ।

মরত-ভুবন—মর্ত্ত্যলোক, মরণশীল জগৎ। গ্রা, ক। সং।

মরতা—অপকর্ষ ; শুষ্কতা। দেশজ। সং।

মরদ, মরদা—পুরুষ, পুংজাতীয় ; বলবান্ পুরুষ ; পূর্ণ যুবক। বৈদেশিক।

মরদানা—পুরুষত্ব, পুংস্ত্ব ; পুরুষ ; একপ্রকার হস্তাভরণ। বৈদেশিক। সং।

মরন্দ—মকরন্দ, পুষ্পরস। মর (মরণ)—দো (ছেদন করা)+খ ক। সং ; পু।

মরম—হৃদয়ের অন্তস্তল, অন্তঃকরণ, অন্তর। মর্ম্মন্ (মর্ম্ম) শব্দের অপভ্রংশ।

মরমর—১। মুমূর্ষু, মৃতপ্রায়,মরণাপন্ন। দেশজ। বিণ। ২। মর্ম্মরধ্বনি। ক, প্র। সং।

মরমরা—মর্ম্মর শব্দ করা। ক, প্র। ক্রি।

মরমী—মর্ম্মগ্রাহী। গ্রা, ক। বিণ।

মরশুম, মর্শুম—মৌশুম, কাল ; সুবিধাজনক সময় ; উন্নতির সময় ; কাটতির সময় ; সুযোগ। বৈদেশিক। সং।

মরা—১। মরণশীলা, মৃত্যুর অধীনা। মর দেখ। মর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মৃত। বিণ ; ত্রি। ৩। মৃতদেহ, শব। সং। ৪। মৃত হওয়া, পঞ্চত্ব পাওয়া, প্রাণত্যাগ করা। দেশজ। ক্রি।

মরাই—ধান্যাগার। মরার শব্দের অপভ্রংশ।

মরামর—মনুষ্য ও দেবতা। মর ও অমর, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

মরার—শস্যরক্ষণস্থান, ধান্যাগার, ধানের মরাই। মৃ+আরন্ অধি। সং ; পু।

মরাল—১। কারণ্ডব ; রাজহংস ; কজ্জল ; দাড়িম্ববন ; অশ্ব ; মেঘ। মৃ (মরা)+আল ক। সং ; পু। ২। স্নিগ্ধ ; মসৃণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মরালা। [পু।

মরালক—কলহংস। মরাল+কণ্ স্বার্থে। সং ;

মরালগামিনী—রাজহংসের ন্যায় মনোহর গতিশালিনী। মরাল তুল্য গমন করে যে (যে স্ত্রী), উপ ; মরাল শব্দ—গম্ (যাওয়া)+ ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মরামাস—দেহের মৃত শুষ্ক ত্বক্। দেশজ। সং।

মরিচ, মরীচ—১। গোলমরিচ। মৃ (মরা)+ ইচ, ঈচ অপ্। সং ; ক্লী। ২। গাছমরিচ, লঙ্কা। দেশজ। সং।

মরিচা—মণ্ডূর, লৌহমল, ধাতুমল। দেশজ। সং।

মরিয়া—জীবনে হতাশ, প্রাণে মমতাশূন্য, প্রাণ যায় বা থাকে তাহাতে ভ্রূক্ষেপহীন (desperate)। দেশজ। বিণ।

মরিয়াদা—মর্য্যাদা, সীমা। গ্রা, ক। সং।

মরীচ—মরিচ দেখ।

মরীচি—১। কর, কিরণ ; কৃপণ। মৃ (নাশ করা)+ঈচি অপা, যে (অন্ধকার) নাশ করে। সং ; পু বা স্ত্রী। ২। সপ্তর্ষির একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি প্রজাপতিরূপে নিয়োজিত হইয়া কর্দ্দমতনয়া কলার পাণিগ্রহণ করেন। মহামুনি কশ্যপ ইঁহার পুত্র। সং ; পু।

মরীচিকা—সূর্য্যকিরণে জলভ্রম, মৃগতৃষ্ণা [মৃগতৃষ্ণা দেখ]। মরীচিতে (কিরণে) বোধ হয় ক (জল) যথায়, বহু। সং ; স্ত্রী।

মরীচিমালী (—লিন্)—সূর্য্য। মরীচির মালা= মরীচিমালা, ৬তৎ ; মরীচিমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

মরু—বৃক্ষলতাদি ও বারিহীন প্রদেশ (Desert) ; পর্ব্বত। মৃ (মরা)+উ আধ। সং ; পু।

মরুৎ, মরুত—দেবতা ; বায়ু [দিতির পুত্রগণ দেবগণ কর্তৃক নিহত হইলে, তিনি পতির নিকট অজেয় পুত্রের প্রার্থনা করেন। অতঃপর তাঁহার গর্ভে মরুতের জন্ম হইলে, গর্ভাবস্থায় ইন্দ্র বজ্রাঘাতে ইঁহাকে উনপঞ্চাশৎ অংশে বিভক্ত করেন। কশ্যপের বরে তাহারা জীবিত হইয়া উনপঞ্চাশৎ বায়ু নামে খ্যাত ও পবনদেবের অধীনে স্থাপিত হইল]। মৃ (মরা)+উৎ অপা ; ২য় পক্ষে মরুৎ শব্দ+অ স্বার্থে। সং ; পু।

মরুৎক্রিয়া—বাতকর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মরুত্ত—১। চন্দ্রবংশীয় অবিক্ষিতের পুত্র। ইনি অতিশয় শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন এবং বহু যজ্ঞ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। মরুৎ —তন্ (বিস্তার করা)+ড ক। ২। বায়ু। মরুৎ+ত স্বার্থে। সং ; পু। [সং ; পু।

মরুৎপতি—বিষ্ণু, নারায়ণ ; ইন্দ্র। ৬তৎ।

মরুৎপথ—আকাশ, অম্বর। ৬তৎ। সং ; পু।

মরুৎপাল—ইন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

মরুৎপুত্র—ভীমসেন ; হনুমান্। ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

মরুৎপ্লব—সিংহ। মরুৎ—প্লু+অন্ ক। সং ;

মরুৎফল—ঘনোপল, করকা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মরুত্বান্ (-ত্বৎ)—ইন্দ্র; হনুমান্; সমুদ্র; মেঘ। মরুৎ শব্দ+বতু। সং; পু।

মরুৎসখ—অগ্নি; চিত্রক বৃক্ষ; ইন্দ্র মরুতের সখা, ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

মরুদিষ্ট—গুগ্গুল। মরুতের ইষ্ট (মরুৎ+ইষ্ট),

মরুদ্রথ—বিমান, দেবরথ; অশ্ব। মরুতের (দেবতার) রথ, ৬তৎ। সং; পু।

মরুদ্বিপ—উষ্ট্র। মরুর দ্বিপ (হস্তী), ৬তৎ। সং; পু।

মরুদ্বীপ, মরুস্থান—মরুভূমির মধ্যস্থ উর্ব্বর ভূখণ্ড (Oasis)। মরুস্থিত যে দ্বীপ বা উদ্যান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মরুপ্রিয়—উষ্ট্র। বহু। সং; পু।

মরুভূমি—যে বৃক্ষলতাজলাদিশূন্য প্রশস্ত ভূভাগ রাশি রাশি বালুকা ও প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। মরুও যে ভূমিও সে, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মরুয়া—মরুবৃক্ষ। প্রা, ক। সং।

মরুল—কারণ্ডব। মৃ+উল ক। সং; পু।

মরুব—বৃক্ষবিশেষ; মরুয়া; নাগদানা। মরু—বা (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

মরুবক—ময়না কাঁটা; ব্যাঘ্র; রাহু; পিণ্ডখর্জ্জুর; জম্বীর। মরু—বা (গমন করা, ইত্যাদি)+ড ক, তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

মরুস্থল, —স্থলী—জলশূন্য বালুকাময় স্থান; মরুভূমি। কর্ম্মধা। সং; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মরূক—মৃগবিশেষ; ময়ূর; শটী। মৃ+উক ক। সং; পু।

মরূদ্যান—মরুদ্বীপ দেখ।

মরোলি, মরোলিক—মকর। মৃ (মরা)+ওলি ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু। [+অন্ ক। সং; পু।

মর্ক—বানর; বায়ু; দেহ। মর্ক (গমন করা)

মর্কক—হাড়গিলা পাখী। মর্ক্ (গমন করা)+অক ক। সং; পু।

মর্কট—বানর; হাড়গিলা; উর্ণনাভ, মাকড়সা; বিষবিশেষ। মর্ক—অট্ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

মর্কটক—বানর; মাকড়সা; শস্যবিশেষ, মৎস্যবিশেষ; দৈত্য। মর্কট+কণ্; কিংবা মর্কট—কৈ+ড ক। সং; পু। [সং; পু।

মর্কটবাস—লূতাতন্তু, মাকড়সার জাল। ৬তৎ।

মর্কটাস্য—১। বানরের মুখ; [তত্তুল্য বলিয়া] তাম্র। মর্কটের আস্য, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। বানরের ন্যায় বদনবিশিষ্ট, বাঁদরমুখো। মর্কটের আস্যের ন্যায় আস্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মর্কটাস্যা।

মর্কটী—বানরী; কপিকচ্ছু; অপামার্গ; অজমোদা; মাকড়া করঞ্জা। মর্কট+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং।

মর্গেজ, মর্টগেজ—বন্ধক। ইং (mortgage)।

মর্জি—মরজি দেখ।

মর্ত্ত—১। মনুষ্য; মানবক। মৃ (মরা)+তন্ ক। ২। ভূলোক, পৃথিবী। মৃ+তন্ অধি। সং; পু। [প্রাদেশিক। সং।

মর্ত্তমান—উৎকৃষ্ট কদলীবিশেষ, শপড়ি কলা।

মর্ত্ত্য—মনুষ্য; ভূলোক, পৃথিবী। মর্ত্ত+য্য স্বার্থে। সং; পু।

মর্ত্ত্যধাম (—ধামন্)—মনুষ্যলোক, পৃথিবী। মর্ত্ত্যের (মনুষ্যের) ধাম (লোক), ৬তৎ। অথবা মর্ত্ত্যই যে ধাম, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মর্ত্ত্যলীলা—মনুষ্যলীলা, পার্থিব কার্য্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [পু।

মর্ত্ত্যলোক—ভূলোক, পৃথিবী। কর্ম্মধা। সং;

মর্দ্দ—১। মর্দ্দন। মৃদ্+অল্ ভা। সং; পু। ২। মর্দ্দনশীল। মৃদ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মর্দ্দা। ৩। পুরুষ; বলবান্ পুরুষ। বৈদেশিক।

মর্দ্দন—অঙ্গ মর্দ্দন; পেষণ; চূর্ণন; দলন; সংবাহন। মৃদ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

মর্দ্দল—বাদ্যবিশেষ, মাদল। মর্দ্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।

মর্দ্দা—১। মর্দ্দনশীলা। মর্দ্দ দেখ। মর্দ্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পুরুষ। বৈদেশিক।

মর্দ্দানা—১। পুংত্ব, পুরুষত্ব। বৈদেশিক। ২। স্ত্রীলোকের বাহুভূষণবিশেষ। দেশজ। সং।

মর্দ্দিত—দলিত; পেষিত; চূর্ণিত; গ্রন্থিত; বদ্ধ। ণিজন্ত মৃদ্—মর্দ্দি (মর্দ্দন করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মর্দ্দিতা।

মর্ম্ম (মর্ম্মন্)—দেহের সন্ধিস্থান; জীবনস্থান; হৃদয়; স্বরূপ; তত্ত্ব; রহস্য; তাৎপর্য্য; অভিপ্রেত। মৃ (মরা)+মন্ অপা। সং; ক্লী। শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, মাংস এবং অস্থি ইহাদের একত্র মিলনকে মর্ম্ম বলে। মর্ম্মমধ্যে প্রাণ বিশেষভাবে অবস্থিতি করে। দেহমধ্যে ১০৭টী মর্ম্ম থাকে; মাংসে ১১, অস্থিতে ৮, সন্ধিতে ২০, স্নায়ুতে ২৭, এবং শিরায় ৪১। তন্মধ্যে পদদ্বয়ে ২২, হস্তদ্বয়ে ২২, বক্ষে ও উদরে ১২, পৃষ্ঠে ১৪, এবং গ্রীবা ও তাহার উর্দ্ধদেশে ৩৭টী থাকে। মর্ম্ম ৫ প্রকার; যথা—(১) সদ্যঃপ্রাণহর (ইহাতে আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়; ইহার সংখ্যা ১৯); (২) কালান্তর প্রাণহর (ইহা আহত হইলে কিছুদিন পরে মৃত্যু ঘটে; ইহার সংখ্যা ৩৩); (৩) বৈকল্যকর (ইহাতে আঘাত লাগিলে অঙ্গ বিকল হইয়া যায়; ইহার সংখ্যা ৪৪); (৪) পীড়াকর (ইহা আহত হইলে পীড়া জন্মে; ইহার সংখ্যা ৮); (৫) বিশল্যঘ্ন (ইহাতে শল্যাদি বিদ্ধ হইলে তাহা উৎপাটনমাত্র মৃত্যু হয়; ইহার সংখ্যা ৩)।

মর্ম্মকাতরতা—আন্তরিক ব্যাকুলতা, অন্তরের কাতর ভাব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মর্ম্মকীল—পতি, স্বামী। মর্ম্মের কীলস্বরূপ, ৬তৎ। সং; পু। [সং; ক্লী।

মর্ম্মগ্রহণ—তাৎপর্য্যাবধারণ, রহস্য-বোধ। ৬তৎ।

মর্ম্মগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—তাৎপর্য্যগ্রহণকারী, রহস্যাবধারক, অভিপ্রেতজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ। মর্ম্মন্—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —গ্রাহিণী।

মর্ম্মঘাতী (—ঘাতিন্)—মর্ম্মভেদী, অন্তরে ব্যথাদায়ক, হৃদয়ভেদী। মর্ম্মন্—হন্ (বধ করা)+ঘিণুন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মর্ম্মঘাতিনী।

মর্ম্মচ্ছিৎ—মর্ম্মন্তুদ, হৃদয়ভেদী, হৃদয়বিদারক। উপ; মর্ম্মন্—ছিদ্+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

মর্ম্মজ্ঞ—রহস্যবিৎ; তাৎপর্য্যগ্রাহী। উপ; মর্ম্মন্—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

মর্ম্মন্তুদ—মর্ম্মভেদী, মর্ম্মে পীড়াদায়ক, অন্তরে ব্যথাদায়ক, মর্ম্মান্তিক। মর্ম্মন্—তুদ্ (ব্যথা দেওয়া)+খ ক। বিণ; ত্রি।

মর্ম্মপীড়ক—মর্ম্মন্তুদ, মর্ম্মান্তিক, অন্তরে ব্যথাদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মর্ম্মপীড়া—মর্ম্মব্যথা, অন্তরের ব্যথা, মর্ম্মযাতনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মর্ম্মপীড়িত—মর্ম্মে আঘাতপ্রাপ্ত, মর্ম্মাহত, অন্তরে ব্যথিত। মর্ম্মপীড়া+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

মর্ম্মভেদী (—ভেদিন্)—মর্ম্মপীড়ক, মর্ম্মন্তুদ, মর্ম্মান্তিক, অন্তরে ব্যথাদায়ক। উপ; মর্ম্মন্—ভিদ্ (ভেদ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মর্ম্মভেদিনী।

মর্ম্মর—১। শুষ্ক পত্রাদির অব্যক্ত ধ্বনি, মড় মড় শব্দ। মর শব্দের দ্বিত্ব। সং; পু। ২। মর্ম্মরশব্দযুক্ত। বিণ; ত্রি। ৩। মসৃণ প্রস্তরবিশেষ, মার্ব্বেল পাথর। দেশজ।

মর্ম্মরধ্বনি—মর্ মর্ রব, অব্যক্ত শব্দ। মর্ম্মরই যে ধ্বনি, কর্ম্মধা। সং; পু।

মর্ম্মরপ্রস্তর—মর্ম্মর পাথর, মার্ব্বেল পাথর। দেশজ। সং।

মর্ম্মবিৎ (—বিদ্)—তাৎপর্য্যগ্রাহী, মর্ম্মজ্ঞ, রহস্যবেত্তা। মর্ম্মন্—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

মর্ম্মবিদ্ধ—মর্ম্মস্থানে আঘাতপ্রাপ্ত; অন্তরে ব্যথাপ্রাপ্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

মর্ম্মবেদনা—মর্ম্মযন্ত্রণা, হৃদয়ব্যথা, মর্ম্মান্তিক ক্লেশ, অন্তরে পীড়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মর্ম্মবেদী (—বেদিন্)—মর্ম্মজ্ঞ, রহস্যবেত্তা, তাৎপর্য্যগ্রাহী। মর্ম্মন্—বিদ্ (জানা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মর্ম্মবেদিনী।

মর্ম্মব্যথা—মর্ম্মবেদনা, অন্তরের পীড়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মর্ম্মস্থল—মর্ম্মস্থান, জীবনস্থান ; অন্তঃকরণ। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং ; পুং।

মর্ম্মস্পর্শী (–স্পর্শিন্)—মর্ম্মভেদী, মর্ম্মপীড়ক, মর্ম্মন্তুদ, মর্ম্মান্তিক ; অন্তরে ব্যথাদায়ক। মর্ম্মন্–স্পৃশ্ (স্পর্শ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পুং। স্ত্রী মর্ম্মস্পর্শিনী।

মর্ম্মস্পৃক্ (–স্পৃশ্)—মর্ম্মস্পর্শী সকল অর্থে। মর্ম্মন্–স্পৃশ্+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

মর্ম্মাঘাত—মর্ম্মপীড়া, অন্তরে ব্যথা, আঁতে ঘা। মর্ম্মে আঘাত, ৭তৎ। সং ; পুং।

মর্ম্মান্তিক—মর্ম্মভেদী, মর্ম্মপীড়ক, অন্তরে ব্যথাদায়ক। মর্ম্মের অন্ত=মর্ম্মান্ত (৬তৎ), তাহা করে এই অর্থে মর্ম্মান্ত+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মর্ম্মান্তিকী।

মর্ম্মার্থ—তাৎপর্য্যার্থ, স্বরূপ অর্থ, প্রকৃত তত্ত্ব। ৬তৎ। সং ; পুং। [বিণ ; ত্রি।

মর্ম্মাবগত—মর্ম্মজ্ঞ, তাৎপর্য্যগ্রাহী। ২তৎ।

মর্ম্মাবধারণ—তাৎপর্য্যবোধ, স্বরূপার্থনির্ণয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মর্ম্মাবিৎ (–বিধ্)—সন্ধিস্থান বেধকারক ; মর্ম্মভেদী ; মর্ম্মজ্ঞ। মর্ম্মন্–আ–ব্যধ্ বা বিধ্ (বিদ্ধ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

মর্ম্মাহত—মর্ম্মপীড়িত, অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মর্ম্মাহতা।

মর্ম্মী—তাৎপর্য্য বা রহস্যগ্রাহী। সং বা বিণ।

মর্ম্মোদ্ঘাটন—স্বরূপার্থ প্রকাশ, তাৎপর্য্য নিরূপণ, রহস্যভেদ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মর্ম্মোদ্ভেদ—মর্ম্মোদ্ঘাটন (তাহা দেখ)। মর্ম্মের উদ্ভেদ, ৬তৎ। সং ; পুং। [সং ; স্ত্রী।

মর্য্যা—সীমা। মৃ (মরা)+য অধি+আপ্।

মর্য্যাদা—১। সীমা; কূল। পরি–আ–দা+ ঙ র্ম+আপ্ নিপাতনে প স্থানে ম। ২। সৎপথে স্থিতি ; সদাচার ; গৌরব ; মান; সম্ভ্রম ; নিয়ম। পরি–আ–দা+ঙ ভা+ আপ্। সং ; স্ত্রী।

মর্য্যাদাবান্ (–বৎ)—সম্ভ্রমশালী, মানী, সম্ভ্রান্ত ; গৌরবান্বিত। মর্য্যাদা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী মর্য্যাদাবতী।

মর্য্যাদাহানি—সম্ভ্রমনাশ, মানক্ষয়, মানহানি ; গৌরবহীনতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মর্ষ, মর্ষণ—নাশন ; ক্ষমা, সহন। মৃষ্+অল্, অনট্ ভা। সং ; পুং ও ক্লী।

মর্ষিত—১। নাশিত। মৃষ+ক্ত র্ম। ২। ক্ষান্ত। মৃষ্ (ক্ষমা করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৩। ক্ষমা। মৃষ্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

মর্ষিতবান্ (–বৎ)—ক্ষমা করিয়াছে যে এরূপ ; ক্ষমাশীল ; সহিষ্ণু। মৃষ্ (ক্ষমা করা)+ ক্তবতু ক। বিণ ; পুং। স্ত্রী মর্ষিতবতী।

মর্সুম—মরসুম দেখ।

মল—১। বিষ্ঠা-মূত্র-শ্লেষ্মা প্রভৃতি ময়লা ; গাদ, কাইট, পিটা, মরিচা প্রভৃতি ; কলঙ্ক ; পাপ। মৃজ্ (শোধন করা)+কল র্ম। অথবা মল্ (ধারণ করা)+অল্ র্ম। সং ; পুং বা ক্লী। ২। মলযুক্ত ; কৃপণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মলা। ৩। পাদবলয় ভূষণ। দেশজ। সং।

মলত্যাগ—শরীরাভ্যন্তর হইতে বিষ্ঠা বর্জ্জন, 'বাহ্যে যাওয়া'। ৬তৎ। সং ; পুং।

মলদ্রাবী (–দ্রাবিন্)—জয়পাল। মল–দ্রু+ ণিন্ ক। সং ; পুং। [সং ; ক্লী।

মলদ্বার—মলত্যাগের পথ, গুহ্য, পায়ু। ৬তৎ।

মলন—১। সমালভন, বিলেপন ; পেষণ, মর্দ্দন। মল্ (ধারণ করা)+অনট্ ভা। ২। বস্ত্রাবাস, তাম্বু। মল্+অনট্ ক। সং ; ক্লী। ৩। দলন, মর্দ্দন, ডলন। দেশজ। সং।

মলভাণ্ড—ক্লেদাদি মলিন বস্তু রাখিবার পাত্র ; শরীরাভ্যন্তরস্থ বিষ্ঠাধার, অন্ত্র, নাড়িভুঁড়ি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মলম—লেপনীয় ঔষধ, প্রলেপ। বৈদে। সং।

মলময়—মলযুক্ত, ময়লাপূর্ণ। মল শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মলময়ী।

মলমল—অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ। বৈদে। সং।

মলমাস—অমাবস্যাদ্বয়সংযুক্ত রবিসংক্রান্তিবর্জ্জিত মাস, যে মাসে দুইটী অমাবস্যা হয় ; অধিমাস, অতিরিক্ত মাস।

"অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জ্জিতং।
মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে॥"

[মলমাসে দৈব ও পৈত্রাদি কার্য্য নিষিদ্ধ। প্রায় আড়াই বৎসর অন্তর এক একবার মলমাস হইয়া থাকে]। কর্ম্মধা। সং।

মলম্বা—সুবর্ণপত্রাবৃত তাম্রফলক, স্বর্ণমণ্ডিত তাম্র বৈদেশিক। সং।

মলয়—চন্দনাদ্রি ; পশ্চিমঘাটপর্ব্বত ; দেশবিশেষ ; দ্বীপবিশেষ ; নন্দনকানন। মল্ (ধারণ করা)+কয়ন্ ক। সং ; পুং।

মলয়জ—১। মলয়জাত। মলয়–জন্ (জন্মা)+ ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মলয়জা। ২। চন্দনবৃক্ষ। সং ; পুং। ৩। চন্দনকাষ্ঠ। সং; ক্লী।

মলয়জশীতল—মলয় পবনস্পর্শে স্নিগ্ধ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, শীতলা।

মলয়পবন, মলয়ানিল—বসন্তকালীন বায়ু, দক্ষিণে বাতাস [কলিকাতা অঞ্চলে মাঘ মাসের শেষভাগ হইতে এই বায়ু বহিতে আরম্ভ করে; দক্ষিণদিকের বায়ু মলয় অর্থাৎ নীলগিরি প্রভৃতির চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ বহিয়া আনে বলিয়াই ইহাকে মলয়পবন বা মলয়ানিল বলে]। মলয় হইতে আগত যে পবন বা অনিল, মপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

মলয়াচল—মলয়পর্ব্বত, চন্দনাদ্রি। মলয়-নামক অচল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

মলয়ানিল—মলয়পবন দেখ।

মলা—১। মলযুক্তা। কৃপণা। মল দেখ। মল +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নোংরা জিনিস, ময়লা, মল ; মর্দ্দন—যেমন কাণমলা। দেশজ। সং। ৩। মর্দ্দন করা, দলা বা ডলা, রগড়ান,ঘষা। দেশজ ক্রিয়া। [সং।

মলাই—মলন, মর্দ্দন, দলন, পেষণ। দেশজ।

মলাট—পুথীর উপরের কাঠ; পুস্তকের বহিরাবরণ-পট্ট। সং।

মলান—মলাই করান, মর্দ্দন করান, দলান, পিষান। দেশজ। ক্রি। [সং।

মলিদা—একপ্রকার পশমী কাপড়। বৈদে।

মলিন—১। মলযুক্ত, দূষিত, সমল ; ম্লান ; কৃষ্ণবর্ণ ; পাপী। মল্ (ধারণ করা)+ইনন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মলিনা। ২। টঙ্কণ ; পাপ ; কলঙ্ক। সং ; ক্লী।

মলিনতা, মলিনত্ব—মালিন্য। মলিন+তা, ত্ব। ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মলিনমুখ—১। ম্লানবদন ; খল, ক্রূর। মলিন হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –মুখা, মুখী। ২। বানর ; প্রেত ; অগ্নি। সং ; পুং। ৩। ম্লান বা অপ্রসন্ন বদন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মলিনবাসাঃ (–বাসস্)—মলিনবস্ত্রধারী, ময়লা কাপড় পরিয়াছে এরূপ। মলিন বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; পুং বা স্ত্রী।

মলিনাম্বু—মসী, কালি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মলিনিমা (–মন্)—মলিনতা, মালিন্য। মলিন +ইমন্ ভাবার্থে। সং ; পুং।

মলিনী—১। মলযুক্তা ; রজস্বলা। মল+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রজস্বলা স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

মলিম্লুচ—মলমাস ; অগ্নি ; বায়ু ; চোর। মলিন (মলযুক্ত)–ম্লুচ্+ক ক। সং ; পুং।

মলী (মলিন্)—মলযুক্ত ; কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। মল+ ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী মলিনী।

মলীমস—১। মলদূষিত, মলিন। মল্ (ধারণ করা)+ঈমস ক। বিণ ; ত্রি। ২। মলমাস; লৌহ। সং ; পুং।

মল্ল—বাহুযোদ্ধা, মাল, পালোয়ান; পাত্রবিশেষ, মালা ; দেশবিশেষ। মল্ল (ধারণ করা)+অল্ ক। সং ; পুং।

মল্লনাগ—১। ঐরাবত হস্তী। কর্ম্মধা। ২। বাৎস্যায়ন মুনি। সং ; পুং।

মল্লযুদ্ধ—বাহুযুদ্ধ, মালামো। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মল্লার—সঙ্গীতের রাগবিশেষ। সং।

মল্লারী—রাগিণীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

মল্লি, মল্লী—মল্লিকা। মল্ল (ধারণ করা)+ই ক, বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মল্লিক—হংসবিশেষ ; উপাধিবিশেষ। মল্লি+ কণ্। সং ; পুং।

মল্লিকা—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ ; বেল ফুল ; মৃৎপাত্র-

বিশেষ; মৎস্তবিশেষ; মল্লি শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

মল্লিকাক্ষ, মল্লিকাখ্য—হংসবিশেষ; অশ্ব-বিশেষ। মল্লিকার স্থায় অক্ষি যাহার সে মল্লিকাক্ষ, বহু। মল্লিক হইয়াছে আখ্যা যাহার সে মল্লিকাখ্য, বহু। সং; পু।

মল্লিনাথ—বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের টীকাকার। ইনি অন্ধ্রদেশে ত্রিভুবন নামক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা বাৎস্তগোত্রীয় রামেশ্বর ভট্টের পুত্র নরসিংহ ভট্ট, মাতার নাম নাগম্মা (নাগমাতা)। ইঁহার পূর্ণ নাম কোলাচল মল্লিনাথ সূরি। ইনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি মহাকাব্যের এবং অমরকোষ অভিধানের টীকা প্রণয়ন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত অলঙ্কারশাস্ত্রের টীকা, একাবলী, স্তায়শাস্ত্রের তার্কিকরক্ষা টীকা এবং বৈদ্যকশাস্ত্রের রাজমৃগাঙ্ক টীকা অতি উপাদেয়। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের মতে ইনি খৃষ্টীয় ১০শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার নারায়ণ ও নরহরি নামে দুই পুত্র ছিল। নরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নৃসিংহ সরস্বতী নাম পরিগ্রহ করেন। ইনি কাব্যতত্ত্বপ্রকাশের টীকা রচনা করেন।

মল্লী—মল্লি দেখ।

মশ, মশক—মশা। মশ্ (শব্দ করা)+যথাক্রমে অন্ ও অক ক। সং; পু।

মশক, মষক—জল বহিবার চামড়ার থলিয়া, চর্ম্ম-নির্ম্মিত স্নেহাদিপাত্র। সং।

মশলা, মসলা—বেশবার, উপস্কর; উপকরণ। বৈদেশিক। সং।

মশহরী—মশারি। মশ (মশা)—হৃ (হরণ করা)+ই ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মশা—মশক। মশ শব্দজ। সং। [সং।

মশান, মসান—শ্মশান; বধ্যভূমি। দেশজ।

মশায়—মহাশয় শব্দের অপভ্রংশ।

মশারি, মশারী—মশক নিবারক বস্ত্রাবরণ। মশের অরি, ৬তৎ। সং; পু।

মশাল, মসাল,—তৈলসিক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত বৃহৎ আলোক। দেশজ। সং।

মশালচী—মশালবাহক। দেশজ। সং।

মশি, মশী, মষি, মষী—মসী, লিখিবার কালি। মশ্ (শব্দ করা) বা মষ্ (বধ করা)+ই ক। সং; স্ত্রী। [মন্দির। বৈদেশিক। সং।

মসজিদ, মসজেদ—মুসলমানদের ঈশ্বরারাধনা

মসনদ—রাজসিংহাসন। বৈদে। সং।

মসম্মৎ, মুসম্মৎ—শ্রীমতী (মুসলমান নারীনামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত)। বৈদে। সং।

মসি, মসী—লিখিবার কালি। মস্ (পরিমাণ করা)+ই ক, বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মসিজীবী (—জীবিন্)—লেখক, মুহুরী, কেরাণী। মসি—জীব+ণিন্ ক। বিণ; পু।

মসিধান, মসিধানী—মস্যাধার, দোয়াত। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মসিপণ্য—লেখনোপজীবী, কেরাণী, মুহুরী। মসি হইয়াছে পণ্য যাহার, বহু। সং; পু।

মসিপ্রসূ—মস্যাধার, দোয়াত; লেখনী, কলম; পেন্সিল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মসী—মসি দেখ।

মসীচিহ্নিত—মসীযুক্ত, কালির দাগবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মসীনা—তিসি (Linseed)। মস (পরিমাণ করা)+ঈন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

মসীনিন্দিত—মসীলাঞ্ছিত, লিখিবার কালি অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ, ঘোর কাল। মসী নিন্দিত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

মসীময়—মসীপূর্ণ, মসীলিপ্ত। মসী শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মসীময়ী।

মসীল—শাসন, দণ্ড। বৈদেশিক। সং।

মসীলাঞ্ছিত—মসীনিন্দিত। বহু। বিণ; ত্রি।

মসীলিপ্ত—কালি দিয়া লেপা, কালি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মসুর, মসূর—স্বনামখ্যাত কলায়বিশেষ। মস্ (পরিমাণ করা)+উর, উর র্ম্ম। সং; পু।

মসুরা, মসূরা—কলায়বিশেষ, মসুর; বেশ্যা। মসুর বা মসূর+আপ্। সং; স্ত্রী।

মসুরিকা, মসূরিকা, মসুরী, মসূরী—বেশ্যা; কুট্টিনী; বসন্তরোগ। মস্ (পরিমাণ করা ইত্যাদি)+উর বা উর ক ও তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=মসুরী বা মসূরী। মসুরী বা মসূরী+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মসৃণ—স্নিগ্ধ; কোমল; খসখসে নয় এরূপ, তেলা। মস্ (পরিমাণ করা)+ঋণ র্ম্ম। বি; ত্রি। স্ত্রী মসৃণা।

মসৃণতা—স্নিগ্ধত্ব; কোমলতা অবন্ধুরত্ব। মসৃণ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

মসৃণা—১। স্নিগ্ধা; কোমলা। মসৃণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মসীনা, তিসী। সং; স্ত্রী।

মস্কর—১। জ্ঞান; গতি। মস্ক (গমন করা, ইত্যাদি)+অর ভা। ২। বাঁশ; বংশযষ্টি, বাঁশের লাঠি। মস্ক+অর ণ। সং; পু।

মস্করা—বিদূষক, ভণ্ড, ভাঁড়, পরিহাসরসিক, কৌতুক, পরিহাস, রঙ্গ, তামাসা। দেশজ।

মস্করী (—রিন্)—ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী। মস্কর+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

মস্ত—১। মস্তক, মাথা; অগ্রভাগ। মস্ (পরিমাণ করা)+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। উচ্চ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মস্তা। ৩। প্রকাণ্ড, বৃহৎ, বড়; অধিক, অতিশয়। দেশজ। ৪। পুষ্টাঙ্গ, বলবান্, বলিষ্ঠ। হিন্দী। বিণ।

মস্তক—১। উত্তমাঙ্গ, মাথা; অগ্রভাগ। মস্ত+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। উচ্চ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মস্তকা। [ত্রি।

মস্তকচ্যুত—মাথা হইতে পতিত। ৫তৎ। বিণ;

মস্তকস্নেহ—মাথার মজ্জা, মস্তিষ্ক, মগজ। ৬তৎ। সং; পু।

মস্তান—ঈশ্বর ভক্তিতে বিহ্বল। বৈদেশিক। বিণ; পু। স্ত্রী মস্তানী।

মস্তিষ্ক—মাথার ঘি, মগজ। মস্ (পরিমাণ করা)+ক্তি ভা=মস্তি, তদুত্তরে মস্ক্ (গমন করা)+অন্ ক, নিপাতনে। সং; ক্লী।

মস্তু—দধি প্রভৃতির মাৎ; জলযুক্ত দধি। মস্ (পরিমাণ করা)+তুন্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

মহ—১। যজ্ঞ; তেজঃ; উৎসব। মহ্ (পূজা করা)+অস্ ভা। ২। মহিষ। মহ্+অস্ র্ম্ম। সং; পু। ৩। পূজার্হ; পূজনীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহা।

মহঃ (মহর্)—মহলোক (তাহা দেখ)। মহ্ (পূজা করা)+অর্ র্ম্ম। ব্য।

মহঃ (মহস্)—যজ্ঞ; উৎসব; তেজঃ। মহ্ (পূজা করা)+অসুন্ ভা। সং; ক্লী।

মহকুমা—জেলার এক একটী বড় ভাগ বা উপবিভাগ (Subdistrict or Subdivision)। বৈদেশিক। সং।

মহড়া—কবিগানের মুখ অর্থাৎ প্রথম অংশ; মোআড়া। দেশজ। সং।

মহৎ—১। অধিক; শ্রেষ্ঠ; বৃহৎ; প্রবল; উদার। মহ্ (পূজা করা)+অৎ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। পুংলিঙ্গে মহান্। স্ত্রীলিঙ্গে মহতী। [এই মহৎ শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ অন্য শব্দের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষিক, দ্বিজ, যাত্রা, পথ ও নিদ্রা শব্দের পূর্ব্বে থাকিলে তাহার প্রাধান্য না বুঝাইয়া বিপরীতার্থই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্যই ঐ সকল শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—"শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥" ২। মহত্তত্ত্ব। সং; পু। ৩। রাজ্য। সং; ক্লী। [সং।

মহতাব—নীলবর্ণ অগ্নিবাণবিশেষ। বৈদেশিক।

মহতী—১। বৃহতী; প্রবলা; শ্রেষ্ঠা, ইত্যাদি। মহৎ দেখ। মহৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বার্ত্তাকী; নারদের বীণা। সং; স্ত্রী।

মহতী দ্বাদশী—ভাদ্রমাসে শ্রবণান্বিতা শুক্লদ্বাদশী। অসমস্ত পদ।

মহত্তত্ত্ব—সাংখ্যমতোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বান্তর্গত দ্বিতীয় তত্ত্ব বুদ্ধিস্বরূপ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহত্তম—সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ; অতি মহৎ। মহৎ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহত্তমা।

মহত্তর—১। দুইএর মধ্যে মহৎ, অপেক্ষাকৃত মহৎ। মহৎ+তর। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহত্তরা। ২। শূদ্র। সং; পু।

মহত্তরিকা—বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। মহৎ+তর +কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

মহত্ত্ব—বৃহত্ত্ব; শ্রেষ্ঠতা; প্রাধান্য; ঔদার্য্য। মহৎ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

মহদাশয়—উদারচিত্ত, মহাশয়; উন্নতমনাঃ, সদাশয়। মহৎ হইয়াছে আশয় (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহদাশয়া। [ব্যাকরণানুসারে এই পদটী অসাধু; কারণ বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় সমাসে মহৎ শব্দের স্থানে 'মহা' আদেশ হয়। শুদ্ধ 'মহাশয়'; অথবা ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে 'মহতের আশয়' এইরূপ অর্থ বুঝাইলে "মহদাশয়" পদটীও শুদ্ধ হইতে পারে।]

মহদাশয়তা—উদারচিত্ততা, ঔদার্য্য, সদাশয়তা। মহদাশয় শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মহদাশ্রয়—মহতের শরণ, মহৎ ব্যক্তির আনুগত্য। মহতের আশ্রয়, ৬তৎ। সং; পু।

মহনীয়—পূজনীয়, পূজ্য। মহ্ (পূজা করা)+ অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহনীয়া।

মহন্ত—মঠস্বামী, দেবস্থানস্বামী। ('মহান্ত' এই বহুবচনান্ত শব্দ হইতে)। সং।

মহম্মদ—সিরিয়া নিবাসী হজরৎ এব্রাহিমের দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে তিনি হাজেরাকে শিশুপুত্র এস্মাইল সহ আরবের মরু প্রান্তরে নির্ব্বাসিত করেন। এবং অন্যতমা পত্নী সারা খাতুনকে লইয়া সিরিয়ায় বাস করিতে থাকেন। সারা খাতুনের পুত্র এস্হাক্; এস্হাকের পুত্র ইয়াকুব; ইনি হজরৎ এস্রাইল নামে খ্যাত। এই এস্রাইলের বংশে হজরৎ ইউসুফ (Iosuph) হজরৎ ইসার (Jesus Christ) মাতা মেরী, হজরৎ মুসা, হজরৎ সোলেমান প্রভৃতি মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করেন। আর নির্ব্বাসিতা হাজেরার পুত্র এস্মাইলের বংশে হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়। এই এস্মাইল মক্কা নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার ১১শ পুরুষ পরবর্ত্তী কোরেশের নামে এই বংশ কোরেশ নামে অভিহিত হয়। কোরেশের অধস্তন ৮ম পুরুষ হাসেমের পুত্র আবদুল মত্‌লেব; তৎপুত্র আবদুল্লা। ইনিই মহম্মদের জনক। মহম্মদের মাতার নাম আমিনা। আমিনার গর্ভাবস্থায় আবদুল্লা মদিনায় গমন করিয়া তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হজরৎ মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বৎসর বয়সেই ইঁহার জননী আমিনা স্বর্গারূঢ় হন; এবং ৮ বৎসর বয়সে পিতামহ আবদুল মত্‌লেব লোকান্তরে গমন করেন। তখন পিতৃব্য আবুতালেব ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদের লালন-পালন ভার গ্রহণ করেন। এই সকল কারণে মহম্মদের বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে ইনি পিতৃব্য আবুতালেবের সহিত উষ্ট্রদল সমভিব্যাহারে বাণিজ্যার্থ শ্যাম বা সিরিয়া দেশে যাত্রা করিতেন। এইরূপে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইনি নানা কষ্ট ভোগ করেন। অতঃপর খাদিজা নাম্নী এক ধনবতী বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া ইনি গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্তি লাভ করেন।

মহম্মদ স্বভাবতঃ অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন। আরববাসীরা তৎকালে পৌত্তলিক ছিল, এবং তাহাদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকলহ সময়ে সময়ে অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইনি ব্যথিতহৃদয়ে চিন্তা করিতেন যে, যদি এই সকল সম্প্রদায়কে কোনরূপ এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করা যায়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। গারহীরা নামক একটী গিরিগুহায় নিবিষ্ট মনে ইনি এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে ইনি স্বর্গীয় দূত গাব্রিয়েলের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া তাহাই প্রচার করেন। গাব্রিয়েল ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সকল বাণী আনিয়া ইঁহাকে বলিতেন, তাহাই 'কোরাণ' নামে অভিহিত।

অতঃপর মহম্মদ ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কেবল ইঁহার পত্নী, তৎপরে হজরৎ আলি, আবুবকর, ওস্মানগনি, আবুওবেদা প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র এই মত গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ইঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু মক্কাবাসীরা ইঁহার বিরোধী হইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রাণরক্ষার উপায় নাই দেখিয়া ইনি ৬২২ খ্রীঃ মদিনা নগরে পলায়ন করিলেন। ক্রমে আত্মরক্ষার্থ ইনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইঁহার শিষ্যগণ অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সমগ্র আরবদেশ অধিকার করিয়া মহম্মদের প্রবর্ত্তিত নব ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অতঃপর সিরিয়া জয় করিবার অভিপ্রায়ে নবোৎসাহে মহম্মদ আরও কতিপয় নগর অধিকার করিলেন।

এই সময়ে সহসা ইনি পীড়িত হন এবং সফর চাঁদের ২০ তারিখে শিষ্যগণ-সমক্ষে প্রিয়তমা পত্নী আয়েসার ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন। আয়েসার শয়নমন্দিরে ইঁহাকে সমাহিত করা হয় (৬৩২ খ্রীঃ)।

মহম্মদের মদিনায় পলায়নকাল হইতে মুসলমানেরা তাহাদের হিজিরা অব্দের গণনা আরম্ভ করিয়াছে।

মহম্মদ আলি (মৌলানা)—সুবিখ্যাত "আলি ভাইদের" মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইঁহারা দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। মহম্মদ আলি আলিগড় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া বাহির হন। অতঃপর মহম্মদ আলি বিলাত যাত্রা করেন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ইনি চারি বৎসর (১৮৯৮—১৯০২) লিঙ্কন ইনে অধ্যয়ন করেন। ১৯০২ অব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া মহম্মদ আলি বরোদা রাজ্যের শাসন বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে দুই বৎসরের ছুটী লইয়া কলিকাতা আসিয়া ইনি "কমরেড" নামক সংবাদপত্র বাহির করেন। পরে রাজধানী কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইলে, ইনিও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে খবরের কাগজের আপিস দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। হিন্দু-মুসলমানে মিলন সাধন ইঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ইহা কার্য্যফলে পরিণত করিতে পারেন নাই। মৌলানা মহম্মদ আলি মসলেম লীগ প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কল্পে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য মহম্মদ আলি আগা খাঁর সহিত ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। অহিংস অসহযোগ প্রচারের জন্যও মহাত্মা গান্ধির সহিত ইনি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ আলি "হামদর্দ" নামে একখানি উর্দ্দু দৈনিক পত্র বাহির করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পরে তাহা বন্ধ করিয়া দেন। বলকান যুদ্ধে তুর্ক আহত ও পীড়িত সৈনিকগণের সাহায্যের জন্য মহম্মদ আলি ও ডাক্তার আনসারির চেষ্টায় ১৯১২ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে একটী রেড ক্রেসেণ্ট মেডিক্যাল মিশন তুরস্কে প্রেরিত হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সরকার আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে অন্তরীণ করেন। ১৯১৯ অব্দের রাজকীয় ঘোষণা অনুসারে ইঁহারা মুক্তিলাভ করেন। যুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে খেলাফৎ আন্দোলন প্রবলবেগে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন প্রতিকার না করায়, কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরোদ নগরে খেলাফৎ কনফারেন্সের সভাপতিরূপে মহম্মদ আলি যে অভিভাষণ

দেন, গবর্ণমেণ্টে তাহা রাজদ্রোহমূলক বিবেচনা করেন। আলি-ভ্রাতৃদ্বয় এই বক্তৃতার জন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্ট সেজন্ত ইঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার কল্পনা পরিহার করেন। কিন্তু ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভিজাগাপটমে মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ করাচীতে আনয়ন করা হয়। করাচি নগরে খেলাফৎ কনফারেন্সে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামের শত্রুর অধীনতায় চাকুরী করা প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে হারাম। এই প্রস্তাব উপলক্ষেই এই রাজদ্রোহের মামলা উপস্থিত হয়। এই মামলার বিচারের ফলে মিঃ মহম্মদ আলির দুই বৎসরের কারাদণ্ড হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জেল হইতে মুক্তি লাভ করেন। ইহার পরই দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ বৈঠকে মিঃ মহম্মদ আলি নেতৃত্ব করেন। অতঃপর কোকনদের কংগ্রেসে ইনি সভাপতি হন। ইনি এখন সাম্প্রদায়িক ভাবে ভারতের সমস্তা পূরণের চেষ্টা করিতেছেন।

মহম্মদ আলি জিন্না—মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের বড় দিনে করাচি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্ত ১৮৯২ অব্দে বিলাতে গমন করেন। ১৮৯৬ অব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া ইনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। বিলাতে অবস্থানকালে দাদাভাই নৌরজীর নিকট রাজনীতিক ব্যাপারে ইঁহার হাতে খড়ি হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রেণীভুক্ত হন। এখন মিঃ জিন্না বোম্বায়ের একজন বড় ব্যারিষ্টার। রাজনীতিক মতামত সম্বন্ধে মিঃ জিন্না মাননীয় মিঃ গোখলের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। মিঃ গোখলের আদর্শে তিনি নিজের মতামত গঠন করিতেন, এবং "মসলেম গোখলে" বলিয়া পরিচিত হইবার ইঁহার ছেলেবেলা হইতেই আকাঙ্ক্ষা ছিল। মিঃ জিন্না গোড়া হইতেই কংগ্রেসে যোগদান করেন। ব্যবস্থাপক সভাতেও ইনি যোগ্যতার পরিচয় দান করিয়াছেন। আইনসংক্রান্ত প্রশ্নে ইঁহার মতামত ব্যবস্থাপক সভায় মূল্যবান্ বিবেচিত হইয়া থাকে। তিন বৎসর ব্যবস্থাপক সভায় সদস্তগিরি করিবার পর মিঃ জিন্না ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ওয়াকফ ভ্যালিডেটিং বিল পাশ করাইয়া লন। এই প্রথম বে-সরকারী সদস্তের প্রণীত খসড়া আইনে পরিণত হয়। ইনি প্রতি বৎসরই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের সদস্ত বলিয়া মিঃ জিন্না সাম্প্রদায়িক সভা—মসলেম লীগে যোগ দেন নাই। মসলেম লীগের আইনকানুন সংশোধিত হইয়া কংগ্রেসের সমশ্রেণী হইয়া উঠিলে লীগে যোগ দিতে মিঃ জিন্নার কোন আপত্তি না থাকায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ মহম্মদ আলি প্রভৃতির অনুরোধে ইনি উহার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে নিখিল ভারতীয় মসলেম লীগের বৈঠকে মিঃ জিন্না সভাপতিত্ব করেন। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আমেদাবাদ কন্‌ফারেন্সেও সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কংগ্রেস ও মসলেম লীগের মিলন সাধনের জন্তও ইনি প্রভূত চেষ্টা করেন। মণ্ট ফোর্ড রিফর্ম্ম কার্য্যে পরিণত হইলে মিঃ জিন্না লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীতে প্রবেশ করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ব্যবস্থাপক সভায় ডোমিনিয়নের সমতুল্য শাসন-ব্যবস্থার দাবী করিলে মিঃ জিন্না তাহার সমর্থন করেন। ইনি দ্বৈতশাসনের পক্ষপাতী নহেন। রিফর্ম্মস্ এন্‌কোয়ারি কমিটির সদস্যরূপে ইনি ক্ষুদ্র দলের (Minority) পক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক দ্বৈতশাসন উঠাইয়া দিবার পক্ষে মত প্রদান করেন। 'লী' কমিশন রিপোর্টের ইনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ ইকবাল স্যার—ইনি একজন মুসলমান কবি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শিয়ালকোটে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি কাশ্মীরের এক প্রাচীন পণ্ডিত-বংশজাত। তাঁহাদের বংশের অনেকে এখনও কাশ্মীরে বাস করেন। তাঁহাদের বংশের উপাধি সাপ্রু। ইকবালের পূর্ব্ব পুরুষরা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইকবাল এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া শিয়ালকোট মিশন কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম-এ পাশ করিবার পর ইকবাল লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজে ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া আসেন। ইনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া তিন বৎসর কেম্ব্রিজে অবস্থান করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি দর্শন শাস্ত্রে উচ্চ উপাধি লাভ করেন, এবং জার্ম্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্শী দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে থিসিস লিখিয়া Ph. D. উপাধি প্রাপ্ত হন। জার্ম্মানী হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া লিঙ্কন ইন্ হইতে আইন পাশ করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি এতদূর বিস্তৃত হয় যে, তিন মাসের জন্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক আর্ণল্ডের পদে আরবী ভাষার প্রধান অধ্যাপকের কার্য্য করিবার জন্ত নিযুক্ত হন। ইয়োরোপে অবস্থান কালে ইকবাল তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশাল লাইব্রেরীসমূহে অনেক গবেষণার কার্য্যও করেন।

ইকবাল স্বভাব-কবি। প্রতীচ্য সভ্যতার নব্য আলোকে ইকবাল নিত্য সনাতন অর্ঘ্যের পরিবর্ত্তে নূতন উপকরণে বাগ্‌দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি প্রতীচ্যের অন্ধ উপাসক ছিলেন না। ইউরোপীয় জড়বাদের কুফল প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মের প্রাধান্ত স্থাপনই তাঁহার কাব্যাদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার "হিমালয়-বন্দনা" ও অন্তান্ত কবিতা তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে।

মহম্মদ ঘোরী—ইনি ভারতে মুসলমান-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ঘোররাজ আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে প্রথমতঃ তাঁহার পুত্র, পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসুদ্দিন ও তদীয় অনুজ মহম্মদ ঘোরী উভয়ে মিলিতভাবে ঘোররাজ্যের রাজা হন। মহম্মদ নিজে একজন অসাধারণ বীর পুরুষ হইলেও চিরজীবন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তারের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। ইনি ১১৭৬ খ্রীঃ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাবের পঞ্চনদের সঙ্গমস্থলের নিকটস্থ উচনগর জয় করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইনি গুজরাট আক্রমণ করেন, কিন্তু তত্রত্য রাজা কুমার পাল কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১১৮৬ খ্রীঃ ইনি সহসা লাহোরের দ্বারদেশে উপস্থিত হন, এবং মাহমুদ গজনীর শেষ বংশধর রাজা খুসরু মালিককে পরাভূত ও বন্দী করিয়া ঘোর নগরে প্রেরণ করেন। এই সময়ে দিল্লী ও আজমীরপতি প্রখ্যাত পৃথ্বীরায় এবং কান্তকুব্জপতি জয়চন্দ্র আত্মবিচ্ছেদে বলক্ষয় করিতেছিলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের নিকট বার বার পরাজিত ও অবমানিত হইয়া প্রতিহিংসার তাড়নে মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যবনরাজ তাহাই খুঁজিতেছিলেন। তিনি সানন্দে জয়চন্দ্রের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং সসৈন্তে আসিয়া দিল্লীর অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সরস্বতীতীরস্থ নারায়ণ নামক স্থানে হিন্দুমুসলমানে তুমুল সংগ্রাম হইল (১১৯১ খ্রীঃ)। যবনরাজ সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। পরন্ত

ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় দিল্লীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরায় এবারও তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পৃথ্বীর ভগিনীপতি বীরবর মেওয়াররাজ রাণা সমরসিংহ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন, কিন্তু এবার দৈব হিন্দুদিগের প্রতিকূল। ঘরসন্ধানী জয়চন্দ্র যবনরাজের সহিত মিলিত হইলেন [পৃথ্বীরায় ও জয়চন্দ্র দেখ]। থানেশ্বরের অদূরস্থ তিরাওরী নামক স্থানে হিন্দুরা পরাজিত হইলেন। সমরসিংহ ও পৃথ্বীরায় রণশয্যায় শয়ন করিলেন (১১৯৩ খ্রীঃ)। মহম্মদ দিল্লী অধিকার করিয়া আপনার অন্যতম প্রধান সেনাপতি কুতবুদ্দিন ঐবেককে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন; ভারতে মুসলমানরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। পৃথ্বীরায়ের এক পুত্র কর দিতে স্বীকার করিয়া আজমীর রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পর বৎসর মহম্মদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। সমরে জয়চন্দ্র পরাভূত ও নিহত হইলেন। তদীয় রাজ্য মহম্মদের হস্তগত হইল। ভারতে মুসলমান রাজ্য দৃঢ়তর হইল। তাহার পর মহম্মদের সেনাপতিরা ক্রমে বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থায়ী করিলেন। ১২০২ খৃঃ জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে মহম্মদ সমস্ত রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। ১২০৫ খৃঃ ঘোর নগরে প্রতিগমনকালে তিনি সিন্ধুনদের তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই সময়ে তত্রত্য গখর নামক অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি সহসা অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহার ভবলীলার অবসান করিয়া দিল।

মহম্মদ মহসিন (হাজি)—দিল্লীর সম্রাটের আগা মোতাহের নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হুগলীতে আসিয়া বসতি করেন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে নদীয়া ও যশোহর জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত ভূসম্পত্তি জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন। এই ভূসম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে আগা মোতাহের হুগলীতে আসিয়াছিলেন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় তিনি মৃত্যুকালে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার একমাত্র প্রিয় কন্যা মন্নুজান খাতুনের নামে উইল করিয়া যান। স্বামীর এইরূপ আচরণে মোতাহের পত্নী অসন্তুষ্ট হইয়া বিধবা হইবার পর হুগলী নিবাসী হাজী ফৈজুল্লাকে নিকা করেন। এই দম্পতীর একমাত্র সন্তান সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাজী মহম্মদ মহসিন।

১৭৩২ খৃঃ তিনি হুগলী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। দশ° বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিরাজী নামক এক আরবী ভাষাবিৎ মৌলবীর নিকট আরবী ও পার্শি ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল। তাঁহার হস্তলিখিত একখানি কোরাণ অদ্যাপি হুগলী কলেজের পুস্তকালয়ে বিদ্যমান। সময়ে সময়ে তিনি কোরাণের কোনও কোনও অংশ নকল করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। কোরাণের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে তিনিই তখন সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি আগা মীর্জ্জা নামক পারস্যদেশীয় জনৈক আরবী মৌলবীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই সময়ে তিনি আগা মোতাহেরের বাটীতে তাঁহার ভগ্নী মন্নুজান খাতুনের সহিত বাস করিতেন। একদিবস তাঁহার ভগ্নীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার ষড়্‌যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া মহসিনের মনে বৈরাগ্যসঞ্চার হয়; তিনি ফকিরবেশে জীবন যাপন করিবার জন্য ১৭৬২ খৃঃ ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি উত্তর ভারতের নানা স্থান, আরব, পারস্য, মিশর, তুর্কীস্থান প্রভৃতি পরিভ্রমণপূর্ব্বক মক্কা ও মদিনা দেখিয়া "হাজী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৮৯ খৃঃ তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মোতাহের-তনয়া মন্নুজান খাতুন, মীর্জ্জা সালাউদ্দীন মহম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন; কিন্তু কিছুদিন পরে বিধবা হন। মন্নুজানের সন্তানাদি না থাকায় তিনি মহসিনকে দেশে আসিয়া তাঁহার বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর মহসিন হুগলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে মন্নুজান তদীয় বৈপিতৃক ভ্রাতা মহসিনকে সমুদয় বিষয় সম্পত্তি উইল করিয়া দেন।

১৮০৩ খ্রীঃ এই মহীয়সী রমণীর মৃত্যু হইলে, মহসিন বিস্তৃত সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই, ফকিরী অবস্থায় বাস করিয়া দানধর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি দানে কল্পতরু ছিলেন। দরিদ্রের দুঃখমোচন ও সদনুষ্ঠান তাঁহার পবিত্র জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৮০৬ খৃঃ ৯ই জুন একখানি দানপত্র করিয়া এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি শিক্ষার উন্নতিকল্পে দিয়া যান। অতঃপর মৃত্যুকালে তিনি সমুদয় সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে অর্পণ করেন। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণের জন্য দুইজন মাতয়ালী নিযুক্ত হয়। মহসিন ফণ্ডে অধুনা আয় ১,০৩,৯৬৯ টাকা। তন্মধ্যে ৭৫৩১০ টাকা শিক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ব্যয় করা হইয়া থাকে। তাঁহার অর্থে হুগলীর ইমামবাড়ী, হুগলী কলেজ, মাদ্রাসা, মহসিনবৃত্তি প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮১২ খ্রীঃ ২৯শে নবেম্বর তিনি অমরধামে প্রস্থান করেন। ১৮১৫ খৃঃ "রেভিনিউ বোর্ড" তাঁহার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। এই সম্পত্তির আয়ের কিয়দংশ হইতে গবর্ণমেণ্ট একটি অতিথিশালা ও একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮৩৬ খৃঃ তাঁহার টাকার উপস্বত্ব হইতে কলিকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ হুগলী কলেজ গবর্ণমেণ্টের হইয়াছে। এই সময় মহসিন-বৃত্তি নামে কতকগুলি বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা যে কোনও মুসলমান ছাত্র বঙ্গদেশের স্কুল ও কলেজ সমূহে নিয়মিত বেতনের এক তৃতীয়াংশ দিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন তাঁহার অর্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও হুগলীতে আরবী শিক্ষার জন্য বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহম্মদ সফি—লাহোর জেলার ভগবানপুরা গ্রামে মিঞা বংশে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পাশ করিবার পর তিনি লাহোর সরকারী কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ সফি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে গিয়া মহম্মদ সফি মিডল টেম্পেলে ভর্ত্তি হন। বিলাতে পৌঁছিবার দুই মাস পরেই প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় লণ্ডনে আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া গঠিত হয়। প্রথমে মহম্মদ সফি এই সভার সদস্য মাত্র ছিলেন। এক বৎসর পরে তিনি ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ মহম্মদ সফি সেণ্ট্ জেম্‌স প্রাসাদে রাজদরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। এবং এলাহাবাদ হাইকোর্ট ও পঞ্জাব চীফ কোর্টের এডভোকেট শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি কয়েকখানি আইন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হয়। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি ক্রমে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন, এবং সর্ব্বপ্রধান ব্যারিষ্টার বলিয়া গণ্য হইতে থাকেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিঞা মহম্মদ সফি ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিব নিযুক্ত হইলেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের আইন সদস্যের পদে নিযুক্ত হন।

তাঁহার চেষ্টায় এবং আন্দোলনের ফলেই মসলেম লীগ গঠিত হয়। ১৯১৩ অব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে নিখিল ভারতীয় মসলেম লীগের অধিবেশনে মিঞা মহম্মদ সফি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় মহাসমিতিতে কখনও যোগদান করেন নাই। তবে মণ্টফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর মধ্যপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন গঠন করিলে মহম্মদ সফি তাহার সদস্য হন। বর্ত্তমান শাসন সংস্কারের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মহম্মদ সফি পঞ্চনদের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মিঞা মহম্মদ সফি পঞ্জাবের ছোটলাট কর্ত্তৃক পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। লর্ড কার্জ্জনের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন পাশ হইলে তিনি নির্ব্বাচিত হইয়া বহুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাওলাট আইন পাশের সময় মিঃ মহম্মদ সফি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী সদস্যরূপে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে সাড়ে পাঁচ বৎসর কার্য্য করিবার পর স্যার মহম্মদ সফি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি সি-আই-ই এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কে-সি-এস-আই উপাধি লাভ করেন।

মহম্মদ হবিবুল্লা, স্যার—মাননীয় খাঁ বাহাদুর স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা, কে-সি-আই-ই, নাইট কর্ণাটের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তাঁহার পিতার নাম মিঃ আউদুথ হুসেন খান সাহেব। মহম্মদ হবিবুল্লা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ওকালতী পাশ করিয়া তিনি ভেলোরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাধারণের কার্য্যেও যোগদান করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভেলোর মিউনিসিপ্যালিটীর বে-সরকারী অবৈতনিক চেয়ারম্যান হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতী ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বৎসর পরে উহার বৈতনিক চেয়ারম্যান হন। ১৪ বৎসর ধরিয়া এই পদে কার্য্য করিয়া তিনি নগরের বহু উন্নতি সাধন করেন। ১৯০৫ সালে তিনি খান বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি হিন্দু-ভোটারদের দ্বারা মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১১ খ্রীঃ তিনি সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক-উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীঃ স্যার পি, রাজা গোপালাচারিয়ার ছয় মাসের ছুটী লইলে মান্দ্রাজী লাট লর্ড উইলিংডন তাঁহাকে অস্থায়ী ভাবে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত করেন। ঐ বৎসর জুন মাসে স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি স্থায়ী ভাবে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ অব্দে তিনি মান্দ্রাজ একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট হন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে মাননীয় স্যার মহম্মদ সফির কার্য্যকাল শেষ হইলে স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা বড় লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমিসংক্রান্ত সদস্যের পদ লাভ করেন। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার পদেও নিযুক্ত আছেন। ১৯২৫ অব্দের জুন মাসে তিনি কে-সি-আই-ই উপাধি-ভূষিত হন।

মহরম—মুসলমানদিগের শুভ মাস, এই মাসের দশম দিবসে, বেলা দ্বিপ্রহরে মহম্মদের নাতি হোসেন কার্বালা নামক সমরক্ষেত্রে শত্রুহস্তে নিহত হন। এই হত্যার নিমিত্ত মুসলমান-সম্প্রদায় নিরতিশয় বিলাপ করিয়া থাকেন। কালক্রমে এই খেদের দিবস পর্ব্বদিবসে পরিণত হইয়াছে। বৈদেশিক। সং।

মহর্লোক—সপ্তস্বর্গের অন্তর্গত চতুর্থ লোক। মহঃই যে লোক, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহর্ষি—প্রধান মুনি, সপ্ত প্রকার ঋষির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি [ঋষি দেখ]। মহান্ যে ঋষি, কর্ম্মধা। মহা+ঋষি। সং ; পু।

মহল—পুরী, বাসস্থান ; সমগ্র বাসভূমির এক এক বিভাগ; জমিদারীর অন্তর্গত এক একটি গ্রাম, মৌজা ; তালুক। বৈদেশিক। সং।

মহলা—নাচ, গান কিংবা যাত্রা-গানের প্রাগ-নুষ্ঠান বা পূর্ব্বাভিনয়,আখড়া। দেশজ। সং।

মহলানবিস—পল্লীর হিসাবরক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক ; জাতীয় পদবীবিশেষ। বৈদেশিক।

মহল্লা—পল্লী, পাড়া। বৈদেশিক। সং।

মহসীন-উল-মুক্ক—সৈয়দ মেদি আলি, নবাব মহসিন-উল-মুক্ক ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর এটোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মীর জমিন আলি। প্রথমে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মাসিক দশ টাকা বেতনে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬-৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তিনি ও তাঁহার পরিবার-বর্গ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে তিনি প্রথমে পেশকার, পরে সেরিস্তাদারের পদ লাভ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এটোয়ার তহশীলদারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি দেশীয় ভাষায় দুইখানি আইন-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুই বৎসর পরে তিনি ডেপুটী কলেক্টারদিগের পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান গ্রহণপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হন। ডেপুটী কলেক্টাররূপে কার্য্য করিয়া তিনি এতাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, হায়দরাবাদের প্রধান উজীর স্যার সালার জঙ্গ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদি আলীকে হায়দরাবাদে আহ্বান করিয়া রাজস্ববিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত করেন। সেখানে ক্রমেই তাঁহার পদোন্নতি হইতে থাকে, এবং তিনি ঐ দেশীয় রাজ্যের বিবিধ সুব্যবস্থা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ২৮০০ টাকা বেতনে তিনি ফাইন্যানসিয়াল ও পোলিটিক্যাল সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। এতদুপলক্ষে তিনি মুনির নাওয়াস জঙ্গ মহসীন-উদ-দৌলা মহসিন-উল-মুক্ক উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ইঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে ইংলণ্ডের তদানীন্তন মহামন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, মহসীন উল-মুক্কের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর আরও কিছু কাল মহসীন-উল-মুক্ক হায়দরাবাদ রাজ্যে কর্ম্ম করেন; কিন্তু অবশেষে কয়েক ব্যক্তির চক্রান্তের ফলে মাসিক ৮০০ টাকা পেন্‌শন লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এইবার তিনি অনন্তকর্ম্মা হইয়া মুসলমান সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁহার সমগ্র উৎসাহ ও কর্ম্ম-শক্তি প্রয়োগ করিলেন। সার সৈয়দ আমেদের মৃত্যুর পর মুসলমান-সমাজ মহসীন-উল-মুক্ককে আলিগড়ের এম, এ, ও কলেজের বোর্ড অব ট্রাষ্টিদের সেক্রেটারী পদে নির্ব্বাচন করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় মুসলমান-প্রধানগণ একটী ডেপুটেশন গঠন করিয়া হিজ হাই-

নেস আগা খাঁর নেতৃত্বে বড়লাট লর্ড মিন্টোর সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট মুসলমান-সমাজের প্রস্তাব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নিখিল ভারতীয় মসলেম লীগ গঠনেও মহসীন-উল-মুল্ক অনেকটা সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে সিমলা শৈলে মহসীন-উল-মুল্ক পরলোকে গমন করেন।

মহা—১। পূজনীয়া। মহ দেখ। মহ্+আপ্, বিণ; স্ত্রী। ২। ধেনু, গাভী। সং; স্ত্রী।

মহাকচ্ছ—১। পর্ব্বত; সমুদ্র। মহান্ কচ্ছ যাহাতে বা যাহার, বহু। ২। বরুণ। মহাকচ্ছ (সমুদ্র)+ক তদধিপতি অর্থে। সং; পু।

মহাকর্ষণ—১। অতি প্রবলভাবে আকর্ষণ। মহৎ যে আকর্ষণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। যে শক্তি দ্বারা সকল বস্তুই সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে (Gravitation)। [পু।

মহাকলরব—ভয়ানক গোলমাল। কর্ম্মধা। সং;

মহাকবি—প্রধান কবি, মহাকাব্য রচয়িতা। মহান্ যে কবি, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাকবিপ্রয়োগ—মহাকবি-প্রযুক্ত শব্দ; কালিদাসাদি মহাকবিগণ অনেক স্থলে যে সকল ব্যাকরণবিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে মহাকবিপ্রয়োগ কহে; ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও মহাকবিপ্রয়োগ হেতু এই সকল শব্দকে বিশুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়। সং; পু।

মহাকায়—১। বৃহৎশরীরী, প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট। মহান্ কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাকায়া। ২। হস্তী; শিবানুচর, নন্দী। ৩। বিপুল দেহ। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাকাল—১। রুদ্র; মহাদেব; অনবচ্ছিন্ন কাল। মহান্ যে কাল, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। উজ্জয়িনীস্থিত প্রসিদ্ধ শিবমন্দির। সং; ক্লী।

মহাকালী—রুদ্রপত্নী, রুদ্রাণী। মহাকাল+ঈপ্, পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

মহাকাব্য—কাব্য দেখ।

মহাকাব্যকর—মহাকাব্য রচয়িতা। মহাকাব্যের কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মহাকুল—১। প্রসিদ্ধ বংশ। মহৎ যে কুল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সদ্বংশজাত; অভিজাত, সজ্জন; কুলীন। মহৎ হইয়াছে কুল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মহাগুরু—শ্রেষ্ঠ গুরুজন, যথা—পিতা, মাতা, আচার্য্য, এবং ভর্ত্তা। [পুরুষের পিতা, মাতা এবং আচার্য্য মহাগুরু। অবিবাহিতা কন্যার পিতা ও মাতা মহাগুরু। বিবাহিতা রমণীর পতিই একমাত্র মহাগুরু]। মহান্ যে গুরু, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাগ্রন্থ—শ্রেষ্ঠগ্রন্থ, ঋগ্বেদ; মহাভারতাদি সুবৃহৎ ও পবিত্র পুস্তক। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাগ্রীব—১। উষ্ট্র, উট। মহতী গ্রীবা যাহার, বহু। সং; পু। ২। বৃহৎগ্রীবাবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাগ্রীবা।

মহাঘোর—অতি ভীষণ। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

মহাঙ্গ—১। বৃহৎকায়। মহৎ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাঙ্গী। ২। উষ্ট্র। সং; পু।

মহাচণ্ড—১। যমদূত। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অতিশয় প্রচণ্ড। বিণ; ত্রি।

মহাচ্ছায়—বটবৃক্ষ। মহতী ছায়া যাহার, বহু। সং; পু।

মহাজন—বিখ্যাত ধার্ম্মিক ব্যক্তি; উত্তমর্ণ, ঋণদাতা; সাধু; সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক; বৃহৎ-বাণিজ্যকারী। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাজাতি—শ্রেষ্ঠবর্ণ; পরাক্রান্ত জাতি; বাসন্তীলতা। মহতী জাতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাজ্ঞানী—মহৎ জ্ঞানবিশিষ্ট, সাতিশয় জ্ঞান-সম্পন্ন; তত্ত্বজ্ঞানী। কর্ম্মধা। বিণ; পু।

মহাজ্যৈষ্ঠী—রবিবারে প্রাপ্ত জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা; বৃহস্পতি ও সোমবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের বা রবিবারে রোহিণী নক্ষত্রের সংযোগে জাত যোগবিশেষ। সং; ক্লী।

মহাজ্যোতিষিক—নিকৃষ্ট জ্যোতিষিক, জ্যোতিঃশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের মধ্যে নিকৃষ্ট। মহৎ দেখ। সং; পু। [বহু। সং; পু।

মহাজ্বাল—হোমাগ্নি। মহতী জ্বালা যাহার,

মহাঢ্য—১। অতিশয় ধনবান্। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাঢ্যা। ২। কদম্ব। সং; পু।

মহাতপাঃ (—পস্)—উগ্রতাপস, ঘোর তপস্বী। মহৎ তপঃ যাহার, বহু। বিণ।

মহাতল—সপ্তপাতালের অন্তর্গত পঞ্চম পাতাল। সং; ক্লী। | তারা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাতারা—জিনদিগের দেবীবিশেষ। মহতী যে

মহাতাব চাঁদ—বর্দ্ধমান রাজ্যের অধিপতি। ১৭৪৮ শকে বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ইঁহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। মহাতাব চাঁদ ১৭৬৫ শকে ২৩ বৎসর বয়সে রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি এক সময় কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করেন। কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া সভাসদ্ পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের মুখে মূল মহাভারতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে থাকেন। এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভারতের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য ইঁহার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে এবং ইনি বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া তাহা প্রকাশ করেন। ১৮০১ শকে ৫৯ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসরকারে ইঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ইনি সম্মানসূচক "তোপ" পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদার-শ্রেণীর মধ্যে কেহই এ সম্মান পান নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ইনি মহারাণীর এক খেত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সাধারণকে প্রদান করেন। তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন এই মূর্ত্তিটি মহাসমারোহে কলিকাতা যাদুঘরে স্থাপন করেন। এখনও ঐ মূর্ত্তি সেখানে রহিয়াছে।

মহাতেজঃ (—জস্)—১। পারদ। মহৎ তেজঃ যাহার, বহু। ২। অতিশয় তেজ, খুব ঝাঁজ। মহৎ যে তেজঃ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাতেজস্বী (—স্বিন্)—মহাতেজাঃ, অতি তেজীয়ান্, খুব তেজাল। মহান্ যে তেজস্বী, কর্ম্মধা, অথবা মহাতেজস্+বিন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —স্বিনী।

মহাতেজাঃ (—জস্)—১। অতিশয় তেজস্বী বা তেজীয়ান্; অতিপরাক্রান্ত; খুব ঝাঁঝাল। মহৎ তেজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। কার্ত্তিকেয়; অগ্নি। সং; পু।

মহাতৈল—মনুষ্য দেহের তৈল। সং; ক্লী। মহৎ দেখ।

মহাত্মন্—১। মহাত্মা দেখ। ২। সম্বোধন পদ।

মহাত্মা (—ত্মন্)—মহোন্নতস্বভাব, মনীষী; মনস্বী; বদান্য, মহামনাঃ, মহাশয়; উদার। মহান্ আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। সম্বোধনে মহাত্মন্।

মহাদান—বৃহৎ দান, বিনায়কাদিযুক্তরূপাঙ্গক তুলাপুরুষাদি ষোড়শ দান; সত্র। মহৎ যে দান, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাদেব—শ্রেষ্ঠ দেবতাত্রয়ের অন্যতম, শিব। ইনি পরমেশ্বরের সংহারশক্তিস্বরূপ। মহাপুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ইনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, এবং তপস্যায় উন্নতি লাভ করিয়া যোগিবেশ ধারণ করেন। ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইঁহার পরিধেয়, সর্প ইঁহার কটিবন্ধ ও উত্তরীয়, ভস্ম ইঁহার বিভূতি, এবং নন্দী ইঁহার পার্শ্বচর। ইনি মহামুনি অত্রির শিষ্য। ঈশ্বরের সংহারমূর্ত্তি বলিয়া ইনি সর্ব্ব অস্ত্র-শস্ত্রে সুপণ্ডিত। ত্রিশূল ইঁহার প্রধান আয়ুধ। ইঁহার ধনুর নাম পিনাক। যুদ্ধের সময়ে শরক্ষেপণায় এবং অন্য সময়ে ইহা বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ইঁহার পাশুপত অস্ত্র বিখ্যাত। সমরে ইনি অজেয়। ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়া ইনি ত্রিপুরারি নাম প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুর সহায়তায় ইনি জলন্ধরকে বধ করেন। পরন্তু বাণাসুরের

সাহায্যার্থে শোণিতপুরে গমন করিলে তথায় সংগ্রামে কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হন।

দেবতাদিগের সমুদ্রমন্থনকালে ইনি সর্ব্বশেষে উপস্থিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থনের আজ্ঞা করেন। দ্বিতীয়বার মন্থনে হলাহল উত্থিত হইলে ইনি তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ নাম প্রাপ্ত হন। তপস্যায় অতি সহজে তুষ্ট হইয়া ইনি ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া থাকেন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম আশুতোষ। ইঁহার বরপ্রভাবে বৃত্র, বাণ প্রভৃতি দৈত্যগণ দৃপ্ত হইয়া অত্যাচারী হওয়ায়, পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পরশুরাম ইঁহারই নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হন। বিশ্বামিত্রও ইঁহার নিকট অস্ত্র প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ইনি তাঁহাকে কিরাতবেশে দর্শন দেন, এবং ছলে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে প্রসন্ন হইয়া ইনি অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন।

মহাদেব প্রথমতঃ দক্ষরাজতনয়া সতীর পাণিগ্রহণ করেন। একদা ভৃগুর যজ্ঞে ইনি শ্বশুরকে যথোচিত অভিবাদন না করায় দক্ষ কুপিত হইয়া ইঁহার অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সতী অনিমন্ত্রিতা হইয়া পিতৃযজ্ঞে গমন করেন। তথায় সতীকে দেখিয়া দক্ষ অযথা শিবনিন্দায় আত্মরসনা কলুষিত করেন। পতিপরায়ণা সতী পতির নিন্দা শ্রবণে অভিমানে যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। সংবাদ পাইয়া মহাদেব ক্রোধে স্বীয় জটা ছিন্ন করিলে তাহা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হয়। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গমন করিয়া দক্ষের যজ্ঞনাশ ও মুণ্ডচ্ছেদ করেন। পরে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইলে শ্বশ্রু প্রভৃতির অনুরোধে দক্ষকে পুনর্জীবন দান করেন। অতঃপর সতীর শবদেহ স্কন্ধে লইয়া ইনি উন্মত্তের ন্যায় দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিষ্ণু স্বীয় চক্র দ্বারা সেই শব দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। তখন মহাদেব মহাযোগে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে সতী হিমালয়ের গৃহে পার্ব্বতী নামে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবকে পতিভাবে পাইবার অভিলাষিণী হইলেন। মদন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইয়া তদীয় ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইলেন। অনন্তর পার্ব্বতী অতি কঠোর তপস্যা করিয়া ঈপ্সিত স্বামীকে প্রাপ্ত হইলেন। কার্ত্তিকেয় ও গণেশ নামে ইঁহাদের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাও মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

মহাদেবী—পার্ব্বতী, দুর্গা; মহামায়া; রাজার প্রধানা মহিষী। মহতী যে দেবী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাদেশ—যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনেক দেশ আছে। কর্ম্মধা। সং; পু। সমগ্র পৃথিবী চারিটী মহাদেশে বিভক্ত; সেই চারিটী মহাদেশ এই—এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা।

মহাদ্রাবক—ঔষধবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাদ্রুম—বৃহৎ বৃক্ষ; অশ্বত্থবৃক্ষ; বটবৃক্ষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাদ্বন্দ্ব—১। ঘোরতর যুদ্ধ, দারুণ বিবাদ, অতিশয় কলহ। মহৎ যে দ্বন্দ্ব, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। রণবাদ্য। মহৎ দ্বন্দ্ব যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু।

মহাদ্বিজ—নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। সং; পু। মহৎ দেখ।

মহাদ্বীপ—বৃহৎ দ্বীপ; আধুনিক পাশ্চাত্য মতে, সমস্ত পৃথিবী দুইটী মহাদ্বীপে বিভক্ত,—প্রাচীন মহাদ্বীপ ও নূতন মহাদ্বীপ; তন্মধ্যে এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশ প্রাচীন মহাদ্বীপে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা নূতন মহাদ্বীপে। পরন্তু আর্য্যমতে মহাদ্বীপ সাতটি, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, এবং পুষ্কর। কর্ম্মধা। সং; পু ও ক্লী।

মহাধন—১। ধনাঢ্য, অতিশয় ধনবান্; বহুমূল্য। মহৎ ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাধনা। ২। কৃষিকার্য্য। মহৎ ধন যাহাতে, বহু। ৩। বহুমূল্য বস্ত্র; স্বর্ণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাধাতু—স্বর্ণ। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহান্—মহৎ দেখ।

মহান—নদী প্রভৃতি জলস্রোতের মুখ, নালা, খাল; কৃত্রিম জলপ্রবাহের আস্থ গহ্বর। দেশজ। সং।

মহানগর, মহানগরী প্রধান নগর, শ্রেষ্ঠ সহর, শিল্পবাণিজ্যাদির প্রধান স্থান। কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মহানট—শিব; নটরাজ। মহান্ যে নট (নর্ত্তক), কর্ম্মধা। সং; পু।

মহানদী—অতি বৃহৎ নদ; দক্ষিণ ভারতের নদীবিশেষ। মহতী যে নদী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহানন্দ—১। অতিশয় আনন্দযুক্ত। মহান্ আনন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহানন্দা। ২। অতি আনন্দ; মুক্তি। মহান্ যে আনন্দ, কর্ম্মধা। সং; পু।

৩। মগধের নন্দবংশীয় শেষ রাজা। মুরা নাম্নী এক শূদ্রা দাসীর গর্ভে ইঁহার প্রখ্যাত পুত্র চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। একদা ইনি শটকার নামক মন্ত্রীকে বিনা দোষে অবমানিত করেন। শটকার প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চাণক্যকে রাজসভায় উপস্থিত করেন, এবং রাজার দ্বারা কৌশলে তাঁহার অবমাননা করান। অতঃপর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে হস্তগত করিয়া তাঁহার দ্বারা মহানন্দের বংশের উচ্ছেদ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

মহানন্দা—১। অতিশয় আনন্দযুক্তা। বহু; মহানন্দ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মাঘমাসীয় শুক্লনবমী; নদীবিশেষ। মহান্ আনন্দ যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

মহানবমী—আশ্বিনমাসের শুক্লনবমী। মহতী যে নবমী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহানাদ—১। বৃহৎ শব্দ; চণ্ডরব। মহান্ যে নাদ, কর্ম্মধা। ২। বর্ষণোন্মুখ মেঘ; শঙ্খ; হস্তী; সিংহ; উষ্ট্র। মহান্ নাদ যাহার, বহু। সং; পু। ৩। অতিশয় শব্দযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহানন্দা।

মহানিদ্রা—মরণ, মৃত্যু, নিমীলন। মহতী যে নিদ্রা, কর্ম্মধা। মহৎ দেখ। সং; স্ত্রী।

মহানিশা—নিশীথ, মধ্যরাত্র, রজনীর মধ্যপ্রহরদ্বয়। মহতী যে নিশা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহানীল—সিংহল দ্বীপসম্ভূত নীলকান্ত মণি; ভৃঙ্গরাজ; নাগবিশেষ। মহান্ হইয়াছে নীল যাহাতে, বহু। সং; পু।

মহানুপ্রাণতা—মহানুভাবতা, মনস্বিতা, উদারতা। মহতী যে অনুপ্রাণতা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহানুভব—এই শব্দটি ভুলক্রমে 'মহানুভাব' শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মহানুভাব—১। মহাপ্রভাব; উদারস্বভাব; সদাশয়, মহাশয়। মহান্ হইয়াছে অনুভাব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহানুভাবা। ২। অতিশয় প্রভাব। মহান্ যে অনুভাব, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহানুভাবতা—সদাশয়তা, উদারতা। মহানুভাব দেখ; মহানুভাব+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

মহান্ত—নবধাভক্তিযুক্ত বৈষ্ণব। মহান্ অন্ত (নিশ্চয়) যাহার, বহু। সং; পু।

মহাপথ—১। রাজমার্গ, মহাপ্রস্থানমার্গ; প্রশস্ত পথ, হিমালয়ের উত্তরদিকস্থ স্বর্গারোহণ-পথ। মহান্ যে পথ, কর্ম্মধা। ২। মৃত্যু। মহৎ দেখ। সং; পু।

মহাপথগমন—মরণ। ২তৎ। সং; ক্লী।

মহাপদ্ম—১। শ্বেতপদ্ম। মহৎ যে পদ্ম, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। লক্ষকোটি সংখ্যা; কুবেরের নিধিবিশেষ। ৩। নাগবিশেষ। মহৎ পদ্ম যাহার, বহু। সং; পু।

মহাপাতক—অতিশয় পাপ; ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুভার্য্যাতে গমন ও ইহাদের সংসর্গ, এই পাঁচপ্রকার পাপ। মহৎ যে পাতক, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাপাতকী (–কিন্)—মহাপাতককারী, ঘোর পাপাত্মা। মহাপাতক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী মহাপাতকিনী।

মহাপাত্র—উভয় তীরের মধ্যস্থান ; মহামাত্য ; পদবীবিশেষ। মহৎ যে পাত্র, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাপাপ—গুরুতর পাপ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাপাপিষ্ঠ—ঘোরতর পাপকার্য্যকারী ; অতিশয় পাপী। মহাপাপিন্+ইষ্ঠ আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মহাপাপিষ্ঠা।

মহাপাপী (–পাপিন্)—মহাপাপযুক্ত, গুরুতর পাপকার্য্যকারী। মহাপাপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী মহাপাপিনী।

মহাপুরাণ—মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত একাদশ লক্ষণযুক্ত অষ্টাদশ পুরাণ। মহৎ যে পুরাণ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাপুরুষ—সাধুপুরুষ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ; পুরুষোত্তম ; প্রধানপুরুষ ; নারায়ণ। মহান্ যে পুরুষ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাপুরুষলক্ষণ—মহাপুরুষের চিহ্ন, অহিংসা, সত্য, দম, দয়া, ঋজুতা প্রভৃতি গুণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মহাপ্রভু—অতিশয় সাধুব্যক্তি ; পরমেশ্বর ; শিব মহান্ যে প্রভু, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাপ্রলয়—ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অবসান, সর্ব্ব ভূতক্ষয়কাল। কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাপ্রসাদ—দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্যাদি. পাদোদক, নির্ম্মাল্য, নৈবেদ্য, এই ত্রিবিধ অতি প্রসন্নতা ; মহাপ্রসাদ হাতে দিয়া পাতান সখিতা বা মৈত্রী। কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাপ্রস্থান—১। মহাযাত্রা, মরণার্থ গমন। মহৎ যে প্রস্থান, কর্ম্মধা। মহৎ দেখ। ২। মহাভারতান্তর্গত পর্ব্ববিশেষ। মহৎ প্রস্থান বর্ণিত যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

মহাপ্রাণ—১। বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ ; শ ষ স হ ; দাঁড়কাক। সং ; পু। ২। উচ্চাশয়, মহানুভাব, মহাশয়। মহান্ প্রাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী। মহাপ্রাণা।

মহাপ্রাণী—জীবাত্মা। দেশজ। সং।

মহাফল—১। বৃহৎ ফল ; উত্তম ফল। মহৎ যে ফল, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। বৃহৎ বা উত্তম ফলযুক্ত। মহৎ ফল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। বিম্ববৃক্ষ। সং ; পু।

মহাফেজ—আদালতে মোকদ্দমার নথী ও অন্যান্য দলিলপত্রের রক্ষক কর্ম্মচারী। বৈদে। সং।

মহাবল—১। অতিশয় বলবান্। মহৎ হইয়াছে বল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মহাবলা। ২। বুদ্ধ ; বায়ু। সং ; পু। ৩। সীসক। ৪। অতিশয় সামর্থ্য। মহৎ যে বল, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাবাহু—১। দীর্ঘবাহু, সাতিশয় ভুজবলসম্পন্ন। মহান্ বাহু যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং ; পু।

মহাবোধি—বুদ্ধ। মহান্ যে বোধি (শিক্ষক), কর্ম্মধা। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাব্রাহ্মণ—নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

মহাভট—অতিশয় যোদ্ধা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাভদ্রা—গঙ্গা ; কাশ্মরী। মহৎ ভদ্র (শুভ) যাহা হইতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

মহাভয়ঙ্কর—অতিশয় ভয়জনক, অতীব ভীষণ। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –ভয়ঙ্করা।

মহাভাগ—অতিশয় সৌভাগ্যশালী ; দয়াদি অষ্টগুণযুক্ত। মহান্ হইয়াছে ভাগ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মহাভাগা।

মহাভারত—ব্যাসদেবকৃত ইতিহাসশাস্ত্র ; মহত্ত্ব ও ভরতবংশবর্ণন হেতু তন্নাম গ্রন্থ—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস, মুষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ, (খিল হরিবংশ, দণ্ডী), এই অষ্টাদশ পর্ব্বযুক্ত। ভারত দেখ ; মহৎ যে ভারত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাভারত অতি বিস্তৃত পদ্যগ্রন্থ। এরূপ বহুবিস্তৃত গ্রন্থ একাধারে পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে এক লক্ষ দশ সহস্র শ্লোক আছে। প্রত্যেক শ্লোকের চারি চরণ, কিন্তু প্রায় দুই চরণই এক এক পঙ্ক্তিতে লিখিত ; সুতরাং ইহার পঙ্ক্তি-সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ বিংশতি সহস্র। অন্য দেশের বৃহৎ কাব্যের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। হোমারের ইলিয়াড নামক গ্রন্থে ১৬০০০ এবং ভার্জিলের ঈনিয়াড নামক গ্রন্থে দশ সহস্রেরও কম পঙ্ক্তি আছে।

মহাভারতের মূল ঘটনা কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ। চন্দ্রবংশীয় রাজারা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে শান্তনু নামে এক পরমধার্ম্মিক নরপতি প্রাদুর্ভূত হন। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম এবং সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ জন্মগ্রহণ করেন। কোনও বিশেষ কারণবশতঃ ভীষ্ম রাজ্যগ্রহণ না করিয়া চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করেন। চিত্রাঙ্গদও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং বিচিত্রবীর্য্যই পিতার উত্তরাধিকারী হন। তিনি কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। অতঃপর বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিলেন। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন, এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন কর্ণ নামে কুন্তীর আর একটি কানীন পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র ছিলেন। পাণ্ডুর পুত্রেরা পিতৃনামানুসারে পাণ্ডব নামে এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা পূর্ব্বপুরুষ কুরুর নামানুসারে কৌরব নামে খ্যাত হন। ধৃতরাষ্ট্র পিতৃহীন পাণ্ডবদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। কুরুপাণ্ডব বালকগণ সকলেই বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে ভীম শারীরিক বলে এবং অর্জ্জুন রণনৈপুণ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন। যুধিষ্ঠির পরম ধর্ম্মশীল এবং দুর্য্যোধন অভিমানী ও হিংসাপরায়ণ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনার রাজপদে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে অসম্মত হইয়া মাতুল শকুনি ও মন্ত্রী কর্ণের পরামর্শে কৌশলপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করেন। তথায় যে গৃহ পাণ্ডবদিগের বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা জতু প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। জনৈক হিতৈষী মিত্রের ইঙ্গিতে পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া আপনারাই ঐ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন, এবং নানা বেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হন। তথায় দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে নানা বিদেশীয় বীরগণ সমাগত হইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইলে, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন ঐ লক্ষ্য বিদ্ধ করেন। অনন্তর মাতার আদেশে পঞ্চ ভ্রাতায় ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহান্তে পাণ্ডবগণ রাজ্য প্রার্থনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে দুর্য্যোধন হস্তিনায় এবং পাণ্ডবগণ তাহার নিকটে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন পণপূর্ব্বক পাশক্রীড়ার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিলেন। কপটক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্য, ধন, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতি সমস্ত হারাইয়া অবশেষে আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইলেন। পরন্তু ধৃতরাষ্ট্রের যত্নে কৌরবগণকে দ্যূতলব্ধ সমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে হইল ; সুতরাং দুর্য্যোধনের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এ কারণ কৌরবেরা পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে লইয়া অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। এই ক্রীড়াতেও যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন, এবং ক্রীড়ার পণানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনবাস

ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ ও পত্নীসহ দীনবেশে হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর নির্দ্ধারিত ত্রয়োদশ বর্ষান্তে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন ইহাতে সম্মত হইলেন না; অধিকন্তু বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও দান করিব না। সুতরাং পাণ্ডবেরা বাধ্য হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন।

এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা ভারতযুদ্ধ নামে খ্যাত। অষ্টাদশ দিন ব্যাপিয়া এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এই কুলক্ষয়কর সমরে ভারতের অধিকাংশ বীরই কুরুপাণ্ডবদিগের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে দুর্য্যোধনের সেনাপতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য ক্রমে পরাজিত ও নিহত হইলে অবশেষে দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে নিপতিত হন। যুদ্ধাবশেষে উভয় পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে সাতজন ও কৌরবপক্ষে তিনজন মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু কৌরবপক্ষের জীবিত তিন জনের মধ্যে কেহই রাজ্যাধিকারের যোগ্য না থাকায় পাণ্ডবগণই রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই মহাহবে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র, জামাতা জয়দ্রথ, শ্যালক শকুনি, প্রধান অমাত্যবর্গ ইঁহারা সকলেই সবংশে নিহত হন।

যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরের যত্নে ধৃতরাষ্ট্র কিয়ৎকাল রাজধানীতে অবস্থিতি করেন। অনন্তর তিনি স্বীয় পত্নী গান্ধারী ও ভ্রাতৃজায়া কুন্তীর সহিত তপস্যার্থে বনগমন করেন; এবং তথায় কিছুকাল থাকার পর দাবানলে ভস্মীভূত হন। এদিকে পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহা সম্পাদন করিলেন। অতঃপর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়, প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদী ও একটি বিশ্বস্ত কুক্কুরকে সঙ্গে লইয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহাকেই মহাপ্রস্থান বলে। ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদী, ইঁহারা একে একে পথিমধ্যে দেহত্যাগ করিলে, অবশেষে কেবল কুক্কুরটীকে সঙ্গে লইয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বর্গের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দেবরাজ প্রথমতঃ কেবল যুধিষ্ঠিরকেই স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে না লইয়া তিনি স্বর্গে প্রবেশ করিবেন না বলাতে ইন্দ্র সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির আবার বলিলেন যে, তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর কুক্কুরটিকে প্রবেশ করিতে না দিলে তাঁহার স্বর্গগমন নিতান্ত অন্যায়। দেবেন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; সুতরাং যুধিষ্ঠির স্বর্গের ছায়ামাত্র দেখিয়া নরকে পতিত হইলেন। পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির একাকী স্বর্গভোগ করা অপেক্ষা আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়া নরকে বাস করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া তাহাতে কাতর হইলেন না; প্রত্যুত আশ্রিতপালনরূপ পরম ধর্ম্ম পালিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। এতদ্দর্শনে দেবরাজ তুষ্ট হইয়া মায়ানরকের মায়াময়ী দৃশ্যাবলী অন্তর্হিত করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে যুধিষ্ঠির পত্নী ও ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হইয়া স্বর্গরাজ্যে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের সহিত একত্র বাস করিয়া অনন্ত শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রাগুক্ত আখ্যায়িকা বর্ণনে মহাভারতের চতুর্থাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ দেবদেবী সংক্রান্ত নানাবিধ পৌরাণিকী কথা, রাজবংশাবলীর ইতিহাস ও ধর্ম্মোপদেশে পূর্ণ। ফলতঃ সমস্ত মহাভারতখানিকে প্রাচীন ভারতের বিশ্বকোষক্রম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে যে সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদায় যদি কোনও ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, তবে তিনি একজন অসাধারণ জ্ঞানী হইতে পারেন। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই বর্গচতুষ্টয়ই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যুদ্ধ, সন্ধি, রাজ্যশাসন, সমাজরক্ষণ প্রভৃতির বর্ণনারও অভাব নাই। ইহাতে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, সতীত্ব, ন্যায়পরতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের উপযুক্ত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই লোকে বলে,"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে, তৎকালে গান্ধার, সিন্ধু, হস্তিনাপুর, পঞ্চাল, বারাণসী, মগধ, অঙ্গ, মৎস্য, চেদি, দ্বারকা, বিদর্ভ, প্রাগ্-জ্যোতিষপুর, কলিঙ্গ প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, কিন্তু তখনও অনার্য্য জাতি সম্পূর্ণ বিজিত হয় নাই। বকাসুর, ময়দানব প্রভৃতি অনার্য্য রাজগণ প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন।

মহাভূত—প্রধান ভূত, ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ; শ্রেষ্ঠ জীব। মহৎ যে ভূত, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাভৈরব—শরভরূপী মহাদেব। সং; পুং।

মহাভ্রম—ভয়ানক ভুল। কর্ম্মধা। সং; পুং।

মহামতি—অতি বুদ্ধিমান্; মহামনাঃ, মহাত্মা। মহতী মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মহামনস্বী (–স্বিন্)—শ্রেষ্ঠ মনস্বী; অতি ধীর। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহামনস্বিনী।

মহামনাঃ (–মনস্)—মহাত্মা, মহাশয়, মনস্বী, উদারচিত্ত। মহৎ মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

মহামহাবারুণী—যোগবিশেষ, চৈত্রকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শুভযোগ ও শনিবারযুক্ত শতভিষা নক্ষত্রের যোগ। সং; স্ত্রী।

মহামহিম—অতি মহত্ত্ববান্, অতিশয় মহিমান্বিত। মহান্ মহিমা যাহার, বহু। বিণ। [পদটী সংস্কৃতমতে অসাধু হইলেও বাঙ্গালায় ইহার ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়]।

মহামহিমান্বিত—অতিশয় মহিমাযুক্ত, অতিগৌরবান্বিত। মহান্ যে মহিমা সে মহামহিমা, কর্ম্মধা; তদ্দ্বারা অন্বিত(যুক্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং; পুং।

মহামহীরুহ—সুবৃহৎ বৃক্ষ। মহান্ যে মহীরুহ,

মহামহোপাধ্যায়—পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। মহান্ যে উপাধ্যায় সে মহোপাধ্যায়,কর্ম্মধা; মহান্ যে মহোপাধ্যায়, কর্ম্মধা। সং; পুং।

মহামাংস—মনুষ্যমাংস। মহৎ দেখ। সং; ক্লী।

মহামানী (–মানিন্)—অতিশয় সম্মানিত, অতিগৌরবযুক্ত। মহান্ (অতিশয়) যে মানী, কর্ম্মধা। বিণ; পুং। স্ত্রী,–মানিনী।

মহামান্য—অতিশয় মাননীয়। কর্ম্মধা। বিণ।

মহামায়া—১। সংসারভ্রম; অবিদ্যা। মহতী যে মায়া, কর্ম্মধা। ২। দুর্গা; বুদ্ধদেবের জননী, কপিলবাস্তুরাজ শুদ্ধোদনের পত্নী। মহতী মায়া যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

মহামারী—অতিশয় মড়ক। মহতী যে মারী (মড়ক), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

মহামুদ্রা—তন্ত্রোক্ত সাধনোপযোগী মন্ত্র। সং;

মহামূল্য—অতিশয় মূল্যবান্, অত্যধিক মূল্যবিশিষ্ট। মহৎ মূল্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মহামৃগ—হস্তী; শরভ। কর্ম্মধা। সং; পুং।

মহামোহ—বিষয়বাসনারূপ অজ্ঞান, সাংসারিক মায়া। মহান্ যে মোহ, কর্ম্মধা। সং; পুং।

মহাযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি, অতিথিপূজা, এই পঞ্চ প্রকার। মহান্ যে যজ্ঞ, কর্ম্মধা। সং; পুং।

মহাযাত্রা—মরণার্থে গমন। মহৎ দেখ। সং; স্ত্রী। [সং; পুং।

মহাযুদ্ধ—ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল সংগ্রাম। কর্ম্মধা।

মহারজত—স্বর্ণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহারণ্য—অতিবৃহৎ অরণ্য, অতি বিস্তৃত ও গহন বন। মহৎ যে অরণ্য, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহারত্ন—শ্রেষ্ঠমণি; মুক্তা, হীরক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীলকান্ত, পান্না, প্রবাল, এই ৯টী রত্ন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহারথ—অসাধারণ যুদ্ধকুশল ব্যক্তি। মহান্ রথ যাহার, বহু। সং ; পু। এই মহারথ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(১) "একো দশসহস্রাণি যোধয়েৎ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ স মহারথ উচ্যতে॥"

(২) "আত্মানং সারথিং চাশ্বান্ রক্ষন্ যুধ্যেত যো নরঃ। স মহারথসংজ্ঞঃ স্যাদিত্যাহুর্নীতিকোবিদাঃ॥"

(৩) "রথেনৈকেন যঃ শত্রূন্ সাহঙ্কারো ব্রজত্যলম্। মহারথঃ স বিজ্ঞেয়ো যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

অর্থাৎ (১) যে শস্ত্রবিদ্যায় ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি একা যুদ্ধস্থলে দশসহস্র যোদ্ধাকে পরিচালিত করেন, তিনিই মহারথ নামে অভিহিত হন। (২) যে বীরপুরুষ যুদ্ধস্থলে আপনাকে, সারথিকে এবং অশ্বসকলকে অক্ষত রাখিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন, বিজ্ঞগণ তাঁহাকেই মহারথ বলিয়া থাকেন। (৩) যে যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সাহঙ্কারে শত্রুর সম্মুখীন হন, তিনিই মহারথ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

মহারহস্য—অতি গুপ্ত তথ্য, অতি নিগূঢ় ব্যাপার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহারাজ—রাজশ্রেষ্ঠ, সম্রাট্। মহান্ যে রাজা, কর্ম্মধা। সং ; পু। স্ত্রী মহারাজ্ঞী।

মহারাজাধিরাজ—রাজচক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌম। মহারাজগণেরও অধিরাজ, ৬তৎ ; অথবা মহারাজও যে অধিরাজও সে, কর্ম্মধা। সং ; পু। [মহারাজ+ষ্ণিক। সং ; পু।

• **মহারাজিক**—২২০ সংখ্যক গণদেবতাবিশেষ।

মহারাণা—মহারাজ, উদয়পুরের রাজাদিগের সাধারণ উপাধি। দেশজ। সং।

মহারাণী—মহারাজ-মহিষী, যে নারী মহারাজ্যের অধীশ্বরী। সং ; স্ত্রী।

মহারাত্রি—অর্দ্ধরাত্রের পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তদ্বয় ; মহাপ্রলয়ের রাত্রি। সং ; স্ত্রী।

মহারাষ্ট্র—দেশবিশেষ, মার্হাট্টাদেশ। মহান্ যে রাষ্ট্র (রাজ্য), কর্ম্মধা। সং ; পু।

ইহা দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত স্বনামখ্যাত প্রাচীন দেশ। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হুয়েন-থ্ সাং ভারত পরিভ্রমণ করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে মহারাষ্ট্র দক্ষিণ ভারতের নয়টি প্রদেশের অন্যতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনি এই প্রদেশটি "ম-হ-লা-চা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃত "মহারাষ্ট্র" (বৃহদ্দেশ) হইতে মারহাট্টা বা মারাঠা শব্দ উৎপন্ন। মহারাষ্ট্র একটি সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ। পশ্চিমে আরব সাগর হইতে উত্তরে সাতপুরা পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। পশ্চিম ও মধ্যভারতের অধিকাংশ স্থান ইহার অন্তর্গত। বর্ত্তমান সময়ের কঙ্কণ, খান্দেশ, বেরার, বৃটিশ ডেকান, নাগপুরের কিয়দংশ এবং নিজাম রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্গত। গোয়ালিয়র, ইন্দোর এবং বরোদা সাধারণভাবে বলিতে গেলে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য। এই রাজ্যগুলির অধীশ্বর ও প্রধান কর্ম্মচারীরা মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; কঙ্কণস্থ ও দেশস্থ। উচ্চ শ্রেণীর শূদ্রেরা ক্ষত্রিয় বা রাজপুত বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ শাক্ত বা শৈব। ইহাদের যুদ্ধনাদ ছিল "হর, হর মহাদেও।" এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভারতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই মহারাষ্ট্রীয় শক্তি দমন করিয়াই ইংরাজ এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এবং পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিলে, মহারাষ্ট্রীয়গণ সে আক্রমণে বাধা প্রদান করে নাই। বিজাপুরের মুসলমানরাজের বিরুদ্ধে ১৬৫৭ খ্রীঃ শিবাজী কর্ত্তৃক অস্ত্রধারণই মুসলমানের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রথম সংঘর্ষ। বিজাপুর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পরে শিবাজী মোগল শক্তির সহিত স্বীয় বল পরীক্ষা করেন। ইনি দক্ষিণভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপন কার্য্যে বহুলপরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন। শিবাজী রায়গড় নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ সাতারায় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা নামে রাজা ছিলেন, "পেশোয়া"-নামধারী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। মন্ত্রিপদ বংশগত ছিল, এবং পুণা নগরে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। মুসলমান শক্তির হ্রাস হইলে, কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় সামন্তরাজ প্রবল হইয়া উঠেন এবং আপন আপন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহাদের মধ্যে নাগপুর ও বেরারের অধিপতি রঘুজী ভোঁসলা, বরোদারাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা দামাজী গাইকোবাড়, ইন্দোররাজ তুকোজী হোলকার, এবং গোয়ালিয়রপতি মাধোজী সিন্ধিয়া,—এই চারি জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে সিন্ধিয়া মোগল-সম্রাটের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই চারিটি সামন্তরাজ স্বীয় স্বীয় রাজ্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইলেও, সকলেই পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকার করিতেন।

১৭৫০ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয় শক্তি গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়। পশ্চিম ভারতের সমস্ত এবং মধ্য ভারতের অধিকাংশ স্থান এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীনতা স্বীকার করে। কোন প্রদেশ আক্রমণ করিতে যাইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রথমে চৌথ (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ কর) চাহিত ; চৌথ দিতে অস্বীকৃত হইলে, সেই দেশ আক্রান্ত, লুণ্ঠিত এবং বিবিধ প্রকারে নিগৃহীত হইত। সামন্ত রাজগণ ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন ফরাসী যোদ্ধাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধ করা মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এই হেতুবাদে অনেক প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় সামরিক দুর্দ্দশা ঘটিবে বলিয়া শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজশক্তি কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। শিখ জাতিও পঞ্জাবে মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয়ে হায়দ্রাবাদে নিজামও স্বীয় প্রভুতা স্থাপন করিতেছিলেন। হায়দর আলী মহীশূরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। ১৭৬১ খৃঃ আমেদ সাহ আবদালী আফগানিস্থান হইতে আসিয়া ভারত আক্রমণ করেন। সমবেত মহারাষ্ট্রীয়গণ পাণিপথে তাঁহাকে বাধা দেয়, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হয়। সেইসঙ্গে তাহাদের ভারতে হিন্দুরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পরে ইংরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয় (১৭৭৫ খৃঃ)। পেশোয়াপদের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সহিত ইহাদের মনোবাদ ও পরে যুদ্ধ ঘটে। বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ-সৈন্য গমন করিয়া বোম্বাই সৈন্যের সাহায্য করে, এবং ১৭৮২ খ্রীঃ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে বিবাদ মিটিয়া যায়। দ্বিতীয় সংঘর্ষ ১৮০৩ খ্রীঃ ঘটে। সমবেত মহারাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত মনোমালিন্য ঘটায়, পেশোয়া ইংরাজের সাহায্য ভিক্ষা করেন। এই উপলক্ষে ইংরাজের সহিত সমবেত শক্তির যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে স্যার আর্থার ওয়েলেস্‌লী সিন্ধিয়া ও ভোঁসলাকে আসাই (Assaye) নামক স্থানে পরাভূত করেন ; এবং জেনারেল লেক আকবরাবাদ, দিগ এবং লাসওয়ারী নামক স্থানে সিন্ধিয়া ও হোলকারের সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া জয়লাভ করেন। ইহার

পরে এই তিন শক্তি ইংরাজের সহিত যে সন্ধি স্থাপনা করে, তাহার ফলে অনেকগুলি স্থান ইংরাজের অধিকারে আসে, এবং এই তিন সামন্তরাজ্যে ইংরাজের রাষ্ট্রনৈতিক প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপে, উড়িষ্যা, "হিন্দুস্থান" অভিহিত বর্তমান যুক্তপ্রদেশের অনেকগুলি স্থান এবং গুজরাটের সমুদ্রতীরস্থ অংশবিশেষ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ইংরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের তৃতীয় সংঘর্ষ ১৮১৬-১৮ খ্রীঃ ঘটে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে পেশোয়া অনেকটা ইংরাজের অধীন হইয়া পড়েন। ১৮১৬ খ্রীঃ তদানীন্তন পেশোয়া বাজীরাও ইংরাজের বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র হোলকার এবং ভোঁসলার সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কার্কি (Kirkee) নামক স্থানে ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি পলায়ন করেন, পরে স্যার জন ম্যালকমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, এবং বৃত্তিভোগী ভাবে কাণপুরের সন্নিকট বিঠুর নামক স্থানে প্রেরিত হন। এদিকে ইংরাজ, পেশোয়া কর্তৃক কারাবদ্ধ শিবাজী বংশধর সাতারার রাজাকে কারামুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্বল্পপরিসর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই তৃতীয় ও শেষ সংঘর্ষের পরে, কঙ্কণ ও ডেকানের বহুলাংশ ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৮৪৮ খ্রীঃ সাতারারাজ এবং ১৮৫৩ খ্রীঃ ভোঁসলা অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের রাজ্য ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। হোলকার আর ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে গাইকোয়াড় অনেকটা ইংরাজের অধীন হইয়া পড়েন। গাইকোয়াড়বংশ কখনই ইংরাজ শক্তির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে নাই। সিন্ধিয়া রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, ইংরাজকে অস্ত্রধারণ করিতে হয়। ১৮৪৩ খৃঃ মহারাজপুর ও পানিয়ার (Panniar) নামক স্থানদ্বয়ে যে যুদ্ধ ঘটে, তাহার ফলে বিদ্রোহের অবসান হয়, এবং তাহার পরে সিন্ধিয়া আর ইংরাজের সহিত বৈরিতা করেন নাই; পরন্তু ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে বিশেষভাবে ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। এই বৎসরে বাজীরাও লোকান্তর গমন করেন। ইঁহারই দত্তক পুত্র "নানা সাহেব" সিপাহী-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত।

মহারুদ্র—মহাদেব। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহারূপ—১। অতিশয় রূপবান্। মহৎ রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহারূপা। ২। শিব। সং; পু।

মহারোগ—পাপরোগ, মহাব্যাধি,—ইহা ৮ প্রকার, যথা—উন্মাদ, ত্বগ্দোষ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমেহ, ভগন্দর, উদরী, অশ্মরী। মহান্ যে রোগ, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহারোগী (—রোগিন্)—মহারোগে পীড়িত, মহাব্যাধিগ্রস্ত। মহারোগ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ বা সং; পু।

মহারোমা (—রোমন্)—১। বৃহৎ-লোমযুক্ত। মহৎ রোম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। শিব। সং; পু। [সং; পু।

মহারোষ—ভয়ানক ক্রোধ, অত্যন্ত রাগ। কর্ম্মধা।

মহার্ঘ—বহুমূল্য, দুর্ম্মূল্য, 'মাগ্গি'। মহান্ অর্ঘ (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মহার্ণব—মহাসমুদ্র। মহান্ যে অর্ণব, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহার্হ—১। মহামূল্য, অতিশয় মূল্যবান্। মহান্ অর্হ (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহার্হা। ২। শ্বেতচন্দন। সং; ক্লী।

মহাল—ভূসম্পত্তি, জমিদারী, তালুক; জমিদারীর বা তালুকের এক একটি তৌক বা বিভাগ, মৌজা, গ্রাম। বৈদেশিক। সং।

মহালক্ষ্মী—দেবীবিশেষ; রাধা। মহতী যে লক্ষ্মী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহালজ্জা—অত্যন্ত লজ্জা। মহতী লজ্জা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহালয়—১। বৃহৎ আলয়। মহান্ যে আলয়, কর্ম্মধা। ২। বিহার; পরমাত্মা; তীর্থ, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ। মহান্ আলয় যাহার বা যাহাতে, বহু। সং; পু।

মহালয়া—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা। মহান্ আলয় যে স্থানে, বহু। সং; স্ত্রী।

মহালিঙ্গ—১। বৃহৎলিঙ্গযুক্ত। মহৎ লিঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; পু। ২। শিব। সং; পু। ৩। বৃহৎ লিঙ্গ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহালোল—১। অতিচঞ্চল। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহালোলা। ২। কাক। সং; পু।

মহালোহ—অয়স্কান্ত, চুম্বক। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাবক্ষাঃ (—বক্ষস্)—১। বিশাল বক্ষোযুক্ত। মহৎ বক্ষঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। শিব। সং; পু।

মহাবন—বৃহৎ অরণ্য, খুব বড় জঙ্গল; বৃন্দাবনের ৮৪ বনের অন্তর্গত বনবিশেষ। মহৎ বন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাবরাহ—বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। মহান্ যে বরাহ, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাবাক্য—তত্ত্বমসি বাক্য, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য, প্রণব, ওঁ তৎসৎ; বৃহদ্বাক্য; যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্ত বাক্য। মহৎ যে বাক্য, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাবারুণী—চৈত্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শনিবারে শতভিষা নক্ষত্রের যোগ। মহতী যে বারুণী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাবিক্রম—১। প্রবল পরাক্রম। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। প্রবল পরাক্রমশালী। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাবিক্রমা।

মহাবিক্রমশালী (—শালিন্)—প্রবল পরাক্রমবিশিষ্ট, সাতিশয় পরাক্রান্ত। মহাবিক্রম+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —শালিনী।

মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা,—এই দশ দেবী। মহতী যে বিদ্যা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাবিভ্রাট—বিষম ঝঞ্ঝাট বা দায়, ভারী লেঠা। দেশজ। সং। [সং; পু।

মহাবিরাট্ (—রাজ্)—মহাবিষ্ণু। কর্ম্মধা।

মহাবিল—১। বৃহৎ ছিদ্র। মহৎ যে বিল, কর্ম্মধা। ২। আকাশ। মহৎ বিল যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

মহাবিষ—দ্বিমুখ সর্প, দুমুখো সাপ। মহান্ বিষ যাহার, বহু। সং; পু।

মহাবিষুব—রবির মেষ রাশিতে সংক্রমণ, চৈত্র মাসের শেষ সংক্রান্তি। মহৎ যে বিষুব, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [বহু। সং; পু।

মহাবীচি—নরকবিশেষ। মহান্ বীচি যাহাতে,

মহাবীর—১। অতি বলবান্ ব্যক্তি; লক্ষ্মণ; হনূমান্; ভীম; সিংহ; গরুড়; যজ্ঞীয় কটাহ; যজ্ঞাগ্নি; বজ্র; শ্বেতাশ্ব; পক্ষিবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অতিশয় বীর্য্যবান্, মহাবল, অতি পরাক্রান্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাবীরা।

মহাবীর্য্য—১। অতি বীরত্ব, অতিশয় পরাক্রম বা তেজ। মহৎ যে বীর্য্য, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অতিবীর, অতিশয় পরাক্রান্ত বা তেজস্বী, বলিষ্ঠ। মহৎ বীর্য্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাবীর্য্যা। ৩। ব্রহ্মা; বুদ্ধবিশেষ; বারাহীকন্দ। সং; পু।

মহাবৃহতী—বার্ত্তাকু, বেগুন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাবেগ—১। অতিশয় বেগবান্। মহান্ বেগ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাবেগা। ২। শিব। ৩। অতিশয় বেগ। কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

মহাবৈদ্য—নিকৃষ্ট চিকিৎসক। মহৎ দেখ।

মহাব্যাধি—কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ। কর্ম্মধা। সং।

মহাব্যাহৃতি—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ,—এই তিন মন্ত্রবাক্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাব্রণ—দুষ্টব্রণ, নালি ঘা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাব্রত—যজ্ঞবিশেষ; দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। মহৎ যে ব্রত, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাশক্তি—১। আদ্যাশক্তি, ভগবতী; প্রবল পরাক্রম। মহতী যে শক্তি, কর্ম্মধা। সং;

স্ত্রী। ২। প্রবলপরাক্রমশালী। মহতী শক্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মহাশঙ্খ—মনুষ্যের ললাটাস্থি; কুবেরের নিধিবিশেষ; সংখ্যাবিশেষ; বৃহৎ শঙ্খ। কর্ম্মধা। মহৎ দেখ। সং; পু।

মহাশয়—মহাত্মা, উদারচিত্ত; মহামনাঃ; মহানুভাব। মহান্ আশয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাশয়া।

মহাশয্যা—বৃহৎ শয্যা, বড় বিছানা; রাজশয্যা, রাজার বিছানা বা রাজার উপযুক্ত বিছানা; সিংহাসন। মহতী যে শয্যা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাশল্ক—১। বৃহৎ শল্ক, বড় আঁইস। মহৎ যে শল্ক, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বৃহৎ শল্কযুক্ত। মহৎ শল্ক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহাশল্কা। ৩। চিঙড়ি মাছ। সং; পু।

মহাশূদ্র—আভীর, গোপ, গোয়ালা। সং; পু। স্ত্রী মহাশূদ্রী।

মহাশ্মশান—বহু শবদাহস্থান, যেখানে নিয়ত শবদাহ হয়; কাশী। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাশ্রমণ—বুদ্ধদেব, শাক্যমুনি। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাশ্বেতা—সরস্বতী; নগরীবিশেষ; দুর্গা; শ্বেত অপরাজিতা; সিতা; স্ত্রীবিশেষ। মহান্ হইয়াছে শ্বেত (শুক্লবর্ণ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

মহাষষ্ঠী—দুর্গা। মহতী যে ষষ্ঠী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [অষ্টমী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী

মহাষ্টমী—আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী। মহতী যে

মহাসত্ত্ব—১। মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট, মহাশয়। মহৎ হইয়াছে সত্ত্ব (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বৃহদাকার জীব। মহান্ যে সত্ত্ব (প্রাণী), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহাসমারোহ—অতিশয় আড়ম্বর, অত্যন্ত জাঁকজমক। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাসমুদ্র—মহাসাগর। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাসাগর—যে অতি প্রকাণ্ড লবণময় জলরাশি পৃথিবীকে আবৃত করিয়া আছে। মহান্ যে সাগর, কর্ম্মধা। সং; পু। মহাসাগর প্রকৃতপক্ষে একটি; কিন্তু পাশ্চাত্য ভূগোলবেত্তারা সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—উত্তরমহাসাগর (Arctic Ocean), দক্ষিণ মহাসাগর (Antarctic Ocean), আটলাণ্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean), প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) ও ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)।

মহাসাধক—শ্রেষ্ঠ সাধক, অতি কঠোর নিয়মে সাধনাকারী। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

মহাসিংহ—১। দেবযাহন; শরভ। মহান্ যে সিংহ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। শিখবীরবিশেষ, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পিতা।

মহাসেন—কার্ত্তিকেয়; শিব; বৃহৎ সেনাপতি। মহতী সেনা যাহার, বহু। সং; পু।

মহি, মহী—পৃথিবী, ধরণী। মহ (পূজা করা) + ই র্ম্ম। সং; স্ত্রী। [আপ্। সং; স্ত্রী।

মহিকা—হিম। মহ্ (পূজা করা) + অক র্ম্ম +

মহিত—পূজিত; সম্মানিত। মহ্ (পূজা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহিতা।

মহিমকীর্ত্তন—মহিমাকীর্ত্তন দেখ।

মহিমময়—মহিমবিশিষ্ট, মাহাত্ম্যযুক্ত, গৌরবময়। মহিমন্ শব্দ + ময়ট্। বিণ; পু। স্ত্রী মহিমময়ী।

মহিমব্যঞ্জক—মহিমাব্যঞ্জক দেখ।

মহিমা (-মন্)—মহত্ত্ব; মাহাত্ম্য, গৌরব; উৎকর্ষ; ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিশেষ। মহৎ শব্দ + ইমন্ ভাবে। সং; পু।

মহিমাকীর্ত্তন—মাহাত্ম্য-কথন; গৌরব-গান। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ব্যাকরণানুসারে মহিমকীর্ত্তন হয়]।

মহিমার্ণব—মহিমার সমুদ্রসদৃশ, সমুদ্রবৎ অনেক মাহাত্ম্যযুক্ত। মহিমার অর্ণব (অর্ণব-সদৃশ), ৬তৎ; মহিম + অর্ণব। বিণ বা সং; পু।

মহিমাব্যঞ্জক—মাহাত্ম্যজ্ঞাপক, গৌরবসূচক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [এই পদটী অশুদ্ধ; শুদ্ধ মহিমব্যঞ্জক]।

মহিলা, মহেলা—মহিষী; নারী; মদমত্তা স্ত্রী; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। মহ্ (পূজা করা) + ইল র্ম্ম + আপ্। সং; স্ত্রী।

মহিষ—পশুবিশেষ, মোষ; অসুরবিশেষ। মহ্ (পূজা করা) + টিষচ্ ণ। সং; পু।

মহিষধ্বজ, মহিষবাহন—শমন, যম। মহিষ হইয়াছে ধ্বজ বা বাহন যাহার, বহু। সং; পু।

মহিষমর্দ্দিনী—মহিষাসুরবিনাশিনী দেবীবিশেষ, দুর্গা। মহিষ (অসুরবিশেষ) — মৃদ (মর্দ্দন করা) + ণিন্ ক + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মহিষাসুর—অসুরবিশেষ। মহিষ নামক যে অসুর বা মহিষাকার যে অসুর, মপী কর্ম্মধা। রম্ভ নামক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিলোকবিজয়ী পুত্রের প্রার্থনা করায় মহাদেব তাহাকে সেই বর প্রদান করেন। এই বরপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া মহিষাসুর অতীব দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল, এবং দেবগণকে দূরীভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। বিতাড়িত দেবগণ শম্ভু ও বিষ্ণুর নিকট আপনাদের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলে তাঁহাদের তেজ হইতে ভগবতীর আবির্ভাব হইল। ভগবতী যুদ্ধ করিয়া এই অসুরকে নিহত করেন।

মহিষী—১। স্ত্রীমহিষ। মহিষ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। কৃতাভিষেকা রাজপত্নী; সৈরিন্ধ্রী; ঔষধিবিশেষ। মহ্ (পূজা করা) + টিষচ্ র্ম্ম + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মহিসুর—দক্ষিণ ভারতের একটি করদ রাজ্য, জেলা ও সহর। রাজ্যটি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; পশ্চিম ঘাটের দিকে পর্ব্বত ও জঙ্গলপূর্ণ যে অংশ তাহার নাম 'মলনাদ'; অপরাংশ, যাহা বিস্তৃত উপত্যকা ও সমতল ভূমি, তাহার নাম "ময়দান"। কাফি, সেগুণ, চন্দনকাষ্ঠ, হস্তিদন্ত প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের জন্য রাজ্যটি প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের অধিকাংশ লোকের ভাষা কানাড়ী। এই রাজ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৯৫। পঞ্চদ্রাবিড় জাতির প্রায় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই রাজ্যে বাস করেন। ইঁহারা গৃহে স্ব স্ব দেশের ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু অপর স্থানে কানাড়ী ভাষায় কথা কহেন।

"মাহিষ-উরে" অর্থাৎ মহিষ সহর, এইটি রাজ্যের নামের উৎপত্তি; ইহাও আবার মহিষাসুর হইতে উৎপন্ন। অপভ্রংশে মহিসুর বা মৈসুর; ইংরাজীতে মাইসোর (Mysore)। রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। এই রাজ্যের অন্তর্গত অনেকগুলি স্থান রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে। মহিসুর প্রথমে মহিষাসুর ও তৎপরে সুগ্রীবের রাজ্য বলিয়া কথিত। প্রাচীন সময়ে রাজ্যের উত্তরাংশ কদম্ববংশীয় রাজগণকর্ত্তৃক শাসিত হইত। তাঁহাদের রাজধানী "বনবাসী" নামক স্থানের নাম টলেমি স্বীয় ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা ১৪ শত বৎসর রাজত্ব করিয়া অবশেষে চালুক্যগণের বশ্যতা স্বীকার করেন। গঙ্গাবংশীয় রাজগণ মহিসুরের দক্ষিণাংশে রাজত্ব করিতেন। কোয়েম্বাটুর জেলায় অবস্থিত কারুর নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল; পরে কাবেরী নদীর তীরে তালকাদ নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃঃ ৯ম শতাব্দীতে চোলরাজগণ এই রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করেন। পল্লববংশীয় রাজগণ মহিসুরের পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চালুক্য রাজগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় অধীন করেন। কালাচুরিয়া রাজবংশও কিছুকাল মহিসুরের অংশ-বিশেষে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। জৈন ধর্ম্মাবলম্বী হয়সালা বল্লাল রাজগণ মহিসুরের পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া খৃষ্টীয় ১৩১০ অব্দ পর্য্যন্ত দ্বারাসমুদ্র বা দ্বারাবতী পত্তন (বর্ত্তমান হেলবিদ) নামক স্থানে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্যশাসন করেন। উক্ত অব্দে

আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর বল্লালরাজকে বন্দী করিয়া রাজধানী অবরোধ করেন। ১৬ বৎসর পরে মহম্মদ তোগ্‌লকের সৈন্যগণ রাজধানীটি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। বল্লালবংশের শেষ রাজগণ হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হয়সালেশ্বরের মন্দির ভারতের স্থপতি শিল্পের অন্যতম প্রধান নিদর্শন।

বল্লাল বংশের উচ্ছেদের পরে বিজয়নগরের রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। কালক্রমে তাঁহারা হীনবল হইয়া পড়িলে স্থানীয় সামন্তগণ (যাহারা পালেগার নামে অভিহিত) স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান্ হন। ইঁহাদের মধ্যে মহিসুরের উদেয়ার অন্যতম। ১৬১০ খৃঃ উদেয়ার-রাজ শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ অধিকার করিয়া মহিসুরের বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উদেয়ার বংশ যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়; ইঁহারা দ্বারকা হইতে বিজয়নগরে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিবার পূর্ব্বে উদেয়ার-রাজ পুরাগের নামক স্থানে একটি দুর্গ স্থাপিত করেন, এবং স্থানটি মহিসুর নামে আখ্যাত করেন। ইঁহার পরবর্ত্তী দুইটি রাজার নাম যথাক্রমে রামরাজ ও কণ্ঠীরাজ। শেষোক্ত রাজা ১৬৩৮ হইতে ১৬৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া রাজ্যে টঙ্কশালা স্থাপন করেন এবং শাসন সম্বন্ধে বহুবিধ নিয়ম প্রচলিত করেন। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজা চিক্কদেব ৩৪ বৎসর রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। ১৬৯৯ খৃঃ আওরঙ্গজেব ইঁহাকে একখানি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসন প্রদান করেন। ১৭০৪ খৃঃ ইঁহার দেহাবসান ঘটে। তৎপরে যথাক্রমে দুইজন রাজা শাসনভার গ্রহণ করিলে পর বংশলোপবশতঃ সিংহাসন রাজজ্ঞাতি চামরাজের হস্তে যায়। চামরাজ স্বীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক কারানিক্ষিপ্ত হইয়া পরলোক গমন করিলে, দূরসম্পর্কীয় চিক্কক্রৃষ্ণ রাজসিংহাসন অধিকার করেন (১৭৩৪খৃঃ)। ইঁহারই রাজত্বকালে হায়দার আলী মহিসুর রাজ্য কাড়িয়া লন। তৎপুত্র টিপু সুলতানের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিলে (১৭৯৯ খৃঃ), বিজেতা ইংরাজ রাজ্যটি পূর্ব্বতন রাজবংশের হস্তে অর্পণ করেন। আরাকোটারার চামরাজের পুত্র কৃষ্ণরাজ সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হয়। কৃষ্ণরাজ সে সময়ে নিতান্ত বালক বলিয়া ১৭৯৯ হইতে ১৮১০ খৃঃ পর্য্যন্ত পুর্ণৈয়নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রিরূপে সাতিশয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। কৃষ্ণরাজ নিজ হস্তে শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত ধন অপব্যয় করেন, এবং রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন। ইংরাজ বাধ্য হইয়া ১৮৩২ খৃঃ শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নামে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৮ খৃঃ তাঁহার লোকান্তর গমন ঘটিলে তাঁহার দত্তকপুত্র চাম রাজেন্দ্র উদেয়ার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। ১৮৮১ খৃঃ ২৫শে মার্চ্চ ইনি প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়া পূর্ণ শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইনি বাঙ্গালোরের কিয়দংশ ইংরাজকে প্রদান করেন, এবং তদ্বিনিময়ে শ্রীরঙ্গপত্তন প্রাপ্ত হন। ইঁহার প্রথম মন্ত্রী রঙ্গচালু প্রতিনিধিসভার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৩ খৃঃ শেষাদ্রি আয়ার মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ইঁহার মন্ত্রিত্বকালে রেলওয়ে ও পয়ঃপ্রণালী এবং কোলারের স্বর্ণখনি সম্বন্ধে রাজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৯৪ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বর চাম রাজেন্দ্র মহারাজ কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। কালীঘাটে ইঁহার একটি স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণরাজ উদেয়ার সিংহাসন গ্রহণ করেন, এবং তদীয় মাতা মহারাণী বাণিবিলাস অভিভাবিকাস্বরূপে রাজ্য পরিচালনা করেন। ১৯০২ খৃঃ ভারতরাজ প্রতিনিধি স্বয়ং যাইয়া মহারাজকে রাজ্য শাসনের পূর্ণ ভার প্রদান করেন।

অষ্টভুজা চামুণ্ডা দেবীর মন্দির যে পর্ব্বতের শিরোভাগে বিদ্যমান, মহিসুর সহর তাহার পাদদেশে অবস্থিত। সহর সন্নিহিত দুর্গটী ১৫২৪ খৃঃ তদানীন্তন রাজা কর্ত্তৃক নির্মিত হয়। টিপুসুলতান এই দুর্গ ভূমিসাৎ করেন, এবং ইহার মাল মসলা লইয়া নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। টিপুর মৃত্যুর পরে আবার সেই সকল মাল মসলা লইয়া পূর্ব্বস্থানেই মহিসুররাজ দুর্গটি পুনর্গঠিত করেন। মহিসুররাজ বৎসরের কিয়দংশ মহিসুর সহরে এবং অপরাংশ বাঙ্গালোরে অবস্থান করেন। মহিসুররাজের অন্যতম অভিধা "সিংহাসন অধিপতি।"

মহী—মহি দেখ।

মহীক্ষিৎ—ভূভৃৎ, ভূপতি, রাজা। মহী (পৃথিবী)—ক্ষি (প্রভুত্ব করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

মহীজ—১। ভূমিজাত। মহী (পৃথিবী)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহীজা। ২। মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। সং; পু।

মহীধর—ভূধর, পর্ব্বত; বেদভাষ্যকার। মহীর ধর্ত্তা, ৬তৎ। সং; পু।

মহীধ্র—ভূধর, পর্ব্বত। মহী (পৃথিবী)—ধৃ (ধারণ করা)+ক ক। সং; পু।

মহীন্দ্র—নরেন্দ্র, নরনাথ, রাজা। মহিতে বা মহীতে ইন্দ্র প্রায়, ৭তৎ। সং; পু।

মহীপ—ভূপতি, রাজা। মহী (পৃথিবী)—পা (পালন করা)+ড ক। সং; পু।

মহীপতরাম (মহীপতরাম রূপরাম নীলকান্ত রাও)—গুজরাটের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলের নাগার বংশে ১৮২৯ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রূপরাম নীলকান্ত রাও। শিক্ষাশেষে মহীপত রাম কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া স্কুল-সমূহের সবডেপুটী ইনস্পেক্টার হন। পরে 'গুজরাট ট্রেনিং' কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আমরণ এই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। টি, সি, হোপ সাহেব (T. C. Hope) ইঁহারই তত্ত্বাবধানে গুজরাটী স্কুলের অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ইনি গুজরাটের 'পরমাত্মা সমাজ' নামক ধর্ম্মসভার সম্পাদক ও পরে সভাপতি, বিধবাবিবাহ সমিতির সম্পাদক, এবং ন্যাস্ন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের গুজরাটী শাখার সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় বোম্বাই নগরে প্রথম বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় অনেকগুলি বিধবাবিবাহ সম্পাদিত হয়। ইনি সুবক্তা ও মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। ইনি ১৮৮৫ খ্রীঃ রাও সাহেব এবং ১৮৮৬ খৃঃ সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯১ খৃঃ ৩০শে মে বিসূচিকা রোগে ইঁহার দেহান্ত হয়।

মহীপতি, মহীপাল—ভূপাল, ভূপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

মহীপাল—মগধের পালবংশের প্রসিদ্ধ নরপতি। পিতার নাম বিগ্রহপাল। তাঁহার রাজত্বকালে বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। মহীপাল অনধিকারীর হস্ত হইতে পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বরেন্দ্র, মগধ, তীরভুক্তি এমন কি বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের পূর্ব্বে সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। মহীপালের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্য তিনবার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোল, কল্যাণের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ ও চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেব ক্রমান্বয়ে পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করেন।

মহীপালের রাজত্ব কালে গৌড়-মগধে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাহার বহু নিদর্শন অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহীপাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

মহীভৃৎ—পর্ব্বত ; রাজা। মহী (পৃথিবী)—ভৃ (ধারণ করা, ইত্যাদি)+কিপ্ ক। সং ; পু।

মহীয়সী—অতি মহতী ; মহাশয়া। মহৎ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মহীয়ান্ (-য়স্)—অতি মহৎ ; মহাশয় ; উত্তম। মহৎ+ঈয়সু। বিণ ; পু।

মহীয়মান—পূজ্যমান ; পূজার্হ। মহী+ক্য = মহীয় নামধাতু, তদুত্তরে শান র্ম। বিণ।

মহীরুহ—বৃক্ষ, গাছ। মহী (পৃথিবী)—রুহ্ (জন্মা)+ক ক। সং ; পু।

মহীলতা—কিঞ্চুলুক, কেঁচো। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মহীসুত—নরকাসুর ; মঙ্গলগ্রহ। ৬তৎ। পুং

মহুয়া—মৌলগাছ বা তাহার ফুলফল। হিন্দী। সং

মহেচ্ছ—মহাশয়, উদারস্বভাব। মহতী ইচ্ছা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মহেচ্ছা।

মহেন্দ্র—১। দেবরাজ, ইন্দ্র ; বিষ্ণু। মহান্ যে ইন্দ্র, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। পর্ব্বতবিশেষ, উড়িষ্যা ও উত্তর সরকার অবধি গণ্ডওয়ানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত শৈলশ্রেণী। সং ; পু।

মহেন্দ্রনগরী—অমরাবতী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই রাধানগর গ্রাম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি এবং তাঁহারই বংশের একটি শাখায় মহেন্দ্রনাথের জন্ম। মহেন্দ্রনাথ আজীবন অকপট সাহিত্যসেবী ছিলেন। যখন স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সাহিত্যচর্চ্চার জন্য 'সাহিত্য সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন মহেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি একজন সুলেখক ছিলেন। ইনি নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সংস্কার সাধন জন্য ইনি বহু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। "অনুসন্ধান" পত্রিকার প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য ইনি যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। স্যামুয়েল হ্যানিমান এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিয়া ইনি সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত ও নাট্যশালার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন ; কিন্তু সে কল্পনা পূর্ণ হয় নাই। ইনি কয়েক বৎসর 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন' নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সরস্বতীর একনিষ্ঠ উপাসক মহেন্দ্রনাথকে কমলা কখনও কৃপা করেন নাই। শেষ জীবনে দারিদ্র্যপীড়নে কাতর হইয়া ইনি হাবড়া বাঁটরা স্কুলের শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

মহেন্দ্রপুরী—অমরাবতী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মহেন্দ্রলাল সরকার (ডাক্তার)—ইনি ১৮৩৩ খ্রীঃ ২রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ এম, ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ইনি Bengal Branch of the British Medical Association নামক সভার সেক্রেটারী ও সহকারী সভাপতি থাকার সময় উক্ত সভার সমক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালীর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে অক্রূর দত্তের বংশীয় প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র দত্তের প্রভাবে (রাজেন্দ্র দত্ত দেখ) ইঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। তখন ইনি প্রকাশ্যভাবে হোমিওপ্যাথীর সপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন এবং নূতন অবলম্বিত মতের বহুল প্রচারকল্পে পরবৎসর Calcutta Journal of Medicine নামক মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি এই পত্রখানি অতিশয় যোগ্যতার সহিত চালাইয়াছিলেন মত পরিবর্ত্তনের ফলে ইনি এলোপ্যাথিক প্রণালীর চিকিৎসকগণের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা বহুপ্রকারে নিগৃহীত হন। কিন্তু ইহাতে ইনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া হোমিওপ্যাথি মতের ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে ইনি এই মতাবলম্বী চিকিৎসকগণের অগ্রণী হইয়া প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। বঙ্গের ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের পৃষ্ঠপোষকতায় (১৮৭৬খ্রীঃ) কলিকাতা বৌবাজার ষ্ট্রীটে Indian Association for the cultivation of science নামক শিক্ষালয় স্থাপিত করিয়া ইনি এখানে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই শিক্ষালয় বঙ্গবাসী মধ্যে বিজ্ঞানালোচনার রুচি সৃজন করিয়াছে এবং মহেন্দ্রলালের অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে আসীন ছিলেন। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ইনি সি, আই, ই ও ১৮৯০ খ্রীঃ ডি, এল্ উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারি ইনি লোকান্তরিত হন। ইনি কেবল চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতিষ এবং ইংরাজী সাধারণ সাহিত্যেও ইনি অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। [স্ত্রী।

মহেন্দ্রবারুণী—লতাবিশেষ, বড় মাকাল। সং ;

মহেন্দ্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। মহেন্দ্র শব্দ+ঈপ্ বা স্বামী পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

মহেশ, মহেশ্বর—শিব, মহাদেব। মহান্ যে ঈশ বা ঈশ্বর, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহেশ কাণা—আনুমানিক ১২১০ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাশতের নিকটবর্ত্তী মহেশপুর গ্রামে কায়স্থ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার উপাধি ঘোষ। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন, এজন্য সাধারণতঃ ইনি মহেশ কাণা নামে পরিচিত। জন্মান্ধ মহেশচন্দ্র বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, ইঁহার পিতার অবস্থাও তাদৃশ সচ্ছল ছিল না। ইঁহাদের বাটীর নিকটে একটী টোল ছিল। মহেশচন্দ্র প্রায় সর্ব্বদা সেই খানে বসিয়া থাকিতেন, এবং ছাত্রদিগের পাঠ শুনিতেন। এইরূপ শুনিতে শুনিতে মহেশ অমরকোষ কণ্ঠস্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলেন। ইঁহার এই অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন, এবং টোলের অধ্যাপকও যত্নসহকারে মহেশকে শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সময় হইতে মহেশের কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। এখন হইতে ইনি নানাবিধ সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার নাম কবিওয়ালা সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে কবিওয়ালাগণ আসিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মহেশচন্দ্র ধনী ও ভদ্রসমাজে পরিচিত হইলেন।

তৎকালে সঙ্গীতানুরাগী ধনীদিগের মধ্যে কলিকাতার ছাতু বাবু ও লাটু বাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, ইঁহারা ১০৮ জন কবিওয়ালা, ওস্তাদ ও পাঁচালীকারকে প্রতিপালন করিতেন। মহেশ কাণাও ইঁহাদের আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং একাগ্রচিত্তে সঙ্গীতের আলোচনা করিয়া দেশবাসীর মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। এই ছাতুবাবুদের আশ্রয়ে থাকিয়াই কবি জীবনকাল অতিবাহিত করেন। প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। ১৮৩৬ খ্রীঃ হাবড়া জেলার নারীট গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা হরিনারায়ণ

তর্কসিদ্ধান্ত এবং পিতৃব্যদ্বয় দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বাল্যে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-রসিকগঞ্জনিবাসী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ স্বর্গীয় ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া ১৮৫২ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় আসিয়া প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের নিকট স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে ৺কাশীধামে যাইয়া বেদ, উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া শোভাবাজারের ৺কমলকৃষ্ণ দেব মহারাজ বাহাদুরের আনুকূল্যে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। পর বৎসর সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেবের চেষ্টায় ইনি উক্ত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় ইনি ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ ইনি শিক্ষাবিভাগের ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, এবং ১৮৯৫ খৃঃ সেই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৮১ খ্রীঃ C. I. E. এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়। মহেশচন্দ্র উপাধি পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর বর্দ্ধিত করেন। ইনি সটীক কাব্যপ্রকাশ এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর আনুকূল্যে মীমাংসাদর্শন ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সম্পাদন করেন, এবং কতকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। ইনি দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, এবং স্বগ্রামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মহেশী, মহেশ্বরী—শিবানী, দুর্গা; অপরাজিতা। মহেশ বা মহেশ্বর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মহেশ্বর—মহেশ দেখ।

মহেশ্বরী—মহেশী দেখ।

মহেষ্বাস—১। বৃহৎ ধনু। মহান্ যে ইষ্বাস (ধনু), কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মহাধনুর্দ্ধারী। মহান্ হইয়াছে ইষ্বাস (ধনু) যাহার, বহু; অথবা মহান্ যে ইষ্বাস (শর-ক্ষেপক), কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

মহোক্ষ—মহাবৃষ; পুঙ্গব, ষাঁড়। মহান্ যে উক্ষা, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহোৎসব—অতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার। মহান্ যে উৎসব, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহোৎসাহ—১। অতিশয় উৎসাহ, অত্যন্ত চেষ্টা। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অতিশয় উৎসাহযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

মহোদধি—মহাসমুদ্র; সমুদ্র। মহান্ যে উদধি (সমুদ্র), কর্ম্মধা। সং; পু।

মহোদয়—১। আধিপত্য, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব; অপবর্গ, মুক্তি। মহান্ যে উদয়, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অতিসমৃদ্ধ; অত্যুন্নত; মহাত্মা, মহাশয়। মহান্ উদয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মহোদয়া। ৩। কান্যকুব্জ। মহান্ উদয় যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

মহোন্নত—অতিশয় উন্নতিযুক্ত। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

মহোন্নতি—অতিশয় সমৃদ্ধি। মহতী যে উন্নতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহোপকার—অত্যন্ত উপকার, অতিশয় হিত। মহান্ যে উপকার, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহোপকারী (-কারিন্)—অত্যন্ত উপকারী, অতিশয় হিতকর। মহান্ যে উপকারী, কর্ম্মধা। বিণ; পু। স্ত্রী মহোপকারিণী।

মহোরগ—১। বৃহৎ সর্প। মহান্ যে উরগ (সর্প), কর্ম্মধা। সং; পু। ২। টগরবৃক্ষমূল। সং; ক্লী।

মহোল্কা—বৃহৎ উল্কা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহৌজাঃ (-জস্)—মহাবল, মহাতেজস্বী। মহৎ ওজঃ যাহার, বহুব্রীহি। বিণ; পু বা স্ত্রী।

মহৌষধ—উত্তম ঔষধ; শুণ্ঠী; রসুন; পিপুল; বিষবৃক্ষবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহৌষধি, মহৌষধী—রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণলতাদি; দূর্ব্বা। মহতী যে ওষধি বা ওষধী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মা—১। মাতা; লক্ষ্মী। মা (পরিমাণ করা)+ক্বিপ্ ক+আপ্। ২। পরিমাণ; জ্ঞান; কান্তি। মা+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী। ৩। বিকল্প; নিন্দা; নিষেধ। ব্য।

মাই—১। মাতা, মা। হিন্দী। ২। স্তন; মাতৃস্তন্য। গ্রাম্য। সং।

মাইকেল এঞ্জেলো—জগদ্বিখ্যাত ইটালীয় চিত্রকর। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ ইনি ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লাডোভিকো ব্যানারোটি; মাতা ফ্রান্সেস্কা ডী নেরী। শৈশবেই শিল্পসাধনার প্রতি ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ পায়। পিতার আপত্তি সত্ত্বেও ইনি চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে ঘিরলানডিয়ো-ভ্রাতৃগণের কারখানায় সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার বিংশতি বর্ষ পরে ইনি রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ফ্রেস্কো' (Fresco) চিত্রকর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। প্রথমাবধি ভাস্কর্য্যের প্রতিই ইঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। কারখানায় শিক্ষানবীশের কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই লোরেঞ্জো ডী মেডিচি নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইঁহাকে ভাস্কর্য্যশিক্ষার বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। পরে ইনি মেডিসির উদ্যানে লোরেঞ্জোর প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর্য্যবিদ্যালয়ে তিন বৎসর কাল ভাস্কর্য্যশিল্প শিক্ষা করেন। ইহার কিছুকাল পরে ফ্লোরেন্সে তত্রত্য মহাসভার জন্য একটি নূতন গৃহনির্ম্মাণের প্রস্তাব হয় এবং উক্ত গৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য কয়েকজন শিল্পী নির্ব্বাচিত হন; তন্মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলো অন্যতম। ফ্লোরেন্স নগরে ইঁহার শিল্পকুশলতা বিশেষভাবে প্রচারিত হইলে ইঁহার বন্ধুগণ ইঁহাকে রোমনগরে যাইতে পরামর্শ দেন। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইনি সর্ব্বপ্রথম রোমনগরে পদার্পণ করেন। এখানে জাকোপো গালি নামক একজন সম্রান্ত রোমীয় ভদ্রলোকের সহিত ও অপর একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। ইঁহাদের জন্য মাইকেল কিউপিড্ (Cupid) ও ব্যাকাসের (Bacchus) মূর্ত্তি এবং খ্রীষ্টের মৃতদেহের উপর রোরুদ্যমানা মাতা মেরীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। পাঁচ বৎসর রোমে বাস করিবার পর ইনি ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে প্রত্যাবৃত্ত হন। ভাস্করের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ইনি চিত্রশিল্পে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। ফ্লোরেন্স নগরে এঞ্জেলো জেনি নামক একজন ভদ্রলোকের অনুরোধে (Holy Family) নামে একখানি চিত্র অঙ্কন করেন। উহা এখন উক্ত নগরের উফিজি (Uffigi) নামক প্রাসাদে রক্ষিত আছে। ইহার পর ইনি অন্যান্য বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন, সেগুলি শিল্পজগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া আছে। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মাইজ, মাঁজ—বৃক্ষমজ্জা; সার; মধ্যপত্র। দেশজ। সং।

মাইতি—জাতিপদবীবিশেষ। দেশজ। সং।

মাই-দুধ—স্তনদুগ্ধ, স্তন্য। দেশজ। সং।

মাইনদার, মাইনাদার—১। বেতনভোগী। বিণ। ২। ভৃত্য, সেবক। দেশজ। সং।

মাইনা, মাইনে—মাহিয়ানা, বেতন। দেশজ। সং।

মাইপোষ—বাক্সযুক্ত তক্তাপোষ। প্রাদে। সং।

মাইয়া—১। মাতা, মা। হিন্দী। ২। মেয়ে, কন্যা; স্ত্রী; স্ত্রীলোক। প্রা, ক। সং।

মাইরি—কটুদিব্যসূচক শব্দ। ইতর ভাষা।

মাইল—অর্দ্ধক্রোশ। ইং (mile)। সং।

মাওয়া—মা-মরা, মাতৃহীন। প্রাদেশিক। বিণ।

মাং—মায়ষৎ শব্দের সংক্ষেপ। ব্য।

মাংস—১। শরীরাংশবিশেষ, পিশিত, মাস্। মন্ (বোধ করা, জানা)+স র্ম। সং; ক্লী। ২। কাল; কীট। সং; পু।

মাংসপেশি, মাংসপেশী—শরীরের মাংসপিণ্ড

মসল্ (Muscle)। ৬৩৬। সং; স্ত্রী। [মানবদেহে সর্ব্বসমেত পাঁচ শত মাংসপেশী থাকে। তন্মধ্যে হস্তদ্বয়ে ২০০, পদদ্বয়ে ২০০, কোষ্ঠদেশে ৬৬, এবং গ্রীবা ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে ৩৪টী মাংসপেশী থাকে। কাহারও মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পেশীসংখ্যা সমান, কাহারও মতে স্ত্রীগণের দেহে ৩টী পেশী কম থাকে। শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব্ব ও সন্ধিসমূহ পেশী দ্বারা আবৃত হওয়ায় উহারা বলবান্ হইয়া থাকে]।

মাংসভোজী (–ভোজিন্)—মাংসাশী, মাংসভোজনকারী, যে মাংস খায়। মাংস–ভুজ্ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –ভোজিনী।

মাংসল—মাংসবিশিষ্ট; পুষ্ট, মোটা; বলশালী। মাংস+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

মাংসাশী (–শিন্)—মাংসভোজী, মাংসখাদক। মাংস–অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মাংসাশিনী।

মাংসাষ্টকা—গৌণ মাঘের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্ত্তব্য মাংসযুক্ত শ্রাদ্ধবিশেষ [অষ্টকা দেখ]। মাংসসহিতা যে অষ্টকা, মধী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মাংসিক—শৌনিক, মাংসোপজীবী, মাংসবিক্রয়ী, কসাই। মাংস+ষ্ণিক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী মাংসিকী।

মাকড়—বানর; মাকড়সা; কীট। দেশজ। সং।

মাকড়সা—অষ্টপদী কীটবিশেষ, ঊর্ণনাভ, লূতা। দেশজ। সং।

মাকড়া—১। ঈষৎ গৈরিক-বর্ণ, ঘোলাটে রঙ্গের। বিণ। ২। কোন নির্দ্দিষ্ট পুরুষ। দেশজ। সং।

মাকড়ি, মাকড়ী—কর্ণ-কুণ্ডল; কোন নির্দ্দিষ্ট নারী, মাগী, ছুঁড়ী। দেশজ। সং।

মাকন্দ—১। আম্রবৃক্ষ। মা (কান্তি) কন্দে যাহার, বহু। সং; পু। ২। আম্রফল। মাকন্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী।

মাকরী—১। মকররাশিসম্বন্ধীয়া। মকর+ষ্ণ ইদমর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মাঘ মাসের শুক্লসপ্তমী। সং; স্ত্রী।

মাকু—তন্তুবায়ের তুরি। দেশজ। সং।

মাকুন্দ—শুষ্কশ্মশ্রুশূন্য পুরুষ, যাহার গোঁফ দাড়ী উঠে না এরূপ। দেশজ।

মাক্ষিক, মাক্ষীক—মধু, মৌ; উপধাতুবিশেষ। মক্ষিকা+ষ্ণ। সং; ক্লী।

মাখন, মাখম্—নবনীত, ননী। দেশজ। সং।

মাখা—ম্রক্ষণ করা; মর্দ্দন করা; নিজ অঙ্গে লেপন করা। দেশজ। ক্রি।

মাখান—ম্রক্ষণ বা মর্দ্দন করান; লেপন করা বা করান। দেশজ। ক্রি।

মাগ—১। যাচ্ঞা কর, চাহ বা চাও। দেশজ ক্রি। ২। স্ত্রী, পত্নী। গ্রাম্য শব্দ। সং; স্ত্রী।

মাগধ—১। মগধ দেশীয়, মগধদেশসম্ভূত। মগধ (দেশবিশেষ)+ষ্ণ ইদমাত্মর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাগধী। ২। স্তুতিপাঠক, বন্দী, ভাট। সং; পু।

মাগধী—১। মগধদেশীয়া, মগধদেশজাতা। মাগধ দেখ। মাগধ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। মগধদেশের ভাষা। ২। যূথিকা, যূঁইফুল; গুজরাটী এলাচ, ছোটএলাচ; শর্করা। সং; স্ত্রী। [দেশজ ক্রিয়া।

মাগা—যাচ্ঞা করা, ভিক্ষা করা, চাওয়া।

মাগী—অধিকবয়স্কা স্ত্রী; বিধবা নারী; নিন্দিতা স্ত্রী; বেশ্যা। প্রাদেশিক। সং; স্ত্রী।

মাগু—মাগ, পত্নী, স্ত্রী। প্রা, ক। সং; স্ত্রী।

মাগুর—মদ্গুর মৎস্য, শল্কহীন মৎস্যবিশেষ, ইহা অতি পুষ্টিকর। দেশজ। সং।

মা-গোঁসাই—গোস্বামিপত্নী। দেশজ। স্ত্রী।

মাগ্গি—দুর্মূল্য, মহার্ঘ। মহার্ঘ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

মাঘ—১। মঘানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীবিশিষ্ট মাস, বাঙ্গালা বৎসরের দশম মাস। মাঘী+ষ্ণ। সং; পু।

২। প্রাচীন মহাকবি। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকাব্য "শিশুপালবধম্" ইঁহার প্রণীত। ইনি গুর্জ্জর দেশে ভিন্নমাল (ভিনমালা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীদত্তক সর্ব্বাশ্রয়, এবং পিতামহের নাম সুপ্রভদেব। ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যবিচার চর্চ্চা, শ্রীভোজরাজের সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, এবং অন্যান্য গ্রন্থে মাঘের শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য সিদ্ধর্ষি মাঘের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। ইহাতে মাঘকে ৫৩৬ খ্রীঃ অব্দের লোক বলিয়া বুঝা যায়। অপর কেহ কেহ বলেন, ইনি খৃঃ নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কাশ্মীর দেশীয় শ্রীআনন্দ বর্দ্ধনাচার্য্য নবম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি স্বীয় ধন্যালোক নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় উদ্যোতে শিশুপালবধের পঞ্চম সর্গের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাঘ, বামন ও জয়াদিত্য প্রণীত পাণিনি সূত্রের টীকা কাশিকার ব্যাখ্যাস্বরূপ ন্যাস গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লভদেব কৃত ঔচিত্যবিচার চর্য্যাতে এবং সুভাষিতাবলিতে মাঘোক্ত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভট শ্লোকে দেখা যায় "মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ" এবং "কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ"। ভোজপ্রবন্ধেও মাঘের সামান্য বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবাদ সমূহ দ্বারাও জানা যায় যে, মাঘ ধারানগরীর ভোজদেবের সমসাময়িক ছিলেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত জ্যাকোবির মতে ইনি কবি ভারবির পূর্ব্ববর্ত্তী।

মাঘী—১। মাঘমাসের পূর্ণিমা। মঘা শব্দ+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। শস্যবিশেষ। দেশজ। সং।

মাঘ্য—কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। মাঘ+ষ্য ভবার্থে। সং; ক্লী।

মাঙন—যাচ্ঞা, ভিক্ষা। হিন্দীমূলক। সং।

মাঙনা—বিনামূল্যে, বিনা কড়িতে, অমনি, শুধু শুধু, মুফৎ; অকারণে। হিন্দী।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য—১। মঙ্গলজনক, শুভকর। মঙ্গল শব্দ+ষ্ণিক, ষ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাঙ্গলিকী, মাঙ্গলী। ২। শুভ; মঙ্গল। সং; ক্লী।

মাঙ্গা—১। মাগা, যাচ্ঞা করা, চাওয়া। ক্রি। ২। মহার্ঘ, অক্রেয়, আক্রা। হিন্দী। বিণ।

মাচা, মাচান—মঞ্চ; ভারা। দেশজ। সং।

মাচিয়া—কেদারা, চেয়ার। হিন্দী। সং।

মাছ—মীন, মৎস্য; জলজন্তু। দেশজ। সং।

মাছরাঙ্গা—শাখাচারী কিন্তু প্লববর্গের মৎস্যশিকারী পক্ষিবিশেষ (King-fisher) সং। [সং।

মাছি, মাছী—মক্ষিকা; ক্ষুদ্র পতঙ্গ। দেশজ।

মাছুয়া, মেছো—১। মৎস্যজীবী জাতিবিশেষ। দেশজ। সং। ২। মৎস্য সম্বন্ধীয়; মৎস্যাশী, মাছখেকো। দেশজ। বিণ।

মাজ—মাইজ দেখ।

মাজা—১। কটি, কোমর। সং। ২। মার্জ্জন করা, ঘষা, রগড়ান। দেশজ। ক্রি।

মাজান—মার্জ্জন করান। দেশজ। ক্রি।

মাঝ—মধ্য, মধ্যস্থল। দেশজ।

মাঝা—মধ্য, কটি। দেশজ। সং।

মাঝার—মধ্যস্থল; কাপড়ের পাতলা-বোনা মধ্যভাগ। দেশজ। সং। [বিণ।

মাঝারী—মধ্যমাকৃতি, মধ্যম পরিমিত। দেশজ।

মাঝী—নৌকার মধ্যভাগে থাকিয়া যে হাল ধরে, কাণ্ডারী; সাঁওতাল জাতির প্রধান; বাগদী জাতির শাখাবিশেষ। দেশজ। সং। [সং।

মাঝীমাল্লা—নৌকাবাহক (সহচর শব্দ)। দেশজ।

মাঞ্জিষ্ঠ—রক্তবর্ণ। মঞ্জিষ্ঠা+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

মাটা (মাঠা)—পালাম—মোটা থান কাপড়বিশেষ। দেশজ। সং।

মাটাম—সমকোণ, সমকোণ দেখাইবার ছুতার মিস্ত্রীর অস্ত্র (Square)। দেশজ। সং।

মাটি—মৃত্তিকা, ধূলা। দেশজ। সং। [ব্য।

মাটি-মাটি—রসশূন্য ভাব, ম্যাজ্ ম্যাজ্। দেশজ।

মাঠ—১। প্রান্তর, ময়দান, তৃণভূমি; ক্ষেত্র। দেশজ। সং। ২। মন্থর, ধীর, চিরক্রিয়; অতীক্ষ্ণ, ভোঁতা। প্রা, ক। বিণ।

মাঠা—সরহীন জলহীন ঘোল; নবনীত। দেশজ। সং।

মাঠর—সূর্য্যের পারিপার্শ্বিকবিশেষ; যমবিশেষ; ব্যাস; শৌণ্ডিক; ব্রাহ্মণ। মঠ (বাস করা)+অরণ্ ক। সং; পু।

মাড়—১। ভাতপ্রভৃতির ফেন; কাথ; কলপ। মণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। ২। ভেলক, উড়ুপ; বাঁশের ভেলা। দেশজ। সং।

মাড়ওয়ার—দেশবিশেষ (যোধপুর দেখ)।

মাড়া—পশু দ্বারা পদদলিত করাইয়া [শস্য] নিষ্কাশিত করা; [তুই] পদদলিত কর্। ক্রি।

মাড়ান—পদদলিত করা। দেশজ। ক্রি।

মাড়ি—১। দন্তের অঙ্গবিশেষ। মাঢ়ী শব্দের অপভ্রংশ। ২। মাড়, ফেন; তাল কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাঢ় রস। দেশজ। সং।

মাড়োয়ারী—রাজপুতানাবাসী। সং।

মাঢ়ি—১। পত্রশিরা, পাতার শির। মহ+ক্তি র্ম। ২। দারিদ্র্য। মহ্ (পূজা করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

মাঢ়ী—দন্তের অঙ্গবিশেষ, দন্তশিরা, মাড়ি। মাঢ়ি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মাণক, মানক—মানকচু। মা (পরিমাণ করা)+অক র্ম। সং; পু।

মাণব, মাণবক—১। মনুষ্যবালক; ব্রাহ্মণ-কুমার; ষোড়শবর্ষীয় বালক; ষোলনর হার। মনু শব্দ+ষ্ণ অল্পার্থে, পক্ষে; ২য় পক্ষে তদ্ধুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মাণিক—মণি, রত্ন; আদরণীয় বস্তু। মাণিক্য শব্দের অপভ্রংশ। সং।

মাণিকচাঁদ (দেওয়ান)—ইনি প্রথমে বর্দ্ধমান-রাজের দেওয়ান ছিলেন। পরে আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে নবাব দরবারে ইঁহার প্রতিপত্তি হয়, এবং নবাবের প্রসাদে ক্রমে উচ্চতর পদ লাভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত আলিবর্দ্দীর যুদ্ধকালে ইনি নবাবের পার্শ্বচর হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। সিরাজ-দ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কলিকাতা উদ্ধার করিয়া ইঁহার হস্তে তাহার রক্ষাভার দিয়া যান, কিন্তু ইনি শেষে ইংরাজদিগকে কলিকাতা ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করেন।

মাণিকজোড়—কুলেচর বর্গের প্রায় দ্বিহস্ত দীর্ঘ পক্ষিবিশেষ। দেশজ। সং।

মাণিকা—অষ্ট পলপরিমাণ। মা (পরিমাণ) করা+অক র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

মাণিক্য—মণি, রত্নবিশেষ, [জহুরীরা ইহাকে চুনী বলে]। মণি—কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। তদ্ধুত্তরে ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

মাণিক্যনন্দী—জৈন দার্শনিক পণ্ডিত, ইঁহার অনেক জৈনদর্শন গ্রন্থ আছে। সং; পু।

মাণিবন্ধ, মাণিমন্থ—সৈন্ধবলবণ। মণিবন্ধ বা মণিমন্থ (পর্ব্বত বিশেষ)+ষ্ণ। সং; ক্লী।

মাণ্ডবী—রামানুজ ভরতের ভার্য্যা, মিথিলাধি-পতি সীরধ্বজ জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা; ভরতের ঔরসে ইঁহার তক্ষ ও পুষ্কর নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। সং; স্ত্রী।

মাণ্ডব্য—ঋষিবিশেষ। তপস্যা দ্বারা ইনি ধর্ম্মমার্গে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। একদা ইনি সমাধিমগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে কয়েকজন চোর আসিয়া ইঁহার আশ্রমে লুক্কায়িত হয়। পশ্চাদ্ধাবিত রাজপুরুষগণ আসিয়া চোরগণের সহিত ইঁহাকেও বন্দী করে, এবং বিচারে সকলের সহিত ইনি শূলদণ্ড প্রাপ্ত হন। কিন্তু সমাধিস্থ থাকায় ইঁহার মৃত্যু হইল না, ইনি শূলবিদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর রাজ-পুরুষগণ ইঁহাকে তপস্বী বুঝিতে পারিয়া শূলমুক্ত করিয়া দিল। তখন কি জন্য ইঁহাকে শূলদণ্ড ভোগ করিতে হইল জানিবার নিমিত্ত ইনি ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ জানাইলেন যে, শৈশবে ইনি একটী পতঙ্গের গুহ্যদেশে ক্রীড়াচ্ছলে ঈষিকা বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে শূলের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। সং; পু।

মাৎ, মাত—১। তরল, জলবৎ। বিণ। ২। দধি প্রভৃতির মাথা; সারভাগ; ঝোলা বা চিটা গুড়; [দাবা খেলায়] রাজার বন্দী অবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় বিপক্ষের আক্রমণ বা স্থানত্যাগ করিবার উপায় থাকে না। দেশজ। সং।

মাতগুড়—ঝোলা বা চিটা গুড়। দেশজ। সং।

মাতঙ্গ—হস্তী; চণ্ডাল; অশ্বথবৃক্ষ। মাতঙ্গ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

মাতঙ্গনক্র—জলজন্তু, জলহস্তী। মাতঙ্গ (হস্তী) তুল্য যে নক্র, মধ্য কর্ম্মধা। সং; পু।

মাতঙ্গী—হস্তিনী, দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী-বিশেষ। মাতঙ্গ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মাতব্বর—প্রধান ব্যক্তি; মণ্ডল, সর্দ্দার, চাঁই; প্রতিভূ, জামিন। বৈদেশিক। সং।

মাতব্বরি,—রী—প্রাধান্য, প্রভুত্ব, সর্দ্দারী, মোড়লী; মুরুব্বিয়ানা; জমানৎ, জামিনী। দেশজ। সং।

মাতলাম, মাতলামি—মাতালের আচরণ বা কাণ্ড, সুরামত্তের অনাচার। দেশজ। সং।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। ইনি দেবরাজের সখারূপেও বর্ণিত আছেন। ইঁহার পত্নীর নাম সুধর্ম্মা। সুমুখ নামক নাগের সহিত ইঁহার কন্যা গুণকেশীর বিবাহ হয়। মাতলির জামাতা বলিয়া তদনুরোধে ইন্দ্র সুমুখকে গরুড়ের ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন। রাবণবধের দিন মাতলি দেব-রাজের আদেশে রামের সাহায্যার্থ রথ লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মাতা—১। জননী, মা। মা (পরিমাণ করা)+অতচ্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। মত্ত হওয়া; গাঁজিয়া উঠা। ক্রি। ৩। মস্তক। দেশজ। সং।

মাতা (মাতৃ)—১। পরিমাণকর্ত্তা; প্রমাণকারী। মা (পরিমাণ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মাত্রী। ২। জীব; বিভূতি; গগন, আকাশ। সং; পু। ৩। জননী, মা; গর্ভধারিণী, স্তন্যদাত্রী, গুরুপত্নী, আচার্য্য-পত্নী, ক্ষেত্রদাত্রী, পিতৃরমণী, শ্বশ্রূ, পিতা-মহী, মাতামহী, জ্যেষ্ঠসহোদরা, মাতৃ-ভগিনী, পিতৃভগিনী, মাতুলানী, ভ্রাতৃ-ভার্য্যা, পুত্রবধূ, তনয়া,—এই ১৬ মাতা; ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, চণ্ডী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা, চর্চ্চিকা,—এই অষ্ট শক্তি; ভূ; গবী; লক্ষ্মী; ধাত্রী। মান্ (পূজা করা)+ডাতৃ র্ম। সং; স্ত্রী। [ক্রি।

মাতান—মত্ত করিয়া তুলা, গাঁজান। দেশজ।

মাতাপিতা—মা বাপ, জনকজননী। মাতা ও পিতা, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

মাতামহ—মাতার পিতা। মাতৃ (মাতা)+ডামহ। সং; পু। স্ত্রী মাতামহী।

মাতামহী—মাতার মাতা। মাতামহ+ঈপ্, পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

মাতামাতি—পরস্পরের মত্ততা বা উন্মাদনা; অনেকের মিলিত মত্তবৎ আচরণ। দেশজ। সং।

মাতাল—মত্ত; সুরাপানোন্মত্ত; মদ্যপ; সুরাপায়ী। দেশজ। বিণ; পু। স্ত্রী, মাতালনী।

মাতুঃষসা (—ষৃ), মাতুঃস্বসা (—স্বৃ)—মাতৃভগিনী, মাসী। অলুক্ ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মাতুল—মাতার ভ্রাতা, মামা। মাতৃ (মাতা)+ডুল। সং; পু।

মাতুলপুত্র—মামাত ভাই, মামার ছেলে। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী মাতুলপুত্রী।

মাতুলা, মাতুলানী, মাতুলী—মাতৃভ্রাতার ভার্য্যা, মামী। মাতুল+আ, আনী, ঈপ্, পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

মাতুলালয়—মাতুলগৃহ, মামার বাড়ী। মাতুলের আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

মাতুলাশ্রম—মাতুলালয়। ৬তৎ। সং; পু।

মাতুলী—মাতুলা দেখ।

মাতৃক—মাতৃসম্বন্ধীয়। মাতৃ (মাতা)+কণ্, ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাতৃকা।

মাতৃকা—১। মাতৃসম্বন্ধীয়া। মাতৃক দেখ। মাতৃক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জননী, মাতা; ধাত্রী, ধাই; মাতামহী; অ, আ,

ক, খ প্রভৃতি বর্ণ; স্বর; করণ; গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা,—এই ১৬ দেবী। সং; স্ত্রী।

মাতৃঘাতক—মাতৃহন্তা, মাতৃহত্যাকারী, মাতার প্রাণনাশক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —ঘাতিকা।

মাতৃঘাতী (—ঘাতিন্)—মাতৃঘাতক (তাহা দেখ)। মাতৃ—হন্+ঘিনুণ্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ঘাতিনী। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মাতৃপূজা—মাতার অর্চনা, মাতার সেবা।

মাতৃবন্ধু—মাতার পিতৃস্বসৃপুত্র (পিসতুতো ভাই), মাতার মাতৃস্বসৃপুত্র (মাসতুতো ভাই) মাতার মাতুলপুত্র (মামাতো ভাই),—ইহারা মাতৃবন্ধু। ৬তৎ। সং; পু।

"মাতুঃপিতুঃস্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥"

মাতৃবান্ধব—মাতার মাতা পিতা ভ্রাতা, মাতার ভ্রাতৃপুত্র, মাতার পিতৃসহোদর,—ইঁহারা মাতৃবান্ধব। ৬তৎ। সং; পু।

"মাতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা মাতুর্ভ্রাতুঃ সুতাস্তথা।
মাতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥"

মাতৃভক্ত—মাতার প্রতি ভক্তিমান্, মাতার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

মাতৃভক্তি—মাতার প্রতি ভক্তি, মাকে শ্রদ্ধা করা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

মাতৃরিষ্টি—যোগবিশেষ। মাতার রিষ্টি (অশুভ) যাহাতে, বহু। সং; পু বা স্ত্রী। জাত বালকের জন্মলগ্নের চতুর্থ স্থানে বলবান্ পাপগ্রহ এবং ঐ পাপগ্রহের কেন্দ্রস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, অথবা জন্মলগ্নের ৪র্থ, ৭ম, ১০ম, ৫ম বা ৯ম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, এবং পাপগ্রহযুক্ত শুক্রের ৪র্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে ও তিনটি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট চন্দ্রের ৬ষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতৃরিষ্টি হয়। মাতৃরিষ্টিতে জাত বালকের মাতার মৃত্যু হয়।

মাতৃবিয়োগ—মাতার মৃত্যু। ৬তৎ। সং; পু।

মাতৃশ্রাদ্ধ—মাতার শ্রাদ্ধ, মৃতা মাতার উদ্দেশে দানাদি কার্য্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মাতৃষসা (—ষসৃ)—মাতার ভগিনী, মাসী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মাতৃষসেয়—মাতৃষসার পুত্র, মাসতুতো ভাই। মাতৃষসৃ শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রী মাতৃষসেয়ী।

মাতৃষস্রীয়, মাতৃষস্রেয়—মাতৃষসার পুত্র, মাসতুতো ভাই। মাতৃষসৃ শব্দ+ঈয়, ঢেয়, অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাতৃষস্রীয়া, মাতৃষস্রেয়ী। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মাতৃসেবা—মাতার পরিচর্য্যা, মাতার আরাধনা।

মাতৃস্তন্য—মাতার স্তনদুগ্ধ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মাতৃস্তোত্র—মাতার স্তুতি; স্তববিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মাতৃহত্যা—মাতৃবধ, জননীর প্রাণনাশ। মাতার হত্যা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মাতৃহন্তা (—হন্তৃ)—মাতৃহত্যাকারী, মাতৃঘাতী, জননীর প্রাণনাশক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —হন্ত্রী।

মাতৃহীন—মৃতমাতৃক, যাহার মাতা মরিয়া গিয়াছে। মাতার দ্বারা হীন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাতৃহীনা।

মাতোয়ারা, মাতোয়ালা—মত্ত, মাতাল। হিন্দী। বিণ।

মাত্র—১। সাকল্য; অবধারণ। মা (পরিমাণ করা)+ত্র ভা। সং; ক্লী। ২। কেবল; তৎক্ষণে। দেশজ।

মাত্রা—১। পরিমাণ; অক্ষরাংশবিশেষ; (ব্যাকরণে) বর্ণোচ্চারণকাল, যথা—হ্রস্ব স্বরের একমাত্রা ও দীর্ঘস্বরের দুই মাত্রা; (সঙ্গীতে) হস্তের একবার পতন ও উত্থান কাল—ইহা দ্রুত ও বিলম্বিত ভেদে দুই প্রকার; কর্ণভূষণ; ইন্দ্রিয়; সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ; ধন। মা (পরিমাণ করা)+ত্র ণ+আপ্। ২। অবিচ্ছেদ। মা+ত্র ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

মাত্রাস্পর্শ—রূপরসাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মাৎসর্য্য—পরশ্রীকাতরতা। মৎসর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

মাথট—জমিদারের বাজে খরচের জন্য প্রজাদের নিকট চাঁদাস্বরূপে সংগৃহীত অর্থ। বৈদেশিক। সং।

মাথা—শির; মস্তিষ্ক, বুদ্ধি; উপরিভাগ; সারাংশ। মস্তক শব্দের অপভ্রংশ।

মাথাধরা—শিরঃপীড়া। দেশজ। সং।

মাথাব্যথা—শিরঃশূল; বেদনা, সহানুভূতি; আগ্রহ, গরজ। দেশজ। সং।

মাথুর—১। মথুরাসম্বন্ধীয়; মথুরা হইতে আগত। মথুরা শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাথুরী। ২। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাঘটিত ব্যাপারের গীত। সং; ক্লী।

মাদক—১। মত্ততাকর। ণিজন্ত মদ—মাদি (মত্ত করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাদিকা। ২। মত্ততাজনক দ্রব্য, মদ্যাদি। সং; পু বা ক্লী।

মাদকতা—মত্ততাকরত্ব, মাতাল করা। মাদক+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

মাদকসেবী (—সেবিন্)—মত্ততাজনক পদার্থ সেবনকারী, নেশাখোর। মাদক—সেব (সেবা করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মাদকসেবিনী।

মাদন—১। মত্ততাজনক, মাদক; হর্ষজনক। ণিজন্ত মদ=মাদি (মত্ত করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাদনা। ২। লবঙ্গ। সং; ক্লী। ৩। ধুতুরা। ৪। কামদেব; মদন বৃক্ষ। মদন+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

মাদল—পটহ বিশেষ; সাঁওতালী ঢোলক। মর্দ্দল শব্দের অপভ্রংশ।

মাদার—১। বৃক্ষবিশেষ; তাহার ফল, ডেহুয়া বা ডেলো। মাদার শব্দের অপভ্রংশ। ২। মাতা, মা। ইং (mother)। ৩। মুসলমানী পর্ব্ববিশেষ। বৈদেশিক। সং।

মাদী—স্ত্রী, স্ত্রীজাতীয়। বৈদেশিক।

মাদুর—তৃণাসনবিশেষ, মাজুরি। দেশজ। সং।

মাদুরা—মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত একটি জেলা ও সহর। জেলাটি অতীব প্রাচীনকাল হইতে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। এই জেলায় পাণ্ড্যরাজগণ খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর অন্তিমভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মাদুরার সংস্কৃত নাম মধুরা। আনুমানিক ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত 'মধুরা স্থল পুরাণ' নামক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পাণ্ড্যরাজগণের শেষ রাজা সুন্দর পাণ্ড্য (তামিল নাম কুল পাণ্ড্য) জৈনগণের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং চোলরাজ্য নিজাধিকারে আনেন। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে মুসলমানগণ মাদুরা অধিকার করে। ইহার পরে এই জেলা বিজয়নগরের হিন্দু রাজার অধীন হয়। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বনাথ নামক এক ব্যক্তি শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া বিজয়নগররাজকর্তৃক মাদুরায় প্রেরিত হন। উত্তরকালে ইনি নায়ক বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনভাবে মাদুরায় রাজত্ব করেন। নায়ক-রাজগণের মধ্যে তিরুমল্ল সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইনি ১৬২৩ খ্রীঃ হইতে ১৬৫৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার লোকান্তর গমন ঘটিলে মাদুরা রাজ্য খণ্ডীকৃত হইয়া যায়। ১৭৪০ খৃঃ রাজ্যটি চান্দা (বা চাঁদ) সাহেবের হস্তে যায়। ১৭৬২ খৃঃ কর্ণাটের নবাবের পক্ষ হইতে ইংরাজ এই স্থান শাসন করেন, ১৮০১ খৃঃ নবাব ইংরাজকে রাজ্যের স্বত্ব প্রদান করেন।

মাদুরা জেলার ভাষা সাধারণতঃ তামিল। এই জেলায় যে কয়েকটি প্রধান সহর আছে, তন্মধ্যে রামনাদ অন্যতম। রামনাদের রাজগণ সেতুপতি নাম ধারণপূর্ব্বক পুরুষানুক্রমে রামেশ্বর মন্দিরের রক্ষক (রামেশ্বর দেখ)। ডিণ্ডিগুল নামক সহরে বহুপরিমাণে তামাকের চাষ হয়; এই তামাক ত্রিচিন পল্লীতে নীত হইয়া চুরুট আকারে

পরিণত হয়। তিরুমল্ল যে সময়ে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে রোমান ক্যাথলিক যাজকগণ মাদুরায় আগমন করিয়া বহুসংখ্যক অধিবাসীকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। যাজকগণের মধ্যে রবার্ট ডি নোবিলিস (Robert de Nobilis) সর্ব্বাপেক্ষা দেশীয়গণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ইনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিতেন, এবং তামিল ভাষায় সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারই সময়ে প্রায় ১০ লক্ষ লোক খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ১৬৬০ খৃঃ ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার পরে জন ডি ব্রিটো (John de Britto) নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ যাজক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৬৯৩ খৃঃ রামনাদের রাজার আদেশে ইনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইঁহার পরে বেস্‌চী (Beschi) নামক যাজক আগমন করেন। ইনি তামিল ভাষার ব্যাকরণ সর্ব্বপ্রথমে সঙ্কলন করেন।

মাদুরা সহর ভাগৈ নদীর কূলে অবস্থিত। নগরস্থিত দেবালয় আয়তনে, অলঙ্কারসম্পদে ও শিল্পনৈপুণ্যে দক্ষিণ ভারতে অতুলনীয়। দেবালয়ের প্রধান মূর্ত্তি সুন্দরস্বামী বা সুন্দরেশ্বর। ইঁহার মন্দিরের সন্নিকটে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। দেবালয়ের পরিমাণ উত্তর দক্ষিণে ৮৪৭ ফুট এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭৪৪ ফুট। নয়টি সু-উচ্চ ও নানা দেবমূর্ত্তি সমন্বিত গোপুর ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। "সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ" দেবালয়ের প্রধান দর্শনীয় বস্তু। মণ্ডপটি ৯৯৭ স্তম্ভযুক্ত। বিশ্বনাথ নায়কের সেনাপতি ও মন্ত্রী আর্য্য নায়ক (বা নায়ক মুধালী) এই সুবৃহৎ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিরুমল্ল নায়ক নির্ম্মিত প্রাসাদ অদ্যাপি অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান। বসন্ত বা পুঠু মণ্ডপ, দৃশ্য বস্তুর হিসাবে প্রাসাদের অব্যবহিত নিম্নস্থানীয়। সুন্দরেশ্বর দেবের গ্রীষ্মাবাস স্বরূপে এই মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিরুমল্ল টেপ্প কুলম নামক বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এই জলাশয়টি সমচতুষ্কোণ; ইহার প্রত্যেক দিক ২৪০০ হস্ত পরিমিত। জলাশয়ের মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ; তদুপরি একটি উচ্চ মন্দির। বৎসরে একদিন টেপ্পম (নৌকাবিশেষ) সহযোগে দেবালয়ের মূর্ত্তিগুলি জলাশয়ের চারিদিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনা হয়; সেই উপলক্ষে জলাশয়ের চারি তীরে লক্ষ প্রদীপ প্রজ্বালিত হয়।

মাদুলী, মাদলী—গলার মর্দ্দলাকার স্বর্ণভূষণবিশেষ; ধাতুময় মর্দ্দলাকার কবচ। দেশজ।

মাদৃক্ (মাদৃশ্)—মৎসদৃশ, আমার তুল্য। অস্মদ্—দৃশ্+কিপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মাদৃক্ষ—মৎসদৃশ, আমার তুল্য। অস্মদ্ (আমি) —দৃশ্ (দেখা)+সক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মাদৃশ—মৎসদৃশ, আমার তুল্য। অস্মদ্—দৃশ্ +টক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাদৃশী।

মান্দ্রাজ—একটি প্রদেশ ও নগর। সরকারী ভাষায় ইহার নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ। প্রদেশটি ২৪ জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলা জনৈক কলেক্টারের অধীন। অন্যান্য প্রদেশে কয়েকটি জেলা লইয়া এক একটি ডিভিসন বা বিভাগ গঠিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা নাই। দক্ষিণ ভারতের প্রধান তিনটি নদী—গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী পশ্চিম ঘাটে উৎপন্ন হইয়া এই প্রদেশ-মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রধানতঃ ৫টি ভাষা প্রচলিত— তেলেগু, তামিল, মলয়লম, কানাড়ী ও তুলু। হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও লিঙ্গায়েতের সংখ্যা অধিক। মান্দ্রাজে খৃষ্টানের সংখ্যা যত, ভারতের আর কোন প্রদেশে তত দৃষ্ট হয় না। এখানে মুসলমানগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত,—লব্বই, মপ্‌লা, আরবসেথ, সৈয়দ, পাঠান ও মোগল। লব্বইগণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদিগের বংশধর, আর মপ্‌লাগণ মুসলমানীকৃত মলয়লমদিগের সন্তান। এ প্রদেশে নম্বুদ্রী নামধেয় ব্রাহ্মণবিশেষ দৃষ্ট হয়। আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে কন্ধ, শবর ও তোডার সংখ্যাই অধিক। এই প্রদেশে ইংরাজ সর্ব্বপ্রথমে মসুলিপাটাম নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন (১৬১১ খৃঃ অঃ)। ফরাসীরা ১৭৬২ খৃঃ অঃ পণ্ডিচেরী ক্রয় করে। তখন উভয় জাতি মিলিয়া মিশিয়া আপন আপন বাণিজ্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে যখন ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন ভারতেও উভয় জাতির মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। ১৭৪৬ খৃঃ মান্দ্রাজ প্রদেশ ফরাসীরা অধিকার করে। ইউরোপে আই-লা-স্যাপেল (Aix-la-chapelle) নামক স্থানে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে মান্দ্রাজ আবার ইংরাজের হাতে আসে। কিন্তু পরস্পর মধ্যে ঈর্ষ্যা হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফরাসী-নায়ক ডুপ্লে (Dupleix) প্রবল হইয়া উঠিলে, ১৭৫১ খৃঃ ক্লাইভ আরকট সহর রক্ষা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেন। ইহার পরে হায়দার আলী ও তৎপুত্র টিপুসুলতান ইংরাজদিগকে কয়েক বৎসর ধরিয়া কষ্ট দিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ টিপুর পতনে সেই কষ্টের অবসান হয়। তাহার পরে ক্রমশঃ কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ইংরাজের হস্তে আসিলে পর বর্ত্তমান প্রদেশটি গঠিত হয়।

১৬৪০ খ্রীঃ মান্দ্রাজ সহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ফ্রান্সিস ডে নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী জনৈক দেশীয় রাজার নিকট এই স্থানটি গ্রহণ করিবার অনুমতি পান। অচিরেই এইখানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। দুর্গের নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ। মান্দ্রাজ পূর্ব্বে যবদ্বীপস্থ বাণ্টাম সহরের উপনিবেশের অধীন ছিল। ১৬৫৩ খ্রীঃ মান্দ্রাজ স্বাধীন প্রদেশ বলিয়া আখ্যাত হয়। ১৭০২ খ্রীঃ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দাযুদ খাঁ কয়েক সপ্তাহের জন্য সহর অধিকৃত করেন। ফরাসীগণের এবং হায়দার আলীর সৈন্যগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার পরে সহর আর বহিরাক্রমণে কষ্ট পায় নাই। সহরটি প্রধানতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে জর্জ্জ টাউনই বিষয়কার্য্যের স্থল। এই অংশ পূর্ব্বে ব্ল্যাক টাউন নামে অভিহিত ছিল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন যুবরাজরূপে ১৯০৬ খৃঃ এই সহরে পদার্পণ করেন, সেই সময় হইতে সহরের এই অংশের নাম জর্জ্জ টাউন রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। অপর একটি অংশে গবর্ণমেণ্ট হাউস ও দুর্গ প্রভৃতি বিদ্যমান। [শিক। সং।

মাদ্রাসা—মুসলমানদিগের উচ্চবিদ্যালয়। বৈদে-

মাদ্রী—মহারাজ পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী। মদ্র দেশাধিপতির কন্যা বলিয়াই ইঁহার নাম মাদ্রী। মদ্র+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ইঁহার নকুল ও সহদেব নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, মাদ্রী পুত্র দুইটিকে সপত্নী কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামীর চিতানলে দেহত্যাগ করেন।

মাধব—১। বিষ্ণু। মা'র (লক্ষ্মীর) ধব (পতি), ৬তৎ। ২। বসন্তকাল; মধুকবৃক্ষ; বৈশাখ মাস। মধু+ষ্ণ। সং; পুং।

মাধবদাস বাবাজী (মাধো বাবাজী)—জনৈক সাধুপুরুষ। ইঁহার পিতা চৈতন্যদেবের শিষ্য ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশজাত, এবং মাতা চৈতন্যদেবের বংশজাতা ছিলেন। ইঁহার পিতা সাধুচরণ একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। সাধুচরণের দুই বিবাহ। সাধুচরণ দ্বিতীয়া স্ত্রী ও শিশুকন্যাসহ তীর্থ যাত্রা করিয়া আর দেশে ফিরিলেন না, প্রয়াগে রহিয়া গেলেন। এইখানে ১৮২৪

খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে মাধবদাসের জন্ম হয়। মাধবদাস নামক জনৈক সাধুর উপদেশে সাধুচরণ পুত্রের নাম মাধবদাস রাখিয়াছিলেন।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে মাধবদাস প্রথমে মহঙ্গু নামক এক হিন্দুস্থানী গুরুমহাশয়ের নিকট, পরে মাধবদত্ত নামক জনৈক বাঙ্গালীর নিকট বাল্যশিক্ষা শেষ করেন। এই সময়ে এলাহাবাদে উচ্চশিক্ষার উপযোগী একটী ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধবদাস ১৮৩৩ খৃঃ এই স্কুলে প্রবিষ্ট হন। অধ্যাপক লুইস সাহেব ইঁহার সত্যবাদিতা, সরলতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। বাল্যে ইনি সাতিশয় দুরন্ত ছিলেন, এজন্য সময়ে সময়ে মাতাপিতার নিকট যথেষ্ট শাস্তি পাইতেন।

মাধবদাসের বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলেও মহাপ্রাণা জননীর যত্নে এবং সদুপদেশে মাধবদাসের পবিত্র জীবন গঠিত হইয়াছিল।

মাধবদাস লুইস সাহেবের নিকট ৮ বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও বীজগণিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌ মানমন্দিরের রাজ-জ্যোতির্বিদ্ কর্ণেল উইলকক্স সাহেব লুইস সাহেবের নিকট তিনজন প্রতিভাবান্ ছাত্র প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। লুইস সাহেব আর দুই জন ছাত্রের সহিত মাধবদাসকেও তথায় প্রেরণ করেন। মাধবদাস ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২০ বৎসর বয়সে এই কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪৯ খৃঃ পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত উহা সম্পাদন করেন। এই সময়ে নবাব ওয়াজীদ আলিশাহ মানমন্দিরের কার্য্য স্থগিত রাখিলে ইনি কিছুদিন বেগমের কুটীতে, পরে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে ট্রেজারিতে কাজ করেন। এই সময়ে ইঁহার বেতন মাসিক ৭০৲ টাকা হইয়াছিল। এই সময়ে এখানে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ইনি গুপ্তস্থানে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করেন।

এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির অবস্থান করিতেন। ইঁহাদের অনেকেই যোগী ও বাক্‌সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে আজমসাহ নামক এক ফকির ছিলেন। মাধবদাস ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইঁহার নিকট অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিতেন। চৌধুরীসাহ নামক ফকিরের নিকট ইনি যোগ শিক্ষা করেন। চুপসাহ (ইনি মৌলবী ছিলেন) মাধবদাসকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। মুসলমান হইলেও ইঁহারা সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিলেন। মাধবদাস ইঁহাদের সাহচর্য্যে থাকিয়া আত্মজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিলেন। এই সময়ে ইনি পেন্‌সন লইয়া কার্য্য ত্যাগ করিলেন। তাঁহার আর বাটীতে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আজমসাহ তাঁহাকে জননীর সেবা করিবার জন্য বাটীতে ফিরিবার আদেশ করিলেন। অগত্যা মাধবদাস পুনরায় এলাহাবাদ আসিলেন।

ইহার পুর্ব্বেই ১৭ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহার পত্নী একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের কন্যা। বিবাহের কিছুদিন পরে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কয়েক বৎসর পরে ইঁহার পত্নীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। পুত্রটীও দ্বাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, আর কখন ফিরিয়া আসে নাই।

মাধবদাস সংসারের কর্ম্মকোলাহল হইতে অবসৃত হইয়া আপনার শান্তিময় কুটীরে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। এই কুটীরই "মাধো কুঞ্জ" নামে পরিচিত। ইনি সকল ধর্ম্মেরই আলোচনা করিতেন, এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ইঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইত। ইনি বেদের সহিত বাইবেল ও কোরাণেরও সম্যক্ চর্চ্চা করিতেন। বহু হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান ইঁহার শিষ্য ছিল। জন জেম্‌স্ স্যামুয়েল, উকীল মিঃ সিমিয়নের পিতা ইঁহার শিষ্য ছিলেন। জেমস্ সাহেব চার্চ্চের ভজনায় যোগ দিতেন, আবার বাবাজীর চরণপ্রান্তে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ এবং নিয়মিত তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করিতেন। মাধবদাসের হিন্দু ও মুসলমান ভক্তের সংখ্যা অসংখ্য। তৎকালীন বহু যোগী ও সাধুপুরুষ—হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মালোচনার জন্য মাধোকুঞ্জে উপস্থিত হইতেন। বিখ্যাত কর্ণেল অলকট সাহেব মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকদিন আশ্রমে অবস্থান এবং ধর্ম্মালাপ ও সংকীর্ত্তন করেন। স্বামী বিবেকানন্দও ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের শিষ্যগণ, কাশীর মাতাজী, কাবুলের প্রসিদ্ধ ফকির আখোজী ও আমীর আহসান শাহ,রোদৌলী সরিফের সাহজাদা, কাশীর রাজা, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ও সাধু তাঁহার দর্শনলাভের জন্য এলাহাবাদে আসিতেন। মাধবদাস কখনও কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর অনেকবার ইঁহার মাসিকবৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে উদ্যত হন, কিন্তু ইনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। একবার কাশীর রাজা আশ্রমে আসিবার সংবাদ পাঠাইলে বাবাজী বলিয়া দেন, "যদি তিনি আসিয়া কিছু দান না করেন তাহা হইলে আসিতে পারেন।" ইনি একান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন; মাতার নিকটই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা সাধু সমাগম, অতিথি সৎকার, সংকীর্ত্তন, কাঙ্গালী ভোজন, শাস্ত্রালাপ প্রভৃতি দ্বারা মাধোকুঞ্জ সর্ব্বদা আনন্দময় হইয়া থাকিত।

ইঁহার হিন্দুভক্তগণ ইঁহাকে পরম হিন্দু, মুসলমান ভক্তগণ ইঁহাকে সুফী বলিয়া জানিত।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন মধ্যাহ্নকালে বাবাজীর দেহত্যাগ হয়। প্রথমে হিন্দু-ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া ইঁহার দেহ লইয়া গঙ্গাভিমুখে গমন করে। অর্দ্ধপথে মুসলমান ও খৃষ্টান ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হয়, এবং সকলে মিলিয়া সাধুপুরুষের পবিত্র দেহ জাহ্নবীর পবিত্র নীরে বিসর্জ্জন করিয়া আইসে।

ইঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল। মাতা মৃত্যুকালে ইঁহার উপর জপমালা ও রাধাশ্যামের পূজার ভার দিয়া যান। ইনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সযত্নে মাতার আদেশ পালন করেন।

ইনি সকল ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়া The Unitarian নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মভট্ট ব্রজেশ পসাদ নামক জনৈক কবি ইঁহার মাহাত্ম্য ও জীবনী বর্ণনা করিয়া হিন্দী ভাষায় "মাধবদাস" নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

মাধবপ্রিয়া—লক্ষ্মী, কমলা। ৬৩৫। সং; স্ত্রী।

মাধব রাও (রাজা—স্যার), ট্যাঞ্জোর (Raja Sir Tanjore Madhav Rao)—ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। ইনি ১৮২৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। মান্দ্রাজে শিক্ষিত হইয়া এবং কয়েকটী নিম্নশ্রেণীর পদে কার্য্য করিয়া ইনি ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রাজবর্ম্মার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান পদে উন্নীত হন। এই পদে ইঁহার পিতা ও পিতৃব্য পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭২ খৃঃ রাজার সহিত মতভেদ উপস্থিত হইলে ইনি প্রচুর মাসিক বৃত্তি পাইয়া কর্ম্মত্যাগ করেন। পর বৎসর ইনি হোলকারের দেওয়ানস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ইন্দোর রাজ্যের বিবিধ উন্নতি-

সাধন করেন। ১৮৭৫ খৃঃ বরোদার মহলার রাও নামক গাইকোবাড়ের রাজ্যচ্যুতি ঘটলে মাধব রাও বর্ত্তমান গাইকোবাড়ের দেওয়ান ও প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা (Regent) পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার কার্য্যকালে বরোদার শাসনপ্রণালীর বিবিধ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারি ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খৃঃ মাসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণ পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া বরোদার রাজকার্য্য হইতে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ ইনি Hints on the training of native children নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রেল ইনি মান্দ্রাজে দেহত্যাগ করেন। বাল্যে গণিত ও বিজ্ঞানে এবং যৌবনে ও প্রৌঢ়ে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে ইনি অসাধারণ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন

মাধবাচার্য্য—বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রার তটবর্ত্তী পম্পানগরী ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বিজয়নগররাজ বুক্কন রায়ের প্রধান মন্ত্রী ও গুরু ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম সায়ণ এবং মাতার নাম শ্রীমতী। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নামও সায়ণ। এই সায়ণাচার্য্যই চারিবেদের ভাষ্যকার। মাধবাচার্য্য পরাশর সংহিতার 'পরাশর মাধব' নামে একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রণীত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ একখানি বিখ্যাত দর্শনগ্রন্থ। ইহা ভিন্ন ইনি আরও শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার চেষ্টায় ভারতের অনেক স্থানে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।

মাধবি—মাধবে, বৈশাখে। প্রা, ক।

মাধবী—স্বনামখ্যাত লতা; তুলসী; মদিরা; কুট্টনী। মধু+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মাধাই—১। মাধব। প্রা, ক। সং। ২। নদীয়ানিবাসী। মাধাই প্রথমাবস্থায় ঘোর পাষণ্ড ছিল এবং নিরীহ লোকদিগের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিত। শান্তপ্রকৃতি বৈষ্ণব দেখিলে, মাধাই সুরাপানে মত্ত হইয়া ভ্রাতা জগাইএর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিত। ইহারা একদিন সাধু হরিদাস ও নিত্যানন্দকে মারিবার জন্য তাড়া করিয়াছিল। আর এক দিন নিত্যানন্দ নগরভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে জগাই মাধাই তাঁহাকে দেখিতে পাইল, এবং মাধাই কলসীর কাণা ফেলিয়া তাঁহার মস্তকে প্রহার করিল। মস্তক ফুটিয়া দর দর ধারে শোণিত ছুটিল। মাধাই তাহার উপর পুনরায় প্রহার করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু জগাই ভ্রাতাকে নিবারণ করিয়া রাখিল। সংবাদ পাইয়া চৈতন্যদেব সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। হরিনামসুধারসে পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। চৈতন্যের কৃপায় জগাই ভক্তগণমধ্যে পরিগণিত হইলেন। নিত্যানন্দ মাধাইকে ক্ষমা করিলেন এবং হরিনাম জপ করিতে উপদেশ দিয়া উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন। অতঃপর জগাই মাধাই হরিভক্ত হইয়া প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের আদেশে মাধাই প্রতিদিন গঙ্গাতীরে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে ক্রমে হরিনামের গুণে মাধাই পরম সাধু বৈষ্ণবরূপে পরিণত হইয়া হরিসাধন করিতে লাগিলেন।

মাধুকরী—পঞ্চগৃহে ভিক্ষা। মধুকর+ষ্ণ+ঈপ্; অর্থাৎ মধুকরের ন্যায় বৃত্তি। সং; স্ত্রী।

মাধুরী—মধুরতা, মিষ্টতা; শোভা, সৌন্দর্য্য; মদ্য। মাধুর+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মাধুর্য্য—মধুরতা, মিষ্টতা; শোভা, সৌন্দর্য্য; লাবণ্য; কাব্যের গুণবিশেষ [কাব্যরস দেখ]। মধুর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

মাধ্যন্দিন—১। দিবসের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন। মধ্যন্দিন+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। দিবসের মধ্যভাগ-সম্বন্ধীয়, মাধ্যাহ্নিক। মধ্যন্দিন+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাধ্যন্দিনী।

মাধ্যন্দিন রেখা—সূর্য্যের মধ্যাহ্নকালীন গমনপথসূচক রেখা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মাধ্যন্দিনী—১। মাধ্যাহ্নিকী। মাধ্যন্দিন দেখ। মাধ্যন্দিন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শাখাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মাধ্যস্থ—মধ্যস্থতা; মধ্যবর্ত্তিতা; সালিসি; ঔদাসীন্য। মধ্যস্থ+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

মাধ্যাকর্ষণ—পৃথিবীর যে আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে বস্তুসকল ভূমিতে পতিত হয় (Gravitation)। এই শক্তি পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যস্থ বিন্দু হইতে কার্য্যকরী হয় বলিয়া পৃথিবীর এই আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলে।

মাধ্যাহ্নিক—মধ্যাহ্নকালীন, দিবা দ্বিপ্রহর-সম্বন্ধীয়। মধ্যাহ্ন শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাধ্যাহ্নিকী।

মাধ্বী—মধু হইতে প্রস্তুত সুরা; দ্রাক্ষা। মধু+ষ্ণ ভবার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মাধ্বীক—মধু হইতে উৎপন্ন মদ্য; দ্রাক্ষামদ্য; মধু। মাধ্বী+কণ্। সং; ক্লী।

মান—১। দাঁড়ী তুলাদি দ্বারা পরিমাণ, হস্তাদি দ্বারা মাপকরণ, ওজনকরণ। মা (পরিমাণ করা)+অনট্ ভা। ২। পরিমাণসাধন, যাহা দ্বারা মাপ বা ওজন করা যায় (পাত্রাদি); প্রমাণ; (সঙ্গীতে) তালের বিরামস্থান, ইহা সম, বিষম, অতীত ও অনাঘাত ভেদে চারি প্রকার। মা+অনট্ ণ। সং; ক্লী। ৩। সম্মান, পূজা। মান্ (পূজা করা)+অল্ ভা। ৪। ক্রোধ; অভিমান; গর্ব্ব; অহঙ্কার; প্রণয়ীর অপরাধদর্শনে কোপ; ইহা তিন প্রকার—লঘু, মধ্যম ও গুরু। যাহা সহজে অপনীত হয় তাহা লঘু, যাহা কষ্টে অপনীত হয় তাহা মধ্যম, এবং যাহা অতি ক্লেশে অপনয়ন করা যায় তাহা গুরু; লঘু মান কল্পিত কৌতূহলাদি দ্বারা অপনীত হয়, মধ্যম মান শপথাদি দ্বারা এবং গুরু মান চরণধারণাদি দ্বারা অপনীত হইয়া থাকে। মন্ (বোধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ৫। মানকচু। মানক শব্দের অপভ্রংশ। সং। ৬। মানে। প্রা, ক। ক্রি।

মানক—মাণক দেখ।

মানকচু—বিশালপত্র এবং সুদীর্ঘ স্থূল কন্দবিশিষ্ট কচু। দেশজ। সং।

মানকলি—অভিমানজনিত কলহ। মান জন্য যে কলি (কলহ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মানচিত্র—ভূচিত্র, স্থানবিশেষের পরিমাণানুসারে অঙ্কিত প্রতিরূপ (Map)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মানৎ—মানসিক, দেবতার কৃপালাভার্থ মনে মনে অঙ্গীকার,মানিত বলি। দেশজ। সং।

মানদ—সম্মানদাতা; মানরক্ষাকারী। মান—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মানদা।

মানদণ্ড—পরিমাণদণ্ড, মাপবাড়ি, মাপকাঠি। ৬তৎ। সং; পু।

মানন, মাননা—আদরকরণ; সম্মানকরণ। মান্ (পূজা করা)+অনট্ ভা; ২য় পক্ষে ...+অন ভা+আপ্। সং; ক্লী ও স্ত্রী।

মাননীয়—পূজনীয়, সম্মানার্হ, মান্য। মান্ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি স্ত্রী মাননীয়া।

মানভঞ্জন—অভিমাননিরসন। মান ভাঙ্গা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মানমন্দির—পর্য্যবেক্ষণিকা, গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার গৃহ (Observatory)। মানের নিমিত্ত মন্দির, ৪তৎ। সং; ক্লী।

মানব—মনুজ, মনুষ্য, মানুষ। মনু+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রী মানবী।

মানবলীলা—মনুষ্যের লীলা, মনুষ্যের সাংসারিক কার্য্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মানবলীলাসংবরণ—মনুষ্যলীলার সমাপ্তি,মৃত্যু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মানববিগ্রহ—মনুষ্যগণের সহিত যুদ্ধ; মনুষ্যদেহ। ৬তৎ। সং; পু।

মানবসমাজ—দলবদ্ধ মনুষ্য; মনুষ্যসমূহ। তৎসম। সং; পু। [তৎসম। সং; স্ত্রী।
মানবহৃদয়—মনুষ্যের অন্তঃকরণ, মানুষের মনঃ।
মানবী—মানুষী, নারী। মানব+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [তৎসম। বিণ; ত্রি।
মানবোচিত—মনুষ্যযোগ্য, মানুষের উপযুক্ত।
মানস—১। চিত্ত, মনঃ; চিত্তবোধ, সঙ্কল্প, অভিপ্রায়, ইচ্ছা; হিমালয় প্রদেশস্থ সরোবর-বিশেষ, অধুনা ইহা তিব্বতদেশস্থ একটি হ্রদ বলিয়া কথিত। মনস্+ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। মনঃসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মানসী।
মানসজন্মা (—জন্মন্)—১। কন্দর্প, কাম, মদন। মানসে জন্ম যাহার, বহু। সং; পু। ২। মানসসরোবরজাত; মনোজাত। বিণ; পু বা স্ত্রী।
মানসনেত্র—মনশ্চক্ষুঃ, অন্তঃকরণরূপ নয়ন। রূপক। সং; ক্লী। [সং; পু।
মানসপট—চিত্তপট, অন্তঃকরণরূপ পট। রূপক।
মানসপূজা—মনঃকল্পিত দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করা, বাহ্য উপকরণ ভিন্ন কেবল মনে মনে পূজা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [ক্লী।
মানসমন্দির—মনোরূপ দেবালয়। রূপক। সং;
মানসম্ভ্রম—মানমর্য্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি। দ্বন্দ্ব। সং; পু। [সং; ক্লী।
মানসরাজ্য—অন্তঃকরণরূপ রাজ্য। রূপক।
মানসলোচন—মানসনেত্র, মনশ্চক্ষুঃ। রূপক। সং; ক্লী।
মানসসিদ্ধি—অভিলাষসিদ্ধি; মানসিক সফলতা। তৎসম। সং; স্ত্রী।
মানসালয়—হংস। মানস (সরোবর) আলয় যাহার, বহু। সং; পু।
মানসিংহ—বিখ্যাত রাজপুতবীর, অম্বরপতি বিহারী মল্লের পুত্র ভগবান্ দাস। মানসিংহ ভগবান্ দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভগবান্ দাস প্রখ্যাত মোগলসম্রাট্ আকবরের শ্যালক। আবার যুবরাজ সলিম (পরে জাহাঙ্গীর) মানসিংহের ভগিনীপতি। এইরূপ নিকট সম্বন্ধহেতু দিল্লীশ্বর মানসিংহকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তদ্ভিন্ন ইনি নিজ শৌর্য্য-বীর্য্যগুণেও সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইয়া একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় উদয়পুরের প্রখ্যাতনামা রাণা প্রতাপসিংহ অম্বররাজদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। একদা মানসিংহ প্রতাপসিংহের আলয়ে অতিথি হইলে প্রতাপ রাজপুতরীত্যনুসারে অতিথির আহারের সময় উপস্থিত না থাকিয়া আপনার পুত্রকে প্রেরণ করেন। ইহাতে মানসিংহ আপনাকে নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া মোগল-সৈন্যের অধিনায়করূপে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপকে পরাজিত করেন। [প্রতাপসিংহ দেখ]।
ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় ও অসাধারণ বীরত্বে সম্রাট্ অত্যন্ত প্রীত ছিলেন, এবং ইঁহাকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। আফগানেরা বিদ্রোহী হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সঙ্কটকালে ইনি কাবুলের শাসনকর্ত্তা হইয়া গমন করেন, এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। ইনি কিছুকাল দাক্ষিণাত্যেরও সুবাদার ছিলেন। বাঙ্গালার পাঠানেরা বিদ্রোহী হইলে আকবর মানসিংহকে বঙ্গরাজ্যের সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। ইনি উপর্য্যুপরি কয়েকবার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালায় শান্তিস্থাপন করেন। ইনি কোচ্‌বিহারের রাজাকেও পরাজিত করিয়া করপ্রদানে বাধ্য করেন। মানসিংহই প্রথম আকমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি উহার নাম রাজমহল হয়। ১৫৮৯ হইতে ১৬০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদারি করেন। পর বৎসর আকবরের মৃত্যু হয়, এবং মানসিংহের ভগিনীপতি সলিম "জাহাঙ্গীর" নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে যশোহরাধিপ প্রতাপাদিত্য প্রবল হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে দমন করিতে অপারক হইলে, জাহাঙ্গীর পুনরায় মানসিংহকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত ও বন্দী করেন। এই সময়ে ভবানন্দ নামক এক ব্যক্তি মানসিংহের সৈন্যের সাহায্য করায় মানসিংহ তাঁহাকে লইয়া দিল্লী উপস্থিত হন, এবং সম্রাট্‌কে অনুরোধ করিয়া ভবানন্দকে বাঙ্গালায় চৌদ্দপরগণার আধিপত্য ও "মজুমদার" উপাধি প্রদান করান।
মানসিক—১। মনঃসম্বন্ধীয়; মনোগত; আন্তরিক। মনস্+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মানসিকী। ২। দেবতার নিকট কোনও বস্তু উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প। দেশজ। সং।
মানসী—১। মনঃসম্বন্ধীয়া; মনোজাতা। মানস দেখ। মানস+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিদ্যাধরীবিশেষ। সং; স্ত্রী।
মানসৌকাঃ (—কস্)—১। হংস, হাঁস। মানস (সরোবরবিশেষ) হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহুব্রীহি। সং; পু। ২। মানসবাসী। বিণ; পু বা স্ত্রী।
মানহানি—মাননাশ, সম্মান নষ্ট করা, সম্ভ্রমের ক্ষতি। তৎসম। সং; স্ত্রী।
মানা—১। বারণ, নিষেধ। সং। ২। মান্য করা, গ্রাহ্য করা, গণ্য করা; পালন করা, অনুবর্ত্তন করা; স্বীকার করা; নাম নির্দ্দেশ করা; মনে করা; বোধ করা। দেশজ। ক্রি।
মানান—১। মানা ক্রিয়া করান, মান্য করান, স্বীকার করান; শোভা পাওয়া, ভাল দেখান, যথোপযুক্ত হওয়া। ক্রি। ২। উপযুক্ত পরিমাণ; শোভমান অবস্থা; যথাযোগ্যতা। সং। ৩। উপযুক্ত পরিমাণ-বিশিষ্ট; যথোপযুক্ত। দেশজ। বিণ।
মানানসই—যথোপযুক্ত পরিমাণবিশিষ্ট, সৌষ্ঠব-সম্পন্ন; যথাযোগ্য। দেশজ। বিণ।
মানিত—১। সম্মানিত; পূজিত। মান্ (পূজা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মানিতা। ২। যাহাকে মানা হইয়াছে, যাহার নাম করা হইয়াছে, যেমন 'মানিত' সাক্ষী। দেশজ।
মানিতা—১। সম্মানিতা, পূজিতা। মানিত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মানিত্ব। মানিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
মানী (মানিন্)—অভিমানী; মান্য; মনস্বী। মান+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী মানিনী।
মানুখ—মানুষ, মনুষ্য। প্রা, ক। সং।
মানুষ—মনুষ্য, মানব। মনু+ষ্ণ, সুক্ আগম। সং; পু। স্ত্রী মানুষী।
মানুষঘাতী (—ঘাতিন্)—নরহন্তা। মানুষ—হন (বধ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মানুষঘাতিনী।
মানুষিক—মানুষসম্বন্ধীয়; মানবীয়; লৌকিক। মানুষ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মানুষিকী।
মানুষ্য—মনুষ্যত্ব, মনুষ্যের ধর্ম্ম; মানবশরীর। মানুষ শব্দ+ষ্য। সং; ক্লী।
মানে—অর্থ, শব্দার্থ; অভিপ্রায়। দেশজ। সং।
মানোয়ারী—যুদ্ধ-জাহাজ। ইং (man-of-war)। সং।
মান্ত্রিক—মন্ত্রকারক; মন্ত্রজ্ঞ। মন্ত্র শব্দ+ষ্ণিক তৎকৃতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মান্ত্রিকী।
মান্দা, মাঁদা—গুচ্ছ, গোছা, তাড়া; মন্দগতি, মন্দবুদ্ধি; বৃক্ষে জলসেচনের আলবাল বা থানা; দ্রোণীযন্ত্রে জলসেচনার্থে যে স্থান হইতে জল তুলা হয় সেই থানা বা গর্ত্ত। প্রাদেশিক। সং।
মান্দার—ডেফুয়া ফল বা তাহার বৃক্ষ, মাদার। দেশজ। সং।
মান্দ্য—মন্দত্ব; বিষাদ; জড়তা, আলস্য; হ্রাস; অল্পতা; রোগ। মন্দ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।
মান্ধাতা—সূর্য্যবংশীয় নৃপ। কথিত আছে যে, ইনি ইঁহার পিতা যুবনাশ্বরাজের বাম পার্শ্ব-দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যথাকালে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইনি ন্যায়ানুসারে

রাজ্যশাসন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম মুচুকুন্দ। মান্ধাতা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুদেশ জয় করেন, এবং ভ্রমণ করিতে করিতে সুমেরুশিখরে উপস্থিত হন। তথায় রাবণের সহিত ইঁহার সংগ্রাম হয়। যুদ্ধে উভয়ে তুল্যবল হওয়ায়, দুইজনে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। কথিত আছে যে, মান্ধাতা সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গজয় বাসনায় অমরাবতীতে উপস্থিত হন। তখন দেবরাজ ইঁহাকে অগ্রে মধুতনয় লবণকে জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। মান্ধাতা মধুবনে গমন করিয়া লবণক্ষিপ্ত শূলে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মাং (আমাকে)—ধে (পান করা)+তৃন্ ক। সং ; পু।

মান্য—১। মাননীয়, পূজ্য, সম্মানার্হ। মন বা মান্ (পূজা করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। শিরোধার্য্য। বিণ। ৩। মান,সম্মাননা, সমাদর ; পালন, অনুবর্ত্তন। দেশজ। সং।

মান্যগণ্য—মাননীয় ও গণনীয়, সম্ভ্রান্ত। দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি।

মান্যস্থাপন—সম্মানরক্ষা, মান রাখা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মাপ—১। পরিমাণ ; পরিমাণনির্ণয় ; তৌল, ওজন। দেশজ। সং। ২। ক্ষমা ; মার্জ্জনা বৈদেশিক মাফ শব্দের অপভ্রংশ।

মাপত্য—কামদেব। মা (না)—পত্ (পড়া)+ য ক। সং ; পু।

মাপন—১। পরিমাণ করান। ণিজন্ত মা= মাপি (পরিমাণ করান)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। মাপকরণ, পরিমাণ নির্দ্ধারণ। দেশজ। সং। [দেশজ ক্রিয়া।

মাপা—মাপ করা, পরিমাণ করা, ওজন করা।

মাপান—মাপ করান, পরিমাণ স্থির করান, তৌল করান, ওজন করান। দেশজ। ক্রি।

মাফ—ক্ষমা, মার্জ্জনা। বৈদেশিক। সং।

মাফিক—সমান, তুল্য ; অনুসারে ; লায়েক, উপযুক্ত। বৈদেশিক। বিণ।

মা-বাপ—মাতাপিতা। দেশজ। সং।

মামক—১। মৎসম্বন্ধীয়, মদীয় ; মমতাযুক্ত ; স্বার্থপর। অস্মদ্ বা মদ্+ক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। মামা, মাতুল ; কৃপণ। সং; পু।

মামকীয়—মৎসম্বন্ধীয়, মদীয়। অস্মদ্ বা মদ্+ নীয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। [দেশজ। সং।

মামদো—মুসলমান মরিলে যে প্রেত হয়।

মামলা—ব্যাপার, মকদ্দমা। বৈদেশিক। সং।

মামলাবাজ—কলহপটু। সং বা বিণ।

মামা—মাতার ভ্রাতা, মাতুল। দেশজ। সং ; পু।

মামাশ্বশুর—শ্বশুরের শ্যালক। দেশজ। সং।

মামী—মাতুলানী। দেশজ। সং ; স্ত্রী।

মামুল—দস্তুর, পদ্ধতি, প্রথা। বৈদে। সং।

মামুলী—প্রথামত, চিরপ্রচলিত। বৈদে। বিণ।

মায়—১। পীতাম্বর ; অসুর। মা+য ক। সং; পু। ২। সমেত, সহিত। বৈদেশিক।

মায়া—মমতা, স্নেহ ; কপটতা ; ইন্দ্রজাল ; ছদ্মবেশ, ভূমিকা ; ভ্রান্তি ; কৃপা ; বুদ্ধি ; লক্ষ্মী ; অবিদ্যা ; বুদ্ধদেবের মাতা। মা (পরিমাণ করা)+য ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

মায়া-উপবন—মায়াসৃষ্ট উদ্যান, ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে রচিত উদ্যান ; মায়াপূর্ণ উপবন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। (সন্ধি করিলে 'মায়োপবন' হয়)।

মায়াকর, মায়াকার, মায়াকৃৎ—মায়াকারী ; ঐন্দ্রজালিক ; বাজিকর। মায়া শব্দ—কৃ (করা)+ট, ষণ্, ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

মায়াকানন—মায়া-সৃষ্ট কান্তার, কুহক প্রভাবে রচিত অলীক উপবন। মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [দেশজ।

মায়াকান্না—কপট ক্রন্দন, ছল করিয়া কাঁদা।

মায়াকার, মায়াকৃৎ—মায়াকর দেখ।

মায়াগণ্ডী—মায়ার বেষ্টনী ; মায়ার আবরণ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মায়াঘোর—মায়াকানন ; মায়ার আবর্ত্ত ; অত্যন্ত মায়া। ৬তৎ। সং ; পু।

মায়াদ—নক্র, কুম্ভীর। মায়া—দা (দেওয়া)+ ড ক। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

মায়াদেবী—বুদ্ধদেবের জননী। মপী কর্ম্মধা

মায়াধর—মায়াকারী ; ঐন্দ্রজালিক। ৬তৎ বিণ ; ত্রি।

মায়াধারী (—ধারিন্)—মায়াধর, মায়াকারী, মায়াবী ; ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, বাজিকর। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —ধারিণী।

মায়াপাশ—মায়ারূপ জাল ; মমতার ফাঁদ। রূপক। সং ; পু। [৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

মায়াবদ্ধ—অজ্ঞানবশে আবদ্ধ,মায়া হেতু বন্দী

মায়াবল—মায়ার শক্তি ; ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাব। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মায়াময়—মায়াপূর্ণ ; কপটতাপূর্ণ। মায়া শব্দ +ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মায়াময়ী।

মায়ামোহ—১। মায়াজনিত মুগ্ধতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বিষ্ণুর দেহনিঃসৃত অসুরমোহনকারী পুরুষবিশেষ। সং ; পু।

মায়ারজ্জু—কুহকরচিত রজ্জু ; মায়াপাশ ; মমতার দড়ি ; ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত দড়ি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মায়ারথ—মায়া-কল্পিত রথ, কুহক বিদ্যা প্রভাবে রচিত মিথ্যা স্যন্দন বা শকট। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মায়ারাজ্য—১। মিথ্যারাজ্য ; মায়ারচিত রাজ্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মায়ার অধিকার। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মায়াবতী—১। মমত্বযুক্তা, স্নেহশীলা ; মায়াবিশিষ্টা ; মায়াবিনী, মায়াকারিণী। মায়া শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

২। কামভার্য্যা রতির নামান্তর। হরকোপানলে কাম ভস্মীভূত হইলে, পতিবিরহে রতি নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন। তৎকালে দৈববাণী হয় যে কামদেব কৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সেই নবজাত শিশুকে শম্বর দৈত্য হরণ করিবে। এই কথা শুনিয়া রতি মায়াবতী নাম ধারণপূর্ব্বক শম্বর দৈত্যের আলয়ে যাইয়া অবস্থিতি করেন। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন জন্মের ষষ্ঠ দিবসে হৃত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, এক মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করে। অতঃপর মৎস্যটী দৈত্যপুরে নীত হইলে, মায়াবতী তাঁহার উদরে পতিকে প্রাপ্ত হইয়া অতি যত্নের সহিত লালনপালন করেন, এবং যাবতীয় আসুরিক মায়াবিদ্যা শিক্ষা দেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন, এবং উভয়ে গান্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হন। পরে প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বর দৈত্য নিহত হইলে, মায়াবতী পতিসহ দ্বারকায় গমন করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হন। সং ; স্ত্রী।

মায়াবশ—মায়ার অধীন, অবিদ্যার বশতাপন্ন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

মায়াবসান—মায়াবিলোপ, অজ্ঞাননাশ। ৬তৎ।

মায়াবসিক—পরপ্রতারক, বঞ্চক। মায়া—অব —সো+ইক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —সিকা।

মায়াবান্ (—বৎ)—মমত্বযুক্ত, স্নেহশীল ; মায়াবিশিষ্ট, মায়ী, মায়াবী ; কপটাচারী। মায়া+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী মায়াবতী।

মায়াবিনী—মায়াবিশিষ্টা, কুহকিনী, ডাকিনী। মায়াবী দেখ। মায়াবিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মায়াবী (—বিন্)—১। মায়াবিশিষ্ট, মায়াকারী, কুহকী, মায়ী ; ঐন্দ্রজালিক ; কপটী। মায়া+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী মায়াবিনী।

২। অসুর দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতৃহন্তা কপিরাজ বালীকে বধ করিবার নিমিত্ত এই অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হয়। মহাবল বালী ইহার প্রতি ধাবিত হইলে অসুর প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া এক ভূ-বিবরে প্রবিষ্ট হয়। বালী ইহার অনুসরণে তন্মধ্যে গমন করিয়া ইহাকে বধ করেন। সং ; পু।

মায়াসীতা—যোগবলে সীতার আকারে রচিত প্রতিমূর্ত্তি। মায়ারচিতা সীতা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ইন্দ্রজিৎ মায়া-

সীতা রচনাপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে তাহাকে ছেদন করিয়া কপিসৈন্যকে প্রতারিত করিয়াছিল।

মায়িক—১। মায়াবিশিষ্ট; মায়াকারী; ধূর্ত্ত; কপটী। মায়িন্+কণ্ স্বার্থে; কিংবা মায়া+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মায়িকা, মায়িকী। ২। মায়াকার (তাহা দেখ)। সং; পু। ৩। মায়াফল। সং; স্ত্রী।

মায়ী (মায়িন্)—১। মায়াবিশিষ্ট; মায়াকারী; মায়াবী। মায়া+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী মায়িনী। ২। মায়াকর (তাহা দেখ)। সং; পু।

মায়ু—শরীরস্থ পিত্ত। মা (ক্ষেপণ করা)+উ [ক। সং; পু।

মায়ুরাজ—কুবেরপুত্র। সং; পু।

মায়ূর—১। ময়ূরসম্বন্ধীয়। ময়ূর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মায়ূরী। ২। ময়ূরসমূহ। ময়ূর+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; স্ত্রী।

মায়ূরিক—ময়ূরগ্রাহী। ময়ূর+ষ্ণিক। সং; পু।

মায়ূরী—১। ময়ূরসম্বন্ধীয়া। মায়ূর দেখ। মায়ূর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অজমোদা। সং; স্ত্রী।

মার—১। মরণ, মৃত্যু। মৃ (মরা)+ঘঞ্ ভা। ২। কন্দর্প, কাম, মদন। ণিজন্ত মৃ ব মারি+অন্ ক। ৩। বিঘ্ন, প্রতিবন্ধ, মারণ, বধ। ...+অল্ ভা। সং; পু। ৪। প্রহার, আঘাত, জখম; বধ, হত্যা, নাশ। সং। ৫। প্রহার কর, আঘাত কর; বধ কর, নাশ কর। দেশজ। ক্রি।

মারক—১। ঘাতক, নাশক। মারি (মারা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মারিকা। ২। মারি, মরক; বাজপাখী। সং; পু।

মারজিৎ—শিব; বুদ্ধদেব। মারকে (কামকে) জয় করিয়াছেন যিনি, উপ; মার (কাম)-জি+কিপ্ ক। সং; পু।

মারণ—১। হনন, বধ। ণিজন্ত মৃ=মারি (মরান)+অনট্ ভা। ২। অভিচার-ক্রিয়া। ...+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

মারপিট, মারপিঠ—প্রহার, আঘাত; অনেকে মিলিয়া প্রহার। দেশজ। সং।

মারফৎ—দ্বারা; সঙ্গে। বৈদেশিক। ব্য।

মারহাট্টা—১। প্রহারপ্রিয়, যে সহজেই লোককে মারে বা মারিতে যায়। বিণ। ২। মহারাট্টা, মহারাষ্ট্র জাতি। দেশজ। সং।

মারা—১। বধ করা, হত্যা করা, নাশ করা, প্রহার করা, আঘাত করা, জখম করা; পরাস্ত করা, জয় করা; জিতিয়া লওয়া, লাভ করা; তেজোহীন করা, নির্ব্বীর্য্য করা; সম্ভোগ করা। ক্রি। মারি ধাতুজ। ২। মরণ, পঞ্চত্ব। দেশজ। সং।

মারাত্মক—সংহারক, প্রাণনাশক; সাংঘাতিক। মার (মারণ) আত্মা (স্বরূপ, স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মারাত্মিকা।

মারান—মারা ক্রিয়া করান, হনন করান, নাশ করান; প্রহার করান, আঘাত করান; জয় করান; সম্ভোগ করান। দেশজ। ক্রি।

মারামারি—পরস্পর প্রহার বা আঘাত, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, লড়াই, দাঙ্গা, বিরোধ, হাঙ্গামা। দেশজ। সং।

মারি—মরক, রোগাদি দ্বারা বহু লোকক্ষয়; মারণ। ণিজন্ত মৃ=মারি (মরান)+ই ভা। সং; স্ত্রী।

মারিষ—(নাট্যে) মান্য ব্যক্তি। সং; পু।

মারী মারি, মরক; মাহেশ্বরী শক্তি; চণ্ডী। মারি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মারীচ—১। মরীচসম্বন্ধীয়। মরীচ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মারীচী। ২। কশ্যপ মুনি; রাজহস্তী; যাজক ব্রাহ্মণ। মরীচি শব্দ +ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

৩। রাক্ষসবিশেষ। সুন্দ নামক অসুরের ঔরসে তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই রাক্ষস বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়া রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক যজ্ঞরক্ষার্থ নীত হইয়া ইহাকে তথা হইতে দূরীভূত করেন। অতঃপর রাম বনগমন করিলে একদা মারীচ পূর্ব্ববৈরিতা স্মরণ করিয়া ভীষণ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে যায়; কিন্তু রামের শরে অতিকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করে, এবং সমুদ্রতীরে তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করে। পরন্তু সীতা-গ্রহণাভিলাষী রক্ষোরাজ রাবণের আদেশে মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতা পতিকে মৃগটি ধরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, রামচন্দ্র ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। অনন্তর রামের শরে বিদ্ধ হইয়া তদীয় কণ্ঠস্বরের অনুকরণে "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া প্রাণত্যাগ করে। এই শব্দ সীতার কর্ণকুহরে দূর হইতে অস্পষ্টভাবে প্রবেশ করিলে, তিনি রক্ষক দেবর লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে রাবণ জানকীকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া অন্তর্হিত হয়।

মারুণ্ড—সর্পাণ্ড; পথ; গোময়রাশি। সং; পু।

মারুত—বায়ু। মরুৎ শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। ইহার অনুরূপ ব্যুৎপত্তি;—রামায়ণে লিখিত আছে যে, কশ্যপের বরপ্রভাবে দিতির গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত পবনদেবের যৎকালে উৎপত্তি হয়, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিষম বজ্রাঘাতে গর্ভ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলে গর্ভস্থিত সন্তান কাঁদিয়া উঠে; তৎকালে ইন্দ্র তাহাকে "মা রুদ" অর্থাৎ রোদন করিও না বলিয়াছিলেন; তাহাতেই বায়ুর নাম মারুত হইয়াছে।

মারুতাত্মজ—হনুমান্; ভীমসেন। তৎপু। সং; পু।

মারুতাশন—১। বায়ুভুক্। মারুত (বায়ু) অশন (ভোজন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সর্প। সং; পু।

মারুতি—ভীম; হনুমান্; গর্ত্ত বা ব্রণ। মরুৎ (পবন)+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—কল্পান্তজীবী মুনি; মৃকণ্ডু মুনির পুত্র। মৃকণ্ডু শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

মার্ক্‌বি, স্যার উইলিয়াম (Sir William Markby, K. C. I. E., D. C. L.)—কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ভূতপূর্ব্ব জজ। ইনি বিলাতের এক পাদরির পুত্র। ১৮২৯ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৫৩ খৃঃ ইনি ব্যারিষ্টার হন, এবং ১৮৬৬ খৃঃ হাইকোর্টের জজ হইয়া কলিকাতায় আসেন। ১৮৭৮ খৃঃ ইনি অবসর লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে D. C. L. এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট K. C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অতি ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক বলিয়া ইঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ এলোকেশী সংক্রান্ত তারকেশ্বরের মোহান্তের মোকদ্দমায় এবং এটনির বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় হিন্দুকুলনারীর সতীত্বের মর্য্যাদা বুঝিয়া ইনি আসামীদের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ইনি পরদুঃখকাতর ও দয়াশীল ছিলেন। বিপদে পড়িলে হিন্দু খৃষ্টিয়ান সকলেরই উপকার করিতেন। ইনি স্বীয় আবাসে আইন ক্লাশ খুলিয়া তাহাতে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেগুলি একত্র করিয়া "Elements of Law" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল।

মার্কা—চিহ্ন, দাগ। বৈদেশিক। সং।

মার্কামারা—চিহ্নিত, নির্ব্বাচিত; শ্রেষ্ঠ। বিণ।

মার্কিন—আমেরিকাদেশীয়; এক প্রকার মোটা কাপড়। বিণ বা সং।

মার্গ—১। মৃগসম্বন্ধীয়। মৃগ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মার্গী। ২। অগ্রহায়ণ মাস। মৃগ (মৃগশিরা নক্ষত্র)+ষ্ণ। ৩। পন্থা, পথ। মৃজ্ (ভূষিত করা)+ঘঞ্ র্ম। ৪। অন্বেষণ। মার্গ (অন্বেষণ করা)+অল্ ভা। সং; পু। ৫। উপায়, গুহ্যদেশ, মলদ্বার। প্রাদেশিক। সং।

মার্গণ—১। প্রণয়; প্রার্থনা, যাচ্ঞা; অন্বেষণ। মার্গ+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। ২।

প্রার্থক, যাচক। মার্গ+অন ক। বিণ; ত্রি। ৩। শর, বাণ। সং; পু। [সং; পু।

মার্গশির—অগ্রহায়ণ মাস। মার্গশিরী+ক।

মার্গশিরী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা। মৃগশিরা +ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মার্গশীর্ষ—অগ্রহায়ণ মাস। মার্গশীর্ষী+ক। পু।

মার্গশীর্ষী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা। মৃগশীর্ষ +ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মার্গিক—১। মৃগহন্তা। মৃগ+ষ্ণিক। ২। পান্থ, পথিক। মার্গ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মার্গিকী।

মার্গিত—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে, অন্বিষ্ট। মার্গ (অন্বেষণ)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মার্জ্জন, মার্জ্জনা—পরিষ্কারকরণ, শোধন, মাজা; মৃদঙ্গধ্বনি; দোষক্ষালন, ক্ষমা। মার্জ্+অনট্ ভা; ২য় পক্ষে···+অন ভা +আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মার্জ্জনী—ঝিঝরী, ঝ্যাঙরা, ঝাঁটা (Broom); ক্রশ (Brush)। মার্জ্ (মাজা)+অনট্ ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মার্জ্জার—বিড়াল; খট্টাশ; মৃজ্ (শোধন করা) +আরন্ ক। সং; পু।

মার্জ্জারক—ময়ূর। মার্জ্জার—কৈ (দীপ্তি পাওয়া) +ড ক। সং; পু।

মার্জ্জারকণ্ঠ—ময়ূর। মার্জ্জারের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ যাহার, বহু। সং; পু। [স্ত্রী।

মার্জ্জার-কর্ণিকা, —কর্ণী—চামুণ্ডা। বহু। সং;

মার্জ্জারী—বিড়ালী; খট্টাশী; কস্তূরী। মার্জ্জার +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মার্জ্জিত—নির্দ্দোষীকৃত; পরিষ্কৃত। মার্জ্ (মাজা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মার্জ্জিতা—১। নির্দ্দোষীকৃতা; পরিষ্কৃতা। মার্জ্জিত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শর্করামিশ্রিত দধি। সং; স্ত্রী।

মার্ত্তণ্ড—তপন, সূর্য্য; আকন্দ বৃক্ষ; শূকর। মৃতণ্ড শব্দ+ক। সং; পু।

মার্দ্দঙ্গিক—মৃদঙ্গবাদক। মৃদঙ্গ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মার্দ্দঙ্গিকী।

মার্দ্দব—মৃদুতা, কোমলত্ব। মৃদু শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

মার্বল, মার্বেল—শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তর; ছেলেদের খেলিবার কাচ কিংবা পাথরের গুলী। ইং (marble)। সং।

মার্ষ্টি—মার্জ্জন; শোধন; ম্রক্ষণ; তেলমাখা। মৃজ্ (শোধন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

মার্সম্যান, জন ক্লার্ক (John Clark Marshman)—জন্ম ১৭৯৪ খৃঃ ১৮ই আগষ্ট। ১৭৯৯ খৃঃ ইনি পিতা রেভাঃ ডাক্তার জস্যুয়া (Joshua) মার্সম্যানের সহিত শ্রীরামপুরে আগমন করিয়া সেইখানে কেরী ওয়ার্ড ও পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে ১৮১৯ খৃঃ মিশনারী দলভুক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮১৮ খৃঃ এপ্রেল মাসে ইনি "দিগ্‌দর্শন" নামে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরের মে মাসে পিতার সহযোগিতায় 'সমাচার দর্পণ' নামে প্রথম বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত করেন। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী পত্র প্রথমে ইঁহারা মাসিক ও পরে ত্রৈমাসিক ভাবে প্রকাশিত করেন। ১৮৩৫ খৃঃ জানুয়ারি মাসে ইহাকে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত করা হয়। বহুদিন যাবৎ এই পত্রিকা পরিচালিত হইয়া পরে ইহা কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান নামক দৈনিক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পিতার সহযোগিতায় মার্সম্যান, শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। মার্সম্যান বহুদিন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদক পদে আসীন ছিলেন। ইঁহার পিতা সংস্কৃত, চীন ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় লালবাজারের গির্জ্জা (Chapel) ও Benevolent Institution প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অনেক সময়ক্ষেপণ করেন। পুত্র মার্সম্যান কর্ত্তৃক ভারতে প্রথম কাগজের কল (Paper Mill) স্থাপিত হয়। ইনি ১৮৫২ খৃঃ ভারত ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি ভারতে বনবিভাগ, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপনকল্পে অনেক সহায়তা করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ ইনি সি, এস, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং ১৮৭৭ খৃঃ ৮ই জুলাই দেহত্যাগ করেন। নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলির ইনি রচয়িতা—Guide to the Civil Law in the Presidency of Fort William (1845-6); a "Darogah" manual (1850); The life and times of Carey, Marshman and Ward (1859); Memoirs of Major General Sir Henry Havelock, K.C.B. (1860); History of India (1863-1867). ইনি নিয়মিতরূপে "কলিকাতা রিভিউ পত্রে" প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহার পিতা ১৭৬৮ খৃঃ ২০শে এপ্রেল জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৩৭ খৃঃ ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন।

মাল—১। জাতিবিশেষ। মল+ষ্ণ। ২। বিষ্ণু; মানুষ। মা (লক্ষ্মী)+ল অস্ত্যর্থে। সং; পু। ৩। উন্নতক্ষেত্র; বন। মা (পরিমাণ করা)+ল র্ম্ম। ৪। কপট, ছলনা।···+ল ণ। সং; ক্লী। ৫। দ্রব্য; পণ্যদ্রব্য বিত্ত, ধন; যে জমির জন্য খাজানা দিতে হয়; মদ্য, ধেনো মদ। বৈদেশিক। ৬ ডুনী (দ্রোণী) দ্বারা ক্ষেত্রে জল সেচনের সময়ে বংশদণ্ডের মস্তকে যে মাটীর ভার চাপান হয়; সর্পধারক জাতি। প্রাদেশিক সং। ৭। পালোয়ান। মল্ল শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

মালক—১। নিম্ববৃক্ষ। মালা+কণ্। সং; পু। ২। স্থলপদ্ম। সং; ক্লী।

মালকা—মাল্য, মালা। মালা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

মালকোঁচা—মল্লদিগের ন্যায় কাপড় শক্ত করিয়া জড়াইয়া পরা। দেশজ। সং।

মালকোশ, —কোষ—রাগবিশেষ। সং।

মালখানা—ধনাগার, কোষাগার, খাজানাখানা। বৈদেশিক। সং।

মালগুজারদার—যে প্রজা সাক্ষাৎ ভাবে ভূস্বামীকে খাজানা দেয়। বৈদেশিক। সং

মালগুজারি—জমির খাজানা। বৈদেশিক। সং

মালচক্রক—জানুসন্ধি, মালইচাকী। মালার ন্যায় চক্র যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

মালজমি—জমিদারের তায়দাদভুক্ত জমি বৈদেশিক। সং।

মালঝাঁপ—ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। সং

মালঞ্চ—কুসুমোদ্যান, ফুলবাগান। দেশজ। সং।

মালতী—জাতীলতা; যুবতী; নিশা; চন্দ্রিকা কলিকা; নদীবিশেষ; পঞ্চদশাক্ষর ছন্দো বিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। মা (না)—লৎ (আঘাত করা)+অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী

মালতীফল—জাতীফল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মালতীলতা—স্বনামখ্যাতা লতা; বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। সং; স্ত্রী।

মালদহ—বঙ্গদেশে অধুনা রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। শাসনকার্য্যস্থলের নাম ইংরাজবাজার। ইহা পুরাতন মালদহ সহরের সন্নিকট। মালদহ জেলা মুসলমানগণের দুইটি রাজধানী ছিল গৌড় ও পাণ্ডুয়া। উভয় স্থানেই অনেক দ্রষ্টব্য ও শিক্ষাপ্রদ ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ ২০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া মহানন্দা ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে (গৌড় দেখ)। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে গৌড় হিন্দুরাজগণের রাজধানী ছিল। তাহার পরে প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ এই স্থান পাঠানরাজগণের অধীন থাকে। সম্রাট আকবর পাঠানগণকে পরাভূত করিলে পর তাঁহার প্রতিনিধিগণ রাজমহলে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। গৌড়ের ২০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে পাণ্ডুয়া সহর। গৌ

ত্যাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচজন পাঠান রাজা এইখানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেন। এই স্থানে পাঠানের স্থপতিকার্য্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে আদিনা মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৌড় ও পাণ্ডুয়া পরিত্যাগের পর মালদহ জেলায় তণ্ডন বা তাণ্ডা বা তাঁড়া বা টাংরা নামক স্থানে কিছুদিনের জন্য মুসলমান-রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহার সন্নিকটে আওরঙ্গজেবের সেনাগণের হস্তে সা-সুজা পরাভূত হন। এই রাজধানীর চিহ্ন মাত্রও এখন দৃষ্ট হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ১৬৮৬ খৃঃ এই জেলার সর্ব্বপ্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর এখানে একটি রেশমের কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭০ খৃঃ ইংরাজবাজার নামক স্থানটি কুঠির কার্য্যস্থল বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। মালদহের আম্র ভারতবিখ্যাত।

মালপুয়া—তৈল বা ঘৃত-পক্ক পিষ্টক-বিশেষ। দেশজ। সং।

মালভূমি—যে বিশাল ভূভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত, তাহাকে মালভূমি (Plateau) বলে। মধ্য এসিয়া একটী প্রকাণ্ড মালভূমি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মালয়—১। মলয়সম্বন্ধীয়। মলয় শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মালয়ী। ২। চন্দনবৃক্ষ। সং; পুং। ৩। পূর্ব্ব উপদ্বীপের অন্তর্গত একটি উপদ্বীপ।

মালব—অবন্তিদেশ, আধুনিক মালওয়া; রাগবিশেষ, ষড়্‌রাগের প্রথম রাগ, মতান্তরে ইহাই ভৈরব রাগ। সং; পুং। [সং।

মালবৈদ্য—সর্পদংশন-চিকিৎসক মাল। দেশজ।

মালসা—মৃৎপাত্রবিশেষ, একপ্রকার শরাব। দেশজ। সং। [দেশজ। সং।

মালসাট—মাল-কোঁচা; মল্লদিগের আস্ফালন।

মালসাভোগ—(বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত) দেবোদ্দেশে মালসানামক পাত্রে নিবেদিত ভোজ্য দ্রব্য। দেশজ। সং।

মালসী—১। কেশপুষ্ট বৃক্ষ; রাগিণীবিশেষ, মালবরাগের পত্নী; শ্যামাসঙ্গীত। সং। স্ত্রী। ২। ছোট মালসা। সং। ৩। মালসাভোগী। দেশজ। বিণ বা সং; পুং।

মালা—১। মাল্য; হার; শ্রেণী, সারি; সমূহ। মা—লা (গ্রহণ করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। মাল্যগুটিকা; নারিকেলের খোলক বা তাহার পাত্র। দেশজ। সং।

মালাই—দুধের সর। হিন্দী। সং।

মালাকর—মালাকার (সকল অর্থে)। মালা—কৃ+ট ক।

মালাকার—১। মালাকারক,মালাপ্রস্তুতকারী। উপ; মালা—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মালী জাতি। সং; পুং।

মালাগ্রন্থি—মালাদূর্ব্বা। মালার ন্যায় গ্রন্থি যাহাতে, বহু। সং; পুং।

মালাদীপক—অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং; পুং।

মালাদূর্ব্বা—গেঁঠে দূর্ব্বা। মালাকারা যে দূর্ব্বা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মালাধর বসু—ইনি গৌড়াধিপতি হুসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনিই রূপ ও সনাতনকে গৌড়-রাজসরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। ইঁহার কবিত্ব-গুণে মুগ্ধ হইয়া হুসেন সাহ ইঁহাকে "গুণরাজ খাঁ" এই উপাধি প্রদান করেন। "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নাম দিয়া মালাধর শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম ও ১১শ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ করেন। শুনা যায়, লক্ষ্মীচরিত্র নামে ইনি আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় ১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

মালাবদল—মাল্যবিনিময়; মাল্যবিনিময় দ্বারা বিবাহ। দেশজ। সং।

মালাম, মালামো—মল্লক্রীড়া, পালওয়ানী, কুস্তি। দেশজ। সং।

মালাবারী, বাহারামজী মারওয়ানজী (Behramji Merwanji Malabari)—জন্ম ১৮৫৩ খৃঃ। ইনি একজন স্বনামধন্য পার্শী। সুরাট নগরে ইনি শিক্ষা লাভ করেন এবং বাল্যে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া সংবাদপত্র সম্পাদন ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ১৮৭৫ খৃঃ ইনি কতকগুলি পদ্য রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। ১৮৮০ খৃঃ Indian Spectator নামক সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ২০ বৎসর সম্পাদকরূপে অতি যোগ্যতার সহিত ইহার পরিচালনা করেন। এই পত্রিকাখানি পরে Voice of India নামক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। সমাজসংস্কার-বিষয়ে মালাবারীর অদম্য অধ্যবসায় লক্ষিত হইত। সম্মতি-আইন (Age of Consent Act) বিধিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বিধবাবিবাহের অন্তরায়গুলি দূর করিতে ইনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৯০১ খ্রীঃ নভেম্বর মাস হইতে ইনি East & West নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার প্রণীত অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ম্যাক্সমুলারের Origin and Growth of Religion গ্রন্থের গুজরাটী অনুবাদ (১৮৮২), Guzrat and the Guzratis (১৮৮৪); The Indian Eye on English Life (১৮৯৩); The Indian Problem (১৮৯৪)। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই সিমলা সহরে ইঁহার প্রাণাত্যয় ঘটে।

মালি—সুকেশ রাক্ষসের পুত্র। সং; পুং।

মালিক—১। মাল্যকার। মালা+ষ্ণিক তৎকৃতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মালিকী। ২। মালী জাতি; রঞ্জক; পক্ষিবিশেষ। সং; পুং। ৩। স্বত্বাধিকারী, স্বামী, প্রভু। বৈদেশিক।

মালিকা—পুষ্পমাল্য, ফুলের মালা; নদীবিশেষ; মালা; মল্লিকা; পুত্রী; মদ্য। মালা+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

মালিকানা, মালিকানী—১। মালিকী, অধিকারীর প্রাপ্য। বিণ। ২। মালিকী স্বত্ব বা উপস্বত্ব, স্বামিত্ব। বৈদেশিক। সং।

মালিকী—১। মালাকারী, মালিনী। মালিক দেখ। মালিক+ঈপ্। বিণ বা সং; স্ত্রী। ২। মালিকানী, অধিকারীর। বৈদে। বিণ।

মালিনী—১। মাল্যযুক্তা। মালা+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মালাকারজাতীয়া স্ত্রী; দুর্গা; চম্পানগরী; মন্দাকিনী নদী; পঞ্চদশাক্ষর ছন্দঃ। সং; স্ত্রী।

মালিন্য—মলিনতা; মল; কলুষ। মলিন+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

মালিস—মর্দ্দন। বৈদেশিক। সং।

মালী (মালিন্)—১। মাল্যযুক্ত; মাল্যকার। মালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী মালিনী। ২। মালাকার জাতি। সং; পুং। ৩। উদ্যানপাল। দেশজ। সং।

মালু—নারী। পত্রলতা। মল (ধারণ করা)+উণ্ ক। সং; স্ত্রী।

মালুধান—সর্পবিশেষ, মালুয়া সাপ; অষ্টনাগের অন্তর্গত নাগবিশেষ। মালু—ধা+অন ক। সং; পুং। [শিক।

মালুম—বোধ, অনুভূতি, জ্ঞান, জানা। বৈদে-

মালুর—বিল্ববৃক্ষ; কপিত্থবৃক্ষ, কয়েতবেলের গাছ। মা (লক্ষ্মী)—লা (গ্রহণ করা)+উর ক। সং; পুং।

মালো—১। জালজীবী জাতিবিশেষ, ধীবর। দেশজ। সং। ২। নিম্ন, বসা; সমতল, ঢালু নহে। প্রাদেশিক। বিণ।

মালোপমা—অলঙ্কার দেখ।

মাল্য—মালা; পুষ্প; শিরোমালা। মালা+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

মাল্যবান্ (বৎ)—১। মালাধারী, হারবিশিষ্ট। মাল্য+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী মাল্যবতী। ২। পর্ব্বতবিশেষ। সং; পুং। ৩। জনৈক রাক্ষস, সুকেশ রাক্ষসের পুত্র। মাল্যবান্ তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট

করিয়া তাঁহার নিকট বর লাভ করে এবং সেই বরপ্রভাবে সুবর্ণময় লঙ্কায় সপরিবারে বাস করিতে থাকে। পরে তথা হইতে বিষ্ণুকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রাক্ষসগণ পাতালে গমন করে। অনন্তর রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর হইলে এই রাক্ষস পুনরাগমন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হয়। লঙ্কা সমরে মাল্যবান্ নিধন প্রাপ্ত হয়। সং; পু।

মাল্যবিনিময়—মালাবদল; বিবাহকালে বর কন্যার পরস্পর মালা বদলান। ৬তৎ। সং।

মাল্লা—নাবিক। বৈদেশিক। সং।

মাশব্দিক—নিষেধকর্ত্তা, প্রতিষেদ্ধা। মা (না) যে শব্দ সে মাশব্দ (কর্ম্মধা), তাহা করে যে এই অর্থে মা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

মাশুল, মাহুল—কর, ভাড়া, খরচা। বৈদেশিক। সং।

মাষ—মাষকলায়; মূর্খ; স্বর্ণাদির পরিমাণবিশেষ, ৫ বা ২০ কুঁচ পরিমাণ, মাষা। মষ্+ঘঞ্ ক। সং; পু।

মাষভক্তবলি—মাষকলায় ও তণ্ডুল মিশ্র পূজোপহার। মাষ যুক্ত যে ভক্ত (ভক্ষ্য) সে মাষভক্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; মাষভক্তই যে বলি, কর্ম্মধা। সং; পু। [দেশজ। সং।

মাষা—মাষকলাইয়ের ভার সদৃশ ওজন।

মাষীণ, মাষ্য—মাষকলায়ের ক্ষেত্র। মাষ শব্দ+ঈন, য। সং; ক্লী। [সং।

মাষ্টার—শিক্ষক, পণ্ডিত। ইং (Master)।

মাস—১। মাষকলায়; পরিমাণবিশেষ, মাষা; মূর্খ। মস+ঘঞ্ ক। ২। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষাত্মক কাল; বৎসরের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ, বৈশাখাদি দ্বাদশ। [মাস দুই প্রকার, চান্দ্র ও সৌর। শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা বা কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কালকে চান্দ্রমাস, এবং সূর্য্যের একরাশিতে অবস্থান কালকে সৌরমাস বলে। চান্দ্রমাস আবার মুখ্য গৌণ ভেদে দ্বিবিধ (চান্দ্রমাস দেখ)]। মা—অস (ক্ষেপণ করা)+অন্ ক। সং; পু। ৩। মাংস। মাংস শব্দের অপভ্রংশ। সং।

মাসক—মাষা পরিমাণ। মাস+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। [বৈদেশিক।

মাসকাবার—মাসের অবসান, মাসশেষ।

মাসতাত, মাসতুত—মাসী সম্পর্কীয় (যেমন ভাই বোন); মাসীপুত্র। দেশজ। বিণ।

মাসমান—১। মাস-পরিমাণ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। বৎসর। মাস দ্বারা মান যাহার, বহু। সং; পু।

মাসমাহিনা—মাসিক বেতন; মাসিক বেতন-সংক্রান্ত অঙ্ক কষিবার নিয়ম। দেশজ। সং।

মাসর—মণ্ড, ভাতের মাড়। মস্ (পরিমাণ করা)+অরণ্ ক। সং; পু।

মাসবৃদ্ধি—অধিমাস, মলমাস। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মাসশাশুড়ী—শাশুড়ীর ভগ্নী, মাসাশ। দেশজ।

মাসহারা—মাসিক বেতন বা বৃত্তি, মাহিয়ানা; তনখা। বৈদেশিক। সং।

মাসান্ত—অমাবস্যা; সংক্রান্তি। মাসের অন্ত, ৬তৎ; কিংবা মাসের অন্ত যাহাতে, বহু। সং; পু।

মাসি, মাসী—মাতার ভগ্নী। দেশজ।

মাসিক—১। প্রতিমাসে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। সং; ক্লী। ২। মাসসম্বন্ধীয়; প্রতিমাসে জাত বা প্রকাশিত; মাসে মাসে কর্ত্তব্য বা দেয়। মাস+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাসিকী।

মাস্তল—মাশুল দেখ।

মাস্তুল—নৌকাদির পাইল দণ্ড। বৈদে। সং।

মাহ, মাহা—মাস। বৈদেশিক। সং।

মাহসুল—মাহুল বা মাশুল (তাহা দেখ)। বৈদেশিক। সং।

মাহাকুল, মাহাকুলীন—মহাকুলসম্ভূত, সদ্বংশজাত। মহাকুল+ষ্ণ, ঈন ভবার্থে। বিণ।

মাহাত্ম্য—মহত্ত্ব, মহিমা; গৌরব। মহাত্মন্ (মহাত্মা)+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

মাহিনদার—মাইনদার (তাহা দেখ)।

মাহিনা, মাহিয়ানা—মাসিক বেতন, মাসহারা। বৈদেশিক। সং।

মাহিষ্মতী—রাজা শিশুপালের নগরী; চুলি-মহেশ্বর; নর্ম্মদা নদীতীরস্থ নগরবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মাহিষ্য—১। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিবাহিতা বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান। এই সন্তানই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কৈবর্ত্ত নামে কথিত হইয়াছে। এই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাজাত কৈবর্ত্তগণ চাষী-কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য নামে সমাজে পরিচিত। কৃষি, বাণিজ্য, রাজ্যরক্ষা প্রভৃতি এই জাতির বৃত্তি। মহিষী শব্দ+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু। ২। মহিষ বা মহিষী সম্বন্ধীয়। মহিষ বা মহিষী শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

মাহুত—হস্তিপক, গজচালক। দেশজ। সং।

মাহেন্দ্র—১। মহেন্দ্রসম্বন্ধীয়। মহেন্দ্র+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাহেন্দ্রী। ২। শুভ যোগবিশেষ। সং; পু।

মাহেন্দ্রী—১। মহেন্দ্রসম্বন্ধীয়া। মাহেন্দ্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ইন্দ্রাণী, শচী; গবী; পূর্ব্বদিক্। সং; স্ত্রী।

মাহেয়—১। মহীসম্বন্ধীয়। মহী+ষ্ণেয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মাহেয়ী। ২। মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। মহা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

মাহেয়ী—১। মহীসম্বন্ধীয়া। মাহেয়+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সীতা; গবী। সং; স্ত্রী।

মাহেশ্বরী—১। মহেশ্বরসম্বন্ধীয়া। মহেশ্বর+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শিবানী, দুর্গা; মাতৃবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মিউনিসিপাল—নগরশাসন-সংক্রান্ত। ইং (Municipal)। বিণ। [নগর। ইং শব্দ। সং।

মিউনিসিপালিটি—নিজ নাগরিক দ্বারা শাসিত

মিউ মিউ—বিড়ালের ডাক। দেশজ। সং।

মিগ—মৃগ শব্দের অপভ্রংশ। 'জ্যৈষ্ঠের সাত আষাঢ়ের সাত এর মধ্যে মিগের বাত'—অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ এবং আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মৃগের বাত বহে।

মিগাস্থিনিস—প্রসিদ্ধ গ্রীকবীর সেলিউকসের প্রেরিত একজন রাজদূত। ইনি খৃঃ পূঃ ৩০৬ হইতে ২৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন, এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে Indica নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত প্রাচীন বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভারতসন্তান শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন এবং ভারতললনা পতিপরায়ণতার আদর্শ ছিলেন, ভারতবাসী যুদ্ধবিদ্যায় এসিয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। চৌর্য্য, দস্যুতা, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান, মামলা মোকদ্দমা নিতান্ত বিরল ছিল। কৃষক নিরীহ ও কৃষিনিপুণ, শিল্পী পরিশ্রমী ও শিল্পনিপুণ ছিল। তখন ভারতে দাসত্ব প্রথা ছিল না। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মনুসংহিতায় যেরূপ বিধান আছে, চন্দ্রগুপ্তের সময়েও সেইরূপ ছিল। তৎকালে ভারতবর্ষ ১১৮টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ সামন্তচক্রের উপর আধিপত্য করিতেন। তাঁহারাই রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্ আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রভৃতি দ্বারা স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল। মিগাস্থিনিস্ চারি বর্ণের পরিবর্ত্তে সপ্ত বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—পণ্ডিত, রাজমন্ত্রী, কৃষক, গোমেষরক্ষক, শিল্পী, যোদ্ধা ও পরিদর্শক। ব্রাহ্মণেরাই পণ্ডিত। তিনি ব্রাহ্মণদিগের আশ্রমচতুষ্টয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই দুই সম্প্রদায়ের প্রভেদও বর্ণন করিয়াছেন। তখনকার লোকের মধ্যে মাদকতা দৃষ্ট হইত না। কার্পাসনির্ম্মিত একখানি ধুতি ও একখানি চাদর, শ্বেতচর্ম্মে গঠিত একযোড়া পাদুকা ও একটি ছাতা সাধারণের ব্যবহার্য্য ছিল। মিগাস্থিনিসের গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু তদীয় গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ সকল অন্যান্য প্রাক্ ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মিচেল, রেভারেণ্ড ডাক্তার মারে—জন্ম ১৮১৪ খৃঃ। ১৮৩৮ খৃঃ ইনি খৃষ্টীয় যাজকশ্রেণীভুক্ত হইয়া বোম্বাই (বম্বে) নগরে আগমন করেন। উক্ত নগরে ও পরে

পুনার ইনি Free General Assembly's Institution and College এর অধ্যাপক ছিলেন। পরে ১৮৬০ খৃঃ হইতে ১৮৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতায় Free Church of Scotlandএর অধ্যক্ষ ছিলেন। তদনন্তর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৯০৪ খৃঃ ৯০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অতি পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইনি হিন্দু খৃষ্টিয়ান নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপকার করিতেন। ইনি Great Religions of India নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন; তদ্ব্যতীত Rev. Robert Nesbitt এবং Dr. Duffএর জীবনী লিখিয়াছিলেন।

মিছরি—গুড়োৎপন্ন দ্রব্যবিশেষ, সিতোপলা। দেশজ। সং। [দেশজ। বিণ।

মিছা—মিথ্যা,অসত্য; অনর্থক, নিষ্ফল, বৃথা।

মিছামিছি—মিথ্যা করিয়া; অনর্থক, নিষ্প্রয়োজনে, অকারণে, বিফলে, বৃথা। দেশজ। ক্রি-বিণ।

মিছিল, মিসিল—শোভাযাত্রা; মোকদ্দমার নথি,আদালতের কাগজপত্র। বৈদে। সং।

মিজরাব—সেতার বাজাইবার জন্য তারের অঙ্কুশ। বৈদেশিক। সং। [বিণ।

মিটমিটা, মিটমিটে—অনুজ্জ্বল, মৃদু। দেশজ।

মিটা—নিষ্পত্তি হওয়া, শেষ হওয়া; পূর্ণ হওয়া, চরিতার্থ হওয়া। দেশজ। ক্রি।

মিটান—আপোষে নিষ্পত্তি করা; শেষ করা; পূর্ণ করা, চরিতার্থ করা। দেশজ। ক্রি।

মিঠ, মিঠা—মধুর, মিষ্ট। হিন্দী। বিণ।

মিঠাই—মিষ্টান্ন; পক্কান্ন বিশেষ। দেশজ। সং।

মিড্‌লটন (Thomas Fanshawe Middleton)—কলিকাতার প্রথম বিশপ।

ডার্বিসায়ারের অন্তর্গত কেড্‌লষ্টন গ্রামে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনতিকাল পরে গ্যানিসবারোর ধর্ম্ম মন্দিরে প্রচারকরূপে প্রবেশ করেন। এই সময় Country Spectator নামে একখানি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ ইনি কলিকাতার বিশপ পদে অভিষিক্ত হন। কলিকাতায় আসিলে হিন্দুগণ ইঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিল। ইনি বম্বে, মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেন, এবং ১৮০৮ খৃঃ ইনি D. D. উপাধি প্রাপ্ত হন। অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহার সহিত শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক কেরী ও মার্শম্যানের পরিচয় হয়। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ইঁহার একাধিক বার আলাপ ও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। রামমোহনের সহিত বিশপ মিড্‌লটনের Trinity সম্বন্ধে এই সময় তর্ক হইত। ইনি বলিয়া গিয়াছেন যে, ইঁহাকে রামমোহনের সহিত তর্কবিতর্কে সময় সময় অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইত। জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে বিশপ লিখিয়াছিলেন—"রামমোহন এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ একখানি মাসিক বাঙ্গালা কাগজ বাহির করিয়াছেন। ইহাতে খৃষ্টধর্ম্মকে, বিশেষতঃ ঈশ্বরের ত্রয়াত্মকবাদকে (Trinity)আক্রমণ করা হইতেছে। ইঁহারা Trinityর ব্যাখ্যা চাহেন এবং বলেন, খৃষ্টধর্ম্ম পৌত্তলিক ধর্ম্মেরই ন্যায় অদ্ভুত ও অসঙ্গত।"

ইনি ১৭৯৭ খৃঃ এলিজাবেথ ম্যাডিসনের পাণিগ্রহণ করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মিড্‌লটনের মৃত্যু হয়।

মিণ্টো (লর্ড)—ভারতের জনৈক গভর্ণর জেনারেল। জন্ম ১৭৫১ খ্রীঃ ২৩শে জুলাই। ইঁহার আসল নাম জর্জ্জ এলিয়ট। ইনি ১৮০৭ খৃঃ জুলাই মাসে এদেশে আসিয়া স্যার জর্জ্জ বার্লোর নিকট হইতে ভারতশাসনভার গ্রহণ করেন। ইনি সাধারণতঃ দেশীয় রাজগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের সর্দ্দারগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া ঐ প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করায় ইনি জেনারেল মার্টিণ্ডেলকে প্রেরণ করিয়া ঐ সকল পার্ব্বত্য অঞ্চলে শান্তিস্থাপন করেন (১৮০৭ খৃঃ)। এই সময়ে সুবিখ্যাত কালঞ্জর দুর্গও ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ চলিতেছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহাতে ফরাসীরা স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে মিণ্টো আফগানিস্থান ও পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়া তথাকার রাজাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করেন। ইনি ১৮০৯ ও ১৮১০ খৃঃ সৈন্য প্রেরণ করিয়া ফরাসীদিগের অধিকৃত মারিশস্, বৌর্বো প্রভৃতি দ্বীপ অধিকার করেন। ওলন্দাজরা ফরাসীদিগের পক্ষাবলম্বন করায় ওলন্দাজদিগের অধিকৃত যবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া বাটাভিয়া নগর অধিকার করা হয় (১৮১১ খ্রীঃ)। এতদর্থে মিণ্টো স্বয়ং সৈন্যদিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন। মেট্‌কাফকে দূতস্বরূপে পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিণ্টো সন্ধিবন্ধন করেন (১৮০৯ খৃঃ)।

১৮১১ খ্রীঃ যশোবন্ত রাও হোলকারের মৃত্যু হইলে, তদীয় রাজ্যে আমির খাঁ নামক একজন সর্দ্দার প্রবল হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ হইতে কিছু কিছু স্থান গ্রহণ করেন, এবং স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া বসেন। এ ব্যাপারেও লর্ড মিণ্টো হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় আমির খাঁকে সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন নাই। কোলহাপুর ও সাবন্তবাড়ীর রাজারা আরব সাগরে দস্যুতা করিয়া বণিকদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেন। লর্ড মিণ্টো তাঁহাদের দস্যুতা নিবারণ করেন। ইনি বঙ্গদেশের ডাকাতি নিবারণের জন্য ও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর অভিমুখে যাইবার জন্য যে প্রশস্ত রাস্তা (Trunk road) আছে, ইঁহারই শাসনকালে সেইটি নির্ম্মিত হয়। ১৮১৩ খৃঃ কোম্পানির পূর্ব্বসনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কোম্পানি নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। তদ্দ্বারা কোম্পানি আরও ২০ বৎসর এদেশে রাজ্যশাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন এবং এদেশে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের স্বত্ব লোপ হয়; এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষাবিধানের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হয়; এবং খ্রীষ্টিয়ান পাদরীরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খৃঃ অক্টোবর মাসে লর্ড মিণ্টো পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ঐ বৎসরেই ইনি Earl of Minto and Viscount Melgund উপাধি লাভ করেন। ১৮১৪ খৃঃ ২১শে জুন ইঁহার দেহাবসান হয়।

মিণ্টো লর্ড—(২য়) (Gilbert John Murray Kynynmond Elliot, Fourth Earl of Minto)—ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর প্রপৌত্র ও ভারতবর্ষের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয়। ইনি ১৮৪৫ খৃঃ ৯ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ রাসিয়া-টর্কি যুদ্ধে ইনি টর্কির সৈন্যভুক্ত হইয়া কার্য্য করেন এবং ১৮৭৮-৯ খৃঃ আফগান যুদ্ধের সময় লর্ড রবার্টসের অধীনে কার্য্য করেন। ১৮৮৩-৫ খৃঃ ইনি কানাডার গভর্ণর জেনেরেল লর্ড ল্যান্সডাউনের মিলিটারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে (১৮৯৮—১৯০৪ খৃঃ) ইনিও কানাডার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৫ খৃঃ ১৭ই নভেম্বর ইনি ভারতের ভাইসরয় পদে আসীন হন। এই বৎসরের শেষভাগে

ইংলণ্ডের যুবরাজ [অধুনা সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ] সস্ত্রীক ভারত-ভ্রমণ করিতে আসেন এবং কলিকাতায় ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খৃঃ প্রারম্ভে আফগানিস্থানের আমীর হবিবুল্লা ইঁহারই নিমন্ত্রণে ভারতপর্য্যটন করেন। শাসনকালের প্রথম ভাগে লর্ড মিণ্টো বিস্ফোরক আইন (Explosive Act),রাজদ্রোহ সম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করেন। ভারতবাসিগণ যাহাতে শাসনকার্য্যে রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত বহুলভাবে একত্র হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হন, সে বিষয়ে ইনি কায়মনোবাক্যে ভারতসচিব লর্ড মর্লে'র সহায়তা করিয়া ভারতে সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারই প্রস্তাবে ভারতের কার্য্যকরী সমিতিতে (Executive Council of the Governor General) জনৈক বঙ্গীয় ব্যারিষ্টার (এস, পি, সিংহ), ১৯০৯ খ্রীঃ ১৯শে এপ্রেল আইন সচিবরূপে নিযুক্ত হন। ১৯১০ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং তথায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মিত—১। পরিমিত; পরিচ্ছিন্ন; স্বল্প; অল্পীকৃত; জ্ঞাত; সঞ্চিত; অনুমিত; শব্দিত। মা (পরিমাণ করা)+ক্ত র্ম। ২। নিক্ষিপ্ত। মি (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

মিতদ্রু—সমুদ্র। মিত-দ্রু (গমন করা)+কু ক। সং; পু।

মিতভাষী (-ভাষিন্)—অল্পভাষী, অধিক কথা কহে না এরূপ, বাচাল নয়। উপ; মিত (অল্প)-ভাষ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মিতভাষিণী।

মিত-ভোজন—পরিমাণমত ভোজন; অল্পাহার। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মিতভোজী (-ভোজিন্)—পরিমাণমত ভোজনকারী, অল্পাহারী। মিত-ভুজ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-ভোজিনী।

মিতম্পচ—অল্পপাচক; কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। মিত (অল্প)-পচ+খশ্ ক। বিণ; ত্রি।

মিতবাক্ (-বাচ্) মিতভাষী, অল্পভাষী। মিতা বাক্ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মিতব্যয়—পরিমিত ব্যয়, আয় দেখিয়া ব্যয়, সংযতভাবে খরচ। কর্ম্মধা। সং; পু।

মিতব্যয়িতা—পরিমাণমত ব্যয়করণ, আয় বুঝিয়া হিসাবমত খরচপত্র করা। মিতব্যয়িন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মিতব্যয়ী (-ব্যয়িন্)—পরিমিতব্যয়কারী, অল্পব্যয়ী। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মিতব্যয়িনী।

মিতহাসিনী—ঈষৎ হাস্যকারিণী, সংযতভাবে হাস্যশীলা। মিত শব্দ-হস্ (হাসা)+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মিতা—১। পরিমিতা, ইত্যাদি। মিত দেখ। মিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মিত্র, সখা, বন্ধু। দেশজ। সং; পু।

মিতাক্ষরা—হিন্দুদিগের দায়ভাগ নির্দ্দেশক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ। মিত অক্ষর যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

মিতাচার—নিয়মিত আচরণ; সংযত ব্যবহার।

মিতাচারী (-চারিন্)—মিতাচারপরায়ণ, সংযমী। মিত-আ-চর্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মিতাচারিণী। [দেশজ। সং।

মিতালি, মিতালী—মিত্রতা, মৈত্রী, সখ্য,বন্ধুতা।

মিতাশন—১। পরিমাণমত আহার, অল্পমাত্রায় ভোজন। মিত যে অশন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পরিমিতভোজী, অল্পভোজনকারী। মিত অশন যাহার, বহু। অথবা উপমিত; (পরিমিত)-অশ্ (খাওয়া) +অন ক। বিণ; ত্রি।

মিতাশী (-শিন্)—পরিমিতভোজী, অল্পাহারী। মিত-অশ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মিতাশিনী।

মিতি—১। পরিমাণ; পরিচ্ছেদ; জ্ঞান। মা (পরিমাণ করা)+ক্তি ভা। ২। ক্ষেপণ; তারিখ। মি (ক্ষেপণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

মিতিন—মিত্রপত্নী, মিতানী; স্ত্রীমিত্র; সখী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

মিত্র, মিত্র—১। সুহৃৎ, বন্ধু, সখা [বন্ধু দেখ]। মিদ্ (স্নেহ করা)+ক্ত্র ক; অথবা, মি (ক্ষেপণ করা)+ক্ত্র ক। সং; ক্লী। ২। একক্রিয়, একবিধ ক্রিয়ান্বিত; স্নিগ্ধ। বিণ; ত্রি। ৩। সূর্য্য। সং; পু। ৪। বংশগত উপাধিবিশেষ। সং।

মিত্রঘাতী (-ঘাতিন্)—মিত্রহন্তা; বন্ধুবধকারী; বন্ধুর সর্ব্বনাশসাধক। মিত্র-হন্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মিত্রঘাতিনী।

মিত্রতা, মিত্রত্ব—মৈত্র, সখ্য, বন্ধুতা। মিত্র+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মিত্রদ্রোহ—মিত্রের বিরুদ্ধাচরণ, বন্ধুর বিপক্ষে শত্রুতা। ৬তৎ। সং; পু।

মিত্রদ্রোহিতা—মিত্রদ্রোহ (তাহা দেখ); মিত্রদ্রোহীর ভাব এই অর্থে মিত্রদ্রোহিন্+তা। সং; স্ত্রী।

মিত্রদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—মিত্রের বিরুদ্ধাচারী, বন্ধুর বিপক্ষে শত্রুতাকারী। মিত্র-দ্রুহ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মিত্রদ্রোহিণী।

মিত্রদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—মিত্রের প্রতি বিদ্বেষ্টা বা বৈরী, বন্ধুর হিংসাকারী। মিত্র-দ্বিষ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মিত্রদ্বেষিণী।

মিত্রপূজা—সূর্য্যের আরাধনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ইহাকে সাধারণের ইষ্ট পূজা বলে।

মিত্রযু—মিত্রবৎসল। মিত্র-যা (যাওয়া)+কু ক। বিণ; ত্রি।

মিত্রলাভ—বন্ধুপ্রাপ্তি। ৬তৎ। সং; পু।

মিত্রবৎসল—সুহৃজ্জনের প্রতি প্রীতিমান্, বন্ধুপ্রিয়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

মিত্রবাৎসল্য—মিত্রস্নেহ, বন্ধু প্রীতি। ৭তৎ।

মিত্রষড়ষ্টক—বিবাহবিষয়ক যোগবিশেষ। কন্যা ও বরের রাশি মকর ও মিথুন, কন্যা ও কুম্ভ, সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বৃশ্চিক ও মেষ, কর্কট ও ধনুঃ হইলে মিত্রষড়ষ্টক হয়।

মিত্রসপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লসপ্তমী। মিত্রপ্রিয়া সপ্তমী, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মিত্রা—শত্রুঘ্নজননী সুমিত্রা। সং; স্ত্রী।

মিত্রাক্ষরছন্দঃ—ছন্দঃ দেখ।

মিত্রাবরুণ—আদিত্য ও বরুণ। মিত্র (সূর্য্য) ও বরুণ, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

মিথঃ (মিথস্)—অন্যোন্য, পরস্পর; গোপনে। মিথ+অস্ ভা। ব্য।

মিথিলা—জনকরাজার পুরী, বর্ত্তমান ত্রিহুত। মিথ (বধ করা)+কিল র্ম বা মন্থ (বধ করা)+ইল অধি+আপ্; অথবা মিথি শব্দ+ল অস্ত্যর্থে+আপ্। পুরাকালে নিমির পুত্র মিথি নামে এক মহান্ রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে ভুজবলে তৈরহুতের (ত্রিহুতের) পার্শ্বে স্বনামে মিথিলানাম্নী উৎকৃষ্ট নগরী নির্ম্মাণ করেন। নগরের জননশক্তি হেতু তিনি জনক নামে কীর্ত্তিত হন [জনক দেখ]। উত্তরকালেও মিথিলাদেশ সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনার নিমিত্ত অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্ত মিথিলা প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি দ্বারবঙ্গাধীশ্বরই মিথিলার করদ রাজা।

মিথুন—স্ত্রীপুরুষ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির তৃতীয় রাশি; যুগ্ম; দ্বন্দ্ব। মিথ (বধ করা)+উনক্। ক। সং; ক্লী।

মিথ্যা—অসত্য, অনৃত; কাল্পনিক; বৃথা। মিথ্ (বধ করা)+ক্যপ্ র্ম+আপ্। ব্য।

মিথ্যাচরণ—মিথ্যাপূর্ণ ব্যবহার, কপটাচার; মিথ্যাকথন। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মিথ্যাচারিতা—মিথ্যাচরণ। মিথ্যাচারিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মিথ্যাচারী (-চারিন্)—কপটাচারী; মিথ্যাপূর্ণ ব্যবহারকারী; মিথ্যাবাদী। মিথ্যা-আ-চর্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মিথ্যাচারিণী।

মিথ্যাদৃষ্টি—নাস্তিকতা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মিথ্যানিরসন—শপথ, দিব্য। মিথ্যার নিরসন (ক্ষালন), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মিথ্যাপ্রিয়—অসত্যপ্রিয়, যে মিথ্যা বলিতে

ভালবাসে এরূপ। মিথ্যা প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মিথ্যাপ্রিয়া।

মিথ্যাভাষী (-ভাষিন্)—অসত্যকথক, মিথ্যাবাদী। মিথ্যা—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মিথ্যাভাষিণী।

মিথ্যামতি—মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি। কর্মধা। স্ত্রী।

মিথ্যামিথ্যা, মিথ্যামিথ্যি—মিছামিছি, অনর্থক, অকারণে, বিফলে, বৃথা। দেশজ। ক্রি-বিণ।

মিথ্যাবাদী (-বাদিন্)—অনৃতভাষী, যে মিথ্যা বলে, মিথ্যুক। মিথ্যা—বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মিথ্যাবাদিনী। [বিণ।

মিথ্যুক—মিথ্যাবাদী, মিছ-কথারে। দেশজ।

মিথ্যে—মিছা, মিথ্যা শব্দের অপব্যবহার।

মিথ্যে মিথ্যে—মিছামিছি। দেশজ।

মিদ্ধ—আলস্য; জড়তা; তন্দ্রা। মিদ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

মিনতি—অনুনয়, বিনীত প্রার্থনা, কাতরতা প্রকাশ। বিনতি শব্দের অপব্যবহার। সং।

মিন্‌মিনে—যে নাকীসুরে কিংবা চাপা ওষ্ঠে অস্পষ্ট কথা কহে। দেশজ। বিণ।

মিনষে (মিন্‌ষে), মিনসা (মিন্‌সে)—মানুষ, লোক, পুরুষ, মনুষ্য শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক।

মিনা, মীনা—তৈজসাধারের সর্ব্বোপরি কাচবৎ মসৃণ প্রলেপ (enamel)। বৈদেশিক। সং।

মিনার, মীনার—মন্দিরশীর্ষ, চূড়া; সু-উচ্চ স্তম্ভাকার চূড়াল মন্দির। বৈদেশিক। সং।

মিনাহ—রফা, বাদ। বৈদেশিক।

মিনি—বিনা, ব্যতিরেকে। গ্রাম্য। প্রা, ক।

মিনিট—এক ঘণ্টার ৬০ ভাগের ১ ভাগ, এক দণ্ডের ২৪ ভাগের ১ ভাগ। ইং (minute)। সং।

মিয়া—প্রধান ব্যক্তি; প্রভু; মহাশয়। বৈদে।

মিয়াদ—সময়, কাল; নির্দ্দিষ্টকাল; কারাভোগ, কয়েদ। বৈদেশিক। সং।

মিয়াদী—নির্দ্দিষ্টকালব্যাপী, অচিরস্থায়ী। বৈদেশিক। বিণ।

মিয়ান—আর্দ্র, নরম। দেশজ। বিণ।

মির, মীর—প্রধান ব্যক্তি, সর্দ্দার, মণ্ডল, বৈদেশিক।

মিরকাসিম—ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার দ্বিতীয় নবাব। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজই প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব তাঁহাদিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ ক্লাইভ্ ইংলণ্ড গমন করিলে মিরজাফর নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; অধিকন্তু তিনি ইংরেজদিগকে অর্থদানেও সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেন না। এই সকল কারণে ক্লাইভের উত্তরাধিকারী ভান্সিটার্ট সাহেব কৌন্সিলের সদস্যগণের পরামর্শে মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় জামাতা মিরকাসিমকে বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৬০ খৃঃ)। মিরকাসিম কোম্পানিকে ও কোম্পানির কর্মচারিবর্গকে প্রচুর অর্থদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই টাকা দিতে না পারায় তিনি কোম্পানিকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জেলার জমিদারী প্রদান করিলেন। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগের ভূম্যধিকারের সূত্রপাত। অল্পদিনের মধ্যে নবাব বঙ্গের রাজস্ব প্রায় শতকরা ত্রিশ টাকা বাড়াইয়া ফেলিলেন। মিরকাসিম বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যকুশল লোক ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ইংরেজরাই প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা হইয়া পড়িয়াছেন; ইংরেজদিগকে দূর করিতে না পারিলে তাঁহার নবাবি করা বিড়ম্বনামাত্র। এজন্য তিনি গোপনে গোপনে সেনা সজ্জিত করিতে লাগিলেন, এবং মুর্শিদাবাদে থাকিলে ইংরেজরা তাঁহার মন্ত্রণা জানিতে পারিবেন, এই আশঙ্কায় অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী মুঙ্গের নগরে আপনার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। পরন্তু এই সকল আয়োজন পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। এদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এককালীন বার্ষিক তিন সহস্র টাকা ব্যতিরিক্ত নবাবকে আর কোন শুল্ক দিতেন না। পূর্ব্বে এ সুবিধা কেবল কোম্পানিরই ছিল; কোম্পানির কর্মচারীরা নিজ নামে যে বাণিজ্য করিতেন, তজ্জন্য তাঁহারা দেশের অন্যান্য বণিকের ন্যায় স্বতন্ত্র কর দিতেন। কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর কোম্পানীর কর্মচারীরাও কোম্পানীর ন্যায় শুল্কপ্রদান রহিত করেন। মিরজাফর এ সম্বন্ধে কথা কহিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু মিরকাশিম ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি যখন দেখিলেন, কোম্পানীর কর্মচারীরা কিছুতেই শুল্ক প্রদান করিতে সম্মত নহেন, তখন তিনি বিরক্ত হইয়া সকল বণিক্‌কেই শুল্ক প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দিলেন। ইহাতে কোম্পানীর ও কোম্পানীর কর্মচারিগণের স্বার্থে বিলক্ষণ আঘাত পড়িল। এইরূপে উভয় পক্ষে মনোমালিন্যবশতঃ অচিরে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মিরকাসিমের সৈন্যগণ উদানালা বা উধুয়ানালা ও ঘেরিয়া নামক স্থানদ্বয়ে পরাভূত হইল (১৭৬৩ খৃঃ)। পাটনায় প্রায় দুইশত ইংরেজ তাঁহার হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইয়া তিনি বন্দী ইংরেজদিগের প্রাণবধের আদেশ দিলেন, এবং নিজে অযোধ্যায় পলায়ন করিয়া তথাকার সুবাদার সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে সম্রাটের পুত্র আলি গৌহর "শাহ্ আলম" নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইয়াছিলেন। সুজাউদ্দৌলা এবং শাহ্ আলম মিরকাসিমের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অতঃপর তিনজনে মিলিত হইয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরো বক্সার নামক স্থানে মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (১৭৬৪ খৃঃ)। অযোধ্যার সুবাদার স্বরাজ্যে পলায়ন করিলেন; সম্রাট্ মনরো-কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব ও বিতাড়িত হইয়া রোহিলখণ্ডে গমন করিলেন এবং সেইখানে নিতান্ত হীনাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মিরকাসিমও রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু তৎপরে তাঁহার কি হইল, নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

মিরগেল—রোহিতজাতীয় সুস্বাদু মৎস্য বিশেষ। দেশজ। সং।

মিরজাফর—ইংরেজকৃত বাঙ্গালার প্রথম নবাব। ইনি পূর্ব্বে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সেনাপতি ও বক্সী ছিলেন। সৈনিকদিগকে বেতন বণ্টন করিয়া দেওয়াই সেকালে বক্সীর কার্য্য ছিল। নবাবের কোষাধ্যক্ষ মহাতাব চাঁদ জগৎশেঠপ্রমুখ ব্যক্তিগণ তৎকালে প্রতিহিংসানলে উদ্দীপিত হইয়া সিরাজের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত ষড়্‌যন্ত্র করেন এবং ক্লাইভকে তাহাতে যোগ দিতে আহ্বান করেন, তৎকালে মিরজাফরও চক্রান্তকারীর দলমধ্যে ছিলেন। তখন স্থির হয় যে, সিরাজের পতনের পর মিরজাফরই বাঙ্গালার নবাব হইবেন। অতঃপর পলাসীর ক্ষেত্রে ক্লাইভের ও সিরাজের সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সিরাজের পক্ষীয় সৈন্যেরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেবল মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতেই সে দিন নবাবসৈন্যের পরাজয় ঘটে। মিরজাফর ক্লাইভের সহিত যোগ দেন নাই বটে; কিন্তু তিনি নবাবের পক্ষেও যুদ্ধ করেন নাই। অধিকন্তু নবাবের সৈন্যগণ যখন রণমদে মত্ত, সেই সময়ে মিরজাফর সিরাজকে সেদিনকার মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন। অল্পবুদ্ধি সিরাজ বিশ্বাসঘাতকের মায়া বুঝিতে না পারিয়া যুদ্ধবিরামের আদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে

তাঁহার সৈন্যেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া কতকটা শৃঙ্খলাচ্যুত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে সুচতুর ক্লাইভ ভীমবিক্রমে নবাবের সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। সিরাজের বিশৃঙ্খল সৈন্য সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না। ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। পলাশীক্ষেত্রে ইংরেজের জয় হইল (১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন)।

অতঃপর পূর্ব্বনিয়মানুসারে মিরজাফর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মিরজাফর নবাব হইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ক্লাইভই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। নূতন নবাব কোম্পানির সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিলেন; তদ্ভিন্ন ইংরেজ-কর্ম্মচারীদিগকে বিস্তর টাকা দিতে হইল। এইরূপে শীঘ্রই তিনি কোষাগার শূন্য করিয়া ফেলিলেন, এবং অনেকের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া অর্থাগমের উপায় করিলেন। ইহাতে চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে একমাত্র ক্লাইভের ও ইংরেজ-সৈন্যের বীরত্বেই তিনি সে সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। এদিকে সম্রাটের পুত্র আলি গৌহর পিতার নিকট বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারি পদের সনন্দ পাইয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে আসিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। মিরজাফর তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিয়া বিদায় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্লাইভ ইংরেজ-সৈন্য প্রেরণ করিয়া সম্রাট্‌তনয়কে দূর করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে মিরজাফরের উপযুক্ত পুত্র সিরাজ উদ্দৌলার শিরশ্ছেদক দুর্বৃত্ত মিরণ বজ্রাঘাতে হত হয়। পুত্রশোকে বৃদ্ধ মিরজাফর নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

১৭৬০ খৃঃ ক্লাইভ ইংলণ্ডে গমন করিলেন; মিরজাফরও নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। একে বয়োবৃদ্ধ, তাহাতে শোকে জর্জ্জরিত, সুতরাং তিনি শাসনসংক্রান্ত কোন কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু রাজকোষ শূন্য হওয়ায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে অর্থ দিয়া বশীভূত রাখিতে পারিলেন না। এই সকল কারণে ক্লাইভের উত্তরাধিকারী ভান্সিটার্ট সাহেব কৌন্সিলের সদস্যগণের মন্ত্রণায় মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় জামাতা মিরকাসিমকে বাঙ্গালার নবাব করিলেন (১৭৬০ খৃঃ)। পরন্তু অল্পদিন মধ্যেই মিরকাসিমের সহিত ইংরেজদিগের বিরোধ ও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইংরেজরা মিরজাফরকে বাঙ্গালার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৭৬৩ খৃঃ)। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন এবং তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র নাজিম উদ্দৌলা নবাব হইলেন।

মিরজুমলা—ইনি পারস্যদেশীয় জনৈক বণিক্। ১৬৩০ খৃঃ ভারতবর্ষে আসিয়া ইনি দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। পরে আওরঙ্গজেবের সুনজরে পড়িয়া তাঁহার পক্ষে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। উত্তরকালে ইনি বাঙ্গালার সুবেদার হইয়াছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীঃ ঢাকা নগরে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মিরাস—পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশানক্রমে উপভোগ্য সম্পত্তি। বৈদেশিক। সং।

মির্জা—মোগল পদবীবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

মির্জাই—তুলাভরা জামাবিশেষ; আধা চাপকান। বৈদেশিক। সং।

মিল—১। ঐক্য, মিলন, সদ্ভাব, প্রণয়, মিশ। দেশজ। ২। যন্ত্র, যাঁতা, কল। ইং (mill)। সং। ৩। মিলিত হও বা হইও। প্রা. ক। ক্রি।

মিলটন—ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি। ১৬০৮ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীর ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের রাজ্যশাসন-ভার গ্রহণ করিলে, মিলটন তাঁহার লাটিন সেক্রেটারি হন, এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে অতি দক্ষতার সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শেষ বয়সে ইনি চক্ষুঃরত্নে বঞ্চিত হন, এবং এই অন্ধাবস্থায় ভুবনবিখ্যাত "প্যারাডাইজ লষ্ট" প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। এই সময়ে ইঁহার দুহিতারা সময়ে সময়ে লেখকের কার্য্য করিয়া ইঁহার সহায়তা করিতেন। ১৬৭৪ খ্রীঃ মিলটন স্বর্গারোহণ করেন।

মিলন—মিশ্রণ, ঐক্য; সংযোগ। মিল্ (সংশ্লিষ্ট হওয়া) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

মিলনসঙ্গীত—ঐক্যগীতি, প্রেমিক প্রেমিকার মিলনবিষয়ক গান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মিলনসাধন—ঐক্যসম্পাদন, একীকরণ, সংযুক্ত করিয়া দেওয়া; সংযোগসাধক যন্ত্র, সংযোগের উপায়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মিলা—মিলিত হওয়া, মিশা; মিল হওয়া, ঐক্য হওয়া, সঙ্গত হওয়া, খাপ খাওয়া; জুটা, পাওয়া, যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

মিলান—১। মিল, ঐক্য, সামঞ্জস্য; মোকাবিলা, রুজু। সং। ২। মিলিত করা, মিশান; মিল করা, রুজু দেওয়া; জুটান, পাওয়ান। দেশজ। ক্রি।

মিলামিশা—একত্র মিলান, সম্মেলন; মিশামিশি। দেশজ। সং।

মিলিত—সংযুক্ত; একত্রীভূত; মিশ্রিত। মিল্ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মিলিতা।

মিশমিলা—শিশুর চর্ম্মরোগবিশেষ, হাম। দেশজ। সং। [সং।

মিশ—মিশ্রণ, মিলন, ঐক্য, খাপ। দেশজ।

মিশা—মিশ্রিত হওয়া, মিলিত হওয়া, যোগ দেওয়া। দেশজ। ক্রি। [ক্রি।

মিশান—মিশ্রিত করা, মিলিত করা। দেশজ।

মিশামিশি—একত্র মিশ্রণ, সংমিশ্রণ; সম্মেলন, মিলামিশা। দেশজ। সং।

মিশুক—মিলনানুরাগী, আসঙ্গপ্রিয়, সুসামাজিক। দেশজ। বিণ।

মিশ্র—১। মিলিত; সংযুক্ত; (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ, মান্য। মিশ্র্ (যোগ করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মিশ্রিত দ্রব্য (Mixture); উপাধিবিশেষ। মিশ্র্ + অন্ ণ্ম। সং; পু বা ক্লী।

মিশ্রণ—মিলন, সংযোগ, মিশন; একত্রীকরণ, ঐক্য; সঙ্কলন। মিশ্র্ (যুক্ত হওয়া) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

মিশ্রললিত—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

মিশ্রিত—মিলিত, সংযুক্ত, একত্রীভূত। মিশ্র্ (যুক্ত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

মিষ—১। স্পর্দ্ধন, প্রতিযোগিতা; সেচন। মিষ্ + ক ভা। সং; পু। ২। ছল; ঈর্ষ্যা। মিষ্ + ক ক। সং; ক্লী।

মিষ্ট—১। মধুর রস। সং; পু। ২। স্পর্দ্ধিত; সিক্ত; সুস্বাদ, মধুর। মিষ্ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। মিষ্টান্ন। সং; ক্লী।

মিষ্টতা—মধুরতা, মাধুর্য্য, মিঠাভাব। মিষ্ট + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

মিষ্টান্ন—মিষ্ট দ্রব্য, মিষ্ট রসযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য, মিঠাই সন্দেশ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মিষ্টান্নভোজী (—ভোজিন্)—মিষ্টদ্রব্যভক্ষণকারী। মিষ্টান্ন—ভুজ্ (ভোজন করা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —ভোজিনী।

মিষ্টার—মহাশয়, বাবু। ইং (Mister বা Mr.)। সং।

মিসী, মিশি—হিরাকস (কচিৎ তুঁতে) যোগে প্রস্তুত দন্তমঞ্জন,—ইহাতে দন্তপার্শ্ব কাল হয়। বৈদেশিক। সং।

মিস্ত্রী—প্রধান কারিকর বা বাড়ুই—সাধারণতঃ ছুতার, কামার, রাজ। বৈদেশিক। সং।

মিহি—সূক্ষ্ম, সরু। দেশজ। বিণ।

মিহিকা—শিশির, হিম। মিহ্ (সিক্ত করা) + অক ক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মিহিদানা—ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নবিশেষ, মতিচুর। দেশজ। সং।

মিহির—১। সূর্য্য; চন্দ্র; মেঘ; বায়ু; বৃদ্ধ; রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতবিশেষ [খনা দেখ]। মিহ্ (সেক করা) + কির ক। সং; পু। [সং; ক্লী।

মিহিরমণ্ডল—সূর্য্যমণ্ডল; চন্দ্রমণ্ডল। ৬তৎ।

মীঢ়—মুদ্রিত। মিহ্‌+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

মীন—মৎস্য, মাছ ; বিষ্ণুর অবতারবিশেষ [দশাবতার দেখ] ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির সর্ব্বশেষ রাশি। মী (বধ করা, ইত্যাদি) +নক্ র্ম। সং ; পু। [বহু। সং ; পু।

মীনকেতন, মীনধ্বজ—কন্দর্প, কাম ; সমুদ্র।

মীনা—১। উষাকন্যা, ইনি কশ্যপের ভার্য্যা হইয়াছিলেন। সং ; স্ত্রী। ২। মিনা দেখ।

মীনাক্ষ—১। মৎস্যের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট। মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মীনাক্ষী। ২। রাক্ষসবিশেষ। সং ; পু।

মীনাক্ষী—১। মৎস্যনয়না। বহু। মীনাক্ষ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুবেরের কন্যা ; গণ্ডদূর্ব্বা ; দেবীবিশেষ ; শর্করা। সং ; স্ত্রী।

মীনার—মিনার দেখ।

মীনালয়—সমুদ্র। ষতৎ। সং ; পু।

মীনাবাই—ইনি ধার নগরীর রাজা আনন্দরাওর পত্নী, এবং গোবিন্দরাও গাইকোবাড়ের শ্যালক-কন্যা। অল্প বয়সেই আনন্দরাওর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে মীনা গর্ভবতী ছিলেন। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া মীনা জনৈক বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর হস্তে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া মণ্ডু নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তথায় ইঁহার পুত্র রামচন্দ্রের জন্ম হয়। কিছুদিন পরে রাজবংশীয় মুরারী রাও নামক জনৈক ব্যক্তি রাজ্যলিপ্সু হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে, এবং সপুত্র মীনাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে। মীনা বহু কৌশলে এবং বরোদার গাইকোবাড়ের সহায়তায় মুরারীকে দমন করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু ইহার পরই রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচারে রাজকোষও শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। বুদ্ধিমতী মীনা পুত্রশোকের সুগভীর বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া স্বামীর রাজ্যরক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় ভগিনীর এক পুত্রকে রামচন্দ্র রাও নাম দিয়া দত্তকরূপে গ্রহণ করিলেন, বহু সৈন্য রাখিয়া নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক ঋণশোধের উপায় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংরাজরাজ পিণ্ডারী প্রভৃতি দস্যুগণের দমনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। মীনা ইংরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে হস্তচ্যুত বহু প্রদেশ পুনরায় রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে এই বুদ্ধিমতী বীরাঙ্গনা ধাররাজ্যকে পুনরায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া আপনার অসাধারণ বুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মীমাংসক—১। নিষ্পত্তিকারক। সনন্ত মান্ (বিচার করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মীমাংসিকা। ২। মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ। সং ; পু।

মীমাংসা—সিদ্ধান্ত ; নিষ্পত্তি ; জৈমিনিকৃত দর্শনশাস্ত্র [এই শাস্ত্রের নাম পূর্ব্বমীমাংসা, ইহা পনর শত সূত্রে ও নয়শত অধিকরণে, ভাষ্য, বার্ত্তিক ও বহু টীকায় সংবদ্ধ] ; বেদান্তশাস্ত্র। সনন্ত মান্ (বিচার করা) +অ ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

মীমাংসিত—সিদ্ধান্তিত, যাহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এরূপ, বিচারিত। সনন্ত মান্ (বিচার করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি

মীর—১। পর্ব্বতপ্রান্ত ; সমুদ্র ; সীমা ; পানীয়। মী+র সংজ্ঞার্থে। সং ; পু। ২। মির (তাহা দেখ)। বৈদেশিক।

মীরাবাই—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা রাজপুত মহিলা ; রাঠোরবংশীয় এক রাজার কন্যা। ইনি বাহিরে যেরূপ অনুপম রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, অন্তরেও সেইরূপ নানা গুণভূষণে ভূষিতা ছিলেন। উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে মেওয়ারপতি মহারাণা কুম্ভের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মীরা অতুল বিভবের অধিকারিণী হইলেন। পরন্তু ঐহিক ঐশ্বর্য্যের চমক ইঁহার মন মোহিত করিতে পারিল না। রাজরাণী হইয়াও মীরা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় অতি সামান্যভাবে দিনযাপন করিতে লাগিলেন ; কারণ মীরা বাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুকে হৃদয়াসনে বসাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আরাধনা করিতে শিখিয়াছিলেন। মেওয়ারের রাজবংশ শক্তির উপাসক, অথচ মেওয়ারের রাণী বৈষ্ণবী, এ দৃশ্য অনেকেরই অসহ্য হইল। এই বিষয় লইয়া ক্রমে ঘোর আন্দোলন উঠিল। রাজমাতা পুত্রবধূকে বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করিয়া শাক্তপূজা গ্রহণ করিতে বলিলেন ; কিন্তু ইনি প্রাণান্তেও তাহা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে মীরাবাই বিষ্ণুপূজা অথবা রাজপ্রাসাদ এতদুভয়ের একতর পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলে মীরা ধর্ম্মার্থে অম্লানবদনে সর্ব্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজরাণী মীরা ভিখারিণীর বেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বিনির্গত হইলেন। অনন্তর স্বামিদত্ত অর্থে ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করিয়া ইনি অনাথ দীনহীনের আশ্রয়স্থল হইয়া পরোপকারে নশ্বর জীবন উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে কতিপয় বৎসর অতীত হইলে, মীরাবাই তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নশ্বর জগৎ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। মীরা-রচিত অনেকগুলি দোঁহা বা ভগবদ্বিষয়ক গান প্রচলিত আছে। ইনি প্রসিদ্ধা গায়িকা ছিলেন। কথিত আছে যে, দিল্লীশ্বর আকবর কৌশল করিয়া ইঁহার অলক্ষিতে গান শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মীল, মীলন—সঙ্কোচন, মুদ্রণ। মীল্ (নিমেষ ফেলা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; পু ও ক্লী।

মীলিত—১। সঙ্কুচিত ; মুদ্রিত, অপ্রফুল্ল। মীল্ (নিমেষ ফেলা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং ; ক্লী।

মু—মুখ, বদন ; মুই, আমি। প্রাদেশিক।

মুই—অহং স্বয়ং, আমি। গ্রাম্য। সর্ব্ব।

মুকটি, মুকুটি—মুষ্টি, মুষ্ট্যাঘাত। দেশজ। সং।

মুকবেলা—মোকাবিলা (তাহা দেখ)।

মুকু—মুক্তি ; মোক্ষ। মুচ্ (মোচন করা)+কু ভা। সং ; পু বা স্ত্রী।

মুকুট—মকুট দেখ।

মুকরর—নির্দ্দিষ্ট, স্থায়ী। বৈদেশিক। বিণ।

মুকররী—নির্দ্দিষ্ট করে স্থায়ী। বৈদেশিক। বিণ।

মুকুতা—মৌক্তিক, মতি। মুক্ত শব্দজ। ক, প্র।

মুকুন্দ—বিষ্ণু, নিধিবিশেষ ; পারদ। মুকুম্ (মুক্ত)—দা+ড ক। সং ; পু।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ)—বিখ্যাত বঙ্গীয় কবি, চণ্ডীকাব্যের প্রণেতা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দামুন্যা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। বর্দ্ধমানের নবাবের অত্যাচারে মুকুন্দরাম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আঁড়রা নামক স্থানের রাজা বাঁকুড়া দেবের নিকট গমন করেন। রাজা ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে আপনার পুত্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া মুকুন্দরাম বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন, এবং কিছুদিন পরে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। বোধ হয় এই গ্রন্থ রচনার পর তিনি আশ্রয়দাতার নিকট কবিকঙ্কণ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার কাব্য "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" নামে প্রসিদ্ধ। অনুমান খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে এই কাব্য লিখিত হয়। কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, ও কল্পনাগুণে ইঁহার গ্রন্থ অচিরেই দেশময় প্রসিদ্ধি লাভ করে। কবিকঙ্কণ করুণরসে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। কৃত্তিবাসের সময় অপেক্ষা এই সময় বঙ্গভাষা যে অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা চণ্ডীকাব্যের অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ভাষায় এবং বিবিধ ছন্দোবন্ধে বেশ বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, "সারদামঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা অযোধ্যারাম মুকুন্দরামের অগ্রজ ভ্রাতা। অপর

কাহার মতে মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিধিরাম, আর এই নিধিরামই "বন্দ মাতা সুরধুনী" কবিতার রচয়িতা। [ব্য।

মুকুম্—নির্ব্বাণমুক্তি; প্রেম। মুচ্+কুম্ ভা। **মুকুর**—আদর্শ, দর্পণ; কুলালদণ্ড; বকুলবৃক্ষ। মনক্+উর ক। সং; পু।

মুকুল—মকুল দেখ।

মুকুলিত—অর্দ্ধমুদ্রিত; অর্দ্ধবিকসিত, আধ-ফুটন্ত; মুকুলযুক্ত। মুকুল+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মুকুলিতা।

মুকুলোদ্গম—মুকুলোৎপত্তি, মুকুলের জন্ম, কুঁড়ির উদ্ভব। ৬তৎ। সং; পু।

মুক্ত—১। মুক্তিপ্রাপ্ত, লব্ধমোক্ষ। মুচ্ (মোচন করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। ২। ত্যক্ত; উন্মুক্ত, খোলা। মুচ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মুক্তা। ৩। মৌক্তিক, মতি। মুক্তা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

মুক্তকচ্ছ—১। কাছা-খোলা। মুক্ত হইয়াছে কচ্ছ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; পু। ২। বুদ্ধমতাবলম্বী; চৈতন্যমতাবলম্বী, আধুনিক বৈষ্ণব। সং; পু।

মুক্তকঞ্চুক—১। পরিত্যক্তকঞ্চুক, যে কবচ বা খোলস ছাড়িয়াছে। মুক্ত হইয়াছে কঞ্চুক যৎকর্ত্তৃক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —কঞ্চুকা। ২। অচিরত্যক্তত্বক্ সর্প, যে সাপ খোলস ছাড়িয়াছে। সং; পু।

মুক্তকণ্ঠে—অনবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে, স্পষ্ট স্বরে, খোলা গলায়। মুক্ত হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

মুক্তকেশ—১। উন্মুক্ত কেশবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মুক্তকেশা, মুক্তকেশী। ২। উন্মুক্ত কেশ, খোলা চুল। কর্ম্মধা। সং; পু।

মুক্তচক্ষুঃ (—চক্ষুস্)—১। উন্মীলিত-নেত্র। মুক্ত চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সিংহ। সং; পু। ২। খোলা চোখ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মুক্তদ্বার—১। উন্মুক্ত দ্বার, খোলা দরজা। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। উদ্ঘাটিত দ্বার-বিশিষ্ট, যাহার দরজা খোলা হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি।

মুক্তভাবে—স্পষ্টবাক্যে, খোলা কথায়। বহু। ক্রি-বিণ।

মুক্তবেণী—উন্মুক্ত বেণী, আবদ্ধ চুলের বিউনী; উন্মুক্ত স্রোতঃ; ত্রিবেণী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মুক্তসঙ্গ—বিষয়সঙ্গত্যাগী, বিরাগী; উদাসীন। মুক্ত (ত্যক্ত) হইয়াছে সঙ্গ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মুক্তসঙ্গা।

মুক্তহস্ত—দানশীল, বদান্য; ব্যয়শীল। মুক্ত হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মুক্তহস্তে—খোলাহাতে, হাত খুলিয়া, অকুণ্ঠিত ভাবে, অকাতরে। মুক্ত হস্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

মুক্তা—১। মুক্তিপ্রাপ্তা; উন্মুক্তা, উদ্ঘাটিতা; ত্যক্তা। মুক্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্ত্যাদিজাত রত্নবিশেষ, মৌক্তিক, মতি; পুংশ্চলী; বেশ্যা। সং; স্ত্রী।

মুক্তাকলাপ—মুক্তামালা। ৬তৎ। সং; পু।

মুক্তাফল—মুক্তা, মৌক্তিক; কর্পূর; বোপদেব-কৃত গ্রন্থবিশেষ। মুক্তাই যে ফল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মুক্তামালা—মতির মালা, মৌক্তিকহার; মুক্তা-সমূহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মুক্তালতা, মুক্তাবলী—মুক্তার মালা। মুক্তার লতা বা আবলী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মুক্তাশুক্তি—মুক্তা উৎপাদিকা শুক্তি, যাহাতে মুক্তা জন্মে এমন ঝিনুক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মুক্তাসার—শ্রেষ্ঠ মুক্তা। ৬তৎ। সং; পু।

মুক্তাস্ফোট—শুক্তি, ঝিনুক। মুক্তা শব্দ-স্ফুট্ (ভেদ করা)+অন্ ক। সং; পু।

মুক্তি—কৈবল্য, অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি, অপবর্গ; মোচন; পরিত্রাণ। মুচ্ (মুক্ত করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। মুক্তি পঞ্চ-বিধ; যথা—সাষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ। (১) সাষ্টি—ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া। (২) সালোক্য—ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাস। (৩) সারূপ্য—ঈশ্বরের সমান রূপ প্রাপ্ত হওয়া, চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তিলাভ। (৪) সাযুজ্য—ঈশ্বরের সহিত অভেদে অবস্থান। (৫) নির্ব্বাণ—অদ্বৈততত্ত্বে লীন হওয়া।

মুক্তিদ—১। মুক্তিদায়ক, মোক্ষপ্রদানকারী। উপ; মুক্তি—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মুক্তিদা। ২। ভগবানের নাম-বিশেষ। সং; ক্লী।

মুক্তিদাতা (—দাতৃ)—মুক্তিদায়ক, সংসারদুঃখ-নাশক; পরিত্রাতা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী মুক্তিদাত্রী।

মুক্তিদান, মুক্তিপ্রদান—মুক্তি দেওয়া, সংসার-দুঃখ বিনাশ করা; অব্যাহতি দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মুক্তিদায়ক—মোক্ষপ্রদানকারী, পরিত্রাণদাতা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মুক্তিদায়িকা।

মুক্তিধন—মুক্তিরূপ সম্পৎ। রূপক। সং; ক্লী।

মুক্তিনামা—মুক্তিপত্র, ছাড়পত্র। দেশজ। সং।

মুক্তিপত্র—ছাড়পত্র, খালাসপত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি ত্যাগের লিখন। মধ্য কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মুক্তিপদ—কৈবল্য পদ, অপবর্গরূপ ঐশ্বর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

মুক্তিপ্রার্থী (—প্রার্থিন্)—মোক্ষলাভেচ্ছু, মুমুক্ষু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী মুক্তিপ্রার্থিনী।

মুক্তিফৌজ, মুক্তিসেনা—ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবক। (Boy Scout)। সং।

মুক্তিমণ্ডপ—বিশ্বেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপবিশেষ; জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ মণ্ডপ। মুক্তিপ্রদ যে মণ্ডপ, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

মুখ—১। আনন, বদন; গৃহাদির দ্বার; আরম্ভ; উপায়; নিঃসরণ; বাক্, শব্দ; অগ্রভাগ; বেদ; নাটকাদির সন্ধিবিশেষ। খন্ (খনন করা)+অল্ র্ম, নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। প্রধান; আদ্য। বিণ; ত্রি।

মুখকান্তি—মুখশ্রী, মুখের শোভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

মুখকোষ—মুখাচ্ছাদন; মুখোষ। ৬তৎ।

মুখচন্দ্র—চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখ। উপমিত। সং; পু।

মুখচোরা—স্পষ্টভাবে কথা বলিতে কুণ্ঠিত-স্বভাব, বাক্য কথনে ভীরু, লজ্জাশীল, লাজুক। দেশজ। বিণ।

মুখচ্ছদ—মুখপট, মুখের কৃত্রিম আবরণ, মুখোষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মুখচ্ছবি—মুখকান্তি, মুখশ্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মুখজ—১। বদন হইতে জাত। মুখ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মুখজা। ২। ব্রাহ্মণ। সং; পু। [সং।

মুখটি—মুখ্যবংশপুত্র; ব্রাহ্মণবংশবিশেষ। দেশজ।

মুখ-দেখানি—সদ্যোবিবাহিতা কন্যার মুখ দেখিবার সময় কন্যাকে প্রদেয় উপহার। দেশজ। সং।

মুখ-নাড়া—বকুনি, মুখঝাপটা। দেশজ। সং।

মুখনিরীক্ষক—মুখদর্শী; মুখাপেক্ষী; পক্ষপাতী; অলস। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মুখপট—মুখের কাপড়; মুখোষ। ৬তৎ।

মুখপত্র—অন্যের প্রতিনিধি স্বরূপে কথা বলি-বার কাগজ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

মুখপদ্ম—পদ্মতুল্য মনোহর মুখ; মুখরূপ পদ্ম। উপমিত বা রূপক। সং; ক্লী।

মুখপাত—উপরিভাগ, অগ্রভাগ; আদ্য খণ্ড; প্রথম পত্র; ভূমিকা, উপক্রমণিকা। দেশজ। সং।

মুখপাত্র—প্রধান, শ্রেষ্ঠ, অগ্রণী। মুখ (প্রধান) যে পাত্র, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

মুখপ্রিয়—সুস্বাদ, রসনাতর্পণ। ৬তৎ। বিণ;

মুখফোড়—স্পষ্টবক্তা। দেশজ। সং।

মুখবন্ধ—অনুক্রমণিকা, গ্রন্থাদির ভূমিকা, প্রস্তা-বনা। ৬তৎ। সং; পু। [ক্লী।

মুখমণ্ডল—মুখাবয়ব, সমগ্র মুখ। ৬তৎ। সং;

মুখমারুত—মুখনিঃসৃত বায়ু, ফুৎকার। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

মুখমিষ্ট—মিষ্টভাষী। মুখ মিষ্ট যাহার, বহু।

মুখর—১। বাচাল; অপ্রবক্তা; দুর্মুখ; শব্দায়-

মান ; অগ্রবর্ত্তী। মুখ+র অস্ত্যার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মুখরা। ২। শঙ্খ ; কাক। সং ; পু। [স্ত্রী।

মুখরক্ষা—মানরক্ষা, মানরাখা। ৬তৎ। সং ;

মুখরিত—১। রবযুক্ত ; শব্দায়মান। মুখর শব্দ +ক্রি (=মুখরি) নাম ধাতু+ক্ত ক। ২। শব্দিত, ধ্বনিত।...+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

মুখরুচি—মুখকান্তি, মুখের শোভা। ৬তৎ। স্ত্রী।

মুখরোচক—মুখের রুচিজনক, যাহা খাইতে ভাল লাগে এরূপ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

মুখবাসন—মুখের সুগন্ধিকর দ্রব্য, কর্পূরাদি। সং ; পু। [সং ; পু।

মুখবিবর—বদন-গহ্বর (mouth)। ৬তৎ।

মুখব্যাদান—বদন বিস্তার, হাঁ করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

মুখশশী (-শশিন্)—মুখচন্দ্র। উপমিত।

মুখশুদ্ধি—মুখপ্রক্ষালন, দন্তমার্জ্জন, মুখ ধোয়া ; তাম্বূলাদি মুখশোধনীয় দ্রব্য। ৬তৎ। স্ত্রী।

মুখশ্রী—মুখকান্তি, মুখের শোভা। ৬তৎ। স্ত্রী।

মুখস্থ—কণ্ঠস্থ, অভ্যস্ত। দেশজ। বিণ।

মুখস্রাব—লালা, থুথু। মুখ শব্দ—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [স্ত্রী।

মুখাকৃতি—মুখের গঠন, মুখাবয়ব। ৬তৎ। সং ;

মুখাগ্নি—১। বিপ্র, ব্রাহ্মণ। মুখে অগ্নি যাহার, বহু। শাপ প্রদানে অন্যকে ভস্মীভূত করিবার শক্তি থাকাতেই ব্রাহ্মণের মুখাগ্নি আখ্যা হয়। ২। শবদাহকালে তাহার মুখে প্রদত্ত অগ্নি ; দাবানল। মুখে অগ্নি, ৭তৎ। সং ; পু।

মুখাপেক্ষা—অনুরোধ ; পক্ষপাত ; কাহারও মুখ তাকাইয়া থাকা ; অনুগ্রহপ্রত্যাশা। মুখের অপেক্ষা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মুখাপেক্ষী (-ক্ষিন্)—মুখাপেক্ষাকারী ; মুখনিরীক্ষক ; পক্ষপাতী ; অনুগ্রহপ্রত্যাশী। মুখ—অপ-ঈক্ষ্ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী মুখাপেক্ষিণী।

মুখামুখি—সম্মুখে সম্মুখে ; পরস্পর বচনপ্রয়োগ, বাগ্‌যুদ্ধ। দেশজ। সং।

মুখামৃত—লালা, থুথু। মুখস্থিত অমৃত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মুখাবয়ব—মুখের গঠন। ৬তৎ। সং ; পু।

মুখি, মুখী—কচু প্রভৃতির গেঁড়। দেশজ। সং।

মুখুটী—মুখোপাধ্যায় বংশ। দেশজ।

মুখুয্যে—মুখোপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ।

মুখোপাধ্যায়—রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ বংশবিশেষের উপাধি, মুখুয্যে। মুখ (প্রধান) যে উপাধ্যায়, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মুখোষ, মুখোস—মুখচ্ছদ, মুখের কৃত্রিম আবরণ। মুখকোষ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

মুখ্‌খু—মূঢ়, অজ্ঞান, অশিক্ষিত ; নির্ব্বোধ ; মূর্খ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

মুখ্য—প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; প্রথম। মুখ (প্রধান, আদ্য)+য্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মুখ্যা।

মুখ্যতর—অতি প্রধান, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সারাৎসার। মুখ্য+তর অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি।

মুগ—কলায়বিশেষ। মুদ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

মুগা—প্রবাল, পলা। হিন্দী। সং।

মুগী—১। মুগমিশান। বিণ। ২। এক প্রকার চাউল। দেশজ। সং।

মুগুর—লগুড়, দণ্ড, যষ্টি ; কোন কিছু পিটিবার যন্ত্র ; ব্যায়ামার্থ দণ্ডবিশেষ। মুদ্গর শব্দের অপভ্রংশ। সং।

*মুগ্ধ—মূঢ়, মোহপরবশ ; মনোহর, সুন্দর। মুহ (বিমুগ্ধ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

মুগ্ধদৃষ্টি—১। বিমোহিত চক্ষুঃ ; সুন্দর নয়ন ; মনোহর দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। বিমোহিত চক্ষুবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

মুগ্ধনেত্র, মুগ্ধলোচন—১। বিমোহিত চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। বিমোহিত চক্ষুবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

মুগ্ধবোধ—বোপদেবকৃত ব্যাকরণ গ্রন্থবিশেষ। মুগ্ধের (মূর্খের) বোধ জন্মে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

মুঙ্গের—বিহার প্রদেশে ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। কেহ কেহ বলেন, এইখানে মুদ্গল মুনির আশ্রম ছিল, সেইজন্য ইহাকে পূর্ব্বে মুদ্গলপুরী বলা হইত। অপর কেহ কেহ বলেন যে, বিশ্বামিত্র-পুত্র মুদ্গলরাজা এখানে রাজত্ব করিতেন বলিয়াই ইহাকে মুদ্গলপুরী বলা হইত। কাহারও কাহারও মতে স্থানটির নাম ছিল মুদ্গলগিরি। অপর কাহার কাহারও মতে মুঙ্গ (মুগের ডাউল) হইতে মুঙ্গের নাম উৎপন্ন। এই জেলায় ঘৃত প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের বাহুল্য জন্য কেহ কেহ এই জেলাকে ভারতের বর্ম্মিংহাম নামে অভিহিত করেন। মুঙ্গের সহরের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে সীতাকুণ্ড-নামক উষ্ণ প্রস্রবণ ও দুর্গ উল্লেখযোগ্য। এই প্রাচীন দুর্গটি ১১৯৫ খ্রীঃ প্রথম মুসলমান বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলিজী অধিকার করেন। পরে ১৫৯০ খৃঃ টোডরমল্ল এই স্থানে অবস্থিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালিত করেন। সা সুজার সহিত আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ সম্পর্কে মুঙ্গেরের নাম বিশেষভাবে ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। মিরকাসিমের সঙ্গে যখন ইংরাজের যুদ্ধ ঘটে, সেই সময়ে মিরকাসিম এই দুর্গে অবস্থান করিয়া যুদ্ধকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজের সহায় বলিয়া মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠদ্বয়কে মিরকাসিম দুর্গের পার্শ্ববর্ত্তী যে স্থান হইতে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত, দর্শকগণকে সেই স্থান প্রদর্শন করা হয়। কাঠের বাক্স ও কৌটার কারুকার্য্যের জন্য মুঙ্গেরের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে।

মুচকান—ঈষৎ বিকশিত করা। দেশজ। ক্রি।

মুচকি—ঈষৎ বিকশিত ; সামান্য, ঈষৎ। দেশজ। বিণ।

মুচড়ান—মুমড়ান, বাঁকান। দেশজ। ক্রি।

মুচলেকা—দণ্ডসহ অঙ্গীকারপত্র। বৈদেশিক। সং।

মুচলম, মুচলম—সমস্ত, কিছুমাত্র। বৈদেশিক। বিণ।

মুচী—কৃষ্ণ মোচার আকারের ফল বা অন্ন দ্রব্য ; চর্ম্মকার জাতিবিশেষ। দেশজ। সং।

মুচুকুন্দ—১। বৃক্ষবিশেষ ; মুনিবিশেষ ; দৈত্যবিশেষ। সং ; পু।

২। মহারাজ মান্ধাতার পুত্র। ইনি একজন অসামান্য বীরপুরুষ ছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধের সময়ে ইনি দেবতাগণকে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করেন দেবতারা প্রীত হইয়া ইঁহাকে বর দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইনি যুদ্ধে অতিশয় ক্লান্তি হেতু বিশ্রামার্থ নিদ্রাসুখ ভোগের এবং সেই নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যে তাঁহাকে জাগরিত করিয়া সম্মুখে পড়িবে তাহাকে ভস্মীভূত করিবার বর প্রার্থনা করেন। দেবতারা "তথাস্তু" বলিলেন। অতঃপর ইনি বরলাভে আনন্দিত হইয়া এক পর্ব্বতগুহায় নিদ্রাগত হইলেন। এইরূপে বহু যুগযুগান্তর অতীত হইয়া গেল। পরে শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে সুকৌশলে তাহাকে সেইখানে লইয়া গেলে কালযবন ইঁহাকে শয়ান অবস্থায় দেখিয়া পদাঘাতে ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করে এবং ইঁহার দর্শনপথে পতিত হইলে ভস্মীভূত হয়। মুচুকুন্দ জাগরিত ও গুহা-নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন যে, যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি আপনার রাজ্য ও পরিবারবর্গের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ইনি তপস্যার্থে হিমালয় প্রদেশে গমন করিলেন, এবং যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করিলেন।

মুচুটী—আঙ্গুল মটকান ; মুষ্টি। মুচ (মোচন করা)+উট ভা+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মুচ্ছুদ্দী—মুৎসদ্দী বা মুৎসুদ্দী শব্দের অপভ্রংশ।

মুছা—নির্ম্মোচন করা, ক্ষালন করা, মোচনপূর্ব্বক পরিষ্কার করা। দেশজ। ক্রি।

মুছান—নির্ম্মোচন করা, ক্ষালন করা বা করান। দেশজ। ক্রি।

মুচি, মুচি—মূষা, যে মৃন্ময় পাত্রে সোনা রূপা

প্রভৃতি ধাতু গলান যায় (crucible)। দেশজ। সং।

মুজরা—নৃত্যগীতাদি কার্য্য, অথবা তাহার প্রতিযোগিতা; পারিশ্রমিক; পারিতোষিক; মিনাহ, রফা, বাদ, ছাড়। বৈদেশিক। সং।

মুঝে—আমাকে। ব্রজবুলি। প্রা, ক।

মুঞি—আমি। গ্রাম্য। ক, প্র।

মুঞ্চসি—ত্যাগ করিতেছ। প্রা, ক। ক্রি।

মুঞ্জ—১। শর, তৃণ। মুনজ (শব্দ করা)+অন্ ক। ২। মালব দেশের নৃপ, রাজা হর্ষদেবের পুত্র। সং; পু।

মুঞ্জকেশী (-শিন্)—বিষ্ণু। মুঞ্জতুল্য যে কেশ সে মুঞ্জকেশ, মণী কর্ম্মধা; তাহা আছে ইহার এই অর্থে মুঞ্জকেশ+ইন্। সং; পু।

মুঞ্জর—শালুক। মুঞ্জ+অরণ্ ক। সং; স্ত্রী।

মুঞ্জরা—মুঞ্জরিত হওয়া, মুকুলিত হওয়া। ক, প্র। ক্রি।

মুঞ্জরিত—মুকুলিত, নবপল্লবিত। মুঞ্জর শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

মুঞ্জরী—তুলসীপুষ্প; পদ্মকেশর। মুঞ্জর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মুট, মুঠ—মুষ্টি, কুঞ্চিতকরতল; বাঁট, হাতল। দেশজ। সং।

মুটকি, মুঠকি—মুষ্টি, কিল। প্রা, ক। সং।

মুটা, মুটি, মুটো—মুষ্টি, কুঞ্চিত করতল। দেশজ। সং।

মুঠ—মুট দেখ।

মুঠকি—মুটকি দেখ। [সং।

মুঠা, মুঠি, মুঠো—মুষ্টি; বাঁট, হাতল। দেশজ।

মুড়—মস্তক, মাথা। মুণ্ড শব্দজ। সং।

মুড়কি—গুড় মাখান খৈ, ওকড়া। দেশজ। সং। [করা। দেশজ। ক্রি।

মুড়া—মণ্ডিত করা, আবৃত করা, মোড়ক

মুড়া, মুড়ো—১। মৎস্যাদির মস্তক; লাঙ্গলের স্থূল কাষ্ঠ, যাহাতে ফলা লাগান থাকে। সং। ২। নীরস জলশূন্য, শক্ত; ক্ষীণাগ্র। দেশজ। বিণ।

মুড়ান—মুণ্ডন করা, অগ্রভাগ ছেদন করা, আগা বা ডগা কাটা কিংবা কাটিয়া খাওয়া, ছিন্নাগ্র হওয়া, মোড়ক করা, আবৃত করা। দেশজ। ক্রি।

মুড়ি, মুড়ী—চাউলকে প্রথমে উষ্ণ করিয়া পরে তপ্ত বালিতে ভাজিলে যাহা হয়, হুড়ুম; মস্তক। দেশজ। সং।

মুড়ীঘণ্ট—মৎস্য ছাগাদির মুণ্ডযোগে ঘণ্ট ব্যঞ্জনবিশেষ। দেশজ। সং।

মুড়ো—মুড়া দেখ।

মুণ্ড—১। মস্তক, মুড়। মুনড্ (ছেদন করা)+অল্ র্ম। সং; পু বা ক্লী। ২। স্থাণু; বৃক্ষ; নাপিত; দৈত্যবিশেষ; রাহু। সং; পু। ৩। মুণ্ডিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মুণ্ডা।

মুণ্ডন—কেশকর্ত্তন, মাথা মুড়ান। মুনড্ (ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

মুণ্ডিত—কৃতমুণ্ডন, মুড়ান। মুনড্ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

মুৎ (মুদ্)—১। মুদা, হর্ষ। মুদ্+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। মুত, প্রস্রাব। মূত্র শব্দের অপভ্রংশ। সং।

মুত, মূত—মূত্র, প্রস্রাব। মূত্র শব্দের অপভ্রংশ।

মুতা, মুতা—মূত্র ত্যাগ করা, প্রস্রাব করা। দেশজ। ক্রি। [বিণ।

মুৎফরকা—বিবিধ, অকিঞ্চিৎকর। বৈদেশিক।

মুৎসদ্দী, মুৎসুদ্দী—কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক, বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ; লেখক। বৈদেশিক। সং।

মুথা—মুস্তক। দেশজ। সং।

মুদ্—মুৎ দেখ।

মুদই—মুদে, মুদ্রিত করে, বুঁজে। প্রা, ক।

মুদল—মুদিল, মুদিত করিল; ঢাকিল, ঢাকা দিল। প্রা, ক। ক্রি।

মুদা—১। প্রীতি, হর্ষ, সন্তোষ। মুদ্+ক্বিপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। মুদ্রিত করা বা হওয়া, বুঁজা। প্রা, ক। ক্রি।

মুদি, মুদী—বিবিধপণ্যব্যবসায়ী, বেণিয়া, দোকানী। হিন্দীমূলক। সং।

মুদিখানা—মুদির দোকান। দেশজ। সং।

মুদিত—১। প্রীত; হৃষ্ট; সন্তুষ্ট। মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। নিমীলিত, বদ্ধ। মুদ্রিত শব্দের অপভ্রংশ।

মুদির—১। মেঘ; ভেক। মুদ্+কির ক। সং; পু। ২। লম্পট, কামুক। বিণ; ত্রি।

মুদী—মুদি দেখ।

মুদ্গ—মুগ কলাই; পক্ষিবিশেষ, পানকৌড়ি। মুদ্+গক্ ণ। সং; পু।

মুদ্গভুক্ (-ভুজ্)—ঘোটক। মুদ্গ-ভুজ্+ক্বিপ্ ক। সং; পু। [সং; পু।

মুদ্গর—মুগুর; গদা। মুদ্-গৃ+অন্ ক।

মুদ্গল—গোত্রকারক মুনিবিশেষ; পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; নৃপবিশেষ। মুদ্ শব্দ-গৃ+অন্ ক। সং; পু। [শিক। বিণ।

মুদ্দই—দুষমন, শত্রু, অভিযোক্তা, বাদী। বৈদে-

মুদ্দৎ—মিয়াদ, সময়, সীমা। বৈদেশিক। সং।

মুদ্দর—মৃতদেহ, শব। বৈদেশিক। সং।

মুদ্রণ—১। মুদ্রিত করণ; ছাপা; নিয়মন। মুদ্রা+ক্রি (=মুদ্রি নামধাতু)+অনট্ ভা। ২। হাতের আংটি। ..+অনট্ র্ম বা ণ। সং; ক্লী।

মুদ্রা—শীল মোহর; ছাপ; প্রত্যয়করণ চিহ্ন; ক্ষোদিত লিপি; ক্ষোদিত লিপিযুক্ত অঙ্গুরীয়; টাকা পয়সা ইত্যাদি, আকার; সীমা; মদের চাটনি; দেবারাধনাকালে অঙ্গুল্যাদির সন্নিবেশবিশেষ; গানাদি কালে হস্তমুখাদির ভঙ্গি। মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+রক্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

মুদ্রাকর—মুদ্রণকারী, যে পুস্তকাদি ছাপে (Printer)। মুদ্রার (ছাপার) কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

মুদ্রাকরপ্রমাদ—মুদ্রণকারীর অনবধানতা; ছাপাওয়ালার ভুল; ছাপিবার সময় অক্ষর সাজাইবার ভুল। ৬তৎ। সং; পু।

মুদ্রাঙ্কণ—মুদ্রিতকরণ, ছাপা বা ছাপান। মুদ্রা দ্বারা অঙ্কন, ৩তৎ। সং; ক্লী।

মুদ্রাঙ্কিত—মুদ্রাচিহ্নিত, ছাপা। মুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মুদ্রাতত্ত্ব—যে বিজ্ঞানের দ্বারা মুদ্রাসমূহের উপরিভাগে উৎকীর্ণ অক্ষরাদি হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Numismatics বলে। এই বিজ্ঞানের উৎপত্তি অল্পদিন মাত্র হইয়াছে। ভারতীয় বর্ত্তমান মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে রেপসন্, স্মিথ্, হোয়াইট্‌হেড, হর্ণলি, ব্রাউন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মুদ্রাদোষ—হস্ত মুখাদি অঙ্গভঙ্গি; অনর্থক কোনও শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণাদি। দেশজ। সং।

মুদ্রাযন্ত্র—ছাপার কল, প্রেস। ৬তৎ। সং; ক্লী। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষে বা ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশে প্রথমতঃ মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ১০৪০ হইতে ১০৫০ খৃঃ মধ্যে জনৈক চীনদেশীয় কর্ম্মকার দগ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা অক্ষর প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ষ্ট্রাসবুর্গ নগরবাসী কোষ্টর্ নামক জনৈক ব্যক্তি কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদাই করিয়া মুদ্রিত করিতেন। ইহার পর শেথর নামক জনৈক শিল্পী ধাতুনির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করেন। প্রথমে কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র (Press) ব্যবহৃত হইত। ষ্টানহোপ্ নামক জনৈক শিল্পী লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রের প্রচলন করেন। পরে কোপ, ক্লাইভ, মর প্রভৃতি দ্বারা উহার কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হয়। অতঃপর কোনিগ্ সাহেব ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করেন। ইহাতে ১৮১৪ খৃঃ ২৮শে নবেম্বর 'টাইমস্' নামক সংবাদপত্র প্রথম মুদ্রিত হয়। অল্পদিন পরে কোনিগ্ সাহেব উহার উন্নতিসাধন করেন। ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় দুই হাজার কাগজ মুদ্রিত হইত। শেষে আপলগাথ ও কাউপর নামক দুই ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করেন। এদেশে কেরী প্রমুখ মিসনরিগণ কর্ত্তৃক ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়।

মুদ্রিকা—মুদ্রিত লিপি; ক্ষুদ্র মুদ্রা; মোহর। মুদ্রা শব্দ+কন্+আপ্। সং; স্ত্রী।

মুদ্রিত—সঙ্কুচিত; মীলিত, ত্যক্ত মুদ্রাঙ্কিত, ছাপা। মুদ্রা শব্দ+ইত। বিণ; ত্রি।

মুদ্রিতনয়ন—১। নিমীলিত চক্ষুর্বিশিষ্ট যে চোখ বুজিয়া আছে এরূপ। মুদ্রিত হইয়াছে নয়ন যাহার বা যৎকর্ত্তৃক,বহু। বিণ; ত্রি। ২। নিমীলিত চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মুদ্রিতোন্মুখ—নিমীলনোন্মত, সঙ্কোচনে প্রবৃত্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [কা ক। ব্য।

মুধা—বৃথা: মিথ্যা। মুহ্ (বিচিত্ত হওয়া)+

মুধোলকার, রঙ্গনাথ নরসিংহ—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ধুলিয়া গ্রামে ১৮৫৭ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। মহারাষ্ট্র প্রাধান্যের সময় ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা মাধোল-নামক জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তদবধি এই বংশ মাধোলকার বা মুধোলকার নামে প্রথিত হয়। ইনি জাতীয় মহাসমিতির অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ১৮৮৮ খৃঃ মহাসমিতিতে যোগদান করিয়া তদবধি উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৮৯০ খৃঃ কংগ্রেস হইতে যে তিনজন প্রতিনিধি বিলাতে প্রেরিত হন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক সমিতি ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় শিল্পসভার সম্পাদকরূপে ইনি দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃঃ ইনি ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই সভাতে ইনি অনেক সময়ে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও স্বদেশপ্রীতির প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেশবাসীর ও গবর্ণমেণ্টের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ বাঁকিপুরের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে ইনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯১৪ খৃঃ ইনি C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

মুনফা, মুনাফা—লাভ, আয়। বৈদেশিক। সং।

মুনি—ঋষি; তপস্বী; বকবৃক্ষ; পলাশগাছ। মন্ (বোধ করা, জানা)+ই র্ম বা ক। সং; পু। শাস্ত্রে মুনির এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে;—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি দুঃখ উপস্থিত হইলে উদ্বিগ্ন হন না, সুখরাশিতেও যাঁহার স্পৃহা নাই; যিনি আসক্তিহীন ও ভয়ক্রোধশূন্য এবং যাঁহার স্থিরভাবে উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই মুনি পদবাচ্য। , [কর্ম্মধা। সং; পু।

মুনিদ্রুম—বকফুলের গাছ। মধ্যপদলোপী

মুনিব—মজুর; জন। প্রাদেশিক। সং।

মুনীন্দ্র—মুনিবর, মুনিশ্রেষ্ঠ; বুদ্ধদেব। মুনিগণের মধ্যে ইন্দ্র, ৭তৎ। সং; পু।

মুন্সী—লেখক, লিপিকর। বৈদেশিক। সং।

মুন্সীআনা,মুন্সিয়ানা—লিপিচাতুর্য্য। বৈদে। সং।

মুন্সীখানা—আদালতে যেখানে দেশীয় লিপিকর বসিয়া কাজ করেন। বৈদে। সং।

মুন্সেফ—সর্ব্বনিম্নপদস্থ দেওয়ানী বিচারক (Munsiff)। বৈদেশিক। সং।

মুফৎ—শুধু শুধু, অমনি, মাঙ্গনা। বৈদেশিক।

মুফত—বিনামূল্যে, অমনি। বৈদেশিক। ব্য।

মুফতি—মুসলমান স্মৃতি ব্যবস্থাপক। বৈদে। সং।

মুমুক্ষু—১। মোক্ষলাভেচ্ছু। সনন্ত মুচ্ (মুক্ত হইতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। ২। যতি, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। সং; পু।

মুমূর্ষা—মরণেচ্ছা। সনন্ত মৃ (মরিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং, স্ত্রী।

মুমূর্ষু—আসন্নমৃত্যু, মরণোন্মুখ, মর মর। সনন্ত মৃ+উ ক। বিণ; ত্রি।

মুর—১। বেষ্টন। মুর্ (বেষ্টন করা)+অন্ ভা। সং; ক্লী। ২। দৈত্যবিশেষ। মুর+ ক ক। সং; পু। এই দৈত্য বিষ্ণু-কর্ত্তৃক বিনাশিত হয়। ৩। আফ্রিকা দেশীয় মুসলমান জাতিবিশেষ। বৈদেশিক।

মুরজ—মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। মুর শব্দ—জন্+ড ক। সং; পু।

মুরজফল—পনসবৃক্ষ, কাঁঠাল গাছ। মুরজের ন্যায় ফল যাহার, বহু। সং; পু।

মুরজা—কুবেরের ভার্য্যা। মুর—জন্+ড ক+ আপ্। সং; স্ত্রী।

মুরদ—১। শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা। বৈদেশিক। ২। মূর্ত্তি। প্রা, ক। সং।

মুরমথন—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

মুরমর্দ্দন—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

মুররিপু—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

মুরলা—কেরলদেশস্থ নদীবিশেষ; নর্ম্মদা নদী। মুর—লা+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

মুরলী—বংশী, বাঁশি; সানাই। মুর-লা+ড ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মুরলীধর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

মুরলীধারী (-ধারিন্)—বংশীধারী; শ্রীকৃষ্ণ। মুরলী শব্দ—ধৃ+ণিন্ ক। সং; পু।

মুরসিদাবাদ—মুর্সিদাবাদ দেখ।

মুরসুম—ঋতু, কাল, সুসময়। বৈদেশিক। সং।

মুরহর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

মুরহা (-হন্)—বিষ্ণু। উপ: মুর—হন্ (নাশ করা)+ক্বিপ্, ক। সং; পু।

মুরাদ—১। শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা। বৈদেশিক। সং। ২। মোগলসম্রাট্ শাহজহাঁর চতুর্থ অর্থাৎ সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। শাহজহাঁ ইহাকে গুজরাটের সুবাদারি দিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ শাহজহাঁ উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব মুরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "আমার নিজের রাজ্যগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নাই, ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করাই আমার অভিপ্রায়; আমি শীঘ্রই মক্কা চলিয়া যাইব; তুমি রাজা হও, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়; কারণ জ্যেষ্ঠ দারা মুসলমানবিদ্বেষী, সে রাজা হইলে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে। অতএব ভ্রাতঃ! আমার সহিত যোগ দাও, আমরা উভয়ে মিলিত হইলে দারাকে সহজেই পরাভূত করিতে পারিব।" নির্ব্বোধ মুরাদ মায়াবীর এই মায়িক বাক্যে ভুলিয়া গেলেন। তিনি সসৈন্যে আওরঙ্গজেবের সহিত যোগ দিলেন। অতঃপর উভয়ে মিলিত হইয়া দারাকে পরাস্ত করিলেন। ওদিকে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি শাহজহাঁর দ্বিতীয় পুত্র শুজাকে পরাস্ত করিলেন। এইরূপে সমরে বিজয়ী হইয়া আওরঙ্গজেব একদিন ভ্রাতা মুরাদকে আপনার শিবিরে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তাঁহাকে সুরাপানে উন্মত্ত ও বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করিলেন, এবং সেখানে গোপনে মুরাদের প্রাণবিনাশ করিলেন।

মুরারি—বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। মুরের (মুর-নামক দৈত্যের) অরি (রিপু), ৬তৎ। সং; পু।

মুরারি গুপ্ত—বিখ্যাত কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। ইনি বৈদ্যজাতীয়। ইঁহার পৈত্রিক নিবাস ও জন্মস্থান শ্রীহট্ট। বিদ্যাশিক্ষার্থ ইনি নবদ্বীপে আগমন করেন। তৎকালে ভগবান্ চৈতন্যদেব হরিনামরসে দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। মুরারি সেই রসে মত্ত হইয়া চৈতন্যের শিষ্য হন। গুরুর লীলাবলম্বনে ইনি 'চৈতন্যচরিত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ, কারণ মুরারি স্বচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনা ১৪৩৫ শকের আষাঢ়ী শুক্লসপ্তমীতে সমাপ্ত হয়।

মুরুব্বি—অভিভাবক, সহায়; প্রধান ব্যক্তি, মাতব্বর, প্রভু; প্রাচীন লোক। বৈদেশিক।

মুরুব্বিয়ানা—অভিভাবকত্ব; মাতব্বরী; প্রভুত্ব, বুড়াম। বৈদেশিক। সং।

মুর্দ্দা—মৃত; মৃতদেহ, শব। বৈদেশিক।

মুর্দ্দাফরাস—শব সংকারকারী জাতিবিশেষ। বৈদেশিক।

মুর্মুর—তুষানল; সূর্য্যের অশ্ব; মদন। মুর্ (বেষ্টন করা)+ক্বিপ্, ক=মুর, তদুত্তরে মুর+ক ক। সং; পু।

মুর্সিদাবাদ (মুরসিদাবাদ)—বঙ্গপ্রদেশে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। এই জেলায় কাসীমবাজার, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গীপুর, লালগোলা, বহরমপুর প্রভৃতি অনেক-

গুলি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। সহরটি বঙ্গে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির শেষ রাজধানী বলিয়া প্রখ্যাত। ইহার প্রাচীন নাম মুকসুদাবাদ। ১৭০৪ খৃঃ মুর্সিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া এইখানে স্থাপিত করেন, এবং স্থানটি নিজ নামানুসারে মুর্সিদাবাদ নামে অভিহিত করেন। এইখানে অবস্থিত হইয়া সুবেদারগণ বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যা শাসন করিতেন, এবং জগদ্বিখ্যাত ধনকুবের জগৎশেঠগণ সরকারী মহাজন ও ধনরক্ষক স্বরূপে বাস করিতেন। ইংরাজকর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরেও, কিছুকাল পর্য্যন্ত এই স্থান হইতেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। ১৭৭২ খৃঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস দাওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত কলিকাতায় উঠাইয়া লইয়া যান। ১৭৭৫ খৃঃ ফৌজদারী আদালত পুনর্ব্বার মুর্সিদাবাদে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৭৯০ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রাজস্ব ও সমুদয় বিচার-বিভাগ কলিকাতায় লইয়া যান। মুর্সিদাবাদ সহরে এখনও পর্য্যন্ত সুবেদার-বংশধরগণ বাস করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান প্রাসাদ ১৮৩৭ খ্রীঃ ইতালীয় স্থপতি-কার্য্যের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে প্রতিষ্ঠিত। অপর পারে মতিঝিল নামক স্থানে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা স্বীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ইহার ধ্বংসাবশেষ সামান্যাংশে বিদ্যমান আছে। ইহার সন্নিকটে সিরাজের মাতামহ আলিবর্দ্দি খাঁর এবং সিরাজ ও সিরাজ-পত্নী লুৎফন্নিসার মৃতদেহ পাশাপাশি ভূ-প্রোথিত আছে। কবর-স্থানটি আড়ম্বর-শূন্য। মুর্সিদাবাদের প্রাসাদের সন্নিকটে ইমামবাড়া একটি দর্শনীয় বস্তু। প্রাসাদ ইহা অপেক্ষা আরও অধিক চমকপ্রদ। ১৮৮২ খ্রীঃ পর হইতে মুর্সিদাবাদের নবাব "নবাব নাজিম", "নবাব বাহাদুর" এই নব উপাধিতে ভূষিত হইতেছেন।

মুলতুবি—পরে করিবার জন্য ফেলিয়া রাখা, ব্যাক্ষিপ্ত। বৈদেশিক। বিণ।

মুলাকাৎ—দর্শন, দেখা, ভেট, সাক্ষাৎকার। বৈদেশিক। সং।

মুলুক, মুল্লুক—দেশ, রাজ্য। বৈদেশিক। সং।

মুষল, মুশল, মুসল—ঢেঁকীর মোনা প্রভৃতি; মুদ্গার। মুষ্, মুশ্ বা মুস্+কল ক। সং; পু বা ক্লী।

মুষলধার—মুষলের ন্যায় ধারাবিশিষ্ট, অতি স্থূল ধারাযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

মুষলধারে—মুষলের ন্যায় অতি স্থূল ধারার আকারে। বহু। ক্রি-বিণ। [লাঠি। ব্য।

মুষলামুষলি—মুষলে মুষলে যুদ্ধ, গদাগদি, লাঠা-

মুষলী (মুষলিন্)—বলদেব। মুষল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

মুষলী—গৃহ-গোধিকা; তালমূলিকা। মুষল+ঙীপ্। সং; স্ত্রী। [+আপ্। সং; স্ত্রী।

মুষা—ধাতু গলাইবার পাত্র, মুচী। মুষ্+ক ক

মুষিত—অপহৃত, চোরিত; বঞ্চিত। মুষ্ (চুরি করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

মুষ্ক—অণ্ডকোষ; তস্কর, চোর। মুষ্ (চুরি করা)+কক্ ক। সং; পু।

মুষ্ট—চোরিত, অপহৃত। মুষ্ (লুণ্ঠন করা)+ক্ত র্ম, নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

মুষ্টামুষ্টি, মুষ্টীমুষ্টি—পরস্পর মুষ্টিপ্রহার, কিলাকিলি যুদ্ধ। ব্য।

মুষ্টি—১। পরিমাণবিশেষ; কুঞ্চিত পাণি, মুঠা; কিল, ঘুষি; খড়্গাদির বাঁট। মুষ্ (বধ করা, ইত্যাদি)+ক্তিচ্ বা ক্তি ণ। সং; পু বা স্ত্রী। ২। অপহরণ, চুরি। মুষ্ (লুণ্ঠন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

মুষ্টিক—১। স্বর্ণকার। মুষ্টি (চুরি)—কৃ (করা)+ড ক। ২। কংসের মল্লবিশেষ। মুষ্টি—কৈ+ড ক। সং; পু।

মুষ্টিবদ্ধ—মুষ্টীকৃত, যাহা মুঠা করা হইয়াছে এরূপ। ৩ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

মুষ্টিভিক্ষা—এক মুঠা পরিমিত চাউল ভিক্ষা। মুষ্টি মিতা ভিক্ষা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মুষ্টিমিত—মুষ্টিপরিমিত, এক মুঠা। ৩তৎ। বিণ, ত্রি। স্ত্রী মুষ্টিমিতা।

মুষ্টিমেয়—মুষ্টিপরিমিত, একমুঠা। ৩তৎ। বিণ।

মুষ্টিসংগ্রহ, মুষ্টিসংগ্রাহ—মুষ্টিবদ্ধ। ৬তৎ। পু।

মুসড়ান—শুকান, শুষ্ক হওয়া বা করা, শীর্ণ হওয়া বা করা; ম্লান হওয়া; ভগ্নোৎসাহ হওয়া বা করা, দমিয়া যাওয়া বা দমান। দেশজ। ক্রি।

মুসব্বর—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

মুসম্মৎ—মুসলমান স্ত্রীলোকের নামের অগ্রে ব্যবহৃত, শ্রীমতী শব্দের অনুরূপ। বৈদেশিক। বিণ।

মুসলমান—ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী; ইসলাম। বৈদেশিক। সং।

মুসা—পয়গম্বরবিশেষ। ইং (Moses)। সং।

মুসাফের—পর্য্যটক, ভ্রমণকারী; পথিক। বৈদেশিক। সং।

মুসাবিদা—পাণ্ডুলিপি, খসড়া। বৈদে। সং।

মুস্কিল—কষ্টকর, কঠিন; সঙ্কট, বিপদ। বৈদেশিক শব্দ। [যথাক্রমে পু, ক্লী, স্ত্রী।

মুস্ত, মুস্তক, মুস্তা—মূলবিশেষ, মুথা। সং;

মুহরি, মুহুরি—লেখক, কেরাণী। বৈদে। সং।

মুহরী, মুরী—জলাদি নির্গম পথ; ছিদ্রযুক্ত লৌহ, দরী। দেশজ। স্থূ। [ব্য।

মুহুঃ—পুনঃপুনঃ, বার বার; অত্যন্ত; সত্তঃ।

মুহুর্মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ, বার বার। ব্য।

মুহূর্ত্ত—দিবারাত্রের ত্রিংশভাগের এক ভাগ; অল্পকাল। মুর্চ্ছ্+ক্ত ক, নিপাতনে। সং; পু বা ক্লী।

মুহের—মূঢ়, মূর্খ। মুহ্ (মুগ্ধ হওয়া)+এর ক। বিণ বা সং; পু।

মুহ্যমান—যাহার চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে এরূপ; কাতর। মুহ্+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

মূ—বন্ধন। মূ (বাঁধা)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

মূঃ (মুর)—মূর্চ্ছা। মূর্চ্ছ্+ড্ র্ ভা। সং; স্ত্রী।

মূক—বাক্‌শক্তিহীন, বোবা। মূ+কক্ ক। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী মূঢ়া।

মূঢ়—অজ্ঞ, মূর্খ; তন্দ্রিত, জড়। মুহ্+ক্ত ক।

মূঢ়তা—মূর্খতা, অজ্ঞতা; জড়তা। মূঢ় দেখ; মূঢ়+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মূত—১। বদ্ধ। মূ (বাঁধা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মূতা। ২। বন্ধন। মূ+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৩। প্রস্রাব। মূত্র শব্দের অপভ্রংশ।

মূত্র প্রস্রাব। [দ্রবরূপ মলভাগের জলীয়াংশ মূত্রবাহিনী শিরা দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মূত্রাশয়ে নীত হইলে উহাকে মূত্র বলে। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইলে উহার সারাংশ রসরূপে এবং সারহীন অংশ মলরূপে পরিণত হয়। এই মলের জলীয় ভাগ অপান-বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া বস্তিদেশে গমন-পূর্ব্বক মূত্ররূপ ধারণ করে]। মূত্র্+অন্ ভা বা র্ম। সং; ক্লী।

মূত্রকৃচ্ছ্র—রোগবিশেষ। এইরোগে মূত্রত্যাগ-কালে যন্ত্রণা বোধহয়,এবং দূষিত বা শর্করা-যুক্ত মূত্র নির্গত হয়। মূত্রের কৃচ্ছ্র (কষ্ট) যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

মূত্রদোষ—প্রমেহ। ৬তৎ। সং; পু।

মূত্রনালী—মূত্রনির্গমের পথ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মূত্রনিরোধ—মূত্র-প্রতিবন্ধক রোগবিশেষ; মূত্রকৃচ্ছ্র। মূত্রের নিরোধ হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

মূত্রপুট—নাভির অধোভাগ, মূত্রাশয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মূত্রাশয়—মূত্রস্থান, তলপেট। ৬তৎ। সং; পু।

মূত্রিত—কৃতপ্রস্রাব; মুতিয়াছে এরূপ। মূত্র্ (প্রস্রাব করা)+ক্ত ক। স্ত্রী মূত্রিতা।

মূর্খ—অজ্ঞান, অবোধ, মূঢ়। মুহ্+খ ক, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মূর্খা। [স্ত্রী।

মূর্খতা—মূঢ়ত্ব, অবোধত্ব। মূর্খ+তা ভাবে। সং;

মূর্চ্ছনা—সঙ্গীতে সপ্তস্বরের আরোহ ও অব-রোহবিশেষ; ঔষধসংস্কারবিশেষ; প্রতি-ফলন। মূর্চ্ছ্ (মূর্চ্ছিত হওয়া)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

মূর্চ্ছা—মোহ, অচৈতন্য; ব্যাপ্তি; বৃদ্ধি; প্রতি-ফলন। মূর্চ্ছ্+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

মূর্চ্ছিত—মোহপ্রাপ্ত, অচেতন; বিস্তৃত; উন্নত;

ব্যাপ্ত; প্রবৃদ্ধ; প্রতিফলিত। মূর্চ্ছা+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মূর্চ্ছিতা।

মূর্ত—১। মূর্চ্ছিত; কঠিন; মূর্ত্তিমান্, আকৃতি-বিশিষ্ট। মূর্চ্ছ্+ক্ত ক, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মূর্ত্তা। ২। (ন্যায়মতে) পৃথিবী জল তেজ বায়ু মন এই পাঁচ; ইহাদের গুণ—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ পরত্ব অপরত্ব গুরুত্ব স্নেহ বেগ। সং; পু বা ক্লী।

মূর্ত্তি—১। আকার; কায়; অঙ্গ, অবয়ব; প্রতিমা; স্বরূপ। মূর্চ্ছ্+ক্তি ক। ২। কাঠিন্য। মূর্চ্ছ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

মূর্ত্তিপূজা—মূর্ত্তিনির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার উপাসনা, প্রতিমাপূজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মূর্ত্তিভেদ—বিভিন্নমূর্ত্তি, আকৃতির পার্থক্য। ৬তৎ। সং; পু।

মূর্ত্তিমান্ (-মৎ)—মূর্ত্তিবিশিষ্ট; শরীরী; কঠিন; প্রত্যক্ষ; সাক্ষাৎ। মূর্ত্তি+মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী মূর্ত্তিমতী।

মূর্দ্ধজ—১। মস্তকজাত। মূর্দ্ধন্ (মস্তক)-জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মূর্দ্ধজা। ২। কেশ, চুল। সং; পু।

মূর্দ্ধন্য—১। মস্তক হইতে উৎপন্ন বা উচ্চারিত। বিণ; ত্রি। ২। মস্তক হইতে উচ্চারিত বর্ণ। মূর্দ্ধন্ (মস্তক)+ণ্য ভবার্থে। সং; পু।

মূর্দ্ধা (মূর্দ্ধন্)—মস্তক, মাথা। মূর্ব্ব্ (বন্ধন করা)+কণিন্ অ ধ, নিপাতনে। সং; পু।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত—রাজা; মন্ত্রী; ক্ষত্রিয়; ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত জাতি। ৭তৎ। সং; পু।

মূর্ব্বা—লতাবিশেষ, মুগরা গাছ। ইহার সূতায় ধনুকের ছিলা হইত। মূর্ব্ব্ (যাওয়া)+অণ্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

মূল—১। বৃক্ষাদির গোড়া, শিকড়, জড়; আলু মূলা প্রভৃতি কন্দ খাদ্য; আদিকারণ; প্রধান; প্রথম গ্রন্থ; স্বনগর; নিকট; পুঁজি। মূল্ (থাকা)+ক ক। সং; ক্লী। ২। নক্ষত্রবিশেষ। সং পু বা ক্লী। ৩। মূল্য, দাম। প্রা, ক। সং।

মূলক—১। কন্দবিশেষ, মূলা। মূল+কণ্। সং; পু বা ক্লী। ২। স্থাবর বিষবিশেষ। সং; পু।

মূলকর্ম্ম—অভিচার, বশীকরণ, যাদু করা। মূলরূপ যে কর্ম্ম, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মূলকার—আদি গ্রন্থকর্ত্তা। উপ; মূল-কৃ (করা)+ষণ্+ক। বিণ বা সং; পু।

মূলকারিকা—চুল্লী; মূলগ্রন্থার্থপ্রকাশক পদ্য; মূলধনের বৃদ্ধিবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মূলকৃচ্ছ্র—একমাস কেবল বৃক্ষমূল ভোজনপূর্ব্বক কষ্টসাধ্য ব্রতবিশেষ। মূলসাধ্য যে কৃচ্ছ্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং।

মূলগায়ন, -গায়েন—প্রধান গায়ক। দেশজ।

মূলচ্ছেদক—মূলকর্ত্তনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মূলচ্ছেদন—মূলকর্ত্তন, গোড়াকাটা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মূলজ—১। মূলোদ্ভব, মূল হইতে জাত, শিকড় বা গোড়া হইতে উৎপন্ন। উপ; মূল-জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মূলজা। ২। উৎপলাদি। সং; পু। ৩। আর্দ্রক, আদা। সং; ক্লী।

মূলতান—পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটি বিভাগ, জেলা ও সহর। পুরাকালে মূলতান কশ্যপপুরী নামে অভিহিত ছিল—অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ এই স্থানটি কাস্পিরি রাজ্যের রাজধানী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মূলতানের অধিপতি মল্লীবংশীয়কে পরাভূত করিয়া আলেক্জাণ্ডার এই দেশ অধিকার করেন। অল্পকাল পরে মূলতান মগধের গুপ্ত রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। পরে সম্ভবতঃ ইহা গ্রীকগণের শাসনাধীন হয়; কারণ এখনও এখানে বাক্‌ট্রিয়ান মুদ্রা কখন কখন পাওয়া যায়। প্রাচীন আরব ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, মূলতান সিন্ধুদেশের কচনামধেয় হিন্দুরাজার রাজাভুক্ত ছিল। ইঁহারই রাজত্ব কালে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনথসাং ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে মূলতানে উপস্থিত হইয়া সূর্য্যের একটি স্বর্ণমূর্ত্তি দর্শন করেন, ইহার পরে মূলতান মুসলমানগণের অধিকারে আসে। ১০ শতাব্দী পরে (১৮১৮ খৃঃ অঃ) রণজিৎসিংহ এই জেলাটি হস্তগত করেন। ১৮২১ খৃঃ তিনি দেওয়ান সায়ানমল্লকে ইহার ও নিকটবর্ত্তী পাঁচটি জেলার শাসন-ভার প্রদান করেন লাহোরে "কাউন্সিল অব রেজেন্সি" স্থাপিত হইলে ইংরাজের সহিত সায়ানপুত্র মূলরাজের মনোবিবাদ ঘটে। মূলরাজ বিদ্রোহী হন, ইহার ফলে ১৮৪৯ খৃঃ জানুয়ারি মাসে মূলতান ইংরাজের হস্তে আসে, আর সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশ ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। মূলতান সহরে বাহাউদ্দিন ও রুখন্ উদ্ আলম্ নামক পীরদ্বয়ের নামজড়িত মস্‌জিদ দর্শনীয়। ইহার সন্নিকটে নৃসিংহ অবতারের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ১৮৪৮-৪৯ খৃঃ শিখ যুদ্ধের সময়ে বারুদখানায় আগুন লাগে; তাহার ফলে এই মন্দিরের কিয়দংশ নষ্ট হইয়া যায়। মন্দির স্থানটি প্রহ্লাদপুরী নামে অভিহিত। সূর্য্যমন্দিরটি আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক জুম্মামস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত হয়। এই মস্‌জিদ পরে শিখদিগের বারুদখানায় পরিণত হয়।

মূলত্রিকোণ—সূর্য্যাদি গ্রহগণের রাশিরূপ গৃহ। উহা রবির সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মেষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা, শনির কুম্ভ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [পু।

মূলদেব—কংসরাজ। মূলে দেব, ৭তৎ। সং;

মূলদ্রব্য—মূলধন, পুঁজি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মূলধন—আসল ধন, পুঁজি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মূলন, মূলান—মূল্য স্থির করা, দর করা; সমস্ত পণ্য একেবারে খরিদ করা। হিন্দী। ক্রি।

মূলপ্রকৃতি—আদ্যাশক্তি; প্রধান; জগৎকারণ, সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মূলভদ্র—কংসরাজ। মূলে ভদ্র, ৭তৎ। সং; পু।

মূলভিত্তি—প্রধান ভিত্তি; প্রধান আধার। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মূলমন্ত্র—প্রধান মন্ত্র; দেবতার ক্রীং হ্রীং শ্রীং প্রভৃতি মন্ত্র। কর্ম্মধা। সং; পু।

মূলা—১। অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের উনবিংশ নক্ষত্র; মূলক। মূল+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। খাদ্য মূলক কন্দ (radish)। দেশজ। ৩। ধান্যবিশেষ। প্রা, ক। সং।

মূলাধার—১। গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলি-দ্বয়পরিমিত স্থান [এই স্থানে কুলকুণ্ডলিনী বাস করেন]। মূল যে আধার, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। আদি অবলম্বন, গোড়া, মূল কারণ। দেশজ। সং।

মূলান—মূলন দেখ।

মূলী (মূলিন্)—১। মূলবিশিষ্ট, যাহার শিকড় বা গোড়া আছে। মূল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী মূলিনী। ২। বৃক্ষ, গাছ। সং; পু।

মূলী—জোঁক। মূল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মূলীভূত—আদিহেতুভূত; নিদানস্বরূপ। মূল শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চি (=মূলী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভূতা।

মূলে—গোড়ায়, আদতে, মোটে, একেবারে। দেশজ। ক্রি-বিণ। [সাদৃশ্যার্থে। সং; পু।

মূলের—জটা, গাছের নামনা বা ঝুরি। মূল+এর

মূলোচ্ছেদ—মূল উৎপাটন, শিকড় বা গোড়া তুলিয়া ফেলা। ৬তৎ। সং; পু।

মূলোৎপাটন—মূলোচ্ছেদ, শিকড় বা গোড়া তুলিয়া ফেলা; সমূলে বিনাশ। মূলের উৎপাটন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

মূল্য—১। রোপণযোগ্য; প্রতিষ্ঠাযোগ্য। মূল (রোপণ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মূল্যা। ২। পণ, দাম; ভাটক, ভাড়া; বেতন। সং; ক্লী।

মূষ—মূষিক; স্বর্ণাদি গলাইবার পাত্র, মুচী। মূষ্ (চুরি করা)+অন্ ক। সং; পু।

মূষক—উন্দুর, ইঁদুর। মূষ্ (লুণ্ঠন করা)+ণক ক। সং; পু। স্ত্রী মূষকা, মূষিকা।

মূষকারাতি, মূষিকারাতি—বিড়াল। মূষকের বা মূষিকের অরাতি, ৬তৎ। সং; পু।

মূষা, মূষী—উন্দুরী, স্ত্রী ইঁদুর ; ধাতু গলাইবার মূচী। মূষ+আপ, ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [পু।

মূষিক—উন্দুর, ইঁদুর। মূষ+কিকন্ ক। সং ;

মূষিকপর্ণী—ইঁদুরকাণী পানা। মূষিকের ন্যায় পর্ণ যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

মূষিকা—মূষক ও মূষিক দেখ।

মূষিকারাতি—মূষকারাতি দেখ।

মূষী—মূষা দেখ।

মুষ্যায়ণ—অজ্ঞাতপিতৃক, গুপ্তভাবে যাহার জন্ম হইয়াছে এরূপ; অমুষ্যায়ণের বিপরীত; অমুষ্যায়ণ দেখ। বিণ ; ত্রি ; স্ত্রী মুষ্যায়ণী।

মূসা (মোজেস্ Moses)—ইহুদীদিগের ধর্ম্মবিধিপ্রণেতা। খ্রীঃ পূঃ ১৫৭১ অব্দে মিসরদেশে (ঈজিপ্তে) ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালাবধি ইনি মেষপালকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইহুদীদিগকে মিসর হইতে এসিয়াটিক তুরস্কের অন্তর্গত প্যালেষ্টাইন প্রদেশে লইয়া যাইতে পরমেশ্বর ইঁহাকে আদেশ করেন। মূসা তদনুসারে স্বজাতীয়গণকে লইয়া বহির্গত হন। সিনাই পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলে মূসা ভগবানের আদেশে শিখরদেশে আরোহণ করেন। তথায় পরমেশ্বর ইঁহাকে ইহুদীদিগের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম এবং পশ্চাদুক্ত দশটী আজ্ঞা (বাইবেলোক্ত Ten Commandments) প্রদান করেন ও সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে পাপভাক্ হইতে হইবে, তাহাও বলিয়া দেন। দশ আজ্ঞা এই :—

(১) আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবে না। (২) প্রতিমার পূজা করিবে না। (৩) অনর্থক ঈশ্বরের নাম লইবে না। (৪) বিশ্রাম দিন পবিত্র রাখিবে। (৫) মাতাপিতাকে ভক্তি করিবে। (৬) নরহত্যা করিবে না। (৭) পরদার গমন করিবে না। (৮) চুরি করিবে না। (৯) মিথ্যাকথা বলিবে না। (১০) পরদ্রব্যে লোভ করিবে না। খৃঃ পূঃ ১৪৫১ অব্দে ১২০ বৎসর বয়সে মূসা তনুত্যাগ করেন।

মৃকণ্ডু—মার্কণ্ডেয় মুনির পিতা। সং ; পু।

মৃগ—১। কুরঙ্গ, হরিণ ; পশু ; নক্ষত্রবিশেষ ; অগ্রহায়ণ মাস। মৃগ্ (যাচ্ঞা করা)+ক র্ম্ম। ২। অন্বেষণ ; প্রার্থনা, যাচ্ঞা। মৃগ্ +অল্ ভা। সং ; পু।

মৃগণা—নষ্ট বস্তুর অন্বেষণ। মৃগ্ (অন্বেষণ করা) +অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

মৃগতৃষা, মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা—মরুভূমি প্রভৃতিতে জলভ্রম, মরীচিকা। [মরুভূমিতে প্রখর রৌদ্রের সময় সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে দূর হইতে তাহাকে স্বচ্ছ জলাশয়ের ন্যায় দেখায়। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগগণ জলপানাশায় তদভিমুখে যত ধাবিত হয়, ঐ দৃশ্যও ততই দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। এইরূপে জলাশায় ধাবিত হইতে হইতে শেষে হতভাগ্য জীব ক্লান্ত ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অনেক অজ্ঞ পথিক এইরূপে প্রতারিত হয়। মৃগগণের তৃষ্ণাবর্দ্ধক বলিয়া ইহা মৃগতৃষ্ণা বা মরীচিকা নামে অভিহিত]। মৃগের তৃষা বা তৃষ্ণা বর্ত্তে যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

মৃগনয়না—হরিণের ন্যায় নয়নবিশিষ্টা। মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। [বা স্ত্রী।

মৃগনাভি—কস্তুরী, মৃগমদ। ৬তৎ। সং ; পু

মৃগনেত্রা—১। মৃগনয়না, কুরঙ্গলোচনা। মৃগের নেত্রের ন্যায় নেত্র যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্তা রাত্রি। মৃগ (মৃগশিরা)—নী (লওয়া)+ত্রন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

মৃগপতি—মৃগেন্দ্র, সিংহ। ৬তৎ। সং ; পু।

মৃগমদ—কস্তুরি। মৃগের মদ জন্মে যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

মৃগয়া—বনপর্য্যটনপূর্ব্বক পশুবধ, শিকারকরণ। মৃগ (পশু)—যা (যাওয়া)+কিপ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

মৃগয়ু—ব্যাধ। মৃগ—যা+ড্ ক। সং ; পু।

মৃগরাজ—চন্দ্র ; সিংহ। মৃগদিগের (পশুগণের) রাজা। ৬তৎ। সং ; পু। [বহু। সং ; পু।

মৃগ-লাঞ্ছন—চন্দ্র। মৃগ লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার,

মৃগলোচনা—মৃগনয়না (তাহা দেখ)। মৃগের লোচনের ন্যায় লোচন যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

মৃগবাহন—পবন, বায়ু। বহু। সং ; পু।

মৃগশিরঃ (-রস্)—মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ শিরসি (মস্তকে) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

মৃগশিরা—নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের পঞ্চম নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

মৃগশিরাঃ (-রস্)—মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ শিরসি (মস্তকে) যাহার, বহু। সং ; পু।

মৃগশীর্ষ—মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ শীর্ষে (মস্তকে) যাহার, বহু। সং ; পু বা স্ত্রী।

মৃগাক্ষী—মৃগনয়না, কুরঙ্গাক্ষী, হরিণের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্টা। মৃগের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

মৃগাঙ্ক—১। মৃগচিহ্ন। মৃগই যে অঙ্ক কর্ম্মধা। ২। চন্দ্র ; কর্পূর ; বায়ু। মৃগ অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

মৃগাজীব—মৃগয়াজীবী, ব্যাধ। মৃগ আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং ; পু।

মৃগাদন—তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ। মৃগ—অদ্ (ভক্ষণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

মৃগাল, মৃগেল—রোহিত-জাতীয় সুখাদ্য মৎস্যবিশেষ। দেশজ। সং।

মৃগিত—যাচিত ; অম্বিষ্ট। মৃগ্ (অন্বেষণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মৃগিতা।

মৃগী—১। হরিণী। মৃগ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। মূর্চ্ছা রোগ। দেশজ। সং।

মৃগেন্দ্র—পশুরাজ, সিংহ। মৃগসমূহের মধ্যে ইন্দ্র, ৭তৎ। সং ; পু।

মৃগ্য—অন্বেষণীয়, অনুসন্ধেয়। মৃগ্ (অন্বেষণ করা)+য্যপ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

মৃজ—মর্দ্দল, মাদল। মৃজ্ (মাজা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু। [+আপ্। সং ; স্ত্রী।

মৃজা—মার্জ্জন, মাজা। মৃজ্ (মাজা)+অল্ ভা

মৃজ্য—মার্জ্জনীয়। মৃজ্ (মাজা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। [পু।

মৃড—শিব। মৃড় (হৃষ্ট করা)+ক ক। সং ;

মৃড়া, মৃড়ী—দুর্গা। মৃড়+আপ্, ঈপ। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

মৃড়ানী—শিবানী। মৃড়+আনী পত্নী অর্থে।

মৃড়ী—মৃড়া দেখ। [সং ; পু।

মৃড়ীক—হরিণ। মৃড় (হৃষ্ট করা)+কীকন্ ক।

মৃণাল—পদ্মমূল, মোলাম্ ; পদ্মান্তর্গত বিস। মৃণ্ (বধ করা)+কালন্ র্ম্ম। সং ; পু।

মৃণালভুজ, -বাহু—১। মৃণালতুল্য কোমল বা মনোহর বাহু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। মৃণালতুল্য বাহুবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

মৃণালিনী—পদ্মিনী। মৃণালী (১) দেখ। মৃণালিন্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মৃণালী (-লিন্)—পদ্ম। মৃণাল+ইন্ আছে অর্থে। সং ; পু।

মৃণালী—মৃণাল, পদ্মাদির নাল বা ডাঁটা। মৃণাল+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

মৃৎ (মৃদ্)—মৃত্তিকা, মাটী। মৃদ+কিপ্ র্ম্ম।

মৃত—১। মরিয়াছে এরূপ ; মৃত্যুপ্রাপ্ত। মৃ (মরা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী মৃতা। ২। মরণ, মৃত্যু ; যাচ্ঞাবৃত্তি। মৃ+ক্ত ভা। সং ; স্ত্রী।

মৃতকল্প, মৃতপ্রায়—মৃততুল্য, মরার মত। মৃত +কল্প ঈষদূনার্থে ; পক্ষে ৬তৎ। বিণ।

মৃতবৎসা—যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া বাঁচে না। বহু। বিণ বা সং ; স্ত্রী।

মৃতসঞ্জীবনী—১। যে বিদ্যাবলে মৃতকে পুনর্জীবিত করা যায়। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঔষধবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

মৃতি—মৃত্যু, মরণ। মৃ (মরা)+ক্তি ভা। সং।

মৃত্তিকা—মাটী। মৃদ্+তিকন্ র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

মৃত্তিকাধার—মৃত্তিকানির্ম্মিত ভাজন, মৃৎপাত্র। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত আধার (পাত্র), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মৃৎপাত্র—মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র, মাটীর হাঁড়ী, কলসী, শরা প্রভৃতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

মৃত্যু—১। মরণ। মৃ (মরা)+ত্যুক্ ভা। ২। যম। মৃ+ত্যুক্ অপা। সং; পুং।

মৃত্যুকাল—মরণসময়। ৬তৎ। সং; পুং।

মৃত্যুগ্রাস—কালকবল, যমের মুখ। ৬তৎ। সং; পুং। [ভাবনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মৃত্যুচিন্তা—মরণভাবনা, মরিতে হইবে এই

মৃত্যুঞ্জয়—মহাদেব। উপ; মৃত্যু—জি (জয় করা)+খশ্ ক। সং; পুং।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—ইনি রাজাবলী এবং প্রবোধচন্দ্রিকা নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। রাজাবলী ১৮০৮ খৃঃ এবং প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইঁহার আদি নিবাস উড়িষ্যা দেশ। ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নবাগত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন। ইনি বিদ্যাপতি-রচিত পুরুষপরীক্ষার বঙ্গানুবাদ ও বত্রিশ-সিংহাসনেরও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। এই সকল গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। [স্ত্রী।

মৃত্যুমুখ—যমের মুখ, কালগ্রাস। ৬তৎ। সং;

মৃত্যুমেঘ—মরণরূপ মেঘ। রূপক। সং; পুং।

মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন—মরণরূপ মেঘদ্বারা আবৃত, মরণের কালিমাব্যাপ্ত। মৃত্যুমেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মৃত্যুযোগ—তিথি নক্ষত্রের যোগবিশেষ [প্রতিপদে উত্তরাষাঢ়া, নবমীতে কৃত্তিকা, অষ্টমীতে পূর্ব্বভাদ্রপদ, একাদশীতে রোহিণী, দ্বাদশীতে অশ্লেষা এবং ত্রয়োদশীতে মঘা হইলে মৃত্যুযোগ হয়। ইহাতে যাত্রা নিষিদ্ধ]। সং; পুং।

মৃত্যুশয্যা—মরণতল্প, মরিবার বিছানা, যে বিছানায় মরণ হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মৃদঙ্গ—মুরজ, পাখোয়াজ; খোল। মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। সং; পুং।

মৃদঙ্গার—পাথুরিয়া কয়লা। মৃদ্‌জাত যে অঙ্গার, মপী কর্ম্মধা। সং; পুং বা ক্লী।

মৃদিত—মর্দ্দিত; চূর্ণিত। মৃদ্ (মর্দ্দন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৃদিতা।

মৃদু—১। অতীক্ষ্ণ; কোমল; আর্দ্র। মৃদ্ (চূর্ণ হওয়া)+কু র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৃদু, মৃদ্বী। ২। ঘৃতকুমারী। সং; স্ত্রী।

মৃদুগতি—১। ধীরে গমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ধীরগামী; মন্থর, অক্রুত, মন্দ। মৃদু গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মৃদুগমনা—১। ধীরগামিনী। মৃদু গমন (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। হংসী। সং; স্ত্রী।

মৃদুগম্ভীর—ধীর অথচ গম্ভীর, কোমল অথচ গাম্ভীর্য্যযুক্ত। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

মৃদুগামী (—গামিন্)—ধীরগামী, ধীরে ধীরে গমনকারী। মৃদু—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী মৃদুগামিনী।

মৃদুগুঞ্জিত—ধীর গুঞ্জন, আস্তে আস্তে গুন্ গুন্ শব্দ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মৃদুতা—কোমলতা; নম্রতা; ধীরতা; মৃদু+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

মৃদুনাদী (—নাদিন্)—ধীরশব্দকারী, কোমলরবকারী। মৃদু—নদ্ (শব্দ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী মৃদুনাদিনী।

মৃদুনক—স্বর্ণ। মৃদ্ (মাটী)—উদ্—নী (লইয়া যাওয়া)+ড ক+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

মৃদুপত্র—১। কোমল পত্রবিশিষ্ট। মৃদু পত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—পত্রা। ২। নল। সং; পুং। ৩। কোমল পত্র, নরম পাতা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মৃদুপবন—মৃদু বায়ু, ধীরে বহমান বাতাস। কর্ম্মধা। সং; পুং।

মৃদুমন্দ—অতি মৃদু, অতিশয় ধীর। কর্ম্মধা বা দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। [পুং।

মৃদুমলয়—মৃদু দক্ষিণা বাতাস। কর্ম্মধা সং;

মৃদুল—১। জল। সং; ক্লী। ২। মৃদু, কোমল, নরম। মৃদ্ (চূর্ণ হওয়া)+কুল র্ম্ম; অথবা মৃদু শব্দ+ল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৃদুলা।

মৃদুলোমক—১। কোমল রোমবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। শশক। সং; পুং।

মৃদুস্পর্শ—১। ধীরে স্পর্শ, আস্তে আস্তে ছোঁয়া। কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। কোমল স্পর্শযুক্ত, যাহা ছুঁইলে নরম বোধ হয়। মৃদু স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্পর্শা।

মৃদূৎপল—নীলপদ্ম। মৃদু যে উৎপল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মৃদ্ভাণ্ড—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট, মাটীর ভাঁড়। মৃদ্ রচিত ভাণ্ড, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মৃদ্বী—১। কোমলা, নম্রা। মৃদু দেখ। মৃদু+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কোমলাঙ্গী স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

মৃদ্বীকা—দ্রাক্ষা, আঙ্গুর। মৃদ্ (মর্দ্দন করা)+ঈকন্ র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

মৃন্ময়—মৃত্তিকানির্ম্মিত, মেটে। মৃদ্ (মাটী)+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৃন্ময়ী।

মৃষা—মিথ্যা; অনর্থক, বৃথা। মৃষ্ (সহ্য করা)+কা ক। ব্য।

মৃষোদ্য—অসত্যকথন, মিথ্যা বলা। মৃষা (মিথ্যা)—বদ্ (বলা)+ক্যপ্ ভা। সং; ক্লী।

মে—ইংরাজী বৎসরের পঞ্চম মাস। ইং (May)। সং।

মেই—শস্য মাড়িবার কালে পশুবন্ধনার্থে প্রোথিত দণ্ড; [তাহা হইতে] কেন্দ্র, প্রধান, চাঁই, নেতা। মেহ্নি, বা মেথি শব্দের অপভ্রংশ। সং।

মেউ—বিড়ালের ডাক; বিড়াল; কাজের ঝুঁকি; সম্ভাব্য বিপদ। প্রাদেশিক। সং।

মেওয়া—অমৃত, সুধা; উপাদেয় ফল বা অন্ন পান। বৈদেশিক। সং।

মেওয়ার (বা মেবার)—উদয়পুর দেখ।

মেক—কাঠের ছেনি, কাজলা বা কাতলা। দেশজ। সং।

মেকদার—অনুরূপ, মতন। বৈদেশিক।

মেকি, মেকী—জাল, ভেজ, নকল, কৃত্রিম। দেশজ। বিণ।

মেকুর—মার্জ্জার, বিড়াল। প্রাদেশিক। সং।

মেকেঞ্জি, স্যার্ আলেকজাণ্ডার (Sir Alexander Mackenzie, K. C. S. I.) বঙ্গের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট। ১৮৩৯ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৮৬১ খৃঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও বঙ্গপ্রদেশে নিযুক্ত হইয়া পর বৎসর ভারতে আগমন করেন। অধস্তন বিভিন্ন পদে কার্য্য করিবার পর ১৮৯৫ খৃঃ বাঙ্গালার ছোটলাট হন। কিন্তু ২২ মাস মাত্র উক্তপদে কার্য্য করিয়া ১৮৯৮ খৃঃ অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই।

মেখলা—কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট রেট প্রভৃতি; শরপত্রাদি নির্ম্মিত উপবীত; গিরিনিতম্ব; নর্ম্মদা নদী। মি (ক্ষেপণ করা)+খলন্ র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

মেঘ—বারিবাহ, ঘন, জলধর; দৈত্যবিশেষ; রাগবিশেষ; রাক্ষসবিশেষ। মিহ্ (জলসেক করা)+অন্ ক। সং; পুং।

মেঘকফ—ঘনোপল, করকা। ৬তৎ। সং; পুং।

মেঘকাল—বর্ষা ঋতু। ৬তৎ। সং; পুং।

মেঘগর্জ্জন—মেঘের উচ্চশব্দ, মেঘের ডাক। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মেঘচিন্তক—চাতক পক্ষী। ৬তৎ। সং; পুং।

মেঘজ—জলদ জাত। উপ; মেঘ—জন (জন্ম)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মেঘজা।

মেঘজাল—মেঘসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মেঘজীবন—চাতক। বহু। সং; পুং। [পুং।

মেঘজ্যোতিঃ—ইরম্মদ, বজ্রাগ্নি। ৬তৎ। সং;

মেঘডম্বর—মেঘাড়ম্বর; মেঘগর্জ্জন। ৬তৎ। পুং।

মেঘতিমির—মেঘাচ্ছন্ন দিন। মেঘজনিত তিমির যৎকালে, বহু। সং; ক্লী।

মেঘদীপ—বিদ্যুৎ। ৬তৎ। সং; পুং।

মেঘনাদ—১। মেঘগর্জ্জন। ৬তৎ। ২। বরুণ; রাবণপুত্র। মেঘের নাদের ন্যায় নাদ যাহার, বহু। সং; পুং।

*ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইনি ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে ইনি কয়েকবার রামলক্ষ্মণকে পরাস্ত করেন। কিন্তু অবশেষে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন। ইঁহার স্ত্রীর নাম প্রমীলা (ইন্দ্রজিৎ দেখ)।

মেঘনাদজিৎ—রামানুজ লক্ষ্মণ। উপ; মেঘনাদ – জি (জয় করা) + ক্বিপ্, ক। সং; পু। [পু।

মেঘনির্ঘোষ—মেঘধ্বনি, মেঘগর্জন। ৬তৎ। সং;

মেঘপুষ্প—১। জল; নদীজল; পিণ্ডাভ্র। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। ইন্দ্রের অশ্ব। সং; পু।

মেঘপ্রসব—জল। বহু। সং; পু। [সং; পু।

মেঘভূতি—বজ্র। মেঘ – ভূ (হওয়া) + তি ক।

মেঘমণ্ডিত—মেঘশোভিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মেঘমন্দ্র—মেঘের গম্ভীরধ্বনি। ৬তৎ। সং; পু।

মেঘমন্দ্রস্বরে—মেঘের ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর রবে। বহু। ক্রি-বিণ।

মেঘমল্লার—মিশ্র রাগবিশেষ। সং, পু। [স্ত্রী।

মেঘমালা—জলধরশ্রেণী, কাদম্বিনী। ৬তৎ। সং;

মেঘযুদ্ধ—মেঘে মেঘে ঘর্ষণ। ৬তৎ। সং; পু।

মেঘযোনি—ধূম, ধোঁয়া। মেঘের যোনি (উৎপত্তিস্থান), ৬তৎ। সং; পু।

মেঘলা—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেশজ। সং। [ক্লী।

মেঘবর্ত্ম (–বর্ত্মন্)—আকাশ। ৬তৎ। সং;

মেঘবহ্নি—বজ্রাগ্নি। ৬তৎ। সং; পু।

মেঘবাহন—ইন্দ্র। বহু। সং; পু।

মেঘবিস্ফুরিত—মেঘনিঃসৃত; মেঘের মধ্যে থাকিয়া দীপ্তিপ্রাপ্ত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

মেঘবেশ্ম (–বেশ্মন্)—আকাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [পু।

মেঘসুহৃৎ (–সুহৃদ্)—ময়ূর। বহু। সং;

মেঘাখ্য—মুস্তক। মেঘ আখ্যা যাহার, বহু। সং; ক্লী। [সময়ে, বহু। সং; পু।

মেঘাগম—বর্ষাকাল। মেঘের আগম হয় যে

মেঘাগ্নি—বিদ্যুৎ। মেঘের অগ্নি, ৬তৎ। সং; পু। [আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মেঘাচ্ছন্ন—মেঘাবৃত, মেঘে ঢাকা। মেঘ দ্বারা

মেঘাড়ম্বর—মেঘগর্জন, মেঘের ডাক। মেঘের আড়ম্বর, ৬তৎ। সং; পু।

মেঘাত্যয়, মেঘান্ত—শরৎকাল। মেঘের অত্যয় বা অন্ত হয় যে সময়ে, বহু। সং; পু।

মেঘাস্থি—করকা। মেঘের অস্থি, ৬তৎ। সং; ক্লী।

মেঘাস্পদ—আকাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মেচক—১। ময়ূরপুচ্ছস্থ চন্দ্রবিম্ব; ধূম; মেঘ; অঞ্জন; শ্যামবর্ণ। মিচ্ (মিশ্রিত করা) + ণক ক। সং; পু। ২। অন্ধকার। সং; ক্লী। ৩। শ্যামল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মেচিকা।

মেচনা—১। তামাকে গুড় মাখিবার মাটির থালা; তলাচেপ্টা ডাবা। দেশজ। সং। ২। কুটিল, কুচক্রী। দেশজ। বিণ।

মেচেতা, মেছেতা—অজীর্ণ ও অম্ল রোগে জাত মুখে কৃষ্ণবর্ণতা রোগবিশেষ। দেশজ। সং।

মেজ—টেবিল। বৈদেশিক। সং।

মেজ-মেজানি—দেহের রসহেতু জড়তা। দেশজ

মেজাজ—স্বভাব, মনের অবস্থা; তদ্বিষৎ। বৈদেশিক।

মেজিয়া (মেজে), মেঝিয়া (মেঝে)—গৃহতল, ঘরের নিম্নভাগ। দেশজ। সং।

মেজো, মেঝো—মধ্যম। দেশজ। বিণ।

মেট—সহকারী, সহযোগী; প্রধান, সর্দ্দার, জাহাজে সারেঙ্গের সাহায্যকারী কর্ম্মচারী ইংরাজী শব্দ।

মেটকাফ, চার্লস্ (Sir Charles Theophilus [afterwards Lord] Metcalfe)—জন্ম কলিকাতায় ১৭৮৫ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারি। ১৮৩৫ খ্রীঃ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে ইনি কিছুদিন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের পদে প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ১৮৩৬ খৃঃ লর্ড অকল্যাণ্ড স্থায়ী গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। তৎপূর্ব্বে ও পরে ইনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মেট্‌কাফ সাহেব এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার স্মরণার্থ মেট্‌কাফ হল নামক একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত মেট্‌কাফ হল সংপ্রতি কিছুদিন হইল রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মেট্‌কাফ ১৮৪৫ খৃঃ Baron উপাধি পান এবং পর বৎসরের ৫ই সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন।

মেটা, ফিরোজশা মেহের বাণজী (সার)—১৮৪৫ খ্রীঃ ৪ঠা আগষ্ট ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৬১ খৃঃ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৩ খৃঃ এফ, এ এবং ১৮৬৪ খৃঃ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার ছয় মাস পরেই এম, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া বোম্বায়ের জীজীভায়ের বৃত্তিলাভ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি প্রথম পার্শী এম, এ। এলফিন্‌ষ্টোন্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় স্যার্ আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট্ ইঁহাকে উক্ত কলেজের "ফেলো" মনোনীত করেন। গ্রাণ্ট্ সাহেবের চেষ্টায় ইনি ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন জন্য বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় যাইয়া ইনি দাদাভাই নৌরজী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে থাকেন। ১৮৬৮ খৃঃ লিংকন্ ইন্ হইতে আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্য আরম্ভ করেন। ইনি পার্শীজাতির মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার। স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে ইনি বোম্বাই আদালতের একজন প্রধান ব্যারিষ্টার মধ্যে গণ্য এবং স্থানীয় আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। দাদাভাই নৌরজী কর্ত্তৃক "ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন" গঠিত হইলে ইনি তাহার অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রসিদ্ধ "টাউয়ারস্ অব্ লাইসেন্সস্" মোকদ্দমায় জয়লাভের পর ফৌজদারী মোকদ্দমায় ইঁহার নাম সর্ব্বজনবিদিত হয়। অতঃপর ইনি সুরাট হাঙ্গামার মোকদ্দমা অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃঃ মিঃ আর্থার ক্রোফোর্ডের বোম্বাই মিউনিসিপাল শাসনকার্য্য পরিচালন পদ্ধতির প্রতিকূলে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়; স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণকল্পে ইনি উক্ত আন্দোলনে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। ১৮৭২ খৃঃ হইতে ৪৩ বৎসর কাল ইনি কমিশনার ছিলেন, তিন বার বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি হইয়াছিলেন। বোম্বাই যে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে অনেক উন্নত হইয়াছে, স্যার ফিরোজ সার চেষ্টাই তাহার প্রধান কারণ।

ইনি জাতীয় মহাসমিতির এক জন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৮৫ খৃঃ উক্ত মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে ইনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ খৃঃ বোম্বাই প্রদেশে গবর্ণর লর্ড রে সাহেবের শাসনকালে ইনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। বৎসরান্তে যখন রাজস্ববিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইত, তখন ইঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহু লোক ব্যবস্থাপক সভাগৃহে সমবেত হইতেন। রাজপুরুষেরাও ইঁহার ভাষার তেজস্বিতা ও যুক্তির প্রখরতায় বিমুগ্ধ হইতেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি একজন কর্ম্মিষ্ঠ সভ্য ছিলেন। উচ্চশিক্ষা যাহাতে দেশময় বিস্তৃত হয়, তাহাই ইঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ১৮৯০ খৃঃ কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে ইনি সভাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুরাট কংগ্রেসে দলাদলিতে ইঁহাকে কিছুদিনের জন্য অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। ১৮৯৩ খৃঃ বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর প্রতিনিধিরূপে প্রথম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সভায় ইনি আপনার

অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে সুবক্তা বা রাজনীতিবিৎ বলিয়া পরিচিত হন নাই; কিন্তু ফিরোজসা তাঁহাতে জননায়কের গুণবত্তা দেখিয়া নিজে বড়লাটের সভার সভ্যপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বপদে গোখলেকে বসাইয়া দিয়াছিলেন। ফিরোজসার স্বার্থত্যাগেই গোখলে শক্তিশালী হইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন।

কতিপয় বৎসর মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে ইনি ক্ষুদ্র জোনাঘাট ষ্টেটের আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ ভারতগবর্ণমেণ্ট ইঁহার গুণের সমাদর করিয়া কে সি-আই-ই উপাধি দ্বারা ইঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। "বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েসান" প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে মেটা অন্যতম। ইনি বোম্বায়ের অনেকগুলি সূতা ও কাপড়ের কলের অংশীদার ছিলেন। যাঁহারা ভারতে জাতীয়তার সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধনে অসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া লোকমান্য হইয়াছেন এবং দেশের সুসন্তান বলিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, স্যার ফিরোজসা তাঁহাদের অন্যতম। ১৯১৫ খৃঃ ৫ই নভেম্বর শুক্রবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সত্তর বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

মেটিয়া, মেটে—১। মৃত্তিকানির্ম্মিত, মৃন্ময়, মাটীর। দেশজ। বিণ। ২। ছাগাদি পশুর যকৃৎ। সং। [বিণ।

মেটো, মেঠো—মাঠজাত, মাঠের। দেশজ।

মেড়া—ভেড়া, মেষ। মেঢ্র শব্দের অপভ্রংশ।

মেড়ুয়া—রাজপুতানার মরুদেশীয়। দেশজ। বিণ।

মেঢ়ি, মেথি, মেধি—শস্য মাড়িবার কালে মধ্যস্থলে প্রোথিত যে কাষ্ঠদণ্ডে গোমহিষাদি বদ্ধ থাকে, সেই কাঠ। সং; পু।

মেঢ্র—উপস্থ, শিশ্ন; মেষ, মেড়া। মিহ্ (সেক করা) + ষ্ট্রন্ ক। সং; পু।

মেতর, মেথর—মলপরিষ্কারক অন্ত্যজ জাতিবিশেষ, বা তজ্জাতীয় লোক; হাড়ি; ঝাড়ুদার। বৈদেশিক। সং; পু। স্ত্রী মেতরাণী, মেথরাণী।

মেথি, মেথী—একপ্রকার গন্ধবীজ; তাল বা খর্জ্জুর বৃক্ষের মস্তকস্থ মজ্জা। দেশজ। সং।

মেথিকা—মেথিনামক গন্ধবীজ, বা তাহার গাছ। সং; স্ত্রী। [অল্ ণ। সং; পু।

মেদ—মজ্জা; চর্ব্বি। মিদ্ (স্নিগ্ধ হওয়া) +

মেদঃ (মেদস্)—মেদ, চর্ব্বি। [রক্তজাত মাংস স্বীয় অগ্নিদ্বারা পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া মেদঃ রূপে পরিণত হয়। ইহা অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধবীর্য্য এবং দেহের উপচয়কারক। ইহা জীবের উদরস্থ সূক্ষ্ম অস্থিসমূহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে]। মিদ্ + অস্ ণ। সং; ক্লী।

মেদা—জড়বুদ্ধি, নির্ব্বোধ; জড়ক্রিয়, আলস্যপ্রিয়, মন্থর, ঢিলা, ঢিমে। দেশজ। বিণ।

মেদিনী—ধরা, পৃথিবী। মেদ + ইন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্; পুরাণে কথিত আছে যে, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের মেদে ধরণী প্লাবিত হইয়াছিল। সং; স্ত্রী।

মেদিনীপুর—বঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাংশে একটা জেলা ও সহর। সং।

মেদী—মাদী, স্ত্রী বা স্ত্রীজাতীয়। দেশজ। বিণ।

মেদুর—স্নিগ্ধ; কোমল; চিক্কণ; পূর্ণ; উদ্ভট। মিদ (স্নিগ্ধ হওয়া) + ঘুর ক। বিণ; ত্রি।

মেদোজ—অস্থি। মেদস্ (মজ্জা) – জন (জন্মা) + ড ক। সং; ক্লী।

মেধ—যাগ, যজ্ঞ। মেধ্ + অল্ অধি। সং; পু।

মেধা—বুদ্ধি; ধারণাবতী বুদ্ধি; স্মৃতিশক্তি। মেধ্ + ঙ ণ + আপ্। সং; স্ত্রী।

মেধাতিথি—মুনিবিশেষ, মনুসংহিতার টীকাকার। সং; পু।

মেধাবিনী—১। মেধাবিশিষ্টা, বুদ্ধিমতী। মেধাবী দেখ। মেধাবিন্ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শারিকা। সং; স্ত্রী।

মেধাবী (– বিন্)—১। মেধাবিশিষ্ট; বুদ্ধিমান্; জ্ঞানী। মেধা + বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। শুকপক্ষী। সং; পু।

মেধি—মেঢ়ি দেখ।

মেধ্য—১। পবিত্র, শুদ্ধ; যজ্ঞীয়। মেধ + য র্ম। বিণ; ত্রি। ২। খদির; ছাগ। সং; পু।

মেধ্যা—১। নাড়ীবিশেষ। সং; স্ত্রী। ২। পবিত্রা, শুদ্ধা। মেধ্য + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মেনকা—১। হিমালয়পত্নী। ২। স্বর্বেশ্যাবিশেষ, ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গার্থ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। ইঁহার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র তপস্যার্থ গমন করিলে, ইনিও শিশু কন্যাকে ফেলিয়া প্রস্থান করেন [শকুন্তলা দেখ]। সং; স্ত্রী।

মেনা—১। হিমালয়পত্নী, মেনকা। সং; স্ত্রী। ২। শৃঙ্গহীন, খর্ব্বশৃঙ্গ। দেশজ। বিণ। ৩। মাতৃস্তন। দেশজ। সং।

মেনাহাতী—রাজা সীতারাম রায়ের প্রধান সেনাপতি। ইঁহার প্রকৃত নাম মৃন্ময়। ইনি সাতিশয় বলশালী ছিলেন, এবং সীতারামের রাজ্যস্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। পরে সীতারাম বিলাসোন্মত্ত হইয়া রাজকার্য্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হইলে নবাবসৈন্য আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে মৃন্ময় নিহত হন।

মেনি, মেনী—বিড়ালীর আদরের নাম, পুসী; স্ত্রীলোক, নারী। দেশজ। সং।

মেনিমুখো—বাক্যকথনে নারীবৎ লাজুক, মুখচোরা। দেশজ। বিণ।

মেন্দী, মেহেন্দী—বৃক্ষবিশেষ, ইহার পাতায় একরকম লালচে রঙ্গ হয়, তাহা দিয়া অনেক মুসলমান নরনারী নখ শ্মশ্রু রঞ্জিত করে। বৈদেশিক। সং। [পু সাহেব।

মেম—ইয়ুরোপীয় জাতির নারী। সং; স্ত্রী।

মেয়—পরিমাণ করিবার যোগ্য; পরিমাণ দ্বারা বিক্রেয়; অনুমেয়, জ্ঞেয়। মা (পরিমাণ করা, + য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মেয়া।

মেয়া—১। পরিমাণযোগ্যা, ইত্যাদি। মেয় দেখ। মেয় + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মেওয়া, উপাদেয় ফল বা অন্ন খাদ্য; অমৃত, সুধা; কাঁচা খেনো মণ্ডের বর্জ্জিত সিঠা। দেশজ। সং।

মেয়ে—কন্যা; স্ত্রীলোক। দেশজ। সং।

মেয়েমুখো, -মুখো—নারীতুল্য মুখবিশিষ্ট; নারীমুখ-নিরীক্ষক; লোকভীরু, আলাপবিমুখ। দেশজ। বিণ।

মেয়েলী—নারীজনোচিত। দেশজ। বিণ।

মেয়ো, লর্ড—জন্ম ১৮২২ খৃঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী। ইনি ১৮৬৯ খ্রীঃ ১২ই জানুয়ারি হইতে ১৮৭২ খ্রীঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে ও তারিখে আন্দামান দ্বীপের বন্দীনিবাস পরিদর্শনকালে ইনি তত্রত্য জনৈক মুসলমান বন্দী কর্ত্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ইঁহারই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা এদেশে প্রসার লাভ করে। ইঁহার শাসনকালে (১৮৬৯-৭০ খৃঃ) মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা এদেশে আসিয়াছিলেন। রাজবংশীয়গণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন। লর্ড মেয়োর মৃতদেহ আন্দামান দ্বীপ হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া কয়েকদিন রক্ষিত হয়; পরে সমাহিত হইবার জন্য উহা স্বদেশ আয়র্লণ্ডে প্রেরিত হয়। লর্ড মেয়োর শাসনকালে আফ্গানিস্থানের আমীর সের আলী ইঁহার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া ১৮৬৯ খৃঃ আম্বালার দরবারে উপস্থিত হন। আজমীরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে লর্ড মেয়ো বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

মেরামৎ—সংস্কার, শোধন। বৈদে। সং।

মেরু—সুমেরুপর্ব্বত, হিমালয়; ভূমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত; পৃষ্ঠবংশ, পিঠের দাঁড়া; জপমালার উপরিস্থ প্রধান বীজ। মি (ক্ষেপণ করা, ইত্যাদি) + রু ক। সং; পু।

মেরুদণ্ড—১। পিঠের শিরদাঁড়া। মেরুও যে দণ্ডও সে, কর্ণধার। ২। পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদকারী এবং উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত কল্পিত সরল রেখা, ইহারই চতুর্দ্দিকে পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে দৈনন্দিন আবর্ত্তন করিতেছে। মেরু যোজক যে দণ্ড, মণী কর্ণধার। সং; পু।

মেল—১। মিলন; লোকারণ্য, জনতা; মসী, অঞ্জন। মিল্+অল্ ভা। ২। বিবাহাদি বিষয়ে কুলের মিল; আদি কুল বা বংশ; ভোল, রকম। দেশজ। ৩। ডাক। ইং (mail)। সং।

মেলক—১। মিলনকারক; ঐক্যকারী। ণিজন্ত মিল্ (=মেলি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মেলিকা। ২। সমূহ। মেল শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

মেল-ট্রেণ—রেলের ডাকগাড়ী। ইং (mail train)। সং। [ভা। সং; স্ত্রী।

মেলন—মিলন, মিলিত হওয়া। মিল্+অনট্

মেলা—১। মিলন; জনতা; অঞ্জন; মসি। মেল+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। প্রদর্শনী; বহুবিধ পণ্যের সাময়িক বাজার। সং। ৩। অনেক; অধিক। দেশজ। বিণ। [বিণ।

মেলাই—অনেক, বিস্তর, খুব বেশী। দেশজ।

মেলানি—উপহার, যৌতুক, ভেট; বিদায়। দেশজ।

মেবার—মেওয়ার দেখ।

মেষ—ভেড়া, মেড়া; প্রথমরাশি। মিষ্ (স্পর্দ্ধা করা)+অন্ ক। সং; পু। [সং; পু।

মেষাণ্ড—ইন্দ্র। মেষ অণ্ড (উদ্ভব) যাহার, বহু।

মেষী—স্ত্রীমেষ, ভেড়ী। মেষ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মেস্—গোষ্ঠী, যে সকল নিঃসম্পর্কীয় লোক এক পাকে খায় ও এক বাড়ীতে থাকে। ইং (mess)। সং।

মেসো—মাতৃস্বসৃপতি, মাসীর স্বামী। দেশজ।

মেহ—১। ক্ষরণ, প্রস্রাব। মিহ্ (সেচন করা)+অল্ ভা। ২। মেষ। মিহ্+অন্ ক। ৩। মূত্র। মিহ্+অল্ র্ম। ৪। মূত্ররোগবিশেষ। মিহ্+অল্ ণ। সং; পু।

মেহগনি—নিম্বাদিবর্গের বৃহৎ তরুবিশেষ। ইহার কাঠ রক্তপীত বর্ণ, কোমল, সুন্দর। বৈদেশিক। সং।

মেহনৎ—পরিশ্রম, খাটুনি, আয়াস। বৈদে। সং।

মেহনতানা—পারিশ্রমিক, মজুরি, বেতন। বৈদেশিক। সং।

মেহেরবান—অনুগ্রহপরায়ণ, কৃপাশীল, দয়ালু। বৈদেশিক। বিণ। [বৈদেশিক। সং।

মেহেরবানি,-বানী—অনুগ্রহ, কৃপা, দয়া।

মেহেরুন্নিসা—নূরজহাঁর পূর্ব্বনাম। নূরজহাঁ দেখ।

মৈত্র—১। মিত্রসম্বন্ধীয়। মিত্র শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৈত্রী। ২। মিত্রতা; সংসর্গ; অনুরাধা নক্ষত্র। সং; স্ত্রী। ৩। উপাধিবিশেষ। সং; পু।

মৈত্রাবরুণ, মৈত্রাবরুণি—অগস্ত্যমুনি; বশিষ্ঠ। মিত্রাবরুণ+ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। পু।

মৈত্রী—১। মিত্রতা, বন্ধুত্ব। মৈত্র শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। মিত্রসম্বন্ধীয়া। বিণ; স্ত্রী।

মৈত্রীকরণ—মিত্রতা করা, বন্ধুত্ব স্থাপন। মৈত্র শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবে (=মৈত্রী) কৃ+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

মৈত্রীভাব—মিত্রতার ভাব, বন্ধুত্ব। ৬তৎ।

মৈত্রেয়—১। মিত্রসম্বন্ধীয়। মিত্র+ষ্ণেয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৈত্রেয়ী। ২। মুনিবিশেষ; ভাবী বুদ্ধ; উপাধিবিশেষ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

মৈত্র্য—মিত্রতা, বন্ধুত্ব। মিত্র+ষ্ণ্য ভাবার্থে।

মৈথিল—১। মিথিলাদেশসম্বন্ধীয়। মিথিলা+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৈথিলী। ২। মিথিলারাজ, জনক। সং; পু।

মৈথিলী—১। মিথিলাসম্বন্ধীয়া, মিথিলা দেশ জাতা। মৈথিল+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সীতা, জানকী; মিথিলার ভাষা। সং; স্ত্রী।

মৈথুন—বিবাহ কর্ম্ম; স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম, সুরতক্রিয়া। মিথুন+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী।

মৈনাক—পর্ব্বতবিশেষ, হিমালয়ের পুত্র। মেনকা+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

মোকাম, মোকাম—ঘর, বাড়ী। বৈদে। সং।

মোকাবিলা—সাক্ষাতে, সম্মুখে; রুজু; ভজান, ভজাইয়া দেওয়া। বৈদেশিক।

মোক্তব—আরবী বিদ্যালয়, মুসলমানী পাঠশালা। বৈদেশিক। সং।

মোক্তা (মোক্তৃ)—মোচনকারী, ত্রাণকর্ত্তা। মুচ (মোচন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মোক্ত্রী।

মোক্তার—ব্যবহারাজীব-বিশেষ, ফৌজদারী মোকদ্দমার বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থনকারী; উকিলের সহকারী কর্ম্মচারী। বৈদেশিক। সং।

মোক্তারি,-রী—মোক্তারের কার্য্য বা ব্যবসায়; মোক্তারের দক্ষিণা। দেশজ। সং।

মোক্ষ—অপবর্গ, মুক্তি, মোচন; মরণ। মোক্ষ্+অল্ ভা। সং; পু। [ভা। সং; স্ত্রী।

মোক্ষণ—মোচন; উদ্ধারকরণ। মোক্ষ্+অনট্

মোক্ষদা—১। মুক্তিপ্রদায়িনী। মোক্ষ-দা+ড ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

মোক্ষপদ—মুক্তিপদ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্য। ৬তৎ।

মোক্ষলাভ—মুক্তিলাভ, সংসারবন্ধন ছেদ; কৈবল্য প্রাপ্তি। ৬তৎ। সং; পু।

মোগল—মুসলমান জাতিবিশেষ। বৈদে। সং।

মোগলাই—মোগলসম্বন্ধীয়, মোগলজাতিযোগ্য। বৈদেশিক। বিণ।

মোঘ—হীন; নিষ্ফল, ব্যর্থ। মুহ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মোঘা। ২। প্রাচীর। সং; পু।

মোচ—১। কদলীফল। মুচ (ত্যাগ করা)+অল্ র্ম। সং; ক্লী। ২। শোভাঞ্জন বৃক্ষ। মুচ+অল্ ক। সং; পু। ৩। সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। দেশজ। ৪। শুষ্ফ, গোঁফ। বৈদেশিক। সং।

মোচক—১। কদলী বৃক্ষ; শোভাঞ্জন বৃক্ষ। সং; পু। ২। মুক্ত; বৈরাগ্যযুক্ত। মুচ্+ণক ক। ৩। মুক্তিকারক। ণিজন্ত মুচ্+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মোচিকা।

মোচন—১। মুক্তকরণ। ণিজন্ত মুচ্ (=মোচি)+অনট্ ভা। ২। মুক্তি। মুচ্ (মোচন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

মোচরস—শিমুল গাছের আঠা। সং; পু।

মোচা—১। কদলী বৃক্ষ; শাল্মলী বৃক্ষ। মোচ+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। কদলীপুষ্প, কলার ফুল। দেশজ। সং।

মোচ্য—মোচনযোগ্য। মুচ্ (মোচন করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মোচ্যা।

মোজা—পদাবরণবস্ত্র, ষ্টকিং। বৈদেশিক। সং।

মোজেস্—মূসা দেখ।

মোট—১। ভার, বোঝা; সমষ্টি। সং। ২। স্থূল, সার, আসল। দেশজ। বিণ। [সং।

মোটর—স্বয়ং গতিশীল যন্ত্র। ইং (Motor)।

মোটর-কার,-গাড়ী—স্বয়ং গতিশীল যন্ত্রচালিত শকট, হাওয়া-গাড়ী। ইং (Motor-car)। সং।

মোটা—১। বলা। মুট+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। পীবর, স্থূল, পুরু। দেশজ। বিণ।

মোটাই—পোষ্টাই, পুষ্টি, স্থূলতা; গর্ব্বস্ফীতি, অহমিকা, দেমাক। দেশজ।

মোটাম, মোটামি—স্থূলতা, পুষ্টি; গর্ব্বস্ফীতি, অহমিকা, দেমাক। দেশজ। সং।

মোটে—সর্ব্বসাকল্যে, একুনে; আদৌ, আদতে বা আদবে, একেবারে; সম্যক্, সম্পূর্ণরূপে। দেশজ।

মোড়—১। রাস্তার বাঁকের স্থল; বক্রতা, বাঁক, মোচড়; গবাদি পশুর সদ্যঃদুগ্ধ স্তন; কায়দা। দেশজ। ২। মুণ্ড, মস্তক; ময়ূর; মুকুট, বিবাহকালে কন্যার মস্তকের টোপর। প্রা, ক। সং।

মোড়ক—আবরণ, ঢাকন, খাম; আবৃত বস্তু, মোড়া জিনিস। দেশজ। সং।

মোড়ল—প্রধান ব্যক্তি, সর্দ্দার, মাতব্বর প্রজা। মণ্ডল শব্দের অপভ্রংশ। [সং।

মোড়লি—১। মণ্ডলত্ব, কর্ত্তৃত্ব, সর্দ্দারী। দেশজ। ২। মুড়াইলে, নষ্ট করিলে। প্রা, ক। ক্রি।

মোড়া—১। বেত্রনির্ম্মিত উন্নত আসন, বেতের চেয়ার বা চৌকি। বৈদেশিক। ২। মোড়ক।

দেশজ। সং। ৩। মণ্ডিত করা, মোড়ক করা, আবৃত করা। দেশজ। ক্রি।
মোতা—মুসলমানদের অস্থায়ী বিবাহ। বৈদেশিক। সং। [স্থিরীকৃত। বৈদেশিক।
মোতায়েন—নিয়োজিত; নিযুক্ত; লাগান;
মোতাবেক—মিলযুক্ত; রুজু। বৈদেশিক।
মোতি, মোতিম—মুক্তা। প্রা, ক। সং।
মোদ—হর্ষ; আমোদ। মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ অল্ ভা। সং; পু।
মোদক—১। আনন্দকারক। ণিজন্ত মুদ্ (=মোদি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মোদিকা। ২। ময়রা। সং; পু। ৩। মোয়া, লাড়ু। সং; পু বা ক্লী।
মোদিত—১। আনন্দিত, হর্ষিত, প্রফুল্ল। ণিজন্ত মুদ্ (=মোদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। আনন্দ, হর্ষ।…+ক্ত ভা। সং; ক্লী।
মোদিনী—১। হর্ষযুক্তা; সন্তুষ্টকারিণী, আনন্দদায়িনী। মোদী দেখ। মোদিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অজমোদা; মল্লিকা; যথিকা; কস্তুরী; মদিরা। সং; স্ত্রী। ৩। দোকানদারনী, বেণেনী। হিন্দী। সং।
মোদী (মোদিন্)—১। হর্ষযুক্ত, আনন্দিত। মুদ্+ণিন্ ক। ২। সন্তুষ্টকারী, আনন্দদায়ক। ণিজন্ত মুদ্ (=মোদি)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মোদিনী। ৩। মুদী, দোকানী। হিন্দীমূলক। [দেশজ।
মোদ্দা—মোট, একুন; কিন্তু; আসল কথা।
মোনা—ঢেঁকির মুসলী। দেশজ। সং।
মোম—মধুচক্রদ্রব্য, মধূথ। দেশজ। সং।
মোরগ—কুকুড়া, কুক্কুট। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী মুরগী। [বৈদে। সং।
মোরব্বা—মিষ্টরসে পক্ব ও রক্ষিত ফলাদি।
মোলায়ম, মোলায়েম—কোমল। বৈদে। বিণ।
মোল্লা—মুসলমান পুরোহিত। বৈদে। বিণ।
মোষক—তস্কর, চোর। মুষ্ (অপহরণ করা) +ণক ক। সং; পু।
মোষণ—চৌর্য্য; লুণ্ঠন; বধ; ছেদন; প্রতারণা। মুষ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
মোসাহেব—হীন অনুচর বা পার্শ্বচর, চাটুকার, খোসামুদে। বৈদেশিক। সং।
মোহ—মূর্চ্ছা; মূর্খতা; অজ্ঞান; অবিদ্যা; দুঃখ। মুহ্+অল্ ভা। সং; পু।
মোহঘোর—মায়া জন্য ভ্রম, উৎকট মোহ। ৬তৎ। সং; পু।
মোহন—১। মুগ্ধকারক। ণিজন্ত মুহ্ (=মোহি)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মোহনী। ২। কন্দর্পের বাণবিশেষ। সং; পু। ৩। মুগ্ধকরণ। মুহ্+অনট্ ভা। ৪। সুরত।…+অনট্ ণ। সং; ক্লী।
মোহনচাঁদ বসু—হাফ্‌আখড়াইএর সৃষ্টিকর্ত্তা। অনূ্ন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরে আখড়াইগানের সূত্রপাত হয়। শান্তিপুরের লোকের দেখাদেখি চুঁচুড়া ও কলিকাতায় আখড়াইগানের প্রচলন হয়। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ ও তৎপুত্র মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের সময় কলিকাতায় আখড়াই-গান খুব প্রবল হইয়া উঠে। নবকৃষ্ণের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামে জনৈক সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বৈদ্য থাকিতেন। তিনি আখড়াই-গানের অশেষ উন্নতিসাধন করেন। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু তাঁহার নিকট-ভাগিনেয় ছিলেন। গানসম্বন্ধে মাতুলের নিকটই তাঁহার হাতে খড়ি হয়। টপ্পার ন্যায় আখড়াই-গানেও তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দেন। নিধুবাবু বাঙ্গালাদেশে সে সময় গানের রাজা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিধুবাবু প্রাচীন হইয়া পড়িলে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান উদ্যোগী সঙ্গীতানুরাগীর মৃত্যু হইলে আখড়াই-গান প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় বাগবাজারবাসী মোহনচাঁদ বসু আখড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ্ আখড়াই-গানের সৃষ্টি করেন। একবার কলিকাতার কোন ধনশালী মল্লিকবাবুদের ভবনে বাগবাজারের সহিত যোড়াসাঁকোর কবিযুদ্ধ হয়। তাহাতে মোহনচাঁদ বাবু নিজে যোগদান করেন নাই, কিন্তু নিজের দলকে অতি সুন্দর রূপে প্রস্তুত করিয়া পাঠান। উক্ত দিবসে বাগবাজারের দলের সম্পূর্ণ জয় হয়।

বাঙ্গালা ১২১১ সালে কলিকাতায় দুইটি সখের দলের সৃষ্টি হয়। এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজার এবং অপরপক্ষে পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানের ধনী ও গৃহস্থ ভদ্রগণ। বাগবাজারের দলের প্রধান সুরদাতা প্রসিদ্ধ গায়ক নিধুবাবু স্বয়ং ও গায়ক তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মোহনচাঁদ বাবু। প্রতিবারেই প্রায় বাগবাজারের দলের জয় হইত। নিধুবাবু হাফ্ আখড়াই-গানের উপর ভারি চটা ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় মোহনচাঁদ হাফ্ আখড়াই প্রবর্ত্তিত করেন; গুরুকে না জানাইয়াই তিনি উহা করিয়াছিলেন। নিধুবাবু শিষ্যের উপর খুব চটিয়া যান, কিন্তু পরে মোহনচাঁদ সদলবলে গুরুর ভবনে যাইয়া যখন গান শুনাইলেন, তখন নিধুবাবুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'প্রভাকরে' লিখিয়াছেন, "মোহনচাঁদ, আখড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ্ আখড়াইএর নূতন ধরণের সুর করিয়া যৎকালে বড়বাজারস্থ বাবু রামসেবক মল্লিক মহাশয়ের ভবনে শীতকালে এক শনিবাবের রাত্রিতে গাহনা করিলেন, বোধ হয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটীর থাম পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল, সেবারে যোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটার সংযোজিত মহাশয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পরে সেই দৃষ্টান্তানুসারে সুর প্রস্তুত করণে শিক্ষিত হইলেন, তথাপি তাঁহারা অদ্যাবধি তদ্বৎ উৎকৃষ্টরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।"
মোহনপ্রসাদ—ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ে ইনি মহারাজ নন্দকুমারের নামে সুপ্রীম্ কোর্টে জাল করার অভিযোগ আনয়ন করেন। প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে বাহাদুরের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।
মোহনভোগ—ঘৃতে সুজি ভাজিয়া দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করা খাদ্যবিশেষ, হালুয়া। সং।
মোহন-মালা—স্বর্ণহারবিশেষ। দেশজ। সং।
মোহনলাল (রাজা)—রাজা মোহনলাল সিরাজউদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ইঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ন্যায় ইঁহার প্রতি ব্যবহারও করিতেন। মোহনলাল প্রকৃত বিশ্বাসভাজন, সত্যপরায়ণ, ন্যায়মার্গানুসারী ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। এই বীরবর সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্রে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

নবাবী আমলে দেওয়ান ই-আলি অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে এবং প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্যে সাধারণতঃ নবাবের স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়দিগেরই নিয়োগের নিয়ম ছিল, কেবল মোহনলালই নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক ঐ উচ্চতম পদে নিযুক্ত হন। সিরাজের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ইনি দেশত্যাগী হন। কেহ কেহ বলেন, মিরজাফর ইঁহাকে হত্যা করেন।
মোহন সরকার—ইঁহার আসল নাম মোহন দাস বৈরাগী। লোকে ইঁহাকে মোহন সরকার বলিত। যশোহর জেলার বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী গোপালনগর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি 'ছুট' সঙ্গীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহার ছুট সঙ্গীতগুলি যেমন মনোহর, তেমনই কাব্যরসে পূর্ণ। ছুট সঙ্গীত গাহিয়া আর কেহ এরূপ যশোলাভ করিতে পারেন নাই। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র যদুনাথ কিছুদিন পিতার দল চালাইয়াছিলেন।
মোহনিদ্রা—১। মায়াজন্য সুপ্তি, মূঢ়তা হেতু ঘুম। মধ্য কর্ম্মধা। ২। মোহরূপ ঘুম, মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকা। রূপক। সং; স্ত্রী।
মোহনিয়া—মুগ্ধকারক। ক, প্র। বিণ।

মোহনিরসন—মোহদূরীকরণ,মায়াত্যাগ,অজ্ঞতা-বর্জ্জন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মোহবদ্ধ—মায়া দ্বারা আবদ্ধ, মায়ার বন্দী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মোহবন্ধন—মায়ারূপ বাঁধন; অজ্ঞানের আবরণ। রূপক বা ৬তৎ। সং; ক্লী।

মোহমদ—মোহজন্য গর্ব্ব, মোহাচ্ছন্নতা হেতু অহঙ্কার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মোহমন্ত্র—মোহকর মন্ত্র, মুগ্ধতাজনক বাক্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মোহময়—মোহপূর্ণ, মায়াচ্ছন্ন। মোহ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মোহময়ী।

মোহমুগ্ধ—মায়ামুগ্ধ, অজ্ঞানবশতঃ মোহপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মোহমুদ্গর—শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থবিশেষ। সং।

মোহম্মদ—পয়গম্বরবিশেষ, মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ। মহম্মদ দেখ।

মোহর—প্রত্যয় কারণ মুদ্রা বা ছাপ; বিনিময়ের স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ। সং।

মোহরী—মুখ, জল-নিঃসরণ দ্বার। দেশজ।

মোহানা—নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে জল প্রবেশ ও জলনির্গম-পথ। দেশজ। সং।

মোহাফেজ—মহাফেজ (তাহা দেখ)

মোহাফেজখানা—যে গৃহে দলীলপত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। বৈদেশিক। সং।

মোহান্ত—মঠাধিকারী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী। মোহ হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। সং; পু।

মোহিত—১। মোহপ্রাপ্ত। মোহ শব্দ+ইত জাতার্থে। ২। মোহ-প্রাপিত; মূর্চ্ছা-প্রাপিত। ণিজন্ত মুহ্ (=মোহি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মোহিতা।

মোহিনী—১। মোহজনিকা, মুগ্ধকারিকা, জ্ঞাননাশিনী। ণিজন্ত মুহ (=মোহি)+ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারায়ণের অবতারবিশেষ,সমুদ্রমন্থনকালে অসুরদিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত নারায়ণ এই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সং।

মোহী (মোহিন্)—১। মোহপ্রাপ্ত, মুগ্ধ। মুহ্ (মুগ্ধ হওয়া)+ণিন্ ক। ২। মোহজনক, মুগ্ধকারক, জ্ঞাননাশক। ণিজন্ত মুহ্ (= মোহি)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী মোহিনী।

মৌ—মধু, মোম। দেশজ। সং।

মৌকুলি—বায়স, কাক। মুকুল শব্দ+ফি: সং; পু। [সং; স্ত্রী।

মৌক্তিক—মুক্তা, মতি। মুক্তা+ফিক স্বার্থে।

মৌখ—১। মুখসম্বন্ধীয়; মুখসম্বন্ধাধীন। মুখ+ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৌখী। ২। অবক্তব্য বচনরূপ পাতক। সং; স্ত্রী।

মৌখরি—১। মুখর-বংশে উৎপন্ন। মুখর+ফি অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি। ২। বংশবিশেষ। এই বংশীয় নৃপতিবর্গ পূর্ব্বকালে মগধদেশের কিয়দংশের অধিপতি ছিলেন। ইঁহারা বর্ম্মা উপাধিধারী ক্ষত্রিয়। ইঁহাদের কীর্ত্তিকলাপসংবলিত ছয়খানি শিলালিপি এবং ইঁহাদের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম হরিবর্ম্মা। ইঁহার প্রপৌত্র ঈশান বর্ম্মা মৌখরিবংশের প্রধান নরপতি। ইনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং গুপ্তবংশীয় নরপতি তৃতীয় কুমার গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি যুদ্ধে অন্ধ্রাধিপতি ও গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করেন। মৌখরিনৃপতিগণ হূনদিগকে পরাভূত করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এই বংশের গ্রহ বর্ম্মা স্থাণ্বীশ্বরপতি হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনীপতি। ইনি মালবরাজের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকালে উত্তরাপথে মৌখরিগণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল।

মৌখর্য্য—মুখরতা, বাচালতা, দুর্ম্মুখত্ব। মুখর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

মৌখিক—মুখসম্বন্ধীয়; বাচনিক; যাহা আন্তরিক নয় এরূপ, বাহ্য; কাল্পনিক। মুখ+ফিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৌখিকী।

মৌচাক—মধুক্রম, মৌমাছির বাসা। মধুচক্র শব্দের অপভ্রংশ। সং।

মৌজা—১। গ্রাম, তালুক। বৈদেশিক। ২। তরঙ্গ, ঢেউ, তুফান। প্রাদেশিক। সং।

মৌঞ্জী—মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা বা উপবীত। মুঞ্জ+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মৌঞ্জীবন্ধন—উপনয়নসংস্কার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মৌঢ্য—মূর্খতা, অজ্ঞানতা। মূঢ় শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী। [দেশজ। সং।

মৌতাৎ—নেশাখোরের মাদক উপভোগ।

মৌন—তুষ্ণীম্ভাব, অভাষণ, কথা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকা। মুনি+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী। [কথন। ৬তৎ। সং; পু।

মৌনভঙ্গ—মৌনভাবের পর কথা কহা, বাক্য-

মৌনভাব—তুষ্ণীম্ভাব, চুপ করিয়া থাকা। ৬তৎ। সং; পু।

মৌনব্রত—অভাষণরূপ নিয়ম, নিয়মপূর্ব্বক কথা না কহা। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং; পু।

মৌনব্রতী (-ব্রতিন্)—মৌনব্রতধারী, মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছে এরূপ। মৌনব্রত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী মৌনব্রতিনী।

মৌনস্বভাব—মৌনপ্রকৃতিবিশিষ্ট, যে চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসে। বহু। বিণ; ত্রি।

মৌনাবলম্বন—মৌনভাব গ্রহণ, নীরব হওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মৌনী (মৌনিন্)—১। মৌনব্রতধারী; মৌনাবলম্বী। মৌন+ইন্। বিণ; পু। ২। মুনি। সং; পু।

মৌরলা—সুস্বাদু মৎস্যবিশেষ। দেশজ। সং।

মৌরসী—পৈতৃক, বাপতি। বৈদ। বিণ।

মৌর্য্য—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত। মুরা+ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু।

মৌর্য্যবংশ—মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ। ৬তৎ। সং; পু। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা 'মুরা'র নাম হইতে মৌর্য্য নামের উৎপত্তি। চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কৌটিল্যের সহায়তায় বিখ্যাত নন্দবংশের ধ্বংসসাধন করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ ৩২২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এই ঘটনা হয়। নন্দবংশের ক্ষমতালোপের পর চন্দ্রগুপ্ত যবন বা গ্রীকগণ কর্ত্তৃক বিজিত পঞ্চনদ প্রদেশ পুনরধিকার করেন। পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত ভারতের তাবৎ ভূভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। পরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণও উক্ত নগর হইতেই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ডাক্তার স্পুনারের চেষ্টায় পাটলিপুত্রনগরে মৌর্য্যযুগের অবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আগত গ্রীক্‌দূত মেগাস্থিনিস মৌর্য্যসাম্রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কৌটিল্যের প্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতেও তৎকালীন মৌর্য্যশাসনের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার। ইঁহার রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য মৌর্য্যবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। বিন্দুসারের পুত্র জগদ্বিখ্যাত সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালে কলিঙ্গদেশ অধিকৃত হয়। অশোক অনুমান ২৬৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অনুশাসনসমূহ হইতে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের তৎকালীন বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। মৌর্য্যসাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমান্ত চোল, পাণ্ড্য, সত্য, কেরল ও তাম্রপর্ণী এবং পশ্চিমসীমান্তে গ্রীক্‌রাজ দ্বিতীয় বা তৃতীয় আন্তিয়োকের অধিকার ব্যতীত অপর কোনও স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত মৌর্য্যসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। অশোকের দেহাবসানের পর পশ্চিমে গান্ধার ও কপিশা,এবং দক্ষিণে অন্ধ্র ও কলিঙ্গ দেশ স্বাধীন হইয়া উঠে। শেষ মৌর্য্যসম্রাট্ বৃহদ্রথ স্বীয় সেনাপতি শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণজাতীয় পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। অনুমান ১৮৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যরাজত্বের অবসান হয়। ভারতে মৌর্য্যাধিকারের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত ১৯১৫ খৃঃ দাক্ষিণাত্যের মাস্কিনামক স্থানে অশোকের এক-

খানি নূতন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে "অশোক" নামের উল্লেখ আছে। মৌর্য্য রাজবংশের অধিকারকালে সম্ভবতঃ এদেশে 'পুরাণ' নামক মুদ্রার প্রচলন ছিল। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে সহস্র সহস্র পুরাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। [ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মৌর্ব্বী—জ্যা, ধনুকের ছিলা। মূর্ব্বা+ষ্ণ+

মৌল—১। মূলসম্বন্ধীয়; মূলজাত; মূল হইতে আগত; মূলজ; আপ্ত। মূল+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৌলী। ২। সচিব। সং; পু। ৩। মহুয়া গাছ, বা তাহার ফল। দেশজ।

মৌলবি, মৌলভি—মুসলমান পণ্ডিত বা অধ্যাপক বা ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা। বৈদেশিক। সং।

মৌলানা—মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্য। বৈদেশিক। সং।

মৌলি—১। কিরীট; কেশ; সংযত কেশ; মস্তক; চূড়া; অগ্রভাগ। মূল+ষ্ণি, অথবা মু (বন্ধন করা)+লি র্ম। সং; পু বা স্ত্রী। ২। অশোকবৃক্ষ। সং; পু। ৩। ভূমি। সং; স্ত্রী।

মৌলিক—মূলসম্বন্ধীয়; মূলীভূত; অকুলীন। মূল+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৌলিকী।

মৌলী—১। মূলসম্বন্ধীয়া, ইত্যাদি। মৌল দেখ। মৌল+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কিরীট; কেশ; সংযত কেশ; মস্তক; চূড়া, অগ্রভাগ; ভূমি। মৌলি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মৌষল—১। মুষলসম্বন্ধীয়া। মুষল+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী মৌষলী। ২। মহাভারতীয় পর্ব্ববিশেষ। সং; ক্লী।

মৌসুম—মরসুম, কাল। বৈদেশিক। সং।

মৌসুমি—সাময়িক। বৈদেশিক। বিণ।

মৌসুমি বায়ু—ভারত মহাসাগরীয় বায়ুপ্রবাহ বিশেষ। এই বায়ু বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে এবং কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম হইতে বহিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে মনসুন্ (monsoon) বলে।

মৌহূর্ত্ত, মৌহূর্ত্তিক—জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ, দৈবজ্ঞ। মুহূর্ত্ত শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণিক জ্ঞাতার্থে। সং; পু।

ম্যাক্‌ফার্সন্, সার জন্—ইনি ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের অন্তরঙ্গ সদস্য ছিলেন। ১৭৮৫ খৃঃ হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে ইনি ২০ মাস প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল রূপে কার্য্য করেন। তৎপরে ১৭৮৬ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস আসিয়া ইঁহার হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

ম্যাক্সমুলার, ডাক্তার (Dr. Friedrich Max Muller)—সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত। ইনি ১৮২৩ খৃঃ ৬ই সেপ্টেম্বর ডেসাউ (Dessaw) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪১ খৃঃ হইতে লাইপজিগ (Leipzig) নগরে শিক্ষা করেন। ১৮৪৩ খৃঃ ইনি Doctor of Philosophy উপাধি প্রাপ্ত হন; বার্লিন নগরে বপ (Bopp) ও সেলিং (Schelling) এবং প্যারিস্ নগরে বর্ণুফ (Burnouf) ইঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদান করেন। ১৮৪৬ খৃঃ ইনি ইংলণ্ডে আসিয়া অক্সফোর্ড নগরে বাস করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদেশে ইনি সায়নাচার্য্যের ভাষ্যসহিত ঋগ্বেদের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ১৮৬৮ খৃঃ হইতে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০০ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর ইনি অক্সফোর্ড নগরে দেহত্যাগ করেন। প্রাচ্যভাষায় ইঁহার ন্যায় গভীর পাণ্ডিত্য বর্ত্তমান সময়ে আর কাহারও নাই। ভারতবর্ষের প্রতি ইঁহার যে সুগভীর অনুরাগ ছিল, তাহা ইঁহার কথায় ও রচিত গ্রন্থসমূহে বহুলভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত বা প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে দেওয়া গেল —হিতোপদেশের অনুবাদ (১৮৪৩), History of Ancient Sanskrit Literature (1859); The Origin and Growth of Religion (1878); Sacred Books of The East নামে প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্মপুস্তকের ইংরাজীতে অনুবাদ (১৮৭৯ খৃঃ হইতে ৫১ খণ্ডে প্রকাশিত); Science of Languages; Science of Religion; India, what can it teach us? (1883); Chips from a German workshop; Auld Lang Syne; and Ramkrishna, His Life and Sayings ইনি ধর্ম্ম এবং ভাষার সমালোচনা তুলনায় এবং বৈজ্ঞানিকভাবে করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচিত হইয়া ইঁহার ইংরাজী ও প্রাচ্যভাষা জ্ঞানের জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। ইনি ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীতকে (National Anthem) সংস্কৃত পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ম্যাডান, জে, এফ—বিখ্যাত দান শৌণ্ড পার্শী ব্যবসায়ী। ইং ১৮৫৫ সালে বোম্বাই নগরে অতি দরিদ্রের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সের সময় ইনি মাসিক ৬ বেতনে এক থিয়েটারে অভিনেতার কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ অব্দে ইনি পিতামাতার সহিত সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন, এবং প্রথমে বায়স্কোপের তামাসা দেখাইতে আরম্ভ করেন, এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে একখানি ছোট দোকানও খুলেন; ইঁহার ব্যবসায় বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। বিলাতী মদের কারবার করিয়া এবং নানাস্থানে রেলষ্টেশনে হোটেল খুলিয়া ইনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি কয়েকটী থিয়েটারও খুলিয়াছিলেন। তবে বায়স্কোপের উন্নতিসাধনই ইঁহার মুখ্য লক্ষ্য ছিল। ১৯২৩ অব্দে ২৮শে জুন ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। ইনি ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ম্যাডানের ন্যায় প্রকৃত দানবীর অধুনা সংসারে অতি বিরল। ইনি জীবনে ন্যূনকল্পে ২০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ কোন জনহিতকর অনুষ্ঠান কলিকাতায় নাই বলিলেই হয়। প্রতি রবিবারে ইঁহার বাড়ীতে বহুসংখ্যক দীন দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্শী সমবেত হইত। ইনি তাহাদিগকে স্বহস্তে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বিতরণ করিতেন। স্বসমাজের মঙ্গলসাধনেও ইনি সবিশেষ অবহিত ছিলেন। দরিদ্র পার্শীরা যাহাতে অল্প ভাড়ায় কলিকাতায় থাকিতে পারে, এতদুদ্দেশ্যে বাটী নির্ম্মাণের নিমিত্ত ইনি পার্শী সমাজের হস্তে এক লক্ষ টাকা দান করেন, এবং তাহাদের জন্য দার্জ্জিলিং নগরে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন।

ম্রক্ষণ—১। লেপন; মাখা; মিলান; মিশান। ম্রক্ষ (মাখা)+অনট্ ভা। ২। তৈল। ম্রক্ষ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ম্রিয়মাণ—মৃতপ্রায়; অবসন্ন; দুঃখিত। মৃ (মরা)+শানচ্ ক। বিণ; ত্রি।

ম্লান—মলিন; অপ্রসন্ন, বিষণ্ণ; ক্লান্ত; শীর্ণ, দুর্ব্বল; নির্লজ্জ। ম্লৈ (মলিন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ম্লানা।

ম্লানদৃশ্য—১। মলিন দর্শনীয় ব্যাপার। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। মলিনদৃশ্যযুক্ত, শোভাহীন, নিষ্প্রভ। ম্লান হইয়াছে দৃশ্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দৃশ্যা।

ম্লানমুখ—১। মলিনবদন, বিষণ্ণ মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মুখা,—মুখী। ২। বিষণ্ণ মুখ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ম্লানমুখে—মলিন মুখে, বিষণ্ণবদনে, শুষ্কমুখে, বিমর্ষভাবে। ম্লান হইয়াছে মুখ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ম্লানি—মালিন্য; অপ্রসন্নতা। ম্লৈ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

ম্লিষ্ট—মলিন; অস্পষ্ট, অব্যক্ত। ম্লেচ্ছ্+ক্ত ক।

ম্লেচ্ছ—১। অসভ্য জাতি, কিরাত শবর পুলিন্দ যবন প্রভৃতি। ম্লেচ্ছ (গ্রাম্য কথা বলা)+অন্ ক। সং; পু। ২। পাপরত, পাপিষ্ঠ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ম্লেচ্ছা। ৩। হিঙ্গুল। সং; ক্লী।

ম্লেচ্ছদেশ—চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানশূন্য দেশ। ৬তৎ। সং; পু।

ম্লেচ্ছাচার—১। পাপাচার, অপবিত্র আচরণ; ম্লেচ্ছজাতির ব্যবহার। ৬তৎ। সং; পু। ২। পাপাচারী, কদাচারপরায়ণ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ম্লেচ্ছাচারা।

ম্লেচ্ছিত—ম্লেচ্ছভাষা; অপ শব্দ। ম্লেচ্ছ্ (গ্রাম্য কথা বলা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

য

য—১। ষড়্‌বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ; ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু। ২। যশঃ; বায়ু; যোগ। যা (যাওয়া)+ড ক। সং; পু। ৩। যব পরিমাণ দৈর্ঘ্য। দেশজ। সং। [সং।

যই, যৈ—একপ্রকার যব শস্য (oat)। দেশজ।

যক—যক্ষ; কুবের; প্রোথিত ধনরাশির সহিত জীবন্তে সমাহিত তাহার রক্ষক; ভূগর্ভ নিহিত ধনরাশি। দেশজ। সং।

যকৃৎ—পিত্তাশয়; কুক্ষির দক্ষিণস্থ মাংসপিণ্ড-বিশেষ, মেটিয়া বা মেটে। য (বায়ু)—কৃ (করা)+কিপ্ ক। সং; ক্লী।

যক্ষ—১। দেবযোনিবিশেষ; কুবের; ধনরক্ষক। যক্ষ্+অল্ র্ম্ম। সং; পু। স্ত্রী যক্ষী। ২। পূজা। যক্ষ+অল্ ভা। সং; পু।

যক্ষতরু—বটবৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

যক্ষধূপ—ধুনা; তার্পিণ তৈল। ৬তৎ। সং; পু

যক্ষরাজ, যক্ষেশ—কুবের। যক্ষদিগের রাজা বা ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

যক্ষরাত্রি—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। যক্ষপ্রিয়া রাত্রি, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

যক্ষিণী—যক্ষভার্য্যা; কুবেরপত্নী; বিদ্যাধরী; পিশাচী। যক্ষ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যক্ষী—যক্ষস্ত্রী; কুবেরপত্নী। যক্ষ দেখ। যক্ষ্ +ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যক্ষেশ—যক্ষরাজ দেখ।

যক্ষ্মা (যক্ষ্মন্)—ক্ষয়কাসরোগবিশেষ। যক্ষ্ (পূজা করা)+মন্ র্ম্ম। সং; পু।

যখন—যৎকালে, যে সময়ে। দেশজ।

যখনকার—যে সময়ের। দেশজ।

যখন-তখন—সময়ে সময়ে, মধ্যে মধ্যে, মাঝে মাঝে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

যজন—যাগকরণ; পূজা। যজ্ (দেবার্চ্চনা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

যজমান—যজ্ঞকারক; যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া পূজাদি কর্ম্ম করায়। যজ্ (যাগ করা)+শান ক। সং; পু।

যজান—যাজন করা, পৌরোহিত্য করা; আচরণীয় অনাচরণীয় সকল বর্ণকে একাকার করা। দেশজ। ক্রি।

যজি—১। যষ্টা, যাগকর্ত্তা। যজ্ (যাগ করা) +ই ক। ২। যাগ, যজ্ঞ। যজ+ই ভা। সং; পু। [উন্ ণ। সং; ক্লী।

যজুঃ (যজুস্)—যজুর্ব্বেদ। যজ্ (পূজা করা)+

যজুর্ব্বেদ—শতশাখাযুক্ত বেদবিশেষ, দ্বিতীয় বেদ [চতুর্ব্বেদ দেখ]। যজুঃ নামক যে বেদ, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

যজুর্ব্বেদী (—দিন্)—যজুর্ব্বেদানুসারে কর্ম্ম-কারক; যজুর্ব্বেদবেত্তা। যজুর্ব্বেদ+ইন্। বিণ; পু। [ন ভা। সং; পু।

যজ্ঞ—সত্র, যাগ; হোম। যজ্ (যাগ করা)+

যজ্ঞকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ)—যিনি যাগ করেন; যজমান। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

যজ্ঞকুণ্ড—যাগ বা হোম করিবার গহ্বর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যজ্ঞদ্বিট্ (—দ্বিষ্)—১। যজ্ঞদ্বেষী, যজ্ঞবিঘ্ন-কারী। উপ; যজ্ঞ—দ্বিষ্+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। রাক্ষস। সং; পু।

যজ্ঞদ্বেষী (—ষিন্)—১। যাগ যজ্ঞের বিরোধী, যজ্ঞবিঘ্নকারী। উপ; যজ্ঞ—দ্বিষ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। ২। রাক্ষস। সং; পু।

যজ্ঞধূম—যাগের বা হোমের ধোঁয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ক্লী।

যজ্ঞপাত্র—যাগ করিবার আধার। ৬তৎ। সং;

যজ্ঞপুরুষ—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

যজ্ঞভূমি—যজ্ঞের উপযুক্ত ভূমি, যে স্থানে যজ্ঞ হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

যজ্ঞবিদ্বেষী (—ষিন্)—১। যজ্ঞের শত্রু, যজ্ঞের ব্যাঘাতকারী। উপ; যজ্ঞ—বি—দ্বিষ্+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। রাক্ষস। সং; পু।

যজ্ঞবেদি,—বেদিকা,—বেদী—যাগ করিবার নিমিত্ত মঞ্চাকার পরিষ্কৃত ভূমি। ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

যজ্ঞশেষ—যজ্ঞান্ত, যাগের সমাপ্তি; যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে। ৬তৎ। সং; পু।

যজ্ঞসূত্র—উপবীত, পৈতা। যজ্ঞসংস্কৃত সূত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

যজ্ঞসেন—রাজা দ্রুপদ। সং; পু।

যজ্ঞস্থান—যজ্ঞভূমি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যজ্ঞাঙ্গ—১। যজ্ঞের অবয়ব; যজ্ঞসাধন দ্রব্য। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। উড়ুম্বর বৃক্ষ; খদির বৃক্ষ। সং; পু।

যজ্ঞাঙ্গযোনি—১। যজ্ঞসাধন-দ্রব্যবস্তুর উদ্ভব স্থল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। যজ্ঞের উপকরণ সমূহের উৎপাদক। বিণ; ত্রি।

যজ্ঞাঙ্গযোনিত্ব—যজ্ঞের উপকরণ-সমূহের উৎপাদিকা শক্তি। যজ্ঞাঙ্গযোনি+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী। [পু।

যজ্ঞান্ত—যজ্ঞসমাপ্তি, যজ্ঞশেষ। ৬তৎ। সং;

যজ্ঞারি—শিব; রাক্ষস। যজ্ঞের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

যজ্ঞিয়—১। যজ্ঞসম্বন্ধীয়; যজ্ঞকর্ম্মের যোগ্য। যজ্ঞ শব্দ+ইয় হিতাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যজ্ঞিয়া। ২। দ্বাপর যুগ। সং; পু।

যজ্ঞিয়দেশ—যজ্ঞকার্য্যের উপযোগী দেশ, আর্য্যাবর্ত্ত। কর্ম্মধা। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

যজ্ঞীয়—যজ্ঞসম্বন্ধীয়, যাগের। যজ্ঞ+নীয় ইদমর্থে।

যজ্ঞেশ্বর—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ ভাদ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান হুগলি জেলার অন্তর্গত বেলেশিখিরা গ্রাম। ইনি বি, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়স হইতেই গদ্য ও পদ্য রচনায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার রচিত 'সমর শেখর' নামক সুবৃহৎ উপন্যাস 'আর্য্য দর্শন' পত্রিকায় তিন বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর হইতে প্রকাশিত 'চারুবার্ত্তা' পত্রিকার সম্পাদক করিয়া প্রেরণ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও কাশীখণ্ডের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। হিতবাদী সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইতে ইনি তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া তিন বৎসরকাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত বীরমালা গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের একটী অমূল্য রত্ন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যতীত ইনি নাটক, উপন্যাস, গল্প, নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ও অনেকগুলি ডাক্তারী গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়াছেন। ইনি কিছুদিন মুরশিদাবাদ হইতে প্রকাশিত 'উপাসনা' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

যজ্ঞোডুম্বর—স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, যাগ ডুমুর। যজ্ঞ-সাধক যে উডুম্বর; মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

যজ্ঞোপবীত—উপবীত, পৈতা। যজ্ঞসংস্কৃত যে উপবীত, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [পৈতা বামস্কন্ধে থাকিলে তাহাকে উপবীত বলে; দক্ষিণস্কন্ধে থাকিলে তাহাকে প্রাচীনাবীত, এবং মাল্যাকারে বক্ষোদেশে লম্বিত হইলে তাহাকে নিবীত বলা যায়]।

যজ্বা (যজ্বন্)—যাজ্ঞিক, যথাবিধি যাগকারী। যজ্ (যাগ করা)+বনিপ্ ক। সং; পু।

যৎ (যদ্)—১। যে, যিনি, যাহা। বিণ বা সর্ব্ব; ত্রি। ২। তালবিশেষ। দেশজ। সং

যত—১। নিয়মিত; অনুষ্ঠিত; সংহত, বদ্ধ যম্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যতা। ২ সংযম। যম্+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৩ যৎপরিমিত; যৎসংখ্যক। দেশজ। বিণ

যতন—যত্ন শব্দের অপভ্রংশ। ক,প্র।

যতমান—যত্ন করিতেছে এরূপ। যত্ (যত্ন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

যতি—১। মুনি, তপস্বী; ভিক্ষু। যত (সংযত হওয়া)+ই ক। সং; পু। ২। শ্লোকাদির পাঠকালে জিহ্বার ইষ্টবিরামস্থান। যম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। [দেখ]। সং; স্ত্রী।

যতিচান্দ্রায়ণ—সর্ব্বপাপহর ব্রতবিশেষ [চান্দ্রায়ণ

যতিচিহ্ন—উচ্চারণের বিচ্ছেদসূচক জিহ্বার বিরামার্থ ব্যবহৃত চিহ্ন। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন যতিচিহ্নের ব্যবহার ছিল না। অধুনা ইংরাজীর অনুকরণে নানা প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে; যথা,—কমা বা প্রথমচ্ছেদ (,); সেমিকোলন বা দ্বিতীয়চ্ছেদ (;); কোলন বা তৃতীয়চ্ছেদ (:); দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।); প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন (?); সম্বোধনসূচক বা হর্ষবিস্ময়াদিবোধক চিহ্ন (!); উদ্ধারচিহ্ন বা কোটেশন (" "); সংযোজকচিহ্ন বা হাইফেন (-); বন্ধনী বা ব্র্যাকেট ([]) ও ()); ড্যাস (—); লোপচিহ্ন (')।

সামান্যতঃ—১ এই সংখ্যাটি উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, কমা চিহ্নের নিকট ততটুকু থামিতে হয়; বাক্যের অন্তর্গত যে সমস্ত পদের কিংবা বৃহৎবাক্যের অন্তর্গত যে সকল ক্ষুদ্র বাক্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে কমা ব্যবহৃত হয়। সেমিকোলন—১, ২ এই দুইটী সংখ্যা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, সেমিকোলন চিহ্নের নিকট ততটুকু সময় থামিতে হয়। একটী বাক্যের সহিত আর একটা বাক্যের যদি এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে যে, প্রথম বাক্যটার পরে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা যায় না তবে ঐ স্থলে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। কোলন—১, ২, ৩ এই তিনটী সংখ্যা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে এই চিহ্নের নিকট ততটুকু থামিতে হয়। কমা বা সেমিকোলন দ্বারা বিভক্ত বাক্যগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তদপেক্ষা অল্প সম্বন্ধ থাকিলে বাক্যমধ্যে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি—বাক্য সমাপ্ত হইলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নজিজ্ঞাসা স্থলে প্রশ্নসূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সম্বোধন বা হর্ষ, বিস্ময়, ঘৃণা, খেদ প্রভৃতির প্রকাশ স্থলে সম্বোধনসূচক চিহ্নের ব্যবহার হয়। হাইফেন—সমস্যমান পদদ্বয়ের মধ্যে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। অন্যের বাক্য উদ্ধৃত করিতে হইলে সেই বাক্যের আদিতে ও অন্তে উদ্ধারচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বন্ধনী—বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ বা অংশবিশেষের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বা স্বল্প সংস্রববিশিষ্ট কোন অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিতে হইলে এই চিহ্ন প্রযুক্ত হয়। ড্যাস—এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য একটি কথা আনিয়া ফেলিলে বা রচনাকে উত্তেজনাপূর্ণ করিতে হইলে ড্যাসচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। পদের অন্তর্গত কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইলে তৎপূর্ববর্ত্তী বর্ণের মস্তকে লোপচিহ্ন প্রদত্ত হয়।

যতিনী—সন্ন্যাসিনী; বিধবা। যতী (১) দেখ। যতিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যতী (যতিন্)—জিতেন্দ্রিয়; মুনি; সন্ন্যাসী। যত্+পিন্ ক। সং; পু।

যতী—বিধবা। যম্ (সংযত হওয়া)+তি ক +ঈপ্। বিণ বা সং; স্ত্রী।

যতীন্দ্র—যতিশ্রেষ্ঠ, তপস্বিপ্রধান; পরমহংস। যতি বা যতীদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা স্যর্)—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার ১৮৩১ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর, মাতার নাম শিবসুন্দরী দেবী। ইনি তৎকালীন ইন্ফাণ্ট স্কুলে, পরে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া বাড়ীতে ইংরাজ-শিক্ষকের নিকট ইংরাজী এবং পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ২৭ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে ইনি খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট বিষয়কার্য্যাদি শিক্ষা করেন। প্রসন্নকুমার, পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের উপর বিরক্ত হইয়া, ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে আপনার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যান। পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন মোকদ্দমা করিয়া যতীন্দ্রমোহনের অবিদ্যমানে সম্পত্তি পাইবার অধিকারী হন। যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র প্রদ্যোৎকুমার জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সমগ্র সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যতীন্দ্রমোহন প্রথমে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক হন। ১৮৭০ খৃঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করেন এবং পরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭১ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড মেয়ো ইঁহাকে রাজাবাহাদুর এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'রাজরাজেশ্বরী' উপাধি গ্রহণকালে বড়লাট লর্ড লিটন 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইনি সি, এস্, আই; ১৮৮২ খ্রীঃ কে, সি, এস, আই; ১৮৯০ খৃঃ মহারাজা বাহাদুর ও ১৮৯১ খৃঃ পুরুষানুক্রমে 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বহুবিধ সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণ জন্য এক লক্ষ টাকা, মেও হাঁসপাতালের জন্য দশহাজার টাকা, দাতব্য সভায় আট হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত গোপনে অনেক দান আছে। ইঁহার বাটীতে প্রত্যহ অতিথি-সেবা হয়। হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় ইনি বহুবিধ প্রবন্ধ, সঙ্গীত এবং পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে এ দেশে থিয়েটারের প্রথম সূত্রপাত হয়, এবং ইনিই ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহনকে লইয়া থিয়েটারে ঐকতানবাদনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সাহিত্যসেবিগণকে বিশেষ আদর করিতেন।

ইনি রাজদ্বারে যেমন সম্মান, দেশের লোকের নিকটেও তেমনই সম্মান পাইতেন। ইনি ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারীর কার্য্য বহুদিন ধরিয়া সম্পন্ন করেন। পরে উক্ত সভার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশে Settled Estates Act সূচিত ও প্রচলিত হয়। জীবনের শেষভাগে সাধারণ সভায় বড় একটা যোগদান করিতে পারিতেন না। কিন্তু কি দেশের লোক, কি লাট বড়লাট, সকলেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে ইঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপন, লেডি রিপন, লর্ড ল্যান্সডাউন ও বঙ্গের অনেক ছোটলাট ইঁহার বাড়ীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারই উৎসাহে মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন। যতীন্দ্রমোহন উক্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ-ব্যয়ভার বহন করেন, এবং মাইকেল উক্ত গ্রন্থের হস্তলিপি ইঁহাকে উপহার প্রদান করেন। এই হস্তলিপিখানি ইঁহার পুস্তকাগারে যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের বিদ্যানুরাগ তাঁহার সংগৃহীত বহুসংখ্যক মূল্যবান্ গ্রন্থপরিপূর্ণ বিস্তৃত পুস্তকাগার দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

ইঁহার পত্নীর নাম ত্রৈলোক্যকালীদেবী। পুত্র না হওয়ায় ইনি সহোদর শৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র প্রদ্যোৎকুমারকে দত্তক গ্রহণ করেন।

যতীন্দ্রমোহন রায়—বিক্রমপুর রূপসার বিখ্যাত ভূম্যধিকারিবংশে বাং ১২৮৩ সালে ইঁহার জন্ম। ইনি বাল্যে টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া পরে ইংরাজী বিদ্যালয়ে বি, এ

পর্য্যন্ত পাঠ করেন। ইঁহার প্রণীত ঢাকার ইতিহাস বহু নূতন তথ্যে পরিপূর্ণ। এই একখানি পুস্তকই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

যৎকাল—যে সময়। কর্ম্মধা। সং; পু।

যৎকিঞ্চিৎ—যাহা কিছু; সামান্য। বিণ। ব্য।

যত্ন—১। চেষ্টা; উদ্যোগ; প্রয়াস, উদ্যম; অধ্যবসায়; প্রবৃত্তি। যত্ (যত্ন করা)+ন ভা। সং; পু। ২। অবধান, সাবধানতা; আকিঞ্চন; আদর, সমাদর। দেশজ। সং।

যত্নপূর্ব্বক—যত্নসহকারে, চেষ্টা করিয়া; অবধানসহকারে। যত্ন হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার, বহু। ক্রি-বিণ।

যত্নবান্ (–বৎ)—উদ্যমশীল, যত্নশীল, সচেষ্ট, চেষ্টান্বিত। যত্ন+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী যত্নবতী।

যত্নশীল—যত্নবান্, সচেষ্ট। যত্ন হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

যৎপরিমাণ—১। যে পরিমাণ, যে মাত্রা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। যত। যদ্ (যাহা) পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

যৎপরিমিত—যত। বিণ; ত্রি।

যৎপরোনাস্তি—যার পর নাই। সংস্কৃত; যৎ+পরঃ+ন+অস্তি। ব্য।

যত্র—যেখানে; যে বিষয়ে। যদ্ শব্দ+ত্র ৭মী স্থানে। ব্য।

যত্রতত্র—যথা তথা; যেখানে সেখানে। ব্য।

যৎসামান্য—যৎকিঞ্চিৎ, অত্যল্প। বিণ; ত্রি।

যথা—যেস্থানে, যেখানে; যেমন; সাদৃশ্য; অনতিক্রম; সত্য; উপযুক্ত, সমুচিত। যদ্ শব্দ+থাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

যথাকথঞ্চিৎ—যে কোনরূপে; কষ্টেসৃষ্টে। ব্য।

যথাকাল—উপযুক্ত সময়; দিবসের শেষভাগ। কর্ম্মধা। সং; পু।

যথাকালে—উপযুক্ত সময়ে, ঠিক সময় মত, কর্ম্মধা। সং; পু। অথবা কালকে অতিক্রম না করিয়া এই বাক্যে অব্যয়ীভাব। ব্য। [ব্য।

যথাক্রম, যথাক্রমে—ক্রমানুসারে। অব্যয়ী।

যথাজাত—নীচ; মূর্খ। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

যথাতথ—যথার্থ; সত্য। ব্য।

যথাতথা—যেখানে সেখানে; যেরূপে সেরূপে; যেমন তেমন। ব্য।

যথাদিষ্ট—আদেশমত, আদেশানুযায়ী। অব্যয়ী। ব্য। [ক্রি-বিণ।

যথানিয়মে—নিয়মানুযায়ী, নিয়মমত। অব্যয়ী।

যথাপূর্ব্ব—পূর্ব্বানুরূপ; পূর্ব্বের মত। ব্য।

যথাযথ—যথাযোগ্য; যথার্থ। ব্য। [ব্য। বিণ।

যথাযোগ্য—উপযুক্তরূপ, উচিত মত। অব্যয়ী।

যথারীতি—রীত্যনুযায়ী, রীতিমত। অব্যয়ী। ব্য।

যথার্থ—প্রকৃত; সত্য; যোগ্য। অর্থকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ব্য। বিণ।

যথাবৎ—বিধিমত; যথার্থ। যথা+চ্ৎ। ব্য।

যথাবিধি—বিধি অনুসারে। অব্যয়ী। ব্য।

যথাশক্তি—শক্তি অনুসারে; যেমন ক্ষমতা। অব্যয়ী। ব্য।

যথাশাস্ত্র—শাস্ত্রানুসারে; যথাবিধি। অব্যয়ী। ব্য। [সং; পু।

যথাসময়—যথাকাল, উপযুক্ত সময়। কর্ম্মধা।

যথাসময়ে—যথাকালে, উপযুক্ত সময়ে, ঠিক সময়মত। কর্ম্মধা। সং; পু। অথবা সময়কে অতিক্রম না করিয়া এই বাক্যে অব্যয়ী। ব্য বা ক্রি-বিণ।

যথাসর্ব্বস্ব—সমস্ত সম্পত্তি, যাহা কিছু ধন সকলই। অব্যয়ী। ব্য বা সং। [ব্য।

যথাসাধ্য—সাধ্যানুসারে; যথাশক্তি। অব্যয়ী।

যথাস্থান—নির্দ্দিষ্ট স্থান; উপযুক্ত স্থান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

যথেচ্ছ—ইচ্ছানুরূপ, ইচ্ছামত। ইচ্ছাকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী (যথা+ইচ্ছা)। ব্য বা বিণ। [কর্ম্মধা। সং; পু।

যথেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার। যথেচ্ছ যে আচার,

যথেচ্ছাচারিতা—ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করা, উচ্ছৃঙ্খলতা। যথেচ্ছাচারী দেখ। যথেচ্ছাচারিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

যথেচ্ছাচারী (–চারিন্)—স্বেচ্ছাচারী, ইচ্ছানুরূপ কার্য্যকারী; উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য। যথেচ্ছ—আ—চর্ (আচরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী যথেচ্ছাচারিণী।

যথেষ্ট—ইচ্ছানুরূপ; প্রচুর। অব্যয়ী। বিণ। ব্য।

যথোচিত—উপযুক্তরূপ; যথাযোগ্য। অব্যয়ী। বিণ। ব্য। [বিণ। ব্য।

যথোপযুক্ত—যথাযোগ্য, যথোচিত। অব্যয়ী।

যদা—যৎকালে, যখন; যেহেতু; যে পর্য্যন্ত। যদ্ শব্দ+দা কালার্থে। ব্য।

যদি—অবধারণ; সম্ভাবনা; পক্ষান্তর। ব্য।

যদু—যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র ও যাদবদিগের আদি পুরুষ; যদুবংশীয়। সং; পু।

যদুকুল—যাদববংশ, যদুর সন্তান পরম্পরা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যদুনাথ, যদুপতি—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

যদুনাথ মজুমদার—যশোর খুলনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ জননেতা ও উকীল। যশোহর জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া গ্রামে যদুনাথের পৈত্রিক নিবাস ছিল। সন ১২৬৬ সালে ৭ই কার্ত্তিক, সোমবার যদুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে তিনি সম্মানের সহিত ইংরেজীতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, এবং যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি এম-এ ডি এল মহাশয়ের সহযোগে "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া" নামক একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করেন। পরে তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদক হইয়া লাহোরে গমন করেন। ইহার কিছুদিন পরে নেপালের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সার মহারাজা রণদীপ সিংহ জঙ্গবাহাদুর কে-সি-এস-আই তাঁহাকে নেপালের দরবার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু নেপালে নানা রাজনীতিক বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় যদুনাথ নেপাল ত্যাগ করিয়া পুনরায় ট্রিবিউনের সম্পাদক হইয়া লাহোর গমন করেন। তৎপরে কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে যদুনাথ কাশ্মীরের রাজস্বসচিবের পদ গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি বি-এল পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহর জেলায় ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যশোহরে তিনিই সর্ব্বপ্রধান উকীল। ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে যশোহরে নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার আরম্ভ হইলে যদুনাথ নিপীড়িত প্রজাগণের পক্ষাবলম্বন করেন। যশোহর জেলায় নীলকরদিগের অত্যাচার প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় নিবারিত হয়। পার্লামেণ্টে নীলকর প্রপীড়িত প্রজাবর্গের দুঃখের কথা উত্থাপন করিতে তিনিই ব্রাড্‌লী সাহেবকে উদ্বোধিত করেন। ফলে পার্লামেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ৎ তলব করেন। ৩৩।৩৪ বৎসর পূর্ব্বে যদুনাথ "হিন্দুপত্রিকা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। তাহা আজও চলিতেছে। এই পত্রিকায় প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। যদুনাথ যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, সেই অনুপাতে তিনি দানশীল। যশোহর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতিরূপে তিনি অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক কালে যদুনাথ 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। যদুনাথ সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার 'আমিত্বের প্রসার' নামক গ্রন্থ তাঁহার সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ইঁহার "শাণ্ডিল্য সূত্রে"র ইংরেজী টীকাগ্রন্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। যদুনাথ বহুভাষাবিৎ; ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু, গুর্খা, গুরুমুখী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার আছে। এতদ্ব্যতীত পার্শী, তেলেগু, তামিল, মারহাট্টি প্রভৃতি ভাষাও তিনি অল্পবিস্তর অধ্যয়ন করিয়াছেন।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)—১২৪৭ সালে মাতুলালয় শান্তিপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস মুখোপাধ্যায়। কালিদাসের পৈতৃক বাসস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত গরিবপুর।

যদুনাথ পিতার যত্নে ও স্বীয় পরিশ্রমগুণে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। এবং ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে প্রশংসার সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রাণাঘাটে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যদুনাথ চিকিৎসা-বিষয়ক বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও ধাত্রীবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি রাণাঘাটে অবস্থানকালে ধাত্রীশিক্ষা এবং চুঁচুড়ায় অবস্থান সময়ে উদ্ভিদ্‌বিচার ও শরীরপালন রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন "চিকিৎসা দর্পণ" নামে একখানি মাসিক পত্রও কিছুকাল প্রকাশ করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ায় অবস্থিতিকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত ইঁহার আলাপ পরিচয় হয় এবং চিকিৎসক সমাজে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আসিয়া "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ক্রমাগত বহু প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ "সরল জ্বরচিকিৎসা" গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ১৩০০ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে গরিবপুরে ইঁহার দেহান্ত হয়।

যদুনাথ সরকার—পিতার নাম ৺রাজকুমার সরকার—জমিদার। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে রাজসাহী জেলার করচমাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল রাজসাহী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন সমাপন করেন। সকল পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী সাহিত্যে এম্, এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনা কলেজে বদলী হন। সেখানে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। মধ্যে কিছু কাল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৭-১৯১৯) University Professor of Indian Historyর পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কটক কলেজেও অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী তাঁহাকে "সম্মানিত সদস্যের" পদে মনোনীত করেন। জগতে ৩০জনের অধিক লোককে এই সোসাইটীর সদস্য করা হয় না। যদুনাথ সেই ত্রিশজনের মধ্যে অন্যতম। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটির James Campbell সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরুণ Mowat Gold Medal এবং Griffith Research Prizeও পাইয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম অধ্যাপক ভাইস্‌চ্যান্সেলার। যদুনাথ সরকার মহাশয় ইংরেজী সাহিত্যে এম্, এ পাশ করিলেও ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ অধিকার। ভারতে মোগল শাসন এবং শিবাজী সম্বন্ধে তিনি বহু অনুসন্ধান ও মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। মূল ফার্সী এবং উর্দ্দু প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি আওরংজেবের ইতিহাস পাঁচ খণ্ড, এবং শিবাজীর জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে ঐতিহাসিক গবেষণার চরম নিদর্শন।

যদুবংশ—যাদবকুল, যদুর সন্তান পরম্পরা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যদৃচ্ছা—স্বেচ্ছা; অনায়াস; দৈবাৎ। যদ্‌—ঋচ্ছ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

যদৃচ্ছাক্রমে—স্বেচ্ছানুসারে, আপন ইচ্ছামত; অনায়াসে, অবলীলাক্রমে; সহজে, স্বভাবতঃ। যদৃচ্ছার ক্রম যাহাতে, বহ। ক্রি; বিণ।

যদ্ভবিষ্য—দৈবপর, ভাগ্যাপেক্ষী। যৎ (যাহা) ভবিষ্য (ভাবি) যাহার, বহ। বিণ; ত্রি।

যদ্যপি—১। যদি, যদিও। যদি+অপি। ব্য। ২। যদি। বাং ব্য।

যদ্যপিস্যাৎ—যদি। বাং ব্য।

যন্ত্র—যাঁতা; পদার্থ-নিরূপণ-সামগ্রী; শিল্প-সাধন-সামগ্রী; বাদ্য; পাত্রবিশেষ। যন্ত্র+অল্ ণ। সং; ক্লী।

যন্ত্রগৃহ—তৈলশালা, ঘানিঘর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যন্ত্রণা—যাতনা, ক্লেশ; শরপত্ররচনা। যন্ত্র (পীড়া করা)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

যন্ত্রিকা—যাঁতি। যন্ত্র+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

যন্ত্রিত—বদ্ধ; দমিত; প্রতিরুদ্ধ। যন্ত্র (সংযত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

যন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—১। যন্ত্রযুক্ত; যন্ত্রধারী। যন্ত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী যন্ত্রিণী। ২। শিল্পী; বাদ্যযন্ত্রবাদক; ষড়যন্ত্রকারী। সং; পু।

যম—১। সংযম; শরীরসাধনসাপেক্ষ নিত্য কর্ম, অহিংসা সত্য প্রভৃতি [যোগাঙ্গ দেখ]। যম (সংযত হওয়া)+অল্ ভা। ২। শমন*, কৃতান্ত; সংহিতাকার মুনিবিশেষ; শনি; কাক। ণিজন্ত যম+অন্ ক। সং; পু। ৩। যমজ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যমা।

*শমন-অর্থবোধক যমের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরূপ:—

যম একজন দিক্‌পাল, দক্ষিণ দিকের অধিপতি। সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে ইঁহার জন্ম। সপত্নী ছায়াকে স্বামীর নিকট রাখিয়া সংজ্ঞা স্থানান্তরে গমন করিলে যম বিমাতা কর্তৃক লালিতপালিত হন। পরে ছায়া সপত্নীপুত্র বলিয়া ইঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে ইনি বিমাতাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। ছায়া ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহার ফলে ইঁহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটপূর্ণ হইলে ইনি সমস্ত বৃত্তান্ত পিতাকে নিবেদন করিলেন। সূর্য্য ইঁহাকে একটী কুক্কুর দিলেন। সেই কুক্কুর ক্ষত হইতে নির্গত পূয ও কীট ভক্ষণ করিতে লাগিল।

ইনি জীবের পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা। এই কার্য্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত চিত্রগুপ্ত ইঁহার মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত। ইঁহার আয়ুধ দণ্ড ও বাহন মহিষ। অণীমাণ্ডব্য শৈশবে অজ্ঞানাবস্থায় পতঙ্গের পুচ্ছে তৃণ বিদ্ধ করায় সেই পাপে উত্তরকালে তাঁহাকে শূলারোহণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। লঘু পাপে এতাদৃশ গুরুদণ্ডের বিধানে মুনিবর ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহার ফলে ইঁহাকে মর্ত্যে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

কথিত আছে, ইনি দক্ষপ্রজাপতির শ্রদ্ধাদি ত্রয়োদশ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে শম, তুষ্টির গর্ভে হর্ষ, পুষ্টির গর্ভে গর্ব্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয় এবং মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণের জন্ম হয়। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির নামে ইঁহার এক পুত্র জন্মে।

অকালে সত্যবানের মৃত্যু হইলে ইঁহার দূতগণ তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত

গমন করে, কিন্তু তৎপত্নী সাবিত্রীর পুণ্য-বলে সে কার্য্যে অসমর্থ হয়। তখন ধর্ম্ম-রাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন এবং সাবিত্রীর পাতিব্রত্যে ও ধর্ম্মপরায়ণতায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পতির পুনর্জ্জীবন-লাভ প্রভৃতি বর প্রদান করেন। ইঁহার প্রধান প্রধান নাম এই—যম, শমন, কৃতান্ত, অন্তক, দণ্ডধর, দণ্ডপাণি, ধর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ, পিতৃপতি।

যমক—১। যমজ। যম+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। শব্দালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।

যমকিঙ্কর—যমের আজ্ঞাবহ ভৃত্য, যমদূত।

যমঘণ্টযোগ—বারনক্ষত্রযোগে দুষ্ট যোগবিশেষ। [রবিবারে মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী, সোমবারে পুষ্যা ও অশ্লেষা, মঙ্গলবারে জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, অশ্বিনী ও ভরণী, বুধবারে হস্তা ও আর্দ্রা, বৃহস্পতিবারে মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, রেবতী ও উত্তরভাদ্রপদ, শুক্রবারে স্বাতী ও রোহিণী, শনিবারে শ্রবণা ও শতভিষা নক্ষত্র হইলে যমঘণ্টযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে যাত্রা বিবাহাদি সর্ব্ববিধ কার্য্য নিষিদ্ধ]।

যমজ—যুগ্মজাত, একসময়ে এক গর্ভে উৎপন্ন। যম—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যমজা।

যমজয়ী (—জয়িন্)—শমনবিজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়। উপ; যম—জি (জয় করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী যমজয়িনী।

যমজোৎপত্তি—যমজ সন্তানের উদ্ভব, এক গর্ভে এক সময়ে দুই সন্তানের জন্ম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। গর্ভাশয়গত বীজ দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইলে গর্ভাশয়ে দুইটি জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যমদগ্নি—পরশুরামের পিতা। সং; পু।

যমদণ্ড—যমপ্রদত্ত শাস্তি; মৃত্যু; জ্যোতিষোক্ত বাস্তুদোষবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

যমদূত—যমকিঙ্কর। ৬তৎ। সং; পু।

যমদূতক—১। কাক। যমদূত—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। ২। যমকিঙ্কর। যমদূত+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

যমদূতিকা—তেঁতুল। যমদূত+কণ্ সাদৃশ্যার্থে +আপ্। সং; স্ত্রী।

যমদ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দেখ। সং; স্ত্রী।

যমনিকা—যবনিকা, পর্দ্দা। যম্ (সংযত করা) +অন্ ণ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

যমযন্ত্রণা—শমনযাতনা, যমপ্রদত্ত ক্লেশ; মৃত্যু-যাতনা; মৃত্যু। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

যমরাজ—শমন, যম। যম নামক যে রাজা, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

যমল—যুগল, যোড়া। যম্+কল র্ম; অথবা যম (যুগ্ম)—লা+ড ক। সং; ক্লী।

যমলার্জ্জুন—বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষবিশেষ। মহর্ষি নারদের শাপে কুবেরের পুত্রদ্বয় বৃক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যক্রীড়াচ্ছলে এই বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করিয়া ইহাদিগকে শাপমুক্ত করেন। কর্ম্মধা। সং; পু।

যমলার্জ্জুনহা (—হন্)—শ্রীকৃষ্ণ। যমলার্জ্জুন—হন্ (নাশ করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

যমবাহন—মহিষ। ৬তৎ। সং; পু।

যমসাধন—সংযমসাধন, অহিংসা, সত্যকথন, ব্রহ্মচর্য্য, নিরহঙ্কারতা, অস্তেয়, এই পঞ্চ বিষয়ের অভ্যাস। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

যমস্বসা (—স্বসৃ)—যমুনা নদী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

যমা—১। যমজা। যম দেখ। যম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যুগ্ম, যোড়া। দেশজ। বিণ।

যমানিকা, যমানী—যবানী, যোয়ান। সং; স্ত্রী।

যমালয়—যমের বাড়ী। ৬তৎ। সং; পু।

যমিত—সংযত; বদ্ধ; ছেদিত। ণিজন্ত যম্ (=যমি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

যমুনা—যমরাজ-ভগিনী; সূর্য্যকন্যা; বেদোক্ত নদী। যম্+উনন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। এই নামের কয়েকটী নদী আছে; তন্মধ্যে পশ্চাদুক্ত প্রথমটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

(১) উত্তর ভারতের নদী। ইহা সপ্ত পবিত্র নদীর অন্যতম। ইহার অপর নাম কালিন্দী। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন ও মথুরা ইহারই তীরে অবস্থিত। তেহ্‌রি রাজ্যে, হিমালয় পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যমুনা আলাহাবাদ সহরের নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থান প্রয়াগতীর্থ নামে অভিহিত। যমুনার জল পরিষ্কার ও নীলাভ, এবং গঙ্গার জল পীতাভ ও কর্দ্দমময়। এই পার্থক্য সঙ্গম স্থলে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যমুনার উৎপত্তিস্থল সমুদ্র-গর্ভতল হইতে ১০৮৪৯ ফুট উচ্চ। এই নদীর প্রবাহের দূরত্ব সর্ব্বশুদ্ধ ৮৬০ মাইল। প্রথম ৯৫ মাইল নিম্নে আসিয়া শিবালিক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যমুনা সাহারাণপুর জেলায় ফায়জাবাদের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার সন্নিকটেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমমুখী দুইটি সুবিস্তৃত খাল কাটান হইয়াছে। মূল যমুনা নদীর উপর রেলওয়ে কোম্পানী-নির্ম্মিত চারিটি বৃহৎ ও ব্যয়সাধ্য সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, যথা—দিল্লীর সেতু, মথুরার সেতু, আগ্রার সেতু ও আলাহাবাদের সেতু। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও মথুরা লীলার সহিত যমুনার নাম বিশেষভাবে জড়িত। যমুনার উৎপত্তি স্থানের সন্নিকটে যমুনোত্রী নামক উষ্ণ প্রস্রবণ অবস্থিত। এই স্থানে একটি হ্রদ আছে। হনুমান্ তাঁহার জ্বলন্ত পুচ্ছ এই হ্রদের জলে নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি। ইহার আর এক নাম কালিন্দী এবং ইহা সূর্য্যের তনয়া ও যমরাজের ভগ্নী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

২। ব্রহ্মপুত্র নদের যে অংশটুকু উক্ত নদের সমতলভূমি প্রবেশে আরম্ভ ও গঙ্গার সহিত মিলনে শেষ হইয়াছে, সেই অংশটুকুর নাম যমুনা। এই নদীটির উৎপত্তিকাল একশত বর্ষের অধিক নহে। ইহার বামতীরে মৈমনসিংহ জেলা ও দক্ষিণ তীরে রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা। ইহাকে সাধারণতঃ যনাই বলে।

(৩) ইচ্ছামতী নদীর অংশবিশেষ। ইহা সুন্দরবনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গাসাগরে পতিত হইয়াছে।

(৪) আসাম প্রদেশের নদী বিশেষ।

(৫) উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর জেলায় উৎপন্ন নদীবিশেষ। ইহার সাধারণ নাম যমুনা। [সং।

যমুনাতট, যমুনাতীর—যমুনা নদীর ধার। ৬তৎ।

যমুনাপুলিন—যমুনানদীর তীর, কালিন্দী-তট। ৬তৎ। সং; পু।

যযাতি—নহুষ রাজার পুত্র। উপ; য (বায়ু) —যা (যাওয়া)+তি ক। সং; পু। ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া একদা মৃগয়ায় গমন করেন, এবং তৃষ্ণাতুর হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে এক কূপের নিকট উপস্থিত হন। কূপে দৃষ্টিপাত করিয়া ইনি তন্মধ্যে পতিতা একটি নবোদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। ইনি বালিকাকে উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন। সেই বালিকা শুক্রাচার্য্যের দুহিতা দেবযানী (দেবযানী দেখ)। পরে অন্য এক দিবস ইনি মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন। দেবযানী পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষিণী হইলে শুক্রাচার্য্যের অনুমতি-ক্রমে উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দেবযানী পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠাসহ পতির সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন। ক্রমে তাঁহার গর্ভে ইঁহার যদু ও তুর্ব্বসু নামক দুই পুত্রের জন্ম হইল।

এদিকে যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন (শর্ম্মিষ্ঠা দেখ), এবং তাঁহার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। দেবযানী রাজার এই ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারিয়া ক্রোধে ভর্তৃগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করিলেন। শুক্রাচার্য্য যযাতিকে অকালে জরাগ্রস্ত হইবার

অভিশাপ প্রদান করিলেন পরে ইনি তাঁহার বিস্তর স্তবস্তুতি করায় তিনি ইঁহাকে নিজ জরা পাত্রান্তরে অর্পণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। যযাতি জ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পুত্রকেই তাঁহাদের যৌবন-প্রদান করিয়া নিজ জরা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথম চারি পুত্র তাহাতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু স্বীয় যৌবন পিতাকে অর্পণ করিয়া ইঁহার জরা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যযাতি অন্যান্য পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া পুরুকেই নিজের উত্তরাধিকারী করিবার মনন করেন।

বহুকাল পুত্রের যৌবন ভোগ করার পর যযাতি পুরুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার যৌবন দ্বারা আমি যথেষ্ট বিষয়সুখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না; কারণ, যেরূপ হুতাশনে ঘৃত সংযোগ করিলে তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হইয়া অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামের শান্তি হয় না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। সংসারের তাবৎ-বস্তু এক ব্যক্তির উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তাহার তৃপ্তি জন্মে না; অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিহার করাই বিধেয়। বার্দ্ধক্যেও যে তৃষ্ণার লাঘব হয় না, এবং যাহা প্রাণঘাতী রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিহার ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখলাভের উপায়ান্তর নাই। আমি এতকাল বিষয়াসক্ত হইয়া রহিয়াছি, তথাপি আমার বিষয়তৃষ্ণা শান্ত না হইয়া দিন দিন প্রবল হইতেছে। অতএব আমি এই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব স্থির করিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া যযাতি পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ ও স্বীয় জরা পুনগ্রহণানন্তর তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তপশ্চরণার্থ অরণ্য আশ্রয় করিলেন।

যযাতি-কেশরী—উড়িষ্যার কেশরী-বংশীয় রাজগণের আদিপুরুষ। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যব—১। একপ্রকার শস্য; বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ যবাকার চিহ্নবিশেষ; চারি ধান পরিমাণ। যু+অন্ ক। ২। জব, বেগ। যু+অল্ ভা। সং; পু। ৩। যবে, যখন; যাবৎ। হিন্দী। প্রা, ক ৮

যবক্ষার—ক্ষারবিশেষ, সোরা। যবজাত যে ক্ষার, মপী কর্ম্মধা। সং; পু। ইহা ভারতে উৎপন্ন হয়। ভারত হইতে ইউরোপ, চীন ও আমেরিকায় প্রেরিত হয়। ইহা বারুদ ও ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং রাসায়নিক কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়।

যবদ্বীপ—দ্বীপবিশেষ। অধুনা ইহা যাবা নামে খ্যাত। মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

যবন—১। বেগবান্। যু+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যবনা। ২। বেগবান্ অশ্ব; দেশবিশেষ; জাতিবিশেষ। সং; পু।

যবনানী—যবনের লিপি। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে এই শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, ইহাতে যুনানীয় গ্রীক্‌গণের লিপি বুঝায়। •সং; স্ত্রী।

যবনিকা—১। পর্দ্দা, কানাৎ। যু+অনট্ ণ+ঈপ্। ২। যবন স্ত্রী। যবনী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

যবনিকাপতন,—পাত—অভিনয় শেষে পর্দ্দা পড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী ও পু।

যবনী—১। যবন স্ত্রী। যবন+ঈপ্। ২। যবনিকা, পর্দ্দা। যু+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যবনেষ্ট—লশুন; পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। যবনের ইষ্ট (প্রিয়), ৬তৎ। সং; পু।

যবানিকা—যবানী, যোয়ান। যবানী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

যবানী—ঔষধবিশেষ, যোয়ান। যব-আ—নী+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

যবিষ্ঠ—অতিযুবা; কনিষ্ঠ। যুবন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যবিষ্ঠা।

যবীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় যুবা; কনিষ্ঠ। যুবন্+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী যবীয়সী।

যবে—যে দিন, যে সময়ে, যখন। বাং বা।

যবেগুবে—যেমন তেমন, অসম্পূর্ণ। দেশজ। বা।

যশ—যশঃ, খ্যাতি, কীর্ত্তি, প্রসিদ্ধি। সংস্কৃত যশঃ কথার বাঙ্গালায় বিসর্গ লোপ।

যশঃ (যশস্)—সুখ্যাতি, কীর্ত্তি। অশ্ (ব্যাপা) +অস্ ক। সং; ক্লী।

যশঃকীর্ত্তন—যশোগান, সুখ্যাতিকথন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যশঃক্ষেত্র—যশোলাভের স্থান, কীর্ত্তিভূমি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যশঃখ্যাপন—যশঃকীর্ত্তন, কীর্ত্তি; বর্ণনা, গুণানুবাদ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যশঃশেষ—১। মৃত্যু। সং; পু। ২। মৃত, পরলোকগত। বহু। বিণ; ত্রি। [পু।

যশঃশৈল—কীর্ত্তিরূপ পর্ব্বত। রূপক। সং;

যশদ—দস্তা। অশ্ (ব্যাপা)+অদ ক। সং; পু।

যশম—স্ত্রীলোকের করাভরণবিশেষ। দেশজ। সং।

যশস্কর—যশঃসাধন, সুখ্যাতিজনক। উপ; যশস্—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যশস্করী।

যশস্বান্ (-স্বৎ)—যশঃশালী, কীর্ত্তিমান্, সুবিখ্যাত। যশস্+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী যশস্বতী।

যশস্বিনী—কীর্ত্তিমতী, খ্যাতিশালিনী, প্রসিদ্ধা। যশস্+বিন্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

যশস্বী (-স্বিন্)—সুখ্যাতিমান্; বিখ্যাত। যশস্+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী যশস্বিনী। [সং; ক্লী।

যশোগান—যশঃকীর্ত্তন, সুখ্যাতি কথন। ৬তৎ।

যশোদ—১। কীর্ত্তিপ্রদ, সুখ্যাতিদায়ক। উপ; যশস্-দা (দান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যশোদা। ২। পারদ। সং; পু।

যশোদা—১। কীর্ত্তিপ্রদা, সুখ্যাতিদায়িকা। যশোদ দেখ। যশোদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্রজরাজ নন্দঘোষের পত্নী। সং; স্ত্রী। বসুদেব-পত্নী দেবকী ও নন্দরাণী যশোদা একদিবসেই সন্তানদ্বয় প্রসব করেন। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের এবং যশোদার গর্ভে মহামায়ার জন্ম হয়। বসুদেব স্বীয় পুত্রটীকে অচেতনপ্রায়া যশোদার নিকট রাখিয়া এবং যশোদার কন্যাটীকে গ্রহণ করিয়া মথুরায় ফিরিয়া যান। নিশাবসানে কংস কন্যাটীকে বধ করিয়াই সন্তুষ্ট হইল। কৃষ্ণ নন্দালয়ে যশোদার পরম যত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্বগর্ভজাত সন্তান বলিয়া জানিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার স্নেহ জগতে পরম বাৎসল্যের অপূর্ব্ব উদাহরণ। যশোদা কৃষ্ণকে ক্ষণকাল দর্শন না করিলে এরূপ ব্যাকুল হইতেন যে, তদ্বর্ণনা দ্বারা বহুসংখ্যক কবি জগৎকে স্নেহের অপূর্ব্ব মাধুরী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে যশোদার যে যাতনা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা অসাধ্য।

যশোধন—যশস্বী। বহু। বিণ; ত্রি।

যশোভাজন—সুখ্যাতির আস্পদ, কীর্ত্তির পাত্র। ৬তৎ (যশঃ+ভাজন)। সং; ক্লী।

যশোমতী—১। যশস্বিনী, কীর্ত্তিশালিনী। যশস্+মতু যুক্তার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্রজরাজ নন্দঘোষের পত্নী এবং শ্রীকৃষ্ণের পালিতা মাতা যশোদা। সং; স্ত্রী।

যশোমন্দির—কীর্ত্তিরূপ মন্দির। রূপক। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

যশোরশ্মি—যশের দীপ্তি, কীর্ত্তির প্রভা।

যশোলিপ্সা—যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা, খ্যাতিলাভেচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

যশোলিপ্সু—যশোলাভের আকাঙ্ক্ষী, কীর্ত্তিলাভেচ্ছু। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

যশোহর—বঙ্গপ্রদেশাধীন প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ:—বঙ্গের শেষ পাঠান রাজা দাউদ খাঁ আকবর কর্ত্তৃক

পরাভূত হইবার পরে, পাঠানরাজের জনৈক প্রধান কর্মচারী বিক্রমাদিত্য সুন্দরবনে কিঞ্চিৎ স্থান লইবার অনুমতি পান। সেইখানে তিনি একটি সহর নির্মাণ করেন। সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে সেই সহর গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল যশোহর। এই বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রবল-প্রতাপ প্রতাপাদিত্য। তিনি বঙ্গের বার-ভূঁয়ার অধীশ্বর হইয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। অবশেষে মানসিংহের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। নলডাঙ্গা ও চাঁচড়ার রাজবংশ অধুনা যশোহরের প্রধান অভিজাত বংশ। নড়াইলের রায়বংশও উত্তরকালে মাননীয় হইয়া উঠে। জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চিনি ও গুড় উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে চিরুণীর কারখানা স্বদেশী উদ্যমের একটি সফল দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান যশোহর সহর ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। ১৭৮১ খ্রীঃ ইংরাজ এই জেলার শাসনভার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। ১৮৮২ খৃঃ খুলনা ও বাগেরহাট এই জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খুলনা নামক স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়।

যষ্টব্য—যজ্ঞার্হ, যাগের উপযুক্ত। যজ্ (পূজা করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যষ্টা (যষ্টৃ)—যাগকর্ত্তা, যজমান। যক্ষ (পূজা করা)+তৃন্ ক। সং; পু। স্ত্রী যষ্ট্রী।

যষ্টি—১। লাঠি, ছড়ি; ধ্বজাদি দণ্ড; শাখা; যষ্টিমধু; তন্ত্র; ছড়া, নর। যক্ষ (পূজা করা)+ক্তি র্ম্ম। সং; পু বা স্ত্রী। ২। ভুজদণ্ড। সং; পু।

যষ্টিকা—লাঠি, ছড়ি; একনর হার; যষ্টিমধু; দীর্ঘিকা। যষ্টি+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

যষ্টিগ্রহ—লগুড়ধারী, লাঠিয়াল। উপ; যষ্টি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

যষ্টিমধু—একপ্রকার মিষ্ট মূল। যষ্টিতে মধু যাহার, বহু। সং; ক্লী।

যস্ক—জনৈক মুনি। সং; পু।

যা—১। গমন করা। সংস্কৃত ধাতু। ২। পতির ভ্রাতৃজায়া। যাতা শব্দের অপভ্রংশ। সং; স্ত্রী। ৩। যাহা, যে। সর্ব্ব। ৪। [তুই] গমন কর্। ক্রি। ৫। কথার মাত্রা। দেশজ। ব্য।

যাআ, যাওয়া—গমন করা, চলা, গত হওয়া, অতীত হওয়া; দূর হওয়া। ক্রি। সাধাতুজ।

যাক—১। যাউক; দূর হউক। দেশজ। ২। যাইয়া। প্রা, ক। ক্রি।

যাগ—যজ্ঞ, হোম। যজ (দেবপূজা করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

যাচক—প্রার্থী, ভিক্ষু। যাচ্ (যাচ্ঞা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাচিকা।

যাচন—প্রার্থনা, যাচ্ঞা, ভিক্ষা। যাচ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

যাচনক—১। যাচক, প্রার্থী। যাচ্ (যাচ্ঞা করা)+অন ক+কণ্। বিণ; ত্রি। ২। যাচ্ঞা, প্রার্থনা। যাচ্+অনট্ ভা+কণ্। সং; ক্লী।

যাচনা—প্রার্থনা, ভিক্ষা। যাচ্+অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

যাচনীয়—প্রার্থনীয়। যাচ (যাচ্ঞা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যাচমান—প্রার্থ্যমান, যাচ্ঞাকারী। যাচ্ (যাচ্ঞা করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

যাচা—যাচ্ঞা করা, ভিক্ষা করা, প্রার্থনা করা, চাওয়া, মাগা; অনুরোধ করা; স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাব করা; বিনা আহ্বানে হস্তক্ষেপ করা, উপর-পড়া হওয়া। দেশজ। ক্রি। এই সকল অর্থে বিশেষ্য এবং বিশেষণও হয়।

যাচিত—১। প্রার্থিত; যুক্ত। যাচ্ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। প্রার্থনা। যাচ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

যাচিতক—প্রার্থিত বস্তু; হাওলাত। যাচিত শব্দ+কণ্। সং; ক্লী।

যাচিতা—প্রার্থিতা; যুক্তা। যাচিত দেখ। যাচিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

যাচিতা (যাচিতৃ)—প্রার্থক, যাচক, যাচ্ঞাকারী। যাচ্ (যাচ্ঞা করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী যাচিত্রী।

যাচ্ঞা—ভিক্ষা, প্রার্থনা। যাচ্ (যাচ্ঞা করা)+নঙ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

যাচ্য—যাচিতব্য, প্রার্থনীয়। যাচ্ (যাচ্ঞা করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যাজ—অন্ন, ভক্ত, ভাত। যজ্ (দান করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

যাজক—যজ্ঞকর্ত্তা; ঋত্বিক্; পুরোহিত; মত্ত হস্তী। যজ্ (দেবপূজা করা)+ণক ক। সং; পু।

যাজন—পৌরোহিত্য; যজ্ঞ করান। ণিজন্ত যজ্ (=যাজি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

যাজি—যাজক। যজ্+ইঞ্ ক। সং; পু।

যাজী (যাজিন্)—যজ্ঞকারী, যাজক। যজ্+ণিন্ ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী যাজিনী।

যাজ্ঞবল্ক্য—সংহিতাকার ও যজুর্ব্বেদপ্রযোক্তা জনৈক মুনি। ইঁহার পিতার নাম যজ্ঞবল্ক বলিয়া ইঁহার নাম যাজ্ঞবল্ক্য হয়। ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য। কথিত আছে, ইঁহার গুরু ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ইনি তাহাতে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া গুরুর নিকট শিক্ষিত বেদ বমন করিয়া দেন, এবং সে সমস্ত তিত্তির পক্ষীর আকারে বহির্গত হয়। ইনি পাণ্ডবদিগের রাজসূয়-যজ্ঞে হোতৃত্ব করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ সংযুক্ত আছে। যজ্ঞবল্ক (জনৈক মুনির নাম)+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদী। যজ্ঞসেন (দ্রুপদ রাজা)+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যাজ্ঞিক—১। যজ্ঞিয়। যজ্ঞ+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাজ্ঞিকী। ২। যজ্ঞকর্ত্তা; ঋত্বিক্, পুরোহিত; অশ্বত্থবৃক্ষ। সং; পু।

যাজ্ঞিকান্ন—যজ্ঞীয় চরু। যাজ্ঞিক যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

যাজ্য—১। যজনীয়, যাজনযোগ্য; যজ্ঞক্রিয়ার যোগ্য; যাহার জন্য যাগ করা যায় এরূপ। যজ্ (দেবপূজা করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাজ্যা। ২। যজ্ঞস্থান; দেবতা, প্রতিমা। যজ্+ঘ্যণ্ অধি। সং; ক্লী।

যাজ্যা—১। যাজনীয়া, ইত্যাদি। যাজ্য দেখ। যাজ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। হোতৃপাঠ্য ঋক্, যাগমন্ত্র। সং; স্ত্রী।

যাত—১। গত; অতীত। যা (যাওয়া)+ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ; বিদিত, জ্ঞাত। যা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাতা।

যাতনা—তীব্র বেদনা, যন্ত্রণা। ণিজন্ত যত্ (=যাতি)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

যাতযাম—জীর্ণ; শীর্ণ; হ্রাসপ্রাপ্ত; পর্য্যুষিত; উচ্ছিষ্ট; পরিত্যক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

যাতব্য—আক্রমণীয়; অভিগন্তব্য। যা (যাওয়া)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যাতা—১। গতা; প্রাপ্তা; জ্ঞাতা। যাত দেখ। যাত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যাইতেছে, যাইতেছি, বা যাইতেছে। হিন্দী। ক্রি।

যাতা (যাতৃ)—১। গমনকর্ত্তা; রথচালক, সারথি। যা (যাওয়া)+তৃন ক। বিণ; পু। স্ত্রী যাত্রী। ২। পতির ভ্রাতৃপত্নী, ইহারই অপভ্রংশে চলিত কথা 'যা' হইয়াছে। যত্ (যাওয়া)+ঋ ক, বা যা+তৃচ্ ক। সং; স্ত্রী।

যা-তা—যাহা তাহা, যেটা সেটা; এটা সেটা, একথা সে কথা; যেমন তেমন। দেশজ।

যাতায়াত—গমনাগমন, যাওয়া আসা। যাত ও আয়াত, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

যাতু—১। গমনকারী। যা (যাওয়া)+তুন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। পথিক; রাক্ষস; বায়ু; সময়। সং; পু।

যাতুধান—নিশাচর, রাক্ষস। যাতু (রাক্ষস)—ধা+অন ক। সং; পু।

যাত্রা—১। গমন; গমনার্থে পদক্ষেপণ, রওনা; নির্ব্বাহ; তীর্থগমন; যুদ্ধার্থে নির্গমন; যাপন; দেবতার উৎসববিশেষ। যা (যাওয়া)+ত্র ভা+আপ্। ২। উপায়। যা+ত্রণ+

আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। গীতিনাট্যাভিনয়, সঙ্গীতামোদ। দেশজ। সং।

যাত্রা-ওয়ালা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ বা অভিনেতা। দেশজ। সং; পু। স্ত্রী, —ওয়ালী।

যাত্রাবিধি—দেশান্তর-গমনকালীন বিধান। ৬তৎ। সং; পু। যাত্রাকালে যে দিকে গমন করিবে, সেই দিক্‌পতিকে চিন্তা করিয়া স্বস্তি শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ণকুম্ভ দর্শন করিয়া ভূমিতে দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া দিবে, মাঙ্গল্য পুষ্পাদি দ্বারা পূজ্য ব্যক্তিদিগের পূজা ও অভিবাদন করিয়া যাত্রা করিবে। যাত্রাকালে নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ ও শ্লোকোক্ত দ্রব্যসমূহ দর্শনে যাত্রা শুভ হয়।

"ধেনুর্ব্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা
দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি-
দিব্যস্ত্রীপূর্ণকুম্ভা দ্বিজনৃপগণিকাঃ
পুষ্পমালা পতাকা।
সদ্যো মাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং
কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে
মানবো গন্তুকামঃ॥"

যাত্রাকালে অগ্রে রজক ও পশ্চাতে নাপিত দর্শন অশুভদায়ক। তৈলকার অগ্রে অগ্রে গমন করিলে, ছাগ লুণ্ঠিত হইলে, গরু কাসিলে, মানুষ হাঁচিলে বা ক্লীবদর্শন হইলে যাত্রা অশুভদায়ক হয়।

যাত্রিক—১। যাত্রাসম্বন্ধীয়; যাত্রাযোগ্য। যাত্রা+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে বা অর্হার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাত্রিকী। ২। পথিক; উপায়; উৎসব। সং; পু।

যাত্রী (যাত্রিন্)—যাত্রাকারী; পথিক। যাত্রা+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী যাত্রিণী।

যাত্রী—গমনকর্ত্রী। যাতা (২) দেখ। যাতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

যাথাতথ্য—সত্যতা, যাথার্থ্য; প্রকৃত তত্ত্ব। যথাতথ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

যাথার্থিক—যথার্থ, প্রকৃত। যথার্থ দেখ; যথার্থ শব্দ ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ; ত্রি।

যাথার্থ্য—সত্যতা, যথার্থতা; প্রকৃত তত্ত্ব। যথার্থ দেখ; যথার্থ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

যাদঃ (যাদস্)—জলজন্তু। যা (যাওয়া)+দস্ ক। সং; ক্লী।

যাদঃপতি—বরুণ; সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

যাদব—১। যদুসম্বন্ধীয়; যদুবংশীয়। যদু+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাদবী। ২। কৃষ্ণ; যদুবংশীয় ব্যক্তি। যদু+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনক। ১২০১ সালে ১৮ই পৌষ ইঁহার জন্ম এবং ১২৮৭ সালে মৃত্যু হয়।

যাদবী—১। যদুসম্বন্ধীয়া, যদুবংশীয়া। যাদব দেখ। যাদব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোধন; বাসন্তীদেবী, দুর্গা; মদিরা; কুট্টনী। সং; স্ত্রী।

যাদসাংনাথ—বরুণ। অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

যাদসাংপতি—বরুণ; সমুদ্র। অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

যাদু—১। বশীকরণ, ইন্দ্রজাল, কুহক, মায়া, ভেল্কী। সং। ২। বশীকৃত। বৈদেশিক। বিণ। ৩। স্নেহসূচক সম্ভাষণ শব্দ। দেশজ।

যাদুকর—ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, মায়াবী, ভেল্কীবাজ; বশীকারক। দেশজ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী যাদুকরী।

যাদুবল—বশীকরণক্ষমতা; ভেল্কী প্রদর্শনশক্তি। সং; ক্লী।

যাদুবিদ্যা—বশীকরণবিদ্যা; ভোজবিদ্যা। সং; [স্ত্রী।

যাদৃক্ (যাদৃশ্)—যেরূপ, যে প্রকার, যেমন। যদ্—দৃশ্+ক্বিপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যাদৃক্ষ—যাদৃশ, যে প্রকার, যেমন। যদ্—দৃশ্+সক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাদৃক্ষা।

যাদৃচ্ছিক—যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত; ইচ্ছাকৃত; স্বেচ্ছানুযায়ী। যদৃচ্ছা+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

যাদৃশ—যেরূপ, যে প্রকার, যেমন। যদ্—দৃশ্+টক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাদৃশী।

যাদোগণ—জলজন্তু-সমূহ। ৬তৎ (যাদঃ+গণ)। সং; পু।

যাদোগণেশ্বর—জলজন্তু-সমূহের অধিপতি; যাদোনাথ, সমুদ্র। যাদোগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

যাদোনাথ—সমুদ্র; বরুণ। ৬তৎ। সং; পু।

যান—১। গমন-সাধন, হস্তী অশ্ব শকট প্রভৃতি বাহন। যা (যাওয়া)+অনট্ ণ। ২। গমন, শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা; আক্রমণ। যা+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [ক্লী।

যানপাত্র—অর্ণবযান, জাহাজ। ৬তৎ। সং;

যান্য—যানবাহক। যান+ষ্ণ্য। বিণ; ত্রি।

যাপন—অতিবাহন, ক্ষেপণ; কাটান; অপসারণ; নিরসন। ণিজন্ত যা=যাপি (যাওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

যাপনীয়—অতিবাহনীয়, ক্ষেপণীয়; অপসারণীয়। ণিজন্ত যা (=যাপি)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাপনীয়া।

যাপা—যাপন করা, ক্ষেপণ করা, কাটান। ক্রি। ক, প্র।

যাপিত—অতিবাহিত; কাটান; অপসারিত। ণিজন্ত যা=যাপি (যাওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাপিতা।

যাপ্য—যাপনীয়, অতিবাহনীয়, ক্ষেপণীয়; নিন্দনীয়; আবরণীয়; গোপনীয়; নিঃশেষে অপ্রতীকার্য্য। ণিজন্ত যা (=যাপি)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাপ্যা।

যাপ্যযান—শিবিকা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

যাভ—রমণ, সুরতক্রিয়া। যভ্ (রমণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

যাম—১। প্রহরৈক পরিমিত কাল, ৭॥০ দণ্ড বা ৩ ঘণ্টা সময়; সময়; সংযম। যম্ (নিবৃত্ত করা)+ঘঞ্ র্ম্ম; বা যা (যাওয়া)+মক। সং; পু। ২। যমসম্বন্ধীয়। যম+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যামী।

যামঘোষ—শৃগাল; কুক্কুট; পটহবিশেষ; ঘটিকাযন্ত্র, ঘড়ি। যাম (সময় বা প্রহর) ঘোষণা করে যে, উপ। সং; পু।

যামল—যুগল, জোড়া; তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ, ইহা ৬য় প্রকার—(১) আদি, (২) ব্রহ্মা, (৩) বিষ্ণু, (৪) রুদ্র, (৫) গণেশ, (৬) আদিত্য। যমল+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

যামবতী—যামিনী, রজনী; হরিদ্রা। যাম+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যামাতা (-তৃ)—দুহিতৃপতি, জামাতা, জামাই। জায়া—মা+তৃচ্ ক। সং; পু।

যামার্দ্ধ—অর্দ্ধযাম, প্রহরার্দ্ধকাল, ৩৷৷৵০ দণ্ড বা ১॥০ ঘণ্টা সময়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

যামি—ভগিনী; স্নুষা; দুহিতা; কুলস্ত্রী; ধর্ম্মপত্নী; রাত্রি। যা+মি ক। সং; স্ত্রী।

যামিক—প্রহরসম্বন্ধীয়; যামনিযুক্ত। যাম (প্রহর)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

যামিকা—রাত্রি। যাম (প্রহর)+কণ্+আপ্।

যামিত্র—লগ্ন বা রাশি হইতে সপ্তম স্থান। যামি—ত্রৈ+ড ক। সং; ক্লী। পণ্ডিতবর জ্যাকোবির মতে এই শব্দ গ্রীক্ ভাষা হইতে আগত।

যামিত্রযুগবেধ—চন্দ্র পাপগ্রহের সপ্তমস্থ হইলে যামিত্রবেধ এবং পাপগ্রহযুক্ত হইলে যুতবেধ হয়। ইহাতে যাত্রা বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ।

যামিত্রবেধ—কর্ম্মকালীন রাশির সপ্তমে রবি, শনি ও মঙ্গল থাকিলে যামিত্রবেধ হয়। ইহাতে বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ।

যামিনী—রজনী, রাত্রি; হরিদ্রা। যাম (প্রহর)+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যামিনীপতি—নিশানাথ, চন্দ্র। ৬তৎ। সং।

যামিনীভূষণ—নিশানাথ, চন্দ্র। যামিনীর ভূষণস্বরূপ, ৬তৎ। সং; পু।

যামিনীভূষণ রায় (কবিরাজ, এম্, এ; এম্, বি)—কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজী চিকিৎসক এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদের পৈতৃক নিবাস খুলনা জেলার অন্তঃপাতী পয়োগ্রাম (পয়গাঁ) নামক পল্লী। এই সামান্য পল্লীগ্রামে বাং ১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসে যামিনীভূষণের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি।

যামিনীভূষণ বাল্যে পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহারই নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। পিতার ইচ্ছা ছিল যে,পুত্র পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ব্রতী হইবেন। এজন্য তিনি পুত্রকে ভবানীপুরের সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মেধাবী যামিনীভূষণ মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে বি, এ পাশ করিয়া ডাক্তারী পড়িবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেই সঙ্গে সংস্কৃত কলেজেও এম, এ পড়িতে থাকেন, এবং যথাকালে সংস্কৃতে এম, এ পাশ করিয়া মেডেল প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি পিতার নিকট আয়ুর্ব্বেদও অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের পাঠ সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই কবিচিন্তামণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়। যামিনীভূষণ যথাকালে মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, বি উপাধি লাভ করেন। পরন্তু পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ডাক্তারীতে প্রবৃত্ত না হইয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি বগলা মাড়ওয়ারী হাঁসপাতালে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে কবিরাজের পদ গ্রহণ করেন। এইখানে ইঁহার চিকিৎসানৈপুণ্যের খ্যাতি ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। ইনি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই চিকিৎসা ব্যবসায়ে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন। এতাদৃশ অসামান্য সিদ্ধিলাভ যে একাধারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা বিদ্যা সমন্বয়ের ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ অভাবিত কৃতকার্য্যতায় প্রোৎসাহিত হইয়া উভয়-চিকিৎসার সম্মিলনের নিমিত্ত ইনি একটি বিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা করেন। তাহারই ফল বর্ত্তমান অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের জন্য ইনি প্রাণপাত পরিশ্রমে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ও নিজে কতক টাকা দিয়া ইহার সূত্রপাত করেন। এই বিদ্যামন্দির ও তৎসংলগ্ন হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের উপযুক্ত ভূমি সংগ্রহের চিন্তায় ইনি একান্ত বিব্রত হইয়া পড়েন, এমন কি ভূমি সংগ্রহ করিতে না পারিলে পরিজনবর্গকে বঞ্চিত করিয়া নিজের বাসভবনই বিদ্যালয়কে উৎসর্গ করিয়া দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

এমন সময়ে ভগবানের ইচ্ছায় মনোমোহন পাঁড়ে নামক জনৈক কলিকাতাবাসী ধনী সুবৃহৎ একখণ্ড ভূমি দান করিলেন। যামিনীভূষণ মহানন্দে গৃহনির্ম্মাণে কায়মনঃপ্রাণে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু দুরন্ত কাল ইঁহার অভীষ্ট পূরণে বাধা দিল। বাং ১৩৩৩ সালের ২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৯২৬ অব্দের ১১ই আগষ্ট) মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে এই মনীষী তাঁহার বীডন ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন;—আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে ইনি উইল করিয়া এই বিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর পর গৃহ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইয়াছে, এবং তথায় রীতিমত অধ্যাপনা ও হাঁসপাতালের কার্য্য চলিতেছে। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষীয়গণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপে প্রতিষ্ঠানটির নাম 'যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আয়ুর্ব্বেদীয় আরোগ্যশালা' রাখিয়াছেন। পরন্তু এই মহাপ্রতিষ্ঠানটি স্বয়ংই এই মহাপুরুষের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি।

যামী—১। যমসম্বন্ধীয়া। যম+ষ্ণ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভরণী নক্ষত্র; যমসম্বন্ধীয়া দিক্, দক্ষিণা দিক্। ৩। কুলস্ত্রী। যামি (কুলস্ত্রী)+ঈ স্বার্থে। সং; স্ত্রী।

যামুন—১। যমুনাসম্বন্ধীয়। যমুনা+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যামুনী। ২। সৌসক রসাঞ্জন। সং; ক্লী। [অপত্যার্থে। সং; পু।

যামেয়—ভাগিনেয়। যামি (ভগিনী)+ঢেয়

যাম্য—১। যমসম্বন্ধীয়। যম+ষ্য সম্বন্ধার্থে। ২। দক্ষিণদেশীয়। যামি (দক্ষিণদিক্)+ষ্য সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। ৩। চন্দনবৃক্ষ। অগস্ত্য মুনি। সং; পু।

যাম্যা—দক্ষিণা দিক; ভরণী নক্ষত্র। যম+ষ্ণ +আপ্। সং; স্ত্রী।

যাম্যায়ন—দক্ষিণায়ন। যাম্যাতে (দক্ষিণ দিকে) অয়ন (গমন), ৭তৎ। সং; ক্লী।

যায়জূক—সর্ব্বদা যাগশীল। যঙ্লুগন্ত যজ্ = যায়জ্ (পুনঃ পুনঃ যজ্ঞ করা)+উক ক। সং; পু।

যাযাবর—১। নিয়ত ভ্রমণকারী। যঙ্লুগন্ত য = যায়া (পুনঃ পুনঃ যাওয়া)+বর ক। বিণ; ত্রি। ২। অশ্বমেধের ঘোটক; জরৎকারু মুনি; নিয়মিত বাসস্থানবিহীন তপস্বী; পরিব্রাজক; পর্য্যটক; সন্ন্যাসী। সং; পু।

যাব—১। অলক্তক, আল্তা। যু (মিশ্রিত করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু। ২। গবাদি পশুর খাদ্য খইল ভূমি মাখান কুঁচা বিচালি। দেশজ। সং।

যাবক—১। অলক্তক। যাব+কণ্ স্বার্থে। ২। অর্দ্ধপক্ক যব; বোরো ধান। যবক+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকর—যতদিন চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ, চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশকাল পর্য্যন্ত। চন্দ্র ও দিবাকর=চন্দ্রদিবাকর, দ্বন্দ্ব; চন্দ্রদিবাকর পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ব্য। ক্রি-বিণ।

যাবজ্জীবন—আজীবন, জীবিতকাল পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য। ক্রি-বিণ।

যাবৎ—যৎপরিমাণ, যত, যে সংখ্যক। যদ্ শব্দ+বতু পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি। পু যাবান্; স্ত্রী যাবতী।

যাবৎ—অবধারণ; প্রশংসা; সাকল্য; পরিচ্ছেদ; সীমা; পরিমাণ; সম্ভ্রম; পক্ষান্তর; অধিকার। যা (যাওয়া)+বতি ভা। ব্য।

যাবত্তিথ—যাবৎ পরিমিত। বিণ; ত্রি।

যাবতীয়—সমগ্র; সমুদয়। যাবৎ দেখ। যাবৎ শব্দ+ীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাবতীয়া।

যাবন—১। যবনসম্বন্ধীয়। যবন+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যাবনী। ২। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; পু।

যাবনাল—শস্যবিশেষ, দে-ধান। যবনাল+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। [সং; পু।

যাবশূক—যবক্ষার,সোরা। যবশূক+ষ্ণ স্বার্থে।

যাব্য—মিশ্রণীয়; যোজনীয়। যু (মিশ্রিত করা) +ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

যাষ্টিক—যষ্টিধারী, লাঠিয়াল। যষ্টি+ষ্ণিক।

যাহা—যদ্, যে বস্তু বা ব্যক্তি। সর্ব্ব। দেশজ।

যিযক্ষমাণ,যিযক্ষু—যজ্ঞকরণে অভিলাষী। সনন্ত যজ্+যথাক্রমে শান ও উ ক। বিণ; ত্রি।

যিযাসু—গমনেচ্ছু। সনন্ত যা (=যিযাস)+উ ক। বিণ; ত্রি।

যিশুখৃষ্ট—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল,জুডিয়ার অন্তর্গত ন্যাজারেথ নগরে কুমারী মেরীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। রামায়ণে সীতা যেরূপ অযোনিসম্ভবা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তদ্রূপ ইঁহাকেও অর্দ্ধঅযোনিসম্ভব বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টির ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, পরমেশ্বরের এক দূত অবিবাহিতা মেরীকে একটি স্বপ্ন প্রদর্শন করেন; তাহাতেই মেরীর গর্ভ হয়, এবং সেই গর্ভে যিশুর জন্ম হয়। ইনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বর্ণিত। কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে কংসের ভয়ে যেমন তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, যিশুর জন্ম হইলে তেমনই শিশুহন্তা হেরডের ভয়ে তাঁহাকে ইজিপ্টে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

যিশু বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল য়িহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করেন। অনন্তর ইনি দীক্ষাগুরু জনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ

করিয়া ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অনন্তমনে সাধনা করেন। অতঃপর যিশু এক নূতন ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস, মানবগণের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, অক্রোধ, ক্ষমা, পবিত্রভাবে জীবনযাপন, এইগুলিই ইঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম। ইনি তিন বৎসরকাল এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার করেন। জেলে মালো প্রভৃতি ইতরশ্রেণীর দ্বাদশজন লোক ইঁহার প্রিয় শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হয়। এই নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করায় য়িহুদীরা ইঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। যিশু নানা অলৌকিক কাণ্ড দেখাইলেন, কিন্তু তথাপি য়িহুদীরা ইঁহাকে প্রত্যয় করিল না। অবশেষে তাহারা ইঁহার প্রাণবধের নিমিত্ত এক ভয়ানক চক্রান্ত করিল। রাজদ্বারে ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইল। ইঁহার সেই দ্বাদশ জন প্রিয় শিষ্যের মধ্যেই Judas Iscariot নামক একজন ইঁহাকে ধরাইয়া দিল। Pontius Pilate নামক বিচারকের বিচারে ইঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। য়িহুদীরা ক্রুস্ নামক যন্ত্রে ইঁহাকে প্রেকবিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। এইরূপে এক ধর্ম্মবীরের ইহজীবনের সমাপ্তি হইল। যিশুর জন্মদিবস হইতে খ্রীষ্টাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহার মৃত্যুর দিন Good Friday নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় দিবসে ইনি কবর হইতে উত্থিত হন ও মেরী ম্যাগ্‌ডালেন প্রভৃতিকে দর্শন দিয়াছিলেন। যিশু যতদিন বনে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, কেহ কেহ বলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুদিন ভারতে আসিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন।

যুঁই—যূথিকা, মালতী পুষ্প। দেশজ। সং।

যুক্ত—মিলিত ; সংলগ্ন ; ন্যায্য ; উপযুক্ত ; উচিত ; আসক্ত ; ব্যাপৃত ; নিযুক্ত ; যাহার যোগাভ্যাস হইয়াছে এরূপ। যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী যুক্তা।

যুক্তকর—মিলিতহস্ত ; কৃতাঞ্জলি, যোড়হাত। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী যুক্তকরা।

যুক্তকরে—মিলিতহস্তে ; কৃতাঞ্জলিপুটে, যোড়হাতে, হাত যোড় করিয়া। যুক্ত হইয়াছে কর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

যুক্তবেণী—বদ্ধবেণী, বাঁধা খোঁপা ; প্রবাহের সম্মিলন। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

যুক্তাক্ষর—সংযুক্ত বর্ণ, একত্র মিলিত একাধিক অক্ষর। যুক্ত যে অক্ষর, কর্ম্মধা। সং ; পু।

যুক্তি—ন্যায় ; মন্ত্রণা ; উপায় ; সমাপ্তি ; মিলন ; অনুমান ; যোগ ; রীতি ; কারণ ; নাট্যাঙ্গবিশেষ ; লোকব্যবহার। যুজ্ (যোগ করা) +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

যুক্তিযুক্ত—যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য ; পরামর্শসিদ্ধ।

যুক্তিসঙ্গত—যুক্তিযুক্ত ; উপযুক্ত, ন্যায্য, ন্যায়সম্মত ; পরামর্শসিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

যুক্তিসম্মত—যুক্তিযুক্ত, পরামর্শসিদ্ধ ; ন্যায়সঙ্গত, ন্যায্য, উচিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

যুক্তিসিদ্ধ—যুক্তিসম্পন্ন ; নীতিসিদ্ধ ; মন্ত্রণাসিদ্ধ, মীমাংসিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

যুগ—১। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি কাল [চতুর্যুগ দেখ] ; যুগ্ম, যোড়া ; চারি হস্ত পরিমাণ। যু (মিলন করা)+ গক্ ক। সং ; ক্লী। ২। রথশকটহলাদির অঙ্গবিশেষ, জোয়াল। সং ; পু।

যুগধর্ম্ম—কালোচিত ধর্ম্ম, যে যুগের যেমন ধর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; পু।

যুগন্ধর—যুগবন্ধনার্থ রথশকটাদির কাষ্ঠবিশেষ, যে কাঠের সঙ্গে যোয়াল বাঁধা হয়, যেমন গাড়ীর বোম, লাঙ্গলের ঈষ ইত্যাদি ; পর্ব্বতবিশেষ। যুগ (জোয়াল)—ধৃ (ধরা) +খ ক। সং ; পু।

যুগপৎ—একদা, এককালে। যু (যোগ করা) +গপতক্ অধি। ব্য।

যুগপার্শ্বগ—কর্ষণ অভ্যাসার্থ হলাদির পার্শ্বে আবদ্ধ গবাদি জন্তু। যুগের (জোয়ালের) পার্শ্ব=যুগপার্শ্ব, ৬তৎ ; যুগপার্শ্বে গমন করে যে, উপ ; যুগপার্শ্ব—গম+ড ক। সং ; পু।

যুগযুগান্তর—এই যুগ ও অন্য যুগ, বহু যুগ। যুগ ও যুগান্তর, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

যুগল—যুগ্ম, যোড়া। যুগ+ল স্বার্থে। সং ; ক্লী।

যুগসন্ধি—যুগদ্বয়ের মধ্যস্থল, একযুগের অবসান ও অপরযুগের আরম্ভক্ষণ। ৬তৎ। সং ; পু।

যুগাদ্যা—যুগারম্ভক তিথি, যে তিথিতে যুগ আরব্ধ হয়। বৈশাখী শুক্লতৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা, কার্ত্তিকী শুক্লনবমী ত্রেতাযুগাদ্যা, ভাদ্রী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দ্বাপরযুগাদ্যা, মাঘী পূর্ণিমা কলিযুগাদ্যা ; ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ, চামুণ্ডা, দুর্গা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

যুগান—যোগা দেওয়া, যোগ করা ; সরবরাহ করা ; জুটা বা জুটান ; সংগ্রহ করা বা হওয়া। দেশজ। ক্রি।

যুগান্ত—প্রলয়কাল, চারি যুগের অবসান। যুগসমূহের অন্ত, ৬তৎ। সং ; পু। [ক্লী।

যুগান্তর—অন্য যুগ, বিভিন্ন যুগ। নিত্য। সং ;

যুগী—জাতিবিশেষ। যোগী শব্দ হইতে। দেশজ।

যুগ্ম—যুগল, যোড়া ; দ্বন্দ্ব ; দুই শ্লোকের সম্বন্ধ ; মিথুনরাশি ; মেলন। যুজ্ (যোগ করা) +মক্ কর্ম্ম। সং ; ক্লী।

যুগ্য—১। বাহন, যান। যুগ+য্য, বা যুজ্ (যোগ করা)+ক্যপ্ কর্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। যুগবাহী (গবাদি পশু)। বিণ ; ত্রি।

যুড়া—সংযুক্ত করা, সংসক্ত করা, সংলগ্ন করা। দেশজ। ক্রি।

যুঙ্ (যুজ্)—যোগকর্ত্তা, যোজক ; মেলনকর্ত্তা, মেলক। যুজ্ (যোগ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ বা সং ; পু।

যুঙ্গী (যুঙ্গিন্)—বেশধারীর ঔরসে গঙ্গাপুত্রকন্যার গর্ভে জাত বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। সং ; পু।

যুজ—অশ্বিনীকুমার। যুজ্ (যোগ করা)+অন্ ক। সং ; পু। সংস্কৃত ভাষায় ইহা নিত্য দ্বিবচনান্ত। [সং ; পু।

যুজান—সারথি। যুজ্ (যোগ করা)+আন ক।

যুঝা—যুদ্ধ করা, লড়াই করা, লড়া ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, বুঝাপড়া করা। ক, প্র। ক্রি।

যুঞ্জান—১। যোগাভ্যাসকারী। যুজ্ (যোগ করা)+শান ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণ ; সারথি। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

যুৎ—নিন্দা। যু (নিন্দা করা)+ক্বিপ্ ভা।

যুৎ (যুধ্) -যুদ্ধ। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী।

যুত—১। যুক্ত ; মিলিত ; সম্পৃক্ত। যু (যোগ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। হস্তীকে পদাঘাত ; চারিহস্ত পরিমাণ। যু+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ৩। সুবিধা, যো,কায়দা। দেশজ। সং।

যুতক—১। সংযুক্ত। যুত শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। যৌতুক ; সন্দেহ ; যুগ্ম ; বস্ত্রাঞ্চল। সং, ক্লী।

যুতবেধ—যামিত্রযুতবেধ দেখ।

যুতা—হলশকটাদিতে (পশু) যুক্ত বা আবদ্ধ করা। দেশজ। ক্রি। [ভা। সং ; স্ত্রী।

যুধ্ (যুৎ)—যুদ্ধ। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক্বিপ্

যুদ্ধ—সমর, রণ ; গ্রহগণের পরস্পর মিলন। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

যুদ্ধনীতি—সমরনীতি, যুদ্ধসংক্রান্ত নিয়ম। যুদ্ধসংক্রান্তা নীতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

যুদ্ধপোত—সমরপোত ; যুদ্ধ-জাহাজ। ৬তৎ।

যুদ্ধযাত্রা—যুদ্ধে গমন, যুদ্ধ করিতে যাওয়া। যুদ্ধের নিমিত্ত যাত্রা, ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

যুদ্ধযাত্রী (-ত্রিন্)—যুদ্ধার্থ গমনকারী। যুদ্ধযাত্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

যুদ্ধরঙ্গ—কার্ত্তিকেয়। যুদ্ধে রঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

যুদ্ধরীতি—যুদ্ধপ্রণালী, সংগ্রামের পদ্ধতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

যুদ্ধবিগ্রহ—যুদ্ধ ও বিবাদ, লড়াই ঝগড়া। দ্বন্দ্ব।

যুদ্ধবিদ্যা—সমরশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, যুদ্ধসংক্রান্ত শাস্ত্র ; সংগ্রাম কৌশল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

যুদ্ধবিশারদ—যুদ্ধনিপুণ, সমরপটু। ৭তৎ।

যুদ্ধসার—ঘোটক। ৬তৎ। সং ; পুং।

যুদ্ধার্ণব—সমররূপ সমুদ্র। যুদ্ধরূপ যে অর্ণব, রূপক। সং ; পুং।

যুদ্ধার্থ—যুদ্ধের নিমিত্ত। যুদ্ধ হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার, বহু; অথবা যুদ্ধের নিমিত্ত ইহা, নিত্য। বিণ; ত্রি বা ব্য।

যুদ্ধার্থী (-র্থিন্)—সমরাভিলাষী, যে লড়াই করিতে চায়। যুদ্ধের অর্থী, ৬তৎ। কিংবা যুদ্ধ অর্থে (চায়) যে, উপ; যুদ্ধ—অর্থ্ +ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী যুদ্ধার্থিনী।

যুদ্ধার্থে—যুদ্ধের নিমিত্ত, সংগ্রামের জন্য। যুদ্ধের অর্থে (নিমিত্তে), ৬তৎ। ব্য।

যুদ্ধোদ্যম—সমরোদ্যোগ, যুদ্ধের আয়োজন; যুদ্ধের উপক্রম। ৬তৎ। সং ; পুং।

যুধা—সংগ্রাম, যুদ্ধ। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

যুধাজিৎ—ভরতের মাতুল। যুধা—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পুং।

যুধান—১। যুদ্ধকারী, যোদ্ধা। যুধ+কান ক। বিণ; ত্রি। ২। ক্ষত্রিয়। সং ; পুং।

যুধিষ্ঠির—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। যুধি (যুদ্ধে) স্থির, অলুক্ ৭তৎ। সং; পুং।

কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মরাজের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। এজন্য বাল্যকাল হইতেই ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। পাণ্ডুরাজার মৃত্যু হইলে ইনি মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ হস্তিনাপুরে জ্যেষ্ঠতাত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হন এবং কৌরবগণ ও অন্যান্য পাণ্ডবগণসহ কৃপ ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হন। ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া অচিরে ইঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। অপর পাণ্ডবচতুষ্টয় ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহারা ইঁহার এতাদৃশ বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাবহ ছিলেন যে, ইনি আদেশ করিলে তাঁহারা ন্যায়ান্যায় বিচারবর্জ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতেন এবং ইঁহার অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত পরশ্রীকাতর ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পিতার সহিত মন্ত্রণা করিয়া বারণাবতে একটি জতুগৃহ নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় সহ সেই জতুগৃহে বাস করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। তাঁহাদের যাত্রকালে পিতৃব্য বিদুর যাবনিক ভাষায় তথায় সাবধানে থাকিতে বলিয়া দেন। ইহাতেই যুধিষ্ঠিরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। অনন্তর বিদুর-প্রেরিত লোক বারণাবতে উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক এক বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বনে অবস্থিতিকালে যুধিষ্ঠির মধ্যম ভ্রাতা ভীমকে হিড়িম্বা রাক্ষসীর পাণিগ্রহণে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া ব্যাসদেবের আদেশে পঞ্চালরাজ্যের রাজধানীতে গমন করেন। এবং এক কুম্ভকারের কুটীরে অপরিচিতের ন্যায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে পঞ্চালরাজকুমারী দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপস্থিত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ ব্রাহ্মণবেশে সজ্জিত হইয়া স্বয়ংবর সভায় গমন করিলেন। দুর্য্যোধনাদি সমবেত রাজগণ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণবেশী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন তাহাতে কৃতকার্য্য হন। তখন দ্রৌপদী অঙ্গীকারানুসারে তাঁহাকে বরমাল্য প্রদানে উদ্যতা হন। সামান্য একজন ব্রাহ্মণ দ্রৌপদী-রত্ন লাভ করিলেন দেখিয়া সমবেত সমস্ত রাজা বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইবার জন্য একত্র মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। একাকী অর্জ্জুন তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মাতার আদেশে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

এইবার ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি জীবিত আছেন জানিতে পারিয়া, পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট ভ্রাতা বিদুরকে প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির কুন্তী, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ উপস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য বণ্টন করিয়া দিলেন। হস্তিনাপুর দুর্য্যোধনের থাকিল; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বজনগণসহ সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে ইঁহার রাজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে দ্রৌপদীর গর্ভে ইঁহার প্রতিবিন্ধ্য নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। অতঃপর অর্জ্জুন-সখা দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ইনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে জরাসন্ধ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বহু রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত ভীমার্জ্জুনকে প্রেরণ করিয়া জরাসন্ধকে নিহত ও বন্দী রাজগণকে কারামুক্ত করেন। অতঃপর মহাড়ম্বরে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

দুর্য্যোধনাদি এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজ বুদ্ধিদোষে নানাপ্রকারে অপমানিত হন। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাঁহার মনে দারুণ ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়। সুতরাং তিনি পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরাদির সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু বলে কিছু করিতে পারিবেন না দেখিয়া ছলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে কোনরূপে বুঝাইয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির পরিজনবর্গসহ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন স্বীয় মাতুল অক্ষনিপুণ শকুনিকে যুধিষ্ঠিরের সহিত অক্ষক্রীড়ায় বসাইয়া দিলেন। শকুনি কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির প্রথমে সমস্ত রাজ্যধন এবং তৎপরে ভ্রাতৃগণকে ও নিজকে এবং শেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া একে একে সবই হারিলেন। তখন দুর্য্যোধনের ভ্রাতা দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার যৎপরোনাস্তি অপমান করিল। কিন্তু তথাপি যুধিষ্ঠির কেবল ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করিলেন না। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র মধ্যস্থ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতের যাবতীয় পণ হইতে মুক্তিদান করেন।

যুধিষ্ঠির পরিজনবর্গসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগত হইলেন। ইহাতে দুর্য্যোধনের ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি পুনর্ব্বার পিতাকে বলিয়া কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এবারে তিনি প্রথমতঃ রাজ্যধন হারিয়া পরে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিলেন, এবং দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ তাহাতেও হারিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠির মাতাকে বিদুরের আশ্রয়ে রাখিয়া দ্রৌপদী ও ভীমাদি ভ্রাতৃগণের সহিত বনবাসে গমন করিলেন। এইরূপে স্বকৃত দোষবশতঃ পরিজনবর্গ অসহনীয় ক্লেশে পতিত হইলেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই। প্রত্যুত দ্রৌপদী একদা নানাপ্রকার দুঃখপ্রকাশ করিয়া স্বামীকে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইলে ইনি উত্তর করেন, —"আমি ফলাকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মাচরণ করি না;

আমার মন স্বতঃই ধর্ম্মপথের অনুগামী। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে দোহন করিয়া ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে ধার্ম্মিকপদবাচ্য হইতে পারে না,—সে ব্যক্তি ধর্ম্মবণিক্ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।"

এতাদৃশ ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া ব্যাসদেব ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার নিদর্শনস্বরূপ প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দান করেন। ইনি আবার তাহা প্রিয় ভ্রাতা অর্জ্জুনকে শিক্ষা দেন। বনবাসকালে মুনিঋষিগণ প্রায়ই পাণ্ডবগণের আশ্রমে আসিতেন এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রবণ করাইয়া ইঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। দুর্য্যোধন বনবাসক্লিষ্ট পাণ্ডবগণকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া সুখলাভ করিবার মানসে ঘোষযাত্রা করিয়া সেই বনে আগমন করেন। সেই সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। চিত্রসেন সপত্নীক দুর্য্যোধনকে বন্দী করেন। এই সংবাদ পাইয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনকে প্রেরণ করিয়া দুর্য্যোধনকে মুক্ত করেন। অতঃপর দুর্য্যোধনপক্ষীয় জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিতে চেষ্টিত হইলে ভীম তাঁহাকে ধরিয়া যথোচিত লাঞ্ছনা করিতে করিতে অগ্রজের নিকট আনয়ন করেন। যুধিষ্ঠির এমনই দয়ালু ছিলেন যে, এরূপ অবস্থাতেও তিনি জয়দ্রথকে অনায়াসে ক্ষমা করেন।

এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠির পত্নী ও ভ্রাতৃগণসহ ছদ্মবেশে বিরাটরাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজে কঙ্ক নাম ধারণ করিয়া রাজার সভাসদ্ হইলেন। ভীমার্জ্জুনাদি অন্যান্য প্রকার হীনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীভাবে রাজ-অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে বিরাটরাজের শ্যালক ও প্রধান সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে ভীম তাহার প্রাণসংহার করেন। কীচকের মৃত্যুর পর সুশর্ম্মা বিরাট রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে বন্দী করেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে প্রেরণ করিয়া সুশর্ম্মাকে বন্দী ও বিরাটরাজকে মুক্ত করেন। বিরাটরাজকুমার উত্তর একমাত্র বৃহন্নলারূপী সারথি অর্জ্জুনের সহায়তায় ও বীরত্বে কুরুসৈন্য মথিত করিয়া প্রত্যাগত হইলে যুধিষ্ঠির উত্তরের প্রশংসা না করিয়া বারংবার কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিরাটরাজ কুপিত হইয়া অক্ষদ্বারা তাঁহার ললাটে আঘাত করায় শোণিত নিঃসৃত হইল। তথাপি ধর্ম্মভীরু যুধিষ্ঠির আশ্রয়দাতার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না।

এইরূপে অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ বিরাটনগরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তখন বিরাটরাজ মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুর সহিত স্বীয় তনয়া উত্তরার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণের স্বজনবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে মহাসমারোহে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। যুধিষ্ঠির এক্ষণে স্বরাজ্য প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ক্রূরমতি দুর্য্যোধন রাজ্য প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক, পঞ্চপাণ্ডবকে পাঁচখানি গ্রামও দিতে চাহিলেন না। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজা সসৈন্যে আসিয়া কেহ এ পক্ষে কেহ ও পক্ষে যোগ দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে পাণ্ডবপক্ষে থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার নারায়ণী-সেনা দুর্য্যোধনকে দিলেন। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি সকলেই কৌরবপক্ষে থাকিলেন। অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাসমর সঙ্ঘটিত হইল। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মাতুল শল্য প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট বিজয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠির কেবল ভ্রাতৃগণের উপর নির্ভর করিতেন না—নিজেও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেন। তিনি আজীবন কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই বা মিথ্যাচরণ করেন নাই। কিন্তু দ্রোণ-বধ অসাধ্য হওয়ায় কৃষ্ণ চক্র করিয়া যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে প্রকারান্তরে "অশ্বত্থামা হত ইতি (গজ)" এইরূপ একটা মিথ্যা কথা নির্গত করান এবং দ্রোণ সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের মুখনিঃসৃত বাক্য পুত্রবধ-জ্ঞান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এইরূপ কথিত আছে। এই অজ্ঞানকৃত পাপাচরণ নিমিত্ত তাঁহাকে পরে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে তিনি শল্যরাজের প্রাণসংহার করেন।

অতঃপর ইনি যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্ঞাতিবধ জন্য অনুতাপানল সর্ব্বদা ইঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। এইরূপে কিছুকাল রাজত্ব করার পর কৃষ্ণের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির সংসার পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিবার অভিলাষী হইলেন। অতঃপর ইনি অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানার্থ যাত্রা করিলেন। ইঁহারা ক্রমশঃ হিমালয় অতিক্রম করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন. এই স্থানের দারুণ শীতে যথাক্রমে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীমের একে একে পতন হইল,—একমাত্র যুধিষ্ঠিরই আরও ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ইনি সাধনা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার পতন হইল না। এই সময়ে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ কুক্কুরবেশে ইঁহার অনুসরণ করেন। অবশেষে ইনি স্বর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু ইনি আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগমনেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইঁহাকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সময়ে দ্রোণ-বধ হেতুক পাপাচরণ নিমিত্ত ইঁহাকে নরক দর্শন করিতে হয়। অনন্তর ইনি গঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানবদেহ পরিহার ও দিব্য দেহ ধারণ করিলেন এবং স্বর্গে গমন করিয়া মহাসুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

যুধ্যমান—যুদ্ধ করিতেছে এরূপ, যুদ্ধে নিযুক্ত। যুধ্ + শান ক। বিণ; ত্রি।

য়ুনানী—গ্রীকযবন-জাতি সম্বন্ধীয়। বিণ। [সং।

য়ুনানী চিকিৎসা—গ্রীক আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা।

যুয়ান —১। যোয়ান, যুবা; বলবান্। দেশজ। বিণ। ২। যোগান, জুটা; সরা, নির্গত হওয়া; সমর্থ হওয়া; রচিত হওয়া। ক, প্র। ক্রি। [রচিত হয়। প্রা, ক। ক্রি।

যুয়ায়—যোগায়; সরে, নিঃসৃত হয়; সমর্থ হয়;

যুযুৎসু—১। যুদ্ধাভিলাষী, সমরেচ্ছু। সনন্ত যুধ্ + উ ক। বিণ; ত্রি।

২। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। এক বৈশ্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি অপর পুত্রগণের ন্যায় ইনি অধর্ম্মাচারী ছিলেন না। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কুরু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিন্তু কৌরবপক্ষীয় কোন বীর পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিলে তিনি মহাসমাদরে গৃহীত হইবেন, যুধিষ্ঠির এইরূপ অঙ্গীকার করিলে যুযুৎসু পাণ্ডবদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যুদ্ধান্তে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে একমাত্র ইনিই জীবিত ছিলেন।

যুযুধান—১। যুদ্ধকারী, যোদ্ধা। যুধ্ (যুদ্ধ করা) +কান ক। বিণ; ত্রি। ২। ক্ষত্রিয়; সাত্যকি; ইন্দ্র। সং; পু। [সং; পু।

যুবক—তরুণ, যুবাপুরুষ। যুবন+কণ্ স্বার্থে।

যুবজানি—যুবতীর স্বামী, যাহার স্ত্রী যুবতী। যুবতী জায়া যাহার, বহু। বিণ; পু।

যুবতি—যুবতী। যুবন্ শব্দ+তি। বিণ; স্ত্রী।

যুবতী—যৌবনবতী, তরুণী, ১৬ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা; নবযৌবনা। যুবা দেখ; যুবন্+ঈপ্। কিংবা যুবতি+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

যুবন্—যুবা দেখ।

যুবনাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় এক রাজার নাম; প্রসেনজিত ইঁহার পিতা, এবং সুপ্রসিদ্ধ মান্ধাতা ইঁহার পুত্র। সং; পু।

যুবনাশ্বজ—যুবনাশ্বের পুত্র, মান্ধাতা। যুবনাশ্ব-জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

যুবরাজ—ভাবিবুদ্ধবিশেষ; রাজপুত্র; রাজ্যের উত্তরাধিকারী ও রাজকার্য্যে সহকারী রাজপুত্র। যুবা যে রাজা, কর্ম্মধা। সং; পু। [পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও গুণসম্পন্ন হইলে পুরাকালীন হিন্দুরাজারা তাঁহাকে নিজের সহকারী করিতেন; তখন তিনি যুবরাজ নামে অভিহিত হইতেন। প্রধানতঃ যুবরাজই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা নিশ্চিন্তমনে পারমার্থিক চিন্তায় রত থাকিতেন, অথচ পুত্রকে রাজনীতি শিক্ষা দিতেন। পরে পুত্র রাজকার্য্যসম্পাদনে পূর্ণ দক্ষতা লাভ করিলে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন]।

যুবা (যুবন্)—তরুণ, যুবক; ১৬ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক; সুন্দর; শ্রেষ্ঠ; বলিষ্ঠ। যু (যোগ করা)+কনিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী যূনী, যুবতি বা যুবতী।

যুবান—যুয়ান বা যোয়ান, যুবা। প্রা, ক।

যুষ্মদ্—তুমি, মধ্যমপুরুষ। যুষ্+মদ্ ক। সর্ব্ব; ত্রি।

যূঁই—পুষ্পবিশেষ। যূথিকা শব্দের অপভ্রংশ।

যূক—কেশকীট, উৎকুণ। যু (যুক্ত হওয়া) +উক ক। সং; পু।

যূকা—উকুণ। যূক+আপ্। সং; স্ত্রী।

যূতি—মিশ্রণ, সংযোগ। যু (যুক্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

যূথ—পশুপক্ষীর দল, পাল, সমূহ। যু (যুক্ত হওয়া)+থক্ ক। সং; পু বা ক্লী।

যূথনাথ, যূথপতি—বন্যগজ দলপতি। ৬তৎ। সং; পু। [ক। সং; পু।

যূথপ—যূথনাথ। যূথ-পা (পালন করা)+ড

যূথপতি—যূথনাথ দেখ।

যূথভ্রষ্ট—দলচ্যুত, দলের বাহিরে পতিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যূথভ্রষ্টা।

যূথিকা, যূথী—মাগধী কুসুম; যূঁইফুল। যু (মিলিত হওয়া)+থন্ ক+ঈপ্—যূথী; যূথী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

যূথীন—যূথনাথ, বন্যগজ দলপতি। যূথ+ঈন। সং; পু। [ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

যূনী—যুবতী। যুবা দেখ; যুবন্+স্ত্রীলিঙ্গে

যূপ—যজ্ঞীয় পশুবন্ধন-স্তম্ভ; জয়স্তম্ভ। যু (যোগ করা)+পক্ অধি। সং; পু বা ক্লী।

যূপকটক—চষাল, যূপের মস্তকস্থ অঙ্গুরীয়াকৃতি কাষ্ঠখণ্ড। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

যূপদ্রুম—খদিরবৃক্ষ; রক্তখদির। ৬তৎ। পু।

যূষ—ঝোল, কাথ। যূষ (বধ করা)+ক ক। সং; পু বা ক্লী।

যে—যদ্, যজ্জন, যদ্বস্তু। দেশজ। সর্ব্ব।

যেথা—যেখানে। বাং ব্য। ক, প্র।

যেন—যদ্দ্বারা; সাদৃশ্য বা উপমাবাচক শব্দ; আশঙ্কাসূচক শব্দ। ব্য।

যেমন—যেরূপ। বাং ব্য।

যেমন-তেমন—সামান্য। বিণ।

যো—১। যুত, সুযোগ, সুবিধা; চারা, উপায়; জমিতে চাষ করিবার উপযুক্ত অবস্থা। দেশজ। ২। প্রীতি, প্রেম, প্রণয়। প্রা, ক। সং। ৩। যে, যেজন। সর্ব্ব। প্রা, ক। হিন্দী। সংস্কৃত 'যঃ' শব্দজ।

যোঁদা—অতিশয় অম্ল, খুব টক। প্রাদে। বিণ।

যোক্তা (যোক্তৃ)—যোগকর্ত্তা; সংযোগকারক। যুজ্+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী যোক্ত্রী।

যোক্ত্র—যুগাদি-বন্ধনরজ্জু, যোতদড়ি। যুজ্ (যোগ করা)+ত্র ণ। সং; ক্লী।

যোগ—১। যুক্তি; মিলন, ঐক্য; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ; সম্বন্ধ; ধ্যান; যমাদি অষ্টাঙ্গযোগ*; সদ্ভাব; আত্মজ্ঞান; চিত্তবৃত্তিনিরোধ; প্রয়োগ; দেহস্থৈর্য্য; বর্ম্মাদি ধারণ; সম্পত্তির উপার্জ্জন ও বর্দ্ধন; লাভ; দুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ; (জ্যোতিষে) প্রধান নক্ষত্র। যুজ্ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। উপায়; সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়; বশীকরণের উপায়; ঔষধ; ছল; বিষ্কুম্ভাদি; যুক্তি; পতঞ্জলিপ্রণীত শাস্ত্রবিশেষ। যুজ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

*অষ্টাঙ্গযোগ যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, যোগের এই আট অঙ্গ। যম—অহিংসা, সর্ব্বভূতহিতকর সত্যবাক্য, অস্তেয় অর্থাৎ পরস্ব গ্রহণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য, এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ভোগ পরিত্যাগ, এই পাঁচটি যম নামে অভিহিত। নিয়ম—বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচ, সন্তোষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপঃ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন এবং প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরের ধ্যান, এই পাঁচটি নিয়ম। আসন—পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি। প্রাণায়াম—রেচক, পূরক ও কুম্ভক ক্রিয়া দ্বারা প্রাণবায়ুর স্থিরীকরণ। প্রত্যাহার—শব্দস্পর্শাদি বাহ্য-বিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করা। ধ্যান—ব্রহ্মবিষয় চিন্তা। ধারণা—ব্রহ্মবস্তুতে মনের স্থিতি। সমাধি—"অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ।

যোগক্ষেম—অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণ; বাণিজ্যদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যনির্দ্ধারণ, লভ্য; উত্তরাধিকারীর অবিভাজ্য ধন। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

যোগচর—হনুমান্। যোগবলে চরে যে, উপ। সং; পু।

যোগজ—১। যোগ দ্বারা জাত, যৌগিক। যোগ-জন্+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। যোগাভ্যাসজাত ধর্ম্মবিশেষ। সং; পু।

যোগদান—১। যোগ দেওয়া, মিলিত হওয়া; মিলন। ৬তৎ। ২। ছলদ্বারা দান। ৩তৎ। সং; ক্লী।

যোগনিদ্রা—১। যোগরূপ নিদ্রা; প্রলয়কালে সর্ব্বসংহারেচ্ছায় পরমেশ্বরের যোগব্যাপার। রূপক কর্ম্মধা। ২। দুর্গা। বহু। সং; স্ত্রী।

যোগনিষ্ঠ—ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ। যোগে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

যোগপীঠ—যোগাসন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যোগবল—যোগজনিত শক্তি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; পু।

যোগভ্রংশ—যোগমার্গ হইতে স্খলন। ৫তৎ।

যোগভ্রষ্ট—যোগমার্গ হইতে চ্যুত, বিঘ্নাদি দ্বারা যোগে অশক্ত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

যোগমায়া—১। সংসারমায়া। ৬তৎ। ২। দুর্গা; বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেবী; কৃষ্ণের পরিবর্তে যশোদার গর্ভোৎপন্ন কন্যা মথুরায় দেবকীর নিকট রক্ষিতা হইলে কংস ইঁহাকে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া পাষাণে নিক্ষেপ করেন। কন্যা ঊর্দ্ধে উত্থিতা হইয়া কংসকে সাবধান করিয়া অন্তর্হিতা হন। পরে বিন্ধ্যাচলে অধিষ্ঠান করেন। বহু। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

যোগমার্গ—যোগপথ, যোগের অনুষ্ঠান। ৬তৎ।

যোগরূঢ়—যাহার অবয়বশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা অর্থবোধ হয়, যৌগিক অথচ রূঢ় (শব্দ), যথা—পঙ্কজ। ৬তৎ। বিণ; পু।

যোগবাহ—জিহ্বামূলীয় বর্ণ; অনুস্বার; বিসর্গ। যোগ-বহ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

যোগবাহী (-বাহিন্)—১। পারদ, পারা।

সং ; পু। ২। যোগ দ্বারা বহনশীল। ৩তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী যোগবাহিনী।

যোগবিৎ (–বিদ্)—যোগী, তপস্বী। যোগ—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

যোগশাস্ত্র—যোগবিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

যোগসাধন, যোগসাধনা—যোগাভ্যাস, যমাদি সাধন, যোগ করা। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

যোগসিদ্ধ—যোগ দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত, যোগের ফলপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

যোগসিদ্ধি—যোগের ফলপ্রাপ্তি, যোগসাধনার শেষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

যোগা—সংযোগ বা সংযোজন ; যুক্ত পদার্থ ; সংযোজিত অংশ। দেশজ। সং।

যোগাকর্ষণ—যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পদার্থের পরমাণুসমূহ একত্র সংবদ্ধ থাকে ও বিচ্ছিন্ন হয় না। যোগ-সাধক যে আকর্ষণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

যোগাচার—বৌদ্ধপণ্ডিত বা সম্প্রদায়বিশেষ। [সং ; পু।

যোগাড়—আয়োজন ; উদ্যোগ ; সংগ্রহ। জুটান ; যোগান, সরবরাহ, সহায়তা, সাহায্য। দেশজ। সং।

যোগাড়িয়া, যোগাড়ে—যে যোগাড় করে, সংগ্রহকারী, যোগানদার ; সাহায্যকারী, সহায়। দেশজ। বিণ।

যোগাধমন—ছল দ্বারা বন্ধক দেওয়া। যোগ দ্বারা আধমন, ৩তৎ। সং ; ক্লী।

যোগান—১। সরবরাহ ; নিয়মিত সরবরাহ ; সংগ্রহ ; সহায়তা, সাহায্য। সং। ২। সরবরাহ করা, যুগান (তাহা দেখ)। দেশজ। ক্রি।

যোগাযোগ—পরস্পর সংযোগ বা সংস্রব ; ষড়্‌যন্ত্র, চক্রান্ত। দেশজ। সং।

যোগারূঢ় –কামনাশূন্য জিতচিত্ত যোগিবিশেষ। ২তৎ। বিণ বা সং ; পু।

যোগাসন—যোগসাধনার্থ একপ্রকার উপবেশন। যোগের নিমিত্ত আসন, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

যোগাসীন—যোগে উপবিষ্ট, যোগকারী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী যোগাসীনা।

যোগিনী—তপস্বিনী ; ৬৪ সংখ্যক দেবীবিশেষ। যোগ+ইন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

যোগিনীচক্র—যোগিনীর অবস্থান রূপ চক্র, তিথিবিশেষে পূর্ব্বাদিদিকে যোগিনীর অবস্থান [প্রতিপদ ও নবমীতে যোগিনী পূর্ব্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে অবস্থিতি করে। সম্মুখস্থ ও দক্ষিণস্থ যোগিনী পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিতে হয়]। ৬তৎ। সং।

যোগিবেশ—যোগীর পরিচ্ছদ, সন্ন্যাসীর সজ্জা। যোগীর বেশ, ৬তৎ। সং ; পু।

যোগিবেশে—যোগীর বেশধারণপূর্ব্বক, সন্ন্যাসী সাজিয়া। যোগীর বেশের ন্যায় বেশ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

যোগী (যোগিন্)—তপস্বী ; সন্ন্যাসী ; দণ্ডী ; ব্রহ্মবিৎ ; জাতিবিশেষ। যোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে ; অথবা যুজ্ (যোগ করা)+ ঘিনুণ্ ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী যোগিনী।

যোগীন্দ্র—যোগিশ্রেষ্ঠ ; মহাদেব। যোগীদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। সং ; পু।

যোগীন্দ্রনাথ বসু—বাঙ্গালা ১২৬৪ সালে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত নিতাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বঙ্গভাষার জনৈক প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক। ইঁহার রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অতি উপাদেয় পুস্তক। ইনি অনেকগুলি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল পুস্তক পাঠশালা হইতে কলেজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অধীত হইয়া থাকে। "ভারতের মানচিত্র" শীর্ষক সর্ব্বজনপ্রিয় প্রসিদ্ধ কবিতা ইঁহারই বিরচিত। এতদ্ব্যতীত ইনি অহল্যাবাই, তুকারামচরিত, দেববালা, পতিব্রতা ; পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী নামক কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার সুগভীর ব্যুৎপত্তি এবং কবিত্ব দর্শনে স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাগীবরপুত্রগণ প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া ইঁহাকে কবিভূষণ উপাধিতে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। সন ১৩৩৪ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

যোগীশ, যোগীশ্বর—যাজ্ঞবল্ক্য ; শিব। যোগীদিগের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারির সন্নিকটবর্ত্তী ইলসরা গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৬১ সাল ১৬ই পৌষ ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পৈতৃক বাসভূমি বেড়্‌গ্রাম, এবং পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু। ইনি প্রথমতঃ কিছুদিন গ্রাম্য বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া পরে আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে হুগলি ব্রাঞ্চস্কুলে প্রবিষ্ট হন ; এফ, এ পরীক্ষার পর ইনি কলেজ ত্যাগ করিয়া অল্পদিন মাত্র জনাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু সে কার্য্য মনোনীত না হওয়ায় তাহা ত্যাগ করেন। অতঃপর ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহা হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ইনি কটক প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক এলাহাবাদে গিয়া আইনশিক্ষা করিতে থাকেন। পরে চুঁচুড়ায় থাকিয়া "সাধারণী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। অতঃপর ১২৮৭ সালে কলিকাতায় আসিয়া 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্র প্রচার করেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়া ইনি দেশের প্রভূত হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৩১২ সালে ২রা ভাদ্র ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি রাজলক্ষ্মী, মডেল-ভগিনী, বাঙ্গালী চরিত, নেড়া হরিদাস প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। হিন্দী-বঙ্গবাসী ও ইংরাজী টেলিগ্রাফ পত্রও ইঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় বহুমূল্য ইংরাজী গ্রন্থেরও সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৮৫৮ খৃঃ ১৩ই এপ্রেল হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঘাণ্ডা গ্রামে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছয় মাস মাত্র বয়ঃক্রম কালে যোগেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হন। ১৮৭৬ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল এসেমব্লি কলেজে এফ, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাঠদ্দশাতেই বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১৮৭৭ খৃঃ ঊনবিংশ বৎসর বয়সে ইনি "সুধাকর" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তৎসাময়িক সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ১৮৭৮ খৃঃ "কল্পনা" নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। সেই পত্রিকায় ইঁহার "কনে বৌ" উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় সম্পাদিত "অনুসন্ধান" পত্রিকায় বিমাতা, বড় ভাই, আমাদের ঝি প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়। ইনি সামাজিক গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনায় সুদক্ষ ছিলেন এবং চব্বিশখানি উপন্যাস ও গল্প পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি "সাহিত্য সম্মিলনের" সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ ২৯শে জানুয়ারি সন্ধ্যার সময় হৃদ্‌রোগে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুবর্ণপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি কুলীন ব্রাহ্মণ। কলিকাতায় থাকিয়া ইনি শিক্ষা লাভ করেন এবং এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহের সবিশেষ সহায় ছিলেন। ইনি ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে কিছুদিন শিক্ষ-

কতা করিয়া পরে ১৮৮০ খ্রীঃ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ঐ কার্য্য ত্যাগ করেন। ইনি "আর্য্যদর্শন" নামক মাসিক পত্র প্রচার করিয়া এক সময়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন;—গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত, ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত, ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত, জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত, আত্মোৎসর্গ, হৃদয়োচ্ছ্বাস, প্রাণোচ্ছ্বাস, কীর্ত্তিমন্দির, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনবৃত্ত, শান্তিপাগল, সমালোচন মালা, জ্ঞানসোপান, চিন্তাতরঙ্গিণী, শিক্ষাসোপান, আইন সংগ্রহ। ১৩১১ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ইনি দেহত্যাগ করেন।

যোগেন্দ্রনাথ সেন—ফরাসী দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি নিহত হন। ইয়ুরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম যোগদান করেন। ইঁহার পিতার নাম সারদাপ্রসন্ন সেন। ফরাসী চন্দননগরে ইঁহার জন্ম হয় এবং ইনি তত্রত্য ডুপ্লেকলেজ (College Dupleix) ও কলিকাতার সিটিকলেজে শিক্ষালাভ করেন। সিটি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে কিছুকাল অধ্যয়নের পর ইনি ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে গমন করিয়া তত্রত্য Leeds বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ১৯১১ সালে ইনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিদ্যুৎবিজ্ঞান ইঁহার বিশেষ পাঠ্য ছিল। ইনি পরে Leeds City Corporation এর অন্তর্গত বৈদ্যুতিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয়গুণে আপনার উপরিতন কর্ম্মচারিগণের প্রীতিভাজন হন এবং ক্রমশঃ উচ্চতর পদে উন্নীত হইতে থাকেন। লীড্‌স্ নগরের কারখানার লোকে যখন উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মঘট করে, তখন ইনি এই উত্তেজনার সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া নিজের কর্ত্তব্য যথারীতি পালন করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে ইয়ুরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হইলে ইনি সৈনিক পদপ্রার্থী হন এবং Leeds City Battalion সেনাদলে প্রবেশ লাভ করেন। নয় মাস সামরিক শিক্ষা লাভ করিবার পর উক্ত সেনাদল West Yorkshire Regimentএর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহার সহিত ইনি প্রথম মিশরে গমন করেন। তথায় কয়েক মাস অবস্থানের পর উহাদের সহিত ফ্রান্সে গমন করেন। সেখানে ১৯১৬ সালের ২২শে মে রাত্রিতে বিপক্ষপক্ষের গুলিতে ইনি নিহত হন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম তেত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ইনি অবিবাহিত ছিলেন।

যোগেযাগে—কোন প্রকারে; কলে কৌশলে; কষ্টেসৃষ্টে। দেশজ। [৬তৎ। সং; পু।

যোগেশ, যোগেশ্বর—বিষ্ণু, শিব; যাজ্ঞবল্ক্য।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (জে, চৌধুরী)—পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের পুরাতন জমিদার বংশে ১৮৬৪ খ্রীঃ ২৮শে জুন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতুল বংশ রায়বংশ বঙ্গদেশের বারভুঁইয়ার মধ্যে একতম ভুঁইয়া হইতে উদ্ভূত। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস চৌধুরী। যোগেশচন্দ্র তাঁহার মধ্যম পুত্র। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে, পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং তৎপরে সেণ্টজেভিয়ার কলেজে শিক্ষা করেন। ইনি ১৮৮৬ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেট্রপলিটন কলেজের রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অতঃপর বিলাত যাত্রা করেন। তথাকার অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে প্রিলিমিনারী বিজ্ঞান পরীক্ষায় ও শেষে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ইনার টেম্পলে কিছু দিন ব্যারিষ্টারী করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। পরিশেষে ১৮৯২ খৃঃ ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। অল্পকাল মধ্যে ব্যবহার শাস্ত্রে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা স্পষ্টবক্তা অতি বিরল। ইনি Calcutta Weekly Notes নামক আইন বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারতের জাতীয় মহাসমিতির একজন অগ্রতম পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা। ১৯১০ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সহিত যে সর্ব্বপ্রথম শিল্প প্রদর্শনী হয়, উহা ইঁহার দ্বারা সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য ও উন্নতির জন্য ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি স্যর আশুতোষ চৌধুরীর (এ, চৌধুরীর) কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা।

যোগেশ্বর—যোগেশ দেখ।

যোগেষ্ট—সীসক, সীসা। যোগকরণার্থ ইষ্ট (বাঞ্ছিত), ৬তৎ। সং; ক্লী।

যোগ্য—১। উপযুক্ত; সমর্থ; প্রবীণ; দক্ষ, নিপুণ; পবিত্র; প্রত্যক্ষ; যোগার্হ। যুজ্ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম; বা যোগ শব্দ+ক্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যোগ্যা। ২। পিষ্টকবিশেষ; চন্দন; ঋদ্ধিনামক ঔষধ; শকটাদির বাহন। সং; ক্লী। ৩। পুষ্যা নক্ষত্র। সং; পু।

যোগ্যতা—উপযুক্ততা; দক্ষতা; পবিত্রতা; বস্তুসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধার অভাব, যেমন 'অগ্নিদ্বারা সেক করিয়াছিল', এস্থলে অগ্নিদ্বারা সেক কার্য্য অসম্ভব বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধে বাধা হইল, অতএব যোগ্যতা হইল না। যোগ্য দেখ। যোগ্য+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। বিণ বা সং; ক্লী।

যোগ্যপাত্র—উপযুক্ত পাত্র; উপযুক্ত আধার।

যোগ্যা—১। উপযুক্তা, ইত্যাদি। যোগ্য দেখ। যোগ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অনুশীলন, অভ্যাস; সূর্য্যপত্নী। সং; স্ত্রী।

যোজক—যোগকারক; (ভূগোলশাস্ত্রে) যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগের মধ্যে থাকিয়া উভয়কে সংযুক্ত করে (Isthmus)। ণিজন্ত যুজ্=যোজি (যোগ করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যোজিকা।

যোজন—একত্রকরণ, মেলন; সজ্জটন; পরমাত্মা; চারি ক্রোশ পরিমাণ। যুজ্ (যোগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

যোজনগন্ধা—কস্তুরী; সীতা; ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী। যোজন পর্য্যন্ত গন্ধ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

যোজনা—একত্রকরণ, মেলন; সজ্জটন। যুজ্+অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

যোজিত—যুক্তকৃত, মেলিত; রচিত, নিয়মিত। ণিজন্ত যুজ=যোজি (যোগ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যোড়—সংযোগ; সংসক্তি; যুগ্ম, যুগল; দম্পতী; সমকক্ষ, সদৃশ; যুক্ত। দেশজ।

যোড়া—১। যুগ্ম, যুগল; যুগ্ম বস্তুদ্বয়ের অন্যতর; সমকক্ষ; সংযোগ। সং বা বিণ। ২। যুড়া (তাহা দেখ)। দেশজ। ক্রি।

যোত—জুতি, যুগসহ পশুবন্ধন-রজ্জু; কর্ম্মপর্য্যায়, কাজের পালা। দেশজ। সং।

যোত্র—সম্পত্তি; যুগাদি-বন্ধন রজ্জু, যোত; যোয়াল। যু (যোগ করা)+ত্র ণ। সং; ক্লী।

যোত্রহীন—সম্পত্তিবিহীন, দরিদ্র। ৩তৎ। বিণ। [তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী যোদ্ধ্রী।

যোদ্ধা (যোদ্ধৃ)—যুদ্ধকারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+

যোদ্ধ্‌বেশ—যোদ্ধার পরিচ্ছদ। ৬তৎ। সং।

যোধ—১। যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অন্ ক। ২। যুদ্ধ, সংগ্রাম। যুধ্+অল্ ভা। সং; পু।

যোধন—১। যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অন ক। সং; পু। ২। রণ। যুধ্+অনট্ ভা। ৩। যুদ্ধাস্ত্র। যুধ্+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

যোধপুর—রাজপুতানার অন্তর্গত করদরাজ্য

বিশেষ। রাজ্যটি মাড়ওয়ার নামে খ্যাত। এই রাজ্যের অধিবাসীরা মাড়ওয়ারী নামে অভিহিত। মাড়োয়ারীরা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বস্থানে এবং ভারতের বাহিরেও অনেক দেশে বাসস্থাপন করিয়াছে। রাঠোর শ্রেণীর রাজপুত, ব্রাহ্মণ, চারণ, ভাট ও মহাজন যোধপুরের প্রধান অধিবাসী। সাম্ভার নামধেয় সুপ্রসিদ্ধ লবণ-হ্রদ যোধপুর ও জয়পুর সীমা প্রদেশে অবস্থিত। যোধপুরের উত্তরদিকে বিকানীর পর্য্যন্ত থাল নামক একটি বালুকাময় প্রান্তর বিদ্যমান। যোধপুর শ্বেত প্রস্তরের জন্য প্রসিদ্ধ। যোধপুরের ভাষা মাড়ওয়ারী, ইহা হিন্দীরই প্রকার ভেদ। যোধপুরের মহারাজ রাঠোরবংশীয় রাজপুত। ১১৯৪ খৃঃ অঃ কনৌজের রাঠোর রাজবংশের রাজত্বের পতন ঘটে। কনৌজের শেষ রাজা জয়চাঁদের পৌত্র শিবাজী দ্বারকাতীর্থে গমন উপলক্ষে মাড়ওয়ারে পালীনামক সহরে অবস্থান করিয়া দেশবাসিগণকে লুণ্ঠনকারী দস্যুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। ইহাই মাড়ওয়ারে রাঠোর বংশের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। রাওচাঁদ নামধেয় জনৈক বীরপুরুষ মাড়ওয়ার রাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকার করিয়া লন। ইনি শিবাজী হইতে নিম্নতম দশমপুরুষ। ইঁহার পৌত্র রাও যোধপুর সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৬১ খৃঃ আকবর কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ইনি পুত্র উদয়সিংহকে মোগল সম্রাটের অধীনে কার্য্য করিতে পাঠান। উদয় সিংহ পিতৃরাজ্য পাইবার পরে স্বীয় ভগিনীকে আকবরের হস্তে পত্নী স্বরূপে দান করেন। ১৬৭৯ খৃঃ আওরঙ্গজেব মাড়োয়ার আক্রমণ করেন। অতঃপর জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুর এই তিন রাজবংশে বহুপুরুষ ব্যাপিয়া মনোবাদ চলিতে থাকে। সেই সুযোগে সিন্ধিয়া-প্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়গণ যোধপুর অধিকার করিয়া লন। ১৮১৮ খৃঃ যোধপুর ইংরাজের তত্ত্বাবধানে আসে। ১৮৩৯ খৃঃ রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে ইংরাজ অনিয়ম নিরাকরণে বাধ্য হন।

১৮৪৩ খৃঃ রাজা অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে, ঠাকুরগণ আহম্মদনগরের অধিপতি তকৎ সিংহকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৩ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হইলে যশোবন্তসিংহ সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৫ খৃঃ দেহত্যাগ করিলে, যতদিন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সর্দ্দার সিংহের অপ্রাপ্ত-ব্যবহার কাল ছিল, তাবৎ তদীয় ভ্রাতা স্যর প্রতাপসিংহ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সালে সর্দ্দারসিংহ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

যোধপুর সহর প্রায় ৬ ক্রোশব্যাপী সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীর-গাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ সত্তরটি প্রবেশদ্বার আছে। উচ্চ পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ অবস্থিত; রাজপ্রাসাদ দুর্গেরই অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে সহর; সহরে ঠাকুরগণ বাস করেন। সহরটি অনেকগুলি মন্দির ও জলাশয়ে পরিশোভিত।

যোধসংরাব—যোদ্ধৃগণের পরস্পর যুদ্ধার্থ আহ্বান; পরস্পর স্পর্দ্ধা। ৬তৎ। সং; পুং।

যোনি—আকর; উৎপত্তিস্থল; স্ত্রীচিহ্ন, গুহ্য, ভগ; কারণ; জল। যু (যোগ করা)+নি ক। সং; পু বা স্ত্রী।

যোনিজ—স্ত্রীযোনি হইতে জাত, জরায়ুজ ও অণ্ডজ (প্রাণী)। যোনি—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যোনিজা।

যোনী—যোনি (সকল অর্থে)। যোনি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যোয়ান—যুবা পুরুষ, বলবান ব্যক্তি। দেশজ।

যোয়াল—যূপকাষ্ঠ, হল বা শকটাদিতে সংযোজন কালে গো মহিষাদির স্কন্ধে আরোপিত কাষ্ঠখণ্ড। দেশজ। সং।

যোষা—যোষিৎ, নারী। যুষ (সেবা করা)+অন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

যোষিৎ—রমণী, নারী। যুষ্ (সেবা করা)+ইৎ ক। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

যোষিতা—যোষিৎ, নারী। যোষিৎ শব্দ+আপ্।

যৌক্তিক—যুক্তিসিদ্ধ; প্রামাণিক; যুক্তিকারী। যুক্তি+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যৌক্তিকী।

যৌগিক—১। যোগজাত; সংযোগসম্ভূত। যোগ+ষ্ণিক। ২। প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা অর্থবাচক (শব্দ), যেমন—সুখদ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যৌগিকী।

যৌজনিক—যোজনপরিমিত পথ-গমনক্ষম। যোজন+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

যৌতক—যৌতুক। যুত+কণ্। সং; ক্লী।

যৌতুক—বিবাহকালে লব্ধ ধন; অন্নপ্রাশনাদি সময়ে দত্তধন। যু (যোগ করা)+তু ভা+কণ্। সং; ক্লী।

যৌথ—মিলিত, সমবেত, গোষ্ঠী সম্বন্ধীয়। বিণ।

যৌধেয়—যোদ্ধার পুত্র; যোদ্ধা। যোধ+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পুং। প্রাচীনকালে উত্তর পশ্চিম ভারতে এই নামে একটি স্বাধীন জাতির বাস ছিল। পাণিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাতির নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজয়গড়ে প্রাপ্ত একখানি শিলালেখে যৌধেয় জাতির উল্লেখ আছে। এলাহাবাদের একখানি প্রশস্তি হইতে জানা যায়, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর কোনও সময়ে পরাক্রান্ত যৌধেয় জাতিকে পরাজিত করেন।

যৌন—যোনিসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক; যোনিজাত; বিবাহসম্বন্ধীয়। যোনি+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী যৌনী।

যৌবত—যুবতীসমূহ; সুন্দর বেশভূষণাদি ধারণ পূর্ব্বক নটীদিগের মধুর নৃত্য। যুবতী+ষ্ণ। সং; ক্লী।

যৌবন—যুবা অবস্থা, তারুণ্য, ১৬ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স [অবস্থা দেখ]। যুবন্ শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

যৌবনকণ্টক—গণ্ডজাত ব্রণ, বয়স্ ফোড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যৌবনচাঞ্চল্য—যুবাকালীন চপলতা। যৌবন জনিত চাঞ্চল্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

যৌবনলক্ষণ—যৌবনচিহ্ন, যৌবনকালীন দৈহিক পরিবর্ত্তনাদি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যৌবনশ্রী—যৌবনের শোভা, যুবা বয়সের সৌন্দর্য্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

যৌবনাশ্ব—যুবনাশ্বরাজের পুত্র, মান্ধাতা। যুবনাশ্ব+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পুং।

যৌবনোদয়—যৌবনের আবির্ভাব, যৌবনসঞ্চার। ৬তৎ। সং; পুং।

যৌবরাজ্য—যুবরাজের পদ, পিতৃসত্ত্বে পুত্রের রাজপদ। যুবরাজ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

যৌষ্মাক, যৌষ্মাকীন—ভবৎসম্বন্ধীয়; যুষ্মৎসম্বন্ধীয়। যুষ্মদ্+যথাক্রমে ষ্ণ ও খীন ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

র

র—১। সপ্তবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ২। অগ্নি; কামানল; উত্তাপ; স্বর্ণ; বর্ণ, রঙ; বেগ। রা (দান করা)+ড ক। সং, পুং। ৩। তীক্ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

রই—১। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রোথিত কাষ্ঠদণ্ড। সং। ২। রহি, থাকি। দেশজ। ক্রি।

রও—থাক, থাম, সবুর কর। দেশজ। ক্রি।

রওনা, রওয়ানা—স্থান ত্যাগপূর্ব্বক যাত্রা; প্রেরণ। বৈদেশিক। সং।

রংহঃ (রংহস্)—বেগ; শীঘ্রতা। রন্হ (গমন করা)+অস্ ভা। সং; ক্লী।

রক, রোয়াক—বারাণ্ডা, পিঁড়ে, দাওয়া; পাকা বারাণ্ডা; শান; দালান। দেশজ। সং।

রকম—প্রকার, ভাব। বৈদেশিক। সং।

রকমওয়ারি, রকমারি—নানা রকমের। দেশজ। বিণ। [দেশজ। সং।

রকম-সকম—প্রকার, ভঙ্গি; হাবভাব।

রক্ত—১। রুধির, শোণিত [আহারজাত রস তত্রস্থ অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যকৃতে গমনকালে রঞ্জক নামক পিত্ত দ্বারা

রক্তিমা প্রাপ্ত হইয়া রক্ত নাম ধারণ করে। যকৃৎ ও প্লীহা এই দুইটাই রক্তের প্রধান আধার। এই দুই স্থানে থাকিয়াই উহা সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। রক্তই জীবের প্রধান আধার]; হিঙ্গুল; সিন্দুর; কুঙ্কুম; তাম্র। রন্‌জ্ (রঙ্ করা)+ক্ত ণ। সং; ক্লী। ২। হিজ্জল; কুসুম্ভ; লোহিত-বর্ণ। সং; পু। ৩। আসক্ত, অনুরক্ত; মধুর, সুশ্রাব্য; রঞ্জিত, রঙ করা; ক্রীড়া-রত; লোহিত, রাঙা। রন্‌জ্+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্তা।

রক্তক—১। রক্তবস্ত্র; রুধির; বন্ধুকবৃক্ষ। রক্ত শব্দ+কণ্। সং; ক্লী। ২। অনুরক্ত, আসক্ত। বিণ; ত্রি।

রক্তকণ্ঠ—মধুরকণ্ঠ, সুকণ্ঠ। রক্ত (মধুর) হই-য়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

রক্তকন্দ—বিদ্রুম, প্রবাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

রক্তকন্দল—প্রবাল, পলা। রক্তকন্দ+ল স্বার্থে। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রক্তকমল, রক্তকমল—কোকনদ, লাল পদ্ম।

রক্তচন্দন—লাল চন্দন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রক্তচূর্ণ—লাল গুঁড়া; সিন্দুর। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রক্তজবা—রাঙ্গা জবা ফুল। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রক্তজবারাগ—রাঙ্গা জবার মত রঙ্গ; ঘোর লাল বর্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

রক্তদন্তিকা—রক্তদন্তী। রক্তদন্তী দেখ। রক্ত-দন্ত শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

রক্তদন্তী—দেবীবিশেষ, ভগবতীর এক রূপ। রক্ত (লাল) হইয়াছে দন্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

রক্তধাতু—গৈরিক, গিরিমাটী; তাম্র। কর্ম্মধা।

রক্তনাসিক—১। লোহিতবর্ণ নাসিকাবিশিষ্ট। রক্ত নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পেচক। সং; পু।

রক্তনেত্র—১। লোহিতবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট; রাগে যাহার চক্ষু লাল হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্তনেত্রা। ২। কপোত। সং; পু। ৩। রাঙ্গা চক্ষু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রক্তপ—১। শোণিতপানকারী। উপ; রক্ত-পা (পান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্তপা। ২। রাক্ষস। সং; পু।

রক্তপল্লব—অশোকবৃক্ষ। বহু। সং; পু।

রক্তপা—১। শোণিতপানকারিণী। রক্তপ দেখ। রক্তপ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাক্ষসী; জলৌকা, জোঁক। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

রক্তপাত—দেহের রক্ত পড়া; হত্যা। ৬তৎ।

রক্তপাদ—১। লোহিতবর্ণ পদবিশিষ্ট। রক্ত পাদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শুক-পক্ষী। ৩। লোহিত চরণ, রাঙ্গা পা। কর্ম্মধা। সং; পু।

রক্তপান—শোণিতপান; রুধিরশোষণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রক্তপায়িনী—১। রুধিরপানকারিণী। রক্ত-পায়ী দেখ। রক্তপায়িন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জলৌকা। সং; স্ত্রী।

রক্তপায়ী (—য়িন্)—১। রুধিরপানকারী। উপ; রক্ত—পা (পান করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—পায়িনী। ২। রুধির-পানকারী জন্তু; মৎকুণ। সং; পু।

রক্তপিণ্ড—জবাফুল। বহু। সং; ক্লী।

রক্তপিত্ত—রোগবিশেষ, সহসা রক্তবমন। রক্ত-নিঃসারী পিত্ত যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

রক্তপিপাসা—শোণিততৃষ্ণা, রক্ত পান করিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [ত্রি।

রক্তপিপাসু—শোণিতপানেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ;

রক্তপুষ্প—করবীর; দাড়িম গাছ; রক্ত কাঞ্চন-বৃক্ষ; রোহিত বৃক্ষ। বহু। সং; পু।

রক্তফল—বটবৃক্ষ। বহু। সং; পু।

রক্তমাংস—রুধির ও মাংস। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

রক্তমোক্ষণ—শোণিতস্রাব, শিরা কাটিয়া রক্ত বাহিরকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রক্তবর্ণ—১। লোহিত বর্ণ, লাল রঙ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। লোহিত বর্ণবিশিষ্ট, লাল। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্তবর্ণা।

রক্তবহ—শোণিতবাহক। উপ; রক্ত—বহ্ (বহা)+অল্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্তবহা।

রক্তবাহী (—বাহিন্) শোণিতবাহক। উপ; রক্ত—বহ (বহা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী রক্তবাহিনী।

রক্তবীজ—১। দাড়িম। রক্ত (লাল) বীজ যাহার, বহু। সং; পু। ২। দৈত্যবিশেষ, শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি। যুদ্ধে দেবী ইহাকে লইয়া বড় সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তিনি এই দৈত্যের মস্তকচ্ছেদন করেন, আর ইহার প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে এক একটি রক্তবীজ (অর্থাৎ তত্তুল্য বীর) উৎপন্ন হইতে থাকে। অবশেষে চামুণ্ডা স্বীয় জিহ্বা প্রসারণপূর্ব্বক ঐ সমস্ত রক্ত-বীজের শোণিত পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ দৈত্যের রক্ত ভূমিতে পতিত না হওয়ায় পুনরায় রক্তবীজ উৎপন্ন হইল না, এবং দেবীও অচিরে উহাদের ধ্বংস সাধন করিলেন। [সং; স্ত্রী।

রক্তবৃন্তা—শেফালিকা, শিউলি ফুল। বহু।

রক্তবৃষ্টি—রুধিরবর্ষণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রক্তশোষক—শোণিতশোষণকারী, যে রক্ত শুষিয়া খায়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্ত-শোষিকা।

রক্তশোষণ—শোণিতশোষণ, রক্ত শুষিয়া লওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রক্তশোষী (—শোষিন্)—শোণিতশোষণকারী, যে রক্ত পর্য্যন্ত শুষিয়া লয়। রক্ত+শুষ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী রক্তশোষিণী।

রক্তসন্ধ্যক—রক্তকহ্লার, লাল সুঁদি। রক্তা যে সন্ধ্যা সে রক্তসন্ধ্যা, কর্ম্মধা। তাহার সদৃশ এই অর্থে রক্তসন্ধ্যা+কণ্। সং; ক্লী।

রক্তসার—রক্তচন্দন; রক্তখদির। বহু। সং।

রক্তস্রোতঃ (—তস্)—শোণিতপ্রবাহ, স্রোতের আকারে প্রবাহিত রক্ত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রক্তা—১। আসক্তা, ইত্যাদি। রক্ত দেখ। রক্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গুঞ্জা, কুঁচ; লাক্ষা। সং; স্ত্রী।

রক্তাক্ত—১। শোণিতলিপ্ত; শোণিতমিশ্রিত; রঞ্জিত। রক্ত দ্বারা অক্ত বা আক্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। রক্তচন্দন। সং; ক্লী।

রক্তাক্ষ—১। লোহিতনেত্র, লোহিতচক্ষুবিশিষ্ট; ক্রূর। রক্ত (লোহিত) অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্তাক্ষী। ২। পারাবত; চকোর; সারস; মহিষ; ক্রূর ব্যক্তি। সং; পু।

রক্তাঙ্গ—১। লোহিতদেহ। রক্ত (লোহিতবর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্তাঙ্গী। ২। মঙ্গলগ্রহ; মৎকুণ। সং; পু। ৩। কুঙ্কুম; প্রবাল। সং; ক্লী।

রক্তাতিসার—রোগবিশেষ, মলদ্বার দিয়া অধিক রক্তনিঃসরণ। রক্তের অতিসার, ৬তৎ। সং।

রক্তাম্বর—১। কাষায় বস্ত্র; রাঙ্গা কাপড়। রক্ত যে অম্বর (বস্ত্র), কর্ম্মধা। সং; ক্লী ২। কাষায়-বস্ত্রধারী, রাঙ্গা-কাপড়পরা বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্তাম্বরা।

রক্তারক্তি—পরস্পর রক্তপাত, রক্তের ছড়াছড়ি রক্ত শব্দ—রক্ত শব্দ+চি। ব্য।

রক্তাশয়—হৃৎপিণ্ড [ইহা বক্ষোদেশে অবস্থি করে। ইহার নিম্নে শ্লেষ্মাশয় ও তন্নি আমাশয়ের স্থান]। রক্তের আশয় (আধা ৬তৎ। সং; পু।

রক্তি—১। রঙ্‌করণ; অনুরাগ। রন্‌জ্ (র করা)+ক্তি ভা। ২। গুঞ্জা, কুঁচ পরিমাণবিশেষ, রতি। রন্‌জ+ক্তি র্ম্ম। স্ত্রী

রক্তিকা—রক্তি (সকল অর্থে)। রক্তি+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

রক্তিমা (—মন্)—লোহিতত্ব; শোণিত বর্ণ; লাল রঙ্। রক্ত+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পু।

রক্তোৎপল—কোকনদ, রক্তপদ্ম [পঞ্চবাণ দেখ]। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রক্তোপল—গৈরিক, গিরিমাটী। রক্ত যে উপল (প্রস্তর), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রক্ষ—১। রক্ষক। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রক্ষা। ২। রক্ষা, ত্রাণ। রক্ষ্+অল্ ভা। সং; পু।

রক্ষঃ (রক্ষস্)—নিশাচর, রাক্ষস। রক্ষ্ (রক্ষা

করা)+অস্ অপা, যাহা হইতে (ধনাদি) রক্ষিত হয়। সং ; স্ত্রী।

রক্ষঃকুল—রাক্ষসবংশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রক্ষঃসভ—রাক্ষসসমূহ। রক্ষঃদিগের সভা, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রক্ষক—রক্ষাকর্ত্তা ; পরিত্রাতা ; পালক। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

রক্ষণ—১। রক্ষা, পালন, ত্রাণ। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। রক্ষক। রক্ষ্+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রক্ষণা।

রক্ষণাবেক্ষণ—রক্ষা ও দেখা শুনা, পালন ও তত্ত্বাবধান। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

রক্ষণীয়—পালনীয়, রক্ষণার্হ, রক্ষা করিবার যোগ্য। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রক্ষণীয়া।

রক্ষরজা—ইনি ব্রহ্মার অশ্রু হইতে উৎপন্ন। পৌরাণিকেরা বলেন যে, ইনি মেরু-শিখরে অবস্থিত সরোবরবিশেষে স্নান করায় রমণীরূপ প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় অবস্থানকালে ইঁহার গর্ভে বালী ও সুগ্রীব জন্মগ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে দৈবানুগ্রহে রক্ষরজা বানরীরূপ পরিহারপূর্ব্বক বানররূপ লাভ করেন। অনন্তর ইনি ব্রহ্মার আদেশে কিষ্কিন্ধ্যায় রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন।

রক্ষা—১। রক্ষিকা। রক্ষ দেখ। রক্ষ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পালন, ত্রাণ। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অ ভা+আপ্। ৩। রাখী; ভস্ম। রক্ষ্+অ ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।

রক্ষাগৃহ—সূতিকাগার, আঁতুড়ঘর। ৬তৎ। সং ;

রক্ষাধিকৃত—রক্ষণার্থ রাজনিযুক্ত ; শান্তি-রক্ষক। রক্ষার নিমিত্ত অধিকৃত, ৪তৎ। বিণ ; ত্রি।

রক্ষাপত্র—১। ভূর্জ্জত্বক্। রক্ষাসাধক যে পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। ভূর্জ্জবৃক্ষ। বহু। সং ; পু।

রক্ষিকা—১। রক্ষাকর্ত্রী, ইত্যাদি। রক্ষক দেখ। রক্ষক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রাখী। রক্ষা শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রক্ষিত—১। পালিত, ত্রাত। রক্ষ (রক্ষা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রক্ষিতা। ২। জাতীয় উপাধিবিশেষ ; গ্রন্থবিশেষ। সং; পু।

রক্ষিতা—১। পালিতা, ত্রাতা। রক্ষিত দেখ। রক্ষিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পালিতা বেশ্যা ; উপপত্নী। সং ; স্ত্রী।

রক্ষিতা (রক্ষিতৃ)—রক্ষাকর্ত্তা, পরিত্রাতা। রক্ষ্ +তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী রক্ষিত্রী।

রক্ষী (রক্ষিন্)—রক্ষক। রক্ষ্ (রক্ষা করা) +ইন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী রক্ষিণী।

রক্ষোঘ্ন—১। শ্বেতসর্ষপ ; ভেলাগাছ। রক্ষস্ শব্দ—হন্ (বধ করা)+টক্ ক। সং ; পু। ২। রাক্ষসঘাতক। বিণ ; ত্রি।

রক্ষোঘ্নী—১। রাক্ষসঘাতিকা। রক্ষোঘ্ন দেখ রক্ষোঘ্ন+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বচ সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী

রাক্ষোজননী—রাক্ষসমাতা ; রাত্রি। ৬তৎ

রক্ষোনাথ—রাক্ষসরাজ, রাক্ষসগণের প্রভু ৬তৎ। সং ; পু।

রক্ষোরথী (—রথিন্)—রাক্ষসজাতীয় রথী, রথারোহী রাক্ষসযোদ্ধা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

রক্ষোরাজ—রাক্ষসরাজ, রাক্ষসগণের অধীশ্বর।

রক্ষোহা (—হন্)—১। রাক্ষস-বিনাশক। উপ ; রক্ষস্ (রাক্ষস) হন (নাশ করা) +ক্বিপ্ ক। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। গুগ্-গুল ; শ্বেতসর্ষপ ; ভেলাগাছ। সং ; পু।

রক্ষ্ণ—রক্ষা, ত্রাণ ; আশ্রয়দান। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+নঙ্ ভা। সং ; পু।

রগ—কপালের দুই পার্শ্ব ; শিরা বা শির। দেশজ। সং।

রগড়—বড় ঢাক ; ঢাকে কাটি দিয়া ঘর্ষণ সহকারে নন বাদ্য ; মজা, কৌতুক ; দেশজ। সং।

রগড়িয়া, রগুড়ে—কৌতুকশীল। দেশজ। বিণ।

রগড়ান—ঘর্ষণ করা, ঘষা ; মর্দ্দন করা, মাজ্জন করা ; এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা। দেশজ। ক্রি।

রক্ষ্য—রক্ষণীয় ; বারণীয়। রক্ষ্ (রক্ষা করা) +য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রক্ষ্যা।

রঘু—১। সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। রঘ্ (গমন করা) +কু ক। সং ; পু। ইনি মহারাজ দিলীপের পুত্র, অজের পিতা, দশরথের পিতামহ, এবং রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। ইনি বাহুবলে বহুরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে ইনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করেন। ২। 'রঘু' শব্দের অন্য অর্থ রঘুবংশীয় অজাদি অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ।

রঘুকার—রঘুবংশকাব্যরচয়িতা কবি কালিদাস। রঘু- কৃ+অণ্ ক। সং ; পু।

রঘুকুল—রঘুবংশ, সূর্য্যবংশ [পুণ্যাত্মা রঘুর নামানুসারে তদীয় বংশ রঘুবংশ বা রঘুকুল নামে অভিহিত হয়]। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রঘুনন্দন—রামচন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

রঘুনন্দন (রায় রায়ান)—মুরশিদ কুলী খাঁর আমলে বাদসাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ডাহাপাড়ার সুবিখ্যাত দর্পনারায়ণ রায় কানুনগোর কার্য্য করিতেন। এই সময়ে অন্য একজন দর্পনারায়ণও ছিলেন, তিনি পুঁটিয়ায় রাজত্ব করিতেন। নামের সাদৃশ্য জন্য ঐ উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। পুঁটিয়ারাজ স্বীয় প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে নবাব দরবারে উকিলরূপে রাখিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দন কিয়ৎকাল পরে কানুনগো দর্পনারায়ণের কৃপাপাত্র হইয়া সহকারী কানুনগোর কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন এবং কিয়ৎ-কালের মধ্যে নবাব সরকারে সুপরিচিত হন। নবাব মুরশিদ কুলী খাঁ ইঁহারই সাহায্যে বাদসাহের নিকট প্রেরণীয় কাগজ পত্রে কানুনগোর মোহর অঙ্কিত করাইয়াছিলেন।

এইরূপে রঘুনন্দন নবাবের প্রিয়পাত্র হন এবং কানুনগো দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পরে দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হন। উত্তর-কালে এই রঘুনন্দনই নাটোরের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কোনও জমিদার নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত অথবা বিদ্রোহী হইয়া উচ্ছিন্ন হইলে, নবাব রঘুনন্দনকে ঐ সকল জমিদারী দিতেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই ভাতুরিয়া, রাজ-সাহী, ভূষণা প্রভৃতি বিস্তৃত ভূভাগ রঘু-নন্দনের করগত হইল। তিনি ঐ সকল জমিদারী আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। এই প্রকারে পুঁটিয়ারাজের অনুগ্রহভাজন রঘুনন্দন নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া নাটোর রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং নবাব সরকার হইতে "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, বঙ্গদেশে রঘু-নন্দনের পূর্ব্বে কেহই মহাসম্মানসূচক "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

রঘুনন্দন গোস্বামী—সুপ্রসিদ্ধ "রামরসায়ন" কাব্যের প্রণেতা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী মাড়োগ্রামে বাং ১১৯৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর। ইঁহার পিতার নাম কিশোরী-মোহন। ইনি রামরসায়ন গ্রন্থে, আত্ম-বংশের বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। ইনি বাংলা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সাঙ্গ করিয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কবিতারচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, এবং ৪৩ বৎসর বয়সে রামরসায়ন রচনা করেন। গ্রন্থখানি এরূপ সুললিত ছন্দে বিরচিত যে, মন্দিরা সহযোগে গীত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কৃষ্ণলীলা বিষয়ে 'গীতমালা' নামে ইঁহার আর একখানি গীতিকাব্য আছে। ইঁহার তৃতীয় কাব্যের নাম রাধামাধবোদয়। উহাও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। তদ্ব্যতীত ইঁহার আরও ৩০ খানি সংস্কৃত কাব্য আছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য—প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থপ্রণেতা।

১৫শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে গঙ্গার বন্দ্যঘটীয় মেলে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য। রঘুনন্দনের সময়ে নবাব হোসেন শাহের শাসনে হিন্দুসমাজ দিন দিন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া রঘুনন্দন নানাবিধ সংহিতা ও পুরাণ, কল্পসূত্র, দর্শন, প্রভৃতি আলোড়ন করিয়া অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতিগ্রন্থের প্রণয়ন করেন। ইহা নব্য স্মৃতি নামে অভিহিত। ইহাতে ইনি প্রমাণ স্বরূপ মন্বাদির ও বহু প্রাচীন পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া এবং বিরুদ্ধবাদিগণের মত বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন। প্রাচীন স্মৃতি ব্যবস্থার সহিত ইহার বিরোধ হওয়ায় পণ্ডিতগণ প্রথমে এই নব ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন না, পরন্তু তাঁহারা রঘুনন্দনের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। রঘুনন্দন বিচারে জয়লাভ করিলেন। তখন তাঁহার মত সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল, এবং সকলেই তাঁহাকে স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

রঘুনাথ—শ্রীরামচন্দ্র ; শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। ৬৩৫। সং ; পু।

রঘুনাথ দাস—চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হোসেন সাহ বাঙ্গালার নবাব হইলে, তাঁহার নিকট হইতে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুই সহোদর 'সপ্তগ্রাম' পত্তনী লইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে তৎকালে বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা আদায় হইত। তন্মধ্যে নবাবকে ১২ লক্ষ দিয়া অবশিষ্ট ৮ লক্ষ টাকা দুই ভ্রাতায় লাভ করিতেন। তৎকালের ৮ লক্ষ টাকা বর্ত্তমান সময়ের কোটি মুদ্রার তুল্য, সুতরাং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের ঔরসে ১৪১৭ বা ১৮ শকে রঘুনাথের জন্ম হয়। রঘু বাল্যাবধি লেখাপড়ায় যত যত্ন করিতেন, ধর্ম্মকর্ম্মে ততোধিক অনুরক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ, হরিদাস বাবাজির সংকীর্ত্তন শ্রবণে ইঁহার স্বভাব-কোমল হৃদয় একেবারে আর্দ্র হইয়াছিল। ঘটনাবিশেষে হরিদাস স্থানান্তরিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা রঘুর হৃদয়ে যে ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দিন দিন অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। রঘু ধনিগণের ব্যবহার্য্য বস্তুতে একেবারে অনাসক্ত হইতে লাগিলেন। কি বহুমূল্য মনোহর পরিচ্ছদ, কি স্বর্ণালঙ্কার, ইত্যাদি বিষয় ইনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন।

চৈতন্যদেবের শান্তিপুরে অবস্থান কালে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতেন যে, আমি কবে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সাধুসংসর্গে কালযাপন করিতে পারিব। এক দিবস চৈতন্যদেব রঘুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ইঁহাকে বলিলেন যে, "যাহারা অন্তরে সাধক, তাহারা বহিঃসাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্তর্গত বৈরাগ্য বাহিরে প্রকাশ না করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে সাংসারিক কার্য্য করিলে যে ফললাভ হয়, পরকে দেখাইবার জন্য বৈরাগ্যভাব ধারণ তদপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট। তুমি পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিলে ভগবান্ তোমার উদ্ধারের উপায় করিয়া দিবেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোভাবের পরে রঘুনাথ বৃন্দাবনে গিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, তথায় তিনি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। উপদেশামৃত, মনঃশিক্ষা, শ্রীচৈতন্যস্তব কল্পবৃক্ষ, বিলাপ কুসুমাঞ্জলি, শ্রীপ্রেমাম্বুজ মকরন্দ নামক স্তবরাজ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ রঘুনাথ প্রণীত। ঐ সকল গ্রন্থের আকার বৃহৎ না হইলেও তত্তৎ পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে সাতিশয় সমাদর লাভ করিয়াছে।

রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে—ইনি ১৮৭৪ খৃঃ বোম্বাই দেশীয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকুলে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন; কৃষিকার্য্য দ্বারা কোন প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।

দেশে সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য কয়েকজন স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ একত্র হইয়া ফার্গুসন্ নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। কলেজের উদ্যোক্তাগণ বিজ্ঞ সুপণ্ডিত হইলেও অতি অল্প বেতনে তথায় কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা বৃত্তিস্বরূপ মাসিক চল্লিশ টাকা পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট হইতে যে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহাও একটি অংশরূপে প্রত্যেকে প্রাপ্ত হন। পুরুষোত্তম এই ফার্গুসন্ কলেজের ছাত্র। ইনি দশবৎসর বয়ঃক্রম কালে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই স্থানে অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন। পরাঞ্জপ্যে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন এবং "বি-এস-সি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তথায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ সিনিয়ার র‍্যাংলার পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ত্রয়োবিংশ বৎসর মাত্র বয়সে ইনি গণিতের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চ সম্মান। ইনি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অল্প বৃত্তিতে ফার্গুসন্ কলেজে শিক্ষাদানরূপ মহাব্রত গ্রহণ করেন। ইঁহার ন্যায় স্বার্থত্যাগী, স্বদেশপ্রেমিক, চরিত্রবান্ পুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি পাশ্চাত্য গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। দেশীয় ধনভাণ্ডারের সাহায্যে বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন; আর বিলাত হইতে উচ্চশিক্ষিত হইয়া আসিয়া দেশীয় ফার্গুসন কলেজে মাত্র ৭৫৲ টাকা বেতনে অধ্যাপকপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এই কলেজের অধ্যক্ষ ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণমেণ্ট-মনোনীত সদস্য ছিলেন। ইনি কৈশর-ই-হিন্দ নামক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধুনা ইনি বোম্বাইয়ে শিক্ষাসচিবের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

রঘুনাথ শিরোমণি—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীহট্ট জেলায় ইঁহার জন্ম; ইঁহার মাতা দারিদ্র্যপীড়নে পীড়িত হইয়া দেশত্যাগ করেন, এবং নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। যাহাই হউক, রঘুনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। সার্ব্বভৌম এই বালকের অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া সময়ে সময়ে চমৎকৃত হইতেন। এই প্রতিভাবলে রঘুনাথ অল্পদিনের মধ্যেই ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পাঠকালে অনেক সময়ে পাঠ্যপুস্তকের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ইনি অধ্যাপকের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। সে তর্কে প্রায় রঘুনাথেরই জয় হইত। চৈতন্যদেব ইঁহার সহপাঠী ছিলেন, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। ন্যায়ের পাঠ শেষ করিয়া রঘুনাথ উপাধিলাভের জন্য মিথিলায় গমন করেন। তৎকালে মিথিলারই ন্যায়ের উপাধিদানের ক্ষমতা ছিল। রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রের তর্কে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করিয়া 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করেন, এবং এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া আসেন যে, অতঃপর উপাধিলাভের জন্য বঙ্গদেশবাসীকে আর মিথিলায় আসিতে হইবে না, নবদ্বীপই উপাধি দান করিতে পারিবে। রঘুনাথ বুৎপত্তিবাদ, প্রামাণ্যবাদ, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, অবয়বগ্রন্থ, পক্ষতা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, লীলাবতী টীকা প্রভৃতি ৩৮

খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।

রঘুপতি—শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

রঘুমণি—রঘুবংশীয়গণের শ্রেষ্ঠ, রঘুকুলের রত্ন স্বরূপ ; শ্রীরামচন্দ্র। রঘুর (রঘুবংশের) মণি (মণি স্বরূপ), ৬তৎ। সং ; পু।

রঘুবংশ—১। রঘুরাজার বংশ, রঘুকুল। ৬তৎ। সং ; পু। ২। কালিদাসপ্রণীত মহাকাব্য-বিশেষ। রঘুর বংশ বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী। [৭তৎ। সং ; পু।

রঘুবর, রঘুশ্রেষ্ঠ, রঘূদ্বহ—শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ বা

রঙ্ক—দরিদ্র ; কৃপণ ; মন্দ ; নীচ ; রম্+ক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রঙ্কা।

রঙ্কু—মৃগবিশেষ, যে হরিণের পৃষ্ঠদেশ কর্ব্বুর বর্ণ। রম্ (ক্রীড়া করা)+কু ক। সং ; পু।

রঙ্গ—১। নাট্যশালা ; রণস্থল। রন্জ্+ঘঞ্ • র্ম। ২। রাগ ; নৃত্যগীত অভিনয়াদি। রন্জ্+ঘঞ্ ভা। ৩। বর্ণ,রঙ্; রঞ্জক দ্রব্য। রন্জ্+ঘঞ্ ণ। ৪। ধাতুবিশেষ, রাঙ্ [ইহা লঘুপাক, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, মেহ, কফ,৲ কৃমি, পাণ্ডু ও শ্বাসনাশক, নেত্রহিতকর, এবং পিত্তবর্দ্ধক। ইহা দেহের পুষ্টিকর, ইন্দ্রিয়সমূহের বলদায়ক]। সং ; পু বা ক্লী। ৫। ক্রীড়া, কৌতুক, পরিহাস, তামাসা, রসিকতা ; রগড়, মজা। বৈদেশিক। সং। ৬। সুন্দর, রমণীয়। বিণ।

রঙ্গপুর—বঙ্গ প্রদেশাধীন রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। রঙ্গপুর প্রাচীন হিন্দুরাজ্য কামরূপের পশ্চিম সীমা বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখানে মহাভারতোক্ত রাজা ভগদত্তের একটি বিলাসভবন ছিল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিল বলিয়া লৌকিক প্রসিদ্ধি আছে। তাহার মধ্যে পৃথুরাজার বংশ প্রথম। তাহার পরে ধর্ম্মপাল নামক রাজার প্রতিষ্ঠিত পালবংশ এখানে রাজত্ব করে। এই বংশে চারিজন মাত্র রাজা রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে রাজা ভবচন্দ্র তৃতীয়। ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের নাম নির্ব্বুদ্ধিতার অবতার স্বরূপে অদ্যাপি জনশ্রুতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। তৃতীয় বংশের তিনটি মাত্র রাজা রাজত্ব করেন ; নাম—নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর। গৌড়ের পাঠান নরপতি হুসেন সা নীলাম্বরকে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করেন। কিছুকাল পরে রঙ্গপুর কুচবিহার রাজার অধীন হয়। ১৬৮৭ খৃঃ আওরঙ্গজেব রঙ্গপুর নিজাধিকারভুক্ত করেন। ১৭৬৫ খৃঃ কোম্পানী বাহাদুর বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে, রঙ্গপুর সেই সঙ্গে ইংরাজের অধিকারে আসে।

রঙ্গপ্রিয়—কৌতুকপ্রিয়, যে মজা দেখিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি।

রঙ্গভঙ্গ—কৌতুকজনক ভাবভঙ্গী। রঙ্গজনক যে ভঙ্গ (ভঙ্গী), মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রঙ্গভূমি—নাট্যশালা ; রণক্ষেত্র ; মল্লস্থল, কুস্তির আড্ডা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রঙ্গমঞ্চ—অভিনয়ভূমি, যে স্থানে নাটকাদির অভিনয় হয়, থিয়েটারের ষ্টেজ। ৬তৎ। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

রঙ্গরস—আমোদপ্রমোদ, হাস্যকৌতুক। মপী

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ লেখক। ২৪ পরগণা নৈহাটীর অধীন রাহুতা গ্রামে ১২৫০ সালে ১৪ই আষাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। ইনি একজন সুকবি। মুখে মুখে কবিতা রচনা এবং পাদপূরণ করিতে ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যেই ইনি একপ্রকার জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত শরৎশশী, বিজ্ঞানদর্শক, চিত্তচৈতন্য উদয়, হরিদাস সাধু প্রভৃতি পুস্তকসমূহ এক সময়ে অতিশয় আদৃত হইয়াছিল। 'বিশ্বকোষ' নামক যে বৃহৎ অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে, ইনিই তাহার প্রথম অনুষ্ঠাতা। ইঁহার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ ইঁহারই সম্পাদিত।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান কাল্নার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে ১৭৪৮ শকে ১৮২৬ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিশনার স্কুলে ইঁহার প্রথম শিক্ষা আরব্ধ হয়। পরে ইনি হুগলি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা রচনায় অনুরাগী ছিলেন। যৌবনে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা ইঁহার আদর্শ ছিল। ইনি অনেকদিন পর্য্যন্ত এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন ইনি 'রসসাগর' নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইংরাজী রচনাতেও ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কিছুকাল ইন্‌কম টেক্সের এসেসর হইয়া পরে ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইনি পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী এবং শূরসুন্দরী ও কাঞ্চীকাবেরী এই চারিখানি কাব্য রচনা করেন। বিখ্যাত কবি রামশর্ম্মার রচিত প্রসিদ্ধ ইংরাজী কাব্য Willow Drops রঙ্গলালকর্ত্তৃক বাঙ্গালাছন্দে অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের নাম "বিরহ বিলাপ"। অনুবাদকার্য্যেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। কেবল কাব্যে নহে, প্রত্নতত্ত্বেও তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কটকে অবস্থানকালে কতিপয় তাম্রশাসনের আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার করিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট রঙ্গলাল বিশেষ প্রতিপত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ মে মাসে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রঙ্গাজীব—শিল্পিবিশেষ; নট ; নাট্যকার ; চিত্রকর। রঙ্গ আজীব যাহার, বহু। সং ; পু।

রঙ্গালয় নাট্যশালা, নাট্যমন্দির [নাট্যশালা দেখ]। ৬তৎ। সং ; পু।

রঙ্গাবতারক, রঙ্গাবতারী (–রিন্)—অভিনেতা, নট। উপ ; রঙ্গ—অব—তৄ (উত্তীর্ণ হওয়া) +ণক, ণিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী রঙ্গাবতারিকা, রঙ্গাবতারিণী।

রঞ্হঃ (রঞ্হস্)—দ্রুততা, বেগ। রন্হ্ (গমন করা)+অস্ ভা। সং ; ক্লী।

রচক—রচনাকারী। রচ্ (রচনা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রচিকা।

রচন রচনা সকল অর্থে)। রচ্ বা রচি (রচনা করা)+অ ট্ ভা। সং ; ক্লী।

রচনা—শ্রেণীপূর্ব্বক বিন্যাস, সাজান ; নির্ম্মাণ ; গঠন ; স্থাপন ; নিবেশ, গ্রন্থন ; ভূষণ ; যথানিয়মে গদ্যময় বা পদ্যময় বাক্যবিন্যাস। রচ্+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রচনাকৌশল—প [illegible]তুর্য্য, নির্ম্মাণদক্ষতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রচনাপদ্ধতি—নির্ম্মাণপ্রণালী, গঠনরীতি। ৬তৎ। সং স্ত্রী।

রচনাপ্রণালী—রচনাপদ্ধতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রচয়িতা (–তৃ)—রচনাকর্ত্তা, রচক ; নির্ম্মাণকর্ত্তা, নির্ম্মাতা, স্রষ্টা। রচি (রচনা করা) +তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী রচয়িত্রী।

রচা—রচনা করা, নির্ম্মাণ করা, তৈয়ার করা। দেশজ। ক, প্র। ক্রি।

রচিত—বিন্যস্ত ; নির্ম্মিত ; গঠিত ; গ্রথিত ; কৃত ; শোভিত ; পরিষ্কৃত। রচ্ বা রচি (রচনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

রজ—ধূলি ; পুষ্পরেণু, পরাগ ; স্ত্রীলোকের যোনি হইতে মাসিক শোণিতস্রাব, স্ত্রী-ঋতু ; গুণবিশেষ, যাহার প্রভাবে দ্বেষ অহঙ্কারাদি জন্মে [ত্রিগুণ দেখ]। রন্জ্ (রঙ্ করা)+অল্ র্ম। সং ; পু।

রজঃ (রজস্)—রজ (সকল অর্থে)। রন্জ্ (রঙ্ করা)+অস্ ণ। সং ; ক্লী।

রজঃসারথি—মরুৎ, পবন, বায়ু। রজঃ (ধূলি) সারথি যাহার, বহু। সং ; পু।

রজক—রঙ্কারক ; ধোপা, ধীবরের ঔরসে তীবরপত্নীর গর্ভে এই জাতির জন্ম। রন্জ্ +ষক ক। সং; পু। স্ত্রী রজকী।

রজত—১। রৌপ্য ; স্বর্ণ ; রক্ত ; গজদন্ত ; রুধির। রন্জ্ (রঙ্ করা)+অতক্ ক। সং ; ক্লী। ২। শুক্ল, সাদা। বিণ; ত্রি।

রজত-গিরি, রজতাচল, রজতাদ্রি—কৈলাস পর্ব্বত। কর্ম্মধা। সং ; পু।

রজতগিরিনিভ—রজত পর্ব্বততুল্য প্রভাবিশিষ্ট, অতি শুভ্র। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রজতশুভ্র—রূপার স্থায় সাদা। রজত বৎ শুভ্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

রজতাচল, রজতাদ্রি—রজতগিরি দেখ।

রজন—১। রঙ্ করণ। রন্‌জ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। বণিক্‌দ্রব্যবিশেষ। দেশজ।

রজনি, রজনী—১। রাত্রি, নিশা। রন্‌জ্+অনি র্ম্ম,বিকল্পে ঈপ্। ২। হরিদ্রা; নীলা ; লাক্ষা। রন্‌জ্+অনি ণ। সং ; স্ত্রী।

রজনিকর, রজনীকর—নিশাকর,চন্দ্র। রজনিতে বা রজনীতে কর যাহার, বহু। সং ; পু।

রজনিকান্ত,রজনীকান্ত—নিশানাথ,চন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

রজনিগন্ধা, রজনীগন্ধা—স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ, ইহা রাত্রিতে ফুটিয়া সুগন্ধ বিস্তার করে। রজনীতে বা রজনীতে গন্ধ যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী।

রজনিচর, রজনীচর—নিশাচর, রাক্ষস ; চোর ; প্রহরী। রজনিতে বা রজনীতে চরে যে, উপ ; রজনি বা রজনী শব্দ—চর (বিচরণ করা)+টক্ ক। সং ; পু। স্ত্রী,—চরী।

রজনিমুখ, রজনীমুখ—নিশামুখ, প্রদোষ, সন্ধ্যাকাল। রজনির বা রজনীর মুখ (আরম্ভ কাল), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রজনী—রজনি দেখ।

রজনীকর—রজনিকর দেখ।

রজনীকান্ত—রজনিকান্ত দেখ।

রজনীকান্ত গুপ্ত—ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে ১২৫৬ সালে ২৯শে ভাদ্র বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত গুপ্ত। দেশে বাল্যশিক্ষা শেষ করিয়া এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪৲ টাকা বৃত্তি সহ ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সাত আট বৎসর বয়সে একবার কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হওয়ায় ইঁহার শ্রুতিশক্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি জয়দেবচরিত প্রণয়ন করেন। অভিভাবকদের ইচ্ছা এবং অনুরোধ সত্ত্বেও ইনি সাহিত্যসেবা ত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। সাহিত্য-সেবাই ইঁহার জীবনের ব্রত এবং উপজীবিকা ছিল। ইনি সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস, আর্য্য-কীর্ত্তি, নবভারত, ভারতপ্রসঙ্গ, ভীষ্মচরিত, বীর মহিমা, প্রতিভা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বোধ-বিকাশ, রচনা প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও ইঁহার রচিত। ১৩০৭ সালে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিকালে দুষ্ট-ব্রণরোগে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রজনীকান্ত সেন—কান্তকবি রজনীকান্ত সন ১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবণ (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই) পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গুরুপ্রসাদ সেন। শৈশব কাল হইতেই রজনীকান্তের কবি-প্রতিভা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রজনীকান্ত সেই বয়স হইতে সঙ্গীতপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোথাও কোন সুমধুর সঙ্গীত শুনিলে তিনি সুর তাল সহ তৎক্ষণাৎ উহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। ইনি ব্যায়ামানুশীলনে যত্নবান্ ছিলেন, ক্রীড়াকৌতুকে তাঁহার সহচরদের মধ্যে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না, সন্তরণে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন ; পড়াশুনায় তিনি অতি অল্প সময় ক্ষেপণ করিতেন ; অথচ বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রায় প্রথম কি দ্বিতীয় স্থানে থাকিতেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্ত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ১০ টাকা বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। বাঙ্গালা ১২৯০ সালের ৮ঠা জ্যৈষ্ঠ তিনি পরিণীত হন। তাঁহার পত্নীও বিদুষী ছিলেন। রজনীকান্তের নৈতিক চরিত্র সকলের আদর্শস্থানীয় ছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্ত এফ এ এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি রাজসাহীতে ওকালতী আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রজনীকান্তের জীবন এক অখণ্ড আনন্দের খনি ছিল। তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভাই তাঁহাকে অমর করিয়াছে। সঙ্গীত রচনা তাঁহার পক্ষে এমনই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি অবহেলায় উপেক্ষায় অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার অন্যতম সর্ব্বজনসমাদৃত সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত—"তব চরণ নিম্নে উৎসব ময়ী শ্যামধরণী সরসা" এইরূপেই রচিত হয়। প্রিয় পুত্রের বিয়োগে রজনীকান্তের আর একটী বিখ্যাত গান—"তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ" বিরচিত হয়। কিন্তু রজনীকান্তের বঙ্গ-বিশ্রুত খ্যাতির মূল অপর একটী গান—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় রজনীকান্ত তাঁহার অমর সঙ্গীত—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' রচনা করেন। এই একটী গান রচনার ফলে রাজসাহীর পল্লী-কবি রজনীকান্ত সমগ্র বঙ্গের জাতীয় কবি—কান্তকবি রজনীকান্ত হইয়া উঠিলেন।

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন তাঁহার গলার ভিতর সুড় সুড় করিতে আরম্ভ হয়। ইহাই তাঁহার ক্যানসার রোগের সূত্রপাত। আটমাস কাল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন কটেজে চিকিৎসাধীন থাকিবার পর ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় তিনি মহাপ্রস্থান করেন।

তিনি বাণী, কল্যাণী, আনন্দময়ী, সদ্ভাবকুসুম, অমৃত, বিশ্রাম, অভয়া—এই সাত খানি কবিতা ও সঙ্গীত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইখানি শিশু-পাঠ্য নীতিকবিতা।

রজনীগন্ধা—রজনিগন্ধা দেখ।

রজনীচর—রজনিচর দেখ।

রজনীজল—শিশির। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রজনীমুখ—রজনিমুখ দেখ।

রজনীযোগে—রাত্রিকালে। ৬তৎ। সং ; পু।

রজপুত—হিন্দুজাতিবিশেষ। সং ; পু। স্ত্রী রজপুতনী। [বিণ ; ত্রি। ২। মহিষ। সং ; পু।

রজস্বল—১। রজোযুক্ত। রজস্+বল অস্ত্যর্থে।

রজস্বলা—রজোযুক্তা ; স্ত্রীধর্ম্মবিশিষ্টা, ঋতুমতী। রজস্+বল অস্ত্যর্থে+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসর বয়সের পর হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বভাবতঃ প্রতি মাসে যোনিদ্বার দিয়া আর্ত্তব নিঃসৃত হয়। এই আর্ত্তবস্রাবের আরম্ভ দিন হইতে ১৬ দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির ঋতুকাল, এবং ইহাই গর্ভগ্রহণের উপযুক্ত সময়। ঋতুমতী রমণীর প্রথম হইতে চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন বিধেয়, পতিসন্দর্শন নিষিদ্ধ, এবং ক্রন্দন, নখচ্ছেদন, অভ্যঙ্গ, অনুলেপন, স্নান, দিবানিদ্রা, দ্রুতগমন, উচ্চধ্বনিশ্রবণ, উচ্চহাস্য, অধিক পরিশ্রম, বহুভাষিতা ও অধিক বায়ুসেবন নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসে ঋতুস্নানানন্তর পতি বা পুত্রাদি প্রিয়জনকে দর্শন করা উচিত। কারণ ঋতুস্নানানন্তর যেরূপ পুরুষকে দর্শন করা যায়, তদনুরূপ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋতুমতী রমণীর আর্ত্তবস্রাব বন্ধ হইলে ভর্ত্তার সহিত উপগত হইবে (গর্ভাধান দেখ)।

রজোজনিত—ধূলিজন্য ; রজোগুণজাত ; স্ত্রী-ঋতু হইতে উৎপাদিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রজোবল, রজোরস—অন্ধকার। রজঃ (ধূলি) বল বা রস যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

-দড়ি ; বেণী। সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+উ র্ম্ম, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

রজ্জুভ্রম—রজ্জুভ্রান্তি, ভ্রমবশতঃ দড়ি বলিয়া বোধ। ৬তৎ। সং; পুং।

রঞ্জক—১। রঙ্‌কারক; আনন্দদায়ক, প্রীতিকারক। ণিজন্ত রন্‌জ্‌=রঞ্জি (রঙ্‌ করা) +ণক ক। বিণ; পুং। স্ত্রী রঞ্জিকা। ২। হিঙ্গুল। সং; ক্লী।

রঞ্জক-ঘর—বারুদ রাখিবার ঘর, বারুদখানা; আগুন ধরাইবার জন্য কামান-বন্দুকাদির যে ছিদ্র মুখে বারুদ দেওয়া হয়। দেশজ। সং।

রঞ্জন—১। রঙ্‌করণ; সন্তুষ্টকরণ, অনুরাগোৎপাদন; হিঙ্গুল; রক্তচন্দন। ণিজন্ত রন্‌জ্‌ +অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। রাগজনক, প্রীতিজনক।···+অন ক। বিণ; ত্রি।

রঞ্জিত—রঙান, ছোবান; চিত্রিত; তর্পিত, সন্তোষিত। ণিজন্ত রন্‌জ=রঞ্জি (রঙ্‌ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রটন, রটনা—বিবরণ; কথন; ঘোষণা, প্রচার; খ্যাতি। রট্‌ (বলা)+অনট্‌ ভা, ২য় পক্ষে রট+অন ভা+আপ্‌। সং; ক্লী, স্ত্রী।

রটন্তী—মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। রট্‌ (বলা) +শতৃ+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী। রটন্তী-চতুর্দ্দশী-স্নানে মহাপুণ্য হয়। এই দিনে রাত্রিকালে কালিকা পূজা হইয়া থাকে; ইনি রটন্তী কালিকা নামে প্রসিদ্ধা।

রটা—ঘুষ্ট হওয়া, প্রচার পাওয়া, রাষ্ট্র হওয়া; বাজা, রব করা; প্রার্থনা করা। দেশজ। ক, প্র। ক্রি। [দেশজ। ক্রি।

রটান—ঘোষিত করা, প্রচার করা, রাষ্ট্র করা।

রটিত—ঘোষিত, প্রচারিত; বিবৃত; কথিত; খ্যাত। রট্‌ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রঠে—রহিয়া বসিয়া, বিলম্ব করিয়া। বাং ব্য।

রড়—ছুট, দৌড়, দ্রুত প্রস্থান, পলায়ন। প্রা, ক। সং।

রণ—১। শব্দ; গমন। রণ্‌ (শব্দ করা)+অল্‌ ভা। সং; পুং। ২। যুদ্ধ, সমর। রণ্‌+অল্‌ অধি। সং; পুং বা ক্লী।

রণকৌশল—যুদ্ধের প্রণালী, যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধবিষয়ে নৈপুণ্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রণক্ষেত্র—যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রণজয়—যুদ্ধজয়, সংগ্রামে বিজয়লাভ। ৭তৎ। সং; পুং।

রণজয়ী (—জয়িন্‌)—যুদ্ধজেতা, যুদ্ধে জয়লাভকারী, যুদ্ধ জিতিয়াছে এরূপ। উপ; রণ—জি (জয় করা)+ণিন্‌ ক। অথবা রণজয় শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী রণজয়িনী।

রণজিৎ—সমরবিজয়ী, যুদ্ধজয়কারী। উপ; রণ—জি+কিপ্‌ ক। বিণ; ত্রি।

রণজিৎ সিংজী—ইনি বোম্বে প্রদেশে জামনগরের জামবংশসম্ভূত (Jam of Jamnagar)। ১৮৭২ খ্রীঃ ১০ই সেপ্টেম্বর ইনি কাঠিওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮০ খৃঃ বিভাজী জাম কর্ত্তৃক ইনি দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হন। পরে তাঁহার পুত্র জন্মিলে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে দত্তকসম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় এবং রণজিৎ সিংজী বৃত্তিভোগী হইয়া থাকেন। ইনি প্রথমে ভারতে পরে কেম্‌ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা করেন। ক্রিকেট্‌ খেলায় ইনি অদ্ভুত নৈপুণ্যলাভ করিয়া ইংলণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রিকেট খেলার সম্প্রদায় লইয়া ইনি অষ্ট্রেলিয়ায় যান এবং সেখানেও বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। ইনি Jubilee Book of Cricket নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল ইনি জাম-নগরের জামপদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রজাপালনে মনোযোগ দিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহ—সুপ্রসিদ্ধ শিখবীর ও পঞ্জাবের অধিপতি। ইনি সাধারণতঃ 'পঞ্জাব-কেশরী' নামে খ্যাত। ১৭৮০খৃঃ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরানওয়ালা নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে শিখ জাতি ভিন্ন ভিন্ন মিসিলে (অর্থাৎ সম্প্রদায়ে) বিভক্ত হইয়াছিল। ইঁহার পিতামহ চড়্‌সিংহ সুকর চকিয়া মিসিলের অধিনায়ক ছিলেন ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর রণজিতের পিতা মহাসিংহ উক্ত মিসিলের অধিপতি হন। ১৭৯২ খৃঃ মহাসিংহের মৃত্যু হইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক রণজিৎ পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু ইনি অপ্রাপ্তব্যবহার বলিয়া ইঁহার মাতা এবং মহাসিংহের দেওয়ান সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

রণজিৎ মাতাপিতার অতিরিক্ত স্নেহপাত্র ছিলেন। তদুপরি শৈশবে বসন্ত রোগে ইঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। এইসকল কারণে ইঁহার বিদ্যালাভ ঘটে নাই। কিন্তু ইনি বাল্যকাল হইতেই সাতিশয় বুদ্ধিমান্‌, সাহসী ও পরিণামদর্শী ছিলেন। ইনি দেখিলেন যে, শিখজাতির মিসিলগুলি ভাঙ্গিয়া সমস্ত জাতিকে এক করিতে না পারিলে উন্নতিলাভের আশা নাই। সুতরাং ইনি পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। ইনি প্রথমতঃ শতদ্রুর পশ্চিমভাগস্থিত মিসিলগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

এই সময়ে পঞ্জাবে আফগানদিগের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। শিখগণ ইতঃপূর্ব্বে আহমদ শাহ আবদালির সুবাদারকে তাড়াইয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আফগানপ্রভুত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। রণজিৎ আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া পঞ্জাব নিষ্কণ্টক করিলেন। অতঃপর ইনি লাহোর অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং ১৮০১ খৃঃ 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর মাত্র। অতঃপর ইনি রাজ্যবিস্তার-এর অভিলাষী হইয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং তাহাদিগকে নবপ্রণালীতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে খালশা-সৈন্য সমরে অজেয় হইয়া উঠিল। ইহার পর ইনি আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া মুলতান হস্তগত করিলেন এবং নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য আফগানেরা প্রাণপণে ইঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। মহাবীর রণজিৎ বহুকাল পরে ভূতলস্থ নন্দনকাননস্বরূপ কাশ্মীরে পুনর্ব্বার হিন্দুরাজপতাকা উড্ডীন করিলেন।

অতঃপর রণজিৎ ইউরোপীয় সেনাপতি রাখিয়া আপনার সৈন্যদিগকে পাশ্চাত্য সমরপ্রণালীতে সুশিক্ষিত করিয়া লইলেন, এবং তৎপরে পেশওয়ার জয় করিতে যাত্রা করিলেন। সামান্য একজন হিন্দুর এইরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়া আফগানেরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইল এবং ইঁহার গতিরোধার্থ দলে দলে অগ্রসর হইল। নওশেরার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যে সাক্ষাৎ হইল। আফগানেরা প্রথমে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে প্রায় পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া মহাবীর রণজিৎ স্বয়ং উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে বিপক্ষের ব্যূহভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফলে মহারাজ রণজিতের জয় হইল।

এইরূপে রণজিৎ সিংহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুলতান, কাশ্মীর, জম্বু, পেশওয়ার, ডেরাগাজী খাঁ, ডেরা ইস্মাইলখাঁ প্রভৃতি বহু স্থান জয় করিয়া একটি প্রবলপরাক্রান্ত শিখ রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। অতঃপর ইনি শতদ্রুর পূর্ব্বভাগস্থ শিখরাজ্যগুলির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া ঐ সমস্ত রাজ্যের অধিপতিরা ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রণজিৎ ইংরেজদিগের বলাবল ও প্রভাব বিলক্ষণ বুঝিতেন। এজন্য তিনি তাহাদের সহিত বিবাদে অগ্রসর হইলেন না। ১৮০৯ খৃঃ ইংরেজদের সহিত ইঁহার একটি সন্ধিবন্ধন হয়। রণজিৎ যাবজ্জীবন সে সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

১৮৩৯ অব্দের ২৭শে আগষ্ট এই বীর-

পুঙ্গব কালগ্রাসে পতিত হন, এবং ইঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল পঞ্জাব রাজ্যও উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। ইঁহার মহিষীর নাম ঝিন্দনকুমারী ও পুত্রের নাম দলিপ সিংহ [ঝিন্দন কুমারী ও দলিপ সিংহ দেখ]।

রণতরি,—তরী—সমরপোত, যুদ্ধের জাহাজ ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [৭তৎ। বিণ ; ত্রি

রণধীর—যুদ্ধে স্থির, যুদ্ধকালে অচঞ্চল ; বীর

রণনিপুণ—যুদ্ধে পটু, সমরদক্ষ। ৭তৎ। বিণ

রণনৈপুণ্য—যুদ্ধবিষয়ে দক্ষতা ; সংগ্রামপটুতা ৭তৎ। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রণপ্রণালী—যুদ্ধের রীতি, সংগ্রামের পদ্ধতি।

রণভূমি—যুদ্ধক্ষেত্র, সমরস্থল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রণমুখা—যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোদ্যত। দেশজ। বিণ।

রণযাত্রা—যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধার্থ গমন। ৬তৎ। সং।

রণরঙ্ক—যুদ্ধকাতর হস্তী। ৭তৎ। সং ; পু।

রণরঙ্গ—যুদ্ধব্যাপার ; যুদ্ধরূপ আমোদ। রূপক। সং ; পু।

রণরঙ্গিণী—যুদ্ধোন্মত্তা, যুদ্ধে ব্যাপৃতা। রণরঙ্গ +ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রণরণক, রণরণিকা—উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা। রণ+রণ+কণ্, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

রণবাদ্য—সমরবাদ্য, যুদ্ধের বাজনা। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সজ্জা। ৬তৎ। সং ; পু।

রণবেশ—যুদ্ধের পরিচ্ছদ, যুদ্ধোপযোগী সাজ-

রণশয্যা—যুদ্ধস্থলরূপ বিছানা। রূপক। স্ত্রী।

রণসঙ্কুল—ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল সংগ্রাম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রণসজ্জা—যুদ্ধের বেশ, সমরসাজ। ৬তৎ। স্ত্রী।

রণসাজ—যুদ্ধসজ্জা, যুদ্ধের বেশ। সং। সাজ—দেশজ শব্দ, সজ্জা শব্দের অপভ্রংশ।

রণস্থল—যুদ্ধক্ষেত্র, রণভূমি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রণাঙ্গন, রণাজির—সমরভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র। রণের অঙ্গন বা অজির, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রণিত—১। ধ্বনিত, শব্দিত। রণ্ (শব্দ করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ধ্বনি, শব্দ। রণ্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

রণ্ড—ধূর্ত্ত ; ধর্ম্মহীন ; আশ্রমবিহীন ; বন্ধ্য, অজাতাপত্য ; অজাতফল, রাঁড়া (গাছ)। রম্ (ক্রীড়া করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

রণ্ডক—অজাতফল বৃক্ষ, রাঁড়া গাছ ; ছন্দোবিশেষ। রণ্ড+কণ্। সং ; পু।

রণ্ডা—১। ধূর্ত্তা, ইত্যাদি। রণ্ড দেখ। রণ্ড+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিধবা, ইহারই অপভ্রংশে চলিত কথা 'রাঁড়' হইয়াছে ; বেশ্যা ; ইঁদুরকানী পানা। সং ; স্ত্রী।

রত—১। অনুরক্ত, আসক্ত। রম্ (ক্রীড়া করা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রতা। ২। রতি, রমণ। রম+ক্ত ভা। ৩। গুহ্য। রম +ক্ত অধি। সং ; ক্লী।

রতকীল—কুকুর। রতে (রমণে) কীল যাহার, বহু। সং ; পু।

রতন—রত্ন শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

রতি—১। ক্রীড়া ; অনুরাগ ; প্রীতি ; সন্তোষ ; রমণ, সুরত। রম্ (রমণ করা)+তি ভা। ২। কামপত্নী ; হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলে ইনি দেবাদেশে শম্বর দৈত্যের আলয়ে মায়াবতী নাম ধারণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রম্+ক্তিচ্ ক। সং ; স্ত্রী। ৩। সূক্ষ্ম পরিমাণবিশেষ। রত্তি শব্দের অপভ্রংশ। [ভগ। ৬তৎ। সং ; পু।

রতিকুহর, রতিগৃহ, রতিমন্দির—স্ত্রীলোকের যোনি,

রতিগুরু—ভর্ত্তা, স্বামী। ৬তৎ। সং ; পু।

রতিগৃহ—রতিকুহর দেখ।

রতিপতি, রতিপ্রিয়—কামদেব, মদন। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; পু ;

রতিবন্ধ—১৬ প্রকার রমণবন্ধবিশেষ। ৬তৎ।

রতিমন্দির—রতিকুহর দেখ।

রতুয়া, রতো—অকেজো, রদী। দেশজ। বিণ।

রত্তি—১। গুঞ্জাফল ; কুঁচ ; পরিমাণবিশেষ, রতি। রদ্+ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী। ২। অত্যল্প পরিমাণ, বিন্দু, ফোঁটা। দেশজ।

রত্তিকা—গুঞ্জা, কুঁচ ; গুঞ্জাপরিমাণ, রতি। রত্তি+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রত্ন—মণি মুক্তা স্বর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তু ; মাণিক্য [ধনার্থী লোকের আনন্দ বিধান করে বলিয়া মণিমাণিক্যাদি রত্ন নামে অভিহিত। রত্ন প্রস্তরজাতীয় ও মুক্তাদি ভেদে দুই শ্রেণীর। রত্ন ৯ প্রকার, যথা—হীরক, পদ্মরাগ, পান্না, পোখরাজ, নীলকান্ত, গোমেদ, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও প্রবাল] ; বজ্র ; শ্রেষ্ঠ বস্তু ; স্ব স্ব জাতি মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। ণিজন্ত রম্ বা রমি (রমণ করা)+ন ক। সং ; ক্লী।

রত্নখচিত—মণিমুক্তাদি দ্বারা জড়িত, মণিমাণিক্য-বসান। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রত্নগর্ভ—সমুদ্র ; কুবের। রত্ন আছে গর্ভে যাহার, বহু। সং ; পু।

রত্নগর্ভা—বসুন্ধরা, পৃথিবী ; সৎপুত্রবতী জননী। রত্ন গর্ভে যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী।

রত্নত্রিতয়—(জৈনধর্ম্মে) সম্যক্ দৃষ্টি, জ্ঞান ও চরিত্র, এই তিন ; (বৌদ্ধমতে) বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, এই তিন। সং ; ক্লী।

রত্নদ্বীপ—প্রবালদ্বীপ (Coral island)। রত্নরচিত যে দ্বীপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রত্নপ্রসূ—১। রত্নপ্রসবকারিণী, মণিমাণিক্যাদির উৎপাদিকা ; সৎপুত্রজননী। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং ; স্ত্রী।

রত্নপ্রসূত—১। রত্নজাত, রত্ন হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। ২। রত্নোৎপাদক। রত্ন প্রসূত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

রত্নপ্রসূতি—১। রত্নপ্রসবকারিণী। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। শুক্তি। সং ; স্ত্রী।

রত্নমণ্ডিত—রত্নখচিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রত্নময়—মণিময়, মণিমুক্তাদি দ্বারা নির্ম্মিত, রত্নখচিত। রত্ন শব্দ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রত্নময়ী।

রত্নমুখ্য—হীরক। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রত্নসানু—সুমেরুপর্ব্বত। বহু। সং ; পু।

রত্নসূ—১। রত্নপ্রসবকারিণী। রত্ন শব্দ—সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; স্ত্রী। ২। বসুন্ধরা, পৃথিবী। সং ; স্ত্রী।

রত্নাকর—১। রত্নের খনি ; সমুদ্র। রত্নের আকর, ৬তৎ। সং ; পু।

২। (কৃত্তিবাসী রামায়ণে) রামায়ণকার মহামুনি বাল্মীকির পূর্ব্ব নাম। কথিত আছে যে, রত্নাকর প্রথমে দস্যুবৃত্তি করিত এবং কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, পথিক দেখিলেই তাহার প্রাণসংহার করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। একদা মহর্ষি নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রত্নাকর লগুড়হস্তে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। নারদ কহিলেন, 'তুমি আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন ? আমি তোমার কি ক্ষতি করিয়াছি ? দস্যু উত্তর করিল, 'তুমি আমার কোন ক্ষতি কর নাই সত্য, কিন্তু দস্যুতাই আমার ব্যবসায় ; আমি এইরূপে পথিকদিগের প্রাণসংহার করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করি এবং তদ্দ্বারা পরিজনবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।' নারদ বলিলেন, 'তুমি এই যে ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর মহাপাতক করিতেছ, যাহাদের জন্য করিতেছ, তাহারা কি ইহার অংশ গ্রহণ করিবে ?' দস্যু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'কেন করিবে না ? অবশ্যই করিবে ; ইহার জন্য যদি আমাকে দুস্তর নরকে যাইতে হয়, তাহারাও আমার অনুগমন করিবে।' নারদ সহাস্যবদনে কহিলেন, 'ভাল, জানিয়া আইস দেখি, তাহারা সত্য তোমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে কি না।' পাছে পলাইয়া যান, সেই জন্য রত্নাকর নারদকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহে উপস্থিত হইল। সে প্রথমতঃ স্বীয় জনকজননীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি যে প্রতিদিন দস্যুতা ও নরহত্যা করিয়া তোমাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেছি, তোমরা আমার সে পাপের ভাগ লইবে তো ?' তাহারা উত্তর করিল, 'তুমি যখন শিশু ও কর্ম্মাক্ষম ছিলে, আমরা তখন তোমার লালনপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও কর্ম্মাক্ষম হইয়াছি ; আমা-

দিগকে ভরণপোষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি যেরূপে পার, তোমার কর্ত্তব্য পালন করিবে। তজ্জন্য আমরা তোমার পাপের ভাগ লইতে গেলাম কেন?' তখন রত্নাকর স্ত্রীর নিকট যাইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিল; স্ত্রী উত্তর করিল, 'আমি তোমার ভার্য্যা অর্থাৎ ভরণীয়া। তুমি যে উপায়ে পার, আমার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবে; ইহাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি তো তোমাকে পাপ করিতে বলিয়া দিই নাই, তবে আমি তোমার পাপের অংশ কেন গ্রহণ করিব? বরং তুমি যদি পুণ্য কর, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহার ভাগ লইব।' অতঃপর দস্যু পুত্রের নিকট গমন করিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিলে পুত্র উত্তর করিল, 'আমি এক্ষণে শিশু ও কর্ম্মাক্ষম; তুমি আমার জন্মদাতা; সুতরাং আমার লালনপালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার তুমি যখন বৃদ্ধ ও কর্ম্মাক্ষম হইবে, তখন আমি তোমার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিব। এরূপ অবস্থায় আমি তোমার পাপভাগী হইব কেন?'

রত্নাকর পরিজনবর্গের নিকট এবম্প্রকার উত্তর পাইয়া অতি দীনচিত্তে ও বিষণ্ণবদনে নারদের নিকট প্রত্যাগত হইল, এবং ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ও তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কহিল, 'ঠাকুর আমার গতি কি হইবে?' তখন নারদ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহার কর্ণে রাম-নাম-মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং যোগসাধনের উপায় বলিয়া দিলেন। কিন্তু আজন্ম পাপকার্য্যে অভ্যস্ত নিরক্ষর দস্যুর রসনা 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইল। সে যতই 'রাম রাম' বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই তাহার মুখ দিয়া 'আম আম' শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। তখন নারদ তাহাকে 'ম-রা ম-রা' এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পরামর্শ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রত্নাকর তাহাই করিতে লাগিলেন। ইনি ষষ্টিসহস্র বৎসর নিরাহারে একাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকায় ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ বল্মীকে সমাবৃত হইল। অনন্তর ইনি সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং বল্মীকস্তূপ ভেদ করিয়া উত্থিত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইলেন।

রত্নাঙ্ক—বিষ্ণুর রথ। রত্ন অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

রত্নাচল—দানার্থ মণিময় পর্ব্বত। রত্ননির্ম্মিত যে অচল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রত্নাভরণ—১। মণিময় অলঙ্কার, জড়োয়া গহনা। রত্ননির্ম্মিত যে আভরণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মণিমাণিক্য এবং অলঙ্কার। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

রত্নালঙ্কার—রত্নাভরণ (সকল অর্থে)। সং; পু।

রত্নাবলী—রত্নহার; রত্নশ্রেণী; বৎসরাজপত্নী; শ্রীহর্ষপ্রণীত নাট্যগ্রন্থবিশেষ। ৬তৎ। স্ত্রী।

রত্নি—মুটম হাত; কনুই অবধি বদ্ধমুষ্টি হস্তাগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ। ঋ (গমন করা)+কত্নি ক। সং; পু বা স্ত্রী।

রথ—স্যন্দন; যুদ্ধযান; শকটাদি বাহন; শরীর; চরণ; বেতসবৃক্ষ। রম্ (ক্রীড়া করা)+কথন্ ণ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

রথকট্যা, রথকড্যা—রথশ্রেণী, রথসমূহ। ৬তৎ।

রথকর, রথকার—রথনির্ম্মাতা; সূত্রধর জাতিবিশেষ। রথ করে যে, উপ; রথ শব্দ—কৃ (করা)+ট, ষণ্ ক। সং; পু।

রথগর্ভক—নরবাহ্য যান, শিবিকা, ডুলি প্রভৃতি। বহু। সং; পু।

রথগুপ্তি—শস্ত্রাদি বা শত্রুর রক্ষার নিমিত্ত রথমধ্যস্থ গুপ্তস্থান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রথচক্র—রথের চাকা, গাড়ীর চাকা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [পক্ষী। ৬তৎ। সং; পু।

রথচরণ, রথপাদ—রথচক্র; চক্র; চক্রবাক

রথন্তর—১। সামগানবিশেষ। সং; ক্লী। ২। রথের সারথি। উপ; রথ শব্দ—তৃ (পার হওয়া)+খ ক। সং; পু।

রথযাত্রা—জগন্নাথের রথে গমন; আষাঢ় মাসের শুক্লদ্বিতীয়াতে কর্ত্তব্য উৎসববিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রথযুক্ (-যুজ্)—রথচালক, সারথি। উপ; রথ যুজ্+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

রথবেগ—রথের শীঘ্রগতি। ৬তৎ। সং; পু।

রথাঙ্গ—১। চক্র, চাকা। রথের অঙ্গ, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। চক্রবাক পক্ষী। সং; পু।

রথাঙ্গনামা (-নামন্)—চক্রবাক। রথাঙ্গ হইয়াছে নাম যাহার, বহু। সং; পু।

রথাঙ্গপাণি—চক্রধারী, বিষ্ণু। রথাঙ্গ (চক্র) আছে পাণিতে যাঁহার, বহু। সং; পু।

রথারূঢ়—রথারোহী, রথে উপবিষ্ট। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রথারূঢ়া।

রথারোহী (-হিন্)—১। রথস্থ যোদ্ধা। সং; পু। ২। রথারূঢ়। রথে আরোহী, ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী রথারোহিণী।

রথিক, রথিন, রথির—রথারূঢ় ব্যক্তি; রথস্বামী; রথস্থ যোদ্ধা। রথ শব্দ+যথাক্রমে ষ্কিক, ইন, ইর। সং; পু।

রথী (রথিন্)—রথস্বামী; রথারোহী; রথস্থ যোদ্ধা। রথ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী রথিনী।

রথ্য—১। রথসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। রথ শব্দ+য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রথ্যা। ২। রথাশ্ব। সং; পু। ৩। চক্র। সং; ক্লী।

রথ্যা—১। রথসম্বন্ধীয়া। রথ+য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মার্গ, পথ, রাস্তা; রথসমূহ। সং; স্ত্রী।

রথ্যাবাহী (-হিন্)—পথিক। উপ; রথ্যা (পথ)—বহ (বহন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী রথ্যাবাহিনী।

রদ—১। দশন, দন্ত। রদ্ (ভেদ করা)+অল্ ণ। সং; পু। ২। অগ্রাহ্য, বাতিল, বর্জ্জিত। বৈদেশিক। [সং; পু।

রদচ্ছদ, রদনচ্ছদ—দন্তচ্ছদ, ওষ্ঠাধর। ৬তৎ।

রদন—১। দন্ত। রদ্ (ভেদ করা)+অন ণ। সং; পু। ২। ভেদন; ছেদন; খনন। রদ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

রদনচ্ছদ—রদচ্ছদ দেখ।

রদনী (রদনিন্)—দন্তী, হস্তী। রদন (দন্ত) +ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

রদি, রদী—অকর্ম্মণ্য, বাতিল, বর্জ্জিত, পরিত্যক্ত। বৈদেশিক। বিণ।

রদী (রদিন্)—দন্তী, হস্তী। রদ (দন্ত)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

রদী—রদি দেখ।

রন্তিদেব—বিষ্ণু; কুক্কুর; চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। রম (রমণ করা)+তিক্ ক=রন্তি (রমণকারী); রন্তি যে দেব, কর্ম্মধা। সং; পু।

রন্তু—পথ; নদী। রম্ (ক্রীড়া করা)+তুক্ অধি। সং; স্ত্রী। [অনট্ ভা। সং; ক্লী।

রন্ধন—রান্না, পাক। রধ্ (পাক করা)+

রন্ধনকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—যে রাঁধে, পাচক। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী রন্ধনকর্ত্রী।

রন্ধনগৃহ—পাকশালা, রান্নাঘর। ৪তৎ বা ৬তৎ। সং; ক্লী।

রন্ধনবিদ্যা—রাঁধিবার কৌশল; পাকতন্ত্র। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রন্ধনশালা—রন্ধনগৃহ, পাকের ঘর; রান্নাঘর। ৪তৎ বা ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রন্ধনাগার—রন্ধনশালা। ৪ বা ৬তৎ। সং; পু।

রন্ধনালয়—পাকশালা, রান্নাঘর। রন্ধনের নিমিত্ত আলয় (৪তৎ), বা রন্ধনের আলয়, (৬তৎ)। সং; পু।

রন্ধিত—কৃতরন্ধন, পক্ব, রাঁধা। রধ্ (পাক করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রন্ধিতা।

রন্ধ্র—ছিদ্র, গর্ত্ত; কুক্ষি [জীবদেহে সমুদায়ে পুরুষের ১০টি, স্ত্রীলোকের ১৩টি করিয়া রন্ধ্র আছে। চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকা এই তিন অঙ্গে দুইটী করিয়া ৬টী, মুখ, শিশ্ন, গুহ্য ও মস্তক এই চারি স্থানে ৪টী। স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত—স্তনদ্বয়ে দুইটী এবং গর্ভপথে একটী]; দূষণ; আলস্যাদি ছল; (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। রম (ক্রীড়া করা)+ক্বিপ্ ভা=রম্; রম্—ধৃ (ধরা)+ক ক। সং; ক্লী।

রন্ধ্রগত—লগ্নের অষ্টম স্থানে স্থিত, গোচরস্থ; মারাত্মক স্থানে অবস্থিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
রপট—বৃথা ভ্রমণাদি, পরিশ্রম। দেশজ। সং।
রপ্ত—অভ্যাস। দেশজ। সং।
রপ্তানি—স্বদেশী দ্রব্যের বিদেশে গমন, চালান। বিপরীত শব্দ 'আমদানি'। বৈদে। সং।
রপ্তে রপ্তে—ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ। দেশজ। ব্য।
রফা—খতম, শেষ, অবসান; শেষ অবস্থা; বিবাদের অবসান, মিটমাট, আপোষ নিষ্পত্তি। বৈদেশিক। সং। [সং।
রফানামা—আপোষ-নিষ্পত্তি-পত্র। বৈদেশিক।
রভস—বেগ; ঔৎসুক্য; হর্ষ; হঠাৎ; বলাৎকার; অনুতাপ; শোক; পূর্ব্বাপর বিবেচনা; কার্য্যকারণ নির্ণয়। রভ্ (সবেগে গমন করা, ইত্যাদি)+অসচ্ র্ম। সং; পু।
রম—১। রমণ। রম্+অল্ ভা। ২। কান্ত, পতি; কন্দর্প, মদন। ণিজন্ত রম্=রমি+অন্ ক। সং; পু। ২। রমণীয়, আনন্দজনক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রমা।
রমক—কান্ত; জার, উপপতি। রম্ (রমণ করা)+ণক ক। সং; পু।
রমঠ—হিঙ্গু, হিং। রম্ (ক্রীড়া করা)+অঠ সংজ্ঞার্থে। সং; ক্লী।
রমণ—১। পতি, স্বামী; কন্দর্প, মদন; গর্দ্দভ; বৃষণ। ণিজন্ত রম্=রমি (রমণ করা)+অন ক। সং; পু। ২। প্রিয়। বিণ; ত্রি। ৩। জঘন। রম্+অনট্ অধি। ৪। রতিক্রিয়া, সুরত; ক্রীড়া। রম্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
রমণী—নারী; উত্তমা স্ত্রী। রমি+অনট্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [ক্লী।
রমণীকুল—নারীজাতি; স্ত্রীসমূহ। ৬তৎ। সং;
রমণীদুর্লভ—স্ত্রীলোকের দুষ্প্রাপ্য; নারীমনোহর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
রমণীয়—সুন্দর, মনোহর। ণিজন্ত রম্ বা রমি (ক্রীড়া করা)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রমণীয়া।

"ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি
তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।"

অর্থাৎ যে রূপ প্রতিক্ষণে নবীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই রমণীয়। [সং; স্ত্রী।
রমণীয়তা—মনোহরত্ব। রমণীয়+তা ভাবার্থে।
রমণীরত্ন—১। উত্তমা স্ত্রী, বরবর্ণিনী; অনিন্দ্যসুন্দরী। রমণীদিগের মধ্যে রত্ন, ৭তৎ। ২। স্ত্রীরূপ রত্ন। রূপক। সং; ক্লী।
রমণীসুলভ—যাহা নারীজাতিতে সহজেই পাওয়া যায় বা দেখা যায়; স্ত্রীলোকের পক্ষে সহজ বা স্বাভাবিক। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
রমা—১। লক্ষ্মী; প্রিয়া; শোভা; উপপত্নী। ণিজন্ত রম্ বা রমি (ক্রীড়া করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। রমণীয়া, রম্যা; আনন্দদায়িকা। বিণ; স্ত্রী। ৩। রমণ করা, বিহার করা, কেলি করা। ক, প্র। ক্রি।
রমাকান্ত—মাধব, বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।
রমাধব, রমানাথ—লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।
রমানাথ ঠাকুর (মহারাজ)—জন্ম ১৮০০ খ্রীঃ। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮২৯ খ্রীঃ ইনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ানস্বরূপে কর্ম্ম করেন এবং উক্ত ব্যাঙ্ক উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকেন। বাল্যে ইনি রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতের পোষকতা এবং ব্রাহ্মসভার কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপনে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং পরে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত ১০ বৎসর উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহযোগিতায় ইনি "ইণ্ডিয়ান রিফর্মার" নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। "হিন্দু" স্বাক্ষরিত অনেক প্রবন্ধ ইনি "হরকরা" ও "ইংলিসম্যান" পত্রে লিখিতেন। ১৮৬৬ খৃঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হইয়া সেখানে এরূপ নির্ব্বন্ধসহকারে প্রজাগণের স্বত্বসংরক্ষণ চেষ্টা করিতেন যে, সকলে ইঁহাকে "রায়তের বন্ধু" বলিত। ১৮৭০ খৃঃ ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যপদে আসীন থাকেন। ঐ বৎসরে ইনি রাজা উপাধি পান। ১৮৭৫ খৃঃ সি, এস, আই এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৫ খৃঃ শেষভাগে যুবরাজকে দেশীয়গণের পক্ষ হইতে কলিকাতায় অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে একটী বৃহৎ সমিতি গঠিত হয়, ইনি তাহার সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমনকালে যুবরাজ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে ইঁহাকে একটী অঙ্গুরীয় দিয়া যান। অনেক সময় রাজকর্ম্মচারিগণ—বিশেষতঃ লর্ড নর্থব্রুক নানা বিষয়ে ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১০ই জুন ইনি দেহত্যাগ করেন।
রমাপতি—লক্ষ্মীকান্ত, বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।
রমাপ্রিয়—১। বিষ্ণু; নারায়ণ। ৬তৎ। সং; পু। ২। পদ্ম। সং; ক্লী।
রমাবাই (পণ্ডিতা)—জন্ম ১৮৫৮ খৃঃ। ইঁহার পিতা অনন্ত শাস্ত্রী মাঙ্গালোর জেলায় বাস করিতেন। বাল্যে তাঁহারই নিকট রমাবাই সংস্কৃত ও ভারতের অনেকগুলি প্রচলিত ভাষায় শিক্ষিতা হন। ১৬ বৎসর বয়সে ইনি মাতাপিতৃহীনা হইয়া ভ্রাতার সহিত ভারতের অনেক দেশ ভ্রমণ করেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে চেষ্টান্বিতা হন। কলিকাতার পণ্ডিতগণ ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত লাতু (Latu)-নিবাসী বিপিনবিহারী দাস এম, এ, বি, এল এর সহিত রমাবাই পরিণীতা হন। অল্পদিন পরে স্বামীর মৃত্যু হইলে, রমাবাই সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ ইনি পুনা নগরে "আর্য্যমহিলা সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৩ খৃঃ ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন ও ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে সেইখানেই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। ১৮৮৪-৬ খৃঃ ইনি চেল্টেন্‌হামে লেডিজ কলেজে (Ladies' College) সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন; তাহার পরে আমেরিকায় গমন করিয়া Kindergarten প্রণালীর অধ্যাপনা শিক্ষা করেন। অনন্তর বোষ্টন নগরে হিন্দুবালবিধবার মঙ্গলকল্পে ইনি "রমাবাই এসোসিয়েসন" স্থাপিত করেন (১৮৮৭ খৃঃ)। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইনি বম্বে সহরে বাস করেন এবং সেখানে একটী বিধবা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৮৯ খৃঃ)। পরে ইহাকে পুনা সহরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। রমাবাই "The High caste Hindu woman" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।
রমিত—ক্রীড়িত; কৃতমৈথুন; রমণপ্রাপিত। ণিজন্ত রম্ (=রমি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
রমেশ, রমেশ্বর—লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। রমার (লক্ষ্মীর) ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।
রমেশচন্দ্র দত্ত (R. C. Dutt)—ইনি কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশসম্ভূত। রসময় দত্তের ভ্রাতা পীতাম্বর দত্তের পৌত্র ও ঈশানচন্দ্র দত্তের মধ্যম পুত্র। ১৮৪৮ খৃঃ ১৩ই আগষ্ট রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খৃঃ সিভিল সারভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইনি, বিহারিলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে যান। ১৮৬৯ খ্রীঃ তিন জনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রমেশচন্দ্র পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ খৃঃ রমেশচন্দ্র বঙ্গদেশেই কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪-৫ খৃঃ ইনি বিভাগীয় কমিশনরের পদে উন্নীত হন। এই উচ্চ পদ বাঙ্গালীর ভিতর রমেশচন্দ্রই প্রথম লাভ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সাহিত্য আলোচনা হইতে ইঁহার অবসর কোন কালেই ঘটে নাই। প্রথমেই ইনি বঙ্গসাহিত্যবিষয়ে রেভাঃ লালবিহারী দে -পরিচালিত Bengal Magazine

নামক মাসিক পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ লেখেন। তাহার পর মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ নামক কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ইনি সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া কিছুদিন ইনি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন বরোদার রাজস্বসচিবের পদেও আসীন ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ" স্থাপিত হইলে ইনিই তাহার প্রথম সভাপতি হন। ইনি ঋগ্বেদের একখানি বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে নিম্নে কয়েকখানির নাম প্রদত্ত হইল ;— Ancient Civilization in India, Lays of Ancient India, Ramayana and Mahabharata in English Verse, Economic History of British India. লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে যে Decentralization Commission বসে, রমেশচন্দ্র তাহাতে অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ জুন মাসে ইনি বরোদার প্রধান রাজমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। দুঃখের বিষয়, এই উচ্চপদে আসীন হইয়া ইনি কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় দিবার অবসর পান নাই ; কারণ পদগ্রহণের অল্পদিন পরে ইনি পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং ঐ বৎসরের ২৯শে নভেম্বর (১৩১৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ) ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ইনি স্বীয় গ্রন্থ মাধবীকঙ্কণ অবলম্বনে The slave girl of Agra নামক একখানি ইংরাজী উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তদীয় 'সংসার' উপন্যাস অবলম্বনে The lake of palms নামক একখানি ইংরাজী উপন্যাস তৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রমুখ বঙ্গের সাহিত্যিকগণ ইঁহার স্মৃতিসংরক্ষণার্থ "রমেশ ভবন" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র মিত্র (স্যর)—জন্ম ১৮৪০ খ্রীঃ। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান দমদমার সন্নিকট রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রাম। ইনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২১ বৎসর বয়সে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত আদালতে দেড় বৎসর থাকিয়া প্রায় বার বৎসর কাল হাইকোর্টে ব্যবসায় করিয়া তৎকালীন উকিলগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইনি হাইকোর্টের অন্যতম জজ স্বরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই পদে অবস্থিত হইয়া ইনি বহুলপরিমাণে তীক্ষ্ণধীশক্তি, আইনজ্ঞান ও তেজস্বিতার পরিচয় দেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে দুইবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জজের মধ্যে এ সম্মান ইনিই প্রথমে প্রাপ্ত হন। ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার ও Public Service Commission নামক সমিতির অন্যতম সভ্যস্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে নাইট ও পরে কে,সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। আদালতকে অবজ্ঞা করা অপরাধে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারাধীন হন, তখন কেবল রমেশচন্দ্রই ইঁহার দণ্ড সম্বন্ধে অন্যান্য জজগণের সহিত ভিন্নমত হন এবং যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ মন্তব্য পাঠ করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ১৩ই জুলাই বহুমূত্র রোগে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

রমেশ্বর—রমেশ দেখ।

রম্ভ—বেণু, বাঁশ ; বানরবিশেষ ; অসুরবিশেষ, মহিষাসুরের পিতা। রম্ভ্ (আরম্ভ করা) + অন্ ক। সং ; পুং।

রম্ভা—১। গোধ্বনি। রম্ভ্ (আরম্ভ করা) + অস্ ভা + আপ্। ২। উত্তর দিক্। রম্ভ্ + অস্ অধি + আপ্। ৩। কদলী, কলা ; দেবীবিশেষ, গৌরী ; বেশ্যা। রম্ভ্ + অন্ ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।
৪। অপ্সরোবিশেষ। একদা রম্ভা কুবেরতনয় নলকুবরের নিকট গমন করিতেছিল, এমন সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণ ইহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া ধর্ষণ করে। পরে রম্ভা নলকুবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে নলকুবর রাবণকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে,অতঃপর রাবণ আর কোনও স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাহার সহিত রমণ করিতে পারিবে না, করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই কারণেই সীতা রাবণের হস্ত হইতে আপনার সতীত্ব-ধন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রম্ভোরু—রম্ভাতুল্য জঘনশালিনী। রম্ভার ন্যায় উরু যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

রম্য—১। রমণীয়, সুন্দর, মনোরম ; বলজনক। রম (রমণ করা) + য অধি। বিণ: ত্রি। স্ত্রী রম্যা। ২। চম্পক। সং ; পুং। ৩। পটোলমূল। সং ; ক্লী।

রম্যক—জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। রম্য + কণ্। সং ; ক্লী।

রম্যা—১। রমণীয়া। রম্য + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রাত্রি ; স্থলপদ্মিনী। সং ; স্ত্রী।

রয়—১। প্রবাহ, স্রোতঃ ; বেগ। রয় (গমন করা) + অল্ ণ। সং ; পুং। ২। রহে,থাকে ; শোভা পায়। দেশজ। ক্রিয়া। [সং।

রলা—সাল গাছ ; সরু সাল কাঠ। দেশজ।

রল্লক—কম্বল ; মৃগবিশেষ ; পক্ষ ; নেত্রলোম। রল (হৃষ্ট হওয়া) + কিপ্ ভা = রল্ ; রল্ —লা (দেওয়া) + ড ক + কণ্। সং; পুং।

রব—শব্দ, ধ্বনি। রু + অল্ র্ম। সং ; পুং।

রবণ—১। শব্দকারক ; তীক্ষ্ণ ; চঞ্চল। রু + অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। কোকিল ; উষ্ট্র ; গর্দ্দভ। সং ; পুং। ৩। কাংস্য। ৪। শব্দকরণ। রু + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

রবাব—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ,রুদ্রবীণা। ইহার আকৃতি সেতারাদির ন্যায়। প্রভেদ এই যে, ইহার খোল ও দণ্ডটী একটী অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত এবং খোলটী ছাগাদির পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। বৈদেশিক। সং।

রবার্ট, স্যার চেম্বাস (Sir Chambers Robert Kt.)—কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব চিফ জষ্টিস বা প্রধান বিচারপতি। ১৭৩৩ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ এবং বি, এস, সি উপাধি লাভ করেন। পরে ১৭৭৪ খৃঃ সুপ্রীম কোর্টের চিফ জষ্টিস হইয়া কলিকাতা আসেন,এবং ১৭৯৮খৃঃ অবসর লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৮০৩ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

রবার্টস (লর্ড)—ইনি বীরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩২ খৃঃ কাণপুরনগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা জেনারেল স্যর এব্রাহাম রবার্টস ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাদলে কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহার মাতামহও যোদ্ধা ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইনি বিলাতে প্রেরিত হন। স্যাণ্ডহার্ষ্ট এবং পরে এডিসকোম্বিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলেজে সামরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫২ খৃঃ ইনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। বেঙ্গল আর্টিলারীর ফিল্ড ব্যাটারীতে ইঁহার প্রথম চাকরী হয়। পাঁচ বৎসর পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি দিল্লীর অবরোধ এবং লক্ষ্ণৌ হইতে শত্রু বিতাড়নে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে ইনি "ভিক্টোরিয়া ক্রস" নামক সম্মানসূচক পদক প্রাপ্ত হন। আবিসিনিয়ান অভিযান, লুসাই অভিযান, আফগান যুদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটী ব্যাপারে ইনি অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়া ক্রমশঃ নানাবিধ উপাধি-সম্মানে বিভূষিত এবং উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮০ খৃঃ ইনি মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খৃঃ ভারতের জঙ্গীলাটের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৬ খৃঃ ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হয় ; সেই যুদ্ধে

বিজয়ী হইয়া ইনি "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯২ খৃঃ ভারতের প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত গমন করেন। ১৮৯৮ খৃঃ ইনি বুয়ার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় ইঁহার একমাত্র পুত্র কলেঞ্জের যুদ্ধে হত হন। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইনি "আর্ল" হইয়াছিলেন। সেই জন্ত বৃটিশ পার্লামেণ্ট ইঁহাকে ১৪ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। তাহার পর ইনি বৃটিশ সেনার প্রধান নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০৪ খৃঃ ঐ পদ উঠিয়া যায়। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে ইনি বৃটিশ সেনার প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃঃ ইংলণ্ডেশ্বর মহামান্ত পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের ফ্রান্সের রণক্ষেত্র পরিদর্শনকালে ইনি বেলজিয়মের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

রবাহূত—শব্দ দ্বারা আমন্ত্রিত, অর্থাৎ যথারীতি নিমন্ত্রিত না হইয়াও কোলাহল শ্রবণে স্বয়ম্ অভ্যাগত। রব দ্বারা আহূত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রবি—সূর্য্য; আকন্দ গাছ; নায়ক। রু+ই ক। সং; পু। [সং; পু।

রবিকর,রবিকিরণ—সূর্য্যকিরণ, রৌদ্র। ৬তৎ।

রবিকান্ত—সূর্য্যকান্তমণি। রবি হইয়াছে কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু; বা রবির ন্যায় কান্ত (কমনীয়), মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রবিকিরণ—রবিকর দেখ।

রবিখন্দ—গোধূম-যব-কলায়াদি বসন্তকালের ফসল। দেশজ। সং।

রবিজ—যম; শনি; সুগ্রীব; সাবর্ণি ও বৈবস্বত মনু। উপ; রবি (সূর্য্য)—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; পু। [আপ্। সং; স্ত্রী।

রবিজা—সূর্য্যের কন্তা, যমুনা। রবিজ শব্দ+

রবিতনয়, রবিনন্দন, রবিসুত—সূর্য্যের পুত্র। রবিজ (সমস্ত অর্থে)। ৬তৎ। সং; পু।

রবিতনয়া, রবিনন্দিনী,রবিসুতা—সূর্য্যের কন্তা, যমুনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রবিনন্দন—রবিতনয় দেখ।

রবিনন্দিনী—রবিতনয়া দেখ।

রবিনাথ—১। পদ্ম। রবি (সূর্য্য) নাথ (কান্ত) যাহার, বহু। সং; ক্লী। ২। বন্ধুক ফল। সং; পু।

রবিপ্রিয়—১। করবীর ফুল। রবি (সূর্য্য) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু, অথবা রবির প্রিয়, ৬তৎ। সং; পু। ২। তাম্র; রক্ত-কম্বল। সং; ক্লী।

রবিরশ্মি—সূর্য্যকিরণ। ৬তৎ। সং; পু।

রবিবর্ম্মা (রাজা)—১৮৪৮ খৃঃ যে মাসে ত্রিবাঙ্কুর সহরের সন্নিকট কিলিমানুর গ্রামে রবিবর্ম্মার জন্ম হয়। পুরুষানুক্রমে ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারের সহিত রবিবর্ম্মার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। এই পরিবার ত্রিবাঙ্কুররাজপ্রদত্ত জায়গীর-ভোগী। বাল্য হইতে রবির চিত্রানুরাগ। ১৩ বৎসর বয়সে রবি ত্রিবাঙ্কুরে গমন করেন। তখনকার মহারাজ সেই অল্প বয়সে অঙ্কিত ইঁহার হস্তের চিত্র কয়খানি পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং ইঁহাকে চিত্রণ-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ১৮ বৎসর বয়সে রবিবর্ম্মা মহারাজের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৬৮ খৃঃ থিয়োডোর জেনসেন নামে একজন ইংরেজ চিত্রকর রাজদরবারে উপস্থিত হন। তিনি রাজপরিবারের চিত্র অঙ্কন করেন। এই সময় রবিবর্ম্মা তাঁহার নিকট তৈলচিত্র অঙ্কন শিক্ষা করেন। ইতঃপূর্ব্বে ইনি জল-মিশ্রিত বর্ণে (Water-colour) অঙ্কন করিতেন। ১৮৭৩ খৃঃ মাদ্রাজে একটি ললিত-কলা-প্রদর্শনী হয়। উহাতে রবিবর্ম্মার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র প্রেরিত হয়। সেই প্রদর্শনীতে ইনি তখনকার গভর্ণর লর্ড হোবার্টের প্রদত্ত একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খৃঃ যখন বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ যুব-রাজরূপে ভারতে আগমন করেন, তখন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ তাঁহাকে রবিবর্ম্মাকৃত চিত্র উপহার দেন। যুবরাজ চিত্রদর্শনে চিত্র-করের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পর বৎসর মাদ্রাজ প্রদর্শনীতে রবিবর্ম্মা "শকুন্তলা-পত্র-লেখন" চিত্র প্রেরণ করেন ও প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে ইঁহার "সীতার পরীক্ষা" চিত্র দেখিয়া স্যার তাঞ্জোর মাধব রাও মোহিত হন ও বরোদার গাইকোবাড়ের জন্য তৎক্ষণাৎ উহা ক্রয় করেন এবং নিজের জন্য "একটি নেয়ার বালিকা বেহালায় সুর বাঁধিতেছে" এই মর্ম্মের একখানি চিত্র ক্রয় করেন। শেষোক্ত চিত্রখানি ১৮৮০ খ্রীঃ পুনা প্রদর্শনীতে প্রদত্ত হয় ও চিত্রকর গাইকো-বাড়ের প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তখন-কার বোম্বের গভর্ণর স্যার জেমস্ ফর্গু-সনের জন্য উহার একটি প্রতিলিপি অঙ্কিত হয়। ১৮৮১ খৃঃ গাইকোবাড়ের অভিষেকে নিমন্ত্রিত হইয়া রবিবর্ম্মা বরোদায় গমন করেন এবং সেখানে চারিমাস অবস্থান করিয়া রাজপরিবারের সকলের চিত্র আঁকেন। তাহার পর ভবনগর ও মহীশূরে গমন করিয়া তত্রত্য রাজপরিবারবর্গের চিত্র অঙ্কন করেন। মহীশূরের মহারাজ অন্যান্য উপহারের সহিত চিত্রকরের উচ্চ মর্য্যাদাজ্ঞাপক দুইটী সুন্দর হাতী প্রদান করেন। কলিকাতার আন্ত-র্জাতিক (Calcutta International) ও লণ্ডনের ভারতীয় ঔপনিবেশিক (India and Colonial) প্রদর্শনীতে রবিবর্ম্মা রৌপ্যপদক ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ১৮৮৮ খৃঃ রবিবর্ম্মা গাইকো-বাড়ের নূতন প্রাসাদের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নির্ব্বাচিত ১৪টি চিত্র অঙ্কন জন্য আদিষ্ট হন। ১৮৯০ খৃঃ গাইকোবাড়ের আদিষ্ট চিত্রগুলি বরোদায় প্রেরিত এবং তথায় কয়েকদিন প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হয়। ছবিগুলি সাধারণের প্রীতিকর হইয়াছে দেখিয়া রবিবর্ম্মা বোম্বায়ে একটি লিথোগ্রাফিক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং তথা হইতে নিজের চিত্রগুলি অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্রাকারে নানাবর্ণে মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুপ্রাপ্য করেন। ভারত-বর্ষের জীবনব্যাপার বিষয়ক দশখানি চিত্র আঁকিয়া রবিবর্ম্মা চিকাগো আন্তর্জ্জাতিক (Chicago International) প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন এবং তথা হইতে দুইটি পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ খৃঃ রবিবর্ম্মার মৃত্যু হয়, ইনি অতিশয় বিনয়ী ধীরপ্রকৃতি ও দানশীল লোক ছিলেন। রবিবর্ম্মা যে একজন মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে যে এদেশে চিত্রবিদ্যাকে এক নূতন জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পৌরাণিক বিষয় ও সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে গৃহীত উপাদান লইয়া সুরুচিসঙ্গত এমন মনোজ্ঞ চিত্র এত বহুলপরিমাণে কেহই অঙ্কিত করেন নাই। ভারতে অনেক মহা-কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, সঙ্গীতবিশা-রদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রবিবর্ম্মার মত চিত্রকর পুরাকালে যে জন্মিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানকালে যে নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

রবিশস্য—রবিখন্দ (তাহা দেখ)। রবিপক্ব যে শস্য, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রবি-সুত—রবি-তনয় দেখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকু-রের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম—বাঙ্গালা ১২৬৮ সাল, ২৫শে বৈশাখ। শৈশবে বাটীর এক-জন পুরাতন ভৃত্যের সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ শ্রবণে পঞ্চম বর্ষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ সুর করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে পাঠকালে নবমবর্ষের বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়া শিক্ষক-গণের প্রশংসাভাজন হন। এখানে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি পিতার সহিত প্রথমে

বোলপুরে পরে ডালহুসী পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। এই সময় ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অনন্তর ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থল আমেদাবাদে গিয়া কিছুদিন থাকেন। সেই সময়ে ইনি ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখন ইঁহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। এই সময়েই ইনি ভারতী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি লণ্ডন নগরে যাইয়া ইউনিভার্সিটি কলেজে কিছুদিন ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। উত্তরকালে আর একবার ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অসামান্য। কি গীতিকাব্যে, কি উচ্চ ভাবাত্মক কবিতায়, কি নাটক উপন্যাস প্রণয়নে, কি সাহিত্য, সমাজ, বা রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ সমভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ বিস্তর। তাহার মধ্যে কয়েকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, রাজা ও রাণী, মানসী, কড়ি ও কোমল, বিসর্জ্জন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়) পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদকতা করেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেক সাময়িক পত্রে ইনি গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইঁহার রচনাগুলি সাধারণ্যে অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ইঁহার সঙ্গীতশক্তিও অল্প নয়। নিজের রচিত অনেকগুলি গান, নিজেই স্বরযোজনা করিয়া স্বাভাবিক সুকণ্ঠে গাহিতে এবং তদ্দ্বারা শ্রোতার মনোমুগ্ধ করিতে ইঁহাকে অনেক সময় দেখা গিয়াছে। ইনি যেমন সাহিত্যসেবী, তেমনি স্বদেশভক্ত। ইনি অধিক সময় বোলপুরে অতিবাহিত করেন। সেখানে ইনি অনেকগুলি বালক ও যুবককে প্রাচীন আর্য্যনীতি অবলম্বনে ধর্ম্ম, নীতি ও সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহার পঞ্চাশৎবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ) রবিবার কলিকাতার টাউন্ হলে একটী মহতী সভার অনুষ্ঠান করিয়া ইঁহাকে গজদন্তময় পত্রে (প্রাচীন পুঁথির আকারে) ক্ষোদিত অক্ষরে রচিত অভিনন্দন লিপি প্রদান করেন। অতঃপর ইনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে গমন করেন। ইংলণ্ডে ইঁহার "গীতাঞ্জলি" ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় ইঁহার অলৌকিক কবিত্বশক্তির খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বিবেচিত হইয়া জগদ্বিশ্রুত "নোবেল" প্রাইজ প্রাপ্ত হন; তাহাতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ইঁহার হস্তগত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সম্মানসূচক "ডাক্তার" উপাধিদ্বারা ভূষিত হন, এবং পর বৎসর ৩০শে জুন ভারত গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে নাইট ("স্যর") উপাধি প্রদান করেন। পরে ১৯২০ অব্দে পঞ্জাব প্রদেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের অহেতুক হত্যাকাণ্ডের পর গভর্ণমেণ্ট তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান না করায় ইনি গভর্ণমেণ্ট দত্ত 'স্যর' উপাধি প্রত্যর্পণ করেন। ইনি ঐ বৎসর শরৎকালে ইয়োরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বহির্গত হন। তথায় সর্ব্বজাতি ইঁহাকে বিশেষরূপে অভিনন্দিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। ইনি চীন, জাপান, আমেরিকা ও অন্যান্য অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিজের কীর্ত্তি রাখিয়া আসিয়াছেন। যখন যে স্থানে গিয়াছেন সেই স্থানেই ইঁহার রচিত নাটকাদির অভিনয় হইয়াছে। অধুনা বোলপুরে প্রাচীন 'নালন্দার' অনুকরণে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সর্ব্ব দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

রশনা—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট রেট প্রভৃতি; জিহ্বা। রশ (শব্দ করা) + অন ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

রশা, রসা—১। আধপচা। বিণ। ২। আধপচা হওয়া। ক্রি। ৩। দড়া, মোটা দড়া, কাছি। দেশজ। ৪। যষ, ঝোল। প্রাদেশিক। সং।

রশি, রশী—রজ্জু, দড়ি; কাঁচা মদের উপরে থিতান জলবৎ মদিরা। দেশজ। সং।

রশ্মি—রজ্জু; কিরণ; বল্গা, লাগাম; পক্ষ্ম। অশ (ব্যাপা) + মি ক। সং; পু।

রষ্ট, ডাক্তার (Dr. Reinhold Rost)—জর্ম্মনদেশীয় বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত। ১৮২২ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারি ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জর্ম্মন দেশে শিক্ষিত ও Doctor of Philosophy উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন (১৮৪৭ খৃঃ)। সেখানে ১৮৬৯ খ্রীঃ Royal Asiatic Society নামক সভার সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ ইণ্ডিয়া আফিসের লাইব্রেরিয়ান্ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৭ খৃঃ এডিনবরা হইতে M. D. এবং ১৮৮৮ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট হইতে সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি ২০ হইতে ৩০টি প্রাচ্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি অধ্যাপক উইল্‌সনের সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধগুলির একটী সংস্করণ প্রকাশিত করেন। প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রস—রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু, কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর এই ছয় প্রকার আস্বাদ; কাব্যশাস্ত্রের সারভূত আস্বাদন—শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত এই নয় প্রকার, কাহারও কাহারও মতে বাৎসল্যও একটী রস, সুতরাং তন্মতে কাব্যরস ১০ প্রকার; নাট্যশাস্ত্রে শান্তরসকে করুণের অন্তর্গত করিয়া আটটি রসের উল্লেখ আছে; মাধুর্য্যাদি গুণ; শুক্রধাতু; দ্রব দ্রব্য; জল; যূষ; সুবর্ণ; অনুরাগ; বিষ; পারদ; অভিপ্রায়; ভোগ্যবস্তু; দেহস্থ ধাতুবিশেষ [ইহা সর্ব্বদা সর্ব্ব শরীরে বিচরণ করে বলিয়া [রস্ (গমন করা) + অস্] রস নামে অভিহিত। ভুক্ত দ্রব্য জঠরাগ্নির দ্বারা সম্যক্ প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহার সারভাগকে রস বলা হয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গসঞ্চারী হইলেও হৃদয়ই ইহার প্রধান অধিষ্ঠান স্থান। ইহা হৃদয়ে উপস্থিত হইলে তত্রত্য রসবাহিনী ধমনীসকলের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অন্যান্য ধাতুসমূহের পোষণ কার্য্য সম্পাদন করে। অতঃপর উহা স্বীয় স্নিগ্ধাদি গুণ দ্বারা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়। মন্দাগ্নি হেতু ভুক্তদ্রব্যের অপাক হইলে তজ্জাত রসও কটুভাবাপন্ন হইয়া নানাবিধ রোগের উৎপাদন করিয়া থাকে]। রস্ (আস্বাদন করা) + অল্ ম্ব। সং; পু।

(১) শৃঙ্গার রস—ইহা আদি রস বলিয়া কথিত। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অনুরাগ হইতে এই রসের উৎপত্তি। অনুরাগ ইহার স্থায়ী ভাব। উত্তমপ্রকৃতির নায়ক নায়িকা এই রসের আলম্বন বিভাব, এবং অনুরাগোদ্দীপক বিষয় ইহার উদ্দীপন বিভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা শ্যাম বর্ণ ও বিষ্ণুদৈবত বলিয়া কথিত আছে। বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রস ইহার বিরোধী। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শৃঙ্গাররসের বহুল উদাহরণ রহিয়াছে।

(২) বীর রস—দয়া, ধর্ম্ম, দান বা যুদ্ধাদি উপলক্ষে উৎসাহ হইতেই বীররসের উদ্ভব। বিজেতব্য ইহার আলম্বন বিভাব; বিজেতব্যের চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। উৎসাহ ইহার স্থায়ী ভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা উত্তমপ্রকৃতি, হেমবর্ণ ও মহেন্দ্রদৈবত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভয়ানক ও শান্তরস ইহার বিরোধী। যথা—

'সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!

দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি।
অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি।"
মেঘনাদ বধ।

(৩) করুণ রস—ইষ্টনাশ, অনিষ্টাপাত, অথবা প্রিয়বিয়োগজনিত শোক হইতে এই রসের উদ্ভব। শোক ইহার স্থায়ী ভাব। শোকের বিষয় ইহার আলম্বন বিভাব এবং শোচ্য-বিষয়ের দর্শন শ্রবণ মননাদি ইহার উদ্দীপন বিভাব। শৃঙ্গার ও হাস্যরস ইহার বিরোধী। যথা—

"এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে।"—
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর! চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ প্রিয়তমা সীতায় উদ্ধারি,
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযু-তীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ! আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর?—" মেঘনাদ বধ।

(৪) রৌদ্র রস—ক্রোধ হইতে এই রসের উৎপত্তি। ক্রোধ ইহার স্থায়ী ভাব। শত্রু ইহার আলম্বন বিভাব, এবং শত্রুর চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা রক্তবর্ণ ও রুদ্রদৈবত বলিয়া কথিত হইয়াছে। শৃঙ্গার, ভয়ানক ও হাস্য এই রসের বিরোধী। যথা—

"কি কহিলি বাসন্তি! পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?"
মেঘনাদ বধ।

(৫) অদ্ভুত রস—আশ্চর্য্যজনক বিষয় বা দৃশ্য হইতে উদ্ভূত বিস্ময় ভাব হইতেই অদ্ভুত রসের উৎপত্তি। বিস্ময়ই ইহার স্থায়ীভাব। অলৌকিক বিষয় বা ব্যাপার ইহার আলম্বন বিভাব এবং ঐ সকল বিষয়ের মহিমাদি উদ্দীপন বিভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা পীতবর্ণ ও গন্ধর্ব্বদৈবত বলিয়া কথিত। ইহার বিরোধী রস নাই। যথা—

"সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি
হাহাকার নাদে কেহ, কেহ বা উল্লাসে।"
মেঘনাদ বধ।

(৬) ভয়ানক রস—ভয় হইতে ইহার উদ্ভব। বিভীষিকা ইহার আলম্বন বিভাব, এবং ভয়জনক চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কালদৈবত এবং স্ত্রীবৎ নীচপ্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত রস ইহার বিরোধী। যথা—

"এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কার!"
মেঘনাদ বধ।

(৭) বীভৎস রস—কুৎসিত বিষয়ের প্রতি ঘৃণা হইতে এই রসের উৎপত্তি। কুৎসিত বিষয়ই ইহার আলম্বন বিভাব, এবং তজ্জন্য বিকারাদির বর্ণনা উদ্দীপন বিভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা নীলবর্ণ ও মহাকালদৈবত বলিয়া কথিত। শৃঙ্গার রস ইহার বিরোধী। যথা—

"অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগারি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে।"
মেঘনাদ বধ।

(৮) হাস্য রস—কৌতুকজনক কার্য্য বা বাক্য হইতে এই রসের উৎপত্তি। হাস্য ইহার স্থায়ী ভাব। হাস্যোদ্দীপক অঙ্গাদিবিকৃতি ইহার আলম্বন বিভাব এবং তদ্বিষয়ক চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা শুভ্রবর্ণ এবং প্রমথদৈবত বলিয়া কথিত। করুণ ও ভয়ানক রস ইহার বিরোধী। যথা—

"—রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে;
* *
বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?—" মেঘনাদ বধ।
"নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পণখার নাক কাণ কিসে যাবে যোড়া?
অক্ষয় কুমারেরে মেরেছে রামের চরে,
তার স্ত্রী বিধবা হয়ে আছে তোর ঘরে।
যে তোর দারুণ পণ এমন করে কে,
কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে।"
কৃত্তিবাস।

(৯) শান্ত রস—শান্তি বা নির্ব্বেদ হইতে শান্ত রসের উৎপত্তি। শান্তি বা নির্ব্বেদ ইহার স্থায়ী ভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা উত্তমপ্রকৃতি, কুন্দেন্দুকান্তিবিশিষ্ট এবং নারায়ণদৈবত বলিয়া বর্ণিত। শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ও হাস্য রস ইহার বিরোধী। যথা—

"কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,
সাগরতরঙ্গ যথা!" মেঘনাদ বধ।

(১০) বাৎসল্য রস—পুত্রাদির প্রতি স্নেহ হইতে এই রসের উৎপত্তি। স্নেহ ইহার স্থায়ী ভাব। পুত্রাদি ইহার আলম্বন বিভাব, এবং তাহাদের ক্রিয়াদি উদ্দীপন বিভাব। অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার পদ্মগর্ভবৎ কান্তিবিশিষ্ট এবং লোক-মাতৃদৈবত বলিয়া কথিত। যথা—

"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধার হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার।—" মেঘনাদ বধ।

রস—শ্লেষ্মা; স্ফূর্ত্তি, আমোদ। দেশজ। সং।

রসকরা, রসকোরা—চিনির রসে পক্ক নারিকেল-কোরার লাড়ু। দেশজ। সং।

রসকর্পূর—পারদঘটিত কর্পূরাকার ঔষধবিশেষ। সং। [কলিবৎ তিলক। সং।

রসকলি—যুবতী বৈষ্ণবীদিগের ললাটস্থ পুষ্প-

রসগর্ভ—রসাঞ্জন; হিঙ্গুল। রস (পারদ) আছে গর্ভে যাহার, বহু। সং; ক্লী।

রসগোল্লা—চিনির রসে পক্ক বাটা ছানার লাড়ু। দেশজ। সং।

রসগ্রহ—কাব্যাদির রসের স্বাদ কিংবা ভাবের গ্রহণ। ৬তৎ। সং; পুং।

রসঘ্ন—১। রসনাশক। রস শব্দ—হন্ (হনন করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রসঘ্নী। ২। টঙ্কণ, সোহাগা। সং; পুং।

রসজ্ঞ—সামাজিক; রসিক; স্বাদগ্রাহী। রস জানে যে, উপ; রস—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। [তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

রসজ্ঞতা—স্বাদগ্রাহিতা; রসিকতা। রসজ্ঞ+

রসজ্ঞা—১। রসিকা; স্বাদগ্রাহিণী। রসজ্ঞ দেখ। রসজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রসনা, জিহ্বা। সং; স্ত্রী।

রসতড়কা—শিশুর আক্ষেপ-রোগবিশেষ (convulsion)। দেশজ। সং।

রসদ—ভোজ্যদ্রব্যাদি। বৈদেশিক। সং।

রসন—১। আস্বাদন; শব্দকরণ; ধ্বনি। রস্+অনট্ ভা। ২। জিহ্বা; রাস্না। রস্+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

রসনা—১। জিহ্বা। রস্ (আস্বাদন করা)+অন ণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। জ্যোৎস্না; কাঞ্চী, মেখলা; রজ্জু; রাস্না। রস্ (শব্দ করা)+অন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

রসনাগ্র—জিহ্বাগ্র, জিভের আগা। রসনের বা রসনার অগ্র, ৬তৎ। সং; ক্লী।

রসনায়ক—শিব। ৬তৎ। সং; পুং।

রসনালিট্ (—লিহ্)—রসনা দ্বারা লেহনকারী, কুক্কুর। রসনা—লিহ্+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

রসনেন্দ্রিয়—জিহ্বা। রসনের (আস্বাদনের) ইন্দ্রিয়, ৬তৎ। সং; ক্লী।

রসপূর্ণ—রসযুক্ত, সরস; মাধুর্য্যাদি গুণসম্পন্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী রসপ্রিয়া।

রসপ্রিয়—রসজ্ঞ; রসিক। বহু। বিণ; ত্রি।

রসবড়া—গুড়রসে পক্ক বড়া। দেশজ। সং।

রসবড়ী—পারদ-ঘটিত ঔষধ ; বিষ ঔষধ। সং।

রসভঙ্গ—ভাববিচ্ছেদ। ৬তৎ। সং ; পু।

রসভরা—রসপূর্ণ। দেশজ। বিণ।

রসভাষ—সরস ভাষা, রসিকতাপূর্ণ বাক্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রসমঞ্জরী—নায়কনায়িকাভেদক গ্রন্থবিশেষ বৈষ্ণবগণের বাহ্যযন্ত্রবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

রসময়—রসাত্মক ; রসস্বরূপ। রস+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রসময়ী।

রসময় দত্ত—ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রামবাগান দত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে Hogue, Davidson কোম্পানীর আফিসে বুক-কিপার রূপে প্রবেশ করেন। উত্তর কালে ইনি কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী জজের পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসমিতির সেক্রেটারীর কার্য্যও কিছুকাল করিয়াছিলেন। রামবাগান দত্ত বংশের বিশেষত্ব এই যে, ইহার অনেকে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং সকলেই কৃতবিদ্য। রসময় নিজে খ্রীষ্টান ছিলেন না। ইনি পাঁচটী পুত্র রাখিয়া যান।

রসময় মিত্র (রায় বাহাদুর)—১৮৫৯ খৃঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন চানক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলা স্কুল হইতে প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে এফ-এ, বি-এ, এম-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পাঠ শেষ হইলে ইনি হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তৎপরে বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট স্কুলে কার্য্য করিবার পর পরিশেষে কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় শিক্ষাকার্য্যে সুদক্ষ শিক্ষক অল্পই দৃষ্ট হয়। ১৯০৯ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার সুখ্যাতি করিয়া "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৯১৫ খৃঃ ১৩ই নবেম্বর ইনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

রসমরা—শুষ্ক, রসহীন। দেশজ। বিণ।

রসরাজ—পারদ ; রসাঞ্জন ; শ্রীকৃষ্ণ ; রসিকশ্রেষ্ঠ। রসসমূহের রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

রসলদার—অশ্বারোহী সেনার নায়ক। বৈদেশিক। সং।

রসবতী—১। রসবিশিষ্টা ; রসিকা। রসবান্ দেখ। রসবৎ+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রন্ধনশালা। সং ; স্ত্রী।

রসবান্ (–বৎ)—রসবিশিষ্ট ; সরস ; মধুর। রস শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

রসসিন্দুর—পারদজাত ঔষধবিশেষ। রসজাত সিন্দুর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

রসা—১। পৃথিবী ; জিহ্বা ; দ্রাক্ষা ; লতাবিশেষ, পাঠা। রস+অ অস্ত্যর্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। রশা (তাহা দেখ)।

রসাখন—কুক্কুট। উপ ; রসা–খন্ (খনন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

রসাঞ্জন—রস অর্থাৎ পারদজাত কজ্জলবিশেষ, সুর্ম্মা ; ধাতুবিশেষ। রসজাত যে অঞ্জন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

রসাতল—ষষ্ঠ পাতাল ; ভূতল। রসার (পৃথিবীর) তল (অধোদেশ), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রসাত্মক—শৃঙ্গারাদি স্থায়ী ভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

রসাধার—সূর্য্য। রসের (জলের) আধার, ৬তৎ। সং ; পু।

রসাধিক্য—রসবাহুল্য, রসের প্রাচুর্য্য। ৬তৎ। [সং ; ক্লী।

রসান—১। রসযুক্ত করা, সরস করা, আর্দ্র করা। দেশজ ক্রিয়া। ২। অলঙ্কারাদি মার্জ্জিত করিবার ঘর্ষণ-প্রস্তর ; অলঙ্কারাদি বর্ণোজ্জ্বল করিবার নানাদ্রব্যমিশ্রিত জল ; বাক্য সরস করিবার নিমিত্ত সংযোজিত শব্দ ; উৎসাহজনক বাক্য। সং।

রসাভাস—রসতুল্য, অনুচিত বিষয়ে রসবর্ণন, নীচরস। রসের আভাস, ৬তৎ। সং ; পু।

রসায়ন—১। দীর্ঘজীবিতকর ঔষধবিশেষ ; জরা ও ব্যাধিনাশক ভেষজ ["যজ্জরা-ব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।"] ; বিষবিশেষ ; মৃতসঞ্জীবনী ঔষধবিশেষ ; তক্র, ঘোল ; বিদ্যাবিশেষ, যে বিদ্যা দ্বারা রূঢ় পদার্থসমূহের গুণ এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগবিয়োগাদিতে কিরূপ ক্রিয়া ঘটে বা কি প্রকার দ্রব্যাদির উদ্ভব হয় ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া যায় (Chemistry)। রসের (দ্রবদ্রব্যের) অয়ন (গমনাদি) আছে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী। ২। গরুড়। রসের নিমিত্ত অয়ন (গমন) যাহার, বহু। ৩। বিড়ঙ্গ। রসের অয়ন হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

রসায়নফলা—হরীতকী। বহু। সং ; স্ত্রী।

রসাল—১। আম্র ; ইক্ষু ; পনস, কাঁঠাল ; গোধূম ; ইক্ষুবিশেষ। রস–আ–লা (দেওয়া)+ড ক। সং ; পু। ২। রসযুক্ত, সরস। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রসালা।

রসালা—১। রসযুক্তা, সরসা। রসাল দেখ। রসাল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রসনা ; দূর্ব্বা ; পেয়বিশেষ ; দ্রাক্ষা। সং ; স্ত্রী।

রসালাপ—রসপূর্ণ কথোপকথন, সরস আলাপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রসাস্বাদী (–দিন্)—১। রসের আস্বাদনকারী। রস আস্বাদন করে যে, উপ ; রস–আ–স্বাদি+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী রসাস্বাদিনী। ২। ভ্রমর। সং ; পু।

রসি, রশী—রশি (তাহা দেখ)।

রসিক—১। রসজ্ঞ, রসবোধবিশিষ্ট ; স্বাদগ্রাহী। রস+ইক জ্ঞাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রসিকা। ২। অশ্ব ; হস্তী ; সারসপক্ষী। সং ; পু।

রসিকচন্দ্র রায়—প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার ও সঙ্গীত-রচয়িতা। ১২২৭ সালে মাতুলালয় পালাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকমল রায়। দশ বৎসর বয়স হইতেই ইনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। ইনি হরিভক্তিচন্দ্রিকা, কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর, বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলা বিহার, দশমহাবিদ্যাসাধন প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ভিন্ন ইনি যাত্রাওয়ালা, কীর্ত্তনওয়ালা, কবিওয়ালা প্রভৃতিকে অনেক গান বাঁধিয়া দিতেন। ইঁহার প্রণীত একাদশ খণ্ড পাঁচালী ও বহুসংখ্যক গান আছে। সুপ্রসিদ্ধ কবি দাশরথি রায়ের সহিত ইঁহার অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। ১৩০০ সালে ইঁহার দেহান্ত হয়।

রসিকলাল দত্ত, ডাক্তার, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল (Lieut. Col. Dr. R. L. Dutt)—ইনি জাতিতে সুবর্ণবণিক্। হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে ইং ১৮৪৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। রসিকলাল বাল্যে হাবড়ায় থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা লাভ করতঃ মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তিন বৎসর অধ্যয়নের পর তৎকাল-প্রচলিত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। তাহার পর আরও দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু শেষ পরীক্ষা না দিয়াই চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতঃপর কোন ইংরাজ ডাক্তারের পরামর্শে আই, এম্, এস্ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বিলাত গমন করেন। কিন্তু সে বৎসর এ পরীক্ষা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হওয়ায় রসিকলাল এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া এম্, বি পরীক্ষা দেন, এবং উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুদিন পরেই সংবাদ পান যে শীঘ্রই আই, এম্, এস্ পরীক্ষা হইবে। অবিলম্বে ইনি দ্বিতীয় বার বিলাত যান, এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরী লইয়া দেশে আসেন। ইনি ১৮৭৩ অব্দে মেডিকেল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় ইঁহার 'হাতযশের' খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থাগমও হইতে থাকে। ১৯২৪ অব্দে ৪ঠা এপ্রেল ইঁহার মৃত্যু হয়।

রসিকলাল অতিশয় স্বজাতিবৎসল ও স্বজনপালক ছিলেন। শেষ বয়সে নববিধানী মতের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তথাপি বহুসংখ্যক আত্মীয়-

স্বজনকে প্রতিপালন করিতেন, এবং স্বজাতীয়া বিধবাদিগের সাহায্যার্থে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন।

রসিকলাল নিজপত্নী, এক পৌত্র ও দুই পৌত্রী রাখিয়া মহাপ্রস্থান করেন। পৌত্রটির বিবাহ লর্ড সিংহের কন্যার সহিত হইয়াছে, এবং পৌত্রীদ্বয়ের মধ্যে একটীর বিবাহ ডাক্তার করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ও অপরটীর বিবাহ লর্ড সিংহের এক পুত্রের সহিত হইয়াছে।

রসিকা—১। রসজ্ঞা, রসবোধবিশিষ্টা, স্বাদগ্রাহিণী। রসিক দেখ। রসিক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রসনা। ৩। কাঞ্চী, মেখলা। রস্ (শব্দ করা)+ণক ক+আপ্। ৪। ইক্ষুরস। রস+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং: স্ত্রী।

রসিকেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। রসিকগণের বা রসিকাদিগের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

রসিত—১। আস্বাদন; শব্দ; মেঘধ্বনি। রস্ (আস্বাদন করা, শব্দ করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। স্বাদিত; শব্দিত; স্বর্ণাদি দ্বারা খচিত। রস্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

রসিদ—প্রাপ্তিস্বীকারপত্র (receipt)। সং।

রসুই—অন্নপাক, রান্না। দেশজ। সং। [সং।

রসুই-বাস—অন্নপাক ও ভোজন। দেশজ।

রসুন, রশুন, রসোন—মূলবিশেষ, রোস্না, লশুন। [কথিত আছে যে, যৎকালে গরুড় মাতার দাসীত্ব মোচনার্থ ইন্দ্রের নিকট হইতে সুধা হরণ করেন, তৎকালে ঐ সুধার এক বিন্দু ভূতলে পতিত হওয়ায় তাহা হইতে রসুনের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরসবিশিষ্ট, কেবল অম্লরসহীন, তজ্জন্যই ইহা রসোন বা রশুন নামে অভিহিত। ইহা পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পরিপাচক, সারক, কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ভগ্নস্থানসংযোজক, কণ্ঠপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, চক্ষুর্হিতকর, জীর্ণজ্বর, গুল্ম, অরুচি, শ্বাস, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগনাশক। রসুন সেবনকারীর পক্ষে মদ্য, মাংস ও অম্লদ্রব্য অতীব হিতকর]। রস শব্দ+উন। সং; পু।

রসুম, রুসুম—মাশুল; শুল্ক। বৈদেশিক। সং।

রসুল—দূত; ঈশ্বরের দূত। বৈদে। সং।

রসেন্দ্র—পারদ। রসসমূহের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু।

রসোপল—মুক্তা। রস (জল) জাত উপল, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; ক্লী।

রস্য—১। রুধির, রক্ত। রস শব্দ+ক্য ভবার্থে। সং; ক্লী। ২। আস্বাদ্য, আস্বাদযোগ্য। রস্ (আস্বাদন করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি।

রহ—১। গোপনীয় বিষয়। রহ্ (ত্যাগ করা)+অল্ র্ম। ২। সুরত, শৃঙ্গার। রহ+অল্ ভা। সং; পু। ৩। রও, থাক, থাম, সবুর কর। দেশজ। ক্রি।

রহঃ (রহস্)—১। নির্জ্জনে। ব্য। ২। নির্জ্জন; গোপনীয় বিষয়। রম্+অস্ অধি। ৩। সুরত, শৃঙ্গার। রম্+অস্ ভা। সং; ক্লী।

রহস্য—১। গূঢ়তত্ত্ব; তাৎপর্য্য; পরিহাস, কৌতুক। সং; ক্লী। ২। গোপনীয়। রহঃ দেখ। রহস্ শব্দ+ক্য। বিণ; ত্রি।

রহস্যচ্ছলে—কৌতুকচ্ছলে, পরিহাসের ভাব করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

রহস্যজ্ঞ—গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ, যথার্থ তত্ত্বে অভিজ্ঞ। রহস্য—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

রহস্যভেদ—গূঢ়তত্ত্বের উদ্ভেদ, গোপনীয় বিষয় জানিয়া লওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

রহস্যালাপ—পরিহাসপূর্ণ আলাপ, কৌতুকযুক্ত কথোপকথন; গোপনীয় কথাবার্ত্তা। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

রহা—থাকা; থামা; সবুর করা; মানান, শোভা পাওয়া। দেশজ। ক্রি।

রহি—রহিয়া, থাকিয়া। ক, প্র; ক্রি।

রহিত—বর্জ্জিত; পরিত্যক্ত; বিহীন। রহ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

রহিম—পরম কৃপাময় ঈশ্বর। বৈদে। সং।

রহিমতুল্যা মহম্মদ সায়ানী—বোম্বায়ের খোজা সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল বোম্বাই নগরে তাঁহার জন্ম হয়। ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এলফিনষ্টোন কলেজ হইতে এম.এ পাশ করেন। এম এ পাশ তিনিই যে প্রথম মুসলমান, তাই নয়; তাঁহার পরেও ২০ বৎসরের মধ্যে আর কোন মুসলমান বোম্বাই অঞ্চলে এম-এ পাশ করেন নাই। ডিগ্রি পাইবার পর তিনি ঐ কলেজের একজন ফেলো নির্ব্বাচিত হন। তিনি চারি বৎসর উক্ত কলেজে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যাপনা করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মিঃ সায়ানী এল এল-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জাষ্টিস অব দি পীস্ এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। তিনি সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্যও ছিলেন। তা ছাড়া, প্রায়ই তিনি পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সলিসিটর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মিঃ সায়ানী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কেবল সলিসিটর নহে; প্রথম ১৫ বৎসর তিনি ওকালতীও চালাইয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ সায়ানী বোম্বাই কর্পোরেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ রহিমতুল্যা সায়ানী বোম্বায়ের সেরিফ নিযুক্ত হন। ইনিই প্রথম মুসলমান সেরিফ। মিঃ সায়ানী সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদে বোম্বাই প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সভায় তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে মিঃ সায়ানী সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসে যোগ দিতে আহ্বান করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ সায়ানী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯০২ অব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মিঃ সায়ানীর মৃত্যু হয়।

রা—১। দান; গ্রহণ; বিক্রয়। রা (দান করা, গ্রহণ করা)+ক্বিপ্ ভা। ২। ধন; স্বর্ণ। রা+ক্বিপ্ র্ম। সং; স্ত্রী। ৩। শব্দ, বাক্য, কথা। রাব শব্দের অপভ্রংশ।

রাই—এক প্রকার শ্বেতসর্ষপ; রাধা, রাধিকাসুন্দরী। দেশজ। সং। [দেশজ। সং; স্ত্রী।

রাইকিশোরী—নবযুবতী রাধা, রাধিকাসুন্দরী।

রাওলপিণ্ডি—পঞ্জাব প্রদেশের বিভাগ, জেলা ও সহরবিশেষ। গুজরাট, আটক, ঝিলম, সাপুর ও রাওলপিণ্ডি এই পাঁচটি জেলা লইয়া বিভাগটি গঠিত। সুপ্রসিদ্ধ মরি পাহাড় ও তদুপরিস্থ স্বাস্থ্য-নিবাস রাওলপিণ্ডি জেলার মধ্যে অবস্থিত। রাওলপিণ্ডি সহর লে নামক নদীর তীরে বিরাজিত। রাওলপিণ্ডি বিভাগ মুসলমান প্রধান স্থান। এই জেলায় হিন্দুমন্দিরাদি যে একসময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন স্থানে স্থানে বিদ্যমান। তক্ষ নামক তুরাণী জাতি এই স্থান কিছুকাল শাসন করে এবং তক্ষশীলা নামক সহরের প্রতিষ্ঠা করে। পরে স্থানটী মগধরাজের অধীন হয়। গজনীর মামুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ঘক্কর নামক এক অসভ্য জাতি তাঁহাকে বাধা দেয়। ১২০৫ খৃঃ মহম্মদ ঘোরী এই জাতিকে পরাজিত করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য করেন। বাবর সাহ পরে এই স্থান ঘক্করদিগের হস্ত হইতে লইয়া নিজাধিকার-ভুক্ত করেন। কালক্রমে স্থানটি শিখ-শাসনাধীন হয়। ১৮৪৯ খ্রীঃ সমুদয় শিখরাজ্যের সহিত রাওলপিণ্ডি ইংরাজের হস্তে আসে। অধুনা রাওলপিণ্ডি ইংরাজের ভারতস্থ বৃহত্তম সেনানিবাস।

রাঁড়—বিধবা; বেশ্যা; রক্ষিতা বেশ্যা, উপপত্নী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

রাঁড়বাজি—বেশ্যাসক্তি। দেশজ। সং।

রাঁড়-বালতী—বিধবা ও বালপুত্রী কিম্বা অবীরা, নিরাশ্রয়া অবীরা। দেশজ। সং; স্ত্রী।

রাঁড়া—বন্ধ্য বা বন্ধ্যা; ফলহীন (বৃক্ষ)। দেশজ। বিণ।

রাঁড়ী—বিধবা। দেশজ। সং; স্ত্রী। কড়ে রাঁড়ী = বালবিধবা।

রাঁধনী, রাঁধুনী—পাচক বা পাচিকা। দেশজ।

রাঁধা, রান্ধা—রন্ধন করা, পাক করা। দেশজ। ক্রি।

রা-কড়া, রা-কাড়া—শব্দ উচ্চারণ করা, কথা বলা, সাড়া দেওয়া। প্রা, ক। ক্রি।

রাকা—নবঋতুমতী স্ত্রী; পূর্ণিমা তিথি; অঙ্গিরসের কন্যাবিশেষ; রোগবিশেষ; নদীবিশেষ। রা+ক র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

রাক্ষস—১। রক্ষঃসম্বন্ধীয়। রক্ষঃ দেখ। রক্ষস্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাক্ষসী। ২। নিশাচর; বিবাহবিশেষ, বলপূর্ব্বক বিবাহ [বিবাহ দেখ]। সং; পু। ৩। অস্ত্রচিকিৎসা। সং; স্ত্রী।

রাক্ষসী—১। রক্ষঃসম্বন্ধীয়া; রাক্ষস দেখ। রাক্ষস+ঈপ্। ২। নিশাচরী। সং; স্ত্রী।

•রাক্ষসেন্দ্র—লঙ্কেশ্বর রাবণ। রাক্ষসগণের ইন্দ্র (রাজা), ৬তৎ। সং; পু।

রাক্ষা—লাক্ষা, জতু। রক্ষ (রক্ষা করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

রাখা—রক্ষা করা, পালন করা স্থাপন করা, ন্যস্ত করা। ক্রি। রক্ষ্ ধাতুজ।

রাখাল—গোরক্ষক, গোচারণকারী। দেশজ।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—ইনি জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ভট্টপল্লী গ্রামে বশিষ্ঠ দেবের বংশে ১২৩৬ সালের ২৮শে ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা সীতানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট সুপদ্ম ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়া ঊনবিংশ বর্ষ বয়সে ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক যদুরাম সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ১৮৫৮ খৃঃ অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ইনি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বিচারসভায় ইঁহাকে দেখিলে অনেক জিগীষু পণ্ডিতের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ১৮৮৭ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জুবিলী উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ বঙ্গদেশে আটজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপককে ঐ উপাধি দ্বারা প্রথমে ভূষিত করেন। জয়পুরের মহারাজ, • হাতুয়ার মহারাজ কৃষ্ণপ্রতাপসাহী প্রভৃতি ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ইনি ১৩০০ সালের ফাল্গুনমাসে কাশীধামে গিয়া বাস করেন। হাতুয়ারাজ ইঁহার কাশীবাসের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিতেন। কাশীধামেও ইনি ছাত্রবৃন্দকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দান করিতেন। ইনি অদ্বৈতবাদখণ্ডনম্, মায়াবাদনিরাসঃ, তত্ত্বসারঃ, শক্তিবাদরহস্যপ্রকাশঃ, গদাধরন্যূনতাবাদঃ, বিধবোদ্বাহখণ্ডনম্, জীবতত্ত্বনিরূপণম্, প্রভৃতি অনেকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। অনেক দ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত ইঁহার অদ্বৈত-বাদখণ্ডনের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। • ১৯১৩ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারিগণের জন্য বার্ষিক এক শত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিলে ইনি উহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বারাণসীস্থ সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট নতমস্তক ছিলেন। ইনি সুরসিক, অমায়িক ও সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি কবিত্বপূর্ণ ও সরস। বাঙ্গালাতেও ইনি অনেকগুলি লালিত্যপূর্ণ পদ ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ১৩২১ সালে ৩০শে কার্ত্তিক এই ঋষিতুল্য পণ্ডিতচূড়ামণি কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালে ইনি আপনার সমস্ত সম্পত্তি গৃহদেবতার নামে অর্পণ করিয়া যান।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালাদেশের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। অতি অল্প বয়সেই ইনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চায় নিযুক্ত হন। দুইটি বিষয়ে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, প্রত্নলিপিতত্ত্ব (Palaeology) ও মুদ্রাতত্ত্ব (Numismatics)। স্বর্গগত জার্ম্মাণপণ্ডিত ডাক্তার ব্লকের নিকট ইনি প্রত্নলিপিতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এবিষয়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকটও শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ১৯০৮ সালে Indian Antiquary নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে শকাধিকারকাল ও কনিষ্কসম্বন্ধে ইঁহার যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতেই পাশ্চাত্যদেশীয় ভারততত্ত্ববিদ্গণের নিকট ইঁহার প্রতিষ্ঠা হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ এই প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস' নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে শকাধিকারকাল বিষয়ক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত বহুসংখ্যক মৌলিক প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাল, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, আর্কিওলজিকাল সার্ভে রিপোর্ট্ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া স্বদেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ-সমাজে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী ইঁহার রচিত The Palas of Bengal নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। উহাতে বাঙ্গালার পালরাজগণের ইতিহাস-সংক্রান্ত বহু নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত ইঁহার লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ উক্ত নরপতির ইতিহাস-বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বসম্বন্ধে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত ভারতবর্ষে অতীব বিরল। কলিকাতা যাদুঘরের মুদ্রাসংগ্রহশালার যাবতীয় ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। পূর্ব্বে ইনি লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নগরের যাদুঘরে কার্য্য করেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী পরিদর্শকপদে নিযুক্ত আছেন। শুধু ইংরাজীতে নয়, বাঙ্গালাভাষাতেও ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ 'পাষাণের কথা' বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস" বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসসম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহার প্রথম খণ্ডে লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের বাঙ্গালা জয় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে বিবৃত হইয়াছে। ইঁহার 'প্রাচীনমুদ্রা' নামক গ্রন্থে ভারতীয় প্রাচীনমুদ্রাতত্ত্বের বিবরণ অতিশয় পাণ্ডিত্যসহকারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই জাতীয় পুস্তক এযাবৎ বাঙ্গালাভাষায় রচিত হয় নাই। ইনি প্রাচীন ইতিহাসকে মেরুদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়া শশাঙ্ক, ধর্ম্মপাল, করুণা ও ময়ূখ এই চারিখানি সুন্দর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার লিখিত বহুপ্রবন্ধ এখনও প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে। "Origin of the Bengal Alphabet" "Origin of the Kharostri Alphabet", "Date of Nahapana and Chastana" প্রভৃতি ইঁহার রচিত।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পঞ্জাবের নিকট মাহেঞ্জদড়ো এবং হারাপ্পা গ্রাম খননপূর্ব্বক পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বের অট্টালিকা এবং তৎকালীন প্রচলিত নানা বস্ত্র এবং শিল্পসামগ্রী প্রভৃতি উত্তোলন করিয়া জগতের সম্মুখে ভারত সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ অভিনব তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

রাখালরাজ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাখালসুলভ—গোরক্ষকের সহজ প্রকৃতিজাত, যাহা রাখালে সচরাচর দেখা যায়। বিণ।

রাখালিয়া, রাখালে—রাখাল সম্বন্ধীয়, রাখাল-সুলভ, রাখালের। দেশজ। বিণ।

রাখী—রক্ষাকবচ। রাখ্ (শোষণ করা)+অন্ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ঝুলন পূর্ণিমার দিন হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে রাখীবন্ধন প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা হিন্দুজাতির পুরাণশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মকার্য্য। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণের নিমিত্ত রক্ষা (রাখী) রন্ধন করিয়াছিলেন।

রাগ—১। রক্তবর্ণ; রঞ্জক দ্রব্য; লাক্ষা। রন্জ্ (রং করা)+ঘঞ্ ণ। ২। অনুরাগ; প্রীতি, সন্তোষ; ইচ্ছা; উৎসাহ; রঞ্জন; মাৎসর্য্য; দ্বেষ। রন্জ্+ঘঞ্ ভা। ৩। সূর্য্য; চন্দ্র; নৃপ; চিত্তরঞ্জক স্বর, সুর। ণিজন্ত রন্জ্ (=রঞ্জি)+ঘঞ্ ক। ৪। (সঙ্গীত শাস্ত্রে) স্বরবিন্যাসবিশেষ; আদি রাগ ছয়টী—শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ, নটনারায়ণ; মতান্তরে ভৈরব, মালকোষ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী, মেঘ। ...+ঘঞ্ অধি। সং; পু। ৫। ক্রোধ। দেশজ।

রাগচূর্ণ—১। রক্তবর্ণচূর্ণ, আবির। রাগজনক যে চূর্ণ, মপী কর্ম্মধা। ২। কন্দর্প, মদন। রাগ (অনুরাগ) চূর্ণ যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং; পু।

রাগত—রাগযুক্ত, ক্রুদ্ধ। দেশজ। বিণ।

রাগতানলয়—বসন্তাদি রাগ, গীতবাদ্য কাল-ক্রিয়ার পরিমাণরূপ তাল, এবং গীতবাদ্যের সমতা। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

রাগরঙ্গ—অনুরাগজনিত আমোদকর ভঙ্গী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রাগরজ্জু—কন্দর্প, মদন। রাগ (অনুরাগ) হইয়াছে রজ্জু যাহার, বহু। সং; পু।

রাগরাগিণী—বসন্তাদি রাগ ও ভৈরবী রাম-কেলী প্রভৃতি রাগপত্নী [রাগ ও রাগিণী দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

রাগলতা—কামপত্নী, রতি। রাগ (অনুরাগ)-জনিতা লতা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রাগা—রাগ করা, ক্রুদ্ধ হওয়া, বিরক্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

রাগান—ক্রুদ্ধ করা, বিরক্ত করা, ক্ষেপান। দেশজ। ক্রি। [বিণ।

রাগান্বিত—কোপাবিষ্ট, কুপিত, ক্রুদ্ধ। দেশজ।

রাগিণী—১। রাগযুক্তা, ইত্যাদি। রাগী দেখ। রাগিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। (সঙ্গীত শাস্ত্রে) আদি ছয় রাগের পত্নী—প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া সাকল্যে ৩৬টি, ভৈরবী, রাম কেলী, হিন্দোলী, তোড়ী, গান্ধারী, গুর্জ্জরী প্রভৃতি [পরস্পর মিশ্রণে উৎপন্ন অপর স্বর বিন্যাসগুলিও রাগিণী পদবাচ্য]; অনুরক্তা ভার্য্যা; বিদগ্ধা স্ত্রী; মেনকার জ্যেষ্ঠা কন্যা। সং; স্ত্রী।

রাগী (রাগিন্)—১। রাগযুক্ত; অনুরক্ত; কামুক। রন্জ্+ঘিনুণ্ ক; বা রাগ শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী রাগিণী। ২। ক্রোধী, কোপন-স্বভাব। দেশজ। বিণ।

রাঘব—১। রামচন্দ্র; রঘুবংশীয় রাজা; মৎস্য বিশেষ, রাঘববোয়াল। রঘু দেখ। রঘু শব্দ +ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। ২। রঘু-বংশীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাঘবী।

রাঘববাঞ্ছা—রামপ্রিয়া সীতা। রাঘবে বাঞ্ছা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু; অথবা রাঘবের বাঞ্ছা (বাঞ্ছনীয়া), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাঘবায়ণ—রামায়ণ নামক মহাকাব্য। রাঘব (রাম) হইয়াছেন অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু; অথবা রাঘবের (রামের) অয়ন (চরিত), ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাঙ্, রাঙ্গ—দস্তা। রঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

রাংতা, রাঙ্গতা—রাঙ্গের পাতলা পাত। দেশজ। সং। [বিণ।

রাঙা, রাঙ্গা—রক্তবর্ণ, লোহিত, লাল। দেশজ।

রাঙান, রাঙ্গান—রক্তবর্ণ করা, লাল করা। দেশজ। ক্রি। [দেশজ। সং।

রাঙি, রাঙ্গি—ছোট মিহি চালন বা চালনা।

রাঙ্কব—১। রঙ্কুসম্বন্ধীয়। রঙ্কু দেখ। রঙ্কু শব্দ +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাঙ্কবী। ২। পশুরোম-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি। সং; ক্লী।

রাজ—রাজমিস্ত্রী। দেশজ। সং।

রাজক—১। দীপক, দীপ্তিশালী; শাসক। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাজিকা। ২। রাজসমূহ। রাজন্ +কণ্ সমূহার্থে। সং; ক্লী। ৩। রাজা। রাজন্+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। [স্ত্রী।

রাজকন্যা, রাজকুমারী—নৃপতনয়া। ৬তৎ। সং;

রাজকর্ম্ম, রাজকার্য্য—রাজার কাজ, রাজত্ব-সম্বন্ধীয় কাজ, রাজ্যশাসনাদি কার্য্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজকর্ম্মচারী (-চারিন্)—রাজপুরুষ, রাজ কার্য্যনির্ব্বাহক। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

রাজকার্য্য—রাজকর্ম্ম দেখ।

রাজকীয়—রাজসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। রাজক দেখ। রাজক+ীয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

রাজকুমার—নৃপসুত; অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ, কার্য্যে অনুপযুক্ত রাজপুত্র। রাজার কুমার, ৬তৎ। সং; পু।

রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী—১৮৩৯ খৃঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্ব্বাধিকারী বংশে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। ইনি প্রথমে লক্ষ্ণৌ ক্যানিংকলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের ও আইনের অধ্যাপক এবং লক্ষ্ণৌ তালুকদার সমিতির সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। জমিদারী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ইনি যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। কৃষ্ণদাস পালের দেহান্তের পর রাজকুমার হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকার কর্ণধার হন। ইনি বহুদিবস হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পর্কে ইনি রাজনীতিজ্ঞতা, লিপিপটুতা ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঠাকুর আইন" অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইনি একখানি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করেন এবং ইংরাজী ভাষায় হিন্দুর দায়াধিকার সম্বন্ধে একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রচার করেন। "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের রাজদ্রোহের মোকদ্দমার পর কলিকাতায় যে "প্রেস্ এসোসিয়েসন" গঠিত হয়, ইনি তাহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে ইনি কাশীধামে বাস করিতেন। ১৯১১ খৃঃ ৯ই জুলাই বারাণসীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

রাজকুমারী—রাজকন্যা দেখ।

রাজকুল—রাজবংশ; নৃপগণ, কতকগুলি রাজা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজকুললক্ষ্মী—রাজবংশের লক্ষ্মীস্বরূপা ললনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজকুষ্মাণ্ড—বার্ত্তাকু, বেগুন। রাজা (শ্রেষ্ঠ) যে কুষ্মাণ্ড, কর্ম্মধা। সং; পু।

রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার (কাপ্তেন)—১২৩৫ সালে হাবড়া দফরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম মাধবচন্দ্র কর্ম্মকার। কৃষি-কার্য্য করিয়া, ও লোহার কোদাল, কুড়ুল প্রভৃতি গড়িয়া মাধবচন্দ্র সংসার চালাইত। সুতরাং স্কুলের শিক্ষালাভ রাজকৃষ্ণের অদৃষ্টে ঘটে নাই। ইনি কেবল স্বীয় অধ্যবসায় ও তীক্ষ্মবুদ্ধি-প্রভাবে নানা কল কারখানায় কাজ করিয়া উহাদের সম্বন্ধে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। জাহাজ মেরামত, রেলওয়ে এঞ্জিন, বয়লার, পুল, ষ্ট্যাম্প কাগজের কল প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ইনি কামান বন্দুকের কাজ শিখিবার জন্য কাশীপুর ও দমদমার গন্ ফাউণ্ডারীতে (Gun Foundery) প্রবেশ করেন, এবং অল্পকালমধ্যেই এখানকার হেড মিস্ত্রী হন। ১২৭৬ সালে নেপালে কলকারখানা সম্বন্ধে সুদক্ষ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইলে ইনি ১৫০৲ টাকা বেতনে তথায় গমন করেন। এই সময়ে সুরেন্দ্র বিক্রম সা নেপালের রাজা এবং চন্দ্র সমসের জঙ্গ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পূর্ব্বে এখানে

টাঁকশালে মুদ্রাসকল ঢাইসে ফেলিয়া হাতে পিটিয়া প্রস্তুত করা হইত। রাজকৃষ্ণই প্রথম মেসিন আনাইয়া যন্ত্রযোগে মুদ্রা প্রস্তুত করেন। পরে কামান বন্দুক নির্ম্মাণের কারখানায় নিযুক্ত হইয়া আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি আনাইয়া কামান বন্দুক প্রস্তুত করাইতে থাকেন। খাল কাটিয়া একটী ঝরণার জল আনিয়া জলচক্র (Water-Wheel) দ্বারা কল চালাইয়াছিলেন। ১২৮৩ সালে মহারাজের মৃত্যু হয়, রণউদ্দীপ সিংহ রাজপদে আসীন হন। ইহার অল্পদিন পরে রাজকৃষ্ণ কার্য্য ত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কিছুদিন দেশে থাকিবার পর কাবুলের আমীর মহোদয়ের আহ্বানে ইনি ১২ জন কারিকর সঙ্গে লইয়া কাবুলে গমন করেন। আমীর আবদর রহমান ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইঁহার নির্ব্বিঘ্নে ও সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবার বন্দোবস্ত ও ২০০ টাকা বেতন স্থির করিয়া দেন। এখানে ইনিই প্রথম কল বসাইয়া কামান বন্দুকের কার্য্য আরম্ভ করেন। কল চলিবার সময় আমীর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আড়াই বৎসর কার্য্য করিয়া প্রত্যাগমনকালে রাজকৃষ্ণ বাবু আমীরের নিকট একটী উৎকৃষ্ট অটোমেটিক ঘড়ি, একখানি উৎকৃষ্ট গালিচা, একটী অশ্ব এবং দুইশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

কাবুল হইতে ফিরিয়া ইনি নেপালরাজ্যের আহ্বানে ১২৯১ সালে পুনরায় নেপাল যাত্রা করেন। এবার ইনি এখানে নূতন নূতন কল আনাইয়া কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন, এবং একটি কাঠের কারখানা বসান। ইঁহার প্রস্তুত অস্ত্রাদি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ ইঁহাকে কাপ্তেন (Captain) উপাধি এবং বহুমূল্য সুদৃশ্য পাগড়ী উপহার দেন (১২৯৩)। অতঃপর ইনি প্রথমে নেপালে বৈদ্যুতিক আলোক প্রচলিত করেন। তদ্ব্যতীত উন্নত প্রণালীর কামান, কামানের গাড়ী, মেসিন গন্ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। নেপালের যাবতীয় কলকারখানা ইঁহার তত্ত্বাবধানে স্থাপিত।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজকৃষ্ণ প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজ এবং পরে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ ও বি,এল্ উপাধি প্রাপ্ত হন। শিক্ষা-সমাপ্তির পর ইনি জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইনষ্টিটিউসন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কটক কলেজ, বহরমপুর কলেজ প্রভৃতি বহুকলেজে অধ্যাপনা কার্য্য করেন এবং অবশেষে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' একজন প্রধান লেখক ছিলেন। ইঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রসিদ্ধ। ইনি 'মিত্রবিলাপ' নামক একখানি কবিতাপুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ ৪১ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাজকৃষ্ণ রায়—জন্ম ১২৬২ সাল। 'বঙ্গ রঙ্গভূমি'তে ইঁহার রচিত প্রহ্লাদচরিত্র নাটক অতি প্রশংসার সহিত বহুদিন ধরিয়া অভিনীত হয়। ইহার পর ষ্টার থিয়েটারে ইঁহার রচিত নরমেধযজ্ঞ, বনবীর, লয়লা মজনু প্রভৃতি অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। নাটক, উপন্যাস এবং কবিতাপুস্তক প্রভৃতিতে ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইনি অতি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৩০০ সালে ২৮শে ফাল্গুন ইঁহার লোকান্তর হয়।

রাজকোষ—কোষাগার, রাজার বা রাজ্যসংক্রান্ত ধনভাণ্ডার। ৬তৎ। সং; পু।

রাজগি—রাজ্য। মিশ্র শব্দ। সং।

রাজগিরি—মগধদেশান্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ; শাকবিশেষ। সং; পু।

রাজগুরু—রাজার (কিংবা রাজপরিবারের) ইষ্টমন্ত্রদাতা। ৬তৎ। সং; পু।

রাজগৃহ—১। রাজভবন, রাজার বাটী, প্রাসাদ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

২। বিহার প্রদেশে পাটনা বিভাগের অন্তর্গত মগধের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। কানিংহামের মতে ইহাই হুয়েনথসাং কর্ত্তৃক বর্ণিত কুশনগর-পুর স্থানটি মহাভারতোক্ত মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী "গিরিব্রজ" নামেও পরিচিত। মহাভারতবর্ণিত পাঁচটি পাহাড় পুরাতন নগর বেষ্টন করিয়া আছে। নগরের বাহিরের প্রাচীর এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। নূতন নগর ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। নূতন নগরটি "রাজগির" নামে প্রখ্যাত। এই নগর মগধের রাজা অজাতশত্রুর পিতা বিম্বিসার (বা শ্রেণীক) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন নগরের দক্ষিণ দিকে বড় বড় পাথরে ক্ষোদিত অনেক লিপি দৃষ্ট হয়; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা পাঠ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজগৃহে বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেন বলিয়া বৌদ্ধগণের পক্ষে ইহা একটি পবিত্র স্থান।

রাজঘ—রাজহন্তা, রাজার প্রাণনাশক, রাজশ্রেষ্ঠ; উগ্র, তীক্ষ্ণ। রাজন্ (রাজা)—হন্ (বধ করা)+ক ক। বিণ; ত্রি।

রাজচক্রবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—নৃপশ্রেষ্ঠ, সার্ব্বভৌম; সম্রাট্; রাজগণের চক্রবর্ত্তী (সম্রাট্), রাজাদিগের চক্রবর্ত্তী ৬তৎ। অথবা রাজার চক্র (সমূহ)=রাজচক্র, ৬তৎ; তাহাতে বর্ত্তে (থাকে) যে, উপ; রাজচক্র—বৃত্+ণিন্ ক। সং; পু। [৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজচ্ছত্র—রাজার মস্তকোপরি ধৃত ছাতা।

রাজটীকা—রাজ্যাভিষেককালে রাজার ললাটে প্রদত্ত তিলক। রাজসূচিকা টীকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রাজত—রৌপ্যময়, রৌপ্যনির্ম্মিত। রজত শব্দ (রৌপ্য)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

রাজতন্ত্র—রাজার ইচ্ছামত রাজ্যশাসন [শাসনপ্রণালী দেখ]। সং; ক্লী।

রাজতা—রাজত্ব, নৃপত্ব, রাজ্য, রাজপদ। রাজন্ (রাজা)+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

রাজতাল, রাজতালী—গুবাকবৃক্ষ, সুপারীগাছ; বৃহৎ তালবৃক্ষ। তালগণের রাজা=রাজতাল, ৬তৎ; পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

রাজত্ব—রাজ্য, রাজপদ। রাজন্ শব্দ (রাজা)+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

রাজদণ্ড—রাজার হস্তধৃত যষ্টি; রাজদত্ত দণ্ড বা শাস্তি—রাজার দণ্ড, ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজদত্ত—নৃপকর্ত্তৃক অর্পিত, রাজার দেওয়া। রাজা দ্বারা দত্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রাজদন্ত—উর্দ্ধপঙ্ক্তিস্থ মধ্যবর্ত্তী দন্তদ্বয়; সম্মুখস্থ দন্তচতুষ্টয়। দন্তদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

রাজদম্পতী—রাজা ও তৎপত্নী, রাজা ও রাজ্ঞী।

রাজদুহিতা (—হিতৃ)—রাজকন্যা, রাজার মেয়ে। রাজার দুহিতা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজদূত—রাজার বার্ত্তাবাহক বা চর। ৬তৎ। সং; পু। [প্রতিকূলতা। ৬তৎ। সং; পু।

রাজদ্রোহ—রাজার বিরুদ্ধাচরণ; রাজশক্তির

রাজদ্রোহিতা—রাজার বিরুদ্ধাচরণ, রাজবিধির অমর্য্যাদাকরণ। রাজদ্রোহী দেখ। রাজদ্রোহিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

রাজদ্রোহী (—হিন্)—রাজবিরোধী; রাজশাসনের প্রতিকূলাচরণকারী; রাজবিধির উল্লঙ্ঘনকারী। রাজন্—দ্রুহ+ণিন্ ক। বিণ, পু।

রাজদ্বার—রাজার বা রাজবাটীর দরজা; রাজসভা; বিচারালয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজধর্ম্ম—প্রজাপালনাদি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজার ধর্ম্ম, ৬তৎ। সং; পু।

রাজধান—রাজার প্রধান আবাসনগর। রাজন্ (রাজা)—ধা+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

রাজধানিকা, রাজধানী—রাজার বা রাজপ্রতি-

নিধির প্রধান আবাসনগরী; স্কন্ধাবার। রাজধান দেখ। [ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী বৃহৎ শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, যুক্তিকল্পতরু ও বৃহৎ পারাশরীয় শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত আছে]।
রাজধানী—রাজধান+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।
রাজধানিকা—রাজধানী+কণ্ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
রাজন্—১। রাজা দেখ। ২। হে মহারাজ। সম্বোধনপদ। [সং; পু।
রাজনন্দন—নৃপসুত, রাজপুত্র। ৬তৎ।
রাজনন্দিনী—রাজকুমারী, রাজকন্যা। রাজার নন্দিনী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
রাজনয়—রাজনীতি। ৬তৎ। সং; পু।
রাজনামা—পটোল। বহু। সং; পু।
রাজনারায়ণ বসু—কলিকাতার দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। ইনি আশৈশবে বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে হিন্দুকলেজের শেষ পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ হন, এবং বাটীতে মুন্সার নিকট পারস্য ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পরে ১৮৫১ খৃঃ মেদিনীপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং মেদিনীপুরে থাকিবার সময় তথায় যাহাতে সমধিকরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্যোগে মেদিনীপুরে বালিকাবিদ্যালয়, সুরাপান নিবারিণী সভা, ব্যায়ামশালা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ইনি ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ১ম ও ২য় ভাগ, ব্রহ্মসাধন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১ম ও ২য় ভাগ, সে কাল আর একাল প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন। ১৮৬২ খৃঃ ৯ই জুন মাইকেল বিলাত যাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ইহার পাঁচদিন পূর্ব্বে তিনি রাজনারায়ণকে একখানি বিদায়-পত্র লিখেন এবং সেই পত্রমধ্যে "বঙ্গভূমির প্রতি" শীর্ষক কবিতাটি ইঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজনারায়ণ ধর্ম্মপরায়ণ ও সরলচিত্ত ছিলেন। জীবনের শেষভাগে ইনি দেওঘর নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৯০০ খৃঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর বাতরোগে ইনি পরলোকগমন করেন।
রাজনিয়ম—রাজবিধি, রাজার রাজ্যশাসন-প্রণালী, আইন। ৬তৎ। সং; পু।
রাজনীতি—রাজ্য শাসনবিষয়ক নীতিশাস্ত্র; সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায়। রাজার নীতি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
রাজনীতিজ্ঞ—রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, সামদানাদি উপায়বিৎ। রাজনীতি—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।
রাজনৈতিক—রাজনীতি সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক, রাজনীতিজ্ঞ। রাজনীতি+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।
রাজন্য—ক্ষত্রিয়; রাজপুত্র; রাজা; অগ্নি; ক্ষীরিবৃক্ষ। রাজন্ (রাজা)+য সাধু-অর্থে। সং; পু।
রাজন্যক—ক্ষত্রিয়সমূহ। রাজন্য দেখ। রাজন্য শব্দ+কণ্ সমূহার্থে। সং; ক্লী।
রাজন্বান্ (—ন্বৎ)—সুরাজবিশিষ্ট, উত্তমরাজা কর্ত্তৃক শাসিত (দেশ)। রাজন্ (রাজা) +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী রাজন্বতী।
রাজপট্ট—কৃষ্ণবর্ণ মণিবিশেষ; মুকুট; রাজসনন্দ; রাজসিংহাসন। ৬তৎ। সং; পু।
রাজপথ—প্রশস্ত রাস্তা; ৪০ হস্ত বিস্তৃত পথ। পথের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।
রাজপদ—রাজার পদ অর্থাৎ আসন বা আধিপত্য; রাজত্ব। ৬তৎ। সং; ক্লী।
রাজপরিচ্ছদ, রাজবেশ—রাজার পোষাক। ৬তৎ। সং; পু।
রাজপাট—রাজমুকুট; রাজসিংহাসন। রাজপট্ট শব্দের অপভ্রংশ।
রাজপুত—ক্ষত্রজাত জাতিবিশেষ। রাজপুত্র শব্দের অপভ্রংশ। সং; পু। স্ত্রী রাজপুতনী।
রাজপুতানা—উত্তর-মধ্যভারতে ২০টি করদ বা মিত্র রাজ্যের সমষ্টি এই ভৌগোলিক নামে অভিহিত। এই রাজ্যগুলি ইংরাজ রাজ প্রতিনিধির জনৈক "এজেণ্ট" কর্ত্তৃক পরিদর্শিত। ইনি আবু পর্ব্বতে বাস করেন। পরিদর্শন সৌকর্য্যার্থে রাজপুতানা আট ভাগে বিভক্ত,—তিনটি রেসিডেন্সি ও পাঁচটি এজেন্সি। যথা—

(১) মেওয়ার রেসিডেন্সি—প্রধান কার্য্যস্থল উদয়পুর। ইহার অধীনে উদয়পুর, ডুঙ্গারপুর, প্রতাপগড় ও বাঁসওয়ারা।
(২) জয়পুর রেসিডেন্সি—প্রধান কার্য্যস্থল জয়পুর। ইহার অধীনে জয়পুর, কিষণগড় ও লাওয়া।
(৩) পশ্চিম রাজপুতানা রেসিডেন্সি—প্রধান কার্য্যস্থল যোধপুর। ইহার অধীনে যোধপুর, যশল্মির ও সিরোহী।
(৪) বিকানীর এজেন্সি—কার্য্যস্থল বিকানীর।
(৫) আলওয়ার এজেন্সি—কার্য্যস্থল আলওয়ার।
(৬) পূর্ব্ব রাজপুতানা এজেন্সি—প্রধান কার্য্যস্থল ভরতপুর। ইহার অধীনে ভরতপুর, ঢোলপুর ও করৌলী।
(৭) হারাওতি-টঙ্ক এজেন্সি—প্রধান কার্য্যস্থল দেওলী। ইহার অধীনে টঙ্ক, বুন্দি ও সাপুরা।
(৮) কোটা ঝালাওয়ার এজেন্সি—প্রধান কার্য্যস্থল কোটা। ইহার অধীনে কোটা ও ঝালাওয়ার।

রাজপুতানার রাজগণ স্ব স্ব রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করেন, কেবল নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কার্য্যে রেসিডেণ্ট বা এজেণ্টের অভিমত লইতে হয়। আর ভারত-রাজপ্রতিনিধির সহিত রাজকার্য্যসম্বন্ধে পত্র ব্যবহার করিতে হইলে উক্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় করিতে হয়। উপরি উক্ত ২০টি রাজ্যের মধ্যে টঙ্ক মুসলমান নবাব কর্ত্তৃক এবং ভরতপুর ও ঢোলপুর জাঠ রাজদ্বয় কর্ত্তৃক শাসিত। অবশিষ্ট ১৭টি রাজ্যে রাজপুতজাতীয় রাজগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। কিন্তু তাই বলিয়া রাজপুতানা রাজপুতপ্রধান দেশ নহে। সমুদয়ে ৯৭ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে রাজপুতের সংখ্যা ৬০ লক্ষের অধিক নহে। ব্রাহ্মণের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। "ভাট" এই জাতির ভিতরে পরিগণিত হইল। ইহার নিম্নে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বৈশ্য। তাহার নিম্নে জাঠ, গুজর প্রভৃতি কৃষিজীবী। তাহার নিম্নে মিনা, ভীল, মিও প্রভৃতি তথাকথিত "আদিম" নিবাসী। সমুদয় রাজপুতানাবাসিগণের শতকরা ৭২ জন "রাজস্থানী" ভাষা বা ইহার কোন শাখা-ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ভাষা কতকটা গুজরাটীর অনুরূপ।

মুসলমানগণের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে রাজপুতানার ইতিহাস অতি সামান্যভাবেই পাওয়া যায়। গজনীর মহম্মদ যখন ভারত আক্রমণ করেন (১১শ খৃঃ) তখন গুজরাটের শোলাঙ্কিগণ, আজমীরের চৌহানগণ ও কনৌজের রাঠোরগণ প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন। সেই সময়ে গিলট বংশ মেওয়ারে এবং কাছোওয়া বংশ জয়পুরের সমীপবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই গিলট বংশের অন্যতম শাখা শিশোদীয় বংশ এখনও মেওয়ার এবং কাছোওয়া বংশ জয়পুর রাজ্যের নরপতিস্বরূপে অধিষ্ঠিত আছে। মুসলমান আক্রমণে ও অন্তর্বিরোধে রাজপুতানা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজপুতানা পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হয়, কিন্তু ১৫২৭ খৃঃ ফতেপুর শিক্রির যুদ্ধে বাবর সাহ আবার উহাকে বিধ্বস্ত করেন। আকবর সাহ, শিশোদীয় বংশ ব্যতীত প্রায় সমস্ত রাজপুতকে বশীভূত বা ভয়চকিত করিয়া রাখেন। ১৬১৬ খ্রীঃ শিশোদীয় বংশ জাহাঙ্গীর বাদসাহের বশতাপন্ন হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রবল হইয়া উঠে। তাহার উপর নাদির

সাহের আক্রমণের ফলে রাজপুতানা হতবল হইয়া পড়ে। ১৭৬৫ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ আজমীর অধিকার করেন। ভারতশাসন-কর্ত্তা লর্ড ওয়েলেস্‌লী ও প্রধান সেনাপতি লর্ড লেকের সহায়তায় রাজপুতানা মহারাষ্ট্র-হস্ত হইতে রক্ষা পায়। ১৮১৭ খৃঃ পিণ্ডারীগণ রাজপুতানা আক্রমণ করিলে, ইংরাজ উহাদিগকে দমন করেন, এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া উহাদিগের অধিনায়ক আমীর খাঁকে টঙ্করাজ্য প্রদান-পূর্ব্বক ঐ রাজ্যের নবাব পদে অধিষ্ঠিত করেন। পরবৎসরে রাজপুতানার অপর অপর সামন্ত রাজগণ ইংরাজের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। মহারাষ্ট্র-অধিনায়ক সিন্ধিয়া আজমীর জেলা ইংরাজকে প্রদান করেন। রাজপুতানার মধ্যে অবস্থিত আজমীর জেলা মেরওয়ারা জেলার সহিত সংযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছে।

রাজপুত্র—নৃপনন্দন ; বুধগ্রহ ; করণকন্যাতে ক্ষত্রজাত জাতিবিশেষ, রাজপুত বা রজপুত ; অম্বষ্ঠকন্যাতে বৈশ্যজাত জাতিবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজপুত্রিকা—নৃপসুতা, রাজকন্যা ; শরালি পাখী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজপুত্রী—নৃপনন্দিনী, রাজকন্যা ; রেণুকা ; মালতী লতা ; কটুতুম্বী ; রাজরীতি ; ছুছুন্দরী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

রাজপুর—রাজবাটী, রাজগৃহ। ৬তৎ। সং ;

রাজপুরপ্রবেশ ন্যায় —ন্যায় দেখ। [স্ত্রী।

রাজপুরী—রাজভবন, রাজবাটী। ৬তৎ। সং ;

রাজপুরুষ—রাজকর্ম্মচারী ; শান্তিরক্ষক। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

রাজপ্রসাদ—রাজার প্রসন্নতা, রাজার অনুগ্রহ।

রাজপ্রাসাদ—রাজভবন, রাজার অট্টালিকা। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজফল—পটোল। ফলের রাজা, ৬তৎ ; কিংবা রাজা (শ্রেষ্ঠ) যে ফল, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

রাজবালা—রাজকন্যা, নৃপনন্দিনী। রাজার বালা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজভক্ত—রাজার প্রতি ভক্তিযুক্ত, রাজার প্রতি অনুরক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রাজভক্তি—রাজার প্রতি ভক্তি, রাজার উপর সম্মানযুক্ত অনুরাগ। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজভয়—১। রাজার ভয়, রাজার নিজের শঙ্কা বা ত্রাস। ৬তৎ। রাজাকে ভয়। রাজা হইতে ভয়। ৫তৎ। সং ; পু।

রাজভবন—রাজগৃহ, রাজবাটী, প্রাসাদ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজভাষা—রাজার বা রাজজাতির ব্যবহৃত ভাষা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজভূষা—রাজার পরিচ্ছদাদি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজভৃত্য—রাজার পরিচারক, রাজবাটীর কিঙ্কর বা চাকর। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজভোগ—রাজার উপযুক্ত ভোগ্য বস্তু, রাজোচিত সুখ। রাজ যোগ্য ভোগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রাজমণ্ডল—দ্বাদশবিধ রাজা, যথা—অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, বিজিগীষুর পুরঃসর এই পাঁচ, ও পার্ষ্ণিগ্রহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহসার, আক্রন্দাসার এই চারি, আর বিজিগীষুর পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং বিজিগীষু—মধ্যম ও উদাসীন এই তিন সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ। রাজাদিগের মণ্ডল (সমূহ), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; পু

রাজমন্ত্রী (—মন্ত্রিন্) রাজামাত্য, রাজার সচিব।

রাজমহল—বিহার-উড়িষ্যাপ্রদেশে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মহকুমা ও সহর। পূর্ব্বে স্থানটির নাম ছিল "আকমহল"। উড়িষ্যা বিজয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে মোগল সেনাপতি মানসিংহ এই স্থানটিকে বঙ্গরাজ্যের রাজধানীস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৫৯২ খৃঃ)। উত্তরকালে রাজধানী ঢাকায় লইয়া যাওয়া হয়। অধুনা রাজমহল কতকগুলি মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহের সমষ্টিমাত্র। ইহাকে এখন একটি গ্রাম ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। এই গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ মাইল ব্যাপিয়া প্রাচীন রাজধানীর নিবিড় জঙ্গলাবৃত ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। জুম্মা মসজিদ্, সা সুজার ও মীরকাসীমের প্রাসাদ, ফুল-বাড়ী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ রাজমহলের পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজমহল পাহাড় বিন্ধ্যগিরির অংশবিশেষ নহে, উহা স্বতন্ত্র পাহাড়। রাজমহল "পাহাড়িয়া" নামধেয় আদিম জাতির বাসভূমি। উত্তর কালে সাঁওতালগণও এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে।

রাজমহিষী—রাজার কৃতাভিষেকা পত্নী, রাজার প্রধানা বা বিবাহিতা স্ত্রী ; রাজ্ঞী মাত্র। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজমার্গ—১। রাজপথ। মার্গের (পথের) রাজা, ৬তৎ। ২। রাজপদ্ধতি। রাজার মার্গ (পদ্ধতি), ৬তৎ। সং ; পু।

রাজমাষ—মাষকলায়বিশেষ, বরবটি। মাষের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু। [দেশজ। সং।

রাজমিস্ত্রী—ইটপাথর গাঁথিয়া গৃহ নির্ম্মাণকারী।

রাজমুকুট—রাজার শিরোভূষণ, রাজার মাথার পাগড়ী। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজযক্ষ্মা (—যক্ষ্মন্)—ক্ষয়রোগবিশেষ, যক্ষ্মা। যক্ষ্মার রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

রাজযোটক—বিবাহে যোগবিশেষ। বর ও কন্যার এক রাশি হইলে, অথবা উভয়ের বৃষ ও বৃশ্চিক, কর্কট ও মকর, কন্যা ও মীন রাশি হইলে, কিংবা চতুর্থ দশম বা তৃতীয় একাদশ হইলে রাজযোটক হয়। রাজযোটক যোগ হইলে গ্রহবৈরিতা, তারাশুদ্ধি, গণদোষ, বর্ণদোষ বা নাড়িদোষ প্রভৃতি কোন দোষ হয় না।

রাজযোগ্য—রাজার উপযুক্ত, রাজোচিত ; মহৎ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রাজরক্ত—রাজার শোণিত। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজরঙ্গ—রজত, রৌপ্য। রঙ্গের রাজা, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজরাজ—চন্দ্র ; কুবের ; সম্রাট্, একচ্ছত্র রাজা। রাজাদিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

রাজরাজেশ্বর—১। সম্রাট্, সার্ব্বভৌম। রাজরাজ দেখ ; রাজরাজগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রী রাজরাজেশ্বরী। ২। শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]।

রাজরাজেশ্বরী—১। সম্রাজ্ঞী। রাজরাজগণের ঈশ্বরী, ৬তৎ। ২। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক মহাবিদ্যা ; ভুবনেশ্বরী। সং ; স্ত্রী।

রাজরীতি—১। রাজার পদ্ধতি বা প্রথা। রাজার রীতি (প্রথা), ৬তৎ। ২। পিত্তলবিশেষ। রীতি (পিত্তল) দিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজর্ষি—রাজা অথচ ঋষি, যিনি রাজা হইয়াও ঋষিবৎ আচরণ করেন অর্থাৎ যিনি রাজত্ব করিতে করিতে ঋষির ন্যায় তত্ত্বালোচনা করেন, কেবল সাংসারিকতায় তন্ময় থাকেন না [ঋষি দেখ] ; রাজশ্রেষ্ঠ। রাজাও যিনি ঋষিও তিনি ; কর্ম্মধা। সং ; পু। [স্ত্রী।

রাজলক্ষ্মী—রাজশ্রী ; রাজশোভা। ৬তৎ। সং ;

রাজবংশ—রাজকুল। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজবংশী—জাতিবিশেষ। রাজবংশ্য শব্দের অপভ্রংশ। সং। [ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

রাজবংশীয়—রাজকুলজাত। রাজবংশ+ঈয়

রাজবংশ্য—১। রাজবংশজাত। রাজবংশ শব্দ+য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। জাতিবিশেষ, রাজবংশী। সং ; পু।

রাজবর্ত্ম (—বর্ত্মন্)—রাজপথ। বর্ত্মের (পথের) রাজা, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজবলা—গন্ধভাদালিয়া লতা, গাঁধাল। বলার রাজা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজবল্লভ (রাজা)—ইনি জানকীরামের পৌত্র ও রাধাবল্লভ বা দুর্লভরামের পুত্র। জানকীরাম আলিবর্দ্দী খাঁর অনুগ্রহে "দেওয়ান-ই-তন্" যুদ্ধবিভাগের প্রধান মন্ত্রী এবং শেষে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে ইনি পাটনার প্রতিনিধি হন। ইঁহার পুত্র দুর্লভরাম আলিবর্দ্দীর এবং পরে সিরাজের যুদ্ধবিভাগের প্রধান দেওয়ান ছিলেন।

ইনি পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের রাজ্যচ্যুতির অন্যতম নেতা। রাজবল্লভ এই দুর্লভরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার সহায়তায় ইনি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পিতাপুত্রে ক্লাইবের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্লাইব ইঁহাদিগের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। দুর্লভরাম যখন সপরিবারে কলিকাতায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তখন ক্লাইব মুর্শিদাবাদের তৎকালীন রেসিডেণ্ট হেষ্টিংস সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে, "উপযুক্ত অনুচরাদির সহিত রাজার পরিবারবর্গকে পাঠাইয়া দিবে। রায়দুর্লভ ও ইংরেজ এই উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ করি তুমি জান না। আমরা রাজা ও তদীয় পরিবারবর্গের রক্ষণার্থ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী।" কোম্পানীর আমলেও রাজবল্লভ খালসার রাই রায়ান অর্থাৎ দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ৭০১৭ নং রেভিনিউ বোর্ডের পত্রে দেখা যায় যে রাজবল্লভের বিধবা পত্নী, পতির কার্য্যের ও স্বীয় বৈধব্যজনিত অসহায় অবস্থার উল্লেখ করিয়া পেনসন্ চাহিয়াছিলেন।

রাজবাটী, রাজবাড়ী—রাজভবন, রাজার আলয়, প্রাসাদ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজবান্ (–বৎ)—রাজযুক্ত (দেশ)। রাজন্ (রাজা)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,–তী।

রাজবিদ্রোহ—রাজার বিরুদ্ধাচরণ, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাজবিদ্রোহী (–হিন্)—রাজার বিরুদ্ধাচারী, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী। রাজার বিদ্রোহী, ৬তৎ; কিংবা রাজবিদ্রোহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,–দ্রোহিণী।

রাজবিধি—রাজার নিয়ম, আইন। রাজকৃত বিধি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রাজবিপ্লব—প্রচলিত রাজ্যশাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন; রাজবিদ্রোহ। ৬তৎ। সং; পু।

রাজবৃক্ষ—পিয়ালবৃক্ষ; সোঁদালি গাছ; লঙ্কাসিজু। বৃক্ষদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

রাজবৃত্ত—১। ন্যায়সম্মত উপায়ে অর্থের উপার্জ্জন, বৃদ্ধি, রক্ষা ও সৎপাত্রে দান। বৃত্তের রাজা, ৬তৎ। ২। রাজার চরিত্র। রাজার বৃত্ত, ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজবেশ—রাজপরিচ্ছদ, রাজার উপযুক্ত সাজসজ্জা। ৬তৎ। সং; পু।

রাজশক্তি—রাজকীয় ক্ষমতা, রাজার সৈন্যাদি বল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজশফর—ইলিশমাছ। শফরের (পুঁটিমাছের) রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

রাজশেখর—প্রাচীন কবি ও নাট্যকার। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতির পরই ইঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। অনুমান খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র দেশ; কারণ, ইঁহার নাটকে দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ প্রদেশের অতি সুনিপুণ, সুশৃঙ্খল বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজশেখর শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত যাযাবরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যাযাবর বলিতে আহিতাগ্নি কিংবা ঐরূপ একশ্রেণীর পবিত্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থ বুঝায়। রাজশেখরের প্রপিতামহের নাম অকালজলদ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। রাজশেখরের পিতার নাম দুর্দুক ও মাতার নাম শীলবতী ছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে, রাজশেখর সর্ব্বসমেত ছয়খানি সুবৃহৎ নাটক রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে মাত্র চারিখানির পরিচয় পাওয়া যায়, (১) কর্পূরমঞ্জরী, (২) বিদ্ধশালভঞ্জিকা, (৩) বালভারত ও (৪) বালরামায়ণ। কর্পূরমঞ্জরী নাট্যসাহিত্যে সট্টক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এবং চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার আখ্যানভাগ রত্নাবলী বা মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায়। বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা একখানি নাটিকা। কান্যকুব্জ-রাজ মহেন্দ্রপাল রাজশেখরের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই পুত্র মহীপালের অনুরোধে রাজশেখর দুই অঙ্কে বালভারত নাটকখানি রচনা করেন। বালরামায়ণ দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ সুবৃহৎ নাটক আর দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক তাড়কাবধার্থ রাম লক্ষ্মণকে লইয়া যাওয়া হইতে রাবণ-বধের পর রামলক্ষ্মণসীতার অযোধ্যা-প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আখ্যায়িকাংশ বাল্মীকিকৃত রামায়ণ হইতে অনেকটা বিভিন্ন। [সং; স্ত্রী।

রাজশ্রী—রাজলক্ষ্মী; রাজার শোভা। ৬তৎ।

রাজস—১। রজোগুণময়, রজোগুণপ্রধান। রজস্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাজসী। ২। খ্যাতিজনক কর্ম্ম, অর্থাৎ মানসম্ভ্রমলাভার্থ দম্ভবশতঃ যে কর্ম্ম করা যায়। সং; ক্লী। [ক্লী।

রাজসদন—রাজভবন, প্রাসাদ। ৬তৎ। সং;

রাজসভা—রাজার পরিষৎ, রাজদরবার; রাজসমাজ; সিংহাসনস্থ রাজার সম্মুখীন সমস্ত লোকজন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজসম্পৎ (–সম্পদ্)—১। রাজার ঐশ্বর্য্য। ৬তৎ। ২। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রাজসর্ষপ—রাইসরিষা। সর্ষপদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু। [দীর্ঘ হয়। দেশজ। সং।

রাজসাপ—বিষধর সর্পবিশেষ, চারি হাত পর্য্যন্ত

রাজসাযুজ্য—রাজত্ব, রাজ্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজহংস—ময়ূর। সারসদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

রাজসাহী—বঙ্গপ্রদেশের বিভাগ ও জেলাবিশেষ। রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ, দার্জ্জিলিঙ্গ ও জলপাইগুড়ি—এই আটটি জেলা লইয়া বিভাগটি গঠিত। ১৭৬৫ খৃঃ অঃ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তখন নাটোরের মহারাজ রামজীবনের সহিত তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ হন। তাঁহার জমীদারীর নাম ছিল রাজসাহী। সে জমীদারী পশ্চিমে ভাগলপুর হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বে ঢাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত "নিজচাকলা রাজসাহী"ও উক্ত জমীদারীভুক্ত ছিল। জমীদারীর বিস্তৃতি ছিল ১২৯০৯ বর্গ মাইল, এবং আয় ছিল সিক্কা ২, ১০২, ৪০০ টাকা। জমীদারীর অতি বিস্তৃতিবশতঃ রাজস্ব আদায় এবং শাসনসম্বন্ধে পদে পদে ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। ইহার অল্পকাল পরে, জমীদারীটী সুবিখ্যাতা রাণী ভবানীর শাসনাধীন হয়। ইংরাজ ইঁহার হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ভার গ্রহণ করিয়া খাসে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন; জমীদারীর কতক অংশ ইজারাও দিলেন। দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে (১৭৯০ খৃঃ) রাণীভবানীর দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ বাৎসরিক সিক্কা ২,৩২৮,১০১ টাকা রাজস্ব প্রতিশ্রুত হইয়া ইংরাজের নিকট জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিন্তু আদায়ের শৈথিল্যবশতঃ ইঁহার জমীদারী ক্রমে ক্রমে নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, এবং কলিকাতা ও অপরাপর স্থানের ধনীরা ও তাঁহারই শৈথিল্য-পুষ্ট কর্ম্মচারীরা সেই সকল জমীদারী কিনিয়া লন। ইহাতে জমীদারীর আয়তন বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া যায়। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য ইংরাজ সময়ে সময়ে জমীদারীটি কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করিয়া লন। রাজসাহী বিভাগের ও জেলার প্রধান কার্য্যস্থল রামপুর বোয়ালিয়া।

রাজসিংহ—১। সিংহতুল্য বিক্রমশালী রাজা, অতিপরাক্রান্ত নরপতি। রাজা সিংহপ্রায়, উপমিত। সং; পু।

২। মিবারের প্রসিদ্ধ রাণা। প্রতাপসিংহের পরই ইঁহার বীরত্ব ও মহত্ত্বের কাহিনী ইতিহাসে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। আওরঙ্গজেব আকবর কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিলে রাজপুতানার অন্যান্য রাজারা তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন, কেবল রাজসিংহই তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। আওরঙ্গজেব বিপুল

বাহিনী সমভিব্যাহারে ইঁহাকে দমন করিতে গিয়া ইঁহার হস্তে যথেষ্ট নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাজসিক—রাজস, রজোগুণময়, রজোগুণ-প্রধান। রজঃ দেখ। রজস্+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাজসিকী।

রাজসী—১। রজোগুণময়ী; রজোগুণসম্বন্ধিনী। রাজস দেখ। রাজস+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রজোগুণময়ী দুর্গা। সং; স্ত্রী।

রাজসূয়—সামবেদবিহিত সম্রাটের কর্ত্তব্য যজ্ঞ-বিশেষ, এই যজ্ঞে অধীন ও সামন্ত রাজারা আসিয়া ভৃত্যোচিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যথা—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের পদপ্রক্ষালনের ভার লইয়া-ছিলেন। রাজন্ (রাজা)-সূ (প্রসব করা)+ক্যপ্ অধি। সং; পু বা ক্লী।

রাজসেবা—রাজার পরিচর্য্যা; চাকুরি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজস্ব—রাজার প্রাপ্য অর্থ অর্থাৎ রাজকর। রাজপ্রাপ্য স্ব (ধন), মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রাজস্বসচিব—রাজকরসংক্রান্ত অমাত্য; রাজার বা রাজ্যের আয়ব্যয়বিষয়ক প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী। ৬তৎ। সং; পু।

রাজহংস—১। রক্তবর্ণ চঞ্চু ও চরণযুক্ত শুক্লবর্ণ হংস, রাজহাঁস; কলহংস। হংসগণের রাজা, ৬তৎ। ২। রাজশ্রেষ্ঠ। রাজা হংস-তুল্য (অর্থাৎ যে রাজা হংসের ন্যায় কেবল সারভাগ গ্রহণ করেন), উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু। [রাজার হত্যা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজহত্যা—রাজার প্রাণনাশ (regicide)।

রাজহন্তা (–হন্তৃ)—রাজার প্রাণনাশক (regicide)। রাজার হন্তা, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী রাজহন্ত্রী।

রাজহস্তী (–হস্তিন্)—১। রাজার গজ; রাজবাটীর হাতী। রাজার হস্তী, ৬তৎ। ২। শ্রেষ্ঠহস্তী, করিবর। হস্তীদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

রাজহাঁস—রাজহংস শব্দের অপভ্রংশ।

রাজা (রাজন্)—নৃপতি, ভূপতি; প্রভু; ক্ষত্রিয়; ইন্দ্র; চন্দ্র; যক্ষ; (অন্য শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। [আদৌ পৃথুই রাজা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন]। রাজ্+কনিন্ ক। সং; পু। স্ত্রী রাজ্ঞী।

রাজা—বিরাজ করা, দীপ্তি পাওয়া, শোভা পাওয়া। রাজ্ ধাতুজ। ক, প্র। ক্রি।

রাজাজ্ঞা—রাজার আদেশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজাদন—কিংশুক বৃক্ষ; পিয়াল গাছ। রাজার অদন (ভোজন) যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

রাজাদেশ—রাজার আজ্ঞা, রাজার হুকুম। ৬তৎ। সং; পু।

রাজাধিরাজ—রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্। রাজা-দিগের অধিরাজ, ৬তৎ। সং; পু।

রাজানুকম্পা—রাজার অনুগ্রহ, রাজার কৃপা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

রাজানুগৃহীত—রাজার অনুকম্পাপ্রাপ্ত। ৬তৎ।

রাজানুগ্রহ—রাজার কৃপা। ৬তৎ। সং; পু।

রাজানুচর—রাজভৃত্য; রাজার অনুগামী লোক। ৬তৎ। সং; পু।

রাজানুজীবী (–বিন্)—রাজার অনুগ্রহে জীবনধারণকারী; রাজানুচর; রাজভক্ত; রাজসেবক। রাজার অনুজীবী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—জীবিনী।

রাজানুমোদিত—রাজসম্মত, রাজার মঞ্জুরী ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

রাজান্তঃপুর—রাজার অন্দরমহল। ৬তৎ।

রাজার্হ—১। রাজযোগ্য, রাজার উপযুক্ত, রাজোচিত। রাজার অর্হ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাজার্হা। ২। অগুরু। সং; ক্লী।

রাজালাবু—স্বাদু তুম্বী, মিঠা লাউ। রাজা (শ্রেষ্ঠ) যে অলাবু, কর্ম্মধা; কিংবা অলাবুদিগের রাজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজাবলি,—বলী—রাজশ্রেণী, রাজপরম্পরা, রাজবংশ। রাজাদিগের আবলি বা আবলী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজাসন—রাজার বসিবার পীঠ, সিংহাসন

রাজি, রাজী—১। শ্রেণী, সারি; রেখা। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ই ক; বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। সম্মত, ইচ্ছুক বৈদেশিক। বিণ।

রাজিকা—শ্রেণী, সারি; রেখা; ক্ষেত্র; রাই সরিষা। রাজি+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

রাজিত—দীপিত, শোভিত। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

রাজিল—জলব্যাল, ঢোঁড়া। রাজি শব্দ+ল।

রাজী—রাজি দেখ।

রাজীব—১। মৎস্যবিশেষ; মৃগবিশেষ; হস্তি-বিশেষ; পক্ষিবিশেষ, সারস। রাজী (শ্রেণী)+ব অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। পদ্ম। সং; ক্লী। ৩। রাজোপজীবী; রাজানুগ। রাজন্ (রাজা)—জীব (বাঁচা)+অন্ ক, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাজীবা।

রাজীবলোচন—১। কমলনয়ন, পদ্মনেত্র। রাজীবতুল্য লোচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শ্রীরামচন্দ্র। সং; পু।

রাজীবলোচন রায়—১৮৫৭ খৃঃ ঢাকা জেলার অন্তর্গত তিলিগামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামলোচন রায়। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ—উপাধি দত্ত; নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজীবলোচন বাল্যকালে কলিকাতার মাদ্রাসায় পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। পাঠ সমাপনান্তে মুর্শিদাবাদের ফৌজদারী আফিসে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে কাশীমবাজারের মহারাজ কৃষ্ণনাথ রায় তাঁহাকে রংপুরের মোক্তার নিযুক্ত করেন। তথায় কয়েক বৎসর মোক্তারী করিবার পর তুষভাণ্ডারের ভূম্যা-ধিকারী রায় রমণীমোহন রায়চৌধুরী মহা-শয়ের বিষয়-সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৪৪ খৃঃ মহারাজ কৃষ্ণনাথ নন্দী কলি-কাতায় আত্মহত্যা করেন। তিনি মৃত্যুকালে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে উইল করিয়া যান। সে জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যে মোকদ্দমা করেন, তাহার পরিচালনের ভার রাজীবলোচনের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি প্রভূত পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য্য করিয়া সেই মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। অতঃপর রাজীবলোচন মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৪৭ খ্রীঃ মহারাণী স্বর্ণময়ী যখন কাশীমবাজারের অধীশ্বরী হন, তখন অনেক টাকা ঋণ ছিল, কিন্তু সুদক্ষ দেওয়ান রাজীবলোচনের তত্ত্বাবধানে অল্প দিনেই উহা পরিশোধ হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি সুশিক্ষিত, দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। ইঁহার দানশক্তি বিলক্ষণ ছিল। ইনি মৃত্যুকালে যে উইল করিয়া যান, তাহাতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি স্থাপন জন্য ১২,০০০ টাকা এবং বহরমপুর কলেজে নিজ নামে পঞ্চাশ টাকার একটি বৃত্তিস্থাপন জন্য ১৫,০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮১ খৃঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর ইনি কলেবর পরিত্যাগ করেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—'কৃষ্ণচন্দ্রচরিত' নামক গ্রন্থের লেখক। ১৮০১ খ্রীঃ ইনি কৃষ্ণচন্দ্রচরিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ১৮১১ খ্রীঃ উহা লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হয়।

রাজেন্দ্র—শ্রেষ্ঠ রাজা; সম্রাট্। রাজাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, ৭তৎ। সং; পু।

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (রায় বাহাদুর)—১৭৮১ শকে ফাল্গুন মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নবীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আহিরী-টোলা বঙ্গবিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তথা হইতে ক্রমে এম, এ পরীক্ষা দিয়া সুবর্ণপদক ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকি-

রাই রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়া দশ হাজার টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া ১৮৮৬ খৃঃ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুবাদক কার্য্যালয়ে দ্বিতীয় সহকারীর পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং পরে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ হন। উত্তরকালে উক্ত গভর্ণমেণ্টের প্রধান বাঙ্গালা অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ দক্ষ, এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ন্যায়দর্শনের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। হিন্দুধর্ম্মে এবং ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপে ইনি সবিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। কলিকাতায় "সাহিত্য-সভার" সম্পাদকরূপে ইনি ঐ সভার ও বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৩ খ্রীঃ ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ খৃঃ এপ্রেল মাসে ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

রাজেন্দ্র দত্ত—কলিকাতা বহুবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র। ইঁহার পিতার নাম পার্ব্বতীচরণ দত্ত। ১৮১৮ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কিছুদিন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বাড়ীতে একটি ঔষধালয় স্থাপন করেন এবং ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ ডাক্তার বেরিণী (Dr. Berigny) কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রণালীর চিকিৎসা বিস্তার করেন। হোমিওপ্যাথির প্রচারকল্পে ইনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ইঁহারই উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথি ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথি ধরিয়াছিলেন। অতুল পৈতৃকসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও রাজেন্দ্র বাবু সাতটি হৌসের মুৎসুদ্দি ছিলেন এবং এইরূপে নিজেও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরহিতার্থে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া ইনি দেউলিয়া হইয়া পড়েন। তথাপি ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতার হ্রাস হয় নাই। ইনি ১৮৫৪ খৃঃ সিন্দুরিয়া পটীর গোপাললাল মল্লিকের বিশাল অট্টালিকায় হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ নামে একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। কাপ্তেন ডি. এল, রিচার্ডসন এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই কলেজ কয়েক বৎসর মাত্র চলিয়াছিল। ইহার জন্ত রাজেন্দ্র বাবুকে অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, নীলমণি দে ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মনীষী বাঙ্গালী এই কলেজে শিক্ষালাভ করেন। রাজেন্দ্রবাবু পৌত্তলিকতা মানিতেন না। তখনকার দিনে বহু পাশ্চাত্য মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের ন্যায় অগাষ্ট কোমট্ প্রচলিত প্রত্যক্ষবাদ এবং হিতবাদই ইঁহার ধর্ম্মমত ছিল। ১৮৮৯ খৃঃ ইঁহার দেহাবসান হয়।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (স্যার)—১৮৫৪ খ্রীঃ জুনমাসে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার অধীন ভাবলা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হইলে আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি প্রথমে তিন সহস্র টাকা মূলধনে একজন অংশীদারের সহিত ঠিকাদারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ক্রমে একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদার হইয়া উঠেন। অতঃপর কলিকাতা সহরের জলের কলের বড় বড় কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময় মার্টিন কোম্পানীর সহিত একযোগে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে উক্ত কোম্পানীর একজন প্রধান অংশীদার মধ্যে পরিগণিত হয়েন। ১৯০১ খ্রীঃ ইনি প্রথম বার বিলাত যান। ১৯১১ খ্রীঃ ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া K. C. I. E. উপাধি দান করিয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহার ন্যায় মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি কোন বাঙ্গালীর নাই। ১৯১২ খ্রীঃ জুলাই মাসে স্যার রাজেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। তথাকার ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় ইঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইনি নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমানে বার্ণ কোম্পানী (Burn & Co) ইঁহারা খরিদ করিয়া লইয়াছেন।

রাজেন্দ্র মল্লিক (রাজা বাহাদুর)—ইনি কলিকাতার সুবিখ্যাত নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র। ১৮১৯ খ্রীঃ ২৪শে জুন রাজেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন নীলমণি লোকান্তরিত হন। তাঁহার বিধবা পত্নীর সহিত বৈষ্ণবদাস মল্লিকের বিষয়ঘটিত মোকদ্দমা হয়। রাজেন্দ্র যতদিন নাবালক ছিলেন, Sir James Weir Hogg ততদিন ইঁহার অভিভাবকস্বরূপে সুপ্রিম কোর্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ছিলেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজেন্দ্র পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ উড়িষ্যায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্র কলিকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের জন্য অন্নসত্র খুলিয়া বহুব্যয়ে উহাদিগের ক্ষুন্নিবারণ করেন। এই দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট রাজেন্দ্রকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন (১৮৬৭ খ্রীঃ)। ১৮৭৮ খ্রীঃ ইনি রাজাবাহাদুর উপাধিভূষিত হন। ইনি বদান্যতার জন্য যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, সঙ্গীত, চিত্র, উদ্ভিদ, ও প্রাণিবিদ্যায় তেমনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে ইঁহার চোরবাগানের বাড়ীতে একটি বৃহৎ চিড়িয়াখানা ছিল। তাহা হইতে অনেক দুর্লভ পশুপক্ষী ইনি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে "মল্লিক হাউস" নামক গৃহে উহাদিগকে রাখা হয়। ইউরোপের অনেক পশালয়ে ইনি জীবজন্তু প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার দয়া, দান, ঔদার্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণে আপামর-সাধারণ মুগ্ধ ছিল। ইঁহার চোরবাগানের প্রাসাদ মর্ম্মর প্রস্তরে বহুব্যয়ে নির্ম্মিত এবং বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্ত্তি ও তৈলচিত্রে অলঙ্কৃত। এরূপ সজ্জিত বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতায় ত নাই, সমগ্র বঙ্গদেশে আছে কি না সন্দেহ। চোরবাগানের প্রাসাদ কলিকাতার দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম। এখনও ইঁহার বাটীতে প্রত্যহ অতিথিসেবা হইয়া থাকে। বিস্তর নিরন্ন ভিক্ষুক ইঁহাদের অন্নে জীবন ধারণ করে। ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (রাজা)—প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ। কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী শুঁড়ার এক প্রাচীন মিত্র পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার স্বহস্ত লিখিত একখানি ডায়ারির একটি ছিন্নপত্রে ইনি নিজের জন্ম তারিখ এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্ত বাবু জনমেজয় মিত্রস্য তৃতীয় পুত্র শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৪৩ শকিয় ১২২৮ ফাল্গুন সৌরস্য ষষ্ঠ দিবসে শনিবাসরে কৃষ্ণপক্ষে দশমি তিথিতে ... ...ভূমিষ্ঠ হয়।" ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত মোটামুটি কয়েকটি ঘটনাও উক্ত ডায়ারি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। ১২৩৩ সালের মাঘমাসে ইঁহার হাতে খড়ি হয়, এবং ১২৩৫ সালে ইনি দ্বারকানাথ

নন্দী নামক এক ব্যক্তির নিকট ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করেন। ১২৩৮ সালে ইনি ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া রাজেন্দ্রলাল উক্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং ১২৪১ সালে গোবিন্দচন্দ্র বসাকের বিদ্যালয়ে পড়িতে যান। সেকালে ক্ষেম বসুর স্কুল ও গোবিন্দ বসাকের স্কুল কলিকাতার দুইটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ইঁহার পিতা ইঁহাকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। রাজেন্দ্রলাল স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই কলেজে খ্যাতিলাভ করেন। ইনি মেডিকেল কলেজে ব্র্যাম্‌লি, গুডিভ ওসাঘনেসি প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকগণের ছাত্র ছিলেন। ক্যামেরণ নামে একজন সাহেব ইঁহাকে বাটীতে ইংরাজী পড়াইতেন। এই সকল ইংরাজ-অধ্যাপকের নিকট পড়িয়া ইঁহার ইংরাজী শিক্ষা পাকা হইয়াছিল। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মেডিকেল কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪১ সালে বিলাতযাত্রা-কালে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, কলেজের পাঁচজন কৃতবিদ্য ছাত্রকে ডাক্তারী পড়াইবার জন্য বিলাত লইয়া যাইবেন। তিনি নিজে দুইজন ছাত্রের যাবতীয় খরচখরচা দিতে স্বীকৃত হন। এই দুইজনের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল অন্যতম। কিন্তু ইঁহার পিতা ইঁহাকে বিলাতযাত্রা হইতে নিবারিত করেন। ইহার কিছু পরে কোনও কারণে কলেজের প্রধান প্রধান সাহেবদিগের সহিত রাজেন্দ্রলালের বিবাদ হওয়ায় ইনি ১৮৪১ খৃঃ কলেজ পরিত্যাগ করেন। তৎপরে ইনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং তাহার যথারীতি পরীক্ষাও দেন। কিন্তু উত্তরের কাগজ চুরি যাওয়ায় ইনি পাশ করিতে পারিলেন না। এই সময় ডাক্তার ওসাঘনেসী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রলালকে পূর্ব্বাবধি খুব ভালবাসিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। তখন ইঁহার বয়স ২৩ বৎসর। ১৮৫৭ সালে Black Act উপলক্ষে যে সভা হয়, সেই সভায় রাজেন্দ্রলাল প্রথম প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা করেন। অতঃপর ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে গভীর গবেষণামূলক ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইনি মোট ১২৮ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৩ খানি সংস্কৃত, ১০ খানি বাঙ্গালা। ইঁহার লিখিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ, প্রকৃতি ভূগোল, পত্রকৌমুদী, ব্যাকরণপ্রবেশ, রহস্যসন্দর্ভ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজীর জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অমূল্য রত্নবিশেষ। ১৮৭৫ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা ইঁহাকে ডি, এল (ডাক্তার-অব-ল) উপাধি প্রদান করেন। ইনি বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশ করেন। প্রত্নতত্ত্বে ইঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধ গয়া ও উড়িষ্যার প্রাচীনত্ববিষয়ক গ্রন্থদ্বয় ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৮৭৭ খৃঃ ইনি রায় বাহাদুর, ১৮৭৮ খৃঃ সি,আই,ই,ও ১৮৮৪ খৃঃ রাজা উপাধি পান। বাঙ্গালীদের ভিতর ইনিই সর্ব্বপ্রথম এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি হন। ইঁহার লেখায় ও বক্তৃতার ভাষা উভয়ই রসপূর্ণ। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য ও সভাপতি থাকিয়া দেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছিলেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া এবং ঐ পত্রের উদ্দেশ্য ও নীতি জনসমাজে প্রচারিত করিয়া কাগজখানির সম্যক্ উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন। সকল কার্য্যেই ইনি নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতায় Wards Institution নামক নাবালক জমিদারদিগের আবাস ১৮৫৬ খৃঃ হইতে ১৮৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত ইঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। শেষোক্তকালে ঐ আবাস উঠিয়া যায় এবং ইনি বিশেষ পেনসন্ প্রাপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১২৯৮ সালের ১১ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই ১৮৯১) তারিখে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাজোপজীবী (-জীবিন্)—রাজানুজীবী; রাজার অনুগত; রাজভক্ত; রাজসেবক। রাজন্ (রাজা)—উপ—জীব (বাঁচা)+ ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী রাজোপজীবিনী।

রাজোপাধি—১। রাজা খেতাব। রাজা এই উপাধি, কর্ম্মধা। ২। রাজদত্ত খেতাব। মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রাজ্ঞী—রাজমহিষী, রাণী; সূর্য্যপত্নী; কাংস্য। রাজা দেখ। রাজন্ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

রাজ্য—রাজত্ব; রাজকর্ম্ম; রাজাধিকৃত দেশ; লক্ষ গ্রামের আধিপত্য। রাজন্ শব্দ (রাজা) +য্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

রাজ্যচ্যুত—রাজ্যভ্রষ্ট, রাজপদ হইতে বিতাড়িত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

রাজ্যচ্যুতি—রাজ্যভ্রংশ; রাজপদ হইতে অবগতি। ৫তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজ্যভ্রষ্ট—রাজ্যচ্যুত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

রাজ্যলক্ষ্মী—রাজশ্রী, রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজ্যশাসন—রাজ্যস্থিত দুষ্টব্যক্তির দমন ও শিষ্ট ব্যক্তির পালন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজ্যসংস্থিতি—রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজ্যাঙ্গ—রাজ্যের অঙ্গ, যথা—স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ সৈন্য এই সাত,প্রকৃতিসমেত অষ্ট, পুরোহিত লইয়া নব। ৬তৎ। সং; ক্লী। [দখল। ৬তৎ। সং; পু।

রাজ্যাধিকার—রাজত্বের অধিকার, রাজ্যের

রাজ্যাধিকারী (-রিন্)—রাজ্যের অধিকারী, রাজত্বের দখলীকার। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী রাজ্যাধিকারিণী। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজ্যার্দ্ধ—অর্দ্ধেক রাজত্ব, রাজ্যের অর্দ্ধভাগ।

রাজ্যেশ্বর—রাজ্যের অধিপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী রাজ্যেশ্বরী।

রাট্ (রাজ্)—১। রাজা, নৃপ; প্রভু। রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। ২। শোভমান, সুন্দর। বিণ; ত্রি।

রাঢ়, রাঢ়া—বঙ্গদেশের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। রহ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ণ্ণ, পক্ষে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

রাঢ়ীয়—রাঢ়দেশীয়, রাঢ়দেশজাত। রাঢ় শব্দ+ ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাঢ়ীয়া।

রাণা (বা মহারাণা)—রাজপুতানার অন্তর্গত মিবার রাজ্যের রাজাদিগের উপাধি। পূর্ব্বে চিতোর নগর ইঁহাদের রাজধানী ছিল। অধুনা উদয়পুর রাজধানী হইয়াছে। রাজন্ (রাজা) শব্দের অপভ্রংশ।

রাণাডে, মহাদেও গোবিন্দ (Mahadeb Govind Ranade)—জন্ম ১৮৪২ খৃঃ১৮ই জানুয়ারী। ইনি মাহারাট্টা ব্রাহ্মণ। ১৮৫১ হইতে ১৮৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি কোলাপুর হাইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে পুনা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ইন্‌ষ্টিটিউসনে প্রবেশ করেন। ১৮৬২ খৃঃ ইনি এম, এ ও পর বৎসরে LL. B. পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। মাহারাট্টা ভাষায় অনুবাদকরূপে ইনি প্রথমে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে অস্থায়িভাবে ইংরেজীর অধ্যাপনা করিয়া পুনায় সবজজের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৪ খৃঃ সেখানে ছোট আদালতের জজপদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৯৩ খৃঃ বম্বে হাইকোর্টের অন্যতম জজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং আমরণ ঐ পদে আসীন থাকেন। রাণাডের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল।

ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিদ্যাতেই ইনি বিশিষ্টরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পুনার সার্বজনিক সভা ও প্রার্থনা-সমাজ স্থাপনকল্পে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইনি সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে বহুলাংশে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের শৃঙ্খলা অবিচ্ছিন্ন রাখাই ইঁহার সমাজ-সংস্কারের মূলমন্ত্র। ইঁহার মত এই যে, ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উন্নতি পরস্পরের সহযোগিতাসাপেক্ষ। একটিকে বাদ দিয়া অপরগুলির উন্নতি অসম্ভব। ইনি আরও বলিতেন যে, প্রাচীন সময়ের প্রায় সকল জাতিই এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে; ভারতের হিন্দুজাতি যে এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাতে ইঁহার বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর এই জাতি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। ইঁহার ন্যায় চিন্তাশীল ধীরপ্রকৃতি স্বদেশ-গৌরবরক্ষক মনস্বী বর্ত্তমান সময়ে বিরল। ১৯০১ খৃঃ ১৬ই জানুয়ারী এই মহাত্মার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রাণী—রাজপত্নী; রাজ্যেশ্বরী; রাজমহিষী। রাজ্ঞী শব্দের অপভ্রংশ। সং; স্ত্রী।

রাণীগঞ্জ—বর্দ্ধমান জেলার একটী মহকুমা; এখানে বিস্তর কয়লার খনি আছে।

রাত—নিশা, রজনী। রাত্রি শব্দের অপভ্রংশ।

রাতকাণা—রাত্র্যন্ধ, যে রাত্রিতে দেখিতে পায় না। দেশজ। বিণ।

রাতদিন—দিবারাত্র; সতত, নিরত। দেশজ।

রাতভোর—সমস্ত রাত্রিব্যাপী, সারারাত। দেশজ।

রাতা—রক্ত, রক্তবর্ণ। ক, প্র। বিণ। [দেশজ।

রাতারাতি—রাত্রির মধ্যে, রাত্রিকালের ভিতর।

রাতি—রাত, রজনী। রাত্রি শব্দের অপভ্রংশ।

রাতুল—আরক্ত, রাঙ্গা। দেশজ। বিণ।

রাত্রি, রাত্রী—নিশা, রজনী; হরিদ্রা। রা (দেওয়া)+ত্রিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

রাত্রিকর—নিশাকর, চন্দ্র। রাত্রিতে কর যাহার, বহু। সং; পু।

রাত্রিচর, রাত্রিঞ্চর—১। রাত্রিকালে বিচরণকারী। রাত্রিতে চরে যে, উপ; রাত্রি—চর (চলা)+ট, খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাত্রিচরী, রাত্রিঞ্চরা। ২। নিশাচর, রাক্ষস; চোর। সং; পু।

রাত্রিচরী—১। নিশাবিহারিণী। রাত্রিচর দেখ। রাত্রিচর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নিশাচরী, রাক্ষসী। সং; স্ত্রী।

রাত্রিজল—শিশির, হিম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাত্রিজাগর—১। নিশাকালে জাগরণকর্তা, যে রাত্রিতে জাগিয়া থাকে। উপ; রাত্রি—জাগৃ (জাগা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাত্রিজাগরা। ২। কুক্কুর। সং; পু।

রাত্রিজাগরণ—রাত্রিতে জাগিয়া থাকা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

রাত্রিঞ্চর—রাত্রিচর দেখ।

রাত্রিপুষ্প—সুঁদি, নালফুল। নদী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [দেশজ।

রাত্রিভোর—সমস্ত রাত্রিব্যাপী, সারা রাত।

রাত্রিমট—১। রজনীতে বিচরণকারী। উপ; রাত্রি—অট (চলা)+খ ক। বিণ; ত্রি। ২। নিশাচর, রাক্ষস। সং; পু।

রাত্রিমণি—নিশাকর, চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

রাত্রিবাস—১। নিশাকালে পরিধেয় বস্ত্র। রাত্রিবাসঃ পদের বাঙ্গালায় বিসর্গ-লোপ। ২। রজনীতে অবস্থিতি, নিশাযাপন। ৭তৎ। সং; পু।

রাত্রিবাসঃ (-বাসস্)—রাত্রিকালে পরিধেয় বস্ত্র; অন্ধকার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাত্রিহাস—শ্বেতোৎপল, সুঁদি। রাত্রিতে হাসে (অর্থাৎ প্রস্ফুটিত হয়) যে, উপ। সং; পু।

রাত্রী—রাত্রি দেখ।

রাত্র্যট—রাত্রিচর (সকল অর্থে)। রাত্রি—অট্ + অন্ ক। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী রাত্র্যটা।

রাত্র্যন্ধ—রাতকাণা। রাত্রিতে অন্ধ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাত্র্যন্ধা।

রাদ্ধ—সিদ্ধ, নিষ্পন্ন; পক্ব, ফলিত। রাধ্ (নিষ্পন্ন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

রাদ্ধান্ত—সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। রাদ্ধ (সিদ্ধ) অন্ত (শেষ) যাহার, বহু। সং; পু।

রাধ—বৈশাখ মাস। রাধী (বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা)+ষ্ণ যুক্তার্থে। সং; পু।

রাধন, রাধনা—সাধন; পূজা; তোষণ; প্রাপ্তি; কথন। রাধন=রাধ্ (নিষ্পন্ন করা)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী। রাধনা=রাধ্+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

রাধা—১। নক্ষত্রবিশেষ; বিদ্যুৎ; আমলকী। রাধ্ (আরাধনা করা)+অন্+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। অধিরথ নামক সূত্রধর জাতীয় সারথির ভার্য্যা এবং কর্ণের পালিকা মাতা। রাধ্+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। একদা পতিসহ নদীতে স্নান করিবার সময় ইনি দেখিতে পান যে, একটী মঞ্জুষা ভাসিয়া যাইতেছে। ইঁহার অনুরোধে অধিরথ তাহা ধরিয়া আনিলে ইনি তন্মধ্যে একটি সদ্যঃপ্রসূত শিশু দেখিতে পান। অতঃপর রাধা শিশুটিকে লইয়া যাইয়া অতি যত্নে লালনপালন করেন। এই শিশুই উত্তরকালে মহাবীর কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। পালিকা মাতার নামানুসারে কর্ণের আর এক নাম 'রাধেয়'। ৩। কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা গোপবালাবিশেষ। ইঁহার নামান্তর রাধিকা। রা'র (নির্ব্বাণমুক্তি) ধা (ধারণকর্ত্রী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে যে, ইনি ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি, এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে দ্বাররক্ষা করিতে বলিয়া চন্দ্রাবলীর সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, এমন সময় ইনি আসিয়া শ্রীদামকে দ্বার পরিত্যাগ করিতে বলেন। শ্রীদাম দ্বার পরিত্যাগ না করায় ইনি তাহাকে দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ দেন। শ্রীদামও ইঁহাকে মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে এবং শতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণাভাগিনী হইতে শাপ প্রদান করেন। তদনুসারে ইনি গোকুলে কলাবতীর গর্ভে বৃষভানু গোপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। আয়ান ঘোষের সহিত ইঁহার লৌকিক বিবাহ হয়। কিন্তু ইনি শ্রীকৃষ্ণেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ইনি শতবর্ষ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরে তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই প্রেম পাপাসক্তি নহে, প্রত্যুত ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ আদর্শ।

পুরাণে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—

"রেফো হি কোটিজন্মাঘং
কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ
মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ।
ধকারমায়ুষো হানি-
মাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্যঃ
প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ র্ শব্দে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ এবং শুভাশুভ কর্ম্মভোগ, আ—গর্ভবাস, মৃত্যু এবং রোগ, ধ্—আয়ুর ক্ষয়, এবং আ-সংসার বন্ধন; যাঁহার নাম শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন দ্বারা এই সকল বিনষ্ট হয় তিনিই রাধা।

রাধাকান্ত—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাধাকান্ত দেব (রাজা স্যার)—ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র ও রাজা গোপীমোহনের একমাত্র পুত্র। ১৭৮৪ খ্রীঃ ১১ই মার্চ্চ (১৭০৫ শকের ১লা চৈত্র) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত হইলেও বিদ্যানুশীলনে ইঁহার মূল্যবান্ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও ইংরেজী ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপন বিষয়ে ইনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং স্থাপনার পর উহার অন্যতম পরিচালক হইয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত

কলেজেও সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়াছিলেন। School Book Society প্রতিষ্ঠিত হইলে হেয়ার সাহেবের সহযোগিতায় ইনি ঐ সমিতির সেক্রেটারীর পদে আসীন থাকিয়া ১৮২০ খ্রীঃ "নীতিকথা" এবং প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী Spelling Book বা Reader ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন, কিন্তু বালিকা-বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'শব্দ-কল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন ইঁহার জীবনের অবিনশ্বর গৌরব। ইহার জন্য ইনি একটী স্বতন্ত্র ছাপাখানা স্থাপিত এবং টাইপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই জাতীয় টাইপ "রাজার টাইপ" নামে উত্তর কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রভূত অর্থ-ব্যয়ে ও ৪৭ বৎসরের পরিশ্রমে এই মূল্যবান্ অভিধান প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পর ইউরোপের নানা সভা সমিতি হইতে ইনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডেন্‌মার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিক ইঁহাকে একটি সুন্দর কারুকার্য্যসমন্বিত হারযুক্ত স্বর্ণপদক দিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়াও ইঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দান করিয়াছিলেন।

১৮৩৭ খ্রীঃ ১০ই জুলাই ইনি রাজাবাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৫৮ খ্রীঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতশাসনভার গ্রহণ করিলে, ইনি শোভাবাজার রাজবাটীতে একটি সম্মিলনী আহুত করেন। তাহাতে বড়লাট প্রমুখ ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ এবং দেশের গণ্য মান্য সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান এদেশে আর কখন কেহ দেখে নাই। সিপাহি-বিদ্রোহ দমনের পর শান্তি স্থাপনের স্মরণার্থে ১৮৬০ খ্রীঃ ইনি আর একটি সম্মিলনী আহুত করেন। ১৮৫১ খ্রীঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হইলে ইনি সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ কলিকাতা-বাসিগণ জাতিনির্ব্বিশেষে ইঁহার পাণ্ডিত্যের এবং উঁহাদের ভক্তিসম্মানের নিদর্শনস্বরূপে ইঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন এবং সংগৃহীত অর্থদ্বারা ইঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করান। সেই চিত্রখানি এসিয়াটিক সোসাইটির একটি প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীঃ রাধাকান্ত ধর্ম্মসাধন মানসে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ইনি কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উচ্চতর সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম লাভ করেন। কথিত আছে যে, এই উপাধির ভূষণ (তারকা) লইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে ইনি কলিকাতায় আসিতে অসম্মত হওয়ায় তথনকার লাট সাহেব স্যার জন লরেন্স আগ্রা সহরে দরবার করিবার ব্যবস্থা করেন। পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে, অগ্রবন (আগ্রা) বৃন্দাবনেরই অন্তর্গত, সুতরাং সেখানে যাইবার কোন আপত্তি নাই। এই জন্যই রাধাকান্ত আগ্রার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ১৬ই নবেম্বর এই দরবার হয়। রাধাকান্ত দরবারমণ্ডপে প্রবেশ করিলে লাট সাহেব ও দেশীয় রাজন্যবর্গ হইতে অন্যান্য সমস্ত উপস্থিত নিমন্ত্রিতগণ দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহার অভ্যর্থনা করেন। বৃন্দাবনে ইংরেজ শিকারীগণ কর্ত্তৃক ময়ূরাদি পক্ষিহনন রাধাকান্তের চেষ্টায় বন্ধ হইয়া যায়। রাধাকান্ত আদর্শ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু ইঁহার সঙ্কীর্ণতা ছিল না। সকল বিষয়েই রাধাকান্ত তৎকালীন হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন, এবং কি ইংরেজগণ, কি দেশীয়গণ, সকলেই ইঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন। রাধাকান্ত দেবের ন্যায় সর্ব্বজন-সমাদৃত, উন্নতমনাঃ, নির্ম্মলচরিত্র, মনীষী বঙ্গদেশে আর এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই,এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ইঁহার জীবন যেরূপ গৌরবান্বিত, মৃত্যুও সেইরূপ। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে ইনি সর্দ্দি বোধ করিতেছিলেন। মৃত্যুর দিন প্রাতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া প্রিয় ভৃত্যকে বলিলেন "নবীন, আজ আমার শেষ দিন। আমার দাহকার্য্য কিরূপে করিতে হইবে,তাহা পুরোহিত মহাশয়কে ইতঃপূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি। তোমাকে আবার বলিতেছি, শুন। আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে আমার দেহকে স্নাত, নববস্ত্রাবৃত ও সুগন্ধিলেপিত করিয়া যমুনাকূলে লইয়া যাইবে। এখন যেভাবে আমি বসি, মৃত্যুর পর আমার দেহটি চিতার উপর সেইরূপ বসাইবে। উপরে একটি চন্দ্রাতপ দিবে। চন্দন ও তুলসী কাষ্ঠে আমার দেহ পোড়াইবে। শুষ্ক তুলসী বৃক্ষ আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমার দেহ ভস্মীভূত হইলে যখন অনুমান এক সের ওজন অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অবশিষ্টাংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ কচ্ছপগণকে খাওয়াইবে, দ্বিতীয়ভাগ যমুনায় নিক্ষেপ করিবে, এবং তৃতীয় ভাগটি বৃন্দাবনের মৃত্তিকায় গভীর করিয়া প্রোথিত করিবে।" এই উপদেশ দান করিয়া এবং আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ইনি বাটীর প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। তুলসীতলায় বৃন্দাবনের পবিত্র রজের শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, মস্তকের নিকট শালগ্রাম স্থাপিত করিয়া সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। দুই ঘণ্টা কাল মালা জপ করিবার পর ইঁহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হইল। ১৮৬৭ খৃঃ ১৯শে এপ্রেল রাধাকান্তের লোকান্তর গমন হয়।

রাধাকৃষ্ণ—১। শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। সং; পু। ২। শপথ করিতে এবং কোন বিষয়ে অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাধাচক্র—সুদর্শনচক্র নামক কৃষ্ণের প্রসিদ্ধ অস্ত্র। রাধাপ্রিয় চক্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। এই চক্রাস্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বহু দৈত্য-দানবের বিনাশ সাধন করিয়াছেন এবং ইহারই প্রভাবে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন; এজন্য কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা এই অস্ত্রকে বড় ভালবাসিতেন। সং; ক্লী।

রাধানাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাধানাথ বসু মল্লিক—ইনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গার সুবিখ্যাত বসু মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কান্যকুব্জ হইতে সমাগত পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে দশরথ বসু এই বংশের আদি পুরুষ। এই বংশে পুরন্দর খাঁ নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ ও সমাজসংস্কারক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কঠোর বল্লালী প্রথার অনেক অংশের পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া সমাজের বহু উপকার সাধন করেন। বল্লালের নিয়মে কুলীন কায়স্থের কুল কন্যাগত ছিল। ইহাতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সবিশেষ ক্লেশ পাইতে হইত। পুরন্দর ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল প্রবর্ত্তিত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি আরও অনেক প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রথাকে "পুরন্দরী প্রথা" বলে। পুরন্দর মাহীনগর সমাজভুক্ত বসুবংশের শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ। পুরন্দরের সহোদর সুন্দরবর খাঁ মল্লিক ও তদীয় বংশধরগণ যে স্থানে বাস করিতেন উহা মল্লিকপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশীয় রঘুনাথ বসু বাঙ্গালার তিনজন নবাবের অধীনে দেওয়ানী কার্য্য করেন, এবং মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত কাঁটাগোড়ে গ্রামে বাস করিতেছেন।

এই রঘুনাথের অধস্তন ৭ম পুরুষ রামকুমার বসু রাধানাথের জনক। ইনিই কাঁটাগোড়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা

পটোল ডাঙ্গায় বাসস্থাপন করেন। রাধানাথ বাল্যকাল হইতেই মেধাবী, শ্রমশীল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিলাত হইতে আগত জাহাজের মুচ্ছুদ্দীর কাজ করিতে থাকেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় বলে বেকম কোং নামে আফিসের মুচ্ছুদ্দী হন। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ বলিয়া তৎকালে অনেক ইংরাজের সহিত ইঁহার সৌহৃদ্য ছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মিঃ রিড্ নামক সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া কলিকাতা হাওড়ায় একটী ডক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ডকের আয়ে ইনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ডকের অন্যতম অংশীদার রিড্ সাহেব রাধানাথের সাধুতা ও অধ্যবসায় গুণে মুগ্ধ হইয়া বিলাত প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাধানাথকে হুগলি ডকের একমাত্র অধিকারী করিয়া যান। ইংরাজদের সহিত সর্ব্বদা মিশিলেও ইনি কখনও হিন্দুধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য বা ইংরাজী পোষাক পরিধান করেন নাই। ইঁহার বাটীতে বার মাসে তের পর্ব্ব হইত। স্বীয় চরিত্রগুণে ইনি জনসাধারণের অতুল ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রাধানাথ শিকদার—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে ইনি কলিকাতা শিকদারপাড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। ১৮২৪ খ্রীঃ ইনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। গণিতে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং সতীর্থগণের মধ্যে এই শাস্ত্রে ইঁহার সমকক্ষ আর কেহই ছিলেন না। হিন্দুকলেজের গণিতাধ্যাপক ডাক্তার টাইট্‌লার ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথমে তাঁহার নিকট নিউটন-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "প্রিন্সিপিয়া" পাঠ করেন। বিখ্যাত য়ুরোপীয় শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে ইনি ছাত্রাবস্থাতেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের তথা-কথিত কুসংস্কারাদি পরিবর্জ্জন করেন। ইনি যখন হিন্দুকলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সার্ভে আফিসে কর্ণেল এভারেষ্টের অধীনে ৩০৲ টাকা বেতনের কম্পিউটরের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। উত্তরকালে ৬০০ শত টাকা বেতনে সর্ব্বপ্রধান কম্পিউটরের পদে উন্নীত হন। সার্ভে-সংক্রান্ত গণিতে ইঁহার এরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল যে, কর্ণেল থুলিয়ার সার্ভে সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত করেন, তাহার প্রধান প্রধান গণনা রাধানাথই করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কিছুকাল পরে রাধানাথ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে আপনাকে নিয়োজিত করেন। ইনি সহজ বাঙ্গালা রচনার অন্যতম প্রবর্ত্তক। অকৃত্রিম বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) সহিত ইনি 'মাসিক পত্রিকা' নামক একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। উহাতে সহজ ভাষায় স্ত্রীপাঠ্য বিবিধ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই মে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। ইনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। এই রাধানাথই গণনা করিয়া Mount Everest এর উচ্চতা ২৯০০২ ফিট স্থির করিয়াছিলেন। [সং ; পু।

রাধামাধব—রাধাকৃষ্ণ (তাহা দেখ)। দ্বন্দ্ব।

রাধাবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

রাধাশ্যাম—রাধা ও কৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

রাধিকা—রাধা (৩) দেখ। রাধা+কন্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রাধিকারঞ্জন,—রমণ,—বল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

রাধেয়—রাধার পালিত পুত্র, কর্ণ। রাধা (২) দেখ। রাধা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

রান্ধা—রাঁধা দেখ।

রান্না—রন্ধন। দেশজ। সং।

রান্নাঘর—পাকশালা। দেশজ। সং।

রাভসিক—হঠকারী ; গোঁয়ার। রভস দেখ। রভস+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রাভসিকী।

রাম—১। বিষ্ণুর তিন অবতার, যথা—পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও বলরাম [দশাবতার দেখ] ; বরুণ ; মৃগবিশেষ। সং ; পু। ২। মনোহর, রমণীয় ; শুভ্র। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রামা। পণ্ডিতেরা 'রাম' শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—রা শব্দে বিশ্ব ও ম শব্দে ঈশ্বর, তবেই রা'র (বিশ্বের) ম (ঈশ্বর), ৬তৎ ; অথবা ণিজন্ত রম্ বা রমি (রমণ করা বা রত করান)+ণ ক, যিনি রমার সহিত রমণ করেন, বা যিনি কার্য্যে রত করান; অথবা রমার ইনি এই অর্থে রমা (লক্ষ্মী)+ষ্ণ ; অথবা রম্ (রত হওয়া)+ঘঞ্ অধি, যাহাতে সকলে রত হয় ; ইত্যাদি।

কেবল 'রাম' বলিলে অযোধ্যাপতি দশরথাত্মজ রামচন্দ্রকেই বুঝায়। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল :—

কোশলেশ্বর মহারাজ দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে চারি পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কৌশল্যার গর্ভজাত রাম সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, কৈকেয়ীর গর্ভসম্ভূত ভরত মধ্যম এবং সুমিত্রার গর্ভোৎপন্ন যমজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে যৎপরোনাস্তি সৌভ্রাত্র বিদ্যমান ছিল ; তথাপি লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের সবিশেষ অনুগত ছিলেন। রাম বাল্যে ভ্রাতৃগণের সহিত লেখাপড়া, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি রাজপুত্রের উপযুক্ত সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি রাক্ষসগণের উপদ্রব হইতে নিজ যজ্ঞ রক্ষা করিবার নিমিত্ত রামের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন। রাম-গত প্রাণ বৃদ্ধ দশরথ অতি কষ্টে রামকে ঋষির সহিত গমন করিবার অনুমতি দিলেন। লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিলেন। যাইতে যাইতে সরযূতীরে ঋষিবর ভ্রাতৃদ্বয়কে বলা ও অতিবলা মন্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম তাড়কা রাক্ষসীর প্রাণসংহার করিয়া তাহার বন নিষ্কণ্টক করিলেন এবং তৎপরে অন্যান্য রাক্ষসগণের কতকগুলিকে নিহত ও অবশিষ্টগুলিকে বিদূরিত করিয়া মহর্ষির যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাইলেন।

অতঃপর বিশ্বামিত্র ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে রামের চরণস্পর্শে গৌতমপত্নী অহল্যা শাপ হইতে মুক্তা হইলেন। অনন্তর তাঁহারা মিথিলাধিপতি জনকের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। জনকের সীতা নামে একটি অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন। জনক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার হরধনুনামক প্রকাণ্ড ধনুকে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহারই হস্তে সীতারত্ন প্রদান করিবেন। এ পর্য্যন্ত বহু রাজা আসিয়া উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রাম অবলীলাক্রমে সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। জনকের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অযোধ্যা হইতে দশরথকে তাঁহার অপর পুত্রদ্বয়সহ আনয়ন করাইলেন, এবং শুভলগ্নে সীতার সহিত রামের, নিজের ঊর্ম্মিলা নাম্নী অন্য কন্যার সহিত লক্ষ্মণের, এবং অপর দুইটী ভ্রাতৃতনয়ার সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দিলেন। বিবাহান্তে রাম পিতা ও ভ্রাতৃত্রয়সহ নববধূচতুষ্টয়কে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পরশুরাম রামের বীরত্বখ্যাতিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। রাম অনায়াসে তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়া দিলেন। অনন্তর রাম নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া দ্বাদশ বৎসর সীতার সহবাসে পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন।

ক্রমে দশরথ নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিলেন, এজন্য তিনি উপযুক্ত পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই কথা শুনিয়া ভরত জননী কৈকেয়ী ঈর্ষ্যাবশে বৃদ্ধ পতিকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া লইয়া এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে স্বপুত্র ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক অনুমোদন করাইয়া লইলেন।

রাম পিতৃসত্যপালনার্থ জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক ভার্য্যা জানকী ও জ্যেষ্ঠানুগত লক্ষ্মণসহ বনবাসে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দশরথ পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার শবদেহ তৈলকটাহে রক্ষিত হইল। ভরত মাতুলালয় হইতে আনীত হইয়া প্রথমে পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, এবং পরে মাতাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি চিত্রকূট পর্ব্বতে জ্যেষ্ঠের সাক্ষাৎ পাইলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাম শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া পিতার প্রেতকৃত্য সমাপন করিলেন। ভরতের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি অযোধ্যায় প্রতিগত হইয়া পিতাকে সত্যভঙ্গপাপে নিমগ্ন করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনি ভরতকে স্বীয় কুশপাদুকা প্রদানপূর্ব্বক রাজকার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলেন। একদা বিরাধ নামক এক রাক্ষস অকারণে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করায় রামের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাঁহারা অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহর্ষি মহাসমাদরে অতিথি সৎকার করিয়া রামকে বৈষ্ণবধনু, ব্রহ্মাস্ত্র এবং অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রদান করিলেন। মুনিবরের উপদেশে রাম পঞ্চবটী নামক বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে লঙ্কেশ্বর দুর্বৃত্ত নিশাচর দশাননের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা একদা রামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার প্রেমলাভ-প্রত্যাশায় জানকীকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইলে রামের আদেশে লক্ষ্মণ রাক্ষসীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহার রক্ষার্থ নিযুক্ত খর ও দূষণ নামক রাক্ষসদ্বয় সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল। ভ্রাতৃদ্বয় অবলীলাক্রমে সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের প্রাণবধ করিয়া পঞ্চবটী নিরুপদ্রব করিলেন। পাপীয়সী শূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাবণ ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে রাম হত তাড়কারাক্ষসীর পুত্র মারীচকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল। মায়াবী মারীচ সুবর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রামজায়া মৃগটি ধরিয়া দিবার নিমিত্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। রাম সীতার অনুরোধ রক্ষার্থ লক্ষ্মণকে কুটীরে রাখিয়া মৃগের অনুসরণে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাম তাহাকে শরাঘাত করিলেন। শরবিদ্ধ মারীচ রামের স্বরানুকরণে 'হা লক্ষ্মণ! হা জানকি!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই কাতরোক্তি সীতার কর্ণে উপস্থিত হইলে তিনি দেবরকে স্বামীর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে রাবণ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইল এবং বলপূর্ব্বক সীতাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া, তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল।

লক্ষ্মণকে কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে দেখিয়া রাম সীতার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং প্রত্যাগত হইয়া শূন্য কুটীর দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। পরে ভ্রাতৃদ্বয় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সীতার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে মুমূর্ষু জটায়ুর নিকট দুরাচার নিশাচর কর্ত্তৃক জানকীহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে শাপগ্রস্ত কবন্ধ রাক্ষস তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। রাম তাহাকে বধ করিয়া উদ্ধার করিলেন। মৃত্যুকালে রামকে রাক্ষস এইরূপ উপদেশ দিয়া গেল যে, ঋষ্যমূক পর্ব্বতবাসী বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলে তাঁহার দ্বারা সীতার উদ্ধার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হইবে। এই উপদেশক্রমে রাম ঋষ্যমূকে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যসংস্থাপন করিলেন এবং তাঁহার চিরবৈরী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালিকে বধ করিয়া তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিলেন।

সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে কপি সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান্ লঙ্কায় যাইয়া সীতার সন্ধান পাইলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া রামকে তদ্বৃত্তান্ত বলিলেন। রাম কপিকটক সমভিব্যাহারে সাগরতীরে উপনীত হইলেন এবং সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ পাপপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় রাম লক্ষ্মণ দুর্বৃত্ত দশাননকে সবংশে সংহার করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিলেন। বিভীষণ লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সীতার চরিত্র সম্বন্ধে নিজের মনে সন্দেহ না থাকিলেও কেবল সাধারণের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত রাম জানকীকে কোন অলৌকিকভাবে স্বীয় সতীত্ব প্রতিপন্ন করিতে আদেশ করিলেন। পরমসাধ্বী মৈথিলী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া দিব্যভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন। সীতার চরিত্রসম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভরতও নন্দিগ্রাম হইতে আসিয়া তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিলেন। রাম অতি সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজারা যারপর নাই সুখে দিনযাপন করিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তবিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইল। একদা রাম চরমুখে অবগত হইলেন যে, সীতা দীর্ঘকাল দুর্বৃত্ত দশাননের গৃহে একাকিনী ছিলেন বলিয়া প্রজারা তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া নানারূপ কুৎসা রটনা করিয়া থাকে। তিনি জানকীকে একান্ত নিষ্কলঙ্কা ও নিরপরাধা জানিয়াও একমাত্র প্রজারঞ্জনের অনুরোধে তাঁহার বিসর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি লক্ষ্মণকে ডাকিয়া সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। জানকী তখন পূর্ণগর্ভা; এজন্য লক্ষ্মণ অগ্রজকে এই নিদারুণ সঙ্কল্প পরিহার করিবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু রাম সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা লক্ষ্মণ নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে অগ্রজের আদেশ পালন করিলেন। কিছুকাল পরে রাম একদা লবণ নামক এক রাক্ষসের দারুণ দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে তাহার দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। শত্রুঘ্ন রাক্ষসের প্রাণবধ করিয়া একটি নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। এই সময়ে শম্বুক নামক জনৈক শূদ্র কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় কোন ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র অকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ স্বীয় পুত্রের অকালমৃত্যুর কারণজিজ্ঞাসু হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলে দাশরথি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে বহির্গত হন এবং অনধিকারচর্চ্চাকারী

শূদ্রের শিরশ্ছেদন করেন। কথিত আছে যে,ইহাতে সেই ব্রাহ্মণতনয় পুনর্জীবন লাভ করে। অতঃপর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। মৈথিলী মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যক্তা হইবার পর তথায় দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। মহর্ষি কুমারদ্বয়ের নাম কুশ ও লব রাখিয়া তাঁহাদিগকে অতি যত্নে লালন-পালন করিয়া নানাবিদ্যায় সুপণ্ডিত করিয়াছিলেন, এবং স্বরচিত রামায়ণ গান করিতেও শিখাইয়াছিলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া বাল্মীকি অন্যান্য শিষ্যের সহিত কুশীলবকে লইয়া যজ্ঞস্থলে আসিলেন। কুশীলবের রামায়ণ গান শুনিয়া রাম বিমোহিত হইলেন এবং বালকদ্বয়ের আকার অবয়ব দেখিয়া নিজপুত্র বলিয়াই স্থির করিলেন। অবশেষে ইনি বাল্মীকির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। মহর্ষি সর্ব্বজনসমক্ষে অযোনিসম্ভবা সীতার নিষ্কলঙ্কচরিত্র খ্যাপন করিলে রাম প্রজাবর্গের অনুমতি লইয়া জানকীকে পুনরানয়ন করাইলেন। অতঃপর তিনি সীতাকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা প্রদান করিতে বলিলেন। সীতা নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে জননী বসুন্ধরার ক্রোড়ে স্থান পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। অমনি ধরিত্রী দ্বিধা বিভক্ত হইল, এবং সীতা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম কুশীলবকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সীতাশোকে নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া সর্ব্বদা বিষন্নচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। একদা কালপুরুষ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে ইঁহার সহিত গোপনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সে সময়ে যে কেহ তথায় আগমন করিবেন, রাম অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে বর্জ্জন করিবেন। রাম তাহাতেই সম্মত হইয়া লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ইত্যবসরে মূর্ত্তিমান্ ক্রোধস্বরূপ দুর্ব্বাসা ঋষি সমাগত হইয়া রামের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ দ্বার ছাড়িতে অসম্মত হওয়ায় মুনিবর শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম সত্যপালনার্থ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভ্রাতাকে বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া রাম শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং তনুত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর ইনি নিজপুত্র কুশকে কোশলরাজ্যের ও লবকে উত্তর-কোশলরাজ্যের অধিপতি করিয়া অনুগত স্বজন ও পুরজন সহ সরযূ নদীতে প্রবেশপূর্ব্বক যোগাবলম্বনে তনু ত্যাগ করিলেন।

রামকমল সেন (দেওয়ান)—ইঁহার পিতার নাম গোকুলচন্দ্র সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। ১৭৮৩ খৃঃ ১৫ই মার্চ্চ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী গৌরীভা বা গরিফা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে দেশে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে ১৮০১ খৃঃ কলিকাতা কলুটোলার রামজয় দত্তের স্কুলে ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। প্রথমে ইনি ক্যামে নামক এক সাহেবের অধীনে সামান্য বেতনে কার্য্য করিয়া পরে হিন্দুস্থানী যন্ত্রালয়ে ৮৲ টাকা বেতনে সামান্য কম্পোজিটারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার পর এক হাঁসপাতালে এবং ১৮১২ খৃঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম্ম করেন। অতঃপর ১৮১৭ খৃঃ ১২৲ টাকা বেতনে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী সভার কেরাণী হন। এই স্থানে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ডাক্তার হরেস হেমান উইলসন সাহেবের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। উইলসন সাহেব ইঁহার কার্য্যদক্ষতা, শ্রমশীলতা এবং অসাধারণ চরিত্রগুণ সন্দর্শনে সাতিশয় মুগ্ধ হন। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় রামকমল সামান্য কেরাণীর কার্য্য হইতে ক্রমে উক্ত সভার সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৩১ খৃঃ ইনি কলিকাতা টাঁকশালের ও দুই বৎসর পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইলেন, এবং মাসিক দুই সহস্র টাকা আয়ের অধিকারী হইলেন। সামান্য অসন বসনেই ইনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। একাদশী, হরিসংকীর্ত্তন প্রভৃতি ইঁহার নিয়মিত কার্য্য ছিল। অধিক দিন ইনি ফল মূল ও দুগ্ধ খাইয়াই কাটাইতেন; মধ্যে মধ্যে স্বহস্তে পাক করিয়া অন্ন ভোজন করিতেন। সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিতই রামকমলের সংস্রব ছিল। ইনি হিন্দু কলেজের সদস্য, সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, দাতব্য সমাজের সরকারী অধ্যক্ষ, এবং চিকিৎসাসভা, স্কুল বুক সোসাইটি, কৃষিসমাজ, চাঁদনী চিকিৎসালয় প্রভৃতি সভাসমূহের প্রধান সভ্য ছিলেন। বহুবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও ইনি ১৮৩০ খ্রীঃ একখানি প্রকাণ্ড ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। পাদরী কেরীর সহযোগিতায় ১৮২৯ খৃঃইনি এগ্রিকলচরাল এণ্ড হর্টিকলচরাল (Agricultural and Horticultural) সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৩৭ খৃঃ উহার সরকারী সভাপতি হন। পূর্ব্বে মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে গঙ্গায় ডুবাইয়া মারা হইত, এবং চড়ক পার্ব্বণে লোকে আপনাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করিয়া বীভৎস আমোদ প্রমোদ করিত। রামকমলের চেষ্টায় ঐ সকল কুসংস্কারমূলক কুপ্রথা নিবারিত হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক, ডাক্তার উইলসন, কোলব্রুক এবং সার এডওয়ার্ড রায়ান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাননীয় ব্যক্তিগণের সহিত ইঁহার আন্তরিক সৌহৃদ্য ছিল, এবং তাঁহারা ইহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ১৮৪৪ খৃঃ ২রা আগষ্ট ভাগীরথীতীরবর্ত্তী স্বীয় জন্মভূমি গরিফা গ্রামে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

রামকানাই দত্ত—ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগের অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম উমানাথ দত্ত, মাতার নাম হরসুন্দরী। আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া রামকানাই নিতান্ত নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নের মধ্যে কেবল অসাধারণ অধ্যবসায় বলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ওকালতী আরম্ভ করিলেও রামকানাই বাবু অচিরকাল মধ্যেই ব্যবসায়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। কালক্রমে গুণ ও প্রতিভার বলে সরকারী উকীলের পদ প্রাপ্ত হন। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯০১ সালে এডওয়ার্ডের পবিত্র নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ও ১৯০৮ সালে "উপাসনা সমাজ" নামে একটী ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিপন্নদের সেবার জন্য "সেবক সেনা" নামে এক সেবার্থী দল গঠন করেন। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে ইনি আজ পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে সাহিত্য সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইনি "দানব-নন্দিনী" "বিরাটে পাণ্ডব" "চৈতন্য লীলা" "মণিপুর বিভ্রাট" "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতি কয়েকটী সুন্দর নাট্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। "নবপাঠ" কবিতা বিংশতি, লিপিদর্পণ এবং ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে "ভারত জুবিলী" প্রকাশ করেন। তৎপরে "ক্ষেপা-রাম" "জীবন গীতা" "সেবক সঙ্গীত", "নব ব্রহ্মোপাসনা" "সিদ্ধার্থ" "বিদুর" "হাসন হোসেন" প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩০০ সালে "ঊষা" নামে একখানি মাসিক 'পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঊষাই ত্রিপুরার প্রথম মাসিক পত্রিকা। সম্রাট্

পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরীর অভিষেক উপলক্ষে "অভিষেকোচ্ছ্বাস" লিখিয়া সম্রাট্‌ ও রাণী মেরীর ধন্যবাদ লাভ করিয়াছেন।

রামকুমার নন্দী (কবি)—শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী বেজুরা নামক স্থানে ১২৩০ সালে রামকুমারের জন্ম হয়। ইনি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে 'দাতাকর্ণ' নামক একটি যাত্রার পালা রচনা করেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য রামকুমার শিলচরে গমন করেন। তথায় অবস্থানকালে রামকুমার যেমন ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই সঙ্গীতের চর্চ্চায়ও প্রবৃত্ত ছিলেন। ইঁহার রচিত যাত্রার পালা ও পাঁচালী এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ আছে। নিমাই সন্ন্যাস, সীতার বনবাস, বিজয়বসন্ত, পবনদূত, কংসবধ, উমার আগমন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, রাসলীলা, দোল, ঝুলন, ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ নামক ১৭ খণ্ড যাত্রার পালা; কলঙ্কভঞ্জন, লক্ষ্মীসরস্বতীর দ্বন্দ্ব ও ১০০৫ বাঙ্গালার বোধন নামক ৩ খানি পাঁচালী এবং বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য, উযোদ্বাহ কাব্য ১ম ও ২য় ভাগ, নবপত্রিকা কাব্য, প্রবন্ধমালা ও জীবনমুক্তি নামক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত মালিনীর উপাখ্যান নামক উপন্যাস, গণিততত্ত্ব এবং কীর্ত্তন মানসী প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ (পরমহংস)—১৮৩৩ খৃঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় রামোপাসক ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যে ইঁহার নাম ছিল "গদাধর"। বিদ্যালয়ে ইঁহার তাদৃশ লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। কলিকাতার সন্নিহিত দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণির স্থাপিত কালীর পূজারী স্বরূপে ইনি নিযুক্ত হন। এইখানেই ইঁহার ধর্মভাবের অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি ঈশ্বরকে মাতৃভাবেই দেখিতে লাগিলেন এবং সকলপ্রকার ধর্ম্মের মূল অবগত হইবার মানসে ইনি কখন মুসলমান বেশধারী, মুসলমানখাদ্যাহারী হইয়া আল্লার উপাসনা করিতে লাগিলেন; কখনও বা খৃষ্টান ধর্ম্মমন্দিরে যাইয়া ভজনায় যোগ দিতে লাগিলেন; কখন গোপীবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেন; আবার কখন আপনাকে হনুমান্‌ কল্পনা করিয়া দাস্যভাবে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি শৈব কি শাক্ত, রামাৎ কি বৈষ্ণব, কিংবা বৈদান্তিক, ইহার একটীও ছিলেন না; অথচ সবই ছিলেন। সর্ব্বধর্ম-সমন্বয়ের ভাব ইঁহারই নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন নববিধান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, এইরূপ কথিত আছে। কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জনই রামকৃষ্ণের নিজ জীবনের এবং ধর্ম্ম অধ্যাপনার মূলমন্ত্র ছিল। অল্প বয়সেই ভার্য্যা সারদা দেবীর সম্মতি লইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে যশোধরার ন্যায় তিনি স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ বলিতেন যে, রমণীমাত্রেই বিশ্বজননী। কথিত আছে, ইনি এক হাতে টাকা ও অপর হাতে মাটি লইয়া টাকাকে মাটি ও মাটিকে টাকা বলিতে বলিতে উভয়ের পার্থক্য ভুলিয়া যাইতেন। আরও কথিত আছে যে, যখন ইনি সমাধিমগ্ন হইতেন, সেই সময়ে ইঁহার দেহের যে কোন স্থানে টাকা স্পৃষ্ট হইলে সেই স্থানটি সঙ্কুচিত হইত। প্রথমে এক সন্ন্যাসিনীর নিকট, তাহার পরে তোতাপুরী নামক এক যোগীর নিকট কিছুদিন ইনি যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। রামকৃষ্ণ কখন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন নাই। ইনি সংসারে থাকিয়াই নির্লিপ্তভাবে সমাগত লোককে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ দিতেন। অতি সহজ ভাষায় উপমা দিয়া এবং গল্পের অবতারণা করিয়া ইনি পুরাণাদি ও বেদান্তের গভীর ও জটিল তত্ত্ব বুঝাইতেন। রামকৃষ্ণের উপদেশদান প্রণালীর ইহাই বিশেষত্ব। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন), নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ, ইঁহার উপদেশ অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। কিন্তু "গুরু" অভিধা গ্রহণ করিয়া ইনি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেছেন, এ ভাব ইহার মনে স্থান পাইত না। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর উত্তর পশ্চিম কোণে ইঁহার অধিবেশনস্থান ও শয়নগৃহ ছিল। প্রত্যহই সেই ঘর পরমহংসদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষী ও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণে পরিপূরিত হইত। রামকৃষ্ণ সকলকেই মিষ্ট বচনে ও রহস্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। এখনও সেই প্রকোষ্ঠটি পূর্ব্ববৎ সজ্জিত আছে, এবং অনেকেই তীর্থস্থান মনে করিয়া সেইটি দেখিতে যান। রামকৃষ্ণ অতি মধুরস্বরে গান গাহিতে পারিতেন। গান গাহিতে গাহিতে বা উপদেশ দিতে দিতে অনেক সময়ে ইনি ভাবে বিভোর হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট এই মহাত্মার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হয়। বঙ্গের অনেক শিক্ষিত লোক ইঁহাকে অবতারস্বরূপে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কেবল এদেশে নহে, সুদূর আমেরিকার লোকেও ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং অনেকেই ইঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছেন। শিষ্যগণ ইঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিনকে পর্ব্বদিন জ্ঞান করিয়া ঐ ঐ দিবসে মহোৎসব সম্পাদন করেন। রামকৃষ্ণের নামযুক্ত অনেক সদনুষ্ঠান ভারতের নানাস্থানে হইয়াছে; সেখানে দুঃস্থ ও পীড়িতগণ সাহায্য পায়। একজন অশিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণ যে ভারত ও আমেরিকাবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। চরিত্রের নির্ম্মলতা, সাংসারিক প্রলোভনীয় বিষয়ে অনাসক্ত প্রকৃতি এবং ভগবদ্ভক্তির ঐকান্তিকতা যে ইঁহার অসাধারণত্বের মূলভিত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)—ইনি সুবিখ্যাতা রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাণী ভবানী ইঁহার হাতে বিষয় সম্পত্তি দিয়া বড়নগরে বাস করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হইলে রামকৃষ্ণের অধীন তালুকদারগণ কোম্পানীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্বদানের বন্দোবস্ত করেন এবং রামকৃষ্ণের দেয় করও বর্দ্ধিত করা হয়। রামকৃষ্ণ ইহাতে আপত্তি করেন, কিন্তু আপত্তি টিকিল না দেখিয়া জমিদারী কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হন। তাহার ফলে ইঁহার অনেক ভূসম্পত্তি হস্তান্তরে যায়। নড়াইলের কালীশঙ্কর রায় ও দীঘাপতিয়ার দয়ারাম রায় উভয়েই নাটোররাজের দাওয়ান ছিলেন। তাঁহারা এই সময়ে বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়া লইলেন। জমিদারীর দুরবস্থা দেখিয়া রাণী ভবানী আবার বিষয়ভার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কোম্পানী সে চেষ্টা সফল করিতে ইঁহাকে অবসর দেন নাই। ক্রমে অনেক বিষয় খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রীত হয়। তাহার মধ্যে কিয়দংশ গোবরডাঙ্গার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, আর কিয়দংশ কলিকাতার গোপীমোহন ঠাকুর কিনিয়া লন। ১৭৯৫ খ্রীঃ রাণী ভবানীর জীবিতকালে রামকৃষ্ণের দেহাবসান হয়। ইনি মোগলসম্রাট্‌ সাহ আলম কর্ত্তৃক "মহারাজা-

ধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। উত্তরকালে ইঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই উপাধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলমনোরথ হন নাই। রামকৃষ্ণের দুই পুত্র—বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পত্নীরা একটী করিয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা যথাক্রমে বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে নাটোররাজবংশের প্রতিনিধি স্বরূপে বিদ্যমান আছেন। রামকৃষ্ণ প্রবল প্রতাপ জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মহাসাধক বলিয়া ইনি স্মরণীয় হইয়া আছেন। কথিত আছে, ইনি বড়নগর হইতে কিরীটেশ্বরী মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রে যাইবার জন্ম একটী খাল খনন করাইয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ডাহাপাড়া গ্রামের তিন মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ, সতীর কিরীটের কিয়দংশ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। সেই জন্ম ইহা একটি উপপীঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই স্থান এখন জঙ্গলপূর্ণ হইয়া আছে। বড়নগরে যেখানে রামকৃষ্ণ সাধনা করিতেন, সেস্থান এখনও দর্শককে দেখান হইয়া থাকে। রাণী ভবানীর কন্যা তারার প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটি শুষ্ক বিল্ববৃক্ষের তলদেশে ইঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে শবের উপর বসিয়া রামকৃষ্ণ সাধনা করিতেন, তাহা একটি খেজুর বৃক্ষের মূলে প্রোথিত আছে, এইরূপ শুনা যায়। রামকৃষ্ণের সাধনা ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে।

রামগতি ন্যায়রত্ন—হুগলী পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী ইলছোবা গ্রামে ১২৩৮ সালের ২৮শে আষাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হলধর চূড়ামণি। দশ বৎসর বয়সে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করেন; পরে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ পড়িতে প্রবিষ্ট হন। তথায় ইনি সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হুগলী নর্ম্যাল স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। পরে ইনি বহরমপুর কলেজে দেড়শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি অন্ধকূপহত্যার ইতিহাস, বস্তুবিচার, রোমাবতী উপাখ্যান, দময়ন্তী, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা ইতিহাস ১ম ভাগ, ঋজুব্যাখ্যা, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, রামচরিত প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থই ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহাতে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩০১ সালে বিজয়া দশমীর দিন ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামগিরি—বুন্দেলখণ্ড প্রদেশান্তর্গত চিত্রকূট পর্ব্বত; কবিরাজ কালিদাস-বিরচিত বিশ্বমনোহর মেঘদূত নামক খণ্ডকাব্যের পূর্ব্বমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত রামগিরি এই রামগিরি হইতে ভিন্ন এই মত কেহ কেহ প্রকাশ করেন। ৬৩৫। সং; পূ।

রামগোপাল ঘোষ—বিখ্যাত বাগ্মী। ১২২১ সালে আশ্বিন, (খ্রীঃ ১৮১৫ অক্টোবর) মাসে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। পিতার অবস্থা তাদৃশ ভাল না থাকায় বাল্যে রামগোপালের বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বক্তৃতাশক্তি জন্মিয়াছিল। ইনি পিতাকে অনুরোধ করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন এই কলেজের বেতন পাঁচ টাকা ছিল। সুতরাং পিতা তাহা যোগাইয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু এই বালকের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অধ্যবসায় দর্শনে কলেজের অধ্যক্ষ ডেভিড্ হেয়ার ইঁহাকে অবৈতনিক ছাত্র করিয়া লইলেন। রামগোপালও অধিকতর যত্ন ও উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কলেজ ত্যাগ করিয়া রামগোপাল ১৭ বৎসর বয়সে জোজেফ নামক জনৈক ইহুদী বণিকের আফিসে প্রবিষ্ট হন। এ সময়েও ইনি পাঠে বিরত হন নাই। অবসরকালে কাব্য, ইতিহাস, এবং মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহের আলোচনা দ্বারা সময় ক্ষেপণ করিতেন। ইনি "জ্ঞানান্বেষণ" "বেঙ্গল স্পেকটেটর" (Bengal Spectator) প্রভৃতি সাময়িক পত্র স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করেন ও তাহাতে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। অতঃপর কেলসল্ নামক জনৈক সাহেব জোজেফের কুঠীর অংশী হইলে রামগোপাল ঐ কুঠীর মুচ্ছুদ্দী হন, এবং কিছুদিন পরে উহার অংশীদার হন। ঐ কুঠীর নাম 'কেলসল্ ঘোষ, এণ্ড কোং' হয়। পরে ১২৫৭ সালে ইনি বণিক্ সভার সভ্য হন। কিরূপে দেশের উন্নতি হইবে, কিরূপে গবর্ণমেণ্টের সুশাসন বর্দ্ধিত হইবে, কিরূপে শিক্ষিত ভারতবাসী উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবে, কিরূপে দেশে শিক্ষার বিস্তার হইবে, এই সকল চিন্তাতেই ইনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং বক্তৃতা ও লেখনী সঞ্চালন দ্বারা এই সকল ভাব প্রকাশ করিতেন। কিছুদিন পরে সাহেবের সংস্রব ত্যাগ করিয়া রামগোপাল স্বয়ং কুঠী স্থাপন করেন। ইহাতে ইনি যথেষ্ট লাভবান্ হন। ঋণবিষয়ে ইনি অতিশয় সতর্ক ছিলেন। একবার সাহেবেরা দেউলিয়া হইয়া পড়ায় ইঁহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে ইঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত। তৎকালে অনেকেই ইঁহাকে বিষয়সম্পত্তি বেনামী করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু রামগোপাল তাঁহাদিগকে স্পষ্টবাক্যে বলেন, ঋণপরিশোধের জন্ম যদি পরিধেয় বস্ত্রখানিও বিক্রয় করিতে হয়, তাহাও করিব। সৌভাগ্যবশতঃ সেবার ইঁহাকে এক পয়সাও লোকসান দিতে হয় নাই। বাজারে ইঁহার এমনই নাম ডাক হইয়াছিল যে, ইঁহার মুখের কথায় লোকে লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত কর্জ্জ দিতে কুণ্ঠিত হইত না। লোকে বলিত, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইলেও রামগোপাল ঠকাইবেন না। বক্তৃতা ও লেখনী-সঞ্চালন দ্বারা রামগোপাল দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কথায় গভর্ণমেণ্ট অনেক আইনের সংশোধন করেন। গভর্ণমেণ্ট নিমতলার শ্মশানঘাট কলিকাতার আরও দক্ষিণে লইয়া যাইবার জন্ম উদ্যত হইলে রামগোপালের বাকপটুতাগুণেই উক্ত কার্য্য স্থগিত হয়। ১৮৪৯ খৃঃ ইঁহাকে কলিকাতা ছোট আদালতে দ্বিতীয় জজের পদ গ্রহণ করিবার জন্ম অনুরোধ করা হয়। ইনি এ পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। মফস্বলের ইংরাজগণের বিচার কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টেই হইবার নিয়ম ছিল। কোম্পানী যখন উহাদিগকে দেওয়ানী মোকদ্দমা সম্বন্ধে দেশীয় আদালতের বিচারাধীন করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ইংরাজেরা ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করে। ঐ আন্দোলনের প্রতিবাদ উপলক্ষে রামগোপাল বিলক্ষণ বক্তৃতা ও যুক্তিপ্রয়োগ শক্তি দেখাইয়াছিলেন। বেথুন স্কুল স্থাপিত হইলে যে সকল বাঙ্গালী তাঁহাদের কন্যাগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠার্থে প্রথমে প্রেরণ করেন, রামগোপাল তাঁহাদের অন্যতম। ইনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং অনেক কমিটি ও দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শক্তিশালী বাঙ্গালী রাজনৈতিকগণের মধ্যে ইনি তৎসময়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয়দিগকে

সিবিল সার্ব্বিসে লওয়া উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া ভারতের পার্লিয়ামেণ্টে আন্দোলন উপস্থিত হইলে, রামগোপাল যে যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাহা পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের লোকেরাও চমকিত হইয়াছিলেন, এবং উহাকে সুবিখ্যাত বাগ্মী বার্কের বক্তৃতার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। ইঁহার দানশক্তিও যথেষ্ট ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তির মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২০ হাজার, এবং বিদ্যালয়ে ৪০ হাজার টাকা দান করেন। বন্ধুগণের নিকট প্রায় ৪০ হাজার টাকা পাওনা ছিল, তাহার খতপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঐ টাকাও ছাড়িয়া দেন। বাঙ্গালা ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী, ৫৪ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

রামচন্দ্র—দশরথাত্মজ রাম। রাম চন্দ্রপ্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

রামচন্দ্র দত্ত—সন ১২৫৮ সালের ১৩ই কার্ত্তিক বুধবার কলিকাতার উপকণ্ঠে নারিকেলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত। ইঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। জেনারেল এসেম্ব্লির এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হন। ক্যাম্পবেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইনি প্রতাপনগরে ডাক্তারী কর্ম্ম পান। ইনি তখনকার বিখ্যাত সি, এফ, উড্ সাহেবের নিকট রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ৪০, টাকা বেতনে মেডিকেল কলেজে রসায়নশাস্ত্রের গবেষণাগারে কুইনাইন রিসার্চ্চ প্রোফেসারের সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ইঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া দুই শত টাকা হয়। অবশেষে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র রামচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদিগকে রসায়নশাস্ত্র অধ্যাপনা করিবার ভার প্রাপ্ত হন। ইনি ২৪ বৎসরেরও অধিককাল সরকারী ডাক্তারী কর্ম্ম করেন। সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনে কেশবচন্দ্র দেশের তরুণগণকে একে একে আকৃষ্ট করিতে থাকেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে একটু একটু করিয়া আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণাদি শ্রবণ করিয়া গোপালচন্দ্র মিত্র ও মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করেন। একদিনের মহাপুরুষ-দর্শন ও ইঁহার সহিত কথোপকথনে ইঁহারা তিনজনই পরমহংস দেবের পরম আত্মীয় হইয়া যান। ইহার পরই "তত্ত্বসার" নামে ইঁহার একখানি গ্রন্থ বাহির হয়। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের সারাংশ লিপিবদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও ইঁহার অলৌকিক সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণাদি প্রচারের জন্য রামচন্দ্র "তত্ত্বমঞ্জরী"র প্রচার ও সম্পাদকতা করেন। বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসম্বরণ হয়। পরমহংসদেবের স্থূলদেহের অবশিষ্ট পোড়া অস্থি প্রভৃতি একটী তাম্রকলসে পূর্ণ করিয়া কাশীপুরের বাগানে লইয়া রাখা হয়। পরে সকল ভক্তের মতে ঐ তাম্রকলসটি রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছীর 'যোগোদ্যানে'র মাটীতে প্রোথিত করা হয়। তদবধি 'যোগোদ্যান'টি ভক্ত সেবকশিষ্যের নিকট একটী মহা তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। পরে রামচন্দ্র "পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত", তাঁহার উপদেশ সংগ্রহ করিয়া "তত্ত্ব-প্রকাশিকা" নামক পুস্তক খণ্ডাকারে বাহির করেন। পরে রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী দুই বৃহৎ খণ্ডে বাহির হয়। ইহার পর ইঁহার শরীর মধুমেহ (Diabetes) রোগে আক্রান্ত হয়। ১৩০৫ সালের ৪ঠা মাঘ ইনি পরলোকে যাত্রা করেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (কবিরাজ)—১৮৬২ খৃঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ এ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অতঃপর আয়ুর্ব্বেদ ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন। ইঁহার শ্বশুর অমৃতলাল দেব একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার নিকট ইনি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ইনি কলিকাতায় অবস্থানপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তাহাতে যথেষ্ট প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, এবং প্রাণপণ যত্নে দরিদ্র রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং ইংরেজী ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি চাণক্য শ্লোকের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হিতকথা, প্রকৃতির শিক্ষা নীতিস্তবক, দ্রব্যগুণবারিধি প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। এতদ্ব্যতীত ইনি 'ঋষি' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ৪০ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রামজননী—বলরামের মাতা রোহিণী; রামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যা; পরশুরামের মাতা রেণুকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রামঠ—হিঙ্গু, হিং। রমঠ+ঋ স্বার্থে। সং; ক্লী।

রামণীয়ক—রমণীয়ত্ব; শোভা। রমণীয় দেখ। রমণীয় শব্দ+কণ্ ভাবে। সং; ক্লী।

রামতনু লাহিড়ী—১৮১৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে ইনি হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। ১৮২৮ খ্রীঃ হিন্দু কলেজে দিগম্বর মিত্রের সহিত একদিনে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই শ্রেণীতে তখন ডিরোজিও অধ্যাপনা করিতেন। এই কলেজেই ১৮৩৩ খ্রীঃ ৩০৲ টাকা বেতনে রামতনু অন্যতম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খ্রীঃ ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে স্কুলবিভাগের ২য় শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সেখান হইতে ১৮৫১ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে ১৫০৲ টাকা বেতনে বর্দ্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষকস্বরূপে গমন করেন। এইখানে অবস্থানকালে একবার ইনি গাজীপুরে নৌকাযোগে বেড়াইতে যান। যাইবার সময় জলে উপবীত নিক্ষেপ করেন। ১৮৫২ হইতে ১৮৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ বারাসত স্কুলে আসেন এবং সেখানে দেড় বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং পর বৎসরে টিপু সুলতানের বংশধরগণের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রসাপাগলায় প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলের ২য় শিক্ষকস্বরূপে নিযুক্ত হন। সেখান হইতে জেলা স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বরিশালে যান। তথায় তিন মাস মাত্র কার্য্য করিয়া ১৮৬১ খৃঃ এপ্রেল মাসে আবার কৃষ্ণনগর কলেজে আসিয়া অধ্যাপনা করেন। ১৮৬১ খৃঃ নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত এইখানে কার্য্য করিয়া পেন্‌সন গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ১০ বৎসর কাল গোবরডাঙ্গার জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশের নাবালকগণের অভিভাবকস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন। কর্ম্মত্যাগ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা চাঁপাতলায় থাকেন। পরে হ্যারিসন রোডে পুত্র শরৎকুমারের বাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। এইখানে অবস্থান কালে ১৮৯৮ খৃঃ ইনি একদিন হঠাৎ শয্যা হইতে পড়িয়া গিয়া ভগ্নপদ হন। ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে ইঁহার দেহাবসান হয়। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তবে জীবনের শেষ ভাগে

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত কতকটা সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি সমস্ত জীবনই অধ্যাপনা কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহার শিক্ষাদান প্রণালী এত সুন্দর ছিল যে, ইঁহাকে সকলে Arnold of the East বলিতেন। কেবল যে ইঁহার ছাত্রমণ্ডলী ইঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতেন তাহা নহে, সাধারণ সমাজও ইঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিত।

রামদাস সেন—মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে বঙ্গজ কায়স্থকুলে ১২৫২ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮৪৫ খ্রীঃ ১০ই ডিসেম্বর) ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম লালমোহন সেন, মাতার নাম লক্ষ্মীমণি। বাড়ীতে ও বহরমপুর কলেজে ইঁহার শিক্ষালাভ হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি ইতিহাস, ভূগোল এবং কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন। স্কুল ত্যাগ করিয়াও ইনি পাঠে বিরত হন নাই। ইনি নানা স্থান হইতে বহুবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন; ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত রহস্য, রত্ন রহস্য, বুদ্ধদেব। এতদ্ব্যতীত কুসুমমালা, কবিতালহরী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। ইটালীর ফ্লরেন্স নগরের ওরিয়েণ্টাল একাডেমী হইতে ইনি 'ডাক্তার' উপাধি পান। ১২৯৪ সালে ৩রা ভাদ্র (১৮৮৭ খ্রীঃ ১৯শে আগষ্ট) ইঁহার দেহান্তর হয়।

রামদাস স্বামী—১৬০৮ খ্রীঃ মান্দ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণানদীতীরস্থ জাম্ব গ্রামে রামদাসের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম সূর্য্যাজী পন্থ এবং মাতার নাম রাণুবাঈ। মাতাপিতা উভয়েই রামভক্ত ছিলেন, একারণ পুত্রের নাম রাম দাস রাখেন। শৈশবাবধি রামদাসের মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হয়। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বিবাহ দিবার জন্ম মাতাপিতা উদ্যোগী হন এবং সুলক্ষণা কন্যা নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বিবাহের দিন নির্ণয় করেন। বিবাহসভায় বহু লোকের সমাগম ও নানাবিধ তর্কবিতর্ক হওয়াতে, পুরোহিত মহাশয় কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তাকে, লগ্নকাল অতিক্রান্ত না হয়, ইহা জানাইবার জন্ম "সাবধান সাবধান" বলিলেন। কিন্তু রামদাস ঐ "সাবধান" শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে, উহা তাঁহাকেই বলা হইতেছে। কেননা সংসার-বন্ধন অতিশয় দুঃখদায়ক, উহাতে শান্তিলাভের আশা নাই। এইরূপ স্থির করিয়া রামদাস সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। সূর্য্যাজী পন্থ সভাস্থলে অপমানিত হইয়া পুত্রের অন্বেষণে গমন করিলেন। অচিরেই পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল। পিতা বিবাহের জন্ম অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু পুত্র কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি পিতাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। রামদাস কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া শ্রীরামমূর্ত্তি দর্শন করেন। ইনি পাণ্ডারপুরে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া, শ্রীরামমূর্ত্তি ধ্যানে প্রবৃত্ত হন এবং ধ্যানান্তে কৃষ্ণমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও তাহাতে রামমূর্ত্তির অধিষ্ঠান অবলোকন করেন। পরে ইনি পাণ্ডারপুর হইতে জাম্ব নগরে এবং তথা হইতে চাপরা গ্রামে আগমন ও শেষোক্ত স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শ্রীরাম চন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ঐ স্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থানের পর পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ইঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিপদে সম্পদে সকল সময়েই ইঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া সিদ্ধমনোরথ হন। রামদাস স্বামী যোগবলে অনেক অমানুষ কার্য্য করিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, তিনি শিবাজীর মনের ভাব অনেক সময়ে বলিয়া দিতেন। একদা জলশূন্য স্থানে অর্দ্ধহস্ত মৃত্তিকা খনন করিয়া নির্ম্মল জল বাহির করেন এবং মাতার মৃত্যুকাল বলিয়া দেন ইত্যাদি। শিবাজী গুরুর সম্মানার্থে ১৬৭২ শকে গ্যারোণি নামক স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। উহা অদ্যাপি রামদাস স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রামদাস স্বামীর "আঙ্গুরাই" নাম্নী দেবী ঐ মন্দিরেই স্থাপিত। রামদাস বহু গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে দাসবোধ ও মনঃসম্বন্ধীয় শ্লোকই প্রধান। ১৬৮১ খ্রীঃ অব্দে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামদুলাল সরকার—বিখ্যাত ধনী ও সদাশয় ব্যক্তি। দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে বলরাম সরকার নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, একটী ক্ষুদ্র পাঠশালার সামান্য আয়ে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিত। ১৭৬৯ খ্রীঃ বর্গীর ভয়ে গর্ভবতী স্ত্রীকে লইয়া তিনি গ্রাম ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। পথিমধ্যে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাঁহার স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, এবং অনতিকাল পরে সেই আশ্রয়শূন্য বিশাল প্রান্তরবক্ষে তিনি এক পুত্র প্রসব করেন। এই দুঃখদারিদ্র্য ও বিপদের মধ্যে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি রামদুলাল। শৈশবেই রামদুলাল মাতৃহীন হইলেন; তারপর পিতাও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তখন ইনি একটি শিশু ভ্রাতা এবং একটি শিশু ভগিনীর হাত ধরিয়া কলিকাতায় মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মাতামহের অবস্থাও অতি শোচনীয়; এমন কি মুষ্টিভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। ঐ স্থানেই বালক রামদুলাল অতি কষ্টে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ইঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। ইঁহার মাতামহী কলিকাতার বিখ্যাত ধনী মদনমোহন দত্তের বাটীতে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মাতামহীর সহিত রামদুলালও তথায় আশ্রয় পাইলেন। এতদিন ইঁহার শিক্ষার সুযোগ হয় নাই, এইবারে অন্নদাতার গৃহে থাকিয়া তাঁহারই গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন লিখিবার জন্য কাগজ বা শ্লেট ব্যবহৃত হইত না, কলাপাতা বা তালপাতায় লিখিতে হইত। কিন্তু দরিদ্র রামদুলালের প্রত্যহ কলাপাতা বা তালপাতা কিনিবার সঙ্গতি ছিল না, তিনি দত্তমহাশয়ের বাটীর বালকগণের পরিত্যক্ত পাতাগুলি প্রত্যহ গঙ্গা হইতে ধুইয়া আনিয়া তাহাতে লিখিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে ইনি অল্পদিনের মধ্যেই উত্তমরূপে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে এবং ইংরাজীতে কথা কহিতে শিখিলেন। শিক্ষান্তে মাতামহীর দারিদ্র্য ক্লেশ মোচনার্থ রামদুলাল এবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মদনমোহন দত্ত প্রথমে ইঁহাকে নিজের আফিসে কার্য্যশিক্ষার্থিরূপে নিযুক্ত করিলেন। পরে রামদুলালের কার্য্যদক্ষতা ও শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া ইঁহাকে বিল-সাধার কাজ দিলেন। বেতন পাঁচ টাকা। এই কার্য্য অতিশয় কষ্টসাধ্য হইলেও রামদুলাল ইহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন না; ইনি প্রাণপণ যত্নে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদিন ইনি দমদমার জনৈক সৈনিক সাহেবের নিকট বিল সাধিতে গিয়াছিলেন। টাকা পাইতে বিলম্ব হইল। সন্ধ্যার সময় একরাশি টাকা লইয়া ইনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তখন কলিকাতার চারিপাশে অত্যন্ত দস্যুভয় ছিল। সুতরাং এত টাকা লইয়া রাত্রিকালে পথ চলা বিপজ্জনক। রামদুলাল প্রথমে কাহারও বাড়ীতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু পরক্ষণে ভাবিয়া দেখিলেন, যাহার বাড়ীতে আশ্রয় লইব, সেই যদি আমাকে মারিয়া টাকা

কাড়িয়া লয়? তখন রামদুলাল আপনার অতিরিক্ত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশে টাকার থলি মাথায় দিয়া এক বৃক্ষতলে শুইয়া রাত্রিযাপন করিলেন। এইরূপ কার্য্যে রামদুলালের উপর প্রভুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনি রামদুলালকে দশ টাকা বেতনে সিপ্ সরকারের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই রামদুলাল ৫১ টাকা বেতন হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া একশত টাকা সঞ্চয় করিয়া এক কাঠের গদিতে দিয়াছিলেন। তাহা হইতে মাসে মাসে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতে মাতামহকে সাহায্য করিতেন। সিপ্ সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রামদুলালকে সর্ব্বদা জাহাজে গতিবিধি করিতে হইত; ইহা দ্বারা জাহাজসম্বন্ধে ইনি অনেক বিষয় অবগত হইলেন, এবং যে সকল জলমগ্ন জাহাজ টালা সাহেবের আফিসে নীলাম হইত, তাহাদের মূল্যাদি নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে ইনি ভাগীরথীর মুখে একখানি জলমগ্ন জাহাজ দেখিয়া, সে জাহাজকে কিরূপে উদ্ধার করা যায়, তাহাতে কত মাল আছে, তাহার কত অংশ পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্যই বা কত, ইত্যাদি সমস্তই অনুমানে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই মদনমোহন ১৪০০০ হাজার টাকা দিয়া ইঁহাকে টালার আফিসে কোন একটি নীলাম ডাকিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ইনি তথায় উপস্থিত হইবার সামান্যক্ষণ পূর্ব্বেই সে নীলাম হইয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই ইনি শুনিলেন যে, ইনি ভাগীরথীর মুখে যে জলমগ্ন জাহাজখানি দেখিয়াছিলেন, সেখানি নীলাম হইতেছে। তখন রামদুলাল তথায় উপস্থিত হইয়া ১৪০০০ হাজার টাকার প্রভুর নামে সেই নীলাম ডাকিয়া লইলেন। নীলাম ডাকিয়া লইয়া ইনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় জনৈক সাহেব ব্যস্ততাসহ সেই নীলাম ডাকিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া যখন শুনিলেন যে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে রামদুলাল নীলাম ডাকিয়া লইয়াছে, তখন তিনি রামদুলালের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু রামদুলাল তাহাতে ভীত না হওয়ায় অবশেষে সাহেব তাঁহাকে লাভ লইয়া নীলামটী বিক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনেক দর কসাকসির পর এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা লইয়া রামদুলাল জাহাজ খানি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এই লাভের এক লক্ষ টাকা রামদুলাল অনায়াসেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, প্রভু ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না, জানিলেও কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না। কিন্তু রামদুলালের অন্তঃকরণ সেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত নহে, তাহা সাধুতা ও বিশ্বাসের লীলাক্ষেত্র। সুতরাং তিনি সমস্ত টাকা লইয়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রভুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার টাকা অন্য কার্য্যে নিয়োজিত করায় আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে প্রভুকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। কথা শেষে সমস্ত টাকা প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। মদনমোহন বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে এই সরল বিশ্বাসী যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; দশ টাকা বেতনভোগী ভৃত্যের এই অসামান্য নির্লোভতা দর্শনে তিনি স্তম্ভিতপ্রায় হইলেন। পরে রামদুলালকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হর্ষগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "রামদুলাল, এই লক্ষ টাকায় আমার কোন অধিকার নাই, ইহা তোমার সাধুতা ও বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ ঈশ্বর তোমাকে দান করিয়াছেন।" এই বলিয়া নিজের চৌদ্দ হাজার টাকা লইয়া অবশিষ্ট টাকা রামদুলালকে প্রদান করিলেন। দরিদ্র রামদুলালের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল; ইনি সাধুতা ও অধ্যবসায়ের ঈশ্বরদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

এই লক্ষ টাকা লইয়া রামদুলাল সাধুতার সহিত ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। ক্রমে ব্যবসায় বিস্তৃত হইল। ইনি চারিখানি জাহাজ ক্রয় করিয়া আমেরিকার সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। আমেরিকার সমস্ত বাণিজ্যাগারের ইনিই একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হইলেন। আমেরিকার লোকে ইঁহাকে বাঙ্গালার 'রথচাইল্ড্' আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিল। সেখানে রামদুলালের সম্মানের অবধি রহিল না। বণিক্‌সমাজে ইনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। সুকৌশলে নানাবিধ জিনিষের একচেটিয়া ব্যবসায় করিয়া প্রচুর লাভবান্ হইতে লাগিলেন। কিন্তু এত উন্নতিতেও গর্ব্ব রামদুলালকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মদন দত্ত যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইনি তাঁহার ভৃত্যত্ব ত্যাগ করেন নাই; ততদিন ইনি সামান্য বেশে পাদুকা ত্যাগ করিয়া প্রভুর বাটীতে প্রবেশ করিতেন। এবং মাসান্তে দশ টাকা বেতন লইয়া আসিতেন। কোটীপতি হইলেও ইনি আপনার পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হন নাই। মহত্ত্বের ইহাই লক্ষণ। জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে মূলাযোড় গ্রামে এক সর্ব্বসুলক্ষণা পাত্রীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। একটা প্রবাদ আছে "স্ত্রীভাগ্যে ধন"; বিবাহের পর হইতেই রামদুলালের এইরূপ উন্নতি দর্শনে উক্ত প্রবাদের উপর লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কখন কোন অর্থী ইঁহার দ্বার হইতে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় নাই। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে একবার ইনি লক্ষ টাকা দান করেন। এতদ্ব্যতীত আফিসে ইনি প্রত্যহ সত্তর টাকা দান করিতেন। বেলগাছিয়াতে ইনি এক অতিথিশালা স্থাপন করেন এবং তথায় প্রত্যহ সহস্র লোকে আহার পাইত। ইনি কখন আদালতে দাঁড়াইয়া হলপ করেন নাই। কেহ ইঁহাকে মোকদ্দমায় সাক্ষী মানিলে ইনি নিজ হইতে সেই টাকা দিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দিতেন। ১২৩১ সালে ৭১ বৎসর বয়সে এই সদাশয় মহাপুরুষ গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে মৃত্যুকালে ইনি ১ কোটী ২৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইঁহার পুত্র সন্তান দুইটী—আশুতোষ ও প্রমথনাথ। সাতু বাবু ও লাটু বাবু নামে ইঁহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন।

রামধনু,—ধনুক—নভঃস্থ মেঘে বিবিধবর্ণ ধনুরাকার বিশেষ, ইন্দ্রধনুঃ। সং।

রামনবমী—রামচন্দ্রের জন্মতিথি, চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী। ৮৩২। সং; স্ত্রী। ইহা বৈষ্ণবগণের পুণ্য পর্ব্বতিথি, এই দিনেই শ্রীভগবান্ ভূভার হরণের নিমিত্ত ও আর্ত্তত্রাণের জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই তিথিতে কর্ত্তব্য কার্য্য,—

"উপোষণং জাগরণং পিতৃনুদ্দিশ্য তর্পণম্।
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভীপ্সুভিঃ॥"

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—রামনাথ দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও স্বকীয় অসামান্য প্রতিভাবলে বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট রীতিমত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক উক্ত শাস্ত্রে সুচারু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি পঞ্চদশায় বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহার পত্নীও ইঁহার ন্যায় উদারহৃদয়া ও নিঃস্পৃহা ছিলেন। রামনাথ নানাগুণে গুণবান্ ছিলেন। তখন পাঠ সমাপনান্তে অধিকাংশ পণ্ডিতই রাজসাহায্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন। কিন্তু রামনাথ তাহা করেন নাই। তিনি নবদ্বীপের সমীপস্থ বনখণ্ডে চতুষ্পাঠী স্থাপন

করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন, একারণ লোকে ইঁহাকে "বুনো রামনাথ" বলিত।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র লোকমুখে রামনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শ্রবণে একদা তাঁহার পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রচিন্তা-নিমগ্ন রামনাথ প্রথমে রাজাকে দেখিতেই পান নাই, পরে গাত্রো খান করিয়া যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা তদীয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট ও উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনার কিছু অনুপপত্তি আছে কি না।" রামনাথ ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি চারিখণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, আর এখন কিছু অনুপপত্তি ত দেখিতেছি না।" এই উত্তরে আশ্চর্যান্বিত ও পরম তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে অর্থপ্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু নিঃস্পৃহচেতা রামনাথ ও পতিপথাবলম্বিনী তদীয় পত্নী রাজার দান গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

এক সময়ে কলিকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের ভবনে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শুভাগমন উপলক্ষে এক মহতী সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপের শিবনাথ বাচস্পতি প্রভৃতি বহু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যে প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন, অন্য কেহই তাহার উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। তখন লোভপাশ-বিনির্ম্মুক্ত মহাত্মা রামনাথ দিগ্বিজয়ীর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিলেন। এই বনবাসী পণ্ডিত হইতেই নবদ্বীপের গৌরব-গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে পারিল না।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক-প্রণেতা। ১৭৪৫ শকে ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। ইনি প্রথমে চতুষ্পাঠীতে, পরে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা লাভ করেন, এবং সংস্কৃত কলেজেই শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী এক সময়ে সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দেন যে, 'যিনি পতিব্রতোপাখ্যান নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তিনি ৫০৲ টাকা হিসাবে পারিতোষিক পাইবেন।' সেই বিজ্ঞাপনানুযায়ী তর্করত্ন মহাশয় উক্ত দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত ইনি বেণীসংহার, রত্নাবলী, মালতীমাধব, শকুন্তলা, নবনাটক এবং রুক্মিণীহরণ, এই ছয়খানি নাটক রচনা করেন। অনেকগুলি নাটক রচনার জন্য ইনি নাটুকে রামনারায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি যেমন সুপণ্ডিত তেমন নাটক রচনায় ও কবিত্বে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ওঁদার 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃঃ ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রামনিধি গুপ্ত—প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা। ইনি সাধারণতঃ নিধুবাবু নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার নাম নিধিরাম গুপ্ত। ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চাঁপতা গ্রামে ১১৪৮ সালে পৌষমাসে (১৭৪১ খৃঃ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইঁহাদের আদিবাস কলিকাতা কুমারটুলিতে। রামনিধি ৪।৫ বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া নামতা শুভঙ্করী প্রভৃতি বাঙ্গালা শিক্ষা শেষ করেন। পরে হরিনারায়ণ কলিকাতায় আসিয়া কুমারটুলিতে বাস করিলে রামনিধি জনৈক পাদরীর নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ২২ বৎসর বয়সে সুখচর গ্রামে ইঁহার বিবাহ হয়। শিক্ষান্তে প্রতিবেশী দেওয়ান রামতনু পালিতের চেষ্টায় ছাপরায় কালেক্টরী আফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার রচিত টপ্পা দেশবিখ্যাত। ইঁহার গানের ভাষা যেমন সরল, তেমনই ভাবপূর্ণ। যে ওস্তাদ্ ইঁহাকে শিক্ষা দিত, সে যখন দেখিল, প্রতিভাবান্ শিষ্য বুঝি গুরুকে ছাড়াইয়া যায়, তখন ওস্তাদ্ নূতন শিক্ষাদানে মনোযোগী হইলেন না। নিধুবাবু ইহা বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। তিনি ওস্তাদকে বলিলেন, "আমি আমার দেশীয় ভাষায় গান রচনা করিয়া গাহিব, মুসলমানী গান আর গাহিব না।" অতঃপর তিনি ওস্তাদী হিন্দী গানের রাগরাগিণী ও তালমান অনুসারে বাঙ্গালায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। সে সঙ্গীত শুনিয়া এবং তাহাতে নূতনত্বের আস্বাদ পাইয়া লোকে মুগ্ধ হইল। সুবিখ্যাত গায়ক রঘুনাথ বলিতেন, "বাঙ্গালাদেশে নিধুর টপ্পার তুলনা দেখিতে পাই না। যেখানে সুরের যে পরিমাণে লয় থাকা উচিত তাহা ঐ সকল গান ছাড়া অন্য বাঙ্গালা গানে দেখি নাই। ইহা গাহিবার সময় 'সরির' খেয়াল কি বাঙ্গালা গান ঠিক করিতে পারি না।" ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খৃঃ) চৈত্রমাসে ৮৮ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামপাখী—কুক্কুট, মুরগী। দেশজ। সং।

রামপ্রসাদ সেন—সুপ্রসিদ্ধ সাধক, গীতরচক ও গায়ক। অনুমান ১৭২৩ খ্রীঃ কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পিতা রামরাম সেন সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। রামপ্রসাদ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসী ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনের অভিলাষানুরূপ বিদ্যার্জ্জন করিতে পারেন নাই। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারের ভার ইঁহার উপর পতিত হইল, কাজেই ইনি জীবিকার্জ্জনের পথ দেখিতে বাধ্য হইলেন।

রামপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া এক ধনীর গৃহে মুহুরিগিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যাবধি ইঁহার হৃদয় ভক্তিপ্রবণ ছিল। ইনি অবকাশ পাইলেই শ্যামাবিষয়ক গীত রচনা করিতেন এবং হিসাবের খাতায় তাহা লিখিয়া রাখিতেন। ইঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী একদা তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং প্রভুর অধিকতর প্রিয়পাত্র হইবার আশায় তাঁহাকে তাহা দেখাইলেন। প্রভু অতি সদাশয়, সহৃদয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি খাতায় রামপ্রসাদের এই গানটি দেখিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইলেন :—

"আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।
ইত্যাদি।"

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রামপ্রসাদের মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ইঁহাকে গৃহে যাইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ অন্নচিন্তার দায় হইতে মুক্ত হইয়া একাগ্রমনে তাহাই করিতে লাগিলেন। অতঃপর নদীয়ার গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সহিত আলাপ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রচনা করিয়া রাজাকে উপহার দিলেন। রাজাও ইঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ শ্যামাবিষয়ক অসংখ্য গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত গীত এমনই ভাবপূর্ণ, মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, তাহাতে গায়ক ও শ্রোতা উভয়েরই হৃদয় ভক্তি ও আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন ও শেষ জীবনে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। ১৭৭৫ খৃঃ ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামপ্রাণ গুপ্ত—জন্ম ১২৭৫ সাল (১৮৬৯ খৃঃ), নিবাস ময়মনসিংহের অন্তর্গত কেদারপুর

গ্রাম। দেশে ইঁহাদের বংশ মুন্সীবংশ বলিয়া খ্যাত। ছাত্রাবস্থাতেই রামপ্রাণ কোচবেহার হইতে প্রকাশিত 'সুকথা' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি অক্লান্ত ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছেন। ইঁহার রচিত বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী, আরতি, নবনূর প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। ইঁহার কয়েক খানি গ্রন্থের নাম—"মোগল বংশ", "প্রাচীন ভারত", "রিয়াজউস-সালাতিন", "পাঠান রাজবৃত্ত", "ইসলাম কাহিনী", "হজরত মহম্মদ" "ব্রতমালা" ইত্যাদি।

রামভদ্র—দশরথাত্মজ শ্রীরাম। ভদ্র যে রাম, কর্ম্মধা। সং; পু।

রামমূর্ত্তি, নাইডু—মান্দ্রাজ প্রদেশে অনুমান ১৮৭৯ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা নারায়ণ স্বামী। দুই বৎসর বয়সে রামমূর্ত্তি মাতৃহীন হন। শৈশবে ইনি অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে ইনি হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। কথিত আছে, কেবল চুরুট টানিয়া ইনি রোগমুক্ত হন। পাঠশালায় শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেই স্থানে ভীমসেন, হনুমান প্রভৃতি প্রাচীন সময়ের বীরগণের কথা শুনিয়া ইঁহার মনে শারীরিক শক্তিসাধনার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। বিদ্যালয়ের জিমন্যাষ্টিক আখড়ায় ইনি রীতিমত ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত শক্তিশালী স্যাণ্ডো (Sandow) প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে কিছু-দিন সাধনা করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় দেশীয়-প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তাহার ফলে ইনি কিরূপ সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা ভারতবাসী দেশীয় ও ইয়ুরোপীয়গণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃঃ প্রারম্ভে ইনি কলিকাতার গড়ের মাঠে যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শীঘ্র কেহই ভুলি-বেন না। বারটী অশ্বের বলধারী চলন্ত মোটরকারের গতি ইনি রোধ করিয়াছেন, এবং ৮১ মণ ওজনের একটি হাতী ইঁহার বুকের উপরিস্থিত কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে রামমূর্ত্তির কোন কষ্টই হয় নাই। কথিত আছে, ইনি মৎস্য বা মাংস আহার করিতে ভালবাসেন না। সকালে ও বৈকালে সরবৎ, বেলা দুই প্রহরের সময় এক পোয়া চাউলের অন্ন, ডাউল ও সামান্য তরকারী, এক সময় একটু মাখন ও অপর সময় ঘৃত, মধু ও চিনি উত্তপ্ত করিয়া এক পোয়া রাবড়ির সহিত পান করেন। শুনা যায়, স্যাণ্ডো ইঁহার সহিত বলপরীক্ষা দিতে সাহসী হন নাই। পারিতোষিকস্বরূপ ইনি অনেক গুলি পদক পাইয়াছেন। ইনি বলেন, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগই শারীরিক শক্তি বিকাশের প্রধান উপকরণ।

রামমোহন রায় (রাজা)—আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ১৭৭৪ খ্রীঃ ১০ই মে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। ইনি পিতার মধ্যম পুত্র। ইঁহাদের মূল উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব-দরবারে কার্য্য করিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাধানগরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া রামমোহন আরবী ও পারসী শিক্ষার নিমিত্ত পাটনায় গমন করেন, এবং অল্পকাল-মধ্যে ঐ দুই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কাশীধামে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র। অতঃপর রামমোহন স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং প্রচলিত প্রতিমা-পূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া উহার বিরুদ্ধে স্বীয় মত স্থাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি তৎসম্বন্ধে "হিন্দুদিগের পৌত্ত-লিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। ইহাতে আত্মীয় স্বজনের সহিত ইঁহার মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইনি গৃহত্যাগ করিলেন এবং ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিব্বতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় রামমোহন তাহাদিগের বিরাগভাজন হইলেন এবং নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৮০৩ খ্রীঃ পিতার মৃত্যু হইলে তিন সহোদরে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া রামমোহন সংসারী হইলেন। কিন্তু বিষয়ের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভবপর নয় দেখিয়া ইনি চাকরীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং রঙ্গপুরে কালেক্টরি আফিসে সামান্য বেতনের একটি কর্ম্ম পাইলেন। নিজ কার্য্য-দক্ষতায় অতি অল্পদিনের মধ্যে ইনি সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইলেন। এই সময়ে ইনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। কিছুদিন পরে ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁহাদের সন্তানাদি না থাকায় রামমোহন সমস্ত পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হইলেন। এইরূপে গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করার পর ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। অতঃপর রামমোহন অনন্যচিত্ত ও অনন্য-কর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৮২৮ খ্রীঃ কলিকাতায় কমলবসুর বাটীতে ব্রহ্মসভা সংস্থাপন করিলেন। ইহাই পরে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়। ইনি পূর্ব্বে যে সকল ভাষা শিক্ষা করিয়া-ছিলেন, তদ্ভিন্ন উর্দ্দু, হিব্রু, ফরাসী, গ্রীক এবং লাটিন ভাষাতেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইংরেজী প্রভৃতি ঐ সমস্ত ভাষা হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধসকল সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালা গদ্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে, ইঁনিই প্রথম মার্জ্জিত বাঙ্গালা-গদ্য-লেখক। উত্তরকালীন লেখকগণ ইঁহারই ভাষার অনু-করণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এই-রূপ নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করায় ইনি সাধা-রণ হিন্দুর নিকট "নাস্তিক" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন এবং তজ্জন্য ইঁহাকে নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইল। কিন্তু তথাপি ইনি স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে বিচলিত হইলেন না। ইনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া এবং ঐ প্রথা রহিতকরণ বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সহায়তা করিয়া সজাতীয়গণের অধিকতর বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দ্বিতীয় আকবর সাহ স্বীয় বৃত্তি হ্রাস হওয়ায় তাহার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলে প্রার্থনার জন্য ১৮৩০ খ্রীঃ ১৫ই নবেম্বর রামমোহনকে বিলাতে প্রেরণ করেন। আধুনিক বাঙ্গালীদের মধ্যে ইঁনিই এই পথের প্রদর্শক। বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে সম্রাট্ ইঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সম্রাটের কার্য্যসমাধানান্তে ১৮৩২ খৃঃ ইনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরে গমন করেন এবং তথাকার রাজার নিকট বিলক্ষণ সমাদর প্রাপ্ত হন। পর বৎসর ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া ব্রিষ্টল নগরে জনৈক বন্ধুর ভবনে অবস্থিতি করিবার সময় পীড়িত হন এবং সেই রোগেই ১৮৩৩ খ্রীঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর কালগ্রাসে পতিত হন। ব্রিষ্টল নগরেই ইঁহার সমাধি হয়।

রামমোহন বসু—১১৯৩ সালে (১৭৮৭ খৃঃ) কলিকাতার অপর পারে শালিখা গ্রামে

কুলীন কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রবিলোচন বসু, এবং মাতার নাম নিস্তারিণী। পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হইলে রামমোহন গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। রামমোহন স্বভাবকবি ছিলেন। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট মোটামুটি ভাষাজ্ঞান লাভ করিলে রবিলোচন পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় রাখিয়া দিলেন। রামমোহন যোড়াসাঁকোর এক পিসার বাড়ীতে থাকিয়া মনোযোগ-সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে অবসর পাইলে কবিতাও লিখিতেন। এই সময়ে কবিওয়ালা ভবানী বেণে একদিন যোড়াসাঁকোর পথে যাইতে যাইতে কয়েকটী গান কুড়াইয়া পাইলেন, এবং সেই শ্রুতিমধুর ও উচ্চভাবাত্মক গানে মুগ্ধ হইয়া তাহার রচয়িতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, রামমোহন ইহার রচয়িতা। তখন ভবানী, রামমোহনের গানসংগ্রহে প্রয়াসী হইলেন। ভবানী তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগের শরণাপন্ন হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা গান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে শেষে ভবানীর অনুরোধে রামমোহন কলিকাতার কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভবনে ভবানীর দলে প্রথম গান করেন। রবিলোচন ইহা জানিতে পারিয়া পুত্রকে অনুযোগ করিলে রামমোহন এই দলের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। ইহার অল্প দিন পরে পিতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় রামমোহনকে জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা করিতে হইল। ইনি প্রথমে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অধিক দিন এ কার্য্যে থাকিতে পারিলেন না, ইনি স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্ম কবির দলে যোগ দিলেন, এবং ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে গান বাঁধিয়া দিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইঁহার গানে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল, চারিদিকে রাম বসুর যশঃ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। শেষে ইনি অন্যের দল ছাড়িয়া নিজে সখের দল করিলেন। অল্পদিন পরেই তাহা পেশাদারী দলে পরিণত হইল। রাম বসু কবিওয়ালাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিরহ, সখীসংবাদ, লহর, সপ্তমী প্রভৃতি গানগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্নস্বরূপ। বিশেষতঃ তাঁহার বিরহ-সঙ্গীতের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পরিদৃষ্ট হয় না। ১২৩৫ সালে ৪২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামরাম বসু—'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামক গ্রন্থের লেখক। ইনি ১৮০১ খৃঃ প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনা করেন। ১৮০২ খৃঃ ইঁহার কর্ত্তৃক 'লিপিমালা' নামক আরও একখানি গ্রন্থ রচিত হয়।

রামশর্ম্মা—বিখ্যাত কবি, ইঁহার প্রকৃত নাম নবকৃষ্ণ ঘোষ। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষবংশে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট ইঁহার জন্ম হয়। শৈশবে ইঁহার ইংরাজী শিখিবার সমধিক আগ্রহ দেখা যাইত। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক Captain Palmer ইঁহার মৌলিক চিন্তাশক্তি ও আগ্রহ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রিন্স অব ওয়েলস্ Albert Edward এর (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষে আগমনকালে ইংরাজীকবিতা-রচনায় নবকৃষ্ণ সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। কিছু পরে তাঁহার A Reply to Moncrieff's fidelity of Conscience নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সেক্সপীয়র ও মিলটনের কাব্যগ্রন্থাবলী ইনি নিয়মিত পাঠ করিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি তাঁহার আয়ত্ত হয়। সামান্য কেরাণী হইতে নিজগুণে ইনি ক্রমশঃ উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি Assistant to the Accountant General, Bengal এই পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী করিবার সময় নবকৃষ্ণের লেখনীর বিরাম ছিল না। ইঁহার রচনা প্রকাশ করিবার জন্ম সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া নবকৃষ্ণ কখনও টাকা লইয়া হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের উপর ইনি যে সন্দর্ভ প্রকাশ করেন তাহা ইঁহার এক ইংরাজ সিভিলিয়ান্ বন্ধু Lord Cranborne, State-Secretary এর নিকট প্রেরণ করেন। ইহার ফলে ভারত গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে দুর্ভিক্ষদমনের উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত The ode in welcome to Prince Albert বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল এবং প্রিন্স্ এলবার্টের কথামত উহার কয়েক খণ্ড মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। নবকৃষ্ণ এযাবৎ অসংখ্য ইংরাজী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার কতকগুলি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি জ্যোতিষপ্রকাশ-নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাই বঙ্গভাষায় প্রথম জ্যোতিষের গ্রন্থ। নবকৃষ্ণ বিবিধ সদ্গুণের আধার। ইঁহার দয়া ও দানশীলতা অসাধারণ।

রামশিঙ্গা—বৈষ্ণবের বৃহৎ শৃঙ্গাকার বাদ্য-বিশেষ। দেশজ। সং। [সং; পু।

রামসখ—কপিরাজ সুগ্রীব। রামের সখা, ৬তৎ।

রাম-শালিক—কুলেচরবর্গের দীর্ঘপদ দীর্ঘচঞ্চু প্রায় তিন হাত দীর্ঘ পক্ষিবিশেষ। দেশজ। সং।

রামা—১। রমণীয়া; শুভ্রা। রাম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সুন্দরী স্ত্রী; প্রিয়া। সং; স্ত্রী।

রামাইৎ, রামাৎ—রামানুজ বৈষ্ণব সম্প্রদায়। দেশজ। সং বা বিণ।

রামানন্দ-জনৈক বিখ্যাত বিষ্ণুপূজক সাধক ও ধর্ম্মপ্রচারক। রামানন্দ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু-সম্প্রদায়সমূহ এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক জাতিতে পরিণত করাই ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দি সাধারণের ভাষা বলিয়া ইনি ঐ ভাষায় সর্ব্বত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ইনি উক্ত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। ইনি "রামাৎ বৈষ্ণব" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—বাঁকুড়ার এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ সিটি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত তিনি প্রথম স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে বাঁকুড়ার উকীল হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মনোরমা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বাঁকুড়ার স্কুলে অধ্যয়নের সময় হইতেই রামানন্দ ব্রাহ্ম শিক্ষকদের সংস্রবে আসেন। ফলে, বাল্যকাল হইতেই হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার আস্থা কমিয়া যায়। কলিকাতায় সিটি কলেজে অধ্যয়ন কালে রামানন্দ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মগণের অধিকতর সংস্রবে আসেন। এম-এ পরীক্ষাতেও রামানন্দ বাবু ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক হইয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। অতঃপর ঐ বৎসরের শেষভাগে তিনি এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের

সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন, এবং যুক্ত প্রদেশের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এণ্টনি ম্যাকডোনাল্ড কর্ত্তৃক সেকণ্ডারী এডুকেশন রিফর্ম্ম কমিটির সদস্য পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর অবৈতনিকভাবে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। রামানন্দ বাবু যখন এলাহাবাদে ছিলেন, তখন, অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি "প্রবাসী" নামক মাসিক পত্র বাহির করেন। এই পত্র বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ ও প্রভাব বিস্তার করিয়া সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতেছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ বাবু "দি মডার্ণ রিভিউ" নামক একখানি ইংরেজী মাসিক পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাও সুপরিচালিত মাসিকপত্র। মডার্ণ রিভিউয়ের কল্যাণে রামানন্দ বাবু ইয়োরোপের এতাদৃশ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন যে, জাতিসঙ্ঘের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী অধ্যয়ন করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘ রামানন্দ বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় প্রাচীন বয়সে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইয়োরোপ যাত্রা করেন। সাহিত্য-চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়াও রামানন্দ বাবু নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেন। রামানন্দ বাবু রাজনীতির সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বোম্বে, কাশী ও সুরাটের কংগ্রেসে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে তিনি নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসে রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রচার করিয়া থাকেন। ইহাই ঐ দুইখানি সাময়িক পত্রের বিশেষত্ব। রামানন্দ বাবু ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারী ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উহার সভাপতিরূপে সমাজের সেবা করিয়াছেন। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রে তিনি যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা সাধারণতঃ সুচিন্তিত, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ। এই কারণে তাহা জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

রামানন্দ নন্দী—চব্বিশ পরগণা বারাশত মহকুমার অন্তর্গত রাহুতাগ্রামে কায়স্থবংশে আনুমানিক ১১৮০ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আনন্দচন্দ্র নন্দী। রামানন্দ ২২।২৩ বৎসর বয়সে প্রথমে নিতাই দাসের কবির দলে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীতরচনায় দক্ষতা লাভ করেন। এজন্য তিনি নিতাইকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। পরে গুরুশিষ্যে পৃথক্ দল বাঁধিলে শিষ্য গুরুকে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং সময়ে সময়ে কৃতকার্য্যও হইতেন। ৪।৫ বৎসর নিতাই দাসের দলে থাকিয়া রামানন্দ, নীলু ঠাকুর, ভবানী বেণে প্রভৃতি কয়েক জনের দলে থাকেন। এই নীলু ঠাকুর নিতাই দাসের গুরু। অতঃপর রামানন্দ নিজে দল গঠিত করেন। দুঃখের বিষয়, রামানন্দের রচিত গানগুলি আর পাওয়া যায় না, কোন কোন গানের অসম্পূর্ণাংশ মাত্র পাওয়া যায়।

রামানুজ—১। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—ভরত, লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন। রামের অনুজ ৬তৎ। সং; পু। ২। সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ১০১৭ খৃঃ শ্রীপরম্বুদুর (পেরুম্বুর) গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম কেশব ত্রিপাঠী এবং মাতার নাম ভূমিদেবী। ইনি 'রামানুজ দর্শন' নামক দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়া ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসক হন, এবং দাক্ষিণাত্যে এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। দাক্ষিণাত্যে তৎকালে শৈবমতেরই প্রাবল্য ছিল। ইনি তথায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, এবং তজ্জন্য ইঁহাকে নানাপ্রকার নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। চোল রাজাও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ইনি মহীশূরে পলায়ন করেন। কথিত আছে যে, তথায় ইনি রাজকন্যার কোন দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রতীকার করায় তত্রত্য রাজা ইঁহার মতাবলম্বী হন এবং স্বরাজ্যে সেই মত প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। অতঃপর ইনি কাঞ্চীপুর, মহারাষ্ট্র, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার ও শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমতাবলম্বী অনেককে স্বীয় মতে দীক্ষিত করেন। পরে ইনি বারাণসী, প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক কাশ্মীরে সারদামঠে উপস্থিত হন, এবং বিচারে মঠাধ্যক্ষকে পরাজিত করেন। সুবিখ্যাত রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি অনেকেই ইঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। ইনি রামায়ণের একখানি টীকা করেন এবং বেদান্তসূত্রকে আপন মতানুযায়ী করিয়া ব্যাখ্যাত করেন। শঙ্করাচার্য্য যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, রামানুজ সেইরূপ জৈনধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন।

রামায়ণ—মহাকবি বাল্মীকিপ্রণীত রামচরিতাখ্যায়ক মহাকাব্য। রাম হইয়াছেন অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু; অথবা রামের অয়ন (চরিত), ৬তৎ। সং; ক্লী।

রামিল—১। রমণ। রম্ (রমণ করা)+ঘঞ্, ভা+ইল স্বার্থে। ২। কাম, মদন। রম্+ঘঞ্ ক+ইল স্বার্থে। সং; পু।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ইনি বন্ধুনগোত্রীয় জিঝোতীয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া কান্দি ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তথা হইতে ১৮৮১ খৃঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫, টাকা বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পরে পিতৃব্যের সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তথা হইতে এফ, এ পরীক্ষা দিয়া ২৫, টাকা বৃত্তি ও সুবর্ণ পদক লাভ করিয়া বি, এ পড়িতে থাকেন। এই সময় হইতে বিজ্ঞানের উপর ইঁহার অনুরাগ জন্মে, এবং ১৮৮৬ খৃঃ বি, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৪০, টাকা বৃত্তি পান। পরে ১৮৮৭ খৃঃ এম, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং ১০০৲ টাকার পুস্তক ও সুবর্ণ পদক পারিতোষিক লাভ করেন। পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৯০ খৃঃ ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ও ১৮৯৪ খৃঃ এফ, এ পরীক্ষার পরীক্ষক হন। ইহার পাঁচ বৎসর পর হইতে ইনি এণ্ট্রান্সের অন্যতম প্রথম পরীক্ষক হন। ১৮৯২ খৃঃ ইনি রিপণ কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও পরে এ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইনি অনেক মাসিক পত্রিকায় বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং কতিপয় বর্ষ যাবৎ সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকতা করেন, কিন্তু পরে শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন উক্ত পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, কর্ম্মকথা, চরিতকথা নামে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা ইঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। ১৯১৯ খৃঃ ইনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

রামেশ্বর—মান্দ্রাজপ্রদেশে মাদুরা জেলায় রামনাদ জমীদারীর অন্তর্গত সহর ও হিন্দুতীর্থ। সহরটি একটি দ্বীপে অবস্থিত। মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়, কথিত আছে

যে, লঙ্কা-বিজয় স্মৃতি-রক্ষার্থে শ্রীরামচন্দ্র উহা স্থাপিত করিয়াছিলেন, এই দ্বীপে যাইবার পথ রামনাদের রাজার অধিকার ভুক্ত; সেই জন্য ইঁহারা পুরুষানুক্রমে "সেতুপতি" উপাধি-ভূষিত। মন্দিরের আয়ে এবং রামনাদের রাজদত্ত জমিদারীর আয়ে মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মন্দিরটির আয়তন সুবৃহৎ। ইহার স্তম্ভ-বিশিষ্ট বারাণ্ডার দৈর্ঘ্য ৭০০ ফিট। মন্দিরের কারুকার্য্য দ্রাবিড় শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, মন্দিরটি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এখানে বৎসর বৎসর বহু হিন্দুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ইহার নিকট স্থানটি "সেতুবন্ধ রামেশ্বর" নামে পরিচিত। জনশ্রুতি এই যে, এইখান হইতে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় যাইবার জন্য সমুদ্রবন্ধন মানসে সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)—"শিব-সঙ্কীর্ত্তন" গ্রন্থের রচয়িতা। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত যদুপুর ইঁহার জন্মস্থান। যৌবনে ইনি উক্ত জেলার অন্তঃপাতী কর্ণগড় নামক স্থানের জমিদার যশোবন্ত সিংহের অন্যতম সভাসদ্ নিযুক্ত হন এবং সেইখানে থাকিয়া অনুমান ১৮১২ খ্রীঃ "শিবসঙ্কীর্ত্তন" রচনা করেন। সত্যপীরের পাঁচালী নামক ইঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে।

রামেশ্বর সিংহ (মহারাজ বাহাদুর স্যর্)—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহেশ ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জব্বলপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া ত্রিহুতের কোন রাজার পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অনেককে এই ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অন্যতম ছাত্র রঘুনন্দন মোগল সম্রাট্ আকবরের দরবারে একজন মোল্লাকে পাণ্ডিত্যে পরাভূত করায় সম্রাট্ পরিতুষ্ট হইয়া রঘুনন্দনকে দ্বারবঙ্গ জেলার পরগণা হাটি নামক বিস্তৃত জমিদারী প্রদান করেন। বিদ্যানুরাগী, বিষয়-স্পৃহাশূন্য রঘুনন্দন এই জমিদারী গুরু মহেশ ঠাকুরকে কৃতজ্ঞতার উপহারস্বরূপ দান করেন। এই মহেশ ঠাকুরই দ্বারবঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, আর এই জমিদারীই রাজষ্টেটের প্রথম সম্পত্তি। দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজ রামেশ্বর সিং, মহেশ ঠাকুরের অধস্তন ১৭শ পুরুষ। রামেশ্বর সিং ১৮৬০ খৃঃ ১৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ বাহাদুর স্যর্ লছমীশ্বর সিং পরলোক গমন করিলে ১৮৯৮ খ্রীঃ ১০ই ডিসেম্বর রামেশ্বর দ্বারবঙ্গের গদি প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত Statutory সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। গদি প্রাপ্তির পর ইনি অনেকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন। ১৯০৭ খৃঃ ২০শে জুন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়, "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি দ্বারবঙ্গের রাজবংশের প্রতিনিধিকে পুরুষানুক্রমে প্রদত্ত হইবে। ইনি কে, সি, আই, ই উপাধিও লাভ করিয়াছেন। রামেশ্বর কয়েকবার কলিকাতার British India Association ও Behar Land holder's Association সভার সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ধনে, বদান্যতায়, আভিজাত্যে ইনি বাঙ্গালা ও বিহারের জমিদারগণ মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারি কলিকাতায় যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নীকে মহাসমারোহে যে অভ্যর্থনা করা হয়, রামেশ্বর সিংহ সেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। যুবরাজের কলিকাতায় শুভাগমন স্মরণার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী পুস্তকাগার স্থাপনকল্পে ইনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় গৃহের দক্ষিণ পশ্চিমে যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা শোভা পাইতেছে তাহা ইঁহারই গদির নামে খ্যাত। ইনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থদান করিয়া থাকেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ইনি শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সভাপতি। কলিকাতার মহাকালী পাঠশালা ও অন্নরক্ষিণী সভার উপর ইঁহার বিশেষ অনুগ্রহ-দৃষ্টি লক্ষিত হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠিত হইলে ইনি তত্রত্য গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সমিতির (Executive Council) অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। বারাণসী নগরীতে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রধানতঃ ইঁহার ঐকান্তিক যত্ন, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রভূত অর্থ ব্যয়ের ফল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন ইনি গভর্ণমেণ্ট হইতে জি, সি, আই, ই (G. C. I. E.) উপাধি লাভ করেন।

রাল—ত্রস্তে বেণুনির্ম্মিত দণ্ড। রল্ল (বেণু)+অ বিকারার্থে। সং; পুং।

রায়—১। অভিমত, অভিপ্রায়; বিচারকের মত, বিচারফল, নিষ্পত্তি বাক্য (Judgment); সম্মতি। বৈদেশিক। সং। ২। শ্রেষ্ঠ, বর, শিরোমণি। রাজ শব্দের অপভ্রংশ। ৩। প্রবৃত্ত। দেশজ। বিণ।

রায়ৎ—জমিদারের প্রজা। বৈদেশিক। সং।

রায়তী—প্রজাসম্বন্ধীয়। বৈদেশিক। বিণ।

রায়ন (Sir Edward Ryan) কে, টি, এফ, বি, এস, ও এফ, আর, এস কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম প্রধান বিচারপতি (Chief justice)। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে আগষ্ট ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উইলিয়ম রায়ন। ইনি কেম্‌ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া লিন্‌কন ইন হইতে ১৮১৭ খৃঃ ব্যারিষ্টার হন। ইনি ১৮২৬ খৃঃ কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের পিউনি জজের পদ প্রাপ্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন এবং ১৮৩৩ খৃঃ প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ইনি বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির (Bengal Asiatic Society) প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যে বিশেষ যত্ন লইতেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। [দেশজ। সং।

রায়বাঁশ—সুদীর্ঘ বংশদণ্ড; লম্বা বাঁশের লাঠী।

রায়বাঁশিয়া, রায়বেঁশে—দীর্ঘ বংশদণ্ডধারী; যে বাঁশের লম্বা লাঠী লইয়া খেলা দেখায়। দেশজ; সং। [অপভ্রংশ।

রায়বাঘিনী—উগ্রচণ্ডা স্ত্রী। রাজব্যাঘ্রী শব্দের

রায়বার—যশঃ, কীর্ত্তি, খ্যাতি; যশোবার্ত্তা; স্তুতি; স্তুতিপাঠক; বন্দী; ভাট; দৌত্য। বৈদেশিক। সং।

রায়ভাটী—নদীর স্রোতোবিশেষ; নদীর জল চলিতে চলিতে হঠাৎ বিপরীতমুখে গমন; আওড়। সং; স্ত্রী।

রাল—সর্জ্জরস, ধুনা। র (উত্তাপ)—আ—লা (লওয়া)+ড ক। সং; পু।

রাব—রব, ধ্বনি, শব্দ। রু (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

রাবড়ি—শর্করা মিশ্রিত ঘনদুগ্ধ সর। হিন্দী। সং।

রাবণ—লঙ্কেশ্বর রাক্ষস দশানন। ণিজন্ত রু—রাবি (শব্দ করান)+অন ক; জন্মকালে মাতাকে শব্দ করাইয়াছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ হয়। সং; পু।

রাবণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ এইরূপ;—বিশ্রবা মুনির ঔরসে কৈকসী রাক্ষসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ তিন ভ্রাতার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, রাবণের দশ মুণ্ড, বিংশতি লোচন ও বিংশতি হস্ত ছিল; এই জন্য তাহার আর এক নাম দশানন। সপত্নী-পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে

ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া কৈকসী নিজ পুত্রত্রয়কে তপস্যা করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করে। তদনুসারে রাবণ ভ্রাতৃদ্বয়সহ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে রাবণ অমর হইবার বর প্রার্থনা করিল। কিন্তু ব্রহ্মা তৎপ্রদানে অসম্মত হইলেন। তখন রাবণ ক্ষুদ্রপ্রাণ নরবানরকে উপেক্ষা করিয়া ও তাহাদের নামোচ্চারণ না করিয়া দেবদানবাদি অন্য সকলের অবধ্য ও অজেয় হইবার বর প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বরদৃপ্ত রাবণ এক্ষণে লঙ্কায় গমন করিয়া কুবেরকে তথা হইতে দূর করিয়া দিল এবং তথায় রাক্ষসরাজ্য পুনঃসংস্থাপন করিল। অনন্তর ময়দানবদুহিতা মন্দোদরীর সহিত রাবণের বিবাহ হইলে তাহার গর্ভে মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি ইহার বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভূতলস্থ প্রায় সমস্ত রাজাকেই পরাস্ত করিয়াছিল, কেবল কপিরাজ বালি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও মান্ধাতার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। পাতালে বলিরাজের নিকটও রাবণ অপমানিত হয়। অনন্তর ত্রিদিব জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া রাবণ দেবতাদিগের নিকট পরাজিতপ্রায় হইলে মেঘনাদ মায়াবলে কপটযুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দেবরাজকে বন্দী করে। ইহাতেই মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ব্রহ্মা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রজিৎকে বর প্রদানপূর্ব্বক দেবরাজকে মুক্ত করেন। রাবণ ক্রমশঃ ঘোর অত্যাচারী ও অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিল এবং দেবকন্যা, দানবকন্যা, ঋষিকন্যা প্রভৃতিকে হরণ করিতে লাগিল। একদা তপস্বিনী বেদবতীর প্রতি বলপ্রয়োগে উদ্যত হওয়ায় তিনি ইহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া অনলে তনুত্যাগ করেন। রাবণ অন্য এক দিন অপ্সরা রম্ভাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করায় নলকূবর এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর রাবণ কোন রমণীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে। অনন্তর দশানন দানবদিগকে দমন করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে স্বীয় ভগিনী শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বকে বধ করে। একমাত্র ভগিনী এইরূপে বিধবা হইলে রাবণ তাহাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিবার অনুমতি প্রদান করে। অযোধ্যাধিপতি দশরথাত্মজ রাম পিতৃসত্যপালনার্থ ভার্য্যাসহ বনবাসাশ্রয় করিয়া যৎকালে পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করেন, সেই সময়ে শূর্পণখা রামের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে রামানুজ লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। পাপীয়সী লঙ্কায় জ্যেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্যবর্ণনপূর্ব্বক দশাননকে সীতাহরণে উত্তেজিত করিল। রাবণ তদুদ্দেশে জনস্থানে আগমন করিল এবং একদা রামজায়াকে কুটীরে একাকিনী পাইয়া ছদ্মবেশে তাঁহাকে হরণ করিয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে জটায়ু তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহাকে শরাঘাতে মৃতপ্রায় করিয়া সীতাকে লইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু নলকূবরের শাপের ভয়ে তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে সাহসী হইল না। অতঃপর রাম কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া কপিকটকসহ লঙ্কায় উপনীত হইলেন। এই সময় ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ রামের হস্তে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু দুর্বৃত্ত সে সৎপরামর্শ গ্রহণ করিল না, অধিকন্তু ভ্রাতাকে রাজধানী হইতে দূর করিয়া দিল। অগত্যা বিভীষণ আসিয়া রামের সহিত মিলিত হইলেন। যুদ্ধে রাবণ নর-বানরের হস্তে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল। ইহার কৃত বৈশেষিক দর্শনভাষ্য, বৈদ্যকগ্রন্থ অর্কপ্রকাশ এবং বেদান্তভাষ্যের উল্লেখ নানাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শিবতাণ্ডব স্তোত্র অতি প্রসিদ্ধ।

রাবণারি—দশানন-হন্তা, রামচন্দ্র। রাবণের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

রাবণি—রাবণপুত্র, ইন্দ্রজিৎ। রাবণ+ফি অপত্যার্থে। সং; পু।

রাশ—১। রাশি, স্তূপ, পুঞ্জ, গাদা; জন্মরাশি। রাশি শব্দের অপভ্রংশ। ২। বল্গা, লাগাম। রশ্মি শব্দের অপভ্রংশ। সং।

রাশি—পুঞ্জ, স্তূপ; সমূহ; মেষাদি দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জ [মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ, মীন]। অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ই ক, নিপাতনে। সং; পু।

রাশিচক্র—মেষাদি দ্বাদশ রাশিঘটিত কল্পিত বৃত্ত। রাশি সমূহের চক্র, ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাশীকৃত—স্তূপীকৃত, পুঞ্জীকৃত, গাদা করা। রাশি শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=রাশী) —কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রাষ্ট্র—১। রাজ্য; জনপদ, দেশ; মড়কাদি উপদ্রব। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ষ্ট্রন্ ক। সং; পু বা ক্লী। ২। রটনা; ঘোষিত, প্রচারিত। দেশজ।

রাষ্ট্রনায়ক—রাজ্যনেতা; রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান পরিচালক। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

রাষ্ট্রনীতি—রাজ্যের নিয়ম, রাজনীতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাষ্ট্রবিপ্লব—প্রচলিত শাসনপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন; রাজবিদ্রোহ। ৬তৎ। সং; পু।

রাষ্ট্রিক—রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য)+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাষ্ট্রিকী।

রাষ্ট্রিয়—১। রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য)+ইয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাষ্ট্রিয়া। ২। (নাট্যোক্তিতে) রাজশ্যালক। সং; পু।

রাষ্ট্রীয়—১। রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য) +ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাষ্ট্রীয়া। ২। (নাট্যোক্তিতে) রাজশ্যালক। সং; পু।

রাস—১। শব্দ; ভাষা; কোলাহল। রস্ (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা; শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য লীলাবিশেষ [কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালাদিগকে লইয়া মধুর রাসলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন]। রস্+ঘঞ্ অধি। সং; পু। ৩। রশ্মি, বল্গা, লাগাম। বৈদেশিক। সং।

রাসন—১। রসনেন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়। রসনা (জিহ্বা) +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রাসনী। ২। রসনেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। সং; ক্লী।

রাসভ—গর্দ্দভ। রাস্ (শব্দ করা)+অভ ক। সং; পু। স্ত্রী রাসভী। [দেশজ। বিণ।

রাসভারী—ভারী দৃঢ় বল্গাবদ্ধ, সংযমী, ধীর।

রাসমণি (রাণী)—ত্রিবেণীর সন্নিকটে হালিসহরের পার্শ্বে কোনা নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। হরেকৃষ্ণ জাতিতে কৈবর্ত্ত ও কৃষিজীবী। এই দরিদ্র কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া রাসমণি অতিকষ্টে শৈশবজীবন অতিবাহিত করেন। অষ্টমবর্ষ বয়সে ইঁহার মাতার মৃত্যু হয়। দরিদ্রের কন্যা হইলেও রাসমণি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। একাদশবর্ষ বয়সে কলিকাতানিবাসী প্রীতিরাম মাড়ের দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। প্রীতিরাম ধনী লোক ছিলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে বিষয়সম্পত্তির ভার রাজচন্দ্রের হস্তে পতিত হয়। রাসমণি বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছিলেন। শ্বশুরালয়ে আসিয়া পতির নিকট কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিয়াছিলেন। রাজচন্দ্র পত্নীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করিতেন না। দরিদ্রগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ও প্রতিপালিত হইয়া দারিদ্র্যদুঃখ যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা রাসমণি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইনি আজীবন দরিদ্রের দুঃখমোচনে অতিশয় যত্নশীলা ছিলেন। ১৮৩৬ খৃঃ রাজচন্দ্র পরলোক গমন করিলে

বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভার রাসমণির হস্তেই পতিত হয়। রাসমণি এই গুরুভার গ্রহণে পশ্চাৎপদ হন নাই, অধিকন্তু ইঁহার হস্তে থাকিয়া এই সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাসমণি অতিশয় তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। কোন প্রকার অন্যায় আচরণই ইনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দুর্গোৎসবের সময় রাসমণির বাড়ীর সন্নিকটস্থ পথে অতিশয় বাদ্যধ্বনি হইত। এই ধ্বনি সাহেবদিগের অসহ্য হওয়ায় তাঁহারা পুলিসের সহায়তায় উহা বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে রাসমণি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এই আদেশ প্রচার করেন যে, আমার অধিকৃত পথে কোন ইংরাজ পদার্পণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইল। পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট ক্রটী স্বীকার করায় রাসমণি স্বীয় আদেশের প্রত্যাহার করেন। আর একবার গবর্ণমেণ্ট গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য জেলেদের উপর কর ধার্য্য করেন। ইহাতে জেলেরা আসিয়া রাসমণির নিকট কাঁদিয়া পড়ে। রাসমণি এই কর রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় রাসমণি স্বয়ং দশ হাজার টাকা দিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। ইহার পরও ইনি জলকর প্রথা রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইঁহার আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। তখন রাসমণি এক কৌশলের সৃষ্টি করিলেন। ইনি বয়ায় বয়ায় লোহার শিকল বাঁধিয়া নদীমুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে নৌকা জাহাজ প্রভৃতির গতিরোধ হইল। বণিকগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। তখন গবর্ণমেণ্ট রাসমণির নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিলে রাসমণি উত্তর করিলেন, "আমি মাছের জন্য দশ হাজার টাকায় নদী জমা লইয়াছি। নদীর উপর দিয়া নৌকা জাহাজ প্রভৃতি যাতায়াত করিলে মাছ পলাইয়া যাইবে। সুতরাং মাছ রক্ষার জন্য আমি নদীমুখ বন্ধ করিয়া রাখিব।" এই উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। শেষে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া এই জলকর তুলিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত এই তেজস্বিনী রমণীর স্বাধীন চিন্তার ও সাহসের আরও বিবিধ উপাখ্যান আছে। রাসমণির বিষয়বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সকলেই ইংরাজ-রাজত্বের উচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়াছিল। সুতরাং কোম্পানির কাগজের দর খুব কমিয়া গেল। কিন্তু বুদ্ধিমতী রাসমণি ইহার বিপরীত বুঝিয়াছিলেন; সুতরাং ইনি অল্পমূল্যে বিস্তর কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিলেন। শেষে সিপাহীবিদ্রোহের অবসানে কাগজের মূল্য বাড়িয়া উঠিলে রাসমণি ইহাতে প্রচুর লাভ পাইলেন। এতদ্ব্যতীত সুলভ মূল্যে আরও অন্যান্য জিনিষ কিনিয়া পরে তাহা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিলেন। রাসমণির দয়াদাক্ষিণ্যের সীমা ছিল না। একবার ইনি কাশী যাইবার মানস করেন। তখন ভারতে রেলপথ হয় নাই। সুতরাং ইঁহার গমন জন্য ২৫।৩০ খানি নৌকা প্রস্তুত হইল। বিস্তর অর্থ ও আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া রাসমণি গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় শুনিলেন, বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; অন্নাভাবে শত শত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। শুনিয়া রাসমণি তীর্থ দর্শনের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, এবং কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার তীর্থগমনে যে অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহা অন্নকষ্ট-পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ দাও, তাহা হইলেই আমার তীর্থদর্শনের ফল হইবে।" অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইয়াও রাসমণি আপনার বাল্যের—দরিদ্রাবস্থার প্রতিবাসিগণকে বিস্মৃত হন নাই; ইনি সকলেরই অভাব দূরীকরণার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, দেব-দেবীতে অচলা ভক্তি, জীবে দয়া, হৃদয়ে মহত্ত্ব ও সাহস, রাসমণিতে এ সকল গুণই ছিল; নতুবা সামান্য কৃষকের কন্যা হইয়া ইনি কখনও জনসাধারণের নিকট "রাণী" নামে অভিহিত হইতে পারিতেন না। কলিকাতার সন্নিহিত দক্ষিণেশ্বরের দেবালয় ও তাহার সংলগ্ন অতিথিসত্র ইঁহার ধার্ম্মিকতা ও দানশীলতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আজকাল মহিলা-সমাজে রাণী রাসমণির ন্যায় মনস্বিনী নারীর প্রাদুর্ভাব খুব বিরল।

রাসমণির পুত্র ছিল না, তিনটী মাত্র কন্যা ছিল। ১৮৬১ খৃঃ ৬৭ বৎসর বয়সে এই মহানুভবা মহিলা ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন।

রাসমণ্ডপ, রাসমণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রদর্শনের স্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাসরস—রাসলীলাজনিত ভাববিশেষ, রাসক্রীড়া জন্য আনন্দ। ষষ্ঠী কর্ম্মধা। সং; পু।

রাসরসময়—শ্রীকৃষ্ণ। রাসরস দেখ। রাসরস শব্দ+ময়ট্। সং; পু। [ঈপ্। সং; স্ত্রী।

রাসরসময়ী—শ্রীরাধা। রাসরসময়+স্ত্রীলিঙ্গে

রাসলীলা—রাসক্রীড়া, রাসযাত্রার অভিনয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাসবিহারী (-হারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। রাস-বি-হৃ+ণিন্ ক। সং; পু।

রাসবিহারী ঘোষ—১৮৪৫ খৃঃ বর্দ্ধমান জেলায় তোরকোণা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা জগবন্ধু ঘোষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। বাঁকুড়ার হাই স্কুলে রাসবিহারী বাল্যকালে শিক্ষার্থে প্রবেশ করিয়া ও সেইস্থান হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষাগুলিতে প্রতিষ্ঠার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ খ্রীঃ First Class Honours সহিত এম, এ উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর বি, এল পরীক্ষা দিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এই বৎসরেই ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম ইপ্সিতানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রতিভা কখন লুক্কায়িত থাকে না, অতি অল্পকাল পরে ইঁহার তীক্ষ্ণ মেধা, এবং অভূতপূর্ব্ব আইন-জ্ঞান আদালত ও সমাজের গোচরে আসিয়া ইঁহার প্রসার প্রতিপত্তি ও অর্থাগমের পথ সুগম করিয়া দিল। ১৮৭১ খৃঃ ইনি Honours in Law নামক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বার বৎসর পরে ইনি Tagore Law Lecturer হইয়া Law of Mortgage in India বিষয়ের অধ্যাপনা করেন। ইঁহার উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া এই বিষয়ের মূল্যবান্ গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয়। ইঁহার বিভিন্ন দেশের আইনজ্ঞান যেমন বিস্তৃত, ইংরেজী ভাষাজ্ঞানও সেইরূপ। বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ইঁহার পাঠাভ্যাস জীবনান্ত পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৮৮৪ খ্রীঃ ইনি ডি, এল এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯১ খৃঃ ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন। তাহার পর আবার তিন বৎসরের জন্য মনোনীত হন। ইনি এখানে থাকিয়া অনেক প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে সহায়তা ও আপত্তিকর বিষয়ে অনলস ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। দেওয়ানী কার্য্যবিধি (Civil Procedure Code) আইন প্রণয়নে ১৯০৮ খৃঃ ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় ইনি পূর্ব্বে তাদৃশ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতেই সাধারণের সহিত ইনি বিশেষভাবে উহাতে যোগদান করিয়া দেশহিতৈষিতা ও নির্ভীকতার পরি-

চয় পদে পদে দিয়াছেন। ১৯০৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজে জাতীয় সভার ২৩শ অধিবেশনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিল্পের উন্নতিকল্পে ইনি অকাতরে অর্থদান করিতেন। কলিকাতার সন্নিকটে Match Factory স্থাপন ইঁহারই যত্নে ও অর্থসাহায্যে হয়। টি, পালিত মহাশয়ের Bengal Technical Institute এ ইনি ৫০০০, টাকা দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ইনি ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন, তাহার বাৎসরিক সুদ হইতে প্রতি বৎসর বি, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান প্রাপ্তা এদেশীয়া মহিলাকে স্বীয় মাতার নামযুক্ত "পদ্মাবতী-পদক" দেওয়া হয়। প্রথম বৎসর (১৮৯০ খৃঃ) শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা শ্রীমতী সরলা ঘোষাল এই পদক লাভ করেন। রাসবিহারী ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর প্রচলিত পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই। ধীরতা, গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ও ওজস্বিনী বাগ্মিতাশক্তি প্রভৃতি গুণে ইনি বঙ্গদেশের শিরোভূষণ স্বরূপ ছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ ২৫শে জুন ইনি সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন। অনন্তর এতদ্দেশের শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যূনাধিক ১৫।১৬ লক্ষ টাকা দান করেন। ১৯১৫ খৃঃ ৩রা জুন নাইট (স্যর) উপাধি লাভ করেন। ১৯২১ খৃঃ এই মহাত্মা পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

রাস-হালকা—চঞ্চলমতি, অস্থির স্বভাব। দেশজ। বিণ।

রাসায়নিক—রসায়নসম্বন্ধীয়, রসায়নজ্ঞ। রসায়ন+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

রাসায়নিক আকর্ষণ—যে গুণথাকাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণুসমূহ পরস্পর সমাকৃষ্ট ও মিলিত হইয়া একটী নূতন পদার্থে পরিণত হয়।

রাসায়নিকতত্ত্ব—রসায়ন বিদ্যার রহস্য। এই দেশে প্রাচীন কাল হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে রসায়ন সম্বন্ধে বহু বিষয়ের গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধে এখনও বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় রসায়ন বিদ্যা পাশ্চাত্য রসায়ন তত্ত্বের অনুরূপ নয়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রাসু নৃসিংহ—ইঁহারা দুই সহোদর। ১১৪১ সালে (১৭৩৫ খৃঃ) এবং ১১৪৪ সালে (১৭৩৮ খ্রীঃ) ফরাসডাঙ্গা গোন্দলপাড়ার কায়স্থবংশে ইঁহাদের জন্ম হয়। ইঁহাদের পিতার নাম আনন্দীনাথ রায়। আনন্দীনাথ ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে সামরিক বিভাগে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রদ্বয়ের অমনোযোগিতা বশতঃ তাঁহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই। তিনি পুত্রদ্বয়কে শিক্ষিত করিবার জন্য তাহাদের মাতুলালয় চুঁচুড়ায় মিশনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন, কিন্তু রাসু ও নৃসিংহ বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্ত্তে পথে খেলা করিয়া, পুস্তকেও ছিন্নপত্রে নৌকা প্রস্তুত করিয়া কাল কাটাইতে থাকেন। ইহাতে ইঁহাদের মাতুল বিরক্ত হইয়া ইঁহাদিগকে গোন্দলপাড়ায় রাখিয়া যান। ইহার অল্পদিন পরে আনন্দীনাথের মৃত্যু হয়। তখন উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া কবির দল গঠন করেন, এবং ১১৫৭ সালে দল লইয়া কলিকাতার কোন এক ধনীর ভবনে প্রথম গাওনা করেন। এইখান হইতেই তাঁহাদের ভাবী যশোরাশির সূচনা হয়। পরে এই দল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইঁহারা বিরহ ও সখীসংবাদ উভয় বিষয়েই সঙ্গীতরচনায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে কে যে সঙ্গীতরচয়িতা, তাহা এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। ইঁহাদের রচিত গানের ভণিতায় দুই ভ্রাতারই নাম থাকিত। ১৮০০ খৃঃ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে রাসুর মৃত্যু হয়। নৃসিংহ ইহার কয়েক বৎসর পরে দেহ ত্যাগ করেন।

রাসেল, স্যার হেন্‌রী (Sir Henry Russel)—কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম প্রধান বিচারক (Chief justice)। ইনি ১৭৫১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৩ খৃঃ লিন্‌কন ইন্ হইতে ব্যারিষ্টার হন। ১৭৯৮ খৃঃ ইনি সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম জজ নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮০৭ খৃঃ ইনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক (Chief justice) নিযুক্ত হন। ১৮১২ খ্রীঃ ইনি ব্যারনেট্ হন, এবং তাহার পর বৎসর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে ১৮১৭ খ্রীঃ প্রিভিকাউন্সিলারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাসেশ্বরী—শ্রীমতী রাধিকা। রাসের ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাস্তা—পথ, সড়ক, রাহা। দেশজ। সং।

রাস্না—লতাবিশেষ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। রস+ণন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

রাহা—১। রাস্তা, পথ। বৈদেশিক। ২। বংশগত উপাধিবিশেষ। দেশজ। সং।

রাহাখরচ—পথের ব্যয়, পথ খরচা। বৈদেশিক।

রাহাজান—পথদস্যু, ঠেঙ্গাড়িয়া। বৈদেশিক; সং।

রাহাজানি—পথদস্যুতা, পথে ডাকাতী। বৈদেশিক। সং। [বিণ বা সং।

রাহী—রাস্তাবাহী লোক, পথিক। বৈদেশিক।

রাহু ১। সিংহিকার পুত্র, অষ্টম গ্রহ, কেতুর মস্তকভাগ। [কেতু ও নবগ্রহ দেখ]। রহ্ (ত্যাগ করা)+উণ্ ক। ২। বর্জ্জন, ত্যাগ। রহ্+উণ্ ভা। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

রাহুগ্রস্ত—রাহু দ্বারা ভক্ষিত বা গৃহীত। ৩তৎ।

রাহুগ্রাহ—চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাহুচ্ছত্র—আর্দ্রক, আদা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাহুদর্শন—চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ। বহু। সং; ক্লী।

রাহুভেদী (-ভেদিন্)—বিষ্ণু। উপ। রাহু—ভিদ্+ণিন্ ক। সং; পু।

রাহুমূর্দ্ধভিৎ (-ভিদ্)—বিষ্ণু। রাহুর মূর্দ্ধা—রাহুমূর্দ্ধা, ৬তৎ; তাহা ভেদ করিয়াছেন যিনি, উপ। রাহুমূর্দ্ধন্—ভিদ্+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

রাহুল—বুদ্ধদেবের পুত্র। খৃঃ পূঃ ৫১১ অব্দে কপিলবাস্তু নগরে বুদ্ধপত্নী গোপার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জন্মগ্রহণের সপ্তদিবস পরেই বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন। অনন্তর ইঁহার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বুদ্ধ কপিলবাস্তু দর্শনে আগমন করিলে গোপা পুত্রকে স্বামীর নিকট প্রেরণ করিলেন। রাহুল পিতৃধনের অধিকারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বুদ্ধ পুত্রকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাহুল বৌদ্ধ ভিক্ষুদলে পরিগৃহীত হন। [৬তৎ। সং; পু।

রাহুসংস্পর্শ—উপরাগ; চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ।

রাহুহা (-হন্)—বিষ্ণু। উপ। রাহু—হন্ (বধ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

রিক্ত—১। শূন্য, খালি; নিষ্ফল; নির্ধন। রিচ্ (শূন্য করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রিক্তা। ২। বন; অবকাশ। সং; ক্লী।

রিক্তহস্ত—শূন্যহস্ত; দরিদ্র, নির্ধন। রিক্ত (শূন্য) হস্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

রিক্তা—১। শূন্যা, ইত্যাদি। রিক্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি। সং; স্ত্রী।

রিক্থ—ধন, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, দায়। রিচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া)+থক্ র্ম। সং; ক্লী।

রিক্থহারী (-হারিন্)—দায়াদ, উত্তরাধিকারী। রিক্থ হরণ করে যে, উপ। রিক্থ—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—হারিণী।

রিক্থী (-থিন্)—দায়াদ, উত্তরাধিকারী; ধনী। রিক্থ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী রিক্থিনী।

রিক্শ—মানুষে টানা গাড়ীবিশেষ। বৈদে। সং।

রিঙ্খণ, রিঙ্গণ—গমন ; স্খলন, পতন ; ভ্রংশ, চ্যুতি ; শিশুর হস্তপদ দ্বারা গমন, হামাগুড়ি। রিন্‌খ বা রিন্‌গ+অনট্ ভা। সং।

রিগিড়—জেদ, অধ্যবসায়, উৎসাহ। প্রাদে। সং।

রিঙ্গ, রিং—চাবিকাটির গোছা করিবার আংটা বা বলয়। ইং (ring)। সং।

রিঙ্গিত—১। গমন ; স্খলন। রিন্‌গ্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। গত ; স্খলিত। রিন্‌গ্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রিঙ্গিতা।

রিঠা—ফেনিল, বস্ত্রাদি পরিষ্কারক ফলবিশেষ,—ইহা জলে রগড়াইলে সাবানের মত ফেনা হয়। অরিষ্ট শব্দের অপভ্রংশ।

রিধম—১। কাম, মদন। রধ্+অম ক। ২। বসন্ত। রধ+অম অধি। সং ; পু।

রিপন্ (লর্ড, মার্কুইস অভ্)—ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় (১৮৮০-৮৪ খৃঃ)। ১৮২৭ খৃঃ ২৪শে অক্টোবর ইঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর ইনি তাঁহার সম্পত্তিসহ "আর্ল অভ্ রিপন্" উপাধির এবং পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তিসহ "আর্ল-ডি-গ্রে" উপাধির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৫২ খৃঃ ইনি লিবারেল সদস্যরূপে পার্লামেন্ট সভায় প্রবেশ করেন এবং ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করিয়া ১৮৬৬ খৃঃ ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী হন। অনন্তর অন্যান্য পদে কার্য্য করিয়া ১৮৭১ খৃঃ "মার্কুইস্ অভ্ রিপন্" উপাধি লাভ করেন। ১৮৮০ খৃঃ এপ্রেল মাসে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। রিপন্ যৎকালে এদেশে পদার্পণ করেন, তখনও লর্ড লিটনের প্রজ্বলিত আফগান-সমরানল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীর শের আলির কনিষ্ঠ পুত্র আয়ুব খাঁ একদল ইংরেজসৈন্যকে মাইওয়ান্দ নামক স্থানের যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। পরন্তু জেনারেল (পরে লর্ড) রবার্টস্ ১৮৮০ খৃঃ ১লা সেপ্টেম্বর কান্দাহারের যুদ্ধে আয়ুব খাঁর সেনাদল ছিন্নভিন্ন করিয়া ইংরেজের পরাজয়কলঙ্ক অপনীত করিলেন। আয়ুব পারস্যে পলায়ন করিলেন। রিপন্ আবদুর রহমনকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দ্বিতীয় আফগান-সমরের পরিসমাপ্তি হইল। এইরূপে বহিঃশত্রুর উৎপাত নিবারণ করিয়া লর্ড রিপন্ ভারতরাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন। ১৮৮২ ও ১৮৮৩ এই দুই খৃষ্টাব্দ ঐ সমস্ত সৎকার্য্যের নিমিত্ত রিপনের নামের সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রাদির স্বাধীনতা হরণ করিয়া গিয়াছিলেন ; লর্ড রিপন্ তাহা পুনঃপ্রদান করিলেন। ইনি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী (Local Self Government) প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং শিক্ষা কমিসন বসাইয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রসারিত করিয়া দিলেন। ইঁহার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮২-৮৩ অব্দে কলিকাতায় একটী "আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনী" উন্মুক্ত হয়, এবং তদুপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানাবিধ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য এবং নূতন নূতন যন্ত্র ও কল প্রদর্শিত হয়। এইরূপে মহাত্মা রিপন্ এতদ্দেশের হিতকর বহু কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ফলতঃ রিপনের ন্যায় ভারতহিতৈষী প্রজাবৎসল ইংরেজ শাসনকর্ত্তা এ পর্য্যন্ত এদেশে আসেন নাই।

রিপন্ মহোদয় ভারতবাসীদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বজাতীয়গণের দারুণ বিরাগ ও বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্গণ যাহাতে ইউরোপীয়দিগের বিচার করিতে পারে, এই মর্ম্মে আইন-সচিব ইলবার্ট সাহেবের দ্বারা ইনি একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করান। উদার হৃদয় ইলবার্ট তখন ব্যবস্থা-সচিব। এই পাণ্ডুলিপি "ইলবার্ট বিল" নামে পরিচিত। উক্ত বিলের আন্দোলনে এতদ্দেশের সমগ্র ইংরেজ-সমাজ বিচলিত হইল ও সমস্ত সাম্রাজ্য তোলপাড় করিয়া তুলিল এবং রিপনের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। শোনা যায়, তাহারা উত্তেজিত হইয়া এরূপ চক্রান্ত করিয়াছিল যে, রিপন্ যদি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা একদিন রিপনের প্রাসাদ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া এক জাহাজে তুলিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। স্বসঙ্কল্প পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে রিপন্ একটি "রফার" প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হন।

লর্ড রিপন্ ১৮৮৪ অব্দের শেষভাগে এতদ্দেশের শাসন-বল্গা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। সেখানে যাইয়াও ইনি নিশ্চিন্ত ও নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের তৃতীয় বারের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে রিপন্ নৌসেনাবিভাগের ফার্ষ্ট লর্ডরূপে (First Lord of the Admiralty) এবং চতুর্থ বারের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে ঔপনিবেশিক সেক্রেটারিরূপে (Colonial Secretary) কার্য্য করেন। অনন্তর ১৯০৬ খৃঃ সাধারণ নির্ব্বাচনে লিবারেল দল পুনঃ প্রাধান্য ও মন্ত্রিত্ব লাভ করায় রিপন্ মহোদয়ও পার্লামেন্টের লর্ড সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই অশীতিপর বৃদ্ধ যেরূপ যুবজনোচিত উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ। ১৯০৯ খৃঃ ৯ই জুলাই এই মহাত্মা পরলোক গমন করিয়াছেন।

রিপিট—উভয়প্রান্ত স্থূল ধাতুময় কীলকবিশেষ (ধাতুপত্রাদি জুড়িতে ইহা ব্যবহৃত হয়) ; নাচি। ইং (rivet)। সং।

রিপু, রিফু—ছিন্ন বস্ত্রের ছিন্নাংশদ্বয় সেলাই করিয়া কিংবা তালি দিয়া জোড়া। বৈদেশিক। সং।

রিপু—অরি, শত্রু ; কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য—শরীরস্থ এই ছয় শত্রু ; লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান। রপ্ (বলা)+উ ক। সং ; পু।

রিপুজয়—শত্রুপরাজয় ; কামক্রোধাদির দমন। [৬তৎ। সং ; পু।

রিপুদমন—শত্রু পরাভব ; কামক্রোধাদি রিপুগণের শাসন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রিপুপরতন্ত্র—শত্রুর অধীন ; কামক্রোধাদির বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি

রিপুপরতন্ত্রতা—শত্রুর অধীনতা, কামক্রোধাদি দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিতা, অজিতেন্দ্রিয়তা রিপুপরতন্ত্র+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

রিপুবশ—শত্রুর বশীভূত ; কামক্রোধাদি দেহস্থ রিপুর অধীন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রিপ্র—অধম, নীচ। রী+র, নিপাতনে। বিণ

রিফাইন—পরিষ্কার, শোধন। ইং (refine)। সং

রিম, রীম—২০ দিস্তা কাগজের সমষ্টি। ই (ream)। সং।

রিরংসা—রমণেচ্ছা ; ক্রীড়নেচ্ছা। সনন্ত র +অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রিরংসু—রমণেচ্ছু ; ক্রীড়নেচ্ছু। সনন্ত রম্+ উ ক। বিণ ; ত্রি।

রিষ, রীষ, রেষ—দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, হিংসা ; প্রতি হিংসা ; আক্রোশ। দেশজ। সং।

রিষি—ঋষি, তপস্বী, মুনি। ঋষ্ (গমন করা)+ ই ক। সং ; পু।

রিষ্ট—১। নাশ ; অভাব। রিষ্+ক্ত ভা। ২ শুভ ; মঙ্গল ; অশুভ ; পাপ। রিষ্+ক্ত ণ। সং ; ক্লী। ৩। বৃক্ষবিশেষ ; খড়্গ রিষ্+ক্ত ণ। ৪। দৈত্যবিশেষ। রিষ্+ ক্ত র্ম্ম। সং ; পু। ৫। অশুভজনক অশুভদায়ক ; পাপজনক। রিষ্+ক্ত ক বিণ ; ত্রি। ৬। মণিবন্ধ। ইং (wrist) সং। [(wrist-watch)। সং

রিষ্ট-ওয়াচ—মণিবন্ধে পরিধেয় ঘড়ি। ই

রিষ্টি—১। অশুভ, অমঙ্গল ; গ্রহদোষ ; বেগার শুভ। রিষ্ (বধ করা)+ক্তি ণ। সং স্ত্রী। ২। খড়্গ। রিষ্+ক্তিচ্ ণ। সং ; পু

রী—১। রোদন ; গতি ; বধ ; শব্দ। রী (গমন করা)+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। উত্তেজনাসূচক শব্দ। দেশজ। ব্য।

রীডার—পাঠক ; বক্তা, উপদেষ্টা ; পাঠ্য-পুস্তক ; ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত পাণ্ডুলিপির ভ্রম সংশোধক। ইং (reader)। সং।

রীঢ়া—অবজ্ঞা, ঘৃণা। রিহ্+ক্ত ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রীণ—বিগত ; ক্ষরিত, চোয়ান। রী (গমন করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রীণা।

রীত—প্রথা, ধারা ; স্বভাব ; আচরণ, ব্যবহার। রীতি শব্দের অপভ্রংশ। সং।

রীতি—১। ক্রম ; প্রথা, পদ্ধতি, ধারা ; গতি ; স্বভাব ; ক্ষরণ ; লৌহকিট্ট, লোহার মরিচা; সীমা। রী (গমন করা)+ক্তি ভা। ২। পিত্তল। রী+ক্তি ক। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

রীতিচরিত্র—স্বভাব ও আচরণ। দ্বন্দ্ব। সং ;

রীতিনীতি—ধারা পদ্ধতি ; স্বভাব ও বিবেচনা ; আচার ব্যবহার। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

রীতিবিরুদ্ধ—নিয়মবহির্ভূত ; স্বভাববিরোধী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রুআ, রুয়া—১। রোপণ করা। ক্রি। ২। ঘরের চালের আড় বাঁশ, বরগা। দেশজ। সং।

রুই—১। রোহিত মৎস্য ; পুত্তিকা, উই-পোকা। দেশজ। ২। তুলা। হিন্দী। সং।

রুংশিত—রঞ্জিত ; চর্চ্চিত ; ছুরিত। রুনশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

রুক্ (রুচ্)—দীপ্তি ; শোভা ; স্পৃহা ; ইচ্ছা। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী।

রুক্ (রুজ্)—রোগ, ব্যাধি, পীড়া ; ভঙ্গ। রুজ্+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী।

রুকা—রুখা দেখ।

রুকু—রুখু দেখ।

রুক্প্রতিক্রিয়া—রোগের প্রতিকার, চিকিৎসা। রুক্ (২) দেখ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রুক্ম—ধুস্তুর ; স্বর্ণ ; লৌহ ; নাগকেশর। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+মক্ ক। সং ; ক্লী।

রুক্মকারক—স্বর্ণকার। ৬তৎ। সং ; পু।

রুক্মাঙ্গদ—কলিঙ্গদেশের জনৈক নৃপ। সং ; পু।

রুক্মিণী—১। স্বর্ণযুক্তা। রুক্মী দেখ। রুক্মিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা। সং ; স্ত্রী।

রুক্মিণীর বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ এইরূপ ;—রুক্মিণী বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের দুহিতা। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া রুক্মিণী তৎপ্রতি সমাকৃষ্টা হন এবং মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। এদিকে তাঁহার পিতা ও রুক্মী প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা মগধেশ্বর কৃষ্ণবিরোধী জরাসন্ধের অধীন, সুতরাং কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। জরাসন্ধের অনুরোধে তাঁহারা চেদীরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। রুক্মিণী তাহা জানিতে পারিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট গোপনে এক দূত প্রেরণ করিলেন। বিবাহদিবসে কৃষ্ণ বলরামের সহিত বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। সমাগত জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ কৃষ্ণকে বাধা দিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু কৃষ্ণ সকলকেই পরাস্ত করিয়া রুক্মিণীকে লইয়া দ্বারকায় উপনীত হইলেন। অতঃপর উভয়ের যথা-রীতি উদ্বাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। রুক্মিণী লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের ঔরসে তাঁহার প্রদ্যুম্নাদি দশ পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ মানবলীলা সংবরণ করিলে অর্জ্জুন যাদবমহিলাগণ সহ রুক্মিণীকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যান, কিন্তু রুক্মিণীদেবী পতিবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

রুক্মী (রুক্মিন্)—১। স্বর্ণযুক্ত ; স্বর্ণবান্। রুক্ম (স্বর্ণ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী রুক্মিণী।

২। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক। ইনি কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন (রুক্মিণী দেখ)। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার ভগিনী রুক্মিণীকে হরণ করিলে ইনি তাঁহার গতি রোধার্থ নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হন ; কিন্তু কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হওয়ায় লজ্জায় আর বিদর্ভে না যাইয়া ভোজকট নগর সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলেও ভগিনীর প্রতি স্নেহ ইনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত ইনি নিজ তনয়া রুক্মবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ভারত-যুদ্ধের প্রাক্কালে ইনি আত্মবীরত্ব খ্যাপন-পূর্ব্বক প্রথমতঃ পাণ্ডবপক্ষে ও তৎপরে কৌরবপক্ষে যোগদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইঁহার অহমিকা জন্য উভয় পক্ষই ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি প্রদ্যুম্ন-তনয় অনিরুদ্ধের সহিত আপনার এক পৌত্রীর বিবাহ দেন। সেই বিবাহোপ-লক্ষে যাদবগণ ভোজকটনগরে সমাগত হন। সেই সময় রুক্মী একদা বলরামের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, এবং ক্রীড়া-কালে প্রতারণা করায় বলদেব ইঁহাকে অক্ষাঘাত করেন, তাহাতেই ইনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সং ; পু।

রুক্ষ—অচিক্কণ, অমসৃণ, খস্‌খসে ; কর্কশ ; কঠিন ; উগ্র, তীব্র ; নিষ্ঠুর। রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+সক্ ক। বিণ ; ত্রি।

রুখা, রুকা—১। রুষ্ট হওয়া, রাগা, আক্রমণোদ্যত হওয়া। দেশজ। ক্রি। ২। রুখু (তাহা দেখ)।

রুখু, রুকু—কর্কশ, অমসৃণ ; খসখসে, তৈল-রহিত। রুক্ষ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

রুগ্ন—রোগাক্রান্ত, পীড়িত ; ভগ্ন ; বক্র, বাঁকা। রুজ্ (পীড়িত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

রুচ্—রুক্ (১) দেখ।

রুচক—কণ্ঠাভরণবিশেষ ; দন্ত ; মাল্য ; কপোত ; ঔষধবিশেষ ; মাঙ্গল্য দ্রব্য। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অক ক। সং ; পু বা ক্লী।

রুচা—১। শোভা ; দীপ্তি ; স্পৃহা, ইচ্ছা। রুচ্+ক্বিপ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। রুচি হওয়া, খাইতে ভাল লাগা, স্বাদু বোধ করা, খাইতে পারা। দেশজ। ক্রি।

রুচি—১। দীপ্তি ; কিরণ ; শোভা ; বুভুক্ষা ; অনুরাগ ; প্রীতি ; স্পৃহা ; অভিলাষ ; ইচ্ছা। রুচ্+কি ভা। সং ; স্ত্রী। ২। প্রজাপতিবিশেষ। আকূতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। আকূতির গর্ভে ইঁহার যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে যমজ পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে। ৩। মনুবিশেষ। সং ; পু।

রুচিকর—প্রীতিকর ; অনুরাগজনক ; স্পৃহা-বর্দ্ধক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রুচিভেদ—রুচির বিভিন্নতা, ইচ্ছার প্রভেদ ; প্রীতির পার্থক্য। ৬তৎ। সং ; পু।

রুচির—মনোজ্ঞ, মনোহর ; সুন্দর ; মধুর ; সুমিষ্ট ; উজ্জ্বল। রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+কির ক ; অথবা রুচি শব্দ—রা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রুচিরা।

রুচিরা—১। মনোজ্ঞা, ইত্যাদি। রুচির দেখ। রুচির+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ত্রয়োদশা-ক্ষর ছন্দোবিশেষ ; গোরোচনা। সং ; স্ত্রী।

রুচিষ্য—মধুর ; অভিপ্রেত। রুচ্ (রোচা)+ইষ্য কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী রুচিষ্যা।

রুচী—রুচি (সকল অর্থে)। রুচি+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

রুচ্য—১। রুচিকারক ; অনুরাগজনক। রুচি দেখ ; রুচি শব্দ+য্য। ২। রুচির, সুন্দর। রুচ্ (রোচা)+ক্যপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

রুচ্যকন্দ—শূরণ, ওল। কর্ম্মধা। সং ; পু।

রুজ্—রুক্ (২) দেখ।

রুজা—রোগ, পীড়া ; কুষ্ঠ ; হানি, ভঙ্গ। রুজ্ (পীড়িত হওয়া)+ড ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রুজাকর—১। পীড়াজনক। রুজার (পীড়ার) কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। পীড়া। রুজার আকর, ৬তৎ। সং ; পু। ৩। কামরাঙ্গা ফল। সং ; ক্লী।

রুজু—১। সমান ; একের অনুযায়ী, সামনা-সামনি ; হিসাবের এক এক দফার সহিত

মিল। দেশজ। বিণ। ২। আরম্ভ, উপস্থাপন। বৈদেশিক। সং।

রুট্ (রুষ্)—রোষ, ক্রোধ, কোপ। রুষ্+ক্বিপ্ ভা। সং; যথাক্রমে পু বা স্ত্রী।

রুটি, রুটী—গোধূমচূর্ণের বা তণ্ডুলচূর্ণের অগ্নিপক্ক পাতলা চাপাটী। রোটিকা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

রুণুঝুণু—নূপুরাদির ধ্বনি, অনুকরণ শব্দ। বাং ব্য।

রুণ্ড—কবন্ধ, মস্তকশূন্য দেহ। রুন্ড্ (চুরি করা)+অন্ ক। সং; পু।

রুণ্ডিকা—রণস্থল; বিভূতি; কুট্টিনী; দ্বারের সম্মুখ; চৌকাঠ। রুণ্ড শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

রুৎ, রুত—শব্দ, রব; পশুপক্ষীর রব, রোদন। রু+যথাক্রমে ক্বিপ্ ও ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

রুদিত—১। ক্রন্দন, রোদন। রুদ্ (রোদন করা)+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী। ২। রোদনকারী। রুদ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

রুদ্ধ—বদ্ধ; ব্যাপ্ত; বেষ্টিত; প্রতিবদ্ধ; নিবারিত। রুধ্ (রোধ করা, ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রুদ্ধা।

রুদ্ধনিশ্বাস—১। বদ্ধ শ্বাসবায়ু। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। যাহার শ্বাস বদ্ধ হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

রুদ্ধশ্বাস—১। বদ্ধ নিশ্বাস। কর্ম্মধা। সং, পু। ২। যাহার নিশ্বাস বদ্ধ হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রুদ্ধশ্বাসা।

রুদ্ধশ্বাসে—নিশ্বাস রোধ করিয়া। রুদ্ধ হইয়াছে শ্বাস যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

রুদ্র—১। ভীষণ, ভয়ঙ্কর। ণিজন্ত রুদ্ (রোদন করান)+রক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রুদ্রা। ২। শিব। রুদ্ (রোদন করা)+রক্ ক। সং; পু।

কথিত আছে যে, কল্পারম্ভে ব্রহ্মার ললাট হইতে বালকমূর্ত্তিতে রুদ্র সম্ভূত হন, এবং জন্মমাত্র রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই জন্যই ইনি রুদ্র নাম প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা ইঁহার রোদন নিবৃত্তি করেন। সূর্য্যাদিতে ইঁহার অবস্থিতিস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ইনি একাদশ মূর্ত্তিতে একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত, যথা—অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন (বা অহির্বুধ্ন), বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর। আবার অন্য মতে—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর এই একাদশ।

রুদ্রজ—পারদ; কার্ত্তিক প্রভৃতি। রুদ্র হইতে জন্মিয়াছে যে, উপ; রুদ্র (শিব)—জন্+ড ক; প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, শিবের বীর্য্য হইতে পারদের উৎপত্তি। সং; পু।

রুদ্রজটা—লতাবিশেষ। রুদ্রের জটার ন্যায় জটা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

রুদ্রপত্নী—পার্ব্বতী, দুর্গা; অতসী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

রুদ্রপ্রিয়া—পার্ব্বতী, দুর্গা; হরীতকী। ৬তৎ।

রুদ্রমূর্ত্তি—১। ভীষণ আকৃতি। রুদ্রা যে মূর্ত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

রুদ্রাক্রীড়—শ্মশান। রুদ্রের (শিবের) আক্রীড় (ক্রীড়াভূমি), ৬তৎ; কথিত আছে যে, শিব সায়ংকালে শ্মশানে নৃত্যাদি করিতে ভালবাসেন। সং; পু।

রুদ্রাক্ষ—১। বৃক্ষবিশেষ। রুদ্রের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। সং; পু। ২। সেই বৃক্ষের ফল (এই ফলে জপমালা প্রস্তুত হইয়া থাকে; রুদ্রাক্ষের গুণ বৈদ্যকশাস্ত্রে ও স্কন্দপুরাণে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে)। সং; ক্লী। [মণি কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রুদ্রাক্ষমালা—রুদ্রাক্ষফলে রচিত জপমালা।

রুদ্রাণী—রুদ্রপত্নী, দুর্গা। রুদ্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

রুদ্রারি—কামদেব, কন্দর্প। রুদ্র (শিব) অরি (শত্রু) যাহার, বহু। সং; পু।

রুদ্রাবাস—কৈলাসপর্ব্বত; বারাণসী; শ্মশান। রুদ্রের আবাস, ৬তৎ। সং; পু।

রুধির—১। রক্ত, শোণিত; কুঙ্কুম। রুধ্ (আবরণ করা)+কির ক। সং; ক্লী। ২। মঙ্গলগ্রহ। সং; পু। ৩। রক্তবর্ণবিশিষ্ট, লাল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রুধিরা। ৪। মদ্য; টাকা (অশিষ্ট)।

রুধিরাক্ত—রক্তাক্ত, রক্তে প্লাবিত। রুধির দ্বারা অক্ত বা আক্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রুমা—তার বানরের কন্যা ও কপিরাজ সুগ্রীবের ভার্য্যা। বালিরাজ কর্ত্তৃক সুগ্রীব বিতাড়িত হইলে রুমা বহুকাল বালীর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়াছিল, পরে রাম কর্ত্তৃক বালী নিহত হইলে রুমা সুগ্রীবকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। সং; স্ত্রী।

রুমাল—হস্তমুখাদি মুছিবার বস্ত্রখণ্ড; ছোট শাল। বৈদেশিক। সং।

রুরু—১। মৃগবিশেষ; জনৈক দৈত্য। রু (রব করা)+ক্রু ক। সং; পু। ২। চ্যবনতনয় প্রমতির ঔরসে ও ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যৌবনপ্রাপ্ত হইলে মেনকাতনয়া প্রমদ্বরার সহিত ইঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই প্রমদ্বরা সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করে। রুরু ভাবি প্রণয়িনীর শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলে দেবদূত উপদেশ দেন যে, তুমি তোমার আয়ুর অর্দ্ধাংশ প্রমদ্বরাকে প্রদান করিলে সে পুনর্জীবন লাভ করিবে। রুরু তাহাই করিলে প্রমদ্বরা পুনর্জীবিত হয়। অতঃপর উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনন্তর যথাসময়ে ইঁহাদের শুনক নামে এক পুত্র জন্মে।

রুরুদিষু—রোদন করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত রুদ্+উ ক। বিণ; ত্রি।

রুলী—সোনার সরু বালা বিশেষ। দেশজ। সং।

রুষা—১। অমর্ষ, রোষ, ক্রোধ। রুষ্ (ক্রোধ করা)+ক্বিপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। রুষ্ট হওয়া, কুপিত হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া, রাগা। ক, প্র। ক্রি।

রুষিত, রুষ্ট—ক্রুদ্ধ, কুপিত। রুষ্ (ক্রোধ করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

রুষ্টি—ক্রোধ, কোপ, রোষ। রুষ্ (ক্রোধ করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

রুসুম—মাশুল, শুল্ক। বৈদেশিক। সং।

রুহ—উদ্ভূত, জাত; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তদুৎপন্ন; আরূঢ়। রুহ্ (জন্মা)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রুহা।

রুহা—১। উদ্ভূতা, ইত্যাদি। রুহ দেখ। রুহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দূর্ব্বা। সং; স্ত্রী।

রুহ্বা (রুহ্বন্)—বৃক্ষ, গাছ। রুহ্ (জন্মা)+ক্বনিপ্ ক। সং; পু।

রূক্ষ—১। অচিক্কণ; বন্ধুর, কর্কশ, অমসৃণ, খসখসে; কঠোর, কঠিন; নির্দ্দয়; স্নেহশূন্য; অননুকূল। রূক্ষ্ (কর্কশ হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বৃক্ষ। সং; পু।

রূক্ষপত্র—শাখোট, শেওড়াগাছ। রূক্ষ হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। সং; পু।

রূক্ষভাষী (-ভাষিন্)—কর্কশবাদী, কঠোরভাষী, যে রূঢ় কথা বলে এরূপ। উপ; রূক্ষ—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী রূক্ষভাষিণী।

রূঢ়—১। উৎপন্ন, জাত; প্রবৃদ্ধ; প্রসিদ্ধ; প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থাপেক্ষা না করিয়া অন্যার্থবোধক (শব্দ), যেমন—বৃক্ষ; কর্কশ, পরুষ, কঠোর; অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক। রুহ্ (জন্মা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রূঢ়া।

রূঢ়পদার্থ—মূল পদার্থ, অর্থাৎ যে পদার্থ স্বজাতীয় ভিন্ন অন্য কোনও জাতীয় পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই, যেমন—স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি। কর্ম্মধা। সং; পু।

রূঢ়ি—১। উৎপত্তি, জন্ম; প্রসিদ্ধি। রুহ্(জন্মা) +ক্তি ভা। ২। প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থাপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধক শক্তি। রূহ্+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

রূপ—১। শরীর; আকৃতি; স্বরূপ, স্বভাব; প্রকার; সৌন্দর্য্য; নাম; শব্দ; শ্লোক; পশু; চোরিত বস্তু; শুক্লাদি বর্ণ, রঙ;

বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু ; গ্রন্থাদির আবৃত্তি; দৃশ্যকাব্য। রূপ্ (রূপবিশিষ্ট করা)+অল্ র্ম। সং ; ক্লী। ২। (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তৎসদৃশ। ৩। একসংখ্যাবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

রূপ—বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত-সাধক। ইঁহার ভ্রাতার নাম সনাতন। উভয়ে একত্র রূপসনাতন নামে খ্যাত (সনাতন দেখ)। ইঁহাদের পিতার নাম কুমারদেব ও মাতার নাম রেবতী। উভয় ভ্রাতাই প্রথম অবস্থায় "গোড়িয়া" (সম্ভবতঃ 'গৌড়') রাজ্যের মুসলমান রাজার (হুসেন খাঁর) উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। বাল্যে রূপের নাম ছিল সন্তোষ। মুসলমান রাজার অধীনে কর্ম্ম করিবার সময় ইনি দবীরখাস নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের হরিভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রূপ তাঁহার শিষ্য হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া শেষজীবনে বৃন্দাবনে বাস করেন। ইনি সংস্কৃতশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কখনও বিদ্যার গৌরব করিতেন না। আত্মাভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিচারার্থ ইঁহার নিকট সমাগত হইলে রূপ তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দেন। অনন্তর সেই পণ্ডিত রূপের শিষ্য জীব গোস্বামীর নিকট গমন করিলে জীব গোস্বামী বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। এই কথা শুনিয়া রূপ জীব গোস্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রূপের জন্ম—১৪০৯ খৃঃ; দেহাবসান—১৫৬৩ খৃঃ।

রূপক—১। আকার ; আকৃতি ; গঠন ; তিন কুচপরিমাণ ; রৌপ্য ; দৃশ্যকাব্য ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ, উপমানের সহিত উপমেয়ের অভেদ কল্পনা [অলঙ্কার দেখ]। ণিজন্ত রূপ্ বা রূপি (রূপযুক্ত করা)+ণক ক। সং ; ক্লী। ২। মূর্ত্ত। বিণ; ত্রি।

রূপকথা—উপকথা শব্দের অপভ্রংশ।

রূপগুণ—সৌন্দর্য্য ও দয়াদি। দ্বন্দ্ব। সং ; পুং।

রূপচাঁদ পক্ষী—প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণদেশবাসী। ইঁহার পিতার নাম গৌরহরি দাস মহাপাত্র। ইনি গৌড়েশ্বর বড়ঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের নিকট ইঁহাদের বাস ছিল। গৌরহরি কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ১২২১ সালে মাঘ মাসে রূপচাঁদের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীতবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। ইনি অনেক শাস্ত্রসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনা করেন এবং অনেক সভাতে উহা স্বয়ং গান করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীত আজিও অনেক স্থানে গীত হইয়া থাকে। [-জন+ড ক। বিণ; ত্রি।

রূপজ—রূপ হইতে উৎপন্ন, সৌন্দর্য্যজনিত। রূপ

রূপণ—বর্ণন; নিরূপণ; অভিনয়। ণিজন্ত রূপ্ (=রূপি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

রূপতৃষ্ণা—সৌন্দর্য্য উপভোগের লালসা। রূপের নিমিত্ত তৃষ্ণা, ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

রূপদস্তা—যে দস্তা রূপার মত দেখায়, সীসা ও রাঙ্গের মিশ্র ধাতু (pewter); জর্ম্মণ সিলভর। দেশজ। সং।

রূপধেয়—শোভা, সৌন্দর্য্য। রূপ+ধেয় স্বার্থে। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

রূপধ্যান—সৌন্দর্য্যচিন্তা ; স্বরূপচিন্তা। ৬তৎ।

রূপভোগ—সৌন্দর্য্য উপভোগ। ৬তৎ। সং ; পুং।

রূপমাধুরী—সৌন্দর্য্যের মধুরতা ; রূপের শোভা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রূপমোহ—সৌন্দর্য্যজনিত মুগ্ধতা। রূপজন্য মোহ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

রূপবতী—সুন্দরী ; সাকারা। রূপবান্ দেখ। রূপবৎ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রূপবান্ (-বৎ)—সৌন্দর্য্যশালী, সুন্দর ; সাকার ; শুক্লাদিবর্ণযুক্ত। রূপ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী রূপবতী।

রূপসী—রূপবতী, সৌন্দর্য্যশালিনী। দেশজ। বিণ ; স্ত্রী।

রূপা—রজত, চাঁদি। রূপ্য শব্দের অপভ্রংশ।

রূপাজীবা—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। রূপ আজীব (জীবিকা) যে স্ত্রীর, বহু। সং ; স্ত্রী।

রূপান্তর—অন্য রূপ ; ভিন্ন আকার ; নূতন অবস্থা বা ভাব। নিত্য। সং ; ক্লী।

রূপান্তরিত—ভিন্ন আকারে পরিণত ; নূতন অবস্থা বা ভাব প্রাপ্ত। রূপান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

রূপী (রূপিন্)—রূপযুক্ত ; সুন্দর ; সাকার। রূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী রূপিণী।

রূপ্য—১। রূপযুক্ত, সুন্দর। রূপ+য্য। বিণ ; ত্রি। ২। রজত, রূপা ; স্বর্ণ। সং ; ক্লী।

রূপ্যাধ্যক্ষ—টঙ্কশালার অধ্যক্ষ। রূপ্যের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং ; পুং।

রূষণ—ছুরণ, লেপন ; চূর্ণন। রূষ্ (ভূষিত করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

রূষিত—লেপিত ; ছুরিত ; চূর্ণিত ; অচিক্কীকৃত। রূষ্ (ভূষিত করা)+ক্ত র্ম। বিণ।

রে—নীচ সম্বোধন। রু+ডে ভা। ব্য।

রেইস—বড়লোক, ধনী, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ভূস্বামী। বৈদেশিক। সং।

রেউয়া—রবাহুত। দেশজ। বিণ বা সং।

রেওয়া—সাল তামাদি দেনাপাওনার হিসাব। দেশজ। সং।

রেওয়াজ—প্রথা, রীতি, পদ্ধতি, প্রচলিত ধারা, ধরণ, চলন (fashion)। বৈদেশিক। সং।

রেঁদা—কাঠ মসৃণ করিবার ছুতারের যন্ত্রবিশেষ, ফিস্কাপ ; এই যন্ত্র দ্বারা কাষ্ঠ পরিকর্ম্ম বা মসৃণকরণ। দেশজ। সং।

রেক—১। শঙ্কা ; সংশয় ; সন্দেহ ; ভেক। রেক্ (শঙ্কা করা)+অল্ ভা। ২। বিরেচন। রিচ (শূন্য করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পুং। ৩। বেত্রনির্ম্মিত পরিমাণ-পাত্রবিশেষ। দেশজ। ৪। রেখা, চিহ্ন, ইলেক ; লেখা। প্রা, ক। সং।

রেকাব, রেকাবি—ঘোটকের জিনসংলগ্ন পাদানি ; ছোট থালা, ডিবা। বৈদেশিক। সং।

রেখ—রেখা, কসি, চিহ্ন। দেশজ। সং।

রেখা—বিস্তারবিহীন দৈর্ঘ্য ; লম্বাকৃতি চিহ্ন, যথা—দাঁড়ি, কসি ইত্যাদি ; উল্লেখ ; শ্রেণী, সারি ; আভোগ ; অত্যল্প ; ছল, চাতুরী। লিখ্ (লেখা)+অ র্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রেখা গণিত—ক্ষেত্রতত্ত্ব, জ্যামিতি ; জগন্নাথ পণ্ডিতকৃত গণিতবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। রেখা বিষয়ক গণিত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

রেখাঙ্কিত—রেখা-চিহ্নিত, যাহা কসি দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রেখাপাত—রেখা অঙ্কন, দাগ দেওয়া। ৬তৎ। সং ; পুং।

রেঙ্গুণ—নিম্ন ব্রহ্মদেশে পেগু বিভাগস্থ জেলা ও সহর। সিউ ডেগণ (Shwe-Dagon) নামক বৌদ্ধমন্দির (Pagoda) রেঙ্গুণ সহরের প্রধান দ্রষ্টব্য। মন্দিরটি উচ্চে ৩৩৮ ফিট, এবং ১৬৮ ফিট উচ্চ ভূমির উপর নির্ম্মিত। মন্দিরটি ত্রিকোণাকৃতি এবং চূড়া হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ-স্বর্ণমণ্ডিত। পুরুষানুক্রমে জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা এই মন্দিরের স্বর্ণাবরণের পুনঃ সংস্কার করা হয়। বৌদ্ধগণের চক্ষে রেঙ্গুণ চিরকালই পবিত্র হইলেও সাধারণের দৃষ্টিতে খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দে ইহার গৌরব প্রথম পরিলক্ষিত হয়। উক্ত অব্দে ব্রহ্মরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আলোম্প্রা এই সহরের পূর্ণ গঠন সম্পন্ন করিয়া ইহাকে "রণ্-কণ্" নামে অভিহিত করেন। রেঙ্গুণ উক্ত নামের অপভ্রংশ মাত্র। "রণ্-কণ্" অর্থে রণশেষ ; কারণ আলোম্প্রা তেলাংগণের সৈন্য পরাভূত করিয়া সেই সময়ে তাহাদের রাজ্য অধিকার করেন। নূতন নামকরণের পূর্ব্বে স্থানটি "ডেগন" নামে পরিচিত ছিল। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে (আনুমানিক) ইংরাজেরা এখানে একটি কুঠি স্থাপন করেন। ইংরাজের সহিত ব্রহ্মরাজের প্রথম যুদ্ধ ১৮২৪ খৃঃ

ঘটে। সেই যুদ্ধ উপলক্ষে রেঙ্গুণ ইংরাজ-হস্তে আসে। যুদ্ধাবসানে ইংরাজ ব্রহ্মরাজকে স্থানটি প্রত্যর্পণ করেন। ১৮৫২ খৃঃ দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটিলে ইহা আবার ইংরাজের হাতে আসে এবং সেই অবধি ইঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া আছে। সমুদ্রবাণিজ্য সম্বন্ধে কলিকাতা ও বম্বের নিম্নেই রেঙ্গুণের স্থান। বিস্তর চাউল এখান হইতে ভারতে ও ইউরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে। সেগুণ কাঠের কারবারের জন্যও রেঙ্গুণ বিখ্যাত। ১৯০৬ খৃঃ ইংলণ্ডের যুবরাজ (অধুনা ইংলণ্ড ও ভারতের ঈশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ) যখন রেঙ্গুণ দর্শন করিতে আসেন, তখন তিনি এখানে "ভিক্টোরিয়া পার্ক" নামক উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্যানটি সমগ্র পূর্ব্ব মহাদেশের অন্যতম উৎকৃষ্ট দৃশ্য বলিয়া কথিত।

রেচক—১। বিরেচনকারক, ভেদজনক। ণিজন্ত রিচ্ বা রেচি (শূন্য করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রেচিকা। ২। জয়পাল; পিচকারী। ৩। প্রাণায়ামকালে অন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ। রিচ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

রেচন—১। বিরেচন, ভেদ। রিচ্ (শূন্য করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বিরেচক, ভেদকারক। ণিজন্ত রিচ্ (=রেচি)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রেচনা।

রেচিত—বিবর্জিত; ত্যক্ত। ণিজন্ত রিচ্ বা রেচি (শূন্য করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

রেজকী—টাকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র রৌপ্যমুদ্রা। বৈদেশিক। সং।

রেজা—খুচরা, খণ্ড। বৈদেশিক। সং।

রেজাই—পাতলা লেপ, রঞ্জিত শীতবস্ত্র। বৈদেশিক। সং।

রেডিং (লর্ড)—১৯২১ খৃঃ এপ্রিল মাসে লর্ড চেম্‌সফোর্ড পদত্যাগ করিয়া যাইলে লর্ড রেডিং রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারেল (বড়লাট) হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। এখানে আসিবার পূর্ব্বে লর্ড রেডিং ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইনি আইনে পারদর্শী, এবং ভারতে জাতি-ধর্ম্ম বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের সম্বন্ধে ন্যায় বিচার ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বরং ভারতবাসীর অহিতকর নানা অনুষ্ঠানের সম্পাদন করিয়া অবশেষে ১৯২৬ সালের প্রথম ভাগে পদত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শুনা যায়, ইনি অনেক দিন পূর্ব্বে জাহাজে সামান্য কর্ম্ম লইয়া এদেশে আর একবার আসিয়াছিলেন।

রেড়ী—এরণ্ড বৃক্ষ, ভেরেণ্ডা। দেশজ। সং।

রেণু—পাংশু, ধূলি; পরাগ; গুঁড়া। রি বা রী (গমন করা)+নু ক। সং; পু বা স্ত্রী।

রেণুকা—১। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। রেণু শব্দ+কণ্ +আপ্। সং; স্ত্রী।

২। প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা ও পরশুরামের জননী। জমদগ্নি ঋষির সহিত রেণুকার বিবাহ হইলে তাঁহার ঔরসে ইঁহার পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে পরশুরাম সর্ব্বকনিষ্ঠ। কথিত আছে যে,রেণুকা একদা স্নানার্থ নদীতে গমন করিলে অপ্সরোদিগের জলকেলি দর্শনে ইঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলে জমদগ্নি যোগবলে রেণুকার মনোভাব জানিতে পারিয়া একে একে পুত্রগণের প্রতি ইঁহার শিরশ্ছেদনের আদেশ প্রদান করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রচতুষ্টয় তাহাতে অস্বীকৃত হইলে পরশুরাম পিতৃআজ্ঞা পালন করেন। তাহাতে জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া পরশুরামকে বর দিতে চাহিলে পরশুরাম স্বীয় জননীর পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। তদনুসারে রেণুকা পুনর্জীবিতা হন। অনন্তর পরশুরাম তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করিয়া গমন করিলে জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্যের সহিত সংগ্রামে নিহত হন। রেণুকার স্মরণে পরশুরাম উপস্থিত হইয়া মাতার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হন এবং একবিংশবার ধরাতল নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। রেণুকা তখন সন্তুষ্টচিত্তে পতির চিতানলে তনুত্যাগ করেন। রেণুকার আর এক নাম কোঙ্কণা।

রেণুরূষিত—১। ধূলিম্রক্ষিত, ধুলা-মাখা। রেণু (ধূলি) দ্বারা রূষিত (ম্রক্ষিত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। গর্দ্দভ। সং; পু।

রেণুসার—কর্পূর। বহু। সং; পু।

রেতঃ (রেতস্)—শুক্রধাতু, বীর্য্য; পারদ, পারা। রী+অতস্ ক। সং; ক্লী।

রেপ—১। ক্রূর; নির্দ্দয়; নীচ; নিন্দিত; কৃপণ। রেপ (শব্দ করা)+অন্ ক, অথবা রি (বধ করা)+প ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রেপা। ২। বলাৎকার। (rape)।

রেফ—১। নির্দ্দয়; ক্রূর; নীচ; কুৎসিত; কৃপণ। রিফ্ (নিন্দা করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। র, ,। সং; পু।

রেফাঃ (রেফস্)—ক্রূর; দুষ্ট; নীচ; কৃপণ। রিফ্ (নিন্দা করা)+অস্ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী। [+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

রেভণ—গোধ্বনি, গরুর রব। রেভ্ (শব্দ করা

রেল—লৌহবর্ত্ম, লোহার পথ; লোহার বেষ্টক। ইং (rail)। সং।

রেলগাড়ী—বাষ্পীয় শকট, কলের গাড়ী যাহা লৌহপথে চলে। মিশ্র শব্দ। সং।

রেলা—জনতা, জনসমাগম। সং।

রেলিং—লোহার বেষ্টক। ইং (railing)। সং।

রেবত—নৃপবিশেষ; জম্বীর বৃক্ষ। রেব (লম্ফ করা)+অত ক। সং; পু।

রেবত আনর্ত্তরাজের পুত্র। কুশস্থলী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। রেবতী নামে ইঁহার অনুপম রূপলাবণ্যবতী দুহিতা জন্মে। রেবতীর বিবাহকাল উপস্থিত হইলে রেবত উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। কথিত আছে যে তথায় সামগান শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইনি বহুযুগ মুহূর্ত্তবৎ যাপন করেন। অনন্তর ব্রহ্মার উপদেশে মর্ত্ত্যে আগমনপূর্ব্বক বলরামের হস্তে দুহিতারত্ন সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থ সুমেরুশিখরে আরোহণ করেন।

রেবতী—১। নক্ষত্রবিশেষ, চন্দ্রপত্নী; দুর্গা; মাতৃকাবিশেষ; নদীবিশেষ; গবী। রেব (লম্ফ করা)+অতট্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

২। বলদেবপত্নী। রেবত শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ইনি রেবত রাজার কন্যা। ইনি সাতিশয় রূপবতী ছিলেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় (রেবত দেখ)। তাঁহার ঔরসে ইঁহার নিশঠ ও উল্মুক নামক দুই পুত্র জন্মে। যদুবংশ-ধ্বংসের পর বলদেব মানবলীলা সংবরণ করিলে, রেবতী পতির অনুমৃতা হন।

রেবতীজানি—বলরাম; চন্দ্র। রেবতী হইয়াছে জায়া যাহার, বহু। সং; পু।

রেবতী রমণ,রেবতীশ—বলরাম; চন্দ্র। রেবতীর রমণ বা ঈশ (স্বামী), ৬তৎ। সং; পু।

রেবা—নর্ম্মদা নদী (নর্ম্মদা দেখ); দুর্গা; কামদেব পত্নী, রতি। রেব (গমন করা) +অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

রেষণ—অশ্বের হ্রেষাধ্বনি; বৃক-গর্জ্জন। রেষ +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

রেশম, রেসম—গুটিপোকার সূতা। বৈদেশিক। সং। [বিণ।

রেশমী, রেসমী—রেসমনির্ম্মিত। বৈদেশিক।

রেষ—একটানা স্রোত; সেতারাদি বাদ্যধ্বনির স্রোত। সং। রিষ দেখ।

রেষারেষি—দ্বেষাদ্বেষি, পরস্পর হিংসা বা আক্রোশ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা (rivalry)। দেশজ। সং।

রেস্ত—নগদ অর্থ। বৈদেশিক। সং।

রেহাই—নিষ্কৃতি, নিস্তার, অব্যাহতি; মুক্তি, ছাড়; ক্ষমা। বৈদে। সং।

রেহান, রেহেন—স্থিতাবর্দ্ধ, স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া। বৈদেশিক। সং।

রৈ—১। শব্দ; ধন; স্বর্ণ। রা (দান করা) +ডৈ র্ম। সং; পু। ২। রহি, থাকি। ক্রি। ৩। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রোথিত

কাঠদণ্ড; জলাশয়াদির গভীরতম অংশ; গভীরতা। দেশজ। সং। [বিণ; ত্রি।

রৈখিক—রেখাসম্বন্ধীয়। রেখা+ফিক ইদমর্থে।

রৈত্য—পিত্তলজাত, পিত্তলনির্ম্মিত; রীতি-জনিত। রীতি (পিত্তল, ইত্যাদি)+ষ্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

রৈবত—শিব; দৈত্যবিশেষ; বিন্ধ্যাচলের পশ্চিমদিক্বর্ত্তী পর্ব্বতবিশেষ; পঞ্চম মনু। রেবতী+ষ্ণ। সং; পু। [পু।

রৈবতক—পর্ব্বতবিশেষ। রৈবত+কণ্। সং;

রৈবতিক—রেবতীপুত্র। রেবতী+ফিক অপত্যার্থে। সং; পু।

রোঁদ, রোঁদগস্তি—পাহারা দিবার জন্য পরিভ্রমণ। ইং (round)। সং। [অপভ্রংশ।

রোঁয়া—লোম। রোমন্ (রোম) শব্দের

রোক—১। ক্রুরবিশেষ; দীপ্তি; প্রভা। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। বিবর, গর্ত্ত, ছিদ্র। রু+কন্ অধি। ৩। নৌকা। রু+কন্ ক। সং; ক্লী। ৪। রোখ (সকল অর্থে); নগদ অর্থ, রেস্ত। দেশজ। সং। ৫। নগদ। বিণ।

রোকড়—নগদান, নগদ; নগদ অর্থ। দেশজ।

রোকা,রোখা—১। রোকাল,তেজী; উৎসাহী; রাগী, দুর্দ্দান্ত; একঠোকা, জেদী; নগদ। দেশজ। বিণ। ২। রোধ করা, আটকান, থামান, দাঁড় করান, রাখা। ক, প্র। ক্রি।

রোকাল, রোখাল—তেজাল, তেজস্বী, সাহসী; উদ্যমযুক্ত; জেদবাজ। দেশজ। বিণ।

রোখ—রোষ, ক্রোধ; তেজ, সাহস; উদ্যম, উৎসাহ; একগুঁয়েমি, জেদ, দিক্, অভিমুখ। দেশজ। সং।

রোগ—আময়, ব্যাধি, পীড়া। রুজ্ (পীড়িত করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

রোগক্লিষ্ট—রোগে অবসন্ন, পীড়ায় ব্যথিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রোগগ্রস্ত—রোগাক্রান্ত, পীড়াযুক্ত, পীড়িত।

রোগঘ্ন—১। ব্যাধিনাশক। উপ। রোগ—হন্ (নাশ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রোগঘ্নী। ২। বৈদ্য, চিকিৎসক। সং; পু। ৩। ঔষধ। সং; ক্লী।

রোগনিদান—ব্যাধির কারণ, পীড়ার হেতু। ৬তৎ। সং; ক্লী। [৫তৎ। বিণ; ত্রি।

রোগমুক্ত—রোগ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত, নীরোগ।

রোগমুক্তি—পীড়া হইতে পরিত্রাণ, রোগ আরাম। ৫তৎ। সং; স্ত্রী।

রোগযন্ত্রণা,—যাতনা—পীড়ার কষ্ট, রোগ জন্য ক্লেশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রোগরাজ—রাজযক্ষ্মা। রোগের রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

রোগশান্তি—ব্যাধিনিবৃত্তি, পীড়ার উপশম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রোগশীর্ণ—পীড়াহেতু কৃশ, রোগে দুর্ব্বল। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রোগহা (—হন্)—১। রোগঘ্ন, ব্যাধিনাশক। উপ; রোগ—হন্+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। বৈদ্য, চিকিৎসক। সং; পু।

রোগা—রুগ্ন, পীড়িত; শীর্ণ, কৃশ, কাহিল। দেশজ। বিণ।

রোগাক্রান্ত—রোগগ্রস্ত, ব্যথিত, পীড়িত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রোগী (রোগিন্)—রুগ্ন, ব্যাধিগ্রস্ত, পীড়িত। রোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী রোগিণী। [রোগী দুই প্রকার—চিকিৎস্য ও অচিকিৎস্য। যে রোগীর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ বিকৃত না হইয়া স্বাভাবিক থাকে, এবং সুখদুঃখজনক ক্রিয়াশূন্য হয় না, যে রোগী চিকিৎসকের বাধ্য এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সমর্থ, তাহাকে চিকিৎস্য রোগী বলে। আর যে রোগী অত্যধিক কোপনস্বভাব, অবিচারিতভাবে কার্য্যকারী, ভীরু, চিকিৎসককে অগ্রাহ্যকারী, ব্যাকুলচিত্ত, শোকগ্রস্ত, মুমূর্ষু, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তিশূন্য, চিকিৎসকের প্রতি শঠতাযুক্ত শ্রদ্ধাহীন ও অবিশ্বাসী, এবং চিকিৎসকের অবাধ্য, তাহাকে অচিকিৎস্য রোগী বলা যায়]।

রোচক—১। রুচিকারক; দীপ্তিপ্রদ। ণিজন্ত রুচ্=রোচি (রুচি করান, ইত্যাদি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রোচিকা। ২। ক্ষুধা; কদলী; অবদংশ,চাটনি; পলাণ্ডু। সং; পু।

রোচন—১। রুচিকারক; দীপ্তিপ্রদ। ণিজন্ত রুচ্=রোচি (রুচি করান)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রোচনা। ২। গোরোচনা, বর্ণদ্রব্যবিশেষ; পলাণ্ডু; দাড়িম্ব; শ্বেত সজিনার গাছ; করঞ্জবৃক্ষ। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন ক। সং; পু।

রোচনা—১। রুচিকারিকা; দীপ্তিপ্রদা। রোচন দেখ। রোচন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তমা স্ত্রী। সং; স্ত্রী। ৩। গোরোচনা, বর্ণদ্রব্যবিশেষ; রক্তকহ্লার। রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+অন ক+আপ্।

রোচনী—আমলকী; গোরোচনা; বণিক দ্রব্যবিশেষ। রোচন+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

রোচমান—১। দীপ্যমান; শোভমান। রুচ +শান ক। বিণ; ত্রি। ২। অশ্বগ্রীবাস্থ রোমাবর্ত্তবিশেষ। সং; পু।

রোচিঃ (রোচিস্)—দীপ্তি; কান্তি। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ইস্ ভা। সং; ক্লী।

রোচিষ্ণু—দীপ্তিশীল; শোভাযুক্ত। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি। [শিক।

রোজ—দিন, তারিখ; প্রতিদিন,প্রত্যহ। বৈদেশিক।

রোজকার, রোজগার—উপার্জ্জন, আয়। বৈদেশিক। [বৈদেশিক। সং।

রোজকেরে, রোজগেরে—উপার্জ্জক, উপায়ী।

রোজনামচা—দৈনিক হাজিরা বহি। বৈদেশিক।

রোজা—১। মুসলমানদিগের রমজান বা উপবাস পর্ব্ব, ইহাতে একমাস দিনমান উপবাস করিতে হয়; উক্ত পর্ব্বকালীন উপবাস। বৈদেশিক। ২। ওজা বা ওঝা, মন্ত্রচিকিৎসক; মরাই বন্ধনকালীন তাহার রজ্জুবেষ্টনী; কটিবন্ধ; ঘুনসী, চাবকী। দেশজ। সং।

রোট—রোটিকা,রুটী। রুট্+ই ক। সং; স্ত্রী।

রোটিকা—পিষ্টকবিশেষ; পর্পটিকা; রুটি। রুট্ +ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

রোড—পথ, রাস্তা, সড়ক। ইং (road)। সং।

রোডসেস—পথকর, পথজন্য রাজকর। ইং (roadcess)। সং।

রোনাল্ডসে, লর্ড—বঙ্গের দ্বিতীয় গভর্ণর। ১৮৭৬ খৃঃ ১১ই জুন ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মার্কুইস অব জেট্‌ল্যাণ্ডের পুত্র। ইনি ১৮৯৯ খৃঃ সিংহলে, ১৯০০ খৃঃ ভারতের বহু স্থানে, ১৯০১ খৃঃ পারস্যে, ১৯০৩ খৃঃ এসিয়াটিক তুরস্কে, পারস্যে, মধ্য এসিয়ায় এবং সাইবিরিয়ায়, ১৯০৭ খ্রীঃ জাপানে, চীনে এবং ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯০০ খ্রীঃ ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের এ-ডি কং ছিলেন। ইউরোপের মহাসমর আরম্ভের পর হইতে ইনি চতুর্থ ব্যাটালিয়ান ইয়র্কসায়ারের রেজিমেণ্টের অস্থায়ী মেজর নিযুক্ত হন। ইনি কতিপয় গ্রন্থও লিখিয়াছেন। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য, ইসলিংটন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যও হইয়াছিলেন। ইঁহার বিস্তৃত জমিদারী এবং কয়লার খনি আছে। বঙ্গের প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের কার্য্যাবসানের পর ১৯১৭ খৃঃ ২৬শে মার্চ্চ ইনি বঙ্গের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।

রোথ (Rudolph Von Roth)—জর্ম্মাণ পণ্ডিত। জন্ম—৩রা এপ্রিল ১৮২১ খ্রীঃ। ইনি বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদিক সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া আর্য্যজাতিবিষয়ক তত্ত্বালোচনায় যুগান্তর উপস্থিত করেন। ইনিই বৈদিক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। St. Petersburg সহরের Imperial Academy হইতে ১৮৫৫-৭৫ খৃঃ যে একখানি সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হয়, তাহাতে বৈদিকসময়বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্কলন সম্বন্ধে ইনি অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি অথর্ব্ববেদের একখানি সংস্করণ

বাহির করিয়াছিলেন। আবেস্তা ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে ইঁহার অনেক রচনা আছে। প্রাচ্যবিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য ওয়ার্টেমবার্গের অধিপতি ইঁহাকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ২৩শে জুন ইনি লোকান্তর গমন করেন।

রোদ—১। রোদন (সকল অর্থে)। রুদ্+অল্ ভা। সং; পু। ২। সূর্য্যকিরণ, রবিতাপ, ধূপ। রৌদ্র শব্দের অপভ্রংশ।

রোদঃ (রোদস্)—পৃথিবী; স্বর্গ; আকাশ। রুদ্ (রোদন করা)+অস্ অধি। সং; ক্লী।

রোদন—ক্রন্দন, কাঁদা; অশ্রু। রুদ্ (কাঁদা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

রোদিতি—রোদন করে বা করিতেছে। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ; রুদ্ ধাতুজ। প্রা, ক।

রোদ্ধা (রোদ্ধৃ)—রোধকর্ত্তা, প্রতিরোধক। রুধ্ (রোধ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী রোদ্ধ্রী।

রোধ—১। অবরোধন; প্রতিবন্ধক, বাধা। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+অল্ ভা। ২। তট, তীর। রুধ্+অল্ ণ। সং; পু।

রোধঃ (রোধস্)—তীর, তট, কূল। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+অস্ ণ। সং; ক্লী।

রোধক—রোধকারক, প্রতিরোদ্ধা। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রোধিকা।

রোধন—১। রুদ্ধকরণ। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। রোধকারক। রুধ+অন ক। বিণ; ত্রি। [বহু। সং; স্ত্রী।

রোধবক্রা—নদী। রোধ (তীর) বক্র যে স্ত্রীর,

রোধী (রোধিন্)—রোধকর্ত্তা। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী রোধিনী।

রোধ্র—১। লোধ্রবৃক্ষ। রুধ্+র ক। সং; পু। ২। অপরাধ; পাপ। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+র ণ। সং; ক্লী।

রোপ—১। শর, বাণ। রুপ্ (মূর্চ্ছিত করা)+অল্ ণ। ২। রোপণ, বীজাদি বপন। ণিজন্ত রুহ্=রোপি (জন্মান)+অল্ ভা। সং; পু। ৩। গর্ত্ত, ছিদ্র। রোপি+অল্ অধি। সং; ক্লী। ৪। দড়া, কাছি, রজ্জু। ইং (rope)। সং।

রোপণ—১। বীজাদি-বপন, রোয়া; উৎপাদন; অর্পণ, স্থাপন। ণিজন্ত রুহ্=রোপি (জন্মান)+অনট্ ভা। ২। বিমোহন, মুগ্ধকরণ; আরোপ। রুপ্ (বিমুগ্ধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

রোপা—১। রোপণ করা, মাটিতে পোঁতা, গাড়া। ক্রি। ২। রোপিত, প্রোথিত। বিণ। ৩। রোপণ। দেশজ। সং।

রোপিত—১। অর্পিত, স্থাপিত; প্রোত, ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা, রোয়া। ণিজন্ত রুহ্ বা রোপি (জন্মান)+ক্ত র্ম। ২। বিমোহিত; আরোপিত। রুপ্ (বিমুগ্ধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রোপিতা।

রোম—ইউরোপের একটি দেশের ও প্রাচীন রাজ্যের নাম। [+মন্ ক। সং; ক্লী।

রোম (রোমন্)—লোম, রোঁয়া। রু (শব্দ করা)

রোমক—রোমদেশীয়, রোমবাসী, রোমান, রোমীয়। দেশজ। [সং; পু।

রোমকূপ—লোমকূপ, লোমমূলের ছিদ্র। ৬তৎ।

রোমগুচ্ছ—চামর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রোমজ—লোম দ্বারা প্রস্তুত; পশমি। উপ; রোমন্ (লোম)—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রোমজা।

রোমন্থ, রোমন্থন—উদ্গীর্ণ-চর্ব্বণ, গিলিত-চর্ব্বণ, জাবর কাটা। রোম–মন্থ্ (বধ করা)+অন্, অনট্ ক। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

রোমন্থক, রোমন্থিক—রোমন্থনকারী জন্তু, গিলিত চর্ব্বণকারী; যে সকল জন্তু জাওর কাটে। রোমন্থ শব্দ+যথাক্রমে কণ্ ও ইক ক। সং; পু।

রোমপাদ—লোমপাদ দেখ।

রোমভূমি—চর্ম্ম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রোম-বিকার, রোম-বিক্রিয়া—লোমাঞ্চ, রোমোদ্গম, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠা। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

রোমশ—লোমযুক্ত। রোমন্ (লোম)+শ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রোমশা।

রোমহর্ষ, রোমহর্ষণ—রোমাঞ্চ, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠা। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

রোমাঞ্চ—পুলক, রোমোদ্গম, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠা। রোমের অঞ্চ (গতি), ৬তৎ; অথবা রোমন্ (রোম)—অন্চ্ (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

রোমাঞ্চিত—রোমাঞ্চযুক্ত, পুলকিত। রোমাঞ্চ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

রোমান—রোমক (তাহা দেখ)।

রোমালি, রোমালী, রোমাবলি, রোমাবলী—নাভির ঊর্দ্ধাগ্র উদরস্থ রোমশ্রেণী। রোমের আলি, আলী, আবলি, আবলী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রোমীয়—রোমক (তাহা দেখ)।

রোমোদ্গম, রোমোদ্ভেদ—রোমাঞ্চ, পুলক। রোমের উদ্গম বা উদ্ভেদ, ৬তৎ। সং; পু।

রোয়া—১। রোপণ করা। ২। রোপিত। বিণ। ৩। রোপণ। দেশজ। সং।

রোয়াক—রক দেখ।

রোরুদ্যমান—অতি রোদনকারী, সাতিশয় রোদনশীল। যঙন্ত রুদ্ (পুনঃ পুনঃ রোদন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

রোল—১। আর্দ্রক; কন্দবিশেষ। রু+ডোল ক। ২। কোলাহল; অব্যক্ত শব্দ। রু+ডোল ভা। সং; পু।

রোলম্ব—১। মধুকর, ভ্রমর। রোড্ (অনাদর করা)+অম্বচ্ ক। সং; পু। ২। অবিশ্বাসী। বিণ; ত্রি।

রোশনচৌকি—ঢোলক, মন্দিরা ও বাঁশী এই ত্রিবিধ যন্ত্রবাদক সম্প্রদায়। বৈদেশিক। সং।

রোশনাগীর—যে জমিদারের কাছারিতে আলো জ্বালে ও রাখে। বৈদেশিক। সং।

রোশনাই, রোশনি—আলো; দীপ্তি। বৈদে। সং।

রোষ—কোপ, ক্রোধ। রুষ্ (রাগ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

রোষণ—১। কোপন, ক্রোধশীল, রাগী। রুষ্ (রাগ করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। পারদ; কষণপ্রস্তর, কষ্টিপাথর। সং; পু।

রোষদাহ—ক্রোধজনিত সন্তাপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রোষপ্রদীপ্ত—ক্রোধহেতু প্রজ্বলিত, ক্রোধে উদ্দীপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রোষাগ্নি, রোষানল—ক্রোধানল, ক্রোধরূপ অগ্নি। রূপক। সং; পু।

রোষালাপ—ক্রোধপূর্ণ কথোপকথন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রোষিত—কোপিত, ক্রোধিত, যাহাকে রাগান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত রুষ্ বা রোষি (রাগান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

রোষী (রোষিন্)—ক্রোধী, ক্রোধশীল। রোষ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী রোষিণী।

রোহ—১। আরোহী। রুহ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রোহা। ২। অঙ্কুর। ৩। আরোহণ। রুহ্+অল্ ভা। সং; পু।

রোহণ—১। শৈল; মেরুগিরি। রুহ্+অনট্ র্ম। সং; পু। ২। উৎপত্তি; প্রাদুর্ভাব; আরোহণ। রুহ্ (জন্মা ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। রেতঃ, শুক্র। রুহ্+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

রোহন্ত—বৃক্ষবিশেষ; বৃক্ষমাত্র। রুহ্ (জন্মা)+অন্ত ক। সং; পু। [ঈপ্। সং; স্ত্রী।

রোহন্তী—লতাবিশেষ; লতামাত্র। রোহন্ত+

রোহি—বৃক্ষ; বীজ; ধার্ম্মিক ব্যক্তি। রুহ্ (জন্মা ইত্যাদি)+ই ক। সং; পু।

রোহিণ, রৌহিণ—১। বটবৃক্ষ; গন্ধতৃণ। রোহিণী শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। দিবসের নবম মুহূর্ত্ত। রুহ্+ইন ক+ষ্ণ। সং; পু।

রোহিণি—রোহিণী নক্ষত্র। সং; স্ত্রী।

রোহিণী—১। উৎপত্তিশীলা; আরোহিণী। রুহ্ (জন্মা)+ণিন্ ক+ঈপ্। ২। রক্তবর্ণা। বিণ; স্ত্রী। ৩। চতুর্থ নক্ষত্র; দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা, চন্দ্রপত্নী, তারাপ্রধানা; বিদ্যাধরীবিশেষ; নববর্ষবয়স্কা কন্যা, বিদ্যুৎ; গবী; হরীতকী; হরিতাল। সং; স্ত্রী। ৪। বসুদেবপত্নী, বলরামের মাতা। বসুদেব কংসের ভয়ে সপুত্রা রোহিণীকে

ব্রজধামে স্বীয় মিত্র নন্দঘোষের আলয়ে রাখিয়া আসেন। কংসের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি সেইখানেই ছিলেন। কংস নিহত হইলে ইনি মথুরায় পতিপুত্রসহ সুখে বাস করেন। যদুবংশধ্বংসের পর বসুদেব তনুত্যাগ করিলে রোহিণীও পতির অনুগমন করেন। সং; স্ত্রী।

রোহিণীকুণ্ড—শ্রীক্ষেত্রস্থ কুণ্ডবিশেষ, ইহা কল্পবটের পশ্চিমে অবস্থিত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রোহিণীপতি, রোহিণীবল্লভ, রোহিণীশ—চন্দ্র; বসুদেব। ৬তৎ। সং; পু।

রোহিৎ—১। রুইমাছ; বর্ণবিশেষ; সূর্য্য। ণিজন্ত রুহ্ (=রোহি)+ক্বিপ্ র্ম। সং; পু। ২। মৃগী; লতাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

রোহিত—১। মৎস্যবিশেষ, রুইমাছ; বৃক্ষবিশেষ; মৃগবিশেষ; পদ্মরাগমণি; রক্তবর্ণ। রুহ্ (জন্মা ইত্যাদি)+ইতন্ ক। সং; পু। ২। রুধির, শোণিত; ঋজু ইন্দ্রধনু; কুঙ্কুম। সং; ক্লী। ৩। রক্তবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রোহিতা। [+কণ্ স্বার্থে।

রোহিতক—রোহিত (সকল অর্থে)। রোহিত

রোহিতাশ্ব—১। অগ্নি; রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র। রোহিত (লাল) অশ্ব যাহার, বহু। ২। বর্ত্তমান রোটাস্ গড়ের প্রাচীন নাম। সং; পু।

রোহী (রোহিন্)—১। আরোহী; উৎপত্তিশীল। রুহ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী রোহিণী। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ; বটবৃক্ষ। সং; পু। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী রৌগ্মী।

রৌগ্ম—স্বর্ণময়। রুগ্ম (স্বর্ণ)+ষ্ণ বিকারার্থে।

রৌক্ষ্য—রুক্ষতা, কার্কশ্য। রুক্ষ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

রৌচ্য—মনুবিশেষ। সং; পু।

রৌদ্র—১। যম; কাব্যরসবিশেষ, ক্রোধজনক রস। রুদ্র শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। সূর্য্যকিরণ, রোদ; ক্রোধ। সং; ক্লী। ৩। রুদ্রসম্বন্ধীয়; তীব্র; প্রচণ্ড; ভীষণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রৌদ্রী।

রৌদ্রদগ্ধ—রৌদ্রতাপিত, সূর্য্যকিরণে সাতিশয় উত্তপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—দগ্ধা।

রৌদ্রময়—রৌদ্রাকীর্ণ, রোদে ভরা; রোদে উজ্জ্বল। রৌদ্র+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

রৌদ্ররস—রস দেখ।

রৌদ্রী—১। রুদ্রসম্বন্ধীয়া, ইত্যাদি। রৌদ্র দেখ। রৌদ্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চণ্ডী। রুদ্র (শিব)+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

রৌদ্রোজ্জ্বল—১। সূর্য্যকিরণে দীপ্তিমান্। রৌদ্র দ্বারা উজ্জ্বল, ৩তৎ। ২। ভীষণ অথচ দীপ্তিশালী। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

রৌপ্য—রজত, রূপা। [কথিত আছে যে, ত্রিপুরাসুর বধকালে মহাদেবের রোষপূর্ণ দক্ষিণ নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া তাহাতে রুদ্রের উদ্ভব হয়, এবং তৎকালে বাম নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, তাহা হইতেই রৌপ্যের জন্ম হইয়াছে। ইহা শীতবীর্য্য, কষায় ও অম্ল রসবিশিষ্ট, মধুররসাত্মক, সারক, চিরযৌবনকারক, দেহকৃশকর, বাত প্রমেহাদি রোগনাশক]। রূপ্য (রূপা)+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী।

রৌপ্যচক্র—রূপার চাকা, রূপার চাক্তি; টাকা। রৌপ্যনির্ম্মিত চক্র (চক্রাকার পদার্থ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রৌপ্যমুদ্রা—রৌপ্যনির্ম্মিত মুদ্রা, টাকা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রৌরব—১। রুরুসম্বন্ধীয়; ভয়ঙ্কর; ধূর্ত্ত; চঞ্চল। রুরু শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী রৌরবী। ২। নরকবিশেষ [গোহত্যাকারী, ভ্রূণহন্তা, ব্রাহ্মণঘাতী, স্ত্রীঘাতী, তীর্থপ্রতিগ্রাহী প্রভৃতি পাপিগণ এই নরকে গমন করে]। যঙন্ত রু বা রোরূয় (পুনঃ পুনঃ বধ করা)+ক্বিপ্ অধি =রোরু; রোরু+ষ্ণ। সং; ক্লী।

রৌহিণ—রোহিণ দেখ।

রৌহিণেয়—বুধগ্রহ; বলদেব। রোহিণী+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

রৌহিষ—মৃগবিশেষ; রোহিতমৎস্য। রুহ্ (জন্মা)+টিষচ্ ক। সং; পু।

রৌহিষী—মৃগীবিশেষ; দূর্ব্বা। রৌহিষ দেখ। রৌহিষ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ল

ল—১। অষ্টাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত। ২। ইন্দ্র। লা+ড ক। ৩। গ্রহণ; দান। লা+ড ভা। সং; পু।

লআ, লওয়া—গ্রহণ করা; সঙ্গে রাখা; বহন করা; ধরা; গণ্য করা; সহ্য করা, সওয়া; ধারণ করা; আনা; পান বা ভোজন করা, খাওয়া; উচ্চারণ করা, বলা। দেশজ। ক্রি।

লক—ঘুড়ি উড়াইবার সূতা। বৈদেশিক। সং।

লকচ—লকুচ (তাহা দেখ)। লক্ (আস্বাদন করা)+অচ র্ম। সং; পু।

লকা, লক্কা—বিস্তৃতপুচ্ছ পোষা পায়রাবিশেষ। দেশজ। সং।

লকুচ—ডেহুয়া গাছ, মাদার গাছ,—স্থানবিশেষে ইহাকে ডেলো এবং ডেলোমাদারও বলে। লক (আস্বাদন করা)+উচ র্ম। সং; পু।

লকেট—ঘড়ির চেইনে দোলায়মান সুবর্ণ পদক বিশেষ। ইং (locket)। সং।

লক্তক—আল্তা; রক্তবস্ত্র; ন্যাকড়া। লক্+ক্ত র্ম+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

লক্ষ—শতসহস্র সংখ্যা, লাখ; দৃষ্টি; ছল; শরব্য, বেধনার্থ উদ্দিষ্ট বস্তু। লক্ষ্ (চিহ্ন করা, দেখা)+অল্ র্ম। সং; ক্লী।

লক্ষক—লক্ষণা দ্বারা অর্থপ্রকাশক। ণিজন্ত লক্ষ্ বা লক্ষি (দেখান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

লক্ষণ—১। নাম; চিহ্ন। লক্ষ্+অনট্ ণ। ২। ব্যাকরণ সূত্র; স্বরূপ। লক্ষ্+অনট্ র্ম। ৩। পরিচ্ছেদকরণ; পরিচয়; দর্শন। লক্ষ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। দশরথের তৃতীয় পুত্র, রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা [লক্ষ্মণ দেখ]। লক্ষ্+অন ক। সং; পু। ৫। শ্রীমান্। লক্ষ্+অন র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লক্ষ্মণা। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী লক্ষ্মণযুক্তা।

লক্ষণযুক্ত—শুভ লক্ষণবিশিষ্ট, সুলক্ষণ। ৩তৎ।

লক্ষণা—১। শ্রীমতী। লক্ষণ দেখ। লক্ষণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সারসী; হংসী। ৩। শব্দের বৃত্তিবিশেষ,—মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে যে শক্তি দ্বারা মুখ্যার্থসহ সম্বন্ধ অন্য অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম লক্ষণা, যেমন "রাম গঙ্গাবাসী হইয়াছেন", এস্থলে গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ ভগীরথখাতজলপ্রবাহ, কিন্তু জলপ্রবাহে রামের বাস অসম্ভব, এ কারণ গঙ্গা শব্দে এখানে গঙ্গাতীরে অর্থের বোধ হইতেছে। লক্ষ্+অন ণ+আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

লক্ষণাক্রান্ত—লক্ষণযুক্ত, সুলক্ষণ। ৩তৎ।

লক্ষণীয়—দর্শনীয়; অনুভবযোগ্য। লক্ষ্(দেখা)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

লক্ষপতি—লক্ষমুদ্রার অধীশ্বর, লাখপতি। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

লক্ষিত—দৃষ্ট; লক্ষীকৃত; উদ্দিষ্ট; অনুমিত; জ্ঞাত; আলোচিত; অঙ্কিত; লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত। লক্ষ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

লক্ষ্ণৌ—"আগ্রা ও অযোধ্যা" যুক্ত প্রদেশের বিভাগ, জেলা ও সহর। সহরের মধ্যে যে স্থানে অধুনা মচ্ছিভবন অবস্থিত, কথিত আছে সেইখানে শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণপুরের অংশবিশেষ ছিল। সেই লক্ষ্মণপুর হইতে লক্ষ্ণৌ নামের উৎপত্তি। অযোধ্যার মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদৎ খাঁ ১৭৩২ খৃঃ অঃ মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক অযোধ্যার সুবেদার পদে নিযুক্ত হইয়া লক্ষ্ণৌয়ে বাসভবন স্থাপন করেন। তাঁহার জামাতা সফদরজঙ্গ ১৭৪৩ খৃঃ উজীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দিল্লীতে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র উজীর সুজাউদ্দৌলা ১৭৫৩ খৃঃ বকসার যুদ্ধের অবসানে ফয়জাবাদে বাস করিতেন। চতুর্থ উজীর আসাফ-উদ্দৌলা ইংরাজের সখ্যলাভ করিয়া স্বাধীনচিত্তে কাল যাপন করিতেন। সহরস্থিত সুবৃহৎ ইমামবাড়া

তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইঁহারই মধ্যে আসাফ-উদ্দৌলার মৃতদেহ প্রোথিত আছে। ইঁহারই সময়ে লক্ষ্ণৌয়ের গৌরব চরম সীমায় উপনীত হয়। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাদৎ আলী খাঁ ইংরাজকে ভূসম্পত্তির অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে ইংরাজের সৈন্যশক্তির সাহায্য লাভ করেন (১৭৯৮ খৃঃ)। ইনি সহরে এবং সহরতলীতে অনেক হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া সহরের আয়তন বর্দ্ধন করেন। তন্মধ্যে "ফরহৎ বক্স" অন্যতম প্রধান প্রাসাদ। তাঁহার পুত্র গাজী-উদ্দীন হায়দার সর্ব্ব প্রথমে রাজা (King) উপাধি গ্রহণ করেন। ইনিও অনেকগুলি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন; তন্মধ্যে ছত্রমঞ্জিল উল্লেখযোগ্য। ইঁহার পুত্র নাসীর-উদ্দীন হায়দার (১৮২৭ খৃঃ) "তারাবলী" নামধেয় একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। চতুর্থ নবাব আমজাদ আলী সা (১৮৪১ খৃঃ) গোমতী নদীর উপর একটী লৌহসেতু স্থাপন করেন। পঞ্চম ও শেষ "কিং" উপাধিধারী নবাব ওয়াজিদ আলী সা ১৮৪৭ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কৈসর্ বাগ নামক সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে, ইঁহার ৩৬০ সংখ্যক উপপত্নীর প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইঁহার শাসন-শৈথিল্য জন্য ইংরাজ ইঁহাকে কয়েক বার সতর্ক করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৬ খৃঃ ইঁহার রাজ্য ইংরাজাধিকারভুক্ত হইয়া যায় এবং ইঁহাকে কলিকাতার দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে আনিয়া বার্ষিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাখা হয়।

লক্ষ্ম (লক্ষ্মন্)—চিহ্ন। লক্ষ্+মন্ র্ম। সং; ক্লী।

লক্ষ্মণ—১। চিহ্ন; নাম। লক্ষ্ম দেখ। লক্ষ্মন্+ণ। সং; ক্লী। ২। লক্ষ্মণযুক্ত; শ্রীমান্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লক্ষ্মণা।

৩। দুর্য্যোধনের পুত্র; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে ইনি অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। সং; পু।

৪। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। মহারাজ দশরথের ঔরসে তাঁহার তৃতীয় মহিষী সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম হয়। তন্মধ্যে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ, শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ। লক্ষ্মণ শৈশবাবধি রামের একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার অনুগমন করিতেন। রামাদি ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি বিলক্ষণ শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ও রণকুশল বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠেন। যৎকালে ইঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষমাত্র, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি রাক্ষসদিগের উপর উপদ্রব হইতে স্বীয় যজ্ঞ রক্ষা করিবার নিমিত্ত রামকে লইয়া গেলে ইনিও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করেন। অনন্তর সরযূতীরে উপনীত হইলে মুনিবর ভ্রাতৃদ্বয়কে বলা ও অতিবলা মন্ত্র প্রদান করেন। অতঃপর রামের হস্তে তাড়কা রাক্ষসীর নিপাত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলা গমন করিলেন; এবং তথায় মিথিলারাজের সীতা ও উর্ম্মিলা নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া দ্বাদশ বৎসরকাল সুখে অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর বিমাতার চক্রান্তে রাম ভার্য্যাসহ চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস গমন করিলে লক্ষ্মণও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। পঞ্চবটীতে অবস্থান কালে একদা লঙ্কানাথ নিশাচর রাবণের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা রামের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইলে রামের আদেশে লক্ষ্মণ তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিলেন। পাপীয়সী লঙ্কায় যাইয়া জ্যেষ্ঠকে সীতাহরণে উত্তেজিত করিল। দুর্বৃত্ত দশানন মায়াবী মারীচের সহিত দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইল। মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। জানকী সেই মৃগ ধরিয়া দিবার নিমিত্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার্থ কুটীরে রাখিয়া রাম মৃগের অনুসরণ করিলেন। রামশরে বিদ্ধ হইয়া মারীচ 'হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাম বিপন্ন হইয়াছেন মনে করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে তাঁহার সাহায্যার্থে গমন করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ প্রথমে যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু অবশেষে সীতার গঞ্জনায় যাইতে বাধ্য হইলেন। সেই অবকাশে রাবণ সীতাকে হরণ করিল। অতঃপর লক্ষ্মণ রামসহ কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া সীতাকে না দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জটায়ুর নিকট রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের সংবাদ জানিতে পারিলেন। অনন্তর হনুমান্ লঙ্কায় সীতার সন্ধান করিয়া আসিলে, লক্ষ্মণ রামের সহিত কপিকটক লইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে লক্ষ্মণ অশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রাবণপুত্র নানাপ্রকার মায়াযুদ্ধ জানিত। এজন্য লক্ষ্মণ তাহার নিকট দুই বার পরাজিত হন। কিন্তু তৃতীয়বারে লক্ষ্মণ বিভীষণের মন্ত্রণায় ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সে মায়া বিস্তার করিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রাণসংহার করিলেন। পরদিন পুত্রশোকাতুর রাবণ পুত্রহন্তা সৌমিত্রির বক্ষে দারুণ শক্তিশেল প্রহার করে। তাহাতে ইনি অচেতন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। অনন্তর সুষেণের উপদেশক্রমে হনুমান্ ঔষধ আনিয়া দিলে ইনি পুনঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। রাবণবধের পর লক্ষ্মণ রাম-সীতার সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম প্রজার রঞ্জনার্থ সীতার বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করিলে লক্ষ্মণ নিতান্ত অনিচ্ছায় ও বিষণ্ণচিত্তে গর্ভবতী সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিলেন। কিছুকাল পরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে লক্ষ্মণ যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষণার্থ নিযুক্ত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। যজ্ঞসমাপ্তির পর সীতা আনীতা হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলে ইনি সাতিশয় দুঃখিত হন। অতঃপর ইঁহার পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু রামের আদেশে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের রাজা হন। এইরূপে ইঁহাদের পার্থিব কার্য্যকাল পরিসমাপ্ত হইয়া আসিলে একদা কালপুরুষ ছদ্মবেশে আসিয়া এই নিয়মে রামের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তৎকালে যে কেহ তথায় উপস্থিত হইবে, রাম তাহাকেই বর্জ্জন করিবেন। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা রামের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া লক্ষ্মণকে দ্বার পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় দুর্ব্বাসা শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রতিজ্ঞানুসারে রাম লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। লক্ষ্মণ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া সরযূ নদীতে যোগবলে তনুত্যাগ করিলেন।

লক্ষ্মণসেন—লক্ষ্মণসেন নামে বঙ্গদেশে দুইজন রাজা ছিলেন। প্রথম সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেনের পুত্র। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, ইনি এই বংশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি যৌবনে অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইঁহার নামানুসারে মিথিলায় অদ্যাপি একটি অব্দ প্রচলিত আছে। উহার নাম লক্ষ্মণসংবৎ এবং উহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন "লসং"। ১১১৯ খৃঃ হইতে উহার গণনা আরব্ধ হই-

য়াছে। উক্ত অব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়। বোধ হয়, বল্লালসেন পুত্রের জন্মে সাতিশয় প্রীত হইয়া ঐ ঘটনার স্মরণার্থ উক্ত অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন, অথবা লক্ষ্মণসেন স্বয়ং উত্তরকালে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়া স্বীয় জন্মাব্দ স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে উহা প্রচলিত করেন। লক্ষ্মণসেন বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ইঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। ইঁহারই সভায় থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সুললিত গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দ" রচনা করেন। লক্ষ্মণসেন গৌড় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গঙ্গাতীরে আর একটি নগর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম "লক্ষ্মণাবতী" রাখেন।

দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনও উক্ত বংশে উৎপন্ন। ইনি এই বংশের শেষ রাজা। ইঁহার রাজত্বকালে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। ইঁহারই সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজি মগধ জয় করেন এবং তাঁহার বীরত্ব-খ্যাতি বাঙ্গালায় প্রচারিত হয়। এই সময়ে বার্দ্ধক্যনিবন্ধন লক্ষ্মণসেন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অশক্ত হইয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে থাকিয়া সমস্ত শুনিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া ইঁহার সভাস্থ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিল, "আমাদের দেশ অতঃপর যবনদিগের করতলগত হইবে।" একে তো রাজা অশীতিপর বৃদ্ধ, তাহার উপর নিজ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এবম্প্রকার ভীতিপ্রদর্শন; কাজেই রাজা রাজারক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া শত্রু সমাগত হইলে কিরূপে পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা করিবেন, তাহারই সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিলেন। এদিকে বখ্‌তিয়ার বঙ্গবিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে অরক্ষিত গৌড় অধিকার করিয়া লইলেন এবং পর বৎসর সদৈন্যে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিজ সেনাদলকে নিকটস্থ এক বনে লুকায়িত রাখিয়া মাত্র অষ্টাদশ জন সৈন্যসহ রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন এই সময়ে আহারে বসিয়াছিলেন। তিনি দ্বারদেশে অশ্বের ঝনঝনা শুনিয়াই ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলেন এবং আহার সমাপ্তি না করিয়াই মহিষী ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে লইয়া নগ্নপদে গুপ্তদ্বার দিয়া বহিষ্ক্রান্ত হইয়া নৌকাযোগে পূর্ব্ববাঙ্গালায় পলায়ন করিলেন এবং ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিরাপদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বখ্‌তিয়ার বিনা শোণিতপাতে, বিনা বাধায় নবদ্বীপ অধিকার করিয়া "বঙ্গবিজেতা" নাম ক্রয় করিলেন (১১৯৯ খৃঃ)। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেন এইরূপে পলায়ন করিয়া পুরীধামে গমনপূর্ব্বক জগন্নাথসেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেনের ঐরূপে পলায়নবর্ণনা প্রকৃত নহে। আধুনিক গবেষণার ফলে শেষোক্ত মতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

লক্ষ্মণা—১। লক্ষ্মণযুক্তা; শ্রীমতী। লক্ষণ দেখ। লক্ষ্মণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সারসী। সং; স্ত্রী। ৩। দুর্য্যোধনের কন্যা। ইঁহার স্বয়ংবরকালে কৃষ্ণতনয় শাম্ব ইঁহাকে হরণ করেন, কিন্তু কৌরবগণ কর্ত্তৃক তিনি সমরে পরাজিত ও বন্দীকৃত হন। অনন্তর বলরাম তাঁহাকে মুক্ত করিলে তাঁহার সহিত লক্ষ্মণার বিবাহ হয়। সং; স্ত্রী।

লক্ষ্মী—১। শ্রী; রাজশ্রী; শোভা; সম্পত্তি; হরিদ্রা; বীরনারী; মুক্তা; স্থলপদ্ম; দুর্গা। লক্ষ্ (দেখা)+ঈ ম। সং; স্ত্রী।

২। বিষ্ণুর পত্নী কমলা। ইনি সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া খ্যাতা। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে ও খ্যাতির গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দেবরাজের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপবশতঃ ত্রিলোক শ্রীহীন হইলে লক্ষ্মী সাগরতলে নিমজ্জিতা হইয়াছিলেন। পরে সমুদ্রমন্থনকালে পুনরুত্থিতা হন। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবীতে উত্থিতা হন। সং; স্ত্রী।

লক্ষ্মীকান্ত—বিষ্ণু, নারায়ণ; রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

লক্ষ্মীজনার্দ্দন—কমলা ও বিষ্ণু; শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

লক্ষ্মীধর—সৌন্দর্য্যলহরী (আনন্দলহরী) গ্রন্থের টীকাকার, ইনি দক্ষিণাপথবাসী ছিলেন।

লক্ষ্মীনরসিংহ—শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

লক্ষ্মীনারায়ণ—কমলা ও বিষ্ণু; শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

লক্ষ্মীপতি—বিষ্ণু; রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

লক্ষ্মীপুত্র—কামদেব; সীতাতনয়—কুশ ও লব; অশ্ব; পক্ষবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

লক্ষ্মীবাই—ঝাঁসির শেষ হিন্দুরাজা গঙ্গাধর রাওএর মহিষী। গঙ্গাধর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অকালে কালকবলিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যস্থ ইংরেজ রেসিডেণ্টকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া যান যে, সেই বালককে যেন রাজসিংহাসন প্রদান করা হয় এবং তাহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে মহিষী লক্ষ্মীবাই যেন তাহার অভিভাবক হন এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বিধবা হইয়া লক্ষ্মীবাই স্বামীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার সহগমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং দত্তকপুত্রের অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইঁহাকে অধিক দিন এই কার্য্য করিতে হইল না। লর্ড ডালহাউসি গঙ্গাধরের দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ঝাঁসি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন; লক্ষ্মীবাই তাহাতে বাধা প্রদানের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা রেসিডেণ্টের সহিত কথোপকথন কালে বীরললনা তেজোগর্ভ বাক্যে বলিয়াছিলেন, "মেরি ঝাঁসি দেওঙ্গে নেহি।" অতঃপর ঝাঁসি কোম্পানির ভারত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল (১৮৫৩ খ্রীঃ)। ইহাতে লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

অতঃপর ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী সৈন্যেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মহোৎসাহে বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিলেন। কেবল সেনাপতিদিগের হস্তে সৈন্যপরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বীর বালা স্বয়ং অসিবর্ম্ম ধারণ করিয়া ও অশ্বপৃষ্ঠে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়া রণচণ্ডীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি ইংরেজসৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া ঝাঁসিতে পুনরধিকার স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মধ্যপ্রদেশের প্রধান ইংরেজ সেনাপতি স্যর হিউ রোজ্ ১৮৫৮ খ্রীঃ ২৩শে মার্চ্চ ঝাঁসি অবরোধ করিলেন। হিন্দুকুলরমণী বৃটিশসিংহের সহিত যুদ্ধে অসামান্য সমরকৌশল ও অত্যদ্ভুত সৈন্য-পরিচালন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্যর হিউ রোজ্ মুক্তকণ্ঠে ইঁহার বীরত্বের সাধুবাদ ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীবাই রমণী হইলেও বিপক্ষদলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিকা ও রণপারদর্শিনী।" ইঁহার অদ্ভুত বীরত্বে প্রোৎসাহিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁতিয়া তোপি এবং বাণপুরের রাজা ২০ সহস্র সৈন্য লইয়া ইঁহার সাহায্যার্থ আগমন করেন। পরন্তু ইংরেজ-সৈন্য বিজয়ী হইল। লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি ত্যাগ করিয়া কাল্পী নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কাল্পী হইতে বিতাড়িত লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়া তোপি গোয়ালিয়রে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য বিদ্রোহী সৈন্য ইঁহাদের সহিত মিলিত হইল। গোয়ালিয়র, সিন্ধিয়া এবং ইঁহার মন্ত্রী দিনকর রাও ইঁহাদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলেন। সিন্ধিয়ার কোষাগার, অস্ত্রাগার, তোপখানা প্রভৃতি

সমস্তই লক্ষ্মীবাইয়ের হাতে পড়িল। অতঃপর স্যর হিউ রোজ্ ১৭ই জুন গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মীবাই অশ্বপৃষ্ঠে বীরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া স্বীয় ভগিনীর সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলেন এবং অতুল সাহসের সহিত সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। যেখানে তুমুল সংগ্রাম ও ঘোরতর বিপদ, সেইখানেই লক্ষ্মীবাই উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অবশেষে বিপক্ষের গুলির আঘাতে বীররমণী রণশয্যায় শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন (১৮৫৮ খৃঃ)। কেহ কেহ বলেন, ইঁহারই দলস্থ একজন সৈনিক পুরুষ ইঁহার কণ্ঠস্থ রত্নহারের লোভে ইঁহার প্রাণবধ করে।

লক্ষ্মীবান্ (–বৎ)—শ্রীমান্, সৌভাগ্যশালী; ধনবান্; বিভবশালী। লক্ষ্মী+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী লক্ষ্মীবতী।

লক্ষ্মীশ, লক্ষ্মীশ্বর—রমাপতি, বিষ্ণু, নারায়ণ; সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। লক্ষ্মীর ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

লক্ষ্মীশ্রী—লক্ষ্মীর আবির্ভাব জনিত সৌন্দর্য্য, সমৃদ্ধি শোভা, সৌভাগ্য সম্পদ্। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

লক্ষ্মীশ্বর—লক্ষ্মীশ দেখ।

লক্ষ্মীস্বভাবা—লক্ষ্মীর ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্টা (রমণী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষ্মীস্বরূপিণী—লক্ষ্মীর ন্যায় গুণসম্পন্না, সাতিশয় গুণবতী। লক্ষ্মীর স্বরূপ=লক্ষ্মীস্বরূপ, ৬তৎ; লক্ষ্মীস্বরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষ্য—১। দ্রষ্টব্য; লক্ষণাদ্বারা বোধ্য; জ্ঞেয়; অনুমেয়; উদ্দিষ্ট। লক্ষ্ (দেখা)+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লক্ষ্যা। ২। শরব্য, ভেদ্য, যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে, নিশান বা নিশানা, তাক; উদ্দেশ্য; ছল, চাতুরী; চিহ্ন। সং; ক্লী।

লক্ষ্যচ্যুত—লক্ষ্যভ্রষ্ট, নিশানায় লাগাইতে অসমর্থ; উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত, অভিপ্রায়ভ্রষ্ট। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

লক্ষ্যভ্রষ্ট—লক্ষ্যচ্যুত, উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত; ভেদ্যবেধনে অপারক; শিকার হইতে বঞ্চিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

লক্ষ্যস্থল—তাকের জায়গা, নিশানা; উদ্দিষ্ট স্থান, সঙ্কলিত স্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লক্ষ্যহীন—উদ্দেশ্যহীন, অভিপ্রায়শূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

লখা—লক্ষ্য করা; বুঝা; স্থির করা; জানা, চিনা। ক, প্র। ক্রি।

লগ—সংযোগ, সংস্পর্শ; সমভিব্যাহার, সঙ্গ; নিকট। প্রাদেশিক। প্রা, ক। সং।

লগড়—চারু, মনোহর, কমনীয়, সুন্দর। লগ্ (লাগা)+অল ক। বিণ; ত্রি।

লগা—ফুলফল পাড়িবার বাঁশ, যাহা লাগাইতে পারা যায়। দেশজ। সং। [সং।

লগি, লগী—নৌকা ঠেলিবার বাঁশ। দেশজ।

লগিত—সংলগ্ন, সংযুক্ত; যুক্ত। লগ্ (লাগা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লগিতা।

লগুড়—বংশময় দণ্ড, লাঠি; গদা; মুদগর। লগ্ (লাগা)+উল ক। সং; পু।

লগেজ—যাত্রীর মোট বাক্স্ প্রভৃতি। ইং (Luggage)। সং।

লগ্ন—১। মেষাদি রাশির উদয়কাল। লস্জ্ (লজ্জিত হওয়া)+ক্ত অধি। সং; ক্লী। ২। সংযুক্ত। লগ্ (লাগা)+ক্ত ক। ৩। লজ্জিত। লস্জ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৪। বন্দী, স্তুতিপাঠক। সং; পু।

লগ্নক—প্রতিভূ, প্রতিনিধি, জামিন। লগ্ন দেখ। লগ্ন+কণ্। সং; পু।

লগ্নপত্র—বিবাহের পূর্ব্বে কোন্ দিনে কোন্ লগ্নে বিবাহ হইবে তাহার নির্দ্ধারক পত্র। ইহাতে বিবাহের অর্থাদিসম্বন্ধীয় বিবরণও লিখিত হয়। লগ্ন নিরূপক পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লগ্নমান—লগ্নকালের পরিমাণ; প্রত্যহ মেষাদি দ্বাদশ রাশি পর পর উদয় হয়; এক এক রাশির উদয় পরিমাণ কালের নাম লগ্নমান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লগ্নিকা—নগ্নিকা (তাহা দেখ)। ন স্থানে ল।

লঘট, লঘটি—বায়ু। লন্ঘ (যাওয়া)+অট্, অটি ক। সং; পু।

লঘিমা (লঘিমন্)—লঘুতা, লাঘব; গৌরবহীনতা; ঐশ্বর্য্যবিশেষ, নিজ শরীরকে লঘু করিবার শক্তি। লঘু+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পু।

লঘিষ্ঠ—অতিশয় লঘু; অতি ক্ষুদ্র। লঘু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লঘিষ্ঠা।

লঘীয়ান্ (লঘীয়স্)—অতিশয় লঘু; অতি ক্ষুদ্র। লঘু শব্দ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী লঘীয়সী।

লঘু—১। ভারহীন, হালকা; শীঘ্র; সংক্ষিপ্ত; সূক্ষ্ম; অসার; হ্রস্ব; ক্ষুদ্র; তুচ্ছ; তেজোহীন; অল্প; ইষ্ট, বাঞ্ছিত; সুন্দর, মনোজ্ঞ। লন্ঘ্ (শোষণ করা, ইত্যাদি)+কু ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লঘ্বী, লঘু। ২। (ব্যাকরণে) হ্রস্ববর্ণ। সং; পু। ৩। কৃষ্ণ অগুরু; বীরণমূল। সং; ক্লী। ৪। পৃক্কা নামক ঔষধি। সং; স্ত্রী।

লঘুকায়—১। ক্ষুদ্রদেহধারী। লঘু হইয়াছে কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ছাগ। সং; পু। ৩। ক্ষুদ্র দেহ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লঘুগামী (–গামিন্)—শীঘ্রগামী, দ্রুতগমনশীল; সুন্দরগমনকারী। উপ; লঘু–গম্ (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী লঘুগামিনী।

লঘুচতুষ্পদী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

লঘুতা, লঘুত্ব—লাঘব, লঘুর ভাব। লঘু শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

লঘুত্রিপদী—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

লঘুত্ব—লঘুতা দেখ।

লঘুপাক—সুপাচ্য, যাহা শীঘ্র হজম হয়। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–পাকা।

লঘুপাপ—১। অল্প পাপ, সামান্য দোষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। স্বল্প পাপযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–পাপা। [ক্রি-বিণ।

লঘুভাবে—সংক্ষিপ্তভাবে; সামান্যরূপে। বহু।

লঘুললিত চতুষ্পদী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

লঘুহস্ত—ক্ষিপ্রকারী, শীঘ্রকার্য্যকারক। লঘু হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

লঘূ—লঘ্বী দেখ।

লঘূকরণ—সংক্ষিপ্তকরণ, হ্রাসকরণ; নিম্নশ্রেণীর রাশিকে উচ্চশ্রেণীতে বা উচ্চশ্রেণীর রাশিকে নিম্নশ্রেণীতে পরিণত করিবার কৌশল (Reduction)। লঘু শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=লঘূ)–কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লঘ্বী, লঘূ—১। ভারহীনা, ইত্যাদি। লঘু দেখ। লঘু শব্দ+ঈপ্, ঊপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীবাহন শকটবিশেষ; অতি মৃদুপ্রকৃতি কৃশাঙ্গী রমণী। সং; স্ত্রী।

লঙ, রেভাঃ জেমস্—(Rev. James Long), –জন্ম ১৮১৪ খৃঃ। ইনি বাল্যে কিছুদিন রুষিয়ায় বাস করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃঃ চর্চ্চ মিসনারী সোসাইটি কর্তৃক মিসনারী স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি ভারতে আসেন। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। ইনি বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালার অধিবাসী, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রবাদবাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া ইনি একখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। কলিকাতার ইতিহাসও একখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরাজী অনুবাদের তত্ত্বাবধান করেন এবং উহার জন্য একটি মুখবন্ধ লেখেন। এই জন্য নীলকরগণ কর্তৃক গ্লানি করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া লং সাহেবকে হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে ও একমাস কারাবাস করিতে হয়। জরিমানার টাকা কলিকাতার কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদান করেন। ১৮৭২ খৃঃ লং সাহেব ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও সেইখানে

১৮৮৭ খৃঃ ২৩শে মার্চ ইঁহার লোকান্তর গমন ঘটে। লং সাহেব বঙ্গবাসিগণকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং বাঙ্গালীরাও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। Trubner's Oriental Series নামক ধারাবাহিক গ্রন্থের জন্য লং সাহেব Eastern Proverbs and Emblems Illustrating Old truths নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

লঙ্কা—১। সিংহল দ্বীপ। রামায়ণে বর্ণিত আছে, ইহা ত্রিকূট পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। ইহার রাজধানী লঙ্কাপুরী। প্রাচীনকালে এই স্থান হইতে অক্ষাংশ গ্রহণ করা হইত, পরবর্ত্তী সময়ে উজ্জয়িনী হইতে অক্ষাংশ গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুসারে নিরক্ষদেশ হইতে উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুব নির্ণীত হয়। তখন লঙ্কায় সূর্য্যোদয় হইলে যম কোটীপুরী বা আমেরিকার দক্ষিণ ভাগে দিনার্দ্ধ হইত। কেহ কেহ ইহাকে তাম্রপর্ণী বলিয়াছেন। লক (স্বাদ পাওয়া) +খ অধি+আপ্। ২। শাখা; শাকিনী; কুলটা; ধান্যবিশেষ। লক্+খ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ৩। গাছ মরিচ, রাঙ্গা লঙ্কা মরিচ, ঝাল। দেশজ। সং।

লঙ্কাদাহী (—দাহিন্)—লঙ্কাপুরীদাহকারী, হনূমান্। উপ; লঙ্কা—দহ্ (দগ্ধ করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

লঙ্কাধিপ, লঙ্কাধিপতি, লঙ্কাপতি—লঙ্কার রাজা, রাবণ। ৬তৎ। সং; পু।

লঙ্কাসমর—লঙ্কাযুদ্ধ, লঙ্কায় ঘটিত রামরাবণের যুদ্ধ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

লঙ্কেশ, লঙ্কেশ্বর—লঙ্কার অধিপতি, রাবণ। লঙ্কার ঈশ, ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

লঙ্কাস্থায়ী (—য়িন্)—১। লঙ্কাবাসী। উপ; লঙ্কা—স্থা (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী লঙ্কাস্থায়িনী। ২। বৃক্ষবিশেষ, লঙ্কাসিজ বা সিজু। সং; পু।

লঙ্গ—১। মিলন; খোঁড়াইয়া চলা, খঞ্জতা। লনগ্ (মিলিত হওয়া)+অল্ ভা। ২। জার, উপপতি। লনগ্+অন্ ক। সং; পু। ইহারই অপভ্রংশে গ্রাম্য লাঙ্ বা নাঙ্ শব্দ হইয়াছে। ৩। লবঙ্গ। লবঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

লঙ্ঘন—অভোজন, অনাহার, উপবাস; অতিক্রম; ডিঙ্গান; অতিবাহন; লম্ফন; আক্রমণ; আঘাত। লনঘ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লঙ্ঘনীয়—অতিক্রমণীয়; যাহা ডিঙ্গাইতে পারা যায় বা যাহা ডিঙ্গাইতে হইবে। লনঘ্+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

লঙ্ঘা—লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা, ডিঙ্গান; ভঙ্গ করা। ক, প্র। ক্রি।

লঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত; যাহা ডিঙ্গান হইয়াছে। লনঘ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

লছমী, লছিমী—লক্ষ্মী, কমলা। প্রা, ক।

লজ্জমান—লজ্জাযুক্ত, লজ্জিত। লসজ্ (লজ্জিত হওয়া)+শান ক। বিণ; ত্রি।

লজ্জা—ত্রপা, ব্রীড়া, অনুচিত কর্ম্ম জন্য অন্তরে সঙ্কোচ বোধ, সরম, লাজ। লসজ্ (লজ্জিত হওয়া)+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

লজ্জাকর—লজ্জাজনক, লাজ উৎপাদক। উপ; লজ্জা—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি; স্ত্রী,—করী। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—জনিকা।

লজ্জাজনক—লজ্জা উৎপাদক, লজ্জাকর। ৬তৎ।

লজ্জাজনিত—লজ্জাসম্ভূত, লজ্জা হইতে উদ্ভূত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লজ্জানত—লজ্জাহেতু নম্র, লজ্জায় অবনত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—নতা।

লজ্জানম্র—লজ্জায় অবনত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

লজ্জালু—১। লজ্জাশীল, লাজযুক্ত, লাজুক। লজ্জা শব্দ+আলু যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। ২। লতাবিশেষ, লজ্জাবতী লতা। সং।

লজ্জাবতী—১। লজ্জাশীলা। লজ্জাবান্ দেখ। লজ্জাবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লতাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

লজ্জাবনত—লজ্জা হেতু নত। ৩তৎ। বিণ।

লজ্জাবান্ (—বৎ)—লজ্জাশীল। লজ্জা+বৎ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী লজ্জাবতী।

লজ্জাশীল—লজ্জাযুক্ত, লাজুক। লজ্জা হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লজ্জাশীলা।

লজ্জাশীলতা—লজ্জালুতা, লাজুক ভাব। লজ্জাশীল+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

লজ্জাহীন—লজ্জাশূন্য, সঙ্কোচশূন্য, নির্লজ্জ, যাহার লাজ নাই, বেহায়া। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লজ্জাহীনা।

লজ্জিত—লজ্জাশীল, লজ্জাযুক্ত। লজ্জা+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লজ্জিতা।

লজ্যা—লজ্জা। লসজ্+য ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

লঞ্জ—পদ, পা; কচ্ছ, কাচা; পুচ্ছ। লনজ্ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+অন্ ক। সং; পু। [ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

লঞ্জিকা—বেশ্যা। লনজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ণক

লট—প্রমাদ বচন; দোষ। লট্ (বাল্যোক্তি করা)+অল্ ভা। সং; পু।

লটক, লট্ট—অসদ্ব্যক্তি, দুষ্টলোক। লট্ (চাপল্য প্রকাশ করা)+ণক, অন্ ক। সং; পু।

লট্—অশ্ব; রাগবিশেষ; বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। লট্+ব ক। সং; পু।

লড়হ—বিলাসযুক্ত, বিলাসী; লোল; সুন্দর। লড্+অহ ক। বিণ; ত্রি।

লড়া—১। সংগ্রাম করা, যুদ্ধ করা। দেশজ। ক্রিয়া। ২। সরু কোমল হাত। দেশজ। সং।

লড়াই—সংগ্রাম, যুদ্ধ। দেশজ। সং।

লড়ান—যুদ্ধ করান। দেশজ ক্রিয়া।

লড্ডু, লড্ডুক—মোদক, লাড়ু। লড্ (উৎক্ষেপণ করা)+ডু র্ম্ম, পক্ষে তদুত্তরে কণ্। সং; পু। স্ত্রী যথাক্রমে লড্ডু ও লড্ডুকা।

লণ্ঠন—কাচাবরণযুক্ত আলোকাধার। ইং (lanthorn or lantern)। সং।

লণ্ড, লণ্ডা—লম্বাকৃতি বিষ্ঠা, ল্যাড়। লনড্+অন্ র্ম্ম, পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। [শব্দ।

লণ্ডন—ইংলণ্ড দেশের রাজধানী। ইংরাজী

লণ্ডভণ্ড—বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল; ভণ্ডুল; উচ্ছিন্ন, ছারখার। দেশজ। বিণ।

লণ্ডা—লণ্ড দেখ।

লণ্ড্—লণ্ডন নামক দেশ। সং; পু।

লণ্ডজ—১। লণ্ডন দেশজাত। উপ; লণ্ড্—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লণ্ডজা। ২। ইংরাজ জাতি। সং; পু।

লতা—১। শাখাবিহীন মৃদুবল্লী, ব্রততি, বল্লরী, লতানিয়া গাছ; প্রিয়ঙ্গুলতা; মাধবীলতা; দূর্ব্বা; শাখা; সারিকা; যোষিৎ, নারী। লত্ (বেষ্টন করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। সর্প, সাপ। দেশজ। সং।

লতাগৃহ—কুঞ্জ; লতারচিত গৃহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লতাজিহ্ব, লতারসন—সর্প। লতার ন্যায় জিহ্বা বা রসনা যাহার, বহু। সং; পু।

লতান—লতার আকারে বিস্তৃত হওয়া, বিসর্পিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

লতানিয়া, লতানে—লতার আকারে বিসর্পী, লতাকার। দেশজ। বিণ।

লতাফল—পটোল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লতামণ্ডপ—লতাগৃহ, কুঞ্জ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

লতারসন—লতাজিহ্ব দেখ।

লতাবেষ্টিত—লতায় আচ্ছন্ন, লতায় ঘেরা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বেষ্টিতা।

লতিকা—লতা (সকল অর্থে)। লতা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

লত্তিকা—টিকটিকী; গিরগিটি। লত্ (বেষ্টন করা)+তিক্ ক+স্ত্রী আপ্। সং; স্ত্রী।

লপন—১। ভাষণ, কথন। লপ্ (কথা বলা) +অনট্ ভা। ২। মুখ। লপ্+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

লপিত—১। কথিত। লপ্ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লপিতা। ২। কথন, ভাষণ। লপ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

লপ্সিকা—খাদ্যবিশেষ, লপ্সী, মোহনভোগ। লিপ্স্ (পাইতে ইচ্ছা করা)+ইক র্ম্ম+আপ্, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

লব্ধ—গৃহীত; প্রাপ্ত; উপার্জ্জিত। লভ্

(পাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লব্ধা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। লব্ধা প্রতিষ্ঠা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–প্রতিষ্ঠা।

লব্ধপ্রবেশ—প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত; কৃত-প্রবেশ, প্রবিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

লব্ধবর্ণ—প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত, বিখ্যাত; বিচক্ষণ; পণ্ডিত। লব্ধ (প্রাপ্ত) বর্ণ (যশঃ বা অক্ষর, যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–বর্ণা।

লব্ধা—১। গৃহীতা; প্রাপ্তা; অর্জ্জিতা। লব্ধ দেখ। লব্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

লব্ধি—লাভ, প্রাপ্তি। লভ্ (পাওয়া)+ক্তি ভা।

লভস—১। যাচক। লভ্ (পাওয়া)+অসচ্ ক। ২। ধন; অশ্ববন্ধনরজ্জু। লভ্+অসচ্ র্ম। সং; পুং।

লভ্য—১। লাভযোগ্য, প্রাপ্য; ন্যায্য। লভ্ (পাওয়া)+য র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লভ্যা। ২। লাভ, আয়। দেশজ। সং।

লমক—লম্পট; জার, উপপতি। রম্ (রমণ করা)+ণক ক। সং; পুং।

লম্প—কেরোসীন দীপ, কেরোসীনের ডিপা। ইং (lamp)। সং।

লম্পট—১। কামুক, লোচ্চা। রম্ (রমণ করা)+অটন্ ক। বিণ বা সং; পুং। ২। আসক্ত, লোলুপ। বিণ; ত্রি।

লম্পাক—লম্পট। রম্ (রমণ করা)+আক ক। সং; পুং। [অল্ ভা। সং; পুং।

লম্ফ—লাফান, লাফ। রনফ্ (লাফ দেওয়া)+

লম্ফন—লাফ দেওন, লাফান; লাফ। লনফ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লম্ব—১। দোলায়মান, ঝোলান; দীর্ঘ, লম্বা। লম্ব্ (ঝোলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লম্বা। ২। কান্ত; নর্ত্তক; উৎকোচ; ত্রিভুজক্ষেত্রের লম্বমান রেখা, যে সরল রেখা অন্য সরল রেখার উপর ঠিক সোজা ও খাড়াভাবে দণ্ডায়মান থাকে (Perpendicular)। ৩। অবলম্বন। লম্ব্+অল্ ভা। সং; পুং।

লম্বকর্ণ—১। হস্তী; গণেশ; শশক; ছাগ; রাক্ষস। লম্ব কর্ণ যাহার, বহু। সং; পুং। ২। দীর্ঘশ্রোত্রবিশিষ্ট, লম্বা-কাণওয়ালা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লম্বকর্ণা। ৩। দীর্ঘশ্রোত্র, লম্বা কাণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লম্বকায়—দীর্ঘদেহ, লম্বা শরীরবিশিষ্ট। লম্ব হইয়াছে কায় (দেহ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লম্বকায়া।

লম্বন—১। দোলন; অবলম্বন; আশ্রয়গ্রহণ। লম্ব্ (দোলা)+অনট্ ভা। ২। মাল্য বিশেষ, নাভিলম্বিত হার। লম্ব্+অন ক। সং; ক্লী।

লম্বমান—দোলায়মান, যাহা ঝুলিতেছে এরূপ। লম্ব্ (ঝোলা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

লম্বা—১। দোলায়মানা, দীর্ঘা। লম্ব দেখ। লম্ব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী; পার্ব্বতী, গৌরী; তিক্ত অলাবু। সং; স্ত্রী। ৩। দীর্ঘ। দেশজ। বিণ।

লম্বিকা—অলিজিহ্বা,আলজিভ। লম্ব্ (ঝোলা)+ণক্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

লম্বিত—দোলিত; শম্বিত; অবলম্বিত; আশ্রিত। লম্ব্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

লম্বোদর—১। দীর্ঘোদর, মোটা পেটবিশিষ্ট; ঔদরিক, পেটুক। লম্ব (দীর্ঘ) উদর (পেট) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লম্বোদরা। ২। গণেশ। সং; পুং। ৩। লম্বা বা মোটা পেট। লম্ব যে উদর, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লম্বোষ্ঠ—উষ্ট্র, উট। লম্ব (দীর্ঘ) ওষ্ঠ যাহার, বহু। সং; পুং।

লম্ভন—১। প্রাপণ; ধ্বনি। ণিজন্ত লভ্=লম্ভি (পাওয়ান)+অনট্ ভা। ২। লাঞ্ছনা, অপমান। লম্ভ্ (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লম্ভিত—১। প্রাপিত; পোষিত; নিয়োজিত; বর্দ্ধিত; উক্ত। ণিজন্ত লভ্=(লম্ভি পাওয়ান)+ক্ত র্ম। ২। লাঞ্ছিত, অপমানিত। লম্ভ্ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

লয়—১। লীন হওন; প্রলয়; নাশ; অভিনয়; (সঙ্গীতে) কালের অবিচ্ছেদ গতি বিলাস; সংশ্লেষ। লী+অল্ ভা। ২। ঈশ্বর। লী+অল্ অধি। সং; পুং।

লয়ক্রিয়া—সংহারকার্য্য; সঙ্গীতের তালক্রিয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

লয়ন—ভবন। লী (গমন করা)+অনট্ অধি।

লয়পুত্রী—নর্ত্তকী; নটী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লয়হীন—বিনাশশূন্য, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী; মিলশূন্য (সঙ্গীত)। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ললৎ—লেহনকারী; বিলাসযুক্ত; কম্পমান, দোলায়মান। লল্+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। পুং ললন্। স্ত্রী ললন্তী।

ললন—কেলি, ক্রীড়া; চলন; কম্পন। লল্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ললনা—নারী; স্ত্রী; রসনা, জিহ্বা। লল্+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

ললনাপ্রিয়—১। রমণীর প্রীতিকর; রসনার তৃপ্তিজনক, রুচিকর, স্বাদু। ৬তৎ। ২। রমণীর প্রতি প্রেম-পরায়ণ, যে স্ত্রীলোক ভালবাসে। ললনা প্রিয়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ললন্তিকা—নাভিলম্বিত মাল্য বা হার; গোধা; গিরগিটী। ললৎ দেখ। ললৎ+ঙীপ্ (=ললন্তী, লম্বমানা)+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

ললাট—ভাল, কপাল। লল্ (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+অল্ ভা=লল, তদুত্তরে অট্ (গমন করা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

ললাটক—প্রশস্ত ললাট; ললাট। ললাট শব্দ+কণ্ প্রশস্তার্থে বা স্বার্থে। সং; ক্লী।

ললাটন্তপ—১। ললাটতাপকারী। উপ; ললাট-তপ্ (তাপ দেওয়া)+খ ক। বিণ; ত্রি। ২। সূর্য্য। সং; পুং।

ললাটপট্ট—ভালপট্ট, কপালরূপ পাটা। ললাটই যে পট্ট, কর্ম্মধা। সং; পুং।

ললাটলিখন—ললাটলিপি, কপালের লেখা, ভাগ্যফল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ললাটলিপি—ললাটলিখন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ললাটিকা—ললাটের অলঙ্কারবিশেষ; তিলক। ললাট শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

ললাম—ভূষণ; ললাটভূষণ; চিহ্ন; ধ্বজ; শৃঙ্গ; ললাটস্থ চিহ্ন; পুচ্ছ; প্রধান; শোভা; অশ্ব; অশ্বভূষণ। লল্ (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+অল্ ভা=লল, তদুত্তরে অম্ (গমন করা ইত্যাদি)+অন্ ক। সং; পুং।

ললিত—১। বিলাস, নারীজাতির শৃঙ্গার ভাবজ ক্রিয়াবিশেষ; চলন; ক্রীড়া; স্ত্রী-নৃত্য। লল্ (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+ক্ত ভা। ২। স্ত্রীগৃহ; হারবিশেষ। লল্+ক্ত র্ম। সং; পুং বা ক্লী। ৩। স্বরবিশেষ, রাগিণী-বিশেষ। সং; পুং। ৪। সুন্দর; কোমল; প্রিয়; মনোজ্ঞ; ঈপ্সিত; চঞ্চল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ললিতা। ৫। বাঙ্গালা ছন্দো-বিশেষ [ছন্দঃ দেখ]।

ললিতচতুষ্পদী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

ললিতত্রিপদী—ছন্দঃ দেখ।

ললিতা—১। সুন্দরী, ইত্যাদি। ললিত দেখ। ললিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শ্রীরাধার সহচরী জনৈক গোপী; নদীবিশেষ; দুর্গা; নারী। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

ললিতাসপ্তমী—ভাদ্র শুক্লসপ্তমী। ৬তৎ। সং;

লব—১। উচ্ছেদ, বিনাশ; ছেদন; বিলাস। লূ (ছেদন করা)+অল্ ভা। ২। অল্পাংশ; কণা; লেশ; রেণু; সূক্ষ্মকালবিশেষ; গো-পুচ্ছের লোম; বিভাজ্য অঙ্ক, সামান্য ভগ্নাংশের উপরের রাশি। লূ+অল্ র্ম। সং; পুং।

৩। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। জানকী রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া বাল্মীকির আশ্রমে বাস করিবার সময় কুশ ও লব নামক দুই যমজ পুত্র প্রসব করেন। বাল্মীকির নিকট ইঁহারা রাজপুত্রোচিত সর্ব্ববিদ্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অধিকন্তু মহর্ষি ইঁহাদিগকে স্বপ্রণীত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করাইয়া গান করিতে শিখাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করিলে ভ্রাতৃদ্বয় মুনিবালকবেশে বাল্মীকির সহিত যজ্ঞে গমন করিলেন এবং মহর্ষির আদেশে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। রাম ইঁহাদের সুললিত গীত শুনিয়া মোহিত হইলেন এবং আকার প্রকার দেখিয়া নিজ সন্তান বলিয়াই অনুমান করিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সীতাকে অযোধ্যায় পুনরানয়ন করাইলেন। সীতা সভামধ্যে পুনরায় স্বীয় পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিতে আদিষ্ট হইয়া মনোদুঃখে পাতালে প্রবেশ করিলে রাম অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া কুশকে কোশলরাজ্যের এবং লবকে উত্তর কোশলরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। লব নিজ নামানুসারে লবকোট (বর্ত্তমান লাহোর) নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।*

লবঙ্গ—১। বৃক্ষবিশেষ ; জার, উপপতি। লূ (ছেদন করা)+অঙ্গ র্ম। সং ; পু। ২। দেবকুসুম, লঙ্গ। সং ; ক্লী।

লবঙ্গলতা—পুষ্পবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

লবণ—১। ক্ষাররসবিশিষ্ট, লোণা ; লাবণ্যযুক্ত। লূ (ছেদন করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী লবণা। ২। ক্ষার পদার্থবিশেষ, লুণ, ইহা পাঁচ প্রকার—সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ, সামুদ্র। সং ; ক্লী। ৩। ক্ষাররস, ক্ষারসমুদ্র, [ইহা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই সমুদ্রের শত যোজন দূরে লঙ্কাদ্বীপ। এই সমুদ্র হনুমান্ লম্ফ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। এই সমুদ্রের মধ্যেই মৈনাক-পর্ব্বত অবস্থিত; সপ্ত সমুদ্র দেখ]। সং ; পু। ৪। একজন রাক্ষস। মধু রাক্ষসের ঔরসে কুম্ভীনসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। পিতার নিকট শিবদত্ত ত্রিশূল প্রাপ্ত হইয়া এই রাক্ষস সাতিশয় বিক্রান্ত ও অত্যাচারী হইয়া উঠে। এই অস্ত্রের সহায়তায় লবণ মহাবীর মান্ধাতাকে সসৈন্যে বিনষ্ট করে। ইহার অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় যমুনার তীরবাসী চ্যবনপ্রমুখ মুনিঋষিগণ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। রাম মধুকৈটভ দলনে বিষ্ণু কর্ত্তৃকসৃষ্ট শরসমূহ প্রদান করিয়া অনুজ শত্রুঘ্নকে ইহার দমনার্থ প্রেরণ করিলে শত্রুঘ্ন মধুবনে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসের প্রাণসংহার করেন। তাহার রাজ্যে শত্রুঘ্ন রাজা হন। লবণবধার্থ শর প্রয়োগকালে সুরনর ত্রস্ত হইয়া উঠিলে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "ইহা বিষ্ণুর শরময়ী প্রাচীন মূর্ত্তি।"

লবণ-জল—লবণাক্ত জল, লোণা জল, নুণ-গোলা জল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

লবণ-ধেনু—দানার্থ কল্পিত লবণনির্ম্মিত ধেনু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

লবণা—১। ক্ষাররসবিশিষ্টা, লবণসংযুক্তা ; লাবণ্যযুক্তা। লবণ দেখ। লবণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লাবণ্য ; ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ; নদীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

লবণাক্ত—লবণমিশ্রিত, লোণা। লবণ দ্বারা অক্ত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

লবণাত্মক—লবণময়, লোণা। লবণ আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী লবণাত্মিকা।

লবণাম্বু—লোণা জল। লবণ যে অম্বু (জল), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

লবণাম্বুধি—লবণসমুদ্র। লবণ (ক্ষাররসসংযুক্ত) যে অম্বুধি (সমুদ্র), কর্ম্মধা। সং ; পু।

লবণোত্তম—সৈন্ধব লবণ। লবণের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

লবণোদক—১। লোণা জল। লবণ (লোণা) যে উদক (জল), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। লবণ-সমুদ্র। লবণ (লোণা) হইয়াছে উদক (জল) যাহার, বহু। সং ; পু।

লবন—১। শস্যাদি ছেদনাস্ত্র। লূ+অন ক। ২। ছেদন, খণ্ডন, কর্ত্তন। লূ (ছেদন করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

লবলী—বৃক্ষবিশেষ, নোয়াড়ি গাছ ; তাহার ফল। লব (অল্পাংশ)—লা (দেওয়া)+ ড ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

লবান, লোবান—গুগ্গুলবিশেষ (benzoin)। বৈদেশিক। সং।

লবিত্র—১। ছেদনাস্ত্র, দাত্র, কাটারী। লূ (ছেদন করা)+ইত্র ক। সং ; ক্লী। ২। ছেদনকারক। বিণ ; ত্রি।

লবেজান—ব্যাকুল, ওষ্ঠাগতপ্রাণ। বৈদেশিক। বিণ। [শিক। বিণ।

লবেদার—দীর্ঘ জামা-পরা, ফুলবাবু। বৈদে-

লশুন, লশূন—রশুন [রসুন দেখ]। অশ্ (খাওয়া)+উন, উন ক, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

লষিত—অভিলষিত, ইচ্ছিত। লষ্ (ইচ্ছা করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

লসৎ—শোভমান ; উজ্জ্বল ; দীপ্তিমান্ ; উল্লসমান। লস্+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

লসিকা—লালা, মুখরস। লস্ (শ্লিষ্ট হওয়া)+ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লসিত—১। শোভিত ; চেষ্টিত। লস্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। চেষ্টা ; বিলাস ; উল্লাস। লস্ (ক্রীড়া করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

লসীকা—যে বর্ণহীন জলবৎ পদার্থ সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া আছে,—দূষিত রক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইহার সহিত মিলিত হয় (Lymph) ; ইক্ষুরস। লস্ (শ্লিষ্ট হওয়া)+ঈক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লস্কর—পদাতি সৈন্য, প্রায়ই জাহাজের পদাতি ; জাহাজের খালাসী। বৈদেশিক। সং।

লস্ত—১। ক্রীড়িত ; আলিঙ্গিত। লস্ (ক্রীড়া করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। ২। শ্লিষ্ট ; শিল্পযুক্ত। লস+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

লস্তক—ধনুকের মধ্যভাগ। লস্ত+কণ্। সং ; পু। [সং ; পু।

লস্তকী (—কিন্)—ধনু। লস্তক+ইন্ অস্ত্যর্থে।

লহ—লও, গ্রহণ কর, ধর। ক, প্র। ক্রি।

লহনা—দেনাপাওনা ; খাজনা ভিন্ন অন্য রকমের পাওনা ; কর্জ্জ দাদন ; কুসীদব্যবসায়, বন্ধকী কারবার। দেশজ। সং।

লহমা—ক্ষণ। বৈদেশিক। সং।

লহর—ঢেউ। সং।

লহরি, লহরী—তরঙ্গ, ঢেউ। ল (ইন্দ্রিয়) —হৃ (হরণ করা)+ই ক। সং ; স্ত্রী।

লহরীলীলা—তরঙ্গক্রীড়া, তরঙ্গভঙ্গ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [ক, প্র। ক্রি।

লহা—লওয়া, ধরা, অনুমান করা বা হওয়া।

লহু—১। রুধির, রক্ত, খুন। হিন্দী। সং। ২। লও, ধর। ক্রি। ৩। লঘু, মৃদু। প্রা, ক। বিণ।

লা—১। দান ; গ্রহণ। লা (দেওয়া)+ড ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। গালা, জতু। লাক্ষা শব্দের অপভ্রংশ। সং। [সং।

লাইনিং—কাপড়ের অস্তর। ইং (lining)।

লাইব্রেরী—পুস্তকাগার। ইং (library)। সং।

লাইসেন্স্—রাজসরকারের অনুমতি। ইং (license)। সং। [দেশজ। সং।

লাউ—অলাবু, প্রসিদ্ধ তরকারি ফলবিশেষ।

লাএক, লায়েক—যোগ্য। বৈদেশিক। বিণ।

লাওয়ারিশ—উত্তরাধিকারিশূন্য, মালিকবিহীন। বৈদেশিক। বিণ। [অপভ্রংশ।

লাক, লাখ—শত সহস্র সংখ্যা। লক্ষ শব্দের

লাক্ষণিক—১। লক্ষণা দ্বারা বোধিত। লক্ষণা শব্দ+ষ্ণিক। ২। লক্ষণসম্বন্ধীয় ; লক্ষণজ্ঞ, দৈবজ্ঞ, লক্ষণযুক্ত ; লক্ষণজ্ঞের। লক্ষণ+ ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী লাক্ষণিকী।

লাক্ষণ্য—লক্ষণসম্বন্ধীয় ; লক্ষণজ্ঞ ; লক্ষণযুক্ত। লক্ষণ+ষ্য ইদমাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

লাক্ষা—জতু, লা, গালা। লক্ষ (চিহ্ন)+ঝ+ আপ্। সং ; স্ত্রী।

লাক্ষাতরু, লাক্ষাবৃক্ষ—পলাশ গাছ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [পু।

লাক্ষারস—অলক্তক রস, আল্‌তা। ৬তৎ। সং ;

লাক্ষাবৃক্ষ—লাক্ষাতরু দেখ।

লাক্ষিক—১। লক্ষ সংখ্যাপরিমিত। লক্ষ+ ষ্ণিক। ২। জতুময়। লাক্ষা+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী লাক্ষিকী।

লাখ—লাক দেখ।

লাখরাজ, লাখেরাজ—নিষ্কর। বৈদে। বিণ।

লাগ—ডাক বা তাগ, লক্ষ্য ; ঠিক। দেশজ।

লাগা—লগ্ন হওয়া ; আঘাত দেওয়া ; ব্যথা বোধ হওয়া ; অনুভূত হওয়া ; মিল হওয়া, থাপ খাওয়া। দেশজ। ক্রি।

লাগান—সংলগ্ন করা; আঘাত করা, ব্যথা দেওয়া ; আবদ্ধ করা, গতিহীন করা। দেশজ। ক্রি। [সং।

লাগানি—গোপনে দোষারোপ, নিন্দা। দেশজ।

লাগানি-ভাঙ্গানি—গোপনে দোষারোপ ও মনোভঙ্গ। দেশজ। সং।

লাগানিয়া, লাগানে—অবিচ্ছিন্ন, সতত ; অন্যের কুমন্ত্রণাকারী ; কুমন্ত্রণাসিদ্ধ।

লাগাম—অশ্ববল্গা। বৈদেশিক। সং।

লাগি—১।:লাগিয়া, নিমিত্ত, জন্য। ক, প্র। ব্য। ২। লগ্ন। প্রা, ক। বিণ।

লাগিয়া—লগ্ন হইয়া, ইত্যাদি (লাগা দেখ)। দেশজ। ক্রি। ২। নিমিত্ত, জন্য। ক, প্র। ব্য।

লাঘব—লঘুত্ব, ভারহীনতা ; শীঘ্রতা ; অগৌরব ; ক্লৈব্য ; স্বাস্থ্য ; আরোগ্য। লঘু (ভারহীন ইত্যাদি)+ষ্ণ ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

লাঙ্গট—কৌপীন। হিন্দী। সং।

লাঙ্গল—সীর, হল ; তালবৃক্ষ। লন্গ্ (গমন করা)+কল ক। সং; ক্লী।

লাঙ্গলগ্রহ—হলচালক, কৃষক। উপ ; লাঙ্গল —গ্রহ্+অন্ ক। সং ; পু। [বা ক্লী।

লাঙ্গলদণ্ড—লাঙ্গলের ঈশ। ৬তৎ। সং ; পু

লাঙ্গলপদ্ধতি—হলকর্ষণজনিত রেখাকার চিহ্ন, লাঙ্গলের শিরালা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

লাঙ্গলিক—১। লাঙ্গলযুক্ত। লাঙ্গল+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী লাঙ্গলিকী। ২। হলচালক; বিষবিশেষ। সং ; পু।

লাঙ্গলী (—লিন্)—কৃষক ; বলরাম ; নারিকেল বৃক্ষ ; সর্প। লাঙ্গল+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

লাঙ্গুল, লাঙ্গূল—পুচ্ছ, লেজ। লন্গ্ (লাগিয়া থাকা)+উল, উল ক। সং ; পু।

লাঙ্গুলী (—লিন্)—১। লাঙ্গুলযুক্ত, লেজবিশিষ্ট। লাঙ্গুল (লেজ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। বানর। সং ; পু।

লাজ—১। ভৃষ্ট ধান্য, খৈ ; আর্দ্রতণ্ডুল। লাজ্ (ভাজা)+অল্ র্ম। সং; পু। ২। উশীর, বেণামূল। সং ; ক্লী। ৩। লজ্জা, ত্রপা, সরম, হায়া। লজ্জা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

লাজা—১। ভৃষ্ট ধান্য, খৈ ; অক্ষত। লাজ্ (ভাজা)+অল্ র্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। লাজ পাওয়া, লজ্জা বোধ করা, লজ্জিত হওয়া। প্রা, ক। ক্রি।

লাজা-বন্ধন—খৈয়া বাঁধন, খুঁটার দুই পাশ দিয়া হাত বাড়াইয়া অঞ্জলি করিলে এবং সেই অঞ্জলি ভরিয়া খৈ দিলে হাত বাহির করিতে না পারায় সঙ্কট বা সমস্যা। সং; স্ত্রী।

লাজাবদ্ধ ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

লাঞ্ছন—১। অঙ্কন। লান্ছ+অনট্ ভা। ২। উপাধি ; কলঙ্ক ; চিহ্ন ; নাম ; ধ্বজ। লান্ছ্ (চিহ্ন করা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

লাঞ্ছনা—ভৎর্সনা, তিরস্কার ; অবমাননা ; নিগ্রহ। লান্ছ্+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লাঞ্ছিত—চিহ্নিত ; তিরস্কৃত, ভৎর্সিত ; অবমানিত ; নিগৃহীত, উৎপীড়িত ; উপহিত; কলঙ্কিত। লান্ছ্+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

লাট—১। দেশবিশেষ। লট (বলা, ইত্যাদি) +ঘঞ্ অধি। ২। বৃথাবাক্য ; দোষ। লট্ দেখ ; লট শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। ৩। বিদগ্ধ ব্যক্তি। লট (বলা)+ণ ক। ৪। জীর্ণ-বস্ত্রাদি ; বস্ত্র। লাট+ষ্ণ ভাবার্থে। সং ; পু। ৫। জমিদারীর এক এক তোক ; নীলামে এক কালে বা এক সঙ্গে বিক্রেয় দ্রব্য বা দ্রব্যজাত। ইং (lot)। ৬। প্রাদেশিক শাসনকর্তা। ইং "লর্ড" (lord) শব্দের অপভ্রংশ। ৭। বিপর্য্যস্ত, বিশ্রী, নোঙরা। দেশজ। বিণ। ৮। সম্বন্ধ। প্রা, ক।

লাটানুপ্রাস—শব্দালঙ্কারবিশেষ।

লাটিম, লাটু—দড়ি দিয়া ঘুরাইবার পদ্মকর্নিকা-তুল্য খেলনা বিশেষ। দেশজ। সং।

লাঠী—যষ্টি ; বাঁশের মানুষ প্রমাণ যষ্টি ; গবাদি তাড়ন দণ্ড। দেশজ। সং।

লাড়ু—গুড়ে পক্ক গোলাকার মিষ্টান্ন, লড্ডুক। দেশজ। সং।

লাড়ুগোপাল—লাড়ুভোজী গোপাল শ্রীকৃষ্ণ ; পাঠশালায় দণ্ড বিশেষ,—এক হাঁটু পাতিয়া এক হাত বাড়াইয়া থাকা দণ্ড। দেশজ। সং।

লাপ—কথন, ভাষণ। লপ্ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি। স্ত্রী লাপ্যা।

লাপ্য—কথনীয়। লপ্ (বলা)+ঘ্যণ্ র্ম।

লাফ—লম্ফ, ঝম্প। দেশজ। সং।

লাফান—লম্ফন করা, লম্ফ দেওয়া, ঝাঁপান, ডিঙ্গান ; কূর্দ্দন করা। দেশজ। ক্রি।

লাফোঁ রেভাঃ ফাদার (The Rev. Father Eugene Lafton, S. J.)—ইনি ১৮৩৭ খৃঃ ২৭শে মার্চ্চ বেলজিয়ম দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘেণ্ট (Ghent) নামক নগরে St. Barbara কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি ১৮৫৪ খৃঃ Order of the Jesuists নামক রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন, এবং ১৮৬৫ খৃঃ কলিকাতার St. Xavier কলেজের অন্যতম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া ভারতে প্রেরিত হন। ১৮৭১ খৃঃ উক্ত কলেজের Rector এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৮০ খৃঃ ইনি সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানশিক্ষার বহুল প্রচার হয়, সে বিষয়ে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানালয়ে ইনি মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন। ইনি বিজ্ঞানে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অতি সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব ছাত্রগণকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিতেন। কি গভর্ণমেণ্ট, কি ইংরাজগণ কি দেশীয়গণ সকলেই ইঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। দার্জ্জিলিং পাহাড়ে অবস্থানকালীন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনি ১৯০৮ খৃঃ ১০ই মে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে কার্য্যত্যাগপূর্ব্বক ইনি বিশ্রাম লইতেছিলেন।

লাভ—১। উপার্জ্জন ; প্রাপ্তি। লভ্ (পাওয়া) +ঘঞ্ ভা। ২। ধন ; ধনবিনিয়োগদ্বারা বা পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায় ; আয় ; উপস্বত্ব। লভ্+ঘঞ্ র্ম। সং ; পু।

লাভজনক—আয়কর ; হিতকর ; সুবিধাজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী লাভজনিকা।

লামা—বৌদ্ধ পুরোহিত বা ধর্ম্মাচার্য্য। সং।

লাম্পট্য—লম্পটতা, কামুকতা। লম্পট+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

লায়েক—যোগ্য। বৈদেশিক। বিণ।

লাল—১। রক্তবর্ণ, রাঙ্গা ; ধনাঢ্য। দেশজ। বিণ। ২। ছেপ, থুথু, লালা শব্দের অপভ্রংশ। ৩। ঘোটকাদির লৌহপাদুকা। বৈদেশিক। সং। [ভ্রংশ।

লালচ—লোভ, স্পৃহা। লালসা শব্দের অপ-

লালচিয়া, লালচে—স্পৃহান্বিত, লোভী ; ঈষৎ রক্তবর্ণ ; অল্প রাঙ্গা। দেশজ। বিণ।

লালন—সযত্নে পোষণ ; রক্ষণ, পালন। লালি (পালন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

লালনপালন—প্রতিপালন। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। [বঙ্গভাষায় 'লালনপালন', 'ভরণপোষণ', 'সন্তানসন্ততি' প্রভৃতি কতকগুলি একার্থক শব্দ সংযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; অনেক স্থলে একটির নির্দ্দেশে যেন উদ্দেশ্য অর্থের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।]

লালপ্যমান—পুনঃ পুনঃ কথ্যমান। যঙন্ত লপ্ (পুনঃ পুনঃ বলা)+শান র্ম। বিণ ; ত্রি।

লালমোহন ঘোষ—ইনি স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার ন্যায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইনি ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন ভারতের অভাব ও অভিযোগ ইংলণ্ডবাসিগণের সমক্ষে বহুস্থানে ওজস্বিনী ভাষায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। যখন বঙ্গদেশে দেশীয় সংবাদ-পত্র বিষয়ক আইন ও ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন ইনি অনেক স্থানে

নির্ভীকতার সহিত আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডে উন্নতিশীল দলের প্রতিনিধিস্বরূপে একবার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টায় সফল হন নাই। কি ইংলণ্ডে, কি ভারতে, সর্ব্বত্রই ইঁহার বক্তৃতাশক্তি প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর ইঁহার দেহান্তর ঘটে।

লালমোহন বিদ্যানিধি—ইনি ১৮৩৩ খৃঃ নদীয়া শান্তিপুরে ভূমিষ্ঠ হন। ইনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। সম্বন্ধনির্ণয় নামক গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ইনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অক্ষয় প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত ইনি বঙ্গদেশের সাময়িক পত্রিকায় সারবান্ বহু প্রবন্ধ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৬ খৃঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর ইঁহার দেহান্তর হইয়াছে। মৃত্যুকালে ইঁহার আশী বৎসর বয়স হইয়াছিল।

লালবিহারী দে, রেভাঃ—জন্ম ১৮২৬ খৃঃ। প্রসিদ্ধ পাদরী ডফের নিকট জেনারেল এসেম্ব্লি বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া ইনি ১৭ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৫১ খৃঃ ইনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুমতি পান এবং ১৮৫৫ খৃঃ ধর্ম্মযাজকস্বরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খ্রীঃ প্রচার (Preaching) কার্য্য হইতে অবসর লইয়া লালবিহারী গভর্ণমেণ্টের অধীনে শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হন। হুগলি কলেজে ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় ইঁহার জীবনের অনেক দিন অতিবাহিত হয়। ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি এই কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং ৬৮ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি বেদান্ত এবং কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে লেখনী চালিত করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি বেঙ্গল ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রের সম্পাদন করেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত "গোবিন্দ সামন্ত" নামক ইঁহার রচিত কৃষক জীবনমূলক একখানি উপন্যাস এক সময়ে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। Reminiscences of Dr. Duff নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (১৮৭৯ খ্রীঃ)। খ্যাতনামা ইংরাজ অধ্যাপক রো সাহেব স্বীয় গ্রন্থে বাঙ্গালীদিগের লিখিত ইংরাজীকে Babu-English বলিয়া বিদ্রূপ করিলে লালবিহারী তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং রো সাহেবেরই রচনা হইতে ভুরি ভুরি ইংরাজী ভুল দেখাইয়া দিয়াছিলেন। [ত্রি। স্ত্রী লালসী।

লালস—জড়িত; লোলুপ। লালসা+ক। বিণ;

লালসা—লিপ্সা, ইচ্ছা, স্পৃহা; আলিঙ্গনেচ্ছা; যাচ্ঞা; দোহদ, গর্ভিণীদিগের অভিলাষ। যঙ্ লুগন্ত লস্+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

লালসান্বিত—লালসাযুক্ত, স্পৃহাবিশিষ্ট, লুব্ধ, লোভী। লালসা দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

লালা—১। মুখস্রব বস্তু, মুখের লাল, ছেপ, থুথু। নিজন্ত লল্=লালি+অন্+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। মান্য ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত জন; ধনী; কায়স্থাদির উপাধি। হিন্দীমূলক।

লালা বাবু—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেখ।

লালায়িত—লালাযুক্ত; লালসান্বিত; কাতর। লালা শব্দ+ক্য (=লালায় নামধাতু)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

লালা লাজপৎ রায়—১৮৬৫ খৃঃ পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত জাগরাঁও গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা মুন্সী রাধাকিশন রায়। লালা লাজপৎ রায় লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লালা হংস রাজগুরুদত্ত বিদ্যারথী ও লাজপৎ রায়ের পরিশ্রম ও চেষ্টায় পঞ্চনদ প্রদেশের আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার জেলায় ওকালতী আরম্ভ করেন। ইনি জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহের এবং বিবিধ রাজনৈতিক কার্য্যের অগ্রণী। সভাসমিতি, পুস্তক প্রণয়ন, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা ইনি পঞ্চনদ বাসীকে উদ্বোধিত করেন এবং তাহার ফলে উক্ত প্রদেশে নানাবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠান সাধিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাবে কয়েকটি অনিষ্টকর রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হইতেছিল, ইনি তৎসমূহের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিবার ফলে তাহা রহিত হয়। স্বদেশে যাহাতে দেশীয় বস্তুর উৎপত্তি ও প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ষড়্‌যন্ত্রের সন্দেহে ১৯০৮ খৃঃ ১০ই মে লালা লাজপৎ রায় ও ইঁহার শিষ্য সর্দ্দার অজিৎ সিংহ ধৃত হইয়া ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয়ে বন্দীরূপে প্রেরিত হন, এবং কিছুকাল পরে অব্যাহতি লাভ করেন। ইনি নির্ভীক উৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, শিল্পোন্নতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা দেশের সেবা করিতেছেন। ইনি একজন মাতৃভক্ত সন্তান। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে এক হাজার টাকা দান করেন ১৯১৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে আর্য্যসমাজের কলেজ বিভাগের উন্নতিকল্পে ৫০ হাজার টাকা, ভারতের উপেক্ষিত সম্প্রদায় সমূহের উন্নতির জন্য ৩০ হাজার টাকা এবং স্বীয় জন্মভূমিতে লোকান্তরিত পিতার নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনোদ্দেশ্যে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি পঞ্চনদ প্রদেশের একজন প্রধান পুরুষ।

কয়েক বৎসর আমেরিকায় বাসের পর গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া ১৯১৯ খ্রীঃ অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় ভারতে আগমন করিয়া জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া ও পরে খেলাফত সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন। গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি বিজ্ঞপ্তি অমান্য করায় ইনি দেড় বৎসরের নিমিত্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। মুক্তিলাভ করিয়া ইনি পুনরায় দেশের কাজে ব্রতী হন। এক্ষণে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে সদস্য থাকিয়া নানাপ্রকারে ভারতের হিতানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছেন। ইনি হিন্দু মহাসভার একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। ইঁহারই চেষ্টায় ও যত্নে পঞ্জাবে তথা সমগ্র ভারতে সংগঠন এবং শুদ্ধি আন্দোলন প্রবল ভাবে চালিত হইতেছে।

লালাবিষ—মাকড়সা প্রভৃতি জন্তু। লালাতে বিষ যাহার, বহু। সং; পু। [সং; পু।

লালিক—মহিষ। লালা+ষিক আছে অর্থে।

লালিকা—উপহাসযুক্ত উত্তর; ইংরাজী Parody শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ। লালা+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

লালিত—পোষিত, পালিত; সেবিত। নিজন্ত লল্=লালি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

লালিত্য—কোমলতা; সৌন্দর্য্য; মাধুর্য্য; রম্যতা। ললিত (কোমল)+ষ্য ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। [ভাব। দেশজ। সং।

লালী—লালাযুক্ত ভাব, পিচ্ছিল অবস্থা, হড়হড়ে

লালু নন্দলাল—একজন কবিওয়ালা, প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কবিবর ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন "লালু, রঘু ও রামজীদাস এই কয়জনে গোঁজলা গুঁই প্রভৃতির সঙ্গীত শিষ্য ছিলেন।" কিন্তু গোঁজলার প্রতিপক্ষ আর কোন কবিওয়ালার নাম পাওয়া যায় না। রাজা রাজেন্দ্র লালের বিবিধার্থ সংগ্রহে ইনি চুঁচুড়া অঞ্চলের লোক বলিয়া পরিচিত। আমরা ইহাকে বীরভূম অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে করি। ইহার রচিত ভবানীবিষয়, সখী সংবাদ, কৃষ্ণকালী, আগমনী, আগম প্রভৃতি নামের অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচিত লহর ও খেওর গানের সংখ্যাও মন্দ নহে। ইহার

শিষ্যগণের মধ্যে নিতাই বৈরাগী, এবং বীরভূমের বলহরি রায় ও কাল পালের নাম পাওয়া যায়।

লাব—১। কর্ত্তন, ছেদন। লূ (ছেদন করা) +ঘঞ্ ভা। ২। পক্ষিবিশেষ, লাওয়া পাখী। লূ+ঘঞ্ ক। সং; পু।

লাবক—লাব পক্ষী। লূ (ছেদন করা)+ণক ক; কিংবা লাব+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

লাবণ—১। লবণসম্বন্ধীয়; লবণ-সংস্কৃত; লবণ-যুক্ত। লবণ+ক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লাবণী। ২। লঙ্কা প্রভৃতি দেশ। সং; পু।

লাবণক—লঙ্কাদি দেশ। লবণ শব্দ+ক+কণ্। সং; পু।

লাবণিক—১। লবণসম্বন্ধীয়; লবণ-সংস্কৃত; লবণযুক্ত। লবণ শব্দ+ক্কিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লাবণিকী। ২। লবণ-ব্যবসায়ী। সং; পু।

লাবণ্য—১। লবণত্ব, লোনতা ভাব। লবণ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। ২। সৌন্দর্য্য, কান্তি; কোমলতা; চাকচিক্য। লবণা শব্দ+ষ্য। সং; ক্লী।

লাবণ্যের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥"

অর্থাৎ মুক্তার অভ্যন্তরে যে সুন্দর তরল ছায়া পরিদৃষ্ট হয় তদ্রূপ ছায়া অঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে তাহাকেই লাবণ্য বলা যায়।

লাবণ্যময়—লাবণ্যযুক্ত, সৌন্দর্য্যপূর্ণ, কান্তিময়। লাবণ্য+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লাবণ্যময়ী।

লাবু, লাবূ—১। তুম্বী, লাউ। লূ (ছেদন করা)+উ, ঊ। সং; পু।

লাস—১। নৃত্য; স্ত্রী নৃত্য। লস্ (ক্রীড়া করা) +ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। শব; হত ব্যক্তির মৃতদেহ। বৈদেশিক। সং। ৩। জুতা গড়িবার কাঠের ফর্ম্মা। ইং (last)। সং। [+ষ্ণিক। সং; পু।

লাসিক—নৃত্যকারী, নর্ত্তক। লাস দেখ; লাস

লাসিকা, লাসিকী—নর্ত্তকী। লাসিক দেখ। লাসিক+আপ্, ঈপ্। সং; স্ত্রী।

লাসেন (Christian L. Lassen)—ইনি নরওয়ে দেশীয় পণ্ডিত। বর্জেন (Bergen) নগরে ১৮০০ খ্রীঃ ২২শে অক্টোবর ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। স্বদেশে ও পরে জর্ম্মানিতে বিদ্যাশিক্ষান্তে গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি লাভ করিয়া ইনি লণ্ডন ও পারিস নগরে যান। ১৮২৬ খৃঃ বর্ণুফের সহযোগিতায় ইনি পালিভাষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। পর বৎসরে পঞ্জাববিষয়ক এক-খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮২৯ খৃঃ স্লেগেলের সহযোগিতায় হিতোপদেশের একটী সংস্করণ বাহির করেন। বন্ (Bonn) নগরে ইনি অনেক বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। ইঁহার সম্পাদিত পত্রিকায় মহাভারতবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে পাশ্চাত্য দেশে ভারতের মহাকাব্য বৈজ্ঞা-নিক ভাবে অধ্যয়ন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সাংখ্যদর্শন ও গীতগোবিন্দের এক একখানি সংস্করণ ইনি বাহির করেন। পারস্যদেশীয় লিপিবিশেষ (Cuneiform inscriptions) পঠনে ইনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধেও ইনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডিত্য জন্য যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, লাসেন তাঁহাদের অন্যতম। বন্ নগরে ১৮৭৬ খৃঃ ৮ই মে ইনি লোকান্তরিত হন।

লাস্য—নৃত্য; স্ত্রী নৃত্য; তৌর্য্যত্রিক। লস্ (ক্রীড়া করা)+ঘ্যণ্ ভা। সং; ক্লী।

লাহা—লা, গালা। লাক্ষা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

লাহোর—পঞ্জাব প্রদেশের বিভাগ, জেলা ও প্রধান নগর। সিয়ালকোট, গুজরাণ-ওয়ালা, মণ্টগোমরী, লাহোর, অমৃতসহর ও গুরুদাসপুর, এই ছয়টি জেলা লইয়া বিভাগটি গঠিত। কথিত আছে, এইখানে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব (লও) রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারে স্থানটি লওহর বা লাহোর নামে অভিহিত। লাহোর খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে গণনীয় হইয়া উঠে। ১০ম শতাব্দীতে গজনীর সুলতান সবক্তগিন যখন ভারত আক্রমণ করেন, সে সময়ে লাহোরের চৌহানবংশীয় অধিপতি জয়পাল তাঁহার হস্তে বিপর্য্যস্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন। স্বল্পকাল পরে, তাঁহার পুত্র অনঙ্গপাল গজনীর সুলতান মামুদকে বাধা প্রদান করেন এবং তাঁহার হস্তে পরাভূত হন। মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খৃঃ দিল্লীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। তাহার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত লাহোর পাঠান রাজগণের রাজধানীস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোগল সম্রাট্গণের সময়ে লাহোর অন্যতম রাজভবনরূপে ব্যবহৃত হইত। এই সময়ে লাহোরে অনেকগুলি সুবৃহৎ হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়। ১৭৪৮ খৃঃ আমেদ সা ডুরানী লাহোর অধিকৃত করেন। তৎপরে ইহা ভাঙ্গী মিসিল নামক শিখ সম্প্রদায়ের হস্তে আসে। ১৭৯৯ খৃঃ রণজিৎ সিংহ লাহোর অধিকার করেন। ১৮৪৬ খৃঃ ২৯শে মার্চ, দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসানে, রণজিৎ সিংহের পুত্র দলীপ সিংহ পিতার সমস্ত রাজ্য ইংরাজের হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি লাহোর ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইয়া আছে। মোগল সম্রাট্গণ লাহোর সহরটি প্রাসাদমালায় বিভূষিত করেন।

লিকুচ—লকুচ বৃক্ষ। সং; পু।

লিক্ষা, লীক্ষা—ক্ষুদ্র উৎকুণ, নিকি। সং; স্ত্রী।

লিখ—লেখন। লিখ্+ক ভা। সং; পু।

লিখন—১। লিপিকরণ, লেখা; চিত্রকরণ; আঁচড়ান। লিখ্ (লেখা)+অনট্ ভা। ২। লিপি। লিখ্+অনট্ কর্ম্ম। সং; ক্লী।

লিখা, লেখা—লেখনীদ্বারা অঙ্কিত করা, লিপিবদ্ধ করা, অঙ্কন করা, চিত্র করা। ক্রি। লিখ্ ধাতুজ।

লিখিত—১। লিখন। লিখ্ (লেখা)+ক্ত ভা। ২। লেখ্যপত্রাদি। লিখ+ক্ত কর্ম্ম। সং; ক্লী। ৩। মুনিবিশেষ। সং; পু। ৪। যাহা লেখা হইয়াছে, লিপিবদ্ধ; চিত্রিত; অঙ্কিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লিখিতা।

লিঙ্গ—শিবমূর্ত্তিবিশেষ; চিহ্ন; সূচক; সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব; অনুমানসাধন; কারণ; প্রকৃতি; পুংজননেন্দ্রিয়, শিশ্ন, মেঢ্র; উপস্থ; অর্থপ্রকাশক সামর্থ্য; পুংস্থাদি; যদ্দ্বারা কোন একটি জাতির বোধ হয়। লিন্গ্+অন্ ক। সং; ক্লী।

লিঙ্গক—কপিত্থবৃক্ষ। লিঙ্গ—কৃ (করা)+ড ক। সং; পু।

লিঙ্গপুরাণ—পুরাণবিশেষ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে পুরাণ শব্দ দেখ।

লিঙ্গবর্দ্ধ—কপিত্থবৃক্ষ। লিঙ্গ—বর্দ্ধি (বাড়ান) অন্ ক। সং; পু।

লিঙ্গবৃত্তি—ধর্ম্মধ্বজী; বৈড়ালব্রতী; কপট সন্ন্যাসী; যে জীবিকার নিমিত্ত জটাদি ধারণ করে। লিঙ্গ (চিহ্ন) হইয়াছে বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

লিঙ্গায়ত—দক্ষিণাপথের শিবলিঙ্গধারী সম্প্রদায় বিশেষ। সং; পু।

লিঙ্গী (লিঙ্গিন্)—জীবিকার্থ জটাদি চিহ্নধারী, কপট সন্ন্যাসী, ধর্ম্মধ্বজী, ভেকধারী; হস্তী। লিঙ্গ শব্দ (চিহ্ন)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

লিচু—স্বনামখ্যাত ক্ষুদ্র সাষ্টিক ফল। বৈদে-শিক। সং।

লিটন (এডওয়ার্ড বুলওয়ার লর্ড)—সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসকার, নাটককার, কবি ও রাজ-নীতিজ্ঞ। জন্ম ১৮০৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৭৩খৃঃ। ইঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বষ্টিরও অধিক। ইঁহার পুত্র আর্ল অভ্ লিটন ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল ছিলেন।

লিটন্ (এড্ওয়ার্ড রবার্ট লর্ড)—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এড্ওয়ার্ড বুলওয়ার লিটনের পুত্র। ১৮৩১ খৃঃ ৮ই ডিসেম্বর লণ্ডন নগরে ইঁহার জন্ম হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি রাজকার্য্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ

উচ্চতর পদ লাভ করেন। ১৮৭৩ অব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ অব্দে ইনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। ইঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ এবং আফগান সমর।

তিনি আইন করিয়া দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণ করেন; আবার অস্ত্র-আইন জারি করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে বন্দুক তরবারি প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র রাখা দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া ইনি "আর্ল" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ অব্দে ইনি ফ্রান্সের রাজসভায় ইংরেজ-দূত নিযুক্ত হইয়া প্যারী নগরে গমন করেন এবং ১৮৯১ খৃঃ ২৪শে নভেম্বর তথায় কালগ্রাসে পতিত হন।

লিটন (লর্ড)—বঙ্গের তৃতীয় গভর্ণর। ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের পুত্র। ইনি ১৮৭৭ খৃঃ ভারতে শিমলা শৈলে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি বিভিন্ন পদে কার্য্য করিবার পর শেষে লর্ড মন্টেগুর অধীনে সহকারী ভারত সচিবের পদে কার্য্য করিতেছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রোনাল্ডসে পদত্যাগ করিলে ইনি তাঁহার স্থানে বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন। ইনি বিলাতের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত। ইনি শাসনকর্ত্তা রূপে সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বরং পীড়নমূলক নূতন নূতন আইন করিয়া বহু বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানকে ধরিয়া বিপ্লববাদী বলিয়া বিনা বিচারে রাজবন্দীরূপে আটক রাখিয়া দুর্নাম লইয়া ১৯২৭ অব্দের প্রথমভাগে পদত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইঁহার সময়ে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের কয়েক মাস বাঙ্গলা দেশে হিন্দু মুসলমানে বিষম বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়।

লিপি, লিপী, লিবি, লিবী—১। লিখিত পত্রাদি; পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মাতৃকা। লিপ্ (লেপন করা)+ই র্ম্ম। ২। লিখন। লিপ +ই ভা। সং; স্ত্রী।

লিপিকর, লিপিকার—চিত্রকর, লেখক। উপ; লিপি—কৃ (করা)+ট, ষণ্ ক। সং; পু। [৭তৎ। সং; স্ত্রী।

লিপিকৌশল—লিখনকৌশল, লিখনপটুতা।

লিপিচাতুর্য্য—লিখননৈপুণ্য; মনোহর ভাবপূর্ণ লেখা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

লিপিবদ্ধ—লিখিত। লিপি (লিখন) দ্বারা বদ্ধ (বিন্যস্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

লিপিবিদ্যা—লিখনবিদ্যা; অক্ষর-শাস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

লিপী—লিপি দেখ।

লিপ্ত—চর্চ্চিত, মাখান; বিষদিগ্ধ; ভক্ষিত; সংযুক্ত; মিলিত। লিপ্ (লেপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [লিপ্তার্থে। সং; পু।

লিপ্তক—বিষদিগ্ধ শর। লিপ্ত শব্দ+কণ্ কুৎ-

লিপ্তপদ, লিপ্তপাদ—যাহাদের পদাঙ্গুলি চর্ম্ম দ্বারা সংযুক্ত এরূপ (Web-footed)। বহু। বিণ; ত্রি।

লিপ্সা—লাভেচ্ছা; লোভ; স্পৃহা; বাঞ্ছা। সনন্ত লভ্=লিপ্স (পাইবার ইচ্ছা করা) +অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

লিপ্সু—লাভেচ্ছু, লুব্ধ; লোভী। সনন্ত লভ্ (=লিপ্স)+উ ক। বিণ; ত্রি।

লিভার—যকৃত, যকৃৎ-বৃদ্ধি। ইং (liver)। সং।

লিম্প—লেপনকারী। লিপ্ (লেপন করা)+ শ ক। সং; পু।

লিবি, লিবী—লিপি দেখ।

লিষ্ট, লিষ্টি—তালিকা, ফর্দ্দ; কাপড়ের পাড়। ইং (list)। সং।

লী—আশ্লেষ। লা+ড ভা+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

লীক্ষা—লিক্ষা দেখ।

লীঢ়—আস্বাদিত; ভক্ষিত; যাহা লেহন করা অর্থাৎ চাটা হইয়াছে এরূপ; স্পৃষ্ট। লিহ্ (আস্বাদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

লীন—সংযুক্ত, মিলিত; লয়প্রাপ্ত; শয়িত। লী (লয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

লীলা—শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়াবিশেষ; বিলাস; শোভা; কেলি,ক্রীড়া; ভঙ্গী। লী (আলিঙ্গন করা)+কিপ্ ভা—লী, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ড ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

লীলাকমল—ক্রীড়াপদ্ম, খেলার পদ্মফুল; শোভাকর পদ্ম। লীলাকর কমল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লীলাকানন—ক্রীড়াকানন, উপবন, উদ্যান। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

লীলাক্ষেত্র—লীলাস্থান; ক্রীড়াভূমি। ৬তৎ।

লীলাখেল—১। ক্রীড়াপরায়ণ; বিলাসতৎপর। লীলা হইয়াছে খেলা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পঞ্চদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। পু।

লীলাখেলা—খেলাধুলা, ক্রীড়াকৌতুক,আমোদপ্রমোদ (sports)। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। একার্থক যুগ্ম শব্দ।

লীলাধাম—ক্রীড়াভবন; লীলাস্থান; বিলাসগৃহ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

লীলাভূমি—লীলাক্ষেত্র, ক্রীড়াস্থান। ৬তৎ।

লীলাময়—কেলিপূর্ণ; ক্রীড়াত্মক। লীলা+ ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লীলাময়ী।

লীলায়িত—লীলাযুক্ত, ক্রীড়িত। লীলা শব্দ+ক্য (=লীলায় নামধাতু)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

লীলাবতী—১। বিলাসবতী; শৃঙ্গারভাবচেষ্টিতা; কেলিযুক্তা। লীলা+বতু অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থবিশেষ; বেশ্যাবিশেষ; ভাস্করাচার্য্যকৃত গ্রন্থবিশেষ। সং; স্ত্রী।

৩। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। পিতার এক মাত্র কন্যা বলিয়া ইনি অতীব যত্ন ও স্নেহসহকারে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, লীলাবতী পতিপুত্রহীনা হইবেন। এজন্য তিনি স্থির করিলেন যে, এরূপ শুভলগ্নে তাঁহার বিবাহ দিবেন, যেন লীলাবতী পতিপুত্রবতী হইতে পারেন। তিনি যথোচিত লগ্ন স্থির করিলেন। সকলে সোৎসুকচিত্তে সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সময় নির্ণয় করিবার নিমিত্ত একটি সচ্ছিদ্র পাত্র জলের উপর ভাসাইয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল যে, সেই ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করিয়া পাত্রটি পূর্ণ করিলেই শুভলগ্ন উপস্থিত হইবে। কিন্তু দৈবের গতি অতি বিচিত্র। লীলাবতী বালস্বভাববশতঃ সেই পাত্রের উপর মস্তক নত করিয়া জলপ্রবেশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার শিরোভূষণের একটি ক্ষুদ্র মুক্তা স্খলিত হইয়া সেই পাত্রমধ্যে পড়িয়া ছিদ্রপথ রুদ্ধ করিল। কেহই তাহা জানিতে পারিল না। অতঃপর লগ্নের আনুমানিক কাল অতীত হইলেও পাত্রটি জলপূর্ণ হইল না দেখিয়া ভাস্করাচার্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর দৈব অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া ইনি কন্যার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরেই লীলাবতী বিধবা হইলেন। অতঃপর ভাস্করাচার্য্য কন্যাকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে স্বপ্রণীত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থের পাটীগণিত বিষয়ক প্রথম অধ্যায়টী "লীলাবতী" নামে অভিহিত করিলেন। কেহ কেহ বলেন, ভাস্করাচার্য্য কর্ত্তৃক চালিতা হইয়া লীলাবতীই ঐ পুস্তক প্রণয়ন করেন। (ভাস্করাচার্য্য দেখ)।

লীলাসংবরণ—লীলানিবৃত্তি, ক্রীড়াসমাপ্তি,খেলা শেষ; মৃত্যু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লীলাসাঙ্গ—খেলা শেষ; মৃত্যু। দেশজ শব্দ।

লীলোদ্যান—কেলিকানন; ক্রীড়ার্থ উপবন। লীলার উদ্যান, ৬তৎ। সং; ক্লী।

লুই, লোই—মোটা পশমী শীতবস্ত্রবিশেষ। দেশজ। সং।

লুকান—লুক্কায়িত করা বা হওয়া, গোপন করা বা হওয়া। দেশজ। ক্রি।

লুক্কায়িত—গুপ্তদেহ; প্রচ্ছন্ন; দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত। লুন্চ্ (অপনয়ন করা)+ক্বিপ্ ক =লুক্, লুক্—কায় (দেহ)+চি =লুকায়ি (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

লুচি, লুচী—ঘৃতে ভাজা ময়দার রুটি। লোচিকা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

লুঞ্চিত—অপসারিত, দূরীকৃত; পরিত্যক্ত; বিলুণ্ঠিত; ছিন্ন। লুন্চ্ (অপনয়ন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

লুট, লুঠ—লুণ্ঠন; দেবতার প্রসাদস্বরূপে মিষ্টান্নাদি ছড়ান। দেশজ। সং।

লুটপাট—লুণ্ঠন, বলপূর্ব্বক অপহরণ, কাড়াবাগড়া। দেশজ। সং।

লুটা, লুঠা—লুণ্ঠন করা; অবলুণ্ঠিত হওয়া, গড়াগড়ি দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

লুটান—পয়সা লুণ্ঠন করান; গড়াগড়ি দেওয়া বা দেওয়ান; মাটীতে ঘেঁসড়ান। দেশজ। ক্রি।

লুঠন—ভূম্যাদিতে অঙ্গপরিবর্ত্তন, লোটা, গড়াগড়ি দেওয়া। লুঠ্ (লোটা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লুঠিত—ভূম্যাদিতে পরিবৃত্ত, গড়াগড়ি দিয়াছে এরূপ। লুঠ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

লুণ, লূণ—লবণ। দেশজ। সং।

লুণ্টন—অপহরণ, লুটকরণ। লুন্ট্ (লুঠ করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লুণ্টাক—চোর, দস্যু, অপহারক, লুটকারক। লুন্ট্+আক ক। বিণ; ত্রি।

লুণ্ঠক—চৌর, অপহারক, দস্যু, লুটকারক। লুন্ঠ্ (লুঠ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

লুণ্ঠন—অপহরণ; লুটকরণ; ভূম্যাদিতে পরিবৃত্তি, গড়াগড়ি দেওয়া। লুন্ঠ্ (লুঠ করা, লোটা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লুণ্ঠিত—১। অপহৃত, চোরিত। লুন্ঠ্ (লুঠ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। ভূম্যাদিতে পরিবৃত্ত, গড়াগড়ি দিয়াছে এরূপ। লুন্ঠ্ (লোটা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

লুপা, লুফা—শূন্যপথে আগত বস্তু শূন্যে থাকিতে থাকিতে ধরিয়া ফেলা; সাগ্রহে বা তাড়াতাড়ি ধরা। দেশজ। ক্রি।

লুপ্ত—১। নষ্ট, লোপপ্রাপ্ত; কৃশ। লুপ্+ক্ত ক। ২। আচ্ছিন্ন; অপহৃত। লুপ্ (লোপ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। লোপ্ত্র, চোরিত বস্তু। লুপ্+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী।

লুপ্তপ্রায়—প্রায় লোপপ্রাপ্ত, বিনষ্টপ্রায়। প্রায় দ্বারা লুপ্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

লুপ্তবুদ্ধি—১। নষ্টজ্ঞান, হতবুদ্ধি, যাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। লোপপ্রাপ্তা বুদ্ধি, বিনষ্টা ধী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

লুপ্তরত্ন—লোপপ্রাপ্ত মণি, বিনষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লুপ্তসাহস—১। বিনষ্ট নির্ভীকতা, বিলীন পরাক্রম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। নষ্টসাহস, যাহার সাহস লুপ্ত হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লুপ্তসাহসা।

লুফা—লুপা দেখ।

লুব্ধ—১। লোভযুক্ত, লোভী; কামুক, লম্পট। লুভ্ (লোভ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লুব্ধা। ২। ব্যাধ। সং; পুং।

লুব্ধক—১। লম্পট। লুব্ধ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাধ। সং; পুং।

লুব্ধনেত্র, লুব্ধলোচন—১। লোভযুক্ত চক্ষুঃ, লালসাপূর্ণ দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। লালসাপূর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি।

লুব্ধাশয়—১। লুব্ধচেতাঃ, লোলুপচিত্ত। লুব্ধ হইয়াছে আশয় (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লুব্ধাশয়া। ২। লোভযুক্ত চিত্ত। কর্ম্মধা। সং; পুং।

লুলাপ—মহিষ। লুল্ (আলোড়ন করা)+ক ভা=লুল, তদুত্তরে আপ্ (পাওয়া)+অন্ ক। সং; পুং।

লুলাপকান্তা—মহিষী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লুলিত—মর্দ্দিত; দোলিত; কম্পিত; চলিত; ত্যক্ত; রম্য। লুল্ (মর্দ্দন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লুলিতা।

লূতা—ঊর্ণনাভ, মাকড়সা। লূ (ছেদন করা) +তক্ র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

লূতাতন্তু—মাকড়সার জাল। ৬তৎ। সং; পুং।

লূতাতন্তু স্নায়—স্নায় দেখ।

লূতিকা—লূতা, মাকড়সা। লূতা শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

লূন—কর্ত্তিত; ছিন্ন। লূ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লূনা।

লূনি—ছেদন; কর্ত্তন। লূ (ছেদন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

লূম—লাঙ্গুল, লেজ। লূ (ছেদন করা)+মক্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

লূম-বিষ—বৃশ্চিকাদি যে সকল জন্তুর লেজে বিষ। লূমে বিষ যাহার, বহু। সং; পুং।

লে—১। কুকুরকে উত্তেজিত করিবার শব্দ। ব্য। দেশজ। ২। প্রেম। প্রা, ক। সং।

লেই—১। কাই, ময়দার আঠা। বৈদেশিক। সং। ২। লইয়া; দেয়। প্রা, ক। ক্রি।

লেকচর—বক্তৃতা, কথকতা। ইং (lecture)। সং।

লেখ—১। লিখন। লিখ্+অল্ ভা। ২। লিখিত পত্র; দেবতা। লিখ্ (লেখা)+অল্ র্ম্ম। সং; পুং। ৩। লেখনীয়। লিখ্+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লেখা।

লেখক—লিপিকর; চিত্রকর। লিখ্ (লেখা) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লেখিকা।

লেখন—১। অক্ষরবিন্যাস, লিপিকরণ, লেখা, চিত্রকরণ। লিখ্ (লেখা)+অনট্ ভা। ২। লিখনপত্র। লিখ্+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

লেখনক—চিত্রকর; লিপিকর; লেখহারক পত্রবাহক। লেখন শব্দ+ষ্কিক। বিণ; ত্রি।

লেখনী—কলম; তুলি। লিখ্ (লেখা)+অন্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

লেখনীয়—লিখনযোগ্য; লেখ্য; লিখিতব্য লিখ্ (লেখা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

লেখর্ষভ—দেবরাজ, ইন্দ্র। লেখ দেখ। লেখগণের (দেবতাদিগের) মধ্যে ঋষভ (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পুং।

লেখা—১। লেখনীয়া। লেখ দেখ। লেখ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লিখন; রেখা লিখ্ (লেখা)+অ ভা+আপ্। ৩। লিপি; চিহ্ন; শ্রেণী; তুলী। লিখ্+অ র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী। ৪। লিখা দেখ। ক্রি

লেখিত—যাহা লেখান হইয়াছে এরূপ; চিত্রিত; অঙ্কিত। ণিজন্ত লিখ্ (=লেখি)+ক্ত র্ম্ম বিণ; ত্রি। স্ত্রী লেখিতা।

লেখ্য—১। লেখনীয়, যাহা লিখিতে হইবে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লেখ্যা। ২। লিখিত পত্র বা চিত্র; অক্ষর; দলিল। লিখ্ (লেখা) +য্যণ্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

লেখ্যপত্র—লিখিত পত্রাদি; দলিল; তাল পাতা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লেখ্যস্থান—লিখিবার জায়গা, দফতরখানা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লেখ্যোপকরণ—লিখিবার উপাদান, কালিকলম প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লেঙ্গটা, লেংটা—উলঙ্গ, বিবস্ত্র। দেশজ। বিণ।

লেঙ্গড়া—নেঙ্গড়া দেখ।

লেচি—জলমাখা আটা বা ময়দার পিণ্ড। দেশজ। সং।

লেজ—নেজ দেখ।

লেজা—নেজা দেখ।

লেজুর—নেজুর দেখ।

লেঙ্গার—নেঙ্গার দেখ।

লেট—উপযুক্ত সময় গতে উপস্থিত, বিলম্বে আগত। ইং (late)। বিণ।

লেটা, লেঠা—সকুলজাতীয় ক্ষুদ্রাকার মৎস্যবিশেষ; জটিল সমস্যা, ঝঞ্ঝাট, দায়, মুস্কিল, বালাই, উৎপাত। দেশজ। সং।

লেডীকেনিং—রসপূর্ণ রসগোল্লা। ইং Lady canning (নাম হইতে)। সং।

লেণ্ড—লম্বাকৃতি বিষ্ঠা, গাড়। লন্ড্ (ত্যাগ করা)+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

লেন-দেন, লেনা-দেনা—প্রাপ্য ও দেয় টাকা, দেনা-পাওনা।

লেপ—১। প্রলেপ; ক্লক্যবস্তু। লিপ্+অ

র্থ। ২। লেপন, লেপা; ভোজন; বন্ধন। লিপ্ (লেপা)+অল্ ভা। ৩। লেপন সাধন বস্তু, যাহা দিয়া লেপা যায়; চূর্ণ, চূণ। লিপ্+অল্ ণ। সং; পু। ৪। তুলা-ভরা শীতবস্ত্র; রেজাই; গাত্রাবরণ; আচ্ছাদন। বৈদেশিক। সং।

লেপক, লেপী (লেপিন্)—লেপকর্ত্তা, লেপন-কারক। লিপ্ (লেপা)+ণক, ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী লেপিকা, লেপিনী।

লেপন—১। ম্রক্ষণ, মাখান, লেপা। লিপ্ (লেপা)+অনট্ ভা। ২। ম্রক্ষণ-সাধন বস্তু, যাহা দিয়া লেপা যায়। লিপ+অনট্ ণ। সং।

লেপভাক্ (—ভাজ্), লেপভুক্ (—ভুজ্)—৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ উর্দ্ধপুরুষ। উপ; লেপ—ভাজ্ ও ভুজ্+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

লেপী—লেপক দেখ।

লেপ্য—লেপনযোগ্য, লেপনীয়। লিপ্ (লেপন করা)+ঘ্যণ্ র্থ। বিণ; ত্রি। [সং।

লেফাফা—মোড়ক, খাম, বহিরাবরণ। বৈদে।

লেফ্রয় (The Rt. Rev. Alfred George, D. D.)—কলিকাতার লর্ড বিশপ। ১৮৫৪ খৃঃ ইঁহার জন্ম। ইনি কেম্ব্রিজের টিনিটি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া Theosophical Tripos পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৯ খৃঃ ইনি খৃষ্টীয় যাজক পদে অভিষিক্ত হন। ইনি ১৮৯৯ খৃঃ লাহোরের এবং তৎপরে ১৯১৩ খ্রীঃ কলিকাতার বিশপ হন। ইনি বিদ্বান্, অমায়িক, পরোপকারী ও অক্লান্তকর্ম্মা। ইঁহার স্বভাব ও অভিমত অতি উদার। ইনি ভারত-বাসীর পরম বন্ধু ও তাহাদের উন্নতিবিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্।

লেবেল—নামপত্র। ইং (label)। সং।

লেলাক্ষেপা—যে নির্ব্বোধের মুখ দিয়া লাল গড়ায় এবং যে ক্ষিপ্ত; নির্ব্বোধ, ক্ষিপ্তপ্রায়। দেশজ। বিণ।

লেলান—কুকুরকে লে লে বলিয়া উত্তেজিত করা। দেশজ। ক্রি।

লেলিহান—১। বার বার লেহনকারী। যঙলুগন্ত লিহ বা লেলিহ (পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করা) +কান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লেলিহানা। ২। সর্প, শিব। সং; পু।

লেশ—১। অল্পাংশ, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, অণু; কণ; বিন্দু। লিশ্ (অল্প হওয়া)+অন্ ক। ২। শ্লেষ। লিশ্+অন্ ভা। সং; পু।

লেশমাত্র—অত্যল্প পরিমাণ, অণুমাত্র। লেশ শব্দ+মাত্র পরিমাণার্থে। সং; ক্লী।

লেষ্টু—লোষ্ট্র, ঢিল। লিশ্+তু ক। সং; পু।

লেস্—জুতাবন্ধন সূত্র; সরু সূত্রজাল। ইং (lace)। সং।

লেহ, লেহন—জিহ্বা দ্বারা রসগ্রহণ, আস্বাদন, চাটা; ভক্ষণ। লিহ্ (আস্বাদন করা) +অল্, অনট্ ভা। সং; ক্রমে পু ও ক্লী।

লেহনীয়—লেহনযোগ্য, লেহ্য, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ্য। লিহ্+অনীয় র্থ। বিণ; ত্রি।

লেহী (লেহিন্)—লেহনকারী। লিহ্ (আস্বাদন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী লেহিনী।

লেহ্য—১। লেহনীয়, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ্য, চাটিয়া খাইবার যোগ্য। লিহ্+ঘ্যণ্ র্থ। বিণ; ত্রি। ২। অমৃত। সং; ক্লী।

লৈঙ্গ—১। লিঙ্গসম্বন্ধীয়। লিঙ্গ শব্দ+অ ইদ-মর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লৈঙ্গী। ২। পুরাণ-বিশেষ, লিঙ্গপুরাণ। সং; ক্লী।

লো—স্ত্রীলোকের সম্বোধন শব্দ। ব্য।

লোক—১। দৃষ্টি। লোক্ (দেখা)+অল্ ভা। ২। মনুষ্য; সমূহ; ভুবন, জগৎ, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল—এই ত্রিলোক, আবার ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—এই সপ্তলোক। লোক্+অল্ র্থ। সং; পু।

লোকচক্ষুঃ, লোকলোচন—মানুষের চক্ষু; সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু। [ক্লী।

লোকচরিত্র—মনুষ্যের চরিত। ৬তৎ। সং;

লোকজিৎ—বুদ্ধদেব। লোককে জয় করিয়াছেন যিনি, উপ; লোক—জি (জয় করা) +ক্বিপ্ ক। সং; পু। [সং; ক্লী।

লোকন—দর্শন। লোক্ (দেখা)+অনট্ ভা।

লোকনাথ—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; বুদ্ধদেব; রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী—১১৩৭ বঙ্গাব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত চৌরাশীচাকলা গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম রাম নারায়ণ ঘোষাল এবং মাতার নাম কমলা দেবী। ইঁহার দীক্ষাগুরু ভগবান্ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। গুরু ভগবান্ কতিপয় বৎসর দেশে বাস করিয়া লোকনাথ ও বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক শিষ্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে আগমন করেন। এই সময়ে কালীঘাট বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ইষ্টকালয়-পূর্ণ ছিল না, তখন ঐ স্থানে নিবিড় জঙ্গল ছিল। জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী স্ব স্ব অভীষ্ট কার্য্য করিতেন। ভগবানও শিষ্যদ্বয়কে লইয়া তদ্রূপ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। অতঃপর ভগবান্ শিষ্যদ্বয় লইয়া বারাণসীতে গমন পূর্ব্বক তথায় যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি ত্রৈলিঙ্গস্বামীর হস্তে শিষ্যদ্বয়ের ভার দিয়া যান। উঁহারা স্বামীজীর নিকট কিয়ৎ-কাল যোগশিক্ষা করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। লোকনাথ পশ্চিম দিকে আফ-গানিস্থান, মক্কা, মদিনা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। মক্কার মুসল-মানগণ ইঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এই স্থানে আবদুল গফুর নামক এক মহাপুরুষের সহিত ইঁহার আলাপ হয়। অতঃপর ইনি বেণীমাধবকে সঙ্গে লইয়া উত্তরের পথে গমন করেন। ইঁহারা সুমেরু গমনাভিপ্রায়ে আপনাদিগকে শৈত্য-সহিষ্ণু করিবার জন্য কিছুকাল বদরিকা-শ্রমে অবস্থান করেন। পরে তথা হইতে আধুনিক পরিজ্ঞাত সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তরে বহুদূরে চলিয়া যান। সেখানে সূর্য্যোদয় না হওয়ায় সময় নির্ণীত হয় নাই; তবে ইঁহারা সে পথে ২০ বার বরফ পড়িতে ও গলিতে দেখিয়াছিলেন। শেষে দুরারোহ হিমালয়শৃঙ্গে বাধা পাইয়া ইঁহারা পূর্ব্বাভি-মুখে গমন করিয়া চীনরাজ্যে উপস্থিত হন, এবং তথায় বন্দী হইয়া ৩ মাস পরে মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর উভয়ে চন্দ্রনাথে আগমনপূর্ব্বক কিছুকাল বাস করেন। পরে বেণীমাধব চন্দ্রনাথ হইতে কামাখ্যার দিকে যান, আর লোকনাথ বারদী গ্রামে গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে লোকনাথ "বারদীর ব্রহ্মচারী" বলিয়া অভিহিত হন।

১২৯৭ সালে ১৬০ বৎসর বয়সে লোক-নাথ দেহত্যাগ করেন। লোকনাথের শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি জাতিস্মর ছিলেন; দেহ হইতে বহির্গত হইতে এবং অন্যের মনের ভাব জানিতে পারিতেন; অন্যের রোগ স্বদেহে আনয়ন করিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারিতেন।

লোকনিন্দা—লোক কৃত নিন্দা, লোকমুখে প্রচারিত জুগুপ্সা। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

লোকনীতি—লোকপরম্পরায় আচরিত নিয়ম; লোকাচার। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকপরম্পরা—একটীর পর একটী লোক এইরূপ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকপাল—নরপতি, রাজা; ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ, এই চারি দেব লোকপাল। ইন্দ্র পূর্ব্বদিক্, যম দক্ষিণ দিক্, কুবের উত্তর দিক্ ও বরুণ পশ্চিম দিক্ রক্ষা করেন। ৬তৎ। সং; পু।

লোকপালন—১। জগৎ প্রতিপালন; প্রজা-পালন। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। ব্রহ্মা; রাজা। লোকের পালন (পালনকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

লোকপাবন—ত্রিলোক পবিত্রকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকপাবনী—ত্রিলোক পবিত্রকারিণী; গঙ্গা।

৬তৎ। বিণ ও সং ; স্ত্রী। পাবনী=ণিজন্ত পূ+অনট্ ণ+ঈপ্।

লোকপিতামহ—ব্রহ্মা। ৬তৎ। সং; পু।

লোকপ্রবাদ, লোকবাদ—জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। ৬তৎ। সং; পু। [৭তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকপ্রসিদ্ধ—লোকবিখ্যাত, সর্ব্বজন-পরিচিত।

লোকপ্রিয়—লোকের প্রীতিভাজন, সকল লোকের অনুরাগপাত্র। ৬তৎ। বিণ।

লোকবান্ধব—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

লোকমণ্ডল—লোকসঙ্ঘ, মানবসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লোকমত—জনসাধারণের মত; সাধারণের কার্য্য; লোকের অভিপ্রায়। ৬তৎ। সং।

লোকমাতা—কমলা, লক্ষ্মী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকযাত্রা—সংসারযাত্রা, জীবনযাপন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকরঞ্জক—লোকরঞ্জনকারী, সকল লোকের প্রিয়কারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকরঞ্জন—১। লোকের প্রীতিসম্পাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। লোকরঞ্জক। লোকের রঞ্জন (রঞ্জনকারী), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকলক্ষ্মী—লোকের লক্ষ্মীস্বরূপা, মানবের সৌভাগ্যস্বরূপিণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকলজ্জা—লোকের নিকট লজ্জা, মানুষের কাছে দুষ্কর্ম্ম জন্য সঙ্কোচ। ৫তৎ। স্ত্রী।

লোকলীলা—মনুষ্যলীলা; সংসারের খেলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকলোকান্তর—এই লোক ও অন্য লোক, ইহলোক ও পরলোক। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

লোক লোচন—লোকচক্ষুঃ দেখ।

লোকবৎসল—সকল লোকের প্রতি স্নেহশীল। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকবাদ—লোকপ্রবাদ দেখ।

লোকবাহ্য—১। লোক দ্বারা বহনীয়। ৩তৎ। ২। লোক-বহির্ভূত; লোকাচারবর্জ্জিত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকবিরাগ—লোকের অপ্রীতি, লোকের দ্বেষ। ৬তৎ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

লোকশিক্ষক—লোকের শিক্ষাদাতা। ৬তৎ।

লোকশিক্ষা—লোককে উপদেশদান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [নিত্য। বিণ; ত্রি।

লোকশিক্ষার্থ—লোককে শিক্ষা দিবার জন্য।

লোকসংখ্যা—লোকের পরিমাণ; ১ ২ ৩ করিয়া লোকগণনা। গভর্ণমেণ্ট প্রতি দশ বৎসর অন্তর এদেশের লোক গণনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে মুসলমানদিগের আমলেও এই প্রথা বর্ত্তমান ছিল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকসমাকীর্ণ—লোকে সমাচ্ছন্ন, বহুলোক-পূর্ণ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

লোকসমাজ—মনুষ্যসমাজ; লোকসমূহ। ৬তৎ।

লোকসান—ক্ষতি। বৈদেশিক। সং।

লোকস্থিতি—জনসমাজ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকহিত—লোকের ইষ্ট, মানুষের উপকার; জগতের মঙ্গল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লোকহিতব্রত—১। লোকের ইষ্টসাধনরূপ ব্রত; জগতের মঙ্গলসম্পাদনরূপ নিষ্ঠা। লোকহিত দেখ; লোকহিত রূপ ব্রত, রূপক। সং; পু। ২। লোকের হিতসাধন-রূপ ব্রতধারী। লোকহিত হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

লোকহিতৈষী (-ষিন্)—লোকের হিতেচ্ছু: জগতের উপকারসাধনে অভিলাষী। লোকের হিতৈষী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী লোকহিতৈষিণী।

লোকাকীর্ণ—লোকব্যাপ্ত, বহু লোকে সমাচ্ছন্ন। লোক দ্বারা আকীর্ণ (ব্যাপ্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লোকাকীর্ণা।

লোকাচার—লোকের অনুষ্ঠিত ব্যবহার, লোক-রীতি। ৬তৎ। সং; পু।

লোকাতীত—অলৌকিক; অতীন্দ্রিয়; অসা-মান্য। লোকসমূহকে অতীত (অতিক্রান্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

লোকান্তর—অন্য লোক, পরলোক। নিত্য।

লোকান্তরগত—পরলোকে প্রস্থিত, লোকা-ন্তরিত, মৃত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকান্তরগমন—পরলোকে প্রস্থান, মহাপ্রয়াণ, মরণ। ৭তৎ। সং; ক্লী।

লোকান্তরিত—পরলোকগত, মৃত। লোকান্তর +ইত প্রাপ্তার্থে। বিণ; ত্রি।

লোকাভাব—লোকের অপ্রতুল, সাহায্যকারী লোকের অনটন। ৬তৎ। সং; পু।

লোকায়ত—১। চার্ব্বাকমত, নাস্তিক্য। লোকে আয়ত (বিস্তীর্ণ), ৭তৎ। সং; ক্লী। ২। চার্ব্বাকমতালম্বী, নাস্তিক। সং; পু।

লোকায়তিক—নাস্তিক্যমতাবলম্বী, বৃহস্পতির শিষ্য চার্ব্বাক-মতাবলম্বী। লোকায়ত+ ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। [৬তৎ। সং; ক্লী।

লোকারণ্য—জনসমূহ, জনতা। লোকের অরণ্য,

লোকালয়—জনপদ, মনুষ্যের বসতিস্থান। লোকের আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

লোকালোক—সূর্য্যকিরণের পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতবিশেষ। [বৃত্র বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইয়া লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক সত্বর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় প্রদেশে পলায়ন করেন। লোকালোক-পর্ব্বত সপ্তসমুদ্রান্বিত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া প্রান্তসীমাস্বরূপ অবস্থান করিতেছে; ইহার পর আর সূর্য্যকিরণ পৌঁছায় না]। লোক (দেখ)+ অল্ র্ম=লোক, তদ্ভিন্নে নঞ্ (অ)—লোক +অল্ র্ম। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

লোকেশ—ব্রহ্মা; রাজা। লোকসমূহের ঈশ,

লোকোত্তর—লোকাতীত, অলৌকিক; সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ; অলোকসামান্য। লোক হইতে উত্তর (শ্রেষ্ঠ), ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

লোচ—চক্ষুর্জ্জল, অশ্রু। লোচ্ (দেখা)+অল্ র্ম। সং; ক্লী।

লোচক—১। চক্ষুর তারা। লোচ্ (দেখা)+ ণক ক। ২। ভ্রূমধ্য চর্ম্ম; কজ্জল; নির্ম্মোক, খোলস; মাংসপিণ্ড; স্ত্রীলোকের ললাট-ভূষণ; কর্ণভূষণ; কদলী; মৌর্ব্বী; নীল-বস্ত্র। লোচ্+ণক র্ম। সং; পু।

লোচন—১। নয়ন, চক্ষুঃ। লোচ্ (দেখ)+ অনট্ ণ। সং; ক্লী। ২। সূর্য্য। সং; পুং। ৩। দর্শন; আলোচনা। লোচ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লোচন দাস—পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য। জন্ম ১৫২৩ খৃঃ বর্দ্ধমান জেলার গুস্করা ষ্টেশনের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে। পিতার নাম কমলাকর ও মাতার নাম সদানন্দা। বাল্যে লোচনের বিদ্যাশিক্ষা আদৌ হয় নাই বলিলেও চলে। অল্পবয়সেই বিবাহ হয়, কিন্তু ইনি শ্বশুর বাড়ীতে যাইতেন না। এক সময়ে গুরু নরহরি সরকার ঠাকুরের উপদেশে বাধ্য হইয়া ইনি শ্বশুরবাড়ী যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করেন। যে গ্রামে শ্বশুরালয়, সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া একটি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করেন—"মা, অমুকের বাড়ী কোন্ দিকে?" যুবতী-প্রদর্শিত পথ ধরিয়া শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া দেখেন যে, সেই যুবতীটি ইঁহার স্ত্রী। মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন বলিয়া আর স্ত্রীকে স্ত্রীভাবে গ্রহণ না করিয়া সাধনসঙ্গিনী করি-লেন। গুরু নরহরি সরকারের অনুমতি-ক্রমে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ ১৪ বৎসর বয়সে রচনা করেন। ইহা ব্যতীত দুর্লভসার নামক একখানি গ্রন্থ ও অনেক পদও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৫৮৯ খৃঃ ইঁহার লোকান্তর গমন ঘটে; বর্দ্ধমান কাঁকড়া গ্রামবাসী চৈতন্য-মঙ্গল গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে লোচনদাসের স্বহস্ত-লিখিত চৈতন্যমঙ্গল পুঁথিখানি এখ-নও পর্য্যন্ত যত্নে রক্ষিত হইতেছে।

২। আর এক লোচনদাসের নাম পাওয়া যায়, ইনি প্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণের টীকাকার। ইঁহার টীকা উৎকৃষ্ট ও বিদ্বৎ সমাজে বিশেষ সমাদৃত। এই টীকা বা পঞ্জী না হইলে কলাপব্যাকরণ বুঝা কঠিন।

লোচনপ্রান্ত—নেত্রপ্রান্ত, চক্ষুর কোণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লোচনরঞ্জন—১। নেত্রপ্রীতিকর, সুদৃশ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কজ্জল। সং; ক্লী।

লোচনলোভন—চক্ষুর লালসাবর্দ্ধক, যাহাকে

পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয় এরূপ, পরম সুন্দর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোচিকা—লুচি। লোচ্ (দেখা)+ণক র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

লোচ্চা—বিড়্গ, লম্পট; বেশ্যাচার; যে সর্ব্বদা বেশ্যালয়ে গমনাগমন করে। দেশজ।

লোচ্চাম, লোচ্চামি—লাম্পট্য, বেশ্যাসক্তি। দেশজ।

লোটা—১। ক্ষুদ্র জলপাত্র, ঘটি। হিন্দী। সং। ২। লুণ্ঠিত হওয়া। ক, প্র। ক্রি।

লোঠন—ভূম্যাদিতে অঙ্গপরিবর্ত্তন, গড়াগড়ি দেওয়া। লুঠ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লোত, লোথ—বামাল, চোরাই মাল। লোপ্ত্র শব্দের অপভ্রংশ। সং।

লোধ, লোধ্র—বৃক্ষবিশেষ, লোধগাছ। রুধ্ (আবরণ করা)+অন্, রন্ ক। সং; পু।

লোপ—নাশ; অপচয়; অভাব; ভ্রংশ; তিরোধান, অদর্শন; ব্যাকরণে—প্রস্তুত বিষয়ের বা বর্ণের তিরোধান বা অদর্শন। লুপ্ (লোপ করা) + অল্ ভা। সং; পু।

লোপা, লোপা-মুদ্রা—মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী। অগস্ত্য মনোমত পত্নীলাভকামনায় সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ লইয়া এক কন্যার সৃষ্টি করেন। সেই কন্যা পালনার্থ বিদর্ভরাজের নিকট প্রেরিত হইয়া লোপা বা লোপামুদ্রা নামে খ্যাত হয়। যথাসময়ে অগস্ত্য এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, লোপা স্বামীর নিকট ধন প্রার্থনা করিলে অগস্ত্য দৈত্যরাজ ইল্বলকে বিনষ্ট করিয়া প্রভূত ধনরাশি আনিয়া পত্নীকে প্রদান করেন (ইল্বল দেখ)। লোপা=ণিজন্ত লুপ বা লোপি (লোপ করান)+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, যিনি নারীগণের রূপাভিমান লোপ করাইয়াছিলেন; লোপামুদ্রা=লোপা শব্দ—মুদ্ (হর্ষ)—রা (গ্রহণ করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

লোপাট—সমূলে নস্যাৎ, একেবারে উড়াইয়া দেওয়া, সমস্ত আত্মসাৎ করা। দেশজ।

লোপ্ত্র, লোপ্ত্রী—চোরিত বস্তু, চুরি করা জিনিষ। লুপ্ (লোপ করা)+ষ্ট্রন্ র্ম, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; ক্লী, স্ত্রী।

লোভ—লিপ্সা; আকাঙ্ক্ষা, লালসা [ষড়্‌রিপু দেখ]। লুভ্+অল্ ভা। সং; পু।

লোভনীয়—লোভজনক, স্পৃহণীয়। ণিজন্ত লুভ্=লোভি (লোভ জন্মান)+অনীয় ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লোভনীয়া।

লোভী (লোভিন্)—লুব্ধ, লোলুপ। লুভ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী লোভিনী।

লোভ্য, লোভ্যমান—আকৃষ্যমাণ; লোভনীয়; লোভিত। লোভি (লোভ জন্মান)+যক্, শানচ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

লোম (লোমন্)—রোম, রোঁয়া; লাঙ্গুল। লূ (ছেদন করা)+মন্ র্ম। সং; ক্লী।

লোমকর্ণ—১। লোমযুক্ত কর্ণবিশিষ্ট। লোম আছে কর্ণে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লোমকর্ণা। ২। শশক। সং; পু।

লোমকূপ—রোমকূপ, লোমের গর্ত্ত (শরীরে অসংখ্য পরিমাণ লোম থাকে, এবং লোমের পরিমাণ যত লোমকূপের পরিমাণও তত)। ৬তৎ। সং; পু।

লোমজ—রোম হইতে জাত বা প্রস্তুত, পশমী। উপ; লোমন্—জন্+ড ক। বিণ; ত্রি।

লোমপাদ, রোমপাদ—অঙ্গরাজ্যাধিপ। অযোধ্যাধিপতি দশরথের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। ইনি দশরথ-তনয়া শান্তাকে নিজালয়ে নিজ-কন্যার ন্যায় লালন পালন করেন। একদা অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি জন্য প্রজারা মহাক্লেশে পতিত হইলে লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ করাইলে দেশে সুবৃষ্টি হয়। অনন্তর লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ দেন। লোম আছে পাদে যাহার, বহু। সং; পু।

লোমফোড়া—লোমের গোড়ায় জাত স্ফোটক; লোম ছিঁড়িয়া গেলে যে ব্রণ হয়। দেশজ। সং।

লোমবিষ—ব্যাঘ্রাদি যে সকল জন্তুর লোম বিষাক্ত। বহু। সং; পু।

লোমশ—১। লোমবিশিষ্ট। লোমন্ (লোম)+শ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লোমশা। ২। মেষ, ভেড়া। সং; পু।
৩। জনৈক মুনি। পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে ইনি তাঁহাদিগকে লইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ এবং বিবিধ উপদেশময় পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহ বর্ণন করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন।

লোমহর্ষণ—১। রোমাঞ্চকারক; পুলকজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। রোমাঞ্চ; রোমোদ্গম। সং; ক্লী।
৩। জনৈক মুনি। ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য। ব্যাসদেব প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে স্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ অর্পণ করেন। ইনি সেই সমস্ত পুরাণ সর্ব্বত্র শুনাইতেন। ইনি পুরাণবক্তা "সূত" নামেও প্রসিদ্ধ। সুমধুর বাক্যবিন্যাস দ্বারা শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষণ অর্থাৎ রোমাঞ্চ জন্মাইয়া দিতেন বলিয়া ইঁহার নাম লোমহর্ষণ হয়। সং; পু।

লোমহৃৎ—হরিতাল। উপ; লোমন্ (লোম)—হৃ (হরণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

লোমাঞ্চ—রোমাঞ্চ দেখ।

লোমালিকা—শৃগালিকা, খেঁকশিয়ালী। লোমের আলি লোমালি, ৬তৎ। লোমালি শব্দ+কন্+আপ্। সং; স্ত্রী।

লোর—চক্ষুর জল, অশ্রু। প্রা, ক। সং।

লোল—চঞ্চল; লোভী; চালিত; সতৃষ্ণ; শ্লথ, শিথিল। লোড়্ (উন্মত্ত হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লোলা।

লোলজিহ্ব—চঞ্চল জিহ্বাবিশিষ্ট, লুব্ধ জিহ্বাসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি।

লোলজিহ্বা—১। চঞ্চল জিহ্বা, লেলিহমান জিহ্বা; কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। চঞ্চল জিহ্বাবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

লোলা—১। চঞ্চলা, ইত্যাদি। লোল দেখ। লোল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জিহ্বা; লক্ষ্মী; চঞ্চলা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

লোলায়মান—দোলায়মান। লোল শব্দ+ক্যঙ্=লোলায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লোলায়মানা।

লোলার্ক—সূর্য্য। কর্ম্মধা। সং; পু।

লোলিত—চালিত; কম্পিত; শ্লথ; শিথিলীকৃত। ণিজন্ত লুল্ (=লোলি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লোলিতা।

লোলুপ, লোলুভ—অতিলোভী; অত্যাসক্ত। যঙ্‌লুগন্ত লুপ্, লুভ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

লোষ্ট, লোষ্টু, লোষ্ট্র—ঢিল। লোষ্ট্ (রাশি করা)+অন্, উ, র ক। সং; পু বা ক্লী।

লোহ—লৌহ, লোহা; অস্ত্র; ধাতু; শোণিত, রুধির; রক্তচন্দন। লূ (ছেদন করা)+হ র্ম। সং; পু বা ক্লী।

লোহকান্ত—অয়স্কান্ত, চুম্বকপাথর। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং; ক্লী।

লোহকার—কর্ম্মকার, কামার। লোহ করে যে, উপ; লোহ—কৃ+অণ্ ক। সং; পু।

লোহকিট্ট, লোহচূর্ণ—লৌহমল, লোহার মরিচা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লোহময়—লৌহনির্ম্মিত। লোহ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি।

লোহবর—স্বর্ণ। লোহের (ধাতুর) মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; ক্লী।

লোহা—লৌহ, লোয়া। লোহ শব্দের অপভ্রংশ।

লোহার—অনিরু হইতে লৌহকারক; পশ্চিমাঞ্চলে কামার; জাতিবিশেষ। সং।

লোহিকা—লৌহপাত্র, কটাহ প্রভৃতি। লোহ শব্দ+কন্+আপ্। সং; স্ত্রী।

লোহিত—১। রক্তবর্ণযুক্ত, লাল, রাঙ্গা। রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ইতন্ ক, অথবা লোহ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লোহিতা। ২। রক্তবর্ণ, লাল রঙ; রোহিত মৎস্য, সর্প; কুজ, মঙ্গলগ্রহ। সং; পু। ৩। রক্ত; রক্তচন্দন; কুঙ্কুম। সং; ক্লী। ৪। রামায়ণবর্ণিত সমুদ্র। ইহা পূর্ব্বদেশে অবস্থিত। ইহার জল লোহিত বর্ণ। ইহারই তটে গরুড়ের রত্নখচিত বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত গৃহ বিরাজমান ছিল। সং; পু।

লোহিতক—১। পদ্মরাগমণি; কুজ, মঙ্গলগ্রহ। লোহিত শব্দ+কণ্। সং; পু। ২। পিত্তল। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

লোহিত-চন্দন—রক্তচন্দন; কুঙ্কুম। কর্ম্মধা।

লোহিতাক্ষ—১। রক্তনেত্রবিশিষ্ট। লোহিত (লাল) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লোহিতাক্ষী। ২। বিষ্ণু; কোকিল। সং; পু।

লোহিতাঙ্গ—মঙ্গলগ্রহ। লোহিত (লাল) হইয়াছে অঙ্গ (দেহ) যাহার, বহু। সং; পু।

লোহিতায়ঃ (-য়স্)—তাম্র। লোহিত যে অয়ঃ (লৌহ), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লোহিতায়স—তাম্র। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লোহিনী—রক্তবর্ণা (স্ত্রী)। লোহিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, নিপাতনে। বিণ; স্ত্রী।

লৌকতা—সামাজিকতা; সামাজিক সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ দান। লৌকিকতা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

লৌকিক—লোকসম্বন্ধীয়; লোকপ্রসিদ্ধ; জাগতিক; সাংসারিক। লোক শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লৌকিকী।

লৌকিকতা—সাংসারিকতা, সামাজিকতা। লৌকিক+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

লৌল্য—চাঞ্চল্য; চাপল্য; লোভ; স্পৃহা। লোল+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

লৌহ—১। লোহ, লোহা। [কথিত আছে যে যুদ্ধে দেবগণকর্ত্তৃক নিহত লোমিল দৈত্যের দেহ হইতে লৌহের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা তিক্তরসাত্মক, সারক, শীতবীর্য্য, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, চক্ষুহিতকর, বায়ুবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, মেহ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক। গুরুতা, দৃঢ়তা, দাহকারিতা প্রভৃতি লৌহের সাতটি দোষ। লৌহমলও লৌহতুল্য গুণশালী। সারলৌহ ও কান্তলৌহ ভেদে লৌহ দ্বিবিধ]। লোহ-শব্দ+ষ্ণ। সং; পু বা ক্লী। ২। লোহনির্ম্মিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লৌহী।

লৌহবর্ত্ম—লৌহনির্ম্মিত পথ, রেলরাস্তা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লৌহিত্য—১। রক্তবর্ণ, লাল রঙ। লোহিত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী। ২। ব্রহ্মপুত্র নদ। সং; পু।

ল্যান্স্‌ডাউন্, মার্কুইস অভ্ (লর্ড)—১৮৪৫খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারি ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ ইটন্ স্কুলে ও তৎপরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়নিবিষ্ট ব্যালিয়ল কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬৬ খৃঃ ইনি "মার্কুইস্" উপাধিসহ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। লিবারেল দলের মন্ত্রিত্বকালে ১৮৬৮ খ্রীঃ ইনি রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন এবং উত্তরোত্তর উচ্চতর পদ লাভ করিতে থাকেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি সমরবিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারী পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের সহিত মতান্তর ঘটায় পদত্যাগ করেন। ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি কানাডার গভর্ণর জেনারেলরূপে কার্য্য করেন, এবং তৎপরে শেষোক্ত অব্দে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া এদেশে আসেন।

ইঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মণিপুরের যুদ্ধ। ইঁহার শাসনকালে কন্‌সেণ্ট বিল (Consent Bill) বা সহবাসসম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৯৩ খৃঃ ইনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

শ

শ—১। ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। শিব; শাসিতা; সীমা। শী+ড ক। ৩। শস্ত্র। শো (শাণ দেওয়া)+ড কর্ম্ম। সং; পু। ৪। ধর্ম্ম; কল্যাণ। শী (শয়ন করা)+ড অধি। সং; ক্লী। ৫। শতসংখ্যা বা শতসংখ্যক। সং বা বিণ।

শংযু—কল্যাণযুক্ত, শুভান্বিত। শম্ (কল্যাণ)+যু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

শংবর—জল। শম্ (কল্যাণ)—বৃ (বরণ করা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

শংসন, শংসা—কথন, বাক্য; প্রশংসা; সূচনা; ইচ্ছা। শন্‌স্+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অ ভা+আপ্। সং; ক্লী, স্ত্রী।

শংসিত—কথিত; স্তুত; প্রশংসিত; নিশ্চিত; সূচিত; বাঞ্ছিত; হিংসিত; অনুষ্ঠিত; গৃহীত। শন্‌স্ (বলা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শংসী (শংসিন্)—কথক; সূচক; জ্ঞাপক। শন্‌স্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শংসিনী।

শংস্থ—কল্যাণযুক্ত। শম্ (কল্যাণ)—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শংস্থা।

শংস্য—কথনীয়; বাঞ্ছনীয়; প্রশংসনীয়; হিংসনীয়। শন্‌স্+য কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শক—শালিবাহন রাজা; তৎপ্রবর্ত্তিত অব্দবিশেষ; জাতিবিশেষ, হুন জাতি; দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় লোক। শক্ (পারা)+অন্ ক। সং; পু।

শকট—১। দৈত্যবিশেষ। শক্ (পারা)+অটন্ ক। সং; পু। ২। গাড়ি। সং; ক্লী বা পু।

শকটী, শকটিকা—গাড়ি। শকট+ঈপ্; ২য় পক্ষে শকট+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

শকর-কন্দ—রাঙ্গা আলুবিশেষ। দেশজ। সং।

শকতি—বল, সামর্থ্য, ক্ষমতা। শ শব্দের অপভ্রংশ। ক, প্র।

শকল—১। অংশ, খণ্ড। শক্ (পা)+কল ক। সং; ক্লী বা পু। ২। ত্বক্, বল্কল; শল্ক, আঁইস। সং; ক্লী।

শকলী (-লিন্)—মৎস্য। শকল (শল্ক)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

শকা—১। শক্ত হওয়া, সমর্থ হওয়া, পারা। শক্ ধাতুজ। ২। রুচা, ভাল লাগা, প্রীতিকর হওয়া। দেশজ। ক্রি।

শকাব্দ—শালিবাহন (কেহ কেহ বলেন কনিষ্ক) প্রবর্ত্তিত অব্দ। শকপ্রবর্ত্তিত যে অব্দ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শকার—১। 'শ' এই বর্ণ। শ+কার স্বার্থে। ২। রাজার রক্ষিতা স্ত্রীর ভ্রাতা। সং; পু। শক (পারা)+আরন্ ক। ৩। শ্যালা ইত্যাদি গালি,—যেমন শকার বকার অর্থাৎ শ্যালাবাক্য। দেশজ।

শকারি—রাজা বিক্রমাদিত্য [বিক্রমাদিত্য দেখ]। শকের (শকজাতির) অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

শকুন—১। গৃধ্র; চিল; পক্ষী; উৎসবাদি কালে মঙ্গলগাথা। শক্ (পারা)+উন ক। সং; পু। ২। অশুভসূচক চিহ্ন। সং; ক্লী।

শকুনজ্ঞ—চিহ্নজ্ঞ; নিমিত্তজ্ঞ। শকুন (চিহ্ন)—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

শকুনজ্ঞা—১। নিমিত্তজ্ঞা। শকুনজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জ্যোষ্ঠী। সং; স্ত্রী।

শকুনি—১। গৃধ্র; চিল; পক্ষী, করণবিশেষ। শক্ (পারা)+উনি ক। সং; পু।

২। ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারীর ভ্রাতা; এবং দুর্য্যোধনের মাতুল। শকুনি অধিকাংশ সময় হস্তিনাপুরে থাকিয়া দুর্য্যোধনের মন্ত্রিত্ব করিত। লোকটা অত্যন্ত অসৎপ্রকৃতি ছিল এবং দুর্য্যোধনকে নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা দিয়া তাহাকে ধর্ম্মভীরু পাণ্ডবগণের অনিষ্টাচরণে অধিকতর উত্তেজিত করিত। তাহারই ফলে অবশেষে দুর্য্যোধনের সর্ব্বনাশ হয়। এই হেতু, অদ্যাপি লোকে কোন কুমন্ত্রণাদাতা সর্ব্বনাশকর ব্যক্তিকে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে "শকুনি মামা" বলিয়া থাকে। শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অত্যন্ত নিপুণ ছিল। ইহারই প্ররোচনায় দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে অক্ষযুদ্ধে আহ্বান করে, এবং পরে শকুনি তাঁহাকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করে। কুরুক্ষেত্র সমরের অষ্টাদশ দিবসীয় যুদ্ধে শকুনি সহদেবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। সং; পু।

শকুন্ত, শকুন্তি—কীটবিশেষ; পক্ষী; ভাসপক্ষী। শক্+উন্ত, উন্তি ক। সং; পু।

শকুন্তলা—রাজা দুষ্মন্তের মহিষী। শকুন্ত (পক্ষী)—লা (গ্রহণ করা, রক্ষা করা) +ড র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয় [বিশ্বামিত্র দেখ]। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়া তপশ্চরণার্থ গমন করিলেন। মেনকাও সদ্যোজাতা কন্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন একটি শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী স্বীয় পক্ষাচ্ছাদনে বালিকাকে রক্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর মহামুনি কণ্ব বালিকাটিকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া যাইয়া সযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং শকুন্ত কর্তৃক রক্ষিতা হইয়াছিল বলিয়া বালিকার নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

ক্রমে শকুন্তলা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। মুনিবর তৎকালে আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলাই রাজার যথোচিত পরিচর্য্যা করিলেন। নৃপতি ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অঙ্গুরীয় বিনিময় দ্বারা ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হয়, এবং সেই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ ভরত রাজার জন্ম হয়। পরে কণ্বমুনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রসহিত শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করেন। রাজা প্রথমে পত্নীকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে দৈববাণীতে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় পত্নীপুত্রকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন। কালিদাস এই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কুল, সকুল—মৎস্যবিশেষ, শোল মাছ। শক্ +উল ক। সং; পু।

কুলার্ভক—গড়ুই মাছ। ৬তৎ। সং; পু।

কৃৎ—পুরীষ, বিষ্ঠা। শক (পারা)+ঋৎ ক। ব্য; ক্লী।

কৃৎকরি—গবাদির বৎস, বাছুর। শকৃৎ—কৃ (করা)+ই ক। সং; পু। স্ত্রী শকৃৎকরী।

কর—১। খণ্ড, খাঁড়। শক (অনুকরণ শব্দ) —কৃ (করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। খাঁড় গুড়, চিনি। শর্করা শব্দের অপভ্রংশ। ৩। গাড়ি, গোযান। শকট শব্দের অপভ্রংশ।

করী—নদীবিশেষ; ছন্দোবিশেষ; মেখলা; চণ্ডালী। শকর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ত—পারক; সমর্থ; পরিশ্রমী; দৃঢ়, কঠিন; প্রিয়ংবদ। শক্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ক্তি—সামর্থ্য; বল; ক্ষমতা; প্রভাবজ উৎসাহজ মন্ত্রজ—এই তিন রাজশক্তি। অস্ত্রবিশেষ; শব্দাদির বৃত্তিবিশেষ; প্রকৃতি; লক্ষ্মী; গৌরী; স্ত্রী দেবতা। শক্ (পারা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

শক্তিগ্রহ—শিব; শব্দের অর্থবোধক বৃত্তির পরিজ্ঞান। ৬তৎ। সং; পু।

শক্তিধর—১। শক্তিমান্, শক্তিশালী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কার্ত্তিকেয়। সং; পু।

শক্তিপূজা—দেবীর আরাধনা; শক্তির অর্চ্চনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শক্তিপ্রভাব—সামর্থ্যের তেজঃ, ক্ষমতার মহিমা। ৬তৎ। সং; পু।

শক্তিপ্রয়োগ—বলপ্রয়োগ, সামর্থ্য দেখান; ক্ষমতাপ্রদর্শন। ৬তৎ। সং; পু।

শক্তিভৃৎ—কার্ত্তিকেয়। শক্তি শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

শক্তিমত্তা—ক্ষমতাশালিতা, বলবত্তা। শক্তিমান্ দেখ। শক্তিমৎ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শক্তিময়—শক্তিপূর্ণ, সামর্থ্যযুক্ত। শক্তি শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শক্তিময়ী।

শক্তিমান্ (—মৎ)—শক্তিশালী, বলবান্। শক্তি শব্দ+মতুপ্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শক্তিমতী।

শক্তিশালী (—শালিন্)—ক্ষমতাশালী, শক্তিসম্পন্ন, বলবান্। শক্তি+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শক্তিশালিনী।

শক্তিশেল—অস্ত্রবিশেষ। রাবণ এই অস্ত্র প্রহারে লক্ষ্মণকে অচেতন করিয়াছিলেন। শক্তিদত্ত শেল, মপী কর্ম্মধা। সং। শেল দেশজ শব্দ—শল্য শব্দের অপভ্রংশ।

শক্তিসঞ্চয়—বলবৃদ্ধি, সামর্থ্য অর্জ্জন; রাজার প্রজা বৃদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শক্তিসম্পন্ন—শক্তিযুক্ত, শক্তিমান্। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শক্তিসম্পন্না।

শক্তিসামর্থ্য—বল ও ক্ষমতা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। দুইটাই একার্থক শব্দ।

শক্তিসার—শক্তির দৃঢ়তা; ক্ষমতার শ্রেষ্ঠাংশ; বলের উৎকর্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

শক্তিহীন—শক্তিশূন্য, ক্ষমতাহীন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শক্তিহীনা।

শক্তিহ্রাস—বলের লাঘব। ৬তৎ। সং; পু।

শক্তু—যবাদি চূর্ণ, ছাতু। শচ্ (বলা)+তুন্ ক। সং; ক্লী বা পু।

শক্তি—বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অদৃশ্যন্তীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। একদা রাজা কল্মাষপাদ মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইঁহাকে পথিমধ্যে দেখিতে পান। ইনি রাজাকে পথ ছাড়িয়া না দেওয়ায় রাজা ইঁহাকে কশাঘাত করেন। ইনি কুপিত হইয়া রাজাকে শাপ প্রদানে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। রাজাও রাক্ষস হইয়া ইঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। তৎকালে অদৃশ্যন্তী গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে পরাশর মুনির জন্ম হয়।

শক্নু—প্রিয়ভাষী। শক্+নু ক। বিণ; ত্রি।

শক্য—সাধ্য, যাহা করিতে পারা যায় এরূপ; শক্তির বিষয়ীভূত, বাচ্য; শক্তি দ্বারা বোধ্য। শক (পারা)+য র্ম। বিণ; ত্রি।

শক্র—বাসব, ইন্দ্র; কুটজবৃক্ষ; কুড়চিগাছ; অর্জ্জুনবৃক্ষ; জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। শক্+র র্ম বা ক, অথবা শনক্+র ক। সং; পু।

শক্রক্রীড়াচল—সুমেরু পর্ব্বত। ৬তৎ। সং; পু।

শক্রগোপ—রক্তবর্ণ কীটবিশেষ, ইন্দ্রগোপ কীট [ইন্দ্রগোপ দেখ]। সং; পু।

শক্রজ—১। ইন্দ্রজাত। শক্র—জন্+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শক্রজা। ২। কাক। সং; পু।

শক্রজাত—১। ইন্দ্র হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কাক। সং; পু।

শক্রজিৎ—১। ইন্দ্রজয়ী। শক্র (ইন্দ্র)—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ। সং; পু।

শক্রধনুঃ (—ধনুস্)—ইন্দ্রধনু, রামধনুক। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শক্রধ্বজ—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে পূজ্য ধ্বজাকার স্তম্ভ। ৬তৎ। সং; ক্লী বা পু।

শক্রনন্দন—১। ইন্দ্রের আনন্দজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। ইন্দ্রপুত্র, জয়ন্ত বা অর্জ্জুন। সং; পু।

শক্রপর্য্যায়—১। ইন্দ্র বাচক শব্দ; কুটজবৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

শক্রপাদপ—১। দেবদারুবৃক্ষ। শক্রপ্রিয় পাদপ, মপী কর্ম্মধা। ২। কুটজবৃক্ষ। শক্র নামক পাদপ, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শক্রভবন—স্বর্গ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শক্রভিৎ (—ভিদ্)—ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ। উপ; শক্র ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

শক্রমূর্দ্ধা (—মূর্দ্ধন্)—১। ইন্দ্রের মস্তক। ৬তৎ। ২। বল্মীক, উইঢিপি। শক্রের মূর্দ্ধার ন্যায় মূর্দ্ধা (মস্তক) যাহার, বহু। সং; পু।

শক্রবল্লী—ইন্দ্রবারুণী। শক্রপ্রিয়া যে বল্লী, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শক্রবাহন—ইন্দ্রবাহন, মেঘ। ৬তৎ। সং; পু।

শক্রবীজ—ইন্দ্রযব। শক্রপ্রিয় যে বীজ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শক্রশরাসন—ইন্দ্রচাপ, রামধনু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শক্রশালা—১। ইন্দ্রের গৃহ, ইন্দ্রালয়। ৬তৎ। ২। প্রতিশয়, যজ্ঞভবন। শক্রপূজার্থক যে শালা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শক্রশির—১। ইন্দ্রের মস্তক। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। বল্মীক, উইঢিপি। ইন্দ্রের শিরের ন্যায় শির যাহার, বহু। সং; পু।

শক্রসারথি—মাতলি। ৬তৎ। সং; পু।

শক্রসুত—বানররাজ বালী; ইন্দ্রপুত্র মাত্র। ৬তৎ। সং; পু।

শক্রসৃষ্ট—ইন্দ্ররচিত, ইন্দ্রকর্তৃক নির্ম্মিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শক্রসৃষ্টা।

শক্রসৃষ্টা—১। ইন্দ্ররচিতা। ৩তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। হরীতকী। সং; স্ত্রী।

শক্রাখ্য—১। ইন্দ্রনামক। শক্র আখ্যা (নাম) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শক্রাখ্যা। ২। পেচক। সং; পু।

শক্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। শক্র শব্দ+ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

শক্রাশন—১। ভঙ্গা, ভাঙ, সিদ্ধি। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। কুটজবৃক্ষ। সং; পু।

শক্রাহ্ব—১। ইন্দ্রনামক। শক্র আহ্বা (নাম) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শক্রাহ্বা। ২। ইন্দ্রযব। সং; পু।

শক্রি—মেঘ; বজ্র; হস্তী; পর্ব্বত। শক্ (পারা)+ক্রি ক। সং; পু।

শক্রোত্থান, শক্রোৎসব—ইন্দ্রধ্বজের উত্তোলনরূপ উৎসব। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

শক্ল—প্রিয়ভাষী। শক্ (পারা)+ল ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শক্লা।

শক্বর—বৃষ। শক্ (পারা)+বর ক। সং; পু।

শক্বরী—অঙ্গুলী; নদীবিশেষ; মেখলা; ছন্দোবিশেষ। শক্বর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শক্বা (শক্বন্)—হস্তী। শক্ (পারা)+বনিপ্ ক। সং; পু।

শঙ্ক—শকটাদি-বাহক বৃষ। শঙ্ক্ (শঙ্কা করা) +অন্ ক বা র্ম্ম। সং; পু।

শঙ্কনীয়—শঙ্কা করিবার যোগ্য; সন্দেহের বিষয়ীভূত। শঙ্ক্ (শঙ্কা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শঙ্কনীয়া।

শঙ্কর—১। কল্যাণকর। শম্ (কল্যাণ)—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শঙ্করী। ২। শিব; শঙ্করাচার্য্য। সং; পু।

শঙ্করন্‌নেয়ার (সার্)—সার্ ছেত্তুর শঙ্করন্ নেয়ার ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে মালাবার জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় শঙ্করন্ মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্যে প্রথম স্থান গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেক গুলি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইনি বি-এল পরীক্ষাতেও প্রেসিডেন্সীর মধ্যে প্রথম হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকীল হন। সার্ শঙ্করন্ নেয়ার তিনবার অস্থায়ী ভাবে হাইকোর্টের বিচারপতির পদে কার্য্য করেন; তাহার পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। ১৯০৭ অব্দে ইনি এডভোকেট জেনারেলের পদে কার্য্য করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে শঙ্করন্ নেয়ার মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৎসর ইনি মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে মনোনীত হন। মধ্যে মধ্যে ইনি কয়েকটি সরকারী কমিশন ও কমিটিতে সদস্যের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে সর্ব্বপ্রথম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সার্ শঙ্করন্ নেয়ার সভাপতি হইয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই সার্ শঙ্করন্ নেয়ার মনে প্রাণে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। অমরাবতীতে কংগ্রেসের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে সার্ শঙ্করন্ নেয়ার সভাপতি হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর দারিদ্র্য, ভারতের অর্থনীতি, অস্ত্রব্যবহার সম্বন্ধে ভারতবাসী, ইয়োরেশিয়ান ও ইয়োরোপীয়ানদের সমান অধিকার, ভারতবাসীদের সৈনিক বৃত্তি, সিবিল সার্ব্বিসে ও প্রাদেশিক শাসন-বিভাগে অধিক সংখ্যায় ভারতবাসীদের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে সার্ শঙ্করন্ নেয়ার নির্ভীক ভাবে, স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়তার সহিত ইঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের লাট সাহেবের আহ্বানে সার্ শঙ্করন্ নেয়ার মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ইনি ভারতবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা প্রকাশ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সার্ শঙ্করন্ নেয়ার বড়লাটের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের শিক্ষা-সচিব নিযুক্ত হন। শিক্ষাসচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াই সার্ শঙ্করন্ নেয়ার ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে সিমলায় ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞগণের যে বৈঠক হয়, সার্ শঙ্করন্ নেয়ার তাহার সভাপতি হন। এবং সভাপতির অভিভাষণে চিকিৎসকগণকে মৌলিক গবেষণায় উৎসাহিত করেন। সার্ শঙ্করন্ নেয়ার ভারত গভর্ণমেণ্টের মতের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন যে, শাসন সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিবার ভার কিছুতেই সিভিলিয়ানগণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পঞ্জাবের সামরিক আইন জারির ফলে দেশের লোককে যে ভাবে দণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল, তাহার প্রতিবাদ কল্পে ১৯১৯ অব্দের ৩০শে জুলাই পদত্যাগ করিয়া শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের সমর্থনের জন্য ইনি বিলাত যাত্রা করেন।

শঙ্করপ্রিয়—১। শিববল্লভ। শঙ্কর প্রিয় যাহার, বহু। ২। মহাদেবের প্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রিয়া। ৩। তিত্তিরি পক্ষী। সং; পু।

শঙ্করাচার্য্য—সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তভাষ্যকার পণ্ডিত। শঙ্কর নামক যে আচার্য্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ইঁহার জন্মভূমি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত মালাবার প্রদেশের কালডি গ্রামে। আঙ্গামাটী রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল। স্থানটি দেশীয় খৃষ্টানে পরিপূর্ণ। হিন্দু খুব অল্প। জন্ম ৭৮৮ খ্রীঃ। সুতীক্ষ্ণ মেধা ও অসামান্য প্রতিভাবলে ইনি অতি অল্প বয়সে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে দায়াদগণের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় ইনি জননীকে গৃহে একাকিনী রাখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বহির্গত হন। প্রব্রজ্যা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, জননী মৃত্যুশয্যায় শয়ানা, কিন্তু জ্ঞাতিবর্গ কেহই তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন না। ইহাতে শঙ্কর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একান্তমনে মাতৃসেবায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর জননীর মৃত্যু হইলে ইনি একাকীই গৃহপ্রাঙ্গণে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চিরদিনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর ইনি ধর্ম্মার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্কর বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয়পতাকা পুনরুড্ডীন করিলেন এবং স্থানে স্থানে শিবমন্দির ও মঠ স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনার সুবিধা করিয়া দিলেন। ইঁহার রচিত উপনিষদ্‌ভাষ্য, বেদান্তভাষ্য, গীতাভাষ্য, মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ। ইনি ভারতের সকল স্থানে এবং তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধমতের খণ্ডন করেন। ইনি কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন করিয়া অবস্থিতি করিতেন। কেদারনাথ তীর্থে ৩২ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

পুরাণ ও উপপুরাণের বাক্য অনুসারে শঙ্করাচার্য্যকে শৈবাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সৌর পুরাণে উক্ত আছে, "চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈস্তু শঙ্করোঽবতরিষ্যতি"। বাস্তবিকই শঙ্কর লোকাতীত প্রতিভা ও মনীষা-সম্পন্ন ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি যাহা কিছু গণনা করিতেন তাহাই অভ্রান্ত হইত। ইনি একদা কাশীধামের কোন স্থানে বসিয়া

আগন্তুকদিগের ভাগ্য গণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক যোগীর শিষ্য সমাগত হইয়া নিজের মৃত্যুকাল জানিতে চাহিল। শঙ্কর তাহার মৃত্যুর কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে, এ কথাও বলিলেন। শিষ্য স্বীয় গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলে, গুরু বলিলেন, 'ভয় নাই, শঙ্করনির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমার মৃত্যু কোন ক্রমেই হইবে না।' তখন সেই শিষ্য পুনরপি শঙ্করাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া, গুরুর আদেশ জ্ঞাপন করিল। শঙ্কর পুনর্ব্বার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজের গণনা অভ্রান্ত দেখিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "সে সময়ে যদি তোমার মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে আমি আমার সমস্ত পুঁথি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া যোগীর শিষ্য হইব।" যোগীও বলিয়া পাঠাইলেন যে, সে সময়ে যদি শিষ্যের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি শঙ্করের শিষ্য হইবেন।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে যোগী সেই শিষ্যকে যোগবলে সমাধিস্থ করিয়া ভূগর্ভের অতি গভীরপ্রদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। শঙ্করের গণিত সময়ে সেই স্থানে মৃত্তিকার উপর অশনি-পাত হইল, কিন্তু চেতনাহীন দেহে তাহার কোন ক্রিয়াই হইল না। অতঃপর যোগিবর তাহাকে উত্তোলিত করিলেন এবং তাহার শরীরে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাকে জ্যোতিষীর নিকট প্রেরণ করিলেন। শঙ্কর অবাক্ হইয়া গেলেন এবং স্বীয় অঙ্গীকারানুসারে গ্রন্থাদি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া ও যোগীর নিকট দীক্ষিত হইয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন, কিন্তু অমূল্য গ্রন্থরাজির বিসর্জ্জন নিবন্ধন অতীব ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যোগিবর ইঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইয়া গঙ্গার নিকট গুরুর আদেশ নিবেদন করিয়া তোমার গ্রন্থ প্রার্থনা কর'। গুরুর উপদেশমত মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইলে যোগিবরের আদেশ স্বতঃই ইঁহার মনে উদিত হইল। সেই সময়ে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সেই পুঁথির তাড়া তীরে আনিয়া দিল। তদ্দর্শনে শঙ্কর হতবুদ্ধি হইলেন; এত দিনে ইঁহার প্রকৃত চৈতন্য হইল। তখন সেই মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য আসক্তির লেশ সেই গ্রন্থনিচয়কে পুনর্ব্বার জাহ্নবী-সলিলে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই সঙ্গে আপনার বিদ্যাভিমান, জ্ঞানগরিমা, ধর্ম্মাহঙ্কার সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া ও আপনাকে তৃণবৎ লঘু জ্ঞান করিয়া গুরুর নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্করের ধর্ম্মমত বেদান্তের উপর স্থাপিত। কিন্তু সাধারণের জন্য ইনি শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠ ইঁহার শিষ্যগণের প্রতিনিধির দ্বারা আজ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতেছে। সেই চারিটি মঠের নাম দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ ও বদরিকাশ্রমে যোশী মঠ। শঙ্করের শিষ্যগণ ইঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন।

শঙ্করাবাস—কৈলাস পর্ব্বত, কর্পূর বিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

শঙ্করী—১। শিবানী, ভবানী। শঙ্কর+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। কল্যাণকরী। বিণ; স্ত্রী।

শঙ্কা—ত্রাস, ভয়; সন্দেহ; বিতর্ক; সম্ভাবনা। শনক্+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

শঙ্কান্বিত—শঙ্কাযুক্ত, ত্রাসযুক্ত, ভীত ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শঙ্কান্বিতা।

শঙ্কাসূচক—ত্রাসসূচক, ভয়বাচক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, সূচিকা।

শঙ্কাহীন—ত্রাসশূন্য, ভয়হীন, নির্ভয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শঙ্কিত—১। শঙ্কাযুক্ত, ভীত; সন্দিগ্ধ। শঙ্কা শব্দ+ইত জাতার্থে। ২। তর্কিত। শনক্+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শঙ্কিতা।

শঙ্কিতবর্ণ—তস্কর, চোর। কর্ম্মধা। সং; পু।

শঙ্কিতবর্ণক—চোর। শঙ্কিতবর্ণ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

শঙ্কু—১। অস্ত্রবিশেষ, শল্য; কীলক, গোঁজ, খুঁটা; দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ যষ্টি; ঘড়ির কাঁটা; শিব; স্থাণু; মুড়াগাছ; কলুষ; সংখ্যাবিশেষ; শিশ্ন, মেঢ্র; মৎস্যবিশেষ, শাঁকোচ মাছ; পণ্ডিতবিশেষ, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন। পূর্ব্বে শঙ্কুছায়া দ্বারা সময় নিরূপণ করা হইত, ইহা জ্যোতিষের সিদ্ধান্তশাস্ত্রে উক্ত আছে। শনক্ (শঙ্কা করা)+উ অপা। ২। শঙ্কা, ত্রাস, ভয়। শনক্+উ ভা। সং; পু।

৩। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার মৃত্যুর পর ইনিই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইনি ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠায় রাজ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত হয়। অনন্তর ইনি কণ্টকজ্ঞানে বিক্রমাদিত্যের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে যাইয়া নিজেই তাঁহার হস্তে নিহত হন। সং; পু।

শঙ্কুকর্ণ—গর্দ্দভ, গাধা। বহু। সং; পু।

শঙ্কুচি—শাঁকোচ মাছ। শনক্+উচি ক। সং; পু।

শঙ্কুপট্ট—দণ্ডপলাদি-চিহ্নিত শঙ্কুদণ্ডাধার (Dial plate)। শঙ্কুযুক্ত যে পট্ট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শঙ্কুর—ভয়ঙ্কর, ভয়ানক, ভীষণ। শঙ্কু (শঙ্কা) রা (দান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

শঙ্কুলা—উৎপলপত্রিকা, পূগকর্ত্তনী, গুবাকচ্ছেদক অস্ত্র, যন্ত্রী যাঁতি। শনক্+উল অপা+আপ্। সং; স্ত্রী।

শঙ্কোচ, শঙ্কোচি—শাঁকোচ মাছ। শনক্+ওচ, ওচি ক। সং; পু।

শঙ্খ—১। সমুদ্রজাত প্রাণিবিশেষ, কম্বু, শাঁখ; হাতের শাঁখা। শম্ (শান্ত করা)+খ ক। সং; ক্লী বা পু। ২। ললাটাস্থি; গলদেশ; সংখ্যাবিশেষ; নাগবিশেষ; নিধিবিশেষ; ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি। সং; পু। পুরাণে কথিত আছে যে, চতুর্ভুজ বিষ্ণু চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন।

শঙ্খক—১। স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারবিশেষ, শাঁখা। শঙ্খ শব্দ+কণ্। সং; ক্লী। ২। কম্বু, শাঁখ। সং; পু বা ক্লী। ৩। শিরোরোগ। সং; পু।

শঙ্খকার—শঙ্খপ্রস্তুতকারক, শাঁখারি। শঙ্খ শব্দ—কৃ (করা)+অণ্ ক। সং; পু।

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—শাঁখ ও সুদর্শন চক্র ও মুদ্গর এবং পদ্ম। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। বিষ্ণুর চারিহস্তে এই চারি বস্তু থাকে।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী (—ধারিন্)—শঙ্খ ও চক্র ও গদা ও পদ্ম ধারণকারী, বিষ্ণু। উপ; শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

শঙ্খচিল—শাঁখ চিল। শঙ্খ (শঙ্খচিহ্ন) যুক্ত যে চিল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শঙ্খচূড়—জনৈক অসুর। শঙ্খ চূড়াতে যাহার, বহু সং; পু। ইনি কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করেন এবং তৎপুণ্যফলে তুলসীদেবীকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর দেবগণের সহিত ইঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। দেবতারা পরাজিত হইলেন। অনন্তর স্বয়ং শঙ্করদেব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে তুলসীদেবী পতির মঙ্গল-কামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। অসুরবিনাশ শিবের অসাধ্য হইল। তখন দেবগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তুলসীর তপোভঙ্গ হইল। শঙ্খচূড়ও শিবের হস্তে পতিত হইল। অতঃপর সতী বিষ্ণুকে শাপপ্রদানে উদ্যতা হইলে বিষ্ণু নানারূপ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিয়া পতির অনুমৃতা হইতে প্রবর্ত্তিত করেন।

শঙ্খচূর্ণী—উপদেবতাবিশেষ, শাঁকচুন্নী। সং; স্ত্রী।

শঙ্খধ্ম—শঙ্খবাদক, যে শাঁখ বাজায়। শঙ্খ—ধ্মা +ড ক। সং; পুং।

শঙ্খধ্মা—শঙ্খবাদনকারী। শঙ্খ শব্দ—ধ্মা (শব্দ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

শঙ্খনখ, শঙ্খনখী—গন্ধদ্রব্যবিশেষ; ক্ষুদ্র শঙ্খ, জোমড়া প্রভৃতি। সং; যথাক্রমে পুং ও স্ত্রী।

শঙ্খপ্রস্থ—চন্দ্রের চিহ্ন। সং; পুং।

শঙ্খভৃৎ—শঙ্খধারী, বিষ্ণু। উপ; শঙ্খ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

শঙ্খমালা, শঙ্খমালিকা—শাঁখের মালা; অশ্বের আভরণবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শঙ্খমুখ—কুম্ভীর। শঙ্খবৎ মুখ যাহার, বহু। সং; পুং। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শঙ্খমূল—মূলক, মুলা। শঙ্খতুল্য যে মূল, মপী

শঙ্খবেলা ন্যায়—ন্যায় দেখ।

শঙ্খিনী—১। শঙ্খযুক্তা। শঙ্খ+ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উপদেবতাবিশেষ; স্ত্রীজাতির অন্যতম [স্ত্রী দেখ]। সং; স্ত্রী।

শঙ্খী (শঙ্খিন্)—১। শঙ্খযুক্ত। শঙ্খ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী শঙ্খিনী। ২। বিষ্ণু; সমুদ্র। সং; পুং।

শচি, শচী—১। দেবরাজপত্নী, ইন্দ্রাণী। শচ্ (বলা)+ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, যিনি মধুর বাক্য বলেন। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্র-পত্নী শচী দানবরাজ পুলোমার কন্যা। দেবরাজের ঔরসে ইঁহার জয়ন্ত নামক পুত্রের জন্ম হয়। ইন্দ্রের অজ্ঞাতবাসের সময় নহুষ রাজা ইঁহার অবমাননা করিতে উদ্যত হইলে দেবগুরু বৃহস্পতির মন্ত্রণায় ইনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। (নহুষ দেখ)।

২। চৈতন্যদেবের জননীর নাম শচী। তাঁহার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীহট্টবাসী জগন্নাথ মিশ্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে আগমন করেন। তাঁহারই সহিত শচীদেবীর বিবাহ হয়। অতঃপর জগন্নাথ সস্ত্রীক নবদ্বীপেই বাস করিতে থাকেন। শচীদেবী উপর্য্যুপরি আটটী কন্যা প্রসব করেন, কিন্তু সেগুলি সমস্তই নষ্ট হয়। তৎপরে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের জন্ম হয়। অনন্তর ইঁহার দশম গর্ভে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

সাংসারিক সুখভোগ শচীদেবীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ অতি অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। তাহার পরই ইনি বিধবা হন। এক্ষণে চৈতন্যদেবই ইঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইলেন। তিনি বড় সাধ করিয়া লক্ষ্মী নাম্নী একটী বালিকার সহিত চৈতন্যের বিবাহ দিলেন। ভাবিলেন, পুত্র পুত্রবধূ লইয়া সুখে সংসার করিবেন। লক্ষ্মী কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। তখন শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী আর একটী বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু তথাপি ইঁহার ভাগ্যে সুখ হইল না। ইহার কিছু দিন পরেই চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন। শচীদেবী শোকে অভিভূতা হইয়া কেবল পুত্রবধূকে রক্ষা করিবার জন্য অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তবে তিনি বৃদ্ধ বয়সে শান্তিপুরনিবাসী নিত্যানন্দকে পুত্রবৎ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় পুত্রশোক কতকটা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন।

শচীনন্দন—নিমাই, গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব। ৬তৎ। সং; পুং।

শচীপতি—দেবরাজ ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পুং।

শচীশ—বাসব, ইন্দ্র। শচির বা শচীর ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। সং; পুং।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—স্বনামখ্যাত ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কাঁটালপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সতর বৎসর বয়সে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা, এবং উনিশ বৎসর বয়সে এফ্, এ পরীক্ষা দিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। এই সময় ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বাইশ বৎসর বয়সে ইনি চাকুরীতে প্রবৃত্ত হয়েন। খুল্লতাত বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শচীশচন্দ্রকে সব রেজিষ্টার করিয়া দেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে শচীশচন্দ্র স্পেশ্যাল সবরেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হয়েন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শচীশচন্দ্র লেখনী ধারণ করেন। বীরপূজা নামক উপন্যাস ১৩১২ সালে প্রকাশিত হয়। পরে বঙ্গসংসার, বাঙ্গালীর বল, নীরদা, রাজা গণেশ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। শেষোক্ত উপন্যাস প্রকাশের পর তাঁহার পুত্রবিয়োগ ও পত্নীবিয়োগ হয়। দুই বৎসর অবকাশ লইয়া ভগ্নহৃদয়ে গৃহে বসিয়া থাকেন। অবশেষে তাঁহার স্ত্রীর রচিত কয়েকটী গল্প একত্র গাঁথিয়া "পূজার মালা" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। শচীশচন্দ্রের রচিত কয়েকটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিছুদিন পরে শচীশচন্দ্র "বঙ্কিম জীবনী" প্রণয়ন করেন। ইনি আরও কয়েকখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

শজারু—স্বনামপ্রসিদ্ধ পশুবিশেষ, শল্লকী। দেশজ।

শট—অম্ল। শট্ (রুগ্ন করা, ইত্যাদি)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শটা।

শটকা—গড়গড়া বা ফরসীর দীর্ঘ নল। দেশজ। সং।

শটকান—১। পলায়ন। সং। ২। পলায়ন করা, গোপনে সরিয়া পড়া। দেশজ। ক্রি।

শটা—১। অম্লা। শট দেখ। শট+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জটা, সিংহাদির কেশর। সং; স্ত্রী।

শটি, শটী—ওষধিবিশেষ, বন আদা। শট্+ই ক, পক্ষে তদুত্তরে ঈ স্বার্থে। সং; স্ত্রী।

শটিত—পর্য্যষিত, বাসি, পচা। শট্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শটিতা।

শটী—শটি দেখ।

শটক—ঘৃতজলমিশ্রিত শালিচূর্ণ, ময়দার শটা। শট্+অক ক, নিপাতনে। সং; ক্লী।

শঠ—১। ধূর্ত্ত; মূর্খ, নির্ব্বোধ; গূঢ় বিপ্রিয়কারী। (পতি বা নায়ক), অর্থাৎ যে বাহ্যতঃ এক স্ত্রীকে ভালবাসার ভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে অপরাকে ভালবাসে। শঠ্ (বঞ্চন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মধ্যস্থ পুরুষ; ধুস্তুর। সং; পুং। ৩। তগর পুষ্প; কুঙ্কুম, জাফরান; লৌহ। সং; ক্লী।

শঠতা—শাঠ্য, ধূর্ত্ততা; ক্রূরতা; প্রবঞ্চনা। শঠ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শণ—স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। শণ্ (দেওয়া)+অন্ ক। সং; পুং।

শণসূত্র—১। শণের সূতা। ৬তৎ। ২। শণের সূতার জাল; ক্ষত্রিয়ের উপবীত। শণের সূত্র আছে যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

শণ্ড—১। পদ্মাদির সমূহ, পদ্মের ঝাড়। শণ্ (দেওয়া)+ড ক। সং; ক্লী বা পুং। ২। ষণ্ড, ষাঁড়; ক্লীব, নপুংসক। সং; পুং।

শণ্ডিল—জনৈক মুনি। শণ্ড (ক্লীব)+ইল। সং; পুং।

শণ্ঢ—ষণ্ড, ষাঁড়; নপুংসক; বর্ব্বর, খোজা। শণ্ (দেওয়া)+ঢ ক। সং; পুং।

শত—১। ১০০ সংখ্যা। শো (শাণ দেওয়া)+ডত ক। সং; ক্লী। সংস্কৃত ভাষায় ইহা একবচনান্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২। ১০০ সংখ্যক, শ। দেশজ। বিণ।

শতক—১। ১০০ সংখ্যা। শত+কন্। সং; ক্লী। ২। শত-সংখ্যাবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

শতকুম্ভ—স্বর্ণখনিযুক্ত পর্ব্বতবিশেষ। শতসংখ্যক কুম্ভ (স্বর্ণকলস) যাহাতে, বহু। সং; পুং।

শতকোটি—১। ১০০ কোটি সংখ্যা, বৃন্দ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। বজ্র। শত কোটি (ধার) যাহার, বহু। সং; পুং।

শতক্রতু—পুরন্দর, ইন্দ্র। শত হইয়াছে ক্রতু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহু। সং; পুং।

শতগ্রন্থি—১। একশত গাঁইট। শত সংখ্যক গ্রন্থি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। একশত গাঁইট বিশিষ্ট। শত সংখ্যক গ্রন্থি আছে যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। দূর্ব্বা। সং; স্ত্রী।

শতগ্রন্থিযুক্ত—একশত গাঁইট বিশিষ্ট, অত্যন্ত ছেঁড়া। ঐতৎ। বিণ; ত্রি।

শতঘ্নী—শতপুরুষ বিনাশকারী চতুঃশত লৌহ-কণ্টকব্যাপ্ত অস্ত্রবিশেষ। [কোন কোন পণ্ডিতের মতে কামান]; গলরোগবিশেষ; বিছুটী লতা। শত শব্দ—হন্ (বধ করা) +টক্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শতচ্ছদ—শতদল পদ্ম। শত সংখ্যক ছদ (দল) যাহার, বহু। সং; পু।

শততম—শত সংখ্যার পূরণ। শত শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শততমী।

শততারা—শতভিষা নক্ষত্র। শত সংখ্যকা তারা যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

শতদল—১। একশত দলবিশিষ্ট পদ্ম। শত সংখ্যক দল (পাপড়ি) যাহার, বহু। সং; পু। ২। একশত দল বা পাপড়িবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শতদলা।

শতদলবাসিনী—লক্ষ্মী, কমলা। শতদল—বস্+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শতদলবাসিনী বিশ্বাস—অনুমান ১৮৮৩ খ্রীঃ ফরিদপুর জেলায় ইঁহার জন্ম হয়, এবং ১৯১১ খৃঃ মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকে গমন করেন। কিন্তু এই অল্প বয়সের মধ্যেই ইনি বাঙ্গালার ব্রতকথা, বেহুলা, সন্তানপালন প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইচ্ছা ও অধ্যবসায় থাকিলে আমাদের কুললক্ষ্মীরা যে অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিয়াও জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারেন, এই গৃহস্থকন্যাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শতদলমালা—শতদল পদ্মের মালা। শতদল রচিতা মালা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শতদ্রু—পঞ্জাবদেশস্থ নদীবিশেষ, ইহার আধুনিক ইংরেজী নাম সট্‌লেজ, ইহা সিন্ধুর একটী উপনদী। শত—দ্রু (দ্রুত চলা) +কু ক। সং; স্ত্রী। বশিষ্ঠ পুত্রশোকে কাতর হইয়া তনুত্যাগ মানসে স্বয়ং হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক এই নদীতে নিমগ্ন হওয়ায় ইহা শতধা ধাবিত হইয়াছিল [বশিষ্ঠ দেখ]। সেই জন্য ইহার নাম শতদ্রু হইয়াছে।

শতধা—১। শতবার; শতপ্রকার। শত+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য। ২। দূর্ব্বা। শত—ধা (ধারণ করা)+অ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শতধামা (—ধামন্)—বিষ্ণু। শত ধাম (শরীর বা তেজঃ) যাহার, বহু। সং; পু।

শতধার—১। শতধারাযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শতধারা। ২। বজ্র। সং; ক্লী।

শতধারে—একশত ধারায়; অজস্র অশ্রুধারায়। শত ধার যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

শতধৃতি—ব্রহ্মা; ইন্দ্র; স্বর্গ। শত সংখ্যক ধৃতি (যজ্ঞ) যাঁহার, বহু। সং; পু।

শতপত্র—১। পদ্ম। বহু। সং; ক্লী। ২। সারস পক্ষী; ময়ূর। সং; পু।

শতপত্রভেদ ন্যায়—ন্যায় দেখ।

শতপথ—যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ। সং; পু।

শতপথিক—নানামতাবলম্বী; বহুমার্গাবলম্বী। শত সংখ্যক পথ=শতপথ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; তদুত্তরে ইক। বিণ; ত্রি।

শতপদ—নামকরণার্থ প্রথমবর্ণসূচক চিহ্ন-বিশেষ। বহু। সং; ক্লী।

শতপদী—কর্ণকীট, কাণকোটারি বা কেন্নো; বৃশ্চিক। শত সংখ্যক পদ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

শতপর্ব্বা (—পর্ব্বন্)—বংশ, বাঁশ; ইক্ষু। শত সংখ্যক পর্ব্ব (পাব) যাহার, বহু। সং; পু।

শতপর্ব্বা—দূর্ব্বা; বচ; শুক্র গ্রহের ভার্য্যা; কোজাগর পূর্ণিমা; কটুকী। শত সংখ্যক পর্ব্ব যাহার বা যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

শতপর্ব্বিকা—দূর্ব্বা; বচ; যব। শতপর্ব্বা+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

শতপর্ব্বেশ—শুক্রগ্রহ। শতপর্ব্বার ঈশ (স্বামী), ৬তৎ। সং; পু।

শতপাৎ (—পাদ্)—শতপদী, কর্ণকীট। বহু। সং; স্ত্রী।

শতপুষ্প—১। এক শত ফুল। শতসংখ্যক পুষ্প, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কবি ভারবি। বহু। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

শতপুষ্পা, শতপুষ্পিকা—শলুফা শাক। বহু।

শতপ্রসূনা—শতপুষ্পা। বহু। সং; স্ত্রী।

শতবলী—বানরযূথপতি। রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হৃতা হইলে ইনি উত্তরদিকে তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিয়াছিলেন। ইনি সাবর্ণি মেরু পর্ব্বতে বাস করিতেন। সং; পু।

শতভিষক্ (শতভিষজ্), শতভিষা—নক্ষত্র-বিশেষ, চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্র। সং; স্ত্রী।

শতমখ, শতমন্যু—শতক্রতু, ইন্দ্র। শত সংখ্যক মখ, মন্যু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহু। সং।

শতমারী (—মারিন্)—১। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। শত শব্দ—ণিজন্ত মৃ=মারি (মারিয়া ফেলা) +ণিন্ ক। সং; পু। ২। শতসংখ্যক লোকের প্রাণনাশক। বিণ; পু।

শতমার্জ—অস্ত্রকারক। উপ; শত—মৃজ্ (মাজা) +ঘণ্ ক। সং; পু।

শতমুখ—একশতসংখ্যক মুখযুক্ত। শত সংখ্যক মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শতমুখী—১। এক শত মুখ বিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, ঝাড়ু। সং; স্ত্রী।

শতমূলা—দূর্ব্বা; বচ। বহু। সং; স্ত্রী।

শতমূলী—লতাবিশেষ। বহু। সং; স্ত্রী।

শতযষ্টিক—একশ নর হার। বহু। সং; পু।

শতরূপা—ব্রহ্মার কন্যা ও পত্নী। বহু। সং; স্ত্রী।

শতশঃ (—শস্)—শত শত করিয়া। শত+চশস্। ব্য।

শতসহস্র—একশত হাজার, লক্ষ। শতগুণিত যে সহস্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শতসাহস্র—১। লক্ষ-সংখ্যক। শতসহস্র+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। লক্ষসংখ্যা। সং; ক্লী।

শতহ্রদা—তড়িৎ, বিদ্যুৎ; বজ্র; দক্ষকন্যা-বিশেষ। শতসংখ্যকা হ্রদা (ধ্বনি) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী। [মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শতাংশ—এক শত ভাগ। শত সংখ্যক অংশ,

শতাক্ষী—রাত্রি; শতপুষ্পা; দুর্গা। শত সংখ্যক অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

শতাঙ্গ—রথ; তিনিস বৃক্ষ। বহু। সং; পু।

শতানক—শ্মশান। শতসংখ্যক আনক যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

শতানন্দ—রাজর্ষি জনকের পুরোহিত। শত বিষয়ে আনন্দ যাহার, বহু। সং; পু।

মহর্ষি গৌতমের ঔরসে তৎপত্নী অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম। ইন্দ্র কপটে অহল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে গৌতম পুত্রকে জননীর প্রাণবধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া তপস্যার্থ গমন করিলেন। শতানন্দ মহাবিপদে পড়িলেন। এক দিকে পিতার আদেশ লঙ্ঘন, অন্য দিকে মাতৃহত্যা, উভয়ই তুল্য পাপ, এই ভাবিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে গৌতম অহল্যাকে নিরপরাধা জানিতে পারিয়া প্রত্যাগত হইলেন এবং পুত্র তখনও মাতার প্রাণনাশ করেন নাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও শতানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শতানীক—১। শত সৈন্যবিশিষ্ট। শত সংখ্যক অনীক (সৈন্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বানপ্রস্থ মুনিবিশেষ; দ্রৌপদীর গর্ভজাত নকুলপুত্র, ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে সাতিশয় বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমরাবসানে অশ্বত্থামার নৈশহত্যাকাণ্ডে নিহত হন; জনমেজয়ের পুত্র; সুদামরাজ পুত্র। সং; পু।

শতায়ুঃ (—য়ুস্)—শতবর্ষজীবী। শত সংখ্যক আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শতাবরী—শতমূলী; শচী; ইন্দ্রভার্য্যা। শত—আ—বৃ (আবরণ করা)+অন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শতাবর্ত্ত—১। এক শত সংখ্যক আবর্ত্ত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বিষ্ণু। বহু। সং; পু।

শতাবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—বিষ্ণু। শতাবর্ত্ত+ইন অস্ত্যর্থে। সং; পু।

শতাব্দী—একশতবর্ষব্যাপী কাল। শত অব্দের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

শতাহ্বা—শতপুষ্পা; শতাবরী। বহু। সং; স্ত্রী।

শতিক—শতসম্বন্ধীয়; শতের বিকার, শতময়;

শতদ্বারা ক্রীত। শত+ ষ্কিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শতিকী।

শতেক—একশত। বিণ।

শতেকখাগী—যে নারী শত প্রিয়জনের মৃত্যু দেখিয়াছে। (নারী-গালিবিশেষ)। সং বা বিণ ; স্ত্রী।

শত্রু—১। শত্রু। শদ্ (হিংসা করা)+এর ক। ২। হিংসা।…+এর ভা। সং; পু। ৩। সপ্তদশ, ১৭। দেশজ। [বিণ ; ত্রি।

শত্য—শতিক (সকল অর্থে)। শত+ষ্য।

শত্রি—হস্তী। শদ্ (নাশ করা)+ত্রিক্ ক। সং; পু।

শত্রু—বিপক্ষ, রিপু, অরি ; লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। শদ(হিংসা করা)+রু ক। সং; পু।

শত্রুঘ্ন—লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর। উপ; শত্রু—হন্ (বধ করা)+টক। সং; পু।

মহারাজ দশরথের ঔরসে ও তাঁহার তৃতীয়া পত্নী সুমিত্রার গর্ভে শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত ছিলেন, ইনিও তদ্রূপ ভরতের অনুগত ছিলেন। ভ্রাতৃগণের সহিত ইনিও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, এবং তাঁহাদের বিবাহকালে ইনি রাজর্ষি জনকের ভ্রাতৃতনয়া শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে ইনিও তৎসহ কেকয়রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর রাম বনবাসে গমন করিলে ও তাঁহার শোকে দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইনি ভরতের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন এবং সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে ভরতের সহিত রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করেন। রাম প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় ভরত নন্দিগ্রামে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের নামে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইনিও তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন। বনবাসান্তে রাম প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভরতের সহিত ইনিও অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন এবং সর্ব্ববিষয়ে রামের আনুচর্য্য করিতে থাকেন। লবণ রাক্ষস অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিলে রামের আদেশে ইনি তাহার বিরুদ্ধে সমরাভিযান করিয়া তাহার প্রাণনাশ করেন, এবং রামের আজ্ঞাক্রমে রাক্ষসের মধুবন বিধ্বস্ত ও তথায় মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া নিজের সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামক পুত্রদ্বয়কে তাহার শাসনভার অর্পণ করেন। অনন্তর ইনি রামের সহিত সরযূ নদীতে যোগবলে তনুত্যাগ করেন।

শত্রুঘ্নজননী—সুমিত্রা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শত্রুচর—শত্রুর প্রণিধি, বিপক্ষের চর। ৬তৎ। সং ; পু।

শত্রুজিৎ—১। বৈরিজয়কারী, অরিন্দম। উপ। শত্রু—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। রাজবিশেষ, কুবলয়াশ্বের পিতা। সং ; পু।

শত্রুঞ্জয়—১। রিপুজয়কারী। শত্রু—জি (জয় করা)+খ ক। বিণ ; ত্রি। ২। পর্ব্বতবিশেষ। সং; পু। ৩। রামের বাহন, মহাবল, মহাকায় একটি হস্তীর নাম। রাম মাতুলালয় হইতে এই হস্তীটী উপহার পাইয়াছিলেন। বনগমনকালে সুযজ্ঞকে ইহা দিয়া যান।

শত্রুতা—বিপক্ষতা, বৈরিতা, দ্বেষ। শত্রু শব্দ +তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

শত্রুনাশ—বিপক্ষসংহার, অরাতিবধ। ৬তৎ।

শত্রুনিপীড়ন—বিপক্ষপীড়ন, শত্রুকে কষ্ট দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শত্রুনিপীড়িত—বিপক্ষকর্ত্তৃক উৎপীড়িত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শত্রুন্তপ—পরন্তপ, বৈরীকে পীড়াদায়ক। উপ ; শত্রু—তপ্ (তাপ দেওয়া)+খ ক। বিণ ; ত্রি।

শত্রুপক্ষ—বিপক্ষপক্ষ, বৈরিদল। ৬তৎ। সং।

শত্রুবল—বিপক্ষের শক্তি, অরাতির ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শত্রুমর্দ্দন—১। অরিন্দম, শত্রুঘ্ন, বৈরিনিপীড়নকারী। শত্রু—মৃদ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শত্রুঘ্ন। সং ; পু।

শত্রুবিজয়—বিপক্ষপরাজয়, শত্রু জয় করা। ৬তৎ। সং ; পু।

শত্রুবিজয়ী (—জয়িন্)—বিপক্ষজয়কারী, রিপুজয়ী। ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রী,—জয়িনী।

শত্রুবিজিত—বিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাভূত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—বিজিতা।

শত্রুসঙ্কুল—বিপক্ষপূর্ণ, শত্রুপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

শদ্বরী—রাত্রি। শদ্ (গমন করা)+ক্বরপ্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শদ—ফলমূলাদি। শদ্+অন্ ক। সং ; পু।

শদ্রি—১। হস্তী ; মেঘ ; অর্জ্জুন। শদ্ (গমন করা)+রি ক। সং ; পু। ২। বিদ্যুৎ ; খণ্ড। সং ; স্ত্রী।

শদ্রু—গন্তা, গমনকারী ; পতনশীল। শদ্ (গমন করা, ইত্যাদি)+রু ক। বিণ ; ত্রি।

শনি—সপ্তম গ্রহ [নবগ্রহ দেখ]। শো (শাণ দেওয়া)+অনিক্ ক। সং ; পু। পুরাণমতে—সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম। ইনি চিত্ররথের কন্যার পাণিপীড়ন করেন। কোন কারণে ইঁহার স্ত্রী ইঁহাকে অভিশাপ দেন যে, ইনি যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহাই বিনষ্ট হইবে। পার্ব্বতী-নন্দন গণেশের জন্ম হইলে বিষ্ণুর আদেশে দেবগণের সহিত ইনিও তাঁহাকে দেখিতে গমন করেন, পরন্তু পার্ব্বতীকে নিজ শাপবৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহার পুত্রের মুখাবলোকনে প্রথমে অস্বীকৃত হন। কিন্তু পার্ব্বতীর আদেশে ইনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হন। তৎক্ষণাৎ গণেশের মুণ্ড উড়িয়া যায়। তখন একটি করীর মুণ্ড কাটিয়া গণেশের স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করা হইল। তদবধি গণেশ 'গজানন' হইলেন (সৌরজগৎ দেখ)।

শনিপ্রসূ—সূর্য্যপত্নী ছায়া। উপ ; শনি—প্র—সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

শনিপ্রিয়—নীলকান্ত মণি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শনৈঃ—অল্পে অল্পে ; ধীরে ধীরে ; ক্রমে ক্রমে। শণ্+ঐস্ ক। ব্য।

শনৈশ্চর—শনি। শনৈস্ (ধীরে ধীরে)—চর্ (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

শপ—স্বীকার। ব্য।

শপ—শাপ, নির্ভৎর্সন, গালি দেওয়া ; শপথ। শপ্ (আক্রোশ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

শপথ, শপন—সত্যাবরণ, দিব্য ; প্রতিজ্ঞা ; গালি। শপ্ (আক্রোশ করা)+অথন্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শপথপূর্ব্বক—প্রতিজ্ঞা সহকারে, দিব্য করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

শপন—শপথ দেখ।

শপ্ত—১। অঙ্গীকার ; প্রতিজ্ঞা। শপ্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। শাপগ্রস্ত। শপ্ (শাপ দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শপ্তা।

শফ—অশ্বাদি পশুর খুর ; বৃক্ষমূল, গাছের গোড়া। নিরুক্ত শম্=শমি (শান্ত করা) +অন্ ক। সং ; ক্লী।

শফর, শফরী—পুঁটি মাছ। শফ (খুর)—রা (দেওয়া)+ড ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শফরাধিপ—ইলিশ মাছ। ৬তৎ। সং ; পু।

শফরী—শফর দেখ।

শবল—১। বিবিধ বর্ণযুক্ত। শপ্ (আক্রোশ করা)+অল র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শবলা। ২। বিবিধ বর্ণ। সং ; পু।

শব্দ—১। শ্রুতিগ্রাহ্য পদার্থ, ধ্বনি, রব। শব্দ্ (শব্দ করা)+অন্ ভা। ২। বাচক বর্ণ, অর্থবোধক এক বা একাধিক অক্ষর ; যশঃ। শব্দ্+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

শব্দকাণ্ড—শব্দাধ্যায়, শব্দসাধন অধ্যায়। ৬তৎ। সং ; পু।

শব্দকার—রবকারী, ধ্বনিকারক। উপ ; শব্দ—কৃ (করা)+অণ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শব্দকারী।

শব্দকোষ—শব্দার্থ-প্রকাশক গ্রন্থ, অভিধান। ৬তৎ। সং ; পু।

শব্দগ্রহ—১। শব্দের জ্ঞান। ৬তৎ। ২। শ্রবণে-

ন্দ্রিয়, কর্ণ, শ্রুতি। উপ ; শব্দ (ধ্বনি)-গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

শব্দতরঙ্গ—শব্দের ঢেউ। ৬তৎ। সং ; পু।

শব্দপ্রবৃত্তি—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা এই চতুর্বিধবাঙ্নিষ্পত্তি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শব্দব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—শব্দাত্মক ব্রহ্ম ; বেদ ; শ্রুতি। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শব্দভেদী (-ভেদিন্), শব্দবেধী (-বেধিন্)—বাণবিশেষ ; অর্জ্জুন। শব্দ-ভিদ্, বিধ্ (ভেদ করা)+ণিন্ ক, যাহা বা যে শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভেদ করে, উপ। সং ; পু।

শব্দময়—শব্দপূর্ণ, ধ্বনিব্যাপ্ত, শব্দবিশিষ্ট। শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শব্দময়ী।

শব্দবহ—১। শব্দবহনকারী। শব্দ-বহ্ (বহন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,-বহা। ২। আকাশ ; বায়ু। সং ; পু।

শব্দবিন্যাস—শব্দযোজনা। ৬তৎ। সং ; পু।

শব্দবেধী—শব্দভেদী দেখ।

শব্দশক্তি—১। অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শব্দের অর্থবোধক বৃত্তি। ৬তৎ। ২। পণ্ডিতবর জগদীশ তর্কালঙ্কার কৃত গ্রন্থবিশেষ। বহু। সং ; স্ত্রী।

শব্দসাগর—শব্দরূপ সমুদ্র, সমুদ্রবৎ অপরিমেয় শব্দসমূহ। রূপক। সং ; পু।

শব্দহীন—শব্দশূন্য, নিঃশব্দ, নীরব। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শব্দহীনা।

শব্দাতীত—শব্দ দ্বারা অপ্রকাশ্য, বাক্যাতীত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। [ক্লী।

শব্দাধিষ্ঠান—শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। ৬তৎ। সং ;

শব্দানুশাসন—ব্যাকরণশাস্ত্র। শব্দের অনুশাসন, ৬তৎ। সং ; পু।

শব্দাম্বুধি—শব্দসাগর। রূপক। সং ; পু।

শব্দায়মান—শব্দ করিতেছে এরূপ, শব্দকারী। শব্দ+ক্যপ্=শব্দায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শব্দায়মানা।

শব্দার্থ—শব্দের অর্থ, ইহা তিন প্রকার, যথা—মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ, যথাক্রমে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা এই তিন প্রকার অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৬তৎ। সং ; পু।

শব্দিত—আহূত ; ধ্বনিত। শব্দ্ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। [+ডম্ অধি। ব্য।

শম্—কল্যাণ, মঙ্গল ; সুখ। শী (শয়ন করা)

শম—১। শান্তি, চিত্তের স্থিরতা ; মুক্তি ; মনঃসংযোগ ; নিবৃত্তি। শম্ (শান্ত হওয়া)+অল্ ভা। ২। পাণি, হস্ত ; উপচার। -শম্+অল্ ণ। সং ; পু।

শমক—শান্তিকারক ; নিবর্ত্তক। ণিজন্ত শম্=শমি (শান্ত করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

শমথ—শম, শান্তি, নিবৃত্তি। শম্ (শান্ত হওয়া)+অথন্ ভা। সং ; পু।

শমন—১। শান্তি ; যজ্ঞার্থ পশু হনন ; দমন ; হিংসা ; ক্ষতি ; শাপ ; চর্ব্বণ। ণিজন্ত শম্=শমি (শান্ত করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। কৃতান্ত, যম।…+অন্ ক। সং ; পু। ৩। বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ। (ইং Summons)।

শমনস্বসা (-স্বসৃ)—যমভগিনী, যমুনা। শমনের স্বসা (ভগিনী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শমনী—রাত্রি। শম্ (শয়ন করা)+অনট্ অধি+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শময়িতা (-তৃ)—দমনকারক ; নিবারক ; বিনাশক। ণিজন্ত শম্=শমি (শান্ত করা) তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী শময়িত্রী।

শমল—শকৃৎ, পুরীষ, বিষ্ঠা ; পাপ। শম্ (শান্ত হওয়া)+কল ক। সং ; ক্লী।

শমি, শমী—শাঁই গাছ ; শিম্বা, কলায়াদির শুঁটি। ণিজন্ত শম্ (=শমি)+ই ক, বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শমিত—দমিত ; নিবারিত ; বিনাশিত। ণিজন্ত শম্ (=শমি)+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি।

শমী (শমিন্)—শমযুক্ত, শান্ত ; জিতেন্দ্রিয়, সংযমী। শম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে অথবা শম্ (শান্ত হওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী শমিনী।

শমী—শমি দেখ। সং ; স্ত্রী।

শমীক—জনৈক মুনি। শম্ (শান্ত হওয়া)+ঈকন্ ক। সং ; পু।

শমীক অতি ক্ষমাশীল তপস্বী ছিলেন রাজা পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়ায় গমন করেন। তাঁহার শরে বিদ্ধ একটি মৃগ পলায়নপর হইলে রাজা তৎপশ্চাৎ ধাবিত হন, কিন্তু উহা শীঘ্রই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। রাজা তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে শমীকের নিকট উপস্থিত হন এবং ইঁহাকে মৃগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মুনিবর তৎকালে মৌনাবলম্বনে যোগরত থাকায় রাজার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই। রাজা তাহাতে কুপিত হইয়া ইঁহার গলদেশে একটা মৃত সর্প লম্বিত করিয়া দিয়া প্রস্থান করেন। অনন্তর ইঁহার পুত্র শৃঙ্গী অন্য স্থান হইতে আসিয়া পিতার দুর্দ্দশা দর্শনে অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হন এবং এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি এইরূপ দুষ্কার্য্য করিয়াছে, সে সপ্তাহ মধ্যে সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। ধ্যানভঙ্গের পর শমীক তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং পরীক্ষিৎকে তৎসংবাদ প্রেরণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

শমীগর্ভ—অগ্নি ; ব্রাহ্মণ। শমী (বৃক্ষবিশেষ) গর্ভে যাহার, বহু। সং ; পু।

শমীধান্য—মাষকলায় প্রভৃতি শস্য। শমীজাত যে ধান্য ; মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শমীপত্রা—লজ্জালুলতা। শমীর পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

শম্পা—তড়িৎ, বিদ্যুৎ। শম্ (সুখ)-পা (পান করা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শম্ব—১। মুষলাদির অগ্রদেশস্থ লৌহমণ্ডল, শাম্পি, গুলো ; লৌহময় কাঞ্চি ; দরিদ্র ; অশনি, বজ্র। শম্ব্ (গমন করা)+অন্ ক। ২। দ্বিতীয়বার কর্ষণ। শম্ব্+অল্ ভা। সং ; পু। ৩। কল্যাণযুক্ত, শুভান্বিত ; ভাগ্যবান্। শম্ (কল্যাণ)+ব যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শম্বা।

শম্বর—১। ধন ; জল ; বৌদ্ধব্রতবিশেষ। শম্ব্ (গমন করা)+অরন্ ক। সং ; ক্লী। ২। মৃগবিশেষ ; মৎস্যবিশেষ ; পর্ব্বতবিশেষ ; বৌদ্ধবিশেষ ; অসুরবিশেষ *। সং ; পু।

* অসুর শম্বর কোনরূপে জানিতে পারে যে, কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নের হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে। এই হেতু অসুরবর, প্রদ্যুম্নের জন্ম হইলে ষষ্ঠ দিবস রাত্রিকালে তাঁহাকে সূতিকাগার হইতে হরণ করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ একটি মৎস্য শিশুকে গ্রাস করে এবং পরে ধৃত হইয়া শম্বরের গৃহে নীত হয়। রতিদেবী মায়াবতী নামে অসুরের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মৎস্যোদরে পতিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অতিযত্নে লালনপালন করেন এবং সমস্ত আসুরিক মায়া শিক্ষা দেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে মায়াবতী তাঁহাকে তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। তখন প্রদ্যুম্ন শম্বরের প্রাণনাশ করেন।

শম্বরারি—প্রদ্যুম্ন বা কন্দর্প। শম্বরের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

শম্বল—পাথেয়, সম্বল ; তীর ; পরশ্রীকাতরতা, মৎসরতা। শম্ব্+কল র্ম্ম। সং ; ক্লী বা পু।

শম্বাকৃত—দ্বিতীয়বার কৃষ্ট (ক্ষেত্রাদি), দুই বার চাষ দেওয়া (জমি)। শম্ব শব্দ-কৃ+ক্ত ম্ম। বিণ ; ত্রি।

শম্বু, শম্বূ—শম্বুক, শামুক ; ক্ষুদ্র শঙ্খ ; গজকুম্ভাগ্র ; দৈত্যবিশেষ। শম্ (শান্ত হওয়া)+উ, ঊ ক। সং ; পু।

শম্বুক—১। শামুক ; গজকুম্ভাগ্র ; দৈত্যবিশেষ। শম্বু শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

২। জনৈক শূদ্র তাপস। ইনি ত্রেতাযুগে স্বর্গকামনায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে যুগে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার না থাকায় রাজ্যে পাপসঞ্চার হয় ও তাহার ফলে এক ব্রাহ্মণকুমার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রাহ্মণ মৃত পুত্র

লইয়া রাজা রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে রাম কারণানুসন্ধানে বহির্গত হইয়া বনমধ্যে এই শূদ্রকে নিম্নমস্তকে ও ঊর্দ্ধপদে তপস্যা করিতে দেখিতে পান। তিনি অবিলম্বে ইঁহার শিরশ্ছেদন করেন। তখন দেবগণ সাধুবাদ করিয়া বলিলেন,—"এ শূদ্রও স্বর্গে গেল, মৃত ব্রাহ্মণকুমারও বাঁচিয়া উঠিয়াছে।"

শম্বূ—শম্বু দেখ।

শম্বূক—শম্বুক (সমস্ত অর্থে)। শম্ (শান্ত হওয়া)+উক ক। সং; পু।

শম্ব—কল্যাণযুক্ত, শুভান্বিত। শম্ (কল্যাণ) +ভ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শম্ভল—গ্রামবিশেষ। শম্ভ—লা+ড ক। সং।

শম্ভলী—প্রণয়দূতী, কুট্টনী। শম্ভ—লা+ড ক +ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

শম্ভু—শিব, মহাদেব। শম্ (কল্যাণ)—ভূ (হওয়া)+ডু অপা, যাঁহা হইতে কল্যাণ হয়। সং; পু।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)—জন্ম ৮ই মে ১৮৩৯ খৃঃ। ইঁহার পিতার নাম মথুরামোহন। শম্ভুচন্দ্র বাল্যে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজে শিক্ষিত হন। ১৮৫৮ খৃঃ ইনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের পীড়ার সময় উক্ত পত্রের সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৮৬২ খৃঃ "সমাচার হিন্দুস্থান" পত্রের সম্পাদক হন এবং লক্ষ্ণৌয়ে Talukdars' Association নামক সভার সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। ১৮৬৪ খৃঃ মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ান, ১৮৬৮ খৃঃ কাশীপুরের রাজা শিওরাজ সিংহের সেক্রেটারী, এবং ১৮৬৯ খৃঃ রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী রূপে কার্য্য করেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত স্বপ্রতিষ্ঠিত Mookerjee's Magazine নামক মাসিক পত্রিকা অতিশয় যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি ত্রিপুরার মহারাজের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ হইতে Reis and Rayyet নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা আমরণ পরিচালন করেন। ইনি আমেরিকার একটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডাক্তার' উপাধি লাভ করেন। বঙ্গের ছোটলাট টেম্পল সাহেব ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার শাসনকালে শম্ভুচন্দ্র বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া Indian League নামক একটী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী ইঁহার দেহত্যাগ হয়। শম্ভুচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ও সুলেখক বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তদানীন্তন রাজ-পুরুষগণ ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মধ্যে কয়েকটীর নাম দেওয়া গেল;—On the causes of the mutiny (1857); Mr. Wilson, Lord Canning and the Income tax (1860); The career of an Indian Princess (1869); The Prince in India and to India (1872); The Empire is Peace, and the Baroda coup d'Etat (1875); Travels in Bengal (1887). বঙ্গীয় সিভিলিয়ান Skrine (স্ক্রীন) সাহেব An Indian Journalist নামে শম্ভুচন্দ্রের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহাতে দেশবিদেশে ইনি কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ পরিচয় আছে।

শম্ভুজী (শম্ভোজী)—ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬৫৮ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইনি নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলে শিবাজী অত্যন্ত বিরক্ত হন, এবং অবশেষে ইঁহাকে পানালাদুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। মার্হাট্টা দলপতিরাও ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। একারণ, ১৬৮০ খ্রীঃ শিবাজী কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহারা এই সংবাদ শম্ভুজীর নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শম্ভুজী কোন প্রকারে তাহা জানিতে পারিয়া পানালা দুর্গ হস্তগত করিলেন এবং আপনার অনুচরবর্গকে সংগ্রহ করিয়া সহসা রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ইনি পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইলেন এবং বিপক্ষগণের মধ্যে কতকগুলির প্রাণবধ ও কতকগুলিকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। ইনি নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারামকেও বন্দী করেন। শম্ভুজী মার্হাট্টাদিগের রাজা হইয়া পিতার ন্যায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনা না করিয়া প্রথম কয়েক বৎসর গোয়া ও জিঞ্জিরা জয়ার্থ বিফল চেষ্টায় অতিবাহিত করিলেন। এদিকে আওরঙ্গজেব সুবিধা পাইয়া গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যদ্বয় বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন, অথচ শম্ভুজী উদাসীন দর্শকবৎ তামাসা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে মার্হাট্টা রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কর্ণাট প্রদেশ হইতে রাজস্ব ও মার্হাট্টা দলপতিদিগের লুণ্ঠিত ধন রাজকোষে প্রেরণ রহিত হইল; সুতরাং শিবাজীর সঞ্চিত ধনরাশি অল্পকালেই নিঃশেষ হইয়া পড়িল। শম্ভুজী দারুণ অর্থ কষ্টে পড়িয়া কর বৃদ্ধি করিলেন; কিন্তু তাহাতে কেবল মার্হাট্টাজাতির মধ্যে অসন্তোষের বীজ বিক্ষিপ্ত করা হইল মাত্র। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আওরঙ্গজেব স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ আলমকে ও কয়েকজন সেনাপতিকে শম্ভুজীর রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে প্রেরণ করিলেন। শাহ্ আলম দুর্গের পর দুর্গ জয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত দেশই তাঁহার পদানত হইল। কিন্তু দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার যাবতীয় অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও বৃষভাদি মারা পড়িল এবং খাদ্যাভাবও ঘটিল। এই সুযোগে শম্ভুজী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পলায়নপর হইতে বাধ্য করিলেন।

আওরঙ্গজেব একণে শম্ভুজীকে পরিত্যাগ করিয়া গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যদ্বয় লইয়া পড়িলেন। ঐ দুইটি রাজ্য বিধ্বস্ত করার পর তিনি স্বীয় সেনাপতিদিগকে পুনর্ব্বার দক্ষিণের হিন্দুরাজ্যগুলি জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। মার্হাট্টারা আপনাদের গিরিদুর্গসমূহের পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এবারে ভাগ্যলক্ষ্মী আওরঙ্গজেবের প্রতি প্রসন্না হইলেন। শম্ভুজী কঙ্কণপ্রদেশে সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়া অসাবধানে আছেন, এই সংবাদ পাইয়া জনৈক মোগলসেনাপতি সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন। অনন্তর তিনি সম্রাটের নিকট নীত হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলিলেন। বীরপুত্র শম্ভুজী এই কথায় এতদূর কোপাবিষ্ট হইলেন যে, আওরঙ্গজেবকে যথেচ্ছ কটূক্তি করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন ও চক্ষুরুৎপাটন করিয়া প্রাণবধ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল (১৬৮৯ খৃঃ)।

শম্ভুজী, ২য়—মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় শিবাজী উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা হইয়াছিলেন। ১৭১২ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে ইনি রাজপদ লাভ করেন ও সাহুর সহিত গৃহ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইনি সহ্যাদ্রির অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া কোলাপুরে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৩০ খৃঃ সাহু কোলা-

পুরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া গৃহ-যুদ্ধের অবসান করেন। ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি কোলাপুরে রাজত্ব করিতেছেন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—১২২৬ সালে (১৮২০ খৃঃ) কলিকাতায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবনাথ; কেহ কেহ বলেন, সদাশিব পণ্ডিত। ইঁহাদের আদি নিবাস কাশ্মীর দেশ। বাল্যকালে শম্ভুনাথ গৌর মোহন আঢ্যের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করেন। শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার সমধিক উৎসাহ ও যত্ন ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে বিষয়কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। প্রথমে ইনি সদর-দেওয়ানী আদালতে ২০৲ টাকা বেতনে মহাফেজের সহকারিরূপে নিযুক্ত হন, পরে তত্রত্য জজ স্যার রবার্ট বারলো সাহেবের কৃপায় ডিক্রীজারির মোহরারের পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যকালে ইনি ডিক্রীজারির আইন সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ আইনে যে সকল দোষ ছিল, এই পুস্তকে সেই সকল দোষের সুন্দররূপে আলোচনা করা হয়। ইহাতে ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট পরিচিত হন, পরে ইঁহার নির্দ্দেশমতে ঐ সকল দোষ সংশোধিত হয়। চাকরীতে নানা গোলযোগ হওয়ায় তাহা ত্যাগ করিয়া ইনি ওকালতি আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে ইনি বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করেন। আইন বিষয়ে ইঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতেন। কিছুদিন পরে ইনি গভর্ণমেণ্টের জুনিয়র, পরে (১৮৬১ খৃঃ) সিনিয়র উকিল নিযুক্ত হন। আইনের সূক্ষ্ম তর্কে কেহই ইঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ইঁহার এতাদৃশ আইনজ্ঞানদর্শনে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। পরে ১২৬৯ সালে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি তাহার বিচারপতিপদে উপবিষ্ট হন। শম্ভুনাথই এদেশীয় প্রথম বিচারপতি। ইনি এখানে সবিশেষ ন্যায়পরায়ণতা ও সুখ্যাতির সহিত ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় ৫ বৎসর কাল বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ইনি আইন-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা পাঠে উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে ইঁহার প্রশংসা করিতেন। ইঁহার হৃদয় সরল ও উদার ছিল। ইনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। ১২৭৪ সালে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ (১৮৬৭ খৃঃ ৬ই জুন) ৪৮ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

শয়—১। শয়ন; নিদ্রা; নিন্দা। শী+অল্ ভা। ২। শয্যা; চিতা; হস্ত। শী+অল্ অধি। ৩। সর্প। শী+অন্ ক। সং; পু। ৪। শয়নকারী। শী+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

শয়ণ্ড—নিদ্রাশীল। শী (শয়ন করা)+অণ্ডচ্ ক। বিণ; ত্রি।

শয়ত—নিদ্রালু। শী (শয়ন করা)+অত ক। বিণ; ত্রি।

শয়তান—পিশাচপতি, ভূতরাজ; পাষণ্ড, দুর্জ্জন। বৈদেশিক। ইংরাজী Satan শব্দজ।

শয়থ—১। নিদ্রালু। শী (শয়ন করা)+অথ ক। বিণ; ত্রি। ২। অজগর সর্প; বরাহ; মৎস্য; মৃত্যু। ৩। মরণ; মৃত্যু। শী+অথ ভা। সং; পু।

শয়ন—১। শোয়া; নিদ্রা; স্ত্রীসঙ্গ। শী (শয়ন করা)+অনট্ ভা। ২। শয্যা। শী+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

শয়নকক্ষ—শয়নগৃহ, শুইবার ঘর। শয়নের নিমিত্ত কক্ষ, ৪তৎ। সং; পু। [ক্লী।

শয়নগৃহ—শয়নকক্ষ, শুইবার ঘর। ৪তৎ। সং;

শয়নমন্দির—শয়নগৃহ। ৪তৎ। সং; ক্লী।

শয়নাগার—শয়নগৃহ। ৪তৎ। সং; পু।

শয়নীয়—১। শয়নযোগ্য। শী (শয়ন করা) +অনীয় ণ্য। বিণ; ত্রি। ২। শয্যা। শী+অনীয় অধি। সং; ক্লী।

শয়নৈকাদশী—যে একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন হয়, আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী। মপৌ কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শয়ান—শয়নকারী, শয়ন করিয়া আছে এরূপ। শী (শয়ন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

শয়ানক—সর্প; কৃকলাস। শী (শয়ন করা) আনক ক। সং; পু।

শয়ালু—১। নিদ্রাশীল। শী (শয়ন করা)+আলু ক। বিণ; ত্রি। ২। শৃগাল; কুক্কুর; অজগর। সং; পু।

শয়িত—১। শয়ন করিয়াছে এরূপ; নিদ্রিত। শী (শয়ন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। শয়ন। শী+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

শয়িতবান্ (-বৎ)—নিদ্রালু। শী (শয়ন করা) +ক্তবতু ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -বতী।

শয়ু—অজগর সর্প। শী+উ ক। সং; পু।

শয়ুন—অজগর। শী+উন ক। সং; পু।

শয্যা—১। তল্প, বিছানা; খট্বা; শব্দগুম্ফ। শী (শয়ন করা)+ক্যপ্ অধি+আপ্। ২। শয়ন। শী+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

শয্যাগত—শয্যাশায়ী, যে বিছানায় শুইয়াছে এরূপ; উত্থানশক্তিশূন্য। ২তৎ। বিণ।

শয্যাগুরু—স্বামী, ভর্ত্তা। ৬তৎ। সং; পু।

শয্যাতল—বিছানার তলদেশ; খাটের তলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শয্যাপ্রান্ত—শয্যার এক দেশ, বিছানার এক ধার। ৬তৎ। সং; পু।

শয্যাশায়ী (-শায়িন্)—শয্যায় শয়নকারী, শয্যাগত; উত্থানশক্তিশূন্য। শয্যা—শী +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শয্যাশায়িনী।

শয্যাসঙ্গিনী—বনিতা, স্ত্রী, ভার্য্যা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [পু।

শয্যোত্তরচ্ছদ—বিছানার চাদর। ৬তৎ। সং;

শর, সর—১। বাণ, তীর; নলখাগড়া গাছ। শৃ (বধ করা)+অল্ ণ। ২। দধিদুগ্ধের অগ্রভাগ। শৄ+অল্ র্ম। সং; পু। ৩। জল। সং; ক্লী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

শরক্ষেপণ—বাণত্যাগ, বাণনিক্ষেপ, তীর ছোঁড়া।

শরচ্চন্দ্র—শরৎকালের চাঁদ। ৬তৎ। সং; পু।

শরচ্চন্দ্র দাস (রায় বাহাদুর)—জন্ম ১৮৪৯ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই। জন্মস্থান চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ দার্জ্জিলিঙ্গে ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। সেইখানেই ইনি তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। উক্ত ভাষার শিক্ষকের সহিত ১৮৭৯ খৃঃ জুন মাসে শরচ্চন্দ্র তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে ভ্রমণার্থ গমন করেন। ১৮৮১ খৃঃ পুনর্ব্বার লাসায় যান। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারী মেকলে সাহেবের সহিত শরচ্চন্দ্র ১৮৮৪ খৃঃ সিকিমে এবং ১৮৮৫ খৃঃ চীনদেশের রাজধানী পিকিন নগরে গমন করেন। ১৮৮৬ খৃঃ ইনি সি, আই, ই এবং ১৮৯৬ খৃঃ রায় বাহাদুর উপাধিভূষিত হন। ১৮৮৭ খৃঃ ইনি লণ্ডনের Royal Geographical Society কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন। ১৮৯৯ খৃঃ উক্ত সোসাইটি ইঁহার লিখিত "তিব্বত ভ্রমণবৃত্তান্ত" প্রকাশিত করেন। ১৮৯২ খৃঃ ইনি কলিকাতায় Buddhist Text Society নামক সমিতি স্থাপিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার পথ সুগম করিয়াছেন। ১৯০২ খৃঃ ইনি Tibetan English Dictionary সম্পূর্ণ করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ হইতে তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদক রূপে ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ করেন। ইনি তিব্বতীয় ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে, ধর্ম্মতত্ত্বে ও তিব্বত-সংসৃষ্ট ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার তিব্বত ভ্রমণকাহিনী ইউরোপেও সমাদৃত হইয়াছে। ১৯১৫ খৃঃ ইনি জাপান ভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৯১৭ খৃঃ ৫ই জানুয়ারি ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—১৮৭২ খৃঃ ১৮ই শ্রাবণ নবদ্বীপে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি আর্য্যাবর্ত্ত, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক সভা সমিতিতে বিচারে প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করেন। অনন্তর কলিকাতা সিটি কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপকতা, দার্জ্জিলিং হাইস্কুলের পণ্ডিতী, হিন্দু স্কুলের প্রধান পণ্ডিতী প্রভৃতি কার্য্য করেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই ইনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রামানুজ ও শঙ্করাচার্য্য চরিত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া দেশের অনেক কৌতুহলপূর্ণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বাল্যাবধি বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৩২২ সালের ৩১শে চৈত্র সন্ন্যাসরোগে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

শরজ—নবনীত, ননি। উপ; শর—জন্ (জন্মা) +ড ক। সং; ক্লী।

শরজন্মা (—জন্মন্)—কার্ত্তিকেয়। শরবনে জন্ম যাহার, বহু। সং; পু।

শরট, সরট—কৃকলাস। শৃ (বধ করা), স্থ (গমন করা)+অটন্ ক। সং; পু।

শরণ—১। বধ; রক্ষণ; রক্ষা; আশ্রয়। শৃ (বধ করা)+অনট্ ভা। ২। রক্ষক; গৃহ। শৃ+অন ক। সং; ক্লী।

শরণস্থল—আশ্রয়স্থান, অবলম্বন স্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শরণাগত, শরণাপন্ন—রক্ষার্থী, আশ্রয়ার্থী। শরণকে আগত, আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—গতা,—পন্না।

শরণার্থী (—র্থিন্)—রক্ষাপ্রার্থী, শরণাগত। উপ; শরণ—অর্থ (চাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শরণার্থিনী।

শরণি—পথ; পৃথ্বী। শৃ (বধ করা)+অনি র্ম্ম, বা শৃ (চলা)+অনি ণ। সং; স্ত্রী।

শরণী—পথ; প্রসারণী; জয়ন্তী। শরণি+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

শরণ্ড—ধূর্ত্ত; লম্পট; পক্ষী; শরট; চতুষ্পদ জন্তু। শৃ (বধ করা)+অণ্ড ক। সং; পু।

শরণ্য—১। রক্ষণসমর্থ, রক্ষাকর্ত্তা। শরণ শব্দ +য্য সমর্থার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শরণ্যা। ২। আশ্রয়; আলয়, গৃহ। সং; ক্লী।

শরণ্যা—১। রক্ষণসমর্থা, রক্ষাকর্ত্রী। শরণ্য দেখ। শরণ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

শরণ্যু—আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্ত্তা; জলদ, মেঘ; বাত, বায়ু। শৃ+অন্যু ক। সং; পু।

শরৎ (শরদ্)—ঋতুবিশেষ, আশ্বিন কার্ত্তিক মাস [ষড়্ঋতু দেখ]; বৎসর। শৃ (বধ করা)+অদ্ ক। সং; স্ত্রী।

শরৎকামী (—কামিন্)—কুক্কুর। শরৎকে কামনা করে যে, উপ; শরদ্—কম্+ণিন্ ক। সং; পু।

শরৎকাল—শরদৃতু, আশ্বিন কার্ত্তিক মাস। শরৎই যে কাল, কর্ম্মধা। সং; পু।

শরৎকালীন—শরদৃতুসম্বন্ধীয়, শরৎ কালে যাহা হয়। শরৎকাল+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

শরৎকুমার বসু মল্লিক (Dr. S. K. Mullick)—ইনি ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺অতুল চন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ বসন্ত কুমার মল্লিক আই-সি এস্ কলিকাতা হাইকোর্টে কয়েক বৎসর বিচারপতি ছিলেন, পরে পাটনা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হয়েন। ইঁহার আর দুই সহোদর ব্যারিষ্টার। বাল্যকাল হইতে শরৎকুমারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে পণ্ড, ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্রে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি স্বর্গগতা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার চিকিৎসক Sir, Grainger Stuart সাহেবের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি দুইটী প্রথম শ্রেণীর অনার লাভ করেন এবং M. B. C. M পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতবাসীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিলাতে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জন করেন। তথায় ইনি উচ্চ রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী পল্টন সংগ্রহে ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯২৪ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শরৎকুমার লাহিড়ী (S. K. Lahiri)—ইনি মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি কৃষ্ণনগর এ, ভি স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন অল্পকাল মধ্যেই উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময় রামতনু বাবু কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। শরৎকুমার পিতার আর্থিক কষ্ট দূর করিবার জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে মাসিক ৩০্ টাকা বেতনে মেট্রপলিটান্ কলেজে একটী চাকুরী দিলেন। কিন্তু শরৎকুমার ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। পিতামাতার দারিদ্র্য ঘুচাইবার জন্য তিনি ব্যগ্র, সুতরাং ব্যবসা করিতে মনঃস্থ করিলেন। ইঁহার মাতা কিছুদিন পূর্ব্বে একজনকে ২০০্ টাকা ধার দিয়াছিলেন, সেই টাকা এখন ফিরিয়া পাইয়া পুত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে পুস্তকের দোকান খুলিতে বলিলেন এবং সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে ধারে একশত টাকার পুস্তক দিলেন। এই সময় আর দুইজন ইঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা—৺কালীচরণ ঘোষ ও স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ শরৎকুমার বিশ্ববিদ্যালয়কে একখানি পুস্তকের স্বত্ব দান করিয়াছেন। ইনি 'কটন প্রেস' নামে একটী সুবৃহৎ যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

নিঃসম্বল অবস্থা হইতে পুস্তকের ব্যবসা করিয়া অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার প্রভাবে ইনি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া মৃত্যুকালে প্রায় তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডে বাতের আক্রমণ হইয়া ১৯১৪ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শরৎচন্দ্র চৌধুরী—দেবীযুদ্ধ প্রণেতা সাধক। শ্রীহট্ট জেলার বেগমপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বি, এ, পাশ করিয়া কিছুদিন সাধারণভাবে কাজকর্ম্ম করেন। তৎপরে সংসারে বীতরাগ হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক সাধকগণের নিকট সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হন। পরে কিছুকাল নিভৃত সাধনায় রত হইয়া আত্মগোপন করেন। সায়রা জজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি ইঁহার শিষ্যমধ্যে পরিগণিত। ইনি একজন যশস্বী বাঙ্গালা সাহিত্যিক। ইঁহার প্রণীত বর্ণশিক্ষা ৩য় ভাগ নৈতিক উপদেশে পরিপূর্ণ। তদ্ব্যতীত, অধ্যাপন, প্রাথমিক উচ্চশিক্ষা, বর্ণশিক্ষা পরিশিষ্ট, দেবীযুদ্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি অমূল্য পুস্তক ইনি রচনা করিয়াছেন। ১৩৩৩ সালের ১৬ ফাল্গুন ৺কাশীধামে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

শরৎপদ্ম—শ্বেত কমল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শরৎপর্ব্ব (—পর্ব্বন্)—কোজাগর পূর্ণিমা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শরত্যাগ—শরক্ষেপণ, বাণনিক্ষেপ, তীর ছুঁড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

শরদ্—শরৎ দেখ।

শরদন্ত—হেমন্ত। শরতের অন্ত যাহাতে, বহু। (শরদ্+অন্ত)। সং; পু।

শরদা—শরৎকাল; বৎসর। শরৎ দেখ। শরদ্ +আপ্। সং; স্ত্রী।

শরদিজ—শরৎকালে জাত। অলুক্ উপ; শরদি

(শরতে)-জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শরদিজা। [সং; পু।

শরদিন্দু—শরচ্চন্দ্র, শরৎকালের চাঁদ। ৬তৎ।

শরদিন্দুনিভ—শরৎকালীন চন্দ্রের সদৃশ। শরদিন্দুর নিভ (সদৃশ), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শরদিন্দুনিভাননা—১। শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখ। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট, অতি সুন্দর বদনসম্পন্ন। শরদিন্দুনিভ আনন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শরদিন্দুবিনিন্দিত—শরৎকালীন চন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর। শরদিন্দু বিনিন্দিত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বিনিন্দিতা।

শরদ্বান্ (—দ্বৎ)—গৌতমের পুত্র, কৃপ ও কৃপীর পিতা। শরদ্+বতু। সং; পু।

শরধি—তূণীর, বাণাধার। শর (বাণ)—ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; পু।

শরভ—মৃগবিশেষ; শলভ; করিশাবক; উষ্ট্র; বানরবিশেষ। শৃ+অভচ্ র্ম। সং; পু।

শরভঙ্গ—দণ্ডকারণ্যস্থ তাপসবিশেষ। বনবাস কালে রাম ইঁহার আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুররাজ ঋষিকে তাঁহার কঠোর তপোলব্ধ দুর্লভ ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঋষি রামের ন্যায় বিশিষ্ট অতিথিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত গমন স্থগিত রাখিলেন। তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, বহুসংখ্যক লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে তুমি সেই সকল প্রতিগ্রহ কর।" রাম বলিলেন, "তপোধন, আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোকসকল আহরণ করিব। সম্প্রতি আপনি আমার আশ্রয় স্থান নির্দ্দেশ করুন।" ঋষিবর রামের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রয়স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অতঃপর ইনি রামের সম্মুখে বহ্নিস্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেহ ভস্মীভূত হইলে শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বর এক কুমারে পরিণত হইলেন এবং সহসা বহ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

শরভূ—শরজন্মা, কার্ত্তিকেয়। শর শব্দ—ভূ (হওয়া)+কিপ্ ক। সং; পু।

শরম—লজ্জা। বৈদেশিক। সং।

শরময়—শর-নির্ম্মিত। শর+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শরময়ী।

শরমল্ল—১। বাণযোদ্ধা, তীর দ্বারা যুদ্ধকারী। ৬তৎ। ২। পক্ষিবিশেষ, গোশালিক। শর—মল্ল+অচ্ ক। সং; পু।

শরমান—লজ্জিত হওয়া; লজ্জা দেওয়া। বৈদেশিক। ক্রি।

শরল—১। অকপট-হৃদয়, সরলচিত্ত; ঋজু; অবক্র,সোজা। শৃ (বধ করা)+অল্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বৃক্ষবিশেষ; দেবদারুগাছ। সং; পু। [সং; ক্লী।

শরলক—জল। শৃ (চলা)+অল ক+কণ্।

শরবনোদ্ভব—কার্ত্তিকেয়। শরবনে উদ্ভব (জন্ম) যাহার, বহু। সং; পু।

শরবাণি—বাণাগ্র; পদাতি; শরজীবী। শর (বাণ)—বণ্ (শব্দ করা)+ইণ্ ক। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

শরবিদ্ধ—ক্ষতবিদ্ধ, বাণ দ্বারা আহত। ৩তৎ।

শরব্য—বাণের লক্ষ্য; লক্ষ্য, নিশানা। শর (বাণ)+যঃ। সং; ক্লী।

শরশয্যা—শর দ্বারা রচিত শয্যা,বাণের বিছানা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শরশয্যাশায়ী (—শায়িন্)—শররচিত বিছানায় শয়নকারী। উপ; শরশয্যা—শী+ণিন্ ক। বিণ; পু। [সং; ক্লী।

শরসন্ধান—বাণসন্ধান, বাণনিক্ষেপ। ৬তৎ।

শরা—১। মৃৎপাত্রবিশেষ, হাঁড়ির ঢাকনা। শরাব শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। ব্যবহার করা। দেশজ। ক্রি। [পু।

শরাঘাত—বাণপ্রহার,তীর মারা। ৩তৎ। সং;

শরাটি, শরাড়ি, শরাতি, শরালি—পক্ষিবিশেষ, শরাল পাখী। শর—অট্, অড়, অত, অল+ই ক। সং; স্ত্রী।

শরাণ—বড় রাস্তা, রাজপথ। শরণি শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শরারু—হিংস্র, অনিষ্টকারী। শৃ (বধ করা)+আরু ক। বিণ; ত্রি।

শরালি—শরাটি দেখ।

শরাব—মৃৎপাত্রবিশেষ, শরা; ৬৪ তোলা পরিমাণ, সের। শর—অব্ (রক্ষা করা)+অন্ ক। সং; পু।

শরাবতী—নদীবিশেষ। শর+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শরাশ্রয়—বাণাধার, তূণীর। শরের (বাণের) আশ্রয় (আধার), ৬তৎ। সং; পু।

শরাসন—ধনুঃ, ধনুক। শর (বাণ)—অস্ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ণ বা অপা; যাহা দ্বারা বা যাহা হইতে শর ক্ষেপণ করা যায়, উপ। কিংবা শরের অসন (ক্ষেপণ) হয় যাহা হইতে, বহু। সং; ক্লী।

শরাস্য—কার্ম্মুক, ধনুঃ। শর (বাণ) হইয়াছে আস্য (মুখ) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

শরাহত—বাণাহত, বাণবিদ্ধ, শরতাড়িত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শরাহতা।

শরিফ—মক্কার শাসনকর্ত্তা; সহরের প্রধান বা মণ্ডল। বৈদেশিক। সং।

শরীর—দেহ, কলেবর। শৃ (বধ করা)+ঈরন্ ক। সং; ক্লী। [পু।

শরীরগ্রন্থি—দেহের সন্ধিস্থান। ৬তৎ। সং;

শরীরজ—১। দেহ-জাত। শরীর—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শরীরজা। ২। কাম; রোগ; পুত্র। সং; পু।

শরীরধারী (—ধারিন্)—দেহধারণকারী, দেহবিশিষ্ট, দেহী। উপ; শরীর—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ধারিণী।

শরীরপতন—দেহনাশ, দেহপাত,মৃত্যু। ৬তৎ। সং, ক্লী। [সং; পু।

শরীরপাত—দেহপাত, দেহ নষ্ট করা। ৬তৎ।

শরীরবন্ধ—দেহবন্ধ, দেহধারী, মূর্ত্তিমান্। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বন্ধা।

শরীরভাক্ (—ভাজ্)—১। শরীরধারী, দেহী। শরীর—ভাজ্+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মনুষ্য; জীবাত্মা। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

শরীররক্ষক—দেহরক্ষক,দেহরক্ষাকারী। ৬তৎ।

শরীররক্ষী (—রক্ষিন্)—দেহরক্ষাকারী; শরীর—রক্ষ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—রক্ষিণী।

শরীরী (শরীরিন্)—শরীরধারী, দেহী; জীবাত্মা। শরীর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী শরীরিণী।

শরু—১। বজ্র; শস্ত্র; বাণ; ক্রোধ। শৃ (বধ করা)+উ ক। সং; পু। ২। সূক্ষ্ম, মিহি, পাতলা। দেশজ। বিণ। [সং; পু।

শর্করক—মিষ্ট জম্বীর। শর্করা+কণ্ তুল্যার্থে।

শর্করা—চিনি; খাঁড়; খণ্ড; খাব্‌রা,কাঁকর; রোগবিশেষ। শৃ (বধ করা)+করন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শর্করাবান্ (—বৎ)—শর্করাবিশিষ্ট, কঙ্করবহুল (দেশ)। শর্করা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ, পু। স্ত্রী,—বতী।

শর্করিক, শর্করিল—শর্করাবিশিষ্ট, কাঁকরযুক্ত। শর্করা+ঠক, ইল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শর্করী—নদীবিশেষ; ছন্দোবিশেষ; লেখনী; মেখলা। শর্কর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শর্করোদক—শর্করামিশ্রিত জল, চিনির পানা বা সরবৎ। মধ্য কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শর্দ্ধ, শর্দ্ধন—সশব্দ অপানবায়ু ত্যাগ, শব্দসহকারে বাতকর্ম্মকরণ। শৃধ্+অপ্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শর্দ্ধঞ্জহ—১। শব্দসহকারে অপানবায়ুত্যাগকারী। শর্দ্ধ—হা (ত্যাগ করা)+খ ক। ২। মাষকলায়। সং; পু। [সং; ক্লী।

শর্ম্ম (শর্ম্মন্)—কল্যাণ; সুখ। শৃ+মন্ র্ম।

শর্ম্মদ—১। সুখদায়ক। শর্ম্মন্—দা ড ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

শর্ম্মন্—শর্ম্ম ও শর্ম্মা দেখ। [ক। সং; পু।

শর্ম্মা (শর্ম্মন্)—ব্রাহ্মণের উপাধি। শৃ+মন্

শর্ম্মিষ্ঠা—দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বের কন্যা ও রাজা

যযাতির কনিষ্ঠা ভার্য্যা। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। একদা উভয়ে স্নানার্থ গমন করেন এবং স্নানান্তে দেবযানী জল হইতে অগ্রে উঠিয়া ভ্রমক্রমে ইঁহার বস্ত্র পরিধান করেন। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধা হইয়া দেবযানীকে অত্যন্ত তিরস্কার ও প্রহারপূর্ব্বক এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর রাজা যযাতি দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দেবযানীকে উদ্ধার করেন। দেবযানী গৃহে পিতার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে শুক্রাচার্য্য রুষ্ট হইয়া সপরিবারে দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তখন বৃষপর্ব্ব দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া তাঁহার রোষ দূর করেন।

অতঃপর দেবযানী যযাতীর পত্নী হইয়া গমন করিলে শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরূপে তাঁহার অনুগমন করিতে বাধ্য হন। পরন্তু যযাতি গোপনে ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে ইঁহার দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। দৈবক্রমে ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই যযাতির সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হন [যযাতি দেখ]। সং ; স্ত্রী।

শর্ম্যা—রাত্রি। শৄ+য ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শর্য্যাতি—বৈবস্বত মনুর পুত্র। উপ ; শর্য্যা (রাত্রি)—অত (গমন করা)+কি ক। সং; পু। ইনি একদা সৈন্যসামন্তসহ সপরিবারে চ্যবন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। ইঁহার তনয়া সুকন্যা বালস্বভাবসুলভ চাপল্যবশতঃ ঋষিবরের অজ্ঞাতসারে তাঁহার চক্ষু বিদ্ধ করেন। তাহাতে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার সৈন্যসামন্তগণের মলত্যাগ বন্ধ করিয়া দেন। অবশেষে শর্য্যাতি চ্যবনের হস্তে সুকন্যাকে পত্নীত্বে প্রদান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন।

শর্ব্ব—শিব, মহাদেব। শর্ব্ব (বধ করা)+অন্ ক। সং ; পু। [+অর ক। সং ; স্ত্রী।

শর্ব্বর—অন্ধকার ; কন্দর্প। শর্ব্ব (হিংসা করা)

শর্ব্বরী—রজনী, রাত্রি ; নারী। শৄ (বধ করা) +ষরন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শর্ব্বলা—তোমরাস্ত্র, শাবল। শর্ব্ব্ (হিংসা করা)+অল ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শর্ব্বাণী—গৌরী, ভবানী। শর্ব্ব (শিব)+ ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

শর্শরীক—হিংস্র ; খল ; অগ্নি ; অশ্ব ; মঙ্গলাভরণ। শৄ (হিংসা করা)+ঈক ক। সং ; পু।

শল—১। ক্ষেত্রবিশেষ। শল্ (গমন করা, ইত্যাদি)+অল্ অধি। ২। উষ্ট্র ; কুন্তাস্ত্র; ব্রহ্মা; ভৃঙ্গী। শল্+অন্ ক। সং ; পু। ৩। শল্লকীলোম,সজারুর কাঁটা। সং ; পু বা ক্লী। ৪। শিথিল,ঢিল বা ঢিলা,আলগা। শ্লথ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

শলক—মর্কট, মাকড়সা। শল্ (গমন করা) +অক ক। সং ; পু।

শলঙ্গ—লোকপাল ; লবণবিশেষ। শল্ (গমন করা)+অঙ্গচ্ ক। সং ; পু।

শলভ—পতঙ্গবিশেষ, ফড়িঙ্। শল্ (গমন করা)+অভচ্ ক। সং ; পু।

শলল, শললী—শল,সজারুর কাঁটা। শল্+অল ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং ; ক্লী, স্ত্রী।

শলা—১। কাঠী, শিক। শলাকা শব্দের অপভ্রংশ। ২। যুক্তি, মন্ত্রণা, পরামর্শ। বৈদেশিক। সং।

শলাকা—ক্ষুদ্র যষ্টি, শলা ; নল, কণ্টক, অঙ্কুর, বাণ, তুলি প্রভৃতি ; অস্থি; শল্য ; খড়িক। শল্ (গমন করা)+আক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শলাটু—অপক্ক ফল, কাঁচা ফল ; বেল ; মূল বিশেষ। শল+আটু ক। সং ; পু।

শলাতুর—পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রান্তস্থ স্থানবিশেষ। এই স্থানে গোনর্দ্দ ঋষির পুত্র পাণিনিমুনির জন্ম হয়। এইজন্য তাঁহাকে শলাতুরীয় কিম্বা গোনর্দ্দীয় বলে। এই স্থানে একদিন বিশেষ আযুর্জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল।

শলী—ক্ষুদ্র শলা, ক্ষুদ্র কীল ; ধান চাউলের মাপবিশেষ। (স্থানভেদে ২॥০ মণ)। দেশজ। সং।

শল্ক, শল্কল—বল্কল ; ত্বক্ ; আঁইস ; খণ্ড। শল্ (আচ্ছাদন করা)+ক, কলন্ ক। সং ; ক্লী।

শল্কলী (–লিন্), শল্কী (শল্কিন্)—১। শল্কযুক্ত, আঁইসওয়ালা ; ত্বক্‌শালী। শল্কল, শল্ক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী শল্কলিনী, শল্কিনী। ২। মৎস্য। সং ; পু।

শল্য—১। শঙ্কু, কীলক, খুঁটা, গোঁজ ; শলাকা ; শেল। শল+য ম্ম। সং ; ক্লী, বা পু। ২। শর, বাণ ; তোমর ; অস্থি ; কণ্টক ; ভাগাড়। সং ; ক্লী। ৩। পশুবিশেষ, শল্লকী ; শজারু ; মদনবৃক্ষ। সং ; পু।

৪। মদ্রদেশীয় নৃপবিশেষ। সং ; পু। পাণ্ডুরাজার সহিত ইঁহার ভগিনী মাদ্রীর বিবাহ হয়, এবং তাঁহার গর্ভে চতুর্থ ও পঞ্চম পাণ্ডব নকুল সহদেবের জন্ম হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরকালে অন্যান্য রাজার ন্যায় ইনিও লক্ষ্য ভেদে অকৃতকার্য্য হন, এবং পরে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে, ইনি অপরাপর রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু মল্লযুদ্ধে ভীম ইঁহাকে পরাস্ত করেন।

পাণ্ডবগণ ভাগিনের বলিয়া কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি সেই পক্ষেই যোগ দিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে যাত্রা করেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কৌশলক্রমে অগ্রে স্বপক্ষে বরণ করিয়া লইয়া যান। অনন্তর যুধিষ্ঠির সমরের প্রাক্কালে অন্যান্য গুরুজনের ন্যায় ইঁহাকেও প্রণাম করিতে উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে বিজয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ করেন। মহাবীর কর্ণ ইঁহাকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু পরিশেষে দুর্য্যোধনের অনুনয় বিনয়ে সম্মত হইয়া ষোড়শ ও সপ্তদশ দিবসীয় যুদ্ধে কর্ণের সারথ্য করেন। কর্ণ নিহত হইলে অষ্টাদশ দিবসে ইনি প্রধান সেনাপতি-পদে বৃত হইয়া বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরিণামে যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিপতিত হন।

শল্যক—মদনবৃক্ষ ; সজারু। শল্য (কণ্টক)+ কন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

শল্যকণ্ঠ—সজারু। শল্য (কণ্টক) কণ্ঠে যাহার, বহু। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

শল্যলোম (–লোমন্)—সজারুর কাঁটা। ৬তৎ।

শল্যারি—যুধিষ্ঠির। ৬তৎ। সং ; পু।

শল্যোদ্ধার—প্রোথিত শল্যাদির উৎপাটন ; বাস্তুভূমি হইতে অস্থি উঠাইয়া ফেলা [এই কার্য্যের নিমিত্ত ত্রিপুষ্কর শান্তি নামক একটি শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়]। শল্যের উদ্ধার (উত্তোলন), ৬তৎ। সং ; পু।

শল্ল—১। ত্বক্ ; শল্ক, আঁইস। শল্ল্ (গমন করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী। ২। ভেক। সং ; পু।

শল্লক—১। ত্বক্ ; শল্ক, আঁইস। শল্ল শব্দ+ কন্। সং ; ক্লী। ২। শণগাছ। সং ; পু।

শল্লকী—শল্য-পশু, শজারু। শল্ল শব্দ+কন্+ ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [ক। বিণ ; ত্রি।

শল্লিত—গত, প্রস্থিত। শল্ল (গমন করা)+ক্ত

শব—১। মৃত-দেহ, মড়া। শব্+অন্ ক। সং ; ক্লী বা পু। ২। জল। সং ; ক্লী।

শবদহন—মৃতদেহ দাহ করা, মড়া পোড়ান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শবদহনাশৌচ—মৃতদেহ দহনজন্য দেহাশুদ্ধি। শবদহনজনিত অশৌচ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [যাহার সহিত কোন অশৌচ-সম্পর্ক নাই, তাহার দাহাদি করিলে সদ্যঃশৌচ হয়। জ্ঞাতি নহে, অথচ অশৌচ-সম্পর্ক আছে এরূপ (যথা মাতুলপুত্র, শ্যালক প্রভৃতি) ব্যক্তিকে দাহ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়]।

শবদাহ—শবদহন। ৬তৎ। সং ; পু।

শবদেহ—মৃতদেহ, প্রাণহীন শরীর। ৬তৎ। সং ; ক্লী বা পু।

শবযান, শবরথ—মৃতদেহ বহনার্থ খটাদি। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

শবর—ব্যাধ; শিব, মহাদেব; পণ্ডিতবিশেষ; জল। শব-রা+ড ক। সং; পু।

শবরথ—শবযান দেখ।

শবরী—১। ব্যাধ-জাতীয় স্ত্রী। শবর দেখ; শবর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

২। ত্রিকালজ্ঞা বৃদ্ধা তাপসী। এক সময়ে ইনি রামায়ণবর্ণিত মতঙ্গের আশ্রমস্থ মুনিগণের পরিচারিকা ছিলেন। দণ্ডকারণ্যে রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইনি তাঁহাকে আতিথ্যে তৃপ্ত করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতিপ্রদান পূর্ব্বক মহর্ষিলোকে প্রস্থান করেন।

শবল—১। কর্ব্বুরবর্ণ; বহুবর্ণবিশিষ্ট। শব্+অল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শবলা। ২। বিবিধ বর্ণ। সং; পু।

শবলা—১। কর্ব্বুরবর্ণা, নানাবর্ণে চিত্রিত। শবল দেখ। শবল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বশিষ্ঠের কামধেনু, পাপনাশিনী বিচিত্রবর্ণা গাভী। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ বশিষ্ঠের জীবনচরিতে দেখ]। সং; স্ত্রী।

শবব্যবচ্ছেদ—শবদেহ ছেদন, মড়া কাটা। ৬তৎ। সং; পু। [পু বা ক্লী।

শবশকট—মৃতদেহ বহনের গাড়ী। ৬তৎ। সং;

শবসংস্কার—মৃতদেহের অগ্নিসংস্কারাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। ৬তৎ। সং; পু।

শবসমাধি—মৃতদেহের ভূগর্ভ নিবাস। ৭তৎ। সং; পু। [সং; ক্লী।

শবসাধন—শবের উপর বসিয়া মন্ত্রজপ। ৬তৎ।

শবাকার—শবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, মড়ার মত। শবের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শবাকারা।

শবাধার—শবনিধান পাত্র, যাহাতে মৃতদেহ রাখিয়া মাটীতে পোঁতা হয়, 'কফিন।' ৬তৎ। সং; পু।

শবাসনা—শবের উপর অবস্থিতা, কালিকা। শব আসন (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

শশ, শশক—খরগোশ; পুরুষবিশেষ। শশ্ (প্লুত গমন করা)+অন্ ক, ২য় পক্ষে তদ্ধিতে কণ্। সং; পু।

শশধর—শশাঙ্ক, চন্দ্র; কর্পূর। শশ-ধৃ (ধরা)+অন্ ক। সং; পু।

শশভৃৎ—শশধর, চন্দ্র; কর্পূর। শশ-ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

শশলাঞ্ছন—শশাঙ্ক, চন্দ্র; কর্পূর। শশ হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

শশবিন্দু—চন্দ্র; বিষ্ণু; নৃপবিশেষ, চিত্ররথের পুত্র। শশ হইয়াছে বিন্দু (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

শশবিষাণ—শশক-শৃঙ্গ [অতিশয় অসম্ভব বা অলীক বিষয়ে উদাহরণ দিবার জন্য এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে]। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শশব্যস্ত—অতিশয় ব্যস্ত, অত্যন্ত ত্বরান্বিত। শশবৎ ব্যস্ত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

শশাঙ্ক—১। চন্দ্র; কর্পূর। শশ হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

২। প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ (ইদানীন্তন কাণসোণা) রাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। মালবেশ্বরের সহিত ইঁহার মিত্রতা ছিল। ইনি কান্যকুব্জপতি হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন মালব আক্রমণ করিলে ইনি মিত্রের সাহায্যার্থ গমন করেন। অনন্তর রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজ্য উচ্ছিন্ন করিলে ইনি একদা অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন। এই সংবাদ পাইয়া হর্ষবর্দ্ধন আক্রোশহেতু শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া লন। সং; পু।

শশিকর—চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। শশীর কর (কিরণ), ৬তৎ। সং; পু।

শশিকলা—চন্দ্রকলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শশিপ্রভ—১। শুভ্রবর্ণ, সাদা। শশীর (চন্দ্রের) প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শশিপ্রভা। ২। কুমুদ; মুক্তা। সং; ক্লী।

শশিপ্রভা—১। শুভ্রবর্ণা। শশিপ্রভ দেখ। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রিকা। শশীর প্রভা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শশিভূষণ—শিব, মহাদেব। শশী (চন্দ্র) হইয়াছে ভূষণ যাঁহার, বহু। সং; পু।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়—ইনি প্রথম যৌবনে প্রসিদ্ধ "সোমপ্রকাশ" পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সংবাদপত্র পরিচালন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তৎপরে অগ্রজ পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে কালীঘাট হইতে "বিশ্বদূত" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করেন। অতঃপর কার্য্যান্তরে এলাহাবাদ গমন করেন। তথা হইতে "প্রয়াগদূত" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ইনি তথায় গিয়া উক্ত পত্রে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তৎপরে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইনি "প্রভাতী" নামে একখানি দৈনিক বাঙ্গালা পত্র প্রচার করেন। এই সময় ইনি স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদকতায় "ইণ্ডিয়ান ইকো" নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। যখন নগেন্দ্রনাথ "ইণ্ডিয়ান নেশন" প্রচার করেন, তখন শশিভূষণ আলিপুরের উকীল ৺আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের হস্তে ইণ্ডিয়ান ইকোর সম্পাদকীয় ভার ন্যস্ত করেন। এই সময় সৈয়দ আমীর আলি প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত পরামর্শ করিয়া ইনি "মুসলমান" নামে একখানি সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্র প্রচার করেন। কিন্তু এক মাস প্রকাশিত হইয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন পরে ফরাসডাঙ্গা হইতে "বিয়ারার" নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। উহা দুই বৎসর পরে বন্ধ হইয়া যায়। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া "ন্যাশনাল গার্জ্জেন" নামে পুনরায় একখানি সাপ্তাহিক বাহির করেন। ইনি কিছুদিন "বঙ্গবাসী" পত্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার অনুবাদিত সেক্সপিয়রের গল্প "বসুমতী" অফিস হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খৃঃ ১৯শে মার্চ্চ কর্ম্মাটাড়ে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শশিভৃৎ—শিব, মহাদেব। শশিন্ (চন্দ্র)-ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

শশিমুখী—চন্দ্রমুখী, চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্টা (রমণী)। শশীর ন্যায় মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

শশিবদনা—১। চন্দ্রমুখী। শশীর (চন্দ্রের) ন্যায় সুন্দর বদন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রমুখী নারী; ষড়ক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

শশিশেখর—শিব, মহাদেব। শশী আছে শেখরে (চূড়ায়) যাঁহার, অথবা শশী শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। সং; পু।

শশী (শশিন্)—চন্দ্র; কর্পূর। শশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

শশ্বৎ—সর্ব্বদা, নিরন্তর। শশ্ (প্লুত গমন করা)+বৎ ক। ব্য।

শষ্কুল, শস্কুল—বৃক্ষবিশেষ; মৎস্যবিশেষ; অপূপবিশেষ; কর্ণের ছিদ্র। শষ্ বা শস্ (বধ করা)+কুল ক। সং; পু।

শষ্কুলী, শস্কুলী—কর্ণছিদ্র। শষ্কুল বা শস্কুল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শষ্প, শস্প—১। নব তৃণ, কচি ঘাস। শষ্ বা শস্ (বধ করা)+প র্ম। ২। প্রতিভাক্ষয়, বুদ্ধিহানি। ...+প ভা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

শষ্পশয্যা—নবতৃণরূপ বিছানা। কর্ম্মধা। সং;

শষ্পাবৃত—নবতৃণাচ্ছাদিত, কচি ঘাসে ঢাকা। শষ্প দ্বারা আবৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শসন—হনন, বধ। শস্ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শসা—কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের কৃষিজাত ফলবিশেষ, খাচ লতানিয়া। দেশজ। সং।

শস্কুল—শষ্কুল দেখ।

শস্কুলী—শষ্কুলী দেখ।

শস্প—শষ্প দেখ।

শস্ত—১। স্তুত; প্রশস্ত; কল্যাণযুক্ত; সুখী; হত। শনস্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শস্তা। ২। শরীর। ৩। কল্যাণ; সুখ। শনস্+ক্ত ভা। সং. ক্লী। [অর্থে। সং; ক্লী।

শস্তক—অঙ্গুলিত্রাণ। শস্ত (সুখ)+কণ্ দেয়

শস্তকেশক—প্রশস্ত কেশযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

শস্তা—১। স্তুতা, ইত্যাদি। শস্ত দেখ। শস্ত—আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অল্পমূল্য; সুলভ। দেশজ। বিণ।

শস্ত্র—আয়ুধ, বল্লম শড়কী প্রভৃতি; লৌহ। শস (বধ করা)+ষ্ট্রন্ ণ। সং; ক্লী।

শস্ত্রধারী (–ধারিন্)—আয়ুধধারী, শস্ত্রধারণকারী। উপ; শস্ত্র–ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শস্ত্রধারিণী।

শস্ত্রপাণি—আয়ুধধারী। শস্ত্র (আয়ুধ) আছে পাণিতে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শস্ত্রভৃৎ—আয়ুধধারী। উপ; শস্ত্র (আয়ুধ)–ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

শস্ত্রবিদ্যা—ধনুর্ব্বেদ, যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে শস্ত্র চালনা করা যায়। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শস্ত্রী (শস্ত্রিন্)—শস্ত্রধারী। শস্ত্র (আয়ুধ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শস্ত্রিণী।

শস্ত্রী—ছুরিকা। শস্ত্র+ঈপ অল্পার্থে। সং; স্ত্রী।

শস্য—১। বৃক্ষাদির ফলপুষ্প; কৃষি দ্বারা উৎপন্ন ধান্যাদি; শাঁস; সার পদার্থ। শস্ (বধ করা)+য র্ম। সং; ক্লী। ২। প্রশস্ত, প্রশংসার্হ। শনস্ (প্রশংসা করা)+ক্যপ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শস্যা। [সং; ক্লী।

শস্যকুল—শস্যসমূহ, ধান্যাদিফসলসকল। ৬তৎ।

শস্যক্ষেত্র—শস্যোৎপাদিকা ভূমি, ফসলের ক্ষেত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শস্যশ্যামল—শস্য দ্বারা শ্যামবর্ণ, ধান্যাদি শস্যের গাছ থাকায় সবুজবর্ণ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শস্যাগার—শস্যরক্ষার গৃহ, ধান্যাদির গোলা। ৪ বা ৬তৎ। সং; পু।

শহর—নগর। বৈদেশিক। সং।

শহরৎ—প্রসিদ্ধি। বৈদেশিক। সং।

শাঁ—অনুকরণ শব্দ; ত্বরা, ক্ষিপ্রতা, দ্রুতগতি। দেশজ।

শাঁই—১। অনুকরণ শব্দ। ব্য। ২। বৃক্ষবিশেষ। শমী শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শাঁখ—বাদ্যকম্বু। শঙ্খশব্দের অপভ্রংশ।

শাঁখচিল—একজাতীয় শুভলক্ষণাক্রান্ত চিল পাখী। শঙ্খচিল শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শাঁখচূর্ণী—একপ্রকার প্রেতিনী বা পেত্নী। শঙ্খচূর্ণী শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শাঁখা—সধবা রমণীর শঙ্খনির্ম্মিত করাভরণবিশেষ। শঙ্খক শব্দের অপভ্রংশ।

শাঁখারি—শাঁখা প্রস্তুতকারক জাতিবিশেষ, শঙ্খবণিক্। শঙ্খকার শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শাঁড়ক—খড়ের চালের রোয়া স্বস্থানে রাখিবার জন্য যে মোটা ও চওড়া বাখারী বাঁধা হয়,—শাঁড়ক ও পাড়ি একত্র বাঁধা হয়।

শাঁড়া, ষাঁড়া—নপুংসক, বন্ধ্য, অফলপ্রসূ। দেশজ। বিণ।

শাঁস—ফলাদির সারভাগ। শস্যশব্দের অপভ্রংশ।

শাক—১। বৃক্ষের পত্র পুষ্প বৃন্ত মূল ত্বগাদি। শক্ (পারা)+ঘঞ্ ক। সং; ক্লী বা পু। ২। বৃক্ষবিশেষ, সেগুন গাছ; বর্ব্বর; দ্বীপবিশেষ [দ্বীপ দেখ]। ৩। শক্তি। শক+ঘঞ্ ভা। ৪। গণনীয় বৎসর, কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে অব্দ গণনা করা হয় (Era)। শক শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

শাকট—১। শকট সম্বন্ধীয়, গাড়িসংক্রান্ত; শকটবাহক। শকট+ষ্ণ ইদমাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাকটী। ২। শকটবাহক পশু; শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ। সং; পু।

শাকটায়ন—অনেকে বলেন, ইনি সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পাণিনির পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। অধুনা তাহা দুষ্প্রাপ্য। কেবল মান্দ্রাজ নগরস্থ পরীক্ষক সমাজের পুস্তকালয়ে একখানি এবং লণ্ডন নগরস্থ 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামক ভারতসংক্রান্ত কার্য্যালয়ে আর একখানি আছে। আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত ব্যাকরণ পাণিনির পরবর্ত্তী কালে বিরচিত। শকট শব্দ+ষ্ণায়ন। সং; পু।

শাকটিক—শকটারোহী। শকট+ষ্ণিক গমনার্থে। বিণ; ত্রি।

শাকতরু, শাকবৃক্ষ—সেগুনগাছ। মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শাকম্ভরী—দুর্গা; তীর্থবিশেষ। শাক–ভৃ (ধারণ করা)+খ ক+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

শাকযোগ্য—ধান্যক। ৬তৎ। সং; পু।

শাকরাজ, শাকশ্রেষ্ঠ—বাস্তুক, বেথোশাক। শাকদিগের মধ্যে রাজা বা শ্রেষ্ঠ, ৭তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

শাকরী—প্রাকৃত ভাষা। শকার+ষ্ণ+ঙীপ্।

শাকবিম্ব—বার্ত্তাকু। শাকজাত যে বিম্ব, মপী কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

শাকবিম্বক—বার্ত্তাকু। শাকবিম্ব+কণ্ স্বার্থে।

শাকবৃক্ষ—শাকতরু দেখ।

শাকশাকট, শাকশাকিন—শাক ক্ষেত্র, শাকের ক্ষেত। শাক শব্দ+শাকট, শাকিন। সং; ক্লী।

শাকসবজি—রন্ধনার্থে শাক এবং আনাজ তরকারী। সবজি বিজাতীয় ভাষার শব্দ।

শাকা—হরীতকী। শাক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শাকাখ্য—১। ব্যঞ্জনযোগ্য পত্রপুষ্প এবং ফলমূলাদি। শাক হইয়াছে আখ্যা যাহার, বহু। সং; ক্লী। ২। সেগুনগাছ। সং; পু।

শাকাঙ্গ—গোলমরিচ। শাকের অঙ্গ, ৬তৎ। সং; ক্লী [লোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শাকান্ন—শাকযুক্ত অন্ন, শাকভাত। মধ্যপদ-

শাকান্নভোজী (–ভোজিন্)—শাকভাত মাত্র ভোজনকারী। উপ; শাকান্ন–ভুজ (খাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –ভোজিনী।

শাকাষ্টকা—শ্রাদ্ধীয় দিনবিশেষ, পৌষ ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী। সং; স্ত্রী।

শাকিনী—পিশাচীবিশেষ, দুর্গার অনুচরী। শাক+ইন্+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

শাকুন—পক্ষিসম্বন্ধীয়; শকুনজ্ঞ, নিমিত্তজ্ঞ, কাকচরিত্রাভিজ্ঞ। শকুন (পক্ষী)+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাকুনী।

শাকুনিক—১। পক্ষিমারক (ব্যাধবিশেষ), লুব্ধক, পেখেড়া; শকুনজ্ঞ, নিমিত্তজ্ঞ, কাকচরিত্রাভিজ্ঞ। শকুন (পক্ষী)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। শকুনিসমূহ। সং; ক্লী।

শাকুন্তলেয়—১। শকুন্তলার পুত্র, মহারাজ ভরত। শকুন্তলা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু। ২। শকুন্তলা সম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাকুন্তলেয়ী।

শাকুলিক—ধীবর, জেলে। শকুল (মৎস্য)+ষ্ণিক জীবিকার্থে। সং; পু।

শাক্কর—বৃষ। শক্কর+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

শাক্ত—শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত; শক্তির উপাসক, তান্ত্রিক। শক্তি+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

শাক্তীক—শক্তি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধকারী। শক্তি+ষ্ণীক। সং; পু।

শাক্য, শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ—বুদ্ধদেব [বুদ্ধ দেখ]। শাক্য=শাক+ষ্ণ্য; শাক্যও যে মুনিও সে শাক্যমুনি, কর্ম্মধা; শাক্য সিংহ প্রায় শাক্যসিংহ, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

শাক্রী—দুর্গা। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

শাখ—কার্ত্তিকেয়। শাখ্ (ব্যাপা)+অন্ ক।

শাখা—বিটপ, গাছের ডাল; ভুজ, বাহু; বেদাংশবিশেষ; পক্ষান্তর; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; অন্তিক, সমীপ। শাখ্ (ব্যাপা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী

শাখাগ্র—বিটপাগ্র, ডালের অগ্রভাগ; অঙ্গুলি। শাখার অগ্র, ৬তৎ। সং; পু।

শাখাগ্রভাগ—শাখার অগ্রদেশ, ডালের আগা। অগ্রস্থিত যে ভাগ সে অগ্রভাগ, কর্ম্মধা; শাখার অগ্রভাগ, ৬তৎ। সং; পু।

শাখানগর—বৃহৎনগরের সমীপস্থ ক্ষুদ্র নগর, উপনগর। নগরের শাখা, ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাখান্তরাল—শাখার ব্যবধান, ডালের আড়াল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাখামৃগ—কপি, বানর। শাখাবাসী যে মৃগ (পশু), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শাখাসীন—শাখায় উপবিষ্ট। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
শাখাস্খলিত—শাখাচ্যুত, ডাল হইতে পতিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।
শাখী (শাখিন্)—১। শাখাযুক্ত। শাখা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শাখিনী। ২। বিটপী, বৃক্ষ; বেদ। সং; পু।
শাখোট—ভূতবৃক্ষ, সেওড়া গাছ। শাখা+ওটন্। সং; পু। [বিণ; ত্রি।
শাখ্য—শাখা সম্বন্ধীয়। শাখা+ষ্য ইদমর্থে।
শাগরেদ—শিষ্য। বৈদেশিক। সং।
শাঙল, শাঙলি—শ্যামল। প্রা, ক।
শাঙ্কর—১। শঙ্করসম্বন্ধীয়। শঙ্কর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাঙ্করী। ২। বৃষ। সং; পু। ৩। ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।
শাঙ্করভাষ্য—শঙ্কর-রচিত ভাষ্য। কর্মধা। সং; স্ত্রী। [ফি অপত্যার্থে। সং; পু।
শাঙ্করি—কার্ত্তিকেয়; গণেশ। শঙ্কর (শিব)+
শাঙ্খ—শঙ্খ সম্বন্ধীয়। শঙ্খ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাঙ্খী।
শাঙ্খিক—শঙ্খবণিক, শঙ্খকার, শাঁখারি। শঙ্খ+ষ্ণিক ব্যবসায়ার্থে। সং; পু।
শাঙ্গা, সাঙ্গা—মাটীর ঘরের কড়িস্বরূপ কাঠ,—মুদনী ও পাড়ির তির্য্যগ্‌ভাবে শাঙ্গা থাকে; দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত দুই কাঁধে বদ্ধ কাঠ বা বাঁশ। দেশজ। সং।
শাট, শাটী—পরিধেয় বাস, শাড়ী, ধুতি। শট্ (গমন করা)+ঘঞ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।
শাটক, শাটিকা—পরিধেয় বাস, ধুতি, শাড়ী। শট্ (গমন করা)+ণক ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
শাটী—শাট দেখ।
শাট্যায়ন—১। যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রকৃত কর্ম্মের বৈগুণ্য প্রশমনার্থ হোম। সং; ক্লী। ২। জনৈক মুনি। সং; পু।
শাঠ্য—ধূর্ত্ততা, শঠতা; প্রবঞ্চনা। শঠ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।
শাড়া—উত্তর, জবাব; শব্দ; স্পন্দ। দেশজ। সং। [অপভ্রংশ।
শাড়ী—স্ত্রীলোকের কটিবসন। শাটী শব্দের
শাণ—১। ঘর্ষণ যন্ত্র, শাণপাথর; করাত। শো (শাণ দেওয়া)+ণ ণ। ২। কষ্টি-পাথর। শো+ণ অধি। সং; পু। ৩। শণনির্ম্মিত বস্ত্র। শণ শব্দ+ষ্ণ। সং; স্ত্রী।
শাণিত—তীক্ষ্ণীকৃত, ধার দেওয়া। ণিজন্ত শণ্ (=শাণি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
শাণী—ছেঁড়া কাপড়; তাম্বু; ইঙ্গিত। শাণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
শাণ্ডিল্য—জনৈক মুনি, শাণ্ডিল্য-গোত্রের আদি পুরুষ। ইনি সামবেদীয় ঋষি; চারি বেদ অধ্যয়ন ও তাহার অর্থানুধাবন করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে না পারায় অনন্তর ভক্তি-সূত্র প্রণয়ন করিয়া ভক্তিমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। শণ্ডিল শব্দ+ষ্য অপত্যার্থে। সং; পু।
শাত—১। শাণিত; দুর্ব্বল, ক্ষীণ; সুখী; সুন্দর। শো (শাণ দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। সুখ। সং; ক্লী। ৩। পতন; পাতন। ণিজন্ত শদ্ (চাঁচা)+অল্ ভা। সং; পু। [ক্লী।
শাতকুম্ভ—স্বর্ণ। শতকুম্ভ+ষ্ণ ভবার্থে। সং;
শাতন—কৃশীকরণ, চাঁচা; বিনাশন; ছেদন; পাতন; পতন। ণিজন্ত শদ্ (চাঁচা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
শাতাতপ—ধর্ম্মশাস্ত্রকার জনৈক মুনি। সং; পু।
শাত্রব—১। শত্রু, বিপক্ষ। শত্রু শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। শত্রুতা; শত্রুসমূহ। সং; ক্লী।
শাদ—পঙ্ক; শষ্প, নবতৃণ। শো (তীক্ষ্ণ করা)+দ ক। সং; পু।
শাদহরিত, শাদ্বল—নবতৃণ দ্বারা হরিদ্বর্ণ (স্থান, প্রদেশ, স্থলী)। শাদ দ্বারা হরিত=শাদ-হরিত, ৩তৎ; শাদ্বল=শাদ শব্দ+বল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।
শাদা—শ্বেতবর্ণ, শুক্ল, ধবল; বর্ণহীন; রিক্ত; খালি; অলিখিত; ভাণহীন, অকপট, আড়ম্বরবিহীন। দেশজ। বিণ।
শাদি, শাদী—বিবাহ। বৈদেশিক। সং।
শাদ্বল—শাদহরিত দেখ।
শান—১। তীক্ষ্ণীকরণ, শাণ দেওয়া। শো (তীক্ষ্ণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। ঘর্ষণযন্ত্র, শাণ পাথর। শো+অনট্ অধি। ৩। কষ্টিপাথর। শো+অনট্ অধি। সং; পু।
শানা, সানা—তাঁতের অঙ্গবিশেষ;—ইহা সরু শলাকার বাড় বা চিরুনিবিশেষ, ইহার ভিতর দিয়া টানার জোড়া জোড়া সূতা যায়। দেশজ। সং।
শানাই, সানাই—মুখে পিতলের ধুতুরাযুক্ত বংশীবিশেষ। দেশজ। সং।
শান্ত—১। শমগুণযুক্ত; স্থিরমনাঃ; সৌম্য; জিতেন্দ্রিয়; শিষ্ট; অনুদ্ধত; ধীর, ঠাণ্ডা; শমতাপ্রাপ্ত, নিবৃত্ত; বিনীত; মৃত। শম্ (শান্ত হওয়া)+ক্ত ক। ২। শান্তিপ্রাপিত, দমিত। ণিজন্ত শম্ (শান্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শান্তা। ৩। কাব্যরস-বিশেষ [রস দেখ]। সং; পু।
শান্তনব—শান্তনুর পুত্র, ভীষ্ম। শান্তনু+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।
শান্তনু—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ প্রতীপের পুত্র ও ভীষ্মের পিতা। সং; পু। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, ইঁহার স্পর্শে জরাজীর্ণ ব্যক্তি পুনর্ব্বার যৌবন ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়া শান্ত হইত বলিয়া ইনি শান্তনু নামে খ্যাত হন। অষ্ট-বসুর অনুরোধে গঙ্গাদেবী তাঁহা-দিগকে গর্ভে ধারণ করিতে সম্মতা হইয়া শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করেন। পরন্তু নিয়ম হয় যে, ইনি গঙ্গার কোনও কার্য্যে বাধা দিতে পারিবেন না,—বাধা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইবেন। অতঃ-পর গঙ্গার গর্ভে এক একটী সন্তান জন্মে, আর তিনি তাহা জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে সপ্তপুত্র বিনষ্ট হওয়ার পর অষ্টম গর্ভে দেবব্রতের জন্ম হইলে গঙ্গা তাঁহাকেও নিক্ষেপ করিতে উদ্যতা হন। শান্তনু তাহাতে বাধা দেওয়ায় গঙ্গা সন্তান ফেলিয়া পূর্ব্বনিয়মানুসারে অন্তর্হিতা হইলেন। দেবব্রত বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। পিতার আনন্দের সীমা রহিল না। একদা শান্তনু দাসরাজের পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দাসরাজ বলি-লেন, শান্তনু যদি মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যাধিকার প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তবেই দাসরাজ তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন। উপযুক্ত পুত্র দেবব্রত বিদ্যমানে শান্তনু তাহাতে অস-ম্মত হইলেন, কিন্তু এই সুন্দরীকে না পাইয়া অতি বিমর্ষচিত্তে কালহরণ করিতে লাগি-লেন। পিতৃভক্ত দেবব্রত জনকের বিষাদের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং দাসরাজের নিকট গমন করিলেন এবং পিতার সুখসাধন নিমিত্ত আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈমাত্র ভ্রাতার অনুকূলে রাজপদের স্বত্ব ত্যাগ ও চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই ভীষণ পণের জন্য দেবব্রত 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত হন। অতঃপর শান্তনু মৎস্যগন্ধার পাণিপীড়ন করিলে তাঁহার গর্ভে ইঁহার চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়, এবং শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজপদ লাভ করেন।
শান্তভাব—ধীরভাব, বিনীতভাব; শমতা। কর্ম্মধা। সং; পু। [২তৎ। বিণ; ত্রি।
শান্তভাবাপন্ন—ধীরভাবপ্রাপ্ত, শমতাযুক্ত।
শান্তম্—বারণ; নিবৃত্তি। শান্ত+অম্। বা।
শান্তমূর্ত্তি—১। অনুদ্ধত আকৃতি, ধীর মূর্ত্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। অনুদ্ধত আকৃতি-বিশিষ্ট, ধীরমূর্ত্তি, ঠাণ্ডা চেহারাযুক্ত। শান্ত মূর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
শান্তস্বভাব—১। ধীর প্রকৃতি, অনুদ্ধত স্বভাব। কর্ম্মধা। সং; পু। ধীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট, বিনীত স্বভাবসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি।
শান্তা—১। শমগুণযুক্তা, ধীরা, ইত্যাদি। শান্ত

দেখ। শান্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাজা দশরথের কন্যা, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ভার্য্যা [ঋষ্যশৃঙ্গ ও লোমপাদ দেখ]। সং; স্ত্রী।

শান্তি—শমগুণ; মনের স্থিরতা; মুক্তি; নিরুপদ্রবতা; বিঘ্ননাশ; মঙ্গল; নিবৃত্তি; ধ্বংস; তৃষ্ণাক্ষয়, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। শম্ (শান্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

শান্তিকর—বিঘ্ননাশকারী, মঙ্গলকর; মনের স্থিরতাকারী; তৃপ্তিদায়ক। উপ; শান্তি—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শান্তিকরী।

শান্তিকার্য্য—বিঘ্ননাশক কর্ম্ম; দিব্য, আন্তরীক্ষ, ভৌম এই ত্রিবিধ উৎপাত-নিবারক কার্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শান্তিজনক—শান্তিকর (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শান্তিজনিকা।

শান্তিনাশ—শান্তিভঙ্গ, বিঘ্নোৎপাদন, মঙ্গল দূরীকরণ। ৬তৎ। সং; পু।

শান্তিনিকেতন—শান্তির আলয়, শমগুণের আধার; অশান্তিশূন্য স্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শান্তিপ্রদ—শান্তিদায়ক, শমগুণদাতা; শান্তিকর। উপ; শান্তি—প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শান্তিপ্রদা।

শান্তিপ্রিয়—শান্তভাবে থাকিতে ইচ্ছুক, নিরুপদ্রবপ্রিয়, যে গোলমাল ভালবাসে না এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রিয়া।

শান্তিভঙ্গ—শান্তিনাশ, অশান্তি উৎপাদন, উপদ্রবকরণ। ৬তৎ। সং; পু।

শান্তিময়—শান্তিপূর্ণ, শমগুণাত্মক; মঙ্গলময়; বিঘ্নশূন্য। শান্তি শব্দ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শান্তিময়ী।

শান্তিরক্ষক—শান্তিরক্ষাকারী, রক্ষাধিকৃত পুরুষ; গোলযোগ নিবারণকারী, পুলিস কর্ম্মচারী। ৬তৎ। সং; পু।

শান্তিরক্ষা—উপদ্রব নিবারণ, গোলযোগ দূরীকরণ, বিঘ্ননাশ করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শান্তিস্থাপন—শান্তিপ্রতিষ্ঠা, গোলযোগ নিবারণ, বিঘ্ন দূর করিয়া পুনরায় শান্তভাব আনয়ন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শান্তিস্বস্ত্যয়ন—রোগাদি শান্তির নিমিত্ত দেবতার পূজাহোমাদি কার্য্য। শান্তিকর যে স্বস্ত্যয়ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শান্তিহীন—শান্তিশূন্য, মনের স্থিরতারহিত, অস্থির, অশান্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শাপ—অভিসম্পাত, কাহারও উদ্দেশ্যে অমঙ্গলসূচক বাক্য কথন; দিব্য, শপথ। শপ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

শাপগ্রস্ত—অভিসম্পাতপ্রাপ্ত, যাহাকে শাপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শাপভ্রষ্ট—শাপ হেতু অধঃপতিত, অভিসম্পাত জন্য হীনাবস্থাপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শাপশাপান্ত—অভিসম্পাত এবং গালিগালাজ। দেশজ। সং।

শাপা—শাপ দেওয়া; অভিসম্পাত করা, গালি দেওয়া। ক, প্র। ক্রি।

শাপান্ত—১। শাপাবসান, অভিসম্পাতের সমাপ্তি। ৬তৎ। সং; পু। ২। গালিগালাজ, যেমন শাপশাপান্ত করা। দেশজ।

শাপিত—ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত। ণিজন্ত শপ্ (=শাপি)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শাবল—তোমরাস্ত্র; খননাস্ত্র বিশেষ। শর্ব্বলা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শাব্দ—শব্দসম্বন্ধীয়, শব্দবিষয়ক। শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাব্দী।

শাব্দিক—শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, বৈয়াকরণ। ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপীশলি, শাকটায়ন, পাণিনি, ডামর, জৈনেন্দ্র, এই আটজনকে শাব্দিক বলে। শব্দ+ষ্ণিক জ্ঞাতার্থে। বিণ; ত্রি।

শামলা—১। শ্যামবর্ণ। শ্যামল শব্দের অপভ্রংশ। বিণ। ২। শালের পাগড়ি। বৈদেশিক। সং।

শামসুল হুদা (সৈয়দ, নবাব, স্যর)—ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত গোকর্ণগ্রামে ১৮৬২ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং কলিকাতায় ১৯২২ খৃঃ ৭ই অক্টোবর কালগ্রাসে পতিত হন। স্বদেশে ও অন্যান্য স্থানে আদ্য শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এ ও বি, এল পাশ করেন। পরে কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতীতে ইঁহার যথেষ্ট প্রসার প্রতিপত্তি হয়। তাহার পর হাইকোর্টের অন্যতম জজ মনোনীত হইয়া কয়েক বৎসর যোগ্যতার সহিত ঐ কার্য্য করেন। অনন্তর বঙ্গীয় এগ্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বার (সদস্য) রূপে কর্ম্ম করেন। তৎপরে ১৯২০ খৃঃ মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের সংস্কার বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম সভাপতি হন, এবং ১৯২২ খৃঃ জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত উক্তপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পরে উদরাময় নিবন্ধন ১লা জুলাই ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই কাল রোগেই ইঁহার জীবলীলার অবসান হয়। ইনি কিছুকাল ভারত গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভারও সভ্য ছিলেন। ইনি ১৯১৩ খৃঃ "নবাব" এবং ১৯১৬ খৃঃ কে, সি, আই, ই (স্যর) উপাধি প্রাপ্ত হন।

শামা—১। দীপ, বাতি। বৈদেশিক। সং। ২। লোহার বলয়; মুষলাদির অগ্রভাগস্থ লৌহবলয়। দেশজ। সং।

শামাই—শামা, সংযম। দেশজ। সং।

শামাদান—দীপগাছা। বৈদেশিক। সং।

শামিজ, শেমিজ—স্ত্রীলোকের কটিদেশ আচ্ছাদক জামা। সং। ইং।

শামিত্র—১। পশুবধস্থান, যেস্থানে পশুবধ করা যায়, শূনা। ণিজন্ত শম্=শামি (উপশম করা)+ইত্রন্ অধি। ২। পশুবধ; পশুবন্ধন। শামি+ইত্রন্ ভা। সং; ক্লী।

শামিয়ানা—চাঁদোয়া। বৈদেশিক। সং।

শামুক—শম্বুক। দেশজ। সং।

শাম্ব—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। জাম্ববতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি বলদেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ইঁহাকে শিক্ষা দিয়া শৌর্য্যে বীর্য্যে প্রায় আপনার অনুরূপ করিয়া তুলেন। দুর্য্যোধনতনয়া লক্ষ্মণার স্বয়ংবরকালে ইনি তাঁহাকে হরণ করিলে কৌরবগণ ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। বলরাম তৎ-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র হস্তিনাপুরে যাইয়া ইঁহাকে মুক্ত করেন। অনন্তর লক্ষ্মণার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি প্রদ্যুম্নের সহিত বজ্রনাভপুরে গমন করিয়া অসুর বধের সাহায্য করিয়াছিলেন। যদুবংশধ্বংসকালে অন্যান্য যাদবগণের সহিত ইনি বিনাশপ্রাপ্ত হন। সং; পু।

শাম্বরী—মায়াবিদ্যা, ইন্দ্রজালাদি, ভেল্‌কী। শম্বর (অসুরবিশেষ)+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শাম্বুক, শাম্বূক—শম্বুক, শামুক। শম্বুক,শম্বূক শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

শাম্ভব—১। শম্ভুসম্বন্ধীয়; শিবোপাসক, শৈব। শম্ভু+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাম্ভবী। ২। শম্ভুপুত্র; দেবদারু গাছ; গুগ্‌গুলু; বিষবিশেষ। সং; পু।

শাম্ভবী—১। শম্ভুসম্বন্ধীয়া ইত্যাদি। শাম্ভব দেখ। শাম্ভব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভবানী, দুর্গা। সং; স্ত্রী।

শায়ক—শর, বাণ; খড়্গ। শো (তীক্ষ্ণ করা)+ণক ক। সং; পু।

শায়িত—যাহাকে শয়ন করান হইয়াছে এরূপ; পাতিত। ণিজন্ত শী=শায়ি (শয়ন করান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শায়িতা।

শায়েস্তা—শিষ্ট, বিনীত। বৈদেশিক। বিণ।

শায়েস্তা খাঁ—দিল্লীর বাদসাহ আওরঙ্গজেবের মাতুল। যখন আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার, তৎকালে শায়েস্তা খাঁ তাঁহার অধীনে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। অনন্তর ১৬৫৮ খৃঃ আওরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। মাহাট্টাকেশরী শিবাজী প্রবল হইয়া মোগল অধিকারে উপদ্রব আরম্ভ করিলে আওরঙ্গ-

জেব তাঁহার দমনার্থ ইঁহার প্রতি আদেশ করেন। ইনি মারহাট্টাদিগের কয়েকটি গিরিদুর্গ হস্তগত করেন এবং শিবাজীর অনুপস্থিতিকালে পুনা অধিকার করিয়া তাঁহারই প্রাসাদে নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। শিবাজী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একদা নিশাকালে পঞ্চবিংশতি জনমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে সহসা ইঁহার বাস ভবন আক্রমণ করিয়া ইঁহার পুত্রকে ও রক্ষিবর্গকে বধ করিলেন। ইনি প্রাণভয়ে গবাক্ষদ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু শিবাজীর তরবারির আঘাতে ইঁহার দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল।

অতঃপর আওরঙ্গজেব ইঁহাকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠান। ইতোমধ্যে তিন বৎসর ব্যতীত ১৬৬৩ হইতে ১৬৮৯ অব্দ পর্য্যন্ত দুইবারে ত্রয়োবিংশতি বৎসর বঙ্গ-রাজ্য শাসন করেন। ইঁহার শাসনকালে ঢাকা-নগরী বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। আরাকানের মগেরা বাঙ্গালার নানা স্থানে বিষম উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা তাহাদের সহিত মিলিত হওয়ায় তাহাদের দৌরাত্ম্য চরম সীমায় উঠিয়াছিল। আরাকান-পতি পর্ত্তুগীজদিগকে চট্টগ্রামে বাস করিতে দিয়াছিলেন। এই অত্যাচার নিবারণার্থ শায়েস্তা খাঁ আরাকান আক্রমণ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল।

ইঁহার সময়ে বাদসাহের সহিত ইংরেজ বণিক্‌গণের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইনি প্রথমতঃ তাঁহাদিগের ঢাকা, মালদহ, কাশীম বাজার প্রভৃতি স্থানের কুঠিগুলি হস্তগত করিয়া, পরে হুগলির ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক বিপুল সেনাদল প্রেরণ করেন। তত্রত্য ইংরেজ অধ্যক্ষ জবচার্ণক ভয়ে হুগলি পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত লোকজন ও মালপত্রসহ মাদ্রাজে প্রস্থান করেন ও পথে বালেশ্বর লুণ্ঠন করিয়া যান। অনন্তর ইংরেজেরা বঙ্গোপসাগরে থাকিয়া সুবিধা পাইলেই মক্কাগামী মুসলমানদিগের জাহাজ আটক করিতে থাকেন। এই অবস্থায় শায়েস্তা খাঁ পদত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা পরিত্যাগ করেন। শায়েস্তা খাঁর আমলে ফরাসীরা চন্দ্রনগরে (ফরাসডাঙ্গায়), ওলন্দাজেরা হুগলির নিকটস্থ চুঁচুড়ায়, এবং দিনেমারেরা প্রথমে দিনেমার ডাঙ্গায় ও তৎপরে শ্রীরামপুরে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার সময়ে এতদ্দেশে খাদ্য সামগ্রী এত সুলভ ও স্বল্পমূল্য ছিল যে, টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত।

শার—১। কৃষ্ণ রক্ত শুক্ল এই তিন মিশ্রবর্ণযুক্ত; নীল পীত এই দুই মিশ্রবর্ণযুক্ত; কর্ব্বুর; নানাবর্ণ। শার্ (দুর্ব্বল হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শারা। ২। বায়ু; পাশক; হরিতবর্ণ; পীতবর্ণ। ৩। হিংসা। শার্+অল্ ভা। সং; পু।

শারঙ্গ—১। মৃগ, হরিণ; হস্তী; ভ্রমর; চাতক পক্ষী; ময়ূর। শার (নানাবর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু। ২। নানাবর্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শারঙ্গা, শারঙ্গী।

শারঙ্গী—১। নানাবর্ণা। শারঙ্গ দেখ; বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শারঙ্। সং; স্ত্রী।

শারদ—১। শরৎকালীন; নূতন; প্রশান্ত; বিনীত; অপ্রতিভ। শরদ্+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শারদী। ২। বৎসর। সং; পু। ৩। শস্য; শ্বেতপদ্ম। সং; ক্লী।

শারদশশী (-শশিন্)—শরৎকালীন চন্দ্র, শরৎ-কালের চাঁদ। কর্ম্মধা। সং; পু।

শারদা—সরস্বতী; দুর্গা; বীণাবিশেষ; ব্রাহ্মী; সারিবা। শরদ্+ষ্ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

শারদিক—১। রোগ। শরদ্+ষ্ণিক। সং; পু। ২। শ্রাদ্ধ। সং; ক্লী।

শারদী—১। শরৎকালীনা, ইত্যাদি। শারদ দেখ। শারদ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কোজাগর পূর্ণিমা; জলপিপ্পলী; সপ্তপর্ণ। সং; স্ত্রী।

শারদীয়—শরৎকালীন, শরৎঋতুসম্বন্ধীয়। শরদ্ (শরৎকাল)+ণীয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শারদীয়া। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শারদীয় মহাপূজা—আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা।

শারি, শারী, শারিকা—১। পাশক, অক্ষগুটিকা, পাশাখেলার গুটি; সারিকা পক্ষিণী, ময়না পাখী; বীণাদি বাদন-যষ্টি, বেহালা প্রভৃতি বাজাইবার ছড়। শৃ (বধ করা)+ইঞ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। ২। যুদ্ধগজের পলায়ন বা হাওদা; ব্যবহারবিশেষ। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয়, কিন্তু কর্ম্মবাচ্যে। ৩। গীতিবিশেষ; কপট। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয় করণবাচ্যে। সং; স্ত্রী।

শারিকা—শারি দেখ। [ক্লী বা পু।

শারিফল, শারিফলক—পাশাখেলার ছক। সং;

শারী—শারি দেখ।

শারীর, শারীরক, শারীরিক—১। দেহসম্বন্ধীয়, দৈহিক, কায়িক। শরীর শব্দ+ষ্ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্, ৩য় পক্ষে শরীর+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শারীরী, শারীরিকা, শারীরিকী। ২। বেদান্তসূত্র। সং; ক্লী। ৩। জীবাত্মা। সং; পু।

শারীরতত্ত্ব, শারীরস্থান—শারীরিক তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র, অর্থাৎ যে শাস্ত্র পাঠে অস্থি, শিরা, ধমনী, হৃৎকোষ, ফুসফুস্ প্রভৃতির সংখ্যা, স্থিতি, আকৃতি ও ক্রিয়াদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শারীরিক—শারীর দেখ।

শারুক—হিংসা-প্রকৃতি, হিংস্র। শৃ (বধ করা)+উক ক। বিণ; ত্রি।

শার্কর—শর্করাযুক্ত; দানাদার। শর্করা+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শার্করী।

শার্ঙ্গ—১। বিষ্ণুর ধনুঃ; ধনুক। সং; পু। ২। আর্দ্রক, আদা। সং; ক্লী। ৩। শৃঙ্গসম্বন্ধীয়; শৃঙ্গনির্ম্মিত। শৃঙ্গ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শার্ঙ্গী।

শার্ঙ্গপাণি—ধনুর্দ্ধর; বিষ্ণু। শার্ঙ্গ (ধনুক) আছে পাণিতে যাহার, বহু। সং; পু।

শার্ঙ্গী (শার্ঙ্গিন্)—ধনুর্দ্ধর; বিষ্ণু। শার্ঙ্গ (ধনুক)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

শার্দ্দূল—ব্যাঘ্র, বাঘ; রাক্ষস; পক্ষিবিশেষ; শরভ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। শৃ (বধ করা)+দূলচ্ ক। সং; পু।

শার্দ্দূলচর্ম্ম—ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বাঘছাল। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ক্লী।

শার্দ্দূলললিত—অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং;

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত—উনবিংশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী। [+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শার্দ্দূলী—ব্যাঘ্রী; বাঘিনী; রাক্ষসী। শার্দ্দূল

শার্ব্বর—১। নিশা-কালীন, নৈশ; ঘাতুক। শর্ব্বরী (রাত্রি)+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শার্ব্বরী। ২। নিবিড় অন্ধকার। সং; ক্লী।

শার্ব্বরী—১। নিশাকালীনা, ইত্যাদি। শার্ব্বর দেখ। শার্ব্বর+ঈপ্। ২। নিশা, রাত্রি। শর্ব্বরী+ষ্ণ স্বার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শাল—১। জনৈক নৃপতি; মৎস্যবিশেষ। শল্ (গমন করা, শ্লাঘা করা)+ঘঞ্ ক। ২। প্রাচীর; বৃক্ষ; সর্জ্জবৃক্ষ, শালগাছ। শল্+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু। ৩। শোভন লোমজ বস্ত্রবিশেষ; বৎসর; আকবর-প্রবর্ত্তিত অব্দবিশেষ। বৈদেশিক। ৪। আগার, গৃহ। শালা শব্দের অপভ্রংশ। ৫। ইক্ষু-পেষণস্থল, যেখানে আখ মাড়া হয়। প্রাদেশিক। ৬। শূল, শেল। শল্য শব্দের অপভ্রংশ। সং। [দেশজ। সং।

শালগম—কৃষিজাত বিদেশী মূলশাকবিশেষ।

শালগ্রাম—১। দেশবিশেষ। শালময় গ্রাম আছে যেখানে, বহু। ২। গণ্ডকীশিলা, কীটচিহ্নিত বিষ্ণুমূর্ত্তিস্বরূপ শিলাপিণ্ড-বিশেষ। শালগ্রাম (দেশবিশেষ)+ষ্ণ তবার্থে। সং; পু।

শালগ্রাম শিলা অষ্টাদশ প্রকার, যথা—(১) লক্ষ্মীনারায়ণ—১ দ্বার, ৪ চক্র, বন-মালা ও গোষ্পদ-চিহ্ন, মেঘবর্ণ; (২)

লক্ষ্মীজনার্দ্দন—১ দ্বার, ৪ চক্র, বনমালা চিহ্ন; (৩) রঘুনাথ—২ দ্বার, ৪ চক্র, বনমালা ও গোষ্পদচিহ্ন; (৪) দধিবামন—২ চক্র, অতি ক্ষুদ্র, মেঘবর্ণ—গৃহীর পক্ষে সুখদ; (৫) শ্রীধর—২ চক্র ক্ষুদ্র, বনমালা চিহ্ন; (৬) দামোদর—২ চক্র স্থুল, বর্ত্তুলাকার; (৭) বলরাম—২ চক্র সুন্দর বর্ত্তুলাকার, শর, তুণ ও চাপ চিহ্ন; (৮) রাজরাজেশ্বর—৭ চক্র, মধ্যম বর্ত্তুল, তুণ ও ছত্র চিহ্ন; (৯) অনন্ত—১৪ চক্র স্থূল, মেঘবর্ণ; (১০) মধুসূদন—২ চক্র,চক্রাকার, গোষ্পদ-চিহ্ন, মেঘবর্ণ; (১১) গদাধর—১ চক্র, অতি ক্ষুদ্র, গদা ও সুদর্শনচিহ্ন; (১২) হয়গ্রীব—২ দ্বার, চক্র, গদা, সুদর্শন-চিহ্ন; (১৩) নরসিংহ—২ চক্র বিকট অগ্রভাগ, বিকৃতাকার—সঙ্কট, গৃহত্যাগ; (১৪) লক্ষ্মীনরসিংহ—২ চক্র বিকৃত, বনমালা—সুখদ। (১৫) বাসুদেব—দ্বারদেশে ২ চক্র, সশ্রীক আকার—সর্ব্বকামপ্রদ; (১৬) প্রদ্যুম্ন—বহুছিদ্র,সুক্ষ্মচক্র,মেঘবর্ণ—সুখদ। (১৭) সুদর্শন—এক দ্বারে এক লগ্ন; ২ চক্র—বহু সুখদ; (১৮) অনিরুদ্ধ—বর্ত্তুলাকার, পীতবর্ণ।

শালগ্রাম শিলার ফলশ্রুতি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—

ছত্রাকার—রাজ্যলাভ; বর্ত্তুলাকার—লক্ষ্মীপ্রদ; শকটাকার—অবিরত দুঃখদ; শূলাগ্রাকার—মৃত্যুদ; বিকৃতাকার—দারিদ্রতা; পিঙ্গলবর্ণ—সর্ব্বহানি; লগ্নচক্র—ব্যাধিপ্রদ; বিদীর্ণাকার—মৃত্যুনিশ্চয়।

শালঙ্কায়ন—জনৈক মুনি। সং; পু।

শালনির্য্যাস—সর্জ্জরস, শালের আঠা, ধুনা। ৬তৎ। সং; পু।

শালভঞ্জি, শালভঞ্জিকা,শালভঞ্জী—১। কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত পুত্তলী। শাল শব্দ (বৃক্ষ)—ভনজ্ (ভাঙ্গা)+ই সম্প্র, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ক ণ+আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্। ২। গণিকা, বেশ্যা। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ৩। ক্রীড়াবিশেষ। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয় কর্ম্মবাচ্যে। সং; স্ত্রী।

শালা—১। গৃহ; গৃহৈকদেশ; গাছের বড় ডাল। শল্+ঘঞ্ র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। ভার্য্যার ভ্রাতা, স্ত্রীর ভাই। শ্যালক শব্দের অপভ্রংশ।

শালাজ—শ্যালকের পত্নী, শালার স্ত্রী। শ্যালক-জায়া শব্দের অপভ্রংশ।

শালাবৃক—কুক্কুর; বানর; শৃগাল; বিড়াল। ৬তৎ। সং; পু।

শালি, সালি—১। ধান্য। শল্ (গমন করা) +ইঞ্ ক। সং; পু। ২। ভার্য্যার ভগ্নী। শ্যালিকা শব্দের অপভ্রংশ।

শালিগ্রাম (রায়বাহাদুর)—আগ্রার পিপলমণ্ডি নামক স্থানে কোন প্রসিদ্ধ কায়স্থ-বংশে ইঁহার জন্ম। ইনি তৎকালীন ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে সরকারী ডাক বিভাগে নিযুক্ত হন। ক্রমে এই বেতন বর্দ্ধিত হইয়া আঠার শত টাকা হয়, এবং ইনি রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদ ও রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। এক সময়ে ইনি স্বামীজির ভ্রাতা প্রতাপ সিংহের নিকট রাধাস্বামী মতের প্রতিষ্ঠাতা স্বামীজির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তদীয় উপদেশ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত হন। কথিত আছে যে, ইনি গুরুর সেবার জন্য অতি হীন কার্য্যও স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন, এবং যাহা কিছু বেতন পাইতেন, সমুদায় আনিয়া স্বামীজির চরণে অর্পণ করিতেন। স্বামীজি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা উঠাইয়া দিতেন, তদ্দ্বারাই ইনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। স্বামীজির দেহত্যাগের পর ইনিই রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা হন, এবং প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল সৎধর্ম্মের প্রচারার্থ প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। ইঁহার সময়ে ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোক রাধাস্বামী মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের শিষ্যসংখ্যা এই সময়ে প্রায় দেড় লক্ষ হইয়াছিল। বেলুচিস্থান, বর্ম্মা ও ইউরোপের কতিপয় ব্যক্তিও এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার দেহান্তের পর ইঁহার প্রধান শিষ্য পণ্ডিত ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র এই সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হন। ব্রহ্মশঙ্কর কাশীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলেন, এবং এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদে তিনশত টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শালগ্রাম শব্দের অপভ্রংশ।

শালিনী—১। শোভমানা; যুক্তা। শালী দেখ। শালিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

শালিবাহন—শকজাতীয় জনৈক নৃপ; "শকাব্দ" নামক শক ইঁহারই প্রবর্ত্তিত। কথিত আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য ইঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সং; পু।

শালী (শালিন্)—শোভমান; যুক্ত। শাল্ (শ্লাঘা করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শালিনী। [অপভ্রংশ। সং; স্ত্রী।

শালী—পত্নীর ভগ্নী, শ্যালিকা। শ্যালী শব্দের

শালীন—সলজ্জ, লাজুক; বিনীত; তুল্য। শালা শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি।

শালীনতা—সলজ্জভাব; বিনীতভাব; নম্রতা। শালীন শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শালীপো—শালীর পুত্র। দেশজ। সং।

শালু—কষ করা, প্রায়ই লাল রঙ্গ করা বস্ত্র-বিশেষ। দেশজ। সং।

শালুক, শালূক—পদ্মাদির মূল। শাল্ (শ্লাঘা করা)+উক, উক ক। সং; ক্লী।

শালূর—ভেক, বেঙ। শাল্ (শ্লাঘা করা)+ঊর ক। সং; পু।

শালেয়—শালিধান্যের ক্ষেত্র। শালি শব্দ+ঢেয় ক্ষেত্রার্থে। বিণ; ত্রি।

শালোত্তর—পাণিনিমুনির গুরুর আশ্রম। শালা উত্তরে যাহার, বহু। সং; ক্লী।

শালোত্তরীয়—পাণিনিমুনি। শালোত্তর+ঈয়। সং; পু।

শাল্মল—শিমুল গাছ; শাল্মলী দ্বীপ। শাল+মলচ্। সং; পু।

শাল্মলি—শিমুলগাছ; দ্বীপবিশেষ (দ্বীপ দেখ)। শিজন্ত শল্ বা শালি+ক্বিপ্ তা, তদুত্তরে মল+অন্ ক+ইন্। সং; পু বা স্ত্রী।

শাল্মলী—শাল্মলি দেখ। সং; স্ত্রী।

শাল্ব—১। দেশবিশেষ। শাল+বর্ম্ম। সং; পু। ২। শাল্ব মেরুপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন। ইনি কাশীরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইলে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ইঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। এদিকে মহাবীর ভীষ্ম কন্যাত্রয়কে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। তদ্দর্শনে শাল্ব তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। অতঃপর অম্বা ভীষ্মের অনুমতিক্রমে শাল্বের নিকট উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে হৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। সং; পু।

শাব—১। শিশু,বৎস,বাচ্চা। শব্ (গমন করা) +ঘঞ্ ক। সং; পু। ২। শব-সম্বন্ধীয়। শব+ঞ্চ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাবী।

শাবক—শিশু, বৎস, বাচ্চা। শাব দেখ; শাব শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

শাবর—১। অপরাধ; পাপ; লোধ্র বৃক্ষ,লোধ গাছ। সং; পু। ২। শবরসম্বন্ধীয়। শবর শব্দ+ঞ্চ। বিণ; ত্রি। ৩। শবরপণ্ডিত-প্রণীত ভাষ্যগ্রন্থ; মৃগচর্ম্ম। সং; স্ত্রী।

শার্সী, শাসী—কাচের কপাট। ইং (sash-door)। সং। [সং।

শাশুড়ী—শ্বশ্রূঠাকুরাণী, শ্বশুর-পত্নী। দেশজ।

শাশ্বত, শাশ্বতিক—নিত্য; সনাতন, চিরস্থায়ী। শশ্বৎ শব্দ (সর্ব্বদা)+ঞ্চ, ঠিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাশ্বতী, শাশ্বতিকী।

শাসক—শাসনকর্ত্তা, দমনকারী; উপদেষ্টা;

আদেষ্টা। শাস্ (শাসন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাসিকা।

শাসন—১। দমন; আর্থিক ও শারীরিক দণ্ড; উপদেশ; আজ্ঞা, আদেশ। শাস্ (শাসন করা)+অনট্ ভা। ২। শাস্ত্র; লিখিত পত্র; আজ্ঞা-পত্র, সনন্দ; কূটলিখিত। শাস্+অনট্ ণ। ৩। রাজদত্ত ভূমি। শাস্ +অনট্ র্ম। সং; ক্লী।

শাসনপ্রণালী—শাসনের রীতি; রাজকার্য্য নির্ব্বাহের পদ্ধতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শাসনহর, শাসনহারক, শাসনহারী (–হারিন্) —বার্ত্তাবহ, দূত। ৬তৎ। সং; পু।

শাসনাধীন—শাসনের বশীভূত; আজ্ঞাবহ; অধিকারভুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শাসনীয়, শাস্য—শাসন করিবার যোগ্য, দম্য। শাস্ (শাসন করা)+অনীয়, ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাসনীয়া, শাস্যা।

শাসা—শাসন করা। ক, প্র। ক্রি।

শাসান—শাসন করা, ধমকান, তর্জ্জন করা, ভয় দেখান, শাস্তিপ্রদানের আশঙ্কা প্রদান করা। দেশজ। ক্রি।

শাসিত—দণ্ডিত, দমিত; পালিত। শাস্ (শাসন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

শাসিতা—দণ্ডিতা, ইত্যাদি। শাসিত দেখ। শাসিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শাসিতা (শাসিতৃ)—শাসনকর্ত্তা; দণ্ডদাতা; শিক্ষক। শাস্ (শাসন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শাসিত্রী।

শাস্তা (শাস্তৃ)—১। শাসিতা, শাসনকর্ত্তা; শিক্ষক। শাস্ (শাসন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। ২। বুদ্ধদেব। সং; পু।

শাস্তি—শাসন, দমন; দণ্ড; যন্ত্রণা; নিয়ম, বিধান। শাস্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

শাস্তিবিধান—শাস্তিদান, দণ্ডবিধান, সাজা দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্র—শাসন; দেবতা বা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ, প্রাচীন অনুশাসন; বেদ-তন্ত্র-স্মৃতি-দর্শন-পুরাণাদি। শাস্+ত্র ণ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রকার—শাস্ত্রপ্রণেতা। শাস্ত্র শব্দ–কৃ (করা) +ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রচর্চ্চা—শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রপাঠ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শাস্ত্রজাল—১। শাস্ত্রসমূহ। ৬তৎ। ২। কূট শাস্ত্র। শাস্ত্র জাল সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ (–বিদ্)—শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্র জ্ঞানে এরূপ। শাস্ত্রজ্ঞ—শাস্ত্র শব্দ–জ্ঞা (জানা)+ড ক; শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ—শাস্ত্রের তত্ত্ব শাস্ত্রতত্ত্ব, ৬তৎ, তদন্তরে জ্ঞা+ড ক; শাস্ত্রবিদ্—শাস্ত্র শব্দ –বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রজ্ঞান—শাস্ত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা, শাস্ত্র জানা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

শাস্ত্রজ্ঞানী (–জ্ঞানিন্)—শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রজ্ঞান+ইন্

শাস্ত্রতত্ত্ব—শাস্ত্রের তথ্য, শাস্ত্রবিষয়ক রহস্য, শাস্ত্রের স্বরূপ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ দেখ।

শাস্ত্রদর্শী (–দর্শিন্)—শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্রবিষয়ে পণ্ডিত। উপ; শাস্ত্র দৃশ (দেখা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,–দর্শিনী।

শাস্ত্রপারদর্শী (–দর্শিন্)—শাস্ত্রে নিপুণ, শাস্ত্রজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,–দর্শিনী।

শাস্ত্রপ্রচার—শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ; শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ঘোষণা। ৬তৎ। সং; পু।

শাস্ত্রপ্রণয়ন—শাস্ত্রগ্রন্থরচনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রপ্রণেতা (–তৃ)—শাস্ত্রপ্রণয়নকর্ত্তা, শাস্ত্রগ্রন্থলেখক। ৬তৎ। বিণ; পু।

শাস্ত্রবল—১। শাস্ত্রের শক্তি বা প্রভাব। ৬তৎ। ২। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ শক্তি। রূপক। সং; ক্লী

শাস্ত্রমর্ম্ম (–মর্ম্মন্)—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ—শাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞানী। উপ; শাস্ত্রমর্ম্মন্–জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রবিৎ—শাস্ত্রজ্ঞ দেখ।

শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্রের বিধান। ৬তৎ। সং; পু।

শাস্ত্রবিশারদ—শাস্ত্রপারদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞানী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রব্যাখ্যা—শাস্ত্রার্থকথন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শাস্ত্রসঙ্গত—শাস্ত্রের অবিরোধী, শাস্ত্রসম্মত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রকথিত, শাস্ত্রসঙ্গত, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রহীন—শাস্ত্রবর্জ্জিত; শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য; অশাস্ত্রীয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রানুমোদিত—শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রে আদিষ্ট, শাস্ত্রবিহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রানুশীলন—শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রজ্ঞানের আলোচনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রানুশীলিত—শাস্ত্রের অনুশীলনে সঞ্জাত; শাস্ত্রমার্জ্জিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রার্থ—শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

শাস্ত্রালাপ—শাস্ত্রবিষয়ক কথোপকথন। ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শাস্ত্রালোচনা—শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রের অনুশীলন।

শাস্ত্রী (শাস্ত্রিন্)—১। শাস্ত্রপারদর্শী, অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক; শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ। শাস্ত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। সং; পু। [ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শাস্ত্রী—শাসনকর্ত্রী। শাস্তা দেখ। শাস্+

শাস্ত্রীয়—শাস্ত্রসিদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্র শব্দ+ীয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শাস্ত্রীয়া।

শাস্য—শাসনীয় দেখ। [সং; পু।

শাহ্—বাদসা, রাজা, সুলতান। বৈদেশিক।

শাহজাদা—রাজপুত্র। বৈদেশিক। সং; পু।

শাহজাদী—রাজকন্যা। বৈদেশিক। সং; স্ত্রী।

শাহজাহান (বা শাহজহাঁ)—দিল্লীর পঞ্চম মোগল সম্রাট্। জহাঁগীরের (জাহাঙ্গীরের) পুত্র ও আকবরের পৌত্র। ইঁহার আদি নাম খুরম। ইনি পিতার তৃতীয় পুত্র। জহাঁগীরের রাজপুতজাতীয়া পত্নী যোধাবাঈএর গর্ভে ইঁহার জন্ম। নূরজহাঁ (নূরজাহান) নাম্নী জহাঁগীরের প্রিয়া মহিষীর ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মমতাজ মহালের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ইতঃপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নূরজহাঁর প্রথম পতির ঔরসজাতা কন্যার সহিত জহাঁগীরের চতুর্থ পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ হইয়াছিল। খুরম উদয়পুরের রাজাকে পরাজিত করিয়া পিতার নিকট 'শাহ্জহাঁ' অর্থাৎ জগৎপতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জহাঁগীরের জীবদ্দশায় ইনি কয়েকবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন (জহাঁগীর দেখ)। ১৬২৭ খৃঃ যৎকালে জহাঁগীরের মৃত্যু হয়, তৎকালে ইনি দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহিভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নূরজহাঁ সেই সুযোগে আপনার জামাতা শাহরিয়ারকে বাদশাহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আসফ খাঁ তাঁহাকে কৌশলে কারাবদ্ধ করিয়া শাহ্জহাঁকে সত্বর আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। শাহ্জহাঁ দ্রুতপদে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ১৬২৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে আগ্রা নগরীতে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহজহাঁ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই নূরজহাঁকে প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিলেন এবং শাহরিয়ারকে ও আকবরের বংশোদ্ভব অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অধিকাংশকে বধ করিয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন। ইঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরেই ইঁহার অন্যতম সেনাপতি খাঁ জহাঁ লোদী বিদ্রোহী হন এবং আহম্মদ নগরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে মোগলসৈন্যের গতিরোধের চেষ্টা করিতে থাকেন। ক্রমাগত ১০ বৎসর যুদ্ধের পর এই বিদ্রোহ নিবারিত এবং আহম্মদনগর সম্পূর্ণরূপে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১৬৩৬ খ্রীঃ)। এই সময়ে শিবাজীর পিতা শাহজী নিজামসাহী রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া

অবশেষে হতাশহৃদয়ে বিজাপুর রাজ সরকারে প্রবিষ্ট হন।

ইতোমধ্যে শাহজহাঁ তৈমুরের সাম্রাজ্যের কিয়দংশ পুনরধিকার করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া কাবুল হইতে প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে বদক্ষাণ প্রদেশ জয় করেন, কিন্তু তুর্কিস্থানে অধিক দিন প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। শাহজহাঁ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহি ভাবে বাঙ্গালায় অবস্থানকালে পর্ত্তুগীজ দিগের অত্যাচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্ হইয়া তাহাদিগকে হুগলি হইতে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। বাঙ্গালার সুবাদার অতি কঠোর ভাবে সে আদেশ পালন করিলেন। তদবধি বঙ্গদেশে পর্ত্তুগীজ জাতির প্রভাব বিলুপ্ত হইল।

আহম্মদ নগরের পতনে ভীত হইয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বাদশাহের সহিত সন্ধিস্থাপনের প্রয়াসী হইল। কিন্তু শাহজহাঁ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবকে উক্ত দুই রাজ্য জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে ঘটনা-চক্র অন্য দিকে পরিবর্ত্তিত না হইলে রাজ্য দুইটি নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইত।

১৬৫৭ অব্দে শাহজহাঁ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। ইঁহার চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ দারা সুপণ্ডিত ও আকবরের ন্যায় বহুগুণের আধার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পিতার নিকট থাকিয়া রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় শুজা বাঙ্গালার, তৃতীয় আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের, এবং চতুর্থ মুরাদ গুজরাটের সুবাদার ছিলেন। আওরঙ্গজেব অন্যান্য ভ্রাতাকে পরাজিত ও পিতাকে প্রাসাদমধ্যে বন্দী করিয়া 'আলমগীর' অর্থাৎ জগজ্জয়ী উপাধি ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (আওরঙ্গজেব দেখ)। শাহজহাঁ আরও ৮ বৎসর কাল আগ্রার দুর্গে দুঃখময় জীবন যাপন করিয়া ১৬৬৬ অব্দে বন্দিদশায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

শাহজহাঁ সিংহাসনারোহণ কালে অত্যন্ত কঠোর-হৃদয়তা ও নির্দ্দয়তা প্রদর্শন করিলেও উত্তরকালে সাতিশয় ধীরপ্রকৃতি ও ন্যায়-পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি পিতামহেরই প্রকৃষ্ট নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু মুসলমানে কোনও পার্থক্য করিতেন না। তবে ইনি অত্যন্ত আড়ম্বর-প্রিয় ও ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনানুরাগী ছিলেন। চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, মরকত প্রভৃতি মণি ও হীরকাদিতে খচিত 'ময়ূর-তক্ত' নামক যে সিংহাসনের উপর বসিয়া ইনি রাজকার্য্য করিতেন, তাহা নির্ম্মাণ করিতে ছয় কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বিবাহের চতুর্দ্দশ বৎসরে ইঁহার প্রিয়া মহিষী মমতাজ মহাল কালগ্রাসে পতিত হইলে, বাদশাহ তাঁহার স্মরণার্থ তদীয় সমাধির উপর 'তাজমহাল' নামক একটি মর্ম্মর-প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করান (তাজমহল দেখ)। শাহজহাঁ আগ্রার দুর্গমধ্যে 'মতি মসজিদ্'নামে একটি উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করান। উহাতেও প্রচুর অর্থব্যয় হয়; উহার ন্যায় সুদৃশ্য উপাসনা-মন্দির পৃথিবীতে আর নাই। তিনি দিল্লীনগরীতে রাজধানী পুনঃস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে তথায় মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা একটি অতি সুন্দর প্রাসাদ এবং 'জুমা মসজিদ্' নামে একটি ভজনালয় নির্ম্মাণ করান। এই মসজিদের নির্ম্মাণ-কার্য্য ইঁহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে আরব্ধ হইয়া দশম বৎসরে সমাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন ইনি দিওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি আরও বহুসংখ্যক মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত সৌধের অনেকগুলি অদ্যাপি বিরাজমান থাকিয়া মোগল বাদশাহদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের কাহিনী ঘোষণা করিতেছে।

শিং, শিঙ, শিঙ্গ—বিষাণ। শৃঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শিংশপা—শিশুগাছ। শিব শব্দ—পা (অথবা শীর্ষ শব্দ—পত)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিউলি, শিউলী—১। শেফালিকা পুষ্প। দেশজ। ২। ইসলামধর্ম্মাবলম্বী জাতিবিশেষ,—ইহারা খেজুর গাছ কামায় ও খেজুর গুড় তৈয়ার করে। প্রাদেশিক। সং।

শিক—লৌহদণ্ড,লৌহশলাকা,গজ। দেশজ। সং।

শিকড়—গাছের মূল। দেশজ। সং।

শিকনি—নাসিকা কফ, নাকের শ্লেষ্মা। দেশজ। সং।

শিকল, শিকলি—শৃঙ্খল। দেশজ। সং।

শিকথ, শিকথক—সিকথ দেখ। [দেশজ। সং।

শিকরা, শিকরেল—শ্যেন, বাজপাখী।

শিকস্ত—ভঙ্গ, ক্ষতি, নাশ। বৈদে। সং।

শিকা—দড়ির ঝুলান আলনা। শিক্য শব্দের অপভ্রংশ। [সং।

শিকায়ৎ—অভিযোগ, দোষারোপ। বৈদে।

শিকার—মৃগয়ালব্ধ পশু পক্ষী; মৃগয়া। সং।

শিক্য—দড়ির শিকা। শক্ (পারা)+য্যণ্ ক, নিপাতনে। সং; ক্লী।

শিক্ষক—শিক্ষাদাতা; অধ্যাপক; শিক্ষাগুরু; শাস্তা, শাসনকর্ত্তা। ণিজন্ত শিক্—শিক্ষি (শিখান)+ণক ক। বিণ বা সং; পু।

শিক্ষণ—১। শিক্ষা, শিখা; অধ্যয়ন; অভ্যাস। শিক্ (শিখা)+অনট্ ভা। ২। শিখান; অধ্যাপন, পড়ান; দমন, শাসন। ণিজন্ত শিক্ষ=শিক্ষি (শিখান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শিক্ষণীয়—১। শিখিবার যোগ্য; যাহা শিখিতে হইবে বা শিখা উচিত। শিক্ষ্ (শিখা) +অনীয় র্ম্ম। ২। শিখাইবার যোগ্য; যাহাকে বা যাহা শিখাইতে হইবে। ণিজন্ত শিক্ষ=শিক্ষি (শিখান)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শিক্ষণীয়া।

শিক্ষয়িতা (—তৃ)—শিক্ষক, শিক্ষাদাতা; অধ্যাপক। ণিজন্ত শিক্ষ্ বা শিক্ষি (শিখান) +তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী।

শিক্ষয়িত্রী—শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী-শিক্ষক, অধ্যাপিকা। শিক্ষয়িতা দেখ। শিক্ষয়িতৃ+ঈপ্। বিণ বা সং; স্ত্রী।

শিক্ষা—১। শিখা; অধ্যয়ন; অভ্যাস; উপদেশ; দমন, শাসন। শিক্ষ্+অ ভা+আপ্। ২। উচ্চারণ-বোধক বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ। শিক্ষ্+অ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিক্ষাগুরু—শিক্ষক, উপদেষ্টা, উপাধ্যায়; অধ্যাপক। ৬তৎ। সং; পু।

শিক্ষাদাতা (—দাতৃ)—শিক্ষক, অধ্যাপক, উপদেষ্টা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী শিক্ষাদাত্রী। [অধ্যাপনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শিক্ষাদান—শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া;

শিক্ষাদীক্ষা—অধ্যয়ন ও মন্ত্রগ্রহণ; অভ্যাস ও সংস্কার। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

শিক্ষানৈপুণ্য—শিক্ষাবিষয়ে পটুতা; দক্ষতা; অভ্যাসনিপুণতা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

শিক্ষাপ্রণালী—শিক্ষার রীতি, অধ্যয়নের পদ্ধতি, অভ্যাসের রীতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শিক্ষাপ্রদ—শিক্ষাদায়ক, জ্ঞানজনক। উপ। শিক্ষা—প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ।

শিক্ষার্থী (শিক্ষার্থিন্)—শিক্ষালাভেচ্ছু; পাঠার্থী; উপদেশপ্রার্থী। উপ; শিক্ষা—অর্থ্ (চাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শিক্ষার্থিনী।

শিক্ষালভ্য—শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্য, জ্ঞানলভ্য; অভ্যাসে যাহা পাওয়া যায়। ৩তৎ। বিণ।

শিক্ষালাভ—জ্ঞানলাভ, উপদেশপ্রাপ্তি। ৬তৎ। সং; পু।

শিক্ষালোক—জ্ঞানের আলো। শিক্ষারূপ আলোক। কর্ম্মধা। সং; পু।

শিক্ষাবিভাগ—শিক্ষা বিধায়ক বিভাগ, যে বিভাগে শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা হইয়া থাকে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শিক্ষাবিস্তার—বিদ্যাচর্চ্চার প্রসার, সর্ব্বত্র বিদ্যার আলোচনা। ৬তৎ। সং; পু।

শিক্ষাসংস্কার—শিক্ষাবিধান বিষয়ের সংশোধন। ৬তৎ। সং; পু।

শিক্ষাসমিতি—শিক্ষাবিধায়ক সভা, যে সভা হইতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নিয়মসমূহ প্রবর্ত্তিত

হয় (Council of Education)। মধ্য-পদলোপী কর্মধা। সং; স্ত্রী।

শিক্ষাসোপান—শিক্ষালাভের সোপানস্বরূপ, ক্রমিক শিক্ষালাভের উপায়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শিক্ষিত—শিক্ষাপ্রাপ্ত; বিদ্বান্, কৃতবিদ্য; বশ্য; বিনীত; দক্ষ। শিক্ষ্ (শিখা)+ক্ত র্ম, অথবা শিক্ষা+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শিক্ষিতসমাজ—শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, কৃতবিদ্য লোকসকল। ৬তৎ। সং; পু।

শিক্ষিতসম্প্রদায়—শিক্ষিতসমাজ। ৬তৎ। সং; [পু।

শিখ—পঞ্জাব দেশীয় জাতিবিশেষ, ইহারা গুরু নানকের মতাবলম্বী। শিষ্য শব্দের অপভ্রংশ।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক—কাকপক্ষ, জুলপি; শিখা, চূড়া; ময়ূর পুচ্ছ। শিখিন্ শব্দ (শিখী, ময়ূর)—অম্ (গমন করা)+ড ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

শিখণ্ডী (শিখণ্ডিন্)—১। শিখণ্ডবিশিষ্ট। শিখণ্ড দেখ। শিখণ্ড+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শিখণ্ডিনী। ২। ময়ূর; কুক্কুট; বাণ। সং; পু।

৩। দ্রুপদরাজের পুত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ইনি পূর্ব্বজন্মে অম্বা ছিলেন, এবং ভীষ্মের মরণের কারণ হইবার নিমিত্ত এ জন্মে স্ত্রী ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন (অম্বা দেখ)। ইনি প্রকাশ্যে পুরুষ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। দশার্ণ দেশের রাজকুমারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার স্ত্রী পিতার নিকট ইঁহার পুরুষত্ব-হীনতার কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি কোপা-বিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজের বিরুদ্ধে সমরা-ভিযান করেন। তজ্জন্য ইনি লজ্জিত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় কুবেরানুচর স্থূণকর্ণ নামক যক্ষের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি সমস্ত অবগত হইয়া ইঁহার ক্লীবত্বগ্রহণ-পূর্ব্বক ইঁহাকে নিজ পুরুষত্ব প্রদান করেন। অতঃপর ইনি সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডব-পক্ষে ছিলেন। নপুংসক বলিয়া ভীষ্ম ইঁহার অঙ্গে শরক্ষেপ করিতেন না। এজন্য দশমদিবসীয় যুদ্ধে অর্জ্জুন ইঁহাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখিয়া শর-বর্ষণে ক্ষান্ত হইলে অর্জ্জুন তাঁহাকে পাতিত করেন। সমরাবসানে অশ্বত্থামার নৈশ হত্যাকাণ্ডে শিখণ্ডী হত হন। সং; পু।

শিখর—পর্ব্বত-শৃঙ্গ; বৃক্ষাগ্র; শুঙ্গতৃণ; পুলক, রোমাঞ্চ; পক্বদাড়িম্ববীজবৎ আভা-যুক্ত রত্ন। শিখা (চূড়া)+র অস্ত্যর্থে। সং; ক্লী বা পু।

শিখরদশনা—পক্বদাড়িম্ববীজবৎ আভাযুক্ত রত্নের ন্যায় দন্তবিশিষ্টা। শিখরসদৃশ দশন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

শিখরবাসিনী—পার্ব্বতী, দুর্গা। উপ; শিখর—বস+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শিখরিণী—১। শিখরযুক্তা। শিখরী দেখ। শিখরিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রোমা-বলী; মল্লিকা; রসালা; সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

শিখরী (শিখরিন্)—১। শিখরযুক্ত; অগ্রভাগ-যুক্ত। শিখর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শিখরিণী। ২। পর্ব্বত; বৃক্ষ। সং; পু।

শিখা—১। চূড়া; অগ্রভাগ; শিখিমৌলি; কেশ-পাশ; টিকি, চৈতন; পদাগ্র; শাখা; শিকা; প্রধান; জ্বালা, আগুনের শিষ। শী (শয়ন করা)+খ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। শিক্ষা করা, অভ্যাস করা। দেশজ; ক্রি। শিক্ষ্ ধাতুজ।

শিখান—শিক্ষা করান, শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করান। দেশজ। ক্রি।

শিখাবল—শিখী, ময়ূর। শিখা+বলচ্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

শিখাবান্ (—বৎ)—১। বহ্নি। শিখা+বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। শিখাযুক্ত। বিণ; পু। স্ত্রী শিখাবতী।

শিখিধ্বজ—১। কার্ত্তিকেয়। শিখী (ময়ূর) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। ২। ধূম, ধোঁয়া। শিখীর (অগ্নির) ধ্বজ (চিহ্ন), ৬তৎ। সং; পু।

শিখিবাহন—কার্ত্তিকেয়। শিখী (ময়ূর) হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। সং; পু।

শিখী (শিখিন্)—১। শিখাযুক্ত। শিখা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শিখিনী। ২। ময়ূর; কুক্কুট; অগ্নি; বলীবর্দ্দ, বলদ; অশ্ব; পর্ব্বত; বৃক্ষ; বাণ; ব্রাহ্মণ; কেতুগ্রহ। সং; পু।

শিগ্রু—শজিনা গাছ। শি+রুক্ ক। সং; পু।

শিঙ্গা—ফুৎকার দ্বারা বাজাইবার একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, বাদ্যশৃঙ্গ, ভেঁপু। শৃঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শিঙ্গাড়া—পানিফল; পানিফল আকারের গোল আলু-পুর ঘৃতপক্ব ময়দার খাদ্যবিশেষ। দেশজ। সং।

শিঙ্গার—উজ্জ্বলবেশ, রাত্রিবেশ। দেশজ। সং।

শিঙ্গী—অশকলী মাগুর মৎস্যের ন্যায় মৎস্য বিশেষ। দেশজ। সং।

শিঙ্ঘাণ—লৌহমল, লোহার মরিচা; কাচপাত্র; নাসামল, নাকের পোঁটা, শিকনি। শিঘ্ (আঘ্রাণ করা)+আন র্ম। সং; ক্লী।

শিঙ্ঘিত—ঘ্রাত, যাহা ঘ্রাণ করা হইয়াছে। শিঘ্ (আঘ্রাণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

শিঞ্জ, শিঞ্জা—শিঞ্জিত, অলঙ্কারধ্বনি। শিনজ্ +অল্ ভা, ২য় পক্ষে…+অ ভা+আপ্। সং; ক্রমে পু ও স্ত্রী।

শিঞ্জিত—১। অব্যক্তধ্বনি; ভূষণধ্বনি, গহনার শব্দ। শিনজ্ (অব্যক্তধ্বনি করা)+ক্ত ভা। ২। জ্যা, ধনুর্গুণ। শিঞ্জা শব্দ+ইত যুক্তার্থে। সং; ক্লী। ৩। মুখর, শব্দকারী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শিঞ্জিতা।

শিঞ্জিনী—১। অব্যক্ত ধ্বনিকারিণী। শিঞ্জী দেখ। শিঞ্জিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধনুর্গুণ; নূপুর; আংটা। সং; স্ত্রী।

শিঞ্জী (শিঞ্জিন্)—অব্যক্তধ্বনিকারক, অলঙ্কার-ধ্বনিযুক্ত। শিনজ্ (অব্যক্ত ধ্বনি করা)+ণিন্ ক, অথবা শিঞ্জা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শিঞ্জিনী।

শিত—তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত; তীক্ষ্ণ; ক্ষীণ; কৃশ, দুর্ব্বল। শি বা শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শিতা।

শিতদ্রু—শতদ্রু নদী। শিত শব্দ—দ্রু (দ্রুত গমন করা)+ডু ক। সং; স্ত্রী।

শিতশূক—যব; গোধূম, গম। শিত (তীক্ষ্ণ) শূক (শুঁয়া) যাহার, বহু। সং; পু।

শিতি—১। কৃষ্ণ বর্ণ, কাল রঙ; শুক্ল বর্ণ, সাদা রঙ; ভূর্জ্জপত্রের গাছ। শি (তীক্ষ্ণ করা)+ক্তিচ্ ক। সং; পু। ২। কৃষ্ণবর্ণযুক্ত; শুক্ল-বর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

শিতিকণ্ঠ—শিব, মহাদেব; ময়ূর; দাত্যূহ পক্ষী, চাতক পাখী। শিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হই-য়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। সং; পু।

শিতিচ্ছদ—হংস, হাঁস। শিতি (শুক্লবর্ণ) হইয়াছে ছদ (পক্ষ) যাহার, বহু। সং; পু।

শিতিবাসাঃ (—বাসস্)—নীলাম্বর, বলরাম। শিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। সং; পু।

শিথান—মাথার বালিস। প্রা, ক। সং।

শিথিল—শ্লথ, ঢিলা, আলগা; ক্ষীণ; দুর্ব্বল; ক্লান্ত; অলস। শ্লথ (দুর্ব্বল হওয়া)+কিল (উণাদি প্রত্যয়)। বিণ; ত্রি।

শিথিলতা—শ্লথভাব; ক্ষীণতা। শিথিল দেখ; শিথিল+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শিনি—যদুবংশীয় জনৈক নৃপ। ইনি দেবকরাজ-তনয়া দেবকীকে বিবাহের সভা হইতে বসুদেবের ভার্য্যার্থে বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন। সেই সময়ে সোমদত্ত ইঁহার কার্য্যে বাধা দিতে উদ্যত হইয়া ইঁহার নিকট পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম সত্যক। শি (তীক্ষ্ণ করা)+নিক ক। সং; পু।

শিপি—১। রশ্মি; তেজঃ। শপ্+ই র্ম, নিপা-

তনে। সং; পু। ২। ত্বক্, চর্ম্ম। সং; স্ত্রী। ৩। বোতলের মুখের ছিপি, কর্ক। বিজাতীয়; সং। ৪। ছিপি, কর্ক। প্রাদে। সং।

শিপিবিষ্ট—১। বিষ্ণু [মহাভারতে লিখিত আছে,—"আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করি বলিয়া আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে]; মহেশ্বর। শিপি দ্বারা বিষ্ট (প্রবিষ্ট), ৩তৎ। ২। ত্বক্‌চর্ম্মা; কুষ্ঠরোগগ্রস্ত; খলতি, টাকরোগ। শিপি বিষ্ট (প্রবিষ্ট) যাহাতে, বহু। সং; পু।

শিপ্র—সরোবরবিশেষ। শি (তীক্ষ্ণ করা)+রক্ ক। সং; পু।

শিপ্রা—নদীবিশেষ, ইহা উজ্জয়িনী নগরীর নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা। শি (তীক্ষ্ণ করা)+রক্ ক+আপ্, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

শিফ—তন্তুবিশিষ্ট শিকড়; ঝুরি, নাম্‌না। শী (শয়ন করা)+ফক্ ক। সং; পু।

শিফা—শিফ; নদী। শিফ দেখ। শিফ+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিফাকন্দ—মৃণাল, পদ্মের গেঁড়ো। শিফা (তন্তু বিশিষ্ট) যে কন্দ (মূল), কর্ম্মধা। সং; পু।

শিফারুহ—বটবৃক্ষ। শিফা (ঝুরি)—রুহ (জন্মা)+অন্ ক। সং; পু।

শিম—স্বনামখ্যাত তরকারি। শিম্ব শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শিমুল—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। শাল্মলী শব্দজ।

শিমুল তুলা—শিমুল গাছে যে তুলা জন্মে; ইংরাজীতে ইহাকে cotton-wool বলে। দেশজ।

শিম্ব, শিম্বা—শিমগাছ; শিম। শিম্ (শান্ত হওয়া)+ডিম্বচ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী—শিমগাছ; শিম। শি (তীক্ষ্ণ করা)+বি ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শিয়র—শয্যার শিরঃস্থান। দেশজ। সং।

শিয়া—মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা তাজিয়া পর্ব্ব করে। বৈদেশিক। সং।

শিয়ান (বা শিয়ানা), শেয়ান (বা শেয়ানা)—চতুর, চালাক, ধূর্ত্ত। দেশজ। বিণ।

শিয়াল, শেয়াল—শৃগাল, জম্বুক। শৃগাল শব্দের অপভ্রংশ। সং; পু। স্ত্রী শিয়ালী, শেয়ালী।

শির—১। শিরঃ (সকল অর্থে)। শ্রি (সেবা করা)+ক র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। শিরা, রগ; পত্রাদির মধ্যশিরা। শিরা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শিরঃ (শিরস্)—মস্তক; অগ্রভাগ; বৃক্ষাগ্র; সৈন্যের অগ্রবর্ত্তিদল; অধ্যক্ষ। শ্রি (সেবা করা)+অস্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

শিরঃকপালী (-লিন্)—নরমস্তক-কপালধারী সন্ন্যাসী। শিরঃকপাল+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। [ফল যাহার, বহু। সং; পু।

শিরঃফল—নারিকেল বৃক্ষ। শিরসি (মস্তকে)

শিরকস্তা—যে নিজের জমি নিজে জোত বা চাষ করে, পাইকস্তা নহে। বৈদেশিক। সং বা বিণ।

শিরজ—কেশ, মাথার চুল। শির (মস্তক)—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

শিরণি, শিরণী, শিরিণি, শিরিণী, শির্ণি, শির্ণী—মুসলমানের দরগায় ও হিন্দুর সত্যনারায়ণের উদ্দেশে নিবেদিত মিষ্টান্ন। বৈদেশিক। সং।

শিরনাম, শিরোনাম—পত্রের উপরিভাগে লিখিত নাম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শিরপা—ঘোটকের অগ্রপদদ্বয় মস্তকের দিকে উত্তোলন। দেশজ। সং।

শিরসিজ—কেশ, মাথার চুল। অলুক্ উপ; শিরসি (মস্তকে)—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

শিরস্ক—শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষ, পাগড়ি, টুপি। শিরস—কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং; ক্লী।

শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ—উষ্ণীষ, শিরস্ক, পাগড়ি, টুপি। শিরস্—ত্রৈ+ড, অন ক। সং; ক্লী।

শিরস্য—১। মস্তকসম্বন্ধীয়; মূর্দ্ধজ। শিরস্ (মস্তক)+য্য। বিণ; ত্রি। ২। কেশ, মাথার চুল। সং; পু।

শিরা—শরীরমধ্যস্থ শোণিতপ্রবাহের নালী, ধমনী, শির, নাড়ী [সন্ধিসমূহের বন্ধনকারিণী ও বাতাদিদোষ এবং রসাদি ধাতুর বহনকারিণী শিরাসমূহ নাভিমূলে সংলগ্ন থাকিয়া দেহের সকল স্থানে প্রসারিত হইয়া থাকে। এই সকল শিরা দিয়া ধাতুসমূহ বাহিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। নাভিদেশই শিরাসমূহের মূল স্থান। মূলশিরা ৪০টী। বাতবহা শিরা ১০, পিত্তবহা ১০, শ্লেষ্মবহা ১০, রক্তবহা ১০। ইহাদের মধ্যে ১৭৫টী বায়ুবাহিনী শিরা বায়ুস্থান পক্বাশয়ে থাকে। ১৭৫টি পিত্তবাহিনী শিরা পিত্তস্থান পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে থাকে। কফবাহিনী ১৭৫টী শিরা কফস্থান আমাশয়ে অবস্থিতি করে, এবং শোণিতবাহিনী ১৭৫টী শিরা যকৃৎ ও প্লীহার মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। এইরূপে মানবদেহে ৭০০ শিরা থাকে। শিরামধ্যস্থ বায়ুকফাদি প্রকুপিত হইলে বাতাদিজনিত ব্যাধিসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে]। শৃ (বধ করা)+ক র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী। [পত্রে যাহার, বহু। সং; পু।

শিরাপত্র—হিন্তাল বৃক্ষ; কপিত্থ বৃক্ষ। শিরা

শিরাল—১। শিরাবিশিষ্ট। শিরা+ল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শিরালা। ২। কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙ্গা। সং; ক্লী।

শিরালা—১। শিরাবিশিষ্টা। শিরাল দেখ। শিরাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শিরা, শির; লাঙ্গলপদ্ধতি, সীতা। দেশজ। সং।

শিরাবৃত্ত—সীসক। শিরাতুল্য বৃত্ত যাহার, বহু। সং; ক্লী।

শিরি—খড়্গ; বাণ; হিংসক ব্যক্তি। শৄ (হিংসা করা)+ই ক। সং; পু।

শিরিস—চর্ম্মশৃঙ্গাদি সিদ্ধ করিয়া গলাইয়া প্রস্তুত এক প্রকার আঠাল বস্তু। ইংরাজীতে ইহাকে glue বলে। বৈদেশিক। সং।

শিরীষ—১। বৃক্ষবিশেষ। শৄ (বধ করা)+কীষন্ র্ম্ম। সং; পু। ২। তাহার পুষ্প। শিরীষ+ষ্ণ তত্ত্বার্থে। সং; ক্লী।

শিরোগৃহ—চন্দ্রশালা, অট্টালিকার উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর। শিরঃস্থিত যে গৃহ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

শিরোদেশ—মস্তকদেশ, মাথা; অগ্রভাগ।

শিরোধরা, শিরোধি—গ্রীবা, গলদেশ, ঘাড়। শিরস্ (মস্তক)—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক+আপ্, ২য় পক্ষে শিরস্—ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; স্ত্রী।

শিরোধার্য্য—মস্তকে ধারণীয়; অবশ্য পালনীয়; সাতিশয় মান্য। শিরসি (মস্তকে) বা শিরঃ দ্বারা ধার্য্য, ৭তৎ বা ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শিরোধি—শিরোধরা দেখ।

শিরোনাম—শিরনাম দেখ।

শিরোপা—১। উষ্ণীষ, পাগড়ি। শিরস্ শব্দ—পা (রক্ষা করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। পারিতোষিক, পুরস্কার, ইনাম, বক্‌শিস। দেশজ। সং।

শিরোভাগ—মস্তকদেশ; অগ্রভাগ। শিরঃই যে ভাগ, কর্ম্মধা। সং; পু।

শিরোমণি—শিরোরত্ন, মস্তকস্থ রত্ন-ভূষণ; পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। ৬তৎ। সং; পু।

শিরোমণিস্বরূপ—শিরোমণি সদৃশ, মস্তকস্থ মণির তুল্য। শিরোমণির স্বরূপ (তুল্য), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শিরোমালী (-মালিন্)—মুণ্ডমালাধারী; মস্তকে মাল্যধারী। শিরঃনির্ম্মিতা বা শিরঃস্থিতা যে মালা সে শিরোমালা, মপী কর্ম্মধা, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শিরোমালিনী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

শিরোমুকুট—মস্তকস্থিত মুকুট। মধ্যপদলোপী

শিরোরত্ন—শিরোমণি, মস্তকস্থ রত্ন; পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শিরোরুহ, শিরোরুহ—মূর্দ্ধজ, কেশ, মাথার চুল। শিরস্ (মস্তক)—রুহ্ (জন্মা)+কিপ্, ক ক। সং; পু।

শিরোবেষ্ট, শিরোবেষ্টন—শিরস্ক, উষ্ণীষ, পাগড়ি। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শিল—১। উঞ্ছবৃত্তি; কৃষক কর্ত্তৃক শস্য সংগ্রহের পর ক্ষেত্রে পতিত এক একটি শস্যের আহরণ। শিল্ (উঞ্ছবৃত্তি করা)+ক ভা। সং; স্ত্রী। "একৈক-ধান্যাদিগুড়কোচ্চয়নমুঞ্ছঃ, মঞ্জর্য্যাত্মকানেকধান্যোচ্চয়নং শিলঃ।" ২। ঘনোপল, করকা; পেষণপ্রস্তর, মসলাদি পিষিবার পাথর। শিলা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শিলং (শিলঙ্গ)—"খাসীপর্ব্বত" নামক জেলায় অবস্থিত আসামপ্রদেশের রাজধানী। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে জেলার কার্য্যস্থল চেরাপুঞ্জী হইতে শিলঙ্গে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ১৮৭৪ খৃঃ "আসাম" নাম্নীয় নবপ্রদেশ স্থাপিত হইলে, এই স্থানেই আসামের প্রধান শাসনকর্ত্তার (চিফ কমিশনারের) প্রধান কার্য্যস্থল বা রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। শিলঙ্গ সাতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান। আসামের প্রাচীন রাজধানী গৌহাটী হইতে শিলঙ্গ পর্য্যন্ত ৬৪ মাইল দীর্ঘ একটি রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে। টঙ্গাযোগে এবং অধুনা মোটরকার (হাওয়াগাড়ি) যোগে এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত হইয়া থাকে। ১৮৯৭ খ্রীঃ ১২ই জুন যে ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, তাহার ফলে শিলঙ্গ রাজধানীতে অবস্থিত বহুসংখ্যক কার্য্যালয় ও বসতবাটী ভূমিসাৎ হইয়া যায়। শিলঙ্গ পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশ সমুদ্রতল হইতে ৬৪৫০ ফুট উচ্চ। এই শিখরই প্রকৃত প্রস্তাবে "শিলঙ্গ" পদবাচ্য। যে স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে, দেশীয়গণ সে স্থানটিকে "লাবান" নামে অভিহিত করে।

শিলা—পাষাণ, প্রস্তর, দ্বারের নিম্নস্থ কাষ্ঠখণ্ড, গোবরাট; খুঁটি বা থামের মাথা; পাইড়্। শিল+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিলাক্ষেপণ—প্রস্তরনিক্ষেপ, পাথর ছোড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।

শিলাখণ্ড—প্রস্তরখণ্ড, পাথরের টুকরা। ৬তৎ।

শিলাজতু—শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। শিলাজাত যে জতু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত পার্ব্বত্য ধাতুসমূহ হইতে নিঃসৃত সারকে শিলাজতু বলে। ইহা সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স এই চারি প্রকার। ইহা কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়নগুণযুক্ত, যোগবাহী, এবং কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়কাস, অর্শঃ, বাত, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগবিনাশক]।

শিলাটক—অট্টালিকার উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর; অট্টালিকা; গর্ত্ত। শিলা (প্রস্তর)—অট (গমন করা)+অক কঁ। সং; পু।

শিলাতল—প্রস্তরের উপরিভাগ। ৬তৎ। ক্লী।

শিলাদিত্য—জনৈক নৃপ। শিলে (উঞ্ছবৃত্তিতে) আদিত্য (সূর্য্য) প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

ইনি ৬০৭ হইতে ৬৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। ইঁহার আদি নাম হর্ষবর্দ্ধন। প্রধানতঃ ইঁহারই বিবরণ অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' রচনা করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে প্রভাকর বর্দ্ধন (অপর নাম প্রতাপশীল) নামে একজন রাজা স্থাণ্বীশ্বর নামক (বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর) স্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন এবং কন্যার নাম রাজ্যশ্রী। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্দ্ধন স্থাণ্বীশ্বরের রাজা হন। একদা মালবেশ্বর রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করেন ও রাজ্যশ্রীকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া কান্যকুব্জ নগরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্দ্ধন মালব আক্রমণ করিয়া উচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু এই সময়ে মালবেশ্বরের মিত্র কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক একদা নিশাকালে অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন। রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জ হইতে বিন্ধ্যাটবীতে পলায়ন করেন। হর্ষবর্দ্ধন প্রথমতঃ বিন্ধ্যাটবীতে যাইয়া রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিলেন এবং তদনন্তর কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিলেন। অতঃপর ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং দ্বিতীয় শিলাদিত্য নাম ধারণপূর্ব্বক স্থাণ্বীশ্বর পরিত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের ন্যায় শিলাদিত্যও বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট প্রভৃতি বিখ্যাতকবি ও পণ্ডিতগণ ইঁহার সভার শোভাবর্দ্ধন করিতেন। ইনি নিজেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। নাগানন্দ ও রত্নাবলী নামক উৎকৃষ্ট নাটকদ্বয়ের রচয়িতা শ্রীহর্ষ এবং হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্য একই ব্যক্তি। ইঁহার রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ চীনীয় পর্য্যটক হুয়েন্-থ-সাঙ্ ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অবৌদ্ধ প্রজাদের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেন না, প্রত্যুত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সবিশেষ সমাদর করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারকল্পে ইনি প্রভূত আয়াস স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সে বিষয়ে ইঁহাকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অশোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ৬৩৪ খৃঃ এক সঙ্গীতি (বৌদ্ধধর্ম্ম-সভা) আহ্বান করেন। তাহাতে একবিংশতি জন করদ রাজা এবং রাজ্যের যাবতীয় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সভায় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধর্ম্মবিচার হইয়াছিল। সঙ্গীতির প্রথম দিবসে বুদ্ধদেবের, দ্বিতীয় দিবসে সূর্য্যদেবের এবং তৃতীয় দিবসে শিবের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

শিলাদিত্য প্রতি পঞ্চম বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন দান করিতেন। পূর্ব্বোক্ত হুয়েন্-থ-সাঙ্ স্বচক্ষে এই দানোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, আলাহাবাদের নিকট গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে সাম্রাজ্যের যাবতীয় রাজা ও সাধারণ প্রজা একাদিক্রমে ৭৫ দিনকাল উপাদেয় ভোজ্যপানীয় দ্বারা আপ্যায়িত হইত। শিলাদিত্য রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধনরত্ন আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, ভিক্ষু, অভিক্ষু, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী সকলকেই অকাতরে বিতরণ করিতেন, এবং উৎসবান্তে নিজের রাজপরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি উন্মোচনপূর্ব্বক নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ত্যাগের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন। ৬৫৭ খৃঃ এই মহাপুরুষ স্বর্গারোহণ করেন।

শিলাধাতু—খড়ি; পীতবর্ণ গিরিমাটী। শিলাজাত যে ধাতু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শিলাপট্ট—মসলাদি পেষণ প্রস্তর, চন্দন-পিঁড়ি, শিল প্রভৃতি। শিলাময় যে পট্ট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শিলাপুত্র—শিলের নোড়া, পুতো; ক্ষুদ্র প্রস্তর। ৬তৎ; সং; পু।

শিলাময়—প্রস্তরময়, প্রস্তরনির্ম্মিত। শিলা+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শিলাময়ী।

শিলারস—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

শিলালিপি—প্রস্তরাদিতে ক্ষোদিত অক্ষর। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

শিলাবৃষ্টি—করকাপাত, আকাশ হইতে শিল পড়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। বৃষ্টিকালে ঊর্দ্ধ প্রদেশের সাতিশয় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ও তড়িতের শক্তিবিশেষে বৃষ্টির জল জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া ভূতলে পতিত হয়; তাহাকেই সচরাচর শিলাবৃষ্টি বলে। করকাগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র, শুভ্র ও বর্ত্তুলাকার। সময়ে সময়ে অন্য প্রকার আকারও যে না হয়, তাহা নহে। কখন কখন কপোতাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ হয়, এবং দুই চারিটি একত্র মিলিত ও বৃহদাকার হইয়া প্রবলবেগে ভূপৃষ্ঠের উপর পতিত হয়। শীতকাল অপেক্ষা

গ্রীষ্মকালে বিশেষতঃ গ্রীষ্ম প্রখর হইলে, অধিক শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে।

শিলাস্থি—মস্তকধারক অস্থি, যে অস্থিখণ্ডের উপর মস্তক অবস্থিত। শিলাতুল্য যে অস্থি, মপী কর্ম্মধা ; কিংবা শিরধারক যে অস্থি, মপী কর্ম্মধা, র স্থানে ল। সং ; ক্লী।

শিলি—১। ছত্রকপুষ্প ; শল্য ; গোবরাট। সং ; স্ত্রী। ২। ভূর্জপত্রবৃক্ষ। শিল+কি র্ম্ম। সং ; পু। [ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শিলী—ছত্রকপুষ্প ; শল্য ; গোবরাট। শিলি+

শিলীন্ধ্—১। মৎস্যবিশেষ ; কন্দলীবৃক্ষ, ভূমিকদলী। শিলী—ধৃ (ধারণ করা)+খ ক। সং ; পু। ২। কন্দলীপুষ্প, মোচা ; করকা ; ছত্রক। সং ; ক্লী।

শিলীন্ধ্রা—পক্ষিণীবিশেষ ; মৃত্তিকা ; ভেকী ; কন্দলী। শিলীন্ধ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শিলীপদ—পাদরোগবিশেষ, গোদ। শিলী (গোবরাট) তুল্য পদ যাহাতে, বহু। সং ; পু।

শিলীমুখ—ভ্রমর ; শর, বাণ ; যুদ্ধ। শিলী (শল্য অর্থাৎ হুল) আছে মুখে যাহার, বহু। সং ; পু।

শিলোচ্চয়—পর্ব্বত ; পর্ব্বত-চূড়া। শিলার (প্রস্তরের) উচ্চয় (রাশি), ৬তৎ। সং ; পু।

শিলোঞ্ছ—উঞ্ছবৃত্তি। শিল রূপ যে উঞ্ছ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিলৌকাঃ (—কস্)—গরুড়। শিলা (পর্ব্বত) ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু।

শিল্প—১। বস্তুনির্ম্মাণাদি কার্য্য, কারুকার্য্য, কারিকরি। শিল্+পক্ ভা। ২। বাদ্য, নৃত্য, গীতাদি। শিল্+পক্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

শিল্পকার, শিল্পকারী (—কারিন্)—শিল্পী, চিত্রাদি বা বস্তুনির্ম্মাণাদি কর্ম্মকারী, কারিকর। শিল্প শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্, ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী শিল্পকারী, শিল্পকারিণী।

শিল্পকার্য্য—চিত্রাঙ্কণ অঙ্কন বা বস্তুনির্ম্মাণ কার্য্য। শিল্পই কার্য্য, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শিল্পকুশল—শিল্পকার্য্যে দক্ষ, শিল্পনিপুণ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি ; স্ত্রী শিল্পকুশলা।

শিল্পকৌশল—শিল্পদক্ষতা, শিল্পকার্য্যে চাতুরী। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং ; ক্লী।

শিল্পলব্ধ—শিল্পকার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শিল্পলব্ধা।

শিল্পবিদ্যা—চিত্রাদি অঙ্কনবিদ্যা, বস্তুনির্ম্মাণ-বিদ্যা। শিল্প বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শিল্পবিদ্যালয়—শিল্পকার্য্য শিক্ষার স্কুল। শিল্প-বিদ্যার আলয়, ৬তৎ ; কিংবা শিল্প বিষয়ক বিদ্যালয়, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিল্পশালা—বস্তুনির্ম্মাণ-গৃহ, স্বর্ণকারাদির দোকান ঘর, কারখানা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শিল্পশাস্ত্র—শিল্পকর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [প্রীতি। ৭তৎ। সং ; পু।

শিল্পানুরাগ—শিল্পকার্য্যে আসক্তি, শিল্পকার্য্যে

শিল্পিশালা—শিল্পশালা (তাহা দেখ)। শিল্পীর শালা (গৃহ), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শিল্পী (শিল্পিন্)—শিল্পকার, চিত্রাদি বা বস্তু নির্ম্মাণাদি কর্ম্মকারী, কারিকর। শিল্প শব্দ +ইন্ কুশলার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী শিল্পিনী।

শিল্পোন্নতি—শিল্পকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি, শিল্পের উৎকর্ষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শিব—১। শঙ্কর, মহাদেব ; বেদ ; যোগবিশেষ। মোক্ষ ; পারদ ; কীলক, পশুবন্ধনস্তম্ভ ; বালুক ; দেব ; লিঙ্গ। শী (শয়ন করা)+ব অধি। সং ; পু। ২। শুভ, মঙ্গল ; সুখ ; জল ; সৈন্ধব ; সমুদ্রলবণ ; শ্বেত টঙ্কণ। সং ; ক্লী। ৩। শুভদ, মঙ্গলজনক ; সুখদ ; রম্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শিবা।

শিবক—কীলক, গোঁজ, খুঁটা বা খোঁটা। শিব+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

শিবকাঞ্চী—পুরীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

শিবকীর্ত্তন—১। ভৃঙ্গী ; বিষ্ণু ; শৈব। উপ ; শিব—কৄত্ (কীর্ত্তন করা)+অন ক। সং ; পু। ২। শিবের স্তুতি গান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শিবঘর্ম্মজ—মঙ্গলগ্রহ। শিবের ঘর্ম্ম=শিবঘর্ম্ম (৬তৎ), তাহা হইতে জন্মিয়াছে যে, উপ ; শিবঘর্ম্ম—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

শিবঙ্কর—ক্ষেমঙ্কর, শুভকর, মঙ্গলকারক। উপ ; শিব (শুভ)—কৃ (করা)+খ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শিবঙ্করী।

শিবচতুর্দ্দশী—ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। শিব প্রিয়া যে চতুর্দ্দশী, মপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—১৮৬০ খ্রীঃ কুমারখালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নবদ্বীপের ৺কৃষ্ণনাথ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি একজন ভক্ত নিষ্ঠাবান্ তান্ত্রিক বাগ্মী পুরুষ ছিলেন। ইঁহার লিখিত ভগবতীতত্ত্ব একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইনি হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক ও শক্তি সাধক ছিলেন এবং তন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটনে জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি কাশীধামে কয়েক বৎসর থাকিয়া তন্ত্রমহিমায় কাশীবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তন্ত্রতত্ত্ব, কর্ত্তা ও মন, স্বভাব ও অভাব, মা, দুর্গোৎসব, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ ২৫শে মার্চ্চ ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

শিবজ্ঞান—শুভাশুভ কালবোধক শাস্ত্র। শিবের (শুভের) জ্ঞান হয় যদ্দারা, বহু। সং ; ক্লী।

শিবতাতি—মঙ্গলকর, শুভাত্মক। শিব শব্দ (মঙ্গল)+তাতি। বিণ ; ত্রি।

শিবদাতা (—দাতৃ)—মঙ্গলদাতা, সুখদায়ক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী শিবদাত্রী।

শিবদূতী, শিবদূতিকা—দেবীবিশেষ ; দুর্গা ; যোগিনীবিশেষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শিবনাথ শাস্ত্রী—১৮৪৭ খৃঃ ৩১শে জানুয়ারী (বাং ১২৫৩ সালের ১৯ মাঘ) রবিবার, ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই পণ্ডিতবংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার মাতাও বিদুষী ছিলেন। সেই জন্যই ইনি অতি বুদ্ধিমান্ ও বিদ্যাবান্ হইতে পারিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাসাগর)। সোমপ্রকাশ সম্পাদক স্বনামখ্যাত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইঁহার মাতুল হইতেন। ইঁহাদের পৈতৃক নিবাস (জয়নগর) মজিলপুর।

শিবনাথের ছয়মাস বয়ঃক্রম হইলে, ইঁহার জননী শিশুপুত্রকে লইয়া মজিলপুরে শ্বশুরালয়ে গমন করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় শিবনাথের "হাতেখড়ি" হয়। অতিশয় মেধাবী ছিলেন বলিয়া এক বৎসরেই ইনি পাঠশালার শিক্ষা শেষ করেন, এবং পরে গ্রামের এক স্কুলে প্রেরিত হন।

শিবনাথ দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলে হরানন্দ পুত্রকে কলিকাতায় আনিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তৎকালে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। বালক শিবনাথ মাতুলের বাসাতেই থাকিতেন। শিবনাথের বয়স যখন ১৩ বৎসর তখন ইঁহার পিতা প্রসন্নময়ী নাম্নী দশমবর্ষীয়া এক কুমারীর সহিত ইঁহার বিবাহ দিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই হরানন্দ ঠাকুর প্রসন্নময়ীর প্রতি কোন কারণে বিরূপ হইয়া বিরাজ মোহিনী নাম্নী আর একটী কুমারীর সহিত শিবনাথের বিবাহ দিলেন। ইহাতে বালক মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেন। অতঃপর ইনি মাতুলের বাসা ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরে হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল বদান্যপ্রবর ৺মহেশচন্দ্র চৌধুরীর আলয়ে আশ্রয় লন, এবং সেইখান হইতে ১৮৬৬ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি সংস্কৃত কলেজেই এফ, এ (এখনকার আই, এ) পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মহেশ বাবুর বাসার নিকটেই একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল। ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষিগণ

তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। বালক শিবনাথ তথায় নিয়মিত যাতায়াত ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তদুপরি ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত বিবাহের প্রতিও অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যথাকালে এফ. এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ২২, ডাফ্ স্কলারসিপ ১৫, ও সংস্কৃত কলেজের প্রথম বৃত্তি ১২,—মোট ৫৯, টাকা বৃত্তি পান। অতঃপর ইনি বি, এ পড়িতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি ইঁহার অনুরাগের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বি, এ পড়িবার সময় ইনি উক্ত ধর্ম্মে প্রকাশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং ১৮৬৯ খৃঃ কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন। তাহাতে ইঁহার পিতা রুষ্ট হইয়া পুত্রকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অগত্যা ইনি জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রসন্নময়ীকে ও শিশুকন্যা হেমলতাকে লইয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন যথাকালে বি, এ পাশ করিয়া ও ১৮৭২ খৃঃ এম্, এ ও শাস্ত্রী উপাধি লইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইলেন। অতঃপর ইনি কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে অন্যান্য ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের ন্যায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন, এবং তত্রত্য স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তদ্ব্যতীত কেশববাবুর পত্নীকেও পড়াইতেন। এই সময়ে ইঁহার পূর্ব্বোক্ত মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ হইয়া পড়ায় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যাইবার মানসে শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠান। ইনি হরিনাভিতে উপস্থিত হইলে তিনি ইঁহার হস্তে সোমপ্রকাশের সম্পাদনভার ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের কার্য্যভার অর্পণ করেন। উভয় কার্য্যই ইনি অতীব যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ইনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে ভবানীপুরের সাউথ সুবারবান স্কুলে ও পরে কলিকাতার হেয়ার স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। এই সকল নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইতেন। ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। এই সময়ে ইনি "সমদর্শী" নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতেই ইঁহার "নিমাই সন্ন্যাস" শীর্ষক মনোহর কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে প্রচারিত হইল যে, কেশবচন্দ্র কুচবিহারের অপ্রাপ্ত ব্যবহার রাজকুমারের সহিত স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিতেছেন। তৎপূর্ব্বে কেশব নিজেই উদ্যোগী হইয়া যে ১৮৭২ সালের ৩ আইন বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তাহাতে পাত্রীর বয়স ন্যূনকল্পে ১৪ ও পাত্রের বয়স ন্যূনকল্পে ১৮ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকেই তাহার অন্যথাচরণ করিতে দেখিয়া শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম প্রচারকগণ তাহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু কেশব কাহারও কথা শুনিলেন না। এজন্য শাস্ত্রী মহাশয় ও অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতারা কেশবের দল ছাড়িয়া স্বতন্ত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৮৭৯ খৃঃ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সমাজ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিলেন। ইঁহার মধুর উপদেশ শুনিবার জন্য মন্দির জনতায় পূর্ণ হইতে লাগিল। ইংরাজজাতির নানা সদ্গুণদৃষ্টে শাস্ত্রী মহাশয় চিরদিনই তাঁহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে ইনি স্বচক্ষে ইংলণ্ড দর্শন মানসে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এদেশ হইতে যাত্রা করিলেন। ইনি ছয় মাস বিলাতে ছিলেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমে ইঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল,—উত্তরোত্তর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯১৯ খৃঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর ৭৩ বৎসর বয়সে এই মহাত্মার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। ইনি নানা বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, যথা—মেজবৌ, নয়নতারা, যুগান্তর, বিধবার ছেলে প্রভৃতি উপন্যাস; পুষ্পমালা, পুষ্পাঞ্জলি, নির্ব্বাসিতের বিলাপ, হিমাদ্রিকুসুম প্রভৃতি কবিতা পুস্তক; প্রবন্ধমালা, ধর্ম্মজীবন, গৃহধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থ; এবং রামতনু লাহিড়ীর জীবনী; তদ্ব্যতীত নানা পত্র পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ ও কবিতা। ইনি অতি অকপট বিশ্বাসী ও সরলপ্রাণ লোক ছিলেন, যাহা সত্য বা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, লোকলজ্জাদির ভয়ে বা অন্য কোন কারণে, কার্য্যে তাহার পরিচয় দিতে কদাপি পশ্চাৎপদ হইতেন না।

শিবপুরী—বারাণসী, কাশী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শিবপ্রিয়া—শঙ্করী, দুর্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শিবমন্দির—শিবালয়। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

শিবরতন মিত্র—বাঙ্গালা ১২৭৮ সালে ১লা চৈত্র বীরভূম জেলার অন্তর্গত বড়রা গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। বীরভূম জেলাস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিবরতন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জেনারেল এসেম্ব্রিজ কলেজে বি, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পঠদ্দশায় ইনি Progress, Hope প্রভৃতি পত্রে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চায় এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা ও পুঁথি সংগ্রহে ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত 'রতন লাইব্রেরী'তে বঙ্গভাষায় প্রাচীন ও অপ্রকাশিত হস্তলিখিত সহস্রাধিক পুঁথি, এবং দুই সহস্রাধিক মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইনি বীরভূম ও বর্দ্ধমান অনুসন্ধান সমিতি, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অন্যতম সদস্য, বীরভূম সাহিত্যপরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ইঁহার রচিত 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' বঙ্গভাষার মূল্যবান্ সম্পত্তি। ইহাতে দুই সহস্রাধিক প্রাচীন ও পরলোকগত বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের রচনার আদর্শসহ জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা শিবরতন বাবুর বহু পরিশ্রমের ফল। এতদ্ব্যতীত ইনি দূর্ব্বা, তপোবন, চিন্ময়ী, বঙ্গসাহিত্য, বীরভূমির ইতিবৃত্ত প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা এবং উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।

শিবরাত্রি—ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শিবলিঙ্গ—মহাদেবের প্রস্তরমৃত্তিকাদিময় লিঙ্গমূর্ত্তি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শিববাহন—বৃষ। ৬তৎ। সং; পু।

শিবা—১। শুভদা, ইত্যাদি। শিব দেখ। শিব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শিবানী, পার্ব্বতী, দুর্গা। ৩। শৃগালী; হরীতকী; আমলকী; দূর্ব্বা; শমী; নদীবিশেষ। শী (শয়ন করা)+ব অধি+আপ্। সং; স্ত্রী। [যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

শিবাক্ষ—রুদ্রাক্ষ। শিবের অক্ষির ন্যায় অক্ষি

শিবাজী—মাহারাট্টা রাজ্যের স্থাপয়িতা। যাদব রাও ও শাহজী ভোঁসলা নামক দুইজন মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষ আহম্মদনগরের মুসলমান রাজসরকারে সেনানায়কের কার্য্য করিতেন। যাদব রাওএর কন্যা জিজীবাইএর সহিত শাহজীর বিবাহ হইলে সেই দম্পতী হইতে পুনায় অনতিদূরস্থ শিউনরি দুর্গে ১৬২৭ খ্রীঃ শিবাজীর জন্ম হয়। পুনা শাহজীর পৈতৃক জায়গীর। আহম্মদনগরের পতনের পর শাহজী বিজাপুরের সুলতানের অধীনে সেনাপতি নিযুক্ত হন। বিজাপুররাজকর্ত্তৃক কর্ণাটবিজয়ে প্রেরিত হইয়া শাহজী দক্ষিণ ভারতবর্ষে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য

স্থাপন করেন এবং তাঞ্জোর নগর স্বীয় রাজধানী করিয়া বিজাপুর রাজ্যের অধীনে তাহার শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি মারাঠা দেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পুনার শাসনভার এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র শিবাজীর অভিভাবকত্বভার দাদাজী কোন্দেও নামক একজন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিয়া যান। দাদাজীর তত্ত্বাবধানে শিবাজী বাল্যেই অশ্বারোহণ, অসি-চালন, ধনুর্ব্বিদ্যা, মল্লক্রীড়া, মৃগয়া প্রভৃতি বীরপুরুষোচিত কার্য্যে সবিশেষ দক্ষ হইয়া উঠেন। তদানীন্তন কালে মারাঠা ক্ষত্রিয়দিগের নিকট লেখাপড়া শিক্ষার কোন মর্য্যাদাই ছিল না; সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা সমর বিদ্যাকে বিশেষ গৌরবজনক জ্ঞান করিতেন এবং তাহাই শিখিতেন। এজন্য শিবাজীও লেখাপড়া শিখেন নাই। তবে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শ্রবণে ইঁহার হৃদয়ে যে উচ্চ ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাতে ইনি মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেবমূর্ত্তি ও গো-ব্রাহ্মণাদি প্রাণপণে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

পুনার প্রত্যন্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে মাওয়ালি নামে এক অসভ্য জাতির বাস ছিল। শিবাজী তাহাদিগকে সমর-কৌশল শিক্ষা দিয়া উৎকৃষ্ট যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া সুবিধামত মুসলমান অধিকারে নানা স্থানে লুটপাট করিতে লাগিলেন। দাদাজীর মৃত্যুর পর ইনি পুনার ও মারাঠা দেশস্থ অন্যান্য পৈতৃক সম্পত্তির শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার উপস্বত্ব তাঞ্জোরে পিতার নিকট প্রেরণ না করিয়া সেই অর্থ দ্বারা সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৬৪৬ অব্দে বিজাপুর-রাজের অধিকারস্থ টোর্ণা দুর্গ হস্তগত করিলেন। ইহাতে বিজাপুরপতি ইঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইলে ইনি কৌশলে সুলতানকে শান্ত করিলেন। অনন্তর ইনি রাজগড় নামক আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যে সিংহগড় ও পুরন্দর নামক আর দুইটি দুর্গও অধিকার করিয়া লইলেন। এই সমস্ত দুর্গম ও অজেয় গিরিদুর্গ হইতে সৈন্যচালনা করিয়া শিবাজী চতুর্দ্দিকে উপদ্রব করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইঁহার বল ও সাহস এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, ইনি একদা বিজাপুর রাজকোষের উদ্দেশে প্রেরিত রাজস্বের অর্থ পথিমধ্যে লুণ্ঠন করিলেন। বিজাপুরের সুলতান ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজীকে একটি কারাকক্ষে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং শিবাজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তিনি যদি অবিলম্বে বশ্যতা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইঁহার পিতার কারাকক্ষের দ্বার চিরদিনের মত গাঁথিয়া রুদ্ধ করা হইবে। বুদ্ধিমান্ শিবাজী তখন এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। ইনি বিজাপুরের প্রকৃত বল জানিতেন, এবং ইহাও জানিতেন যে দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ই ভারতবর্ষের প্রকৃত হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। সুতরাং ইনি শাহজাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইনি বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সমাচার পাইয়া বিজাপুরপতি উদ্বিগ্ন হইলেন এবং নিজ হিন্দু মন্ত্রী মুরারিপন্থের পরামর্শে শাহজীকে কারামুক্ত করিয়া কর্ণাটে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। শিবাজী এ যাবৎকাল মোগল অধিকারে উৎপাত করেন নাই। পিতার মুক্তিলাভের পর ইনি নিশ্চিন্ত হইয়া মোগল অধিকারে প্রবেশ করিলেন এবং তিন লক্ষ টাকা মূল্যের ধনরত্ন ও তিন শত ঘোটক লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। যে বর্গীগণ (মারাঠা অশ্বারোহী) সার্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল সমগ্র ভারতবর্ষের ভীতিস্থল হইয়াছিল, এই খৃঃ ১৬৫০ অব্দই তাহার মূলভিত্তি হইল। শিবাজী ক্রমশঃ সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ইনি মুসলমানদিগকেও নিজ সেনাদল মধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের সহায়তায় সমস্ত কঙ্কণ প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন। কেবল ইংরেজদের অধিকৃত বোম্বাই, পর্ত্তুগীজদিগের গোয়া ও হাবসীদের জিঞ্জিরা এই তিনটি স্থানের প্রতি ইনি লোলুপ-দৃষ্টিপাত করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন।

কঙ্কণ প্রদেশ হস্তচ্যুত হওয়ায় বিজাপুরপতি অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া পাঠানজাতীয় প্রধান সেনাপতি আফজল খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এরূপ নগণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরিত হওয়ায় খাঁ সাহেব মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। পক্ষান্তরে সুচতুর শিবাজীও প্রচার করিলেন যে, ইনি মহাবীর আফজলের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন।

উভয় পক্ষ সন্ধিসভায় মিলিত হইয়াছে, এমন সময় আফজল সহসা শিবাজীর গলা টিপিয়া ধরিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। শিবাজী অতি কষ্টে নিজেকে মুক্ত করিয়া স্বীয় পরিচ্ছদ মধ্যে লুক্কায়িত "বাঘ-নখ" অস্ত্রের আঘাতে তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর ইনি আফজলের সৈন্যের উপরে সহসা আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন (১৬৫৯ খৃঃ)।

আফজল খাঁর মৃত্যুর পর বিজাপুরপতি স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম প্রথম যুদ্ধে তিনি শিবাজীর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইতোমধ্যে কর্ণাট অঞ্চলে এক নূতন বিভ্রাট হওয়ায় তাঁহাকে বাজী ঘোরপুরে নামক একজন হিন্দু সেনাপতির হস্তে কঙ্কণ প্রদেশের যুদ্ধের ভার অর্পণ করিয়া দ্রুতপদে কর্ণাট যাইতে হইল। এই ঘোরপুরে ইতঃপূর্ব্বে শাহজীকে ধরিয়া বন্দিভাবে তাঞ্জোর হইতে বিজাপুরে আনয়ন করিয়াছিল। শিবাজী এক্ষণে বৈরনির্য্যাতনের সুযোগ পাইয়া সহসা ঘোরপুরের রাজধানী আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিলেন এবং ঘোরপুরেকে সবংশে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই শিবাজী রায়গড় নামক অভেদ্য দুর্গে আপনার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন।

অতঃপর শিবাজী সৈন্যসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত করিলেন। এই সময়ে ইঁহার অধীনে নিয়মিত পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতি ও সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। এই বিপুল সেনাদল লইয়া ইনি মোগল অধিকারে যৎপরোনাস্তি উপদ্রব আরম্ভ করিলে, মোগল বাদসাহ আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ও প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্বীয় মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর দমনার্থ প্রেরণ করিলেন (১৬৬৩ খৃঃ)। শায়েস্তা খাঁ কয়েকটী গিরিদুর্গ হস্তগত করিলেন, এবং শিবাজীর অনুপস্থিতি কালে পুনা অধিকার করিয়া ইঁহার প্রাসাদে নিজ বাসস্থান নির্দিষ্ট করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া শিবাজী প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং একদা নিশাকালে পঞ্চবিংশতি জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে এক বরযাত্রী দল গঠন করিয়া স্বীয় বাসভবনে অতর্কিত ভাবে প্রবেশপূর্ব্বক শায়েস্তা খাঁর পুত্রের ও রক্ষকগণের প্রাণসংহার করিলেন। সাহেব গবাক্ষদ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু পলাইবার সময় শিবাজীর অসির আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। শিবাজী অনায়াসে পুনা পুনরধিকার করিলেন। অতঃপর শিবাজী রণতরী ও নৌ-বলের সৃষ্টি করিয়া সুরাট নগর ও বিজাপুর-পতির অধিকৃত বসিলোর নামক সামুদ্রিক বন্দর লুণ্ঠন করিলেন এবং প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ১৬৬৪ খৃঃ ইনি 'রাজা' উপাধি গ্রহণ

পূর্ব্বক স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপারে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আওরঙ্গজেব দিলির খাঁ ও রাজা জয়সিংহকে "মার্হাট্টা মূষিকের" দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হইলেন। অনন্তর জয়সিংহ শিবাজীকে বাদশাহের সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, শিবাজী সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলে বাদশাহ ইঁহাকে কয়েকটি সুবার চৌথ (রাজস্বের চতুর্থাংশ) এবং ইঁহার পুত্র শম্ভুজীকে পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদ (অর্থাৎ পঞ্চসহস্র সৈন্যের নেতৃত্ব) প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শিবাজী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে পুরন্দর নগরে উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল (১৬৬৬ খ্রীঃ)। ইহাই ইতিহাসে পুরন্দর সন্ধি নামে খ্যাত।

হিন্দু রাজা জয়সিংহের মধ্যস্থতায় যে সন্ধি হইল, শিবাজী সরল বিশ্বাসে তাহার উপর নির্ভর করিয়া মোগল সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন, এবং তাহাদের বিজাপুর ধ্বংসচেষ্টায় অন্তরের সহিত সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইঁহার বীর বিক্রম, রণকৌশল ও উদ্যমশীলতা দেখিয়া রাজপুত ও মুসলমান সেনানীগণ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কপটী বাদশাহ পত্র দ্বারা ইঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া দিল্লী গমন জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রাজা জয়সিংহের প্ররোচনায় শিবাজী সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নবমবর্ষীয় পুত্র শম্ভুজীকে লইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে উপনীত হইয়া শিবাজী জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সহিত বাদশাহের দরবারে নিরস্ত্রভাবে উপস্থিত হইলেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে ইঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের মধ্যে বসিবার আসন এবং পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ প্রদত্ত হইল। এইরূপ অবমাননায় বীর-কেশরী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং রামসিংহের তরবারি প্রার্থনা করিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন।

চৈতন্য লাভ করিয়া শিবাজী দেখিলেন যে, ইনি নিজ বাসায় নীত হইয়াছেন ও সম্রাট প্রকারান্তরে ইঁহাকে বন্দী করিয়াছেন। এ সমস্তই নিজ অবিমৃষ্যকারিতার ফল, ইহা চিন্তা করিয়া ইনি অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। ধূর্ত্ততায় ইনি আওরঙ্গজেবের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের পক্ষে দিল্লীর জলবায়ু অসহ্য, এইরূপ ভাণ করিয়া ইনি প্রথমতঃ সম্রাটের অনুমতিক্রমে সঙ্গীয় সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন। অতঃপর ইনি নিজ পীড়ার ভাণ করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন ও কয়েক দিন পরে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলেন এবং রোগমুক্তির নিমিত্ত হিন্দু ও মুসলমান দেবালয়ে এবং ব্রাহ্মণ ও মোল্লাগণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাহকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া একদা পূর্ণিমার রাত্রিতে একটি মিষ্টান্নের ঝুড়িতে পুত্রকে স্থাপন করিয়া ও অপর একটি ঝুড়িতে নিজে স্থাপিত হইয়া দিল্লীর বহির্ভাগস্থ এক দেবালয়ে নীত হইলেন। সঙ্কেত-স্থানে উপস্থিত হইয়া ইনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং পুত্রকে নিজ পশ্চাদ্ভাগে লইয়া ঘোটককে সবলে কশাঘাত করিলেন। সমস্ত রাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ঊন-পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মথুরায় উপনীত হইলেন। তথায় জনৈক পরিচিত ব্রাহ্মণের নিকট পুত্রকে রাখিয়া শিবাজী মস্তকাদি মুণ্ডন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন এবং অনুসরণকারী মোগল সৈন্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের নিমিত্ত সোজা পথে না যাইয়া প্রয়াগ, কাশী, গয়া, পাটনা, কটক হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে এক বৎসর পরে রাজধানী রায়গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মোগলদিগের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় শিবাজীর হৃদয়ে জিঘাংসা বৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইনি দ্বিগুণতর উৎসাহে মোগল অধিকারে নানাপ্রকার উপদ্রব ও লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব ইঁহার দমনার্থ পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে তিনি শিবাজীর সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন (১৬৬৯ খ্রীঃ), এবং ইঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত 'রাজা' উপাধি এবং মোগলেরা যে সকল স্থান জয় করিয়া লইয়াছিল, তাহাও ফিরাইয়া দিলেন। এই সময়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরাও শিবাজীকে স্ব স্ব রাজ্যের চৌথ ও সর্দ্দেশমুখী (রাজস্বের দশমাংশ) প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ইঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। এইরূপে রাজশক্তি দৃঢ় করিয়া লইয়া শিবাজী নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনসংস্কারে ও উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

শিবাজী সৈন্যগণকে রাজকোষ হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক বেতন দিতেন, তাহাদের বেতন বাকি পড়িতে দিতেন না, কিন্তু তাহাদিগকে লুণ্ঠিত ধনের ভাগ দিতেন না,—সে সমস্তই রাজকোষে জমা হইত। ইনি প্রাচীন হিন্দুপ্রথা অনুসারে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহাও বাকি পড়িয়া জমিতে দিতেন না। রাজস্ব ব্যতিরিক্ত অন্য সর্ব্বপ্রকার অতিরিক্ত আবওয়াব গ্রহণ ইনি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কোন উচ্চপদস্থ সেনাপতি বা ব্রাহ্মণ যুদ্ধে বন্দী হইলে ইনি বিনা নিষ্ক্রয়ে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিতেন। ইঁহার সভায় আট জন "প্রধান" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অমাত্য থাকিতেন; একজন পেশওয়া "মুখ্য-প্রধান" রূপে তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেন, "সেনাপতি" অর্থাৎ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, এবং "ন্যায়াধীশ" উপাধিধারী একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন। এবংবিধ শাসন বিষয়ক শৃঙ্খলাস্থাপনে তাঁহার দুই বৎসর অতিবাহিত হয়।

তদনন্তর ইনি মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ করিলেন। আওরঙ্গজেব ইঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র শাহ আলমের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র শিবাজী সিংহগড় নামক গিরিদুর্গ ও কল্যাণ প্রদেশ অধিকার করিলেন, এবং ১৬৭০ খ্রীঃ সুরাটনগর দ্বিতীয়বার লুণ্ঠন করিলেন। আওরঙ্গজেব ইঁহার দমনার্থ বিভিন্ন সেনাপতি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সকলেই বিফলচেষ্ট হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। ১৬৭১ খৃঃ শাহজী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে শিবাজী "মহারাজ" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মহাসমারোহে রায়গড়ের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন এবং তদুপলক্ষে তুলাপুরুষ দানব্রত উদ্‌যাপন করিলেন অর্থাৎ স্বয়ং স্বর্ণের সহিত তুলিত হইয়া সেই স্বর্ণ বিপ্র ও যাজকগণকে বিতরণ করিলেন। শাহজীর মৃত্যুর পর হইতে শিবাজীর বৈমাত্র ভ্রাতা তাঞ্জোর শাসন করিতেছিলেন। ১৬৭৭ খৃঃ শিবাজী তথায় গমন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া নিজ অংশ গ্রহণ করিলেন, এবং তৎপরে মুসলমানদিগের অধিকৃত কয়েকটি স্থান জয় করিয়া লইলেন। ১৬৭৯ খৃঃ মোগলেরা বিজাপুর অবরোধ করিলে বিজাপুরপতি শিবাজীর সাহায্য প্রার্থী হইলেন। শিবাজী অবরোধকারী সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগস্থ মোগল-অধিকার লুণ্ঠন করিয়া এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, মোগলসৈন্য বিজাপুরের অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই মহোপকারের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বিজাপুরের সুলতান

শিবাজীকে তাঞ্জোর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশসমূহের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইরূপে প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিয়া শিবাজী ১৬৮০ খৃঃ ৬ই এপ্রেল তারিখে ত্রিপঞ্চাশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বর্গারোহণ করিলেন।

শিবানী—ভবানী, শঙ্করী, দুর্গা। শিব+ঈপ্ পত্নী অর্থে; অথবা শিব শব্দ—আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ড ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শিবাপ্রিয়—ছাগ। ৬তৎ। সং; পু।

শিবারাতি—১। শিবার ও শিবের শত্রু। ৬তৎ। ২। কুক্কুর। শিবার (শৃগালীর) অরাতি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

শিবালয়—১। শিবমন্দির; শিবের গৃহ; রক্ত তুলসী। শিবের আলয়, ৬তৎ। সং; পু। ২। শ্মশান। সং; ক্লী। ৩। গ্রামবিশেষ।

শিবালু—শৃগাল, শিয়াল। শিবা (শৃগালী)+আলু। সং; পু।

শিবি—১। হিংস্র জন্তু; ভূর্জপত্র বৃক্ষ; দেশবিশেষ। শি (তীক্ষ্ণ করা)+বি ক। সং; পু। ২। জনৈক নৃপ। ইনি সাতিশয় দয়ালু ও ভক্তিপরায়ণ মহাপুরুষ ছিলেন। ইঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ব্রহ্মা একদা ব্রাহ্মণবেশে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার পুত্রের মাংস ভোজনার্থ প্রার্থনা করেন। ইনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা ব্রাহ্মণের ভোজনার্থ প্রস্তুত করিয়া দিলে ব্রহ্মা ইঁহাকে তাহা ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইনি তাহাতেও প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া ব্রহ্মা নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ইঁহার পুত্রের জীবন দান করিয়া ইঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সং; পু।

শিবিকা—যানবিশেষ, পাল্কী, ডুলী। শিব+ক্রি (=শিবি, নামধাতু)+ণক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিবিকারোহণ—পাল্কীতে আরোহণ; পাল্কীতে চড়া। ২ বা ৭তৎ। সং; ক্লী।

শিবিকারোহী (—রোহিন্)—পাল্কীতে আরোহণকারী, যে পাল্কীতে চড়িয়া যাইতেছে এরূপ, ডুলীচড়া। শিবিকার আরোহী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী শিবিকারোহিণী।

শিবিপিষ্ট—মহাদেব, শিব। শিপিবিষ্ট দেখ। সং; পু। [শী+কির অধি। সং; ক্লী।

শিবির—সেনানিবেশ, ছাউনি; পটাবাস, তাঁবু।

শিবিরসন্নিবেশ—শিবিরস্থাপন, তাঁবু ফেলা। ৬তৎ। সং; পু।

শিশয়িষা—শয়ন করিবার ইচ্ছা। সনন্ত শী+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিশয়িষু—শয়ন করিতে ইচ্ছু। সনন্ত শী+উ ক। বিণ; ত্রি।

শিশি, শিশী—ক্ষুদ্র কাচপাত্রবিশেষ, ছোট বোতল। বৈদেশিক। সং।

শিশির—১। হিম, তুষার। শশ (প্লুত গমন করা)+কির অধি। সং; পু। ২। শীতকাল, মাঘ ফাল্গুন মাস। সং; ক্লী। ৩। শীতল, জড়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শিশিরা।

যে সমস্ত পদার্থ রাত্রিকালে মুক্ত বায়ুতে পড়িয়া থাকে, তাহাদের তাপ বিকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সেগুলি সহজেই শীতল হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদের সন্নিহিত বায়ু রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বে আর পূর্ব্বের ন্যায় তত বাষ্প ধারণ করিতে না পারায় তাহার কিয়দংশ ঐ সমস্ত পদার্থের শৈত্যসংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর আকারে তাহাদের উপর সঞ্চিত হয়। তাহাকেই শিশির বলে। শীতকালের রাত্রিতে ঘাস প্রভৃতি পদার্থ কোন কোন দিন এত অধিক শীতল হয় যে, উহাদের গাত্রলগ্ন শিশির প্রভাতে শুভ্রবর্ণ তুষার কণার মত দৃশ্যমান হয়। চলিত কথায় উহাকে 'পালা পড়া' বলে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে যে প্রায়ই শিশির সঞ্চিত হইতে দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে, ওরূপ অবস্থায় মৃত্তিকা হইতে তাপ শূন্যে বিকীর্ণ হইতে পারে না। আবৃত স্থানেও ঐ কারণে শিশির সঞ্চিত হইতে পারে না। এতদ্দেশে শিশির সঞ্চার শরৎকালে আরব্ধ হইয়া বসন্তকালে সমাপ্ত হয়। গ্রীষ্মকালে দুই তিন মাস শিশির দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহার কারণ এই যে, বৃক্ষপত্রাদি রাত্রিতেও বায়ু অপেক্ষা অধিক শীতল হয় না। ৪। রামায়ণে বর্ণিত পর্ব্বতবিশেষ। ইহার শৃঙ্গ নভঃস্পর্শী। এই পর্ব্বত দেব দানবদিগের বাসভূমি।

শিশিরকুমার ঘোষ—যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা গ্রামে ১৮৪২ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ ঘোষ। মাগুরার ঘোষবংশ বিখ্যাত জমিদার। অধুনা ইহা অমৃতবাজার নামে পরিচিত। বাল্যে পাঠশালা ও স্কুলে ইঁহার সামান্য শিক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু স্বীয় অধ্যবসায়-গুণে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইনি যথেষ্ট জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। বাল্যে ইনি যাহা দেখিতেন তাহাই শিখিতেন। অল্প বয়সেই ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সঙ্গীতশাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার হৃদয় অতীব কোমল; দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাহা গলিয়া যাইত। প্রজাবর্গের উপর নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারদর্শনে ইঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। ইহার ফলেই অমৃতবাজার পত্রিকার উৎপত্তি। ১৮৬৮ খৃঃ মাগুরা হইতে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ইহা সাপ্তাহিক ও বাঙ্গালা ছিল। শিশিরকুমার যে কেবল ইহার সম্পাদক ছিলেন এমন নহে, কম্পোজিটর ও প্রেসম্যানের অভাবে ইঁহাকে নিজেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। ১৮৭৯ খ্রীঃ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালোপী আইন প্রবর্ত্তিত হইলে বাঙ্গালা অমৃতবাজার ইংরাজীতে পরিণত হয়। কিছুদিন পরে উহা দৈনিক হয়। ইহাতে ইনি যেরূপ নির্ভীকভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেন, তাহা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইত। ম্যালেরিয়া-পীড়িত হইয়া ১৮৭১ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় উঠিয়া আসেন, সুতরাং অমৃতবাজারও সেই হইতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি একজন গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব। ইনি অমিয় নিমাই চরিত, অমিয় ভাণ্ডার, ইংরাজী ভাষায় লর্ড গৌরাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগে ইনি বৈষয়িক কার্য্যের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। শেষ কয়েক বৎসর ইনি Hindu Spiritual Magazine নামক মাসিক পত্র ইংরাজী ভাষায় পরিচালনা করিয়া, দেশবাসিগণের মধ্যে প্রেততত্ত্বের আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃঃ ১০ই জানুয়ারি (১৩১৭ সাল, ২৬শে পৌষ) মঙ্গলবার শিশিরকুমার মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি একজন নির্ভীক স্বদেশসেবক ও সংবাদ পত্র সেবী ইঁহার লেখনীর ভয়ে অনেককেই সন্ত্রস্ত হইতে হইত।

শিশিরধৌত—শিশির দ্বারা প্রক্ষালিত, হিম দ্বারা ধৌত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শিশিরসিক্ত—হিমার্দ্র, শিশিরে ভিজা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী—সিক্তা।

শিশিরস্নাত—হিম দ্বারা অভিষিক্ত, শিশিরধৌত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—স্নাতা।

শিশু—শাবক; ১৬ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক। শিশ্ (গমন করা) বা শো (তীক্ষ্ণ করা)+উ ক। সং; পু।

শিশুক—শাবক; জলজন্তুবিশেষ; বৃক্ষবিশেষ; শিশুগাছ। শিশু শব্দ+কণ্। সং; পু।

শিশুকাল—বাল্যকাল, শৈশব। ৬তৎ। সং; পু।

শিশুত্ব—শিশুর ভাব, শৈশব, বাল্য। শিশু শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

শিশুপাল—চেদিবংশীয় নৃপবিশেষ। শিশু শব্দ—পিত্ত পা—পালি (পালন করা)+অন্ ক। সং; পু।

চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে বসুদেবভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ইঁহার জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ

কর্ত্তৃক ইনি হত হইবেন, ইহা জানিতে পারিয়া শ্রুতশ্রবাঃ ভ্রাতৃ-তনয়কে (শ্রীকৃষ্ণকে) ইঁহার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণও তাহাতে সম্মত হন। দমঘোষ ও তদীয় পুত্রগণ মগধরাজ প্রবল-প্রতাপ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণদ্বেষী, সুতরাং ইঁহারাও কৃষ্ণদ্বেষী; জরাসন্ধের অনুরোধে ভীষ্মকরাজ শিশুপালের সহিত নিজ কন্যা রুক্মিণীর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তদনুসারে শিশুপাল বরবেশে বিদর্ভনগরে উপস্থিত হন। কিন্তু সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে হরণ করেন। কাজেই শিশুপালকে নিতান্ত অবমানিত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে প্রত্যাগমন করিতে হয়। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে শিশুপাল কৃষ্ণের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। তৎকালে ইঁহার অপরাধ সংখ্যা শতাধিক হওয়ায় কৃষ্ণ ইঁহার প্রাণসংহার করেন।

শিশুপালহা (-হন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপ; শিশুপাল -হন্ (বধ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

শিশুমার—জলজন্তুবিশেষ, জলকপি, শুশুক; তারকাচক্রবিশেষ। শিশু-শিরস্ মৃ (-মারি)+ষণ্ ক। সং; পু।

শিশ্ন—পুরুষোপস্থ, মেঢ্র, লিঙ্গ, পুরুষাঙ্গ। শশ্ +নক্ ক, নিপাতনে। সং; পু।

শিষ—অগ্নিশিখা; ধান্যাদির ডগা। দেশজ। সং।

শিষ্ট—১। শান্ত; ধীর; সুশীল; বশতাপন্ন; শিক্ষিত; নীতিজ্ঞ। শাস্ (শাসন করা) +ক্ত র্ম্ম। ২। অবশিষ্ট। শিষ্ (বাকি থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শিষ্টা।

শিষ্টতা, ত্ব—শিষ্টের ধর্ম্ম, নম্রতাদি গুণ। শিষ্ট +তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

শিষ্টসম্ভাষণ—ধীর সম্ভাষণ, ভদ্র কথোপকথন, ভদ্রতাপূর্ণ আলাপ। কর্ম্মধা। সং; পু।

শিষ্টাচার—১। ভদ্র ব্যবহার, ভদ্রতা। শিষ্ট যে আচার, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মার্জ্জিত আচরণ বিশিষ্ট, ভদ্রব্যবহারকারী, ভদ্র। শিষ্ট আচার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শিষ্টাচারসম্পন্ন—ভদ্রব্যবহারযুক্ত, ভদ্রতাবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -সম্পন্না।

শিষ্টি—দমন, শাসন, তাড়ন; আজ্ঞা; আদেশ। শাস্ (শাসন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

শিষ্য—১। শাসনীয়; উপদেশ্য; শিক্ষণীয়। শাস্ (শাসন করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শিষ্যা। ২। অন্তেবাসী, ছাত্র; যাহাকে ইষ্ট মন্ত্র দেওয়া যায়; চেলা। সং; পু। [সং।

শিহরণ—ভয়বিস্ময়াদি হেতু রোমাঞ্চ ও কম্পন।

শিহরা—ভয়বিস্ময়াদি হেতু রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

শী—শয়ন; শান্তি। শী (শয়ন করা)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

শীকর—বায়ুবাহিত জলবিন্দু; জলকণা; শরল বৃক্ষ। শীক্ (সেক করা)+অরন্ ক। সং; পু। [শীঘ্র শব্দের অপভ্রংশ।

শীগ্‌গির—শীঘ্র, দ্রুত, তাড়াতাড়ি, অগৌণে।

শীঘ্র—১। অবিলম্ব, ত্বরা। শিন্ঘ্ (আঘ্রাণ করা)+রক্ ভা। সং; ক্লী। ২। ত্বরিত, দ্রুত। শিন্ঘ্+রক্ ক। বিণ; ত্রি। ৩। অবিলম্বে, ত্বরান্বিত হইয়া। ক্রি বিণ।

শীঘ্রগ—দ্রুতগামী। শীঘ্র-গম্ (যাওয়া)+ ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শীঘ্রগা।

শীঘ্রগতি—১। দ্রুতগমন; গ্রহের গতিবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। দ্রুতগতিসম্পন্ন, দ্রুতগামী। শীঘ্র (দ্রুত) হইয়াছে গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শীঘ্রগামী (-গামিন্)—দ্রুতগমনকারী, ক্ষিপ্রগামী। শীঘ্র-গম্ (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শীঘ্রগামিনী।

শীঘ্রচেতন—কুক্কুর। শীঘ্র-চিত্ (চেতন পাওয়া)+অন ক। সং; পু।

শীঘ্রতা—দ্রুততা। শীঘ্র+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শীঘ্রবেধী (-বেধিন্)—দ্রুতবিদ্ধকারী, লঘুহস্ত। শীঘ্র-বিধ্ (বিদ্ধ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শীঘ্রবেধিনী।

শীট্টি—শীস দিবার যন্ত্র; যন্ত্র দ্বারা দীর্ঘ শীস। হিন্দীমূলক। সং।

শীত—১। শীতল, ঠাণ্ডা; জড়। শ্যৈ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শীতা। ২। শীতলতা, শৈত্য; শৈত্য বোধ। শীত শব্দ+ক্ত ভাবে। সং; ক্লী। ৩। শীতকাল [ষড়্ ঋতু দেখ]; বেতস বৃক্ষ, বেত গাছ। সং; পু।

শীতকর, শীতকিরণ, শীতগু, শীতময়ূখ, শীতরশ্মি —চন্দ্র; কর্পূর। শীত (শীতল) হইয়াছে কর, কিরণ, গো, ময়ূখ, রশ্মি (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

শীতগু—শীতকর দেখ।

শীতপিত্ত—চর্ম্মরোগবিশেষ (urticaria or nettle-rash)। ইহা হঠাৎ জন্মে, হঠাৎ অন্তর্হিত হয়। দেহ গরম হইলে শীতল জল পানে এই রোগ জন্মে। সং।

শীতপ্রধান—অধিক শীতবিশিষ্ট, যেখানে শীতকাল অধিকস্থায়ী; অতিরিক্ত শীতল। শীত হইয়াছে প্রধান যথায়, বহু। বিণ; ত্রি।

শীতবস্ত্র—শীত নিবারণার্থে বস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শীতময়ূখ—শীতকর দেখ।

শীতরশ্মি—শীতকর দেখ।

শীতল—১। শৈত্যগুণবিশিষ্ট, ঠাণ্ডা। শীত শব্দ —লা (দেওয়া)+ড ক, অথবা শীত শব্দ +ল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শীতলা। ২। চন্দন; মৌক্তিক; শৈলেয়; বেণার মূল, খসখস। সং; ক্লী। ৩। ঠাকুরের আপরাহ্নিক ভোগ। দেশজ। সং।

শীতলতা—শৈত্য, ঠাণ্ডা ভাব। শীতল+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শীতলপাটি—বেতগাছের তুল্য ক্ষুপবিশেষের ত্বকে রচিত মাদুরবিশেষ—শীতল বলিয়া এই নাম। দেশজ। সং।

শীতলপ্রকৃতি—১। ধীরস্বভাব, ঠাণ্ডা মেজাজবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। ধীরস্বভাব। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শীতলস্বভাব—শীতলপ্রকৃতি (সকল অর্থে)।

শীতলা—১। শৈত্যগুণযুক্তা। শীতল+আপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। দেবীবিশেষ, বসন্তাদি রোগের দেবতা। সং; স্ত্রী। ৩। শীতল হওয়া, ঠাণ্ডা হওয়া, জুড়ান; গাত্র হইতে উন্মোচন করা। ক, প্র। ক্রি। [সং; পু।

শীতবাত—শীতল বায়ু, ঠাণ্ডা বাতাস। কর্ম্মধা।

শীতশিব—১। শৈলেয়; সৈন্ধবলবণ। শীত (ঠাণ্ডা) অথচ শিব (শুভকর), কর্ম্মধা। সং, ক্লী। ২। মৌরি। সং; পু।

শীতা—১। শীতলা, শৈত্যগুণযুক্তা। শীত দেখ। শীত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লাঙ্গলপদ্ধতি। রামচন্দ্রের ভার্য্যা, সীতা [সীতা দেখ]। সং; স্ত্রী।

শীতাংশু—চন্দ্র; কর্পূর। শীত (শীতল) অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

শীতাগম—শীতকালের আবির্ভাব, শীতের উপস্থিতি। ৬তৎ। সং; পু।

শীতাতপ—শীতলতা ও উষ্ণতা, শীত ও রৌদ্র। দ্বন্দ্ব সং; পু। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শীতাতপসহিষ্ণু—শীত ও রৌদ্র সহকারী। দ্বন্দ্ব

শীতাদ্রি—হিমাদ্রি, হিমালয় পর্ব্বত। শীত (শীতল) যে অদ্রি, কর্ম্মধা। সং; পু।

শীতার্ত্ত—শীতপীড়িত, শীতে কাতর। শীত দ্বারা ঋত (যুক্ত) বা আর্ত্ত (পীড়িত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শীতার্ত্তা।

শীতালু—শীতার্ত্ত, শীতপীড়িত। শীত+আলু যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শীতাশ্মা (-শ্মন্)—চন্দ্রকান্ত মণি। শীত (শীতল) যে অশ্মা (প্রস্তর), কর্ম্মধা। সং; পু।

শীতীভাব—শৈত্য, শীতলত্ব; মোক্ষ, মুক্তি। শীত+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=শীতী)-ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

শীতোত্তম—জল। শীত অথচ উত্তম, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শীতোষ্ণ—শীতগ্রীষ্ম, ঠাণ্ডা ও গরম। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

শীৎকার, শীৎকৃত—রতিকালীন শব্দ, অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষ, 'সীস্' এই শব্দকরণ। শীত্

(অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্ত ভা। সং; যথাক্রমে পুং ও ক্লী।

শীধু—পক্ক ইক্ষুরসজাত মদ্যবিশেষ; মধু। শী (শয়ন করা)+ধুক্ ণ। সং; ক্লী বা পুং।

শীধুগন্ধ—১। মদের গন্ধ। ৬তৎ। ২। বকুল-বৃক্ষ। শীধুর গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। সং; পুং।

শীধুপ—মদ্যপ, সুরাপায়ী, মদখোর। উপ; শীধু (মদ)—পা (পান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শীধুপা।

শীন—১। ঘনীভূত, জমিয়া শক্ত হইয়াছে এরূপ; মূর্খ। শ্যৈ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। অজগর। সং; পুং।

শীফর—স্ফীত; মনোরম। শী—ফল্ (ফলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শীফরা।

শীর—বৃহৎকায় সর্প, অজগর। শী (শয়ন করা)+রক্ ক। সং; পুং।

শীর্ণ—কৃশ; ক্ষীণ; শুষ্ক; ছিন্ন; পতিত; শৄ (বধ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

শীর্ণকায়—১। ক্ষীণ দেহ, কৃশ শরীর। কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। ক্ষীণকায়, কৃশ শরীর-বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শীর্ণকায়া।

শীর্ণতা—কৃশতা; ক্ষীণতা; শুষ্কতা। শীর্ণ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শীর্ণদেহ—১। ক্ষীণ শরীর, কৃশ দেহ। কর্ম্মধা। সং; পুং বা ক্লী। ২। ক্ষীণকায়, কৃশকায়। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শীর্ণদেহা।

শীর্ষ—মস্তক, মাথা। শিরস্ শব্দ স্থানে শীর্ষ আদেশ; শিরঃ দেখ। সং; ক্লী।

শীর্ষক—মাথার খুলি; টোপর; পাগড়ি। শীর্ষ +কণ্। সং; ক্লী। [৭তৎ। বিণ; ত্রি।

শীর্ষচ্ছেদ্য—বধ্য, শিরশ্ছেদনযোগ্য। শীর্ষে ছেদ্য,

শীর্ষণ্য—১। শীর্ষস্থিত; মূর্দ্ধজ; মস্তকজাত। শীর্ষ (মস্তক)+য্য। বিণ; ত্রি। ২। শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি। সং; ক্লী। ৩। বিশদ কেশ, পরিষ্কৃত চুল। সং; পুং।

শীর্ষস্থান—মস্তক; উচ্চ স্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শীর্ষস্থানীয়—মস্তকস্থানীয়; সর্ব্বপ্রধান। শীর্ষস্থান শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি।

শীল—১। চরিত্র; স্বভাব; সাধুচরিত্র। শীল্ (অভ্যস্ত হওয়া)+অল্ ণ। সং; ক্লী। ২। অজগর। শী+রক্ ক। সং; পুং।

শীলতা—সাধুতা, ভব্যতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা। দেশজ। সং।

শীলন—অভ্যাস; আলোচনা; প্রবর্ত্তন; পরি-বর্ত্তন; অতিশায়ন। শীল্ (অভ্যাস করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শীলবান্ (—বৎ)—সুশীল, সচ্চরিত্র। শীল+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী শীলবতী।

শীলিত—অভ্যস্ত; প্রবর্ত্তিত; শিক্ষিত; আলো-চিত। শীল্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

শীবা (শীবন্)—অজগর; বোড়া সাপ। শী (শয়ন করা)+কনিপ্ ক। সং; পুং।

শীষ—শিখাবৎ মঞ্জরী; শণ পাট প্রভৃতির আটি বা গোছা। দেশজ। সং।

শীস—শী বা হিস্ শব্দ, প্রায় বদ্ধমুখে অব্যক্ত দীর্ঘ শব্দ। দেশজ। সং।

শুঁকা—আঘ্রাণ করা, নাসিকাদ্বারা গন্ধ লওয়া; শ্বাস গ্রহণ করা। দেশজ। ক্রি।

শুঁটি, শুটি—কলায়াদির সবীজ ফল। দেশজ। সং।

শুঁঠ—শুষ্ক আর্দ্রক। শুণ্ঠি শব্দের অপভ্রংশ।

শুঁড়—করিকর বা তদাকার বস্তু, ভ্রমরাদির মুখের শুঁয়া। শুণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শুঁড়ী—মদ্যবণিক্। শৌণ্ডিক শব্দের অপভ্রংশ।

শুঁয়া—ধান্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; বৃক্ষপত্রাদির সূক্ষ্ম কণ্টক; সূচিবৎ কণ্টকমাত্র। শুঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ।

শুঁয়াপোকা—যে পোকার গায়ে অনেক শুঁয়া থাকে। শূককীট শব্দজ। সং।

শুক্ (শুচ্)—শোক, মনস্তাপ। শুচ্+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

শুক—১। বস্ত্র; বস্ত্রাঞ্চল; শিরস্ত্রাণ। শুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+কক্ ক। সং; ক্লী। ২। পক্ষিবিশেষ, শুয়া বা টিয়াপাখী; বৃক্ষবিশেষ, শিয়াল কাঁটা; শিরীষ বৃক্ষ। শুক্+ক ক। সং; পুং। স্ত্রী শুকী।

৩। রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী। রাবণের আদেশে শুক বানর সাজিয়া রামের সৈন্য-বলের সন্ধান লইতে রাম-শিবিরে গমন করিলে বিভীষণ ইঁহাকে ধরিয়া ফেলেন। রাম ইঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন। সং; পুং।

৪। জনৈক ঋষি, বেদব্যাসের পুত্র। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, একদা ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখিয়া ব্যাসদেব চঞ্চল-মনা হন। ঘৃতাচী তাহা দেখিয়া শুক-পক্ষিণীর রূপ ধারণ করে; তদ্দর্শনে ব্যাস-দেব নিজ কুপ্রবৃত্তি দমন করিবার নিমিত্ত অরণিমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘর্ষণ করিতে করিতে সেই অরণিমধ্যে সহসা তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। ঋষিবর তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া আরও প্রবলবেগে সেই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠদ্বয়ের পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণে তন্মধ্যস্থ শুক্র আলোড়িত হওয়ায় অবিলম্বে তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; শুক্র-বিলোড়ন দ্বারা ইঁহার জন্ম হওয়ায় ইনি শুক নামে খ্যাত হন। অতঃপর ইনি বনে গমন করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। অপ্সরা রম্ভা ইঁহার তপোবিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া অকৃত-কার্য্য হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলে শুকদেব তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

শুকতারা—শুক্রগ্রহ। সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিমা-কাশে ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে এই গ্রহ উজ্জ্বল তারার মত দেখায় বলিয়া শুক-তারা নাম। দেশজ। সং।

শুকন, শুকনা—শুষ্ক, জলশূন্য, নীরস। শুষ্ক শব্দের অপভ্রংশ।

শুকনাস—১। শুকপক্ষিতুল্য নাসিকাবিশিষ্ট। শুকের নাসার ন্যায় নাসা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুকনাসা। ২। রাজা তারা-পীড়ের মন্ত্রী। সং; পুং।

শুকপুচ্ছ—শুকপাখীর লেজ; [তদ্বর্ণ বলিয়া] গন্ধক। ৬তৎ। সং; পুং। [সং; স্ত্রী।

শুকশিম্বা, শুকশিম্বি—কপিকচ্ছু। মসী কর্ম্মধা।

শুকা, শুখা—১। শুষ্ক। বিণ। ২। শুষ্ক তামাকপাতা, দোক্তা। হিন্দী। ৩। সং। অনাবৃষ্টি জন্য শস্যহানি। সং। ৪। শুষ্ক হওয়া, দেশজ। ক্রি।

শুকাদন—দাড়িম্ব, ডালিম। শুকের (শুক-পক্ষীর) অদন (ভক্ষণীয়), ৬তৎ। সং; পুং।

শুকান, শুখান—শুষ্ক হওয়া বা করা। দেশজ। ক্রি।

শুকী—শুকপক্ষিণী; কশ্যপপত্নী। শুক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শুকটী মাছ—শুষ্কীকৃত মৎস্য। দেশজ।

শুক্ত—১। পরিষ্কৃত; পবিত্র; পর্য্যুষিত বা বিকৃত হওয়ায় অম্লযুক্ত; নিষ্ঠুর; নির্জ্জন। শুচ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুক্তা। ২। শিকা; মাংস; ঈষৎ তিক্ত বা কষায় রসযুক্ত ব্যঞ্জনবিশেষ। সং; ক্লী।

শুক্তা—১। পরিষ্কৃতা, ইত্যাদি। শুক্ত দেখ। শুক্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্ত নামক ব্যঞ্জন। দেশজ। [মাণ। দেশজ। সং।

শুক্তি—শুক্তা; শুক্ততাপ্রাপ্তি; তাহার পরি-

শুক্তি, শুক্তিকা—ঝিনুক; অশ্বের বক্ষঃস্থলে রোমাবলী-কৃত আবর্ত্তময়; কপালখণ্ড; শঙ্খ; চক্ষুরোগবিশেষ। শুচ্ (পবিত্র হওয়া, ইত্যাদি)+ক্তি ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ +আপ্। সং; স্ত্রী।

শুক্তিজ—১। শুক্তিজাত। শুক্তি—জন্ (জন্মা) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুক্তিজা। ২। মুক্তাফল। সং; ক্লী।

শুক্র—১। চক্ষুরোগবিশেষ; তেজ; শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, বীর্য্য। শুচ্ (পবিত্র হওয়া, ইত্যাদি)+রক্ ক। সং; ক্লী। ২। অগ্নি; জ্যৈষ্ঠমাস; গ্রহবিশেষ [সৌরজগৎ দেখ]; শুক্রাচার্য্য (শুক্রাচার্য্য দেখ); যোগবিশেষ। সং; পুং।

শুক্রকর—১। বীর্য্যজনক। উপ; শুক্র (বীর্য্য) –কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুক্রকরী। ২। মজ্জা। সং; পুং।

শুক্রভুক্ (–ভুজ্)—১। রেতঃখাদক। শুক্র (রেতঃ)–ভুজ্ (খাওয়া)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ময়ূর। সং; পুং।

শুক্রভূ—১। বীর্য্যজাত। উপ; শুক্র–ভূ (হওয়া) +কিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মজ্জা; সং; পুং। [যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শুক্রল—শুক্রযুক্ত; বীর্য্যদায়ক। শুক্র+ল

শুক্রলা—১। শুক্রযুক্তা; বীর্য্যদায়িকা। শুক্রল দেখ। শুক্রল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উচ্চটাবৃক্ষ। সং; স্ত্রী। [সং; পুং।

শুক্রবার—শুক্রগ্রহের ভোগ্য দিবস। ৬তৎ।

শুক্রশিষ্য—দৈত্য। ৬তৎ। সং; পুং।

শুক্রাঙ্গ—ময়ূর। শুক্র অঙ্গে যাহার, বহু। সং; পুং।

শুক্রাচার্য্য—দৈত্য-গুরু। শুক্রও যে আচার্য্যও সে, কর্ম্মধা। সং; পুং।

ভৃগুমুনির পুত্র বলিয়া ইঁহার অন্য নাম ভৃগুসুত বা ভার্গব। আবার মতান্তরে কথিত আছে যে, "মহর্ষি ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থ দ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।" ইঁহার ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র এবং দেবযানী নামে এক কন্যা জন্মে। বলিরাজের দানে ব্যাঘাত করায় ইঁহার একটি চক্ষুঃ নষ্ট হয়। এজন্য সাধারণতঃ ইনি 'কাণা শুক্র' নামে খ্যাত। ইনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানিতেন এবং তদ্দ্বারা যুদ্ধে হত দৈত্যগণকে পুনর্জ্জীবিত করিতেন। এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বৃহস্পতিতনয় কচ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইঁহার গৃহে শিষ্যরূপে অবস্থিতি করিতে করিতে দেবযানীর অনুরাগভাজন হন। দৈত্যগণ কচের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দুইবার বধ করিলে দেবযানীর অনুরোধে শুক্র তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। তৃতীয় বারে দৈত্যগণ কচকে ভস্মীভূত ও সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভার্গবকে পান করায়। কন্যার অনুরোধে সেবারেও ইনি উদরমধ্যস্থ কচকে পুনর্জীবিত করেন এবং মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে উদর ভেদ করিয়া নির্গত হইতে বলেন। কচ তাহা করায় ইঁহার প্রাণনাশ ঘটে। তখন কচ ইঁহাকে পুনর্জীবিত করেন (কচ দেখ)। ইঁহার অপর কন্যা অরজার প্রতি বলপ্রকাশ হেতু ইনি দণ্ডকরাজাকে শাপে ভস্মীভূত করেন। তাঁহার রাজ্য অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া দণ্ডকারণ্য হয়। যযাতি রাজা ইঁহার এক কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। অপর পত্নী শর্মিষ্ঠার উপর রাজার পক্ষপাতমূলক অনুরাগ ছিল বলিয়া অপমান বোধে ইনি যযাতিকে অভিশাপে জরাগ্রস্ত করিয়া ছিলেন [যযাতি দেখ]।

শুক্রিয়—শুক্রসম্বন্ধীয়। শুক্র+ইয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুক্রিয়া।

শুক্ল—১। শ্বেতবর্ণযুক্ত, সাদা; শুদ্ধ, নির্দ্দোষ, পবিত্র। শুচ্ (পবিত্র হওয়া)+লক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুক্লা। ২। শ্বেতবর্ণ, সাদা রঙ। সং; পুং। ৩। রজত, রৌপ্য; চক্ষুরোগবিশেষ; নবনীত। সং; ক্লী।

শুক্লকর্ম্মা (–কর্ম্মন্)—সৎকার্য্যকারী, বিশুদ্ধচরিত্র। শুক্ল (শুদ্ধ) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

শুক্লতিথি—অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ১৫ তিথি। শুক্লা যে তিথি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শুক্লপক্ষ—অমাবস্যার অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথি [পক্ষ দেখ]। কর্ম্মধা। সং; পুং।

শুক্লা—১। শ্বেতবর্ণা, শুভ্রা, ইত্যাদি। শুক্ল দেখ। শুক্ল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শর্করা; সরস্বতী। সং; স্ত্রী।

শুক্লাপাঙ্গ—ময়ূর। শুক্ল (সাদা) অপাঙ্গ (চক্ষুর প্রান্ত) যাহার, বহু। সং; পুং।

শুক্লিমা (–মন্)—শ্বেতত্ব, সাদা রঙ্। শুক্ল+ইমন ভাবে। সং; পুং।

শুক্লোপলা—শর্করা, চিনি। শুক্ল যে উপলতুল্যা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শুক্তি—বায়ু; তেজঃ; চিত্র। শুষ্ (শোষণ করা)+ক্তি ক। সং; পুং।

শুঙ্গ—বট গাছ; আমড়া গাছ; শূক, শুঁয়া। শম্+গ ক, নিপাতনে। সং; পুং।

শুঙ্গা—ধান্যাদির শুঁয়া। শুঙ্গ দেখ। শুঙ্গ+আপ্। সং; স্ত্রী।

শুচা—মনস্তাপ, শোক। শুচ্ (শোক করা)+ক্বিপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

শুচি—১। পবিত্র; শুদ্ধ, নির্দ্দোষ; নিষ্মল; অনুপহত; শুক্ল, শুভ্র, সাদা; অনুকূল। শুচ্ (পবিত্র হওয়া ইত্যাদি)+ইক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। অগ্নি; গ্রীষ্ম; শুদ্ধ মন্ত্রী; জ্যৈষ্ঠ; আষাঢ়; শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ; সদাচার; শৃঙ্গার রস। সং; পুং।

শুচিতা—পবিত্রতা; বিশুদ্ধতা; নির্দ্দোষতা; নির্ম্মলতা। শুচি+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শুচিশ্রবাঃ (–শ্রবস্)—শ্রীকৃষ্ণ। শুচি (পবিত্র) হইয়াছে শ্রবঃ (শ্রবণ) যাঁহার, বহু; মহাভারতে কথিত আছে,—'আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্যসমুদায় শ্রবণ করি বলিয়া আমার নাম শুচিশ্রবাঃ হইয়াছে'। সং; পুং।

শুচিস্মিত—১। বিশুদ্ধ হাস্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বিশুদ্ধহাস্যযুক্ত। শুচি (শুদ্ধ) স্মিত (হাস্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শুজা (শাহ্)—দিল্লীশ্বর শাহ্জহাঁর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি সমর-বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন, কিন্তু অমিতাচারে ইঁহার মন ও দেহ উভয়ই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৬২৯ খ্রীঃ শাহজহাঁ ইঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। তদবধি ইনি প্রায় ২০ বৎসর এই তিন প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ইনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজমহলে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি বঙ্গরাজ্যের রাজস্বের একটি নূতন হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইঁহারই শাসনকালে ইংরাজেরা বাঙ্গালায় প্রথম বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন।

১৬৫৭ খ্রীঃ শাহজহাঁ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ও সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া যুবরাজ-রূপে রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় শুজা বাঙ্গালায়, তৃতীয় আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে ও চতুর্থ মুরাদ গুজরাটে সুবাদারি করিতেন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া ইঁহারা সকলেই সিংহাসন লাভার্থ সচেষ্ট হইলেন। শুজা জয়সিংহ ও সোলেমানের দ্বারা কর্ত্তৃক বারাণসীতে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। ইতোমধ্যে শাহজহাঁ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তিনি দারা ও মুরাদের প্রাণবধ করিলেন।

শুজা বাঙ্গালায় থাকিয়া এই সমস্ত সংবাদ শুনিলেন এবং তুমুল আয়োজন করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এদিকে আওরঙ্গজেবও শুজার অভিযানবার্ত্তা অবগত হইয়া প্রথমতঃ স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি মিরজুমলাকে ইঁহার গতিরোধার্থ প্রেরণ করিলেন এবং পরে নিজেও তাঁহার অনুগামী হইলেন। আলাহাবাদ ও এটোয়ার মধ্যবর্ত্তী কাজোয়া নামক স্থানে উভয় ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইল (১৬৫৯ খৃঃ) শুজা পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মিরজুমলা সেখান পর্য্যন্ত ইঁহার অনুসরণ করায় ইনি পরিজনবর্গ লইয়া ১৬৬০ খৃঃ আরাকানে পলায়ন করিলেন। আরাকানের বৌদ্ধ রাজা কিছুদিন ইঁহাকে আশ্রয় দান করেন,

কিন্তু তাহার পর ইঁহার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলেন, আরাকান পতি শুজার কন্যার রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হওয়ায় তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া শুজাকে সপরিবারে নির্দ্দয়ভাবে বধ করেন।

শুঠি, শুঠিকা, শুঠী—শুষ্ক আর্দ্রক, শুক্‌না আদা, শুঁঠ। শুন্‌ঠ্ (শোষণ করা)+ই ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তর কণ্+আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শুণ্ড—কর, (হাতীর) শুঁড়। শুন্ (গমন করা)+ড ক। সং ; পু।

শুণ্ডধর—করী, হস্তী। শুণ্ড শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

শুণ্ডা—১। শুণ্ড, শুঁড় ; মদিরা ; কুট্টনী। শুন্ +ড ক+আপ্। ২। বেশ্যা ; মদ্যগৃহ। শুন+ড অধি+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শুণ্ডার—করী, হস্তী ; অপকৃষ্ট শুণ্ডা, নিকৃষ্ট মদিরা ; শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। শুণ্ডা শব্দ+র। • সং ; পু।

শুণ্ডাল—শুণ্ডী, হস্তী। শুণ্ডা (শুঁড়)+ল যুক্তার্থে, কিংবা শুণ্ড (শুঁড়)—আ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক।

শুণ্ডিকা—অলিজিহ্বা, আলজিভ। শুণ্ডা (শুঁড়) +কণ্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শুণ্ডী (শুণ্ডিন্)—করী, হস্তী ; শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। শুণ্ড শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

শুদ্ধ—পবিত্র ; নির্দ্দোষ ; নির্ম্মল ; শুভ্র ; স্বচ্ছ ; কেবল। শুধ্ (শোধন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শুদ্ধা।

শুদ্ধচারিতা—পবিত্রাচার। শুদ্ধচারী দেখ। শুদ্ধচারিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

শুদ্ধচারী (—চারিন্)—পবিত্রাচার ; নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। উপ ; শুদ্ধ—চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী শুদ্ধচারিণী।

শুদ্ধদন্ (—দৎ)—শুভ্রদন্তবিশিষ্ট। শুদ্ধ (শুভ্র) হইয়াছে দন্ত যাঁহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শুদ্ধদতী।

শুদ্ধমতি—১। পবিত্রচিত্ত, নিষ্পাপ অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। পবিত্রচেতাঃ, বিশুদ্ধমনাঃ, নিষ্পাপ চিত্তবিশিষ্ট। শুদ্ধা মতি (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

শুদ্ধসত্ত্ব—পবিত্রচেতাঃ। বহু। বিণ ; ত্রি।

শুদ্ধাচার—১। বিশুদ্ধ আচরণ ; পবিত্র অনুষ্ঠান। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। পবিত্র আচারসম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি।

শুদ্ধাচারী (—চারিন্)—পবিত্র-আচার-সম্পন্ন। শুদ্ধাচার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী শুদ্ধাচারিণী।

শুদ্ধানন্দ স্বামী—রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম প্রধান সন্ন্যাসী এবং "উদ্বোধন" নামক ধর্ম্মমূলক মাসিক পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। ১৮৮৭ খৃঃ কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার আদি নাম সুধীরচন্দ্র, এবং পিতার নাম আশুতোষ চক্রবর্ত্তী। সুধীরচন্দ্র বাল্যে অতি মেধাবী ও সুশীল ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যথাকালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হন ; কিন্তু বি-এ পড়িবার সময় মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। এবং শুদ্ধানন্দ নাম প্রাপ্ত হইয়া নানা তীর্থে পর্য্যটন করেন। পরে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লোকহিতব্রতে ও স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইনি পণ্ডিত, এবং সুবক্তা ও সুলেখক। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ নানা অন্তরায় সত্ত্বেও ইনি "উদ্বোধন" পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর ইনি যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন।

শুদ্ধান্ত—অন্তঃপুর, অন্দরমহল ; অবরোধ ; অন্তঃপুরকক্ষা ; অন্তঃপুর-স্ত্রী ; অশৌচান্ত। শুদ্ধ (পবিত্র) হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। সং ; পু। [অশৌচ ; দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি।

শুদ্ধাশুদ্ধ—পবিত্র ও অপবিত্র, নির্দ্দোষ ও

শুদ্ধি—শোধন ; বিশুদ্ধতা ; মার্জ্জন ; সংস্কার ; নির্ম্মলতা ; স্বচ্ছতা। শুধ্+ক্তি ভা। স্ত্রী।

শুদ্ধোদন—বুদ্ধদেবের পিতা। পুরাকালে অযোধ্যার উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। শুদ্ধোদন তথাকার রাজা ছিলেন। রাজা দণ্ডপাণির দুই ভগিনী মহামায়া ও গৌতমীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। মতান্তরে—শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবের পিতা নহেন, পিতামহ। বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদনি,—শুদ্ধোদনের পুত্র। সং ; পু।

শুদ্ধোদনি—কেহ কেহ বলেন, ইনি বুদ্ধের পিতা। শুদ্ধোদন শব্দ+ঞি অপত্যার্থে। সং ; পু।

শুদ্ধাশুদ্ধি—পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, নির্দ্দোষতা ও সদোষতা। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

শুধরান—শুদ্ধ করা, সংশোধন করা ; শুদ্ধ হওয়া, সংশোধিত হওয়া। দেশজ ক্রিয়া।

শুধু—কেবল, মাত্র। শুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ।

শুধুশুধু—কেবল ; অনর্থক, অকারণ, অহেতুক। দেশজ।

শুন—১। কুকুর। শুন্ (গমন করা)+ক ক। সং ; পু। ২। শ্রবণ কর। দেশজ। ক্রি।

শুনঃশেফ—ঋচিক মুনির মধ্যম পুত্র, বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। ইন্দ্র অম্বরীষ রাজার যজ্ঞীয় পশু হরণ করিলে, তিনি যজ্ঞবিঘ্নের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নরবলি দিবার নিমিত্ত ইঁহাকে ক্রয় করেন, এবং অযোধ্যায় যাইতে যাইতে রাত্রি যাপন করিবার উদ্দেশে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হন। শুনঃশেফ প্রাণরক্ষার নিমিত্ত মাতুল বিশ্বামিত্রের শরণার্থী হইলে তিনি ইঁহাকে অগ্নির স্তব শিক্ষা দেন। সেই স্তব উচ্চারণ করিয়া ইনি রাজার যজ্ঞাগ্নিতে রক্ষা পান। অনন্তর বিশ্বামিত্র ইঁহাকে পোষ্যপুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইঁহার নাম দেবরথ রাখেন। সং।

শুনক—কুকুর ; মুনিবিশেষ। শুন দেখ। শুন শব্দ+কন্। সং ; পু।

শুনা—১। শ্রাণ করা ; পালন করা। ক্রি। ২। শুক্ত। দেশজ। বিণ।

শুনান—শ্রবণ করান ; বলা। দেশজ। ক্রি।

শুনি—১। কুকুর। শুন্ (গমন করা)+ইক্ ক। সং ; পু বা স্ত্রী। ২। শ্রবণ করি, শুনিতে পাই। দেশজ। ৩। শুনিয়া, শ্রবণ করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

শুনী—কুক্কুরী। শ্বা দেখ। শ্বন্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শুন্ধ্যু—অগ্নি। শুন্ধ্+যু ক। সং ; পু।

শুন্য—রিক্ত, শূন্য। শুন্ (গমন করা)+য র্থ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শুন্যা। [সং।

শুবা, শুবে—সন্দেহ। বৈদেশিক শুবহ্ শব্দজ।

শুভ—১। শ্রেয়ঃ ; মঙ্গল। শুভ্ (শোভা পাওয়া)+ক ক। সং ; ক্লী। ২। মঙ্গলজনক, হিতকর ; সুখী ; কুশলী ; সুন্দর। বিণ ; ত্রি। ৩। যোগবিশেষ। সং ; পু।

শুভংযু—শুভান্বিত, কুশলযুক্ত। শুভ শব্দের ২য়ার ১ বচনে শুভং, তদুত্তরে যু যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

শুভকর—মঙ্গলজনক ; সুখদ। শুভ শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শুভকরী।

শুভক্ষণ—শুভসময়, মঙ্গলজনক সময় ; মঙ্গলদায়ক মুহূর্ত্ত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শুভঙ্কর—১। মঙ্গলজনক। উপ ; শুভ (মঙ্গল) —কৃ (করা)+খ ক ; অথবা শুভ শব্দের ২য়ার ১বচনে শুভং, তদুত্তরে কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শুভঙ্করা, শুভঙ্করী।

২। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। বঙ্গদেশে কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম। গণিতবিদ্যায় ইঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। গণিতের জটিল নিয়মসমূহ ভাঙ্গিয়া ইনি নিত্য ব্যবহার্য্য অঙ্কসমস্ত সমাধান করিবার সহজ সহজ সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করিয়া জনসাধারণের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। সং ; পু।

শুভদ—মঙ্গলদায়ক। উপ; শুভ শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুভদা।

শুভদৃষ্টি—মঙ্গলজনক দৃষ্টি; বিবাহকালে বর কন্যার পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত। শুভ যে দৃষ্টি, কর্মধা। সং; স্ত্রী।

শুভমুহূর্ত—শুভক্ষণ, মঙ্গলজনক অত্যল্প সময়। কর্মধা। সং; পু বা ক্লী।

শুভসূচক—মঙ্গলজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুভসূচিকা।

শুভসূচন—মঙ্গলজ্ঞাপন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শুভসূচনী—দেবীবিশেষ, সুবচনী। সং; স্ত্রী

শুভাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, কল্যাণকামনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শুভাকাঙ্ক্ষী (—কাঙ্ক্ষিন্)—মঙ্গলাভিলাষী, কল্যাণকামী, হিতৈষী। শুভ—আ—কাঙ্ক্ষ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শুভাকাঙ্ক্ষিণী।

শুভাগমন—মঙ্গলজনক আগমন, হিতকর উপস্থিতি। কর্মধা। সং; ক্লী।

শুভানুধ্যান—মঙ্গলচিন্তা, কল্যাণকামনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শুভানুধ্যায়ী (—ধ্যায়িন্)—মঙ্গলকামী, হিতাভিলাষী। শুভ—অনু—ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী শুভানুধ্যায়িনী।

শুভানুষ্ঠান—মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান, কল্যাণকর কার্য্য। কর্মধা। সং; ক্লী।

শুভান্বিত—মঙ্গলযুক্ত। শুভ দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুভান্বিতা।

শুভাশীর্বাদ—মঙ্গলজনক আশীর্বচন, কল্যাণকর আশিস্ বাক্য। কর্মধা। সং; পু।

শুভাশুভ—মঙ্গলামঙ্গল, হিতাহিত, ভালমন্দ। শুভ ও অশুভ, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি, বা সং; ক্লী।

শুভ্র—১। উদ্দীপ্ত; শ্বেতবর্ণযুক্ত, শুক্ল, সাদা। শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+রক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুভ্রা। ২। শ্বেতবর্ণ, সাদা রঙ, চন্দন। সং; পু। ৩। রৌপ্য; কাসীস; অভ্রক। সং; ক্লী।

শুভ্রকান্তি—১। শুভ্র সৌন্দর্য্য, শ্বেতবর্ণ দীপ্তি; কর্মধা। সং; স্ত্রী। ২। শুভ্রসৌন্দর্য্যসম্পন্ন, শুভ্রদীপ্তিবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

শুভ্রকায়—১। শুভ্র দেহ। কর্মধা। সং; পু। ২। শুভ্রশরীরসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি।

শুভ্রকেশ—১। শ্বেতকুন্তল, সাদাচুল। কর্মধা। সং; পু। ২। শ্বেতকুন্তলবিশিষ্ট, শুক্লকচ, সাদা-চুলো, পাকা চুলো। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুভ্রকেশা।

শুভ্রকেশশ্মশ্রুশোভিত—সাদা চুল ও সাদা গোঁপ দাড়িবিশিষ্ট। কেশ ও শ্মশ্রু=কেশশ্মশ্রু, দ্বন্দ্ব; শুভ্র যে কেশশ্মশ্রু সে শুভ্রকেশশ্মশ্রু, কর্মধা; তদ্দ্বারা শোভিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শুভ্রদন্তী—বায়ুকোণের হস্তিনী। শুভ্র হইয়াছে দন্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

শুভ্ররশ্মি—১। ধবল কিরণ। কর্মধা। ২। চন্দ্র। বহু। সং; পু।

শুভ্রবসন—১। সাদা কাপড়। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। শুভ্রবস্ত্র পরিধায়ী, যে সাদা কাপড় পরিয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুভ্রবসনা।

শুভ্রশরীর—১। শুভ্রদেহ। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। শুভ্র দেহবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

শুভ্রশ্মশ্রু—১। সাদা দাড়ি। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। সাদাদাড়িবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

শুভ্রাংশু—চন্দ্র। শুভ্র হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু। [সং; পু।

শুভ্রি—ব্রহ্মা। শুভ (দীপ্তি পাওয়া)+রি ক।

শুমার—সংখ্যা। বৈদেশিক। সং।

শুমারি—গণনা। বৈদেশিক। সং।

শুম্ভ—অনেক অসুর। শুম্ভ্ (দীপ্তি পাওয়া) +অন্ ক। সং; পু।

শুম্ভ ভ্রাতা নিশুম্ভ সহ অতীব প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া ক্রমশঃ দেবতাদিগকে পরাভূত করিয়া দেবলোক অধিকার করিয়া বসে। দেবগণ ইহার জ্বালায় অস্থির হইয়া ভগবতীর শরণাপন্ন হন। ভগবতী দুর্গা নিজে অসি হস্তে অসুরবধার্থ সমরে অবতীর্ণা হন। নিশুম্ভ ও অন্যান্য অসুরগণ নিধনপ্রাপ্ত হইলে শুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে গমন করে এবং দেবীর হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শুম্ভঘাতিনী—দুর্গা। শুম্ভ—হন্ (বধ করা)+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শুম্ভপুর, শুম্ভপুরী—শুম্ভদৈত্যের নগর, অধুনা শম্বলপুর বা সম্বলপুর নামে খ্যাত। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

শুম্ভমর্দ্দিনী—দুর্গা। শুম্ভ মৃদ্ (মর্দ্দন করা)+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শুরু, সুরু—আরম্ভ। বৈদেশিক। সং।

শুল্ক—করবিশেষ, মাশুল; যৌতুক; বিবাহের পণ; পণ, বাজি; মূল্য। শুল্ক্ (সৃষ্টি করা)+অল্ ঘ। সং; ক্লী বা পু।

শুল্কানি—নদের নিকট লুনহাল উঠা। প্রাদেশিক। সং। [সং; স্ত্রী।

শুল্ব—রজ্জু; তাম্র। শল্ (চলা)+ল ক।

শুল্ব—যজ্ঞকর্ম; রজ্জু; তাম্র। শুল্ব্ (পরিমাণ করা) অ ক, অথবা শুধ্ (শুদ্ধ হওয়া)+ব ণ। সং; ক্লী। [৬তৎ। সং; পু।

শুল্বারি—গন্ধক। শুল্বের (তাম্রের) অরি (শত্রু),

শুশ্রুবান্ (—বস্)—শ্রোতা, শুনিয়াছে এরূপ। শ্রু+ক্বসু ক। বিণ; পু। স্ত্রী শুশ্রুবী।

শুশ্রূ—মাতা। শ্রু (শুনা)+উ ক। সং; স্ত্রী।

শুশ্রূষণ—শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা। সনন্ত শ্রু+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শুশ্রূষা—শ্রবণেচ্ছা; কথন, বলা; সেবা, পরিচর্য্যা। সনন্ত শ্রু+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

শুশ্রূষু—শ্রবণেচ্ছু; সেবক, পরিচারক। সনন্ত শ্রু+উ ক। বিণ; ত্রি।

শুষা—শোষণ করা, শুষ্ক করা। দেশজ। ক্রি।

শুষি—১। শোষণ, শুষ্ককরণ। শুষ্ (শোষণ করা)+ইক্ ভা। ২। বিবর, গর্ত্ত। শুষ+ইক্ ক। সং; স্ত্রী। ৩। শোষণ করিয়া। ক, প্র। ক্রি।

শুষির—১। গর্ত্ত, বিবর; রন্ধ্র, ছিদ্র; বংশাদিবাদ্য, বাঁশী প্রভৃতির বাজনা। শুষ+কিরচ্ ক। সং; ক্লী। ২। সচ্ছিদ্র। বিণ; ত্রি। ৩। মূষিক, উন্দুর। সং; পু।

শুষিল—১। বায়ু। শুষ্ (শোষণ করা)+ইল ক। সং; পু। ২। শোষণ করিল, শুকাইল। দেশজ। ক্রিয়া। ক, প্র।

শুষ্ক—নীরস, রসহীন, শুক্না; শীর্ণ; নিরর্থক, অহেতুক। শুষ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

শুষ্ককণ্ঠ—১। নীরস কণ্ঠ, শুক্না গলা। কর্মধা। সং; পু। ২। যাহার গলা শুকাইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

শুষ্কপ্রায়—নীরসতুল্য, শুক্নার মত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুষ্কপ্রায়া।

শুষ্কল—আমিষ, মাংস। শুষ্ক শব্দ+কল, অথবা শুষ্ক—লা+ড ক। সং; পু বা ক্লী।

শুষ্কলী—শুষ্ক মাংস; মাংসমাত্র। শুষ্কল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শুষ্কবৈর—অনর্থক বিরোধ। কর্মধা। সং; ক্লী।

শুষ্কাঙ্গ—১। স্নেহশূন্য অবয়ববিশিষ্ট, নীরসদেহ, শীর্ণকায়। শুষ্ক অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শুষ্কাঙ্গী। ২। ধববৃক্ষ। ৩। স্নেহশূন্য অবয়ব, শীর্ণ দেহ। কর্মধা। সং; পু।

শুষ্কাঙ্গী—১। স্নেহশূন্য অবয়ববিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। গোধিকা। সং; স্ত্রী।

শুষ্কার্দ্র—শুঁঠি, শুঠ। কর্মধা। সং; ক্লী।

শুষ্ণ—সূর্য্য; অগ্নি। শুষ্ (শোষণ করা)+ন ক। সং; পু।

শুষ্ম—১। তেজঃ; বীর্য্য, বল। শুষ্ (শোষণ করা)—মক্ ক। সং; স্ত্রী। ২। সূর্য্য; অগ্নি, বায়ু; পক্ষী; অর্চ্চিঃ। সং; পু।

শুষ্ম (শুষ্মন্)—তেজঃ; শৌর্য্য, বীর্য্য; সামর্থ্য। শুষ্ (শোষণ করা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

শুষ্মা (শুষ্মন্)—সূর্য্য; অগ্নি; বায়ু; চিত্রক বৃক্ষ। শুষ্+মন্ ক। সং; পু।

শূক—শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, শুঙ্গা, শুঁয়া। শো+উকক্ ক। সং; ক্লী বা পু।

শূককীট—শুঁয়া পোকা। শূকযুক্ত যে কীট, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

শূকধান্য—যব গোধূমাদি। শূকযুক্ত যে ধান্য, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; ক্লী।

শূকর—বরাহ, শূয়ার। শূ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ট ক। সং; পু। স্ত্রী শূকরী।

শূকল—দুষ্ট অশ্ব। শূক—লা (দেওয়া)+ড ক। সং; পু।

শূকবতী—১। শুঙ্গাযুক্তা। শূক+বতু অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কপিকচ্ছু। সং; স্ত্রী।

শূন্ম—১। সূক্ষ্ম (সকল অর্থে)। সূচ্ (সূচনা করা)+মন্ ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শূক্ষ্মা। ২। কৃতক; অধ্যাত্মা। সং; পু।

শূদ্র—চতুর্থ বর্ণ [চতুর্ব্বর্ণ দেখ]। শুচ্ (পবিত্র হওয়া)+রক্ ক। সং; পু।

শূদ্রক—ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ শূদ্রক নামক তিন ব্যক্তির উল্লেখ আছে। এক শূদ্রক রামচন্দ্রের সময়ে তপস্যা করায় অকালে ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হয়। তাহাতে রামচন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, শূদ্রক নামক জনৈক শূদ্রবংশীয় ব্যক্তি যুগধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তপস্যায় রত হইয়াছে। তখন রামচন্দ্র স্বহস্তে শূদ্রক তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া যুগধর্ম্ম রক্ষা করেন। ইহাতে মৃত ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জীবিত হয়। দ্বিতীয় শূদ্রক রাজা। ইনি মৃচ্ছকটিক নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে যে, শূদ্রক সাতিশয় রূপবান্, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও দ্বিজবংশোৎপন্ন রাজা ছিলেন। তিনি সামবেদ, ঋগ্বেদ, গণিতশাস্ত্র, কলাবিদ্যা ও হস্তিশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মহেশ্বরের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং স্বীয় তনয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি শত বর্ষ জীবিত থাকিয়া অগ্নিপ্রবিষ্ট হন। তৃতীয় শূদ্রক বাণভট্টের কাদম্বরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"আসীৎ··· শূদ্রকো নাম রাজা।" অর্থাৎ শূদ্রক নামে বিবিধ গুণসম্পন্ন এক রাজা ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, শেষোক্ত দুইজন শূদ্রক ভিন্ন ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি। ইহা অসম্ভব নহে যে, বিদিশার রাজা উজ্জয়িনীর সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিদিশা মধ্যভারতে অবস্থিত এবং উজ্জয়িনীর সন্নিহিত।

শূদ্রধর্ম্ম—শূদ্রের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত আচার; শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সেবাদি। ৬তৎ। সং; পু।

শূদ্রপ্রিয়—১। শূদ্রের প্রীতিজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শূদ্রপ্রিয়া। ২। পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। সং; পু। [যাহার, বহু। বিণ বা সং; পু।

শূদ্রভার্য্য—শূদ্রা পত্নীর স্বামী। শূদ্রা ভার্য্যা

শূদ্রা—শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী। শূদ্র শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

শূদ্রাণী—শূদ্রপত্নী। শূদ্র+আনী পত্নী অর্থে।

শূদ্রান্ন—শূদ্রস্বামিকার অন্ন বা খাদ্যদ্রব্য; শূদ্রের ভাত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শূদ্রাবেদী (—বেদিন্)—শূদ্রা-বিবাহকর্ত্তা, যে দ্বিজাতি শূদ্রাকে বিবাহ করে। শূদ্র—বিদ্ (বহন করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

শূদ্রী—শূদ্রপত্নী। শূদ্র শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শূন—স্ফীত, বর্দ্ধিত। শ্বি (বাড়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শূনা।

শূনা—১। স্ফীতা। শূন দেখ। শূন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সূনা দেখ।

শূন্য—১। রিক্ত; রহিত; নির্জ্জন; তুচ্ছ। শূনা শব্দ+ক্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শূন্যা। ২। আকাশ; রিক্ততা-সূচক চিহ্ন—"০"; অভাব; নির্জ্জন স্থান। সং; ক্লী।

শূন্যকুম্ভ—জলশূন্য কলস। কর্ম্মধা। সং; পু।

শূন্যগর্ভ—যাহার অভ্যন্তরভাগ রিক্ত এরূপ, খালি, ফাঁপা। শূন্য (রিক্ত) হইয়াছে গর্ভ (অভ্যন্তরদেশ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শূন্যগৃহ—জনহীন গৃহ; স্বজনহীন ঘর। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শূন্যদৃষ্টি—১। উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি, উদাস দৃষ্টি। কর্ম্মধা। ২। আকাশে স্থাপিত দৃষ্টি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [পু।

শূন্যপথ—আকাশমার্গ, আকাশ। ৬তৎ। সং;

শূন্যময়—সম্পূর্ণ শূন্য, একেবারে রিক্ত; নির্জ্জন। শূন্য+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শূন্যময়ী।

শূন্যমার্গ—শূন্যপথ। ৬তৎ। সং; পু।

শূন্যবাদী (—বাদিন্)—নাস্তিকবিশেষ, মহাযানসম্প্রদায়; মাধ্যমিক; বৌদ্ধমতাবলম্বী। শূন্য শব্দ—বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। সং; পু। স্ত্রী শূন্যবাদিনী।

শূন্যহস্ত—১। রিক্ত হস্ত, খালি হাত। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। রিক্তকরবিশিষ্ট, যাহার হাতে কিছু নাই, অভাবগ্রস্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

শূন্যা—১। রিক্তা, ইত্যাদি। শূন্য দেখ। শূন্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নলী; কণিমনসা; বন্ধ্যা। সং; স্ত্রী।

শূপকার—শূদ্রের পাচক। শূপ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

শূর—১। বসুদেবের পিতা ও কৃষ্ণের পিতামহ; বীর; সূর্য্য। শূর্ (বিক্রান্ত হওয়া)+অন্ ক। সং; পু। ২। বীর্য্যসম্পন্ন, বলবান্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শূরা।

শূরণ—ওল প্রভৃতি খাদ্যমূল; বৃক্ষবিশেষ। শূর (বধ করা)+অন ক। সং; পু।

শূরত্ব—বীরত্ব, বলবত্তা। শূর+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

শূরসেন—১। যদুবংশোৎপন্ন জনৈক নরপতি। কৃষ্ণের জনক বসুদেব ইঁহার পুত্র। শূরসেনের কুন্তিভোজ রাজার সহিত সবিশেষ সখ্যভাব ছিল। একারণ তিনি কুন্তিভোজকে স্বীয় প্রথম সন্তান প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম সন্তান পৃথা। রাজা শূরসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষার্থে পৃথাকে শৈশবকালেই কুন্তিভোজকে প্রদান করিলেন। পৃথা কুন্তিভোজের ভবনে প্রতিপালিত হইয়া কুন্তী নামে খ্যাতা হন। শূরসেনের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রুতশ্রবা, ইঁহাকে চেদিরাজ বিবাহ করেন। ইঁহারই গর্ভে শিশুপাল উৎপন্ন হন। ২। দেশবিশেষ, মথুরা। শূরা (বলবতী) হইয়াছে সেনা (সৈন্য) যাহার, বহু। সং; পু।

শূরোচিত—বীরের উপযুক্ত, বীরযোগ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শূর্প—কুলা। শূ+প ক। সং; ক্লী বা পু।

শূর্পকর্ণ শূর্পশ্রুতি—হস্তী; হাতী। শূর্পের(কুলার) ন্যায় কর্ণ, শ্রুতি যাহার, বহু। সং; পু।

শূর্পণখা—রাক্ষস-রাজ রাবণের ভগিনী। শূর্পের (কুলার) ন্যায় নখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। মুনিবর বিশ্রবার ঔরসে ও নিশাচরী কৈকসীর গর্ভে এই কামরূপিণী রাক্ষসীর জন্ম। ইহার অবয়ব অঙ্গারলোহিতবর্ণ ছিল। কালকেয়-দৈত্যবংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত ইহার বিবাহ হয়। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যুদ্ধে বিদ্যুজ্জিহ্বকে ভ্রমক্রমে বধ করায় ভগিনী বিধবা হয়। অনন্তর রক্ষোরাজ দয়াপরবশ হইয়া ইহাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিবার অনুমতি প্রদান করে এবং ইহার রক্ষার্থে সৈন্যসহ খর ও দূষণ নামক দুইজন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া দেয়। রামচন্দ্র বনবাসে গমন করিয়া পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলে এই রাক্ষসী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইবার কামনায় রাম-জায়া জানকীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন রামের আদেশে তদনুজ লক্ষ্মণ ইহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। রাক্ষসী এই অবমাননার প্রতিশোধদানমানসে রাবণের নিকট গমন করিয়া সীতার রূপলাবণ্যবর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে জানকী-হরণে প্রবর্ত্তিত করে। অনন্তর ইহার কথাক্রমে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া রামলক্ষ্মণের হস্তে সবংশে নিহত হয়। একদিন অশোককাননে শূর্পণখা সীতাকে শাসাইয়া বলিয়াছিল;—"আজ আমরা তোকে খাইয়া মাতাল হইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।"

শূর্পী—ক্ষুদ্র শূর্প, ছোট কুলা ; শূর্পণখা । শূর্প শব্দ+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

শূর্মি, শূর্মী—লৌহপ্রতিমা ; কর্ণিকবিশেষ । সু (সুকর) উর্মি (তরঙ্গ) যাহাতে, বহু ; নিপাতনে । সং ; স্ত্রী ।

শূল—শলাকাকৃতি অস্ত্র ; ত্রিশূল ; রোগবিশেষ ; ব্যথা ; ধ্বজ ; চিহ্ন ; মৃত্যু ; যোগবিশেষ । শূল্ (রুগ্ন করা)+ক ক। সং ; স্ত্রী বা পু ।

শূলধর, শূলধারী (-ধারিন্)—শিব, মহাদেব। শূল (ত্রিশূল) ধারণ করেন যিনি, উপ ; শূল-ধৃ+অন্, ণিন্ ক । সং ; পু ।

শূলধরা, শূলধারিণী—দুর্গা । শূলধর+আপ্, ২য় পক্ষে শূলধারিন্+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

শূলধারী—শূলধর দেখ ।

শূলপাণি—শঙ্কর, শিব । শূল (ত্রিশূল) আছে পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু । সং ; পু ।

শূলভৃৎ—শিব, মহাদেব । শূল (ত্রিশূল)-ভৃ (ধারণ করা)+কিপ্ ক । সং ; পু ।

শূলবিদ্ধ—শূলাহত, যাহাকে শূল দ্বারা বেঁধা হইয়াছে এরূপ । ৩তৎ । বিণ ; ত্রি ।

শূলব্যথা—শূলরোগজনিত বেদনা । শূল (রোগবিশেষ)-জনিতা ব্যথা, মধ্যপদলোপী কর্মধা । সং ; স্ত্রী । [সং ; স্ত্রী ।

শূলা—পণ্যস্ত্রী, বেশ্যা । শূল্+ক ক+আপ্ ।

শূলাকৃত, শূল্য—শলাকাগ্র-বিদ্ধ পক্ক (মাংস), কাবাব-করা (Roasted) । শূল শব্দ-কৃ (করা)+ক্ত র্ম-মধ্যে ডাচ্ (আ) আগম, ২য় পক্ষে শূল+য্য । বিণ ; ত্রি ।

শূলাগ্র—শূলের অগ্রভাগ, ত্রিশূলের আগা । ৬তৎ । সং ; ক্লী । [দেশজ । ক্রি ।

শূলান—কনকন্ করা, তীব্র ব্যথা দেওয়া ।

শূলাপাল—বেশ্যাপাল । ৬তৎ । সং ; পু ।

শূলী (শূলিন্)—১ । শূলপাণি, মহাদেব । শূল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে । সং ; পু । ২ । শূলধারী ; শূলরোগী । বিণ ; পু । স্ত্রী শূলিনী ।

শূল্য—শূলাকৃত দেখ ।

শৃকাল—শৃগাল, শিয়াল । সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+কালন্ ক । সং ; পু ।

শৃগাল—১ । শিয়াল ; জনৈক দৈত্য ; জনৈক নৃপ ; ভীরুজন ; বীর ; কটুভাষী লোক । শৃঙ্গ (শিঙ্)-নঞ্ (অ)-আ-লা (গ্রহণ করা)+ড ক, যে শৃঙ্গ গ্রহণ করে না অর্থাৎ যাহার শিঙ হয় না । সং ; পু । ২ । খল, নিষ্ঠুর । বিণ ; ত্রি ।

শৃগালকণ্টক—শিয়ালকাঁটা গাছ । শৃগালের কণ্টকস্বরূপ, ৬তৎ । সং ; পু ।

শৃগালকোলি—শেয়াকুল, শৃগালপ্রিয় যে কোলি, মধ্য কর্মধা । সং ; পু ।

শৃগালিকা—ভয়ে পলায়ন ; স্ত্রী-শৃগাল, শিয়ালী ; খেঁকশিয়ালী । শৃগালী+কণ্+আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

শৃগালী—স্ত্রী-শৃগাল ; খেঁকশিয়ালী ; পলায়ন । শৃগাল+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা—শিকল ; নিগড় ; পুরুষের কটিবসন বন্ধ ; পুরুষের কটি-ভূষণ ; রীতি ; নিয়ম ; বন্ধনী চিহ্ন, ব্রাকেট বা প্যারেন্থেসিস্ ( ), [ ] এই রূপ চিহ্ন । শৃঙ্গ-খল্ (সঞ্চয় করা)+অস্ ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্ । সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী ।

শৃঙ্খলক—১ । শৃঙ্খল, শিকল । শৃঙ্খল+কণ্ স্বার্থে । ২ । উষ্ট্র, উট । শৃঙ্খল+কণ্ অস্ত্যর্থে । সং ; পু ।

শৃঙ্খলা—শৃঙ্খল দেখ ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ—নিগড়িত, শিকল দিয়া বাঁধা ; সুধারাক্রমে বিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল । ৩তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী,-বদ্ধা ।

শৃঙ্খলিত—নিগড়িত, শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ ; নিয়মিত । শৃঙ্খল+ইত যুক্তার্থে । বিণ ; ত্রি ।

শৃঙ্গ—১ । বিষাণ, শিঙ ; পর্বতের চূড়া ; ধনুকাদির অগ্রভাগ ; প্রভুত্ব ; প্রাধান্য ; উৎকর্ষ ; উর্দ্ধ ; চিহ্ন ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শিঙ্গা; পিচকারী যন্ত্র ; কামোদ্রেক । শৃ (বধ করা)+গক্ ক । সং ; ক্লী । ২ । জনৈক মুনি । সং ; পু ।

শৃঙ্গগ্রাহিত ন্যায়—ন্যায়বিশেষ । ন্যায় দেখ ।

শৃঙ্গজ—১ । বিষাণজাত । উপ ; শৃঙ্গ (শিঙ) -জন্ (জন্মা)+ড ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী শৃঙ্গজা । ২ । শর, বাণ । সং ; পু । ৩ । অগুরু । সং ; ক্লী ।

শৃঙ্গধর—পর্বত । শৃঙ্গ (শিখর)-ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক । সং ; পু ।

শৃঙ্গবের—আর্দ্রক, আদা ; শুঁঠ, শুঠ ; গুহকচণ্ডালের পুর, চণ্ডাল-গড় নগর । শৃঙ্গ হইয়াছে বের (শরীর, আকৃতি) যাহার, বহু । সং ; ক্লী । [স্বার্থে । সং ; ক্লী ।

শৃঙ্গবেরক—আর্দ্রক, আদা । শৃঙ্গবের+কণ্

শৃঙ্গাট, শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাটিক—জলকণ্টক, পানিফল, শিঙাড়া ; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা । শৃঙ্গ-অট্+যণ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্, ও ৩য় পক্ষে ক্বিক । সং ; ক্লী ।

শৃঙ্গার—১ । আদ্য রস, ইহাতে রতি স্থায়িভাব [রস দেখ] ; সুরত, রতিক্রিয়া, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সম্ভোগ ; গজভূষণ, হস্তীর মস্তকে সিন্দুরাদি মণ্ডন । শৃঙ্গ (প্রাধান্য)-ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা । সং ; পু । ২ । সিন্দুর ; লবঙ্গ ; চূর্ণ ; আর্দ্রক, আদা । সং ; ক্লী ।

শৃঙ্গারক—১ । শৃঙ্গারবিশিষ্ট । শৃঙ্গ+আরক । বিণ ; ত্রি । ২ । শৃঙ্গার । শৃঙ্গার+কণ্ স্বার্থে । সং ; পু । ৩ । সিন্দুর । সং ; ক্লী ।

শৃঙ্গারভূষণ—সিন্দুর । কর্মধা । সং ; ক্লী ।

শৃঙ্গারযোনি—কামদেব । বহু । সং ; পু ।

শৃঙ্গারী (-রিন্)—১ । শৃঙ্গারবিশিষ্ট । শৃঙ্গার+ইন্ অস্ত্যর্থে । বিণ ; পু । স্ত্রী শৃঙ্গারিণী । ২ । পুগ ; হস্তী ; সুন্দর বেশ ; মাণিক্য । সং ; পু । [স্ত্রী ।

শৃঙ্গি—সিঙ্গী মাছ । শৃঙ্গ+ই অস্ত্যর্থে । সং ;

শৃঙ্গিণ—মেষ । শৃঙ্গ+ইন অস্ত্যর্থে । সং ; পু ।

শৃঙ্গিণী—১ । শৃঙ্গবিশিষ্টা ; শিখরবতী ; বিষাণযুক্তা । শৃঙ্গী (১) দেখ । শৃঙ্গিন্+ঈপ্ । বিণ, স্ত্রী । ২ । গবী, গাই ; মল্লিকাবৃক্ষ ; জ্যোতিষ্মতীলতা । সং ; স্ত্রী ।

শৃঙ্গী (শৃঙ্গিন্)—১ । শৃঙ্গবিশিষ্ট ; শিখরবান্ ; বিষাণযুক্ত । শৃঙ্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে । বিণ ; পু । স্ত্রী শৃঙ্গিণী । ২ । শৃঙ্গযুক্ত পশু ; পর্বত ; বৃক্ষ । সং ; পু । ৩ । মুনিবর শমীকের পুত্র । মহারাজ পরীক্ষিৎ কোন কারণে ইঁহার পিতার গলদেশে মৃত সর্প যোজনা করিলে, ইনি তাহা জানিতে পারিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করেন যে, তিনি সপ্তাহকাল মধ্যে তক্ষকদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন । এবম্প্রকার শাপ প্রদানের নিমিত্ত ইনি পিতার নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন । কিন্তু ইঁহার শাপ অব্যর্থ । রাজা পরীক্ষিৎ সপ্তাহমধ্যেই সর্পাঘাতে কালগ্রাসে পতিত হন ।

শৃঙ্গী—শিঙিমাছ, শিং মাছ ; স্বর্ণ ; লতাবিশেষ । শৃঙ্গ+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

শৃঙ্গীকনক—অলঙ্কারার্থ স্বর্ণ । শৃঙ্গীও যে কনকও সে, কর্মধা । সং ; ক্লী ।

শৃঙ্গেরি বা শৃঙ্গগিরি—মহীশূর রাজ্যে কাদুর জেলায় অবস্থিত পবিত্র গ্রাম । প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে বিভাণ্ডক মুনি তপস্যা করিতেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি জন্ম গ্রহণ করেন । খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য এইস্থানে কাশ্মীর হইতে সারদা আম্মা বা সরস্বতী দেবীর মূর্তি আনিয়া স্থাপিত করেন । এই স্থানে যে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠচতুষ্টয়ের অন্যতম । মঠের অধিকারী স্মার্ত ব্রাহ্মণবংশীয়, এবং "জগৎগুরু" নামে অভিহিত । পুরুষানুক্রমে জগৎগুরুগণ মঠের কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন, এবং ভারতের শৈব সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হইতেছেন । এই মঠের বিধি অনুসারে দক্ষিণাপথের ও ভারতের বহু কোটী হিন্দু চলিয়া থাকে । [বা স্ত্রী ।

শৃণি, শৃণী—অঙ্কুশ । শৃ বা সৃ+নি ণ । সং ; পু

শৃণ্বন্ (শৃণ্বৎ)—শ্রোতা, শুনিতেছে এরূপ । শ্রু (শোনা)+শতৃ ক । বিণ ; পু । স্ত্রী শৃণ্বতী ।

শৃত—পাক (দুগ্ধঘৃতাদি) । শ্রা (পাক করা)+ক্ত ক্ম । বিণ ; ত্রি ।

শৃধু—বুদ্ধি ; গুহ্যদ্বার । শৃধ্+উ ক । সং ; পু ।

শেওড়া—ভূতবৃক্ষ, শাখোট । দেশজ । সং ।

শেওলা—জলজ উদ্ভিদবিশেষ। শৈবাল শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শেঁখো খনিজ উগ্র বিষবিশেষ, শঙ্খবিষ (white arsenic)। সং।

শেক, শেখ—মুসলমানদিগের সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

শেকুল, সেয়াকুল—বদরীসদৃশ কিন্তু লতানিয়া কাঁটা গাছ। দেশজ। সং।

শেখর—চূড়া; কিরীট, শিরোভূষণ; শিরো-মাল্য, শিখাস্থ মাল্য। শিন্থ্ (গমন করা) +অরন্ ক। সং; পু।

শেজ—১। শয্যা। দেশজ। সং। ২। শামা-দান, দীপাধারে কাচ-আবরকের মধ্যস্থিত বাতি। ইং (shade)। সং।

শেজ-তুলনি—বিবাহের বাসরঘরের বরকন্যার শয্যা উত্তোলনের বেতন বা পুরস্কার। দেশজ। সং। [দেশজ। সং

শেজ-তুলনী—যে নারী বাসরঘরের শয্যা তোলে

শেঠ—বণিক। শ্রেষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ। সং।

শেফ—১। শয়নকারী। শী (শয়ন করা)+ফ ক। বিণ; ত্রি। ২। শিশ্ন, মেঢ্র। সং; ক্লী বা পু।

শেফালি, শেফালী, শেফালিকা—শিউলি ফুল বা তাহার গাছ। শেফ (শয়নকারী) অলি (ভ্রমর) যাহাতে, বহ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, ৩য় পক্ষে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

শেমুষী—মতি, বুদ্ধি। শী (শয়ন করা)+বিচ্ অধি=শে, তদুত্তরে মুষ (চুরি করা)+ক ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শেয়ান, শেয়ানা—বুদ্ধিমান্, চতুর, ধূর্ত, চালাক। দেশজ। বিণ।

শেয়ালা—শেওলা। শৈবাল শব্দের অপভ্রংশ।

শের—ব্যাঘ্র। বৈদেশিক। সং।

শের আফগান—দিল্লীশ্বর জহাঁগীরের প্রিয়তমা মহিষী নূরজহাঁর প্রথম পতি। নূরজহাঁর আদি নাম মেহেরুন্নিসা এবং জহাঁগীরের আদি নাম সলিম। মেহেরুন্নিসা শৈশব হইতেই অলোকসামান্যরূপলাবণ্যবতী ছিলেন। যৌবনোদ্গমের সহিত সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি শতগুণ ফুটিয়া উঠে। তদ্দর্শনে যুবরাজ সলিমের চিত্ত একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, এবং ইনি তাঁহাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার প্রয়াসী হন। কিন্তু শের আফগান নামক জনৈক বীরপুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ ইতঃপূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। মেহেরুন্নিসার পিতা সম্রাটের অন্যতম সভাসদ্ ছিলেন। আকবর সমস্ত জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি শের আফগানের সহিত মেহেরুন্নিসার বিবাহ দিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে যুবরাজের চক্ষুর অন্তরাল করিবার নিমিত্ত শের আফগানকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া সস্ত্রীক তথায় পাঠাইয়া দিলেন।

আকবরের মৃত্যুর পর সলিম যৎকালে 'জহাঁগীর' উপাধি ধারণ করিয়া বাদশাহ হন, তৎকালে তাঁহার পূর্ব্বের অনুরাগ জাগিয়া উঠে, এবং কি প্রকারে মেহেরুন্নিসাকে হস্তগত করিবেন, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে থাকেন। প্রখ্যাত বীর মানসিংহ তৎকালে বাঙ্গালার সুবাদার। জহাঁগীর দেখিলেন, মানসিংহ একে তো তেজস্বী রাজপুত বীরপুরুষ, অধর্ম্মাচরণে একান্ত বিরক্ত, তাহার উপর আবার তাঁহার ভগিনী যোধবাই সম্রাটের অন্যতমা প্রধানা মহিষী, সুতরাং তাঁহার দ্বারা নিজ মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য তিনি একটা ওজর করিয়া মানসিংহকে আগ্রায় ফিরাইয়া আনিলেন এবং কুতবুদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কুতবুদ্দিন বহুসংখ্যক সৈন্য ও অনুচরবর্গসহ বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া শের আফগানের নিকট পত্নী-পরিত্যাগের ঘৃণিত প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্র শের আফগান তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন, কিন্তু পক্ষান্তরে তিনিও কুতবুদ্দিনের অনুচরবর্গের হস্তে প্রাণ দিলেন। মেহেরুন্নিসা সম্রাটের নিকট নীতা হইয়া 'নূরজহাঁ' অর্থাৎ জগজ্জ্যোতি নামে প্রখ্যাতা হইলেন।

শের আলি—আফগানিস্থানের আমীর, পূর্ব্ব আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খ্রীঃ অম্বালা নগরে এক বৃহৎ দরবার করিয়া শের আলিকে যথেষ্ট সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক তাঁহাকে কাবুলের আমীর বলিয়া স্বীকার করেন। সেই সময়ে ইঁহার সহিত ইংরেজদের এক সন্ধিও হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে ইঁহার মতিভ্রম ঘটিল। ইনি গোপনে গোপনে রুশীয়দিগের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন ইঁহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আলি মসজিদের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে কাবুলে যাইতে দিলেন না। কাজেই আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে সমর ঘোষিত হইল। শের আলি পরাজিত হইয়া মাদারি শরিফ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন ও কালগ্রাসে পতিত হইলেন (১৮৭৯ খ্রীঃ)।

শেরা—শিরঃস্থানীয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দেশজ। বিণ।

শেল—শল্য, শূল। দেশজ শব্দ। সং।

শেলসম—শেলতুল্য, শূলসদৃশ। ৩তৎ। বিণ।

শেষ—১। সর্পরাজ, অনন্ত নাগ; বাসুকি; বলরাম। শিষ্ (বধ করা, ইত্যাদি)+অন্ ক। ২। নাশ; অন্ত; নিষ্পত্তি; অবশেষ। শিষ্+অল্ ভা। সং; পু। ৩। প্রসাদ। সং; ক্লী। ৪। অবশিষ্ট; উচ্ছিষ্ট। শিষ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শেষা।

শেষা—১। অবশিষ্টা; উচ্ছিষ্টা। শেষ দেখ। শেষ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পারিতোষিক মালা; দেবনির্ম্মাল্য বিতরণ। শিষ্+অস্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

শেষাশেষ—অন্তের নিকট। দেশজ। সং।

শেষোক্ত—শেষে কথিত, অন্তে বর্ণিত, অবশেষে উক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

শৈত্য—শীতের ভাব, শীতলতা। শীত+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

শৈথিল্য—শিথিলতা, অদৃঢ় সংযোগ; অসম্বরতা; অনম্রতা; ঢিল দেওয়া। শিথিল শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

শৈল—১। শিলাজাত। শিলা শব্দ+ষ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শৈলী। ২। পর্ব্বত। সং; পু। ৩। শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্য। সং; ক্লী।

শৈলজ—১। পর্ব্বতজাত। শৈল (পর্ব্বত)-জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শৈলজা। ২। পার্ব্বতীয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; পু।

শৈলজা—১। পর্ব্বতজাতা। শৈলজ দেখ। শৈলজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গিরিসুতা, পার্ব্বতী। সং; স্ত্রী।

শৈলরাজ—নগশ্রেষ্ঠ, হিমাচল, হিমালয় পর্ব্বত। শৈল সমূহের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

শৈলশিখর—পর্ব্বতশৃঙ্গ, পাহাড়ের চূড়া। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

শৈলসুতা—গিরিরাজনন্দিনী, পার্ব্বতী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শৈলাগ্র—পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বতের চূড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শৈলাট—ব্যাধ; সিংহ; পার্ব্বত্যজাতি; স্ফটিক, শুভ্রবর্ণ কাচ। উপ; শৈল (পর্ব্বত)-অট্ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

শৈলিক—সদ্ভাব, প্রণয়। দেশজ। সং।

শৈলিক্য—ধূর্ত্ত; সর্ব্বলিঙ্গী। সং; ক্লী।

শৈলী—১। শিলা সম্বন্ধীয়া, শিলাজাতা। শৈল দেখ। শৈল+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বভাব; প্রণালী; শীলতা, শিষ্টতা। শীল শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শৈলূষ—১। নর্ত্তক; নট; ধূর্ত্ত; তিলজাতি; বিল্ব বৃক্ষ, বেলগাছ। শিলূষ (নটবিশেষ)+ষ্ণ। ২। গন্ধর্ব্বরাজ; গান্ধার দেশ ইঁহার পুত্রদিগের অধীন ছিল। কেকয়রাজের পরামর্শে ভরতের পুত্রগণ গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে এই রাজ্য কাড়িয়া লন। বিভীষণ-

পত্নী সরমা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের দুহিতা। সং ; পুং। [সং ; পুং। স্ত্রী শৈলূষিকী।

শৈলূষিক—নট। শিলূষ শব্দ+ষ্ণিক স্বার্থে।

শৈলেন্দ্র—গিরিরাজ, হিমাচল। শৈল সমূহের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং ; পুং।

শৈলেয়—১। শৈলসম্বন্ধীয় ; শৈলজাত। শৈল শব্দ+ষ্ণেয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শৈলেয়ী। ২। শৈলজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং ; ক্লী।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। ইনি রসরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'সাধনা'-পত্রে ইঁহার অনেকগুলি 'নক্সা' বাহির হইয়াছিল। 'চিত্রবিচিত্র' ও 'ইন্দু' নামক পুস্তক ইঁহার প্রণীত। 'প্রদীপ' পত্রের প্রথম বর্ষে ইনি 'কলিকাল' নামে একখানি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইঁহার অগ্রজ। ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের' নবপর্য্যায় বাহির করেন। শৈলেশচন্দ্র ইহার প্রচার কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন ছাড়িয়া দিলে ইনিই উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্যবংশ-সম্ভূত। ইঁহাদের পৈত্রিক নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বৈদ্য-নওপাড়া গ্রাম।

শৈব—১। শিবসম্বন্ধীয় ; শিবভক্ত, শিবের উপাসক। শিব শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শৈবী। ২। পুরাণবিশেষ। সং ; ক্লী।

শৈবল—১। জলজ উদ্ভিদ্‌বিশেষ, শেওলা। শী +বলচ্‌ ক। সং ; পুং। ২। পদ্মকাষ্ঠ। সং ; ক্লী। ৩। রামায়ণে বর্ণিত একটি পর্ব্বতের নাম। এই পর্ব্বতের দক্ষিণ পাদদেশে এক সরোবরতীরে শম্বুক নামক শূদ্র তপস্যা করিয়াছিলেন।

শৈবলিনী—তটিনী, নদী। শৈবল (শেওলা) +ইন্‌ অস্ত্যর্থে+ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

শৈবাল—জলজাত উদ্ভিদ্‌বিশেষ, শেওলা। শী +বালঞ্‌ ক। সং ; ক্লী।

শৈবালাচ্ছন্ন—শৈবাল দ্বারা আবৃত, শেওলায় ঢাকা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শৈব্য—জনৈক নৃপ ; বিষ্ণুর ঘোটক ; কৃষ্ণের অশ্ববিশেষ। শিবি শব্দ+ষ্ণ্য। সং ; পুং।

শৈব্যা—রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী। শিবি শব্দ +ষ্ণ্য+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

হরিশ্চন্দ্রের ঔরসে ইঁহার রোহিতাশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র শিশু থাকিতেই বিশ্বামিত্র ঋষি হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং দানের দক্ষিণার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। হরিশ্চন্দ্র অগত্যা শিশুপুত্রসহ মহিষীকে এক ব্রাহ্মণের নিকট দাসীত্বে বিক্রয় করিয়া এবং নিজে কাশীর শ্মশান-রক্ষক চণ্ডালের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দেন। কিছু দিন পরে রোহিতাশ্ব সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে শৈব্যা মৃতপুত্রকে বক্ষে করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই শ্মশানে শব-সৎকারের নিমিত্ত উপস্থিত হন। তথায় পতিপত্নীতে পরিচয় হওয়ায় উভয়ে করুণস্বরে বিলাপ করিতে থাকেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র তথায় উপনীত হইয়া রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবন দান ও হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। শৈব্যার অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত হয়। [সং ; ক্লী।

শৈশব—বাল্যকাল। শিশু+ষ্ণ ভাবার্থে।

শৈশবকাল—বাল্যকাল, ছেলেবেলা। শৈশবই যে কাল, কর্ম্মধা। সং ; পুং।

শৈশবস্মৃতি—বাল্যকালের স্মৃতি, ছেলেবেলার স্মরণীয় বিষয়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শৈশবাভ্যস্ত—বাল্যকালে অভ্যস্ত, বাল্যে যাহা অভ্যাস করা গিয়াছে। শৈশবে অভ্যস্ত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

শৈশবাবস্থা—বাল্যাবস্থা, বাল্যদশা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

শৈশির—শিশিরসম্বন্ধীয়। শিশির+ষ্ণ ইদমর্থে।

শোক—ইষ্টবিয়োগ বা অনিষ্টসংযোগ জনিত দুঃখ ; দুঃখজনিত চিত্তবৈকল্য ; মনস্তাপ। শুচ্‌ +ঘঞ্‌ ভা। সং ; পুং।

শোক-গাথা, -গীতি—শোকসঙ্গীত, শোকসূচক গান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শোকগ্রস্ত—ইষ্টবিয়োগ জন্য দুঃখে আক্রান্ত, শোকে অভিভূত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শোকজর্জ্জরিত—শোকজীর্ণ, অতিরিক্ত শোকে জর্জ্জরীভূত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শোকতাপ—১। শোকজনিত মনঃপীড়া, শোকের যাতনা ; মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। শোক ও আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ। দ্বন্দ্ব। পুং।

শোকনাশ—১। মনোদুঃখের বিলয়। ৬তৎ। ২। অশোক বৃক্ষ। শোক-নশ (নষ্ট করা) +ণিচ্‌ ক। সং ; পুং।

শোকপ্রবাহ—শোকস্রোতঃ, শোকের বেগ। ৬তৎ। সং ; পুং।

শোকরুদ্ধ—শোক হেতু বদ্ধ ; শোকে জড়ীভূত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -রুদ্ধা।

শোকব্যঞ্জক—শোকসূচক, শোকের জ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -ব্যঞ্জিকা।

শোকসঙ্গীত—শোকগীতি, শোকসূচক গান। শোক সূচক সঙ্গীত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শোকসন্তপ্ত—শোকক্লিষ্ট, শোকে কাতর।

শোকাকুল—শোকে কাতর, ইষ্টবিয়োগ জন্য দুঃখে অধীর। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শোকাতুর—শোকপীড়িত, শোকে কাতর। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শোকাতুরা।

শোকানল—শোকবহ্নি, ইষ্টবিয়োগ জন্য দুঃখরূপ অগ্নি। রূপক। সং ; পুং।

শোকাপনোদন—শোক দূরীকরণ, শোক নিবারণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পুং।

শোকারি—কদম্ব বৃক্ষ। শোকের অরি, ৬তৎ।

শোকাবেগ—শোকজনিত মনশ্চাঞ্চল্য, শোক জন্য ব্যাকুলতা। শোকজনিত যে আবেগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

শোকোচ্ছ্বসিত—শোকস্ফীত, শোকের উচ্ছ্বাস-যুক্ত, শোকে চঞ্চল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শোকোচ্ছ্বাস—শোকের স্ফীতি, শোকহেতু দীর্ঘশ্বাসাদি। ৬তৎ। সং ; পুং।

শোকোদ্দীপ্ত—শোকে উত্তেজিত ; শোকজ্বলিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শোকোদ্দীপ্তা।

শোচন, শোচনা—শোককরণ। শুচ্‌ (শোক করা) +অনট্‌ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা +আপ্‌। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

শোচনীয়, শোচ্য—শোকের যোগ্য, বিলপনীয় ; শোকের বিষয়ীভূত ; অনুকম্পা। শুচ্‌ (শোক করা) +অনীয়, যৎ র্ম্ম। বিণ।

শোচিঃ (শোচিস্‌)—শিখা, জ্বালা ; প্রভা। শুচ্‌ (পবিত্র করা) +ইস্‌ ক। সং ; ক্লী।

শোচিষ্কেশ—অগ্নি ; চিত্রক বৃক্ষ। শোচিঃ (শিখা) হইয়াছে কেশ (চুল) যাহার, বহু। সং ; পুং।

শোচ্য—শোচনীয় দেখ।

শোঠ—অলস ; ধূর্ত্ত ; পাপাত্মা ; মূর্খ। শুঠ্‌+ অচ্‌ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শোঠা।

শোণ—১। রক্তবর্ণ, লালরং ; অগ্নিবিশেষ ; মঙ্গলগ্রহ ; নদবিশেষ। শোণ্‌ (রক্ত করা) +অন্‌ ক। সং ; পুং। ২। রুধির, রক্ত ; সিন্দূর। সং ; ক্লী। ৩। রক্তবর্ণযুক্ত, রাঙ্গা, লাল। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শোণা।

শোণিত—১। রক্তবর্ণযুক্ত, রাঙ্গা, লাল। শোণ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। রুধির, রক্ত ; কুঙ্কুম। সং ; ক্লী।

শোণিতধারা—রুধিরপ্রবাহ ; ধারাকারে প্রবাহিত রক্ত। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শোণিতপুর বাণনামক অসুরের নগর বা রাজধানী। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শোণিতপ্রবাহ—রুধির স্রোতঃ ; রক্তধারা। ৬তৎ। সং ; পুং।

শোণিতরঞ্জিত—রক্তরঞ্জিত, রক্তমাখা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [নাশক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

শোণিতশোধক—রক্তপরিষ্কারক, রক্তের দোষ

শোণিতশোধন—রক্তপরিষ্করণ, রক্তের দোষ-নিবারণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শোণিতশোষক—রক্তশোষণকারী, যে রক্ত টানিয়া খায়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

শোণিতশোষণ—রক্তশোষণ, রক্ত টানিয়া লওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শোণিতাক্ত—রক্তাক্ত, রক্তসিক্ত, রক্তে ভিজা। শোণিত দ্বারা অক্ত (ব্যাপ্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শোণিতাক্তা।

শোণিমা (শোণিমন্)—রক্তিমা, রক্তবর্ণ। শোণ শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পুং।

শোথ, শোথক—স্ফীততা, ফুলা রোগ, শোফ। শু (গমন করা)+থ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। সং; পুং।

শোধ—পরিশোধ, ঋণ-অপনয়ন। সং।

শোধক—শুদ্ধিকারক, পবিত্রতাকারক, পাবন ণিজন্ত শুধ্ =শোধি (শুদ্ধ করা)+ণ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শোধিকা।

শোধন—১। শুদ্ধি; দোষশূন্যকরণ; অপহৃত দ্রব্যের সংখ্যানির্ণয়। শুধ্ (শুদ্ধ হওয়া)+অনট্ ভা। ২। শুদ্ধকরণ; পরিষ্করণ; অপনয়ন; বিরেচন। ণিজন্ত শুধ্ (=শোধি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। শুদ্ধকারক, পাবন।…+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

শোধনী—সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, খেঙরা, ঝাড়ন, ঝাড়ু। ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শোধনীয়—শোধন-যোগ্য। ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শোধনীয়া। বি শোধনীয়তা।

শোধ-বোধ—ঋণ-পরিশোধান্তে প্রীতিবোধ। দেশজ। সং।

শোধরান—নির্দোষ হওয়া বা করা; সংস্কৃত হওয়া বা করা। দেশজ। ক্রি।

শোধিত—নির্ম্মলীকৃত, পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত; অপনীত। ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শোধিতা।

শোন—নদীবিশেষ,—রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, এই নদী মগধদেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পাঁচটী শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় শোভমানা। সং; পুং।

শোভ—শোভাশীল, কান্তিবিশিষ্ট। শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

শোভন—১। শোভাযুক্ত, মনোজ্ঞ, সুন্দর। শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শোভনা। ২। পদ্ম। সং; ক্লী। ৩। গ্রহ; যোগবিশেষ। সং; পুং।

শোভনা—১। শোভাযুক্তা, মনোজ্ঞা। শোভন দেখ। শোভন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোরোচনা; হরিদ্রা। সং; স্ত্রী।

শোভা—সৌন্দর্য্য; কান্তি; দীপ্তি। শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শোভাকর—সৌন্দর্য্যকারক, দীপ্তিমান্। শোভার আকর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শোভাঞ্জন—শিগ্রু বৃক্ষ, সজিনা গাছ। শোভা হইয়াছে অঞ্জন যাহার, বহু। সং; পুং।

শোভাময়—শোভাযুক্ত, সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, দীপ্তিশীল। শোভা+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-ময়ী।

শোভাযাত্রা—শোভা করিয়া বহু লোকের এক সঙ্গে গমন, মিছিল (Procession)। মণী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শোভাযাত্রী (-যাত্রিন্)—শোভা করিয়া অনেকের সঙ্গে গমনকারী, সংযাত্রী, মিছিলের লোক। শোভাসাধক যাত্রী, মণী কর্ম্মধা; কিংবা শোভাযাত্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং; পুং। স্ত্রী শোভাযাত্রিণী।

শোভা সিংহ—চেতোয়া বরদার জনৈক জমিদার। বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে (১৬৮৯—১৬৯৮ খৃঃ) ইনি উড়িষ্যার অন্যতম পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হন এবং বাঙ্গালায় মোগলশাসনের উচ্ছেদ কামনায় বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ কৃষ্ণরাম তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ইনি তাঁহার প্রাণবধ করেন। অতঃপর বিদ্রোহীরা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন ও হুগলি অধিকার করেন। ইব্রাহিম খাঁ নিজে তাদৃশ বীরপুরুষ বা কার্য্যদক্ষ ছিলেন না। ওলন্দাজদিগের সহায়তায় তিনি হুগলি পুনরধিকার করিলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না। এই সংবাদ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি নিজ পৌত্র আজিম ওস্মানকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। ইতোমধ্যে শোভাসিংহ বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যার সতীত্ব নাশ করিতে গিয়া উক্ত বীরবালার হস্তে ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন।

শোভাসৌন্দর্য্য—কান্তি ও সুন্দরতা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। দুইটি শব্দই প্রায় একার্থক।

শোভাহীন—সৌন্দর্য্যরহিত, কান্তিশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শোভাহীনা।

শোভিক—শোভাশালী, সুন্দর। শোভা+ঠিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শোভিকী।

শোভিত—ভূষিত, শোভাযুক্ত। শুভ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

শোর—শব্দ, কোলাহল। বৈদে। সং।

শোরগোল—চীৎকার, কোলাহল। সহচর শব্দ। সং।

শোর, সার জন্—ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল (১৭৯৩-১৭৯৮ খ্রীঃ)। ১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস পদত্যাগ করিলে ইনি গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তৎকালে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গ আপনাদের মধ্যে যতই বিবাদবিসংবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ করুন না কেন, ইংরেজ কোম্পানি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সুতরাং মারাঠারা যখন নিজামকে কুর্দলার যুদ্ধে পরাভূত করিল, শোর সাহেব তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। ১৭৯৮ খ্রীঃ অযোধ্যার নবাব আসফ উদ্দৌলা কালগ্রাসে পতিত হইলে উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। শোর সাহেব স্বয়ং তথায় গমনপূর্ব্বক সাদৎ আলিকে নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সহিত এক সন্ধি করেন। তদ্দ্বারা কোম্পানি এলাহাবাদ প্রদেশ প্রাপ্ত হন, এবং তদ্ব্যতীত নবাব স্বরাজ্যে রক্ষিত ইংরেজসৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের টাকা বাড়াইয়া ৭৬ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারণ করেন। শোর সাহেব শান্তিরক্ষার প্রতিভূস্বরূপ রক্ষিত টিপু সুলতানের পুত্রদ্বয়কে স্বরাজ্যে প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান করেন। তাহাতে উত্তরকালীন তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের পথ পরিষ্কৃত হয়।

ইঁহার শাসনকালে ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভা কোম্পানির সৈন্য ও ইংরেজ-রাজ্যের সৈন্য মিলিত করিয়া এক করিতে প্রয়াস পান। তাহার ফলে কোম্পানির গোরা সৈন্যগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করে। সেই বিদ্রোহ নিবারণ করিতে ইঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। এজন্য সার জন শোর লক্ষ্ণৌ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ) এবং "লর্ড টিন্‌মাউথ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

শোলা—জলাবিলের গাছ বিশেষ। ইহার ডাঁটার ভিতর শাদা নরম। দেশজ। সং।

শোষ—১। শুষ্কতা, নীরসতা; ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা। শুষ্ (শুষ্ক হওয়া)+অল্ ভা। ২। রসাকর্ষণ, শুষ্ককরণ। ণিজন্ত শুষ্ =শোষি (শুষ্ক করা)+অল্ ভা। সং; পুং। ৩। নালী ঘা। দেশজ। সং।

শোষক—শোষণকারী, রসাকর্ষক। ণিজন্ত শুষ্ (=শোষি)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

শোষণ—১। নীরসীকরণ, শুষ্ককরণ। ণিজন্ত শুষ্ (=শোষি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। শোষক, নীরসকারক।…+অন ক। বিণ; ত্রি। ৩। মদনের পঞ্চবাণের এক বাণ [পঞ্চবাণ দেখ]। সং; পুং।

শোষিত—শুষ্কীকৃত, নীরসীকৃত। ণিজন্ত শুষ্ বা শোষি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শৌকর—১। শূকরসম্বন্ধীয়। শূকর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শৌকরী। ২। তীর্থবিশেষ। সং; স্ত্রী।

শৌক্তিকেয়, শৌক্তেয়—১। শুক্তিসম্বন্ধীয়।

শুক্তিকা, শুক্তি শব্দ+ষ্ণের ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শৌক্তিকেয়ী, শৌক্তেয়ী। ২। মুক্তা। সং; স্ত্রী।

শৌক্ল্য—শুক্লতা, শুভ্রত্ব। শুক্ল শব্দ (সাদা)+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

শৌঙ্গেয়—শিকারী পাখী। শুঙ্গা শব্দ+ষ্ণেয়।

শৌচ—১। শুদ্ধি, পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা। শুচি শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; স্ত্রী। ২। মলত্যাগ। দেশজ। সং।

"অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ নিষিদ্ধ ভক্ষ্য ভোজন না করা, সৎসঙ্গ, এবং স্বধর্ম্মে অবস্থান শৌচ নামে অভিহিত হয়। ইহা দুই প্রকার, বাহ্য শৌচ ও আন্তর শৌচ; মনের পবিত্রতা-সাধন আন্তর ও শরীরের নির্ম্মলতাসাধন করা বাহ্য শৌচ। এই দ্বিবিধ শৌচ দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শান্তি হয়।

শৌটীর—বীর; অহঙ্কৃত; ত্যাগী। শৌট্ (গর্ব্ব করা)+ঈরন্ ক। বিণ; ত্রি।

শৌটীর্য্য—গর্ব্ব; পরাক্রম। শৌটীর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শৌণ্ড—অত্যাসক্ত; মত্ত, মাতাল; বিখ্যাত। শুণ্ডা+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। [ষ্ণিক। সং; পু।

শৌণ্ডিক—মদ্যপ্রস্তুতকারক, শুঁড়ি। শুণ্ডা+

শৌণ্ডির, শৌণ্ডীর—দৃপ্ত, গর্ব্বিত; তেজস্বী। শুণ্ডা শব্দ+ইর, ঈর। বিণ; ত্রি।

শৌদ্র—১। শূদ্রসম্বন্ধীয়। শূদ্র শব্দ+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শৌদ্রী। ২। পুত্র-বিশেষ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র। শূদ্রা শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

শৌনক—জনৈক মুনি। শুনক+ষ্ণ। সং; পু।

শৌনিক—১। মাংসবিক্রেতা, কসাই; মৃগয়া। শূনা শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু। ২। মৃগয়াশীল। বিণ; ত্রি। [+ষ্ণ। সং; স্ত্রী।

শৌভ—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের শূন্যস্থ নগর। শুভ

শৌভিক—কুহকী, মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক। শোভা+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

শৌরি—শ্রীকৃষ্ণ; শনিগ্রহ। শূর শব্দ+ষ্ণি।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (রাজা স্যর)—ইনি ৺হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ও মহারাজ বাহাদুর ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাসে (১৮৪০ খৃঃ) শৌরীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই ইঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ১৪ বৎসর বয়সে ইনি ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। দুই বৎসর পরে "মুক্তাবলী" নামে একখানি নাটিকা প্রণয়ন করেন, এবং তাহার পরে মালবিকাগ্নিমিত্রের একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচার কল্পে ইনি যে যত্ন ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার নাম কেবল ভারতে কেন, সভ্যজগতের সকল স্থানেই দেদীপ্যমান আছে। ইংরাজী ও আর্য্যসঙ্গীত বিষয়ক বিস্তর মূল্যবান্ পুস্তক ও হস্তলিপি ইনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সকল পুস্তক মন্থন করিয়া হিন্দুসঙ্গীত শিক্ষোপযোগী অনেক গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খৃঃ আগষ্ট মাসে ইনি বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় এবং ১৮৮১ খৃঃ আগষ্ট মাসে Bengal Academy of Music নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। উভয় অনুষ্ঠান ইনি নিজ ব্যয়ে বহুদিন যাবৎ পরিচালনা করিয়াছিলেন। হিন্দু-সঙ্গীত-শিক্ষা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করাই শৌরীন্দ্রমোহনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য যে অনেকাংশে সফল হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত সমাজে সঙ্গীতের চর্চ্চা দ্বারা বিশিষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইনি ১৮৭৫ খৃঃ University of Philadelphia এবং ১৮৯৬ খৃঃ University of Oxford হইতে Doctor of Music উপাধি প্রাপ্ত হন। এখনও পর্য্যন্ত আর কোনও ভারতবাসী এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৮০ খৃঃ ইনি প্রথমে সি, আই, ই ও পরে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং ১৮৮৪ খৃঃ Knight Bachelor of the United Kingdom উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ খৃঃ ৫ই জুন (বাং ১৩২১ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ) শুক্রবার ইনি জীবের চরমগতি লাভ করেন।

শৌর্য্য—বীর্য্য, বীরত্ব; বল; সাহস। শূর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

শৌর্য্যশালী (–শালিন্)—বীর্য্যসম্পন্ন, বীর, শূর; বলশালী। শৌর্য্য+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শৌর্য্যশালিনী।

শৌল্ক—শুল্কসম্বন্ধীয়। শুল্ক শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শৌল্কী।

শৌল্কিক—শুল্কাধ্যক্ষ। শুল্ক শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু। [ষ্ণিক। সং; পু।

শৌল্বিক—কাংসকার, কাঁসারি। শুল্ব শব্দ+

শৌবস্তিক—ভাবি দিন স্থায়ী। শ্বস্ (কল্য)–তিক্ (গমন করা)+ক ক (=শ্বস্তিক)+ষ্ণ; অথবা শ্বস্ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

শ্চোত, শ্চ্যোত—পতন, ক্ষরণ; প্রোক্ষণ। শ্চুত্ বা শ্চ্যুত্ (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

শ্চোতৎ—ক্ষরণশীল, গলৎ। শ্চ্যুত্ (ক্ষরিত হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

শ্ম (শ্মন্)—মুখ। শী (শয়ন করা)+মন্ ক। সং; স্ত্রী।

শ্মন—শ্ম ও শ্মা দেখ।

শ্মশান—প্রেতভূমি, শবদাহস্থান। শবের শয়ন (শয্যা), ৬তৎ; অথবা শ্মন্ (শব)—শী (শয়ন করা)+ডান ঋধি। সং; স্ত্রী।

শ্মশানকালী—প্রেতভূমিস্থিতা কালিকা দেবী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শ্মশানভূমি—শ্মশানক্ষেত্র, শ্মশান। শ্মশানই যে ভূমি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শ্মশানবাসিনী—১। প্রেতভূমিতে বাসকারিণী। শ্মশানবাসী দেখ। শ্মশানবাসিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কালী। সং; স্ত্রী।

শ্মশানবাসী (–বাসিন্)—১। প্রেতভূমিতে বাসকারী। শ্মশান—বস্+ণিন্ ক। বিণ; পু। ২। শিব। সং, পু। স্ত্রী শ্মশানবাসিনী।

শ্মশানবেশ্ম (–বেশ্মন্)—শিব। শ্মশান হইয়াছে বেশ্ম (গৃহ) যাঁহার, বহু। সং; পু।

শ্মশানবৈরাগ্য—শ্মশানে দেহের অনিত্যতা অবলোকন করিয়া যে সংসার-বিরতি হয় তাহা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [পু।

শ্মশানালয়—প্রেতভূমিরূপ গৃহ। কর্ম্মধা। সং;

শ্মশানালয়বাসিনী—কালী। উপ; শ্মশানালয়—বস্+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্মশ্রু—মুখের রোম, গোঁপদাড়ি। শ্মন্ (মুখ)—শ্রি+ডুন্ ক। সং; স্ত্রী। [ত্রি।

শ্মশ্রুমণ্ডিত—গোঁপদাড়ি-শোভিত। ৩তৎ। বিণ;

শ্মশ্রুরাজি—শ্মশ্রুশ্রেণী, মনোহর গোঁপদাড়ির শ্রেণী; ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শ্মশ্রুল—শ্মশ্রুযুক্ত, গোঁপদাড়িবিশিষ্ট। শ্মশ্রু শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

শ্মা (শ্মন্)—শব, মৃতদেহ। শী (শয়ন করা)+মন্ ক। সং; পু।

শ্মীলন—চক্ষুঃ নিমীলিতকরণ, নয়নমুদ্রণ, চোখ বুজা। শ্মীল্+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

শ্যান—গত, প্রাপ্ত; শুষ্ক। শ্যৈ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্যানা।

শ্যাম—১। কৃষ্ণ বর্ণ, কাল রঙ; হরিৎ বর্ণ, সবুজ রঙ; মেঘ; কোকিল; প্রয়াগস্থ বটবৃক্ষবিশেষ [ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে চিত্রকূটে যাইতে যমুনাতটে এই বনস্পতি অবস্থিত। বনগমনকালে সীতা ইহাকে নমস্কার করিয়া মানত রাখিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক গমন করেন]; শ্যামাক তৃণ। শ্যৈ (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া)+মক্ ক। সং; পু। ২। শ্যামবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্যামা।

শ্যামক, শ্যামাক—ধান্যবিশেষ, শ্যামা ধান। শ্যাম, শ্যামা শব্দ+কণ্। সং; পু।

শ্যামকান্তি—১। শ্যামবর্ণ শোভা, সবুজ বর্ণের

সৌন্দর্য্য। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। শ্যামশোভাযুক্ত, শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

শ্যামল—কৃষ্ণবর্ণযুক্ত। শ্যাম-লা (গ্রহণ করা) +ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্যামলা।

শ্যামলতা—১। শ্যামলত্ব, কৃষ্ণবর্ণত্ব, কালিমা। শ্যামল শব্দ+তা ভাবার্থে। ২। শ্যামবর্ণ লতা। শ্যামা যে লতা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শ্যামলী—রক্তকৃষ্ণবর্ণ গাভী। দেশজ। সং।

শ্যামবর্ণ—১। সবুজ বর্ণ ; কাল রঙ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সবুজ বর্ণবিশিষ্ট ; কাল রঙ্-যুক্ত। শ্যাম হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শ্যামশোভা—শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য্য। ৬তৎ বা

শ্যামশোভাময়—শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, শ্যামকান্তিযুক্ত। শ্যামশোভা+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

শ্যামশ্রী—শ্যাম শোভা, শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য্য, শ্যামকান্তি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শ্যামসলিল—১। কৃষ্ণবর্ণ জল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। কৃষ্ণবর্ণ জল-বিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্যামসলিলা।

শ্যামসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—১৮৬৯ খৃঃ পাবনা জেলার অন্তর্গত বারেঙ্গ গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশে ইঁহার জন্ম। শ্যামসুন্দর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে এফ, এ পাশ করেন। বি, এ অধ্যয়নকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া ইনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন। কিছুদিন পাবনা স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া কলিকাতার এংলোবৈদিক স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় "প্রতিবেশী" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। পরে "পিপল এণ্ড প্রতিবেশী" নাম দিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দৈনিক প্রচার করেন। কিছুদিন পরে এই পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ইনি "বন্দে মাতরম্" কার্য্যালয়ে যোগ দান করেন। ইনি একজন অকপট স্বদেশপ্রেমিক। বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্যামসুন্দর ১৯০৮ খৃঃ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ইঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে গভর্ণমেণ্ট মাসিক একশত টাকা সাহায্য করিতেন। ১৯১০ খৃঃ মুক্তিলাভ করিয়া ইনি কলিকাতায় আসেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বেঙ্গলী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৯১৭ খ্রীঃ ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "ইণ্টার্ণ" হন। পরে মুক্তিলাভ করিয়া ইংরাজী "সার্ভ্যাণ্ট" পত্রের সম্পাদকতাগ্রহণ করেন। গান্ধীপ্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া অন্যতম নায়করূপে আইন ভঙ্গ করায় ১৯২২ খ্রীঃ ছয় মাসের জন্ম কারাবাস-দণ্ড প্রাপ্ত হন। মুক্তিলাভ করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ স্বদেশ সেবায় ব্রতী হইয়াছেন।

শ্যামা—১। শ্যামবর্ণযুক্তা। শ্যাম দেখ। শ্যাম +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কালী ; অম্বিকা ; দূর্ব্বা ; নীলী ; প্রিয়ঙ্গুলতা ; রোচনী লতা ; রাত্রি ; যমুনানদী ; পক্ষিবিশেষ ; কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী ; যুবতী। সং ; স্ত্রী। "শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।"

অর্থাৎ যে রমণীর অঙ্গ শীতকালে স্পর্শ করিলে সুখকর উষ্ণ বোধ হয়, এবং গ্রীষ্মকালে স্পর্শে সুখজনক শীতল বলিয়া অনুভূত হয়, এবং যাহার দেহের কান্তি তপ্তকাঞ্চনসদৃশ সেই রমণী শ্যামা নামে কথিতা।

শ্যামাক—শ্যামক দেখ।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৮৫৮ খৃঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ব্যায়ামে আসক্তি দেখা গিয়াছিল। ইনি ত্রিপুরার মহারাজের নিকট পার্শ্বচররূপে দুই বৎসর থাকেন। পরে বরিশাল গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ব্যায়ামশিক্ষক হন। এই সময় হইতে ইনি সার্কাস করিবার আয়োজন করেন। শ্রীহট্ট জেলায় সুনামগঞ্জ নামক স্থানে ইনি একটি চিতাবাঘ ক্রয় করেন, এবং দুইমাসে তাহাকে বশ করিয়া, সুনামগঞ্জেই তাহার সহিত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। ক্রমে ইঁহার এমন শক্তি জন্মিল যে, যে কোন হিংস্র জন্তুর পিঞ্জরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন। জয়দেবপুরের রাজা ইঁহাকে একটি বেঙ্গল টাইগার পুরস্কারস্বরূপ দান করেন। ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া ব্যতীত ইনি শারীরিক শক্তির পরিচায়ক আর একটি ক্রীড়া দেখাইতেন। ইনি ১২।১৪ মণ ওজনের পাথর বক্ষে ধারণ করিতে পারিতেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ কুক সাহেবের সার্কাসে মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া ইনি এক বৎসর ক্রীড়া করেন। পরে নিজের সার্কাস লইয়া পরিভ্রমণ করেন ; এবং শারীরিক বল, নির্ভীকতা ও হিংস্র পশু বশীকরণের সম্যক্ পরিচয় দেন। এইখানেই ইঁহার কর্ম্মজীবনের শেষ হয় এবং অর্থোপার্জ্জনের উপর বিরাগ জন্মে। এই সময় বিলাতে কোন বিখ্যাত সার্কাস কোম্পানী ইঁহাকে মাসিক ৩০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু শ্যামাকান্ত ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ধর্ম্মবীজ বাল্যকাল হইতেই ইঁহার হৃদয়ে নিহিত হইয়াছিল। কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। ১৯০৩ খ্রীঃ ইনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এবং পর বৎসর মাদ্রাজে থাকিয়া নাইনিতাল হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী হিমাচলগর্ভস্থ ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীতে অবস্থানকালে একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীর সহিত শ্যামাকান্তের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার জন্ম শ্রীহট্টে ও পিতৃদত্ত নাম নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি ৩২ বৎসর তিব্বতে ছিলেন, সেইজন্ম অনেকে তাঁহাকে "তিব্বতী বাবা" বলিয়া থাকে। তিনি কয়েক বৎসর চীন ও শ্যামদেশেও বাস করেন এবং ৩০ বৎসর ব্রহ্মদেশে বাস করেন। সেখানে তাঁহার নাম ছিল "ফুঙ্গী বাবা"। তিনি মাদ্রাজে অবস্থান কালে "হাকিম সাহেব" বলিয়া অভিহিত ছিলেন। তিনি যখন লক্ষ্ণৌএ ছিলেন, তখন শ্যামাকান্ত হরিদ্বারে। তথা হইতে তাঁহাকে আনাইয়া মহাসমারোহের সহিত সর্ব্বশ্রেণীর সন্ন্যাসীর সমক্ষে তিব্বতী বাবা শ্যামাকান্তের "সোহং স্বামী" নামকরণ করেন। সেই অবধি শ্যামাকান্ত "সোহং স্বামী" নামে পরিচিত। ১৯০৯ খ্রীঃ শ্যামাকান্ত বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করেন। কিছুদিন হইল ইঁহার লোকান্তর হইয়াছে।

শ্যামাঙ্গ—১। শ্যামবর্ণ দেহ, কাল শরীর। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। শ্যামবর্ণ দেহবিশিষ্ট, কালশরীরযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্যামাঙ্গী। ৩। বুধগ্রহ। সং ; পু।

শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস) রায় বাহাদুর—১৮২০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হুগলি জেলার অন্তর্গত পাতিহাল গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ডেভিড হেয়ার ইঁহার উচ্চ শিক্ষার উপায় করিয়া দেন। শ্যামাচরণ হেয়ার স্কুলে রেক্তারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শে ইঁহার চরিত্র গঠিত হয়। হেয়ারস্কুল হইতে ইনি হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন। হেয়ার সাহেব শ্যামাচরণকে পুরাতন ট্রেজারির একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। শ্যামাচরণ বুদ্ধি, বিদ্যা ও দক্ষতায় শীঘ্রই এসিষ্ট্যাণ্ট কনট্রোলার পদে নিযুক্ত হন, এবং বহুকাল যাবৎ ইণ্ডিয়া

ট্রেজারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এলাহাবাদে একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের আফিস যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, সে সময়ে গভর্ণমেণ্ট শ্যামাচরণকে এলাহাবাদে প্রেরণ করেন। ইনি অচিরে ঐ আফিস ও এলাহাবাদের হিসাব পত্রাদি সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্যামাচরণ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অডিটার ছিলেন। তিনি অনারেবল স্যার এইচ ড্রামণ্ডের [যিনি উত্তরকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর হইয়াছিলেন] বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্যামাচরণ ও মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়কে গেজেটেড কর্ম্মচারী করিবার পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়া ড্রামণ্ড সাহেব তাঁহাদের নাম গেজেটভুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে তাঁহারা যে পদ পান, তাহা এখন এনরোল্‌ড অফিসার বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। যখন ভারতের আয় ব্যয় পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করা হয়, সেই সময়ে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ভারতসচিব শ্যামাচরণকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু শ্যামাচরণের বিলাত যাওয়া হয় নাই। তিনি পরম হিন্দু ছিলেন, জাহাজের আচার ব্যবহার তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।

শ্যামাচরণের অবসর গ্রহণের পর গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি দান করেন। অতঃপর ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই পদে থাকিতে থাকিতেই ১৮৮৪ খৃঃ ১১ই জুলাই শ্যামাচরণের মৃত্যু হয়।

শ্যামাচরণ বল্লভ—বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও স্বনামধন্য ব্যক্তি। ২৪ পরগণা জেলায় বারাশত মহকুমার অন্তর্গত খেতপুর গ্রামে ১২৫০ সালে ইঁহার জন্ম। ইনি জাতিতে সদ্গোপ। ইঁহার পিতার নাম ৺কালাচাঁদ বল্লভ। কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় অতি দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। শ্যামাচরণের বাল্যাবস্থাতেই পিতৃবিয়োগ হয়। এইজন্য ইনি মাতুলালয় ধান্যকুড়িয়ায় প্রতিপালিত হন। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর মাতুল মহাশয়ের ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ধান্যকুড়িয়া গ্রামের পতিতচন্দ্র সাউএর একমাত্র কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি শ্বশুর ও মাতুল মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে পাতিপুকুর নামক স্থানে একটী পাটের আড়ৎ এবং পাটের গাঁটের কল স্থাপন করেন। ইনি এই কার্য্যে এমনই যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন যে ইহা অচিরে এই অঞ্চলের একটী সর্ব্বপ্রধান পাটের আড়তে পরিণত হয় এবং শ্যামবাবুর কার্য্যকুশলতার খ্যাতি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এই ব্যবসায়ে ইনি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন এবং নানাস্থানে বহু জমিদারী ক্রয় করিয়া সাধারণের নিকট জমিদার বলিয়া পরিগণিত হন। পাটের ব্যবসায়ে ইনি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে লোকে ইঁহাকে 'জুট লর্ড' বলিত। ইঁহার প্রকৃতি অতি গম্ভীর ছিল এবং হৃদয় দয়া ও দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ছিল। দরিদ্রের দুঃখকাহিনী শ্রবণে ইনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। ১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জিলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এই সহৃদয় দাতা ইঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণভূষিতা পত্নীর উৎসাহে স্বগ্রাম ধান্যকুড়িয়ায় এক অন্নসত্র স্থাপন করেন। এই অন্নসত্র হইতে বৎসরাধিক কাল প্রত্যহ গড়ে প্রায় দুই সহস্র লোককে অন্নদান করা হইত; এবং এই দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর দুর্ভিক্ষজনিত পীড়ার প্রতিকারকল্পে চিকিৎসা ও আসন্নপ্রসবা নারীর প্রসবেরও যাবতীয় সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী অতিথিশালা আছে; ইহা হইতে অতিথিদিগকে প্রত্যহ অন্নদান করা হয়। বিদ্যানুরাগও ইঁহার যথেষ্ট ছিল। ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোল স্থাপনে ইনি স্বর্গীয় রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুরের দক্ষিণহস্তরূপ ছিলেন। ১৩০৫ সালের ২০শে পৌষ অনধিক ৬০ বৎসর বয়সে এই স্বনামধন্য দানবীরের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে শত শত লোকে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

শ্যামাচরণ সরকার—নদীয়া জেলার অন্তর্গত মামজোয়ান গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরনারায়ণ সরকার। কিছুদিন সবিশেষ যত্নে অধ্যয়ন করিয়া ইনি ইংরাজী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। কলিকাতায় অবস্থান কালে শ্যামাচরণ প্রতিদিন বৈকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। তথায় অনেক সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়, এবং তিনি শীঘ্রই সেই আলাপের ফল লাভ করেন।

এই সময়ে গভর্ণর জেনারেলের কৌন্সিলের মেম্বার সার চার্লস্ ট্রিবিলিয়ন ইংরাজী, বাঙ্গালা ও উর্দ্দু এই ভাষাত্রয়ে একখানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশ করিতে অভিলাষ করেন। বহুসংখ্যক সাহেবের অনুরোধে তিনি শ্যামাচরণের উপর এই কার্য্যের ভার দেন। উক্ত অভিধান ভিন্ন আরও কতিপয় উর্দ্দু গ্রন্থ ইনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ইহার পর চক্ সাহেবের অনুগ্রহে মাদ্রাসা কলেজে ইনি একটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। শ্যামাচরণ ক্রমে ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালিয়ান প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা করেন। তখন ইঁহার বয়স ৩০ বৎসরমাত্র।

অতঃপর প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত শ্যামাচরণের আলাপ হয়। এবং তদীয় পরামর্শে শ্যামাচরণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি সদর দেওয়ানী আদালতে পেস্কারের পদ লাভ করেন এবং শীঘ্রই ৪০০ চারি শত টাকা বেতনে অনুবাদকের পদে উন্নীত হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ৬০০ টাকা বেতনে সুপ্রীমকোর্টের দ্বিভাষীর (Interpreter) পদ লাভ করেন। এই সময়ে ইনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমস্ত আইন পড়িতে প্রবৃত্ত হন এবং ইংরাজীতে "ব্যবস্থা সারসংগ্রহ" ও "ব্যবস্থা চন্দ্রিকা" নামক পুস্তক রচনা করেন। প্রথম খানি বাঙ্গালার দায়ভাগের অনুযায়ী এবং শেষোক্ত খানি মিতাক্ষরার অনুযায়ী। প্রথম গ্রন্থের বহুল প্রচার দর্শনে মুসলমানদিগের জন্য উক্তরূপ গ্রন্থ ইংরাজীতে প্রণয়ন করেন। ফলতঃ, বাঙ্গালা ভাষায় আইনের পুস্তক রচনা বিষয়ে শ্যামাচরণই প্রথম পথপ্রদর্শক। ইনি আপন বাসগ্রামে একটী স্কুল ও একটী অতিথিশালা স্থাপন, দুইটী রাস্তা নির্ম্মাণ এবং দুইটী কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য সমাধানের পর, অসময়ে ইনি লোকান্তরিত হয়েন।

শ্যামিকা—শ্যামবর্ণ; মলিনতা, মালিন্য। শ্যাম শব্দ + কণ্ + আপ্। সং; স্ত্রী।

শ্যাল—১। পত্নীর ভ্রাতা, শ্যালক, শালা। শ্যৈ + কালন্ ক। সং; পু। স্ত্রী শ্যালী। ২। শিয়াল, শৃগাল। প্রাদেশিক। সং।

শ্যালক—ভার্য্যার ভ্রাতা। শ্যাল + কণ্ স্বার্থে। সং, পু। স্ত্রী শ্যালিকা।

শ্যালিকা, শ্যালী—পত্নীর ভগ্নী। শ্যালক শব্দ + আপ্, ২য় পক্ষে শ্যাল + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্যাব—১। কৃষ্ণপীত মিশ্রবর্ণ, কপিশ বর্ণ। শ্যৈ (গমন করা) + বন্ ক। সং; পু। ২। তদ্বর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্যাবা।

শ্যাবদন্ত—স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ দন্তযুক্ত; প্রধান দন্তের উপরিভাগে অপর দন্তবিশিষ্ট। শ্যাব হইয়াছে দন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শ্যেত—১। শ্বেতবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, সাদা রঙ্। শ্যৈ (গমন করা) + ইতচ্ ক। সং; পু। ২। শুভ্রবর্ণযুক্ত, সাদা। বিণ; ত্রি।

শ্যেন—১। পাণ্ডুর বর্ণ। শ্যৈ (গমন করা)+ইন ক। ২। বাজপক্ষী। সং; পু।

শ্যেনদৃষ্টি—১। বাজপক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি। শ্যেনবৎ দৃষ্টি, মপা কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। বাজের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। শ্যেনের দৃষ্টির ন্যায় দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শ্যেনী—বাজপক্ষিণী। শ্যেন+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্যৈনম্পাত, শ্যৈনম্পাতা—শ্যেন দ্বারা মৃগয়া বা শিকার। শ্যেনের পাত শ্যেনম্পাত, ৬তৎ; শ্যেনম্পাত+ষ্ণ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শ্রৎ—বিশ্বাস; শ্রদ্ধা, ভক্তি। শ্রী (পাক করা)+ডৎ ক। ব্য।

শ্রথন—বধ; বন্ধন; যত্ন; মোক্ষ। শ্রথ্ (বধ করা, যত্ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শ্রদ্দধান—শ্রদ্ধান্বিত; বিশ্বাসী; ভক্তিমান্। শ্রৎ—ধা (ধারণ করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

শ্রদ্ধা—ভক্তি, স্পৃহা; বিশ্বাস। শ্রৎ শব্দ (শ্রদ্ধা)—ধা+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রদ্ধানন্দ স্বামী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের জলন্ধর জেলায় তালবন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল লালা মুন্সীরাম। ইঁহার পিতা কাশীর পুলিশ ইন্স্পেক্টর ছিলেন। বারাণসীবাসে পিতার কর্ম্মস্থলে থাকিয়া লালা মুন্সীরাম শিক্ষালাভ করেন। ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবার পর তিনি জলন্ধরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লালা মুন্সীরাম আর্য্যসমাজে প্রবেশ করেন। অনতিবিলম্বে তিনি উক্ত সমাজের নেতৃপদ লাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি শ্রদ্ধানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হইতে থাকেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার চেষ্টায় গুরুকুল মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। রাউলাট বিল পাশের সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী এই বিলের ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং দিল্লীতে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। এই আন্দোলন উপলক্ষে জনসাধারণের সহিত পুলিশের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। আন্দোলনের নেতা শ্রদ্ধানন্দ স্বামী পুলিশের বন্দুকের সমক্ষে বুক পাতিয়া দেন। পঞ্জাবের অশান্তি উপলক্ষে ইনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত যোগদানপূর্ব্বক অসহযোগ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। হিন্দু মুসলমানে মিলনের জন্ম ইনি অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় ইনি মুসলমানদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান সমভাবে ইঁহাকে নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। ইনি বহুকাল কংগ্রেসে ছিলেন। পরে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া হিন্দু সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। ইনি দীর্ঘকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন যে, হিন্দুর সমাজ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারে কেহ একবার জাতিচ্যুত হইলে পুনরায় তাহার হিন্দুসমাজে আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। এই ত্রুটিবশতঃ ছলে বলে কৌশলে কেহ কোন হিন্দুকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে পারিলেই তাহাকে হিন্দুসমাজের বাহিরে থাকিতেই হইবে। আবার অপর সকল ধর্ম্মেই পরধর্ম্মীকে গ্রহণ করিবার বিধান আছে; কিন্তু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। এইরূপে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু ধর্ম্মচ্যুত হইয়া হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, অথচ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক লইয়া হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির কোন উপায় নাই। হিন্দুসমাজের এই ক্ষয়রোগের চিকিৎসার জন্ম শ্রদ্ধানন্দ স্বামী বদ্ধপরিকর হইলেন—ইনি শুদ্ধি পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিলেন। এই শুদ্ধি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য স্বধর্ম্মচ্যুত হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা; আর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কোন লোক স্বেচ্ছায় হিন্দুসমাজের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া। এই শুদ্ধি-প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে কিছুকাল পূর্ব্বে আসগরী বেগম নাম্নী একটী বিদুষী মুসলমান মহিলা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া হিন্দু হন। তখন তাঁহার নাম হয় শান্তিদেবী। আসগরী বেগমের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ উপলক্ষে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অভিযুক্ত হন, কিন্তু নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন। মামলায় ইনি নিষ্কৃতি লাভ করিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে ইঁহার প্রতি বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। ইনি ১৯২৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেও সম্পূর্ণ নীরোগ হন নাই, এমন সময় ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে একজন মুসলমান আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন। ঐ দিন বেলা ৪টার সময় আবদুর রসিদ নামক এক ব্যক্তি ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্ম দিল্লীতে ইঁহার বাটীতে গিয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। স্বামীজীর পরিচারকেরা জানায় যে, তিনি অসুস্থ; তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা অন্ত দিন হইতে পারিবে। আবদুর রসিদ তখন জলপান করিতে চাহে। স্বামীজীর ভৃত্য ধর্ম্মসিং তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে জলপান করাইবার জন্ম লইয়া যায়। জলপান করিয়া আবদুর রসিদ দৌড়িয়া স্বামীজীর কক্ষে প্রবেশ করে ও রিভলভারের ৪।৫টি আওয়াজ করে। বক্ষঃস্থলে গুলি বিদ্ধ হওয়ায় ইনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। স্বামীজীর ভৃত্য ধরমসিংহও আততায়ীকে ধরিতে গিয়া আহত হয়। মৃত্যুকালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ নামে স্বামীজীর দুই কৃতী পুত্র বিদ্যমান আছেন।

শ্রদ্ধালু—শ্রদ্ধান্বিত, ভক্তিমান্। শ্রদ্ধা+আলু যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শ্রদ্ধাবান্ (—বৎ)—শ্রদ্ধান্বিত, ভক্তিমান্; বিশ্বাসী। শ্রদ্ধা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শ্রদ্ধাবতী। [বিণ বা সং; ক্লী।

শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রদ্ধাভাজন, ভক্তির পাত্র। ৬তৎ।

শ্রন্থন—গ্রন্থন, গাঁথা; বন্ধন; বধকরণ; মোচন; শিথিলকরণ। শ্রন্থ্ (গ্রথিত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শ্রাব্ধ—গ্রথিত; গুম্ফিত; বদ্ধ; হত; মুক্ত; শিথিলীকৃত। শ্রন্থ্ (গ্রন্থন করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রপিত—পক্ব (ঘৃতদুগ্ধাদি ভিন্ন অন্ত পদার্থ)। ণিজন্ত শ্রা বা শ্রৈ=শ্রপি (পাক করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রম—শ্রান্তি, পরিশ্রম; খেদ, ক্লান্তি; শাস্ত্রাভ্যাস; তপঃ। শ্রম্+অল্ ভা। সং; পু।

শ্রমজল—পরিশ্রম জন্ম ঘর্ম্মজল, শ্রমজনিত ঘাম। শ্রমজাত জল (ঘর্ম্মজল), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রমজীবী (—জীবিন্), **শ্রমোপজীবী** (—জীবিন্)—কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। শ্রম—জীব্ (২য় পক্ষে উপ—জীব্)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—জীবিনী।

শ্রমণ—১। ভিক্ষু, সন্ন্যাসী। শ্রম্ (পরিশ্রম করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। শ্রমজীবী। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রমণা।

শ্রমণা—১। শ্রমজীবিনী। শ্রমণ দেখ। শ্রমণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সন্ন্যাসিনী; ভিক্ষুণী; শবরীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

শ্রমলভ্য—পরিশ্রমপ্রাপ্য, যাহা পরিশ্রমে লাভ করা যায়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রমবারি—স্বেদ; ঘর্ম্ম জল। শ্রমজনিত যে বারি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রমবিভাগ—একটি কার্য্যের এক এক অংশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পরিশ্রম, কোন একটি বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্ম কেবল এক ব্যক্তির পরিশ্রম না হইয়া তাহার এক এক অংশ এক এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন। ৬তৎ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

শ্রমশীল—পরিশ্রমী, যে খাটিতে পারে। বহু।

শ্রমসহিষ্ণু—পরিশ্রমের কষ্ট সহকারী, শ্রমে অকাতর। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রমসহিষ্ণুতা—শ্রমসহিষ্ণু দেখ। শ্রমসহিষ্ণু+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

শ্রমসাধ্য—পরিশ্রম-নিষ্পাদ্য, যাহা পরিশ্রম দ্বারা সম্পাদিত হয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রমস্বীকার—পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হওয়া, শ্রমে অকাতরতা। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রমহারী (—হারিন্), শ্রমাপহারী (—হারিন্)—পরিশ্রমজনিত কষ্ট নিবারক, শ্রান্তি-নাশক। শ্রম—হৃ (পক্ষে অপ—হৃ)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—হারিণী।

শ্রমাপনোদন—শ্রান্তি দূরীকরণ, ক্লান্তি নাশ, বিশ্রাম, জিরান। শ্রমের অপনোদন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

শ্রমী (শ্রমিন্)—শ্রমশীল, পরিশ্রমকারী। শ্রম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শ্রমিণী।

শ্রমোপজীবী—শ্রমজীবী দেখ।

শ্রয়, শ্রয়ণ—অবলম্বন, আশ্রয়। শ্রি+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শ্রব, শ্রবঃ (শ্রবস্)—১। কর্ণ, কাণ। শ্রু (শ্রবণ করা)+অল্, অস্ ণ। ২। আকর্ণন, শ্রবণ; চ্যুতি; প্রসিদ্ধি; কীর্ত্তি। শ্রু+অল্, অস্ ভা। সং; পু ও ক্লী।

শ্রবণ—১। আকর্ণন, শুনা। শ্রু (শুনা)+অনট্ ভা। ২। শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রুতি, কর্ণ। শ্রু+অনট্ ণ। সং; ক্লী। শ্রবণানক্ষত্র। শ্রু+অন ক। সং; পু বা ক্লী।

শ্রবণমনোহর—শ্রুতিমধুর, শুনিতে মিষ্ট। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

শ্রবণবিবর—কর্ণরন্ধ্র, কাণের ছিদ্র। ৬তৎ।

শ্রবণা—নক্ষত্রবিশেষ, দ্বাবিংশ নক্ষত্র। শ্রু+অন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রবণাতিক্রান্ত—শ্রুতিপথের অতীত, যাহা শোনা যায় না। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রবণীয়, শ্রব্য—শ্রবণযোগ্য, শ্রোতব্য। শ্রু (শুনা)+অনীয়, য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রবণেন্দ্রিয়—কর্ণ, কাণ। শ্রবণসাধক ইন্দ্রিয়, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রবিষ্ঠা—ধনিষ্ঠানক্ষত্র। শ্রব (কীর্ত্তি) আছে যাহার সে শ্রবী (শ্রব+ইন্); শ্রবিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রবিষ্ঠাজ—১। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাত। উপ; শ্রবিষ্ঠা—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রবিষ্ঠাজা। ২। বুধগ্রহ। সং; পু।

শ্রব্য—শ্রবণীয় দেখ।

শ্রব্যকাব্য—যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, নাটক ভিন্ন অন্য প্রকার কাব্য; ইহা তিন প্রকার—পদ্যময়, গদ্যময় ও গদ্যপদ্যময়; এই সমস্ত প্রকারের কাব্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য [কাব্য দেখ]। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রাণ—পক্ব; সিক্ত; ঘর্ম্মযুক্ত। শ্রা (পাক করা)+ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি।

শ্রাণন—দান, অর্পণ, বিতরণ। ণিজন্ত শ্রণ্—শ্রাণি (দেওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শ্রাদ্ধ—১। শ্রদ্ধাযুক্ত। শ্রদ্ধা শব্দ+ষ্ণ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রাদ্ধী। ২। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত দানাদি কার্য্য, পিতৃকৃত্য। সং; ক্লী।

শ্রাদ্ধদেব—যম; পিতৃলোক। "ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতুর্দক্ষঃ সত্যো নান্দীমুখে বসুঃ। নৈমিত্তিকে কালকামৌ কাম্যে চ ধুরিলোচনৌ॥" ৬তৎ। সং; পু।

শ্রাদ্ধিক—শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়; শ্রাদ্ধভোজী। শ্রাদ্ধ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রাদ্ধিকী।

শ্রাদ্ধীয়—শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়। শ্রাদ্ধ+ীয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রাদ্ধীয়া।

শ্রান্ত—শ্রমযুক্ত; খিন্ন, ক্লান্ত; শান্ত, নিবৃত্ত; ভোগ-তৃপ্ত। শ্রম্ (পরিশ্রম করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রান্তা।

শ্রান্তকায়, শ্রান্তদেহ—১। ক্লান্ত শরীর। কর্ম্মধা। সং; ক্রমে পু ও ক্লী। ২। ক্লান্ত কলেবর-বিশিষ্ট, যাহার শরীর ক্লান্ত হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কায়া,—দেহা।

শ্রান্তগতি—১। শান্ত গতি, ধীর গমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ধীরগামী, ক্লান্তভাবে গমন-কারী। বহু। বিণ; ত্রি।

শ্রান্তদেহ—শ্রান্তকায় দেখ।

শ্রান্তশয়ান—ক্লান্তভাবে শয়নকারী, শ্রমযুক্ত হইয়া শয়িত। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

শ্রান্তি—শ্রম; খেদ, ক্লান্তি; নিবৃত্তি; বিশ্রাম। শ্রম্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

শ্রান্তিবোধ—শ্রম অনুভব, ক্লান্তিবোধ, কষ্ট অনুভব করা। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রান্তিহর—ক্লান্তিনাশক, শ্রমজন্য কষ্টনিবারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রান্তিহরা।

শ্রান্তিহীন—ক্লান্তিশূন্য, খেদরহিত; বিশ্রামহীন; অনিবৃত্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রাম—গৃহ; মণ্ডপ; সময়; মাস। শ্রম্+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

শ্রামিক—পরিশ্রমযুক্ত, শ্রমশীল, শ্রমজীবী। শ্রম শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রামিকী।

শ্রায়—১। আশ্রয়; অবলম্বন; স্থান। শ্রি (আশ্রয় করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু। ২। শ্রী-সম্বন্ধীয়; লক্ষ্মী সম্বন্ধীয়। শ্রী শব্দ+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রায়ী।

শ্রাবক—১। শ্রবণকর্ত্তা, শ্রোতা। শ্রু (শুনা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রাবিকা। ২। শাক্যমুনির শিষ্যবিশেষ। সং; পু।

শ্রাবকাচার—জৈন গ্রন্থবিশেষ,—ইহা (২৪) চব্বিশ প্রকার। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রাবণ—১। বৎসরের চতুর্থ মাস। শ্রাবণী শব্দ (শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা)+ষ্ণ যুক্তার্থে। সং; পু। ২। শ্রবণেন্দ্রিয় জন্য (জ্ঞান); পাপিষ্ঠ; পাষণ্ড। শ্রবণ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

শ্রাবণিক—শ্রাবণ মাস। শ্রাবণী শব্দ (শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা)+ষ্ণিক যুক্তার্থে। সং; পু।

শ্রাবণী—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। শ্রবণ শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; পু।

শ্রাবস্তী—অযোধ্যাপ্রদেশে গণ্ডা জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগরী। কথিত আছে, শ্রাবস্ত নামধেয় সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা স্বীয় নামে এই নগরী স্থাপিত করেন। বুদ্ধদেবের সময়ে এই নগরী উত্তর কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল এবং তজ্জন্য পবিত্রতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই সময়ের রাজা প্রসেনাদিত্যের পুত্র জেত এবং কোষাধ্যক্ষ সুদত্ত (অপর নাম অনাথপিণ্ডিক) বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধদেবের অবস্থান জন্য সুদত্ত যুবরাজ জেতের নিকট বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া তদুপরি সারিপুত্ত নামক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহার শ্রাবস্তী হইতে অল্প দূরে নদীর পর পারে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে এই স্থানে যে বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাই বিহারের শেষ চিহ্ন। বুদ্ধদেব এই বিহারের নাম দিয়াছিলেন—"জেতবন অনাথ-পিণ্ডকারাম"। [য্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রাব্য—শ্রোতব্য, শ্রবণযোগ্য। শ্রু (শুনা)+

শ্রিত—আশ্রিত; অবলম্বিত; সেবিত; উপজীবিত। শ্রি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রিতবান্ (—বৎ)—আশ্রয়কারী, যে আশ্রয় করিয়াছে এরূপ। শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্তবতু ক। বিণ; পু। স্ত্রী শ্রিতবতী।

শ্রী—১। লক্ষ্মী; সম্পত্তি; সরস্বতী; শোভা; বেশ বিন্যাস; উপকরণ; বিভূতি; প্রকার; ত্রিবর্গ; কীর্ত্তি; বুদ্ধি; বৃদ্ধি; সিদ্ধি; বিল্ববৃক্ষ; সরল বৃক্ষ; নামের উপাধিবিশেষ (জীবিত লোকের নামের পূর্ব্বে বসে)। শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্বিপ্ র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। রাগবিশেষ। সং; পু।

শ্রীকণ্ঠ—মহাদেব; কবি ভবভূতির উপনাম; দেশবিশেষ, কুরুজাঙ্গল। বহু। সং; পু।

শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন—কবি ভবভূতি। শ্রীকণ্ঠ এই পদ (উপনাম) হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

শ্রীকর—১। শোভাকর; শ্রী শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রীকরী। ২। বিষ্ণু; পণ্ডিতবিশেষ। সং; পু।

শ্রীকান্ত—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রীকৃষ্ণ—বাসুদেব [কৃষ্ণ দেখ]। শ্রীযুক্ত যে কৃষ্ণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম—সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবনের সভায় যে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাব্য রচনাতেও ইঁহার খ্যাতি আছে। ইঁহার রচিত "পদাঙ্কদূত" এ দেশের সকলের নিকটেই পরিচিত। ঐ গ্রন্থে ইনি যে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই—

"শাকে-নায়ক বেদ-ষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণ
শর্ম্মা স্মরন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতরচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনম্
শ্রীলশ্রীযুক্তরামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৩ শাকে হৃদয়ে আনন্দদায়ক নন্দনন্দনের পদারবিন্দদ্বয় স্মরণপূর্ব্বক শ্রীল শ্রীযুক্ত রামজীবন নামক মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পদাঙ্কদূত রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—হুগলি জেলার অন্তর্গত সোমড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি স্কুলে এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়া চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়া জামালপুর অডিট আফিসে ২০্ টাকা বেতনে কেরাণীগিরির কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইঁহার সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনুরাগ হয় এবং সমধিক উৎসাহসহকারে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি মুঙ্গেরে অবস্থানকালে তথায় ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং চাকরী ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি ছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের পর ইঁহার ন্যায় বক্তা প্রায় দেখা যায় না। সহস্র সহস্র লোক ইঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইত। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া ইনি সর্ব্বত্র যশোলাভ করেন। অতঃপর ইনি কাশীধামে যোগাশ্রম নামক এক আশ্রম ও যোগেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চাশদ্বর্ষ বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ও অনুবাদ সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার প্রণীত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থও কয়েকখানি আছে। শেষ জীবনে ইনি কৃষ্ণানন্দস্বামী নামে পরিচিত হন।

শ্রীক্ষেত্র—জগন্নাথ ক্ষেত্র, পুরীধাম। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রীখণ্ড—১। চন্দনকাষ্ঠ। ৬তৎ। সং; ক্লী বা পু। ২। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার অদূরবর্ত্তী গ্রামবিশেষ। এখানকার বৈদ্য বংশীয় ঠাকুর মহাশয়েরা পরম গৌরাঙ্গভক্ত এবং কাশীমবাজারের রাজবংশের গুরু।

শ্রীগর্ভ—১। বিষ্ণু। শ্রীর (সৌভাগ্যের) গর্ভ (উদ্ভব) যাহা হইতে, বহু। ২। খড়্গ। শ্রী গর্ভে যাহার, বহু। সং; পু।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক—ইনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গার বসু মল্লিক বংশ-সম্ভূত। দেহত্যাগ কালে ইনি যে উইল করিয়া যান, তাহার সর্ত্তমতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত মূলধন হইতে বেদান্ত শিক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিন বৎসরের জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বেদান্ত বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ দিবেন এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য বাহির করিয়া সংস্কৃত ভাষা—বিশেষতঃ বেদান্তশিক্ষার সহায়তা করিবেন। তিনি ১২৫্ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবেন, এবং তিন বৎসর অন্তে ১৪০০্ টাকা পাইবেন। এই টাকায় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ৪০০ খানি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং ১০০ খানি পুস্তক বন্ধুগণকে বিতরণ করিবার জন্য বসু মল্লিক মহাশয়ের বংশের প্রতিনিধিকে দিতে হইবে। অবশিষ্ট টাকা অধ্যাপক নিজে লইতে পারিবেন। বেদান্ত শিক্ষার জন্য এরূপ দান আর কোনও বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত করেন নাই। এই দানের জন্য বসু মল্লিক মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

শ্রীঘন—১। বুদ্ধদেব। শ্রীর (সৌভাগ্যের) ঘন (রাশি) যাহা হইতে বা যাহাতে, বহু। সং; পু। ২। দধি। শ্রীযুক্ত যে ঘন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রীঘর কারাগার (ব্যঙ্গার্থে)। দেশজ। সং।

শ্রীচন্দ্র—উদাসীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, শিখদিগের আদিগুরু মহামতি নানকের পুত্র। ইঁহার জননীর নাম সুলক্ষণা। পিতার ধর্ম্মভাব অতি অল্পবয়সেই ইঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। কিছুদিন পরে ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হন। ক্রমশঃ বহু লোক ইঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এইরূপে উদাসীনসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

শ্রীচরণ, শ্রীপদ—শ্রীযুক্ত চরণ, শোভাকর পদ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রীচরণকমল—শ্রীসম্পন্ন পদরূপ পদ্ম। রূপক। সং; ক্লী। [(জন্ম)+ড ক। সং; পু।

শ্রীজ—কামদেব; শাম্ব। উপ; শ্রী—জন্ দ—১। শোভাদায়ক; ধনদাতা। শ্রী দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রীদা। ২। কুবের। সং; পু।

শ্রীদাম—কৃষ্ণসহচর গোপবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে দ্বারে রাখিয়া চন্দ্রাবলীর সহিত যখন ক্রীড়ারত ছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা আসিয়া শ্রীদামকে দ্বার পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু ইনি দ্বার ত্যাগ না করায় শ্রীরাধা ইঁহাকে অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দেন। সং; পু।

শ্রীধর—বিষ্ণু; শালগ্রাম শিলাবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। শ্রী (লক্ষ্মী)—ধৃ (ধারণ করা) অন্ ক। সং; পু।

শ্রীধর আচার্য্য—প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার প্রণীত বৈশেষিক দর্শন ভাষ্যটীকা ন্যায়কন্দলী গ্রন্থ। দক্ষিণ রাঢ় ভূরিসৃষ্টি (ভুরশুট) গ্রামে, কায়স্থকুলতিলক দেবদ্বিজভক্ত পাণ্ডুদাসের উৎসাহে ইনি অদ্বয়সিদ্ধি, তত্ত্বপ্রবোধ, তত্ত্বসংবাদিনী সংগ্রহ রচনা করিয়াছিলেন। ৯১৩ শকাব্দে বর্ত্তমান হুগলী জেলায় উক্ত গ্রামে অচ্ছোকা দেবীর গর্ভে বলদেবাচার্য্যের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্মার্ত্ত শ্রীধরাচার্য্য হইতে ভিন্ন। স্মৃত্যর্থসারকর্ত্তা শ্রীধরাচার্য্যও অপর এক ব্যক্তির নাম। সং; পু।

শ্রীধর কথক—প্রসিদ্ধ কথকতা ব্যবসায়ী ও সঙ্গীতরচয়িতা। ১২২৩ সালে হুগলী বাঁশবেড়িয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। প্রসিদ্ধ কথক লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ ইঁহার পিতামহ, এবং পণ্ডিত রতনকৃষ্ণ শিরোমণি ইঁহার পিতা। পাঁচ বৎসর বয়সে পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীধর একমাসের মধ্যেই ধারাপাত শেষ করেন, এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ, কাব্য এবং ভাগবতে ব্যুৎপন্ন হন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত ও কবিতায় ইঁহার গাঢ় অনুরাগ ছিল। যৌবনে ইনি সঙ্গীদিগকে লইয়া পাঁচালী ও কবি গাহিতেন। ইহাতে ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভর্ৎসনা করায় শ্রীধর এক বন্ধুর সহিত মুর্শিদাবাদে গিয়া ব্যবসায় কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু এ কাজ ভাল লাগিল না। তখন ইনি ব্যবসায় ছাড়িয়া বহরমপুরে কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট কথকতা শিক্ষা করেন। কালে ইনি এই কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে এবং অনুরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক, কৃষ্ণবিষয়ক এবং প্রেমবিষয়ক অনেকগুলি গান আছে।

শ্রীধর স্বামী—বোপদেবের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী

সময়ে গুর্জ্জর দেশে বলভী নগরে শ্রীধর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরমানন্দ পুরীর নিকট নৃসিংহ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ভাবার্থ-দীপিকা নামক টীকা দ্বারা ইনি শ্রীমদ্ভাগবতকে সুন্দর ও সরলভাবে বুঝাইয়াছিলেন। ইনি মহিম্নস্তবের টীকা, গীতার টীকা ও বিষ্ণুপুরাণের টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাই ইঁহার প্রসিদ্ধ রচনা। নীলাচলে থাকিয়া একদিন চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—"স্বামীকে না মানিলে কুলকামিনী যেমন ব্যভিচারিণী হয়, সেইরূপ কেহ যদি শ্রীধর স্বামীর টীকা না মানিয়া ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন, তাহা ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট।" ব্রজবিহার নামক কাব্যগ্রন্থও শ্রীধর কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীধর স্বামীর কৃত গীতার টীকা ও ভাগবতের টীকা লইয়া বিদ্বৎ সমাজে বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদ মীমাংসার নিমিত্ত উক্ত টীকাদ্বয় বেণীমাধবের শ্রীচরণে অর্পণ করা হয়। অনন্তর স্বপ্নে আদেশ হয় যে শ্রীনৃসিংহ দেবের প্রসাদে শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাই প্রামাণ্য। যথা—

"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ॥"

অপর কাহারও মতে শ্রীধরাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী একই ব্যক্তির নাম। সুবিখ্যাত ভট্টি কবি ইঁহারই পুত্র। ভট্টি ন্যূনাধিক ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীনগর—কাশ্মীর রাজ্যের অন্যতর রাজধানী। শ্রীনগর সমুদ্রতল হইতে ৫২৫০ ফুট উচ্চ। ঝিলম নদী সহরমধ্যে প্রবাহিত হইয়া সহরটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই দুইভাগ সাতটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত। এখানে আকবর ও জাহাঙ্গীরের অনেক সৌধ-কীর্ত্তি বিদ্যমান। "লালা রূখ" কাব্যে বর্ণিত "ডাল" হ্রদ সহরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই হ্রদের উপরিভাগে কতিপয় "ভাসমান উদ্যান" দৃষ্ট হয়। শ্রীনগর এক সময়ে শালের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীনগরে রূপার, তামার, এবং কাঠের নানাবিধ শিল্পকার্য্য-সমন্বিত দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

শ্রীনন্দন—লক্ষ্মীপুত্র; কন্দর্প। ৬তৎ। সং;পু।

শ্রীনাথ—বিষ্ণু। সং; পু।

শ্রীনাথ ঘোষ—ইনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষের (গিরিশচন্দ্র ঘোষ দেখ) সহিত একযোগে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' নামে এক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। এই সংবাদপত্রের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ২৩ পরগণার তৎকালীন কলেক্টর মিষ্টার আর্থার গ্রোট প্রীত হইয়া শ্রীনাথকে আপনার আফিসে ১৫০্ টাকা মাসিক বেতনের একটি পদ প্রদান করেন, এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটী কলেক্টর করিয়া দেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রের প্রবর্ত্তন করিলে, শ্রীনাথ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রচন্দ্র উক্ত পত্রের সম্পাদনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। শ্রীনাথ বহুদিন প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনারের পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে তিনি মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতনে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস্-চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্পেশ্যাল পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন, এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর ৬০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। [সং; পু।

শ্রীনিকেতন—বিষ্ণু। শ্রীর নিকেতন যাহাতে, বহু।

শ্রীনিবাস—১। বিষ্ণু। শ্রীর (লক্ষ্মীর বা কান্তির) নিবাস (আশ্রয়স্থান), ৬তৎ। সং; পু।

২। জনৈক বৈষ্ণব। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত যাজিগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় পিতার নিকট শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাগুণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দর্শনলাভার্থ নীলাচল যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাসংবরণের কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অনন্তর নিদ্রাবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দর্শনলাভ করেন এবং তাঁহার আদেশে নীলাচল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনসময়ে বনবিষ্ণুপুরবাসী দস্যুদলপতি বীর হাম্বির কর্ত্তৃক ইঁহার আনীত গ্রন্থসকল অপহৃত হয়। অতঃপর ইনি গ্রন্থের অনুসন্ধান করিতে করিতে দস্যুরাজের গৃহে উপনীত হন। ইঁহার দর্শনে দস্যুরাজ মুগ্ধ হয় এবং ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক পরম ভগবদ্ভক্ত হয়।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—ইনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে কুম্ভকোনমের দক্ষিণে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ভালঙ্গিমান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কুম্ভকোনম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ইনি কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এফ এ পরীক্ষায় প্রথম, এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হন এবং ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। ইঁহার ইংরেজী ভাষায় অধিকারের পুরস্কারস্বরূপ ইনি নগদ ৩৫০্ টাকা ও একটী সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ট্রিপ্লিকেন স্কুলের হেডমাষ্টারি করিবার সময় ইনি গোখলের সংস্রবে আসেন। মিঃ গোখলের চরিত্র মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইনি তাঁহার আদর্শের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেন। তাহাতে ইনি হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সেই পুস্তিকা পাঠ করিয়া মিঃ গোখলে শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার অন্তরঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি মিঃ গোখলের "ভারত-সেবক" দলভুক্ত হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি এই পদে ছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। মিঃ গোখলের মৃত্যুর পর (১৯১৫ খ্রীঃ) সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইনি সারভ্যাণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বহুকাল পর্য্যন্ত ইনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হন। এই সভার সদস্য থাকার কালে ইনি তীব্র ভাষায় রাউলাট বিলের প্রতিবাদ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইনি নাসিক নগরে বোম্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। হোমরুল আন্দোলনের প্রবর্ত্তক মিসেস বেশান্ত অন্তরীণ হইলে ইনি সমগ্র ভারতে হোমরুল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সংস্কৃত শাসন ব্যবস্থা প্রকাশিত হইলে ইনি আংশিকভাবে উহার সমর্থন করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মণ্টফোর্ড স্কীম অনুসারে ভোটাধিকার নির্দ্ধারণার্থে যে কমিটি গঠিত হয়, সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইনি তাহার ভারতীয় সদস্য ছিলেন। মধ্যপন্থী দলের প্রতিনিধি দলভুক্ত হইয়া ইনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গমন করেন। ১৯২০ খ্রীঃ ইনি কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য হন। ১৯২১ খ্রীঃ জুন মাসে ইনি আবার বিলাত যাত্রা করেন। এবার ইনি ইম্পিরিয়াল কন্ফারেন্সে (সাম্রাজ্য বৈঠকে) ভারতের প্রতিনিধিরূপে সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে তদানীন্তন দক্ষিণ আফ্রিকার মহামান্য জেনারেল স্মাটসের সহিত বহু বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থিতিকালে ইনি লণ্ডনের নাগরিকের অধিকার এবং প্রিভি কাউন্সিলার পদ লাভ করেন। ১৯২১ খ্রীঃ ইনি ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে যোগ

দ্বিতে গমন করেন। তৎপরে আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে অস্ত্রসংবরণ জন্ম যে কন্ফারেন্স বসে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাতে ইঁহাকে ভারতের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ছয় মাস কাল ইয়োরোপ ও আমেরিকা মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং বহু বক্তৃতায় ভারতের কাহিনী বিবৃত করিয়া ইনি ১৯২২ অব্দের এপ্রেল মাসে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ডোমিনিয়ন সমূহে একটী 'মিসন' প্রেরণ করিলেন, এবং ইঁহাকে পুনরায় প্রতীচ্য মহাদেশে গমন করিতে হইল। ১৯২২ সালের ২৩শে মে ইনি জাহাজে আরোহণ করিলেন। প্রথমে ইনি অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। তাহার পর ইনি কানাডা ও অন্যান্য স্থানেও গমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই ইনি সমাদৃত হন। ডোমিনিয়ন ভ্রমণ শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরও অল্পদিনই ইনি বিশ্রাম লাভের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা গুরুতর হওয়ায় তাহার মীমাংসার্থ ইনি ভারত গবর্ণমেন্টের এজেন্ট জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া সম্প্রতি পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিয়াছেন।

শ্রীপঞ্চমী—মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমী, এই দিনে সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। ইহার আর এক নাম বসন্তপঞ্চমী। শ্রীযুক্তা যে পঞ্চমী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শ্রীপতি—নারায়ণ, বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রীপদ—শ্রীচরণ দেখ।

শ্রীপদপঙ্কজ—শ্রীচরণরূপ পদ্ম। পদরূপ পঙ্কজ, রূপক; শ্রীযুক্ত পদপঙ্কজ, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রীপদপল্লব—শ্রীযুক্ত চরণরূপ পল্লব। শ্রীযুক্ত যে পদপল্লব, মপী কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

শ্রীফল—১। বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ। শ্রীযুক্ত ফল যাহার, বহু। সং; পু। ২। বিল্ব, বেল। শ্রীযুক্ত যে ফল, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রীভ্রষ্ট—সৌন্দর্য্য-রহিত, কান্তিশূন্য। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রীভ্রষ্টা।

শ্রীভ্রাতা—চন্দ্র; অশ্ব। ৬তৎ। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত ইহারাও উদ্ভূত হইয়াছিল। সং; পু।

শ্রীমতী—১। শ্রীযুক্তা, ইত্যাদি। শ্রীমান্ দেখ; শ্রীমৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কপিলপত্নী। ইনি সতীসাধ্বীর উদাহরণস্থল। রামায়ণে সীতা ইঁহার সহিত উপমিত হইয়াছিলেন। সং; স্ত্রী।

শ্রীমান্ (শ্রীমৎ)—১। শ্রীযুক্ত; লক্ষ্মীবান্; ধনবান্; সুন্দর। শ্রী শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শ্রীমতী। ২। তিলকবৃক্ষ। সং; পু।

শ্রীমুখ—২। শোভাযুক্ত মুখ। শ্রীযুক্ত যে মুখ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পত্রপৃষ্ঠে 'শ্রী' এই শব্দ লিখন। শ্রী (সৌভাগ্য) হইয়াছে মুখ (প্রধান) যাহার, বহু। সং; পু।

শ্রীমুখপঙ্কজ—মনোহর বদনকমল, সুন্দর মুখপদ্ম। মুখরূপ পঙ্কজ, রূপক; শ্রীযুক্ত মুখপঙ্কজ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রীমূর্ত্তি—দেববিগ্রহ। শ্রীযুক্তা যে মূর্ত্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত—শ্রীমান্, লক্ষ্মীবান্। শ্রী দ্বারা যুক্ত, যুত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রীরাগ—রাগবিশেষ, তৃতীয় রাগ। শ্রীনামক যে রাগ, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শ্রীরাম, শ্রীরামচন্দ্র—অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র। শ্রীযুক্ত যে রাম বা রামচন্দ্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শ্রীরামনবমী—শ্রীরামের জন্মতিথি, চৈত্র মাসের শুক্ল-নবমী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শ্রীল—শ্রীযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন। শ্রী শব্দ+ল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রীলা।

শ্রীবৎস—১। বিষ্ণু। শ্রীযুক্ত বৎস (বক্ষঃস্থল) যাহার, বহু। ২। বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থ রোমাবর্ত্ত বিশেষ। শ্রীযুক্ত (শোভান্বিত) বৎস (বক্ষঃস্থল) যাহা হইতে, বহু। সং; পু। ৩। অযোধ্যা-দেশের জনৈক প্রাচীন নরপতি। ইঁহার পত্নীর নাম চিন্তা। একদা শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া বিবাদ হয়। তাঁহারা পরমধার্ম্মিক শ্রীবৎসকে ইহার মীমাংসা জন্য অনুরোধ করেন। দেবতার বিবাদে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বা কাহাকেও নিকৃষ্ট বলা অসঙ্গত বিবেচনায় শ্রীবৎস দুইখানি সিংহাসন নির্ম্মাণ করেন। তাহার একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত, অপরখানি রজতনির্ম্মিত। নির্দ্দিষ্ট দিবসে লক্ষ্মী আসিয়া স্বর্ণসিংহাসনে এবং শনি রজত সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরে তাঁহারা বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে শ্রীবৎস আসনানুসারেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহাই ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন। তখন লক্ষ্মী প্রীত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করেন, এবং শনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে কষ্ট দিবার জন্য ইঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরমধার্ম্মিক রাজার কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। ইতোমধ্যে শ্রীবৎস একদা আহারান্তে পাদপ্রক্ষালন না করায় এই ছিদ্র পাইয়া শনি ইঁহার দেহে প্রবেশ করেন শনির আবির্ভাবে শ্রীবৎসের মতি দিন দিন হীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ইনি রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। অতঃপর ইনি এক কন্থার মধ্যে বহুমূল্য রত্নরাজি স্থাপন করিয়া, তাহা লইয়া পত্নীসহ রাজ্যত্যাগ করেন। পথে শনি এক মায়ানদীর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং এক জীর্ণ তরণী লইয়া উপস্থিত হন। সে তরণী একজনের অধিক ভারগ্রহণে অক্ষম। শ্রীবৎস তখন অগ্রে রত্নরাজিপূর্ণ কন্থা নৌকায় তুলিয়া দিয়া তাহা নাবিককে পরপারে রাখিয়া আসিতে আদেশ করেন। শনি কন্থা লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মায়ানদী তরণী প্রভৃতি সকলই অন্তর্হিত হয়। শনির কৌশলে নিঃস্ব হইয়া শ্রীবৎস পত্নী সহ কাঠুরিয়া পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিন্তু ইহাতেও শনির ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি পতি পত্নীর বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীবৎস অরণ্যে কাষ্ঠাহরণে গিয়াছেন, এমন সময়ে এক মহাজনের নৌকা চড়ায় বাধিয়া গেলে শনি দৈবজ্ঞরূপে আসিয়া মহাজনকে বলেন যে, এই কাঠুরিয়া পল্লীতে এক সতী আছেন, তিনি আসিয়া স্পর্শ করিলেই নৌকা চলিবে। তখন মহাজন বহু সাধ্যসাধনা করায় চিন্তা আসিয়া নৌকা স্পর্শ করিলে নৌকা ভাসিয়া উঠিল। তখন মহাজন পাছে আর কখনও নৌকা চড়ায় লাগে এই ভাবনায় চিন্তাকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। চিন্তা সূর্য্যের স্তব করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কুরূপ প্রার্থনা করিয়া লইলেন। ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা রহিল না।

এদিকে শ্রীবৎস গৃহে আসিয়া চিন্তাকে না দেখিয়া কাতর হইলেন। অতঃপর ইনি কাঠুরিয়া পত্নীগণের প্রমুখাৎ মহাজনের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তার অন্বেষণ করিতে করিতে এক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা ভদ্রা ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিলে শ্রীবৎস রাজকন্যা দ্বারা রাজাকে অনুরোধ করিয়া নদীতীরে বাণিজ্যতরণীর শুল্ক-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইলেন। সেখানে যত বাণিজ্যতরণী আসিত শ্রীবৎস তৎসমস্তই সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে একদা পূর্ব্বোক্ত মহাজনের নৌকায় চিন্তাকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাজা ইঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সূর্য্যের কৃপায় চিন্তা পুনরায় পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন শ্রীবৎস চিন্তা ও ভদ্রাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং

কমলার কৃপায় পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীবৎসলাঞ্ছন—বিষ্ণু। শ্রীবৎস হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। সং; পু।

শ্রীবাস—বিষ্ণু; শিব। শ্রী হইয়াছে বাস (বাসস্থান) যাঁহার, বহু। সং; পু।

শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীহট্ট নিবাসী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত ইঁহাদের কৌলিক উপাধি। ইনি সপরিবারে নবদ্বীপ গমনপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর সন্নিকটে বাস করিতে থাকেন। জগন্নাথ মিশ্র ইঁহার সমবয়স্ক ও বাল্যবন্ধু। মান্যব্যক্তি ও পিতৃবন্ধু বলিয়া নিমাই (গৌরাঙ্গ) ইঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতেন। নিমাইএর অনুপম প্রেমভক্তি ও মধুর কীর্ত্তনাদিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীবাসাদি অনেকেই তাঁহার পার্ষদভক্তরূপে পরিণত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীবাসের গৃহেই কীর্ত্তন হইত। একদা মহাপ্রভুর ঐরূপ কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্ত্রীলোকেরা তারস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। শ্রীবাস কীর্ত্তন হইতে উঠিয়া গিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার আঙ্গিনায় স্বয়ং ভগবান্ ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছেন, এতদবস্থায় শিশুর মৃত্যু তাহার ও আমাদের পরম সৌভাগ্য; যদি তোমরা চীৎকার করিয়া কীর্ত্তনের বাধা জন্মাও, আমি জাহ্নবীজীবনে প্রবেশ করিব।" ইঁহার পরেই শ্রীবাসের দেবদুর্ল্লভ পুরস্কার লাভ হয়,—গৌর নিতাইকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। গৌরাঙ্গ নীলাচলে গমন করিলে "শ্রীবাসাঙ্গন" পরিত্যক্ত হয়। গৌর-শূন্য নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া শ্রীবাস কুমারহট্টবাসী হন। তথাকার গোবিন্দদাস নামক ব্রাহ্মণকুমারের সহিত শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-তনয়ার উদ্বাহ হয়। কিন্তু তিনি অচিরে বিধবা হন। তাঁহারই গর্ভে সুবিখ্যাত কবি বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বৃন্দাবনের প্রধান গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীবৃদ্ধি—সৌভাগ্যবৃদ্ধি; সম্পত্তির উন্নতি; সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি; উৎকর্ষ, উন্নতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [(নাথ), ৬তৎ। সং; পু।

শ্রীশ—শ্রীনাথ, বিষ্ণু। শ্রীর (লক্ষ্মীর) ঈশ

শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী (রায় বাহাদুর)—একটি অতি প্রাচীন ও মহাসম্ভ্রান্ত সুপ্রসিদ্ধ বংশে ১৮৪৮ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর, এবং চিরদিন আর্ত্তের বন্ধু ছিলেন। পাঠে ইঁহার অত্যধিক অনুরাগ ছিল। ইনি ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং অকপটচিত্তে দেশের কল্যাণকামনায় সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন। নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর ইনি তাঁহার "নেশান" নামক সাপ্তাহিক পত্র ক্রয় করিয়া পরিচালন করিতেন। প্রাত্যহিক 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদন ইঁহার নিত্যক্রিয়া ছিল। ১৯১২ খ্রীঃ ভারতসম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১২ খ্রীঃ ১১ই জুলাই ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট—সিলেট দেখ।

শ্রীহর্ষ—১। কান্যকুব্জের অধীশ্বর এবং নাগানন্দ ও রত্নাবলী নামক নাটকদ্বয়ের প্রণেতা হর্ষবর্দ্ধনের উপনাম। ২। নৈষধচরিত-প্রণেতা কবি। বঙ্গাধিপ আদিশূর যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। সং; পু।

শ্রীহীন—শোভাশূন্য; কুরূপ; সৌভাগ্যহীন; লক্ষ্মীহীন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুত—১। আকর্ণিত, যাহা শুনা হইয়াছে এরূপ; প্রসিদ্ধ; জ্ঞাত। শ্রু (শুনা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বেদ, শাস্ত্র; শাস্ত্রজ্ঞান। সং; ক্লী।

শ্রুতকীর্ত্তি—কুশধ্বজ রাজার কনিষ্ঠা কন্যা ও লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্নের পত্নী; ইঁহার গর্ভে সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। শ্রুতা কীর্ত্তি যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী [পু।

শ্রুতদেবী—বাগ্দেবী, সরস্বতী। ৬তৎ সং; শ্রুতধর—শ্রুতিধর দেখ।

শ্রুতবোধ—কালিদাসকৃত-ছন্দোগ্রন্থবিশেষ। সং।

শ্রুতবান্ (-বৎ)—১। কৃতশ্রবণ, শুনিয়াছে এরূপ। শ্রু (শুনা)+ক্তবতু ক। ২। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বিদ্বান্। শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী শ্রুতবতী।

শ্রুতশ্রবাঃ (-শ্রবস্)—দমঘোষের পত্নী, শিশুপালের মাতা। শ্রুত হইয়াছে শ্রবঃ (কীর্ত্তি) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

শ্রুতায়ু:—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপ। সং; পু।

শ্রুতি—১। শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। শ্রু (শুনা)+ক্তি ণ। ২। শ্রবণ, আকর্ণন, শুনা। শ্রু+ক্তি ভা। ৩। বেদ; বাচক শব্দ; কিংবদন্তী; স্বরাবয়ব, সূক্ষ্মস্বরবিশেষ। শ্রু+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

শ্রুতিকটু—১। দুঃশ্রাব্যতা দোষ। শ্রুতির (কর্ণের) কটু, ৬তৎ। সং; পু। ২। দুঃশ্রাব্য, শুনিতে রূঢ়। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিকঠোর—শ্রুতিকটু, শুনিতে রূঢ়, দুঃশ্রাব্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিগম্য—শ্রুতিগোচর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিগোচর—শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, আকর্ণিত, যাহা শোনা গিয়াছে এরূপ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিধর, শ্রুতধর—শ্রবণমাত্র ধারণক্ষম, অন্যের যে কোন কথা শুনিবামাত্র স্মরণ রাখিতে সমর্থ, অতি মেধাবী। শ্রুতি, শ্রুত শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিপথ—শ্রবণপথ, কর্ণপথ, কর্ণচ্ছিদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রুতিমধুর—শ্রবণমনোহর, শুনিতে মিষ্ট। ৭তৎ। বিণ; ত্রি; [সং; ক্লী।

শ্রুতিসুখ—কর্ণসুখ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি। ৬তৎ।

শ্রুতিসুখকর—কর্ণের তৃপ্তিদায়ক, শুনিতে মিষ্ট। শ্রুতিসুখ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি; স্ত্রী, -করী।

শ্রুতিস্মৃতি—বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

শ্রুতিহারী (-হারিন্)—শ্রবণমনোহর, যাহা শুনিলে মুগ্ধ হইতে হয়। শ্রুতি—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, -রিণী।

শ্রুব, শ্রুবা—যজ্ঞে ঘৃতক্ষেপণপাত্র। শ্রু (গমন করা)+ক অপা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে পুং ও স্ত্রী।

শ্রূয়মাণ—যাহা শ্রবণ করা যাইতেছে এরূপ। শ্রু (শুনা)+শানচ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রেঢী (অঙ্কশাস্ত্রে) গণনার রীতিবিশেষ (Progression)। শ্রেঢি শব্দ—ঢৌক্ (গমন করা)+ড ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রেণি, শ্রেণী—পঙ্‌ক্তি, সারি; দল; কারুসংহতি। শ্রি (আশ্রয় করা ইত্যাদি)+নি ক। [illegible] ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রেণীবদ্ধ—[illegible]বদ্ধ, সারিবন্দী; দলবদ্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রেণীভুক্ত—দলভুক্ত, দলের অন্তর্গত। শ্রেণীর ভুক্ত (অন্তর্গত), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রেণীবদ্ধ—সারিবন্দী ভাবে স্থাপিত, সারি সারি রক্ষিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্)—ধর্ম্ম, মঙ্গল; মোক্ষ; সুখ; সৌভাগ্য। প্রশস্য শব্দ+ঈয়সু। সং; ক্লী।

শ্রেয়ঃকল্প—১। অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ। শ্রেয়স্+কল্প অবধারণার্থে। ২। শ্রেষ্ঠতুল্য, শুভ সদৃশ। শ্রেয়সের কল্প (সদৃশ), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রেয়স্—শ্রেয়ঃ ও শ্রেয়াঃ দেখ।

শ্রেয়সী—শ্রেয়ান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শ্রেয়স্কর—মঙ্গলজনক, শুভদায়ক। উপ; শ্রেয়স্ (মঙ্গল)—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রেয়স্করী।

শ্রেয়ান্ (শ্রেয়স্)—জ্যেষ্ঠ; শুভকর, মঙ্গলজনক। প্রশস্য শব্দ+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রী শ্রেয়সী।

শ্রেয়োজনক—শ্রেয়স্কর, মঙ্গলজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী শ্রেয়োজনিকা।

শ্রেষ্ঠ—১। অতি প্রশস্ত ; প্রধান ; জ্যেষ্ঠ। প্রশস্য শব্দ+ইষ্ঠ। বিণ ; ত্রি। ২। কুবের ; ব্রাহ্মণ ; রাজা ; বিষ্ণু। সং ; পু।

শ্রেষ্ঠতম—অতিশয় শ্রেষ্ঠ, বহুর মধ্যে প্রশস্ত। শ্রেষ্ঠ+তম আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

শ্রেষ্ঠতর—অতিশয় শ্রেষ্ঠ, উভয়ের মধ্যে প্রশস্ত। শ্রেষ্ঠ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠত্ব—উৎকৃষ্টতা, উৎকর্ষ ; প্রাধান্য ; জ্যেষ্ঠত্ব। শ্রেষ্ঠ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী ও ক্লী। [শব্দ+ইন্। সং ; পু।

শ্রেষ্ঠী (শ্রেষ্ঠিন্)—বণিক্‌বিশেষ ; শেঠ। শ্রেষ্ঠ

শ্রোণি, শ্রোণী—নিতম্ব, পাছা ; কটিদেশ ; পথ। শ্রোণ্+ই ক। সং ; স্ত্রী।

শ্রোণিফলক—কটিপ্রদেশ। কর্মধা। সং ; ক্লী।

শ্রোণী—শ্রোণি দেখ।

শ্রোতঃ (শ্রোতস্)—১। নদ্যাদির বেগ, জলপ্রবাহ। শ্রু (গমন করা)+অস ক। ২। কর্ণ, কাণ। শ্রু (শুনা)+অস্ ণ। সং ; ক্লী। [তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি।

শ্রোতব্য—শ্রাব্য, শ্রবণ-যোগ্য। শ্রু (শুনা)+

শ্রোতা (শ্রোতৃ)—শ্রবণকর্তা, যে শুনে। শ্রু (শুনা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী শ্রোত্রী।

শ্রোত্র—১। কর্ণ, কাণ। শ্রু (শুনা)+ত্র ণ। ২। শ্রুতি, বেদ। শ্রু+ত্র র্ম। সং ; ক্লী।

শ্রোত্রিয়—১। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ; বেদজ্ঞ বিপ্র ;—(ক) "ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রঃ সাবিত্রীর্যশ্চ বিন্দতি। চরিতব্রহ্মচর্য্যশ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥" (খ) "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বেদাভ্যাসাত্তবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি॥" শ্রোত্র শব্দ+ইয়। সং ; পু। ২। সদ্বংশজাত ; সচ্চরিত্র। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্রোত্রিয়া।

শ্রৌত—শ্রুতিসিদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত। শ্রুতি শব্দ (শাস্ত্র)+ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্রৌতী।

শ্লক্ষ্ণ—সূক্ষ্ম ; অল্প ; কৃশ ; মনোহর ; স্নিগ্ধ। শ্লিষ্+কৃস্ন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্লক্ষ্ণা।

শ্লথ—শিথিল ; ঢিলা ; আল্‌গা। শ্লথ (ঢিলা হওয়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্লথা।

শ্লথবৃন্ত—শিথিলবৃন্ত, আল্‌গা বোঁটাবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্লথবৃন্তা।

শ্লাঘনীয়, শ্লাঘ্য—প্রশংসনীয় ; ধন্য ; প্রশংসার পাত্র ; স্পৃহণীয়। শ্লাঘ্ (শ্লাঘা করা)+অনীয়, ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

শ্লাঘা—প্রশংসা ; আত্মগুণখ্যাপন। শ্লাঘ্+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শ্লাঘ্য—শ্লাঘনীয় দেখ।

শ্লিষ্ট—১। শ্লেষযুক্ত ; সংসৃষ্ট, সংযুক্ত। শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা)+ক্ত ক। ২। আলিঙ্গিত। শ্লিষ্+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

শ্লীপদ—শোথরোগ ; গোদ। শ্রী (স্ফীতি) যুক্ত যে পদ, মধ্য কর্মধা। সং ; ক্লী।

শ্লীল—শ্রীযুক্ত ; সাধু, ভদ্র ; সৌভাগ্যশালী। শ্রী+ল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্লীলা।

শ্লীলতা—ভদ্রতা, সাধুতা। শ্লীল+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

শ্লেষ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন ; যোগ ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ] ; শব্দের নানার্থ যোগ। শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

শ্লেষ্মা (শ্লেষ্মন্)—কফ, সর্দ্দি [ইহা শুভ্র, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণের আধিক্য যুক্ত এবং মধুর রসাত্মক। ইহা বিদগ্ধ হইলে লবণাস্বাদ হয়। জঠরাগ্নির তেজে ইহা ফেনিল হইয়া থাকে। ইহা রস ধাতুর মল। রক্তাশয়ের নিম্নে শ্লেষ্মাশয় অবস্থান করে]। শ্লিষ্+মন্ ক। সং ; পু।

শ্লৈষ্মিক—শ্লেষ্মা বা কফ সম্বন্ধীয়। শ্লেষ্মন্ (শ্লেষ্মা)+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্লৈষ্মিকী।

শ্লোক—কবিতা, পদ্য ; যশঃ, কীর্ত্তি। শ্লোক্ (গাঁথা)+অল্ র্ম। সং ; পু। [এই শব্দের ব্যুৎপত্তি জন্য বাল্মীকি দেখ]।

শ্লোকময়—শ্লোকাত্মক, শ্লোকে রচিত। শ্লোক+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্লোকময়ী।

শ্লোকাত্মক—শ্লোকময়, পদ্যে রচিত। শ্লোক হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্লোকাত্মিকা।

শ্বঃ (শ্বস্)—আগামী দিনে, কল্য ; শোভন। আগামী+অহন্ (দিন) এই অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ। ব্য।

শ্বঃশ্রেয়ঃ—সুমঙ্গল ; সুখ। শ্বঃ (শোভন) যে শ্রেয়ঃ কর্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

শ্বধূর্ত্ত—শৃগাল। ধূর্ত্ত যে শ্বা (কুক্কুর), কর্মধা।

শ্বপচ, শ্বপাক—ব্যাধ ; চণ্ডাল, চাঁড়াল। শ্বন্ (কুক্কুর)—পচ্ (পাক করা)+অন্, ঘঞ্ ক। সং ; পু।

শ্বভ্র—গর্ত্ত, ছিদ্র, বিবর। শ্বভ্র্ (গর্ত্ত করা)+অল্ র্ম। সং ; পু।

শ্বয়থু—বৃদ্ধি, স্ফীতি ; শোথরোগ, গোদ। শ্বি (স্ফীত হওয়া)+অথু ভা। সং ; পু।

শ্ববৃত্তি—পরসেবা, চাকরি। শ্বার (কুক্কুরের) বৃত্তি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শ্বশুর—পতি বা পত্নীর পিতা। আশু শব্দ—অশ্ (ব্যাপা)+উর ক, নিপাতনে। সং ; পু।

শ্বশুরালয়—শ্বশুরবাড়ী। ৬তৎ। সং ; পু।

শ্বশুর্য্য—শ্বশুরের পুত্র, পতি বা পত্নীর ভ্রাতা ; শ্যালক ; দেবর ; ভাসুর। শ্বশুর শব্দ+য্য অপত্যার্থে। সং ; পু।

শ্বশ্রূ—পতি বা পত্নীর মাতা, শাশুড়ী। শ্বশুর শব্দ+ঊপ্। সং ; স্ত্রী।

শ্বসন—১। নিশ্বাস ; জীবন। শ্বস্ (শ্বাস ফেলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। বায়ু। শ্বস্+অন্ক্ ণ। সং ; পু।

শ্বসিত—নাসাগত বায়ু, নিশ্বাস ; জীবন। শ্বস্ (শ্বাস ফেলা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

শ্বস্তন, শ্বস্ত্য—আগামিদিবসীয়, পরদিন সম্বন্ধীয়। শ্বস্ শব্দ+ট্যন, ত্যপ্, ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্বস্তনী ; শ্বস্ত্যা।

শ্বা (শ্বন্)—কুক্কুর। শ্বি (স্ফীত হওয়া)+কনিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী শুনী।

শ্বাগণিক—কুক্কুরদ্বারা মৃগয়াজীবী ; ব্যাধ। শ্ব-সমূহের (কুক্কুরদিগের) গণ=শ্বগণ, ৬তৎ ; শ্বগণ+ষ্ণিক জীবত্যর্থে। সং ; পু। [শ্বানী।

শ্বান—কুক্কুর। শ্বন+অ স্বার্থে। সং ; পু। স্ত্রী

শ্বাপদ—১। হিংস্র জন্তু, ব্যাঘ্রাদি। শ্বার (কুক্কুরের) ন্যায় পদ যাহার, বহু। সং ; পু। ২। হিংস্রজন্তুসম্বন্ধীয়। শ্বাপদ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

শ্বাপদসঙ্কুল—শ্বাপদসমাকীর্ণ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শ্বাবিৎ (শ্বাবিধ্), শ্বাবিধ—শল্লকী, শজারু। শ্বন্ (কুক্কুর)—আ—ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+ক্বিপ্, ক ক। সং ; পু।

শ্বাস—১। নিশ্বাস, নাসাপ্রবাহিত বায়ু। শ্বস্ (নিশ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভা। ২। বায়ু। শ্বস্+ঘঞ্ ণ। ৩। কাসরোগবিশেষ। শ্বস্+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

শ্বাসক্রিয়া—নিশ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য, নিশ্বাস ফেলা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শ্বাসরোধ—নিশ্বাস বন্ধ। ৬তৎ। সং ; পু।

শ্বাসহীন—নিশ্বাসপ্রশ্বাসশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শ্বাসহেতি—নিদ্রা। শ্বাসের (দীর্ঘনিশ্বাসের) হেতি (অস্ত্ররূপ), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শ্বিত্র—ধবল রোগ। শ্বিত্ (সাদা হওয়া)+রক্ ণ। সং ; ক্লী।

শ্বিত্রী (শ্বিত্রিন্)—ধবলরোগী। শ্বিত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী শ্বিত্রিণী।

শ্বেত—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ ; ধবলগিরি ; কপর্দ্দক, কড়ি ; শঙ্খ ; শুক্রগ্রহ ; দ্বীপবিশেষ [দ্বীপ দেখ]। শ্বিত্ (সাদা হওয়া)+অন্ ক। সং ; পু। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্বেতা।

৩। বিদর্ভনরপতি, সুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। সুদেবের মৃত্যু হইলে ইনি রাজা হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে পরমায়ুঃ বিগতপ্রায় বুঝিয়া ইনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। কঠোর তপস্যায় ইনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়াও ক্ষুধার ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিকে

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ;—"আহার করিয়া তপ করিয়াছ, কখন কাহাকে কিছু দান কর নাই ; সেই জন্য স্বর্গে আসিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিতেছ না। এক্ষণে তুমি আহার দ্বারা পরিপুষ্ট তোমার নিজের মৃতদেহ ভক্ষণ কর। সে দেহ তোমার তপস্যাক্ষেত্রে এক সরোবরে ভাসিতেছে। মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের দর্শনে তোমার শাপমুক্তি হইবে।" তখন রাজা স্বর্গ হইতে রথে চড়িয়া আসিয়া ভাসমান মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অগস্ত্য ঋষি নিকটে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা তাঁহাকে সকল কথা অবগত করিয়া শাপমুক্ত হইলেন। গমনকালে রাজা ঋষিকে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দিয়াছিলেন। অগস্ত্য রামকে এই সমস্ত অলঙ্কার উপহার দিয়া এই গল্পটী বলিয়াছিলেন। সং ; পু।

শ্বেতক—১। রজত, রূপা। শ্বেত+কণ্। সং ; পু। ২। কপর্দ্দক, কড়ি। সং ; ক্লী।

শ্বেতকী—জনৈক নৃপ। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও যজ্ঞশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি এত অধিকসংখ্যক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, অবশেষে ইঁহার ঋত্বিক্‌গণ আর যাজন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। তখন ইনি তপশ্চরণ দ্বারা আশুতোষকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে নিজের যাজকত্ব করিতে অনুরোধ করেন। শিব দুর্ব্বাসা ঋষি দ্বারা কার্য্য সাধনের পরামর্শ দেন। দুর্ব্বাসা সেই যজ্ঞ শত বৎসর কালে সমাপন করেন। কথিত আছে যে, অগ্নিদেব সেই যজ্ঞে অতিরিক্ত হবিঃ ভক্ষণ করিয়া রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্বেতকৃষ্ণাভ—সাদা ও কাল রঙের আভাযুক্ত। শ্বেত ও কৃষ্ণ=শ্বেতকৃষ্ণ, দ্বন্দ্ব ; তাহাদের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

শ্বেতকেতু—জনৈক ঋষি। শ্বেত হইয়াছে কেতু যাঁহার, বহু। সং ; পু।

শ্বেতগরুৎ, শ্বেতচ্ছদ—১। শুক্লবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট। শ্বেত হইয়াছে গরুৎ, ছদ (পক্ষ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। হংস। সং ; পু।

শ্বেতদ্বীপ—চন্দ্রদ্বীপ। সং ; পু।

শ্বেতধামা (–ধামন্)—চন্দ্র ; কর্পূর ; সমুদ্রফেন। শ্বেত হইয়াছে ধাম (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

শ্বেতপত্র—হংস। শ্বেত হইয়াছে পত্র (পাখা) যাহার, বহু। সং ; পু।

শ্বেতপত্ররথ, শ্বেতপত্রবাহন—ব্রহ্মা। শ্বেতপত্র (হংস) রথ, বাহন যাঁহার, বহু। সং ; পু।

শ্বেতপ্রস্তর—সাদা পাথর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

শ্বেতপ্রস্তরময়—সাদা পাথরে গঠিত। শ্বেতপ্রস্তর+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ ; ত্রি।

শ্বেতরক্ত—১। পাটলবর্ণ। শ্বেত দ্বারা রক্ত, ৩তৎ ; অথবা শ্বেত ও রক্ত, দ্বন্দ্ব। সং ; পু। ২। পাটলবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

শ্বেতরোচিঃ (–চিস্)—১। শুভ্র তেজোবিশিষ্ট। শ্বেত হইয়াছে রোচিঃ (তেজঃ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। চন্দ্র। সং ; পু।

শ্বেতবাহ—ইন্দ্র ; অর্জ্জুন ; শ্বেত হইয়াছে বাহ (অশ্ব) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

শ্বেতশুঙ্গ—যব। বহু। সং ; পু।

শ্বেতশ্মশ্রু—সাদা অর্থাৎ পাকা গোঁপদাড়ি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শ্বেতশ্মশ্রুল—শুভ্র শ্মশ্রুযুক্ত, সাদা গোঁপদাড়ি বিশিষ্ট। শ্বেতশ্মশ্রু+ল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

শ্বেতসর্ষপ—সাদা সরিষা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

শ্বেতসার—পদার্থের মধ্যগত শুভ্রবর্ণ সারাংশবিশেষ (Starch)। গোল আলু প্রভৃতিতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কর্ম্মধা। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

শ্বেতহস্তী (–হস্তিন্)—সাদা হাতী ; ঐরাবত।

শ্বেতা—১। শুক্লবর্ণা, শুভ্রা। শ্বেত দেখ। শ্বেত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বরাটিকা ; শঙ্খিনী। সং ; স্ত্রী।

শ্বেতাভ—শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্বেতাভা।

শ্বেতাম্বর—১। শুভ্র বস্ত্র, সাদা কাপড়। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধায়ী। শ্বেত হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী শ্বেতাম্বরা। ৩। জৈন সম্প্রদায়বিশেষ [জৈন দেখ]। সং ; পু।

শ্বেতি, শ্বেতী—ধবল রোগ। দেশজ। সং।

শ্বেতৌহী—ইন্দ্রাণী, শচী। শ্বেতবাহ দেখ। শ্বেতবাহ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

শ্বৈত্য—শুভ্রত্ব, শুক্লত্ব। শ্বেত+ষ্ণ্য ভাবার্থে।

শ্বোবসীয়স্—১। পরদিনভাবি শুভ ; ভদ্র ; কুশল ; মোক্ষ। শ্বস্ শব্দ+বসুমৎ+ঈয়স্+ক্ষ। সং ; ক্লী। ২। পরদিনভাবি শুভযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

ষ

ষ—১। একত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ২। কেশ ; নাশ, ধ্বংস ; ক্ষতি ; শিক্ষক ; শেষ, অবশেষ ; সুপ্তি ; মুক্তি। সো (নাশ করা)+ড ভা। ৩। কেশ ; শিক্ষক ; স্বর্গ। সো+ড ক। সং ; পু। ৪। ধৈর্য্য ; অঙ্কুর। সং। ক্লী। ৫। বিজ্ঞ ; শ্রেষ্ঠ ; শোভন। বিণ ; ত্রি।

ষট্ (ষষ্)—ছয় সংখ্যা, ৬। সো (নাশ করা)+ক্বিপ্ ক, নিপাতনে। সং বা বিণ ; ত্রি।

ষট্ক—ছয় সংখ্যা, ৬। ষষ্ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

ষট্কর্ম্ম (–কর্ম্মন্)—যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ—এই ছয় প্রকার কর্ম্ম ; তন্ত্রে—শান্তি বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষ উচাটন মারণ এই ষড়্‌বিধ কর্ম্ম। দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ষট্কর্ম্মা (–কর্ম্মন্)—ষট্কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ। ষট্ হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। সং ; পু।

ষট্কোণ—১। বজ্র ; লগ্নাপেক্ষা ষষ্ঠ স্থান ; ষড়্‌ভুজ ক্ষেত্র। ষট্ (ছয়) কোণ যাহার, বহু। সং ; ক্লী। ২। ছয়কোণবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

ষট্চক্র—দেহমধ্যস্থ ছয় চক্র, যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। কর্ম্মধা বা দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ষট্চত্বারিংশ—৪৬ সংখ্যার পূরক, ষট্চত্বারিংশত্তম। ষট্চত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –রিংশী।

ষট্চত্বারিংশৎ—১। ছ চল্লিশ সংখ্যা, ৪৬। ষট্ অধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। ৪৬ সংখ্যক। বিণ ; স্ত্রী।

ষট্চত্বারিংশত্তম—৪৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্চত্বারিংশ। ষট্চত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ষট্চত্বারিংশত্তমী।

ষট্চরণ, ষট্পদ—মধুকর, ভ্রমর। ষট্ (ছয়) চরণ, পদ যাহার, বহু। সং ; পু।

ষট্ত্রিংশ—৩৬ এই সংখ্যার পূরক। ষট্ত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ষট্ত্রিংশী।

ষট্ত্রিংশৎ—১। ছত্রিশ সংখ্যা, ৩৬। ষট্ অধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। ছত্রিশ-সংখ্যক। বিণ ; স্ত্রী।

ষট্ত্রিংশত্তম—৩৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্ত্রিংশ। ষট্ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ষট্ত্রিংশত্তমী।

ষট্পঞ্চাশ—৫৬ এই সংখ্যার পূরক। ষট্পঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –পঞ্চাশী।

ষট্পঞ্চাশৎ—১। ছাপ্পান্ন সংখ্যা, ৫৬। ষট্ অধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। ছাপ্পান্ন সংখ্যক। বিণ ; স্ত্রী।

ষট্পঞ্চাশত্তম—৫৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্পঞ্চাশ। ষট্পঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী ষট্পঞ্চাশত্তমী।

ষট্পদ—ষট্চরণ দেখ।

ষট্পদাতিথি—আম্রবৃক্ষ ; চম্পকবৃক্ষ। ষট্পদ হয় অতিথি যাহার, বহু। সং ; পু।

ষট্পদী—ভ্রমরী ; ছয় চরণবিশিষ্ট ছন্দঃ। ষট্ (ছয়) পদ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

ষট্প্রজ্ঞ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লোকাচার, তত্ত্বজ্ঞান—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ; যৌক্;

কামুক। ষট্ (ছয়) প্রজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ষট্‌ষষ্ট—৬৬ এই সংখ্যার পূরণ। ষট্‌ষষ্টি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষট্‌ষষ্টী।

ষট্‌ষষ্টি—ছয়ষট্টি, ৬৬। ষট্ দ্বারা অধিকা যে ষষ্টি,মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্‌ষষ্টিতম—৬৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্‌ষষ্ট। ষট্‌ষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষট্‌ষষ্টিতমী।

ষট্‌সপ্তত—৭৬ এই সংখ্যার পূরক। ষট্‌সপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষট্‌সপ্ততী।

ষট্‌সপ্ততি—ছিয়াত্তর, ৭৬। ষট্‌দ্বারা অধিকা যে সপ্ততি, মপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্‌সপ্ততিতম—৭৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্‌সপ্তত। ষট্‌সপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষট্‌সপ্ততিতমী।

ষড়ঙ্গ—১। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ; বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, কটি, মস্তক—দেহের এই ছয় অঙ্গ; আদ্যশ্রাদ্ধকালে প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত পীঠাদি ছয় প্রকার দ্রব্য। ষট্ অঙ্গের সমাহার,সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী। ২। ছয় অঙ্গযুক্ত। ষট্ (ছয়) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ষড়ঙ্ঘ্রি—ভ্রমর। ষট্ (ছয়) অঙ্ঘ্রি (চরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

ষড়ভিজ্ঞ—দিব্যচক্ষুঃ শ্রোত্রবিশিষ্ট, পরচিত্তজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, পূর্ব্বজন্মস্মরণ, বিয়দ্গতি (আকাশে বিচরণ করিবার ক্ষমতা), কায়ব্যূহ সিদ্ধি (ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রকার দেহধারণের ক্ষমতা)—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ; বৌদ্ধ। ষট্ (ছয়) বিষয়ে অভিজ্ঞ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষড়ভিজ্ঞা।

ষড়শীত—৮৬ এই সংখ্যার পূরক। ষড়শীতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষড়শীতী।

ষড়শীতি—১। সংক্রান্তিবিশেষ; ছিয়াশি সংখ্যা, ৮৬। ষট্ অধিকা অশীতি (আশী) মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ছিয়াশি সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষড়শীতিতম—৮৬ এই সংখ্যার পূরক, ষড়শীত। ষড়শীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষড়শীতিতমী।

ষড়ানন—কার্ত্তিকেয়। ষট্ (ছয়) আনন (মুখ) যাঁহার, বহু। সং; পু।

ষড়্‌ঋতু (বা ষড়্‌তু)—ছয় ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টী ঋতু। কর্ম্মধা। সং; পু। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাস গ্রীষ্ম, আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ ও মাঘ শীত, এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত ঋতু। গ্রীষ্ম ঋতু রুক্ষ,অতিশয় কটুরসাত্মক, পিত্তকর ও কফনাশক। বর্ষা ঋতু শীতল, বিদাহী, অগ্নিমান্দ্যকর ও বায়ুবর্দ্ধক। শরৎ ঋতু পিত্তজনক এবং মনুষ্যের সামান্য বলকর। হেমন্ত ঋতু শীতল, স্নিগ্ধ, পদার্থের মধুরতাজনক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। শীত ঋতু শীতল, অতি রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও অগ্নিপ্রদীপক। বসন্ত ঋতু স্নিগ্ধ, মধুর ও কফবর্দ্ধক। গ্রীষ্মকালে বায়ুর সঞ্চয়, বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ, এবং শরৎকালে বায়ুর উপশম হয়। বর্ষাকালে পিত্তের সঞ্চয় শরৎকালে পিত্তের প্রকোপ, এবং হেমন্তকালে পিত্তের উপশম হয়। শীতকালে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রকোপ, এবং গ্রীষ্মকালে শ্লেষ্মার উপশম হইয়া থাকে।

ষড়্‌গত—অভ্যস্ত। ষট্‌কে (ছয় ইন্দ্রিয়কে) গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। দেশজ। বিণ।

ষড়্‌গব—ছয়টি গরু দ্বারা আকৃষ্ট (হলাদি)। ষষ্ শব্দ—গো শব্দ+অ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

ষড়্‌গুণ—১। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়—রাজাদিগের এই ছয় গুণ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ছয় সংখ্যা-গুণিত। বহু। বিণ; ত্রি।

ষড়্‌জ—নাসা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা, দন্ত—এই ছয় স্থানজাত কেকাতুল্য স্বর; (সঙ্গীতে) মূলস্বর (Key note), যাহা হইতে অপর ছয়টি স্বর (ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ) উৎপন্ন হয় [সপ্তস্বর দেখ]। ষষ্ (ছয়)—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

ষড়্‌দর্শন—পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, এই ছয় প্রকার দর্শনশাস্ত্র। ষট্ (ছয়) দর্শনের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ষড়্‌দুর্গ—নৃদুর্গ, মৃদ্দুর্গ, বনদুর্গ, গিরিদুর্গ, মহীদুর্গ, ধন্বদুর্গ, এই ছয় প্রকার দুর্গ। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ষড়্‌ধা—ছয় প্রকার; ছয় বার। ষষ্ (ছয়)+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

ষড়্‌ভাব—ভাবপদার্থের জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, নাশ, এই ছয়টি অবস্থান্তর। (ইহা যাস্কমুনির মত)। কর্ম্মধা। সং; পু।

ষড়্‌ভুজ—১। ছয় হস্তযুক্ত; ছয় বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত (ক্ষেত্র)। ষট্ (ছয়) ভুজ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষড়্‌ভুজা। ২। চৈতন্যদেব [ইনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ষড়্‌ভুজ হইয়া জগন্নাথদেবের শরীরে বিলীন হইয়াছিলেন]। সং; পু।

ষড়্‌ভুজা—১। ছয় হস্তযুক্তা। বহু; ষড়্‌ভুজ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবীবিশেষ; খরবুজা বা খরমুজা লতা। সং; স্ত্রী।

ষড়্‌যন্ত্র—চক্রান্ত (চক্রান্ত দেখ)। দেশজ; বঙ্গভাষায় এই শব্দটির বহুল প্রচলন দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রচলিত কোন অভিধানেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ এই শব্দটি এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, যথা—দেহমধ্যে ছয়টী প্রধান চক্র আছে, তাহাদিগকে ষট্‌চক্র বলে। উহারা যখন একভাবাপন্ন থাকে, তখন মনুষ্যের শারীরিক বা মানসিক স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্য্যয় সংঘটন হয় না, এবং উহাদের বিষয়ও সুনিষ্পন্ন হয়। অথবা উহাদের কার্য্য গুপ্ত ভাবেই হইয়া থাকে; এই জন্য এই কথাটীতে গুপ্ত মন্ত্রণা বুঝায়।

ষড়্‌রস—মধুর, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল, কটু—এই ছয় প্রকার রস। দ্বিগু। সং; ক্লী।

ষড়্‌বর্গ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়। দ্বিগু। সং; পু।

ষড়্‌বিধ—ছয় প্রকার। ষট্ (ছয়) বিধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষড়্‌বিধা।

ষণ্ড—১। বৃষ, ষাঁড়; নপুংসক; বৃক্ষ; পণ্ডিতবিশেষ, শুক্রাচার্য্যের পুত্র, ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদের গুরু। সন্ (সেবা করা)+ড ক। সং; পু। ২। পদ্মাদির সমূহ; সমূহ। সং; ক্লী বা পু।

ষণ্ডা—বৃষবৎ বিক্রমশালী; মাংসল; বলবান্; একগুঁয়ে। দেশজ। বিণ।

ষণ্ঢ—নপুংসক, ক্লীব। সন্ (সেবা করা)+ঢ ক। সং; পু।

ষণ্ণবতি—৯৬ সংখ্যা। ষট্ দ্বারা অধিকা যে নবতি, মপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং; স্ত্রী।

ষণ্ণবতিতম—৯৬ এই সংখ্যার পূরক। ষণ্ণবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

ষণ্মুখ—ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়। ষট্ (ছয়) মুখ যাহার, বহু। সং; পু।

ষত্ব—মূর্দ্ধন্য ষ কারের ভাব, দন্ত্য স স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হওয়া। ষ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

ষত্ববিধান, ষত্ববিধি—মূর্দ্ধন্য ষ হইবার নিয়ম। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

ষষ্টি—১। ষাট সংখ্যা, ৬০। ষষ্ শব্দ (ছয়)+দশতি দশগুণ-অর্থে। সং; স্ত্রী। ২। ৬০ সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষষ্টিক, ষষ্টিকা—ধান্যবিশেষ; এই ধান্য ষষ্টি (৬০) দিনে অর্থাৎ দুই মাসে পক হয়। ষষ্টি+কণ্, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

ষষ্টিক্য—ষষ্টিক ধান্যের ক্ষেত্র। ষষ্টিক শব্দ+ক্য তৎক্ষেত্রার্থে। সং; ক্লী।

ষষ্টিতম—৬০ সংখ্যার পূরক। ষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষষ্টিতমী।

—ষাটিপ্রকার; ষাটিবার। ষষ্টি শব্দ+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

—ছয় সংখ্যার পূরক। ষষ্ (ছয়)+থ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষষ্ঠী।

—১। ৬ সংখ্যার পূরিকা। ষষ্ঠ দেখ; ষষ্ঠ+

ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবীবিশেষ; দুর্গা; মাতৃকাবিশেষ; তিথিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ষষ্ঠীতৎপুরুষ—সমাসবিশেষ। সমাস দেখ।

ষষ্ঠীতলা—ষষ্ঠীদেবীর স্থান বা আয়তন, প্রায়ই বটবৃক্ষ মূল। দেশজ। সং।

ষষ্ঠীবর সেন—জনৈক প্রাচীন মহাকবি। তিন-শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে "দীনার দ্বীপ" নামক স্থানে ষষ্ঠীবরের জন্ম হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই "দীনার দ্বীপ" সোণার গাঁর সন্নিহিত বর্ত্তমান "ঝিনার দি"। কবিবর ষষ্ঠীবর বৈদ্যবংশে সমুৎপন্ন হন।

ইনি সমগ্র মহাভারত পদ্যে রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিও ইঁহার লেখনী-প্রসূত হইয়াছিল। ইনি জগদানন্দ নামক কোনও ধনীর বাটীতে থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্বভাব-কবির রচনা অতি সরল ও প্রাঞ্জল, মধ্যে মধ্যে অলঙ্কারযুক্ত।

ষাঁড়—বৃষ। ষণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। সং। [বিণ।

ষাঁড়া—বাঁঝা; বন্ধ্যাত্বহেতু বৃদ্ধিশীল। দেশজ।

ষাইট, ষাট, ষাটি—ছয়দশ সংখ্যা বা সংখ্যক; ৬০, ষষ্টি। দেশজ। সং বা বিণ।

ষাইঠ, ষাঠ—ষষ্ঠীদেবী। দেশজ। সং।

ষাড়্গুণ্য—ষড়্গুণ (ষড়্গুণ দেখ)। ষড়্গুণ শব্দ+ষ্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

ষাণ—পাষাণ, ইট। দেশজ। সং।

ষাণ্মাতুর—কৃত্তিকাত্রয়, দুর্গা, গঙ্গা, পৃথ্বী—এই ছয় মাতার পুত্র, কার্ত্তিকেয়। ষট্ মাতা= ষণ্মাতা, কর্ম্মধা; ষণ্মাতৃ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

ষাণ্মাসিক—ষষ্ঠ মাসে কর্ত্তব্য (শ্রাদ্ধাদি); ছয় মাস অন্তর অনুষ্ঠিত বা প্রকাশিত। ষট্ (ছয়) মাস=ষণ্মাস, কর্ম্মধা; ষণ্মাস+ ঞিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষাণ্মাসিকী।

ষিড়্গ—লম্পট, কামুক; জার। সিট্ (অনাদর করা)+গক্ ক। সং; পু।

ষেটেরা—নবজাত শিশুর ষষ্ঠ রাত্রিতে তাহার কল্যাণার্থে পূজাবিশেষ। দেশজ। সং।

ষোড়শ—১। ১৬ সংখ্যার পূরণ। ষোড়শন্+ ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী ষোড়শী।

ষোড়শ (ষোড়শন্)—১। ষোল সংখ্যা, ১৬। ষট্ দ্বারা অধিক যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ বা সং; ত্রি। ২। নির্দ্দিষ্ট ১৬ বস্তু দান-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধবিশেষ। ষোড়শক শব্দের অপভ্রংশ।

ষোড়শক—ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন, রজত—শ্রাদ্ধাদি-কালে প্রেতদেয় এই ষোল বস্তু। ষোড়শন্ শব্দ+কণ্। সং; ক্লী।

ষোড়শদান—নির্দ্দিষ্ট ১৬ বস্তুর অর্পণ। ষোড়শক দেখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ষোড়শমাতৃকা—ষোলসংখ্যক দেবীবিশেষ। [মাতৃকা দেখ]। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ষোড়শাঙ্গ—১। গুগ্গুলু, সরল, দারু, পত্র, চন্দন, হ্রীবের, অগুরু, কুষ্ঠ, গুড়, সর্জ্জরস, ঘন, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলেয়—এই ১৬ প্রকার গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত ধূপ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ষোল অঙ্গ-যুক্ত। ষোড়শ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ষোড়শাঙ্ঘ্রি—কর্কট, কাঁকড়া। ষোড়শ (ষোল) অঙ্ঘ্রি (পা) যাহার, বহু। সং; পু।

ষোড়শার—ষোড়শদল পদ্ম। ষোড়শ (ষোল) আর (কোণ) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

ষোড়শার্চ্চিঃ—শুক্রগ্রহ। ষোড়শ (ষোল) অর্চ্চিঃ (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

ষোড়শী—১। ১৬ সংখ্যার পূরিকা। ষোড়শ (১) দেখ। ষোড়শ+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীবিশেষ; ষোল বৎসর বয়স্কা যুবতী স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

ষোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, চন্দন—পূজার এই ষোড়শবিধ উপচার; শক্তিপূজায়—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, মদ্য, তাম্বূল, তর্পণ, নতি—এই ষোড়শ উপচার। কর্ম্মধা। সং; পু।

ষোঢ়া—ছয়বার; ছয় প্রকার। ষষ্ শব্দ (ছয়) +ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

ষোঢ়ান্যাস—তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ, ছয় প্রকার বা ছয় স্থানে মন্ত্রের প্রয়োগবিন্যাস। সং; পু।

ষোল—ছয় অধিক দশ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক; ১৬। দেশজ। সং বা বিণ।

ষোল-আনা—এক টাকা সমস্ত (একের ষোল অংশের ষোল অংশই); সর্ব্বসাধারণ। দেশজ। সং।

ষ্টীম—জলের উষ্ণ বাষ্প। ইং (steam)। সং।

ষ্ঠীবন—থুৎকার ক্ষেপণ, থুথু ফেলা। ষ্ঠিব্ (থুথু ফেলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ষ্ঠ্যূত—বান্ত, যাহা বমি করা হইয়াছে এরূপ; নিরস্ত। ষ্ঠিব্+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

স—১। দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। বিষ্ণু; শিব; জীবাত্মা; বায়ু; পক্ষী; চন্দ্র; ভৃগু; দীপ্তি। সো (নাশ করা ইত্যাদি)+ড ক। সং; পু। ৩। [তুই] সহ্য কর্। দেশজ। ক্রি।

সয়া, সহা—সহ্য করা বা হওয়া। ক্রি। সহ্ ধাতুজ।

সই—১। সখী, সঙ্গিনী মিতানী, স্ত্রীবন্ধু। সখী শব্দের অপভ্রংশ। সং; স্ত্রী। ২। প্রমাণ, পূর্ণ পরিমাণ, পূরাপূরি; অনুরূপ। বিণ। ৩। সহি, সহ্য করি। ক্রি। ৪। সম্মতি সূচক শব্দ, স্বীকার, মঞ্জুর। ব্য। দেশজ। ৫। সহি, নাম স্বাক্ষর, দস্তখত। বৈদেশিক। সং।

সইস—অশ্বপাল। বৈদেশিক। সং।

সওগাত, সওগাদি—উপহার, উপঢৌকন, ভেট, তত্ত্ব। বৈদেশিক। সং।

সওদা—ক্রয়, খরিদ; ক্রীতদ্রব্য, খরিদ মাল, বেসাতি; বাণিজ্য, ব্যবসায়; লাভের ব্যবসা, সুবিধাজনক খরিদ (bargain)। বৈদেশিক। সং।

সওদাগর—বাণিজ্যকারী, বণিক্। বৈদেশিক।

সওদাগরি—বাণিজ্য, ব্যবসা। বৈদেশিক।

সওয়া, সওয়াই—একচতুর্থাংশ বা এক সিকি দ্বারা অধিক। দেশজ। বিণ।

সওয়ার—আরোহী; অশ্বারোহী; সাদী-সৈনিক। বৈদেশিক। সং।

সওয়ারি, [illegible]—আরোহী, চড়নদার; শিবিকা, শকট, গাড়ী। বৈদেশিক। সং।

সওয়াল—প্রশ্ন। বৈদেশিক। সং।

সওয়াল জবাব—প্রশ্নোত্তর। বৈদেশিক।

সং, সঙ—বিদূষক, মস্করা, হাস্যজনক নট বা মূর্ত্তি, রঙ্গ, রহস্য, তামাসা। দেশজ। সং।

সংকীর্ত্তন—সঙ্কীর্ত্তন দেখ।

সংকৢপ্ত—সম্যক্ কৃত; সম্যক্ নিয়মিত; সমবধারিত; সম্—কৢপ্+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংক্রম (বা সঙ্ক্রম), সংক্রাম (বা সঙ্ক্রাম), সংক্রমণ (বা সঙ্ক্রমণ)—১। সংক্রান্তি, সূর্য্যাদি গ্রহের রাশ্যন্তর সঞ্চার; গমন; প্রাপ্তি। সম্—ক্রম্+অল্, ঘঞ্, অনট্ ভা। ২। উপায়; সোপান; সেতু। উক্ত প্রকার প্রত্যাত প্রত্যয় করণবাচ্যে। সং; প্রথম দুইটি পু ও তৃতীয়টি ক্লী।

সংক্রমণ—সংক্রম দেখ।

সংক্রমিত (বা সঙ্ক্রমিত), সংক্রামিত (বা সঙ্ক্রামিত)—গমিত; সঞ্চারিত। প্রবেশিত; নিবেশিত; প্রতিবিম্বিত। সম্—ণিজন্ত ক্রম্+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংক্রান্ত (বা সঙ্ক্রান্ত)—গত; প্রাপ্ত; সঞ্চারিত; ব্যাপ্ত; প্রতিবিম্বিত; ঘটিত; সম্বন্ধীয়। সম্—ক্রম্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংক্রান্তা।

সংক্রান্তি (বা সঙ্ক্রান্তি)—গমন; সঞ্চার; সূর্য্যাদি গ্রহের রাশ্যন্তর গমন; ব্যাপ্তি;

প্রতিবিম্ব। সম্ ক্রম্ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। [মাঘ সংক্রান্তির নাম উত্তরায়ণ; শ্রাবণ সংক্রান্তির নাম দক্ষিণায়ন; বৈশাখ সংক্রান্তি মহাবিষুব, এবং কার্ত্তিক সংক্রান্তি জলবিষুব নামে খ্যাত। পৌষ, আষাঢ়, আশ্বিন এবং চৈত্রের সংক্রান্তির নাম ষড়শীতি সংক্রান্তি। জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ, ভাদ্র, এবং ফাল্গুনের সংক্রান্তির নাম বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। এতদ্ব্যতীত সংক্রান্তির আর সাত প্রকার ভেদ আছে। যথা—মন্দা, মন্দাকিনী, ধ্বাঙ্ক্ষী, ঘোরা, মহোদরী, রাক্ষসী এবং মিশ্রিতা। ধ্রুবগণে (উত্তরাত্রয় ও রোহিণী নক্ষত্রে) সূর্য্য সংক্রমণ হইলে তাহা মন্দা; মৃদুগণে (চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতীতে) সংক্রমণ হইলে মন্দাকিনী; ক্ষিপ্রগণে (পুষ্যা, অশ্বিনী ও হস্তায়) ধ্বাঙ্ক্ষী; উগ্রগণে (পূর্ব্বাত্রয়, মঘা ও ভরণীতে) ঘোরা; চরগণে (স্বাতী, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষায়) মহোদরী; ক্রূরগণে (অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলায়) রাক্ষসী; মিশ্রগণে (কৃত্তিকা ও বিশাখায়) সংক্রমণে মিশ্রিতা সংক্রান্তি হয়। রবির সংক্রমণকাল অনুসারে পুণ্য, পুণ্যতর ও পুণ্যতম কাল নির্দ্ধারিত হয়]।

সংক্রাম—সংক্রম দেখ।

সংক্রামক (বা সঙ্ক্রামক)—এক স্থান হইতে স্থানান্তর বা একজন হইতে জনান্তরে প্রবেশকারক। সম্—ক্রম্ (গমন করা) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংক্রামিকা।

সংক্ষিপ্ত—সংক্ষিপ্ত দেখ।

সংক্ষেপ—সঙ্ক্ষেপ দেখ।

সংখ্যা—সঙ্খ্যা দেখ।

সংগৃহীত (বা সঙ্গৃহীত)—আহৃত; সঞ্চিত; সঙ্কলিত। সম্—গ্রহ্+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংগোপন—(বা সঙ্গোপন)—লুকান। সম্—গুপ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংগোপিত (বা সঙ্গোপিত)—লুক্কায়িত। সম্—ণিজন্ত গুপ্ বা গোপি (লুকান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংগোপিতা।

সংগ্রহ (বা সঙ্গ্রহ), সংগ্রাহ (বা সঙ্গ্রাহ), সংগ্রহণ (বা সঙ্গ্রহণ)—আহরণ; সঙ্কলন; একত্রীকরণ; সঞ্চয়; গ্রহণ; আলিঙ্গন; সংক্ষেপ; মুষ্টিবন্ধ। সম্—গ্রহ্ (গ্রহণ করা) +অল্, ঘঞ্, অনট্ ভা। সং; প্রথম দুইটি পু ও তৃতীয়টি ক্লী।

সংগ্রহকার—সঙ্কলক; সংগ্রাহক; একত্রকারী, নানাস্থান হইতে আহরণকারী। সংগ্রহ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

সংগ্রহগ্রন্থ—সঙ্কলিত পুস্তক, যে পুস্তকে নানা স্থান হইতে নানা বিষয় সংগ্রহ করিয়া একত্র করা হইয়াছে। সংগ্রহবিশিষ্ট যে গ্রন্থ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সংগ্রহণ—সংগ্রহ দেখ।

সংগ্রহীতা (—তৃ), বা সঙ্গ্রহীতা (—তৃ)—সংগ্রহকর্ত্তা আহরণকারী। সম্—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সংগ্রহীত্রী বা সঙ্গ্রহীত্রী।

সংগ্রাম (বা সঙ্গ্রাম)—যুদ্ধ, সমর, রণ। সংগ্রাম্ (যুদ্ধ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সংগ্রামপ্রিয়—যুদ্ধানুরাগী, যে যুদ্ধ করিতে ভালবাসে। বহু। বিণ; ত্রি।

সংগ্রাম সিংহ—চিতোরের রাণা (রাজা), সুপ্রসিদ্ধ মহারাণা কুম্ভের পৌত্র।

মালবেশ্বর দ্বিতীয় মাহ্মুদের রাজত্বকালে মেদিনী রায় নামক জনৈক রাজপুতবীর উক্ত রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়েন, এমন কি মাহ্মুদ তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি মাত্রে পরিণত হন। বিধর্ম্মীর হস্তে রাজশক্তি পতিত হইয়াছে দেখিয়া মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি বিরূপ হয় ও মাহ্মুদকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বলে। মেদিনী রায় পলাইয়া চন্দেরি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং মাহ্মুদ তাহা আক্রমণ করিলে মেদিনী রায় চিতোর-পতি রাণা সংগ্রাম সিংহের সাহায্যপ্রার্থী হন। সংগ্রাম সিংহ মেদিনী রায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাহ্মুদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সময়ে একদা মাহ্মুদ আহত হন ও সংগ্রামসিংহ তাঁহাকে বন্দী করেন। অনন্তর ইনি বন্দী রাজাকে যথোচিত চিকিৎসা করাইয়া তাঁহার পদোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার রাজধানী মাণ্ডুতে প্রেরণ করেন। এরূপ অবস্থায় মাহ্মুদের পক্ষে সংগ্রাম সিংহের পরিজনবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করাই স্বাভাবিক। কিন্তু মাহ্মুদ এমনই অকৃতজ্ঞ যে সংগ্রামের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি তদীয় পুত্রকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

সংগ্রাম সিংহ দিল্লীশ্বরগণের ঘোর শত্রু ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ষোলটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইনি অনেক দিন হইতে মুসলমানদিগকে মধ্যদেশ হইতে দূরীভূত করিবার সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছিলেন। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদির বলহীনতা এবং মুসলমানদিগের পরস্পর অনৈক্য ইঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধির বিলক্ষণ অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই জন্যই, বাবর ইব্রাহিম লোদিকে আক্রমণ করিলে ইনি সানন্দে বাবরের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার বিজয়লাভের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, বাবর দিল্লীতে স্থায়িরূপে বাস করিয়া রাজত্ব করিবেন এবং আর্য্যাবর্ত্ত একজাতীয় মুসলমানের হস্ত হইতে অন্যজাতীয় মুসলমানের হস্তগত হইবে। পরে যখন ইনি বাবরের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, তখনই অনেক পাঠান সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া বাবরের উদ্দেশ্য-সাধনে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। সিক্রি নামক স্থানে ১৫২৭ খৃঃ উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। বাবর জয়লাভ করিলেন। সংগ্রাম সিংহ হতাশ হইয়া পর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

সংগ্রাহ—সংগ্রহ দেখ।

সংগ্রাহক (বা সঙ্গ্রাহক)—সংগ্রহকর্ত্তা, সঙ্কলক, আহারক। সম্—গ্রহ্ (লওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংগ্রাহিকা।

সংগ্রাহী (—হিন্), সঙ্গ্রাহী (—হিন্)—সংগ্রাহক, সংগ্রহকর্ত্তা। সম্—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সংগ্রাহিণী।

সংঘ—সঙ্ঘ দেখ।

সংঘটন—সঙ্ঘটন দেখ।

সংঘটিত—সঙ্ঘটিত দেখ।

সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ—সঙ্ঘর্ষ দেখ।

সংঘাত—সঙ্ঘাত দেখ।

সংজ্ঞপন, সংজ্ঞপ্তি—হনন, বধ। সম্—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞপি (বধ করা)+অনট্, ক্তি ভা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সংজ্ঞা—নাম, আখ্যা; চেতনা, বুদ্ধি; জ্ঞান; হস্তাদি দ্বারা সঙ্কেত; বিশেষ্যপদ; গায়ত্রী; সূর্য্যপত্নী। সম্—জ্ঞা (জানা)+ভ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

পুরাণ-মতে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে মনু, যম ও যমুনার জন্ম হয়। বিবস্বতের সন্তান বলিয়া মনু বৈবস্বত নামে বিখ্যাত হন। পুরাণে কথিত আছে যে, সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজঃ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া, আপনার তুল্যাকৃতি ছায়া নাম্নী এক রমণীর সৃষ্টি করেন, এবং অতি গোপনে তাহাকে সূর্য্যগৃহে রাখিয়া স্বয়ং পিত্রালয়ে চলিয়া যান। পিতা বিশ্বকর্ম্মা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যাকে তিরস্কার করেন। সংজ্ঞা পিতৃতিরস্কারে অভিমানিনী হইয়া উত্তর কুরুবর্ষে অশ্বিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর সূর্য্যদেব তপোবলে সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সংজ্ঞার ভ্রমণস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। এইরূপে উভয়ের একত্রাবস্থানে যমজ পুত্রদ্বয় উৎপন্ন

হয়। ঐ পুত্রদ্বয় প্রত্যেকেই অশ্বিনীকুমার নামে খ্যাত।

সংজ্ঞান—জ্ঞান ; ইঙ্গিত, সঙ্কেত। সম্—জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সংজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন, সম্যক্‌রূপে জানান। সম্—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [সং ; পু।

সংজ্ঞালাভ—চেতনাপ্রাপ্তি, জ্ঞানলাভ। ৬তৎ।

সংজ্ঞাবিঘাতী (—ঘাতিন্)—সংজ্ঞানাশক, চেতনালোপকারী, মোহকর। উপ ; সংজ্ঞা—বি—হন (নাশ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—ঘাতিনী।

সংজ্ঞু—সংহত-জানু, মিলিত-জানু, যাহার জানুদ্বয় পরস্পর সম্মিলিত এরূপ। সন্ (মিলিত) হইয়াছে জানু যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সংজ্বর—সন্তাপ ; অতিশয় তাপ। সম্—জ্বর্ (রুগ্ন হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

সংডন, সণ্ডীন—পক্ষীর গতিবিশেষ, উড্ডীন হইয়া বৃক্ষাদিতে উপবেশন। সম্—ডী (উড়া)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সংপ্রতি—সম্প্রতি (তাহা দেখ)।

সংযৎ—সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্—যম্ (বেষ্টন করা) +ক্বিপ্, অধি। সং ; স্ত্রী।

সংযত—নিয়মিত ; বদ্ধ ; কৃতসংযম ; সংযমবিশিষ্ট। সম্—যম্ (নিবৃত্ত করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সংযতা।

সংযতচিত্ত—১। নিয়মিত চিত্ত, স্থির মনঃ। কর্মধা। সং ; ক্লী। ২। সংযতাত্মা, স্থিরমনাঃ। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—চিত্তা।

সংযতবাক্ (—বাচ্)—যে নিয়মিতভাবে কথা বলে, অল্পভাষী (reserved)। সংযতা বাক্ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সংযতাচার—১। নিয়মিত আচরণ, সংযমযুক্ত অনুষ্ঠান। কর্মধা। সং ; পু। ২। নিয়মিতাচারী, শুদ্ধাচারী। বহু। বিণ ; ত্রি।

সংযতাত্মা (—ত্মন্)—নিয়মিত-চিত্ত, স্থিরমনাঃ। বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

সংযতেন্দ্রিয়—জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দমনকারী। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সংযতেন্দ্রিয়া।

সংযন্তা (—যন্তৃ)—নিয়ন্তা, সংযমকারক। সম্—যম্+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সংযন্ত্রী।

সংযম, সংযমন, সংযাম—বন্ধন, ব্রতাদির পূর্ব্বে হবিষ্য ভোজনাদিরূপ বিধিবিশেষ, নিয়ম ; সমাধি, ধ্যান ; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ; চতুঃশাল-গৃহ। সম্—যম্ (নিবৃত্ত করা) +অল্, অনট্, ঘঞ্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু, ক্লী ও পু।

সংযমনী—যমালয়, যমপুরী। সম্—যম্+ অনট্ অধি+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সংযমিত—নিয়মিত ; দমিত ; বদ্ধ। সম্—ণিজন্ত যম্—যমি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সংযমী (—মিন্)—১। ইন্দ্রিয়-সংযমসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ; নিয়মবান্। সংযম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী সংযমিনী। ২। যোগী ; মুনি। সং ; পু।

সংযাত্রা—জলযাত্রা, জলপথে গমন ; একত্র গমন, অনেকের একসঙ্গে যাওয়া। সম্—যা (যাওয়া)+ত্র ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সংযাত্রিক—সংযাত্রী (সকল অর্থে)। সংযাত্রা +ফিক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী সংযাত্রিকী।

সংযাত্রী (—যাত্রিন্)—১। জলযাত্রী, জলপথে গমনকারী ; সহগামী, অনেকের সঙ্গে গমনকারী ; শোভাযাত্রী। সংযাত্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী সংযাত্রিণী।

সংযান—সম্যক্‌প্রকারে গমন ; মিলিত ভাবে গমন। সম্—যা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সংযাম—সংযম দেখ।

সংযাব—পাকবিশেষ, ক্ষীর ঘৃতাদি দ্বারা পক্ক গোধূমচূর্ণ। সম্—যু (যুক্ত করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সংযুক্ (—যুজ্)—১। সংযুক্ত ; গুণাঢ্য, গুণযুক্ত। সম্—যুজ্ (যোগ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। জামাতা। সং ; পু।

সংযুক্ত—মিলিত, একত্রিত, একীভূত। সম্ যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সংযুক্তা—১। মিলিতা। সংযুক্ত দেখ। সংযুক্ত +আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

২। কান্যকুব্জপতি রাঠোরবংশীয় জয়চন্দ্রের দুহিতা এবং দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের মহিষী। সং ; স্ত্রী। ১১৭০ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যেমন রূপলাবণ্যবতী, তেমনই গুণবতী ছিলেন। পৃথ্বীরাজের অসামান্য বীরত্ব ও গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া ইনি মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। পৃথ্বীরাজও ইঁহার অলৌকিক রূপমাধুর্য্য ও গুণাবলীর বিবরণ শ্রবণ করিয়া ইঁহার প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের পরস্পর বিষম শত্রুতানিবন্ধন উভয়েরই মনোভাব অপ্রকাশ রহিল। [জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ দেখ]। জয়চন্দ্র স্বীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিপাদন মানসে ১১৯০ খৃঃ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। স্থির হইল, ঐ যজ্ঞসভায় সংযুক্তাও স্বয়ংবরা হইবেন। রাজসূয় যজ্ঞে অধীন সামন্ত রাজগণকে যথাযোগ্য ভৃত্যোচিত কার্য্য করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়চন্দ্র সমস্ত অধীন রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে পৃথ্বীরাজকে দ্বারী হইবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ নিতান্ত ঘৃণার সহিত এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু তিনি সংযুক্তার স্বয়ংবরোৎসব দেখিবার নিমিত্ত সসৈন্যে কান্যকুব্জে আগমন করিলেন এবং সৈন্যদিগকে কিছু দূরে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির নিকট লুক্কায়িত রহিলেন।

এদিকে পৃথ্বীরাজ সশরীরে আসিয়া দ্বারীর কার্য্য গ্রহণ না করায় জয়চন্দ্র তাঁহার একটী বিকৃত প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তাহাই দ্বারিরূপে দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন। যথাকালে সংযুক্তা স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইয়া পৃথ্বীরাজকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া পৃথ্বীরাজ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সহসা সেই স্থলে অবতীর্ণ হইয়া সংযুক্তাকে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে আপনার পশ্চাদ্ভাগে আরোপণপূর্ব্বক ঘোটকবরকে সবলে কশাঘাত করিলেন। জয়চন্দ্র ক্রোধে রোষে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া সদলবলে পৃথ্বীরাজের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর পৃথ্বীরাজ ক্রমাগত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে করিতে ছয় দিন পরে সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীনগরে উপনীত হইলেন।

জয়চন্দ্র নিজে পৃথ্বীরাজের কিছুই করিতে পারিবেন না বুঝিয়া মহম্মদ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন। মহম্মদ তাহাই খুঁজিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজও ভীমবিক্রমে আক্রমণকারীকে বাধা দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। নারায়ণ নামক স্থানের যুদ্ধে মহম্মদ আহত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন (১১৯১ খ্রীঃ)।

কিন্তু মহম্মদ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন না। তিনি লাহোরে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১১৯৩ খ্রীঃ তিনি পুনরায় নারায়ণের নিকট আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এবং স্বয়ং জয়চন্দ্র বহু সৈন্যসহ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। পৃথ্বীরাজও মুসলমান সেনার গতিরোধার্থে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। পতি যুদ্ধে পতিত হইলে সংযুক্তা প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। [গক্ ক। সং ; পু।

সংযুগ—সমর, যুদ্ধ। সম্—যু (যুক্ত হওয়া)+

সংযুত—সংযুক্ত, মিলিত, সংসক্ত। সম্—যু (যুক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সংযোগ—মিলন ; মিশ্রণ ; একত্র হওয়া। সম্—যুজ্+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সংযোগবিয়োগ—মিলন ও বিচ্ছেদ, একত্র হওয়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়া। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

সংযোগসাধক—মিলনসম্পাদক, সম্মেলক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সংযোগসাধন—মিলনসম্পাদন, একত্র করিয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সংযোজন—মিশ্রণ; একত্রকরণ। সম্—ণিজন্ত যুজ্ (=যুজি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংযোজিত—সংমেলিত, একত্রীকৃত। সম্—ণিজন্ত যুজ্ বা যোজি (যোগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংযোজিতা।

সংরক্ষণ—পরিত্রাণ; পরিচালন; তত্ত্বাবধারণ। সম্—রক্ষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংরক্ষণীয়—সংরক্ষণযোগ্য, তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত। সম্—রক্ষ+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

সংরক্ষিত—পরিত্রাত, প্রতিপালিত। সম্—রক্ষ্ (রক্ষা কর)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সংরব্ধ—১। বেগিত; ক্রুদ্ধ। সম্—রভ্+ক্ত ক। ২। উৎসাহিত, উদ্যমযুক্ত। সম্—রভ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংরব্ধা।

সংরম্ভ—বেগ; ক্রোধ; আক্রোশ; উৎসাহ; যুদ্ধ; জাঁক। সম্—রভ্+ঘঞ্ ভা। পু।

সংরম্ভী (সংরম্ভিন্)—সংরম্ভযুক্ত; ক্রুদ্ধ; আক্রুষ্ট; উৎসাহিত। সংরম্ভ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সংরম্ভিণী।

সংরাধন—সম্যক্ আরাধনা। সম্—রাধ্ (আরাধনা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংরাব—নাদ, শব্দ, ধ্বনি। সম্—রু (রব করা) +ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংরাবী (সংরাবিন্)—শব্দকারী, শব্দবিশিষ্ট। সম্—রু (রব করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সংরাবিণী।

সংরুদ্ধ—প্রতিবদ্ধ; নিরুদ্ধ। সম্—রুধ্ (রোধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সংরূঢ়—অঙ্কুরিত; জাত; প্রবৃদ্ধ। সম্—রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংরোধ—অবরোধন; নিরোধ; প্রতিবন্ধ। সম্—রুধ্ (রোধ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সংলগ্ন—সংসক্ত, মিলিত; সঙ্গত। সম্—লস্জ্ (লাগিয়া থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংলয়—প্রলয়; সুষুপ্তি, নিদ্রা। সম্—লী (লীন হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

সংলাপ—পরস্পর কথোপকথন। সম্—লপ্ (কথা বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংবৎ—রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রচারিত অব্দবিশেষ ইহা খ্রীষ্টের জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছে। সম্—বস্ (গমন করা)+কিপ্ ক। ব্য।

সংবৎসর—বৎসর, বর্ষ [বৎসর দেখ]। সম্—বস্ (বাস করা)+সরন্ অধি। সং; পু।

সংবদন—সদৃশীকরণ; কথন; সংবাদ। সম্—বদ্ (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংবনন—বশীকরণ, মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশ করা; আলোচন। সম্—বন্ (সেবা করা, ইত্যাদি) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংবর—১। জল; ধন; বৌদ্ধব্রতবিশেষ। সম্—বৃ+অপ্ র্ম। সং; ক্লী। ২। মৎস্যবিশেষ; মৃগবিশেষ; অসুরবিশেষ; শৈলবিশেষ; বৌদ্ধবিশেষ; সেতু। সং; পু। ৩। সংবরণ করা। ক, প্র। ক্রি।

সংবরণ—১। বরমাল্যদান; বরণ; নিবারণ, দমন; সঙ্গোপন। সম্—বৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

২। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপ। একদা পঞ্চালরাজ-কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া ইনি কিছুদিন সিন্ধুতীরে অবস্থিতি করেন। পরে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া বহু চেষ্টার পর নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ইনি একদা সূর্য্যনন্দিনী তপতীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষী হন। পরে বশিষ্ঠ সূর্য্যলোকে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের অনুমতিক্রমে তপতীকে আনয়ন করিয়া ইঁহার সহিত বিবাহ দেন। তপতীর গর্ভে ইঁহার সুবিখ্যাত পুত্র কুরুর জন্ম হয়। সম্—বৃ (বরণ করা)+অন ক। সং; পু।

সংবরা, সম্বরা—১। সংবরণ করা। ক, প্র। ক্রি। পদ্যে ব্যবহৃত। ২। সাঁতলান। গ্রাম্য ক্রিয়া। ৩। সাঁতলাইবার মসলা। দেশজ। সং।

সংবরিত—আচ্ছাদিত; গোপিত, লুক্কায়িত। সম্—ণিজন্ত বৃ বা বরি (আবৃত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সংবর্ত্ত—১। কল্পান্ত, মহাপ্রলয়। সম্—বৃত্ (থাকা)+অল্ ভা। ২। প্রলয়কালীন মেঘবিশেষ। সম্—বৃত্+অন্ ক। সং; পু।

৩। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র ও বৃহস্পতির অনুজ। তপস্যা দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি প্রায়ই ইঁহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন বলিয়া ইনি গৃহত্যাগ করিয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। মরুত্ত রাজা যজ্ঞসম্পাদন জন্য ইঁহার শরণাপন্ন হইলে ইনি স্বকীয় তেজোবলে তাহা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র বহু চেষ্টাতেও তাহার ব্যাঘাত করিতে না পারিয়া অবশেষে মরুত্তের সহিত মৈত্রীবন্ধন করেন।

সংবর্ত্তক—বলদেবের লাঙ্গল; বলদেব; বাড়বানল। সম্—ণিজন্ত বৃত্ বা বর্ত্তি (থাকান) +ণক ক। সং; পু।

সংবর্ত্তকী (-কিন্)—বলদেব। সংবর্ত্তক (লাঙ্গল)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

সংবর্দ্ধক—সম্মানকারক; সম্যক্ বৃদ্ধিকারক। সম্—ণিজন্ত বৃধ্ বা বর্দ্ধি (বাড়ান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংবর্দ্ধিকা।

সংবর্দ্ধন, সংবর্দ্ধনা—১। বৃদ্ধি। সম্—বৃধ্ (বাড়া)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। ২। বৃদ্ধিপ্রাপণ, বাড়ান; সম্মান। সম্—ণিজন্ত বৃধ্ বা বর্দ্ধি (বাড়ান) +অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সংবর্দ্ধিত—যাহাকে বাড়ান হইয়াছে এরূপ; সম্মানিত। সম্—ণিজন্ত বৃধ্ বা বর্দ্ধি (বাড়ান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সংবলিত, সম্বলিত—১। মিলিত; চলিত। সম্—বল্+ক্ত ক। ২। বেষ্টিত; যোজিত; চূর্ণিত। সম্—বল+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সংবসথ—গ্রাম; বাসস্থান। সম্—বস্ (বাস করা)+অথ অধি। সং; পু।

সংবহ—১। সম্যক্ বহন। সম্—বহ্ (বহা) +অপ্ ভা। ২। বায়ুবিশেষ। সম্—বহ্+অন্ ক। সং; পু।

সংবাদ—বৃত্তান্ত, সন্দেশ, বার্ত্তা, সমাচার; সাদৃশ্য; সম্ভাষ; পরস্পর কথোপকথন। সম্—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংবাদপত্র—সমাচার পত্রিকা, খবরের কাগজ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সংবাদবাহক—বার্ত্তাবহ, সন্দেশবহনকারী, যে খবর লইয়া যায়; দূত। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী,—বাহিকা।

সংবাদী (-বাদিন্)—সম্ভাষকারী; সদৃশ। সম্—বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সংবাদিনী।

সংবাস—১। বাস, অবস্থিতি। সম্—বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। ২। বাসস্থান; গৃহ; অনাবৃত বিহার-স্থান; সভা। সম্—বস্+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

সংবাহ—ভারাদি বহন; অঙ্গমর্দ্দন, গা টেপা। সম্—বহ্ (বহা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংবাহক—বহনকারী, বাহক; অঙ্গমর্দ্দনকারী। সম্—বহ্ (বহা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংবাহিকা।

সংবাহন—ভারাদিবহন; অঙ্গমর্দ্দন, গা টেপা। সম্—ণিজন্ত বহ্ বা বাহি (বহান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংবাহিত—মর্দ্দিত (অঙ্গ)। সম্—ণিজন্ত বহ্ (বহান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সংবিগ্ন—উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত; ত্রস্ত; চকিত; ভীত। সম্—বিজ্ (ভয়ে কাঁপা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংবিৎ (সংবিদ্), সংবিদা—১। জ্ঞান; সংজ্ঞা; চেতনা; বুদ্ধি; নিয়ম; প্রতিজ্ঞা; আচার; সঙ্কেত; সন্তোষ; সম্ভাষণ। সম্—বিদ্ (জানা, ইত্যাদি)+কিপ্ ভা, ২য়

পক্ষে…+ও ভা+আপ্। ২। সমর, যুদ্ধ। উক্তপ্রকার প্রকৃতিপ্রত্যয় অধি। ৩। নাম; ভঙ্গা, ভাঙ্। পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রকৃতিপ্রত্যয় ণ। সং; স্ত্রী।

সংবিত্তি—সংবিৎ; বিজ্ঞান; সম্যক্ জ্ঞান; অনুভব; সংজ্ঞা, চেতনা। সম্—বিদ্ (জানা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংবিদ্, সংবিদা—সংবিৎ দেখ।

সংবিদিত—জ্ঞাত; অবগত; প্রতিজ্ঞাত। সম্—বিদ্+ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি।

সংবিধা, সংবিধান—১। রচনা; সঙ্ঘটন; আয়োজন; বৈচিত্র্য। সম্—বি—ধা (ধারণ করা)+ও ভা+আপ্, ২য় পক্ষে …+অনট্ ভা। ২। সেবা-সামগ্রী। উক্তপ্রকার প্রকৃতিপ্রত্যয় ণ। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সংবিষ্ট—নিবিষ্ট; শয়িত, সুপ্ত। সম্—বিশ্ (প্রবেশ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংবীক্ষণ—অবলোকন, দর্শন; অন্বেষণ। সম্—বি—ঈক্ষ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংবীত—১। আচ্ছাদিত, আবৃত; রুদ্ধ; গুপ্ত। সম্—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। সঙ্গত; সংমিলিত। সম্—বি—ই (পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংবীতা।

সংবৃত—আবৃত, আচ্ছাদিত; গুপ্ত; লুক্কায়িত, একান্তে স্থিত। সম্—বৃ (আবরণ করা)+ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি।

সংবৃতি—আবরণ, মিথ্যাজ্ঞান; আচ্ছাদন; গোপন। সম্—বৃ (আবৃত করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংবৃত্ত—সম্পন্ন, নিষ্পন্ন; জাত; গুপ্ত। সম্—বৃত্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংবৃত্তা।

সংবৃত্তি—নিষ্পত্তি, সিদ্ধি; গোপন। সম্—বৃত্ (থাকা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংবেগ—ভীতি; ভয়জনিত ত্বরা; আবেগ; অতি বেগ। সম্—বিজ্ (ভয়ে কাঁপা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংবেদ—অনুভব, বোধ। সম্—বিদ্ (জানা)+অল্ ভা। সং; পু।

সংবেদন, সংবেদনা—অনুভব, চেতনা; বিশেষ জ্ঞান; বোধ। সম্—বিদ্ (জানা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সংবেদ্য—অনুভবযোগ্য; জ্ঞেয়। সম্—বিদ্ (জানা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংবেশন—১। শয়ন; উপবেশন; নিদ্রা; সুরত, রতিক্রীড়া। সম্—বিশ্ (প্রবেশ করা)+অল্ ভা। ২। শয্যা। সম্—বিশ+অল্ অধি। সং; পু।

সংব্যান—বস্ত্র; উত্তরীয় বাস। সম্—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

সংশপ্তক—যুদ্ধ হইতে অনিবর্ত্তি-সৈন্য, যে সকল সৈন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়—কোন ক্রমেই তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হয় না (Forlorn hope); নারায়ণী সেনা-বিশেষ। সম্ (সম্যক্‌রূপে) শপ্ত (প্রতিজ্ঞাত) =সংশপ্ত, প্রাদি; সংশপ্ত+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

সংশয়—দ্বৈধজ্ঞান, আশঙ্কা, সন্দেহ। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া যে জ্ঞান তাহা নিশ্চয় জ্ঞান, সর্পাদি বলিয়া যে জ্ঞান তাহা ভ্রমজ্ঞান, এবং "রজ্জু কি সর্প, না অন্য কিছু" এইরূপ যে জ্ঞান তাহা সংশয় জ্ঞান। সম্—শী (শয়ন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সংশয়প্রবণ—সন্দেহশীল, সন্দিগ্ধচিত্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রবণা।

সংশয়সাগর—সন্দেহরূপ সমুদ্র। রূপক। পু।

সংশয়স্থ—সংশয়াপন্ন, সন্দেহযুক্ত, সন্দিগ্ধ। সংশয়—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

সংশয়াকুল—সন্দেহপীড়িত, সন্দেহে চঞ্চল। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সংশয়াক্রান্ত—সন্দেহযুক্ত, সন্দিগ্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সংশয়াত্মা (—ত্মন্)—সন্দিগ্ধ চিত্ত। সংশয়পূর্ণ আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সংশয়ান, সংশয়ালু—সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ; সংশয়কর্ত্তা। সম্—শী (শয়ন করা)+শান, আলু ক। বিণ; ত্রি।

সংশয়াপনোদন—সন্দেহদূরীকরণ, সন্দেহভঞ্জন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সংশয়াপন্ন—সন্দেহযুক্ত, সংশয়স্থ; সন্দিগ্ধ, সন্দিহান। সংশয়কে আপন্ন, ২তৎ। বিণ; ত্রি। [সন্দিগ্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সংশয়াবিষ্ট—সন্দেহাক্রান্ত, সন্দেহে অভিভূত,

সংশয়িত—সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ। সংশয়+ইত যুক্তার্থে; অথবা সম্—শী+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। সংশয়িতা।

সংশয়িতা—সংশয়যুক্তা, সন্দিগ্ধা। সংশয়িত দেখ। সংশয়িত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সংশয়িতা (—তৃ)—সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ; সংশয়কর্ত্তা। সম্—শী (শয়ন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সংশয়িত্রী।

সংশিত—সম্যক্ শাণিত, সুতীক্ষ্ণ; সম্পাদিত; নির্ব্বাহিত; নির্ণীত, নির্দ্ধারিত। সম্—শো (শাণ দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংশুদ্ধি—সম্যক্ শোধন, পরিশুদ্ধি, পরিষ্করণ। সম্—শুধ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংশোধক—বিশোধক, শোধনকর্ত্তা; সংস্কারক; পরিষ্কারক। সম্—ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি (শোধন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংশোধিকা।

সংশোধন—শুদ্ধকরণ; ভ্রমদূরীকরণ; বিশোধন, পরিশোধন, পরিষ্করণ। সম্—ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনট্ ভা। ক্লী।

সংশোধনকর্ত্তা (—কর্তৃ)—সংশোধক, বিশুদ্ধিকারক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—কর্ত্রী।

সংশোধিত—বিশোধিত, পরিশোধিত; ভ্রমশূন্যীকৃত; পরিষ্কৃত। সম্—ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংস্ত্যান—সঙ্কুচিত, জড়ীভূত; ঘনীভূত। সম্—স্ত্যৈ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংশ্রয়—১। ব্যাপ্তি; আশ্রয়; প্রাপ্তি। সম্—শ্রি (আশ্রয় করা)+অল্ ভা। ২। কারণ। সম্—শ্রি+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

সংশ্রব, সংশ্রাব—প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা। সম্—শ্রু+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংশ্রিত—আশ্রিত, শরণপ্রাপ্ত। সম্—শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংশ্রুত—প্রতিশ্রুত, প্রতিজ্ঞাত। সম্—শ্রু (শ্রবণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংশ্লিষ্ট—আলিঙ্গিত; সম্বন্ধ; মিলিত। সম্—শ্লিষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংশ্লেষ—আলিঙ্গন; মিলন; সংযোগ; সম্বন্ধ। সম্—শ্লিষ্+অল ভা। সং; পু।

সংসক্ত—সংলগ্ন সংযুক্ত; সংসৃষ্ট; সম্পৃক্ত; মিলিত, বিস্তৃত; আসক্ত। সম্—সন্‌জ্ (মিলিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংসক্তি—১। সংযোগ, সংলগ্ন হওয়া; মিলন। সম্—সনজ্ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভা। ২। যে শক্তিপ্রভাবে সন্নিকৃষ্ট একাধিক দ্রব্যের অণুসকল আকৃষ্ট হইয়া সম্মিলিত হয়। সংহতিপ্রভাবে এক একটি দ্রব্যের অণুসমূহ একত্র মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে; কিন্তু সংসক্তি প্রভাবে কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয়, ভিন্ন ভিন্ন জড় দ্রব্যের অণুসকল সকল অবস্থাতেই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। সম্—সন্‌জ্+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

সংসক্তিপ্রবণ—সংসক্তিশীল, সংযোগশীল, যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। সংসক্তি দেখ। সংসক্তিতে প্রবণ (অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—প্রবণা।

সংসক্তিশীল—সংসক্তিপ্রবণ, সংযোগ-প্রকৃতিবিশিষ্ট; বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—শীলা।

সংসৎ (সংসদ্)—সমাজ, সভা, সমিতি। সম্—সদ্+ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

সংসরণ—১। অবাধে সৈন্যগমন; যুদ্ধারম্ভ; নির্গমন; সঙ্গতি; জন্ম; সংসার। সম্—সৃ (গমন করা)+অনট্ ভা। ২। প্রশস্ত পথ, বড় রাস্তা। সম্—সৃ+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

সংসর্গ—সঙ্গ, সহবাস; সম্বন্ধ, সম্পর্ক। সম্—সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংসর্গজ—সংসর্গজনিত, সহবাসজনিত, একত্রা-

বস্থানে উৎপন্ন। সংসর্গ-জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংসর্গজা।

সংসর্গলিপ্সা—সহবাসলাভেচ্ছা, একত্র অবস্থানে অভিলাষ; সম্পর্ক প্রাপ্তীচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসর্গলিপ্সু—সহবাসলাভেচ্ছু, একত্র অবস্থানে অভিলাষী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সংসর্গী (-সর্গিন্)—সহবাসী; সম্বদ্ধ, সম্পৃক্ত। সংসর্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। অথবা সম্-সৃজ+ঘিণুন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সংসর্গিণী।

সংসর্প—সম্যক্ প্রকারে গমন; সর্পাদির ন্যায় গমন। সম্-সৃপ্+অল্ ভা। সং; পু।

সংসর্পী (-সর্পিন্)—প্রসরণশীল, বিস্তারী, সর্ব্বতোভাবে গতিশীল। সম্-সৃপ্ (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সংসর্পিণী।

সংসার—জগৎ, পৃথিবী; পরিবার; মায়াজন্য বাসনা; মায়াবন্ধন। সম্-সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

সংসারকানন—সংসাররূপ অরণ্য, জগৎ রূপ বন। রূপক। সং; ক্লী।

সংসারকামনা—সংসারের ভোগাভিলাষ, পার্থিব বাসনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারচক্র—সংসাররূপ চাকা, চক্রবৎ ঘূর্ণনশীল জগৎ। রূপক। সং; ক্লী।

সংসারচন্দ্র সেন (রাও বাহাদুর)—ইঁহার পৈতৃক নিবাস নাটাগোড়। ইঁহার পিতার নাম নীলাম্বর সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। পিতার কার্য্যস্থল আগ্রা সহরে ১৮৪৬ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম। ২০ বৎসর বয়সে ইনি জয়পুর নোবলস্ কলেজে প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে জয়পুর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং শেষে প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার কার্য্যকালে জয়পুরের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া জয়পুরাধিপতি ইঁহাকে জায়গীর ও বংশানুক্রমে "সরদার" উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও ইঁহাকে ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারি "রাও বাহাদুর" এবং ১৯০৯ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সি, আই, ই, উপাধি-ভূষিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতভ্রমণ উপলক্ষে জয়পুরে উপস্থিত হন, তখন অভ্যর্থনার বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে M. V. O. (Member Victorian Order) উপাধি দান করেন এবং উপাধিভূষণ স্বহস্তে সংসারচন্দ্রের বক্ষে পরাইয়া দেন। ১৯০৯ খৃঃ ১২ই মে বহুমূত্র রোগে সংসারচন্দ্র জয়পুরেই ইহসংসার ত্যাগ করেন। ইনিই জয়পুর রাজ্যের তৃতীয় বাঙ্গালী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে যথাক্রমে হরিমোহন সেন ও কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পদে আসীন ছিলেন। সংসারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র জয়পুরে ডাক্তারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, পরন্তু অধুনা জয়পুররাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর (খাস মুহুরির) পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯১৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারি তিনি ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ অতিথি-বৎসল ডাক্তার ৺হেমচন্দ্র সেন সংসারচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

সংসারজ্ঞান—পার্থিব বিষয়জ্ঞান, জাগতিক বিষয়ের বোধ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সংসারতরঙ্গ—সংসাররূপ ঢেউ। রূপক। পু।

সংসারতাড়িত—সংসার হইতে দূরীভূত; পার্থিব প্রতিকূল ঘটনা দ্বারা নিপীড়িত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [ছেদন। ৬তৎ। সং; পু।

সংসারত্যাগ—পরিজনবর্গের ত্যাগ; মায়াবন্ধন

সংসারত্যাগী (-ত্যাগিন্)—পরিজনবর্গের সঙ্গত্যাগকারী, মায়াবন্ধন ছেদনকারী, সন্ন্যাসী। সংসার-ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-ত্যাগিনী।

সংসারধর্ম্ম—গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, গৃহীর অনুষ্ঠেয় কার্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

সংসারপথ—সংসারে চলিবার পথ, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়। ৬তৎ। সং; পু।

সংসারপ্রান্তর—সংসাররূপ প্রান্তরভূমি, প্রান্তরের ন্যায় বিস্তৃত সংসার। রূপক। সং; পু।

সংসারবন্ধন—সাংসারিক আকর্ষণ, সংসারের মায়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সংসারযাত্রা—জীবনযাত্রা, পরিজন প্রতিপালন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারলীলা—সংসারের খেলা, ভবলীলা; পৃথিবীতে অবস্থানরূপ লীলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারবাসনা—সাংসারিক কামনা, বিষয়ভোগাভিলাষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারসমুদ্র—সংসাররূপ সাগর, সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর সংসার। রূপক। সং; পু।

সংসারসাগর—সংসারসমুদ্র। রূপক। সং; পু।

সংসারসুখ—সংসারের সুখ, বিষয়ভোগজনিত তৃপ্তি; সাংসারিক শান্তি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সংসারস্রোতঃ—সংসারপ্রবাহ, জগতের উৎপত্তি বিনাশরূপ স্রোতঃ। রূপক। সং; ক্লী।

সংসারারণ্য—সংসারকানন, অরণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান সংসার। রূপক। সং; ক্লী।

সংসারার্ণব—সংসাররূপ সমুদ্র। রূপক। সং।

সংসারাশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম, গৃহীর ধর্ম্ম। সংসারই যে আশ্রম, কর্ম্মধা। সং; পু।

সংসারাসক্ত—সংসারে অনুরক্ত, সাংসারিক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট; পার্থিব বিষয়ানুরাগী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংসারাসক্তা।

সংসারাসক্তচিত্ত—১। পার্থিব বিষয়ভোগে নিরত মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পার্থিব-বিষয়ভোগে নিবিষ্টচেতাঃ, যাহার মনঃ সাংসারিক বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত। সংসারাসক্ত হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-চিত্তা।

সংসারাসক্তমনাঃ (-মনস্)—সংসারে নিবিষ্টচেতাঃ। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সংসারাসক্তি—সংসারে একান্ত অনুরাগ, বিষয়ভোগে একান্ত অভিনিবেশ। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারী (-সারিন্)—জগৎস্থ, পৃথিবীস্থিত; পরিবারস্থ; দেহী, শরীরী; সংসারাসক্ত; গৃহস্থাশ্রমী; গৃহী, গৃহস্থ। সংসার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সংসারিণী।

সংসিক্ত—সম্যক্ আর্দ্র, সম্পূর্ণ ভিজা। সম্ (সম্যক্) যে সিক্ত, প্রাদে। বিণ; ত্রি।

সংসিদ্ধ—স্বভাবসিদ্ধ; সুসম্পাদিত; সম্যক্ নিষ্পন্ন। সম্—সিধ্ (সিদ্ধ করা)+ক্ত ক্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংসিদ্ধা।

সংসিদ্ধি—নিষ্পত্তি; সম্পাদন; মুক্তি; স্বভাব; স্বাভাবিক অবস্থা। সম্—সিধ্ (সিদ্ধ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংসৃতি—সংসার; সঙ্গে গমন; স্রোতঃ, প্রবাহ। সম্-সৃ (গমন)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংসৃষ্ট—১। সংসর্গবিশিষ্ট, সম্পৃক্ত, মিলিত। সম্-সৃজ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সংসৃষ্টা। ২। সম্বন্ধ, সম্পর্ক। সম্-সৃজ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

সংসৃষ্টি—সংসর্গ; সম্পর্ক; মিলন। সম্-সৃজ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংসৃষ্টী (সংসৃষ্টিন্)—বিভাগানন্তর মিলিত, একান্নবর্ত্তী, সহবাসী। সংসৃষ্ট শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সংসৃষ্টিনী।

সংস্কর্ত্তা (সংস্কর্ত্তৃ)—সংস্কারকারক; পাচক। সম্-কৃ (করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সংস্কর্ত্রী।

সংস্কার—শুদ্ধি; শোধন; নির্ম্মলীকরণ, পরিষ্করণ; মার্জ্জন; প্রোক্ষণ; ভূষিতকরণ; উদ্দীপ্তকরণ; জীর্ণোদ্ধার, মেরামত; মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন; শাস্ত্রাভ্যাস জন্য ব্যুৎপত্তি; স্মৃতিহেতু মনোবৃত্তি-গুণবিশেষ; পূর্ব্বজন্ম-বাসনা; আশ্রয়; বেগ; স্থিতিস্থাপক গুণ; পাক; গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম্ম নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন, বিবাহ—দ্বিজাতির কর্ত্তব্য এই দশবিধ শুদ্ধিজনক ব্যাপার। সম্-কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংস্কারক—সংস্কর্ত্তা, সংস্কারকারক; পাচক। সম্-কৃ (করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

সংস্কারজ—সংস্কারজাত, সংস্কার হইতে উৎপন্ন। সংস্কার—জন্+ড ক। বিণ; ত্রি।

সংস্কারবর্জ্জিত—দশ-সংস্কার-হীন ; অসংস্কৃত ; উপনয়ন-সংস্কার-বিহীন। ৬তৎ। বিণ।

সংস্কারসাধন—সংস্কারসম্পাদন ; জীর্ণোদ্ধার-করণ ; গর্ভাধানাদি কার্য্য নিষ্পাদন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সংস্কৃত—১। শোধিত ; নির্ম্মলীকৃত ; মার্জ্জিত পরিষ্কৃত ; সজ্জিত ; মন্ত্রপূত ; বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত। সম্-কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। পবিত্র ভাষা, দেবভাষা। সং ; ক্লী।

সংস্কৃত্রিম—সংস্কৃত, সংস্কার দ্বারা নিবৃত্ত। সম্-কৃ (করা)+ত্রিমক্ ক। বিণ ; ত্রি।

সংস্ক্রিয়া—সংস্কার, পরিষ্করণ, শোধন। সম্-কৃ (করা)+শ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সংস্তম্ভ, সংস্তম্ভন—প্রতিবন্ধ ; দৃঢ়ীকরণ ; নিবারণ, দমন, থামান। সম্-স্তন্ভ্ (স্তব্ধ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; পু ও ক্লী।

সংস্তর—১। শয্যা। সম্-স্তৃ (আস্তরণ করা)+অস্ র্ম্ম। ২। পত্রাদি রচিত আস্তরণ। সম্-স্তৃ+অস্ ভা। ৩। যজ্ঞ। সম্-স্তৃ+অল্ অধি। সং ; পু।

সংস্তব, সংস্তাব—স্তুতি, প্রশংসা ; পরিচয়। সম্-স্তু (স্তব করা)+অস্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সংস্তুত—স্তুত ; পরিচিত। সম্-স্তু (স্তব করা)

সংস্ত্যায়—নিবিড় সন্নিবেশ ; সমূহ ; বিস্তার ; আলাপ ; গৃহ। সম্-স্ত্যৈ (সংহত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সংস্থ—স্থিত ; সদৃশ ; মৃত। সম্-স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সংস্থা।

সংস্থা—১। স্থিতা ; সদৃশী ; মৃতা। সংস্থ দেখ। সংস্থ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্থিতি ; ন্যায়পথে স্থিতি ; ব্যবস্থা ; সমাপ্তি ; সভা ; মৃত্যু ; জীবনকাল ; আকার ; সাদৃশ্য ; প্রণিধি। সম্-স্থা (থাকা)+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সংস্থান—১। স্থিতি ; সঞ্চয় ; অবয়ব সঙ্ঘাত, আকৃতি ; সন্নিবেশ ; মৃত্যু ; চতুষ্পথ। সম্-স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। ২। সঞ্চিত অর্থ, সম্বল, যোত্র। সম্-স্থা+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

সংস্থাপক—সংস্থাপনকর্ত্তা, স্থাপয়িতা, প্রতিষ্ঠাতা। সম্-ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সংস্থাপিকা।

সংস্থাপন—স্থাপিতকরণ, রাখা। সম্-ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সংস্থাপয়িতা (-তৃ)—সংস্থাপনকর্ত্তা, স্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা। সম্-ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সংস্থাপয়িত্রী।

সংস্থাপিত—সম্যক্‌রূপে স্থাপিত, যাহা স্থাপন করা হইয়াছে এরূপ। সম্-ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সংস্থিত—স্থিত ; মৃত ; সমাপ্ত ; সন্নিবিষ্ট। সম্-স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সংস্থিতি—সম্যক্ স্থিতি ; মৃত্যু ; আলয়। সম্-স্থা (থাকা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সংস্পর্শ—সম্যক্ স্পর্শ। সম্-স্পৃশ্ (স্পর্শ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

সংস্পর্শজনিত—সংস্পর্শজাত, সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সংস্পৃষ্ট—সম্যক্ স্পর্শযুক্ত, কৃতস্পর্শ ; মিলিত। সম্-স্পৃশ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সংস্ফুট—প্রস্ফুটিত, বিকশিত। সম্-স্ফুট্ (ভেদ করা)+ক ক। বিণ ; ত্রি।

সংস্ফোট—সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্-স্ফুট্ (ভেদ করা)+অস্ ভা। সং ; পু।

সংস্মৃতি—সম্যক্ স্মরণ। সম্-স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সংস্রব, সংস্রাব—সম্পর্ক, সম্বন্ধ ; মিলন। সম্-স্রু (গমন করা)+অস্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সংহত—সম্যক্ হত ; মিলিত ; সংযুক্ত ; জমাট বাঁধিয়াছে এরূপ ; দৃঢ় ; সঞ্চিত। সম্-হন্ (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সংহতি—১। সম্যক্ বধ ; সঙ্ঘাত ; মিলন ; সমূহ ; সমাহার ; নীরন্ধ্রতা ; গাঢ়সংযোগ। সম্-হন্ (বধ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। ২। যে শক্তির প্রভাবে জড় দ্রব্যের অণুসমূহ একত্র সংবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই শক্তি। সম্-হন্+ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী। সংহতির পরাক্রম যত অধিক হয়, জড় দ্রব্যের কঠিনভাবেরও তত আধিক্য হইয়া থাকে, আর উক্ত পরাক্রম যত অল্প হয়, কাঠিন্যেরও ক্রমশঃ তত অল্পতা হইতে থাকে। কঠিন অপেক্ষা তরল অবস্থায় সংহতির পরাক্রম অনেক অল্প, আবার বায়বীয় অবস্থায় তাহার আর কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি হয়, সংহতির প্রভাবও তত অল্প হইয়া পড়ে। এই হেতু উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য তরল, এবং তরল দ্রব্য বায়বীয় আকার ধারণ করে। বরফ, জল ও জলীয় বাষ্প এই তিন দ্রব্যই একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকারমাত্র। যখন সংহতির আধিক্য হয়, তখনই জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় ; আবার যখন উষ্ণতার বৃদ্ধি হেতু সংহতির প্রভাব নিতান্ত অল্প হইয়া পড়ে, তখনই উহা বাষ্পের আকার ধারণ করে।

সংহনন—বধ ; সঙ্ঘাত ; দেহ। সম্-হন্ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সংহরণ—সংহার, বিনাশ ; আহরণ, সংগ্রহ ; সঞ্চয় ; সংক্ষেপ ; সঙ্কোচন। সম্-হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সংহর্ত্তা (সংহর্ত্তৃ)—সংহারক, সংহারকর্ত্তা। সম্-হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সংহর্ত্রী।

সংহার—১। বিনাশ, ধ্বংস, উচ্ছেদ ; প্রলয় ; আহরণ, সংগ্রহ, সঙ্কলন ; প্রত্যাকর্ষণ। সম্-হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। নরকবিশেষ। সম্-হৃ+ঘঞ্ অধি। ৩। ভৈরববিশেষ। সম্-হৃ+ঘঞ্ ক। সং ; পু।

সংহারক—সংহারকর্ত্তা। সম্-হৃ (হরণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সংহারিকা।

সংহারকার্য্য—ধ্বংসক্রিয়া, বিনাশকার্য্য। সংহারের কার্য্য, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সংহারা—সংহার করা, মারা, নাশ করা। ক, প্র। ক্রি।

সংহিত—মিলিত ; সংগৃহীত ; একত্রীভূত। সম্-ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সংহিতা—১। মিলিতা ; সংগৃহীতা। সংহিত দেখ। সংহিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মন্বাদি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ; বেদের শাখা। সং ; স্ত্রী।

সংহূতি—বহুলোককর্ত্তৃক এককালীন আহ্বান। সম্-হ্বে (ডাকা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সংহৃত—বিনাশিত ; সংগৃহীত, সঙ্কলিত ; সঞ্চিত ; সংক্ষিপ্ত ; হৃত ; প্রত্যাকৃষ্ট। সম্-হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সংহৃতি—সংহার ; সংগ্রহ ; সঙ্কোচ। সম্-হৃ (হরণ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সংহৃষ্ট—সম্যক্ হৃষ্ট ; উদ্গত। সম্-হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সংহ্রাদ—শব্দবিশেষ, গোলমাল। সম্-হ্রাদ্ (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

সংহ্রাদী (সংহ্রাদিন্)—শব্দকারক, শব্দায়মান। সংহ্রাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী সংহ্রাদিনী।

সংহ্রীণ—লজ্জাশীল। সম্-হ্রী (লজ্জা করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সংহ্রীণা।

সংহ্লাদ—আহ্লাদ, আনন্দ। সম্-হ্লাদ্ (আমোদিত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

সঁপা—সমর্পণ করা। দেশজ। ক্রি।

সক্—১। সংশয়, সন্দেহ ; সখ, ইচ্ছা, অভিলাষ, রুচি, পছন্দ, খোষখেয়াল। বৈদেশিক। সং।

সকড়ি—অন্নাদির অপবিত্র উচ্ছিষ্ট। দেশজ। সং।

সকণ্টক—১। কণ্টকযুক্ত, কণ্টকিত। কণ্টকের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী। সকণ্টকা। ২। করঞ্জ বৃক্ষবিশেষ ; শৈবাল, শেওলা। সং ; পু।

সকর—করযুক্ত, হস্তবিশিষ্ট ; শুণ্ডযুক্ত ; কিরণবিশিষ্ট ; রাজস্বপ্রদ। করের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সকরা।

সকরকন্দ—আলুজাতীয় এক প্রকার মূল। ইহা শৈত্যগুণবিশিষ্ট, পিত্ত ও অম্ল নাশক; পাকস্থলীর শৈত্যকারক এবং কোষ্ঠ-পরিষ্কারক। শর্করকন্দ শব্দের অপভ্রংশ।

সকরুণ—করুণাযুক্ত, কৃপাশীল। করুণার সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সকরুণা।

সকর্ণ—কর্ণযুক্ত, শ্রুতিবিশিষ্ট, কাণওয়ালা; শ্রবণশীল। কর্ণের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সকর্ণা।

সকর্দ্দম—কর্দ্দমযুক্ত, কাদা-মাখা। বহু; বিণ।

সকর্ম্মক—কর্ম্মসমন্বিত। কর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সকর্ম্মিকা।

সকল—কলা-সহিত; সমগ্র, সমস্ত। কলার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সকাম—কামনাযুক্ত, সাভিলাষ। কামের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সকামকর্ম্ম—কামনাযুক্ত কর্ম্ম, ফললাভের আশায় অনুষ্ঠিত কার্য্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সকাল—প্রাতঃকাল, প্রভাত, পূর্ব্বাহ্ণ; যথা-কাল, উপযুক্ত সময়। দেশজ। সং।

সকাল-সকাল—শীঘ্র শীঘ্র, সুসময়ে, সময় গত না করিয়া, অনতিবিলম্বে। দেশজ। ক্রি-বিণ।

সকাশ—কাশযুক্ত; সমীপ, নিকট। কাশের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সকুল—শকুল দেখ।

সকুল্য—সমান কুলজাত, সপিণ্ডের (অর্থাৎ সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতির) ঊর্দ্ধ তিন পুরুষ ও অধঃ তিন পুরুষ;—দশাহেন সপিণ্ডাস্তু শুধ্যন্তি প্রেতসূতকে। ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাতা শুধ্যন্তি গোত্রজাঃ॥" অর্থাৎ মৃতাশৌচে ও জাতাশৌচে সপিণ্ডগণ দশ দিনে, সকুল্যগণ ত্রিরাত্রে এবং সগোত্রগণ স্নানমাত্রে শুদ্ধ হয়। সমান কুল যাহাদের=সকুল, বহু; সকুল+য্য তদ্ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

সকৃৎ—১। একবার; সদা; সহিত। ব্য। ২। বিষ্ঠা। সং; স্ত্রী।

সকৃৎপ্রজ—১। জাতৈকপত্য, যাহার একটিমাত্র সন্তান জন্মে; এক-প্রসবী, যে একবারমাত্র সন্তান প্রসব করে। সকৃৎ (একবার) প্রজা (সন্তান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সকৃৎপ্রজা। ২। বায়স, কাক। সং; পু।

সকৃৎফলা—কদলীবৃক্ষ; ধান; যব; গম। সকৃৎ (একবার) হয় ফল যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

সকৌতুক—কৌতুকযুক্ত, কৌতুহলান্বিত। কৌতুকের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সক্ত—আসক্ত; সংলগ্ন, সংযুক্ত; অভিনিবিষ্ট। সন্‌জ্ (সঙ্গ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সক্তি—আসক্তি; অভিনিবেশ; সংযোগ। সন্‌জ্ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সক্তু—শক্তু, ছাতু। সচ্ (সেক করা)+তুন্ র্ম। সং; ক্লী বা পু।

সক্থি—শকটের অঙ্গবিশেষ; উরু। সন্‌জ্ (সঙ্গ করা)+ক্থিন্ ক। সং; ক্লী।

সক্রেটীজ্ (Socrates)—গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার পিতা সফ্রোনিস্কস্ ভাস্করবৃত্তি ও মাতা ফিসারেটা ধাত্রীর কর্ম্ম করিতেন। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। আথেন্স নগরের বালকেরা তৎকালে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিত, তৎসমস্তই ইনি শিক্ষা করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত জ্যামিতি শাস্ত্রে ও জ্যোতির্ব্বিদ্যাতেও ইনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনানন্তর ইনি প্রথমে সেনাদলে প্রবিষ্ট হন এবং তিনবারের যুদ্ধে বিলক্ষণ শৌর্য্য, অসামান্য উদ্যমশীলতা ও শ্রমপটুতা এবং শীতাতপ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সক্রেটীজ কিছু দিন পরে সৈনিকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং আথেন্স নগরে স্থায়িরূপে বাস করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ইনি বিলক্ষণ যশস্বী হইয়া উঠিলেন; অনেকে ইঁহার শিষ্য হইলেন; কিন্তু ইঁহার বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমে ইঁহার ঘোর বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিল এবং ইঁহার সর্ব্বনাশসাধনের এক ভয়ানক চক্রান্ত উপস্থিত করিল।

ষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠিলে তাহারা ইঁহার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত দেবতাদিগের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন, নূতন নূতন দেবতার প্রবর্ত্তন, এবং যুবকদিগের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করিয়া তাহাদিগকে বিপথগামীকরণ, এই তিনটি অভিযোগ আনয়ন করিল। একটা বিচার-প্রহসন অভিনীত হইল। বিচারকদের মধ্যে মতভেদ হইল। অধিকাংশের মতে ইনি অপরাধী নির্দ্ধারিত হইলেন। ইঁহার প্রতি বিষপানে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। সক্রেটীজ্ অম্লানবদনে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। ইঁহার শিষ্যগণ নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া ইঁহার পলায়নের পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে গেলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় নাই—এই কথা বলিয়া ইনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে শত্রুগণের প্রদত্ত হেমলক নামক হলাহল পানে সক্রেটীজ লোক লীলা সংবরণ করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯)।

সক্রেটিজ্ শরীরস্থ রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়াছিলেন। ক্রোধ কাহাকে বলে, তাহা ইনি জানিতেন না। পরন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহার সহধর্ম্মিণী জ্যান্থিপী (Xantippe) ইঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা রাগিয়াই থাকিতেন এবং পতিদেবতাকে অহর্নিশ নিদারুণ কটূক্তি করিয়া জ্বালাতন করিতেন। তথাপি কিন্তু ইনি পত্নীর প্রতি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কথিত আছে যে, একদা সক্রেটিজ্ ভার্য্যার বাক্যবাণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা হইতে অব্যাহতিলাভের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং দ্বারের বহির্ভাগে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। প্রিয়ংবদা জ্যান্থিপী ইহাতে অধিকতর কোপাবিষ্টা হইয়া দ্রুতপদে গৃহের উপরিতলে উঠিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে এক গামলা ময়লা জল দ্বিতল হইতে স্বামীর মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহাতেও সক্রেটীজের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। তিনি স্মিত-মুখে কেবল এই কথাটি বলিলেন,—'এত গুরু গম্ভীর মেঘগর্জ্জনের পর এক পশলা বৃষ্টি না হইলে শোভা পাইবে কেন?' [বিণ।

সক্ষম—সমর্থ, (অক্ষমের বিপরীত)। দেশজ।

সক্ষোভে—ক্ষোভে, সহিত, মনস্তাপের সহিত। বহু। ক্রি-বিণ।

সখ—ইচ্ছা, অভিলাষ, রুচি, পছন্দ, খোষ-খেয়াল; সৌখীনতা। বৈদেশিক। সং।

সখা (সখি)—বন্ধু, মিত্র, সুহৃৎ, প্রণয়াস্পদ, সমপ্রাণ; সহচর; সহায়। সহ (সমান)—খ্যা (বলা)+ইন্ র্ম, যাহাকে নিজের সমান বলা হয়। সং; পু।

বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র ও সখা, এই চারিটী শব্দের অর্থগত প্রভেদ এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যথা—

"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥

অর্থাৎ যাহাকে ত্যাগ করা যায় না (যেমন আত্মীয় কুটুম্বাদি), তিনি বন্ধু; যিনি নিরন্তর প্রণয়াস্পদের অনুমত থাকেন, তিনি সুহৃৎ; যাঁহাদের ক্রিয়া একবিধ, তাঁহারা মিত্র; এবং যিনি অন্তরকে স্বীয় প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সখা।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—ইনি ১৮৬৯ খ্রীঃ পৌষ মাসে শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সদাশিব গণেশ দেউস্কর। ইনি বৈদ্যনাথের ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করিয়া ১৮৯০ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৩ খৃঃ বৈদ্যনাথ স্কুলের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী

ছিলেন। ইনি প্রথমে "প্রতিভা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। ক্রমে বাঙ্গালার সংবাদপত্রে ও সাময়িক সাহিত্যে প্রধান লেখকদিগের অন্যতম হইয়া উঠেন। ইনি দেওঘরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বিরুদ্ধে নানাকথা হিতবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপানলে পতিত হইয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ শিক্ষকের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংবাদপত্র-সেবায় নিযুক্ত হন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় হিতবাদীর ভার লইলে তিনি ইঁহাকে হিতবাদীর প্রুফ্‌রিডার পদে নিযুক্ত করেন। কিছুদিন মধ্যে ইনি বিশারদের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ জাপান হইতে প্রত্যাগমনকালে বিশারদ্ধ খ্যারিধিবক্ষে দেহরক্ষা করিলে সখারাম হিতবাদীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি ত্রয়োদশ বর্ষকাল হিতবাদীর সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্র সেবার অবসরকালে ইনি সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। বঙ্গদেশে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান প্রধানতঃ ইঁহারই চেষ্টায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি "দেশের কথা" নামক পুস্তকে অসাধারণ শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গভর্ণমেন্ট ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি তিলকের মোকদ্দমা, বাজীরাও, এটা কোন্ যুগ, ঝান্সির রাজকুমার, মহামতি রাণাডে, আনন্দীবাই প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইনি বালগঙ্গাধর তিলকের ভক্ত ছিলেন। তিলক প্রথমবারে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে কেবল ইঁহারই চেষ্টায় বঙ্গবাসী তিলকের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিল। ইনি একজন নীরব কর্ম্মী ছিলেন, এবং বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদপত্রের সেবায় ব্রতী হন। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ হইলেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; তাহার উপর একমাত্র পুত্রের শোকে কাতর হইয়া পড়েন। কিছুদিন পরে পত্নী বিয়োগ হয়। এই সকল মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে ১৯১২ খৃঃ ২৩শে নবেম্বর ইনি বৈদ্যনাথ ধামে দেহত্যাগ করেন।

সখিতা, সখিত্ব—সখ্য, সৌহৃদ্য; সাদৃশ্য। সখি + তা, ত্ব ভাবার্থে। সং, ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সখী—বয়স্যা, সহচরী। সখা দেখ; সখি + ঈপ্। সং; স্ত্রী। [ক্রি-বিণ।

সখীভাবে—সহচরীরূপে, বয়স্যার ভাবে। বহু।

সখীসংবাদ—মথুরাগামী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দার কথোপকথন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে রাধিকা সাতিশয় বিরহকাতরা হইয়া সখী বৃন্দাকে কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করেন। বৃন্দা মথুরায় গমন করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক অনুযোগ করিয়াছিলেন। ইহাই সখীসংবাদ নামে অভিহিত। ৬তৎ। সং; পু।

সখ্য—সৌহার্দ্দ্য, মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সমপ্রাণতা। সখি শব্দ + ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সখ্যস্থাপন—বন্ধুত্বসংস্থাপন, মিত্রতা করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সগন্ধ—১। গন্ধযুক্ত, গর্ব্বযুক্ত, গর্ব্বিত। গন্ধের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। ২। একবংশজাত। সহ (সমান) গন্ধ (সম্পর্ক) যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সগন্ধা।

সগর—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপতি, বাহু নামক রাজার পুত্র। গরের (বিষের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং; পু।

বাহুরাজ শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া হিমালয় অঞ্চলে বনবাস আশ্রয় করেন। তৎকালে তাঁহার মহিষী যাদবী গুর্বিণী ছিলেন। রাজা সেই বনে কালগ্রাসে পতিত হইলে রাজ্ঞী ঔর্ব মুনির আশ্রমে এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার সপত্নী তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাকে খাদ্যের সহিত বিষ ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গর্ভপাত হয় নাই। এক্ষণে সন্তানটি বিষের সহিত ভূমিষ্ঠ হওয়ায় 'সগর' নামে খ্যাত হইলেন।

সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধনপূর্ব্বক অতি সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন। ইঁহার শৈব্যা নাম্নী রাজ্ঞীর গর্ভে অসমঞ্জ নামক এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইঁহার অপরা পত্নী বৈদর্ভী একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করিলে তাহা হইতে ষষ্টিসহস্র পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ সগর ক্রমে নবনবতি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। পরে ইনি শতসংখ্যা পূরণের নিমিত্ত আর একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, দেবরাজ বাসব হৃতরাজ্য হইবার ভয়ে ইঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণপূর্ব্বক পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে লুকাইয়া রাখেন। ইঁহার ষষ্টিসহস্র পুত্র অশ্বের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে কপিলমুনির আশ্রমে তাহাকে বদ্ধ দেখিয়া মুনিকে চোর বিবেচনায় অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করেন ও দণ্ডপ্রদানে উদ্যত হন। মুনিবর তাহাতে কুপিত হইয়া শাপপ্রদানে সেই ষষ্টি সহস্র রাজকুমারকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন; অতঃপর সগরের পৌত্র অংশুমান্ পাতালে গমনপূর্ব্বক মুনিকে তুষ্ট করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলে ইঁহার যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। উত্তরকালে ইঁহারই বিখ্যাত বংশধর ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনয়নপূর্ব্বক শাপদগ্ধ ষষ্টিসহস্র পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধারসাধন করেন। মহারাজ সগরের পুত্রগণ কর্ত্তৃক খাত হইয়াছিল বলিয়া সমুদ্রের আর এক নাম 'সাগর'।

সগর্ভ—১। গর্ভযুক্ত। গর্ভের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সহোদর। সহ (সমান) গর্ভ যাহাদের, বহু। সং; পু। স্ত্রী সগর্ভা।

সগর্ভা—গর্ভবতী; সহোদরা। বহু; সগর্ভ দেখ। বিণ বা সং; স্ত্রী।

সগর্ভ্য—সহোদর। সমান যে গর্ভ সে সগর্ভ, তাহাতে জাত; সগর্ভ + য্য তদ্ধিতার্থে। সং; পু।

সগোত্র—একবংশজাত, জ্ঞাতি। সহ (সমান) হইয়াছে গোত্র যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি।

সগ্ধি—সহভোজন, একত্র আহার করা। সহ—অদ্ (খাওয়া) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সঘন—১। মেঘাবৃত। মেঘের সহ বর্ত্তমান যে বা যাহা, বহু। বিণ; ত্রি। ২। নিরন্তর। দেশজ। বিণ।

সঙ—সং দেখ।

সঙরণ—স্মরণ শব্দের অপভ্রংশ।

সঙ্কট—১। সঙ্কীর্ণ, অল্পপ্রস্থ, সরু, সুঁড়ি; অপ্রতুল; অভেদ্য; আপদ্-জনক; নিবিড়; জনতাযুক্ত। সম্-কট্ + অন্ ক; অথবা সম্ + কটচ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সঙ্কটা। ২। বিপদ, দুঃখ; সম্মর্দ্দ, জনতা। সং; ক্লী।

সঙ্কটকাল—বিপৎকাল, বিপদের সময়। ৬তৎ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

সঙ্কটসঙ্কুল—বিপৎপূর্ণ, দুঃখব্যাপ্ত। ৩তৎ।

সঙ্কটা—১। সঙ্কীর্ণা ইত্যাদি। সঙ্কট দেখ। সঙ্কট + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবীবিশেষ; যোগিনীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সঙ্কটাপন্ন—বিপদাপন্ন, বিপদে পতিত, বিপন্ন। ২য়া। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সঙ্কটাপন্না।

সঙ্কথা—সংলাপ, পরস্পর কথোপকথন। সম্-কথ্ (বলা) + ভ ভা + আপ্। সং; স্ত্রী।

সঙ্কর—১। অবস্কর, সম্মার্জ্জনী-ক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা; বর্ণসঙ্কর বা মিশ্রজাতি। সম্—কৃ (বিক্ষিপ্ত করা) + অল্ র্ম্ম। ২। মিলন, মিশ্রণ; পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের একত্র অবস্থান। সম্—কৃ (করা) + অল্ ভা। সং; পু।

সঙ্কর্ষণ—১। আকর্ষণ; কর্ষণ। সম্—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বলরাম। সম্—কৃষ্+অন র্ম বা ক। সং; পুং।

সঙ্কলন, সঙ্কলনা—অঙ্কযোগ; সংগ্রহ; আহরণ, সঞ্চয়; মিলন। সম্—কল্ (গণনা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সঙ্কলিত—সংগৃহীত, আহৃত, সঞ্চিত; একত্রীকৃত; যোজিত। সম্—কল্ (গণনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সঙ্কল্প—মনোরথ; মানস-কর্ম; অভিপ্রায়; অভিলাষ। সম্—কৃপ্ (কল্পনা করা)+অল্ র্ম। সং; পুং।

সঙ্কল্পজন্মা (—জন্মন্)—মনসিজ, কন্দর্প। সঙ্কল্প হইতে জন্ম যাহার, বহু। সং; পুং।

সঙ্কল্পযোনি—কন্দর্প, মদন। সঙ্কল্প হইয়াছে যোনি (উৎপত্তি-হেতু) যাহার, বহু। পুং।

সঙ্কল্পবিকল্প—সঙ্কল্প ও বিবিধ কল্পনা, অভিলাষ ও সংশয়। দ্বন্দ্ব। সং; পুং।

সঙ্কল্পসিদ্ধি—মনোরথসিদ্ধি, অভিলাষের পূরণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সঙ্কল্পিত—অভিপ্রেত; অভিলষিত; বাঞ্ছিত; কর্তব্যরূপে স্থিরীকৃত। সম্—কৃপ্ (কল্পনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সঙ্কসুক—অস্থির, চঞ্চল; সঙ্কীর্ণ; মন্দ, অনিত্য; দুর্বল। সম্—কস্ (গমন করা)+উকন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সঙ্কসুকা।

সঙ্কাশ—নিকট, সমীপ; (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) তৎসদৃশ। সম্—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণ—১। বহুলোক-সমাকীর্ণ, জনতাপূর্ণ; নানাবস্তুমিলিত; ব্যাপ্ত; মিশ্রিত; সঙ্কর; পরস্পর বিজাতীয়; সঙ্কট; অপ্রশস্ত; সঙ্কুচিত। সম্—কৃ (ছড়ান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। বর্ণসঙ্করজাতি। সং; পুং।

সঙ্কীর্ণকণ্ঠ—১। সঙ্কুচিত কণ্ঠ। কর্মধা। সং; পুং। ২। সঙ্কুচিত কণ্ঠবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সঙ্কীর্ণগ্রীব—ক্ষুদ্র গ্রীবাবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণচিত্ত—১। ক্ষুদ্র মনঃ, নীচ অন্তঃকরণ। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। ক্ষুদ্রমনাঃ, অনুদার হৃদয়, অপ্রশস্তমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণচেতাঃ (—চেতস্)—ক্ষুদ্রমনাঃ, অপ্রশস্ত চিত্ত, অনুদারমনাঃ। সঙ্কীর্ণ চেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণতা—ক্ষুদ্রতা; অপ্রসরতা; জনতা; সাঙ্কর্য। সঙ্কীর্ণ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণনীতি—অনুদার নীতি, অপ্রশস্ত নিয়ম, যে নীতি অল্প লোকের মধ্যেই আবদ্ধ—সার্বজনীন নহে। কর্মধা। সং; স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণমনাঃ (—মনস্)—সঙ্কীর্ণচেতাঃ, অনুদারচিত্ত। বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণমুখ—১। সঙ্কুচিত মুখ। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। ক্ষুদ্র মুখবিশিষ্ট; অপ্রশস্ত দ্বারযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণযোনি—১। নীচজাতি। কর্মধা। সং; স্ত্রী বা পুং। ২। নীচজাতীয়। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণহৃদয়—১। ক্ষুদ্র মনঃ, অপ্রশস্ত অন্তঃকরণ। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। ক্ষুদ্রচেতাঃ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—হৃদয়া।

সঙ্কীর্ণাত্মা (—আত্মন্)—১। ক্ষুদ্র মনঃ। সঙ্কীর্ণ যে আত্মা (চিত্ত), কর্মধা। সং; পুং। ২। ক্ষুদ্রমনাঃ। বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণায়তন—১। ক্ষুদ্র আয়তন। কর্মধা। সং; ক্লী। ২। অপ্রসর আয়তনবিশিষ্ট, অপ্রশস্ত, সঙ্কুচিত। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণাবয়ব—১। সঙ্কুচিত দেহ, ক্ষুদ্র শরীর। কর্মধা। সং; পুং। ২। ক্ষুদ্রকায়, সঙ্কুচিত দেহবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণাবস্থ—সঙ্কুচিত অবস্থাযুক্ত, হীনদশাযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সঙ্কীর্ণাবস্থা।

সঙ্কীর্ণাবস্থা—সঙ্কুচিত দশা, হীন দশা। কর্মধা। সং; স্ত্রী।

সঙ্কীর্তন, সঙ্কীর্তনা—সম্যক্‌রূপে গুণ-কথন; বর্ণন; উচ্চারণ; ঈশ্বরের নাম গান। সম্—কৃত্ (কীর্তন করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং; ক্লী ও স্ত্রী।

সঙ্কীর্তিত—সম্যক্‌রূপে কীর্তিত, বিশেষভাবে উক্ত; প্রশংসিত; বর্ণিত; উচ্চারিত। সম্—কৃত্ (কীর্তন করা)+ক্ত র্ম। বিণ।

সঙ্কুচিত—মুদ্রিত, অপ্রসারিত; কুঞ্চিত; অপ্রশস্ত; সংক্ষিপ্ত। সম্—কুচ্ (গুটাইয়া লওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সঙ্কুটন—মৃত্যু, মরণ। সম্—কুট্ (কুটিল হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সঙ্কুল—১। সঙ্কীর্ণ; বহুলোকসমাকীর্ণ; ব্যাপ্ত, মিশ্রিত। সম্—কুল্ (সংহত হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সঙ্কুলা। ২। পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য; যুদ্ধ, জনতা। সং; ক্লী।

সঙ্কুলান—পর্যাপ্তি। দেশজ। সং।

সঙ্কেত—১। ইঙ্গিত, ইসারা; চিহ্ন; নিয়ম; বোধ; অভিধা, শব্দের অর্থ বোধক শক্তি। সঙ্কেত্ (আমন্ত্রণ করা)+অল্ ভা। ২। নিরূপিত স্থান (Place of appointment)। সঙ্কেত্+অল্ র্ম। সং; পুং।

সঙ্কেত-নিকেতন—প্রিয়মিলনার্থ নির্দ্ধারিত গৃহ। ৬মী কর্মধা। সং; ক্লী।

সঙ্কেতশব্দ—সঙ্কেতসূচক ধ্বনি, ইশারা-জ্ঞাপক শব্দ। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পুং।

সঙ্কেতালোক—সাঙ্কেতিক আলোক, চিহ্ন-জ্ঞাপক আলো। ৬মী কর্মধা। সং; পুং।

সঙ্কেতিত—১। সঙ্কেতযুক্ত। সঙ্কেত+ইত যুক্তার্থে। ২। অভিধা শক্তি দ্বারা বোধিত (শব্দার্থ)। সঙ্কেত্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সঙ্কোচ, সঙ্কোচন—সঙ্ক্ষেপ, বহুবিষয়ক বাক্যার্থের অল্পবিষয়ে সংস্থাপন; সামান্য বিষয়ের বিশেষ করণ; মুদ্রণ, অপ্রসারণ; বন্ধন; জড়ত্ব। সম্—কুচ্+অল্, অনট্ ভা। সং। যথাক্রমে পুং ও ক্লী।

সঙ্কোচনীয়—অপ্রসারণীয়, মুদ্রণীয়; সংক্ষেপণীয়। সম্—কুচ্+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

সঙ্কোচপ্রাপ্ত—লজ্জাপ্রাপ্ত, লজ্জিত; জড়ভাবাপন্ন। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

সঙ্কোচশূন্য—লজ্জাহীন, কুণ্ঠারহিত; জড়ভাবশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সঙ্ক্রন্দন—১। অতি-রোদন। সম্—ক্রন্দ্ (কাঁদা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। দেবরাজ, ইন্দ্র। সম্—ণিজন্ত ক্রন্দ্ বা ক্রন্দি (কাঁদান)+অন ক। সং; পুং।

সঙ্ক্রম, সঙ্ক্রমণ—সংক্রম দেখ।

সঙ্ক্রমিত—সংক্রমিত দেখ।

সঙ্ক্রান্ত—সংক্রান্ত দেখ।

সঙ্ক্রান্তি—সংক্রান্তি দেখ।

সঙ্ক্রাম—সংক্রাম দেখ।

সঙ্ক্রামক—সংক্রামক দেখ।

সঙ্ক্রামিত—সংক্রামিত দেখ।

সঙ্ক্ষয়—নাশ, ধ্বংস; প্রলয়। সম্—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং।

সঙ্ক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত; সঙ্কুচিত; অল্পীকৃত; সঞ্চিত; গৃহীত। সম্—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সঙ্ক্ষিপ্তসার—১। সঙ্কুচিত সারবিশিষ্ট, যাহার সারভাগ সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইয়াছে সার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সারা। ২। ক্রমদীশ্বর-প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণবিশেষ। সংক্ষিপ্ত হইয়াছে সার যাহাতে, বহু। সং; পুং।

সঙ্ক্ষীয়মাণ—ক্ষয়প্রাপ্যমাণ; যাহা ক্ষয়িত হইতেছে এরূপ। সম্—ক্ষি (ক্ষয় করা)+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

সঙ্ক্ষুব্ধ—চঞ্চলীভূত; আলোড়িত; আকুল। সম্—ক্ষুভ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সঙ্ক্ষেপ, সংক্ষেপ—সঙ্কোচ; সংক্ষিপ্ত বর্ণন; অল্পীকরণ। সম্—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং; পুং।

সঙ্ক্ষেপণ—সঙ্ক্ষিপ্তকরণ। সম্—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সঙ্ক্ষেপতঃ (—তস্)—সংক্ষিপ্তভাবে, সংক্ষেপে। সঙ্ক্ষেপ+তস্। ব্য।

সঙ্ক্ষোভ—অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; ধর্ষণ; অতিক্ষোভ; গর্ব। সম্—ক্ষুভ্ (ক্ষুব্ধ হওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং। [অধি। সং; ক্লী।

সংখ্য—যুদ্ধ, সংগ্রাম। সম্—খ্যা (বলা)+

সখ্যা, সংখ্যা—১। বিচার ; গণনা ; একত্বাদি, "একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতন্তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটির্অর্বুদমেব চ। বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরম্।" সম্—খ্যা+ও ভা+আপ্। ২। বুদ্ধি। সম্—খ্যা+ও ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সখ্যাত—গণিত ; বিচারিত, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। সম্—খ্যা+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সখ্যান—ধ্যান ; গণনা। সম্—খ্যা (বলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সখ্যাপন—নির্দ্ধারণ, স্থিরীকরণ। সম্—ণিজন্ত খ্যা=খ্যাপি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সখ্যাবান্ (–বৎ)—১। সখ্যাযুক্ত। সখ্যা +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী সখ্যাবতী। ২। পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ। সং ; পু।

সখ্যেয়—গণনীয়, গণ্য। সম্—খ্যা (বলা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সখ্যেয়া।

সঙ্গ—সংসর্গ, সহবাস ; সম্বন্ধ ; মিলন ; বিষয়ানুরাগ ; আসক্তি ; প্রতিবন্ধ। সনজ্ (সঙ্গ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সঙ্গচ্যুত—সঙ্গভ্রষ্ট, সংসর্গবিচ্যুত, সঙ্গী হইতে দূরগত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গত—১। যথোপযুক্ত ; যুক্তিযুক্ত ; মিলিত ; সম্বদ্ধ ; দৃষ্ট। সম্—গম্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। প্রেম ; মিলন ; মিত্রতা ; গায়কের গানের সঙ্গে যন্ত্র বাদ্যের অনুগমন। সম্—গম্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সঙ্গতি—সঙ্গম ; মিলন ; সম্বন্ধ ; সম্ভোগ ; সংস্থান। সম্—গম্+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সঙ্গতিপন্ন—সঙ্গতিশালী, ধনবান্। সঙ্গতিকে পন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গতিশালী (–শালিন্)—সংস্থানশালী, ধনবান্। সঙ্গতি+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, –শালিনী।

সঙ্গতিশূন্য—সংস্থানবিহীন, সম্বলবিহীন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গতিসম্পন্ন—সঙ্গতিশালী। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গতিসাধক—সংস্থানকারক ; মিলনসম্পাদক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –সাধিকা।

সঙ্গদোষ—সংসর্গদোষ, সহবাসজন্য অনিষ্ট। সঙ্গজনিত দোষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

সঙ্গম—মিলন ; নদ্যাদির মিলনস্থান ; সহবাস ; সম্ভোগ। সম্—গম্+অল্ ভা। সং ; পু।

সঙ্গর—১। আবাস ; যুদ্ধ। সম্—গৃ+অল্ অধি। ২। কর্ম্মকরণ।…+অল্ ভা। ৩। প্রতিজ্ঞা ; জ্ঞান ; নিয়ম ; প্রশ্ন ; বিষ।…+অল্ র্ম। সং ; পু।

সঙ্গাতি—মিলন। প্রা, ক। সং।

সঙ্গিন—১। গুরুতর, কঠিন। দেশজ। বিণ। ২। বন্দুকের অগ্রস্থ ছোরা। দেশজ। সং।

সঙ্গিবিরহিত—সঙ্গিশূন্য, সহচরবিহীন, একক। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গিহীন—সঙ্গিশূন্য, সহচরশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গী (সঙ্গিন্)—সহচর ; সহগামী ; আসক্ত। সঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে ; অথবা সনজ্ (সঙ্গ করা)+ঘিণুন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সঙ্গিনী।

সঙ্গীত—১। গান ; তৌর্য্যত্রিক। সম্—গৈ +ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। সম্যক্ গীত। সম্—গৈ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গীতজ্ঞ—সঙ্গীতবেত্তা, সঙ্গীত বিষয়ে অভিজ্ঞ ; সঙ্গীত—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গীতপ্রবাহ—সঙ্গীতস্রোতঃ, গানের বেগ, গানের রেস্। ৬তৎ। সং ; পু।

সঙ্গীতমুখর,–মুখরিত—গীতবাদ্যের শব্দে পরিপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গীতমুগ্ধ—গান শুনিয়া বিমোহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, মুগ্ধা।

সঙ্গীতলহরী—সঙ্গীততরঙ্গ, তরঙ্গের ন্যায় উত্থানপতনশীল সঙ্গীতধ্বনি। ৬তৎ। সং।

সঙ্গীতবিদ্যা—তৌর্য্যত্রিক বিদ্যা, গানবাজনার শাস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সঙ্গীতবিদ্যালয়—সঙ্গীত শিক্ষার পাঠশালা, 'মিউজিক্ স্কুল'। সঙ্গীতবিদ্যার আলয়, ৬তৎ। সং ; পু।

সঙ্গীতবিশারদ—সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী, সঙ্গীতজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গীতশাস্ত্র—গান নৃত্য গীত জ্ঞাপক অনুশাসন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। সঙ্গীত পারিজাত, সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীতদামোদর, নর্ত্তনবিলাস, নর্ত্তননির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ উক্ত শাস্ত্রের অন্তর্গত।

সঙ্গীতানুরাগ—সঙ্গীতে আসক্তি, গানবাজনার প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ। সং ; পু।

সঙ্গীতানুরাগী (–রাগিন্)—সঙ্গীতপ্রিয়, গানবাজনা ভালবাসে এরূপ। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী সঙ্গীতানুরাগিণী।

সঙ্গীতানুশীলন—গীতবাদ্যাদির চর্চ্চা। সঙ্গীতের অনুশীলন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সঙ্গীতি—গীত ; কথোপকথন, আলাপ। সম্—গৈ (গান করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সঙ্গীর্ণ—প্রতিজ্ঞাত, প্রতিশ্রুত। সম্—গৃ (ভক্ষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গুপ্ত—সম্যক্ গুপ্ত, লুক্কায়িত। সম্—গুপ (গোপন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গৃহীত—সংগৃহীত দেখ।

সঙ্গোপন—সংগোপন দেখ।

সঙ্গোপিত—সংগোপিত দেখ।

সঙ্গ্রহ, সঙ্গ্রাহ, সঙ্গ্রহণ—সংগ্রহ দেখ।

সঙ্গ্রহীতা, সঙ্গ্রাহক, সঙ্গ্রাহী—সংগ্রহীতা, সংগ্রাহক, সংগ্রাহী দেখ।

সঙ্ঘ, সংঘ—গণ ; সমূহ ; দল। সম্—হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ র্ম। সং ; পু।

সঙ্ঘচারী (–চারিন্)—১। জনতার সহিত গমনকারী, দল বাঁধিয়া বিচরণকারী। সঙ্ঘ—চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, –চারিণী। ২। মৎস্য। সং ; পু।

সঙ্ঘজীবী (–জীবিন্)—ব্রতাচারী ; মুটিয়া-মজুর। সঙ্ঘ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রী, –জীবিনী।

সঙ্ঘটন (বা সংঘটন), সঙ্ঘটনা (বা সংঘটনা)—মেলন, সংঘম ; যোজনা। সম্—ঘট্ (চেষ্টা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে +অন্ ভা+আপ্। সং ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সঙ্ঘটিত, সংঘটিত—সঙ্ঘাত ; মিলিত ; যোজিত। সম্—ঘট্+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সঙ্ঘট্ট, সঙ্ঘট্টন, সঙ্ঘট্টনা—মেলন ; ঘোটন ; চালন ; পরস্পর ঘর্ষণ। সম্—ঘট্ট (চালিত করা)+অল্, অনট্ ভা, ৩য় পক্ষে…+অন্ ভা+আপ্। সং ; ক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

সঙ্ঘট্টিত—চালিত ; নিষ্পিষ্ট ; ঘর্ষিত ; সংযোজিত, গঠিত। সম্—ঘট্ট (চালনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সঙ্ঘর্ষ (বা সংঘর্ষ), সঙ্ঘর্ষণ (বা সংঘর্ষণ)—পরস্পর ঘর্ষণ, টক্কর, ঠোকাঠুকি ; মর্দ্দন। পরস্পর স্পর্দ্ধা ; বাজি রাখা ; ঘোটন। সম্—ঘৃষ্ (ঘষা)+অল্, অনট্, ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সঙ্ঘশঃ—বহুশঃ, ভূরিশঃ ; দলে দলে, পালে পালে। সঙ্ঘ শব্দ (সমূহ, দল)+চশস্। ব্য।

সঙ্ঘস—১। ভক্ষ্যবস্তু, খাদ্যদ্রব্য। সম্—ঘস্ +অস্ র্ম। ২। ভোজন। সম্—ঘস্ (খাওয়া)+অস্ ভা। সং ; পু।

সঙ্ঘাত, সংঘাত—বধ ; আঘাত ; সমূহ ; সংহতি ; নিবিড় সংযোগ, জমাট। সম্—হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সঙ্ঘাতবল—পদার্থবিজ্ঞানে—দুই বা তদধিক বলের সঙ্ঘাতে যে কার্য্য হয়, সেই ফল একটিমাত্র বল দ্বারা উৎপাদন করিতে হইলে, যে বলের প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়, তাহাকে উহাদের সঙ্ঘাত-বল বলে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সঙ্ঘুষিত, সঙ্ঘুষ্ট—১। সম্যক্ ঘোষিত ; প্রচারিত, শব্দিত। সম্—ঘুষ্ (ঘোষণা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ঘোষণা ; শব্দ। সম্—ঘুষ্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সঙ্ঘৃষ্ট—মর্দ্দিত ; ঘর্ষিত। সম্—ঘৃষ্ (ঘর্ষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সচকিত—ত্রস্ত, শঙ্কিত। বিণ ; ত্রি।

সচকিতে—সভয়ে, চমকিতভাবে, চমকাইয়া। বহু। ক্রি-বিণ। [ত্রি।

সচন্দন—চন্দনাক্ত, চন্দনমিশ্রিত। বহু। বিণ ;

সচরাচর—১। স্থাবরজঙ্গম-সহিত। চর ও অচর=চরাচর, দ্বন্দ্ব; চরাচরের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সচরাচরা। ২। সাধারণতঃ; প্রায়শঃ, সর্ব্বদা। দেশজ। ক্রি বিণ।

সচি, সচী—শচী, ইন্দ্রপত্নী, ইন্দ্রাণী। সচ্ (সেক করা)+ই ক। সং; স্ত্রী।

সচিত্র—চিত্রসহকৃত, প্রতিকৃতি-সমন্বিত, ছবি সহিত। চিত্রের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সচিত্রা।

সচিব—সহায়; সঙ্গী; মন্ত্রী, অমাত্য। সচ্ (সম্বন্ধ করা)+ই ভা=সচি, তদুত্তরে বা (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

সচেতন—চৈতন্যযুক্ত, প্রাণী। চেতনার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সচেষ্ট—চেষ্টান্বিত, চেষ্টিত। চেষ্টার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সচেষ্টা।

সচ্চিদানন্দ—১। পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। সৎও (নিত্য) যে চিৎও (জ্ঞান) সে আনন্দও সে, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। নিত্যজ্ঞানসুখ-স্বরূপ। বিণ; ত্রি।

সচ্চিন্তা—সাধুচিন্তা, সদ্বিষয় ভাবনা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সচ্ছল—সুসারসম্পন্ন, সঙ্গতিপন্ন, যোত্রসম্পন্ন। দেশজ। বিণ।

সচ্ছিদ্র—ছিদ্রযুক্ত, ছেঁদাবিশিষ্ট। ছিদ্রের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সচ্ছিদ্রা।

সজন—জন-সহকৃত, লোক সহিত, লোকজন সমন্বিত। জনের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সজনী—সহচরী, সখী, বয়স্যা; প্রেয়সী, প্রণয়িনী; রমণী, কামিনী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

সজল—জলযুক্ত, জলপূর্ণ। জলের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সজলা।

সজলনয়ন,-লোচন—১। অশ্রুপূর্ণ চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অশ্রুপূর্ণ নেত্রবিশিষ্ট, যাহার চোখে জল আসিয়াছে এরূপ। সজল হইয়াছে নয়ন বা লোচন যাহার, বহু। বিণ।

সজল-নয়নে,-লোচনে—সাশ্রুনেত্রে, জলভরা চোখে। সজল হইয়াছে নয়ন বা লোচন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সজাগ—অনিদ্রিত, জাগরিত। দেশজ শব্দ।

সজাতি—একজাতি; একজাতীয় স্ত্রীপুরুষ-জাত সন্তান। সমান যে জাতি, কর্ম্মধা। সং; পু।

সজাতীয়—একজাতীয়; একশ্রেণীভুক্ত; এক-ধর্ম্মাক্রান্ত। সজাতি+ঈয়। বিণ; ত্রি।

সজিনা—বৃক্ষবিশেষ, শোভাঞ্জন বৃক্ষ। দেশজ।

সজীব—জীবনযুক্ত, জীবিত, প্রাণী। জীবের (জীবনের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সজীবা। [ব্য।

সজুঃ, সজুঃ—সহিত। সহ-জুষ্+ক্বিপ্ ক।

সজুষ্—একত্রসেবাকারী, সঙ্গী, সহায়। সহ-জুষ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সজ্জ—সজ্জিত, সাজান; ভূষিত। সস্জ্ (গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সজ্জা।

সজ্জন—১। সাধু ব্যক্তি; সৎকুলজাত; কুলীন। সৎ (সাধু) যে জন, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। সাজান; হাতীকে সাজান; আয়োজন; সৈন্যস্থাপন, ঘাটি। সস্জ্ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সজ্জনা—সজ্জন, সাজান; হাতীকে সাজান; আয়োজন; সৈন্যস্থাপন, ঘাটী। সস্জ্+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

সজ্জা—১। সজ্জিতা, ইত্যাদি। সজ্জ দেখ। সজ্জ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আয়োজন; সাজ; বেশ; ভূষা। সস্জ্+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

সজ্জাগৃহ—বেশগৃহ, সাজঘর। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

সজ্জিত—সাজান; ভূষিত; বর্ম্মিত, সাঁজোয়া-পরা; আয়োজিত; উদ্যুক্ত। সজ্জা শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সজ্জিতা।

সজ্জীভূত—সজ্জিত; ভূষিত। পূর্ব্বে সজ্জ ছিল না এক্ষণে সজ্জ হইয়াছে এই বাক্যে সজ্জ শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=সজ্জী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সজ্ঞান—জ্ঞানযুক্ত, সচেতন। জ্ঞানের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সজ্ঞানে—জ্ঞানপূর্ব্বক, জানিয়া শুনিয়া; জ্ঞান লইয়া, জ্ঞান থাকিতে থাকিতে। জ্ঞানের সহ বর্ত্তমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সজ্য—জ্যাযুক্ত, আরোপিত মৌর্ব্বী। জ্যার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সঞ্জে—সঙ্গে। প্রা, ক। ব্য।

সঞ্চয়, সঞ্চয়ন—সংগ্রহ; সঙ্কলন; সমূহ। সম্-চি (চয়ন করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সঞ্চয়ভাণ্ডার—সঞ্চয়-গৃহ, আহৃত বস্তুর ভাঁড়ার। ৬তৎ। সং; পু।

সঞ্চয়ী (-য়িন্)—সঞ্চয়কারী, সংগ্রহকর্ত্তা। সঞ্চয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা সম্-চি (চয়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-য়িনী।

সঞ্চর, সঞ্চরণ—১। গমন; চলন; কম্পন। সম্-চর (গমন করা)+অল্, অনট্ ভা। ২। পথ; স্থান; সেতু; শরীর। সম্-চর্+অল্, অনট্ ণ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সঞ্চরমাণ—গমনশীল। সম্-চর্ (গমন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

সঞ্চরিত—গত; প্রচলিত। সম্-চর্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সঞ্চরিষ্ণু—সঞ্চরণশীল, সঞ্চরণকারী। সম্-চর্ (গমন করা)+ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি।

সঞ্চলন—চলন; প্রচলন; কম্পন; দোলন। সম্-চল্ (চলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সঞ্চান—শ্যেনপক্ষী, বাজ বা শিকরে পাখী। সম্-চি+ডান ক। সং; পু।

সঞ্চায্য—ক্রতু, যজ্ঞ। সম্-চি (চয়ন করা)+ঘ্যণ্ ণ্, নিপাতনে। সং; পু।

সঞ্চার—১। গমন; সংক্রমণ; বিপদ্; উত্তেজন; চালন; বিস্তার। সম্-চর্+ঘঞ্ ভা। ২। পথ; সেতু। সম্-চর্+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

সঞ্চারক—চালক; সংক্রামক; উত্তেজক। সম্-চারি (চালান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সঞ্চারিকা।

সঞ্চারিকা—১। চালিকা, ইত্যাদি। সঞ্চারক দেখ। সঞ্চারক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যুগ্ম, দূতী; ঘ্রাণ। সং; স্ত্রী।

সঞ্চারিত—ইতস্ততঃ চালিত। সম্-ণিজন্ত চর্=চারি (চলান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সঞ্চারী (-রিন্)—১। সঞ্চরণশীল; গমনশীল; অস্থায়ী। সম্-চর্ (গমন করা)+ণিন ক। বিণ; পু। স্ত্রী সঞ্চারিণী। ২। নির্ব্বেদ আবেগ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব; বায়ু; ধূপ। সং; পু।

সঞ্চালন—সংক্রমণ; গমন; চালনা; নাড়াচাড়া। সম্-ণিজন্ত চল্ বা চালি (চলান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সঞ্চালিত—ইতস্ততঃ চালিত; সংক্রমিত। সম্-ণিজন্ত চল্=চালি (চলান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সঞ্চালিতা।

সঞ্চিত—সংগৃহীত; সঙ্কলিত; যাহা জমা করা হইয়াছে এরূপ; সম্ভৃত, রাশীকৃত। সম্-চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সঞ্চিতার্থ—সংগৃহীত ধন; রাশীকৃত বিত্ত, জমান টাকাকড়ি। কর্ম্মধা। সং; পু।

সঞ্চীয়মান—যাহা সঞ্চিত হইতেছে এরূপ, আহ্রীয়মাণ। সম্-চি (চয়ন করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-মানা।

সঞ্চেয়—সঞ্চয়যোগ্য, আহরণীয়। সম্-চি (চয়ন করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সঞ্জন—সজ্ঘটন; বন্ধন। সনঞ্জ্ (সঙ্গ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সঞ্জয়—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সচিব। সম্-জি (জয় করা)+অল্ ক। সং; পু। কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়া ইনি অকৃতকার্য্য হন। অনন্তর কুরুক্ষেত্রসমরের সময় ইনি ব্যাসদেবের নিকট দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া অন্ধরাজের নিকট যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন। কুরুসৈন্য ধ্বংসের পর সাত্যকি ইঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ব্যাসদেব ইঁহাকে রক্ষা করেন।

যুদ্ধান্তে ইনি ধৃতরাষ্ট্রসহ পাণ্ডবগণের আশ্রয়ে পঞ্চদশ বৎসর বাস করেন ও তৎপরে তাঁহার সহিত বনবাসী হন। ধৃতরাষ্ট্রাদি বাড়বানলে দগ্ধ হইবার সময়ে ইনি তাঁহার উপদেশক্রমে হিমাচল অঞ্চলে গমন করিয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

সঞ্জবন—পরস্পরাভিমুখীন গৃহচতুষ্টয়, চক-মিলান ঘর। সম্‌—জু (গমন করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

সঞ্জাত—উৎপন্ন, উদ্ভূত। সম্‌—জন্ (জন্মা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সঞ্জাতা।

সঞ্জাব—কাপড়ের পাড়ি, কাপড়ের কিনারার নীচের পটী। বৈদেশিক। সং।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—খ্যাতনামা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ, এবং যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মেদিনীপুর স্কুলে এবং পরে হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইনি বেঙ্গল রায়ট্ (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রণয়ন করেন। এক সময়ে এই পুস্তকখানি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইনি কিছুদিন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে সবরেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিয়াছিলেন। এক সময়ে সরকারি কার্য্যানুরোধে ইঁহাকে পালামৌ যাইতে হয়। এই যাত্রার ফলে পালামৌ গ্রন্থ রচিত হয়। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর ভ্রমর নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র উহার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিলে এক বৎসর পরে সঞ্জীবচন্দ্র উহা পুনঃ প্রকাশিত করেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত ইনি উহার সম্পাদকতা করেন। ইঁহারই সম্পাদকতা কালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে ৫৫ বৎসর বয়সে জ্বররোগে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, পালামৌ, জাল প্রতাপচাঁদ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই জাল প্রতাপচাঁদ একদিন বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল।

সঞ্জীবন—১। প্রাণধারণ। সম্‌—জীব্ (বাঁচা)+অনট্ ভা।সং; ক্লী। ২। জীবিতকারী, জীবনদায়ক। সম্‌—ণিজন্ত জীব্=জীবি (বাঁচান)+অন ক। বিণ; ত্রি।

সঞ্জীবনী—১। জীবিতকারিণী। সম্‌—ণিজন্ত জীব্+অনট্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জীবনদায়ক ঔষধবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সটকা—আলবোলায় তামাক খাইবার লম্বা নল। দেশজ। সং।

সটকান—১। প্রস্থান, পলায়ন। সং। ২। প্রস্থান করা, চুপে চুপে সরিয়া পড়া, পলায়ন করা। দেশজ। ক্রি।

সটা—জটা; সিংহাদির গ্রীবাদেশস্থ কেশ, কেশর। সট্ (অংশ করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ।

সটান—টানযুক্ত, টানিয়া লম্বা, দীর্ঘ। দেশজ।

সটীক—টীকা-সমন্বিত। টীকার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সড়—পরামর্শ; সঙ্কেত। দেশজ। সং।

সড়ক—রথ্যা, রাস্তা। বৈদেশিক। সং।

সৎ—১। বিদ্যমান; উত্তম; সাধু; সত্য; মান্য; বিদ্বান্; নিত্য; চিরস্থায়ী। অস্+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। পু সন্; স্ত্রী সতী; ক্লী সৎ। ২। ব্রহ্ম। সং; ক্লী।

সতত—১। ক্রিয়াবিশেষ। সম্‌—তন্ (বিস্তার করা)+ক্ত র্ম। সং; ক্লী। ২। নিরন্তর। বিণ; ত্রি। ৩। সর্ব্বদা। ক্রি-বিণ।

সতর, সতের—সপ্তদশ, ১৭। দেশজ।

সতরঞ্চ—বৃহৎ স্থূল বস্ত্রাসন (carpet); দাবা খেলা (chess)। বৈদেশিক। সং।

সতর্ক—তর্কযুক্ত; বিবেচনাবিশিষ্ট; সাবধান। তর্কের (বিচারণার) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—র্কা। [সং; স্ত্রী।

সতর্কতা—সাবধানতা। সতর্ক+তা ভাবার্থে।

সতা—সতীন, সপত্নী। ক, প্র। সং।

সতানন্দ—গোতমবংশীয় জনৈক মুনি, জনক রাজগণের পুরোহিত। সৎ (উত্তম) হইয়াছে আনন্দ যাহার, বহু। সং; পু।

সতী—১। উত্তমা; সাধ্বী; পতিব্রতা। সৎ দেখ। সৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিব্রতা নারী; দক্ষসুতা, হরমহিষী; চতুরক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

দক্ষসুতা সতীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ;—

শিব শ্বশুর দক্ষকে প্রণামাদি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ জামাতার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হন এবং তাঁহাকে অবমাননা করিবার উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিবকে বাদ দিয়া ত্রিলোকের আর সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন। কলহপ্রিয় মহর্ষি নারদ এই নিমন্ত্রণের ভার পাইয়াছিলেন। দক্ষের একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও তিনি কৈলাসে উপস্থিত হইলেন এবং সতীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ দিয়া গেলেন। সতী যজ্ঞদর্শনে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর নিকট অনুমতি চাহিলেন। শিব তাহাতে প্রথমে সম্মত হইলেন না, কিন্তু পরে সতীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ পরিহার করিতে না পারিয়া অগত্যা অনুমতি দিলেন ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সতী অনিমন্ত্রিতভাবে পিত্রালয়ে উপস্থিত হওয়ায় দক্ষ সতীর সাক্ষাতে শিবের যৎপরোনাস্তি নিন্দা ও গ্লানি করিতে লাগিলেন। আদর্শসতী সতী পতি-নিন্দা-শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পিতৃসমক্ষে তনুত্যাগ করিলেন। নন্দী এই দুঃসংবাদ লইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলে মহাদেব ক্রোধে ও জিঘাংসায় উদ্দীপিত হইয়া স্বকীয় জটাচ্ছেদনপূর্ব্বক বীরভদ্রের সৃষ্টি করিলেন এবং সদলে দক্ষালয়ে উপনীত হইলেন। শিবানুচরগণ অকথ্য অত্যাচার করিয়া দক্ষের যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড ও তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। অনন্তর ব্রহ্মার অনুরোধে দক্ষের স্কন্ধদেশে ছাগমুণ্ড আরোপিত করিয়া তাঁহাকে জীবিত করা হইল। এদিকে শিব সতী-শোকে অধীর হইয়া প্রিয়ার শবদেহ ত্রিশূলাগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক চক্রাকারে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে সতীর দেহ খণ্ডশঃ ছিন্ন হইয়া এক এক খণ্ড এক এক স্থানে পতিত হইল। যে যে স্থানে ঐ সকল খণ্ড পতিত হইল, তাহা এক একটি পীঠস্থান নামে খ্যাত হইল। ভারতবর্ষে এইরূপ একান্নটি পীঠ আছে। অতঃপর সতী হিমালয়-রাজমহিষী মেনকার গর্ভে উমা বা গৌরী নামে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার শিবের ভার্য্যা হইলেন।

সতীত্ব—পাতিব্রত্য, পতিপরায়ণতা, স্ত্রীজাতির একমাত্র পতিভজনরূপ ধর্ম্ম। সতী শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সতীত্বধর্ম্ম—পতিপরায়ণতারূপ ধর্ম্ম। সতীত্বই যে ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। সং; পু।

সতীত্বনাশ—পাতিব্রত্য ধর্ম্মনাশ, সতীধর্ম্ম নষ্ট করা। ৬তৎ। সং; পু।

সতীত্বরক্ষা—পাতিব্রত্য ধর্ম্মরক্ষা, সতীধর্ম্ম পালন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সতীত্বাধার—পাতিব্রত্যের আধার, অতিশয় পতিব্রতা। ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

সতীদাহ—অনুমরণ; সহমরণ। ৬তৎ। সং; পু।

অতি প্রাচীনকাল হইতে এতদ্দেশীয় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ পতির চিতানলে বা পতির শবদেহ-প্রাপ্তি অসম্ভবপর হইলে, ভিন্ন চিতায় আরোহণপূর্ব্বক, স্বেচ্ছায় ভস্মীভূতা হইয়া সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। এই প্রথা সহমরণ বা সতীদাহ নামে খ্যাত।

সতীদাহ দুই প্রকার—সহমরণ ও অনুমরণ। পতির দেহের সহিত একত্র দগ্ধ হওয়া সহমরণ, এবং দূরদেশস্থ পতি মৃত

হইলে দেহের অভাবে পতির ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য লইয়া চিতানলে দগ্ধ হওয়া অনুমরণ। ব্রাহ্মণীর পক্ষে অনুমরণ প্রথার বিধি ছিল না। গর্ভবতী রমণীর সহমরণে যাইবার অধিকার ছিল না, কিন্তু প্রসবের পর অনুমরণের বিধান ছিল। পতির মৃত্যুর পর সহমরণাভিলাষিণী রমণী একটী আম্র-পল্লব ভাঙ্গিয়া হস্তে ধারণ করিত। নব-বিধবা আম্রপল্লব ধারণ করিলেই তাঁহাকে সহমরণে কৃতসঙ্কল্পা বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত। মৃত ব্যক্তির একাধিক ভার্য্যা থাকিলে সহমরণকালে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইত, কারণ দেশাচারে একাধিক রমণীর সহমরণে অধিকার নাই, অথচ সকলেই সহগমনাভিলাষিণী। শাস্ত্রজ্ঞ গুরু পুরোহিত বা আত্মীয়স্বজনগণ এই গোল-যোগের নিষ্পত্তি করিয়া একজনকেই নির্ব্বাচিত করিতেন। সহমরণোদ্যতা রমণী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং সিন্দুর ও অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া পতির শবের অনু-গমন করিতেন। মরণান্তে পতির সহিত একত্র স্বর্গভোগ করিবেন এই বিশ্বাসে তাঁহার নেত্র হইতে বিন্দুমাত্র শোকাশ্রু পতিত হইত না, বরং আনন্দে তাঁহার মুখ-মণ্ডল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত। অগ্রে শব-দেহ বাহিত হইত। সতী শবের পশ্চাৎ চলিতেন; তাঁহার পশ্চাতে আত্মীয়বর্গ ও কতিপয় ব্যক্তি ঢাক ঢোল মৃদঙ্গাদি বাদ্য করিতে করিতে হরিধ্বনি দিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইত। তথায় দুই হাত প্রস্থ, তিন হাত দীর্ঘ এবং তিন হাত উচ্চ চিতা সজ্জিত হইত। সতী পতিকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চিতার উপর শয়ন করিতেন। তখন চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হইত। বাদ্যধ্বনি ও হরিধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইত। সতী সহাস্যবদনে প্রজ্বলিত চিতামধ্যে থাকিয়া পতিসহ ভস্মী-ভূতা হইতেন। কোন রমণী যদি চিতা দেখিয়া ভয় পাইত, তবে তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনা হইত; কিন্তু চিতায় আরোহণ করিয়া ভয় পাইলে বা প্রত্যাবর্ত্ত-নের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে বল-পূর্ব্বক দাহ করা হইত।

মোগল-সম্রাট্ আকবর ইহার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহা রহিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনারেল হইয়া ইহা নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, কেবল রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, অক্রূরদত্তের বংশীয় দুর্গাচরণ দত্ত প্রমুখ কতি-পয় ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন। ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই বেণ্টিঙ্ক বাহা-দুর ১৮২৯ খৃঃ ৪ঠা ডিসেম্বর এক আইন করিয়া এই প্রথা রহিত করিয়া দেন। উক্ত আইনের মর্ম্ম এই যে, অতঃপর যে কেহ সতীদাহের সহায়তা করিবে, সে 'অপরাধ-যুক্ত নর-হত্যা' অপরাধে অপরাধী হইয়া দণ্ডনীয় হইবে। তদবধি সতীদাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। [৬তৎ। সং; পু।

সতীধর্ম্ম—পতিব্রতার ধর্ম্ম, সতীত্ব, পাতিব্রত্য।

সতীন, সতিনী—সপত্নী। দেশজ। সং।

সতী-মা—কর্ত্তা-ভজার এক আধুনিক শাখা। দেশজ। সং।

সতীর্থ—সমকালে এক গুরুর শিষ্য, সহপাঠী। সহ (সমান) হইয়াছে তীর্থ (উপাধ্যায়) যাহাদের, বহু। সং; পু।

সতীলক্ষ্মী—লক্ষ্মীসদৃশী গুণবতী সতী। সতী লক্ষ্মীসদৃশী, উপমিত কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সতীশ—শিব, মহাদেব। সতীর ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—১৮৭০ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ ইঁহার বাসস্থান। পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যা-বাগীশ। ইঁহারা সরযূপারী গ্রহবিপ্রবংশীয়। ইনি ১৪ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ অধ্যয়ন করতঃ এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী সভায় সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সহিত তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০০ খ্রীঃ ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯০১ খৃঃ পালি ভাষায় পরীক্ষা দিয়া ইনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষ, সিংহল বা ব্রহ্মদেশ হইতে আর কেহ কখন এই পরীক্ষা দেন নাই। ইঁহার পরীক্ষার জন্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটির পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার রাইজ ডেভিড্‌সকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিব্বতীয় ও জর্ম্মাণ ভাষাতেও ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯০২ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক "ডাক্তার অব্ ফিলজফি" (Doctor of Philosophy) এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ইনি সিংহল দেশে ভ্রমণ করিয়া পালি ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ইঁহার প্রণীত "আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ", "পালি ব্যাকরণ", "ন্যায়দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ", "বুদ্ধদেব" গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইনি ধর্ম্মপ্রাণ, উদার-প্রকৃতি, এবং সতত পরোপকার-নিরত ছিলেন। ১৯২০ খৃঃ ইনি দেহত্যাগ করেন।

সতৃষ্ণ—তৃষ্ণাযুক্ত; সস্পৃহ; তেজস্বী; বলবান্। তৃষ্ণার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সতৃষ্ণদৃষ্টি—১। সস্পৃহ দৃষ্টি, লালসাযুক্ত দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। লালসাযুক্ত দৃষ্টি-সম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি।

সতেজ—তেজস্বী, তেজাল, জোরাল। তেজের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। [বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইলেও এই পদটী অশুদ্ধ, কারণ 'তেজ' শব্দ নহে, 'তেজস্' শব্দ, সুতরাং 'সতেজাঃ' হওয়াই সঙ্গত]।

সতেজাঃ (-জস্)—তেজস্বী, বলিষ্ঠ, বলবান্। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সতের—সতর দেখ।

সৎকার, সৎকৃতি, সৎক্রিয়া—পুরস্কার; সমা-দর; পূজা; মঙ্গল; শবদাহাদি কর্ম্ম। সৎ শব্দ—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্তি ভা,অর্থে পক্ষে ···+শ ভা+আপ্। সং; পু ও স্ত্রী।

সৎকার্য্য—সাধুকার্য্য, প্রশংসনীয় কাজ, পুণ্য-কর্ম্ম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সৎকৃত—পুরস্কৃত; সমাদৃত; সম্মানিত,পূজিত। সৎ শব্দ—কৃ+ক্ত ম্ম। বিণ; ত্রি।

সৎকৃতি—সৎকার দেখ।

সৎক্রিয়া—সৎকার দেখ।

সত্তম—অতি উত্তম; পূজ্যতম। সৎ (উত্তম)+তম অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

সত্তা—বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব, স্থিতি; সাধুতা; উৎপত্তি; উৎকর্ষ; দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মে নিষ্ঠ জাতি। সৎ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সত্র, সত্র—যজ্ঞ; সদাদান, সদাব্রত; অরণ্য; গৃহ; ধন; আচ্ছাদন; কৈতব, ছল। সদ (গমন করা)+ত্র অধি। সং; ক্লী।

সত্রাজিৎ—কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা। সত্র শব্দ—আ—জি+কিপ্ ক। সং; পু।

সূর্য্যদেব সত্রাজিতের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্যমন্তক মণি দান করিয়াছিলেন। তিনি আবার নিজ সহোদর প্রসেনজিৎকে উহা দান করেন। প্রসেনজিৎ মৃগয়ায় হত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা আনিয়া সত্রাজিৎকে পুনঃ প্রদান করেন। অক্রূরের উত্তেজনায়

শতধন্বা সত্রাজিতের প্রাণবধ করিয়া স্যমন্তক মণি হরণ করেন।

সত্রী (-সত্রিন্)—যাগশীল; যজ্ঞকারী; গৃহস্থ। সত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

সত্ব, সত্ত্ব—১। প্রকৃতি; প্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ [ত্রিগুণ দেখ]; আত্মা; স্বভাব; বল; পরাক্রম; সাহস; মনঃ; উৎসাহ; ব্যবসায়; ধৈর্য্য; জীবন; প্রাণ; ধন; দ্রব্য; পিশাচাদি। সৎ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী। ২। প্রাণী, জন্তু। সং; ক্লী বা পু। [ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সত্ত্ব—বিদ্যমানতা; সত্তাজাতি। সৎ শব্দ+ত্ব

সত্ত্বস্থ—সত্ত্ব-গুণ প্রধান। সত্ত্ব শব্দ-স্থা (থাকা) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সত্ত্বস্থা।

সৎপথ—সাধুমার্গ, ধর্ম্মপথ; সুপথ। সন্ (সাধু) যে পথ, কর্ম্মধা। সং; পু।

সৎপথাবলম্বী (-লম্বিন্)—সাধুমার্গানুবর্ত্তী; ধর্ম্মপথাশ্রয়ী, পুণ্যের পথে গমনকারী। সৎপথ-অব-লম্ব্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-লম্বিনী।

সৎপ্রতিপক্ষ—ন্যায়ে হেত্বাভাসবিশেষ। সং; পু।

সৎমা—মাতার সপত্নী, বিমাতা। দেশজ। সং।

সত্য—১। অমিথ্যা, যাথার্থ্য; প্রতিজ্ঞা, শপথ; সর্ব্বোপরিস্থ লোক; কৃতযুগ। সৎ+য্য। সং; ক্লী। ২। যথার্থ। বিণ; ত্রি।

সত্যকথন—সত্য বলা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সত্যকিঙ্কর—সত্যের দাস, সত্যের অধীন। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

সত্যক্রিয়া—সত্য কার্য্য, সত্যানুষ্ঠান। ৬তৎ।

সত্যঙ্কার—সত্য করা, অঙ্গীকার; প্রতিজ্ঞা; কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার অঙ্গীকার বা বায়না দেওয়া। সত্য শব্দ-কৃ (করা) +ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সত্যচরণ শাস্ত্রী—প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত লেখক ও পণ্ডিত। ১৮৬৬ খৃঃ কলিকাতার অদূরবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বংশধর। এদেশে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপনেও এই বংশের বিলক্ষণ হাত ছিল। ইঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ক্লাইভের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং প্রপিতামহ ১২০ বৎসর জীবিত থাকিয়া ৭০ বৎসর পেন্‌সন ভোগ করিয়াছিলেন। সত্যচরণ সংস্কৃত কলেজে ও ৺কাশীধামে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত ইনি মহারাষ্ট্র, শ্যাম, যাবা, বালিদ্বীপ প্রভৃতি বহু স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন। বাং ১৩৩৩ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাইয়া অন্যান্য যাত্রীদিগের সম্বন্ধে বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি একজন নীরব কর্ম্মী,—নিঃশব্দে দেশের অনেক কাজ করিতেছেন। ইঁহার প্রণীত ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহে প্রচলিত ইতিহাসের অনেক ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। জালিয়াত ক্লাইভ, প্রতাপাদিত্য, ছত্রপতি শিবাজী, ভারতে অলিকসুন্দর প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যতীত হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় ইনি অভিজ্ঞ। বাঙ্গালা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা করিতে ইনি সমান পারদর্শী।

সত্যনারায়ণ—দেবতাবিশেষ, সত্যপীর। সত্যও যে নারায়ণও সে, কর্ম্মধা। সং; পু। [স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণের পূজাবিধি ও মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য লোকে মাননা করিয়া ইঁহার পূজা করে। প্রদোষকালে পাণ সুপারি প্রভৃতি দ্বারা পাঁচটী মোকাম প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ইঁহার পূজা করা হয়, এবং দুগ্ধ, রম্ভা, আটা, গুড়দ্বারা প্রস্তুত সিন্নী ইঁহার উদ্দেশে নিবেদিত হয়। ইহাকে কাঁচাসিন্নী বলে]।

সত্যনিষ্ঠ—সত্যে দৃঢ়তাসম্পন্ন, সত্যানুরাগী; সত্যবাদী। সত্যে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সত্যনিষ্ঠা।

সত্যনিষ্ঠা—১। সত্যে দৃঢ়তা, সত্যকথনে অনুরাগ। ৭তৎ। সং; স্ত্রী। ২। সত্যানুরাগিণী, সত্যবাদিনী। বহু। বিণ; স্ত্রী।

সত্যপরায়ণ—সত্যনিষ্ঠ, সত্যানুরাগী। সত্য হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সত্যপালন—সত্যরক্ষা, প্রতিজ্ঞাপালন, অঙ্গীকারানুযায়ী কার্য্যকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সত্যপ্রতিজ্ঞ—দৃঢ়প্রতিজ্ঞাযুক্ত, স্থিরসঙ্কল্প। সত্য হইয়াছে প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সত্যপ্রতিজ্ঞা।

সত্যপ্রিয়—সত্যনিষ্ঠ, সত্যানুরাগী। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সত্যপ্রিয়া।

সত্যভঙ্গ—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, অঙ্গীকারানুযায়ী কার্য্য না করা। ৬তৎ। সং; পু।

সত্যভামা—শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, রাজা সত্রাজিতের কন্যা। ইঁহার অভিলাষপূরণার্থ কৃষ্ণ দেবরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইঁহাকে পারিজাত আনিয়া দিয়াছিলেন। ইনি পুণ্যকব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ভর্ত্তাকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক নারদকে দান করেন। ইঁহার গর্ভে কৃষ্ণের ভানু প্রভৃতি সপ্তপুত্রের জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসকালে শ্রীকৃষ্ণ তনুত্যাগ করিলে অন্যান্য যাদবমহিলাগণ সহ ইনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্তিনায় নীতা হন এবং পরে বনাশ্রমে তপশ্চরণে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। সং; স্ত্রী।

সত্যভারত—বেদব্যাস। সং; পু। [সং; ক্লী।

সত্যভাষণ—সত্যকথন, সত্য বলা। ৬তৎ।

সত্যভাষী (-ভাষিন্)—সত্যবাদী, সত্য কথা বলে এরূপ। সত্য-ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সত্যভাষিণী।

সত্যম্—স্বীকার; অঙ্গীকার; প্রশ্ন। ব্য।

সত্যযুগ—চারিযুগের প্রথম যুগ। সত্যনামক যে যুগ, বা সত্যবহুল যে যুগ, মধ্যপদী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সত্যযৌবন—বিদ্যাধর। বহু। সং; পু।

সত্যলোক—সপ্তলোকান্তর্গত সর্ব্বোপরিস্থ লোক [লোক দেখ]। সত্য নামক লোক, মধ্যপদী কর্ম্মধা। সং; পু।

সত্যবচাঃ (-বচস্)—১। সত্যবাদী, যে সত্য কথা বলে। সত্য বচঃ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। মুনি। সং।

সত্যবতী—১। সত্যযুক্তা, সত্যপরায়ণা। সত্যবান্ দেখ। সত্যবৎ+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্যাসদেবের জননী। সং; স্ত্রী।

ব্যাস জননীর বাল্যনাম মৎস্যগন্ধা। বসুরাজের ঔরসে ও মৎস্যরূপা অপ্সরা অদ্রিকার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। মৎস্যের উদরে জন্ম হওয়ায় ইঁহার গাত্রে প্রথমে মৎস্যের গন্ধ ছিল, সেই জন্যই ইনি মৎস্যগন্ধা নামে খ্যাতা হন। মৎস্যের উদর হইতে বহির্গতা হইবার পর ইনি বসুরাজের নিকট নীতা হইলে তিনি ইঁহাকে দাশরাজের হস্তে অর্পণ করেন, এবং তাঁহারই দ্বারা ইনি লালিত পালিত হন।

মৎস্যগন্ধা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দাশরাজ কর্ত্তৃক যমুনানদীতে নৌচালনকার্য্যে নিযুক্তা হন। একদা পরাশর মুনি ইঁহার নৌকায় যমুনা পার হইবার সময় ইঁহাতে উপগত হইবার অভিলাষী হইয়া ইঁহার গাত্রের মৎস্যগন্ধ দূর করিয়া তাহা পদ্মগন্ধময় করেন এবং ইঁহার নাম সত্যবতী রাখেন। মুনির ঔরসে ইঁহার বিখ্যাত পুত্র বেদব্যাসের জন্ম হয়।

ইহার কিছুকাল পরে গঙ্গাদেবীর স্বামী শান্তনু রাজা সত্যবতীর গাত্রের পদ্মগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষী হন এবং দাশরাজের নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দাশরাজ বলিলেন, 'আপনি যদি সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রকে আপনার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তবেই আমি ইহাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিতে পারি।' গঙ্গার গর্ভজাত পুত্র দেবব্রত (পরে ভীষ্ম) বিদ্যমান থাকিতে

শান্তনু ঐ কথায় সম্মত হইতে পারিলেন না এবং নিতান্ত বিষণ্নচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। পিতৃভক্ত মহামতি ভীষ্ম পিতার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং দাশ-রাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজে সিংহাসন গ্রহণ করিবেন না ও চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ হইলে তাঁহার ঔরসে ইঁহার চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়।

শান্তনুর মৃত্যুর পর সত্যপরায়ণ ভীষ্ম বৈমাত্র ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদ অল্পদিন মধ্যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করিলেন ও কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কন্যাদ্বয়কে হরণ করিয়া আনিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। বিচিত্রবীর্য্যও নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কালকবলিত হইলেন। ইহাতে সত্যবতী স্বামী নির্ব্বংশ হইলেন বলিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হই-লেন এবং ভীষ্মের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ কানীন পুত্র ব্যাসদেব দ্বারা পুত্রবধূ-দ্বয়ের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামক দুই পুত্র উৎপাদন করাইলেন।

পৌত্রদ্বয়ের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সত্য-বতী ভীষ্মের আশ্রয়ে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কালক্রমে পাণ্ডু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সত্যবতী পুত্রবধূদ্বয়ের সহিত বনবাস আশ্রয় করিলেন এবং তপশ্চরণ করিতে করিতে দেহপাত করিলেন।

৩। ঋচীক ঋষির পত্নী, বিশ্বামিত্রের ভগিনী এবং শুনঃশেফের জননী। সশরীরে স্বর্গারোহণের পর পৃথিবীর হিতকামনায় স্রোতস্বতীরূপে হিমাচল হইতে প্রবাহিতা; সেই হইতেই ইঁহার নাম কৌশিকী।

সত্যবাক্ (–বাচ্)—১। সত্যবাদী। সত্য হইয়াছে বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। মুনি; বায়স, কাক। সং; পু।

সত্যবাক্য—সত্য কথা, যথার্থ কথা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সত্যবাদী (–বাদিন্)—১। সত্যভাষী, সত্য-বক্তা। সত্য–বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ পু। স্ত্রী সত্যবাদিনী। ২। মুনি; বায়স, কাক। সং; পু।

সত্যবান্ (–বৎ)—১। সত্যযুক্ত, সত্যপরায়ণ। সত্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সত্যবতী। ২। জনৈক মুনি; শাম্বদেশীয় জনৈক নৃপতি। সং; পু।

রাজা সত্যবানের উপাখ্যান সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—

দ্যুমৎসেন রাজার ঔরসে তৎপত্নী শৈব্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার শৈশব অব-স্থাতেই দ্যুমৎসেন দৈববশে অন্ধীভূত ও শত্রু কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া ভার্য্যা ও পুত্র-সহ বনবাস আশ্রয় করিলে ইনি অসীম ভক্তিসহকারে জনকজননীর সেবাশুশ্রূষা করিতেন এবং নিজে ফলমূল ও জলাদি আহরণ করিয়া তাঁহাদের জীবনরক্ষা করিতেন।

সত্যবান্ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে একদা অশ্বপতি রাজার দুহিতা সাবিত্রী পিতৃনির্দেশে মনোমত পতির অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে বনমধ্যে ইঁহাকে দেখিতে পান এবং ইঁহার অসীম মাতাপিতৃ-ভক্তি ও ধর্ম্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া ঐশ্বর্য্য-সুখভোগ-কামনা পরিহার করিয়া এই নিরন্ন কুটীর-বাসীর সুখদুঃখ-ভাগিনী হইবার অভিলাষিণী হন। অনন্তর উভয়ের জনকের অনুমতিক্রমে ইঁহাদের পরিণয়-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

বিবাহের এক বৎসর পরেই সত্যবান্ দৈববশে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যমরাজ ইঁহাকে লইতে আসিলে সাবিত্রী স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর অতুলনীয় পাতিব্রত্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতির পুনর্জীবন লাভের এবং তাঁহার শ্বশুরের নষ্ট চক্ষু ও হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির বর প্রদান করেন। তদনুসারে সত্যবান্ পুনর্জীবন লাভ করেন এবং দ্যুমৎ-সেন চক্ষুঃ ও স্বীয় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন।

সত্যব্রত—১। সত্যপরায়ণ। সত্য হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রী সত্যব্রতা। ২। জনৈক নৃপ; ভীষ্ম। সং; পু।

সত্যব্রত সামশ্রমী—১৮৪৬ খৃঃ ২৮শে মে পাটনাতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামদাস ইংরাজরাজের অধীনে মুঙ্গের ও পাটনায় উচ্চপদে কর্ম্ম করিতেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ তিনি সপরিবারে কাশীধামে গিয়া বসতি করেন। তথায় সামবেদজ্ঞ নন্দরাম ত্রিবেদীর নিকট সত্যব্রত শিক্ষারম্ভ করেন। তৎপরে কাশীধামের স্বরস্বতী মঠে গৌড় স্বামীর নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিংশতি বৎসর বয়সে অধ্যয়ন শেষ হইলে বুন্দির মহারাজ নানাদেশ হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিত সমবেত করিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমে সত্যব্রতকে "সামশ্রমী" উপাধি দিয়াছিলেন। এই সময় ইনি অযোধ্যা, কান্যকুব্জ, কাম্পিল্য, ও দিসৌরী প্রভৃতি দেশ পর্য্যটন করিয়া হরিদ্বারে সমাগত হন। তৎকালে তথায় কুম্ভমেলায় নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক রাজা, বড় বড় ধনী ও পণ্ডিত আসিয়া-ছিলেন। এই সময় কোন একটি বিচারে সামশ্রমী জয়লাভ করিলে কাশ্মীরের মহারাজ রণবীর সিংহ ইঁহাকে পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। ইনি ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পৌত্রীর (মথুরানাথ পদরত্নের কন্যার) সহিত ইঁহার উদ্বাহ হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় ইঁহাকে এসিয়াটিক সোসাইটির বিব্লিয়-থিকা ইণ্ডিকার জন্য সামবেদ মুদ্রাঙ্কনের ভার অর্পণ করেন। এই সময় গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষাতে ইঁহাকে হিন্দুশাস্ত্র ও বেদের পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া ইনি বেদ-প্রচারের সঙ্গে বৈদিক গ্রন্থ প্রভৃতি এবং "প্রত্ন-নন্দিনী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। ইনি স্বীয় মুদ্রাঙ্কিত বেদ বঙ্গদেশে স্বল্পমূল্যে প্রচার করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর ব্যয়ে ও আনুকূল্যে যে বেদ মুদ্রিত হয়, তাহাতে ইনি "নিরুক্ত" নামক বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের অভিধান প্রচারের ভার প্রাপ্ত হন। ১৮৮৯ খৃঃ ইনি "ঊষা" নামে বৈদিক পত্রিকা প্রচার করেন। ইনি বেদ ছাড়া কবিতা, বিজ্ঞান ও স্বরচিত অনেক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রচার করেন। ইনি বৌদ্ধ ও জৈনদিগের ধর্ম্ম-পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। আজীবন ১৪।১৫ জন ছাত্রকে অন্ন বস্ত্র ও পুস্তকাদি দান করিয়া বিদ্যাদান করিয়াছেন। ইঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য নানা দেশ হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিতেন। তন্মধ্যে লাহোরের জগন্নাথ নিরুক্তরত্ন, লাহোরের এংলো বৈদিক কলেজের অধ্যাপক রামশাস্ত্রী, জালন্ধ-রের নরদেব শাস্ত্রী, লাহোরের আর্য্য-প্রভা সম্পাদক সন্তরাম বেদরত্ন, চাম্পারণ—শিকারপুরের জগন্নাথপ্রসাদ প্রমুখ পণ্ডিত-গণ প্রধান। ইনি বেদ সম্বন্ধে নানাভাবে নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। এত-দ্ব্যতীত ইঁহার লিখিত ৬০।৭০ খানি গ্রন্থ আছে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদের লেক্‌চারার ছিলেন। ১৯১০ খৃঃ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯১১ খৃঃ ১লা জুন ইনি কলিকাতা শুঁড়িপাড়ার স্বীয় বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সত্যসঙ্গর—১। সত্যপ্রতিজ্ঞ। সত্য হইয়াছে

সঙ্কর (প্রতিজ্ঞা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কুবের। সং; পু।

সত্যসন্ধ—সত্য-প্রতিজ্ঞ। সত্যা সন্ধা (প্রতিজ্ঞা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সত্যা—১। যথার্থা। সত্য দেখ। সত্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সত্যভামা; ব্যাস-জননী সত্যবতী; রাম-জায়া সীতা। সং; স্ত্রী।

সত্যাকৃতি—সত্যকরণ, শপথকরণ। সত্য (প্রতিজ্ঞা)–আ–কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

সত্যাচরণ—সত্যানুষ্ঠান, সত্য ব্যবহার। ৬তৎ।

সত্যানুরাগ—সত্যনিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা, সত্যে আসক্তি। ৭তৎ। সং; পু।

সত্যানুরাগী (–রাগিন্)—সত্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রিয়। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী সত্যানুরাগিণী।

সত্যানুসন্ধান—সত্যের অন্বেষণ, সত্য বস্তুর খোঁজ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সত্যানৃত—বাণিজ্য, ব্যবসায়। সত্য ও অনৃত (মিথ্যা) আছে যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

সত্যাপন, সত্যাপনা—সত্যকরণ, প্রতিজ্ঞাকরণ। সত্য শব্দ+ণিচ্=সত্যাপি (নামধাতু), তদুত্তরে অনট্ ভা, ২য় পক্ষে +অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সত্যাসত্য—সত্য ও মিথ্যা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বিলাত গিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি কিছুদিন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহমদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া ১৮৯৬ খ্রীঃ শোলাপুরের সেসন জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। শেষ বয়সে পেন্সন লইয়া কলিকাতায় স্বীয় বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। সাহিত্যালোচনায় ইঁহার সবিশেষ অনুরাগ। ইনি ঈশ্বরবিষয়ক অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, লর্ড (Lord S. P. Sinha, Baron of Raipur)—বীরভূম জেলায় অন্তর্গত রায়পুর গ্রামে ১৮৬৩ খ্রীঃ ২৪শে মার্চ্চ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৮৭৭ খৃঃ বীরভূম জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে, এবং দুই বৎসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ভ্রাতা নরেন্দ্র প্রসন্নের সহিত ইনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া আইন শিক্ষার নিমিত্ত তত্রত্য Lincoln's Inn নামক আইন-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, এবং তথায় অনেকগুলি পারিতোষিক লাভ করিয়া মোট ৫৫০ গিনি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৬ খৃঃ ইনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসর ইঁহার ভ্রাতা এন, পি সিংহও (N. P. Sinha) ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Indian Medical Service বিভাগে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। উক্ত অব্দেই সত্যেন্দ্রপ্রসন্নও কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম প্রথম ইনি কিছুমাত্র পসার করিতে পারেন নাই। সিটি কলেজে আইনের অধ্যাপনা করিয়া এবং পাইকপাড়া এষ্টেটের পরামর্শদাতৃরূপে কার্য্য করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন মাত্র। পরে ১৮৯৪ খৃঃ ফার (Farr) নামক জনৈক এটর্ণীকে একটি মোকদ্দমায় ইঁহাকে জেরা করিতে হয়। সেই জেরাতে ইনি যেরূপ দক্ষতা প্রকাশ করেন, তাহাতেই ইঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে ইঁহার প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে এবং অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯০৪ খৃঃ জানুয়ারি মাসে ইনি Standing Counsel নিযুক্ত হন, এবং ১৯০৬ খৃঃ এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত অস্থায়িভাবে Advocate Generalএর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯০৮ খৃঃ মার্চ্চ মাসে পুনর্ব্বার উক্তপদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়া তিন মাস পরেই স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৯০৯ খৃঃ ২৩শে মার্চ্চ তারিখে লর্ড মিণ্টো ও লর্ড মর্লের অভিপ্রায়ানুসারে ভারতসম্রাট্ কর্ত্তৃক ভারত গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সমিতিতে (Executive Councilএ) ব্যবস্থাসচিব (Law Member) রূপে ইঁহার নিয়োগবার্ত্তা সরকারী বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হয়। এই উচ্চ পদ লাভ ভারতবাসীর ভাগ্যে এই প্রথম। ১৭ই এপ্রিল ইঁহার কার্য্যভার গ্রহণ তোপধ্বনি দ্বারা বিঘোষিত হয়। সংবৎসরকাল এই কার্য্য করিবার পর ইনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া পুনরায় হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯১৫ খৃঃ ১লা জানুয়ারি ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানসূচক 'নাইট' (স্যর্) উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং উক্ত অব্দে ডিসেম্বর মাসে বম্বে নগরে জাতীয় মহাসমিতির (Indian Nation Congressএর) সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া অতি যোগ্যতাসহকারে সেই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ ইনি পুনর্ব্বার প্রতিনিধি Advocate General নিযুক্ত হন।

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় মহাসমরকালে সামরিক মন্ত্রণা-সমিতিতে (War-Conference এ), স্যর্ জেম্স্ মেষ্টন ও বিকানীরের মহারাজের সহিত, ইনিও একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়া বিলাত গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের (শাসন-পরিষদের) অন্যতম সদস্যরূপে কর্ম্ম করেন। উক্ত মহাযুদ্ধের অবসানে যখন সন্ধি-বৈঠক (Peace Conference) বসে, তখন ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোনীত প্রতিনিধি হইয়া তাহাতে যোগদান করেন। অতঃপর ইংলণ্ডে গমন করিলে, ইনি মহাসম্মানসূচক 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হইয়া সহকারী ভারতসচিব (Under-Secretary of State for India) রূপে পার্লামেণ্ট মহাসভায় আসন গ্রহণ করেন। এতাদৃশ গৌরবজনক উপাধি ও সমুচ্চ পদ বাঙ্গালীর —ভারতবাসীর ভাগ্যে এই প্রথম। পরে ১৯২০ খৃঃ মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের প্রবর্ত্তিত সংস্কারবিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশ এক একজন পূর্ণ গভর্ণরের শাসনাধীন হওয়া স্থির হইলে, লর্ড সিংহ বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন। এতাদৃশ উচ্চপদপ্রাপ্তিও ভারতবাসীর ভাগ্যে এই প্রথম। এতদ্দেশে ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত হইতে এতাবৎকাল কোন ভারতবাসীই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন নাই। পর বৎসর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

সত্র—সত্ত দেখ।

সত্রা—সহিত। ব্য।

সত্রাজিৎ—ইনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপত্নী সত্যভামা ইঁহার কন্যা। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, সূর্য্যদেব ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সুপ্রসিদ্ধ স্যমন্তক মণি ইঁহাকে প্রদান করেন। ইনি ভ্রাতৃবাৎসল্যবশতঃ উহা স্বীয় সহোদর প্রসেনকে দেন। প্রসেন মৃগয়ায় যাইয়া সিংহ কর্ত্তৃক হত হইলে ঐ সিংহকে জাম্ববান্ বধ করে। অনন্তর জাম্ববানকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহা গ্রহণপূর্ব্বক সত্রাজিৎকে দান করেন। কিন্তু শতধন্বা অক্রূরের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সত্রাজিৎকে নিহত করিয়া স্যমন্তকমণি গ্রহণ করেন।

সত্রী—সত্ত্রী দেখ।

সত্ব—সত্ত্ব (১) দেখ।

সত্বর—১। ত্বরান্বিত। ত্বরার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শীঘ্র। ক্রি-বিণ।

সদ—১। প্রাপ্তি, লাভ। সদ্+অল্ ভা। ২। ক্ষেত্র-ফল। সদ্+অল্ র্ম। সং; পু।

সদঃ (সদস্)—সমিতি, সভা। সদ্ (গমন করা)+অস্ অধি। সং; ক্লী বা স্ত্রী।

সদন—১। গৃহ, ভবন। সদ্ (গমন করা)+অনট্ অধি। ২। জল। সদ্+অনট্

ক। ৩। বিষাদ। সদ্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সদনুষ্ঠান—সৎকার্য্য, পরোপকার ; হিতসাধন ; ধর্ম্মকার্য্য। কর্ম্মধা। সং।

সদয়—১। দয়াযুক্ত, কৃপালু। দয়ার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সদয়া। ২। শুভাবহ বিধি। সৎ যে অয়, কর্ম্মধা। সং ; পু।

সদর—১। মুখ্য, প্রধান ; প্রকাশ্য ; বহিঃস্থ, বাহির। বিণ। ২। প্রধান কর্ম্মস্থান ; বহির্বাটী। বৈদেশিক। সং।

সদর্প—গর্ব্বসমন্বিত, গর্ব্বিত, দৃপ্ত। দর্পের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সদর্পা।

সদর্পে—দর্পসহকারে, গর্ব্বের সহিত। দর্পের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সদস্য—সভাসদ ; যজ্ঞাদি স্থলে বিধিদর্শী। সদস্ (সভা)+য্য কুশলার্থে। সং ; পু।

সদা—সর্ব্বদা, সকল সময়ে। সর্ব্ব শব্দ+দাচ্ কালার্থে। ব্য।

সদাগতি—১। সর্ব্বদা গমনশীল। সদা গতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। আত্মা ; বায়ু ; সূর্য্য। সং ; পু।

সদাগর—বণিক্, ব্যবসায়ী। সওদাগর শব্দের অপভ্রংশ। সং।

সদাচার—১। উত্তম আচার, সাধু ব্যবহার ; ধর্ম্মমূলক আচরণ। সন্ (সৎ) যে আচার, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সাধু-আচরণবিশিষ্ট, সচ্চরিত্র। সন্ (সৎ) আচার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সদাচারা।

সদাচারপরায়ণ—সদাচারনিষ্ঠ, উত্তম আচারযুক্ত। সদাচারে পরায়ণ (অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সদাচারশীল—সদাচারপরায়ণ। বহু। বিণ ; [ত্রি।

সদাচারী (—চারিন্)—সদাচারসম্পন্ন, উত্তম আচারযুক্ত, সাধু ব্যবহারকারী। সদাচার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে ; অথবা সৎ—আ—চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সদাচারিণী।

সদাতন—১। সর্ব্বদাস্থায়ী, চিরস্থায়ী, নিত্য। সদা+ষ্টন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সদাতনী। ২। বিষ্ণু। সং ; পু।

সদাত্মা (—ত্মন্)—সদন্তঃকরণবিশিষ্ট। সন্ (সৎ) আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

সদাদান—১। সদাব্রত। সদা যে দান, সুপ্‌সুপেতি। সং ; ক্লী। ২। ঐরাবত ; গন্ধহস্তী ; হেরম্ব, গণেশ। সদা নির্গত হয় দান (মদ-জল) যাহার, বহু। সং ; পু।

সদানন্দ—১। সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, সদা প্রফুল্ল। সদাই আনন্দ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শিব, মহাদেব। সং ; পু।

সদানন্দহৃদয়—১। সর্ব্বদা-প্রফুল্ল চিত্ত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সর্ব্বদা প্রফুল্লচেতাঃ, নিয়তহৃষ্টচিত্ত। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—হৃদয়া।

সদানীরা—করতোয়া নদী। সদা থাকে নীর (জল) যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

সদাযোগী (—গিন্)—বিষ্ণু, নারায়ণ। সদাই যিনি যোগী, সুপ্‌সুপেতি। সং ; পু।

সদালাপ—সাধু কথোপকথন, উত্তম বিষয়ে কথাবার্ত্তা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সদালাপী (—লাপিন্)—সাধু আলাপকারী, মিষ্টালাপী। সদালাপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী সদালাপিনী।

সদাব্রত—অন্নসত্র ; সদাদান। সুপ্‌সুপেতি। সং ; ক্লী।

সদাশঙ্কিত—নিয়ত শঙ্কাযুক্ত, সর্ব্বদা ভীত। [৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সদাশয়—মহাশয়, উন্নতচেতাঃ, সহৃদয়। সন্ হইয়াছে আশয় (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সদাশয়তা—সহৃদয়তা, মহানুভবতা। সদাশয় [+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

সদাশিব—মহাদেব। সদাই যিনি শিব (শুভদ), সুপ্‌সুপেতি। সং ; পু।

সদিচ্ছা—সাধু অভিপ্রায়, সাধু সঙ্কল্প। সতী যে ইচ্ছা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সদুত্তর—যথার্থ উত্তর, প্রকৃত জবাব ; শ্রেষ্ঠ উত্তর। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সদুদ্দেশ্য—সাধু উদ্দেশ্য, মহৎ অভিপ্রায়, সাধু সঙ্কল্প। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সদুপায়—উৎকৃষ্ট উপায়, সাধু উপায়। কর্ম্মধা। [সং ; পু।

সদৃক্ (সদৃশ্)—সদৃশ, তুল্য। সমান—দৃশ্+ক্বিপ্ ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সদৃক্ষ—সদৃশ, তুল্য। সমান—দৃশ্+সক্ ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সদৃক্ষা।

সদৃশ—তুল্য, অনুরূপ ; যোগ্য। সমান—দৃশ্ (দেখা)+টক্ ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সদৃশী।

সদেশ—সমানদেশীয়, একদেশস্থ ; সমীপস্থ। সমান দেশ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সদ্গতি—উত্তমা গতি ; সাধু পরিণাম। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সদ্গোপ—জাতিবিশেষ। দেশজ। সং।

সদ্ভাব—১। সত্তা, স্থিতি ; সাধুতা। সৎএর ভাব, ৬তৎ। ২। প্রণয়, বন্ধুতা, সৌহৃদ্য। সন্ (সৎ) যে ভাব, কর্ম্মধা। সং ; পু।

সদ্ম (সদ্মন্)—১। আবাস, গৃহ। সদ্ (গমন করা)+মন্ অধি। ২। জল। সদ্+মন্ ক। সং ; ক্লী।

সদ্যঃ—তৎক্ষণে, তখনি, বর্ত্তমান সময়ে। সমে অহনি, নিত্য, নিপাতনে। ব্য।

সদ্যঃপক—সদ্যঃ পরিপাকপ্রাপ্ত ; তৎক্ষণাৎ পাক করা। সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

সদ্যঃপ্রসূত—বর্ত্তমান সময়ে উৎপন্ন, তৎক্ষণাৎ জাত। সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

সদ্যঃপ্রাণহর—তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশক, অচিরে জীবনবিনাশক। প্রাণের হর (হারক বা নাশক)—প্রাণহর, ৬তৎ ; সদ্যঃ (তৎক্ষণে) যে প্রাণহর, সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি।

সদ্যঃপ্রাণাপহারী (হারিন্)—তৎক্ষণাৎ জীবননাশক, অচিরে প্রাণঘাতক। প্রাণ অপহরণ করে যে সে প্রাণাপহারী, উপ ; প্রাণ—অপ—হৃ+ণিন্ ক ; সদ্যঃ (তৎক্ষণে) যে প্রাণাপহারী। সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; পু। স্ত্রী,—হারিণী।

সদ্যস্ক—সদ্যোজাত ; নূতন। সদ্যস্ শব্দ+কণ্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সদ্যস্কা।

সদ্যোজাগ্রৎ—তৎক্ষণে জাগরিত, বর্ত্তমান সময়ে যে জাগিতেছে এরূপ। সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি। পু,—জাগ্রৎ। স্ত্রী,—জাগ্রতী।

সদ্যোজাত—১। তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন, নবোৎপন্ন। সদ্যঃ+জাত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সদ্যোজাতা। ২। গো-বৎস ; শিবের মূর্ত্তিবিশেষ। সং ; পু।

সদ্যোমাংস—অপর্য্যুষিত মাংস, টাট্‌কা মাংস। সদ্যঃ+মাংস। সং ; ক্লী।

সদ্যোবিচ্যুত—তৎক্ষণাৎ পতিত। সুপ্‌সুপেতি। [বিণ।

সদ্রু—গমনশীল ; অবস্থিত ; অবসন্ন। সদ্ (গমন করা)+রু ক। বিণ ; ত্রি।

সদ্বিচার—ন্যায় বিচার, বিবাদের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা ; ন্যায়সঙ্গত তর্ক। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সদ্বিচারক—সুবিচারক, ন্যায়বিচারকারী। [কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

সদ্বিবেচনা—সদ্বিচার, উত্তম মীমাংসা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সদ্বীপ—দ্বীপসমন্বিত। দ্বীপের সহিত বর্ত্তমান [যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সদ্বৃত্ত—১। সদাচার, সদ্ব্যবহার। সৎ যে বৃত্ত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সচ্চরিত্রযুক্ত, সচ্চরিত্র ; সুগোল। সৎ হইয়াছে বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সদ্বৃত্তা।

সদ্বৃত্তি—সদাচার ; সদ্ব্যবহার ; সদ্ব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সদ্ব্যয়—সাধুসম্মত ব্যয়, ধর্ম্মকার্য্যে খরচ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সদ্ব্যয়ী (—য়িন্)—সাধুসম্মত ব্যয়শীল, সৎকার্য্যে ব্যয়কারী, যে ভালবিষয়ে খরচ করে। সদ্ব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী সদ্ব্যয়িনী।

সদ্ব্যবহার—সাধু ব্যবহার ; ভদ্রতাযুক্ত আচরণ, শিষ্ট ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সধন—ধনশালী, ধনবান্। ধনের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সধনা।

সধর্ম্ম—১। তুল্যধর্ম্ম, এক ধর্ম্ম। সমান যে ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সধর্ম্মা, একধর্ম্মাক্রান্ত, সমানধর্ম্মী ; সদৃশ। সহ (সমান) ধর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সধর্ম্মা।

সধর্ম্মচারিণী—সহধর্ম্মিণী, পত্নী। সহ ধর্ম্ম আচরণ

করে যে, উপ; সহ – ধর্ম্ম – চর (আচরণ করা) + ণিন্ ক + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সধর্ম্মা (সধর্ম্মন্)—একধর্ম্মাক্রান্ত; একরূপ; সদৃশ, তুল্য। সমান হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার, বহু। (সমাসে অন্ প্রত্যয়)। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সধর্ম্মিণী—১। পত্নী। সধর্ম্ম + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। একধর্ম্মাক্রান্তা; সদৃশী। বিণ; স্ত্রী।

সধর্ম্মী (সধর্ম্মিন্)—এক ধর্ম্মাক্রান্ত; একরূপ; সদৃশ, তুল্য। সধর্ম্ম দেখ। সধর্ম্ম + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সধর্ম্মিণী।

সধবা—সভর্তৃকা, পতিমতী, যাহার স্বামী জীবিত এরূপ (স্ত্রী), এয়ো। ধবের (পতির) সহিত বর্ত্তমান যে (যে স্ত্রী), বহু। বিণ; স্ত্রী।

সধি—অনল, অগ্নি। সহ শব্দ – ধা (ধারণ করা) + ই ক। সং; পু।

সধিঃ (সধিস্)—বৃষ। সহ – ধা (ধারণ করা) + ইস্ ক। সং; পু।

সধ্রীচী—সহচরী, সঙ্গিনী; পত্নী। সধ্র্যঙ্ দেখ। সধ্র্যচ্ শব্দ + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সধ্র্যঙ্ (সধ্র্যচ্)—সহচর, সঙ্গী; সহায়। সহ – অন্চ (গমন করা) + কিপ্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সধ্রীচী।

সন—১। সহ, সাহচর্য্য, সাহিত্য, সমভিব্যাহার। সঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। ২। সাল, শাক, অব্দ, বৎসর। বৈদেশিক। সং।

সনক—জনৈক মুনি। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ইঁহাকে ও ইঁহার ভ্রাতৃগণকে সংসারী হইবার জন্য অনুরোধ করিলে ইনি তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। সন্ (সেবা করা) + অক ক। সং; পু। [সদা, সর্ব্বদা। ব্য।

সনৎ—১। ব্রহ্মা। সন্ + অৎ ক। সং; পু। ২।

সনৎকুমার—ব্রহ্মার মানসপুত্র; মহাতপাঃ ও পরম ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া ইনি অন্যান্য মুনি-ঋষিগণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; রাজর্ষি বৈণ্যের অশ্বমেধযজ্ঞকালে গৌতম ও অত্রির মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, সকলে ইঁহাকে মধ্যস্থ মান্য করিয়া সে বিবাদের ভঞ্জন করেন। সনৎ-এর (ব্রহ্মার) কুমার (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু।

সনদ—১। নদী-সহিত। নদের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সনদা। ২। সনন্দ, প্রমাণ পত্র; ক্লিঙ্গ। দেশজ। সং।

সনন্দ—১। নন্দসহিত; আনন্দযুক্ত। নন্দের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সনন্দা। ২। জনৈক মুনি, ব্রহ্মার মানসপুত্র। সং; পু। ৩। প্রমাণস্বরূপ লিখিত পত্রাদি। বৈদেশিক। সং।

সনা—১। সদা, সর্ব্বদা। সন + আচ্ ক। ব্য। ২। সোণা, স্বর্ণ। গ্রা, ক। সং।

সনাক্ত—চিহ্নিতকরণ, চিনাইয়া দেওন, সঠিক নির্দ্দেশ (identification)। বৈদেশিক। সং।

সনাতন—১। সদাকালস্থায়ী, চিরস্থায়ী। সনা (সদা) + টন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সনাতনী। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। সং; পু।

৩। পরমভক্ত সাধুশীল বৈষ্ণব। ইঁহার ভ্রাতার নাম রূপ। উভয়েই গৌড়ের মুসলমানরাজ হুসেন সাহের সংসারে কর্ম্ম করিতেন। রূপ ধর্ম্মার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইলে সনাতন গৃহে থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতে লাগিলেন এবং কার্য্য-কুশলতা প্রদর্শন করিয়া ক্রমে রাজমন্ত্রী হইলেন। অতঃপর ইনি ঘোর সংসারী হইয়া উঠিলেন এবং ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া কেবল স্বার্থসাধনের সুবিধা করিয়া লইতে লাগিলেন।

ইঁহার বাটীর নিকটে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নিজ ভদ্রাসন প্রসারিত করা আবশ্যক হওয়ায় ইনি সেই ব্রাহ্মণের বাস্তুভূমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু ইনি তাঁহার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করায় ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া রূপের শরণাপন্ন হইলেন। রূপ ও সনাতন উভয়েই সংস্কৃত বিদ্যায় বিলক্ষণ সুপণ্ডিত ছিলেন। রূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্রে "য-রী, র লা, ই-রং, ন-য়" এই আটটি অক্ষর লিখিয়া দিয়া ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। সনাতন অষ্টাক্ষর দ্বারা এই শ্লোকটি পূরণ করিয়া লইলেন,—

> যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
> রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
> ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
> ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

শ্লোকের মর্ম্মার্থ বোধ হইলে সনাতনের চৈতন্যোদয় হইল। অতঃপর ইনি ব্রাহ্মণকে স্ববাসে থাকিতে দিলেন এবং নিজে সংসার-ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও রাজকার্য্যে আস্থাহীন হইয়া গৃহে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন। রাজার বিশেষ আদেশ পাইয়াও ইনি রাজকার্য্যে মনোযোগ না করায় তিনি ইঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। অনন্তর একদা ইনি সুযোগ পাইয়া কারা-রক্ষককে সপ্ত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদান-পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন এবং চৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সনাতনের পিতৃদত্ত নাম অমর ও মুসলমান-রাজদত্ত নাম সাকর মল্লিক। সনাতন অনুমান ১৪৮৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ ও ১৫৫৮ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। [কর্ম্মধা। সং; পু।

সনাতন ধর্ম্ম—অবিনশ্বর ধর্ম্ম, চিরস্থায়ী ধর্ম্ম।

সনাথ—নাথযুক্ত, সস্বামিক। নাথের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সনাথা।

সনাথা—নাথযুক্তা, সস্বামিকা; সভর্তৃকা, সধবা। বহু; সনাথ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সনাভি—১। সপিণ্ড, সপ্তপুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। সমান হইয়াছে নাভি যাহাদের, বহু। সং; পু। ২। সদৃশ, তুল্য। বিণ; ত্রি।

সনি, সনী—দান; প্রার্থনা; অন্বেষণা; নিয়োগ। সন্ (দান করা) + ই ভা, ২য় পক্ষে ঈপ্ স্বার্থে। সং; স্ত্রী।

সনিঃশ্বাসে—নিশ্বাসের সহিত, ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ সহকারে। নিঃশ্বাসের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সনিত—প্রখ্যাত, খ্যাতিমান্। সন্ (দান করা) ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সনিতা।

সনির্ব্বন্ধ—নির্ব্বন্ধযুক্ত, আগ্রহাতিশয়বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা—আগ্রহাতিশয়যুক্ত যাচ্ঞা।

সনীড়—১। সমীপস্থ; তুল্য, সদৃশ। সমান হইয়াছে নীড় যাহাদের, বহু। ২। নীড়-যুক্ত। নীড়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সনীড়া।

সনে—সঙ্গে, সহিত। ক, প্র।

সন্ত—সাধু, পুণ্যাত্মা। সংস্কৃত বহুবচনান্ত পদ, বাঙ্গালায় বিসর্গ লোপ। সং।

সন্তত—১। বিস্তীর্ণ; অবিরত। সম্ – তন্ (বিস্তার করা) + ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ক্রিয়াবিশেষ। সং; ক্লী।

সন্ততি—১। সন্তান, পুত্র বা কন্যা; গোত্র, বংশ-বিস্তার; শ্রেণী। সম্ – তন্ (বিস্তার করা) + ক্তি ণ। ২। অবিচ্ছেদ; ব্যাপ্তি। সম্ – তন্ + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সন্তপ্ত—সন্তাপযুক্ত; ক্লিষ্ট; উত্তপ্ত; অগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধ। সম্ – তপ্ (তপ্ত করা বা হওয়া) + ক্ত কর্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি।

সন্তমস—নিবিড় অন্ধকার; মহামোহ। সম্ (সম্যক্) তমঃ (অন্ধকার), প্রাদি; সমাসান্ত অ প্রত্যয়। সং; ক্লী।

সন্তরণ—পারগমন; সাঁতার। সম্ – তৃ (পার হওয়া) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সন্তরণকারী (–কারিন্)—পারগামী; যে সাঁতার দিতেছে এরূপ। সন্তরণ – কৃ (করা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –কারিণী।

সন্তরণপটু—সন্তরণকুশল, সাঁতার দিতে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সন্তর্পণ—১। তৃপ্তকরণ। সম্‌-ণিজন্ত-তৃপ্‌ বা তর্পি (তৃপ্ত করা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। তৃপ্তিজনক; প্রীতিদায়ক। সম্‌-তর্পি+অন ক। বিণ; ত্রি।

সন্তর্পণে—সতর্কভাবে, সাবধানে, সতর্কতার সহিত। ক্রি বিণ।

সন্তান—১। গোত্র, বংশ; অপত্য, সন্ততি, পুত্র বা কন্যা; দেবতরুবিশেষ। সম্‌-তন্‌ +ঘঞ্‌ ণ। ২। অবিচ্ছেদ; বিস্তার; প্রবাহ। সম্‌-তন্‌+ঘঞ্‌ ভা। সং; পু।

সন্তানক—১। বিস্তৃতিকারী, বিস্তারক, ব্যাপক। সম্‌-তন্‌ (বিস্তার করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সন্তানিকা। ২। দেবতরুবিশেষ, কল্পবৃক্ষ। সং; পু।

সন্তানপরম্পরা—অপত্যপরম্পরা, পুত্রকন্যার পুত্রকন্যা, তাহাদের পুত্রকন্যা ইত্যাকার পর্য্যায়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সন্তানপ্রসব—পুত্রকন্যাপ্রসব, অপত্য-উৎপাদন। ৬তৎ। সং; পু।

সন্তানবাৎসল্য—অপত্যস্নেহ, পুত্রকন্যার প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

সন্তানসন্ততি—১। সন্তানপরম্পরা। ৬তৎ। ২। অপত্য, পুত্রকন্যাদি। দ্বন্দ্ব [এস্থলে দুইটী শব্দই একার্থক]। সং; স্ত্রী।

সন্তানহীন—অপত্যশূন্য, পুত্রকন্যারহিত, আঁটকুড়ো। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-হীনা।

সন্তানিকা—১। বিস্তৃতিকারিণী, ইত্যাদি। সন্তানক দেখ। সন্তানক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষীরসর; সরভাজা; মাকড়সার জাল; ছুরির ফলা; ফেন। সং; স্ত্রী।

সন্তানোচিত—পুত্রকন্যার উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সন্তানোৎপাদন—পুত্রকন্যা উৎপাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সন্তানোৎপাদী (-পাদিন্‌)—অপত্য উৎপাদনকারী, পুত্রকন্যা-জনকারী। সন্তান উৎপাদন করে যে, উপ; সন্তান-উৎ-পদ্‌ +ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,-পাদিনী।

সন্তাপ—উত্তাপ; মর্ম্মপীড়া; মনস্তাপ; অন্তর্দাহ। সম্‌-তপ্‌ (তপ্ত হওয়া)+ঘঞ্‌ ভা। সং; পু। [ব্যথিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সন্তাপক্লিষ্ট—মর্ম্মপীড়ায় কাতর, মনস্তাপে

সন্তাপন—১। তাপদান। সম্‌-ণিজন্ত তপ্‌ =তাপি (তাপ দেওয়া)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। সন্তাপজনক। সম্‌-তাপি +অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সন্তাপনা। ৩। কন্দর্পের বাণবিশেষ। সং; পু।

সন্তাপাগ্নি—সন্তাপরূপ অনল; মনস্তাপরূপ আগুন। রূপক। সং; পু।

সন্তাপিত—১। উষ্ণ; সন্তপ্ত। সন্তাপ+ইত যুক্তার্থে। ২। ক্লেশিত। সম্‌-ণিজন্ত তপ্‌ =তাপি (তাপ দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সন্তাপিতা।

সন্তাপী (-পিন্‌)—সন্তাপযুক্ত, মর্ম্মপীড়াপ্রাপ্ত, অন্তর্দাহবিশিষ্ট। সন্তাপ শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সন্তাপিনী।

সন্তুষ্ট—সন্তোষযুক্ত; প্রসন্ন; প্রীত; তৃপ্ত। সম-তুষ্‌ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সন্তুষ্টচিত্ত—১। প্রসন্ন অন্তঃকরণ, তৃপ্ত মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। প্রসন্নচেতাঃ, তৃপ্তমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,-চিত্তা।

সন্তুষ্টচিত্তে—প্রসন্নহৃদয়ে, আহ্লাদিতহৃদয়ে, প্রীতমনে। বহু। ক্রি-বিণ।

সন্তুষ্টচেতাঃ (-চেতস্‌)—প্রসন্নমনাঃ, হৃষ্টচিত্ত। সন্তুষ্ট হইয়াছে চেতঃ (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সন্তোষ—প্রীতি, তৃপ্তি; আহ্লাদ, আনন্দ। সম্‌-তুষ্‌+অল্‌ ভা। সং; পু।

সন্তোষকর—তৃপ্তিকর, আনন্দজনক। উপ; সন্তোষ-কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি।

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়—বাং ১৩০০ সালে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম। ইনি পালি ভাষায় অভিজ্ঞ, এবং একাধারে কবি, গল্পলেখক ও দার্শনিক। বাং ১৩২২ সালে ইনি বাঁশরী নামক মাসিকপত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। অনন্তর স্বনামখ্যাত শিশিরকুমার ঘোষের প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন।

সন্তোষজনক—তৃপ্তিকর, আহ্লাদজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সন্তোষজনিকা।

সন্ত্রস্ত—সম্যক্‌ ভীত। সম্‌ (সম্যক্‌) ত্রস্ত, প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সন্ত্রস্তা।

সন্ত্রাস—সম্যক্‌ ভীতি, অতিশয় ভয়। সম্‌ (সম্যক্‌) যে ত্রাস, প্রাদি। সং; পু।

সন্দ—সন্দেহ, সংশয়। ক, প্র। সং।

সন্দংশ—সাঁড়াশি; সন্না, চিম্‌টা, কাতারি, জাঁতি প্রভৃতি। সম্‌-দন্‌শ্‌ (দংশন করা) +অন্‌ ক। সং; পু।

সন্দংশিকা, সন্দংশী—সন্দংশ (সমস্ত অর্থে)। সন্দংশ শব্দ+কণ্‌ স্বার্থে+আপ্‌, ২য় পক্ষে সন্দংশ+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

সন্দর্ভ—১। সংগ্রহ; গ্রন্থন; রচনা; বিস্তার। সম্‌-দৃভ্‌+অল্‌ ভা। ২। গ্রন্থ, পুস্তক। সম্‌-দৃভ্‌+অল্‌ র্ম্ম। সং; পু।

সন্দর্শন—১। অবলোকন, দেখা; জ্ঞান। সম্‌-দৃশ্‌ (দেখা)+অনট্‌ ভা। ২। প্রদর্শন, দেখান। সম্‌-ণিজন্ত দৃশ্‌=দর্শি (দেখান) +অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

সন্দষ্ট—যাহা দংশন করা হইয়াছে এরূপ; সংযুক্ত, সংলগ্ন; সংশ্লিষ্ট। সম্‌-দন্‌শ্‌ (কামড়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সন্দান—১। সম্যক্‌ ছেদন; বন্ধন। সম্‌-দো (ছেদন করা)+অনট্‌ ভা। ২। শৃঙ্খল, রজ্জু; বন্ধনসাধন বস্তু। সম্‌-দো+অনট্‌ র্ম্ম। সং; ক্লী। ৩। হস্তীর কপোলের ঊর্দ্ধদেশ। সম্‌ (সংযোগ)+দান (মদ-জল), দানের (অর্থাৎ মদ-জলের) সহিত সংযোগ আছে যাহার, বহু। সং; পু।

সন্দানিত, সন্দিত—শৃঙ্খলিত, নিগড়িত, পদাদিতে বদ্ধ; ছিন্ন। সন্দান+ইত যুক্তার্থে, ২য় পক্ষে সম্‌-দো (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [+ইন্‌+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

সন্দানিনী—গোশালা, গোয়ালঘর। সন্দান শব্দ

সন্দাব—পলায়ন, হটিয়া যাওয়া। সম্‌-দ্রু (গমন করা)+ঘঞ্‌ ভা। সং; পু।

সন্দিগ্ধ—সন্দেহযুক্ত; সন্দিহান; সংশয়িত। সম্‌-দিহ্‌+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সন্দিত—সন্দানিত দেখ।

সন্দিষ্ট—১। কথিত; আদিষ্ট, আজ্ঞাপিত। সম্‌ দিশ্‌ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সন্দিষ্টা। ২। আদেশ, আজ্ঞা। সম্‌-দিশ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

সন্দিহান—সন্দেহকারী, সংশয়যুক্ত, সংশয়ী। সম্‌-দিহ্‌+শান ক। বিণ; ত্রি।

সন্দী—শয্যা; খট্টা, খাট; আসন্দী। সম্‌-দো+ড র্ম্ম+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

সন্দৃব্ধ—গ্রথিত, রচিত। সম্‌-দৃন্‌ভ্‌ (গাঁথা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সন্দৃব্ধা।

সন্দেশ—১। আদেশ, আজ্ঞা; সংবাদ, সমাচার, খবর, বার্ত্তা। সম্‌-দিশ (বলা)+অল্‌ ভা। সং; পু। ২। ছানা যোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন। দেশজ। সং। [সং; পু।

সন্দেশবহ, সন্দেশহর—বার্ত্তাবহ, দূত। ৬তৎ।

সন্দেহ—দ্বৈধজ্ঞান, সংশয়; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সম্‌-দিহ্‌ (লেপন করা)+অল্‌ ভা। সং; পু।

সন্দেহজনক—সংশয়জনক, সংশয়কর, সন্দেহ উৎপাদনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সন্দেহভঞ্জন—সংশয়দূরীকরণ, সন্দেহনিবারণ, সংশয়ের মীমাংসা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সন্দেহাকুল—সংশয়পীড়িত, সন্দিগ্ধ, সংশয়ে অধীর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সন্দোহ—সম্যক্‌ দোহন; সমূহ। সম্‌-দুহ্‌ (দোহন করা)+অল্‌ ভা। সং; পু।

সন্দ্রাব—বেগে গমন; পলায়ন। সম্‌-দ্রু (দ্রুত যাওয়া)+ঘঞ্‌ ভা। সং; পু।

সন্ধা—প্রতিজ্ঞা; অনুসন্ধান; স্থিতি; সন্ধি, মিলন। সম্‌-ধা (ধারণ করা)+ঙ ভা +আপ্‌। সং; স্ত্রী।

সন্ধাতব্য—যাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য এরূপ। সম্‌-ধা (ধারণ করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সন্ধাতব্যা।

সন্ধান, সন্ধানী—সন্ধি, মিলন ; সঙ্ঘটন ; মন্ত্র ; প্রাপ্তি ; অন্বেষণ ; বন্ধন ; মিশ্রণ ; বাণ-যোজন। সম্—ধা+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সন্ধানসূত্র—অন্বেষণের উপায়, খুঁজিয়া লইবার খেই। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সন্ধানার্থ—অন্বেষণের নিমিত্ত। সন্ধান হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সন্ধানার্থা। অথবা সন্ধানের নিমিত্ত ইহা এই বাক্যে নিত্য। বিণ।

সন্ধানার্থে—অন্বেষণের নিমিত্তে, খোঁজ করিবার জন্তে। সন্ধানের অর্থে, ৬তৎ। ব্য।

সন্ধানী (সন্ধানিন্)—অন্বেষণকারী ; অনুসন্ধানপটু ; যে খোঁজ খবর জানে। সন্ধান +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী সন্ধানিনী।

সন্ধানী—সন্ধান দেখ। সং ; স্ত্রী।

সন্ধি—মিলন ; বিজিগীষু এবং অরির ব্যবস্থাপূর্ব্বক ঐক্য ; দেহের অস্থি প্রভৃতির সংযোগস্থল [জীবগণের দেহে দুইশত দশটী সন্ধি আছে। তন্মধ্যে হস্ত ও পদে ৬৮, কোষ্ঠে ৫৯, এবং গ্রীবার উর্দ্ধভাগে ৮৩। সন্ধিসমূহ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—চেষ্টাশীল ও স্থির। চেষ্টাশীল সন্ধি হস্ত, পদ, হনুদ্বয় (চোয়াল) এবং কটিদেশে অবস্থান করে ; আর স্থির সন্ধি সকল দেহের অন্যান্য অংশে থাকে। আকৃতিভেদে সন্ধিসকলের আটটী নাম আছে, যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুণসেবনী, কাকতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত] ; সত্য ত্রেতাদি যুগের মধ্য সময় ; সুরঙ্গ ; সিঁধ ; নাটকাঙ্গবিশেষ ; ব্যাকরণে—বর্ণদ্বয়সংযোগজাত বর্ণবিকারবিশেষ [সন্ধি দুই প্রকার—স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি ; স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যে সন্ধি হয় তাহা স্বরসন্ধি ; আর ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি হয় তাহার নাম ব্যঞ্জনসন্ধি]। সম্—ধা (ধারণ করা)+কি ভা। সং ; পু।

সন্ধিক্ষণ—সন্ধি সময়, দুই কাল বা দুইটী বিষয়ের মিলনকাল। ৬তৎ। সং ; পু।

সন্ধিচোর—সিঁধেল চোর। ৩তৎ। সং ; পু।

সন্ধিজীবক—শঠতা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। সন্ধি—জীব (বাঁচা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সন্ধিজীবিকা।

সন্ধিত—মিলিত ; বদ্ধ। সন্ধা শব্দ (মিলন)+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

সন্ধিৎসু—সন্ধানেচ্ছু। সম্—সনন্ত ধা+উ ক। বিণ ; ত্রি।

সন্ধিনী—বৃষ-সঙ্গতা গবী ; অকালে দুগ্ধদাত্রী গবী। সন্ধা শব্দ (মিলন)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; ।

সন্ধিপূজা—দুর্গোৎসবকালে অষ্টমীর শেষ ও নবমীর আদ্যক্ষণে পূজা। সন্ধিকালীন যে পূজা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সন্ধিবাত—দেহের মধ্যস্থলে জাত বাতরোগ, গেঁটে বাত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

সন্ধিবিগ্রহ—সন্ধি ও যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

সন্ধুক্ষিত—উদ্দীপিত ; প্রজ্বলিত, উত্তেজিত। সম্—ধুক্ষ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সন্ধেয়—সন্ধিযোগ্য, মিলনার্হ। সম্—ধা (ধারণ করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সন্ধ্যা—দিবা ও রাত্রির সন্ধিকাল ; তৎকালে উপাস্য মন্ত্রদেবতা [সন্ধ্যা তিনটী—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা] ; প্রতিষ্ঠা ; চিন্তা ; যুগসন্ধি ; নদীবিশেষ। সন্ধি শব্দ+ক্ষ্য+আপ্, অথবা সম্—ধ্যৈ (ধ্যান করা)+য র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সন্ধ্যাংশ—সত্য-ত্রেতাদি যুগের আদ্য ও অন্ত্য অংশ ; যুগসন্ধি। ৬তৎ। সং ; পু।

সন্ধ্যাগায়ত্রী—প্রভাতাদিকালে উপাসনা ও গায়ত্রী। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

সন্ধ্যাতারা—সন্ধ্যাকালে উদিত নক্ষত্র, সাঁজের তারা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সন্ধ্যাদীপ—সন্ধ্যাকালীন প্রদীপ, সন্ধ্যাকালে প্রজ্বলিত দীপ। ৬তৎ। সং ; পু।

সন্ধ্যাবল—রাক্ষস। সন্ধ্যায় বল যাহার, বহু। সং ; পু। [রক্তাভ রাগ। ৬তৎ। সং ; পু।

সন্ধ্যারাগ—সন্ধ্যাকালীন রক্তিমা, সূর্য্যাস্তকালে

সন্ধ্যাবন্দনা—সন্ধ্যাকালীন বন্দনা, সন্ধ্যাহ্নিককালে কৃত উপাসনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [আহ্নিক, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

সন্ধ্যাহ্নিক—সন্ধ্যা ও দেবপূজাদি। সন্ধ্যা ও

সন্ন—অবসন্ন ; গত ; জড় ; ক্ষীণ ; হীন। সদ্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সন্নত—প্রণত ; শব্দিত, ধ্বনিত। সম্—নম্ (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সন্নতি—প্রণতি ; নম্রতা ; অবনতি ; শব্দ, ধ্বনি। সম্—নম্+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সন্নদ্ধ—১। বর্ম্মিত, সাঁজোয়া-পরা ; অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ; ব্যূহ-বিন্যাসযুক্ত ; শ্রেণীবদ্ধ ; বধোদ্যত ; উৎপন্ন। সম্—নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। বদ্ধ। সম্—নহ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সন্নদ্ধা।

সন্নহন—বর্ম্মপরিধান ; অস্ত্রবন্ধন ; রণ-সজ্জা ; উদ্যোগ। সম্—নহ্ (বন্ধন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সন্না—১। অবসাদগ্রস্তা ; ক্ষীণা ; হীনা। সন্ন দেখ ; সন্ন+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চিম্‌টার ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র যন্ত্র। সন্দংশিকা শব্দের অপভ্রংশ। সং।

সন্নাহ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া ; পরিচ্ছদ। সম্—নহ্ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

সন্নাহ্য—১। বর্ম্মিত, কবচযুক্ত। সন্নাহ শব্দ (বর্ম্ম)+ক্য যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। যুদ্ধগজ। সং ; পু।

সন্নিকট—অতি নিকট, অত্যন্ত কাছে। সম্ (সম্যক্) নিকট, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সন্নিকর্ষ—সান্নিধ্য, পার্শ্ব, নৈকট্য ; বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ ; ন্যায়ে—সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজ এই ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধন উপায়। সম্—নি—কৃষ্ (কর্ষণ করা) +অল্ ভা। সং ; পু।

সন্নিকৃষ্ট—সন্নিহিত, সমীপস্থ ; নিকটবর্ত্তী। সম্—নি—কৃষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সন্নিধ—১। সামীপ্য, নৈকট্য। সম্—নি—ধা +ড ভা। সং ; ক্লী। ২। সমীপস্থ, নিকটবর্ত্তী। +ড ক। বিণ ; ত্রি।

সন্নিধান, সন্নিধি—১। সামীপ্য, নৈকট্য ; স্থিতি ; আশ্রয় ; আবির্ভাব। সম্—নি—ধা (ধারণ করা)+অনট্, কি ভা। ২। সাধুদিগের স্থান ; সৎ-গণের নিধান বা নিধি, ৬তৎ। ৩। উত্তম নিধি। সৎ যে নিধান বা নিধি, কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

সন্নিধাপন—সংস্থাপন। সম্—ণিজন্ত ধা (=ধাপি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সন্নিধাপনী—মুদ্রাবিশেষ (অঙ্গুষ্ঠ উচ্চ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়ের সংযোগ)। সম্—ণিজন্ত ধা=ধাপি+অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সন্নিপতিত—উপস্থিত ; একত্র মিলিত ; অবতীর্ণ ; মৃত। সম্—নি—পত্ (পড়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সন্নিপাত—উপস্থিতি ; একত্র মিলন ; ত্রিদোষজ বিকার-রোগবিশেষ ; সমূহ ; নাশ ; যুদ্ধ। সম্—নি—পত্ (পড়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সন্নিপাতন—উপস্থাপন ; অবতারণ। সম্—নি—পাতি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সন্নিবন্ধন—১। সম্যক্‌রূপে একত্র সঙ্কলন ; গ্রন্থন ; দৃঢ়বন্ধন। সম্—নি—বন্ধ্ (বাঁধা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। উত্তম ভাষাগ্রন্থযুক্ত ; উত্তম প্রীতিদানযুক্ত। সৎ (উত্তম) হইয়াছে নিবন্ধন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সন্নিভ—তুল্য, সদৃশ, অনুরূপ। সম্—নি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সন্নিবিষ্ট—উপবিষ্ট ; নিকটস্থ ; সম্মুখে উপস্থিত ; সংক্রান্ত। সম্—নি—বিশ্ (প্রবেশ করা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সন্নিবৃত্ত—নিবৃত্ত, ক্ষান্ত ; প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। সম্—নি—বৃত্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সন্নিবৃত্তি—নিবৃত্তি, বিরতি ; অপগম ; প্রত্যাবর্ত্তন। সম্—নি—বৃত্ (থাকা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সন্নিবেশ—১। বিন্যাস ; স্থিতি ; সংযোগ ;

মিলন। সম্‌–নি–বিশ্‌+অল্‌ ভা। ২। স্থান ; আশ্রয় ; পুরবহির্‌ প্রদেশ ; নিকট। ···+অল অধি। সং ; পুং।

সন্নিহিত—১। সমীপস্থ, নিকটবর্ত্তী ; সম্যক্‌ স্থাপিত। সম্‌–নি–ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সন্নিধান, সামীপ্য। ···+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সন্ন্যস্ত—নিক্ষিপ্ত ; অর্পিত ; স্থাপিত ; ত্যক্ত। সম্‌–নি–অস্‌ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সন্ন্যস্তা।

সন্ন্যাস—চতুর্থ আশ্রম, ভিক্ষু-ধর্ম্ম ; সংসার-বাসনা-পরিহার ; কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ ; রোগবিশেষ। সম্‌–নি–অস্‌ (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্‌ ভা। সং ; পুং।

সন্ন্যাসধর্ম্ম—সংসারবাসনা ত্যাগরূপ ধর্ম্ম ; ভিক্ষু ধর্ম্ম ; কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ ধর্ম্ম। সন্ন্যাসই যে ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। সং ; পুং।

সন্ন্যাসী (–সিন্‌)—চতুর্থ আশ্রমী, ভিক্ষু ; সংসারত্যাগী ; সংসারবাসনাপরিত্যাগী। সন্ন্যাস +ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী, –সিনী।

সপ—বড় মাদুর। দেশজ। সং।

সপক্ষ—১। একপক্ষাবলম্বী ; অনুকূল ; তুল্য। সমান হইয়াছে পক্ষ যাহাদের, বহু। ২। পক্ষযুক্ত, পাখ্‌নাবিশিষ্ট। পক্ষের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সপক্ষা।

সপক্ষতা—সহায়তা, আনুকূল্য। সপক্ষ শব্দ (অনুকূল)+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

সপত্ন—বিপক্ষ, শত্রু। সহ শব্দ–পত্‌ (পড়া) +ন ক। সং ; পুং।

সপত্নী—সমানপতিকা স্ত্রী, সতীন। সমান হইয়াছে পতি যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

সপত্রাকৃত—পক্ষযুক্ত-বাণ-বেধন দ্বারা পীড়িত ; শর-বিদ্ধ। সহ (সহিত)–পত্র (বাণপক্ষ) –আ–কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সপদি—সদ্যঃ, তৎক্ষণাৎ, তখনি। সহ শব্দ–পদ্‌+ই ক। ব্য।

সপরিবার—পরিজনবর্গ-সমন্বিত, স্ত্রীপুত্রাদিযুক্ত। পরিবারের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সপরিবারে—পরিজনবর্গসমভিব্যাহারে, স্ত্রী-পুত্রকন্যাদির সহিত। পরিবারের সহ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সপর্য্যা—পূজা, অর্চনা। সপর নামধাতু (পূজা করা)+ক্য+অ ভা+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

সপিণ্ড—সনাভি, সপ্তপুরুষান্তর্ব্বর্ত্তী জ্ঞাতি। সমান পিণ্ড যাহাদের, বহু। বিণ ; ত্রি।

সপিণ্ডীকরণ—প্রেতত্ব মোচনার্থ করণীয় শ্রাদ্ধ ; পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের সংমিশ্রণ [মরণ দিবস হইতে একবৎসর পরে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণের পর মানব প্রেতদেহ ত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। পুত্রের অন্নপ্রাশন, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হইলে এক বৎসরের পূর্ব্বেও সপিণ্ডীকরণ হয়। ইহাকে অপকর্ষ সপিণ্ডন বলে]। সপিণ্ড+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সপিণ্ডী) –কৃ (করা)+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

সপীতি—সহপান, একত্র পান করা। সহ (সহিত) পীত (পান), সুপ্‌সুপেতি। সং ; স্ত্রী।

সপ্ত—সপ্তম, সাতের পূরণ। সপ্তন্‌+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সপ্তী।

সপ্ত (সপ্তন্‌)—সাত-সংখ্যা, ৭। সপ্‌ (একত্রিত হওয়া)+তন্‌ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সপ্তক—১। সপ্তসংখ্যা, ৭। (সঙ্গীতে) সপ্ত-স্বরের সমষ্টি [ষড়্‌জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত সাতটী সুর লইয়া এক একটী সপ্তক হয় ; সপ্তক তিনটী—উদারা, মুদারা ও তারা]। সপ্তন্‌ (সাত)+কন্‌। সং ; ক্লী। ২। সপ্তসংখ্যক ; সপ্তম। বিণ ; ত্রি।

সপ্তকী—সাত-নর কাঞ্চী, মেখলা, চন্দ্রহার। সপ্তন্‌ শব্দ (সাত)–কৈ (শব্দ করা)+ ড ক+ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

সপ্তগ্রাম—১। সুরের সাতটী আশ্রয় [সঙ্গীতের ষড়্‌জাদি সাতটী সুরের যাহা হইতে প্রথম সুর আরম্ভ করা যায়, তাহাই সেই সুরের গ্রাম]। দ্বিগু। সং ; পুং। ২। প্রাচীন বিখ্যাত জনপদবিশেষ।

সপ্তচত্বারিংশ—৪৭ এই সংখ্যার পূরক। সপ্ত-চত্বারিংশৎ+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সপ্তচত্বারিংশী।

সপ্তচত্বারিংশৎ—১। সাতচল্লিশ সংখ্যা, ৪৭। সপ্ত অধিক যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। তৎসংখ্যক। বিণ ; ত্রি।

সপ্তচত্বারিংশত্তম—৪৭ এই সংখ্যার পূরক, সপ্ত-চত্বারিংশ। সপ্তচত্বারিংশৎ+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সপ্তচত্বারিংশত্তমী।

সপ্তচ্ছদ—সপ্তপর্ণ, ছাতিম গাছ। সপ্ত (সাত) ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; পুং।

সপ্তজিহ্ব—অগ্নি। সপ্ত (সাত) জিহ্বা (অর্থাৎ জ্বালা) যাহার, বহু। সং ; পুং। অগ্নির সাতটি জিহ্বা এই—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বনিরূপিণী। মতান্তরে আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, বিবহ, নিবহ, পরিবহ —এই সাত বায়ুই অগ্নির সপ্তজিহ্বা।

সপ্ততন্তু—যজ্ঞ, যাগ। সপ্তন্‌ (সাত)–তন্‌ (বিস্তার করা)+তু অধি। সং ; পুং।

সপ্ততি—১। সত্তর সংখ্যা, ৭০। সপ্তগুণিত যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী। ২। তৎসংখ্যক। বিণ ; স্ত্রী।

সপ্ততিতম—৭০ সংখ্যার পূরক। সপ্ততি+ তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –তমী।

সপ্তত্রিংশ—৩৭ এই সংখ্যার পূরক। সপ্তত্রিংশৎ +ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –শী।

সপ্তত্রিংশৎ—সাঁইত্রিশ (৩৭)। সপ্তদ্বারা অধিক যে ত্রিংশৎ, কর্ম্মধা। বিণ বা সং ; স্ত্রী।

সপ্তত্রিংশত্তম—৩৭ এই সংখ্যার পূরক, সপ্ত-ত্রিংশ। সপ্তত্রিংশৎ+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সপ্তত্রিংশত্তমী।

সপ্তদশ—১৭ এই সংখ্যার পূরক। সপ্তদশন্‌+ +ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সপ্তদশী।

সপ্তদশ (সপ্তদশন্‌)—সতর সংখ্যক। সপ্তাধিক যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

সপ্তদীধিতি—অগ্নি। বহু। সং ; পুং।

সপ্তদ্বীপ—১। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর—এই সাত মহাদ্বীপ। কর্ম্মধা। সং ; পুং। ২। সাতটি দ্বীপ-বিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সপ্তদ্বীপা।

সপ্তদ্বীপপতি—অগ্নিধ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান্‌, জ্যোতিষ্মান্‌, দ্যুতিমান্‌, ভব্য, সবন—এই সাত। ৬তৎ। সং ; পুং।

সপ্তদ্বীপা—১। ধরণী, পৃথিবী। সপ্ত (সাত) দ্বীপ আছে যাহাতে, বহু (সপ্তদ্বীপ দেখ)। সং ; স্ত্রী। ২। সাতটি দ্বীপ-সমন্বিতা। বিণ ; স্ত্রী।

সপ্তধা—সাত প্রকার ; সাতবার। সপ্তন্‌ শব্দ +ধাচ্‌ প্রকারার্থে। ব্য।

সপ্তপত্র, সপ্তপর্ণ—সপ্তচ্ছদ, ছাতিম গাছ। সপ্ত পত্র, পর্ণ যাহার, বহু। সং ; পুং।

সপ্তপদী—বিবাহকালীন মণ্ডলিকা মধ্যে পদ-চালনা। সপ্ত পদের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

সপ্তম—সাত সংখ্যার পূরক। সপ্তন্‌ (সাত)+ মট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সপ্তমী।

সপ্তমী—১। সাত সংখ্যার পূরণকারিণী। সপ্তম দেখ। সপ্তম+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

সপ্তমীতৎপুরুষ—সমাসবিশেষ। সমাস দেখ।

সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষি ; কথিত আছে যে, এই সাত ঋষি সাতটি নক্ষত্র হইয়া অতি উচ্চে ধ্রুবলোকের নিম্নে বিরাজ করিতেছেন। সপ্ত (সাত) যে ঋষি, কর্ম্মধা। সং ; পুং। সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল—সাতটি বিশেষ নক্ষত্রের চক্র। কথিত আছে যে, বশিষ্ঠাদি সপ্ত ঋষি এই সাত নক্ষত্ররূপে বিরাজিত। ইহাকে সাধারণ লোকে 'সাতভাই' বলিয়া থাকে। ইয়ুরোপে সপ্তর্ষিমণ্ডল 'বৃহৎ ভল্লুক' নামে অভিহিত। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সপ্তলা—নবমালিকা পুষ্প, পাটলা ফুল। সপ্তন্‌ (সাত)–লা+ড ক+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

সপ্তলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—উপরিস্থ এই সাতটী লোক। সপ্ত যে লোক, কর্ম্মধা। সং; পু।

সপ্তশতী—দেবীমাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ, চণ্ডী (সাত শত শ্লোক থাকায় ইহা সপ্তশতী নামে অভিহিত); সাত শত। সপ্ত (সাত) শতের সমাহার, দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

সপ্তশলাকা—বিবাহের শুভাশুভ দিন নির্ণয়ার্থ জ্যোতিষোক্ত চক্রবিশেষ। সপ্ত শলাকা আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

সপ্তসপ্তি, সপ্তাশ্ব—সূর্য্য। সপ্ত সপ্তি বা অশ্ব (ঘোটক) যাহার, বহু। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী এই সাত ছন্দই ৭ অশ্ব। সং; পু।

সপ্তসমুদ্র—সপ্তসাগর। কর্ম্মধা। সং; পু।

সপ্তসাগর—লবণ, ইক্ষু,সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ, জল—এই সাত বিভিন্ন পদার্থময় সাত সমুদ্র। কর্ম্মধা। সং; পু।

সপ্তসাম—রথন্তর, বৃহৎ সাম, বামদেব্য, বৈরূপ, পাবমান, বৈরাজ, চান্দ্রমস—এই সাত সাম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সপ্তস্বর—ষড়্‌জাদি সাতটী স্বর, ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত নাম—সা ঋ গ ম প ধ নি। ইংরাজী নাম—C D E F G A B. সঙ্গীতশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ময়ুর, বৃষভ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ঘোটক এবং হস্তী, এই সাত জন্তুর স্বর লইয়া যথাক্রমে ষড়্‌জাদি স্বরের উৎপত্তি। এই সাতটী স্বর লইয়া এক একটী সপ্তক হয়। সপ্তক তিনটী—উদারা, মুদারা ও তারা। প্রথম সপ্তক (সা—নি) উদারা (খাদ); দ্বিতীয় সপ্তক (সা—নি) মুদারা (খাদ অপেক্ষা উচ্চ); তৃতীয় সপ্তক (সা—নি) তারা (চড়া)। এই সাতটী স্বরের আবার কোমল, অতি কোমল, তীব্র (কড়ি), অতি তীব্র প্রভৃতি ভেদ আছে।

সপ্তস্বর—সপ্তস্বর দেখ।

সপ্তস্বরা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, জলতরঙ্গ। ইহাতে কাংস্যাদি নির্ম্মিত সাতটী জলপূর্ণ পাত্র সজ্জিত করিয়া বাজান হয়। বহু। সং; স্ত্রী।

সপ্তাংশু, সপ্তার্চ্চিঃ—অগ্নি; শনিগ্রহ। সপ্ত অংশু, অর্চ্চিঃ (কিরণ) যাহার, বহু; সপ্তজিহ্ব দেখ। সং; পু।

সপ্তাঙ্গ—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল—রাজ্যের এই সাত অঙ্গ। সপ্ত যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সপ্তার্চ্চিঃ—সপ্তাংশু দেখ।

সপ্তার্ণব—সপ্ত সাগর। সপ্ত যে অর্ণব (সাগর), কর্ম্মধা; সপ্তসাগর দেখ। সং; পু।

সপ্তাহ—সাত দিন, হপ্তা। সপ্ত অহন্‌এর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

সপ্তি—অশ্ব, ঘোটক। সপ্ (সম্বন্ধ করা)+তি র্ম। সং; পু।

সপ্রতিভ—প্রতিভান্বিত, মেধাবী, অতিশয় বুদ্ধিমান্; সতর্ক। প্রতিভার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সপ্রমাণ—প্রমাণযুক্ত, প্রমাণিত। বহু। বিণ।

সফর—১। শফর, পুঁটি মাছ। শফর শব্দের শ স্থানে স। সং; পু। স্ত্রী সফরী। ২। পর্য্যটন; রাজকর্ম্মচারীদিগের এলাকামধ্যে ভ্রমণ। বৈদেশিক। সং।

সফল—ফলযুক্ত; নিষ্পন্ন; সুসিদ্ধ। ফলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সফলকাম—সিদ্ধমনোরথ, যাহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছে এরূপ। সফল হইয়াছে কাম (কামনা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সফলতা—সাফল্য, সিদ্ধি; কৃতকার্য্যতা। সফল +তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সফলমনোরথ—সফলকাম, সিদ্ধাভিপ্রায়। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রথা।

সফলীকৃত—পূর্ব্বে যাহা সফল ছিল না এক্ষণে সফল করা হইয়াছে, সফলতা-প্রাপিত। সফল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=সফলী) —কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সফা—পৃষ্ঠা; জমিজমার সমষ্টি পৃষ্ঠা। বৈদেশিক। সং। [(Subpœna)। সং।

সফিনা—বিচারালয়ের আজ্ঞাপত্র, ডাক। ইং

সফেদ—শুভ্র, সাদা। বৈদেশিক। বিণ। [সং।

সফেদা—তণ্ডুলচূর্ণ, চাউলের গুঁড়া। বৈদেশিক।

সফেন—ফেনযুক্ত, ফেনাবিশিষ্ট। ফেনের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সব—সকল; সমূহ। সর্ব্বশব্দের অপভ্রংশ।

সবজান্তা—সর্ব্বজ্ঞ। দেশজ। বিণ।

সবল—বলশালী, সামর্থ্যযুক্ত; সসৈন্য। বলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সবলা। বি সবলতা।

সবলোট—যে সব লুটিয়া ভোগ করে, লম্পট। দেশজ। বিণ।

সব্রহ্মচারী (—চারিন্)—সতীর্থ, এক গুরুর শিষ্য; একবিধ বেদপাঠব্রত ও আচারবিশিষ্ট। সমানভাবে ব্রহ্ম আচরণ করে যে, উপ; স (সমান)—ব্রহ্মন্ (বেদ)—চর্ (আচরণ করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

সভর্ত্তৃকা—পতিযুক্তা, সধবা। ভর্ত্তার সহিত বর্ত্তমানা যে (যে স্ত্রী), বহু। বিণ; স্ত্রী।

সভা—পরিষৎ, সমিতি, সমাজ, কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে স্থানে বহু লোক মিলিত হয়। সহ শব্দ—ভা+ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

সভাগৃহ—সভাভবন, যে গৃহে সভা হয়। ৬তৎ বা ৬তৎ। সং; ক্লী।

সভাজন—১। ভাজনযুক্ত। ভাজনের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সভাজনা। ২। পূজা; কুশলপ্রশ্ন; সম্ভাষণ; আনন্দন। সভাজ্ (সেবা করা, সম্ভাষণ করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। সভাসৎ, সভ্য। সভার জন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

সভাতল—সভাস্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সভাপতি—সভার অধ্যক্ষ, সমিতির কর্ত্তা। ৬তৎ। সং; পু।

সভাপতিত্ব—সভাপতির পদ, সভার অধ্যক্ষের অধিকার। সভাপতি+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী। [দের প্রধান। ৬তৎ। সং; পু।

সভাভঙ্গ—সভার কার্য্যশেষ, সভা হইতে সক-

সভাসৎ (—সদ্)—সভ্য, পারিষদ, সভাস্থ; সামাজিক; বিজ্ঞ। সভা—সদ্ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ বা সং; ত্রি।

সভাসমিতি—পরিষৎ, সভা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। দুইটী শব্দই একার্থক।

সভাসীন—সভায় উপবিষ্ট, সভায় উপস্থিত। সভাতে আসীন, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সভাস্থল—সভাস্থান, সভার ক্ষেত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ক্ষিক, ক্ষৌক। সং; পু।

সভিক, সভীক—দ্যূতসভার অধ্যক্ষ। সভা+

সভ্য—সভাসৎ; সামাজিক; সদ্বংশজাত, শিষ্ট, ভদ্র,সাধুশীল; দ্যূতকর। সভা শব্দ+য্য। বিণ। ত্রি। স্ত্রী সভ্যা।

সভ্যজগৎ—ভদ্রতাযুক্ত সংসার; শিষ্ট সমাজ; আর্য্যাবর্ত্ত। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সভ্যতা—সামাজিকতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা। সভ্য +তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সভ্যনির্ব্বাচন—সভাসৎ মনোনয়ন, সভার উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া লওয়া। ৬তৎ। ক্লী।

সভ্যভব্য—ভদ্রতাযুক্ত; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

সম্—সম্যক্; প্রকৃষ্ট; শোভন; তুল্য; সঙ্গত; সংযোগ; সামীপ্য; আভিমুখ্য; সমূহ; সমুচ্চয়। সো+ডম্ ক। ব্য।

সম—১। সমান, তুল্য; সকল, সমস্ত; অবন্ধুর; সাধু; যুগ্ম। সম্ (অবিকল হওয়া) +অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। গীতবাদ্যাদি বিষয়ে লয়; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং; ক্লী।

সমকক্ষ—তুল্য প্রতিযোগী। সম (সমান) যে কক্ষ (প্রতিযোগী), কর্ম্মধা, অথবা সম হইয়াছে কক্ষা (প্রতিযোগিতা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

সমকাল—তুল্য কাল, এক সময়। কর্ম্মধা।

সমকালবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—তুল্যকালে স্থিত,এক সময়ে বিদ্যমান। সমকাল—বৃত্ (থাকা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—বর্ত্তিনী।

সমকালীন—তুল্যকালে উৎপন্ন, এক সময়ে উদ্ভূত। সমকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

সমকোণ—এক সরল রেখা অন্য এক সরল রেখার উপর লম্বভাবে দণ্ডায়মান হইলে উভয়পার্শ্বস্থ উৎপন্ন কোণদ্বয় যদি পরস্পর সমান হয়, তবে তাহাদের প্রত্যেকটিকে সমকোণ বলে (Right angle)।

সমক্র—তুল্যরূপে গমনশীল ; সঙ্গত ; জোড়া। সম্—অন্চ্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমক্ষ—১। চক্ষুর সমীপে। অক্ষির সমীপে, অব্যয়ী। ব্য। ২। ইন্দ্রিয়গোচর ; প্রত্যক্ষ; সম্মুখবর্ত্তী। অক্ষের (ইন্দ্রিয়ের) অভিমুখে, অব্যয়ী। বিণ ; ত্রি।

সমগ্র—সমস্ত, সমুদয়। সম (সকল)—গ্রহ্ (লওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমগ্রা।

সমচতুরস্র—সমচতুষ্কোণ ; সমান চৌরস। বহু। বিণ ; ত্রি।

সমজ—১। পশুসমূহ ; মূর্খদল। সম (সমান) —জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু। ২। বন। সং ; ক্লী। [বুঝা। বৈদেশিক। সং।

সমজ, সমঝ—বুদ্ধি, জ্ঞান ; বিবেচনা ; বোধ,

সমজদার, সমঝদার—বোদ্ধা, জ্ঞানী ; যে বুঝিতে পারে এরূপ। বৈদেশিক শব্দ।

সমজাতীয়—একজাতীয়, তুল্যজাতিবিশিষ্ট, এক-শ্রেণীস্থ। সমজাতি+ীয়। বিণ ; ত্রি।

সমজান, সমঝান—বুঝা বা বুঝান। বৈদে। ক্রি।

সমজ্ঞা—কীর্ত্তি, যশঃ। সম (সকল)—জ্ঞা (জানা)+ক্বিপ্ ণ। সং ; স্ত্রী।

সমজ্যা—সভা, সমাজ ; খ্যাতি। সম্—অজ্ (গমন)+ক্যপ্ অধি+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সমঝ—সমজ (২) দেখ।

সমঝদার—সমজদার দেখ।

সমঞ্জস—উচিত ; যোগ্য ; সমীচীন ; অভ্রান্ত ; সত্য ; সুজন। সম্ (সম্যক্) হইয়াছে অঞ্জস (যাথার্থ্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমতল—সমানভূমি, অবন্ধুর। সম (সমান) হইয়াছে তল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমতা, সমত্ব—সাম্য, তুল্যতা। সম+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সমতীত—সম্যক্ অতীত, গত। সম্—অতি—ই (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমতুল—যোগ্য ; তুলনীয়। বিণ ; ত্রি।

সমত্ব—সমতা দেখ।

সমদর্শিতা—সমদর্শীর ভাব, সকলকে সমান দেখা ; নিরপেক্ষতা ; বিবেকিতা। সমদর্শী দেখ। সমদর্শিন্+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সমদর্শী (—দর্শিন্)—সর্ব্বত্র বা সকলকে একরূপ দর্শনকারী ; নিরপেক্ষ ; পণ্ডিত ; বিবেকী ; তত্ত্বজ্ঞানী। সম (সমান)—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,—দর্শিনী।

সমধিক—অত্যন্ত অধিক, প্রচুর। সম্ (সম্যক্) যে অধিক, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সমধ্ব—একসঙ্গে পর্য্যটনকারী, সঙ্গী। সম (এক) হইয়াছে অধ্বা (পথ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমধ্বা।

সমন—আহ্বান ; আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান বা আদেশপত্র। ইং (summons)। সং।

সমন্ত—প্রান্ত, সীমা, শেষভাগ। সম্ (সম্যক্) যে অন্ত, প্রাদি। সং ; পু।

সমন্ততঃ (—তস্), সমন্তাৎ—সকল দিকে ; সর্ব্বত্র ; চতুর্দ্দিকে। সমন্ত+তস্, আৎ ৭মী স্থানে। ব্য।

সমন্তপঞ্চক—কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ। ক্লী।

সমন্তভদ্র—বুদ্ধদেব। সমন্তাৎ (সকল দিকে) ভদ্র, ৭তৎ। সং ; পু।

সমন্তাৎ—সমন্ততঃ দেখ।

সমন্ত্রক—মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রপূত। মন্ত্রের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমন্যু—ক্রোধান্বিত, কোপাবিষ্ট ; শোকান্বিত। মন্যুর (ক্রোধের, শোকের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমন্বয়—সঙ্গতি ; সংযোগ, মিলন ; ঐক্য ; অবিরোধ। সম্—অনু—ই+অল্ ভা। সং ; পু।

সমন্বিত—সঙ্গত, মিলিত, সংযুক্ত ; অবিরুদ্ধ। সম্—অনু—ই+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমপদস্থ—তুল্যরূপ পদে স্থিত, তুল্য সম্মানযুক্ত, সমান আধিপত্যবিশিষ্ট। সম যে পদ সে সমপদ, কর্ম্মধা ; সমপদ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমপদস্থা।

সমপৃষ্ঠ—সমতল, অবন্ধুর, অনুচ্চাবচ। সম (সমান) পৃষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমপ্রাণ—সুহৃদ্, সখা, বন্ধু। সম (তুল্য) হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমভাব—সমতা, তুল্যতা, সাদৃশ্য। ৬তৎ। সং।

সমভিব্যাহার—সঙ্গ, একত্র সংযোগ, একত্র গমন। সম্—অভি—বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সমভিব্যাহারী (—হারিন্)—সঙ্গী, একত্র গমনকারী ; সহগামী ; সহিত। সম্—অভি—বি—আ—হৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সমভিব্যাহারিণী।

সমভিব্যাহৃত—একত্রিত, সঙ্গে চলিত ; সহোচ্চারিত ; সহিত। সম্—অভি—বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমভিহার—পৌনঃপুন্য ; আতিশয্য। সম্—অভি—হৃ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সমম্—সহ ; একদা ; এককালে। সম্ (অবিকল হওয়া)+অম্ ক। ব্য।

সময়—১। কাল ; যোগ্যকাল ; শপথ ; প্রতিজ্ঞা ; অবসর ; নিয়ম ; কড়ার ; আচার ; সঙ্কেত ; নির্দ্দেশ ; সিদ্ধান্ত ; সীমা ; কর্ত্তব্যনির্ব্বাহ। সম্—ই (গমন করা)+অল্ ক, বা সম (সমান)—ই (যাওয়া)+ড ক ; অথবা সম শব্দ—মি (ক্ষেপণ করা)+অল্ অধি। সং ; পু। ২। সৌভাগ্যশালী। সম্ (সম্যক্) অয় (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সময়সেবক, সময়সেবী (—সেবিন্)—সময়ের উপাসক ; সময়ের মূল্যজ্ঞ ; সময়ের গতি বুঝিয়া তদুপযুক্ত ভাবে কার্য্যকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী সময়সেবিকা, সময়সেবিনী।

সময়া—১। সৌভাগ্যবতী। সম্ (সম্যক্) অয় (সৌভাগ্য) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। সমীপে ; মধ্যে ; কর্ত্তব্য। সম্—ই+আ ক। ব্য। [সং ; স্ত্রী।

সময়ান্তর—অন্য সময়, ভিন্ন কাল। নিত্য।

সময়োগ্য—সমকক্ষ, তুল্যপদস্থ, প্রতিদ্বন্দ্বী। সম (তুল্য) যে যোগ্য, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

সময়োপযোগী (—যোগিন্)—সময়ের উপযুক্ত, কালোপযুক্ত, সময়যোগ্য। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—যোগিনী।

সমর—যুদ্ধ, রণ, সংগ্রাম। সম্—ঋ (গমন করা)+অল্ অধি ; অথবা মরের (মরণশীলের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং ; ক্লী বা পু। [সং ; ক্লী।

সমরকৌশল—রণনৈপুণ্য, যুদ্ধপটুতা। ৬তৎ।

সমরক্ষেত্র—রণক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সমরজয়—যুদ্ধজয়, যুদ্ধে জিত্। ৭তৎ। সং ; পু।

সমরজয়ী (—জয়িন্)—রণবিজয়ী, যুদ্ধ জয়কারী। ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী সমরজয়িনী।

সমরতরঙ্গ—যুদ্ধরূপ তরঙ্গ। রূপক। সং ; পু।

সমরপোত—রণতরী, যুদ্ধজাহাজ। ৪তৎ। সং ; পু।

সমরভূমি—রণক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সমরশয্যা—যুদ্ধস্থলরূপ শয্যা, রণক্ষেত্ররূপ বিছানা। রূপক। সং ; স্ত্রী।

সমরশায়িত—যুদ্ধে পাতিত, যুদ্ধে মারিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—শায়িতা।

সমরশায়ী (—শায়িন্)—রণশয্যায় শয়নকারী, সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে জীবনবিসর্জ্জনকারী। সমর—শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সমরশায়িনী।

সমরসিংহ—মিবারের (বা চিতোরের) রাণা। ইনি দিল্লী ও আজমীরের শেষ হিন্দু রাজা মহাবীর পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি ছিলেন। কান্যকুব্জেশ্বর জয়চন্দ্রের আহ্বানে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিলে ইনি শ্যালকের সঙ্গে যোগ দিয়া আক্রমণকারীর গতিরোধের চেষ্টা করেন। নারায়ণ (কা তিরাওরি) নামক স্থানের উভয় যুদ্ধেই ইনি শ্যালকের সহিত উপস্থিত ছিলেন। প্রথম বারের যুদ্ধে ইঁহারই শৌর্য্যপ্রভাবে ও রণকৌশলে মহম্মদের পরাজয় ঘটে।

দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে ইনি পৃথ্বীরাজের সহিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন (১১৯৩ খ্রীঃ)।

সমরাঙ্গন—রণক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সমরাশি—যে সকল রাশি দুই ভাগে সমান বিভক্ত হইতে পারে এরূপ, ২, ৪, ৬, ৮ প্রভৃতি। কর্ম্মধা। সং; পু।

সমরু—জন্ম ১৭২০ খ্রীঃ। কেহ কেহ বলেন, ইনি একজন জর্ম্মণ কসাইএর পুত্র। একখানি ফরাসী জাহাজে নাবিকরূপে ইনি ভারতে আসেন। পরে ফরাসী সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। সেই সময় ইনি সম্নর (Sumner) বা সমর্স্ (Somers) নাম গ্রহণ করেন। সেনাগণ ইঁহাকে সম্বর(Sombre) এবং দেশীয়গণ সমরু (Sumru) বলিত। কিছুদিন পরে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিকবিভাগে কার্য্য করেন। পরে যথাক্রমে ফরাসিগণের, অযোধ্যার নবাবের ও সিরাজউদ্দৌলার অধীনে কর্ম্ম করেন। অনন্তর গ্রেগরী নামক একজন আর্ম্মেনিয়ানের ভৃত্যস্বরূপে মীরকাসিমের অধীনে কর্ম্ম করেন। শেষোক্ত কার্য্যকালে ১৭৬৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ইনি পাটনাতে ৫১ জন ইংরাজ ও অপরজাতীয়১০০জনকে ধৃত ও নিহত করিয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনন্তর ভরতপুর ও জয়পুর সরকারে এবং দিল্লীর উজির নাজফ খাঁর অধীনে কিছুদিন নিযুক্ত থাকেন। পরে সরধানা দেশে একটি মূল্যবান্ সম্পত্তি লাভ করিয়া সেইখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং সমরু বেগমের সহিত তথায় বাস করিতে থাকেন। ১৭৭৮ খৃঃ ৪ঠা মে আগ্রা সহরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অশিক্ষিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। যুদ্ধনৈপুণ্য ইঁহার কিছুমাত্র ছিল না, এবং ইনি যে সৈন্যদলের পরিচালক ছিলেন, তাহাও হীন-চরিত্র ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম ওয়াল্টার রেণহার্ড (Walter Reinhard)।

সমরু (বেগম)—ইঁহার প্রকৃত নাম জেবলনিসা। জাতিতে জর্জ্জীয়ান। ইনি কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। সমরুর সহিত ইনি সরধানাতে বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি ও সেনাদলের অধিকারিণী হন এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিছুদিন পরে ইনি লেভাস্সোল (Levassoult) নামক একজন ফরাসীকে বিবাহ করেন। সমরুবেগমের বিদ্রোহী সেনাদলের হস্ত হইতে কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া লেভাস্সোল আত্মহত্যা করেন। সমরু বন্দী হন। পরে ইঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ জর্জ্জ টমাসের সহিত সখ্য স্থাপিত হইলে ইনি মুক্তি এবং স্বাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হন। ইনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, এবং ১৮০৩ খৃঃ এসাইয়ের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া জেনারেল লেকের অধীনতা স্বীকার করেন। সেই সময় হইতে ইনি সৈন্যদল ছাড়াইয়া দিয়া ইংরাজের সহিত সখ্যভাবে কালযাপন করেন। সমরু বেগম প্রভূতধন-শালিনী ছিলেন এবং বিবিধ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বিস্তর দান করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিসপের হস্তে দানার্থে ৫০০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন এবং মিরাটে কয়েকটি গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনি উচ্চ-পদবিশিষ্টার ন্যায় চলিতেন এবং ভারতের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বহুব্যয়ে আপ্যায়িত করিতেন। ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে সমরু বেগম ১৮৩৬ খৃঃ ২৭শে জানুয়ারি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যু-কালে আনুমানিক ৭০.৮০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। এই টাকার কিয়দংশ দানকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অবশিষ্টাংশ পৌত্র ডাইস সমবরুকে (Dyce Sombre) দিয়া যান।

সমরেন্দ্র সিংহ—মিবারের (বা উদয়পুরের) সুপ্রসিদ্ধ রাণা মহাবীর প্রতাপ সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম অবস্থায় ইনি কোন কারণে প্রতাপসিংহের বিরাগভাজন হন ও তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষোভে ও ঘৃণায় পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতাপের প্রবল বৈরী মোগলসম্রাট্ আকবরের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার অধীনে সেনাপত্য গ্রহণ করেন। অনন্তর মোগলদিগের সহিত হল্‌দিঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ যৎকালে প্রিয়তম অশ্ব চৈতকে আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন, সেই সময়ে দুইজন যুবক সেনানী তাঁহার প্রাণনাশের নিমিত্ত তাঁহার অনুসরণ করে। জ্যেষ্ঠের এই ঘোর সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া সমরেন্দ্র অনুতাপের বৃশ্চিকদংশনে অস্থির হইয়া পড়েন এবং মুসলমান সেনানীদ্বয়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের প্রাণসংহার-পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের জীবনরক্ষা করেন। অতঃ-পর উভয় ভ্রাতার মিলন হয়। কেহ কেহ ইঁহার নাম "শক্ত সিংহ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সমর্ণ—সম্যক্ পীড়িত; প্রার্থিত। সম্—অর্দ্দ্ (পীড়ন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমর্থ—শক্তিশালী, বলবান্; ক্ষমতাবিশিষ্ট; পারক; প্রশস্ত; হিত; উপযুক্ত; অভীষ্ট। সম্—অর্থ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

সমর্থক—স্থিরীকারক, মীমাংসক; দৃঢ়ীকারক, পোষক। সম্—অর্থ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমর্থিকা।

সমর্থন, সমর্থনা—স্থিরীকরণ; বিবেচনা, মীমাংসা; দৃঢ়ীকরণ; নিশ্চয়; উৎসাহ; সম্ভাবনা। সম্—অর্থ্ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ ভা,২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং, যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সমর্থিত—স্থিরীকৃত; বিবেচিত; মীমাংসিত; দৃঢ়ীকৃত; উৎসাহিত; সম্ভাবিত। সম্—অর্থ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমর্দ্ধক—অভীষ্টদায়ক, বরদাতা। সম্—ঋধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

সমর্পণ—দান; স্থাপন। সম্—ণিজন্ত ঋ বা অর্পি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমর্পিত—প্রদত্ত; স্থাপিত। সম্—ণিজন্ত ঋ বা অর্পি (অর্পণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমর্য্যাদ—সীমাযুক্ত; সচ্চরিত্র; সমীপ, নিকট। মর্য্যাদার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।

সমল—১। মলযুক্ত; মলিন। মলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমলা। ২। পুরীষ, বিষ্ঠা। সং; ক্লী।

সমবকার—নাট্যগ্রন্থবিশেষ। সম্—অব—কৃ+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

সমবতার—১। অবতরণ, নামা। সম্—অব—তৄ+ঘঞ্ ভা। ২। সোপান; ঘাট; তীর্থ। …+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

সমবধান—সম্যক্ অবধান; বিশেষ মনোযোগ; নিষ্পত্তি। সম্—অব—ধা (ধারণকরা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমবয়স্ক—তুল্যবয়সবিশিষ্ট; একবয়সী। সম (সমান) হইয়াছে বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমবয়স্কা।

সমবস্থা—১। অবস্থা, দশা। সম্—অব—স্থা+অঙ্ ভা+আপ্। ২। সমতা, সাম্য। সমের বস্থা (অবস্থা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সমবায়—মিলন; নিত্যসম্বন্ধ; সমূহ, গণ। সম্—অব—ই+অল্ ভা। সং; পু।

সমবেত—মিলিত; একত্রিত; নিত্যসম্বন্ধ, নিত্যযুক্ত। সম্—অব—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমবেতা।

সমবেদনা—তুল্যযাতনা, সহানুভূতি, অন্যের সুখদুঃখাদিতে সুখদুঃখানুভব। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সমশ্রেণী—একশ্রেণী, একদল। কর্ম্মধা। সং; [স্ত্রী।

সমশ্রেণীভুক্ত—একশ্রেণীভুক্ত, এক দলের অন্ত-র্গত। ৬তৎ বা ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সমষ্টি—সম্যক্ ব্যাপ্তি; সামগ্র্য, সমস্ত; গণিতে যোগফল। সম্—অশ্ (ব্যাপা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সমষ্টীভূত—সমগ্রীভূত, যাহা পূর্ব্বে সমষ্টি ছিল না এক্ষণে সমষ্টি হইয়াছে। সমষ্টি শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=সমষ্টী)—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভূতা।

সমসন—সমাস ; সমাসকরণ ; সংক্ষেপ। সম্—অস্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সমসাময়িক—সমকালিক, এককালে বিদ্যমান। সম যে সময় সে সমসময়, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমসাময়িকী।

সমস্ত—সমুদায়, সকল, সমগ্র ; সঞ্চিত ; কৃত-সমাস ; সংক্ষিপ্ত। সম্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমস্তা।

সমস্যমান—যাহাদের সমাস করা হইতেছে এরূপ। সম্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মানা।

সমস্যা—১। মিলন, মিশ্রণ ; সংঘটন। সম্—অস্+য ভা+আপ্। ২। শ্লোকপূরণার্থ প্রশ্নোত্তররূপ সংক্ষিপ্ত বাক্য। সম্—অস্ (ক্ষেপণ)+য র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সমা—১। তুল্যা, সদৃশী। সম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সংবৎসর। সং ; স্ত্রী।

সমাংশ—তুল্যাংশ, তুল্য ভাগ। কর্ম্মধা। ক্লী।

সমাংস—মাংসযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

সমাংসমীনা—১। প্রতিবর্ষ-প্রসবিনী গবী, বছর-বিয়ানী গাই। সমা+সমা (বৎসর বৎসর)+খীন্+আপ্, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী। ২। মৎস্য-মাংসযুক্তা। মাংস ও মীন (মৎস্য)—মাংসমীন, দ্বন্দ্ব ; মাংসমীনের সহিত বর্ত্তমানা যে, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সমাকর্ষী (—কর্ষিন্)—১। অতি নির্হারী গন্ধ, দূরগামী গন্ধ। সম্—আ—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+ণিন্ ক। সং ; পু। ২। আকর্ষণ-কারী। বিণ ; পু। স্ত্রী সমাকর্ষিণী।

সমাকুল—ব্যাকুল ; হতবুদ্ধি ; ব্যাপ্ত ; সংশয়িত। সম্ (সম্যক্) আকুল, প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমাকুলা।

সমাক্রান্ত—আক্রান্ত ; গৃহীত ; ব্যাপ্ত ; বিস্তৃত ; অধিষ্ঠিত। সম্—আ—ক্রম্ (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাখ্যা—১। কীর্ত্তি, খ্যাতি, যশঃ। সম্—আ—খ্যা+ঙ ভা+আপ্। ২। নাম। ···+ঙ ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সমাগত—আগত, উপস্থিত ; মিলিত। সম্—আ—গম্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমাগতি, সমাগম—আগমন, উপস্থিতি ; সঙ্গম। সম্—আ—গম্ (গমন করা)+ক্তি, অল্ ভা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

সমাঘাত—সম্যক্ আঘাত, সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্ (সম্যক্) যে আঘাত, প্রাদি। সং ; পু।

সমাচার—১। শিষ্টাচার, উত্তম আচরণ। সম্—আ—চর+ঘঞ্ ভা। অথবা সম (উত্তম) যে আচার, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সংবাদ, খবর। দেশজ।

সমাচ্ছন্ন—আচ্ছাদিত, আবৃত, ঢাকা। সম্—আ—ছদ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাজ—১। সমূহ, গণ ; সম্প্রদায় ; মানবসমূহ। সম্—অজ্ (গমন করা)+ঘঞ্ ক। ২। সভা। সম—অজ্+ঘঞ্ অধি। ৩। এক সঙ্গে গমন। সম্—অজ্+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [কৃত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমাজচ্যুত—সমাজভ্রষ্ট, সম্প্রদায় হইতে বহি-

সমাজতত্ত্ব—সামাজিক বৃত্তান্ত, সম্প্রদায়সম্বন্ধীয় ব্যাপার। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সমাজনীতি—সমাজের নিয়ম, সম্প্রদায়ের বিধি।

সমাজপতি—সমাজের অধ্যক্ষ, সম্প্রদায়ের নেতা। ৬তৎ। সং ; পু।

সমাজপতিত—সমাজচ্যুত, এক-ঘরে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমাজবন্ধ—দলবদ্ধ, সঙ্ঘীভূত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

সমাজভূষণ—সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ। ৬তৎ।

সমাজরহিত—সমাজশূন্য, সম্প্রদায়বিহীন, সাকল্যবর্জ্জিত ; সমাজচ্যুত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—রহিতা।

সমাজবহির্ভূত—সমাজত্যক্ত ; সমাজে অপ্রচলিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমাজবিরুদ্ধ—সমাজের প্রতিকূল, সামাজিক রীতির বিপরীত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমাজবিরোধী (—রোধিন্)—সমাজের প্রতিকূল, সমাজের বিরুদ্ধ, সামাজিক বিধির বিপরীত। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—বিরোধিনী।

সমাজশক্তি—সমাজের ক্ষমতা, সম্প্রদায়ের সামর্থ্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সমাজশাসন—সমাজবিধি, সামাজিক নিয়ম ; সামাজিক শাস্তি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সমাজশৃঙ্খল—সমাজরূপ নিগড়, সম্প্রদায়রূপ শিকল। রূপক। সং ; পু।

সমাজশ্মশান—সমাজরূপ শবদাহস্থান, শ্মশানের স্থায় বীভৎস সমাজ। রূপক। সং ; ক্লী।

সমাজসংস্কার—সমাজের শোধন, সমাজের কুনিয়ম নিবারণপূর্ব্বক সুনিয়মের প্রবর্ত্তন। ৬তৎ। সং ; পু।

সমাজসংস্কারক—সমাজের দোষসংশোধনকারী, সমাজের মন্দ নিয়ম নিবারণপূর্ব্বক সুনিয়মের প্রবর্ত্তক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমাজহিত—সমাজের ইষ্ট, সম্প্রদায়ের উপকার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সমাজহিতৈষী (—ষিন্)—সমাজের হিতসাধনেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী,—ষিণী।

সমাজ্ঞা—কীর্ত্তি ; যশঃ। সম্—আ—জ্ঞা (জানা)+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সমাদর—অতিশয় আদর ; সম্মান। সম্ (সম্যক্) যে আদর, প্রাদি। সং ; পু।

সমাদরণীয়—অতিশয় আদরণীয় ; অত্যন্ত মাননীয়। সম্ (সম্যক্) আদরণীয়, প্রাদি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমাদরণীয়া।

সমাদৃত—অতিশয় আদৃত ; সম্মানিত। সম্ (সম্যক্) আদৃত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সমাধা, সমাধান—সিদ্ধান্ত ; মীমাংসা ; নির্ণয় ; নিষ্পত্তি ; বিরোধভঞ্জন ; সমর্থন ; ধ্যান ; অনুসন্ধান ; নিয়ম ; প্রতীকার। সম্—আ—ধা (ধারণ করা)+ঙ ভা+আপ্, পক্ষে ···+অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সমাধি—১। সমাধান ; সমর্থন ; বিরোধভঞ্জন ; ইন্দ্রিয়নিরোধ ; ধ্যান ; একাগ্রতা ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য [ইহা দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদজ্ঞান থাকিলে সবিকল্প, এবং জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদজ্ঞান না থাকিলে নির্বিকল্প] ; নিয়ম ; নিবেশ ; আরোপ ; গৌণ ; নিদ্রা ; কারণ-সমূহ ; আশ্রিতরক্ষণ-চিন্তা ; ভূগর্ভে শব-নিধান, গোর ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সম্—আ—ধা (ধারণ করা)+কি ভা। ২। ঈশ্বর। ···+কি অধি। সং ; পু।

সমাধিক্ষেত্র, সমাধিস্থান—যেখানে শবসমূহ ভূগর্ভে নিহিত করা হয়, কবর ; গোরস্থান (Burial ground, Grave-yard)। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সমাধি-প্রস্তর,—শিলা—কবরের উপরে স্থাপিত পাথর (tomb-stone)। ৬তৎ। সং।

সমাধিমগ্ন—সমাধিস্থ, একাগ্রভাবে ধ্যাননিমগ্ন। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—মগ্না।

সমাধিমন্দির—সমাহিত শবের উপর নির্ম্মিত মন্দির ; শবের চিতাভস্ম প্রোথিত করিয়া তদুপরি রচিত মন্দির। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী বা পু।

সমাধিস্তম্ভ—ভূগর্ভ-নিহিত শবোপরি নির্ম্মিত স্তম্ভ (Tomb)। মপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

সমাধিস্থ—সমাধিযুক্ত, একাগ্রভাবে ধ্যাননিমগ্ন। সমাধি—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সমাধিস্থল—একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বর চিন্তার স্থান ; সমাধিক্ষেত্র, শবনিধানস্থান, গোরস্থান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সমাধিস্থান—সমাধিক্ষেত্র দেখ।

সমাধ্মাত—সম্যক্ শব্দিত ; উৎসাহিত ; সমুদ্দীপিত ; গর্ব্বিত। সম্—আ—ধ্মা (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাধ্যায়ী (—য়িন্)—তুল্য অধ্যয়নকারী, সহাধ্যায়ী, সহপাঠী। সম্—অধি—ই+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সমাধ্যায়িনী।

সমান—১। তুল্য ; সদৃশ ; অভিন্ন। সহ (সমান) মান (পরিমাণ) যাহার, বহু ; বা সম্—আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমানা। ২। দেহান্তর্গত নাভিমধ্যস্থ বায়ু [পঞ্চ প্রাণ দেখ]। সং ; পু। [ক্রান্ত। বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

সমানধর্ম্মা (—ধর্ম্মন্)—তুল্যধর্ম্মা, একধর্ম্মা-

সমানয়ন—আনয়ন, আনা; মিলন। সম্—আ—নী+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমানীত—আনীত; মিলিত। সম্—আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমানুপাত—দুই বা বহু রাশির পরস্পর সমানত্ব সম্বন্ধ (Proportion)। সম (সমান) যে অনুপাত, কর্ম্মধা। সং; পু।

সমানোদক—চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি, যাহাদের তর্পণ করিতে হয়। সমান উদক (জলতর্পণ) যাহাদের, বহু। সং; পু।

সমানোদর্য্য—সহোদর। সমান যে উদর সে সমানোদর, কর্ম্মধা; তদ্ভবে য্য ভবার্থে। সং; পু। স্ত্রী সমানোদর্য্যা।

সমানোদর্য্যা—সহোদরা। সমানোদর্য্য দেখ। সমানোদর্য্য+আপ্। সং; স্ত্রী।

সমান্তর, সমান্তরাল—সর্ব্বত্র সমদূরবর্ত্তী। সম (সমান) হইয়াছে অন্তর বা অন্তরাল (ব্যবধান) যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি।

সমান্তর-সরলরেখা, সমান্তরাল-সরলরেখা—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) যে দুই বা তদধিক বিভিন্ন সরল রেখা উভয়দিকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলে কখনই মিলিত বা নিকটবর্ত্তী হয়না। (Parallel lines)। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সমান্তরাল—সমান্তর দেখ।

সমান্তরিক—(জ্যামিতি-শাস্ত্রে) যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের দুই দুইটি ভুজ পরস্পর সমান্তর।

সমাপ—দেবযজনস্থান; যজ্ঞ। সম (সমান) অপ্ (জল) যাহাতে, বহু। সং; পু।

সমাপক—সমাপ্তিকারক; সম্পূর্ণকারী। সম্—ণিজন্ত আপ্=আপি (পাওয়ান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমাপিকা।

সমাপত্তি—সমকালে উপস্থিতি; পরস্পর আপত্তি; যদৃচ্ছা সঙ্গতি। সম্—আ—পদ (যাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সমাপন—সমাপ্তি; শেষ-করণ; পরিচ্ছেদ; সমাধান; বধ। সম্—ণিজন্ত আপ্ (=আপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমাপন্ন—প্রাপ্ত; সমাপ্ত; হত; আপদ্-গ্রস্ত। সম্—আ—পদ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সমাপিকা-ক্রিয়া—যে ক্রিয়াতে বাক্য শেষ হয়। সং; স্ত্রী।

সমাপিত—সমাপ্তি প্রাপিত, সম্পাদিত, শেষিত; নিষ্পন্ন; মারিত, নিহত। সম্—ণিজন্ত আপ্ (=আপি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমাপ্ত—সম্প্রাপ্ত; সম্পূর্ণ। সম্—আপ্ (পাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

•সমাপ্তি—সমাপন, শেষ; প্রাপ্তি, পাওয়া। সম্—আপ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সমায়াত—সমাগত; উপস্থিত। সম্—আ—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সমাযোগ—১। সংযোগ; প্রয়োজন। সম্—আ—যুজ্+ঘঞ্ ভা। ২। পরিচ্ছেদ।...+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

সমারাধন—আরাধনা, পূজা; পরিচর্য্যা, সেবা। সম্—আ—রাধ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমারাধিত—সম্যক্ পূজিত, সংসেবিত। সম্—আ—রাধ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমারূঢ়—কৃতারোহণ, আরোহণ করিয়াছে এরূপ। সম্—আ—রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমারূঢ়া।

সমারোহ—অত্যুন্নতি; আড়ম্বর, জাঁকজমক। সম্—আ—রুহ্+অল্ ভা। সং; পু।

সমালব্ধ—রঞ্জিত; লেপিত; মেলিত; হত। সম্—আ—লভ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমালভন, সমালম্ভন—বিলেপন; হনন, বধ। সম্—আ—লভ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমালম্ভ—বিলেপন; হনন, বধ। সম্—আ—লভ্ (পাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সমালম্বন—সমালভন দেখ।

সমালী—পুষ্পাকর, ফুলের তোড়া। মালার সহ বিদ্যমান যে (যে স্ত্রী), বহু। সং; স্ত্রী।

সমালোচক—সমালোচনাকারী, দোষগুণের বিচারক। সম্—আ—লোচ্+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমালোচিকা।

সমালোচন, সমালোচনা—সম্যক্ আলোচনা; দোষ গুণের বিচার। প্রাদি। সং; ক্লী ও স্ত্রী।

সমালোচিত—কৃতসমালোচন, যাহার দোষগুণের বিচার করা হইয়াছে এরূপ। সম (সম্যক্) আলোচিত, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সমালোচ্য—সমালোচনার যোগ্য, যাহার দোষগুণের বিচার করা উচিত বা করিতে হইবে। সম্—আ—লোচ্+য র্ম। বিণ; ত্রি।

সমাবর্জ্জিত—বক্রীকৃত, নামিত, যাহাকে নোয়ান হইয়াছে এরূপ। সম্—আ—বৃজ্ (বর্জ্জন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমাবর্ত্তন—প্রত্যাবর্ত্তন, প্রত্যাগমন; ব্রহ্মচর্য্যসমাপনানন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাগমন। সম্—আ—বৃত্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমাবিদ্ধ—যোজিত; সজ্জিত। সম্—আ—বিধ্ (বিদ্ধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমাবিষ্ট—প্রবিষ্ট; অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী। সম্—আ—বিশ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সমাবৃত—সংবেষ্টিত, পরিবৃত; আবৃত। সম্—আ—বৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত; ব্রহ্মচর্য্য সমাপনানন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাগত। সম্—আ—বৃত্ (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সমাবেশ—১। প্রবেশ; মনোযোগ; সংস্থিতি। সম্—আ—বিশ্ (প্রবেশ করা)+অল্ ভা। ২। একত্র স্থাপন। সম্—আ—ণিজন্ত বিশ্=বেশি+অল্ ভা। সং; পু।

সমাবেশিত—প্রবেশিত; অভিনিবেশিত; স্থাপিত; সহাবস্থিত। সম্—আ—ণিজন্ত বিশ্ (=বেশি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমাশ্রয়—আশ্রয়, অবলম্বন; সহায়। সম্—আ—শ্রি+অল্ ভা। সং; পু।

সমাশ্রিত—আশ্রিত; অবলম্বিত। সম্—আ—শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সমাস—সংক্ষেপ; সমর্থন; সংগ্রহ; মিলন; ব্যাকরণে—দুই বা তদধিক পদের একপদীকরণ*। সম্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

*সমাস ছয় প্রকার,—দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব—যে সমাসে সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে। যথা—অন্ন ও বস্ত্র=অন্নবস্ত্র; রূপ ও রস ও গন্ধ ও শব্দ ও স্পর্শ=রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ।

বহুব্রীহি—যে সমাসে মুখ্যভাবে সমস্যমান পদসমূহের অর্থপ্রতীতি না হইয়া অন্যপদার্থ মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। ইহার ব্যাসবাক্যে একটী যদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকে। যথা—পীত হইয়াছে অম্বর যাহার তিনি পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ)।

কর্ম্মধারয়—বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের সমাসকে কর্ম্মধারয় সমাস কহে। কর্ম্মধারয় সমাসে উত্তর পদের অর্থ প্রধানভাবে থাকে। যথা—নীল যে উৎপল=নীলোৎপল।

(ক) কর্ম্মধারয় সমাসে কোন কোন স্থলে মধ্যপদের লোপ হয়। উহাকে মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় বলে। যথা—হিমালয় নামক পর্ব্বত=হিমালয় পর্ব্বত।

(খ) সমান ধর্ম্মবাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলে উপমেয় ও উপমান পদের যে সমাস হয়, তাহাকে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস কহে। যথা—মুখ চন্দ্রসদৃশ=মুখচন্দ্র।

(গ) উপমেয় পদে উপমানের আরোপ করিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে রূপক কর্ম্মধারয় কহে। ইহাতে উপমেয় পদে রূপ শব্দের যোগ থাকে। যথা—বিদ্যারূপ ধন=বিদ্যাধন।

তৎপুরুষ—দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে। ইহাতে উত্তরপদের অর্থ প্রধানভাবে থাকে।

তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার—দ্বিতীয়াতৎপুরুষ, তৃতীয়াতৎপুরুষ, চতুর্থীতৎপুরুষ, পঞ্চমীতৎপুরুষ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ ও সপ্তমীতৎপুরুষ।

(ক) দ্বিতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে দ্বিতীয়াতৎপুরুষ কহে। যথা—স্বর্গকে গত= স্বর্গগত।
(খ) তৃতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে তৃতীয়াতৎপুরুষ কহে। যথা—রজ্জু দ্বারা বদ্ধ =রজ্জুবদ্ধ।
(গ) চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে চতুর্থীতৎপুরুষ কহে। যথা—যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি= যজ্ঞভূমি।
(ঘ) পঞ্চমী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে পঞ্চমীতৎপুরুষ কহে। যথা—মুখ হইতে ভ্রষ্ট=মুখভ্রষ্ট।
(ঙ) ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ কহে। যথা—দীনের বন্ধু=দীনবন্ধু।
(চ) সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে সপ্তমীতৎপুরুষ কহে। যথা—দিবাতে নিদ্রা=দিবানিদ্রা।

নঞ্ অব্যয় পূর্ব্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে নঞ্‌তৎপুরুষ কহে। যথা—ন উক্ত=অনুক্ত।

দ্বিগু—তদ্ধিতার্থে, উত্তরপদ পরে, ও সমাহার বুঝাইলে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে দ্বিগু সমাস কহে। তদ্ধিতার্থে, যথা—পঞ্চ (পাঁচটী) গো দ্বারা ক্রীত=পঞ্চগু। উত্তরপদ পরে, যথা—পঞ্চ হস্ত প্রমাণ ইহার=পঞ্চহস্ত-প্রমাণ [এখানে প্রমাণ শব্দ উত্তরপদ পরে থাকায় পঞ্চ ও হস্ত এই দুই পদের দ্বিগু সমাস হইয়াছে]। সমাহারে, যথা—ত্রি (তিন) লোকের সমাহার=ত্রিলোকী।

অব্যয়ীভাব—অব্যয় পদ পূর্ব্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, এবং যাহাতে পূর্ব্বপদার্থেরই প্রাধান্য থাকে, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস কহে। যথা—আত্মাকে অধি (অধিকার করিয়া)=অধ্যাত্ম।

নিত্য—যে সমাসে সমস্যমান পদ দ্বারা সমাস বাক্য হয় না, অন্য পদের দ্বারা সমস্ত পদের অর্থ প্রকাশ করিতে হয়, তাহাকে নিত্যসমাস কহে। যথা—অন্য গ্রাম=গ্রামান্তর।

উপপদ—কৃদন্তপদের পূর্ব্বে যে পদ থাকে, তাহাকে উপপদ কহে। উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে। যথা—কুম্ভ করে যে সে কুম্ভকার।

প্রাদি—প্র পরা প্রভৃতি উপসর্গের সহিত সমাস হইলে তাহাকে প্রাদি সমাস বলে। যথা—সম্ (সম্যক্) যে আদর সে সমাদর।

সমাসক্ত—অত্যাসক্ত; সংলগ্ন; যুক্ত; লব্ধ; অভিনিবিষ্ট। সম্ (সম্যক্) আসক্ত, প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমাসক্তা।

সমাসঙ্গ—অত্যাসক্তি; অভিনিবেশ; সংযোগ। সম্—আ—সন্‌জ্+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

সমাসন্ন—১। সন্নিহিত, অতি নিকটবর্ত্তী। সম্—আ—সদ্ (পাওয়া)+ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত। সম্—আ—সদ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সমাসাদিত—প্রাপিত; প্রাপ্ত; সংগৃহীত; সমানীত; আহৃত; উদ্ধৃত; আক্রান্ত। সম্—আ—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমাসাদিতা।

সমাসীন—সম্যক্ আসীন, উপবিষ্ট। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমাসীনা।

সমাহত—আহত, তাড়িত। সম্—আ—হন্ (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সমাহরণ—সংগ্রহ, সঞ্চয়; একত্রীকরণ। সম্—আ—হৃ (হরণ)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমাহার—সংগ্রহ, আহরণ; সংক্ষেপ; মেলন, সমূহ; দ্বিগু ও দ্বন্দ্ব সমাসবিশেষ। সম্—আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

সমাহিত—১। সমাধিনিষ্ঠ, একাগ্রভাবে ধ্যানমগ্ন; অভ্রান্তচিত্ত; অবহিত। সম্—আ—ধা+ক্ত ক। ২। নিষ্পাদিত; মীমাংসিত; স্থাপিত; সংগৃহীত, সঞ্চিত; অঙ্গীকৃত; দত্ত; বিশোধিত; ভূগর্ভে নিহিত (শবদেহ)।...+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সমাহৃত—সংগৃহীত, সঞ্চিত, আহৃত; একত্রীকৃত; সংক্ষিপ্ত। সম্—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমাহৃতা।

সমাহৃতি—সমাহার, সংগ্রহ; আহরণ; সংক্ষেপ। সম্+আ—হৃ (হরণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সমাহ্বয়—১। যুদ্ধে আহ্বান; প্রাণিদ্যূত, মেষ কুক্কুটাদি দ্বারা যুদ্ধ করান। সম্—আ—হ্বে (আহ্বান করা)+অল্ ভা। ২। আখ্যা, নাম।...+অল্ ণ। সং; পুং।

সমিৎ—সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্—ই (যাওয়া)+ক্বিপ্। অধি। সং; স্ত্রী।

সমিৎ (—সমিধ্)—ইন্ধন, জ্বালানিদ্রব্য; হোমাগ্নিপ্রজ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি। সম্—ইন্ধ (দীপ্ত করা)+ক্বিপ্ ণ। সং; স্ত্রী।

সমিতা—গোধূমচূর্ণ, ময়দা। সম্—ই+ক্ত ক +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

সমিতি—সভা; সঙ্গ; যুদ্ধ। সম্—ই (যাওয়া) +ক্তি অধি। সং; স্ত্রী।

সমিথ—সমর; আহুতি। সম্—ই (গমন করা)+থ অধি। সং; পুং।

সমিদ্ধ—দীপিত, জ্বালিত; উত্তেজিত। সম্—ইন্ধ (দীপ্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সমিধ্—সমিৎ (২) দেখ।

সমিধ—১। যজ্ঞকাষ্ঠ; ইন্ধন, জ্বালানি দ্রব্য। সম্—ইন্ধ্ (দীপ্ত করা)+ক ণ। ২। অগ্নি।...+ক র্ম্ম। সং; পুং।

সমিন্ধন—১। উদ্দীপন; উত্তেজিতকরণ। সম্—ইন্ধ্+অনট্ ভা। ২। অগ্নি জ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি, ইন্ধন।...+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

সমীক—সমর, যুদ্ধ। সম্ (বিহ্বল করা)+ঈকন্ ক। সং; ক্লী।

সমীকরণ—সমানকরণ; তুল্যকরণ; অনুরূপকরণ; একজাতীয়করণ; গণিতে—অজ্ঞাত সংখ্যা নির্ণয় করিবার প্রক্রিয়াবিশেষ। (Equation)। সম (সমান)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সমী)—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [ণ। সং; ক্লী।

সমীক্ষ—সাঙ্খ্যদর্শন। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+অল্

সমীক্ষণ—সম্যক্ দর্শন; পর্য্যবেক্ষণ; আলোচনা; অনুসন্ধান। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমীক্ষা—১। বুদ্ধি; প্রকৃতি; চতুর্বিংশতি তত্ত্ব; মীমাংসা-শাস্ত্র। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা) +অল্ ণ+আপ্। ২। দৃষ্টি; বিবেচনা; সম্যক্ জ্ঞান; অন্বেষণ; যত্ন। সম্—ঈক্ষ +অল্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

সমীক্ষিত—সম্যক্ দৃষ্ট; অন্বেষিত; আলোচিত। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সমীক্ষ্য—১। সাঙ্খ্যদর্শন। সমীক্ষ দেখ। সমীক্ষ +ক্য স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া, বিবেচনাপূর্ব্বক। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+যপ্ অনন্তরার্থে। ব্য।

সমীক্ষ্যকারিতা—বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকরণ, পরিণামদর্শিতা। সমীক্ষ্যকারী দেখ। সমীক্ষ্যকারিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সমীক্ষ্যকারী (—কারিন্)—বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকারী, পরিণামদর্শী। সমীক্ষ্য (সম্যক্ দেখিয়া অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া) করে যে, উপ; সমীক্ষ্য—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী,—কারিণী।

সমীচীন—১। যথার্থ; উপযুক্ত; যুক্তিযুক্ত; উত্তম। সম্যক্ দেখ। সম্যচ্ শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি। ২। সত্য। সং; ক্লী।

সমীন—১। বৎসরজাত; বাৎসরিক। সমা (বৎসর)+ঈন ভবার্থে। ২। মৎস্যযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমীনা।

সমীপ—সন্নিহিত, নিকট। সম্ (সঙ্গত) হইয়াছে অপ্ (জল) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

সমীপবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—নিকটবর্ত্তী, নিকটস্থ। উপ; সমীপ—বৃত্ (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী সমীপবর্ত্তিনী।

সমীপস্থ—সমীপবর্ত্তী, নিকটস্থিত। উপ; সমীপ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সমীর, সমীরণ—১। বায়ু, বাতাস। সম্—ঈর্ (গমন করা)+অন্, অন ক। সং ; পু। ২। প্রেরণ, নিয়োগ। সম্—ঈর্ (প্রেরণ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সমীরিত—১। প্রেরিত ; কথিত ; উচ্চারিত। সম্—ঈর্-(প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। প্রেরণ। সম্—ঈর্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সমীহ—সম্মান, সমাদর,খাতির। দেশজ। সং।

সমীহা—১। চেষ্টা ; উদ্যোগ ; সন্ধান ; ইচ্ছা। সম্—ঈহ্+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। সম্ভ্রমপ্রদর্শন। দেশজ। সং।

সমীহিত—১। চেষ্টিত, উদ্যুক্ত ; অভীষ্ট, বাঞ্ছিত। সম্—ঈহ্ (চেষ্টা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সম্যক্ চেষ্টা ; ইচ্ছা। সম্—ঈহ্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সমুখ—সম্মুখ শব্দের অপভ্রংশ।

সমুচয়—সমুচ্চয় শব্দের অপভ্রংশ।

সমুচিত—উপযুক্ত ; যথাযোগ্য ; সমঞ্জস। সম্ (সম্যক্) যে উচিত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সমুচ্চ—অত্যুচ্চ, অতিশয় উঁচু। সম্ (সম্যক্) উচ্চ, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সমুচ্চয়—সমাহার ; সমূহ ; রাশি ; বহু পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয়—চ এবং ও অপিচ তথা ইত্যাদি দ্বারা সূচিত ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সম্—উৎ—চি (চয়ন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

সমুচ্চর, সমুচ্চার—১। সম্যক্ উচ্চারণ ; পরিবর্জ্জন, পরিত্যাগ। সম্—উৎ—চর্ (গমন করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। সঞ্চরণশীল, বিচরণশীল।...+অন্, ঘঞ্ ক। বিণ ; ত্রি।

সমুচ্চরৎ—উচ্চারক ; উৎপতনশীল। সম্—উৎ—চর্ (গমন করা)+শতৃ ক। বিণ ;ত্রি। পু সমুচ্চরন্। স্ত্রী সমুচ্চরন্তী।

সমুচ্চিত—সংগৃহীত ; রাশীকৃত ; সমুচ্চয়যুক্ত। সম্—উৎ—চি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুচ্ছলিত—সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ, 'ছয়লাপ'। সম্—উৎ—শল্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমুচ্ছেদ—সম্যক্ উচ্ছেদ, বিনাশ, ধ্বংস ; উন্মূলন। প্রাদি। সং ; পু।

সমুচ্ছ্রয়, সমুচ্ছ্রায়—অত্যুন্নতি, অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠা ; বৃদ্ধি ; কলহ, বিরোধ। সম্—উৎ—শ্রি+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সমুচ্ছ্রিত—বর্দ্ধিত ; অত্যুন্নত। সম্—উৎ—শ্রি (সেবা করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমুচ্ছ্বসিত—উচ্ছ্বাসযুক্ত ; পুনরুজ্জীবিত। সম্—উৎ—শ্বস্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমুচ্ছ্বাস—নিশ্বাস ; প্রশ্বাস ; স্ফূর্ত্তি, স্ফীতি ; বৃদ্ধি। সম্—উৎ—শ্বস্ (নিশ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সমুজ্ঝিত—বর্জ্জিত, পরিত্যক্ত। সম্—উজ্ঝ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুৎকীর্ণ—ক্ষোদিত ; বিদ্ধ ; ভগ্ন ; বিদীর্ণ। সম্ (সম্যক্) উৎকীর্ণ, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সমুৎক্রম—উচ্চগতি, ঊর্দ্ধগমন। সম্—উৎ—ক্রম্ (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

সমুৎক্রোশ—১। উচ্চ শব্দ। সম্—উৎ—ক্রুশ্ (শব্দ করা)+অল্ ভা। ২। কুরর পক্ষী। ...+অন্ ক। সং ; পু।

সমুত্থ, সমুত্থিত—উত্থিত ; উদিত ; উৎপন্ন। সম্—উৎ—স্থা+ড, ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমুত্থান—উত্থান ; উদয় ; উৎপত্তি ; উদ্যোগ। সম্—উৎ—স্থা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সমুত্থিত—সমুত্থ দেখ।

সমুৎপত্তি—উদ্ভব, উৎপত্তি। সম্—উৎ—পদ্ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সমুৎপন্ন—উৎপন্ন, সমুদ্ভূত। সম্—উৎ—পদ্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমুৎপাট, সমুৎপাটন—উন্মূলন, উৎপাটিতকরণ। সম্—উৎ—ণিজন্ত পট্=পাটি (গমন করান)+ঘঞ্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সমুৎপাটিত—উন্মূলিত, সমূলে বিনাশিত। সম্—উৎ—ণিজন্ত পট্=পাটি (গমন করান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুৎপিঞ্জ—অতিশয় আকুল। সম্—উৎ—পিন্‌জ্ (বধ করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

সমুৎফুল্ল—অতিশয় প্রফুল্ল ; সম্যক্ বিকসিত। সম্ (সম্যক্) উৎফুল্ল, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সমুৎসাদিত—বিনাশিত ; নির্ম্মূলীকৃত। সম্ উৎসাদিত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সমুৎসুক—অতিশয় ঔৎসুক্যশীল, আগ্রহান্বিত। সম্ (সম্যক্) উৎসুক, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমুৎসুকা।

সমুৎসৃষ্ট—সম্যক্ পরিত্যক্ত। সম্—উৎ—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুদক্ত—উদ্ধৃত ; উত্তোলিত। সম্—উৎ—অন্চ বা অনজ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুদয়—১। সমূহ, সকল ; উত্থান, উদয় ; যুদ্ধ। সম্—উৎ—ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। জ্যোতিষে—বর্ষাড়ীচক্রান্তর্গত চতুর্থ নাড়ী ; লগ্ন। সং ; স্ত্রী।

সমুদাচার—সম্যক্ আচার ; অভিলাষ ; অভিপ্রায়। সম্—উৎ—আ—চর্ (আচরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সমুদায়—সমূহ ; সকল ; উত্থান, উদয় ; যুদ্ধ। সম্—উৎ—ই+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সমুদিত—১। উত্থিত, উদিত ; উৎপন্ন, জাত। সম্—উৎ—ই+ক্ত ক। ২। সম্যক্ কথিত। সম্—বদ্ (বলা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমুদীরণ—উচ্চারণ ; সম্যক্ কথন। সম্—উৎ—ঈর্+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সমুদীরিত—১। উচ্চারিত; সম্যক্ কথিত। সম্—উৎ—ঈর্+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। উদীরণ।...+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সমুদ্গ, সমুদ্গক—সম্পুটক, পেটিকা, কৌটা, খুঞি, ঠোঙা প্রভৃতি। সম্—উৎ—গম্ (গমন করা)+ড ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

সমুদ্গত—উত্থিত, উদিত ; উৎপন্ন। সম্—উৎ গম্+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমুদ্গম—উত্থান, উদয় ; উৎপত্তি। সম্—উৎ—গম্ (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

সমুদ্গীত—উচ্চৈর্গীত। সম্—উৎ—গৈ (গান করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুদ্গীর্ণ—উত্তোলিত ; বান্ত, উদ্গীর্ণ ; উচ্চারিত। সম্—উৎ—গৄ (ভক্ষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমুদ্গীর্ণা।

সমুদ্দিষ্ট—সম্যক্ উদ্দিষ্ট। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সমুদ্ধত—১। অশিষ্ট, অবিনীত ; গর্ব্বিত। সম্—উৎ—হন্+ক্ত ক। ২। উৎক্ষিপ্ত।...+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধার—উন্মূলন ; উত্তোলন ; মোচন ; বমন। সম্ (সম্যক্) উদ্ধরণ বা উদ্ধার, প্রাদি। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

সমুদ্ধর্ত্তা (—র্ত্তৃ)—উদ্ধারকর্ত্তা ; উন্মূলনকর্ত্তা ; ঋণপরিশোধকর্ত্তা। সম্—উৎ—ধৃ (ধারণ করা) বা হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সমুদ্ধর্ত্রী।

সমুদ্ধৃত—মোচিত ; উন্মূলিত ; উত্তোলিত ; বান্ত। সম্ (সম্যক্) উদ্ধৃত, প্রাদি। বিণ।

সমুদ্ভব—১। উদ্ভব, উৎপত্তি। সম্—উৎ—ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। ২। কারণ।...+অল্ ণ। সং ; পু। ৩। উদ্ভূত, উৎপন্ন।...+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সমুদ্ভবা।

সমুদ্ভাসিত—প্রদীপ্ত ; উজ্জ্বলীকৃত ; শোভিত। সম্ (সম্যক্) উদ্ভাসিত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সমুদ্ভূত—উদ্ভূত, উৎপন্ন, জাত। সম্—উৎ—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমুদ্যত—সম্যক্ উদ্যত, উদ্যুক্ত। সম্ (সম্যক্) উদ্যত, প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সমুদ্যম—সম্যক্ উদ্যম, উদ্যোগ। সম্—উৎ—যম্ (বিরত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

সমুদ্র—১। পয়োধি,সাগর। সম্—উন্দ (ক্লিন্ন হওয়া)+রক্ অধি, যাহাতে জল চন্দ্রোদয় হেতু ক্লিন্ন হয় ; অথবা সম্—উৎ—রা (দান করা)+ড ক ; অথবা মুদ্রার (রত্নের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং ; পু। ২। মুদ্রাযুক্ত ; মুদ্রিত, ছাপা। মুদ্রার

সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমুদ্রা।

সমুদ্রকান্তা—নদী। সমুদ্র হইয়াছে কান্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

সমুদ্রগ—সাগর-গামী। সমুদ্র—গম্ (যাওয়া) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমুদ্রগা।

সমুদ্রগা—১। সাগরগামিনী। সমুদ্রগ দেখ। সমুদ্রগ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী। সং; স্ত্রী।

সমুদ্রগুপ্ত—আর্য্যাবর্ত্তের জনৈক নরপতি। ইনি গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজা। ইঁহার পিতার নাম প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্তই ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ প্রচলিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন এবং রাজ্যের সীমা কেরল ও কাঞ্চী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া ভারতের অধিকাংশ স্থানে স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল করেন। ভারত জয়ের পর ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং সেই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য স্বমুদ্রায় অশ্বের মূর্ত্তি খোদিত করেন।

সমুদ্রদয়িতা—নদী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সমুদ্রনবনীত—চন্দ্র; অমৃত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সমুদ্রমন্থন—সমুদ্রকে মন্থন করা। ৬তৎ। সং; ক্লী। মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীহীন হইলে লক্ষ্মী সমুদ্রগর্ভে গিয়া বাস করেন। তাহাতে ত্রিলোক শ্রীভ্রষ্ট হয়। পরে ব্রহ্মার উপদেশে দেব ও অসুরগণ মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড, এবং বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া সমুদ্রকে মন্থন করিতে থাকেন। এইরূপে মথিত হইলে সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী, চন্দ্র, পারিজাত, ধন্বন্তরী, অমৃত, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ প্রভৃতি উত্থিত হয়। দেবগণ তাহা ভাগ করিয়া লন। মন্থন কার্য্য শেষ হইলে মহাদেব পুনরায় সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে ভীষণ হলাহলের উৎপত্তি হয়। মহাদেব তাহা পান করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করেন।

সমুদ্রমেখলা—১। সাগরবেষ্টিতা। সমুদ্র হইয়াছে মেখলা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

সমুদ্রযান—অর্ণবপোত, জাহাজ। সমুদ্রে যাওয়া যায় যদ্দ্বারা, উপ; সমুদ্র—যা (যাওয়া)+ অনট্ ণ। সং; ক্লী।

সমুদ্রীয়—সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সমুদ্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি

সমুদ্বহ—উদ্বহনকর্ত্তা; শ্রেষ্ঠ। সম—উৎ—বহ্ (বহন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

সমুন্ন—আর্দ্র, সিক্ত। সম্—উন্দ্ (ক্লিন্ন হওয়া) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সমুন্নত—সম্যক্ উন্নত, উচ্চ। প্রাদি। বিণ;

সমুন্নতি—সম্যক্ উন্নতি; উচ্চতা; বৃদ্ধি; সমৃদ্ধি। প্রাদি। সং; স্ত্রী।

সমুন্নদ্ধ—উদ্বদ্ধ; গর্ব্বিত; পণ্ডিতম্মন্য; অধ্যক্ষ; উৎপন্ন। সম্—উৎ—নহ্ (বন্ধন করা)+ ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সমুন্নয়, সমুন্নয়ন—উৎক্ষেপণ; উদ্ভাবন। সম্—উৎ—নী (লইয়া যাওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সমুপচিত—সম্যক্ উপচিত; বর্দ্ধিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমুপচিতা।

সমুপজোষম্—হর্ষ, আনন্দ; ভাগ্যবশতঃ। সম্—উপ—জুষ্+অম্ ণ। অব্য।

সমুপধান—উৎপাদন; স্থাপন; রক্ষাকরণ। সম্—উপ—ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমুপেত—সমাগত, উপস্থিত। সম্—উপ—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সমুপেয়িবান্ (—বস্)—প্রাপ্ত; উপস্থিত। সম্—উপ—ই (গমন করা)+কস্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সমুপেয়ুষী।

সমুপোঢ়—১। সমাসন্ন; সঙ্গত; সমুদিত; সঞ্জাত। সম্—উপ—বহ্ (বহন করা)+ক্ত ক। ২। দমিত।...ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সমুল্লসৎ—উল্লাসযুক্ত; দীপ্তিশালী। সম্—উৎ—লস্ (ক্রীড়া করা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। পু সমুল্লসন্। স্ত্রী সমুল্লসন্তী।

সমুল্লসিত—সম্যক্ উল্লসিত; উল্লাসযুক্ত; দীপ্ত; ক্রীড়াশীল। প্রাদি। বিণ, ত্রি।

সমুল্লেখ, সমুল্লেখন—খনন; আঁচড়ান কোদা; কুন্দন; কথন। সম্—উৎ—লিখ্+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ক্লী।

সমূঢ়—ঊঢ়; বিবাহিত; ধৃত; রাশীকৃত; শোধিত; ভুগ্ন। সম্—বহ্ (বহন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমূঢ়া।

সমূরু—একপ্রকার মৃগ। সম্ (শোভন) উরু যাহার, বহু। সং; পু।

সমূল, সমূলক—মূল-সহিত; কারণযুক্ত, সহেতুক। মূলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমূলা, সমূলকা।

সমূলে—মূল সহিত, গোড়া শুদ্ধ, শিকড়সমেত। মূলের সহ বর্ত্তমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সমূহ—১। সমুদায়, গণ। সম্—বহ্ (বহন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। সম্যক্ তর্ক। সম্—উহ (তর্ক করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ৩। বিস্তর, অনেক; ঘোরতর, দারুণ; বিষম; অতিশয়; অত্যন্ত। দেশজ। বিণ।

সমূহ্য—১। যজ্ঞির অগ্নি। সম্—বহ্ (বহন করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম, নিপাতনে। সং; পু। ২। তর্কণীয়। সম্—উহ্ (তর্ক করা)+ ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সমৃদ্ধ—সমৃদ্ধিযুক্ত, বিলক্ষণ সম্পন্ন; উৎপন্ন। সম্ (সম্যক্) ঋদ্ধ, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সমৃদ্ধি—সম্যক্ বৃদ্ধি; অধিক সম্পত্তি; উন্নতি; শ্রেষ্ঠ। সম্ (সম্যক্) ঋদ্ধি, প্রাদি। সং; স্ত্রী।

সমৃদ্ধিশালী (—শালিন্)—ঐশ্বর্য্যশালী, ধনবান্; উন্নতিশালী। সমৃদ্ধি+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, —শালিনী।

সমৃদ্ধিসম্পন্ন—ঐশ্বর্য্যশালী, ধনবান। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —সম্পন্না।

সমেত—সহিত; সঙ্গত; সংযুক্ত; উপস্থিত; প্রাপ্ত। সম্—আ—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমেতা।

সমেধিত—সম্যক্ বর্দ্ধিত; উন্নমিত। সম্ (সম্যক্) এধিত, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সম্পৎ (সম্পদ্), সম্পত্তি—ঐশ্বর্য্য, বিভব; ধন; লক্ষ্মী; উৎকর্ষ; গুণোৎকর্ষ; শোভা; গৌরব। সম্—পদ্* (গমন করা, পাওয়া)+ক্বিপ্, ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্পত্তি—সম্পৎ দেখ।

সম্পল্লক্ষণ (বা সম্পল্লক্ষণ)—ঐশ্বর্য্যলক্ষণ, সম্পত্তির চিহ্ন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সম্পদ্বর—ভূপতি, রাজা। সম্—পদ্+বর সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

সম্পন্ন—১। নিষ্পন্ন; সম্পূর্ণ; যুক্ত; সহিত। সম্—পদ্+ক্ত র্ম্ম। ২। সম্পত্তিশালী। সম্—পদ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সম্পরায়—যুদ্ধ; উত্তরকাল; আপদ্। সম্—পরা—ই (গমন করা)+অল্ অধি। সং; পু। [+কণ্, ষ্ণিক স্বার্থে। সং; ক্লী।

সম্পরায়ক, সম্পরায়িক—যুদ্ধ। সম্পরায় শব্দ

সম্পরিগ্রহ—গ্রহণ, স্বীকার। সম্—পরি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্পর্ক—সংসর্গ; সম্বন্ধ; সংযোগ, মিলন। সম্—পৃচ্ (যুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্পর্কবর্জ্জিত—সম্বন্ধশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সম্পর্কশূন্য—সম্পর্কবর্জ্জিত, সম্বন্ধশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

সম্পর্কিত—সম্পর্কযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্পর্ক শব্দ

সম্পর্কী (সম্পর্কিন্)—সম্পর্কবিশিষ্ট, সম্পৃক্ত, সম্বন্ধ। সম্পর্ক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সম্পর্কিণী।

সম্পর্কীয়—সম্বন্ধীয়, সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্পর্ক শব্দ+ ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সম্পর্কীয়া।

সম্পা—বিদ্যুৎ। সম্—পত্ (পড়া)+ড ক+ আপ্। সং; স্ত্রী।

সম্পাক—লম্পট; অবিনীত; তার্কিক; অল্প। সম্—পচ্ (পাক করা)+ঘঞ্। বিণ; ত্রি।

সম্পাত—পতন; গমন; উড্ডয়ন; প্রবেশ। সম্—পত্ (পড়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্পাতি—পক্ষিবিশেষ। সম্—পত্ (পড়া)+ ইঞ্ ক; অথবা সম্পা (বিদ্যুৎ)—অত্ (গমন করা)+ই ক। সং; পু।

পক্ষিবর সম্পাতি গরুড়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও জটায়ুর অগ্রজ। ইনি চিরজীবী গৃধ্ররাজ। বলবিক্রমে উভয় ভ্রাতাই অদ্বিতীয় ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রকে সমরে পরাস্ত করেন। অতঃপর ইঁহারা সূর্য্যের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলে তদীয় প্রখর কিরণে জটায়ু দগ্ধপ্রায় হইয়া পতিত হইতে আরম্ভ করিলে সম্পাতি নিজ পক্ষদ্বয় বিস্তীর্ণ করিয়া অনুজকে রক্ষা করেন। তাহাতে জটায়ু নিরাপদে ভূতলে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অগ্রজ দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপর পতিত হন, ও তথায় পক্ষহীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল পরে কপি-সৈন্য রামজায়া সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাদিগকে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত বলিয়া দেন। রামচরিত-শ্রবণে ইঁহার পক্ষদ্বয়ের পুনরুদ্গম হয়।

সম্পাদক—নির্ব্বাহক, সম্পন্নকারী। সম্—ণিজন্ত পদ্ বা পাদি (গমন করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সম্পাদিকা।

সম্পাদন—নির্ব্বাহ, নিষ্পাদন। সম্—ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সম্পাদিত—নির্ব্বাহিত, নিষ্পাদিত। সম্—ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সম্পাদ্য—সম্পাদনযোগ্য, নিষ্পাদনীয়। সম্—ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সম্পীড়, সম্পীড়ন—নিষ্পীড়ন; ক্লেশপ্রদান; প্রেরণ। সম্—পীড়্ (পীড়া দেওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সম্পুট, সম্পুটক—সমুদ্গক, কৌটা, পেঁটরা, খুঙি, ঠোঙা প্রভৃতি। সম্—পুট্+ক ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ। সং; পু।

সম্পূর্ণ—পরিপূর্ণ; সমাপ্ত; সমগ্র, সমূহ। সম্ (সম্যক্) পূর্ণ, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সম্পূর্ণতর—অতিশয় সম্পূর্ণ, সম্যক্ পরিপূর্ণ। সম্পূর্ণ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

সম্পূর্ণরূপে—পরিপূর্ণভাবে, সম্যক্‌রূপে, নিঃশেষে। . বহু। ক্রি বিণ।

সম্পৃক্ত—সম্পর্কযুক্ত, সম্বদ্ধ; গ্রথিত; মিশ্রিত। সম্—পৃচ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। [ব্য।

সম্প্রতি, সংপ্রতি—ইদানীং, অধুনা, এক্ষণে।

সম্প্রতিপত্তি—বাদি-বাক্যের স্বীকৃতি; স্বীকার; অভিমতি; সহায়তা; চুক্তি। সম্—প্রতি—পদ্ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্প্রতীতি—সম্যক্ প্রতীতি; সম্পূর্ণ বিশ্বাস; নিশ্চিত ধারণা; খ্যাতি। প্রাদি। সং; স্ত্রী।

সম্প্রদাতা (—দাতৃ)—সম্প্রদানকর্ত্তা, যে দান করে। সম্—প্র—দা (দেওয়া)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী সম্প্রদাত্রী।

সম্প্রদান—১। সম্যক্ প্রদান; দান, অর্পণ। প্রাদি। ২। দানীয় ব্যক্তি, যাহাকে কিছু দান করা যায়। সম্—প্র—দা+অনট্ সম্প্রদানবাচ্যে। ৩। কারকবিশেষ [কারক দেখ]। সং; ক্লী।

সম্প্রদায়—গুরুপরম্পরাগত উপদেশ; সমাজ; স্বজাতীয়; দল। সম্—প্র—দা (দেওয়া)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

সম্প্রদায়ভুক্ত—সমাজভুক্ত, সমাজের অন্তর্গত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —ভুক্তা।

'সম্প্রধারণ, সম্প্রধারণা—যুক্তাযুক্ত বিবেচনা, কর্ত্তব্যনির্ণয়; অবধারণ। সম্—প্র—ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সম্প্রয়োগ—ধনাদি-বিনিয়োগ, টাকাকড়ি খাটান; সাপেক্ষতা; সম্পর্ক। সম্—প্র—যুজ্ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্প্রসাদ—প্রসন্নতা; বিশ্বাস; সুষুপ্তি। সম্—প্র—সদ্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্প্রসারণ—বিস্তারণ; প্রসারিতকরণ; ব্যাকরণে—য ব র ল স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ ৯ হওয়া; মুগ্ধবোধে—'জি' সংজ্ঞা। সম্ (সম্যক্) প্রসারণ, প্রাদি। সং; ক্লী।

সম্প্রস্থিত—প্রস্থানোদ্যত; সম্পূর্ণগত, গিয়াছে এরূপ। সম্—প্র—স্থা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সম্প্রহার—সম্যক্ প্রহার; যুদ্ধ; গমন। সম্—প্র—হৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্প্রাপ্ত—১। সম্যক্‌রূপে লব্ধ। সম্—প্র—আপ্ (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। ২। আগত; ফলিত।…+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সম্প্রাপ্তি—লাভ; উপস্থিতি; সমাগতি। সম্—প্র—আপ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্প্রীতি—সম্যক্ প্রণয়; হর্ষ। সম্—প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্প্লব—সংক্ষোভ, চাঞ্চল্য, সঞ্চালন। সম্—প্লু (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্ফাল—মেষ। সম্—ফল্+ঘঞ্ ক। সং; পু।

সম্ফুল্ল—প্রফুল্ল; প্রস্ফুটিত, বিকশিত। সম্—ফুল্ল্ (বিকসিত হওয়া)+ক্ত বা অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সম্ফুল্লা।

সম্ব—দ্বিতীয়বার কর্ষণ; প্রতিলোমকর্ষণ, বিপরীত দিক্ হইতে কর্ষণ। সম্ব্ (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্বৎসর—সংবৎসর (তাহা দেখ)।

সম্বদ্ধ—১। সম্বন্ধযুক্ত; মিলিত। সম্—বন্ধ্ (বাঁধা)+ক্ত ক। ২। সন্নদ্ধ, বদ্ধ। সম্—বন্ধ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সম্বন্ধ—১। সম্পর্ক; সংসর্গ; সংযোগ। সম্+বন্ধ্ (বাঁধা)+অল্ ভা। ২। সখ্য, মিত্রতা; কুটুম্বিতা; ব্যাকরণে—জন্য জনকাদি। সম্—বন্ধ্+অল্ ণ। সং; পুং।

সম্বন্ধসূচক—সম্পর্কব্যঞ্জক; সংসর্গজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —সূচিকা।

সম্বন্ধী (সম্বন্ধিন্)—১। সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্পর্কী। সম্বন্ধ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সম্বন্ধিনী। ২। কুটুম্ব; শ্যালক। সং; পু।

সম্বন্ধীয়—সম্বন্ধযুক্ত; সম্পর্কীয়। সম্বন্ধ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

সম্বর—১। শম্বর (সমস্ত অর্থে)। সম্ব্ (গমন করা)+অরন্ ক। সং; পু। ২। সংবরণ কর; সম্বরা দাও, সাঁতলাও। দেশজ। ক্রি।

সম্বরণ—সংবরণ (সমস্ত অর্থে)। সম্—বৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সম্বরা—১। সংবরণ করা; সাঁতলান। ক্রি। ২। সাঁতলাইবার মসলা; সাঁতলান। দেশজ। সং।

সম্বরারি—শম্বরারি। ৬তৎ। সং; পু।

সম্বল—১। পাথেয়; সংস্থান। সম্ব্ (গমন করা)+অলচ্ ণ। সং; ক্লী বা পু। ২। জল। সম্ব্+অলচ্ ক। সং; ক্লী।

সম্বলহীন—নিঃসম্বল, উপায়রহিত; সংস্থান-শূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সম্বলিত—সংবলিত (সকল অর্থে)।

সম্বাদ—সংবাদ (সকল অর্থে)।

সম্বাধ—১। বাধা; সঙ্কট; ভয়; সঙ্ঘর্ষ; ভিড়। সম্—বাধ (বাধা দেওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। ২। অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ, সরু। সম্ (সম্যক্) বাধা যাহাতে, বহু। বিণ।

সম্বিৎ—সংবিৎ দেখ।

সম্বিৎহারা—জ্ঞানহারা, চৈতন্যরহিত। দেশজ।

সম্বিদা—সিদ্ধি, ভাঙ্। সম্বিদ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

সম্বুদ্ধ—জাগরিত, চেতনাযুক্ত। সম্—বুধ্ (জানা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সম্বুদ্ধি, সম্বোধন—আহ্বান; আমন্ত্রণ; অভিমুখীকরণ। সম্—বুধ্ (জানা)+ক্তি, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সম্বোধন—সম্বুদ্ধি দেখ।

সম্বোধনচিহ্ন—যতিচিহ্ন দেখ।

সম্ভব—১। উৎপত্তি; সম্ভাবনা; যুক্তি; সঙ্কেত, উপায়; যোগ্যতা। সম্—ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। ২। কারণ। সম্—ভূ+অল্ র্ম্ম। সং; পু। ৩। উৎপন্ন; মেলক। সম্—ভূ+অল্ ক। বিণ; ত্রি। ৪। সম্ভাবনাবিশিষ্ট, হইলেও হইতে পারে এরূপ। দেশজ। বিণ।

সম্ভবপর—সম্ভাবনাযুক্ত; যোগ্যতাবিশিষ্ট; যুক্তি-প্রধান। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সম্ভবাতীত—অসম্ভাবিত, যোগ্যতারহিত; কারণশূন্য। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

সম্ভার—১। সংগ্রহ; সমূহ, রাশি। সম্—ভৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। উপকরণ। সম্—ভৃ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

সম্ভাবন, সম্ভাবনা—উৎকট-কোটিক সংশয়, 'যদি এ প্রকার হয়' এইরূপ তর্ক; নিশ্চয়-প্রধান সন্দেহ; সুখ্যাতি; সংকার; গৌরব, পূজা; অনুগ্রহ; চিন্তা; ব্যাকরণে—ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যবসায়; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। সম্—ণিজন্ত ভূ=ভাবি (হওয়ান)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সম্ভাবিত—সম্ভাবনাবিশিষ্ট, নিশ্চয়-প্রধান সন্দেহের বিষয়ীভূত; চিন্তিত; বিখ্যাত; পূজিত, সম্মানিত; অনুগৃহীত। সম্—ণিজন্ত ভূ (=ভাবি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সম্ভাব্য—সম্ভাবনীয়; প্রতর্ক্য; প্রশংসনীয়, শ্লাঘ্য। সম্—ণিজন্ত ভূ=ভাবি (হওয়ান)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

সম্ভাষ, সম্ভাষণ, সম্ভাষা—আলাপ, পরস্পর কথোপকথন। সম্—ভাষ্+অল্ ভা, ২য় পক্ষে…+অনট্ ভা, ৩য় পক্ষে…+অন্ ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

সম্ভাষী (সম্ভাষিন্)—আলাপী, আলাপকারী। সম্—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সম্ভাষিণী।

সম্ভিন্ন—সঙ্ক্ষোভিত, চালিত; বিদলিত; মিলিত; ভগ্ন। সম্—ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। [+ক্তি ক। বিণ; ত্রি।

সম্ভূত—উদ্ভূত, উৎপন্ন, সঞ্জাত। সম্—ভূ (হওয়া)

সম্ভূতি—উৎপত্তি; বিভূতি, ক্ষমতা। সম্—ভূ (হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্ভূয়-সমুত্থান—অংশীদিগের মিলিত হইয়া বাণিজ্য, যৌথ কারবার; তদ্ঘটিত বিবাদ। সম্—ভূ (হওয়া)+যপ্ অনন্তরার্থে=সম্ভূয় (মিলিত হইয়া), তদুত্তরে সম্—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সম্ভৃত—যত্নসিদ্ধ; দত্ত; লব্ধ; সঞ্চিত; বর্দ্ধিত; জনিত; পূর্ণ; সঙ্কলিত; প্রস্তুত সম্—ভৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সম্ভৃতি—সম্যক্ পোষণ; সঞ্চয়; বর্দ্ধন; প্রস্তুত করণ। সম্—ভৃ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্ভেদ—ভেদন; স্ফুটন; মিলন; নদী সাগরের মিলন; নদীর সঙ্গমস্থান; একরূপতা। সম্—ভিদ্+অল্ ভা। সং; পু।

সম্ভোগ—উপভোগ; শৃঙ্গারবিশেষ, রতিক্রীড়া। সম্—ভুজ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্ভ্রম—সাধ্বস, ভয়; হর্ষভয়াদি-জনিত আবেগ, ব্যস্ততা; ঘূর্ণন; ভ্রান্তি; সম্মান; আদর। সম্—ভ্রম্+অল্ ভা। সং; পু।

সম্ভ্রান্ত—সম্ভ্রমযুক্ত; আদরণীয়, মাননীয়; সম্যক্ ভ্রান্ত। সম্—ভ্রম্ (ভ্রমণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সম্ভ্রান্তা।

সম্ভ্রান্তবংশ—মাননীয়বংশ, মর্য্যাদাসম্পন্ন কুল, উচ্চকুল। কর্ম্মধা। সং; পু।

সম্ভ্রান্তবংশীয়—সম্ভ্রান্ত কুলে জাত, মর্য্যাদাসম্পন্ন কুলে উৎপন্ন। সম্ভ্রান্তবংশ+ঈয় ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বংশীয়া।

সম্মত—অনুমত; স্বীকৃত; অভিপ্রেত; প্রিয়। সম্—মন্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সম্মতি—অনুমতি; অভিপ্রায়; মত; ইচ্ছা; সম্মান। সম—মন্ (বোধ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্মতিদাতা (—দাতৃ)—সম্মতিদানকারী, মতদাতা, অনুমতিদায়ক; অনুমোদক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—দাত্রী।

সম্মতিদান—অনুমতি প্রদান, মত দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সম্মদ—আনন্দ, হর্ষ। সম্—মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্মর্দ্দ—১। যুদ্ধ, সংগ্রাম। সম্—মৃদ্ (মর্দ্দন করা)+অল্ অধি। ২। সঙ্ঘর্ষ; জনতা, ভিড়। সম্—মৃদ্+অল্ ভা। সং; পু।

সম্মান—১। সম্যক্ পরিমাণ। সম্—মা (পরিমাণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। সমাদর, পূজা। সম্—মান্ (পূজা করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্মানন, সম্মাননা—সম্মান, সমাদর, পূজা। সম—মান্ (পূজা করা)+অনট ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং; ক্লী, স্ত্রী।

সম্মানপ্রিয়—সমাদরপ্রিয়, সম্মানলাভে তৎপর; মর্য্যাদানুরাগী। বহু। বিণ; ত্রি।

সম্মানরক্ষা—মর্য্যাদারক্ষা, মান রাখা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সম্মানলাভ—সমাদরপ্রাপ্তি, মানলাভ। ৬তৎ। সং; পু।

সম্মানাস্পদ—সম্মানের পাত্র, সমাদর ভাজন, মাননীয়। ৬তৎ। বিণ বা সং; ক্লী।

সম্মানিত—পূজিত, সমাদৃত। সম্—মান্ (পূজা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সম্মার্জ্জন—পরিষ্করণ; শোধন; মার্জ্জনাকরণ। সম্—মার্জ্ (মাজা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সম্মার্জ্জনী—শোধনী; খিংরী, খেঙ্রা, ঝাঁটা, ঝাড়ন, ব্রস্, বাড়ন ইত্যাদি। সম—মার্জ্ (মাজা)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সম্মিত—তুল্য পরিমাণ; সদৃশ। সম্—মা (পরিমাণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সম্মিলন, সম্মেলন—সম্যক্ মিলন, একত্র হওয়া। প্রাদি। সং; ক্লী।

সম্মিলিত—সম্যক্ মিলিত, একত্রীভূত, সংযুক্ত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সম্মিলিতা।

সম্মিশ্র—সংযুক্ত, মিলিত, মিশ্রিত। সম—মিশ্র্ (মিশ্রিত হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

সম্মুখ—অভিমুখ, সমক্ষ। মুখের সম্ অর্থাৎ সমীপ, নিত্য। বিণ; ত্রি।

সম্মুখবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্)—সম্মুখস্থ, অভিমুখে স্থিত। উপ; সম্মুখ—বৃত্ (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সম্মুখবর্ত্তিনী।

সম্মুখসংগ্রাম,—সমর—সম্মুখযুদ্ধ, মুখামুখি লড়াই। কর্ম্মধা। সং; পু।

সম্মুখস্থ—সম্মুখে স্থিত, অভিমুখে অবস্থিত। সম্মুখ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

সম্মূর্চ্ছন, সম্মূর্চ্ছনা—মূর্চ্ছা; বৃদ্ধি; বিস্তার, প্রসার; ব্যাপ্তি। সম্—মূর্চ্ছ (মূর্চ্ছিত হওয়া, ইত্যাদি)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সম্মৃষ্ট—মার্জিত, পরিষ্কৃত। সম্—মৃজ (মাজা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সম্মৃষ্টা।

সম্মেলন—সম্মিলন দেখ।

সম্মোদ—আমোদ, প্রীতি, হর্ষ। সম্—মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্মোহ—মুগ্ধকরণ, বিমুগ্ধ করা। সম্—মুহ্ (মুগ্ধ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্মোহন—১। মুগ্ধকরণ, বিমুগ্ধ করা। সম্—ণিজন্ত মুহ্ (=মোহি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। মোহজনক।…+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সম্মোহনা। ৩। কন্দর্পের বাণবিশেষ। সং; পু।

সম্মোহিত—সম্যক্ মোহপ্রাপ্ত; সাতিশয় বিমোহিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সম্যক্ (সম্যচ্)—উত্তমরূপে। সম্—অন্চ্ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। ব্য। ২। মনোজ্ঞ; যোগ্য; শুদ্ধ; সম্পূর্ণ; সত্য; সহিত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সমীচী।

সম্রাজী—সম্রাটের পত্নী; রাজ্যেশ্বরী। সম্রাট্ দেখ। সম্রাজ্ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সম্রাজ্ঞী—রাজ্যেশ্বরী মহারাণী। সম্ (সম্যক্, মহতী) রাজ্ঞী, প্রাদি। সং; স্ত্রী। [ইহা সম্রাট্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নহে]।

সম্রাট্ (সম্রাজ্)—রাজসূয় যজ্ঞকারী সর্ব্বভূমীশ্বর রাজা, মণ্ডলেশ্বর, রাজচক্রবর্ত্তী, রাজাধিরাজ। সম্—রাজ্ (শোভা পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। স্ত্রী সম্রাজী। [অনেকে সম্রাট্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞী ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা ব্যাকরণসম্মত নহে]।

সয়তান—ক্রূর; পাপকর্ম্মা, পাপে মতিকারক; প্রতারক। বৈদে। বিণ।

সযত্ন—যত্নসহিত, যত্নসমন্বিত; সচেষ্ট; উদ্যুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সযত্না।

সযত্নে—যত্নসহকারে, যত্নপূর্ব্বক। যত্নের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সর, শর—১। দধি দুগ্ধাদির সারভাগ; বাণ; বাণ তূণ। সৃ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। সরোবর; মধু; জল; মালা, নর, ছড়া। সং; ক্লী। ৩। গমন। সৃ+অল্ ভা। সং; পু।

সরঃ (সরস্)—১। সরোবর, দীর্ঘিকা, পুষ্ক-

রিণী। সৃ (গমন করা)+অস্ অধি। ২। জল। সৃ+অস্ ক। সং ; ক্লী।

সরক—১। ঐক্ষব মদ্য ; পথ ; অবিচ্ছিন্ন অধ্বগ শ্রেণী। সৃ+অক ক। ২। মদ্যপাত্র। সৃ+অক অপা। ৩। মদ্যপান। সৃ+অক ভা। সং ; ক্লী বা পু।

সরকার—লেখক কর্ম্মচারী, রাজপুরুষ ; শাসন কর্ত্তৃপক্ষ। বৈদেশিক। সং।

সরকারি,—রী—প্রকাশ্য, সদর ; সাধারণ ; রাজকীয়। বৈদেশিক। বিণ।

সরখেল—উপাধিবিশেষ। দেশজ। সং।

সরগরম—প্রস্তুত, ব্যগ্র ; লোকসমাকুল। বৈদে। বিণ।

সরঘা—মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। উপ ; সর (গমনকারী)—হন্ (বধ করা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী। [ক। সং ; ক্লী।

সরজ—নবনীত, ননি। সর—জন্ (জন্মা)+ড

সরজমিন, সরেজমিন—ভূপৃষ্ঠ, স্থান ; বরাবর। বৈদে। সং।

সরজস্ক—রজোবিশিষ্ট। রজস্-এর সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সরজস্কা।

সরজস্কা—১। রজোবিশিষ্টা। রজস্ এর সহিত বর্ত্তমানা যে, বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঋতুমতী স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

সরজাঃ (সরজস্)—রজোবিশিষ্ট, বা রজোবিশিষ্টা (ঋতুমতী)। রজস্ এর সহ বর্ত্তমান বা বর্ত্তমানা যে, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

সরঞ্জাম—আবশ্যক উপকরণ, নির্ব্বাহ, আঞ্জাম। বৈদে। সং।

সরট—কৃকলাস ; টিকটিকী। সৃ (গমন করা)+অটন্ ক। সং ; পু।

সরণ—১। গমন, যাওয়া। সৃ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। গমনশীল। সৃ+অন ক। বিণ ; ত্রি।

সরণি, সরণী—পথ ; রীতি ; শ্রেণী। সৃ (গমন করা)+অনি ণ। সং ; স্ত্রী।

সরণ্যু—অগ্নি ; বায়ু ; মেঘ ; জল। সৃ (গমন করা)+অণ্যু। সং ; পু।

সরত—শরৎকাল। প্রা, ক। সং।

সরত্নি—মুষ্টিবদ্ধ কর। সৃ (চলা)+অত্নি ক। সং ; পু। [দেশজ। সং।

সরদল—কপাটের মস্তকের উপরিস্থ তক্তা।

সরদার, সর্দ্দার—প্রধান, নেতা, চাঁই, মণ্ডল ; সমিস্ত ভূপতি। বৈদেশিক। সং।

সরদারী, সর্দ্দারী—প্রাধান্য, নেতৃত্ব, মণ্ডলত্ব, মুরুব্বিয়ানা। বৈদেশিক। সং।

সরপোষ—আচ্ছাদন, ঢাকন বা ঢাকনা। বৈদেশিক। সং।

সরফরাজ—বাহাদুর, সর্দ্দার, মণ্ডল, মাতব্বর, মুরুব্বি। বৈদেশিক।

সরফরাজ খাঁ—বাঙ্গালার একজন নবাব, সুবিখ্যাত মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র। মুর্শিদকুলির পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দিন কৌশলে স্বয়ং সুবাদারী গ্রহণ করিয়া পুত্র সরফরাজকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৭৩৯ খ্রীঃ শুজাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে, সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত অলস, অকর্ম্মণ্য ও দুশ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া রাজ্যের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দি খাঁর নামে সুবাদারী সনন্দ আনয়ন করেন। সেই সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া আলিবর্দ্দি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাবও তাঁহার গতিরোধার্থ অগ্রসর হন। পথে ঘিরিয়া (বা ঘরিয়া) নামক স্থানে উভয়দলে সাক্ষাৎ হয়। যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন। (১৭৪০ খ্রীঃ)।

সরফরাজি,—জী—বাহাদুরি, মোড়লী, মাতব্বরী, মুরুব্বিয়ানা, চালাকি, ফাজিলী। বৈদেশিক। সং।

সরবৎ—শর্করামিশ্রিত সুমিষ্ট স্নিগ্ধ পানীয়, পানা। বৈদেশিক। সং।

সরবরাহ—যোগান। বৈদেশিক। সং।

সরবরাহকার—যোগানিয়া, যোগানদার। বৈদেশিক। সং।

সরম—লজ্জা, হায়া, লাজ। বৈদেশিক। সং।

সরমা—গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের দুহিতা, বিভীষণপত্নী * ; কুক্কুরী। সহ শব্দ—রম্ (ক্রীড়া করা)+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

* বিভীষণ-পত্নী সরমা মানসসরোবরের তীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে বর্ষাগমে মানসসরোবর কন্যার সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। কন্যার জননী তাহা দেখিয়া "সরঃ মা বর্দ্ধত" বলিয়াছিলেন। এইহেতু কন্যার নাম সরমা হইল। ইনি স্বামীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তির পাত্রী ছিলেন। ইঁহার পুত্র তরণীসেনও বিলক্ষণ সাধুশীল ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। রামজায়া সীতা রাবণ-কর্ত্তৃক হৃতা হইয়া লঙ্কায় নীতা হইলে একমাত্র ইনিই তাঁহার প্রিয়কারিণী ও প্রিয়ভাষিণী সখী ছিলেন। ইনি তাঁহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতেন। রাবণের নিধনের পর বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে সরমা রাজমহিষী হইয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন।

সরযু, সরয়ূ—কৈলাস পর্ব্বতস্থ মানসসরোবর হইতে নিঃসৃতা নদী। সরঃ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম সরযূ। এই নদীর তীরে অযোধ্যা নগরী। কালপূর্ণ হইলে রাম ভ্রাতৃগণ সহ এই নদীতে অবতরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। সেই সময়ে রামচন্দ্রের অনুগামী বহুসংখ্যক ব্যক্তি সরযূতে আপন আপন দেহবিসর্জ্জন করে। সৃ (গমন করা)+অযু, অয়ূ ক ; অথবা সর শব্দ (মানস সরোবর)—যা (যাওয়া)+ডু, ডূ ক। সং ; স্ত্রী।

সরল—১। ঋজু, অবক্র, সোজা, উদার, অকপট ; সাধু। সৃ (চলা)+অল ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সরলা। ২। পীতদ্রু, দেবদারু গাছ ; রজন উৎপাদক বৃক্ষ। সং ; পু।

সরলচিত্ত—১। অকপট হৃদয়, উদার মনঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অকপটচেতাঃ, উদারমনাঃ। সরল হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সরলচিত্তা।

সরলতা—ঋজুতা, সোজাভাব ; অকপটতা, উদারতা। সরল+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

সরলতাপূর্ণ—অকপটতাপূর্ণ, উদারতাবিশিষ্ট। তৎপু। বিণ ; ত্রি।

সরলপ্রকৃতি—১। ঋজুস্বভাব, অকপটস্বভাব। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। অকপটস্বভাববিশিষ্ট ; উদারপ্রকৃতি। বহু। বিণ ; ত্রি।

সরলবুদ্ধি—১। কপটতাশূন্য বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। অকপট বুদ্ধিবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

সরলমতি—সরল চিত্ত, অকপট-হৃদয়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। উদারচেতাঃ, অকপটমনাঃ। বহু। বিণ ; ত্রি।

সরলা—১। অবক্রা ; কপটতাশূন্যা। সরল দেখ। সরল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

সরলা দেবী—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জানকীনাথ ঘোষালের ঔরসে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর (স্বর্ণকুমারী দেবী দেখ) গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ইঁহার অনুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সপ্তদশ বর্ষ বয়সে ইংরাজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত বি, এ, উপাধি লাভ করেন। ডিউক ও ডচেস্ অব্ কনট যখন কলিকাতায় আসেন, তখন বেথুন কলেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালিকা বলিয়া ইনি তাঁহাদের নিকট পরিচিতা হন এবং তাঁহাদের সমক্ষে পিয়ানো বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া প্রশংসা লাভ করেন। পিয়ানো ব্যতীত

বেহালা, সেতার প্রভৃতি বহু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বাদ্যযন্ত্রচালনায় ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইঁহার কণ্ঠস্বরও অতি সুমিষ্ট। ইনি অনেক গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং 'শতগান' নামক একখানি স্বরলিপির পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই ইনি বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে 'ভারতী'তে ইঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকাদির যে সমালোচনা প্রকাশিত করেন, তাহাতে ইঁহার এতদূর সূক্ষ্ম সমালোচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল যে, সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সুধীগণ মুক্তকণ্ঠে উঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

জননীর নিকট হইতে ইনি যেরূপ সাহিত্যানুরাগ লাভ করিয়াছেন, পিতার নিকট হইতে সেইরূপ স্বদেশ-প্রেম শিক্ষা করিয়াছেন। স্বদেশের উন্নতিবিধায়ক অনেক অনুষ্ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট এবং ইঁহার রচিত অনেকগুলি স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কবিতা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিবার যোগ্য। ইনি কয়েক বৎসর অতিশয় যোগ্যতার সহিত 'ভারতী' মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইনি লাহোর নিবাসী পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরেও 'পণ্ডিতানী সরলা দেবী চৌধুরাণী' পূর্ব্বের ন্যায়ই সর্ব্বদা স্বদেশের উন্নতিকল্পে অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা পাইতেছেন। কিছুকাল পরে ইনি বিধবা হন। বিধবা হইয়া স্বদেশ সেবায় একান্তভাবে ব্রতী হইয়াছেন।

সরলোন্নত—ঋজুভাবে উন্নত, সোজা অথচ উঁচু, খাড়া। সরল অথচ উন্নত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

সরস—১। রসযুক্ত; সুস্বাদ; মধুর; নূতন। রসের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সরোবর। সং; ক্লী। ৩। পয়োধর, স্তন; সম্প্রতি। প্রা, ক। সং।

সরসতা—রসযুক্ততা; মধুরতা; নূতনত্ব। সরস+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সরসতা-সম্পাদন—সরসকরণ, রসযুক্ত করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সরসিজ—পদ্ম। সরসি (সরোবরে) জন্মে যে, অলুক্ উপ; সরসি—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; ক্লী। [অধি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সরসী—সরোবর। সৃ (গমন করা)+অস

সরসীরুহ—সরসিজ, পদ্ম। সরসী (সরোবর) —রুহ্ (জন্মা)+ক ক। সং; ক্লী।

সরস্বতী—বাগ্দেবী, বীণাপাণি [ইনি নিখিল-বিদ্যার অধীশ্বরী বলিয়া কথিত; ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর অন্যতমা পত্নী]; বাক্য; স্ত্রীরত্ন, উত্তমা স্ত্রী; সোমলতা; নদীবিশেষ; * কেকয়-দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে পথে গঙ্গাসরস্বতীসঙ্গম [এ গঙ্গা ভাগীরথী নহে, 'সীতা' নামে গঙ্গার শাখা; সীতার অন্বেষণের জন্য পূর্ব্বদিগ্‌গামী বানরেরা এই নদী পার হয়]; নদী; গঙ্গা। সরঃ দেখ। সরস্+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

* ইহার আধুনিক নাম "সরসুতি"। ভারতে প্রথম আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে এই নদীর তীর প্রসিদ্ধিলাভ করে। কারণ এইখানেই আর্য্যগণ প্রথম বাস স্থাপন করেন। নদীটি সরমুর রাজ্যে উৎপন্ন ও অম্বালা জেলার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং অনেক স্থলে বালুকামধ্যে লুক্কায়িত, মধ্যে মধ্যে আবার দৃষ্টিগোচর হইয়া ক্রমেং ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর বেগে থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রস্থ বহুসংখ্যক মন্দিরের পার্শ্বদেশ দিয়া কর্ণাল জেলায় এবং পাতিয়ালা রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পরিশেষে ঘর্ঘরানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। হিন্দুগণের বিশ্বাস যে অন্তঃসলিলা-রূপে প্রবাহিত হইয়া নদীটি পরিশেষে প্রয়াগধামে গঙ্গা ও যমুনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ এই নদীর নাম হইতেই স্বীয় নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদিক কালে সরস্বতী নদী পবিত্রতার জন্য আর্য্যগণের পূজ্য ছিল।

সরস্বান্ (সরস্বৎ)—সরোবর; সমুদ্র; নদ। সরস্ (জল)+বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু।

সরহদ্দ—সীমানা, সীমা। বৈদেশিক। সং।

সরহস্য—রহস্যযুক্ত; সমর্ম্মক। বহু। বিণ; ত্রি।

সরা—১। মাটীর ঢাকন, শরা। সরাব শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। গমন করা, প্রস্থান করা, চলা, নড়া; নিঃসৃত বা নির্গত হওয়া; ব্যবহার করা। দেশজ। ক্রি।

সরাই—পথিকনিবাস, পান্থশালা, চটি। বৈদেশিক। সং।

সরাক—জিনধর্ম্মাবলম্বী, জৈন। গ্রা, ক।

সরাগ—রাগযুক্ত, অনুরক্ত; রঞ্জিত; রক্তবর্ণ। রাগের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সরান—১। দীর্ঘ বড় রাস্তা। সং। ২। চালিত করা, চালান, নড়ান, নাড়া; স্থানান্তরিত করা, গোপনে স্থানান্তরিত করা, লুকান, চুরি করা। দেশজ। ক্রি।

সরাপ, সরাব—মদ্য, মদ। বৈদেশিক। সং।

সরাব—শরাব, শরা। সর (জল)—অব্ (রক্ষা করা)+অন্ ক। সং; পু।

সরাসরি—সংক্ষিপ্ত, স্থূল। বৈদেশিক। বিণ।

সরি—নির্ঝর, ঝরণা। সৃ (গমন করা)+ই ক। সং; পু বা ক্লী। [সং।

সরিক—অংশী, অংশগ্রাহী; অংশ। বৈদেশিক।

সরিকানা—অংশে প্রাপ্য। বৈদেশিক। সং।

সরিকী—সরিকসম্বন্ধীয়, যাহার অংশভাগী আছে। বৈদেশিক। বিণ। [সং; স্ত্রী।

সরিৎ—নদী। সৃ (গমন করা)+ইৎ ক।

সরিৎপতি—সমুদ্র, সাগর। সরিতাম্ (সরিৎ সকলের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

সরিত্তট—নদীতট, নদীর তীর। ৬তৎ। সং; পু।

সরিৎপতি—সমুদ্র, সাগর। ৬তৎ। সং; পু।

সরিৎসুত—গঙ্গাপুত্র, ভীষ্ম। ৬তৎ। সং; পু।

সরিদ্বরা—গঙ্গা। সরিৎ সমূহের মধ্যে বরা (শ্রেষ্ঠা), ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

সরিফ—মক্কার শাসনকর্ত্তা; সহরের প্রধান বা মণ্ডল। বৈদেশিক। সং। [শস্যজ। সং।

সরিষা—কৃষিজাত তৈলবীজবিশেষ, সর্ষপ। সর্ষপ-

সরীসৃপ—সর্প-বৃশ্চিক-ভেকাদি যে সকল জন্তু বুকে হাঁটিয়া চলে। যঙ্লুগন্ত সৃপ্ (পুনঃ পুনঃ গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

সরু—১। খড়্গাদির মুষ্টি, মুট, বাঁট। সৃ (গমন করা)+উ ক। সং; পু। ২। ক্ষীণ, কৃশ, সূক্ষ্ম। বিণ; ত্রি।

সরুচাকলি—পিষ্টকবিশেষ। দেশজ। সং।

সরূপ—সদৃশ, তুল্য। সমান হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সরূপতা—সাদৃশ্য, তুল্যতা। সরূপ দেখ; সরূপ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। [বিণ।

সরেস—উত্তম, শ্রেষ্ঠ; সুন্দর, মনোহর। গ্রাম্য।

সরোজ—১। সরোবরজাত। সরস্ (সরোবর) —জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সরোজা। ২। সরসিজ, পদ্ম। সং; ক্লী।

সরোজন্ম—পদ্ম। সরসে (সরোবরে) জন্ম যাহার, বহু। সং; ক্লী।

সরোজিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়; পদ্মবহুল পুষ্করিণী। সরোজ (পদ্ম)+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সরোজিনী নায়ডু—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি হায়দ্রাবাদে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণগ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অঘোরনাথ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা নগরে ডি-এস্‌সি উপাধি লাভ করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি হায়দ্রাবাদে নিজাম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজীবন এই দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যত্নশীল ছিলেন। সরোজিনী অঘোরনাথের প্রথম সন্তান

এবং পিতা কর্ত্তৃক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হন এবং লণ্ডনে কিংস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ইনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে প্রত্যাগমন করেন। ইংলণ্ড যাত্রার পূর্ব্বেই ডাক্তার এম্ গোবিন্দরাজলু নায়ডুর সহিত ইনি বিবাহিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের আপত্তি জন্য এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহা আন্দোলনের মধ্যে ইনি ইঁহারি প্রণয়পাত্রকে বিবাহ করেন। ইনি ইংরাজী কবিতা রচনার জন্য অসামান্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার দুইখানি ইংরাজী কবিতা পুস্তক 'The Golden Threshold' এবং 'The Bird of Time' ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছে। কুমারী তরু ও অরু দত্তের পর আর কোনও বাঙ্গালী রমণী ইংরাজী কবিতা রচনায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। অতঃপর ইনি স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইং ১৯২৫ অব্দের কংগ্রেসের অধিবেশনে ইনি সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন।

সরোজী (-জিন্)—পদ্মনাভ, ব্রহ্মা। সরোজ শব্দ (পদ্ম)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পুং।

সরোদনে—রোদনসহকারে, কাঁদিতে কাঁদিতে। রোদনের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সরোরুট্ (-রুহ্)—সরোজ, পদ্ম। উপ; সরস্ শব্দ (সরোবর)+রুহ্ (জন্মা)+ক্বিপ্ ক। সং; ক্লী।

সরোরুহ—সরসিজ, পদ্ম। উপ; সরস্—রুহ্ (জন্মা)+ক ক। সং; ক্লী।

সরোবর—পদ্মাদিযুক্ত জলাশয়, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী। সরস্এর মধ্যে বর, ৭তৎ। সং; পুং।

সর্গ—সৃষ্টি; স্বভাব, প্রকৃতি; নিয়ম; ত্যাগ; নিশ্চয়; মোক্ষ; মোহ; যত্ন; গ্রন্থের অধ্যায়। সৃজ+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

সর্গবন্ধ—অধ্যায়বিশিষ্ট কাব্য, মহাকাব্য গ্রন্থ। সর্গ (অধ্যায়) হইয়াছে বন্ধ (বন্ধন) যাহার, বহু। সং; পুং।

সর্জ্জ—শালগাছ। সৃর্জ্ (ত্যাগ করা)+অন্ ক। সং; পুং।

সর্জ্জন—১। সৃষ্টি; ত্যাগ। সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+অনট্ ভা। ২। সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ। সৃজ+অনট্ র্ম। সং; ক্লী।

সর্জ্জরস—শাল নির্য্যাস, শালের আঠা; ধূনা। ৬তৎ। সং; পুং।

সর্জ্জি, সর্জ্জী—নদীবিশেষ; ক্ষারমৃত্তিকা, সাজিমাটী। সৃজ+ই র্ম, পক্ষে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সর্ত্ত—সম্বিদা, চুক্তি, কড়ার, নিয়ম। বৈদেশিক। সং।

সর্দ্দার—জাতির প্রধান বা নায়ক; চৌকিদার। বৈদেশিক। সং; পুং। স্ত্রী সর্দ্দারণী।

সর্দ্দী—কফ, অভিষ্যন্দ, নাকঝরা। বৈদে। সং।

সর্দ্দীগরমি—শীত ও গ্রীষ্ম; গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে শীতভোগহেতু রোগ। বৈদে। সং।

সর্প—১। গমন, যাওয়া। সৃপ (যাওয়া)+অল্ ভা। ২। নাগ, সাপ। সৃপ্+অন্ ক। সং; পুং। স্ত্রী সর্পী।

সর্পণ—গমন, যাওয়া। সৃপ (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সর্পভুক্ (-ভুজ্)—১। সর্পখাদক, সাপখেকো। উপ; সর্প—ভুজ্ (খাওয়া)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। গরুড়; গোধা; ময়ূর। সং; পুং।

সর্পরাজ—বাসুকি, অনন্তদেব। সর্পসমূহের রাজা, ৬তৎ। সং; পুং।

সর্পসত্র—সর্পনাশক যজ্ঞ, সর্পকুল ধ্বংসের নিমিত্ত যজ্ঞ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সর্পহা (-হন্)—নকুল, বেজী। সর্প—হন্ (বধ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

সর্পাঘাত—সর্পদংশন, সাপে কামড়ান। সর্প দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। সং; পুং।

সর্পাশন—গরুড়; ময়ূর। সর্প—অশ্ (খাওয়া)+অন ক। সং; পুং।

সর্পিঃ (সর্পিস্)—আজ্য, ঘৃত। সৃপ্ (গমন করা)+ইস্ ক। সং; ক্লী।

সর্পিণী—১। বিসর্পণশীলা, গামিনী। সর্পী (১) দেখ। সর্পিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীজাতীয় সর্প। সর্প+ঈপ্, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

সর্পী (সর্পিন্)—বিসর্পণশীল, গমনকারী। সৃপ্+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী সর্পিণী।

সর্পী—স্ত্রীজাতীয় সর্প। সর্প+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সর্ব্ব—১। সমুদায়, সকল। সর্ব্ব্ (গমন করা)+অন্ ক। সর্ব্বনাম; ত্রি। ২। শিব; বিষ্ণু। সৃ (গমন করা)+বন্ ণ। সং; পুং।

সর্ব্বংসহ—সকল সহিষ্ণু, যে সমস্ত সহ্য করে। উপ; সর্ব্ব—সহ+খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বংসহা।

সর্ব্বংসহা—১। সকল সহ্যকারিণী। সর্ব্বংসহ দেখ। সর্ব্বংসহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—সর্ব্বস্রষ্টা; সকলের প্রভু; ঈশ্বর। ৬তৎ। বিণ বা সং; পুং। স্ত্রী সর্ব্বকর্ত্রী।

সর্ব্বকর্ম্মীণ—সকল কর্ম্মক্ষম। সর্ব্ব যে কর্ম্ম সে সর্ব্বকর্ম্ম, কর্ম্মধা; সর্ব্বকর্ম্ম+ঈন। বিণ।

সর্ব্বকাল—সকল সময়। কর্ম্মধা। সং; পুং।

সর্ব্বগ—১। সর্ব্বত্র গমনশীল; সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্ব (সকল) গম্ (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বগা। ২। জল। সং; ক্লী। ৩। শিব; আত্মা; বায়ু। সং; পুং।

সর্ব্বগত—সর্ব্বত্রস্থিত; সর্ব্বব্যাপী। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বগতা।

সর্ব্বগামী (-গামিন্)—সর্ব্বগ, সর্ব্বত্র গমনশীল। সর্ব্ব—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী সর্ব্বগামিনী।

সর্ব্বগুণাধার—সকল গুণের আশ্রয়, সকল গুণযুক্ত। সর্ব্ব যে গুণ সে সর্ব্বগুণ, কর্ম্মধা; তাহার আধার, ৬তৎ। সং; পুং।

সর্ব্বগুণান্বিত—সকল গুণযুক্ত। সর্ব্ব যে গুণ সে সর্ব্বগুণ, কর্ম্মধা; তদ্দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বঙ্কষ—১। পাপ। সর্ব্ব—কষ্ (গমন করা)+খ ক। সং; পুং। ২। সর্ব্বাতিক্রামক; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পাপী। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বজন—সকললোক। কর্ম্মধা। সং; পুং।

সর্ব্বজনপ্রিয়—সকল লোকের প্রীতিকর বা প্রীতির পাত্র। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বজনস্বীকৃত—সকল লোকের অনুমোদিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বজনীন—সকললোক-হিতকর; বিখ্যাত। সর্ব্ব যে জন সে সর্ব্বজন, কর্ম্মধা; সর্ব্বজন শব্দ+ঈন হিতার্থে। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বজ্ঞ—১। সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্, সমস্তবিৎ, যে সব জানে। উপ; সর্ব্ব—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বজ্ঞা। ২। শিব; বুদ্ধদেব। সং; পুং।

সর্ব্বজ্ঞানদায়ী (-দায়িন্)—সকল প্রকার জ্ঞানদাতা। উপ; সর্ব্বজ্ঞান—দা (দেওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী সর্ব্বজ্ঞানদায়িনী।

সর্ব্বতঃ (-তস্)—সকল দিকে; সকল প্রকারে; সকল বিষয়ে। সর্ব্ব শব্দ (সকল)+তস্ অধিকরণে ৭মী স্থানে। ব্য।

সর্ব্বতোভদ্র—১। পূজাদি কর্ম্মে ঘটাধার চতুষ্কোণ মণ্ডলবিশেষ; ধনীদিগের চতুর্দ্দিকে দ্বারযুক্ত গৃহবিশেষ; জ্যোতিষে শুভাশুভ নির্ণয়ার্থ মণ্ডলবিশেষ; চিত্রকাব্যবিশেষ। সর্ব্বতঃ (সকল দিকে বা সকল বিষয়ে) ভদ্র (শুভজনক), ৭তৎ। সং; পুং বা ক্লী। ২। নিম্ববৃক্ষ; বিষ্ণুর রথ। সং; পুং।

সর্ব্বতোভাবে—সর্ব্বপ্রকারে, সম্পূর্ণরূপে। সর্ব্বতঃ (সকল বিষয়ে) ভাব হইয়াছে যাহাতে, অলুক বহু। ক্রি বিণ।

সর্ব্বতোমুখ—১। সকলদিগভিমুখ। সর্ব্বতঃ (সকল দিকে) মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বতোমুখী। ২। আকাশ; জল। সং; ক্লী। ৩। ব্রহ্মা; শিব; আত্মা। সং; পুং।

সর্ব্বত্যাগ—সকল পরিত্যাগ, যাবতীয় বিষয়ভোগ বর্জ্জন। ৬তৎ। সং; পু।

সর্ব্বত্যাগী (–গিন্)—সকল ত্যাগকারী; যাবতীয় বিষয়ভোগ বর্জ্জনকারী, বিষয়ভোগে নিঃস্পৃহ। উপ; সর্ব্ব (সকল) ত্যজ্ (ছাড়া)+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্বত্যাগিনী।

সর্ব্বত্র—সকল দিকে; সকল দেশে বা স্থানে; সকল কালে; সকল বিষয়ে। সর্ব্ব (সকল) +ত্র ৭মী স্থানে। ব্য।

সর্ব্বথা—সকলপ্রকারে; ভৃশ, অত্যন্ত; হেতু; স্বীকার; নিশ্চয়। সর্ব্ব (সকল)+থাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

সর্ব্বদমন—১। সকল দমন-কর্ত্তা, সকলের শাসক। সর্ব্ব—ণিজন্ত দম—দমি (দমন করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। রাজা দুষ্মন্তের পুত্র। শকুন্তলার গর্ভে ইঁহার জন্ম; ইনি পরে ভরত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। (ভরত দেখ)। সং; পু।

সর্ব্বদর্শী (–দর্শিন্)—১। সকলদ্রষ্টা; অভিজ্ঞ। উপ; সর্ব্ব (সকল)—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্বদর্শিনী। ২। ঈশ্বর বুদ্ধ। সং; পু।

সর্ব্বদা—সকল সময়ে। সর্ব্ব শব্দ (সকল)+দা কালার্থে ৭মী স্থানে। ব্য।

সর্ব্বদেশীয়—সকল দেশসম্বন্ধীয়, সকল দেশের। সর্ব্ব যে দেশ সে সর্ব্বদেশ, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বধুরীণ—সকল প্রকার ভারবহনকারী। সর্ব্বা (সকল) যে ধূঃ (ভার) সে সর্ব্বধূঃ, কর্ম্মধা। সর্ব্বধুর্+ঈন বহত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বনাম—সকলের নাম; ব্যাকরণে—সর্ব্ব প্রভৃতি যে সকল শব্দ বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী। [পু।

সর্ব্বনাশ—সকলের ধ্বংস, সমস্ত ক্ষয়। ৬তৎ। সং;

সর্ব্বনাশী (–নাশিন্)—সকলধ্বংসকারী, সমস্ত ক্ষয়কারক। উপ; সর্ব্ব—নশ্ (নষ্ট করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্বনাশিনী।

সর্ব্বনাশী—সর্ব্বনাশিনী, সমুদায়ধ্বংসকারিণী, সমস্তক্ষয়কারিণী। দেশজ। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্বনিয়ন্তা (–নিয়ন্তৃ)—সকলের নিয়মনকর্ত্তা, সকলের পরিচালক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্বনিয়ন্ত্রী।

সর্ব্বপথীন—সকল পথগামী; সকল পথজ্ঞ। সর্ব্ব যে পথ সে সর্ব্বপথ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বপথীনা।

সর্ব্বপ্রধান—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকলের উৎকৃষ্ট। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বপ্রধানা।

সর্ব্বভক্ষ—হুতাশন, অগ্নি। সর্ব্ব (সকল) ভক্ষণ করে যে, উপ; সর্ব্ব—ভক্ষ্ (খাওয়া)+অন ক। সং; পু।

সর্ব্বমঙ্গলময়—১। সকল মঙ্গলের আধার। সর্ব্ব যে মঙ্গল সে সর্ব্বমঙ্গল, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বমঙ্গলময়ী। ২। ঈশ্বর। সং; পু।

সর্ব্বমঙ্গলা—ভগবতী, দুর্গা। সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হয় যাঁহা হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বময়—১। সর্ব্বাত্মক, সকলস্বরূপ। সর্ব্ব শব্দ (সকল)+ময়ট্। বিণ; ত্রি। ২। ঈশ্বর। সং; পু। স্ত্রী সর্ব্বময়ী।

সর্ব্বমেধ—১। সর্ব্বসংহারক; সকলের বিনাশক; সর্ব্বসঙ্গী। সর্ব্ব—মেধ্ (বধ করা, সঙ্গ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বমেধা। ২। সর্ব্বযজ্ঞ। সং; পু।

সর্ব্বরী—রজনী, রাত্রি। সৃ (গমন করা)+বনিপ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বরীকর—নিশাকর, চন্দ্র। সর্ব্বরীতে কর (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

সর্ব্বলোক—সকল জন; সমস্ত প্রাণী; ত্রিভুবন। কর্ম্মধা। সং; পু।

সর্ব্বলোকপিতামহ—ব্রহ্মা। সর্ব্বলোকের পিতামহ, ৬তৎ। সং; পু। ব্রহ্মার আদেশে স্বায়ম্ভুব মনু যাবতীয় জীবজন্তু সৃষ্টি করেন, সুতরাং তিনি সকলের পিতা, আবার ব্রহ্মা সেই আদি পিতার পিতা, সুতরাং তিনি সকলের পিতামহ।

সর্ব্ববাদিসম্মত—সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্বীকৃত, সকল মতবাদীর অনুমোদিত। সর্ব্ব বদে (বলে) যে সে সর্ব্ববাদী উপ; তদ্দ্বারা সম্মত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্ববাদী (–বাদিন্)—সকল-প্রকার মতবাদী; সকল সম্প্রদায়। সর্ব্ব—বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্ববাদিনী।

সর্ব্ববিৎ (–বিদ্)—সর্ব্বজ্ঞ, যে সব জানে। উপ; সর্ব্ব (সকল)—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সর্ব্ববেদাঃ (–বেদস্)—সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞকারী, যে যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয় এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। সর্ব্ব (সকল)—ণিজন্ত বিদ্=বেদি (পাওয়ান)+অস্ ক। বিণ; পু।

সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিশীল, যাহা সকল ব্যাপিয়া আছে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বব্যাপিকা।

সর্ব্বব্যাপিত্ব—সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিশীলতা, সকল স্থানে বা সকল বস্তুতে ব্যাপিয়া থাকা বা থাকিবার শক্তি। সর্ব্বব্যাপী দেখ। সর্ব্বব্যাপিন্+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সর্ব্বব্যাপী (–ব্যাপিন্)—১। সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিশীল, সকলে অবস্থিত। সর্ব্ব—বি—আপ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্বব্যাপিনী। ২। ঈশ্বর; বায়ু। সং; পু।

সর্ব্বশঃ (–শস্)—সর্ব্ব সর্ব্ব; সকল প্রকারে। সর্ব্ব শব্দ+চশস্। ব্য।

সর্ব্বশক্তি—সকল বিষয়ে সামর্থ্য; সকল প্রকার ক্ষমতা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বশক্তিমত্তা—সকলশক্তিযুক্তত্ব, সকলপ্রকার শক্তির অধীশ্বরত্ব। সর্ব্বশক্তিমান্ দেখ। সর্ব্বশক্তিমৎ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বশক্তিমান্ (–মৎ)—১। সকল শক্তিশালী, সকল প্রকার ক্ষমতাবিশিষ্ট। সর্ব্বশক্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্বশক্তিমতী। ২। ঈশ্বর। সং; পু।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রধান, সকলের উৎকৃষ্ট। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

সর্ব্বসমক্ষ—সকলের সম্মুখ। ৬তৎ। সং; পু।

সর্ব্বসম্মত—সকলের স্বীকৃত, সকল লোকের অনুমোদিত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বসম্মতি—সকলের স্বীকৃতি, সকল লোকের অনুমোদন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বসাধারণ—ইতর ভদ্র সকল লোক; যাবতীয় লোক। কর্ম্মধা। সং; পু।

সর্ব্বস্রষ্টা (–স্রষ্টৃ)—সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বনির্ম্মাতা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্বস্রষ্ট্রী।

সর্ব্বস্ব—সকল ধন, সমস্ত সম্পত্তি। সর্ব্ব (সকল) যে স্ব (ধন), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সর্ব্বস্বদক্ষিণ—১। যাহাতে সমস্ত ধন দক্ষিণা দিতে হয় এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ। সং; পু।

সর্ব্বস্বান্ত—১। সর্ব্বস্বক্ষয়, সমস্ত সম্পত্তিনাশ। সর্ব্বস্বের অন্ত। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। যাহার সমস্ত ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, দরিদ্র দশায় উপনীত। সর্ব্বস্বের অন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বস্বান্তা।

সর্ব্বাঙ্গ—সকল অবয়ব; সকল বিষয়। সর্ব্ব যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন—সকল অবয়ববিশিষ্ট; ত্রুটিহীন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –সম্পন্না।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—১। সকল বিষয়ে সুন্দর বা পরিপাটি। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। ২। ঔষধবিশেষ। সং; পু।

সর্ব্বাঙ্গানবদ্য—সর্ব্বাবয়বে নির্দ্দোষ, যাহার কোন অঙ্গে কিছুমাত্র দোষ নাই। সর্ব্বাঙ্গে অনবদ্য (নির্দ্দোষ), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বাঙ্গীন—সকল অঙ্গ-ব্যাপক; সকল-বিষয়ক। সর্ব্বাঙ্গ+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বাণী—শিবানী, ভবানী; শঙ্করী। সর্ব্ব (শিব)+ঙীপ্ পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বান্তর্যামী (–যামিন্)—১। সকলের অন্তরের ভাবজ্ঞ, যিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন। সর্ব্বের (সকলের) অন্তর্যামী ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্বান্তর্যামিনী। ২। ঈশ্বর। সং; পু।

সর্ব্বান্নীন—সকলের অন্ন ভোজনকারী। সর্ব্বের (সকলের) অন্ন=সর্ব্বান্ন, ৬তৎ; তদ্ভুত্তরে ঈন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বান্নীনা।

সর্ব্বাপেক্ষ ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

সর্ব্বাভরণ—সমস্ত ভূষণ; সকল প্রকার অলঙ্কার। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সর্ব্বাভরণ-ভূষিত—সকল প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বার্থ—যাবতীয় প্রয়োজন; সকল প্রকার তাৎপর্য্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সর্ব্বার্থসাধিকা—১। সকল প্রয়োজন সিদ্ধকারিণী। সর্ব্বার্থের সাধিকা, ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ—১। বুদ্ধদেব। সর্ব্বার্থে সিদ্ধ, ৭তৎ। সং; পু। ২। জনৈক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। রাম রাজত্বকালে ইনি পথে একটি কুক্কুরকে প্রহার করিলে কুক্কুর আসিয়া রামের নিকট অভিযোগ করিল। রাম ব্রাহ্মণকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে, "ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় নহেন" মন্ত্রিগণ এই কথা বলিলেন। কুক্কুর দণ্ডের জন্য রামচন্দ্রের নিকট অনেক অনুরোধ করিয়া বলিল, "আমার প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি পদ প্রদান করুন এবং উঁহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়া দিন।" রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্তির পরিবর্ত্তে এমন পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ কেন?" কুক্কুর কহিল, "আমি পূর্ব্বে ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। সকল প্রকার সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

সর্ব্বাশী (-শিন্)—১। সর্ব্বভুক্, সকল প্রকার ভোজনকারী, যে যাহা পায় তাহাই খায়। সর্ব্ব-অশ্ (খাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সর্ব্বাশিনী। ২। বহ্নি। সং; পু।

সর্ব্বেশ্বর—১। সকলের প্রভু। সর্ব্বের ঈশ্বর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শিব। সং; পু।

সর্ব্বেসর্ব্বা—সকলের উপর কর্ত্তা। দেশজ শব্দ।

সর্ব্বোত্তম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সর্ব্বোত্তমা।

সর্ব্বোপরি—সকলের উপর। ৬তৎ। ব্য।

সর্ব্বৌষধি—কুষ্ঠ মাংসী হরিদ্রা বচা শৈলেয় চন্দন মুরা রক্তচন্দন কর্পূর মুস্তা এই কয়টী। সর্ব্বা যে ওষধি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সর্ষপ—সরিষা; ছয় লিখ্যা-পরিমাণ। সৃ (গমন করা)+অপ ক। সং; পু।

সল—১। বারি, জল। সল্+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। শ্লথ, শিথিল, ঢিল, আলগা। দেশজ। বিণ।

সলজ্জ—সব্রীড়, লজ্জিত। লজ্জার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সলজ্জা।

সলা—যুক্তি, মন্ত্রণা, পরামর্শ। বৈদেশিক। সং।

সলাজ—সলজ্জ, লজ্জাযুক্ত। সলজ্জ শব্দের অপভ্রংশে জাত। [দেশজ। সং।

সলিতা—দীপের সূত্র বা কার্পাসবর্ত্তি।

সলিম—১। ভারতে পাঠান সাম্রাজ্যের পুনঃ স্থাপনকর্ত্তা শের সাহের দ্বিতীয় পুত্র। ১৫৪৫ অব্দে শের শাহ্ কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নয় বৎসর অতি সুনিয়মে রাজ্যশাসন করেন। ১৫৫৪ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

২। সুবিখ্যাত মোগল বাদসাহ্ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬০৫ অব্দে আকবর কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি জহাঁগীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীশ্বর হন (জহাঁগীর দেখ)।

সলিল—জল। সল্+ইল ক। সং; ক্লী।

সলিলক্রিয়া—তর্পণাদি; জল দ্বারা চিতা ধৌতকরণ। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

সলিলজ—১। জলজাত। উপ; সলিল (জল) —জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সলিলজা। ২। জলজ, পদ্ম। সং; ক্লী।

সলিলদর্পণ—জলরূপ দর্পণ, জলরূপ আয়না। রূপক। সং; পু।

সলিল-সমাধি—জলমধ্যে কবর, শবদেহ জলে নিক্ষেপ, জলমজ্জনে মৃত্যু। ৭তৎ। সং; পু।

সলীল—লীলাযুক্ত; ভঙ্গী-সহিত; কৌতূহলী; কৌতুকী। লীলার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সলীলা।

সল্‌মা—ডাকসাজের চুমকী। বৈদে। সং।

সল্লকী—সজারু; বাবলা গাছ। সল্ (গমন করা) +অক ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সব—১। অপত্য, সন্তান; যজ্ঞে প্রস্তুত আসব। সূ (প্রসব করা)+অল্ র্ম। ২। প্রসব; সুরা-সন্ধান। সূ+অল্ ভা ৩। সূর্য্য। চন্দ্র। সূ+অল্ ক। ৪। যজ্ঞ, যাগ। সূ+অল্ অধি। সং; পু। ৫। পুষ্পমধু; জল। সূ+অল্ র্ম। সং; ক্লী। ৬। সমস্ত, সকল। সর্ব্ব শব্দের অপভ্রংশ।

সবংশে—বংশের সহিত, কুলজাত সকল লোকের সহিত। বংশের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সবজী (সব্জী)—উদ্ভিজ্জ দ্রব্য; শাক; কাঁচা উদ্ভিদ। বৈদেশিক। সং।

সবন—১। প্রসব; যজ্ঞস্নান; স্নান; সোমরস-সন্ধান; সোমরস-পান। সূ (প্রসব করা) +অনট্ ভা। ২। যজ্ঞ। সূ+অনট্ অধি। সং; ক্লী। ৩। পুষ্করদ্বীপপতি। সূ+অন ক। সং; পু।

সবয়াঃ (সবয়স্)—সমবয়স্ক; বয়স্য, সহচর। সমান হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সবর—শবর দেখ।

সবর্ণ—সমানবর্ণযুক্ত; তুল্যবর্ণ; সমানজাতীয়; সদৃশ, ব্যাকরণে—একস্থানোচ্চারিত (বর্ণ)। সমান বর্ণ যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি।

সবর্ণা—১। সমানজাতীয়া; সদৃশী। বহু; সবর্ণ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সূর্য্যপত্নী, ছায়া। সং; স্ত্রী।

সবল—বলবান্, ক্ষমতাবিশিষ্ট। বলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবলতা—বলবত্তা, সামর্থ্য। সবল দেখ; সবল+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সবাস—গন্ধযুক্ত; গৃহযুক্ত, গৃহস্থ। বাসের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবাসাঃ (সবাসস্)—বস্ত্রপরিহিত। বাসস্এর (বস্ত্রের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সবিকল্পক—(বেদান্তে) জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদজ্ঞান; (ন্যায়ে) বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান। বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং; ক্লী।

সবিকাশ—বিকশিত; প্রফুল্ল; অসঙ্কুচিত; প্রসারিত। বিকাশের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সবিকাশা।

সবিতা (সবিতৃ)—১। জনয়িতা, উৎপাদক। সূ (প্রসব করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সাবিত্রী। ২। সূর্য্য; ঈশ্বর। সং; পু।

সবিত্রী—১। জনয়িত্রী, উৎপাদিকা। সবিতা দেখ। সবিতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জননী, মাতা। সং; স্ত্রী।

সবিদ্য—বিদ্বান্; কৃতবিদ্য। বিদ্যার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সবিদ্যা।

সবিধ—সদৃশ; নিকট। সমান হইয়াছে বিধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সবিধা।

সবিনয়—বিনয়যুক্ত, বিনীত। বিনয়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। [ক্রি-বিণ।

সবিনয়ে—বিনয়ের সহিত, বিনীতভাবে। বহু।

সবিরাম—বিরামযুক্ত, বিচ্ছেদবিশিষ্ট। বিরামের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিশেষ—সম্যক্-প্রকার। বিশেষের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিস্তর—প্রচুর; অধিক। বিস্তরের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিস্তার—বিস্তৃতিযুক্ত; অসংক্ষিপ্ত, বাহুল্য-বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

সবিস্ময়—বিস্ময়যুক্ত, বিস্মিত, আশ্চর্য্যান্বিত। বিস্ময়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবুজ—হরিদ্বর্ণ, শ্যামল। বৈদেশিক। বিণ।

সবুর—অপেক্ষা; বিলম্ব, তর। বৈদেশিক। সং।

সবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিযুক্ত; সুদ-সমেত। বৃদ্ধির সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবে—কেবল, শুদ্ধ, মাত্র; এখনই, এই মাত্র। দেশজ। ক্রি বিণ।

সবেশ, সবেষ—সমীপস্থ, নিকটবর্তী ; ভূষিত। বেশের বা বেষের সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সবেশা, সবেষা।

সব্য—বাম, বাঁ ; প্রতিকূল ; দক্ষিণ, ডাইন। সূ (প্রসব করা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি।

সব্যসাচী (—সাচিন্)—বাম হস্তে শরক্ষেপক, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। সব্য (বাম)—সচ (ক্ষেপণ করা)+ণিন্ ক। সং ; পু।

সব্যাজ—ছলযুক্ত ; প্রতিবন্ধসহিত। ব্যাজের সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সব্যেষ্ঠ, সব্যেষ্ঠা (সব্যেষ্ঠৃ)—রথচালক, সারথি ; রথের বামপার্শ্বস্থ বীর। সব্যে (বামে)—স্থা (থাকা)+ড, তৃন্ ক। সং ; পু।

সব্রীড়—লজ্জাযুক্ত, সলজ্জ। ব্রীড়ার (লজ্জার) সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সশঙ্ক—শঙ্কাযুক্ত, ভীত। শঙ্কার সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সশঙ্কা।

সশঙ্কচিত্ত—১। ভীত মনঃ। কর্মধা। সং ; ক্লী। ২। শঙ্কিত চিত্তবিশিষ্ট, ভীতমনাঃ। সশঙ্ক হইয়াছে চিত্ত যাহার,বহু। বিণ ; ত্রি।

সশঙ্কে—শঙ্কার সহিত, ভীতভাবে। বহু। ক্রি-বিণ। [ব্যাকরণবিরুদ্ধ।

সশঙ্কিত—সশঙ্ক, ভীত, ত্রস্ত। এই পদটি কিন্তু

সশরীরে—শরীরের সহিত, মূর্তিমান্ হইয়া। শরীরের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সশব্দে—শব্দসহকারে, শব্দ করিতে করিতে। শব্দ সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সশস্ত্র—শস্ত্রযুক্ত, অস্ত্রধারী। শস্ত্রের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সসংজ্ঞ—সংজ্ঞাযুক্ত, সচেতন। সংজ্ঞার সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সসজ্জ—সজ্জিত। সজ্জার সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সসজ্জা।

সসত্ত্ব—প্রাণিযুক্ত। সত্ত্বের (প্রাণীর) সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সসত্ত্বা—গর্ভবতী। সত্ত্বের (জন্তুর) সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সসন—যজ্ঞার্থ পশুহত্যা। শস্ বা সস্ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সসম্ভ্রম—সম্ভ্রমযুক্ত, ত্বরাবিশিষ্ট ; সগৌরব। সম্ভ্রমের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সসম্ভ্রমে—সম্ভ্রমসহকারে, ত্বরার সহিত ; সগৌরবে, সাদরে। সম্ভ্রমের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সসম্মানে—সম্মানসহকারে, মর্য্যাদার সহিত। বহু। ক্রি-বিণ। [মানা যে,বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সসাগরা—সাগর-সহিতা। সাগরের সহিত বর্ত-

সসাধ্বস—ভয়যুক্ত, সভয়। সাধ্বসের সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সসেমিরা—সঙ্কটাবস্থা ; মুমূর্ষু দশা। সং। [সংস্কৃত দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা পুস্তকে আছে—উজ্জয়িনীর রাজপুত্র একাকী বনমধ্যে বিপন্ন হইয়া রাত্রে এক ভালুকের সহিত মিত্রতা করিয়া পরে মিত্রদ্রোহী হন। তখন ভালুক রাজপুত্রকে চপেটাঘাত করিয়া স-সে-মি-রা এই চারি বর্ণ বলিয়া চলিয়া যায়। রাজকুমার ক্ষিপ্ত হইয়া 'সসেমিরা সসেমিরা' উচ্চারণ করিতে থাকেন। পরে কবি কালিদাস বধূরূপ ধরিয়া শ্লোক পূরণ করিলে, কুমারের চিত্তবৈকল্য দূর হয়। এই শ্লোকের প্রথম চরণে স, দ্বিতীয় চরণে সে, তৃতীয় চরণে মি, ও চতুর্থ চরণে রা ছিল]।

সসৈন্য—সেনাসমন্বিত, সৈন্যযুক্ত। সৈন্যের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সসৈন্যে—সেনার সহিত। সৈন্যের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সস্তা—স্বল্পমূল্য, সুলভ। দেশজ। বিণ।

সস্ত্রীক—স্ত্রীযুক্ত, পত্নী সহিত। স্ত্রীর সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সস্নেহ—স্নেহযুক্ত, বাৎসল্যবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সস্নেহভাব—স্নেহপূর্ণ ভাব। কর্মধা। সং ; পু।

সস্নেহে—স্নেহসহকারে, বাৎসল্যের সহিত। স্নেহের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সস্পৃহ—স্পৃহাযুক্ত, উৎসুক, অভিলাষী। স্পৃহার সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সস্মিত—সহাস্য, হাস্যযুক্ত। স্মিতের (হাস্যের) সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সস্য—বৃক্ষাদির ফল ; শস্য, ধান্যাদি ; শাঁস। শস্ বা সস্ (বধ করা)+য ণ। সং ; ক্লী।

সস্যক—খড়্গ ; খনিবিশেষ। সস্য+কণ্। সং ; পু। [মান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সস্বেদ—ঘর্মযুক্ত। স্বেদের (ঘর্মের) সহিত বর্ত-

সহ—১। সাহিত্য ; সাদৃশ্য ; বিদ্যমানতা ; সাফল্য ; সমৃদ্ধি ; সম্বন্ধ। সহ্ (সহা)+অল্ ভা। ব্য। ২। সহিষ্ণু ; সমর্থ ; সহায়। সহ্+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সহা। ৩। অগ্রহায়ণ মাস। সং ; পু। ৪। সঙ্গ কর। দেশজ। ক্রি।

সহঃ (সহস্)—বল, শক্তি ; তেজঃ, জ্যোতিঃ। সহ্ (সহা)+অস্ র্ম। সং ; ক্লী।

সহকার—১। সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ। সহ—কৃ (বিকীর্ণ করা)+ঘণ্ ক। ২। সহকারিতা, সহায়তা, সাহায্য। সহ—কৃ (করা) +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সহকারিতা—সহকারীর ভাব, সাহায্যকারিতা, সহায়তা করা। সহকারী দেখ। সহকারিন্+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

সহকারী (—কারিন্)—সাহায্যকারী ; কারণবিশেষ। সহ—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সহকারিণী।

সহকৃৎ—সহকারী, সহায়তাকারী। সহ শব্দ—কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

সহকৃত্বা (—কৃত্বন্)—সহকারী, সাহায্যকারী। সহ—কৃ (করা)+ক্বনিপ্ ক। বিণ ; পু।

সহগমন—সঙ্গে গতি, অনুগমন ; সহমরণ, অনুমরণ [সতীদাহ দেখ]। সহ (সহিত)—গম্ (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সহগম্য—সঙ্গে গমনীয়। সহ—গম্ (যাওয়া) +য র্ম। বিণ ; ত্রি।

সহচর—সঙ্গী ; বয়স্য, সখা। সহ—চর্ (গমন করা)+ট ক। বিণ ; ত্রি।

সহচরী—সখী ; পত্নী। সহচর+ঈপ্। সং ; স্ত্রী

সহচারী (—চারিন্)—সহচর, সঙ্গী ; বয়স্য সখা। সহ (সহিত)—চর্ (গমন করা +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সহচারিণী।

সহজ—১। সহজাত ; স্বাভাবিক, নৈসর্গিক অনায়াসসিদ্ধ। সহ—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। সহোদর। সং ; পু ৩ সুকর, অনায়াসসাধ্য ; সুগম, সোজা অনায়াসবোধ্য। দেশজ। বিণ।

সহজপ্রবণ—স্বভাবতঃ নত ; যে সকল বস্তুকে অল্পমাত্র আয়াসেই নত করা যায়। সহজে প্রবণ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সহজপ্রবণতা—বস্তুর স্বভাবতঃ নত হওয়া রূপ গুণ ; যে গুণ থাকায় কোন বস্তুকে অল্প আয়াসে বাঁকান যায়। সহজপ্রবণ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

সহজলব্ধ—অনায়াসপ্রাপ্ত, যাহা অনায়াসে পাওয়া গিয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ।

সহজবিশ্বাস—স্বভাবতঃ প্রত্যয় ; অনায়াসে জাত প্রত্যয় ; স্বাভাবিক ধারণা। কর্মধা সং ; পু।

সহজবিশ্বাসী (—সিন্)—অনায়াসে বিশ্বাস কারী, একটুতেই যে বিশ্বাস করে। ৩তৎ বিণ ; পু। স্ত্রী সহজবিশ্বাসিনী।

সহজশত্রু—স্বাভাবিক বৈরী ; অংশীদার ; বৈমাত্রেয় ভ্রাত্রাদি। কর্মধা। সং ; পু।

সহজাত—সহোৎপন্ন, এক সঙ্গে উদ্ভূত। ২তৎ বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সহজাতা।

সহজিয়া ধর্ম—আউল চাঁদ নামক ফকিরের উপদেশে রামশরণ পাল কর্তৃক এই ধর্ম প্রচারিত হয়। সহজ ধর্মের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—পরমাত্মার সহজাত বলিয়া জীবের নাম সহজ ; এবং জীবের যে সনাতন ধর্ম তাহাই সহজ ধর্ম। এই ধর্মের কোন ভেক নাই, আচরণ নাই, লৌকিকতা নাই, এবং ধর্মাচরণে জাতিগত কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা নাই। "সকল জাতীয় স্ত্রীপুরুষ বৈঠকে সমবেত হইয়া ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। এই ধর্মে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ নিষিদ্ধ, কিন্তু যে রমণী সহজ ধর্ম

গ্রহণ করিবে, তাহাকে নারীভাবে না দেখিয়া তাহার সহিত আলাপাদি করিবে। ইহাতে গুরুর নাম মহাশয় এবং শিষ্যের নাম বরাতি। এই ধর্ম্মের ১০টী নিয়ম যথা—(১) সত্য বলা, সঙ্গে চলা। (২) মিথ্যা বলিবে না। (৩) পরদার করিবে না। (৪) হিংসা করিবে না। (৫) বধ করিবে না। (৬) চুরি [illegible]রিবে না। (৭) উৎসৃষ্ট বস্তু খাইবে না। [illegible]৮) মাংস ভক্ষণ করিবে না। (৯) ম[illegible]ন করিবে না। (১০) প্রতিবাসীর সহিত প্রণয় রাখিবে এবং মাতাপিতার সমাদর করিবে।

শুক্রবার এই ধর্ম্মের উপাসনার প্রধান দিন। রামশরণ পাল কর্ত্তা-মহাশয় নামেও অভিহিত ছিলেন,এজন্য এই ধর্ম্ম 'কর্ত্তাভজা' নামেও প্রসিদ্ধ। রামশরণের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নিকর 'মহাশয়' হইয়াছিলেন। রামশরণের স্ত্রী শচী মাতা বা সতী মাতা নামে প্রসিদ্ধা।

সহজেতর—অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, অলৌকিক। সহজ (স্বাভাবিক) হইতে ইতর (ভিন্ন), ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

সহদেব—১। পঞ্চম পাণ্ডব। সহ (সহিত) —দিব (ক্রীড়া করা)+অন্ ক। সং ; পু।

পাণ্ডু রাজার কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীর ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেব দুই যমজ ভ্রাতার জন্ম হয়। মাদ্রী পাণ্ডুর সহমৃতা হইলে সহদেব সহোদরসহ বিমাতা কুন্তীর যত্নে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালিত-পালিত হন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত কৃপ ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অসিমুষ্টিধারণে ইনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে ইঁহার শ্রুতসেন নামক পুত্রের জন্ম হয়। ইনি ভানুমতী নাম্নী এক যাদবীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আজীবন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ থাকিয়া ভ্রাতৃগণসহ সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে ইনি দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া তত্রত্য রাজন্যবর্গের নিকট কর আদায় করিয়াছিলেন। ইঁ ভ্রাতৃগণসহ দ্বাদশ বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করেন এবং অজ্ঞাতবাসের বৎসর বিরাট-রাজভবনে তন্ত্রিপাল নামে গোশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি সাধ্যানুসারে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, এবং অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে শকুনিকে শমনসদনে প্রেরণ করেন। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যুধিষ্ঠিরের সহিত মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিয়া অত্যধিক পাণ্ডিত্যাভিমান জন্য পাপস্পর্শ হেতু ইনি সুমেরুশিখরে পতিত হন।

২। মগধেশ্বর জরাসন্ধের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করেন এবং চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিপতিত হন।

সহধর্ম্মচারিণী—সহধর্ম্মিণী, পত্নী। সহ—ধর্ম্ম —চর্+ণিন্ ক+ঈপ্ ; যে স্ত্রী একসঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করে। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

সহধর্ম্মিণী—পত্নী। সহ—ধর্ম্ম+ইন্+ঈপ্। সং;

সহন—১। সহ্যকরণ, ক্ষমা ; প্রতীক্ষা। সহ্ (সহা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। সহিষ্ণু। সহ্+অন ক। বিণ ; ত্রি।

সহনীয়—সহনযোগ্য, সহ্য। সহ্ (সহা)+ অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

সহপাঠী (—পাঠিন্)—সতীর্থ, একসময়ে এক গুরুর শিষ্য ; এক বিদ্যালয়ে বা এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। সহ—পঠ্+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সহপাঠিনী। [সং।

সহবৎ—সজ্জনে অভ্যস্ত ব্যবহার। বৈদেশিক।

সহভাবী (—ভাবিন্)—সহিত উৎপন্ন ; সহায়, সাহায্যকারী ; সহচর। সহ (সহিত)—ভূ (হওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সহভাবিনী।

সহমরণ—মৃতপতির সহিত মরণ, অনুমরণ, সহগমন [সতীদাহ দেখ]। সহ (সহিত)—মৃ (মরা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সহমৃতা—মৃতপতির সহিত মৃতা, অনুমৃতা। সহ—মৃ (মরা)+ক্ত ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সহযাত্রা—একত্র গমন, একসঙ্গে প্রস্থান। সহ—যা+ত্র ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সহযাত্রী (—যাত্রিন্)—একসঙ্গে গমনকারী। সহযাত্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী সহযাত্রিণী।

সহযোগ—সংযোগ, মিলন। সহ—যুজ (যুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সহযোগিতা—সহকারিতা, কোন বিষয়ে এক সঙ্গে যোগ দেওয়া ; এক সঙ্গে কার্য্যকরণ। সহযোগী দেখ। সহযোগিন্+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

সহযোগী (—যোগিন্)—সহকারী, সঙ্গে যোগদাতা, সাহায্যকারী ; একসঙ্গে কার্য্যকারী। সহ—যুজ (যুক্ত হওয়া)+ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সহযোগিনী।

সহর—নগর। বৈদেশিক। সং।

সহর্ষ—হর্ষযুক্ত, আনন্দিত। হর্ষের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সহর্ষা।

সহবাস—১। একসঙ্গে বাস, একত্র অবস্থান। সহ—বস (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। স্ত্রীপুরুষের একত্র সম্ভোগ, রমণ, রতিক্রিয়া। এদেশে গর্ভাধান সংস্কারের অর্থাৎ প্রথম রজোদর্শনের পর সহবাসের বিধান আছে। লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসন-কালে এক মোকদ্দমা উপলক্ষে সহবাস সম্বন্ধে এক আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। এই আইন 'সহবাস সম্মতি আইন' নামে প্রসিদ্ধ। এই আইনে রমণীর দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

সহসা—১। শীঘ্র ; হঠাৎ ; অকস্মাৎ ; অবিমৃশ। সহ—সো (নাশ করা)+ডা ক। ব্য। ২। হাস্যকারিণী। হসের (হাস্যের) সহিত বর্ত্তমানা যে, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সহস্য—পৌষমাস। সহস্ শব্দ+ষ্য। সং ; পু।

সহস্র—১। দশ শত সংখ্যা, ১০০০। সমান শব্দ —হস (হাস্য করা)+র ক। সং ; ক্লী। ২। তৎসংখ্যক, হাজার। বিণ ; ত্রি।

সহস্রকর, সহস্রকিরণ—সূর্য্য। সহস্র হইয়াছে কর, কিরণ যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রকৃত্বঃ—হাজার বার ; অসংখ্য বার। সহস্র শব্দ+কৃত্বস্ বারার্থে। ব্য।

সহস্রতম—১০০০ সংখ্যার পূরণ। সহস্র+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—তমী।

সহস্রদংষ্ট্র—বাদাল মৎস্য, বোয়ালমাছ। সহস্র দংষ্ট্রা (বড় দাঁত) যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রদৃক্ (—দৃশ্), সহস্রনয়ন, সহস্রনেত্র—দেবরাজ ইন্দ্র। সহস্র হইয়াছে দৃক্, নয়ন, নেত্র (চক্ষু) যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রধা—সহস্রবার ; সহস্রপ্রকার। সহস্র+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

সহস্র-নয়ন, —নেত্র—সহস্রদৃক্ দেখ।

সহস্রপত্র—পদ্ম। সহস্র হইয়াছে পত্র যাহার,বহু। সং ; ক্লী।

সহস্রপাৎ (—পাদ্), সহস্রপাদ—বিরাটপুরুষ ; বিষ্ণু; সূর্য্য। বহু। সং ; পু।

সহস্রবাহু, সহস্রভুজ—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ; বিষ্ণু। বহু। সং ; পু।

সহস্রলোচন—দেবরাজ ইন্দ্র। সহস্র হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রবীর্য্যা—দূর্ব্বা। বহু। সং ; স্ত্রী।

সহস্রশঃ (—শস্)—সহস্র সহস্র, বহুসংখ্যক। সহস্র+শস্ বীপ্সার্থে। ব্য।

সহস্রাংশু—সূর্য্য। সহস্র হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র ; বিষ্ণু। সহস্র হইয়াছে অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রাধিক—এক হাজারেরও বেশী। সহস্র হইতে অধিক, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

সহস্রার—শিরোমধ্যস্থ সহস্র-দল-পদ্ম। সহস্র আর (কোণ) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

সাচীকৃত—বক্রীকৃত, তির্য্যক্‌কৃত, নোয়ান। সাচি (বক্র)+অভূততদ্ভাবার্থে চি (=সাচী)—কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সাজ—১। বেশ। সজ্জা শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। সজ্জিত কর বা হও। দেশজ। ক্রি।

সাজন্ত—শোভন। দেশজ। বিণ।

সাজা—১। শাস্তি, দণ্ড; দণ্ডজ। সং। ২। সজ্জিত করা বা হওয়া, প্রস্তুত হওয়া বা করা; শোভা পাওয়া; উপযুক্ত হওয়া, মানান। দেশজ। ৩। সাজে, শোভা পায়। প্রা, ক। ক্রি।

সাজাত্য—সজাতীয়তা; একরূপতা। সজাতি +ষ্যঃ ভাবে। সং; স্ত্রী।

সাজান—সজ্জিত করা, গুছান, সুবিন্যস্ত করা। দেশজ। ক্রি।

সাজি—১। পুষ্পাধার, পুষ্পচয়নপাত্র। দেশজ। সং। ২। সাজিয়া, সজ্জিত হইয়া। ক, প্র। ক্রি।

সাজিমাটি—ক্ষার-মৃত্তিকা, সর্জ্জিকাক্ষার। সং।

সাজোস—পরামর্শ, সহযোগ। বৈদে। সং।

সাংকারিক—সৎকারযোগ্য। সৎকার শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাংকারিকী।

সাঞ্চি—ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। কতকগুলি বৌদ্ধস্তূপ এইস্থানে অবস্থিত; সেইজন্ত স্থানটী প্রসিদ্ধ। সাঞ্চির নিকটবর্ত্তী স্থানের রাজার কন্যা "দেবী"কে অশোক বিবাহ করেন। দেবীর গর্ভে তিনটি সন্তান জন্মে। তাঁহার অন্ততর পুত্র মহিন্দ এবং একমাত্র কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সাটোপ—সগর্ব্ব, অহঙ্কৃত; বিকট। আটোপের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সাড়ম্বর—আড়ম্বরযুক্ত, জাঁকজমক বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাড়ম্বরা।

সাড়া—শব্দ, রব, রোল; বাক্য, কথা; আহ্বান, ডাক; উত্তর, জবাব; জাগরণ, উত্তেজনা। প্রাদে। ক, প্র। সং।

সাড়ে—সার্দ্ধ, অর্দ্ধ সহিত। এক দুই সংখ্যা বাদে অপর সংখ্যার পূর্ব্বে সাড়ে বসে। দেশজ। বিণ।

সাত—১। সুখ; শুভ। সাত্ (সুখী হওয়া) +অল্ ভা। সং; ক্লী। ২। দত্ত। সন্ (দেওয়া)+ক্ত র্ম। ৩। নষ্ট। সো (নাশ পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৪। সপ্ত, ৭। দেশজ। ৫। সাথ, সহিত, সঙ্গে। প্রা, ক।

সাতচল্লিশ—সপ্তচত্বারিংশৎ, ৪৭। দেশজ।

সাতত্য—অবিচ্ছেদ, অবিরাম। সতত শব্দ+ ষ্যঃ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সাতবাহন—শালিবাহন রাজা। সং; পু।

সাতা—সাত বিন্দু বা চিহ্নযুক্ত তাসের কাগজ। সং।

সাতাইশ, সাতাশ—সপ্তবিংশতি, ২৭। দেশজ।

সাতান্ন—সপ্তপঞ্চাশৎ, ৫৭। দেশজ।

সাতাশি, সাতাশী—১। সপ্তাশীতি, ৮৭। দেশজ। ২। সাতাশ, ২৭। প্রা, ক।

সাতি—১। নাশ; অবসান; পীড়া। সো (নাশ পাওয়া)+ক্তি ভা। ২। দান। সন্ (দেওয়া) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ৩। সহিত, সঙ্গে। প্রা, ক।

সাতিশয়—অত্যন্ত, অধিক। অতিশয়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সাতুরায়—ইঁহার সম্পূর্ণ নাম সাতকড়ি রায়। আনুমানিক ১২০৯ সালে নদীয়া জেলাস্থ শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী বৈঁচিগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর রায়। বাল্যে পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া ইনি শান্তিপুরের গোস্বামী ও অপর জমিদারদিগের নিকট কার্য্য করিতেন। ইনি ব্যবসায়ী কবিওয়ালা ছিলেন না, গান বাঁধিয়া কবিওয়ালাদিগকে দিতেন। কিন্তু কাহারও নিকট কিছুমাত্র পারিশ্রমিক লইতেন না। মূল্য লইয়া গান দেওয়াকে ইনি বিদ্যাবিক্রয় করা জ্ঞান করিতেন। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলা ময়রা ইঁহার নিকট হইতে অনেক গান পাইয়াছিল। পরে ইনি কলিকাতা গরাণহাটার শিবচন্দ্র সরকারের সখের দলে অবৈতনিক বাঁধনদারের কার্য্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্ত ইনি কলিকাতায় আসিতেন না; সরকারমহাশয়কে শান্তিপুরে গিয়া গান আনিতে হইত। শেষ বয়সে ইনি নদীয়া রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের পক্ষে বারাসত মহকুমায় মোক্তারী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৭৩ সালে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার অপর দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের বংশ এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়া শুনা যায়।

সাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণসম্বন্ধীয়, সত্ত্বগুণযুক্ত, সত্ত্বগুণজাত; সত্য; সৎ, সাধু। সত্ত্ব শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাত্ত্বিকী।

সাত্ত্বিকদান—সত্ত্বগুণযুক্ত দান, কর্ত্তব্য বোধে উপকারপ্রত্যাশী না হইয়া দেশ, কাল ও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় প্রদত্ত দান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সাত্ত্বিকপূজা—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ যথাবিধি দেবারাধনা। সাত্ত্বিকী যে পূজা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সাত্ত্বিকযজ্ঞ—ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান। কর্ম্মধা। সং; পু।

সাত্ত্বিকাহার—আয়ুঃ প্রাণ বল স্বাস্থ্য সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক সরস স্নেহযুক্ত স্থায়িসারবিশিষ্ট চিত্তত্বষ্টিকর ভক্ষ্য ভোজন। কর্ম্মধা। সং; পু।

সাত্যকি—বৃষ্ণিবংশীয় শিনিতনয় সত্যকের পুত্র। সত্যক শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু। সাত্যকির অপর নাম যুযুধান। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। অর্জ্জুনের নিকটেও ইনি অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন। কুরুক্ষেত্রসমরে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘোর সংগ্রামে কুরু সৈন্যের ধ্বংসসাধন করেন। চতুর্দ্দশ দিনের সংগ্রামে জয়দ্রথবধ দিবসে ইনি যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জুনের সংবাদ জানিবার জন্য সিংহবিক্রমে কৌরবদিগের ব্যূহভেদ করেন এবং তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মহারথগণকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পরে ভূরিশ্রবার নিকট পরাজিত হন। ভূরিশ্রবা ইঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছেদন করেন। তখন ইনি তাঁহার প্রাণসংহার করেন। যদুবংশ-ধ্বংস-কালে সাত্যকিও বিনাশ প্রাপ্ত হন। অঙ্গদ নামে ইঁহার এক পুত্র ছিল।

সাত্যবত, সাত্যবতেয়—ব্যাসদেব। সত্যবতী শব্দ+ষ্ণ, ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

সাত্বৎ—যদুবংশীয়দিগের দেশবিশেষ। সাতি শব্দ +বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু।

সাত্বত—১। কৃষ্ণ; বলরাম; সাত্বৎ-দেশীয় লোক। সাত্বৎ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। সাত্বৎ-দেশীয়; ভক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাত্বতী।

সাত্বতী—১। সাত্বৎ দেশীয়া; ভক্তা। সাত্বত দেখ। সাত্বত+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শিশুপালের মাতা; নাট্যবৃত্তিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সাত্বিক—১। সত্ত্বগুণসম্বন্ধীয়; সত্ত্বগুণ-জাত; সত্য; সৎ। সত্ত্ব শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাত্বিকী। ২। মনের ভাববিশেষ, ইহার ক্রিয়া অষ্টবিধ, যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয়। সং; পু।

সাথ—সঙ্গ, সঙ্গে, সহিত। হিন্দী।

সাথী—সঙ্গী, সহায়, সহগামী। দেশজ।

সাদ—অবসন্নতা, আলস্য; নাশ; পবিত্রতা, বিশুদ্ধি। সদ্ (অবসন্ন হওয়া ইত্যাদি)+ ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সাদৎ আলি—১। অযোধ্যার নবাব-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পারস্য দেশে ইঁহার জন্ম। ইনি বাণিজ্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠান্বিত ও

প্রভাবসম্পন্ন হইয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের বিনাশের পর মহম্মদ শাহ্ স্বাধীনতা লাভ করিয়া ইঁহাকে আলাহাবাদও অযোধ্যার সুবাদার (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করেন। নাদির শাহের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হেতু দিল্লীশ্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় সাদৎ আলি আগ্রা ও বঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী তাবৎ ভূভাগে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপনপূর্ব্বক এক প্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭৩৯ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

২। অযোধ্যার জনৈক নবাব। নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর গভর্ণর জেনারেল সার জন্ শোর স্বয়ং লক্ষ্ণৌ গমন করিয়া ইঁহাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৯৮ খৃঃ)।

সাদন—অবসাদন, অবসন্নকরণ, দূরীকরণ; বিনাশন। ণিজন্ত সদ=সাদি (অবসন্ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সাদর—আদরযুক্ত, প্রীতিবিশিষ্ট। আদরের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সাদরসম্ভাষণ—আদরযুক্ত আলাপ, আদর সহকৃত কথোপকথন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সাদরে—আদরের সহিত, আদর করিয়া। আদরের সহিত বর্ত্তমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। [সহজ, সোজা। দেশজ। বিণ।

সাদা—শুভ্র, শুক্ল, ধবল; অলিখিত (কাগজ);

সাদাসিদা—সরলমতি; সোজাসুজি, মোটামুটি, জটিলতাশূন্য; আড়ম্বররহিত; অধিকমসলাবিহীন। দেশজ। বিণ।

সাদি—১। গজারোহী; অশ্বারোহী; রথারোহী; সারথি। সদ্ (গমন করা)+ইঞ্ ক। সং; পু।—২। অবসন্ন, পরিশ্রান্ত। বিণ; ত্রি।—৩। বিবাহ। বৈদেশিক। সং।

সাদিত—দুর্ব্বলীকৃত; বিনাশিত, বিধ্বস্ত। ণিজন্ত সদ=সাদি (অবসন্ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাদিতা।

সাদী (সাদিন্)—সাদি (সকল অর্থে, তাহা দেখ)। সদ্ (গমন করা)+ণিন্ ক। সং বা বিণ; পু। স্ত্রী সাদিনী।

সাদৃশ্য—একরূপতা, তুল্যতা; আলেখ্য। সদৃশ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সাধ—১। অভিলাষ; সন্তোষ। দেশজ। সং। ২। সাধভক্ষণ, দোহদ। সং।

সাধক—সাধনকর্ত্তা, নিষ্পাদক; আরাধক, পূজক। ণিজন্ত সাধ্ (=সাধি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাধিকা।

সাধন—১। আরাধনা; সিদ্ধি। সাধ্ (সিদ্ধ হওয়া)+অনট্ ভা। ২। করণকারকবিশেষ; হেতু; সংহার; বাহন; উপায়; সম্পত্তি; যুদ্ধোপকরণ; সৈন্য; শিশ্ন, মেঢ্র। সাধ্+অনট্ ণ। ৩। নিষ্পাদন; দাপন; গমন; বিনাশন; অনুগমন; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ণিজন্ত সাধ্=সাধি (সাধন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সাধনক্ষম—সাধনসমর্থ, সাধনকার্য্যে পটু।

সাধনমার্গ—আরাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভের পথ। ৬তৎ। সং; পু।

সাধনা—আরাধনা; সম্পাদন; সিদ্ধি। ণিজন্ত সাধ্=সাধি (সাধন করা)+অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

সাধনীয়—সাধনযোগ্য, সাধ্য; আরাধ্য। ণিজন্ত সাধ্ (=সাধি)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সাধভক্ষণ—গর্ভিণীর দোহদ; অভিলষিত ভোজ্য গ্রহণ। সং।

সাধর্ম্ম্য—সমান ধর্ম্মবত্তা; সাদৃশ্য। সধর্ম্ম দেখ। সধর্ম্ম+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সাধা—সাধন করা, সম্পাদন করা, সিদ্ধ করা; সাধনা করা, আরাধনা করা; অনুরোধ করা, অনুনয় করা; যাচ্ঞা করা, যাচা, মাগা; তাগাদা করা, আদায় করা। দেশজ। ক্রি।

সাধারণ—একবিধ, তুল্য; সামান্য। ধারণার সহিত বর্ত্তমান যে সে সধারণ, বহু; তদুত্তরে ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাধারণী।

সাধারণতঃ—সাধারণভাবে, সামান্যতঃ, সচরাচর। সাধারণ+তস্। ব্য।

সাধারণতন্ত্র—শাসনপ্রণালী দেখ।

সাধারণপ্রচলিত—সাধারণের মধ্যে চলিত, ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

সাধারণস্ত্রী—বারাঙ্গনা, গণিকা, বেশ্যা। ৬তৎ।

সাধারণী—১। একবিধা; সামান্যা। সাধারণ দেখ। সাধারণ+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কুঞ্চিকা, চাবি। সং; স্ত্রী।

সাধারণ্য—সাধারণের ধর্ম্ম; সাধারণের সমবায়। সাধারণ+ষ্য। সং; ক্লী।

সাধি—সাধন করি বা করিয়া, সিদ্ধ করি বা করিয়া; যাচি বা যাচিয়া। ক, প্র। ক্রি।

সাধিত—নিষ্পাদিত; বিনাশিত; দণ্ডিত; দাপিত; শোধিত; প্রমাণাদি দ্বারা বিভাবিত। ণিজন্ত সাধ্=সাধি (সাধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাধিতা।

সাধিমা (সাধিমন্)—সাধুতা। সাধু শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পু।

সাধিষ্ঠ—১। অতিশয় সাধু; অতি দৃঢ়। সাধু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। ২। অতি ভূশ। বাঢ় শব্দ+ইষ্ঠ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাধিষ্ঠা।

সাধিষ্ঠান—দেহস্থ ষট্চক্রমধ্যে দ্বিতীয় চক্র। অধিষ্ঠানের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং; ক্লী।

সাধীয়ান (—য়স্)—১। অতিশয় সাধু; অতি দৃঢ়। সাধু+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। ২। অতি ভূশ। বাঢ়+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রী,—য়সী।

সাধু—১। সং; সজ্জন, সুশীল, সৎস্বভাব, ধার্ম্মিক; মহৎ; সুন্দর; সদ্বংশজাত; হিত; সমর্থ; নিপুণ; উচিত। সাধ্ (সাধন করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাধু, সাধ্বী। ২। বুদ্ধ; মুনি; বার্দ্ধুষিক, সুদখোর; বণিক্; মহাশয় ব্যক্তি [সাধুর লক্ষণ এই—"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি। ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদিত্যেতৎ সাধুলক্ষণম্॥" অর্থাৎ যিনি সম্মানিত হইলেও হৃষ্ট হন না, অবমানিত হইয়াও ক্রোধ করেন না এবং ক্রুদ্ধ হইলেও রূঢ়বাক্য বলেন না, তিনিই প্রকৃত সাধু]। সং; পু। [ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সাধুতা—সজ্জনতা, ধর্ম্মশীলতা। সাধু+তা

সাধুভাষা—সংস্কৃত ভাষা; বিশুদ্ধ ভাষা। সাধ্বী যে ভাষা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সাধুবাদ—'সাধু সাধু' এইরূপ বলা, ধন্যবাদ, প্রশংসা। সাধু শব্দ-বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সাধুবৃত্ত—সচ্চরিত্র, সৎস্বভাববিশিষ্ট। সাধু হইয়াছে বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সাধুশীল—সৎপ্রকৃতি, সৎস্বভাব, সচ্চরিত্র। সাধু হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাধুশীলা।

সাধুসঙ্গ—সৎসংসর্গ, সজ্জনদিগের সহবাস। ৬তৎ। সং; পু।

সাধুসম্মত—সজ্জনানুমোদিত, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সাধ্য—১। সাধনীয়; শক্য; নিবর্ত্তনীয়; জ্ঞেয়, জেয়; প্রতিবিধেয়। সাধ্ (সাধন করা)+ণ্যৎ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাধ্যা। ২। দ্বাদশ গণদেবতাবিশেষ; যোগবিশেষ; শর। সাধ+ঘ্যণ্। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

সাধ্যতা—সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম। সাধ্য+তা ভাবার্থে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক—সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মের বিশেষকারক। সাধ্যতার অবচ্ছেদক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চ্ছেদিকা।

সাধ্যমত—ক্ষমতানুযায়ী, যথাসাধ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সাধ্যসাধনা—আরাধনা; উপাসনা; অনুনয়বিনয়, কাকুতিমিনতি। দেশজ। সং।

সাধ্যাতিরিক্ত—ক্ষমতার অতিরিক্ত, সাধ্যাতীত, ৫ বা ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সাধ্যাতীত—ক্ষমতার অতীত, সাধ্যাতিরিক্ত। ৬ বা ২তৎ। বিণ; ত্রি।

সাধ্যানুসারে—ক্ষমতানুযায়ী, শক্তি অনুসারে; যথাসাধ্য। সাধ্যের অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

সাধ্যাসাধ্য—শক্য ও অশক্য। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

সাধ্বস—ভয় ; সম্ভ্রম ; ব্যাকুলতা। সাধু শব্দ—অস্ (ক্ষেপণ করা)+অল্ র্ম। সং ; ক্লী।

সাধ্বী—সাধুশীলা, সুচরিত্রা ; সতী ; পতিব্রতা। সাধু শব্দ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সান—১। পাকা গাঁথনি, পাকা মেজে, রক ; সাড়া, চেতনা, সংজ্ঞা, বোধ, অনুভূতি। দেশজ। ২। অবগুণ্ঠন, ঘোমটা ; স্নান ; গুপ্তমন্ত্রণা, ষড় ; শব্দ ; ইঙ্গিত, ইসারা, সঙ্কেত, ঠার। প্রা, ক। সং।

সানক, সানকি—মাটীর থালা। বৈদে। সং।

সানন্দ—সহর্ষ, আহ্লাদিত। আনন্দের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সানন্দে—আহ্লাদের সহিত, সহর্ষে, আহ্লাদপূর্ব্বক। বহু। ক্রি-বিণ।

সানা—১। তাঁতের দীর্ঘ কঙ্কতবৎ যন্ত্রবিশেষ। দেশজ। ২। দুর্ভেদ্য কবচ, বর্ম্ম। প্রা, ক। সং। ৩। শান্ত হওয়া ; পর্য্যাপ্ত হওয়া ; চৈতন্য হওয়া। ক, প্র। ক্রি।

সানাই—বংশীবিশেষ, একপ্রকার বাঁশী। দেশজ। সং।

সানান—সান বা চৈতন্য জন্মান, অনুভূতি জন্মান, টের পাওয়ান ; পর্য্যাপ্ত হওয়া ; পোষান। দেশজ। ক্রি।

সানি—ইসারা ; ছানি, গরুর নিমিত্ত খইলমাখা কাটা জাব। দেশজ। সং।

সানু—গিরিতট, পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি ; অগ্রভাগ ; বন। সন্ (দেওয়া) +ঞুণ্ ক। সং ; ক্লী বা পু।

সানুকম্প—অনুকম্পাযুক্ত, কৃপান্বিত ; সদয়। অনুকম্পার সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সানুকূল—অনুকূল, প্রসন্ন, সদয়, সহায়। অনুকূল শব্দের স্থলে অসাধু প্রয়োগ। বিণ।

সানুজ—১। অনুজসহিত। অনুজের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। ২। সানুজাত। সানু শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সানুজা।

সানুদেশ—পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূভাগ। সানুই যে দেশ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

সানুনয়—অনুনয়যুক্ত, সবিনয়। অনুনয়ের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সানুনয়ে—অনুনয়ের সহিত, সবিনয়ে, বিনীতভাবে। বহু। ক্রি-বিণ।

সানুনাসিক—অনুনাসিক বর্ণযুক্ত, নাসিকা দ্বারা উচ্চারিত হয় এমন বর্ণবিশিষ্ট। অনুনাসিকের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সানুমান্ (—মৎ)—ভূধর, পর্ব্বত। সানুশব্দ +মতু অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

সান্ত—সসীম, সীমাবিশিষ্ট, যাহার শেষ আছে এরূপ। অন্তের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সান্তা।

সান্তপন—ব্রত-বিশেষ, গোময় গোমূত্র দুগ্ধ দধি ঘৃত কুশোদক—এই ছয় দ্রব্য ক্রমশঃ ছয় দিন ভক্ষণ ও এক রাত্রি উপবাসরূপ ব্রত। সম্—ণিজন্ত তপ্ (=তপি)+অনট্ ভা+ক। সং ; ক্লী।

সান্তর—ব্যবধান-বিশিষ্ট, ব্যবহিত ; সচ্ছিদ্র ; বিরল, ফাঁক ফাঁক। অন্তরের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সান্তরা।

সান্তানিক—সন্তানসম্বন্ধীয় ; প্রসবণশীল। সন্তান +ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—কী।

সান্ত্রী—প্রহরী। ইং (sentry)। সং।

সান্ত্ব—সাম, প্রবোধ বাক্য, প্রিয়-বচন। সান্ত্ব (শান্ত করা)+অস্ ভা। সং ; ক্লী।

সান্ত্বন, সান্ত্বনা—সমাশ্বাসন, প্রিয়বচন দ্বারা প্রবোধদান। সান্ত্ব (শান্ত করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। [৬৩৫। সং ; ক্লী।

সান্ত্বনাদান—আশ্বাসপ্রদান, প্রবোধ দেওয়া।

সান্ত্বিত—সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, যাহাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এরূপ। সান্ত্বনা শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

সান্দীপনি—জনৈক মুনি, কৃষ্ণ বলরামের আচার্য্য। সন্দীপন (মুনিবিশেষ)+ফি অপত্যার্থে। সং ; পু। বারাণসীর অদূরস্থ অবন্তীপুরে ইঁহার আশ্রম ছিল। সর্ব্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য-হেতু কৃষ্ণবলরাম ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। শিক্ষান্তে তাঁহারা গুরুদক্ষিণা দানের প্রস্তাব করিলে মুনিবর স্বীয় পুত্রের উদ্ধার প্রার্থনা করেন। প্রভাসতীর্থে স্নানের সময় ইঁহার পুত্রকে পঞ্চজন নামক দৈত্য হরণ করিয়াছিল। কৃষ্ণবলরাম দৈত্যকে বধ করিয়া গুরুপুত্রকে পিতার নিকট আনিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হইলে সান্দীপনি তথাকার যাদবগণের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন।

সান্দৃষ্টিক—তাৎকালিক (ফল) ; পূর্ব্বদৃষ্টানুসারী (ন্যায়বিশেষ)। সম (সম্যক্) দৃষ্ট =সন্দৃষ্ট, প্রাদি ; তদুত্তরে ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সান্দৃষ্টিকী।

সান্দ্র—১। নিবিড় ; ঘন ; মৃদু ; স্নিগ্ধ ; মনোজ্ঞ। সহ—অন্দ্+রক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সান্দ্রা। ২। বন। সং ; ক্লী।

সান্ধিক—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। সন্ধা (মিলন) +ষ্ণিক করে অর্থে। সং ; পু।

সান্ধিবিগ্রহিক—সন্ধি ও বিগ্রহ সাধনবিষয়ে নিপুণ। সান্ধিবিগ্রহ দেখ। সন্ধিবিগ্রহ+ষ্ণিক নিপুণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী,—হিকী।

সান্ধ্য—সন্ধ্যাকালীন ; সন্ধ্যাসম্বন্ধীয়। সন্ধ্যা শব্দ+ষ্ণ ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সান্ধ্যী।

সান্ধ্য তারা—সন্ধ্যাকালে উদিত নক্ষত্র। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

সান্ধ্য দীপ—সন্ধ্যাকালে প্রজ্বলিত প্রদীপ।

সান্ধ্য-নক্ষত্র—সান্ধ্যতারা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সান্ধ্যাকাশ—সান্ধ্যগগন, সন্ধ্যাকালীন আকাশ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সান্নায্য—মন্ত্রপূত হবিঃ, হবনীয় ঘৃত। সম্—নী+ণ্যৎ র্ম, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

সান্নিধ্য—সামীপ্য, নৈকট্য। সন্নিধি শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

সান্নিপাতিক—সন্নিপাতজনিত, ত্রিদোষজ, বাতপিত্ত-কফজ। সন্নিপাত+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সান্নিপাতিকী।

সান্ন্যাসিক—সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সান্ন্যাসিকী।

সান্বয়—অন্বয়সহিত ; বংশসহিত। অন্বয়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। [সং।

সাপ—ভুজঙ্গ, নাগ। সর্প শব্দের অপভ্রংশ।

সাপট—ঝাপট ; আস্ফালন। দেশজ। সং।

সাপটান—ঝাপটান, ঝাপটাইয়া ধরা, জড়ান, সাপ্টান। দেশজ। ক্রি।

সাপত্ন, সাপত্ন্য—১। রিপু, শত্রু। সপত্ন শব্দ (শত্রু)+ষ্ণ, ষ্ণ্য। সং ; পু। ২। বিপক্ষতা, শত্রুতা। ৩। সপত্নীত্ব, সতীনগিরি। সপত্নী+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

সাপরাধ—অপরাধযুক্ত, দোষান্বিত ; অপরাধী, দোষী। অপরাধের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সাপরাধা।

সাপিণ্ড্য—সপিণ্ডত্ব, জ্ঞাতিত্ব। সপিণ্ড শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

সাপুড়িয়া, সাপুড়ে—আহিতুণ্ডিক, সর্প-খেলক ; সর্পধারক ; সর্পবৈদ্য। দেশজ। সং।

সাপেক্ষ—অপেক্ষাযুক্ত ; পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট, সাকাঙ্ক্ষ। অপেক্ষার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাপ্তপদীন—সখ্য, সপ্তপদনির্ব্বৃত্ত, সাত পা মাত্র চলায় উৎপন্ন বন্ধুত্ব। সপ্ত যে পদ সে সপ্তপদ, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে খীন। সং ; ক্লী।

সাপ্তপৌরুষ—সপ্তপুরুষব্যাপী। সপ্ত যে পুরুষ সে সপ্তপুরুষ, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

সাফ, সাফা—নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ ; পরিষ্কার, স্পষ্ট ; সাদা, শুভ্র। বৈদেশিক। বিণ।

সাফল্য—সফলতা, সিদ্ধি, সার্থকতা ; কৃতকার্য্যতা। সফল+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

সাফাই—১। নির্ম্মল, পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ ; দোষক্ষালক। বিণ। ২। নির্ম্মলতা, পরিষ্কৃতি, বিশুদ্ধতা ; দোষক্ষালন ; আরোপিত অপরাধের খণ্ডন। বৈদেশিক। সং।

সাবাড়—শেষ, সমাপ্ত। দেশজ। বিণ।

সাবান—বস্ত্র গাত্রাদির পরিষ্কৃতি-সাধক কৃত্রিম ক্ষারপদার্থ বিশেষ (soap)। বৈদেশিক। সং।

সাবুদ—প্রমাণ, সাক্ষ্য। বৈদেশিক। সং।

সাবেক—আগেকার ; অবশিষ্ট। বৈদে। বিণ।

সাবকাশ—অবকাশ, সুযোগ। দেশজ। সং।
সাব্যস্ত, সাব্যস্থ—সুব্যবস্থ, সুনিশ্চিত। দেশজ। বিণ।
সাম (সামন্)—বেদবিশেষ; বেদমন্ত্র; গান-বিশেষ; সান্ত্বনা, প্রিয়বচন; সন্ধি। সো (নাশ করা)+মন্ ক। সং; ক্লী।
সামগ—সামগায়ক বিপ্র, সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। সামন্ (সামবেদ)—গৈ (গান করা)+ড ক। সং; পু। [সং; পু।
সামগর্ভ—বিষ্ণু। সাম হইয়াছে গর্ভে যাহার, বহু।
সামগ্র্য, সামগ্রী—সাকল্য, সমুদায়; কারণ-কলাপ; দ্রব্য। সমগ্র+ষ্ণ্য, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
সামজ—হস্তী। সামন্ (সামবেদ)—জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; পু। কথিত আছে যে, ব্রহ্মার সামগান কালে হস্তী উৎপন্ন হইয়াছিল।
সামঞ্জস্য—সমঞ্জসতা, সঙ্গতি; ঔচিত্য, উপ-যুক্ততা; সমীচীনতা; মিল। সমঞ্জস শব্দ +ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।
সামঞ্জস্যসাধন—সঙ্গতি-বিধান; সমীচীনতা-সম্পাদন; একরূপতা-করণ, মিলকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
সামধেনী—অগ্নি সন্দীপন-মন্ত্র, আগুন জ্বালিবার মন্ত্র। সমিৎ দেখ। সমিধ্—আ—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
সামনা—উপাদান, উপকরণ, মালমসলা; সম্মুখ। দেশজ। সং।
সামনা-সামনি—সম্মুখা-সম্মুখি, মুখামুখি; সম্মুখ। বাং ব্য।
সামনে—সম্মুখে, সমক্ষে। বাং ব্য।
সামন্ত—অধীন ভূপতি; সমীপস্থ রাজা; শ্রেষ্ঠ প্রজা, মণ্ডল। সম্ (সংলগ্ন) অন্ত যাহার সে সমন্ত (স্ববিষয়ান্তর ভূমি), বহু; তদুত্তরে ষ্ণ তদীশ্বরার্থে। সং; পু।
সামন্ত সেন—বঙ্গের সেনবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ। ইনি আদৌ দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন এবং কর্ণাটের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। কালক্রমে ইনি কর্ণাটপতির কোপে পড়িয়া ভয়ে পলায়ন করেন এবং ভাগীরথীতীরস্থ নবদ্বীপ-নামক স্থানে উপ-নিবেশ স্থাপন করিয়া ক্রমে রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগ)। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার পিতা বীর সেনই বঙ্গে সেনরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।
সামন্তেশ্বর—মণ্ডলেশ্বর, রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্। সামন্তগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।
সাময়িক—সময়োচিত, কালোপযুক্ত; নিয়মানু-যায়ী। সময়+ষ্ণিক অর্হার্থে। বিণ; ত্রি।
সামযোনি—১। সামবেদোৎপন্ন। সাম হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিকারণ) যাহার, বহু। বিণ ত্রি। ২। ব্রহ্মা; হস্তী (সামজ দেখ)। সং; পু।
সামরিক—সমর-সম্বন্ধীয়; যুদ্ধোপযোগী। সমর +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সামরিকী।
সামরিক-বিচারালয়—যুদ্ধসম্বন্ধীয় আদালত, যেখানে অপরাধী সৈন্যাদির বিচার হয় (Court-Martial)। কর্মধা। সং; পু।
সামরিক বিধান—যুদ্ধসম্বন্ধীয় বিধি, যুদ্ধের আইন (Martial Law)। কর্মধা। ক্লী।
সামর্থ্য—সমর্থতা, ক্ষমতা, বল, শক্তি; যোগ্যতা। সমর্থ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।
সামর্ষ—রুষ্ট, ক্রুদ্ধ। অমর্ষের (ক্রোধের) সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।
সামলা—শালের পাগড়ি। বৈদেশিক। সং।
সামলান, সামালা—সংবরণ করা; সাবধান করা বা হওয়া; সযত্নে রক্ষা করা; গোপন করা; লুকান; আত্মসংবরণ করা, প্রকৃতিস্থ হওয়া; আরোগ্যলাভ করা, বাঁচিয়া উঠা। দেশজ। ক্রি।
সামবাদ—প্রিয়বচন, প্রীতিকর বাক্য। সামই যে বাদ, কর্মধা। সং; পু।
সামবায়িক—১। সমবায়সম্বন্ধীয়। সমবায় শব্দ +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সামবায়িকী। ২। মন্ত্রী, অমাত্য। সং; পু।
সামাই—সামলান, সংবরণ; ধরা, তাড়ান; বরদাস্ত, সহ্য। প্রাদেশিক। সং।
সামাজিক—সমাজসম্বন্ধীয়; সুরসিক; সভ্য। সমাজ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সামাজিকী।
সামাজিকতা—১। সভ্যতা; রসজ্ঞতা; লৌকি-কতা। সামাজিক+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। ২। লৌকিকতা বা লোকতা। দেশজ।
সামাজিক-নিয়ম—সমাজে নির্দিষ্ট নিয়ম, যে নিয়মে সমাজের লোকসকল পরিচালিত হয়। কর্মধা। সং; পু।
সামাজিকপ্রথা—সমাজসম্বন্ধীয় পদ্ধতি, সমাজের নির্দিষ্ট নিয়ম। কর্মধা। সং; স্ত্রী।
সামানাধিকরণ্য—একাশ্রয়ে বৃত্তি, এক স্থানে স্থিতি। সমানাধিকরণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।
সামান্য—১। মনুষ্যত্ব-গোত্বাদি জাতি, সাধর্ম্য; প্রকার; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সমান+ষ্ণ্য। সং; ক্লী। ২। সাধারণ; সর্ববিষয়ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সামান্যা।
সামান্যতঃ—সামান্যরূপে, সাধারণতঃ, সাধা-রণ প্রকারে; সচরাচর। সামান্য দেখ; সামান্য+তস্। ব্য।
সামান্যলক্ষণা—কোন বস্তু দর্শনে যে উপায়ে তৎসজাতীয় মাত্রের জ্ঞান জন্মে। সামান্য হইয়াছে লক্ষণ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।
সামান্যা—১। সাধারণী; সর্ববিষয়িণী। সামান্য দেখ। সামান্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সাধারণ স্ত্রী, বারবনিতা, বেশ্যা। সং; স্ত্রী।
সামাল—১। সামলান; সাবধানতা; গোপন; রক্ষা; আত্মসংবরণ। সং। ২। সামলাও, সাবধান হইও। দেশজ। ক্রি।
সামি—কিয়দংশ; অর্দ্ধভাগ; নিন্দ্য। ব্য।
সামিধেনী—সামধেনী, অগ্নি-সন্দীপন-মন্ত্র। সম্—ইন্ধ+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
সামিয়ানা—চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, বিতান, আচ্ছাদনী; পাইল। দেশজ। সং।
সামিল—অন্তর্ভূত, অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত; সঙ্গীয়; সংবলিত। বৈদেশিক। বিণ।
সামীপ্য—সান্নিধ্য, নৈকট্য। সমীপ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।
সামুদ্র, সামুদ্রক, সামুদ্রিক—১। সৈন্ধব লবণ; দেহস্থ চিহ্ন-ঘটিত শুভাশুভ-লক্ষণ-সূচক শাস্ত্র। সমুদ্র শব্দ+ষ্ণ, কণ্, ষ্ণিক। সং; ক্লী। ২। উক্ত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী; সমুদ্র-সম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।
সামুদ্রিক—সামুদ্র দেখ।
সাম্পরায়িক—১। যুদ্ধসম্বন্ধীয়; পারলৌকিক। সম্পরায় (যুদ্ধ)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাম্পরায়িকী। ২। যুদ্ধ। সং; ক্লী।
সাম্প্রতম্—১। সম্প্রতি, অধুনা, এক্ষণে। সম্প্রতি শব্দ+ডম্। ২। যুক্ত, উচিত। সম্—প্র—তন্+ডম্ ক। ব্য।
সাম্য—সমতা, সমানত্ব, তুল্যতা, সাদৃশ্য। সম শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।
সাম্যবাদ—মতবিশেষ;—এই মতে সকল লোকই সমান; পৃথিবীতে যে সকল ধনরত্ন আছে, তাহাতে সকলেরই সমান অধি-কার কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ ধনী কেহ ভিক্ষুক, ইত্যাদি সামাজিক বিধান অন্যায়মূলক, ইত্যাদি। ৬তৎ। সং; পু।
সাম্যবাদী (-বাদিন্)—সাম্যবাদকারী; সকলেই সমান এইরূপ মতাবলম্বী। সাম্যবাদ দেখ। সাম্য—বদ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সাম্যবাদিনী।
সাম্যসংস্থাপক—সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা, উচ্চনীচ-ভেদজ্ঞান-রাহিত্যরূপ মতপ্রবর্তক। ৬তৎ। বিণ, ত্রি। স্ত্রী,—স্থাপিকা।
সাম্যসংস্থাপন—সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা, সকলেই একরূপ এই মতের প্রবর্তন। ৬তৎ। ক্লী।
সাম্রাজ্য—সার্বভৌমত্ব; সর্বপ্রধান রাজ্য; সম্রাটের অধিকৃত স্থান। সম্রাট্ দেখ। সম্রাজ্ শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। সং; ক্লী।
সাম্রাজ্যসংস্থাপন—সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, এক-চ্ছত্র রাজ্যস্থাপন। ৬তৎ। সং; ক্লী।
সায়—১। সায়ংকাল, সন্ধ্যা; শর, বাণ। সো +ঘঞ্ ক। ২। নাশ; অবসান, শেষ।

সো+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ৩। সম্মতি, অনুমোদন। দেশজ। সং।

সায়ংকাল—সন্ধ্যাকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

সায়ংসন্ধ্যা—সন্ধ্যাকালীন উপাসনা। সায়ং কর্ত্তব্যা সন্ধ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী [দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি এবং শ্রাদ্ধদিবসে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ]।

সায়ক—শর, বাণ; খড়্গ। সো (নাশ করা) +ণক ক। সং; পু।

সায়ন্তন—সন্ধ্যাকালীন, সন্ধ্যাকালকর্ত্তব্য (কার্য্য)। সায়ম্ (সন্ধ্যাকাল)+ট্যন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সায়ন্তনী।

সায়ম্—দিনান্ত, দিনাবসান, সন্ধ্যাকাল। সো +ডম্ ক। অব্য।

সায়র, সায়েব—সাগর; তত্তুল্য বৃহৎ জলাশয়, সরোবর; উদর। প্রা, ক। সং।

সায়া—নারীদিগের পরিধেয় অধশ্ছদবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

সায়াহ্ন—দিনান্ত, সন্ধ্যাকাল, দিনমানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার পঞ্চম ভাগের নাম সায়াহ্ন। অহন্-এর (দিনের) সায় (অবসান), ৬তৎ। সং; পু।

সায়াহ্নকৃত্য—সন্ধ্যাকৃত্য, সন্ধ্যাকালীন করণীয় কার্য্য, সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি। ৭তৎ। সং; ক্লী।

সাযুজ্য—সহযোগ, অভেদ; পঞ্চপ্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুক্তিবিশেষ। সহ শব্দ—যুজ্ (যোগ করা)+ক্বিপ্ ক+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

সায়ের—সায়র দেখ।

সার—১। উৎকর্ষ; অতিশয়; বীরত্ব; মজ্জা; দৃঢ়তা। সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। শ্রেষ্ঠাংশ; বৃক্ষের মজ্জা; বল; সর। সৃ+ঘঞ্ ক। সং; পু। ৩। রহস্য; জল; ধন; নবনীত; বৃক্ষাদির উত্তেজক বস্তু; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং; ক্লী। ৪। ন্যায্য; শ্রেষ্ঠ; স্থায়ী। বিণ; ত্রি। ৫। স্থির। প্রা, ক। বিণ।

সারক—রেচক, ভেদজনক; জারক। ণিজন্ত সৃ=সারি (গমন করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সারিকা। [দেশজ। সং।

সারকুড়—গোবর রাখিবার কুন্ড বা গর্ত্ত।

সারগর্ভ—সারযুক্ত, যাহার অভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠাংশ বা উৎকর্ষ আছে। সার আছে গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সারগ্রাহিতা—সারভাগ গ্রহণ করা, মর্ম্মগ্রহণ করিবার শক্তি, মর্ম্মগ্রাহিতা। সারগ্রাহী দেখ। সারগ্রাহিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সারগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—সারভাগগ্রহণকারী। সার শব্দ—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সারগ্রাহিণী। [সং; ক্লী।

সারঘ—মধু। সরঘা (মধুমক্ষিকা)+ক জাতার্থে।

সারঙ্গ—১। চাতকপক্ষী; ময়ূর; ভ্রমর; সিংহ; হস্তী; হরিণ; চিত্রমৃগ; ধনুক; মেঘ; চন্দন; কর্পূর; ছত্র; রাগবিশেষ; পক্ষিবিশেষ; রাজহংস; বস্ত্র; বিবিধ বর্ণ; কামদেব; কেশ; স্বর্ণ; আভরণ; পদ্ম; বাদ্যবিশেষ, সারঙ্গী; শঙ্খ; পুষ্প; কোকিল; পৃথিবী; রাত্রি; দীপ্তি। সৃ (গমন করা)+অঙ্গচ্ ক। সং; পু। ২। শবল, নানাবর্ণ। সার (নানাবর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সারঙ্গা, সারঙ্গী। ৩। ষ্টীমারের এতদ্দেশীয় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। ইং (Serang)। সং।

সারঙ্গিক—ব্যাধ। সারঙ্গ (মৃগ)+ষ্ণিক বধ করে অর্থে। সং; পু।

সারঙ্গী—১। শবলা। সারঙ্গ দেখ। সারঙ্গ+ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারং। সং; স্ত্রী।

সারজ—১। সারজাত। সার—জন্+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সারজা। ২। নবনীত, ননী, মাখন। সং; ক্লী।

সারণ—১। অপসারণ, চালন, শোধরান। ণিজন্ত সৃ=সারি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। অতিসার রোগ।… +অন ক। সং; পু।

৩। লঙ্কেশ্বর রাবণের মন্ত্রী। একদা সারণ রাবণের আদেশে বানরের রূপ ধরিয়া রামের সৈন্যবলাদির সন্ধান করিতে রামের শিবিরে আসিলে বিভীষণ ইঁহাকে চিনিতে পারেন। রাম ইঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন।

৪। বিহার প্রদেশের একটী জেলার নাম। ইহার প্রধান নগর ছাপরা। [পু।

সারণিক—পথিক। সরণি (পথ)+কণ্। সং;

সারণী—ক্ষুদ্র নদী; জ্যোতিষের গ্রহগণের দেশান্তর ভেদে গণিত গ্রন্থ। ণিজন্ত সৃ (=সারি)+অনট্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সারথি—রথাদি চালক; সহায়, সাহায্যকারী। ণিজন্ত সৃ=সারি (গমন করান)+অথিন্ ক; অথবা রথের সহিত বর্ত্তমান যে সে সরথ, বহু; তদুত্তরে ষ্ণি। সং; পু।

সারথ্য—সারথির কর্ম্ম, রথাদিচালন; সাহায্য। সারথি শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সারথ্যনৈপুণ্য—সারথির কার্য্যে দক্ষতা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

সারদা—সরস্বতী, বাগ্দেবী; দুর্গা। সার দান করেন যিনি, উপ; সার শব্দ—দা (দেওয়া) +ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

সারদাচরণ মিত্র—ইনি ১৮৪৮ খৃঃ ১৭ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এণ্ট্রান্স, এফ,এ ও বি,এ পরীক্ষার প্রত্যেকটিতে ইনি প্রথম স্থান এবং এম, এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ খৃঃ ইনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ৫ বৎসরের মধ্যে আর কেহ এ পরীক্ষায় আজ পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ১৮৭০ খ্রীঃ ইনি বি, এল্ পরীক্ষা দিয়া পর বৎসরেই হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ ও ১৯০৩ খ্রীঃ ইনি অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রীঃ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে সারদাচরণ স্থায়িভাবে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি পদত্যাগ করিয়া অধিকতর মনোযোগের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। ইনি কয়েকবার সাহিত্যসভার ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে অনেক পরিশ্রম করেন। ইনি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। কায়স্থকারিকা সঙ্কলন করিয়াও সামাজিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, এবং ভারতে একলিপি-বিস্তারকল্পে সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ইনি বারাণসীধামে প্রতিষ্ঠিত ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অন্যতম সম্পাদক, এবং ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৭ খৃঃ ইনি কালগ্রাসে পতিত হন।

সারদারঞ্জন রায়—বিদ্যাসাগর কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ। মৈমনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে সন ১২৬৫ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীনাথ হইলেও শ্যামসুন্দর মুন্সী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। সারদারঞ্জন গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে মাইনর পাশ করিয়া ময়মনসিংহ সহরে জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতে ইনি ক্রিকেট খেলা ও ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া বল সঞ্চয় করেন। ঢাকা কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে এম-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গণিতে ইঁহার অসামান্য অধিকার দেখিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতাধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিষ্ট্রার মিঃ বুথ ইঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে এম-এ পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন। এম-এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পি, আর, এস, পরীক্ষার জন্য ইনি সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র স্থায়রত্ন মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। স্থায়রত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় ইনি আলিগড় এম, এ, ও কলেজের গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। আলিগড় হইতে ইনি শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টার ক্রফ্‌ট সাহেবের অনুরোধে বহরমপুর কলেজে আসেন। আলিগড় কলেজে অধ্যাপনা কালে ছাত্রদিগকে ক্রিকেট খেলাও শিক্ষা দিয়া একটী প্রবল ক্রিকেট দল গড়িয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। পরে ইনি ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হন। এখানেও ইনি ছাত্রদের ব্যায়াম চর্চ্চার বিলক্ষণ উৎসাহ দিতেন।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ বুথ সাহেবের সহিত ইঁহার বনিবনাও না হওয়ায় বুথ সাহেব সারদারঞ্জনকে কটক জেলাতে বদলী করাইলে ইনি কর্ম্মত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের) অধ্যাপক হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পরে সারদারঞ্জন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সারদারঞ্জন গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এলজেব্‌রা, জিওমেট্রি, ট্রিগণমেট্রি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ইনি সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া রঘু, ভট্টি, কুমার, শকুন্তলা, উত্তর-চরিত, কিরাত, মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী প্রভৃতি বহু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন। ১৩৩২ সালের ১০ই কার্ত্তিক দেওঘরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সারনাথ—যুক্ত-প্রদেশে বেনারস জেলায় অবস্থিত গ্রামবিশেষ। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরে শাক্যমুনি সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন। এখানে অনেক বৌদ্ধস্তূপের ও অপরাপর হর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ ভূমি খনন করিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে। ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন খনন-লব্ধ বৌদ্ধ যুগের নিদর্শনগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই-স্থানেই সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বে সারনাথ "মৃগদাব" নামে অভিহিত হইত। এই স্থানে হরিণ-শালা ছিল। সারনাথ সারঙ্গনাথ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া কথিত।

সারভূত—সারত্বপ্রাপ্ত, সসার, শ্রেষ্ঠ। সার—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সারমেয়—কুক্কুর। সরমা (কুক্কুরী)+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রী সারমেয়ী।

সারল্য—সরলতা, ঋজুতা, অকোটিল্য। সরল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সারবত্তা—সসারতা, সারপূর্ণতা, শ্রেষ্ঠত্ব। সার-বৎ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

সারবান্ (–বৎ)—সারবিশিষ্ট, সারপূর্ণ; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। সার শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সারবতী।

সারস—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ জলচর পক্ষী; হংস। সরস্ (সরোবর)+ষ্ণ। সং; পু। স্ত্রী সারসী। ২। সরোবরসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি। ৩। পদ্ম। সং; ক্লী। ৪। চন্দ্র। রসের সহিত বর্ত্তমান যে সে সরস, বহু; তদুত্তরে ষ্ণ। সং; পু।

সারসংগ্রহ—শ্রেষ্ঠাংশ সঙ্কলন, প্রধান প্রধান ভাগের আহরণ। ৬তৎ। সং; পু।

সারসঙ্কলন—সারসংগ্রহ, শ্রেষ্ঠাংশের সংগ্রহ, প্রধান প্রধান বিষয়ের মর্ম্ম আহরণ; চুম্বক-করণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সারসন—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ; কটিবন্ধন, কোমরবন্ধ। সার (বল)–সন্ (দেওয়া)+অন্ ক। সং; ক্লী।

সারস্বত—১। সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সরস্বৎ (সমুদ্র)+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। ২। সরস্বতী-সম্বন্ধীয়। সরস্বতী+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সারস্বতী। ৩। দেশবিশেষ; এক্ষার দিনরূপ কল্প-বিশেষ; বিল্বদণ্ড। সং; পু। ৪। ব্রাহ্মণ-শ্রেণীবিশেষ (সরস্বতী দেখ)।

৫। জনৈক মুনি। ইনি নিজ সুকৃতি-প্রভাবে সরস্বতী-নদীতীরে সাতটী তীর্থ সংস্থাপন করিয়াছিলেন; সেই সমস্ত তীর্থ ইঁহার নামানুসারে সারস্বত তীর্থ নামে খ্যাত। অথবা সরস্বতীতীরে ইঁহার সমস্ত প্রভাব প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ইনি নিজেও 'সারস্বত' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার আদি নাম 'মনঙ্কর'।

সারহীন—সারশূন্য, অসার, অকেজো। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সারা—১। স্থাব্যা, ইত্যাদি। সার দেখ। সার+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সাঙ্গ করা, সমাপ্ত করা, শেষ করা; আরোগ্যলাভ করা; ভাল হওয়া; সংশোধন করা; জীর্ণ সংস্কার করা, মেরামত করা। ৩। সমস্ত, সমগ্র, সব; সম্পূর্ণ। দেশজ। বিণ।

সারাংশ—শ্রেষ্ঠাংশ, প্রধান ভাগ, মূল্যবান ভাগ। কর্ম্মধা। সং; পু।

সারান—সাঙ্গ করান, সমাপ্ত করান; আরোগ্য করা বা করান, ভাল করা বা করান; সংশোধন করান, মেরামত করান। দেশজ। ক্রি।

সারার্থ—মুখ্য অর্থ, নিষ্কর্ষ অর্থ, প্রধান তাৎপর্য্য। কর্ম্মধা। সং; পু।

সারি, সারী—১। শালিক পক্ষিণী; পাশগুটিকা, পাশার গুটি। সৃ (গমন করা)+ইঞ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঙীপ্। সং; স্ত্রী। ২। পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, আলি। দেশজ। সং।

সারিকা—১। রেচিকা, ভেদজনিকা। সারক দেখ। সারক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শালিক পক্ষিণী; পাশার গুটি। সৃ+ইঞ্ ক+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

সারী (সারিন্)—সারবিশিষ্ট, সসার। সার+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সারিণী।

সারী—সারি দেখ।

সারূপ্য—সমানরূপতা; মুক্তিবিশেষ, যাহাতে ঈশ্বরের তুল্য রূপবিশিষ্ট হওয়া যায়। সরূপ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সারেং, সারেঙ্গ—জাহাজ-চালক। ইং (boat-swain)। সং।

সার্জ—তেটোবোনা পশমী কাপড়বিশেষ। ইং (serge)। সং।

সার্জন—ইংরাজীমতে শস্ত্র চিকিৎসক; চিকিৎসক; (surgeon); পুলিশ প্রহরী (sergeant) সং। [ইং (shirt)। সং।

সার্ট—কোটের নীচে পরিবেয় জামা, কামিজ।

সার্টিফিকেট—লিখিত প্রমাণপত্র; প্রশংসাপত্র। ইং (certificate)। সং।

সার্থ—১। সমূহ; সঙ্গী, সাথী। সৃ (গমন করা)+থন্ ক। ২। বণিক্‌সমূহ। অর্থের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং; পু। ৩। অর্থযুক্ত, ধনবান্। বিণ; ত্রি।

সার্থক—অর্থযুক্ত; অন্বর্থ; সফল। অর্থের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সার্থকতা—অন্বর্থতা, অর্থানুগামিতা; সফলতা। সার্থক+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সার্থকতাসম্পাদন—অন্বর্থতা সাধন; সাফল্য সাধন; সফলীকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সার্থকনামা (–নামন্)—নামের উপযুক্ত কার্য্যকারী; সৎকার্য্যদ্বারা প্রথিতনামা। সার্থক হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সার্থবাহ—দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যকারী; বণিক্; পথপ্রদর্শক। সার্থ শব্দ—বহ্ (বহন করা)+অণ্ ক। সং; পু।

সার্দ্ধ—অর্দ্ধ সহিত; অর্দ্ধসংযুক্ত। অর্দ্ধের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সার্দ্ধম্—সহ, সঙ্গে। সহ—ঋধ্+অম্ ক। ব্য।

সার্ব্ব—১। সর্ব্বহিতকর; সর্ব্বসম্বন্ধীয়। সর্ব্ব+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সার্ব্বী। ২। বুদ্ধ; জিন। সং; পু।

সার্ব্বজনীন—সর্ব্বলোকহিত; সকলের প্রয়োজনীয় বা উপযোগী; সর্ব্বজনবিদিত। সর্ব্বজন+ঈন। বিণ; ত্রি।

সার্ব্বত্রিক—সর্ব্বত্রব্যাপী, সর্ব্বত্রস্থিত, সর্ব্ব-স্থানের উপযোগী। সর্ব্বত্র+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সার্ব্বত্রিকী।

সার্ব্বদেশিক—সর্ব্বদেশসম্বন্ধীয়; সকল দেশের উপযোগী। সর্ব্ব যে দেশ সে সর্ব্বদেশ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

সার্ব্বভৌম—সর্ব্বভূমীশ্বর, রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্; উত্তর দিগ্‌গজ কুবেরের বাহন [মৈনাক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী সিদ্ধাশ্রমের সরোবরে এই হস্তী বিচরণ করিত]। সর্ব্বা যে ভূমি সে সর্ব্বভূমি, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ষ্ণ। সং; পুং।

সার্ব্বলৌকিক—সর্ব্বলোক-সম্বন্ধীয়; সর্ব্বজন-বিদিত, সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ। সর্ব্বলোক+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সার্ব্বলৌকিকী।

সার্ব্ববিভক্তিক—সর্ব্ববিভক্তিজাত। সর্ব্বা যে বিভক্তি সে সর্ব্ববিভক্তি, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

সার্ষপ—সর্ষপ-সম্বন্ধীয়; সর্ষপ-জাত। সর্ষপ শব্দ +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সার্ষপী।

সার্ষ্টি—মুক্তিবিশেষ; নির্ব্বাণ; ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া। ব্য।

সাল—১। প্রাচীর; বৃক্ষ; সর্জ্জবৃক্ষ, শালগাছ। সল (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। সং; পুং। ২। বঙ্গাব্দ,—ইহা গণনা করিতে হইলে খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৯৩ বিয়োগ করিতে হয়। বৈদেশিক। সং।

সালঙ্কারা—অলঙ্কারযুক্তা; আভরণভূষিতা। অলঙ্কার সহ বর্ত্তমানা যে, বহু। বিণ; স্ত্রী।

সাল-তামামি—বৎসরের শেষ; বাৎসরিক বিবরণ। বৈদেশিক। সং। [সং।

সালতি—সাল কাঠের লম্বা ডোঙ্গা। দেশজ।

সালন—ব্যঞ্জন (মুসলমানী ভাষায়)। সং।

সালনির্য্যাস—সর্জ্জরস, শালের আঠা; ধুনা। ৬তৎ। সং; পুং।

সালবোট—কানাহীন রেকাবিবিশেষ। ইং (salver)। সং।

সালসা—পুষ্টিকারক ঔষধবিশেষ। ইং (Sarsa Parilla)। বৈদেশিক। সং।

সালা—শালা, গৃহ। সল্ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি+আপ্। সং; স্ত্রী।

সালার জঙ্গ (সার্)—ইঁহার পূর্ব্ব নাম নবাব মীর তুরাব আলি খান, সালার জঙ্গ, সিরাজ-উদ-দৌলা, মুখতার-উল-মুল্ক ডি-সি-এল, জি-সি-এস-আই। ইনি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতামহ ও পিতৃব্য হায়দরাবাদের নিজামের প্রধান উজীর ছিলেন। ইনি প্রথমে ৭ বৎসর পার্শী ও আরবী শিক্ষা করেন। ১৯ বৎসর বয়সে ইনি ইংরেজী শিখিতে প্রবৃত্ত হন। অতি অল্প বয়স হইতেই বিষয় কর্ম্মে ইঁহার হাতে খড়ি হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রেল তারিখে ইঁহার পিতৃব্য সিরাজ-উল-মুল্কের মৃত্যু হয়। ইঁহার বয়স তখন ২৪ বৎসর। রাজ্যের রেকর্ড-কিপার লালা বাহাদুরের চেষ্টায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে পূর্ণ দরবারে নিজাম বাহাদুর ইঁহাকে প্রধান উজীরের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ইনি শাসন ব্যাপারের বহু সংস্কার সাধন করেন। ইনি কেবল সুদক্ষ শাসনকর্ত্তাই ছিলেন না—ইনি অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। ইঁহার রাজনীতিকুশলতার পরিচয় দিবার সময়ও আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে দিল্লীর সান্নিধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ তৎকালে সর্ব্বপ্রধান মুসলমান রাজ্য ছিল। সিপাহীরা দিল্লীতে বাদশাহের বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিল। হায়দরাবাদের প্রজারা মোগল বাদশাহ বংশের অনুরাগী ছিল। সেইজন্য তাহাদের সমগ্র সহানুভূতি সিপাহীগণের উপর গিয়া পড়িল। রাজ্যের মুসলমান অধিবাসীরা বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহিল। আর এই সঙ্গীন সময়েই নিজাম নাসির-উদ দৌলারও মৃত্যু হইল। ইনি তখন সবেমাত্র চারি বৎসর মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বয়সে যুবক হইলেও এই স্থিরমস্তিষ্ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি উজীর তৎক্ষণাৎ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। ইনি সিদ্ধান্ত করিলেন, হায়দরাবাদ নিরপেক্ষ থাকিবে। মুসলমান রাজ্যের মুসলমান মন্ত্রীর পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা এ সময়ে যে কত কঠিন ছিল, তাহা কেহ অনুমানও করিতে পারিবেন না। একজন বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারী বলেন, মন্ত্রীর এই কার্য্যের ফলে দক্ষিণ-ভারত রক্ষা পায়। নিজামের কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বৃটিশরাজ নিজামকে একলক্ষ টাকা মূল্যের ও মন্ত্রীকে ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের বৃটেনজাত দ্রব্য উপঢৌকন দেন এবং রায়চুড় ও ধারাসেও নামক দুইটী ষ্টেট নিজামকে প্রত্যর্পণ করা হয় ও কোরাপুর ষ্টেট উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়া হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে কে-সি-এস-আই উপাধি প্রদান করেন। ডিউক অব স্যাদারল্যাণ্ডের নিমন্ত্রণে ইনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গমন করেন। বিলাতে অবস্থান কালে ইনি প্রচুর সম্মান লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে সম্মানজনক ডি-সি-এল উপাধি দান করেন। মন্ত্রিত্ব লাভের পর হইতেই ইনি বেরার প্রদেশ নিজামের জন্য ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিলাতে গিয়াও ইনি এ বিষয়ে বহু প্রয়াস পান। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে গ্র্যাণ্ড কম্যাণ্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি দেন। ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লীর ইম্পিরিয়াল এ্যাসেম্বলীতে ইঁহার সম্মানার্থ ১৭টি তোপ দাগা হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী কলেরা রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সালি—শালি দেখ।

সালিক—সারিকা পক্ষী। দেশজ। সং।

সালিয়ানা—বার্ষিক। বৈদেশিক। বিণ।

সালিস, সালিশ—মধ্যস্থ। বৈদেশিক। সং।

সালিসী, সালিশী—১। মধ্যস্থতা। সং। ২। মধ্যস্থের নিষ্পন্ন। বৈদেশিক। বিণ।

সালোক্য—মুক্তিবিশেষ, তুল্যলোক-বাসরূপ মুক্তি। সহ (সমান) যে লোক সে সলোক কর্ম্মধা; তদুত্তরে ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

সাব—দেশবিশেষ; জনৈক নৃপ। সাল শব্দ—ব অপত্যার্থে। সং; পুং।

সাবধান—অপ্রমত্ত, অবহিত, মনোযোগী, সতর্ক। অবধানের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাবধানা।

সাবধানতা—অপ্রমত্ততা, অবধান, সতর্কতা। সাবধান+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সাবন—১। সবনসম্বন্ধীয়; সূর্য্যসম্বন্ধীয়। সবন শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাবনী। ২। দিবারাত্র, এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কাল; ত্রিংশৎ-দিবারাত্রযুক্ত মাস; যজমান; যজ্ঞশেষ; বরুণ। সং; পুং।

সাবর্ণ, সাবর্ণি—সূর্য্যপুত্র, অষ্টম মনু। সবর্ণা শব্দ +ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পুং।

সাবাস—প্রশংসাসূচক শব্দ, সাধুবাদ, বাহবা। বৈদেশিক। ব্য।

সাবিত্র—১। সবিতৃসম্বন্ধীয়। সবিতা দেখ। সবিতৃ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাবিত্রী। ২। যজ্ঞোপবীত। সং; ক্লী। ৩। ব্রাহ্মণ; শিব; অষ্টম বসু [ইনি স্বর্গে দেবদানব-যুদ্ধে সুমালী রাক্ষসকে বধ করেন]। সং; পুং।

সাবিত্রী—১। সবিতৃসম্বন্ধীয়া। সাবিত্র দেখ। সাবিত্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; গায়ত্রী; ব্রহ্মপত্নী; দুর্গা। সং; স্ত্রী।

৩। সত্যবান্ রাজার পত্নী। ইনি রাজা অশ্বপতির একমাত্র তনয়া বলিয়া মাতাপিতার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ছিলেন। ইঁহার বিবাহকাল অতিক্রান্তপ্রায় হইলেও উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত হইতেছে না দেখিয়া অশ্বপতি দুহিতাকে নিজ মনোমত বর মনোনীত করিয়া লইতে বলেন।

পিতার আদেশে সাবিত্রী অমাত্যগণসহ দেশ পর্যটনে বহির্গত হইলেন, কিন্তু কোথাও মনোমত বর পাইলেন না। অবশেষে ইনি বনবাসী রাজকুমার সত্যবান্‌কে দেখিতে পাইলেন। অসামান্য রূপগুণযুক্ত সত্যবান্‌ একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া বনাশ্রমে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিতেছেন দেখিয়া গুণবতী সাবিত্রী তৎপ্রতি সমাকৃষ্টা হইলেন এবং মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন।

অনন্তর ইনি পিতৃসমীপে প্রত্যাগতা হইলে জনক-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া অতি সলজ্জভাবে সত্যবানের নামোল্লেখ করিলেন। তৎকালে দেবর্ষি নারদ অশ্বপতির সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অশ্বপতিকে সত্যবানের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে নিষেধ করিলেন; কারণ তিনি বলিলেন, সত্যবানের আর এক বৎসর মাত্র পরমায়ুঃ আছে, তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তখন অশ্বপতি দুহিতাকে অন্য বরের অন্বেষণ করিতে বলিলে, সাবিত্রী উত্তর করিলেন, 'যাঁহাকে একবার পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যকে পতি স্বীকার করিতে হইলে দ্বিচারিণী হইতে হইবে; তদপেক্ষা সত্যবানের সহিত বিবাহ হইয়া তাহার একবৎসর পরে বৈধব্য. যন্ত্রণা ভোগ করাও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।' সাবিত্রীর মনের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া মহামতি নারদ রাজাকে কন্যার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহান্তে সাবিত্রী রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দে পর্ণকুটিরবাসিনী হইলেন ও তাবৎ কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইঁহার আন্তরিক পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া অন্ধ শ্বশুর দ্যুমৎসেন ও তাঁহার পত্নী বনবাস-ক্লেশ' অনেকটা বিস্মৃত হইলেন। সত্যবান্‌ও লক্ষ্মী-স্বরূপা পত্নীর সহবাসে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

নারদনির্দ্দিষ্ট সময়ের তিন দিবস পূর্ব্বে সাবিত্রী ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন করিয়া উপবাসে কালহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে সত্যবান্‌ ফলমূলাদির আহরণ নিমিত্ত কুটীর ত্যাগে উদ্যত হইলে ইনিও শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া পতির অনুগমন করিলেন। মৃত্যুকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সত্যবান্‌ অসুস্থতা বোধ করিয়া পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রাগত হইলেন। ক্ষণপরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

অতঃপর যমদূতগণ সত্যবান্‌কে লইতে আসিল; কিন্তু তাহারা প্রদীপ্ত বহ্নিজ্বালাসদৃশী সতীর অঙ্ক হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। তখন যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সতীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী না হইয়া সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত সাবিত্রীকে অনুরোধ করিলেন। সতী যমরাজকে স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করিলে তিনি বর দিতে চাহিলেন। সাবিত্রী প্রথমতঃ শ্বশুরের পুনশ্চক্ষুঃ প্রাপ্তি ও রাজ্যোদ্ধার প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিতে বলিলে সতী তাহাতে অসম্মতা হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ পুনরপি বর প্রদানে উদ্যত হইলে সাবিত্রী পতির প্রাণভিক্ষা করিলেন। কৃতান্ত তদ্ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করিতে বলিলে সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে নিজ গর্ভে একশত পুত্রজন্মের বর চাহিলেন। যমরাজ না বুঝিয়া তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্‌কে ত্যাগ করিতে বলিলেন। তখন সতী বলিলেন, আপনি যদি আমার পতিকে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার ঔরসে আমার শত পুত্র কিরূপে জন্মিবে? এইরূপে সাবিত্রী কৌশলে সত্যবান্‌কে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

একদা সীতা রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই একান্ত বশবর্ত্তিনী জানিও।"

সাবিত্রীপতিত—উপনয়নযোগ্য কাল অতীতে উপনীত ব্রাহ্মণ। ৫তৎ। সং; পু।

সাবিত্রীব্রত—জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সাবিনী—সরিৎ, নদী। সূ (প্রসব করা)+ণিন্

সাবুৎ, সাবুদ—প্রমাণ, সাক্ষ্য। বৈদেশিক। সং।

সাশ্রয়—আশ্রয়যুক্ত; অবলম্বনবিশিষ্ট, আধার সমন্বিত। আশ্রয়ের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাশ্রয়া।

সাশ্রু—অশ্রুযুক্ত, বাষ্পবারিবিশিষ্ট। অশ্রুর সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সাশ্রুনয়ন, সাশ্রুলোচন—১। সজল নেত্র, অশ্রুযুক্ত চক্ষু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সজল নেত্রবিশিষ্ট। সাশ্রু হইয়াছে নয়ন বা লোচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সাশ্রুনয়নে, সাশ্রুলোচনে—অশ্রুপূর্ণনেত্রে, সজল চক্ষে, কাঁদিতে কাঁদিতে। সাশ্রু হইয়াছে নয়ন বা লোচন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সাশ্রুলোচন—সাশ্রুনয়ন দেখ।

সাশ্রুলোচনে—সাশ্রুনয়নে দেখ।

সাষ্টাঙ্গ—অষ্টাঙ্গযুক্ত। অষ্ট যে অঙ্গ সে অষ্টাঙ্গ, দ্বিগু; তাহার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাষ্টাঙ্গা।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম—অষ্টাঙ্গযুক্ত নমস্কার [নমস্কার দেখ] কর্ম্মধা। সং; পু।

সাসহি—সতত-সহনক্ষম, অতিশয়-সহিষ্ণু। যঙ্-লুগন্ত সহ+ই ক। বিণ; ত্রি।

সাস্না—গরুর গলকম্বল। সস (নিদ্রা যাওয়া) +নণ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

সাস্র—অশ্রুযুক্ত; রোরুদ্যমান; সরক্ত; কোণসহিত। অস্রের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রী সাস্রা।

সাহঙ্কার—অহঙ্কারযুক্ত, অহংকৃত; সগর্ব্ব। অহঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাহঙ্কারা।

সাহচর্য্য—সহায়তা, সঙ্গ; সামানাধিকরণ্য। সহচর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সাহস—১। বলপূর্ব্বক কৃত দুষ্কর্ম্ম,—"মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণং। পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব সাহসং পঞ্চধা স্মৃতম্॥" অর্থাৎ নরহত্যা, চৌর্য্য, পরদারগমন, বিরোধ এবং অসত্যকথন—এই পাঁচ প্রকার সাহস; উৎসাহ; দ্বেষ; দম্ভ; অবিমৃষ্যকৃতি, অবিবেচিত কর্ম্ম; সহসা কৃত কর্ম্ম; ভয়রাহিত্য, নির্ভয়তা। সহস্ (বল)+ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। অগ্নিবিশেষ। সং; পু।

সাহসপূর্ব্বক—উৎসাহ সহকারে; নির্ভয়তার সহিত। সাহস হইয়াছে পূর্ব্বে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সাহসিক—সাহস-কর্ম্মকারী; উৎসাহযুক্ত; নির্ভয়। সাহস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাহসিকী।

সাহসিকতা—সাহসিকের ভাব। সাহসিক দেখ। সাহসিক+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

সাহসী (সাহসিন্)—সাহসকর্ম্মকারী; সাহসযুক্ত, নির্ভীক। সাহস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সাহসিনী।

সাহস্র—১। বহুসহস্র; সহস্র। সহস্র+ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। তৎসংখ্যক। বিণ; ত্রি।

সাহায়ক—সহায়তা, সাহায্য। সহায়+কণ্ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সাহায্য—সহায়তা, আনুকূল্য। সহায় শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সাহায্যকারী (—কারিন্)—সহায়তাকারী, আনুকূল্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। সাহায্য—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, —কারিণী।

সাহায্যপ্রার্থী (—প্রার্থিন্)—সহায়তা প্রার্থনাকারী, আনুকূল্যলাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, —প্রার্থিনী।

সাহি—সাধিয়া। প্রা, ক। ক্রি।

সাহিত্য—১। সঙ্গ, সংসর্গ; একক্রিয়ান্বয়িত্ব।

সহিত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। ২। কাব্যশাস্ত্র। সম্ (সম্যক্) যে হিত সে সহিত, নিত্য; তদুত্তরে ষ্ণ্য করে অর্থে। সং; ক্লী।

সাহিত্যচর্চ্চা—কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সাহিত্য-চর্চ্চী (–চর্চ্চিন্)—কাব্যশাস্ত্রের আলোচনাকারী, সাহিত্যসেবী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,–চর্চ্চিনী।

সাহিত্যজগৎ—সাহিত্যসম্বন্ধীয় লোক, কাব্যশাস্ত্ররূপ বিশ্ব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সাহিত্যভাণ্ডার—কাব্যশাস্ত্রের ভঁাড়ার। ৬তৎ। সং; পু।

সাহিত্যরথী (–রথিন্)—প্রধান সাহিত্যসেবী, শ্রেষ্ঠ কাব্যশাস্ত্রলেখক। ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী সাহিত্যরথিনী।

সাহিত্যব্যবসায়ী (–সায়িন্)—কাব্যশাস্ত্র লেখক, সাহিত্যশাস্ত্র-প্রণয়ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, –ব্যবসায়িনী।

সাহিত্যশাস্ত্র—কাব্যশাস্ত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সাহিত্যসেবক—কাব্যশাস্ত্রের উপাসক; কাব্যশাস্ত্র-প্রণেতা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সাহিত্যসেবা—কাব্যশাস্ত্রের উপাসনা; কাব্যশাস্ত্রপ্রণয়ন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সাহিত্যসেবী (–সেবিন্)—সাহিত্যসেবক; কাব্যশাস্ত্রপ্রণেতা। সাহিত্য–সেব (সেবা করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী, –সেবিনী। [সং; পু।

সাহিত্যাকাশ—কাব্যজগতের আকাশ। ৬তৎ।

সাহিত্যাচার্য্য—সাহিত্য-গুরু, কাব্যশাস্ত্রের উপাধ্যায়। সাহিত্যের আচার্য্য, ৬তৎ। বিণ বা সং; পু।

সাহিত্যাধ্যাপক—কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক, সাহিত্যের শিক্ষাদাতা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সাহিত্যানুরাগ—কাব্যশাস্ত্রের প্রতি আসক্তি। ৭তৎ। সং; পু।

সাহিত্যানুরাগী (–রাগিন্)—কাব্যশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত। ৭ বা ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, –রাগিণী।

সাহিত্যামোদী (–মোদিন্)—সাহিত্যানুরাগী, কাব্যশাস্ত্রপ্রিয়। সাহিত্যের আমোদ, ৬তৎ; তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,–মোদিনী।

সাহিত্যালোচনা—সাহিত্যচর্চ্চা। ৬তৎ। স্ত্রী।

সাহিত্যিক—সাহিত্যসম্বন্ধীয়; সাহিত্যসেবক; কাব্যশাস্ত্রপ্রণেতা। সাহিত্য শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সাহিত্যিকী।

সাহেব—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মানী লোক; মহাশয়; প্রভু, প্রতিপালক; প্রধান, সর্দ্দার, ইউরোপীয় পুরুষ। বৈদেশিক। সং।

সাহেবধনী—জনৈক উদাসীন। ইনি একটী ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করেন। ঐ মত কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ। এই মতাবলম্বীদিগের উপাসনার স্থান "আসন" নামে অভিহিত, প্রকৃতপক্ষে আসন একখানি চৌকিমাত্র। প্রতি বৃহস্পতিবারে এই মতাবলম্বীরা ঐ আসনের নিকটে গিয়া মিলিত হইয়া সাধনা করে।

সাহেবধনীর প্রথম শিষ্য দুঃখীরাম পাল, রঘুনাথ দাস ও একজন মুসলমান। নদীয়া জেলায় দোগাছিয়া গ্রামে দুঃখীরামের এবং বাগাড়ে গ্রামে রঘুনাথের বাস ছিল। সাহেবধনী হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই শিষ্য করিয়াছিলেন, এজন্য এই সম্প্রদায়ীরা সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিকেই গ্রহণ করে।

দুঃখীরামের পুত্র চরণ পাল হইতে এই সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি হয়। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটী মহোৎসব হয়।

সিংহ—১। পশুরাজ, মৃগেন্দ্র, কেশরী; রাশিবিশেষ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। হিন্স্ (হিংসা করা)+অন্ ক, অথবা সিচ্ (সেক করা)+ক ক। সং; পু। স্ত্রী সিংহী।

২। রামায়ণে কথিত চন্দ্রগিরি পর্ব্বতস্থ এক প্রকার পক্ষী। ইহারা এত বৃহৎ যে, তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। [বং। বিণ; ত্রি।

সিংহগ্রীব—সিংহের ন্যায় উন্নত গ্রীবাবিশিষ্ট।

সিংহদ্বার—সিংহমূর্ত্তি-চিহ্নিত প্রবেশদ্বার, তোরণ, ফটক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সিংহধ্বনি, সিংহনাদ—সিংহের গর্জ্জন; বীরগর্জ্জিত। ৬তৎ। সং; পু।

সিংহবাহু—জনৈক বঙ্গাধিপ। ইনি বুদ্ধদেবের সমকালে জীবিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র বিজয়সিংহ কোন কারণে নির্ব্বাসিত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে গমন পূর্ব্বক আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহবংশের রাজ্য বলিয়া অতঃপর লঙ্কার নাম সিংহল হয়।

সিংহমুখ—সিংহের মুখ; হস্তীর ভূষণবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

সিংহল—লঙ্কাদ্বীপ। সিংহ শব্দ+ল অস্ত্যর্থে।

সিংহবাহিনী—পার্ব্বতী, দুর্গা। সিংহ শব্দ–ণিজন্ত বহ=বাহি (বহান)+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সিংহবিক্রান্ত—১। সিংহবৎ পরাক্রমশালী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। ২। ঘোটক। সং; পু। [সং; পু।

সিংহশাবক—সিংহশিশু, সিংহের ছানা। ৬তৎ।

সিংহশিশু—সিংহশাবক। ৬তৎ। সং; পু।

সিংহসংহনন—সুশ্রী, সুগঠন; সিংহতুল্য দৃঢ় বপু। সিংহের সংহননের (দেহের) ন্যায় সংহনন (দেহ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সিংহাণ—সিংহনাদ; বীরগর্জ্জন। সিংহের আণ (শব্দ), ৬তৎ। সং; পু।

সিংহাণ, সিঙ্ঘাণ—লৌহমল, লোহার মরিচা; নাসামল, নাকের পোঁটা, সিক্নি। সিন্ঘ (ঘ্রাণ লওয়া)+আন ষ্ম। সং; ক্লী।

সিংহাবলোকন ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

সিংহাসন—সিংহমূর্ত্তি-চিহ্নিত আসন, রাজাসন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সিংহাসনচ্যুত—রাজাসন হইতে ভ্রষ্ট, রাজ্যচ্যুত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–চ্যুতা।

সিংহাসনাধিরূঢ়—সিংহাসনে উপবিষ্ট। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,–রূঢ়া।

সিংহাসনাধিষ্ঠিত—সিংহাসনে স্থাপিত; সিংহাসনারূঢ়, রাজাসনে অবস্থিত। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সিংহাসনারূঢ়—রাজাসনে উপবিষ্ট; রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

সিংহিকা—১। জনৈক রাক্ষসী*, রাহুর মাতা। সিংহী শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

*লঙ্কার নিকটস্থ সাগরগর্ভে এই রাক্ষসীর বাস ছিল। জলের উপর জীবজন্তুর ছায়া পতিত হইলে রাক্ষসী মায়াবলে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিত। হনুমান্ যৎকালে লঙ্কায় গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সিংহিকা তাঁহাকে গ্রাস করে; কিন্তু কপিবর ইহার উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হন। তাহাতেই রাক্ষসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২। দক্ষরাজতনয়াগণের অন্যতম। মহর্ষি কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে তাঁহার ঔরসে ইঁহার গর্ভে গন্ধর্ব্বগণের জন্ম হয়।

সিংহী—স্ত্রী-সিংহ; বার্ত্তাকী; কণ্টকারী; রাহুর মাতা সিংহিকা। সিংহ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সিঁতি, সিঁথি—সীমন্ত, কেশবীথি; ঐ স্থানে পরিবার গহনা। দেশজ। সং।

সিঁধ—সন্ধি-চৌর্য্য; চুরি করিবার জন্য গৃহ-প্রাচীরে কৃত গর্ত্ত। দেশজ। সং।

সিঁধকাঠী—সিঁধ কাটিবার যন্ত্র। দেশজ। সং।

সিঁধাল, সিঁধেল—সন্ধিচৌর; সিঁধচোর। দেশজ। সং। [সং।

সিঅনি—বংশনির্ম্মিত জলসেচনী। দেশজ।

সিক্ (সিচ্)—সেককর্ত্তা, সেচনকারী। সিচ্ (সেক করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সিকতা—১। বালুকা, বালি। সিচ্ (সেক করা)+অতক্ ক+আপ্। ২। বালুকাময় দেশ। সিকতা শব্দ+অ+আপ্। সং; স্ত্রী।

সিকতাময়, সিকতিল—সিকতাযুক্ত, বালুকাময়। সিকতা শব্দ+ময়ট্, ইল। বিণ; ত্রি।

সিকতাবান্ (-বৎ)—সিকতাযুক্ত, বালুকাময়। সিকতা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সিকতাবতী।

সিকা—দড়ির ঝুলান আলনা। সিক্য শব্দের অপভ্রংশ। সং।

সিকি—এক চতুর্থাংশ; টাকার ৪ ভাগের ১ ভাগ, ৪ আনা মূল্যের মুদ্রা। বৈদেশিক।

সিকমি—অধীন প্রজা। বৈদেশিক। সং।

সিকিম—দার্জ্জিলিঙ্গ পর্ব্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাজ্য। তিব্বৎবাসীরা এই স্থানকে ডিঞ্জং নামে অভিহিত করে। ডিঞ্জং অর্থে "ধান্যের দেশ"। আদিম অধিবাসীরা লেপচা নামে আখ্যাত। ১৬৪১ খ্রীঃ পেঞ্চুনামিগে নামক জনৈক তিব্বৎ দেশীয় ব্যক্তি লেপ্চাগণকে পরাভূত করিয়া সিকিমের রাজত্ব অধিকার এবং রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধ লামা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজধানী টুমলঙ্গ নামক স্থানে অবস্থিত। তিব্বৎ দেশে অবস্থিত টুম্বি উপত্যকায় রাজার গ্রীষ্মাবাস। অধুনা রাজা গাংটক (বা গাংটক) নামক স্থানে বাস করেন। নেপালের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, সিকিমরাজের অনেক ভূসম্পত্তি নেপালরাজের হস্তগত হয়। নেপালের সহিত ১৮১৪ খ্রীঃ ইংরাজের যুদ্ধ সংঘটিত হইলে ইংরাজ সিকিমরাজের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। ১৮১৬ খ্রীঃ নেপাল যুদ্ধের অবসানে ইংরাজ সিকিমকে নেপাল কর্ত্তৃক বিজিত সম্পত্তি সখ্যের পুরস্কার স্বরূপে প্রত্যর্পণ করেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ বার্ষিক ১০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে সিকিমরাজ ইংরাজকে দার্জ্জিলিঙ্গ বিভাগ প্রদান করেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার সহিত সিকিমরাজের সরকারী কার্য্যবিনিময় চলিত। ১৯০৪ খ্রীঃ হইতে এই কার্য্যবিনিময় ভারত-শাসনকর্ত্তার সহিত চলিতেছে।

সিক্কা—বাদসাহী আমলের মুদ্রা; পূর্ণ ১ তোলা ওজনের টাকা। বৈদেশিক। সং।

সিক্ত—আর্দ্রীকৃত; অভিবৃষ্ট, যাহার উপর জল ছড়ান হইয়াছে এরূপ। সিচ্ (সেক করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সিক্তা।

সিক্থ, সিক্থক—১। মধুচ্ছিষ্ট, মোম। সিচ (সেক করা)+থক্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। সং; ক্লী। ২। এক গ্রাস অন্ন সং; পু। [সং; ক্লী

সিক্য—সিকা। সিক্ (গমন করা)+য ক

সিঙ্ঘান—সিংহান দেখ।

সিচয়—বস্ত্র; ছেঁড়া কাপড়। সিচ্ (সিক্ত করা +অয়ক্ ক। সং; পু।

সিজ—সুহীবৃক্ষ, মনসা গাছ। দেশজ। সং।

সিঞ্চৎ—সেককারী। সিচ্ (সেক করা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। পু সিঞ্চন্। স্ত্রী সিঞ্চন্তী।

সিঞ্চা—সেচন করা। ক, প্র। ক্রি।

সিত—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ্; বাণ; শর; শুক্রাচার্য্য। সো (নাশ পাওয়া)+ক্ত ক। সং; পু। ২। বদ্ধ; শুক্লবর্ণযুক্ত, শুভ্র, সাদা; নষ্ট; সম্পন্ন; জ্ঞাত। সি (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। রৌপ্য; চন্দন। সং; ক্লী।

সিতকণ্ঠ—১। শ্বেতবর্ণ কণ্ঠবিশিষ্ট। সিত (শুভ্র) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। দাত্যূহ পক্ষী, ডাক পাখী। সং; পু।

সিতকর—চন্দ্র; কর্পূর। সিত (শুক্ল) কর (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

সিতচ্ছদ—রাজহংস। সিত (শুক্ল) হইয়াছে ছদ (পক্ষ) যাহার, বহু। সং; পু।

সিতচ্ছদা—শ্বেতদূর্ব্বা। সিত (শুক্লবর্ণ) হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

সিতদীধিতি, সিতরশ্মি—চন্দ্র; কর্পূর। সিত (শুক্ল) হইয়াছে দীধিতি, রশ্মি (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

সিতপক্ষ—১। শুক্লপক্ষ। কর্ম্মধা। ২। রাজহংস। সিত (শুক্ল) হইয়াছে পক্ষ (পাখা) যাহার, বহু। সং; পু। [সং; পু।

সিতমণি—স্ফটিক; চন্দ্রকান্ত মণি। কর্ম্মধা।

সিতশিব—সৈন্ধব লবণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সিতশূক—যব। সিত (সাদা) হইয়াছে শূক (শুঁয়া) যাহার, বহু। সং; পু।

সিতসপ্তি—অর্জ্জুন। সিত (শুক্ল) হইয়াছে সপ্তি (অশ্ব) যাহার, বহু। সং; পু।

সিতা—১। বদ্ধা; শুক্লবর্ণা, শুভ্রা; সম্পন্না; নষ্টা; জ্ঞাতা। সিত দেখ। সিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শর্করা; শ্বেতদূর্ব্বা। সং; স্ত্রী।

সিতাংশু—চন্দ্র; কর্পূর। সিত (শুক্ল) অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

সিতাভ—১। চন্দ্র; কর্পূর। সিত (শুক্ল) হইয়াছে আভা যাহার, বহু। সং; পু। ২। শ্বেত, সাদা। বিণ; ত্রি।

সিতাশ্ব—অর্জ্জুন। সিত (শুক্ল) হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং; পু।

সিতি—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ; কৃষ্ণবর্ণ, কাল রঙ্। সি (বন্ধন করা)+তিক্ ক। সং; পু। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা; কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, কাল। বিণ; ত্রি। ৩। বন্ধন। সি+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সিতিকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব; ময়ূর; দাত্যূহ পক্ষী। সিতি কণ্ঠ যাহার, বহু। সং; পু।

সিতিমা (সিতিমন্)—শুক্লত্ব; নীলিমা, কৃষ্ণত্ব। সিতি+ইমন্ ভাবার্থে। সং; পু।

সিতিবাসাঃ (-বাসস্)—নীলাম্বর, বলরাম। সিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। সং; পু।

সিতেতর—শুক্লভিন্ন, কৃষ্ণবর্ণ। সিত (শুক্ল) হইতে ইতর (ভিন্ন), ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

সিতোপল—১। স্ফটিক। সিত (শুভ্র) যে উপল (প্রস্তর), কর্ম্মধা। সং; পু। ২। কঠিনী, খড়ি। সং; স্ত্রী।

সিদ্ধ—১। সম্পন্ন; প্রমাণীকৃত; ফলিত; পক্ক, নিত্য। সিধ্ (নিষ্পন্ন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। প্রসিদ্ধ; সিদ্ধিবিশিষ্ট; মুক্ত। সিধ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সিদ্ধা। ৩। দেবযোনিবিশেষ; ত্রিকালজ্ঞ মুনি। সং;পু।

সিদ্ধকাম—সফলকাম, সফলাভিপ্রায়, যাহার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধ হইয়াছে কাম (কামনা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সিদ্ধগঙ্গা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। সিদ্ধগণের গঙ্গা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সিদ্ধপীঠ—যে স্থানে এক লক্ষ বলি, কোটিসংখ্যক হোম এবং এক কোটি মহাবিদ্যা জপ হইয়াছে। কর্ম্মধা। সং; পু।

সিদ্ধপুরুষ—সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মুক্ত মানব। কর্ম্মধা। সং; পু।

সিদ্ধমনোরথ—সফলকাম। সিদ্ধ হইয়াছে মনোরথ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সিদ্ধরস—পারদ, পারা। কর্ম্মধা। সং; পু।

সিদ্ধবিদ্যা—দশমহাবিদ্যা [মহাবিদ্যা দেখ]। সিদ্ধ যে বিদ্যা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সিদ্ধসিন্ধু—স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সিদ্ধান্ত—মীমাংসা, পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষস্থাপন; জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশেষ। সিদ্ধ হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। সং; পু।

সিদ্ধান্তাচার—তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। সং; পু।

সিদ্ধান্তী (-ন্তিন্)—মীমাংসা-দর্শন-মতাবলম্বী; মীমাংসক, সিদ্ধান্তকারী। সিদ্ধান্ত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সিদ্ধান্তিনী।

সিদ্ধার্থ—১। কৃতার্থ, সিদ্ধমনোরথ। সিদ্ধ হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সিদ্ধার্থা। ২। বুদ্ধদেব। ৩। শ্বেতসর্ষপ। সিদ্ধ হয় অর্থ (প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য) যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু।

সিদ্ধাশ্রম—স্বনামখ্যাত তপোবনবিশেষ। সিদ্ধগণের আশ্রম, ৬তৎ। এই স্থানে মহাত্মা বামন ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। তাড়কা ও সুবাহু রাক্ষস এই আশ্রম বিধ্বস্ত করিতে থাকে। বিশ্বামিত্র ঋষি রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে এই স্থান উপদ্রবশূন্য করিয়া এখানে স্বীয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

সিদ্ধি—১। নিষ্পত্তি; ফলোৎপত্তি; পাক; বৃদ্ধি; ঐশ্বর্য্য; শুভ; জয়লাভ; অন্তর্দ্ধান;

যোগবিশেষ; প্রভাবসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি উৎসাহসিদ্ধি, রাজগণের এই ত্রিবিধ সিদ্ধি। সিধ্+ক্তি ভা। ২। কাষ্ঠপাদুকা; ভাও্। সিধ্+ক্তি ণ। সং; পু।

সিদ্ধিদ—১। সিদ্ধিদাতা। উপ; সিদ্ধি শব্দ দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সিদ্ধিদা। ২। বটুকভৈরব। সং; পু।

সিদ্ধিদাতা (—দাতৃ)—১। সাফল্যপ্রদানকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী সিদ্ধিদাত্রী। ২। গণেশ। সং; পু।

সিদ্ধিযোগ—জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ:— "শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া। গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ শুক্রবারে নন্দা, বুধবারে ভদ্রা, শনিবারে রিক্তা, মঙ্গলবারে জয়া, ও বৃহস্পতিবারে পূর্ণা যুক্ত হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। সিদ্ধিদায়ক যোগ, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সিধা—১। সরল, ঋজু, সোজা, সহজ। বিণ। ২। অপক্ক খাদ্যদ্রব্য, অরন্ধিত চাউল ডাউল প্রভৃতি আবশ্যক বা নির্দ্দিষ্ট খোরাক; তণ্ডুল, চাউল। হিন্দী। সং।

সিধ্ম (সিধ্মন্)—ছুলিরোগ। সিধ্ (গমন করা)+মন্। সং; ক্লী।

সিধ্য—১। কার্য্যসাধক। সিধ (সিদ্ধ করা)+ ক্যপ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সিধ্যা। ২। পুষ্যানক্ষত্র। সং; পু। [ক। সং; পু।

সিধ্র—ধর্ম্মপরায়ণ, ধার্ম্মিক ব্যক্তি। সিধ+রক্

সিন—১। গ্রাস। সি+নক্ র্ম্ম। সং; পু। ২। শুক্ল, সাদা। বিণ; ত্রি। ৩। সন্দেহাদিসূচক শব্দ; বরং। বাং বা। ৪। রঙ্গালয়ের দৃশ্যপট; নাটকের গর্ভাঙ্ক। ইং (scene)। সং।

সিনান—স্নান। প্রা, ক। সং।

সিনী—শুক্লবর্ণা। সিন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সিনীবালী—চতুর্দ্দশীযুক্তা বা প্রতিপদ্‌যুক্তা অমাবস্যা, যাহাতে চন্দ্রকলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিনী (শুক্লবর্ণা চন্দ্রাকলা)—বল (ধারণ করা)+যণ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সিন্দুক—১। নিসিন্দা গাছ। সং; পু। ২। বড় বাক্স। বৈদেশিক। সং।

সিন্দূর—সিঁদুর। স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+উর ক। সং; ক্লী। [সিন্দূর সীসকের উপধাতু, এজন্য ইহা সীসকের ন্যায় গুণসম্পন্ন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগে জাত হওয়ায় ইহাতে অন্যবিধ গুণও দৃষ্ট হয়। ইহা উষ্ণবীর্য্য, বিসর্পবারক, কুষ্ঠ ও কণ্ডু নাশক, বিষঘ্ন, ভগ্নসন্ধায়ক, এবং ব্রণের শোধক ও পূরক। ইহা এতদ্দেশীয় সধবা রমণীগণের প্রধান ভূষণ ও আয়তির চিহ্নস্বরূপ]।

সিন্দুরতিলক—হস্তী। সিন্দূরের তিলক আছে যাহার, বহু। সং; পু।

সিন্দুরতিলকা—সীমন্তে সিন্দূরের ফোঁটা,— ইহা সধবার লক্ষণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সিন্ধু—১। সমুদ্র; নদবিশেষ, ইহার বর্ত্তমান ইংরেজী নাম ইণ্ডস্ (Indus)*; দেশবিশেষ (Sind); তদ্দেশবাসী; রাগিণীবিশেষ; হস্তিমদ; হস্তী। স্যন্দ্ (ক্ষরণ করা)+উ ক। সং; পু। ২। নদী। সং; স্ত্রী।

৩। অন্ধমুনির পুত্র। এই বালকই অন্ধমুনির জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। একদা নিশাকালে ইনি জল আনয়ন করিবার জন্য গমন করিয়া যৎকালে কুম্ভ পূর্ণ করিতেছিলেন, সেই সময় মৃগয়ার্থী রাজা দশরথ ইঁহার কুম্ভপূরণ শব্দকে জলহস্তীর শব্দ মনে করিয়া শব্দভেদী বাণপ্রহারে ইঁহার প্রাণসংহার করেন। পরে রাজা মুমূর্ষু সিন্ধুর নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্ধ মুনির নিকট সেই সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলে মুনিবর পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন এবং দশরথকেও পুত্রশোকে প্রাণ হারাইতে হইবে বলিয়া অভিসম্পাত দেন।

৪। বম্বে প্রদেশের অন্তর্গত কমিশনার কর্ত্তৃক শাসিত বিভাগ। সিন্ধু নদের সাধারণ অর্থ সমুদ্র বা নদী বা বারি। মুসলমানগণের মতে "হিন্দ্" নামক ব্যক্তির ভ্রাতা "সিন্দ্" অনেক পুরুষ ব্যাপিয়া এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় নুঃ বা নোয়ার পুত্র বলিয়া কথিত। খ্রীঃ ৭১১ অব্দ পর্য্যন্ত এইস্থানে হিন্দুর রাজত্ব ছিল। উক্ত সালে আরব খলিফের সৈন্য এই দেশ আক্রমণ করে। পরে নানা মুসলমান বংশের অধীন থাকিয়া সিন্ধু আকবর কর্ত্তৃক দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। সিন্ধুদেশে অবস্থিত অমরকোট নামক স্থানে আকবর জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরকালে নাদির সা ও আমেদ সা ডুরাণীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া সিন্ধু তালপুরের মীরগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে থাকে। মীরগণ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া মিয়ানীর যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করে, এবং সিন্ধুদেশ ইংরাজের শাসনাধীনে আসে (১৮৪৩ খৃঃ অঃ)। ইংরাজের শাসনকালে করাচী নামক নগর পশ্চিম ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিন্ধুদেশের প্রায় ৩।৪ অংশ লোক মুসলমান। সিন্ধি ভাষা অনেকটা প্রাচীন প্রাকৃতের অনুসরণ করে।

*উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নদ। এই নদ মানসসরোবরের সন্নিকট কৈলাস পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পঞ্জাবে পঞ্চনদের সহিত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সংযুক্ত থাকিয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। সিন্ধু হিন্দুদিগের চক্ষে ভারতের সপ্ত পবিত্র নদীর অন্যতম। সোজা ভাবে ধরিলে সিন্ধু দৈর্ঘ্যে ১২০০ মাইল; গতির বক্রভাব ধরিলে ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল। নদীর উপর উৎপত্তি-স্থানের দিকে অনেক গুলি বাঁশের ও দড়ির সেতু বিদ্যমান; পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের অংশে ইংরাজনির্ম্মিত অনেকগুলি লৌহসেতু স্থাপিত। সিন্ধু নদ হইতে অনেক খাল কাটা হওয়ায় সিন্ধুদেশে শস্যসমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সিন্ধু নদকে ইয়ুরোপীয়গণ "ইণ্ডস্" নামে অভিহিত করেন; এই "ইণ্ডস্" হইতে ভারতবর্ষের নাম ইণ্ডিয়া হইয়াছে কোন কোন ভৌগোলিক এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সিন্ধুজ—১। সমুদ্রজাত; নদীসম্ভূত। সিন্ধু শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সিন্ধুজা। ২। চন্দ্র; উচ্চৈঃশ্রবাঃ। সং; পু। ৩। সৈন্ধব লবণ। সং; ক্লী।

সিন্ধুজা—১। সমুদ্রজাতা; নদীজাতা। সিন্ধুজ দেখ। সিন্ধুজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী। সং; স্ত্রী।

সিন্ধুদ্বীপ—সুপ্রসিদ্ধ জহ্নুমুনির পুত্র। জহ্নু ভরতবংশীয় আজমীরনামক রাজার পুত্র। সুতরাং ইঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু সিন্ধুদ্বীপ তপঃপ্রভাবে বিশ্বামিত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সং; পু।

সিন্ধুনদ—পঞ্জাব প্রদেশস্থনদীবিশেষ (Indus)। সিন্ধু নামক নদ, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সিন্ধুনন্দন, সিন্ধুপুত্র—চন্দ্র। ৬তৎ (সমুদ্রমন্থনে ইঁহার উদ্ভব হইয়াছিল)। সং; পু।

সিন্ধুনাথ—সরিৎপতি, সমুদ্র। সিন্ধুর (নদীর নাথ (পতি), ৬তৎ। সং; পু।

সিন্ধুপুত্র—সিন্ধুনন্দন দেখ।

সিন্ধুপুত্রী—লক্ষ্মী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সিন্ধুর—হস্তী। সিন্ধু (হস্তিমদ)+র অস্ত্যর্থে। সং; পু।

সিন্ধুরাজ—সিন্ধুদেশের রাজা, জয়দ্রথ [জয়দ্রথ দেখ]। ৬তৎ। সং; পু।

সিন্ধুবার—নির্গুণ্ডী বৃক্ষ, নিসিন্দা গাছ; সিন্ধুদেশীয় অশ্ব। সিন্ধু শব্দ—নিপাতনে বৃ=বারি (আবরণ করা)+যণ্ ক। সং; পু।

সিপাই, সিপাহী—ভারতীয় সৈনিক। বৈদেশিক। সং।

সিপাহীবিদ্রোহ—সিপাহী সৈন্যের ভারতীয় ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ (১৮৫৭ খৃঃ)।

সিপাহী সৈন্য—ভারতীয় ফৌজ। সং; ক্লী।

সিপ্র—স্বেদ, ঘর্ম্ম। সপ্ (গমন করা) + রক্ ক। সং ; পুং। [+ আপ্। সং ; স্ত্রী।

সিপ্রা—অবন্তিদেশস্থ নদীবিশেষ ; কাকী। সিপ্র

সিম—১। সকল, সমস্ত। সি (বন্ধন করা) + ম ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সিমা। ২। শুঁটিবিশিষ্ট ফলবিশেষ, ইহা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। শিম্ব শব্দের অপভ্রংশ।

সিমন্তিনী—সীমন্তিনী, বধূ। প্রা, ক।

সিমলা—পঞ্জাব প্রদেশের একটি জেলা ও সহর। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধের অবসানে ইংরাজের হস্তে অনেক ভূমিখণ্ড আসে। তাহার অধিকাংশই ইংরাজ পূর্ব্বাধিকারী রাজগণকে প্রত্যর্পণ করেন। কেবল সিমলা জেলা নিজ হস্তে রাখা হয়। এই জেলা বেষ্টন করিয়া ২৮টি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য করদ রাজ্য আছে। এই রাজ্যগুলি সিমলার ডেপুটী কমিশনারের কর্ত্তৃত্বাধীন। সিমলা সহর ভারত ও পঞ্জাব গভর্ণমেন্টের গ্রীষ্মাবাস। এ স্থানের জলবায়ুর অবস্থা ইয়ুরোপীয়গণের ধাতুর উপযোগী বলিয়া স্থানটি উঁহাদের সাতিশয় প্রিয়। ভারতের গভর্ণর জেনারেলগণের মধ্যে লর্ড আমহার্ষ্ট সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে আগমন করেন (১৮২৭ খৃঃ)। ১৮৬৪ খৃঃ সার জন লরেন্স এই স্থানে রীতিমত গ্রীষ্মাবাস স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে সকল গভর্ণর জেনারেলই গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল সদলবলে এই স্থানে অতিবাহিত করিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা "পিটরহফ" নামক প্রাসাদে বাস করিতেন। উত্তর কালে অবজরভেটরী হিল নামক পর্ব্বতের উপর নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় ; ইহার নাম "ভাইসরিগাল লজ"।

সিয়া—১। ছিন্ন, ছেঁড়া। প্রা, ক। বিণ। ২। মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। বৈদেশিক।

সিয়ান—সেলাই করা। প্রাদেশিক। ক্রি।

সিয়ানা—চতুর, চালাক, ধূর্ত্ত। ক, প্র। বিণ।

সির—পিপ্পলীমূল। সি (বন্ধন করা) + রক্ ক। সং ; পুং।

সিরা—শির, নাড়ী। সির + আপ্। সং ; স্ত্রী।

সিরাজদ্দৌলা—বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব, আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র। ১৭৫৬ খৃঃ আলিবর্দ্দি অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হওয়ায় সপ্তদশবর্ষীয় সিরাজ মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতা একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। এজন্য সিরাজ বাদশাহের নিকট হইতে পূর্ব্ব প্রথানুসারে সুবাদারী সনন্দ আনাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। তাহার আর একটি কারণ ছিল। বর্গীর হাঙ্গামার পর হইতেই দিল্লীশ্বর ক্ষমতাশূন্য নামমাত্র সম্রাট্, আলিবর্দ্দি ইহা বুঝিয়া দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময় হইতেই সুবা বাঙ্গালা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে রাজা রাজদুর্লভ ঢাকার নায়েব নাজিমের (অর্থাৎ সহকারী শাসনকর্ত্তার) সহকারীর কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সিরাজ ঐ অর্থ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করায় রাজদুর্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সমস্ত অর্থ ও পরিজনবর্গসহ কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পলাইয়া আইসেন। এই সময়ে ফরাসীদিগের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হওয়ায় ইংরেজেরা নবাবের অনুমতি না লইয়া কলিকাতাস্থ দুর্গের জীর্ণোদ্ধার করিতে আরম্ভ করেন। সিরাজ ইংরেজপক্ষীয় কলিকাতাস্থ অধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেবকে পত্র লিখিলেন যে, অবিলম্বে যেন কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করা হয়। এবং কলিকাতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইংরেজরা কোনও প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন না।

সিরাজ ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রথমতঃ ইংরেজদিগের কাসিমবাজারস্থ কুঠি অধিকার করিলেন ও তৎপরে ৫০,০০০ সৈন্য সহ কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ড্রেক্ সাহেব ভয় পাইয়া প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারী এবং যাবতীয় বালকবালিকা ও মহিলাদিগকে লইয়া জাহাজে আশ্রয় লইলেন। অবশিষ্ট ১৭০ জন ইংরেজ কলিকাতায় রহিলেন ; তাঁহারা হলওয়েল নামক এক সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ মনোনীত করিলেন। এই ১৭০ জন ইংরেজদের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধবিদ্যা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। তথাপি তাঁহারা বিপুল বিক্রমে চারিদিন কাল নবাবের সৈন্যদিগকে বাধা দিলেন। হীনবল হইয়া পঞ্চম দিনে তাঁহারা এই নিয়মে আত্মসমর্পণ করিলেন যে, নবাব তাঁহাদের প্রাণহানি করিবেন না।

অপরাধীদিগকে দণ্ডস্বরূপ অবরুদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত ইংরেজদিগের কলিকাতাস্থ দুর্গে "অন্ধকূপ" নামে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। গৃহটি দৈর্ঘ্য-বিস্তারে ১২ হাতের অধিক ছিল না এবং তাহাতে দুইটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। আত্মসমর্পণ করার পর ১৪৬ জন ইংরেজকে নবাবপক্ষের জনৈক সেনানায়ক সিরাজের অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে ঐ রাত্রির জন্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। একে জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদারুণ গ্রীষ্ম, তাহার উপর যথেষ্ট বায়ু না পাইয়া ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জন ইংরেজ তৃষ্ণায় ছট্ফট্ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (২১শে জুন ১৭৫৬ খ্রীঃ)। পরদিন প্রভাতে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল, ২৩ জন মাত্র জীবিত আছেন। এই শোচনীয় ঘটনা ইতিহাসে "অন্ধকূপ হত্যা" নামে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে অনেক ঐতিহাসিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ ঘটনা আদৌ সত্য নহে।

সে যাহা হউক, কলিকাতার ইংরেজদিগের দুরবস্থার সংবাদ মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ওয়াটসন নামক জনৈক নৌসেনাধ্যক্ষকে প্রধান সেনাপতি করিয়া তাঁহার সহিত কয়েকখানি রণপোত এবং তাহাতে ক্লাইভ্ সাহেবকে ও তৎসহ ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাহী সৈন্যকে কলিকাতার পুনরুদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা পথে বজ্‌বজে অধিকার করিয়া ভাগীরথী দিয়া কলিকাতায় আনিয়া উপনীত হইলেন এবং জাহাজ হইতে দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নবাবের সৈন্যগণ ভয় পাইয়া দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ক্লাইভ্ অবাধে দুর্গসহ কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন (জানুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। অতঃপর নবাবের সহিত ইংরেজদের সন্ধি হইল যে, ইংরেজের বিনা শুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পাইবেন, এবং নবাব ইংরেজদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু টাকা দিবেন।

সন্ধি হইল বটে, কিন্তু সিরাজ ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত গোপনে ফরাসীদিগের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। ক্লাইভ্ ইহা জানিতে পারিয়া ফরাসীদিগের বাঙ্গালাস্থ প্রধান কার্য্যক্ষেত্র চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। পরে ফরাসীরা সন্ধিসূত্রে উক্ত স্থান ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু তদবধি বঙ্গদেশে তাঁহাদের প্রভাব বিলুপ্ত হইল।

এদিকে নবাবের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহার কোষাধ্যক্ষ মহতাব জগৎশেঠ, বক্সী ও সেনাপতি মিরজাফর, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কলিকাতার অন্তঃপাতী হালসিবাগাননিবাসী উমিচাঁদ (বা আমীন চাঁদ) প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যার্থ ক্লাইভ্‌কে আমন্ত্রণ করিয়া পত্র লিখিলেন। ক্লাইভ্‌ও সাদরে তাঁহাদের চক্রান্তে যোগ দিলেন। স্থির হইল, ক্লাইভ্

নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, যুদ্ধের সময়ে মিরজাফর নিজ সেনাদল লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এবং যুদ্ধে জয়লাভ ঘটিলে, মিরজাফর নবাব হইবেন ও ইংরেজরা বিস্তর টাকা পাইবেন।

সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র স্থির হইয়া গেলে, ক্লাইভ্‌ ১০০০ গোরা ও ২১০০ সিপাহী সৈন্য এবং ৮টি কামান লইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবাবও ৩৫,০০০ পদাতি ও ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০টি কামান লইয়া আক্রমণকারীর গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন এবং মুর্শিদাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভাগীরথীতীরস্থ পলাশী নামক গ্রামের বহিঃস্থ মাঠের এক আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ক্লাইভ্‌ সসৈন্যে তথায় আসিয়া উপনীত হইলে নবাব তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মিরজাফর কোন পক্ষেই যোগ দিলেন না; তিনি নিজ সেনাদলসহ অদূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নবাবের অন্যতম বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত সেনাপতি মিরমদন ও মোহনলাল নিজ নিজ সেনাদল লইয়া ইংরাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতেছে, জয় পরাজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই, এমন সময়ে নবাবের সাহসী সেনাপতি মিরমদন ইংরেজ পক্ষের গোলার আঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে নবাব অত্যন্ত ভয় পাইলেন। মিরজাফরের ঔদাসীন্য দেখিয়া তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং করযোড়ে অতি কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে স্বদেশরক্ষার্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। মিরজাফর উত্তর করিল, 'অদ্যকার মত যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক, আগামী কল্য ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিলেই চলিবে।' সিরাজ এই চাটুবাক্যে প্রতারিত হইয়া নিজ সৈন্যগণকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। তাহার ফলে তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে ক্লাইভ্‌ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনায়াসে জয়লাভ করিলেন (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খৃঃ)। সেই হইতে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত। সুতরাং পলাশীবিজয়ী ক্লাইভ্‌ই প্রকৃতপক্ষে ভারতে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উষ্ট্রারোহণে ও তৎপরে মুর্শিদাবাদ হইতে নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন, এবং একদা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর নিজকন্যার নিমিত্ত খাদ্য ও পানীয় আহরণের নিমিত্ত ভগবান্‌গোলার নিকট তীরে উঠিয়া এক ফকিরের আশ্রয়ে উপনীত হইলেন। উক্ত ফকির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং সে সুবিধা পাইয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া মিরজাফরের অনুচরগণের হস্তে অর্পণ করিল। পরে মিরজাফরের পুত্র মিরণের আদেশে জনৈক ঘাতক অতি নিষ্ঠুরভাবে ইঁহার প্রাণনাশ করিল। কিছুদিন পরে দুর্বৃত্ত মিরণও বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইল।

সিরাজের ইতিহাস ও পলাশী যুদ্ধের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এখনও ইতিহাসের আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্য হইতে সঠিক নিরাকৃত হয় নাই। অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক এখনও এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সির্কা—গুড় ও অন্য মিষ্ট রস সঞ্চিত করিলে যে অম্ল উৎপন্ন হয়, শুক্ত (vinegar)। সং।

সির্ণি, সির্ণী—শিরণি দেখ।

সিল, সীল—নামমুদ্রা, মোহর। ইং (seal)। সং। [য়াছে। সং।

সিল-আংটি—যে অঙ্গুরীতে নাম খোদা হই

সিলেট (বা শ্রীহট্ট)—আসাম প্রদেশের একটি জেলা ও সহর। পূর্ব্বে এই জেলা হিন্দুরাজ্যের অধীন ছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথমে এই জেলা আক্রমণ করে। তখন সামসুদ্দিন নামক পাঠানরাজ গৌড় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে, দৈবীবিদ্যাসম্পন্ন সাহ জলাল নামক ফকিরের সহায়তায় স্থানীয় হিন্দুরাজা গৌর গোবিন্দকে পরাভূত করিয়া মুসলমান সৈন্য এই জেলা অধিকৃত করে। ১৭৬৫ খৃঃ ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে, এই জেলা বঙ্গপ্রদেশভুক্ত হইয়া যায়। সিলেটের আদিম নাম শ্রীহট্ট। জেলায় কয়েকটি প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান। সহরে সুপ্রসিদ্ধ ফকির সাহ জলালের সমাধি অবস্থিত। ১৮৭৪ খৃঃ এই জেলা, নিকটবর্ত্তী কাছাড় জেলার সহিত চীফ্‌-কমিশনারের অধীন আসামপ্রদেশভুক্ত হইয়া যায়। সিলেট সহর সুরমা নদীতীরে অবস্থিত। সিলেটের কমলালেবু, চূণ, শীতলপাটি ও বেতের পেঁটরার বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি আছে।

সিষ্টার নিবেদিতা—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের দিকে নিবেদিতার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইনি ক্রমশঃ বেদান্ত ধর্ম্মের প্রাণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পরে ইনি বিবেকানন্দের সংস্রবে আসিয়া তাঁহার শিষ্যা হইলেন এবং ভারতীয় ধর্ম্মকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। নিবেদিতা এদেশে আসিয়া ভারতবাসীর হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করেন। কলিকাতার বোসপাড়ায় একটি বাড়ীতে নিবেদিতা বাস করিতেন। সেই বাড়ীতে ইনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এদেশের রমণীগণের সর্ব্ববিধ শিক্ষাবিধান তদীয় জীবনের সঙ্কল্প ছিল, এই সঙ্কল্প অনুসারেই উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে নিবেদিতা আলোচনা করিতেন। ইঁহার মতে ত্যাগ ও প্রেমই ভারতবর্ষের শিক্ষার ভিত্তি এবং জাতীয়তার উদ্বোধনই সে শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল। ভারতের ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পের উপর নিবেদিতার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ভারতশিল্পের প্রাণ যে আধ্যাত্মিকতা ইহা ইনি বিশ্বাস ও অনুভব করিতেন। কথিত আছে, বৈদেশিক চিত্রকরের অনুকরণে অঙ্কিত ছবি অপেক্ষা মেয়েদের হাতের অঙ্কিত আল্‌পনা ইঁহার অধিক আদরের সামগ্রী ছিল। একটি বালিকার অঙ্কিত শতদল পদ্মের ছবি ইনি আপনার ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন। বিখ্যাত শিল্প সমালোচক ডাক্তার কুমারস্বামী একদিন তাহা দেখিয়া খুব প্রশংসা করেন। ইহাতে নিবেদিতা যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

সপ্তাহের মধ্যে এক দিন অথবা দুই দিন ইনি বিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ দিতেন; সে সময় ইনি তন্ময় হইয়া যাইতেন; রাজপুতরমণী পদ্মিনীর উপাখ্যান বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই ইনি ভাবে বিভোর হইতেন। ভারতবর্ষই ইঁহার ধ্যান ও তপস্যা ছিল। মেয়েদের বলিতেন, "তোমরা সকলে জপ কর, ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!" সত্যসত্যই নিবেদিতা ভারতকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেন। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ইঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; ভারতীয় সভ্যতায় ইনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। নিবেদিতা ভারতের প্রায় সকল তীর্থেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এমন কি সুদূর বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত গমন করেন। একজন ইয়ুরোপীয় রমণী কিরূপে গৃহ, সমাজ, আত্মীয়স্বজন—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভারতের ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া এবং ভারতবাসীকে স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন তাহার দৃষ্টান্ত নিবেদিতা। ইনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রায়ই যাইতেন। যখনই যাইতেন, দীন-হীন-ভাবে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাকি-

তেন। দেবীদর্শন করিবার অধিকারে ইনি বঞ্চিতা ছিলেন। কিন্তু ইঁহার স্থায় যথার্থ অধিকারী বোধ হয় তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। ইনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একান্ত ভক্ত ছিলেন। নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে গিয়া লিখিতেন "Nivedita of Ramkrishna—Vivekananda." সিষ্টার নিবেদিতা ইংরাজীতে ধর্ম্ম ও শিক্ষাবিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "The master as I saw him", Hints on Education", "Kali the mother", "The Cradle Tales of Hinduism", "An Indian Study of Love and Death" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর এই পরহিতব্রতা ও ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর মৃত্যু হয়। ধর্ম্মের জন্য ইনি আজীবন তপস্যা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহার এই জীবনব্যাপী তপস্যাকে সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

সিসিরো—রোমের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ ও মহাবাগ্মী। খ্রীঃ পূঃ ১০৬ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। সাহিত্য, দর্শন ও ব্যবহারশাস্ত্রাদি বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া ইনি ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ব্যবহারাজীবের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উত্তরোত্তর খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠেন। পরে ইঁহার হৃদয়ে বাগ্মী হইবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে এবং উক্ত বিদ্যা অভ্যাস করিবার নিমিত্ত ইনি গ্রীস দেশে ও কিছুদিন আথেন্স নগরে অতিবাহিত করেন। অনন্তর রোমে প্রত্যাগত হইয়া ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অতঃপর বিবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি সতত স্বদেশের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৬৩ অব্দে ইনি কন্সলের পদ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই শত্রুগণের চক্রান্তে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পরে খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে রোমীয়গণের আহ্বানে ইনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন

পম্পে ও সীজারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সিসিরো প্রথমতঃ পম্পের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত গ্রীসে গমন করিলেন; কিন্তু ফার্সেলিয়া নামক স্থানের যুদ্ধের পর ইটালীতে প্রত্যাগত হইলেন ও সীজারের বন্ধুজন মধ্যে পরিগণিত হইলেন। অতঃপর ইনি রাজনীতিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সীজার নিহত হইলে ইনি পুনর্ব্বার রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি সেনেট-সভাকে সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু সীজারের প্রধান সহায় ও সেনাপতি আণ্টনি ইঁহার ঘোর শত্রু ছিলেন। সীজারের হত্যাব্যাপারে ইনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলেও আণ্টনির চক্রান্তে ইঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। তচ্ছ্রবণে সিসিরো প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিলেন; ইতোমধ্যে বিপক্ষীয় লোকেরা পথিমধ্যে ইঁহাকে ধরিয়া শিরশ্ছেদন করিল (খ্রীঃ পূঃ ৪৩)।

সিসৃক্ষা—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। সনন্ত সৃজ্+অ জ্ঞা+আপ্। সং; স্ত্রী।

সীকর—শীকর, অতি সূক্ষ্ম জলকণা। সীক্ (সেক করা)+অরন্ ক। সং; পু।

সীজার, জুলিয়স্—সুপ্রসিদ্ধ রোমীয় মহাবীর। খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়; সুতরাং ইনি সিসিরোর সমসাময়িক। ইনি অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। সেই প্রতিভার গুণেই ইনি রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। বাগ্মিতায় একমাত্র সিসিরোই ইঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, অপর কেহই ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। রাজনীতি বিষয়ে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। যুদ্ধবিদ্যায়ও ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ৮৩ অব্দে সীজার সিনার কন্যা কর্ণেলিয়ার পাণিগ্রহণ করেন এবং জুপিটারদেবের প্রধান পুরোহিতের পদের নিমিত্ত মনোনীত হন, কিন্তু সিনার বিষম শত্রু সীলার চক্রান্তে সীজারকে দেশত্যাগ করিয়া এশিয়ায় পলায়ন করিতে হয়। খৃঃ পূঃ ৭৮ অব্দে সীলা কালগ্রাসে পতিত হইলে, সীজার স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও খৃঃ পূঃ ৭৪ অব্দে 'পণ্টিফেক্স্' পদে নিযুক্ত হইয়া সাধারণ সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন অতঃপর ইনি বিভিন্ন পদে কার্য্য করিয়া উত্তরোত্তর খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। খৃঃ পূঃ ৬৭ অব্দে কর্ণেলিয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইলে, সীজার পম্পের আত্মীয় পম্পিয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে একদা কোন দেবোৎসবদিবসে পম্পিয়া ক্লডিয়স নামক এক পুরুষকে নিজ গৃহে স্থান দান করাতে সীজার পত্নীর সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিলেন, কিন্তু ক্লডিয়সের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া সীজার উত্তর করিলেন, "সীজারের পত্নী সকল অবস্থাতেই সন্দেহের অতীতা হওয়া উচিত।"

অতঃপর ইনি 'কন্সল' নিযুক্ত হ এবং অসাধারণ কুশলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্রসস্ ও পম্পে এতদুভয়ের মধ্যে বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া দিয়া ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত প্রথম 'ত্রিসংযোগ' (Triumvirate) স্থাপন করেন (খৃঃ পূঃ ৬০)। এই সময়ে ইনি পম্পের সহিত নিজ দুহিতা জুলিয়ার বিবাহ দেন এবং স্বয়ং কালপর্ণিয়া নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইনি গল্ দেশে সমরাভিযান করেন, এবং নয় বৎসরে তৎকাল-পরিজ্ঞাত প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ রোমের পদানত করেন। খৃঃ পূঃ ৫৫ অব্দে ইনি বৃটেন্ দ্বীপ প্রথম আক্রমণ করেন, এবং পর বৎসর দ্বিতীয় বার আক্রমণ করিয়া টেম্‌স নদী উত্তীর্ণ হন ও উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগ বশীভূত করেন।

ইতোমধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৫৩ অব্দে ক্রাসিয়স এশিয়াতে নিপতিত হন, এবং পম্পে সীজারের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সাধারণ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া সম্ভ্রান্ত দলে যোগদান করেন। পম্পের প্ররোচনায় সেনেট সভা সীজারকে পদত্যাগ করিতে এবং তাঁহার সৈন্যগণকে বিদায় দিতে আদেশ করিলেন। তাহার ফলে কতিপয় বর্ষব্যাপী গৃহযুদ্ধ আরব্ধ হইল। সীজার প্রায় সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৪৮ অব্দে পম্পে পরাজিত হইয়া মিসরে পলায়ন করিলেন; সীজারও তাহার অনুগামী হইলেন। পরে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে পম্পের ছিন্ন মস্তক ইঁহার নিকট আনীত হইলে ইনি অশ্রুবারি দ্বারা বিধৌত করিলেন। এই সময়ে ইনি মিসরের রাজকুমারী অদ্বিতীয়া রূপসী ক্লিওপ্যাট্রার রূপে মুগ্ধ হন, এবং তাঁহার গর্ভে ইঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মে। অতঃপর ইনি মিশরের রাজা টলেমিকে পরাস্ত করিয়া ক্লিওপ্যাট্রাকে তত্রত্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ও উক্ত রাজ্যকে রোম সাম্রাজ্যের অধীন করেন।

এইরূপে সীজার রোমে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন ও ক্রমে সম্রাটের স্থায় চলিতে লাগিলেন। ইঁহার আজীবন চেষ্টায় রোম সাধারণ-তন্ত্রের স্থলে একপ্রকার রাজতন্ত্রে পরিণত হইল। সীজারকে রাজা হইতে দেখিয়া ব্রুটস্, কাসিয়স্ প্রভৃতি ষষ্টিসংখ্যক প্রধান ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হইয়া ইঁহার জীবননাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। অবশেষে খৃঃ পূঃ ৪৪ অব্দে এই মহাপুরুষ সেনেটে ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিলেন।

সীজার পঞ্জিকার সংস্কার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ল্যাটিন ব্যাকরণে

ইনি অপাদানকারকের (Ablative case) প্রচলন করেন।

সীতা—১। লাঙ্গল-পদ্ধতি; স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। সি+ক্ত ক+আপ্। ২। রামজায়া, জানকী। সীতা (লাঙ্গল-পদ্ধতি)+ক ইদমর্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

রাম-জায়া সীতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল;—

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি সীরধ্বজ জনক একদা লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সীতা (অর্থাৎ লাঙ্গলপদ্ধতি) মধ্যে একটি কন্যা-রত্ন প্রাপ্ত হন এবং সীতা হইতে উদ্ভূতা বলিয়া কন্যার নামও সীতা রাখেন। এই হেতু কন্যাটি 'অযোনিসম্ভবা' নামেও খ্যাতা এবং তদ্ভিন্ন মৈথিলী, বৈদেহী, জানকী নামেও পরিচিতা।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে সীতা রূপে গুণে অতুলনীয়া হইয়া উঠিলেন। রাজা জনক কন্যার উপযুক্ত পাত্রের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং অবশেষে এক বৃহৎ শিবধনু সংস্থাপন করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যিনি সেই শরাসন আকর্ষণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তিনি সীতা-রত্ন প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ ঘোষণায় নানা দিগ্দেশীয় রাজগণ মিথিলায় সমাগত হইতে লাগিলেন, কিন্তু সেই ধনুকে জ্যারোপণ করা দূরে থাকুক, তাহা উত্তোলনেও অসমর্থ ও বিফলমনোরথ হইয়া প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দশরথাত্মজ রামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রসহ মিথিলায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সেই ধনু অনায়াসে উত্তোলন করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে করিতে তাহা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর রাজা জনক রামের হস্তে সীতাকে অর্পণ করিলেন।

বিবাহান্তে সীতা পতিসহ অযোধ্যায় গমন করিলেন এবং নিজ সদ্ব্যবহারে পিতৃকুলের ন্যায় শ্বশুরকুলের সকলের আনন্দদায়িনী হইলেন। তাঁহারাও সকলেই ইঁহার প্রতি পরম প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জানকী একান্ত পতিপ্রাণা হইয়া সর্বদা স্বামীর ও অন্যান্য পরিজনবর্গের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্তা হইলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল পরম সুখে অতিবাহিত হইল।

দশরথ বার্দ্ধক্যহেতু রাজকার্য্যে অসমর্থ হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, রামের বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে তাঁহাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে গমন করিতে হইল। সীতা স্বামীর অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাম অনেক নিষেধ করিয়াও ইঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। সীতা ভর্ত্তৃ-সহবাসে বনেও বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রামলক্ষ্মণও ইঁহার চিত্তবিনোদনার্থ অহর্নিশ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, জানকী ঋষিপত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক যথোচিত সৎকৃতা হইলেন। তিনি উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সীতাকে ভূষিত করিলেন।

দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি কালে একদা সীতা বিরাধ রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃতা হইলে রামলক্ষ্মণ রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর যখন ইঁহারা পঞ্চবটীতে অবস্থান করেন, তখন ভগ্নী শূর্পণখার প্ররোচনায় রাবণ মারীচ রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইল। মারীচ রাক্ষস মায়া-বলে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে জানকী বিমুগ্ধ হইয়া ভর্ত্তাকে উক্ত মৃগ ধরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাম সীতার অনুরোধ রক্ষার্থ লক্ষ্মণকে কুটীরে রাখিয়া মৃগের অনুসরণে গমন করিলেন। রাম-বাণাহত মারীচ মৃত্যুকালে রামের স্বরের অনুকরণে 'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' বলিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল। তচ্ছ্রবণে সীতা রাম বিপন্ন হইয়াছেন মনে করিয়া দেবরকে ভর্ত্তার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সেই অবকাশে রাবণ যোগীর বেশে ভিক্ষার্থ সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া নিজ রথে আরোপণপূর্ব্বক লঙ্কায় লইয়া পলায়ন করিল। সীতা রোদন করিতে করিতে নিজ অলঙ্কার উন্মোচন-পূর্ব্বক রামের পরিজ্ঞানার্থ গমনপথে বিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদেহী লঙ্কায় অশোকবনে রক্ষিতা হইলেন। কোন রমণীর প্রতি অসদভিপ্রায়ে বল প্রয়োগ করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, রাবণের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত থাকায় সেই দুর্ব্বৃত্ত জানকীর পাতিব্রত্য ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিতে পারিল না। প্রত্যুত সে ইঁহাকে নিজের প্রতি অনুরাগিণী করিবার প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত কতকগুলি রাক্ষসী চেড়ী নিযুক্ত করিয়া দিল। চেড়ীগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একমাত্র ত্রিজটাই কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিত। তদ্ভিন্ন রাবণানুজ বিভীষণের পত্নী ধর্ম্মপরায়ণা ও ইঁহার প্রিয়কারিণী ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে ইঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেন। এইরূপে দশমাস অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। অনন্তর হনুমান্ অশোকবনে উপনীত হইয়া ইঁহাকে রামের নিদর্শন প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার সংবাদ প্রদান করিলে ইনি আনন্দিত হইলেন। পরে রামচন্দ্র কপিকটক সমভিব্যাহারে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন এবং রাবণকে সবংশে সংহার করিয়া পত্নীর উদ্ধার সাধন করিলেন।

অতঃপর ইনি রামের নিকট নীতা হইলে, রাম ইঁহাকে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা নিজ-চরিত্রের বিশুদ্ধতা সর্ব্বজনসমক্ষে সপ্রমাণ করিতে বলিলেন। জানকী ভর্ত্তার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; ইনি যে নিতান্ত পবিত্রচরিতা সে বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। রাম অবাধে পত্নীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে রাম ইঁহার ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমনপূর্ব্বক রাজপদে অভিষিক্ত হইলে ইনি রাজমহিষী ও ভর্ত্তার প্রিয়কারিণী হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তবিংশতি বৎসর পরমানন্দে অতিবাহিত হইল।

সীতা দীর্ঘকাল দুশ্চরিত্র রাবণের আলয়ে একাকিনী অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া অযোধ্যার প্রজারা ইঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। রাম গুপ্তচরের মুখে এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সীতাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্কচরিত্রা জানিয়াও কেবল প্রজারঞ্জনের জন্য পতিপ্রাণা পত্নীর বিসর্জ্জনে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, ও লক্ষ্মণের প্রতি তদুপযোগী আদেশপ্রদান করিলেন। অতুল ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ নিতান্ত অনিচ্ছায় ইঁহাকে তপোবন প্রদর্শনচ্ছলে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। ইনি নির্ব্বাসনব্যাপার অবগত হইয়া নিদারুণ মনোবেদনায় আত্মঘাতিনী হইবার অভিলাষিণী হইলেন। কিন্তু তৎকালে ইনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সুতরাং কেবল ভর্ত্তার বংশ-রক্ষার অনুরোধে সেই দারুণ সংকল্প হইতে নিবৃত্তা হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তপোবনে ইঁহাকে নিতান্ত পূতচরিতা জানিয়া নিজ আশ্রমে পরম যত্নে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যথাকালে ইনি কুশ ও লব নামক যমজ পুত্র প্রসব করিলে মুনিবর অপত্যনির্বিশেষে তাঁহাদিগকে লালনপালন করিয়া বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত করিলেন এবং স্বরচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহা গান করিতে শিক্ষা দিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বাল্মীকি নিমন্ত্রিত হইয়া কুশীলব ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। কুশীলব মধুরকণ্ঠে রামায়ণ গান করিয়া রামচন্দ্রের চিত্ত দ্রবীভূত করিলেন। অনন্তর রাম বালকদ্বয়কে নিজপুত্র জানিতে পারিলেন। তখন বাল্মীকি সীতার নিষ্কলুষ-চরিত্রতার কথা জ্ঞাপন করিয়া ইঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রামচন্দ্রও তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর সীতা অযোধ্যায় আনীতা হইলে রাম ইঁহাকে প্রজাদের সমক্ষে পুনর্ব্বার কোন অলৌকিক উপায়ে নিজ বিশুদ্ধ-চরিত্রতা প্রতিপন্ন করিতে বলিলেন। তচ্ছ্রবণে সীতাদেবী সলজ্জভাবে কৃতাঞ্জলি-পুটে সবিনয়ে বসুন্ধরার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ;—"আমি যেমন রাঘব ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনোমধ্যে চিন্তা করি নাই,সেইরূপ মাধবী পৃথিবীরও এক্ষণে আমাকে নিজগর্ভে স্থানদান করা কর্ত্তব্য ; আমি যেমন সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে কেবল রামেরই অর্চ্চনা করিয়াছি, সেইরূপ মাধবী দেবীও আমাকে এক্ষণে নিজগর্ভে বিবর প্রদান করুন ; আমি যেমন শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, সেইরূপ মাধবীদেবীও স্বগর্ভে আমাকে স্থান দান করুন।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কথা বলিবামাত্র বসুধা দ্বিধা বিভক্ত হইল, এবং জানকী তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে পতিপ্রাণা সীতার ভবলীলার অবসান হইল। রামচন্দ্র পত্নীবিয়োগে হাহাকার করিতে লাগিলেন। [৬তৎ। সং ; পু।

সীতাকান্ত, সীতানাথ, সীতাপতি—শ্রীরামচন্দ্র।

সীতাভোগ—চাউলগুঁড়ি, ময়দা, ক্ষীর, ছানা যোগে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। প্রাদেশিক। সং।

সীতারাম রায়—বঙ্গের একজন বিখ্যাত জমিদার ও রাজা। যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরে ইঁহার বাস ছিল। ইনি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের ভূমি আত্মসাৎ করিয়া আপনার সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইনি এতদূর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন যে, স্বয়ং রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যে সুবাদারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। মুরশিদকুলিখাঁ তৎকালে বাঙ্গালার সুবাদার। তিনি ইঁহার দমনার্থ কয়েক বার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। ফলতঃ সীতারাম রায় সর্ব্ববিষয়েই স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতে লাগিলেন। পরন্তু ইনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ক্রমশঃ বিলাসী হইয়া উঠিলেন ও রাজকার্য্যে অমনোযোগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইঁহার রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সেই সুযোগে নবাবের সৈন্য মহম্মদপুর আক্রমণ করিয়া ইঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করে। কেহ কেহ বলেন, ইঁহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া শূলে দেওয়া হইয়াছিল ; অপর কাহারও মতে ইনি বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

সীতারাম অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। পল্লীগ্রামে অনেক স্থানেই সুপেয় জলের যে অত্যন্ত অভাব, তাই ইনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি বহুসংখ্যক কুদ্দালী সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেন, এবং যেখানে জলের অভাব দেখিতেন, সেইখানেই এক একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিতেন। অদ্যাপি মহম্মদপুরে সীতারাম রায়ের অনেক কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

সীৎকার, সীৎকৃত—অব্যক্ত মুখশব্দ, ইস্ ইস্ শব্দকরণ। সীৎ (অব্যক্ত শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্ত ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। [উষ্মা। সং ; স্ত্রী।

সীধু—পক্ব ইক্ষুজাত মদ্যবিশেষ ; মধু। সিধ্ +

সীমন্—সীমা (১) দেখ।

সীমন্ত—১। কেশবীথী, সিঁথি। সীমার অন্ত, ৬তৎ। সং ; পু। ২। মস্তক। সং ; ক্লী।

সীমন্তক—সিন্দূর। সীমন্ত (সিঁথি)—কৈ (শোভা পাওয়া)+ড ক। সং ; ক্লী।

সীমন্তিত—সীমন্তবিশিষ্ট ; দুই ভাগে বিভক্ত। সীমন্ত+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

সীমন্তিনী—নারী, রমণী। সীমন্ত+ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভবতী নারীর সংস্কারবিশেষ। গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কার কৃত হয়। সীমন্তের উন্নয়ন, ৬তৎ। সং।

সীমা (সীমন্)—অবধি, শেষ, অন্ত ; মর্য্যাদা ; সমুদ্রবেলা। সি (বন্ধন করা)+ইমন্ ক। সং ; স্ত্রী।

সীমা—অবধি, শেষ, অন্ত ; মর্য্যাদা ; সাগরবেলা। সীমন্ শব্দ+ডাপ্। সং ; স্ত্রী।

সীমানা—সীমা, অবধি, শেষ, সরহদ্দ ; সমীপ, নিকট ; প্রান্ত। প্রাদেশিক। ক, প্র।

সীমান্তপ্রদেশ—অধিকৃত দেশের শেষ সীমায় অবস্থিত স্থান। সীমার অন্ত=সীমান্ত (৬তৎ), সীমান্তস্থিত যে প্রদেশ, মপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

সীমান্তবাণিজ্য—সীমান্তপ্রদেশে ব্যবসায়। ৭তৎ।

সীমান্তর—ভিন্ন সীমা। নিত্য। সং ; ক্লী।

সীমাবদ্ধ—সীমাবিশিষ্ট, সসীম, সান্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সীমাবদ্ধা।

সীমাবদ্ধকরণ—অধিকৃত স্থানের সীমা চিহ্নিত করিয়া লওয়া। সীমাবদ্ধ—কৃ (করা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

সীমাবচ্ছিন্ন—সীমাবিশিষ্ট, সসীম। ৩তৎ।

সীমাশূন্য—সীমাহীন, অসীম, অনন্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [ক। সং ; পু।

সীর—হল ; লাঙ্গল। সি (বন্ধন করা)+রক্

সীরধ্বজ—সীতার পিতা মিথিলাধিপতি জনক। সীর (লাঙ্গল) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

সীরপাণি—বলরাম। সীর (লাঙ্গল) আছে পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

সীরালি—লাঙ্গল-পদ্ধতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সীরী (সীরিন্)—বলরাম। সীর (লাঙ্গল) +ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

সীবন—সূচীকর্ম্ম, সেলাই। সিব্ (সেলাই করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সীবনী—সূচী, ছুঁচ। সিব্ (সেলাই করা)+ অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সীস, সীসক—একপ্রকার ধাতু,সীসা। সীস= সি (বন্ধন করা)+ক্বিপ্ ভা (=সী)— সো (ছেদন করা)+ড ক। সীসক=সীস +কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী। ইহা রঙ্গের ন্যায় গুণসম্পন্ন, এবং সর্ব্বপ্রকার মেহ-বিনাশক। শোধিত সীসক প্রভৃত বলদায়ক ; ব্যাধিবিনাশক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, অগ্নি-প্রদীপক, অকালমৃত্যুবারক। অশোধিত সীসক কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, কণ্ডু, বায়ু, ভগন্দর প্রভৃতি রোগোৎপাদক। [সং।

সীসা—সীস ধাতু, সীসক (lead)। দেশজ।

সু—১। সৌন্দর্য্য ; উৎকর্ষ ; পূজা ; শুভ ; সমৃদ্ধি, আতিশয্য ; অনুমতি ; নির্ভর ; অনায়াস ; অত্যন্ত কষ্ট। সূ (প্রসব করা) + ডু ভা, বা। ২। প্রসব। সং ; পু। ৩। উৎকৃষ্ট, উত্তম, ভাল, সৎ, সাধু ; সুন্দর। বিণ।

সুকঠিন—অতীব কঠিন ; অত্যন্ত দৃঢ় ; অতিশয় দুষ্কর। সু (অতি) কঠিন, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সুকঠিনা।

সুকণ্ঠ—১। মধুর কণ্ঠ। সু (সুন্দর) কণ্ঠ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। মনোহর কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট। সু (সুন্দর) কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সুকণ্ঠী।

সুকন্দক—পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। সু (উত্তম) যে কন্দ (মূল) সে সুকন্দ, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে কন্। সং ; পু।

সুকন্যা—রাজা শর্য্যাতির কন্যা ও চ্যবন ঋষির পত্নী। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শর্য্যাতি একদা মৃগয়ার্থ পরিজনবর্গসহ বহির্গত হইয়া চ্যবন ঋষির আশ্রমের নিকট শিবির সন্নিবেশ করেন। সুকন্যা সখী-

গণে পরিবেষ্টিতা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বল্মীক-স্তূপের নিকট উপস্থিত হন, এবং তন্মধ্যে দুইটি রত্নবৎ সমুজ্জ্বল পদার্থ দর্শন করিয়া বালসুলভ চাপল্য ও কৌতূহলবশতঃ তাহা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করেন। ঐ দুইটি উজ্জ্বল পদার্থ বল্মীক স্তূপান্তর্গত চ্যবনের চক্ষু। মুনিবর এইরূপে চক্ষু হারাইয়া অন্ধ হইলেন। এবং ক্রোধান্ধ হইয়া অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক রাজার সৈন্যগণের মলমূত্রত্যাগ রহিত করিয়া দিলেন। শর্য্যাতি অনন্যোপায় হইয়া ঋষির হস্তে সুকন্যাকে ভার্য্যার্থে অর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন।

সুকন্যা স্বামিসহবাসে বনাশ্রমে মহাসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সন্তুষ্ট করিয়া স্বামীর চক্ষুরত্ন লাভের বর প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বরে চ্যবন যৌবনও পুনঃপ্রাপ্ত হন। তাঁহার ঔরসে ইঁহার প্রমথি নামক পুত্রের জন্ম হয়।

সুকর—সুসাধ্য, অনায়াসসাধ্য, সহজ। সু–কৃ (করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুকরা।

সুকরতা—অনায়াসসাধ্যতা। সুকর দেখ। সুকর+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সুকরা—১। সুসাধ্যা। সুকর দেখ। সুকর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শান্ত গাভী। সং; স্ত্রী।

সুকর্ম্মা (সুকর্ম্মন্)—১। বিশ্বকর্ম্মা; যোগবিশেষ। সং; পু। ২। সৎকার্য্যকারী; কর্ম্মঠ। সু (উৎকৃষ্ট) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সুকল—ভোক্তা; দাতা; মধুরাস্ফুট। সু –কল্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

সুকীর্ত্তি—মহতী কীর্ত্তি, সুখ্যাতি। নিত্য। সং;

সুকুমার—অতি মৃদু; অত্যন্ত কোমল; অতি বালক। সু (অতিশয়) যে কুমার, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুকুমারী।

সুকুমারমতি—১। অতিকোমল চিত্ত। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। অতিকোমলচেতাঃ; অতি সরল হৃদয়বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

সুকুমারবিদ্যা—সাহিত্য প্রভৃতি মনোরঞ্জক শাস্ত্র। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুকুমারবৃত্তি—কোমল স্বভাব; চিত্রণকার্য্য।

সুকৃৎ—সুকৃতিকারী, সৎ-কর্ম্মকর্ত্তা। সু (উত্তম) –কৃ (করা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুকৃত—১। পুণ্য, ধর্ম্ম; দয়া; পুরস্কার; শুভ; ভাগ্য। সু (উত্তম) যে কৃত (কর্ম্ম), কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক। সু (উত্তম) হইয়াছে কৃত (কর্ম্ম) যাহার, বহু। ৩। সুবিহিত; সুন্দররূপে নির্ম্মিত। সু–কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সুকৃতপরিণাম—পুণ্যপরিপাক; বাঞ্ছিতসম্পত্তি; অভিলষিত ঐশ্বর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

সুকৃতি—সৎকর্ম্ম, পুণ্য; শুভ; ভাগ্য। সু–কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সুকৃতী (–তিন্)—পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক; ভাগ্যবান্। সুকৃত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সুকৃতিনী।

সুকেতু—তাড়কা রাক্ষসীর পিতা। সু (সুন্দর) কেতু যাহার, বহু। সং; পু।

সুকেশ—১। সুন্দর কেশবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) হইয়াছে কেশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুকেশা, সুকেশী। ২। ধর্ম্মভীরু জনৈক রাক্ষস [গন্ধর্ব্বকন্যা দেববতীর সহিত ইহার বিবাহ হয়, এবং মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে ইহার তিন পুত্র জন্মে]। সং; পু।

সুকেশিনী—সুকেশী, সুন্দর কুন্তলবিশিষ্টা। সু (সুন্দর) যে কেশ সে সুকেশ (কর্ম্মধা), তাহা আছে এই স্ত্রীর এই অর্থে সুকেশ+ইন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। এই পদটি সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অসাধু। তবে বাঙ্গালা পদ্যে দেখা যায়।

সুকেশী—১। সুন্দর কেশবিশিষ্টা (স্ত্রী)। সু (সুন্দর) কেশ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সুকৌশল—অতিশয় নৈপুণ্য; সুন্দর উপায়। সু (সুন্দর) যে কৌশল, নিত্য। সং; ক্লী।

সুখ—১। হর্ষ, আনন্দ; প্রীতি; স্বচ্ছন্দ। সুখ্ (তুষ্ট করা)+অল্ ভা। সং; ক্লী। ২। প্রীতিকর; প্রিয়; সুখজনক। সুখ্+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখা।

সুখকর—১। সুখজনক। সুখ–কৃ (করা)+ট ক। স্ত্রী সুখকরী। ২। সুকর, সুসাধ্য। সুখ –কৃ+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখকরা।

সুখজাত—১। সুখযুক্ত, সুখী। জাত (উৎপন্ন) হইয়াছে সুখ যাহার, বহু। ২। সুখ হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –জাতা।

সুখদ—সুখদাতা, আনন্দদায়ক। সুখ–দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখদা।

সুখদা—১। সুখদায়িনী। সুখদ দেখ। সুখদ +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা; অপ্সরোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সুখদায়ক—সুখদ, আনন্দদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখদায়িকা।

সুখদুঃখ—আনন্দ ও নিরানন্দ; স্বচ্ছন্দ ও অস্বচ্ছন্দ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

সুখভাক্ (-ভাজ্)—সুখভোগকারী, সুখী। সুখ –ভজ্ (ভোগ করা) + কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুখময়—সুখপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ। সুখ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখময়ী।

সুখরবি—সুখরূপ সূর্য্য। রূপক। সং; পু।

সুখরাত্রি—কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে পূজ্যা লক্ষ্মী। সুখ রাত্রি যাহা হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

সুখলেশ—বিন্দুমাত্র সুখ, সামান্য সুখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুখবাসর—আনন্দদায়ক দিবস। সুখ (সুখজনক) যে বাসর, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুখশয্যা—সুখজনক বিছানা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [বিশ্রাম। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

সুখশান্তি—সুখ ও চিত্তস্থৈর্য্য; আনন্দ ও

সুখশ্রাব্য—শ্রুতিসুখকর, শুনিতে মিষ্ট। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখশ্রাব্যা।

সুখসম্পৎ (–সম্পদ্)—সুখৈশ্বর্য্য, আনন্দ ও বিভব। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

সুখসাগর—সুখরূপ সমুদ্র। রূপক। সং; পু।

সুখসুপ্ত—সুখে নিদ্রিত, আনন্দিতভাবে নিদ্রাগত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

সুখসেবা—সুখভোগ; সুখের উপাসনা। ৬তৎ।

সুখসূর্য্য—সুখরূপ তপন। রূপক। সং; পু।

সুখস্পর্শ—সুখকর স্পর্শবিশিষ্ট, যাহার স্পর্শে সুখ জন্মে। সুখকর হইয়াছে স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখস্পর্শা।

সুখস্মৃতি—সুখকর স্মরণ, যাহা মনে পড়িলে সুখ হয় এরূপ অতীত ঘটনা; পূর্ব্বানুভূত সুখের স্মরণ। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুখস্বচ্ছন্দতা—আনন্দ ও সুস্থতা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু।

সুখস্বপ্ন—সুখজনক স্বপ্ন; সুখলাভের স্বপ্ন।

সুখা—১। প্রীতিকরী; প্রিয়া; আনন্দজনিকা। সুখ দেখ। সুখ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বরুণের পুরী। সং; স্ত্রী।

সুখাগার—সুখজনক গৃহ। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুখাদ্য—সুভোজ্য, উত্তম আহার্য্য, হিতকর ও তৃপ্তিকর ভোজ্যবস্তু। সু (উত্তম) যে খাদ্য, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুখাধার—সুখময় স্থান; স্বর্গ। সুখের আধার, ৬তৎ। সং; পু।

সুখানুভব—সুখবোধ, আনন্দবোধ। ৬তৎ। সং; পু। [ক্লী।

সুখান্ত—সুখাবসান, সুখের শেষ। ৬তৎ। সং;

সুখান্বেষণ—সুখের অনুসন্ধান, সুখ খুঁজিয়া বেড়ান। সুখের অন্বেষণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুখান্বেষী (–ষিন্)—সুখের অনুসন্ধানকারী, যে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়। সুখ অন্বেষণ করে যে, উপ; সুখ–অনু–ইষ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সুখান্বেষিণী।

সুখাবহ—সুখদ, সুখজনক। সুখের আবহ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখাবহা।

সুখাশ—১। শোভন অংশাযুক্ত। সুখ (সুখজনক) আশা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখাশা। ২। বরুণ; রাজতিনিষ বৃক্ষ। সং; পু।

সুখাশা—১। শোভন আশাযুক্তা। বহু; সুখাশ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সুখলাভের প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা। সুখের আশা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুখাসন—শ্রাদ্ধকালে চৌকি, সাঁচার মখমল, গোলাবপাশ, রূপার ডিবা,পিক্‌দান প্রভৃতি দান। সং; ক্লী। [ত্রি।

সুখাসীন—সুখে উপবিষ্ট। সুখ্‌সুখেপেতি। বিণ;

সুখিত—সুখযুক্ত; সুখী। সুখ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুখিতা।

সুখী (সুখিন্)—সুখযুক্ত, আনন্দিত। সুখ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সুখিনী।

সুখৈশ্বর্য্য—সুখ ও সম্পদ্। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

সুখোৎপাদন—সুখজনন, আনন্দ জন্মান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুখ্যাতি—সুপ্রসিদ্ধি, সুযশঃ। সু (শোভনা) যে খ্যাতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুগ—১। সুগম, সুখবোধ্য। সু—গম্ (যাওয়া) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুগা। ২। পতি, স্বামী। সং; পু।

সুগঠিত—সুন্দরভাবে নির্ম্মিত, সুগঠনসম্পন্ন। সু—গঠ (গড়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সুগত—১। মনোরম গতিবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) গত (গতি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুগতা। ২। বুদ্ধদেব। সু (সুন্দর) গত (জ্ঞান) যাহার, বহু। সং; পু।

সুগন্ধ—১। সদ্গন্ধবিশিষ্ট। সু (উত্তম) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুগন্ধা। ২। চন্দন বৃক্ষ। ৩। উত্তম গন্ধ। সু যে গন্ধ, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুগন্ধময়—সদ্গন্ধপূর্ণ, সুবাসবিশিষ্ট। সুগন্ধ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ময়ী।

সুগন্ধা—১। সদ্গন্ধবিশিষ্টা। বহু; সুগন্ধ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মাধবীলতা; শ্যামালতা; তুলসী; শঠী; বন আদা। সং; স্ত্রী।

সুগন্ধি—সদ্গন্ধবিশিষ্ট, সুরভি। সুগন্ধ+ই যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। [এস্থলে বলা আবশ্যক যে, গন্ধের সহিত সমবায় সম্বন্ধ থাকিলেই ই প্রত্যয় হয়, সংযোগ-সম্বন্ধ থাকিলে হয় না। পুষ্পের সহিত গন্ধের সমবায়-সম্বন্ধ, সুতরাং 'সুগন্ধি পুষ্প' এই রূপ হয়; কিন্তু বায়ুর সহিত গন্ধের সংযোগ সম্বন্ধ মাত্র বলিয়া "সুগন্ধি বায়ু" হয় না, "সুগন্ধ বায়ু" হয়। কেহ কেহ বলেন, সংযোগ-সম্বন্ধের বিদ্যমানতা থাকিলে 'সুগন্ধি বায়ু'ও হয়]।

সুগভীর—অতিশয় গভীর, অত্যন্ত অতলস্পর্শ। সু (অতি) গভীর, নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুগম—অনায়াসগম্য; অনায়াসলভ্য; অনায়াসবোধ্য; সুজ্ঞেয়; সুকর, সহজ। সু—গম্ +খল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুগমা।

সুগম্ভীর—অতিশয় গম্ভীর, অতীব গাম্ভীর্য্যযুক্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুগম্ভীরা।

সুগম্য—অনায়াসে গমনযোগ্য, সুগম। সু—গম্ (যাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সুগহন—অতি নিবিড়। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুগুপ্ত—অতিশয় গুপ্ত, অত্যন্ত গোপনীয়। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুগৃহীতনামা (—নামন্)—প্রাতঃস্মরণীয়, প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য, পুণ্যশ্লোক। সু (শুভজনকরূপে) গৃহীত হয় নাম যাহার, বহু। বিণ; পু।

সুগোল—সম্যক্ গোলাকার, সম্পূর্ণ গোল। সু (সম্যক্) গোল, নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুগ্রীব—১। সুন্দরগ্রীবাবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুগ্রীবা। ২। জনৈক কপিরাজ; সর্পবিশেষ; শ্রীকৃষ্ণের অশ্ববিশেষ। সং; পু।

কপিরাজ সুগ্রীবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ;—

সূর্য্যের ঔরসে ঋক্ষরজার ক্ষেত্রে কপিবর সুগ্রীবের জন্ম হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হইলে ইনি পত্নী রুমার সহিত তাঁহার অধীনে সুখে বাস করিতে থাকেন। একদা বালি মায়াবী দৈত্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার অনুসরণে এক গুহামধ্যে প্রবেশ করেন এবং সুগ্রীবকে গুহাদ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়া যান। সংবৎসরেও বালি প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া তাঁহাকে নিহত মনে করিয়া সুগ্রীব দৈত্যভয়ে গুহাদ্বার সুবৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং অমাত্যগণের পরামর্শে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে বালি দৈত্যকে বধ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং সুগ্রীবকে রাজত্ব করিতে দেখিয়া অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া সুগ্রীব অনুচরগণসহ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মতঙ্গমুনির অভিশাপ হেতু বালি তথায় যাইতে না পারায় ইনি সেই স্থানে নির্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলেন (বালি দেখ)।

অতঃপর দশানন সীতাকে হরণ করিলে, রামচন্দ্র পত্নীর অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুগ্রীবের সহায়তায় সীতার পুনরুদ্ধার হইবে জানিয়া ইঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন ও বালিকে বধ করিয়া ইঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান্ লঙ্কায় জানকীকে দেখিয়া আসিলে সুগ্রীব কপিকটক সহ রামের অনুবর্ত্তী হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। ইঁহার সহায়তায় রাম সমরে বিজয়ী হইয়া সীতার উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক অযোধ্যায় গমন করিলে ইনিও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিলেন এবং পরে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলেন। যথাকালে রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সুগ্রীব বালিতনয় অঙ্গদকে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং রামের অনুগমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

সুঘটিত—সুন্দররূপে সজ্জিত; উত্তমরূপে কল্পিত। সু—ঘট্+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সুচরিত—১। সাধু আচরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সচ্চরিত্র। সু (উত্তম) চরিত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুচরিতা।

সুচরিত্র—১। সাধু চরিত্র। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (শোভন) চরিত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুচরিত্রা। [নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুচারু—অতি মনোহর, অতিশয় মনোজ্ঞ।

সুচারুরূপে—সুন্দররূপে, অতিশয় মনোজ্ঞভাবে। সুচারু রূপ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সুচিক্কণ—সমুজ্জ্বল, অতিশয় চক্‌চকে। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুচিত্রিত—সুন্দররূপে অঙ্কিত। সু—চিত্র (চিত্র করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সুচির—১। অতি দীর্ঘকাল। নিত্য। ব্য; ক্লী। ২। দীর্ঘকালস্থায়ী। বিণ; ত্রি।

সুচেতাঃ (সুচেতস্)—সন্তুষ্টচিত্ত; হৃষ্টমনাঃ; সতর্ক। সু (সন্তুষ্ট) হইয়াছে চেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সুজন—সজ্জন,সাধু পুরুষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুজনতা—ভদ্রতা, সাধুতা। সুজন শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সুজন্মা (সুজন্মন্)—১। সুজাত, বিবাহিত পতির ঔরসজাত; সদ্বংশজাত; সম্যক্ উৎপন্ন; সুন্দর। সু জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। উত্তম প্রচুর শস্য জন্ম। সং। বিপরীত অজন্মা।

সুজয়, সুজেয়—অনায়াসে জেতব্য, যাহাকে সহজে জয় করা যায় এরূপ। সু (অনায়াস) —জি (জয় করা)+খল্, য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সুজলবতী—শোভনজলবিশিষ্টা, প্রচুর জলশালিনী। সু যে জল সে সুজল, কর্ম্মধা। সুজল+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুজলা—প্রচুর জলশালিনী। সু (শোভন, প্রচুর) জল যাহাতে (যে স্ত্রীতে), বহু। বিণ; স্ত্রী।

সুজা উদ্দৌলা—ইনি অযোধ্যার নবাব উজির সফদর জংয়ের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম জালাল উদ্দিন হায়দার। ইনি ১৭৩১ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫৩ খ্রীঃ পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। সাহ আলম যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন, তখন ইনি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি পলাতক মীরকাশিমকে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বনে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন (১৭৬৪ খ্রীঃ)। ঐ অব্দে মেজর কার্ণাক কর্তৃক পাটনায় পরাভূত হইয়া বক্সারে গমন করেন। সেখানে ২৩শে অক্টোবর হেক্টর মনরোর হস্তে পরাজিত হন। তাহার পরে রোহিলা ও মহারাষ্ট্রীয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজসৈন্যের হস্তে আবার বিধ্বস্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন এবং ১৭৬৫ খ্রীঃ কার্ণাকের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। ক্লাইভ অযোধ্যা প্রদেশ ইঁহাকে ফিরাইয়া দেন এবং ইঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। মীরকাশিমকে কিছুদিন আশ্রয় দিয়া এবং যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া সুজা উদ্দৌলা তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ ২৯শে জানুয়ারি সুজা উদ্দৌলার মৃত্যু হয়।

সুজাত—সুজন্মা (সকল অর্থে)। সু (উত্তমরূপে) জাত, প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুজাতা।

সুজি, সুজী—মোটা গোধূমচূর্ণ বা আটাবিশেষ। দেশজ। সং।

সুজেয়—সুজয় দেখ।

সুটকি—১। শুষ্ক মৎস্য। সং। ২। শুষ্ক, শুখনা। দেশজ। বিণ।

সুঠাম—সুগঠিত; সুগঠিততনু, সুন্দরকায়; সৌষ্ঠবসম্পন্ন। দেশজ। বিণ।

সুড়ঙ্গ—গর্ত্ত, মাটীর ভিতর দিয়া নির্ম্মিত পথ; সিঁধ। দেশজ। সং।

সুড়া, সুড়ী—গাছপালা ঘরবাড়ীর মাঝ দিয়া সরু পথ। দেশজ। সং।

সুডীন—পক্ষীর গতিবিশেষ। সু–ডী (উড়া) +ক্ত ভা। সং; পু।

সুডৌল—সৌষ্ঠবসম্পন্ন। দেশজ। বিণ।

সুত—১। জাত, উৎপন্ন; সম্বদ্ধ। সু+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুতা। ২। পুত্র। সং; পু।

সুতক—জননাশৌচ, পুত্র বা কন্যা জনন হেতু শরীরাশুদ্ধি। সুত শব্দ+কণ্। সং; পু।

সুতনু—১। সুন্দর দেহ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। সুন্দর দেহবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুতনু, সুতনূ।

সুতপাঃ (–পস্)—১। তপস্বী। সু (উত্তম) হইয়াছে তপঃ যাহার, বহু। বিণ; পু। ২। সূর্য্য। সং; পু। [চতরাম্। ব্য।

সুতরাম্—অত্যন্ত; অগত্যা; অবশ্য। সু+

সুতল—১। উত্তমতলবিশিষ্ট (গৃহাদি)। সু (উত্তম) হইয়াছে তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুতলা। ২। তৃতীয় তল [পাতাল দেখ]। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুতবান্ (–বৎ)—পুত্রবান্। সুত (পুত্র)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সুতবতী।

সুতহিবুক—জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ; বিবাহকালে লগ্ন, লগ্নের চতুর্থ, পঞ্চম, নবম বা দশম স্থানে বৃহস্পতি অথবা শুক্র থাকিলে সুতহিবুক যোগ হয়। এই যোগ বিবাহকালীন লগ্নের যাবতীয় দোষ বিনাশপূর্ব্বক সুখ বৃদ্ধি করে। সং; পু।

সুতা—১। জাতা; সম্বদ্ধা। সুত দেখ। সুত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা। সং; স্ত্রী। ৩। সূক্ষ্ম রজ্জু, সরু দড়ি। সূত্র শব্দের অপভ্রংশ। সং।

সুতাত্মজ—পৌত্র; দৌহিত্র। সুতের (পুত্রের), বা সুতার (কন্যার) আত্মজ, ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী সুতাত্মজা।

সুতার—সুস্বাদ, সুরস। দেশজ। বিণ।

সুতিক্ত—১। অতি তিক্ত, অতিশয় কটু, অত্যন্ত তিক্ত। সু (অতিশয়) তিক্ত,প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুতিক্তা। ২। পর্পট। সং; পু।

সুতী (সুতিন্)—১। সুতবিশিষ্ট, পুত্রবান্, সন্তানবান্। সুত বা সুতা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সুতিনী। ২। কার্পাস সূত্রনির্ম্মিত। দেশজ। বিণ।

সুতীক্ষ্ণ—১। অতি তীক্ষ্ণ; খুব ধারাল। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুতীক্ষ্ণা। ২। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি। বনে রাম ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনি রামকে অগস্ত্যের আশ্রমপথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সং; পু।

সুতীব্র—অতিশয় তীব্র, অত্যুগ্র, অতি তীক্ষ্ণ। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুতীব্রা।

সুতুঙ্গ—১। উত্তুঙ্গ, অত্যুচ্চ। নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। নারিকেল বৃক্ষ। সং; পু।

সুতুলি—সুতলি দেখ।

সুত্রামা (–মন্)—দেবরাজ, ইন্দ্র। উপ; সু–ত্রৈ (ত্রাণ করা)+মন্ ক। সং; পু।

সুত্বা (সুত্বন্)—যজ্ঞস্নায়ী; সোমপানকারী। সু+ক্বনিপ্ ক। বিণ; পু।

সুদ—কুসীদ, বৃদ্ধি, ধনাদির বিনিয়োগ হইতে লাভ। বৈদেশিক। সং।

সুদকষা—প্রাপ্য সুদ নির্ণয় করিবার নিয়ম বা প্রক্রিয়া। সং।

সুদক্ষ—সুনিপুণ, অতিশয় পটু। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুদক্ষা।

সুদক্ষিণ—১। উত্তম-দক্ষিণাযুক্ত। সু (উত্তম) দক্ষিণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুদক্ষিণা। ২। বিদর্ভের রাজবিশেষ। সং; পু।

সুদক্ষিণা—১। উত্তম দক্ষিণাযুক্তা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। দিলীপ রাজার পত্নী। সং; স্ত্রী।

সুদখোর—কুসীদপ্রিয়, যে সুদ খুব ভালবাসে; বৃদ্ধিজীবী। বিণ বা সং।

সুদৎ—উত্তম-দন্তযুক্ত। সু (উত্তম) দন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। পু সুদন্। স্ত্রী সুদতী।

সুদতী—১। সুদশনা, উত্তম-দন্তযুক্তা। বহু; সুদৎ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সুন্দরী স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

সুদম—অনায়াসে দমনীয়, অনায়াসে শাসনীয়, অতি সহজে জেয়। সু (অনায়াস)–দম (দমন করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

সুদর্শ, সুদর্শন—১। বিষ্ণুর চক্রাস্ত্র, রাধাচক্র। সু (সুন্দর)–দৃশ্ (দেখা)+খল্,অনট্ র্ম। (পুরাণে লিখিত আছে যে, মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের তেজোংশ দ্বারা একটি চক্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন; মহাদেব আবার তাহা দৈত্য দানবগণের বিনাশার্থে বিষ্ণুকে প্রদান করেন; এইরূপে সুদর্শন চক্রের সৃষ্টি হয়)। ২। শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]; হস্তিবিশেষ; লঙ্কাযুদ্ধে মহোদর নামক রাক্ষস এই হস্তীর উপর চড়িয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সং; পু। ৩। প্রিয়দর্শন; সুদৃশ্য, দেখিতে সুন্দর। বিণ; ত্রি। ৪। সুন্দর দর্শন। সু–দৃশ্+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সুদর্শনসরঃ—রামায়ণবর্ণিত ঋষভ পর্ব্বতস্থিত সরোবর। এই সরোবরে স্বর্ণ-কেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজতপদ্ম আছে বলিয়া কথিত। সং; ক্লী।

সুদামা (–মন্)—১। উত্তম দামযুক্ত। সু (উত্তম) দাম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। মেঘ; সমুদ্র; পর্ব্বতবিশেষ [কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিবার পথে এই পর্ব্বত। ইহার উপরিভাগে শ্রীবিষ্ণুর এক পদচিহ্ন ছিল]; দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। সং; পু।

৩। জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী। ইনি কৃষ্ণবলরামের সহিত একসঙ্গে সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্য্যশালী ও যশস্বী হইয়া দ্বারকায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইনি সেই নিঃস্ব ব্রাহ্মণই রহিলেন, এমন কি, ক্রমে ইঁহার দিনপাত হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। অতঃপর ইনি নিজ ব্রাহ্মণীর পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। কথিত আছে যে, ইনি তাঁহাকে উপহার দিবার নিমিত্ত ভিক্ষালব্ধ একমুষ্টি চিপিটক মাত্র লইয়া গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ

বাল্য-বন্ধুকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং ইঁহার ভক্তিদত্ত চিপিটকমুষ্টি ভক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। সুদামা লজ্জাবশতঃ নিজ দারিদ্র্যের কথা শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিতে না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি তৎপূর্ব্বেই প্রচুর ধনরত্ন প্রেরণ করিয়াছেন। সং ; পু।

সুদায়—যৌতুকাদি দেয় ধন; ঘোর বিপদ্, মহাসঙ্কট। সু (উত্তম বা অতিশয়) যে দায়, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুদি—শুক্লপক্ষ। ব্য। পশ্চিমদেশ প্রচলিত।

সুদিন—শুভদিন; সৌভাগ্যের দিন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুদী—কুসীদদানের অঙ্গীকৃত; সুদের আদান প্রদানঘটিত। দেশজ। বিণ। [ত্রি।

সুদীন—অতি দীন। প্রাদি বা নিত্য। বিণ;

সুদীর্ঘ—অতিদীর্ঘ, অতিশয় লম্বা। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুদীর্ঘা।

সুদুঃখিত—অতীব দুঃখযুক্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুদুর্লভ—অতীব দুর্লভ। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুদুশ্চর—অতিদুঃখে আচরণীয়; অতীব দুষ্কর। সু—দুর্—চর্ (করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুদুষ্কর—অতীব দুঃসাধ্য, বহুক্লেশসম্পাদ্য।

সুদুস্তর—অতীব দুস্তর, অতি দুরুত্তীর্য্য। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুদুস্তরা।

সুদূর—১। অতি দূরস্থিত। নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। বহুদূর। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুদূরপরাহত—অতিদূরে বাধাপ্রাপ্ত, অসম্ভাবিত, যাহা ঘটা কঠিন এরূপ। সুদূরে পরাহত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

সুদৃঢ়—অতিশয় দৃঢ়, অতি কঠিন। নিত্য।

সুদৃশ্য—সুন্দর, সুশ্রী। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুধন্বা (সুধন্বন্)—১। জনৈক নৃপ; বিশ্বকর্ম্মা; অনন্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে ধন্ব বা ধনুঃ যাহার, বহু। সং; পু। ২। উত্তম-ধনুর্দ্ধারী। বিণ; পু।

সুধর্ম্মা (সুধর্ম্মন্)—১। ধর্ম্মশীল, অতি ধার্ম্মিক। সু (উত্তম) হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অন্ প্রত্যয়। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। দেবসভা। সং; পু।

সুধর্ম্মা, সুধর্ম্মী—দেবসভা। সু (উত্তম) ধর্ম্ম যে স্থানে, বহু। সং; স্ত্রী।

সুধা—পীযূষ, অমৃত; পুষ্পরস; বিদ্যুৎ; চন্দ্রিকা; জল; চূণ। সু (সুখে)—ধে (পান করা)+ড র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

সুধাংশু—চন্দ্র। সুধা হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

সুধাকর, সুধানিধি—চন্দ্র। সুধার আকর বা নিধি, ৬তৎ। সং; পু।

সুধাধবলিত—চূর্ণদ্বারা শুভ্রীকৃত, চূণকাম করা। সুধা (চূর্ণ) দ্বারা ধবলিত (শুভ্রীকৃত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ধবলিতা।

সুধাপাত্র—সুধাপূর্ণ পাত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুধাপান—অমৃত খাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুধাপূর্ণ—অমৃতপরিপূর্ণ, অমৃতে ভরা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুধাভুক্ (—ভুজ্)—দেবতা। সুধা—ভুজ (খাওয়া)+কিপ্ ক। সং; পু।

সুধাময়—অমৃতময়; চূর্ণময়। সুধা শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুধাময়ী।

সুধামুখ—সুধাপূর্ণ বদন, অতি মিষ্টভাষী মুখ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুধারা—উত্তম ধারা বা ব্যবস্থা, সুশৃঙ্খলা। সং; স্ত্রী।

সুধাবাস—চন্দ্র। সুধার আবাস, ৬তৎ। সং; পু। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুধাসিক্ত—অমৃতে অভিষিক্ত, অমৃতে ভিজা।

সুধাসিন্ধু—অমৃত সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

সুধাস্বর—অতি মিষ্ট রব। সুধাসদৃশ মিষ্ট স্বর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সুধিতি—অস্ত্রবিশেষ, কুঠার। সু—ধি (ধারণ করা)+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

সুধী—১। সুবুদ্ধি, উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট। সু (উত্তমা) ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পণ্ডিত। সং; পু। ৩। সুন্দর বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [দেশজ।

সুধু—শুদ্ধ, কেবল; অকারণ, অনর্থক।

সুনন্দ—১। আনন্দজনক। সু—ণিজন্ত নন্দ =নন্দি (আনন্দিত করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুনন্দা। ২। বলরামের মুষল। সং; ক্লী।

সুনন্দা—১। আনন্দজনিকা। সুনন্দ দেখ। সুনন্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উমার জনৈক সখী; ইন্দুমতীর সখী। সং; স্ত্রী।

সুনয়ন—১। সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট। সু (শোভন) নয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুনয়না। ২। মৃগ, হরিণ। সং; পু। ৩। সুন্দর চক্ষু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুনয়না—১। সুন্দর নেত্রবিশিষ্টা। বহু; সুনয়ন দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী, কামিনী। সং; স্ত্রী।

সুনাভ—১। সুন্দর নাভিবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) নাভি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুনাভা। ২। মৈনাক পর্ব্বত। সং; পু।

সুনাম—সুখ্যাতি, যশঃ, প্রশংসা। সু (শোভন) হয় নাম যদ্দ্বারা, বহু। সং; ক্লী।

সুনাসা—সুন্দর নাসিকা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুনাসীর—দেবরাজ ইন্দ্র। সু (উত্তম) নাসীর (অগ্রবর্ত্তি সৈন্য) যাহার, বহু। সং; পু।

সুনিপুণ—সুদক্ষ, অতিশয় পটু। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুনিপুণা।

সুনিয়ন্ত্রিত—সুসংযত, ভাল রকম নিয়ম বাঁধা, সুনিয়মে পরিচালিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুনিয়ম—উত্তম বিধান, সুব্যবস্থা, সুধারা, সুশৃঙ্খলা। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুনির্ণীত—উত্তমরূপে অবধারিত বা স্থিরীকৃত, সুনির্দ্দিষ্ট। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুনির্দ্দিষ্ট—উত্তমরূপে নির্দ্ধারিত। সু (শোভন রূপে) নির্দ্দিষ্ট, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুনির্ম্মল—অতিশয় নির্ম্মল, অতি স্বচ্ছ; অতি পবিত্র। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুনির্ম্মিত—সুন্দররূপে গঠিত। প্রাদি। বিণ।

সুনিশ্চয়—সম্পূর্ণ নিশ্চয়, সঠিক। নিত্য। ক্রি-বিণ।

সুনিশ্চিত—১। সম্পূর্ণ অবধারিত, সঠিক। সু (অতিশয়) নিশ্চিত, প্রাদি। বিণ; ত্রি। ২। বুদ্ধবিশেষ। সং; পু।

সুনিষণ্ণ, সুনিষণ্ণক—সুশুনি শাক। বহু। সং।

সুনীতি—১। উত্তম নীতিমান। সু (উত্তম) নীতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ধ্রুবের মাতা, উত্তানপাদ রাজার স্ত্রী [ধ্রুব দেখ]। ৩। উত্তম নীতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুনীথ—ধার্ম্মিক, সাধু। সু—নী (লওয়া)+থ। বিণ; ত্রি।

সুন্দ—জনৈক কপি; তাড়কা রাক্ষসীর স্বামী; দৈত্যবিশেষ, উপসুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা [উপসুন্দ দেখ]। সুন্দ্+অন্ ক। সং; পু।

সুন্দর—মনোহর, সুশ্রী, সুরূপ, সুদর্শন, সুদৃশ্য। সুন্দ্ (শোভা পাওয়া)+অরন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুন্দরী। বি সুন্দরতা।

সুন্দরবন—বঙ্গোপসাগরাভিমুখী জঙ্গলাবৃত ভূখণ্ডবিশেষ। এই ভূখণ্ডের উত্তর সীমা ২৪ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা এবং পূর্ব্ব সীমা হুগলী নদীর পতন স্থান; পশ্চিম সীমা মেঘনা নদীর পতন স্থান; এবং দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর। এই ভূখণ্ডে সুন্দরী কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মে; সেই জন্য কেহ কেহ বলেন, "সুন্দরী" হইতে "সুন্দরবন" নাম উৎপন্ন। অপর কেহ কেহ "সুন্দর" "বন", "সিন্দুর বন", "সমুদ্রবন", "চন্দ্রদ্বীপ", লবণ প্রস্তুতকারী "চন্দ্রভণ্ড" বা "ষণ্ডভণ্ড" নাম হইতে স্থানের নামকরণ করেন। ভূখণ্ডের দক্ষিণ সীমা ব্যাঘ্র, গণ্ডার, গোক্ষুর সর্প, প্রভৃতি হিংস্র জীব-সঙ্কুল নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন। উত্তর সীমার দিকে কতক দূর ব্যাপিয়া স্থানে স্থানে "আবাদ" হইয়াছে। খাঁজাহান নামক জনৈক মুসলমান সামন্ত সর্ব্বপ্রথমে "আবাদ" করিবার উদ্যোগ করেন। তাঁহার কার্য্যের ফল অদ্যাপি যশোহর অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়।

১৪৫৯ খৃঃ অঃ তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। বর্ত্তমান প্রণালীতে আবাদ করিবার প্রথা যশোহরের সর্ব্ব প্রথম ইংরাজ জজ হেন্‌কেল সাহেব ১৭৮৪ খৃঃ প্রবর্ত্তিত করেন। ভূখণ্ডটি জলপথ পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত। কৃষি কার্য্যের জন্য বৃষ্টির জলের অপেক্ষা করিতে হয় না। এ স্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাউল, কাষ্ঠ, মধু প্রভৃতি নৌকাযোগে বঙ্গদেশে নানা স্থানে আনীত হয়। মাত্‌লা নামক নদীর তীরে "পোর্টক্যানিং" নামক একটি সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য, এই স্থানটিকে বঙ্গের অন্যতর বন্দর রূপে পরিণত করা। উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায়, পোর্টক্যানিং কোম্পানী "ফেল" হইয়া যায়। পরে ১৮৬৮ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট স্থানটি কিনিয়া লন। রেলযোগে ঐ স্থান হইতে কতক পরিমাণে সুন্দরবনের চাউল ও কাষ্ঠ আনা হয়।

সুন্দরী—১। সুরূপা, সুদৃশ্যা। সুন্দর দেখ। সুন্দর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সুরূপা স্ত্রী। অর্দ্ধসম বৃত্তবিশেষ; সুঁদরিগাছ। সং; স্ত্রী।

সুন্নৎ—মুসলমানের লিঙ্গচর্ম্মচ্ছেদ-সংস্কার-বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

সুন্নী—হজরৎ মহম্মদের চারি খলিফার আদেশানুবর্ত্তী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

সুপক—ভাল রকম পাকা, উত্তমরূপে পরিণত বা পরিপাক প্রাপ্ত; সুসিদ্ধ। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুপচ—১। লঘুপাক (দ্রব্য), যাহা সহজে পরিপাক হয়। সু—পচ্ (পাক করা)+ +খল্ র্ম। ২। সুষ্ঠু পাচক। সু—পচ্+ অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুপচা।

সুপত্র—সুন্দরপত্রযুক্ত; সুন্দরবাহনযুক্ত; সুন্দর-পক্ষবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) পত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

সুপথ—সৎপথ; সুরীতি; সদাচার। কর্ম্মধা।

সুপর্ণ—১। সুন্দরপর্ণযুক্ত। সু (সুন্দর) হইয়াছে পর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। গরুড়; কুক্কুট। সং; পু।

সুপর্ণা, সুপর্ণী—১। গরুড়জননী, বিনতা; পদ্মিনী। সু (সুন্দর) হইয়াছে পর্ণ যাহার, (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। ২। উত্তম-পত্রযুক্তা। বিণ; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

সুপর্ব্ব (সুপর্ব্বন্)—সুন্দর পর্ব্ব। কর্ম্মধা।

সুপর্ব্বা (সুপর্ব্বন্)—দেবতা; বাণ; বাঁশ। সু (সুন্দর) পর্ব্ব যাহার, বহু। সং; পু।

সুপাত্র—অতি যোগ্যপাত্র, অতিশয় উপযুক্ত ব্যক্তি; উত্তম আধার। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুপারি—গুবাক, গুয়া। দেশজ। সং।

সুপারিস—অনুরোধ বা উপরোধ। বৈদে। সং।

সুপার্শ্ব—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের জনৈক সুশীল সচিব। ইনি অতি শান্তস্বভাব ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, দশানন পুত্রশোকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সীতার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ইনি তাঁহাকে স্ত্রীহত্যা মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করেন।

২। সম্পাতি গৃধ্রের পুত্র। সূর্য্যকে আক্রমণ করিতে যাইয়া সম্পাতি দগ্ধপক্ষ হইলে সুপার্শ্ব পিতাকে বিন্ধ্যাচলে আহার যোগাইতেন। একদা ইনি যে সময়ে মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সুপার্শ্ব দুই জনকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে রাবণ ইঁহার শরণাপন্ন হয়।

সুপুরুষ—সুন্দর পুরুষ, সুশ্রী নর, রূপবান্ মানব। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুপ্ত—১। নিদ্রিত; শয়িত। স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। নিদ্রা; শয়ন। স্বপ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

সুপ্তি—নিদ্রা; শয়ন; স্বপ্ন। স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সুপ্তোত্থিত—নিদ্রা হইতে উত্থিত, ঘুমের পর জাগরিত। অগ্রে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

সুপ্রণালী—সুনিয়ম; উত্তম পদ্ধতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুপ্রতিষ্ঠ—অতিশয় প্রতিষ্ঠান্বিত, অতিবিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ। সু (উত্তমা) প্রতিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুপ্রতিষ্ঠা।

সুপ্রতিষ্ঠা—১। অতিশয় প্রতিষ্ঠান্বিতা। বহু। সুপ্রতিষ্ঠ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তম প্রতিষ্ঠা; সুখ্যাতি; পঞ্চাক্ষরা বৃত্তিবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুপ্রতিষ্ঠিত—উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুপ্রতিষ্ঠিতা।

সুপ্রতীক—দিগ্‌গজবিশেষ, ঈশানকোণের হস্তী। সু (উত্তম) হইয়াছে প্রতীক (অবয়ব) যাহার, বহু। সং; পু।

সুপ্রতীত—উত্তমরূপে জ্ঞাত; সম্যক্ প্রমাণীকৃত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুপ্রভ—সুন্দর প্রভাযুক্ত। সু (সুন্দরী) প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুপ্রভা।

সুপ্রভা—১। সুন্দর প্রভাযুক্তা। বহু; সুপ্রভ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। সুষ্ঠু দীপ্তি, অতিশয় ঔজ্জ্বল্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুপ্রভাত—১। সুন্দর বা শুভসূচক প্রাতঃকাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অতীব দীপ্তি-বিশিষ্ট। সু (অতিশয়) হইয়াছে প্রভাত (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুপ্রলাপ—বাগ্মিতা; বক্তৃতা; উত্তম বাক্য। প্রাদি। সং; পু।

সুপ্রশস্ত—সুবিস্তৃত; অতিশয় শ্রেষ্ঠ, সুযোগ্য। প্রাদি। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

সুপ্রসন্ন—অতীব প্রসন্ন। প্রাদি বা নিত্য।

সুপ্রসাদ—সাতিশয় প্রীতি, অত্যন্ত প্রসন্নতা। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুপ্রসিদ্ধ—সুবিখ্যাত, সাতিশয় খ্যাতিপ্রাপ্ত; সর্ব্বলোকে সুবিদিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুফল—১। উত্তম ফল; শ্রীফল, বেল; দাড়িম্ব; গয়া প্রভৃতি তীর্থ পাণ্ডার শেষ আশীর্ব্বাদ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী বা পু। ২। উত্তম ফলযুক্ত, সুন্দর ফলোৎপাদক; প্রচুর ফলবিশিষ্ট। সু (উত্তম) ফল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুফলা।

সুবচনী—দেবীবিশেষ। সু—বচ্ (বলা)+অনট্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সুবচা (—চস্)—সদ্বক্তা, বাগ্মী। সু (উত্তম) বচঃ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সুবদন—১। সুন্দর মুখ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সুন্দর মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুবদনা বা সুবদনী।

সুবর্চ্চলা—সূর্য্যপত্নী; সূর্য্যমুখী পুষ্প; আতসী পুষ্প; মসিনা, তিসি। সু—বর্চ্চ্+অল ক +আপ্। সং; স্ত্রী।

সুবর্চ্চাঃ (সুবর্চ্চস্)—অতিশয় তেজোবিশিষ্ট। সু (অতিশয়) হইয়াছে বর্চ্চঃ (তেজঃ) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সুবর্ণ—১। সুন্দর-বর্ণবিশিষ্ট; সুরূপ; সুন্দর-অক্ষরযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুবর্ণা। ২। স্বর্ণ, সোণা; হরিচন্দন; ১৬ মাষা পরিমিত সোণা; ধন। সং; ক্লী।

সুবর্ণকার—স্বর্ণকার, সেকরা। সুবর্ণ (সোণা) —কৃ (করা)+অণ্ ক। সং; পু।

সুবর্ণখচিত—স্বর্ণজড়িত, যাহার মাঝে মাঝে সোণা বসান এরূপ। তত্‍। বিণ; ত্রি।

সুবর্ণপ্রতিমা—স্বর্ণনির্ম্মিতা প্রতিমা, সোণার প্রতিমূর্ত্তি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুবর্ণবণিক্—সোণার বেণে। তত্‍। সং; পু।

সুবর্ণময়—স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্ম্মিত; স্বর্ণব্যাপ্ত। সুবর্ণ +ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুবর্ণময়ী।

সুবল—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা গোপ বালকবিশেষ। বহু। সং; পু।

সুবলচন্দ্র মিত্র—ইনি ১২৭৯ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র মিত্র। ইনি প্রথমতঃ অবলাকান্ত সেনের প্রেসে কার্য্য করিতেন। এইখানে হইতেই ইঁহার ছাপা-খানার কার্য্যে অভিজ্ঞতা জন্মে। অবলা-কান্তের মৃত্যুর পর ইনি একটী ছোট প্রেস লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। এই প্রেসের

নাম দেন 'নিউ বেঙ্গল প্রেস।' অর্থপুস্তক লিখিয়া ইনি এই প্রেসে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। অন্যান্য লোকের অর্থপুস্তক থাকিলেও ক্রমে ইঁহার প্রকাশিত অর্থপুস্তক আদরের সহিত গৃহীত হয়। এই সময়ে ইনি Constant Companion নামক একখানি ইংরাজী Phrase Book এবং ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত প্রকাশ করেন। ইনি যেমন অধ্যবসায়সম্পন্ন, তেমনই অসাধারণ শ্রমশীল ছিলেন। সকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও ইনি ক্লান্তিবোধ করিতেন না। এই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে ভাগ্যলক্ষ্মী ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হন; ইনি ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতে থাকেন। এই সময়ে ইঁহার তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'সরল বাঙ্গালা অভিধানে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে শব্দকোষের সহিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কতকগুলি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা অভিধানে জীবনচরিত সঙ্কলন এই প্রথম। সুতরাং এই অভিধান সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করে। এই সময়ে ইনি সটীক সানুবাদ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'সরল বাঙ্গালা অভিধানে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক জীবনচরিত ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনীও প্রকাশিত হয়; তদ্ব্যতীত গ্রন্থপরিচয়, সংস্কৃত প্রবাদ প্রভৃতি আরও অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত করেন। এই সময়ে নিউ বেঙ্গল প্রেস মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাজারের পাশে একটী বাড়ীতে ছিল। কার্য্যবাহুল্যবশতঃ তথায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় কলেজ ষ্ট্রীটে প্রেস উঠাইয়া আনেন। এইখানে আসিবার পর ইঁহার ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান (Anglo Bengali Dictionary), বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান, সরল বাঙ্গালা অভিধানের তৃতীয় সংস্করণ, ছাত্রবোধ অভিধান, পকেট ইংরাজী বাঙ্গালা, বিগিনার্স বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান, Vernacular Manual, রচনা শিক্ষা এবং আরও অন্যান্য অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইনি এই সব গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিয়া ছাত্রগণের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য সুবল বাবুকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। যথেষ্ট লোকজন সত্ত্বেও ইনি স্বয়ং সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। অনবরত পরিশ্রমে এই সময় হইতে ইঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ডাক্তার ও আত্মীয় বন্ধুগণ ইঁহাকে বিশ্রাম লইতে উপদেশ দেন। কিন্তু কর্ম্মের উত্তেজনায় ইঁহাকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, ইনি কাজ ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। বাজে গল্প করিতে বা আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট করিতে ইঁহাকে কেহ কখন দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। এরূপ শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের প্রভাবেই ইনি সামান্য অবস্থা হইতে লক্ষাধিক মুদ্রার অধিকারী হইয়াছিলেন।

বিশ্রামহীন পরিশ্রমের ফলে ইঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে। চিকিৎসকগণের পরামর্শে দার্জ্জিলিং, পুরী প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া আসিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে ১৩২০ সালে ১৪ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় ৪১ বৎসর মাত্র বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি সাহিত্য সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং উক্ত সভা হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্য-সংহিতা'র কয়েক বৎসর সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইনি আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্. এ, রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু, বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্. এ. বি. এল. (Principal Uttarpara College) এবং কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি ইঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বাল্যে শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এজন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে গ্রন্থাদি দান করিয়া সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সামান্য সামান্য দানও অনেক ছিল, কিন্তু তাহা এত গোপনভাবে অনুষ্ঠিত হইত যে, কেহই তাহা জানিতে পারিত না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইনি অতিমাত্র কঠোর হইলেও, যে ইঁহার সংস্রবে আসিয়াছে, সেই ইঁহার স্বভাব-কোমল হৃদয়ের মধুরতা ও উদারতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছে। ইনি স্পষ্টবাদী অথচ প্রিয়ভাষী ছিলেন। স্পষ্ট কথা এমনই সরসতার সহিত বলিতেন যে, তাহাতে কেহ ক্রোধ করিবার অবসর পাইত না।

সুবলিত—উত্তম বলিযুক্ত; মনোহর ভঙ্গিবিশিষ্ট। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুবলিতা।

সুবহ—অনায়াস-বাহ্য, সুখে বহনীয়। সু (অনায়াস) বহ্+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

সুবা—প্রদেশ; রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিমিত্ত কয়েকটি "সরকার" বা "চাকলা"। বৈদেশিক। সং।

সুবাদ—সম্পর্ক, সম্বন্ধ। দেশজ। সং।

সুবাদার—প্রদেশের শাসনকর্ত্তা; দেশী সেনাদলের কাপ্তেন। বৈদেশিক। সং।

সুবাস—১। সৌরভ; উত্তম বাসস্থান; সুখে বাস। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। সুগন্ধ। সু (উত্তম) বাস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুবাসিত—সুবাসযুক্ত, সৌরভবিশিষ্ট। সুবাস+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

সুবাসিনী—সুবাসযুক্তা রমণী; পিত্রালয়বাসিনী স্ত্রী; চিরণ্টী। সুবাস+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

সুবিচার—উত্তম বিচার, পক্ষপাতশূন্য মীমাংসা।

সুবিচারক—ন্যায়বিচারকারী; পক্ষপাতশূন্য বিচারকর্ত্তা। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

সুবিৎ (সুবিদ্)—পণ্ডিত, বিজ্ঞ; গুণবান্। সু—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুবিদ—কঞ্চুকী, অন্তঃপুর-রক্ষক। সু—বিদ্ (থাকা)+ক ক। সং; পু।

সুবিদৎ—নৃপতি, রাজা। সুবিদ্ শব্দ—অত্ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

সুবিদল্ল—কঞ্চুকী। সুবিদৎ শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।

সুবিধা—সদুপায়, সুযোগ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুবিধি—উত্তম বিধান, সুনিয়ম। সু (উত্তম) যে বিধি, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুবিমল—অতিশয় নির্ম্মল, অতি স্বচ্ছ। নিত্য। বিণ; ত্রি। [নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুবিশাল—অতিশয় প্রকাণ্ড, অতি বৃহৎ।

সুবিস্তীর্ণ—অতি বিস্তৃত, অতিশয় বিশাল। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুবিস্তীর্ণা।

সুবিস্তৃত—অতি বিস্তৃত, অতি বৃহৎ, সুবিশাল। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুবুদ্ধি—১। উৎকৃষ্টা মতি, উত্তম জ্ঞান। সু (উত্তমা) যে বুদ্ধি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। উত্তমবুদ্ধিশালী। সু (উত্তম) হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুবুদ্ধি শিরোমণি—যশোহর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

একদা সুবুদ্ধি শিরোমণি নদীয়া জেলার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামে আগমন করেন এবং ভবানন্দ মজুমদারের প্রিয়পাত্র জনৈক অধ্যাপকের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত মজুমদারের নিকট গমন করেন। এই সময়ে ভবানন্দের অবস্থা উন্নত ছিল না। তিনি শিরোমণির নিকট নিজ জীবনের ভাবী অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় সুবুদ্ধি বলেন যে, অমুক সময় হইতে আপনার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে এবং তদবধি আপনি চিরকাল

সুখে কালযাপন করিবেন। ইহার কিছুকাল পরে ভবানন্দ মহারাজ মানসিংহের অনুগ্রহে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া সুবুদ্ধি শিরোমণিকে আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদানপূর্ব্বক নদীয়ায় আসিয়া বাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সুবুদ্ধি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। পরে তদীয় প্রপৌত্র নদীয়াবাসী হইয়াছিলেন।

সুবৃত্ত—১। সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (উত্তম) বৃত্ত যাহার, বহু। ২। উত্তম বর্ত্তুল, সম্পূর্ণ গোল। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

সুবৃহৎ—অতি বৃহৎ, সুবিশাল। নিত্য। বিণ;

সুবেল—ত্রিকূট পর্ব্বত। ইহা লঙ্কায় অবস্থিত ও দুই যোজন বিস্তৃত। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রাক্ষস শার্দ্দূল ও অপর দশজন রাবণের অনুচর রামের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল; একদা রামও এই পর্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া লঙ্কাপুরী দর্শনে বিস্ময়মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সু (উত্তম) বেলা যাহার, বহু। সং; পু।

সুবেশ—১। সুন্দর বেশধারী। বহু। বিণ; ত্রি। ২। সুন্দর বেশ। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুবোধ—১। উত্তম জ্ঞান। সু (উত্তম) যে বোধ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। উত্তমবুদ্ধিযুক্ত; সাতিশয় বুদ্ধিমান্, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী; শান্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে বোধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুবোধা।

সুবোধ্য—সুখবোধ্য, অনায়াসবোধ্য, যাহা সহজে বুঝা যায় এরূপ। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুব্যক্ত—স্পষ্টরূপে প্রকটিত; উত্তমরূপে প্রকাশিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুব্যবস্থা—উত্তম বন্দোবস্ত, উত্তম বিধান। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুব্রত—শোভন ব্রতানুষ্ঠাতা; ধর্ম্মপরায়ণ। সু (শোভন) ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুব্রহ্মণ্য আয়ার—মাদ্রাজের সুবিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী। ইনি প্রথমতঃ স্কুলের শিক্ষকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পরে অধ্যাপনা ছাড়িয়া সংবাদপত্র চালনায় প্রবৃত্ত হন। ইনি মাদ্রাজের মহাজন সভা ও "হিন্দু" সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মাদ্রাজের সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় পত্রিকা "স্বদেশমিত্রম্" ইনিই প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইনি রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ধৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। ইনি জাতীয় মহাসমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, সুব্রহ্মণ্য আয়ার তাঁহাদের অন্যতম। ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্ত ইনি ১৮৯৭ খ্রীঃ ইংলণ্ডে গমন করেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মিঃ ওয়াচা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। ইনি সমাজ সংস্কারেও অগ্রণী ছিলেন। আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনে একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খৃঃ আনুমানিক ৮০ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

সুব্রাহ্মণ—সদাচারী বিপ্র, আচার বিনয়াদি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ। সু (উত্তম) যে ব্রাহ্মণ, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুভগ—সুন্দর, প্রিয়দর্শন; প্রিয়; ভাগ্যবান্; সুখদ। সু (উত্তম) হইয়াছে ভগ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুভগা।

সুভগম্ভাবুক—সম্প্রতি যে সুভগ হয় এরূপ। সুভগ শব্দ-ভূ (হওয়া)+খুকঞ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুভগম্মন্য—যে আপনাকে সুভগ অর্থাৎ সুন্দর বা প্রিয় মনে করে এরূপ। সুভগ শব্দ-মন (বোধ করা)+খশ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুভগা—১। ভাগ্যবতী; সুন্দরী; সুপদা; পতিপ্রিয়া, স্বামিসোহাগিনী। বহু; সুভগ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কৈবর্ত্তী; শালপর্ণী; হরিদ্রা; নীলদূর্ব্বা; তুলসী; প্রিয়ঙ্গু; কস্তুরী; স্বর্ণকদলী; বনমল্লিকা। সং; স্ত্রী।

সুভদ্র—১। সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান্। সু (উত্তম) ভদ্র (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুভদ্রা। ২। লঙ্কার সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত বহুশাখাবিশিষ্ট বটবৃক্ষ। একদা পক্ষিরাজ গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের একটি শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সং; পু।

সুভদ্রক—দেবরথ। সু (উত্তম) ভদ্র (শুভ) যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

সুভদ্রা—১। সৌভাগ্যশালিনী, ভাগ্যবতী। বহু; সুভদ্র দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। অর্জ্জুনের দ্বিতীয়া পত্নী। সং; স্ত্রী। বসুদেবের ঔরসে তৎপত্নী রোহিণীর গর্ভে সুভদ্রার জন্ম; সুতরাং ইনি শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী। যৌবনসীমায় পদার্পণ করার পর একদা ইনি অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথে পতিতা হইলে, তিনি ইঁহার রূপে মুগ্ধ হন এবং পরে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে ইঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে অর্জ্জুনের অভিমন্যুনামক মহাবীর পুত্রের জন্ম হয়।

পাণ্ডবগণের বনবাস কালে ইনি পুত্রসহ পিত্রালয়ে অবস্থিতি করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ইনি দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবশিবিরে বাস করিতেন। বীর-তনয় অভিমন্যুর নিধনে ইনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভে পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইলে ইনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিলে ইনি পৌত্রসহ হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করেন, এবং পরে শেষ জীবন তপশ্চরণে অতিবাহিত করেন।

সুভাষচন্দ্র বসু—কটকের ভূতপূর্ব্ব উকীল সরকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুর ৬ষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কটকের সরকারী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি, এ, পাশ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আই, সি, এস, হয়েন। ইনি ঐ পরীক্ষার ইংরাজী রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় সুভাষচন্দ্র সিবিলিয়ানী চাকরী গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইনি কেমব্রিজ হইতে দর্শনে ট্রাইপস্ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ইনি কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের সম্পাদক ও জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুক্তিলাভ করিয়া সুভাষচন্দ্র আবার কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ করেন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক হন। এই সময় উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা হয় এবং সুভাষচন্দ্র তিনমাস কাল প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া দেশবাসীর সেবা করেন। এই কার্য্যে ইনি দেশবাসীর হৃদয় জয় করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে Forward পত্রিকার ম্যানেজার ও সহকারী সম্পাদক হন। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে

ইনি বিনা বাধায় কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল সর্ব্বসম্মতিক্রমে কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। ইনি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে অন্তরীন হন। প্রথমে কলিকাতায় পরে বহরমপুর এবং তৎপরে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হন। জেলে ইঁহার যক্ষ্মা ব্যাধির উপক্রম হয়। অন্তরীন অবস্থায় ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে মুক্তি দেন। মুক্তি পাইয়া পুনরায় দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সুভিক্ষ—প্রচুর ভিক্ষা বা ভক্ষ্যবিশিষ্ট। সু (প্রচুর) ভিক্ষা আছে যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুভিক্ষা।

সুভূ—১। উৎকৃষ্টা ভূমি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। সুজন্মা। সু–ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুম—পুষ্প, ফুল। সু (সুন্দরী) মা (কান্তি) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

সুমত—প্রিয়; সুবোধ। সু–মন্ (বোধ করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুমতা।

সুমতি—১। সুবুদ্ধি; করুণা, দয়া। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। সুন্দর-মতি-যুক্ত। সু (সুন্দরী) মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুমধুর—অতীব মধুর, অতি মিষ্ট। কর্ম্মধা বা নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুমধুরা।

সুমধ্যম—উত্তম কটিবিশিষ্ট। সু (উত্তম) মধ্যম (কটি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুমধ্যমা।

সুমনঃ (সুমনস্)—পুষ্প, ফুল। সু (শোভন) হয় মনঃ যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

সুমনাঃ (সুমনস্)—১। মহামনাঃ, উদারচিত্ত; প্রীত। সু (শোভন) মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। দেবতা; পণ্ডিত। সং; পু। ৩। মল্লিকা পুষ্প; পুষ্পমালা। সং; স্ত্রী।

সুমন্ত্র—রাজা দশরথের সারথি। সু (উত্তম) মন্ত্র (মন্ত্রণা) যাহার, বহু। সং; পু।

সুমার—গণনা, সংখ্যা; হিসাব; সমষ্টি। বৈদেশিক। সং।

সুমারি—গণনা। বৈদেশিক। সং।

সুমালী—জনৈক রাক্ষস, সুকেশ নামক ধর্ম্মভীরু রাক্ষসের পুত্র এবং লঙ্কেশ্বর দশাননের মাতামহ। এই রাক্ষস ভ্রাতা মাল্যবান্ ও মালীর সহিত তপশ্চরণ করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁহার বরে ত্রিভুবনে অজেয় হইয়া উঠে। ইহাদের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কাদ্বীপ নির্ম্মাণ করেন। ইহাদের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, তিনি ইহাদিগকে বারংবার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তখন ইহারা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দীর্ঘকালান্তে সুমালী মর্ত্ত্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া নিজ দুহিতা কৈকসীকে বিশ্রবার নিকট প্রেরণ করে। মুনিবর রাক্ষসীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলে তাহার গর্ভে রাবণাদির জন্ম হয়। রাবণ ব্রহ্মার বরে সুরাসুরবিজয়ী হইয়া লঙ্কায় রাজ্যস্থাপন করিলে সুমালীও স্বগণসহ তথায় পুনর্ব্বার বাস করিতে লাগিল। দশানন স্বর্গজয়ার্থ গমন করিলে তথায় অষ্টম বসু সাবিত্রের হস্তে সুমালীর পতন হয়।

সুমিত্রা—রাজা দশরথের তৃতীয়া ভার্য্যা। সু (উত্তম) মিত্র যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। ইঁহার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। লক্ষ্মণ রামসহ বনবাসে গমন করিলে ও পুত্রশোকে দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ইনি পতিবিয়োগে ও পুত্রবিরহে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন। বনবাসান্তে রামলক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে ইনি অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। কৌশল্যার পরলোকগমনের পর ইনি দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠের সহিত বনগমন-সময়ে সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে মাতা এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। বৎস, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।"

সুমিষ্ট—অতিশয় মিষ্ট, অতি মধুর, খুব মিঠা। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুমুখ—১। সুন্দরমুখযুক্ত; বিদ্বান্। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুমুখা, সুমুখী। ২। গরুড়ের পুত্র। সং; পু। ৩। সম্মুখ, সমক্ষ। দেশজ। সং।

৪। জনৈক নাগ, ঐরাবত-বংশোদ্ভব আর্য্যকের পুত্র। ইনি মাতলি-তনয়া গুণকেশীর পাণিগ্রহণ করেন। একদা গরুড় ইঁহাকে ভক্ষণ করিবার দিন স্থির করিয়া গমন করেন। এই কথা শুনিয়া মাতলি ইঁহাকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া যান। বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র ইঁহাকে দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া গরুড় ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক নিজবলের পরিচয় প্রদান করিয়া বিষ্ণুর সমক্ষে ইন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন বিষ্ণু নিজবাহু গরুড়ের স্কন্ধোপরি সংস্থাপন করিলে পক্ষিবর গুরুভারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন এবং স্তবস্তুতি দ্বারা বিষ্ণুকে প্রীত করিয়া অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। অনন্তর বিষ্ণু পদাঙ্গুল দ্বারা সুমুখকে গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়।

সুমুখা—১। সুন্দরমুখযুক্তা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রমুখী স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

সুমুখী—১। সুন্দরমুখযুক্তা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রমুখী স্ত্রী; একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সুমেধাঃ (সুমেধস্)—উত্তমবুদ্ধিযুক্ত। সু (উত্তম) মেধা যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অস্ প্রত্যয়। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সুমেরু—ভূমধ্যস্থ পর্ব্বতবিশেষ; পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত; জপমালার মধ্যস্থিত গুটিকা। সু–মি+রু ক। সং; পু।

সুমেরুবৃত্ত—উত্তর মেরুর ২৩॥০ অক্ষাংশ অন্তরে অবস্থিত রেখা। সুমেরু সূচক যে বৃত্ত, মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুহ্ম—দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় লোক। সং; পু।

সুযাত্র—১। মনোহর গতিযুক্ত। সু (শোভনা) যাত্রা (গতি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুযাত্রা। ২। সূর্য্য। সং; পু।

সুযাত্রা—১। মনোহর গতিযুক্তা। বহু; সুযাত্র দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। শুভযাত্রা, মঙ্গলজনক গমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুযুক্তি—উত্তম যুক্তি; সৎপরামর্শ। সু (শোভনা) যে যুক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুয়ো—সৌভাগ্যবতী। যথা — সুয়োরাণী। দেশজ। সং; স্ত্রী।

সুযোগ—উত্তম যোগ; উত্তম অবসর; সদুপায়; সুবিধা। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুযোগ্য—সাতিশয় উপযুক্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুযোধন—দুর্য্যোধনের নামান্তর। সু–যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অন খ। সং; পু।

সুর—১। দেব; সূর্য্য; সুধীজন, পণ্ডিত। সু (আধিপত্য করা)+রক্ ক; কিংবা সুর (প্রভুত্ব করা)+ক ক; অথবা সু–রাজ (দীপ্ত পাওয়া)+ড ক। সং; পু। ২। তাললয়যুক্ত সপ্তস্বর [সপ্তস্বর দেখ]। দেশজ।

সুরক্ত—উত্তমরূপে রঞ্জিত; অতিশয় অনুরক্ত; সুমধুর; শ্রবণসুখকর, সুশ্রাব্য। সু–রন্জ+ক্ত খ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুরক্তা।

সুরগুরু—বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং; পু।

সুরঙ্গ—১। হিঙ্গুলি; গর্ত্তবিশেষ, সুড়ঙ্গ। সু (উত্তম) রঙ্গ যাহার, বহু। সং; ক্লী। ২। উত্তম রঙ্। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুরঙ্গা—গর্ত্তবিশেষ, সুড়ঙ্গ; সন্ধি, সিঁধ। বহু। সং; স্ত্রী।

সুরজ্যেষ্ঠ—ব্রহ্মা। ৬তৎ। সং; পু।

সুরঞ্জিত—উত্তমরূপে রঞ্জিত, সুন্দরভাবে রঙ্ করা। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুরৎ—মুখ, ভঙ্গি; অবস্থা। বৈদেশিক। সং।

সুরত—১। রতিক্রীড়া, শৃঙ্গার। সু—রম্ (রমণ করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। অতিশয় অনুরাগী। সু—রম্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুরতা। ৩। মূর্ত্তি,চেহারা। বৈদে। সং।

সুরতহাল, সুরথাল—শবদেহের ভাব, লাসের অবস্থা; স্থানীয় তদন্ত। বৈদেশিক। সং।

সুরতা—১। অতিশয় অনুরক্তা। সুরত দেখ। সুরত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবসমূহ। সুর (দেব)+তা সমূহার্থে। সং; স্ত্রী।

সুরতি—গুটিকাপাত করা, ভাগ্যনির্ণয়; পাণের সহিত খাইবার তাম্রকূট বটিকা। বৈদেশিক। সং।

সুরথ—১। উৎকৃষ্ট রথযুক্ত। সু (উত্তম) রথ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুরথা। ২। বিদর্ভরাজ শ্বেতের ভ্রাতা [কনিষ্ঠকে রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া শ্বেত বনে গমন করেন]। সং; পু।

সুরথাল—সুরতহাল দেখ।

সুরদারু—দেবদারু গাছ। ৬তৎ। সং; পু।

সুরদীর্ঘিকা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। ৬তৎ। স্ত্রী।

সুরদ্বিট্ (—দ্বিষ্)—সুরবৈরী, দেবশত্রু—অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস্। উপ; সুর—দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

সুরদ্বিপ—দেবহস্তী, ঐরাবত। ৬তৎ। সং; পু।

সুরধনুঃ—ইন্দ্রধনু,রামধনুক। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুরধুনী, সুরনদী, সুরনিম্নগা—গঙ্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুরপতি—দেবরাজ, বাসব, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

সুরপথ—গগন, আকাশ। ৬তৎ। সং; পু।

সুরপাদপ—কল্পবৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

সুরবোধ—সুরজ্ঞান, তাললয়বিশিষ্ট স্বরের জ্ঞান। দেশজ। সং।

সুরভি—১। বসন্তকাল; চৈত্রমাস; সুগন্ধ দ্রব্য; বকুল বৃক্ষ; চম্পক বৃক্ষ; কদম্ব বৃক্ষ; জাতীফল বৃক্ষ। সু—রভ্+ই ক। সং; পু। ২। স্বর্ণ। সং; ক্লী। ৩। সদ্গন্ধযুক্ত; প্রিয়; বিদ্বান্, পণ্ডিত; মনোহর; বিখ্যাত; ধার্ম্মিক। বিণ; ত্রি।

সুরভি, সুরভী—১। দেবগবী; গবী; পৃথিবী; তুলসী; মাতৃকাবিশেষ; মল্লিকা; সুরা; মুরা; শল্লকী। সু—রভ+ই ক, ২য় পক্ষে ঙভুত্তরে ঙপ্। সং; স্ত্রী।

২। দক্ষরাজের কন্যাগণের একতমা। মহর্ষি কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তু ইঁহারই গর্ভে জন্মিয়াছে। ইনি পাতালে বরুণালয়ে অবস্থিতি করিতেন। ইঁহার স্তন হইতে নিয়ত ক্ষীরধারা প্রবাহিত হইত। ঐ ক্ষীরধারা হইতে ক্ষীরোদসাগর উৎপন্ন। এই ক্ষীরোদসাগর হইতেই চন্দ্রদেব উদ্ভূত; অমৃতও এই সমুদ্র হইতে উত্থিত। ইহা হইতেই পিতৃগণের স্বধা উৎপন্ন হয়। এক সময়ে সুরভি গগনপথে গমন করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার দুই পুত্র, বলীবর্দ্দ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া লাঙ্গল টানিতেছে। কৃষক তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিষম প্রহার করিতেছে। ইহা দেখিয়া সুরভির নেত্র হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এক বিন্দু অশ্রু ইন্দ্রের দেহে পতিত হইলে ইন্দ্র সুরভিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সুরভি পুত্রের কষ্টে বিচলিত হইয়াছেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিল, বহুপুত্রা সুরভি যখন পুত্রের কষ্টে এইরূপ ব্যাকুল, তখন পুত্রের তুল্য আর কিছুই নাই। সং; স্ত্রী।

সুরভিত—সুগন্ধিত; প্রসিদ্ধ, খ্যাত। সুরভি শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

সুরভিতা—১। সুগন্ধিতা; খ্যাতা। সুরভি+ইত জাতার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সৌরভ। সুরভি+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সুরভী—সুরভি (২) দেখ।

সুরভূমি—দেবলোক, স্বর্গ; শকাদি দ্বীপ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুরমা—১। অতি রমণীয়া, সাতিশয় মনোহরা। সু—রম্+অন্ ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চক্ষুতে লাগাইবার অঞ্জনবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

সুরম্য—অতি রমণীয়, সাতিশয় মনোহর। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুরম্যা।

সুররিপু, সুরশত্রু—অসুর, দৈত্য। ৬তৎ। সং; পু।

সুরর্ষি—দেবর্ষি, নারদাদি। সুর অথচ ঋষি, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুরলোক—দেবলোক, স্বর্গ। ৬তৎ। সং; পু।

সুরবর্ত্ম (—বর্ত্মন্)—গগন, আকাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুরবৈরী (—বৈরিন্)—অসুর, দৈত্য। ৬তৎ। সং; পু।

সুরশ্রী—সুরলক্ষ্মী; দেবতার সৌভাগ্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুরস—সুস্বাদ; মধুর, মিষ্ট; কাব্যে রসযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

সুরসদ্ম (—সদ্মন্)—দেবলোক, স্বর্গ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুরসরিৎ, সুরসিন্ধু—দেবনদী; গঙ্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুরসা—১। উত্তমরসযুক্তা; উত্তম স্বাদবিশিষ্টা; মধুরা। বহু; সুরস দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মেদিনী; দুর্গা; তুলসী; ঊনবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

৩। নাগমাতা। হনুমান্ যৎকালে জানকীর অন্বেষণে লঙ্কাগমনার্থ সাগর-লঙ্ঘন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বল-পরীক্ষার্থ ইনি সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া রাক্ষসী মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হন। তদ্দর্শনে হনুমান্ যেমন আত্মকলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, ইনিও তদনুরূপ আপনার মুখ অধিকতর ব্যাদান করিতে লাগিলেন। হনুমান এই সঙ্কটে এক বুদ্ধি খাটাইলেন। তিনি অতি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া ইঁহার মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। কপিবরের অসাধারণ ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে ইনি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করেন। সং; স্ত্রী।

সুরসাল—উত্তম রসযুক্ত, সুমধুর রসবিশিষ্ট। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুরসালা।

সুরসিক—উত্তম রসজ্ঞ, সুন্দর রসবোধবিশিষ্ট; মধুরালাপী। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুরসুন্দরী, সুরাঙ্গনা—দেবাঙ্গনা; স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ; মৎস্যবিশেষ; যোগিনীবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুরা—মদ্য,—গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী এই ত্রিবিধ। [গুড় হইতে উৎপন্ন সুরা গৌড়ী; তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সুরা পৈষ্টী এবং পুষ্পরস হইতে প্রস্তুত সুরা মাধ্বী। সুরা গুরুপাক, মলরোধক, বল, শুক্র, পুষ্টি, মেদঃ ও কফ উৎপাদক, এবং শোথ, গুল্ম, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি ব্যাধিনাশক। নিয়মিতরূপে সুরাপান অমৃততুল্য গুণদায়ক, এবং অনিয়মিত পান দেহনাশক]। সুর (প্রভুত্ব করা)+ক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

সুরাকর—মদ্যালয়, মদিরার উৎপত্তিস্থল; নারিকেল বৃক্ষ। সুরার আকর, ৬তৎ। সং; পু।

সুরাগ—সুন্দর বর্ণ, ভাল রঙ্গ। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুরাগরঞ্জিত—উত্তম বর্ণে রঞ্জিত, সুন্দর রঙ্গে অনুলিপ্ত। সুরাগ দ্বারা রঞ্জিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—রঞ্জিতা।

সুরাঙ্গনা—সুরসুন্দরী দেখ।

সুরাচার্য্য—দেবগুরু, বৃহস্পতি। সুরগণের আচার্য্য, ৬তৎ। সং; পু।

সুরাজীব—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। সুরা হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার,বহু। সং; পু।

সুরাজীবী (—জীবিন্)—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। সুরা—জীব+ণিন্ ক। সং; পু।

সুরাট—বম্বে প্রদেশের একটি জেলা ও সহর। যে স্থানে ইংরাজ সর্ব্বপ্রথমে কুঠি স্থাপন করিয়া ভারতে ইংরাজরাজত্বের বীজ বপন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সহর সেই স্থানেই

প্রতিষ্ঠিত। সুরাট প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত। দিল্লীর পাঠান রাজগণ হিন্দু রাজার হস্ত হইতে জেলাটি কাড়িয়া লন। পরে ইহা আহম্মদাবাদের মুসলমান রাজগণের হস্তে যায়। পরিশেষে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের সময়ে ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৫৭৩ খৃঃ পর্ত্তুগীজগণ সুরাটের সন্নিকটস্থ সমুদ্রে আধিপত্য স্থাপন করে। ১৬০৮ খৃঃ তাপ্তী নদীর মুখে একখানি ইংরাজের জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হয়। জাহাজের কাপ্তেন ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের স্বাক্ষরিত একখানি লিপি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে দিবার জন্য আনেন। পরবৎসর আর একখানি ইংরাজের জাহাজ এখানে আসে। ১৬১২ খ্রীঃ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সুরাট, কাম্বে, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী পর্ত্তুগীজকে পরাভূত করিয়া ইংরাজ সুরাটে কুঠি স্থাপন করেন এবং অল্পদিন পরে মোগল সম্রাটের নিকট হইতে রীতিমত সনন্দ আনাইয়া লন। ১৬৬৮ খৃঃ ইংরাজ বম্বে সহর প্রাপ্ত হইলে, সুরাটের বাণিজ্যসমৃদ্ধি ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র পরিশেষে বম্বে সহরেই স্থাপিত হয়। সুরাট সহর তাপ্তী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। সুরাট জেলা প্রাচীন "সৌরাষ্ট্র" প্রদেশের অংশবিশেষ।

সুরাপ—মদ্যপায়ী, মাতাল; মদ্যরক্ষক। সুরা—পা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুরাপা।

সুরাপগা—দেবনদী, গঙ্গা। সুরগণের আপগা (নদী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুরাপান—মদ্যপান, মদ খাওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

সুরাপানোদ্দীপ্ত—মদ্যপানে উত্তেজিত। ৩তৎ।

সুরাপানোন্মত্ত—মদ্যপানহেতু জ্ঞানশূন্য, মদ খাইয়া মাতাল। সুরাপান দ্বারা উন্মত্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুরাপায়ী (—পায়িন্)—মদ্যপানকর্ত্তা, মদিরাপানে অভ্যস্ত। সুরা—পা+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সুরাপায়িনী।

সুরাপীত—মদ্যপানকারী। সুরা শব্দ—পা (পান করা)+ক্ত ক; অথবা পীত হয় সুরা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

সুরারঞ্জিত—সুরাপানে রাগযুক্ত, সুরার প্রভাবে রক্তিম। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুরারি—দেবশত্রু, অসুর, দৈত্য। সুরগণের অরি, ৬তৎ। সং; পু।

সুরাষ্ট্র—সৌরাষ্ট্র দেশ, সুরাট্। কর্ম্মধা। সং; পু।

সুরাসুর—দেব ও দৈত্য. দ্বন্দ্ব। সং; পু। [সং।

সুরাহা—সুপথ; সুবিধা, শুভলক্ষণ। দেশজ।

সুরী—দেবী। সুর দেখ। সুর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সুরু—সূত্রপাত, আরম্ভ; আদি, প্রথম ভাগ। বৈদেশিক। সং।

সুরুঙ্গা—সুরঙ্গা দেখ। সং; স্ত্রী।

সুরুচি—১। উত্তম রুচি, অশ্লীলতাবর্জ্জিত রুচি; উৎকৃষ্ট অনুরাগ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। উত্তমরুচিবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ৩। রাজা উত্তানপাদের প্রধানা মহিষী এবং পরমভাগবত ধ্রুবের বিমাতা। সং; স্ত্রী।

সুরুচিবান্ (—বৎ)—সুরুচিসম্পন্ন, উত্তম রুচি যুক্ত। সুরুচি+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সুরুচিবতী।

সুরুচিসঙ্গত, —সম্মত—সুরুচির অনুমোদিত, শ্লীলতাযুক্ত, রুচিবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুরুচিসম্পন্ন—উত্তমরুচিবিশিষ্ট, যাহার রুচিতে কোন দোষ নাই। সুরুচি দ্বারা সম্পন্ন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, —সম্পন্না।

সুরুচিসম্মত—সুরুচিসঙ্গত দেখ।

সুরুয়া—ক্বাথ, যূষ, ঝোল। বৈদেশিক। সং।

সুরূপ—১। রূপবান্; অতি সুন্দর; পণ্ডিত। সু (সুন্দর) রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুরূপা। ২। উত্তম রূপ, সুন্দর আকৃতি, মনোহর শ্রী। সু (শোভন) যে রূপ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুরেন্দ্র—দেবেন্দ্র, দেবরাজ, বাসব। সুরগণের ইন্দ্র, ৬তৎ। সং; পু।

সুরেন্দ্রজিৎ ইন্দ্রজিৎ, রাবণপুত্র মেঘনাদ। সুরেন্দ্র—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। পু।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানি বাবু)—ইনি নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র। ১২৭৫ সালে ২৮শে অগ্রহায়ণ ইনি কলিকাতা শ্যামপুকুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মেট্রোপলিটন শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুল, শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়, ওরয়েণ্টাল সেমিনারি প্রভৃতি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন কালে ইঁহার কবিতার সুমধুর আবৃত্তি শুনিয়া শিক্ষকগণ মুগ্ধ হইতেন। অতঃপর চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ বশতঃ ইনি আর্টস্কুলে প্রবেশ করেন। এই সময়ে ইনি মাতুলপুত্র বিখ্যাত অভিনেতা চুনীলাল দেব, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া প্রায়ই অভিনয় দর্শনে যাইতেন; তাহাতে ইঁহার হৃদয়ে ক্রমে অভিনয়ানুরাগের সঞ্চার হয়। অতঃপর ইনি পাড়ার বালকদের লইয়া কাগজের সিন আঁকিয়া 'লক্ষ্মণবর্জ্জন' অভিনয় করেন। সে অভিনয় দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে সখের থিয়েটারে পলাসীর যুদ্ধ অভিনয় করেন। তাহাতে ইঁহার অভিনয় নৈপুণ্য দর্শনে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক প্রেমানন্দ ভারতী ইঁহাকে Young G. C. Ghose বলিয়া অভিহিত করেন। গিরিশ বাবু ইঁহাকে কয়েকটী আফিসে কাজের যোগাড় করিয়া দেন কিন্তু চাকরীতে আসক্তি না থাকায় সে সকল কাজ স্থায়ী হয় নাই। ইঁহার অভিনয়ে অনুরাগ দেখিয়া অমৃতলাল মিত্র ইঁহাকে ষ্টার থিয়েটারে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু পিতাপুত্রে অভিনয় করিতে গিরিশ বাবু সম্মত হন নাই। পরিশেষে অনেকের অনুরোধে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য হন। অমৃত বাবু ইঁহাকে ষ্টারে লইয়া যান। এই সময় হইতে ক্রমেই ইঁহার অভিনয়-প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ হইতে থাকে, এবং ইঁহার অভিনয়নৈপুণ্য দর্শনে দর্শকগণ বিমুগ্ধ হন। ক্রমে ইনি বহুনায়কের ভূমিকা অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি যে কেবল গুরুগম্ভীর ভূমিকার অভিনয়েই সুদক্ষ তাহা নহে, হাস্যরসের অভিনয়েও ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে ইঁহার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর ইনি কিছুদিন মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যানেজারের কার্য্য করেন। পরে মনোমোহন থিয়েটারে অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যর্)—কলিকাতা তালতলায় প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৪৮ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ডভেটন কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি ১৮৬৮ খ্রীঃ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরেই রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার মানসে ইংলণ্ডে যান। তিন জনেই প্রতিষ্ঠার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সুরেন্দ্রনাথের বয়স লইয়া গোলমাল হয়, এবং ইনি আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কিন্তু মোকদ্দমা উঠিবার পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ইঁহাকে পরীক্ষোত্তীর্ণের তালিকাভুক্ত করিয়া লন। ১৮৭১ খ্রীঃ ভারতে আসিয়া ইনি সিলেটের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বরূপে কার্য্য করেন। আদালতের নথি কাটাকুটি করিয়াছেন এই হেতুবাদে ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইলে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করিয়া ইঁহাকে নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করার জন্য

মাসিক ৫০ টাকা অনুকম্পা-বৃত্তি দিয়া কর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে ১৮৭৬ খ্রীঃ কলিকাতা মেট্রপলিটন ইন্‌স্‌টিটিউসনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় ২০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। তাহার পর নবপ্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া ১৮৮১ খ্রীঃ ইনি ফ্রিচর্চ্চ ইন্‌স্‌টিটিউসনের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন। এইখান হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ বৌবাজারে নিজপ্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার জন্য গমন করেন। এই বিদ্যালয়টি কালে রিপণ কলেজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৮৭৬ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় ইনি Indian Association নামক সমিতি স্থাপিত করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত অতিশয় যোগ্যতার সহিত উহার সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ ইনি "বেঙ্গলী" পত্রের স্বত্ব কিনিয়া লন এবং ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তৎকালে উহা সাপ্তাহিক ছিল। উত্তরকালে ইহা দৈনিক পত্রে পরিণত হয় এবং ইহার স্বত্ব বিক্রয় করেন। কিন্তু সম্পাদনভার ইঁহার হস্তে বরাবরই ন্যস্ত ছিল। পরে ইনি উহার স্বত্ব পুনর্গ্রহণ করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে উহার স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার বয়স কমাইয়া ২১ হইতে ১৯ বৎসর করা হইলে ইনি ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন ও ভারতের নানা প্রদেশে বক্তৃতাদি করিয়া লোক মত গঠন করেন। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধেও অনেক সভাসমিতি আহূত করেন। ইনি চিরকালই নিয়মাধীন আন্দোলনের পক্ষপাতী এবং ইংরাজজাতির ন্যায়পরায়ণতায় আস্থাবান্। ইঁহার ধারণা এই যে দেশের অভিযোগ ও অভাব ইংরাজ জাতির সমক্ষে ধীরভাবে জানাইলে আজ হউক বা কিছুদিন পরেই হউক, তাঁহারা তাহার প্রতিকার করিবেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ কলিকাতা মিউনিসিপাল সভায় সদস্যরূপে প্রবেশ করিয়া ১৮৯৯ খ্রীঃ ২৭ জন সদস্যের সহিত উহার সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ইনি উক্ত সভার প্রতিনিধিস্বরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, এবং ১৮৯৭ খ্রীঃ যখন নূতন মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হয়, তখন ইনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৮৩ খৃঃ একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেব জবরদস্তি করিয়া শালগ্রাম শিলা আদালতে লইয়া যান। এই সংবাদ অবলম্বনে বেঙ্গলী পত্রে ইনি জজ সাহেবের আচরণ সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত করেন। ইহার ফলে আদালত অবজ্ঞা করার অপরাধে ইনি অভিযুক্ত হইয়া হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারাধীনে আসেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, নরিস সাহেব বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মতিক্রমে শালগ্রাম শিলা আদালতে লইয়া যাইতে আদেশ করেন। প্রকৃত কথা অবগত হইয়াই সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। দোষী সাব্যস্ত হইয়া দুই মাসের জন্য সিভিল জেলে থাকিতে হইবে, এই দণ্ডে ইনি দণ্ডিত হইলেন। কেবলমাত্র রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, অর্থদণ্ডই যথেষ্ট। কিন্তু একেকর মত বলিয়া তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। নরিস সাহেবের জন্যই সুরেন্দ্রনাথের এই দুর্গতি ঘটে, কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুরেন্দ্রনাথ সহযোগিগণের সহিত ভারত বিষয়ক আন্দোলন করিতে ইংলণ্ডে যান, তখন ব্রিষ্টল নগরে একটী সভা আহ্বান উপলক্ষে নরিস সাহেব অযাচিত হইয়া ইঁহাদের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। জাতীয় মহাসমিতি (Indian National Congress) সংস্থাপন বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ইনি ১৮৯৫ খ্রীঃ পুনা নগরে এই সমিতির ১১শ অধিবেশনে এবং ১৯০২ খ্রীঃ আমেদাবাদে ইহার ১৮শ অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ Royal Commission of India Expenditure নামক সমিতির সমক্ষে ইনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহার রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক গভীর জ্ঞান সম্যক্ প্রতিভাত হইয়াছিল। জুরি নোটিফিকেশন প্রধানতঃ ইঁহারই আন্দোলনের ফলে প্রত্যাহৃত হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে এ প্রদেশে যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মূলে ইনি অন্যতম প্রধান নেতা। ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে বরিশালে যে প্রাদেশিক সমিতি বসাইবার আয়োজন হয়, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে বন্ধ হইয়া যায়। অভিযানগমনের সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ধৃত হন এবং অবজ্ঞা করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। কলিকাতা হাইকোর্টে আপীলের ফলে সুরেন্দ্রনাথের নির্দ্দোষতা প্রমাণিত হয় এবং দণ্ড রহিত হয়। ১৯০৯ খ্রীঃ মে মাসে ইনি কলিকাতার সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে Press Conference নামক সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ সুরেন্দ্রনাথ অশ্রান্তভাবে সাধারণহিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এমন কোন রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক সভা সমিতি নাই—এমন কোন সাধারণের আলোচ্য বিষয় নাই, যাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ইঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ। বক্তৃতা করিয়া লোক মাতাইবার ক্ষমতা ইঁহার অসীম, এবং কি বক্তৃতায়, কি সংবাদপত্রে লিখিত মন্তব্যে, ইঁহার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা পদে পদে দৃষ্ট হইত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে সকল মনীষী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান্, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কার্য্যই ইঁহার মূলমন্ত্র। ইঁহার ন্যায় কার্য্যময় জীবন অধুনা অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছেন। মতের অনৈক্যবশতঃ ১৯১৮ খৃঃ হইতে ইনি কংগ্রেসের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া Moderate Conference নামক সমিতির সৃষ্টি করেন, এবং পরে তাহার নাম National Liberal League রাখেন। কিন্তু উহার অস্তিত্বের কোন নিদর্শন আর দৃষ্ট হয় না। মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড কৃত সংস্কারবিধি প্রবর্ত্তিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯২০ খৃঃ গভর্ণমেণ্টের নিকট 'স্যর্' উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং বার্ষিক ৬৪০০০৲ টাকা বেতনে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। মন্ত্রিত্বকালে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ইং ১৯২৫ সালের ৭ই আগষ্ট এই মহামনস্বী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। [ভ৩৫। সং; প।

সুরেশ—দেবরাজ, ইন্দ্র। সুরদিগের ঈশ,

সুরেশচন্দ্র দত্ত—কলিকাতার হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশে ১৮৫০ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের একজন পরম ভক্ত শিষ্য। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, সাধকসহচর, নারদসূত্র বা ভক্তিজিজ্ঞাসা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত, কাজের লোক প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (কর্ণেল)—কৃষ্ণনগরের সাত ক্রোশ পশ্চিমে নাথপুর গ্রাম ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান। ১৮৬১ খৃঃ ইনি রাণাঘাটে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র সামান্য কেরাণীর কর্ম করিতেন। সুরেশ বাল্যকাল হইতেই নির্ভীক ছিলেন এবং যুদ্ধের গল্প শুনিতে ও কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে ভালবাসিতেন। সাহসিকতার পরিচয় দিয়া ইনি স্থানীয় নীলকরগণের প্রিয় হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইনি ভবানীপুরের London Missionary Society বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রবেশ করেন। লেখাপড়ায় তাদৃশ মনোযোগী না হওয়ায় এবং খ্রীষ্টানগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করায় পিতার সহিত ইঁহার মনোবিবাদ ঘটে। ইনি গৃহত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ Ashton সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। পরে চাকরীর চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৭ বৎসর বয়সে Assistant Steward রূপে B. S. N. কোম্পানীর একখানি জাহাজে ইনি লণ্ডনে যান এবং সেইখানে সংবাদপত্রবিক্রেতা হইয়া ও পরে কুলীর কার্য্য করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করেন। এই সময়ে ইনি রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ, লাটিন ও গ্রীক কিছু কিছু শিক্ষা করেন। তৎপরে ব্যায়ামকৌশল দেখাইবার জন্য একটি সার্কাস কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত হন। হিংস্র পশুদমন শিক্ষা করিয়া ১৮৮২ খৃঃ লণ্ডন প্রদর্শনীতে ইনি বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। সারকাস দলের সঙ্গে হ্যামবর্গ নগরে গমন করিলে সেখানে পশু দমনকারী জামবাক ও পরে জোগ কার্ল কর্তৃক নিযুক্ত হন। জর্ম্মণ দেশের জনৈক ভদ্রবংশসম্ভূতা যুবতী সারকাসে সুরেশের সহিত ক্রীড়া করিত। সে ইঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। সুরেশ প্রথমে তাহাকে উৎসাহ দিতেন না। পরে ইনিও উহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। যুবতীর আত্মীয়গণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া সুরেশের প্রাণ সংহার করিবার সঙ্কল্প করিলে, সুরেশ একটি বড় সারকাস কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম লইয়া আমেরিকায় পলায়ন করেন (১৮৮৫ খৃঃ)। ইনি ব্রেজিল রাজ্যে আসিয়া ক্রীড়া দেখাইতে ও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। এখানে অনেক ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং সার্কাস্ পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় পশুশালার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় একজন চিকিৎসকের কন্যার সহিত ইঁহার প্রণয় জন্মিল। তাঁহারই ইচ্ছায় এবং তাঁহার প্রীতিসম্পাদনকল্পে ইনি ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের অধীনে সেনানীর কর্ম্ম তিন বৎসরের জন্য গ্রহণ করিলেন। এ কর্ম্ম ইঁহার এত ভাল লাগিল যে, তিন বৎসর গত হইলে পুনরায় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিলেন। ১৮৯১ খৃঃ ইনি সেই চিকিৎসককন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি কর্পোরাল হইতে পদাতির প্রথম সার্জেণ্ট পদে উন্নীত হন। ব্রেজিলের নৌসেনা বিদ্রোহী হইয়া যখন নাথেরয় (Nitheroy) নগর আক্রমণ করে, তখন সুরেশ ৫টি মাত্র সেনার অধিনায়ক হইয়া অপরিসীম সাহস দেখাইয়া শত্রুগণকে পরাভূত করেন। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপে ইনি ১৮৯৩ খৃঃ First Lieutenant পদে উন্নীত হন।

সুরেশ এখন রাজ্যের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং বিবিধ বিজ্ঞানে ও ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে অস্ত্রোপচারে বিলক্ষণ নৈপুণ্যলাভ করেন। ইনি ক্রমে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেলের পদ এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কর্ণেলের পদ লাভ করেন। ১৯০৫ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর রাই ও ডি জেনেরো নগরে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি তিনটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার আত্মনির্ভরতা, বীরত্ব ও সুদূর রাজ্যে যুদ্ধকার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বিষয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের ১৮ই চৈত্র ইনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত আঁশমালী গ্রাম। ইঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র সমাজপতি। ইনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর পুত্র। ইনি মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্র বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে "পতাকা" ও "সমাচার-চন্দ্রিকায়" ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা ১২৯২।৯৩ সালে ইনি "সুরভি ও পতাকায়" রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। ১২৯৬ সালে মাঘ মাসে ইনি "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এই পত্রখানি ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে "সাহিত্য" নামে প্রচারিত হয়। তদবধি আজীবন ইনি সাতিশয় যোগ্যতার সহিত এই পত্রের সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। এই পত্রে পুস্তকাদির সমালোচনায় ইনি যথেষ্ট স্পষ্টবাদিতা ও প্রয়োজনানুসারে তীব্র ব্যঙ্গ-প্রয়োগ-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। ইনি যেমন সুনিপুণ লেখক, তেমনই সুমিষ্ট বক্তা ছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ডাক্তার, এম্., ডি, (M. D.)—ইনি রায়বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর ৪র্থ পুত্র। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত ভুরস্থট বামুনপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বৌবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সেণ্ট্রাল কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থ মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন,এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রথম হইতেই ক্লাসের ও ইউনিভার্সিটির প্রধান পুরস্কার, বৃত্তি ও পদক লাভ করিয়া এম্ ডি পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালের তত্ত্বাবধানকার্য্যে (Duty) থাকিবার সময় সুরেশপ্রসাদ অধ্যাপকগণের পক্ষেও দুশ্চিকিৎস্য রোগের তথ্য উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেন। Mc. Leod, সাণ্ডার্স প্রভৃতি অধ্যাপকগণ ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন। Mc Leod সাহেব নিজ ব্যয়ে ইঁহাকে বিলাত পাঠাইয়া I. M. S. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন, কিন্তু বিলাত যাইলে মাতৃহৃদয়ে আঘাত লাগিবে এই আশঙ্কায় ইনি তাহাতে অসম্মত হন। সাণ্ডার্স সাহেব ইঁহাকে মেও হাঁসপাতালে প্রধান কর্ম্ম দেন, এবং ভবিষ্যতে ইনি অধ্যাপকপদে উন্নীত হইতে পারিবেন এরূপ আশাও দেন। কিন্তু ইনি পরাধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না; ইনি বীডন ষ্ট্রীটে থাকিয়া নিজ কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

সুরেশপ্রসাদ পিতৃ-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে Physician হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতার আদেশে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যার অতি কঠিন স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় জন্য ইনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হন। তাহা হইতেই ইঁহার ভাবী জীবনের পথ উন্মুক্ত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণকন্যার রোগ দুরারোগ্য বলিয়া ইঁহার গুরু Dr. Joubert সাহেব তাহাতে হাত দিতে অসম্মত হন। ঐ ব্রাহ্মণকন্যা এ কথা গোপন করিয়া সুরেশপ্রসাদের মাতার করুণা ভিক্ষা করেন। মাতার আদেশে সুরেশপ্রসাদ নিজব্যয়ে এই গুরুভার বহন করিয়া তাহাতে সম্ভবাতীত ফললাভ

করেন। এই ব্যাপার ক্রমে Joubert সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি উপযাচক হইয়া সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহ'কে লইয়া রোগিণীকে দেখিতে যান। রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে গদ্গদ স্বরে বলেন,—আজ শিষ্য হইতে গুরুর মুখ উজ্জ্বল হইল। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় কোন অস্ত্রচিকিৎসক এরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। মাতার আশীর্ব্বাদে সুরেশপ্রসাদ এই আশাতীত ফললাভ করিয়া অস্ত্রচিকিৎসায় মনোযোগ দেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

Joubert সাহেব স্বয়ং বিলাতী চিকিৎসাসম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে নিজের এই ত্রুটি এবং শিষ্যের অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করেন। তাহাতে এই ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসকের উপর ইউরোপীয় অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদগণের দৃষ্টি পতিত হয়। কলিকাতায় St. Xavier Collegeএ যে মেডিকেল কংগ্রেস (Medical Congress) হয়, তাহাতে বিলাত হইতে সমাগত Hart সাহেব সুরেশকে দেখিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, এবং সেই ক্ষীণকায় তরুণবয়স্ক চিকিৎসককে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলেন, "Look here, young man, we are not supposed to undertake these terrific duties till we are forty, and are not supposed to cure till we have killed a hundred; but you have beaten us all."

মেডিকেল কলেজে যথেষ্ট ছাত্রের স্থান হয় না বলিয়া ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচি ও ৺অমূল্যচরণ বসুর সহযোগে সুরেশপ্রসাদ College of Surgeons এবং Physicians of Bengal নামে চিকিৎসা-বিদ্যালয় অপার সার্কুলার রোডে স্থাপন করেন। পরে উহা বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রভূত সুফল প্রসব করিতেছে এবং সেখানেও বিনা পারিশ্রমিকে ইনি এরূপ চমকপ্রদ অস্ত্রচিকিৎসা করিতেন যে, বিলাতের Sir Victor Hossifyর মত মহারথিগণও ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ইনি Calcutta Universityর Fellow, এবং Syndicateএর Member ছিলেন। Universityর পক্ষ হইতে ইনি মেডিকেল কলেজের অবৈতনিক ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হন।

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মহাসমরে মেসপটেমিয়া দেশে তুরস্ক সৈন্যের সহিত ইংলণ্ডীয় বাহিনীর যে তুমুল যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে আহতগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোর (Bengal Ambulance Corps) নামক যে বাঙ্গালী পরিচারক-সমিতি গঠিত হয়, তাহা প্রধানতঃ সুরেশপ্রসাদের ঐকান্তিক যত্ন ও নেতৃত্বের ফল। ১৯১৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারি সুরেশপ্রসাদ ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট "সি, আই, ই" উপাধি লাভ করেন। ১৯২০ খৃঃ অব্দে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

সুরেশ্বর—দেবরাজ, ইন্দ্র; মহাদেব। সুরগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পুং।

সুরেশ্বরী—দুর্গা; গঙ্গা। সুরগণের ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুরৈ—ঐশ্বর্য্যশালী, ধনী। সু (প্রচুর) হইয়াছে রৈ (ধন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুর্কী—লালগুঁড়া; ইটগুঁড়া। বৈদেশিক। সং।

সুর্ত্তি, সুর্ত্তী—ভাগ্য পরীক্ষাবিশেষ (lottary); সুরাটনগরে প্রস্তুত তামাকবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

সুর্মা—রসাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন; আণ্টিমনি নামক ধাতু ও গন্ধকযোগে খনিজবিশেষ (stibnite)। ইহার চূর্ণ চক্ষুর অঞ্জন হয়। বৈদেশিক। সং।

সুর্মী—দরজায় শিকল আঁটিবার নিমিত্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার লোহা। দেশজ। সং।

সুলক্ষণ—১। উত্তম লক্ষণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। উত্তম লক্ষণাক্রান্ত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুলক্ষণা। [পুং। স্ত্রী সুরতানা।

সুলতান—মুসলমান সম্রাট্। বৈদেশিক। সং;

সুলভ—১। অনায়াস-লভ্য, সহজ-প্রাপ্য; অযত্নসিদ্ধ, যাহা বিনা যত্নে সিদ্ধ হয়। সু (অনায়াসে)—লভ্+খল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অল্পমূল্য, সস্তা। দেশজ।

সুললিত—অতি মনোজ্ঞ, সাতিশয় সুন্দর; অতি কোমল। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুলুক—ফাঁক; সন্ধান, সূত্র। প্রাদেশিক। সং।

সুলূ—উৎকৃষ্ট ছেদনকারী। সু—লূ (ছেদন করা)+কিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুলেখক—শ্রেষ্ঠ লিপিকর; সুন্দর প্রবন্ধ-রচয়িতা। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

সুলোচন—১। মৃগ, হরিণ। সু (সুন্দর) হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। সং; পুং। ২। সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চনা।

সুলোহক—পিত্তল। সু (উত্তম) যে লোহ, কর্ম্মধা, স্বার্থে কণ্। সং; ক্লী।

সুলোহিত—সাতিশয় রক্তবর্ণ, গাঢ় লাল। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুশর্ম্মা (সুশর্ম্মন্)—১। অতি সুখী। সু (অতিশয়) হইয়াছে শর্ম্ম (সুখ) যাহার, বহু। বিণ; পুং।

২। ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা। শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের বাহুবলে বিরাটরাজ ইঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইলে ইনি দুর্য্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনন্তর ভীমের হস্তে কীচকের নিধন হইলে, ইনি দুর্য্যোধনকে বিরাটরাজের গবীসমূহ হরণ করিতে প্ররোচিত করিয়া স্বয়ং কুরুসৈন্যের সহিত গমনপূর্ব্বক বিরাটরাজকে বন্দী করেন, কিন্তু পরে ছদ্মবেশী ভীমের নিকট পরাজিত হন। ভারতযুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদত্ত সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, এবং দশম দিবসের যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে নিপতিত হন। সং; পুং।

সুশাসন—উত্তমরূপে দমন; ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুশাসিত—উত্তমরূপে দমিত; ন্যায়সঙ্গতভাবে পালিত। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

সুশিক্ষা—উত্তম উপদেশ; উত্তম অধ্যয়ন; সুন্দর অভ্যাস। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুশিক্ষিত—উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রাদি বা সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুশিক্ষিতা।

সুশীত, সুশীতল—অতিশয় শীতল। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

সুশীল—সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (উত্তম) শীল (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুশীলা। [শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সুশীলতা—সচ্চরিত্রতা, নম্রতা, বিনয়। সুশীল

সুশৃঙ্খল—সুনিয়মিত, উত্তমরূপে ব্যবস্থিত। সু (উত্তমা) শৃঙ্খলা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুশৃঙ্খলা—১। সুনিয়মিতা, সুন্দরভাবে ব্যবস্থিতা। সুশৃঙ্খল দেখ; বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। সুনিয়ম, উত্তম রীতি, সুন্দর বন্দোবস্ত। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুশোভন—অতিশয় শোভাকর, অতি সুন্দর। প্রাদি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুশোভনা।

সুশোভিত—অতিশয় শোভাযুক্ত, অতি সুন্দর; সুন্দররূপে প্রকাশিত। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুশোভিতা।

সুশ্রাব্য—শ্রুতিমধুর, শুনিতে মিষ্ট। সু—শ্রু (শুনা)+য্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সুশ্রী—১। শ্রীমান্, সুরূপ। সু (সুন্দর) শ্রী যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। ২। সুন্দর কান্তি, মনোরম সৌন্দর্য্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুশ্রীক—সুন্দর কান্তিযুক্ত, সৌষ্ঠবসম্পন্ন। সু (উত্তমা) শ্রী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুশ্রীকা। [+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সুশ্রীকতা—সুরূপতা, মনোহর সৌন্দর্য্য। সুশ্রীক

সুশ্রুত—১। সম্যক্ আকর্ণিত, যাহা সুন্দরভাবে শুনা হইয়াছে। সুপ্সুপেতি। ২। উত্তম শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট, বেদে পণ্ডিত। সু (উত্তম) শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুশ্রুতা। ৩। বিশ্বামিত্রপুত্র চিকিৎসাগ্রন্থপ্রণেতা জনৈক মুনি। ৪। তৎপ্রণীত গ্রন্থ। সুশ্রুত+অ কৃতার্থে। সং; পু। ৫। সুন্দর শ্রবণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুশ্লিষ্ট—দৃঢ়যুক্ত, সুসংযুক্ত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুষনি—জলকর্দ্দমজ অপুষ্পক শাকবিশেষ। দেশজ। সং।

সুষম—অতি সমান; সুন্দর। সু (অতিশয়) সম, নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুষমা।

সুষমা—১। অতি সমানা; সুন্দরী। সুষম দেখ; নিত্য। বিণ; স্ত্রী। ২। পরম শোভা। সু যে সমা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুষমাময়—সাতিশয় শোভাময়, অতিশয় শোভাযুক্ত। সুষমা শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুষমাময়ী।

সুষি, সুষির—১। শোষণ, শুষ্ককরণ। শুষ+ইক্, ইর ভা। ২। বিবর, গর্ত্ত। শুষ্+ইক্, ইর ক। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সুষীম—শীতল; সুন্দর; জড়; অসীম। সু (সুন্দর, অতিশয়) হইয়াছে সীমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুষীমা।

সুষুপ্ত—১। সুষুপ্তি, গভীর নিদ্রা। সু-স্বপ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। গভীরভাবে নিদ্রিত। সু—স্বপ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সুষুপ্তি—পুরীতৎ নাড়ীতে মনঃসংযোগ জন্য গাঢ় নিদ্রা। সু—স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সুষুম্না—মেরুদণ্ডবাহ্য নাড়ী; সূর্য্যরশ্মি। সুষু (অব্যক্ত শব্দ)—ম্না (অভ্যাস করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

সুষেণ—১। বিষ্ণু। সু (উত্তমা) সেনা (সৈন্য) যাহার, বহু। সং; পু।
২। কপিবর, বালিরাজের শ্বশুর। যুদ্ধবিদ্যার ন্যায় চিকিৎসাবিদ্যাতেও ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। রাবণের শক্তিশেল-প্রহারে লক্ষ্মণ হতচৈতন্য হইলে, ইঁহারই পরামর্শক্রমে হনূমান্ ঔষধ আনয়ন করিয়া দেন এবং লক্ষ্মণও তদ্দারা সুস্থতা লাভ করেন। সং; পু।

সুষ্ঠু—অতিশয় সুন্দর; শ্রেষ্ঠ; প্রধান; সত্য। সু—স্থা (থাকা)+ডু ক। ব্য।

সুসংযত—দৃঢ়বদ্ধ; যথাবিধি নিয়মযুক্ত। সু (উত্তম) সংযত, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুসংবাদ—শুভ বার্ত্তা, সুসমাচার। সু (শুভ) যে সংবাদ, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুসংস্কৃত—উত্তমরূপে পক্ব; উত্তম সংস্কারসম্পন্ন। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

সুসঙ্গত—উত্তম যুক্তিযুক্ত; সুযোগ্য। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি।

সুসজ্জ—উত্তমরূপে সজ্জিত। সু—সজ্জ্+অল্ র্ম; কিংবা সু (উত্তমা) সজ্জা (সাজ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুসজ্জা।

সুসজ্জা—১। উত্তমরূপে সজ্জিতা। সুসজ্জ দেখ। সুসজ্জ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তম বা সুন্দর সজ্জা, বেশ ভাল সাজ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুসজ্জিত—উত্তমরূপে সজ্জিত, সুবিন্যস্ত। সুপ্সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুসজ্জিতা।

সুসজ্জীভূত—উত্তমরূপে সজ্জিত, যাহা পূর্ব্বে সুসজ্জিত ছিল না এক্ষণে হইয়াছে। সুসজ্জ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=সুসজ্জী)—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সুসভ্য—অতিশয় সভ্য, অতি ভদ্র, উত্তম শিক্ষিত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুসময়—ভাল সময়, সুখের অবস্থা, সুদিন। সু (উত্তম) যে সময়, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুসমৃদ্ধ—অতিশয় সমৃদ্ধিশালী, অত্যন্ত ধনবান্। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুসম্পন্ন—১। উত্তমরূপে নিষ্পন্ন; সম্যক্ সাধিত। সুপ্সুপেতি। ২। অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, বিলক্ষণসঙ্গতিপন্ন। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুসম্পন্না।

সুসহ—সুখসহ্য, অনায়াসে সহনীয়। সু (অনায়াস)—সহ্ (সহা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

সুসাধ্য—অনায়াসে সাধনীয়, সুকর। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুসার—প্রতুল, কুলান; সচ্ছল অবস্থা, সঙ্গতি; অবসর; সাহায্য, সুযোগ। দেশজ।

সুস্থ—স্বাস্থ্যযুক্ত, নীরোগ; সচ্ছন্দ; সুখী; সুস্থির; সুন্দর। সু—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুস্থা।

সুস্থকায়, সুস্থদেহ—১। নীরোগ শরীর। কর্ম্মধা। সং; ক্রমে পু ও ক্লী। ২। নীরোগশরীরবিশিষ্ট, সচ্ছন্দ। বহু। বিণ; ত্রি।

সুস্থচিত্ত—১। স্থির মনঃ, নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। স্থিরমনাঃ, সুস্থিতহৃদয়। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চিত্তা।

সুস্থতা—নীরোগতা; সচ্ছন্দতা; সুখ; সুস্থিরতা। সুস্থ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সুস্থির—অতি স্থির, অচঞ্চল; নীরোগ; স্বাস্থ্যযুক্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুস্থিরা।

সুস্নাত—১। উত্তমরূপে কৃতস্নান; মাঙ্গল্য দ্রব্য-দ্বারা স্নাত। সু—স্না (স্নান করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। উত্তম স্নান। সু—স্না+ক্ত ভা। সং; ক্লী। [ত্রি।

সুস্নিগ্ধ—সুশীতল; অতি মৃদু। নিত্য। বিণ;

সুস্পষ্ট—অতিশয় স্পষ্ট। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুস্মিতা—১। সুন্দর ঈষৎহাস্যযুক্তা। সু (সুন্দর) স্মিত (হাস্য) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সুহিত—১। তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, প্রীত। সু—ধা (ধারণ করা)+ক্ত ক। ২। সুবিহিত, সমীচীন। সু—ধা+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ৩। অতি হিত। সু—হি+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

সুহৃৎ (সুহৃদ্)—সদানুমত সঙ্গী, সখা [সখা দেখ]। সু (শোভন) হইয়াছে হৃৎ (হৃদয়) যাহার, বহু। সং; পু।

সুহৃদয়—প্রশস্তমনাঃ, সদন্তঃকরণ, উদারচিত্ত; সুহৃদ্‌ ব। সু (উত্তম) হইয়াছে হৃদয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সুহৃদয়া।

সুহৃদ্বর—সুহৃৎশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ৭তৎ। বিণ বা সং; পু।

সুহ্ম—১। দেশবিশেষ, কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় অঞ্চল বলিয়া মনে করেন। সুহ্ন্ভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। ২। তদ্দেশীয় লোক। সুহ্ম+অ বাস করে অর্থে। সং; পু।

সূ—১। প্রসব, উৎপাদন; প্রেরণ। সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। প্রসবকারক, উৎপাদক। সূ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

সূকর—শূকর। শূকর শব্দের শ স্থানে স।

সূক্ত, সূক্তি—সদ্বচন, উত্তম বাক্য; বেদমন্ত্র। সু (উত্তম) যে উক্ত বা উক্তি (বচন); কর্ম্মধা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সূক্তা—শারিকা পক্ষিণী। সু (উত্তম) উক্ত (বচন) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

সূক্তি—সূক্ত দেখ।

সূক্ষ্ম—১। অল্প; ক্ষুদ্র; সঙ্কীর্ণ, সরু; অতীন্দ্রিয়। সূচ্ (সূচনা করা)+স্মন্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সূক্ষ্মা। ২। অধ্যাত্ম বস্তু; কৈতব; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং; ক্লী। ৩। অণু। সং; পু।

সূক্ষ্মকোণ—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রকোণ। সং; পু।

সূক্ষ্মদর্শিতা—সূক্ষ্মদর্শীর ভাব, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা। সূক্ষ্মদর্শী দেখ। সূক্ষ্মদর্শিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

সূক্ষ্মদর্শী (-দর্শিন্)—বিলক্ষণ বিচক্ষণ; সাতিশয় বুদ্ধিমান্। সূক্ষ্ম দর্শন করে যে, উপ; সূক্ষ্ম শব্দ—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সূক্ষ্মদর্শিনী।

সূক্ষ্মবুদ্ধি—১। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, সুবুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট, সাতিশয় বুদ্ধিমান্; বহু। বিণ; ত্রি।

সূক্ষ্মভূত—আকাশাদি পঞ্চ স্থূল ভূতের সূক্ষ্মাংশবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সূক্ষ্মশরীর—পঞ্চপ্রাণ, দশেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি

এই সপ্তদশ-সম্মিলিত আত্মার যোগসাধন দেহ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সূক্ষ্মা—১। অল্পা ; ক্ষুদ্রা ; সরু ; অতীন্দ্রিয়া। সূক্ষ্ম দেখ। সূক্ষ্ম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শব্দপ্রবৃত্তিবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

সূক্ষ্মাগ্র—তীক্ষ্ণাগ্র, সরু আগাবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সূক্ষ্মাগ্রা।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম—পুঙ্খানুপুঙ্খ ; তন্ন তন্ন। সূক্ষ্ম হইতে অনুসূক্ষ্ম, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

সূচক—১। জ্ঞাপক ; ব্যঞ্জক, প্রকাশক ; কথক। ণিজন্ত সূচ্=সূচি (জ্ঞাপন করা) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সূচিকা। ২। চর, গূঢ় পুরুষ ; খল জন ; সূত্রধর ; দলপতি ; পিশাচ ; কাক ; বিড়াল ; কুক্কুর। সং ; পু।

সূচন, সূচনা—জ্ঞাপন ; সূত্রপাত ; সঙ্কেত বা চিহ্নাদি দ্বারা জানান ; কথন ; হিংসন ; অভিনয় ; দোষ আবিষ্করণ, দোষ বাহির করা। সূচ্ (জ্ঞাপন করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সূচি, সূচী—১। সীবনী, সূচ, ছুঁচ। সিব্ (সেলাই করা)+চট্ ণ+ঈপ্। ২। জ্ঞাপনী ; সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ; নর্ত্তকী বা গায়িকাদের করাদির অভিনয় ; প্রথম, আরম্ভ। সূচ্ (সূচনা করা)+ই ণ। সং, স্ত্রী। [সূচি+কণ্ জীবত্যর্থে। সং ; পু।

সূচিক—সূচীকর্ম্মকারী,সেলাই-ব্যবসায়ী,দরজী।

সূচিকা—১। জ্ঞাপিকা ; প্রকাশিকা। সূচক দেখ। সূচক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সূচী, সূচ, ছুঁচ। সূচী শব্দ+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সূচিকাভরণ—সূচ্যগ্রপরিমিত সেব্য ঔষধবিশেষ। সূচিকা দ্বারা ভরণ যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

সূচিত—কথিত ; জ্ঞাপিত ; হিংসিত ; যোগ্য। সূচ্ (সূচনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সূচিপুষ্প—কেতকী পুষ্প, কেয়াফুল। সূচিতুল্য যে পুষ্প, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সূচিবদন—নকুল ; মূষিক। সূচিতুল্য বদন যাহার, বহু। সং ; পু।

সূচী—সূচি দেখ।

সূচীকটাহ ন্যায়—ন্যায় দেখ।

সূচীকর্ম্ম—সীবনীদ্বারা নিষ্পন্ন কার্য্য,সেলাইকাজ। সূচী সাধ্য কর্ম্ম, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সূচীজীবী (–জীবিন্)—সীবন কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, দরজী। সূচী–জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী,–বিনী।

সূচীভেদ্য—সূচী দ্বারা বেধনীয়, ছুঁচ দিয়া বেঁধা যায় এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সূচীরোমা (–রোমন্)—বরাহ, শূকর ; সূচীতুল্য রোম যাহার, বহু। সং ; পু।

সূচী-শিল্প—সীবনীদ্বারা সম্পাদিত কারুকার্য্য, ছুঁচ দিয়া ফুল তোলা প্রভৃতি কারিগরি কাজ। মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সূচ্যগ্র—ছুঁচের আগা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সূচ্যগ্রবৎ—ছুঁচের আগার তুল্য। সূচ্যগ্র+চ্ৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য। [যাহার, বহু। সং ; পু।

সূচ্যাস্য—মূষিক, ইন্দুর। সূচীতুল্য আস্য (মুখ)

সূত—১। প্রসূত ; উৎপন্ন, জাত। সূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সূতা। ২। সূর্য্য ; সারথি ; সূত্রধরজাতি ; স্তুতিপাঠক ; পুরাণবক্তা জনৈক মুনি। সং ; পু। ৩। জনিত, উৎপাদিত ; প্রেরিত। সূ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সূতক—জন্ম ; জননাশৌচ, পুত্র বা কন্যা জন্ম হেতু শরীরাশুদ্ধি। সূত শব্দ+কণ্। ক্লী।

সূতকাশৌচ—সন্তান জন্ম জন্য অশৌচ। সূতক জন্য অশৌচ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। কন্যা বা পুত্র জননে পিত্রাদি সপিণ্ড-বর্গের স্বজাত্যুক্ত সম্পূর্ণ অশৌচ হয়। পুত্রজননে বিপ্র-প্রভৃতির বিশদিন, এবং কন্যা-জননে এক মাস অশৌচ হয়। শূদ্রার কন্যাপুত্র জননে এক মাস অশৌচ হয়।

সূতপুত্র—সূর্য্যতনয়, কর্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

সূতলি, সুতুলি—শণের পাক দেওয়া সরু দড়ি। দেশজ। সং।

সূতা—১। প্রসূতা ; উৎপন্না। সূত দেখ। সূত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। তন্তু। সূত্র শব্দের অপভ্রংশ।

সূতি—প্রসব ; উৎপত্তি,জন্ম ; প্রভব ; সন্তান ; সূচীকার্য্য। সূ (প্রসব করা, উৎপন্ন হওয়া) +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সূতিকা—নবপ্রসূতা স্ত্রী ; প্রসবের পর প্রসূতির জ্বর ও উদরাময়ের আকারে দুরারোগ্য ব্যাধিবিশেষ। সূত+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সূতিকাগার, সূতিকাগৃহ—প্রসবগৃহ, আঁতুড় ঘর। ৬তৎ। সং ; ক্লী [সূতিকাগৃহ দীর্ঘে আট হাত এবং প্রস্থে চারি হাতের ন্যূন না হয়। ইহা পূর্ব্বদ্বার বা উত্তর দ্বারবিশিষ্ট, এবং মনোহর হওয়া উচিত]। [বিণ।

সূতী—সূত্রময় ; কার্পাস সূত্রনির্ম্মিত। দেশজ।

সূত্থান—কর্ম্মদক্ষ, পটু ; চতুর। সু (উত্তম) উত্থান (উদ্যোগ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সূত্যা—সোমরসপান, যজ্ঞস্নান। সূ+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সূত্র—তন্তু, সূতা ; নাট্যশাস্ত্রের উপক্রম ; ব্যবস্থা দর্শনাদি শাস্ত্রকারের প্রথম প্রণীত সংক্ষিপ্ত বাক্য—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" অর্থাৎ স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট সন্দেহশূন্য সারবান্ সর্ব্বতোগামী সফল এবং নির্দ্দোষ বাক্যই সূত্র বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। সূত্র্ (গাঁথা ইত্যাদি)+অল্ ণ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

সূত্রধর—ছুতার মিস্ত্রী। সূত্র–ধৃ+অন্ ক।

সূত্রধার—নাট্য-প্রস্তাবক প্রধান নট ; সূত্রধর জাতি, ছুতোর ; ইন্দ্র। সূত্র শব্দ–ধৃ (ধারণ করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

সূত্রপাত—সূতা ফেলা অর্থাৎ কার্য্যের সূচনা, আরম্ভ। ৬তৎ। সূত্রধরেরা বা রাজমিস্ত্রীরা কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে সূতা ধরিয়া ঠিক করিয়া লয়, তাহা হইতেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। সং ; পু।

সূত্রলা—তর্কু, টেকো ; তুলার পাঁজ। সূত্র শব্দ–লা+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সূদ—১। সূপকার, পাচক। ণিজন্ত সূদ=সূদি (বধ করা)+অন্ ক। ২। ব্যঞ্জনবিশেষ। সূদি+অল্ র্ম্ম। সং ; পু। ৩। কুসীদ, বৃদ্ধি। বৈদেশিক। সং।

সূদন—১। বিনাশক, নাশকারক। ণিজন্ত সূদ=সূদি (বধ করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সূদনা। ২। হনন, বধ। সূদি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সূন—১। জাত ; বিকচ। সূ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। কুসুম, পুষ্প। ৩। জন্ম, উৎপত্তি। সূ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সূনা—১। জাতা ; বিকচা। সূন দেখ। সূন+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বধস্থান, বধ্যভূমি ; মাংসবিক্রয়স্থান, কসাইখানা ; উনন, শিলনোড়া, ঝাঁটা, উদূখলমুষল, কলসীপিঁড়ী—গৃহস্থের এই পাঁচ সূনা [এই পঞ্চস্থানে অজ্ঞাতসারে প্রাণিহত্যা হয় বলিয়া ইহারা সূনা নামে অভিহিত। পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা গৃহস্থের এই পঞ্চসূনাজনিত পাপের ক্ষয় হয় (পঞ্চযজ্ঞ দেখ)]। সূ+ন অধি+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সূনী (সূনিন্)—মাংসবিক্রয়ী, কসাই ; ব্যাধ। সূনা দেখ ; সূনা+ইন্। সং ; পু।

সূনু—১। অনুজ ; পুত্র ; সূর্য্য। সূ (প্রসব করা)+নুক্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। পুত্রী, কন্যা। সং ; স্ত্রী।

সূনূ—কন্যা। সূনু+ঊপ্। সং ; স্ত্রী।

সূনৃত—১। সত্য ও প্রিয় বাক্য ; শুভ। সু যে ঋত, কর্ম্মধা ; অথবা সু–নৃত্+ক কা সং ; ক্লী। ২। সত্য ও প্রিয়ভাষী। বিণ।

সূপ—১। ব্যঞ্জনবিশেষ, ডা'ল ; ঝোল। সূ (প্রসব করা)+পক্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। রন্ধনকর্ত্তা, পাচক। সূ+পক্ ক। বিণ।

সূপকার—রন্ধনকর্ত্তা, পাচক। সূপ (ব্যঞ্জন) –কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ বা সং ; পু। স্ত্রী সূপকারী।

সূর—১। সূর্য্য। সূ (প্রসব করা)+রক্ ক। ২। শূর, বীর ; পণ্ডিত। সূর্+ক ক। সং ; পু।

সূরণ—শূরণ। সূর্ (বধ করা)+অনট্ র্ম। সং; পু। [পু।

সূরসূত—সূর্য্যের সারথি, অরুণ। ৬তৎ। সং;

সূরি—১। কবি; বিচক্ষণ, পণ্ডিত; জনৈক যাদব। সূর্ (স্তম্ভিত করা)+ই ক। ২। সূর্য্য। সূ (প্রসব করা)+ক্রি ক। সং; পু।

সূরী (সূরিন্)—জ্ঞানী, বিজ্ঞ। সূর্ (স্তম্ভিত করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সূরিণী।

সূর্প—শূর্প দেখ।

সূর্পণখা—শূর্পণখা দেখ।

সূর্য্য—দিবাকর। সৃ (গমন করা)+ক্যপ্ ক, যিনি গমন করেন; হিন্দুশাস্ত্রমতে সূর্য্যের গতি আছে, এই জন্যই ইঁহার নাম 'সূর্য্য' হইয়াছে। সং; পু।

পুরাণে কথিত আছে যে, কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে ইঁহার জন্ম; এই হেতু ইঁহার এক নাম 'আদিত্য'। ইনি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে পরিভ্রমণ করেন। অরুণ ইঁহার সারথি।

ইনি বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার বৈবস্বত মনু ও যম নামে দুই পুত্রের এবং যমুনানাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অতঃপর সংজ্ঞা পতির তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের অনুরূপ ছায়ানাম্নী এক কামিনীর সৃজন করেন এবং তাঁহাকে ভর্ত্তার নিকট রাখিয়া পলায়ন করেন। ছায়ার গর্ভে ইঁহার শনি নামক পুত্রের ও তপতীনাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অনন্তর ইনি প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া সংজ্ঞার অন্বেষণে বহির্গত হন এবং তাঁহাকে উত্তরকুরু বর্ষে অশ্বিনীরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পান। তখন ইনিও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে থাকেন। সেই সময়ে ইঁহার অশ্বিনীকুমার নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। অতঃপর বিশ্বকর্ম্মা ইঁহার তেজোহ্রাস করিয়া দিলে সংজ্ঞা পতিসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার ঔরসে কপিরাজ সুগ্রীব এবং কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের জন্ম হয়। রাবণ ত্রিলোকবিজয়কালে সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলে ইনি প্রকারান্তরে পরাজয় স্বীকার করেন।

সূর্য্যের অন্যান্য প্রসিদ্ধ নাম—অরুণ, আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্ত্তণ্ড, মিহির, রবি, বিভাকর, বিবস্বান্, সহস্রাংশু, সূরি ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে সূর্য্যের স্বরূপ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে,—সূর্য্য একটী গোলাকার জড়পিণ্ড। ইহার ব্যাস ৮৬৯০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ। সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা ১৩,৩২০০০ গুণ বৃহৎ। সূর্য্যের দেহ পৃথিবীর ন্যায় গাঢ় নহে। ইহার অভ্যন্তরভাগ দ্রব পদার্থ দ্বারা গঠিত। গলিত ধাতুসমূহ ইহার দেহের উপাদান। সূর্য্য আপনার তেজে আপনি জ্বলিতেছে, এবং সেই উত্তাপে তদীয় উপাদানভূত ধাতুসমুদায় দগ্ধ ও দ্রবাবস্থায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের এই দ্রবদেহ বেষ্টন করিয়া কদম্বকেশরের ন্যায় একটী আচ্ছাদন রহিয়াছে। ইহাকে প্রভাগোলক কহে। ইহা সূর্য্যের অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা অধিকতর তরল এবং এতাদৃশ উত্তপ্ত যে, ইহার বহির্ভাগ প্রায় বাষ্পাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গোলক দেহকে বেষ্টন করিয়া নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে, এবং তাহাতে সর্ব্বদা ঝড় তুফান ঘটিতেছে। তাহাতে সূর্য্যের অভ্যন্তরভাগ আলোড়িত হইয়া তরল দ্রব পদার্থসমূহ ফোয়ারার আকারে মধ্যে মধ্যে বহু সহস্র মাইল উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই সকল ফোয়ারা সৌরমুকুট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের অভ্যন্তরভাগ দ্রব হইলেও জলাদির ন্যায় তরল নহে, ঈষৎ গাঢ়। ইহা হইতে সময়ে সময়ে বুদ্বুদ উঠে। এক একটী বুদ্বুদ এত বেগে উত্থিত হয় যে, তজ্জন্য সূর্য্যের দেহে বৃহদাকার গহ্বর পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল গহ্বরকে সৌর কালিমা বা সৌর কলঙ্ক বলে। এক এক সময় কোন কোন গহ্বরের মুখের পরিসর ৬৬০০০ মাইল হইয়া থাকে। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের গুরুমান অধিক, এজন্য তাহার শক্তিও অধিক, এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও পৃথিবী অপেক্ষা বেশী। এই আকর্ষণের বলে পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে [সৌর-জগৎ দেখ]।

সূর্য্যকর—রবিকিরণ, রৌদ্র। ৬তৎ। সং, পু।

সূর্য্যকান্ত—মণিবিশেষ, আতস মণি। সূর্য্যবৎ কান্ত (কমনীয়), মধ্য কর্ম্মধা; অথবা সূর্য্য কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু। সং; পু।

সূর্য্যকুমার—সূর্য্যের পুত্র। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী (রায় বাহাদুর)—হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে ১৮৩২ খ্রীঃ ৩১শে ডিসেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণ মেধা, প্রগাঢ় শ্রমশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা গুণে ইনি সকলের অনুরাগভাজন হইয়া শিক্ষা শেষ করেন, এবং হিন্দু কলেজে ও ঢাকা কলেজে উচ্চবৃত্তি ও পারিতোষিক লাভ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া তৎকালীন উচ্চ উপাধি জি, এম, সি, বি লাভ করেন। অতঃপর সরকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দূরদেশে ভ্রমণপূর্ব্বক শেষে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সৈনিক বিভাগের চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। গাজীপুরে অবস্থান কালে মিউটিনির (সিপাহী বিদ্রোহের) সূত্রপাত হয়। সৈনিক বিভাগের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সংবাদ পাওয়া দূরে থাকুক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী অনুগত ভৃত্যগণের সাহায্যে দূরদেশে মিউটিনির সূচনার সংবাদ পান এবং সেই সংবাদের সাহায্যেই স্থানীয় ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ভাবী বিপদ্ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হন। উত্তরোত্তর পদ বৃদ্ধি হইয়া ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী সৈনিকবিভাগের ব্রিগেড সার্জ্জন পদে উন্নীত হন। তৎকালে ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে আশাতীত শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় ছিল। জেনারেল নীল সর্ব্বাধিকারীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সর্ব্ববিষয়ে ইঁহার সমর্থন করিতেন।

লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য হেভেলকের সহিত যে সেনাদল অগ্রসর হয়, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী তাহার চিকিৎসাধ্যক্ষ ছিলেন। অতঃপর বেহারে কুমারসিংহের বিরুদ্ধে যে অভিযান হয়, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী তাহাতে চিকিৎসাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ইঁহার কৃপায় বহু নির্দ্দোষ পল্লীবাসী প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করে। ইঁহার নৈতিক স্বাধীনতানিবন্ধন উপরিতন কর্ম্মচারীদের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় ইনি সৈনিকবিভাগের কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি প্রথমে শ্রীরামপুরে, পরে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসাপ্রধান সর্ব্বাধিকারীর যশঃসৌরভ দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বাধিকারীর ন্যায় আর্ত্তবন্ধু মহাপ্রাণ চিকিৎসক প্রায় দেখা যায় না। অর্থের প্রতি ইঁহার লক্ষ্য ছিল না। কত সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র ইঁহার চিকিৎসায় প্রাণদান পাইয়াছে, ঔষধ পাইয়াছে, পথ্য পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। নিজ ব্যবসায়ে এতাদৃশ গুরুতর পরিশ্রমের মধ্যেও ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী গভীর অধ্যবসায়সহকারে বিদ্যালোচনা করিতেন। সেক্‌সপীয়র, মিল্‌টন ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। নিজে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়াও সেক্‌সপীয়র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আবৃত্তি দ্বারা সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত

করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির মেম্বর, সিণ্ডিকেটের মেম্বর, পরিশেষে ফ্যাকল্‌টী অব মেডিসিনএর প্রেসিডেণ্ট হয়েন।

উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় ইনি ও ইঁহার অগ্রজ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দেশের লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ইনি বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়তার বিরোধী ছিলেন, এবং ব্যবসায়, সাহিত্যচর্চ্চা ও দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিতেন। রাজদ্বারে ইঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইঁহারই চেষ্টায় কলিকাতায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাবকালে রাজবিধান কঠোর হইতে পারে নাই। সকল ইংরাজ ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে, কেবল ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ও ডাক্তার সরকারের মতের উপর নির্ভর করিয়া তৎকালীন ছোট লাট সার জন উডবরণ কলিকাতায় মিলিটারী সার্চ্চ (Military Search) এবং Segregation নিয়ম বন্ধ করিয়া রাজপ্রতিনিধির বিরাগভাজন হইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

চিকিৎসা কার্য্য ও তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের বহুস্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতেই ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। নিতান্ত অক্ষম হইবার পর, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মধুপুরে গিয়া বাস করেন। তথায় লোকের জলকষ্ট দেখিয়া দীঘিকা খনন করাইয়া দেন এবং তদ্দেশবাসীর হিতার্থে নানাবিধ অনুষ্ঠান করেন। মধুপুরে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ইঁহার চিতাভস্মের উপর সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং শ্মশানে দাহার্থ আগত জনগণের বিশ্রামার্থ এক রম্য বিশ্রামাগার প্রস্তুত হইয়াছে। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মেডিকেল সোসাইটি ও College of Surgeons and Physiciansএর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এই উভয় স্থানেই ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ফেরার, পামার, বেলি, কোটস, পার্টিজ, সাণ্ডার্স, স্মিথ প্রভৃতি ইংরাজ ডাক্তারগণ ইঁহার সহিত চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ করিয়া ধন্য জ্ঞান করিতেন। অগ্রজ প্রসন্নকুমার, বন্ধুবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামতনু লাহিড়ীর আনুকূল্যে ইনি সর্ব্বদা ছাত্রহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কোয়েটা, টিউটিকোরিণ, কামাখ্যা, সর্ব্বত্রই ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর গুণঘোষণা করে না, এরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী অতীব বিরল।

সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী (ডাঃ গুডিভ চক্রবর্ত্তী)—১৮২৪ খৃঃ ঢাকা জেলার অন্তর্গত কনকসার নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতা ৺রাধামাধব চক্রবর্ত্তী ঢাকার সদর কোর্টের উকীল ছিলেন। ইনি প্রথমে কুমিল্লার গভর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কলিকাতার হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৩৪ খৃঃ জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। সেই সময় গুডিভ সাহেব মেডিকেল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৮৪৫ খৃঃ সূর্য্যকুমার ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি বৃত্তি পাইয়া চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তথায় অবস্থান কালে প্যারিস্, ভিয়েনা বার্লিন, হিডেলবার্গ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইনি তাঁহাদের নিকট নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৫০খৃঃ প্রশংসার সহিত এম, ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি প্রথমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে বঙ্গদেশের মেডিকেল সার্ভিসে চাকরী প্রাপ্ত হন। ইঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী "কভ্‌ন্যাণ্টেড্" সার্ভিসে প্রবেশ করেন নাই। ক্রমে ইনি একজন বিচক্ষণ ও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইনি ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী নামে পরিচিত ছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে গুডিভের প্রভাবে ইনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ সূর্য্যকুমার পরলোক গমন করেন। বিলাতে অবস্থানকালীন তথায় একটি ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানগণ অধুনা এদেশে বাস করিতেছেন। ইঁহার দুই পুত্র সিবিলিয়ান; একজন বঙ্গদেশে, আর একজন বোম্বাই প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন।

সূর্য্যগ্রহণ—রাহু কর্ত্তৃক সূর্য্যগ্রাস, সূর্য্যে গ্রহণ লাগা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [পৌরাণিক-মতে রাহুগ্রহ সূর্য্যকে গ্রাস করে বলিয়া সূর্য্যগ্রহণ হয়। বৈজ্ঞানিক-মতে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পতিত হইলে সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয়]।

সূর্য্যতনয়, সূর্য্যাত্মজ—বৈবস্বত মনু; যম; শনি; সুগ্রীব; কর্ণ। সূর্য্যের তনয়, আত্মজ (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যতনয়া, সূর্য্যাত্মজা—যমুনানদী; তপতী। সূর্য্যের তনয়া, আত্মজা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সূর্য্যপ্রভ—সূর্য্যসদৃশ প্রভাবশালী, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্। সূর্য্যের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সূর্য্যপ্রভা।

সূর্য্যপ্রভা—১। সূর্য্যতুল্য প্রভাশালিনী, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মতী। সূর্য্যপ্রভ দেখ; বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। সূর্য্যরশ্মি, রবিকর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সূর্য্যমণ্ডল—সূর্য্যের পরিবেশ। ৬তৎ। সং, ক্লী।

সূর্য্যমুখ, সূর্য্যমুখী—স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ। সূর্য্যের দিকে মুখ যাহার, বহু। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সূর্য্যরশ্মি—সূর্য্যের কিরণ। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যলোক—সূর্য্যের ভুবন; সৌরজগৎ। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যবংশ—সূর্য্যের সন্তানপরম্পরা; আদিপুরুষ সূর্য্য হইতে আগত কুল। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যসারথি—অরুণ। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত—বরাহমিহির কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ বিশেষ। সূর্য্যের সিদ্ধান্ত আছে যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

সূর্য্যহৃদয়—সূর্য্যের স্তোত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

সূর্য্যা—নববধূ। সৃ (গমন করা)+ক্যপ্ ক +আপ্। সং; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং; পু।

সূর্য্যার্ঘ্য—সূর্য্যকে প্রদেয় অর্ঘ্য। মধ্যপদলোপী

সূর্য্যালোক—সূর্য্যরশ্মি, রৌদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যাবর্ত্ত—সূর্য্যমুখী ফুলের গাছ। সূর্য্য—আ—বৃত (ঘুরা)+অন্ ক। সং; পু।

সূর্য্যাস্ত—সূর্য্যের অস্তগমন, সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যেন্দুসঙ্গম—অমাবস্যা। সূর্য্য ও ইন্দু—সূর্য্যেন্দু, দ্বন্দ্ব, সূর্য্যেন্দুর সঙ্গম, অর্থাৎ সমসূত্রপাতে অবস্থান হয় যাহাতে (যে তিথিতে), বহু। সং; পু। [সং; পু।

সূর্য্যোদয়—সূর্য্যের প্রকাশ, সূর্য্য উঠা। ৬তৎ।

সূর্য্যোপাসক—সূর্য্যের উপাসনাকারী, সূর্য্যভক্ত, সৌর। সূর্য্যের উপাসক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সূর্য্যোপাসনা—সূর্য্যের আরাধনা, সূর্য্যপূজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সৃক্কী, সৃক্কণী—ওষ্ঠপ্রান্ত, কষ্। সৃজ্ (সৃজন করা)+কনিন্, বনিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সৃগাল—শৃগাল, শিয়াল। সৃজ্+কালন্ ক। সং; পু। স্ত্রী সৃগালী।

সৃগালিকা—শৃগালী, স্ত্রী শিয়াল; খেঁকশিয়ালী। সৃগালী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

সৃজন—নির্ম্মাণ, সৃষ্টি। সৃজ্ (নির্ম্মাণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। এই পদটি বঙ্গভাষায় বহুলরূপে প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা ঠিক ব্যাকরণ শুদ্ধ নহে, কারণ ব্যাকরণানুসারে সৃজ্ ধাতুর উত্তর অনট্ করিলে 'সর্জ্জন' হয়।

সৃজা—সৃজন করা, সৃষ্টি করা, নির্ম্মাণ করা, রচা। ক্রি ; সৃজ্ ধাতুজ। ক, প্র।

সৃঞ্জয়—শ্বিত্য-নামক রাজার পুত্র। দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বতের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। একদা তাঁহারা ইঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইঁহার বয়ঃস্থা রূপসী কন্যা তথায় উপস্থিত হন। নারদ তাঁহাকে ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করিলে ইনি পরমানন্দে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। ইনি দীর্ঘকাল অপুত্রক থাকায় মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন। নারদের বরে ইঁহার 'সুবর্ণষ্ঠীবী'-নামক পুত্রের জন্ম হয়। কিছুকাল পরে দস্যুগণ এই পুত্রকে হরণ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করে। তাহাতে ইনি নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। নারদ নানা প্রকার উপদেশ-বাক্যে ইঁহার শোক দূরীভূত করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার বরে ইঁহার পুত্র পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সং ; পু।

সৃণি—অঙ্কুশ ; শত্রু। সৃ (গমন করা)+ণিক্ ক। সং ; পু বা স্ত্রী।

সৃণিকা, সৃণীকা—লালা, মুখনিঃসৃত লাল। সৃণি+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সৃণী—অঙ্কুশ। সৃণি+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সৃত—গত, অতীত। সৃ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সৃতা।

সৃতি—১। মার্গ, পথ। সৃ+ক্তি ণ। ২। গতি। সৃ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সৃত্বর—গতিশীল ; চঞ্চল। সৃ (গমন করা)+ক্বরপ্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী সৃত্বরী।

সৃপাটিকা—চঞ্চু, পাখীর ঠোঁট। সৃ (চলা)+পাট ক+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সৃমর—১। গমনশীল। সৃ (গমন করা)+ক্মর ক। বিণ ; ত্রি। ২। মৃগবিশেষ। সং ; পু।

সৃষ্ট—নির্ম্মিত, রচিত, কৃত ; যুক্ত ; নিশ্চিত ; ত্যক্ত। সৃজ্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সৃষ্টি—১। নির্ম্মাণ ; রচন। সৃজ্+ক্তি ভা। ২। স্বভাব, প্রকৃতি, নিসর্গ ; জগৎ, বিশ্ব ; শিল্প। সৃজ্+ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

সৃষ্টিকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—১। নির্ম্মাতা, রচয়িতা। ৬তৎ। বিণ ; পু। ২। জগৎ-নির্ম্মাতা, ব্রহ্মা ; পরমেশ্বর। সং ; পু।

সৃষ্টিক্রিয়া—রচনাকার্য্য, বিশ্বনির্ম্মাণ ক্রিয়া। সৃষ্টিই ক্রিয়া, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সৃষ্টিচাতুর্য্য—নির্ম্মাণকৌশল ; বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ে নৈপুণ্য। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

সৃষ্টিনাশ—বিশ্বসংহার, জগতের ধ্বংস। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—সৃষ্টি-প্রকরণ, বিশ্বসৃষ্টির প্রকার।

সৃষ্টিরক্ষা—জগৎরক্ষা, বিশ্বের পালন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সৃষ্টিস্থিতি—উৎপত্তি ও অবস্থান ; নির্ম্মাণ ও পালন। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—নির্ম্মাণ রক্ষা ও সংহার, বিশ্বের উৎপত্তি অবস্থান ও বিনাশ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু। [সেচনী। দেশজ। সং।

সেঁউতি, সেউতি—কাষ্ঠকুদ্দাল, নৌকার জলসেঁকরা—স্বর্ণকারজাতি। দেশজ। সং।

সেক—১। সেচন, সিক্তকরণ। সিচ্ (সিক্ত করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। মানী ব্যক্তি, মহাশয়, সেখ। বৈদেশিক।

সেকন্দর (বা সিকন্দর) লোদী—দিল্লীর জনৈক পাঠান নরপতি, বহ্লোল লোদীর পুত্র। ১৪৮৮ খৃঃ বহ্লোল কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সাতিশয় হিন্দুদ্বেষী ছিলেন। ইনি হিন্দুদিগের তীর্থপর্য্যটন রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৪৯৪ খৃঃ ইনি বিহার জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন। ১৫১৭ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

সেকন্দর সাহ—আলেকজাণ্ডারের নামান্তর। আলেকজাণ্ডার দেখ।

সেকন্দর (বা সিকন্দর) শাহ—বঙ্গের স্বাধীন মুসলমান নরপতি, সমসুদ্দিন ইলিয়াসের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৩৬১ খৃঃ ইনি রাজা হন এবং গৌড়-নগর পরিত্যাগ করিয়া তাহার অনতিদূরস্থ পাণ্ডুয়া-নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। পাণ্ডুয়ার সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মস্‌জিদ ইঁহারই নির্ম্মিত। ইঁহার আমলে বহু পীর (মুসলমানধর্ম্মপ্রচারক) এতদ্দেশে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইস্‌লাম-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ইঁহার বৃদ্ধাবস্থায় ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্রোহী হন। সেই বিদ্রোহ নিবারণ করিতে যাইয়া ইনি যুদ্ধে নিহত হন।

সেকপাত্র—সেচনপাত্র, সিউনি, ডোঙ্গা প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সেকেন্দ্রা—যুক্ত প্রদেশে আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রাম জৌনপুরের সেকেন্দর লোদী কর্ত্তৃক ১৪৯৫ খ্রীঃ অঃ স্থাপিত হয়। এইস্থানে সম্রাট্ আকবরের সমাধি হর্ম্ম্য প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া গ্রামটির এত প্রসিদ্ধি। এই সমাধি হর্ম্ম্য আকবর স্বয়ং নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তৎপুত্র সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ১৬১৩ খ্রীঃ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করেন। এই সমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণ প্রণালী ও অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

সেক্তা (সেক্তৃ)—সেককর্ত্তা, সেচক ; নিষেককারী। সিচ+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী সেক্ত্রী। [করা)+ত্রণ। সং ; ক্লী।

সেক্ত্র—সেচনপাত্র, সিউনি। সিচ (সেচন

সেক্সপীয়ার (বা সেক্ষপীয়র), উইলিয়াম—ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাটককার। ১৫৬৪ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে আভন নদীতীরস্থ ষ্ট্র্যাটফোর্ড নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পিতার তৃতীয় সন্তান। ইঁহার পিতার নাম জন সেক্সপীয়ার। যিনি উত্তরকালে নিজ রচনায় জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন, ও নিজে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই মহাকবির ভাগ্যে বাল্যে অধিক বিদ্যানুশীলন ঘটে নাই। উইলিয়াম জন্মভূমিতে ফ্রি-স্কুল অর্থাৎ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সামান্য লাটিন শিক্ষা করেন। পরে ১৫৭৮ খৃঃ অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতার অবস্থা অত্যন্ত হীন হওয়ায় ইঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

ইহার পাঁচ বৎসর পরে ইনি আনি হাথাওয়ে নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। আনি পতি অপেক্ষা ৮ বৎসরের বড় ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, আনি কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিলেন বলিয়া যাহাতে তাঁহার গর্ভজাত সন্তান জারজ বলিয়া পরিগণিত না হয়, এই উদ্দেশ্যে আনির আত্মীয়স্বজন বিশেষ উদ্যোগী হইয়া তাড়াতাড়ি সেক্সপীয়ারের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বিবাহের তিন চারি বৎসর পরে সেক্সপীয়ারের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত হয় যে ইনি জনৈক ভদ্রলোকের বাগান হইতে হরিণ চুরি করিয়াছেন। এই অভিযোগের পর ইঁহাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হয়। কিংবদন্তী আছে যে, এই মহাকবি লণ্ডন নগরে প্রথমে থিয়েটারের বহির্দ্দেশে ভদ্রলোকদিগের অশ্ব ধারণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন ; পরে ১৫৯২ খৃঃ রঙ্গমঞ্চে নটরূপে আবির্ভূত হন এবং নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। নটরূপে ইনি উচ্চ অঙ্গের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অসামান্য প্রতিভাবলে নাটক রচনায় ইনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৬১৬ খৃঃ ২৩শে এপ্রেল সেক্সপীয়ার কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর স্বদেশে ও বিদেশে (বিশেষতঃ জর্ম্মণ দেশে) ইঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্যের ও মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণক্ষমতা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। ইঁহার জন্মস্থান একপ্রকার তীর্থক্ষেত্র ; ইহা সকল দেশের পণ্ডিতের দর্শনীয় হইয়াছে।

ইঁহার নাটকগুলি যে সে অভিনেতৃগণ দ্বারা অভিনীত হইতে পারে না। বরবেজ (Burbage), ম্যাকলিন (Macklin), কীন (Kean), গ্যারিক (Garrick), ম্যাক্রেডি (Macready), আরভিং (Irving), সিডন্স্ (Siddons), বীরবম ট্রি (Tree) প্রভৃতি অভিনেতৃগণ ইঁহার নায়কনায়িকার ভূমিকায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে সেক্স্পীয়ার নামযুক্ত নাটকগুলি পণ্ডিতবর বেকনের মস্তিষ্কপ্রসূত। এ সম্বন্ধে এখনও বাদানুবাদ চলিতেছে।

সেথ—সম্রান্ত ব্যক্তি, মানী লোক, মহাশয়। বৈদেশিক। সং।

সেগুন—দারু বৃক্ষবিশেষ। দেশজ। সং।

সেঙ্গা—বিধবাবিবাহ, নিকা। দেশজ। সং।

সেঙ্গাত—সখা, মিতা, বন্ধু; সম্বন্ধী শালক। দেশজ। সং।

সেচ—জলসেক। সিচ্+অল্ ভা। সং; পু।

সেচক—১। সেককর্ত্তা। সিচ্ (সিক্ত করা) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সেচিকা। ২। মেঘ। সং; পু।

সেচন—সেক, উক্ষণ; আর্দ্রীকরণ, ভিজান; ছেঁচা। সিচ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সেচনী—সেচনপাত্র, সিউনি। সিচ্ (সিক্ত করা) +অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সেজ—১। তৃতীয়। দেশজ। বিণ। ২। কাচ-আবরণবিশিষ্ট বাতিদান। বৈদেশিক। সং।

সেট্—গণ, সমূহ; সংযোগ। ইং (set)। সং।

সেতখানা—পায়খানা। দেশজ। সং।

সেতার—লাউ খোলায় বদ্ধ পঞ্চতার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

সেতারী—সেতার বাজাইতে দক্ষ ব্যক্তি। সং।

সেতু—জলবন্ধ, জাঙ্গাল, ক্ষেত্রাদির আইল, ভেড়ি, বাঁধ; পুল, সাঁকো। সি (বন্ধন করা)+তুন্ ক। সং; পু।

সেতুবন্ধ—ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু; কথিত আছে যে, রামের আদেশে হনুমান্ এই সেতু বন্ধন করেন। লঙ্কা হইতে পুষ্পক বিমান আরোহণে প্রত্যাগমন কালে রামচন্দ্র সীতাকে এই সেতু দেখাইয়া বলিলেন,—"এই অগাধ অপার সাগরের সেতুবন্ধন সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত পবিত্র তীর্থ হইবে।" সেতুর বন্ধ (বন্ধন) যথায়, বহু। সং; পু।

সেত্র—নিগড়, বেড়ী। সি+ত্রণ ণ। সং; ক্লী।

সেথা—সেখানে, সেই স্থানে। দেশজ। ব্য।

সেথো—সহযাত্রী, সঙ্গী। দেশজ। সং।

সেনা—সৈন্য; সৈন্যদল। সি (বন্ধন করা)+ন র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

সেনাঙ্গ—সৈন্যদলের অবয়ব—হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই চারি প্রকার। সেনার অঙ্গ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

সেনাচর—সৈন্যভুক্ত ব্যক্তি। সেনা—চর্+অল্ ক। সং; পু।

সেনানায়ক—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

সেনানিবাস—শিবির, ছাউনি। ৬তৎ। সং; পু।

সেনানিবেশ—শিবির, সৈন্যদিগের ছাউনি। ৬তৎ। সং; পু।

সেনানী—সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি; কার্ত্তিকেয়। সেনা—নী+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

সেনাপতি—সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনানায়ক; কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। সং; পু।

সেনামুখ—সেনার অগ্রভাগ; ৩ হস্তী, ৩ রথ, ৯ অশ্ব, ১৫ পদাতি—এতৎ সংখ্যক সৈন্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সেপত্তনি—দরপত্তনির অধীন পত্তনি। বৈদেশিক। সং।

সেপায়া—তিনপায়া কাঠাধার। বৈদেশিক। সং।

সেফ—শিশ্ন, মেঢ়্র। সি (বন্ধন করা)+ফ ক। সং; পু।

সেব—১। সেবা; পরিচর্য্যা। সেব্+অল্ ভা। সং; পু। ২। সেবা করা ক্রি। ক, প্র।

সেবক—১। সেবাকারী, পরিচারক, ভৃত্য। সেব্ (সেবা করা)+ণক ক। ২। সীবনকর্ত্তা, দরজিপ্রভৃতি। সিব (সেলাই করা) +ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সেবিকা।

সেবকাধম—১। অধম সেবক, নিকৃষ্ট দাস। ৭তৎ। ২। দাস হইতে নিকৃষ্ট, চাকর অপেক্ষা নীচ। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

সেবধি—কুবেরের নিধি, শঙ্খপদ্মাদি। সেব শব্দ (সেবা)—ধা (ধারণ)। কি ক। সং; পু।

সেবন—১। সেবা; ভজনা; উপাসনা; উপভোগ। সেব্ (সেবা করা)+অনট্ ভা। ২। সূচীকর্ম্ম, সেলাই। সিব্ (সেলাই করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সেবনী—সূচী, সূচ, ছুঁচ। সিব্ (সেলাই করা) +অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সেবনীয়—সেবনযোগ্য; ভোগ্য; উপাস্য। সেব্ (সেবা করা)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

সেবা—১। পরিচর্য্যা; উপাসনা; উপভোগ; আশ্রয়। সেব্ (সেবা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। ২। সেবা করা, পরিচর্য্যা করা, উপাসনা করা; সেবন করা, উপভোগ করা। ক, প্র। ক্রি।

সেবাকার্য্য—পরিচর্য্যার কর্ম্ম, চাকরের কাজ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সেবাদাসী—পরিচর্য্যার নিমিত্ত রক্ষিতা দাসী; এক সম্প্রদায় বৈষ্ণবের রক্ষিতা রমণী। সেবার নিমিত্ত রক্ষিতা দাসী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সেবাব্রত—১। সেবারূপ নিয়ম, পরপরিচর্য্যারূপ কার্য্য। সেবা রূপ ব্রত, রূপক, বা সেবাই ব্রত, কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী। ২। সেবা রূপ নিয়মপালনকারী, পরিচর্য্যা রূপ পুণ্যকর্ম্মে রত। বহু। বিণ; ত্রি।

সেবিকা—সেবক দেখ।

সেবিত—কৃত-সেবা; উপাসিত; আরাধিত; উপভুক্ত; আশ্রিত। সেব্ (সেবা করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সেবিতা।

সেব্য—সেবনীয়; উপাস্য, আরাধ্য; উপভোগ্য; প্রভু। সেব্ (সেবা করা)+য্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সেব্যা।

সেব্যমান—আরাধ্যমান; যাহাকে সেবা করা যায় এরূপ। সেব্ (সেবা করা)+শান র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সেব্যমানা।

সেয়ান, সেয়ানা—চতুর, চালাক, ধূর্ত্ত; বয়স্থ, অধিকবয়স্ক। দেশজ। বিণ।

সের—শার্দ্দূল, ব্যাঘ্র। বৈদেশিক। সং।

সের আলি—ইহার পিতার নাম উলি (Wulli), খাইবারী জাতীয়; নিবাস আফগানিস্থান। ১৮৬৮ খ্রীঃ সের আলি পেশোয়ারের কমিশনারের অশ্বারোহী আরদালী স্বরূপে নিযুক্ত ছিল। জ্ঞাতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সের আলি পেশোয়ারের সন্নিকট একটি স্থানে স্ববংশীয় জনৈক লোককে নিহত করে। বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে এইরূপ হত্যা নিষিদ্ধ বলিয়া সের আলি হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পরে এই দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড পাইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ মে মাসে আণ্ডামান দ্বীপে আসে। যে সময়ে ভারতের বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান দ্বীপ পরিদর্শন করিতে যান, তখন সের আলি হোপ টাউনে নাপিতের কার্য্য করিতে থাকে। ১৮৭২ খ্রীঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি লর্ড মেও হ্যারিয়েট পর্ব্বত হইতে সূর্য্যাস্ত দর্শন করিয়া যখন জাহাজে উঠিতে যান, সেই সময়ে সের আলি ইঁহাকে ছুরিকাঘাতে আহত করে। আঘাতের কিছুক্ষণ পরেই লর্ড মেওর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। আন্দামান দ্বীপের উপনিবেশের চিফ কমিশনার জেনারেল ষ্টুয়ার্ট (যিনি উত্তরকালে ভারতের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন) সের আলির বিচার করেন। বিচারফলে ঐ বৎসরে ১১ই মার্চ্চ সের আলি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মূলে যে কি রাষ্ট্রনৈতিক ষড়্যন্ত্র ছিল, অনুসন্ধানের দ্বারা তাহা নির্ণীত হয় নাই।

সের শাহ—দিল্লীর পাঠান সম্রাট্। ইনি আফগান জাতীয় সুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বাল্যনাম ফরিদ। ইনি প্রথমে বিহারের অধিপতি মোহাম্মদ লোহানীর নিকট কার্য্য করিতেন। রিক্তহস্তে এক

ব্যাঘ্রকে নিহত করায় ইনি প্রভুর নিকট সের শাহ উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বীয় প্রতিভা-বলে ইনি যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৫৪০ খ্রীঃ ইনি মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনকে কনৌজে পরাজিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকেন এবং ক্রমে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন করেন। কিন্তু ইনি অধিক দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পান নাই। কলিঞ্জার নামক স্থানের দুর্গ জয় করিতে গিয়া বারুদের গুদামে অগ্নিসংযুক্ত হওয়ায় ইনি দগ্ধদেহে ১৫৪৮ খ্রীঃ ২৪শে মে দেহত্যাগ করেন। ইনি রাজ্যের নানাস্থানে সুপথ নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করিয়া দিয়া প্রজাগণের অনেক উপকার করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনিই প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র সলিম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। [বিণ।

সেরা—শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উৎকৃষ্ট, উত্তম। দেশজ।

সেসাদ্রি(শেষাদ্রি) আয়ার—মহীশূর রাজ্যের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা প্রধানতঃ স্যার শেষাদ্রি আয়ারের অক্লান্ত চেষ্টার ফল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন মান্দ্রাজ প্রদেশে মালাবার জেলার কুমারপুরম্ গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম বি এ। ইহার পর ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালিকটের কালেক্টারের আফিসে সরকারী অনুবাদকের কার্য্য আরম্ভ করেন। মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রঙ্গ চালু অতঃপর ইঁহাকে মহীশূরে আহ্বান করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। ইনি প্রথমে সেরিস্তাদার, পরে ডেপুটী কমিশনার ও অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন। তাহার পর ইনি উক্ত রাজ্যের আইন প্রণয়নের ভার প্রাপ্ত হন। দেওয়ান রঙ্গ চালুর দেহান্তের পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৩৮ বৎসর বয়সে ইনি মহীশূর রাজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে মহীশূর-রাজ ত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইনি রাজ্যের উন্নতি সাধনার্থ রেলপথ নির্ম্মাণ উপলক্ষে আরও বিশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। কৃষি কার্য্যের সুবিধার্থ ইনি সাড়ে তিন শত মাইল খাল খনন করাইয়াছিলেন। ইহাতেও এককোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। রেল বিস্তার ও খাল খননের ফলে রাজ্যের আয় সওয়া আট লক্ষ টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি দুর্ভিক্ষের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অপরাপর ঋণ পরিশোধের পর রাজকোষে ১৭৬,০০০,০০ টাকা সঞ্চিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেওয়ান বাহাদুর রাজ্যের আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করেন। এতদ্ব্যতীত, রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, কৃষি, বিজ্ঞান, আব-হাওয়া স্বাস্থ্য প্রভৃতি কয়েকটি সরকারী বিভাগ গঠন পূর্ব্বক তাহাদের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে সি এস আই, এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কে-সি-এস-আই উপাধি প্রদান করেন। মহীশূর-রাজের নিকট হইতে ইনি "রাজধুরন্ধর" উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ৩২ বৎসর মহীশূরের রাজকার্য্য করিয়া ইনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর ইনি ধর্ম্মচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

সেরেফ—কেবল। বৈদেশিক। বিণ।

সেরেস্তা—আফিস, কর্ম্মস্থান; অধিকার; লেখকাদিবর্গ। বৈদেশিক। সং।

সেরেস্তাদার—আফিসের পরিদর্শক। বৈদে। সং।

সেলাই—সীবন, সেঁআ। দেশজ। সং।

সেলাম—নমস্কার (অহিন্দুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে)। বৈদেশিক। সং।

সেলামী—উপহার, দক্ষিণা; জমিজমা প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় সময়ে জমিদারকে প্রদেয় টাকা। বৈদেশিক। সং।

সেসন—অধিবেশন; ফৌজদারী মকর্দ্দমা বিচার নিমিত্ত জজের অধিবেশন। সেসন-আদালৎ=জজের কাছারি। ইং। সং।

সেহা—প্রজার খাজনা আদায়ের রোজ হিসাব, এই হিসাব বহি। বৈদেশিক। সং।

সেহা-নবিশ—হিসাব-রক্ষক; উপাধি বিশেষ। বৈদেশিক। সং।

সৈংহ—সিংহসম্বন্ধীয়; সিংহসদৃশ। সিংহ শব্দ +ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৈংহী।

সৈংহিক, সৈংহিকেয়—সিংহিকাপুত্র, রাহু। সিংহিকা+ষ্ণ, ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

সৈকত—১। সিকতাবহুল, বালুকাময় (স্থান)। সিকতা (বালুকা)+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। বালুকাময় তট, পুলিন। সং; ক্লী।

সৈকতচর—সৈকতে বিচরণকারী। সৈকত—চর্ (বিচরণ করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—চরী।

সৈকতপুলিন—নদ্যাদির জলসন্নিহিত বালুকাময় তট। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সৈকতভূমি—বালুকাময় স্থান, নদ্যাদির বালুকাময় তট। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সৈকতবাহিনী—বালুকাময় ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিতা (নদী)। সৈকত শব্দ—বহ্ (বহা)+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সৈকতিক—১। যাত্রাকালে বদ্ধ মঙ্গলসূত্র। সিকতা+ষ্ণিক। সং; ক্লী। ২। ক্ষপণক, সন্ন্যাসী। সং; পু। ৩। সন্দিহান। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৈকতিকী।

সৈকতিল—সিকতাযুক্ত, বালুকাময়। সিকতিল শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ; ত্রি।

সৈনাপত্য—১। সেনাপতির কার্য্য বা পদ। সেনাপতি শব্দ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী। ২। সেনাপতিসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

সৈনিক—সেনাসম্বন্ধীয়; সেনাসমবেত, সেনাদলভুক্ত (পুরুষাদি)। সেনা+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৈনিকী।

সৈনিকপুরুষ—যোদ্ধৃপুরুষ, যোদ্ধা। কর্ম্মধা। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; পু।

সৈনিকবেশ—যোদ্ধৃবেশ, যোদ্ধার পরিচ্ছদ।

সৈন্ধব—১। সিন্ধুসম্বন্ধীয়, সামুদ্রিক। সিন্ধু+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৈন্ধবী। ২। অশ্ব। সং; পু। ৩। সমুদ্রজাত লবণ। সং; ক্লী।

সৈন্ধবী—১। সিন্ধুসম্বন্ধীয়া, সামুদ্রিকী। সৈন্ধব দেখ। সৈন্ধব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সৈন্য—সেনা, শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধা,—মৌল ভৃত্য সুহৃৎ শ্রেণী দ্বিষৎ বন্য—এই ছয় প্রকার। সেনা শব্দ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

সৈন্যসঞ্চালন—সেনা পরিচালনা, সেনাদিগকে অগ্রসর করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সৈন্যসমাবেশ—সেনাসমবায়, সেনাসকলের একত্র মিলন; সেনাসংগ্রহ। ৬তৎ। সং; পু।

সৈন্যসামন্ত—সেনাদল ও সমীপবর্ত্তী অনুগত রাজগণ বা শ্রেষ্ঠ প্রজাবৃন্দ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

সৈন্যাধ্যক্ষ—সেনাপতি। সৈন্যের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং; পু।

সৈবাল—শৈবাল, শেওলা। সেবা—অল্ (ভূষিত করা)+অন্ ক+ষ্ণ। সং; ক্লী।

সৈয়দ—মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের দৌহিত্র হুসেনের বংশধরগণের উপাধি; সবিশেষ মান্য ব্যক্তি। আরবী ভাষামূলক।

সৈরন্ধ্রী, সৈরিন্ধ্রী—পরগৃহাস্থিতা স্বাধীনা শিল্পকারিণী; দ্রৌপদী; দময়ন্তী। সীর (লাঙ্গল)—ধৃ। ধারণ করা)+ক ক+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সৈরিক—১। লাঙ্গলসম্বন্ধীয়। সীর (লাঙ্গল) +ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। লাঙ্গলিক, হলকর্ষক; কৃষক; হেলে গরু। পু।

সৈরিভ—মহিষ। সীর+ইভ+ষ্ণ। সং; পু।

সো—সে। সর্ব্বনাম। প্রা, ক।

সোওরা—স্মরণ করা। গ্রা, ক। ক্রি।
সোজ—গণেশ। 'উ'র সহিত বর্ত্তমান যে সো (দুর্গা), বহু; তদুত্তরে জন্ (জন্মা)+ড ক। সং; পু।
সোজা—সরল, ঋজু, অবক্র; সহজ, সুকর, সুগম; সম্মুখ। দেশজ। বিণ।
সোজাসুজি—সরলভাবে। দেশজ। ক্রি-বিণ।
সোটা—রাজদণ্ড; লাঠি। হিন্দীমূলক। সং।
সোঢ়—কৃতসহন, যাহা সহ্য করা হইয়াছে এরূপ। সহ্ (সহা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
সোঢ়া—কৃতসহনা। সোঢ়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
সোঢ়া (সোঢ়্)—সহ্যকারী; সহনশীল; সমর্থ। সহ (সহা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী সোঢ়্রী।
সোৎকণ্ঠ—উৎকণ্ঠাযুক্ত; আগ্রহান্বিত, উদ্বিগ্ন। উৎকণ্ঠার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।
সোৎপ্রাস—১। শ্লেষবাক্য; ঈষদ্ধাস্যযুক্ত বাক্য। সহ–উৎ–প্র–অস (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। বৃদ্ধিযুক্ত; সোল্লুণ্ঠ (বাক্য)। বিণ; ত্রি।
সোৎসাহ—উৎসাহান্বিত, উদ্যমযুক্ত। উৎসাহ সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।
সোৎসাহে—উৎসাহের সহিত, উদ্যম সহকারে। বহু। ক্রি বিণ।
সোদর, সোদর্য্য—সহোদর, একগর্ভজাত ভ্রাতা। সহ (সমান) উদর যাহার সহিত সে সোদর, বহু; ২য় পক্ষে তদুত্তরে ষ্য স্বার্থে। সং; পু। স্ত্রী সোদরা, সোদর্য্যা।
সোদরা, সোদর্য্যা—সহোদরা, একগর্ভজাতা ভগিনী। বহু; সোদর দেখ। সং; স্ত্রী।
সোদর্য্য—সোদর দেখ।
সোদর্য্যা—সোদরা দেখ।
সোনা—স্বর্ণ ধাতু। দেশজ। সং।
সোন্মাদ—উন্মাদগ্রস্ত, ক্ষিপ্ত। উন্মাদের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।
সোপপ্লব—রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্য। উপপ্লবের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং; পু।
সোপান—আরোহণী, সিঁড়ি। সহ–উপ–অন্ (গমন করা)+অল্ ণ। সং; স্ত্রী।
সোপানশ্রেণী—সোপানসমূহ, সিঁড়িসকল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
সোপানাবলি, সোপানাবলী—সোপানশ্রেণী, সিঁড়িসকল। সোপানের আবলি বা আবলী ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
সোপেনহাওয়ার (Arthur Schopenhauer)—জর্ম্মান-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি ১৭৮৮ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ ও ১৮৬০ খ্রীঃ ২১শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। ইনি দুঃখবাদ (Pessimism) দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা ছিলেন। উপনিষদ্ পাঠ করিয়া ইনি বলিয়াছিলেন—"It has been the solace of my life; it will be the solace of my death" অর্থাৎ ইহা আমার জীবনকে শান্তি প্রদান করিয়াছে; আমার মরণেও শান্তি প্রদান করিবে।
সোবে, সোভে—সন্দেহ। বৈদেশিক। সং।
সোম—১। শঙ্কর, শিব। উমার সহ বর্ত্তমান যে, বহু। ২। চন্দ্র; কুবের; বায়ু; যম; কর্পূর; অমৃত; সোমলতার রস; কপি; জল; বসুবিশেষ। সু (প্রসব করা)+ম ক। সং; পু। ৩। সৌম্য, সুন্দর, মনোহর। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সোমা।
সোমক্ষয়—অমাবস্যা। সোমের (চন্দ্রের) ক্ষয় হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।
সোমগিরি—উত্তর সমুদ্রে অবস্থিত সুরগণেরও অগম্য পর্ব্বত। উত্তর সমুদ্রে সূর্য্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। এই পর্ব্বত উত্তর দিকের শেষ সীমা। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যে, এখানে দেবশ্রেষ্ঠ শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।
সোমজ—১। চন্দ্রজাত। সোম শব্দ (চন্দ্র)–জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সোমজা। ২। বুধ; গজ। সং; পু।
সোমতীর্থ—প্রভাসতীর্থ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
সোমত্ত—গৃহ সংসার করিতে সমর্থা (নারী), যৌবনবতী (নারী)। দেশজ। সং।
সোমদত্ত—জনৈক নৃপ। ইঁহার পিতার নাম বাহ্লিক ও পুত্রের নাম ভূরিশ্রবাঃ। দেবকরাজতনয়া দেবকীর স্বয়ংবর সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। যদুবংশীয় বীর শিনি বসুদেবের নিমিত্ত দেবকীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যত হইলে ইনি তাঁহাকে বাধা দিতে যাইয়া যুদ্ধে পরাজিত হন। শিনি সর্ব্বজনসমক্ষে ইঁহাকে পদাঘাত করেন। দারুণ লজ্জায় ও মনোদুঃখে ইনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন এবং আশুতোষকে তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করেন যে, ইঁহার পুত্র শিনির পৌত্রকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন এবং চতুর্দ্দশ দিবসের নিশাযুদ্ধে সাত্যকির হস্তে নিপতিত হন। সং; পু।
সোমনাথ—অপর নাম দেওপত্তন, প্রভাস পত্তন, বেরাওল পত্তন, বা পত্তন সোমনাথ। বম্বে প্রদেশে জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন সহর। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রভাস যজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ দাহন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে স্থানটি রাজপুতবংশীয় রাজগণের হস্তে ছিল। সহরের প্রাচীরের বহির্ভাগে সোমনাথ নামধেয় মহাদেবের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। গজনীর মামুদ যখন খৃষ্টীয় ১০২৪-২৬ সালে এই স্থান আক্রমণ করেন, সেই সময় তিনি মহাদেবের বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া যান বলিয়া কথিত। চলিয়া যাইবার সময়ে তিনি এখানে জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা রাখিয়া যান। পরে "বাজা" নামক রাঠোরবংশীয় অন্যতম শাখার বংশধরগণ এই স্থান অধিকার করিয়া মন্দিরের পূর্ব্বগৌরব পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৩০০ খৃঃ আবার স্থানটি মুসলমানগণের হস্তে যায়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর পোরবন্দরের রাণা কিছুকাল এখানে শাসনদণ্ড চালনা করেন। অধুনা সোমনাথ জুনাগড়ের নবাবের হস্তে অবস্থিত। "সোমনাথের ফটক" গজনীর মামুদ স্বদেশে লইয়া যান, এইরূপ জনশ্রুতি। ১৮৪২ খৃঃ আফগান যুদ্ধের অবসানে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরার আদেশে কথিত ফটক মামুদের সমাধি-হর্ম্ম্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মহা সমারোহে ভারতে আনয়ন করা হয়। পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই ফটক প্রকৃত সোমনাথের ফটক নহে। এই ফটক অধুনা আগ্রার দুর্গে রক্ষিত আছে।
সোমপ, সোমপা—যজ্ঞে সোমরস পানকারী। সোম শব্দ–পা (পান করা)+ড, কিপ্ ক। সং; পু।
সোমপীতী (–পীতিন্), সোমপীথী (–পীথিন্)—যজ্ঞে সোমরস পানকারী। সোমের পীত (পান)=সোমপীত, ৬তৎ; তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। [বিশেষ। সং; পু।
সোমযাগ—সোমরসপানাঙ্গক বর্ষত্রয় সাধ্য যজ্ঞ-
সোমযাজী (–যাজিন্)—সোমযাগকারী। সোম–যজ্+ণিন্ ক। সং; পু।
সোমরস—সোমলতার রস। ৬তৎ। সং; পু।
সোমলতা, সোমলতিকা—স্বনামখ্যাত লতা বিশেষ। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
সোমসিদ্ধান্ত—১। চন্দ্রপ্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থ বিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। পণ্ডিত-বিশেষ। সং; পু।
সোমসিন্ধু—বিষ্ণু। সোমের (অমৃতের) সিন্ধু-স্বরূপ, ৬তৎ। সং; পু।
সোমসুৎ—সোমযাজী, সোমযাগকারী। সোম–সু (যজ্ঞ করা)+কিপ্ ক। সং; পু।
সোমসুতা—রেবা, নর্ম্মদা নদী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
সোমাশ্রম—হিমালয়ের সন্নিকটে এই আশ্রম অবস্থিত। এই আশ্রমে দেবতা গন্ধর্ব্বগণ বাস করেন। সং; পু।
সোমেশচন্দ্র বসু (ব্রহ্মচারী)—অসাধারণ মস্তিষ্কবান শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা

১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন তারিখে (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে) ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র বসু। অধুনা অলৌকিক মানসিক গণনা শক্তিপ্রভাবে ইনি ইউরোপ ও আমেরিকায় সুপরিচিত হইয়াছেন। ইনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি এফ্‌ এ, পরীক্ষায় ফেল হন। ইনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। এবং উথারী নিবাসী শচীন্দ্রমোহন বল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে (Accountantship) একাউণ্টেণ্টশিপ্‌ পরীক্ষা দেন; পরীক্ষা প্রশ্নপত্রে ২০টী অঙ্ক ৪ ঘণ্টায় উত্তর দিতে হইবে; ইনি ১ ঘণ্টায় সমস্ত উত্তর লিখিয়া দেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি চাকুরী আরম্ভ করিলেন। ১৯০৯ হইতে ১৯১৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি মানসিক গণনা শক্তির অসাধারণ চর্চ্চা করেন। অভ্যাসের দ্বারা ইনি ক্রমে ১০০ শত রাশিকে ১০০ শত রাশি দ্বারা গুণ করিতে সমর্থ হন। প্রকাশিত গণিতপুস্তকে বর্গমূল ও ঘনমূল মাত্র নির্ণয় করিবার প্রণালী লিখিত আছে। ইনি প্রথমে চতুর্থ হইতে পঞ্চদশমূল পর্য্যন্ত নির্ণয় করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। এবং মানসিক গণনা দ্বারা ২।৩ মিনিটের মধ্যে বড় বড় রাশির পঞ্চদশমূল নির্ণয় করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। ইনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ডাক্তার হ্যারিসন মহোদয়ের সভাপতিত্বে মানসিক গণনাশক্তি প্রদর্শনকালে ৩০টী রাশিকে ৩০টী রাশি দ্বারা অর্দ্ধঘণ্টায় গুণ করিয়া শুদ্ধফল বলিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অধ্যাপক হ্যারিসন বলিয়াছিলেন যে, এযাবৎ একমাত্র জার্ম্মাণীর গস্‌ সাহেব (Goss) ৩০টী রাশিকে ৩০টী রাশিদ্বারা ৩ ঘণ্টায় গুণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিন্তু মিঃ বসু তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়াছেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। ১৯২২খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে ইনি বিলাত যাত্রা করেন। প্রায় তিন মাসকাল ইনি লণ্ডনে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি নানা স্থানে আহুত হইয়া স্বীয় অদ্ভুত গণনা-কুশলতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিলাতের বন্ধুগণের পরামর্শে ইনি ২১শে সেপ্টেম্বর আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর কানাডা রাজ্যের কোইবেক নগরে উপস্থিত হন। বিপ্লববাদী সন্দেহে ইঁহাকে বন্দী করা হয়। পঁয়তাল্লিশ দিন পরে মুক্তি পাইয়া যুক্তরাজ্যে চলিয়া যান। যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের পরিবারের লোকেরা ১৫০০৲ টাকা মাসিক বেতনে ইঁহাকে চাকুরী দিতে চাহিয়াছিলেন, ইনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমেরিকায় নিউইয়র্ক (New york) নগরে তথাকার কতিপয় Ph. D. ও অন্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তির অনুরোধে ইনি ৬০ রাশিকে ৬০ রাশি দ্বারা গুণ করিয়া বিশুদ্ধ ফল বলিয়া দিয়াছিলেন। যুক্তরাজ্য হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে যাইয়া ইনি প্রায় চারিমাস কাল তথায় অবস্থান করেন, তৎপরে দেশে ফিরিবার পথে ফ্রান্সে একমাস কাল থাকেন। প্যারি সহরে জনৈক গণিতশাস্ত্রবিদ্‌ ইঁহাকে প্রশ্ন করেন—"১৮৭৩ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীর শেষ দিনের বেলা ১০টা পর্য্যন্ত কত সেকেণ্ড?" ২৭ মিনিট চিন্তার পর ইনি সহাস্যবদনে যথাযথ উত্তর বলিয়া দিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। লক্ষ বর্ষ বা কোটী বর্ষ পূর্ব্বে বা পরে কোন্‌ মাসের কোন্‌ তারিখে কি বার, বা কোন্‌বারে কি তারিখ ছিল বা হইবে তাহাও মুহূর্ত্ত মধ্যে ইনি বলিতে পারেন।

সোমোদ্ভবা—নর্ম্মদা নদী। সোম হইতে উদ্ভব যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

সোর—তুমুল শব্দ, চীৎকারধ্বনি, কলরব, কোলাহল। সং। ক, প্র। [সং।

সোরগোল—তুমুল চীৎকার, গণ্ডগোল। দেশজ।

সোরাবজী (মিস্ কর্ণেলিয়া)—ইনি ১৮৬৬ খৃঃ নাসিক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রেভাঃ সোরাবজী ফরসেট্‌জীর কন্যা। ইনি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। আমেদাবাদ নগরস্থ গুজরাট্ কলেজে ইনি কিছুদিন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। পরে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৮৮ খৃঃ অক্‌সফোর্ডে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন, এবং তথায় আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অধীনে, যে সকল দেশীয় রমণীগণের সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, আইন ও মামলা মোকদ্দমা বিষয়ক ব্যাপারে তাঁহাদের পরামর্শদাত্রীরূপে নিযুক্ত আছেন। ১৯০৯ খৃঃ ২৫শে জুন ইনি প্রথম শ্রেণীর Kaiser-i-hind পদক লাভ করিয়াছেন।

সোলন্ (Solon)—আথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা প্রণেতা ও গ্রীসের সাতজন মহাপ্রাজ্ঞের অন্যতম। ইঁহার জন্মাব্দ খ্রীঃ পূঃ ৬৪০ বা ৬৩৮ এবং মরণাব্দ খৃঃ পূঃ ৫৫৯ বা ৫৫৮। সালামিস্ দ্বীপ ইঁহার জন্মভূমি। আথেন্স নগরে দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আরও জ্ঞানলাভার্থ ইনি নানা দেশে পর্য্যটন করেন এবং তৎপরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে বাণিজ্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিতেন, এবং ক্রমে কবি বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সালামিস্ আথেন্সের হস্তচ্যুত হওয়ায় ইনি তৎসম্বন্ধে এরূপ একটী উদ্দীপনাময়ী কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করেন যে, তাহাতে উক্ত স্থান পুনরধিকার করিবার চেষ্টা স্থিরীকৃত হয়, এবং তদর্থে সৈন্য প্রেরণ করিয়া সোলন্‌কে তাহার নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। ইঁহার চেষ্টায় দ্বীপটী পুনরধিকৃত হইলে ইনি রাজ্যমধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন।

অতঃপর রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের অনুরোধে ইনি উহার উন্নতিকল্পে কতকগুলি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। সেই সকল ব্যবস্থায় ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া লোকে চমৎকৃত হয় এবং ইঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। অনন্তর ইনি পুনর্ব্বার বিদেশদর্শনে বহির্গত হন এবং সাইপ্রস্, এসিয়া মাইনর, মিসর প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। কথিত আছে যে, এই সময় ইনি একদা লীডিয়া-রাজ ক্রীজসের সভায় উপস্থিত হইলে, তিনি আপনার অগাধ ধনরত্নরাশি প্রদর্শন করিয়া এই মহাপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন,—"বলুন দেখি, জগতে আমা অপেক্ষা সুখী ব্যক্তি কেহ আছে কি?" সোলন বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "ঐশ্বর্য্য সুখের প্রকৃত নিদান নহে; বিশেষতঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি সুখে কালযাপন করিতে না পারে, তাহাকে সুখী বলা যাইতে পারে না।" বলা বাহুল্য এইরূপ উত্তরে ক্রীজস্ মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাপণ্ডিতের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উপেক্ষাসূচক ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিলেন।

কিছুকাল পরে ক্রীজস্ পারসিয়ার সাইরস কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইলেন। সাইরস ক্রীজসকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত তাঁহার হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপিত করিলে ক্রীজস্ মহাপ্রাজ্ঞ সোলনের উক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে

'হা সোলন্! সোলন্!' বলিয়া আক্ষেপ করিয়া উঠিলেন। সাইরস্ কর্তৃক এরূপ আক্ষেপোক্তির কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি সোলনের সহিত সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সাইরসের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ক্রীসস্‌কে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাবসংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে সোলন্ দুইজন রাজার জ্ঞানোন্মেষের ও একজনের জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছিলেন।

সোলে—আপোষ নিষ্পত্তি। বৈদেশিক। সং।

সোলেনামা—আপোষ নিষ্পত্তি পত্র। বৈদেশিক। সং।

সোল্লুণ্ঠ—সোপহাস, পরিহাসযুক্ত, ঠাট্টা-সহিত; পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি যুক্ত। উল্লুণ্ঠের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সোসর—সদৃশ, সমান। ক, প্র। বিণ।

সোহাগ—অতিশয় আদর, অতিশয় ভালবাসা। দেশজ শব্দ। সং।

সোহাগা—টঙ্কণ; ইহা স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুসমূহ গলাইতে বা যুড়িবার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। দেশজ। সং।

সোহাগিনী, সোহাগী—আদরিণী, আদুরী; সুভগা; ভাগ্যবতী। প্রা, ক।

সৌকর্য্য—১। সুকরতা, সুসাধ্যতা; অনায়াস; সুবিধা। সুকর+ষ্য ভাবে। ২। শূকরত্ব। শূকর+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌকুমার্য্য—সুকুমারতা, মৃদুতা, কোমলতা, সুকুমার+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌখশায়নিক, সৌখসুপ্তিক—সুখশয়ন জিজ্ঞাসু, বৈতালিক; স্তুতিপাঠক। সুখে শয়ন (বা সুপ্তি)=সুখশয়ন বা সুখসুপ্তি, ৭তৎ; তদ্দুত্তরে ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

সৌখীন—বিলাসী, সুখভোগপরায়ণ বাবু। সুখ শব্দ+ঈন্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৌখীনা।

সৌখীনতা—বিলাসিতা; বাবুগিরি। সৌখীন+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। [ক্লী।

সৌখ্য—সুখধারা; সুখসমূহ। সুখ+ষ্য। সং;

সৌগত—বুদ্ধ। সুগত (বুদ্ধ)+ষ্ণ স্বার্থে। সং।

সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য—সদ্গন্ধ, সৌরভ। সুগন্ধ+ষ্ণ, ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌগন্ধিক—১। কহ্লার; নীলোৎপল। সুগন্ধ+ষ্ণিক। সং; ক্লী। ২। গন্ধবণিক্। সং; পু।

সৌগন্ধ্য—সৌগন্ধ দেখ।

সৌচি, সৌচিক—সূচিব্যবসায়ী, দর্জি। সূচি+ষ্ণি, ষ্ণিক। সং; পু।

সৌজন্য—সুজনতা, শিষ্টাচার, সদ্ব্যবহার। সুজন শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌত্র, সৌত্রিক—১। সূত্রসম্বন্ধীয়; সূত্রানুযায়ী। সূত্র+ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণ; ব্যাকরণে—গণপাঠধৃত ধাতুবৎ দৃষ্টপ্রয়োগ নয় অথচ কেবল শব্দবিশেষ সাধনার্থ স্বীকৃত সূত্রনিবেশিত ধাতু। সং; পু।

সৌদামনী, সৌদামিনী—বিদ্যুৎ, তড়িৎ; অপ্সরাবিশেষ। সুদামন্ (মেঘ)+ষ্ণ ভবার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সৌদায়িক—পিতা, মাতা বা পতির নিকট প্রাপ্ত স্ত্রী-ধন। সু (উত্তম) যে দায় (ধন) সুদায়, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ষ্ণিক। সং; ক্লী।

সৌদাস—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। একদা ইনি মৃগয়া করিবার সময় ব্যাঘ্ররূপী দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করেন। অপর জন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে এইরূপ ভয় পাইয়া অন্তর্হিত হয়। একদা রাজা সৌদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন। এই যজ্ঞে বশিষ্ঠ যাজকতা করেন। পলায়িত রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকট সমাংস অন্নভোজন প্রার্থনা করিলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্যোগ করিয়া দেন; তখন রাক্ষস গোপনে সমাংস অন্নের সহিত নরমাংস মিশ্রিত করিয়া দিলেন। ঋষি বশিষ্ঠ ভোজনের সময় নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন,—"যে খাদ্য আমায় দিয়াছ তাহাই তোমার খাদ্য হউক।" বিনা অপরাধে এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া রাজাও অভিশাপ দিবার জন্য জলগণ্ডূষ লইলে মহিষী ইঁহাকে নিরস্ত করিলেন। তখন তাঁহার পাদদেশে সেই তেজোযুক্ত জল পতিত হইলে তাঁহার চরণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। তদবধি তাঁহার নাম হইল "কল্মাষপাদ"।

সৌধ—সুধা-ধবলিত গৃহ; রাজভবন, প্রাসাদ। সুধা (চূণ)+ষ্ণ সংসর্গার্থে। সং; ক্লী বা পু।

সৌধকিরীটিনী—প্রাসাদরূপ কিরীটশোভিতা, অর্থাৎ বহুতর সমুচ্চ ও মনোহর সৌধযুক্তা। সৌধ রূপ কিরীট, রূপক; সৌধকিরীট+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সৌধচূড়া—প্রাসাদশিখর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সৌধমালা—প্রাসাদশ্রেণী, সুধা-ধবলিত গৃহশ্রেণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সৌনিক—মাংসবিক্রয়ী, কসাই। সূনা শব্দ (বধ্য ভূমি)+ষ্ণিক। সং; পু।

সৌন্দর্য্য—সুশ্রীকতা, সুরূপতা। সুন্দর শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌন্দর্য্যগর্ব্ব—সুরূপতার অহঙ্কার, সুশ্রীকতা জন্য দর্প। ৬তৎ। সং; পু।

সৌন্দর্য্যগৌরব—সুশ্রীকতার মহিমা; সুরূপতার গর্ব্ব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়—সুশ্রীকতার অনুরাগী, যে সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

সৌন্দর্য্যময়—সৌন্দর্য্যপূর্ণ, শোভাময়। সৌন্দর্য্য+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৌন্দর্য্যময়ী।

সৌন্দর্য্যাধার—সুরূপতার আধার, শোভার আশ্রয়, অতিশয় সৌন্দর্য্যপূর্ণ। ৬তৎ। সং।

সৌপর্ণ—১। সুপর্ণসম্বন্ধীয়। সুপর্ণ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৌপর্ণী। ২। গরুড়; মরকত মণি। সং; পু।

সৌপ্তিক—১। সুপ্তসম্বন্ধীয়। সুপ্ত শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৌপ্তিকী। ২। মহাভারতের পর্ব্ববিশেষ। সং; ক্লী।

সৌভদ্র, সৌভদ্রেয়—সুভদ্রাপুত্র, অভিমন্যু। সুভদ্রা+ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

সৌভরি—জনৈক মুনি। তপস্যা দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়া ইনি রাজা মান্ধাতার নিকট তাঁহার একটি কন্যা ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করেন। মনোনয়নার্থ কন্যাগণের নিকট প্রেরিত হইয়া ইনি যোগবলে দিব্যদেহ ধারণ করিলে কন্যাগণ সকলেই ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন। পত্নীগণ সমভিব্যাহারে ইনি বনাশ্রমে বাস করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যোগবলে প্রভূত ধনৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া বহুকাল সংসারাশ্রমে সুখে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে ইঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যাও জন্মে। অনন্তর ইনি পুনর্ব্বার সংসার পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। সং; পু।

সৌভাগিনেয়—সুভগা স্ত্রীর পুত্র। সুভগা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

সৌভাগ্য—১। শুভাদৃষ্ট; প্রিয়ত্ব; সৌন্দর্য্য। সুভগ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী। ২। যোগবিশেষ। সং; পু।

সৌভাগ্যক্রমে—শুভাদৃষ্টবশতঃ, জোর কপাল হেতু। সৌভাগ্যের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সৌভাগ্যগর্ব্ব—শুভাদৃষ্টের অহঙ্কার, অদৃষ্ট ভাল বলিয়া দর্প। ৬তৎ। সং; পু।

সৌভাগ্যগৌরব—শুভাদৃষ্টের মহত্ত্ব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী—শুভাদৃষ্টরূপ শ্রী; সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রূপক বা ৬তৎ। স্ত্রী।

সৌভাগ্যবশতঃ—শুভাদৃষ্টক্রমে, জোর কপাল হেতু। ৬তৎ। অ্য।

সৌভাগ্যবান্ (—বৎ)—শুভাদৃষ্ট-সম্পন্ন, জোর কপালবিশিষ্ট। সৌভাগ্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী সৌভাগ্যবতী।

সৌভাগ্যশালী (—শালিন্)—সৌভাগ্যবান্,

শুভাদৃষ্টসম্পন্ন। সৌভাগ্য+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী সৌভাগ্যশালিনী। [পু।

সৌভাগ্যসূর্য্য—শুভাদৃষ্টরূপ রবি। রূপক। সং;

সৌভ্রাত্র—সুভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃগণের পরস্পর প্রীতি। সু (উত্তম) যে ভ্রাতা সে সুভ্রাতা, কর্ম্মধা; সুভ্রাতৃ+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌমনস্য—ভালবাসা, প্রীতি; প্রসন্নতা, সন্তোষ। সুমনাঃ দেখ। সুমনস্+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌমনা—উদয়পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ। পূর্ব্বে কোন সময়ে বিষ্ণু ত্রৈলোক্য আক্রমণ-কালে এই শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরুশিখরে অন্য পদ অর্পণ করিয়াছিলেন।

সৌমিত্র, সৌমিত্রি—সুমিত্রাতনয়, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। সুমিত্রা—ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

সৌম্য—১। সোমপুত্র, চন্দ্রতনয়, বুধগ্রহ। সোম+ষ্ণ্য। সং; পু। ২। সুন্দর; সুদৃশ্য; সাধু; শান্তমূর্ত্তি; নিপুণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৌমী। [সং; পু।

সৌম্যভাব—শান্তভাব, সাধুভাব। কর্ম্মধা।

সৌম্যমূর্ত্তি—১। শান্ত আকৃতি, সুন্দর অবয়ব। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। শান্ত আকৃতি-বিশিষ্ট, সুন্দরকায়। বহু। বিণ; ত্রি।

সৌম্যাকৃতি—১। শান্ত আকৃতি, সুন্দর আকার। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। শান্ত আকৃতিবিশিষ্ট, সুদৃশ্যবপুঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

সৌর—১। বৈবস্বত মনু; যম; শনি; কর্ণ; সুগ্রীব। সূর (সূর্য্য)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। ২। সূর্য্যসম্বন্ধীয়। সূর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৌরী।

সৌরকর, সৌরকিরণ—সূর্য্যকিরণ, রৌদ্র। কর্ম্মধা। সং; পু।

সৌরকরলেখা—সূর্য্যকিরণের রেখা, সূর্য্যের কিরণমালা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সৌরকরোজ্জ্বল—রবিকিরণে দীপ্যমান, রৌদ্রে ঝকঝকে। সৌরকর দ্বারা উজ্জ্বল, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সৌরকরোদ্ভাসিত—সূর্য্যকিরণে প্রকাশিত, সূর্য্যের করে সমুজ্জ্বল। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সৌরকিরণ—সৌরকর দেখ।

সৌরজগৎ—সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী গ্রহ উপগ্রহাদি মণ্ডল (Solar System)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সূর্য্য সৌর জগতের কেন্দ্রস্বরূপ। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ ইহাকে বেষ্টন করিয়া স্ব স্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য একটী গোলাকার জড়পিণ্ড, ইহার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ এবং ইহার আকার পৃথিবীর আকারের প্রায় ১৩,৩২,০০০ গুণ। কিন্তু ইহা পৃথিবীর ন্যায় গাঢ় নহে; ইহার গাঢ়তা পৃথিবীর গাঢ়তার চারিভাগের একভাগ মাত্র, সুতরাং সূর্য্য, পৃথিবী অপেক্ষা এত বৃহৎ হইলেও ইহার ওজন পৃথিবী অপেক্ষা মাত্র ৩,৩৩,০০০ গুণ ভারী। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ বহু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্য্যের অভ্যন্তর ভাগ দ্রব দ্রব্যদ্বারা গঠিত, এবং নানাবিধ গলিত ধাতুই উহার উপাদান। সূর্য্যের এই দ্রবময় দেহ বেষ্টন করিয়া কদম্বপুষ্পের কেশরের ন্যায় যে একটী আচ্ছাদন রহিয়াছে উহাকে প্রতিগোলক বা কেশর বলা যায়। উহা সূর্য্য দেহের অভ্যন্তর ভাগ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত তরল ধাতুদ্বারা গঠিত। উহা সাতিশয় উত্তপ্ত বলিয়া প্রায় বাষ্পাকারে অবস্থান করে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সূর্য্যের তেজ নিয়ত বিক্ষিপ্ত হইতে হইতে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বহু কোটি বৎসর পরে এত কম হইয়া যাইবে যে, সূর্য্যের দেহ কঠিন অবস্থায় পরিণত হইবে, এবং সূর্য্যোত্তাপের অভাবে এই পৃথিবী মানববাসের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু অপর কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। সূর্য্যের তেজ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলেও মধ্যে মধ্যে উল্কারাশি উহার মধ্যে পতিত হইয়া আগুনে কাঠ বা কয়লা দেওয়ার ন্যায় উহার উত্তাপের সমতা রক্ষা করিতেছে। সুতরাং সূর্য্যের তেজ কখনও একেবারে নির্ব্বাপিত হইবার আশঙ্কা নাই। সৌরজগতে আটটী প্রধান গ্রহ আছে। তাহা এই,—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেনাস্ বা হর্শেল, এবং নেপচুন।

বুধ—ইহা সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী গ্রহ। সূর্য্য হইতে ইহার গড় দূরত্ব ৩৫৯,৫৮০০০ মাইল। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার প্রায় ৮৮ দিন লাগে। ইহার ব্যাস প্রায় ৩০০৮ মাইল এবং ইহার দেহের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ইহার ওজন পৃথিবীর ওজনের ১৫ ভাগের ১ ভাগ। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা গাঢ়তর পদার্থ দ্বারা গঠিত। বুধের দৈহিক উত্তাপ অত্যল্প, কিন্তু ইহা সূর্য্যের অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ইহাতে সূর্য্যকিরণের উত্তাপ পৃথিবীস্থ সূর্য্যকিরণের উত্তাপ হইতে প্রায় ৭ গুণ অধিক। ইহার দেহের বর্ণ সীসের ন্যায়, কিন্তু সূর্য্যকিরণের প্রতিফলনে ইহাকে তারার ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যায়। ইহার একমুখ নিয়ত সূর্য্যের দিকে থাকে, এজন্য ইহার একাংশে নিয়ত দিন ও অপরাংশে নিয়ত রাত্রি থাকে। সূর্য্যের উদয়াস্ত কালেই প্রায় ইহার উদয়াস্ত হইয়া থাকে, এজন্য মুক্তচক্ষে ইহাকে দর্শন করা দুঃসাধ্য। বুধের কোন উপগ্রহ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

শুক্র—সৌরজগতে বুধের পরই শুক্রকে দেখা যায়। সূর্য্য হইতে ইহার গড় দূরত্ব ৬,৭১,৯০,০০০ মাইল। কিন্তু এই দূরত্ব সর্ব্বদা সমান থাকে না, কখনও অল্প কখন বা অধিক হয়। স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে শুক্র যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যগত হয়, তখন পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ২৫৭, ৯০,০০০ মাইলের কিছু বেশী হইয়া থাকে। আবার যখন ইহা পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে, তখন ইহার দূরত্ব ১৬ কোটি মাইলেরও অধিক হয়। শুক্র যে কক্ষপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা পৃথিবীর কক্ষের অন্তর্গত। সুতরাং পৃথিবী হইতে উহাকে কখনও সূর্য্যের অগ্রে এবং কখন বা সূর্য্যের পশ্চাতে চলিতে দেখা যায়। শুক্র যখন সূর্য্যের অগ্রে থাকে তখন উহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উদিত হয়, এবং তখন আমরা উহাকে প্রভাতী তারা বা শুকতারা বলিয়া থাকি; আবার যখন সূর্য্যের পশ্চাতে থাকে, তখন উহা সূর্য্যাস্তের পরে অস্ত যায়; সে সময়ে উহাকে পশ্চিমাকাশে দীপ্ত পাইতে দেখা যায়, এবং তখন উহাকে সন্ধ্যা-তারা বলা হয়। শুক্রের ব্যাস ৭৪৮০ মাইল এবং ইহার দেহের আয়তন পৃথিবীর ৫ ভাগের ৪ ভাগ অপেক্ষা বেশী। ইহার ওজন পৃথিবীর ওজনের ৪ ভাগের ৩ ভাগ এবং দেহের গাঢ়তা পৃথিবীর গাঢ়তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইহার দেহ রজতশুভ্র, এজন্য অধিকতর সৌরকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় ইহাকে সকল সময়েই অধিক উজ্জ্বল দেখা যায়। ইহার গতি পৃথিবী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দ্রুত। ইহা প্রায় ২২৪ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, এবং প্রায় ২৩৷৹ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করে। শুক্র গ্রহের এ পর্য্যন্ত কোন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয় নাই।

পৃথিবী—প্রাচীন কালে পৃথিবী অচলা বলিয়া ধারণা ছিল। এদেশে আর্য্যভট্ট নামে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ ইহাকে সচলা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং ইহার আহ্নিকগতি আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বরাহ প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। পরে পাশ্চাত্য জ্যোতিষীদিগের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বাস্তবিকই পৃথিবী অচল জড়পিণ্ড

নহে; অন্যান্য গ্রহের ন্যায় ইহারও গতি আছে, এবং ইহা স্বীয় কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহা ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজ দেহের আবর্ত্তন করে, ইহাতেই আমরা দিবারাত্রি অনুভব করিয়া থাকি। সূর্য্য হইতে পৃথিবী ৯,২৯,৫০,০০০ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছে। এই দূরত্ব সকল সময়ে সমান থাকে না। পৃথিবীর মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্য ৭৯০০ মাইল, এবং উহার নিরক্ষদেশের ব্যাস ৭৯২৭ মাইল। পণ্ডিতগণ অনুমান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ উহার পৃষ্ঠদেশের ন্যায় কঠিন নহে, কিন্তু তাহার গাঢ়তা পৃষ্ঠদেশের গাঢ়তা অপেক্ষা অধিক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ পারদের ন্যায় তরল, আবার কাহারও কাহারও মতে উহা সীসার ন্যায় কঠিন। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ উত্তপ্ত। পৃথিবীর একটী উপগ্রহ আছে; এই উপগ্রহ চন্দ্র।

চন্দ্র—পৃথিবী যেমন সূর্য্যের আকর্ষণে উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের এক আবর্ত্তন পূর্ণ করিতে ২৭ দিন ৮ ঘণ্টা সময় লাগে; এবং (অমাবস্যায়) সূর্য্যের সহিত একবার মিলিত হইবার পর পুনরায় সূর্য্যের সহিত সম্মিলিত হইতে প্রায় ২৯॥০ দিন লাগে। ইহাই চান্দ্রমাস। চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২,৩৮,৮৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। তবে এত দূরত্ব সকল সময়ে সমান থাকে না। যখন চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী হয়, তখন ইহা ২,৫২,৯৫০ মাইল দূরে এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইলে ২২৪,৭২০ মাইল দূরে অবস্থান করে। চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২১৫০ মাইল এবং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। চন্দ্রের দেহ পৃথিবীর দেহ অপেক্ষা শীতল ও কঠিন। চন্দ্রে জলবায়ুর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এককালে ইহাতে জল ছিল, এবং বিশাল সমুদ্রও ছিল, এক্ষণে জলরাশি জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠদেশে অনেক পর্ব্বত ও তুষারাবৃত বিশাল প্রান্তর দেখা যায়। চন্দ্রে যে কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, উহা প্রকৃতপক্ষে কলঙ্ক নয়। ঐ সকল উন্নত পর্ব্বতের ছায়া, গহ্বর ও উপত্যকা প্রভৃতির যে সকল স্থানে সূর্য্যালোক পতিত হয় না, সেই সকল স্থানই কলঙ্কবৎ প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রমণ্ডলস্থ পর্ব্বতসমূহে গহ্বরাদি দৃষ্টে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এক কালে চন্দ্রমণ্ডলে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ঘটিত, কারণ ঐ সকল পর্ব্বত আগ্নেয়গিরির অনুরূপ। চন্দ্র সর্ব্বদা এক মুখ পৃথিবীর দিকে রাখিয়া ঘুরিতেছে। পণ্ডিতেরা সেই দিকই দেখিতে পাইয়া তাহার মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কেহ কেহ কল্পনা করেন যে, চন্দ্রের অলক্ষিত অপর পৃষ্ঠে জলবায়ুর বিদ্যমানতা, সুতরাং জীবের অস্তিত্ব থাকিতে পারে।

মঙ্গল—পৃথিবীর কক্ষের বাহিরেই মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবী হইতে ইহাকে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেখা যায়। সূর্য্য হইতে মঙ্গলের গড় দূরত্ব ১৪,১৫,৩৬০০০ মাইল। পৃথিবীর কক্ষ মঙ্গলের কক্ষের মধ্যে থাকায়, মঙ্গল কদাপি পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয় না, কোন কোন সময় পৃথিবীই মঙ্গল ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকে। তখন পৃথিবী হইতে মঙ্গলের দূরত্ব ৪৮৫,০৬,০০০ মাইল হয়। মঙ্গলের ব্যাস প্রায় ৫০০০ মাইল, এবং ইহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ছোট ইহা প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মি: ২৪ সেকেণ্ডে একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে, আবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহা ৬৮৭ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গলের লোহিত আভার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহাতে জল আছে। তাঁহারা দূরবীক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে সাগর ও জলপ্রণালী সকল বিদ্যমান। ইহাতে পাহাড় পর্ব্বত দেখা যায় না, তবে উদ্ভিদপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর দৃষ্ট হয়। এই সকল জলপ্রণালীর অবস্থিতি দর্শনে বোধ হয় যে, কোন বুদ্ধিমান্ প্রাণী স্থলভাগে জলাভাব দূর করিবার জন্য ঐ সকল প্রণালী খনন করিয়াছে। সুতরাং ইহাতে আমাদের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী ও ক্ষমতাশালী জীব বাস করিতেছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা অধিক শীতল, এবং ইহার বায়ু অপেক্ষাকৃত লঘু। মঙ্গলের দুইটী উপগ্রহ আছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হল নামক জনৈক আমেরিকান পণ্ডিত এই উপগ্রহ দুইটীর আবিষ্কার করেন। ইহাদের একটীকে শম ও অপরটীকে দম বলা যায়। দম মঙ্গলের কেন্দ্র হইতে ১৪৬৫০ মাইল দূরে থাকিয়া ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে একবার মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে, এবং শম ৫৮৫০ মাইল দূরে থাকিয়া ৭ ঘণ্টা ৩৯॰ মিনিটে একবার মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

বৃহস্পতি—সৌরজগতে যত গ্রহ আছে বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার ব্যাস ৮৮,৪৩৯ মাইল, এবং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১৩৯০ গুণ। ইহা সূর্য্য হইতে ৪৮,৩২,৮৮০০০ মাইল দূরে অবস্থান করিয়া ৪৩৩২॥০ দিনে একবার স্বীয় কক্ষে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। বৃহস্পতি ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডে এক বার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করে। পৃথিবী স্বীয় কক্ষে চলিতে চলিতে যখন সূর্য্য ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী হয়, তখন পৃথিবী হইতে বৃহস্পতির দূরত্ব প্রায় ৩৯০,৩৩৮,০০০ মাইল হয়। তীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ দ্বারা ইহাকে চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় দেখা যায়। অন্যান্য গ্রহগণ যেমন স্বয়ং তেজোবিহীন, কেবল সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হয়, বৃহস্পতি সেরূপ নহে, ইহার নিজের তেজ আছে। এজন্য অনেকে বৃহস্পতিকে দ্বিতীয় সূর্য্যরূপে উল্লেখ করেন। বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা অধিক তরল, এজন্য উহা সর্ব্বদা বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত ও মেঘাবৃত থাকে। ইহার দেহের বর্ণ রজতবৎ শুভ্র। কিন্তু উহাতে সঞ্চরমাণ মেঘমালা দূরবীক্ষণ সংযোগে ঈষৎ রক্তাভ দেখা যায়। ইহার গাত্রে সময়ে সময়ে নানা আকারের দাগ দেখা যায়। কোন কোন দাগের দৈর্ঘ্য ২৮০০০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি গ্রহের সাতটী উপগ্রহ আছে। তন্মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্যালিলিও স্বনির্ম্মিত দূরবীক্ষণ দ্বারা ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ৪টী উপগ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা দেশে বার্নার্ড নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ পঞ্চম উপগ্রহের আবিষ্কার করেন। অতঃপর ১৯০৫ খ্রীঃ ইহার আরও দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল উপগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে অবস্থান করিয়া বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

শনি—শনি বৃহস্পতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ইহার ব্যাস প্রায় ৭৫০৩৩ মাইল। শনির আয়তন পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা ৮৪৯ গুণ বড়। ইহার দেহের গাঢ়তা পৃথিবীর দেহের গাঢ়তার ৯ ভাগের এক ভাগ মাত্র, সুতরাং তাহা জল অপেক্ষা তরল অবস্থাপন্ন। শনি সূর্য্য হইতে ৮৮,৬০,৬৫,০০০ মাইল দূরে অবস্থান করিয়া প্রায় ১০৭৫৯ দিনে অর্থাৎ সৌর ২৯।০ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং প্রায় ১০ ঘণ্টা ২৯ মিনিট

১৭ সেকেণ্ডে একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ শনিকে হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়। দূরবীক্ষণ দ্বারা দর্শন করিলে শনির দেহে তিনটি চক্র পরিদৃষ্ট হয়। চক্রগুলি অঙ্গুরীয়কের ন্যায় গোলাকার, এবং গ্রহপৃষ্ঠের সহিত অসংলগ্ন হইয়া কুম্ভকারচক্রের ন্যায় ইহার দেহ বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। এতদ্ব্যতীত ৯টী উপগ্রহ শনিকে বেষ্টন করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে হাইগেন নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ সর্ব্বপ্রথম শনির একটী উপগ্রহের অবিষ্কার করেন। তৎপরে ক্যাশিনি ১৬ বৎসর পর্য্যবেক্ষণের ফলে আর চারিটী উপগ্রহ দেখিতে পান। শতাধিক বৎসর পরে পণ্ডিতবর হর্শেল কর্ত্তৃক আর দুইটী উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শনির আর একটী উপগ্রহ, এবং অল্পদিন পূর্ব্বে নবম উপগ্রহটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম আবিষ্কৃত উপগ্রহটীর নাম তিতান; ইহা বুধগ্রহ অপেক্ষাও বৃহৎ। এইরূপে তিনটী চক্র ও নয়টী উপগ্রহে পরিশোভিত হইয়া গ্রহরাজ শনি সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে।

হর্শেল—হিন্দু জ্যোতিষে এই গ্রহের উল্লেখ নাই। উইলিয়ম হর্শেল ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে ইহার আবিষ্কার করেন। হর্শেল তৎকালীন ইংলণ্ডেশ্বরের নামানুসারে ইহার নাম 'জর্জ্জতারা' রাখেন। ফরাসীদেশে আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে ইহাকে 'হর্শেল' বলা হয়। লাটিন ভাষায় ইহার য়ুরেনস্ নামকরণ হয়। এই য়ুরেনস্ নামের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ বাঙ্গালায় ইহাকে ইন্দ্রনামে অভিহিত করেন। হর্শেলের ব্যাস ৩০৮৭৫ মাইল, এবং আয়তনে পৃথিবীর ৫৯ গুণ। ইহা সূর্য্য হইতে প্রায় ১৭৮,১৯,৪৪০০০ মাইল দূরে থাকিয়া ৩০৮৮৬ দিনে অর্থাৎ সৌর ৮৪ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহার গতি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত। ইহা প্রায় ৯॥০ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করে। এ পর্য্যন্ত ইহার ৪টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নেপচুন—ইহাও নূতন আবিষ্কৃত গ্রহ। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আদমস্ নামক জনৈক ইংরাজ এবং লাভেরিয়ে নামক এক ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ অতি তীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণের সহায়তায় এবং গণিতের জটিল গণনা মীমাংসার পর এই গ্রহের আবিষ্কার করেন। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে ইহার নেপচুন নামকরণ হয়। নেপচুন শব্দ গ্রীক ভাষায় জলাধিপতির নাম বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে বাঙ্গালায় বরুণ বলিয়া অভিহিত করেন। নেপচুনের ব্যাস ৩৭২০৫ মাইল, এবং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১০৩॥০ গুণ। ইহা সূর্য্য হইতে ২৭৯, ১৭, ৫০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় ৩০ গুণ। ইহা ৬০১২৭ দিনে বা প্রায় ১৬৬ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহার মেরুদণ্ডাবর্ত্তনের কাল পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। নেপচুনের একটী উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা নেপচুন হইতে ২২৩০০০ মাইল দূরে থাকিয়া প্রায় ৫ দিন ২১ ঘণ্টায় একবার উহাকে প্রদক্ষিণ করে।

এই সকল গ্রহভিন্ন সৌরজগতে গ্রহকক্ষর, রাশিচক্র, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি আরও বহুতর বস্তু রহিয়াছে।

জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এমন অনেক নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যে, সেগুলি অদ্যাপি বায়বীয় অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা অনুমান করেন, সমগ্র সৌরজগৎও এক সময়ে ঐরূপ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে উহার তাপের হ্রাস হইতে থাকায় এক এক অংশ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ শীতল হইয়া গ্রহ ও উপগ্রহরূপে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে।

সৌরভ, সৌরভ্য—সদ্গন্ধ; সুবাস; সৌন্দর্য্য; কুঙ্কুম। সুরভি+ষ্ণ, ষ্যঞ। সং; ক্লী।

সৌরভময়—সদ্গন্ধপূর্ণ, সুবাসবিশিষ্ট। সৌরভ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৌরভময়ী।

সৌরভশালী (-শালিন্)—সদ্গন্ধযুক্ত, সুবাসবিশিষ্ট। সৌরভ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ পু। স্ত্রী সৌরভশালিনী। [সং; পু

সৌরভসম্ভার—সৌরভরাশি, সুবাসসমূহ। ৬তৎ।

সৌরভান্বিত—সৌরভযুক্ত, সদ্গন্ধবিশিষ্ট সৌরভ দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ

সৌরভেয়—১। সুরভিসম্বন্ধীয়। সুরভি+ঢেয় বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৌরভেয়ী। ২। বৃষ, ষাঁড়। সং; পু।

সৌরভেয়ী—১। সুরভিসম্বন্ধীয়া। সৌরভেয়+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গবী। সুরভি (গবী) +ঢেয় অপত্যার্থে+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

সৌরভ্য—সৌরভ দেখ।

সৌরমণ্ডল—সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্যের পরিবেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

সৌরাজ্য—সাধুরাজযুক্তত্ব, উত্তম রাজত্ব। সু যে রাজা সে সুরাজা, কর্ম্মধা; সুরাজন্+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌরাজ্যসংস্থাপন—সুশাসনপূর্ণ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, সুখময় রাজ্যস্থাপন। ৬তৎ। সং।

সৌরাজ্যসুখ—সুশাসনপূর্ণ রাজত্বজনিত সুখ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সৌরাষ্ট্র—১। সুরাট দেশ। সুরাষ্ট্র শব্দ+ষ্ণ। ২। তদ্দেশীয় লোক। সং; পু।

সৌরি—১। যম; শনিগ্রহ। সূর (সূর্য্য)+ঞ অপত্যার্থে। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সূরি শব্দ+ঞি। সং; পু।

সৌবর্গ—১। স্বর্গীয়। স্বর্গ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। সুর, দেবতা। সং; পু।

সৌবর্চ্চল—লবণবিশেষ; সোরা। সুবর্চ্চল+ষ্ণ। সং; ক্লী।

সৌবর্ণ—১। সুবর্ণময়। সুবর্ণ (সোণা)+ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী সৌবর্ণী। ২। মেরু পর্ব্বত। সং; পু।

সৌবস্তিক—পুরোহিত, যাজক; স্বস্তিবাচক। স্বস্তি+ষ্ণিক। বিণ বা সং; পু।

সৌবিদ, সৌবিদল্ল—কঞ্চুকী, অন্তঃপুররক্ষক। সুবিদ, সুবিদল্ল শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

সৌষ্ঠব—সুরূপতা, সৌন্দর্য্য; উৎকর্ষ; আধিক্য। সুষ্ঠু শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌষ্ঠবান্বিত—সৌষ্ঠবযুক্ত, সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সৌসাদৃশ্য—সম্পূর্ণ সাদৃশ্য, উত্তম মিল। সু (উত্তম) সদৃশ=সুসদৃশ, নিত্য; তদুত্তরে ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌহার্দ্দ, সৌহৃদ—সখ্য, মিত্রতা, বন্ধুতা; সৌজন্য। সুহৃদ্+ষ্ণ ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌহার্দ্দ্য, সৌহৃদ্য—সখ্য, মিত্রতা, বন্ধুত্ব; সৌজন্য। সুহৃদ্+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌহার্দ্দবন্ধন—মিত্রতারূপ বন্ধন, প্রণয়রূপ বাঁধন। রূপক। সং; ক্লী।

সৌহার্দ্দসংস্থাপন—বন্ধুত্বস্থাপন, মৈত্রীকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সৌহিত্য—পর্য্যাপ্ত ভোজন, অতিশয় তৃপ্তি সুহিত শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

সৌহৃদ—সৌহার্দ্দ দেখ।

সৌহৃদ্য—সৌহার্দ্দ্য দেখ।

স্কন্দ—১। কার্ত্তিকেয়। স্কন্দ্ (গমন করা)+অন্ ক। ২। গতি। স্কন্দ্+অন্ ভা। সং; পু।

স্কন্দন—গমন, গতি; ক্ষরণ; রেচন; শোষণ। স্কন্দ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্কন্ধ—অংশ, কাঁধ; দেহ; বৃক্ষকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি; সেনাধ্যক্ষ; যুদ্ধ; ব্যূহ; রাজা; পথ, ছন্দোবিশেষ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; ককুদ, ষাঁড়ের ঝুঁটি; বৌদ্ধমতে—জ্ঞানের পঞ্চ অংশ, বিষয়প্রপঞ্চ—রূপস্কন্ধ, বিষয়জ্ঞানপ্রপঞ্চ—বেদনাস্কন্ধ, আলয়বিজ্ঞানপ্রপঞ্চ—বিজ্ঞানস্কন্ধ, নামপ্রপঞ্চ—সংজ্ঞাস্কন্ধ, বাসনা-

প্রপঞ্চ—সংস্কারস্কন্ধ। 'ক' অর্থে মস্তক, তাহার দ্বিতীয়ার ১বচনে কং (মস্তককে), তদুত্তরে ধা (ধারণ)+ড ক। সং; পু।

স্কন্ধদেশ—অংস, কাঁধ। কর্ম্মধা। সং; পু।

স্কন্ধবাহ, স্কন্ধবাহক—স্কন্ধদ্বারা শকট বা ভার বহনকারী, বেহারা। ৬তৎ। সং; পু।

স্কন্ধশাখা—বৃক্ষের প্রধান শাখা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [–আ–বৃ+ঘঞ্ ক। সং; পু।

স্কন্ধাবার—শিবির, তাঁবু। স্কন্ধ (রাজা বা সৈন্য)

স্কন্ধাবারবাহ—শিবিরবাহক, তাঁবু-বহনকারী। ৬তৎ। সং; পু।

স্কন্ন—গত; চ্যুত; ক্ষরিত; শুষ্ক। স্কন্দ্ (গমন করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

স্ক্রিন (Francis Henry Skrine, I. C. S. —জন্ম ১৮৪৭ খৃঃ। ইনি ১৮৬৮ খৃঃ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও বঙ্গদেশে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমনপূর্ব্বক প্রথমে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কর্ম্ম করেন। এই সময়ে দেশের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ইনি বিহার জেলার রিলিফ কার্য্যে প্রেরিত হন (১৮৭৪ খ্রীঃ)। ১৮৭৭ খ্রীঃ মান্দ্রাজে রিলিফ কার্য্য আরম্ভ হইলে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী চাহিয়া পাঠান, তাহাতে স্ক্রিন সাহেবই তথায় প্রেরিত হন, এবং সেই কার্য্যে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৮৯৩—৯৪ অব্দে ইনি ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের কার্য্য করেন এবং ১৮৯৫ খ্রীঃ কলিকাতায় কষ্টম কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া নিজ আফিসের ও শুল্ক-সংগ্রহ-প্রথার বিবিধ সংস্কার সাধন করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ইনি চট্টগ্রামের কমিশনার হইয়া যান, এবং পর বৎসর রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি অতি অমায়িক ও মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন, এতদ্দেশীয়দিগকে ভালবাসিতেন, এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে সতত যত্ন চেষ্টা করিতেন। ভারতে অবস্থানকালে ইনি 'An Indian Journalist' নাম দিয়া খ্যাতনামা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি জীবন-চরিত প্রণয়ন করতঃ নিজ ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করেন, এবং শম্ভুচন্দ্রের বিধবা পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ঐ পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্তই বিধবাকে অর্পণ করেন। তদ্ব্যতীত "The Laborious Days of Sir Charles Eliot', 'The Life of Sir W. W. Hunter, K. C. S. I.' 'The Expansion of Russia', 'Fontenoy' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া স্ক্রিন্ সাহেব যথোচিত যশস্বী হইয়াছেন।

স্খদন—বিদারণ; বিনাশন; পরাজয়। স্খদ্ (বিদীর্ণ করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

স্খলৎ—স্খলিত হইতেছে এরূপ, স্খলনশীল। স্খল্ (স্খলিত হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। পু স্খলন্। স্ত্রী স্খলন্তী। ক্লী স্খলৎ।

স্খলন—পতন; বিচ্যুতি; মোচন; পিছলন; উছুট; প্রতিঘাত; অর্দ্ধোচ্চারণ; স্থানচ্যুতি; ধাক্কা; বিকল হওয়া, বিকৃতি; ভ্রম হওয়া, অনুদ্দিষ্ট বাক্যকথন; বিকল হওয়া; ক্ষোভ। স্খল্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্খলিত—পতিত; বিচ্যুত; ভ্রষ্ট; চলিত; অর্দ্ধোচ্চারিত; প্রতিহত; কুণ্ঠিত। স্খল্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্খলিতা।

স্খলিতচরণ, স্খলিতপদ—কুণ্ঠিত চরণবিশিষ্ট, যাহার পা যথাস্থানে পতিত হইতেছে না এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

স্খলিতপদে—জড়িত চরণে, পা জড়াইয়া পড়িতেছে এরূপ ভাবে। স্খলিত হইয়াছে পদ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

স্খলিতবচনে—জড়িত বাক্যে, অর্দ্ধোচ্চারিত কথায়। বহু। ক্রি-বিণ।

স্তন—বক্ষোজ, কুচ, পয়োধর। স্তন্ (শব্দ করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

স্তনন—মেঘধ্বনি; শব্দ। স্তন্ (শব্দ করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্তনন্ধয়, স্তনপ—স্তন্যপায়ী শিশু। স্তন শব্দ—ধে (পান করা)+খশ্ ক, ২য় পক্ষে স্তন শব্দ—পা (পান করা)+ড ক। সং; পু। স্ত্রী স্তনন্ধয়ী, স্তনপা।

স্তনয়িত্নু—১। বিদ্যুৎ; মেঘ। ণিজন্ত স্তন্=স্তনি (শব্দিত করা)+ইত্নু ক। ২। মেঘগর্জ্জনধ্বনি; মৃত্যু; পীড়া। স্তনি+ইত্নু ভা। সং; পু।

স্তনবৃন্ত—স্তনের বোঁটা, চুচুক। ৬তৎ। সং; পু।

স্তনান্তর—১। স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, বক্ষঃ, বুক। স্তনদ্বয়ের অন্তর, ৬তৎ। ২। অপর স্তন। নিত্য। সং; ক্লী।

স্তনিত—১। শব্দিত। স্তন (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। মেঘধ্বনি; রতিকালীন শব্দ। স্তন+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

স্তন্য—স্তনদুগ্ধ। স্তন—য ভবার্থে। সং; ক্লী।

স্তন্যজীবী (—জীবিন্), **স্তন্যপায়ী** (—পায়িন্) —যে বা যাহা শৈশবে মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিয়া জীবিত থাকে,—যেমন মনুষ্য, গো, মহিষ, ছাগ, প্রভৃতি। স্তন্যশব্দ—জীব্ (বাঁচা), পা (পান করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—জীবিনী,—পায়িনী।

স্তন্যপান—স্তনদুগ্ধ খাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্তব্ধ—অস্পন্দ, জড়ীভূত, দৃঢ়ীভূত; মূর্চ্ছিত; বধির। স্তন্ভ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

স্তব্ধতা—স্পন্দহীনতা, জড়ীভূত ভাব, নিশ্চলতা। স্তব্ধ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

স্তব্ধীভূত—নিস্পন্দীভূত, জড়ভাবপ্রাপ্ত; নড়নচড়নশূন্য। স্তব্ধ শব্দ+চ্বি (=স্তব্ধী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ভূতা।

স্তভ—ছাগ। স্তন্ভ+অন্ ক। সং; পু।

স্তম্ব—তৃণাদির গুচ্ছ; কাণ্ডহীন বৃক্ষ। স্থা (থাকা)+অম্বচ্ ক। সং; পু।

স্তম্বকরি—ব্রীহি, ধান্য। স্তম্ব (তৃণগুচ্ছ)—কৃ (করা)+ই ক। সং; পু।

স্তম্বেরম—গজ, হস্তী। স্তম্বে রমণ করে যে, অলুক্ উপ; স্তম্বে—রম্ (রমণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

স্তম্ভ—১। জড়ীভাব; স্তম্ভবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান; রোধ, প্রতিবন্ধ। স্তন্ভ্+অল্ ভা। ২। থাম, খুঁটি; গাছের গুঁড়ি। স্তন্ভ (স্তব্ধ হওয়া)+অন্ ক। সং; পু।

স্তম্ভন—১। জড়ীকরণ; দৃঢ়ীকরণ; অবরোধ; নিবারণ। স্তন্ভ্ (স্তব্ধ করা)+অনট্ ভা। ২। জড়ীকরণ-সাধন। স্তন্ভ্+অনট্ ণ। সং, ক্লী। ৩। কন্দর্পের বাণবিশেষ। স্তন্ভ্+অন ক। সং; পু।

স্তম্ভিত—জড়ীকৃত, নিস্পন্দীকৃত; দৃঢ়ীকৃত; নিবারিত; রুদ্ধ। ণিজন্ত স্তন্ভ=স্তম্ভি (স্তব্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

স্তর—ভূমি প্রভৃতির বিভাগবিশেষ, থাক্, তবক, শয্যা। স্তৃ (আস্তরণ করা)+অপ্ র্ম্ম। সং; পু।

স্তব, স্তবন—স্তুতি, গুণখ্যাপন, প্রশংসা। স্তু (স্তুতি করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

স্তবক—১। গুচ্ছ, থোলো, ছড়া, কাঁদি; সমূহ। স্থা (থাকা)+অবক ক। ২। স্তব, স্তুতি। স্তব+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

স্তবকিত—গুচ্ছীকৃত, তোড়া বাঁধা। স্তবক শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

স্তবগান—মহিমাগান, প্রশংসাকীর্ত্তন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্তবন—স্তব দেখ।

স্তবস্তুতি—গুণকথন ও অনুনয়। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। দুইটী শব্দই একার্থক।

স্তাবক—স্তুতিকারক; গুণগানকারী; চাটুকার। স্তু+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্তাবিকা।

স্তিমিত—১। আর্দ্র, সিক্ত; নিশ্চল, জড়। স্তিম্ (আর্দ্র হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। আর্দ্রতা; জড়তা, নিশ্চলতা। স্তিম্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

স্তুত—কৃতস্তুতি; প্রশংসিত; কীর্ত্তিত। স্তু (স্তব করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

স্তুতি—স্তব, গুণকথন, প্রশংসা। স্তু (স্তব করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

স্তুতিপাঠক—১। স্তবকর্ত্তা, বন্দী। ৬তৎ। বিণ, ত্রি। ২। মাগধজাতি, ভাট। সং; পু।

স্তুতিবাণী—স্তুতিবাক্য, প্রশংসাবাক্য। স্তুতি সূচিকা বাণী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্তুতিবাদ—প্রশংসাসূচক বাক্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ৬তৎ। সং; পু।

স্তুত্য—স্তবার্হ, প্রশংসার যোগ্য। স্তু (স্তব করা) +কাপ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্তুত্যা।

স্তূপ—রাশি, পুঞ্জ, গাদা, ঢিবি। স্তূপ্ (উন্নত হওয়া)+অন্ ক, অথবা স্তু+পক্ র্ম। সং; পু।

স্তূপাকার—রাশীকৃত, গাদা করা। স্তূপ হইয়াছে আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্তূপীকৃত—রাশীকৃত, গাদা করা। স্তূপ শব্দ +চ্বি অভূততদ্ভাবে (=স্তূপী)—কৃ (করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

স্তূয়মান—স্তুত, যাহার স্তব করা হইতেছে স্তু+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

স্তেন—১। তস্কর, চোর। স্তেন্ (চুরি করা) +অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। চৌর্য্য, চুরি। স্তেন্+অল্ ভা। সং; পু।

স্তেম—আর্দ্রভাব। স্তিম্ (আর্দ্র হওয়া)+ অল্ ভা। সং; পু। [সং; ক্লী।

স্তেয়—চৌর্য্য, চুরি। স্তেন্ (চুরি)+য ভাবার্থে।

স্তৈন, স্তৈন্য—চৌর্য্য। স্তেন (চোর)+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

স্তোক—১। ঈষৎ, অল্প। স্তুচ্ (প্রসন্ন করা) +ঘঞ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্তোকা। ২। চাতক। সং; পু।

স্তোতা (স্তোতৃ)—স্তাবক, স্তুতিকারক। স্তু (স্তব করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্তোত্রী। [+ত্র ভা। সং; ক্লী।

স্তোত্র—স্তুতি, স্তব, গুণগান। স্তু (স্তব করা)

স্তোত্রগীত—স্তবগান, স্তুতিসঙ্গীত। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।

স্তোত্রপাঠ—স্তবপাঠ, স্তুতির আবৃত্তি। ৬তৎ।

স্তোভ—স্তম্ভন; অগৌরব; বাধাদান; নিরর্থক শব্দ; বৃথা আয়াস। স্তুভ্ (রোধ করা) +অল্ ভা। সং; পু।

স্তোম—১। রাশি; সমূহ; যজ্ঞ। স্তোম্ (শ্লাঘা করা)+অল্ র্ম। ২। স্তব, স্তুতি। স্তোম+অল্ ভা। সং; পু। ৩। ধন; মস্তক; ভাটক; শস্য। স্তোম্+অল্ র্ম। সং; ক্লী।

স্ত্যান—১। শব্দিত; সংহত; মিলিত; নিবিড়; আস্থান; মসৃণ; স্থূল। স্ত্যৈ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। শব্দ; সংহতি; নিবিড়ত্ব; ঘনত্ব; আলস্য। স্ত্যৈ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

স্ত্রী—নারী, যোষিৎ; পত্নী, ভার্য্যা। স্ত্যৈ (শব্দ করা)+ড্রট্ র্ম+ঈপ্। সং; স্ত্রী। স্ত্রী চারি প্রকার—(১) পদ্মিনী, (২) চিত্রিণী, (৩) শঙ্খিনী ও (৪) হস্তিনী। নারী শব্দ দেখ।

স্ত্রী-আচার—বিবাহকালীন স্ত্রীলোকদিগের কৃত অনুষ্ঠানবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

স্ত্রীচরিত্র—নারীর চরিত্র, স্ত্রীজাতির প্রকৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্ত্রীচিহ্ন—যোনি, ভগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্ত্রীজননী—কেবল কন্যা-প্রসবিনী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

স্ত্রীজাতি—নারীজাতি, নারীসম্প্রদায়, স্ত্রীলোক। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বিণ; পু।

স্ত্রীজিত—স্ত্রৈণ, স্ত্রীর বশীভূত (পুরুষ)। ৩তৎ।

স্ত্রীত্ব—স্ত্রীর ধর্ম্ম; স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রী শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

স্ত্রীধন—স্ত্রীলোকের স্বকীয় সম্পত্তি। ৬তৎ।

স্ত্রীধর্ম্ম—ঋতু, রজঃ; স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। ৬তৎ। সং; পু। [অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্ত্রীধর্ম্মিণী—ঋতুমতী, রজস্বলা। স্ত্রীধর্ম্ম+ইন্

স্ত্রীপুংধর্ম্ম—স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তদ্বিষয়ক বিবাদ। স্ত্রী ও পুমান্, তাহাদের ধর্ম্ম, যথাক্রমে দ্বন্দ্ব ও ৬তৎ। সং; পু।

স্ত্রীপুংস—স্ত্রীপুরুষ, মিথুন। স্ত্রী ও পুমান্, দ্বন্দ্ব। সং; পু। [বহু। সং; স্ত্রী।

স্ত্রীপুংসলক্ষণা—স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণযুক্তা নারী।

স্ত্রীমূর্ত্তি—নারীমূর্ত্তি, স্ত্রীলোকের আকৃতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

স্ত্রীরত্ন—উত্তমা স্ত্রী। স্ত্রীসমূহের মধ্যে রত্ন, ৭তৎ।

স্ত্রীলিঙ্গ—স্ত্রীবাচক শব্দ লিঙ্গ দেখ। সং; পু।

স্ত্রীবশ, স্ত্রীবশ্য—স্ত্রৈণ, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ। ৬তৎ। সং; পু।

স্ত্রীবীর্য্য—নারীর বল; রেতঃ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্ত্রীশিক্ষা—স্ত্রীজাতির শিক্ষা, স্ত্রীলোকের অধ্যয়নাদি জন্য জ্ঞান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্ত্রীসঙ্গম—স্ত্রীসহবাস, রমণ [পর্ব্বদিবস ব্যতীত স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া, বীর্য্যবর্দ্ধক দ্রব্য আহার ও উত্তম বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া ও সুসজ্জিত হইয়া, এবং স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী ও পুত্রাভিলাষী হইয়া, রাত্রিকালে স্ত্রীসঙ্গম বিধেয়। অপরিমিত ভোজী, ধৈর্য্যহীন, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত, মলমূত্রাদির বেগে পীড়িত, বালক, বৃদ্ধ বা রোগীর স্ত্রীসঙ্গম অবিধেয়]। সং; পু।

স্ত্রীসভ—স্ত্রীলোকের সভা। স্ত্রীদিগের সভা, ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্ত্রীসুলভ—নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ, যাহা স্ত্রীলোকে সচরাচর দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

স্ত্রীস্বভাব—স্ত্রীপ্রকৃতি, নারীজাতির স্বভাব। ৬তৎ। সং; পু।

স্ত্রীস্বাধীনতা—স্ত্রীজাতির স্ববশবর্ত্তিতা, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের সর্ব্বত্র অবাধে গমনাগমন ও পুরুষবৎ স্বাধীনভাবে কার্য্যানুষ্ঠানশক্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্ত্রৈণ—১। স্ত্রীজিত, স্ত্রীর বশীভূত (পুরুষ)। বিণ, পু। ২। স্ত্রীর; স্ত্রী-স্বভাব; স্ত্রীসমূহ। স্ত্রী+ষ্ণ। সং; ক্লী। ৩। স্ত্রীসম্বন্ধীয়। বিণ, ত্রি। [+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

স্ত্রৈণতা স্ত্রীর বশীভূত হওয়া। স্ত্রৈণ দেখ; স্ত্রৈণ

স্থ—স্থিত, বিদ্যমান, বর্ত্তমান। স্থা (থাকা)+ ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্থা। [বিণ; ত্রি।

স্থগ—ধূর্ত্ত। স্থগ্ (সংবরণ করা)+অন্ ক।

স্থগন—গোপন; আচ্ছাদন। স্থগ্ (সংবরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্থগিত—আচ্ছাদিত, আবৃত; তিরোহিত; নিবর্ত্তিত। স্থগ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

স্থগী—তাম্বূলকরঙ্ক, পাণের বাটা। স্থগ শব্দ+ ঈপ্। সং; স্ত্রী।

স্থণ্ডিল—যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত ভূমি; সমতল ভূমি; বালুকাদি দ্বারা প্রস্তুত হোমার্থ মণ্ডলবিশেষ। স্থল্+ইল অধি। সং; ক্লী।

স্থণ্ডিলশায়ী (—শায়িন্)—যজ্ঞভূভাগে শয়নকারী। স্থণ্ডিল শব্দ—শী (শয়ন করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—শায়িনী।

স্থণ্ডিলেশয়—যজ্ঞভূভাগে শয়নকারী। স্থণ্ডিলে —শী (শয়ন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

স্থপতি—১। কঞ্চুকী, অন্তঃপুররক্ষক; শিল্পিবিশেষ, রাজমিস্ত্রী; সারথি; সূত্রধর; বাস্তুস্থাপনকর্ত্তা; অধিপতি, অধীশ্বর। স্থ (বর্ত্তমান) যে পতি, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি।

স্থপতিবিজ্ঞান—স্থপতির কার্য্য, গৃহাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্থপতিশালা—সূত্রধরের কার্য্যালয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্থপুট—১। অস্থির সন্ধিস্থান; উচ্চাবচ। স্থ —পুট্+ক র্ম। সং; ক্লী। ২। দুঃখাদিতে কুঞ্চিত। বিণ; ত্রি।

স্থল, স্থলী—অকৃত্রিম ভূমি; প্রদেশ; স্থান; থলি; থালি; পাত্র; তীর; ঘাস। স্থল্ (থাকা)+অন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

স্থলকমলিনী—স্থলপদ্ম। স্থল-জাতা কমলিনী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্থলচর—স্থলবাসী, যাহারা স্থলে বিচরণ করে এরূপ। স্থল শব্দ—চর্ (বিচরণ করা)+ ট ক। বিণ, ত্রি।

স্থলপথ—ডাঙ্গা-পথ, ডাঙ্গার রাস্তা। ৬তৎ। সং, পু।

স্থলপদ্ম—স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্প। স্থল জাত পদ্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

স্থলবাণিজ্য—স্থলপথে ব্যবসায় কার্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

স্থলাভিষিক্ত—স্থলীয়, একের স্থানে স্থাপিত অন্য, প্রতিনিধি। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।
স্থলী—স্থল দেখ। [ত্রি।
স্থলীয়—স্থানীয়। স্থল+ঈয় ইদমর্থে। বিণ ;
স্থবির—১। স্থির ; বৃদ্ধ ; জীর্ণ। স্থা (থাকা)+কির ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা। সং ; পু।
স্থবিরলগুড় ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।
স্থবিষ্ঠ, স্থবীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত মোটা। স্থূল শব্দ+ইষ্ঠ, ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ ; যথাক্রমে ত্রি ও পু। স্ত্রী স্থবিষ্ঠা, স্থবীয়সী।
স্থা—১। স্থিতা। স্থা (থাকা)+ড ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্থিতি, অবস্থান, থাকা। স্থা+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী।
স্থাণু—১। শিব ; স্তম্ভ ; কীল, গোঁজ, খুঁটা ; বল্মীক, উইঢিপি। স্থা (থাকা)+ণু ক। সং ; পু। ২। শাখাহীন বৃক্ষ। সং ; ক্লী বা পু। ৩। স্থবির ; স্থির। বিণ ; ত্রি।
স্থাণুবৎ—স্থাণুতুল্য, শাখাহীন বৃক্ষের ন্যায় ; খুঁটার মত। স্থাণু+চ্ বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।
স্থাতব্য—স্থিতিযোগ্য, থাকিবার উপযুক্ত। স্থা (থাকা)+তব্য অধি। বিণ ; ত্রি।
স্থান—১। স্থল, জায়গা ; ভাজন, পাত্র ; পদ ; আধার ; অবকাশ ; গ্রন্থসন্ধি ; ব্যবসায় ; বাটী। স্থা+অনট্ অধি। ২। স্থিতি ; স্থৈর্য্য ; সন্নিবেশ। স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [(ভ্রষ্ট), ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।
স্থানচ্যুত—পদচ্যুত। স্থান (পদ) হইতে চ্যুত
স্থানত্যাগ—স্থান ছাড়িয়া যাওয়া, পদত্যাগ। ৬তৎ। সং ; পু।
স্থানত্যাগী (-গিন্)—স্থানত্যাগকারী, যে স্থান ছাড়িয়াছে এরূপ। স্থান-ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী, -ত্যাগিনী।
স্থানদান—আশ্রয়দান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
স্থানসমাবেশ—স্থানের সঙ্কুলান। ৬তৎ। সং।
স্থানান্তর—অন্য স্থান, বিভিন্ন স্থান। নিত্য। সং ; ক্লী।
স্থানান্তরিত—অন্যস্থানে নীত, বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত। স্থানান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্থানান্তরিতা।
স্থানাভাব—স্থানের অভাব, স্থানের অনটন। ৬তৎ। সং ; পু।
স্থানিক—১। স্থানাধ্যক্ষ। স্থান+ইক। সং ; পু। ২। স্থানীয়, স্থানসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।
স্থানীয়—১। স্থানসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। স্থান+ঈয় সম্বন্ধার্থে। ২। স্থাতব্য, স্থিতিযোগ্য। স্থা (থাকা)+অনীয় অধি। বিণ ; ত্রি।
স্থানে—১। যুক্ত, সদৃশ ; উচিত ; সত্য ; সুতরাং। স্থান শব্দের ৭মীর ১বচন ; ব্য। ২। স্থলে, জায়গায়। অধিকরণপদ।
স্থাপক—১। স্থাপনকর্ত্তা, প্রতিষ্ঠাতা। ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (রাখা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্থাপিকা। ২। নাট্যে—প্রস্তাবনানন্তর কাব্যার্থস্থাপক নট। সং ; পু।
স্থাপত্য—স্থপতির কর্ম্ম, গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্য। স্থপতি+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।
স্থাপন, স্থাপনা—অর্পণ, রাখা ; আরোপণ। ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (রাখা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
স্থাপিত—ন্যস্ত, অর্পিত ; নিবেশিত ; আরোপিত ; নিশ্চিন্ত। ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (রাখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্থাপিতা।
স্থাম (স্থামন্)—স্থিরতা ; শক্তি ; সামর্থ্য। স্থা (থাকা)+মন্ ভা। সং ; ক্লী।
স্থায়িতা, স্থায়িত্ব—স্থিতিশীলতা ; স্থিরতা। স্থায়ী দেখ। স্থায়িন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। [ক্রি-বিণ।
স্থায়িভাবে—স্থিরভাবে, স্থিতিশীলরূপে। বহু।
স্থায়ী (স্থায়িন্)—স্থিতিশীল ; স্থির ; অচঞ্চল। স্থা (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী স্থায়িনী।
স্থায়ুক—১। স্থিতিশীল, স্থায়ী। স্থা (থাকা)+উক ক। বিণ ; ত্রি। ২। গ্রামাধ্যক্ষ, গ্রামের মণ্ডল। সং ; পু।
স্থাল—থাল। স্থা+অলচ্ অধি। সং ; ক্লী।
স্থালী—হাঁড়ি ; থালী। স্থা (থাকা)+অলচ্ অধি+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
স্থাবর—১। স্থিতিশীল, স্থায়ী, অচল। স্থা (থাকা)+বর ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্থাবরা। ২। স্থিতিশীল পদার্থ, বৃক্ষভূম্যাদি। সং ; ক্লী। ৩। পর্ব্বত। সং ; পু।
স্থাবরজঙ্গম—১। স্থিতিশীল ও গতিশীল, চল এবং অচল, চরাচর। দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি। ২। স্থিতিশীল ও গতিশীল পদার্থ, মনুষ্যপশ্বাদি প্রাণী ও বৃক্ষভূম্যাদি পদার্থ। সং ; ক্লী।
স্থাবরজঙ্গমাত্মক—স্থিতিশীল ও গতিশীল ; মনুষ্যপশ্বাদি ও বৃক্ষভূম্যাদিসমন্বিত। স্থাবরজঙ্গম হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
স্থাবরসম্পত্তি—বৃক্ষভূমিগৃহাদি রূপ সম্পত্তি, যে সম্পত্তিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
স্থাবির—বৃদ্ধত্ব। স্থবির (বৃদ্ধ)+ষ্ণ ভাবার্থে। সং ; ক্লী।
স্থাসক—ভূষার্থ চূর্ণবিশেষ ; গন্ধচূর্ণ ; জলবিম্ব ; ছাপ। স্থা (থাকা)+স ক+কণ্। সং ; পু। [ক। বিণ ; ত্রি।
স্থাস্নু—স্থিতিশীল, স্থায়ী। স্থা (থাকা)+স্নু
স্থিত—কৃতাবস্থান ; স্থিতিশালী ; স্থির ; ঊর্দ্ধ, দণ্ডায়মান ; প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট। স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্থিতা।
স্থিতি—১। অবস্থান, থাকা ; স্থিরতা ; অবধারণ ; পালন ; মর্য্যাদা ; অবস্থা। (থাকা)+ক্তি ভা। ২। স্থান, স্থল। +অনট্ অধি। সং ; স্ত্রী।
স্থিতিক্রিয়া—অবস্থানকার্য্য ; পালনকার্য্য। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
স্থিতিস্থাপক—স্থিতিস্থাপকতাগুণবিশিষ্ট পদার্থ, যে পদার্থের অবস্থান্তর করিলেও পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৬তৎ। সং ; পু। [বঙ্গভাষায় এই শব্দটী বিশেষণরূপেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সেই জন্য এই গুণ বুঝাইতে অনেকে 'স্থিতিস্থাপকতা' শব্দের ব্যবহার করেন]।
স্থিতিস্থাপকতা—গুণবিশেষ, যে গুণপ্রভাবে কোন পদার্থ সঙ্কুচিত হইলেও প্রসারিত হইয়া এবং প্রসারিত হইলেও সঙ্কুচিত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় (Elasticity)। স্থিতিস্থাপক+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।
স্থির—১। স্থায়ী ; কঠিন, দৃঢ় ; বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চল ; নিশ্চিত ; নিরত। স্থা (থাকা)+কির ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্থিরা। ২। মোক্ষ ; পর্ব্বত। সং ; পু।
স্থিরতর—অতিস্থির ; অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির ; দৃঢ়তর ; চিরস্থায়ী ; সুনিশ্চিত। স্থির শব্দ+তর অতিশয় বা উৎকর্ষ অর্থে। বিণ ; ত্রি।
স্থিরতা, স্থিরত্ব—স্থৈর্য্য, নিশ্চয় ; অবধারণ। স্থির+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী ও ক্লী।
স্থিরদৃষ্টি—১। অচঞ্চল দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। অচঞ্চল দৃষ্টিযুক্ত, অনিমেষনেত্রে দর্শনকারী। বহু। বিণ ; ত্রি।
স্থিরনিশ্চয়—১। দৃঢ় সঙ্কল্প। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বহু। বিণ।
স্থিরনেত্র—১। অচঞ্চল চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অচঞ্চল নয়নবিশিষ্ট, যাহার চক্ষুঃ নড়িতেছে না। বহু। বিণ ; ত্রি।
স্থিরপ্রতিজ্ঞ—দৃঢ় প্রতিজ্ঞাযুক্ত, স্থিরসঙ্কল্প। স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
স্থিরমতি—স্থিরবুদ্ধি, ধীর। বহু। বিণ ; ত্রি।
স্থিরযৌবন—১। স্থায়ী যৌবন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। স্থায়ী যৌবনবিশিষ্ট, চিরযুবা। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -যৌবনা।
স্থিরা—১। স্থায়িনী ; দৃঢ়া ; নিশ্চলা। স্থির দেখ। স্থির+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং ; স্ত্রী। [সাধারণের ধারণা—পৃথিবী নিশ্চল, সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে]।
স্থিরীকরণ—অবধারণ, নির্ণয় ; দৃঢ়ীকরণ। স্থির শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্থিরী)-কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।
স্থিরীকৃত—অবধারিত, নির্ণীত ; দৃঢ়ীকৃত ;

নিশ্চলীকৃত। স্থির+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্থিরী)-কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

স্থূণা—গৃহস্তম্ভ, ঘরের থাম বা খুঁটি; লৌহ প্রতিমা; কূট, কামারের 'নাই'। স্থা (থাকা)+ন অধি+আপ্। সং; স্ত্রী।

স্থূর—ভারবাহক (বৃষাদি)। স্থা (থাকা)+উর ণ। বিণ; ত্রি। [+ইন্। বিণ; পু।

স্থূরী (স্থূরিন্)—ভারবাহক (অশ্বাদি)। স্থূর শব্দ

স্থৌরীপৃষ্ঠ—নবারূঢ় অশ্ব। স্থূরিন্ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=স্থূরী, স্থূরী হইয়াছে পৃষ্ঠ যাহার, বহু। সং; পু।

স্থূল—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; পীবর, মোটা, প্রকাণ্ড; পুষ্ট। স্থূল+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

স্থূলকায়—১। পীবর তনু। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। পীবর তনু বিশিষ্ট। স্থূল কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—কায়া।

স্থূলকোণ—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ। কর্ম্মধা। সং; পু।

স্থূলচাপ—তূলা পরিষ্কার করিবার যন্ত্র, ধুনপারা। কর্ম্মধা। সং; পু।

স্থূলতা, স্থূলত্ব—স্থূল দেখ। স্থূল+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

স্থূলনাস—১। স্থূল নাসিকাবিশিষ্ট। স্থূল (বৃহৎ) হইয়াছে নাসা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শূকর। সং; পু।

স্থূলপাদ—হস্তী; গোদা। স্থূল (মোটা) হইয়াছে পাদ (পা) যাহার, বহু। সং; পু।

স্থূলবুদ্ধি—১। মোটা বুদ্ধি, বিষয়বোধে অসমর্থা ধী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। মোটা বুদ্ধিবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

স্থূলভূত—ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম—এই পঞ্চ ভূত। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

স্থূললক্ষ, স্থূললক্ষ্য—অতিদাতা, সাতিশয় দানশীল; কৃতবিদ্য। স্থূল—লক্ষ্ (দেখা)+অন্ ক; দ্বিতীয় পক্ষে স্থূল হইয়াছে লক্ষ্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্থূলাঙ্গ—১। মোটা শরীর। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পীবরতনু, মোটা-শরীরবিশিষ্ট, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্থূলাঙ্গী।

স্থূলোচ্চয়—হস্তীর মধ্যম গতি; গণ্ডশৈল। স্থূল যে উচ্চয়, কর্ম্মধা। সং; পু।

স্থূলোদর—১। মোটা পেট, ভুঁড়ি। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মোটা পেটবিশিষ্ট, ভুঁড়িওয়ালা। বহু। বিণ; ত্রি।

স্থেয়—১। স্থির। স্থা (থাকা)+য অধি। বিণ; ত্রি। ২। সংশয়নির্ণায়ক, মধ্যস্থ; বিচারকসহায়, জুরি। সং; পু।

স্থেয়ান্ (স্থেয়স্), স্থেষ্ঠ—অতিস্থির। বিণ; যথাক্রমে পু ও ত্রি। স্ত্রী স্থেয়সী, স্থেষ্ঠা।

স্থৈর্য্য—স্থিরতা; অবধারণ; দৃঢ়তা। স্থির। ষ্যা ভাবার্থে। সং; ক্লী।

স্থৌল্য—স্থূলতা। স্থূল+ষ্যা ভাবার্থে। সং; ক্লী।

স্নপন—স্নান করান; অভিষেককরণ; আর্দ্রকরণ; ক্ষালন, ধৌতকরণ; স্নান। ণিজন্ত স্না (=স্নপি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্নপিত—অভিষেচিত; ক্ষালিত; আর্দ্রীকৃত; স্নাত। ণিজন্ত স্না (=স্নপি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নপিতা।

স্নব—নিস্রব, গলন, ক্ষরণ। স্নু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

স্নাত—কৃতস্নান, অভিষিক্ত। স্না (স্নান করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নাতা।

স্নাতক—ব্রহ্মচর্য্যসমাপনপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন সময়ে স্নানকারী; ব্রহ্মচর্য্যসাধনপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি। স্নাত+কণ্। সং; পু।

স্নাতকব্রত—স্নাতকের কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্নাতানুলিপ্ত—স্নানান্তে যে চন্দনাদি মাখিয়াছে। অগ্রে স্নাত পশ্চাৎ অনুলিপ্ত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

স্নান—অবগাহন, মার্জ্জন; সর্ব্বাঙ্গক্ষালন। মতান্তরে—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ এবং মানস এই সপ্তবিধ স্নান (অন্যমতে ষোড়শপ্রকার স্নান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)। স্না+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্নানযাত্রা—জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত ভগবানের স্নানরূপ মহোৎসব। সং; স্ত্রী। [পু।

স্নানাগার—স্নানের গৃহ, নাহিবার ঘর। ৬তৎ।

স্নানীয়—স্নানসম্বন্ধীয়; স্নানোপযোগী (জল, তৈল, গন্ধচূর্ণ, হরিদ্রা প্রভৃতি) স্নান শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি।

স্নায়ী (স্নায়িন্)—স্নানকারী। স্না+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্নায়িনী।

স্নায়ু—দেহস্থ পেশীর অগ্রভাগ, সর্ব্বশরীরব্যাপী সূক্ষ্ম শিরাবিশেষ (Nerve)। [শিরাসমূহ মেদের স্নেহভাগ গ্রহণ করিয়া স্নায়ুরূপে পরিণত হয়। স্নায়ু দেহের মাংস, অস্থি, মেদঃ ও সন্ধি সকলের বন্ধনস্বরূপ; ইহা শিরা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। দেহের সন্ধি সমূহ বহুতর স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ আছে, এজন্য মানবগণ ভারবহনে সমর্থ হয়। মানবদেহে সর্ব্বশুদ্ধ ৯০০ স্নায়ু আছে। তন্মধ্যে হস্তপদে ৬০০, কোষ্ঠে ২৩০, এবং গ্রীবার উপরিভাগে ৭০টী স্নায়ু রহিয়াছে]। স্না+উন্ ক। সং; ক্লী বা স্ত্রী।

স্নায়ুমণ্ডল—সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত স্নায়ুসমূহ (Nervous system)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্নায়ুশূল—স্নায়ুর তীব্র ব্যথা রোগ (Neuralgia)। ৬তৎ। সং।

স্নিগ্ধ—১। স্নেহের পাত্রীভূত; স্নেহযুক্ত; মসৃণ; চিক্কণ; কোমল; শীতলকারক; মধুর; রম্য। স্নিহ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নিগ্ধা। ২। তেজঃ; মোম; ভক্তমণ্ড, ভাতের মাড়। সং; স্ত্রী।

স্নিগ্ধকর—শীতলতাজনক, তৃপ্তিদায়ক। স্নিগ্ধ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নিগ্ধকরী।

স্নিগ্ধকান্তি—১। মনোরম কান্তি, রমণীয় লাবণ্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। রমণীয় কান্তিযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

স্নিগ্ধগম্ভীর—রমণীয় অথচ গাম্ভীর্য্যযুক্ত। স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

স্নিগ্ধগাম্ভীর্য্য—কোমল গাম্ভীর্য্য, মনোরম গম্ভীর ভাব। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

স্নিগ্ধতা—চিক্কণতা; কোমলতা; শীতলতা; স্নেহ। স্নিগ্ধ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

স্নিগ্ধদৃষ্টি—১। কোমল দৃষ্টি, মধুর দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। কোমল দৃষ্টিসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—ন্না।

স্নিগ্ধশ্যামল—মনোরম শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। কর্ম্মধা।

স্নিগ্ধসৌরভ—কোমল সদ্গন্ধ, অতীব্র সুবাস। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল—কোমল দীপ্তিশালী, মধুর দীপ্তিবিশিষ্ট; রমণীয় অথচ শোভাময়। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নিগ্ধোজ্জ্বলা।

স্নুত—ক্ষরিত, গলিত। স্নু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নুতা।

স্নুষা—পুত্রবধূ। স্নু (ক্ষরিত হওয়া)+সক্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

স্নুহি, স্নুহী—মনসা গাছ। স্নুহি+ঈ ক। সং;

স্নেহ—প্রেম, বাৎসল্য, নিজের অপেক্ষা নিম্নতর ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা; তৈলাদি দ্রব বস্তু, চিক্কণতা। স্নিহ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

স্নেহগর্ভ—স্নেহপূর্ণ, যাহার ভিতরে ভালবাসা আছে এরূপ। স্নেহ আছে গর্ভে (অন্তঃস্থলে) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্নেহপরিপ্লুত—স্নেহ দ্বারা ব্যাপ্ত, স্নেহ মাখান; ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্নেহপালিত—বাৎসল্যসহকারে লালিত, ভালবাসার সহিত বর্দ্ধিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্নেহপুত্তলি—স্নেহের পুতুল, অতিশয় স্নেহের বস্তু। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

স্নেহপ্রফুল্ল—বাৎসল্য হেতু বিকসিত। ৩তৎ।

স্নেহপ্রবণ—বাৎসল্যের অনুরাগী, অতিশয় স্নেহশীল। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

স্নেহপ্রিয়—প্রদীপ। স্নেহ (তৈল) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। সং; পু।

স্নেহবন্ধন—বাৎসল্যরূপ বাঁধন, স্নেহের বাঁধন। রূপক। সং; ক্লী।

স্নেহবান্ (—বৎ)—স্নেহযুক্ত, প্রীতিমান্, বাৎসল্যশালী। স্নেহ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী স্নেহবতী।

স্নেহভাজন—স্নেহের পাত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্নেহময়—বাৎসল্যযুক্ত, স্নেহপূর্ণ; তৈলাদিবস্তু যুক্ত। স্নেহ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নেহময়ী।

স্নেহরস—বাৎসল্যরূপ জলীয় বস্তু। রূপক। পু।

স্নেহরাশি—প্রভূত স্নেহ। ৬তৎ। সং; পু।

স্নেহশালী (–শালিন্) -বাৎসল্যবিশিষ্ট, স্নেহপূর্ণ। স্নেহ শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী স্নেহশালিনী।

স্নেহশীল—বাৎসল্যপরায়ণ, স্নেহ করাই যাহার স্বভাব। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নেহশীলা।

স্নেহসিক্ত—স্নেহার্দ্র, স্নেহ-মাখা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [রূপক। সং; পু।

স্নেহসিন্ধু—স্নেহসমুদ্র, বাৎসল্যরূপ সাগর।

স্নেহসুধা স্নেহরূপ অমৃত। রূপক। সং; স্ত্রী।

স্নেহহীন—স্নেহশূন্য, বাৎসল্যবর্জ্জিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নেহহীনা।

স্নেহাকৃষ্ট—স্নেহ দ্বারা অভিমুখীকৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্নেহাকৃষ্টা। [ত্রি।

স্নেহার্দ্র—স্নেহসিক্ত, স্নেহ মাখা। ৩তৎ। বিণ;

স্নেহাস্পদ—স্নেহভাজন, স্নেহের পাত্র। ৬তৎ। বিণ বা সং; ক্লী।

স্নেহী (স্নেহিন্)—স্নেহবান্, বাৎসল্যযুক্ত, প্রীতিমান্। স্নেহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী স্নেহিনী।

স্নেহোপহার—স্নেহসহকারে প্রদত্ত উপঢৌকন, স্নেহপূর্ণ যৌতুক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

স্পন্দ, স্পন্দন—ঈষৎ কম্পন, স্ফুরণ; চলন; নড়াচড়া। স্পন্দ্+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

স্পন্দনশূন্য—স্পন্দহীন, নড়নচড়নরহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্পন্দরহিত—নিঃস্পন্দ, নড়নচড়নশূন্য, স্থির। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্পন্দহীন—স্পন্দনশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্পন্দিত—ঈষৎ কম্পিত, স্ফুরিত; চলিত। স্পন্দ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্পন্দিতা।

স্পর্দ্ধা, স্পর্দ্ধনা—প্রতিযোগিতা, পরাভিভবেচ্ছা, অন্যকে পরাভূত করিবার বাঞ্ছা; মাৎসর্য্য প্রকাশ; সঙ্ঘর্ষ; সাদৃশ্য; সদৃশীকরণ। স্পর্দ্ধ্+অ, অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

স্পর্দ্ধিত—স্পর্দ্ধাযুক্ত, অন্যকে পরাভূতকরণেচ্ছু। স্পর্দ্ধ্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

স্পর্দ্ধী (স্পর্দ্ধিন্)—স্পর্দ্ধাকারী; সদৃশ। স্পর্দ্ধ্+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্পর্দ্ধিনী।

স্পর্শ—১। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ; ছোঁয়া। স্পৃশ্ (ছোঁয়া)+অণ্ ভা। ২। বায়ু; রোগ; বর্গ্য বর্ণ। স্পৃশ্+অন্ ক। ৩। দান। স্পর্শ+অল্ ভা। সং; পু।

স্পর্শন—১। স্পর্শ; ছোঁয়া; গ্রহণ। স্পৃশ্ (ছোঁয়া ইত্যাদি)+অনট্ ভা। ২। দান, বিতরণ। স্পর্শ্+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্পর্শমণি—স্পর্শ-প্রস্তর, পরশপাথর, যে পাথরের স্পর্শমাত্রে লৌহাদি বস্তু সোণা হইয়া যায় (Philosopher's Stone)। সং; পু।

স্পর্শসুখ—স্পর্শজনিত আনন্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

স্পর্শী (স্পর্শিন্)—১। স্পর্শকারী। স্পৃশ্ (ছোঁয়া)+ণিন্ ক। ২। স্পর্শযুক্ত। স্পর্শ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী স্পর্শিনী।

স্পর্শেন্দ্রিয়—স্পর্শজ্ঞানজনক ইন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়; মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

স্পশ—১। চর, গোয়েন্দা। স্পশ্ (বাধা দেওয়া)+অন্ ক। ২। অভিসর, যুদ্ধ। স্পশ+অপ্ ভা। সং; পু। [বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্পষ্টা।

স্পষ্ট -ব্যক্ত, স্ফুট, প্রকাশিত। স্পশ্+ক্ত ক।

স্পষ্টবক্তা (–বক্তৃ)—স্পষ্টভাষী, যে স্পষ্ট কথা বলে। সুপ্‌সুপেতি। বিণ; পু। স্ত্রী স্পষ্টবক্ত্রী।

স্পষ্টবাদিতা, স্পষ্টবাদিত্ব—স্পষ্ট বাক্যকথন। স্পষ্টবাদী দেখ। স্পষ্টবাদিন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

স্পষ্টবাদী (–বাদিন্)—স্পষ্ট বক্তা। স্পষ্ট—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্পষ্টবাদিনী।

স্পষ্টভাষী (–ভাষিন্)—স্পষ্টবক্তা, যে স্পষ্ট কথা বলে এরূপ। স্পষ্ট—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্পষ্টভাষিণী।

স্পষ্টশ্রুত—স্পষ্টভাবে আকর্ণিত, যাহা পরিষ্কার রূপে শোনা গিয়াছে। সুপ্‌সুপেতি। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্পষ্টশ্রুতা।

স্পষ্টীকৃত—সুব্যক্ত, যাহা পূর্ব্বে স্পষ্ট ছিল না একণে স্পষ্ট করা হইয়াছে। স্পষ্ট+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্পষ্টী) কৃ (কর)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্পষ্টীকৃতা।

স্পৃক্ (স্পৃশ্)—স্পর্শ, ছোঁয়া। স্পৃশ্+কিপ্ ভা। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

স্পৃশা—স্পর্শ। স্পৃশ্+কিপ্ ভা+আপ্। সং;

স্পৃষ্ট—১। কৃত-স্পর্শ, যাহা ছোঁয়া হইয়াছে এরূপ। স্পৃশ্ (ছোঁয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্পৃষ্টা। ২। স্পর্শ। স্পৃশ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী। [(স্পর্শ)+কণ্। সং; ক্লী।

স্পৃষ্টক—গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক আলিঙ্গন। স্পৃষ্ট শব্দ

স্পৃষ্টি—স্পর্শ। স্পৃশ্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

স্পৃহণীয়—অভিলষণীয়, বাঞ্ছনীয়; লোভনীয়; শ্লাঘ্য; আশ্চর্য্য। ণিজন্ত স্পৃহ্=স্পৃহি (বাঞ্ছা করা)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

স্পৃহয়ালু—স্পৃহাশীল, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত; লোভী। ণিজন্ত স্পৃহ্=স্পৃহি (বাঞ্ছা করা)+আলু ক। বিণ; ত্রি।

স্পৃহা—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা; লোভ; গ্রহণেচ্ছা। ণিজন্ত স্পৃহ্=স্পৃহি (বাঞ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

স্ফট, স্ফটা—সর্পের ফণা। স্ফট্ (বিস্তৃত হওয়া)+অন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

স্ফটি, স্ফটী—ফট্‌কিরি। স্ফট্ (বিকীর্ণ করা)+ই র্ম, বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

স্ফটিক, স্ফটীক—সূর্য্যকান্তমণি; শুভ্র স্বচ্ছ প্রস্তরবিশেষ, ফটিক পাথর। স্ফুট্ (বিকাশ করা)+ইক, ঈক ক। সং; পু।

স্ফটিকানিন্দিত—স্ফটিক অপেক্ষা স্বচ্ছ। স্ফটিক নিন্দিত হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ।

স্ফটিকাচল—কৈলাস পর্ব্বত। স্ফটিকময় যে অচল, কর্ম্মধা। সং; পু।

স্ফটিকাধার—স্ফটিকনির্ম্মিত পাত্র; স্ফটিক পাথরের আবরণ। স্ফটিক-নির্ম্মিত যে আধার, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

স্ফটী—স্ফটি দেখ।

স্ফটীক স্ফটিক দেখ।

স্ফাটিক, স্ফাটীক—১। স্ফটিকময়। স্ফটিক, স্ফটীক শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্ফাটিকী, স্ফাটীকী। ২। স্ফটিকমণি। সং; ক্লী।

স্ফাতি উন্নতি; বৃদ্ধি। স্ফায়্ (বাড়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

স্ফার—১। বৃদ্ধিযুক্ত; বৃহৎ; প্রচুর। স্ফায় (বাড়া)+র ক, নিপাতনে, অথবা স্ফর্ (স্ফূর্ত্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিকাশ। স্ফর্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

স্ফারণ—বিকাশ; কম্পন; আস্ফালন। ণিজন্ত স্ফর্ (=স্ফারি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্ফাল—স্ফূর্ত্তি; আস্ফালন; বিকাশ; সঙ্ঘটন। স্ফল্ (স্ফূর্ত্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

স্ফীত—প্রবৃদ্ধ; ফুলিয়া উঠিয়াছে এরূপ; ফাঁপা; পুষ্ট। স্ফায়্+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

স্ফীতি—প্রবৃদ্ধি; ফুলিয়া উঠা; হর্ষ। স্ফায়্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

স্ফুট—বিকসিত, প্রফুল্ল; ব্যক্ত; স্পষ্ট; বিশদ, প্রদীপ্ত; বিদীর্ণ, ফুটা; নিশ্চিত। স্ফুট্ (বিকসিত হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি।

স্ফুটন—বিকাশপ্রাপ্তি; ব্যক্ত হওন। স্ফুট্ (বিকসিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্ফুটনোন্মুখ—বিকাশোন্মুখ, অর্দ্ধবিকসিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

স্ফুটবাক্ (-বাচ্)—যাহার কথা ফুটিয়াছে এরূপ। স্ফুট হইয়াছে বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্ফুটি, স্ফুটী—পাদস্ফোটরোগ; ফুটি ফল। স্ফুট্ (বিকসিত হওয়া)+ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

স্ফুটিত—বিকসিত; বিস্তারিত; ব্যক্তীভূত;

ছিদ্রিত ; বিদীর্ণ ; স্ফুট্ (বিকসিত হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্ফুরণ, স্ফুরণা—স্পন্দন, ঈষৎ কম্পন ; দীপ্তি। স্ফুর্ +অনট্ ভা, ২য় পক্ষে… +অন ভা+ আপ্। সং ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

স্ফুরৎ—স্ফূর্তিযুক্ত ; কম্পমান, দীপ্যমান। স্ফুর্ +শতৃ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্ফুরন্তী।

স্ফুরিত—কম্পিত ; দীপ্ত, উজ্জ্বল ; স্পন্দিত, প্রতিবিম্বিত। স্ফুর্ +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফিন্‌কি। স্ফু (অনুকরণ শব্দ) – লিন্‌গ্ (গমন করা) +অন্ ক। সং ; পু বা ক্লী।

স্ফূর্তি—কম্প ; স্পন্দ ; প্রতিভা ; হর্ষ ; বিকাশ। স্ফুর্ +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

স্ফূর্তিজনক—হর্ষোৎপাদক, আমোদজনক ; উৎসাহজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্ফূর্তিমান্ (–মৎ)—স্ফূর্তিযুক্ত ; বিকাশপ্রাপ্ত ; হৃষ্ট। স্ফূর্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী স্ফূর্তিমতী। [লাভ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্ফূর্তিলাভ—হর্ষপ্রাপ্তি, আমোদ পাওয়া ; বিকাশ-

স্ফূর্তিব্যঞ্জক—হর্ষসূচক, আনন্দজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্ফূর্তিব্যঞ্জিকা।

স্ফোট—ব্রণ, ফোড়া, আব ; ব্যাকরণে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের অনুভব সহিত চরমবর্ণব্যঙ্গ্য অখণ্ড শব্দবিশেষ। স্ফুট্ +অল্ ভা। পু।

স্ফোটক—ব্রণ, ফোড়া, আব। স্ফোট দেখ। স্ফোট+কণ্। সং ; ক্লী।

স্ফোটকোৎপাদী (–দিন্)—স্ফোটক উৎপাদনকারী, ফোড়ার জনক। ৬তৎ। বিণ ; পু।

স্ফোটন—বিদারণ ; ভঙ্গ ; বিকাশন। ণিজন্ত স্ফুট্ +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্ফোটনী—ছিদ্রকারক যন্ত্র, সূচ, তুরপুণ প্রভৃতি। ণিজন্ত স্ফুট্ (=স্ফোটি) +অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

স্ফ্য—খড়্গাকৃতি খাদির যজ্ঞকাষ্ঠ। সং ; পু।

স্ম—(ক্রিয়াযোগে) অতীতকালবোধক ; পাদপূরক। স্মি+ড ক। ব্য।

স্ময—গর্ব্ব ; আশ্চর্য্য। স্মি (ঈষৎ হাস্য করা) +অল্ ভা। সং ; পু।

স্মর—১। কন্দর্প। স্মৃ+অল্ র্ম। ২। বেদ ব্যাখ্যাতা। স্মৃ+অন্ ক। ৩। স্মরণ। স্মৃ+ অপ্ ভা। সং ; পু। ৪। স্মরণকর্ত্তা। বিণ ; ত্রি। ৫। স্মরণ কর। ক, প্র। ক্রি।

স্মরগুরু—কন্দর্পের পিতা, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু [হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হইবার পর মহাদেবের বরে কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন নামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন]। ৬তৎ। সং ; পু।

স্মরণ—স্মৃতি, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, মনে পড়া ; চিন্তন ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। স্মৃ+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্মরণপট—স্মৃতিরূপ পট ; স্মৃতিরূপ আলেখ্য-রূপক। সং ; পু।

স্মরণপথ—স্মৃতির পথ, স্মৃতির বিষয় ৬তৎ। সং ; পু।

স্মরণশক্তি—স্মৃতিশক্তি, মনে রাখিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্মরণাতীত—স্মৃতির অতিরিক্ত, যতদূর স্মরণ হয় তাহারও অধিক। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্মরণীয়—স্মর্ত্তব্য, স্মরণযোগ্য। স্মৃ (স্মরণ করা) +অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

স্মরদশা—কামদশা, মদনাবস্থা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ইহা দশ প্রকার, যথা—"নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুঃ।" নয়নপ্রীতি, চিত্তাসঙ্গ, সঙ্কল্প, অনিদ্রা, তনুতা, বিষয়নিবৃত্তি, ত্রপানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, মৃত্যু। মতান্তরে—"অভিলাষশ্চিন্তা স্মৃতিগুণকথনোদ্বেগসংপ্রলাপাশ্চ। উন্মাদোঽথ ব্যাধির্জড়তা মৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ।" অর্থাৎ অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণবর্ণন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়ভাব এবং মৃত্যু, এই দশবিধ স্মরদশা। অন্যমতে—"দৃঙ্মনঃসঙ্গসঙ্কল্পা জাগরঃ কৃশতা রতিঃ। হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্চ্ছান্তা ইত্যনঙ্গদশ দশ।" অর্থাৎ দৃষ্টিসঙ্গ, মানসসঙ্গ, সঙ্কল্প, জাগরণ, ক্ষীণতা, বস্তুবৈরাগ্য, লজ্জাত্যাগ, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু, এই দশ প্রকার স্মরদশা। অপিচ—"অঙ্গেষ্বসৌষ্ঠবং তাপঃ পাণ্ডুতা কৃশতারুচিঃ। অধৃতিঃ স্যাদনালম্বস্তন্ময়োন্মাদমূর্চ্ছনাঃ। মৃতিশ্চেতি ক্রমাজ্জ্ঞেয়া দশ স্মরদশা ইহ।" অর্থাৎ দেহের সৌন্দর্য্যহীনতা, তাপ, পাণ্ডুবর্ণ, কৃশতা, অননুরাগ, অধৈর্য্য, তন্ময়তা, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা এবং মরণ এই দশবিধ স্মরদশা। [সং ; স্ত্রী।

স্মরপ্রিয়া—কন্দর্পপত্নী, রতিদেবী। ৬তৎ।

স্মরসখ—কন্দর্পবন্ধু, বসন্ত ; চন্দ্র। স্মরের সখা, ৬তৎ। সং ; পু।

স্মরহর, স্মরারি—শিব, মহাদেব। স্মরের হর (হরণকারী) বা অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু। অসুরপীড়িত দেবগণের প্ররোচনায় মদন ধ্যাননিরত মহাদেবের প্রতি সম্মোহন-বাণ ক্ষেপণ করিলে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ হয় ; তাহাকে তিনি ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার ললাটনিঃসৃত প্রলয়াগ্নিবৎ জ্ঞান-জ্যোতিঃ মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছিল।

স্মরা—স্মরণ করা। ক, প্র। ক্রি।

স্মরারি—স্মরহর দেখ।

স্মর্ত্তব্য—স্মরণীয়, স্মরণযোগ্য। স্মৃ (স্মরণ করা) +তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্মর্ত্তব্যা।

স্মার—স্মরণ ; চিন্তন। স্মৃ (স্মরণ করা) +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

স্মারক—স্মৃতিকারক, স্মরণজনক ; উদ্বোধক। ণিজন্ত স্মৃ=স্মারি (স্মরণ করান) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্মারিকা।

স্মার্ত্ত—স্মৃতিসম্বন্ধীয় ; স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা। স্মৃতি+ অ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্মার্ত্তী।

স্মিত—১। ঈষৎ হাস্য, মৃদুহাসি। স্মি (ঈষদ্ধাস্য করা) +ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। হসিত, হাস্যযুক্ত ; বিকসিত ; বিস্মিত। স্মি+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্মিতা।

স্মিতানন—১। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। হাস্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্মিতাননা।

স্মৃত—স্মরণের বিষয়ীভূত, যাহা স্মরণ করা হইয়াছে এরূপ। স্মৃ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

স্মৃতি—১। স্মরণ, কালান্তরের জ্ঞান, পূর্ব্বানুভূতের জ্ঞান। স্মৃ (স্মরণ করা) +ক্তি ভা। ২। ধর্ম্মসংহিতা,—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ এই বিংশতিজন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজক প্রণীত ধর্ম্মসংহিতা—খাদ্যাখাদ্য, ব্রতপূজাদির নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ ও অপরাধাদির দণ্ডাদি বিষয়সংবলিত হিন্দুশাস্ত্রবিশেষ। স্মৃ (স্মরণ করা) +ক্তি র্ম। সং ; স্ত্রী।

স্মৃতিচিহ্ন—স্মরণনিদর্শন, যাহা দেখিলে মনে পড়ে এমন বস্তু। স্মৃতিজনক যে চিহ্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্মৃতিনিদর্শন—স্মরণচিহ্ন, যাহা পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ; অভিজ্ঞান। স্মৃতি-সাধক যে নিদর্শন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্মৃতিপট—স্মরণপট, স্মরণরূপ আলেখ্য। রূপক। সং ; পু।

স্মৃতিপথ—স্মরণপথ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্মৃতিমত্ত্ব—স্মরণশীলতা। স্মৃতিমান্ দেখ। স্মৃতিমৎ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

স্মৃতিমন্দির—স্মরণসূচক মন্দির, মৃতের স্মরণার্থ নির্ম্মিত মন্দির। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

স্মৃতিমান্ (–মৎ)—স্মরণযুক্ত, স্মরণশীল। স্মৃতি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী স্মৃতিমতী। [সং ; স্ত্রী।

স্মৃতিরক্ষা—স্মরণসূচক বস্তু স্থাপন। ৬তৎ।

স্মৃতিশক্তি—স্মরণশক্তি, মনে রাখিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্মৃতিশাস্ত্র—মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্মৃতিস্তম্ভ—স্মরণসূচক স্তম্ভ, মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থে নির্ম্মিত থাম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

স্মের—ঈষদ্ধাস্যযুক্ত ; বিকসিত ; স্ফুট। স্মি (ঈষৎ হাস্য করা)+র ক। বিণ ; ত্রি।

স্মেরমুখ—১। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখসম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্মেরমুখী।

স্মেরানন—১। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্মেরাননা।

স্যদ—বেগ, শীঘ্রতা। স্যন্দ্ (ক্ষরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

স্যন্দ—ক্ষরণ, গলন ; গমন ; বেগ। স্যন্দ্ (ক্ষরণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

স্যন্দন—১। রথ। স্যন্দ্+অনট্ ণ। সং ; পু বা ক্লী। ২। বায়ু ; জল ; তিনিশ বৃক্ষ। স্যন্দ্+অন ক। সং ; পু। ৩। ক্ষরণ ; বেগ ; গমন। স্যন্দ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্যন্দনারোহ—রথস্থ যোদ্ধা। স্যন্দন (রথ)—আ—রুহ্+অন্ ক। সং ; পু।

স্যন্দী (স্যন্দিন্)—ক্ষরণশীল, গলনশীল। স্যন্দ্+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী স্যন্দিনী।

স্যন্ন—পতিত ; গত ; ক্ষরিত। স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্যমন্তক—শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ মণি। স্যম্ (শব্দ করা)+অন্ত র্ম+কণ্। সং ; পু।

সত্রাজিৎ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া এই মণি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ এই মণি দর্শনে উহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। অতঃপর সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনজিৎ ঐ মণি ধারণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়া সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন। জাম্ববান্ সিংহকে বধ করিয়া ঐ মণি গ্রহণ করেন। এদিকে সত্রাজিৎ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণই মণির লোভে তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া মণি অপহরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মদোষক্ষালনার্থ মণির অনুসন্ধানে গমন করেন, এবং সন্ধান পাইয়া জাম্ববানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। জাম্ববান্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বীয় কন্যা জাম্ববতীর সহিত উক্ত মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ মণি সত্রাজিৎকে দেন। সত্রাজিৎ স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহাকে ঐ মণি উপহার দেন।

স্যাণ্ডার্সন্, স্যার ল্যান্সেলট (Sir Lancelot Sanderson Kt., K. C., M. A., Lh. B., Bar-at-Law)—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ইনি সম্ভ্রান্তবংশীয়। ১৮৬৩ খ্রীঃ বিলাতে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ হইতে B. A. ও LL. B. উপাধি অর্জ্জন করেন, এবং আইন শিক্ষার নিমিত্ত Inner Temple এ প্রবিষ্ট হইয়া ব্যারিষ্টার হন। ইনি ১৮৯৫ খ্রীঃ M. A. উপাধি লাভ করেন এবং ১৯০৩ খ্রীঃ King's Counsel হন। ১৯১০ খ্রীঃ ইনি Unionist পক্ষে পার্লামেন্টে প্রবেশ করিয়া ১৯১৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মহাসভার সভ্য ছিলেন। শেষোক্ত অব্দের শেষভাগে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি এতদ্দেশে আগমন করেন। আদালতের সংস্কারের প্রতি ইনি বিশেষ মনোযোগী এবং সুবিচারক ও আইনবিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সাংসারিক জীবনে ইঁহার শিষ্ট ব্যবহারে ও বিনয়নম্র সৌজন্যে সকলেই প্রীতি লাভ করিত।

স্যূত—১। যাহা সেলাই করা হইয়াছে এরূপ ; গ্রথিত ; প্রোত। সিব্ (সেলাই করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সূত্রনির্ম্মিত আধারপাত্র, থলিয়া, বগলি, গেঁজে। সং ; পু।

স্যূতি—সেলাইকরণ ; তন্তুসন্তান, (কাপড় চোপড় ইত্যাদি) বোনা। সিব্ (সেলাই করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

স্যোন—সূর্য্য ; অংশু, কিরণ। সিব+নক্ ক। সং ; পু।

স্রংসন, স্রংসনা—অধঃপতন ; স্খলন ; বিচ্যুতি ; বিরেচন। স্রন্স্ (পতিত হওয়া)+অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

স্রংসী (-সিন্)—অধঃপতনশীল ; স্খলনশীল ; চ্যুতিশীল। স্রন্স্ (পতিত হওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী স্রংসিনী।

স্রক্ (স্রজ্)—মালা, মাল্য, হার। সৃজ্ (নির্ম্মাণ করা)+ক্বিপ্ র্ম। সং ; স্ত্রী।

স্রগ্ধর—মাল্যধারী। স্রক্ দেখ ; স্রক্-এর ধর, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্রগ্ধরা।

স্রগ্ধরা—১। মাল্যধারিণী। স্রগ্ধর দেখ। স্রগ্ধর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। একবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

স্রগ্বান্ (স্রগ্বৎ)—মালাযুক্ত, মাল্যভূষিত। স্রক্ দেখ। স্রজ্ (মালা)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী স্রগ্বতী।

স্রগ্বিণী—১। মালাধারিণী। স্রগ্বী দেখ। স্রগ্বিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

স্রগ্বী (স্রগ্বিন্)—মালাধারী। স্রক্ দেখ। স্রজ্ (মালা)+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী স্রগ্বিণী।

স্রব, স্রবণ—ক্ষরণ ; পতন ; গলন ; চ্যুতি। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অপ্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

স্রবৎ—ক্ষরণশীল ; পতনশীল। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি। পু স্রবন্। স্ত্রী স্রবন্তী। ক্লী স্রবৎ।

স্রবন্তী—১। ক্ষরণশীলা। স্রবৎ দেখ। স্রবৎ শব্দ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী। সং ; স্ত্রী।

স্রষ্টা (স্রষ্টৃ)—১। বিধাতা, ব্রহ্মা। সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+তৃন্ ক। সং ; পু। ২। সৃষ্টিকর্ত্তা, নির্ম্মাতা। বিণ ; পু। স্ত্রী স্রষ্ট্রী।

স্রস্ত—চ্যুত ; ক্ষরিত ; বিগলিত ; অপগত। স্রন্স (ভ্রষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্রস্তর—সংস্তর, শয্যা ; আসন। স্রস্ত শব্দ+র বা রক্ষ+ড ক। সং ; পু।

স্রাব—ক্ষরণ ; পতন ; ভ্রংশ। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

স্রুক্ (স্রুচ্), স্রুচা—যজ্ঞে ঘৃতপ্রক্ষেপার্থ পাত্রবিশেষ, স্রুব। স্রু+ক্বিপ্ অপা ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং ; স্ত্রী।

স্রুত—ক্ষরিত, গলিত, পতিত। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্রুতি—ক্ষরণ, গলন, পতন। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

স্রুব—হোমার্থ খদিরাদি কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, স্রুক্। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক অপা। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

স্রুবা—স্রুব ; শল্লকী ; মূর্ব্বা। স্রুব+আপ্।

স্রোত, স্রোতঃ (স্রোতস্)—১। জলপ্রবাহ। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ত, তস্ ক। ২। ইন্দ্রিয়পথ। স্রু+ত, তস্। অপা বা অধি। সং ; ক্লী।

স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী—১। স্রোতযুক্তা ; স্রোতস্+বতু, বিন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী। সং ; স্ত্রী।

স্রোতস্বান্ (-স্বৎ), স্রোতস্বী (-স্বিন্)—স্রোতযুক্ত। স্রোতস্ (স্রোত)+বতু, বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী।

স্রোতস্বিনী—স্রোতস্বতী দেখ।

স্রোতস্বী—স্রোতস্বান্ দেখ।

স্রোতোজল—স্রোতবিশিষ্ট জল, যাহাতে প্রবাহ আছে এরূপ জল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্রোতোঞ্জন—সৌবীর দেশজাত অঞ্জনবিশেষ [ইহার আকৃতি উইটিপির ন্যায় ; এবং অভ্যন্তর ভাগ অঞ্জনতুল্য ; ইহাকে ঘর্ষণ করিলে গিরিমাটীর ন্যায় বর্ণ বাহির হয়। ইহা মধুর ও কষায় রসবিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, কফ ও পিত্তনাশক, বমন, বিষ, ক্ষয়, সিধ্ম ও রক্তদোষ নিবারক, মলরোধক এবং স্নিগ্ধবীর্য্য। ইহার সৌবীরাঞ্জন নামে আর এক প্রকার ভেদ আছে। স্রোতোঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ, এবং সৌবীরাঞ্জন শ্বেতবর্ণ। স্রোতোজাত যে অঞ্জন (স্রোতঃ+অঞ্জন), মধ্য কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্রোতোবহ—নদ। স্রোতস্—বহ্ (বহা)। অন ক। সং ; পু।

স্রোতোবাহিত—স্রোতের দ্বারা চালিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—তা।

স্রোতোবেগ—স্রোতের ক্ষিপ্রগতি, স্রোতের প্রাবল্য। ৬তৎ। সং; পু।

স্রোতোহীন—স্রোতঃশূন্য, প্রবাহরহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্রোতোহীনা।

স্ব—১। আত্মা, স্বয়ং। স্বন্ (শব্দ করা)+ড ক। সর্ব্ব; পু। ২। ধন। সং; পু বা ক্লী। ৩। জীবাত্মা; জ্ঞাতি। সং; পু। ৪। স্বকীয়। বিশেষণীয় সর্ব্বনাম; ত্রি।

স্বঃ (স্বর্)—স্বর্গ; পরলোক; নিরবচ্ছিন্ন সুখ। স্বৃ (শব্দ করা)+বিচ্ অধি। ব্য।

স্বক, স্বকীয়—স্বীয়, আত্মসম্বন্ধীয়। স্ব শব্দ+কণ্, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈয়। বিণ; ত্রি।

স্বকুল—নিজের বংশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্বকৃত—নিজ কৃত, নিজকর্তৃক অনুষ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বকৃতা।

স্বখাত—নিজের খনিত, নিজকর্তৃক খাদ করা (জলাশয়)। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বখাতা।

স্বখাতসলিল—নিজ কর্তৃক খনিত জলাশয়ের জল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্বখাদ—স্বখাত। দেশজ।

স্বগত—১। আত্মগত, মনোগত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। ২। (নাট্যে) আলাপ্য ব্যক্তি ভিন্ন দর্শকের শ্রবণযোগ্য বাক্য; মনে মনে বলা। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

স্বগৃহ—নিজভবন; আপনার বাড়ী। ৬তৎ।

স্বচ্ছ—অতি নির্ম্মল, প্রতিবিম্বধারণক্ষম, যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় এরূপ; শুভ্র। সু (অতিশয়) অচ্ছ, নিত্য। বিণ; ত্রি।

স্বচ্ছতা, স্বচ্ছত্ব—অতি নির্ম্মলতা, প্রতিবিম্ব ধারণক্ষমতা; শুভ্রতা। স্বচ্ছ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

স্বচ্ছন্দ—১। স্বাধীন; সুস্থ; বাধাশূন্য। স্ব হইয়াছে ছন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। স্বেচ্ছা; স্বেচ্ছাচার; সুখ। স্ব (নিজের) ছন্দ (ইচ্ছা), ৬তৎ। সং; পু।

স্বচ্ছন্দচিত্ত—১। সুস্থ চিত্ত, শান্ত মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সুস্থচেতাঃ, নিশ্চিন্তমনাঃ। স্বচ্ছন্দ হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

স্বজ—১। আত্মজাত, শরীরসম্ভূত। স্ব শব্দ-জন্ (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বজা। ২। পুত্র। সং; পু। [পু।

স্বজন—আত্মীয়ব্যক্তি। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং;

স্বজনত্যাগ—আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

স্বজনপ্রীতি—আত্মীয়গণকে ভালবাসা। ৭তৎ।

স্বজা—১। আত্মজাতা, শরীরজাতা। স্বজ দেখ। স্বজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আত্মজা, কন্যা। সং; স্ত্রী।

স্বজাতি—নিজশ্রেণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বজাতিপ্রিয়—স্বজাতির প্রতি প্রীতিমান্, নিজ জাতির অনুরাগী। স্বজাতি প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্বজাতিপ্রিয়তা—নিজ জাতির প্রতি অনুরাগ। স্বজাতিপ্রিয়+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

স্বজাতিপ্রেম—নিজজাতির উপর অনুরাগ, নিজের জাতিকে ভালবাসা। ৭তৎ। ক্লী।

স্বজাতিবিরোধী (—রোধিন্)—নিজের জাতির প্রতিকূলাচরণকারী। ৬তৎ। বিণ; পু।

স্বজাতিসুলভ—নিজজাতির স্বাভাবিক, যাহা স্বশ্রেণীতে সচরাচর বা অধিক দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বজাতীয়—নিজজাতিসম্বন্ধীয়, নিজশ্রেণীর। স্বজাতি শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

স্বতঃ—স্বয়ং, নিজ হইতে। স্ব+তস্। ব্য।

স্বতঃপরতঃ—নিজ হইতে ও পর হইতে; নিজের পক্ষে ও অন্যের পক্ষে। ব্য।

স্বতঃপ্রবৃত্ত—নিজ হইতে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় রত বা ব্যাপৃত। বিণ; ত্রি।

স্বতঃসিদ্ধ—আপনা হইতে সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অন্য যুক্তির প্রয়োজন হয় না (Axiom)। অলুক্ ৫তৎ। সং বা বিণ; ত্রি।

স্বতন্ত্র—স্বাধীন, আত্মবশ; পৃথক্। স্ব হইয়াছে তন্ত্র (ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্বতন্ত্রতা—স্বাধীনতা; স্বেচ্ছাচারিতা; পার্থক্য। স্বতন্ত্র+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

স্বত্ব—ধনাদিতে স্বামিত্ব; দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াধিকার। স্ব+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

স্বত্বত্যাগ—অধিকার-ত্যাগ, স্বামিত্ব ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্বত্বত্যাগপত্র—অধিকারত্যাগের কাগজ, দান পত্র, বিক্রয় কোবালা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্বত্বাধিকারী (—কারিন্)—দান বিক্রয়ের অধিকারবিশিষ্ট, স্বামী, প্রভু, মালিক। স্বত্বের (স্বামিত্বের) অধিকারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী,—কারিণী।

স্বদন—১। ভক্ষণ। সু—অদ্ (খাওয়া)+অনট্ ভা। ২। আস্বাদন। স্বদ্ (আস্বাদন করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্বদার—নিজ স্ত্রী, আপনার পত্নী। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু। [দেশ, ৬তৎ। সং; পু।

স্বদেশ—নিজদেশ, জন্মভূমি। স্ব (নিজের)

স্বদেশজাত—নিজদেশে উৎপন্ন। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বদেশদ্রোহ—নিজদেশের অনিষ্টচিন্তা। ৬তৎ। সং; পু।

স্বদেশদ্রোহী (—দ্রোহিন্)—নিজদেশের বিরুদ্ধাচারী, স্বদেশের অনিষ্টকারী। স্বদেশ—দ্রুহ (অনিষ্ট করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্বদেশদ্রোহিণী।

স্বদেশপ্রিয়—নিজদেশের প্রতি অনুরক্ত। স্বদেশ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্বদেশপ্রেম—নিজদেশের প্রতি অনুরাগ, নিজের দেশকে ভালবাসা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

স্বদেশপ্রেমিক—নিজদেশের প্রতি অনুরাগপরায়ণ, যে জন্মভূমিকে অতিশয় ভালবাসে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বদেশবৎসল—নিজদেশের প্রতি স্নেহশীল, যে নিজদেশকে ভালবাসে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—বৎসলা।

স্বদেশবাৎসল্য—নিজদেশের প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

স্বদেশসেবক—নিজদেশের সেবাকারী, জন্মভূমির উন্নতির জন্য চেষ্টিত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—সেবিকা।

স্বদেশসেবা—নিজদেশের পরিচর্য্যা অর্থাৎ হিতচেষ্টা। স্বদেশের সেবা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বদেশসেবী (—সেবিন্)—স্বদেশসেবক, নিজ দেশের হিতার্থী। উপ; স্বদেশ—সেব (সেবা করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্বদেশসেবিনী।

স্বদেশহিতৈষী (—ষিন্)—নিজদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, হিতৈষিণী। [৭তৎ। সং; পু।

স্বদেশানুরাগ—নিজদেশের প্রতি ভালবাসা।

স্বদেশানুরাগী (—রাগিন্)—নিজদেশের প্রতি অনুরাগপরায়ণ। ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, রাগিণী।

স্বদেশী (—শিন্)—নিজদেশীয়; নিজদেশবাসী। স্বদেশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী স্বদেশিনী।

স্বদেশীয়—নিজদেশসম্বন্ধীয়, নিজদেশজাত। স্বদেশ শব্দ+ঈয়। ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

স্বধর্ম্ম—নিজধর্ম্ম, নিজজাতির অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম; নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

স্বধর্ম্মত্যাগ—নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

স্বধর্ম্মত্যাগী (—ত্যাগিন্)—নিজধর্ম্ম বর্জ্জনকারী, নিজের ধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম্মের উপাসক। স্বধর্ম্ম—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ত্যাগিনী।

স্বধর্ম্মপালন—নিজধর্ম্মের অনুষ্ঠান, স্বধর্ম্মানুসারে কার্য্য করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্বধর্ম্মভ্রষ্ট—নিজধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, নিজজাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগকারী। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বধা—১। পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত জলপিণ্ডাদি। স্বদ্ (আস্বাদন করা)+আ র্ম্ম। ২। পিত্রুদ্দেশক জলপিণ্ডদানের মন্ত্র। স্বদ্ +আ ণ। ব্য। ৩। মাতৃকাদেবীবিশেষ, পিতৃলোক-পত্নী। সং; স্ত্রী।

স্বধাভুক্ (—ভুজ্)—পিতৃলোক; পূর্ব্বপুরুষ।

উপ : স্বধা—ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্বিপ ক। সং ; পু।

স্বধিতি, স্বধিতী—পরশু অস্ত্র, কুঠার। স্ব শব্দ -ধা+ক্তি স্ম। সং ; পু বা স্ত্রী।

স্বন—শব্দ, ধ্বনি। স্বন্ (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

স্বনামখ্যাত—নিজনামে প্রসিদ্ধ, নিজের নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। স্বর নাম=স্বনাম, ৬তৎ ; তদ্দারা খ্যাত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বনামধন্য—নিজনামে প্রশংসনীয়, পিত্রাদির নামের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া নিজের উদ্যমে প্রশংসাপ্রাপ্ত। স্বর নাম=স্বনাম, ৬তৎ ; তদ্দারা ধন্য, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বনিত—১। শব্দিত, ধ্বনিত। স্বন্ (শব্দ করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। শব্দ। মেঘ ধ্বনি। স্বন্+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

স্বন্ত—শুভোদর্ক, যাহার পরিণাম ভাল। সু (উত্তম) হইয়াছে অন্ত (শেষ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্বপন, স্বপ্ন—সুপ্তি, নিদ্রা ; সুষুপ্তের বিজ্ঞান, অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় বিষয়ানুভব। স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+অনট্, নঙ্ ভা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

স্বপ্নক্ (স্বপ্নজ)—নিদ্রাশীল, শয়নশীল। স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ঘ্নজ্ ক। বিণ ; ত্রি।

স্বপ্নঘোর—স্বপ্নের মোহ, স্বপ্নজনিত বিভ্রম। দেশজ। সং।

স্বপ্নজাল—স্বপ্নসমূহ ; জটিল স্বপ্ন। স্বপ্নের জাল (সমূহ), ৬তৎ, অথবা স্বপ্ন জাল সদৃশ, উপমিত। সং ; ক্লী।

স্বপ্নতত্ত্ব—স্বপ্নবিষয়ক রহস্য, স্বপ্নের স্বরূপ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

স্বপ্নভাষিত—স্বপ্নকালে কথিত বাক্য। ৭তৎ।

স্বপ্নরাজ্য—স্বপ্নে কল্পিত রাজ্য ; অমূলক কল্পনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্বপ্নলব্ধ—স্বপ্নদর্শন কালে প্রাপ্ত, নিদ্রিতাবস্থায় প্রাপ্ত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বপ্নবৎ—স্বপ্নসদৃশ, স্বপ্নের ন্যায়। স্বপ্ন শব্দ + চ্ বৎ সাদৃশ্যার্থে। বা। [সং ; পু।

স্বপ্নবৃত্তান্ত—স্বপ্নবিবরণ, স্বপ্নের কথা। ৬তৎ।

স্বপ্নাদেশ—স্বপ্নকালে প্রাপ্ত আদেশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [দেশজ। বিণ।

স্বপ্নাপ্ত—স্বপ্নে লব্ধ, স্বপ্নে যার উৎপত্তি।

স্বপ্নাবস্থা—নিদ্রিত অবস্থা ; স্বপ্নদর্শনের কাল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [ত্রি।

স্বপ্নাবির্ভূত—স্বপ্নে প্রকাশিত। ৭তৎ। বিণ ;

স্বপ্নাবিষ্ট—স্বপ্নে অভিভূত, স্বপ্নাবস্থাযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্বপ্নাবিষ্টা। [পু।

স্বপ্নাবেশ—স্বপ্নের আবির্ভাব। ৬তৎ। সং ;

স্বপ্নোত্থিত—স্বপ্নদর্শনের পর জাগরিত ; নিদ্রোত্থিত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বভাব—আত্মভাব, প্রকৃতি ; স্বাভাবিক অবস্থা। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং ; পু।

স্বভাবগত—প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, —গতা।

স্বভাবগুণ—প্রাকৃতিক গুণ ; স্বভাবের উৎকর্ষ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বভাবজ—প্রকৃতিজাত, আপনা হইতে উৎপন্ন। স্বভাব দেখ ; স্বভাব—জন্ (জন্মা) +ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্বভাবজা।

স্বভাবজাত—প্রকৃতিজাত, স্বভাব হইতে উৎপন্ন, স্বাভাবিক। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বভাবতঃ—আত্মভাববশতঃ, প্রকৃতিবশে, আপনা হইতে। স্বভাব+তস্ ৫মী স্থানে। ব্য।

স্বভাববিরুদ্ধ—প্রকৃতিবিরুদ্ধ, স্বভাবের বিপরীত, অস্বাভাবিক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বভাবশোভা—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। ৬তৎ। সং।

স্বভাবসঙ্গত—প্রকৃতিসঙ্গত, স্বভাবের অনুকূল, স্বাভাবিক। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বভাবসরল—স্বভাবতঃ অকপট ; আপনা হইতে ঋজু। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বভাবসিদ্ধ—প্রকৃতিসিদ্ধ ; আপনা হইতে নিষ্পন্ন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বভাবসুন্দর—স্বভাবতঃ মনোহর, আপনা হইতে সুশ্রী। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বভাবসুলভ—স্বভাবতঃ সহজপ্রাপ্য ; প্রকৃতিসুলভ, স্বভাবজাত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বভাবসৌন্দর্য্য—প্রাকৃতিক শোভা ; অকৃত্রিম সুরূপতা। ৬তৎ, বা মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্বভাবোক্তি—স্বভাব বর্ণন ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। [অলঙ্কার দেখ]। স্বভাবের উক্তি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বভূ—ব্রহ্মা ; শিব ; বিষ্ণু ; কন্দর্প। স্ব—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

স্বয়ং—স্বয়ম্ দেখ।

স্বয়ংপ্রভা—মেরুসাবর্ণি ঋষির কন্যা। ময়দানবের প্রণয়িনী হেমা অপ্সরার প্রিয়সখী। হেমার অনুরোধে স্বয়ংপ্রভা ময়দানবের পুরী রক্ষা করিতেন। সীতান্বেষণে রত হনুমানাদির সহিত সেইখানে ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। সং ; স্ত্রী।

স্বয়ংবর—১। স্বয়ং অর্থাৎ নিজে পতিকে বরণ, স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ। স্বয়ম্—বৃ (বরণ করা)+অল্ ভা। ২। যে বিবাহে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতি গৃহীত হয় ; যে স্থানে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতি গৃহীত হয়। ·+অল্ অধি। সং ; পু।

স্বয়ংবরা—স্বয়ং পতিগ্রাহিণী। স্বয়ম্ (নিজে) —বৃ+অন্ ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

স্বয়ংসিদ্ধ—নিজের দ্বারা সিদ্ধ, অন্যের উপদেশ ব্যতীত নিজের চেষ্টায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। স্বয়ং (নিজ) দ্বারা সিদ্ধ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বয়ংকৃত—১। আত্মকৃত, স্বানুষ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্বয়ংকৃতা। ২। পুত্রবিশেষ, কৃত্রিম পুত্র। সং ; পু।

স্বয়ংদত্ত (বা স্বয়ংদত্ত)—পুত্রবিশেষ, যে মাতাপিতৃহীন বা মাতৃপিতৃ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বালক অন্যের পুত্রত্ব স্বীকার করে [পুত্র দেখ]। ৩তৎ। সং ; পু।

স্বয়ম্ (স্বয়ং)—আপনি, নিজে। সু—ই বা অয় (গমন করা)+অম্ ক। ব্য।

স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ—ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; মহাদেব। স্বয়ম্—ভূ (হওয়া)+ডু, ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ কণ্ঠধ্বনি ; ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তবিধ গানাঙ্গ ধ্বনি, সুর [সপ্তস্বর দেখ] ; স্বন ; অ ই প্রভৃতি বর্ণ। তন্ত্রে প্রাণাদি বায়ুর ব্যাপার বিশেষ। স্বৃ (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। [৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বরচিত—নিজপ্রণীত, আপনা কর্ত্তৃক লিখিত।

স্বরধরযন্ত্র—স্বরধারণকারী যন্ত্রবিশেষ, যে যন্ত্রে মনুষ্যাদির স্বর অবিকল গৃহীত ও বাদিত হয়, 'গ্রামোফোন্'। স্বরের ধর (ধারক)=স্বরধর, ৬তৎ ; এমন যে যন্ত্র, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্বরভঙ্গী—স্বরের শোভা, স্বরচাতুরী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বরলহরী—স্বরতরঙ্গ, ঢেউএর ন্যায় কাঁপান স্বর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বরবিজ্ঞান—স্বরবিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান, যে বিদ্যা দ্বারা স্বর সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বরবিবর্ত্ত—স্বরের পরিবর্ত্তন, কণ্ঠধ্বনির পরিবর্ত্তন ; স্বরের কম্পন। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বরস—স্বাভিপ্রায়, নিজমত ; বিশিষ্ট রসজ্ঞান ; শিলাপিষ্ট কল্কবিশেষ। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং ; পু।

স্বরসন্ধি—সন্ধিবিশেষ। সন্ধি দেখ।

স্বরাজ—বিজিত জাতির জেতার অধীনে স্বহস্তে রাজ্যশাসন, স্বায়ত্তশাসন, 'সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট' (Self-Government)। স্বরাজ্য শব্দের অপভ্রংশ।

স্বরাজ্য—১। নিজ রাজ্য, আপনার রাজাধিকার। ৬তৎ। ২। আত্মশাসিত রাজ্য, প্রজাদের নিজেদের দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালন। স্বশাসিত যে রাজ্য, মপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্বরাট্ (স্বরাজ্)—স্বয়ং দীপ্ত, ঈশ্বর ; বেদের ছন্দোবিশেষ। স্ব (নিজে)—রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

স্বরানুকরণ—কণ্ঠধ্বনির অনুকরণ, স্বর নকল করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বরাপগা—স্বর্ণদী, সুরনদী স্বর্-এর (স্বর্গের) আপগা (নদী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বরিত—১। আক্ষিপ্ত। স্বর্ (আক্ষেপ করা) + ক্ত র্ম। ২। স্বরবিশিষ্ট। স্বর শব্দ + ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। ৩। তৃতীয় স্বর, উদাত্ত-অনুদাত্ত-মিলিত স্বর। সং ; পু।

স্বরীশ্বর—দেবরাজ, স্বর্গাধিপতি, ইন্দ্র। স্বর্-এর (স্বর্গের) ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

স্বরু—১। বজ্র ; সূর্য্যকিরণ ; শর, বাণ। স্বৃ (শব্দ করা) + উ ক। ২। যজ্ঞভাগ ; যূপখণ্ড। স্বৃ + উ অধি। সং ; পু।

স্বরূপ—১। স্বভাব, প্রকৃতি ; প্রকৃত অবস্থা। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। বিজ্ঞ, পণ্ডিত ; সুন্দর ; সদৃশ। স্ব শব্দ - পিজন্ত রূপ্ = রূপি + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

স্বরূপচিন্তা—প্রকৃত রূপ ধ্যান, যাথার্থ্যের মনন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বরূপনির্ণয়—যাথার্থ্য নিরূপণ, প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বরূপযোগ্য—কার্য্যসাধনযোগ্য, কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বরূপযোগ্যতা—কার্য্যসাধনযোগ্যতা, কার্য্যসিদ্ধকরণসমর্থতা। স্বরূপযোগ্য + তা, ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী। [নার ৬তৎ। সং ; পু।

স্বরূপসম্বন্ধ—অভিন্নসম্বন্ধ, তৎস্বরূপতা। দুই-

স্বর্গ ত্রিদিব, দেবলোক ; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—এই সাত লোক ; নিরবচ্ছিন্ন সুখ, অবিমিশ্র আনন্দ। স্বঃ দেখ। স্বর্-গৈ + ড র্ম ; অথবা সু-অর্জ + ঘঞ্ ম। সং ; পু।

স্বর্গকাম—স্বর্গাভিলাষী, দেবলোক-লাভেচ্ছু। স্বর্গ হইয়াছে কাম (কাম্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্বর্গকামা।

স্বর্গকামী (-কামিন্)—স্বর্গাভিলাষী, স্বর্গলাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, কামিনী।

স্বর্গগত—মৃত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বর্গগামী (-গামিন্)—স্বর্গে গমনকারী, দেবলোকে গমনশীল। স্বর্গ - গম্ + পিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী স্বর্গগামিনী।

স্বর্গঙ্গা—স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। স্বর্ এর গঙ্গা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বর্গণিকা—স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। স্বর্ এর গণিকা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বর্গত—স্বর্গগত, মৃত। স্বর্কে গত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বর্গতি—স্বর্গে গমন ; মরণ, মৃত্যু। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্বর্গধাম—স্বর্গলোক, দেবলোক। স্বর্গই যে ধাম,

স্বর্গপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বর্গবধূ—সুরাঙ্গনা, অপ্সরা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বর্গভোগ—স্বর্গে সুখ উপভোগ, দিব্যসুখলাভ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বর্গবাসী (-বাসিন্)—দেবলোকে বাসকারী। স্বর্গ - বস্ (বাস করা) + পিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী স্বর্গবাসিনী।

স্বর্গসুখ—স্বর্গের সুখ ; দুঃখলেশশূন্য সুখ ; সুবিমল আনন্দ। স্বর্গ জাত সুখ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

স্বর্গাচল—সুমেরুপর্ব্বত। স্বর্গের অচল, ৬তৎ।

স্বর্গাপগা—সুরধুনী, মন্দাকিনী। স্বর্গের আপগা (নদী), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বর্গারূঢ়—স্বর্গগত, মৃত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বর্গারোহণ—স্বর্গগমন, দেবলোকে যাওয়া ; মৃত্যু। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বর্গী (স্বর্গিন্)—সুর, দেবতা। স্বর্গ + ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

স্বর্গীয়, স্বর্গ্য—স্বর্গসম্বন্ধীয় ; স্বর্গবাসী ; স্বর্গসুখদ। স্বর্গ + ঈয়, য্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্বর্গীয়া, স্বর্গ্যা।

স্বর্গৌকাঃ—সুর, দেবতা। স্বর্গ হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু।

স্বর্গ্য—স্বর্গীয় দেখ।

স্বর্ণ—সুবর্ণ, কাঞ্চন, সোণা ; সুবর্ণকর্ষ। [ইহা শীতবীর্য্য, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, রসায়নগুণযুক্ত, মধুর, তিক্ত ও কষায়রসাত্মক, পুষ্টিকর, মেধা ও স্মৃতিবর্দ্ধক, কান্তিজনক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, শরীরের দৃঢ়তাসাধক, স্থাবরবিষ, জঙ্গমবিষ ও ক্ষয়, উন্মাদ, জ্বর প্রভৃতি রোগনাশক। অশোধিত স্বর্ণ বল ও বীর্য্যবিনাশক, রোগোৎপাদক। দাহে রক্তবর্ণ, ছেদনে শ্বেতবর্ণ, কষিলে কুঙ্কুমবর্ণ, স্নিগ্ধ কোমল ও গুরুত্ববিশিষ্ট স্বর্ণ উৎকৃষ্ট। দাহে, ছেদনে ও কষিলে শ্বেতবর্ণ, আঘাত সহনাক্ষম, গুরুত্বহীন, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ স্বর্ণ নিকৃষ্ট। পুরাণে কথিত আছে যে, অগ্নির বীর্য্য হইতে ইহার উৎপত্তি]। সু (সুন্দর) হইয়াছে অর্ণ (বর্ণ) যাহার, বহু ; অথবা সু-ঋণ্ (পাওয়া) + অন্ ক। সং ; ক্লী।

স্বর্ণকার—সুবর্ণকার, সেকরা। স্বর্ণ শব্দ - কৃ (করা) + ষণ্ ক। সং ; পু।

স্বর্ণকুমারী দেবী—১২৬৩ সালে (১৮৫৭ খ্রীঃ) ভাদ্র মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ইনি বাল্যকালে পিতৃগৃহে বাঙ্গালা সংস্কৃত ভাষা এবং বিবাহের পর স্বামীর নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ইঁহার স্বামীর নাম জানকীনাথ ঘোষাল। বঙ্গসাহিত্য-সমাজে স্বর্ণকুমারীই মহিলামণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রথম উপন্যাস দীপনির্ব্বাণ। তাহার পর ইনি ছিন্নমুকুল, হুগলীর ইমামবাড়া, স্নেহলতা, বিদ্রোহ, মিবাররাজ, ফুলের মালা, কাহাকে, নবকাহিনী, বসন্ত উৎসব, গাথা, বাল্যবিনোদ প্রভৃতি বহু উপন্যাস, কবিতাপুস্তক, নাটিকা ও শিশুপাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার 'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে। ইনি ১২৯১ হইতে ১৩০২ সালে পর্য্যন্ত ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। পরে ইঁহার কন্যা সরলা দেবী বি, এ ঐ পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে স্বর্ণকুমারী কন্যার হস্ত হইতে "ভারতীর" সম্পাদনভার পুনর্গ্রহণ করেন এবং বাং ১৩২১ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত সুচারুরূপে উহার সম্পাদনানন্তর অন্য হস্তে উক্ত ভার অর্পণ করেন। ১৯১৩ খ্রীঃ ২রা মে ইঁহার পতিবিয়োগ ঘটে।

স্বর্ণকৃৎ—সুবর্ণকার, সেকরা। স্বর্ণ-কৃ (করা) কিপ্ ক। সং ; পু।

স্বর্ণখচিত—সুবর্ণমণ্ডিত, যাহার মাঝে মাঝে সোণা বসান এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বর্ণচূড়—কুক্কুট ; চাসপক্ষী। স্বর্ণবর্ণা চূড়া যাহার, বহু। সং ; পু।

স্বর্ণদী, স্বর্নদী—সুরনদী, মন্দাকিনী ; গঙ্গা। স্বর্-এর (স্বর্গের) নদী, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বর্ণপক্ষ—সুবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট ; গরুড়। স্বর্ণময় পক্ষ যাহার, বহু। সং ; পু।

স্বর্ণপ্রতিমা—স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিকৃতি, সোণার প্রতিমা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

স্বর্ণপ্রসূ—সুবর্ণ প্রসবকারিণী, স্বর্ণ উৎপাদিকা, যাহাতে প্রচুর সোণা জন্মে। ৬তৎ। বিণ।

স্বর্ণমণ্ডিত—সুবর্ণে আবৃত, সোণায় মোড়া, স্বর্ণভূষিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বর্ণময়—সুবর্ণময় ; সুবর্ণনির্ম্মিত। স্বর্ণ শব্দ + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্বর্ণময়ী।

স্বর্ণময়ী (মহারাণী)—বঙ্গদেশান্তর্গত মুর্শিদাবাদের অদূরস্থ কাশিমবাজার নামক স্থানের প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা ভূম্যধিকারিণী। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাটাকুল গ্রামে এক ঘর অতি নিঃস্ব তিলিজাতীয় গৃহস্থের বাস ছিল। এই দরিদ্র তিলিবংশে ১৮২৭ খৃঃ একটি অতি সুরূপা সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যাই উত্তরকালে 'মহারাণী স্বর্ণময়ী নামে প্রসিদ্ধা হন। সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা বলিয়া একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশিমবাজারের সুবিখ্যাত 'কান্ত' বাবুর প্রপৌত্র কৃষ্ণনাথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে ইঁহার দুইটী কন্যা জন্মে ; কিন্তু তাহারা অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিতা হয়। স্বামীর

তত্ত্বাবধানে ইনি বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে ও কিঞ্চিৎ অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিলেন। এই সামান্য শিক্ষাই উত্তরকালে জমিদারী কার্য্য বুঝিবার পক্ষে ইঁহার পরম সহায় হইয়াছিল।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার স্বামী কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করেন, আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে একখানি 'উইল' করিয়া গিয়াছিলেন। তদনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বর্ণময়ীর স্ত্রীধন ব্যতীত অন্য যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই ঘোর দুর্দ্দিনে স্বর্ণময়ী রাজীবলোচন রায় নামক এক সূক্ষ্মদর্শী কার্য্যদক্ষ মহাত্মাকে পরামর্শদাতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শে তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টে কোম্পানীর নামে স্বামীর উইল অগ্রাহ্য করাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে প্রায় তিন বৎসর মোকদ্দমা চলার পর ১৮৪৭ খৃঃ ১৫ই নভেম্বর স্বর্ণময়ী জয়লাভ করিলেন। উইল করিবার সময় কৃষ্ণনাথ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় উইল নামঞ্জুর হইয়া গেল, তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিস্তর টাকা ঋণ হইয়াছিল। রাজীবলোচনের সুপরিচালনগুণে ক্রমে সে সমস্ত ঋণ পরিশোধিত হইল এবং জমিদারীরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল।

স্বর্ণময়ী যথানিয়মে হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য পালন করিতেন। অগাধ আয়ের প্রায় সমস্তই দান ধ্যানে ও পরোপকারে নিয়োজিত করিতেন। ইঁহার দানশৌণ্ডিতা ও লোকহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৭১ খ্রীঃ 'মহারাণী' ও ১৮৭৮ খ্রীঃ সি, আই, (C. I.) উপাধি প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন এবং ইঁহার উত্তরাধিকারীকে 'মহারাজা' উপাধি দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। দেওয়ান রাজীবলোচনও ১৮৭৫ খ্রীঃ 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। সুবিস্তৃত জমিদারী এবং তদ্ভুত ৬ হইতে ৮ লক্ষ টাকা আয় রাখিয়া স্বর্ণময়ী ১৮৯৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সাধারণের হিতসাধনকল্পে ইঁহার সর্ব্বপ্রধান কয়েকটি দানের কথা এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে ;—বহরমপুরে জলের কলের নিমিত্ত দেড় লক্ষ টাকা, উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষ নিবারণে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদিগের হোষ্টেল নির্ম্মাণে ১ লক্ষ টাকা, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের হোষ্টেল নির্ম্মাণে ১০ সহস্র টাকা। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা, কূপ ও পুষ্করিণী খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন ও অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যে ইনি বিস্তর দান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের ছোট লাট ক্যাম্বেল সাহেব বহরমপুর কলেজের বি, এ ক্লাস তুলিয়া উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত করিলে এই দানশৌণ্ডা দরিদ্র-পালিকা উক্ত কলেজের সমস্ত পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উহাকে পুনর্ব্বার প্রথম শ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত করেন। এই ব্যাপারে ইঁহার বার্ষিক ১৬ হইতে ২০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত। ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, গ্রন্থকার, ঋণগ্রস্ত, কন্যাদায়গ্রস্ত প্রভৃতিকে প্রদত্ত দানের সংখ্যা ও পরিমাণ নিরূপণ করা অসাধ্য।

স্বর্ণমৃগ—সীতা হরণোদ্দেশে রাবণের আদেশক্রমে মারীচ কর্ত্তৃক গৃহীত মৃগমূর্ত্তি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

স্বর্ণলতা—জ্যোতিষ্মতী, সোণালি লতা। সং ; স্ত্রী।

স্বর্ণবর্ণ—১। সোণার রঙ্। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। সোণার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, যাহার রঙ্ সোণার মত। স্বর্ণের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্বর্ণশীর্ষ—স্বর্ণবর্ণ মস্তকবিশিষ্ট, যাহার মাথা সোণার মত। স্বর্ণবর্ণ হইয়াছে শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্বর্ণসুযোগ—অতি উত্তম সুবিধা, শ্রেষ্ঠ অবসর, 'মাহেন্দ্রক্ষণ' (Golden opportunity)। স্বর্ণবৎ মূল্যবান্ সুযোগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

স্বর্ণাক্ষর—স্বর্ণখচিত অক্ষর, সোণার ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

স্বর্ণাঙ্গুরীয়, স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক—স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়, সোণার আংটি। মধ্য কর্ম্মধা। সং ; পুং।

স্বর্ণালঙ্কার—স্বর্ণভূষণ, সুবর্ণনির্ম্মিত আভরণ, সোণার গহনা। মধ্য কর্ম্মধা। সং ; পুং।

স্বর্নদী—স্বর্ণদী দেখ।

স্বর্বধূ, স্বর্বেশ্যা—সুরাঙ্গনা, অপ্সরা। স্বর্ এর (স্বর্গের) বধূ, বেশ্যা, ৬তৎ। সং [illegible]।

স্বর্বাপী—গঙ্গা। স্বর্-এর (স্বর্গের) [illegible]শয়), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বর্বৈদ্য—দেববৈদ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। স্বর্-এর (স্বর্গের) বৈদ্য, ৬তৎ। সং ; পুং।

স্বর্ভানু—রাহুগ্রহ। স্বর্-এর (স্বর্গের) ভানু (সূর্য্য), ৬তৎ, অথবা স্বর্-এ (স্বর্গে) ভানু (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পুং।

স্বর্যাত—স্বর্গগত, পরলোকগত, মৃত। স্বর্কে (স্বর্গে) যাত (গত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বর্লোক—স্বর্গলোক, দেবলোক, সুরলোক। স্বঃ (স্বর্গ) যে লোক, কর্ম্মধা। সং ; পুং।

স্বল্প—অতিশয় অল্প ; অতি সামান্য ; অতি ক্ষুদ্র। সু (অতিশয়) যে অল্প, নিত্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্বল্পা।

স্বল্পদৃষ্টি—ক্ষীণদৃষ্টি, যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ এরূপ। স্বল্পা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্বল্পভা[illegible] (-ভাষিন্)—অতি অল্প বাক্যালাপী, যে খুব কম কথা বলে এরূপ ; স্বল্প—ভাষ্ (বলা) + ণিন্ ক। বিণ ; পুং। স্ত্রী স্বল্পভাষিণী।

স্বল্পমাত্র—অতি অল্প পরিমাণ। স্বল্পা হইয়াছে মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্বসা (স্বসৃ)—ভগিনী। সু—অস্ (হওয়া) + ঋ ক। সং ; স্ত্রী।

স্বস্তি—আশীর্বাদ ; পুণ্য ; শুভ, মঙ্গল ; স্বীকার, তৃপ্তি, সন্তোষ। সু—অস্ (হওয়া) + ক্তি ভা। ব্য।

স্বস্তিক—১। পিটুলি দ্বারা নির্ম্মিত একপ্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য ; আসনবিশেষ, চতুষ্ক ; সর্পফণা ; সর্পফণাকৃতি হস্তপাত্র, হাতের ঠোঙা ; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। স্বস্তি + কণ্। সং, পুং। ২। সম্মুখে বারান্দা বা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদ। সং ; ক্লী বা পুং।

স্বস্তিকাসন—আসন দেখ।

স্বস্তিবাচন—'স্বস্তি স্বস্তি' অর্থাৎ মঙ্গল হউক—এই বাক্য কথন, শুভকার্য্য সূচনায় স্বস্তি শব্দের উচ্চারণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বস্তিবাচনিক—স্বস্তিবাচনসম্বন্ধীয় ; স্বস্তিবাচনকারক। স্বস্তিবাচন + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

স্বস্ত্যয়ন—কুগ্রহশান্তির নিমিত্ত মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান, গ্রহাদি দোষ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির জন্য মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান। স্বস্তির (মঙ্গলের) অয়ন (প্রাপ্তি) হয় যাহা হইতে, অথবা স্বস্তির অয়ন (আগমন) হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং ; ক্লী।

স্বস্থ—১। নিরুদ্বিগ্ন ; প্রকৃতিস্থ ; সুস্থ। স্ব শব্দ—স্থা (থাকা) + ড ক। ২। স্বর্গস্থ ; মৃত। স্বর্ (স্বর্গ)—স্থা + ড ক। বিণ ; ত্রি।

স্বস্থান—নিজ, অধিকৃত স্থান ; নিজের পদ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বস্রীয়—১। ভগিনীসম্বন্ধীয়। স্বসৃ (ভগিনী) + ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী স্বস্রীয়া। ২। ভগিনীর পুত্র, ভাগিনেয়। সং ; পুং।

স্বহস্ত—নিজ হস্ত, আপনার হাত। ৬তৎ। সং ; পুং। [(লেখা), ৬তৎ। সং ; পুং।

স্বাক্ষর—সহি, দস্তখত। স্ব (নিজের) অক্ষর

স্বাক্ষরিত—স্বাক্ষরযুক্ত, নিজের সহিযুক্ত। স্বাক্ষর + ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

স্বাগত—সুখে আগমন; শুভাগমন; কুশল। সু (সুখে বা শোভন) যে আগত (আগমন), প্রাদি। সং; ক্লী।

স্বাগতপ্রশ্ন—সুখে আগমন হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা; কুশল জিজ্ঞাসা। ৬তৎ। সং।

স্বাচ্ছন্দ্য—স্বচ্ছন্দতা; স্বাধীনতা; আরাম; স্বাস্থ্য। স্বচ্ছন্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

স্বাতন্ত্র্য—স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা; পার্থক্য, ভিন্নতা। স্বতন্ত্র+ষ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

স্বাতি, স্বাতী—সূর্য্যের পত্নীবিশেষ; নক্ষত্রবিশেষ। স্ব শব্দ—অত্ (গমন করা)+ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

স্বাদ—১। আস্বাদ, রস। স্বাদ্+অল্ র্ম। ২। রসানুভব, চাকা; লেহন, চাটা; প্রীতি। স্বাদ্+অল্ ভা। সং; পু।

স্বাদগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—আস্বাদগ্রহণকারী, রসানুভবকারী; চাকনদার। উপ; স্বাদ—গ্রহ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্বাদগ্রাহিণী।

স্বাদন—১। রসানুভব, চাকা। স্বাদ্ (আস্বাদন করা)+অনট্ ভা। ২। রস। স্বাদ্ +অনট্ র্ম। সং; ক্লী।

স্বাদিত—ভক্ষিত, আস্বাদিত, লীঢ়, প্রীত। স্বাদ্+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বাদিতা।

স্বাদু—সুস্বাদ; মিষ্ট, মধুর; মনোজ্ঞ। স্বাদ্ (আস্বাদন করা)+উণ্ ক। বিণ; ত্রি।

স্বাদুরসা—দ্রাক্ষা; দ্রাক্ষাজাত সুরা; আমড়া। স্বাদু হইয়াছে রস যাহার, বহ। সং; স্ত্রী।

স্বাধিকার—নিজ অধিকার, নিজপদ; নিজের দখল; আপনার কর্ত্তব্য। ৬তৎ। সং; পু।

স্বাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূলস্থ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ষড়্‌দল পদ্ম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্বাধীন—আত্মবশ, স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ। স্ব (নিজের) অধীন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বাধীনা।

স্বাধীনতা—আত্মবশতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য। স্বাধীন শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

স্বাধীনপতিকা, —ভর্তৃকা—নায়িকাবিশেষ, নায়ক যাহার অনুগত; ইহার লক্ষণ—

"কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকম্। বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা।"

নায়ক যাহার রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়া সন্নিধি ত্যাগ করে না, সেই বিলাসবিভ্রমশালিনী স্ত্রীকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা যায় [নায়িকা দেখ]। স্ব অর্থাৎ (নিজের) অধীন হইয়াছে পতি, ভর্ত্তা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

স্বাধ্যায়—১। বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ। স্ব শব্দ—অধি—ই+ঘঞ্ ভা। ২। বেদাংশবিশেষ ...+ঘঞ্ র্ম। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

স্বাধ্যায়নিরত—বেদাধ্যয়নে আসক্ত। ৭তৎ।

স্বাধ্যায়বান্ (—বৎ), স্বাধ্যায়ী (—য়িন্) বেদাধ্যয়নকারী। স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) +বতু, ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

স্বান—শব্দ, ধ্বনি। স্বন্ (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

স্বান্ত—১। শব্দিত, ধ্বনিত। স্বন্ (শব্দ করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। মন, চিত্ত; গহ্বর, গর্ত্ত। স্বন্+ক্ত ক। সং; ক্লী।

স্বাপ—নিদ্রা, সুপ্তি; স্বপ্ন; পক্ষাঘাত; অচৈতন্য। স্বপ্+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

স্বাপতেয়—সম্পত্তি, ধন। স্বর (ধনের) পতি =স্বপতি, ৬তৎ; তদুত্তরে ঢেয় ইদমর্থে। সং; ক্লী।

স্বাভাবিক—স্বভাবসিদ্ধ; নৈসর্গিক, প্রাকৃতিক। স্বভাব+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বাভাবিকী।

স্বামিজী মহারাজ—ইঁহার বাল্য নাম শিবদয়াল সিংহ। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম দিল্‌ওয়ালী সিংহ। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। অতি অল্প বয়স হইতেই ইনি ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ করেন এবং নাগরী, গুরুমুখী ও পার্শী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া পার্শীতে ঈশ্বরবিষয়ক একখানি উচ্চভাবসম্পন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে ইনি আরবী ও সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

স্বামিজী প্রথমতঃ নিজ বাটীতে থাকিয়া প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বালকগণকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতেন। পরে কিছু দিনের জন্য আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্তরাজ্যের বাঁদা সহরে সরকারী ডাকবিভাগে কার্য্য করেন। কিন্তু ইহাতে ভজনপূজনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই চাকরী ছাড়িয়া দেন। অতঃপর ইঁহার পিতার অনুরোধে ইঁহার শ্বশুর ইঁহাকে বল্লভগড় রাজধানীতে রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। এখানে ইনি বেতন ব্যতীত প্রত্যহ রাজবাটী হইতে যে রসদ (সিধা) পাইতেন, তাহার কিয়দংশ নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত দীনদুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু এ কার্য্যও স্বামিজীর মনঃপূত হইল না। বাল্যকাল হইতে যাহার চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত, তাঁহার পক্ষে অন্য কোন বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ করা দুঃসাধ্য। স্বামিজী হঠাৎ একদিন চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার দুইদিন পরে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইল।

পিতার মৃত্যুর পর স্বামিজী নিজবাটীতে থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্বামিজী এক অন্ধকারময় নির্জ্জন গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই গৃহে ইনি একাদিক্রমে পাঁচ ছয় দিবস সাধনায় রত থাকিতেন, আহার বা মলমূত্র ত্যাগের জন্য একবারও উঠিতেন না। ১৮৬১ খৃঃ হইতে ইনি অল্প সময় মাত্র সমাগত লোকমণ্ডলীকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন। ইঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইঁহার জীবিতকালের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রায় আট দশ সহস্র স্ত্রীপুরুষ ইঁহার শিষ্য হন। তন্মধ্যে প্রায় একসহস্র নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীও ছিলেন। অনেক বাঙ্গালীও ইঁহার মতাবলম্বী ছিলেন। তন্মধ্যে মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যাপক এবং ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদক সুবিখ্যাত স্বর্গীয় এন্ ঘোষ একজন।

স্বামিজীর প্রবর্ত্তিত মতের নাম রাধাস্বামী মত। এই মতে চারিটী কথা আছে,—সত্যনাম, সত্য অনুরাগ, সত্যগুরু ও সৎসঙ্গ। এই মতের অপর নাম সন্তমৎ। স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে স্বামিজী স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর পনর দিন পূর্ব্বে শিষ্যগণের নিকট আপনার মৃত্যুর দিন প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করেন। স্বামিজী-প্রণীত হিন্দী ভাষায় লিখিত দুইখানি গ্রন্থ আছে—সারবচন নজ্‌ম্ ও সারবচন নস্তর।

স্বামিত্ব—অধিকার, স্বত্ব; প্রভুত্ব; রাজত্ব; ভর্তৃত্ব। স্বামী দেখ। স্বামিন্ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

স্বামী (স্বামিন্)—১। স্বত্ববিশিষ্ট; অধিকারী; প্রভু; পালক। স্ব শব্দ (ধন)+মিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী স্বামিনী। ২। রাজা; গুরু; পতি, ভর্ত্তা; পরমহংস; পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। সং; পু।

স্বায়ত্ত—নিজের বশীভূত, নিজের অধীন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বায়ত্তশাসন—আপনাদের ইচ্ছাধীনে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ; বিজেতা রাজার অধীনে আপনাদের প্রবর্ত্তিত বিধানে দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

স্বায়ত্তীকরণ—নিজবশে আনয়ন। স্বায়ত্ত+চি্ব অভূততদ্ভাবে (=স্বায়ত্তী)—কৃ (করা)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্বায়ম্ভুব—১। স্বয়ম্ভু সম্বন্ধীয়। স্বয়ম্ভু শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বায়ম্ভুবী। ২। স্বয়ম্ভুব (ব্রহ্মার) পুত্র, প্রথম মনু। সং; পু।

স্বারাজ্য—১। ঐশ্বর্য্য। স্বরাট্ দেখ। স্বরাজ (ঈশ্বর)+ষ্য ভাবার্থে। ২। ইন্দ্রত্ব; স্বর্গ

রাজ্য। স্বারাট্ দেখ। স্বারাজ্ (ইন্দ্র)+ষ্য ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

স্বারাট্ (স্বারাজ্)—বাসব, ইন্দ্র। স্বর্ (স্বর্গ)-রাজ (দীপ্ত পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। [অপত্যার্থে। সং; পু।

স্বারোচিষ—দ্বিতীয় মনু। স্বরোচিস্ শব্দ+ষ্ণ

স্বার্জিত—স্বোপার্জিত, স্বয়ং লব্ধ। স্ব দ্বারা অর্জিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বার্থ—নিজপ্রয়োজন, আত্মকার্য্য; আপনার ইষ্ট। স্ব (স্বকীয়) যে অর্থ, কর্ম্মধা; অথবা স্বর (অর্থাৎ নিজের) অর্থ, ৬তৎ। সং; পু।

স্বার্থচিন্তা—আত্মকার্য্যচিন্তা, নিজ ইষ্টসিদ্ধির ভাবনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বার্থত্যাগ—আত্মকার্য্য পরিত্যাগ, নিজের ইষ্ট ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

স্বার্থত্যাগী (-ত্যাগিন্)—আত্মকার্য্যত্যাগকারী, পরের উপকারার্থ যে নিজের ইষ্ট ত্যাগ করে। উপ; স্বার্থ-ত্যজ (ছাড়া)+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্বার্থত্যাগিনী।

স্বার্থপর, স্বার্থপরায়ণ—নিজপ্রয়োজন সাধনে তৎপর, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কেবল নিজপ্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান্। স্বার্থে পর, পরায়ণ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বার্থপরা, স্বার্থপরায়ণা। বি স্বার্থপরতা, স্বার্থপরায়ণতা।

স্বার্থবিসর্জন—স্বার্থত্যাগ, আত্মকার্য্যপরিত্যাগ, নিজ ইষ্ট চেষ্টা বর্জন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বার্থসাধন—আত্মকার্য্যসাধন, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ কার্য্যসম্পাদন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বার্থসিদ্ধি—আত্মকার্য্যসিদ্ধি, নিজ ইষ্টসিদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বার্থান্ধ—অন্ধভাবে স্বার্থসাধনে তৎপর, অন্যের মুখের দিকে না চাহিয়া যে নিজ ইষ্টসাধন করে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বার্থান্বেষণ—নিজ ইষ্টসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ, আপনার ভাল খুঁজিয়া বেড়ান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বার্থান্বেষী (-ষিন্)—যে আপনার ভাল খুঁজিয়া বেড়ায় এরূপ। উপ; স্বার্থ-অনু-ইষ (খোঁজা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্বার্থান্বেষিণী।

স্বার্থিক—স্বকার্য্যসাধনে তৎপর; স্বার্থপর; স্বার্থে বিহিত (প্রত্যয়)। স্বার্থ শব্দ+ঠিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বার্থিকী।

স্বাবলম্ব, স্বাবলম্বন—নিজের শক্তির উপর নির্ভর, পরপ্রত্যাশী না হইয়া নিজে কার্য্যসাধন চেষ্টা। স্ব-অব-লম্ব+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

স্বাবলম্বী (-লম্বিন্)—স্বাবলম্বনশীল, নিজের শক্তির উপর নির্ভরকারী। স্ব-অব-লম্ব+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্বাবলম্বিনী।

স্বাশ্রয়—১। স্বাবলম্বন, আপনার উপর নির্ভর। ৬তৎ। সং; পু। ২। আত্মাশ্রয়বিশিষ্ট, যে আপনার উপর নির্ভর করে এরূপ। স্ব (আত্মা) আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বাশ্রয়া।

স্বাস্থ্য—সুস্থতা, নীরোগতা, আরোগ্য; উদ্বেগহীনতা; সন্তোষ; সুখ। স্বস্থ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যকর—সুস্থতাজনক, আরোগ্যদায়ক; সুখকর। উপ; স্বাস্থ্য-কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বাস্থ্যকরী।

স্বাস্থ্যপ্রদ—আরোগ্যদায়ক, সুস্থতাজনক, স্বাস্থ্যকর; সুখদ, স্বাচ্ছন্দ্যজনক। উপ; স্বাস্থ্য-প্র-দা+ড ক। বিণ; ত্রি।

স্বাস্থ্যভঙ্গ—সুস্থতার হানি, নীরোগতার নাশ। ৬তৎ। সং; পু।

স্বাস্থ্যরক্ষা—সুস্থতা রক্ষা করা, যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এরূপ নিয়মানুসারে চলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যসম্পৎ (-সম্পদ্)—স্বাস্থ্যরূপ সম্পত্তি, শরীরের সুস্থতারূপধন। রূপক কর্ম্মধা। স্ত্রী।

স্বাস্থ্যসম্পন্ন—স্বাস্থ্যযুক্ত, নীরোগ শরীরবিশিষ্ট ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বাস্থ্যসম্পন্না।

স্বাস্থ্যসুখ—সুস্থতাজন্য সুখ, নীরোগতাজনিত আনন্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যহানি—স্বাস্থ্যভঙ্গ, দেহ অসুস্থ হওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বাহা—১। দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাদি, দেবোদ্দেশে হবির্দ্দানের মন্ত্র। সু-আ-হ্বে+ড। ণ। অ্য। ২। * অগ্নিদেবের পত্নী।…+ডা র্ম। সং; স্ত্রী। ৩। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

* অগ্নিপত্নী স্বাহা পতির দাহিকাশক্তি বলিয়া বর্ণিতা। প্রকৃতিদেবী হইতে ইঁহার উদ্ভব। বিষ্ণুকে কামনা করিয়া ইনি কঠোর তপশ্চরণ করিলে বিষ্ণু প্রীত হইয়া ইঁহাকে দর্শন দেন এবং অগ্নি-পত্নী হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করেন। ব্রহ্মাও ইঁহাকে অগ্নির ভার্য্যা হইতে অনুরোধ করিয়া এই বর প্রদান করেন যে, মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক হবিঃ প্রদান করিলে সকল দেবতাই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। তদনুসারে ইনি অগ্নিদেবকে পতিরূপে গ্রহণ করেন।

স্বাহানাথ, স্বাহাপতি, স্বাহাপ্রিয়—স্বাহাদেবীর স্বামী, অগ্নি। স্বাহার নাথ, পতি, প্রিয়, ৬তৎ। সং; পু।

স্বাহাভুক্ (-ভুজ্)—দেবতা। স্বাহা (হবিঃ)-ভুজ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

স্বিক, স্বীক—স্বকীয়, স্বায়। স্ব শব্দ+ষ্ণিক, ষ্ণীক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

স্বিৎ—প্রশ্ন; পাদপূরণ; বিতর্ক; সংশয়। সু-ই (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। অ্য।

স্বিন্ন—স্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত; সিক্ত, আর্দ্র, পক্ক। স্বিদ্ (ঘামা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

স্বীক—স্বিক দেখ।

স্বীকরণ—স্বীকার (সকল অর্থে)। তাহা দেখ। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)-কৃ+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

স্বীকর্ত্তব্য—অঙ্গীকার্য্য, স্বীকার্য্য, স্বীকার করিবার উপযুক্ত। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)-কৃ+তব্য ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বীকর্ত্তব্যা।

স্বীকার—অঙ্গীকার; প্রতিগ্রহ, পরিগ্রহ; গ্রহণ; আয়ত্তীকরণ। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)-কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

স্বীকার্য্য—যাহা স্বীকার করিতে হইবে বা করা আবশ্যক; যাহা অঙ্গীকার করা উচিত। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)-কৃ+ঘ্যণ্ ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বীকার্য্যা।

স্বীকৃত—অঙ্গীকৃত; পরিগৃহীত; সম্মত; আয়ত্তীকৃত, প্রতিশ্রুত। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)-কৃ (করা)+ক্ত ণ্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বীকৃতা।

স্বীকৃতি—স্বীকার (সকল অর্থে)। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)-কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

স্বীয়—স্বকীয়, আত্মীয়, নিজ। স্ব+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী স্বীয়া।

স্বীয়া—১। স্বকীয়া, আত্মীয়া। স্ব শব্দ+ঈয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ, নায়কের প্রতি অনুরক্তা স্ত্রী [নায়িকা দেখ]। সং; স্ত্রী।

স্বেচ্ছা—নিজ-ইচ্ছা, যদৃচ্ছা; স্বচ্ছন্দ। স্ব অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাকৃত—নিজ ইচ্ছা অনুসারে অনুষ্ঠিত, আপনার ইচ্ছাপূর্ব্বক বিহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ।

স্বেচ্ছাক্রমে—নিজের ইচ্ছানুসারে। বহু। ক্রি

স্বেচ্ছাচার—নিজ ইচ্ছামত কার্য্যকরণ; স্বাধীনতা; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছা শব্দ-চর (আচরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

স্বেচ্ছাচারিতা—স্বাধীনতা; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছাচারিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাচারী (-চারিন্)—নিজের ইচ্ছামত কার্য্যকারী; স্বতন্ত্র; স্বাধীন; অবাধ্য। স্বেচ্ছা-চর (আচরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী।

স্বেচ্ছাধীন—নিজের ইচ্ছামত-কার্য্যকারী; নিজ-ইচ্ছানুযায়ী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, -না।

স্বেচ্ছাধীনতা—নিজের ইচ্ছামত কার্য্যকরণ;

স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাধীন+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতা—নিজের ইচ্ছার অনুসরণ, স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছানুবর্ত্তী দেখ। স্বেচ্ছানুবর্ত্তিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

স্বেচ্ছানুবর্ত্তী (–বর্ত্তিন্)—স্বেচ্ছাচারী; অবাধ্য; স্বাধীন। স্বেচ্ছার অনুবর্ত্তী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী স্বেচ্ছানুবর্ত্তিনী।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত—নিজ ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত, আপনার ইচ্ছায় প্রবৃত্ত। ৩তৎ। বিণ, ত্রি। স্ত্রী, –তা।

স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত—নিজের ইচ্ছায় নিযুক্ত। ৩তৎ। [বিণ; ত্রি।

স্বেচ্ছামৃত্যু—১। নিজ ইচ্ছানুসারে মরণ, আপন ইচ্ছায় তনুত্যাগ। স্বেচ্ছায় মৃত্যু, ৩তৎ। সং; পু। ২। নিজ ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগকারী, আপন ইচ্ছায় যাহার মৃত্যু হয়। স্বেচ্ছামৃত্যু যাহার, বহু। বিণ, ত্রি। ৩। ভীষ্ম; বহু। সং; পু।

স্বেচ্ছাসেবক—১। নিজ ইচ্ছাক্রমে পরিচর্য্যাকারী, কাহারও আদেশ ব্যতীত নিজের ইচ্ছায় আর্ত্তের সেবাকারী। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত যে সেবক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। ২। সম্প্রদায় বিশেষ। সং; পু।

স্বেদ—ক্লেদ; ঘর্ম্ম; বাষ্প; তাপ; উষ্মা। স্বিদ (ঘামা, ইত্যাদি)+অল্ ভা। সং; পু।

স্বেদজ—উষ্মজাত (কৃমি দংশমশকাদি)। স্বেদ–জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

স্বেদজল—ঘর্ম্মবারি, ঘামজল। স্বেদই জল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

স্বেদন—ঘর্ম্মনিঃসারণ, ভাপরা দেওয়া। ণিজন্ত স্বিদ (=স্বেদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্বেদনী, স্বেদনিকা—লৌহময় পাকপাত্রবিশেষ। ণিজন্ত স্বিদ (=স্বেদি) অনট্ ণ+ঈপ্, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

স্বেদস্রাব—ঘর্ম্মনিঃসরণ, ঘাম ঝরিয়া পড়া। ৬তৎ। সং; পু।

স্বেদস্রুতি—ঘর্ম্মনিঃসরণ, ঘাম বাহির হওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বেদাক্ত—স্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত, ঘামে ভিজা। স্বেদ দ্বারা অক্ত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বেদাপ্লুত—ঘর্ম্মাপ্লুত, ঘামে ভিজা। স্বেদ দ্বারা আপ্লুত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বৈর—১। স্বেচ্ছাধীনতা, অবাধ্যতা, যথেচ্ছাচার। স্ব শব্দ–ঈর (গমন করা)+অল্ ভা। সং; ক্লী। ২। আত্মবশ, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ। ...+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

স্বৈরগতি—নিজ ইচ্ছানুসারে গমন, আপন ইচ্ছামত চলা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্বৈরচার—স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছ ব্যবহার। স্বৈর–চর (আচরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

স্বৈরচারিণী—স্বেচ্ছাচারিণী, যথেচ্ছাচারিণী; ব্যভিচারিণী। স্বৈর শব্দ–চর+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরচারিতা—স্বেচ্ছাচারিতা; ব্যভিচার। স্বৈরচারিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

স্বৈরচারী (–চারিন্)—স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী। স্বৈর–চর+ণিন্ ক। বিণ; পু।

স্বৈরতা—স্বেচ্ছাচারিতা; স্বাধীনতা; অবাধ্যতা; ব্যভিচারিতা। স্বৈর+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

স্বৈরন্ধ্রী, স্বৈরিন্ধ্রী—সৈরন্ধ্রী; স্বাধীনবৃত্তি রমণী; দ্রৌপদী। স্বৈর–ধৃ+ক ক+ঈপ্ নিপাতনে। সং বা বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরবৃত্তি—যথেচ্ছাচারিতা, নিজ ইচ্ছানুরূপ আচরণ। কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরাচার—স্বৈরচার। তাহা দেখ। স্বৈর আচার, কর্ম্মধা। সং; পু।

স্বৈরী (স্বৈরিন্)—স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী, ব্যভিচারী। স্বৈর (স্বেচ্ছাচার)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী স্বৈরিণী। বি স্বৈরিতা।

স্বোপার্জ্জিত—স্বার্জ্জিত, নিজের অর্জ্জিত। স্ব দ্বারা উপার্জ্জিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

হ—১। ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ। ২। সম্বোধন; নিন্দা; নিয়োগ, কোপ; নিগ্রহ; চিন্তন; মৃত্যু, পাদপূরণ। হা+ড ভা। ব্য। ৩। উপদেশ; ধারণা। ৪। বিষ্ণু; শিব; চন্দ্র; আকাশ; স্বর্গ; মঙ্গল; শূন্য, ০; রক্ত; হেতু। হন (বধ করা) বা হা (ত্যাগ করা)+ড ক। সং; পু।

হইতে, হতে—থেকে, বাঙ্গালায় অপাদানের বিভক্তি। বাং ব্য।

হওয়া—উৎপন্ন হওয়া, জন্মা; ঘটা; বাড়া; সঞ্চিত হওয়া, জমা। দেশজ। ক্রি। ২। প'র গতি; সম্পাদন; অন্ত; মৃত্যু। দেশজ।

হংকার—অহঙ্কার, গর্ব্ব, দেমাক। অহঙ্কার শব্দের অপভ্রংশ। প্রা, ক। সং।

হংস—১। হাঁস। হন্ (বধ করা)+স ণ। ২। জেবক। হন+অন্ ক। ৩। বিষ্ণু; পরব্রহ্ম; শিব; ব্রহ্মা; নির্লোভ যতি; সূর্য্য; অজপামন্ত্র; দেহস্থ বায়ুবিশেষ; মৎসর; অশ্ববিশেষ, বিশুদ্ধ; মেরুর উত্তরদিকস্থিত পর্ব্বতবিশেষ; মাংস; গুরু; নরপতি; একপ্রকার গাভী। (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। হন্+স ক। সং; পু। স্ত্রী হংসী।

৪। জনৈক ক্ষত্রিয় বীর, ডিম্বকের ভ্রাতা। দুই ভ্রাতায় তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁহার নিকট বর ও অস্ত্র লাভ করিয়া অজেয় অজেয় হইয়া উঠে। ক্রমে ইহারা ঘোরতর অত্যাচারী হইয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। একদা ইহারা ঋষিবর দুর্ব্বাসাকে অবমানিত করিয়া তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দেয়। মুনিবর নিজ তপস্খলনাশঙ্কায় নিজে ইহাদিগকে ভস্মীভূত না করিয়া দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন। কৃষ্ণ ইহাদিগের বিনাশসাধনে প্রতিশ্রুত হন। অতঃপর পিতার রাজসূয় যজ্ঞে হংস কৃষ্ণের নিকট কর চাহিলে তিনি তৎপ্রদানে অস্বীকৃত হন। ইহাতে উভয় পক্ষে পুষ্কর-ক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ হংসের প্রাণ সংহার করেন। ডিম্বক ভ্রাতৃশোকে যমুনায় ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করে।

হংসক—১। হাঁস। হংস শব্দ+কণ্ স্বার্থে। ২। পাদকটক, নূপুর, পাঁইজোর ইত্যাদি; তালবিশেষ। হংস–কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং, পু। স্ত্রী হংসিকা।

হংসগমন—১। হংসের ন্যায় সবিলাস গতি, হংসের ন্যায় লীলাবিশিষ্ট গমন। হংসসদৃশ গমন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। হংসের ন্যায় সলীলগতিবিশিষ্ট। হংসবৎ গমন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, –গমনা।

হংসগামিনী—১। হংসবৎ গমনশীলা, হংসের ন্যায় গমনকারিণী। হংসের ন্যায় গমন করে যে, উপ, হংস–গম্+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। ব্রহ্মাণী দেবী। সং; স্ত্রী।

হংসাণ্ড—হংসীর অণ্ড, হাঁসের ডিম। হংসীর ডিম্ব, ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

হংসনাদ—হংসের রব বা শব্দ, হাঁসের ডাক।

হংসনাদিনী—১। হংসবৎ শব্দকারিণী। হংস–নদ+ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সুন্দরীবিশেষ, ইহার লক্ষণ—"গজেন্দ্র-গমনা তন্বী কোকিলালাপভাষিণী। নিতম্বে গুর্ব্বিণী যা স্যাৎ সা স্মৃতা হংসনাদিনী।" অর্থাৎ যাহার গতি গজেন্দ্রের ন্যায়, কণ্ঠস্বর কোকিলতুল্য, এবং যে পৃথু-নিতম্বশালিনী, সেই স্ত্রী হংসনাদিনী নামে অভিহিতা। সং; স্ত্রী।

হংসনাভ—পুরাণোক্ত পর্ব্বতবিশেষ। হংস নাভিতে (মধ্যস্থলে) যাহার, বহু। সং; পু।

হংসপক্ষ—শুভসূচক করতলচিহ্নবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু। [বহু। সং; পু।

হংসপথ—আকাশমার্গ। হংসদিগের পথ যথায়,

হংসপদ—তোলকদ্বয় পরিমাণ, দুই তোলা মাত্রা। সং; ক্লী।

হংসপাকযন্ত্র—আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত ঔষধ পাক করিবার যন্ত্রবিশেষ। পাকের যন্ত্র, ৬তৎ; হংসাকার পাকযন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হংসপাদী—গোয়ালে লতা। হংসের ন্যায় পাদ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

হংসবাহন—হংসাসন, ব্রহ্মা। বহু। সং; পু।

হংসবাহিনী—বাগ্দেবী, সরস্বতী। হংসকে বহন করান যিনি, উপ। হংস–বহ+ণিচ্+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

হংসমালা—হংসশ্রেণী; পাতিহাঁস। ৬তৎ। সং;

হংসযান—হংসবাহন; চতুরানন, ব্রহ্মা। বহু। সং; পু। [বহু। সং; পু।

হংসরথ—ব্রহ্মা। হংস হইয়াছে রথ যাঁহার,

হংসরাজ—১। হংসশ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ। ত্রি। ২। ফলপুষ্পহীন উদ্ভিদ্‌বিশেষ (Maiden-hair-fern)। সং; পু।

হংসরুত—১। হংসধ্বনি, হাঁসের শব্দ। হংসের রুত, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

হংসরুতা—হংসের ন্যায় মধুরভাষিণী। হংসের ন্যায় রুত (কণ্ঠস্বর) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। [পু। স্ত্রী হংসারূঢ়া।

হংসারূঢ়—হংসে অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মা। ২তৎ। সং;

হংসী—১। স্ত্রী হাঁস। হংস+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। মৃদুগমনা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

হংসোদক—স্বচ্ছসলিল, নির্মল বারি। হংসপ্রিয় উদক (জল), মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; ক্লী। [দন্ত; প্রশ্ন। বা।

হংহো—(দর্পসূচক) সাধারণতঃ সম্বোধন,

হক—১। ন্যায্য, যথার্থ, উচিত। বিণ। ২। স্বত্ব, অধিকার; ন্যায্য প্রাপ্য বা দাবি। বৈদেশিক। সং।

হক্‌দার—স্বত্ববান্, অধিকারী; যথার্থ পাওনাদার, ন্যায্য দাবিদার। বৈদেশিক। বিণ।

হকার—১। হ্ এই বর্ণমাত্র। হ+কার স্বার্থে। সং; পু। ২। আহ্বান। প্রা, ক। ৩। ফেরিওয়ালা। ইংরাজী শব্দ Hawker.

হকিকত—১। প্রকৃত বিবরণ, সত্যবৃত্তান্ত। ২। সত্যতা, যাথার্থ্য। বৈদেশিক। সং।

হকিয়ত—স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা। বৈদে। সং।

হখী—সখী। প্রা, ক। সং।

হজ—মুসলমানদিগের মহাতীর্থ। বৈদে। সং।

হজম—পরিপাককরণ; আত্মসাৎকরণ। বৈদে। সং। [বিণ

হজমী—পরিপাককারক, পাচক। বৈদেশিক।

হজরত—প্রভু, মহাশয়; সাধুমহাপুরুষ; পীর। বৈদেশিক। সং বা বিণ।

হঞ্জে—(নাট্যে) দাসীর প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধন। হিন্‌ড+এ ভা। ব্য।

হট—১। ছল, ছলনা, প্রতারণা। হঠ শব্দের অপভ্রংশ। সং। ২। হঠাৎ, অকস্মাৎ; শীঘ্র, সত্বর। দেশজ। ব্য।

হট্ট—ক্রয়বিক্রয়স্থান, বাজার, হাট। হট (দীপ্তি পাওয়া)+ট ক। সং; পু।

হটা—হটিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি।

হট্টবিলাসিনী—গন্ধদ্রব্যবিশেষ; বেশ্যা। হট্টে (হাটে অর্থাৎ সাধারণ স্থানে) বিলসিত হয় যে, উপ। হট্ট–বি–লস্+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

হট্টমন্দির—হাটের চালা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হঠ—১। বলাৎকার; হঠাৎ লুঠ; পশ্চাদ্গতি। হঠ্+অল্ ভা। সং; পু। ২। অবিবেচনা; সবলে। প্রা, ক।

হঠকারিতা—হঠাৎকার্যকরণ; অবিবেকিতা, অবিমৃশ্যকারিতা; গোঁয়ারতমি। হঠকারিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

হঠকারী (–কারিন্)—হঠাৎকার্যকারী; অবিবেকী, অবিমৃশ্যকারী; গোঁয়ার। হঠ–কৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হঠকারিণী।

হটা—পশ্চাদ্গমন করা, পিছাইয়া যাওয়া; পরাস্ত হওয়া, পরাজিত হওয়া। দেশজ। ক্রি

হঠাৎ—সহসা, অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে। ব্য।

হঠান, হঠানো—হটাইয়া দেওয়া, পশ্চাদ্গামী করা; পরাজিত করা, হারাইয়া দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

হড়কা—১। হড়হড়ে, পিচ্ছিল, পিছল। দেশজ। বিণ। সহসা আকর্ষণ: হঠাৎ আগত নদীর বান। দেশজ। সং।

হড়কান—পিছলাইয়া পড়া; স্বস্থান হইতে সরিয়া যাওয়া। দেশজ। ক্রি। [সং।

হড়পা—সহসা আগত নদীর বান। প্রাদেশিক।

হড়পি, হড়পী—১। সর্পপেটিকা, সাপুড়াদের সাপ রাখিবার পেঁড়ো। প্রা, ক। সং। ২। দেরাজের টানা বাক্স। দেশজ। সং। [সং।

হড়বড়—দ্রুত এবং অস্পষ্টভাবে কথন। দেশজ।

হড়হড়—১। পিচ্ছিলভাব, পিচ্ছিলতা। দেশজ। সং। ২। পিচ্ছিলপথে গড়াইয়া যাওয়ার অনুকরণশব্দে; দ্রুত এবং বলপূর্বক টানিয়া লইয়া যাওয়ার অনুকারধ্বনি। দেশজ। ব্য।

হড়হড়িয়া, হড়হড়ে—পিচ্ছিল, পিছল। দেশজ। বিণ। [+ই অর্থে। সং; পু।

হড়ি—যূপকাষ্ঠ, হাড়িকাঠ। হঠ্ (বন্ধন করা)

হড়িক—জাতিবিশেষ, হাড়ি। হঠ (বলাৎকার করা)+ইক ক। সং; পু।

হড্ড—অস্থি, হাড়। হঠ্+ড ক। সং, ক্লী।

হড্ডক, হড্ডিক—হাড়িজাতি। হড্ড শব্দ+কণ্, ঞিক। সং; পু।

হড্ডজ—হাড়ের মধ্যস্থ কোমল পদার্থবিশেষ, মজ্জা। হড্ডে জন্মে যাহা, উপ। হড্ড–জন্+ড ক। সং; ক্লী।

হড্ডিকা—হাড়িজাতি। সং; পু।

হণ্টার, স্যার উইলিয়ম (Sir William Wilson Hunter) জন্ম ১৮৪০ খৃঃ ১৫ই জুলাই। ইনি সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬২ খৃঃ বঙ্গদেশে আসেন। এই দেশেই ইঁহার কার্যক্ষেত্র ছিল। ১৮৬৮ খৃঃ ইনি Annals of Rural Bengal প্রণয়ন করেন। ইনি ১৮৭১ খৃঃ 'Director General of Statistics' পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং ১৮৭৫-৭৭ খৃঃ ১০ খণ্ডে Statistical Account of Bengal প্রকাশিত করেন। পরে মোট ১২৮ খণ্ডে স্থানীয় বিবরণী (Local Gazetteers) প্রচারিত করেন। ইহা হইতেই Imperial Gazetteer of India উত্তরকালে সঙ্কলিত হয়। ছয় বৎসর যাবৎ ইনি বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন (১৮৮১-৮৭)। Education Commission নামক শিক্ষা সমিতির সভাপতির কার্যে ১৮৮২-৮৩ খৃঃ নিযুক্ত ছিলেন। Rulers of India নামক ধারাবাহিক গ্রন্থাবলীতে ইনি ভারতের অনেকগুলি শাসনকর্তার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডের Times পত্রিকার ভারতীয় সংবাদদাতা ছিলেন। ভারতের একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস লিখিতে ইনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে কেবলমাত্র ভারতে ইংরাজের অধিকার বিষয় লইয়া দুই খণ্ডে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমটি ১৮৯৯ খৃঃ এবং দ্বিতীয়টি ইঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খৃঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Vice-Chancellor পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পর বৎসরে ইনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। ইনি ১৮৭৮, ১৮৮৪ ও ১৮৮৭ খৃঃ যথাক্রমে, সি, আই; সি, এস, আই; ও কে, সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন। গ্লাসগো ও কেমব্রিজ হইতে L. L. D. উপাধিও পাইয়াছিলেন। ইনি সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এদেশীয়দিগের সহিত ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি দৃষ্ট হইত। রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Bengal Academy of music নামক সঙ্গীত সমিতির ইনি 'পেট্রন' ছিলেন এবং সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সমাগত সভ্য "সঙ্গীতাচার্য" উপাধিসূচক স্বর্ণকেয়ূর হস্তে পরিয়া উপস্থিত হইতেন। ইনি ভারতীয় ভাষার শব্দগুলি ইংরাজি অক্ষরে প্রতিলিপি করিবার যে প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহাই এখন গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণের অনুমোদিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। ইহা Hunterian System of Transliteration নামে অভিহিত। ১৯০০ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি এই মহাত্মার দেহত্যাগ ঘটে।

হণ্ডিকা, হণ্ডী—হাঁড়ি। হণ্ডী–হিন্‌ড (অনাদর করা)+অ র্থ+ঈপ্। হণ্ডিকা=হণ্ডী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

হণ্ডে—(নাট্যে) নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের প্রতি সম্বোধন। হিন্‌ড+এ ভা। ব্য।

হত—নাশিত; প্রতিহত; ব্যাহত; দগ্ধ; নিরাশ; কুৎসিত; তুচ্ছ; গুণিত। হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

হতক—নষ্টপ্রায়; ভীরু, কাপুরুষ; নীচ; হতভাগ্য; মৃত। হত শব্দ+কণ্। বিণ; ত্রি।

হতচেতন—লুপ্তসংজ্ঞ, চেতনাশূন্য, মূর্চ্ছিত। হতা চেতনা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতচ্ছাড়া—শ্রীহীন, লক্ষ্মীছাড়া, অভাগী, পোড়াকপালিয়া। হতশ্রী শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

হতজ্ঞান—হতবুদ্ধি, জ্ঞানহারা। হত হইয়াছে জ্ঞান যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতপ্রভ—প্রভাহীন, জ্যোতিঃশূন্য। হতা হইয়াছে প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতপ্রায়—মৃতপ্রায়, প্রায় নিহত, নষ্টপ্রায়। হতের প্রায় (সদৃশ), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হতবল—১। নষ্ট শক্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। বলহীন, দুর্ব্বল। বহু। বিণ; ত্রি।

হতবুদ্ধি—বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহারা, স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। হতা হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতভম্ব, হতভোম্বা—কর্ত্তব্যবুদ্ধিশূন্য, বিচারমূঢ়, হতবুদ্ধি। ক, প্র। বিণ।

হতভাগা—ভাগ্যহীন, দুরদৃষ্ট। দেশজ। বিণ।

হতভাগিনী—ভাগ্যহীনা, দুরদৃষ্টসম্পন্না। হত যে ভাগ (ভাগ্য) সে হতভাগ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

হতভাগী—অভাগিনী, পোড়াকপালী। দেশজ। বিণ; স্ত্রী।

হতভাগ্য—ভাগ্যহীন, দুরদৃষ্ট, অভাগা। হত হইয়াছে ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতমান—১। নষ্ট সম্মান। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। মানহীন, অবমানিত বহু। বিণ।

হতশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহীন, আস্থাশূন্য; অনুরাগবিহীন; অবজ্ঞাপরায়ণ, উপেক্ষাকারী। হতা শ্রদ্ধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতশ্রী—শ্রীহীন, শোভাশূন্য; লক্ষ্মীহীন, হতচ্ছাড়া, অভাগা। হতা শ্রী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতস্মর—স্মরারি, মহাদেব, ত্র্যম্বক। হত হইয়াছে স্মর (কন্দর্প) যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং; পুং।

হতাদর—১। অবজ্ঞাত; অনাদৃত। হত হইয়াছে আদর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অনাদর, অসম্মান। কর্ম্মধা। সং; পুং।

হতাধ্বর—যজ্ঞনাশক, মহাদেব (দক্ষযজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন বলিয়া)। হত হইয়াছে অধ্বর (যজ্ঞ) যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং; পুং।

হতাশ—আশাশূন্য; নিরাশ; বন্ধ্য; দুষ্ট; দুর্ব্বল; নির্দ্দয়। হতা আশা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হতাশা।

হতাশা—১। আশাশূন্যা, ইত্যাদি হতাশ দেখ। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। আশাহানি, নৈরাশ্য। হতা যে আশা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হতাশ্বাস—১। আশ্বাসহীন, নিরাশ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। নিরাশা। কর্ম্মধা। সং।

হতি—হনন, বধ; ব্যাঘাত, বাধা; গুণন হন (বধ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

হতোদ্যম—১। বিনষ্ট উৎসাহ। কর্ম্মধা। সং, পুং। ২। উদ্যমহীন, নিরুৎসাহ, নিশ্চেষ্ট। হত উদ্যম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতোস্মি—হত হইলাম, মারা পড়িলাম, মরিলাম। সংস্কৃত হতঃ+অস্মি। বাং বা

হতৌজাঃ (—জস্)—তেজোহীন, শক্তিশূন্য হত ওজস্ (বল) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হত্যা—হনন, বধ, খুন। হন (বধ করা)+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

হত্যাকাণ্ড—হত্যাব্যাপার, বধবিষয়ক ঘটনা; বধের কার্য্য। ৬তৎ। সং, পুং বা স্ত্রী।

হত্যাকারী (—কারিন্)—বধকারী, ঘাতক, যে হত্যা করে। হত্যা—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রী হত্যাকারিণী।

হত্যাপরাধ—হত্যার জন্য দোষ; বধজন্য পাপ। হত্যা জনিত যে অপরাধ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

হদিস, হদিশ—তত্ত্ব, সন্ধান; মুসলমানগণের ইতিহাস; ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থা বৈদেশিক। সং।

হদ্দ—১। সীমা, শেষ, অবধি: বৈদেশিক। সং। ২। অত্যন্ত, অধিক, খুব; বড় জোর। বৈদেশিক। বিণ। অন্য শব্দের সহিত—সরহদ্দ=সীমা; বেহদ্দ=সীমাতিরিক্ত, অত্যধিক। [সীমা। বৈদেশিক। সং।

হদ্দমজা—অতিশয় আমোদ, কৌতুকের শেষ

হনন—হত্যা, বধ; গুণন। হন্ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

হনু—১। গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল। হন (বধ করা)+উ প্র। সং, পুং বা স্ত্রী। ২। হইলাম বা হইনু ক্রিয়ার সংক্ষেপ। দেশজ।

হনুমন্ত—হনুমানের আদরসূচক নাম। সংস্কৃত হনুমৎ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

হনুমান্ (—মৎ), হনূমান্ (—মৎ)—১। কপিবিশেষ, মুখপোড়া বানর। হনু, হনূ শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। সং; পুং।

২। কপিজাতীয় মহাবীর। রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, অঞ্জনা নাম্নী বানরীর ক্ষেত্রে পবনদেবের ঔরসে এই মহাবীরের জন্ম হয়। কথিত আছে যে, ইনি অতি শৈশবে একদা ক্ষুধাতুর হইয়া মাতার অনুপস্থিতিকালে সূর্য্যকে ভক্ষ্যদ্রব্য জ্ঞানে তদ্ভক্ষণার্থ গমন করেন এবং তথায় রাহুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই গ্রাস করিতে ধাবিত হন। রাহু ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে, তিনি ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক ইঁহার নিকট উপস্থিত হন। হনুমান্ তখন ঐরাবতকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ কুলিশপ্রহারে ইঁহাকে সুমেরুশিখরে পাতিত করিলেন। তাহাতে ইঁহার বাম হনু ভাঙ্গিয়া গেল। পবনদেব মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে পুনর্জ্জীবন ও নানা বর প্রদান করিলেন। অতঃপর হনুমান সূর্য্যের নিকট নানা শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

ইনি কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর ভ্রাতা সুগ্রীবের প্রিয়সুহৃদ্ ও পার্শ্বচর ছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। বালি কর্ত্তৃক সুগ্রীব বিতাড়িত হইলে, ইনি তৎসহ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর রামচন্দ্রের বনবাসকালে সীতা দশানন কর্ত্তৃক হৃতা হইলে, রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রিয়ার অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূকে উপনীত হন। হনুমানের যত্নে সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মৈত্রী স্থাপিত হয়। অনন্তর রাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিলে ইনি পুনর্ব্বার সুগ্রীবের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইনি রাম ও সুগ্রীবের আদেশে সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিলেন ও পরে সম্পাতির পরামর্শে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাগর লঙ্ঘনকালে ইনি সিংহিকারাক্ষসীর প্রাণসংহার করিলেন এবং তদনন্তর সুরসাকে প্রীত করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন ও অশোকবনে সীতার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎসংবাদ প্রদানে আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর রাবণের বলাবল পরীক্ষার নিমিত্ত হনুমান্ তাহার প্রমোদকানন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন ও রাক্ষস সেনাসহ অক্ষয়কুমারকে বধ করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রজিতের নাগপাশে স্বেচ্ছায় বন্দী হইয়া দুর্গমধ্যে নীত হইলেন। তথায় দুষ্ট রাক্ষসগণ ইঁহার লাঙ্গুল বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। হনুমান্ সেই অগ্নিসহ লঙ্কার এ চাল ও চাল করিয়া লাফাইয়া সমস্ত লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিলেন, এবং পরিশেষে হস্ত ও পদ দ্বারা লাঙ্গুলের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহাতে ইঁহার করতল ও পদতল পুড়িয়া কাল হইয়া গেল, কিন্তু আগুন নিবিল না। তখন হনুমান্ বিপন্ন হইয়া সীতার শরণাপন্ন হইলে, রামজায়া

ইঁহাকে মুখামৃতদানে লাঙ্গুলাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে বলিলেন। ইনি সে কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া হনুমান লাঙ্গুল স্বীয় মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাতে ইঁহার মুখমণ্ডলও পুড়িয়া কাল হইয়া গেল। হনুমান্ আপনার দুরবস্থায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া সীতার নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী দুঃখিতা হইয়া বর দিলেন, 'অদ্যাবধি তোমার বংশের সকলেই "মুখপোড়া" হইবে'। তদবধি হনুমান্-বংশের মুখ কাল হইয়াছে।

হনুমান্ রামের নিকট প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাম লঙ্কা সমরের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। ইনি ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সাগরের উপর এক সেতু বন্ধন করিয়া দিলে রাম লক্ষ্মণ কপিকটক সহ তদ্দারা রাবণরাজ্যে উপনীত হইলেন। যুদ্ধে হনুমান্ অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বিস্তর রাক্ষস সৈন্যের প্রাণসংহার করেন। রাবণের শক্তিশেল প্রহারে লক্ষ্মণ হতজ্ঞান হইলে ইনি ঔষধ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। রাম সমরে বিজয়ী হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলে ইনিও তৎসহ তথায় গমন করেন। রাম দেহত্যাগ করিবার সময় হনুমানকে চিরায়ুঃ হইবার বর প্রদান করিয়া যান। তদনুসারে ইনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হন। এ সমস্ত ত্রেতাযুগের ঘটনা। অতঃপর দ্বাপরে পাণ্ডবগণের বনবাসকালে মহাবীর বৃকোদর ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি ভীমকে নিজ লাঙ্গুল উত্তোলন করিতে বলেন। বলদৃপ্ত ভীম তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করেন। তখন হনুমান্ আত্মপরিচয়প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রীত করেন।

হনূ—হনু, গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল। হন (বধ করা)+উ র্ম+উপ্। সং; স্ত্রী।

হনূমান—হনুমান্ দেখ।

হন্ত—খেদ; বিষাদ; করুণা; হর্ষ; উল্লাস; সম্ভ্রম; বাক্যারম্ভ। হন+ত ভা। ব্য।

হন্তকার—অতিথিকে দেয় তণ্ডুল; ষোল গ্রাসপরিমিত ভিক্ষান্ন। হন্ত (করুণা)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

হন্তব্য—হননযোগ্য, বধ্য; গুপ্য। হন (বধ করা)+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

হন্তা (হন্তৃ)—ঘাতক, বধকারক। হন (বধ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হন্ত্রী।

হন্তারক—হন্তা, হত্যাকারী, নাশক; ব্যাঘাতক, বিঘ্নদাতা; প্রতিবন্ধক। প্রাদেশিক। বিণ বা সং।

হন্দর—১। বিদেশীয় পরিমাণবিশেষ, ১১২ পাউণ্ড ওজন। ইংরাজী (Hundredweight) শব্দের অপভ্রংশ। ২। তাসখেলায় শত গণনা (পর পর ৫ খানি তাস বা ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের চারিখানি গোলাম, বিবি, সাহেব এবং টেক্কা একহাতে আসিলে হন্দর বা শত হয়) ইং (Hundred) শব্দের অপভ্রংশ। সং।

হন্যমান—যাহাকে হত্যা করা হইতেছে এরূপ। হন (বধ করা)+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

হপ্তা—সপ্তাহ, সাত দিন। সপ্তাহ শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। সং।

হবিবর রহমান—ইনি একজন স্বভাবকবি। যশোহর জেলা ইঁহার জন্মভূমি। কহিনুর কাব্য, আবেহায়াত, চেতনা, পল্লীর কাহিনী প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার লিখিত যে সকল পুস্তক পরে মুদ্রিত হইয়াছে, সেগুলি ইঁহার বাল্যকালে ছাত্রাবস্থার রচনা।

হবিবুল্লা খাঁ—আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীর, পূর্ব্ববর্ত্তী আমীর আব্দুর রহিম খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৯০১ খ্রীঃ ইনি কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯০৬ খৃঃ ইনি লর্ড মিন্টোর আমন্ত্রণে ভারত পরিদর্শন করেন। এ দেশে অবস্থানকালে ইনি ভারতীয় মুসলমানদিগকে গোহত্যার ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করেন, এবং বদান্যতা ও সহৃদয়তার অনেক পরিচয় দেন। ১৯১৮ খৃঃ ইনি গুপ্ত ঘাতক কর্ত্তৃক হত হন।

হম্—ক্রোধোক্তি। হা (ত্যাগ করা)+ডম্ ভা। ব্য।

হম্বা—গোধ্বনি, গরুর ডাক। সং; স্ত্রী।

হযবরল—১। অসম্বদ্ধ বাক্যাবলী, ক্রমশূন্য এবং পরস্পর সম্বন্ধবর্জ্জিত বাক্যসমূহ। দেশজ। সং। ২। ক্রমশূন্য, বিশৃঙ্খল; বিপর্য্যস্ত; গোলমেলে। দেশজ। বিণ।

হয়—অশ্ব, ঘোটক; ইন্দ্র। হয় (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

হয়গ্রীব—শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]; অনেক দৈত্য; এই দৈত্য বেদ হরণ করায় নারায়ণ মৎস্যাবতারে ইহার প্রাণনাশ করেন। হয়ের (ঘোটকের) গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। সং; পু।

হয়গ্রীবহা (-হন্)—বিষ্ণু। হয়গ্রীব (দৈত্যবিশেষ)-হন (বধ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হয়গ্রীবা—১। দুর্গা। বহু। ২। ঘোড়ার ঘাড়।

হয়জ্ঞ—অশ্বলক্ষণবিৎ; অশ্বচিকিৎসাভিজ্ঞ; অশ্বপাল, সহিস। হয় জ্ঞাত হয় (জানে) যে, উপ। বিণ বা সং; পু। স্ত্রী হয়জ্ঞা।

হর—১। হরণকর্ত্তা; বহনকারী, বাহক। হৃ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হরা। ২। রুদ্র, শিব; অগ্নি; গর্দ্দভ; ভাজক অঙ্ক, সামান্য ভগ্নাংশের নিম্নের অঙ্ক। ৩। হরণ। হৃ+অল্ ভা। ৪। ভাগ। হৃ+অল্ র্ম। সং; পু।

হরপ্রিয়—যব। ৬তৎ। সং; পু।

হরয়ান—প্রপীড়িত, অতি ক্লেশিত, নাকাল। বৈদেশিক। বিণ। [বৈদেশিক। সং।

হরকৎ—ক্লেশ, কষ্ট; লাঞ্ছনা, নিপীড়ন; ক্ষতি।

হরকরা—পত্রবাহক; বার্ত্তাবাহক, দূত; চর, প্রণিধি। বৈদেশিক। সং।

হরগৌরী—শিবদুর্গা, মহাদেব ও পার্ব্বতী; অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিবিশেষ। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

হরগোবিন্দ শঙ্কর জ্যোতির্বিনোদ—ইনি ১৮৭২ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 'গড়বেতা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ছাত্রাবস্থায় অনেক পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। কাব্য ও জ্যোতিষে 'আদ্য', 'মধ্য' প্রভৃতি পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। জ্যোতিষশাস্ত্রে সরকারী পরীক্ষায় বঙ্গদেশের মধ্যে তিনিই প্রথম উত্তীর্ণ হন। এতদ্ব্যতীত 'একাউন্টেন্টশিপ' পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া 'ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে আফিসে' বহুদিন একাউন্টেন্টের কার্য্য করেন। তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে গুপ্তপ্রেস, বাগ্‌চী, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত, বঙ্গবাসী ও হিন্দি পঞ্জিকা প্রভৃতির গণক ও সংশোধকের কার্য্য করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্বন্ধে ইনি বহুসংখ্যক মৌলিক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার 'জ্ঞানদা' চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা লাভ করিয়া বহু ছাত্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত জ্যোতিষী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি কোষ্ঠী প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিচারকার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

হরচূড়ামণি—মহাদেবের শিরভূষণ, চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

হরণ—অপহরণ, অন্যায্যভাবে গ্রহণ; চুরি; গ্রহণ; আকর্ষণ; বহন; ভাগকরণ। হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

হরতেজঃ, হরবীজ—পারদ। হরের (শিবের) তেজঃ, বীজ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

হরদম্—অনুক্ষণ, নিয়ত, সর্ব্বদা, সকল সময়। বৈদেশিক। ক্রি-বিণ।

হরনেত্র—১। শিবের চক্ষু। ৬তৎ। ২। অর্দ্ধমুদিত চক্ষুঃ। হরের নেত্রের ন্যায় যে নেত্র, উপমিত। সং; স্ত্রী।

হরপ, হরফ—বর্ণ, অক্ষর। বর্ণমালা। বৈদেশিক। সং।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায় সি, আই, ই)—২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম কমললোচন স্যায়রত্ন। ইনি স্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় হরপ্রসাদ এক প্রকার নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। অর্থাভাবে সে উদ্দেশ্য বিফল হইবার উপক্রম হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে বাসস্থানাদি দিয়া যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। কলেজে পঠদ্দশায় দীর্ঘ অবকাশকালে ইনি ভটপল্লীর জয়রাম-তর্কভূষণের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। ক্রমে ইনি সংস্কৃত কলেজের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি স্যায়ালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ইনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া অতীব যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইঁহার অধ্যক্ষতায় কলেজের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। ইঁহার বিদ্যাবত্তা দর্শনে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে "মহামহোপাধ্যায়" এবং দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে "সি, আই, ই" উপাধি প্রদান করেন। ৺সারদাচরণ মিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। বর্দ্ধমান নগরে ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে সাহিত্য সম্মিলনীর যে অষ্টম অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া অতি সুচারুরূপে উহার কার্য্য পরিচালনা করেন। প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে ইনি সবিশেষ অনুরাগী। এজন্য ইনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রত্নতত্ত্ব সমিতি বিভাগে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি কেবল সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী নহেন; ফরাসী, জর্ম্মাণ, তিব্বতীয়, পালি প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন,—ভারতমহিলা, মেঘদূত (বঙ্গানুবাদ), বাল্মীকির জয়, কাঞ্চনমালা, কালিদাসের ব্যাখ্যা এবং কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক। ইঁহার বাঙ্গালা লেখার ধরণ যেমন খাঁটি তেমনি অনুকরণে দুঃসাধ্য।

হরবীজ—হরতেজঃ দেখ।

হরবোলা—নানা ভাষাভাষী, যে অনেক রকম বুলি বলিতে পারে; বহুরূপী। প্রাদেশিক। বিণ। [ভ্রংশ। প্রা, ক। সং।

হরষ—আনন্দ, আহ্লাদ, হর্ষ। হর্ষ শব্দের অপ-

হরাদ্রি—কৈলাস পর্ব্বত। হরের (শিবের) অদ্রি (পর্ব্বত), ৬তৎ। সং; পুং।

হরি—১। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; ইন্দ্র; যম; অগ্নি; সূর্য্য; চন্দ্র; বায়ু; কিরণ; সিংহ; পশু; অশ্ব; ইন্দ্রের অশ্ব; সর্প; ভেক; হংস; বানর; কোকিল; ময়ূর; শুক; জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। হৃ (হরণ করা)+ই ক। সং; পুং। ২। হরিদ্বর্ণযুক্ত; পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি। [সং; পুং।

হরিগুণ—বিষ্ণুর মহিমা, হরির মাহাত্ম্য। ৬তৎ।

হরিগুণগান—হরির মহিমাকীর্ত্তন, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রচার করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হরিচন্দন—দেবতরুবিশেষ; কুঙ্কুম; গোশীর্ষ নামক শ্বেতচন্দন; চন্দ্রিকা। ৬তৎ। সং; ক্লী বা পুং।

হরিণ—১। মৃগ; শিব; সূর্য্য; বিষ্ণু; পাণ্ডুবর্ণ। হৃ (হরণ করা)+ইন্ ক। সং; পুং। ২। পাণ্ডুবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

হরিণনয়না, -লোচনা—মৃগনেত্রা, হরিণের স্যায় আয়ত নেত্রবিশিষ্টা। হরিণের নয়নের বা লোচনের স্যায় নয়ন বা লোচন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

হরিণবাড়ী—আলিপুরের জেলখানা। সং।

হরিণাক্ষী—মৃগলোচনা। হরিণের অক্ষির স্যায় অক্ষি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

হরিণাঙ্ক—শশাঙ্ক, চন্দ্র। হরিণ হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পুং।

হরিণাশ্ব—পৃষদশ্ব, বায়ু। হরিণ (পৃষৎ মৃগ) হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং; পুং।

হরিণী—মৃগী; স্ত্রীবিশেষ; অপ্সরাবিশেষ; সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। হরিণ দেখ। হরিণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পুং।

হরিন্মণি—মরকত। হরিৎ যে মণি, কর্ম্মধা।

হরিৎ—১। সবুজবর্ণযুক্ত। হৃ (হরণ করা)+ইৎ ক। বিণ; ত্রি। ২। নীলপীতমিশ্র বর্ণ, সবুজ রঙ; সূর্য্যের অশ্ব; সিংহ। সং; পুং। ৩। তৃণ, ঘাস, সবুজবর্ণ দূর্ব্বাতৃণাদি। সং; ক্লী বা পুং। ৪। দিক্। সং; স্ত্রী।

হরিত—১। হরিৎ বর্ণ, সবুজ রঙ। হৃ (হরণ করা)+ইতন্ ক। সং; পুং। ২। হরিদ্বর্ণ, সবুজ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হরিতা।

হরিতক—হরিদ্বর্ণ পত্রাদি, সবুজ রঙের ঘাস পাতা প্রভৃতি; শাক; উপধাতুবিশেষ, ক্লোরিন্ নামক পদার্থ। হরিত+ক বিশিষ্টার্থে, সংজ্ঞার্থে। সং; ক্লী।

হরিতা—১। সবুজবর্ণযুক্তা। হরিত দেখ। হরিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দূর্ব্বা; হরিদ্রা। সং; স্ত্রী।

হরিতাল—১। স্বনামখ্যাত ধাতুবিশেষ। [হরিতাল দুই প্রকার—পত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল। পত্র হরিতাল স্বর্ণবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, অভ্রসদৃশ স্তবকবিশিষ্ট, অত্যধিক গুণশালী, এবং রসায়ন কার্য্যে প্রশস্ত। আর পিণ্ড হরিতাল স্তবকশূন্য, পিণ্ডাকার, অত্যল্প সত্ত্বযুক্ত, গুরুত্বহীন, এবং স্বল্পগুণশালী। হরিতাল কটুরসাত্মক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কষায়রসযুক্ত। বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, কফ প্রভৃতি রোগনাশক]। হরিতা শব্দ—অল (ভূষিত করা)+ক ক। সং; ক্লী। ২। পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ, হরিয়াল পাখী। সং; পুং।

হরিতালিকা, হরিতালী—দূর্ব্বাঘাস; দক্ষিণোত্তরব্যাপিনী আকাশস্থ রেখাবিশেষ, ছায়াপথ (Milky way); ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্থী। হরিতালী=হরিতা শব্দ—অল (ভূষিত করা)—অন্ ক+ঈপ্; হরিতালিকা=হরিতালী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

হরিতাশ্ম (—শ্মন্)—মরকত মণি; হীরাকস; তুঁতিয়া। হরিত (সবুজ) যে অশ্ম (প্রস্তর)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হরিৎপর্ণ—মূলক, মুলা। বহু। সং; ক্লী।

হরিদশ্ব—সূর্য্য। হরিৎ হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং; পুং। [৬তৎ। সং; পুং।

হরিদাস—নারায়ণের কিঙ্কর, বিষ্ণুর সেবক।

হরিদাস সাধু—মুসলমানজাতীয় জনৈক পরম ভক্ত বৈষ্ণব। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের দত্তপুকুর ষ্টেশনের অদূরস্থ বুড়নগ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইনি হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া সতত হরিনাম করিতে ভালবাসিতেন। ক্রমে ইনি সংসারে বীতরাগ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মপরিহারপূর্ব্বক কেবল হরিনামজপে কালহরণ করিতে অভিলাষী হইলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ফুলিয়া গ্রামের নিকটস্থ বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পরমানন্দে নিরত হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদা ভক্ত অদ্বৈতের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট ভক্তি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

মুসলমান বংশে জন্মিয়া পৈতৃক ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া 'কাফের' হিন্দুর ভজনীয় হরিনাম জপ করিতে থাকায়, কাজি ইঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং নানা উপায়ে ইঁহাকে ইস্লাম ধর্ম্মে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে বিফলপ্রযত্ন হইয়া অবশেষে

নবাবের নিকট ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। নবাব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল কাজির অনুরোধে বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া ইঁহাকে মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। পদাতিকগণের নিকট ২২ বাজারে বেত্রাঘাত খাইয়াও ইনি মরিলেন না, কিন্তু গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। তদ্দর্শনে লোকে মনে করিল, ইঁহার প্রাণাত্যয় ঘটিয়াছে। তখন কাজি নবাবকে বলিল, এই কাফেরের শবদেহ সমাধিস্থ করা উচিত নয়, গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। নবাবের আদেশে তাহাই করা হইল। অতঃপর ইনি গঙ্গাসলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে কিয়দ্দূর যাইয়া তীরে উঠিলেন এবং নবাবকে দর্শন দিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তখন নবাব বুঝিলেন, হরিদাস প্রকৃত সাধু পুরুষ। অনন্তর তিনি ইঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া ইঁহাকে যথেচ্ছ বিচরণের অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং নবানুরাগে প্রফুল্লচিত্তে সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ না করিয়া শয়ন করিতেন না। ইঁহার সাধুশীলতায় ও ভক্তিপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া সকলে ইঁহার মুসলমানবংশে জন্ম বিস্মৃত হইয়া ইঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ইহা জনৈক দুর্বুদ্ধি জমিদারের অসহ্য হইল। সেই দুর্বৃত্ত ইঁহার সাধনার বিঘ্নোৎপাদন জন্য একদা নিশাকালে এক রূপসী বারাঙ্গনাকে ইঁহার কুটীরে প্রেরণ করিল। হরিদাস সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বেশ্যাকে আপনার হরিনাম জপ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সমস্ত রাত্রিতে হরিদাসের নামজপ শেষ হইল না দেখিয়া স্বৈরিণী প্রভাতে স্বগৃহে গমন করিল। সন্ধ্যাকালে সে পুনর্ব্বার আসিয়া দর্শন দিল। দ্বিতীয় রাত্রিও পূর্ব্ববৎ নামজপে শেষ হইল। কিন্তু সে দিন এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। সাধুর অনুকরণে বেশ্যাও কয়েকবার হরিনাম জপ করিল। তৃতীয় রাত্রিতে সে পুনর্ব্বার আগমন করিল এবং সেদিন অপেক্ষাকৃত একাগ্রমনে হরিনাম জপ করিল। প্রভাতে নামজপ শেষ করিয়া সাধু বেশ্যার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই বারাঙ্গনার কঠোর হৃদয় হরিনাম সুধারসে গলিয়া গিয়াছে। সে আত্মকৃত পাপের নিমিত্ত অনুতপ্তা হইয়া সাধুর পদপ্রান্তে পতিতা হইল এবং হরিনামে দীক্ষিতা হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তখন হরিদাস তাহাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিতে বলিলেন। বেশ্যা তদনুরূপ করিলে সাধু তাহাকে নিজ কুটীরে হরিনাম জপ করিবার অনুমতি দিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর হরিদাস নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্যদেবও ইঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি ইঁহাকে আলিঙ্গন দানে প্রীত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করিলে হরিদাসও তাঁহার অনুগামী হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ইনি ভক্ত বৈষ্ণবগণে পরিবৃত হইয়া মনের সুখে হরিনাম করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে সময় উপস্থিত হইলে হরিদাস তাঁহাদের সম্মুখে হরিনাম করিতে করিতে তনুত্যাগ করেন।

হরিদাস সাধু (২)—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাষ্ট্রদেশের কোন এক পল্লীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পনর কি ষোল বৎসর বয়সের সময় ত্রৈলঙ্গদেশীয় জনৈক সন্ন্যাসী এই পল্লীতে আগমন করেন, এবং হরিদাসের বাটীর অদূরে এক বৃক্ষতলে অবস্থান করেন। তিনি কুবেরপন্থী বৈষ্ণব। গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলে আসিয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিত। হরিদাসও তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তবে অন্যের অপেক্ষা ইনি অধিক সময় তথায় অবস্থিতি করিতেন। ক্রমে হরিদাস সন্ন্যাসীকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীও ইঁহার উপর প্রীত হইলেন। অবশেষে একদিন রাত্রিকালে ইনি সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় চলিয়া গেলেন। গ্রামের লোকেরা সন্ন্যাসীকে বা হরিদাসকে আর দেখিতে পাইল না। হরিদাস সন্ন্যাসীর সহিত পুষ্করে গিয়া মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলেন। পরে তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। এইখানে থাকিয়া হরিদাস কঠোর নিয়ম পালনপূর্ব্বক যোগশিক্ষা করিতে লাগিলেন। ত্রিশ বৎসর শিক্ষার পর ইনি সমাধিসিদ্ধ হইলেন। অতঃপর কাশী, প্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্র, অযোধ্যা প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন। এই সময় ইঁহার কতকগুলি শিষ্য জুটিয়াছিল। পঞ্জাবে আসিয়া ইনি অনেক অলৌকিক কার্য্য সাধন করেন। তাহাতে ইঁহার নাম চারিদিকে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। এই খ্যাতি শুনিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইঁহাকে আহ্বান করেন। তিনি ইঁহার যোগবল পরীক্ষার্থ ইঁহাকে এক লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া ঐ সিন্দুক ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। চল্লিশ দিন পরে ঐ সিন্দুক উত্তোলিত হইলে ইঁহাকে জীবিত দেখা যায়। রণজিৎ সিংহ আর একবার ইঁহাকে দশ মাস ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। দশ মাস পরেও ইনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হন।* আরও অনেক স্থানে ইনি এইরূপে ভূগর্ভে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট কাপ্তেন ওয়েড, ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর, ডাক্তার মরে, জেনারেল ভেঞ্চুরা প্রভৃতি অনেক ইয়ুরোপীয় এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভূগর্ভে অবস্থানকালে ইনি সমাধি অবলম্বনে থাকিতেন, সুতরাং ইঁহার কোনই ক্ষতি হইত না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও অন্যান্য ধনিগণ ইঁহাকে বহু অর্থ পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই সকল অর্থে ইনি পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, কর্ণাল প্রভৃতি স্থানে মঠ ও ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় ক্রোধী এবং ইন্দ্রিয়পর ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহার মৃত্যুও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা। একদা ইনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি দেহ ত্যাগ করিব।" শিষ্যগণ কাঁদিয়া আকুল। মহাপুরুষ নির্ব্বিকারচিত্তে একটি নির্ঝরের ধারে গিয়া শয়ন করিলেন, এবং যোগনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। ইনি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু কেহ কখন ইঁহাকে ত্রিশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বলিয়া অনুমান করেন নাই। শুনা যায়, ইনি খরস্রোতা নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেন।

হরিদ্রা—হলুদ, হলদি ; নিশা, রাত্রি। হরি-দ্রু+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

হরিদ্রাভ—পীতাভ ; পীতবর্ণবিশিষ্ট। হরিদ্রার আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

হরিদ্বার—হিমালয় প্রদেশস্থ তীর্থস্থানবিশেষ, দিল্লী হইতে উত্তরে প্রায় ৫০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই তীর্থস্থানটি যুক্তপ্রদেশে সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। বৈষ্ণবগণ ইহাকে "হরিদ্বার" এবং শৈবগণ "হরদ্বার" নামে অভিহিত করেন। সহরটি শৈবালিক পর্ব্বতের পাদমূলে, যেখানে গঙ্গা বহির্গত হইয়া সমভূমিক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে সেই স্থানের সন্নিকট গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বিদ্যমান। অপর পারে চণ্ডী পাহাড়

পরিদৃষ্ট হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্থানটীকে "গঙ্গাদ্বার" নামে বর্ণনা করিয়াছেন। "গঙ্গাদ্বার" মন্দির ও "হরি-কি-চরণ" নামক স্নানের ঘাট এ স্থানের প্রধান পবিত্রস্থল। প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ বিষ্ণুর চরণ ঘাটের ঊর্দ্ধতন প্রাচীরে গ্রথিত আছে। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে মেলা হইয়া থাকে। শেষোক্ত মেলার নাম কুম্ভমেলা। এই মেলায় কোন কোন বারে অন্যূন তিন লক্ষ লোকের সমাগম হয়। হরিদ্বার হইতে যাত্রীরা শৈবতীর্থ কেদারনাথে ও বৈষ্ণব তীর্থ বদ্রীনারায়ণে গমন করেন। এই উভয় তীর্থ বৃটিশ গড়ওয়ালে অবস্থিত। "মায়া" নামে হরিদ্বার ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম; যথা—"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তেতা মোক্ষদায়িকাঃ।" হরিদ্বারের নিকটে মায়াপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রাম দৃষ্ট হয়। ইহাই হুয়েনথসাং বর্ণিত "ম-য়ু-লু"। এখানে মায়াদেবীর মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন, মূর্ত্তিটি দুর্গা বা শক্তির; অপর কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর। সে যাহা হউক, এখানে বৌদ্ধ মূর্ত্তির নিদর্শনও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। হরিদ্বার এক সময়ে কপিল বা গুপিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাদ এই যে, কপিল মুনি এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। "কপিল স্থান" নামক একটি স্থান কপিল মুনির আশ্রম বলিয়া যাত্রীদিগকে দেখান হইয়া থাকে। হরিদ্বার হইতে গঙ্গার খাল কাটা আরম্ভ হইয়াছে।

হরিধ্বনি—হরি হরি শব্দ, সশব্দে হরিনাম উচ্চারণ। হরি এই যে ধ্বনি, কর্ম্মধা। সং; পুং।

হরিনাথ দে—সন ১২৮৪ সালের ২৯শে শ্রাবণ রবিবার আরিয়াদহে (দক্ষিণেশ্বর) জন্ম। পিতা ৺ রায় ভূতনাথ দে মধ্যপ্রদেশের বিশিষ্ট উকীল ছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে Entrance পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। Presidency Collegeএ দুই বৎসর পড়িয়া Language এ Duff Scholarship লইয়া F. A. পাশ করেন। ঐ কলেজ হইতেই B. A.তে অতি সম্মানের সহিত উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ইনি Latin ভাষায় M. A. পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। M. A. পাশ করিয়া States Scholarship লইয়া ইনি বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে ইনি Cambridgeএ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। মনোযোগ না দেওয়ায় প্রথমবার I. C. S. এ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই কিন্তু ঐ সময়েই Greekএ প্রথম স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয় বারে পাশ হন। এবং Colonial Service পাইয়া Ceylonএ Joint Magistrate এর পদ প্রাপ্ত হন। তখন ইনি Cambridgeএ Classical Tripos-এ First Class পান।

Arabic ও Hebrew ভাষায় ইনি সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হন। পঠদ্দশাতেই ইনি Greek, Latin, English ও বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি France, Germany, Switzerland, Spain, Portugal, Italy প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য ভাষার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষাগুলি পাশ করেন ও সেই সেই ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় কথা বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। ইউরোপের যাবতীয় সভ্যজাতির ভাষায় ইনি বিশেষরূপ সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। Cambridge এ অবস্থান কালে সংস্কৃত ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি I. E. S. পদ লাভ করিয়া ২২ বৎসর বয়সে Dacca Govt. Collegeএর ইংরাজীর অধ্যাপক হইয়া ফিরিয়া আসেন। তখনকার দিনে I. E. S. পাওয়া বড়ই দুরূহ ছিল। এই বয়সেই ইনি কুড়িটী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। এখানে আসিয়া ইনি একটীর পর একটী ভাষায় ৩ মাস, ৬ মাস, বড় জোর কোনটাতে এক বৎসর অন্তর M. A. পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ১৮টী ভাষায় M. A. পরীক্ষা দিয়াছেন, এখানে আসিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে Presidency College এ আসেন, সেখানে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর Hooghly College এ অধ্যক্ষ হইয়া যান। তাহার কিছুদিন পরে Imperial Libraryর Librarian হন। ১৯০৭ সালে চীনের প্রধান মন্ত্রী ইঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এই উচ্চতম সম্মানের পদ পান নাই। ইনি জীবনে যত Scholarship পাইয়াছেন এত বোধ হয় আর কেহ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। ইনি প্রায় লক্ষ টাকা Scholarship পাইয়াছেন। পুস্তক সংগ্রহে ইঁহার এক অদ্ভুত আগ্রহ ছিল। যত পুরাতন ও মূল্যবান্ পুস্তক যেখানে পাইতেন অতিরিক্ত দাম দিয়াও তাহা কিনিতেন ইঁহার নিজের পুস্তকাগারে প্রায় ষাট হাজার টাকার নানা ভাষার মূল্যবান্ পুস্তক ছিল। ইনি দৈনিক ১৭।১৮ ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন। ইনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন কিন্তু কখনও প্রকাশ্যে বা সকলকে জানাইয়া দান করিতেন না। কত গরীব ছাত্র ইঁহার দয়ায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সম্মানের সহিত জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত ঋণজালগ্রস্ত দরিদ্রব্যক্তি ইঁহার সাহায্যে দায় হইতে উদ্ধার হইয়াছে। ইনি নিজের হাতে টাকা না থাকিলে ঋণ করিয়াও লোককে সাহায্য করিতেন, কদাচ নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইতেন না।

ইনি Palgrave এর Golden Treasuryর চতুর্থ ভাগের চমৎকার note বই তৈয়ারী করেন। Boswel's Life of Jhonsonএর note, ও শকুন্তলার কিয়দংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। অনেক কবিতা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কবিতায় অনুবাদ করেন। Herold নামক মাসিক পত্রিকায় ইঁহার অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিব্বতি ও চীন ভাষায় লিখিত নাগার্জ্জুনীয়ম্ ও ভাস্ত্রোর নামক পুঁথিগুলির অনুবাদ করিতেছিলেন। সেগুলি অতি প্রাচীন ও বহুমূল্য। ৩৪ বৎসর বয়সে অকালে টাইফয়েড্ রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি ৩৬টী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। খৃঃ ১৯১১ সালের ৩১শে আগষ্ট ইঁহার মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষে ইঁহার ন্যায় ভাষাবিৎ কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। এমন কি জগতে ইঁহার ন্যায় এরূপ অল্প বয়সে এরূপ ভাষাজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

হরিনাথ মজুমদার—সাধারণতঃ ইনি কাঙ্গাল হরিনাথ নামে প্রসিদ্ধ। ১২৪০ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'প্রভাকরে' অনেক প্রবন্ধ লিখেন এবং স্বয়ং গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই মাসিকপত্র পরে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হইয়াছিল। ইনি বিজয়বসন্ত, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রূর-সংবাদ, পরমার্থগাথা, মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থরচনা করেন। তদ্ভিন্ন ইঁহার অনেকগুলি বাউল সঙ্গীতও আছে। সেগুলি ফিকির চাঁদের বাউলসঙ্গীত নামে প্রসিদ্ধ। বাং ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

হরিনীল—ইন্দ্রনীল মণি। ৬তৎ। সং; পুং।

হরিনেত্র—১। শ্বেতাম্ভোজ, শ্বেতপদ্ম। হরির

(বিষ্ণুর) নেত্রের ন্যায় নেত্র অর্থাৎ নেত্রস্বরূপ দল যাহার, বহু। সং ; ক্লী। ২। পেচক, পেঁচা। হরি (হরিদ্বর্ণ) নেত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

হরিন্মণি—হরিদ্বর্ণ প্রস্তরবিশেষ, মরকতমণি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশক। বাং ১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম প্রেমচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতা ও হুগলি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া কিছুদিন সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন করেন। এই পাঠাবস্থায় চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে "লবণ-সংহার" নামক প্রথম নাটক রচনা করেন। সেই সময় হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত ইনি বহু নাটক প্রণয়ন করেন। ইঁহার নাটকীয় প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। সুবিখ্যাত শাস্তরসাস্পদ নাটক "জয়দেব" বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে বহুদিন অভিনীত হইয়াছিল। পদ্মিনী, জয়মতী, রামনির্ব্বাসন, ক্ষণাদেবী প্রভৃতি নাটক ইঁহারই রচিত।

ইনি কলিকাতায় 'শাস্ত্র-প্রকাশ-কার্য্যালয়' নামক পুস্তকাগার স্থাপন এবং তথা হইতে নানা সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ ও অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া সংস্কৃত পাঠার্থী নিঃস্ব ছাত্রগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইনি ভাগবত উপনিষদাদি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

হরিপদী—অয়নমণ্ডলের পশ্চিমাংশ, বিষুবরেখার মিলনস্থান। সং ; স্ত্রী।

হরিপ্রিয়—চন্দনবিশেষ ; শঙ্খ ; কদম্ববৃক্ষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

হরিপ্রিয়া—লক্ষ্মী ; তুলসী ; পৃথিবী। ৬তৎ।

হরিপ্রেম—হরিভক্তি, বিষ্ণুর প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

হরিভক্ত—হরির প্রতি ভক্তিমান্, বিষ্ণুর উপাসক, বৈষ্ণব। ৬ বা ৭তৎ। বিণ ; বি। স্ত্রী হরিভক্তা।

হরিভক্তি—হরিপ্রেম, হরির প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত অনুরাগ। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

হরিভুক্ (—ভুজ্)—ভুজঙ্গ, সর্প। উপ ; হরি (ভেক)—ভুজ (খাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

হরিমটর-হরিনামরূপ মটরদানা ; হরিনামামৃতপান, হরিনাম সংকীর্ত্তনে উপবাসে দিন যাপন ; (ব্যঙ্গার্থে) উপবাস। দেশজ। সং। [বিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

হরিমন্দির—বিষ্ণুমন্দির, বিষ্ণুর গৃহ ; তিলক

হরিমুগ—হরিদ্বর্ণ মুগ, খালি মুগ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

হরিলুঠ, হরিলোট—তুলসীতলায় নারায়ণের উদ্দেশে নিবেদিত মিষ্টান্নাদি সকলের মধ্যে বিতরণ। দেশজ। সং।

হরিবর্ষ—জম্বুদ্বীপের নববর্ষের এক বর্ষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [পাদ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

হরিবাসর—একাদশীযুক্ত দিন ; দ্বাদশীর প্রথম

হরিবোল—হরিহরিধ্বনি ; শ্মশানে শবনয়নকালীন শব্দ। দেশজ। সং।

হরিশয়ন—১। বিষ্ণুর নিদ্রা। ৬তৎ। ২। আষাঢ় মাসের শুক্লদ্বাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস কাল। হরির শয়ন হয় যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

হরিশ্চন্দ্র—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপ। হরির ন্যায় চন্দ্র (অর্থাৎ রমণীয় বা আহ্লাদজনক) ; কর্ম্মধা ; ইহার সন্ধিকার্য্য হরি+চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র, নিপাতনসিদ্ধ। সং ; পু।

হরিশ্চন্দ্র রাজা ত্রিশঙ্কুর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শৈব্যা নাম্নী আত্মসদৃশ ধর্ম্মপরায়ণা এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার রোহিতাশ্ব নামক পুত্রের জন্ম হয়।

একদা মহর্ষি বশিষ্ঠ সুরলোকে হরিশ্চন্দ্রের বহুল গুণকীর্ত্তন করেন। তচ্ছ্রবণে বিশ্বামিত্র ইঁহাকে পরীক্ষা করিতে সঙ্কল্পারূঢ় হন এবং ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার রাজ্য সহিত সর্ব্বস্ব দান প্রার্থনা করেন। মুক্তহস্ত হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ মুনিবরকে সমস্ত দান করেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র দানের দক্ষিণা চাহিলেন এবং দক্ষিণা না পাইলে দান গ্রহণে অসম্মত হইলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র শিশুপুত্র রোহিতাশ্বসহ শৈব্যাকে কাশীস্থ এক ব্রাহ্মণের নিকট দাসীত্বে বিক্রয় করিলেন এবং তত্রত্য শ্মশান-চণ্ডালের নিকট নিজেও বিক্রীত হইলেন। এইরূপে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইনি বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদা রোহিতাশ্ব সর্প-দংশনে কালগ্রাসে পতিত হইল। শৈব্যা মৃতপুত্র বক্ষে করিয়া রোদন করিতে করিতে কাশীস্থ শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পুত্রের সৎকার করিবার উপযুক্ত অর্থসঙ্গতি তাঁহার ছিল না। চণ্ডালবৃত্তিধারী হরিশ্চন্দ্র পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া সৎকারের কড়ির জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ে পরস্পরের পরিচয় পাইয়া মৃতপুত্র সম্মুখে বহুল বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠতায় প্রীত হইয়া রোহিতাশ্বকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১২৩০ সালে (খ্রীঃ ১৮২৪) কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায়। বাল্যে দারিদ্র্যনিবন্ধন ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ন মেধার বলে পরে স্বীয় চেষ্টায় ইনি ইংরাজী ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রীঃ কলিকাতা মিলিটারী অডিটর জেনারেল কার্য্যালয়ে ২৫৲ টাকা বেতনের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই ১০০৲ শত টাকা বেতনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে ইনি ঐ আফিসে ৪০০৲ শত টাকা বেতনে এসিষ্টাণ্ট মিলিটারী অডিটর পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট ছিল। "হিন্দু পেট্রিয়ট্" ইঁহার অসাধারণ কীর্ত্তি। ১৮৫৫ খ্রীঃ এই পত্রিকার সম্পাদনভার ইনি একক গ্রহণ করেন। এক সময়ে এই পত্র এতাদৃশী উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বাহাদুর পর্য্যন্ত এই পত্র পাঠ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইনিই লেখনী সঞ্চালন দ্বারা বঙ্গবাসীকে রাজবিদ্রোহিতার কলঙ্ক হইতে মুক্ত করেন এবং তাহাদিগকে একান্ত রাজভক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। তৎকালে নীলকরের অত্যাচারে বঙ্গদেশ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইনি নির্ভীকভাবে স্বীয় পত্রিকায় সেই সকল অত্যাচারকাহিনী প্রকাশ করেন, এবং 'নীলকমিসনে' নীলকরদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। নীলকরগণ ইঁহার নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে নালিশ করে, এবং তাহার ফলে ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে ইঁহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ কথা একরূপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, ইঁহারই আলোচনার ফলে এ দেশ হইতে নীলকরের অত্যাচার দূরীভূত হয়। ইঁহার মত পরিশ্রমী লোক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কি নিঃস্বার্থ পরোপকার, কি দেশহিতৈষণা, কি বিদ্যাবত্তা সকল বিষয়েই ইনি অসাধারণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ১২৬৮ সালের ১২ই আষাঢ় (খ্রীঃ ১৮৬১, ১৪ই জুন) এই মহানুভবের দেহত্যাগ হয়। ইঁহার স্মরণার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গৃহের নিম্নতলে

"হরিশ লাইব্রেরী" নামে একটী পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে। ক্যামজী বোমান-জী নামক জনৈক পার্শি হরিশ্চন্দ্রের একখানি জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকের নাম 'Lights and Shades of the East.'

হরিশ্চন্দ্র সাহু—ইঁহার পিতা গোপালচন্দ্র সাহু বেনারসে বাস করিতেন এবং অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে ১৮৫০ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। ঐ বৎসরেই হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্র কবি ও সমালোচক স্বরূপে উত্তর ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অন্যূন ১০০ খানি। তন্মধ্যে "সুন্দরী তিলক," "প্রসিদ্ধ মহাত্মাকা জীবন চরিত্র"ও "কবিবচনসুধা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "হরিশ্চন্দ্রিকা" নামধেয় একখানি সাময়িক পত্র ইনি অনেক বৎসর যাবৎ যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত করিয়াছিলেন। দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ মিলিত হইয়া ইঁহাকে "ভারতেন্দু" উপাধি দান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ এই মহাত্মার লোকান্তরগমন ঘটে।

হরিসংকীর্ত্তন—শ্রীহরির নামোচ্চারণ, হরিনাম গান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হরিসভা—হরিনাম প্রচারার্থে সমিতি, হরিগুণ গানাদির জন্য সম্মেলনী। হরি উদ্দিষ্টা সভা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হরিহয়—সূর্য্য; ইন্দ্র। হরি (হরিদ্বর্ণ) হইয়াছে হয় (অশ্ব) যাহার, বহু। সং; পুং।

হরিহর—হরি ও হরের সম্মিলিত মূর্ত্তি। সমাহার দ্বন্দ্ব। সং; পুং।

হরিহরাত্মা (হরিহর-আত্মা)—(হরিহরের মিলিত মূর্ত্তির ন্যায়) অভিন্নহৃদয়ত্ব, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, একাত্মতা। হরিহরের (অর্থাৎ তৎসদৃশ অভিন্ন) আত্মা, ৬তৎ। সং; পুং।

হরীতকী—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ; তাহার ফল। হরি শব্দ—ই (গমন করা)+ক্ত ক+কণ্+ঙীপ্। সং; স্ত্রী। [হরীতকী মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায় গুণযুক্ত; ইহা উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাকর, রসায়ন গুণান্বিত, নেত্ররোগে হিতকর, লঘুপাক, আয়ুর্বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, এবং শ্বাস, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গ্রহণী প্রভৃতি রোগনাশক। কথিত আছে যে, এক সময়ে ইন্দ্রের অমৃতপানকালে এক বিন্দু অমৃত ভূতলে পতিত হইলে তাহা হইতে হরীতকীর উদ্ভব হয়। হরীতকী সাত প্রকার; যথা—বিজয়া, রোহিণী, পুতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। ইহাদের আকার ও গুণ পৃথক্ পৃথক্। চেতকী হরীতকী অতিশয় ভেদকারক। কথিত আছে যে, এই বৃক্ষের ছায়ায় মনুষ্যাদি যে কোন প্রাণী গমনমাত্র ভেদ হইয়া থাকে, এবং ঐ হরীতকী যতক্ষণ হাতে থাকিবে, ততক্ষণ ভেদ হইবে। হরীতকী চিবাইয়া খাইলে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি, পেষণ করিয়া খাইলে মলশোধন ও ভেদ, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মলরোধ এবং ভাজিয়া খাইলে বাতাদি ত্রিদোষ নাশ হয়। আহারান্তে হরীতকী সেবনে অন্নপানাদিজনিত দোষ ও বাতাদি জন্য দোষ নিবারিত হয়। বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে ইক্ষুচিনির সহিত, হেমন্তে শুণ্ঠচূর্ণের সহিত, শীতে পিপুলচূর্ণের সহিত, বসন্তে মধুর সহিত, এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত হরীতকী সেবনে সাতিশয় উপকার হয়। এইরূপ সেবনকে ঋতু হরীতকী সেবন কহে। পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, উপবাস-ক্লিষ্ট, পিত্তাধিক ধাতুযুক্ত, গর্ভিণী, ইহাদের হরীতকী সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ]।

হরুঠাকুর—ইঁহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১১৪৫ সালে (১৭৩৯ খৃঃ) অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা সিমুলিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। লেখাপড়া না জানিলেও হরেকৃষ্ণের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির অভাব ছিল না।

অর্থার্জ্জনের জন্য হরেকৃষ্ণ কবির দল করিলেন, এবং তন্তুবায়জাতীয় রঘুনাথ দাস নামক কবিওয়ালার দ্বারা স্বরচিত সংগীতগুলি সংশোধন করাইয়া লইয়া গাওনা করিতেন। হরেকৃষ্ণের সঙ্গীত নৈপুণ্যে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, এই সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইয়া আসিল। হরুঠাকুর যে কেবল কবিতা রচনা করিতেন তাহা নহে, তাঁহার সমস্যা পূরণেরও অসাধারণ শক্তি ছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় বহুবার পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে বহু সমস্যার পূরণ করিয়া দিয়া হরেকৃষ্ণ প্রচুর পুরস্কার ও খ্যাতিলাভ করিতেন।

রাম বসু যেমন বিরহ গানের রাজা ছিলেন, হরেকৃষ্ণ সখীসংবাদে তদ্রূপ ছিলেন। হরুঠাকুরের গুরুভক্তিও অসাধারণ ছিল। যে রঘুনাথ দাসের নিকট তিনি স্বীয় গান সংশোধন করিয়া লইতেন, তাঁহাকে আজীবন সম্মান দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। ১২১৯ সালে ৭৪ বৎসর বয়সে হরুঠাকুর পরলোক গমন করেন।

হরে—১। হে হরি। হরি শব্দের সম্বোধন। ২। হরণ করে। ক্ত প্র। ক্রি।

হরেক—নানা, বহু, অনেক। বৈদেশিক। বিণ। যে দরে—কমি-বেশী ভাঙ্গিয়া এক করিলে, গড়ে। দেশজ। ব্য।

হর্ত্তা (হর্ত্তৃ)—১। হরণকর্ত্তা; বহনকারী, নাশক সংহারক। হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক বিণ; পুং। ২। চৌর। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে হর্ত্রী।

হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা—সংহারক, নির্ম্মাতা, ও বিধানকর্ত্তা; অর্থাৎ সর্ব্বময়কর্ত্তা বা প্রভু, সর্ব্বেসর্ব্বা। দ্বন্দ্ব। দেশজ। বিণ; পুং।

হর্দ্দ (হর্দ্দন)—ত্যক্ত, হাইতোলা। হৃ (হরণ করা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

হর্ম্ম্য—ধনীদিগের বাসভবন, ইষ্টকালয়। হৃ (হরণ করা)+য ক। সং; ক্লী।

হর্ম্ম্যতল—হর্ম্ম্যের তলভাগ, অট্টালিকা-তল; ঘরের মেঝে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হর্ম্ম্যশিখর—অট্টালিকার অগ্রভাগ, ইষ্টকালয়ের ছাদ। ৬তৎ। সং; পুং।

হর্ম্ম্যোপরি—অট্টালিকার উপর। ৬তৎ। ব্য।

হর্য্যক্ষ—কুবের; সিংহ। হরি (হরিদ্বর্ণ) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। সং; পুং।

হর্য্যশ্ব—১। বাসব, ইন্দ্র। হরি (হরিদ্বর্ণ) হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং; পুং।

২। পাঞ্চালের জনৈক নৃপ। ইঁহার পঞ্চ পুত্রের জন্ম হইলে, তাঁহাদেরই দ্বারা রাজ্যশাসন সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবে বলিয়া ইনি অন্য পুত্রের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত হন। পরে ঐ সমস্ত পুত্রের দ্বারা রাজ্য সুশাসিত হইত বলিয়া উহার নাম 'পঞ্চাল' হয়।

হর্শেল, উইলিয়ম—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি জনৈক জর্ম্মান বাদ্যকরের পুত্র। ১৭৩৮ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৭৫৭ খৃঃ সেনা-বিভাগে বাদ্যকরের কার্য্য গ্রহণের উদ্দেশে ইংলণ্ডে গমনপূর্ব্বক তথায় বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দূরবীক্ষণ-নির্ম্মাণে মনোযোগ দিলেন, এবং ১৭৭৪ খৃঃ অসাধারণ প্রতিভাবলে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়া আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত সাত বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ ফলে ১৭৮১ খৃঃ মার্চ্চমাসে ইনি নূতন এক গ্রহের আবিষ্কার করিলেন। ইয়ুরোপে জ্ঞানবিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পর এই প্রথম গ্রহ আবিষ্কৃত হইল। সুতরাং চারিদিকে তুমুল আন্দোলন, ও হর্শেলের জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। ইংলণ্ডরাজ ইঁহাকে রাজসম্মানে সম্মানিত করিয়া জায়গীর দান করিলেন। হর্শেলের এই আবিষ্কৃত গ্রহ তদীয় নামানুসারে হর্শেল নামে পরিচিত।

হর্ষ—আনন্দ, আহ্লাদ। হৃষ (হৃষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

হর্ষণ—১। হর্ষজনক, আনন্দদায়ক। ণিজন্ত হৃষ =হর্ষি (হৃষ্ট করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। সং; পু। ৩। হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ। হৃষ (হৃষ্ট হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

হর্ষদেব—কাশ্মীরের জনৈক রাজা। ইনিই প্রসিদ্ধ রত্নাবলী গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ১১১৩ খ্রী: হইতে ১১২৫ খ্রী: পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

হর্ষপ্রফুল্ল—আনন্দে উৎফুল্ল, আহ্লাদে বিকশিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

হর্ষবর্দ্ধন—জনৈক নৃপ, অপর নাম শিলাদিত্য। শিলাদিত্য দেখ। ৬তৎ। সং; পু।

হর্ষবিকসিত—হর্ষ হেতু প্রকাশিত, আনন্দে বিকাশপ্রাপ্ত, আনন্দোৎফুল্ল। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হর্ষবিকসিতা।

হর্ষিত—১। তোষিত, আনন্দপ্রাপিত। ণিজন্ত হৃষ=হর্ষি (হৃষ্ট করা)+ক্ত র্ম। ২। আনন্দিত, হৃষ্ট। হর্ষ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হর্ষিতা।

হর্ষুল—১। হর্ষণশীল। হৃষ+উল ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হর্ষুলা। ২। মৃগ; কামুক। সং; পু।

হর্ষোচ্ছ্বাস—হর্ষ জন্য স্ফীতি; আনন্দের বৃদ্ধি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, বা ৬তৎ। সং; পু।

হর্ষোৎফুল্ল—আনন্দে প্রফুল্ল, আনন্দে বিকসিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হর্ষোৎফুল্লা।

হর্ষোদয়—আনন্দের আবির্ভাব, আহ্লাদ সঞ্চার। ৬তৎ। সং; পু।

হল—১। লাঙ্গল, হাল। হল (কর্ষণ করা)+অল্ ণ। সং; ক্লী। ২। ব্যঞ্জনবর্ণ। সং; পু।

হলকর্ষণ—লাঙ্গলদ্বারা ভূমিতে চাষ দেওয়া। ৩তৎ। সং; ক্লী।

হলকা—বহ্নিজ্বালা, অগ্নিশিখা; ঝাঁজ,উত্তাপ; সমূহ, বর্গ, গণ; হাতীর পাল; ঘোড়ার গলার চর্ম্ম-বেষ্টনী। বৈদেশিক।

হলচালক—লাঙ্গলচালনাকারী, চাষী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী,—লিকা।

হলচালন, হলচালনা—লাঙ্গলচালনা, হাল চালান। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

হলদী—হরিদ্রা,হলুদ। হলদ্দী শব্দের অপভ্রংশ।

হলদ্দী—হরিদ্রা,হলুদ। হল (কর্ষণ করা)+শতৃ ক=হলৎ (কর্ষণকারী বা কৃষক); হলৎ —দে (পালন করা)+ড ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [হল—ধৃ+অন্ ক। সং; পু।

হলধর—কৃষক; বলরাম। হল ধরে যে, উপ;

হলন্ত—ব্যঞ্জনবর্ণ। হল্ হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। সং; পু।

হলপ, হলফ—দিব্য, শপথ। বৈদেশিক। সং।

হলভৃৎ—বলরাম; কৃষক। হল (লাঙ্গল)—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

হলা—১। (নাট্যে) সখীর প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধন (ইহারই বিকৃত উচ্চারণে বাঙ্গালার হ্যাঁলা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে)। ব্য। ২। সুরা; পৃথিবী; সখী। সং; স্ত্রী।

হলায়ুধ—১। বলরাম। হল (লাঙ্গল) হইয়াছে আয়ুধ (প্রহরণ) যাঁহার, বহু। ২। "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" প্রণেতা। কথিত আছে, ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন। সং; পু।

হলাহল—কালকূট বিষ। হল—আ—হল (কম্পন করা)+অন্ ক। সং; ক্লী বা পু।

হলাহলি—পরস্পর বন্ধুত্ব, মাখামাখি ভাব। দেশজ। সং।

হলি—১। বৃহৎ হল, বড় লাঙ্গল। হল (চষা)+ই ণ। ২। হলকৃত রেখা, সীরালি। হল+ই র্ম। ৩। কৃষি, চাষ। হল+ই ভা। সং; স্ত্রী। [প্রিয়, ৬তৎ। সং; পু।

হলিপ্রিয়—কদম্ব বৃক্ষ। হলীর (বলরামের)

হলী (হলিন্)—কৃষক; বলরাম। হল শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

হলীসা, হলীষা—লাঙ্গল-দণ্ড। হলের ঈশা, ঈষা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হলুদ—হরিদ্রা। হলদ্দী শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। বিণ। [বিণ।

হলুদে—হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট,হলুদে রাঙ্গান। দেশজ।

হল্য—হলসম্বন্ধীয়; হল দ্বারা কৃষ্ট (ক্ষেত্রাদি) হল+য্য। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

হল্যা—লাঙ্গলসমূহ। হল+য্য+আপ্। সং;

হল্লক—রক্তোৎপল, রক্তপদ্ম, হেলা; ক্রোধোক্তি। হ্লাদ (আহ্লাদিত করা)+অক ক। সং; ক্লী।

হল্লা, হাল্লা—গোলযোগ, চীৎকার, গোলমাল, গণ্ডগোল। বৈদেশিক। সং।

হল্লীষ, হল্লীস—স্ত্রীলোকের সহিত নৃত্য, মণ্ডলাকারে স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য। হেলা শব্দ—লষ, লস+অল্ অধি। সং; পু।

হব—১। যজ্ঞ, যাগ, হোম। হু (হোম করা) +অল্ ভা। ২। আহ্বান; আদেশ, আজ্ঞা। হ্বে (আহ্বান করা)+অল্ ভা। সং; পু।

হবচন্দ্র, হবুচন্দ্র—কল্পিত গল্পের নির্ব্বোধ রাজা; (তদনুসারে) বোকা, হাবা। দেশজ। সং বা বিণ।

হবন—যজ্ঞ, হোম। হু+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

হবনী—হোমকুণ্ড। হু+অনট্ অধি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

হবনীয়—১। হোম করিবার যোগ্য। হু+অনীয় র্ম। ২। হোমার্থ আবশ্যক (বস্তু)। হু+অনীয় ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হবনীয়া।

হবিঃ (হবিস্)—১। আজ্য, ঘৃত; হবনীয় দ্রব্য; জল। হু (হোম করা)+ইস্ ণ বা র্ম। ২। হোম। হু+ইস্ ভা। সং; ক্লী।

হবিঃশ্রী—হোমকুণ্ড। হু (হোম করা)+ইত্র অধি+ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

হবিরশন—১। অগ্নি। হবিঃ (ঘৃত) অশন (ভোজন) যাহার, বহু। সং; পু। ২। ঘৃত-ভোজন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হবির্গেহ—হবনীয় দ্রব্যাদি রক্ষার নিমিত্ত গৃহ। হবিস্ এর গেহ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

হবির্ভুক্ (—ভুজ্)—হুতাশন, অগ্নি; দেবতা। হবিঃ দেখ। হবিস্ (ঘৃত)—ভুজ (খাওয়া) +ক্বিপ্ ক। সং; পু।

হবিষ্য—১। ঘৃতান্ন, হবিষ্যান্ন। হবিঃ দেখ। হবিস্ (ঘৃত)+য্য যুক্তার্থে। ২। ঘৃত। হবিস্ শব্দ+য্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

হবিষ্যান্ন—ব্রতাদিতে ভক্ষণীয় দ্রব্যবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হবিষ্যাশী (—শিন্)—হবিষ্যান্নভোজনকারী। হবিষ্য—অশ (ভোজন করা)+শিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হবিষ্যাশিনী।

হবিষ্যি, হবিষ্যির—হবিষ্যান্ন, ঘৃতমিশ্রিতান্ন। হবিষ্য শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। সং।

হবু—ভাবী, ভাবিষ্যৎ, উত্তরকালবর্ত্তী। ভব্য শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। বিণ।

হব্য—১। আজ্য, ঘৃত; আহুতিসাধন দ্রব্য। হু (হোম করা)+য র্ম বা ণ। ২। হোম। হু+য ভা। সং; ক্লী।

হব্যকব্য—শ্রাদ্ধকালীন দেব ও পৈত্র অন্ন। হব্য ও কব্য, দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

হব্যপাক—১। চরু। হব্য শব্দ—পচ (পাক করা)+ঘঞ্ র্ম। ২। চরুপাকস্থলী। হব্য শব্দ—পচ+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

হব্যবাট্ (হব্যবাহ্)—হুতাশন, অগ্নি। হব্য—বহ (বহন করা)+বিচ্ ক। সং; পু।

হব্যবাহ, হব্যবাহন—অগ্নি। ৬তৎ। সং; পু।

হব্যাশ—হুতাশন, অগ্নি। হব্য—অশ (খাওয়া) +অন্ ক। সং; পু।

হব্যাশন—হুতাশন, অগ্নি। হব্য অশন (ভোজন) যাহার, বহু। সং; পু।

হস, হসন—হাস্য। হস (হাসা) +অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

হসন্ (হসৎ)—হাস্যকারী। হস (হাসা)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হসন্তী।

হসন—হস দেখ।

হসন্ত—যে ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরযুক্ত নহে, হলন্ত; ব্যঞ্জন অক্ষরের দক্ষিণ পার্শ্বের স্বরহীনতার চিহ্ন (্) যুক্ত। বিণ।

হসন্তিকা—অঙ্গারধানী, অগ্নিপাত্র। হসন্তী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

হসন্তী—১। হাস্যকারিণী। হসন্ দেখ। হসৎ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অগ্নিপাত্র। সং; স্ত্রী।

হসিত—১। হাস্যকারী; সহাস্য, হাস্যযুক্ত;

বিকসিত। হস (হাসা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। হাস্য। হস+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

হস্ত—কর, হাত, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত; ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ; করিশুণ্ড, হাতীর শুঁড়; (কেশ শব্দের পরে থাকিলে) গুচ্ছ। হস (হাসা)+তন্ ক। সং; পু।

হস্তকণ্ডূয়ন—হাত চুলকান, হাত সুড়সুড় [করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হস্তকৌশল—হস্তচালনার নৈপুণ্য, হাত চালাইবার ফিকির। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হস্তক্ষেপ—হস্তপ্রদান, হস্তার্পণ, হাত দেওয়া; হাত চালনা। ৬তৎ। সং; পু।

হস্তক্ষেপণ—হস্তচালনা, হাত চালা; হস্তার্পণ, হাত দেওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

হস্তগত—হস্তস্থিত, অধিকারে আগত, অধিকৃত, আয়ত্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

হস্তচালনা—বাহুসঞ্চালন, হাত নাড়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; ক্লী।

হস্তপ্রসারণ—হস্ত বিস্তৃত করা, হাত বাড়ান।

হস্তলিখিত—হাতে লেখা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

হস্তলিপি—হস্তাক্ষর, হাতের লেখা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

হস্তলেখ—অভ্যাসের নিমিত্ত লিখন, মক্স।

হস্তবান্ (-বৎ)—ক্ষিপ্রহস্ত, লঘুহস্ত। হস্ত+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী হস্তবতী।

হস্তবুদ—জমাবন্দি, স্থিতজমা। বৈদেশিক। সং।

হস্তসূত্র—হস্তধৃত সূত্র, হাতের সূতা; বলয়। মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হস্তা—নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে ত্রয়োদশ নক্ষত্র। হস্ত দেখ। হস্ত+আপ্। সং, স্ত্রী।

হস্তাক্ষর—হস্তলিপি, হাতের লেখা। হস্ত লিখিত যে অক্ষর, মপী কর্ম্মধা। সং; পু।

হস্তান্তর—অন্য হস্ত, অপর হাত; অপরের অধিকার। অন্য হস্ত, নিত্য। সং; ক্লী।

হস্তান্তরিত—অন্য হস্তগত; অপরের অধিকারে প্রদত্ত। হস্তান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

হস্তামলক—হস্তস্থিত আমলকী ফল; বেদান্ত গ্রন্থবিশেষ। মপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হস্তাবর্ত্তন—১। হস্তদ্বারা আলোড়ন। ৩তৎ। ২। হস্তঘূর্ণন, হাত ঘোরান। ৬তৎ। ক্লী।

হস্তিদন্ত—গজদন্ত, হাতীর দাঁত; নাগদন্তক, গৃহভিত্তিতে অর্দ্ধপ্রোথিত কীলক; মূলক। হস্তীর দন্ত, ৬তৎ। সং; পু।

হস্তিদন্তখচিত—হস্তিদন্ত দ্বারা মণ্ডিত, যাহার মাঝে মাঝে হাতীর দাঁত বসান আছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

হস্তিনখ—হাতীর নখ; পুরদ্বারস্থিত মৃত্তিকাস্তূপ। ৬তৎ। সং; ক্লী বা পু।

হস্তিনাপুর—যুক্তপ্রদেশে মীরাট জেলায় অবস্থিত অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নগর ইহাই পাণ্ডবগণের রাজধানী ছিল। মহাভারত বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে পরীক্ষিতের বংশধরগণ এই স্থানে কিছুকাল থাকিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। উত্তর কালে গঙ্গার প্রবল বন্যায় সহর ভাসিয়া যায় এবং রাজধানী কৌশাম্বী নগরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। বর্ত্তমান কালে হস্তিনাপুর একটি সামান্য গ্রাম। ইহারই নিকটে আধুনিক দিল্লী নগরী নির্ম্মিত। হস্তিনা (অর্থাৎ হস্তী নামক রাজার দ্বারা) নির্ম্মিত যে পুর, অলুক্ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হস্তিনী—করিণী; স্ত্রীবিশেষ [স্ত্রী দেখ]। হস্তী দেখ; হস্তিন্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

হস্তিপ, হস্তিপক—হস্তিরক্ষক, মাহুত। হস্তিন্ (হাতী)—পা (পালন করা)+ড ক, ২য় পক্ষে তদ্ধুরে কণ্। সং; পু।

হস্তিমদ—মত্ত হস্তীর গণ্ডদ্বয়, শুণ্ডের ছিদ্রদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও শিশ্ন এই সাত স্থান হইতে ক্ষরিত জল। হস্তীর মদ, ৬তৎ। সং; পু।

হস্তিমল্ল—ঐরাবত হস্তী; গণেশ। হস্তীদিগের মধ্যে মল্ল, ৭তৎ। সং; পু।

হস্তিমূর্খ অতিনির্ব্বোধ, অত্যন্ত মূর্খ, আকাট বোকা। হস্তিসদৃশ মূর্খ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং বা বিণ; পু।

হস্তিশালা—গজবন্ধনস্থান, বারি, হাতীশাল। হস্তীর শালা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হস্তী (হস্তিন্)—করী, গজ, হাতী; চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপ, হস্তিনাপুরের নির্ম্মাতা। হস্ত (শুঁড়)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

হস্ত্য—হস্ত দ্বারা কৃত, হাতে প্রস্তুত। হস্ত+য কৃতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হস্ত্যা।

হস্ত্যশ্ব—হস্তী এবং অশ্ব, হাতী ও ঘোড়া। হস্তী ও অশ্ব, সমাহার দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

হস্ত্যারোহ, -হী (-হিন্)—নিষাদী; গজারূঢ় ব্যক্তি। উপ; হস্তিন্ (হাতী)—আ—রুহ +অন্, ণিন্ ক। সং; পু।

হা—বিষাদ; পীড়া; কুৎসা; শোক। হা+ড ভা। বা।

হাইকোর্ট—উচ্চ বিচারালয়, বড় আদালত। ইংরাজী শব্দ (Highcourt)। সং।

হাইফেন—যতিচিহ্ন দেখ। [শিক। সং।

হাইল—হাল, নৌপরিচালন-দণ্ড, কর্ণ। বৈদে-

হাউই—পুধূপ, আতসবাজিবিশেষ। বৈদেশিক। সং। [সং।

হাওদা—হস্তিপৃষ্ঠে বসিবার আসন। বৈদেশিক।

হাওয়া—বায়ু, বাতাস; সামান্য স্পর্শ, অল্প সংসর্গ; ভাব, অবস্থা; সংস্কার; জল-বায়ু। দেশজ। সং। [শিক। সং।

হাওয়াল, হাওলা—তত্ত্বাবধান, জিম্মা। বৈদে-

হাওলাৎ—ঋণ, কর্জ্জ, ধার। বৈদেশিক। সং।

হাওলাতী—ঋণরূপে গৃহীত, ধার করা। বিণ।

হাঁ—১। বদনব্যাদান, মুখ বিস্তৃতি, ব্যাত্ত মুখ, খোলা মুখ। দেশজ। সং। ২। স্বীকারাদিসূচক শব্দ। বা।

হাঁইফাঁই—ব্যস্ততা; উদ্বিগ্নতা; ক্ষিপ্রতা; অতি ভোজন অতিশ্রম বা শ্বাসরোগ জন্য অতিমাত্র শ্বাসত্যাগ, হাঁপানি। দেশজ। সং। [চীৎকার। দেশজ। সং।

হাঁক—উচ্চস্বরে আহ্বান, ডাক; উচ্চ শব্দ,

হাঁকা—উচ্চস্বরে আহ্বান করা, ডাক দেওয়া, ডাকা, উচ্চশব্দ করা; চীৎকার করা। দেশজ। ক্রি।

হাঁকান—উচ্চস্বরে শব্দ করান, ডাকান; গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি চালান; তাড়িত করা, দূর করিয়া দেওয়া। দেশজ। ক্রি।

হাঁকার—উচ্চশব্দ; উচ্চশব্দে আহ্বান বা তিরস্কারকরণ। হুঙ্কারশব্দজ। সং।

হাঁকাহাঁকি—পরস্পরকে উচ্চশব্দে আহ্বান, উচ্চশব্দে ডাকাডাকি; উচ্চকণ্ঠে বাক্‌কলহ, চীৎকার করিয়া কথা কাটাকাটি। দেশজ। সং। [উদ্বিগ্নতা। দেশজ। সং।

হাঁকুপাঁকু—অত্যন্ত অস্থিরতা; অতিশয়

হাঁচ—ক্ষবথু, ক্ষুৎ। দেশজ। সং।

হাঁটা—পদব্রজে গমন করা, চলা। দেশজ। ক্রি।

হাঁটু, হাঁটু—অঙ্গবিশেষ, জানু, আঁটু। দেশজ। সং। [শব্দজ। সং।

হাঁড়া—প্রকাণ্ড মৃৎপাত্র; বড় হাঁড়ি। হাণ্ডা-

হাঁড়ি, হাঁড়ী—ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র; পিত্তলাদি ধাতুনির্ম্মিত কলস বা পাত্র। হণ্ডীশব্দজ। সং।

হাঁড়িখাকী—যে গোপনে হাঁড়ী হইতে তুলিয়া খায় এরূপ স্ত্রীলোক; গালাগালির ভাষা। দেশজ। সং।

হাঁড়িচাঁচা—পাক্ষিবিশেষ। দেশজ। সং।

হাঁড়িভাঙ্গা—সাধারণের সমক্ষে গুপ্তবিষয় প্রকাশ করা। দেশজ। সং।

হাঁড়িয়া, হেঁড়ে—১। প্রকাণ্ড; প্রশস্ত। দেশজ। বিণ। ২। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যজাতিগণের পেয় মদ্যবিশেষ। সং।

হাঁদা—জড়বুদ্ধি, নির্ব্বোধ, বোকা। হিন্দীমূলক। বিণ।

হাঁদারাম—নিরেট বোকা, হদ্দ বোকা। বিণ।

হাঁ-না—মতামত, সম্মতি-অসম্মতি; প্রত্যুত্তর, জবাব। বা।

হাঁপ, হাঁফ—দীর্ঘশ্বাস; শান্তির নিশ্বাস; দীর্ঘ এবং কঠিন পরিশ্রমের পর বিশ্রামকালীন শ্বাসত্যাগ। দেশজ। সং।

হাঁপান—পরিশ্রমাদি জন্য দ্রুত শ্বাসত্যাগ; ব্যস্ত হওয়া; উদ্বিগ্ন হওয়া। দেশজ। ক্রি।

হাঁপানি—শ্বাসরোগবিশেষ। দেশজ। সং।

হাঁপাহাঁপি—ব্যস্ততা; ব্যগ্রতা; সত্বরতা। দেশজ। সং।

হাঁস—পক্ষিবিশেষ, হংস। হংসশব্দজ। সং।

হাঁসকল—কপাট ঝুলাইবার জন্য চৌকাঠের উপর প্রোথিত হংসাকার লৌহখণ্ড। দেশজ। সং।

হাঁসপাতাল—দাতব্যচিকিৎসালয়, রোগীদিগের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার স্থান। ইং (Hospital), শব্দজ। সং।

হাঁসিয়া—বস্ত্রাদির দশা, কাপড়ের পাড়, শাল প্রভৃতির কল্কাদার পাড়। দেশজ। সং।

হাঁসিয়াদার—কল্কাদার পাড়বিশিষ্ট। বিণ।

হাঁসুলি—অর্দ্ধচন্দ্রাকার কণ্ঠাভরণবিশেষ। বৈদেশিক। সং।

হাঁহাঁ—নিবারণাদিসূচক শব্দ। ব্য।

হাকণ্ড—১। দেশবিশেষ; পুরাণবিশেষ। সং। ২। উচ্চ শব্দ,গোলমাল। প্রাদেশিক। সং।

হাকিনী—যোগিনীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

হাকিম—বিচারক, শাসক, শাসনকর্ত্তা। বৈদেশিক। সং। বি হাকিমি।

হাকীম—চিকিৎসক, রোগাপনয়নকারী। বৈদেশিক হকীম শব্দজ। সং।

হাকীমি—চিকিৎসা; চিকিৎসকের কার্য্য। বৈদেশিক। সং।

হাঘরে—যে ঘরের জন্য হায় হায় করিয়া বেড়ায়, গৃহহীন; নিরাশ্রয়; অতিদরিদ্র; যাযাবর জাতিবিশেষ। দেশজ। সং বা বিণ।

হাঙ্গর—হিংস্র জলজন্তুবিশেষ। হা শব্দ—অঙ্গ শব্দ—রা (দান করা)+ড ক। সং; পুং। হাঙ্গরের শরীর অনেকটা বোয়াল মাছের মত। ইহাদের মুখে অত্যন্ত ধারাল অনেকগুলি দন্ত আছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যাদির দেহ অত্যল্পকাল-মধ্যে কাটিয়া লয়। ইহারা বিশুদ্ধ জলে প্রায়ই বাস করে না; লবণাক্ত জলই ইহাদের প্রিয় বাসস্থল। চৈত্রাদি মাসত্রয়ে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গায় মধ্যে মধ্যে ইহাদের উপদ্রব হয়। কিন্তু বর্ষার সমাগমে যখন জল আবিল হইতে থাকে, তখন আর ইহাদিগকে ঐ স্থানে দেখা যায় না।

হাঙ্গামা—উৎপাত, উপদ্রব; লড়াই, দাঙ্গা; উচ্চ শব্দ, চীৎকার। বৈদেশিক। সং।

হাজৎ, হাজত—অপরাধীর বিচারের পূর্ব্বকালীন কারাগৃহ-বাস; বিচারার্থ অপরাধীকে পুলিসের তত্ত্বাবধানে অথবা কারাগৃহে রক্ষণ। বৈদেশিক। সং।

হাজরা—হাজার সৈন্যের অধিপতি; জাতীয় উপাধিবিশেষ।

হাজরি—উপস্থিতি। বৈদেশিক। সং।

হাজা—জলপ্লাবনে শস্যাদি পচিয়া যাওয়া; অত্যধিক জল ব্যবহার জন্য পদাদিতে ক্ষত। বৈদেশিক। সং।

হাজার—সহস্র, দশশত, ১০০০ সংখ্যা; বহু সংখ্যক; বহুপরিমাণ। বৈদেশিক। সং বা বিণ।

হাজারি, হাজারী—হাজার সৈন্যের অধিপতি; জাতীয় উপাধিবিশেষ। সং।

হাজি, হাজী—মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাগত মুসলমান। বৈদেশিক। সং বা বিণ।

হাজির—উপনীত,উপস্থিত। বৈদেশিক। বিণ।

হাজিরা—উপস্থিতির হিসাবপুস্তক। বৈদে। সং।

হাট—সাময়িক বাজার, গঞ্জ। হট্ট শব্দের অপভ্রংশ।

হাটক—১। স্বর্ণ, সোণা। হট (দীপ্তি পাওয়া)+ণক ক। সং; ক্লী। ২। স্বর্ণনির্ম্মিত। হাটক শব্দ+অ। বিণ; ত্রি। ৩। দেশবিশেষ। সং; পুং।

হাড়—শরীরের মাংসের মধ্যস্থ কঠিন অংশবিশেষ, অস্থি। হড্ড শব্দের অপভ্রংশ। সং।

হাড়কাঠ, হাড়িকাঠ—পশু-বলিদানার্থ যূপকাঠ। দেশজ। সং।

হাড়গিলা—গলদেশে থলিবিশিষ্ট পক্ষিবিশেষ। দেশজ। সং।

হাড়গোড়—হস্তপদাদি সমস্ত শরীর। দেশজ। সং।

হাড়ভাঙ্গা—অস্থিচূর্ণকারী, অতিকঠোর (পরিশ্রম)। দেশজ। বিণ।

হাড়হদ্দ—অস্থিপর্য্যন্ত সমস্ত; নাড়ীনক্ষত্র, অতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব। দেশজ। সং।

হাড়ি, হাড়ী—হাড়িজাতি। হড্ডিক বা হড্ডিপ শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। সং।

হাড়ুডুডু—ক্রীড়াবিশেষ, কপাটী খেলা; উক্ত ক্রীড়াকালীন উচ্চারিত শব্দ। দেশজ। সং।

হাত—কর, ভুজ, বাহু; ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ। হস্ত শব্দের অপভ্রংশ।

হাতকড়ী—হস্তবন্ধন-শৃঙ্খল, হাত বাঁধিবার শিকল। (Hand-cuff)। দেশজ। সং।

হাতচালা—অপহৃত দ্রব্যের সন্ধানের জন্য মন্ত্রবলে হস্তপ্রসারণ। দেশজ। সং।

হাতচালান—সত্বর কার্য্য সম্পাদন। দেশজ। সং।

হাত-টান—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। দেশজ। বিণ।

হাত-তালি—করতালি, দুই করতল-সংযোগে উৎপাদিত শব্দ। দেশজ। সং।

হাত দেওয়া—স্পর্শ করা, ছোঁওয়া। দেশজ। ক্রি।

হাত দেখা—করতলস্থ শুভাশুভসূচক চিহ্ন পর্য্যবেক্ষণ; নাড়ী-পরীক্ষা। দেশজ।

হাতধরা—করতলস্থ, আয়ত্ত; বাধ্য, বশীভূত। দেশজ। বিণ।

হাতভারি—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। দেশজ। বিণ।

হাতযশ—খ্যাতি; নৈপুণ্য, দক্ষতা। দেশজ।

হাতল—আংটা, ধরিবার কড়া (Handle)। দেশজ। সং।

হাতব্য—পরিত্যাজ্য, ত্যাগযোগ্য। হা (ত্যাগ করা)+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

হাতসই—এক হাত পরিমাণ। দেশজ। বিণ।

হাতা—১। দর্ব্বী; জামার আস্তীন। দেশজ। সং। ২। সীমা; চত্বর, অঙ্গন। বৈদেশিক। সং।

হাতাহাতি—হস্তে হস্তে যুদ্ধ; মারামারি। দেশজ। সং।

হাতিয়ার,হেতার, হেতের—অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ; শিল্পকর্ম্মসাধনের যন্ত্র। বৈদে। সং।

হাতী—করী, গজ, মাতঙ্গ। হস্তী শব্দের অপভ্রংশ।

হাতুড়িয়া, হাতুড়ে—অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, অশিক্ষিত বৈদ্য। দেশজ। সং।

হাতুড়ী—লৌহাদি ধাতু পিটিবার মুদ্গর। দেশজ। সং।

হান—ত্যাগ; বিক্রয়; ক্ষতি, অপচয়। হা (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

হানা—১। আক্রমণ; বাধাদান; ব্যাঘাতকরণ; জলস্রোতে উৎপন্ন গর্ত্ত; ভূতাবিষ্ট গৃহাদি, কণ্ঠদেশ, গলা। সং। ২। হত্যা করা, নাশ করা; ক্ষতি করা; আঘাত করা, প্রহার করা; বিদ্ধ করা; ত্যাগ করা, ক্ষেপণ করা। ক্রি। প্রাচীন কবিপ্রয়োগ।

হানি—১। ত্যাগ; ক্ষতি, অপচয়। হা (ত্যাগ করা)+নি ভা। ২। গতি। হা (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

হানিকর—ক্ষতিজনক, অপকারক,অনিষ্টসাধক। হানি—কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি।

হানিবল—কার্থেজ নগরের সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর। খ্রীঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা হামিলকারও কার্থেজের একজন প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ছিলেন। ইনি শৈশবে পিতৃশিবিরে লালিত পালিত হন,এবং নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতার আদেশে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যাবজ্জীবন রোমের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন।ইনি প্রথমে পিতা ও ভগিনীপতির অধীনে সেনানীরূপে কার্য্য করিয়া সমরকৌশল শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি স্পেন-দেশস্থ কার্থেজীয় অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হন, এবং পরে ভগিনীপতি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিপতিত হইলে,২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই কার্থেজীয় সমস্ত সৈন্যের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিন বৎসরের মধ্যে ইনি প্রায় সমগ্র স্পেন জয় করেন। খ্রীঃ পূঃ ২১৮ অব্দে হানিবল ৯০ হাজার পদাতি, ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩৭টি গজ লইয়া ইটালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পীরেনীজ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গলদিগকে পরাজিত করিলেন। অনন্তর ইনি দুরতিক্রম্য বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত পার হইয়া ইটালীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইঁহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় সৈন্যের অধিকাংশই পার্ব্বত্য দেশের শীতে ও বরফে মারা পড়িয়াছিল। ইটালীতে ইঁহার মাত্র ২০

হাজার পদাতি ও ৬ হাজার অশ্বারোহী জীবিত ছিল। এই সামান্য সৈন্য লইয়াই ইনি ইটালীয়দিগকে পরাভূত করিতে লাগিলেন। রোমীয় সেনাপতি সিপিও ইঁহার গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। হানিবল শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া প্রায় রোমের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

রোমীয়েরা সম্মুখ সমরে ইঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া পরামর্শ করিল যে, অতঃপর হানিবলের স্বদেশ আক্রমণ করা যাউক, তাহা হইলে ইঁহাকে ইটালী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশরক্ষার্থ ধাবিত হইতে হইবে, ইটালী অনায়াসেই শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবে। সিপিও এই কার্য্যের ভার পাইলেন। তিনি জলপথ দিয়া কার্থেজের দ্বারদেশে উপনীত হইলে, হানিবল স্বদেশরক্ষার্থ ধাবিত হইলেন, কিন্তু এবারে পরাজিত হইলেন এবং দারুণ মনঃক্ষোভে ও লজ্জায় দেশে দেশে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রোমীয়েরাও ইঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে হানিবল বিষপান করিয়া শত্রুহস্তে পতন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ১৮৩)।

হানিমান (Samuel Christian Friedrich Hahnemann)—প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৫৫ খ্রীঃ ১০ই এপ্রেল স্যাক্সন দেশে মাইসেন (Meissen) নগরে ইঁহার জন্ম হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৭৭৯ খ্রীঃ এম, ডি, উপাধি লাভ করেন। Cullen's Materia Medica নামক গ্রন্থ অনুবাদ করিবার সময় পেরুভিয়ান বার্কের (Peruvian bark) পরস্পর বিরোধিভাবসম্পন্ন গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে দেখিয়া ইঁহার মনে ভৈষজ্যশাস্ত্রের অসন্তোষজনক অবস্থা প্রতিভাত হয়। অনেক দিবস চিন্তা ও পরীক্ষাদি করিয়া ইনি সদৃশ চিকিৎসার সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হইলেন। এই চিকিৎসার মূল মন্ত্র—Similia Similibus Curanter (Like cures like), ইহার ভাবার্থ এই :—যে গুণবিশিষ্ট ঔষধ সুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে রোগবিশেষের উৎপত্তি হয়, সেই রোগ সেই গুণবিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা প্রশমিত হয়। কিছু দিন পরে পরীক্ষা দ্বারা ইনি দেখিলেন যে, অল্পমাত্রায় ঔষধ সেবিত হইলে অধিকতর ফলপ্রদ হয়। ১৭৯০ খ্রীঃ ইনি স্বমত প্রচারিত করিলেন। সেই সময় হইতে ইনি চারিদিক্ হইতে বাধা পাইতে লাগিলেন। ইঁহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ১৮২১ খ্রীঃ ইনি লাইপজিক (Leipsic) নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই সময় হইতে ১৮৩৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত Grand Duke of Anhalt-kothen নামক সামন্ত রাজার চিকিৎসকরূপে কার্য্য করিয়া হানিমান পারিস নগরে গমন করেন। সেইখানে ১৮৪৩ খ্রীঃ ২রা জুলাই ইনি লোকান্তরিত হন। ইঁহার সাহস ও সহিষ্ণুতা অপরিসীম; স্বমত স্থাপনকল্পে ইনি উপস্থিত অর্থাগমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং নিজ শরীরের উপর নানা পরীক্ষা করিয়া সমধিক শারীরিক কষ্টও সহ্য করিয়াছিলেন। পরে সাফল্য লাভ করিয়া চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে জগতে একটি অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত প্রধান গ্রন্থ অর্গেনন (Organon) ১৮১০ খৃঃ ড্রেসডন নগরে প্রথমে প্রচারিত হয়।

হাপর—ভস্ত্রা; স্বর্ণকারের অগ্নিকুণ্ড; ছোট ডোবা; কাদার গর্ত্তবিশেষ। দেশজ। সং।

হাবশী, হাবসী—আবিসিনিয়ার অধিবাসী। বৈদেশিক। সং।

হাবা—বাক্‌শক্তিশূন্য, মূক, বোবা, জড়; নির্ব্বোধ। দেশজ। বিণ।

হাবাত, হাভাত—অন্নক্লিষ্ট, যে অন্নাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পায়, ভাতের কাঙ্গাল; অতি-দরিদ্র। দেশজ। বিণ। [দেশজ। সং।

হাম—রোগবিশেষ, মিলমিলা। (Measles)।

হাম্বান—বৎসের অদর্শনে গাভীর চীৎকারশব্দ। দেশজ। সং।

হামা, হামাগুড়ি—করতল ও জানুর উপর ভর দিয়া চলা। দেশজ। সং।

হামানদিস্তা, হামামদিস্তা—কোন শক্ত দ্রব্য চূর্ণ করিবার জন্য লৌহপাত্র ও লৌহদণ্ড। বৈদেশিক। সং।

হামার—শস্যাধার, মরাই, গোলা; রাশীকৃত-দ্রব্য। প্রাদেশিক। সং। [জননী।

হামিদা বেগম—সুপ্রসিদ্ধ দিল্লীশ্বর আকবরের

হামেশা, হামেসা, হামেহাল—নিরত, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বদা। বৈদেশিক। ক্রি-বিণ।

হাম্বা—গাভীর রব। সং।

হাম্বীর—১। রাগিণীবিশেষ। ২। মেওয়ারের জনৈক রাণা। ইনি মুসলমানদিগের কবল হইতে চিতোর পুনরুদ্ধার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

হায়—খেদসূচক অব্যয় শব্দ। দেশজ।

হায়দার আলি—জন্ম আনুমানিক ১৭১৭ হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে। ইঁহার পিতা ফতে মহম্মদ মহীশূররাজের জনৈক জায়গীরদার ও সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন। বাল্যে হায়দারও ঐ রাজ্যের সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৭৫৫ খৃঃ দিন্দিগুলের সৈনিক-শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিয়া ৪ বৎসর পরে মহীশূরের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন ও ফতে বাহাদুর উপাধি পান। ক্রমশঃ ইঁহার প্রভাব এতদূর বাড়িয়া উঠে যে, ১৭৬৬ খৃঃ ইনি মহীশূরাধিপতি কৃষ্ণরাজ ওদিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসন নিজে অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজামের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া ১৭৬৭ খৃঃ হায়দার কার্ণাটিক প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং নিজাম প্রত্যাবৃত্ত হইলেও একাই যুদ্ধকার্য্যের পরিচালনা করেন। দুই বৎসর পরে ইনি মান্দ্রাজ অভিমুখে অগ্রসর হইলে মান্দ্রাজের গভর্ণর ইঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। পর বৎসর বোম্বে গভর্ণমেন্টের সহিতও ইঁহার সন্ধিস্থাপন হয়।

মহারাষ্ট্রীয়গণ অনেকবার মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিয়া হায়দার আলীকে বিপর্য্যস্ত করে, কিন্তু ইংরাজগণ ইঁহার সাহায্য করিলেন না। ১৭৭৮ খ্রীঃ যখন ইংরাজ ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দক্ষিণ দেশে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন হায়দার আলী মান্দ্রাজ গভর্ণর কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতকে অভ্যর্থনা করেন; কিন্তু সখ্য-প্রস্তাব কার্য্যকর হইল না দেখিয়া হায়দার ১৭৮০ খ্রীঃ মান্দ্রাজ প্রদেশ আক্রমণ এবং আর্কট ও অন্যান্য স্থান অধিকার করেন ১৭৮১ খ্রীঃ ১লা জুলাই পোর্টো নোভো (Porto Novo) নামক স্থানে স্যার আয়ার কূটের (Sir Eyre Coote) হস্তে পরাভূত হন। ১৭৮২ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর হায়দার আলীর মৃত্যু হয়। তখন ইংরাজের সহিত ইঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। হায়দারের মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র টিপু সুলতান এই যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। হায়দার নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু নির্ভীকতা, অদম্য অধ্যবসায় ও যুদ্ধনিপুণতায় ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার শক্তিমত্তায় সকলেই শঙ্কিত ছিল। ইতিহাসে এইরূপ লিখিত আছে যে, যদি ফরাসীগণের সাহায্য বিশেষভাবে পাইতেন, তাহা হইলে ইনি ইংরাজকে দক্ষিণ প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিতেন।

হায়দারাবাদ বা হায়দ্রাবাদ—এই নামে দুইটি স্থান আছে; যথা—১। দক্ষিণ ভারতে স্বনামখ্যাত নিজাম রাজ্য ও তাহার রাজধানী। নিজাম রাজ্য ধনে মানে এবং রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে ভারতে দেশীয় রাজ্য-

সকলের শীর্ষস্থানীয়। ১৭১৩ খৃঃ অঃ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আসফজা নামক জনৈক তুর্কমান সেনাধ্যক্ষ 'নিজাম-উলমুল্ক' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণপ্রদেশের সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা দৃষ্টি করিয়া ইনি দিল্লীর অধীনতা পাশ ছেদনপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে দক্ষিণে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৪৮ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হইলে, সিংহাসন লইয়া ইঁহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাজ ও ফরাসীগণ পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৭৬১ খৃঃ ইংরাজ দক্ষিণ দেশে দৃঢ়ভাবে আপন প্রভুত্ব স্থাপিত করিলে, ইঁহাদের সাহায্যে নিজাম আলি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ১৮০৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। ইনিই ইংরাজকে পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তর সরকার নামক স্থানে বাহাল রাখেন, এবং টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করেন। এই যুদ্ধের ফলে ইনি যে সকল ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছেন, রাজ্য-রক্ষার্থে নিযুক্ত সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহকল্পে সেই সমস্ত ভূখণ্ড ১৮০০ খৃঃ ইংরাজকে প্রদান করেন। ১৮৫৩ খৃঃ নিজাম ও ইংরাজের মধ্যে যে নূতন সন্ধি স্থাপিত হয়, তদনুসারে নিজাম "হায়দ্রাবাদ কণ্টিঞ্জেণ্ট" নামক সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ইংরাজ হস্তে "বেরার" প্রদেশ প্রদান করেন। ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত টাকা নিজামকে দেওয়া হইত। ১৯০২ খৃঃ ভারত-রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন এই প্রদেশ চিরকালের জন্য পাট্টা-সূত্রে ইংরাজের পক্ষে গ্রহণ করেন, এবং "হায়দ্রাবাদ কণ্টিঞ্জেণ্ট" ইংরাজ সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যায়। হায়দ্রাবাদ সহর মুসি নদীর তীরে অবস্থিত। ১৫৮৯ খৃঃ গোলকুণ্ডাধিপতি কুতবসাহী বংশের পঞ্চম নৃপতি মহম্মদ কুলী এই সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। "কুতবসাহী"গণের আধিপত্য সময়ে এই সহরে অনেকগুলি বৃহৎ অট্টালিকা ও মসজিদ নির্ম্মিত হয়। উত্তরকালে সহর সমেত জেলাটি মোগল সম্রাটের হস্তে আসে। পরিশেষে এখানে নিজাম-উল্-মুলুকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। বম্বে প্রদেশে সিন্ধু কমিসনারের অধীন জেলা ও সহর। ১৭৬৮ খৃঃ অঃ গোলাম সা কাল্হোরা এই সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৩ খৃঃ মিয়ানী যুদ্ধের অবসানে সহরটি ইংরাজের হস্তে আসিলে ইঁহারা সিন্ধু দেশের প্রধান কার্য্যস্থল এখান হইতে উঠাইয়া করাচীতে স্থাপিত করেন। হায়দ্রাবাদ সহরের যে স্থানে বর্ত্তমান দুর্গ, সেইখানে "নেরানকোট", নামক প্রাচীন সহর ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই সহর মহম্মদ বিন কাসীমের হস্তে যায়।

হায়ন—১। বর্ষ, বৎসর। হা (গমন করা)+ অনট্ ক। সং; ক্লী বা পুং। ২। ধান্য; অগ্নিশিখা। সং; পুং।

হায়নে—প্রসিদ্ধ ইহুদী কবি। [সং।

হায়রাণ—উৎপীড়ন, ক্লেশপ্রদান। বৈদেশিক।

হায়া—লজ্জা, সরম। বৈদেশিক। সং।

হার—১। মুক্তাদির মালা। হৃ (হরণ করা)+ ঘঞ্ ক। সং; পুং। ২। হারক; বাহক; ভাজক। বিণ; ত্রি। ৩। যুদ্ধ, ভাগ। হৃ +ঘঞ্ ভা। সং; পুং। ৪। অনুপাত; হিসাব; দর; শস্য তৈলাদির পরিমাণ-পাত্র; পরাজয়। দেশজ। সং।

হারক—১। হরণকর্ত্তা, বহনকারী, বাহক; দ্যূতকার। হৃ (হরণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হারিকা। ২। চৌর; ধূর্ত্ত; ভাজক অঙ্ক। সং; পুং। [সং; পুং।

হারগুলিকা—মুক্তাদি মালার গুলি। ৬৩৫।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত (রায় সাহেব)—২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ১১৭২ সালে আষাঢ় মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরিদাস রক্ষিত। ইনি সেক্সপিয়ার প্রণীত গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি প্রদান করেন। ইনি রাণী ভবানী, বঙ্গের শেষবীর, মন্ত্রের সাধন, জ্যোতির্ম্ময়ী, কামিনীকাঞ্চন, প্রতিভাসুন্দরী প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

হারান—পরাভূত করা,পরাস্ত করা; খোয়ান। দেশজ। ক্রি।

হারাম—মুসলমান ধর্ম্মবিরুদ্ধ; মুসলমানদিগের অস্পৃশ্য; শূকর। বৈদেশিক।

হারি, হারী—১। পরাভব, পরাজয়। হৃ (হরণ করা)+ইঞ্ ভা। ২। পথিকশ্রেণী। হৃ+ ইঞ্ ক। সং; স্ত্রী। ৩। সুন্দর, মনোহর। বিণ; ত্রি।

হারিত—১। অপহারিত; পরাভূত, পরাজিত। ণিজন্ত হৃ বা হারি (হরণ করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হারিতা। ২। হরিদ্বর্ণযুক্ত। হরিত+ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হারিতী। ৩। শুকপক্ষী। সং; পুং।

হারিদ্র—১। হরিদ্রাবর্ণ, হলদে। হরিদ্রা শব্দ+ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হারিদ্রী। ২। স্বর্ণ। সং; ক্লী। ৩। কদম্ব। সং; পুং।

হারী (হারিন্)—১। অপহারক; বাহক; মনোজ্ঞ, মনোহর। হৃ (হরণ করা)+ ণিন্ ক। ২। হারবিশিষ্ট। হার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী হারিণী।

হারী—হারি দেখ।

হারীত—শুকপক্ষী; ধর্ম্মসংহিতাকার জনৈক মুনি। হরিত+ক। সং; পুং।

হার্ডিঞ্জ, হেনরি (পরে লর্ড)—ভারতবর্ষের অন্যতম গভর্ণর জেনারেল। ১৭৮৫ খৃঃ ৩০শে মার্চ্চ ইংলণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি এক পদাতি-সেনাদলে এন্সাইনের পদে নিযুক্ত হন এবং তাহার ৪ বৎসর পরে লেফ্টেনাণ্টের পদ ও ১৮০৪ খৃঃ কাপ্তেনের পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি মহাবীর ডিউক অভ্ ওয়েলিংটনের অধীনে সমগ্র পেনিনসুলার সমরে যুদ্ধ করেন এবং ভিমীরা ও ভিটোরিয়ার যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হন। এই সময়ে ইনি উচ্চশ্রেণীর বীরত্বসম্পন্ন সাহসিক যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মহাবীর নেপোলিয়ান এল্‌বা দ্বীপ হইতে পলায়ন করিলে ইনি ইংরাজদিগের সহযোগী প্রুশীয় সৈন্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, এবং লিগনি নামক স্থানের যুদ্ধে বাম বাহুতে এরূপ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন যে, সেই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়। তাহার দুই দিন পরে প্রখ্যাত ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ওয়েলিংটন নেপোলিয়ানকে বন্দী করেন; কিন্তু ইনি সে দিন শয্যাগত থাকায় সেই খ্যাতির ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তথাপি পার্লামেণ্ট ইঁহাকে "সার" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন, এবং বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ১৮২৮ খৃঃ ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে, ইনি তদধীনে প্রথমতঃ সমরবিভাগের সেক্রেটারী ও পরে আয়ার্লাণ্ডের প্রধান সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হন।

১৮৪৪ খ্রীঃ লর্ড এলেনবরা পদত্যাগ করিলে ডিরেক্টর সভা সার হেনরি হার্ডিঞ্জকে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল করিয়া প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বে ইঁহার একখানি হাত কাটা গিয়াছিল বলিয়া লোকে সাধারণতঃ ইঁহাকে "হাতকাটা গভর্ণর" বলিত। তৎকালে ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে একমাত্র শিখরাজ্যই প্রবল, পরাক্রান্ত ছিল। মহারাজ রণজিৎ সিং নানা প্রদেশ জয় করিয়া একটি বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা তিনি যাবজ্জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্যমধ্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

১৮৪৫ খ্রীঃ ১৩ই ডিসেম্বর খালসারা শতদ্রু পার হইয়া ফেরোজপুরের ইংরেজ সেনানিবাস আক্রমণ করিল। ক্রমে শিখগণ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ইংরেজ পক্ষেও বিস্তর লোকক্ষয় হইল। ইতোমধ্যে জম্মুর রাজা গোলাপ সিংহ পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্য শতদ্রু পার হইয়া লাহোরের অদূরস্থ মিয়ানমির নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলে, গোলাপসিংহ লাহোর দরবারের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন। হাডিঞ্জ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ ২৩এ ফেব্রুয়ারি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির পর পার্লামেণ্ট সভা হাডিঞ্জকে "লর্ড" উপাধি প্রদান করিলেন এবং তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ৩০০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া ইঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ইনি পদত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রতিগমন করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ ওয়েলিংটন কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, এবং ১৮৫৫ খ্রীঃ ফীল্ডমার্শালের পদে উন্নীত হন। ১৮৫৬ খ্রীঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়।

হাডিঞ্জ—১৯১০ খৃঃ পেনসার্স্টের প্রথম ব্যারণ, এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল। ইঁহার পূর্ব্বে ইঁহার পিতামহ হাডিঞ্জ ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতের শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন বর্ণনীয় হাডিঞ্জের জন্ম হয়। হ্যারো এবং কেম্ব্রিজস্থ ট্রিনিটী কলেজে ইনি শিক্ষালাভ করেন। নানারূপ রাজকার্য্যে নিয়োগের পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নবেম্বর ইনি ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।

হাডিঞ্জের আমলে দ্বিধা বিভক্ত বঙ্গ পুনরায় সংযুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীনগরীতে স্থানান্তরিত হয়, এবং এই সময়ে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একজন স্বতন্ত্র ছোটলাটের অধীন হয়। হাডিঞ্জের শাসনকালে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ সপত্নীক এদেশে আগমন করেন। হাডিঞ্জের চেষ্টায় সম্রাট কর্তৃক দিল্লীতে নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। দিল্লীর এই নূতন রাজধানীতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশকালে হাডিঞ্জ অলক্ষ্যে প্রক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া ভারতবর্ষে অবস্থানপূর্ব্বক এ দেশের জলবায়ুতে আরোগ্যলাভ যে সম্ভব ইহাই সপ্রমাণ করেন। গভর্ণমেণ্ট কোন উল্লেখ না করিলেও উক্ত দুর্ঘটনাকালে সন্নিকটস্থ বাঙ্গালীর ডাক্তারখানা হইতে যে প্রথম সাহায্য পান হাডিঞ্জ স্বয়ং তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন। হাডিঞ্জের শাসনকাল অবসানের পূর্ব্বেই ইয়ুরোপে অভূতপূর্ব্ব মহাসমর আরম্ভ হয়। হাডিঞ্জ এই যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে ইয়ুরোপ, ইজিপ্ট, ইষ্ট আফ্রিকা, পারস্য উপসাগর ও চীনে অন্যূন দুইলক্ষ সেনা প্রেরণ করেন। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে যাহাতে শান্তির বিঘ্ন না হয়, তৎকল্পে হাডিঞ্জ ভারত রক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত করেন। এই আইনে এ দেশীয় এবং ইয়ুরোপীয় পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কোন বিচার ভেদ নাই। এরূপ যুদ্ধবিপ্লবের সময় সাধারণের কার্য্যাবলী যতই আইন-সঙ্গত হউক না কেন, মুহূর্ত্তে তাহা বিসদৃশ ভাব অবলম্বন করিতে পারে বিবেচনায় স্থানীয় গভর্ণমেণ্টসমূহ সামরিক উদ্দেশ্য ব্যতীতও এই আইন প্রয়োগ করিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট কালের অতিরিক্ত চারি মাস কার্য্য করিয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইনি পদত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রতিগমন করেন।

হার্দ্দ, হার্দ্দ্য—১। হৃদ্যতা, প্রণয়, স্নেহ। হৃদ্ শব্দ+ষ্ণ, ষ্যঞ্। সং; ক্লী। ২। হৃদ্গত; মনোজ্ঞ। বিণ; ত্রি।

হার্ম্মনিয়াম, হার্ম্মোনিয়াম, হারমনিয়া—বাক্সের আকারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইং (Harmonium)। সং।

হার্য্য—হরণীয়, গ্রহণীয়, গ্রাহ্য; বহনীয়; নিবার্য্য। হৃ+ঘ্যণ্‌, র্য। বিণ; ত্রি।

হাল—১। লাঙ্গল; বলরাম; শালিবাহন রাজা। হল শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। অবস্থা, দশা। বৈদেশিক। সং। ৩। বর্ত্তমান; ইদানীন্তন, আধুনিক; নব, নূতন। বিণ।

হালহেড (Nathaniel Brassy Halhed)—জন্ম ১৭৫১ খ্রীঃ ২৫শে মে। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে আসেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ A code of Gentoo Laws on ordinations of the Pandits, from a Persian Translation অভিধেয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ ইনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। হুগলিতে স্থাপিত একটি মুদ্রাযন্ত্রে এই ব্যাকরণখানি মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রটি হালহেডের বিশেষ উদ্যোগ ও যত্নে স্থাপিত হয় এবং এইটিই ভারতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৭৮৫ খ্রীঃ ইনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। ইঁহার সংগৃহীত প্রাচ্যবিষয়ক হস্তলিপিগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষীয়েরা কিনিয়া লন। ১৮৩০ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি হালহেড পরলোক গমন করেন।

হালা—১। মদিরা, সুরা। হাল (বলরাম)+ক +আপ্। সং; স্ত্রী। ২। মুষ্টিপরিমিত শস্যগুচ্ছ। দেশজ। সং।

হালাল—মুসলমানদিগের ধর্ম্মসঙ্গত, বৈধ। বৈদেশিক। বিশেষণ। বিপরীতার্থক শব্দ—হারাম।

হালাহল—কালকূট বিষ। হলাহল+ষ্ণ স্বার্থে। সং ক্লী বা পু। [সং; স্ত্রী।

হালাহলী—মদিরা, সুরা। হলাহল+ষ্ণ+ঙীপ্।

হালি—১। নবোৎপন্ন, অচিরজাত; নূতন; হরিদ্বর্ণ, সবুজরঙের; পত্রাদির গন্ধযুক্ত। দেশজ। বিণ ২। হালা, আঁটি, তড়পা। দেশজ। সং। ৩। নৌকার হাল। দেশজ। সং [বিণ; ত্রি।

হালিক—হলবিষয়ক; কৃষক। হল+ষ্ণিক।

হালিডে, স্যর ফ্রেড্রিক জেম্‌স, K. C. B.—বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম ছোটলাট (Lieutenant-Governor)। ১৮০৬ খৃঃ Surrey প্রদেশে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যে রাগ্‌বীতে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে হেলিবারির East India College এ প্রবেশ করেন। ১৮২৪ খৃঃ ইনি হেলিবারি হইতে বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং অধস্তন নানা পদে কার্য্য করিবার পর ১৮৫৪ খৃঃ ১লা মে ইনি বঙ্গরাজ্যের লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হন।

ইঁহার শাসনকালে প্রথম বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালরা হঠাৎ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ছোটলাট ইহা দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। এবং ইঁহার প্রস্তাবানুসারে সামরিক আইন (Martial law) জারী হইলে বিদ্রোহ নিবারিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীঃ বাঙ্গালার চৌকিদারী বা স্থানীয় পুলিশ আইন প্রচারিত হয়।

ইঁহার আমলে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের উপর সহরের উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মিউনিসিপ্যাল কর নির্দ্ধারণ ও আদায় করিবার ক্ষমতাও তাঁহারা প্রাপ্ত হন।

হালিডে সাহেবের সময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিপাহীবিদ্রোহ ঘটে। নিম্ন বঙ্গে ইহার প্রথম সূচনা পরিলক্ষিত হয়। চর্ব্বি সংযুক্ত টোটার গুজব দমদমায় প্রচারিত হয়; তৎপরে বহরমপুরে ১৯নং এন্, আই পল্টন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। উহার এক-মাসের মধ্যেই ব্যারাকপুরে সৈন্যদলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইরূপে বাঙ্গালাদেশে, তৎপরে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহা বিস্তারিত হইয়া যায়।

এই সময় বাঙ্গালাদেশের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল।

১৮৫৯ খৃঃ ১লা মে ইনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৬০ খৃঃ (Civil) Knight Commander of the order of the Bath উপাধিতে ভূষিত হন। তৎপরে ভারত-সচিবের সদস্য নিযুক্ত হন।

১৯০১ খৃঃ ৯৫ বৎসর বয়সে ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডের মৃত্যু হয়।

হালুইকর,—কার—মিষ্টান্নাদি নির্ম্মাতা; যে ব্যক্তি লুচি মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করে। দেশজ। সং।

হালুয়া—মোহনভোগ, সুজি চিনি ঘৃত প্রভৃতি সংযোগে খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। দেশজ। সং।

হাল্কা—লঘু, অল্পভারবিশিষ্ট। দেশজ। বিণ।

হাব—আহ্বান; স্ত্রীলোকদিগের শৃঙ্গার চেষ্টা-বিশেষ। হ্বে (আহ্বান করা)+ঘঞ্, ভা। সং; পু। [পু।

হাস—হাস্য। হস (হাসা)+ঘঞ্ ভা। সং;

হাসা—হাস্যকরণ। দেশজ। ক্রি।

হাসান ইমাম (সৈয়দ)—স্যার আলি ইমামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট পাটনা জেলার নেওরা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। শৈশবে ইঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় বিদ্যারম্ভে বিলম্ব ঘটে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে জননীর অভিপ্রায়ানুসারে ইনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্যারিষ্টার হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে ইঁহার পসার জমিয়া যায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে আগমন করেন। এখানেও অচিরে ইঁহার প্র্যাক্‌টিশ্ জমিয়া যায়। কলিকাতা হাই-কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেন্কিন্সের অনুরোধে ইনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন। কলিকাতার জলবায়ু ইঁহার সহ্য না হওয়ায় ১৯১৩ অব্দে ইনি অবসর গ্রহণপূর্ব্বক পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। এবারও ইঁহার পূর্ব্ববারের বিস্তৃত ব্যবসায় পুনরধিকার করিতে বিলম্ব ঘটিল না। অধুনা ইনি পাটনা হাইকোর্টের সর্ব্ব-প্রধান ব্যারিষ্টার। রাজনীতি ক্ষেত্রে ইনি চরমপন্থী। কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে ইনি সভাপতিত্ব করেন। জাতীয়তা বোধ ইঁহার এত তীক্ষ্ণ যে ইনি সকলকে উপদেশ দিয়া থাকেন—তুমি প্রথমে ভারতবাসী, তারপর অন্য কিছু। সর্ব্বাগ্রে মাতৃভূমি ভারতবর্ষ তোমার প্রণম্য। পরে তুমি যে প্রদেশের অধিবাসী তাহার কথা তোমার চিন্তনীয় বিষয়। তার পর তোমার সম্প্রদায়। এই ধারণা অনুসারে ইনি সাম্প্র-দায়িক নির্ব্বাচনের বিরোধী। কি ব্যবস্থা-পক সভায়, কি মিউনিসিপালিটীতে, কি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে কোথাও ইনি স্বতন্ত্র সাম্প্র-দায়িক নির্ব্বাচন পছন্দ করেন না। ইঁহার মতে—আমরা হিন্দুও নহি, আমরা মুসল-মানও নহি। আমরা ভারতবাসী। ইনি আলিগড়ের মুসলেম বিশ্ববিদ্যালয় ও বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমান পরিমাণে চাঁদা দিয়াছেন। হিন্দু ও মসলেম ছাত্রগণ সমভাবে ইঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে।

১৯১৭ খৃঃ ইনি বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। রাজ-নীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজনীতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও ইনি স্বীকার করিয়া থাকেন। অনুন্নত শ্রেণীর ও মহিলাসমাজের অবস্থার উন্নতিসাধন ইঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। আত্মীয় স্বজনের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইঁহার দুই কন্যাকে পর্দ্দার অবরোধ হইতে মুক্ত দানপূর্ব্বক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় পূর্ণ-শিক্ষিত করেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ইনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার কন্যাদ্বয়কে বিলাতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ইঁহারই চেষ্টায় টিকারীর মহারাজ ভারতীয় নারী শিক্ষার্থ তাঁহার তিন ক্রোর মুদ্রা মূল্যের সমগ্র সম্পত্তি দান করিয়া যান। ভারতে সাধারণের মঙ্গলের জন্য এত বড় দান আর কেহ কখনও করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ইনি টিকারী বোর্ড অব ট্রাষ্টের সর্ব্বপ্রধান সদস্য। মিঃ ইমাম কংগ্রেসের গোঁড়াভক্ত, জাতীয়তার পরম অনুরক্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার ততোধিক বিরোধী। মিঃ ইমাম তাঁহার বাল্যবন্ধু মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহের সহযোগিতায় "সার্চলাইট" নামক একখানি সংবাদপত্র ১৯১৯ অব্দের ১৫ই জুন হইতে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৮ অব্দের জুলাই মাসে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ইনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদকল্পে যখন মহাত্মা গান্ধি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তখন কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে ইনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সমর্থন করেন। রিফর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত হইতে বিলাতে যে হোমরুল লীগ, ডেপুটেশন প্রেরিত হয়, ইনি তাহা পরিচালন করেন। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি তুর্ক সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করার প্রস্তাবেরও বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ১৯১৯ অব্দের নবেম্বর মাসে ইনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তুর্কগণের পক্ষ সমর্থনার্থ ভারতীয় মসলেম ডেপুটেশনের সহিত পুনরায় লণ্ডনে গমন করেন। ১৯২১ অব্দের এপ্রেল মাসে ডেপুটেশনের কাজ শেষ করিয়া ইনি ভারতে পুনরাগমন করেন। লী কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদান-কালে ইনি ভারতের জাতীয়তার দাবীর সমর্থন করিয়াছিলেন।

হাসি—হাস, হাস্য। হাস্য শব্দজ। সং।

হাসিকা—হাস্যজনয়িত্রী; যে হাসায় এরূপ (স্ত্রী); দাসী; পরিচারিকা। ণিজন্ত হস বা হাসি (হাসান)+ণক ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বেদোশক। বিণ।

হাসিল—সফল, সিদ্ধ, সম্পন্ন; কৃষ্ট, আবাদী।

হাস্তিক—১। হস্তিসম্বন্ধীয়। হস্তিন্ (হাতী) +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। হস্তিসমূহ। সং; ক্লী।

হাস্তিন—হস্তিনাপুর; হস্তিপ্রমাণ। হস্তিন্+ষ্ণ। সং; ক্লী।

হাস্য—১। হাসি। হস (হাসা)+ঘ্যণ্, ভা। সং; ক্লী। ২। কাব্যের রসবিশেষ [কাব্য-রস দেখ]। হাস+ষ্ণ্য। সং; পু।

হাস্যকর—হাস্যজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হাস্যকৌতুক—হাসি তামাসা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

হাস্যজনক—হাস্যোৎপাদক, যাহাতে হাসি পায়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হাস্যজনিকা।

হাস্যধ্বনি—হাসির শব্দ। ৬তৎ। সং; পু।

হাস্যপরিহাস—হাসি তামাসা। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

হাস্যপ্রদীপ্ত—হাস্য দ্বারা প্রকাশিত; হাস্য দ্বারা শোভমান। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

হাস্যময়—হাস্যযুক্ত। হাস্য+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হাস্যময়ী।

হাস্যমুখ—১। হাস্যযুক্ত বদন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। হাস্যযুক্ত মুখসম্পন্ন।

হাস্য আছে মুখে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হাস্যমুখী।

হাস্যরঞ্জিত—হাস্য হেতু রাগযুক্ত, হাস্যশোভিত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হাস্যরস—কাব্যরসবিশেষ। রস দেখ।

হাস্যরসাত্মক—হাস্যরসযুক্ত, যাহাতে হাসির বিষয় আছে এরূপ। হাস্যরস হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হাস্যরসিক—হাস্যরসে নিপুণ, যে খুব হাসাইতে পারে এরূপ। হাস্যরস শব্দ+ষ্ণিক জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হাস্যরসিকা।

হাস্যলহরী—হাসির তরঙ্গ, প্রবল হাস্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হাস্যসংবরণ—হাস্যসংযতকরণ, হাসি সামলান।

হাস্যালাপ—হাস্যযুক্ত কথোপকথন, রসালাপ। হাস্যযুক্ত যে আলাপ, মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

হাস্যোদ্দীপক—হাস্যের উত্তেজক, যাহা শুনিলে বা দেখিলে হাসি পায় এরূপ, হাস্যকর, হাস্যজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হাস্যোদ্দীপিকা।

হাহা—১। বিস্ময়, আশ্চর্য্য; কষ্ট; শোক। ব্য। ২। গন্ধর্ব্ববিশেষ। হা শব্দ—হা (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্ ক, ডা। সং; পু।

হাহাকার—শোকধ্বনি; কলরব; অশ্বাদি প্রেরণধ্বনি। হাহা—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

হাহাহুহু—গন্ধর্ব্বগণ। সং; পু।

হি—নিশ্চয়; হেতু; প্রশ্ন; বিশেষ; সম্ভ্রম; অসূয়া; পাদপূরণ। হি+ডি। ব্য।

হিং—স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য। হিঙ্গু শব্দের অপভ্রংশ।

হিংচা, হিঞ্চা, হিঞ্চে—তিক্ত শাকবিশেষ, হিল মোচিকা, হেলেঞ্চাশাক। দেশজ। সং।

হিংলী, হিঙ্গলী—একপ্রকার তামাকগাছ এবং তাহার পাতা। দেশজ। সং।

হিংসক—১। ঘাতক, বধকারী। হিন্স্ (বধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হিংসিকা। ২। হিংস্র জন্তু; শত্রু। সং; পু।

হিংসন, হিংসা—বধ, হনন; পরানিষ্টসাধন প্রবৃত্তি, ইহা দুই প্রকার,—প্রাণিবধ জন্য ও প্রাণিপীড়ন জন্য। হিন্স্ (বধ করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+ অ ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

হিংসালু—হিংসাশীল, হিংস্রপ্রকৃতি। হিংসা শব্দ +আলু যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

হিংসিত—হত, যাহাকে হিংসা করা যায় এরূপ। হিন্স্ (হিংসা করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

হিংসুক—হিংসাশীল, পরশ্রীকাতর। হিন্স্+ উক ক। বিণ; ত্রি।

হিংসুটে—হিংসাশীল; পরশ্রীকাতর। দেশজ।

হিংস্য—হননীয়, বধ্য। হিন্স্ (বধ করা)+ ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হিংস্যা।

হিংস্র, হিংস্রক—হিংসাকারক, হিংসাশীল; অনিষ্টকারী। হিন্স্ (বধ করা)+র ক, ২য় পক্ষে তত্ত্বার্থে কণ্। বিণ; ত্রি।

হিংস্রপ্রকৃতি—হিংসা-স্বভাববিশিষ্ট, অতিশয় হিংসুটে। বহু। বিণ; ত্রি।

হিঃ—হাস্যাদিমূলক শব্দ। ব্য।

হিঁদু—হিন্দুশব্দের অপভ্রংশ। সং।

হিঁদুয়ানি—হিন্দুত্ব, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ব্যবহার। দেশজ। সং।

হিঁয়ালি—প্রহেলিকা, কূটপ্রশ্ন, গূঢ়ার্থক প্রশ্ন (Riddle)। দেশজ। সং।

হিক্কা—রোগবিশেষ, হেঁচ্‌কি। হিক্ (শব্দ করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

হিক্মৎ—জ্ঞান, চাতুরী। বৈদেশিক। সং।

হিঙ্গু—হিঙ্। হিম শব্দ—গম (গমন করা)+ ডু ক। সং; পু।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি, হিঙ্গুলু—পারদমিশ্র দ্রব্যবিশেষ, হিঙুল। [ইহা তিক্ত, কষায় ও কটুরসবিশিষ্ট, চক্ষুরোগ, কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, জ্বর প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক ও বিষদোষনিবারক। ইহা তিন প্রকার—চম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। চম্মার হিঙ্গুল শ্বেতবর্ণ; শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ, এবং হংসপাদ জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই উৎকৃষ্ট। হিঙ্গু শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ ড, ডি, ডু ক। সং; ক্লী বা পু।

হিজড়া—১। ক্লীব, নপুংসক। বৈদেশিক। সং। ২। মুসলমানী শাক। হিজরাৎ শব্দের অপভ্রংশ।

হিজরাৎ—পলায়ন, বিশেষতঃ মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন। মুসলমানেরা সেই সময় হইতে তাঁহাদের হিজরা বা হিজরী শাক গণনা করিয়া থাকেন। উহা ৬২২ খ্রীঃ জুলাই মাস হইতে আরব্ধ হইয়াছে। বৈদে। সং।

হিজ্জল—হিজল গাছ। হি (গমন করা)+ ক্বিপ্ ক=হিৎ (গমনকারী); হিৎ জলে যে, বহু। সং; পু।

হিঞ্চে—হিংচা দেখ।

হিঞ্জীর—হস্তিপাদবন্ধন রজ্জু; গ্রন্থি; গাঁট। হিনড+ঈর+ক ক, নিপাতনে। সং; পু।

হিড়িক—হাঙ্গামা, একঘেয়ে ভাব; সুযোগ। দেশজ। সং।

হিড়িম্ব—জনৈক রাক্ষস। হিনড+কিম্ব ক। সং; পু। পাণ্ডবগণ জতুগৃহে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বারণাবত হইতে পলায়ন করিবার সময় রাত্রিকালে এই রাক্ষসের বনমধ্যে উপস্থিত হইলে পথশ্রান্তি জন্য ভীম ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবচতুষ্টয় ও কুন্তীদেবী নিদ্রাগত হইলেন, এবং ভীমসেন জাগিয়া থাকিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে হিড়িম্ব তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ভগিনী হিড়িম্বাকে তাঁহাদিগকে বধ করিয়া আনিতে আদেশ করেন হিড়িম্বা তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া বলিষ্ঠদেহ ভীমের প্রতি প্রণয়ানুরাগিণী হইয়া পড়িল ও ভ্রাতার আদেশ পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন হিড়িম্ব সক্রোধে ভীমের প্রতি ধাবিত হইলে তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল।

হিড়িম্বজিৎ—ভীমসেন। উপ; হিড়িম্ব—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

হিড়িম্বারিপু—ভীমসেন। ৬তৎ। সং; পু।

হিড়িম্বা—জনৈকা রাক্ষসী, হিড়িম্বের ভগিনী। হিনড+কিম্ব ক+আপ্। সং; স্ত্রী। জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণ বারণাবত হইতে প্রচ্ছন্নভাবে বনপথে পলায়ন করিতে করিতে হিড়িম্ব রাক্ষসের রাজ্যে উপস্থিত হন এবং রাত্রি সমাগত হওয়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়েন। কেবল ভীমসেন জাগরিত থাকিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। হিড়িম্বা তাঁহাদের বধার্থে ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রেরিতা হয়, কিন্তু সে বলশালী ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অতঃপর হিড়িম্ব ভীমের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে রাক্ষসী স্তবস্তুতি দ্বারা কুন্তীকে সন্তুষ্ট করিয়া ভীমের ভার্য্যা হয় এবং স্বামীর সহিত বনান্তরে গমন করে। ইহার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হইলে, ভীম ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রাক্ষসী পুত্রের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে।

হিণ্ডন—ভ্রমণ; রমণ; বিলেখন। হিনড (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

হিণ্ডির, হিণ্ডীর—বার্ত্তাকু; সমুদ্রাদির ফেন। হিনড+ইর, ঈর ক। সং; পু।

হিত—১। যোগ্য; পথ্য। অনুকূল; প্রিয়; উপকারক। ধা (পোষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। গমন; প্রাপ্ত; শুভ, মঙ্গল। হি (গমন)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

হিতকর, হিতকারী (—কারিন্)—মঙ্গলজনক; উপকারক; প্রিয়কারী। হিত—কৃ (করা) +ট, ণিন্ ক। বিণ; যথাক্রমে ত্রি ও পু। স্ত্রী হিতকরী, হিতকারিণী।

হিতকাম—হিতৈষী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। হিত হইয়াছে কাম (ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ।

হিতকারী—হিতকর দেখ।

হিতবাদী (—বাদিন্)—সৎপরামর্শদাতা; হিতভাষী। হিত—বদ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হিতবাদিনী। [সং; ক্লী।

হিতসাধন—হিতসম্পাদন, মঙ্গলসাধন। ৬তৎ।

হিতাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলকামনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হিতাকাঙ্ক্ষী (–কাঙ্ক্ষিন্)—মঙ্গলাভিলাষী, শুভানুধ্যায়ী। হিত–আ–কান্‌ক্ষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হিতাকাঙ্ক্ষিণী।

হিতার্থী (–র্থিন্)—মঙ্গলপ্রার্থী, শুভানুধ্যায়ী। হিত–অর্থ (চাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হিতার্থিনী।

হিতাহিত—শুভাশুভ, ভালমন্দ; কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য; ন্যায়ান্যায়। হিত ও অহিত, দ্বন্দ্ব। সং বা বিণ; ত্রি।

হিতৈষণা—মঙ্গলসাধনেচ্ছা। হিতের (মঙ্গলের) এষণা (ইচ্ছা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হিতৈষী (–ষিন্)—হিতাভিলাষী, মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী। হিত (মঙ্গল)–ইষ (ইচ্ছা করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হিতৈষিণী। বি হিতৈষিতা।

হিতোক্তি—হিতকর বাক্য; প্রিয় বাক্য। হিত (প্রিয়) যে উক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হিতোপদেশ—১। সৎপরামর্শদান। হিত (উপকারক) যে উপদেশ, কর্ম্মধা। ২। বিষ্ণুশর্ম্মপ্রণীত নীতি গ্রন্থবিশেষ। হিত উপ-দেশ আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

হিন্তাল, হীন্তাল—বৃক্ষবিশেষ, হেঁতাল গাছ। হীন যে তাল কর্ম্মধা। সং; পু।

হিন্দী—উত্তরভারতবাসী হিন্দুর ভাষা। বৈদে-শিক। সং।

হিন্দু—ভারতীয় আর্য্যজাতি। কেহ কেহ বলেন, হিমালয় ও বিন্দু (সরোবরবিশেষ) এই দুই শব্দের যথাক্রমে আদ্য ও অন্ত্য অংশ গ্রহণ করিয়া 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্দু সরোবর পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগই হিন্দুদিগের বাসস্থান। অপর একদল বলেন আর্য্যেরা প্রথমতঃ মধ্য এসিয়ায় বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি হেতু স্থান ও খাদ্যের অভাব ঘটিতে থাকায় তাঁহাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় নূতন বাসস্থানের অন্বে-ষণে বহির্গত হন। এক সম্প্রদায় পশ্চিমা-ভিমুখে যাইয়া ইউরোপে বসতি স্থাপন করেন, এবং অপর সম্প্রদায় দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হন। এই স্থানে দ্বিতীয় সম্প্রদায় আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল পারস্যে গমন করেন এবং অপর দল হিমা-লয়ের উত্তরপশ্চিমস্থ গিরিসঙ্কট দিয়া ভারত-বর্ষে প্রবেশ করেন। এই শেষোক্ত দল প্রথমতঃ পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পারসীকেরা "সিন্ধু" কথাটাকে "হিন্দু" এইরূপ উচ্চারণ করিত; এই জন্য সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণও তাঁহাদের দ্বারা "হিন্দু" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে "আর্য্য" নামের পরিবর্ত্তে ঐ "হিন্দু" নামই সাধারণের মধ্যে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ হিন্দুস্থান বলিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে বুঝায়। কিন্তু মুসলমানেরা এই শব্দটীকে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশজ্ঞাপক করিয়া ব্যব-হার করেন। [হিন্দু+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

হিন্দুত্ব—হিন্দুভাব, আর্য্যজাতির সাধারণ ধর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্ম—হিন্দুরা চরমে একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্ম (অর্থাৎ পরমেশ্বর) স্বীকার করেন, কিন্তু 'বিশ্বের সমস্তই তাঁহার অংশ' এই জ্ঞানে অসংখ্য দেবদেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাকার উপা-সনাই ইদানীন্তন হিন্দুদিগের মুখ্যধর্ম্ম। ইঁহারা বলেন, সাকার উপাসনা দ্বারা মনঃশুদ্ধি হইলে জ্ঞানযোগ হয়, এবং সেই জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে নিরাকার ব্রহ্মকে মনোমধ্যে ধারণা বা তাঁহার উপাসনা করি-বার যোগ্য হইতে পারা যায় না। ইঁহাদের মতে মনুষ্য নানা জাতিতে বিভক্ত; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্ন জাতির অন্নগ্রহণ ও বিভিন্ন জাতির বিবাহাদিবন্ধন নিষিদ্ধ। এই ধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্র বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। দেবার্চ্চনা, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ ভোজন, তীর্থদর্শন, দান প্রভৃতি অনুষ্ঠান ইহার অঙ্গ। কালভেদে হিন্দুদের মধ্যে নানা-প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব এই তিনটি মত প্রধান।

হিন্দুয়ানি—হিন্দুত্ব, হিন্দুভাব। দেশজ। সং।

হিন্দুসমাজ—হিন্দুদিগের সমষ্টি, দলবদ্ধ আর্য্য-জাতি। ৬তৎ। সং; পু।

হিন্দুস্থান—হিন্দুদিগের বাসভূমি, ভারতবর্ষ; আর্য্যাবর্ত্ত, উত্তরভারত। হিন্দু দেখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হিন্দোল, হিন্দোলা—১। দোলন, ঝুলন। হিন্দোল (দোলা)+অল্ ভা, ২য় পক্ষে স্ত্রীত্বে আপ্। ২। রাগবিশেষ। যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

হিন্দোলক—যানবিশেষ, ডুলি। হিন্দোল+কণ্ সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

হিন্দোলী—ঝুলি; ডুলি। হিন্দোল দেখ। হিন্দোল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

হিবুক—(জ্যোতিষে জন্মকুণ্ডলীতে) লগ্ন হইতে চতুর্থস্থান। সং; স্ত্রী।

হিব্রু—জাতিবিশেষ, ইহুদীজাতি, হিব্রু ভাষা।

হিম—১। তুষার, নীহার; শীতলস্পর্শ; শৈত্য; চন্দনদ্রব। হন (বধ করা)+মক্ ক। সং; ক্লী। ২। হিমগিরি, হিমালয় পর্ব্বত; চন্দনবৃক্ষ; ঋতুবিশেষ; চন্দ্র। সং; পু। ৩। শীতল। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হিমা।

হিমকটিবন্ধ—যে কাল্পনিক বৃত্তদ্বয় দ্বারা পৃথিবী বিভক্ত হইয়াছে, তাহারই হিমপ্রধান যে স্থান পৃথিবীর কটিবন্ধস্বরূপ (Cold-Zone)। কর্ম্মধা। সং; পু।

হিমকর—চন্দ্র, কর্পূর। হিম (শীতল) কর (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

হিমগিরি—হিমাদ্রি, হিমালয় পর্ব্বত। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু।

হিমদীধিতি, হিমদ্যুতি—চন্দ্র। হিম (শীতল) হইয়াছে দীধিতি বা দ্যুতি (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

হিমদ্রুম—মহানিম্ববৃক্ষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

হিমবর্ষী (–র্ষিন্)—তুষারবর্ষণকারী। হিম—বৃষ (বর্ষণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হিমবর্ষিণী।

হিমবান্ (–বৎ)—১। হিমালয় পর্ব্বত। হিম+বতু অস্ত্যার্থে। সং; পু। ২। শীতল, ঠাণ্ডা। বিণ; পু। স্ত্রী হিমবতী।

হিমবালুকা—কর্পূর। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হিমমণ্ডল—হিমকটিবন্ধ, পৃথিবীর মেরু সন্নিহিত তুষারময় স্থান। হিম-প্রধান মণ্ডল, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হিমশিলা—করকা, শিল; বরফ। হিমগঠিতা শিলা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হিমশীতল—হিমসদৃশ শীতল, হিমের ন্যায় ঠাণ্ডা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

হিমশীর্ণ—হিমের দ্বারা ক্ষীণ; হিমপাতে শুষ্ক। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হিমশীর্ণা।

হিমশৈল—হিমাদ্রি, হিমালয় পর্ব্বত। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু।

হিমশৈলজ—১। মৈনাক পর্ব্বত। হিমশৈল (হিমালয়)—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু। ২। হিমালয়জাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হিমশৈলজা।

হিমশৈলজা—১। হিমালয়জাতা। হিমশৈলজ দেখ। হিমশৈলজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উমা, পার্ব্বতী। সং; স্ত্রী। [বিণ।

হিমসিম—পরিশ্রান্ত; ক্লান্ত, হয়রান। দেশজ।

হিমাংশু—হিমকর, চন্দ্র। হিম (শীতল) অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

হিমাগম—হেমন্ত ঋতু। হিমের আগম হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

হিমাঙ্গ—১। শীতল দেহ, তাপহীন শরীর; প্রাণশূন্য দেহ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শীতল দেহ বিশিষ্ট, মৃত। বহু। বিণ; ত্রি।

হিমাচ্ছন্ন—হিমে আবৃত, তুষারে ঢাকা। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হিমাচ্ছন্না।

হিমাদ্রি—হিমালয় পর্ব্বত। হিম (শীতল) যে অদ্রি (পর্ব্বত), কর্ম্মধা; অথবা হিমের (তুষারের) অদ্রি, ৬তৎ। সং; পু।

হিমাদ্রিজা—উমা, পার্ব্বতী। হিমাদ্রি—জন (জন্মা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

হিমাদ্রিতনয়া, হিমাদ্রিসুতা—উমা, পার্ব্বতী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হিমানী—হিমসংহতি, জমাট বরফ, বরফ। হিম শব্দ+ঈপ্ সংহতি অর্থে। সং; স্ত্রী।

হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পূর্ব্বপশ্চিম-ব্যাপী পর্ব্বতবিশেষ। হিমের আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

এই পর্ব্বতশ্রেণীর দৈর্ঘ্য পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান হইতে পশ্চিমে সিন্ধুনদের উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত ১৫০০ মাইল। ইহার উচ্চতা সর্ব্বস্থানে সমান নহে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর "এভারেষ্ট" নামক শৃঙ্গের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২৯,০০২ ফীট। গডউইন অষ্টেন নামক (অধুনা পরিমাপিত) শিখর উচ্চতা হিসাবে এভারেষ্টের অব্যবহিত নিম্নে। এই শিখরের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২৮,২৫০ ফীট। কাঞ্চনজঙ্ঘা উচ্চতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে; ইহার উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২৮,১৪৬ ফীট। হিমালয় প্রদেশে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের উদ্ভিজ্জ, পুষ্প, পশু, পক্ষী ও সরীসৃপ দৃষ্ট হয়। চমরী ও কস্তুরী মৃগ এখানে বহুল সংখ্যায় বিদ্যমান। শাল, শিশু, দেবদারু, শুক, প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ এখানে জন্মে। হিন্দুর চক্ষে হিমালয় সাতিশয় পবিত্রস্থান। ইহার পাদমূলে নানা তীর্থ প্রতিষ্ঠিত, এবং ইহার মধ্য হইতে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন। গ্রীক ভাষায় হিমালয়ের অভিধা "ইমোডস্" (Emodos) বা ইমায়স্ (Imaos)। কোন কোন ভূতত্ত্ববিৎ বলেন যে, যেস্থানে হিমালয় পর্ব্বত অবস্থিত, অতি প্রাচীনকালে তথায় সমুদ্র ছিল।

হিন্দুপুরাণ মতে হিমালয় পর্ব্বতসমূহের রাজা। ইহা স্বভাবতঃ হিমপূর্ণ। হেমন্ত কালে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন হয়। সুতরাং সূর্য্য অতি দূরে থাকায় ইহার হিমালয় নাম সার্থক হয়। পর্ব্বতরাজ, পিতৃগণ-দুহিতা মেনার (নামান্তর মেনকা) পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার মৈনাক নামক পুত্র এবং গঙ্গা ও উমা নামে দুই কন্যার জন্ম হয়। মহাদেবের সহিত কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়।

হিমাহ্ব, হিমাহ্বয়—বর্ষবিশেষ; কর্পূর। হিম আহ্বা, আহ্বয় (নাম) যাহার, বহ। সং; পু।

হিমিকা—হিমকণা, শিশির; কুজ্ঝটিকা। হিম শব্দ+কণ্ হ্রস্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

হিম্মৎ—সাহস। বৈদেশিক। সং।

হিয়, হিয়া—হৃদয়, অন্তঃকরণ। ক, প্র।

হিরণ—১। কাঞ্চন, স্বর্ণ; রেতঃ; বরাটক, কড়ি। হৃ+অনট্ ণত্ব, নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। পীতবর্ণ। বিণ; ত্রি।

হিরণ্ময়—১। সুবর্ণময়। হিরণ্য (স্বর্ণ)+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হিরণ্ময়ী। ২। পরব্রহ্ম; নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। সং; পু।

হিরণ্য—স্বর্ণ; রৌপ্য; রেতঃ; ধন; বরাটক; কড়ি; দ্রব্য; পরিমাণবিশেষ। হৃ (হরণ করা)+কন্যণ্ র্ম। সং; ক্লী।

হিরণ্যকশিপু—জনৈক দৈত্যরাজ। হিরণ্য হইয়াছে কশিপু (গ্রাসাচ্ছাদন বা শয্যা) যাহার, বহ। সং; পু।

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দিতির গর্ভে এই দৈত্যের জন্ম হয়। ইহার ভ্রাতার নাম হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার তপস্যায় নিযুক্ত হয় এবং তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হয় যে, সে জীবজন্তু ও অস্ত্রের অবধ্য হইবে, এবং ভূতলে, জলে বা শূন্যে, ও দিবাভাগে বা রাত্রিকালে ইহার মৃত্যু হইবে না। এইরূপ বরে দৃপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু যথেচ্ছাচার-প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ইহার পত্নীর নাম কয়াধু। তাঁহার গর্ভে ইহার চারিটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বকনিষ্ঠ। প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিল, কিন্তু হিরণ্যকশিপু ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী। পিতার তাড়নায় বা শিক্ষকের উপদেশে প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ না করায় হিরণ্যকশিপু তাহার প্রাণনাশের আদেশ দিল। সর্পাঘাতে, জ্বলন্ত অগ্নিতে, জলমজ্জনে, হস্তিপদতলে, অস্ত্রাঘাতে প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না দেখিয়া দৈত্যরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি এই সমস্ত সঙ্কট হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইলে?' প্রহ্লাদ উত্তর করিল, 'সর্ব্ববিপদ্‌ভঞ্জন হরিই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।' হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর হরি কোথায় থাকে?' শিশু প্রহ্লাদ কহিল, 'তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছেন।' দৈত্যরাজ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর হরি এক্ষণে এই স্ফটিকস্তম্ভে আছে কি?' প্রহ্লাদ উত্তর করিল, 'আছেন বৈকি।' ইহা শুনিয়া দৈত্য সেই স্ফটিকস্তম্ভ পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অমনি তাহা হইতে এক নরসিংহমূর্ত্তি নির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় জানুদ্বয়ের উপর স্থাপনপূর্ব্বক দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালে নখ দ্বারা বিদারণ করিয়া সংহার করিলেন।

হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা। হিরণ্য (স্বর্ণ) হইয়াছে গর্ভ (উৎপত্তি কারণ) যাহার, বহ। কথিত আছে যে, সুবর্ণময় অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। সং; পু।

হিরণ্যবাহ, হিরণ্যবাহু—মহাদেব; শোণনদ; হিরণ্য শব্দ—বহ (বহন করা) ঘঞ্, উপ ক। সং; পু।

হিরণ্যরেতাঃ (—রেতস্)—মহাদেব; অগ্নি; সূর্য্য। হিরণ্য হইয়াছে রেতঃ যাহার, বহ। সং; পু।

হিরণ্যবর্ণা—নদী। হিরণ্যের (স্বর্ণের) ন্যায় বর্ণ [যাহার, বহ। সং; স্ত্রী।

হিরণ্যাক্ষ—জনৈক দৈত্য। হিরণ্য হইয়াছে অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহ। সং; পু।

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দিতির গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ব্রহ্মবরে দৃপ্ত হইয়া এই দৈত্য সর্ব্বত্র অযথা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি স্বর্গরাজ্য হরণমানসে দেবতাদিগকে পর্য্যন্ত সমরে পরাস্ত করে। কথিত আছে যে, হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল। অনন্তর বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহার প্রাণসংহার করেন এবং পৃথিবীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন।

হিরাকশ—কষায় দ্রব্যবিশেষ, লৌহের কষ। বৈদেশিক। সং।

হিলমোচি, হিলমোচিকা, হিলমোচী—হিঞ্চে শাক। সং; স্ত্রী।

হিলোল—হিল্লোল, তরঙ্গ। ক, প্র।

হিল্লা—আশ্রয়, গতি, উপায়। বৈদেশিক। সং।

হিল্লোল—১। তরঙ্গ, ঢেউ। হিল্লোল (দোলা) +অন্ ক। ২। দোলন। হিল্লোল+অল্ ভা। সং; পু।

হিল্‌সা—ইলিস মাছ। প্রাদেশিক। সং।

হিবার রেজিন্যাল্ড (ডি, ডি)—কলিকাতার বিশপ। ইংরাজী ১৭৮৩ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২২ খৃঃ কলিকাতার বিশপ মিডলটনের মৃত্যুর পর ইনি বিশপ হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানের চিহ্নস্বরূপ ইঁহাকে ডি ডি (D. D.) ডিপ্লোমা প্রদান করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন ল্যামবেথের গির্জ্জায় ইনি বিশপের পদে অভিষিক্ত (Consecrated) হইয়া ১৬ই জুন সপত্নীক ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনারী কেরি ও মার্শম্যানের সহিত বিশপ হিবার সাক্ষাৎ করেন ও বিভিন্ন স্কুল ও দাতব্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। বিশপসংশ্লিষ্ট কর্ত্তব্য-ব্যপদেশে ইনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান ও সিংহল ভ্রমণ করেন। ট্রিচিনাপোলীতে স্নানের সময় সন্তরণ করিতে করিতে ইঁহার মস্তকের শিরা ছিঁড়িয়া যায় ও তাহাতেই মৃত্যু হয়। তদীয় দেহাবশেষ কলিকাতার সেণ্টজন গির্জ্জায় সমাহিত হয়।

হিষ্টীরিয়া—রোগবিশেষ,একপ্রকার মূর্চ্ছারোগ। ইং (Hysteria)। সং।

হিসাব—নিকাশ, গণনা, আয়-ব্যয় স্থিরীকরণ ; হার। বৈদেশিক। সং। [শিক। সং।

হিস্তা, হিস্‌সা, হিস্‌সে—অংশ, ভাগ। বৈদে-

হিস্তাদার, হিস্‌সাদার—অংশীদার, ভাগী। বৈদেশিক। সং।

হিহি—হাস্যশব্দ ; শীতকম্পন জনিত শব্দ। ব্য।

হী—বিস্ময় ; বিষাদ ; হেতু ; দুঃখ ; হাস্যধ্বনি। হন+ডী ভা। ব্য।

হীন—বর্জ্জিত, রহিত, উন ; নিন্দনীয়, অধম, নীচ। হা+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী হীনা।

হীনচেতাঃ (–চেতস্)—নীচমনাঃ, অনুদার-চিত্ত। হীন চেতঃ (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। [ভাবে। সং ; স্ত্রী।

হীনতা—নীচতা ; উনতা, ক্ষুদ্রত্ব। হীন+তা

হীনপ্রকৃতি—১। নীচ স্বভাব। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। নীচস্বভাববিশিষ্ট, নীচান্তঃকরণ, ক্ষুদ্রাশয়। বহু। বিণ ; ত্রি।

হীনপ্রভ—ক্ষীণজ্যোতিঃ, স্বল্প দীপ্তিবিশিষ্ট। হীনা প্রভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

হীনপ্রাণ—নীচান্তঃকরণ,ক্ষুদ্রাশয়, সঙ্কীর্ণচেতাঃ ; দুর্ব্বল। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী হীনপ্রাণা।

হীনবর্ণ—নিকৃষ্টজাতি ; অনুজ্জ্বল বর্ণ, মলিন রঙ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

হীনবল—ক্ষীণতেজাঃ, দুর্ব্বল। বহু। বিণ ; ত্রি।

হীনবুদ্ধি—১। ক্ষীণ বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী ২। ক্ষীণবুদ্ধিবিশিষ্ট ; নীচবুদ্ধি। বহু। বিণ

হীনবিষ—ক্ষীণ বিষযুক্ত, স্বল্পগরলবিশিষ্ট, নির্বিষ। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –বিষা।

হীনবৃত্তি—১। নীচ বৃত্তি, নিন্দিত ব্যবসায়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। নীচবৃত্তিবিশিষ্ট, নিন্দিত উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহকারী ; নীচপ্রকৃতি। বহু। বিণ ; ত্রি।

হীনমতি—নীচমনাঃ,ক্ষুদ্রাশয়। বহু। বিণ ; ত্রি।

হীনবেশ—১। মলিন পরিচ্ছদধারী, ছিন্ন-বস্ত্রাদি পরিহিত। বহু। বিণ ; পু। ২। ছিন্ন-বস্ত্রাদি ; মলিন পরিচ্ছদ। কর্ম্মধা। সং ; পু

হীনভাব—হীনাবস্থা ; দৈন্য। কর্ম্মধা। সং, পু।

হীনশক্তি—১। ক্ষীণা ক্ষমতা। কর্ম্মধা। সং, স্ত্রী। ২। দুর্ব্বল,নিস্তেজ। বহু। বিণ ; ত্রি।

হীনাঙ্গ—বিকলাঙ্গ ; অঙ্গহীন। হীন হইয়াছে অঙ্গ যাহার,বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী হীনাঙ্গী।

হীনাবস্থ—দৈন্যযুক্ত, দীন, দুর্গত। হীনা অবস্থা যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

হীন্তাল—বৃক্ষবিশেষ, হেঁতালগাছ। হীন এমন তাল (নিপাতনে)। সং ; পু।

হীয়মান—ক্ষীয়মাণ, যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এরূপ। হা (ত্যাগ করা)+শানচ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, –না।

হীর—১। শিব ; কুলিশ, বজ্র ; সর্প ; সিংহ। হৃ (হরণ করা)+ক ক। সং ; পু। ২। হীরক, হীরে। সং ; ক্লী বা পু।

হীরক—রত্নবিশেষ, হীরে। হীর+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী বা পু। [হীরক চারি প্রকার —শ্বেত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণবর্ণ ; ইহারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি বলিয়া কথিত হয়। হীরকের পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক এই তিন প্রকার ভেদ আছে। সুগোল, দীপ্তিমান্, বৃহত্তর হীরক পুরুষজাতীয় ; ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ষট্‌কোণযুক্ত ও রেখা-বিন্দুবিশিষ্ট হীরক স্ত্রীজাতীয় ; ইহা স্ত্রী-জাতির কান্তিবর্দ্ধক ও সুখদ। ত্রিকোণ-যুক্ত ও অতিশয় দীর্ঘাকার হীরক নপুংসক-জাতীয় ; ইহা অকর্ম্মণ্য ও তেজোহীন। শোধিত হীরক আয়ুঃ, বল, বীর্য্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক। অশোধিত হীরক কুষ্ঠ, পাণ্ডু, পঙ্গুতা প্রভৃতি রোগোৎপাদক]।

হীরকখচিত—হীরকমণ্ডিত, হীরা-বসান। তৎ। বিণ ; ত্রি।

হীরকাঙ্গুরীয়—হীরকখচিত অঙ্গুরি, হীরা-বসান আঙটি। হীরকখচিত যে অঙ্গুরীয়, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

হীরা—১। লক্ষ্মী। হৃ (হরণ করা)+ক ক+ আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। হীরক। দেশজ।

হীরামন্—শুকপক্ষিবিশেষ। হিন্দী। সং।

হীরেন্দ্র নাথ দত্ত—জন্ম ১৭ই জানুয়ারী ১৮৬৮ খৃঃ চোরবাগানের দত্ত বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহাদিগের আদি বাসস্থান গড়-গোবিন্দপুর। যখন ফোর্ট উইলিয়ম নির্ম্মিত হয় তখন ইঁহারা বাস্তুর বিনিময়ে চোর-বাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিটে আসিয়া বসতি করেন। সে প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরের কথা। ইঁহার পিতামহ ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয় সে সময়ে কলি-কাতায় বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ৺দ্বারকা নাথ দত্ত ইঁহার পিতা। তিনি ১৮৮৪ সালে চোরবাগান হইতে উঠিয়া শ্যামপুকুর ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করেন। হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে হীরেন্দ্র বাবু পর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। ১৮৮৯ খৃঃ ইনি ইংরেজি সাহিত্যে এম, এ পাশ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। পরবর্ত্তী বৎসর রায়-চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং তৎপর বধে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে হাইকোর্টের এটর্ণিসিপ পরীক্ষায় পাশ করিয়া হাইকোর্টে এটর্ণির কাজে enrolled হয়েন এবং তদ-বধি ঐ কার্য্যে ব্রতী আছেন।

ইঁহার সহিত অনেক সৎ প্রতি-ষ্ঠানের যোগ আছে, যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ইনি সাহিত্য পরিষদের একজন foundation member। কয়েক বৎসর ইহার সম্পাদকতা করিয়াছেন এবং ১৩৩২ সালে ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া-ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National council of Educationএর) ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং এখন ইহার সম্পাদকতা করিতেছেন। যাদবপুরে যে প্রকাণ্ড Technical Institute স্থাপিত হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন। এই Institute জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান কীর্ত্তি।

বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির সহিত ইঁহার অনেক দিনের সম্পর্ক। ইনি স্থানীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি এবং মান্দ্রাজস্থ মূল সভার কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের একজন প্রধান। ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যথা, গীতায় ঈশ্বরবাদ, উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব), বেদান্ত পরিচয়, জগৎগুরুর আবির্ভাব, কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর অবতার তত্ত্ব, 'শিক্ষা না সেবা?' ও Philosophy of the Gods। এতদ্ব্যতীত নানা সাময়িক পত্রিকায় ইঁহার রচিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

হুইট্‌নি (William Dwight Whitney)— জন্ম ১৮২৭ খ্রীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারি ম্যাসাচু-সেট্‌স্ প্রদেশে নরথামটন নগরে। ইনি ১৮৪৯-৫০ খৃঃ ইয়েল (Yale) নগরে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮৫০ খৃঃ জার্ম্মা-ণীতে সংস্কৃত ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৪ খৃঃ এই ভাষায় অধ্যাপনা করেন। প্রাচ্য-বিষয়ক অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়াছেন। ১৮৭৯ খৃঃ ইঁহার প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এখানি প্রামাণিকস্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। Century Dictionary নামে যে এক-খানি ইংরাজী অভিধান অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, ইনি তাহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ৭ই জুন ইঁহার পর-লোক-গমন ঘটে।

হুইল—মাছ ধরিবার ছিপের, সূহিত সংলগ্ন চক্র ; চক্রযুক্ত ছিপ। ইং (wheel) শব্দ। সং।

হুঁ—সম্মতিসূচক শব্দ ; সন্দেহ প্রতিজ্ঞা কোপ-প্রকাশক শব্দ ; ভীতিপ্রদর্শক শব্দ। ব্য।

হুঁকা, হুঁকো—তামাকের ধূম সেবন করিবার জন্য যন্ত্রবিশেষ। [সং।

হুঁস—চৈতন্য, সংজ্ঞা ; সাবধানতা। বৈদেশিক।

হুঁসিয়ার—চৈতন্যবিশিষ্ট, চেতনাবান্ ; সাবধান ; সজাগ। বৈদেশিক। বিণ।

হুক—কপাটাদি রুদ্ধ করিবার জন্য বক্রাগ্র লৌহকীলক। ইং (Hook) সং। [সং।

হুকুম—আজ্ঞা, আদেশ, অনুমতি। বৈদেশিক।

হুকুমজারি—আদেশঘোষণা, আজ্ঞাপ্রচার। বৈদেশিক। সং। [শিক। সং।

হুকুমনামা—আজ্ঞাপত্র, আদেশপত্র। বৈদে-

হুগলী—১। নদী। গঙ্গা নদী কলিকাতার ৪০ মাইল উত্তরে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে হুগলী নাম ধারণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, এবং তথা হইতে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। হুগলী নদী ভাগীরথী, জলঙ্গী ও আংশিকভাবে মাথাভাঙ্গা (চূর্ণী), এই নদীত্রয়ের সমষ্টি। প্রকৃত প্রস্তাবে, হুগলী নামধেয়া গঙ্গানদী কলিকাতার দক্ষিণ, "টলীর নালার" সরাসর কালীঘাটের পার্শ্ব দিয়া গড়িয়া হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। সেইজন্য কালীঘাটের পার্শ্ব দিয়া যে ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত, তাহাকে লোকে "আদি গঙ্গা" বলে। এই জলপথ অবলম্বনে মুকুন্দরাম-বর্ণিত ধনপতি বণিক্ সিংহল গমন করিয়াছিলেন। গঙ্গা "মজিয়া" যাওয়ায় এই জলপথ আর নাই। হুগলী নদীর পূর্ব্ব তীরে কলিকাতা সহর অবস্থিত। পশ্চিম তীরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কয়েকটি সহর বিদ্যমান। নদীর উপরি জুবিলী ব্রীজ ও হাওড়া ব্রীজ নামক দুইটি সেতু আছে।

২। বঙ্গপ্রদেশে বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও সহর। এই জেলায় ত্রিবেণীর নিক সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) নামক স্থানে, পৌরাণিক সময় হইতে মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত একটি জল-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এখানে বড় বড় জাহাজ আসিত। সরস্বতী নদী "মজিয়া" যাইবার পরে পর্ত্তুগীজগণ এখান হইতে তাহাদের কুঠি উঠাইয়া ১৫৩৭ খৃঃ হুগলী সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৩২ খৃঃ মুসলমানগণ এই সহর অধিকার করিয়া তাহাদের কার্য্যস্থল সাতগাঁও হইতে উঠাইয়া আনেন। ১৬৫০ খৃঃ ইংরাজ ডাক্তার বাউটন্ মোগলসম্রাটের কন্যাকে কঠিনরোগমুক্ত করিয়া কোম্পানীর জন্য হুগলীতে কুঠি স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। উত্তরকালে বঙ্গের নবাব সৈন্যের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে কিছুকালের জন্য ইংরাজকে হুগলীর কুঠি ত্যাগ করিতে হয়। পরিশেষে মোগল সম্রাট্ ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে পুনরায় হুগলীতে বাণিজ্য করিতে আহ্বান করেন। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজ সূতানুটি নামক স্থানে (বর্ত্তমান কলিকাতায়) দুর্গ-সমন্বিত কুঠি প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি পান। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায় কুঠি স্থাপন করেন। ১৮২৫ খৃঃ তাঁহারা সুমাত্রা দ্বীপের বিনিময়ে ইংরাজকে চুঁচুড়া ছাড়িয়া দেন। বর্দ্ধমান বিভাগের সরকারী কার্য্যালয় সকল অধুনা এই চুঁচুড়ায় অবস্থিত। ১৬১৬ খৃঃ দিনেমারগণ শ্রীরাম-পুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৮৪৫ খৃঃ ভারতে অধিকৃত সমস্ত স্থানই ইঁহারা ইংরাজকে ১২॥০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ছাড়িয়া দেন। দিনেমারগণ শ্রীরামপুরকে "ফ্রেডারিকস্ নগর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ১৬৮৮ খৃঃ চন্দননগর ফরাসীগণের হস্তে যায়। ইংরাজ দুইবার এই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ হইতে চন্দননগর আবার ফরাসীদিগের অধিকারে আসে। হুগলী জেলায় তারকেশ্বর, বাঁশবেড়িয়া, শেওড়াফুলি, মাহেশ, খানাকুলকৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে হিন্দুদিগের কয়েকটি দেবমন্দির আছে। কয়েক বৎসর হইল হুগলী জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "হাওড়া" জেলা স্থাপিত হইয়াছে। রাজস্বসম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধান ও হিসাব রক্ষা ভিন্ন অপর সকল বিষয়েই "হাওড়া" জেলা হুগলী জেলা হইতে স্বতন্ত্র। হুগলী সহরে একটী সুবৃহৎ ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত আছে। মহম্মদ মহসীন নামক জনৈক ধার্ম্মিক মুসলমান কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে এই মসজিদটি নির্ম্মিত হয়।

হুঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি—'হুম্' এইরূপ শব্দকরণ। হুম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা) + ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভা। সং ; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

হুচট, হুচোট—পদস্খলনহেতু আঘাত। দেশজ। সং।

হুজুক, হুজুগ—আন্দোলন ; গোলযোগ, গণ্ডগোল ; মজা, তামাসা। বৈদেশিক। সং।

হুজুর—প্রভু, মহাশয় ; ধর্ম্মাবতার। বৈদেশিক। সং। [সং।

হুজ্জত—গণ্ডগোল, বচসা ; জেদ। বৈদেশিক।

হুড়—১। মেষ ; চৌরাদি নিবারণার্থ প্রোথিত লৌহকীলক ; লগুড় ; সৈন্যের আশ্রয়স্থান, বুরুজ ; রথোপরি মলমূত্র ত্যাগের স্থান। সং ; পু। ২। জনতা, ভিড় ; ঠেলাঠেলি ; প্রকোপ, ঠেলা। দেশজ।

হুড়কা—১। অর্গল, দ্বার রুদ্ধ করিবার কাষ্ঠদণ্ড ; হুড়ুক শব্দের অপভ্রংশ। ২। পতি-সহবাসভীতা (স্ত্রী)। দেশজ।

হুড়াহুড়ি—জনতার বেগ ; ঠেলাঠেলি ; মারামারি। দেশজ। সং।

হুড়ুক—মত্ত ব্যক্তি ; বাদ্যবিশেষ ; হুড়্কা। হুড় শব্দ—কে + উক। সং ; পু।

হুড়ুম—মুড়ি। হুড়ুম্ব শব্দের অপভ্রংশ।

হুড়ুম্ব—ভাজা চিঁড়া ; মুড়ি, হুড়ুম। সং ; পু।

হুণ্ড—গ্রামশূকর ; মেষ ; ব্যাঘ্র ; মূর্খ। সং ; পু।

হুণ্ডী—টাকার বরাত চিঠি। দেশজ।

হুত—১। দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত (ঘৃতাদি দ্রব্য) ; তর্পিত। হু (হোম করা) + ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। হোম করা অগ্নি। সং ; পু। ৩। হোম। হু + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

হুতভুক (ভুজ্)—অগ্নি ; দেবতা। হুত—ভুজ্ (খাওয়া) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

হুতবহ—অগ্নি। হুত (হব্য দ্রব্য)—বহ (বহন করা) + অন ক। সং ; পু।

হুতাশ, হুতাশন—অনল, অগ্নি। হুত—অশ্ (খাওয়া) + ণিচ্, অন ক। সং ; পু।

হুতাস—হত হইলাম এইরূপ চিন্তা। দেশজ। সং। [সং ; স্ত্রী।

হুতি—হোম। হু (হোম করা) + ক্তি ভা।

হুবহু—অবিকল, অনর্গল। বৈদেশিক। ব্য।

হুম্, হুঁম্—সম্মতি ; নিষেধ ; বিতর্ক, স্মৃতি ; প্রশ্ন। দেশজ। ব্য।

হুম্‌কি—ভীতিপ্রদর্শন, তর্জ্জন। বৈদেশিক। সং।

হুমায়ুন—দিল্লীর দ্বিতীয় মোগল সম্রাট্ ; আর্য্যাবর্ত্তে মোগল-সাম্রাজ্য-সংস্থাপক বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইঁহার আর তিন ভ্রাতা ছিলেন। তন্মধ্যে কামরাণ পশ্চিম-পঞ্জাব ও আফগানিস্থানের এবং অপর দুই ভ্রাতা অন্য দুই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। এইটি নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইল, কারণ বাবর ভারত বিজয়ের নিমিত্ত যে দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হুমায়ুনের হস্ত-বহির্ভূত হওয়ায় ইনি দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলেন। দিল্লীতে মোগলরাজ্য স্থাপিত হইলেও ভারতবর্ষে পাঠানদের আধিপত্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এই সকল পাঠান-রাজগণের মধ্যে গুজরাটপতি বাহাদুর শাহ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন।

'মবারপতি সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ ১৫২৯ অব্দে চিতোর অবরোধ করিয়া উহা অধিকার করেন। চিতোরের

রাজপুত মহিলারা জ্বলন্ত চিতায় জীবন-বিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিলেন। সংগ্রামের বিধবা বনিতা কর্ণাবতী এই ঘোর সঙ্কটে হুমায়ুনের সাহায্যপ্রার্থিনী হইলে, তিনি বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাহাদুর পরাজিত হইয়া চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ুন তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে মালব জয় করিয়া গুজরাটে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহাদুর রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। হুমায়ুন চম্পানগরের গিরিদুর্গ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন।

হুমায়ুন যৎকালে বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে শের খাঁ নামক জনৈক পাঠানসর্দ্দার পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠেন। হুমায়ুন গুজরাট-বিজয় গৌরবে স্ফীত হইয়া শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইনি প্রথমতঃ শেরের চুণার দুর্গ অবরোধ করিলেন। অতঃপর হুমায়ুন বিনা বাধায় পাটনা ও গৌড় অধিকার করিলেন। শের খাঁ জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। ইতোমধ্যে বর্ষাসমাগমে সমগ্র বঙ্গদেশ জলপ্লাবিত হওয়ায় হুমায়ুনের পশ্চাদ্গমন রুদ্ধ হইল। এই সুযোগে শের আশ্রয়স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বিহার, বারাণসী ও চুণার জয় করিয়া লইলেন, এবং কনৌজ ও জৌনপুর আক্রমণ করিলেন। হুমায়ুন ঘোর সঙ্কটে পতিত হইলেন। বর্ষা অপগত হইবামাত্র ইনি গৌড় হইতে আগ্রার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বক্সার নামক স্থানে শেরের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। হুমায়ুন পরাজিত হইলেন। ইঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইনি নিজে অশ্বারোহণে গঙ্গাপার হইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, এমন সময় ইঁহার ঘোটক রণশ্রমে কাতর হইয়া জলে ডুবিয়া মরিল। হুমায়ুন নিজেও প্রাণ হারাইতেছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে একজন ভিস্তী নিজ মসকের উপর বসিয়া গঙ্গা পার হইতেছিল। সে বাদসাহের দুর্দ্দশা দেখিয়া ইঁহাকে নিজের পার্শ্বদেশে বসাইয়া গঙ্গা পার করিয়া দিল। কথিত আছে যে, হুমায়ুন আগ্রায় উপস্থিত হইয়া ঐ ভিস্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তাহাকে অর্দ্ধ দিনের নিমিত্ত নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হুমায়ুন আগ্রায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ইঁহার ভ্রাতারা ইঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইঁহার উপস্থিতিতে সে চক্রান্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু শের খাঁ বিপুল সেনাবল সংগ্রহ করিয়া আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কনৌজ নগরে মোগলসৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হুমায়ুন পরাজিত হইয়া পরিজনবর্গসহ পলায়ন করিলেন। শের খাঁ এক্ষণে "শের সাহ্" উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হিন্দুস্থানে পুনর্ব্বার পাঠান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল (১৫৪০ খ্রীঃ)। কামরাণ সের সাহের প্রভাব বুঝিয়া তাঁহাকে পঞ্জাবপ্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

শেরের নিকট পরাজিত হইয়া হুমায়ুন প্রথমতঃ সিন্ধুপ্রদেশে গমন করিলেন। তৎকালে কামরাণের শ্বশুর আর্ঘণবংশীয় হুসেন সাহ্ সিন্ধুর রাজা ছিলেন। তিনি হুমায়ুনকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, নানাপ্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হুমায়ুন জগদ্বিখ্যাত আকবরের জননীকে বিবাহ করেন। অতঃপর ইনি যোধপুররাজ মালদেবের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন; কিন্তু সেখানে আশ্রয় না পাইয়া অমরকোটে উপনীত হইলেন। তত্রত্য রাজা রাণাপ্রসাদ ইঁহার প্রতি সদয় হইয়া আশ্রয় দান করিলেন।

অমরকোটে অবস্থান কালে ভুবনবিখ্যাত আকবরের জন্ম হয় (১৪ই অক্টোবর, ১৫৪২ খ্রীঃ)। আকবর ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হুমায়ুন কার্য্যবশতঃ তথা হইতে একদিনের পথ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পুত্রের জন্মসংবাদ ইঁহার নিকট নীত হইল। কিন্তু ইঁহার তখন এমনই দুরবস্থা যে, এই সুসংবাদে ইনি বন্ধুবান্ধব ও অনুচরগণকে কিছুই উপহার দিতে পারিলেন না। ইঁহার নিকট কেবল একটী মৃগনাভির কৌটা ছিল। ইনি সেই কৌটা খুলিয়া সকলকে একটু একটু মৃগনাভি দিলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন যে, এই কস্তুরীর ন্যায় ইঁহার পুত্রের যশঃসৌরভও যেন দিগ্দিগন্তে ব্যাপ্ত হয়। রাণাপ্রসাদ ক্রমে হুমায়ুনের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করায় হুমায়ুন সে আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে ইঁহার অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিন্দাল কামরাণের অধীনে হীরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হুমায়ুন হিন্দালের আশ্রয়ে সপুত্র হামিদাকে রাখিয়া পারস্যে পলায়ন করিলেন (১৫৪৭ খৃঃ)। পারস্যপতি শাহ টমাস্প্ ইঁহার প্রতি সদয় হইলেন। পারসীক সৈন্যের সাহায্যে কাবুল অধিকার করিতে পারিলে টমাস্পের হস্তে কান্দাহার অর্পণ করিবেন, হুমায়ুন এইরূপে প্রতিজ্ঞা করায় টমাস্প্ ইঁহার সাহায্যার্থে ১৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিলেন (১৫৪৫ খৃঃ)। তাহাদের সহায়তায় হুমায়ুন কান্দাহার অধিকার করিলেন, কিন্তু ইনি চতুরতা করিয়া পারসীকদিগকে দূর করিয়া দিলেন। অনন্তর ইনি কামরাণের হস্ত হইতে কাবুলও কাড়িয়া লইলেন (১৫৪৬ খৃঃ)। অতঃপর নয় বৎসর কাল হুমায়ুন কাবুলে রাজত্ব করেন। এই সময়ে কামরাণ বার বার বিদ্রোহ উপস্থিত করায় হুমায়ুন তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করেন। কামরাণ আপন-পত্নীর সহিত মক্কায় গমন করেন এবং কিছুকাল পরে উভয়েই তথায় কালগ্রাসে পতিত হন।

কয়েক বৎসর পরে সুযোগ পাইয়া হুমায়ুন পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন এবং সিকন্দর সুরকে দূরীভূত করিয়া সার্হিন্দে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ইনি বিনা বাধায় দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। হুমায়ুন এইরূপে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাকে অধিকদিন সে সুখ ভোগ করিতে হইল না। অতঃপর ছয় মাসের মধ্যেই ইনি একদা প্রাসাদের মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী আরোহণ করিবার সময় পদস্খলিত হইয়া পতিত হইলেন, এবং সেই আঘাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

হুয়েনথ-সাং (Huen Thsang)—চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। স্যাং (Tsang) বংশের দ্বিতীয় চীনসম্রাট্ টৈ সং (Tia Tsung) যখন রাজত্ব করেন, সেই সময়ে ইনি চীন রাজ্য হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন (৬২৯ খ্রীঃ)। ইনি তাতার ও আফগানিস্থান হইয়া ভারতে উপস্থিত হন। তীর্থদর্শনই ইঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ৬৪৫ খৃঃ ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকের নাম "সি-ইউ-কি" (Si-yu-ki)। ইহাতে ভারতের তাৎকালিক অবস্থার অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি যখন ভারত ভ্রমণ করেন তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হর্ষবর্দ্ধন দ্বিতীয় শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন। হুয়েনথসাং যখন ভারতে ছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ইনি গয়ার নিকটস্থ নালন্দা নামক প্রসিদ্ধ স্থানে ৫ বৎসর বৌদ্ধ, হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, সে সময় ভারত ১৩৮টী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহার মধ্যে ১১০ টীতে স্বয়ং ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে কপিশা, গান্ধার ও কাশ্মীর;

উত্তরে মথুরা, কান্যকুব্জ, কপিলবাস্তু, বারাণসী, বৈশালী ও মগধ; দক্ষিণে উড়িষ্যা, কলিঙ্গ ও মহারাষ্ট্র; এবং গুজরাটের বলভি। ইনি বঙ্গদেশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত দেখিয়াছিলেন—(১) পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ; (২) কামরূপ বা আসাম; (৩) সমতল বা পূর্ব্ববঙ্গ; (৪) কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ; ও (৫) তাম্রলিপ্ত (তমলুক)। শেষোক্ত স্থানটি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং এইস্থান হইতে সিংহল ও অন্যান্য বিদেশীয় বন্দরে অর্ণবপোত গমন করিত। ইনি চালুক্যগণের বীরত্ব এবং মালব ও মগধে বিদ্যাচর্চ্চার অনুশীলন দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। তখন পাটলীপুত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং গুজরাট ধন ও বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তখন রাজ্যশাসনপ্রণালী উদারনীতিক ছিল; প্রজাগণ করভারে অবনত ছিল না। রাজ্যের উচ্চতম কর্ম্মচারীরা ভরণপোষণার্থে ভূমি পাইতেন রাজকীয় ভূমির উৎপন্ন শস্য চারিভাগে বিভক্ত হইত। এক ভাগ শাসনব্যয়ে প্রযুক্ত হইত; আর এক ভাগ সাধারণ রাজকর্ম্মচারিগণের ভরণপোষণে ব্যয়িত হইত; তৃতীয় ভাগ বিদ্বজ্জনের পুরস্কার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত, এবং চতুর্থ ভাগ দান বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করা হইত। মিগাস্থিনিসের ন্যায় হুয়েন্থসাংও ভারতবর্ষবাসীদিগের চরিত্রের বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি বলেন, ইহারা সৎ, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মবিষয়ে উদারচরিত। ইঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সমপ্রভাবে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। কোন ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীর উপর অত্যাচার করিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত ইঁহার চক্ষে পড়ে নাই। ইঁহার সময়ে কাশ্মীর, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনী আবার হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়াছিল। বৌদ্ধবিহার অপেক্ষা হিন্দুমন্দিরের সংখ্যাই অধিকতর দৃষ্ট হইয়াছিল।

হুল, হূল—অস্ত্রাদির অতি সূক্ষ্ম ফলক; শরীর বেধকারক ভ্রমরাদির অঙ্গবিশেষ; ধনুকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। সংস্কৃত শূল শব্দজ। সং।

হুলহুলী স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলধ্বনিবিশেষ, উলুধ্বনি। হুল+ক ক, দ্বিত্ব, তদুত্তরে ঈপ্। সং; পু। • [উলু শব্দ। সং; পু।

হুলুধ্বনি স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলধ্বনিবিশেষ, উলু

হুলুস্থুল অত্যন্ত গোলযোগ; ভীষণ বিপত্তি; উচ্চ শব্দ। দেশজ। সং।

হুসেন্ শাহ্—জনৈক পাঠান বঙ্গাধিপ। আলাউদ্দিন হুসেন্ শাহ্ দেখ।

হুসেন বিলগ্রামি (সৈয়দ)—গয়া জেলার সাহিবগঞ্জ নগরে ১৮৪২ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ১৪ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতা ইঁহাকে ইংরেজী শিখাইতে আরম্ভ করেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মিঃ বিলগ্রামী কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে ইনি বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৮ খৃঃ ইনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক হইয়া গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার তালুকদারগণের মুখপত্র "লক্ষ্ণৌ টাইমস" সংবাদপত্রের পরিচালনভার প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩ খৃঃ হায়দ্রাবাদের প্রধান উজীর স্যার সালার জঙ্গের আমন্ত্রণে ইনি হায়দ্রাবাদে গমন করেন। ইঁহার অবশিষ্ট জীবন প্রধানতঃ হায়দ্রাবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। হায়দ্রাবাদে ইনি স্যার সালার জঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। স্যার সালার জঙ্গ বিলাত যাত্রাকালে ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎ লাভ করেন। পরে ইনি হায়দ্রাবাদের শিক্ষাসচিবের পদে নিযুক্ত হন। ঐ সঙ্গে ইনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের কার্য্য করিতে থাকেন। কিছুকাল ইনি স্বয়ং নিজামের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি হায়দ্রাবাদে যে স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ভারতে তাহাই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম মুসলমান স্ত্রীবিদ্যালয়। ইনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তিনটি শ্রমিক-প্রধান কেন্দ্রে তিনটি শ্রমশিল্প ঘটিত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। লুপ্তপ্রায় আরবী গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য ইনি একটি সমিতি গঠন করেন। ইনি দুইবার মুসলমান শিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। শিক্ষা সম্বন্ধে ইঁহার অভিজ্ঞতা দর্শনে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যপদে নিযুক্ত করেন। ১৯০৭ খৃঃ তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড মর্লে ইঁহাকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্যপদে মনোনীত করেন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ইনিই সর্ব্ব প্রথম মুসলমান সদস্য।

হূহু, হুহু—১। গন্ধর্ব্ববিশেষ, তন্নামক গন্ধর্ব্ব। সং; পু। ২। বায়ু এবং জল প্রভৃতির প্রবাহের অনুকরণ শব্দ; অগ্নিপ্রজ্বলন শব্দ; ক্লেশাদি প্রকাশক শব্দ। অ।

হুহুঙ্কার—হুম্ হুম্ শব্দকরণ, হুঙ্কার। হুহুম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

হূঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি—'হুম্' এইরূপ শব্দকরণ। হুম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভা। সং, যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

হূণ, হূন—ভারতবর্ষের উত্তরস্থ ম্লেচ্ছদেশবিশেষ; তদ্দেশস্থ ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। অধুনা জার্ম্মাণদিগকে অন্য ইউরোপীয়েরা হুন নামে অভিহিত করিতেছেন। সং; পু।

হূত—আহূত, যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে এরূপ। হ্বে (আহ্বান করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হূতা।

হূতি—আহ্বান সম্বোধন, ডাকা। হ্বে (ডাকা)+ক্তি ভ। সং; স্ত্রী।

হূম্—হুম্ দেখ।

হূয়মান—যাহাকে আহ্বান করা হইতেছে এরূপ। হ্বে+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

হূরব—শৃগাল। হূ (অনুকরণ শব্দ) হইয়াছে রব যাহার, বহু। সং; পু।

হূহূ—১। গন্ধর্ব্ববিশেষ। হ্বে (আহ্বান করা)+ডূ র্ম, দ্বিত্ব। সং; পু। ২। যাতনাব্যঞ্জক ধ্বনি। অ।

হৃচ্ছয়—কন্দর্প, মদন। হৃদ্ (হৃদয়)—শী (শয়ন করা)+অন ক। সং; পু।

হৃণীয়া—ঘৃণা, লজ্জা; নিন্দা। হৃণী (লজ্জিত হওয়া)+অ ভা+আপ। সং; স্ত্রী।

হৃৎ (হৃদ্), হৃদয়—বক্ষঃস্থল; মনঃ; অন্তঃকরণ; স্বরূপ, অন্তর্গত ভাব। হৃ (হরণ করা)+কিপ, কয়ন্ ক। সং; ক্লী।

হৃত—অপহৃত, অন্যায়পূর্ব্বক গৃহীত; চোরিত; আনীত; ছিন্ন, আকৃষ্ট। হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৃতা।

হৃতসর্ব্বস্ব—যাহার যাবতীয় সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে এরূপ বহু। বিণ; ত্রি।

হৃৎকম্প—অন্তঃকরণের কম্পন, বক্ষঃস্থলের স্পন্দন, বুকের কাঁপুনি। ৬তৎ। সং; পু।

হৃৎপদ্ম—হৃদয়রূপ কমল। রূপক। সং; ক্লী।

হৃৎপিঞ্জর—হৃদয়রূপ পিঁজরা, হৃদয়রূপ খাঁচা। রূপক। সং; ক্লী।

হৃৎপিণ্ড—অন্তঃকরণস্থিত রক্তাদির আধার। হৃদই যে পিণ্ড কর্ম্মধা; অথবা হৃদের পিণ্ড, ৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়—হৃৎ দেখ। [রূপক। সং; পু।

হৃদয়কন্দর—অন্তঃকরণ-রূপ গহ্বর, চিত্তগুহা।

হৃদয়গত—মনোগত, আন্তরিক। ২তৎ। বিণ।

হৃদয়গ্রন্থি—হৃদয়বন্ধন, মনের বাঁধন। ৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়গ্রাহী (গ্রাহিন্)—হৃদ্গত; চিত্তাকর্ষক; মনোহর, উপযুক্ত। হৃদয়—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—হিণী।

হৃদয়ঙ্গম—হৃদ্গত, বোধগম্য; মনোহর; উপযুক্ত। হৃদয়—গম (গমন করা)+খ ক। বিণ, ত্রি। স্ত্রী হৃদয়ঙ্গমা।

হৃদয়তন্ত্রী—হৃদয়রূপ বীণা; অন্তঃকরণরূপ তার। রূপক। সং; স্ত্রী।

হৃদয়তোষিণী—চিত্তের সন্তোষদায়িনী, মনের আনন্দবিধায়িকা। হৃদয়—ণিজন্ত তুষ (—তোষ)+ণিন্ ক+ঙপ্। বিণ; স্ত্রী। পু হৃদয়তোষী। [৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়নিধি—হৃদয়রত্ন, অন্তঃকরণের রত্নস্বরূপ।

হৃদয়পট—হৃদয়রূপ আলেখ্য, চিত্তরূপ ছবি। রূপক। সং; পু। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হৃদয়বল—অন্তঃকরণের শক্তি, মানসিক তেজঃ।

হৃদয়বল্লভ—১। হৃদয়ের অতি প্রিয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। পতি, ভর্তা; নায়ক। পু।

হৃদয়বান্ (—বৎ)—সহৃদয়, মনস্বী; উদারচিত্ত, মহামনাঃ। হৃদয়+মতুপ্ প্রশস্তার্থে। বিণ; ত্রি। বি,—বত্তা। স্ত্রী,—বতী।

হৃদয়বিদারক—হৃদয়বিদীর্ণকারী, মর্মভেদী, যাহাতে অন্তঃকরণ ফাটিয়া যায় এরূপ, অতি দুঃখজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৃদয়বিদারিকা। [স্ত্রী।

হৃদয়বীণা—হৃদয়রূপ বীণাযন্ত্র। রূপক। সং;

হৃদয়বেদনা—হৃদয়ের যন্ত্রণা, মনের ব্যথা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হৃদয়বেধী (—বেধিন্)—হৃদয়বিদ্ধকারী, মর্মভেদী, চিত্তের অতি যন্ত্রণাদায়ক। হৃদয়—বিধ (বিদ্ধ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হৃদয়বেধিনী।

হৃদয়ভেদী (—ভেদিন্)—চিত্তবিদ্ধকারী, মর্মঘাতী, মর্মান্তিক। হৃদয়—ভিদ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—ভেদিনী।

হৃদয়মণি—হৃদয়ের রত্নস্বরূপ। ৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়মন্দির—হৃদয়রূপ দেবালয়, চিত্তরূপ গৃহ। রূপক। সং; ক্লী।

হৃদয়রত্ন—হৃদয়মণি, অন্তঃকরণের বহুমূল্য মাণিক্যস্বরূপ, অর্থাৎ অতি প্রিয়। ৬তৎ। সং; ক্লী। [রাজ্য। রূপক। সং; ক্লী।

হৃদয়রাজ্য—হৃদয়রূপ রাজত্ব, অন্তঃকরণ রূপ

হৃদয়লক্ষ্মী—হৃদয়ের লক্ষ্মীস্বরূপা, চিত্তের শ্রীরূপিণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হৃদয়শেল—অন্তঃকরণের শেলস্বরূপ, অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। ৬তৎ। সং।

হৃদয়সমুদ্র—অন্তঃকরণরূপ সাগর। রূপক। সং; পু।

হৃদয়স্থান—বক্ষঃস্থল, বুক। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হৃদয়স্পর্শী (—স্পর্শিন্)—মর্মস্পর্শী; হৃদয়বিদারক। হৃদয়—স্পৃশ (স্পর্শ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী,—স্পর্শিনী।

হৃদয়হীন—সহৃদয়তাশূন্য, দয়ামায়াশূন্য, কঠোরচিত্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হৃদয়ানন্দ—চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক, মনের আহ্লাদজনক। হৃদয়ের আনন্দ (আনন্দকর), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব—ভবানন্দ মজুমদারের অনৈক সভাসদ্। ইনি গর্গগোত্রে উৎপন্ন। গণিত ও ফলিত উভয় প্রকার জ্যোতিষ শাস্ত্রেই ইঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। এই সময়ে বঙ্গদেশে যত জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন, হৃদয়ানন্দ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইনি যেমন ভবানন্দের বিশ্বাসভাজন ও সম্মানপাত্র ছিলেন, তদ্রূপ তদীয় পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। ইনি "জ্যোতিঃসারসংগ্রহ" নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন।

হৃদয়ালু—সহৃদয়, প্রশস্তমনাঃ। হৃদয়+আলু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। বি,—লুতা।

হৃদয়েশ—প্রাণেশ্বর, স্বামী, পতি। হৃদয়ের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়েশ্বর—প্রাণেশ্বর, পতি, ভর্তা। হৃদয়ের ঈশ্বর (অধিপতি), ৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়েশ্বরী—প্রাণেশ্বরী, প্রিয়তমা, পত্নী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বা ক্লী।

হৃদাকাশ—হৃদয়রূপ গগন। রূপক। সং; পু

হৃদাসন—হৃদয়রূপ আসন, অন্তঃকরণরূপ উপবেশনস্থান। হৃদ্ (হৃদয়) রূপ আসন, রূপক। সং; ক্লী।

হৃদি—হৃদয়, অন্তঃকরণ। ক, প্র।

হৃদিকা—কৃপাচার্য্যের জননী। সং; স্ত্রী।

হৃদিকাসুত—কৃপাচার্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

হৃদিপট—হৃদয়পট। রূপক। সং; পু। [এই পদটী অশুদ্ধ, কারণ 'হৃদি' একটা শব্দ নহে, হৃদ্ শব্দের ৭মীর ১বচনে হৃদি হয়। সুতরাং হৃৎপট বা হৃদয়পট বলাই সঙ্গত; কিন্তু বঙ্গভাষায় হৃদিপট হৃদিপদ্ম প্রভৃতি শব্দসকল বহুলরূপে প্রচলিত আছে]।

হৃদিপদ্ম—হৃদয়রূপ পদ্মফুল, হৃৎকমল। রূপক। সং; ক্লী। [হৃদিপট দেখ]।

হৃদিলগ্ন—হৃদয়ে সংযুক্ত, হৃদয়ে মিলিত। অলুক্ ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৃদিলগ্না।

হৃদিসরোবর—হৃদয়রূপ সরোবর, সরোবরের ন্যায় প্রশস্ত হৃদয়। অশুদ্ধ পদ। ক, প্র। সং।

হৃদিস্পৃক্ (—স্পৃশ্)—মর্মস্পর্শী; হৃদ্য; মনোহর। হৃদ্ শব্দের ৭মীর ১বচনে হৃদি (হৃদয়ে)—স্পৃশ (স্পর্শ করা)+কিপ্ ক, অলুক্ উপ। ত্রি।

হৃদ্গত—হৃদ্য, মনোগত, চিত্তস্থ। হৃদ্ (মনঃ) —গম (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

হৃদ্য—হৃদয়গ্রাহী; মনোহর। হৃদ্ শব্দ (হৃদয়) +য্য। বিণ; ত্রি।

হৃদ্যতা—প্রণয়, সদ্ভাব, সৌহার্দ্দ্য। হৃদ্য শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

হৃদ্রোগ—অন্তঃকরণের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধীয় ব্যাধি, যে রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া অ স্মাৎ মৃত্যু ঘটে (Heart-disease ৬তৎ। সং; পু।

হৃদ্বিলাসী (—লাসিন্)—হৃদয়ে ক্রীড়াকা অন্তঃকরণে বিহারকারী। হৃদ্—বি— (ক্রীড়া করা)+ণিন্ ক। বিণ; স্ত্রী হৃদ্বিলাসিনী।

হৃদ্বিহারী (—হারিন্)—হৃদয়ে বিহারকা হৃদয়বাসী। হৃদ্—বি—হৃ+ণিন্ ক। বি পু। স্ত্রী হৃদ্বিহারিণী।

হৃদ্বোধ—মর্মাবধারণ। হৃদ্—ণিজন্ত বুধ+ ভা। সং; পু।

হৃল্লাস—হিক্কা। হৃদ্—লস+ঘঞ্ ভা। সং;

হৃল্লেখ—জ্ঞান, তর্ক; অনুতাপ, অনুশোচ হৃদ্—লিখ (লেখা)+অল্ ভা। সং;

হৃল্লেখা—ঔৎসুক্য। হৃল্লেখ+আপ্। সং;

হৃষিত, হৃষ্ট—১। হর্ষপ্রাপ্ত, আনন্দিত, ...কিত, প্রীত; বিস্মিত; বর্দ্ধিত, সাঁজো পরা। হৃষ+ক্ত ক। ২। প্রহত। হৃ ক্ত ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৃষিতা, হৃষ্টা।

হৃষীক—জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জি ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। হৃষ (মিথ্যা বাব করা)+ঈকক ক। সং; ক্লী।

হৃষীকেশ—বিষ্ণু, নারায়ণ। হৃষীকের ৬তৎ। সং; পু।

হৃষ্ট—হৃষিত দেখ।

হৃষ্টচিত্ত—১। প্রফুল্ল অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। ক্লী। ২। প্রফুল্লচেতাঃ, আনন্দমন বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৃষ্টচিত্তা।

হৃষ্টপুষ্ট—আনন্দিত ও স্থূল; মোটাসো দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৃষ্টপুষ্টা।

হৃষ্টরোমা (—রোমন্)—১। রোমাঞ্চিত, পু যুক্ত। হৃষ্ট হইয়াছে রোম যাহার, বহু। বি পু বা স্ত্রী। [+ক্তি ভা। সং;

হৃষ্টি—হর্ষ, আনন্দ, পুলক। হৃষ (তুষ্ট হও

হে—সম্বোধন; আহ্বান, ডাকা; অসূয়া। (ডাকা)+ডে ভা। ব্য।

হেঁ—সম্মতিসূচক শব্দ। ব্য।

হেঁট—অবনত। দেশজ। বিণ। [

হেঁতাল—বৃক্ষবিশেষ। হিন্তাল শব্দের অপভ্রং

হেঁয়ালি—প্রহেলিকা; দুর্ব্বোধ বিষয় বা প্র দেশজ। সং।

হেঁসেল—পাকশালা, রন্ধনালয়। দেশজ।

হেঁসো—বক্রাকার অস্ত্রবিশেষ, কাস্তের মত কণ্ঠভূষণবিশেষ, হাঁসুলি। দেশজ।

হেগ (Martin H. Haug)—ওয়াটে প্রদেশে অষ্টডরফ (Ostdorf) ন ১৮২৭ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৫ ইনি পুনা কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপনা কা বাসেন। তারকে ১৮৬৬ খৃঃ পর্য্যন্ত থা দেশে ফিরিয়া যান। ১৮৬৩ খৃঃ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি সানুবাদ সংস্করণ বাহির করেন। ইনি জেন্দ-পহলভী ভাষায় একখানি অভিধানও প্রণয়ন করেন। বেদ ও জেন্দাবেস্তায় ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৭৬ খ্রীঃ ৩রা জুন ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

হেট—১। গবাদি চালন শব্দ। সং। ২। অধোগত, অবনত। দেশজ। বিণ।

হেঠ—প্রতিবন্ধক, বাধা। হেঠ (বাধা দেওয়া) +অন্ ক। সং; পু।

হেতি—অস্ত্র,শস্ত্র; অগ্নিশিখা; কিরণ; অঙ্কুর। হন (নাশ করা)+ক্তি ক নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

হেতু—কারণ; প্রয়োজন; বীজ, মূল; অর্থালঙ্কারবিশেষ। হি (গমন করা)+তুন্ ক। সং; পু।

হেতুতা—হেতুধর্ম্ম, কারণত্ব। হেতু+তা [ভাবে। সং; স্ত্রী।

হেতুবাদ—হেতুকথন। ৬তৎ। সং; পু।

হেতুমান্ (—মৎ)—হেতুবিশিষ্ট। হেতু+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী হেতুমতী।

হেত্বাভাস—নিকৃষ্ট হেতু; দুষ্ট হেতু; ব্যভিচার, বিরুদ্ধতা, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষতা, বাধ—এই পাঁচ হেতুদোষ। হেতুর আভাস, ৬তৎ। সং; পু।

হেন—এরূপ, এমন। কবিপ্রয়োগ।

হেনস্থা—হীনাবস্থা,দুর্দ্দশা। হীনাবস্থা শব্দজাত। গ্রাম্য। সং।

হেপাজৎ—রক্ষণাবেক্ষণ। বৈদেশিক। সং।

হেম—১। স্বর্ণ, সোণা। হি (গমন করা)+মন্ ক। সং; ক্লী। ২। মাষকপরিমাণ, একমাষা; কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব; বুধ। সং; পু।

হেম (হেমন্)—স্বর্ণ; ধুস্তুর, কেশর; হিম। হি (গমন করা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

হেমকান্তি—১। স্বর্ণপ্রভা; সোণার ন্যায় বর্ণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। স্বর্ণাভ, স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট। হেমের কান্তির ন্যায় কান্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হেমকূট—গন্ধর্ব্বদিগের বাসভূমি পর্ব্বতবিশেষ। হেম (স্বর্ণ) হইয়াছে কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। সং; পু।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি। হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গুলিটা নামক গ্রামে বাং ১২৩১ সালে (১৮৩৮ খৃঃ) ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট তৎকালপ্রচলিত শিক্ষা লাভ করেন। পরে বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে খিদিরপুরে আসিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন ও তৎপরে উক্ত বিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে তাহাতেও অধ্যয়ন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইনি বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ইঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। সেই সময়ে ইনি, বি, এ ও বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর কিছুদিন মুনসেফের পদে কার্য্য করিয়া ১৮৬২ খৃঃ কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সাধুতা, বিচক্ষণতা ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়া বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত মুক্তহস্ত ও ব্যয়শীল হওয়ায় ইনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। শেষ দশায় অন্ধ হইয়া ইনি বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন, এমন কি ইঁহাকে অন্যের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। বাং ১৩১০ সালে ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবসে ইনি ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

ইনি একজন স্বভাবকবি। ইনি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের টীকা রচনা ও সমালোচনা করিয়া স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও কাব্যপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহার রচিত কবিতাগ্রন্থের মধ্যে চিন্তাতরঙ্গিণী, বৃত্রসংহার কাব্য, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা, বীরবাহুকাব্য ও কবিতাবলী সমধিক প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ইনি বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি অতুলনীয়।

হেমচন্দ্র সূরি—ইনি খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে গুজরাট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চাচিঙ্গ, মাতার নাম পাহিনী। ইনি বাল্যে চংদেব নামে অভিহিত হইতেন। তৎকালে ঐ প্রদেশে জৈনধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহার মাতা ঐ ধর্ম্মের প্রতি আস্থাপরায়ণা ছিলেন। আট বৎসর বয়সে ইনি দেবচন্দ্র আচার্য্য নামক জনৈক জৈন পুরোহিত কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার পিতা হিন্দুধর্ম্মের অনুরাগী, সুতরাং তিনি পুত্রকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াসী হন, কিন্তু বালক চংদেবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে তাহাকে বিফলমনোরথ হইতে হয়। অতঃপর ইনি উদয়ন মন্ত্রীর নিকট থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই ইনি হেমচন্দ্র নামে আখ্যাত হন। অনন্তর রাজা কুমারপাল মালবে আসিয়া ইঁহার পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমুগ্ধ হন, এবং ইঁহাকে নিজের কাছে রাখেন। শেষ বয়সে ইনি আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া ১১৭৪ খৃঃ ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইনি বৈশ্যজাতীয় শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। রাজা কুমারপালের আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন,—প্রাকৃত ব্যাকরণ, সিদ্ধশব্দানুশাসন, অনেকার্থশব্দসংগ্রহ, অভিধান-চিন্তামণি, ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষচরিত, রামায়ণ, দেশী শব্দ সংগ্রহ (প্রাকৃত অভিধান)।

হেমন্ত—হিমঋতু, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস [ষড়্ঋতু দেখ]। হন (বধ করা)+মন্ত ক। সং; ক্লী বা পু।

হেমপীঠ—স্বর্ণনির্ম্মিত আসন। হেমনির্ম্মিতপীঠ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হেমপুষ্প—চম্পকবৃক্ষ। হেমবর্ণ পুষ্প যাহার, বহু। সং; পু।

হেমপুষ্পা—স্বর্ণজীবন্তী; মঞ্জিষ্ঠা। বহু। সং, স্ত্রী।

হেমময়—স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্ম্মিত। হেম শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হেমময়ী।

হেমমালা—যমভার্য্যা। সং; স্ত্রী।

হেমমালী (—লিন্)—সূর্য্য; আকন্দবৃক্ষ। হেমমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

হেমলতা—স্বর্ণজীবন্তী; স্বর্ণলতা। হেমবর্ণা লতা, মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হেমসার—স্বর্ণমাক্ষিক; তুথ, তুঁতে। ৬তৎ। [সং; ক্লী।

হেমহার—স্বর্ণনির্ম্মিত হার, সোণার হার। হেম নির্ম্মিত যে হার। মপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হেমা—১। ময়দানবের প্রণয়িনী ও মন্দোদরীর জননী; ময়দানবের মৃত্যু হইলে পর ইনি তাঁহার আশ্চর্য্য পুরীর অধিকারিণী হন। সং; স্ত্রী। ২। গৌরবর্ণা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

হেমাঙ্গ—১। সুবর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট। হেম (স্বর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হেমাঙ্গী। ২। ব্রহ্মা; গরুড়; সুমেরু; চম্পক। সং; পু।

হেমাঙ্গনী—স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল বর্ণযুক্তা। হেমবৎ যে অঙ্গ সে হেমাঙ্গ (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা), তদ্যুক্তার্থে ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [এই পদটী শিষ্টসম্মত নহে]।

হেমাদ্রি—সুমেরুপর্ব্বত। হেমের (স্বর্ণের) অদ্রি (পর্ব্বত), ৬তৎ। সং; পু।

হেমাভ—স্বর্ণাভ, সুবর্ণের আভাযুক্ত। হেমের আভার ন্যায় আভা যাহার,বহু। বিণ; ত্রি।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—১৮৭৬খ্রীঃ২৪শে সেপ্টেম্বর যশোহর জেলার চৌগাছা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ১৮৯৩ খ্রীঃ হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩০৪ সালে ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'বিপত্নীক' প্রকাশিত

হয়। তৎপরে, অধঃপতন, প্রেমের জয়, নাগপাশ, মৃত্যুমিলন, অদৃষ্টচক্র, অশ্রু, প্রেমমরীচিকা, 'মুক্তার মালা', প্রভৃতি উপন্যাস এবং কয়েকটী গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। শিশুদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ইঁহার রচিত 'আষাঢ়ে গল্প' ও 'রবিন্‌সন ক্রুসো' নামক দুইখানি পুস্তক আছে। বর্ত্তমান জর্ম্মাণি-সংক্রান্ত নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া, ইনি নবীন জর্ম্মাণি নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইনি সাময়িক পত্র পরিচালন করিয়া বঙ্গদেশে যশস্বী হইয়াছেন। ১৯০৬ সালে অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' পত্রের পরিচালনা করেন। বাঙ্গালা ১৩১৭ সাল হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত ইনি আর্য্যাবর্ত্ত নামে একখানি উচ্চ-শ্রেণীর মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করেন। এক্ষণে ইনি "বসুমতী" নামক সর্ব্বজনবিদিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরকালে ইনি দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বসোরা নামক ইংরাজাধিকৃত স্থানে, বিলাতে এবং ফ্রান্সে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

হেয়—ত্যাগযোগ্য, ত্যাজ্য; তুচ্ছ। (ত্যাগ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

হেয়ার, ডেভিড (David Hare)—ভারতে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা প্রচলনে যে সকল ইংরেজ কায়মনোবাক্যে উদ্যোগী ছিলেন, হেয়ারসাহেব তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৭৭৫ খ্রীঃ স্কটলণ্ডে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ঘড়ি নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া ইনি ১৮০০ খ্রীঃ কলিকাতায় আসেন। অল্পদিনেই কিছু সম্পত্তি করিয়া ১৮১৬ খ্রীঃ এই কার্য্য গ্রে নামক এক আত্মীয়কে সমর্পণ করেন। ১৮১৬ খ্রীঃ রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কলিকাতায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে হেয়ার পরামর্শ করেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Edward Hyde East ও কতিপয় বাঙ্গালী বন্ধুর সহায়তায় ১৮১৭ খৃঃ ২০শে জানুয়ারী হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসরেই বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রচার কল্পে ইনি School Book Society স্থাপন করেন। পুস্তকাদি প্রণয়নে রাজা রামমোহন রায় ইঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। পর বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি আর একটি সমিতি স্থাপিত করেন। ইঁহার উদ্দেশ্য কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ইনি ও রাজা রাধাকান্ত দেব এই সমিতির সেক্রেটারী-পদে আসীন ছিলেন। ইনি কেবল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতির উপর ইনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে যাইয়া ইহাদের সংবাদ লইতেন। কথিত আছে, ইনি বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্য্য শেষ হইবার সময় দ্বারদেশে তোয়ালে হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এবং স্বহস্তে ছাত্রদিগের মুখ মুছিয়া দিতেন। ইনি যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে কোন ছাত্র ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, ইঁহার বাড়ীর সংলগ্ন একটি মিষ্টান্নের দোকানে তাহাদিগকে জলযোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। ছাত্রগণ ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এবং ইনিও পুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে স্নেহ যত্ন করিতেন। ইনি সংবাদ-পত্র-বিষয়ক কঠোর আইন রদ করিবার পক্ষে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন; যাহাতে মরিসস্ ও বুরবন উপনিবেশে ভারতীয়গণ যাইতে না পায়, ও সুপ্রীম কোর্টে দেওয়ানী মোকদ্দমা জুরী দ্বারা বিচারিত হয়, সে বিষয়েও ইনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

১৮৮৩ খ্রীঃ ইনি Calcutta Court of Requests নামক আদালতে জজ পদে অধিষ্ঠিত হন। এই আদালত এখন ছোট আদালত নামে অভিহিত। ১৮৪২ খ্রীঃ ১লা জুন ইনি বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। কলিকাতা গোলদীঘির এক কোণে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের অনেকেই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আজি পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরের ১লা জুন ইঁহার কবরের নিকট সমবেত হন। ইঁহার একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং যে বাড়ীতে ইনি বাস করিতেন, সেই বাড়ীতে স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট একটি মর্ম্মরফলক স্থাপিত করিয়াছেন। ছোট আদালতের দক্ষিণে যে রাস্তায় ইঁহার বাড়ী ছিল, সেই রাস্তাটি হেয়ার ষ্ট্রীট নামে বহুদিন যাবৎ অভিহিত আছে।

হেরা—১। আসুরী মায়া; হরিদ্রা। হি+রক্ ক। সং; স্ত্রী। ২। নিরীক্ষণ করা, দেখ। বাঙ্গালা ক্রিয়া; কবিপ্রয়োগ।

হেরফের—একের স্থানে অন্য, অদল-বদল, গোলমাল। হিন্দীমূলক। সং।

হেরম্ব—গণপতি, গণেশ; মহিষ; শৌর্য্যগর্ব্বিত পুরুষ। হে শব্দের ৭মীর ১বচনে হে (শিবেতে)—রম্ব (শব্দ করা)+অন্ ক। সং; পুং। [কবিপ্রয়োগ।

হেরা—নিরীক্ষণ করা, দেখা। বাঙ্গালা ক্রিয়া।

হেরিক—চর, দূত। হের+ষ্ণিক। সং; পুং।

হেলন—উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অনাদর। হেড্ (অনাদর করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

হেলা—১। অবজ্ঞা, অনাদর; অনায়াস, অবলীলা, বিলাস। হেড় (অনাদর করা)+অ ভা+আপ্। ২। স্ত্রীলোকের ভাববিশেষ, হাব। হিল (হাব ভাব করা)+অ ভা+আপ্। সং, স্ত্রী। ৩। শালুক, কুমুদ। সং। [বিণ।

হেলাফেলা—অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত। দেশজ।

হেলি, হেলী (হেলিন্)—সূর্য্য। হিল (হাব করা)+ই, ইন্ ক। সং; পুং।

হেলে—১। বিষবিহীন সর্পবিশেষ; ঐ সর্পের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হার। দেশজ। সং। ২। হেলিয়া, বাঁকিয়া। গ্রাম্য। অসক্রি।

হেষ্টিংস, ওয়ারেন—বাঙ্গালার (Fort William in Bengal) প্রথম গভর্ণর জেনারেল। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী অক্সফোর্ড প্রদেশস্থ চর্চ্চিল নামক স্থানে ১৭৩২ খ্রীঃ ৬ই ডিসেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ওয়েষ্ট মিনষ্টার বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৭৫০ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরাণী নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। ১৭৫৮ হইতে ১৭৬১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট ইংরেজপক্ষের রেসিডেন্টরূপে অবস্থিত করেন, এবং তৎপরে কলিকাতা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ১৭৬৯ খ্রীঃ ডিরেক্টর সভা ইঁহাকে মান্দ্রাজ কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ করেন। ক্লাইভ সাহেব যে দ্বিবিধ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, এ কারণে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালার নিমিত্ত একজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে এই কার্য্যের উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া ১৭৭২ খ্রীঃ ইঁহাকে বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন।

ইনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোম্পানীর ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে। ইনি প্রথমতঃ নবাবের বৃত্তি অর্দ্ধেক কমাইয়া দিলেন। বাদশাহ শাহ আলম ইতঃপূর্ব্বেই মারহাট্টাদিগের পরামর্শে ইংরেজদের অমতে এলাহাবাদ

ছাড়িয়া দিল্লী চলিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য হেষ্টিংস তাঁহার বৃত্তি ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে প্রদত্ত কোড়া ও এলাহাবাদ জেলা দুইটি অযোধ্যার নবাবকে ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন। এই সমস্ত অর্থ দ্বারা কোম্পানীর ঋণের কতক পরিশোধিত হইল। অতঃপর ইনি দেশের সর্ব্বপ্রকার শাসনভার নবাবের হাত হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক জেলায় এক এক জন সাহেব কলেক্টর নিযুক্ত করিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা মুসলমান কাজীর হস্তেই রহিল। ১৭৭২ খৃঃ "রেগুলেটিং আক্ট"নামে একটি আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইল। তদ্দারা স্থির হইল,—(১) অতঃপর বাঙ্গালার গভর্ণর ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইবেন, (২) তিনি বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন, (৩) তাঁহার কাউন্সিলে অর্থাৎ মন্ত্রিসভায় চারিজন সদস্য থাকিবেন ও তাঁহারা প্রত্যেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন, (৪) গভর্ণর জেনারেলকে এই সদস্যগণের অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্য করিতে হইবে, (৫) বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণরেরা গভর্ণর জেনারেলের অধীন হইবেন, (৬) বিচারার্থ কলিকাতায় "সুপ্রিম কোর্ট" নামে একটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, (৭) তাহাতে একজন "চীফ্ জষ্টিস্" অর্থাৎ প্রধানবিচারপতি ও তিনজন 'পিউনি জজ' অর্থাৎ অধস্তন বিচারপতি থাকিবেন, এবং (৮) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিগণ সকলেই ইংলণ্ডের অধিপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই আইন ১৭৭৩ খৃঃ জারি হইলে ইনি প্রথম গভর্ণর জেনারেল এবং বারওয়েল, মনসন্, ক্লেভারিঙ্ ও ফ্রান্সিস নামক চারিজন সাহেব ইঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য হইলেন। সার ইলাইজা ইম্পে নামক হেষ্টিংসের এক সহাধ্যায়ী সুপ্রীম কোর্টের প্রথম চীফ্ জষ্টিস্ হইলেন।

এই সময়ে মহারাজ নন্দকুমার নামক কলিকাতার এক ব্রাহ্মণ জমিদার মন্ত্রিসভায় এই বলিয়া নালিশ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে নবাবসরকারে চাকুরি করিয়া দিবার সময় হেষ্টিংস ৩ লক্ষ টাকা উৎকোচ লইয়াছিলেন। সদস্যগণ ইঁহাকে ঐ টাকা কোম্পানীর নামে জমা করিয়া দিতে বলিলেন। হেষ্টিংস অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন। সুপ্রীম কোর্ট হইবার পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমার জাল করার অপরাধে একবার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইলে পুনরায় ১৭৭৫ খ্রীঃ ৬ই মে মহারাজ নন্দকুমার জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। অতঃপর সুপ্রীম কোর্টে নন্দকুমারের বিচার হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হয়। হেষ্টিংস অর্থাভাবে পড়িয়া বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের নিকট ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য চাহিলেন। চৈৎসিংহ টাকা দিতে অস্বীকৃত হইলে ইনি তাঁহার দণ্ড বিধানার্থ স্বয়ং বারাণসী গমন করিলেন। অবশেষে চৈৎসিংহ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া সমস্ত ধনসম্পত্তি ও পরিজনবর্গ লইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন করিলেন। তাঁহার একটি দুর্গে ২০ লক্ষ মাত্র টাকা পাওয়া গেল। উহা সৈন্যদিগের ভাগ্যে পড়িল। গভর্ণমেণ্ট কিছুই পাইলেন না। অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা কোম্পানির নিকট ২ কোটি টাকা ধারিতেন, কিন্তু ঐ টাকা পরিশোধ করিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। হেষ্টিংস আসফউদ্দৌলাকে ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিলে তিনি আপনার অসঙ্গতি জানাইলেন এবং বেগমদিগের ধন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গভর্ণর জেনারেলের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। বেগমরা চৈৎসিংহকে সাহায্য করিয়াছেন, এই অপরাধে হেষ্টিংস তাঁহাদের দণ্ডবিধানার্থ নবাবের অভিপ্রায়ানুসারে ফৈজাবাদে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইনি বেগমদিগের নিকট ৭৫ লক্ষ টাকামাত্র প্রাপ্ত হইলেন।

এই সমস্ত কার্য্যের নিমিত্ত ডিরেক্টর সভা ইঁহাকে তিরস্কার করিয়া পত্র লেখায় ইনি ১৭৮৩ খ্রীঃ পদত্যাগ করেন, কিন্তু ইঁহাকে আরও দুই বৎসর এতদ্দেশে থাকিতে হয়। অবশেষে ১৭৮৫ খ্রীঃ ইনি এদেশের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ ফ্রান্সিস সাহেব তৎপূর্ব্বেই ১৭৮০ খৃঃ পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য কর্তৃপক্ষ ইঁহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিলেন; এমন কি, তাঁহারা ইঁহাকে "লর্ড" উপাধি দিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু ফ্রান্সিসের চেষ্টায় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড্ বর্ক, ফক্স, শেরিডান প্রমুখ ইংরাজগণ ইঁহার বিরুদ্ধবাদী হন। তাঁহাদের যত্নে পার্লামেণ্টের 'কমন্স্' সভা 'লর্ড্স্' সভার নিকট ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। বর্ক্ সাহেব একাদিক্রমে তিন দিন বক্তৃতা করিয়া ইঁহার দোষোল্লেখ করেন। Burke's Impeachment of Warren Hastings ইংরাজী ভাষায় এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; লর্ড মেকলের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইঁহার যে পরিচয় আছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য। ১৭৮৮ খ্রীঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়া ১৭৯৫ খৃঃ ২৩শে এপ্রেল শেষ হয়। বিচারে ইনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহাতেই ইনি সর্ব্বস্বান্ত হন। অবশেষে কোম্পানির দত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ইঁহাকে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ ২২শে আগষ্ট হেষ্টিংস কালগ্রাসে পতিত হন।

ইঁহার সময়ে এতদ্দেশে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্ট হইয়া বাঙ্গালা পুস্তক ছাপা আরম্ভ হয় এবং হাল্‌হেড্ সাহেবের রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গভাষার প্রথম ব্যাকরণ। ১৭৮২ খৃঃ "কলিকাতা মাদ্রাসা" নামক মুসলমানদিগের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ খৃঃ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়ম জোন্স এতদ্দেশের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানার্থ "এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ইনি জমিদারদের হস্ত হইতে শান্তিরক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পুলিসপ্রহরীর ব্যবস্থা করেন।

হেস্তনেস্ত —শেষ মীমাংসা, চরম নিষ্পত্তি; হয় না হয়। সংস্কৃত অস্তনাস্তি শব্দজ। বা।

হৈ —আহ্বান, ডাকা; সম্বোধন; নিষেধ; পাদপূরণ। হে+ঐ ভা। বা।

হৈম —১। হিমসম্বন্ধীয়; শীতল। হিম+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। হেমসম্বন্ধীয়, সৌবর্ণ; সুবর্ণময়। হেমন্ (স্বর্ণ)+ষ্ণ ইদমাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৈমী।

হৈমকরণ —সুবর্ণময় রশ্মি; স্বর্ণতুল্য জ্যোতিঃ। কর্ম্মধা। সং; পু। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হৈমদ্যুতি —সুবর্ণময় প্রভা, স্বর্ণজ্যোতিঃ।

হৈমন্ত —১। হেমন্ত ঋতু; কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস। হেমন্ত+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। ২। হেমন্তকালীন; হিমসম্বন্ধীয়। হেমন্ত+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৈমন্তী।

হৈমন্তিক —হেমন্তসম্বন্ধীয়, হেমন্তোদ্ভব। হেমন্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৈমন্তিকী।

হৈমবত —১। হিমালয়সম্বন্ধীয়। হিমবান্ দেখ। হিমবৎ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হৈমবতী। ২। ভারতবর্ষ। সং; ক্লী।

হৈমবতী —১। হিমালয়-সম্বন্ধীয়া। হৈমবত দেখ। হৈমবত+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উমা, পার্ব্বতী; গঙ্গা। হিমবৎ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

হৈমসিংহাসন—স্বর্ণময় রাজাসন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হৈহয়—দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য। সং; পু। [ডো তা। ব্য।

হো—সম্বোধন, আহ্বান। হ্বে (ডাকা)+

হোগল, হোগলা—জলময় স্থানজাত উদ্ভিজ্জ-বিশেষ; তন্নির্ম্মিত ছই। দেশজ। সং।

হোটেল—মূল্য লইয়া সাধারণের নিমিত্ত ভোজন ও শয়ন-গৃহ। ইং (hotel)। সং।

হোড়, হোঢ়—১। লোপ্ত্র, চোরিত দ্রব্য। হোড (পাওয়া)+অল্ র্ম। সং; ক্লী। ২। নৌকাবিশেষ, হুড়ি নৌকা। হোড (গমন করা)+অল্ ণ। সং; পু। ৩। জল-প্লাবিত, জলময়। হুড়্+অল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

হোতা (হোতৃ)—১। যজ্ঞকারী। হু (হোম করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রী হোত্রী। ২। ঋগ্বেদজ্ঞ পুরোহিত। সং; পু।

হোত্র—১। যাগ, হোম। হু (হোম করা)+ত্র ভা। ২। হবিঃ, ঘৃত। হু+ত্রণ। সং; ক্লী।

হোত্রী (হোত্রিন্)—হোতা, হোমকর্ত্তা, যাজ্ঞিক। হোত্র (হোম)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী হোত্রিণী। [ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

হোত্রী—যজ্ঞকারিণী। হোতা দেখ। হোতৃ+

হোত্রীয়—১। হোতৃসম্বন্ধীয়। হোতা দেখ। হোতৃ শব্দ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। ২। হোত্র-সম্বন্ধীয়। হোত্র+ঈয়। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হোত্রীয়া। ৩। হবির্গৃহ। সং; ক্লী।

হোথা—সেখানে। দেশজ। ব্য।

হোম—দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতক্ষেপণ। হু+ম ভা। সং; পু।

হোমরাচোমরা—পদমর্য্যাদাবিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত বৈদেশিক। বিণ।

হোমাগ্নি, হোমানল—হোমের জন্য প্রজ্বলিত বহ্নি, হোমের আগুন। ৬তৎ। সং; পু।

হোমার—বিখ্যাত গ্রীক্ কবি। গ্রীক্ দেশে স্মার্ণা নগরের অদূরবর্ত্তী স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার মাতার নাম মিলানোপাস স্মার্ণার ফিমিয়াস্ নামক জনৈক স্কুল মাষ্টার ইঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন তাঁহারই যত্নে ইনি প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হন। ফিমিয়াসের মৃত্যুর পর ইনি দেশভ্রমণে যাত্রা করেন। ইথেকা দ্বীপে গমন করিয়া ইনি চক্ষুরোগাক্রান্ত হন, এবং তত্রত্য মেন্টস্ নামক জনৈক সদাশয় লোকের যত্নে কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর ইনি কলোফন নামক স্থানে উপনীত হইলে ইঁহার চক্ষুরোগের বৃদ্ধি হয়, এবং অল্পদিনের মধ্যেই অন্ধ হইয়া যান। এই অবস্থায় দেশে প্রত্যা গমন পূর্ব্বক জীবিকার জন্য কিউমি নামক স্থানে এক চর্ম্ম-বিক্রেতার দোকানে বসিয়া ট্রয়যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কবিতার আবৃত্তি করিতেন। লোকে তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইত এবং তাঁহাকে অর্থ দান করিত। কিছুদিন পরে ইনি কিয়স দ্বীপে গমন করিয়া তথায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তথাকার লোকে ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। এই স্থানেই ইনি বিবাহ করেন এবং ইঁহার দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। অন্ধ অবস্থাতেই ইনি ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে ইলিয়াড ও ওডিসি নামক মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন। এই কাব্য দুইখানিই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

হোমিওপ্যাথি—জার্ম্মাণ ডাক্তার হানিমান কর্তৃক উদ্ভাবিত চিকিৎসাপ্রণালী-বিশেষ। হানিমান দেখ। ইং (Homeopathy)। সং।

হোমী (হোমিন্)—হোমকর্ত্তা, যে হোম করে। হোম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী হোমিনী।

হোরা—লগ্ন, রেখা; রাশি পরিমাণের অর্দ্ধাংশ; সার্দ্ধ-দ্বিদণ্ড পরিমিত কাল, ১ ঘণ্টা, ৬০ মিনিট; শাস্ত্রবিশেষ। হোড় (গমন করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

হোলাকা—বসন্তোৎসব, হোলি। সং; স্ত্রী।

হোলি, হোলী—বসন্তোৎসব, আবির খেলা। হোলাকা শব্দের অপভ্রংশ।

হো হো—উচ্চহাস্য শব্দ। ব্য। [বৈদে। সং।

হৌজ, হোজ—জলাধার, পাকা ছোট পুকুর।

হৌমা—হোমার্থ ঘৃত। হোম+ষ্ণ। সং; ক্লী।

হৌস—বাণিজ্যালয়; বণিক্‌সম্প্রদায়। ইং (House) শব্দ। সং।

হ্যস্তন—পূর্ব্বদিবসীয়, পূর্ব্বদিবসসঞ্জাত। হ্যস্+টন। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হ্যস্তনী।

হ্রদ—অকৃত্রিম সুবৃহৎ জলাশয়। হ্রাদ (শব্দ করা)+অন্ ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

হ্রদিনী—সরিৎ, নদী। হ্রদ+ইন অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

হ্রস্বিমা (-মন্)—হ্রস্বতা, খর্ব্বতা; লঘুতা। হ্রস্ব শব্দ+ইমন্ ভাবে। সং; পু।

হ্রসিষ্ঠ, হ্রসীয়ান্ (হ্রসীয়স্)—অতিশয় ক্ষুদ্র। হ্রস্ব+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ; যথাক্রমে ত্রি ও পু। স্ত্রী হ্রসিষ্ঠা, হ্রসীয়সী।

হ্রস্ব—১। খর্ব্ব; লঘু; ক্ষুদ্র; ছোট। হ্রস (খর্ব্ব হওয়া)+ব ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হ্রস্বা। ২। একমাত্রা কালে উচ্চার্য্য বর্ণ, বামন, বেঁটে। সং; পু।

হ্রস্বতা, হ্রস্বত্ব—খর্ব্বতা; ক্ষুদ্রত্ব, লঘুত্ব। হ্রস্ব+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

হ্রস্বতেজাঃ (-তেজস্)—ক্ষীণতেজাঃ, ক্ষীণশক্তি, ক্লিষ্টতেজ। হ্রস্ব হইয়াছে তেজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

হ্রস্বদীপ্তি—ক্ষীণ দীপ্তিবিশিষ্ট, স্বল্পজ্যোতিঃ। বহু।

হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান—লঘুগুরুবোধ, ছোট বড় জ্ঞান; সাধারণ জ্ঞান। [প্রকৃত অর্থে হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের জ্ঞান]। হ্রস্ব ও দীর্ঘ, দ্বন্দ্ব; তাহাদের জ্ঞান, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হ্রাদ—১। শব্দ, নাদ, ধ্বনি। হ্রাদ (শব্দ করা)+অল্ ভা। ২। দৈত্যবিশেষ। হ্রাদ+অন্ ক। সং; পু।

হ্রাদিনী—১। শব্দকারিণী। হ্রাদ (শব্দ)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বজ্র; বিদ্যুৎ; নদী। সং; স্ত্রী।

হ্রাদী (হ্রাদিন্)—শব্দকারী। হ্রাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। [বিঞ্ ভা। সং; পু।

হ্রাস—ক্ষয়; অল্পীভাব, ন্যূনতা; শব্দ। হ্রস+

হ্রাসপ্রাপ্ত—ন্যূনতাপ্রাপ্ত, ক্ষয়িত, অল্পীভূত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

হ্রাসবৃদ্ধি—ক্ষয় ও বর্দ্ধন, কমা বাড়া। দ্বন্দ্ব।

হ্রিণীয়া—লজ্জা; ঘৃণা; নিন্দা। হ্রীণী (নামধাতু)+কা+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

হ্রী—লজ্জা, লাজ। হ্রী (লজ্জিত হওয়া)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

হ্রীকিত—লজ্জাশীল, লাজুক। ৬তৎ। বিণ।

হ্রীণ, হ্রীত—লজ্জাপ্রাপ্ত, লজ্জিত। হ্রী (লজ্জা পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

হ্রীণীয়া—লজ্জা; ঘৃণা; নিন্দা। হ্রীণী (নামধাতু)+কা+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

হ্রীমান্—লজ্জিত, লজ্জাবিশিষ্ট। হ্রী+মতুপ্ প্রশস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রী হ্রীমতী।

হ্রীবের—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালা। সং; ক্লী।

হ্রেপিত—লজ্জাপ্রাপিত। ণিজন্ত হ্রী=হ্রেপি (লজ্জা পাওয়ান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

হ্রেষা—অশ্বধ্বনি, ঘোড়ার ডাক। হ্রেষ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

হ্লাদ, হ্লাদন—আহ্লাদ; আনন্দ। হ্লাদ (আমোদিত হওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

হ্লাদিনী—১। আহ্লাদযুক্তা। হ্লাদ+ইন অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভগবৎ-শক্তিবিশেষ।

হ্লাদী (হ্লাদিন্)—আহ্লাদযুক্ত। হ্লাদ+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী হ্লাদিনী।

হ্বান—হূতি, আহ্বান, ডাকা। হ্বে (ডাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সরল বাঙ্গালা অভিধান

দ্বিতীয় ভাগ।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অ

অকল্পিতা—গীতিকাব্য। হেমলতা দেবী প্রণীত। কবিতার মধ্যে প্রাণের অনুভূতি আছে।

অকালবোধন—নাট্যরাসক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। শ্রীরামচন্দ্র অকালে ভগবতীর আরাধনার জন্য যে বোধন বসাইয়াছিলেন, সেই কাহিনী লইয়া ইহা রচিত।

অগস্তিমতম্—প্রাচীন সংস্কৃত রত্নশাস্ত্র। রামদাস সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে রত্নের উৎপত্তি, মুক্তা, হীরক, মরকত প্রভৃতি রত্নসমূহের লক্ষণ, গুণ ও পরীক্ষা কথিত হইয়াছে। ইহা মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। [শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কৃত "মণিমালা" দেখ]।

অগ্নিপুরাণ—পুরাণ দেখ।

অঙ্গিরাসংহিতা—সংহিতা দেখ।

অচলায়তন—নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। হিন্দুধর্ম্ম আজকাল কিরূপ বাহ্যাড়ম্বরমাত্রে পর্য্যবসিত এবং প্রাণহীন ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছে তাহা প্রদর্শন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

অজন্তা—খ্যাতনামা শিল্পী অসিতকুমার হালদার প্রণীত। দাক্ষিণাত্যে ইন্দ্রাদ্রি-পর্ব্বতের গাত্রে খোদিত অজন্তা-গুহার ভারতের চিত্র-শিল্পের অতি প্রাচীন যে নিদর্শন উৎকীর্ণ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। লেখক ও তাঁহার কয়েকটি শিল্পী বন্ধু অজন্তার চিত্রাবলীর অনুশীলনার্থ অজন্তায় যাইয়া কলাবিদের চক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই ভাষার ভূমিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে ধরিয়াছেন।

অঞ্জলি—গীতিকাব্য ৮৹ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। ইহাতে ভক্তির পরিচায়ক কতকগুলি কবিতা আছে।

অত্রিসংহিতা—সংহিতা দেখ।

অথর্ব্বোপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

অদৃষ্ট—বাঙ্গালা উপন্যাস। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে এক ব্যক্তি আপনার ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন বর্ণনা করিয়াছে।

অদ্ভুত রামায়ণম্—মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। বাল্মীকি ইঁহার বক্তা এবং ভরদ্বাজ মুনি শ্রোতা। ইহা ২৭ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে রামসীতার অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত, অম্বরীষের উপাখ্যান, নারদ ও পর্ব্বতমুনির আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত এবং সীতাদেবী কর্ত্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ এই সকল অদ্ভুত বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ রাজার শ্রীমতী নামে এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। নারদ ও পর্ব্বত উভয়েই তাঁহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় উভয়কেই বিফলমনোরথ হইতে হয়। ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ প্রদান করেন। তদনুসারে বিষ্ণু রামরূপে দশরথ-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সীতাদেবী মন্দোদরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে মন্দোদরী গর্ভ নিঃসারণ করিয়া কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে তাঁহাকে প্রোথিত করিয়া যান। অতঃপর যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে রাজর্ষি জনক ঐ কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন। পরে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রামচন্দ্রের বনবাসকালে লঙ্কাধিপতি দশানন সীতাদেবীকে হরণ করিলে রামচন্দ্র কপিকটক সাহায্যে দশাননকে বিনাশ করেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সীতামুখাৎ সহস্রস্কন্ধ রাবণের বৃত্তান্ত অবগত হন, এবং তাহার বধার্থ পুষ্করদ্বীপে যাত্রা করেন। কিন্তু রামচন্দ্র সসৈন্যে পরাজিত হন। তখন সীতা কালিকামূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে সংহার করেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে আত্মজ্ঞানেরও উপদেশ আছে।

অধঃপতন—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। ইহাতে অতুলচন্দ্র নামে এক জন আধুনিক শিক্ষিত যুবক ও তাহার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী সুধাময়ীর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কঠোর দারিদ্র্যে পড়িয়া অতুলচন্দ্রের অধঃপতনের সূচনা হয়। তাহার পর ক্রমে যখন তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী, তখন স্ত্রীলোকমাত্রকেই তিনি অবিশ্বাসিনী মনে করিতে থাকেন। সুধাময়ী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে পাপে নিমজ্জিত হইতেছে। তাহার হৃদয় অনুশোচনায় বঞ্চিত হইল। সে পতির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। কিন্তু অতুলচন্দ্র ক্ষমা করিলেন না। অগত্যা সুধাময়ী আত্মহত্যা করিল।

অধিকারতত্ত্ব—ধর্ম্মবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত। এই গ্রন্থে অধিকার ভেদে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পরলোকবাসীর সহিত ইহলোকবাসীর আলাপ পরিচয় বিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তক।

অধ্যাত্ম রামায়ণ—মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত রামচরিত্রপ্রকাশক সংস্কৃত কাব্যবিশেষ। ইহা বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, যুদ্ধ এবং উত্তর এই সাত কাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় ৪০০০ শ্লোক আছে। ইহাতে কর্ম্মকাণ্ড ভক্তিযোগ ধর্ম্ম এবং রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষ কাণ্ডের পঞ্চম সর্গ রামগীতা নামে পরিচিত।

অনর্ঘরাঘবম্—সংস্কৃত নাটক। মুরারিমিশ্র বিরচিত। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কৃত বিষম-পদ ব্যাখ্যা সমন্বিত। ইহাতে রামচন্দ্রের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সীতা-পরিণয়, বনবাস, রাবণবধ, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজা নরসিংহ দেবের পুত্র ভৈরব দেবের আদেশে শ্রীরুচি মুখোপাধ্যায় ইহার একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অনাথবন্ধু—বাঙ্গালা উপন্যাস। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। আদর্শ হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার কিরূপ হওয়া উচিত, এবং তাহার উপযোগিতা কি, এই গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনাথ বালক—চন্দ্রশেখর কর প্রণীত ক্ষুদ্র বাঙ্গালা উপন্যাস। ইহাতে বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনের একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

অনিন্দ্যা—উপন্যাস। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত প্রণীত। স্রী পাঠ্য ছোট গল্প। টেনিসনের অনুকরণে রচিত।

অনুগীতা—ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ। শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের অংশবিশেষ। ইহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধনঞ্জয়কে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে উতঙ্কোপাখ্যান, অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভরক্ষা, এবং যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের বিবরণ আছে।

অনুতপ্তা—অনুরূপা দেবী প্রণীত বাস্তবতা-পূর্ণ একটী ক্ষুদ্র গল্প। ডেপুটী হরেন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ অপর পক্ষে মর্ম্মন্তুদ হইল। একমাত্র পুত্র বিনয় কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করে। বাড়ীতে একমাত্র অনূঢ়া কন্যা লীলা। হরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। লীলার পিতৃভক্তির প্রাবল্য ও ঐকান্তিক যত্ন তাঁহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। কিন্তু লীলাকে আর বেশীদিন রাখা চলে না। সুকুমার নামে একটী কৃতবিদ্য পাত্রের সহিত লীলার বিবাহ হইয়া গেল। লীলা পিতাকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুরবাটী যাইতে একেবারে অস্বীকৃত, কিন্তু পিতার একান্ত জিদে অগত্যা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাটী চলিয়া গেল। লীলার শাশুড়ী, শাশুড়ী দিগের আচরিত ব্যবহার বধূর প্রতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, স্বামী সুকুমারও কঠোর শাসনে লীলাকে পীড়া দিতে ছাড়িল না। কিছুদিন পরে হরেন্দ্রনাথের পীড়া বৃদ্ধি পাইলে তিনি লীলাকে আনিবার জন্য পুত্র বিনয়কে পাঠাইলেন। লীলাকে পাঠান দূরে থাকুক, তাহার শাশুড়ী ও স্বামী বিনয়কে অপমান করিল। লীলা বিনয়কে বুঝাইয়া বলিল যে সে যেন বাড়ী যাইয়া পিতাকে বলে যে লীলা স্বেচ্ছায় আসিল না। কারণ শ্বশুর বাড়ীর এই দুর্ব্যবহার পিতার কর্ণগোচর করাইয়া লীলা তাঁহাকে ক্লেশ দিতে পারিবে না। সে অকৃতজ্ঞার ন্যায় স্নেহময় পিতার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল।

অনুপ্রাস—অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সাহিত্যে, ধর্ম্মে, চলিত কথাবার্ত্তায়, কত সময় কত ভাবে আমরা অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের রসজ্ঞতার পরিচয় আছে।

অন্তর্যামী—কাব্য। চিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। ভক্তের প্রাণের ও জীবনের অনুভূতি এই কাব্যখানিতে পদ্মের পাপড়ির মত ভাবে ও সৌরভে ভরিয়া আছে।

অন্নদামঙ্গল—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায় বিরচিত। ইহাতে শিবের বিবাহ, শিব ও শিবানীর কলহ, পার্ব্বতীর অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি ধারণ, পৃথিবীতে অন্নদার পূজাপ্রচার, ভবানন্দ মজুমদারকে অন্নদার কৃপা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্য ইহারই অন্তর্গত।

অন্নপূর্ণা—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি 'যোগেশ্বরী' নামক উপন্যাসের পরিশিষ্ট। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ, নীতি ও কর্ত্তব্যের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য।

অন্নপূর্ণার মন্দির—উপন্যাস। নিরুপমা দেবী লিখিত। এখানি সামাজিক উপন্যাস। বাঙ্গালীর ঘরের অনেক চিত্র ইহাতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। ইহার চরিত্রসমূহের মধ্যে বিশেশ্বরের নাম উল্লেখযোগ্য।

অপরাজিতা—কবিতাপুস্তক। রচয়িতা যতীন্দ্রমোহন বাগচী। কয়েকটি ইংরাজী কবিতার অনুবাদও গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

অপূর্ব্ব নৈবেদ্য—কবিতাগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক লিখিত। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতায় কবি আপনার হৃদয়ের অকৃত্রিম নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন। প্রত্যেক কবিতাতেই কবির ভাবুকতা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা—কাব্যগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। রামায়ণ ও মহাভারতের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া কবি কৈকেয়ী, উর্ম্মিলা, চন্দ্রাবলী ও কুন্তীর অভিভাষণ কবিতাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রারম্ভে কবি মাইকেলের উদ্দেশে একটি বন্দনা গাহিয়া আমূল অমিত্রাক্ষরছন্দে 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা—দেবেন্দ্রনাথ সেন বিরচিত কবিতাপুস্তক। কবির স্বাভাবিক ভক্তির মধুর উৎস প্রত্যেকে কবিতায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে।

অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল—কবিতাগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহাতে ক্ষুদ্র শিশুদিগের বিষয়ে রচিত কবিতা আছে। তাহাতে হাস্যের সহিত গাম্ভীর্য্যের ও আনন্দের সহিত বিষাদের সমন্বয় এবং তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার মধ্যে গভীর মনস্তত্ত্বের মীমাংসা করা হইয়াছে।

অবকাশরঞ্জিনী—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহাতে পিতৃহীন যুবক, পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী, বিধবা কামিনী, চট্টগ্রামের সৌভাগ্য, ভগ্নাশা-বিদেশী, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ২২টী কবিতা আছে।

অবতার—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। যাহারা বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লোকের নিকট আপনাদিগকে ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া খ্যাপন করে, এবং ভিতরে অধর্ম্মাচার করে, সেই সকল ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রহসন রচিত হইয়াছে।

অবসর—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। বরদাচরণ মিত্র এম, এ প্রণীত। ইহাতে ৩২টী কবিতা আছে।

অভয়া—রজনীকান্ত সেন প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক সঙ্গীত আছে। স্বাভাবিক সারল্য ইহাদের প্রাণ। নিদারুণ ব্যাধি যখন কবির জীবন বেদনাময় করিয়া তুলিয়াছিল, এগুলি সেই সময়ের লেখা।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি কালিদাস রচিত। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। অতি শৈশবে মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইনি কণ্ব মুনি কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হন। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে করিতে তপোবনে আগমন করেন ও ইঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হন। তিনি ইঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর কণ্ব শিষ্যসমভিব্যাহারে ইঁহাকে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাজা ইঁহাকে অপরিচিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া বিদায় দেন। পরে একদা মহারাজ দুষ্মন্ত স্বর্গ

হইতে প্রত্যাবর্তন কালে ক্রীড়াশীল স্বীয় পুত্রকে দর্শন করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসায় সমস্তই অবগত হইলেন। অতঃপর পতিপত্নীর পুনর্মিলন হইল।

অভিধান-চিন্তামণি—সংস্কৃত কোষগ্রন্থ। জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সুরি প্রণীত। নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্তৃক কৃত অনুবাদসহ প্রকাশিত। ইহাতে দেবাধিদেবকাণ্ড, দেবকাণ্ড, মর্ত্যকাণ্ড, ভূমিকাণ্ড, তির্য্যক্‌কাণ্ড এবং সামান্যকাণ্ড—এই কয়টী কাণ্ড আছে। ইহা একখানি প্রামাণিক কোষগ্রন্থ। অনুবাদক গ্রন্থশেষে বিবৃত সূচীপত্র ও গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

অভিশাপ—কৌতুকপূর্ণ পৌরাণিক গীতিনাট্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষের কন্যা শ্রীমতীর বিবাহ লইয়া নারদ ও পর্ব্বতের বিষ্ণুকে অভিশাপ প্রদান অবলম্বনে এই নাটক রচিত।

অভিষেক নাটকম্—মহাকবি ভাস-প্রণীত। বীররসপ্রধান সপ্তাঙ্ক নাটক। ইহাতে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ডে উক্ত ঘটনাবলী অভিনয়াকারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

অভেদী—ধর্ম্মবিষয়ক বাঙ্গালা রূপক। টেকচাঁদ ঠাকুর-প্রণীত। অন্বেষণচন্দ্রকে নায়ক করিয়া রূপকচ্ছলে গ্রন্থকার সহজ ও সরল ভাষায় আত্মজ্ঞান, মায়া, ধর্ম্ম, প্রভৃতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইহাতে অনেক সামাজিক দোষেরও প্রকটন করা হইয়াছে।

অমরকোষ—সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ। অমরসিংহ প্রণীত। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্তৃক দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত। ইহাতে সংস্কৃত শব্দসমূহ ও তাহাদের লিঙ্গাদি নির্ণীত হইয়াছে। ইহাই অমরার্থচন্দ্রিকা নামে প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, ভুবনচন্দ্র বসাক ও হরগোবিন্দ রক্ষিত (এইচ, টি কোলব্রুক কৃত ইংরাজী টীকা সহিত) প্রভৃতির সংস্করণ আছে। গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত বলিয়া অতি সহজে অভ্যাস করা যায়। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা অতি আদরণীয় ও মূল্যবান্ গ্রন্থ।

অমরসিংহ—উপন্যাস। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। সিপাহীবিদ্রোহমূলক গল্প। কুমার সিংহের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

অমরাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস, দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বীরেন্দ্রনাথ নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের সহিত সরোজিনী নাম্নী এক সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা বালিকার প্রণয় হইয়াছিল। বীরেন্দ্র তাহার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু তাঁহার পিতা আর একটী পাত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সরোজিনী ঈপ্সিত বরে প্রদত্তা না হওয়ায় চিরকুমারী থাকিয়া বীরেন্দ্রের পদধ্যান করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। অচিরকাল মধ্যে বীরেন্দ্রের পত্নীর মৃত্যু হয় এবং তিনি সানন্দে সরোজিনীকে বিবাহ করেন।

অমিতাভ—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত ঘটনা এই গ্রন্থে সুললিত ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কবি ইহাতে বুদ্ধদেবকে মানুষিকভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের ভূমিকায় হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের একত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বুদ্ধের অন্যতর নাম অমিতাভ; তদনুসারেই এই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

অমিয় নিমাইচরিত—শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, পাঠাবস্থা, যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ, জগতে প্রেম ও ভক্তিসহ হরিনাম-প্রচার প্রভৃতি লীলাসমূহ সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় ইহা ভাবুক ও প্রেমিক পাঠকবর্গের পরম প্রীতিকর হইয়াছে। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

অমৃত—রজনীকান্ত সেন প্রণীত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতার পুস্তক। প্রত্যেক কবিতা অষ্টপদী। রোগশয্যায় শায়িত হইয়া মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে থাকিয়াও কবি আপনার স্বদেশবাসীর জন্য কবিতামৃত বিতরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কবিতাই কারুণ্যে ও মাধুর্য্যে মহিমময়, পরম উপভোগ্য।

অমৃত মদিরা—বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ। অমৃত লাল বসু প্রণীত। ইহাতে ঈশ্বরবিষয়ক, সমাজবিষয়ক, প্রকৃতিবিষয়ক এবং ব্যঙ্গাত্মক ৬৩টী কবিতা আছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাই গ্রন্থকার অল্প বয়সে রচনা করেন।

অযোধ্যার বেগম—বাঙ্গালা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। ইংরাজ-রাজত্বের সূচনায় অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিম-অঞ্চলের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। এই সময়ে রোহিলা যুদ্ধ, চৈৎসিংহের রাজ্যধ্বংস এবং অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার সংঘটিত হয়। সামাজিক ও নৈতিক যে সকল কারণসমবায়ে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, গ্রন্থকার এই পুস্তকে ঐতিহাসিক বিবরণ অবিকৃত রাখিয়া সেই সমুদায় বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অরক্ষণীয়া—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। অরক্ষণীয়া কন্যাদায়ের একখানি উজ্জ্বল চিত্র। গোলোকনাথ, প্রিয়নাথ ও অনাথনাথ তিন সহোদর। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে মধ্যম প্রিয়নাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পৃথগন্ন হইলেন। গোলোকনাথের বিধবা পত্নী স্বর্ণমঞ্জরী দেবর অনাথনাথের আশ্রয়ে রহিলেন। অল্পদিন পরেই দরিদ্রকেরাণী প্রিয়নাথের মৃত্যু হইলে স্ত্রী দুর্গামণি ও কন্যা জ্ঞানদা অগত্যা অনাথনাথের গলগ্রহ হইলেন। স্বর্ণমঞ্জরীর দেবর ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এবং দুর্গামণি ও জ্ঞানদার প্রতি বিসদৃশ বিতৃষ্ণা। স্বর্ণমঞ্জরীর ভগিনীপুত্র অতুল বাল্যকাল হইতেই এই বাটীতে যাতায়াত করে। জ্ঞানদা ও অতুল উভয়েই পরস্পরের প্রতি আসক্ত। প্রিয়নাথ মৃত্যুর প্রাক্কালে অতুলের নিকট হইতে আশা পাইলেন যে অতুল জ্ঞানদার ভার গ্রহণ করিবে। কিন্তু জ্ঞানদা ক্রমেই অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিল, অতুলও ক্রমে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তীব্র ম্যালেরিয়ায় দুর্গামণিকে শয্যাগত করিল। অতুলের আশা তিনি ত্যাগ করিলেন। দেবরের চেষ্টায়ও যাহোক একটা পাত্রের হস্তেও যখন জ্ঞানদাকে সমর্পণ করা গেল না, তখন দুর্গামণি আর সহ্য করিতে পারিলেন না—তিনি কালের করালগ্রাসে পতিত হইলেন। শ্মশানক্ষেত্রে অতুল যাইল। দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে জ্ঞানদা নদীকূলে যাইয়া উপবেশন করিল—বোধ হয় ঘৃণ্য জীবনের অবসান করিবার অভিপ্রায়। চিতাগ্নির লেলিহান জিহ্বা অতুলের মোহ ঘুচাইল। রূপের নেশা তাহার নিকট আকিঞ্চনকর বোধ হইল। সকলে শ্মশানভূমি ত্যাগ করিলে অতুল জ্ঞানদার নিকট যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া সত্য সত্যই তাহার ভার গ্রহণ করিল এবং বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া গেল।

অরণ্যবাস—উপন্যাস। অবিনাশচন্দ্র দাস প্রণীত। পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে অন্নক্লেশ প্রপীড়িত একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনসংগ্রামের ইতিহাস। ছোটনাগপুরের লোকপালিকা শক্তির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

অলঙ্কার কৌস্তুভ—কবি কর্ণপুর বিরচিত অলঙ্কার গ্রন্থ। ইহা চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; ইহাতে অনূন ১২২২ শ্লোক আছে। ইহার টীকার নাম কিরণ।

অশোক—চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ অশোক বা প্রিয়দর্শীর জীবনী ও ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অশোকসম্বন্ধে যে ভাষায় যাহা কিছু লিখিত বা আলোচিত হইয়াছে তাহার সারভাগ উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মৌর্য্যশাসনকালে ভারতবর্ষে কলাবিদ্যার কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার কথাও লেখক আলোচনা করিতে ভুলেন নাই।

অশোকগুচ্ছ—কবিতাগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক লিখিত। কবির কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। শেষে কবির কতকগুলি ইংরাজী কবিতাও আছে।

অশোকানুশাসন—চারুচন্দ্র বসু ও ললিত মোহন কর প্রণীত। মহারাজ অশোক আপনার রাজ্যের বহুস্থলে পর্ব্বতগাত্রে, গুহামধ্যে অথবা শিলাস্তম্ভগাত্রে প্রজাগণের কল্যাণকর বিবিধ আদেশবার্ত্তা উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইহার অপেক্ষা প্রাচীনতর লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রত্নলিপি-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে উক্ত লিপিসমূহ অনুমান খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অশোকানুশাসনে দুই জাতীয় অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। ব্রাহ্মীলিপি বাম হইতে দক্ষিণে ও খরোষ্ঠীলিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। অশোকানুশাসনের ভাষা প্রাকৃত। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতগুলি অশোকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, লেখক তাহার সবগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত ও বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত করিয়াছেন।

অশ্রু—উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। বর্ণনীয় বিষয়ের চমৎকারিত্বে, ভাষার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যে এবং সূক্ষ্ম চরিত্র চিত্রণে গ্রন্থখানি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

অশ্রুকণা—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। সজল আঁখির কোলে টল টল অশ্রুবিন্দুর মত কবিতাগুলি শোকাশ্রুতে ভরা। শোকই ইহার প্রাণ, তাই নামকরণ হইয়াছে অশ্রুকণা।

অশ্রুমতী—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। অশ্রুমতী চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহের কন্যা। আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ একদা প্রতাপসিংহের হস্তে অপমানিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রতিশোধস্বরূপ, জনৈক মুসলমান দ্বারা অশ্রুমতীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যান এবং উক্ত মুসলমানের সহিত অশ্রুমতীর বিবাহ দেন। কিন্তু পরে ইনি আকবর-পুত্র সেলিমের প্রণয়ভাগিনী হইয়াছিলেন। একদা সেলিম অশ্রুমতীকে অবিশ্বাসিনী জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করেন। অশ্রুমতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। এই অবসরে প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ লইয়া চিতোরে গমন করেন। অশ্রুমতী পরে আজীবন যোগিনীবেশে কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়—মহামতি বাগ্‌ভট্ট প্রণীত প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিভূষণ কর্ত্তৃক অনুদিত ও অরুণ দত্ত কৃত টীকাসহ প্রকাশিত। ইহা যে কেবল অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থেরই অনুবাদ তাহা নহে, অনুবাদক মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে প্রচলিত সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থেরই আলোচনা করিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সহিত হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসার মত সন্নিবিষ্ট করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের মধ্যে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূল সূত্র নিহিত আছে, অনুবাদক মহাশয় তাহাও এক স্থলে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা—সংহিতা দেখ।

অষ্টাবক্রসংহিতা—সংহিতা দেখ।

অহল্যাবাই—যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ইহাতে মারাঠা দেশীয়া প্রসিদ্ধ রমণী অহল্যাবাই এর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। অহল্যাবাই দেশের ও দশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা লেখক বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল।

আঁধারে আলো—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত একটী ক্ষুদ্র শিক্ষাপ্রদ গল্প। সত্যেন্দ্র পিতৃহীন জমিদার, কলিকাতায় এম-এ পড়ে, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার সুদক্ষ মাতার উপর ন্যস্ত। মাতা রাধারাণী নাম্নী একটী সুলক্ষণা পাত্রীর সহিত সত্যেন্দ্রর বিবাহ উপস্থিত করিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্র বিবাহে সম্মতি দিল না। সে কলিকাতায় বাসায় থাকে। একদিন গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া একটী সুন্দরী বারবনিতাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হয়। রমণীর নাম বিজলী। সত্যেন্দ্র তাহাকে ভদ্রগৃহস্থের মহিলা বলিয়া মনে করে। এইরূপে প্রত্যহ স্নানের ঘাটে সাক্ষাৎকার হইতে লাগিল। অবশেষে সত্যেন্দ্র একদিন বিজলীর বাটী যাইয়া স্বচক্ষে পাপিকালয়ের লীলা দেখিল এবং ঘৃণাভরে বিজলীর সংসর্গ-আশা ত্যাগ করিল। সত্যেন্দ্র বিজলীর বাটী ত্যাগ করিলে পর বিজলীও ব্যবসায় উঠাইয়া দিল। বিজলী আঁধারে আলোক পাইল। সত্যেন্দ্র বাটী আসিয়া রাধারাণীকে বিবাহ করিল। কিছুকাল পরে পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতার বাটীতে সত্যেন্দ্র নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদের সহিত বাইনাচও দিল এবং বিজলীকেও বায়না করিয়া আনিল। বিজলী তাহাদের বাটী আসিলে সত্যেন্দ্র রাধারাণীকে বিজলীঘটিত বৃত্তান্ত শুনাইল। রাধারাণী বিজলীকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া আনিয়া 'দিদি' সম্বোধনে প্রীত করিয়া তাহার স্বামীর পরিচয় দিলে বিজলী চমৎকৃত হইয়া গেল এবং স্বীয় কাহিনী বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিল। যৌবনের পিচ্ছিল পথে এইরূপ গল্প একটা ফলপ্রদ মহৌষধ।

আ

আইন ই-আকবরি—মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ। সম্রাট্ আকবরের জনৈক পারিষদ মহাপণ্ডিত আবুল ফজল এই গ্রন্থের প্রণেতা। আকবর বাদসাহের সমসাময়িক ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশের ইতিহাস, প্রচলিত কথা, রাজস্বের আয়-ব্যয়, প্রভৃতি অতি সুন্দর ও বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

আকবর নামা—এখানি দিল্লীর মোগলসম্রাট্ সুবিখ্যাত মহামতি আকবরের রাজত্বের ইতিহাসগ্রন্থ। আকবরের সুপণ্ডিত অমাত্য আবুল ফজল ইহার প্রণেতা।

আকিঞ্চন—কবিতাপুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত। এই পুস্তকের অধিকাংশ কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের নানারসের নানাভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

আক্কেলসেলামী—প্রহসন। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। ইয়ং বেঙ্গলদিগের বিলাতী ফ্যাসান এবং তাহার মন্দ পরিণাম প্রদর্শন উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত। ইহা নব্য বাঙ্গালীদিগের সাহেবিয়ানার পক্ষে চাবুক স্বরূপ।

আচারদীপ—নাগদেব ভট্ট প্রণীত হিন্দু-আচারনির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে ৮০টী শ্লোক আছে। আচার-মাতৃকা, আত্মচিন্তন, শৌচবিধি, আচমনবিধি, ভোজনবিধি প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত আছে।

আচারনির্ণয়—তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে কায়স্থ-

দিগের উৎপত্তি, ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য, সুযোগ্য রাজার প্রতি সুতপা নামক ব্রাহ্মণের উপদেশবাক্য, কলিযুগে শূদ্রদিগের ক্ষত্রিয়-কর্ম্ম-কারিত্ব কথন, চিত্রাঙ্গদের প্রতি ব্রাহ্মণগণের শাপ ও বগলা-জপ-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

আচারপ্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দেশীয় পরম পবিত্র সদাচারপালন ঐহিক ও পারত্রিক হিতসাধনে কিরূপ কার্য্যকর, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথমে উপক্রমণিকাধ্যায়ে সদাচারের গুণ-কীর্ত্তন ও তাহার আবশ্যকতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর পাঁচটী অধ্যায়ে নিত্যাচার-প্রকরণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে প্রাতঃকৃত্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্বাহ্ণ-কৃত্য, তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্যাহ্ন-কৃত্য, চতুর্থ অধ্যায়ে অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন ও রাত্রিকৃত্য এবং পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রকরণের উপসংহার। তৎপরে সাতটী অধ্যায়ে নৈমিত্তিকাচার-প্রকরণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে গার্ভ-সংস্কার, শৈশব সংস্কার, কৈশোর সংস্কার, যৌবন সংস্কার, শ্রাদ্ধকৃত্য এবং ব্রত পূজা পর্ব্বাদির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

আত্মজীবনচরিত—জীবনচরিতবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় লিখিত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর-নিবাসী, নবদ্বীপ রাজবংশের দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ গুণে অনেকেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। এই জীবনচরিতের একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শতবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী সামাজিক অবস্থার সহিত নবদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাসও আলোচিত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্বপ্রকাশ—বাঙ্গালা দার্শনিক গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, ডি, এল প্রণীত। ইহাতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের ইতিবৃত্ত, ন্যায়দর্শন মতে জীবাত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিকদিগের মত খণ্ডন, জীবাত্মার স্বরূপ, এবং তাহার উর্দ্ধগতি ও অধোগতি, অদৃষ্ট, ঈশ্বর, পূর্ব্বজন্ম, সংসার, সুখ, দুঃখ, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়সমূহ যুক্তি ও প্রমাণপ্রয়োগসহকারে আলোচিত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ববিবেক—দার্শনিক গ্রন্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিকতার ভিত্তি হইতে ইহার উৎপত্তি।

আদর্শ বন্ধু—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ইহা Damon and Pythias নামক গ্রীসদেশীয় দুই বন্ধুর আখ্যান অবলম্বনে রচিত।

আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত প্রণীত। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় যে গম্ভীরা-উৎসব প্রচলিত আছে, তাহার বিবরণ ও ইতিহাস ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক যথেষ্ট পরিশ্রমসহকারে গম্ভীরা-উৎসবের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্কের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে আধুনিক যুগের সাহিত্য বিষয়ক ষোলটি প্রবন্ধ আছে। ইহার সকল প্রবন্ধই সমালোচনামূলক।

আধ্যাত্মিকা—ধর্ম্মবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত। কিরূপে আত্মজ্ঞান ও পরমা শান্তি লাভ হয়, ব্রাহ্মণকন্যা আধ্যাত্মিকাকে উপলক্ষ্য করিয়া রূপকচ্ছলে তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎসহ বিষয়ী লোকদিগের মতিগতি কিরূপ, প্রসঙ্গক্রমে তাহাও স্থানে স্থানে আলোচিত হইয়াছে।

আনন্দমঠ—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১১৭০ খ্রীঃ) বঙ্গদেশ যৎকালে শ্মশানের আকার ধারণ করে, তৎকালে পদচিহ্ন গ্রামনিবাসী মহেন্দ্রনাথ সিংহ নামক জনৈক জমিদার জনশূন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্ত্রী কল্যাণীর ও শিশুকন্যা সুকুমারীর সহিত নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন। পথে এক চটীতে স্ত্রী ও কন্যাকে রাখিয়া তিনি দুগ্ধ অন্বেষণে বহির্গত হইলে, কতকগুলি অনাহারক্লিষ্ট দস্যু আসিয়া কল্যাণী ও সুকুমারীকে হরণপূর্ব্বক জঙ্গলে লইয়া যায়, কিন্তু শেষে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর মারামারি উপস্থিত হইলে, সেই সুযোগে কল্যাণী কন্যাকে লইয়া পলায়ন করেন, এবং সত্যানন্দ নামক ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিপথে পতিত হন। এই সময়ে মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য সত্যানন্দ সন্তানসম্প্রদায় নামে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। যে স্থলে ঐ দল থাকিত, তাহা গভীর অরণ্যমধ্যে স্থাপিত এবং আনন্দমঠ নামে অভিহিত। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দের শিষ্য ও তাঁহার সহকারী। সত্যানন্দ কল্যাণী ও সুকুমারীকে লইয়া আনন্দমঠে রাখিলেন, এবং মহেন্দ্রের অন্বেষণে ভবানন্দকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে মহেন্দ্র চটিতে প্রত্যাগমন করিয়া অপত্যকলত্রকে না দেখিয়া সাহায্যপ্রত্যাশায় নগরাভিমুখে চলিলেন। পথে একদল সিপাহী দস্যুবোধে ইঁহাকে বন্দী করিল। ভবানন্দ ইহা দেখিয়া নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দী হইলেন, এবং কৌশলে মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া লইয়া মঠে আসিলেন। তথায় সত্যানন্দের নিকট সন্তান-ধর্ম্মের বিবরণ শুনিয়া মহেন্দ্রও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন নিষিদ্ধ। সুতরাং মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যাকে পুনরায় পদচিহ্নে রাখিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পথে এক বৃক্ষতলে বসিয়া মহেন্দ্র কল্যাণীর নিকট এই সন্তানধর্ম্মের কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে সুকুমারী কল্যাণীর রক্ষিত বিষের কৌটা লইয়া খেলা করিতে করিতে একটী বিষবড়ি মুখে ফেলিয়া দেয়। কল্যাণী ব্যস্ততাবে তাহার মুখের ভিতর হইতে বড়িটী বাহির করিয়া ফেলিলেও কিঞ্চিৎ বিষ উদরস্থ হওয়ায় সুকুমারী অচেতন হইয়া পড়িল। তখন তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া কল্যাণীও সেই বিষ বড়িটী খাইয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে কল্যাণীর মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। এমন সময় "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গাহিতে গাহিতে সত্যানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রও বিভোর প্রাণে তাঁহার সহিত গাহিতে লাগিলেন, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে"। এই সময়ে সেই পথ দিয়া কয়েকজন সিপাহী যাইতেছিল, তাহারা বিদ্রোহী জ্ঞানে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল। সত্যানন্দ গান গাহিতে গাহিতে চলিলেন। সেই গীতের সঙ্কেতে জীবানন্দ বৃক্ষতলে আসিয়া সুকুমারী ও কল্যাণীকে দেখিলেন। বমনের সহিত পেটের বিষ বাহির হইয়া যাওয়ায় সুকুমারী তখন সুস্থ হইয়াছে। জীবানন্দ তাহাকে আপনার ভগ্নী নিমাই-মণির নিকট লইয়া গিয়া কন্যার লালন পালনের ভার দিলেন। জীবানন্দের পত্নী শান্তি সেইখানেই ছিল। ভগ্নীর অনুরোধে জীবানন্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ব্রত ভঙ্গ হইল। ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু; জীবানন্দ যথাসময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন সঙ্কল্প করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই দিন রাত্রিতেই শান্তি পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া মঠে আসিল, এবং সত্যানন্দের নিকট সন্তানধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিল। স্বামীর গৃহীত ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করাই শান্তির উদ্দেশ্য। এদিকে ভবানন্দ কল্যাণীকে দেখিতে পান এবং বনৌষধি দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসেন। কিন্তু কল্যাণীর রূপে ভবানন্দের সংযম ভাসিয়া যায়। তিনি সুযোগমত কল্যাণীর নিকটে গিয়া তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া

ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হন। মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ সিপাহী কর্ত্তৃক নীত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সন্তানসম্প্রদায় বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করে। মহেন্দ্র জানিতেন, কল্যাণীর মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তিনি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পর ইংরাজসেনার সহিত সন্তানদিগের এক যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে ভবানন্দ অসীম পরাক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিলেন। সেই যুদ্ধে ইংরাজসৈন্য পরাজিত হয়। ইহার পর মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া পদচিহ্নে বাস করেন। অতঃপর মাঘী-পূর্ণিমায় দিন ইংরাজের সহিত সন্তান-সম্প্রদায়ের আর এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাহাতেও সন্তানগণ জয়লাভ করে, কিন্তু সে যুদ্ধে জীবানন্দ প্রাণবিসর্জ্জন করেন। শান্তি বিস্তর অন্বেষণের পর স্বামীর মৃত দেহ বাহির করিলে এক অপরিচিত মহাপুরুষ আসিয়া ঔষধ প্রয়োগে জীবানন্দকে পুনর্জ্জীবিত করেন। তখন জীবানন্দ শান্তির সহিত হিমালয়ে গমন করিয়া তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। এ দিকে যুদ্ধজয়ের পরই মহাপুরুষ সত্যানন্দের নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে গৃহীত ব্রতের সফলতা ও বর্ত্তমানে হিন্দু রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অসম্ভাব্যতা বুঝাইয়া দিয়া জ্ঞানলাভার্থ হিমালয়শিখরে লইয়া যান। ১৭৭০ খৃঃ এবং তৎপরে যে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ ঘটে, তাহাই এই উপন্যাসের মূলভিত্তি। কিন্তু উপন্যাসবর্ণিত যুদ্ধ দুইটী বীরভূমে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় ঘটিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে লিখিত আছে। ইতিহাসে সন্ন্যাসিগণ লুণ্ঠনকারী দস্যু বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু গ্রন্থকার ইঁহাদিগকে স্বদেশপ্রেমিক ও জন্মভূমির উদ্ধারপ্রয়াসী ভক্ত সন্তানরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

"বন্দে মাতরম্" নামক সুপ্রসিদ্ধ গানটী এই গ্রন্থেই সন্নিবেশিত। কথিত আছে যে, গ্রন্থকার কোন এক সময়ে এই গানটী রচনা করিয়া ফেলিয়া রাখেন। তখন এই উপন্যাস রচনা করিবার চিন্তাও তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। কোন সময়ে 'বঙ্গদর্শন' নামক মাসিক পত্রের প্রবন্ধের অভাব হওয়ায় তিনি এই গানটী প্রকাশ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু বন্ধুগণের পরামর্শে নিরস্ত হন। তাঁহারা বলেন যে, এই গানটীই আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, অন্য ভাবে এইটীর প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। ইহার পর আনন্দমঠ রচনাকালে উক্ত গীতটী উহাতে সন্নিবেশিত করেন।

নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম, এ, বি, এল ও শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ আনন্দমঠের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

আনন্দময়ী—কবিতা পুস্তক। রজনীকান্ত সেন প্রণীত। ইহাতে ভক্তিরসাত্মক কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে। গ্রন্থের সকল কবিতাই শিব-পার্ব্বতী সম্বন্ধে লিখিত।

আনন্দ রহো—ঐতিহাসিক নাটক। গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। রাজা প্রতাপসিংহের, সহিত আকবরের যুদ্ধের সময়ের কতক-গুলি বিবরণ লইয়া ইহা রচিত। এই নাটকে বেতাল চরিত্র নূতন।

আপস্তম্ব সংহিতা—সংহিতা দেখ।

আবুহোসেন—বাঙ্গালা কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। এই গীতিনাট্য-খানি আরব্য উপন্যাসের "এব্‌নে হোসেন" নামক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। আবু-হোসেন বোগদাদ নিবাসী জনৈক যুবক। বোগদাদের খালিফ হারুণ-উল্-রসিদ এক রাত্রিতে ছদ্মবেশে আবুর অতিথি হইয়া কথায় কথায় জানিতে পারেন যে, অন্ততঃ একদিনের জন্য বাদসাহ হইলে আবু জনৈক প্রতারক ইমামকে শাস্তি দেন। খালিফ আবুর পেয় সুরার সহিত অহি-ফেনের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আবুকে অজ্ঞান করাইয়া স্বপ্রাসাদে লইয়া যান। পরদিন প্রভাতে সকলে তাঁহাকে বাদসা বলিয়া সম্বোধন করে। বিস্মিত আবু দরবারে গমন করিয়া ইমামকে ডাকাইয়া দণ্ডিত করিয়া পূর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ করে। রাত্রিকালে খালিফ পুনরায় অজ্ঞান করাইয়া আবুকে গৃহে পাঠাইয়া দেন। আবু এক দিন বাদশাহ হইয়া খালিফের পালিতা কন্যা রোসেনার সহিত প্রণয়ে পড়েন। পরে ইঁহাদের বিবাহ হয়। নানারূপ কৌশল করিয়া আবু বাদসার নিকট হইতে অর্থ আনিতেন।

আমার গুপ্তকথা—বাঙ্গালা উপন্যাস। উপেন্দ্র-কৃষ্ণ দেব প্রণীত। ইহা ইংরাজী "জোসেফ উইলমট্" বা বিলাতি গুপ্তকথা নামক গ্রন্থের ভাব অবলম্বনে লিখিত।

আমার জীবন—জীবনচরিত। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কবির মৃত্যুর পর ইহা প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র তাঁহার জীবনের সকল কাহিনী ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন।

আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস—সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে বহু প্রসিদ্ধ লোকের চরিত্র ও কর্ম্ম, বহু দর্শনীয় স্থান, বহু সমাজের ও পারিবারিক রীতিনীতির কথা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি চিত্র আছে।

আমিত্বের প্রসার—যদুনাথ মজুমদার প্রণীত। বেদান্তশাস্ত্রের সার তত্ত্ব ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রথমখণ্ডে পঞ্চযজ্ঞ, চতুরাশ্রম ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের, শাস্ত্রযুক্তি-সম্মত অতি বিশদ ও সরল ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে, শ্রেয় ও প্রেয়, দেবাসুর-সংগ্রাম, প্রাণায়াম, বৈরাগ্যমেবাভয়ং, কুকুরের স্বর্গারোহণ, কোকিলের অভি-শাপ, নচিকেতা-যমসংবাদ, মধুবিদ্যা, প্রজা-পতির আদেশ, মায়া, আনন্দ, ঈশ্বরের স্বরূপ কি প্রভৃতি নানা প্রবন্ধ আছে। কিরূপ কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করিলে আত্মপ্রসার লাভ হয় তাহা লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমিত্বের প্রসার ও আমিত্বের সংহার যে একবস্তু এবং ভেদ-জ্ঞান ও অভিমান যে সর্ব্ব অনর্থের মূল তাহা এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আমিষ ও নিরামিষ আহার—প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত। ইহাতে আমিষ ও নিরামিষ আহারের বিষয় এবং রন্ধনবিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য বর্ণিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন—(১ম ভাগ) অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী প্রণীত। এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং নব্য-রসায়নের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুজাতির মধ্যে কীদৃশ জ্ঞান বিদ্যমান ছিল, গ্রন্থকার নানাবিধ প্রমাণের সহিত তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির সহিত রসায়নশাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছিল এবং হিন্দুগণ যে ধাতুসমূহের ব্যবহারে সম্যক্ অভিজ্ঞ ছিলেন, বহু প্রাচীনকালেও এমন কি অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকী সূত্র রচনার সময়েও আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়নশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল, তাহা গ্রন্থকার সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। প্রত্যেক ধাতু ও তাহার যৌগিকতা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন।

আরব্য উপন্যাস—যোগেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক পারস্য হইতে ভাষান্তরিত বাঙ্গালা উপন্যাস। পারস্যাধিপতি শাহরিয়ার নামক এক নৃপতি নারীচরিত্রে সন্দিহান হইয়া প্রত্যহ রজনীতে এক একটী রমণীকে বিবাহ করিতেন, এবং প্রভাতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতেন। এইরূপে বহু রমণী নিহত হইলে মন্ত্রিকন্যা শাহারজাদী ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজাকে বিবাহ করেন এবং প্রভাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভগিনীর অনুরোধে তাহাকে শুনাইবার জন্য

এক মনোহর গল্প আরম্ভ করেন। সেই গল্প শেষ না হওয়ায় এবং রাজার তাহা শুনিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকায়, তিনি সেদিন আর শাহারজাদীকে বধ করিলেন না। এইরূপে প্রত্যহ রাত্রিশেষে শাহারজাদী এক একটী গল্প বলিয়া সম্রাটের মনোহরণ করেন। এইরূপে শাহারজাদী এক হাজার এক রাত্রি ধরিয়া গল্প বলিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় আলেফ লয়লা (একাধিক সহস্র রজনী) নামক পুস্তকে এই গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

আর্য্যগাথা (২য় ভাগ)—গীতিকাব্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। এই সংগ্রহের কবিতাগুলি কবির তরুণ বয়সের রচনা। ইহার প্রথম ভাগে কবির কয়েকটি মৌলিক সঙ্গীত ও দ্বিতীয় ভাগে কতিপয় প্রসিদ্ধ ইংরাজী, স্কচ্ ও আইরিশ সঙ্গীতের অনুবাদ আছে।

আলাদীন বা আশ্চর্য্য প্রদীপ—নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের গল্প লইয়া এই নাটক রচিত।

আলালের ঘরের দুলাল—বাঙ্গালা নবন্যাস। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই প্রথম নবন্যাস। ইহাতে বালকগণের শিক্ষা-বিষয়ে পিত্রাদি অভিভাবকগণ অযত্ন করিলে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈদ্যবাটীর জমিদার বাবুরাম বাবুর পুত্র মতিলাল। একমাত্র সন্তান বলিয়া বাবুরাম তাহাকে শাসন বা শিক্ষা বিষয়ে যত্ন না করায় মতিলাল অতিশয় কুচরিত্র হইয়া উঠে, এবং তদনুরূপ সঙ্গিগণসহ নানাপ্রকার অসৎকার্য্য করিতে থাকে। ইহাতে তাহার সকল সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে মতিলাল কাশীবাসী হয় এবং সৎসঙ্গে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" নাম গ্রহণ করিয়া এই নবন্যাসখানির রচনা করেন। বঙ্গীয় সিভিলিয়ানগণের প্রাদেশিক পরীক্ষায় এই পুস্তকখানি পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। G. D. Oswell নামক জনৈক ইংরেজ ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

আলিবাবা—বাঙ্গালা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আলিবাবা ও কাসিম দুই ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ কাসিম ধনবান্, কিন্তু কনিষ্ঠ আলিবাবা কাঠ কাটিয়া দিনপাত করিত। একদা সে বনে কাঠ কাটিতে গিয়া ডাকাতদের রক্ষিত গুপ্ত ধনের সংবাদ পায়, এবং অনেক ধনরত্ন লইয়া বাটীতে আসে। কাসিম ইহা জানিতে পারিয়া এবং ঐ গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া ধন আনয়নের জন্য বনে গমন করে, এবং দস্যুহস্তে তাহার জীবন বিনষ্ট হয়। অতঃপর দস্যুগণ আলিবাবাকে আপনাদের ধনাপহারী জানিতে পারিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য ছদ্মবেশে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে, কিন্তু আলিবাবার বাঁদী মর্জ্জিনা দস্যুগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৌশলে তাহাদের বিনাশ সাধন করে। আলিবাবা এই জীবনদাত্রী বাঁদীর সহিত স্বীয় পুত্র হোসেনের বিবাহ দেন।

আলো ও ছায়া—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। কামিনী সেন প্রণীত। ইহাতে ছোট বড় অনেকগুলি কবিতা আছে।

আলোচনা—ধর্ম্মবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই গ্রন্থে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ আছে। এই সঙ্গে গ্রন্থকার কয়েকটি স্বদেশপ্রীতিবর্দ্ধক প্রবন্ধও প্রকটিত করিয়াছেন।

আশাকানন—সাঙ্গ রূপক কাব্য। মানবের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে রূপকচ্ছলে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইহার প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাতে প্রথমে নিদ্রাবেশে আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের পর আশাকাননে প্রবেশ করিয়া একে একে মানবের মনোগত বৃত্তিসমূহের পরিচয় ও কার্য্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

আষাঢ়ে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ইহাতে কয়েকটী হাসির গল্প কবিতাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। "কেরাণী", "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা" প্রভৃতি হাস্যোদ্দীপক পদ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন।

আহ্নিকতত্ত্ব—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ—পিয়েরলোটীর ফরাসী গ্রন্থ হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত। ইহাতে সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর, তাঞ্জোর, হায়দরাবাদ, উদয়পুর, বারাণসী প্রভৃতি ভারতসাম্রাজ্যের নানা প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা আছে। একজন বিদেশীর চক্ষে ভারতবর্ষ কিরূপ লাগিয়াছিল, তাহার আভাস এই গ্রন্থে আছে।

ইংরেজের জয়—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ ইংরাজ-সেনাপতি লর্ড ক্লাইব কর্ত্তৃক কর্ণাটের রাজধানী আরকট অবরোধ ও তাহাতে বিজয়লাভ এবং পলাশীর যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ যে অলীক এবং নবাব সিরাজদ্দৌলা যে প্রকৃত পক্ষে নররাক্ষস ছিলেন না, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার বহু প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইতিকথা—বাঙ্গালা উপন্যাস। নিখিলনাথ রায় প্রণীত। ইহাতে রাজস্থান, রিয়াজ উস্-সালাতীন প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত কয়েকটী ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইন্দিরা—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইন্দিরা মহেশপুরের জমিদার হরমোহন দত্তের কন্যা। মনোহরপুর গ্রামে ইঁহার শ্বশুরালয়। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় পথিমধ্যে কালাদীঘী নামক স্থানে ইন্দিরা দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্তা হন। তাহারা ইঁহার বস্ত্রালঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়া ইঁহাকে বনে ছাড়িয়া দেয়। পরে ইনি এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ঐ ব্রাহ্মণের অনুরোধে কৃষ্ণদাস বসু ইঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। সেখানে কৃষ্ণদাসের শ্যালিকাকন্যা সুভাষিণী ইন্দিরাকে পাচিকারূপে নিযুক্ত করিয়া শ্বশুর রামরাম বাবুর বাড়ীতে লইয়া যায়। তথায় কুমুদিনী নামে পরিচিতা হন। সুভাষিণী ক্রমে ইন্দিরার প্রকৃত পরিচয় অবগত হন। সুভাষিণীর স্বামী রমণ বাবু উকীল। একদা তিনি জনৈক মক্কেলকে বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। কুমুদিনী পরিবেষণ করিতে গিয়া চিনিলেন যে, ঐ লোকটীই তাঁহার স্বামী উপেন্দ্রনাথ মিত্র। তখন সুভাষিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইন্দিরা রাত্রিকালে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখেন। সেই রাত্রিতেই ইন্দিরা স্বামীর সহিত তাঁহার নিজের বাসায় আসেন এবং আট দিন সেইখানেই থাকেন। পরে বিশেষ প্রয়োজনে উপেন্দ্রবাবুকে দেশে ফিরিতে হইল। কিন্তু তিনি কুমুদিনীর প্রেমে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িল। অবশেষে কুমুদিনীকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন, এবং ইঁহাকে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্তা ইন্দিরা বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কল্প করিলেন। দেশে যাইবার সময় তিনি ইন্দিরাকে মহেশপুরে রাখিয়া গেলেন। ইন্দিরা বাড়ীতে আসিয়া মাতা পিতা ভগ্নী প্রভৃতিকে সকল কথা খুলিয়া

বলিলেন। দুই দিন পরে উপেন্দ্র তথায় আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, কুমুদিনী তাঁহারই পত্নী ইন্দিরা। তখন তিনি ইন্দিরাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া ইন্দিরাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ইন্দুমতী—উপন্যাস। ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। ইহাতে সামাজিক কথা ও পারিবারিক জীবনের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে।

ইয়ুরোপে তিন বৎসর—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, প্রণীত। ইহাতে ইউরোপবাসিগণের আচার ব্যবহার এবং নানাদেশের বর্ণনাবিষয়ক কতকগুলি পত্রের সারাংশ আছে।

ইসলাম কাহিনী—রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাব, ইসলামধর্ম্ম প্রচার, মহরম বা কারবালার করুণ বিবরণ, ওম্মিয়া বংশ, আব্বাস বংশ, হারুণ-অল-রসিদের বৃত্তান্ত, বোগদাদ নগরের ধ্বংসকাহিনী, খলিফাগণের শাসন-নীতি প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

ঈশ উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

উ

উচ্ছৃঙ্খল—নিরুপমা দেবী প্রণীত। চন্দ্রমোহন বাবুর তিন পুত্র বিনোদ, কুমুদ ও প্রমোদ এবং দুই কন্যা মনোরমা ও অনুপমা। মনীশ ও মৃন্ময়ী ইহাদিগের প্রতিবেশী ও বাল্যসাথী। চন্দ্রমোহন বাবুর মৃত্যু হইলে বিনোদ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কুমুদ ও প্রমোদ কলিকাতায় উচ্চশিক্ষা পাইতে লাগিল। প্রমোদ মেধাবী ও চিন্তাশীল; কবিতারচনায় তাহার বিশেষ আনন্দ। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মনীশ কবি বলিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করে, কিন্তু মৃন্ময়ী ও অনুপমা বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহার কবিতা শ্রবণ করে। মৃন্ময়ী ও প্রমোদের মধ্যে অনুরাগের উন্মেষ ছিল। কিন্তু ভিন্নশ্রেণীয়া বলিয়া বিবাহ অসম্ভব হওয়ায় মৃন্ময়ীর অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল, অনুপমার বিবাহ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কুমুদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইল। প্রমোদ যথাসময়ে ডাক্তারী পাশ করিল। চন্দ্রমোহনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে বিনোদ ও কুমুদ গৃহলক্ষ্মীদের পরামর্শে পৃথগন্ন হইলেন। প্রমোদ অবিবাহিত ও মাতৃভক্ত। সে মাতাকে লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে লাগিল। মাতার একান্ত অনুরোধে প্রমোদ মৃন্ময়ীর শ্বশুরবাটীর গ্রামের একটী সুন্দরী বালিকা ইন্দিরাকে বিবাহ করিল। ইন্দিরা লক্ষ্মী বউ। কিছুদিন পরে প্রমোদ মাতৃহীন হইল। অতঃপর সে ইন্দিরাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া বিলাতযাত্রা করিল। এদিকে ইন্দিরারও কিছুদিন পরে পিতৃ-বিয়োগ হইল। ইন্দিরার বিমাতা পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। ইন্দিরা কুমুদের আশ্রয়ে রহিল ও দাসীর ন্যায় সংসারের কর্ম্ম করিতে লাগিল। দুই বৎসর পরে প্রমোদ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বুঝিল যে তাহার সহোদর সহোদরা তাহাকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে বর্জ্জন করিতে অভিলাষী। ইন্দিরা কুমুদের আশ্রয়ে বরিশালে আছে এই সংবাদ পাইয়া প্রমোদ তথায় গমন করিল এবং ইন্দিরা স্বামীর সহিত যাইতে প্রস্তুত কিনা এই কথা প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিলে সে লজ্জায় অপরের সমক্ষে কিছু বলিতে পারিল না। তাহাতে প্রমোদ মনে করিল যে সেও বুঝি তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহে। প্রমোদ রাগ করিয়া একটী শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করিল। উচ্ছৃঙ্খলতার বশে সে মদ্যপায়ী হইয়া উঠিল। প্রমোদ স্বদেশে আসিবার পূর্ব্বেই অনুপমা বিধবা হইয়াছিল। সে পিত্রালয়ে আসিয়া ইন্দিরাকে লইয়া গেল। ইন্দিরার দেহে ক্ষয়রোগ দেখা দিল। অনুপমা চেষ্টা করিয়াও প্রমোদ কোথায় আছে এবং কেমন আছে কিছুই জানিতে পারিল না। অবশেষে অনুপমা ইন্দিরা ও বৃদ্ধা শাশুড়ীকে লইয়া পুরী যাইল। মৃন্ময়ী ও তাহার স্বামীও তাহাদের সঙ্গে গমন করিল। প্রমোদ যে পুরীতে সিবিল সার্জ্জন হইয়া আছে তাহা ইহারা জানিত না। ইন্দিরার প্রায় শেষ সময় সিবিল সার্জ্জন প্রমোদ আহ্বান পাইয়া সমাগত হইল এবং রোগিণীকে চিনিতে পারিয়া আকুল হইয়া উঠিল। ইন্দিরা স্বামীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সানন্দে প্রাণত্যাগ করিল। প্রমোদের শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীও তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। অনুপমার উপদেশে প্রমোদ জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি লোকহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করিল।

উচ্ছ্বাস—কবিতাগ্রন্থ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকাসম্বলিত। লেখকের অতি অল্প বয়সের কতিপয় কবিতা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

উজ্জ্বল নীলমণি—সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ। রূপ গোস্বামী বিরচিত। ইহা গদ্যে ও পদ্যে সঙ্কলিত। পঞ্চদশ প্রকরণে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গাররস, ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা ভাবসমূহ এবং কৃষ্ণপ্রেম বিবৃতি সহকারে নানাবিধ আলঙ্কারিক বস্তুনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিবৃত হইয়াছে।

উড়িষ্যার চিত্র—যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত। গ্রন্থকার সিংহ মহাশয় রাজকার্য্যোপলক্ষে একাদিক্রমে সাত বৎসর কাল উড়িষ্যার নানা স্থানে অবস্থান করিয়া এই চিত্রগুলি সংগ্রহ করেন। এই সকল চিত্রে তিনি উড়িষ্যার বর্ত্তমান সময়ের অবস্থাসমূহ যতদূর সম্ভব অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উৎকলখণ্ড—ইহাতে ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, কাক চতুর্ভুজের বিবরণ, মার্কণ্ডের হ্রদের বিবরণ, পুরীর সীমানির্দ্দেশ প্রভৃতি বিষয় কথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ব্যবস্থানুসারে ৺জগন্নাথদেবের পর্ব্বাদি নির্ব্বাহিত হয়।

উত্তরগীতা—পঞ্চগীতার অন্তর্গত। পঞ্চগীতা দেখ।

উত্তরচরিত—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। রামায়ণের শেষভাগ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। ইহাতে সীতার বনবাস হইতে সীতার ভাগীরথীগর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত ঘটনা-সমূহ বিবৃত হইয়াছে।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম—বাঙ্গালা গদ্যকাব্য। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই গ্রন্থে প্রণয়িনী-বিয়োগ-বিধুর সহৃদয় চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ভাব অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কখন বা প্রণয়িনীর মুখচন্দ্র স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জনে সহৃদয় পাঠকের চিত্ত বিগলিত করিয়াছেন, কখন বা বাসন্তী প্রকৃতির রমণীয় শোভাসন্দর্শনে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার-ভূতা প্রিয়তমার উদ্দেশে নেত্রজলে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়াছেন, আবার কখন বা হৃদয়াবেগে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া জাহ্নবীতীরে অথবা ভীষণ শ্মশানভূমিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া খেদোক্তিচ্ছলে বহুবিধ কল্পনা ও কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

উদ্বাহতত্ত্ব—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিত। এই গ্রন্থে বিবাহ কাহাকে বলে, বিবাহ কয় প্রকার, বিবাহের পাত্র-পাত্রী বিচার, কালনিরূপণ প্রভৃতি বিষয়-সমূহ আছে।

উপদেশ—বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটী উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উপনিষৎ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। উপনিষৎ অনেকগুলি; এস্থলে কতকগুলির পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(১) ঈশোপনিষৎ—ইহাতে জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয়েরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, এবং ঈশ্বর ও প্রকৃতি উভয়ের বিষয়ই আলোচনীয়, ইহা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহাতে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। ইহা বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ নামেও পরিচিত।

(২) কঠোপনিষৎ—ইহাতে বাজশ্রবা-পুত্র নচিকেতার পিতৃসত্যরক্ষার্থ যমালয়-গমন, যমের নিকট আত্মজ্ঞানশ্রবণ প্রার্থনা, যম কর্ত্তৃক আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, আত্মার একত্ব, পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব, আত্মানাত্মবিবেক এবং যোগ-বিধি কথিত হইয়াছে।

(৩) কেনোপনিষৎ—ইহাতে একমাত্র ব্রহ্ম যে ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও পরিচালক, তাহা কথিত হইয়াছে, এবং বলদৃপ্ত দেবগণ ব্রহ্মবিদ্যার মহিমায় কি প্রকারে ব্রহ্মই সমুদায় শক্তির মূল বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ—ইহাতে পিপ্পলাদ ঋষি ছয়জন শিষ্য কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত ছয়টী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ইহার অধ্যায়ের নাম প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নে আদি ভূত ও আদি চৈতন্য হইতে প্রাণিসমূহের উৎপত্তি এবং দেবযান ও পিতৃযানের বিষয় কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে শরীরধারক শক্তি-সমূহের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন এবং প্রাণকে জগদাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নে প্রাণের শারীর ও জাগত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ কথিত হইয়াছে। চতুর্থ প্রশ্নে নিদ্রাবস্থায় বিষয়পুঞ্জ ও ইন্দ্রিয়সমূহ মনে এবং সুষুপ্তিকালে মন, বিষয় ও জীবাত্মা একমাত্র পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, পরমাত্মাই এই সকলের প্রতিষ্ঠা, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম প্রশ্নে ওঁকারের আংশিক ও পূর্ণ সাধনের ফল বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ প্রশ্নে ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষ এবং পরম পুরুষে এই ষোড়শ কলার লয় দ্বারা অমরত্বলাভ কথিত হইয়াছে।

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ—ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম মুণ্ডকে পরা ও অপরা বিদ্যার বিভাগ, অপরা বিদ্যার অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের ফল নশ্বর স্বর্গপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মুণ্ডকে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং প্রণবযোগে ব্রহ্মসাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় মুণ্ডকে ব্রহ্মসাধন, তৎফল এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণের বিষয় কথিত হইয়াছে।

(৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ—ইহাতে ওঁকারের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় এবং এই অবস্থাত্রয়াতীত নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় চতুর্থ অবস্থা, ওঁকারের ব্যাখ্যা কথিত হইয়াছে।

(৭) ঐতরেয়োপনিষৎ—ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, জন্মান্তর ও অমৃতত্ব প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। পরিশেষে ব্রহ্মের সর্ব্বাধারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৮) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—ইহা তিন অধ্যায় বা বল্লীতে বিভক্ত। প্রথম শিক্ষা বল্লীতে ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়স্বরূপ কতকগুলি ধ্যান এবং উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে পঞ্চকোষের বর্ণনা, নানাজাতীয় জীবের সুখের তারতম্য এবং ব্রহ্মানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় ভৃগুবল্লীতে বরুণ ও ভৃগুর কথোপকথনচ্ছলে পঞ্চকোষ বর্ণন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ তপস্যার আবশ্যকতা কথিত হইয়াছে।

(৯) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—ইহাতে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত নির্গুণ ভাব, বিশ্বরূপ সগুণ ভাব, প্রকৃতি ও তাহার বিভিন্ন রূপ, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ, ব্রহ্মদর্শন ও সাধনপ্রণালী, মুক্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) জাবালোপনিষৎ—এই দেহমধ্যেই যাবতীয় তীর্থ ও স্বর্গাদি লোকসমূহ বিরাজিত ইহা প্রদর্শন, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর বিধি, পরমহংস সম্প্রদায় প্রভৃতি ইহাতে কথিত হইয়াছে।

(১১) পরমহংসোপনিষৎ—ইহাতে পরমহংসদিগের স্বরূপ, লক্ষণ ও কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(১২) সন্ন্যাসোপনিষৎ—ইহাতে সন্ন্যাসধর্ম্মের ইতিকর্ত্তব্যতা, সন্ন্যাসীদিগের আহারবিধি, দীক্ষাবিধি, যোগবিধি, যোগের ফল প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

(১৩) আরুণেয়োপনিষৎ—ইহাতে পরমহংস সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের অধিকারী, দণ্ডাদি ধারণবিধি, ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ—ইহাতে সন্ন্যাসীদিগের ভিক্ষা, বাস, আহার প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(১৫) পিণ্ডোপনিষৎ—ইহাতে মৃত্যুর পর পুত্রাদি প্রদত্ত পিণ্ড দ্বারা কিরূপে ভোগোচিত শরীরের উৎপত্তি হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

(১৬) আত্মোপনিষৎ—ইহাতে বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা—এই ত্রিবিধ আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

(১৭) চূলিকোপনিষৎ—ইহাতে আত্মদর্শনের উপায়, জীবের ভোগ, ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(১৮) নীলরুদ্রোপনিষৎ—ইহাতে যোগসিদ্ধিদাতা পরমগুরু নীলরুদ্রের স্তব কথিত হইয়াছে।

উপপুরাণ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। নারসিংহ, বায়বীয়, শিবধর্ম্ম, নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কাপিল, বারুণ, কালিকা, দেবী, শাম্ব, মাহেশ্বর, আদিত্য প্রভৃতি অনেকগুলি উপপুরাণ আছে।

উভয় সঙ্কট—বাঙ্গালা প্রহসন এক স্ত্রী বিদ্যমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলে সংসারে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহাই এই প্রহসনে বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া তাঁহারই ভবনে ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

উর্ম্মা—বাঙ্গালা গার্হস্থ্য উপন্যাস। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। অসংযতচিত্ত যুবক যুবতী একত্র বাস করিলে যে বিপদ্ ঘটে এবং সুখের সংসারে দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উল্কা—অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস। উল্কা যেমন পতনভরে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায় এবং যাহার সংস্পর্শে আইসে তাহাকেও জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দেয়, এই উপন্যাসে "মন্মথ" তেমনি নিজেও জ্বলিল, প্রিয়তম বন্ধু শৈলেনকেও জ্বালাইল এবং সরলা বালিকা 'লক্ষ্মীর' জীবনও ব্যর্থ করিয়া দিল।

শৈলেন শুধু মন্মথর সতীর্থ নহে, উভয়ে উভয়ের প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়ে আসক্ত। শৈলেন ও মন্মথ পাঠ্যাবস্থায় একদিন ট্রেণে ভ্রমণ করিবার কালে গাড়ীর মধ্যে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার একটী তরুণী সঙ্গিনীকে দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় লইয়া জানিল যে ব্রাহ্মণ তাঁহার জনৈক যজমানের এই অনাথা কন্যাটিকে লইয়া তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট যাইতেছেন। আত্মীয়টী কাশীতে বাস করেন। তরুণীর নাম লক্ষ্মী।

শৈলেন বিবাহ করিয়াছে এবং কর্ম্মস্থল বাঁকিপুরে সস্ত্রীক বসবাস করিতেছে। মন্মথ অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্কের বলে চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। শৈলেন কিন্তু ট্রেণে-দেখা সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার সঙ্গিনীকে ভুলিতে পারে নাই। শৈলেন ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিয়া জানিল যে কাশীতে লক্ষ্মীর আত্মীয়ের কোন সন্ধান না পাইয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে লইয়া অগত্যা বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন। শৈলেন ব্রাহ্মণকে বাঁকিপুরে আনাইয়া চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে একটী মন্দিরে পূজারী নিযুক্ত করিয়া দিল ও

লক্ষ্মীর জন্ম পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিল। শৈলেনের আন্তরিক ইচ্ছা যে মন্মথর সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ হয়। সে পত্র লিখিয়া মন্মথকে বাঁকিপুরে আনাইল। শৈলেন স্বীয় মনোভাব তাহার নিকট প্রকাশ করিল না। শৈলেন প্রায়ই মন্দিরে যাইয়া লক্ষ্মীর তত্ত্বানুসন্ধান লইয়া আসিত। শৈলেনের সহিত লক্ষ্মীর নিভৃতে আলাপ একদিন মন্মথকে একটু বিচলিত করিল। সে মনে ভাবিল যে শৈলেন তাহার চিররুগ্না স্ত্রী তড়িতাকে একটি সতীন আনিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। শৈলেন ও তড়িতা আদর্শ স্বামী-স্ত্রী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তড়িতার হৃদ্‌রোগ ছিল। শৈলেন মন্মথর সহিত লক্ষ্মীর বিবাহের দিন স্থির করিয়া মন্মথর দাদা ও মাতাকে আসিবার জন্ম পত্র লিখিল। শৈলেনের স্ত্রী তড়িৎা বা মন্মথ এই বিষয়ের কিছুই জানিল না। মন্মথর ধারণা জন্মিয়াছিল যে শৈলেনই লক্ষ্মীকে বিবাহ করিবে। একদিন শৈলেন মন্দিরে গিয়াছে, ইত্যবসরে তাহার টেবিলের উপরে একখানি লুক্কায়িত চিঠি পাইয়া মন্মথ তাহার কদর্থ করিয়া বুঝিল যে আর দুই দিন পরেই লক্ষ্মীর সহিত শৈলেনের বিবাহ হইবে। সে কর্ত্তব্যবোধে তড়িতার নিকট যাইয়া শৈলেনের এই গোপন অভিসন্ধি জানাইল। পতিগতপ্রাণা তড়িতা প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু মন্মথর অকাট্য প্রমাণে তড়িতা অত্যন্ত বিচলিতা হইয়া চিরকালের মত সংজ্ঞা হারাইল। স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে শৈলেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরেই মন্মথ তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া দাবদাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈলেন যে লক্ষ্মীর সহিত মন্মথর বিবাহের বন্দোবস্ত করিতেছিল তাহা জানিতে পারিয়া মন্মথ দারুণ দুঃখে ও ক্ষোভে সংসারত্যাগী হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। চিরকৌমারব্রত সে পালন করিল। শৈলেন তড়িতার স্মৃতি বক্ষে লইয়া বাঁকিপুরেই অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিল। লক্ষ্মী ও পূজারী সেই হইতে মন্দির ত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মী কুমারী হইয়াও বিধবার বেশ পরিধান করিয়া অনাথ আশ্রমের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। মন্মথ সন্ন্যাসীর ন্যায় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া হৃদয়ের জ্বালা কতক পরিমাণে নিবারণ করিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত—বাঙ্গালা সমালোচনা-গ্রন্থ। বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। ইহা প্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামক কাব্যত্রয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। অধুনাতন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই মত এই যে, আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন, তাঁহারা মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণকে নির্য্যাতিত ও বিতাড়িত করিয়া এদেশে আধিপত্যবিস্তার ও বসতিস্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহারা ঐ সকল অনার্য্য বা শূদ্রজাতিকে দাসরূপে পরিণত করিয়া আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকেন। কালে ব্রাহ্মণগণ স্বার্থসাধনোদ্দেশে বর্ণভেদ প্রথা প্রচারিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য স্থাপন ও আপনাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন। কবি নবীনচন্দ্রও স্বীয় কাব্যত্রয়ে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত বীরেশ্বর এই সকল মতের প্রতিবাদকল্পে এই পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, এবং এই সকল মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উনবিংশ সংহিতা—সংহিতা দেখ।

ঊর্ম্মিকা—কবিতা গ্রন্থ। রমণীমোহন ঘোষ প্রণীত। উক্ত গ্রন্থের ছন্দ ও সঙ্গীত বিশেষ ভাবে পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করে।

উশনঃ সংহিতা—সংহিতা দেখ।

ঋ

ঋগ্বেদ সংহিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক অনূদিত। ভাষ্য, সংক্ষিপ্ত টীকা, বাঙ্গালা অনুবাদসহ। ঋগ্বেদ প্রাচীন আর্য্যগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইহা কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র। এই সকল মন্ত্র যে কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা যায় না। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে এই সকল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কিয়দংশ আর্য্যদিগের ভারত আগমনের পূর্ব্বে এবং কিয়দংশ তৎপরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই সকল মন্ত্রপাঠে প্রাচীন আর্য্যগণের পুরাবৃত্ত, আচারব্যবহার, রীতি-নীতি এবং সমাজবন্ধন প্রভৃতি অনেকাংশে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

ঋতুসংহার—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। ইহাতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত এই ছয় ঋতুর প্রকৃতি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাই আদি-রসাত্মক।

এ

একাকার—বাঙ্গালা নাট্যলীলা। অমৃতলাল বসু প্রণীত। নব্য সংস্কারক দল জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া সাম্যনীতি প্রচারের চেষ্টা করে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক রচিত হইয়াছে।

একাক্ষর কোষ—পুরুষোত্তম দেব কৃত অভিধান। ইহাকে একাবলী কোষের পরিশিষ্ট বলিলেও বলা যায়। কেহ কেহ একাবলীকেই ইহার পরিশিষ্ট বলেন।

একাবলী কোষ—পুরুষোত্তম দেব প্রণীত একখানি অভিধান। ইহাতে ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ৩৪টী ক্রমপঠিত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণে কেবল এক এক স্বরবর্ণ যোগ করিয়া তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে।

একেই কি বলে সভ্যতা—বাঙ্গালা প্রহসন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।

কলিকাতাবাসী জনৈক বৈষ্ণবের নব বাবু নামক ইংরাজীশিক্ষিত পুত্র "জ্ঞানতরঙ্গিণী" সভার প্রধান পৃষ্ঠপূরক। এই সভায় মদ্যপান, অখাদ্য ভক্ষণ ও বেশ্যাদের নৃত্যগীত হইত। একদিন নব বাবু উক্ত সভায় গমন করিবার পরে তাহার পিতা এক বাবাজীকে ব্যাপার দেখিবার জন্ম পাঠাইয়া দেন। পথে মাতাল ও সার্জ্জন প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া "জ্ঞান-তরঙ্গিণী" সভার তথ্য অবগত হইবার পর বাবাজী নব বাবু ও তাঁহার বন্ধু কালী বাবুকে দেখিতে পান। তাঁহারা কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া বাবাজীর মুখবন্ধ করিয়া দিলেন। পরে সভায় গমন করিয়া বন্ধুগণ সহিত মদ্যপান, বক্তৃতা ও বেশ্যাগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া সভার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় স্ত্রী, ভগ্নী ও অন্যান্য পুরমহিলারা তাস খেলিতেছেন, এমন সময়ে নব বাবু অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। কর্ত্তা আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং পরদিনই সপরিবারে বৃন্দাবন যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। নব বাবুর স্ত্রী হরকামিনী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া খেদ করিয়া বলিলেন—"বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? —একেই কি বলে সভ্যতা!" এই প্রহসনের রচনাকাল ১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে।

এটা কোন্ যুগ?—সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। পঞ্জিকাকারেরা বলেন, কলির পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, কলিযুগের পরিমাণ বারশত বৎসর; তাহা হইলে বর্ত্তমান কালে কোন্ যুগ চলিতেছে, এই বিষয়ই এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত। ইহাতে পূর্ব্বে আর্য্যরমণীদের কিরূপ অবস্থা ছিল; তাঁহারা কিরূপভাবে শিক্ষিত হইতেন ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন, কতকগুলি আর্য্যরমণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

এষা—কাব্য গ্রন্থ। অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত। লেখকের স্ত্রী-বিয়োগের পর এই উপাদেয় ও মর্ম্মস্পর্শী কাব্য প্রকাশিত হয়।

ঐ

ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত। ইহাতে সঙ্গীতের স্বরলিপি, স্বরগ্রাম, মাত্রা বা কালের নিয়ম এবং কতকগুলি ঐকতানে বাদনোপযোগী "গৎ" প্রদত্ত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস—বাঙ্গালা উপন্যাস। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে "সফল স্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়" এই দুইটী গল্প আছে। গজনন্ নগরাধিপতি সবক্তাজিন প্রথমে দাস ছিলেন, পরে রাজ্যাধিপতি হন, ইহাই সফল স্বপ্নের মূল আখ্যান। ইহা 'রোমানস্ অব হিষ্টরী' নামক ইংরাজী গ্রন্থের একটী উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের আখ্যানভাগ এইরূপ—মহারাষ্ট্রীয় শিবাজী সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারাকে পার্ব্বত্যপথ হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়া কিছুকাল স্বীয় দুর্গে রাখিয়া দেন। তথায় উভয়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার ও বিবাহের প্রস্তাব হয়। ইহার পর মোগলগণ উক্ত দুর্গ অধিকার করে এবং রোসিনারাকে সম্রাট্সদনে পাঠাইয়া দেয়। সম্রাট্ কন্যার মুখে শিবাজীর গুণকীর্ত্তন শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। মোগলসম্রাটের সহিত শিবাজীর সন্ধি হইবার পর তাঁহার আহ্বানে শিবাজী দিল্লী গমন করেন এবং ঘটনাচক্রে বন্দী হন। কৌশলক্রমে তিনি পলায়ন করেন এবং আসিবার সময় রোসিনারাকে সঙ্গে লইবার অভিপ্রায়ে স্বীয় অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। রোসিনারা সজাতীয়ের নিকট অপদস্থ হইবার সম্ভাবনায় শিবাজীর অঙ্গুরীয়ের সহিত নিজ অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া ঐ অঙ্গুরীয় এবং এক বিদায়লিপি শিবাজীর নিকট পাঠাইয়া দেন।

ঐতিহাসিক রহস্য—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। রামদাস সেন প্রণীত। ইহাতে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের সমালোচনা, কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের বিবরণ, প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ও

ওলাউঠা সংহিতা—বাঙ্গালা চিকিৎসা গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর কালী প্রণীত। ইহাতে ওলাউঠা সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, ওলাউঠার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, প্রথম শিক্ষার্থীর ওলাউঠা শিক্ষা, বাল্যবিসূচিকা এবং ওলাউঠানিবারণার্থ ফলদায়ক উপায়সমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ক

কঙ্কণ চোর—উপন্যাস। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মগধেশ্বর মহারাজ মহানন্দের মহিষী মুরলার কঙ্কণ চুরি লইয়া এই উপন্যাস রচিত। ইহাতে সমসাময়িক যুগের আচারব্যবহার ও রীতি নীতির চিত্র লেখকের ভাষায় অঙ্কিত হইয়াছে।

কঙ্কাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কঙ্কাবতী এক ব্রাহ্মণের কন্যা। তাহার প্রতিবাসী খেতু নামক বালকের সহিত তাহার প্রণয় হয় কিন্তু অর্থলোভী ব্রাহ্মণ প্রচুর অর্থ পাইবার আশায় এক বৃদ্ধের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেন। এইরূপ মানসিক আঘাত পাইয়া কঙ্কাবতী পীড়িত হয়, এবং বিকারের ঘোরে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করে। পরে খেতুর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ হয়। গ্রন্থে পরিহাসচ্ছলে অনেক সামাজিক দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কঠ উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

কড়ি ও কোমল—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্নেহদয়াদি মানবের মানসিক বৃত্তিসমূহ, প্রেম, ভালবাসা, বিরহ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ক অনেকগুলি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে যে সকল পদ্যময় পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলিও ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কণ্ঠমালা—বাঙ্গালা উপন্যাস। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত মাধবীলতা নামক উপন্যাসের পরিশিষ্ট। নিজের স্বভাবদোষে কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কনকাঞ্জলি—বাঙ্গালা গীতিকাব্য। অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। ইহাতে প্রেমবিষয়ক কতকগুলি কবিতা বিন্যস্ত হইয়াছে।

কথানিবন্ধ—গল্পগ্রন্থ। বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন ভারত বিষয়ক ছয়টি এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে ওইটি গল্প আছে। ইংরাজী আইডিল (Idyll) জাতীয় কতিপয় কবিতাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কথাসরিৎ সাগর—সংস্কৃত গল্পগ্রন্থ। উমেশচন্দ্র গুপ্ত কাব্যরত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত। ইহা অত্যদ্ভুত উপন্যাসমালায় পূর্ণ বৃহৎ কথা নামক অতি প্রাচীন গ্রন্থের সারসংগ্রহ। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেবের মহিষীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত মহাকবি সোমদেব ভট্ট রাজাদেশে বৃহৎ কথার সারসঙ্কলনপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কৌশাম্বীর অধিপতি বৎসরাজ উদয়নের পুত্র চক্রবর্ত্তী নরবাহন দত্তের জন্মবৃত্তান্ত ও চরিত্রবর্ণনাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

কথোপকথন—উদ্বোধন গ্রন্থাবলী। স্বর্গগত স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নানা লোকের কথোপকথনের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ হইতে স্বামীজির বিবিধ বিষয়ক মূল্যবান্ মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের উন্নতির উপায়, ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার কথা, হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা, ভারতীয় স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বহু বিষয়ের ভাবিবার কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমনকালে রসুলপুরের মোহানার সন্নিকট সমুদ্রের পশ্চিম তটদেশে সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এক কাপালিকের নয়নগোচর হন। কাপালিকের পালিতা কপালকুণ্ডলা নাম্নী একটি ষোড়শী কুমারী ইঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া হিজলীর ভবানীমন্দিরে পূজক অধিকারীর নিকট লইয়া আসেন। অধিকারীর পরামর্শে নবকুমার ইঁহাকে বিবাহ

করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। মেদিনীপুরে চটির নিকটে মতিবিবি নাম্নী একটি যবন-বেশা রমণীর সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়। মতিবিবি ইঁহার পরিচয় পাইয়া সেই চটিতে কপালকুণ্ডলাকে দর্শন করেন এবং নিজের গাত্র হইতে অলঙ্কার খুলিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেন। মতিবিবি নব-কুমারের প্রথম পরিণীতা ভার্য্যা পদ্মাবতী। বাধ্য হইয়া ইঁহার মাতাপিতা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ইনি স্বামী কর্ত্তৃক বালিকা অবস্থায় পরিত্যক্তা হন। এই পরিচয় ইনি এখন স্বামীর নিকট গোপন রাখিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে স্বামিসঙ্গলাভের জন্য ইঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া সপ্তগ্রামে পৈতৃক ভবনে আসিলেন। এক বৎসর পরে মতি-বিবি সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিলেন এবং স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীর প্রেম ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ইনি অভীষ্টসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইনি পুরুষোচিত বেশ ধারণ করিয়া কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; উদ্দেশ্য—নবকুমারের মনে সন্দেহ উপস্থিত করিয়া স্বামি-স্ত্রীর বিচ্ছেদসাধন। ঘটনাক্রমে কপালকুণ্ডলা এক রাত্রিতে ননন্দা শ্যামাসুন্দরীর জন্য স্বামিবশ করিবার ঔষধ আহরণ করিতে একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুরুষবেশী মতিবিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নবকুমার গোপনে ইহা দেখিলেন। পরদিন প্রাতে কপালকুণ্ডলার গৃহে অপরিচিত পুরুষের লিখিত একখানি পত্রও পাইলেন, ইহাতে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর বিশেষ সন্দিহান হইয়া নবকুমার রাত্রিকালে আবার কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত কাপালিকও এই সময় মতিবিবির সহিত মিলিত হইয়া কপাল-কুণ্ডলার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু মতিবিবির উদ্দেশ্য সপত্নীর নির্ব্বাসন; কাপালিকের উদ্দেশ্য কপাল-কুণ্ডলাকে ভবানীর চরণে বলিদান। কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া কপাল-কুণ্ডলার সহিত পুরুষবেশধারিণী মতিবিবির গোপনে মিলন দেখাইলেন। নবকুমার কাপালিকের প্রদত্ত সুরাপানে উত্তেজিত-মস্তিষ্ক হইয়া কপালকুণ্ডলার চরিত্রহীনতায় কৃতনিশ্চয় হইলেন, এবং কাপালিকের নির্দ্দেশে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার পূর্ব্বে স্নান করাইবার জন্য নদীতীরে লইয়া গেলেন। তটে দাঁড়াইয়া নবকুমার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া কপালকুণ্ডলা নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিলেন; কিন্তু আর গৃহে ফিরিবেন না, এ কথাও বলিলেন। এমন সময় তরঙ্গাভিঘাতে নদীতট ভাঙ্গিয়া যাইলে কপালকুণ্ডলা জলে পড়িয়া গেলেন। নবকুমারও ইঁহার উদ্ধারসাধনমানসে জলে ঝাঁপ দিলেন। উভয়ের মধ্যে কেহই আর ফিরিলেন না।

কপালকুণ্ডলা গ্রন্থকারের রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস। বাঙ্গালা ১২৭৩ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া কলিকাতায় অনেক রঙ্গমঞ্চে অভি-নীত হইয়াছে। বঙ্গীয় সিভিলিয়ান এইচ, এ ডি, ফিলিপস্ সাহেব ১৮৮৫ খৃঃ কপাল-কুণ্ডলার একখানি ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরবৎসর মিঃ ক্লেম (Klemn) জর্ম্মণ ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—বাঙ্গালা কাব্য; মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ কর্ত্তৃক প্রণীত। দক্ষালয়ে সতী প্রাণত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে পার্ব্বতীর কার্ত্তিক ও গণেশ নামে দুই পুত্র জন্মে। একদা অন্নকষ্টহেতু শিবের সহিত পার্ব্বতীর কলহ হইলে পার্ব্বতী ক্রোধভরে কৈলাস ত্যাগ করেন। অনন্তর সখী পদ্মার উপ-দেশে তিনি পৃথিবীতে নিজ পূজা প্রচারের চেষ্টা করেন। তাঁহার মায়ায় ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবশাপে কালকেতু ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদা মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমনকালে ভগবতী গোধিকারূপে তাঁহাকে দর্শন দেন। কালকেতু তাঁহাকে বন্ধন করিয়া স্বগৃহে লইয়া আসেন। অতঃ-পর ভগবতী স্ব-রূপ প্রকাশ করিলে কাল-কেতু তাঁহাকে বহু স্তুতি করেন। ভগবতীর বরে কালকেতু প্রভূত ধনের অধীশ্বর হন। অনন্তর কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধে বন্দী হইলে কালকেতু ভগবতীর স্তব করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পরে স্বীয় পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। অনন্তর ভগবতী স্ত্রীলোকদিগের নিকট পূজা লইতে অভিলাষ করেন। রত্নমালা নাম্নী জনৈকা অপ্সরা মর্ত্ত্যধামে খুল্লনারূপে জন্ম-গ্রহণ করেন, এবং ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া ভার্য্যা হন। রাজাদেশে ধনপতি গৌড়দেশে গমন করিলে তাঁহার প্রথমা ভার্য্যা লহনা খুল্লনাকে সাতিশয় যন্ত্রণা দিতে থাকেন এবং তাঁহাকে ছাগচারণে নিযুক্ত করেন। অনন্তর খুল্লনা চণ্ডীপূজা করিয়া চণ্ডীর প্রসাদাৎ পুনরায় পূর্ব্বসৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর ধনপতি বাণিজ্যার্থ সিংহল গমনকালে চণ্ডীকে উপহাস করায় পথিমধ্যে ঝড়বৃষ্টিতে তাঁহার বাণিজ্যতরণী সমস্ত ডুবিয়া যায় ও তিনি সিংহলে গিয়া বন্দী হন। পরে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত নানা বিপদের মধ্য দিয়া সিংহলে গমন করেন, এবং দেবী-কৃপায় পিতাকে মুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। এই সকল আখ্যা-য়িকা লইয়া এই কাব্যখানি রচিত।

কবিকথা (১ম ভাগ)—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। উপক্রমণিকায় প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীরামদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র এই সাত জনের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে।

কবিকাননিকা—বাঙ্গালা রহস্যগ্রন্থ। ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ইহাতে রহস্যচ্ছলে কাননিকা নাম্নী এক কবিতা-প্রিয়া ও কল্পনাকুশলা রমণীর অদ্ভুত চিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

কবিকাহিনী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে জনৈক কবি আপনার হৃদয়ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

কবিতাসংগ্রহ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। মণীন্দ্র-কৃষ্ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে কবি-বর ঈশ্বর গুপ্ত রচিত নৈতিক ও পার-মার্থিক, সামাজিক ও ব্যঙ্গবিষয়ক, যুদ্ধ-বিষয়ক, ঋতুবর্ণনবিষয়ক এবং প্রেমবিষয়ক কবিতাসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কবিরহস্যম্—সংস্কৃত ধাতুরূপগ্রন্থ। হলায়ুধ প্রণীত। ইনি ভট্টনারায়ণের বংশধর ও গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, ন্যায়সর্ব্বস্ব, মৎস্যসূক্ততন্ত্র, অভিধান রত্নমালা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা। কবিরহস্য গ্রন্থে কবিতা-চ্ছলে ধাতুরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক একটী শ্লোক মধ্যে এক একটি ধাতুর একই বিভক্তিতে কত প্রকার রূপান্তর হইতে পারে, তাহা বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে।

কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। ইহাতে কবি হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহার রচনাসমূহের ধারাবাহিক তালিকা এবং তাঁহার কাব্যসমূহের সমালোচনা আছে। হেমচন্দ্রের কাব্যের বিশেষত্ব কি, বাঙ্গালাসাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতি তাহাতে কি পরিমাণে লাভবান্ হইয়াছে, এই সকল কথা বিশেষ দক্ষতার সহিত লেখক আলো-চনা করিয়াছেন।

কমলাকান্ত পদাবলী—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। শ্রীকান্ত মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে

সাধকপ্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের রচিত গীতগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কমলাকান্তের দপ্তর—বাঙ্গালা রহস্যাত্মক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি সরস হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ আছে। সকল প্রবন্ধেই কৌশলে সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতির দোষের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কমলে কামিনী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। ব্রহ্মদেশের রাজা বীরভূষণের সহিত কাছাড় সিংহাসন লইয়া মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিংহের মনোবাদ উপস্থিত হয়। কাছাড় মণিপুরের অধীন। কাছাড়ি দেশবাসিগণের অভিপ্রায়ানুসারে গম্ভীর সিংহ স্বরাজ্যের সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের রাজা মনোনীত করেন। ব্রহ্মাধিপতি কনিষ্ঠা মহিষীর অনুরোধে স্বীয় শ্যালককে রাজা করিতে চান। এই সূত্রে ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত মণিপুররাজের যুদ্ধ ঘটে। কাছাড়ই যুদ্ধক্ষেত্র। সেইখানে শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্ম সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া স্বীয় শিবিরে লইয়া আসেন। পথে যুদ্ধদর্শনাভিলাষিণী ব্রহ্মরাজকন্যা রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে কমলমালা নিক্ষেপ করেন। শিখণ্ডিবাহনও একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ইন্দীবরাক্ষী রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হন। ব্রহ্মাধিপতি সাত দিবসের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করিলে, মণিপুর শিবিরে নানা উৎসবের আয়োজন হয়। একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়া সেখানে রাসলীলা অভিনয়ের উদ্যোগ হয়। রণকল্যাণী রাধিকা, তাঁহার সহচরী সুরবালা দূতী, এবং শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজিয়া লীলাভিনয়ে যোগদান করেন। মণিপুরাধিপতি রাধিকাঅভিনেত্রীর পরিচয় জানিতেন না। তাঁহাকে "কমলে কামিনী" আখ্যা দেন। ব্রহ্মদেশাধিপতি কন্যার মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত শিখণ্ডিবাহনের গোপনে বিবাহ দেন, এবং তাঁহাকেই কাছাড়ের রাজা করিবার সম্মতি মণিপুররাজকে জ্ঞাপন করেন। পরে মণিপুরাধিপতিকে সদলে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। ইঁহারা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মরাজ অবগত হন যে, শিখণ্ডিবাহন মণিপুর-অধিপতির জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র। সূতিকাগারে এই পুত্রটিকে গজমতিহারাধার কৌটার সহিত ধুনি ধাত্রী, ঈর্ষ্যাপরায়ণা কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারীর অনুরোধে, বিন্দু-সরোবরে রাখিয়া আসে। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী নাম্নী এক বিধবা রমণী তীর্থযাত্রাকালে এই শিশু ও কৌটাটি সঙ্গে লইয়া যান। কোন সন্ন্যাসী এই শিশুতে রাজলক্ষণ দেখিয়াছিল বলিয়া পাঁচ বৎসর পরে ত্রিপুরা ঠাকুরাণী ইঁহাকে মণিপুরে ফিরাইয়া আনিয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থে রাজসেনাপতি সমরকেতুর অধীন করিয়া দেন। শিখণ্ডিবাহন এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকেই মাতা বলিয়া জানিতেন। এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মরাজ বলিলেন যে, আমি মণিপুরের যুবরাজকে কাছাড় সিংহাসন দিব না; আমি আপনার জামাতাকে ঐ সিংহাসনে বসাইব। কে জামাতা—এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে ব্রহ্মরাজ বলিলেন যে, শিখণ্ডিবাহনই তাঁহার জামাতা। তখন মণিপুররাজের আনন্দের সীমা রহিল না।

কর্পূরমঞ্জরী—বাঙ্গালা নাটক। ইহা কর্পূরমঞ্জরী নামক একখানি সংস্কৃত সট্টক-জাতীয় নাটকের অনুবাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। "কর্পূরমঞ্জরী" প্রাকৃত ভাষায় রচিত। গ্রন্থখানি, বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকারচয়িতা রাজশেখরের লেখনীসম্ভূত। কৌলসম্প্রদায়ভুক্ত ভৈরবানন্দ একটি আশ্চর্য্য দেখাইতে অনুরুদ্ধ হইয়া একটি রমণীকে ধ্যানাবস্থানে আনয়ন করেন। পরিচয়ে প্রকাশ পাইল যে, তিনি রাজ্ঞীর মাতৃষসার কন্যা, নাম কর্পূরমঞ্জরী। রাজ্ঞী তাঁহাকে পঞ্চদশ দিবস প্রাসাদে রাখিলেন। সেখানে রাজা কর্পূরমঞ্জরীর প্রেমে আবদ্ধ হইলেন। রাজ্ঞী ভৈরবানন্দের শিষ্যা হইলে, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ঘনসারমঞ্জরী নাম্নী এক রাজকন্যার সহিত রাজার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। বিবাহ সম্পন্ন হইলে প্রকাশ পাইল যে, ঘনসারমঞ্জরী কর্পূরমঞ্জরীর অপর নাম।

কর্ম্মকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। ইহাতে দার্শনিক তথ্যপূর্ণ অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে। কর্ম্মভিন্ন মনুষ্যের গতি নাই, কর্ম্মেই তাহার ক্ষমতা ও অধিকার ইহাই প্রত্যেক প্রবন্ধে লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে, মুক্তির পথ কি ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। কর্ম্মকাণ্ড-ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান কখন নিরস্ত হয় তাহাও লেখক দেখাইয়াছেন।

কর্ম্মদেবী—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ওরিষ্টপতির কন্যা কর্ম্মদেবী যশল্মীরের রাজপুত্র সাধুর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন এবং রাঠোরাধিপতির পুত্র অরণ্যকমলকে প্রত্যাখ্যান করেন। বিবাহান্তে গমনকালে অরণ্যকমল পথিমধ্যে সাধুকে আক্রমণ করিলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে সাধু নিহত হন। তখন কর্ম্মদেবী স্বহস্তে আপনার এক বাহু কাটিয়া পিতৃকুলকবির নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং অপর বাহু শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিয়া পতিসহ চিতায় প্রবেশ করেন।

কর্ম্মফল ও জন্মান্তর রহস্য—আশুতোষ দেব এম, এ প্রণীত। কর্ম্মদ্বারা যে জন্মান্তর সংঘটিত হয়, তাহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কর্ম্মের উপাদান, কর্ম্মফল, কর্ম্মরহস্য, পুরুষকার ও দৈব, পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট খণ্ডন, কর্ম্মসম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রের অভিমত, কর্ম্মযোগ, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহুবিধ আর্য্যশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করা হইয়াছে।

কর্ম্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প—গল্পগ্রন্থ। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। এই পুস্তকে কর্ম্মযোগের টীকা, দীক্ষা, গোলাপজাম, পিয়াসী, ডিটেক্‌টিভের স্ত্রী লাভ, পূজার আসর, মল্লার স্বয়ংবর প্রভৃতি বারটি ছোট ছোট গল্প আছে। ইহা হাস্যরস প্রধান।

কলিকাতার ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। প্রবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইংরাজী ভাষায় যে The Early History and Growth of Calcutta নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ইহা তাহারই অনুবাদ। ইহাতে অতি প্রাচীনকাল হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত কালকাতা মহানগরীর অবস্থার পরিবর্ত্তন লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব অবস্থা কিরূপ ছিল, পরে কাহার কর্ত্তৃক ইহার সংস্কার আরব্ধ হয়, ইহার পরিমাণ ও অধিবাসীর সংখ্যা, বাণিজ্যাবিবরণ, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, সংবাদপত্র প্রকাশ প্রভৃতি সকল বিষয়ই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

কল্কিপুরাণ—সংস্কৃত পুরাণ। ইহাতে কলির উৎপত্তি, কালচরিত্র বর্ণন, শ্রীহরির কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ, পরশুরামের নিকট শিক্ষা, মহাদেবের বরপ্রাপ্তি, পদ্মাবতীর উপাখ্যান, অনন্ত মুনির উপাখ্যান, পদ্মাবতীর সহিত কল্কির বিবাহ, কল্কি কর্ত্তৃক কীকটদেশ আক্রমণ ও জিনবধ, ম্লেচ্ছনিধন, কুথোদরী রাক্ষসীর বিবরণ, মরু কর্ত্তৃক কল্কি সমীপে

রামচরিত্র বর্ণন, কল্কিসমীপে কালপীড়িত ধর্ম্মের আগমন ও ধর্ম্মকে অভয়দান, কল্কি দেবের দিগ্বিজয়, শশিধ্বজ রাজার উপাখ্যান, রুক্মিণীব্রত, কল্কিদেবের বৈকুণ্ঠধামে গমন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

কল্পতরু—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নির্ব্বোধ ভণ্ড ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তি সংসারে কত অনর্থ ঘটাইতে পারে, প্রবঞ্চকেরা কিরূপে মানুষকে ফাঁদে ফেলিয়া আত্মোদর পূরণ করে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কস্তুরী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত। ইহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি নানা রসের কবিতা আছে।

কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। হরিনাথ মজুমদার প্রণীত। ইহাতে বাউলের সুরে বৈরাগ্য ও পরমার্থ-বিষয়ক অনেকগুলি গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কাঞ্চীকাবেরী—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক উড়িষ্যার ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

কাত্যায়ন সংহিতা—সংহিতা দেখ।

কাদম্বরী—বাঙ্গালা উপাখ্যানগ্রন্থ। তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত। ইহাতে সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের গদ্যাংশ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে। রাজা শূদ্রক একদা এক শুকপক্ষী প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে তাহার আত্মবিবরণ বর্ণনা করিতে বলিলেন। শুক তাঁহার নিকট স্বীয় অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। প্রসঙ্গ ক্রমে আরও অনেকগুলি উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে চন্দ্রাপীড়ের সহিত গন্ধর্ব্বতনয়া কাদম্বরীর এবং বৈশম্পায়নের সহিত মহাশ্বেতার মিলন বর্ণিত হইয়াছে।

কাব্যগ্রন্থাবলী (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কতকগুলি খণ্ড কবিতা লইয়া এই কাব্য রচিত। কবিতাগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির কবিত্বে পূর্ণ।

কাব্যচিন্তা—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। ইহাতে মহাভারত, রামায়ণ এবং ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ কৃত কাব্যসমূহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কাব্যসমূহের ঐতিহাসিকত্ব, দোষ গুণ, রস প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কাব্যনির্ণয়—বাঙ্গালা অলঙ্কার গ্রন্থ। পণ্ডিত লাল মোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি প্রণীত। বাঙ্গালা কাব্যের অলঙ্কার, দোষ, গুণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কবিগণ একাল পর্য্যন্ত যে সকল ছন্দে কবিতা লিখিয়া আসিতেছেন, তাহার লক্ষণ ও উদাহরণাদিও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুকরণে রচিত।

কাব্যসুন্দরী—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। ইহাতে বঙ্কিম বাবুর রচিত উপন্যাসসমূহের ঔপন্যাসিক সুন্দরীগণের চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। উপন্যাসে বঙ্কিম বাবু যে সকল প্রধান স্ত্রীচরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন (কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, দুর্গেশনন্দিনী, লবঙ্গলতা, বিমলা প্রভৃতি), সেই সকল স্ত্রীচরিত্রকে বিশেষরূপে অনুচিত্রিত করিয়া দেখানই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কামিনী ও কাঞ্চন—বাঙ্গালা উপন্যাস। হারাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। সংসারে কামিনী ও কাঞ্চনই যে যাবতীয় অনর্থের মূল, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তের বংশজ এবং ক্ষত্রিয়, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি হইতে এতদনুকূল মত, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে কায়স্থগণ কিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন তদ্বিবরণ, এ সম্বন্ধে ইতিহাসের বর্ণনা, শিলালিপি প্রভৃতির বর্ণনা, অন্যান্য দেশীয় কায়স্থসমাজের অবস্থা প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

কালপরিণয়—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বিবাহের দোষে একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে কিরূপ অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিসংবাদের সৃষ্টি হয় তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালাচাঁদ গীতা—বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক পদ্যগ্রন্থ। শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত। কোন এক ব্যক্তির মনে সহসা এরূপ বৈরাগ্য হইল যে, তিনি ভাবিলেন, মরণের পর যখন স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তখন পূর্ব্ব হইতেই তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ ব্যক্তি বনগমন করেন। এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে গ্রন্থকার ইহাতে এই জড় জগৎ শ্রীভগবানেরই বিকাশ, শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং তৎস্বরূপ কিরূপ চিত্তমুগ্ধকর, শ্রীভগবানের সহিত জীবের ও জীবের সহিত জীবের কিরূপ সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

কালাপাহাড়—বাঙ্গালা উপন্যাস। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। দেবদ্বেষী কালাপাহাড়ের নাম এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। উড়িষ্যার লোকে অদ্যাপি কালাপাহাড়ের নাম শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। বাঙ্গালার পাঠান নরপতি সুলেমান কিরাণীর অধীনে সেনাপতিরূপে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজয়রূপ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই শ্রীশচন্দ্র এই উপন্যাস লিখিয়াছেন।

কালিকাপুরাণ—সংস্কৃত উপপুরাণ। কামদেবের জন্ম, মহাদেবকে কামবশ করিতে ব্রহ্মার উদ্যোগ, দক্ষালয়ে মহামায়ার জন্মগ্রহণ, শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, অরুন্ধতী উপাখ্যান, সৃষ্টিবর্ণন, বরাহ উপাখ্যান, মনুমীন সংবাদ, নরকাসুরের উপাখ্যান, হিমালয়গৃহে দেবীর জন্ম, মদনভস্ম, শিববিবাহ, বেতাল ভৈরবোপাখ্যান, মন্ত্রোপদেশ, পূজাবিধি, কামাখ্যাবিবরণ, ত্রিপুরাতন্ত্রানুসারে পূজাপ্রকরণ, শারদাতন্ত্র, মুদ্রান্যাস কবচাদি, মন্ত্ররহস্য, তীর্থবিবরণ, ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি, পরশুরাম উপাখ্যান, রাজনীতি, সদাচার, শক্রোত্থান, বিষ্ণুযজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস—বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। এই গ্রন্থে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে লেখক নিজের একটি স্বাধীন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। কালিদাসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্তনৃপতিগণের উল্লেখ আছে এবং তিনি কুমার গুপ্তের রাজ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহাতে কালিদাসের গ্রন্থাদিসম্বন্ধে কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধও আছে।

কালিদাস—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাটকসমূহের অতি বিশদ আলোচনা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কালিদাসের চরিত্রবিশ্লেষণ অতিশয় যোগ্যতার সহিত বিহিত হইয়াছে।

কালীক্ষেত্রদীপিকা—বাঙ্গালা পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিকধর্ম্মের বিবরণ, শক্তিপূজার বিবরণ, পীঠস্থানের উৎপত্তি, কালীঘাটের উৎপত্তি, কালীঘাটের আদিম ও আধুনিক অবস্থা, কালীমূর্ত্তির প্রথম আবিষ্কার, কালীর সেবায়েত ও অধিকারিগণের বিবরণ, কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি, নকুলেশ্বর শিবের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কাশীখণ্ড—বঙ্গানুবাদ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। ইহা স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম, সামুদ্রিক প্রকরণ, স্মৃত্যুক্ত আচার ব্যবস্থা, কাশীমাহাত্ম্য, পিশাচলোক, যমলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক প্রভৃতি লোকসমূহের বর্ণন, ধ্রুবচরিত্র, বারাণসীরহস্য, দিবোদাসের উপাখ্যান, দুর্গাসুরের বৃত্তান্ত, শিবলিঙ্গসমূহের উৎপত্তি বিবরণ, ব্যাসশাপ উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয় সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

কাশী পরিক্রমা—কাব্য। জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত ও নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (পরিষদ্-গ্রন্থাবলী)। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় অন্যূন এক শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কাশীপর্য্যটন বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে কাশীর তৎকালীন যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় পরিশিষ্টে কাশীর পুরাকথার আলোচনা করিয়াছেন।

কাহিনী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে গান্ধারীর আবেদন, পতিতা, ভাষা ও ছন্দ, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পদ্যরচিত কাহিনীসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

কিঞ্চিৎ জলযোগ—বাঙ্গালা প্রহসন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে এক ডাক্তার এবং তাঁহার স্বাধীন-প্রকৃতি স্ত্রীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সংসারে সন্দেহই যে অশেষ অনর্থের মূল, এবং দম্পতীর হৃদয়ে পরস্পরের উপর সন্দেহ উপজাত না হইলেই যে এই সংসার শান্তির আগার হয়, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কিরাতার্জ্জুন—নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম, এ, বি, এল প্রণীত। এখানি সুকবি ভারবি কৃত সংস্কৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের বঙ্গানুবাদ।

কিরাতার্জ্জুনীয় (বঙ্গানুবাদ)—মতিলাল বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহা মহাকবি ভারবি-প্রণীত সংস্কৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের বঙ্গানুবাদ।

কিশোর—গল্প-গ্রন্থ। জলধর সেন প্রণীত। ইহাতে তেরটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আছে। গল্পগুলি কিশোরদিগের জন্য এবং কিশোরদিগের কথা লইয়া লিখিত।

কুসুম—বাঙ্গালা কবিতা-গ্রন্থ। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত। ইহাতে প্রেম ও অন্যান্য-বিষয়ক কতকগুলি কবিতা আছে।

কুমারসম্ভব—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা মহাকবি কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব নামক সংস্কৃত কাব্যের পদ্যানুবাদ। ইহাতে উক্ত মহাকাব্যের সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। হিমালয়-গৃহে পার্ব্বতীর জন্ম, তাঁহার শিবারাধনা, মহাদেবের তপস্যাভঙ্গার্থ দেবগণ কর্ত্তৃক মদনের নিয়োগ, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, পার্ব্বতীর তপস্যা ও সিদ্ধি, মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য কুমারসম্ভব নামে একখানি বাঙ্গালা নাটক লিখিয়াছেন। সেখানি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ১৮৮২ খৃঃ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। রেভারেণ্ড কে, এম্ ব্যানার্জ্জি ইংরাজি অনুবাদ সহ ইহার একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকার রৈবতক নামক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; আলোচ্য কাব্যে তাঁহার মধ্যলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে সমুদ্যত, অন্যদিকে মহর্ষি দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ অনার্য্যপতি বাসুকিকে লইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এদিকে অতিলোভী দুর্য্যোধনের লোভের ফলে কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মের উচ্ছেদ ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্ব্বাসার চক্রান্তের ফলে অভিমন্যু অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইল। পুত্রশোকাকুল পার্থ ক্ষিপ্রহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়কুল ভস্মীভূত হইল, ভারতে নব ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল। সে ধর্ম্মরাজ্যের পাদমূলে জ্ঞানরূপী শ্রীকৃষ্ণ, বলরূপী ধনঞ্জয়, এবং ভক্তিরূপিণী ভদ্রা। এই তিনের সম্মিলনে যে প্রেমরাজ্যের উদ্ভব হইল, তাহাতে আর্য্য ও অনার্য্যের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গেল। এই নব প্রেমরাজ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাসদেব মহাভারত গান করিতে লাগিলেন।

কুলপুরোহিত—গল্পগ্রন্থ। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে কুলপুরোহিত, বারবেলা, মেয়ের বাপ, লক্ষ্মীহারা, বিধবা প্রভৃতি ১৫টি মনোহর গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রায় সকল গল্পই সামাজিক ও সাংসারিক নিত্য দৃষ্ট ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল প্রদর্শন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। ইহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান, ঘটকের কপট ব্যবহার, কুলকামিনীগণের আচারব্যবহার, শুক্রবিক্রয়ীর দোষকীর্ত্তন, বিরহিপঞ্চাননের নিয়োগপত্রাদেবন এবং নানাবিধ রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নাটক। এই নাটকখানি লিখিয়া রামনারায়ণ তর্করত্ন রঙ্গপুরের জমিদার কালীচরণ রায় চৌধুরীর প্রতিশ্রুত পারিতোষিক পান।

কুহু ও কেকা—কবিতাগ্রন্থ। খ্যাতনামা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। তাঁহার কবিতায় একটা স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যায়, নূতনভাবে কবি আপনার ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তুলেন। ছন্দ ও ভাষার উপর তাঁহার কিরূপ অধিকার, তাহার পরিচয় এই গ্রন্থে আছে।

কূর্ম্মপুরাণ—পুরাণ দেখ।

কৃতজ্ঞতা—বাঙ্গালা উপন্যাস। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গসমাজের একটা চিত্র অঙ্কিত করিতে গ্রন্থকার প্রয়াস পাইয়াছেন।

গ্রন্থকার তখনকার দিনের ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিয়াছেন যে, তখন ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটে সর্ব্ববিধ জঘন্য কাণ্ডই ঘটিত। যত বড় লোকের নাবালক ছেলেরা এখানে থাকিত এবং ইনষ্টিটিউটের মধ্যে মদ বেশ্যা প্রভৃতি সকল রকম কার্য্যই চলিত। ছেলেরা গ্যাঙনেট কাটিয়া এই সমস্ত দুষ্কার্য্যের সাধন করিত। গ্রন্থকার কুণ্ডলা গ্রামের অন্তঃতর জমিদার-পুত্র দীনেন্দ্রকুমারকে ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটের মধ্যে রাখিয়া অনেক গুঢ় কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃপণের ধন—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। হলধর নামক এক ব্যক্তি সাতিশয় কৃপণ ছিলেন। তাঁহার এক ভগ্নী মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট একটী কন্যা ও দশ হাজার টাকা রাখিয়া যান। কিন্তু ঐ কন্যার অধিক বয়স হইলেও টাকা বাহির করিতে হইবে বলিয়া হলধর তাহার বিবাহ দেন নাই। শেষে মধু নামক এক চতুর ব্যক্তি অনেক কৌশলে তাহার নিকট হইতে ঐ টাকা ও আরও কিছু বেশী টাকা আদায় করিয়া তাহার ভাগিনেয়ীর বিবাহ সংঘটন করেন। কনসার্ন্ধন নাম দিয়া ইহার কিয়দংশ কোন কোন থিয়েটারে মধ্যে মধ্যে অভিনীত হইয়া থাকে।

কৃষকের সর্ব্বনাশ—সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। ভারতীয় কৃষকসম্প্রদায়ের কিরূপে সর্ব্বনাশ হইতেছে, গ্রন্থকার তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কি করিলে ইহাদিগের উন্নতি হইতে পারে, তাহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কৃষি উপদেশ—কৃষিগ্রন্থ। নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এম্ আর্ এস্ প্রণীত। আমন ধান্ত, আশু ধান্ত, সরিষা, পাট প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সার কথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

কৃষি ও গোময়—কৃষিগ্রন্থ। অতুলকৃষ্ণ রায় এম্ এ প্রণীত। ইতঃপূর্ব্বে "প্রচার" মাসিক পত্রিকায় যে গোময়ের সদ্ব্যবহার শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, গ্রন্থকার বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। হরিদ্রা গ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় একখানি উইল করেন। তদ্দ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে আট আনা, পুত্র হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেককে তিন আনা, গৃহিণীকে এক আনা ও কন্যা শৈলবতীকে এক আনা দিবেন বলিয়া লিখিত হয়। হরলাল ইহাতে আপত্তি করিলে এবং বিধবা বিবাহ করিব বলিয়া ভয় দেখাইলে, কৃষ্ণকান্ত তাঁহাকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়া উইলখানি বদলাইলেন। এই উইল মতে হরলাল এক পাইমাত্র পাইবার অধিকারী হইলেন। হরলাল লেখক ব্রহ্মানন্দকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়া আর একখানি উইল প্রস্তুত করাইলেন, তাহাতে হরলালের বার আনা প্রাপ্য বলিয়া লিখিত হইল। হরলাল এই উইলখানিতে কৃষ্ণকান্ত ও সাক্ষিগণের দস্তখত জাল করিলেন। ব্রহ্মানন্দ এই জাল উইলখানির সহিত আসল উইল পরিবর্ত্তিত করিতে অসমর্থ হইলে, তাঁহার বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণী হরলালের অনুরোধে রাত্রিকালে কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অভিলষিত পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলেন। পরে যখন বুঝিলেন যে হরলাল তাঁহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত, তখন তিনি আসল উইলখানি তাঁহাকে দিলেন না। গোবিন্দলালের সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া তাঁহার ইষ্টসাধন অভিপ্রায়ে আসল উইলখানি যথাস্থানে রাখিয়া জাল উইল ফিরাইয়া লইতে রোহিণী আবার কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবার কিন্তু ধরা পড়িয়া গেলেন। গোবিন্দলালের অনুরোধে কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে কোন দণ্ড না দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। গোবিন্দলালের ভালবাসায় নিরাশ হইয়া রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিলে গোবিন্দলাল তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এইবার গোবিন্দলালও রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে ভুলিবার জন্য জমিদারীতে গমন করিলেন। ক্রমে রোহিণী-গোবিন্দলালবিষয়ক কলঙ্করটনা গোবিন্দলালের পত্নী ভ্রমরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বামীকে একখানি পত্র লিখিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে গোবিন্দলাল দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে না বলিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। ভ্রমর ফিরিয়া আসিবার পর, কৃষ্ণকান্ত পীড়িত হইলেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একখানি উইল প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে গোবিন্দলালের প্রাপ্য (আট আনা) ভ্রমরকেই দান করিলেন। গোবিন্দলাল স্ত্রীর অধিকৃত বিষয় ভোগ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মাতার সঙ্গে কাশীধামে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে অদৃশ্য হইলেন। এদিকে রোহিণীও দেশত্যাগ করিলেন। ভ্রমরের মনোবেদনা শেষে কঠিন পীড়ায় পরিণত হইল। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ বন্ধু নিশাকরকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদপুরে গেলেন। সেইখানে গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া গোপনে বাস করিতেছিলেন। নিশাকর কৌশলে রোহিণীকে বাড়ীর বাহির করিয়া আনিলে, গোবিন্দলাল বিশ্বাসহন্ত্রীকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। খুনী মোকদ্দমায় গোবিন্দলাল ভ্রমরের অর্থবল প্রয়োগে অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু আবার নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। কিছুকাল পরে অর্থসাহায্যের জন্য গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পত্র লিখিলেন। ভ্রমর তখন কঠিন-পীড়াক্রান্তা। ভ্রমরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গোবিন্দলাল আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং পরদিনেই আবার নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। বার বৎসর পরে সন্ন্যাসিবেশে একবার তাঁহার সাধের উদ্যানে ভ্রমরের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আবার অদৃশ্য হইলেন।

এই উপন্যাসখানি ১৮৯৫ খৃঃ বিষবৃক্ষের অনুবাদকর্ত্রী মিসেস্ নাইট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর চিত্র দর্শনে রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া বয়স্য ধনদাসকে দূতস্বরূপে উদয়পুরে প্রেরণ করেন। জগৎসিংহের প্রণয়িনী বিলাসবতী যাহাতে এই বিবাহ না ঘটে, সেই অভিপ্রায়ে সখী মদনিকাকে উদয়পুরে পাঠান। মদনিকা পুরুষবেশে মদনমোহন নাম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন উদয়পুরে অবস্থান করে। সে কৃষ্ণকুমারীর নাম করিয়া মরুরাজ্যের অধিপতি মানসিংহকে এক পত্র লেখে, তাহাতে মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর অনুরাগের পরিচয় থাকে। এদিকে মদনিকা আবার মানসিংহের দূতী সাজিয়া কৃষ্ণকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মানসিংহের একখানি চিত্রপট তাঁহাকে দেখায়। তাহাতে মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর প্রণয় সঞ্চারিত হয়। মানসিংহও বিবাহ প্রস্তাব করিয়া উদয়পুরে দূত পাঠান। ভীমসিংহের ইচ্ছা জয়পুরাধিপতিকে কন্যা দান করেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী মানসিংহকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। মহারাষ্ট্রাধিপতি মানসিংহের জন্য উদয়পুরের রাণাকে অনুরোধ করেন। ভীমসিংহ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। মহিষী অহল্যাদেবী ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী তপস্বিনীও বিচলিতচিত্তা হইলেন। কৃষ্ণকুমারীও অস্থির হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণকুমারী এই সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, চিতোররাজ-সতী পদ্মিনী যেন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—"কুলমানরক্ষার জন্য যে যুবতী আপনার প্রাণদান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" মন্ত্রীর পরামর্শে স্থির হইল যে, কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিলেই সকল বিপদ্ দূর হয়। রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহ জ্যেষ্ঠের অনুরোধে গভীর রাত্রে কৃষ্ণকুমারীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া হত্যার্থে অসি উত্তোলন করিলে, কৃষ্ণকুমারী জাগরিতা হইয়া বলেন—"একি কাকা!" বলেন্দ্র অসি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার ইচ্ছাতেই তাঁহাকে হত্যা করা হইতেছে, তখন অসিখানি তুলিয়া লইয়া পদ্মিনীর উদ্দেশে—"জননি, এই আমি এলেম"—এই কথাগুলি বলিয়া, সেই খড়্গ দ্বারা আত্মঘাতিনী হইলেন। ভীমসিংহ উন্মত্ত হইলেন, এবং মহিষীও গৃহান্তরে গমন করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।

১৮৬০ খ্রীঃ ৬ই আগষ্ট আরম্ভ হইয়া উক্ত সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ইহার রচনা শেষ হয়। ইহার গানগুলি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সদ্ভাবশতকের কবি কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে চিরস্মরণীয়

হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের অনেক কথা, যাহা সংগ্রহ না করিলে হারাইয়া যাইত এবং হারাইয়া গেলে বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিত, তাহা গ্রন্থকার বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কৃষ্ণচরিত্র—বাঙ্গালা আলোচনাগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতামতের আলোচনা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তিনি যে একজন আদর্শপুরুষ ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কৃষ্ণাষ্টমী—পৌরাণিক নাট্যগীতি। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। পাপভারপীড়িতা ধরণী গোলোকে গমন করিয়া ভগবানকে আপনার দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলে, ভগবান পৃথিবীর ভার হরণার্থ বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব কংসভয়ে তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন।

কেদার রায় বা বঙ্গের শেষবীর—বাঙ্গালা নাটক। অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রবল প্রতাপ দ্বাদশ ভৌমিক অর্থাৎ বার ভূঁইয়ার মধ্যে কেদার রায় শ্রেষ্ঠ ভৌমিক। তিনি হিন্দুমুসলমানকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মোগল সম্রাটের অধীনতা-পাশ ছেদনপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত শ্রীপুরনগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পান। তাঁহার দমনার্থ রাজা মানসিংহ প্রেরিত হন। কেদার রায় যুদ্ধে জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু জনৈক হিন্দু গুপ্তঘাতকের হস্তে হত হন।

কেন উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

কেশবচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিত-বিষয়ক গ্রন্থ। চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

কোরাণ—বঙ্গানুবাদ। ফিলিপ বিশ্বাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে কোরাণের কতকগুলি সুরা উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং বাইবেল সম্বন্ধে কোরাণের অনুকূল মতসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিত—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। দেওয়ান্ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রণীত। ইহাতে নবদ্বীপ রাজবংশের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে ও ইংরাজদিগের প্রথম অধিকার সময়ে নবদ্বীপ রাজবংশের অধিকারস্থ প্রদেশসমূহের অবস্থা, দেশের রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, বিচারপ্রণালী, শাসনপদ্ধতি, বাণিজ্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে রাজবংশীয়গণের বাসস্থান, দিল্লীর সম্রাট্-প্রদত্ত ফরমান, রাজা ও রাজপুত্রদিগের রচিত সংস্কৃত কবিতা, বিচারের মীমাংসা পত্র, পৈত্রিক সম্পত্তি দানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

খ

খাদ্য—ডাক্তার চুনীলাল বসু প্রণীত। ইহাতে স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ, পরিপাকযন্ত্র ও পরিপাকক্রিয়া, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের গুণ, বয়সভেদে আহারের পরিমাণ ও সময়, পরিমিত ভোজন, আমিষ ও নিরামিষ ভোজন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি সুন্দরভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া আলোচিত হইয়াছে।

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)—চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। বাঙ্গালা ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি কি উপায় অবলম্বন করিয়া প্রভূত সম্পত্তিশালী ও স্বীয় প্রভুর অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার উপন্যাসাকারে অলঙ্কারে এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী—বাঙ্গালা কাব্য গ্রন্থ। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ তপস্যাপ্রভাবে স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়া কপিলশাপে ভস্মীভূত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন, ইহাই এই গ্রন্থের মূল আখ্যায়িকা। ইহাতে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থিত অনেক গ্রাম ও নগরাদির অন্যূন শত বর্ষ পূর্ব্বের অবস্থা বর্ণিত আছে।

গঙ্গামঙ্গল—একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য গ্রন্থ। দ্বিজ মাধব বিরচিত, মুন্সী আবদুল করিম কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে ধরাতলে গঙ্গার অবতরণ-কথা ও গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মাধব বা মাধবাচার্য্য সংস্কৃত ভাষায় অতীব সুপণ্ডিত ছিলেন তাঁহার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ তেমনই পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক।

গণেশ গীতা—নবগীতা দেখ।

গণেশমঙ্গল—কবিতাগ্রন্থ। বিখ্যাত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। গণেশের দুইটি ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা ইহাতে আছে।

গয়াকাহিনী—গয়ার ইতিহাস-মূলক গ্রন্থ। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের লিখিত ভূমিকাসম্বলিত। গয়ার ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে।

গরুড় পুরাণ—পুরাণ দেখ।

গল্পাঞ্জলি—গল্প-পুস্তক। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে "বালাবন্ধু" "রসময়ীর রসিকতা" "আদরিণী" প্রভৃতি ছয়টি গল্প আছে। ইহাদের মধ্যে "বাল্যবন্ধু" গল্পটি উপভোগ্য।

গান—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রণীত। ইহাতে কবির বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত দেশবিশ্রুত মনোহর গানগুলি একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানে রচয়িতার ভাবুকতা ও কবিত্বশক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দ (সটীক সানুবাদ)—সংস্কৃত গীতিগ্রন্থ। জয়দেব গোস্বামী প্রণীত। প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। ইহার পদগুলি সরল ও সুমধুর ভাষায় গীতিচ্ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

গিরিধর কৃত "গীতগোবিন্দ" জয়দেবের প্রথম বঙ্গানুবাদ। স্যার এডউইন আরণল্ড গীতগোবিন্দ ইংরাজী পদ্যে অনুবাদিত করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মূল ও অনুবাদ সহ একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। শ্যামলাল বসাক ইহার কেবল বঙ্গানুবাদ বাহির করিয়াছেন। ইহার আরও অনেক (মূল ও অনুবাদ) সংস্করণ আছে। গীতগোবিন্দের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদেরও অভাব নাই।

গীতসূত্রসার—বাঙ্গালা সঙ্গীত-গ্রন্থ। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এই গ্রন্থখানিতে হিন্দু সঙ্গীতের মর্ম্ম স্থূলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। রাগ রাগিণী গ্রাম ও ঠাট সম্বন্ধে অনেক মৌলিক চিন্তাও ইহাতে লক্ষিত হয়। ইহাতে অনেকগুলি হিন্দি ও বাঙ্গালা গান ইংরাজী স্বরলিপিযোগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কতকগুলি গান বাঙ্গালা স্বরলিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গীতা—ভগবদ্গীতা দেখ।

গীতাঞ্জলি—কাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহার প্রত্যেক গানে কবির অতুলনীয় প্রতিভার বিকাশ, ভাব ও ছন্দের লহরী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। যে ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" লিখিয়া প্রতীচ্যে তিনি সম্মানের প্রথম মাল্য লাভ করিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন, সেই গীতাঞ্জলিতে এই গ্রন্থের প্রায় পঞ্চাশটি গান প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতাপাঠ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রাচীন

ও প্রবীণ লেখক জীবনব্যাপী সাধনার ফলে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহার পরিচয় এই গ্রন্থে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা গীতা পাঠ করিয়া থাকেন, যাঁহারা গীতার আধ্যাত্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াসী, এই গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট আদরণীয় হইবে।

গীতায় ঈশ্বরবাদ—দার্শনিক গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ লেখক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ইহাতে ষড় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সাংখ্য পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনের আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ সকল দর্শনের সহিত গীতার কি সম্বন্ধ এবং গীতায় কি ভাবে ঐ সকল দার্শনিক মত বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ও লেখকের অসাধারণ মনীষা ব্যক্ত হইয়াছে।

গীতাসার—নবগীতা দেখ।

গীতিমাল্য—কাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহা কবির পরিণতজীবনের সঙ্গীতের পবিত্র মাল্য। ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন নানাভাবে, নানামূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। "ওগো শেফালিবনের মনের কামনা", "ওগো পথিক, দিনের শেষে" প্রভৃতি গানগুলি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

গুরুগীতা—পঞ্চগীতা দেখ।

গুরুগোবিন্দ সিং—বাঙ্গালা জীবনবৃত্তান্ত। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ইহাতে শিখসম্প্রদায়ের উৎপত্তি, নানক প্রভৃতি শিখগুরুদিগের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনচরিত ও কার্য্যাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গুর্ব্বিণীবান্ধব—বাঙ্গালা চিকিৎসাগ্রন্থ। হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ইহাতে গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভের অবস্থা, গর্ভস্রাব ও তাহার কারণ, বন্ধ্যাত্বের হেতু, গর্ভাবস্থায় পীড়া ও তাহার চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক ইউরোপীয় ডাক্তারের মত প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গৃহলক্ষ্মী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)—বাঙ্গালা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। কিরূপ কার্য্য করিলে গৃহিণীগণ সুগৃহিণী হইতে পারেন, কিরূপ ভাবে চলিলে সংসারের সুখসৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়, স্বামীর সহিত ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ শিক্ষা দিলে সন্তান সুসন্তান হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় এইগ্রন্থে বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গৈরিক—কাব্য। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে কবির হিমালয়সংক্রান্ত কবিতা আছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাতেই কবির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় আছে।

গো-তত্ত্ব—বাঙ্গালা চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। ইহা ডাক্তার হালেন্ কৃত Man of the Cattle Diseases in India নামক পুস্তকের অনুবাদ। শশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা ইহার অনুবাদক। ইহাতে গরু ও ভেড়ার রোগ, রোগের লক্ষণ, চিকিৎসাপ্রণালী, ঔষধ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

গোপাল চম্পূ—জীবগোস্বামিকৃত। ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত এবং পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বচম্পূতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত, বংশাদি-বর্ণন, দৈত্যাদি-বধ, কালিয়দমন, পূর্ব্বরাগ, ঋতুবর্ণন, গোবর্দ্ধনধারণ, অন্নভিক্ষা, দানলীলা, শঙ্খচূড়বধ প্রভৃতি এবং উত্তর চম্পূতে ব্রজানুরাগ, অক্রূরসহ মথুরাগমন, সান্দীপনীর নিকট অধ্যয়ন, গুরুদক্ষিণা, উদ্ধব-সংবাদ, জরাসন্ধবধ, বলভদ্রবিবাহ, নরকবধ, পারিজাতহরণ, দ্বারকালীলা, ব্রজে পুনরাগমন, রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ১৫১০ শকে ইহার রচনা সমাপ্ত হয়।

গোবর গণেশের গবেষণা—হরিদাস হালদার প্রণীত। ইহাতে ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতি বিষয়ক কয়েকটি রহস্যাত্মক প্রবন্ধ আছে।

গোবিন্দদাসের করচা—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। জয়গোপাল গোস্বামি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে ভক্ত কবি গোবিন্দদাস শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের ভৃত্য ছিলেন। প্রভুর তিরোভাবের পর তিনি এই গ্রন্থখানির রচনা করিয়াছিলেন।

গোলেবকাওলী—বাঙ্গালা উপন্যাস। সার্কাস্থানের রাজার দ্বিতীয়া মহিষী গর্ভবতী হইলে রাজা জ্যোতিষী দ্বারা গণনা করাইয়া জানিতে পারেন যে, এই গর্ভে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার মুখদর্শনে রাজাকে অন্ধ হইতে হইবে। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা ঐ মহিষীকে নগরের বহির্ভাগে এক পৃথক্ বাটীতে রাখিয়া দিলে তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহার নাম তাজলমুলুক রাখা হয়। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা দৈবক্রমে পুত্রসহ রাজার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি অন্ধ হন। বকাওলী পুষ্প দ্বারা রাজার চক্ষু আরোগ্য হইতে পারে, এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার প্রথমা মহিষীর চারিপুত্র ঐ পুষ্পান্বেষণে গমন করেন। তাজলমুলুকও ছদ্মবেশে তাঁহাদের সহিত যান। রাজপুত্রচতুষ্টয় পুষ্পাহরণে বিফলপ্রযত্ন হইলে তাজলমুলুক এক দৈত্যের সহায়তায় পরীদেশে গমনপূর্ব্বক বকাওলী নাম্নী পরীর উদ্যানস্থিত বকাওলী পুষ্প আহরণ করেন এবং বকাওলীর নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সহিত স্বীয় হার ও অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া আইসেন। বকাওলী অনেক অনুসন্ধানের পর তাজলমুলুককে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। অতঃপর ইন্দ্রের (?) শাপে বকাওলী পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইলে রাজকুমার সুখভোগ ছাড়িয়া বকাওলীর নিকট অবস্থিতি করেন দ্বাদশ বর্ষান্তে শাপমোচন হইলে তিনি বকাওলী ও অন্যান্য পত্নীগণকে লইয়া সুখে রাজ্যভোগ করিতে থাকেন।

গৌড়রাজমালা—ইতিহাস গ্রন্থ। রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত। ইহাতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত গৌড় বা বাঙ্গালাদেশের রাজাদিগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিরচিত এই প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। ইহার পত্রে পত্রে যুক্তিতর্ক আছে, ঐতিহাসিক বিচার আছে। লেখক নির্ব্বিচারে কোনও তথ্য প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মতামত উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটির পাদটীকায় তাহার নজির দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ হইতে গৌড়ীয় নরপালগণের ধারাবাহিক উত্থান ও পতনের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়।

গৌড়লেখমালা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গৌড়ের ইতিহাসসংক্রান্ত যে সকল উৎকীর্ণ লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক তাহা গৌড়লেখমালা নামে সঙ্কলিত হইয়া বাহির হইতেছে। ইহাতে পাল নরপালগণের রাজ্যকালীন কয়েকখানি প্রধান প্রধান খোদিত লিপি প্রদত্ত হইয়াছে। কতিপয় লিপির চিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৌতম সংহিতা—সংহিতা দেখ।

গৌরাঙ্গসুন্দর (শ্রী)—বাঙ্গালা জীবনচরিত। শ্যামলাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্ম, বাল্য ও যৌবনলীলা, শিক্ষা, পরিণয়, ভাবান্তর, নিত্যানন্দের সহিত মিলন, ভক্তসম্মিলন, জগাই মাধাই উদ্ধার, সংকীর্ত্তন, বিবিধ অদ্ভুত ঘটনা, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণ, নীলাচল-যাত্রা, দক্ষিণ-ভ্রমণ, গৌড়াগমন, বৃন্দাবন-যাত্রা, সনাতনের শিক্ষা, অন্তর্ধান

ব্যাখ্যা, মায়াবাদ খণ্ডন, ব্রহ্মনিরূপণ, নীলাচলে পরম ধামে গমন প্রভৃতি সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে মুরারি গুপ্ত, অদ্বৈতাচার্য্য, রূপ, সনাতন, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রঘুনাথ দাস, রামচন্দ্র পুরী, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের কাহিনী আলোচিত হইয়াছে।

গ্রাম্যবিভ্রাট—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। মিউনিসিপালিটীর কমিশনারীর জন্ত ভোট-গ্রহণ উপলক্ষে মফঃস্বলে কিরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রীক ও হিন্দু—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রীকজাতি এবং হিন্দুজাতি একবংশোৎপন্ন হইলেও কালে কিরূপ প্রাকৃতিক কারণবশতঃ তাহারা কি প্রকার বিভিন্নপ্রকৃতি হইয়াছে, এবং তাহাদের কার্য্য ও কার্য্যক্ষেত্র কতদূর রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে, কিরূপভাবে চেষ্টা করিলে হিন্দুজাতি পুনরায় উন্নত হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

চক্ষুদান—বাঙ্গালা প্রহসন। মহারাজ বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে পরকীয়া-প্রেমরত স্বামীকে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

চণ্ডকৌশিক—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহা সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটকের অনুবাদ। পুরাণোক্ত মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত।

চণ্ডী—মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেখ।

চণ্ডীদাস—রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের চণ্ডীদাসের প্রেমপূর্ণ গীতাবলী ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্তান্ত তাঁহার বাসস্থান, জন্মকাল, শিক্ষা, দীক্ষা, কবিতাবলীর টীকা এবং তাঁহার সমালোচনা প্রভৃতিও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী (পরিষদ্-গ্রন্থাবলী)—নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। এই গ্রন্থে অমর কবি চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। ভূমিকায় সম্পাদক চণ্ডীদাসের পদাবলীর পাঠোদ্ধার, পদবিচার, কবির জীবনী ও জন্মস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে পদাবলীর অন্তর্গত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের তালিকা ও অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। চতুর্দ্দশ পদবিশিষ্ট কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইউরোপে অবস্থান কালে কবি এইগুলি রচনা করিয়াছিলেন (খ্রীঃ ১৮৬৫-৬৭)। এই কবিতাগুলির আকার ইউরোপীয় Sonnet নামক কবিতাবিশেষের অনুরূপ। ইতালীয় কবি পেত্রার্কের কবিতা পাঠ করিয়া মধুসূদনের মনে এই ধরণের কবিতা বাঙ্গালায় রচনা করিবার ইচ্ছা জাগরূক হয়।

চন্দ্রগুপ্ত—নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রসঙ্গ অবলম্বনে উক্ত নাটক রচিত। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। পরে চাণক্য নামে একজন কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রীকরাজ সেলুকস তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

চন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই উপন্যাসখানির পরিকল্পনায় মাধুর্য্য ও স্নেহ দুইই আছে। তরুণ জমিদার চন্দ্রনাথের সংসারে এক মাতুল ও মাতুলানী ব্যতীত আর কেহ নাই। পৃথগন্ন খুল্লতাত মণিশঙ্করের সহিত চন্দ্রনাথের পিতার আমল হইতেই মনোবাদ চলিয়া আসিতেছে। চন্দ্রনাথ কাশীধামে বেড়াইতে যাইয়া তাহার পিতার পাণ্ডা হরিদয়ালের বাসায় উঠিল। হরিদয়ালের বাসায় একটী সুন্দরী অনাথা ব্রাহ্মণ-কন্যা রন্ধন করিত। রমণীর সরযূ নাম্নী সুন্দরী একাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে দেখিয়া চন্দ্রনাথের বড় ভাল লাগিল। চন্দ্রনাথ সরযূকে বিবাহ করিয়া বাটী লইয়া আসিল। কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইল যে সরযূর মাতা বিধবা হইবার পর তাঁহার পদস্খলন হয়। তিনি অল্পদিন পরেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাশীতে আইসেন। হরদয়াল অনাথা ব্রাহ্মণকন্যাকে আশ্রয় দেন। প্রকৃত বৃত্তান্ত হরদয়ালও জানিতেন না। চন্দ্রনাথ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সরযূকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অস্বীকার করিল না। চন্দ্রনাথ অগত্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভবতী সরযূকে ত্যাগ করিল। সরযূ অনন্যোপায় হইয়া কাশী আসিয়া হরিদয়ালের বাটীতে আর আশ্রয় পাইল না, তাহার মাতাও ইতোমধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। কৈলাস খুড়ো নামক একজন সদাশয় সংসারত্যাগী ব্রাহ্মণ সরযূকে আশ্রয় দিলেন। সরযূর একটী পুত্র সন্তান হইল—নাম হইল বিশু। বিশু কৈলাসের প্রাণ-স্বরূপ হইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ অনুরুদ্ধ হইলেও দ্বিতীয় সংসার করিতে পারিল না এবং সরযূ নিজে নিরপরাধিনী জানিয়া সে কাশীতে আসিয়া সরযূ ও পুত্রকে বাটী লইয়া গেল। বৃদ্ধ কৈলাস বিশুর শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া অল্পকাল পরেই ৺কাশীলাভ করিলেন।

চন্দ্রশেখর—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রতাপ নামক জনৈক বালকের সহিত শৈবলিনী নাম্নী এক বালিকার বাল্যপ্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপ ও শৈবলিনী যখন জানিতে পারিল যে, তাহারা পরস্পর জ্ঞাতি-সম্বন্ধে আবদ্ধ, সুতরাং বিবাহ অসম্ভব, তখন উভয়ে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ করিল। উভয়ে সাঁতারিয়া গঙ্গার মাঝখানে গেল। প্রতাপ ডুবিল, কিন্তু শৈবলিনী ভয়ে ডুবিতে পারিল না, ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রশেখর নামক জনৈক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ প্রতাপকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন। চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইল। শৈবলিনী বেদগ্রামে স্বামিগৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিল। প্রতাপ রূপসী নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া মুঙ্গেরে চলিয়া যান। অতঃপর ফষ্টর নামক জনৈক ইংরাজ শৈবলিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। চন্দ্রশেখর পত্নীবিচ্ছেদে কাতর হইয়া গৃহত্যাগী হন। তৎকালে মীরকাসিম বাঙ্গালার নবাব। ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ চলিতেছিল। নবাবের সেনাপতি গুরগণ খাঁ যাহাতে যুদ্ধ বাধে, তাহার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। মীরকাসিমের মহিষী গুরগণের ভগিনী দলনী বেগম ইহা বুঝিতে পারিয়া গুরগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য একদা রাত্রিকালে দাসীসহ গুরগণের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু গুরগণ তাঁহার অনুরোধ শুনিলেন না, অধিকন্তু তাঁহার সর্ব্বনাশে বদ্ধপরিকর হইলেন। দলনী ফিরিয়া গিয়া দেখিল দুর্গদ্বার রুদ্ধ। সে নিরাশ্রয়া হইয়া পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দলনীকে লইয়া প্রতাপের বাসায় রাখিয়া দিলেন। এদিকে প্রতাপ শৈবলিনী-হরণের সংবাদ

পাইয়া ফষ্টরকে আহত করিয়া সেই রাত্রি-তেই শৈবলিনীকে আপনার বাসায় আনিলেন। ইংরাজপক্ষীয় লোক আসিয়া প্রতাপের বাসা আক্রমণ করিল, এবং প্রতাপকে ও শৈবলিনীভ্রমে দলনী বেগমকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পরদিন নবাব সংবাদ পাইলেন যে, দলনী প্রতাপের বাসায় আছে। তিনি দলনীকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। লোকেরা বেগমকে চিনিত না, সুতরাং দলনীভ্রমে শৈবলিনীকে আনিল। তাহারই মুখে নবাব শুনিলেন যে, ইংরেজরা দলনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী নবাবের অনুমতি লইয়া প্রতাপকে উদ্ধার করিবার জন্ম ইংরাজের নৌকার অনুসরণ করিল, এবং পাগলিনী সাজিয়া প্রতাপের নৌকায় উপস্থিত হইল। শৃঙ্খলমুক্ত প্রতাপ ও শৈবলিনী গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পলায়ন করিলেন। প্রতাপকে লইয়া শৈবলিনী স্বীয় নৌকায় উঠিল, এবং রাত্রিকালে অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়া এক জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় ঝড় বৃষ্টিতে মৃতপ্রায়া হইলে চন্দ্রশেখরের গুরু রমানন্দ স্বামী তাহাকে লইয়া এক গুহামধ্যে রক্ষা করেন। তথায় শৈবলিনী অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকে, এবং স্বামিসঙ্গ লাভের জন্ম ব্যাকুল হয়। রমানন্দ স্বামী তাহাকে সপ্তাহব্যাপী কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনের উপদেশ দেন। শৈবলিনী আদিষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এই সময় চন্দ্রশেখর আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনুতাপে, চিন্তায় এবং নরকের ভীষণ দৃশ্য স্মরণে শৈবলিনী তখন উন্মাদিনী। গুরুর আদেশে চন্দ্রশেখর তাহাকে বেদগ্রামে আনয়ন করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, এবং যোগক্রিয়া অবলম্বনে শৈবলিনীর মুখে অবগত হইলেন যে, সে কেবল প্রতাপের দর্শনলালসায় ফষ্টরের সহিত অবস্থান করিয়াছিল, ইহা ব্যতীত সে আর কোন দোষের কার্য্য করে নাই; এক্ষণে সে স্বামীর পদসেবার জন্ম লালায়িত। উদারহৃদয় চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ক্ষমা করিলেন।

এদিকে নবাবের আদেশে সেনাপতি তকি খাঁ মুর্শিদাবাদগামী ইংরাজদের নৌকা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দলনীকে পাইলেন না। যে নৌকায় আহত ফষ্টর ছিল, দলনীও সেই নৌকায় ছিল। তাহা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু আহত ফষ্টর কিছুদূর গিয়া পাছে নবাবের লোক তাহার নৌকা আক্রমণ করে, এই ভয়ে সে এক স্থানে দলনীকে নামাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। বিশাল প্রান্তর মধ্যে একা দলনী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী তাঁহাকে তকি খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তকি খাঁ নবাবকে মিথ্যা সংবাদ দিল যে, দলনী ইংরাজদের নিকট যাইতে উদ্যত। ক্রুদ্ধ নবাব তাহাকে বিষ দানে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। দলনী হাসিতে হাসিতে স্বামীর আদেশ পালন করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। ইহার পর ইংরেজদিগের সহিত নবাবের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। নবাব কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। প্রতাপ নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে নবাব জানিতে পারিলেন যে, দলনী নিষ্পাপ হৃদয়া। তখন আর তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। বিশ্বাসঘাতক তকি খাঁ নিহত হইল। এই সময়ে শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে বলিল, তুমি থাকিতে আমি স্বামী লইয়া সুখী হইতে পারিব না। মহাপ্রাণ প্রতাপ তখন উধুয়া-নালার যুদ্ধে জীবন দিয়া আত্মত্যাগের জলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর শৈবলিনীকে লইয়া চন্দ্রশেখর সংসারী হইলেন।

চমৎকারচন্দ্রিকা (শ্রী) -বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। কবি কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক অনূদিত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকর্ত্তৃক সম্পাদিত। পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহা তাহারই পদ্যানুবাদ। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

চরকসংহিতা—সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ। ভুবনমোহন বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। চরক ঋষি প্রণীত। ইহাতে শারীর সংস্থান, বিবিধ বৃক্ষলতাদির গুণাগুণ, ঋতুবিশেষে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, রোগোৎপত্তির কারণ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন চরকসংহিতার এক খানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

চরিতকথা -সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। ইহাতে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় কয়েকজন মনীষীর চরিতালোচনামূলক নয়টি প্রবন্ধ আছে। ইঁহাদের অধিকাংশের জীবন সম্বন্ধে বহু লেখক আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি বর্ত্তমান গ্রন্থকার ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা সম্পূর্ণ নূতনভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

চাঁদবিবি—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আহম্মদ নগরের সুলতান ইব্রাহিম খাঁর সহিত বিজাপুরের সুলতান আদিলশার কোন কারণে মনোবিবাদ হয়। তজ্জন্য আদিলশা ও তাঁহার পিতৃব্যপত্নী চাঁদবিবি আহম্মদ নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আহম্মদ নগরের বিশ্বাসঘাতক উজীর দেশরক্ষার ছলে মোগল-সৈন্যের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু চাঁদবিবি যখন দেখিলেন যে, মোগলসৈন্য আহম্মদ নগর প্রবেশে উদ্যত, তখন তিনি বৈরতা ভুলিয়া গিয়া আহম্মদ নগরের রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। বীররমণী অসীম বীরত্বসহকারে বিশ্বাসঘাতক উজীর ও মোগলের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিলেন। যুদ্ধশেষে বিফলকাম উজীরের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে তাঁহার জীবনান্ত হইল। আহম্মদ নগরপতি ইব্রাহিম যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার শিশুপুত্র বাহাদুরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই বীর্য্যবতী রমণী অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

চার্ব্বাক্ দর্শন—দর্শন দেখ।

চাহার দরবেশ—উর্দ্দু উপন্যাস। জলধর সেন কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনূদিত। কনষ্টাণ্টিনোপলের সুলতান আজাদ্‌বক্তের সন্তান না হওয়ায় মন্ত্রীর উপদেশানুসারে তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালে একাকী ছদ্মবেশে সমাধিস্থানে গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। একদা তিনি কিছুদূরে চারিজন দরবেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গোপনে থাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। পরে প্রভাতে তাঁহাদিগকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের নিকট নিজের অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন ও তাঁহাদের অবশিষ্ট দুইজনের জীবনকাহিনী শ্রবণ করেন।

চিত্র ও চরিত্র—খণ্ডকাব্য। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। দেশের দীন-দুঃখীর নিদারুণ দুর্দ্দশা ও সমাজের শোচনীয় অবস্থা ইহাতে প্রকটিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কবি কাব্যের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া লোকশিক্ষার আয়োজন করিতে পারেন, এই সহানুভূতিমূলক গ্রন্থে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্রাঙ্গদা—বাঙ্গালা নাট্যকাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া আদরে লালিতা পালিতা হইয়াছিলেন এবং পুরুষোচিত শস্ত্রাদি বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এমন সময় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন তীর্থ ভ্রমণার্থ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া চিত্রাঙ্গদা আত্মহারা হইয়া পড়েন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বী অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান

করায়, তিনি অনঙ্গ দেবের উপাসনা করেন। অনঙ্গদেবের প্রভাবে অর্জ্জুন তাঁহাকে বরণ করেন। চিত্রাঙ্গদা এক বর্ষ কাল তাঁহার সহিত নির্জ্জনে বাস করিলে অর্জ্জুন তথা হইতে চলিয়া যান।

চিনিবাস চরিতামৃত—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক সদ্য যুবক নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সমাজসংস্কার, বিধবা-বিবাহ, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি আন্দোলন উপস্থিত করেন, এবং কয়েকজন যুবক ও কয়েকজন রমণীকে লইয়া একটী দল বাঁধিয়া ভারত উদ্ধারার্থ বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। শেষে গভর্ণমেন্টের নিকট তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এদিকে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সূতা কাটিয়া দিনপাত করেন। চিনিবাস তাঁহাকে মাতা বলিয়া পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। শেষে তাঁহার মাতা নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন।

চিন্তাতরঙ্গিণী—বাঙ্গালা খণ্ডকাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। জনৈক জমিদার পুত্র গুরুজন কর্ত্তৃক বিষয়রক্ষার্থ জালকরণ ও মিথ্যাকথনের জন্য প্রণোদিত হন, কিন্তু তিনি ইহাতে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে জীবন ত্যাগ করেন, এই মূল ঘটনা অবলম্বনে প্রাচীনেরা নব্যসম্প্রদায়ের মনোভাব না বুঝিয়া কার্য্য করিলে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত—সংস্কৃত কোষকাব্য। প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রবোধানন্দ দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইনি যৎকালে কাশীবাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে চৈতন্যদেব কাশীধামে উপস্থিত হন। প্রবোধানন্দ প্রথমে তাঁহার সহিত অনেক বাদানুবাদ করেন, পরিশেষে তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার স্তুতি করেন। এই স্তুতিই এই গ্রন্থ। ইহাতে স্তুতি, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, গৌরভক্তমহিমা, অভক্তের নিন্দা, অবতারমহিমা প্রভৃতি ১২টী বিভাগ আছে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়—সংস্কৃত নাটক। কবি কর্ণপূর প্রণীত। ইহাতে কলি ও অধর্ম্মের অভিনয়, স্বানন্দাবেশ, দানবিনোদ, তীর্থাটন, মহামহোৎসব, ভক্তিবৈরাগ্যাদির অভিনয়, প্রেম ও মৈত্রীর অভিনয়, শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎসহচরবর্গের লীলামাহাত্ম্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ভক্তিরসপ্রধান নাটক। ৬ষ্ঠ অঙ্কে সার্ব্বভৌমানুগ্রহ নামক প্রসঙ্গে ইহাতে মাধ্বমর্দ্দনের মত বিবৃত হইয়াছে। ১৪৯৪ শাকে এই নাটক লিখিত হয়। কুলনগরনিবাসী পুরুষোত্তম (প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ) ১৬৩৪ শাকে ইহার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন।

চৈতন্যচরিতামৃত (শ্রীশ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত। ইহাতে চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে অন্ত্যলীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পয়ারচ্ছন্দে রচিত। রচনাকাল খ্রীঃ ১৫৭২ ৮২। মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত" ও কবিকর্ণপূরের "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" গ্রন্থ হইতে "চৈতন্যচরিতামৃতের" উপাদান সংগৃহীত।

চৈতন্যভাগবত (শ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে গয়াধামে গমন পর্য্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্য খণ্ডে চিত্তের ভাবান্তর, কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীনিবাস, প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সম্মিলন, সংকীর্ত্তন, ভক্তগণের নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকাশ, পাতকী উদ্ধার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অন্ত্য খণ্ডে সংসারে বীতরাগ হইয়া কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারণ, নীলাচলে গমন, গৌড়দেশে পুনরাগমন, সর্ব্বত্র নামপ্রচার, পরে নীলাচলে পুনর্গমন ও অবস্থিতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তগণ চৈতন্যের মৃত্যুর উল্লেখে অনিচ্ছুক বলিয়া চৈতন্যের মৃত্যু ইহাতে বর্ণিত হয় নাই। গ্রন্থরচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ ১৫৩৫।

চৈতন্যমঙ্গল (শ্রী)—বাঙ্গা[illegible]বৈষ্ণব গ্রন্থ। লোচনদাস ঠাকুর বিরচি[illegible] ইহা সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড এই চারি খণ্ডে বিভক্ত। সূত্রখণ্ডে ভগবানের গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বাভাব; আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম, বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, বিবাহ, পিতৃকৃত্য সমাধানার্থ গয়াধামে গমন; মধ্য খণ্ডে নামপ্রচার, সন্ন্যাসগ্রহণ ও নীলাচলে গমন, এবং শেষ খণ্ডে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পয়ার ছন্দে রচিত। রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ ১৫৩৭। গুরু নরহরি সরকারের আজ্ঞায় লোচনদাস এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চৈতন্যলীলা—বাঙ্গালা নাটক। প্রথম ভাগ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে হরিনাম প্রচার পর্য্যন্ত লীলাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগ "নিমাই সন্ন্যাস" উত্তরকালে রচিত হইয়া উক্ত থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

চোখের বালি—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মহেন্দ্র কলিকাতার কোনও সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত বংশের সুবোধ ও সচ্চরিত্র সন্তান। তাঁহার বিধবা জননী রাজলক্ষ্মী ও তাঁহার বন্ধু বিহারীর প্রশ্রয় পাইয়া মহেন্দ্র সকল বিষয়েই আপন ইচ্ছানুসারে চলিতেন। অতঃপর তিনি আপনার বিধবা খুড়ী অন্নপূর্ণার আত্মীয়া আশালতা নাম্নী একটী সুন্দরী কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া অধিকাংশ সময় নববধূসহবাসে যাপন করিতে লাগিলেন। ইহাতে বৃদ্ধা জননী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য বারাসতে আপনার পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। তথায় বিনোদিনী নামে তাঁহার এক বিধবা আত্মীয়কন্যা অতিশয় ভক্তি ও যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় বিনোদিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। কলিকাতায় বিনোদিনী তাঁহার সংসারপরিচালনায় দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইল।

আশালতা নবাগতা বিনোদিনীকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন এবং বিনোদিনী তাঁহার সহিত 'চোখের বালি' সই পাতাইলেন। সখ্যের নিদর্শন এই 'চোখের বালি' নামটি স্বয়ং বিনোদিনীর নির্ব্বাচিত। তাহার একটি বিশেষ কারণ এই যে, বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের প্রথমে বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু নানা কারণে বিবাহ হয় নাই। যে আসন বিনোদিনীর প্রাপ্য ছিল, আশা তাহা অধিকার করায় বিনোদিনী আশাকে দুবার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 'চোখের বালি' নামটা বাছিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সরলা আশা এই নামের অন্তর্নিহিত গূঢ় শ্লেষের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া বিনোদিনীকে প্রকৃত হিতকারিণী বলিয়াই স্থির করিলেন এবং সেই বিশ্বাসে তাঁহার স্বামীর সহিত বিনোদিনীর আলাপ পরিচয় করিয়া দিলেন।

কালক্রমে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীতে বেশ একটু মাখামাখি ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল। মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী ইহাতে অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া মহেন্দ্র ও আশা উভয়কেই সতর্ক করিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহারা সে কথা কাণেই তুলিলেন না। এদিকে বিনোদিনী মহেন্দ্রের উপর মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়া

অবশেষে বিনোদিনীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে আশা কিছুদিনের জন্য কাশীতে পিতৃব্যের নিকট গমন করিলেন। এই সুযোগে মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রণয়াকর্ষণের অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিনোদিনীও মহেন্দ্রকে প্রণয়ের বঁড়শীতে বিদ্ধ করিয়া খেলাইতে লাগিলেন। পরন্তু ইতোমধ্যে বিনোদিনী বিহারীর নৈতিক প্রভাবের বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া বিহারীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ মহেন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ করাই বিনোদিনীর উদ্দেশ্য ছিল, কারণ মহেন্দ্র বড়াই করিতেন যে, তাঁহার চরিত্র দূষিত হইবার নহে। এক্ষণে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় বিনোদিনী তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রণয়পাত্রীর ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন, তাঁহার মোহ কাটিল; তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ানা। ইহা দেখিয়া মহেন্দ্রের অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি জননীর নিকট যাইয়া ও পূর্ব্ব আচরণের নিমিত্ত অনুতাপ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মাতা পুত্রকে ক্ষমা করিলেন। অতঃপর মহেন্দ্র পত্নী আশা ও বন্ধু বিহারীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকেও ক্ষমা করিলেন। বিহারী বিনোদিনীর ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে পত্নীত্বেও গ্রহণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু বিনোদিনী এক্ষণে তাহাতে অস্বীকৃতা হইলেন। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পর বিনোদিনী কাশীতে বাস করিবার নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র, আশা ও বিহারী একত্র থাকিয়া আর্ত্তত্রাণে ও লোকহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

ছ

ছত্রপতি শিবাজী—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর কার্য্যকলাপ ও জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। শিবাজীর পূর্ব্বে ও সমকালে ভারতের অবস্থা, মহারাষ্ট্র দেশের অবস্থা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। লেখক যে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক এই গ্রন্থ তাহার পরিচায়ক। প্রসঙ্গাধীন কয়েকখানি চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ছত্রপতি শিবাজী নামধেয় একখানি নাটক বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

ছবি ও গান—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

ছায়াপথ—বাঙ্গালা উপন্যাস। পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ধর্ম্মভাবের সহিত সমন্বয় করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্ম কি, বৈরাগ্য কি, প্রেম কাহাকে বলে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশ্বধর্ম্ম কেন, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি কঠিনসমস্যাসমূহ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ছায়াময়ী—বাঙ্গালা কাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে এক বৃদ্ধ পরলোকগত দুহিতার ছায়ামূর্ত্তির সহিত বিমানে উঠিয়া পরলোকের বৃত্তান্ত এবং যমালয়ের ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিলেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে কবির তরুণ বয়সের অনেকগুলি পত্র একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।

ছিন্নমস্তা—বাঙ্গালা উপন্যাস। কালীময় ঘটক প্রণীত। বঙ্গদেশীয় হীনাবস্থ গৃহস্থগণ বিবাহ করিয়া কিরূপে অধঃপাতে যায়, সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর পবিত্র চরিত্রের প্রভাবে অসৎ ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি স্বামীর চরিত্র কিরূপে সংশোধিত হয়, গৃহের গৃহিণীর স্বভাব কলুষিত হইলে তাহা কিরূপে গৃহস্থিত অন্যান্য রমণীগণের হৃদয়কেও দূষিত করে, প্রতিকূল শক্তি হইতে কিরূপে সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা হইতে তপস্যা, তপস্যা হইতে অনুকূল শক্তি লাভ হয় ইত্যাদি বিষয় এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ছিন্নমুকুল—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। আধুনিক উন্নতিশীল বঙ্গীয় সমাজের কয়েকটী চরিত্র-কথা এবং একটী প্রণয়কাহিনী ও আনুষঙ্গিক ঘটনাপরম্পরা ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে।

ছিন্নহস্ত—উপন্যাস। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত। একখানি ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদ।

জ

জগৎশেঠ—নিখিলনাথ রায় প্রণীত। জগৎশেঠগণ নানাকারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার রাজনীতিক ইতিহাসের সহিত বিজড়িত ছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশে বাঙ্গালার ইতিহাসের এই বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় পরিস্ফুট হইল। ইহাতে মাণিকচাঁদ, ফতে চাঁদ প্রমুখ শেঠগণের কাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জগৎশেঠগণ বাঙ্গালাদেশে কিরূপ গৌরব বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহার আভাস এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। কিরূপে তাঁহারা এদেশে সমৃদ্ধির উচ্চতম সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং পরে কিরূপে ক্রমশঃ তাঁহাদের সম্পত্তি নাশ হওয়ায় শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়—এই কৌতূহলজনক উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত অতি মনোজ্ঞ ভাষায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

জনা—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্ব লইয়া নীলধ্বজ রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলে রাজপুত্র প্রবীর এ যজ্ঞাশ্ব আবদ্ধ করে। ইহাতে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনায় রাজা পুত্রকে অশ্ব ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন, কিন্তু প্রবীর জননী জনার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করে। যুদ্ধে প্রবীরের মৃত্যু হইলে নীলধ্বজ কৃষ্ণার্জ্জুনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জনা ইহাতে মর্ম্মাহতা হইয়া জাহ্নবীগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

জন্মান্তররহস্য—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কৃত। আত্মা কি, আত্মা কোথায় থাকে, তাহাকে কিরূপে জানা যায়, নিদ্রা ও মৃত্যু কি, মৃত্যুকালে আত্মা কিরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়, সেখানে কি অবস্থায় থাকে, এবং তাহা পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে কি না; এবং হিপ্‌নটিজম্, মেসমেরিজম্, বশীকরণ, ছায়ামূর্ত্তি দর্শন, ভূতের নিকট ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সংবাদগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

জপজী—গুরু নানক প্রণীত। কিরণচাঁদ দরবেশ কর্ত্তৃক অনূদিত। দরবেশ মহাশয় নানকের অমৃতময় বাণী বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া ভক্তিমার্গাবলম্বী পাঠকগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

জলচল খাদ্যাখাদ্য বিচার—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। আধুনিক যুগের উপযোগী সামাজিক তথ্যপূর্ণ পুস্তক। ৩

জাতিভেদ—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। লেখক ইহাতে জাতিভেদের মূল অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জামাই বারিক—বাঙ্গালা প্রহসন। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। কেশবপুরের জমিদার বিজয়বল্লভ বাবু বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে অনেকগুলি ঘরজামাই ছিল।

তাহাদের জন্য তিনি একটি পৃথক্ আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার নাম 'জামাই বারিক'। কাহারও ইচ্ছামত বাড়ীর ভিতরে যাইবার বা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার ছিল না। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী যে দিন যাহাকে পাশ পাঠাইয়া দিতেন, কেবল সেই দিনই সে বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত। বেলেডাঙ্গানিবাসী অভয়-কুমার নামক এক যুবক এই দলের মধ্যে ছিলেন। তিনি গর্ব্বিতা পত্নী কামিনী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া দেশে চলিয়া যান। কিছুদিন পরে শ্বশুর তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলে তিনি পত্নীকর্ত্তৃক অধিকতর লাঞ্ছিত হন। তখন তিনি ক্ষোভে ও অভিমানে বৃন্দাবনে চলিয়া যান। অভয়কুমার চলিয়া গেলে তাঁহার স্ত্রী কামিনীর মনে অনুতাপ উপস্থিত হয়। শেষে কামিনী ভবী ময়রাণী ও তাঁহার স্বামী 'ময়রা বুড়া'কে সঙ্গে লইয়া গোপনে বৃন্দাবনে গমন করে। ময়রা বুড়া মাধব বৈরাগীবেশে এবং ভবী ও কামিনী বৈষ্ণবীবেশে তথায় অবস্থান করে। অতঃপর অভয়কুমার কামিনীকে বৈষ্ণবী জ্ঞানে তাহার সহিত কণ্ঠী বদল করেন। পরে তাহাকে কামিনী বলিয়া চিনিতে পারেন।

জাল প্রতাপচাঁদ—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদ অষ্টা-বিংশ বর্ষ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিন্তু লোকে মৃত্যুর কথায় বিশ্বাস করিল না। ১৫ বৎসর পরে এক সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে আসিলে সকলেই তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। তখন তেজচন্দ্র পরলোকে, তাঁহার পোষ্যপুত্র মহাতাপ চন্দ্র রাজ্যের মালিক। ক্রমে এই প্রতাপ-চাঁদের আগমনবার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। আদালতে মোকদ্দমা হইল। মোকদ্দমায় প্রতাপচাঁদ হারিয়া গেলেন। এই পুস্তকে এই প্রতাপচাঁদের কাহিনী এবং মোকদ্দমার কথা লিখিত হইয়াছে।

জালিয়াৎ ক্লাইব—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত। ক্লাইব সম্বন্ধে ইহা একখানি মৌলিক গ্রন্থ; অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু তথ্যপূর্ণ। বিসদৃশ শুনাইলেও ক্লাইবকে জালিয়াৎ বলা কেন নিন্দাই নয় গ্রন্থকর্ত্তা তাহা প্রস্তাবনায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী—কুমুদিনী মিত্র প্রণীত। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত অতিশয় মূল্যবান। তিন শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষের অবস্থা অতি মনোজ্ঞ-ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর সরল ও স্পষ্টভাবে আপনার দোষ বিবৃত করিয়াছেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তিনি যে কিরূপ প্রজাবৎসল ছিলেন, তাহার প্রমাণ ইহাতে যথেষ্ট আছে।

জিজ্ঞাসা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। ইহাতে অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ক, বিজ্ঞানবিষয়ক ও জ্যোতিষবিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ সন্নি-বেশিত হইয়াছে।

জীবনপ্রভাত (মহারাষ্ট্রীয়)—বাঙ্গালা ঐতি-হাসিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহা-রাষ্ট্রবীর শিবাজী মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেবব্রাহ্মণাদির রক্ষার জন্য বদ্ধপরি-কর হইয়া মোগলবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, এবং মহারাষ্ট্রীয় জাতিকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া মুসলমানাধিকৃত বহু দুর্গ বলে ও কৌশলে হস্তগত করেন। শিবাজীর প্রতি ভবানীর আদেশ ছিল, হিন্দুর সহিত যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত; সুতরাং আওরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহ যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন শিবাজী তাঁহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না, এবং তাঁহার পরামর্শে আওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। সন্ধির পর শিবাজী স্বীয় প্রতাপে মোগলদিগের অনেকগুলি অনধিকৃত দুর্গ অধিকার করিয়া দিলেন কিন্তু কপটাচারী আওরঙ্গজেব শেষে শিবাজীকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। শিবাজী কৌশলে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া পুনরায় মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; এই সময়ে জয়সিংহের মৃত্যু হইল। সুতরাং এবার শিবাজী নিষ্কণ্টক হইলেন, মহা-রাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবন প্রভাত হইল।

জীবনবেদ—বাঙ্গালা জীবনবৃত্তান্ত। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের স্ববর্ণিত জীবনতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

জীবনসন্ধ্যা—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ইহাতে মোগলসম্রাট্ আকবরের সহিত রাজপুতবীর প্রতাপ সিংহের যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রতাপসিংহের মৃত্যুতে রাজপুতের জাতীয় জীবনের অবসান হয়, এই জন্যই ইহা জীবনসন্ধ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে।

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। সকল স্মৃতি প্রদত্ত না হইলেও কবি ইহাতে আপনার তরুণ বয়সের কথা নূতন ধরণে বর্ণনা করিয়াছেন।

জীবন্মুক্তি গীতা—নবগীতা দেখ।

জেলের খাতা—বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। জেলে অবস্থান কালে পাল মহাশয় এই দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

জৈমিনি দর্শন—ইহার অপর নাম মীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বেদের মীমাংসা এবং শ্রুতি-স্মৃতির মীমাংসা কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে ন্যায়-শাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া বেদের বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে।

জৈমিনি ভারত—পুরাণ গ্রন্থ। বঙ্গানুবাদ। রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব্ব লিখিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনি কর্ত্তৃক ইহা রচিত।

জ্ঞান ও কর্ম্ম—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, অন্তর্জ্জগৎ, বহির্জ্জগৎ, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানলাভের উপায়, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য এই কয়টি বিষয় ইহার প্রথম ভাগে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে, পুত্রকন্যার প্রতি কর্ত্তব্য, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, রাজ-নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম প্রভৃতির আলোচনা আছে।

জ্ঞানদাস—বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদগ্রন্থ। রমণী-মোহন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। জ্ঞান-দাস প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কবি জ্ঞানদাসের জীবনচরিত এবং তাঁহার রচিত কতকগুলি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। পদগুলি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত।

জ্যোতির্ময়ী—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। অর্থপিশাচ পিতা পুত্রের বিবাহে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে চেষ্টা করে, এরূপ চেষ্টার পরিণাম কিরূপ বিষময়, বিষকুম্ভপয়োমুখ ব্যক্তি কপট বন্ধুতার ভাণ করিয়া কিরূপে সর্ব্বনাশ করে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

জ্যোতির্ময়ী—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মহিষী নূরজাঁহার জীবনবৃত্তান্ত এই উপন্যাসের উপাদান।

জ্যোতিষ্কপথ—অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-প্রণীত। আধু-নিক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আকাশমণ্ডল, সূর্য্য, সৌরজগৎ, পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য সকল সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল তথ্য বুঝাইবার জন্য বহুসংখ্যক চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

ঝ

ঝান্সীর রাণী—ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ

সেন প্রণীত। লক্ষ্মীবাইএর চরিত্রের কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় বাঙ্গা-বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হই য়াছে। পুস্তকখানি উপন্যাসাকারে লিখিত বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক বিবরণ কোন স্থানে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। সিপাহীযুদ্ধে লক্ষ্মী বাইএর অসামান্য বীরত্বের পরিচয় ইহাতে বিস্তারিতভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

টম্‌কাকার কুটীর—বাঙ্গালা উপন্যাস। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। কিছু দিন পূর্ব্বে আমেরিকা ভূখণ্ডে দাসব্যবসায়ের প্রথা ছিল। এই দাসব্যবসায়ে আমেরিকাবাসিগণ কিরূপ নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতেন, এই পুস্তকে গল্পচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি Mrs. Beecher Stowe কৃত Uncle Tom's Cabin নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

ঠ

ঠগীকাহিনী—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গল্পগ্রন্থ। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে এতদ্দেশে ঠগ নামক এক দস্যুসম্প্রদায়ের অত্যাচারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট বহু চেষ্টা করিয়া সেই সকল দস্যুসম্প্রদায়কে ধৃতও কারারুদ্ধ করিয়া এবং প্রাণদণ্ড প্রভৃতির দ্বারা এই উৎপাতের নিবারণ করেন। এই পুস্তকে উক্ত ঠগসম্প্রদায়ের অন্যতম দলপতি আমির আলির জীবনবৃত্তান্ত ও দস্যুতার জীবণ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কর্ণেল মেডোজ টেলর (Meadows Taylor) সাহেব কৃত কনফেসনস্ অফ এ ঠগ (Confessions of a Thug) নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

ড

ডিসমিস—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ইহাতে এক স্বামী ও স্ত্রীর আনন্দজনক কলহ ও তাহার নিষ্পত্তি বর্ণিত হই য়াছে।

ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। ১ম ও ২য় খণ্ড। ইহার প্রথম খণ্ডে ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণ, শিল্প-বাণিজ্যের বিবরণ, প্রধান প্রধান তীর্থস্থানের বিবরণ এবং প্রাচীন কীর্ত্তি ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহের বিবরণ সবিস্তারে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। গুপ্ত, পাল ও সেন রাজত্বকালে আধুনিক ঢাকা জেলা উত্তরাপথের রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত কিরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা এই গ্রন্থে যে প্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ কোন প্রাদেশিক ইতিবৃত্তে সে প্রণালী অনুসৃত হয় নাই।

ত

তত্ত্বকুসুমাঞ্জলি (প্রথম ভাগ)—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত কতকগুলি উপদেশ, নিষ্ঠা ও তত্ত্বানুশীলনে পূর্ণ। প্রবন্ধ অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

তন্ত্রসারঃ—পূজাদিব্যবস্থানিরূপক সংস্কৃত গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য বিরচিত। ইহাতে দীক্ষার নিয়ম, পুরশ্চরণ, যন্ত্রপদ্ধতি, পূজাপদ্ধতি, স্নানাদি, মন্ত্রনিরূপণ, জপরহস্য, সাধনার নিয়ম, সিদ্ধিলক্ষণ, মন্ত্রের দোষগুণ বিচার, হোমের নিয়ম, কবচ, মুদ্রাপ্রকরণ, যোগপ্রক্রিয়া প্রভৃতি তন্ত্রোক্তমতে কথিত হইয়াছে।

তরঙ্গিনী—গার্হস্থ্য উপন্যাস। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই গ্রন্থের নায়ক রজনীকান্ত ও নায়িকা স্বর্ণময়ী আত্মসংযম ও মিতাচারের অভাবে পরিণামে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে দেখান হইয়াছে।

তরুবালা—বাঙ্গালা মিলনান্ত সামাজিক নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ঔপন্যাসিক পবিত্র প্রণয় বা free love এর কুহকে মুগ্ধ জনৈক যুবকের পরিণাম ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাজ্জব ব্যাপার—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। স্ত্রী-স্বাধীনতা দ্বারা কিরূপ কুফল উৎপন্ন হয়, এবং আধুনিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তা রমণী কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

তান্তিয়া ভীল—বাঙ্গালা জীবনচরিত। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ দস্যুদলপতি তান্তিয়া ভীলের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তান্তিয়া প্রথম জীবনে সামান্য কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু লোকের ও পুলিশের উৎপীড়নে শেষে তাহাকে বাধ্য হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। ১১ বৎসর কাল সে নির্ব্বিঘ্নে দস্যুতা করে। পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকের কৌশলে তান্তিয়া ধৃত হয় ও বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।

তিতুমীর—বিহারীলাল সরকার প্রণীত। তিতুমীর নামক জনৈক মুসলমান জমীদারের অত্যাচারী কৃষক উঠে এবং জনৈক ফকিরের সহায়তা ও উত্তেজনায় নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা প্রস্তুত করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংরাজেরা ভয় প্রদর্শন দ্বারা তিতুকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া শেষে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইংরাজের গোলার আঘাতে তিতুর জীবনান্ত হইলে এই বিবাদের অবসান হয়।

তিথিতত্ত্বম্—সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। হৃষীকেশ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রত্যেক তিথিতে যে কিছু ব্রত, নিয়ম, পূজা প্রভৃতি করণীয় কার্য্য আছে, তৎসমস্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত জন্মতিথি, গ্রহণ, সংক্রান্তি প্রভৃতির বিষয়ও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয় স্বর্গ হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিলে দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা এক কন্যা নির্ম্মাণ করান। বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মাণ্ডের সকল সুন্দর বস্তু হইতে তিল তিল সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া সেই কন্যাকে নির্ম্মাণ করেন বলিয়া তাহার নাম তিলোত্তমা হয়। পরে তিলোত্তমা ঐ দৈত্যদ্বয়ের নিকট গমন করিলে উহারা উভয়েই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাতে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইলে পরস্পরের প্রহারে পরস্পর নিহত হয়। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত হইয়াছে। ইহাই বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য। মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে এই কাব্যখানি ১৮৬০ খ্রীঃ রচিত হয়, এবং তিনিই ইহার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার বহন করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপে গ্রন্থকার ইহার হস্তলিপিখানি মহারাজ বাহাদুরকে উপহার দেন। সেখানি মহারাজ বাহাদুরের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

তৈত্তিরিয় উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

তোষণী—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকাগ্রন্থ। সনাতন গোস্বামী বিরচিত। ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্রীধর স্বামীর টীকায় যে সকল অর্থ ব্যক্ত হয় নাই, অথবা ব্যক্ত হইলেও অপরিস্ফুট, সেই সকল অর্থ ব্যক্ত ও পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয়। ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাতিশয় আদরণীয়। ১৪৭৬ শকাব্দায় ইহার রচনা শেষ হয়। জীব গোস্বামী আবার ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লঘুতোষণী নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

ত্রিধারা—বাঙ্গালা প্রবন্ধসংগ্রহ। চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি গদ্য প্রবন্ধ আছে।

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত—ইতিহাসবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। ইহাতে অতি প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ইতিহাস, রাজবংশাবলী, ত্রিপুরার অধিবাসীদিগের বিবরণ, ত্রিপুরার ভাষা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

দক্ষযজ্ঞ—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পুরাণবর্ণিত দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পুরাণবর্ণিত চরিত্র ভিন্ন ইহাতে একটী অতিরিক্ত তপস্বিনীর চরিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

দক্ষসংহিতা—সংহিতা দেখ।

দত্তা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। দত্তা একখানি মনোরম উপন্যাস। জগদীশ, রাসবিহারী ও বনমালী তিনটী বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। কালক্রমে জগদীশ এলাহাবাদে যাইয়া আইনব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, বনমালী ও রাসবিহারী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বনমালী কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় করিতে লাগিলেন এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিলেন। বনমালী মৃতদার, সংসারে একমাত্র আদরিণী ও বুদ্ধিমতী কন্যা বিজয়া।

জগদীশও মৃতদার; তাঁহার একমাত্র পুত্র নরেন্দ্র। জগদীশ অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, পল্লীর বসতবাটী পর্য্যন্ত বনমালীর নিকট ঋণে আবদ্ধ হইল। নরেন্দ্র মেধাবী, বনমালী গোপনে অর্থসাহায্য করিয়া নরেনকে বিলাত পাঠাইলেন, নরেন চিকিৎসা-বিদ্যায় কৃতী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সুরা সেবনের ফলে জগদীশের অপঘাত মৃত্যু ঘটিল।

রাসবিহারীর পুত্র বিলাসবিহারী দাম্ভিক ও নীচভাবাপন্ন। বনমালী মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার বন্ধু রাসবিহারীর উপর অর্পণ করিয়া যান। বনমালীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, জগদীশের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন। বিজয়ার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি তাহার মনোভাব বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া যান নাই, তবে জগদীশের পুত্রের প্রতি তাঁহার দয়াপ্রকাশের আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

বনমালীর মৃত্যু হইলে বিলাস প্রত্যহ বিজয়ার সংবাদ লইতে আসিত। রাসবিহারী কুচক্রী ও ধর্ম্মধ্বজী। রাসবিহারী বিজয়াকে কলিকাতা হইতে পল্লীতে লইয়া গেল; অভিপ্রায়—বিজয়াকে করতলগত করিয়া বিলাসের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া বনমালীর প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক হওয়া।

নরেন্দ্র পল্লীর বাটীতে যাইয়া কিছুদিন রহিল। বিজয়ার সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইল। বিজয়ার বাটীতে নরেন্দ্রের যাতায়াত রাসবিহারীর পক্ষে বড় প্রীতিদায়ক হইল না। সে নরেন্দ্রের বাটীটুকু লইয়া সমাজের মন্দিররূপে পরিগণিত করিবার অছিলায় তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিল। ধর্ম্মের নামে বিজয়া অগত্যা সম্মত হইল। নরেন্দ্রকে বাটী ত্যাগ করিতে হইল এবং সমারোহে ঐ বাটীতে মন্দির স্থাপিত হইল। দয়াল নামক একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মকে আনিয়া আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করা হইল এবং ঐ বাটীতে থাকিবার আশ্রয় দেওয়া হইল। বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ যে সুনিশ্চিত তাহা রাসবিহারীর চেষ্টায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কিন্তু বিজয়া ও নরেন্দ্র উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত হইল। বনমালী জীবিতকালে নরেন্দ্রকে ২খানি পত্রে জানাইয়াছিলেন যে বিজয়ার সহিত তিনি তাহার বিবাহ দিবেন। বিজয়া এই পত্রের বিষয় অবগত ছিল না। পরে নরেন্দ্রের নিকট হইতে পত্র দুইখানি পাইয়া সে বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিলাসের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব এত বেশী দূর গড়াইয়াছিল যে সে অবশেষে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিতেও সম্মতি দিল। কিন্তু ব্যাধের পাশ হইতে বিজয়াকে মুক্ত করিলেন দয়াল। দয়াল একদিন বিজয়াকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন, নরেন্দ্রও আসিল। দয়াল হিন্দুমতে নরেন্দ্রের সহিত বিজয়ার শুভবিবাহ সম্পন্ন করাইয়া দিলেন—রাসবিহারীর চক্র ব্যর্থ হইল।

দয়ানন্দচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিত-বিষয়ক গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার মতামত বর্ণিত হইয়াছে।

দর্পচূর্ণ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিতা হিন্দুরমণীর অহঙ্কার, কাল্পনিক স্বাধীনতা ও স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা এই গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। বড়লোকের মেয়ে ইন্দু উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে। ইন্দুর পিতা তাঁহার বন্ধুপুত্র নরেন্দ্রর সহিত ইন্দুর বিবাহ দিয়াছেন। নরেন্দ্রর আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল নহে জানিয়াও ইন্দুর পিতা কন্যার অনুরাগের আভাস পাইয়া নরেন্দ্রর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন। ইন্দু স্বামীকে ভালবাসে বটে, কিন্তু সাধারণ নারীর ন্যায় আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকার করে না। নরেন্দ্র স্থির, ধীর ও নীরব। নিজের আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও স্ত্রীর অমিতব্যয়ে বাধা দেন না। নরেন্দ্রর ভগিনী বিমলা ও তাহার স্বামী গগন নরেন্দ্রর বাটীর কিছু দূরে বাস করেন। বিমলা সাধ্বী ও একান্ত পতিঅনুরক্তা। বিমলার সহিত ইন্দুর বিশেষ প্রণয়, কিন্তু উভয়ের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইন্দু স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। ইতোমধ্যে নরেন্দ্র পিতৃঋণের দায়ে কারারুদ্ধ হইল। বিমলা তখন "পশ্চিমে"। সে দাদার বিপদের সংবাদ পাইয়া গহনা বন্ধক দিয়া নরেন্দ্রকে উদ্ধার করিল। পরিশেষে ইন্দুর পিত্রালয়ে বাস অসহ্য হইয়া উঠিলে সে ফিরিয়া আসিল এবং এই সকল বিষয় অবগত হইয়া দারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিল। তাহার মনোভাব অচিরেই পরিবর্ত্তিত হইল এবং দর্প চূর্ণ হইল।

দর্শন—দর্শন প্রধানতঃ ছয়টী, যথা—বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা। ইহাই ষড়্দর্শন। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি দর্শন আছে।

(১) বেদান্ত—বেদব্যাস প্রণীত। ইহার মতে প্রথমে এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। তাঁহা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উদ্ভব হইল। এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি মায়া ও অবিদ্যারূপে দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। মায়াশ্রিত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্য জীব। জীব অবিদ্যার বশীভূত। এই অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারিলেই জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যাকে অতিক্রম করা যায়। এই জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই সত্য। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অবিদ্যার বশীভূত জীব এই জগৎকে সত্য জ্ঞান করে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা এই ভ্রম নিরাকৃত হইলে ব্রহ্মানন্দের উদয় হয়।

(২) সাংখ্য—মহর্ষি কপিল প্রণীত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ বিরতি হইলেই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লব্ধ হয়। কিরূপে এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তাহাও ইহাতে কথিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়। ইহার মতে প্রকৃতি দ্বারাই জগৎকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অষ্টাঙ্গ যোগাদি দ্বারা নিঃশ্রেয়স্ বা মোক্ষ লাভ করা যায়। মোক্ষ বলিতে ঈশ্বর-

প্রাপ্তি নহে, দুঃখনিবৃত্তি। কারণ ঈশ্বর বলিয়া যে কিছু আছে, এরূপ প্রমাণ নাই। পুরুষ নিত্য ও অকর্ত্তা। শরীরভেদে পুরুষ বহু। কারণ পুরুষ যদি একই হইত, তবে একের জন্মমরণে ও সুখদুঃখে সকল শরীরেরই অধিষ্ঠাতা পুরুষ জাত, মৃত বা সুখী ও দুঃখী হইত। জগৎ মিথ্যা বা ভ্রান্তি নহে, সত্য।

(৩) পাতঞ্জল—ইহা মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত। ইহাতে যোগের বিষয় বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পদার্থ নির্ণয়াংশে ইহা সাংখ্যদর্শনের সহিত একমত। তবে ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ নামে চারিটী পাদ আছে। প্রথম পাদে যোগের লক্ষণ, সমাধি, দুঃখাদি ও চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের উপায় কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ কর্ম্মাদির বিবরণ ও আসনাদির লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে যোগের অন্তরঙ্গস্বরূপ ধ্যান ধারণা সমাধি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে সিদ্ধিপঞ্চক নিরূপণ, বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ, সাকারবাদ সংস্থাপন ও কৈবল্য বিবৃত হইয়াছে। ইহার মতে যোগ দ্বারাই ক্লেশাদি ও অবিদ্যা নিরাকৃত হয়, এবং মোক্ষলাভ ঘটে।

(৪) ন্যায়—অক্ষপাদ গৌতম এই দর্শনের প্রণেতা। ইহার মতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার, যথা,—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান। এই ষোড়শ পদার্থ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপজাত হয়। সকলের কর্ত্তা জীবাতিরিক্ত এক পরমেশ্বর আছেন। অনুমান ও শ্রুত্যাদিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

(৫) বৈশেষিক—কণাদ উলূক ইহার প্রণেতা। ইহার মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নামই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। আত্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই এই জ্ঞান জন্মে। ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়। অভাবাদি সপ্ত পদার্থ ব্যতীত পদার্থান্তর নাই।

(৬) মীমাংসা—মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত। শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের যে স্থলে বিরোধ ঘটে, সেই স্থলে বিরোধের মীমাংসা করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। ইহার এক একটী বিষয়ের সিদ্ধান্তকে অধিকরণ কহে। অধিকরণের পাঁচটী অঙ্গ আছে, যথা,—বিষয়, বিশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, সঙ্গতি। ইহার মতে দেবগণ মন্ত্রাত্মক, শরীরী নহেন। বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য।

(৭) চার্ব্বাক দর্শন—ইহা বৃহস্পতির শিষ্য চার্ব্বাক প্রণীত। ইহার মতে এই স্থূল দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত আর কোন আত্মবস্তু নাই। সুতরাং যতকাল জীবিত থাকিবে, সুখে থাকিবার চেষ্টা করিবে এবং ঋণ করিয়াও ঘৃত ভক্ষণ করিবে। কারণ পরলোক বা জন্মান্তর বলিয়া কিছুই নাই। বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষসদিগের রচিত স্বর্গ, নরক, মুক্তি প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। যজ্ঞাদি ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি কেবল অলস ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র। কেননা, এখানে শ্রাদ্ধ করিলে যদি স্বর্গস্থ পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়, তবে প্রাঙ্গণে খাদ্যাদি নিবেদন করিয়া দিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? এই জগতের কর্ত্তা কেহই নাই, স্বভাবানুসারে সমস্তই হইতেছে।

(৮) বৌদ্ধদর্শন—এই দর্শনের মতে জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, দেবতা সুগত, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ। দুঃখ, আয়তন, সমুদায় ও মার্গ এই চতুর্ব্বিধ তত্ত্ব। মার্গতত্ত্বই মোক্ষ। বাহ্যবস্তুমাত্রই অলীক। ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু ও চীরধারণ, মুণ্ডন, পূর্ব্বাহ্নভোজন, সমূহাবস্থান, রক্তবস্ত্র পরিধান এইগুলি যতিধর্ম্মের অঙ্গ। সকল বস্তুই ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানরূপ।

(৯) আর্হতদর্শন—ইহার মতে আত্মা ক্ষণিক নহে, স্থায়ী। জীবের পরিমাণ দেহসদৃশ এবং অর্হৎই পরমেশ্বর, তিনি রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত ও সর্ব্বজ্ঞ। সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চরিত্র এই রত্নত্রয়ের সাধন দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি হয়।

(১০) রামানুজ দর্শন—ইহার মতে পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীববাচ্য, ভোক্তা, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য ও অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যা দ্বারা বেষ্টিত। কেশাগ্রকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগকে আবার শতাংশ করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম। ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্তি জীবের লক্ষ্য। অচেতনস্বরূপ জড়াত্মক ভোগ্য জগৎ অচিৎ পদবাচ্য। ঈশ্বর হরি পদবাচ্য এবং তিনি সকলের নিয়ামক। তিনি জগতের কর্ত্তা, অন্তর্যামী, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিশালী। চিৎ অচিৎ সমুদায়ই তাঁহার শরীরস্বরূপ। পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল, এবং ভক্তগণের অভীষ্ট ফলপ্রদ। তিনি লীলাবশতঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। স্বাধ্যায়াদি উপাসনা দ্বারা বিজ্ঞানলাভ হইলে ভগবান্‌ স্বীয় ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান করেন। ঐ পদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয়। চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে।

(১১) পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন—ইহার মতে জীব সূক্ষ্ম ও ঈশ্বর সেবক; বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন এই তিন প্রকারে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। রামানুজ দর্শনের সহিত ইহার অনেকাংশে ঐক্য আছে। কেবল ইহার মতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষ নিত্য, অন্য তিনটী অস্থায়ী। ঈশ্বরপ্রসাদ ব্যতীত মোক্ষ লব্ধ হয় না। আবার জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।

(১২) নকুলীশ পাশুপতদর্শন—ইহার মতে মহাদেবই পরমেশ্বর; এবং জীবগণ পশু। জীবের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতি বলা যায়, তিনি সর্ব্বকার্য্যের কারণস্বরূপ। মুক্তি দুই প্রকার—চরমদুঃখনিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। ইহাতে প্রধান ধর্ম্মসাধনকে চর্য্যাবিধি বলে। চর্য্যাবিধি দুই প্রকার—ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভস্মস্রক্ষণ, ভস্মে শয়ন ও উপহার, ইহাকে ব্রত বলে। উচ্চহাস্য, মহাদেবের গুণগান, নৃত্য, বৃষের ন্যায় চীৎকার, প্রণাম ও জপ ইহাই উপহার। ক্রাথন, স্পন্দন, মন্থন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ, অবিতদ্ভাষণ এই ষট্‌ কর্ম্মকে দ্বার বলে।

(১৩) শৈবদর্শন—ইহাতে শিবই পরমেশ্বর এবং জীবগণ পশুরূপে উল্লিখিত। ইহার মতে জীবের কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বর ফল প্রদান করেন। পদার্থ তিন প্রকার—পতি, পশু এবং পাশ। ভগবান্‌ শিব, যাঁহারা শিবত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তৎপদপ্রাপ্তির উপায়সমূহ পতিশব্দবাচ্য। জীবাত্মা পশুশব্দবাচ্য। এই জীবাত্মা দেহাদি-ভিন্ন, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন ও কর্ত্তৃস্বরূপ। পাশ চারি প্রকার—মল, কর্ম্ম, মায়া, রোধশক্তি।

(১৪) প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন—ইহাতেও ভক্তবৎসল মহাদেবই জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। ইহার মতে জীবাত্মার সহিত পর-

মাত্মার ভেদ নাই। ভেদ না থাকিলেও যে ভেদজ্ঞান জন্মে, ইহাই ভ্রম। জীব যখন জানিতে পারে যে,আমাতেও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-রূপ ঈশ্বরত্ব ধর্ম্ম আছে, তখনই তাহার পূর্ণ ভাবের আবির্ভাব হয়।

(১৫) রসেশ্বর দর্শন—ইহারও মতে মহাদেবই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ নাই। তবে একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞাই যে মুক্তির সাধন, ইহা যথার্থ নহে। মুমুক্ষুদিগকে প্রথমতঃ দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, পরে যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিলাভ ঘটে। সুতরাং অগ্রে পারদরসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিবে। তাহা হইলে দেহ সত্ত্বেই মুক্তিলাভ ঘটিবে, সুতরাং জীবন্মুক্ত হইবে। দেবদৈত্য ঋষি প্রভৃতি অনেকেই এইরূপে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। সকল ধাতুর মধ্যে পারদই শ্রেষ্ঠ ধাতু, ইহা মহাদেব হইতে উৎপন্ন। ইহাতে পারদের অশেষ গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১৬) শাঙ্কর দর্শন—শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। ইহার মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা ও অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলাভ হয়। বেদ বেদান্তাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক শমদমাদি সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হয়। নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই সাধনচতুষ্টয় দ্বারা জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায়ান্তর নাই।

দশকুমারচরিত—সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থ। আচার্য্য দণ্ডি প্রণীত। ইহাতে দশটী কুমারের অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যা—বাঙ্গালা গীতিকাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সতীর দেহ ধ্বংস হইলে মহাদেব বিলাপ করিতে করিতে অচেতন হন। তখন নারদ আসিয়া বীণাবাদন করিতে থাকিলে মহাদেব পুনরায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বলেন যে,আমি সতীকে দর্শন করিতেছি। নারদ জিজ্ঞাসা করেন, সতী কোথায়? তখন মহাদেব মহাকাশ মধ্যে সিংহ, কন্যা প্রভৃতি দশটী রাশির স্থানে দশটী মহাপুরীতে দশমহাবিদ্যাকে দেখাইয়া দেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে তত্ত্বকথার বহু রহস্য নারদকে বুঝাইয়া দেন।

দানকেলীকৌমুদী—সংস্কৃত ভাণ নামক রূপক কাব্য। রূপগোস্বামি-প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার পারঘাটে দান আদায়ের জন্য শ্রীরাধা এবং তাঁহার সহচরীবৃন্দকে অবরোধ করিয়া যে কৌতুক-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত। ১৪৭১ শকে ইহা রচিত হয়।

দায়ভাগ—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। জীমূতবাহন প্রণীত। ইহাতে বিষয়াধিকারী নিরূপণ, পৈতৃক ধনবিভাগ, দায়াদনিরূপণ, পুত্রাদির ধনাধিকারিত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

দিদি—নিরুপমা দেবী প্রণীত। এই মনোরম উপন্যাস মনোবিজ্ঞানের চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আখ্যায়িকাভাগে বিশেষ অভিনব বৈচিত্র্য না থাকিলেও বর্ণনা ও ভাষার লালিত্যে এবং মানবচরিত্রের কুবৃত্তির কোন সংস্পর্শ না থাকায় উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। জমিদারপুত্র অমরনাথ কলেজে অধ্যয়নকালে দেবেন্দ্রের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। দেবেন্দ্র তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন নহে। ছুটীতে অমর শিকারব্যপদেশে দেবেন্দ্রের পল্লীভবনে যাইয়া থাকে। দেবেন্দ্রের একটি অনাথা বিধবা প্রতিবেশিনীর কন্যা চারু অত্যন্ত রূপবতী। ঘটনাচক্রে অমরনাথের সহিত এই দরিদ্র পরিবারের পরিচয় হয় এবং সে চারুর বিবাহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। অমরের পিতা হঠাৎ সুরমা নাম্নী একটী জমিদার-দুহিতার সহিত অমরের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। অমর এই বিবাহের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কারণ চারুর জন্য তাহার হৃদয়ে একটু স্থান হইয়াছিল। সে লজ্জায় এই বিবাহের সংবাদ দেবেন্দ্র বা আর কাহাকেও দেয় নাই। কিছুদিন পরে আর একটী ছুটীতে সে দেবেন্দ্রের বাটী যায় এবং চারুর মাতা অত্যন্ত পীড়িতা শুনিয়া উভয়ে তাঁহাকে দেখিতে যায়। চারুর মাতা কন্যাকে অমরের হস্তে সমর্পণ করিয়া চিরকালের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অমর যে বিবাহিত সে কথা বলিবার অবকাশ পাইল না। আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সে চারুকে কলিকাতায় লইয়া রাখিল এবং তাহার বিবাহের জন্য পাত্র স্থির করিল। চারু অত্যন্ত সরল। সে অমর ব্যতীত আর কাহারও আশ্রয়ে যাইতে চাহিল না। অমর অগত্যা পিতা ও পত্নীর বাধাসত্ত্বেও চারুকে বিবাহ করিল। অমরের পিতা ও সুরমা অমরের এই গর্হিত কার্য্যে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। সুরমা বুদ্ধিমতী, অভিমানিনী ও দেবী-স্বরূপা। অমর পিতা ও বাটীর সহিত সর্ব্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রহিল এবং দুঃখের মধ্যেও অধ্যবসায় বলে মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইল। কিছুকাল পরে অমরের পিতা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহাকে বাটী যাইবার জন্য সংবাদ দেন। অমর চারুকে লইয়া বাটী যাইল। পিতা তাহাকে ক্ষমা করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সুরমার অভিমান চারুর সরলতার স্পর্শে মন্দীভূত হইল। স্বামীর সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও চারুর মায়ায় সুরমা শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পিতার অনুরোধ সত্ত্বেও পিত্রালয়ে যাইতে পারিল না। অমর চারুর একনিষ্ঠ সেবী জানিয়া সুরমা এই সংসারেই রহিয়া গেল। চারুর পুত্র অতুল সুরমার প্রাণপ্রতিম হইয়া উঠিল। কিন্তু কালক্রমে অমরের চিত্তে নব ভাবের উন্মেষ লক্ষ্য করিয়া সুরমা অমরের সংসার ত্যাগ করিয়া একেবারে পিত্রালয়ে যাইয়া উঠিল। অমর চিত্তের অস্থিরতা দমন করিবার জন্য পশ্চিমের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে চারুর একটী অনাথা আত্মীয়কন্যার সহিত সুরমার বাল্যবন্ধু ও তাহার পিতার জমিদারির কার্য্যাধ্যক্ষ প্রকাশের বিবাহ হইল। অমর এই কন্যাটীর বিবাহের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। আর একটী নূতন সম্পর্ক সৃষ্ট হইল। এই সম্পর্কের জন্য সুরমাকে বহুকাল পরে অমরের বাটীতে আসতে হইল। সুরমার অভিমান আর টিকিল না। অমরের অপরাধ সে মার্জ্জনা করিয়াছিল এবং অতঃপর আর স্বামিগৃহ ত্যাগ করিল না। পরিশেষে চারুর প্রতি একনিষ্ঠতার ব্যতিক্রম ঘটিল দেখিয়াও আমরা অমরকে কর্ত্তব্যহীন বলিতে পারিলাম না।

দীপানির্ব্বাণ—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে যখন পরস্পর গৃহবিচ্ছেদ চলিতেছিল, সেই সময় যবনেরা সুযোগ বুঝিয়া কিরূপে হিন্দু রাজাদিগের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, দীপনির্ব্বাণ গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী তাহাই সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

দুই ভগ্নী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রমণী দূষিতচরিত্রা হইলে কি ভয়ঙ্করী দানবী মূর্ত্তি ধারণ করে, নিতান্ত আত্মীয়রও কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, সোণার সংসার কিরূপে ছারখার করিয়া দেয়, তাহা এই পুস্তকে সুন্দররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে।

দুর্গাদাস—বাঙ্গালা নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রখ্যাত মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব, রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা মহিষী ও সন্তানগণকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে রাজপুতদিগের সহিত যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

হিন্দুজাতিকে পুনর্বার পূর্ব গৌরবের উচ্চ-সীমায় আরোপণ করাই দুর্গাদাসের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্রাটের সৈন্যগণকে বারবার পরাস্ত করিয়াছিলেন। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের নিমিত্ত মানুষ যাহা কিছু করিতে পারে, দুর্গাদাস সে সমস্তই করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই অকৃতকার্য্যতাতেই গ্রন্থকারের প্রধান কৃতিত্ব। হিন্দুজাতি নৈসর্গিক ও অন্যান্য কারণে অধঃপাতের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল; দুর্গাদাসের মত লোক স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়াও সে গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই।

দুর্গেশনন্দিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গড় মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা সঙ্গিনী বিমলা সহ শৈলেশ্বরের মন্দিরে পূজা করিতে যান। অপরাহ্নকালে সহসা ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইলে বাদসাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ মন্দিরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জগৎসিংহকে দেখিয়া তিলোত্তমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার হয়, জগৎসিংহও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। পরে বিমলা জগৎসিংহের পরিচয় গ্রহণ করিয়া এবং একপক্ষ পরে তাঁহাকে এই মন্দির মধ্যে আসিতে বলিয়া তিলোত্তমাসহ চলিয়া যান। এক পক্ষ পরে বিমলা তথায় আসিয়া জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার সাক্ষাৎ করাইবার জন্য তাঁহাকে গুপ্তপথে দুর্গমধ্যে লইয়া যান। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ তিনি গুপ্তদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিতে ভুলিয়া যান। সেই পথে ওসমান নামক পাঠান সেনাপতির নেতৃত্বে কতকগুলি পাঠান সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জগৎসিংহ, বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা এবং তিলোত্তমাকে বন্দী করিয়া পাঠান-দুর্গে লইয়া যান। ওসমান আহত জগৎসিংহের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন, এবং কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা স্বয়ং তাঁহার শুশ্রূষা করিতে থাকেন। এই সময় হইতে আয়েষা জগৎসিংহের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়েন। বীরেন্দ্র সিংহ মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কতলু খাঁর আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদন হয়। মৃত্যুকালে তিনি বিমলাকে প্রতিশোধ লইতে বলিয়া যান। বিমলা প্রতিশোধের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে জগৎসিংহ নানা কারণে তিলোত্তমার উপর সন্দিহান হইয়া একদা তাঁহার উপর রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আয়েষা ক্রমশঃ জগৎসিংহের প্রতি অধিকতর অনুরাগিণী হইয়া পড়েন, কিন্তু সে অনুরাগ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত কেবল তাঁহার হৃদয় মধ্যেই গুপ্ত রহিল। কেবল একদা ওসমানের রূঢ় বাক্যে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া তাঁহার ও জগৎসিংহের সমক্ষে আপনার হৃদয়ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। আয়েষার প্রণয়প্রার্থী ওসমানের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। অতঃপর কতলুখাঁর জন্মদিনে উৎসবকালে বিমলা নৃত্যগীত করিতে করিতে কতলুখাঁর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন, এবং তিলোত্তমাসহ দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া অভিরাম স্বামীর আশ্রয়ে থাকেন। কতলু খাঁ মৃত্যুকালে জগৎসিংহকে ডাকাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন, এবং তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। জগৎসিংহের নিকট রূঢ়বাক্য শুনিয়া অবধি তিলোত্তমা পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহার সেই পীড়া সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিলে অভিরাম স্বামী জগৎসিংহকে তাঁহার নিকট আনয়ন করেন। পরে তিলোত্তমা আরোগ্য লাভ করিলে উভয়কে গড় মান্দারণে লইয়া গিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। আয়েষা এই বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া তিলোত্তমাকে বহুমূল্য অলঙ্কার উপঢৌকন দেন, এবং হৃদয়ভাব গোপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফিরিয়া গিয়া আয়েষা বিষাক্ত হীরকাঙ্গুরীয় চোষণে প্রাণবিসর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু শেষে তাহা নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার হৃদয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় The Chieftain's Daughter নাম দিয়া এই উপন্যাসের একখানি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন।

দৃক্‌সিদ্ধিমূলক পঞ্জিকাসংস্কার নিবন্ধ—মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রণীত। ইহাতে দৃক্‌সিদ্ধির শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দেবকৌতুক—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কামজায়া রতি ও বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী এই দুইটী দেবীর বিবাদই এই উপন্যাসখানির প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। বহু বাদানুবাদের পর অবশেষে স্থির হইল যে, মনুষ্যের উপর যিনি যে ভাবের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, তদনুসারে উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার বিচার হইবে। বিচারে লক্ষ্মীদেবীরই জয় হইল। গ্রন্থকর্ত্রী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক কেবল আপনার শারীরিক বাহ্য সৌন্দর্য্য দ্বারা পুরুষের চিত্ত হরণ করিতে পারে না, প্রত্যুত রমণীর মানসিক সৌন্দর্য্য দ্বারাই পুরুষের হৃদয় মুগ্ধ হয়।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন—বাঙ্গালা উপন্যাস। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। একদা সভাধিষ্ঠিত দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণের প্রমুখাৎ মর্ত্ত্যে ইংরাজ-রাজত্বের অসাধারণত্ব এবং কলিকাতার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী শ্রবণে মর্ত্ত্যভূমি দর্শনার্থ ইচ্ছুক হন, এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া বরুণের সহিত মর্ত্ত্যে যাত্রা করেন। ইঁহারা প্রথমে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে সাহারাণপুর, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া বাষ্পীয় শকটযোগে কলিকাতায় উপস্থিত হন, এবং কলিকাতা ও কালীঘাট দর্শনানন্তর দার্জ্জিলিং হইয়া পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। দেবগণ যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের দর্শনীয় বিষয়ের ও তত্রত্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ বরুণের নিকট শ্রবণ করেন। দেবগণ পৃথিবীর অত্যাচার ও অনাচার সকল দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, এবং স্বর্গে গমন করিয়া এক সভা করেন। সেই সভায় পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার প্রস্তাব হয়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সংক্রামক রোগ, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি দূতগণকে পৃথিবীধ্বংসার্থ প্রেরণ করেন।

দেবদাস—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। জমিদারপুত্র দেবদাস বাল্যকাল হইতেই দুর্দ্দান্ত ও পাঠে অমনোযোগী। দেবদাসের প্রতিবেশিকন্যা পার্ব্বতী তাহার বাল্যসাথী। উভয়ের জীবন বাল্যক্রীড়ার মধ্য দিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল। পার্ব্বতী কৈশোরে পদার্পণ করিলে তাহার পিতামাতা বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবদাসও কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। দেবদাসের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পার্ব্বতীর পিতামহী দেবদাসের পিতামাতার নিকট লজ্জিত হইলেন, কারণ পার্ব্বতীর পিতা ছোট ঘর এবং নিতান্ত সন্নিকটস্থ প্রতিবেশী, এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ অসম্ভব। পার্ব্বতী ও দেবদাস উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পার্ব্বতীর পিতা একটী মৃতদার প্রৌঢ় জমিদারের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ দিলেন। পার্ব্বতী শূন্য প্রাণে শ্বশুরালয়ে গমন করিল বটে, কিন্তু গৃহিণীপণায় স্বামিগৃহের সকলেরই মনোরঞ্জন করিল। দেবদাস হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য গণিকা ও মদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে জটিল ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইল। এইরূপে আরও কয়েক বৎসর অতীত হইলে পর দেবদাসের ব্যাধি ভীষণ আকার ধারণ করিয়া তাহাকে একেবারে গ্রাস করিতে উদ্যত দেখিয়া সে পশ্চিমের হাওয়া ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিল। পথে এক ষ্টেশনে নামিয়া গোশকট আরোহণে ষোলক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যখন পার্ব্বতীকে শেষ দেখা দিবার জন্য তাহার শ্বশুরালয়ের সীমানায় পঁহুছিল, তখন তাহার প্রাণবায়ু পরিত্যাগের আর বিলম্ব নাই। হতভাগ্য দেবদাস মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং পার্ব্বতীর স্বামী পুত্রের চেষ্টায় ডোম দ্বারা তাহার গতি করান হইল। সব ফুরাইয়া গেলে পার্ব্বতী সংবাদ পাইয়া উন্মত্তার ন্যায় হইল।—এ চিত্র সমাজের পক্ষে হানিকর, বিষয়ের বর্ণনাও ফুটিয়া উঠে নাই।

দেবদাসী—অনুরূপা দেবী প্রণীত একটী ক্ষুদ্র গল্প। দাক্ষিণাত্যে দেবমন্দিরে যে সকল অনাথা দেবদাসী বাস করে তাহাদিগের পাপজীবন সুবিদিত। ত্রিপাবেণীর পিঙ্গলেশ্বর মন্দিরের একটী করুণ কাহিনী এই গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। বিশোকা নাম্নী একটী অনাথা বালিকা এই মন্দিরে লালিতপালিত হইয়া গীতবাদ্যাদি শিক্ষা করিয়া যথাকালে দেবদাসীর পদে বৃতা হয়। আরত্রিকের পর তাহার নৃত্যগীত ক্রমে দর্শকের দল বাড়াইয়া তুলিল। বিশোকার অসামান্য রূপ ও সুললিত কণ্ঠে ত্রিপাবেণীর তরুণ রাজা আকৃষ্ট হইলেন। একদিন রাজা গোপনে বিশোকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প জানাইলেন। বিশোকা রাজার নিকট শুনিয়া বিস্মিত হইল যে সে নামে মাত্র দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে সে পুরোহিতের ভোগবিলাসিনী। এই কথা শুনিয়া বিশোকা অত্যন্ত বিচলিতা হইয়া গেল। তবে কি পিঙ্গলেশ্বর তাহার স্বামী নহেন। রাজার সহিত বিশোকার এই গোপন আলাপ অবগত হইয়া পুরোহিত স্বয়ং বিশোকার কক্ষে আসিয়া জানাইয়া গেলেন যে বাস্তবিক দেবদাসীরা সকলেই পুরোহিতের ভোগ্যা। বিশোকা এই উক্তি শুনিয়া অবধি ঘৃণায় কাতর হইয়া পড়িল। সে দেবতার সমক্ষে বসিয়া তাহার হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিয়া দেহ ত্যাগ করিল এবং ইহজীবনের মত মানবের হস্ত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইল।

দেবী চৌধুরাণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। জমিদার হরবল্লভ রায়ের পুত্র ব্রজেশ্বর যথাক্রমে প্রফুল্ল, নয়নতারা এবং সাগরনাম্নী তিনটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্ল একটী অমূলক অপবাদে স্বামিগৃহে স্থান পান নাই। কিন্তু পিতৃভবনে দারিদ্র্যকষ্ট অসহ্য হওয়ায় একদিন মাতার সহিত প্রফুল্ল অনাহূত ভাবে পতিগৃহে আসিলেন। শ্বশুর তাঁহাকে বাগ্দীর মেয়ে বলিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু রাত্রি হওয়ায় সে দিন আর তাঁহার যাওয়া হইল না। কনিষ্ঠা সপত্নী সাগরের সহায়তায় সেই রাত্রিতে তিনি স্বামিসহবাস লাভ করিলেন। বিদায়কালে ব্রজেশ্বর স্বনামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। প্রফুল্ল গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল। অতঃপর দুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক লোক প্রফুল্লকে নিদ্রিতাবস্থায় হরণ করিয়া পাল্‌কীযোগে লইয়া যায়। বনপথে যাইতে যাইতে বাহকেরা ডাকাতের ভয়ে পালকী ফেলিয়া পলায়ন করে। প্রফুল্ল বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে একটী ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পান এবং তথায় জনৈক মুমূর্ষু বৈষ্ণবের প্রদত্ত প্রভূত ধন লাভ করেন। অতঃপর প্রফুল্ল বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার ভবানী পাঠকের নয়নগোচর হন। ভবানী ইঁহাকে পাঁচ বৎসর কাল শাস্ত্র, সংযম, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেন। শিক্ষান্তে প্রফুল্ল দস্যুদলের নেত্রী হইয়া, দেবী চৌধুরাণী নামে অভিহিত হন। ব্রজেশ্বর পিতার আদেশে কনিষ্ঠা পত্নী সাগরের পিতার নিকট টাকা ধার করিতে আসিলেন, কিন্তু পাইলেন না। ফিরিবার পথে দেবী চৌধুরাণীর আদেশে তাঁহার দল ব্রজেশ্বরকে ধরিয়া দেবীর বজরায় আনয়ন করে। সেই বজরায় সাগরও ছিল। দেবীচৌধুরাণী ব্রজেশ্বরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিলেন এবং স্বামীর পূর্ব্বপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়টীও প্রদান করিলেন। সাগরকে লইয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে অঙ্গুরীতে নিজের নাম দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, প্রফুল্লই—যাঁহাকে মৃতা বলিয়া ধারণা ছিল—দেবী চৌধুরাণী। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর রাত্রে টাকা প্রত্যর্পণ করিবার কথা। কিন্তু হরবল্লভ রায় টাকা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা না করিয়া দেবীকে ধরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের নিকট গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেবী বজরা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌কে সঙ্গে লইয়া হরবল্লভ দেবীকে ধরিতে আসিলেন। ইহার অনতিকাল পূর্ব্বে ব্রজেশ্বর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। দেবী কৌশল করিয়া ব্রেনান্‌কে বজরায় আনাইয়া বন্দী করিলেন। দেবীকে সনাক্ত করিবার জন্য হরবল্লভও বজরায় আসিলেন। আকাশে ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ের মুখে সিপাহী সৈন্যকে সন্ত্রস্ত ও বিদলিত করিয়া দেবীর বজরা বায়ুবেগে ছুটিল। পরদিন ব্রেনান্‌কে মুক্তি দেওয়া হইল। দেবীসহচরী নিশি হরবল্লভকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া স্বীয় ভগিনীর সহিত ব্রজেশ্বরের বিবাহ হইবে এইরূপে প্রতিশ্রুত করাইয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর দেবী দস্যুদলের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ব্রজেশ্বরের সহিত নববধূবেশে শ্বশুরালয়ে আসিলেন। প্রফুল্ল সংসারাশ্রমে আসিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

দেবীপুরাণ—সংস্কৃত উপপুরাণ। ইহাতে ঘোর দৈত্যের উপাখ্যান, সনৎকুমারীয় যোগ, শক্রধ্বজোৎসব বিবরণ, ভগবতীর সহিত ঘোরের যুদ্ধ ও দেবীহস্তে ঘোর দৈত্যের নিধন, বিবিধ দেবীব্রত, দেবীস্বরূপ নিরূপণ, গ্রহযোগ বিবরণ, মাস ও তিথিবিশেষে দেবীপূজা ও তাহার ফল, বিনায়ক যাগ, দুর্গ ও পুরদ্বারাদি নিৰ্ম্মাণবিধি, তীর্থবিবরণ, অষ্টম পাতাল বর্ণন, দেবীর পূজাবিধান, বিবিধ ব্রত ও দানাদি নিরূপণ, আয়ুর্ব্বেদকথন, দেহশুদ্ধি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বক্তা বশিষ্ঠ ও শ্রোতা ঋষিগণ।

দেবী ভাগবত—সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। মূল গ্রন্থ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত। ইহাতে আঠার হাজার শ্লোক আছে। শাক্তর লীলা মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশী ও বিলাতী—গল্পের বই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে কয়েকটি দেশী গল্প এবং বিলাতী গল্প আছে। বিলাতে গিয়া আমাদের দেশের ছাত্রগণ সাধারণতঃ কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করেন, তাহার পরিচয় বিলাতী গল্পগুলিতে আছে।

দ্রব্যগুণশিক্ষা—বাঙ্গালা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে দ্রব্যসমূহের স্বরূপ, তাহাদের গুণাগুণ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, খাদ্য পদার্থের প্রস্তুতকৌশল, শোধনোপযোগী পদার্থের শোধনবিধি, ধাতু প্রভৃতির জারণমারণাদির নিয়ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিষচিকিৎসার নিয়মও নিরূপিত হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা—বত্রিশ সিংহাসন দেখ।

দ্বাদশ কবিতা—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

ধ

ধনবিজ্ঞান—বাঙ্গালা অর্থনৈতিক গ্রন্থ। গিরীন্দ্র কুমার সেন এম,এ প্রণীত। ইহাতে ধনাগম (ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন), বিনিময় (পণ্যদ্রব্যের) সরবরাহ ও কাটতির তারতম্য, খরচা ও মূল্য, খরচের বিভাগ, ধারে অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য), ধনপরিবর্ত্তন (বেতন, খাজানা, সুদ, লাভ) ও ধনভোগ এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ধম্মপদ—বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রন্থ। চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। হিন্দুদিগের ভগবদ্গীতার ন্যায় ধম্মপদ গ্রন্থ বৌদ্ধদিগের নিকট আদরণীয়। বুদ্ধ তথাগত ইহাতে স্বীয় ধর্ম্মের মূল মর্ম্ম সংক্ষিপ্তভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্রের সুত্ত (সূত্র) পিটকের অন্তর্গত। কোন্‌গুলি সৎকর্ম্ম এবং কোন্‌গুলি অসৎ কর্ম্ম, ইহাই নানা আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলেন যে, এই পুস্তকের সকল উক্তিই বুদ্ধদেবের নিজের। মূল গ্রন্থখানি পালি ভাষায় রচিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব—বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে সুখ কি, দুঃখ কি, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, ভক্তি ও ভক্তির মূল উদ্দেশ্য কি, ভগবদ্গীতার মর্ম্ম, অনুশীলন কি, দয়া কাহাকে বলে, প্রভৃতি বিষয়সমূহ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুদর্শন ও ইয়ুরোপীয় দর্শন এতদুভয়েরই আলোচনা করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা—বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পরম সত্যধর্ম্ম ইহা প্রদর্শন, এবং তদ্বিষয়ক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে, পরম সত্যধর্ম্ম তাহার প্রদর্শন, এবং তদ্বিষয়ক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যানই ইহার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থ পাঠে সাধারণে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ স্থূলরূপে অবগত হইতে পারে, তদভিপ্রায়েই ইহা রচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মনীতি—বাঙ্গালা নীতিগ্রন্থ। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণ, আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম ও অন্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, উদ্বাহ, দম্পতির পরস্পর ব্যবহার, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্ত্তব্য, শিক্ষাদান প্রণালী, বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক, মাতাপিতার প্রতি সন্তানের ব্যবহার, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপাল—ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্ত রাজবংশের লোপ হইলে, গৌড়দেশে প্রজাবৃন্দকর্ত্তৃক পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালদেব রাজপদে বৃত হন। "গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যে আশ্রয়ভিখারী চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে সার্ব্বভৌম পদ লাভ করিয়াছিলেন।" এই সর্ব্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক ঘটনা আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান উপন্যাস লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপূজা বিধান—রামাই পণ্ডিত বিরচিত। এসিয়াটিক সোসাইটীর একখানি তালপত্রের পুঁথি অবলম্বনে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। গ্রন্থের ভূমিকায় বৌদ্ধধর্ম্মের স্তরানুক্রমিক আলোচনা আছে। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থানপতনের কৌতূহলজনক ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্ম্মমঙ্গল (শ্রী)—বাঙ্গালা কাব্য। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শ্রীধর্ম্মের পূজার প্রচার জন্য দেবীশাপে অম্বুবতী অপ্সরা মর্ত্ত্যে রঞ্জাবতী নামে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা কর্ণসেনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় ধর্ম্মের নিকট শালে ভর দিয়া জীবনত্যাগ করিলে ধর্ম্মের কৃপায় পুনর্জ্জীবন ও পুত্রবর লাভ করেন। পরে তাঁহার লাউসেন নামে পুত্রের জন্ম হয়। লাউসেন হইতে পৃথিবীতে ধর্ম্মের পূজা প্রচারিত হয়।

"ধর্ম্মমঙ্গল" হাকন্দ পুরাণ অবলম্বনে রচিত। "ধর্ম্ম" দেব সম্বন্ধে প্রথমে ময়ূরভট্ট, পরে খেলারাম (১৫২৭ খৃঃ), ও তাঁহার পরে রূপরাম গ্রন্থ রচনা করেন। ঘনরাম এই সকল গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৭১৩ খৃঃ এই গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়। উপাখ্যান ভাগের পূর্ব্বাংশ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ "রঞ্জাবতী" নামে একখানি নাটক রচনা করেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য-বিচার—বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত এবং হিন্দুজাতির অবনতি ও অধঃপতনের কারণপরম্পরা আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের উদ্ধারলাভের যে কয়েকটী উপায় গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান। ভারতবাসীদিগের এক্ষণে পাশ্চাত্য বিলাসপ্রিয়তা পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মের নির্দেশ পালন, সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণবর্গের প্রতিপালন, গোজাতির ধ্বংসনিবারণ এবং লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় দেশীয় শিল্পাদির পুনরুদ্ধার-সাধন।

ধাত্রীবিদ্যা—বাঙ্গালা চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক। রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের লক্ষণ, অণ্ডোদগম, গর্ভের অবস্থা ও চিহ্নাদি, গর্ভকালীন পীড়া ও তাহার চিকিৎসা, ভ্রূণবিবরণ, গর্ভস্রাব, অকাল প্রসব, প্রসবপ্রণালী ও কৌশল, অস্বাভাবিক গর্ভ, শস্ত্রচিকিৎসা, সূতিকাচিকিৎসা, শিশুচিকিৎসা প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। সুখবোধার্থ গর্ভাবস্থার ও প্রসব কৌশলের অনেকগুলি চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

ধাত্রীশিক্ষা—বাঙ্গালা চিকিৎসা পুস্তক। ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সহজে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ধূপছায়া—গল্পের বই। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে ছয়টি মৌলিক গল্প ও আটটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ আছে।

ধূমকেতু—অনুরূপা দেবী প্রণীত একটী রহস্যমূলক গল্প। কৃপণ তারিণী দত্ত উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়া লক্ষাধিক টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। তারিণীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সংসারে থাকিবার মধ্যে আছে কেবল একটি দৌহিত্রী, নাম সুহাসিনী। সুহাসিনী বয়স্থা হইলেও তারিণী বিবাহের কোন চেষ্টাই করিল না, কিন্তু সে ধনী বলিয়া ঘটকেরা স্বেচ্ছায় সম্বন্ধ আনিতে ছাড়িল না। তারিণী বেশী ব্যয়ে ভাল পাত্রে দৌহিত্রীর বিবাহ দিতে একান্ত অসম্মত। অবশেষে একটি দরিদ্রা বিধবার পুত্র অপ্রকাশের সহিত সুহাসিনীর বিবাহ হইয়া গেল। অপ্রকাশ আশা করিয়াছিলেন যে তারিণী তাহার অধ্যয়নের ব্যয়

যোগাইবেন। কিন্তু তারিণী তাহাতে সম্মত হইল না। তারিণীর পৌত্রসম্পর্কীয় দেবনাথ দেখিল যে তারিণী জামাতাকে কিছুতেই সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহে। তখন অপ্রকাশের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া সে কিছুদিন তারিণীর বাটীতে বাস করিল এবং তাহার কৃপণস্বভাবের সমর্থন করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাহার পরম স্নেহভাজন হইয়া উঠিল। এমন সময় হালির ধূমকেতু গগনে দেখা দিল এবং ১৮ই মে তারিখে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিলেন। দেবনাথ তারিণীকে বুঝাইল যে পৃথিবীর ধ্বংস যখন অনিবার্য্য তখন টাকা লইয়া আর কি হইবে। তারিণী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দৌহিত্রী জামাতার নামে লিখিয়া দিল। দেবনাথও পাঁচ হাজার টাকা পাইল। ১৮ই মে ভালভাবেই কাটিল, কিন্তু তারিণী আর দানপত্র প্রত্যাহার করিল না।

ধ্রুবতারা—উপন্যাস। যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত। লেখকের আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের চিত্র স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় বর্ত্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ন

নকুলীশ পাশুপত দর্শন—দর্শন দেখ।

নন্দকুমার (মহারাজ)—বাঙ্গালা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। সার্দ্ধশত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, মহারাজ নন্দকুমারে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ তন্তুবায় কৃষক প্রভৃতির উপর যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬৫ সালের ১০ই আগষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আপনাদের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত লবণ, তামাক ও গুবাকের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচার করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। কি কারণে ও কিরূপে বিচারপতি ইম্পে নন্দকুমারের ফাঁসী দিয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নন্দবিদায়—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। অতুল কৃষ্ণ মিত্র প্রণীত। মথুরাধিপতি কংস যজ্ঞচ্ছলে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার আদেশানুসারে অক্রূর বৃন্দাবনে গমন করিয়া নন্দ ও অন্যান্য গোপগণসহ রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করেন। কৃষ্ণ মথুরায় আগমনপূর্ব্বক কংসের সকল ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে সংহার করেন, এবং জনকজননী বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করেন।

নবকথা—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 'অঙ্গহীনা' প্রভৃতি সপ্তদশটী গল্পের সমষ্টিতে 'নবকথার' সৃষ্টি। ইহাদের কয়েকটী মুখরোচক বটে, কিন্তু অপরগুলি অবান্তর বিষয়ের ভারে আচ্ছন্ন—পাঠকের তুষ্টিবিধান অপেক্ষা যেন প্রকাশকের অভিলাষ পূরণই অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনুমান হয়। আমরা দুই একটী গল্পের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিলাম।

(১) 'অঙ্গহীনা'—শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় দরিদ্র কেরাণী। একটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। পুত্রটী কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল তাহা ঘুচাইয়া জ্যেষ্ঠা কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়াছেন। মধ্যমা শৈলবালার বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবনা। পুত্র আশুর সহপাঠী মোহিনী জমিদারপুত্র এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পাল্‌টি ঘর। মোহিনী প্রায়ই আশুদের বাটী যাতায়াত করে। তাহার ও শৈলবালার মধ্যে প্রণয়োন্মেষ দেখা দিল। শ্যামাচরণ মোহিনীর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। কারণ মোহিনীর পিতার প্রার্থনা মত যৌতুক দিবার তাঁহার সাধ্য নাই। অগত্যা শৈলবালার বিবাহ অন্যত্র স্থির করিতে হইল। বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে দৈবক্রমে একদিন শৈলবালার বামহস্তের একটী অঙ্গুলী কাটিয়া গেল। বিবাহের আসরে সে অঙ্গহীনা বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল, সুতরাং বরপক্ষীয়েরা বিবাহের আসর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শ্যামাচরণের জাতি যাইবার উপক্রম। আশু ছুটিয়া মোহিনীর বাসায় যাইয়া তাহাকে সমুদয় কহিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। মোহিনীর সহিত শৈলবালার বিবাহ হইয়া গেল।

(২) হিমানী—একটী করুণ রসপূর্ণ ক্ষুদ্র প্রণয়কাহিনী। মণিভূষণ মেধাবী ছাত্র, কলেজে অধ্যয়ন করে। কলেজের অধ্যাপক কালিদাস মিত্র দেশীয় খৃষ্টান, মণিভূষণ হিন্দু। তাহার প্রতি অধ্যাপকের বিশেষ স্নেহ। মণিভূষণ অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ীতে প্রায়ই যাইয়া থাকে। হিমানী নাম্নী অধ্যাপক মহাশয়ের একটী কন্যাকে মণিভূষণ প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল—হিমানীও সুযোগ্য প্রতিদান দিল। কিন্তু উভয়ে ভিন্নজাতীয়, সুতরাং বিবাহ অসম্ভব। মণিভূষণ একদিন নিতান্ত অনিচ্ছায় হিমানীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। মণিকে অন্যত্র বিবাহ করিতে হইল। কিন্তু হিমানী আর বিবাহ করিল না। মণি স্ত্রী নবদুর্গাকে ভালবাসিতে পারিল না। মণির মাথার অসুখ হওয়ায় ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে নবদুর্গাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে হইল। ইতঃপূর্ব্বে হিমানীর পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, সে কৃষ্ণনগরে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছে। নবদুর্গারও পিত্রালয় কৃষ্ণনগরে। নবদুর্গা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া হিমানীর চিকিৎসাধীনে নীতা হইল। হিমানীর পরিচয় পাইতে বিলম্ব হইল না। নবদুর্গার জীবনাশা নাই দেখিয়া হিমানী একদিন মণির বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিল। হিমানীর অনুরোধে মণি কৃষ্ণনগরে গমন করিল। হিমানী স্বীয় দেহের রক্ত নবদুর্গার দুর্ব্বল দেহে চালনা করিল, কারণ নবদুর্গার জীবনীশক্তি একেবারেই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। মণির নিকট শেষ বিদায় লইয়া হিমানী স্বীয় অঙ্গের শিরাপথের আবদ্ধ স্থান উন্মোচন করিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিল। ইহজগতে মিলনের আশা নাই দেখিয়া হিমানী স্বীয় দেহের রক্ত মণির স্ত্রীর দেহে সঞ্চারিত করিয়া দয়িতসেবার অভিনব পথ আবিষ্কার করিয়া লইল।

নবগীতা—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহাতে গণেশগীতা, যমগীতা, জীবন্মুক্তি গীতা, হংসগীতা, পাণ্ডবগীতা, গীতাসার, নারদগীতা, পিতৃগীতা, সপ্তশ্লোকী গীতা এই নয়টী গীতা আছে। আত্মতত্ত্বনিরূপণ এই সকল গীতার উদ্দেশ্য। মূলের সহিত অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে।

নবনাটক—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। গবেশ বাবু নামক জনৈক জমিদার পত্নীপুত্র বিদ্যমানেও অধিক বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার নববিবাহিতা স্ত্রীর উৎপীড়নে প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র দেশত্যাগী হন। প্রথমা পত্নী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে জীবন ত্যাগ করেন। পরিশেষে নব প্রণয়িনীর প্রদত্ত বশীকরণ ঔষধ সেবনের ফলে গবেশ বাবু নিজে দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে, গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয় "বহু বিবাহের অনিষ্টকারিতা

দেখাইয়া যিনি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে"—এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন দেন। তাহার ফলে রামনারায়ণ তর্করত্ন এই "নব-নাটক" খানি লেখেন।

নববৃন্দাবন—বাঙ্গালা নাটক। চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত। শিক্ষা ও সঙ্গদোষে মানবের কিরূপ অধঃপতন হয়, পাপকার্য্যের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, এবং পুণ্যকার্য্যের পরিণাম কিরূপ সুখময়, ধর্ম্মের সনাতন অস্ত্রে পাপের মোহময় জাল কিরূপে ছিন্ন হয়, সাধুসঙ্গে অতি দুর্ব্বৃত্তও কি প্রকারে সৎপথ অবলম্বন করে, ইত্যাদি বিষয় এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে।

নববোধন—বাঙ্গালা উপন্যাস। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। রূপনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী কমলাকে তাহার পিত্রালয় হইতে আনয়ন জন্য গমন করেন। তত্রত্য মুসলমান ফৌজদার রূপবতী কমলাকে হস্তগত করিবার জন্য সিপাহী পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে পথে বাধা দেন। রূপনাথ লাঠির জোরে সিপাহীদিগকে পরাজিত করিয়া পত্নীকে স্বভবনে আনয়ন করেন, এবং ফৌজদারের ভয়ে জমিদার রণজিৎরায়ের আশ্রয় লন। ফলে ফৌজদারের সহিত রণজিতের বিবাদ উপস্থিত হয়। ফৌজদার যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে রূপনাথের ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শঙ্করের অধিনায়কতায় রণজিৎ দুইবার জয়লাভ করেন। তৃতীয় বারে ফৌজদার সুবাদারের নিকট সাহায্য লইয়া বহু সৈন্যসহ আক্রমণ করেন। এই সময়ে রণজিতের দেওয়ান রামরূপ ও কৃষ্ণকান্ত নামক এক ব্যক্তি রণজিতের বিপক্ষে ফৌজদারের সহায়তা করেন। কৃষ্ণকান্তের কন্যা চন্দ্রার সহিত শঙ্করের প্রণয় হইয়াছিল। এদিকে কৃষ্ণকান্তের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী পার্ব্বতী শঙ্করের প্রণয় প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া শেষে শঙ্করের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হয়। পার্ব্বতীর উত্তেজনায় ও মন্ত্রণায় কৃষ্ণকান্ত রণজিতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তৃতীয় বারের যুদ্ধে ফৌজদার জয়ী হন, এবং রণজিৎ রূপনাথ ও কমলা যুদ্ধস্থলে প্রাণবিসর্জ্জন দেন। যুদ্ধকালে পার্ব্বতী রামরূপকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করে। যুদ্ধশেষে শঙ্করের সহিত চন্দ্রার বিবাহ হয়। শঙ্কর রূপনাথের স্মরণার্থ একটী মেলা প্রতিষ্ঠিত করেন।

নবীন জার্ম্মাণী—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। যে জার্ম্মাণী ইয়ুরোপে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া জগতের সভ্যতাস্রোত রুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের ইতিহাস বাঙ্গালাদেশে সুপরিচিত নহে বলিয়া লেখক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে জার্ম্মাণীর ইতিহাস, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যসংক্রান্ত নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ আছে।

নবীন তপস্বিনী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। জননী ও ছোটরাণীর অনুরোধে রাজা রমণীমোহন বড়রাণী প্রমদাকে সাতিশয় নিগৃহীত করেন। কিন্তু গোপনে কখন কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ইহাতে তাঁহার গর্ভ হইলে, ভয়ে রাজা, তাঁহার সহিত সহবাস অস্বীকার করিয়া বড়রাণীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিলে বড়রাণী অদৃশ্য হন। কালে জননী ও ছোটরাণীর মৃত্যু হইলে রাজা বড়রাণীর প্রতি স্বীয় দুর্ব্যবহার জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত ও শোকান্বিত হইলেন। বড়রাণী একটী পুত্র প্রসব করিয়া রাজাকে কাতরতাপূর্ণ একখানি পত্র লেখেন। রাজা গোপনে গোপনে সতর বৎসর ধরিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু বিফল-কাম হন। রাজার বিবাহের জন্য রাজ-সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কন্যা কামিনী নির্ব্বাচিত হন। রাজা আদৌ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন এবং প্রকাশ্য সভায় বড়রাণীর প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করান। এমন সময়ে বিদ্যাভূষণ একটী তাপসকুমারকে ধৃত করিয়া সভায় আনিয়া বলেন যে, এই যুবকটি "হাবরের" ছেলে, ও সে কামিনীকে যাদু করিয়া তাঁহার মাতার নিকট ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কামিনীর সহিত সেই যুবকের মাতা তপস্বিনীকে সভায় আনয়ন করা হইল। তপস্বিনীকে দেখিয়া রাজা বুঝিলেন যে, তিনিই বহুদিন নিরুদ্দিষ্টা বড়রাণী, আর যুবকটি তাঁহারই পুত্র বিজয়। তখন রাজা সাতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রমদাকে গ্রহণ করিলেন এবং বিজয়ের সহিত কামিনীর বিবাহ দিলেন। জলধর নামে রাজার একটি নামেমাত্র মন্ত্রী ছিল। সে রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী মালতীতে আসক্ত হইয়া তাহার স্বামীকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজার স্বাক্ষরিত একটী আজ্ঞাপত্র গ্রহণ করে। তাহাতে লেখা ছিল যে, রাজার পীড়ার শান্তির জন্য হোঁদল কুঁতকুঁতের বাচ্চার তৈলের প্রয়োজন, সেই নিমিত্ত সদাগরকে আরব দেশে গিয়া সেই জন্তু আনিতে হইবে। সদাগর মালতী ও তাহার মামাতো ভগিনী মল্লিকার পরামর্শে লুকায়িত থাকিলে, জলধর মালতীর কক্ষে প্রবেশ করে। তৎক্ষণাৎ সদাগর দ্বারে আঘাত করিলে জলধরকে লুকাইবার অভিপ্রায়ে চিটা গুড় ও তুলা মাখাইয়া, খিড়কির দ্বারে একটি লোহার পিঞ্জরে প্রবিষ্ট করান হয়। পরে হোঁদল কুঁতকুঁতের বাচ্চা ধরা হইয়াছে, এই কথা রটনা করিয়া জলধরকে সেই অবস্থায় রাজসমীপে লইয়া যাওয়া হয়। জলধরের জগদম্বা নাম্নী একটি কদাকার ও কোন্দলপটু স্ত্রী ছিল। তাহার নিকট জলধর সর্ব্বদাই লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইত।

নয়শো রুপেয়া—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত। এক সময়ে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণসমাজে কন্যাবিক্রয়-প্রথা ছিল। উক্ত প্রথার দোষকীর্ত্তন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য।

নলদময়ন্তী—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পুরাণবর্ণিত নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে।

নলিনীবসন্ত—বাঙ্গালা নাটক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কঙ্কন দেশের রাজা বৈজয়ন্ত সর্ব্বদা কেবল যাদুবিদ্যার আলোচনা করিয়া পরিশেষে ভ্রাতার কাপট্যে রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং কন্যা নলিনীর সহিত পর্ব্বত অরণ্য প্রভৃতি নানা স্থানে দ্বাদশ বৎসর যাপন করিয়া পরে স্বীয় কুহকবিদ্যার বলে শত্রুপক্ষকে দমনপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিলেন। সেক্সপীয়রের 'Tempest' নাটক অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত।

নলোদয়—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ইহাতে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

নসীরাম—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে গৌড়াধিপতি যোগেশনাথের পুত্র অনাথনাথের সহিত বিরজা নাম্নী এক ললনার প্রেমের চিত্র এবং ভক্তপ্রবর নসীরামের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

নাগানন্দ—সংস্কৃত নাটক। হর্ষদেব প্রণীত। ইহার আখ্যানভাগ এইরূপ—বিদ্যাধর রাজপুত্র জীমূতবাহন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বতপ্রমাণ নাগাস্থি দর্শনে কৌতূহলী হন এবং জানিতে পারেন যে, এ সকল গরুড়ের ভুক্তাবশেষ। নাগগণ প্রত্যহ গরুড়কে এক একটি নাগ বলি দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তদ্দিবসে শঙ্খচূড় নামক নাগ গরুড়ের বলিস্বরূপে আগমন করিলে জীমূতবাহন স্বীয় জীবনদানে তাহাকে বাঁচাইতে ইচ্ছা করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বধ্য শিলায় উপবেশন করেন। যথাসময়ে গরুড় আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করে ও তাঁহার রক্ত পান করিতে থাকে। ইহাতেও জীমূতবাহন

কাতর হইলেন না, বরং পরার্থে জীবন যাইতেছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। গরুড় ইহাতে সাতিশয় বিস্মিত হইল। এই সময়ে জীমূতবাহনের পিতা, মাতা, পত্নী মলয়বতী প্রভৃতি বিলাপ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। জীমূতবাহন তাহাদিগকে প্রবোধদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। গরুড়ের মনে ইহাতে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, এবং সে অতঃপর নাগহিংসা পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করে। পরে জীমূতবাহনের মাতা, পিতা, পত্নী প্রভৃতি অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে দেবী গৌরী আসিয়া তাহাদিগকে নিবারণপূর্ব্বক জীমূতবাহনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দেন।

নাট্যবিকার—বাঙ্গালা সামাজিক প্রহসন। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। থিয়েটার দর্শনে বা কুরুচিপূর্ণ পুস্তকপাঠে ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে সময়ে সময়ে যে কিরূপ ঘোরতর মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

নারদ গীতা—নবগীতা দেখ।

নারদীয় পুরাণ—পুরাণ দেখ।

নারায়ণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত অনন্তপুর গ্রামে বীরচন্দ্র সাহীদেব নামে ইংরাজের অধীন এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র অকালে কালকবলিত হইলে বৃদ্ধ বীরচন্দ্র পৌত্রী নারায়ণীকে লইয়া পুত্রশোক কথঞ্চিৎ নিবারণ করিলেন। আনন্দদেব নামক এক রাজকর্ম্মচারী রাজাকে উন্মাদ প্রমাণিত করিয়া ইংরাজের নিকট হইতে স্বয়ং রাজাধিকারী হইবার চেষ্টা করেন, এবং নারায়ণীর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যত হন। রতন নামক বীরচন্দ্রের অনুগত একজন ব্রাহ্মণের চেষ্টায় তুলসী নাম্নী এক বীরস্বভাবা রমণী নারায়ণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হন, এবং তিনি স্বেচ্ছায় নিজ স্বামী সদাশিবের সহিত নারায়ণীর বিবাহ দেন। তুলসীর পিতা শৈলজানন্দ ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহার সে ষড়যন্ত্র বিফল হইলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নারায়ণী জলমগ্না হইয়া আত্মহত্যা করেন, তাঁহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া বীরচন্দ্রও জলমগ্ন হন। রাজবিদ্রোহের নেতা বলিয়া সদাশিব ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর রতন বৈরাগ্য অবলম্বন করে।

নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব—বাঙ্গালা প্রবন্ধ গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহাতে নারীজাতির প্রকৃতি, তাঁহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা, স্ত্রীজাতির শিক্ষাভাবহেতু বিষময় ফল, নারীজাতির স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর—বাঙ্গালা জীবনী গ্রন্থ। বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। ইহাতে আমেরিকার প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর বুকার ওয়াশিংটনের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; ওয়াশিংটন নিগ্রো ক্রীতদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধ্যবসায় বলে কিরূপে উন্নতি লাভ করিয়া জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। বুকার ওয়াশিংটন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আত্ম-জীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। ইহা উক্ত গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ।

নিদান—সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূলগ্রন্থ মাধব কর প্রণীত। ইহা চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বহুবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে রোগসকলের উৎপত্তি, কারণ, রূপ ও তাহার ভাবিফলাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ—বাঙ্গালা কাব্য। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। কোন এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে আন্দামান দ্বীপে চিরনির্ব্বাসিত হয়। সেই নির্ব্বাসিত ব্যক্তি সমুদ্রতটে বসিয়া কখন বিলাপ করে, কখন স্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতাপে আত্মগ্লানি করিতে থাকে, কখন বা কল্পনায় সমুদ্র পার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, কখন বা স্বপ্নে স্বীয় স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

নিশীথচিন্তা—বাঙ্গালা প্রবন্ধ গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি চিন্তাপূর্ণ ভাবময় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নিসর্গসন্দর্শন—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহাতে চিন্তা, সমুদ্রদর্শন, বীরাঙ্গনা, নভোমণ্ডল, ঝটিকার রজনী এই কয়টী পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নিষ্কৃতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গিরিশ ও হরিশ দুই সহোদর খুল্লতাত ভ্রাতা রমেশের সহিত একান্নবর্ত্তী। গিরিশ কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব। হরিশও পশ্চিমে থাকিয়া আইন ব্যবসায় করেন। রমেশ দাদার টাকা লইয়া কয়েকবার কারবার করিয়া ফেল হইয়াছেন এবং বাড়ী বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছেন। সংসারে অনাবিল শান্তি বিরাজিত। রমেশের স্ত্রী শৈলজার উপর সংসারের যাবতীয় ভার ন্যস্ত। গিরিশ ও তাঁহার স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী উভয়েই দেবতুল্য মানুষ। কিছুদিন পরে হরিশ স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া কলিকাতার বাটীতে আসিলেন এবং কলিকাতাতেই ওকালতি আরম্ভ করিলেন। হরিশের স্ত্রী নয়নতারা সংসারে শৈলজার একাধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া নানাপ্রকারে সংসারে অশান্তির স্রোত বহাইল। ফলে, রমেশ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া দেশের বাটীতে বাস করিতে চলিয়া গেল। এই বাটী গিরিশ স্বীয় অর্থে ক্রয় করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের পৈত্রিক বাটী রূপনারায়ণের গর্ভে প্রবেশ করায় গিরিশের পিতা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। হরিশ পল্লীর বাটী হইতে রমেশকে উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে মামলা জুড়িয়া দিলেন। গিরিশের কোন বিষয়েই লক্ষ্য নাই, মামলা পরিচালনা করেন হরিশ। শৈলজার গহনাগুলি মামলা ও সংসারের খরচে রমেশ প্রায় শেষ করিয়া দিয়াছে। একদিন একটী আত্মীয়কন্যার বিবাহোপলক্ষে গিরিশ দেশের বাটীতে গিয়াছেন। শৈলজাকে নিরাভরণা দেখিয়া গিরিশের প্রাণে বাজিল। তিনি রমেশকে জব্দ করিবার জন্য বাটী প্রভৃতি পল্লীর সম্পত্তি শৈলজার নামে লিখিয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন এবং আশ্বস্ত হইয়া বাঁচিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে হরিশ অগ্রজের এই কাণ্ডকারখানা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন—মামলাও আর চলিল না। এই গল্পের উপাখ্যানভাগ অপেক্ষা চরিত্র চিত্রণ ও সহজ সরল স্বাভাবিকতা পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করে।

নীরদা—উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে মাতৃভক্তি ও একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

নীলদর্পণ—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। স্বরপুর গ্রামে গোলোকচন্দ্র বসু নামে জনৈক মধ্যবিত্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম সাবিত্রী এবং পুত্রদ্বয়ের নাম নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। নবীনমাধব নীলকরগণের অত্যাচার হইতে গ্রামের প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন বলিয়া নীলকুঠীর বড় সাহেব আই,আই,উড্ ইঁহাকে শাসন করিবার জন্য ইঁহার নিরীহ পিতাকে মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফেলিয়া তাঁহার কারাদণ্ড করান। কারাগারে গোলোকচন্দ্র উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। নীলকুঠীর ছোট সাহেব পি, পি রোগ সাধুচরণ ঘোষ নামক জনৈক প্রজার কন্যা ক্ষেত্রমণিকে স্বীয় কক্ষে আনয়ন করিয়া তাহার প্রতি অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হন। নবীনমাধব তোরাপ নামক জনৈক মুসলমান প্রজার সাহায্যে

ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করেন। কিন্তু রোগ সাহেব গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে ঘুসী মারায় তাহার গর্ভস্রাব হয় এবং কয়েক দিন যন্ত্রণাভোগের পর তাহার মৃত্যু হয়। গোলোকচন্দ্রের মৃত্যুর পর নবীনমাধবের সহিত একদিন উড্ সাহেবের নীল বোনা লইয়া বিবাদ হয়। সাহেব নবীনমাধবকে অপমানসূচক কথা বলায় নবীনমাধব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করেন। সাহেবও নবীনমাধবের মস্তকে সাংঘাতিকভাবে লগুড়াঘাত করেন। সেই আঘাতে নবীনমাধব সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সাবিত্রী পতিপুত্রশোকে উন্মাদিনী হন। উন্মত্তাবস্থায় তিনি কনিষ্ঠা পুত্রবধূর গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলেন। পরে চৈতন্য হইলে স্বকৃত কার্য্য অবলোকনে তিনিও প্রাণত্যাগ করেন।

"নীলদর্পণ গ্রন্থকারের রচিত প্রথম নাটক। 'নীলদর্পণ' ইউরোপের অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর কথায়, "এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই।"

নূতন কলকৌশলের কথা—সতীশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক অনুবাদিত। ইহা হাইকোর্টের এটর্ণি রেমফ্রী সাহেব কৃত 'Inventions likely to take and pay' নামক ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। এতদ্দেশে কিরূপ ভাবে নূতন যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিলে লাভবান্ হওয়া যায়, এই পুস্তকে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

নেড়া হরিদাস—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। আজ কাল এক শ্রেণীর জুয়াচোর সাধু বৈষ্ণব সাজিয়া নিরীহ লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদের উদর পূর্ত্তি করিতেছে। নেড়া হরিদাস ঐ শ্রেণীর একজন পাকা জুয়াচোর বৈষ্ণব। ইহার ভণ্ডামীর ব্যাপার ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

নৈবেদ্য—বাঙ্গালা গল্প গ্রন্থ। জলধর সেন প্রণীত। ইহাতে পাঁচটী সুন্দর গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নৌকাডুবি—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। রমেশচন্দ্র নামক এক হিন্দু যুবক, হেমনলিনী নাম্নী একটী ব্রাহ্মকুমারীকে ভালবাসিতেন; কিন্তু রমেশের পিতা সুশীলা নাম্নী একটী হিন্দু বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর রমেশ নবোঢ়া ভার্য্যাকে লইয়া নৌকাযোগে বাড়ী আসিতেছিলেন। ইতোমধ্যে পথে প্রবল ঝড় উত্থিত হওয়ায় নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। রমেশ ভাসিতে ভাসিতে এক চরের উপর উঠিলেন। ঝড় থামিলে পর তিনি দেখিলেন, ঐ চরের অপর প্রান্তে একটি নবোঢ়া বালিকা পড়িয়া আছে। রমেশ স্বতঃই তাহাকে আপনার বিবাহিতা পত্নী মনে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন। কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেলে রমেশ স্বীয় ভ্রম জানিতে পারিলেন; কিন্তু একথা বালিকাকে জানিতে দিলেন না। তিনি গোপনে গোপনে বালিকার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি নানা কৌশলে বালিকার নিকট হইতে তাহার পরিচয় জানিবারও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, বালিকাটি ব্রাহ্মণকন্যা এবং তাঁহার নাম কমলা। নিরুপায় হইয়া রমেশ কমলাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া বোর্ডিং-স্কুলে রাখিয়া দিলেন। তথায় কমলা রমেশের পত্নী পরিচয়েই থাকিল। অতঃপর রমেশ পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মকুমারী হেমনলিনীর অনুরাগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবারও উপক্রম হইয়া উঠিল। কিন্তু রমেশের প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী অক্ষয় কমলার ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিল এবং কমলা যে রমেশের বিবাহিতা পত্নী, তাহার প্রচার করিয়া দিল। তখন রমেশ লজ্জায় ও ঘৃণায় তাড়াতাড়ি প্রকৃত ব্যাপার ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া খুলিয়া বলিবারও অবসর না পাইয়া কমলাকে লইয়া ষ্টীমারযোগে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে রমেশ আপনার চরিত্র ও কমলার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেভাবে চলিতে লাগিলেন, তাহাতে বালিকার মনে সময়ে সময়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু সরলা বালিকা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না।

অতঃপর রমেশ কমলাকে লইয়া গাজিপুরে বাস করিতে লাগিলেন। দৈবগত্যা একদিন কমলা হঠাৎ আসল কথা জানিতে পারিল। রমেশ হেমনলিনীকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি হেমনলিনীকে আদ্যন্ত সমস্ত কথা জানাইবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে পত্রখানি ডাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ পত্র কোনক্রমে কমলার হস্তগত হইলে পত্রপাঠে কমলার চক্ষু ফুটিল। প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইলেন। অতঃপর কমলা রমেশের আশ্রয় হইতে পলায়ন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তথন নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর কমলা আপনার প্রকৃত স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে নিষ্কলঙ্কচরিত্রা জানিয়া পত্নীভাবে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ন্যায়দর্শন—দর্শন দেখ।

পঞ্চগীতা—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহাতে বঙ্গানুবাদ সহ গুরুগীতা, ভগবতী গীতা, রামগীতা, শিবগীতা, উত্তরগীতা, এই পাঁচখানি গীতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। আত্মতত্ত্বনিরূপণই এই সকল গীতার উদ্দেশ্য।

পঞ্চতন্ত্র—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত। ইহাতে গল্পচ্ছলে ও উদাহরণচ্ছলে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি, প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চদশী—সংস্কৃত উপনিষৎ। শ্রীমদ্ভাগবত বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর কৃত। ইহাতে আত্মতত্ত্বনির্ণয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে স্থূল সূক্ষ্ম চরাচরের উৎপত্তি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্বরূপ নির্ণয়, বিজ্ঞানময়াদি কোষপঞ্চকের নিরূপণ, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার দ্বারা পরমাত্মার অদ্বৈতস্বরূপনির্ণয়, তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিচার, চিত্রপটের অবস্থান্তরের ন্যায় পরমাত্মার জগদ্রূপে পরিণতি, আত্মজ্ঞান লাভে তৃপ্তি, কূটস্থ বিচার, অব্যক্ত পরমাত্মাকে সাকার রূপে ধ্যান, অধিকারিভেদে বিহিত ইহার নিরূপণ, আত্মজ্ঞান লাভে পরমানন্দ প্রাপ্তি, ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিষয় ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে।

পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতকে প্রশ্নকর্ত্তা বা শ্রোতা এবং কবি আপনাকে বক্তারূপে কল্পনা করিয়া ইহাতে মানবচরিত্রের এবং কতকগুলি মানবীয় নীতি ও ব্যবহারের আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চরাত্র—মহাকবি ভাসকৃত সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ। গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য কৃত। মহাভারতের উপাখ্যান লইয়া মূল নাটকখানি রচিত।

পঞ্চস্তোত্র—শঙ্করাচার্য্য বিরচিত। বাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে নিরঞ্জনাষ্টক স্তোত্র, অন্নপূর্ণা স্তোত্র, হরিস্তুতি, শিবস্তোত্র এবং যমুনাষ্টক স্তোত্র এই পাঁচটী স্তোত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূলের সহিত বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে।

পঞ্চানন্দ—বাঙ্গালা বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে যে কয়েকটী প্রস্তাব আছে, তাহার সকল গুলিই বিদ্রূপোক্তিতে পূর্ণ। পঞ্চানন্দ সমাজের কোন নেতৃদলকেই ছাড়েন নাই,—

সকলকেই অল্পাধিক ব্যঙ্গ-কষাঘাত করিয়াছেন।

পণ্ডিত মশাই—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কুঞ্জ বোষ্টমের সহোদরা কুসুম যখন পঞ্চমবর্ষীয়া, তখন বৃন্দাবনের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই কুঞ্জর মাতার সম্বন্ধে একটা অলীক দুর্নাম রটে, তাহাতে বৃন্দাবনের পিতা পুত্রের পুনরায় বিবাহ দেন। কুঞ্জর মাতাও রাগে সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা কুসুমকে কোন এক স্থানে লইয়া যাইয়া কণ্ঠীবদল করান বলিয়া জনশ্রুতি রটে। ইহার অল্পকাল পরেই কুঞ্জর মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন, সুতরাং প্রকৃত কণ্ঠীবদল হইয়াছিল কিনা তাহা কুঞ্জ বা কুসুম বড় হইয়াও জানিতে পারে নাই। যাহা হউক, কুসুম বিধবার ন্যায় ভ্রাতার সংসারে দিনপাত করিত। বৃন্দাবনেরও অল্পকাল পরে পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীও চরণ নামে একটী পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হয়। কুসুম শিক্ষিতা, রূপবতী ও বুদ্ধিমতী। কুঞ্জ ফিরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহাতে কুসুম স্বীয় সূচীকার্য্যজাত উপার্জ্জনের সহিত কোনপ্রকারে সংসার চালাইয়া দেয়। বৃন্দাবন সুশিক্ষিত, বাটীতে একটী অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে স্বয়ং শিক্ষাদান করে। সে সঙ্গতিপন্ন ও উদারপ্রকৃতিক। বৃন্দাবন কুসুমকে পুনরায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইলেও কুসুম অভিমানভরে এবং কণ্ঠীবদলের নামে বৃন্দাবনের ঘর করিতে সম্মতা হইল না। চরণ মাঝে মাঝে আসিয়া কুসুমের নিকট বাস করে এবং তাহাকে মাতৃজ্ঞানে ভালবাসে। কুঞ্জ একটী অবস্থাপন্ন বিধবার একমাত্র সন্তান ব্রজেশ্বরীকে বিবাহ করে এবং শ্বশুরালয়ে যাইয়া বাস করিতে থাকে। কিছুদিন পরে কুসুমকেও সে তাহার শ্বশুরালয়ে লইয়া যায়। বৃন্দাবনের গ্রামে কলেরা দেখা দেয়। মহামারী প্রবল মূর্ত্তিতে গ্রামকে গ্রাস করিল। বৃন্দাবনের মাতা এই রোগে প্রাণ হারাইলেন। একমাত্র পুত্র চরণও রোগে আক্রান্ত হইল। কুসুম ইতোমধ্যে কণ্ঠীবদল যে অলীক তাহা অবগত হইয়া স্বামীর ঘর করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। এক্ষণে শাশুড়ীর মৃত্যু ও চরণের পীড়ার সংবাদ পাইয়া একাকিনী বৃন্দাবনের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃন্দাবন কুসুমকে দেখিয়া চরণের নিকট লইয়া গেল। কুসুম চরণকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল কিন্তু মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। বৃন্দাবন পুত্রের মৃত্যুতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিল এবং পাঠশালাটীর ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য যাবতীয় সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিয়া কেশব নামক একজন শিক্ষিত বন্ধুর হস্তে অর্পণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিল। কুসুম পুত্র হারাইয়াছে কিন্তু স্বামী হারাইতে একেবারে অসম্মতা হওয়ায় তাহাকেও সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন চিরকালের মত পিতৃভবন ত্যাগ করিল।

পদকল্পতরু (শ্রীশ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈষ্ণবদাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণের পদসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পদকল্পলতিকা—বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদগ্রন্থ। গৌরীমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী অবলম্বনে প্রাচীন কবিগণ যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাহারই কতকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পদাঙ্কদূতম্—সংস্কৃত কাব্য। শ্রীকৃষ্ণসার্ব্বভৌম বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে বিরহকাতরা রাধা উন্মাদপ্রায় হন, এবং কুঞ্জবহির্ভাগে শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক (পদচিহ্ন) দর্শনে তাঁহাকেই দূতরূপে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ—পুরাণ দেখ।

পদ্মা—সচিত্র কবিতা গ্রন্থ। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে প্রেম, প্রকৃতিবর্ণন ও অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পদ্মাবতী—মিলনান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। একদা ইন্দ্রপত্নী শচী, কুবেরপত্নী মুরজা এবং মন্মথসঙ্গিনী রতিদেবী এক পর্ব্বতোপরি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ একটি সুবর্ণ পদ্ম লইয়া তথায় উপস্থিত হন, এবং শচী, মুরজা ও রতির মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী তাহাকেই সেই পদ্মটী গ্রহণ করিতে বলিয়া চলিয়া যান। ইহাতে তিনজনের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী, ইহা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। এই সময়ে বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল মৃগয়াব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হইলে, দেবীত্রয় তাঁহাকেই এ বিষয়ের মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করেন। ইন্দ্রনীল রতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে শচী ও মুরজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এদিকে রতিদেবী মাহেশ্বরী পুরীর অধীশ্বর যজ্ঞসেনের কন্যা পদ্মাবতীকে স্বপ্নে ইন্দ্রনীলের মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, এবং চিত্রকরী বেশে ইন্দ্রনীলের চিত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইহাতে পদ্মাবতী ইন্দ্রনীলের প্রতি অনুরাগিণী হন। রাজা ইন্দ্রনীলও পদ্মাবতীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন, এবং ছদ্মবেশে পদ্মাবতীর স্বয়ংবর সভায় গমন করেন। পদ্মাবতী তাঁহাকে রাজবংশসম্ভূত নহে জানিয়া হতাশ হইয়া পীড়িতা হন। ইহাতে স্বয়ংবর বন্ধ হইয়া যায়, এবং স্বয়ংবরোদ্দেশে সমাগত রাজন্যবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করেন। পরে ঘটনাক্রমে ইন্দ্রনীলের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হইয়া পড়িলে রাজা যজ্ঞসেন ইন্দ্রনীলের হস্তে পদ্মাবতীকে অর্পণ করেন। ইহাতে রাজন্যবৃন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রনীলকে আক্রমণ করেন। এই অবসরে শচী ও মুরজার অনুরোধে কলি সারথিবেশে আসিয়া পদ্মাবতীকে হরণপূর্ব্বক তাঁহাকে ইন্দ্রনীলের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করেন। পতির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে পদ্মাবতী আত্মহত্যার উদ্যোগ করিলে রতিদেবী কাঠুরিয়া পত্নীবেশে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন, এবং মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে রাখিয়া আসেন। এই সময়ে মুরজা জানিতে পারেন যে, পদ্মাবতী তাঁহারই শাপভ্রষ্ট আত্মজা। তিনি শচীকেও সকল কথা বলিলেন। এদিকে ইন্দ্রনীল যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীকে না দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। পরে অঙ্গিরার আশ্রমে উভয়ের মিলন হয়। শচী ও মুরজাও আসিয়া দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

'পদ্মাবতী নাটক' গ্রীক পুরাণোক্ত একটী ঘটনার অনুকরণে রচিত। Discordia (বিবাদাধিষ্ঠাত্রী দেবী) একটী আপেল ফল Juno, Pallas এবং Venus এই তিন দেবীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলেন যে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর জন্য। ট্রয় নগরীর যুবরাজ Parisকে মধ্যস্থ মানা হইলে তিনি Venusকে ঐ ফলটী দেন। Venus ইহাতে তুষ্ট হইয়া Helen নাম্নী রাজকন্যাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। ইহাতে Juno এবং Pallas কুপিতা হইয়া প্যারিসের সর্ব্বনাশ সাধনকল্পে ট্রয় নগরীর অবরোধ সম্পাদন করেন।

পদ্মিনী—ঐতিহাসিক নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আলাউদ্দীন গুজরাটজয়ে যাত্রা করিলে চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহ গুজরাটের সাহায্যার্থ গমন করেন। চিতোর অরক্ষিত বিবেচনা করিয়া আলাউদ্দীন পথিমধ্যে আসিয়া চিতোর আক্রমণ

করেন। কিন্তু রাণার পিতৃব্য ভীমসিংহের নিকট পরাজিত হন। যুদ্ধের পর তিনি ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া ভীমসিংহের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন, এবং একবার পদ্মিনীকে দেখিবার জন্য ভীমসিংহের নিকট প্রার্থনা করেন। ভীমসিংহ সম্রাটকে দর্পণে স্বীয় পত্নীর প্রতিবিম্ব দেখান। তদ্দর্শনে আলাউদ্দীন উন্মত্তপ্রায় হন, এবং কৌশলে ভীমসিংহকে বন্দী করেন। পদ্মিনী স্বামীকে মুক্ত করিবার জন্য সাত শত দাসীসহ সম্রাটের শিবিরে যাইতে স্বীকৃতা হন। তখন সাতশত রাজপুতবীর শিবিকায় আরোহণ করিয়া সম্রাটের শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভীমসিংহকে মুক্ত করে। অতঃপর আলাউদ্দীন বহু সৈন্যসহ চিতোর আক্রমণ করেন। সে যুদ্ধে চিতোরের রাজপুতবীরবৃন্দ একে একে সমর-শয্যায় শায়িত হইলে পদ্মিনীপ্রমুখ অন্তঃপুরচারিণীগণ অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

পদ্মিনী উপাখ্যান—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রাজপুতানার অন্তর্গত চিতোরের অধিপতি রাণা ভীমসিংহের মহিষী পদ্মিনীর প্রচলিত আখ্যান অবলম্বনে এই কাব্য রচিত।

পদ্যাবলী—সংস্কৃত কোষকাব্য। রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত। যৎকালে রূপ রামকেলীতে গৌড় বাদসাহের মন্ত্রিত্ব কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে তাঁহার নিকট নানা স্থান হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইতেন ; তাঁহাদেরই নিকট হইতে এই পদ্যাবলী সংগৃহীত বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহাতে কৃষ্ণমাহিমা, ভজন মাহাত্ম্য, ভক্তগরিমা, অষ্টবিধ নায়িকা, দানলীলা, নন্দপ্রণাম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পরমকল্যাণ গীতা—পরমহংস শিবনারায়ণস্বামী কৃত। লোকে যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনির্ণয়ে সমর্থ এবং উত্তমরূপে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য বুঝিয়া তদনুষ্ঠানে রত হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচিত। ইহাতে সৃষ্টি, জীব ঈশ্বর, অবিদ্যা, দ্বৈতজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান প্রভৃতির বিচারপূর্ব্বক একমাত্র পূর্ণ পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, ও তৎপ্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সাকার নিরাকার ভেদ, সৎসঙ্গ, গুরু, মন্ত্র, যোগ, চন্দ্রমা ও সূর্য্য, নারায়ণের বিবরণ, তীর্থাদির বিবরণ, একাদশী ও ব্রতাদির ব্যাখ্যা, বেদে অধিকারী অনধিকারী নিরূপণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পরলোকতত্ত্ব—বাঙ্গালা আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত। ইহাতে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের বিবরণ, কারণ শরীররূপা প্রকৃতি ও প্রলয়, সৃষ্টি, মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা, পরলোকের বিবরণ, পরলোক গমনের পথ, স্বর্গ ও নরক, সপ্তলোকের অবস্থান ও বিবরণ, মুক্তিবিষয়ক বিচার, সগুণমুক্তি, যমনচিকেতাসংবাদ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া বিবৃত হইয়াছে।

পরলোকরহস্য—কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত। অনেকে পরলোক সম্বন্ধে সন্দিহান। এই সন্দেহ নিরাকরণ করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ, যুক্তি এবং শ্রুত ঘটনা দ্বারা ইহাতে পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পরাশরসংহিতা—সংহিতা দেখ।

পরিণীতা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুচরণ কোন ব্যাঙ্কের সামান্য কেরাণী। কন্যা পাঁচটি ও তদুপরি বিবাহযোগ্যা ললিতা নাম্নী একটি অনাথা ভাগিনেয়ী। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহে গুরুচরণের বহুবাজারের পৈত্রিক বসতবাটী ধনী প্রতিবেশী নবীন রায়ের নিকট বাঁধা পড়িয়াছে। গুরুচরণের বাটীর একপার্শ্বে নবীন রায়ের বাটী ও অপর পার্শ্বে একটি ব্রাহ্ম পরিবারের বাটী। এই তিনটী পরিবারের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্দ্য আছে। নবীন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শেখর তরুণ এটর্ণী। ললিতার অধ্যাপনার ভার শেখর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষকতার গুণে ও ললিতার মেধার জোরে সে বেশ শিক্ষিতা হইয়াছে। শেখরের মাতা ললিতাকে গর্ভজাতা কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। শেখরের অর্থভাণ্ডার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ললিতার করায়ত্ত। সে অবাধে স্বীয় প্রয়োজনে শেখরের অর্থ ব্যয় করে। ব্রাহ্ম প্রতিবেশিনী মনোরমার ভ্রাতা গিরীন্দ্র ধনী, সৎ ও সুশিক্ষিত। গিরীন্দ্র ভগিনীর বাটীতে আসিয়া ললিতাকে দেখিয়া ও তাহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। গিরীন্দ্র গুরুচরণের আবদ্ধ বাটী স্বীয় অর্থে খালাস করিয়া দিল এবং বহুপ্রকারে গুরুচরণকে সাহায্য করিতে লাগিল। গুরুচরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। একদিন ক্রীড়াচ্ছলে ললিতা ও শেখরের মধ্যে মাল্যবদল হইয়া গেল। গুরুচরণ অসুস্থ হওয়ায় সপরিবারে মুঙ্গেরে গিরীন্দ্রের বাটীতে গমন করেন এবং তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুই বৎসর পরে, ললিতার সহিত গিরীন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া শেখর অন্যত্র স্বীয় বিবাহে সম্মতি দিল। ললিতাকে বিবাহ করিবার বাসনা থাকিলেও গিরীন্দ্র যখন তাহার মুখে শুনিল যে সে বিবাহিতা, তখন অগত্যা সে গুরুচরণের কন্যা কালীকে বিবাহ করিল। শেখরের বিবাহের আয়োজন হইতেছে এমন সময় গুরুচরণের স্ত্রী কন্যা জামাতাসহ বাটী বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আসিলেন। শেখর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল যে গিরীন্দ্র ললিতাকে বিবাহ করে নাই। সে মাতাকে জানাইল যে ললিতাই তাঁহার পুত্রবধূ। নির্দ্দিষ্ট দিনেই বিবাহ সম্পন্ন হইল, শুধু পাত্রী বদল হইল মাত্র। শেখরের মাতা ললিতাকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া আনন্দিতা হইলেন।

পরিব্রাজক—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। বিবেকানন্দ স্বামী প্রণীত। ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের কলিকাতা হইতে ফ্রান্স পর্য্যন্ত গমনের পথিমধ্যস্থ ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

পলাশবন—বাঙ্গালা উপন্যাস। অবিনাশচন্দ্র দাস এম,এ, বি, এল কৃত। দেবেন্দ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণযুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধ্যয়ন ও ধর্ম্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে পলাশবন গ্রামের কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের কন্যা যোগমায়াকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রের সহাধ্যায়ী বন্ধু সত্যেন্দ্র বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত পলাশবনে আসিয়া দেবেন্দ্রের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে সত্যেন্দ্রের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া পড়িল। সুরমা নাম্নী একটি বালিকার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রের পীড়ার অবস্থায় সুরমার পিতা হরিনাথ বাবু সুরমা সমভিব্যাহারে সত্যেন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। সত্যেন্দ্রের এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন। অনন্তর সকলের পরামর্শে সত্যেন্দ্রের এইরূপ অবস্থাতেই হরিনাথ বাবু সুরমাকে সত্যেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুরমাও মুমূর্ষু সত্যেন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অবলম্বনে এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গভাষার একখানি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় কাব্য।

পল্লীবৈচিত্র্য—দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। গ্রামে কার্ত্তিক মাসে কালীপূজা হইতে

আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে চড়ক পর্য্যন্ত যে সমস্ত পূজা পার্ব্বণ উৎসবাদি হইয়া থাকে তাহারই চিত্র গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

পল্লীসমাজ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বলরাম মুখুয্যে তদীয় মিতা বলরাম ঘোষালের সহিত পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুর ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের কুঁয়াপুকুর গ্রামে আসিয়া বসতি করেন ও স্বীয় উদ্যমে জমিদারী অর্জ্জন করেন। কালক্রমে মিতায় মিতায় বিবাদ এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মুখুজ্যে মহাশয়ের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, যাবতীয় সম্পত্তি মুখুজ্যে ও ঘোষাল পরিবারের মধ্যে তিনি সমভাগে বণ্টন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মুখুয্যে বাটীতে একটি নাবালক পুত্র ও তাহার অভিভাবিকা এবং সম্পত্তির অর্দ্ধাংশভাগিনী সহোদরা রমা আছে। রমা বালবিধবা, বুদ্ধিমতী ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে সুসমর্থা। ঘোষাল পরিবারের দুইটী ভাগ—বড় তরফে ভাইপো বেণী ও ছোট তরফে তারিণী। মামলা মকদ্দমা দলাদলি প্রভৃতির ফলে বুড়া তারিণী একাকী, রমা ও বেণী তাহার বিরুদ্ধাচারী। তারিণীর পুত্র রমেশ ও রমা বাল্যসাথী। রমেশের সহিত রমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তারিণী অপদস্থ হন, যেহেতু ঘোষালেরা ছোট ঘর। রমার অন্যত্র বিবাহ হয়, কিন্তু ৬ মাসের মধ্যেই সে বিধবা হয়। রমেশ রুড়কী কলেজে অধ্যয়ন করে। হঠাৎ তারিণীর মৃত্যু হওয়ায় রমেশ বাধ্য হইয়া বাটী আসিয়া বসিল। তাহার সরল প্রাণ, উদার হৃদয় ও পল্লীহিতকর কার্য্য বেণীর ও রমার স্বেচ্ছাচারিতার বিঘ্নস্বরূপ হইল। রমেশ সংসারে একাকী, মাতৃবিয়োগ বাল্যকালেই ঘটিয়াছিল। বেণী ও রমার চক্রান্তে রমেশ কারাক্লেশ ভোগ করিল। রমেশকে বিপদে ফেলিয়া রমার অত্যন্ত অনুতাপ আরম্ভ হইল। সে রোগে পড়িল এবং রমেশ জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রমা তাহার নাবালক ভ্রাতাকে রমেশের হস্তে সমর্পণ করিয়া ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বেণীর মাতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিশ্বেশ্বরীকে লইয়া একেবারে পল্লী ত্যাগ করিয়া কাশীধামে প্রস্থান করিল।

পাকপ্রণালী—খাদ্যপ্রস্তুতবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এ দেশীয় ডাল তরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ সৌখীন খাদ্য, নানা রকম মোগলাই খাদ্য এবং অনেকগুলি বিলাতি খাদ্যেরও রন্ধনপ্রণালী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাকপ্রণালী ৬ খণ্ডে বিভক্ত।

পাঠান রাজবৃত্ত—রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে সুলতান মাহমুদ গজনী হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর পাঠানবংশীয় সম্রাট্‌গণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

পাণিনি দর্শন—দর্শন দেখ।

পাণ্ডবগৌরব—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। দণ্ডীপর্ব্ব অবলম্বনে ইহা লিখিত। দুর্ব্বাসা মুনির শাপে স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী অশ্বরূপে বনে অবস্থিতি করেন। তিনি দিবসে অশ্ব ও রজনীতে স্বীয় মূর্ত্তি ধরিতেন। একদা মহারাজ দণ্ডী অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়া এই অপূর্ব্ব অশ্ব দর্শনে উহাকে লইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ নারদের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া দণ্ডীর নিকট অশ্ব প্রার্থনা করেন, কিন্তু দণ্ডী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি বলপূর্ব্বক অশ্বিনী গ্রহণের অভিলাষ করেন। দণ্ডী প্রাণভয়ে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হন। অর্জ্জুনপত্নী সুভদ্রা এই সময়ে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। তিনি দণ্ডীকে দুরবস্থ দেখিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন। ইহাতে পাণ্ডবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, যুদ্ধে দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং দুর্য্যোধনাদি পাণ্ডবদিগের সহায় হন। এই যুদ্ধে অষ্টবজ্র একত্র হইলে তদ্দর্শনে উর্ব্বশীর শাপবিমোচন হয়, এবং সে স্বর্গে গমন করে।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। দুর্য্যোধনের সহিত দ্যূত ক্রীড়ায় পরাভূত হইয়া পাণ্ডবগণ দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হন।

পাতঞ্জলদর্শন—দর্শন দেখ।

পাথার—কাব্য। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কাব্যখানি পুরীর সিন্ধুতীরে রচিত। ইহাতে সাগরসম্ভাষণমূলক কবিতা আছে। সাগরের নানা ভাবের ও নানা রঙ্গের ছবি কাব্যের নানাস্থানে পরিস্ফুট হইয়াছে।

পারিবারিক প্রবন্ধ—সামাজিক নীতিগ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বাল্যবিবাহের ফল কিরূপ, দাম্পত্যপ্রণয় কাহাকে বলে, বিবাহ কি, স্ত্রীশিক্ষা, সতীর ধর্ম্ম, স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতা, গৃহিণীপণা, কুটুম্বিতা, জ্ঞাতিত্ব, অতিথিসেবা, পরিচ্ছন্নতা, পশ্বাদি পালন, ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার, পিতামাতা ও পুত্রকন্যার প্রতি ব্যবহার, কন্যাপুত্রের বিবাহ, বহুবিবাহের দোষ, বৈধব্যব্রত, একান্নবর্ত্তিতা, দলাদলি প্রভৃতি অনেক গুলি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

পারিবারিক সুস্থতা—বাঙ্গালা স্বাস্থ্যবিষয়ক পুস্তক। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রণীত। খাদ্য, পানীয়, বায়ু, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে দেহ সুস্থ থাকে, সংক্রামক পীড়া সম্বন্ধে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, পরিচ্ছন্নতা কিরূপ হিতকরী, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। পরিশেষে রক্তপাতনিবারণ, কীটপতঙ্গদংশনের জ্বালানিবারণ, সর্পাঘাত ও ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরদংশনের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে।

পার্থপরাজয় নাটক—বাঙ্গালা নাটক। মনোমোহন বসু প্রণীত। মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হইলে অর্জ্জুন অশ্বরক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞীয় অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করিলে বভ্রুবাহন তাহাকে ধৃত করে। ইহাতে যে যুদ্ধ ঘটে, সেই যুদ্ধে সসৈন্যে অর্জ্জুন নিহত হন। পরে অর্জ্জুনের উলূপী নাম্নী পত্নী নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী মণি আনয়ন করিয়া সকলকে জীবিত করেন। ইহাই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়।

পাষাণী—বাঙ্গালা নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। গৌতমপত্নী অহল্যা তপস্বী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। মহর্ষি তপস্যার্থ এক বৎসর কাল দূরে গমন করিলে ইন্দ্র আসিয়া অহল্যার নিকট অতিথি হন। ভোগলালসায় অহল্যা তাঁহার হস্তে আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণপূর্ব্বক শিশু-পুত্র শতানন্দকে মারিয়া পলায়ন করেন। এই দিন হইতেই অহল্যার পাষাণত্বের আরম্ভ। কিছুদিন পরে ইন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অহল্যা হৃদয়ে নরকযন্ত্রণা লইয়া সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাম তাঁহাকে গৌতমের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। সীতার বিবাহসভায় প্রবেশ করিয়া অহল্যা সর্ব্বসমক্ষে গৌতমের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। গৌতম তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। সে স্পর্শে পাষাণী আবার মানবী হইল। পুরাণবর্ণিত

ঘটনার সহিত এই নাটকখানির সাদৃশ্য নাই।

পাষাণের কথা—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। "বাঘেলখণ্ডে বেরুট নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল, কালের কুটিলগতিতে বৌদ্ধদ্বেষীদিগের উৎপীড়নে সে স্তূপের অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলিং-এর যে অংশটুকু অভগ্ন ছিল, কানিংহাম সাহেব তাহা তুলিয়া আনিয়া কলিকাতার বড় যাদুঘরে আবার সেইরূপে খাটাইয়া রাখিয়াছেন।" (ভূমিকা) এই স্তূপেরই একখানা পাথরের মুখ দিয়া লেখক ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের এক অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

পাঁচালী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—দাশরথি রায় প্রণীত। ইহাতে কবিবর দাশরথি রায় প্রণীত কৃষ্ণকালী বর্ণন, অক্রূরসংবাদ, রুক্মিণীহরণ, শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, কুরুক্ষেত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, শিববিবাহ ও আগমনী এই কয়টী পালা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পাঁচুঠাকুর—বাঙ্গালা বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভণ্ড ধার্ম্মিক, দেশহিতৈষী, সমাজহিতৈষী, সামাজিক বহুবিধ আচারব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাতে শ্লেষপূর্ণ কৌতুককর অনেকগুলি গদ্য ও পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

পুণ্যপ্রভা—বাঙ্গালা উপন্যাস। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমায় একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বিধিকৃষ্ণপুর গ্রামের তারানাথ সপরিবারে আর্ত্তত্রাণে অগ্রসর হইলেন, পরন্তু তাঁহার এই পরদুঃখকাতরতাই তাঁহার পক্ষে কাল হইল। অশেষ অত্যাচারপরায়ণ গ্রামের জমীদার হরিগোপাল চোরনগরনিবাসী রাজা কালীকান্তের সহিত মিলিত হইয়া তারানাথের সর্ব্বনাশের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

বাল্যকালে এই কালীকান্ত তারানাথের আশ্রয়ে প্রতিপালিত ও যৌবনে তারানাথ কর্ত্তৃক ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পূর্ব্ব আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্যত হইলেন। একদিন রাত্রিকালে তারানাথের বাড়ীতে ডাকাতি হইল। ডাকাতেরা পুণ্যপ্রভাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইয়া কালীকান্তের হস্তে অর্পণ করিল। কালীকান্ত পুণ্যপ্রভার একান্ত অসম্মতিতেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সকল অত্যাচারের ফলে জেলার খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরাধীরা বিচারে দণ্ডিত হইয়া কারাগারেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পুণ্যপ্রভা অতি কষ্টে কালীকান্তের হস্ত হইতে আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়া মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন, এবং প্রেমাঙ্কুর নামক জনৈক সদাশয় যুবককে পতিত্বে বরণ করিলেন। অনন্তর তিনি আর্ত্তত্রাণে জীবন উৎসর্গ করিলেন। বিবাহের পর নবদম্পতি বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু হরিগোপালের বিধবা বনিতা ও তাঁহার পুত্রবধূরা তারানাথের প্রারব্ধ ক্ষুধিত ভোজনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পুরশ্চরণবোধিনী—সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। হরকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তদাত্মজ মহারাজ বাহাদুর স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে পুরশ্চরণের লক্ষণ, ফল, তিথ্যাদি নিরূপণ, গৃহনির্ণয়, ভোজনবিধি, পুরশ্চরণের পূর্ব্বাহ্নকৃত্য, পূজাবিধি, জপের নিয়ম, জপরহস্য, মালা জপ, মন্ত্রচৈতন্য, ন্যাসাদি, জপবিশেষে ফল, মালাসংস্কার, হোমবিধি, তর্পণ, অভিষেক, কুমারীপূজা, গ্রহণ পুরশ্চরণ, খণ্ডপুরশ্চরণ, মাসপুরশ্চরণ, তিথিপুরশ্চরণ, সংক্রান্তি ও ধাতুভেদে পুরশ্চরণ বিধি প্রভৃতি পুরশ্চরণের বহুবিধ নিয়ম ও প্রয়োগাদি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহুবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে ইহার ব্যবস্থা ও প্রমাণাদি সঙ্কলিত হইয়াছে।

পুরাণম্—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ব্যাসাদি মুনি প্রণীত। মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ (১৮)। যথা—

(১) ব্রহ্মপুরাণ—ইহা পূর্ব্বভাগ ও উত্তর ভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে দেবাসুরাদির ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণের উৎপত্তি, সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, দ্বীপ, সমুদ্র, বর্ষ, স্বর্গ এবং পাতালের বর্ণন, নরক বিবরণ, পার্ব্বতীর জন্ম ও বিবাহ, দক্ষের উপাখ্যান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে তীর্থযাত্রা বিধি, পুরুষোত্তম বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণন, যমলোক বর্ণন, শ্রাদ্ধবিধি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকীর্ত্তন, বিষ্ণুধর্ম্মযুগ বিবরণ, প্রলয় বর্ণন, যোগকথন, ব্রহ্মনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

(২) পদ্মপুরাণ—ইহা পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত, যথা—সৃষ্টি খণ্ড, ভূমি খণ্ড, স্বর্গ খণ্ড, পাতাল খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। সৃষ্টি খণ্ডে সৃষ্টির আদিক্রম, পুষ্করমাহাত্ম্য, ব্রহ্মযজ্ঞ বিধি, বেদপাঠ, দানধর্ম্ম কীর্ত্তন, পার্ব্বতীর বিবাহ, তারকাসুরের উপাখ্যান, গোমাহাত্ম্য, কালকেয়াদি দৈত্যবধ, গ্রহপূজাবিধি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ভূমিখণ্ডে মাতাপিতার পূজাফল, শিবশর্ম্মার উপাখ্যান, বৃত্রবধ, পৃথুচরিত, বেণ রাজার উপাখ্যান, ধর্ম্মকথন, নহুষ ও যযাতির উপাখ্যান, হুণ্ড বিহুণ্ড দৈত্যের বিবরণ, চ্যবনকুঞ্জল সংবাদ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। স্বর্গখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, লোকসংস্থিতি, তীর্থ বিবরণ, নর্ম্মদার উৎপত্তি, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থবিবরণ, কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকথন, কর্ম্মযোগ নিরূপণ, ব্যাসজৈমিনি সংবাদ, সমুদ্র মন্থনের উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পাতালখণ্ডে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, অগস্ত্যাদি ঋষির আগমন, রাবণোপাখ্যান, রামচন্দ্রকে অশ্বমেধের উপদেশ দান, জগন্নাথ বিবরণ, বৃন্দাবন মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা কথন, পৃথ্বীবরাহ সংবাদ, যম ব্রাহ্মণ সংবাদ, কৃষ্ণস্তোত্র, দধীচি উপাখ্যান, শিবমাহাত্ম্য, দেবরাতসুতোপাখ্যান, গৌতম উপাখ্যান প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর খণ্ডে পর্ব্বতোপাখ্যান, জালন্ধরের কথা, সগরোপাখ্যান, গঙ্গামাহাত্ম্য, প্রয়াগাদি মাহাত্ম্য, আত্রাদি দান মাহাত্ম্য, একাদশী-মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর সহস্র নাম, কার্ত্তিকের ব্রত-মাহাত্ম্য, মাঘস্নানের ফল, নৃসিংহোৎপত্তি, জম্বুদ্বীপান্তর্গত তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য, ভাগবত মাহাত্ম্য, ভক্তি কীর্ত্তন, মৎস্যাদি অবতার, ভৃগু কর্ত্তৃক বিষ্ণুর মহিমা পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়সমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৩) বিষ্ণুপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আদি সৃষ্টি, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্রমন্থন, ধ্রুবচরিত্র, পৃথু উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান, দ্বীপ ও বর্ষ নিরূপণ, পাতাল ও নরক বর্ণন, ভরতের উপাখ্যান, মুক্তি মার্গ কথন, মন্বন্তর কথন, বেদব্যাসের উদ্ভব, নরক নিবারক কর্ম্ম ও সর্ব্বকর্ম্ম নিরূপণ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মনির্ণয়, শ্রাদ্ধবিধান, সদাচার, সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, কৃষ্ণাবতার, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবনলীলা, অষ্টাবক্র উপাখ্যান, কলিচরিত্র, চতুর্ব্বিধ লয়, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়সমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে নানাবিধ ধর্ম্মকথা, ব্রতনিয়মাদি, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতির বিবরণ, বংশবর্ণন প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(৪) বায়ু পুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সর্গাদির লক্ষণ, মন্বন্তরভেদে

রাজাদিগের বংশনিরূপণ, গয়াসুর বধ, মাস মাহাত্ম্য, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, পৃথিবী, পাতাল ও আকাশচারী নির্ণয়, ব্রতাদি প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে নর্ম্মদাতীর্থবর্ণন, রেবাতীর্থ ও সাগরসঙ্গম বর্ণন, অন্যান্য তীর্থমাহাত্ম্য প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

(৫) ভাগবত—ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে সূতসমীপে ঋষিদিগের আগমন, ব্যাসচরিত্র বর্ণন, পরীক্ষিৎ উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের আগমন, ব্রহ্মনারদসংবাদ, অবতার কথন, পুরাণ-লক্ষণ, সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোপাখ্যান, মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ, সৃষ্টি প্রকরণ, কপিল কর্ত্তৃক সাংখ্যযোগ কথন ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ স্কন্ধে দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, পৃথু উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান, তদ্বংশবর্ণন, ব্রহ্মাণ্ডস্থ লোকসমূহের বিবরণ, নরকসংস্থান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যান, দক্ষসৃষ্টি প্রকরণ, বৃত্রাসুরের আখ্যান, বায়ুগণের জন্ম প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদচরিত্র, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বাসনা ও কর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে। অষ্টম স্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণ, মন্বন্তর নিরূপণ, সমুদ্রমন্থন, বলি উপাখ্যান, মৎস্যা-বতার কথিত হইয়াছে। নবম স্কন্ধে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ বিবৃত হইয়াছে। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যৌবনলীলা, ভূভারহরণ বর্ণিত হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নারদ ও উদ্ধবের নিকট কর্ম্ম, ভক্তি, মুক্তি প্রভৃতির লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বাদশ স্কন্ধে ভবিষ্যৎ কলিযুগের বিবরণ, পরীক্ষিতের মোক্ষলাভ, মার্কণ্ডের তপস্যা প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৬) নারদীয় পুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে সংক্ষেপে সৃষ্টিপ্রকরণ, নানাবিধ ধর্ম্মকথা, মোক্ষধর্ম্ম, শুকোৎপত্তি, পশুপাশবিমোক্ষণ, মন্ত্রশোধন, দীক্ষা, পূজা, কবচ, গণেশাদি স্তোত্র, পুরাণলক্ষণ, দান ও দানের কাল, বিবিধ ব্রত নিরূপিত হইয়াছে। উত্তরভাগে একাদশী ব্রত, বশিষ্ঠ-মান্ধাতা-সংবাদ, রুক্মাঙ্গদ রাজার উপাখ্যান, বসুশাপ, গঙ্গা ও কাশ্যাদি-মাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, প্রয়াগাদি তীর্থ-মাহাত্ম্য, গৌতমউপাখ্যান, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, মোহিনীচরিত্র প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ—ইহাতে ধর্ম্মনামক পক্ষিগণের বিবরণ, বলরামের তীর্থযাত্রা, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, হৈহয় উপাখ্যান, মদালসার আখ্যান, অলর্কচরিত, সৃষ্টিকথন, নয় প্রকার পুণ্যনিরূপণ, কল্পান্ত, যক্ষসৃষ্টি, রুদ্রাদি সৃষ্টি, মনুবিবরণ, দুর্গাকথা, মার্ত্ত-ণ্ডের জন্ম, খনিত্রচরিত, অবিক্ষিৎ উপাখ্যান, কিমিচ্ছব্রত, ইক্ষ্বাকুচরিত, তুলসী-চরিত, রামচন্দ্রের উপাখ্যান, কুশের বংশ নিরূপণ, চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন, পুরূরবা উপাখ্যান, যদুবংশ কথন, কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন, যোগ ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

(৮) অগ্নিপুরাণ—ইহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ, বিষ্ণুপূজাদি নিয়ম, অগ্নিকার্য্য, দীক্ষাবিধি, দেবালয়াদি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, শালগ্রাম লক্ষণ ও পূজা, ন্যাসাদি, প্রতিষ্ঠাবিধি, ব্রহ্মাণ্ড নিরূপণ, তীর্থমাহাত্ম্য, দ্বীপ বিবরণ, জ্যোতিশ্চক্র নির্ণয় ও জ্যোতিষশাস্ত্র, ষট্‌কর্ম্ম, কোটি হোমবিধি, ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্ম, শ্রাদ্ধবিধি, গ্রহযাগ, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, ব্রতাদি, নরক বর্ণন, সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, লিঙ্গস্তোত্র, রাজাদিগের অভিষেক ও ধর্ম্মকৃত্য, স্বপ্নাধ্যায়, শকুনাদি নিমিত্ত বর্ণন, যুদ্ধ, দীক্ষা, নীতিকথন, রত্নলক্ষণ, ধনুর্বিদ্যা, ব্যবহারবিধি, আয়ুর্বেদ, পশু চিকিৎসা, নানাবিধ পূজাবিধি, শান্তিকর্ম্ম, ছন্দঃশাস্ত্র, শব্দানুশাসন, প্রলয়লক্ষণ, নরক বর্ণন, যোগশাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়-সমূহ ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৯) ভবিষ্যপুরাণ—ইহাতে আদিত্য চরিত, সৃষ্টিলক্ষণ, সংস্কার লক্ষণ, তিথি নিরূপণ, তিথিবিশেষে বৈষ্ণব পর্ব্ব, শৈব সৌর প্রভৃতি উপাসকভেদে তিথি নিয়ম, বিবিধ ব্রত নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টি নিরূ-পণ, নারদ ও ব্রহ্মার বিবাদ, শিবসকাশে জ্ঞানলাভ ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকৃতি খণ্ডে সাবর্ণির সহিত নারদের কৃষ্ণ মাহাত্ম্যযুক্ত বিবিধ কথোপকথন, প্রকৃতি বর্ণন, প্রকৃতিমাহাত্ম্য ও পূজাদি নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় গণেশ খণ্ডে কার্ত্তিক গণেশের জন্ম, পরশুরাম উপাখ্যান, পরশু-রামের সহিত গণেশের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত রাস-ক্রীড়াদি, পুতনাদি বধ, মথুরাগমন, কংস বধ, দ্বারকা নির্ম্মাণ, জরাসন্ধবধ, নরকবধ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১১) লিঙ্গপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে যোগ ও কল্পকথন, লিঙ্গোৎপত্তি, লিঙ্গপূজা, দধীচি উপাখ্যান, যুগধর্ম্মনির্ণয়, ভুবনকোষ বর্ণন, ত্রিপুরা-সুরের উপাখ্যান, লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, শিবব্রত, সদাচারকথন, প্রায়শ্চিত্ত, কাশীবর্ণন, অন্ধকোপাখ্যান, বরাহচরিত, নৃসিংহচরিত, জলন্ধর বধ, শিবের সহস্র নাম, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ, মদনভস্ম, পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহ, বিনায়ক উপাখ্যান, শিবের নৃত্য, উপমন্যু উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, অম্বরীষ উপাখ্যান, সনৎকুমার নন্দী সংবাদ, শিব-মাহাত্ম্য, সূর্য্যপূজাবিধি, শিবপূজাবিধি, দানপ্রকরণ, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, প্রতিষ্ঠা বিধি, গায়ত্রী মহিমা প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১২) বরাহপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে রভ্যচরিত, শ্রাদ্ধ-বিধি, গৌরীর উৎপত্তি, বিনায়কাদির উপা-খ্যান, ব্রতনির্ণয়, অগস্ত্যগীতা ও রুদ্রগীতা কীর্ত্তন, মহিষাসুর বধার্থ ত্রিশক্তি হইতে দেবীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য, তীর্থকথন, দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থমাহাত্ম্য ও তীর্থশ্রাদ্ধ বিধি, যমলোক বর্ণন, কর্ম্মবিপাক, বিষ্ণুব্রত নিরূপণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে পুলস্ত্য কুরুরাজ সংবাদ, সর্ব্বতীর্থ মাহাত্ম্য, বহুবিধ ধর্ম্মলক্ষণ প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১৩) স্কন্দপুরাণ—ইহা সাত খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম মাহেশ্বর খণ্ডে দক্ষযজ্ঞ, সমুদ্রমন্থন, পার্ব্বতীর বিবাহ, কার্ত্তিকের জন্ম, তারকাসুর যুদ্ধ, পঞ্চতীর্থ আখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান, তারক বধ, ব্রহ্মাণ্ড বিবরণ, তীর্থ বিবরণ, পাণ্ডবোপাখ্যান, মহাবিদ্যাসাধন, মহিষাসুর বধ, প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে পৃথ্বীবরাহ আখ্যান, কুলাল উপাখ্যান, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য, অম্বরীষ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান, রথযাত্রা বিধি, দোলযাত্রা, যোগ ও মোক্ষ নিরূপণ, দশাবতার কথন, তীর্থমাহাত্ম্য, ব্রতবিবরণ, মাসমাহাত্ম্য, যোগমাহাত্ম্য, ত্রয়োদশ তীর্থবিবরণ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় ব্রহ্মখণ্ডে গালবো-পাখ্যান, বহুবিধ তীর্থমাহাত্ম্য, ঋষিবংশ নিরূপণ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকথন, রামচরিত্র বর্ণন, জীর্ণোদ্ধার বিধি, জাতিভেদ ও স্মৃতিধর্ম্ম নির্ণয়, দানমাহাত্ম্য, ব্রতমাহাত্ম্য, শালগ্রামলক্ষণ, তারক বধ, জ্ঞানযোগ, শিবমাহাত্ম্য, শবরোপাখ্যান, রুদ্রাধ্যায় প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। চতুর্থ কাশী-খণ্ডে বিন্ধ্যনারদ সংবাদ, পতিব্রতা চরিত,

অগ্ন্যাদির উৎপত্তি, লোকবর্ণন, গঙ্গা-মাহাত্ম্য, কাশীমাহাত্ম্য, কলাবতীর উপাখ্যান, কার্য্যাকার্য্য নিরূপণ, গৃহী ও যোগীর ধর্ম্মনির্দ্দেশ, দিবোদাস উপাখ্যান, কাশীবর্ণন, কাশীস্থ স্থানসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম অবন্তীখণ্ডে মহাকাল বনের উপাখ্যান, প্রায়শ্চিত্তবিধি, তীর্থকথন, লিঙ্গ সংখ্যা, হিরণ্যাক্ষবধোপাখ্যান, অন্ধক বধ, দানধর্ম্ম, ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান, বহুবিধ তীর্থ বিবরণ কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ নাগর খণ্ডে লিঙ্গোৎপত্তি, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, বৃত্রাসুর বধ, বহুবিধ তীর্থ, নদী এবং ব্রতাদির ফল বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম প্রভাসখণ্ডে লিঙ্গবিবরণ, শাম্ব আদিত্য সংবাদ, বহু তীর্থকথা, তীর্থকথা উপলক্ষে বহু উপাখ্যান কথিত হইয়াছে।

(১৪) বামনপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, মদন দহন, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের যুদ্ধ, দেবাসুর সংগ্রাম, দুর্গাচরিত, তপতী উপাখ্যান, পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা ও বিবাহ, কৌশিকী উপাখ্যান, অন্ধকবধ, জাবালি চরিত, বায়ুগণের জন্ম, বলি উপাখ্যান প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরী এবং গাণেশ্বরী সংহিতা কথিত হইয়াছে।

(১৫) কূর্ম্মপুরাণ—ইহার পূর্ব্বভাগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জগতের উৎপত্তি, কালপরিমাণ, ভগবতীর সহস্র নাম, যোগ, ভৃগুবংশচরিত, দেবাদির উদ্ভব, দক্ষযজ্ঞ, কশ্যপবংশ বিবরণ, কৃষ্ণচরিত্র, যুগধর্ম্ম, কাশী ও প্রয়াগ মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে ঈশ্বরীগীতা, ব্যাসগীতা, তীর্থমাহাত্ম্য, বর্ণাচার, বিপ্রাদি চারি বর্ণের বৃত্তি,সঙ্করজাতি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(১৬) মৎস্যপুরাণ—ইহাতে মনুমৎস্য সংবাদ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, দেবাদির উদ্ভব, মন্বন্তর নিরূপণ, পিতৃবংশবিবরণ, শ্রাদ্ধকাল, চন্দ্রোৎপত্তি, চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন, কার্ত্তবীর্য্য উপাখ্যান, ভৃগুশাপে বিষ্ণুর পৃথিবীতে জন্ম, পুরুবংশকীর্ত্তন, ক্রিয়াযোগ, বহুবিধ ব্রত, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম, তারকোৎপত্তি, পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা ও বিবাহ, কার্ত্তিকের জন্ম, তারক বধ, পিতৃগাথা, সাবিত্রী উপাখ্যান, বিবিধ উৎপাত ও গ্রহশান্তিবিধি, বামন-মাহাত্ম্য, প্রতিমালক্ষণ, প্রতিমা ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা, ভাবী রাজবংশ, মহাদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭) গরুড়পুরাণ—ইহার পূর্ব্বখণ্ডে সংক্ষেপে সৃষ্টিবর্ণন, পূজাবিধি, দীক্ষাবিধি, যোগাধ্যায়, বিষ্ণুর সহস্র নাম, বিবিধ পূজা ও স্নানাদি পদ্ধতি, দেবপ্রতিষ্ঠা, দানধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি, দ্বীপ ও নরক বিবরণ, জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিবরণ, রত্নপরীক্ষা, তীর্থমাহাত্ম্য, মন্বন্তর নিরূপণ, গ্রহযাগ, অশৌচবিধি, নীতি, চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, অবতার, রামায়ণ, হরিবংশ, আয়ুর্ব্বেদ, গৃহীর নিত্য কর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, যোগ, বৈষ্ণব মাহাত্ম্য, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর খণ্ডে পূর্ব্বযোনিতে গমনের কারণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যমলোকের পথ, ষোড়শ শ্রাদ্ধ, যমপুরী, প্রেতপীড়া, প্রেতত্বের কারণ ও তাহা হইতে মুক্তির উপায়, মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পশ্চাৎ কার্য্য, নারায়ণ বলি, বৃষোৎসর্গমাহাত্ম্য, কর্ম্মবিপাক, কৃত্যাকৃত্যবিচার, সপ্তলোক বিবরণ, ব্রহ্মজীব নির্ণয়, আত্যন্তিক লয় প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

(১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—ইহার পূর্ব্বভাগে কর্ম্মনিরূপণ, ব্রহ্মার জন্ম, লোকসৃষ্টি, কল্প ও মন্বন্তর বিবরণ, ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি, রুদ্রের উৎপত্তি, মহাদেবের বিভূতি, ঋষি সৃষ্টি, সপ্তদ্বীপ ও অধোলোক বিবরণ, ঊর্দ্ধলোকবর্ণন, যুগতত্ত্ব,যুগলক্ষণ ও প্রজালক্ষণ, যজ্ঞ, পৃথিবীদোহন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যমভাগে সপ্তর্ষি ও দেবাদির উৎপত্তি, ঋষিবংশ নিরূপণ, শ্রাদ্ধবিধান, বৈবস্বতী সৃষ্টি, ইক্ষ্বাকুবংশ ও অত্রিবংশ কীর্ত্তন, যযাতি উপাখ্যান, যদুবংশ, কার্ত্তবীর্য্য উপাখ্যান, সগরোৎপত্তি, পরশুরামচরিত, দেবাসুর যুদ্ধ, বলির বংশনিরূপণ, ভবিষ্য রাজবংশ বিনির্ণয় প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে ভাবী মানবগণের চরিত্র, প্রলয়, কালপরিমাণ, চতুর্দ্দশ লোক ও নরক বর্ণন, প্রাকৃতিক লয়, শিবপুরী বর্ণন, জীবগণের গুণানুসারে গতি, ব্রহ্মবস্তু প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাবৃত্তসার—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পশ্চিমে মিশর হইতে পূর্ব্বে পারস্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত নানা জনপদবাসী কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রাচীনজাতীয় লোকদিগের স্থূল স্থূল পূর্ব্ব বিবরণসমূহের বর্ণন এবং মনুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনশীল, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে হিন্দু ও অন্যান্য জাতিদিগের শাস্ত্রে লিখিত জলপ্লাবনের বিবরণ, প্রাকৃতিক ব্যবস্থানুসারে মানবগণের বর্ণভেদ, ভাষাভেদ, নানাদেশে মনুষ্যসঞ্চারের বিবরণ, মনুষ্যসমাজ, শাসন ও ব্যবস্থাপ্রণালী, শিল্প ও যুদ্ধপ্রণালী, অগ্নির ব্যবহার, লিপির পর্য্যায়ক্রম, মুদ্রাপ্রচলন, মিশরীয়, য়িহুদি ও ফিনিসীয়দিগের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

পুরুবিক্রম—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মহাবীর সেকন্দর শা (Alexander) ভারতবিজয় করিতে আসিলে পঞ্জাবদেশীয় মহারাজ পুরু অসীম পরাক্রমে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পুরু পরাজিত হইলে তাঁহার অসামান্য বীরত্বদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সেকন্দর তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, এবং বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া চলিয়া যান। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক লিখিত হইয়াছে।

পুরুষপরীক্ষা—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিদ্যাপতি বিরচিত। ইহাতে গল্পচ্ছলে দান, দয়া, সত্য ধর্ম্ম, বিদ্যা প্রভৃতি এবং বিদগ্ধাদি ভেদে নায়ক কথা, ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞানুসারে লিখিত হইয়াছিল।

পুষ্পপাত্র—গল্পগ্রন্থ। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে নানারসের বারটি গল্প আছে।

পুষ্পমালা—বাঙ্গালা কাব্য। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে সামাজিক, ভক্তিবিষয়ক, আত্মতত্ত্ববিষয়ক ও শোকোদ্দীপক কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলি—ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে স্বদেশানুরাগকে বেদব্যাসরূপে এবং জ্ঞানসঙ্কল্পকে মার্কণ্ডেয়রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের কথোপকথনচ্ছলে দেবীরূপা পৃথিবীর (ভারতবর্ষের), এবং পৌরাণিক, আধুনিক, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। শালিকোটের রাজা শালিবান এক চর্ম্মকারতনয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন, এবং তাহার কথায় প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে বিনাশের নিমিত্ত এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথ আসিয়া পূর্ণচন্দ্রকে রক্ষা করিলে পূর্ণচন্দ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে গুরুর আদেশানুসারে পূর্ণচন্দ্র পঞ্চনদের অধীশ্বরী সুন্দরার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। রাজা পরে চর্ম্মকারতনয়ার ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। "রাজা রাসালু" গ্রন্থ অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত হয়।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন—দর্শন দেখ।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর প্রণীত। প্রায় সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে পাল উপাধিধারী এক রাজবংশ পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করি-

তেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখক তাঁহাদের ইতিহাস ও কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ—কাব্য। যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ভারতের শেষ হিন্দুসম্রাট দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ইহার নায়ক; হিন্দুস্বাধীনতার অবনতি ইহার বর্ণনীয় বিষয়। পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ, মহম্মদ ঘোরী, সংযুক্তা প্রভৃতি চরিত্রের ক্রমবিকাশ অতি সুন্দরভাবে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

পোড়া মহেশ্বর—বাঙ্গালা উপন্যাস। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। থলসীর বিলের নিকটবর্ত্তী সরাবপুর গ্রামে এক শিব আছেন। প্রবাদ ছিল যে, শিবের মস্তকে স্পর্শমণি নিহিত আছে। এক সময়ে জনৈক সন্ন্যাসী স্পর্শমণির লোভে ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। সে প্রতি রাত্রে এই বলিয়া চীৎকার করিত, "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতেছে।" এই চীৎকার শুনিয়া গ্রামের লোকেরা ছুটিয়া আসিত এবং দেখিত, সন্ন্যাসী ঐরূপ চীৎকার করিতেছে। দুই এক দিন আসিয়া তাহারা সন্ন্যাসীকে পাগল স্থির করিল, এবং আর আসিল না। তখন সন্ন্যাসী একদিন সত্যসত্যই শিবকে দগ্ধ করিতে লাগিল। শিব চীৎকার করিলেন, কিন্তু তাহা সন্ন্যাসীর চীৎকার মনে করিয়া কেহই আসিল না। এদিকে অগ্নির তেজে মহাদেবের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া স্পর্শমণি বাহির হইলে সন্ন্যাসী তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। তদবধি এই শিব পোড়া মহেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পোষ্যপুত্র—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। জমিদার চন্দ্রকান্তের একমাত্র পুত্র বিনোদ বাল্যেই মাতৃহীন হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে বিনোদ যেন ক্রমে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে চলিতে লাগিল। চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া রজনীনাথ নামক একটী মেধাবী দরিদ্র বালক সুশিক্ষা লাভ করিয়া কলিকাতায় ওকালতি করিতেছেন এবং যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বিনোদ মেধাবী ও দেশভক্ত। চন্দ্রকান্ত বিনোদকে রজনীনাথের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় রাখিলেন। বিনোদ উচ্চশিক্ষা লাভ করিল এবং শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। রজনীনাথও তাহাতে সম্মতি দিলেন, কিন্তু পরমহিন্দু চন্দ্রকান্ত কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারজালে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন। রজনীনাথের কন্যা শান্তিকে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শান্তি নিতান্ত বালিকা বলিয়া তাহা আর হইল না, সুতরাং চন্দ্রকান্ত অন্যত্র বিনোদের বিবাহ স্থির করিলেন। বিনোদ বিলাত যাইবার জন্য একান্তই সমুৎসুক, সে বিবাহ করিবে না এবং বিলাত যাইবেই এই কথা পিতাকে জানাইলে পিতা রুষ্ট হইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। বিনোদ একেবারেই বাড়ী ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া বিনোদের কোন সন্ধান না পাইয়া চন্দ্রকান্ত অবশেষে হেমেন্দ্র নামক তাঁহার একটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করিলেন। বিনোদ কিছুকাল এ দেশ সে দেশ ঘুরিয়া অত্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় একদিন বৃন্দাবনে আসিয়া একটি ভদ্র পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই অপরিচিত গৃহস্থের বাটীতে থাকিয়া বিনোদ সুস্থ হইল। গৃহকর্ত্রী সিদ্ধেশ্বরীর একটি অনূঢ়া কন্যা শিবানী ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। বিনোদ পালটি ঘর অবগত হইয়া তাহার সহিত শিবানীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে, বিনোদ নিরাপত্তিতে বিবাহ করিয়া বসিল। বিনোদ এখানে নীরদ নামে নিজের পরিচয় দিল। সিদ্ধেশ্বরী উপার্জ্জনহীন জামাতার প্রতি ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বিনোদ এইস্থানে থাকিয়া গোপনে এলাহাবাদ হইতে এম-এ পাশ করিল। সিদ্ধেশ্বরীর কটুবাক্য ও তদুপরি শিবানীর মৌখিক ঘৃণাপ্রকাশ বিনোদকে অত্যন্ত ব্যথিত করিল। বিনোদ দারুণ ক্ষোভে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিনোদ মাদ্রাজে যাইয়া একটী বিশাল তাঁতশালা খুলিয়া বেশ চালাইতে লাগিল। তাহার অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল হইল। এই স্থানে থাকিবার কালে একবার তাহার ভীষণ কলেরা রোগ হইল। সে বৃন্দাবনে তার করিল যে এই তার পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইবে। শিবানীর একটী পুত্র হইয়াছিল, নাম অমূল্য। শিবানী অতঃপর বিধবার ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিল।

মাদ্রাজে যোগেন্দ্র নামে একটী বাঙ্গালী চাকরী করিত। যোগেন্দ্রের সহিত বিনোদের বন্ধুত্ব হইল। বিনোদ সেখানেও নীরদ নামে পরিচিত। যোগেন্দ্রের স্ত্রী মণিমালা রজনীনাথের জ্ঞাতিকন্যা। রজনীনাথের স্ত্রী স্বাস্থ্যলাভের জন্য পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে মাদ্রাজে আসিলেন। যোগেন্দ্রের বাঙ্গালী বন্ধু বিনোদের সহিত তাঁহাদের সত্বর পরিচয় হইল, এবং শান্তি ও বিনোদের মধ্যে অনুরাগের উন্মেষ দেখা দিল। এক রজনীনাথ ব্যতীত তাঁহার পরিবারের কেহই বিনোদকে চিনিত না, সুতরাং বিনোদের প্রকৃত পরিচয় কেহই জানিল না। শান্তির সহিত হেমেন্দ্রের বিবাহ একপ্রকার স্থির আছে, কাজেই বিনোদ যখন শান্তির নিকট প্রণয় নিবেদন করিল, তখন শান্তি বিনোদকে নিরুৎসাহ করিয়া দিল।

হেমেন্দ্রের সহিত শান্তির বিবাহ হইল। কিছুকাল পরে চন্দ্রকান্ত শান্তিকে লইয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হইলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহারা শিবানীর বাটীর নিকটে রহিলেন। শিবানীর সহিত শান্তির আলাপ হইল। বিনোদের অঙ্গুরীয় ও তাহার মাতার ছবি লইয়া শান্তি চন্দ্রকান্তকে দেখাইল। শিবানী বিনোদের পরিণীতা স্ত্রী এই প্রমাণ পাইয়া চন্দ্রকান্ত, শিবানী, শিশু অমূল্য ও সিদ্ধেশ্বরীকে লইয়া দেশে ফিরলেন। দুষ্টপ্রকৃতিক হেমেন্দ্র আকস্মিক সরিকের উদ্ভব হইল দেখিয়া চন্দ্রকান্তকে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া দিল এবং শান্তিকে লইয়া বাটী ত্যাগ করিল। শিবানী বিনোদের স্ত্রী নয় এই প্রমাণ করিবার জন্য হেমেন্দ্র ও তাহার কৃত্রিম মিত্র যোগেশ চেষ্টা করিতে লাগিল। বিনোদ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইল, কিন্তু গুরুর আদেশে সে পুনরায় বৃন্দাবন যাইল এবং শিবানীর মৃত্যু হইয়াছে এই অলীক সংবাদে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া ঘটনাচক্রে কাশী আসিয়া পড়িল। হেমেন্দ্র শান্তিকে লইয়া কাশীতে রাখিয়াছিল। শান্তির সহিত বিনোদের হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। শান্তি কঠিন রোগে পড়িল। রজনীনাথ ও চন্দ্রকান্ত তার পাইয়া আসিলেন। শান্তি আরোগ্য হইল। বিনোদের ছদ্মনাম আর টিকিল না। হেমেন্দ্র স্বীয় দুষ্কৃতির জন্য পরিতাপ করিয়া চন্দ্রকান্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বিনোদকে দাদা বলিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। শিবানী স্বামীকে পাইয়া বিধবার বেশ ত্যাগ করিল। চন্দ্রকান্তর পরিবারে শান্তি দেখা দিল।

পৌরাণিক কথা—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ প্রণীত। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত বিষয় সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবতের বর্ণনানুসারে কালনির্ণয়, সৃষ্টি-

প্রকরণ, অবতার, ধ্রুব ভরতাদি মহাত্মার চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, বৃন্দাবনতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পৌরাণিক পঞ্চরং—বাঙ্গালা প্রহসন। বৈকুণ্ঠ নাথ বসু প্রণীত। একদা মদন ও বসন্ত কৌতুক করিবার জন্য সিংহলের সেনাপতি ও তাঁহার ভৃত্যের রূপ ধারণ করিয়া সেনাপতি রণবীরের বাটীতে উপস্থিত হন। এ দিকে রণবীরও সেই দিন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন এই দুই রণবীর লইয়া একটা বিভ্রাট বাধিয়া গেল। অনেক কৌতুকের পর শেষে মদন ও বসন্ত আত্মপ্রকাশ করিলে এই বিভ্রাটের শান্তি হইল।

এই প্রহসনখানি রোমান নাটককার Plautus রচিত Amphytrion নাটক অবলম্বনে প্রণীত।

প্রকৃতি পরিচয়—বাঙ্গালা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। জগদানন্দ রায় প্রণীত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত ভূমিকাসম্বলিত। বড় বড় বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানবিষয়ক আবিষ্কারগুলি সুখপাঠ্য করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

প্রণয়পরীক্ষা—বাঙ্গালা নাটক। মনোমোহন বসু প্রণীত। মানগড়ের জমিদার শান্তবাবুর দুই সংসার—মহামায়া ও সরলা। শান্তবাবু উভয় স্ত্রীকেই ভালবাসিতেন। কিন্তু কাহাকে স্বামী অধিক ভালবাসেন, ইহা জানিবার জন্য মহামায়া দাসীর দ্বারা এক বেদেনীর নিকট হইতে ঔষধ লইয়া শান্তবাবুকে খাওয়াইয়া দেন। সে ঔষধের গুণে শান্তবাবু নিদ্রিতাবস্থায় সরলার গৃহের দিকে যান। ইহাতে মহামায়ার মনে ঈর্ষার উদয় হয়। সরলা যে ব্যভিচারিণী তাহা তিনি স্বামীকে বুঝাইয়া দেন। মহামায়া এক রাত্রিতে দাসীকে সরলা সাজাইয়া অন্য এক ব্যক্তির সহিত তাহার মিলনব্যাপার প্রদর্শন করিলে শান্তবাবু ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সরলাকে পদাঘাতপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অতঃপর সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। শান্তবাবু বহু অনুসন্ধানে সরলাকে পুনঃপ্রাপ্ত হন। মহামায়া ভয়ে পলাইয়া যান। পথে তিনি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহতা হন।

জাল সদানন্দের সহিত জাল সরলার মিলন-ঘটিত ব্যাপার সেক্সপীয়রের Much Ado About Nothing নামক নাটকোক্ত ডন জন ও হিরোবেশিনী হিরোর পরিচারিকার সাক্ষাৎ বিষয়ক ঘটনার অনুরূপ।

প্রতাপ (রাণা)—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রবলপ্রতাপ মোগল-সম্রাট্ আকবরের সহিত প্রতাপের যুদ্ধই ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের চরিত্র যেরূপ হওয়া উচিত, প্রতাপের চরিত্র ঠিক সেই ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতাপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আকবরের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনসম্মত বলিয়া বোধ হয় না। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ এবং আকবরের অন্যতম সভাসদ্ ও রাজকবি পৃথ্বীরাজের পত্নী জোশী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক্ত অসংযতচিত্ত ও ইন্দ্রিয় ভোগাসক্ত; শক্ত ধর্ম্মে ও সাধুতায় বিশ্বাসহীন; অথচ ক্ষত্রিয়বংশে জাত বলিয়া শক্ত বীর ও সর্ব্বত্র ন্যায়ের পক্ষপাতী। ইহা কবির বিচিত্র সৃষ্টি। জোশীর চরিত্রও অতি সুন্দর হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর রাজপুতমহিলার যে সমস্ত গুণ থাকা উচিত, জোশীতে তৎসমস্তই বিদ্যমান। কিন্তু তিনি নিজের অনুরূপ স্বামী প্রাপ্ত হন নাই। পৃথ্বীরাজ সকল কথায় কবিত্ব লইয়াই ব্যস্ত। তিনি আকবরের কোন দোষই দেখিতে পান না। তাঁহার এই ভাব দূর করিবার জন্যই গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খুসরোজের বৃত্তান্ত স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই খুসরোজেই জোশীর চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রতাপসিংহ—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সম্পদ্‌শূন্য, ধনজনগৃহশূন্য পথের ভিখারী হইয়াও রাণা প্রতাপসিংহ কেবল হৃদয়বল, অতুলনীয় বীরত্ব, অপরিমেয় স্বদেশানুরাগ, অপরিসীম সহিষ্ণুতা, অমানুষ তেজ, অচিন্তনীয় সাহস ও শক্তি সম্বল করিয়া কি কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রন্থকার এই পুস্তকে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। নিখিল নাথ রায় প্রণীত। যে যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য প্রবলপ্রতাপ মোগলসম্রাট্‌কে ২০ বৎসর কাল উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাতে সেই মহাপুরুষের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী ও কীর্ত্তিকথার প্রকৃত তথ্য বহু প্রাচীন কাগজপত্র দেখিয়া বিবৃত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত বা কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই গ্রন্থকার পরিশিষ্টের আকারে পুস্তকের শেষভাগে সংযোজিত করিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য—বাঙ্গালা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ইহাতে বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ—মহাকবি ভাসকৃত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য কৃত। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন ও অবন্তীর রাজা মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তার কাহিনী অবলম্বন করিয়া মূল নাটকখানি রচিত। বাসবদত্তা দেখ।

প্রতিভাসুন্দরী—বাঙ্গালা উপন্যাস। হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ বরাহের পুত্র মিহির ও সিংহলরাজ চন্দ্রচূড়ের কন্যা খনা বা প্রতিভাসুন্দরীর কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন—দর্শন দেখ।

প্রত্যর্পণ—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি গ্রন্থকর্ত্রীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "দিদির" সহিত তুলিত হইতে পারে। জমিদার রাধাকান্ত বাবুর একমাত্র কন্যাসন্তান কমলা। অরুণকুমার নামক একটী বালককে রাধাকান্ত বাবু জামাতৃপদে অভিষিক্ত করিবার মানসে বাল্যকাল হইতে স্বগৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন। রাধাকান্ত বাবুর সংসারে নীহার নাম্নী তাঁহার একটী অনাথা আত্মীয়কন্যা ও তাহার রুগ্না মাতা প্রতিপালিত হইতেছিল। অরুণ ও কমলার বিবাহ হইয়া গেল; কিন্তু রাধাকান্ত বাবু নীহারের বিবাহ দিবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নীহারের বিবাহের জন্য উইলে যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। অল্পদিন পরে নীহারের মাতাও মারা গেলেন। বাল্যকাল হইতেই অরুণ, কমলা ও নীহার একত্রে ক্রীড়াকৌতুকাদি করিয়া আসিয়াছে, কাজেই নীহার বয়স্থা হইলেও অরুণ-দার নিকট বসিয়া গল্পগুজবাদি করিতে কুণ্ঠিতা হয় না। নীহার ও অরুণের মধ্যে এই নিঃসঙ্কোচ আলাপ কমলার ঈর্ষার বিষয় হইয়া উঠিল। নীহারের জন্য পাত্র দেখিতে কমলা অরুণকে ধরিয়া বসিল। তিন মাস পরে এম্-এ পরীক্ষা হইয়া গেলে অরুণ পাত্র দেখিবে বলিলে কমলা অত্যন্ত রাগিয়া গেল। কমলার জিদে উত্যক্ত হইয়া অরুণ কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং ভগিনীপতির সাহায্যে পাত্রানুসন্ধান করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিল। অরুণের ব্যর্থতা কমলাকে আরও ঈর্ষান্বিতা করিয়া তুলিল। উভয়ের মধ্যে একটু অপ্রিয় বচসা হওয়ায়

অরুণরুষ্ট হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং যাইবার পূর্ব্বে জানাইয়া গেল যে সে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইবে। ইতোমধ্যে দেওয়ানের সাহায্যে কমলা নীহারের জন্য একটী পাত্র স্থির করিল। পাত্রস্থিরীর দিনে অরুণ হঠাৎ বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেওয়ানের এই পাত্রটী তাহার শ্যালক ও নিতান্ত অপাত্র বলিয়া তাহার সহিত নীহারের বিবাহ হইতে পারে না বলায় কমলা প্রকৃতই বিচলিতা হইল। সে অরুণকে তখনই অন্য পাত্র স্থির করিতে বলিল, কিন্তু তখনই পাত্র পাওয়া যায় না দেখিয়া অরুণ নীহারকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং তাহাকে ভগিনীপতির আশ্রয়ে রাখিল। একটী সুপাত্র সংগ্রহ হইল। পণের টাকার জন্য অরুণ হঠাৎ একদিন বাটী উপস্থিত হইয়া খাজাঞ্চীখানা হইতে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া চলিয়া আসিল। ইতঃপূর্ব্বে সে দেওয়ানকে পত্র লিখিয়া আরও পাঁচ হাজার টাকা লইয়া ছিল। অরুণের দ্বিতীয়বারের এই বাট পাড়ীর ন্যায় আচরণে কমলা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া আদেশ দিল যে অরুণকে যেন কখনও আর বাটীতে প্রবেশাধিকার না দেওয়া হয়। নীহার কিন্তু কিছুতেই এ বিবাহে সম্মতা হইল না। অরুণের প্রতি তাহার আবাল্য অনুরাগ প্রবলভাবে দেখা দিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। নীহারের জিদে অরুণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কমলার নিকটে রাখিয়া আসিবার জন্য লইয়া গেল, কিন্তু বাটীর দ্বারে আসিয়া দেখিল যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। অগত্যা সে নীহারকে লইয়া ফিরিল এবং দারুণ বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া মধ্যপথে নীহারকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া যথা ইচ্ছা যাইবার উপদেশ দিল। নীহার অল্পদূর যাইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অরুণ গাড়ীর জানালা দিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া তাহাকে পুনরায় সঙ্গে লইল এবং স্বয়ং তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিল। অরুণ প্রফেসরী লইয়া সংসার চালাইতে লাগিল। কালক্রমে তাহাদের একটী কন্যা হইল। নীহার যক্ষ্মারোগে পড়িল এবং ক্রমে ক্ষয় পাইতে লাগিল। তাহার মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া সে অরুণকে না জানাইয়া কন্যা লীলাকে লইয়া কমলার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নীহারের মৃত্যুকাল উপস্থিত এই মর্ম্মের তার পাইয়া অরুণও অগত্যা বাটী আসিল। নীহার লীলাকে কমলার করে সমর্পণ করিয়া এবং তাহার স্বামীকে কমলাকে প্রত্যর্পণ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল।

প্রদীপ—বাঙ্গালা কাব্য। অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। ইহাতে প্রকৃতি ও প্রেমসম্বন্ধীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রফুল্ল—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। যোগেশচন্দ্র ঘোষ সওদাগরী আফিসে কার্য্য করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে যথেষ্ট উন্নতাবস্থায় উপনীত হন, এবং সচ্চরিত্রতার জন্য সকলের বিশ্বাস ভাজন হন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রমেশ এটর্ণী হইয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ সুরেশ বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ না দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যোগেশের স্ত্রীর নাম জ্ঞানদা এবং পুত্রের নাম যাদব। রমেশের স্ত্রীর নাম প্রফুল্ল। মাতা উমাসুন্দরী বৃন্দাবনবাসে ইচ্ছুক হইলে যোগেশ স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে রাখিয়া আসিবার উদ্যোগ করেন এমন সময় সংবাদ আসে যে, যে ব্যাঙ্কে তাঁহার টাকা জমা ছিল, তাহা 'ফেল' হইয়াছে। এদিকে পাওনাদার ও ব্যাপারীদের টাকা দিতে হইবে। যোগেশ বাড়ী বেচিয়া ঋণমুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কূটবুদ্ধি রমেশ বাড়ী বেনামী করিয়া পাওনাদারদিগকে ফাঁকি দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যোগেশ ইহাতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে স্ত্রী ও মাতার অনেক অনুরোধে ইহাতে সম্মতি দিলেন বটে, কিন্তু সুনাম নষ্ট হইল ভাবিয়া একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইলেন, এবং দিবারাত্র মদ খাইতে লাগিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, ব্যাঙ্ক 'ফেল' হয় নাই। কিন্তু চতুর রমেশ এ সংবাদ গোপন করিয়া উন্মত্তাবস্থায় যোগেশের নিকট সমস্ত সম্পত্তি লিখাইয়া লইল। কাঙ্গালীচরণ নামক জনৈক ধূর্ত্ত ব্যক্তি জগমণি নাম্নী এক রমণীর সহিত মিলিয়া একটী ডাকাতখানা খুলিয়াছিল। সুরেশ তথায় যাতায়াত করিত। রমেশ তাহাদিগকেও হাত করিল, এবং চুরি অপরাধে সুরেশকে পুলিশে ধরাইয়া দিল। সুরেশ জেলে গেল। রমেশ তাহাকে কারামুক্তির প্রলোভন দেখাইয়া তাহার অংশ লিখাইয়া লইতে গেল, কিন্তু সুরেশ তাহাতে স্বীকৃত হইল না। জ্ঞানদা পুত্র ও শাশুড়ীসহ অন্য এক বাড়ীতে উঠিয়া যাইলেন, পরে সে বাড়ীখানি বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়া একটী সামান্য ভাড়াটিয়া ঘরে পুত্রসহ বাস করিতে লাগিলেন। সুরেশের কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া জননী উমা সুন্দরী উন্মাদরোগগ্রস্তা হইলেন। প্রফুল্ল তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যোগেশ মদ খাইয়া নীচ সংসর্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং জ্ঞানদা ঘটীবাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। শেষে সব ফুরাইয়া আসিল। বাড়ী ভাড়ার জন্য তিনটী টাকা ছিল। যোগেশ জ্ঞানদাকে ভীষণ পদাঘাত করিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়া গেলেন। সে পদাঘাতে জ্ঞানদার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল। মেজবউ প্রফুল্ল বহু চেষ্টায় জ্ঞানদার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে কয়েকটী টাকা দিয়া গেলেন, কিন্তু স্বামীর ভয়ে বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। জ্ঞানদার আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া বাড়ীওয়ালী তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। অভাগিনী জ্ঞানদা যাদবের হাত ধরিয়া পথে বাহির হইলেন। শেষে রাস্তায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রমেশ নিষ্কণ্টক হইবার জন্য মদন নামক এক পাগলের দ্বারা যাদবকে ধরিয়া আনিয়া এক নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং অনাহারে তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিলেন। মদনের মুখে প্রফুল্ল সকল সংবাদ অবগত হইয়া যাদবের রক্ষার্থ ছুটিয়া আসিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় অস্থির যাদবকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং তাহাকে খাইতে দিলেন। পাপিষ্ঠ রমেশ পত্নীকে চলিয়া যাইতে বলিল, কিন্তু প্রফুল্ল যাইতে চাহিল না, অধিকন্তু স্বামীকে এই শিশুহত্যা হইতে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিল। তখন রমেশ গলা টিপিয়া প্রফুল্লকে মারিয়া ফেলিলেন। এমন সময় কনিষ্ঠ সুরেশ পুলিশ সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। রমেশ, কাঙ্গালীচরণ ও জগমণি ধৃত হইল। উন্মাদিনী উমাতারা প্রাণত্যাগ করিলেন। সোণার সংসার ছারখার হইল। যোগেশের সাজান বাগান শুকাইয়া গেল।

প্রবন্ধরত্ন—শিবরতন মিত্র প্রণীত। রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত। ইহাতে বাঙ্গালা দেশের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের কতিপয় প্রবন্ধ একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।

প্রবন্ধলহরী—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি সামাজিক, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এবং কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক। বঙ্কিমবাবু, তাঁহার সাহিত্যসেবা, দেবীচৌধুরাণীর নিষ্কাম ধর্ম্ম ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। [illegible] প্রভাব যুগ, বর্ত্তমানে তাহার

অনুপকারিতা ও সংস্কারের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দানধর্ম্ম ও জমিদারদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কতকগুলি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রবাসচিত্র—ভ্রমণবৃত্তান্ত। রায়বাহাদুর জলধর সেন প্রণীত। লেখক আপনার হিমালয়ভ্রমণের কতকগুলি চিত্র ইহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রবোধচন্দ্রিকা—বাঙ্গালা আখ্যানগ্রন্থ। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত। বিক্রমাদিত্যতনয় বৈজপাল স্বীয় পুত্র শ্রীধরাধরকে বিদ্যাশিক্ষার্থ আচার্য্য প্রভাকরের নিকট সমর্পণ করেন। প্রভাকর রাজপুত্রের নিকট বর্ণবিচার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের বহু উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক হিতোপদেশ প্রদানাভিপ্রায়ে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় নানা কথা সমন্বিত বহুবিষয়ের বহুবিধ উপাখ্যান বর্ণন করেন।

প্রবোধপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে প্রাণিতত্ত্বনিরূপণ প্রসঙ্গে দুঃখের ক্লেশানুভব হেতুই লোকে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, স্বর্গীয় সুখ অস্থায়ী, তত্ত্বজ্ঞানই অবিনশ্বর সুখলাভের একমাত্র উপায় ইত্যাদি শাস্ত্রীয় মীমাংসাসমূহ পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কথিত হইয়াছে।

প্রভাতসঙ্গীত—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে মানবের হৃদয়গত ভাব ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বনে লিখিত অনেকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রভাতী—বাঙ্গালা কবিতা পুস্তক। দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে প্রেম ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বিষয়ক কতকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছে।

প্রভাস—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কবি নবীনচন্দ্র কৃষ্ণচরিত অবলম্বনে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামে তিন ভাগ কাব্য প্রণয়ন করেন। রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা এবং প্রভাসে অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল, এবং আর্য্য ও অনার্য্য পরস্পর ভেদ ভুলিয়া কৃষ্ণপ্রেম গান করিতে লাগিল। চক্রী মহর্ষি দুর্ব্বাসার ইহা সহ্য হইল না, তাঁহার চেষ্টায় যাদবগণ সুরাপায়ী হইল, এবং প্রভাসক্ষেত্রে উৎসবস্থলে আত্মকলহের সৃষ্টি করিয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন দুর্ব্বাসার প্ররোচনায় কতকগুলি অনার্য্য সৈন্য অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। যদুবংশ ধ্বংস হইল। অনার্য্য রমণী জরার শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শেষলীলা এবং প্রেমরাজ্যস্থাপন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রশ্ন উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

প্রাচীন ভারত—ইতিহাস গ্রন্থ। রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, ভারতের সভ্যতা, বৈদেশিক বাণিজ্য, বুদ্ধ,ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি বিবরণসমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বৈদেশিক ভ্রমণকারী মেগাস্থিনিস, প্লিনি, ষ্ট্রাবো, টলেমি, ফাহিয়ান, হিউএনথসঙ্গ প্রভৃতি মনীষিগণ ভ্রমণার্থ ও অন্যান্য কার্য্য ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতে আসিয়া ইহার ধর্ম্ম, সামাজিক রীতিনীতি, বাণিজ্য, শাসন-পদ্ধতি প্রভৃতি যাহা যাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্ব স্ব ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহাদের বর্ণিত বিবরণসমূহও উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিকী—জগদানন্দ রায় প্রণীত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসকল বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীন মুদ্রা (১ম ভাগ)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনার একটি প্রধান উপাদান মুদ্রা। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতে মুসলমানবিজয়কাল পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন মুদ্রাসমূহের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার—রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ যে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করিতেন এবং তদ্দ্বারা যে পৃথিবীর নানাদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের লিখিত ইতিহাসের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাতে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রাণতোষিণী—সংস্কৃত তন্ত্র। রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার দ্বারা সঙ্কলিত। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ, দীক্ষা, পূজা পদ্ধতি, সাধনাপ্রণালী, সিদ্ধি, জপপ্রকরণ, কবচ, মন্ত্র, তন্ত্রোক্ত দুর্গোৎসব-বিধি, দ্বাদশমাসিক কৃত্য, যোগপ্রকরণ, যোগফল, যাত্রাবিধি, বশীকরণাদি, বীরাচার ও পশ্বাচার পদ্ধতি, পঞ্চ মকার প্রকরণ, কুলাচার প্রভৃতি বিবরণসমূহ কথিত হইয়াছে। খড়দহনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের ইচ্ছানুক্রমে ও আনুকূল্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৮৪২শকে ইহা লিখিত হয়।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব—সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্র। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ, গঙ্গামাহাত্ম্য, গোবধাদি পাপ ও তৎপ্রায়শ্চিত্ত, চণ্ডালাদি অস্পৃশ্যজাতির অন্নভক্ষণ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ কর্ত্তৃক টীকা সহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিয়দর্শিকা—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহা প্রাচীন কবি শ্রীহর্ষদেব প্রণীত সংস্কৃত প্রিয়দর্শিকা নাটকের বঙ্গানুবাদ। রাজা দৃঢ়বর্ম্মা স্বীয় কন্যা প্রিয়দর্শিকাকে বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলে প্রত্যাখ্যাত কলিঙ্গরাজ ক্রোধে তাঁহাকে বন্দী করেন। কঞ্চুকী বিজয়সেন প্রিয়দর্শিকাকে লইয়া গোপনে আরণ্যরাজ বিন্ধ্যকেতুর গৃহে স্থাপন করেন। এদিকে বৎসরাজের সৈন্য আসিয়া বিন্ধ্যকেতুকে সমরে পরাস্ত করে, এবং প্রিয়দর্শিকাকে তাঁহার কন্যাভ্রমে বৎসরাজের নিকট লইয়া যায়। বৎসরাজের মহিষী বাসবদত্তা প্রিয়দর্শিকার মাতৃষসা-পুত্রী হইলেও তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া পরিচারিকারূপে রাখিয়া দেন। একদা বৎসরাজ উদ্যানে পুষ্পচয়ননিরতা আরণ্যকাকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগী হন। মহিষী বাসবদত্তা এই অনুরাগ জানিতে পারিয়া আরণ্যকাকে বন্দী করিয়া রাখেন। আরণ্যকাও রাজার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইবার আশা নাই দেখিয়া আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে বিষভক্ষণ করেন। ঠিক এই সময়েই সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং বাসবদত্তা জানিতে পারেন যে, আরণ্যকাই প্রিয়দর্শিকা। রাজার শুশ্রূষায় মৃতপ্রায়া আরণ্যকা বা প্রিয়দর্শিকা আরোগ্য লাভ করেন। পরে বাসবদত্তাই তাঁহাকে রাজার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। এই নাটক খানিতে কতকটা রত্নাবলীর ছায়া দৃষ্ট হয়।

প্রেম—বাঙ্গালা উপদেশ গ্রন্থ। অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত। ছাত্রদিগের জন্য এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। যৌবনের প্রথমাবস্থায় ছাত্রগণ পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ যে কোন স্থানে প্রাণের সমগ্র অনুরাগ সমর্পণ করিতে লালায়িত হয়। অনেক সময়েই ইহার পরিণাম বিষময় হয়, কিন্তু যদি ঠিক এই সন্ধিক্ষণে—

চিত্তের ভাবান্তর হইবার পূর্ব্বেই, কোন উচ্চ লক্ষ্য ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সকল ছাত্র দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল, পরিবারের সুখ-শান্তি এবং আত্মীয়স্বজনের গৌরব বর্দ্ধনের সম্ভাবনা; অন্যথা কেবল তরলভাবপূর্ণ উপন্যাস পাঠ, নিরাশ প্রেমগীতিরচনা, অথবা উচ্ছৃঙ্খল কলঙ্কিত জীবন যাপনের আয়োজন করিয়া রাখা হয়। প্রহার, ভৎর্সনা, শাসন দ্বারা বালকের চরিত্র সংশোধিত হয় না; সুমিষ্ট বাক্য ও সহানুভূতি দ্বারা এবং ধীরে ধীরে পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিয়া কিরূপে ছাত্রজীবনকে উন্নত করিতে হয়, গ্রন্থকার তাহা এই পুস্তকে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রেম প্রবাহিনী—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। সংসারে একমাত্র প্রেমই যে প্রকৃত পদার্থ, এবং তাহা লাভ করা যে আয়াসসাধ্য, ইহাই এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রেমের জয়—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রণীত। ইহাতে একটী সঙ্গতিপন্ন ভদ্র হিন্দু পরিবারের গার্হস্থ্যচিত্র প্রকটিত।

ব

বঙ্কিমচন্দ্র—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত উপন্যাসগুলির, এবং ঐ সকল উপন্যাসে চিত্রিত প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির সমালোচনা অতিশয় যোগ্যতার সহিত করা হইয়াছে।

বঙ্কিম জীবনী—বাঙ্গালা জীবন-বৃত্তান্ত। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই গ্রন্থে অমরকবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তৎসহিত তাঁহার কবিত্বের সমালোচনা, পুস্তকাবলীর বিবরণ, অপ্রকাশিত রচনাসমূহ, তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গভাষার অবস্থা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম ভাগ)—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহাতে বঙ্গভাষার আদিম উৎপত্তিকাল হইতে ইংরেজ-প্রভাবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার অবস্থা, ক্রমোন্নতি, তৎকালীন লিখিত গ্রন্থসমূহের এবং গ্রন্থকারগণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সামঞ্জস্য, বৌদ্ধযুগে বঙ্গভাষার অবস্থা, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ, গৌড়ীয় যুগে ও শ্রীচৈতন্যের সমকালে বঙ্গভাষার অবস্থান্তর ও শ্রীবৃদ্ধি, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের বঙ্গসাহিত্যের উপর ক্রমিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অনেক অজ্ঞাতনামা কবি ও বহু কাব্যের আলোচনাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নোদ্দেশ্যে ইহা লিপিত।

বঙ্গভাষার লেখক—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিখ্যাত বাঙ্গালা লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গবিজেতা—বাঙ্গালা উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। রাজা টোডরমল্ল যখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সেই সময়ে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। টোডরমল্লের চেষ্টায় সেই বিদ্রোহাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হয়। এই সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে জনৈক বাঙ্গালী যুবক অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই যুবক ইন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের নায়ক।

বঙ্গসংসার—সামাজিক উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে দম্পতীর মধ্যে মিথ্যা সন্দেহের পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

বঙ্গসুন্দরী—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহাতে বঙ্গরমণীর দেবী, চিরপরাধীনা, করুণাময়ী, বিষাদিনী, প্রিয়সখী, বিরহকাতরা, প্রিয়তমা, এবং পতির দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের বার্ত্তা শ্রবণে অভাগিনী মূর্ত্তি, এই আট প্রকার অবস্থা অসাধারণ দক্ষতা ও কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গাধিপ পরাজয়—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চরিত অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত। প্রতাপাদিত্য যখন বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের রাজরাজেশ্বর, তখন বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রতাপাদিত্যের রাজ্য সংগঠন ও মানসিংহের হস্তে তাঁহার পরাজয় ইত্যাদি ঘটনাসমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ বৃহদাকার উপন্যাসগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় বিরল।

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—বাঙ্গালা জীবনীগ্রন্থ। শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। ইহাতে অকারাদি ক্রমে প্রাচীন ও আধুনিক মৃত বঙ্গীয় সাহিত্যিকবৃন্দের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গের ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে প্রথম ভারতবিজয়ী মুসলমানগণের বিবরণ, গোরি রাজবংশ, প্রথম বঙ্গবিজেতা মুসলমানগণের বৃত্তান্ত, মুসলমান অধিকারের পর বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ, সের সাহের বংশ বিবরণ, পাঠান অধিকারের অবসান, মোগল সম্রাটের অধীন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃগণের বৃত্তান্ত, পলাশীর যুদ্ধ, বাঙ্গালায় ইংরাজাধিকার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

বত্রিশ সিংহাসন—বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে সেকালের ভাষায় এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিলাতে কাঠের হরপ প্রস্তুত হয়, এবং বিলাত হইতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষায় মুদ্রিত ইহাই প্রথম পুস্তক। তখনকার দিনে বিলাত হইতে এই দেশে যাহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিতে আসিতেন, তাঁহাদের পাঠের ও শিক্ষার জন্য "বত্রিশ সিংহাসন" প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীর বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষেও তখন এই পুস্তকখানি প্রধান পুস্তক বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার মুখে দ্বাত্রিংশৎটি গল্প শ্রবণ করিয়া নরপতি ভোজরাজ সিংহাসনে আরোহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। সেই মনোহর গল্পগুলি এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা অবলম্বনে রচিত।

বরাহপুরাণ—পুরাণ দেখ।

বরুণা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কেরলরাজ মানবেন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ছদ্মবেশে কঙ্কণাধিপতি শিববর্ম্মার মন্ত্রিরূপে এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অভিরাম ছদ্মবেশে রাজপুত্র পুণ্ডরীকের অনুচররূপে অবস্থিতি করেন। আর কেরলরাজের কন্যা বরুণা এক কিরাতের গৃহে প্রতিপালিতা হন। পুণ্ডরীক মৃগয়া করিতে গিয়া অলক্ষ্যে বরুণার গান শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি ঐ সঙ্গীতকারিণীকে দেখিতে চাহিলে বরুণা কিরাতবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সঙ্গীতকারিণীকে রাজকুমারী বলিয়া পরিচয় দেন। পুণ্ডরীক সেই রাজকুমারীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু বহু চেষ্টায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। গৃহে

আসিয়া তিনি উন্মত্তবৎ হন। তখন রাজা অভিরামের প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে কন্যা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। অভিরাম বেদেনীবেশধারিণী বরুণাকে আনিয়া উপস্থিত করিলে পুণ্ডরীক তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হন। ইহাতে সত্যপালক রাজা তাঁহার বধাজ্ঞা দেন। পরে মন্ত্রীর অনুরোধে রাজা তাঁহাকে স্বীয় মনোমত পাত্রীসংগ্রহের নিমিত্ত এক বৎসর অবসর দেন, এবং পাত্রী না পাইলে বরুণাকে বিবাহ অথবা জীবনদান করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ করেন। রাজপুত্র বহু অন্বেষণেও রাজকুমারীর কোন সন্ধান পান না। শেষে তিনি বিপন্নাবস্থায় জলে ঝাঁপ দিলে বরুণা তাঁহাকে উদ্ধার করে। এক বৎসর পরে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বরুণাকে বিবাহ করেন। রাজার পালিতা কন্যা মাধবীর সহিত অভিরামের বিবাহ হয়।

বর্ত্তমান ভারত—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। "বর্ত্তমান ভারত" প্রথমে প্রবন্ধাকারে 'উদ্বোধন" নামে পাক্ষিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশিসমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব সহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত, পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশে সুখদুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন্ হ্রাস, কখন্ বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্য্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত-অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন্ সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন্ দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয় "বর্ত্তমান ভারতে" আলোচিত হইয়াছে।

বলিদান—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। করুণাময় বসু চাকুরীজীবী, তাঁহার আয় অতি অল্প। তাঁহাকে তিন কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তিনি নিজের বাড়ীখানি বাঁধা দিয়া অতি কষ্টে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিলেন। তিনি অঙ্গীকৃত পণের টাকা সমস্তই দিলেন, কিন্তু তাহাতেও বরের ও তাহার মাতার মন উঠিল না। তাঁহারা কন্যাটিকে নানাপ্রকারে বিষম জ্বালাযন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, মেয়েটি আর সহ্য করিতে না পারিয়া পিত্রালয়ে পলাইয়া আসিল। এদিকে করুণাময়ের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। অর্থাভাবে করুণাময় এক বৃদ্ধ বিপত্নীকের হস্তে কন্যারত্নকে তুলিয়া দিয়া কোন রকমে জাতিরক্ষা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই সেই কন্যাটী বিধবা হইল এবং মনোদুঃখে জলে ডুবিয়া মরিল। এদিকে করুণাময়ের ঋণ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার এক ধনবান্ প্রতিবেশী কপট মিত্ররূপে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। এই ধনবানের দুলালচাঁদ নামে এক অকাল কুষ্মাণ্ড পুত্র ছিল। ধনবান্ স্বীয় অর্থের বিনিময়ে দুলালচাঁদের নিমিত্ত করুণাময়ের কনিষ্ঠা কন্যার পাণি প্রার্থনা করিল।' করুণাময় অনন্যোপায় হইয়া এই ঘৃণিত প্রস্তাবেই সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে আর একটী ভাল পাত্র জুটিল। সে বিনা পণেই করুণাময়ের কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইল। করুণাময় উভয় সঙ্কটে পড়িয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীও এই লোমহর্ষণ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া পতির শবদেহের উপর পতিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন।

বসন্ত উৎসব—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। দুইটী প্রেমিক ও দুইটি প্রেমিকার চরিত্র ও পরস্পর মিলন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পাত্রপাত্রীর উক্তিগুলি গীতাকারে নিবদ্ধ।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। এতদ্দেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে বহু বিবাহের দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহও উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিশেষে যে সকল পণ্ডিত বহুবিবাহের সপক্ষে মত দিয়াছিলেন ও তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সকল পণ্ডিতের যুক্তি ও প্রমাণের অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাগ্‌দত্তা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের দুই পুত্র ভক্তিনাথ ও শচীনাথ। ভক্তিনাথ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, কিন্তু শচীনাথ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করে, সুতরাং পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। ভক্তিনাথের বিবাহ হইয়াছে, শচীনাথ এখনও কুমার।

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের গ্রামবাসী হরিনারায়ণ ও শিবনারায়ণ নামক দুই অভিন্নহৃদয় সহোদর। হরিনারায়ণ তাঁহার এক মাত্র মাতৃহীন পুত্র মনীশকে সহোদর শিবনারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। শিবনারায়ণ ও তাঁহার স্ত্রী করুণাময়ী মনীশকে পুত্রাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। মনীশ ও শচীনাথের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব। শিবনারায়ণের পুত্র সত্য 'ডানপিটে ছেলে', গৌরী নাম্নী একটী বালিকা তাহার খেলার সাথী। শচীনাথ কলিকাতার যে মেসে থাকে তাহার পাশের বাটীতে একটী মেয়েকে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল। মেয়েটীর নাম কমলা। কমলার সহোদর ভ্রাতার শচীনাথের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিতে আপত্তি নাই। কিন্তু রাঢ়ী বারেন্দ্র মিলনে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আপত্তি হইতে পারে এই ভয় করিয়া শচীনাথ প্রকারান্তরে পিতার মত লইল। কিন্তু ইতোমধ্যে কমলার ভ্রাতৃবিয়োগ হওয়ায় তাহারা কাশী চলিয়া গেল। শচীনাথ আর তাহাদের সন্ধান পাইল না। মনীশেরা একবার কাশীতে বেড়াইতে যাইল এবং অনাথা কমলাকে পাইল। কমলা আশ্রয়হীনা, মনীশেরা তাহাকে দেশে লইয়া আসিল। মনীশ ও কমলা উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত। কিন্তু মনীশের সহিত কমলার বিবাহ হইল না। কমলার এক মাতুল আসিয়া উদয় হইলেন এবং প্রচুর টাকা দাবী করিলেন। শিবনারায়ণ পণদানে অস্বীকৃত হইলেন। কমলার মাতুল কমলাকে লইয়া গেল। ঘটনাক্রমে শচীনাথ কমলার সন্ধান পাইয়া তাহাকে বিবাহ করিল। শচীনাথ কমলাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত কিন্তু মনীশগতপ্রাণা কমলা শচীনাথকে ভালবাসিতে পারিল না। একদিন পাড়ার একটী বাড়ীতে আগুন লাগিল। কমলার ইঙ্গিতে শচীনাথ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করিয়া একটী রমণী ও তাহার পুত্রকে উদ্ধার করিল। কিন্তু শচীনাথ প্রাণ হারাইল। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত কমলা কাশীবাস করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরে মনীশের সহিত একদিন কমলার কাশীতে দেখা হইল। মনীশ প্রতিজ্ঞা করিল যে আর কখনও তাহার সহিত দেখা করিবে না। মনীশ চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করিয়াছিল।

গ্রন্থকর্ত্রী এই পুস্তকে বিবাহকার্য্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ যে বর্ত্তমান যুগে সমাজের পক্ষে হিতকর নহে তাহার প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বাঙ্গালার বেগম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত বেগমদিগের কীর্ত্তিকাহিনী বিজড়িত। এই গ্রন্থে লেখক লুৎফুন্নিসা,

আমিনা, আলিবর্দ্দী বেগম, মণিবেগম, ঘসিটা, জিন্নতুন্নিসা এই ছয়জন বেগমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রাগৈতিহাসিক যুগ প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্য্যবিজয়, তৃতীয় পরিচ্ছেদে মৌর্য্যাধিকার ও শকাধিকার, চতুর্থ পরিচ্ছেদে গুপ্তাধিকারকাল, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গুপ্তরাজবংশের উত্থান ও পতন, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদে পালবংশের অভ্যুদয়, গুর্জ্জর-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় পালসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও পালবংশের অধঃপতন এবং একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সেনরাজবংশ ও মুসলমানবিজয় সম্বন্ধে যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে যে সকল মূর্ত্তির চিত্র আছে তাহা হইতে গৌড়মগধের প্রাচীন ভাস্কর্য্যকলার ক্রমবিকাশের আভাস পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষরের প্রবর্ত্তন কাল আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কাল-বিভাগ, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের জীবনচরিত ও গ্রন্থসমালোচনা, ভাষার অবস্থা ও ছন্দের নিয়ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বৃন্দাবন দাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কবিগণের জীবনবৃত্তান্ত ও গ্রন্থসমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভারতচন্দ্র রায় হইতে ঈশ্বর গুপ্ত, দাশরথি রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং রচিত গ্রন্থসমূহ সমালোচিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে তিনটী কাল কল্পিত হইয়াছে—আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কাল তাহাই আদ্য, চৈতন্যদেবের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই মধ্য, এবং ভারতচন্দ্রের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইদানীন্তন কাল নামে কথিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী চরিত্র—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর বক্তৃতা কতদূর অসার, স্বদেশহিতৈষিতা কিরূপ মৌখিক ও বিড়ম্বনাময়, কল্পনাপ্রিয় বঙ্গীয় যুবকের বিবাহরহস্য, ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর গান—বাঙ্গালা সঙ্গীতপুস্তক। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে রামপ্রসাদ সেন হইতে আধুনিক সঙ্গীতরচয়িতাদিগের পর্য্যন্ত সঙ্গীতসমূহ প্রভূত পরিশ্রমে সংগৃহীত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচয়িতৃগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর বল—বাঙ্গালা উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। যে সময়ে পাঠান-সুলতান গিয়াসুদ্দীন বঙ্গবিজয় করেন, সেই সময়ে বীরভূম অঞ্চলে বীরসিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন বহু কৌশলে ও বহুকষ্টে তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। রাজগুরু ধ্রুবগোস্বামী সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইয়াও রাজ্যরক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

বাজীরাও—বাঙ্গালা ইতিহাস। সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। ইহাতে পেশওয়া বাজীরাওএর জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা যে চৌথপদ্ধতি প্রচলিত করেন, তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। মারাঠাগণ কেবল লুঠপাট করিতে দক্ষ, পরন্তু দেশহিতকর প্রজাপালন প্রথার প্রবর্ত্তনা বিষয়ে অমনোযোগী, এই ধারণা দূর করিবার জন্য গ্রন্থকার অনেক যুক্তি তর্কের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বাণিজ্য—বাঙ্গালা ব্যবসায় বিষয়ক গ্রন্থ। গিরীন্দ্রকুমার সেন এম, এ প্রণীত। ইহাতে বাণিজ্যিক নাম ও সংজ্ঞাদি, ব্যবসায়ের ব্যক্তিগণ, মালের শুল্ক ও শুল্কামজাত করণ ব্যবস্থা, দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় বিধি, জলে স্থলে মালবহন, বিমা ও র‍্যাভারেজ, দাবী স্বত্বের নিদর্শনপত্র, বাণিজ্যে বিনিময়, ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী, ব্যবসাদারী চিঠিপত্র প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ব্যবসাদারি চলিত ভাষায় বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী ও ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

বাবু—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। যাঁহারা আপনাদের ক্ষমতা না বুঝিয়া স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ করিয়া এই প্রহসন রচিত হইয়াছে।

বামন-পুরাণ—পুরাণ দেখ।

বামুনের মেয়ে—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কুলীন বামুনের ঘরে কুলের গৌরবের কুপরিণামের কদর্য্য কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। চাটুজ্যে পরম কুলীন, জমিদার ও সমাজের নেতা। জগদ্ধাত্রী তাঁহার জাতি ভাগিনেয়ী। জগদ্ধাত্রীর পিতা কন্যাকে প্রিয় মুখুজ্যে নামক একজন কুলীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া জামাতাকে স্বগৃহে স্থাপন করেন। কালক্রমে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী পরলোকগত হয়েন। প্রিয় মুখুজ্যে উদাসীন প্রকৃতির লোক, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অভিজ্ঞ হইলেও রোগীমহলে বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। চিকিৎসাব্যবসায় দ্বারা তিনি অর্থোপার্জ্জন করেন না, উপরন্তু দুঃস্থ রোগীদিগকে ঔষধের সহিত পথ্যের মূল্যও দেন। সন্ধ্যা তাঁহার বিদুষী কন্যা। কুলীন কন্যা সুতরাং বয়স্থা হইলেও তাহার বিবাহ হয় নাই। জগদ্ধাত্রী স্বামীর পাগলামিভাবের জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্না, কিন্তু তাঁহার একমাত্র সন্তান সন্ধ্যার পিতার প্রতি অচলা ভক্তি। সন্ধ্যাও বাড়ী বসিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসা করে এবং তাহার হাতযশও বেশ আছে। প্রতিবেশিপুত্র অরুণ চক্রবর্ত্তী সন্ধ্যার বাল্যসহচর। অরুণ বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া স্বদেশে আসিয়াছে এবং মহাকুলীনগণের রোষে পতিত হইয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে। প্রিয় মুখুজ্যে তাহাকে প্রশ্রয় দেন বলিয়া সে প্রায়ই তাঁহার বাটীতে আইসে। অরুণ ও সন্ধ্যা পরস্পর পরস্পরকে গোপনে ভালবাসিত এই বিষয় লইয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ফলে অরুণ সন্ধ্যাদের বাটী আসা বন্ধ করে। চাটুজ্যের স্ত্রী কঠিন রোগে পড়িলে চাটুজ্যে মহাশয় বালবিধবা শ্যালী জ্ঞানদাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য আনয়ন করেন। চাটুয্যে মহাশয়ের স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে জ্ঞানদাকে তাঁহার নাবালকপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্যই সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং স্বীয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া জ্ঞানদাকে গর্ভবতী করেন ও ভ্রূণহত্যা দ্বারা কুলগৌরব অব্যাহত রাখিবার প্রয়াস পান, কিন্তু জ্ঞানদার একান্ত জিদে তাহা আর হইয়া উঠিল না। এদিকে একটী প্রৌঢ় কুলীন পাত্রের সহিত সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হইল। চাটুজ্যে মহাশয় সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়া শূন্য সংসার পূর্ণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন কিন্তু

সন্ধ্যার পিতামাতার অসম্মতিতে যখন সন্ধ্যালাভ ভাগ্যে ঘটিল না তখন তিনি সন্ধ্যার পিতামহীর কুৎসা রটাইয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার বিবাহের প্রাক্কালে কয়েকটী লোক হঠাৎ বিবাহ বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানাইল যে সন্ধ্যার পিতামহীকে যে বৃদ্ধ মহাকুলীন বিবাহ করিয়াছিলেন তিনি অর্থলোভে হীরু নাপিত নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার নাম করিয়া স্বীয় স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। সন্ধ্যার পিতামহী কখনও স্বামিরূপ দেখে নাই সুতরাং হীরুকে স্বামিজ্ঞানে গ্রহণ করে। এই মিলনের ফলে প্রিয় মুখুজ্যের জন্ম হয়। পরে এই ঘৃণ্য বিষয় প্রকাশ পাইলে তিনি কাশীবাসিনী হন। জগদ্ধাত্রীর মাতা কাশী হইতে প্রিয় মুখুজ্যেকে জামাতৃরূপে গ্রহণ করেন। বিবাহ আসরে এই কদর্য্য উক্তি উত্থাপিত হইলে সন্ধ্যার পিতামহী নীরব রহিলেন দেখিয়া বরপক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহবাটী ত্যাগ করিল। প্রিয় মুখুজ্যে ক্ষোভে ও দুঃখে কন্যাসহ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জ্ঞানদা ভ্রূণহত্যার ভয়ে চাটুজ্যে মহাশয়ের গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন পর্য্যন্ত প্রিয় মুখুজ্যের সহিত গমন করিল। চাটুজ্যে মহাশয়ও আর একটী কুলীন কন্যাকে বিবাহ করিয়া শূন্য সংসার পূর্ণ করিলেন।

বায়ুপুরাণ—পুরাণ দেখ।

বারাণসী—নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত। হিন্দুর পরমতীর্থ কাশীর বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত—বাঙ্গালা প্রবন্ধ-গ্রন্থ। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, বাল্মীকির অভ্যুদয়কাল প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ভূবৃত্তান্তে রামায়ণ-বর্ণিত দেশসমূহের আধুনিক নাম ও অবস্থান নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণবর্গে কর্ম্মকাণ্ড এবং আচার ব্যবহারাদি আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় ক্ষত্রিয়বর্গে রাজ্যের অবস্থা, রাজধর্ম্ম এবং সামরিক ব্যাপারাদি বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ নিকৃষ্টবর্গে জাতিবিচার ও জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

বাল্মীকির জয়—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত। সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধি সময়ে এক অমাবস্যার রজনীতে ছায়াপথ বিদার্ণ করিয়া বসুগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা তথায় দাঁড়াইয়া গান করিলেন, "সকলেই ভাই, ভাই।" পরে তাঁহারা শূন্যপথে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহাদের এই গান শুনিলেন তিনজন—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও দস্যু বাল্মীকি। গান শুনিয়া বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, আমি কি বাহুবলের সাহায্যে সকলকে ভাই ভাই করিতে পারিব না? বশিষ্ঠ ভাবিলেন, আমি বিদ্যাবলে সকলকে এক করিব। আর দস্যু বাল্মীকি দস্যুতা পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাতে বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের সাক্ষাৎ হইল। বশিষ্ঠ তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া কামধেনুর প্রসাদে তাঁহার রাজোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। কামধেনুর প্রভাব দেখিয়া বিশ্বামিত্র তাহাকে কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলেন। এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্যধন ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। শেষে ব্রাহ্মণত্ব না পাইয়া নিজে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তপোবল নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি শূন্য হইতে কৌশাম্বীনগরে যজ্ঞস্থানে পড়িয়া গেলেন। এদিকে বাল্মীকী তখন দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া পরদুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যজ্ঞস্থলে দুই পক্ষে ঘোরতর বিবাদ বাধিয়াছে। বাল্মীকি তন্নিবারণের জন্য করুণস্বরে গান করিতেছেন। সে গান শুনিয়া চরাচর মুগ্ধ হইল, বিবাদ মিটিয়া গেল। বাল্মীকির জয় হইল। পরে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণয়ন করিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র স্বর্গে গেলেন, বাল্মীকি গেলেন না, তিনি জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপনার্থ প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। তখন বিরাটমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বাল্মীকির জয় ঘোষণা করিলেন।

চট্টগ্রামের ব্যবহারাজীব R. R. Sen, "The Triumph of Valmiki" নাম দিয়া ১৯০৯ খৃঃ এই গ্রন্থখানির একটি ইংরাজী অনুবাদ রচনা করেন।

বাল্মীকি-প্রতিভা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে বাল্মীকি দস্যুরাজরূপে কল্পিত। দস্যুগণ কালীর নিকট বলি দিবার জন্য একটী বালিকাকে আনয়ন করিলে তাহার ক্রন্দন শুনিয়া বাল্মীকির দয়ার উদ্রেক হয়, এবং তাহাকে ছাড়িয়া দেন। ক্রমে এই দয়া হইতে প্রেমের উদ্ভব, পরে তাহা হইতে কবিতার উৎপত্তি। দস্যুবাল্মীকির এইরূপ ক্রমপরিবর্ত্তন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বাসবদত্তা—বাঙ্গালা উপাখ্যান গ্রন্থ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত। ইহা প্রাচীন কবি সুবন্ধু কৃত সংস্কৃত গদ্যকাব্য বাসবদত্তার মূল উপাখ্যান অবলম্বনে বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে রচিত। মহেন্দ্রনগরে চিন্তামণি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্দর্পকেতু একদা স্বপ্নে অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না এক কামিনীকে সন্দর্শন করিয়া উন্মাদের ন্যায় প্রিয়বন্ধু মকরন্দের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হন। পরে বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া এক জম্বুবৃক্ষের তলে রাত্রিযাপন করিতে থাকেন। ঐ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট শুকশারিকার কথোপকথন শ্রবণে কন্দর্পকেতু জানিতে পারেন যে, তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট কামিনী কুসুমপুরের রাজা শৃঙ্গারশেখরের কন্যা এবং তাঁহার নাম বাসবদত্তা। বাসবদত্তার স্বয়ংবর সভা অনুষ্ঠিত হইলে তিনি কাহারও গলে বরমাল্য অর্পণ না করিয়া প্রত্যাগমন করেন, এবং স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে সন্দর্শন করিয়া একান্ত অধীরা হন। তখন বাসবদত্তা কন্দর্পকেতুর অন্বেষণের নিমিত্ত তমালিকা নাম্নী শারিকা দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন। কন্দর্পকেতু শারিকার নিকট হইতে ঐ পত্রগ্রহণপূর্ব্বক তাহার সহিত কুসুমপুরে গমন করেন, এবং তথায় গোপনে বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে উভয়ে সেই রজনীতেই পলায়নপূর্ব্বক বিন্ধ্যাটবীতে আগমন করেন। তথায় আসিয়া রাজপুত্র নিদ্রাগত হন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি বাসবদত্তাকে দেখিতে না পাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন, এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের পর গঙ্গাসাগরসঙ্গমে দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। এমন সময় আকাশবাণী শ্রবণে আশান্বিত হইয়া কন্দর্পকেতু বিন্ধ্যাটবীতে প্রত্যাগমন করেন, এবং বাসবদত্তাকে প্রস্তরমূর্ত্তিরূপে দেখিতে পান। তাঁহার করস্পর্শে বাসবদত্তা পুনরুজ্জীবিতা হইলে তিনি তাঁহার নিকট অবগত হন যে, বাসবদত্তাকে লইয়া দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মুনির আশ্রম ধ্বংস হয়। ইহাতে মুনি কোপাবিষ্ট হইয়া শাপপ্রদানে বাসবদত্তাকে প্রস্তরময়ী করেন, এবং প্রিয়করস্পর্শে তাহার শাপবিমোচন হইবে, ইহাও বলিয়া দেন। অনন্তর রাজপুত্র বাসবদত্তাকে লইয়া মকরন্দের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (১ম ও ২য় খণ্ড)—অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। কিরূপ নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করিয়া জগদীশ্বর এই জগৎ পালন করিতেছেন এবং কোন্ নিয়মানুযায়ী চলিলে মানব

উপকার ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কিরূপ অপকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। জর্জ্জ্ কুম্ব্ সাহেব প্রণীত 'কন্স্টিটিউশন অফ্ ম্যান' নামক গ্রন্থাবলম্বনে ইহা লিখিত।

বিক্রমোর্ব্বশী—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। একদা উর্ব্বশী কুবেরভবন হইতে প্রত্যাগমন কালে কেশী দৈত্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মহারাজ পুরুরবা সেই দৈত্যকে বধ করিয়া উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। পরে উর্ব্বশী দেবসভায় নাট্যাভিনয় কালে অসাবধানতাবশতঃ পুরুরবার নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে নাট্যাচার্য্য ভরতের শাপে সে স্বর্গ হইতে বিতাড়িতা হইয়া পুরুরবার নিকট আগমন করে, এবং তাঁহার মহিষী হইয়া কালযাপন করিতে থাকে। *হরেস্ হেম্যান উইলসন্ সাহেব কৃত ইহার একটী ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্ট হয়।

বিজয়বসন্ত—বাঙ্গালা পারিবারিক নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। জয়পুরের রাজা জয়সেন বৃদ্ধ বয়সে দুর্জ্জয়ময়ী নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রথমা স্ত্রীর পুত্র বিজয় ও বসন্তকে উপেক্ষা করিতে থাকেন। এদিকে দুর্জ্জয়ময়ী বিজয়ের রূপে মুগ্ধা হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন, কিন্তু বিজয় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি ক্রোধে 'বিজয় তাঁহাকে প্রণয় সম্ভাষণ করিয়াছে' রাজার নিকট এই কথা বলিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ পুত্রদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। বিজয়-বসন্তের অস্ত্রশিক্ষক বলবন্ত তাঁহাদের হত্যার ভার লইয়া গোপনে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। বিজয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দুর্জ্জয়ময়ী উন্মাদিনীর ন্যায় হইলেন, এবং আক্ষেপসহকারে আপনার হৃদয়ের পাপবাসনা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিলেন। অতঃপর রাজা বহু অনুসন্ধানের পর বিজয়-বসন্তকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

বিদগ্ধমাধব—সংস্কৃত নাটক। রূপ গোস্বামী কৃত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন বিলাস, মদনলেখ, শ্রীরাধিকার সহিত সম্মিলন, রাধিকা কর্ত্তৃক বেণুহরণ, রাধিকাপ্রসাধন, শরদ্বিহার প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনস্থ কেশীতীর্থে নানা দিগ্দেশাগত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশ হেতু এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনং—বসন্ত কুমার কবিরাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে কৌতুককর ও প্রহেলিকাপূর্ণ কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা—সংস্কৃত নাটিকা। কবি রাজশেখর প্রণীত। ত্রিলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধর মল্লের গুপ্ত প্রেমলীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা চিত্রশালায় মৃগাঙ্কাবলীর চিত্র ও একটী দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। পরে মৃগাঙ্কাবলীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়।

বিদ্যাপতি পদাবলী—বিদ্যাপতি রচিত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষার সম্মিলনে পদ্যে লিখিত। উপক্রমণিকায় বিদ্যাপতির জীবনচরিত ও মৈথিলী বর্ণমালা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। টীকায় মূলস্থ দুর্ব্বোধ শব্দের অর্থ ও ভাববিবৃত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার প্রণীত। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত ও তৎকৃত কার্য্যাদি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্র প্রধানতঃ এই জীবনচরিতখানি অবলম্বন করিয়া ইংরাজী ভাষায় একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

আর দুইখানি বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত আছে। একখানি শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও আর একখানি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

বিদ্যাসুন্দর—বাঙ্গালা কাব্য। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত। ইহা আদিরস-প্রধান কাব্য। বর্দ্ধমানাধিপতি বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যিনি তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি বিবাহ করিবেন। অনেক রাজপুত্র তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হইলেন। কাঞ্চী নগরের রাজকুমার সুন্দর বিদ্যালাভার্থ বর্দ্ধমানে আসিয়া এক মালিনীর বাটীতে আশ্রয় লইলেন। ঐ মালিনী রাজকন্যাকে ফুল যোগাইত। সুন্দর একদা একটী বিচিত্র মালা গাঁথিয়া মালিনীর হাত দিয়া তাহা বিদ্যার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যা ঐ মালা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং সুন্দরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। সুন্দর কালীমন্ত্রের প্রভাবে এক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া সেই পথে নিত্য বিদ্যার নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন এবং মালা-বিনিময়ে তাঁহাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে বিদ্যার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং সুন্দরও বিদ্যার কক্ষে ধরা পড়েন। রাজাজ্ঞায় সুন্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেলে তিনি কালীদেবীর স্তুতি করিতে থাকেন। কালী আসিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। রাজা সুন্দরের অদ্ভুত প্রভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। এই কাব্যখানি কবিকৃত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের অন্তর্গত। বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক গ্রন্থ বররুচি প্রথমে রচনা করেন। তিনি উজ্জয়িনীই ঘটনাস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নিমতানিবাসী কায়স্থ কৃষ্ণরাম যে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তাহাতে বর্দ্ধমান নগরের উল্লেখ ছিল না; রামপ্রসাদের গ্রন্থে ছিল। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের গ্রন্থ অবলম্বনে স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণরামের মালিনীর নাম বিমলা। রামপ্রসাদ বিধু ব্রাহ্মণী নামে একটী চরিত্রের সৃষ্টি করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমক্ষে গায়ক নীলমণি, কণ্ঠাভরণ কর্ত্তৃক প্রথম গীত হয়।

মহারাজ বাহাদুর স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে ১৮৬৬ খৃঃ ৬ই জানুয়ারি উহার প্রথম অভিনয় প্রদর্শন করেন।

বিদ্রোহ—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য সময়ে মিবারের আদিরাজ গুহের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র নাগাদিত্যের সময়ে যে ভীষণ ভীলবিদ্রোহ ঘটে, তাহারই আদিকারণ অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে।

বিধবাবিবাহ—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। কীর্ত্তিরাম ঘোষ নামক জনৈক গৃহস্থের বিধবা কন্যা সুলোচনার সহিত প্রতিবেশী রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথ গুপ্তপ্রণয়ে আবদ্ধ হয়। পরে এই কথা প্রকাশ পাইলে সুলোচনা লজ্জায় ও অনুতাপে বিষভক্ষণে আত্মহত্যা করে। একাদশীর দিন বলিয়া মৃত্যুকালে কেহ তাহাকে একবিন্দু জলপান করিতে দেয় নাই। এইখানি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ—প্রসন্নকুমার শর্ম্মা প্রণীত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-

বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহার প্রতিবাদ এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

বিন্দুর বিয়ে—সামাজিক উপন্যাস। নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কন্যাদায়ের কঠো ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্য ইহাতে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অ দোষগুণের কথাও আলোচিত হইয়াছে।

বিপত্নীক—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্র ঘোষ প্রণীত। শরৎ প্রবোধ দুই ব প্রবোধ লীলা নাম্নী এক সুন্দরীর প গ্রহণ করিলেন। শরৎ চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া অবিবাহিত থাকি এইরূপ স্থির করিলেন। কোন ক শরৎ ও লীলা কিছুদিন একত্র থা বাধ্য হইলেন। সেই সময়ে লীলা শর ভালবাসিয়া ফেলিলেন। শরৎ বুঝিয়া তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক প্রভা নাম্নী এক কুমারীর পাণি করিলেন। অতঃপর তিনি ওকা করিতে যাইতেছেন বলিয়া পশ্চিমে গেলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রবোধের প্রাণসঙ্কট পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। প্রবোধের মৃত্যু হওয়ায় শরৎ ওকালতি ছাড়িয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভার মৃত্যু হওয়ায় সুযোগ পাইয়া লীলা একদিন শরৎকে বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে লীলা হতাশ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শরৎ যাবজ্জীবন 'বিপত্নীক' থাকিয়া সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

বিবাহ বিভ্রাট—বাঙ্গালা সামাজিক নাট্যলীলা অমৃতলাল বসু প্রণীত। গোপীনা সরকার কলিকাতানিবাসী গৃহস্থ। ইঁহা ভদ্রাসন বাড়ী বন্ধক পড়িয়াছে এবং চা দিকেই ইঁহার দেনা। পাওনাদারগ তাগাদা করিলেই ইনি পুত্রের বিবাহে ফুলশয্যার পরদিনই সমস্ত দেনা পরিশো করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বা দিতেন। পুত্র নন্দলাল কলেজে সেকে ইয়ার ক্লাসে পড়িতেছেন। মন্মথনাথ মি নামক জনৈক গৃহস্থ পাশ-করা পা লাভের আশায় চার হাজার টাকা নগ দিতে স্বীকৃত হইয়া নন্দলালের সহিত কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবা করিতে গিয়া, ছাঁদনাতলায় নন্দলাল আরও কিছু টাকা আদায় করিলেন। মিষ্টার সিং নামক বিলাতফেরত ও বিলাসিনী কারফরমা নাম্নী উচ্চশি মহিলার পরামর্শে বিলাত যাইবার প্রায়ে নন্দলাল শ্বশুরপ্রদত্ত সমস্ত লইয়া বাসরঘর হইতে প্রস্থান করি সন্ধান পাইয়া পিতা ও শ্বশুর রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া দেখি নন্দলাল সাহেবী পোষাক পরিয়া মিষ্টা সিংহ ও মিসেস্ কারফরমার সঙ্গে ট্রেণে নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। গৃ ফিরিবার জন্য কাতরভাবে অনুরুদ্ধ হইলে ইনি পিতা ও শ্বশুরের কথায় কর্ণপাত করিয়া সমস্ত টাকা লইয়া বিলাত যা করিলেন। বাসি বিবাহ না হওয় 'বিবাহ বিভ্রাট' ঘটিল।

বিবেক চূড়ামণি (সানুবাদ)—শঙ্করাচা প্রণীত। ইহাতে মায়াময় সংসারের অ রতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের মহিমা সুখ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিয়ে পাগলা বুড়ো—বাঙ্গালা প্রহসন। দী বন্ধু মিত্র প্রণীত। রাজীব মুখোপাধ্য নামে জনৈক অতিবৃদ্ধ বিপত্নীক ব্রাহ্ম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য লাল য়িত ছিলেন। পল্লীর উমেদার জনৈ ব্রাহ্মণ ঘটক সাজিয়া বৃদ্ধের বিবাহের সম্ব আনিলে, বৃদ্ধ বর বেশে গ্রামের একটি উদ্যানে বিবাহ করিতে যান। সেখা বালকগণ কেহ কন্যার অভিভাবক ও কে কেহ স্ত্রীবেশে কন্যার আত্মীয়া সাজি বিবাহ কার্য্যে সাহায্য করেন। রতা নাপি কন্যা সাজিয়া বাসরে বৃদ্ধের সহিত রসাল করে। প্রাতে বধূ লইয়া বৃদ্ধ বাড়ী আসিয়া স্বীয় কন্যাগণকে বধূর মুখ দেখা বার উদ্দেশ্যে তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখে যে, সে গ্রামের বৃদ্ধা ভুমনী পেঁচোর মা।

বঙ্কিম বাবু বলেন—"বিয়ে পাগলা বুড়ো জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।"

বিলাপ—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ ও তদীয় গুণবর্ণনোপলক্ষে এই নাটক রচিত।

বিল্বমঙ্গল—বাঙ্গালা ভক্তিমূলক নাটক। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বিল্বমঙ্গল নামক জনৈক ধনী যুবক চিন্তামণি নাম্নী এক বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি কেহ কাহাকেও না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। নদী পারে চিন্তামণির বাড়ী ছিল। একদা বিল্বমঙ্গলের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। শ্রাদ্ধ রাত্রে নদীপার নিষেধ বলিয়া বিল্বমঙ্গল সেদিন চিন্তামণির নিকট যাইতে পারিলেন না। কিন্তু রজনীর বৃদ্ধির সহিত তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চিন্তামণির নিকট চলিলেন। নদীতে নৌকা নাই। কিরূপে পার হইবেন ভাবিতে ভাবিতে বিল্বমঙ্গল নদীতে ঝাঁপ দিলেন। একটা পচা মড়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাই ধরিয়া নদী পার হইয়া চিন্তামণির বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বাটীর দ্বার রুদ্ধ। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বিল্বমঙ্গল প্রাচীরগাত্রলম্বিত এক সর্পকে রজ্জু ভাবিয়া তদবলম্বনে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বাড়ীর ভিতর পড়িলেন—পড়িয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। কিরূপে তিনি আসিয়াছেন ইহা অনুসন্ধান করিয়া চিন্তামণি সকলই জানিতে পারিল। তখন সে তিরস্কার করিয়া বলিল,—"এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত, তোমায় আর অধিক কি বল্‌ব।" চিন্তামণির কথায় বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিলেন। পরে সোমগিরির নিকট দীক্ষিত হইলেন। পরে একদা নদীতটে অহল্যা নাম্নী এক বণিক্-পত্নীকে দেখিয়া আবার মুগ্ধ হন, এবং ঐ বণিকের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে এক রাত্রির জন্য প্রার্থনা করেন। অতিথিবৎসল বণিক্ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া পত্নীকে বিল্বমঙ্গলের নিকটে পাঠাইয়া দেন। তখন বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে আবার তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়। তিনি চক্ষুকেই পরমশত্রু জ্ঞান করিয়া কাঁটা দিয়া তাহা বিদ্ধ করিয়া ফেলেন, এবং মাতৃসম্বোধন করিয়া অহল্যাকে বিদায় দেন। অতঃপর তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকেন।* শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালক বেশে তাঁহার সঙ্গে ফেরেন, এবং তাঁহাকে দুগ্ধাদি সেবন করান। পরে বণিক্-পত্নীর সহি বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করিলে রাখাল বালক আসিয়া বিল্বমঙ্গলকে সঙ্গে লই যাইবার জন্য তাহাদিগকে অনুরো করেন। এদিকে বিল্বমঙ্গল চলিয়া গে চিন্তামণিও চঞ্চলচিত্তা হন। এই সময় এ পাগলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এ তাহার গভীর জ্ঞানপূর্ণ উন্মাদবাক্য শ্র তাঁহারও হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হই থাকে। বাড়ীর ভাড়াটিয়া থাক এক সাধকের পরামর্শে তাহাকে বিষদানে হ করিয়া তাঁহার অর্থাদি হস্তগত করি

চিন্তামণি ইহা অবগত হন। তখন চিন্তামণি পাগলিনী ও ভিক্ষুকের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করেন। থাক ও সাধক তাঁহার অর্থাদি অপহরণে উদ্যত হইয়া পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়, এবং বিষভোজনে উভয়ে প্রাণত্যাগ করে। এদিকে চিন্তামণি বৃন্দাবন গিয়া বিল্বমঙ্গলের সহিত মিলিত হন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তখন বিল্বমঙ্গলের অন্ধত্ব অপনীত হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে গুরু বলিয়া অভিবাদন করেন। পরে উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। পাগলিনী এবং ভিক্ষুকও সৎসঙ্গের ফলে কৃষ্ণদর্শনে সমর্থ হয়।

বিশ্বকোষ—বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এই অভিধান প্রণয়ন আরম্ভ করিয়া দুইটি খণ্ডমাত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে শব্দের অর্থ, নানাদেশীয় লোকের জীবনচরিত, নানা স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু ইহার একটি হিন্দী সংস্করণও বাহির করিতেছেন।

বিশ্বনাথ—বাঙ্গালা সত্যমূলক আখ্যান। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। বিশ্বনাথ একজন বিখ্যাত ডাকাতের সর্দ্দার ছিল। এক সময়ে তাহার নামে সমগ্র বাঙ্গালা কম্পিত হইত। বিশ্বনাথ খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ বাবুর নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ছিল। নিজের অকুতোভয়তা এবং সহৃদয়তাবলে বিশ্বনাথ দস্যু-ব্যবসায়কেও লোকমনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজরাজত্বের প্রারম্ভে এদেশে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকত্ব বিরাজ করিত, বিশ্বনাথই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিশ্বনাথ দিবাভাগে সূর্য্যালোকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকাইতি করিত। কৃষ্ণনগর হইতে দশ মাইল দূরে আশা নগরে বাগ্দীর ঘরে বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নলদহ, কৃষ্ণসর্দ্দার, মেঘা প্রভৃতি বিশ্বনাথের অনুচরগণ এক এক জন দিক্‌পালবিশেষ ছিল। তাহার দলে ৫০০ শত লোক ছিল। একবার শারদীয়া পূজার সময়ে অর্থের অভাব হইলে বিশ্বনাথ কালনার গদী হইতে দশ হাজার টাকা অসীম সাহসের সহিত লুঠ করিয়া আনিল। আর একবার নদীয়ার নীলকর ফেডি সাহেবের কুঠী লুণ্ঠন করিয়াছিল—ডাকাইতির দিন রাত্রিতে ফেডি-পত্নী কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়া জলে ডুবিয়া থাকিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ফেডিকে ডাকাইতেরা ধরিয়া লইয়া যাইল, এবং সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে হত্যা করিবার মত প্রকাশ করিল। এইরূপ ভাবে নিরস্ত্রকে হত্যা না করিয়া বিশ্বনাথ সাহেবকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইল যে, তিনি মুক্তির পর কোন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবেন না। পরন্তু, মুক্ত হইয়া ফেডি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সকল কথা বলিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব সিপাহীর সাহায্যে অনেক কষ্টে বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছিলেন।

বিষবৃক্ষ—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত নৌকাযোগে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। ঝড়বৃষ্টির জন্য তিনি পথে এক স্থানে নামিতে বাধ্য হন, এবং আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে করিতে এক জীর্ণ বাটীতে উপস্থিত হইয়া এক বৃদ্ধকে মৃত্যুশয্যায় শয়ান দেখিতে পান। বৃদ্ধের পার্শ্বে তাঁহার কন্যা কুন্দনন্দিনী বসিয়া ছিল। বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে নগেন্দ্র কুন্দকে কলিকাতায় আনিয়া ভগ্নী কমলমণির নিকট রাখিয়া দেন। অতঃপর পত্নী সূর্য্যমুখীর অনুরোধে তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যান। সূর্য্যমুখীর ভ্রাতৃসম্পর্কীয় তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে তারাচরণের মৃত্যু হইলে কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহে স্থান পাইল। নগেন্দ্র কুন্দের রূপলাবণ্য দর্শনে তৎপ্রতি আসক্ত হইলেন, কুন্দও নগেন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী হইল। সূর্য্যমুখী ইহা বুঝিয়া ব্যথিত হইলেন। দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্র কুন্দকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে সে হরিদাসী বৈষ্ণবীবেশে ভিক্ষাচ্ছলে আসিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীতে কুন্দকে দুই একবার দেখিয়া এবং গোপনে তাহার সহিত দুই একটা বাজে কথা কহিয়া গেল। হীরাদাসী অনুসন্ধান করিয়া সূর্য্যমুখীকে জানাইল যে, দেবেন্দ্রই হরিদাসী বৈষ্ণবী। এদিকে সূর্য্যমুখী পত্র দ্বারা কমলমণিকে নগেন্দ্রের মনোভাব বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। কমলমণি আসিয়া কুন্দকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। কুন্দ প্রথমে যাইতে চাহিল না, শেষে যখন শুনিল যে, তাহার জন্য এই গৃহের সুখশান্তি নষ্ট হইতেছে, তখন সে যাইতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু নগেন্দ্রকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিবে না। অনেক ভাবিয়া শেষে সে একদিন গোপনে খিড়কী পুকুরে ডুবিয়া মরিতে গেল। কিন্তু সেই সময়ে নগেন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া সে ডুবিয়া মরিতে পারিল না। তারপর হরিদাসী বৈষ্ণবীর ব্যাপার শুনিয়া সূর্য্যমুখী কুন্দকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। কুন্দ গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইল। কুন্দের অদর্শনে নগেন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং সূর্য্যমুখীই কুন্দকে তাড়াইয়াছে শুনিয়া পত্নীর উপর রোষভাব প্রকাশ করিয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় কুন্দ আবার আপনিই আসিয়া দেখা দিল। তখন সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিধবা কুন্দের সহিত স্বামীর বিবাহ দেওয়াইলেন। বিবাহের পর সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন। নগেন্দ্রনাথ এবার অনুতপ্ত হইলেন, এবং চারিদিকে সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইলেন। শেষে স্বয়ং সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। স্নেহময়ী কমলমণিও কুন্দের প্রতি আর ফিরিয়া চাহেন না। কুন্দের কাঁদিয়া দিন কাটিতে লাগিল এদিকে দেবেন্দ্রের কুহকে পড়িয়া পাপিষ্ঠা হীরা আপনার ধর্ম্ম হারাইল। দেবেন্দ্র তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া শেষে পদাঘাতে তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পীড়িত হন। এক ব্রহ্মচারী চিকিৎসা করাইয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন, এবং নগেন্দ্রনাথকে তাঁহার সংবাদ প্রেরণ করেন। নগেন্দ্র কাশীতে থাকিয়া বিলম্বে এই সংবাদ পান। তিনি মধুপুরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, গৃহদাহে সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে। নগেন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং বিষয় সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দান করিয়া সন্ন্যাসী হইবার সঙ্কল্প করেন। দানপত্র লিখিবার মানসে তিনি গোবিন্দপুরে আসেন, এবং রাত্রিতে সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে অবস্থান করেন। প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে সূর্য্যমুখী তাঁহাকে দর্শন দেন। গৃহদাহে গৃহস্বামিনীই মরিয়াছিল, সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকেই মৃতা জ্ঞান করিয়াছিল। তার পর ব্রহ্মচারীর সহিত তিনি গোবিন্দপুরে আসিয়া নগেন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শুনিলেন, এবং গোপনে একাকিনী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। দেখা দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নগেন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায় অগত্যা দেখা দিতে হয়। নগেন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ না করায় কুন্দ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পায়। সেই সময়ে পাপিষ্ঠা হীরা

তাহার নিকট বিষের মোড়ক রাখিয়া চলিয়া যায়। কুন্দনন্দিনী সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্ত বিষ ভক্ষণ করে। প্রাতঃকালে সকলের সহিত দেখা করিয়া সূর্য্যমুখী যখন কুন্দকে দেখিতে আসিলেন, তখন কুন্দের অন্তিমকাল। শেষে নগেন্দ্রের পায়ে মাথা রাখিয়া কুন্দ ইহলোক ত্যাগ করিল। হীরা পাগল হইয়া বেড়াইতে লাগিল। আর মদ্যপ দেবেন্দ্র বহু কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল।

১৮৮৪ খৃঃ মিসেস্ নাইট্ Poison-tree নাম দিয়া ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

বিষাদ—নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। অযোধ্যার রাজা অলর্কের মাতা অতিশয় কৃষ্ণপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে চারি পুত্র মাতার উপদেশে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন। কনিষ্ঠ অলর্ক রাজা হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয় কনিষ্ঠকেও সাধনমার্গে আনয়ন জন্ত চেষ্টিত হন। তখন জ্যেষ্ঠ মাধব ছদ্মবেশে অলর্কের নিকট অবস্থিতি করেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলেন। কাশ্মীররাজ জিৎসিংহের ভগ্নী সরস্বতী রাজার স্ত্রী। রাজা তাঁহার মুখ দেখেন না। এদিকে মাধবের চক্রান্তে কনোজের রাজা, অযোধ্যা অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। জিৎসিংও ভগ্নীর দুঃখবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অযোধ্যা আক্রমণ করিলেন। রাজা কিন্তু উজ্জ্বলা নাম্নী এক বেশ্যাকে লইয়া উন্মত্ত। পতিপ্রাণা সরস্বতী তখন বালকবেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিলেন, এবং বিষাদ নামে আত্মপরিচয় দিয়া উজ্জ্বলার গৃহে দাসত্ব স্বীকারপূর্ব্বক স্বামী সন্দর্শনে ও পতিসেবায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরে মাধবের ষড়্যন্ত্রে রাজা উজ্জ্বলাকে স্বীয় সিংহাসন প্রদান করিলেন। সে রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে বাসনা করিলণ রাজা বন্দী হইলেন। বিষাদ বহু কৌশলে রাজাকে মুক্ত করিলেন। জিৎসিং নগর অধিকার করিয়া উজ্জ্বলাকে বন্দী করিলেন। পরে রাজার ও সরস্বতীর অনুসন্ধানের জন্ত চারিদিকে চর প্রেরিত হইল। বিষাদ রাজাকে লইয়া বনমধ্যস্থ এক পর্ণকুটীরে স্থাপিত করিলেন। রাজা তাঁহার নিকট উজ্জ্বলার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিষাদের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইলেন। তিনি চিরদুঃখিনী সরস্বতীকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে জিৎসিংএর দুইজন চর তথায় উপস্থিত হইল এবং রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইল। বিষাদ দ্বারসম্মুখে গিয়া বাধা দিলেন। তখন জনৈক চর তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল। এমন সময় জিৎসিংহ ও মন্ত্রী তথায় উপস্থিত হইলেন। বিষাদ বা সরস্বতী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন মাধব তাঁহার নিকট আসিয়া স্বীয় গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন, এবং উদ্দেশ্য সাধনার্থ এরূপ কুটিল পন্থার অনুসরণ জন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরে উজ্জ্বলার গুপ্ত আঘাতে মাধবের মৃত্যু হইল। উজ্জ্বলাও নদীতে ঝাঁপ দিল।

বিষাদচরিত্র কতকটা Beaumont and Fletcher কৃত Philaster নামক নাটকের Bellario চরিত্রের অনুরূপ।

বিষ্ণুপুরাণ—পুরাণ দেখ।

বিষ্ণুসংহিতা—সংহিতা দেখ।

বিসর্জ্জন—নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। গ্রন্থকার রাজর্ষি উপন্যাসে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ইহাতেও সেই সকল পাত্র পাত্রী লইয়া সংক্ষেপে সেই সকল ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন।

বীরপূজা—উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিষধের রাজা বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ভবানীপ্রসাদ সিংহাসনের অধিকারী হন; কিন্তু তিনি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় তাঁহার পিতৃব্য অনন্তরাম রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ক্রমে অনন্তরামের হৃদয়ে রাজ্যলোভ জন্মিল; তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ভবানী তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। অনন্তরাম নানা উপায়ে ভবানীর প্রাণনাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু ভবানীপ্রসাদ বিশ্বস্ত ভৃত্য জনার্দ্দনের সহায়তায় সকল বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং আজমীররাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাজার অধীনে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হন। ভবানী তথায় প্রসাদ নামে পরিচিত হন। ক্রমে প্রসাদের বাহুবলে আজমীররাজ শত্রুকুল দমন করিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। শেষে অনন্তরাম আজমীর আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। ভবানী গোপনে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলে অনন্তরাম এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপে ভবানীর দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া পলায়ন করেন এবং পরিশেষে অনুতাপের তাড়নায় আজমীররাজের সভায় উপস্থিত হইয়া প্রসাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক আত্মহত্যা করেন। রাজকুমারী উর্ম্মিবালা প্রথম হইতেই ভবানীপ্রসাদের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, ভবানীও তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ের পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে ভবানীপ্রসাদ স্বীয় পৈত্রিক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বীরবাহু—কাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কনোজের যুবরাজ বীরবাহু একদা পত্নীসহ উদ্যানবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক যোগিনী আসিয়া সংবাদ দিল যে, পাঠানেরা রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শুনিয়া বীরবাহু তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং পিতার অনুমতি লইয়া পাঠানদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে বীরবাহু আহত হইলে পাঠানেরা রাজপুরী লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার পত্নী হেমলতাকে ধরিয়া লইয়া গেল। বীরবাহু চৈতন্য পাইয়া যবন ধ্বংসে প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং শ্বশুর কলিঙ্গরাজের সৈন্য লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক পাঠান ধ্বংস করিতে যাত্রা করিলেন। পথে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় পোত জলমগ্ন হইল, কিন্তু দৈবকৃপায় বীরবাহু রক্ষা পাইলেন। তখন তিনি একাকী দিল্লীশ্বরের নিকট যাইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রার্থনা করিলেন, এবং যুদ্ধে পাঠানরাজকে নিহত করিয়া হেমলতার উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য—কাব্যগ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ইহা পত্রচ্ছলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কেকয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী, নীলধ্বজের প্রতি জনা, এই একাদশখানি পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি Ovid's Heroic Epistles পুস্তকের অনুকরণে রচিত।

বীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্য—হেমচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত বীরাঙ্গনা কাব্যে যে সকল নায়িকা নায়কগণকে অনুযোগ বা প্রেমসম্ভাষণ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, ইহাতে নায়কগণ সেই সকল নায়িকাকে যথাযোগ্য উত্তর দান করিয়াছেন।

বুড়ো-সালিকের ঘাড়ে রোঁ—প্রহসন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ভক্ত প্রসাদ নামক জনৈক ভণ্ড বৈষ্ণব জমিদার হানিফ গাজী

নামক প্রজার স্ত্রী ফতেমার রূপের কথা শুনিয়া গদাধর খানসামার পিসি পুঁটীর সহকারিতায় পঞ্চাশ টাকা দিয়া তাহাকে অন্ধকার রাত্রিতে একটি ভগ্ন শিবের মন্দিরের নিকটে আনয়ন করেন। ইতঃপূর্ব্বে হানিফ গাজীকে ইনি অপমানসূচক কথা বলিয়াছিলেন, এবং এক বাচস্পতির ব্রহ্মোত্তর জমী বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ফতেমা স্বামীকে ভক্তপ্রসাদের অবৈধ প্রস্তাবের কথা বলিয়াছিল এবং তাহারই পরামর্শে পুঁটির সঙ্গে নির্দ্ধারিত স্থানে আসিয়াছিল। হানিফ ও বাচস্পতি পরামর্শ করিয়া মন্দিরমধ্যে লুকাইয়াছিল। যথাসময়ে হানিফ মুখ আবৃত করিয়া বাহিরে আসিয়া ভক্তপ্রসাদকে বিলক্ষণ "উত্তম মধ্যম" দিয়া অপসৃত হইল। পরে বাচস্পতি আসিয়া উপস্থিত হইলে এই গর্হিত আচরণ যাহাতে প্রকাশ না হয়, সেই অভিপ্রায়ে ভক্তপ্রসাদ তাঁহার ব্রহ্মোত্তর জমি ছাড়িয়া দিতে এবং তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চাশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। হানিফও সেখানে আসিলে ভক্তপ্রসাদ তাহাকে দুই শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিল।

বুদ্ধদেব—নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে ও বুদ্ধদেব অবতার রূপে কল্পিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব চরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত। ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম, বিবাহ, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস, দুঃখনিবারণের উপায় চিন্তা, সাধনা, সিদ্ধিলাভ, ধর্ম্মপ্রচার, দেহত্যাগ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার আচার-ব্যবহার, কতকগুলি নীতি-পূর্ণ গল্প, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি কথিত হইয়াছে।

বৃত্রসংহার—কাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহাবীর বৃত্র মহাদেবের বরলাভ করিয়া এবং ত্রিশূল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। ইন্দ্র সুমেরুপর্ব্বতে গিয়া নিয়তিদেবের আরাধনা করিতে থাকেন, শচীদেবী নৈমিষারণ্যে চপলাসহ অবস্থান করেন এবং দেবগণ পাতালে লুকাইয়া থাকেন। অতঃপর দানবরাজের পত্নী ঐন্দ্রিলা শচীদেবীর রূপগুণ শ্রবণে তাঁহাকে স্বীয় দাসীত্বে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায়ে স্বামীকে অনুরোধ করিলে দৈত্যরাজ পুত্র রুদ্রাপীড়কে শচীর হরণার্থ প্রেরণ করেন। রুদ্রাপীড় ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া শচীকে হরণ করিয়া আনে। এদিকে ইন্দ্র বহুদিন পরে মহাদেবের নিকট গমন করেন। মহাদেব তাঁহাকে দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্র-নির্ম্মাণপূর্ব্বক বৃত্রকে সংহার করিতে উপদেশ দেন। ইন্দ্র দধীচির নিকট গমন করিলে দধীচি পরার্থে আত্মজীবন দান করেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা বজ্রাস্ত্র প্রস্তুত করেন। এদিকে শচী দৈত্যভবনে বন্দিনীরূপে অবস্থান করেন। রুদ্রাপীড়ের পত্নী ইন্দুবালা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট অবস্থিতি ও সান্ত্বনা দান করিতে থাকেন। ঐন্দ্রিলা তদ্দর্শনে পুত্রবধূকে শাস্তি দিতে ও শচীকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি ও জয়ন্ত আসিয়া শচী ও ইন্দুবালাকে সুমেরু পর্ব্বতে লইয়া যান। রমণীর উপর অত্যাচার করায় মহাদেব বৃত্রের উপর ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর ইন্দ্রসহ মিলিত হইয়া দেবগণ বৃত্রকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রুদ্রাপীড় নিহত হন। বৃত্রও আপনার উপর শিবের কোপ বুঝিতে পারেন। শেষে যুদ্ধে বজ্রাস্ত্রের প্রহারে বৃত্র নিহত হন, এবং দেবগণ পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য লাভ করেন।

বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ—পুরাণ দেখ।

বেণীসংহার—সংস্কৃত নাটক। ভট্টনারায়ণ প্রণীত। দ্যূতে পরাজিত পাণ্ডবগণের সমক্ষে কুরুরাজ-সভামধ্যে দুঃশাসন রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিলে, দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করেন, এই অবমাননার প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বেণীবন্ধন করিবেন না। ভীম দুঃশাসনের রক্তে দ্রৌপদীর বেণী রচনা করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করেন। অতঃপর বনপ্রত্যাগত পাণ্ডুপুত্রগণ পঞ্চগ্রাম মাত্র প্রার্থনা করিয়াও যখন সন্ধি করিতে পারিলেন না, তখন দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদি সহ সভ্রাতৃক দুর্য্যোধন নিহত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন দুঃশাসনের রক্তে পাঞ্চালীর কেশ বন্ধন করিয়া দিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। মহাভারতীয় এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতীয় বর্ণনা হইতে ইহার বর্ণনাপ্রণালী স্বতন্ত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ইহার এক নাটকীয় অনুবাদ আছে। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ কৃত মূল নাটকখানির একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

বেণু ও বীণা—কবিতাগ্রন্থ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। এই সংগ্রহে অনেকগুলি সুন্দর কবিতা আছে।

বেতাল পঞ্চবিংশতি—কথাগ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। উজ্জয়িনীরাজ শঙ্কুর মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করিলে একদা এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজাকে একদিন রজনীতে তাঁহার সাধনা-স্থলে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য স্বীকৃত হইয়া যথাকালে সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপনীত হন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক শ্মশানে শিরীষ বৃক্ষে লম্বমান শব আনয়ন করিতে অনুজ্ঞা করেন। রাজা নিঃশঙ্কচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই শব লইয়া প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাগমন কালে ঐ শবদেহে আবিষ্ট বেতাল রাজাকে পঞ্চবিংশতি উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া পঞ্চবিংশতিটী প্রশ্ন করেন। রাজা তাহার যথাযথ উত্তর দিলে বেতাল সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, ঐ সন্ন্যাসী রাজাকে হত্যা করিয়া সিদ্ধিলাভের মানস করিয়াছে। এক্ষণে কৌশলে উঁহাকে হত্যা করিতে পারিলে রাজা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। বেতালের উপদেশানুসারে বিক্রমাদিত্য ঐ সন্ন্যাসীকে খড়্গাঘাতে নিহত করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। হিন্দী বৈতাল পচিশী নামক গ্রন্থ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। শিবদাস ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত "বেতাল পঞ্চবিংশকা" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।

বেতালে বহু রহস্য—চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের কোন কোন উপাখ্যান অবলম্বনে আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের কতকগুলি রীতিনীতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

বেদপ্রকাশিকা—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। উমেশ-চন্দ্র বটব্যাল প্রণীত। ইহা বটব্যাল মহাশয়ের বেদসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ।

বেদান্তদর্শন—দর্শন দেখ।

বেদৌরা—বাঙ্গালা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আরব্য উপন্যাসের একটা উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক লিখিত। খালেদান রাজ্যের রাজপুত্র কমরলজমান বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় পিতৃ-আজ্ঞায় কারারুদ্ধ হন। তথায় এক পরী ও দৈত্যের চেষ্টায় নিদ্রিতাবস্থায় চীনরাজকুমারী বেদৌরা তাঁহার শয্যায় আনীতা হন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজকুমার মুগ্ধ হন। রাজকুমারীও তাঁহাকে দেখিয়া তৎপ্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়েন। উভয়ের অজ্ঞাতসারে পরস্পর অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়। পরে বেদৌরা পরী কর্ত্তৃক

স্বস্থানে নীতা হন। প্রভাতে উভয়ে উভয়ের অদর্শনে ব্যাকুল ও উন্মাদপ্রায় হন। বেদৌরার ধাত্রীপুত্র মার্জ্জমানের চেষ্টায় উভয়ের মিলন হয়। বিবাহান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কালে কমরলজমান পত্নীর কৌশলে বেদৌরা হইতে বিচ্ছিন্ন হন। অতঃপর পুনরায় মার্জ্জমান উভয়ের মিলন ঘটাইয়া দেন।

বৈকুণ্ঠের উইল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বৈকুণ্ঠ মজুমদার দোকানদারী করিয়া অবস্থার উন্নতি করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্র গোকুলকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বৈকুণ্ঠ পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী ভবানীর একটী পুত্র, নাম বিনোদ। গোকুল একান্ত সরল ও নির্ব্বোধ, বিনোদ চতুর ও বুদ্ধিমান্। ভবানী স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় গোকুলকে স্নেহ করেন, গোকুলেরও মাতৃভক্তি অপরিসীম। গোকুলের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আসক্তি নাই দেখিয়া বৈকুণ্ঠ তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া দোকানের কায শিখাইতে লাগিলেন। কালক্রমে গোকুল ব্যবসায়ে দক্ষ হইল, দোকানেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইল। বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ শেষ দশায় অবগত হইলেন যে বিনোদ অসৎসংসর্গে মিশিয়া কুপথে গিয়াছে। তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইলেন, বিনোদকে সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও সে বাটী আসিল না। বৈকুণ্ঠ স্ত্রী ভবানীর সম্মতি অনুসারে যাবতীয় সম্পত্তি গোকুলের নামে উইল করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর পর গোকুলের স্ত্রীর প্ররোচনায় গোকুলের শ্বশুর নিমাই রায় গোকুলের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া সপুত্র জামাতার সংসারে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। সুখের সংসারে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইল। কুচক্রীর পরামর্শে গোকুল আপাততঃ রুক্ষভাব ধারণ করিলেও ভবানীর প্রতি তাহার ভক্তি ও বিনোদের প্রতি অকপট ভ্রাতৃস্নেহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় বহিতে লাগিল। বহুপ্রকারে বিব্রত হইতে থাকিলেও ভবানীর গোকুলের প্রতি স্নেহ কিছুমাত্র খর্ব্ব হইল না। অবশেষে সাংসারিক অশান্তি এরূপ ভীষণ হইয়া উঠিল যে বিনোদ অগত্যা এম-এ পড়া ত্যাগ করিয়া চাকরী লইল এবং মাতা ভবানীকে বাটী হইতে লইয়া গেল। মাতা চলিয়া গেলে গোকুলের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। পরিশেষে গোকুলের মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ জয়লাভ করিল, শ্বশুর জামাতার গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং বিনোদ ও ভবানী বাটী ফিরিয়া আসিলেন। বিনোদ অসৎসংসর্গ ত্যাগ করিল। উইল থাকা সত্ত্বেও গোকুল বিনোদকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিল না।

বৈশেষিক দর্শন—দর্শন দেখ।

বোধেন্দুবিকাশ—বাঙ্গালা নাটক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ইহা সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ হইলেও মূল গ্রন্থাপেক্ষা ইহাতে অনেক স্থলে বর্ণনা-বৈচিত্র্য আছে।

বোম্বাই চিত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে সাধু তুকারামের কাহিনী, সিন্ধু দেশের বিবরণ, দেশের সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ, পরিচ্ছদ প্রভৃতি, পারসীগণের বিবরণ, বোম্বায়ের রায়তগণের অবস্থা ও ভূমির বন্দোবস্ত, পঞ্চায়েৎ ও আদালত, সিন্ধুর পূর্ব্বকাহিনী, মুসলমানাধিকার, ইংরাজের অধিকার, বিজাপুরের বিবরণ, তালিকোটের যুদ্ধ, মহারাষ্ট্র প্রভাব, বোম্বাই সহরের বিবরণ, ইতিহাস, চাঁদ বিবি, শিবাজী প্রভৃতির বৃত্তান্ত, মারহাট্টা যুদ্ধ, অহল্যাবাই, পিণ্ডারি যুদ্ধ, ইংরাজের বোম্বাই অধিকার, বোম্বায়ের জনসংখ্যা, ধর্ম্মসম্প্রদায়, পারসীগণের আচার ব্যবহারাদির বিবরণ, বাণিজ্য, মন্দির ও উৎসবাদির বিবরণ, সিংহলের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৌঠাকুরাণীর হাট—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য যৎকালে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায় মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া রায়গড়ের রাজা ছিলেন। ইহাতে প্রতাপ পিতৃব্যের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হন। প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভা বসন্তরায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন, বসন্তরায়ও তাঁহাদিগকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। উদয়াদিত্য সাতিশয় ধীরপ্রকৃতি, এজন্য প্রতাপ তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিভার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু প্রতাপ জামাতার সহিতও কঠোর ব্যবহার করিতেন। একদা জামাতা রামচন্দ্র রাজবাটীতে আসিয়া তাঁহার অনুচর রমাই ভাঁড় দ্বারা শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর অপমান করাইলে প্রতাপ তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন, কিন্তু উদয়াদিত্যের কৌশলে তিনি মুক্ত হইয়া পলায়ন করেন। অনন্তর প্রতাপ পুত্রকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। কিন্তু উদয়াদিত্য কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইয়া বসন্তরায়ের নিকট চলিয়া যান। তথায় প্রতাপ সৈন্য প্রেরণ করিয়া বসন্তরায়কে হত্যাপূর্ব্বক উদয়াদিত্যকে বন্দী করেন। পরে উদয়াদিত্য পিতার নিকট রাজ্যত্যাগের শপথ করিয়া কাশী চলিয়া যান। বিভা পিতার অনুমতি লইয়া স্বামিগৃহে গেলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর বিভা কাশী গিয়া উদয়াদিত্যের নিকট রহিলেন। চন্দ্রদ্বীপের যে বাজারের নিকট বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, সেই বাজার সেই সময় হইতে "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে অভিহিত হইল।

ব্রজবিলাস—"কস্যচিৎ উপযুক্তস্য ভাইপোস্য" প্রণীত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যৎকালে এদেশে বিধবাবিবাহের প্রচলনে উদ্যত হন, তৎকালে নবদ্বীপনিবাসী ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া যশোহর হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়। উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদকল্পে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ইহাতে কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকা বংশীধ্বনি, জলধর, ময়ূরী, পৃথিবী, সারিকা, কুসুম, মলয়মারুত প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বিলাপ করিতেছেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রতমালা—রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে বাঙ্গালাদেশের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত স্ত্রীলোকদিগের অনুষ্ঠেয় কতকগুলি ব্রত ও তাহাদের 'কথা' প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—বাঙ্গালা দর্শনগ্রন্থ। সীতানাথ দত্ত প্রণীত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলীভূত তত্ত্বসমূহের মৌলিকতা ও অনতিক্রমণীয়তা, অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বরের আধারত্ব ও একত্ব, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, সত্যধর্ম্মে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়বিধ ভাবের আবশ্যকতা, অনুভববাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও নিত্যত্ব প্রভৃতি, জগতের আপাতমঙ্গলকর ঘটনাবলী প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ—পুরাণ দেখ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—পুরাণ দেখ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—পুরাণ দেখ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে ব্রাহ্ম

ধর্ম্মসম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং লক্ষণ, ঈশ্বর সত্তা ও আনন্দ স্বরূপ, ঈশ্বরানুরাগ, ব্রহ্মানন্দ, পরলোক, স্বর্গ ও নরক, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে উপনিষদের কতকগুলি সূত্রের ব্যাখ্যা সহ ঈশ্বর ও ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ভ

ভক্তমাল গ্রন্থ—বৈষ্ণব চরিত গ্রন্থ। লালদাস বাবাজি প্রণীত। বলাইচাঁদ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে বহু ভক্তচরিত্রের সহিত ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দুইটী বিভাগ আছে, চরিত্র বিভাগ এবং তাত্ত্বিক বিভাগ। চরিত্র বিভাগে ভক্তগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাত্ত্বিক বিভাগে ভক্তি ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ভক্তির লক্ষণ, সৎসঙ্গ, ভক্তের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব ধর্ম্মে জাতিভেদবুদ্ধির নিষেধ, বৈষ্ণবের শালগ্রাম পূজাধিকার, সম্প্রদায় প্রকরণ, চারি সম্প্রদায়ের প্রণালী, হরিভক্ত নীচজাতিরও শ্রেষ্ঠত্ব, বৈষ্ণবের নিকট দেবীর মন্ত্রগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার ও মীমাংসা, নামকীর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়সমূহ, তাত্ত্বিক বিভাগের বর্ণনীয় বিষয়। গৌরাঙ্গদেবের বিবরণ, হনুমান, বিভীষণ, অম্বরীষ, বিদুর, সুদামা ব্রাহ্মণ, দ্রৌপদী, রুক্মাঙ্গদ রাজা, ময়ূরধ্বজ, রন্তিদেব, পরীক্ষিৎ, শুকদেব গোস্বামী; বলি, অক্রুর, বোপদেব, নিম্বাদিত্য, রামাচার্য্য, বিল্বমঙ্গল, কবীর, প্রভৃতি বহু ভক্তের কাহিনী চরিত্র বিভাগে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ হইতে ভক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোকসকল প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোন কোন মতে "ভক্তমাল" রচয়িতার নাম কৃষ্ণদাস বাবাজী। এই গ্রন্থখানি নাভাজীকৃত হিন্দী "ভক্তমাল"ও প্রিয়দাস কৃত তাহার টীকা অবলম্বনে রচিত হয়।

ভক্তিযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত। ভক্তি কি, ভক্তির অধিকারী কে, কাম ক্রোধাদি রিপুদমনের উপায়, প্রবৃত্তি দমন, ভক্তি পথের সহায়, চৈতন্যদেব-কথিত পঞ্চাঙ্গ সাধন, ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ, প্রেম প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। বাহ্যতঃ ভেদ থাকিলেও মূলতঃ সকল ধর্ম্মই এক, এবং সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর, আর ভক্তিই এই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ভক্তির জয়—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহাতে ভক্তপ্রবর যবন হরিদাসের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থ। রূপগোস্বামী বিরচিত। ইহা পূর্ব্ব বিভাগ, পশ্চিম বিভাগ, দক্ষিণ বিভাগ ও উত্তর বিভাগ, এই চারি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব বিভাগে ভক্তি, সাধন, প্রেম, ভাব প্রভৃতি বিষয়, পশ্চিম বিভাগে শাস্ত দাস্যাদি ভাব, দক্ষিণ বিভাগে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব, এবং উত্তরবিভাগে গৌণ ও মুখ্যরস বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস এবং রসাভাসাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিবিলাস—সংস্কৃত ধর্ম্মকার্য্য-ব্যবস্থাপক গ্রন্থ। শ্রীমৎ গোপাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহার নামান্তর হরিভক্তিবিলাস। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রকারনির্ণয় প্রভৃতি বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

ভক্তিসাধন—বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। ইহা মার্কিণ সাধু থিওডোর পার্কারের উপদেশের অনুবাদ। থিওডোর পার্কারের যে সকল মত ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী ও আলোচ্য, তাহাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, প্রার্থনার নিয়ম কি, সত্য ও জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকর—নরহরিদাস প্রণীত। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে; গোপাল ভট্ট, নরোত্তম, লোকনাথ, শ্যামানন্দ ও সন্তোষ দত্তের বিবরণ; সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর বংশাবলী ও চরিত্র; শ্রীনিবাসের জন্ম ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস, শ্রীনিবাসের মাতাপিতার বিবরণ; জগাই মাধাই উদ্ধার, শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্র-দর্শন ও গৌড়মণ্ডল ভ্রমণ; শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ভ্রমণ ও আচার্য্য উপাধি লাভ; নরোত্তমের দীক্ষা ও ঠাকুর উপাধি লাভ; মথুরা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও বৃন্দাবনের লীলাস্থলসমূহ দর্শন; গোস্বামী, যোগপীঠ, কালীয়হ্রদ এবং তিন প্রভুর লীলা বর্ণন; রাসস্থলী দর্শন প্রসঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের সবিস্তর বর্ণন, অষ্টকালীয় লীলা ও বারমাসিক লীলা, গোস্বামিগণের গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন; বীরহাম্বীর রাজার কথা; গৌরীদাস ও হৃদয় চৈতন্যের কথা; যাজিগ্রাম, কাটোয়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ; রামচন্দ্রের কবিরাজ উপাধি লাভ; শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের কীর্ত্তন ও ভক্তসম্মিলন; জাহ্নবী, ঈশ্বরী ও বড় গঙ্গাদাসের বিবরণ; নিত্যানন্দের বিবাহ; মুরারিগুপ্তের কথা; অদ্বৈতপ্রভুর জন্মস্থানের কথা; জীবগোস্বামী লিখিত সংস্কৃত পত্রাবলী, মুর্শিদাবাদে বহুলা, বুধরী বোয়াকুলীর রাধাবিনোদসেবা, ভ্রূগোপাল দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কথা; রামচন্দ্র কবিরাজের বিবরণ; হরিরাম, রামকৃষ্ণাচার্য্য ও মোহনরায়ের কথা; বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর উপাখ্যান।

ভগবদ্গীতা—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। ইহা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অর্জ্জুন কৌরব পক্ষে আত্মীয়গণকে উপস্থিত দেখিয়া এবং যুদ্ধে তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে বুঝিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা নামে কথিত। Schlegel গীতাকে "the most philosophical poem of the world" বলিয়াছিলেন। স্যার এড্উইন আর্ণল্ড the Song Celestial নাম দিয়া ইংরাজী পদ্যে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

ভগ্নহৃদয়—গীতিকাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে নিরাশ প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর ভগ্নহৃদয়ের উচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে।

ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ভবভূতির সময়ে দেশে ধর্ম্মের অবস্থা, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি কিরূপ ছিল, সে সময়ে তান্ত্রিক মত কিরূপ প্রবল ছিল, ভবভূতির পরিচয় ও তাঁহার জন্মস্থান এবং সময় নিরূপণ, তৎকালে ভবভূতির কাব্যের কিরূপ আদর হইয়াছিল, বাল্মীকি ও ব্যাসের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব নিরূপণ, কবির কাব্যে বর্ণিত স্থানসমূহের ও ঘটনাপুঞ্জের আলোচনা, কালিদাসের সহিত ভবভূতির তুলনা, অন্যান্য কাব্যের সহিত ভবভূতির প্রণীত কাব্যের তুলনা, ভবভূতির রচনাকৌশল প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণ—পুরাণ দেখ।

ভাগবতপুরাণ—পুরাণ দেখ।

ভাগ্যচক্র—ঐতিহাসিক নাটক। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। বাঙ্গালার খ্যাতনামা সীতারাম রায়ের বিষয় লইয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিক সীতারামের প্রকৃত রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভানুমতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের জমিদার অনাথনাথ নিজ জমিদারী সমুদ্রতটস্থ স্বর্ণদ্বীপে সপরিবারে গিয়াছিলেন। দৈববশে সেই দিন রাত্রিতে প্রবল ঝড় ও জলপ্লাবন হয়। তাহাতে অনাথনাথের পত্নী ও পুত্র ভাসিয়া যায়, তিনি নিজে বহুকষ্টে রক্ষা পান। এক বেদে দম্পতির পালিতকন্যা ভানুমতী তাঁহার পুত্রকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিল, কিন্তু ভাসমান অবস্থায় পুত্র যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর অনাথনাথ ও ভানুমতী বিপন্ন প্রজাগণের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া নিজ জমিদারীতে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং ভানুমতীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করেন। অতঃপর জানিতে পারেন যে, ভানুমতী তাঁহারই ঔরসজাতা কন্যা। পূর্ব্বে জলমগ্ন অবস্থায় এক সিদ্ধ বৈরাগী তাহাকে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালন করেন। এক্ষণে অতুল ধনের অধীশ্বরী হইয়াও ভানুমতী আর সংসারে থাকিলেন না, সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। অনাথনাথও ভানুমতীর উপদেশানুসারে প্রভূত সম্পত্তি, দেবালয়, অতিথিশালা, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি সৎকার্য্যের নিমিত্ত দান করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

ভারত উদ্ধার—বাঙ্গালা ব্যঙ্গ কাব্য। রামদাস শর্ম্মা বিরচিত। এই রামদাস শর্ম্মা আর কেহই নহেন, সুপরিচিত রহস্য-লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যৎকালে কি উপায়ে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভারতের উদ্ধারসাধন করা যায়, ভারতের কতকগুলি চঞ্চলপ্রকৃতি যুবকের মস্তিষ্ক এই চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল, এবং তজ্জন্য নানা স্থানে সভা সমিতি সংস্থাপন করিয়া বক্তৃতাস্রোতে চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিতেছিল, তৎকালে ঐ সকল অস্থিরমতি যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া রামদাস শর্ম্মা এই ক্ষুদ্র ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন।

ভারত কুসুম—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। লেখিকার পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে লিখিত 'কবিতাহার' নামক পুস্তকের পর ইহা লিখিত হয়। ইহাতে 'দীনবন্ধু অস্তাচলে' প্রভৃতি কয়েকটি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা আছে।

ভারতমঙ্গল—কাব্য। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। জ্ঞান ও ভাব নামক ধর্ম্মের পুত্রদ্বয় এবং ইচ্ছা নাম্নী কন্যা একদা মর্ত্ত্য পরিভ্রমণে বহির্গত হন। তাহাতে অধর্ম্মাসুর চিন্তিত হইয়া ভণ্ডাসুর দ্বারা কৌশলে তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। পরে দেবগণ বহু চেষ্টার পর তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের পর দেবগণ উৎসবের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হন। এই উপাসনার ফলে ভারতে দামোদরের তীরে এক শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই শিশু রামমোহন রায়। ইনি পরে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতের মঙ্গল সাধন করেন, ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভারতরহস্য—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। রামদাস সেন প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন ভারতে সোমযাগ কিরূপে নিষ্পন্ন হইত, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্রসমূহের বিবরণ, প্রাচীন কালে ভারতেও যে কামানবন্দুক প্রভৃতির প্রচলন ছিল, প্রমাণ প্রয়োগসহ তাহা প্রদর্শন এবং কামানবারুদ প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালী, ধনুর্ব্বিদ্যা, অসিবিদ্যা, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, যুদ্ধবিষয়ক বিবিধ বিবরণ, যুদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। এই পুস্তক দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাতে ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি উপাসকসম্প্রদায় ও ঐ সকল সম্প্রদায়মধ্যে যে সকল অবান্তর ভেদ আছে, তৎসমুদায়ের নির্দ্দেশ ও ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে।

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির মধ্যে কিরূপে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচলন ও প্রাদুর্ভাব হয় এবং কি প্রকারেই বা বৈদিক ধর্ম্মের পর পৌরাণিক ও তান্ত্রিকাদি ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, বহু প্রমাণপ্রয়োগপুরঃসর অতি বিস্তৃতভাবে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন, বৌদ্ধধর্ম্ম, পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রধান প্রধান মতবাদসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। উইলসন্ সাহেব কয়েকখানি পারসীক, সংস্কৃত ও হিন্দী পুস্তক অবলম্বনে ইংরেজীতে "রিলিজস্ সেক্টস্ অব হিন্দুস" নামক যে প্রবন্ধ এসিয়াটিক্ রিসার্চ নামক পুস্তকাবলীতে প্রকাশ করেন, প্রধানতঃ সেই প্রবন্ধাবলম্বনে ইহার প্রথম ভাগ রচিত।

ভারতললনা—ঐতিহাসিক নিবন্ধগ্রন্থ। রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে জ্ঞানশালিনী, বিদুষী, বীর্য্যবতী ও বুদ্ধিমতী ভারতীয়া কতকগুলি রমণীর পুণ্যকাহিনী আলোচিত হইয়াছে। ভদ্রা, ঋষিদাসী, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী, মীরাবাই, দুর্গাবতী, ধাত্রী পান্না, রাণী ভবানী, অহল্যাবাই প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতীয় নাট্যরহস্য—রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে সংস্কৃত সঙ্গীত ও অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী নাট্যপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে কিরূপে নাট্যাভিনয় হইত, নাটকের লক্ষণ কি, রঙ্গমঞ্চের নির্ম্মাণপ্রণালী, অভিনয়প্রণালী, কতিপয় সংস্কৃত নাটকের ও তৎসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ, ইউরোপীয় ট্যাবলু ভিভাণ্ট নামক সজীব প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

ভারতীয় বিদুষী—ঐতিহাসিক নিবন্ধ গ্রন্থ। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে লেখক প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন ভারতের শেষযুগ পর্য্যন্ত বিদুষীগণের একটী সুশৃঙ্খল বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতের ভ্রমণবৃত্তান্ত—বাঙ্গালা ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকার দার্জিলিং হইতে রাজপুতানা ও হিমালয় হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভারতের দ্রষ্টব্য দেশগুলির বিশদ বর্ণনা, নানাবিধ কিংবদন্তী ও গল্প আছে।

ভাষাতত্ত্ব (১ম খণ্ড)—শ্রীনাথ সেন প্রণীত। ইহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত লিখিত ভাষা এবং প্রাকৃত কথিত ভাষা। সংস্কৃত ভাষাই যে কথিত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় পরিণত হইয়াছে, তাহাই ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাষাপরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কৃত সংস্কৃত ন্যায়দর্শনবিষয়ক ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত। ভাষাপরিচ্ছেদের সহিত উহার টীকা সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীরও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, আত্মা প্রভৃতির নিরূপণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভূপ্রদক্ষিণ—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। চন্দ্রশেখর সেন প্রণীত। ইহাতে নানা দেশের বিবরণ

লিখিত হইয়াছে। এ দেশের সহিত তুলনা করিয়া ইয়ুরোপ, তুর্কি, মরক্কো, জাপান, চীন, আমেরিকা ও রুশিয়া রাজ্যের বৃত্তান্তসমূহ আলোচিত হইয়াছে।

ভ্রান্তি—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে রাজসাহীতে উদয়নারায়ণ নামে এবং রাজমহলে শালিগ্রাম রায় নামে দুইজন জমিদার ছিলেন। একদা শালিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন বন্ধু পুরঞ্জন সহ রাজসাহীতে শিকার করিতে গমন করেন। তথায় নিরঞ্জন উদয়নারায়ণের পালিতা বন্ধুকন্যা ললিতাকে সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হন, এবং পুরঞ্জনও উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। এক দিবস নিরঞ্জন যখন উদ্যানে ললিতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে কে মাধুরীকে আহ্বান করায় "আমাকে ডাকিতেছে" বলিয়া ললিতা চলিয়া যান। ইহাতে নিরঞ্জন তাঁহাকে উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরী বলিয়াই স্থির করেন। অতঃপর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাধুরীকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে উদয়নারায়ণ তাহাতে সম্মত হন। কিন্তু শালিগ্রামের কুলপ্রথা রক্ষার জন্য তাঁহাকে কন্যা লইয়া রাজমহলে যাইতে হয়। নিরঞ্জন মাধুরীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া মর্ম্মাহতা ললিতা গৃহত্যাগ করেন। মাধুরীও পুরঞ্জনকে ভালবাসিয়াছিল, সুতরাং এ বিবাহে তাহার সম্মতি ছিল না। এদিকে বিবাহের পূর্ব্বে নিরঞ্জন যখন শুনিতে পাইলেন যে, বন্ধু পুরঞ্জনও মাধুরীকে ভালবাসেন, তখন তিনি পুরঞ্জনের সহিত মাধুরীর বিবাহ দেওয়াইতে পিতাকে অনুরোধ করিলেন এবং পিতা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। এদিকে বিবাহের সময় তাঁহাকে না পাওয়ায় উদয়নারায়ণ অস্থির হইলেন। শেষে পুরঞ্জনের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইল। উদয়নারায়ণ শালিগ্রামকে শাস্তি দিবার ভয় দেখাইলে শালিগ্রাম সত্য কথা বলিলেন। কিন্তু উদয়নারায়ণ তাহা বিশ্বাস না করায় শালিগ্রাম ক্রোধভরে বলিলেন, বেশ্যাকন্যার সহিত তিনি স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিবেন না। ক্রুদ্ধ উদয়নারায়ণ নবাবের দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর সহিত চক্রান্ত করিয়া সপুত্র শালিগ্রামকে কারারুদ্ধ করিলেন। রঙ্গলাল ও গঙ্গা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে। এই রঙ্গলাল নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধু। গঙ্গা একজন নর্ত্তকী। সে রঙ্গলালকে যথার্থ ভালবাসিয়া তাঁহার আজ্ঞাবাহিনী হইয়াছিল। এদিকে বন্ধুবিচ্ছেদে কাতর হইয়া পুরঞ্জন মাধুরীকে ত্যাগ করিয়া বন্ধুর অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ শালিগ্রাম মাধুরীকে সরফরাজ খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন। গঙ্গা তাহাকে রক্ষা করে। অতঃপর উদয়নারায়ণ বিদ্রোহী হন, এবং তাঁহার হস্তে শালিগ্রাম নিহত হন। শেষে যুদ্ধে উদয়নারায়ণের পরাভব হয়। রঙ্গলাল ও গঙ্গার চেষ্টায় ললিতার সহিত নিরঞ্জনের এবং মাধুরীর সহিত পুরঞ্জনের মিলন হয়। উদয়নারায়ণ বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

ভ্রান্তিবিনোদ—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। এতদ্দেশীয় কতকগুলি রুচি এবং রীতিনীতির ভ্রান্তিপ্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে কয়েকটী প্রবন্ধে অনেক সামাজিক ও ব্যবহারিক দোষে উল্লেখ ও তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে

ভ্রান্তিবিলাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সোমদত্ত নামক জনৈক বণিকের দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উভয় পুত্রের আকৃতিতে কিছুমাত্র ভেদ ছিল না। প্রতিবাসিনী এক দুঃখিনী রমণীও ঐ সময়ে দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করিয়া মরিয়া যায় সোমদত্ত তাহাদের প্রতিপালন করেন নিজ পুত্রদ্বয়ের নাম চিরঞ্জীব ও পালিত দুইটীর নাম কিঙ্কর রাখা হয়। পরে এক সময় জলপথে গমনকালে জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ায় এক পুত্র, একটী কিঙ্কর এবং স্ত্রী সোমদত্তের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সোমদত্ত এক পুত্র ও এক কিঙ্করবালককে লইয়া দেশে আসেন। কিছুদিন পরে ঐ পুত্র মাতা ও ভ্রাতার অন্বেষণের নিমিত্ত কিঙ্করকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়। এদিকে ঐ অনুদ্দিষ্ট পুত্র ঘটনাক্রমে জয়স্থলে আনীত হইয়াছিল, এবং এক শ্রেষ্ঠীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হওয়ায় সে অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াছিল। একদা দৈবযোগে মাতা ও ভ্রাতার অন্বেষণকারী চিরঞ্জীব ঐ নগরে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহাকে সকলেই ঐ নগরবাসী চিরঞ্জীব বলিয়া জ্ঞান ও তদ্রূপ ব্যবহার করে। এমন কি শ্রেষ্ঠিকন্যা পর্য্যন্ত তাহাকে স্বীয় স্বামিবোধে তদ্রূপ আচরণ করিতে থাকে। ইহাতে একদিনেই নগরে বিষম গোলযোগ বাধিয়া উঠে। ঘটনাক্রমে ঐ দিন উহাদের পিতাও ঐ নগরে উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে রাজার সমক্ষে বিচার আরম্ভ হইলে সকলের ভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং সোমদত্ত পুনর্ব্বার স্বীয় পত্নীপুত্রের সহিত মিলিত হন। ইহা ইংরাজকবি সেক্সপীয়ার রচিত Comedy of Errors নামক গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত।

মড়েল ভগিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। বিকৃত শিক্ষা দ্বারা মানবের কিরূপ অধঃপতন সাধিত হয়, এবং সমাজে কিরূপ অনর্থ ঘটে, পাপের ফল কিরূপ বিষময়, পুণ্যের পরিণাম কিরূপ সুখকর, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইংরাজীশিক্ষায় শিক্ষিতা এবং ইংরাজী হাবভাবের অনুকরণপ্রিয়া কমলিনীর সহিত এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু কমলিনী তাহাতে সন্তুষ্টা না হইয়া আপনার শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পবিত্র প্রণয়ে মত্ত হইলেন। এই প্রণয়ের কি ভীষণ পরিণাম হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশেষে কমলিনীর অনুতাপ আসিল। মৃত্যুকালে তিনি স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর কমলিনীর মৃত্যু হয় এবং ব্রাহ্মণ বনগমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন।

মণিমালা—রত্নবিষয়ক গ্রন্থ। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহার মূলভাগ সংস্কৃত অভিধান, বৈদ্যক, পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত এবং হিন্দি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত। ইহা ব্যতীত ইংরাজী, ফরাসী, পারসী, আরবী গ্রন্থ হইতে প্রধান নবরত্ন ও উপরত্ন সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মণিমালা বহু পরিশ্রমের ও অনুসন্ধানের ফল। ইউরোপে ইহার এত আদর যে, অধুনা যাঁহারা রত্নবিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই মণিমালা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধার এবং গ্রন্থকারের অভিমত প্রামাণিকভাবে গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

মণির বর—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে রমানাথ নামক এক যুবকের ভালবাসা ও মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। রমানাথ মণিকে ভালবাসিলেও এবং কোন বাধা না থাকিলেও তাহাকে স্বয়ং বিবাহ না করিয়া সুপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইয়া শেষে যখন স্বয়ং বিবাহের জন্য উদ্যত হইল, তখন অসম্ভাবিতরূপে বাধা পাইল। অবশেষে অপরের হস্তে মণিকে সম্প্রদান করিয়া

আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া হিন্দুসমাজের সামাজিক একটী চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

মথুরামাহাত্ম্য—রূপ গোস্বামী প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন পৌরাণিক বচনসমূহ দ্বারা মথুরার সংস্থান ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়—টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। মদ্যপান যে সবিশেষ অনিষ্টকর, এবং তদ্দ্বারা সমাজের কিরূপ দুর্গতি হইয়াছে, ভণ্ড ব্যক্তিরা অখাদ্য ভোজন করিয়াও কিরূপে সমাজ মধ্যে সগর্ব্বে বিচরণ করিতেছে, ইত্যাদি বিষয় তখনকার বাঙ্গালার গল্পচ্ছলে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। "টেকচাঁদ ঠাকুর" প্যারিচাঁদ মিত্রের কল্পিত নাম।

মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (মাইকেল)—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে, এবং তৎপ্রণীত কাব্য ও নাটকাদির সমালোচনা করা হইয়াছে। মাইকেলের ও অন্যান্য কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ বিস্তৃত জীবনচরিত এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে লেখকের অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেদীপ্যমান।

মধুস্মৃতি—কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার প্রণীত। মধুস্মৃতি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের একখানি সুবিস্তৃত জীবন-স্মৃতি। উপাদান এবং উপকরণ বাহুল্যে বঙ্গভাষায় জীবনচরিত শ্রেণীর গ্রন্থাবলী মধ্যে ইহা অদ্বিতীয়। মহাকবি মধুসূদনের সমগ্র জীবনের যাবতীয় ঘটনাসমূহ যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, এই গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গসমাজের সমসাময়িক ইতিহাসের অনেকটা স্থান এতদ্দ্বারা আলোকিত হইয়াছে। রচনার মাধুর্য্যে ইহা অতীব সুখপাঠ্য এবং উপাদেয় হইয়াছে। মহাকবির ইংরাজি এবং বাঙ্গালা অনেক অপ্রকাশিত রচনায় গ্রন্থ কলেবর পরিপূর্ণ। বহু অপূর্ব্বপ্রকাশিত পত্রাবলীতে গ্রন্থ সুশোভিত। এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিতে এবং রচনা কল্পে গ্রন্থকার অনন্যকর্ম্মা হইয়া দ্বাদশ বৎসর ব্যয় করিয়াছিলেন এই গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি বঙ্গ দেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ ভট্টপল্লী হইতে কবিশেখর উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থে কাব্যশ্রী দেখিয়া বিবুধ-জননী সভা তাঁহাকে 'কাব্যালঙ্কার' উপাধি প্রথম প্রদান করেন।

মনসার ভাসান—বাঙ্গালা পাঁচালী গ্রন্থ। ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস প্রণীত। চম্পাই নগরবাসী চাঁদ সওদাগর নামক জনৈক গন্ধবণিক্ মনসাদেবীকে অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন। ইহাতে মনসার ক্রোধে তাঁহার ছয় পুত্র নষ্ট হয়, এবং তিনি স্বয়ং বাণিজ্যে গমন করিলে মনসাদেবী তাঁহার সমস্ত পণ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া দেন ও তাঁহাকে সাতিশয় ক্লেশ প্রদান করেন। তথাপি চাঁদ সওদাগর মনসাদেবীর উপর বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিলেন না। পরিশেষে তাঁহার নখিন্দর নামে এক পুত্র জন্মে। নিছনি নগরের সায়বেণের কন্যা বেহুলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। চাঁদ পূর্ব্বেই অবগত হন যে, মনসার কোপে বিবাহের রাত্রিতেই সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হইবে। এই দুর্ঘটনার প্রতিবিধানার্থ তিনি সাতাই পর্ব্বতের উপর এক লৌহময় বাসর ঘর প্রস্তুত করেন, এবং বিবাহের পর বরকন্যা তথায় রাত্রিযাপন করেন। কিন্তু সেই লৌহময় গৃহমধ্যেই সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হইল। তখন পতিব্রতা বেহুলা মৃতপতিক্রোড়ে কলার মান্দাসে উঠিয়া ভাসিতে ভাসিতে ছয় মাসে ত্রিবেণীতে গমন করেন। তথায় নেতা ধোপানী দেবতাদের কাপড় কাচিত। বেহুলা তাহার সাহায্যে দেবলোকে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীত দ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া মৃতপতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পরে চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করিবেন, বেহুলা এইরূপ আশ্বাস দিলে মনসাদেবী চাঁদের পূর্ব্ববিনষ্ট ছয় পুত্রকে বাঁচাইয়া দেন, এবং জলমগ্ন সমস্ত ধনসম্পত্তি সহ নৌকাগুলিকে জল হইতে তুলিয়া দেন। তখন বেহুলা সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি, পতি ও ভাসুরদিগকে লইয়া দেশে আগমন করেন। অতঃপর চাঁদ সওদাগর পূর্ব্ব বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া মনসার পূজা করেন। অনুমান আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়।

মনুসংহিতা—সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রকরণ, কালনির্ণয় এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য দেশাদি, জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিধি, ব্রতাচারাদি এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহ, পঞ্চযজ্ঞ, দ্বাদশকল, অতিথিসৎকার ও শ্রাদ্ধাদি নিত্যকার্য্য নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে চারিবর্ণের জীবিকাবিধি, গৃহস্থের পালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ নির্দ্দি হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রাদ্ধ, খাদ্যাখাদ্য বিধান, শৌচাশৌচ, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধ, স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উপদি হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসবিধি, সপ্তম অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম, অষ্ট অধ্যায়ে ব্যবহারবিধি কথিত হইয়াছে নবম অধ্যায়ে স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম, দায়ভাগ দণ্ডবিধি এবং শূদ্রধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে দশম অধ্যায়ে বর্ণসঙ্করোৎপত্তি, ব্রাহ্মণাদি আপৎকালে উপজীবিকা নির্দ্দেশ, এব একাদশ অধ্যায়ে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায় শ্চিত্ত নির্ণীত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যা শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ম্মজন্য জন্মান্তর, বৈদিক কর্ম্ম, পরমাত্ম জ্ঞান ও মোক্ষসাধন বিবৃত হইয়াছে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার ভাষ্য ও অনুবাদসহ এক সংস্করণ এবং কেবল বঙ্গানুবাদ এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

মন্ত্রশক্তি—অনুরূপা দেবী প্রণীত এক খানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস। জমিদার হরিবল্ল পরম বৈষ্ণব। তাঁহার পুত্র রমাবল্লভে একমাত্র কন্যাসন্তান রাধারাণী ব্যতী বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিবার আর কে নাই। বাটী সংলগ্ন মন্দিরে গৃহদেবত গোপীবল্লভ অধিষ্ঠিত আছেন। জাঁকজমক সহকারে তাঁহার নিত্য পূজার্চ্চনাদি সম্প হইয়া থাকে। রাধারাণী বিবাহযোগ্য হইলেও ভালঘরের উপযুক্ত পাত্র মিলিতে না বলিয়া তাহার বিবাহ হইতেছে না রাধারাণী শৈশব হইতেই একাগ্র সেবাম রক্তা; সে বিবাহ করিতে পারিবে না, কার গোপীবল্লভের চরণে সে আত্মমন উৎস করিয়াছে। তাহা হইলেও তাহার পিতা পিতামহ পাত্রানুসন্ধানে বিরত নাই।

এই পরিবারে এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তি ছিল যে, যে পুরোহিত মন্দিরের পূজা নিযুক্ত হইবেন, তিনি তদীয় দেহত্যাগে পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যাহাকে উ পদে অধিষ্ঠিত করিয়া যাইবেন তিনি আবহমানকাল ভাবে ঐ পদে কার্য্য করি বেন। পূজারী বৃদ্ধ পুরোহিতের ছাত্রগণে মধ্যে আদ্যনাথ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ছাত্র সুতরাং টোলে অধ্যাপনা করিবার মন্দিরে পূজা করিবার অধিকার ন্যায়ত তাহারই। কিন্তু বৃদ্ধ পুরোহিত মৃত্যু পূর্ব্বে অমরনাথ নামক একটা তরুণ নবাগত ছাত্রের উপর এই গুরুভার সমর্প করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। গুরুর এই পক্ষ পাতপূর্ণ নির্ব্বাচনে আদ্যনাথ ও টোলে

অধিকাংশ ছাত্র ঈর্ষান্বিত হইল এবং তাহার টোল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অম্বরনাথ ধীর, শান্ত ও অকৃতী হইলেও মূর্খ নহে। কিন্তু তাহার পূজাপদ্ধতিতে রাধারাণী সন্তুষ্ট হইল না। কথকতা করিতে বসিয়াও অম্বর আসর জমাইতে পারিল না। অম্বর তাহার ত্রুটীর জন্য মর্ম্মাহত হইল। রাধারাণী পিতাকে বলিয়া অবশেষে অম্বরকে তাড়াইয়া আদ্যনাথকে পূজার ভার দিল। মাতাপিতৃহীন অম্বর জমিদারের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাহার এক আত্মীয়ের বাটী থাকিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে লাগিল।

হরিবল্লভ মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া যাইলেন যে পঞ্চদশ বৎসরের পূর্ব্বে রাধারাণীর বিবাহ না হইলে তাঁহার দৌহিত্র মৃগাঙ্কমোহন যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। সুতরাং রমাবল্লভ কন্যার বিবাহের জন্য পাত্রানুসন্ধানে একান্ত মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু রাধারাণী বিবাহে অসম্মতা, সে দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছে; সুতরাং কেমন করিয়া মানুষকে বিবাহ করিবে?

মৃগাঙ্কমোহন উচ্ছৃঙ্খল যুবক। সে মাতাপিতৃহীন ও তাহার ধনবতী ভগিনীর আশ্রয়ে পালিত। ভগিনীর আর কেহ নাই, তিনি ভ্রাতাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। মৃগাঙ্ক অঞ্জা নাম্নী একটী দরিদ্রা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া একটী ভদ্রলোকের কুলরক্ষা করিল।

মৃগাঙ্ক পালটি ঘর বলিয়া অবশেষে আর পাত্র না পাইয়া রমাবল্লভ তাহাকে আনাইয়া রাধারাণীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মৃগাঙ্ক অসম্মত হইল। মৃগাঙ্ক অম্বরের সহিত রাধারাণীর বিবাহের প্রস্তাব করিল। কন্যার পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া এবং অম্বর ব্যতীত পালটি ঘরের আর পাত্র পাওয়া যায় না দেখিয়া রমাবল্লভ কন্যাকে ডাকিয়া হরিবল্লভের উইলের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং অম্বরকে বিবাহ করিবার জন্য কন্যাকে অনুরোধ করিলেন। রাধারাণী অপটু অম্বরকে বিবাহ করিতে একেবারেই অসম্মতা। কিন্তু পিতার অবস্থা বিবেচনা করিয়া অগত্যা সম্মত হইল, কিন্তু সর্ত্ত করাইয়া লইল, যে বিবাহের পরদিনই অম্বর ইহজন্মের মত রাধারাণীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। অম্বর আহূত হইয়া আসিল এবং রমাবল্লভের কাতরতা দেখিয়া উক্ত সর্ত্তে রাধারাণীকে বিবাহ করিল এবং বিবাহের পরদিনই আসামে কয়েকটী টোল স্থাপন করিবার জন্য তথায় চলিয়া গেল। রমাবল্লভ আপাততঃ আশ্বস্ত হইলেন, এবং রাধারাণীও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু বিবাহে উচ্চারিত মন্ত্র শক্তি বিস্তার করিতে লাগিল। অম্বরের সৌম্য মূর্ত্তি রাধারাণীর মানসপটে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল এবং অম্বর যে মূর্খ নহে তাহার প্রমাণও মিলিতে লাগিল। অম্বর আসামে যাইয়া অভীষ্ট সাধন করিল এবং জনসমাজে পণ্ডিত বলিয়া তাহার খ্যাতি প্রচারিত হইল। রমাবল্লভের স্ত্রী কৃষ্ণপ্রিয়া জামাতাকে আনাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অটল অম্বর তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না। অল্পকাল পরেই কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যু হইল। মন্ত্রশক্তি অমিততেজে রাধারাণীকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল, রমাবল্লভও উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞার কঠোর বাঁধ সব প্রতিহত করিয়া দিল। রমাবল্লভ জামাতাকে প্রকারান্তরে আনাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থপ্রযত্ন হইলেন।

অম্বর আসামে কালাজ্বরে আক্রান্ত হইল এবং ক্রমে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিল দেখিয়া অম্বর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা শেষকালে মিটাইবার আশায় শ্বশুরালয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেণে উঠিল। ট্রেণ শিয়ালদহে পৌঁছিলে তাহার দেহ, প্রাণহীনের ন্যায় জড়বৎ পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহাকে কুলীরা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার জন্য লইয়া চলিল। রমাবল্লভ ও রাধারাণী সেই সময়ে প্লাটফর্ম্মের অপর পার্শ্বস্থ একটী ট্রেণে আসাম যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাধারাণী ট্রেণের কক্ষ হইতে কুলী-বাহিত অম্বরের অসাড় দেহ দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রমাবল্লভ অবিলম্বে অম্বরকে লইয়া নিকটস্থ একটী ডাক্তার বন্ধুর বাটীতে উঠিলেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না, কিন্তু রোগীর সম্বন্ধে ডাক্তাররা হতাশ হইয়া পড়িলেন। রাধারাণী স্বামীর মৃতপ্রায় দেহ বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া সারারাত্রি কাটাইয়া দিল। অম্বর সংজ্ঞালাভ করিলে রাধারাণী তাহাকে জানাইল যে তাহার প্রতিজ্ঞার খণ্ডন হইয়া গিয়াছে, কারণ রাধারাণী আর সে রাধারাণী নাই। সে নবজীবন লাভ করিয়াছে। পতিব্রতা অঞ্জার গুণে মৃগাঙ্ক অসৎপথ ত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিল।

মহম্মদচরিত ও মুসলমানধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত। ইহাতে ইসলাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরবের অবস্থা, মহম্মদের জন্ম, কর্ম্ম, দীক্ষা ও একেশ্বর ধর্ম্মপ্রচার, শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাঁহার উপর উৎপীড়ন ও যুদ্ধ, মহম্মদের মৃত্যু এবং ইসলাম ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাঙ্গালা জীবনচরিত। মন্মথনাথ ঘোষ বিরচিত। মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় গতযুগে বাঙ্গালীর জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার অক্লান্ত পরিশ্রমে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে নানা তথ্যের উদ্ধার করিয়া এই পুস্তকে বাঙ্গালীকে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ইঁহাকে শুধু পণ্ডিত কিংবা বদান্য ধনী বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু মনস্বী স্বদেশপ্রেমিক, তেজস্বী সমাজ-সংস্কারক, বিচক্ষণ রাজনৈতিক, শক্তিধর সংবাদপত্র-সম্পাদক ও সুরসিক লেখক বলিয়া ইঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থে যে কেবল কালীপ্রসন্নের উদার মহান্ হৃদয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই নহে, উহাতে অতীত যুগের বাঙ্গালার একটি মনোজ্ঞ ছবিও দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মহানাটক—সংস্কৃত নাটক। ইহাতে রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। উইলসন্ সাহেবের মতে দামোদর মিশ্র ইহার রচয়িতা।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। স্বয়ং শিব এই তন্ত্রের বক্তা। ইহাতে উপাসনা, গৃহকর্ম্ম, দায়ভাগ, অনুষ্ঠানপ্রণালী, শক্তি-উপাসনা, সাকার ও নিরাকার উপাসনার ভেদ, প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতম্—সংস্কৃত মহাকাব্য। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। মহারাজ জনমেজয় ব্রহ্মবধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ জন্য ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। প্রথম আদিপর্ব্বে কুরুবংশের বিবরণ, ভীষ্মের উপাখ্যান, পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম, পাণ্ডুর অভিশাপ, দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার জন্ম, পাণ্ডুর মৃত্যু, পাণ্ডুপুত্রগণের হস্তিনায় আগমন ও শিক্ষা, দ্রোণাচার্য্যের বিবরণ, কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষা, দ্রুপদের নির্য্যাতন, জতুগৃহদাহ, পাণ্ডবগণের ছদ্মবেশে ভ্রমণ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, লক্ষ্যবেধ, পাণ্ডবগণের রাজ্যপ্রাপ্তি, খাণ্ডবদাহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সভাপর্ব্বে ময়দানব কর্ত্তৃক সভা নির্ম্মাণ, ভীমাদির দিগ্বিজয়,

তাঁহার অনুগমন করে। একদা জেলেখা তাঁহার মুখে হেমলতার নাম শুনিয়া ঈর্ষান্বিতা হয়। এদিকে শ্রীশের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়াছিল। নবকুমার পরলোক গমন করিলে শ্রীশই জমিদার হইয়াছিলেন। শ্রীশ তীর্থভ্রমণোপলক্ষে সস্ত্রীক আগ্রায় আসিয়াছিলেন। নওরোজার দিন জেলেখা নরেন্দ্রকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া নওরোজার বাজারে লইয়া যায়। তথায় নরেন্দ্র হেমলতাকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পান। অতঃপর তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া জেলেখার একখানি পত্র পান। সে পত্রে জেলেখা আত্মহৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়াছে এবং মথুরায় গোলোকনাথের মন্দিরে গেলে হেমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে লিখিয়াছে। পত্র লিখিবার পর জেলেখা আত্মহত্যা করে। নরেন্দ্র গোলোকনাথের মন্দিরে গিয়া হেমলতার সাক্ষাৎ পান। হেমলতা তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রণয় বিস্মৃত হইতে বলিয়া তাঁহার বিদায়কালীন প্রদত্ত মাধবীকঙ্কণটি ফিরাইয়া দেন। নরেন্দ্র সেই কঙ্কণ যমুনা-জলে নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসী হন। হেমলতা স্বামী ও পুত্রকন্যা লইয়া সংসারে সুখী হন। ১৯০১ খ্রীঃ গ্রন্থকার স্বয়ং "The Slave girl of Agra" নাম দিয়া মাধবীকঙ্কণের ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিয়াছেন।

মান—বাঙ্গালা নাটক। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। এই নাটকখানি শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলা অবলম্বনে রচিত। শ্রীরাধার 'মান'ই ইহার প্রধান লক্ষ্যীভূত বিষয়। এই নাটকখানিতে কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

মানসী—বাঙ্গালা কাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে প্রেম, মিলন, বিরহ, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৌখিক দেশহিতৈষীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী কবিতা লিখিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—চণ্ডী দেখ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—পুরাণ দেখ।

মায়াকানন—বিয়োগান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। সিন্ধুদেশের সন্নিকটবর্ত্তী "মায়াকাননে" একটি পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি ছিল। সূর্য্য যে দিন কন্যারাশিতে গমন করে, সেই দিনে কেহ দেবীমূর্ত্তির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলে সে আপনার ভাবী স্ত্রী বা স্বামীকে দেখিতে পাইত। গান্ধারদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা মকরধ্বজ, ধূমকেতু নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বণিকবেশে সিন্ধুদেশে বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা ইন্দুমতী সখী সুনন্দার সহিত একদিন মায়াকাননে আসিয়া মূর্ত্তিপদে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পরক্ষণেই সিন্ধুরাজপুত্র অজয় আসিয়াও ঐরূপ করিলেন। তখন পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। অজয়ের পরিচয় ইন্দুমতী পাইলেন। কিন্তু অজয় ইন্দুমতীর পরিচয় না পাইলেও ইঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না বলিয়া দেবীর সম্মুখে অঙ্গীকার করিলেন। অজয়ের পিতার ইচ্ছা যে পাঞ্চালরাজদুহিতার সহিত অজয়ের বিবাহ হয়। কিন্তু অজয়ের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অজয়ের ভগিনী শশিকলার মুখে প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত হতাশ হইলেন। কয়েকদিন পরে রাজা লোকান্তর গমন করিলে অজয় পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। পাঞ্চালরাজ পুনরায় তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। অজয় অসম্মতি-ভাব প্রকাশ করিলে, পাঞ্চালরাজের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তপস্বিনী অরুন্ধতী সিন্ধুরাজ্যে বাস করিতেন, এবং ইন্দুমতী ও অজয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া তিনি রাজমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ধূমকেতুর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব রাজা কন্যা ইন্দুমতীর সহিত সিন্ধুরাজ্যে গোপনে বাস করিতেছেন। ধূমকেতু এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইন্দুমতীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া অজয়ের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। ধূমকেতুর ইচ্ছা, তাঁহার পুত্র জয়কেতুর সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ হয়। অরুন্ধতীর অনুরোধে ইন্দুমতী সিন্ধুরাজ্যের মঙ্গলার্থে ধূমকেতুর নিকট যাইতে স্বীকৃত হন। অজয় দেখিলেন, পাঞ্চালরাজ অথবা গান্ধাররাজের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য এবং ইন্দুমতীকে পাইবার আশাও নাই। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। পরে কথিত দিবসে গান্ধারদূতের হস্তে ইন্দুমতীকে দিবার অভিপ্রায়ে মায়াকাননে আসিয়া দেখিলেন যে, ইন্দুমতী দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে আত্মঘাতিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার সখী সুনন্দাও বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অজয়ও উন্মত্ত হইয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। জনৈক মুনি আসিয়া বলিলেন যে, ইন্দিরা নাম্নী এক প্রাচীনবংশীয়া পরম রূপবতী রাজকন্যা রতিদেবী কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া পাষাণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মায়াকাননে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহা হইতে অধিকতর সুন্দরী মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আত্মঘাতিনী হইলে তিনি শাপমুক্তা হইবেন; ইন্দুমতী আত্মঘাতিনী হইবামাত্র পাষাণমূর্ত্তি ভূপতিত হইল। পরে দৈববাণী হইল যে, অজয় ও ইন্দুমতী গন্ধর্ব্বকুলে জাত, দুর্ব্বাসার অভিশাপে তাঁহারা মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দৈববাণীর নির্দ্দেশে শশিকলা গান্ধাররাজপুত্র জয়কেতুর সহিত বিবাহিতা হইয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

মায়াতরু—নাট্যগীতি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। চিত্রভানু নামক জনৈক গন্ধর্ব্বের কন্যার সহিত মানবের পাণিগ্রহণের গল্প ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

মায়ার খেলা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। একদা নববসন্ত যামিনীতে মায়াকুমারীগণ মায়ার খেলা খেলিতে ইচ্ছা করিল। নায়ক অমরকুমার তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় মনোমত নায়িকার অন্বেষণে বাহির হইল। শান্তা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু তিনি শান্তা'র দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না; পরন্তু প্রমদাকে দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। প্রমদা'ও তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রমদাকে ভালবাসিয়া যাহারা তাঁহার উপাসনা করিতেছিল, প্রমদা তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। অতঃপর অমর প্রমদার নিকট স্বীয় বাসনা ব্যক্ত করিলে সখীগণ তাঁহাকে ভৎর্সনা করিল। অমর নিরাশ হইয়া গৃহে আসিলেন এবং শান্তার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। উভয়ের মিলনকালে সহসা বিরহ-কাতরা প্রমদা দীনভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন। অমর সঙ্কটে পড়িলেন, কিন্তু শেষে শান্তার সহিতই অমরের মিলন হইল। প্রমদা শূন্যহৃদয় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

এই গীতিনাট্যখানি শিক্ষিত মহিলাগণ দ্বারা বেথুন কলেজে প্রথমে অভিনীত হয়।

মালঞ্চ—কাব্য। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কবির যৌবনকালের রচনা। ইহার কবিতাগুলিতে দুরন্ত কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে যে সৌরভ, যে সহানুভূতি ও যে কোমলতা আছে; তাহা অনেক কবির কবিতায় দেখা যায় না।

মালতী মাধব—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। রচনাকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। বিদর্ভ দেশে

কুণ্ডিনপুর নগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ভূরিবসু ও দেবরাত নামে দুই মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিদ্বয় সৌহৃদ্যবশতঃ পরস্পর প্রতিজ্ঞা করেন যে, উভয়ের মধ্যে পুত্র ও কন্যা জন্মিলে তাহাদিগকে পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যথাকালে দেবরাতের মাধব নামে পুত্র ও ভূরিবসুর মালতী নামে এক সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। মালতী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে নন্দন-নামক অন্য এক রাজসচিব মালতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে রাজাও তজ্জন্য ভূরিবসুকে অনুরোধ করেন। রাজার অসন্তোষের ভয়ে ভূরিবসু ইহাতে অসম্মত করিতে পারিলেন না। কিন্তু এদিকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সম্ভাবনা দর্শনে পদ্মাবতী নগরবাসিনী কামন্দকী নাম্নী পরিব্রাজিকাকে কৌশলে মাধবের সহিত মালতীর মিলনব্যাপার সম্পাদনের ভারার্পণ করিলেন। তৎকালে মাধব স্বীয় বয়স্য মকরন্দসহ কামন্দকীর আশ্রমে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। মালতী বা মাধব কেহই স্ব স্ব পিতার প্রতিজ্ঞার কথা জানিতেন না। অনন্তর কামন্দকীর চেষ্টায় পরস্পর সন্দর্শনে উভয়েরই হৃদয়ে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইল, এবং কামন্দকী ও তাঁহার শিষ্যা অবলোকিতার যত্নে তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার সহিত মকরন্দের প্রণয় জন্মিল। অতঃপর রাজাজ্ঞায় নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহোদ্যোগ হইল। তখন মাধব মালতী লাভে হতাশ হইয়া রজনীতে গৃহ ত্যাগপূর্ব্বক শ্মশানে প্রবেশ করিলেন। ঐ শ্মশানে করালী নামে এক কালী ছিলেন। অঘোরঘণ্ট নামক এক কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা নাম্নী তাঁহার শিষ্যা মন্ত্রসিদ্ধির জন্য নিদ্রিতা মালতীকে হরণ করিয়া তথায় আনিলেন; তাঁহারা মালতীকে বলিদানার্থ উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মাধব আসিয়া কাপালিককে সংহারপূর্ব্বক, মালতীকে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর কামন্দকীর কৌশলে মালতীবেশধারী মকরন্দের সহিত নন্দনের বিবাহ হইল, এদিকে কামন্দকীর আশ্রমে প্রকৃত মালতীর সহিত মাধবের পরিণয় হইয়া গেল। পরে মকরন্দ রাত্রিকালে মদয়ন্তিকাকে পরিচয় দিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে আসিবার পথে ধৃত হইলেন। রাজসৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। মাধব এ সংবাদ পাইয়া বয়স্যের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। এই সময়ে প্রতিহিংসাপরায়ণা কপালকুণ্ডলা আসিয়া মালতীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। যুদ্ধে মাধব ও মকরন্দ জয়লাভ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগের বীরত্বদর্শনে মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর সকলেই মালতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সৌদামনী নামে কামন্দকীর এক শিষ্যা কপালকুণ্ডলার হস্ত হইতে মালতীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে মাধবের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইল।

লোহারাম শিরোরত্ন কৃত ইহার একখানি পদ্যানুবাদ আছে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার একখানি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে অভিনয় হইবার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন মূল মালতীমাধব অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ ৩১শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এই নাটকখানি উক্ত রাজবাটীতে প্রথমে অভিনীত হয়।

মালবিকাগ্নিমিত্র—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্র মহিষী ধারিণীর গৃহে পরিচারিকা রূপে অবস্থিতা মালবিকার চিত্র দর্শনে অধীর হন। কিন্তু মহিষীর ক্রোধের ভয়ে তাহা অপ্রকাশ থাকে; পরে প্রকৃত মালবিকাকে দেখিবার জন্য তিনি কৌশলে অভিনয়ের উদ্যোগ করেন। তথায় অভিনেত্রীরূপে মালবিকাকে দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হন। পরে একদা তিনি উদ্যানে মালবিকার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছিলেন। দ্বিতীয়া মহিষী ইরাবতী ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধা হন, এবং ধারিণীকে বলিয়া মালবিকাকে কারারুদ্ধ করেন। রাজা কৌশলে বিদূষকের দ্বারা তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অতঃপর ধারিণী মালবিকার উপর প্রসন্না হন। এই সময়ে প্রকাশ হয় যে, মালবিকা রাজা মাধবসেনের ভগিনী। মাধবসেন রাজ্যচ্যুত হইলে তাঁহার মন্ত্রী অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার পরিণয় জন্য গোপনে লোকসমভিব্যাহারে মালবিকাকে বিদর্ভরাজ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় মালবিকা সঙ্গহীনা হইয়া রাজগৃহে পরিচারিকা পরিচয়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য হন। অতঃপর মহিষী ধারিণী অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করাইয়া প্রণয়িযুগলের মিলন করাইয়া দেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার অনেক পূর্ব্বে মূল অবলম্বনে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন।

মিঠেকড়া—বাঙ্গালা ব্যঙ্গকাব্য। শ্রীরাহু প্রণীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের কতকগুলি কবিতাকে ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ইহা লিখিত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রাহু নাম ধারণ করিয়া এই ব্যঙ্গকাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।

মিলন—অনুরূপা দেবী প্রণীত একটী ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটী "উপন্যাস"ই বটে। সুধীরের সহিত সুধার বিবাহ হইয়াছে। ফুলশয্যার রাত্রির পর আর স্বামিস্ত্রীতে দেখা নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই সুধাকে শশুরালয়ে পাঠানো লইয়া সুধার পিতামহ ও শ্বশুরের মধ্যে বিবাদ হইয়া গেল। সুধীরের পিতা রুষ্ট হইয়া পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের আয়োজন করতঃ একেবারে দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। সুধীর গত্যন্তর না দেখিয়া দারান্তরতার এড়াইবার অভিপ্রায়ে গোপনে বিলাত যাত্রা করিল। কাজেই সুধীরের পিতার জিদ বজায় রহিল না। সুধীর বিলাত হইতে সিবিল সার্ভিস পাশ করিয়া বোম্বায়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিতেছে। সুধীর একবার দেশে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেল, সুধার পিতামহের ও শ্বশুরের সম্বন্ধ অটল রহিল। সুধা পূর্ব্ববৎ পিত্রালয়েই বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে সুধার পিতা কন্যাকে লইয়া জব্বলপুরে তাঁহার এক ভগিনীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। একদিন অপরাহ্নে সুধা তাহার পিসীর পুত্র কন্যার সহিত মার্কেল রকে বেড়াইতে গিয়াছে এমন সময়, প্রবল ঝটিকা ও বারিবর্ষণ উপস্থিত হইল, সুধা দলভ্রষ্ট হইয়া একাকিনী বিপথে চলিল। অবশেষে ক্লান্তদেহে সে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটী বাঙ্গালোর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধীর সেই সময় এই বাঙ্গালোটী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতেছিল। সুধা এই অপরিচিত আশ্রমে রাত্রি কাটাইল। সুধীর তাহার নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া রাত্রেতেই তার করে। সকালে পত্র ও লোক আসিলে সুধীর বুঝিল যে এই পথভ্রষ্টা নারীই তাহার স্ত্রী সুধা। সুধাও রীতিমত প্রমাণ লইয়া তবে গৃহস্বামীকে নিজস্বামী বলিয়া গ্রহণ করিল। সুধা ও সুধীরের এই আকস্মিক মিলন সংঘটিত হওয়ায় সুধার পিতামহের ও শ্বশুরের আর ক্রোধ ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইল না।

মীমাংসাদর্শন—দর্শন দেখ।

মীরকাশিম—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার এতদ্দেশীয় হিন্দু

ও মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব-সংস্থাপনের এবং তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমিকতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থের নায়ক ইংরেজকৃত বাঙ্গালার নবাব কাশিম আলি খাঁকে একজন প্রকৃত বীর-পুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং তকি খাঁকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই গ্রন্থকার তারা চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

মীরকাসিম—অক্ষয়কুমার মৈত্রের প্রণীত। ইহাতে কাসিম আলি খাঁর সিংহাসনা-রোহণকাল হইতে ইংরেজ কোম্পানির হস্তে তাঁহার পরাভব ও পতন পর্য্যন্ত তাবৎ ঘটনা বিবৃত। ইহাতে লেখকের মৌলিকতা ও গবেষণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মীরাবাই—বাঙ্গালা ধর্ম্মমূলক নাটক। রাজ-কৃষ্ণ রায় প্রণীত। দিল্লীশ্বর আকবর একদা চিতোরের রাণা কুম্ভের মহিষী হরিভক্তি-পরায়ণা মীরাবাইকে দেখিবার জন্য তানসেনের সহিত বৈষ্ণববেশে চিতোরে আসেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন। রাণা কুম্ভ তাঁহার এক সহচরের মুখে এই সংবাদ শ্রবণে মীরাকে দুশ্চারিণী জ্ঞান করিলেন। সেই দুর্বৃত্ত সহচরও মীরা যে অবিশ্বাসিনী তাহা নানা কৌশলে রাণাকে বুঝাইলেন। মীরা স্বামিকর্তৃক তাড়িতা হইয়া বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক তথায় রূপগোস্বামীর শিষ্যা হন। কিন্তু পরে কুম্ভ মীরাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং পত্নীর উদ্দেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। মীরা স্বামীর সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে ভগবানের যুগলরূপ দর্শন করান।

মুকুর—কবিতাপুস্তক। রমণীমোহন ঘোষ প্রণীত। এই সংগ্রহে কবির কতিপয় সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে। এই সকল কবিতা ছন্দে ও সঙ্গীতে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। লেখকের শব্দনির্ব্বাচন-শক্তি ও রসবোধ প্রত্যেক কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। কবিতাগুলির স্বাভাবিক মাধুর্য্য সহজেই হৃদয় আকর্ষণ করে।

মুকুলমুঞ্জরা—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পাঞ্চাল অধি-পতি বীরসেন তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মুকুল যৌবিহীন হয় বলিয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এবং এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে ক্ষিতিধর নামে পুত্র হয়। নবরাজ্ঞী সপত্নীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া একদা রাজাকে বলেন যে, মুকুল তাঁহার পুত্র ক্ষিতিধরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। রাজা ইহা শুনিয়া মুকুলকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন। মুকুল ও তাহার মাতা পলাইয়া গিয়া কেরোলী রাজ্যে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করেন। তথায় কেরোলী রাজকন্যা মুঞ্জরার সহিত তাঁহার প্রণয় হয়। কেরোলীরাজ প্রথমে মুকুলকে জানিতে পারেন নাই, পরে তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া মুঞ্জরার সহিত মুকু-লের বিবাহ দেন। ইহাই এই নাটকের প্রধান ঘটনা।

মুক্তি—অনুরূপা দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র গল্প। পতিহীনা হিন্দু-রমণীর পক্ষে মৃত্যুই মুক্তি। রমেন্দু ধনীর সন্তান, মজঃফরপুরে নূতন ডাক্তারী করিতেছেন। রমেন্দুর পিতার প্রতিবেশি-কন্যা সরলার সহিত তাহার আশৈশব প্রণয়। সরলার পিতা দরিদ্র হইলেও সরলার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া রমেন্দুর মাতা তাহাকে বধূরূপে নিজ-গৃহে আনিবেন ইহা একরূপ স্থিরই ছিল। কিন্তু সরলার পিতা যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন দেখিয়া রমেন্দুর পিতা সরলার সহিত রমেন্দুর বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। একজন বিপত্নীক প্রৌঢ়ের সহিত সরলার বিবাহ হইয়া গেল। এক-দিন রাত্রিতে একটী দাসী আসিয়া রমেন্দুকে তাহাদের বাটী যাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। রমেন্দু অগত্যা অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গভীর রাত্রিতেই দাসীর অনুগমন করিল এবং রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরলাকে দেখিয়া বুঝিল যে রোগী সরলার স্বামী। সরলার স্বামীর প্লেগ হইয়াছিল, তিনি রক্ষা পাইলেন না। রমেন্দু অসহায়া সরলাকে তাহার আশ্রয়ে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু রমেন্দু এখনও অবিবাহিত জানিতে পারিয়া সরলা কোন মতেই স্বীকৃতা হইল না। পরমেশ্বর অনাথাকে আশ্রয় দিলেন। সরলাও প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত স্বামীর অনুগমন করিল। সরলা মৃত্যুর পূর্ব্বে রমেন্দুকে বিবাহ করিতে অনুরোধ জানাইল, কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া রমেন্দু যে বিবাহ করিবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারিল না।

মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্ (সটীক ও সানুবাদ)—বোপদেব গোস্বামী কৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ। সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। ইহাতে মূল সূত্র, দুর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের টীকা, মূলের ও টীকার অনুবাদ, পদসাধনপ্রণালী, শব্দরূপ ও ধাতুরূপ প্রণালী, উণাদি প্রত্যয় প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য শব্দ, ধাতু, সংজ্ঞা আদেশ, কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয় এবং সূত্রের সূচী বিভক্তভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিরক্ষর সামান্য ব্যক্তিরাও তোষামোদের সাহায্যে কৌশলে কিরূপে উচ্চ পদ লাভ করে, মুচিরাম গুড় নামক এক ব্যক্তির জীবন-চরিত বর্ণনা দ্বারা উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

মুণ্ডক উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

মুদ্রারাক্ষস—সংস্কৃত নাটক। বিশাখ দত্ত প্রণীত। মহামতি চাণক্য কূটনীতি বলে নন্দকে সংহার করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে পাটলি-পুত্রের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। অতঃপর নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের উচ্ছেদ ও নন্দবংশের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। কিন্তু কূটনীতি-বিশারদ চাণক্য তাঁহার সকল ষড়যন্ত্র বিফল করিয়া দেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের আমাত্য-পদ গ্রহণে বাধ্য করা-ইয়া চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতি-ষ্ঠিত করেন। ইহাই এই নাটকের মূল উপাখ্যান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকা-কারে ইহার এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত হরিনাথ কৃত গদ্যানুবাদ কিছুদিন বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল।

মূল গ্রন্থের প্রণেতা সামন্তোপাধিক বটে-শ্বর দত্তের পৌত্র, মহারাজ পৃথুর পুত্র কুমার বিশাখ দত্ত। এই পরিচয় সূত্রধারের বক্তৃতায় পাওয়া যায়। উইলসন্ সাহেব অনুমান করেন, আজমীরের চৌহান দলপতি পৃথুরায়ই গ্রন্থকর্ত্তার পিতা। তাহা হইলে গ্রন্থরচনার কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। নিখিলনাথ রায় বি, এল প্রণীত। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ রাজধানী মুর্শিদা-বাদের ইতিহাস ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী, তথায় রাজধানী স্থাপন ও তাহার ক্রমোন্নতি, শেঠবংশের বিবরণ, আলিবর্দ্দী হইতে শেষ নবাব মীরকাশিমের শাসনকালের কাহিনী, পলাশী ও উধুয়ানালার যুদ্ধবিবরণ, মহারাজ নন্দকুমার, দেবীসিংহ, কান্তবাবু ও গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। নিখিলনাথ রায় বি, এল প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের অবস্থা, তথাকার প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহের ও রাজবংশের বিবরণ, পাঠান ও

মোগল শাসনের বিবরণ, মুর্শিদাবাদে মুসলমান নবাবদিগের কাহিনী, তথায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মৃগাঙ্কলেখা—সংস্কৃত নাটিকা। ত্রিমল দেবের পুত্র বিশ্বনাথ দেব প্রণীত। কামরূপ রাজকন্যা মৃগাঙ্কলেখার সহিত কলিঙ্গরাজ কর্পূরতিলকের প্রণয়-ঘটিত উপাখ্যান ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

মৃচ্ছকটিক—সংস্কৃত নাটক। কবি শূদ্রক প্রণীত। [ইহার আখ্যানভাগের জন্য "বসন্তসেনা" নাটক দেখ]। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার এক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, গ্রন্থকার অবন্তীর রাজা ছিলেন। গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি শত বৎসর রাজত্ব করিয়া পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। মহাকবি ভাসের "চারুদত্ত" নাটক প্রকাশিত হইবার পর জানা গিয়াছে, মৃচ্ছকটিক উক্ত গ্রন্থের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল।

মৃণালিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র মথুরাবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠীর কন্যা মৃণালিনীর সহিত প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে গোপনে উভয়ের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সময়ে হেমচন্দ্রের অনুপস্থিতির অবসরে তাঁহার পিতৃরাজ্য মগধ যবন-সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। হেমচন্দ্রের পরমহিতৈষী গুরু মাধবাচার্য্য মৃণালিনীকে গোপনে গৌড়ে শিষ্য হৃষীকেশ শর্ম্মার গৃহে রাখিয়া আসিলেন। পরে হেমচন্দ্রকে যবনবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু মৃণালিনীকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি গিরিজায়া নাম্নী এক ভিখারিণীকে মৃণালিনীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। চতুরা গিরিজায়া মৃণালিনীর বাসস্থান অবগত হইয়া হেমচন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। কিন্তু মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। সেই দিন রাত্রিকালে মৃণালিনীও কুচরিত্রা অপবাদে হৃষীকেশ কর্ত্তৃক গৃহবহিষ্কৃতা হইয়া গিরিজায়া সহ নবদ্বীপে গেলেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে গিয়া জনার্দ্দন শর্ম্মার গৃহে অবস্থান করেন,এবং মৃণালিনী এক পাটনীর গৃহে থাকিয়া গিরিজায়ার দ্বারা হেমচন্দ্রের অনুসন্ধান লইলেন। এই সময়ে লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালার রাজা। নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী। লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকরণিক পশুপতি স্বদেশদ্রোহী হইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজির সহিত যোগ দিলেন, এবং তাঁহার প্ররোচনায় সভাস্থ পণ্ডিতগণ রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অতঃপর বঙ্গদেশ তুর্কজাতীয়গণ দ্বারা অধিকৃত হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। মাধবাচার্য্য সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া রাজার এই সংস্কার দূর করিতে প্রয়াস পাইলেন, এবং তাঁহাকে মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্রের সাহায্য লইতে বলিলেন। পশুপতি স্বীয় অভীষ্টের বিঘ্নস্থানে হেমচন্দ্রকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে প্রয়াসী হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বিফল হইল। জনার্দ্দন শর্ম্মার পালিত কন্যা মনোরমা পশুপতির স্ত্রী। কিন্তু কোন নিগূঢ় কারণে এই সম্বন্ধ অপ্রকাশিত ছিল, এবং পশুপতি তাহাকে স্বগৃহে স্থান দেন নাই। মনোরমা পশুপতিকে এই ভয়ানক কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল। এদিকে পশুপতি-প্রেরিত চর কর্ত্তৃক হেমচন্দ্র আহত হইলে মনোরমা তাঁহার শুশ্রূষা করে। গিরিজায়া গুপ্তভাবে ইহা দেখিয়া মনোরমাকে তাঁহার নবপ্রণয়িনী স্থির করিল, এবং হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে বলে, মৃণালিনী বিবাহার্থ মথুরায় গমন করিয়াছে। আবার মাধবাচার্য্যের মুখে হেমচন্দ্র অবগত হইলেন যে, মৃণালিনী কুচরিত্রা-বলিয়া হৃষীকেশ তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অতঃপর হেমচন্দ্র মৃণালিনীর পত্র পাইয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলেন, পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে মৃণালিনী যখন বলিলেন যে, হৃষীকেশ তাঁহাকে কুচরিত্রা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন তিনি স্বীয় উরুস্থিতা মৃণালিনীর মস্তক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, পাপিষ্ঠা নিজমুখে দোষ স্বীকার করিয়াছে। অতঃপর বখ্‌তিয়ার খিলিজি আসিয়া নগর অধিকার করিলে লক্ষ্মণসেন গুপ্তপথে পলায়ন করিলেন। যবন সৈন্য নাগরিকগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র যথাসাধ্য সে অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে হৃষীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ যবনসেনা কর্ত্তৃক আহত হইল। সে মৃত্যুকালে হেমচন্দ্রকে বলিয়া গেল যে, মৃণালিনী নিষ্কলঙ্কচরিত্রা। হেমচন্দ্রের হৃদয় হইতে সন্দেহমেঘ অপনীত হইল, তিনি মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নগরবিজয়ের পর পশুপতি বখ্‌তিয়ারের নিকট পুরস্কারপ্রার্থী হইলে বখ্‌তিয়ার বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অনুতপ্ত পশুপতি স্বগৃহে গমন করিয়া দেখিলেন যে, যবনসেনা তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। পশুপতি পূর্ব্বে সেই গৃহে মনোরমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার উদ্ধারার্থ অগ্নিরাশি মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। মনোরমা পূর্ব্বেই তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল। পশুপতির মৃত্যুর পর সে চিতারোহণে দেহত্যাগ করিল। এক্ষণে মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে দক্ষিণদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে আদেশ দিলেন। হেমচন্দ্র মনোরমা-প্রদত্ত প্রভূত ধন লইয়া দক্ষিণদেশে রাজ্যস্থাপন করিলেন। হেমচন্দ্রের ভৃত্য দিগ্বিজয়ের সহিত গিরিজায়ার বিবাহ হইল।

মেঘদূত—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। কোন যক্ষ প্রভু কুবের কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিল যে, এক বৎসর তাহাকে প্রিয়াবিরহ সহ্য করিতে হইবে। এতদনুসারে সে রামগিরি পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছিল। পরে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবজলধর সন্দর্শনে তাহার প্রিয়াবিরহ-সন্তপ্ত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে তখন সেই মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে স্বীয় প্রণয়িনীর নিকট গমন করিতে বলিল, এবং তাহার নিকট স্বীয় বিরহকাতর হৃদয়ের সুগভীর প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে লাগিল। ইহা পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ এই দুই ভাগে বিভক্ত। মেঘদূতের মল্লিনাথকৃত টীকাই প্রসিদ্ধ। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি মল্লিনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার বল্লভদেবের টীকা প্রকাশিত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব The Cloud Messenger নামে ইহার একটি পদ্যানুবাদ ইংরাজীতে প্রকাশিত করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্য—বাঙ্গালা মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। এই কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইতঃপূর্ব্বে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি মিত্রাক্ষর ছন্দেই কবিতা ও কাব্যাদি রচিত হইত। মাইকেল প্রথমে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন। প্রথমে এইরূপ ছন্দের উপর লোকের প্রীতি বা শ্রদ্ধা জন্মে নাই, পরন্তু বিদ্বেষই জন্মিয়াছিল; কিন্তু কালে সকলেই ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ অবলম্বনে বীরবাহুর মৃত্যুর পর হইতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র রামায়ণের ঘটনা অবলম্বিত হয় নাই। রামচন্দ্রের প্রেতপুরীতে গমন ও পিতৃসন্দর্শন, প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ প্রভৃতি অতিরিক্ত বিষয়গুলি-

কবি নিজ কল্পনা দ্বারা বা ইউরোপীয় গ্রন্থের ভাব অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন।

মেজ বউ—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। সংসারে বধূদিগের কিরূপ ধৈর্য্যশালিনী ও নম্রস্বভাবা হওয়া উচিত, শ্বশুর, শাশুড়ী ও অন্যান্য পরিজনদিগের উপর তাঁহাদের কিরূপ ভক্তিমতী ও স্নেহপরায়ণা হওয়া কর্ত্তব্য, সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে পারিলে সংসারে কিরূপ শান্তি বিরাজ করে এবং তদ্বিপরীতে সংসার কেমন অশান্তি ও দুঃখের আগার হয়, স্বামীর সুখে দুঃখে স্ত্রীলোকের কি প্রকার ব্যবহার করা বিধেয়, একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার ও তদন্তর্গত মেজ বউ প্রমদার চরিত্র চিত্রিত করিয়া এই গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

মেদিনী—সংস্কৃত কোষগ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত শব্দসমূহের অর্থ, লিঙ্গ, একার্থক শব্দ, দ্ব্যর্থক শব্দ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে ককারান্ত, খকারান্ত, গকারান্ত প্রভৃতি ক্রমে শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভুবনচন্দ্র বসাক কর্তৃক দেবনাগরাক্ষরে ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মোগলবংশ—ইতিহাস গ্রন্থ। রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান কাল পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে মোগল শাসনকালে ভারতের অবস্থা, মোগলদিগের শাসন প্রণালী, সাম্রাজ্যের উন্নতি ও অবনতি সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ম্যাক্‌বেথ—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহা ইংরাজকবি সেক্সপীয়র প্রণীত ম্যাক্‌বেথ নাটকের অনুবাদ। ম্যাক্‌বেথ স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা ডনক্যানের সেনাপতি। একদা কোন যুদ্ধজয়ের পর প্রত্যাগমন কালে ডাকিনীগণ তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করে। ইহাতে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে উচ্চ আশার সঞ্চার হয়। পরে পত্নী লেডী ম্যাক্‌বেথের প্ররোচনায় ইনি রাজাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া রাত্রিকালে তাঁহাকে হত্যা করেন, এবং সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অন্যান্য বিপক্ষগণেরও প্রাণবধ করেন। তখন রাজপুত্রদ্বয় ইংলণ্ডে পলায়ন করেন, এবং ইংলণ্ডরাজের সৈন্যসাহায্যগ্রহণপূর্ব্বক ম্যাক্‌বেথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে ম্যাক্‌বেথ নিহত হইলে দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বেই লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু হইয়াছিল।

যৎকিঞ্চিৎ—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে গল্পচ্ছলে ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞানবিষয়ে বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্যারিচাঁদ মিত্রের কল্পিত নাম।

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা—বাঙ্গালা সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ। স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। এখানি নবস্থাপিত বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সেতারযন্ত্রশিক্ষার্থ প্রচারিত হয়। ইহাতে অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সেতার-অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনেকগুলি "গৎ" গ্রন্থকার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত প্রাচীন ওস্তাদগণ রচিত অনেক "গৎ" ও ইহাতে স্বরলিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজী সঙ্গীতে প্রচলিত স্বরসংযোগ (Harmony) কি প্রণালীতে হিন্দুসঙ্গীতে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাও ইহাতে দেখান হইয়াছে। অনেকগুলি সংস্কৃত ছন্দঃ কি কৌশলে তালসঙ্গত হইয়া গৎএর অলঙ্কারস্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাও এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যমগীতা—নবগীতা দেখ।

যমজভগিনীকাব্য বা সিরাজদ্দৌলা উপন্যাস—ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন প্রণীত। কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

যমসংহিতা—সংহিতা দেখ।

যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ—বাঙ্গালা কৌতুকপূর্ণ উপন্যাস। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। একদা যমরাজ সংবাদ পাইলেন যে, লোচনপুরের জমিদারের সহিত প্রমাদপুরের জমিদারের দাঙ্গা হওয়ায় প্রমাদপুরের জমিদারের নায়েব হত হইয়াছে, এবং লোচনপুরের জমিদারের লোকেরা সেই মৃতদেহ গোপনে রাখিয়াছে। ইহা শুনিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে আনিবার জন্য যমরাজ দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু পুলিসের ভয়ে উক্ত জমিদার তখন মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়াছে, এবং সেই স্থানে লোচনপুরের কাছারীর নায়েব কুড়রাম দত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছে। যমদূতেরা তাহাকেই যমালয়ে আনয়ন করে। কুড়রাম যমালয়ে পৌঁছিয়া শিবের নাম জাল করিয়া একটা আদেশপত্র লিখেন। যেন শিব যমকে পদচ্যুত করিয়া কুড়রামকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আদেশপত্র পাইয়া যম কুড়রামকে রাজ্যভার ছাড়িয়া দেন। কুড়রাম যমালয়ে রাজা হন। এদিকে যম ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা বিষ্ণু তখন মহেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া যমালয়ে উপস্থিত হন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কুড়রামকে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন ও যমকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা—সংহিতা দেখ।

যাদুকরী—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। পাহাড় দ্বীপের রাজা অবলা সিংহের পত্নী তাড়িতা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি গোপনে এক কাফ্রি ভৃত্যের সহিত প্রণয়াসক্ত হওয়ায় রাজা ঐ ভৃত্যকে হত্যা করেন। তাড়িতা ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে যাদুবিদ্যাপ্রভাবে রাজার অর্দ্ধাঙ্গ প্রস্তরময় ও রাজ্য শ্মশানবৎ করে। পরে প্রতিবেশী রাজা হরদমসিংহ এক দৈত্যের কৃপায় রাজাকে ও রাজ্যকে পূর্ব্বাবস্থ করেন। এই নাটকখানি আরব্য উপন্যাসের গল্পবিশেষ অবলম্বনে রচিত।

যুগলাঙ্গুরীয়—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। তাম্রলিপ্ত (তমলুক) নগরবাসী ধনদাস শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ীর সহিত প্রতিবাসী শচীসুত শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুরন্দরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু অকস্মাৎ ধনদাস কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। ইহাতে পুরন্দর দুঃখিত হইলেন। তিনি হিরণ্ময়ীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যোপলক্ষে সিংহলে গমন করিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে ধনদাস সপরিবারে কাশীবাসে গিয়া গুরু আনন্দস্বামীর আদেশে এক যুবার সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ দিলেন। বিবাহকালে আনন্দস্বামী বর ও কন্যার চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর গুরুদেব দুইজনকে দুইটী অঙ্গুরীয় দিয়া বলিয়া দিলেন যে, অদ্য হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই অঙ্গুরীয় ধারণ নিষেধ। পাঁচ বৎসর পরে এই অঙ্গুরীয় দেখিয়া স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে চিনিতে পারিবে। বিবাহের পর হইতেই বরকন্যার আর সাক্ষাৎ হইল না। কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ী মাতাপিতৃহীনা হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিতা হইলেন। ক্রমে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। তখন তাম্রলিপ্তের রাজা মদনদেব হিরণ্ময়ীকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং পুরন্দরের উপর এখনও ইঁহার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে, ইহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পুরন্দরের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন এবং কাশীধামে পুরন্দরের সহিতই যে হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন। আনন্দস্বামী গণনা করিয়া

জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বামিসন্দর্শন ঘটিলে হিরণ্ময়ীর বৈধব্য ঘটিবে। এই জন্যই কৌশলে পাঁচ বৎসরের জন্য পতিপত্নীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ীর নিকট একটী কৌটা ছিল। তন্মধ্যে একখানি পত্রের অর্দ্ধাংশ পাওয়া যায়। অপরার্দ্ধ রাজার নিকট ছিল। সেই পত্র দ্বারাও এই উক্তি সমর্থিত হইল, ধনদাসই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর উভয়ের মিলনের আর কোন বাধা রহিল না।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—বাঙ্গালা প্রহসন। মহারাজ বাহাদুর স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। দুই ব্যক্তি এক কুলস্ত্রীর নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিলে ঐ রমণী পতির সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ দুই জনকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা রাজভবনে এই প্রহসনখানি বিদ্যাসুন্দর নাটকের সঙ্গে প্রথমে অভিনীত হয়।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে যোগ ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় কূট বিষয়সকল কথিত হইয়াছে। ইহা বৈরাগ্যপ্রকরণ, মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ, উৎপত্তি প্রকরণ, স্থিতি প্রকরণ, উপশম প্রকরণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ, এই ছয় প্রকরণে বিভক্ত। বৈরাগ্য প্রকরণে দেহ, সংসার ও বিষয়াদির অনিত্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ, এবং মুমুক্ষু ব্যক্তির কার্য্যাদি কথিত হইয়াছে। উৎপত্তি প্রকরণে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা, চিত্তের অবস্থা, সুখ দুঃখ, ভোক্তা ভোগ্য, এবং প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। স্থিতি প্রকরণে একমাত্র মনোমধ্যে কিরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়াছে তদ্বর্ণন, তদুপলক্ষে শুক্র ও অপ্সরার উপাখ্যান, সদসৎ নিরাকরণ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির স্বরূপবর্ণন নানা উপাখ্যান সহকারে আলোচিত হইয়াছে। উপশম প্রকরণে চিত্তদমন, তৃষ্ণা ও তাহার চিকিৎসা, সঙ্গবিচার, মুক্তামুক্তবিচার, ইন্দ্রিয়ানুশাসন প্রভৃতি বিরোচনাদির আখ্যান সহ কথিত হইয়াছে। নির্ব্বাণ প্রকরণে অবিদ্যা ও তন্মাহাত্ম্য, অবিদ্যা নিরাকরণোপায়, ভুশুণ্ডোপাখ্যান, সমাধি, পরমার্থযোগ, বাহ্যপূজা, দেবতাতত্ত্ববিচার, আত্মজ্ঞানোপদেশ, বিভূতিযোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, চূড়ালা উপাখ্যান, ইক্ষ্বাকু মনুসংবাদ, বৈরাগ্য বর্ণন, জ্ঞানবিচার, নির্ব্বাণোপদেশ, বিশ্বরূপ বর্ণন, বিবিধ জগৎ বর্ণন, নাস্তিকবাদ নিরাকরণ, কর্ম্ম নিরূপণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের বর্ণন, সিদ্ধনির্ব্বাণ কথন, ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্তদ্বীপাদি বর্ণন, প্রভৃতি বহু উপাখ্যান সহকারে আলোচিত হইয়াছে। ইহার বক্তা বশিষ্ঠ ও শ্রোতা রামচন্দ্র।

যোগেশ—বাঙ্গালা কাব্য। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। যোগেশ নামক এক শিক্ষিত যুবক মন্দাকিনী নাম্নী এক যুবতীকে ভালবাসেন এবং তাঁহাকে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করেন। ইহাতে মন্দাকিনী কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করায় মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী এবং স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া যোগেশ চলিয়া যান, এবং বাঙ্গালার প্রান্তভাগে ভৈরব পর্ব্বততলে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহাকে এই দুরাশা হইতে নিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করেন; পর্ব্বতবাসিনী ভৈরবীও তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দেন, কিন্তু যোগেশ কিছুতেই মন্দাকিনীকে ভুলিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি সংসারেও ফিরিলেন না। এদিকে তাঁহার মাতা ও ভগিনী প্রাণত্যাগ করিলেন। পত্নী নর্ম্মদার দুঃখের সীমা রহিল না; তথাপি তিনি পতিপদ চিন্তা হইতে বিরত হইলেন না। যোগেশের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল; অন্তিম সময়ে মন্দাকিনী আসিয়া অনেক উপদেশ দিলেন। মৃত্যুর পর যোগেশের আত্মা যমলোকে নীত হইল। সাধ্বী নর্ম্মদাও তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়া সতীলোকে আনীতা হইয়াছিলেন। যোগেশের আত্মা যমলোকের যন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে পত্নীর অপার সুখ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

র

রঘুবংশম্—সংস্কৃত মহাকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। রামচন্দ্রের পিতামহ মহাত্মা রঘুর বংশবর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে রঘুর পিতা মহারাজ দিলীপ হইতে রামচন্দ্রের অধস্তন ২১শ পুরুষ অগ্নিবর্ণের সময় পর্য্যন্ত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে যে রামচরিত লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত। এই মহাকাব্য ১৯শ সর্গে বিভক্ত।

রঙ্গমতী—কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহার নায়ক বীরেন্দ্র রঙ্গমতী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা মুকুটরায়ের পুত্র। ইনি কুসুমিকা নাম্নী এক বালিকাকে ভালবাসেন। ইনি দিল্লী গিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থ আওরঙ্গজেবের সৈনিক পদ গ্রহণ করেন। এক যুদ্ধে শিবাজীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইহাকে স্বীয় অসি প্রদানপূর্ব্বক স্বদেশে প্রেরণ করেন। বীরেন্দ্র স্বদেশে আসিয়া কিরূপে মোগলহস্ত হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবেন, এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকেন। পরে সায়েস্তা খাঁ পর্ত্তুগীজদস্যু বেঞ্জামিনকে দমনার্থ আগমন করিলে তাঁহার সহিত যোগ দিয়া ইনি বেঞ্জামিনকে পরাজিত করেন। এই সময়ে কুসুমিকার পিতা অন্য এক ব্যক্তির সহিত কুসুমিকার বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে কুসুমিকা এক সন্ন্যাসিনীর সাহায্যে বীরেন্দ্রের নিকট লিপি প্রেরণ করেন। যুদ্ধান্তে সেই লিপি প্রাপ্ত হইয়া বীরেন্দ্র কুসুমিকার নিকট আগমন করেন। তখন বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত, কিন্তু কুসুমিকা সন্ন্যাসিনীদত্ত ঔষধ প্রভাবে মূর্চ্ছিতা। বীরেন্দ্র তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া কাতর হইলেন। যুদ্ধে তিনি আহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ক্ষতস্থান হইতে শোণিতস্রাব হওয়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রিয়তমের এরূপ দশা দেখিয়া কুসুমিকাও মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। এমন সময়ে পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ রঙ্গমতী আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে রঙ্গমতী শ্মশান হইল।

রজনী—উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা সহরে রজনী নাম্নী এক দরিদ্র জন্মান্ধ অবিবাহিতা কায়স্থ কন্যা রামসদয় মিত্র নামক জনৈক ধনীর গৃহে ফুল বেচিতে যাইত। মিত্রজার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা রজনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন মিত্রজার প্রথমপক্ষের পুত্র শচীন্দ্রনাথ রজনীর চক্ষু পরীক্ষা করেন। তাঁহার স্পর্শে এবং তাঁহার কথা শুনিয়া রজনী তৎপ্রতি অনুরাগিণী হন। লবঙ্গলতা নিজ কর্ম্মচারীর পুত্র গোপাল বসুর সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করেন, এবং বিবাহের সমস্ত ব্যয় দিতে স্বীকৃতা হন। গোপালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী চাঁপা এই বিবাহে বাধা দিবার চেষ্টা করে। শচীন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ রজনীও এই বিবাহে অসম্মত হন। শেষে চাঁপা আসিয়া গোপনে রজনীর সহিত পরামর্শ করে। তাহার পরামর্শে তাহার ভ্রাতা হীরালালের সহিত রজনী পলাইয়া যায়। নৌকায় যাইতে যাইতে হীরালাল রজনীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে। রজনী ইহাতে অসম্মতা হইলে সে ইহাকে একটা চড়ায় নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া প্রস্থান করে। অসহায়া অন্ধ যুবতী শচীন্দ্র প্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত বুঝিয়া আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। এই সময়ে

একখানি নৌকা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। নৌকারোহী এক ইতর ব্যক্তি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়, এবং কিছুদূর গিয়া সে রজনীর উপর অত্যাচারের চেষ্টা করে। এমন সময়ে অমরনাথ নামক এক যুবক আসিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। অমরনাথ কাশীতে জনৈক ব্যক্তির নিকট এক অন্ধ রমণীর বৃত্তান্ত এবং অন্যে তাহার সম্পত্তি উপভোগ করিতেছে শুনিয়া ঐ রমণীর সাহায্যার্থে আগমন করেন। রজনীকে উদ্ধার করিয়া জানিতে পারেন যে, রজনীই সেই রমণী। পরে অনুসন্ধানে অবগত হন যে, রামসদয় মিত্র যে সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন, উহাই রজনীর সম্পত্তি। রামসদয়ের পিতা বাঞ্ছারাম একদা কোনও কারণে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে উইল করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার সম্পত্তিতে রজনীরই অধিকার জন্মে। অমরনাথ রজনীকে লইয়া তাঁহার মেসো রাজচন্দ্র দাসের নিকট আসিলেন। বিষয় উদ্ধারের পর অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিবেন, ইহা স্থির হইল। রজনীর হৃদয় শচীন্দ্রগত হইলেও অকৃতজ্ঞতার ভয়ে সে ইহাতে সম্মত হইল। শচীন্দ্রনাথও সমস্ত জানিতে পারিয়া বিষয় ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষয় হস্তান্তর হয় দেখিয়া রামসদয় লবঙ্গলতার পরামর্শে রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শচীন্দ্র রজনীর প্রতি অনুরক্ত না থাকায় লবঙ্গলতা এক সন্ন্যাসীর সাহায্যে শচীন্দ্রের মন যাহাতে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে শচীন্দ্রের মন রজনীর উপর অনুরক্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি কঠিন মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, এবং সর্ব্বদা মনশ্চক্ষে রজনীকে দেখিতে লাগিলেন। লবঙ্গলতা দেখিলেন, রজনীকে না পাইলে শচীন্দ্রের জীবন সংশয়। সপত্নীপুত্র হইলেও লবঙ্গ শচীন্দ্রকে গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রজনী বড় গোল বাধাইল। সে লবঙ্গলতাকে বিষয় ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিল, কিন্তু পাণিপ্রার্থী অমরনাথকে নিরাশ করিয়া অকৃতজ্ঞ হইতে চাহিল না। অমরনাথও কেবল রজনীকেই চান, তাহার সম্পত্তি চাহেন না। লবঙ্গলতা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এবার তিনি অমরনাথকে ডাকিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অমরনাথ ভয় পাইলেন না। তখন লবঙ্গলতা সকাতরে অমরনাথকে অনুরোধ করিলেন। অমরনাথ আর পারিলেন না, লবঙ্গলতার সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। তিনি রজনীকে ছাড়িলেন, আপনার সমস্ত সম্পত্তি রজনী ও শচীন্দ্রকে দান করিলেন; তারপর লবঙ্গলতার নিকট বিদায় লইয়া মহাপ্রাণ অমরনাথ সন্ন্যাসী হইলেন। রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর ঔষধের প্রভাবে রজনীর অন্ধতা ঘুচিল। তিনি স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

লর্ড লিটনের "Last Days of Pompei" নামক উপন্যাসের অন্তর্গত অন্ধ পুষ্পনারী নিডিয়া (Nydia) চরিত্রের কিয়দংশ অবলম্বনে রজনীর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

রত্নরহস্য—রামদাস সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে গজমুক্তা, কম্বুমুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য প্রভৃতি রত্নসম্বন্ধীয় স্থূল সূক্ষ্ম জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। রত্নের গুণাগুণ, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, বর্ণাদি, মূল্যাদি প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণ, বৃহৎ সংহিতা, যুক্তাবলী, রাজনির্ঘণ্ট, মণিপরীক্ষা প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ইহার বিষয়সকল সঙ্কলিত হইয়াছে।

রত্নাবলী—সংস্কৃত নাটিকা। কাশ্মীররাজ হর্ষদেব প্রণীত। রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী। সিংহলাধিপতি বৎসরাজ উদয়নের সহিত স্বীয় কন্যা রত্নাবলীর বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রীর সঙ্গে রত্নাবলীকে প্রেরণ করেন। পথে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় জলযান মগ্ন হইলে রত্নাবলী ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কিছুদূরে কূল প্রাপ্ত হন। তথায় বৎসরাজের মন্ত্রী ইঁহাকে দেখিতে পান। তিনি ইঁহার পরিচয় অবগত হইয়া ইঁহাকে বৎসরাজমহিষী বাসবদত্তার নিকট লুকাইয়া রাখেন। তথায় বৎসরাজের প্রতি ইনি অনুরাগিণী হন, বৎসরাজও ইঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। বাসবদত্তা ইহা জানিতে পারিয়া রত্নাবলীকে অনেক যন্ত্রণা দেন। তথাপি রত্নাবলী বৎসরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পরে সিংহলরাজমন্ত্রী বৎসদেশে উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে চিনিতে পারেন। তখন বাসবদত্তা স্বামীর সহিত ইঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করেন।

বেলগেছিয়া সৌখীন নাট্যালয়ে অভিনীত হইবার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন, মূল অবলম্বনে একখানি রত্নাবলী নাটক রচনা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল নাটকের একখানি বঙ্গানুবাদ নাটকাকারে রচনা করিয়াছেন।

রসমঞ্জরী—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণাদি অলঙ্কারগ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ।

রসায়নবিজ্ঞান—বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। কানাইলাল দে রায় বাহাদুর প্রণীত। ইহাতে রূঢ় পদার্থ, যৌগিক ও মিশ্রপদার্থ, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি বাষ্প, রাসায়নিক যোগ, গন্ধক, ফস্ফরস্, পরমাণুসকলের মিলন, ধাতব রূঢ় পদার্থ প্রভৃতি পদার্থসমূহ, তাহাদের গুণাগুণ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহাদের কার্য্য প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

রসায়নবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি (নব্য)—বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত। রসায়ন বিদ্যাবিষয়ে প্রাচীন হিন্দুদিগের কি পর্য্যন্ত জ্ঞানোন্নতি হইয়াছিল, এই পুস্তকে তাহাই কথিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ধাতুর জারণ, মারণ, স্বর্ণসিন্দূর, মকরধ্বজ প্রভৃতি ধাতব ঔষধাদির প্রস্তুতকরণ, তাহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

রসাবিষ্কার রূপক—বাঙ্গালা রূপকজাতীয় গ্রন্থ। রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যের অবতারণা করিয়া নাট্যশাস্ত্রোক্ত অষ্ট রসের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৮৮১ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি এই গ্রন্থান্তর্গত দৃশ্যগুলি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে প্রথম অভিনীত হয়।

রসেশ্বর দর্শন—দর্শন দেখ।

রাঙ্গা শাঁখা—অনুরূপা দেবী প্রণীত। এই গল্পে গ্রন্থকর্ত্রী দেশপ্রীতি ও দেশসেবার পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। গল্পটি সমাজের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। জমিদার দীনদয়াল মিত্র তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা কৃষ্ণদয়াল মিত্রের সহিত একটী জমিদারীর দখল লইয়া অনেক মামলা মোকদ্দমা করিয়া অবশেষে একটী বড় মামলায় যখন জজকোর্ট ও হাইকোর্টেও হারিলেন, তখন তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি মায় পৈত্রিক ভবন ঋণের দায়ে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পরাজয়ের শোক তিনি বহন করিতে পারিলেন না, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করিলেন। সংসারে শোকসন্তপ্তা স্ত্রী মৃন্ময়ী, একমাত্র পুত্র মিহির ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূ অন্নপূর্ণা রহিল। দীনদয়াল মৃত্যুর পূর্ব্বে বিলাতে

আপীলের অভিলাষ অন্নপূর্ণার নিকট জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং শ্বশুরের মৃত্যুর পর অন্নপূর্ণা বিলাতে আপীল করিবার জন্য মিহিরকে ধরিয়া বসিল। কিন্তু টাকা নাই, কাজেই মিহির একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্নপূর্ণার টাকায় আপীল করিল এবং তাহারই স্ত্রীধনজাত অর্থে পৈত্রিক ভবন উদ্ধার করিল। দারিদ্র্যসত্ত্বেও মিহির দেশে স্বীয় ব্যয়ে ও কয়েকটী যুবকের সাহায্যে একটী ইংরাজি স্কুল স্থাপন করিয়া তাহাতে শিক্ষকতা করিতে লাগিল। এবং তাঁত প্রভৃতি বসাইয়া স্বীয় পল্লীকে স্বাবলম্বী ও উদ্যমশীল করিতে প্রয়াস পাইল। অন্নপূর্ণার ইচ্ছায় তাহার শেষ অলঙ্কারটুকুও মিহির দেশসেবায় ব্যয় করিল। অন্নপূর্ণার রাঙ্গা শাঁখা ব্যতীত অপর কোন অঙ্গাভরণ আর রহিল না। মিহির শত্রু কৃষ্ণদয়ালকেও প্রীত করিতে সমর্থ হইল। কৃষ্ণদয়াল মিহির-স্থাপিত স্কুলের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এককথায় কৃষ্ণদয়ালও মিহিরের দেশসেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। বিলাত-আপীলে মিহির জয়লাভ করিল। মিহির জয়লাভে কিছুমাত্র উদ্দৃপ্ত না হইয়া কৃষ্ণদয়ালের নিকট যাইয়া বলিল, যে ঐ জমিদারী কৃষ্ণদয়ালেরই রহিল, কিন্তু অতঃপর যেন ভাই ভাই আর মামলা মোকদ্দমা না হয় এবং পল্লীর সকল মামলাই যেন সালিশী দ্বারা বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া যায়। কৃষ্ণদয়াল মিহিরের ত্যাগের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কিন্তু জমিদারী তিনি লইলেন না। উপরন্তু পল্লীর এক সভায় উপস্থিত হইয়া যাহাতে অতঃপর মামলা মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে বক্তৃতাদি দিলেন এবং বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া মিহিরের অভিভাবক হইয়া রহিলেন।

মিহির বহুমূল্যের একজোড়া জড়োয়া বলয় ক্রয় করিয়া অন্নপূর্ণাকে দিতে গেলে সে বলিল, যে তাহার আর অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই। তাহার শেষ সম্বল রাঙ্গা শাঁখাই বজায় থাকুক এবং ঐ বহুমূল্য বলয়ের মূল্য দেশসেবায় ব্যয় করা হউক।

রাজগী—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত। দ্বিজেশ পূর্ববঙ্গের এক রাজোপাধিধারী জমিদার বংশের পোষ্যপুত্র। কৈশোরে সঙ্গদোষে তাহার পদস্খলন হয়। যৌবনে সে উপযুক্ত শিক্ষক পাইয়া নিজেকে সংশোধন করিতে সবে আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময়ে ঘটনাচক্রে তাঁহার সাহচর্যে বঞ্চিত হইয়া পুনরায় অধঃপতনের পথে দ্রুত ধাবমান হইতে থাকে। দুই বৎসর পরে সে আবার ঐ সদ্গুরুর সাহচর্য্য লাভ করে, কিন্তু পূর্ব্বের অভ্যাস একেবারে ছাড়িতে পারে না। গুরু নরেন বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত; তিনি ছাত্র দ্বিজেশকে নব্য পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহার সমগ্র জমিদারী পরার্থে দান করিবার পরামর্শ দেন। দ্বিজেশ ট্রাষ্টিস্বরূপ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন করিবে এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রজার হিতকল্পে বিনিযুক্ত হইবে, ইহাই তাঁহার পরামর্শ ছিল। দ্বিজেশ এই পরামর্শ গ্রহণ করে। অসদ্ব্যয়ে তাহার বহু টাকা ঋণ হইয়াছিল। সম্পত্তির কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া ঋণ শোধ করিয়া সে তাহার সম্পত্তি দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ তাহার গুরু নরেন্দ্রকে ও একভাগ তাহার স্ত্রী সাবিত্রীকে দেয়। সাবিত্রী গর্ব্বিতা কিন্তু অন্তরে ঘোর পতিপরায়ণা। সে নীরবে গোপনে পতির পাদপূজা করিত, তাহা ধরা পড়িয়া যাওয়ায় স্বামিস্ত্রীর মিলন হইল। স্ত্রীও তাহার অংশ স্বামীর গুরুকে দান করিল। কিন্তু নরেন্দ্র সে সম্পত্তির ভার গ্রহণ অসম্ভব বুঝিয়া তাহা দ্বিজেশকে প্রত্যর্পণ করিল। দ্বিজেশ ও সাবিত্রী মিলিয়া মিশিয়া সামান্য ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া প্রজাদিগকে তাহার গুরু-প্রদর্শিত পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাজতরঙ্গিণী—সংস্কৃত ইতিহাস গ্রন্থ। ইহার প্রথমাংশ কহ্লণ পণ্ডিত রচিত। দ্বিতীয়াংশ যোণরাজ কৃত। তৃতীয়াংশ যোণরাজের ছাত্র শ্রীবর পণ্ডিত কৃত এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্যভট্ট বিরচিত। প্রথমাংশে অগ্রে পৌরাণিক বিবরণ, পরে ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ গোনর্দ্দ নৃপতির শাসনকাল হইতে ৯৪৯ শকে সংগ্রামদেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে রাজাদিগের বিবরণ, শেষাংশে আকবরের সেনাপতি কাসিম খাঁ কর্ত্তৃক কাশ্মীরবিজয় হইতে শাহ আলমের রাজত্বকালের বিবরণ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।

রাজভক্তি—দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহার ভাষা বাঙ্গালা বটে, কিন্তু দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। সারদাচরণ মিত্র প্রবর্ত্তিত "একলিপি বিস্তার পরিষদ্‌" নামক সভার ব্যয়ে প্রকাশিত। সমগ্র ভারতে এক প্রকার লিপি প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থ সেই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী।

রাজমালা—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত। ইহাতে ত্রিপুরার ও ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজর্ষি—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একটী বালিকার কথায় মর্ম্মাহত হইয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে বলিদান রহিত করেন। ইহাতে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহমুগ্ধ নক্ষত্ররায় তাহাতে সম্মতি দিলেও শেষে অসম্মত হন। পরিশেষে রঘুপতির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া নক্ষত্র রায় রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে হত্যা করিবার জন্য মন্দিরে লইয়া যান। রাজা এই সংবাদ পাইয়া ধ্রুবকে উদ্ধার করিয়া রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড বিধান করেন। ইহাতে রঘুপতি প্রতিহিংসা সাধনার্থে উন্মত্ত হইয়া রাজমহলে গমনপূর্ব্বক সা সুজার সহিত যোগ দেন, এবং অনেক কৌশলে তাঁহাকে বাধ্য ও নক্ষত্ররায়কে হস্তগত করিয়া মোগলসৈন্য সহ গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ভ্রাতা নক্ষত্ররায় মোগলসৈন্য লইয়া রাজ্যগ্রহণাভিপ্রায়ে আসিতেছে শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে সংসারবিরাগের আবির্ভাব হয়, এবং তিনি নক্ষত্ররায়কে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক বনবাসী হন। শেষে রঘুপতিও নক্ষত্ররায়ের নিকট অপমানিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে গোবিন্দমাণিক্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং তাঁহার নিকট বাস করিতে থাকেন। এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার "বিসর্জ্জন" নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী (শ্রীশ্রী)—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু প্রণীত। এদেশে ইংরাজশাসনের প্রথম আমলে হুগলি জেলার বিজন গ্রামে শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক সঙ্গতিপন্ন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম কাত্যায়নী। তাঁহার দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ভবানীপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ রমাপ্রসাদ। ভবানীপ্রসাদের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর নাম যশোদা। তাঁহার এক কন্যাও জন্মিয়াছিল। কন্যাটী দেখিতে অতি সুশ্রী হওয়ায় শঙ্করীপ্রসাদ আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন লক্ষ্মী। রমাপ্রসাদের বিবাহ হয় নাই। তদ্ভিন্ন শঙ্করীপ্রসাদের সংসারে রঘুদয়াল নামে এক গোয়ালা ভৃত্য ছিল। রঘুদয়ালের দেহে যেমন অসাধারণ বল, লাঠিখেলায় ও অন্যান্য শস্ত্রের পরিচালনেও তেমনি অসামান্য নৈপুণ্য ছিল।

কালক্রমে শঙ্করীপ্রসাদ স্বর্গারোহণ

করিলেন। তখন রমাপ্রসাদের বয়স ১৩।১৪ বৎসর এবং লক্ষ্মীর বয়স ৪ বৎসর মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পরেই তাঁহার আত্মীয়স্বজন বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বেচিয়া লইল। তাঁহার সংসারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। ভবানীপ্রসাদ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগী হইলেন। প্রভুভক্ত উদারচরিত রঘুদয়াল অন্যত্র নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া মৃত প্রভুর পরিজনবর্গের উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিতে লাগিল। ওদিকে শঙ্করীপ্রসাদের আত্মীয়গণ ক্রমে তাঁহার বাড়ীখানিও আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু রঘুদয়াল থাকিতে বাড়ীর লোকদিগকে বহিষ্কৃত করা সহজ কথা নয়। কাজেই অগ্রে রঘুদয়ালকে বাড়ী হইতে অপসারিত করা তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল। তাহারা কূটকৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাকে কারারুদ্ধ করাইল। আবার বালক রমাপ্রসাদ মাতা কাত্যায়নীর প্রদত্ত একটি মোহর ভাঙ্গাইতে গিয়া মিথ্যা চুরির অভিযোগে পুলিসের হস্তে অর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি রঘুদয়ালের সহিত একই হাজতে থাকিতে পাইলেন। রাত্রিকালে রঘুদয়াল রমাপ্রসাদকে লইয়া হাজত হইতে পলায়ন করিয়া দেশত্যাগী হইল।

রঘুদয়ালের অনুপস্থিতকালে সুযোগ পাইয়া পূর্ব্বোক্ত দুরাশয় আত্মীয়গণ শঙ্করীপ্রসাদের পরিজনবর্গকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বাড়ীটী দখল করিয়া লইল। কাত্যায়নী দেবী পুত্রবধূ যশোদা ও পৌত্রী লক্ষ্মীকে লইয়া পথের ভিখারী হইলেন। তাঁহারা ভিক্ষান্নে কোনও রূপে জীবন রক্ষা করিতে করিতে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীতেও তাঁহারা মহা বিপদে পতিত হইলেন, এবং যশোদা অতি কষ্টে আপনার অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন।

ভবানীপ্রসাদ গৃহত্যাগ করিয়া কাশীতে দীনদয়াল নামক জনৈক পশ্চিমা ধনী সওদাগরের সহিত মিলিত হন, এবং আপনার অটুট অধ্যবসায় ও অকৃত্রিম সাধুতার বলে দীনদয়ালের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমে তাঁহার কারবারের অংশী ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি অমরসিংহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি 'রাজা অমরসিংহ' নামে পরিচিত হন। এইরূপে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া তিনি জন্মগ্রামে আপনার জননী প্রভৃতি পরিবারবর্গের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু সে লোক তাঁহাদের কোনও অনুসন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেলে তিনি তাঁহাদের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। যশোদার মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তাহারই আরাধনা করিতে লাগিলেন। যে সময়ে কাত্যায়নী পুত্রবধূ ও পৌত্রীসহ বারাণসীতে উপস্থিত হন, সে সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। রাজা অমরসিংহ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য একটী অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। অনাহারে যৎপরোনাস্তি ক্লিষ্ট ও জীর্ণশীর্ণ হইয়া কাত্যায়নী, যশোদা ও লক্ষ্মীকে লইয়া সেই অন্নসত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই অন্নসত্রেও মাতা ও দুহিতা মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অমরসিংহের নিকট নীতা হইলেন। এদিকে রঘুদয়াল এবং রমাপ্রসাদও ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বর্গীয় শঙ্করীপ্রসাদের পরিজনবর্গ সকলেই একত্র মিলিত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

রাজসিংহ—ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রূপনগরের রাজা বিক্রমশোলাঙ্কীর কন্যা চঞ্চলকুমারী একদা এক তস্বিরওয়ালীর নিকট সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের একখানি ছবি ক্রয় করিয়া সখীসমক্ষে তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করেন। তস্বিরওয়ালী দরিয়া নাম্নী এক যুবতী দ্বারা এই সংবাদ বাদসাহের প্রধানা বেগম উদিপুরীর কর্ণগোচর হয়। বাদসাহ আওরঙ্গজেব উদিপুরীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা বেগমের তামাকু সাজাইয়া দিবেন। অতঃপর সম্রাট্ বিবাহের প্রস্তাব করিয়া চঞ্চলকুমারীকে আনয়ন জন্য বিক্রমশোলাঙ্কীর নিকট মবারক নামক এক সেনাপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। এই মবারক সম্রাটের দুহিতা জেবউন্নিসার প্রণয়ভাগী ছিল। এদিকে বাদসাহের অন্যতমা হিন্দুমহিষী যোধপুরী বেগম বাদসাহের আন্তরিক অভিপ্রায় জানাইয়া চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে আসিতে নিষেধ করিয়া এক দূতী প্রেরণ করেন। বিক্রমশোলাঙ্কী একজন সামান্য রাজা মাত্র, সম্রাটের আদেশের অন্যথাচরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। চঞ্চলকুমারী সখী নির্ম্মলার সহিত পরামর্শ করিয়া মেবারপতি রাজসিংহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনাসূচক এক পত্র ও রাখী পাঠাইয়া দিলেন। কুলপুরোহিত অনন্ত মিশ্র এই পত্র লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে অনন্ত মিশ্র দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। দস্যুরা তাঁহার নিকট হইতে পত্র ও রাখী কাড়িয়া লইল। দৈবযোগে রাজসিংহ সেই স্থানে মৃগয়ার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি দস্যুদিগকে নিরস্ত্র করিয়া সেই পত্র প্রাপ্ত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সঙ্গী একশত সৈন্য লইয়া চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি বাদসাহ-সৈন্যের প্রত্যাগমন-পথে সৈন্য সংস্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং সম্রাটের সৈন্যগণ যখন চঞ্চলকুমারীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, তখন ভীমবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার কৌশলে একশত রাজপুতের নিকট দুই হাজার মোগল-সৈন্য পরাজিত হইল। চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের সহিত উদয়পুরে গমন করিলেন। মবারক হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া বিক্রমশোলাঙ্কীকে এক পত্র লেখেন। বিক্রম প্রত্যুত্তরে বলেন, আপনি যেদিন বাদসাহের রোষাগ্নি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, সেইদিন আমি আপনার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিব, তৎপূর্ব্বে বিবাহ করিলে আপনাকে আমার অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইবে। এদিকে বাদসাহ অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া রাজসিংহকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে জিজিয়া করের প্রবর্ত্তন করেন। রাজসিংহ সন্ধিস্থাপনার্থ মাণিকলাল নামক এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে প্রেরণ করেন। নির্ম্মলকুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলাকেও একখানি পত্র দিয়া তাহার সহিত প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রে উদিপুরী বেগমকে তামাকু সাজিয়া দিবার জন্য আমন্ত্রণ ছিল। নির্ম্মলকুমারী কৌশলে বেগম-মহলে প্রবেশ করিয়া যোধপুরী বেগমের সহায়তায় উদিপুরীর নিকট সেই পত্র প্রেরণ করিল। মাণিকলালও সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্থান করেন। বাদসাহ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধোদ্যম করেন। এদিকে মবারক নিজ প্রণয়িনী দরিয়ার সহিত বাস করায় জেবউন্নিসার বিষনয়নে পতিত হইলেন। জেবউন্নিসা ছল ধরিয়া সর্পদংশনে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করেন, পরে মাণিকলালের চেষ্টায় পুনর্জ্জীবিত হইয়া মবারক উদয়পুরে চলিয়া যান। মবারকের দণ্ডের পর জেবউন্নিসার হৃদয়ে অনুতাপের আগুন জ্বলিল; কেননা তিনি মবারককে ভালবাসিয়াছিলেন। অতঃপর সম্রাট্ বিশাল বাহিনী সজ্জিত করিয়া রাজসিংহের ধ্বংসের জন্য যাত্রা করিলেন। উদিপুরী ও জেবউন্নিসাও তাঁহার সঙ্গে চলি-

লেন। তথায় রাজসিংহের কৌশলে সম্রাট্ সৈন্যসহ এক রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিলেন। অমনই রন্ধ্রের উভয় মুখ বন্ধ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা বাহিরে ছিল। রাজসিংহ উদিপুরী ও জেবউন্নিসাকে বন্দী করিয়া আনিলেন। জেবউন্নিসার হৃদয়ে তখন অনুতাপের আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। নির্ম্মলকুমারীর কৌশলে মবারকের সহিত তাহার মিলন হইল। অতঃপর ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া সম্রাট্ রাজসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। রাজসিংহ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং জেবউন্নিসা ও উদিপুরীকেও ছাড়িয়া দিলেন। ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর দ্বারা তামাক সাজাইয়া লইলেন। কিছুদিন পরে সম্রাট্ সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিয়া আবার রাজসিংহের বিরুদ্ধে দিলীর খাঁকে পাঠাইলেন। এবার বিক্রম-শোলাঙ্কীও আসিয়া রাজসিংহের সহিত যোগ দিলেন। রাজসিংহের পরাক্রমে মোগলসৈন্য পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে মবারকও সম্রাটের পক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন। দরিয়ার নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতে তাঁহার মৃত্যু হইল। অতঃপর চঞ্চলকুমারীর সহিত রাজসিংহের বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত—কর্ণেল টড প্রণীত ইংরাজী রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলিত। টড সাহেব বিপুল অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রাজস্থানের ঘটনাবলী ও প্রসিদ্ধ বীরগণের আখ্যায়িকাসমূহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ বরদাকান্ত মিত্র কর্ত্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অঘোরনাথ বরাট "রাজস্থান" নাম দিয়া ইহার এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। বসুমতী আফিস হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

রাজা গণেশ—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রাজা গণেশনারায়ণ সাতগড়ার প্রসিদ্ধ ভাদুড়িয়া বংশসম্ভূত জনৈক জমিদার। তৎকালে পাণ্ডুয়া বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, এবং সৈয়দ আসলতান রাজা ছিলেন। তাঁহার পালিত পুত্র আলিম সা অতিশয় অত্যাচারী ও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। পাঠানের অত্যাচার হইতে প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য গণেশনারায়ণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে তিনি আলিম সার চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য আলিম সা অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টা বিফল হয়। আলিম সা এক হিন্দু-রমণীর উপর অত্যাচারের উপক্রম করিলে গণেশ তাহাকে রক্ষা করেন। ইহার পর আলিম সা দেবীকোটের মহামায়ার মন্দির ভাঙ্গিতে ও দেবীপ্রতিমা চূর্ণ করিতে আদেশ দেন। গণেশনারায়ণ প্রাণপণ করিয়া মন্দির ও দেবীকে রক্ষা করেন। অতঃপর আসলতানের মৃত্যু হইল। আলিম সা সামসুদ্দিন সানি নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এবার তিনি হিন্দুদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে গণেশনারায়ণ বিদ্রোহী হইলেন। সুলতানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। সুলতান পরাজিত হইলেন, গণেশনারায়ণ দুর্গ অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিলেন। আলিম সা যে হিন্দু বালিকার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বালিকা, এবং গণেশের স্ত্রী করুণাময়ীও এই কার্য্যে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজা ও রাণী—বাঙ্গালা নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব পত্নী সুমিত্রার রূপে মুগ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে মধ্যে বাস করিতেছিলেন। এদিকে রাণীর পিত্রালয়ের আত্মীয়স্বজনেরা রাজকার্য্য অধিকার করিয়া প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। রাণী সুমিত্রা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া বৈদেশিক আত্মীয়গণকে দূর করিয়া দিয়া স্বয়ং রাজাকে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিলেন না। তখন রাণী প্রজাবৃন্দের মঙ্গলার্থ রাজার সম্মুখ হইতে দূরে থাকিবার আশায় রাজ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে রাজা উত্তেজিত হইয়া বিদেশীদিগকে বন্দী করিলেন। এদিকে সুমিত্রা ছদ্মবেশে পিত্রালয় কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা কুমারকে সকল কথা বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া কুমার সিংহাসনারূঢ় পিতৃব্যের অনুমতি লইয়া জালন্ধরের অত্যাচার দমনার্থ যাত্রা করিলেন, এবং পথিমধ্যে বিক্রমদেবের ভয়ে পলায়িত দুইজন সেনাপতিকে বন্দী করিয়া বিক্রমদেবের সহিত সন্ধিস্থাপনার্থ চলিলেন। কিন্তু বিক্রমদেব সন্ধি না করিয়া কাশ্মীর আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। কুমার ও সুমিত্রা ফিরিয়া আসিয়া কাশ্মীররাজের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাশ্মীররাজ সৈন্য দিলেন না। তখন বন্দী হইবার ভয়ে কুমার ও সুমিত্রা বন-মধ্যে পলাইয়া গেলেন। শেষে প্রজাদের উপর অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া এবং বন্দী হইলে সম্মান লাঘব হইবে ভাবিয়া কুমার আত্মজীবন বলি দিলেন। সুমিত্রা তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া বিক্রমদেবকে উপহার দিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজাবলী—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদিগের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কত জন হিন্দু নৃপতি ভারতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কত জন ক্ষত্রিয় এবং কত জন হিন্দুজাতির কোন্ বর্ণভুক্ত ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিহাস রাজাবলী গ্রন্থে বিবৃত আছে। হিন্দু রাজত্বের পর কিঞ্চিদধিক সাড়ে ছয় শত বৎসর কাল এই ভারতভূমি যে যে মুসলমান নরপতির শাসনাধীন ছিল, তাহারও বিবরণ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশিষ্টে মুসলমান রাজত্বের অবসানে কোম্পানির শাসনভার প্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

রায়বাহাদুর—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য ধনিসন্তানেরা উপাধি পাইবার লোভে কিরূপ উন্মত্ত হয়, এক পূর্ব্ববঙ্গবাসী জমিদারের চরিত্র চিত্রিত করিয়া তাহাই এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

রাধারাণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মাহেশের রথের দিন রাধারাণীনাম্নী একটী একাদশবর্ষীয়া দরিদ্রা বালিকা রুগ্না মাতার পথ্যসংগ্রহের জন্য একছড়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া মেলাস্থলে বিক্রয়ার্থ লইয়া যান। কিন্তু মালাছড়াটী বিক্রয় হইল না, অগত্যা রাধারাণী নিরাশচিত্তে অন্ধকারে গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক ভদ্র যুবক ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার অবস্থার বিষয় অবগত হইলেন। তিনি দুইটি ডবল পয়সা বলিয়া দুইটী টাকা দিয়া মালাছড়াটী কিনিয়া লইলেন, এবং বালিকাকে তাঁহার মাতার কুটীরে পৌঁছাইয়া দিলেন। বালিকা বলিলেন, আপনি ভ্রমবশতঃ ডবল পয়সার পরিবর্ত্তে টাকা দিয়াছেন; আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আলো জ্বালিয়া দেখিয়া আসি। বালিকা ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলেন, টাকাই

বটে। কিন্তু তিনি বাহিরে আসিয়া আর ভদ্রলোকটীকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে বাজারের কাপড়ওয়ালা এক যোড়া কাপড় আনিয়া বলিল যে একজন ভদ্রলোক ইহা রাধারাণীর জন্ম কিনিয়া পাঠাইয়াছেন। তারপর রাধারাণী ঘরের মধ্যে একখানি নোট কুড়াইয়া পাইলেন। উহার অপর পৃষ্ঠায় রুক্মিণীকুমার রায় রাধারাণীর জন্ম দিয়াছেন, ইহা লিখিত ছিল। রাধারাণী বুঝিলেন, উক্ত উপকারী ভদ্রযুবকের নাম রুক্মিণীকুমার রায়। রাধারাণী নোটখানি খরচ করিলেন না, তুলিয়া রাখিলেন। রাধারাণী বাস্তবিক দরিদ্রকন্যা নহে। জ্ঞাতির সহিত তাঁহার মাতার মোকদ্দমা চলিতেছিল। ঐ মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাঁহার মাতা বাসগ্রাম রাজপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে একটী কুটীরে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে বিলাত আপীলের ফলে রাধারাণীর জয় হইল। রাধারাণী বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। উকিল কামাখ্যাবাবু ইঁহাদের বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি এক্ষণে রাধারাণী ও তাঁহার মাতাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাধারাণীর মাতার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু চিকিৎসা নিষ্ফল হইল। রাধারাণী মাতৃহীনা হইয়া কামাখ্যাবাবুর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সম্পত্তিও কামাখ্যাবাবুর তত্ত্বাবধানে রহিল। অতঃপর রাধারাণীর বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যাবাবু কন্যা বসন্তকুমারীর নিকট শুনিলেন যে, রাধারাণী রুক্মিণীকুমার রায় ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। কিন্তু রুক্মিণীকুমার রায় যে কে, ইহা কেহই বলিতে পারিল না। কামাখ্যাবাবু তাঁহার অনুসন্ধান জন্ম সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। রাধারাণী অবিবাহিতা রহিলেন, এবং কামাখ্যাবাবুর মৃত্যুর পর নিজেই স্বীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি রাজপুরে একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, এবং বাড়ীর নিকটেই "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ" নাম দিয়া একটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাধারাণীর বয়স যখন ঊনবিংশতি বৎসর, তখন কামাখ্যাবাবুর কন্যা বসন্তকুমারীর পত্র লইয়া জনৈক ধনবান্ ব্যক্তি রাধারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। পরে কথাবার্ত্তার উভয়েই জানিতে পারিলেন যে, এই রাধারাণীই সেই মালাবিক্রয়ার্থিনী দরিদ্রা বালিকা, আর এই আগন্তুকই সেই উপকারী রুক্মিণীকুমার রায়। আগন্তুক অতঃপর নিজ পরিচয় দিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়, রুক্মিণীকুমার নাম ধারণ করিয়া তিনি কখন কখন ছদ্মবেশে বেড়াইতেন। দেবেন্দ্রনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী বহুদিন পূর্ব্বেই কালকবলিত হইয়াছেন, তদবধি তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। তখন উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

রামকৃষ্ণকথামৃত—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। শ্রীম-কথিত। রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বীয় ভক্তমণ্ডলীর নিকট সরল ভাষায় আত্মতত্ত্ববিষয়ক যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়, ভক্তি কাহাকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে, যোগ কি, প্রেমের লক্ষণ কি, ইত্যাদি বহু তত্ত্বকথার নিগূঢ় ভাব গল্পচ্ছলে এই সকল উপদেশের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

রামগীতা—পঞ্চগীতা দেখ।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে রামতনু লাহিড়ীর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণনগর রাজবংশের বিবরণ, প্রাচীন ও নব্যদলের সংঘর্ষণ, সামাজিক বিপ্লব, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসার, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপাদিও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

রামপ্রসাদ—বাঙ্গালা নাটক। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। ইহাতে ভক্ত রামপ্রসাদের চাকরী, সাধনা, সঙ্গীত, দেবীর কৃপা, রামপ্রসাদের মুক্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের মুখে যে সকল গীত দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদায় তাঁহারই রচিত।

রামরসায়ন (গ্র)—রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় ইহাতেও রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে ইহার অনেক প্রভেদ আছে। ইহাতে রামের জন্ম হইতে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। তরণীসেন বধ, রাবণ বধার্থ রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব প্রভৃতি ইহাতে নাই। রামচন্দ্র রাক্ষসবধ ও সীতা-উদ্ধার করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এবং সিংহাসনে বসিলে অগস্ত্যমুনি তাঁহার নিকট রাবণের পূর্ব্ব বিবরণ, হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ উপাখ্যান এবং ভুষণ্ডীকাক চরিত্র বর্ণন করিলেন। অতঃপর রামচন্দ্র সীতা সহ রাজসুখ সম্ভোগ ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

রামানুজ দর্শন—দর্শন দেখ।

রামায়ণম্—সংস্কৃত মহাকাব্য। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। ইহা আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর এই সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত। আদিকাণ্ডে অযোধ্যা ও দশরথের বিবরণ, রোমপাদ কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন, দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ, দেবগণ কর্ত্তৃক রাবণবধার্থ বিষ্ণুর উপাসনা ও বিষ্ণুর রামরূপে জন্মগ্রহণ করিতে স্বীকার, রামলক্ষ্মণাদির জন্ম, যজ্ঞরক্ষার্থ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রামকে আনয়ন, তাড়কা বধ, বিশ্বামিত্রের নিকট রামলক্ষ্মণের মন্ত্রলাভ, গঙ্গাবতরণ, সগরোপাখ্যান, অহল্যা সন্দর্শন, জনকপুরে গমন, বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, ত্রিশঙ্কু উপাখ্যান, হরধনুর্ভঙ্গ, সীতা সহ রামের বিবাহ, লক্ষ্মণাদির বিবাহ, ভার্গববিজয় প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মন্ত্রণা ও উদ্যোগ, কৈকেয়ী মন্থরা সংবাদ, মন্থরার উপদেশে কৈকেয়ী কর্ত্তৃক দশরথের নিকট বরপ্রার্থনা, রামের বনগমন, অযোধ্যাবাসীর শোকপ্রকাশ, রামের নিষাদপুরে আগমন, চিত্রকূটে অবস্থিতি, কৌশল্যাবিলাপ, দশরথ কর্ত্তৃক সিন্ধুবধ বৃত্তান্ত কথন, দশরথের মৃত্যু, ভরতের অযোধ্যায় আগমন ও রামের উদ্দেশে যাত্রা, রামকর্ত্তৃক ভরতকে অযোধ্যায় প্রতিপ্রেরণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অরণ্যকাণ্ডে রামের দণ্ডকারণ্যে স্থিতি, বিরাধ রাক্ষসবধ, পঞ্চবটী গমন, শূর্পণখা-বিবরণ, খরদূষণ বধ, শূর্পণখার রাবণসমীপে গমন ও সীতা হরণার্থ রাবণকে প্রবৃত্তিদান, রাবণ-মারীচ সংবাদ, মারীচের মায়ামৃগ-রূপ ধারণ, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, সীতার অশোকবনে অবস্থিতি, সীতাবিচ্ছেদে রামের বিলাপ ও জটায়ুর নিকট রাবণের সংবাদ-প্রাপ্তি, কবন্ধ-বধ, শবরী-উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবাদি বানরগণের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও সুগ্রীবসহ সখ্য, বালিবৃত্তান্ত ও বালিবধ, সুগ্রীব কর্ত্তৃক সীতা অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে বানরসৈন্য প্রেরণ, স্বয়ম্প্রভা-বৃত্তান্ত, বানর সম্পাতি সংবাদ, সাগর তরণোদ্যোগ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের সমুদ্রোত্তরণ ও লঙ্কাপ্রবেশ, সীতাসহ হনুমানের সাক্ষাৎ, হনুমানকর্ত্তৃক বনভঙ্গকরণ ও রাক্ষসগণসহ

যুদ্ধ, লঙ্কাদাহ, হনুমানের প্রত্যাবর্ত্তন ও রামের নিকট সীতা সংবাদ প্রদান প্রভৃতি আখ্যাত হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডে সাগর-বন্ধন, বানরকটকসহ রামচন্দ্রের লঙ্কা-গমন, বিভীষণের সহিত রামের মিত্রতা, যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিতাদি রাক্ষসগণের নিধন, রাবণবধ, সীতা উদ্ধার, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও সিংহাসনে উপবেশন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ডে রামসমীপে অগস্ত্যের আগমন, অগস্ত্য কর্ত্তৃক রাবণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন, রাবণের জন্ম, বরলাভ, দিগ্বিজয়, স্বর্গবিজয়, সুগ্রীবাদির স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন, সীতার বনবাস, সারমেয় ব্রাহ্মণ-সংবাদ, শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণসংহার, শূদ্র-তাপস বিবরণ, পুরূরবার জন্মবৃত্তান্ত কথন, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান, লবকুশের রামায়ণ গান, সীতার পাতালপ্রবেশ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, লক্ষ্মণের দেহত্যাগ, রামচন্দ্র ও ভরতাদির লীলাসংবরণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণ হইতে বঙ্গানুবাদ করেন। মূল রামায়ণ হইতে ইহার কোন কোন স্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়; কৃত্তিবাসের রামায়ণে তরণীসেন বধ, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ও দেবী কর্ত্তৃক নীলপদ্ম হরণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল রামায়ণে ইহা নাই। সুবলচন্দ্র মিত্র ইহার এক বিশুদ্ধ সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

গ্রিফিথ সাহেব ইংরাজী ভাষায় রামায়ণের একটি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। এক ইংরাজমহিলা "Iliad of the East" নাম দিয়া রামায়ণের একখানি মর্ম্মানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

রামায়ণী কথা—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহাতে রামায়ণোক্ত দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, কৌশল্যা, হনুমান্ প্রভৃতির চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক চরিত্রের দোষ, গুণ, উন্নত বা অবনত স্বভাবের আলোচনা করা হইয়াছে।

রামারঞ্জিকা—বাঙ্গালা স্ত্রীশিক্ষা গ্রন্থ। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা কর্ত্তব্য, কি প্রকারে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হয়, তাঁহাদের কিরূপ সাহস ও সংযমের প্রয়োজন, পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ ও কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য, বৈদেশিক স্ত্রীলোকদিগের দৃষ্টান্ত, সাধ্বী স্ত্রীর পতিসেবা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ইত্যাদি স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কল্পিত নাম গ্রহণ করিয়া এইখানি ও অপর কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়—ভাগবতাচার্য্য বিরচিত। অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইহা ভাগবতোক্ত রাস পঞ্চাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ পয়ার ছন্দে গ্রথিত। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

রৈবতক—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণনাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। যৎকালে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় এক দস্যু আসিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের গাভী হরণ করে অর্জ্জুন সেই দস্যুকে মারিয়া ব্রাহ্মণের গাভী উদ্ধার করিয়া দেন। এই দস্যু অনার্য বংশীয় নাগরাজ চন্দ্রচূড়। তাহার মৃত্যুকালে তাহার এক অষ্টমবর্ষীয়া অনাথা কন্যার কথা শুনিয়া অর্জ্জুন সেই কন্যার অনুসন্ধানার্থ আট বৎসর ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বারকায় উপনীত হন, এবং তথায় সুভদ্রাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। এদিকে ভারতে তখন রাজগণের মধ্যে হিংসা দ্বেষ অত্যাচার প্রভৃতি প্রবল হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণগণও অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন এই সকল দমন করিয়া ভারতে এক বিরাট ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের জন্য কৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ব্যাস ও অর্জ্জুন তাঁহার সহায় হইলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার্থ ষড়্‌যন্ত্র করিতে থাকিলেন এবং অনার্য্যপতি নাগরাজ বাসুকিকে আপনার পক্ষভুক্ত করিয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য যাদব ও পাণ্ডবে সম্বন্ধ স্থাপনার্থ সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে বলদেব তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপদেশানুসারে সুভদ্রাকে হরণ করিলেন।

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—নরেন্দ্র দেব প্রণীত। সুললিত কবিতায় পারস্যের অমর কবি ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াতের বঙ্গানুবাদ। ইংরেজ কবি ফিটজেরাল্ড সর্ব্বপ্রথম রোবাইয়াতের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া এই রত্নগুলিকে জগতের কাছে পরিচিত করিয়া দেন। বহু অনুসন্ধানে এযাবৎ ১২০০ মূল রোবাইয়াৎ সংগৃহীত হইয়াছে। রোবাইগুলি ইয়োরোপের প্রায় সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রাশিয়ার জুকোভস্কি, ডাঃ ডেনিসন রস, মিঃ হেরন এলেন, ট্যালবট, হুইনফীল্ড, জনসন, পেইন, গালিয়েনী প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। নরেন্দ্র বাবু প্রধানতঃ ফিটজেরাল্ডের অনুসরণ করিয়াছেন। অনুবাদ অতি সুললিত। ওমর খৈয়ামের ভাবরাশি সরস ভাষা সম্পদে ও সুমধুর ছন্দের ঝঙ্কারে নরেন্দ্র বাবুর কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রোমাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। পূর্ব্বকালে কৈরাত নামক স্থানের রাজা পুরঞ্জয়ের অধিক বয়সে রোমাবতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার বিবাহার্থ রাজা স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করেন। কিন্তু বর মনোনীত না হওয়ায় রোমাবতী কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিলেন না। পরিশেষে একদিন প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রজাল বিদ্যা দর্শনকালে রোমাবতী এক অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু পরে তাহার কোন উদ্দেশ না পাইয়া রোমাবতী একদা গোপনে সখী মাধবিকার সহিত গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং এক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তপস্বীর বেশ ধারণপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হন। এদিকে ঐ পুরুষ—তাঁহার নাম রঞ্জন এবং তিনি জনৈক রাজপুত্র—রোমাবতীকে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনিও গৃহাগত হইয়া রোমাবতীর অদর্শনে একান্ত অধীর হন। তখন তাঁহার প্রিয় বয়স্য মাধব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া রোমাবতীর সন্ধানে বহির্গত হন, এবং বহু অন্বেষণের পর রোমাবতীর পিতার নিকট আগমন করেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রোমাবতী পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন মাধব রোমাবতীর অন্বেষণে যাত্রা করেন। এদিকে রঞ্জনও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া গৃহত্যাগী হন, এবং বহু বিপদ্ অতিক্রমপূর্ব্বক যথায় রোমাবতী তপস্বীর বেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হন। তথায় পরস্পরের পরিচয়ে পরস্পরকে চিনিতে পারেন। এই সময়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাধবও তথায় উপস্থিত হন। পরে সকলে রোমাবতীর পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করিলে রোমাবতীর সহিত রঞ্জনের এবং মাধবিকার সহিত মাধবের পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হয়।

রোমিও জুলিয়েত—বাঙ্গালা নাটক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা ইংরাজ-কবি সেক্সপীয়রের, রোমিও-জুলিয়েট গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে লিখিত।

ল

লিখিতসংহিতা—সংহিতা দেখ।

লিঙ্গপুরাণ—পুরাণ দেখ।

লীলাবতী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় কাশীপুরের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি। কাশীধামে অবস্থানকালে ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারা অপহৃতা হন এবং পরে পুত্র অরবিন্দ গৃহত্যাগ করিয়া যান। হরবিলাস পোষ্যপুত্র করণাভিপ্রায়ে ললিতমোহন নামক একটী যুবককে বাটীতে রাখিয়া প্রতিপালন করেন। হরবিলাসের কনিষ্ঠা কন্যা লীলাবতী ও ললিতমোহন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। ইঁহাদের বিবাহ দিবার জন্য লীলাবতীর মাতুল, শিক্ষক এবং অন্যান্য লোকে হরবিলাসকে অনুরোধ করেন, কিন্তু ললিতমোহনের বিশিষ্টরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা না থাকায় হরবিলাস তাঁহাকে কন্যাদানে অনিচ্ছুক হন এবং শ্রেষ্ঠকুলীন ও গুলিখোর নদেরচাঁদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন। নদেরচাঁদ স্বয়ং লীলাবতীকে দেখিতে আসে, এবং লীলাবতীর সম্মুখে আপনার মূর্খতা ও অসভ্যতার পরিচয় দেয়। লীলাবতীকে পাইবার আশা না থাকায় ললিতমোহন গৃহত্যাগ করেন ও লীলাবতী মানসিক কষ্টে শয্যাশায়িনী হন। তাঁহার মানসিক ভাব অবগত হইয়া হরবিলাস ললিতের হস্তেই তাঁহাকে সম্প্রদান করিবেন স্থির করেন। যোগজীবন নামক এক সন্ন্যাসী হরবিলাসের বাড়ীতে আসিয়া আপনাকে অরবিন্দ বলিয়া পরিচয় দেন, এবং অরবিন্দের পত্নী ক্ষীরোদবাসিনীর কতকগুলি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়া গৃহে স্থান পান। ললিতের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কাশীতে গিয়া প্রকৃত অরবিন্দের সাক্ষাৎ পান, এবং যোগজীবনের আগমনের তিন দিন পরে ললিত ও অরবিন্দসহ সিদ্ধেশ্বর কাশীপুরে উপস্থিত হন। তখন অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, যোগজীবন পুরুষ নহে, রমণী। সে হরবিলাসের রক্ষিতা এক ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাতা চাঁপা। চাঁপা পূর্ব্বে হরবিলাসের গৃহেই থাকিত, কিন্তু একদা অরবিন্দ তাহাকে পত্নীভ্রমে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হওয়ায় অসতী অপবাদে সে গৃহবহিষ্কৃতা হইয়া সন্ন্যাসিনী বেশে নানা স্থানে পর্য্যটন করে। হরবিলাস পোষ্যপুত্র গ্রহণে উদ্যত হইলে তাহা রহিত করিবার জন্যই চাঁপা অরবিন্দপরিচয়ে গৃহে আসিয়াছিল। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পাইল যে, নদেরচাঁদের মাতুল ভোলানাথ চৌধুরী তারাকে বিবাহ করিয়াছে। সে এখন অহল্যা নামে পরিচিতা। পুত্র, কন্যা ও চাঁপাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া হরবিলাস আনন্দসহকারে ললিতের সহিত লীলাবতীর বিবাহ দিলেন।

লোকরহস্য—বাঙ্গালা বিদ্রূপাত্মক সামাজিক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকে ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, ইংরাজস্তোত্র, বাবু, বসন্ত ও বিরহ, হনুমদ্বাবু সংবাদ, গ্রাম্য কথা, Theory, New Year's Day প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ আছে। সকল প্রবন্ধেই সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি দোষের উপর বিদ্রূপাত্মক কশাঘাত আছে।

শ

শকুন্তলা—বাঙ্গালা সাহিত্যগ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। মহাকবি কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের ভাবাবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। মহারাজ দুষ্মন্তের মৃগয়ায় গমন, তপোবনমধ্যে শকুন্তলার দর্শন ও উভয়ের হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার, গান্ধর্ব্ব বিবাহ, রাজার প্রত্যাগমন, শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ, শকুন্তলার পতিগৃহে গমন ও স্বামিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান, অপ্সরোলোকে বাস, দুষ্মন্তের অনুশোচনা, উভয়ের পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি ঘটনাসমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলার একটী অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে অনেকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা-তত্ত্ব—সমালোচনাগ্রন্থ। চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের চমৎকারিত্ব প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ দুষ্মন্ত, শকুন্তলা এবং নাটকীয় অন্যান্য চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া কাহার প্রকৃতি কিরূপ এবং কি কৌশলে কবি সেই সকল চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহাই বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরিশেষে মহাভারতীয় শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত নাটকীয় শকুন্তলা আখ্যানের কি প্রভেদ, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শকুন্তলা রহস্য—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার সঙ্কলিত। ইহাতে পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলের আলোচনা করা হইয়াছে।

শঙ্কর দর্শন—দর্শন দেখ।

শঙ্করবিজয়—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে শিবের শঙ্করাচার্য্যরূপে জন্ম, শিক্ষা, সন্ন্যাসগ্রহণ, শঙ্করের শিবদর্শন, দিগ্বিজয়, চন্দ্রশেখরাদি শিষ্যগণের বিবরণ, কাপালিক বধ, শঙ্করাচার্য্যের ইহলোকত্যাগ ও কৈলাসগমন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যকে শিবাবতাররূপে বর্ণনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শঙ্করাচার্য্য—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হইতে চরিত্র বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার শঙ্করকে শিবের অবতাররূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ইহা, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

শঙ্করাচার্য্যচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম, শিক্ষা, সন্ন্যাসগ্রহণ, ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি, দিগ্বিজয়, মোক্ষলাভ প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

শঙ্খ—গীতিকাব্য। অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাসম্বলিত। লেখক আধুনিক সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার শঙ্খধ্বনিতে তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় আছে। গাম্ভীর্য্য ও ভাবগর্ভতা শঙ্খের বিশেষত্ব।

শরৎসরোজিনী—বাঙ্গালা নাটক। উপেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। শরৎ রিষড়ার একজন সদ্গুণশালী জমিদার। তিনি কখন বিবাহ করিবেন না, স্থির করিয়াছিলেন। ভগিনী সুকুমারী ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না। সরোজিনী নাম্নী এক প্রতিবেশিনী-কন্যা অল্পবয়সে মাতাপিতৃহীনা হইয়া তাঁহার গৃহে প্রতিপালিতা হন। শরৎ তাঁহাকে স্বীয় ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। মতিলাল নামে তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার ছিলেন। মতিলালের গৃহে বিনয় নামক একটী বালক প্রতিপালিত হইতেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে আট হাজার টাকার সহিত তাঁহাকে মতিলালের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। মতিলাল ঐ টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য বিনয়কে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন, এবং দস্যুর দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। শরৎ তাঁহাকে রক্ষা করেন। এদিকে মতিলাল শরতের ভগিনী সুকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য ঘটকী পাঠাইয়া দেন। সরোজিনী তাঁহাকে অপমান করিয়া বিদায় করেন। ইহাতে মতিলাল শরতের অনিষ্ট-চেষ্টা করিতে থাকেন

সরোজিনী এই সংবাদ কলিকাতায় শরতের নিকট পাঠাইলে শরৎ বিনয়কে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। এই সময় বিনয় ও সুকুমারীর মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। সরোজিনী পূর্ব্ব হইতেই শরৎকে ভালবাসিয়াছিল। কয়েকদিন পরে মতিলাল সুকুমারীকে হরণ করিবার জন্য শরতের বাড়ীতে ডাকাতি করান। দৈবক্রমে শরৎ তাহার পূর্ব্বক্ষণেই উপস্থিত হওয়ায় দস্যুরা হতাহত হইয়া পলায়ন করে। অনন্তর শরৎকে পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সরোজিনী গোপনে গৃহত্যাগ করেন। শরৎ তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন। তখন মতিলাল সুকুমারী ও বিনয়কে হরণ করিয়া লইয়া যান, এবং জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া তিনি শরতের বিষয়ের অধিকারী বলিয়া আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহার উপপত্নী ভ্রাতৃজায়ার চেষ্টায় তাহা বিফল হয় এবং তাহারই হস্তে মতিলাল জীবন বিসর্জ্জন করেন। পরে নানা বিঘ্নবিপদ্ অতিক্রম করিয়া শরৎ বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সরোজিনীও তাঁহার অনুরাগের বিষয় অবগত হইয়া তথায় উপস্থিত হন। পরে সরোজিনীর সহিত শরতের এবং সুকুমারীর সহিত বিনয়ের শুভ মিলন হয়।

শর্ম্মিষ্ঠা—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিলে মহারাজ যযাতি আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। অনন্তর শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ অপনোদনার্থ দৈত্যরাজ শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া দেন। উদ্ধারকর্ত্তা যযাতির উপর দেবযানীর প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া শুক্রাচার্য্য প্রিয় শিষ্য কপিলকে প্রতিষ্ঠানপুরে পাঠান, এবং তথা হইতে যযাতিকে আনাইয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। দেবযানীর সহিত শর্ম্মিষ্ঠা পরিচারিকারূপে রাজধানীতে আনীত হন, এবং তিনি রাজার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়েন। পরে গোপনে গান্ধর্ব্ব মতে রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার কিছুকাল পরে রাজা দেবযানীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে একটি উদ্যানে উপস্থিত হইলে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্রত্রয় পিতৃসম্বোধনে রাজার নিকট উপস্থিত হয়। দেবযানী তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ক্রোধভরে সখী পূর্ণিকার সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকট যাত্রা করেন। সেই সময়ে শুক্রাচার্য্য কন্যা দৌহিত্র দর্শনাভিপ্রায়ে রাজধানী অভিমুখে আসিতেছিলেন। পথে দেবযানীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কন্যার মুখে সমস্ত অবগত হইয়া কন্যার অনুরোধে তিনি রাজাকে জরাগ্রস্ত হইবার শাপ দেন। পরে অনুতপ্ত হইয়া দেবযানী অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে বলিলে, শুক্রাচার্য্য রাজাকে সহস্র বৎসরের জন্য পুত্রে জরাভার সমর্পণ করিয়া যৌবন উপভোগ করিবার বর দেন। দেবযানীর দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র পিতার জরাভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে রাজা তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। পরে শর্ম্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার জরাভার গ্রহণ করিলে রাজা পুনঃ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য করিতে থাকেন। তখন শুক্রাচার্য্য স্বহস্তে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজার করে সমর্পণ করেন, এবং পুরুর দ্বারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া দেন। দেবযানীও সপত্নীভাব ত্যাগ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

শব্দকল্পদ্রুমঃ—সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষ পর্য্যন্ত যাবতীয় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত শব্দসমূহের সংস্কৃত অর্থ, প্রতিশব্দ, উৎপত্তি, ধাতু প্রভৃতি, স্মার্ত্ত ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় বিবিধ পৌরাণিক আখ্যায়িকা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম সম্পাদন ও প্রচার রাধাকান্তদেবের বহুদিনের পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয়ের ফল। এই সুবিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি জগদ্ব্যাপী যশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। বহুকাল পরে হরিচরণ বসু, হিতবাদীর এবং বসুমতীর স্বত্বাধিকারিদ্বয় (পৃথক্ পৃথক্), ইহার এক একটী সংস্করণ বাহির করিয়া বিক্রয় করেন।

শশাঙ্ক—ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালী জাতি জীবিত ছিল, তখনকার ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক ইহার প্রধান চরিত্র। লেখক উত্তরাপথের সপ্তম শতাব্দীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

শাণ্ডিল্য-সূত্র—সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র (ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ)। স্বপ্নেশ্বরবিদ্ বিরচিত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ, সমাধি, ভক্তি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

শান্তাতপ-সংহিতা—সংহিতা দেখ।

শাপাবসানম্—সংস্কৃত নাটক। নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন প্রণীত। শাপান্তে অভিমন্যুর চন্দ্রলোকে গমন, এই আখ্যান অবলম্বনে নাটকখানি আনুমানিক ১৮৯০ খৃঃ রচিত।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান—ডাক্তার চুণীলাল বসু প্রণীত। স্বাস্থ্যরক্ষার মূলতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু সংসারে সর্ব্বদা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। আমাদের সংসারে দৈনন্দিন সকল কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে; সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি প্রচারিত হইলে বিশেষ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্য লইয়া বর্ত্তমান পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে লেখক পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিয়মাবলীর সামঞ্জস্য করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য বিধিগুলি এদেশের উপযোগী নহে, অতএব তাহা বর্জ্জনীয়।

শাস্তি কি শান্তি—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বিধবাবিবাহের ফল কিরূপ, ইহাই লক্ষ্য করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। প্রসন্নকুমার নামক এক ধনী ব্যক্তির দুই কন্যা (ভুবনমোহিনী ও প্রমদা) ও এক শুদ্ধাচারপরায়ণা বিধবা পুত্রবধূ ছিল। প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠ জামাতা মৃত্যুকালে আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়া বন্ধু প্রকাশবাবুকে তাহার "একজিকিউটর" করিয়া যান। ক্রমে প্রকাশবাবুর সহিত বিধবা ভুবনমোহিনীর গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয়। এদিকে প্রমদা বিবাহরাত্রিতেই বিধবা হয়। বালিকা কন্যার ব্রহ্মচর্য্য অসহ্য হওয়ায় এবং ভুবনমোহিনীর অধঃপতন দর্শনে প্রসন্নকুমার প্রমদার আবার বিবাহ দেন, কিন্তু প্রমদা তাহাতেও সুখী হইল না। তাহার স্বামী নানাপ্রকারে অর্থ নষ্ট করিয়া প্রমদাকে কষ্ট দিতে লাগিলেন। এদিকে প্রকাশবাবুর সহিত গুপ্ত প্রণয়ের ফলে ভুবনমোহিনীর গর্ভ হইল। তখন প্রকাশ তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। ভুবনমোহিনী ভিখারিণীর অনাথাশ্রমে আশ্রয় লইল। প্রসন্নকুমারের স্ত্রী এই সকল দুর্ঘটনা সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। প্রসন্নকুমারও শেষে ভুবনমোহিনীকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

শিখ-ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে শিখ-

জাতির উৎপত্তি, শিখধর্ম্মের ক্রমোন্নতি, বিস্তার এবং প্রাধান্যলাভ, শিখগুরুগণের কাহিনী, তাঁহাদিগের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও স্বদেশহিতৈষণা, শিখরাজ্যের উত্থান ও পতনকাহিনী, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ, ইংরাজের সহিত শিখদিগের যুদ্ধ, ইংরাজের পঞ্জাব অধিকার প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে শিখগুরুগণকৃত গ্রন্থসমূহের বিবরণ আছে। কনিংহাম সাহেবের History of the Shikhs গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা লিখিত। কিন্তু কনিংহামের গ্রন্থে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের বিবরণ নাই। ইহাতে উক্ত বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে।

শিখা—বাঙ্গালা গীতিকাব্য। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। ইহাতে প্রেম, শোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অন্যান্য বিষয়ক অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিবগীতা—পঞ্চগীতা দেখ।

শিবাজীর জীবনচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর জন্মবৃত্তান্ত, তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা, মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান, স্বজাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন, কূট রাজনীতিজ্ঞানে পারদর্শিতা, উদারতা, যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্র ও মোগল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত, পণ্ডিত তুকারাম ও বামনের বৃত্তান্তও আলোচিত হইয়াছে। সভাসদ, চিটনীস, পবাড়াসংগ্রহ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ, এবং কতকগুলি ইংরাজী, হিন্দী, ও সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

শিবোপনিষৎ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে জীবের সুখদুঃখ বিচার, আশু সিদ্ধিলাভের উপায়, পঞ্চবায়ুর স্বরূপ, সমাধিযোগ, বৈরাগ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, শান্তিলাভের উপায়, সঙ্গনিরূপণ, ব্রহ্মযোগ, আত্মযোগ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনির্ণয়, মৃত্যুবিবরণ, মুক্তি,বিভূতিলাভের উপায়, জপযোগ, কৈবল্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শিলাচক্রার্থবোধিনী—সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। হরকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও তদাত্মজ রাজা স্যর্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শালগ্রামশিলার উৎপত্তি, শিলালক্ষণ, কোন্ শিলা পূজ্য ও ত্যাজ্য, চিহ্নানুসারে শিলার নাম, চক্রলক্ষণপরীক্ষা, পূজাবিধি, পূজাধিকারী, মহাস্নান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে শিলাচক্রবিবেক ও, বাণলিঙ্গলক্ষণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা বহুবিধ পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে সঙ্কলিত।

শুক্রনীতি—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে রাজনীতি, রাজাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য রক্ষকাদি নিয়োগ, প্রজাপালন, সামন্তাদি রাজা, দণ্ডবিধি, আয়ব্যয় ব্যবস্থা, শাসনপত্র, পাট্টা কবুলতি, ভাগপত্র প্রভৃতির বিবরণ, ভৃত্যকার্য্য, সাধারণ সম্বন্ধে বিবিধ বিধান, সামদানাদি উপায় প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

শুদ্ধিতত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যবস্থা, যোগসিদ্ধি প্রকরণ, অশৌচসঙ্কর, গুরু লঘু অশৌচের মিলনে ব্যবস্থা, অশৌচান্তদিনে কর্ত্তব্যকর্ম্ম, স্ত্রীবালকাদির অশৌচ নিরূপণ, প্রবাসস্থ ব্যক্তির মৃত্যুতে অশৌচ, সাপিণ্ডাদির অশৌচ, মৃত্যুবিশেষে অশৌচ প্রভৃতি বিবিধ অশৌচ ব্যবস্থা, অশৌচকালে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্মের বর্জ্জনীয়তা, দ্রব্যশুদ্ধি বিচার, মুমূর্ষু-কর্ত্তব্য, কুশপত্র দাহের ব্যবস্থা, তর্পণাবধি, পূরকপিণ্ডদান, ষোড়শ দান ও বৃষোৎসর্গাদি কর্ম্ম, প্রেতকার্য্যে অধিকারী নিরূপণ, ব্যবস্থাসমূহের সারসংগ্রহ, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আরও নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা ও ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শুভ-বিবাহতত্ত্ব—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বিবাহের উদ্দেশ্য কি, সহধর্ম্মিণীকে লইয়া কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপ পাত্রীকে বিবাহ করা উচিত, ইত্যাদি বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলশয্যা, যৌতুক, নিমন্ত্রণপত্র এবং বিবাহের প্রীতি উপহার কবিতা পর্য্যন্ত এই পুস্তকে বিবৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্য জাতির কুলার্ণব, বিবাহ বিষয়ে জ্যোতিষোক্ত বিধি, বিবাহের মন্ত্রসমূহের অনুবাদ প্রভৃতি দ্বারা গ্রন্থকার এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বিবাহসংস্কার ও পুত্রোৎপাদনের সহিত ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধ, বিবাহবিষয়ক নিষিদ্ধ বিধি প্রভৃতি সহজভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ব্যাস, মনু, চরক প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণের সহিত ডারুইন, স্পেন্সার, সক্রেটীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতসমূহও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত সত্য।

শূন্য পুরাণ—বাঙ্গালা কাব্য। রামাই পণ্ডিত প্রণীত। শূন্যবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে শূন্যমূর্ত্তি হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের উদ্ভব, ধর্ম্মের ঘর্ম্ম হইতে আদ্যাশক্তি প্রকৃতির জন্ম, জলপ্লাবন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজা, পূজানিয়ম, যমরাজের বৃত্তান্ত, বারমাসি, মুক্তিস্নান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শূরসুন্দরী—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দিল্লীশ্বর আক্বরসাহ স্থাপক মানসিংহের অপমানকারী উদয়পুরাধিপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, দিল্লীর অন্তঃপুর মধ্যে নৌরোজা নামক সখের বাজার স্থাপন করেন। তথায় ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই রমণী। এই বাজারে উক্ত রাণার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও পৃথীরাজের পত্নী শূরসুন্দরীকে আনয়নপূর্ব্বক সম্রাট্ তাঁহার উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হন। কিন্তু শূরসুন্দরী তরবারি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বাদসাহ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও কোন রাজপুতরমণীকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিবেন না বলিয়া এক অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেন।

শ্রাদ্ধতত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে শ্রাদ্ধের নিয়ম, ইতিকর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধকাল, আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধাধিকারী, সাপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে।

শ্রীকণ্ঠ—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ইহাতে সুললিত ও মধুর ভাষায় মহাকবি ভবভূতির উত্তরচরিত, বীরচরিত এবং মালতীমাধব এই তিন খানি কাব্য সমালোচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। মালাধর বসু প্রণীত। রাধিকা প্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে ব্রজলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা ও দেহত্যাগ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদবলম্বনেই এই গ্রন্থ রচিত। প্রকাশক বলিয়াছেন যে, ইহা বঙ্গভাষার আদি কাব্য। ইহা ১৪০২ শকে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীবাৎস্তচরিতম্—জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ইহাতে লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চট্টগ্রামের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

এই চট্টগ্রামের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশের বিবরণও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। বেদব্যাস প্রণীত। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং ছয়টী করিয়া অধ্যায়ে এক একটী ষট্‌ক হইয়াছে। ইহার প্রথম ষট্‌কে কর্ম্ম-যোগ, দ্বিতীয় ষট্‌কে জ্ঞানযোগ এবং তৃতীয় ষট্‌কে ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কেবলমাত্র ঈশ্বর প্রীতি-উদ্দেশে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভক্তির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিলে জীব পরম পদ প্রাপ্ত হয়, ইহাই ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দামোদর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৯টী টীকা ও ভাষ্যসহ এবং অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী কৃষ্ণপ্রসন্ন শঙ্করভাষ্য ও ভাষ্যের ব্যাখ্যা সহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

Sir Edwin Arnold সাহেব "The Song Celestial" নামে ইংরাজী ভাষায় গীতার একখানি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থ। মহর্ষি বেদ-ব্যাস প্রণীত। ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তক্ষক-দংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপে অভি-শপ্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে হরিকথাশ্রবণের অভিলাষ করেন। তদনুসারে শুকদেব আসিয়া তাঁহার নিকট এই গ্রন্থ বর্ণন করেন। ইহা ভক্তিমূলক গ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টিবিবরণ, সাংখ্যযোগ, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবো-পাখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, প্রহ্লাদ-চরিত্র, বলি উপাখ্যান, দশাবতার, আত্ম তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা, কৈশোর-লীলা, যৌবনলীলা, যদুবংশধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব সংবাদে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ক্রিয়াযোগ বর্ণন, কলির ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্ণন, যুগধর্ম্ম, পরমার্থ তত্ত্বনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গ-বাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্যারি-মোহন সেন ইহার এক পদ্যানুবাদ প্রকা-শিত করিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

স

সংসার—বাঙ্গালা গার্হস্থ্য উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কয়েকটী সাংসারিক ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত। ইহাতে পরিশেষে বিধবার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে বিধবা বিবাহের অনুকূলে এই পুস্তক লিখিত। গ্রন্থকার স্বয়ং The Lake of the Palms নামে ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিয়াছেন।

সংহিতা—সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। বঙ্গানুবাদিত। পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদ। ইহাতে অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ এই কয়টী সংহিতা আছে।

১। অত্রি সংহিতা—ইহার বক্তা মহর্ষি অত্রি ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কার্য্যনিরূপণ, রাজকার্য্য, শমদমাদি, প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচ, ব্রত, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও ভোজনপাত্রনিরূপণ, দানের মাহাত্ম্য, জলের শুদ্ধাশুদ্ধিবিচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

২। বিষ্ণু-সংহিতা—ইহার বক্তা বিষ্ণু, শ্রোতা পৃথিবী। ইহাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতু-ষ্টয়ের কার্য্যাকার্য্য, রাজনীতি, রাজদণ্ড নিরূপণ, ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ, সাক্ষী, অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা, বিষপরীক্ষা, কোষপরীক্ষা, দ্বাদশবিধ পুত্রের বিবরণ, ধন-বিভাগ, প্রেতকৃত্য, অশৌচ দ্রব্যের শুদ্ধা-শুদ্ধি নির্ণয়, ভার্য্যানিরূপণ, স্ত্রীধর্ম্ম, দশবিধ সংস্কার, অধ্যয়নের নিয়ম, গুরুনিরূপণ, পাপ ও নরক কথন, প্রায়শ্চিত্ত, পতিত নিরূপণ, গৃহস্থের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-নির্ণয়, শ্রাদ্ধবিধি, দানমাহাত্ম্য, প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে।

৩। হারীত-সংহিতা—ইহার বক্তা হারীত ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা—ইহার বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে চারি-বর্ণ ও চারি আশ্রমের কার্য্যাকার্য্য, রাজ-বিধি, প্রতিভূকরণ, ঋণদান, সাক্ষিনিরূপণ, দায়ভাগ, সীমানিরূপণ, রাজদণ্ডনিরূপণ, প্রেতকৃত্য ও অশৌচবিধি, আপদ্ধর্ম্ম, বান-প্রস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধ্যানাদি নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত, প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

৫। উশনঃ-সংহিতা—ইহার বক্তা উশনাঃ ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে চাতু-র্ব্বর্ণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, শৌচাশৌচনিরূপণ, অধ্যয়ন কাল, ভোজনবিধি, শ্রাদ্ধবিধি, অশৌচকালকথন, প্রেতকার্য্য, পাপানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত, এই সকল বিষয় কথিত হইয়াছে।

৬। অঙ্গিরঃ-সংহিতা—ইহাতে চারি-বর্ণের কার্য্যানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের বিধান কথিত হইয়াছে।

৭। যম-সংহিতা—ইহাতে পাতকানু-যায়ী প্রায়শ্চিত্তবিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৮। আপস্তম্ব সংহিতা—ইহার বক্তা আপস্তম্ব ও শ্রোতা ঋষিবৃন্দ। ইহাতে আপৎকালে বা অজ্ঞানবশতঃ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইয়াছে।

৯। সম্বর্ত্ত-সংহিতা—ইহার বক্তা সম্বর্ত্ত এবং শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে মানবের শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্ম অর্থাৎ মানব কিরূপে শুদ্ধচিত্ত হইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয় ও প্রায়শ্চিত্তবিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

১০। কাত্যায়ন-সংহিতা—ইহাতে নিত্য-কার্য্য, শ্রাদ্ধবিধি, সাগ্নিকের হোমবিধি, সন্ধ্যোপাসনা, পঞ্চযজ্ঞ, বলিবৈশ্ব,অমাবস্যা-শ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১১। বৃহস্পতি-সংহিতা—ইহার বক্তা বৃহস্পতি ও শ্রোতা ইন্দ্র। ইহাতে দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

১২। পরাশর-সংহিতা—ইহার বক্তা মহর্ষি পরাশর এবং শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে কলিযুগে চারিবর্ণ এবং চারি আশ্রমের কার্য্যাকার্য্য, অশৌচবিধি, বিবাহ-বিধি, পাপমুক্তির উপায়, দ্রব্যশুদ্ধি, গো-পালন ও গোপ্রায়শ্চিত্ত, অগম্যাগমন-প্রায়শ্চিত্ত, অভক্ষ্যভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে।

১৩। ব্যাস-সংহিতা—ইহার বক্তা মহা-মুনি বেদব্যাস ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে সংস্কারবিধি, মানবের নিত্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, দানের ফল নিরূপণ, এই সকল বিষয় বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

১৪। শঙ্খসংহিতা—ইহাতে চারিবর্ণের কার্য্যাকার্য্য, দশবিধ সংস্কার, অতিথি-সৎকার, ব্রহ্মচর্য্য, আচমনবিধি, মন্ত্রনিরূপণ, তর্পণ, স্থানভেদে দানের ফলাধিক্য, অশৌচবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, ব্রতনিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে।

১৫। লিখিত সংহিতা—ইহাতে জলাশয়-খননের মাহাত্ম্য, গয়ায় পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ-কার্য্য, পতিত শবস্পর্শে বা তাহার শ্রাদ্ধ-করণে প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহবিধি, শুদ্ধিপ্রকরণ, এই সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

১৬। দক্ষ-সংহিতা—ইহাতে দ্বিজগণের নিত্যকর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্যনিরূপণ, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শৌচ, অশৌচ, ইন্দ্রিয়বিজয়, এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

১৭। গৌতম সংহিতা—ইহাতে ব্রাহ্ম-

গের বেশভূষাদি কথন, নিষিদ্ধ ও কর্ত্তব্য কার্য্য, চারি আশ্রমের বিবরণ, বর্ণসঙ্করোৎপত্তি, বেদাধ্যয়ন, স্নাতকব্রতাবলম্বীর কার্য্যাকার্য্য, বর্ণভেদ, কার্য্যভেদ, দণ্ডবিধি, অশৌচ ও শ্রাদ্ধবিধি, অধ্যয়নের নিষিদ্ধকাল, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-নিরূপণ, স্ত্রীকর্ত্তব্য, পাপ ও তদনুসারে রোগ, সংসর্গনিরূপণ, প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

১৮। শাতাতপ-সংহিতা—ইহাতে পাপানুসারে রোগোৎপত্তি, প্রায়শ্চিত্ত, পাতকানুযায়ী মৃত্যু, দৈবনিহত ব্যক্তির উদ্ধারার্থ দান, এই সকল বিষয় নির্ণীত হইয়াছে।

১৯। বশিষ্ঠ-সংহিতা—ধর্ম্ম নিরূপণ, রাজার করগ্রহণবিধি, ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ কার্য্য, সুদনিরূপণ, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণ, সপিণ্ড-নিরূপণ, অশৌচবিধি, রজস্বলা স্ত্রীর নিষিদ্ধ কার্য্য, পরিব্রাজকের কার্য্য, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন, উপনয়নকাল, স্নাতকব্রত, অনধ্যায়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ, দত্তকপুত্রবিধি, ব্যবহার (আদালতের) কার্য্য, দ্বাদশ প্রকার পুত্র, দায়ভাগ, রাজকার্য্য, প্রায়শ্চিত্ত, ইহাতে এই সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

সঙ্গীততরঙ্গ—বাঙ্গালা সঙ্গীত গ্রন্থ। রাধামোহন সেন প্রণীত। ইহাতে সঙ্গীতশিক্ষা, রাগরাগিণীর বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সঙ্গীত-সার—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত। এই গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। ঔপপত্তিক (Theoretical) ও ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical)। গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রাবলম্বনে আর্য্যসঙ্গীতের বিশেষত্ব ও মূলতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে; পরে অধুনা প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিবরণ, বিবিধ তালের পার্থক্য প্রদর্শন, সেতার শিক্ষার নিয়ম ও স্বরলিপি প্রণালী বর্ণন, শেষে স্বরলিপিসংযোগে অনেকগুলি রাগরাগিণীর "আলাপ" সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সতী-নাটক—পৌরাণিক নাটক। মনোমোহন বসু প্রণীত। প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় জামাতা শিবের উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্ত এক যজ্ঞের আয়োজন করেন, এবং সেই যজ্ঞে শিব ভিন্ন আর সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী নারদের মুখে এই বার্ত্তা পাইয়া শিবের নিষেধ সত্ত্বেও পিত্রালয়ে গমন করেন, এবং যজ্ঞস্থলে পিতার মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে শিবের ক্রোধে যজ্ঞ বিনষ্ট হয়। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পৌরাণিক চরিত্র ভিন্ন ইহাতে শান্তিরাম নামক এক পাগল অথচ ভক্তের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

সদ্ভাবশতক—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ইহাতে সুনীতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি সদ্ভাবসম্পন্ন একশত কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সধবার একাদশী—বাঙ্গালা প্রহসন। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। জীবনচন্দ্র রায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির পুত্র অটলবিহারী কুসংসর্গে পড়িয়া মদ্যপায়ী হয়, এবং কাঞ্চন নাম্নী এক বেশ্যাতে অনুরক্ত হইয়া বহু অর্থ নষ্ট করে। অটল রূপগুণসম্পন্না পত্নী কুমুদিনীর দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। নিমচাঁদ দত্ত তাহার প্রধান সঙ্গী ছিলেন। নিমচাঁদ ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত, কিন্তু মাতালের অগ্রগণ্য। নিমচাঁদের ইংরাজীতে পাণ্ডিত্য দেখিয়া অটলবিহারী তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়ে। অটলের পিতা এবং খুড়শ্বশুর গোকুল বাবু অটলের চরিত্রসংশোধনের জন্ম অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু অটলের মাতার আদরেই তাঁহাদের সকল যত্নচেষ্টা বিফল হইয়া যায়। আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া অটল মাতার নিকট হইতে বাড়ীর বৈঠকখানায় কাঞ্চনকে আনিবার অনুমতি পায়। একদিন কাঞ্চন নকুলেশ্বর বাবুর বাগানে গিয়াছিল। নিমচাঁদের মুখে ইহা শুনিয়া অটল উন্মত্তাবস্থায় কাঞ্চনের সম্মুখে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিতে যায়। অটলের মাতা ইহা শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন, এবং পুত্রকে কাঞ্চনের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন। অটলের বাড়ীতে একদিন মেয়ে মজলিস হয়। গোকুলবাবুর স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরী তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অটলবিহারী তাঁহাকে বৈঠকখানায় আনিবার অভিপ্রায়ে এক হিজড়াকে নিযুক্ত করে এবং তাহাকে একটী চেন্ধারিণী রমণীকে চিনাইয়া দেয়। পরে নিজে মোগল-বেশ ধারণ করিয়া বৈঠকখানায় অপেক্ষা করে। পরিবেষণকালে অনঙ্গমঞ্জরী আপনার চেনছড়াটি কুমুদিনীকে পরিতে দেন। হিজড়া অনঙ্গমঞ্জরী ভ্রমে কুমুদিনীকেই বৈঠকখানায় আনয়ন করে। অটলের পিতৃব্য রামধন রায় এই সংবাদ পাইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া মোগলবেশী অটলকে এবং পার্শ্বের কক্ষে লুক্কায়িত নিমচাঁদকে বিলক্ষণ প্রহার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্ত আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছুদিনমাত্র এ অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। অনেকে বলিবেন, এ অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই, ভালই হইয়াছে, আমরা নিমচাঁদকে দেখিতে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বলিবেন।" বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেন, "সধবার একাদশীর প্রায় সকল নায়ক নায়িকাগুলিই জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা।"

সন্ন্যাস—রামকানাই দত্ত প্রণীত। জৈনধর্ম্মের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা যিশুখৃষ্ট, এই তিনজন মহাপুরুষের জীবন, মত ও বিশ্বাসের আলোচনা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

সন্ন্যাসিনী (বা মীরাবাই)—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাট্য কাব্য। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। চিতোরের রাণা কুম্ভ মীরাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণুপ্রেমমুগ্ধা মীরা ঐহিক-সুখে নিতান্ত উদাসীনা ছিলেন। রাণার মাতা চিতোরের কুলদেবতা কাত্যায়নীর পূজা করিবার জন্ত তাঁহাকে আদেশ দেন। তাহাতে মীরা সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ করেন। পরে রাণা কুম্ভ শ্রীতি নামে এক রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীতি রত্নসিংহ নামে এক রাঠোর যুবকের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। রাণা কুম্ভের পুত্র উদয়সিংহ পিতাকে হত্যা করেন। কুম্ভের প্রজ্বলিত চিতায় যখন শ্রীতি উঠিতে যাইবেন, এমন সময় রত্নসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মীরাও ঘটনাচক্রে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। হতাশার প্রতিমূর্ত্তি কঙ্কালসার রত্নসিংহ জীবনে যাহাকে 'ধ্রুবতারা' বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহাকে সহমরণে যাইতে দেখিয়া সেই চিতার নিকটেই জীবনান্ত লাভ করিলেন। এই গ্রন্থে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর গীত সন্নিবিষ্ট আছে।

সন্ন্যাসী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। মানব-মন কিরূপ চঞ্চল, কিরূপে তাহাকে স্থির করিতে হয়, সংসারে শত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও কি প্রকারে আত্মজয় করিতে পারা যায়, প্রলোভন দ্বারা কিরূপে অধঃপতন সাধিত হয়, এই গ্রন্থে গল্পচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তশ্লোকী গীতা—নবগীতা দেখ।

সমাজচিন্তা—বাঙ্গালা সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। স্বাধীনতাই

সমাজের উন্নতির মূল ভিত্তি, এবং বর্ত্তমান প্রাচ্য সমাজে তাহার অসদ্ভাব বলিয়া ইহা এখনও অনুন্নত অবস্থাপন্ন, সুতরাং স্বাধীনতার উপর ইহাকে স্থাপন করা কর্ত্তব্য, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহাতে ইউরোপীয় সমাজের সামাজিক ভাব, রীতিনীতি, চরিত্র প্রভৃতি এবং এতদ্দেশীয় সমাজের অবস্থা বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

সমাজ-তত্ত্ব—বাঙ্গালা সমাজবিষয়ক গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রাচীন হিন্দুসমাজ কিরূপ উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎপ্রদর্শন এবং তৎপ্রতি লোকের সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণই ইহার উদ্দেশ্য। কিরূপে মনুষ্যোৎপত্তি ও সমাজসৃষ্টি হইয়াছিল, কিরূপে বর্ণভেদের সৃষ্টি হইল, যুগভেদের ঐতিহাসিক প্রমাণ, জাতিভেদের মধ্যে সাম্য, একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি হইতে কি প্রকারে নানাজাতির সৃষ্টি হইল, হিন্দুর শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হিতকর, প্রাচীন আর্য্যসমাজের কৌলীন্য, কুললক্ষণ, কৌলীন্য ও বিবাহ,হিন্দু সমাজে বালিকা বিবাহ কেন প্রচলিত ও তাহা কিরূপ হিতকর, বিধবা-বিবাহের অনুপকারিতা ও অনুপযোগিতা, হিন্দু সমাজে জাতিভেদের মধ্যে দাস্য প্রণালীর উপকারিতা, স্বদেশবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের সহিত পাশ্চাত্য সমাজও তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে।

সম্বন্ধনির্ণয়—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। ইহাতে কৌলীন্য লক্ষণ, শ্রোত্রিয়লক্ষণ, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের ও পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গদেশে আগমনবৃত্তান্ত, অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তান্ত, ঋষিগণের উৎপত্তি ও গোত্র, মনু-বংশাবলী, চতুর্দ্দশ মনুর বিবরণ, গোত্র ও প্রবর নিরূপণ, কায়স্থ বংশাবলী ও কায়স্থ কুলীনদিগের বিবরণ,সঙ্করজাতির উৎপত্তি, নবশাখ জাতি, বৈদ্যজাতির বিবরণ, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের শাখাপ্রশাখা নিরূপণ, গাঁইগোত্র, মেল, কৌলীন্য, কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রিয়গণের নিরূপণ, বারেন্দ্র সমাজ,অগ্রদানীর বিবরণ, বংশমর্য্যাদা, কৌলীন্য-দোষ, ঘটকগণের কারিকা প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

সম্বর্ত্ত-সংহিতা—সংহিতা দেখ।

সরোজিনী নাটক—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। যে সময়ে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করেন, সেই সময়ে চিতোররাজ লক্ষ্মণসিংহকে দেবী চতুর্ভুজার প্রত্যাদেশ হয় যে, যদি রাজকন্যা সরোজিনীকে তাঁহার নিকট বলি দেওয়া হয় এবং তাঁহার দ্বাদশ পুত্র একে একে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে চিতোরের মঙ্গল, নতুবা উহা পাঠান হস্তগত হইবে। জনৈক মুসলমান ছদ্মবেশে চতুর্ভুজার মন্দিরে অবস্থান করিত, এবং সেই ব্যক্তিই কৌশলে এইরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছিল। রাজা তাহার বাক্যকেই দেববাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সরোজিনীকে বলি দিতে উদ্যত হন, কিন্তু বিজয়সিংহ নামক জনৈক রাজপুত বীর তাঁহাকে রক্ষা করে। পরে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিলে একাদশ রাজকুমার একে একে যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করে। এই সময় ছদ্মবেশী মুসলমানের ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ হইয়া যায়। কিন্তু তখন মুসলমানেরা নগরে প্রবেশ করিয়াছে। তখন লক্ষ্মণসিংহ যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং রাজপুতমহিলারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আপনাদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করেন।

সাংখ্যকারিকা—সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ কি উপায়ে নিরাকৃত হয়, তৎপ্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। প্রকৃতি হইতে ভূতপ্রপঞ্চ এবং ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্ট হইয়াছে, এই সকলের বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লব্ধ হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ হইলে দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হইয়া থাকে,ইহাই ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শন—দর্শন দেখ।

সাগর সঙ্গীত—বাঙ্গালা কাব্য। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। সাগরের অনন্তরূপে মুগ্ধ কবির আকুল আহ্বান ইহাতে কবিতাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহ্যপ্রকৃতির সাগর দেখিয়া কবি আপনার অন্তরে এক মহাসাগরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং 'ছন্দাতীত ছন্দে' তাহাকে গাঁথিয়া লইবার জন্য তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বন্ধুকে দেখিলে যে আনন্দ হয়, সিন্ধুকে দেখিলে কবির সেইরূপ আনন্দ, সিন্ধুর উৎসবে কবির 'সুখের রাশি' ফুল হইয়া ফুটে, সমগ্র দুঃখভার সঙ্গীত রূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সাগরবক্ষে যে গান কখনও ব্যথার সুরে কখনও বা নিবিড়-আনন্দের সুরে ঝঙ্কৃত হয়, সেই গান গগনে, পবনে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাই কবির নিকট সিন্ধু, 'অনন্তের গায়ক', গীতই তাহার ধ্যান। কবি তাহাকে 'যন্ত্রী' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন, আর 'যন্ত্র' বলিতেছেন আপনাকে।

কবি কল্পনা করেন, তিনি ও সাগর এক অনাদি, অনন্ত, নিত্য মহাপ্রাণ হইতে ভাসিয়া আসিয়াছেন, জন্মে জন্মে তাঁহাদের মিলন হইয়াছে, জন্মে জন্মে বিচ্ছেদ হইয়াছে, আবার মিলন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় "Hindu Review" নামক পত্রে ইহার একটী সুন্দর ইংরাজী ছন্দানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সাজাহান—বাঙ্গালা নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। মোগল সম্রাট্ সাজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী এবং ভ্রাতৃগণকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। বৃদ্ধ সম্রাট্ সাজাহান আগ্রা দুর্গে বন্দী থাকিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। কন্যা জাহানারা তাঁহার সেবায় জীবনপাত করিতে থাকেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক রচিত।

সামাজিক প্রবন্ধ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে স্বদেশীয়সমাজের বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যেও জাতীয় ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে কি না, ইহার বিচারপূর্ব্বক জাতীয় ভাবপরিগ্রহের পথ যে আমাদের পক্ষে একেবারেই রুদ্ধ নহে, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইউরোপপ্রচলিত সমাজতত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি মতের উল্লেখ ও তদ্বিষয়ে ভ্রমপ্রদর্শন করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এদেশে ইংরাজের আগমনে যে সকল ফল জন্মিয়াছে, তাহার বিচার করা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতীয়গণের সহিত ইংরাজের সংস্রব যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা সমালোচিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইংরাজ আগমনের ভাবী ফল কি তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমাদের সমাজের গতি জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী পথে সংস্থাপনার্থ যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সামুদ্রিক শিক্ষা—বাঙ্গালা জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ। রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই গ্রন্থ লিখিত। ইহাতে সামুদ্রিক লক্ষণ, সামুদ্রিক চিহ্ন দেখিয়া লগ্ননির্ণয়, অঙ্গুলীর আকৃতিবিশেষে ফলাফল, হস্ততল ও অন্যান্য দেহস্থ রেখা-

দর্শনে জলবিচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

সারদামঙ্গল—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহাতে কবিতা দেবী ও হিমাচল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বিরহতপ্ত হৃদয়নিঃসৃত কবিতাসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সাবাস আটাশ—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। একবার মতদ্বৈধ হওয়ায় এবং আপনাদিগকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া কলিকাতার আটাশ জন মিউনিসিপাল কমিশনর কার্য্য ত্যাগ করেন। ইঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া এবং অন্য যাঁহারা অপমানিত হইয়াও কার্য্য ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া এই প্রহসন লিখিত হইয়াছে।

সাবিত্রীতত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ইহাতে মহাভারতোক্ত সাবিত্রীচরিত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। সাবিত্রীর জন্ম, বিবাহ পাতিব্রত্য, যমের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে সংযম পতিপরায়ণতা, ধর্ম্মবল, প্রভৃতি বিষয়সমূহও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সাহিত্যচিন্তা—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। সাহিত্যের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, আর্য্যসাহিত্য ও ইংরাজীসাহিত্যে প্রভেদ কি, সাহিত্যে ট্রাজেডির ফল কিরূপ ভয়াবহ, আর্য্যসাহিত্যে প্রেম ও বীরত্ব কিরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে বিলাতি প্রেমের সহিত আর্য্যসাহিত্যের প্রেমের কতদূর বিভিন্নতা, ইত্যাদি বিষয় সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

সিন্ধুগাথা—বাঙ্গালা গীতি-কবিতা। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। ইহাতে সিন্ধু, সমুদ্র দর্শনে জলধি অভিশপ্ত, সমুদ্র স্নানে মধ্যাহ্নে সমুদ্র, ডলফিনস নোজ, পারাবার খেলা, প্রবাসে বর্ষা, বঙ্কিমচন্দ্র, আলেয়া, শিখা, সমুদ্রগর্জ্জন শ্রবণে, হৃদয় ও সিন্ধু, সিন্ধুর প্রতি বিদায়োক্তি, প্রভৃতি ৪৮টি কবিতা আছে।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। সিপাহী-বিদ্রোহ কি কারণে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতিই যে এই বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সুলতানের সুলতানের নির্ব্বাসন, রণজিৎমহিষী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন, ছত্রসিংহের অবমাননা, রণজিৎতনয় দলিপের রাজ্যগ্রহণ, ঝান্সী প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা প্রভৃতি কার্য্য যে বিপ্লবের কারণ, তাহা গ্রন্থকার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সিরাজদ্দৌলা—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মহাতাব চাঁদ প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং নবাবের মাতৃষসা ঘসেটী বেগম তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন, এবং ইংরাজগণের সহিত যোগ দেন। জহরা নাম্নী এক প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীও সিরাজের উচ্ছেদকামনায় এই চক্রান্তে যোগ দেন। ইহার ফলে ইংরাজের সহিত সিরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইংরাজ-সেনাপতি ক্লাইভ পলাশী প্রান্তরে মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করেন, কিন্তু নবাবের সেনাপতি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নবাবকে পরাজিত করায়। শেষে নবাব পলায়ন করেন ও বন্দী হইয়া ঘাতকের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন। অনেকেই সিরাজকে দুর্দ্দিশ্চরিত্র পাপিষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সাধারণের সে ভ্রম অপনোদন করিয়া সিরাজ যে নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধচরিত্র ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই নাটকেও সিরাজ উক্তরূপেই চিত্রিত হইয়াছেন।

সীতার বনবাস—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। রামায়ণবর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক লিখিত। ইহাতে সীতার বনগমন হইতে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

সীতারাম—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সীতারাম রায় ভূষণার জমিদার। ইঁহার তিন পত্নী—শ্রী, নন্দা ও রমা। শ্রীর কোষ্ঠীতে "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবে" এইরূপ ফল থাকায় সীতারামের পিতা শ্রীকে গৃহে স্থান দেন নাই। শ্রী দরিদ্রা মাতার গৃহেই থাকিত। শ্রীর ভ্রাতার নাম গঙ্গারাম দাস। গঙ্গারাম এক ফকিরকে অপমানিত করায় কাজীর বিচারে তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিবার দণ্ড হয়। শ্রী গিয়া সীতারামকে ভ্রাতার রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলে সীতারাম গুরু চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিয়া যে মাঠিয়ালক্ষেত্রে যেখানে গঙ্গারামের কবরের ব্যবস্থা হইতেছিল, তথায় উপস্থিত হন, এবং কাজীকে আপনার যথাসর্ব্বস্ব, শেষে জীবনপর্য্যন্ত দিয়া গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কাজী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বলপূর্ব্বক ইনি গঙ্গারামকে উদ্ধার করেন। গঙ্গারামের উদ্ধারের পর নির্জ্জনে শ্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি শ্রীকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। শ্রীকে এতদিন কেন গ্রহণ করা হয় নাই জিজ্ঞাসা করিলে সীতারাম জ্যোতির্গণনার কথা বলেন। শুনিয়া শ্রী বলেন, "আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।" শ্রী অন্ধকারে অন্তর্হিতা হইলেন। সীতারাম অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তিনি শ্রীকে ভুলিবার জন্য রাজ্যস্থাপনে মন দিলেন। তিনি শ্যামপুরে একটী নগর স্থাপন করিয়া তাহার নাম মহম্মদপুর রাখিলেন। তারপর গঙ্গারামের উপর নগর রক্ষার এবং চন্দ্রচূড় ঠাকুরের উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়া তিনি দিল্লী গমন করিলেন। এই সময়ে ভূষণার ফৌজদার নগর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। সীতারামের কনিষ্ঠা পত্নী রমা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন, এবং মুরলা নাম্নী দাসীর দ্বারা গোপনে রাত্রিকালে গঙ্গারামকে ডাকাইয়া আনিয়া শিশুপুত্রের রক্ষার্থ মুসলমানের হস্তে নগর সমর্পণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। গঙ্গারাম রমার রূপে মুগ্ধ হইলেন। কয়েক দিন এইরূপে গোপনে যাতায়াতের পর রমা বুঝিতে পারিলেন যে, গঙ্গারামের সহিত এরূপে সাক্ষাৎ অবৈধ। তখন যাতায়াত বন্ধ হইল। গঙ্গারাম ভূষণায় গিয়া ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলেন, এবং পুরস্কারস্বরূপ রমাকে চাহিলেন। ফৌজদার তাহাতেই সম্মত হইয়া নগর আক্রমণ করিলেন। এদিকে শ্রী জগন্নাথের পথে যাইতে যাইতে জয়ন্তী নাম্নী এক সন্ন্যাসিনীর সহিত মিলিত হন, এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম শিক্ষা করেন। পরে জয়ন্তী ও গঙ্গারাম স্বামীর আদেশে শ্রীকে সঙ্গে লইয়া মহম্মদপুর যাত্রা করেন। যেদিন ফৌজদার নগর আক্রমণ করিতে আসেন, সেই দিন রাত্রিতে তাঁহারাও তথায় উপস্থিত হন। চন্দ্রচূড় নগররক্ষার্থ কোন উদ্যোগ না দেখিয়া গঙ্গারামের নিকট যান, কিন্তু গঙ্গারাম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। চন্দ্রচূড় নিরস্ত হইয়া চলিয়া গেলে জয়ন্তী গঙ্গারামের নিকট উপস্থিত হন, এবং ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে একগাড়ী গোলা বারুদ লইয়া নদীর ঘাটে যান। দৈবক্রমে

সীতারাম মহারাজ উপাধি ও দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্যের সনন্দ লইয়া দিল্লী হইতে,সেই দিন নগরপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি একা কামানের সাহায্যে মুসলমান সেনাকে পরাস্ত করিয়া নগররক্ষা করিলেন। অতঃপর প্রকাশ্য সভায় গঙ্গারামের বিচার হয়। বিচারে গঙ্গারামের শূলদণ্ডের আদেশ হয়। শ্রীর অনুরোধে জয়ন্তী রাজাকে বলিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। গঙ্গারাম দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময়ে শ্রী সীতারামকে দেখা দিলেন, এবং রাজপ্রাসাদে না থাকিয়া নবনির্ম্মিত চিত্তবিশ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। সীতারাম রাজকার্য্য ছাড়িয়া সর্ব্বদা শ্রীর নিকট থাকিতেন। ইহাতে রাজ্য মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজ্য ছারখার হয় দেখিয়া জয়ন্তী শ্রীকে স্থানান্তরিত করিলেন। সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। দণ্ডদান কালে নন্দা আসিয়া জয়ন্তীকে রক্ষা করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই রমার মৃত্যু হইয়াছিল। সীতারাম এবার হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কুলকামিনীগণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় ঠাকুর ব্যথিত হইয়া রাজ্যত্যাগ করিলেন। রাজকোষ শূন্য, সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল ও হ্রাসপ্রাপ্ত। এই সুযোগে ফৌজদার আবার নগর আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি মৃন্ময় যুদ্ধে নিহত হইলেন। সীতারাম চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রী ও জয়ন্তী আসিয়া সীতারামকে ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে বলিলেন। তারপর তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম গান করিতে করিতে সীতারাম, নন্দা ও সন্তানগণকে লইয়া মোগল সৈন্য ভেদ করিয়া চলিলেন। পথে জনৈক মোগল সৈনিক একটী কামান পাতিয়া তাহাতে আগুন দিবার উপক্রম করিতেছিল, শ্রী গিয়া কামানের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সৈনিক একটু সরিয়া দাঁড়াইল। এই অবসরে সীতারাম তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পরে জানা গেল সে ব্যক্তি গঙ্গারাম। এইরূপে শ্রীর কোষ্ঠীর 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' ফল ফলিল। অতঃপর সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল। শ্রী ও জয়ন্তী অদৃশ্যা হইলেন। সীতারাম ও নন্দা ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদ গমনকালে পথে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

সীতারাম রায়—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রণীত। ইহাতে সীতারামের সমসাময়িক ইতিহাস বা মুসলমান শাসনের কথা, সভাসিংহের বিদ্রোহ, সীতারামের জীবনবৃত্তান্ত, সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে স্বাধীনরাজ্যস্থাপন, কীর্ত্তি, রাজ্যের পতন প্রভৃতি বিষয় বহু ইতিহাস ও জনপ্রবাদের আলোচনা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

সুরধুনী কাব্য—বাঙ্গালা কাব্য। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। ইহাতে গঙ্গাকে হিমালয়ের কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গঙ্গা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বামী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য পিত্রালয় হইতে যাত্রা করেন, এবং বহুপথ অতিক্রম করিয়া শেষে সাগরের সহিত মিলিতা হন। এই পথের মধ্যে যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান আছে, ইহাতে একে একে তৎসমুদায়ের বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং ঐ সকল স্থানে যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুরুচির কুটীর—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা বিধবাবিবাহের অনুকূলে লিখিত। যথার্থ সৎপথে থাকিলে পরিণাম যে অতি সুখকর হয়, ইহাই এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিপদে কিরূপ আত্মসংযমের প্রয়োজন, কিরূপে গৃহস্থালী করিতে হয়, কিরূপে প্রতিবেশীদিগের উপকার করিতে পারা যায়, সন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষার প্রণালী কি, ইত্যাদি স্ত্রীশিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবিনোদিনী—বাঙ্গালা নাটক। উপেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। নায়ক সুরেন্দ্র নায়িকা বিনোদিনীকে বাল্যকাল হইতেই ভালবাসিতেন, বিনোদিনীও সুরেন্দ্রকে ভালবাসিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই ভালবাসা প্রণয়ে পরিণত হয়। বিনোদিনীর পিতামহ সমস্তই জানিতেন। তিনি বিবাহরূপ বন্ধন দ্বারা উভয়কে চিরসম্মিলিত করিয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করেন। ইতোমধ্যে বিনোদিনীর পিতৃষ্বসৃপুত্র হরিপ্রিয় রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে কৌশলে উভয়ের মনে সন্দেহ জাগাইয়া দেয়। ইহাতে উভয়ের চিরবিচ্ছেদের উপক্রম হইলে হরিপ্রিয় আবার চেষ্টা করিয়া সে সন্দেহের অপনোদনপূর্ব্বক উভয়ের মিলনে সহায়তা করে। পরে উভয়ে পুনর্ব্বার মিলিত হইলে সুরেন্দ্র স্বীয় ভগিনীকে হরিপ্রিয়ের হস্তে অর্পণ করেন।

সুশীলার উপাখ্যান—বাঙ্গালা স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন ভাগে সমাপ্ত। ইহাতে বালিকাগণের সুশিক্ষা, সৎপাত্রে অর্পণ, স্বামীর সহিত ব্যবহার, গৃহিণীপণা, সন্তানসন্ততিগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান, প্রতিবাসীদিগের উপকারসাধন, ধর্ম্মচর্য্যা প্রভৃতি বিষয়সমূহ গল্পচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে।

সুশ্রুত-সংহিতা—বাঙ্গালা চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত সম্পাদিত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সূত্রস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসিতস্থান, কল্পস্থান, এই কয়টী ভাগ আছে। সূত্রস্থানে দেহ ও পীড়ার বিবরণ, বৈদ্যলক্ষণ, আয়ুর্বিজ্ঞান, দ্রব্যবিজ্ঞান, জল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, মাংস ও ফলমূলাদির বিস্তৃত বিবরণ, ধাতু মণ্যাদির বিষয় প্রভৃতি; শারীর স্থানে শরীরস্থ স্নায়ু, শিরা, অস্থি প্রভৃতির বিবরণ, ভূতগুণ, গর্ভলক্ষণ, গর্ভিণীর চিকিৎসা প্রভৃতি; চিকিৎসিত স্থানে অস্ত্রচিকিৎসা, বিবিধ অস্ত্র, অস্ত্রপ্রয়োগবিধি, এবং রস রক্তাদির বিবরণ কথিত হইয়াছে। বিষচিকিৎসাপ্রণালীও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উত্তর তন্ত্রে বহুবিধ ব্যাধি ও তাহাদের লক্ষণ এবং চিকিৎসার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

সৃষ্টি—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। চন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে অব্যক্ত অবধি স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সৃষ্টিবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান বিষয়ে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আছে তৎসমুদায়কে ইউরোপীয় সিদ্ধান্তের সহিত এক করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য; আদিম সূক্ষ্মভূত আকাশ হইতে এই সৃষ্টি বহুকালক্রমে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে; সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমে অচেতন, পরে উদ্ভিদ্, তৎপরে পশ্বাদি এবং শেষে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন; পরমেশ্বরের শক্তির এক ক্ষুদ্রাংশ দ্বারা এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে; পরমেশ্বরই এই সৃষ্টির নিয়ন্তা, এবং তিনি সর্গভেদে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিরাট্, প্রজাপতি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত; প্রেততত্ত্ববাদীদিগের কথিত আধ্যাত্মিক শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর একই পদার্থ; ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

সেকাল ও একাল—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কিছুদিন অর্থাৎ কলেজী ধরণের শিক্ষার পূর্ব্বে এদেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এদেশীয়েরা মোটা ভাত মোটা কাপড় লইয়া, পল্লীর ইতরভদ্রের মধ্যে আত্মীয়তাসূচক একটা না একটা সম্পর্ক পাতাইয়া, সুস্থশরীরে সরল ও শান্তচিত্তে কিরূপে কালাতিপাত

করিতেন, রূপার পৈঁচে, কাঁসার মল পরিয়া, অতিথি অভ্যাগত ও পোষ্যবর্গকে লইয়া কুললক্ষ্মীরা বাঙ্গালার গৃহে গৃহে কেমন অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বিরাজিতা হইতেন, ধনী লোকেরা দান ধ্যান করিয়া, আশ্রিত প্রতিপালনে আপনাদের অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে কিরূপে কালাতিপাত করিতেন, বিদেশী রাজপুরুষেরা অধীন কর্ম্মচারীদিগের উপর কিরূপ সদ্ব্যবহার দেখাইতেন এবং তাহাদের গৃহে চন্দ্রপুলী খাইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে কেমন আলবোলা টানিতেন, কর্ম্মচারীরা কিরূপ অপরূপ ভাষায় সাহেবদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কিরূপে তিন্তিড়ীপত্র দ্বারা ক্ষুন্নিবারণ করিয়া অকাতরে ছাত্রদিগকে বিদ্যা ও অন্ন দান করিতেন, এই সকল পুরাতন কাহিনী ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, এবং তৎসহিত একালে উক্ত অবস্থাসমূহ যেরূপ বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। কেন সমাজের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইল, কেন দেশের সেই শান্তি ও সরলতার স্থলে অশান্তি, অভাব ও কুটিলতার আবির্ভাব হইল, তাহাও আলোচিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণ—পুরাণ দেখ।

স্ত্রীচরিত্র—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীজাতির স্বভাব ও কার্য্যাদির কারণ, নারীজাতির দয়া, ধর্ম্ম, প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনাধারায় স্ত্রীপ্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতিতে যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে, এবং এই উভয় প্রকৃতির সহযোগিতায় যে বিশ্বকার্য্য সুনির্ব্বাহিত হয়, অন্যথা বিশৃঙ্খলা ঘটে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

স্থপতিবিজ্ঞান (বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা)—বাঙ্গালা শিল্পগ্রন্থ। দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহাতে ইমারত প্রস্তুত ও ইট, কাঠ, সুরকী প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারপ্রণালী লিখিত হইয়াছে।

স্বদেশ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি এবং কি উপায়ে দেশের উদ্ধার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কবি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই দার্শনিকভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। লেখকের মতে মানুষমাত্রেরই কতকগুলি অধিকার আছে। সে সমস্ত অধিকার রক্ষা করিয়া চলিতে প্রত্যেকে বাধ্য, কেবল নিজে রক্ষা করিতে কেন, রক্ষা করিয়া তাহা আবার পুত্রপৌত্রাদিকে অক্ষুন্ন অবস্থায় দিয়া যাইতে বাধ্য। তাই তিনি স্বদেশবাসিগণকে কেবল পরমুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া আত্মপদের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইতে এবং আপনাদের অধিকারগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিয়াছেন।

স্বদেশিনী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। ইহাতে আশীর্ব্বাদ, রাখীসংক্রান্তি, আবাহনগীত, রাখীমন্ত্র, মাতৃস্তোত্র, মিলনগীত, শিবাজী উৎসব, বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান প্রভৃতি কতকগুলি স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বদেশী সমাজ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে এতদ্দেশের বর্ত্তমান সমাজের ও ধর্ম্মের কথা আলোচিত হইয়াছে, এবং এই বহুতর ধর্ম্মাবলম্বী দেশবাসীকে দেশের উন্নতির নিমিত্ত একতা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে।

স্বর্ণলতা—বাঙ্গালা উপন্যাস। ডাক্তার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে শশিভূষণ ও বিধুভূষণ নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। শশিভূষণের পত্নীর নাম প্রমদা, বিধুভূষণের পত্নীর নাম সরলা। প্রমদা মুখরা, কটুভাষিণী, কলহপ্রিয়া; সরলা লজ্জাশীলা, মৃদুভাষিণী, সরলস্বভাবা। শশিভূষণ অর্থোপার্জ্জন করিতেন, আর বিধুভূষণ বসিয়া বসিয়া খাইতেন, এজন্য প্রমদা সর্ব্বদাই সরলাকে গঞ্জনা দিতেন। পরিশেষে তাঁহার চক্রান্তে উভয় ভ্রাতা পৃথক্ হইলেন। পৃথক্ হইলে বিধুভূষণের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। তখন তিনি অর্থোপার্জ্জনের আশায় কলিকাতা গমন করিলেন। সেখানে বিধুভূষণ অনেক কষ্টে চাকুরী সংগ্রহ করিয়া মাসে মাসে পুত্র গোপালের নামে বাটীতে টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু প্রমদার চক্রান্তে সে টাকা বা চিঠি কিছুই সরলার হস্তগত হইত না। এইরূপে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। সরলা স্বামীর কোন উদ্দেশ না পাইয়া এবং অভাবের নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। পাঁচ বৎসর পরে বিধুভূষণ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আসিবার কয়েক দিন পরেই সরলা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বিধুভূষণ পত্নীশোকে একান্ত কাতর হইয়া পুত্র গোপালের সহিত কলিকাতায় আসিলেন এবং তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ও একজনের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় হেম নামক এক ধনিসন্তানের সহিত গোপালের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। হেমের পিতার নাম বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী। বিপ্রদাসবাবুর কন্যার নাম স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতা ও গোপাল উভয়ের দেখা সাক্ষাতে ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু গোপাল নির্ধন বলিয়া বিপ্রদাস বাবু তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে নানা ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া গোপাল ও স্বর্ণলতা অনেক দুঃখভোগের পর পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন ও সংসার পাতিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে শশিভূষণ মনিবের তহবিল তছরূপাতের জন্য দায়ী হইলেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তিই স্ত্রীর নামে বেনামী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর এই বিপদে প্রমদা তাঁহাকে এক পয়সাও দিলেন না। শশিভূষণের চাকরী ও সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইল। প্রমদাও শেষে নৌকাডুবি হইয়া সমস্ত অর্থ হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

এই উপন্যাসখানির কিয়দংশ নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া "সরলা" নামে ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়। এই উপন্যাসখানির একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বপ্নপ্রয়াণ—বাঙ্গালা কাব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে রূপকচ্ছলে মানবীয় বৃত্তিসমূহের গুণ ও কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। কবি স্বপ্নাবস্থায় মনোরাজ্যে নীত হইয়া তথা হইতে ক্রমে বিলাসপুর, বিষাদপুর, রসাতল প্রভৃতি স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে শান্তিধামে উপনীত হইয়াছেন। বাসনাই যাবতীয় অনর্থের মূল, এবং তত্ত্বজ্ঞান ও পরমার্থচিন্তাই একমাত্র শান্তি, ইহাই এই কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস—ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পাণিপথের যুদ্ধে আহম্মদ সাহ পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর হিন্দু মুসলমান সকলে জাতিভেদ ভুলিয়া মাতৃসেবার ভার গ্রহণ করিলে সাহ আলম শিবাজী-বংশসম্ভূত রামচন্দ্রের মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিলেন। অতঃপর ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইল। পরে কিরূপে ভারতের উন্নতির পথ মুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং এতদ্দেশীয় প্রাচীন

রীতিনীতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কতিপয় বৈদেশিক পণ্ডিতের মত কথিত হইয়াছে। পাণিপথের যুদ্ধ যেরূপে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে অন্যরূপে সমাপ্ত হইলে কিরূপ হইত, এই চিন্তা হইতেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি।

স্বাধীনতার ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। ইহাতে আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস, স্পেন, ইটালী, বেল্‌জিয়ম, কিউবা, ফিলিপাইন, ভোট, শ্যাম, সাইবিরিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস, স্বদেশপ্রাণ গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রভৃতি বীরপুরুষগণের জীবনচরিত ও চিত্রসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

স্বামী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই আখ্যায়িকাটী সমাজের পক্ষে তথা অভিভাবকগণের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ—বর্ণনা-কৌশলও অতি সুন্দর। পিতৃহীনা সৌদামিনী নিঃসন্তান মাতুলের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। মাতুল একজন নিরীশ্বরবাদী, ভাগিনেয়ীকে ইংরাজি ও বাঙ্গালায় সুশিক্ষিতা এবং স্বীয় মতে দীক্ষিতা করিয়াছেন। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল দেখিয়া তাহার মাতা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন কিন্তু সৌদামিনীর অভিভাবক মাতুল মহাশয়ের উদ্বেগ হইতেছিল না। প্রতিবেশী জমিদারপুত্র নরেন্দ্র কলেজের ছাত্র। সে প্রায়ই ছুটীতে বাটী আইসে এবং সৌদামিনী ও তাহার মাতুলের সহিত দর্শনশাস্ত্রবিষয়ে তর্ক করে। সৌদামিনীর তর্কের শৃঙ্খলা ও ধারায় নরেন্দ্র মুগ্ধ হয় এবং জাতিকুল হিসাবে সৌদামিনী গ্রহণযোগ্যা না হইলেও তাহাকে লাভ করিবার জন্য সে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে থাকে। সৌদামিনী ভাল না বাসিলেও যৌবনের চঞ্চল আবেগে নরেন্দ্রর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সৌদামিনী বয়স্থা হইল, অবশেষে একটা মৃতদার পাত্র জুটিল। মাতুল মহাশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাত্র দেখিয়া আসিলেন এবং ঐ পাত্রে ভাগিনেয়ীকে সমর্পণ করিতে বলিয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সৌদামিনীর বিবাহ হইল। স্বামী ঘনশ্যাম পরমবৈষ্ণব—তিতিক্ষা ও ধৃতির অবতার। তাহার প্রতি সৌদামিনীর তাচ্ছিল্য লক্ষ্য করিয়াও ঘনশ্যাম বিরক্ত হইলেন না। নরেন্দ্র চরমুখে সৌদামিনীর স্বামীর প্রতি অনাসক্তির সংবাদ অবগত হইয়া তাহাকে গোপনে গৃহত্যাগ করাইয়া স্বীয় ভোগবহ্নিতে আহুতি দিবার মানস করিল এবং একদিন প্রকৃতই রজনীযোগে সৌদামিনীকে লইয়া পলায়ন করিল এবং কলিকাতায় আসিয়া একটী বাসায় তাহাকে রাখিল। সৌদামিনীর চমক ভাঙ্গিল এবং প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র ভুল বুঝিতে পারিয়া এবং সৌদামিনীর প্রচ্ছন্ন স্বামিভক্তির পরিচয় পাইয়া অনুতপ্ত হইল এবং ঘনশ্যামকে কলিকাতায় আনাইল। দেবতুল্য ঘনশ্যাম সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন—তিনি সৌদামিনীকে ক্ষমা করিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন।

হংসগীতা—নবগীতা দেখ।

হজরত মোহাম্মদ—রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের জীবনবৃত্তান্ত ও তৎকর্তৃক ইসলাম ধর্ম্মপ্রচার বর্ণিত হইয়াছে।

হঠাৎ নবাব—বাঙ্গালা প্রহসন। এক দোকানদার সহসা কিছু অর্থ পাইয়া বড়লোকের মত চলিতে ইচ্ছা করে, এবং বড়লোকের মত পোষাক, বহু ভৃত্য, নৃত্যশিক্ষক, সঙ্গীতশিক্ষক, অস্ত্রশিক্ষক, বিদ্যাশিক্ষক প্রভৃতি নিযুক্ত করে। তাহার কন্যা এক যুবাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তিনি বড়লোক নহেন বলিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ হইল না। তখন ঐ যুবা সঙ্গীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, এবং আপনাকে তুর্কের নবাব বলিয়া পরিচিত করিলেন। বড়লোক জামাতা হইবে ভাবিয়া দোকানদার তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিল।

প্রহসনখানি বিখ্যাত ফরাসী নাটককার Moliere কৃত "The Shopkeeper turned Gentleman" নামধেয় নাটকের মর্ম্মানুবাদ।

হরতত্ত্বদীধিতিঃ—সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। হরকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তদাত্মজ রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শৈব শাক্তাদি পঞ্চোপাসকের উপাসনার বিষয়, দীক্ষা প্রকরণ, গুরুলক্ষণ, দীক্ষাগ্রহণের কালাকাল, দীক্ষিত গৃহিগণের কর্ত্তব্য, নিত্যকর্ম্ম, শিবলিঙ্গ পূজা, আচমনবিধি, পূজানিয়ম, ন্যাসাদি, ধ্যান, যন্ত্র, নিত্যহোম, জপ, শ্যামাপূজার কালনিরূপণ, রটন্তী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, বৈধহিংসা, মাংসভক্ষণবিধি, বলিনিয়ম, আচার প্রকরণ, মন্ত্রসিদ্ধি, কুলযাগ, গাণপত্যাচার, কাম্যকর্ম্মের আধকারী নির্ণয়, আশ্রমবিধি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। বিবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতাদি হইতে ইহার ব্যবস্থাসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে।

হরিদাস সাধু—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রণজিৎসিংহের রাজত্বকালে পঞ্জাবে হরিদাস সাধু নামে এক যোগী আসিয়া বিবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত সাধু পুরুষের জীবনচরিত এবং তৎকৃত কার্য্যাদি বিবৃত হইয়াছে।

হরিভক্তি-রসামৃতসিন্ধু—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রান্তর্গত ভক্তিগ্রন্থ। রূপ গোস্বামী প্রণীত। শাস্ত্রে অলঙ্কারের দশটী অবশ্যলেখ্য বিষয় থাকিতে কবি কর্ণপুর কৌস্তুভালঙ্কারে শান্তরসের অন্তর্গত মুখ্য ভক্তিরসকে পল্লবিত না করায় রূপগোস্বামী উক্ত রসকে শাখা প্রশাখাসহ বিস্তৃতকরণাভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ভক্তির সামান্য লক্ষণ, সাধনভক্তি, রাগানুগা, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি, অবলম্বন, উদ্দীপন, বিভাব, শান্ত, প্রীত, বৎসল, ভক্তিরস এবং হাস্য, বীর, করুণ প্রভৃতি রস ও রসাভাসসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। বহুশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা ইহার প্রত্যেক বিষয় সমর্থিত ও উদাহরণযুক্ত করা হইয়াছে। ১৪৬৩ শকাব্দে এই গ্রন্থের রচনা শেষ হয়।

হরিভক্তিবিলাস—বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ। গোপালভট্ট প্রণীত। ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থাপক গ্রন্থ। ইহার মতানুসারেই বৈষ্ণবগণ যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের ব্রত, পূজা, দীক্ষা, সন্ধ্যাবন্দনা, বৈষ্ণবাচার, ভক্তিমাহাত্ম্য, ভক্তমাহাত্ম্য, দ্বাদশমাসিক কার্য্য, মালাজপ, বাস্তুযাগ, মন্ত্রাবচার প্রভৃতি কার্য্য ও তৎসম্বন্ধে বিধি নিরূপিত হইয়াছে। ইহার অধ্যায়ের নাম বিলাস। ২০ বিলাসে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত স্মার্ত গ্রন্থের ব্যবস্থার সহিত ইহার কোন কোন ব্যবস্থার অনৈক্য আছে। সনাতন গোস্বামী সংক্ষেপে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গোপালভট্টকে প্রদান করেন। গোপালভট্ট আবার বহু পুরাণাদির মত উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃতভাবে ইহার প্রচার করেন। ইহার নামান্তর ভগবদ্ভক্তিবিলাস।

হরিমঙ্গল—বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। ইহাতে কবির নিজের এবং অপরাপর কয়েকজন কবির কবিতা একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। কতিপয় সংস্কৃত স্তব ও ইংরাজী কবিতাও ইহাতে আছে।

হরিশ্চন্দ্র—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সত্য রক্ষার্থ শেষে পত্নীপুত্রকেও আপনাকেও

বিক্রয় করিয়াছিলেন, এই পৌরাণিক উপাখ্যান এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত "চণ্ডকৌশিক" নাটক অবলম্বনে এইখানি রচিত হইয়াছে। ষ্টার থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। মনোমোহন বসুও এই নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন।

হরিষে বিষাদ—বাঙ্গালা উপন্যাস। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। নলিনের একমাত্র ভগ্নী মনোরমা ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। নলিন লালবিহারী বাবুর বাসায় পাচকের কার্য্য করিতেন। লালবিহারী বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিধুমুখী বালক নলিনকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। গ্রামের জমিদার রায় মহাশয়ের সহিত নলিনের প্রতিবেশী নকড়ীর দেনা পাওনা লইয়া বিবাদ বাধে। নকড়ী সামান্য গৃহস্থ। রায় মহাশয় পারিষদগণের পরামর্শে কৌশলে তাহাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দেন। লালবিহারী বাবুর নিকট বিচার হয়। নলিন দরিদ্র নকড়ীকে রক্ষা করিবার জন্য বিধুমুখীকে অনুরোধ করেন। বিচারে নকড়ী খালাস পায় এবং রায়মহাশয় মিথ্যা এজেহার দেওয়ার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়ে বিধুমুখী ও নলিনের ভালবাসা দেখিয়া লালবিহারী বাবুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সে সন্দেহের কোন প্রমাণ পাইলেন না। পরে তিনি বিধুমুখীর অনুরোধে নলিনকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া সন্দেহের মূল কারণ দূরীভূত করেন। এদিকে রায়মহাশয় কারামুক্ত হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হইলেন। একদিন তাঁহার এক পশ্চিমে ভৃত্যের সহিত নকড়ীর বিবাদ বাধিল। নকড়ী তাহাকে যথেষ্ট প্রহার দিল। রায় মহাশয় গোপনে ভৃত্যকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়া নকড়ীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করিলেন, এবং একটা পচা লাস আনিয়া সনাক্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে নলিন নকড়ীকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভগ্নী মনোরমাকে সাক্ষী মানা হইল। মনোরমাকে আদালতে লালবিহারী বাবুর নিকট সাক্ষ্য দিতে হইল। পরে বিধুমুখী তাঁহাকে স্বগৃহে আনাইলেন। নকড়ী দায়রা সোপরদ্দ হইল। লালবিহারী মনোরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কয়েকদিন তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া মনোরমা বাড়ী যাইতে চাহিলে তিনি স্বীয় লোকজন দিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। লোকেরা তাঁহার আদেশমত মনোরমাকে তাঁহার বাড়ীতে না লইয়া গিয়া ডেপুটী বাবুর সোণাপুরের বাড়ীতে লইয়া গেল। গগন নামক একজন ভৃত্য মনোরমাকে ভক্তি করিত। সে কলিকাতায় গিয়া নলিনকে এ সংবাদ দিল। নলিন তৎক্ষণাৎ সোণাপুরে চলিলেন। যে গাড়ীতে নলিন যাইতেছিলেন, সেই গাড়ীতে লালবিহারী বাবুও যাইতেছিলেন। পথে অন্য গাড়ীর সহিত সেই গাড়ীর সংঘর্ষ হইল। ডেপুটী বাবু তাহাতে প্রাণ হারাইলেন। নলিন তাড়াতাড়ি যে বাড়ীতে মনোরমা ছিল, সেখানে গিয়া দেখিলেন, ভাবী বিপদের আশঙ্কায় মনোরমা আত্মহত্যা করিয়াছেন। ভগ্নীকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নলিনের আনন্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হরষে বিষাদ হইল। দায়রার বিচারে নকড়ীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তাহার মাতা বহুকষ্টে লাটসাহেবের নিকট গিয়া পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিলেন। লাটসাহেব কাগজ পত্র দেখিয়া নকড়ীকে অব্যাহতি দিলেন। পুত্রের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া বৃদ্ধা আনন্দিতা হইল। কিন্তু লাটসাহেবের আদেশ পৌঁছিবার পূর্ব্বক্ষণে নকড়ীর ফাঁসি হইয়া গেল। বৃদ্ধার হরষে বিষাদ হইল। তিনি দেহত্যাগ করিলেন। যে ভৃত্যের খুনের জন্য নকড়ীর ফাঁসি হইল, সে ধরা পড়িল। নকড়ীর ফাঁসি হওয়ায় রায়মহাশয়ের গৃহে আনন্দোৎসব হইতেছিল, এমন সময় পুলীস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। রায়মহাশয়ের হরিষে বিষাদ হইল। বিচারে তাঁহার দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইল।

হস্তামলক—সংস্কৃত আত্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, এবং জীব যে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, কেবল মোহবশে বদ্ধ ও পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক শঙ্করভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

হাতেম-তাই (আরায়েশ মাহ্ফিল)—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ইমন রাজ্যের রাজপুত্র হাতেম-তাই সাতটী সমস্যা পূরণ করিয়া দিবার জন্য এক স্ত্রীলোকের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করেন, এবং বহুবিধ দুঃখক্লেশ ভোগের পর সমস্যার পূরণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বৃত্তান্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

হামির—বাঙ্গালা নাটক। মন্মথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। রাজপুতবীর হামিরের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে।

হারানিধি—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মোহিনীমোহন নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির সহিত হরিশ নামক এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। কোন সময়ে মোহিনীমোহনের দশহাজার টাকার প্রয়োজন হইলে হরিশ জামিন হইয়া জনৈক মহাজনের নিকট হইতে টাকা আনিয়া দেন। কিন্তু পরে মোহিনীমোহন টাকা না দেওয়ায় দেনার দায়ে হরিশের সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া যায়; মোহিনীমোহন হরিশের সম্পত্তি নীলামে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর প্রবঞ্চনায় হরিশ পথের ভিখারী হন। হরিশের সুশীলা নামে এক কন্যা ছিলেন। সুশীলার স্বামী অঘোর বিমাতার বাক্স ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়া পলায়ন করেন, এবং ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে আপনার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া লুকাইয়া থাকেন। নব নামে হরিশের এক দূরসম্পর্কের ভাই ছিলেন, তিনি হরিশের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া হরিশের বাড়ীতেই বাস করিতেন। এই সময়ে জামাতা অঘোরের সহিত নবর সাক্ষাৎ হয়। তখন হরিশকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য অঘোর ও নব পরামর্শ করেন। মোহিনীবাবুর কাদম্বিনী নামে এক রক্ষিতা রমণী ছিল। মোহিনীবাবু তাহাকে তাড়াইয়া দিলে সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যায়, কিন্তু হরিশের পুত্র নীলমাধব তাহাকে রক্ষা করেন। তখন কাদম্বিনীও আসিয়া নব ও অঘোরের সহিত যোগ দেয়। ইহাদের কৌশলে বিপন্ন হইলে মোহিনীর চৈতন্যোদয় হয়, এবং তিনি সমস্ত সম্পত্তি হরিশকে ফিরাইয়া দিয়া কন্যার সহিত নীলমাধবের বিবাহ দেন। সুশীলা স্বামীকে পুনঃপ্রাপ্ত হন।

হারীত দর্শন—দর্শন দেখ।

হারীত সংহিতা—সংহিতা দেখ।

হিতপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত। বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত হিতোপদেশ গ্রন্থাবলম্বনে ইহা রচিত।

হিতে বিপরীত—বাঙ্গালা প্রহসন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ভজহরিবাবু অতিশয় কৃপণ ছিলেন। ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি আবার বিবাহ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পৌত্র কুঞ্জবিহারী কিছুতেই পিতামহের নিকট টাকা কড়ি বাহির করিতে না পারায় শেষে তিনি বৃদ্ধকে জব্দ করিবার জন্য এক থিয়েটার পার্টির সহায়তায় ভজহরির বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন, এবং এক বালককে পাত্রী সাজাইয়া তাহার সহিত ভজহরির বিবাহ দিলেন।

শেষে পাত্রীরূপী বালক চাবি সংগ্রহ করিয়া ভজহরির বাক্স হইতে টাকা লইয়া যখন বৃদ্ধকে দিলেন, তখন বৃদ্ধের ভুল ভাঙ্গিল। বৃদ্ধ সেই টাকা লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

হিতোপদেশ—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা কোন রাজার পুত্রচতুষ্টয়কে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়া গল্প চ্ছলে ইহাতে নীতি কথাসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দু আচারব্যবহার—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। মনোমোহন বসু প্রণীত। হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং নব্য শিক্ষাপ্রভাবে তাহা এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহার কিরূপ প্রতিবিধান আবশ্যক, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুত্ব—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্রের একটী মহামন্ত্র 'সোঽহং' ইহার রহস্য কি, লয় কাহাকে বলে, হিন্দুর নিষ্কাম ধর্ম্মবাদ কিরূপ শ্রেষ্ঠ, হিন্দুশাস্ত্রের লক্ষ্য কত সুদূরগামী, পুত্রের প্রয়োজন কি, আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিরূপ হিতকর, বিবাহের অর্থ কি, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা ও প্রতিমাপূজার তাৎপর্য্য কি, হিন্দুশাস্ত্রে সমদর্শিতা কিরূপ বিশ্বব্যাপিনী, ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। সংশয়ী জনগণের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রণিধাপন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি, ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ, হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষাপ্রণালী, হিন্দুধর্ম্মের স্বতঃ ও পরতঃ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ, বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্ম হইতে অভিন্ন ইহাও কথিত হইয়াছে।

হিমালয়—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। জলধর সেন প্রণীত। এই পুস্তকে হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত ভ্রমণকাহিনী এবং গন্তব্যস্থানের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হীরকচূর্ণ—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। বরোদার মহারাজ মলহর রাও গাইকোয়াড় তত্রত্য রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যাচেষ্টা অপরাধে অভিযুক্ত হন, এই ঘটনা অবলম্বনে নাটকখানি রচিত।

হুগলীর ইমামবাড়ী—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। এই উপন্যাসখানিতে দান-বীর ফকীরবেশী ক্রোরপতি মহম্মদ মহসীনের এবং তদীয় বৈপিত্রিক ভগিনী মুন্নার মহিমা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ইমামবাড়ীর আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস ও হুগলির ইতিহাস সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা—বাঙ্গালা সামাজিক ব্যঙ্গকাব্য। বঙ্গীয় সমাজের দূষিত চিত্র প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় রচিত। ইহা গ্রাম্য বা কথোপকথনের ভাষায় লিখিত। ইহাতে পূর্ব্বকালের চড়ক, বারোয়ারি, কবির গান, জামাই তামাসা, সহুরে অবতার, স্নানযাত্রার কাণ্ড প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই গ্রন্থখানির রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হোমশিখা—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর কবিতা আছে।

সরল বাঙ্গালা অভিধান

তৃতীয় ভাগ।

-:*:-

আদালতে এবং মহাজনী ও জমিদারি সেরেস্তায় ব্যবহৃত ও অন্যান্য কতিপয় আরবী, পারসী ও ইংরাজী শব্দাবলী।

অ

অকু—চুরি দাঙ্গা ইত্যাদি ঘটনা Occurrence of offence.

অকুয়াৎ—দুষ্কার্য্যসকল Misdeeds.

অছি—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিরক্ষক Executor; কর্ম্মাধ্যক্ষ Manager.

অছিলা—ছুতা Excuse.

অজ জমা—সুদ খরচ প্রভৃতি বাদে আসল জমা।

অজুহাত—বর্ণনা; কারণনির্দ্দেশ Grounds, reasons.

অদুল—হুকুম অমান্য করা disobedience of orders.

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট—অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট Honorary magistrate.

অন্দর—মধ্য।

অফিসিয়াল এসাইনি—যে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দেউলিয়ার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করে Government officer in charge of the property of insolvents; official assignee.

অলগ—অনির্দ্দিষ্ট Indefinite.

অলি—অভিভাবক Guardian.

অষ্টম—বাকী খাজানার জন্য পত্তনি তালুকের নীলাম।

অসিয়ৎনামা—চরমপত্র Will.

আইন—ব্যবহারশাস্ত্র Law.

আইন্দা—আগামী Next.

আইয়াম—সময় Time.

আইল—বাঁধ Dam.

আউল—প্রথম।

আউওল জমি—সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমি, যাহাতে সকল প্রকার শস্য যোল আনা রকম জন্মে First class land where crops of all kinds grow in full.

আওয়াজ—শব্দ।

আওলাদ—বালকবালিকাসকল Issues; বৃক্ষাদি Trees &c; appurtenances.

আওহাল—অবস্থা Condition.

আকসার—সর্ব্বদা Frequently.

আক্কেল—বিবেচনা।

আক্কেলসেলামী—বুদ্ধিভ্রমজন্য লোকসান।

আখর—বিবাদ Misunderstanding.

আখিরি—শেষ End; বৎসরের হিসাব নিকাশের শেষ সময় Time for closing the accounts of the year.

আখের—ভবিষ্যৎ Future.

আখেরাজাত—ব্যয়াদি Expenses.

আজগবী—অদ্ভুত।

আঞ্জাম—বন্দোবস্ত Arrangement and supply.

আড়ং—যে স্থান হইতে পণ্যদ্রব্য অন্যত্র নীত হয় Ware-house; depot.

আড়ত—দোকান Shop, place of business.

আদম সুমার—লোকসংখ্যা করা Census.

আদমী—মানুষ।

আদাওত—দ্বেষ, বৈরতা Grudge, enmity

আদায়—উশুল, প্রাপণ Realization, receiving.

আদালত—বিচারালয় Court of justice.

আনলফুল এসেম্ব্লি—অবৈধ জনতা Unlawful assembly of five or more persons.

আপস—পরস্পর Among themselves.

আপস (করা)—মিটাইয়া ফেলা Settle, compromise.

আপীল—নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে বিচারপ্রার্থনা Appeal.

আপেলাণ্ট—যে আপীল করে Appellant.

আফিস—কার্য্যস্থান Office.

আফশোষ—পরিতাপ, দুঃখ।

আবওয়াব—(বাব শব্দের বহুবচন) অতিরিক্ত কর, বাজে খাজানা Miscellaneous cesses.

আবকার—মাদকবিক্রয়ী।

আবকারী—মাদকসম্বন্ধীয় Excise.

আবরু—সম্মান, ইজ্জত।

আবাদ—চাষ করা জমি Cultivated land.

আম—সাধারণ General.

আমদানী—আয় Income, import.

আমমোক্তার—সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী An officer invested with powers to act in all matters.

আমল—অধিকারকাল Period of rule; স্বীকার admission; অধিকার possession.

আমলনামা—অধিকার পাইবার হুকুমপত্র A written authority to take possession of land or other property.

আমলা—কর্ম্মচারী Agent, officer.

আমানত—টাকা গচ্ছিত রাখা Deposit.

আমিন—যে জমির জরিপ করে Surveyor.

আমীর—ধনী বড়লোক।

আমুলমামুল—পূর্ব্বাপর যেরূপ হইয়া আসিতেছে As usual, according to custom.

আয়না—দর্পণ।

আয়মা—বিদ্বান বা ধার্ম্মিক মুসলমানকে যোগ্য

সম্রাট্ কর্ত্তৃক যে জমি দান করা হইয়াছে Land granted by the Moghul Government either rent-free or subject to a small quit rent, to learned and pious Mahomedans.

আয়মাল—গ্রাম এবং পরগণা।

আয়েন্দা—পরবর্ত্তী, আগামী Succeeding, coming.

আর্‌জি—আবেদন Petition, plaint.

আরিন্দা—বাহক Peon, bearer.

আর্গুমেণ্ট—মকদ্দমার বিষয় লইয়া বিচারকের সমক্ষে উভয় পক্ষের উকিলগণের বাদানুবাদ Argument.

আর্মাণী—জাতিবিশেষ।

আলগ্—পৃথক্ Separate.

আলগোছে—না ছুঁইয়া।

আলতাম্‌গা—চিরকালের জন্য রাজস্ব দিতে হইবে না এমন জমি A perpetual rent-free grant.

আলবৎ—অবশ্য।

আলাত—কাজ করিবার যন্ত্র Tools.

আলামত—চিহ্ন Mark, sign.

আলাহিদা—বিভিন্ন Separate, different.

আস্কারা—প্রকাশ করা, উদ্ধারক করিয়া ঘটনা প্রকাশ।

আস্কারা—আবদার।

আস্নাই—অবৈধ প্রণয় Illicit love.

আসল—মূলধন Principal; প্রকৃত true.

আসল জমা—আবওয়াব-রহিত ধার্য্য জমা The original rent, without extra cesses.

আসামী—প্রজা Tenant; খাতক debtor; প্রতিবাদী defendant or accused.

আসবাব—দ্রব্যসামগ্রী।

আস্তাবল—অশ্বশালা।

আহম্মক—নির্ব্বোধ।

আহোয়াল—বর্ত্তমান অবস্থা; কারণসকল।

ই

ইওয়াজ—বিনিময় করা Exchange.

ইক্‌রার—স্বীকার।

ইক্‌রারনামা—স্বীকৃতিপত্র Agreement.

ইজন্‌নামা—চরমপত্র Will.

ইজ্‌মাল—যুক্ত অধিকার Joint possession, or tenancy.

ইজ্‌লাস—এজলাস দেখ।

ইজা—এক পৃষ্ঠার ঠিক অন্য পৃষ্ঠায় আনিয়া যোগ দেওয়া; জের (In accounts) Brought forward (B. F.).

ইজারা—নির্দ্দিষ্ট জমার মেয়াদী বন্দোবস্ত Farm, lease, contract, monopoly.

ইজারাদার—যে নির্দ্দিষ্ট জমায় মেয়াদী বন্দোবস্ত করে Lease-holder, farmer.

ইজাহার—প্রকাশ করিয়া বলা, সাক্ষ্য দেওয়া Deposition, statement.

ইজ্জত—সম্মান Respect.

ইজ্জতদার—সম্মানিত Respected.

ইঞ্চি—পরিমাণবিশেষ।

ইঞ্জিন—বাষ্পযন্ত্র।

ইত্তিলা—অবগতি করা Report, information.

ইদ্দৎ—যে সময়ের মধ্যে মুসলমান বিধবার পুনর্বিবাহ নিষেধ The period during which Mahomedan widows are prohibited from marrying.

ইনকম্ ট্যাক্স—আয়কর Income-tax.

ইন্‌ছাপ—বিচার।

ইন্‌টরপ্রেটর—দোভাষী Interpreter.

ইন্তজাম—বন্দোবস্ত।

ইন্তজার—প্রতীক্ষা, প্রত্যাশা।

ইন্‌ফরমার—গোয়েন্দা Informer.

ইন্‌ফরমেসন—ফৌজদারী অভিযোগ Information.

ইন্‌ফসলী—মুক্তিপত্র A release.

ইন্‌স্পেক্টর—তত্ত্বাবধায়ক Inspector.

ইন্‌সল্‌ভেণ্ট—দেউলিয়া Incapable of paying off debts; insolvent.

ইন্‌সাফ—বিচার Doing justice.

ইনাম—পারিতোষিক Gift; জমিদান A grant of land by Government as a reward for services rendered or for charitable or religious purposes.

ইব্রা—ত্যাগ করা Giving up.

ইম্‌তিহান—পরীক্ষা Examination.

ইমসন (ইমসাল)—বর্ত্তমান বৎসর Present year.

ইমান, ঈমান—আস্তিকতা, বিশ্বাস; ধর্ম্ম Faith; religion.

ইয়াদ্‌দস্ত—স্মারক-লিপি Memorandum.

ইরসাল—জমিদারের নিকট প্রেরিত টাকা A remittance.

ইষ্ট্যাম্প—কোন লেখাপড়া বৈধ করিতে হইলে, বা ডাকযোগে কোন পত্র বা দ্রব্য পাঠাইতে হইলে মাশুলজ্ঞাপক কাগজখণ্ড Stamp.

ইষ্টিমার—কলের জাহাজ।

ইষ্টিল পেন—লোহার কলম।

ইসম—নাম Name.

ইসমনবীশী—নামের ফর্দ্দ List of names.

ইসাদী—সাক্ষী Witness.

ইসারা—সঙ্কেত।

ইস্যু—বিচার্য্য বিষয় Issue, point for determination.

ইস্তক—হইতে From.

ইস্তফা—ত্যাগ করা Relinquishment.

ইস্তমরার—চিরস্থায়ী Perpetual.

ইস্তমরারদার—যে প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি গ্রহণ করে Ryat with right of occupancy without increase of rent; the holder of a *Jaigir* or a perpetual farm or lease.

ইস্তাহার—বিজ্ঞাপন Advertisement, notice; ঘোষণাপত্র proclamation.

উ

উইল—চরমপত্র Will.

উকিল—ব্যবহারাজীব Vakil, lawyer; (নাবালিকা মুসলমানীর বিবাহে Vakil উপস্থিত থাকা আবশ্যক)।

উছিলা—ছল।

উঠ্‌বন্দী জমা—বঙ্গদেশে, বৎসরে বৎসরে যে পরিমাণ জমি চাষ করা হয় তাহার নিরিখ In Bengal, a settlement where the cultivator pays rent only for the land actually cultivated in each year.

উদ্বাস্তু—বাটীর সংলগ্ন জমি Land adjoining the home-stead.

উমর—বয়স Age.

উমরভোর—চিরজীবন All through life.

উমেদ—ভরসা Expectation.

উমেদার—কর্ম্ম-প্রার্থী A candidate for employment.

উল্‌টা—বিপরীত Contrary.

উসুল—(ওয়াসিল) আদায় করা; পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া realization.

এ

এওজ—প্রতিনিধি Substitute.

এওজে—পরিবর্ত্তে In lieu of.

একুইজড্—(ফৌজদারী মকদ্দমায়) অভিযুক্ত Accused (In a criminal case).

এক্‌কাট্টা—একত্রিত In combination.

এক্‌জাই—একত্রীকরণ Bringing together.

এক্‌জাই চালান—বৎসরের মধ্যে যতবার জমিদারের নিকট খাজানার টাকা পাঠান হইয়াছে, তাহার সমষ্টি চালান A statement of all remittances made to the Zemindar during the year.

এক্‌জিকিউটার—অছি, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি-রক্ষণে নিযুক্ত কর্ম্মচারী Executor, one appointed by the deceased to administer his property.

একটিন—অস্থায়ী Acting, officiating.

একতরফা—একপক্ষ শুনিয়া Ex-parte.

এক্‌তার—ক্ষমতা Power, right.

একরার—স্বীকৃতি Agreement, confession.

এক্‌সা—এক প্রকার।

এক্‌সাইস—আবগারী Excise.

একুইট্যাল—নিরপরাধ প্রমাণিত হওয়া Acquittal.

একুন—মোট Total.

এখতেলাফ—নিয়মলঙ্ঘন Contravention.

এগ্রীমেণ্ট—চুক্তি Contract, agreement.

এজ্‌মাল—(ইজমাল দেখ)।

এজ্‌লাস—বৈঠক, কাছারি।

এস্তাহার—(ইস্তাহার দেখ)।

এজেন্ট—প্রতিনিধি Agent.

এটর্ণী—ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী Authorised agent; মকদ্দমার তদ্বিরকারী উকিল Solicitor, attorney.

এডভোকেট্‌ জেনারেল—গভর্ণমেন্টের উচ্চতম ব্যবহার-জীবী কর্মচারী The highest law-officer of the Government.

এডমিনষ্ট্রেটার জেনারেল—অন্যের সম্পত্তি-রক্ষণে নিযুক্ত হাইকোর্টের কর্মচারী Administrator-general, officer appointed by the High-Court to administer the property of others.

এডল্‌টরী—বিবাহিত স্ত্রীর সহিত অবৈধ সহবাস Adultery.

এড্রেস—বিচারক বা জুরীকে সম্বোধন করিয়া উকিলগণ যাহা বলেন Address made by the lawyers to the court or jury.

এতেমা—(ইতেমা দেখ)।

এন্‌টাইসিং এওয়ে এ ম্যারেড্‌ উওম্যান—স্ত্রী বাহির করা Enticing away a married woman.

এন্তাক্রাম—রায় দিবার পূর্ব্বে সম্পত্তি বিক্রয় হওয়া Sale before judgment.

এন্তেকাল—মৃত্যু Death; হস্তান্তর transfer; ক্রোক্‌ attachment.

এন্তেজারি—ইস্তজার দেখ।

এপ্রুভার—গোয়েন্দা Approver, informer.

এফার্মেশন—প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলা Affirmation.

এফিডেভিট্‌—শপথপূর্ব্বক বলা Affidavit.

এফ্রে—রাস্তায় হঠাৎ মারামারি করা Affray.

এব্‌ডক্‌সন—ছল বা বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া Abduction.

এবনে—পুত্রসন্তান Son of.

এভিডেন্স—প্রমাণ Proof, evidence.

এমারত—ইষ্টকালয় Brick-built house.

এয়ারিং—কাণের গহনা।

এরাক্ট—একপ্রকার পাকো।

এরি—বাঁধ Bund of a tank, bank built for retaining water in a reservoir.

এলাকা—অধিকারের সীমা Jurisdiction.

এষ্টাকিন্‌—মোজা Stockings.

এসল্ট—মারপিট Assault.

এসাইনী—যাহাকে বিষয় হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইয়াছে Assignee, one to whom property has been assigned.

এসেসার—যে কর নির্দ্ধারণ করে Assessor; one who fixes rates of rents; দায়রার মকদ্দমায় যে জজের সহিত বসিয়া বিচারের সহায়তা করে One who assists the judge in Sessions trials.

এস্তাওয়া—ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল জমার হার Progressive rate of rent in newly cultivated land

ও

ওকালত্‌নামা—উকিল-নিয়োগ-পত্র Document appointing a Vakil to act for the executant.

ওকালতী—মক্কেলের পক্ষে উকিলের কর্ত্তব্য Pleading conduct of a pleader's business.

ওছিয়ৎ-নামা—উইল।

ওজর—আপত্তি Objection; অছিলা Excuse. [ant.

ওজর্‌দার—আপত্তিকারী Objector, claim

ওজর্‌দাবী—দাবী Claim.

ওজেবার—মুদরা, কাটাইয়া দেওয়া Set off.

ওট্‌বন্দী জমা—(উঠবন্দী জমা দেখ)।

ওথ—শপথ Oath.

ওয়াকফ—ধর্ম্মোদ্দেশে দান Religious endowment made by Mahomedans.

ওয়াকিফ—জ্ঞাত থাকা Acquainted with.

ওয়াজে—গত তারিখ The day preceding.

ওয়াজিব—যথার্থ True; সঙ্গত Reasonable.

ওয়াদা—পরিশোধ করিবার সময় Time for repayment.

ওয়াপস—প্রত্যর্পণ Returning, taking back.

ওয়ারিস, ওয়ারেস—উত্তরাধিকারী Heir at law.

ওয়ালেদ—সন্তানসন্ততি Children.

ওয়াসিল—উসুল, আদায় Realization.

ওয়াসিল বাকি—প্রজার নিকট কত টাকা বৎসরের মধ্যে আদায় হইয়াছে আর কত বাকি আছে তাহার হিসাব Paper showing receipts from tenants during a year and the balance due.

ওয়াসীলাত—বৈধ অধিকারীর প্রাপ্য যে টাকা বেদখলকারী আদায় করিয়া লইয়াছে Mesne profit.

ওর্‌ফে—অপর নাম Alias.

ওলদে—অমুকের পুত্র Son of.

ওলায়েতি—(বেলায়তি) বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় প্রচলিত অব্দবিশেষ An era prevalent in Bengal and Orissa.

ওলি—সরবরাহকার One who supplies orders.

ওসী—(অছি দেখ); মৃতের সম্পত্তিরক্ষক Executor.

ওসীয়ৎনামা—(অসিয়তনামা দেখ) দানপত্র Will.

ওস্তাদ—শিক্ষক।

ক

কট—নিয়ম, শর্ত্ত Condition, term.

কট্‌কোবালা—যে বন্ধকী কোবালায় এইরূপ শর্ত্ত থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ না হইলে বন্ধকী বিষয় মহাজনের হস্তগত হইবে Mortgage by conditional sale.

কড়্‌চা—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার নাম, আদায় ও বাকীর হিসাব থাকে Paper showing the name of each tenant, the amount of rent paid by him, and the amount outstanding.

কদর—আদর, সম্মান।

কন্‌ট্রাক্ট্‌—চুক্তি Agreement, contract.

কন্‌ফেসন—আসামী কর্ত্তৃক অপরাধস্বীকার Confession; admission of guilt by the accused.

কন্‌ভিক্‌ট—কয়েদী One convicted and sentenced to imprisonment.

কন্‌ভিক্‌সন—অপরাধ প্রমাণিত হওয়া Conviction.

কন্‌ষ্টেবল—শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত নিয়মিত কর্মচারী Constable, Parawalla.

কম্‌—ন্যূন Short.

কম্‌পাউণ্ড—মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলা Settle a criminal case out of court.

কম্‌প্লেণ্ডাণ্ট—(ফৌজদারী মোকদ্দমায়) অভিযোক্তা Complainant.

কম্‌প্রোমাইস—মোকদ্দমায় আপোষে নিষ্পত্তি Amicable settlement of a case

কম্‌বখ্‌ত—মন্দভাগ্য।

কম্পাস—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।

কমিটি—সভা।

কমিসন—দস্তুরী Commission, brokerage.

কমিসনার—বিভাগের প্রধান কর্মচারী Commissioner.

কয়াল—যে মাপে Weighman.

কয়েদ—কারাবাস Imprisonment.

কয়েদী—কারারুদ্ধ Prisoner.

কর্জ্জ করা—ধার করা, দেনা করা Contracting a debt.

করার—নিয়ম, শর্ত্ত Condition, term.

করারি—নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধারিত।

কলম—লেখনী।

কলমবন্দ—লিপিবদ্ধ।

কলেজ—উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়।

কলেরা—ওলাউঠা রোগ।

কবচ—দাখিলা; খাজানা দিলে প্রজারা যে রসিদ পায় receipt for rent paid.

কবিন্‌নামা—স্ত্রীধনপত্র Deed for *Stridhan*.

কবুল—স্বীকার Admission, acknowledgment.

কবুল—বাদীর দাবী স্বীকার Confession of judgment, admission of plaintiff's claim.

কবুলিয়ৎ—পাট্টার অনুরূপ অংশ Counterpart of a lease; যে পত্র দ্বারা গ্রহীতা পাট্টা গ্রহণ স্বীকার করে Document by which the lessee accepts the lease.

কসবা—সহর Town.

কসবী—বেশ্যা Woman of the town.

কসম—শপথ Oath.

কসরৎ—কুস্তি।

কসুর—অপরাধ।

কাহাতক—কতক্ষণ, কতদূর।

কাউন্টারফিটিং—অবৈধ অনুকরণ Counterfeiting.

কাক—ছিপি Cork.

কাছারী—আদালত Court; জমিদারের খাজানা আদায়ের স্থান Place for collection of revenue or rent.

কাজী—মুসলমানবিচারপতি A Mahomedan dispenser of justice.

কাঠা—১৬ ছটাক পরিমাণ ভূমি, (৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রস্থ ভূমিতে এক ছটাক হয়) A cattah, consisting of 16 chattaks of land, a chattak measuring 5 cubits long and 4 cubits wide.

কাত—খার্য্য-হিসাবে As per.

কানুন—আইন Law.

কানুনগো—যে কর্ম্মচারী গ্রামের জমি ইত্যাদির হিসাব রাখে Village-registrar.

কাপ্তেন—অধ্যক্ষ।

কামরা—ঘর।

কায়দা—আয়ত্ত।

কায়েম—স্থির Fixed.

কায়েম মোকাম—স্থলাভিষিক্ত Representative.

কায়েমী পাট্টা—যে পাট্টা দ্বারা প্রজা চিরস্থায়ী অধিকার পায়, কিন্তু যাহাতে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার শর্ত্ত থাকে A lease which gives a permanent right of occupancy to the lessee but provides for enhancement of rent.

কারকুন—গোমস্তার উপরস্থ কর্ম্মচারী Officer above the rank of Gomasta.

কারখানা—কার্য্যস্থান Work-shop.

কারপরদাজ—কর্ম্মচারী Agent or officer.

কারবার—ব্যবসায় Trading business.

কালেক্টার—জেলার রাজস্ব বিষয়ক প্রধান কর্ম্মচারী Head Government officer in a district for revenue purpose; collector.

কালেব—রকম Kind.

কাহিল—পরাস্ত; দুর্ব্বল।

কিংস্ এভিডেন্স—যে আসামী অপরাধ অভিযোগে মুক্ত হইয়া অন্য আসামীর বিরুদ্ধে রাজার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় King's evidence.

কিড্‌ন্যাপিং—অপ্রাপ্তবয়স্ককে অভিভাবকের অধিকারচ্যুত করিয়া লইয়া যাওয়া Kidnapping.

কিতা—দফা Item, piece; জমির টুকরা piece of land.

কিনারা—সীমা। [mouza.

কিসমৎ—মৌজার ক্ষুদ্রাংশ Portion of a

কিস্তি—খাজানা দিবার সময় Time for payment of revenue.

কিস্তিবন্দী—ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার নিয়ম Deed of instalment.

কিস্তির কারবার—লেনদেনের কারবার Money-lending business.

কুইনাইন—জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ।

কুঠী—কার্য্যস্থল Factory, office.

কুত—অনুমান Estimate; সংখ্যা number.

কুল—গড়ে, সমস্ত On the whole, entirely.

কেট্‌লি—চা গরম করিবার পাত্র।

কেতা—খণ্ড Piece.

কেভিয়াট—কোন কার্য্য স্থগিত রাখিবার হুকুম প্রার্থনা Caveat; a process in a court to stop proceedings.

কেরামৎ—বুজরুগী।

কেরায়া—ভাড়া Rent, hire.

কৈফিয়ৎ—জমাখরচের বাকী কাটা Striking a balance; জবাব explanation.

কোচয়ান—শকটচালক Coach man.

কোম্পানি—যাহারা অনেকে মিলিয়া কোন কাজ করে।

কোর্ট—আদালত Court.

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্—যে বিভাগে নাবালকের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ হয় The department of Government which looks after the estates of minors.

কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর—যে পুলিসকর্ম্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মোকদ্দমা চালায় Police officer conducting cases in a criminal court.

কোর্টফি—আদালতে অভিযোগ বা দরখাস্ত করিতে হইলে তজ্জন্য যে ষ্ট্যাম্প খরচ দিতে হয়।

কোর্ফা—জোতদারের অধীন প্রজা Under-tenure holder.

কোবালা—বিক্রয়পত্র Deed of sale, conveyance, title-deed.

কৌন্‌সুলী—উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারাজীব Counsel, barrister.

কৌল—স্বীকারপত্র Agreement or contract, admission.

ক্রায়ার—হাইকোর্টে সেসন আদালতে যে কর্ম্মচারী বিচারের ঘোষণা করে Crier.

ক্রিমিন্যাল কোর্ট—ফৌজদারী আদালত Criminal court.

ক্রিমিন্যাল ইনটিমিডেসন—ভয়প্রদর্শন Criminal intimidation.

ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিওর কোড—দণ্ডসম্বন্ধীয় আইনের কার্য্যবিধি Criminal procedure code.

ক্রিমিন্যাল মিসএপ্রোপ্রিয়েসন—অবৈধ আত্মসাৎকরণ Criminal misappropriation

ক্রোক—আটক, আবদ্ধ Attachment.

ক্রোক সাজোয়াল—আবদ্ধ ভূমির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কর্ম্মচারী Officer engaged to look after attached property.

ক্লার্ক অব দি ক্রাউন—হাইকোর্টের সেসন আদালতের উচ্চ কর্ম্মচারী Officer who puts up cases at the High Court Sessions and empannels the jury.

খ

খটি—ধান্য বা চাউল ক্রয়বিক্রয়ের স্থান Rice-market. [fing a debt.

খৎ—ঋণপত্র, তমসুক Bond acknowledg-

খতম—নিষ্পত্তি, শেষ Finality.

খতিয়ান—যে কাগজে পৃথক্ নামে হিসাব থাকে Ledger-book.

খন্দ—যাহাতে রবি ফসল জন্মে The land on which the *Rabi* crops grow.

খরচ—ব্যয় Expenses.

খরিতা—পত্র Kharita.

খরিদ—ক্রয় Purchase.

খবর—সংবাদ Information.

খসড়া—পাণ্ডুলিপি, মুসাবিদা Draft.

খসড়াবহি—রোজ বহি Day-book.

খসম—স্বামী Husband

খাইখালাসী—উপস্বত্ব হইতে ঋণপরিশোধের শর্ত্তবিশিষ্ট Usufructuary. [alloy.

খাদ—এক ধাতুর সঙ্গে অন্য ধাতুর মিশ্রণ

খাজাঞ্চি—কোষাধ্যক্ষ Treasurer.

খাজানা—অর্থ, রাজস্ব Treasure, revenue.

খাতক—কর্জ্জগ্রহীতা Debtor.

খাতাবহি—আয়ব্যয়ের হিসাব বহি A book containing accounts of receipts and disbursements.

খাতির—সম্মান Respect.

খাতিরজমা—নিশ্চয়তা Certainty.

খানা—গৃহ, ঘর।

খানাতল্লাস—অপহৃত দ্রব্য বা আসামীর ধৃতির জন্য গৃহাদির অনুসন্ধান House-search.

খানাবাড়ী—বসতবাড়ী Home-stead land.

খামার—অল্প দিনের মেয়াদে বিলি করা জমিবিশেষ Land of which rent is paid in kind, or of which the produce is divided between the cultivator and the zemindar; যে স্থানে ধান বা খড় রাখা হয় a place where paddy and straw are piled.

খারিজ—বাদ দেওয়া Strike off.

খারিজ দাখিল—নামপরিবর্ত্তন Mutation of names.

খালাস—মুক্তি Release, delivery.

খাস—স্বকীয় One's own ; special.

খাস্‌খামার—যে জমী অধিকারীর খাস দখলে আছে Land in immediate Possession of the proprietor.

খাস্ মহাল—রাজার নিজের তত্ত্বাবধানে চালিত মহাল Estate held directly under Government.

খিদ্‌মত—চাকুরি Service.

খিয়ানত—ক্ষতি Mischief.

খিল্ জমী—যে জমি আপাততঃ পতিত আছে, কিন্তু আবাদ করিলে ফসল হইতে পারে Fallow land fit for cultivation.

খুন—রক্ত Blood ; হত্যা murder

খুবসুরত—সুমুখ, সুদৃশ্য।

খুস্কি—অনাবৃষ্টি Drought.

খৃষ্টান—খৃষ্টধর্ম্মের উপাসক।

খেতাব—উপাধি Title of honour.

খেয়াল—মনোযোগ।

খেরাজ—রাজস্ব Revenue.

খেরাজী জমী—Revenue-paying land.

খেলাপ—নিয়মলঙ্ঘন Violation, lapse ; মিথ্যা false.

খেসারৎ—ক্ষতিপূরণ Damage.

খোদ—নিজে Personally.

খোদ্‌কস্তা রাইয়ৎ—যে প্রজা যে গ্রামে বাস করে, সেইখানেই চাষ করে A resident cultivator ; a hereditary cultivator with a right of occupancy.

খোদ্ হাকিমী—যে ক্ষমতা নাই তাহা আপনাতে আরোপের চেষ্টা করা Unwarrantable assumption of authority.

খোর্‌দা—ক্ষুদ্র Small.

খোর্‌পোষ—খোরাকি Maintenance.

খোরাকী—খাইবার জন্য দত্ত অর্থ Diet-money ; subsistence allowance.

খোলাসা—চুম্বক Abstract.

খোস্—আপন খুসি Pleasure.

খোস্‌কবালা—যে কবালা দ্বারা বিক্রেতা আপন খুসীতে বিনা কড়ারে নিজ স্বত্ব চিরকালের জন্য হস্তান্তর করে A voluntary, unconditional transfer of property.

খোস্ খত—ভাল হাতের লেখা Good handwriting.

খোস খরিদ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রয় Private purchase.

খোসনাই—সুগন্ধ।

গ

গঞ্জ—পণ্যাদির ক্রয়বিক্রয়ের স্থান A mart.

গঞ্জি—এক প্রকার জামা Guernsey frock.

গদি—মহাজনদিগের কারবারের স্থান The place of business of the Mahajans.

গদিয়ান—আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী Chief officer of a *gadi*.

গভর্ণমেণ্ট—রাজ-শক্তি, রাজ্যশাসন Government, rule.

গভর্ণর—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা Head of a Provincial government.

গভর্ণর-জেনারেল—সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা Governor-general.

গয়রহ—(গঃ) সমূহ And the rest.

গররাজি—অসম্মত।

গর্‌আবাদ—যে জমীতে ফসল জন্মাইতে পারে না Barren land.

গরহাজির—অনুপস্থিতি Absence.

গলদ—অন্যায়, দোষ Fault.

গস্ত—মাল খরিদ করা Buying goods.

গস্তিদার—যে দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় One on the look-out for goods.

গাওয়া—সাক্ষী Witness

গাফলত—অমনোযোগ Negligence.

গার্‌জিয়ান—আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত নাবালকের অভিভাবক Guardian appointed by the court to look after a minor.

গালিচা—শয্যাবিশেষ।

গিনি—স্বর্ণমুদ্রা।

গিরবি—বন্ধক দেওয়া Pawn, mortgage.

গিরিমেণ্ট—(এগ্রীমেণ্ট শব্দের অপভ্রংশ) চুক্তি Agreement.

গিল্‌টি—দোষী Guilty.

গুদরৎ—যাহার দ্বারা প্রেরিত, মারফত Per, by.

গুজ্‌রা—দাখিল করা Submit.

গুজ্‌রান—জীবিকা Livelihood.

গুজস্তা—সাবেক Previous.

গুজস্তা জমী—যে জমী প্রজাদিগের দখলে আছে Land under occupation by tenants.

গুজস্তা হক্কুক—সাবেক স্বত্ব Former right.

গুণাগার—দণ্ড Penalty

গুদাম—যেখানে মাল থাকে Godown.

গুম—গোপন করা Conceal.

গুলজার—শোভাময়।

গেলাস—পানপাত্রবিশেষ।

গোমস্তা—জমীদার বা মহাজনের কর্ম্মচারী Officer or agent under a Zeminder or Mahajan.

গোয়েন্দা—গুপ্তচর Spy ; detective, informer.

গোলাম—দাস।

গোস্তাকি—ঔদ্ধত্য Impudence ; অবজ্ঞা প্রদর্শন (আদালতের প্রতি) Contempt of court

গ্যাস—বাষ্প Gas.

গ্রীভস্ হার্ট—যে আঘাতে অঙ্গহানি হয় বা আহত ব্যক্তি ২০ দিন যাবৎ কাজকর্ম করিতে অশক্ত হয় Grievous hurt.

গ্রেপ্তার—ধরা Arrest.

ঘ

ঘায়েল—আহত Wounded.

ঘাটওয়ালা—পর্ব্বতীয় পথ বা পারঘাটা-রক্ষককে যে জমী দেওয়া যায় (বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় এইরূপ ব্যবস্থা আছে) Land given rent free or on a small rent to public ferrymen or officers employed in guarding passes in the hills (prevalent in the districts of Bankura and Birbhum).

ঘাটতি—কম Deficit.

ঘাবড়ান—ভীত হওয়া Getting frightened

ঘুষ—উৎকোচ Bribe.

চক্—জমীদারী অংশবিশেষ A portion of a Zemindari.

চক্‌বন্দী—জমীবিভাগ Dividing land into plots.

চক্‌মিলন—চারিদিকে সমান-উচ্চ কক্ষসমষ্টি A square of buildings all of the same form and height.

চড়া—নদীমধ্যে ভূভাগ Sandbank.

চর—নদীকূলে ক্রমসঞ্চিত উচ্চ ভূভাগ, চড়া Alluviated land : a sand bank in the current of a river, deposited by the water ; যেখানে পশু চরে pasture.

চশম্—চক্ষু।

চশম্‌পোষ—চক্ষুলজ্জাশূন্য।

চাক্‌রান—যে জমী পাইক, নাপিত প্রভৃতি বেতনের পরিবর্ত্তে ভোগ করে Service-land.

চাক্‌লা—কতকগুলি পরগণার সমষ্টি A collection of a certain number of paraganas.

চাদর—উত্তরীয় বস্ত্র।

চাপ্‌রাস—তকমা Badge.

চাপাদার—ওজন কালে যাহারা পাল্লায় মাল তোলে ও নামায় Coolies who assist in weighments.

চাম্পার্টি—অন্যের মকদ্দমার স্বত্ব কিনিয়া মকদ্দমা চালান Champerty.

চারা—প্রতিবিধান Remedy, help.

চার্জ্জ—অভিযুক্ত ব্যক্তিতে অপরাধ আরোপ করা Charge (against an accused) ; সেসন্ জজ কর্ত্তৃক জুরিগণকে মকদ্দমা সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হয় The instructions given by the judge to the jurrors in Sessions trials.

চালান—আসামীকে আদালতে প্রেরণ Sending up for trial ; টাকা পাঠান

remitting money; প্রেরিত দ্রব্যের তালিকা invoice.

চাষবাস—কৃষিকার্য্য Cultivation.

চাষা, চাষী—রাইয়ত Cultivator.

চাহারম্ জমী—যে জমীতে চার আনা রকম ফসল জন্মে Land yielding a quarter produce.

চাহারম্ পত্তনি—ছে-পত্তনিদারের অধীন তালুক An under-tenure granted by the ছে-পত্তনিদার।

চিঠা—যে কাগজে জমীর পরিমাণ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে লেখা থাকে Paper giving details of measurement of land.

চিফ্‌কোর্ট—হাইকোর্ট হইতে নিম্নশ্রেণীর আদালত Chief Court.

চিমনি—ধূমনির্গমন যন্ত্র।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস বঙ্গীয় জমিদারগণের সহিত চিরনির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দিবার যে বন্দোবস্ত করেন Permanent settlement.

চুকভুল—ভ্রম Error.

চুকানীদার—জোতস্বত্বহীন প্রজাবিশেষ Raiyats holding no right of occupancy.

চুগল—লাগান ভাঙ্গান।

চুটকী—কয়ালদিগের দস্তুরী Perquisites of weighman.

চেক্‌মুড়ী—চেকের বামার্দ্ধ Counter-foil.

চেয়ার—কাষ্ঠাসনবিশেষ।

চেরাকী—পীরস্থানে প্রত্যহ প্রদীপ দিবার খরচের জন্ম যে নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হয় Rent-free land granted for meeting the expenses of lighting the shrine of *Pirs*.

চেহারা—আকৃতি।

চোতা—খসড়া Rough copy.

চোরাই মাল—অপহৃত বস্তু Stolen property.

চোস্ত—Tight.

চৌকি—সদরথানা The principal police station of a district; মুনসেফের এলাকাভুক্ত স্থান The jurisdiction of a munsiff.

চৌথ—এক চতুর্থাংশ One fourth of the actual collections demanded by the Mahrattas from the Mahomedan and Hindu princes as the price for forbearing to ravage their countries.

চৌধুরী—কোন গ্রামের বা ব্যবসায়ের প্রধান ব্যক্তি Headman of a village or trade-guild.

চৌবং—চতুর্থবার For the fourth time.

চৌহদ্দি—চতুঃসীমা Boundaries on all the four sides.

ছ

ছটাক—৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রস্থ ভূমি A chattak represents land measuring 5 cubits long and 4 cubits wide.

ছাউনী—সেনাবাস Cantonment.

ছাএল—আবেদনকারী Complainant; petitioner.

ছাড়্‌চিঠি—যে চিঠি দেখাইলে কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় Passport.

ছাড়্‌পত্র—(লাদাবী) ত্যাগপত্র Deed of discharge or release.

ছানি—পুনর্বিচারপ্রার্থনা Application for review or re-trial.

ছাপ—অঙ্কন Stamp

ছাহম—জমী বাটাওয়ারা Division of land.

ছিটা—ক্ষুদ্র অংশ A small portion.

ছুটি—অবসর Leave of absence.

ছে-পত্তনী—দরপত্তনীদারের অধীনে পত্তনীদার Holder of a tenure under the first under tenure holder.

ছেহ্‌ত—অঙ্কিত Imprest

ছোট আদালত—যে আদালতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেনা পাওনার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় Small Cause Court.

ছোলে—(সোলে) আপোষ Amicable settlement.

জ

জওজ—স্বামী Husband.

জওজে—স্ত্রী Wife; স্বামী husband.

জওয়াব—উত্তর Answer; প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন defence; written statement.

জওয়াবদিহি—দায়িত্ব Responsibility.

জওয়াবল্‌জওয়াব—প্রতিবাদীর উত্তরের উত্তর Rejoinder.

জখম—আঘাত Bodily injury.

জঙ্গলবুড়ী তালুক—জঙ্গলবিশিষ্ট তালুক, যাহা প্রথমে অল্প খাজানায় দেওয়া হয়, এবং যাহার জঙ্গল প্রজাকে পরিষ্কার করিতে হয় An estate overrun with jungles, held on easy terms for a certain number of years on condition of its being cleared; এই সকল জমিকে বাখরগঞ্জে "হাওলা" ও মেদিনীপুরে "মণ্ডলী" বলে।

জজ—বিচারক Judge.

জজ্‌মেন্ট—বিচারনিষ্পত্তি Judgment, final order of the court.

জনাব—সম্মানসূচক সম্বোধন An address of honour; "your honour."

জমা—রাজস্ব Rent; আয় income.

জমাতুমারী—প্রজার মুকাবিলায় জমা Rent ascertained by confronting the tenants. [Jamadar.

জমাদার—পুলিস-দারগার নিম্নস্থ কর্ম্মচারী

জমায়েত—জনতা Crowd; assembly.

জমাবন্দী—রাজস্ব ধার্য্য করা Assessment of rent.

জমিদারী—ভূসম্পত্তি Landed property.

জর—স্বর্ণ।

জরিপ—জমির মাপকরণ Surveying.

জরী—সোণার কাজ করা জিনিস।

জরিমানা—অর্থ money; দণ্ড Fine.

জরীপেশগী—অগ্রিম প্রদান Advance.

জরুরী—অত্যন্ত দরকারী।

জরু—স্ত্রী Wife. [money.

জরেশমন—দেয় অর্থ Consideration-

জর্ণাল—যাহাতে রোজের হিসাব থাকে Journal, day-book.

জলকর—জলবিষয়ক স্বত্ব Fishery rights.

জল্‌দি—শীঘ্র।

জল্লাদ্—ঘাতক Executioner.

জবর—ভাল Good.

জবরদস্ত—বলপ্রয়োগশীল High-handed.

জবরদস্তি—বলপ্রয়োগ High handedness.

জবানবন্দি—সাক্ষী প্রভৃতির উক্তি Deposition, statement.

জবানী—মৌখিক Oral, verbal.

জব্দ—বাজেয়াপ্ত Confiscated; দণ্ড করা punish.

জহান—পৃথিবী।

জাদা—তনয়, পুত্র।

জান—প্রাণ।

জানানা—স্ত্রীলোক Zenana, woman.

জানালা—বাতায়ন।

জামা—গাত্রবস্ত্রবিশেষ।

জামানত—জামিনস্বরূপ যাহা রক্ষিত হয়, প্রতিভূ Security.

জামিন—অন্য ব্যক্তির কার্য্যের জন্য যে দায়িত্ব গ্রহণ করে Surety, guarantee.

জামিন্‌নামা—জামিনস্বীকার পত্র Bailbond.

জায়—বিস্তারিত বিবরণ Details.

জায়গা—স্থান।

জায়গীর—পুরস্কারস্বরূপ রাজসরকার হইতে যে জমী প্রদত্ত হয় Free grant of land.

জায়দাদ—সম্পত্তি Property.

জায়েজ—আইনসঙ্গত Lawful.

জায়েব—সিদ্ধ Settled.

জারি—বাহির করা; কার্য্যে পরিণত করা Taking out, executing.

জাল—কৃত্রিম নাম স্বাক্ষর বা দলিলাদি প্রস্তুত করা Forgery, counterfeiting.

জাল্‌সাজি—কৃত্রিমকারী Forger, counterfeiter.

জাবেদা—রীতি Custom.

জাবেদা আপীল—রীতিমত আপীল Regular appeal.

জাবেদা নকল—স্বাক্ষরিত নকল Attested [copy

জাবেদা বহি—দৈনিক হিসাব Journal.

জাহান্নাম—নরক।

জাহির—প্রকাশ করা Announce, reveal.

জাঁকর—ফিরাইয়া লইবার শর্তে দেওয়া Delivery on inspection.

জাঁকর বহি—যাহাতে পাকা হিসাব লেখা হয় না Suspense account book.

জিঞ্জীর—লৌহশৃঙ্খল Chain of iron.

জিন্দিগি—জীবন Life.

জিম্মা—অধিকার Custody, possession.

জিয়াদা—অত্যধিক।

জুডিসিয়াল্ ইন্‌কোয়ারী—কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক নালিসী বিষয়ের তদন্ত Judicial enquiry.

জুমুল—সমষ্টি Total.

জুরী—সেসন আদালতে জজের সহিত বসিয়া যাহারা বিচারের সহায়তা করে Those who sit with the judge and assist him at Sessions trials.

জুলুম—অত্যাচার Oppression.

জেওরৎ—জহরাৎ, হীরা মুক্তাদি Jewellery.

জেনানা—নারী, স্ত্রীলোক।

জের—পূর্ব্ব পৃষ্ঠার মোট অঙ্ক পর পৃষ্ঠায় আনয়নসূচক নাম "Brought forward".

জেরা—প্রতিপ্রশ্ন Cross-examination.

জেরায়ত—ফসল Crops.

জেরবার—নষ্ট করা Ruining.

জেল—কারাদণ্ড।

জেলখানা—কারাগার Prison.

জেলা—জজ ও কালেক্টারের অধিকারভুক্ত স্থান District.

জোত—জমীদারের অধীনে প্রজার কৃষিস্বত্বযুক্ত জমী Holding; লাঙ্গল plough.

জোতদার—কৃষিস্বত্বযুক্ত জমীর মালিক; Holder of the right of cultivation; cultivator.

ঝ

ঝুঁকি—দায়িত্ব Responsibility.

ট

টংকিত—যে জমী অনুমান দ্বারা মাপ করা হয় Land measured not actually but by guess.

টমটম—আচ্ছাদনশূন্য গাড়ী।

টর্ণীনামা—মোক্তারনামা Power of attorney.

টাল—বিলম্ব করা Delaying.

টিকিট্—কোন স্থানে প্রবেশের বা কোনস্থানে যাইবার জন্য আগ্রিম মূল্য দেওয়ার নিদর্শন পত্র।

টিন—ধাতুবিশেষ।

টিপ্‌সহি—যে লিখিতে জানে না তাহার কালীযুক্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগের ছাপ Thumb-impression.

টুক্‌রা জমী—ক্ষুদ্র জমী Piece or patch of land.

টুক্‌রা দাখিলা—ক্ষুদ্র দাখিলা Slip receipts.

টুকিয়া রাখা—স্মরণার্থে লিখিয়া রাখা Noting down.

টুল—কাষ্ঠাসনবিশেষ।

টেক্‌স—কর Tax.

টেবিল—কাষ্ঠাধারবিশেষ।

টেলিগ্রাম—তারের খবর।

টোক্ ফর্দ্দ—স্মরণার্থে ফর্দ্দ Memorandum-list.

ট্রষ্ট—ন্যাস Trust.

ট্রষ্টী—ন্যাসী Trustee.

ট্রাঙ্ক—টিনের বাক্স।

ট্রান্‌সপোর্টেসন—দ্বীপান্তর করা Transportation.

ট্রান্‌সফর্ অব্ প্রপার্টি—সম্পত্তির হস্তান্তর হওন Transfer of property.

ট্রায়াল—মোকদ্দমার বিচার Trial (of a case).

ট্রেন—রেলগাড়ীর সারি।

ট্রেস্‌পাস—অনধিকার প্রবেশ Trespass.

ঠ

ঠক—প্রতারক Cheat.

ঠগ—লুণ্ঠন জন্য হত্যাকারী One who strangles men for the purposes of robbery; a Thug.

ঠিকা—অস্থায়ী Temporary.

ঠিকাদার—যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন কার্য্যের ভার বা কোন ব্যবসায় ভাড়া লয় Contractor, lessee.

ঠিকানা—বাসস্থান Address, destination.

ঠিকুজী—গ্রহগণনাপত্র Horoscope.

ড

ডাক্‌হরকরা—ডাকের পত্রবাহক Postal runner.

ডাকাতি—বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অপহরণ Robbery, dacoity.

ডাক্তার—পাশ্চাত্য মতে চিকিৎসক।

ডাঙ্গা—জলহীন ভূমি Dry land.

ডিক্রী—(ফয়সালা) বাদীর প্রার্থনা মঞ্জুর সূচক হুকুম Order allowing the plaintiff's claim.

ডিক্রীজারী—ডিক্রীতে প্রাপ্ত টাকা আদায়ের জন্য উপায় অবলম্বন Execution of a decree.

ডিনোভো—পুনর্ব্বার De novo.

ডিপোজিসন—এজাহার Deposition, statement.

ডিপোর্টেসন—স্থানান্তরিত করা Deportation.

ডিফেণ্ডাণ্ট—(দেওয়ানী মোকদ্দমার) প্রতিবাদী Defendant.

ডিভোর্স—বিবাহবন্ধনচ্ছেদ Divorce.

ডিস—থালার ন্যায় পাত্রবিশেষ।

ডিস্কাউণ্ট—ছাড় দেওয়া Deduction percentage remitted.

ডিসচার্জ—অভিযোক্তার পক্ষে সন্তোষজনক প্রমাণাভাবে অভিযুক্তকে মুক্তি প্রদান Releasing an accused for want of satisfactory evidence on the part of the complainant.

ডিস্‌মিস—বাদীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করা Disallowing the plaintiff's claim.

ডিসিনিয়েল সেটেল্‌মেণ্ট—দশশালার বন্দোবস্ত Decennial settlement.

ডিহি—মৌজার সমষ্টি An aggregate of mouzahs.

ডিহিদার—গ্রামাধ্যক্ষ Headman of a *Dihi*.

ডিফামেসন—মানহানি করা Defamation, injuring one's reputation.

ডোনার—দাতা Donor.

ডোনী—দানগ্রহীতা Donee.

ডৌল—কবুলিয়ত Settlement-deed; ধাঁড়া, নিয়ম form.

ড্যামেজ—ক্ষতিপূরণ Damage.

ঢ

ঢেরাসহি—যে লিখিতে জানে না তাহার দস্তখতজ্ঞাপক চিহ্ন Cross mark.

ত

তকমিনা—খামার জমি ও ফসলের বিবরণপত্র A paper showing details of Khamar land and its produce.

তকরার—বিবাদ Dispute.

তকরারী—মহাজনী জমাখরচ Double entry (in book-keeping).

তকসিম—বাটোয়ারা, বিভাগ Partition, allotment.

তকসির—অপরাধ Offence.

তকাজা—(তাগাদা) প্রাপ্য টাকা চাওয়া Demand for payment [of d]ebt.

তখ্ত—সিংহাসন Throne.

তগির—ত্যাগ Relinquishment; কর্ম্মচ্যুতি Dismissal.

তঞ্চক—প্রতারক Deceitful, fraudulent.

তজবীজ—তল্লাস Search; বিচার adjudication.

তদন্ত—অনুসন্ধান Investigation, inquiry.

তদারক—তদন্ত Investigation, inquiry.

তদ্বির—যোগাড় বা ব্যবস্থা করা Taking steps or looking after.

তন্‌কা—দেশভেদে টাকা বা রূপেয়ার নাম Rupee.

তন্‌কি—অনুসন্ধান Enquiry.

তন্‌খা—বৃত্তি Allowance.

তপ্পা—কয়েক মৌজার সমষ্টি An aggregate of mouzahs.

তফ্‌রিক—বিভিন্ন Different.

তফ্‌শীল—বিবরণ Schedule, details.

তফাৎেত করা—পৃথক্‌ করা Separate.

তমসুক—খত, ঋণস্বীকার পত্র Bond.

তম্বি—ধমক দেওয়া Rebuke.

তরজমা—অনুবাদ Translation.

তরতফাত—ইতরবিশেষ Distinction, difference.

তর্‌তিপ—একাদিক্রমে Successively.

তরফ—পক্ষে On the part, or on behalf of; তহশীলদারের হুদ্দা Jurisdiction of a Tahsildar.

তর্‌মিম্‌—পরিবর্ত্তন, সংশোধন Modification; অংশ portion.

তরাজু—দাঁড়িপাল্লাবিশেষ Weighing scales.

তরিবৎ—সভ্যতা Etiquette.

তলব—ডাকা Summon; বেতন wages.

তলব বাকী—খাজানার কোন কিস্তির বাকী An instalment of rent fallen overdue.

তলবানা—আদালতের সমন বা অন্য হুকুম কোন ব্যক্তির উপর জারী করিবার পারিশ্রমিক Fee for serving a process.

তল্লাশ—অনুসন্ধান, খোঁজ।

তল্লাশী—খোঁজ Search.

তশ্‌খিস—ধার্য্য বা নির্দ্ধারণ Act of fixing or ascertaining.

তস্‌দিক—প্রমাণ Attestation; বিচারপতির গোচর করা bringing to the notice of the court.

তস্‌রিফ—বিচারকের প্রতি প্রযোজ্য সম্বোধন "Your Honour" (in addressing the court).

তসরুফ—নষ্ট করা বা আত্মসাৎ করা Misappropriation; mischief.

তহকীক—তদন্ত Enquiry.

তহমত—অপবাদ Accusation.

তহ্‌মতী—অপরাধী, আসামী Accused.

তহরির—লিখিবার জন্য পারিশ্রমিক Fee for writing.

তহ্‌বিল—মজুত টাকা Cash in hand, [funds.

তহ্‌বিলদার—ধনাধ্যক্ষ Treasurer.

তহ্‌শীল—খাজানা আদায় Collection of rent.

তহ্‌শীলদার—Collector of rent.

তাইদ্‌—সাহায্য Help.

তাইদ্‌ এজাহার—পোষক বিবরণ Corroborative statement.

তাক—কুলুঙ্গি।

তাকিদ্‌—স্মরণ করাইয়া দেওয়া Reminder.

তাগাদা—বার বার চাওয়া।

তাগাবী—যোত্রহীন প্রজাকে যে ঋণ দেওয়া যায় Advance made to destitute tenants to help them in cultivation.

তাগিদ্‌—তাকিদ্‌ দেখ।

তাজ্জব—আশ্চর্য্য।

তামাদি হওয়া—নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ার জন্য প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়া (Suit) barred by limitation.

তামাম—সমস্ত All.

তামিল—পালন Execution, carrying [out.

তায়্‌দাদ—সনদ Deed by which a free grant is made; সংখ্যা, পরিমাণ valuation.

তারিখ—দিন Date.

তার্পিণ—এক প্রকার তেল।

তালাক—(মুসলমানের মধ্যে) পত্নীকে ত্যাগসূচক বাক্য Divorce (among Mahomedans) effected by the husband uttering the word "Talaque" thrice in the presence of the wife.

তালিকা—ফিরিস্তি, ফর্দ্দ List inventory.

তালিম—শিক্ষিত Tutored.

তালুক—জমীদারী অপেক্ষা অল্প বৃহৎ ভূসম্পত্তি Landed property less in extent than a Zemindari.

তাহুত—গভর্ণমেণ্ট বা জমিদারকে দেয় খাজানা Rent payable to Government or to the Zemindar.

তাবেদার—অধীন Subordinate.

তুমার—প্রজার মুকাবিলায় মহালের আয়সম্বন্ধে তদন্ত An enquiry into the resources of a mahal by confronting the tenants.

তুমার্‌ জমা—স্থানীয় তদন্তের পর রাজস্ব নির্দ্ধারণ Rent ascertained after local enquiry.

তুলকালাম—লম্বা বাক্য, কথা বৃদ্ধি; গোলমাল।

তেজারৎ—টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায় Money lending business.

তেতম্মা—অতিরিক্ত Supplementary.

তেরিজ—সঙ্কলন Addition; জমির বিবরণযুক্ত পত্র A zemindary paper giving particulars of landed property.

তৈজস—ধাতুদ্রব্য Metallic utensils.

তৈনিতি—পেয়াদা জাতীয় কর্ম্মচারী A menial of the peon class.

তৈয়ার—প্রস্তুত Ready.

তৌক—কয়েক মৌজার সমষ্টি An aggregate of a certain number of mouzahs.

তোশা—খাদ্যদ্রব্য Articles of provision.

তোশাখানা—খাদ্যভাণ্ডার A depository of articles of provision.

তৌজি—প্রাপ্য খাজানার বিবরণপত্র Collection paper, rent-roll.

তৌজি নবিস—যে কর্ম্মচারী খাজানার বিবরণপত্র রাখে Rent-roll keeper.

তৌজিভুক্ত জমি—যে জমি বিবরণ-পত্রভুক্ত হইয়াছে Recorded land

তৌজিমহাল—যে মহাল কালেক্টারের রক্ষিত বিবরণপত্রের অন্তর্গত A mahal registered or recorded in the collector's rent-roll.

তৌফিক—বৃদ্ধি Excess, increase.

থ

থাকবস্ত—জমির সীমানির্দ্দেশজ্ঞাপক কাগজ Paper showing the boundaries of land.

থানা—শান্তিরক্ষকগণের কর্ম্মস্থান Thana, police station.

থিয়েটার—উপযুক্ত দৃশ্যপটাদি সহযোগে নাট্যাভিনয়।

থেফ্‌ট—চুরি Theft.

থোক—মোট Total.

থোকা—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার আদায় বাকী প্রভৃতি হিসাব পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফর্দ্দে লিখিত হয়; কড়চা; হিসাব বাকী Paper showing in separate lists the amounts realized and outstanding from individual tenants.

দখল—অধিকার Possession.

দখলকার অধিকারী Occupant, possessor.

দখল দেহানি—দখল দেওয়া Delivery of [possession.

দখলী স্বত্ব—ভোগ করিবার অধিকার Right of occupancy.

দগাদার—প্রবঞ্চক Deceitful.

দগাদারী—প্রবঞ্চনা Deceit, treachery.

দগাবাজ—প্রবঞ্চক An imposter.

দগাবাজী—প্রবঞ্চনা Cheating.

দজ্জাল—অতিশয় দুর্দ্দান্ত।

দফ্‌তর—কাগজপত্রসমূহ, সেরেস্তা Record.

দফ্‌তরখানা—যেখানে কাগজ পত্র থাকে Record office.

দফা—পরিচ্ছেদ Paragraph, item.

দফাদার—তত্ত্বাবধায়ক Superviser; head-contractor.

দফে—একবার।

দম্‌বাজ—প্রতারক Deceiver.

দরইজারদার—ইজারদারের নিকট যে ইজারা লয়, কটকিনাদার Under-farmer.

দরওয়াজা—কবাট।

দরকার—আবশ্যকতা।

দরখাস্ত—আবেদন Petition.

দরখাস্তকারী—(সাএল) আবেদনকারী Petitioner.

দরজী—যে সেলাই কার্য্য করে।

দরপত্তনী—পত্তনীদারের নিকট গৃহীত পত্তনী Tenure held immediately under the pattanidar.

দরপরদা—গোপনে Privately.

দরপাট্টা—পাট্টাদারের নিকট যে পাট্টা গ্রহণ করা হয় Sub-lease.

দরপেশ—উত্থাপন করা To raise (the question).

দরমাহা—মাসিক বেতন Monthly salary.

দরবস্ত হকুক—সমস্ত স্বত্ব All rights.

দরবার—যেখানে প্রকাশ্যভাবে বিচারাদি কার্য্য করা হয় বা সম্মানিত ব্যক্তির অভ্যর্থনা করা হয় Court, audience or reception hall.

দরবেশ—ফকির।

দরিয়া—নদী।

দরিয়াপ্ত—বিবেচনা Consideration.

দরুণ—বাবৎ, হিসাবে On account of.

দরোবস্ত—সম্পূর্ণ, সমুদয় Entirely ; all.

দলীল—তমসুক Bond, debenture ; দস্তাবেজ, নিদর্শনপত্র deed (paper), document. [a deed.

দলীলদাতা—যে দলীল দেয় Executant of

দলীল বন্ধ করা—দলীল আদালত কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাখা Impounding a document.

দলীলী প্রমাণ—দলীল দর্শাইয়া যে প্রমাণ দেওয়া যায় Documentary evidence.

দশশালা বন্দোবস্ত—দশ বৎসরের মেয়াদে লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন Revenue fixed by Lord Cornwallis by the decennial settlement.

দস্তক—(ওয়ারেণ্ট) ধৃত করিবার হুকুমপত্র Writ, warrant ; ছাড় হুকুম a pass port.

দস্তখত—স্বাক্ষর, সহি Signature.

দস্ত বদস্ত—হাতে হাতে By hand, directly

দস্ত বরদারী—পরিত্যাগ Relinquishment

দস্তানা—হস্তাবরণ।

দস্তাবেজ—দলীলাদি কাগজ Document, anything in writing producible in evidence.

দস্তী সওয়াল—কোন নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপপ্রার্থনা Motion.

দস্তুর—নিয়ম, আচার Practice, usage.

দস্তুর মাফিক—প্রথানুযায়ী According to the usual practice.

দস্তুরী—কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার পারিশ্রমিক বা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি Commission, dusturi.

দাওয়া—দাবী Claim.

দাখিল—আদালতে দলীলাদি বা জমিদারী কাছারিতে খাজানা জমা দেওয়া Filing, submitting.

দাখিল খারিজ—প্রজার নাম পরিবর্ত্তন Mutation of names. [receipt.

দাখিলা—কবচ, খাজানার রসিদ Rent-

দাগ—সংখ্যা, চিহ্ন The numbers put on land separately after survey.

দাঙ্গা—মারামারি Affray, fracas, riot.

দাঁড়া—দস্তুর, রেওয়াজ Usage.

দাদখাঁ—প্রার্থী Applicant ; দাবীকারক, claimant. [venge.

দাদতোলা—বৈরনির্য্যাতন Taking re-

দাদন—অগ্রিম দেওয়া Advances.

দাদনদার—যে দাদন লয় One who receives advances.

দাদনী—কোন কার্য্য সম্পাদন জন্য যে টাকা অগ্রিম দেওয়া হয় Money advanced for work. [justice.

দাদ ফরিয়াদ—বিচারার্থ আবেদন Prayer for

দানা—ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তু।

দায়রা উচ্চ ফৌজদারি আদালত The Sessions court.

দায়ের—বিচারার্থ আদালতে রুজু করা To institute a case ; বিচারাধীন pending trial.

দারোগা—পুলিশকর্ম্মচারিবিশেষ Daroga.

দালাল—যে ব্যক্তি মহাজনের মাল বিক্রয় করিয়া দেয় Broker.

দালালী—দালালের প্রাপ্য পারিশ্রমিক Brokerage, commission

দাবী—দাওয়া Claim.

দাবীদার—ফরিয়াদি Plaintiff ; আপত্তিকারী objector, claimant.

দোবারা—দ্বিতীয়বার For the second time.

দিনার—দৈনিক Daily.

দিল—হৃদয়।

দিলদরিয়া—অতিশয় স্ফূর্ত্তিবাজ।

দুনিয়া—পৃথিবী।

দুয়েম জমী—যে জমীতে বার আনা রকম ফসল জন্মে Land yielding twelve annas of crop.

দুরস্ত—ঠিক Correct.

দেউলিয়া—কার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দেনা দিতে অপারগ Bankrupt, insolvent.

দেওয়ান—জমীদারের বা বৃহৎ কারবারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী Chief officer of a Zemindar or a large business office.

দেওয়ানী আদালত—যেখানে স্বত্বের বিচার হয় Civil court.

দেওয়াল (দেওয়ার)—ভিত্তি।

দেনদার—ঋণী Debtor ; আদালতে প্রমাণিত ঋণী Judgment-debtor.

দেনমোহর—মুসলমানগণের বিবাহে স্বামী স্ত্রীকে যে যৌতুক দেয় বা দিবে বলিয়া স্বীকার করে Dower paid or promised to a bride (in marriage among the Mussulmans).

দেমাগ—অহঙ্কার ; দম্ভ।

দেরকো—দীপাধার।

দেরী—বিলম্ব Delay.

দেবোত্তর—দেবসেবাকল্পে যে জমি দান করা হয় Property endowed for the worship of Hindu deities.

দোকর—পুনর্ব্বার Repetition, again, once more.

দোফসলী—যে জমীতে বৎসরে দুইবার ফসল জন্মে Land yielding two crops a year.

দোত—মস্যাধার।

দোতরফা—উভয় পক্ষে Between the parties.

দোয়াবর—কল্যাণীয় Blessed.

দোয়েম—দ্বিতীয়।

দোবরা—যাহার বিচার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে Res judicata.

দো সীমানা—পরস্পর পার্শ্বে স্থিত উভয় জমির সাধারণ সীমা Common boundary between two lands.

দোহাই—দিব্য।

দৌলত—সম্পত্তি Property.

ধরাট—যাহা বাদ বা ধরিয়া দেওয়া যায় Premium ; allowance.

নকল—প্রতিলিপি Copy ; অনুকরণ imitation.

নকলনবীশ—প্রতিলিপিকারক Copyist.

নকসা—মানচিত্র Map, plan.

নগদ—রোক Cash, ready money.

নগদী—পাইকজাতীয় কর্ম্মচারী A menial of the paik class

নজর—উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্মানসূচক যে অর্থ দেওয়া হয় Present, nazar ; দৃষ্টি sight.

নজরবন্দী—আবদ্ধ বা দৃষ্টির অন্তর্গত রাখা Confinement ; surveillance

নজরবাজী—যে ভেলকী দেখায় Juggler.

নজরানা—উপঢৌকনস্বরূপ প্রদত্ত সামগ্রী Articles presented.

নজীর—পূর্ব্ব বহু বিধি-চলিতব্যবহার Precedent, ruling.

নট্ গিল্টি—নির্দ্দোষ Not guilty.

নথী—কোন মকদ্দমার কাগজপত্রের সমষ্টি File, record.

নথীর সামিল করা—নথীর সহিত রাখা To file, to put up with the records.

নদীর বাঁক—নদীর বিস্তার Reach or stretch of a river.

ননসুট—দেওয়ানী মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হওয়া Non-suit.

নমাজ—মুসলমানদিগের উপাসনা Prayer recited by the Mussulmans.

নমুনা—দৃষ্টান্ত Sample.

নম্বর—সংখ্যা।

নম্বর খারিজ—মকদ্দমা নথী হইতে বিচ্যুত করা Strike off the file.

নম্বরী মকদ্দমা—রীতিমত মামলা Regular suit.

নয়া আবাদী—নূতন হাসিল করা জমি Newly reclaimed land.

নবিসিন্দা—লেখক Writer of a document.

নাকচ—রদ করা To quash ; annul.

নাখেরাজ (লাখেরাজ)—নিষ্কর ভূমি Rent-free land.

নাচার (লাচার)—ক্ষমতাহীন Helpless.

নাজাই—কমিপড়া Falling short.

নাজিম—শাসনকর্ত্তা Governor ; administrator.

নাজীর—আদালতের উচ্চকর্ম্মচারিবিশেষ Bailiff ; sheriff.

নাজেহাল পেশমান—জ্বালাতন।

নাতান (নাতোয়ান)—যে দরিদ্র প্রজা নিয়মিত সময়ে খাজানা দিতে অক্ষম Destitute tenant incapable of paying rent in due time.

নানকর জমি—খোরপোষের জন্য প্রদত্ত জমি Maintenance land.

নাফা—লভ্য Profit

নামঞ্জুর—অগ্রাহ্য Rejected.

নামতবদীল (করা)—নাম পরিবর্ত্তন করা Mutation of names.

নায়েক পতিত—যে পতিত জমি আবাদের উপযুক্ত Fallow land fit for cultivation.

নায়েব—মফঃস্বলে জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারী Chief mofussil officer of a Zemindar.

নারাজ—অসম্মত Unwilling.

নালায়েক—অনুপযুক্ত Unfit.

নালিশ—মোকদ্দমা Complaint, suit, case, charge.

নালিশী আইয়াম—যে সময় সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে Period under dispute.

নালিসের কারণ—নালিসের হেতু বা বিষয় Cause or ground of action.

নাবালগ—অপ্রাপ্তবয়স্ক Minor ; underage.

নাহক—অবিচার বা অন্যায় কার্য্য করা To do injustice or wrong.

নিকর বাকী—প্রজার অসামর্থ্য হেতু যে খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহার সমষ্টি An aggregate of bad debts due from destitute tenants.

নিকা—বিবাহ Marriage.

নিকাস—হিসাব ঠিক করা Settlement or adjustment of Accounts.

নিকাসীপোতা—জমিদারের কর্ম্মচারিগণ হিসাব নিকাসের সময় যে টাকার জন্য দায়ী হয় Amount for which Zemindari officers are held liable at time of adjustment of accounts.

নিগাবানি—তত্ত্বাবধান করা Supervise.

নিজ—স্বীয় Personal, private.

নিজজোত—যে জমি মালিক বা রায়তদাতা স্বয়ং চাষ করে কিংবা বেতনভোগী চাষী দ্বারা চাষ করায় Land cultivated by the proprietor or rent-payer personally or through hired men.

নিজাম—শাসনকর্ত্তা Administrator.

নিট—খরচ খরচা বাদ Nett.

নিম্ওসক তালুকদার—দরপত্তনীদার Under-tenure holder.

নিমকহারাম—অকৃতজ্ঞ।

নিরিখ—হার, মেকদার Rate.

নিরিখবন্দী—হারের ফর্দ্দ A table of rates.

নিরিখের মোকদ্দমা—কর বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়া যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় Enhancement-suit.

নিলাম—প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বোচ্চ প্রাপ্ত মূল্যে বিক্রয় Public Sale ; Auction.

নিলাম খরিদ্দার—যে নিলামে কিনিয়া লইয়াছে Auction-purchaser.

নিব—কলমের লৌহাদি নির্ম্মিত মুখ।

নিশান—চিহ্ন Mark.

নিশানদিহি—সনাক্ত করা Identification.

নিস্পি—অর্দ্ধেক Half.

নূনখালাসী—যে সকল লাখেরাজ জমি ৫০ বিঘার ন্যূন বলিয়া বাজেয়াপ্ত হয় নাই Rent-free land that has not been resumed on account of its being less than 50 bighas in measurement.

নেহাৎ (নেহায়ৎ)—যারপর নাই।

নোট—ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত রাজকীয় চিহ্নযুক্ত কাগজ।

নোটিস্—জ্ঞাপন-পত্র।

প

পক্ক জমা—সামান্যমাত্র খাজানা Quit rent.

পঞ্চায়েত—গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিগণ, যাঁহারা গ্রামের স্বাস্থ্যাদির তত্ত্বাবধান করেন A body of villagemen appointed by Government to look after the sanitation &c. of the village ; বাদী ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সালিশ A body of arbitrators elected by the litigating parties to settle the dispute between them.

পটি—পাড়া Quarter, locality.

পটিদার—গ্রামের অংশবিশেষের অধিকারী Owner of a portion of a village.

পণ্‌ফাজিল—বিক্রয়ের পর দেনা শোধান্তে উদ্বৃত্ত টাকা Surplus of sale-proceeds.

পতিত-জমী—যে জমিতে বর্ত্তমান সময়ে চাষ হয় নাই Waste or fallow land.

পতিতাবাদ—পতিত জমিতে আবাদ করা Reclamation of waste land.

পত্তন—জমিদারের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে ও সময়ের জন্য জমি লওয়া Farming lease.

পত্তনীদার—যে পত্তনী লয় Farmer, lease-holder.

পয়্‌কারী—ভাগপ্রজা ; যে প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যের জমি চাষ করিয়া দিয়া ফসলের নির্দ্দিষ্ট অংশ পায় One who cultivates another's land for a fixed period and gets a stipulated portion of the yield.

পয়্‌কাস্ত—যে প্রজা এক গ্রামে থাকে ও অন্য গ্রামের জমি চাষ করে Non-resident tenant.

পয়জার—জুতা।

পয়্‌মায়েস—মাপ, জরিপ Measurement.

পয়্‌মাল—নষ্ট Damaged.

পয়মালী জমি—যে জমি জরিপ করিয়া বাহির করা হইয়াছে Land found on measurement.

পয়স্তি—(পিবস্তি) নদী ভরাটি ; বন্যার পর পলি পড়িলে কিংবা নদীর স্রোত সরিয়া যাওয়ায় চড়া পড়িলে যে জমি আবাদের উপযুক্ত হয় Alluvial accretions.

পর্‌ওয়ানা—বিজ্ঞাপন ; নিয়োগপত্র ; আবদ্ধ করিবার হুকুম Notice, letter of appointment, warrant.

পরগণা—জেলার বিভাগ A portion of a district.

পরজারী—হলফ লইয়া আদালতে মিথ্যাকথন Perjury.

পরতাল—সন্দেহস্থলে দ্বিতীয়বার জরিপ A re-survey in case of doubt.

পরদানশীন—যে স্ত্রীলোক পরপুরুষের সমক্ষে

বাহির হয় না A zenana lady who does not come out before the male public. [runaway.

পলাতক—যে পলায়ন করিয়াছে Absconder,

পলী—জলমধ্যে ভূমির গঠন Deposit.

পব্লিক প্রসিকিউটার—দায়রা বা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যে মকদ্দমা চালায় Public prosecutor : officer who conducts criminal cases on behalf of Government in the Sessions court or before magistrates. [করা Rejecting.

পসিদা—গোপন করা Concealing ; নামঞ্জুর

পাইক—পদাতিক Footman ; যে খাজানা আদায় করে A menial who realizes rent.

পাইকস্ত রাইয়ত—যে প্রজা এক জমিদারের অধিকারে বাস করিয়া অন্য জমিদারের অধিকারে চাষ করে A non-resident tenant.

পাইকার—ব্যাপারী Petty trader.

পাউণ্ড—খোঁয়াড়, যেখানে গরু ছাগল ধৃত হইয়া রক্ষিত হয় Pound.

পাওনা—স্থিত জমা Assets ; প্রাপ্য dues.

পাকা মৌরসী—যে মৌরসীর নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কর বৃদ্ধি হইতে পারে না Lease by which rent cannot be raised during the settlement.

পাগড়ী—উষ্ণীষ।

পাজি—নীচ।

পাটোয়ারী—যে জমিদারীর হিসাব রাখে Keeper of Zemindari accounts.

পাট্টা—জমিদার প্রজাকে ভূমি দখল দিবার জন্য যে প্রমাণ-পত্র লিখিয়া দেন A lease granted by a Zemindar to a tenant for a determined period.

পাট্টাগ্রহীতা—যে ইজারা লয় Lessee.

পাট্টাদাতা—যে ইজারা দেয় Lessor.

পাট্টাসেলামী—পাট্টা গ্রহণ করিবার সময় গ্রহীতা দাতাকে খাজানা ব্যতীত এককালীন যে কিছু টাকা দেয় A bonus paid to the lessor when a lease is taken.

পাপর—সঙ্গতিহীন Pauper.

পাপরসূত্রে নালিশ—আদালতের অনুমতি লইয়া বিনা রুসুম দানে সঙ্গতিহীন ব্যক্তির নালিশ Suit *in forma pauperis.*

পায়া—পদ।

পার্মানেণ্ট সেটল্‌মেণ্ট—(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেখ) Permanent settlement.

পার্শেল—ডাকে মোড়ক পাঠান।

পালিস—মসৃণ করা।

পাল্টানালিশ—যে ব্যক্তি যে সময়ে নালিশ করিয়াছে, সেই সময়ে তাহার নামে আসামী কর্ত্তৃক নালিশ Counter-action.

পাঁচইটা জমি—ঢালু জমি Sloping land.

পিটিসন—দরখাস্ত, প্রার্থনা Petition, prayer. [code.

পিনাল্ কোড—দণ্ডবিধির আইন Penal

পিয়ন—পত্রবাহক।

পিস্তল—ক্ষুদ্র বন্দুক।

পীরোত্তর—পীরের উদ্দেশে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Land granted free of rent for the worship of Mahomedan saints.

পুলিস—শান্তিরক্ষার বিভাগ Police.

পুলিস্ কমিশনার—সহরের শান্তিরক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী Police Commissioner ; head of the Police of a Presidency Town.

পুলিস্ জমাদার—কনেষ্টবলের উপরস্থ কর্ম্মচারী Head-constable.

পুলিস্ ডায়েরী—থানার কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত দৈনিক ঘটনার বিবরণ Diary of occurrences kept by a police officer.

পুলিস্ ষ্টেসন—থানা Police station.

পুঁজী—রেস্ত, হস্তস্থিত টাকা Capital stock in hand. [nate, dependant.

পেটাও—কোরফা, সিকমী; অধীন Subordi-

পেণ্ট্‌লুন—পায়জামা।

পেন্সিল—সীসকনির্ম্মিত লেখনী।

পেয়াদা—জমীদারের বা আদালতের নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী Peon under a Zemindar or court of justice.

পেয়াদা মসীল—যে প্রজার নিকট খাজানাবাকী, সে যতক্ষণ দেয় টাকা না দিতে পারে ততক্ষণ তাহার নিকট যে পেয়াদা হাজির থাকে A peon employed in realizing arrears from defaulters and not withdrawn till payment is made. [court.

পেশ—দাখিল করা To submit, to file in

পেশ্‌কার—যে কর্ম্মচারী কাগজপত্র পড়িয়া শুনায় An officer whose duty is to read out papers.

পোদ্দার—যে স্বর্ণ, রৌপ্য, পয়সা প্রভৃতির ব্যবসায় বা পরখ করে Money-changer, money tester.

পোষ্টকার্ড—পত্র লিখিবার জন্য ডাকঘরের ছাপান যে একখণ্ড কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়।

পোষ্টাফিস—ডাকঘর।

প্রক্লামেসন—আসামী পলাতক হইলে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় ক[রিবা]র বিজ্ঞাপন Proclamation ; notice for the sale of the property of an absconding accused.

প্রাইমা ফেসি—একপক্ষ প্রক্রিয়া *Prima facie.*

প্রিভি কাউন্সিল—ইংরাজের উচ্চতম আদালত The highest law-court of the British Government.

প্রেসিডেণ্ট—নজির Precedent, ruling.

প্রোবেট—আদালতে উইল প্রমাণ Probate.

প্রোসিডিওর কোড—কার্য্যবিধির আইন Procedure code. [ceedings.

প্রোসিডিংস—আদালতের কার্য্যাবলী Pro-

প্লী—অভিযুক্তের জবাব Plea. [lawyer.

প্লীডার—ব্যবহারাজীব, উকিল Pleader,

প্লেগ—এক প্রকার সংক্রামক রোগ।

ফ

ফকির—গরীব।

ফতোয়া—মুসলমান বিচারকের লিখিত ব্যবস্থা Written judgment or opinion.

ফয়সল—বিচারের আদেশ দেওয়া, রায় দেওয়া।

ফয়সলা—বিচারকের আদেশ,রায় Judgment.

ফয়সালা—ডিক্রি, নিষ্পত্তি Decree, final order.

ফরক—দূর, প্রভেদ Distance, difference.

ফরমাইস—আজ্ঞা।

ফরমান—রাজাদেশ।

ফরাস—বিছানা।

ফরিয়াদী—বাদী Plaintiff, complainant.

ফর্দ্দ—ফিরিস্তি, তালিকা List, inventory; কাগজের খণ্ড leaf or sheet of paper.

ফলনা—ব্যক্তি।

ফসল—উৎপন্ন শস্যাদি Crops.

ফসলী—বৎসরের উৎপন্ন শস্যাদি The harvest of the year ; বেহারে প্রচলিত রাজস্ব সম্বন্ধীয় বৎসর The revenue year commencing from 1st July, current in Behar.

ফাজিল—অধিক, বাড়্‌তি Excessive.

ফাটক—কারাগার Jail, prison.

ফারখত—ছাড় Acquittance ; মুক্তিপত্র release ; বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার পত্র deed of divorce.

ফাল্‌তো—অপ্রয়োজনীয়, বাজে।

ফাস—প্রকাশিত হওয়া Disclosed

ফাক—দোষ Flaw, defect.

ফাঁড়ি—থানার অধীন শান্তিরক্ষকগণের কর্ম্মস্থান Outpost.

ফাঁসী—ঝুলাইয়া প্রাণনাশ Capital sentence.

ফি—প্রত্যেক Each ; পারিশ্রমিক fee ; আদালতের প্রাপ্য dues.

ফিকির—কৌশল, উপায় Device, shift.

ফিরিস্তি—তালিকা List, inventory.

ফিল—অতিরিক্ত Excessive, supplementary ; হাতী elephant.

ফিলখানা—হাতীশালা।

ফেয়েল্ জামীন—সদাচরণ জন্য জামীন Security for good behaviour.

ফেরফার—পরিবর্ত্তন Alteration, contradiction.

ফেরার—পলাতক Absconder.

ফেরারী জমী—যে জমীর প্রজা পলায়ন করিয়াছে Land the tenant of which has absconded.

ফেরেব—চাতুরী Fraud.

ফেস্‌ফওর—তৎক্ষণাৎ সম্পাদ্য Peremptory.

ফেল্‌মানী—গর্ভস্রাব Miscarriage, abortion

ফোর্‌জারী—জাল করা Forgery.

ফৌজদারী—শাসনকার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারী Officer performing magisterial duties.

ফৌজদারী আদালত—শাসন-আইন-সম্বন্ধীয় বিচারালয় Criminal court.

ফৌজদারী মকদ্দমা—শাসন-আইন-সম্বন্ধীয় মকদ্দমা Criminal case.

ফৌত—মৃত্যু Death.

ফৌত্‌জমী—যে জমীর জমা কাগজে আছে, কিন্তু নির্ণয় নাই Land the rent-roll of which is shown in the papers but which cannot be identified or traced.

ফৌতি—মৃত ব্যক্তি Deceased person.

ব

বকলম (বঃ)—যে লিখিতে জানে না, তাহার নাম অন্য কর্ত্তৃক স্বাক্ষর By the pen of; signing by a person for another who cannot sign his name.

বকেয়া—অবশিষ্ট।

বকেয়া বাকী—অতীত বৎসরের বাকী Arrears of rent of a previous year.

বখ্‌ত—ভাগ্য।

বখ্‌রা—ভাগ, অংশ Partition, share.

বখ্‌শী—বেতনাধ্যক্ষ, কর্মচারী।

বখ্‌শীষ—পুরস্কার।

বখীল—কৃপণ।

বগল—বাহুসন্ধি।

বখেড়া—বিবাদ Quarrel.

বজ্‌নিস—একই Exactly the same.

বদ্‌—মন্দ।

বদজাত—মন্দপ্রকৃতি।

বদনাম—দুর্নাম।

বদমাশ—অসদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহকারী, চোর, জালিয়াৎ। [hood.

বদমাসী—গর্হিত উপজীবিকা Bad liveli

বনকর—বনোৎপন্ন; বনভূমি হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব Forest produce, revenue derived from forest land.

বনাম—প্রতিপক্ষের নাম In the name of, *versus*

বন্দ—খণ্ড Part, piece.

বন্দর—হাট Mart; যেখানে জাহাজ আসিয়া অবস্থান করে Port.

বন্দেজ—নিয়ম Arrangement.

বন্দোবস্ত—ঠিক করা Arrangement, settlement.

বন্ধক—গিরবী Mortgage, pawn.

বয়—বিক্রয় Sale.

বয়নামা—প্রকাশ্য নিলামে জমীর বিক্রয়পত্র Sale certificate. [tional sale.

বয়বল ওয়ফা—কট্‌কবালা Deed of condi-

বয়সিদ্ধ করা—বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করা Foreclosing a mortgage.

বয়সোলতানি—বাকী খাজানার জন্য নিলামে জমিদারী বিক্রয় Sale of Zemindari for arrears of revenue.

বয়হেবা—দানবিক্রয় Sale of a gift.

বয়ান—বিস্তারিত Detailed statement.

বরওক্ত—সর্ব্বক্ষণ Always.

বরকন্দাজ—পেয়াদা Peon, barkandaz

বরখাস্ত—কর্মচ্যুতি Dismissal.

বরজ—পাণ জন্মাইবার ভূমি Land for growing the betel-leaf.

বরতরফ—পদচ্যুতি Dismissal.

বরদাস্ত করা—সহ্য করা Suffer, tolerate.

বরবাদ—নষ্ট করা, উচ্ছন্ন যাওয়া।

বরাত—অন্য ব্যক্তিকে স্বত্বপ্রদান পত্র Assignment; বিবাহ উপলক্ষে শোভাযাত্রা wedding procession; অংশ।

বহাল—বহাল রাখা। [confirm.

বহাল—নিযুক্ত করা Engage; স্থির রাখা

বা—সহিত With (যেমন, বামেহনত=মেহনতের সহিত)। [remainder

বাকী—অনাদায়ী প্রাপ্য Arrears; অবশিষ্ট

বাকীকাটা—জমাখরচের ফল দেখান Strike a balance.

বাকী কৈফিয়ৎ—অনাদায়ী রাজস্বের হিসাব A statement of outstanding balance.

বাকী খাজানা—কিস্তির নির্দ্দিষ্ট দিনে যে খাজানা দাখিল হয় নাই Revenue not paid on due date.

বাকী জায়—যে কাগজে অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ দেখান হয় An account showing a deficit or balance of revenue or rent, due from tenants.

বাক্স—কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত পেটিরা।

বাগাৎ—উদ্যানভূমি Garden land.

বাগিচা—ক্ষুদ্র বাগান।

বাছাই করা—পছন্দ করা Select.

বাজাপ্ত—বাজেয়াপ্ত দেখ।

বা জাব্‌তা—নিয়মানুযায়ী Regular, legal.

বাজার—ক্রয় বিক্রয়ের স্থান Market for purchase and sale; ব্যবসায়ের উন্নতি বা অবনতির ভাব State of business transactions.

বাজার দর—প্রচলিত দর Prevailing price.

বাজি—পণ।

বাজু—বাহু। [expenses.

বাজে খরচ—সামান্য বিষয়ে খরচ Contingent

বাজে জমা—রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য জমা Income or profit other than the legal revenue or rent.

বাজে জমী—যে জমীর উপর কর নির্দ্ধারিত হয় না Land not subject to taxation.

বাজেয়াপ্ত—নিজাধিকৃত Resumed or confiscated.

বাজেয়াপ্ত করা—অন্যের অধিকার বিচ্যুত করিয়া নিজাধিকারে আনা Escheat, confiscate.

বাটপাড়—দস্যু; রাহাজান Robber, highway man; প্রতারক deceiver.

বাটী—বাড়ী, গৃহ House building.

বাট্টা—দরের তারতম্য নিমিত্ত যাহা ধরাট দেওয়া যায় Difference or rate of exchange.

বাণিকার—অবৈধ কার্য্যে যে উৎসাহ দেয় বা সাহায্য করে Instigator, abettor.

বাতিল—পরিত্যক্ত, গ্রহণাযোগ্য Rejected.

বাতিল করা—নামঞ্জুর করা Repeal, cancel.

বাদসাহ—রাজা।

বান—বন্যা, প্লাবন Flood, inundation.

বান্‌ডেড—যেখানে আবদ্ধ সওদাগরী মাল থাকে Bonded ware-house.

বান্দা—ক্রীতদাস A slave. [of the poor.

বান্দা পরওয়ার—দুঃস্থ প্রতিপালক Supporter

বাবৎ—অভিযোগের বিষয়ীভূত দ্রব্য *Corpus* ...

বায়না—কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার স্বীকৃতিস্বরূপে বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ Earnest-money

বায়নানামা—ক্রয়বিক্রয় করিবার স্বীকৃতিপত্র A written contract for sale entered into on payment of earnest money.

বায়া—প্রকাশ্য নিলামে যাহার স্বত্ব বিক্রয় হয় The party whose rights are sold at a public sale.

বার—ব্যবহারাজীবের সমষ্টি Bar, lawyers collectively. [allowance.

বারবরদারী—যাতায়াতের খরচ Travelling

বালি—এক প্রকার পালো।

বালাই—বিপৎ, অমঙ্গল।

বাবর্চি—পাচক।

বাবৎ—হিসাবে On account of.

বাবু—পদস্থ লোক।

বাবুকর—(ছোটনাগপুরে প্রচলিত) সেলামী Royalty (prevailing in Chotanagpore).

বাবুদ—হিসাবে On account of.

বাসেন্দা—বসৎকারী Inhabitant.

বাস্তু—যে জমির উপর গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করা যায় Home-stead land.

বাহানা—ছল Excuse, pretence.

বাহার—সৌন্দর্য্য, শ্রী।

বাঁটোয়ারা—বিভাগ Partition.

বাঁধ—আইল Dam ; embankment.

বাঁশগাড়ী—বাঁশ পুতিয়া আদালত হইতে কোন জমীর দখল লওয়া Posting a bamboo on land as a symbol of possession.

বিঘা—২০ কাঠা বা ৬৪০০ বর্গ হাত পরিমিত ভূমি A piece of land consisting of 20 cattahs or 6400 square cubits.

বিত্তং—বিস্তারিত বিবরণ Details.

বিতারিখ—তারিখওয়ারী By date.

বিনজারী—যাহা জারী হয় নাই Unserved.

বিমুজিব (বিং বা বি)—অনুসারে According to ; as per.

বিমা—ভবিষ্যতে পাইবার আশায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট টাকা জমা দেওয়া Insurance.

বিমার—পীড়িত Sick.

বিবৃত্ত—বৃত্তি Grant or endowment ; fees to family priest.

বিল—হিসাব Account ; টাকা আদায় করিবার জন্ত যে হিসাব দাতার নিকট পাঠান হয় bill.

বিলকুল—সমুদয় Total ; একেবারে altogether.

বিলাত—বিদেশ।

বিলায়ৎ—রাজ্য, দেশ।

বিলি করা—বিতরণ করা Distribute.

বিষ্ণ বিবৃত্ত—বৈষ্ণবগণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted to Vaishnavas.

বিসমোল্লা—ঈশ্বর।

বিস্মিল (বিঃ)—নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত A word used before names.

বুজরুগী—বাচালতা।

বুনিয়াদ—ভিত্তি Foundation.

বুনিয়াদী—পুরুষানুক্রমে শ্রেষ্ঠ Of a noble pedigree.

বুরুস—বস্ত্রপরিষ্কারক মার্জ্জনী।

বে-আইন—বিধিবিরুদ্ধ Illegal.

বে-আব্রু—অসম্ভ্রম ; লজ্জাহানি Outrage or modesty.

বে-ইখ্‌তেয়ার—সংযমহীন Helpless ; unable to control himself.

বে-ইমান—অকৃতজ্ঞ Ungrateful ; বিশ্বাসঘাতক treacherous.

বেওকুফ—নির্ব্বোধ।

বেওয়া—বিধবা।

বেওয়ারিস—(লাওয়ারেস) যাহা কেহ দাবী করে না Unclaimed ; যাহার উত্তরাধিকারী নাই heirless.

বেকবুল—অস্বীকৃত Not admitted.

বেকসুর—অপরাধহীন Innocent.

বেকায়দা—অনায়ত্ত।

বেকার—কর্ম্মপরিশূন্য Idle ; unemployed.

বেগম—ধনবানের স্ত্রী।

বেগর—বিহীন Without

বেগানা—অপরিচিত Stranger.

বেগার—বলপূর্ব্বক কার্য্য করান Forced labour.

বেজাই—অন্যায়।

বেঞ্চ—আদালত Bench.

বেঞ্চি—বসিবার কাষ্ঠাসন।

বেনামী—অন্যের নামে In another's name.

বেনামীদার—অন্যের সম্পত্তি যাহার নামে আছে Ostensible holder.

বেপরোয়া—নির্ভয়।

বেমাকা—অসুবিধাকর।

বেমালুম—অজ্ঞাতভাবে।

বেমারি—রোগ।

বেয়ারা—চাকর।

বেয়ারাম—রোগ।

বেয়ারিং—যাহার মাশুল দেওয়া হয় নাই।

বেয়াড়া—দোষযুক্ত, মানানসই নয় এরূপ।

বেরিজ—রসদ দেখ।

বেল—জামিন Bail.

বেলমোক্তা—সর্ব্বসমেত In all, in the aggregate.

বেলমোক্তা পাট্টা—যে পাট্টার সর্ত্তানুসারে জমীদার নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত অন্য দাবী করিতে পারিবেন না Lease according to the terms of which the Zemindar cannot claim anything more than the fixed rent.

বেলিফ—দেনদারকে ধৃত করিয়া ডিক্রির টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত আদালতের কর্ম্মচারী Bailiff.

বেবাক—সমুদয়, বাকী না থাকা।

বেশক—নিঃসন্দেহ Undoubtedly.

বেসরকারী—রাজকার্য্য নহে এরূপ।

বেসিলসিল—অনুপস্থিত ; যাহা পাওয়া যাইতেছে না Missing ; বিশৃঙ্খল disordered.

বেহদ্দ—অসীম Vastly, extremely.

বেহুদা—নির্ব্বোধ Fool, idiot.

বৈঠক—অধিবেশন Sitting.

বৈতলমাল—সাধারণ ভাণ্ডার বা তহবিল Common funds.

বোনাফাইডি—সু-অভিপ্রায়ে Bona-fide ; in good faith ; অবহিত হইয়া with due care and attention.

বোর্ড অব রেভেনিউ—রাজস্বসম্বন্ধীয় উচ্চতম বিভাগ The highest department of state for dealing with revenue matters ; Board of Revenue.

ব্যাজ—কুসীদ, সুদ Interest.

ব্যারিষ্টার—উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারাজীব Barrister, counsel.

ব্রহ্মোত্তর—ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted to Brahmans.

ব্রীচ অব কন্‌ট্রাক্ট—চুক্তিভঙ্গ Breach of contract.

ব্রীচ অব ট্রষ্ট—বিশ্বাসঘাতকতা Breach of trust.

ব্লটিং—শোষক কাগজ।

ভ

ভরাট—নদীর কোন অংশে চড়া পড়িয়া ভরাট হইলে যে জমী বাড়ে Sand bank ; alluvium.

ভাওলী—যে জমীর খাজানা শস্য দ্বারা দেওয়া হয় Land of which rent is paid in kind.

ভাগাড়—যেখানে গোমহিষাদির মৃতদেহফেলিয়া দেওয়া হয় Place where carcasses of animals are thrown.

ভাড়া—কেরায়া Rent, hire.

ভাতা—আহারার্থে অতিরিক্ত বৃত্তি Deputation-allowance.

ভার্ডিক্ট—(জুরীর) মত Verdict (opinion) of the jury.

ভাঁটি—মদ চুয়াইবার স্থান Distillery.

ভিজিট—দর্শনী।

ভেটেরা—চটিরক্ষক Inn-keeper ; manager of a *serai*.

ম

মকদ্দমা—মামলা Civil suit, criminal case.

মকরর—নিযুক্ত করা Engage.

মকররী—চিরস্থায়ী Fixed, permanent.

মকররী রাইয়ত—যাহারা চিরকালের জন্য চিরনির্দ্দিষ্ট খাজানা দেয় Tenants holding lease in perpetuity on a permanently fixed rate of rent.

মক্কেল—উকিল যাহার কার্য্য করে Client.

মজকুর—উল্লিখিত Cited above, aforesaid.

মজকুরীতালুক—অধীন তালুক, যাহার খাজানা জমীদার মারফতে দেওয়া হয় Subordinate taluk paying revenue through the zemindar or other superior holder.

মজমুন—মর্ম্ম Purport, drift.

মজলিস—সভা Meeting, assembly.

মজহরে—উপরে উল্লিখিত।

মজা—কৌতুক, আমোদ।

মজুদ—বর্ত্তমান।

মজুবাৎ—হেতুবাদ Grounds ; আপত্তি objections.

মঞ্জুর করা—অনুমোদন করা Approve,

sanction; বহাল করা confirm, restore; স্বীকার করা admit, adopt

মতলব—ইচ্ছা।

মতায়েন—নিযুক্ত করা Engage.

মদদ্‌মাস—ধার্ম্মিক মুসলমানগণের ভরণপোষণার্থে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted for the support of Mahomedan devotees.

মদিউন—আদালতে প্রমাণিত ঋণী Judgment-debtor.

মগর—কিন্তু But.

মন্‌কির—অধিকার করা Take possession

মন্‌কুজী—গত বৎসরের অনাদায়ী বাকী Arrears for previous year.

মনাকষা—যে জমীর নাম চিঠায় আছে, কিন্তু প্রজার দখলে নাই Land which is shown in the *chita* but is not in the possession of any tenant.

মনি অর্ডার—ডাকে টাকা পাঠান।

মফ্‌লেস—যোত্রহীন Pauper.

মফস্বল—সদর হইতে দূরে অবস্থিত Mofussil, interior.

মফস্বল জমা—মোট জমা Gross rent.

মর্‌কুমা—লেখক Writer.

মর্‌গেজ—সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া Mortgage

মরদ—পুরুষ মানুষ।

মরাই—ধানের গোলা Store-house for paddy.

মর্গ—যেখানে শবদেহ রাখা হয় Morgue; dead house.

মর্জ্জি—ইচ্ছা।

মব্‌লগ—মোট সংখ্যা; টাকার সমষ্টি Total figure.

মব্‌লগ্‌ বন্দি—শব্দে লিখিত মোট সংখ্যা Total written in words

মব্‌লগে—মোটের উপর On the whole.

মশ্‌করা—তামাসা, রঙ্গ।

মস্‌নদ—গদী, তাকিয়া।

মস্তরী—ক্রেতা Purchaser.

মস্তাজের—ইজারাদার Lessee.

মহকুমা—ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকা Sub-division, jurisdiction of a Subdivisional officer.

মহল—বাটী।

মহল্লা—পাড়া।

মহাজন—যে লেন দেনের কারবার করে Money-lender.

মহাত্রাণ (বা মহত্তরাণ)—শূদ্রের ভোগার্থ নিষ্কর ভূমি Rent free land granted to Sudras.

মহাফেজ—সেরেস্তার কাগজ পত্রাদি যাহার জিম্মায় থাকে Record-keeper.

মহাল—সকর ভূমি A piece of land separately assessed with public revenue.

মাইনর—অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, নাবালক Minor, under age.

মাইরি—শপথবিশেষ By Mary.

মাক্তা—মিলিত Combined.

মাজুর—কর্ম্মচ্যুত Dismissed.

মাড়োচা (মার্‌চা)—প্রজাদিগের বিবাহ উপলক্ষে জমিদার যে কর আদায় করে Tax on marriage levied on the tenant by the Zemindars.

মাতব্বর—সিদ্ধ Valid; বিশ্বাসযোগ্য Reliable.

মাথট—আবওয়াব; বাজে আদায়; নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত কর A cess.

মাফ—মার্জ্জনা Exemption.

মাফিক—মতন্‌ Like.

মাম্‌লা—বিষয় Affair; মকদ্দমা law-suit.

মামুল—চিরাগত প্রথা Long-standing usage.

মামুলী স্বত্ব—যে স্বত্ব চিরকাল ভোগ হইয়া আসিতেছে Easement.

মায়—সহিত Together with, including.

মার্কা—দাগ।

মারপিট—মারামারি Assault.

মার্‌ডার—ইচ্ছা করিয়া খুন করা Murder.

মার্‌ফত—দ্বারা Through.

মাল—রাজস্ব Revenue; ধনসম্পত্তি।

মাল্‌ আদালত—রাজস্বসম্বন্ধীয় আদালত Revenue court.

মাল-আমাওয়াল—সম্পত্তি স্থিত Property.

মাল্‌গুজার, মালগুজারদার—যে রাজস্ব দেয় One who pays revenue or rent

মালগুজারী—জমা, রাজস্ব Revenue, rent.

মালামাল—সম্পত্তি Goods and chatels.

মালিক—অধিকারী Owner, proprietor.

মালিকানা—অধিকারীর প্রাপ্য Proprietor's dues.

মালিকী স্বত্ব—অধিকারীর স্বত্ব Proprietary right.

মালুম—জ্ঞাত।

মালুম হওয়া—বোধ হওয়া Appear, be realised.

মাশুল (মহশূল)—কর।

মাষ্টার—শিক্ষক; কর্ত্তা।

মাস্‌কাবার—মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব Monthly statement of income and expenditure.

মাসহরা—মাসিক বৃত্তি Monthly allowance.

মাশুল—শুল্ক, কর, ভাড়া Fee, freightage, duty, toll.

মাহবরা—অনুশীলন।

মিছিল—নথী Record.

মিজা—সমষ্টি Total.

মিতি—ভবিষ্যৎ সুদ Interest for a period to come.

মিনাহ—বাদ দেওয়া Deduct.

মিয়াদ—সময় Time, limit.

মিয়াদী ইজারা, মিয়াদী পাট্টা—কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যে ইজারা বা পাট্টা দেওয়া হয় A lease for a certain period of time.

মিরাশ—বংশানুক্রমে উপভুক্ত সম্পত্তি Property enjoyed from generation to generation.

মিস্‌চিফ—ক্ষতি Injury, mischief.

মিসিল—সেরেস্তা, নথি Record.

মুঅজ্জল—(মুসলমান বিবাহে) যে যৌতুক তৎক্ষণাৎ দিতে হয় Prompt dower.

মুও অজ্জিল—(মুসলমান বিবাহে) যে যৌতুক পরে দেওয়া হয় Deferred dower.

মুকদ্দম—গ্রামের মণ্ডল যে গ্রামস্থ লোকের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করে Headman of a village who settles the disputes among the villagers.

মুকাবিলা—সম্মুখীন হওয়া।

মুচ্‌লেকা—আদালতের হুকুম তামিল করিবার স্বীকৃতিপত্র Penal recognizance.

মুজুরাই—গায়কদিগকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent free land granted to musicians.

মুতফরকা—নানাবিষয়ক Miscellaneous.

মুৎসুদ্দী—ভারপ্রাপ্ত লোক।

মুতালেক—সংক্রান্ত Pertaining to.

মুদাফত—যাহার দ্বারা পূর্ব্বে অধিকৃত Formerly held by.

মুদ্দত—নির্দ্দিষ্ট সময় Fixed period of time.

মুর্দ্দা—শব Corpse.

মুদ্দাই—বাদী Plaintiff.

মুদ্দালেহ—প্রতিবাদী Defendant.

মুনাফা—লাভ Profit.

মুন্সী—যে কর্ম্মচারী পত্রাদির মুসাবিদা করে Officer who drafts letters &c.

মুন্সীয়ানা—নৈপুণ্য Skilfulness.

মুন্সেফ—স্বত্ব বিচারের নিম্নতম আদালতের বিচারপতি Officer presiding over the lowest civil court.

মুরস—পূর্ব্বপুরুষ Ancestor.

মুর্দ্দাফরাস—মড়ার বস্ত্রাদি বিক্রেতা।

মুলতুবি—পরবর্ত্তী কোন দিনে বিচারের জন্য স্থগিত Postponed, adjourned.

মুলিয়া—মজুর Labourer, servant.

মুস্কিল—বিপদ্‌ Difficulty.

মুসমা—বাদ দেওয়া Set off.

মুসাবিদা—পাণ্ডুলিপি, পূর্ব্বলেখন Draft.

মেওয়ার বাগান—ফলের বাগান Orchard.

মেজাজ—মস্তিষ্ক; মন।

মেরামৎ—সংস্কার।

মেহ্‌নৎ—পরিশ্রম Labour.

মেহ্‌নৎ আনা—পারিশ্রমিক Remuneration for labour.

মেহেরবাণী—দয়া Kindness; বন্ধুত্ব friendship.

মোকাম—ঠিকানা Address; বাড়ী residence.

মোকাবিলা—মিলাইয়া দেখা Comparison, confronting.

মোক্তসর—সংক্ষেপ Abridgment.

মোক্তার—মকদ্দমার তদ্বিরকারক Law agent; ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী authorised agent.

মোক্তার্‌কার—প্রধান অধ্যক্ষ Superintendent.

মোক্তার্‌ত্তন—এটর্ণী দ্বারা Through attorney

মোক্তার্‌নামা—যে পত্র দ্বারা মোক্তার নিযুক্ত করা হয় Power of attorney.

মোখালেফ—শত্রু Opponent, enemy.

মোজাহিম—আপত্তি Objection.

মোজাহিম্‌দার—আপত্তিকারী, দাবীদার Objector, claimant.

মোট—সর্ব্বসমেত Total.

মোটামুটি—মোটের উপর Roughly speaking, gross.

মোতাকা—মৃত ব্যক্তি Deceased.

মোতালক—অধীনে।

মোতাবেক—অনুযায়ী According to.

মোফত—বিনামূল্যে, অমনি For nothing, without paying for.

মোয়াজী—জমির সমষ্টি Total quantity of land

মোলাহেজা—বিচার করা Consider; দেখা।

মোসন—নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদন Motion.

মৌকুফ—স্থগিত Suspended

মৌকুফ করা—রহিত করা Abolish, remit; সাজা মাফ করা Reprieve.

মৌকুফি খাজানা—খাজানা মজুত রাখা Rent kept in abeyance, suspended rent.

মৌজা—গ্রাম Village; নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দীভুক্ত বিশেষ নামে খ্যাত স্থান A parcel of land with a particular name and having fixed boundaries.

মৌজুদ—উপস্থিত Present, in hand.

মৌরসী—পুরুষানুক্রমিক Ancestral, hereditary.

মৌরসী পাট্টা—চিরদিনের জন্য প্রদত্ত পাট্টা Lease granted in perpetuity.

ম্যাজিষ্ট্রেট—জেলার শান্তিরক্ষাবিষয়ক প্রধান ফৌজদারী কর্ম্মচারী Head officer of a district for administrating criminal work and keeping the peace.

ম্যাজেণ্টার—একপ্রকার লাল গুঁড়া।

ম্যানেজার—কার্য্যাধ্যক্ষ Manager, superintendent.

ম্যালেরিয়া—সংক্রামক জ্বররোগ।

যাচাই—দর ঠিক করা Appraise.

যোতহীন—সঙ্গতিহীন Insolvent.

যৌতুক—বিবাহ বা অন্নপ্রাশনাদি উপলক্ষে দান Dower.

যৌথ—একত্রে Jointly,

যৌথ কারবার—Joint-stock business.

র

রওনা—গমন Starting; প্রেরিত despatched.

রদ—রহিত, মৌকুফ Veto, cancel.

রদ্দজওয়াব—জবাবের জবাব Rejoinder.

রপ্তানী—বিক্রয়ের জন্য অন্য স্থানে দ্রব্য প্রেরণ Exporting goods.

রপ্ত—অভ্যাস।

রফা—নিষ্পত্তি Compromise

রফাদফা—মীমাংসিত Decided, settled.

রফানামা—নিষ্পত্তিপত্র Deed of compromise.

রসদ—খাদ্যদ্রব্যাদি Provisions; সৈন্যাদির জন্য সংগৃহীত খাদ্যাদির ভাণ্ডার store of grain laid in for an army; বেরিজ খাজানা অনাদায়ের বা খরচের প্রদর্শিত কারণ অগ্রাহ্য করিয়া জমিদার কর্ম্মচারীর নিকট হইতে যে টাকা আদায় করে Compensation exacted from or fine imposed upon his officer by a zemindar for default in realizing rent or unsatisfactory explanation of expenses incurred; হিস্যা, অংশ share.

রসদি—বর্দ্ধনশীল Progressive.

রসিদ—প্রাপ্তিস্বীকার Receipt, acknowledgement.

রসুম—ফি, বৃত্তি, শুল্ক Fees, duties.

রহিত—খণ্ডিত Abrogated.

রাইয়ত—প্রজা, চাষী Tenant, cultivator, raiyat, farmer.

রাজী—সম্মত Consenting, willing.

রাজীনামা—সম্মতিপত্র Deed of compromise

রাজীরাগবত—ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মতি Voluntary consent

রাতিব—দৈনিক খাদ্য Daily ration

রায়—আদালতের চরম আজ্ঞা Judgment, final order of the court.

রায়ট—হাঙ্গামা Riot.

রাহা—পথ, রাস্তা Road.

রাহাখরচ—বারবরদারী, পাথেয় Travelling allowance.

রাহাগির—পথিক, ভ্রমণকারী Traveller, wayfarer.

রাহাজান—পথদস্যু Robber, Highwayman

রাহাজানী—রাজপথে দস্যুতা Highway robbery.

রিগরস্ ইম্প্রিজনমেণ্ট—সশ্রম কারাদণ্ড Rigorous imprisonment.

রিজয়েণ্ডার—(আদালতে) প্রতিপক্ষের জওয়াবের জওয়াব Rejoinder, reply to a reply.

রিটর্ণ—কৈফিয়ৎ, বিবরণপত্র Return, statement.

রিপ্লাই—(আদালতে) এক পক্ষের বক্তৃতার পর অপর পক্ষের জওয়াব।

রিভরসনার—ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী Reversioner.

রিমাণ্ড—হাজতে দেওয়া Remand.

রিসিভার—মকদ্দমার বিষয়ীভূত সম্পত্তি রক্ষণের জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারী Officer appointed by the Court to look after property pending litigation; Receiver.

রুজু—দায়ের বা দাখিল করা Institute, file.

রুপেয়া—টাকা Rupee.

রুপোস হওয়া—লুকাইয়া থাকা Absconding.

রুলিং—নজির, Ruling, precedent.

রুবকারী—বিজ্ঞাপন, হুকুমপত্র Report, notice, order, circular.

রেওয়া—সালতামামি; আয়ব্যয়, দেনা পাওনা, লাভ লোকসান ইত্যাদি বুঝিবার কাগজ An annual statement showing receipts and expenses, debts and dues, profits and losses.

রেওয়াজ—রীতি, দস্তুর Custom, practice.

রেগুলার স্যুট—নম্বরী মোকদ্দমা Regular suit.

রেজাবন্দী—সম্মতি, অনুমতি Consent, order.

রেজিষ্টারী করা—নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সমক্ষে কোন দলিল লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করা Acknowledge execution of a document before an appointed officer called Registrar.

রেজিষ্ট্রী আফিস—রেজিষ্টারের কার্য্যালয়, যেখানে যাইয়া দলিল লিখন স্বীকার করিতে হয় Office of the Registrar before whom the execution of documents has to be acknowledged.

রেট—হার Rate.

রেপ—বলাৎকার Rape.

রেল—লৌহবর্ত্ম Rail.

রেস্ জুডিকেটা—যে বিষয় পূর্ব্বে মীমাংসিত হইয়াছে Res judicata.

রেসবত—উৎকোচ, ঘুষ Bribe.

রেসি—বৃদ্ধি, সুদ Increase, interest.

রেসিডেণ্ট—করদ রাজগণের নিকট অবস্থিত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী Government officer in the courts of tributary princes.

রেস্পণ্ডেণ্ট—যে পক্ষের বিরুদ্ধে আপীল করা হয় Respondent; the party against whom an appeal is preferred.

রেহাই—মাফ, ছাড় Excuse, exemption.

রোএদাদ—বিজ্ঞাপন, বিবরণ Report, return.

রোক—নগদ টাকা Cash, ready money.

রোকড়—জমাখরচের খাতা Cash-book.

রোকড়িয়া—যে টাকাকড়ি রাখে বা টাকাকড়ির কারবার করে Cash-keeper, banker.

রোকা—ক্ষুদ্রপত্র A note, a short letter

রোক্কা হুণ্ডি—বাহককে লিখিত অর্থ দিবার অনুমতিপত্র Bill of exchange.

রোখ—রাগ।

রোখসোদ—অবসর, কর্ম্মচ্যুতি Leave, dismissal.

রোজ—দিন, প্রতিদিন Day, day by day

রোজগার—উপার্জ্জিত অর্থ Earnings.

রোজনামচা, রোজনামা—যাহাতে দৈনিক ঘটনা বিবৃত করা হয় Diary, journal

রোজা—মুসলমানগণের ধর্ম্মকল্পে উপবাস Religious fasting among Mahomedans.

রোজিনা—ভরণপোষণার্থে দত্ত দৈনিক বৃত্তি Daily allowance for maintenance

রোড সেস—পথকর Road cess.

রোসনাই—আলোক।

ল

ল—আইন Law

লওয়াজিমা—জমীদারিবিষয়ক কাগজপত্রাদি Zemindari documents.

লজ্জ—সংযুক্ত Connected.

লটকান—লাগাইয়া দেওয়া Affix

লণ্ঠন—কাচবেষ্টিত দীপাধার।

লম্বরদার—গ্রামের মণ্ডল Headman of a village, chief of a proprietary body. [gist.

লব্‌জ—বাক্য, শর্ত্ত, মর্ম্ম Words, terms,

লবেজান—ওষ্ঠাগত প্রাণ।

লহনা—বাকী Outstanding; খাজানা ছাড়া অন্য রকমের পাওনা extra cesses.

লাইবেল—গ্লানি Defamation.

লাইসেন্স—ব্যবসায় করিবার অনুমতিপত্র License.

লাইসেন্স ট্যাক্স—ব্যবসায় কর License tax.

লাওয়ারিস—বেওয়ারিস, যাহার কোন উত্তরাধিকারী বা দাবীদার নাই Unclaimed, heirless.

লাখেরাজ—নিষ্কর Rent-free.

লাখেরাজদার—যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করে Holder of rent free land.

লাগাও—সন্নিকট Contiguous.

লাগায়েদ—Up to.

লাচার—উপায়হীন Helpless.

লাট—জমীর বিভাগ Lot; ভারতের প্রধান শাসনকর্ত্তা।

লাটবন্দী—যথাসময়ে খাজানা না দেওয়ায় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুতীকৃত Lotted up for sale. [er.

লাদাবী—কোন দাবী না দেওয়া Disclaim

লায়েক—Fit, capable.

লায়েক জমী—যাহাতে আবাদ করিলে ফসল জন্মিতে পারে Land capable of yielding crops when cultivated.

লাল জমী—উৎকৃষ্ট আবাদী জমী Good land for cultivation purposes.

লাস—শব Dead body.

লীগ্যাল্ রিমেম্ব্রান্সার—গভর্ণমেণ্টের মকদ্দমার তত্ত্বিরার্থে নিযুক্ত উচ্চতর কর্ম্মচারী Officer whose duty is to manage law suits with which Government is connected,

লেজর—প্রত্যেক ব্যক্তির বা দ্রব্যের নামে নামে পৃথক্ হিসাব Ledger.

লেফটেনাণ্ট গভর্ণর—গভর্ণর জেনারেলের অব্যবহিত নিম্ন কর্ম্মচারী Lieutenant Governor; administrator next in rank to the Governor General.

লোকসান—ক্ষতি Injury, loss

লোকসান জমা—ফৌত বা ফেরারি প্রজার জমিজমা যে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার বিলি না হয় Right of occupying and cultivating land held in abeyance on account of the death or absconding of the last farmer.

লোকসান জরিপ—লোকসান জমীর পৃথক্ পৃথক্ জরিপ Survey of each piece of land lying undisposed of on account of the death or absconding of the last farmer.

ল্যাংবোট—যে পরের মুখ চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরে Long boat.

ল্যাভেণ্ডার—সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ।

শ

শাহাদত—সাক্ষ্য Testimony.

শর্ত্ত—কড়ার Term, stipulation.

শরাকত—একত্রে কার্য্য করা Participation, partnership.

শরীক—অংশীদার Partner, share holder.

শাদি—বিবাহ Marriage.

শামিয়ানা—চাঁদোয়া।

শামিল—যুক্ত করা Annex to, put up with; অন্তর্গত, মিলিত।

শলা—পরামর্শ।

শালি—যাহাতে আমন ধান জন্মে Land for growing autumnal (amun) crops.

শাবালক—প্রাপ্তবয়স্ক Adult, major.

শাসমাহী—ষাণ্মাসিক Half yearly.

শাহজাদা—রাজপুত্র।

শাহিদ—সাক্ষী Witness. [dependent.

শিকমী—পেটাও, অধীন Subordinate,

শিকার—মৃগয়া।

শিরস্তানামুল—প্রচলিত নিয়মে পারিতোষিক দান Usual reward.

শিকস্তী—জমীর যে অংশ নদী দ্বারা ভগ্ন হইয়া কমী হইয়াছে Deluvian.

শীল—দেনার দায়ে সম্পত্তি ক্রোক করা।

শুকা—অনাবৃষ্টিবশতঃ ফসল নষ্ট হওয়া Failure of crops owing to drought.

শুদামদ—অনেক দিন হইতে চলিত Prescriptive, long-standing.

শুনানী—মকদ্দমার বিষয়সম্বন্ধে উভয় পক্ষীয়গণের বাদানুবাদ Argument, hearing.

শুরু—আরম্ভ।

শেহা—যে কাগজে দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব ও বাকি কাটা হয় An account showing daily receipts, disbursements, and closing balance.

শেহার বাহুয়ান—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার ওয়াশিল, বাকী প্রভৃতির হিসাব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিত হয় Statement showing in separate sheets the payments made by individual tenants and the amounts out-standing against them.

স

সওগাদ—উপঢৌকন Presents.

সওদা—পণ্যদ্রব্য, বাণিজ্য Merchandise mercantile transaction.

সওদাগর—বণিক্ Merchant, trader.

সওয়াল—জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা Question, petition. [ing.

সওয়াল জবাব—মকদ্দমার বাদপ্রতিবাদ plead-

সকুনৎ—বাসস্থান Residence.

সঙ্গিন—ভয়ানক, খুব বেশী।

সড়ক—পথ।

সতরঞ্চ—চতুরঙ্গ ক্রীড়া।

সদর—প্রধান কার্য্যালয় Sadar; প্রধান অংশ।

সদর জমা—সরকারী রাজস্ব Government revenue.

সদর ফর্দ্দ—উপরের পৃষ্ঠা Front leaf.

সদর মালগুজার—জমিদারগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, যাহার মারফতে অন্যেরা তাহাদের স্ব স্ব রাজস্ব জমা দেয় Head of the land owning community through whom others pay their quota of Government revenue.

সন্—বৎসর *Sun*, year.

সনক্ত—নিসানদিহি Identification

সনদ—ভূমি বা সম্মানদানসূচক পত্র Sanad, grant; নিয়োগপত্র letter of appointment.

সন্‌পতিত—এক বৎসরের পতিত Lying fallow for one year.

সনহাল—চলিত বৎসর Current year.

সনাত পতিত—বহুদিনের পতিত Lying fallow for several years.

সনাতি পতিত—গো-ভাগাড় The place where dead cattle are thrown.

সপিনা—সাক্ষীকে তলপ করিবার হুকুম পত্র Subpœna.

সফা—পৃষ্ঠা Page.

সমন—আসামী বা সাক্ষীকে তলব করিবার হুকুম Summons (issued against accused or witness).

সয়তান—মূর্ত্তিমান্ পাপ।

সরকার—গবর্ণমেণ্ট Sirkar, Government.

সরখত—আমীন প্রভৃতির নিয়োগপত্র Letter appointing an Ameen &c.

সরঞ্জাম—দ্রব্যাদি Materials.

সরঞ্জামী খরচ—আদায় তহশীল জন্য যে খরচ দিতে হয় Establishment charges for collection purposes.

সরদার—প্রধান ব্যক্তি Chief, headman.

সরবরাহ—যোগান দেওয়া Supply.

সরহদ্দ—সীমানা Boundary, jurisdiction.

সরাব—উৎকৃষ্ট পানীয়, মদ।

সরাসরি ক্ষমতা—অবিস্তারিতভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা Summary power.

সরাসরি মকদ্দমা—যথ সাব্যস্ত ভিন্ন মকদ্দমা Summary trial.

সরে জমিন—অকুস্থান Place of occurrence.

সরে জমিন্ তদন্ত—স্থানীয় তদন্ত Local investigation.

সরে জমিন্ তহ্‌কীক—স্থানীয় তদারক Local enquiry.

সরে হাল—বর্ত্তমান সনের প্রথম the first of the current year.

সল্‌তনৎ—রাজত্ব Government.

সলাবদ্ জমা—চিরস্থায়ী বা নির্দ্দিষ্ট জমা Permanent or fixed revenue.

সব্‌জজ—মুন্সেফের উপরিস্থ বিচারক A judge next higher in rank to the Munsiff.

সব্‌জুডিস—বিচারাধীন Sub-judici.

সবুজ—হরিদ্বর্ণ।

সবুর—ধৈর্য্যধারণ।

সহর—নগর।

সহরদ্দ—সরহদ্দ দেখ।

সহবৎ—সংসর্গ।

সহি—স্বাক্ষর, দস্তখত Signature.

সহিস—অশ্বরক্ষক।

সাএল—আবেদনকারী Petitioner.

সাকিন—ঠিকানা Address, destination.

সাগা—কাহার প্রভৃতি জাতিমধ্যে প্রচলিত বিবাহপ্রথাবিশেষ A form of marriage prevailing among the Kahars and other tribes.

সাগু—রোগীর পথ্য, বীজবিশেষ।

সাজ্জাদিনশিন—মুসলমানদিগের প্রধান ধর্ম্মযাজক Chief Mahomedan priest.

সাজোয়াল—আবদ্ধ সম্পত্তির রক্ষণার্থ নিযুক্ত কর্ম্মচারী Officer placed in charge of attached property.

সাতান, সাতোয়ান—সঙ্গতিপন্ন Well-to do, capable of paying rent in due time.

সাদা—ষ্ট্যাম্পহীন কাগজ Blank or unstamped paper.

সাদা রোসনাই—কাগজ ও আলোর খরচ Charge for paper and light.

সাদের—প্রকাশ্য Public.

সানি—দ্বিতীয় Second.

সানি বিচার—পুনর্বিচার Review.

সাফ্ বিক্রয়—সর্ত্তরহিত বিক্রয় Unconditional sale.

সাফাই—দোষমুক্ত হওয়া To be exonerated.

সাফাই সাক্ষ্য—যে সাক্ষ্য আসামীর দোষমুক্তির জন্য দেওয়া হয় Rebutting evidence.

সাফিনামা—রফার সম্মতিসূচক আবেদন Petition consenting to a compromise.

সায়—শেষ Close.

সায়রাৎ—আসল জমা ব্যতীত জলকর, বনকর, ফলকর, ঘাসকর ও হাট বাজার ইত্যাদির আয় Other sources of Government revenue than land tax.

সাযোগ—অবৈধ যোগ, ষড়্‌যন্ত্র Conspiracy.

সারাকালি—জমীর দৈর্ঘ্য প্রস্থাদির পরিমাণের গুণফল Product of the measurement of the length and breadth of a piece of land.

সার্কাস—ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন।

সার্ট—একপ্রকার জামা।

সার্টিফিকেট—নির্দ্দেশপত্র Certificate, sanad.

সালগুজস্তা—গত বৎসর Last year.

সালতামামি নিকাশী জমাখরচ—যে কাগজে সংবৎসরের আয়, ব্যয়, লাভ, লোকসান, মুনাফা প্রভৃতি লিখিয়া মোট হস্তবুদ ও মুনাফা দেখান হয় Statement of showing the receipts, expenses, and losses or profits of the year.

সালী জমী—ধান্যোৎপাদক জমী Paddy land.

সালিয়ানা—বাৎসরিক Annual.

সালিস—মধ্যস্থ সভা *Salis*, arbitration.

সালিসি একরারনামা—অঙ্গনামা, সালিসবিচারে সম্মতিপত্র Agreement to abide by the award of the arbitrators.

সালিসির রোএদাদ বা ফয়সালা—সালিসবিচারের চরম নিষ্পত্তি Arbitration award.

সাবাস—বেশ, ধন্যবাদ।

সাবুত, সবুদ—প্রমাণ Proof, evidence.

সাবেক—পূর্ব্বের Former, old.

সাহেব—অধিকারী, ইংরাজজাতি।

সাঁকো—সেতু Bridge.

সিজিল—নিয়মিতভাবে রক্ষিত দফ্‌তর Regularly kept record, register.

সিঁধকাটি—যাহার দ্বারা সিঁধ দেওয়া হয় Crow bar.

সিঁধ দেওয়া—গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া চুরি করা House breaking.

সিঁধাল—যে সিঁধ দিয়া চুরি করে House-breaker.

সিভিল কোর্ট—দেওয়ানী আদালত Civil court.

সিভিল প্রোসিডিওর কোড—দেওয়ানী কার্য্যবিধি Civil Procedure Code.

সীমানা—সরহদ্দ Boundary.

সুদ—কুসীদ Interest.

সুদখোর—যে অত্যন্ত বেশী সুদ লয় Usurer.

সুদের সুদ—চক্রবৃদ্ধি Compound interest.

সুনা জমী—যাহাতে আশু বা ভাদোই, অর্থাৎ আউস ধান, ইক্ষু, রবিশস্য ও তামাক প্রভৃতি জন্মে Land on which the Bhadoi crops, such as Aus paddy, sugar-cane, tobacco &c. are grown.

সুন্নত—ত্বক্‌চ্ছেদ Circumcision.

সুপারিস—অনুরোধ Recommendation.

সুমার—সংখ্যা, গণনা Enumeration.

সুয়েম জমা—উচ্চ high (দোয়ম), যাহাতে আট আনা রকম ফসল জন্মে Land yielding eight annas of crops.

সুরত—মুখ।

সুরতহাল—ঘটনাস্থলে এজাহার গ্রহণ Examining witnesses at the place of occurrence.

সুরু—আরম্ভ Beginning.

সুবে—প্রদেশ Province.

সেওয়ায়—ব্যতীত, ভিন্ন Except.

সেক্রেটারী—কার্য্যাধ্যক্ষ Secretary.

সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর্ ইণ্ডিয়া—ভারতরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী Highest officer for India under the Crown; Secretary of state for India.

সেখা—বিভাগ Division.

সেপত্তনী—দরপত্তনীদারের নিকট গৃহীত পত্তনী Tenure held under the Darpatnidar.

সেমাহী—ত্রৈমাসিক Quarterly.

সেরেস্তা—পদ্ধতি Procedure; কার্য্যালয় office; বিভাগ department.

সেরেস্তাদার—সেরেস্তারক্ষক Seristadar, highest ministerial officer of the court.

সেলামী—নজর Bonus, royalty.

সেলের বন্দী—পত্তনীর পাট্টা ও কবুলিয়ত লেখাপড়ার পূর্ব্বে গ্রহীতার নাম-খারিজ

মুসাবিদা The draft of patta and kabullyat approved and signed by the lessee prior to engrossment and execution.

সেবং—তৃতীয়বার Third time.

সেসন্স কোর্ট—দায়রা ; ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার জন্য উচ্চ আদালত Sessions court.

সোপ্‌র্দ—বিচারার্থে সমর্পণ করা To send up or transfer for trial.

সোলে—আপোষে নিষ্পত্তি Amicable settlement.

সোলেনামা—আপোষে নিষ্পত্তি-সূচক পত্র Deed of compromise.

সোবে—সন্দেহ Suspicion.

সোহরত—ঘোষণা Proclamation.

স্কুল—বিদ্যালয়।

হক—স্বত্ব Right, ownership.

হক্‌সফা—অন্যের অপেক্ষা ক্রয় করিবার অধিকতর স্বত্ব Right of pre-emption.

হকিকত—বিবরণ Particulars, facts.

হকিয়ত—স্বত্ব সাব্যস্তের নালিশ Suit for declaration of rights.

হকুক—স্বত্ব Proprietary right.

হদ—শেষ সীমা Extremity.

হদ জবাব—প্রত্যুক্তি Rejoinder.

হদ তলব—পাওনার সমষ্টি Total demand.

হমিসাইড—নরহত্যা Homicide.

হর্‌কত, হরজ—দোষ, ক্ষতি Harm, injury.

হরকসম—নানাপ্রকার Of various kinds.

হলফ—শপথ Oath, affirmation.

হরদম—সাধারণত।

হরবোলা—যে সকল রকম বুলি বলিতে পারে।

হরেক—প্রত্যেক, নানা।

হলফান—শপথ করিয়া On oath or affirmation.

হস্তবুদ—স্থিত জমা, জমীদারের মোট আয় Papers showing area and rent of landed property ; rent-roll.

হাসপাতাল—রোগীদিগের চিকিৎসা ও অবস্থিতি-স্থান Hospital.

হাইকোর্ট—প্রধান আদালত High Court.

হাওয়ালা—চিরস্বত্ববিশিষ্ট জমি Land having permanent rights.

হাওয়ালে—জিম্মায় In charge.

হাওলাত—বিনা খতে টাকা ধার A loan made without a bond.

হাকিম—বিচারক Magistrate or judge.

হাঙ্গামা—দাঙ্গা, মারামারি Riot, affray.

হাজত—Custody.

হাজা—বান, অতিবৃষ্টি Inundation.

হাজির—উপস্থিত Presence.

হাজির্ জামিন—আসামীর হাজিরের জন্য যে জামিন্ হয় Bail.

হাজির্ জামিনি—আসামীকে হাজির করিবার দায়ী হইয়া জামিন্ যে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেয় Bail-bond.

হাট—বাজার Hat, market.

হাতচিঠা—যে খাতায় মহাজনেরা ক্রেতাকে দেয় ও প্রাপ্য টাকার হিসাব লিখিয়া দেয় The book in which the seller enters the transactions with the buyer and which is handed to him.

হাতিয়ার—যন্ত্রাদি Implements.

হানা—জলস্রোতের ক্রিয়ায় জমীতে যে গর্ত হয় Breach caused by the action of water.

হাম্‌কালেব—সমজাতীয় Analogous.

হাম্‌রাও—মারফত Through.

হামাল—জরায়ুস্থ শিশু Foetus in the womb.

হামি—পৃষ্ঠপোষক Supporter, patron.

হামেসা—সর্ব্বদা Always.

হামেহাল—অবিরত Constantly.

হায়রাণ—কষ্ট দেওয়া Harrassing.

হার—হিসাব, দর Rate.

হারকেন—একপ্রকার আলোকাধার।

হারহারি—পরিমাণের অনুপাতে *Pro rata*, proportionate. [সঙ্গত।

হারাম—ধর্ম্মানুমোদিত নহে এরূপ, অধর্ম্ম-

হারমোনিয়ম—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

হার্ট—আঘাত Hurt.

হাল্—বর্ত্তমান Current ; অবস্থা।

হাল জমা—বর্ত্তমান হিসাব Current rate.

হাল্ পাওনা—বর্ত্তমানের প্রাপ্য Current demands.

হালবাকী—অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ের বাকী Recent arrears.

হাসিল জমী—যাহাতে ফসল হইতেছে Land yielding crops.

হিজিরা—মহম্মদের মদীনাতে পলায়নের সময়ে আরব্ধ মুসলমানী অব্দ Hejira, the Mahomedan era beginning with the flight of Mahommed to Medina (16th July, 622, of the Christian era)

হিসাব—গণনা Calculation.

হিসাবকিতাব—জমাখরচবিষয়ক কাগজ Accounts.

হিসাবদিহি—দায়িত্ব Responsibility.

হিস্যা—অংশ Share.

হিস্যাদার—অংশী Co-sharer.

হিস্যারসদ—তুল্যাংশ Equal share, proportional part.

হুকুম—আজ্ঞা Order, award.

হুকুমত—শাসন-শক্তি Government

হুজুর—সম্মানসূচক সম্বোধন Huzur, "Your Worship", "Your Honour".

হুজুরী মাল্‌গুজার—যে একাএক সরকারে খাজানা দাখিল করে Party paying revenue direct to Government ; a small Zemindar.

হুজুরী বা খারিজা তালুক—যে তালুকের রাজস্ব একাএক সরকারে দাখিল করিতে হয় Taluk the revenue of which is paid direct to Government.

হুণ্ডি—অর্থকারবারবিশেষের নিদর্শনপত্র Bill of exchange.

হুণ্ডি আনা—হুণ্ডি করিবার জন্য যে অর্থ দেওয়া হয় Exchange or price paid for a bill of exchange.

হুণ্ডিওয়াল—যে মহাজন হুণ্ডির কারবার করে Exchange merchant.

হুরমুৎ—সম্ভ্রম Dignity, reputation.

হুরমুৎদার—সম্ভ্রান্ত Respectable.

হুরমুৎবহ—গ্লানি করার জন্য আসামী ফরিয়াদিকে যে অর্থ আদালত কর্ত্তৃক দিতে বাধ্য হয় Damages for libel.

হুবহু—অবিকল।

হুঁশ (হোশ)—চেতনা।

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

চতুর্থ ভাগ।

—:*:—

প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী

অ

অকালমেঘবদ্বিত্তমকস্মাদেতি যাতি চ।

সম্পদ্ অকালোদিত মেঘের ন্যায় হঠাৎ আসে, এবং হঠাৎ চলিয়া যায়।

অগুণস্য হতং রূপম্।

নির্গুণ ব্যক্তি রূপবান্ হইলেও তাহার রূপ বৃথা।

অঙ্কমারুহ্য সুপ্তং হি হত্বা কিং নাম পৌরুষম্।

ক্রোড়ে শয়ন করিয়া যে ব্যক্তি নিদ্রিত আছে, তাহাকে হত্যা করায় পৌরুষ নাই।

অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি

অঙ্গার অর্থাৎ কয়লাকে যতই ধৌত করা যাউক না কেন, তাহার কৃষ্ণবর্ণত্ব ঘুচিবে না। সেইরূপ অসাধুর দুষ্ট প্রকৃতি শত উপদেশেও পরিবর্তিত হইবে না।

অচিন্ত্যং হি ফলং সূতে সদ্যঃ সুকৃতপাদপঃ।

পুণ্যরূপ বৃক্ষ সদ্যই অভাবনীয় ফল দান করে।

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে

'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' দেখ।

অজীর্ণে ভোজনম্ বিষম্

অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।
অরোগে তু বিষং বৈদ্যঃ অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।

বিদ্যা অভ্যস্ত না থাকিলে তাহা বিষতুল্য হয়; বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা বিষতুল্য; রোগ আরাম হইলে বৈদ্যকে বিষবৎ বোধ হয়; এবং ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইলে ভোজন বিষের ন্যায় হইয়া থাকে।

অজ্ঞতা কস্য নামেহ নোপহাসায় জায়তে।

অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে কে না উপহাসের পাত্র হয়?

অতর্ক্যা কুট্টনী-কূটরচনা হি বিধেরপি।

নষ্টচরিত্রা রমণীর কূট কৌশল স্বয়ং বিধাতারও অজ্ঞেয়।

অতিভুক্তিরতীবোক্তিঃ সদ্যঃ প্রাণাপহারিণী।

অতিরিক্ত ভোজন এবং অতিরিক্ত বাচালতা সদ্যঃ প্রাণনাশক।

অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেবোপশাম্যতি।

অগ্নি তৃণশূন্য স্থলে পতিত হইলে তাহা নিজেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

অত্যুচ্চৈর্ভবতি লঘীয়সাং হি ধার্ষ্ট্যম্।

লঘুচিত্ত ব্যক্তিদিগের ধৃষ্টতা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে।

অথবা বহ্নিসেবনম্।

বসন্তে ভ্রমণং পথ্যমথবা নিম্বভোজনম্।
অথবা যুবতী ভার্য্যা অথবা বহ্নিসেবনম্।

বসন্তকালে ভ্রমণ, অথবা নিম্ব ভক্ষণ, কিংবা যুবতী ভার্য্যাসহবাস, বা অগ্নিসেবন বিধেয়।

অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ

মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকদিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ॥

এক ব্যাধ বনে শিকার করিতে গিয়াছিল। সে এক হরিণ শিকার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে এক বরাহকে দেখিতে পাইয়া তাহার উপর শরত্যাগ করিল। আহত বরাহও ক্রোধে ব্যাধকে আক্রমণ করিল। তখন ব্যাধের আঘাতে বরাহ এবং বরাহের আঘাতে ব্যাধ প্রাণত্যাগ করিল। সেই স্থান দিয়া এক সর্প যাইতেছিল, বরাহের দেহের চাপে সেও মরিয়া গেল। এমন সময় এক শৃগাল তথায় উপস্থিত হইল, এবং এক সঙ্গে এতগুলি আহার্য্য দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল। তখন সে এই আহার্য্যগুলিকে কিরূপে ব্যয় করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া স্থির করিল, এই মানুষের দেহ দ্বারা আমার একমাস আহার চলিবে, আর এই মৃগ ও শূকর দ্বারা দুই মাসের আহার নির্ব্বাহ হইবে। সর্পের দ্বারাও একদিন চলিবে। কিন্তু আজ আর এগুলিকে খাওয়া হইবে না, আজ এই চর্ম্মনির্ম্মিত ধনুকের ছিলা দ্বারাই ভোজন কার্য্য সম্পন্ন করি। এইরূপ স্থির করিয়া শৃগাল যেমন সেই ধনুকের ছিলা খাইতে গেল, অমনি গুণমুক্ত হওয়ায় ধনুকের অগ্রভাগ সবেগে আসিয়া তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, এবং সেই আঘাতেই শৃগাল পঞ্চত্ব লাভ করিল।

অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া মম

সপ্তসিংহা জিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চ ব্যাঘ্রাস্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া মম॥

এক শূকর বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক সিংহের সম্মুখে পড়িল। তখন সে বিপৎকালে ধৈর্য্যধারণ করিয়া সাহসের সহিত বলিল, আমি পূর্ব্বে সাতটা সিংহ, পাঁচটা ব্যাঘ্র এবং তিনটা হস্তীকে পরাজয় করিয়াছি; আজি দেবগণ দেখুন, তোমার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে।

অধরেঽমৃতং হি যোষিতাং
হৃদি হলাহলমেব কেবলম্।

রমণীদিগের অধরে অমৃত, কিন্তু হৃদয়ে হলাহল বিষ থাকে।

অধর্ম্মবিষবৃক্ষস্য পচ্যতে স্বাদু কিং ফলম্ ?

অধর্ম্মরূপ বিষবৃক্ষে কি সুমিষ্ট ফল ফলে ?

অনন্যগামিনী পুংসাং কীর্ত্তিরেকা পতিব্রতা।

পুরুষের একমাত্র কীর্ত্তিই পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় জীবনে মরণে অনুগমন করে।

অনবসরে যাচিতমিতি সৎপাত্রমপি কুপ্যতে দাতা।

সৎপাত্রও যদি অসময়ে যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে দাতা কুপিত হন।

অনিযুক্তেঽপি চ ব্রূয়াদ্ যদীচ্ছেৎ স্বামিনো হিতম্।

প্রভুর হিত ইচ্ছা করিলে আদিষ্ট না হইয়াও তাঁহার হিতকর কথা বলিবে।

অনুকূলেঽপি কলত্রে নীচঃ পরদারলম্পটো ভবতি।

নীচপ্রকৃতি ব্যক্তি অনুকূলা পত্নীসত্ত্বেও পরদারগামী হয়।

অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্।

বৃক্ষ স্বীয় মস্তকে তীব্র উত্তাপ সহ্য করিয়াও আশ্রিত পথিকের আতপক্লেশ নিবারণ করে। ভাবার্থ—মহৎ ব্যক্তি নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও আশ্রিত ব্যক্তির ক্লেশ দূর করিয়া থাকেন।

অনুসৃত্য সতাং বর্ত্ম যৎস্বল্পমপি তদ্বহু।

সাধুদিগের পথ অবলম্বন করিয়া স্বল্প লাভ করিলেও তাহা বহু ফলপ্রদ হয়।

অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী।

সিংহ মেঘগর্জ্জন শুনিলে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে, কিন্তু শৃগালের ডাকে সাড়া দেয় না।

অন্তঃসারবিহীনানামুপদেশো ন বিদ্যতে।

অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিবার কিছুই নাই।

অন্নচিন্তা চমৎকারা

দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ।
অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ॥

একদা কবি কালিদাস গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজসভায় যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী বলিলেন, আজ গৃহে তণ্ডুল নাই। কালিদাস ভাবিতে ভাবিতে রাজসভায় গমন করিলেন। সে দিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে যে সকল সমস্যা পূরণ করিতে বলিলেন, কালিদাস তাহার কোনটিই পূরণ করিতে পারিলেন না। তখন বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালিদাস বলিলেন, দরিদ্রের গুণসমূহ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় থাকে; অর্থাৎ তাহার স্ফুরণ হয় না; অন্নচিন্তা চমৎকার; সে চিন্তায় যে কাতর, তাহার আর কবিতাশক্তি কিরূপে বিকশিত হইবে ?

অন্নমূলং বলং পুংসাং

অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম্।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ বলঞ্চ কুশলো ভিষক্॥

পুরুষের বল অন্নমূলক অর্থাৎ অন্ন দ্বারাই বল সংরক্ষিত হয়, এবং প্রাণ বলমূলক অর্থাৎ বল দ্বারাই প্রাণ রক্ষিত হয়; অতএব সযত্নে বল রক্ষা করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

অন্যে পরে কা কথা

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণী-ভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ-বিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥

যিনি সূর্য্যবংশে উদ্ভূত, রাজরাজেশ্বর দশরথ যাঁহার জনক, সত্যপরায়ণা সীতা যাঁহার সহধর্ম্মিণী, লক্ষ্মণ যাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যাঁহার ভুজবল জগতে অতুলনীয়, এবং যিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিষ্ণুর অবতার, সেই রামচন্দ্রও যখন বিধাতা কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, তখন অন্যে যে হইবে, তাহার আর বেশী কথা কি ?

অপরঞ্চ কিং ভবিষ্যতি

ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতীতীরে অপরঞ্চ কিং ভবিষ্যতি॥

একদা জ্যোতিষশাস্ত্র-বিশারদ কোন ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে একটি মৃতের মস্তক দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার ললাটলিপি পাঠ করিয়া দেখিলেন তাহাতে লিখিত আছে, "ইহার ভোজন যেখানে সেখানে, শয়ন হাটের চালায়, মরণ গোমতীতীরে অর্থাৎ গোভাগাড়ে হইবে, এবং ইহার পরে আরও যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে।" ইহা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এ ব্যক্তির যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, এখন এই শেষ মাথাটার আবার কি পরিণাম ঘটিতে পারে ? কৌতূহলাক্রান্ত ব্রাহ্মণ তখন ইহার পরীক্ষার জন্য মাথাটিকে লইয়া গৃহে আসিলেন, এবং একটা হাঁড়ীর মধ্যে পুরিয়া এক গুপ্তস্থানে তাহা রাখিয়া দিলেন। করোটির কোন ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল কিনা তাহা জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গোপনে হাঁড়ী খুলিয়া দেখিতেন। ইহাতে সন্দেহ হওয়ায় একদিন তাঁহার পত্নী হাঁড়ী খুলিয়া ঐ মাথাটা দেখিতে পাইল, এবং দেখিয়া ভাবিল, 'এ নিশ্চয়ই আমার স্বামীর প্রণয়পাত্রী ছিল; মৃত্যুর পরও উহাকে ভুলিতে না পারায় স্বামী ইহার মাথাটিকে আনিয়া ঘরের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, ইহার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে হইবে। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী হিংসাবশে মাথাটিকে চূর্ণ করিল, এবং সেই চূর্ণগুলি লইয়া বিষ্ঠা মধ্যে নিক্ষেপ করিল। পরে এই ঘটনা প্রকাশ পাইলে ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার ভাগ্যে যে 'অপরঞ্চ কিং ভবিষ্যতি' অর্থাৎ পরে আবার কি হইবে লেখা ছিল, তাহা এই।

অপ্রকটীকৃতশক্তিঃ শক্তোঽপি জন-তিরস্ক্রিয়াং লভতে।

সমর্থ ব্যক্তিও যদি নিজশক্তি প্রকাশ না করে, তাহা হইলে সে লোকের নিকট নিগ্রহ ভোগ করে।

অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।

অপ্রিয় হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ; অর্থাৎ কেহই এরূপ বাক্য বলিতে বা শুনিতে চায় না।

অমৃতং প্রিয়দর্শনম্।

প্রিয়ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ অমৃতের ন্যায় মধুর।

অমৃতং বালভাষিতং।

শিশুর কথাবার্ত্তা বড় শ্রুতিমধুর। তাহারা অসঙ্গত কথা বলিলেও তাহাতে বিরক্তি জন্মে না।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া।
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে বিধাতঃ ! তুমি আমার অদৃষ্টে অন্য যত প্রকার দুঃখ দিতে পার দাও, কিন্তু অরসিক লোকের কাছে রসের নিবেদনরূপ দুঃখ আমার অদৃষ্টে লিখিও না লিখিও না।

অর্থস্য পুরুষো দাসঃ

অর্থস্য পুরুষো দাসো
দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ
বদ্ধশ্চার্থেন কৌরবৈঃ॥ (বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥) ইতি পাঠান্তরম্।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! মানব অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে; ইহা অতি সত্য বাক্য বলিয়া জানিবে। কারণ এই দেখ, কৌরবেরা আমাকে অর্থ দ্বারাই বশীভূত করিয়াছে।

অর্থাতুরাণাং ন গুরুর্ন বন্ধুঃ।

অর্থগৃধ্নু লোকের গুরু বা বন্ধু কেহই নাই।

অর্থেন সর্বে বশাঃ

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাব
ন সম্ভ ষতে
ভৃত্যাঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা
চ নালিঃ ;ত।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমা ঃ
হৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জয় শৃণু সখে অর্থেন সর্বে
ব ঃ॥

অর্থ না থাকিলে মাতা নিন্দা ক ন, পিতা রুষ্ট হন, ভ্রাতা সম্ভাষণ কে না, ভৃত্য ক্রোধ প্রকাশ করে, পুত্র অবাধ্য হয়, পত্নী আলিঙ্গন করে না, এবং বন্ধুবান্ধব পাছে কিছু প্রার্থনা করে এই ভয়ে অ াপ করে না ; অতএব ভাই ! অর্থ উপার্জন কর, অর্থের দ্বারা সকলেই বশীভূত হয়।

অর্দ্ধো ঘটো ঘোষমুপৈতি নূনম্।

কলস অর্দ্ধপূর্ণ হইলেই শব্দ ক ।।

ভাবার্থ—অল্পবিত্ত ব্যক্তি বাচাল হয়।

অশ্ন তে স হি কল্যাণং ব্যসনে যো ন মুহ্যতি

যে ব্যক্তি বিপদে মুহ্যমান হয় না সে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়।

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥

দ্বিজগণ সন্তোষশূন্য হইলে বিনষ্ট হন, রাজারা সর্বদা সন্তোষপরায়ণ হইলে বিনষ্ট হন, বেশ্যারা লজ্জাশীলা হইলে তাহাদের আদর হয় না, এবং কুলা লজ্জাহীনা হইলে নিন্দিতা হন।

অসারে খলু সংসারে

অসারে খলু সংসারে
সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ
গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥

অসার সংসারে কাশীবাস, সাধুসঙ্গ গঙ্গোদকপান এবং পরমেশ্বরের সেবা, এ চারিটাই সার কার্য্য।

অসারে খলু সংসারে

সারং শ্বশুরমন্দিরং।
হিমালয়ে হরঃ শেতে
হরিঃ শেতে মহোদধৌ॥

অসার সংসারে শ্বশুর গৃহই সারবস্তু এইজন্য মহাদেব হিমালয়ে ও নারায় মহার্ণবে অবস্থান করেন [পার্বতীর পিত হিমালয় এবং কমলার উৎপত্তিস্থান সমুদ্র]।

অহিংসা পরমো ধর্মঃ

অহিংসা পরমো ধর্ম ইত্যেবং পরমা মতিঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যেবং কবয়ো বিদুঃ।

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অহিংসা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং অহিংসাই শ্রেষ্ঠ দান।

আতুরে নিয়মো নাস্তি

আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈ চ।
কুলাচাররতে চৈব এষ ধর্মঃ সনাতনঃ

আতুর অবস্থায় নিয়মপালনের ব বাধ্য- কতা নাই এবং বালক ও বৃদ্ধকেও নি মের অধীন হইতে হয় না ; আর যাঁহারা কুলা- চারনিষ্ঠ, তাঁহাদেরও নিয়ম পাল- না করিলে চলে, ইহা শাশ্বত ধর্ম।

আত্মবন্মন্যতে জগৎ

আশ্রমাভ্যাগতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো ধ্যেঃ সু ঃ।
তপস্বিনস্তু তা মেনে আত্মবন্মন্যতে জগ ॥

লোমপাদ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আ য়ন নিমিত্ত বেশ্যাদিগকে প্রেরণ করি ন, বেশ্যাগণ যখন ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে উপ ত হইল, তখন স্ত্রীপুংভেদজ্ঞানরহিত ঋষ্য ঙ্গ তাহাদিগকে তপস্বী বলিয়া মনে করি া- ছিলেন। যে যেরূপ ব্যক্তি, সে জগৎ র সকল লোককেই সেইরূপ জ্ঞান করে।

আত্মানং সততং রক্ষেৎ

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥

বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ন সঞ্চয় করিবে ; ধনের দ্বারা স্ত্রীকে র া করিবে ; এবং স্ত্রীর দ্বারা বা ধনের দ্বা া সর্বদা আত্মরক্ষা করিবে।

আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে
গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে
আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

বংশের মঙ্গলের জন্য এক ব্যক্তিকে ত্যা করিবে, গ্রামের মঙ্গলের জন্য বংশকে ত্যাগ করিবে ; দেশের মঙ্গলের জন্য গ্রা কেও ত্যাগ করিবে ; এবং নিজের জীব রক্ষার জন্য পৃথিবীকেও পরিত্যাগ করিবে

আয়ুর্মর্মাণি রক্ষতি

নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আয়ুর্মর্মাণি রক্ষতি॥

অতল জলতলে ডুবিলেও, পর্বতশিখর হইতে পতিত হইলেও এবং তক্ষকে দংশন করিলেও আয়ু মর্মকে রক্ষা করে, অর্থাৎ আয়ু থাকিলে মৃত্যু হয় না।

আয়ুর্যাতি দিনে দিনে

লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্তাং শরীরে কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকম্ আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥

লোকে জিজ্ঞাসা করে "তোমার শারীরিক মঙ্গল ত ?" কিন্তু আমাদিগের মঙ্গল কোথায় ; যেহেতু দিন দিন আমাদের [illegible]।

আরব্ধে হি সুদুষ্করেঽপি মহতাং মধ্যে বিরা
কু

মহৎ ব্যক্তি যে কার্য্য আরম্ভ করেন, ত অতি দুষ্কর হইলেও মধ্যে বিরত হন কার্য্য শেষ করিয়া তবে ক্ষান্ত হন।

আর্জবং হি কুটিলেষু ন নীতিঃ।

কুটিল ব্যক্তির প্রতি সরল ব্যবহার নি য়। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

আশ্লিষ্টো মহাসর্পৈশ্চন্দনো কিং বিষায়তে

বৃহৎকায় সর্পগণের দ্বারা বেষ্টিত থা লেও চন্দন কি বিষত্ব প্রাপ্ত হয় ? তা —সাধু যেখানেই থাকুন না, তিনি স থাকেন।

আশা বৈতরণী নদী

ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা আশা বৈতরণী ন
বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ সন্তোষো নন্দনং বন

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এক সময়ে রাজ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে বলিয়াছিলেন, মান ক্রোধ কৃতান্তসদৃশ, আশা বৈতরণী ন ন্যায় অপার, বিদ্যা কামধেনু তুল্য, সন্তোষ স্বর্গের নন্দনকাননের ন্যায় সুখক

আসমুদ্র-করগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ

তব তম্বি কুচাবেতৌ
নিয়তৌ চক্রবর্তিনৌ।
আসমুদ্র-করগ্রাহী ভবান্
যত্র করপ্রদঃ

রাজা বিক্রমাদিত্যের একটী রক্ষি ছিল। কালিদাসও গোপনে তথায় যাতায় করিতেন। একদা কালিদাস ঐ না গৃহে উপস্থিত আছেন, এমন সময় রা তথায় আসিলেন। কালিদাস ভয়ে পাল নিম্নে লুক্কায়িত হইলেন। রাজা স্ত্রীলোকটি সম্বোধন করিয়া উক্ত শ্লোকের প্রথম চ বলিলেন। কালিদাসের প্রতি দেবী সরস্ব অভিশাপ ছিল যে, তিনি কোন শ্লোক অর্দ্ধাংশ শুনিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তা পূরণ করিতে হইবে ; নচেৎ তাঁহার মৃ অবধারিত। অগত্যা কালিদাস পালং নিম্ন হইতেই শ্লোকের অপর অর্দ্ধাংশ পূ করিয়া দিলেন। শ্লোকটির অর্থ এই রাজা বলিলেন, হে সুন্দরি, তোমার কু যুগল সর্বদা রাজচক্রবর্তীর ন্যায় উন্নত কালিদাস বলিলেন, না হইবেই বা কেন তুমি সম্রাট—আসমুদ্র পৃথিবীর লো তোমাকে কর (রাজস্ব) দেয় ;" সে তুমিই ঐ নারীর কুচযুগলে কর (হস্ত দাও ; সুতরাং উহা রাজচক্রবর্তীর ন্যা উন্নত না হইবে কেন ?

আহুঃ সপ্তপদী মৈত্রী।

যাহার সহিত একত্র সাত পা গমন কর যায় তাহার সহিত মিত্রতা হয়।

ইন্দ্রোঽপি লঘুতাং যাতি স্বয়ংপ্রখ্যাপিতৈ-
গুণৈঃ।
ইন্দ্রও যদি নিজের গুণ নিজে খ্যাপন করেন, তবে তিনিও লঘুত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করে।

উ

উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ।
মানবগণ স্বভাবতই উৎসবপ্রিয়।

উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।
উদারহৃদয় ব্যক্তিগণের সমগ্র পৃথিবীই আত্মীয়।

উদিতে তু সহস্রাংশৌ ন খদ্যোতো ন চন্দ্রমাঃ।
সূর্য্য উদিত হইলে তখন খদ্যোত বা চন্দ্র সকলেরই জ্যোতি ম্লান হইয়া যায়, এবং তাহাদের আর কোন প্রয়োজনই থাকে না।

উদিতে পরমানন্দে ন ত্বং নাহং ন বৈ জগৎ।
ব্রহ্মানন্দের উদয় হইলে তখন আর তুমি, আমি বা জগৎ, কিছুই ভেদজ্ঞান থাকে না।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥
যে পুরুষ উদ্যোগী, লক্ষ্মী তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে, এই কথা কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে। অতএব স্বীয় শক্তি দ্বারা দৈবকে দূর করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর। সবিশেষ যত্ন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে আর দোষ কি?

উদ্বাহুরিব বামনঃ
মন্দঃ কবিযশঃ-প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥
মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে কীর্ত্তনের পূর্ব্বে স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন, দীর্ঘাকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক লভ্য অর্থাৎ বৃক্ষের উন্নত শাখাস্থিত ফলের লোভে বামন হাত বাড়াইলে লোকে যেমন তাহাকে উপহাস করে, তদ্রূপ আমি মূঢ় হইয়াও কবিযশঃ-প্রার্থী হওয়ায় লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইব।

উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।
মূর্খকে উপদেশ দিলে তাহাতে তাহার ক্রোধের উদয় হয়, সে শান্ত হয় না।

উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করম্।
কয়লা উষ্ণ থাকিলে হাত পুড়াইয়া দেয়, এবং শীতল থাকিলে হাত ময়লা করে।
ভাবার্থ—নীচ ব্যক্তি শত্রু হইলে অনিষ্ট করে, মিত্র হইলে লোকনিন্দা হয়।

ঋ

ঋদ্ধিশ্চিত্তবিকারিণী।
সম্পৎ চিত্তের বিকার আনয়ন করে।

এ

এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে
অপাত্রঃ পাত্রতাং যাতি
যত্র পাত্রো ন বিদ্যতে।
নিরস্তপাদপে দেশে
এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে॥
যেস্থানে গুণী ব্যক্তি নাই, সেস্থানে নির্গুণ ব্যক্তিও গুণবান্ বলিয়া পূজিত হয়; যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ড বৃক্ষও বৃক্ষমধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

ক

কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্।
প্রিয়ভাষী ব্যক্তির কেহই শত্রু হয় না।

কঃ প্রাজ্ঞো বাঞ্ছতি স্নেহং বেশ্যাসু সিকতাসু চ।
কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি বেশ্যাতে ও বালুকাতে স্নেহ পাইতে ইচ্ছা করে? অর্থাৎ বেশ্যাতে ও বালুকাতে স্নেহ রস কিছুমাত্র নাই।

কণশঃ ক্ষণশশ্চৈব বিদ্যামর্থং চ সাধয়েৎ।
একটু একটু করিয়া এবং বহু সময় ব্যাপিয়া বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিবে।

কন্যা নাম মহদ্দুঃখং ধিগহো মহতামপি।
কন্যা জন্মিলে মহৎ ব্যক্তিগণকেও সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

কপালমূলং খলু সর্ব্বদুঃখম্
কিংবা স্বয়ম্ভুঃ শিবশক্তিবিষ্ণুঃ
কপালদুঃখং ন করোতি দূরম্।
স্বকর্ম্মভোগং কুরুতে হি জীবঃ
কপালমূলং খলু সর্ব্বদুঃখম্॥
কি বিরিঞ্চি, কি শিব, কি শক্তি, কি বিষ্ণু কেহই অদৃষ্টের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ নহেন; জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং অদৃষ্টই সকলের মূল।

কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ
কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণমন্বগাৎ॥
বুদ্ধি কর্ম্মের বশীভূত হয়, কিন্তু কর্ম্ম বুদ্ধির বশীভূত হয় না; যেহেতু রামচন্দ্র বুদ্ধিমান্ হইয়াও স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কস্য নাভ্যুদয়ে হেতুর্ভবেৎ সাধুসমাগমঃ।
সাধুর সহিত মিলন কাহার উন্নতির হেতু না হয়?

কা কস্য পরিদেবনা
একবৃক্ষে যথা রাত্রৌ নানা-পক্ষিসমাগমঃ।
প্রভাতে তু দিশো যান্তি কা কস্য
পরিদেবনা॥
রাত্রিকালে নানা পক্ষী এক বৃক্ষে আসিয়া বাস করে, কিন্তু রজনী প্রভাত হইলেই তাহারা নানাদিকে চলিয়া যায়; অতএব কাহার প্রতি কি বেদনা?

কা কস্য পরিবেদনা
কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়ঃপ্রাণৈর্ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥
মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ কাহার? যখন এই দেহের সহিতই প্রাণের কোন সম্পর্ক নাই, তখন অন্যের সহিত কি সম্পর্ক থাকিতে পারে?

কা চিন্তা মরণে রণে
যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥
যদি শ্রীহরির চরণ চিন্তা করা যায়, এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, বিষম বা দুর্গম স্থানে এবং মৃত্যুতে বা সংগ্রামস্থলে চিন্তা কি?

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
কে তোমার স্ত্রী এবং কে তোমার পুত্র? এই সংসারের ব্যাপার অতিশয় বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ, হে ভ্রাতঃ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর।

কান্তা রূপবতী শত্রুঃ।
রূপবতী ভার্য্যা শত্রুতুল্য। কারণ তজ্জন্য অনেক বিপদে পতিত হইতে হয়।

কামক্রোধৌ হি বিপ্রাণাং মোক্ষদ্বারার্গলাবুভৌ।
কাম ও ক্রোধ এই দুইটী ব্রাহ্মণের মুক্তিদ্বারের অর্গলস্বরূপ।

কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা।
কামার্ত্ত ব্যক্তিদিগের ভয় বা লজ্জা কিছুই থাকে না।

কামিনস্তু কুতো বিদ্যা?
কামাতুর ব্যক্তির বিদ্যালাভ সুদূরপরাহত।

কার্য্যান্তে তে চ শষ্পবৎ।
কার্য্যসাধক বস্তুসমূহ কার্য্যশেষে তৃণের ন্যায় পরিত্যক্ত হয়।

কালস্য কুটিলা গতিঃ
যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥
যে পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠাগত না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্পন্দ না হয়, চি-

পর্য্যন্ত চিকিৎসা করাইবে ; কারণ কালের গতি অতিশয় কুটিল, অর্থাৎ কালচক্রে কখন কি ঘটে বলিতে পারা যায় না।

কালে দত্তং বরং হ্যল্পমকালে বহুনাপি কিম্।

সময়ে অল্প দেওয়াও ভাল, কিন্তু অসময়ে বহু দিলেও কোন ফল হয় না।

কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ।

তীর্থের ফল কালক্রমে ফলে, কিন্তু সাধুসমাগমের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়।

কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

অনন্ত কাল এবং বিশাল পৃথিবী রহিয়াছে।

কাশ্মীরজস্য কটুতাপি নিতান্তরম্যা।

কুঙ্কুমের কটুত্বগুণ থাকিলেও উহা সাতিশয় রমণীয়।

কিং কিং করোতি ন নিরর্গলতাং গতা স্ত্রী।

স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে সে কি না করিতে পারে? অর্থাৎ সে সকল কাজই করিতে পারে।

কিং জীবিতেন পুরুষস্য নিরক্ষরেণ।

মূর্খ পুরুষের জীবন ধারণ নিষ্ফল।

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

বকরূপী ধর্ম্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এ সংসারে আশ্চর্য্য কি? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, প্রত্যহই শত শত জীব যমালয়ে গমন করিতেছে; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহারা ইহা দেখিয়া আপনাদিগকে অমর বলিয়া মনে করিতেছ; অতএব ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি থাকিতে পারে?

কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

সুন্দরকায় লোকের অঙ্গে সামান্য বস্তুও অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পায়।

কিমিবাস্তি যন্ন সুকরং মনস্বিভিঃ।

এমন কোন্ কাজ আছে যাহা মনস্বী ব্যক্তির নিকট সুকর নহে?

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

চিত্ত, বিত্ত অর্থাৎ ধন, জীবন এবং যৌবন এ সমস্তই চঞ্চল অর্থাৎ অস্থায়ী; কিন্তু কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি চিরজীবী অর্থাৎ তিনি জীবন ত্যাগ করিলেও জীবিত বলিয়া গণ্য।

কুকর্ম্মান্তং যশো নৃণাম্।

মানুষের যশের সীমা কুকর্ম্ম পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কুকর্ম্ম করিলেই সকল যশ নষ্ট হইয়া যায়।

কুতো বিদ্যার্থিনঃ সুখম্।

বিদ্যাশিক্ষার্থী লোকের সুখ কোথায়? সুখভোগের চেষ্টা করিলে বিদ্যা হয় না।

কুপুত্রমাসাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ।

কুপুত্র হইলে তাহার নিকট জলপিণ্ড লাভের আশা নাই।

কুপুত্রেণ কুলং যথা

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥

বনে একটীমাত্র কুবৃক্ষ থাকিলে তাহার কোটরজাত বহ্নি দ্বারা যেমন সমগ্র বন ভস্মীভূত হয়, তেমনই বংশের মধ্যে একটী মাত্র কুপুত্র জন্মিলে তাহার দোষে সমস্ত বংশ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুবাক্যান্তং চ সৌহৃদম্।

বন্ধুত্বের সীমা কুবাক্য পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কুবাক্য বলিলেই বন্ধুত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

কুবৃত্তে কো ন পণ্ডিতঃ।

কুকর্ম্মে কে পণ্ডিত নয়? অর্থাৎ কুকর্ম্ম সাধন করিতে সকলেই পটু হইতে পারে।

কুভোজ্যেন দিনং নষ্টম্।

কুখাদ্য ভোজন করিলে তজ্জন্য সেই দিনটাই নানা অসুখে নষ্ট হইয়া যায়।

কুরহস্যসহায়ে হি ভৃত্যো ভৃত্যায়তে প্রভুঃ।

প্রভু যদি ভৃত্যকে আপনার কুকার্য্যের সহায়স্বরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি ভৃত্যের নিকট আর প্রভু থাকেন না, ভৃত্যের মতই হইয়া যান।

কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্

না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥

কর্ম্মের ভোগ না হইলে শতকোটি কল্পেও তাহার ক্ষয় হয় না। জীবগণ শুভ বা অশুভ যেরূপ কর্ম্মই করুক, অবশ্যই তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়।

কো ন যাতি বশং লোকঃ মুখে পিণ্ডেন পূরিতঃ।

মুখে অন্ন তুলিয়া দিলে কোন্ ব্যক্তি না বশীভূত হয়।

কো বা দুর্জ্জনবাগুরাসু পতিতঃ
ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্।

দুর্জ্জনের কৌশলজালে পতিত হইয়া কোন্ ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে অব্যাহতি পায়?

ক গতা মথুরাপুরী

যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
নসদিদং জগদিত্যবধারয়॥

যদুপতির অধিকৃত মথুরাপুরী এখন কোথায়? রামচন্দ্রের পালিত অযোধ্যারই বা এখন কি দশা হইয়াছে? এই সকল চিন্তা করিয়া মন স্থির কর, এবং 'এই জগৎ নশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিও।

কথিত আছে, রূপ গোস্বামীর ভ্রাতা সনাতন এক ব্রাহ্মণের ভূমিহরণে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনবাসী রূপের নিকট গিয়া অভিযোগ করেন। তাহাতে রূপ ভ্রাতাকে য দু ই ন এই চারিটী অক্ষর লিখিয়া পাঠাইলে সনাতন ঐ চারিটী অক্ষর দ্বারা উক্ত কবিতাটী রচনা করেন, এবং কবিতার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া ভূমি হরণ-বাসনা পরিত্যাগ করেন।

ক্ষময়া কিং ন সিধ্যতি?

ক্ষমা দ্বারা কোন্ কার্য্য সিদ্ধ না হয়?

ক্ষারং পিবতি পয়োধের্বর্ষত্যম্ভোধরো মধুরমম্ভঃ।

মেঘ সমুদ্রের লোনা জল পান করিয়া মধুর জলধারা দান করে। সজ্জনের স্বভাবই এই।

ক্ষিতিতলে কিং জন্ম কীর্ত্তিং বিনা।

কীর্ত্তি ব্যতীত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই বৃথা, অর্থাৎ যে পৃথিবীতে আসিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে না পারে তাহার জন্ম বিফল।

ক্ষীণে কস্যাস্তি সৌহৃদম্

বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি সৌহৃদম্॥

অগ্নি যখন বন দহনে প্রবৃত্ত হয়, তখন বায়ু তাহার বন্ধুস্বরূপ হইয়া তাহার সাহায্য করে; আবার সেই বায়ুই প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। অতএব ক্ষীণ হইলে কাহারও সৌহৃদ থাকে না।

খণ্ডিতা এব শোভন্তে বীরাধর-পয়োধরাঃ।

বীরের অঙ্গ, রমণীর অধর ও পয়োধর ক্ষত অবস্থাতেই বেশী শোভা পায়।

গ

গজভুক্তকপিত্থবৎ

আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ।
নির্গচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥

যেমন নারিকেল ফলে কোথা হইতে জল আসে তাহা কেহই জানিতে পারে না, তেমনই লক্ষ্মীও অদৃশ্যভাবে আগমন করেন; গজ কর্ত্তৃক ভক্ষিত কপিত্থফলের বহির্ভাগ ঠিক থাকিলেও ভিতর যেমন অসার, তেমনই লক্ষ্মী যখন চলিয়া যান, তখন বাহির ঠিক থাকে, কিন্তু ভিতর সারশূন্য হইয়া পড়ে। [এখানে গজ শব্দের অর্থ হস্তী নহে,—একপ্রকার ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। উহারা কয়েৎবেলের বৃন্তের নিকটে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া ফলের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক মধ্যস্থ শস্য নিঃশেষে ভক্ষণ করে; ফলটি তখনই শূন্যগর্ভ হইয়া পড়ে]।

গতং ন শোচামি কৃতং ন মন্যে।
গত বিষয়ের জন্য শোক করি না, কৃত কার্য্যকেও মনে করি না।

গতস্য শোচনা নাস্তি
কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাং মতম্॥
পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন মৃত ব্যক্তির আর পুনর্ব্বার মরণ নাই, সেইরূপ কৃত কর্ম্মেরও আর করণ নাই, এবং যে বিষয় গত হইয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা করাও অকর্ত্তব্য।

গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ।
সম্পদ্ গুণানুরাগী, অর্থাৎ গুণ থাকিলে সম্পত্তি আপনা হইতে আসে।

গুণী গুণং বেত্তি
গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ॥
গুণী ব্যক্তিই গুণবানের গুণ বুঝিতে পারে, নির্গুণ তাহা বুঝিতে পারে না; এবং বলবান্ ব্যক্তিই বলীর বল জানিতে পারে, দুর্ব্বল পারে না। কোকিলই বসন্তকালের গুণ বুঝিতে সমর্থ হয়, কিন্তু কাক তাহা বুঝিতে পারে না, এবং হস্তীই সিংহের বল বুঝিতে পারে, মূষিক তাহা কখনও অনুভব করিতে পারে না।

গুণৈর্বিহীনা বহু জল্পয়ন্তি।
নির্গুণ লোকেরাই নানাবিধ কল্পন জল্পনা করে।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে
ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষোঽর্থান্ সমশ্নুতে॥
কেবল গৃহকেই গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীকেই গৃহ বলে; যেহেতু গৃহিণীর সহিত একত্র হইয়া পুরুষ যাবতীয় পুরুষার্থ উপভোগ করিয়া থাকে।

ঘ

ঘনাম্বুনা রাজপথে হি পিচ্ছিলে
কচিদ্ বুধৈরপ্যপথেন গম্যতে?
বৃষ্টিজলে রাজপথ পিচ্ছিল হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তি কি অপথে গমন করেন?

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥
সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হয়; সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতেছে।

চাণ্ডালোঽপি নরঃ পূজ্যঃ যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্।
প্রভূত ধনশালী হইলে চণ্ডালও জনসমাজে সম্মানিত হয়।

চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াং চ সাধূনামেকরূপতা।
সাধুদিগের মনে বাক্যে ও কাজে এক।

চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং
চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং বস্ত্রাণামাতপো জ্বরঃ॥
অসৌভাগ্যং জ্বরঃ স্ত্রীণামশ্বানাং মৈথুনং জ্বরঃ।
চিন্তা মনুষ্যের জ্বরস্বরূপ, রৌদ্র বস্ত্রের জ্বরের সদৃশ, দুর্ভাগ্য নারীজাতির জ্বরতুল্য, এবং মৈথুন ঘোটকের জ্বরের ন্যায়।

ছ

ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি
ক্ষতে প্রহারা নিপতন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধনক্ষয়ে মূর্চ্ছতি জাঠরাগ্নিঃ।
আপৎসু বৈরাণি সমুদ্ভবন্তি
ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি॥
ক্ষত স্থানেই প্রহারসকল পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া থাকে; ধন নাশ পাইয়া দারিদ্র্য দশা উপস্থিত হইলেই ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়; আপৎ কালে নানা প্রকার শত্রুতা উৎপন্ন হয়; ছিদ্র পাইলেই অনর্থসকল বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

জ

জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ
আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।
বেদবিদ্ ব্রাহ্মণও যদি আততায়ী হইয়া হননার্থ আগমন করে, তবে তাহাকেও বধ করিবে, ইহাতে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিবে না।

জিতক্রোধেন সর্ব্বং হি জগদেতদ্ বিজীয়তে।
যে ক্রোধ জয় করিয়াছে সে এই জগৎকে জয় করিয়াছে।

জ্ঞানস্যাভরণং ক্ষমা।
ক্ষমা জ্ঞানের আভরণস্বরূপ।

ত

তক্রান্তং খলু ভোজনম্।
ভোজন তক্রান্ত হওয়া অর্থাৎ ভোজনের শেষ সময়ে ঘোল খাওয়া ভাল।

তত্র মৌনং হি শোভনম্
ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং
কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তার
তত্র মৌনং হি শোভনম্॥
কোকিলেরা বর্ষাকালে নীরব থাকে এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কবি বলিতেছেন, কোকিলেরা যে বর্ষাকালে মৌনভাব ধারণ করে, ইহা খুব ভাল কাজ করে, কারণ যে সময়ে ভেকগণ বক্তা হয়, সে সময়ে কোকিলের নীরব থাকাই শোভা পায়।

তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ
কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥
কাকের চঞ্চু যদি স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হয়, চরণদ্বয় মাণিক্যবিজড়িত হয়, এবং এক একটা পালকে যদি গজমতি মুক্তা থাকে, তথাপি সে কাকই থাকে, কখনও রাজহংস হইতে পারে না।

তদ্বৃষ্টং যন্ন দীয়তে
দ্বিজায় দত্ত্বা পাদুকে শতবর্ষীয়জর্জ্জরা।
তৎফলাদশ্বলাভো মে তদ্বৃষ্টং যন্ন দীয়তে॥
একদা কালিদাস কোন স্থানে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ নগ্নপদে তপ্তবালুকাপূর্ণ পথ অতিক্রম করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। ইহা দেখিয়া কালিদাস স্বীয় পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পরে কিছুদূর যাইলে তিনি এক অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে পথের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এক ব্রাহ্মণকে আমার বহুদিনের জীর্ণ পাদুকা প্রদান করিয়া তাহার ফলে এক অশ্বলাভ করিয়াছিলাম, এবং তদারোহণে আমি এস্থানে উপনীত হইয়াছি। অতএব আমি দেখিতেছি, যাহা দান করা না হয়, তাহাই নষ্ট হয়।

তস্য তদেব মধুরং যস্য মনো যত্র সংলগ্নম্।
যাহার মন যাহাতে অনুরক্ত, তাহার নিকট সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর।

তিষ্ঠত্যেকাং নিশাং চন্দ্রঃ শ্রীমান্ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
চন্দ্র পূর্ণ জ্যোতিঃশালী এবং ষোড়শকলাবিশিষ্ট হইয়া এক রাত্রিমাত্র থাকে।
ভাবার্থ—সুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী নয়।

তৃণবন্মন্যতে জগৎ
অবংশো পতিতো রাজা মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ।
হীনবংশজাত ব্যক্তি যদি রাজপদ পায়, মূর্খের পুত্র পণ্ডিত হয়, এবং দরিদ্র ব্যক্তি যদি সহসা প্রচুর ধন পায়, তাহা হইলে তাহারা জগৎকে তৃণের ন্যায় মনে করে।

তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ
নিঃস্বো বষ্টিশতং শতী দশশতং

লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং
ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং
সুরপতি র্ব্রাহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং
তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

দরিদ্র ব্যক্তি প্রথমে শত মুদ্রা পাইতে ইচ্ছা করে। যদি সে শত মুদ্রা পায়, তবে অতঃপর সে সহস্র মুদ্রা পাইতে অভিলাষী হয়। তাহাও পাইলে তখন সে লক্ষ মুদ্রা চায়। লক্ষপতি হইলে আবার সে রাজা হইতে ইচ্ছা করে। রাজা হইলে তখন পুনর্ব্বার সে সম্রাট্ হইবার বাঞ্ছা করে। যদি সম্রাট্ হয়, তাহা হইলে সে ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে, ইন্দ্র হইলে তখন আবার ব্রহ্মত্ব লাভের বাঞ্ছা হয়। ব্রহ্মত্ব পাইলে বিষ্ণুপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং বিষ্ণুপদ লব্ধ হইলে তখন আবার শিবত্বকে অভিলাষ করে। এইরূপে আশা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। অতএব তৃষ্ণার শেষ সীমাতে কেহই গমন করিতে পারে না, অর্থাৎ কাহারও আশা নিবৃত্ত হয় না।

তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে।

দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই জীর্ণ হইয়া আইসে, কেবল একমাত্র বাসনাই চিরদিন নূতন থাকে।

তে চাপি প্রলয়ং গতাঃ

সুকৃতান্যপি কর্ম্মাণি রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
অথ তান্যেব কর্ম্মাণি তে চাপি প্রলয়ং গতাঃ॥

সগরাদি কত কত রাজা সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম এবং সেই সকল নরপতিও তিরোহিত হইয়াছেন; সুতরাং সংসার অনিত্য।

তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।

তেজস্বী ব্যক্তির বয়স বিবেচিত হয় না।

তেষাং বারাণসী গতিঃ

মাতাপিতৃপরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষামন্যগতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥

মাতা পিতা এবং বন্ধুবান্ধবগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং যাহাদের আর অন্য কোন উপায় নাই, তাহাদের কাশীধামই একমাত্র উপায়।

তে হি নো দিবসা গতাঃ

জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ॥

সীতানির্ব্বাসনের পূর্ব্বক্ষণে রামচন্দ্র অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, পিতা বিদ্যমানে আমাদের শুভ পরিণয়োৎসবকালে জননীগণ কত আনন্দ চিন্তা করিয়াছিলেন। আমাদের সে আনন্দের দিন চলিয়া গিয়াছে।

দ

দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ।
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ॥

জলের দ্বারা অগ্নিকে শান্ত করা যায়; ছত্রের দ্বারা বৃষ্টি এবং রৌদ্র নিবারণ করা যায়; শাণিত অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে দমন করা যায়, এবং দণ্ডাঘাতে গো এবং গর্দ্দভকে শাসন করা যাইতে পারে।

দারিদ্র্যদোষেণ করোতি পাপম্।

দারিদ্র্যবশতঃ লোকে পাপ কার্য্য করিয়া থাকে।

দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

বহু গুণের মধ্যে একটি মাত্র দোষ থাকিলে তাহা সেই গুণসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ তখন তাহার সে দোষ কেহই দেখিতে পায় না, ইহা যে কবি বলিয়াছেন তিনি জানেন না যে, একমাত্র দারিদ্র্য দোষে যাবতীয় গুণই নষ্ট হইয়া যায়।

দারক্লুতো মুরারিঃ

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা বসতি জলধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥

কোন রাজা জনৈক কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীহরি কাষ্ঠময় হইয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন কেন? কবি এতদুত্তরে বলিয়াছিলেন, শ্রীহরির এক পত্নী সরস্বতী, তিনি স্বভাবতই মুখরা; অন্য ভার্য্যা লক্ষ্মী, তিনি চঞ্চলা; একমাত্র পুত্র মদন, তিনি অবাধ্য; নিজে সমুদ্রমধ্যে সর্পশয্যায় শয়ান, এবং সর্পভুক্ গরুড় বাহন; নিজ গৃহের এই সমস্ত ব্যাপার স্মরণ করিয়া মুরারি মনোদুঃখে কাষ্ঠরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দুরারোহপরিভ্রংশবিনিপাতো হি দারুণঃ।

যাহাতে সহজে আরোহণ দুষ্কর, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হওয়া অত্যন্ত নিদারুণ হয়।

দুর্জ্জনস্তু কুতঃ ক্ষমা।

দুষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে ক্ষমা নাই।

দুর্লভং ভারতে জন্ম মানুষং তত্র দুর্লভম্।

কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম দুর্লভ; তন্মধ্যে আবার মনুষ্যত্ব দুর্লভ।

দেশায় তস্মৈ নমঃ

তেত্তেঃ চন্দনচূতচম্পকবনং রক্ষা চ শাখোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলগণে কাকে চ বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গেন তুরগে খরে চ সমতা কর্পূরকার্পাসয়োরেবং যত্র বিচারণা গুণিগণা দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

মূর্খের নিকট গুণের আদর নাই, এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া কোন কবি বলিতেছেন, যে দেশে চন্দন, আম্র, চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষরাজিকে ছেদন করিয়া সেওড়া গাছকে যত্নসহকারে রক্ষা করা হয়, যে দেশে হংস, ময়ূর এবং কোকিলকে সংহার করিয়া কাকের উপর আদর প্রকাশ করা হয়, যেখানে হস্তী এবং অশ্বের সহিত গর্দ্দভের তুলনা করা হয়, এবং যে দেশে কর্পূর ও কার্পাসে সমজ্ঞান করা হয়, সেই বিচারশূন্য দেশকে নমস্কার।

দেহস্নেহো হি দুস্ত্যজঃ।

দেহের মমতা ত্যাগ অতি দুষ্কর।

দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ

অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈব চ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃপুনঃ॥

অতিথি, বালক, রাজা এবং পত্নী ইহারা আছে কি নাই তাহা বিবেচনা করে না, কেবল দাও দাও ইহাই বলিতে থাকে।

দৈবী বিচিত্রা গতিঃ

কাপ্যেকং বাস্তি কপোতিকাকুলতয়া কান্তোঽথকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপশাণিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি।
ইথং সত্যহিনা স দষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেনাহতঃ
তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং পরিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥

এক বৃক্ষের উপর কপোত ও কপোতী বসিয়াছিল। সহসা তাহারা দেখিল, সেই বৃক্ষমূলে এক ব্যাধ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং উপরে এক শ্যেন পক্ষী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কপোতী কপোতকে বলিল, হে নাথ! অদ্য আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত; কারণ ঐ দেখ বৃক্ষতলে ব্যাধ

আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে শর-যোজনা করিয়াছে এবং আকাশে বাজপক্ষী উড়িতেছে, সুতরাং আমাদের আর জীবন রক্ষার উপায় নাই। কপোতিকা এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় এক সর্প আসিয়া ব্যাধকে দংশন করিল, ব্যাধ তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইল; এই সময়ে তাহার হস্তস্থিত বাণ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বাজপক্ষীকে বিদ্ধ করিল। তখন তাহারা উভয়েই যমালয়ে গমন করিল। অতএব দেখ, দৈবের গতি অতি বিচিত্র।

দোষা বাচ্যা গুরোরপি

কিন্তু রোষপরীতেন গুরুণা জায়তে গুণঃ।
শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা
গুরোরপি॥

গুরু রোষযুক্ত হইলেও তাঁহা হইতে গুণ দর্শে; কিন্তু শত্রুরও গুণ থাকিলে তাহা ব্যক্ত করিবে, এবং গুরুরও দোষ থাকিলে তাহা ব্যক্ত করিবে।

দোষোঽপি গুণতাং যাতি প্রভোর্ভবতি চেৎ
কৃপা।

প্রভুর যদি অনুগ্রহ দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে ভৃত্যের দোষও গুণ হয়।

দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি

কলত্র ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ গোময়েন গৃহস্তথা।
ক্ষারযোগেন বস্ত্রঞ্চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি॥

জল দ্বারা ধৌত করিলেই কল শুদ্ধ হয়; গোময় দ্বারা লেপন করিলেই গৃহ শুদ্ধ হয়; ক্ষার সংযোগ হইলেই বস্ত্র শুদ্ধ হয়; এবং মূল্য দিয়া ক্রয় করিলেই দ্রব্য শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ধ

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধন ও জীবনকে পরহিতের জন্য উৎসর্গ করেন।

ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে।

সত্য কথন দ্বারা ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়।

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ

যাতঃ ক্ষ্মামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতালমূলং বলিঃ
শঙ্খ প্রহবিসর্জ্জনাৎ স চ মুনিঃ স্বর্গং
সমারোপিতঃ।
আবাল্যাদসতী সতী সুরপুরীং কুন্তী সমারোহিৎ।
হা সীতা পতিদেবতাগমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা
গতিঃ॥

বলিরাজ বামনরূপী ভগবান্‌কে সমগ্র ভূমণ্ডল দান করিয়া পাতালে গমন করিলেন, আর শঙ্খনামা মুনি এক প্রস্থ শক্তু দান করিয়া স্বর্গগামী হইলেন; কুন্তী বাল্যকাল হইতে অসতী হইয়াও স্বর্গগামিনী হইলেন, কিন্তু সীতা পতিব্রতা হইয়াও পাতালে গমন করিলেন। অহো, ধর্ম্মের গতি কি সূক্ষ্ম!

ধর্ম্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তং

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥

সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল, মন, যম, দিন, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যাকাল এবং ধর্ম্ম ইহারা মানবের চরিত্র বুঝিতে পারে।

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্

জল্পন্তি পুরুষাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্।
এতজ্জ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি॥

ধরণীপাল মাধব কোন সময়ে সুলোচনা নাম্নী দাসীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইলে দাসী ভয়াকুলচিত্তে বলিয়াছিল, পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, আমি আজ তাহার পরীক্ষা করিব, দেখি আমার ভাগ্যে কি ঘটে।

ধিগাশা সর্ব্বদোষভূঃ।

সকল দোষের আকর আশাকে ধিক্।

ন চ দৈবাৎ পরং বলম্

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো
রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং
বলম্॥

বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, ব্যাধির তুল্য শত্রু নাই, পুত্রস্নেহের তুল্য স্নেহ নাই, এবং দৈববল হইতে বল নাই।

ন কূপখননং কার্য্যং প্রদীপ্তবহ্নিনা গৃহে।

গৃহে আগুন জ্বালিয়া কূপ খনন যুক্তিযুক্ত নয়।

ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।

সাধুদিগের বাক্যের কখন অন্যথা হয় না।

ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ

স্থাতব্যং পঞ্চভিঃ সার্দ্ধং
গন্তব্যং পঞ্চভিঃ সহ।
ভোক্তব্যং পঞ্চভিঃ সার্দ্ধং
ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ।

পাঁচ জনের সঙ্গে একত্র বাস করিবে, পাঁচ জনের সহিত গমন করিবে এবং পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া ভোজন করিবে, কারণ পাঁচজনের সহিত থাকিলে দুঃখ অনুভব করা যায় না।

ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ॥

মাতা কখন পুত্রকে অভিশাপ দেন না; পৃথিবী কখন জীবের দোষগ্রহণ করে না; সাধু ব্যক্তি কখনও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না, এবং দেবতা কখন সৃষ্টি নাশ করেন না।

ন ধর্ম্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।

ধার্ম্মিক ব্যক্তির বয়সের অপেক্ষা থাকে না।

ন নিম্বো মধুরায়তে

শর্করাশতভারেণ নিম্ববৃক্ষ উপার্জ্জিতঃ।
পয়সা সেচিতো নিত্যং ন নিম্বো
মধুরায়তে॥

যদি শতভার চিনি দিয়া নিমগাছ উৎপন্ন করা যায়, এবং তাহার মূলে প্রত্যহ দুগ্ধ সেচন করা যায়, তাহা হইলেও নিম্ব কখন মধুর হয় না।

ন ভূতং ন ভবিষ্যতি

অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥

অন্নদানের তুল্য শ্রেষ্ঠদান আর নাই এবং পরেও হইবে না; যেহেতু সমগ্র চরাচর জগৎ এক অন্ন দ্বারাই পালিত হইতেছে।

ন যযৌ ন তস্থৌ

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥

পার্ব্বতী মহাদেবকে পতিকামনা করিয়া যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন মহাদেব জটিল তপস্বিবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহা পার্ব্বতীর অসহ্য হওয়ায় তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘটনার বর্ণনা উপলক্ষে মহাকবি কালিদাস বলিতেছেন, শৈলরাজতনয়া পার্ব্বতী সহসা সম্মুখে আরাধ্য মহেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া কম্পিত ও রোমাঞ্চিত দেহে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা সেই ভাবেই রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; গমনপথে পর্ব্বত বাধা পড়িলে নদী যেরূপ অগ্রসরও হইতে পারে না, অথচ স্থির হইয়াও থাকিতে পারে না, পার্ব্বতীও সেইরূপ অগ্রসরও হইতে পারিলেন না, এবং তথায় স্থিরভাবে দাঁড়াইতেও পারিলেন না।

নয়ে চ শৌর্য্যে চ বসন্তি সম্পদঃ।

নীতিতে এবং শৌর্য্যে সম্পদ্ অবস্থান করে।

নরঃ প্রত্যুপকারার্থং বিপত্তিমভিবাঞ্ছতি।

প্রকৃত মনুষ্য প্রত্যুপকারের জন্য বিপন্ন হইতেও পশ্চাৎপদ হন না।

নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্

বিদ্যয়া তপসা বাপি দানেন বিনয়েন চ।

পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্ ।

বিদ্যা, তপস্যা, দান, বিনয়, পুত্র, যশঃ এবং জলাশয় খনন দ্বারা মানবের পুণ্য-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নরাণাং মাতুলক্রমঃ

গোরক্ষী সহদেবশ্চ নকুলো হয়রক্ষকঃ।
বৈরাটে কুরুদায়াদৌ নরাণাং মাতুলক্রমঃ ॥

শল্য নৃপতিকে ব্যঙ্গ করিয়া কর্ণ বলিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট-ভবনে থাকিয়া পরসেবা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি তিনজন মহৎকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, আর সহদেব গোরক্ষক এবং নকুল অশ্বপালক হইয়াছিলেন; অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্যদিগের কার্য্য মাতুলের গুণানুসারে হইয়া থাকে।

নলিনীদলগতজলমতিতরলং

নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥

পদ্মপত্রস্থিত জল যেমন অতিশয় চঞ্চল, জীবের জীবনও সেইরূপ চঞ্চল। সাধুসঙ্গই এই সংসাররূপ সমুদ্র পার হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ।

নবধা কুললক্ষণম্

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥

সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, ধর্ম্মে নিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপস্যা ও দান ব্রাহ্মণের এই নয় প্রকার কুলের লক্ষণ।

ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে

ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।
ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে ॥

একদা এক রাজা শিবিকারোহণে যাইতেছিলেন। শিবিকার জনৈক বাহক সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় ভৃত্যেরা অন্য বাহকের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কবি কালিদাস তথায় দীনভাবে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভৃত্যেরা তাঁহাকেই ধরিয়া আনিয়া শিবিকাবাহন কার্য্যে নিযুক্ত করিল। কালিদাসও কোন কথা না বলিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ কিয়দ্দূর গিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ বলিলেন। ইহার অর্থ—রে বাহক, যদি তোমার স্কন্ধে বেদনা বোধ হয়, তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। উক্ত কবিতার মধ্যে 'বাধতি' পদটি অশুদ্ধ প্রয়োগ হওয়ায় কালিদাস শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ বলিয়া উহার উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, রাজন্! আপনার কথিত 'বাধতি' পদ আমার কর্ণে যেরূপ বেদনা প্রদান করিয়াছে, আমার স্কন্ধ সেরূপ বেদনা বোধ করে নাই। উত্তর শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং উক্ত বাহকের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন।

ন হি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি।

সাধুগণ কৃত উপকার কখনও বিস্মৃত হন না।

ন হি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া।

তৃণাগ্নি দ্বারা সমুদ্রের জলরাশিকে উত্তপ্ত করা যায় না। ভাবার্থ—ধীর ব্যক্তিদিগের চিত্ত সহজে বিচলিত হয় না।

ন হি তুল্যো নহি তুল্যো গোবিন্দনাম্নে

গোকোটিদানং গ্রহণে চ কাশী
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী।
সুমেরুগিরিতুল্যহিরণ্যদানে
নহি তুল্যো নহি তুল্যো গোবিন্দনাম্নে।

কোটি গো দান করিলে, কিংবা গ্রহণে কাশীতে গঙ্গাস্নান করিলে, অথবা মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থে কল্পবাস করিলে, বা সুমেরু পর্ব্বততুল্য সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, তাহা একমাত্র গোবিন্দনাম্নের সমান নহে, অর্থাৎ হরিনামে তদপেক্ষা অধিক ফললাভ হইয়া থাকে।

ন হি দুষ্করমস্তীহ কিঞ্চিদধ্যবসায়িনাম্।

অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির কোন কাজই দুষ্কর হয় না।

ন হি নহি নহি

ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতো হন্ত মলয়াৎ
তদেকাং ত্বদ্গেহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরেণোক্তৈবং নবকুসুমিতা চূতলতিকা
ধুনানা মূর্দ্ধানং নহি নহি নহীত্যেবকুরুতে ॥

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাস ও কয়েকজন বয়স্যসহ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তখন বসন্তকাল। একটী আমগাছে মুকুল ধরিয়াছে। মলয় সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। রাজা তৎকালীন প্রকৃতির অবস্থা বর্ণনা করিতে বলিলে কালিদাস তৎক্ষণাৎ ঐ শ্লোকটী রচনা করিলেন। উহার অর্থ—মলয় সমীরণ আসিয়া চূতলতিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে; বহুদূর হইতে আসিয়া ক্লান্ত হইয়াছি; আজি তোমার আবাসে রাত্রি যাপন করিব। চূতলতা তাহাতে অসম্মত হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—না—না—না—। শ্লোক শুনিয়া রাজা বলিলেন, তুমি তিনবার নহি বলিলে কেন? উহা যে ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইল! কালিদাস বলিলেন, ছন্দের খাতিরে তাঁহাকে নহি শব্দ তিনবার ব্যবহার করিতে হইয়াছে। রাজার বয়স্যরা বলিলেন, না মহারাজ, তিনবার 'নহি' কথা ব্যবহার করা ব্যাকরণবিরুদ্ধ নহে, ছন্দের খাতিরেও নয়। ঐ শব্দ তিনবার ব্যবহার না করিলে শ্লোকের অর্থই হয় না। রাজা ও কবি উভয়েই বিস্মিত হইলে ভাবুক রাজবয়স্য ব্যাখ্যা করিলেন, নবকুসুমিতা চূতলতিকা তিনবার নহি নহি নহি বলিয়া জানাইতেছে—আজ নয়, কাল নয়, পরশু নয়—তিন দিন তাহার পক্ষে স্বামি-সহবাস নিষিদ্ধ।

ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্

বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জনপরিশ্রমম্।
ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীংপ্রসববেদনাম্ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তিই বিদ্যা উপার্জ্জনের পরিশ্রম কিরূপ গুরুতর তাহা জানেন, যে মূর্খ, সে ইহা জানে না; বন্ধ্যা নারী কখনও সন্তানপ্রসবের বেদনা কিরূপ গুরুতর তাহা বুঝিতে পারে না।

ন হি বন্ধ্যাসুতে দুঃখং যথা হি মৃতপুত্রিণী।

বন্ধ্যা রমণীর পুত্র না হওয়ায় দুঃখ থাকে বটে, কিন্তু যাহার পুত্র মারা গিয়াছে সেরূপ রমণীর দুঃখের ন্যায় দুঃখ সে অনুভব করিতে পারে না।

ন হি সর্ব্ববিদঃ সর্ব্বে।

সকলেই সকল বিষয় জানে না।

ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে

শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়নশতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ
শ্লাঘ্যং পঙ্কবিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোঽতিদাহানলঃ।
যৎ কান্তাকুচকুম্ভবাহুলতিকাহিল্লোললীলাসুখং
লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে ॥

কোন কবি কলসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, তোমাকে প্রস্তুত করিবার সময় তুমি প্রথমে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা যে প্রহৃত হইয়াছিলে তাহা তোমার শ্লাঘনীয়; পরে তুমি যে প্রচণ্ড রৌদ্রে পড়িয়াছিলে ইহাও তোমার পক্ষে শ্লাঘ্য; অতঃপর পঙ্কলেপন করিয়া তোমাকে যে প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার গর্ব্বের বিষয়; যেহেতু তুমি যুবতী রমণীর কক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার কুচকুম্ভ ও বাহুলতার স্পন্দনসুখ অনুভব করিতেছ। অতএব হে কলস! দুঃখ ব্যতীত কখনও সুখলাভ হয় না।

ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।

নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ স্বয়ং আসিয়া প্রবেশ করে না। চেষ্টা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিতে হয়।

নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা

নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ।
নাস্তি জ্ঞানং কুতো মুক্তির্নাস্তি ভক্তিঃ কুতস্য ধীঃ॥

গ্রাম না থাকিলে তাহার আবার সীমা কোথায়; বিদ্যা না থাকিলে তাহার আবার যশঃ কোথায়; জ্ঞান না থাকিলে তাহার আবার মুক্তি কোথায়; এবং ভক্তি যাহার নাই, তাহার জ্ঞানই বা কোথায়।

নাস্ত্যহো স্বামিভক্তানাং পুত্রে চাত্মনি বা স্পৃহা।

প্রভুভক্ত ব্যক্তির পুত্রে বা আত্মায় স্পৃহা থাকে না। প্রভুর মঙ্গলার্থে সে জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে।

নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ

ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।
ন চ বিদ্যাসমোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ॥

অপত্যস্নেহের তুল্য আর স্নেহ নাই, দৈব বলের তুল্য বল নাই, বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, এবং অহঙ্কারের ন্যায় শত্রু নাই।

নিঃসারস্য পদার্থস্য প্রায়েণাড়ম্বরো মহান্।

সারহীন বস্তুর আড়ম্বর প্রায়ই বেশী হয়।

নিয়তিঃ কে ন বাধ্যতে

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ
পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুঃ রণে শেতে
নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥

স্বয়ং শ্রীহরি যাহার মাতুল, ত্রিভুবনবিজয়ী ধনঞ্জয় যাহার পিতা, সেই অভিমন্যুও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল; অতএব কেহই নিয়তিকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না।

নির্ধনস্য কুতঃ সুখম্।

দরিদ্র ব্যক্তির সুখ কোথায়?

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেলে তাহাতে আর তৈল দিয়া ফল কি? চোর পলাইয়া গেলে আর সাবধান হওয়ায় কি প্রয়োজন? যৌবনকাল অতীত হইয়া গেলে বনিতা উপভোগের আর সুখ কি? এবং জল চলিয়া গেলে আর সেতুবন্ধনের কি দরকার?

নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।

বাসনাশূন্য ব্যক্তির নিকট গৃহই তপোবন-স্বরূপ।

নীচো বদতি ন কুরুতে

বদতি ন সাধুঃ করোত্যেব।

নীচ ব্যক্তি মুখে অনেক বলে বটে, কিন্তু কাজে কিছুই করে না; সাধু ব্যক্তি মুখে কিছু বলেন না, কার্য্যে তাহা প্রদর্শন করেন।

নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে কুন্তিনন্দন! দরিদ্রকে ভরণ কর, ঐশ্বর্য্যশালীকে ধনদান করিও না; কারণ যে ব্যক্তি রুগ্ন, তাহারই ঔষধের প্রয়োজন, সুস্থ ব্যক্তির ঔষধে প্রয়োজন কি?

প

পঙ্কো হি নভসি ক্ষিপ্তঃ ক্ষেপ্তুঃ পততি মূর্দ্ধনি।

উপর দিকে পাঁক ছুঁড়িলে তাহা যে ছোঁড়ে তাহারই মাথায় পড়ে।

পঞ্চভির্মিলিতৈঃ কিং যজ্জগতীহ ন সাধ্যতে।

পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করিলে জগতে কোন্ কার্য্য না সিদ্ধ হয়?

পথি নারী বিবর্জ্জিতা

আসনং চালয়েৎ দৃষ্ট্বা পথি নারী বিবর্জ্জিতা।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতিক্রোধো নিবার্য্যতে॥

আসন দেখিয়া চালনা করিয়া বসিতে হয়, পথে স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইতে নাই, জাগরণ করিলে ভয় থাকে না, এবং অত্যন্ত ক্রোধ ত্যাগ করিবে।

পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।

অতি কোমল শিরীষ কুসুম ভ্রমরের পদভার সহ্য করিতে পারে, পক্ষীর পদভার সহিতে পারে না।

পন্থা বাতেন শুধ্যতি

রজসা শুধ্যতে নারী কাষ্ঠং শুধ্যতি তক্ষণাৎ।
তাম্রমম্লযোগেন পন্থা বাতেন শুধ্যতি॥

নারীজাতি ঋতুমতী হইলে শুদ্ধ হয়; কাষ্ঠ তক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ রেঁদা করিলে শুদ্ধ হয়; তাম্র অম্লরসযোগে শুদ্ধ হয় এবং পথ বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে।

পরসদননিবিষ্টঃ কো লঘুত্বং ন যাতি।

পরাশ্রয়ে থাকিলে কাহার না গৌরব-হানি হয়।

পরহস্তং গতা গতা

লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতা গতা।
যদি সা পুনরায়াতি ভ্রষ্টা নষ্টা চ মর্দ্দিতা॥

লেখনী, পুস্তক এবং স্ত্রী যদি পরহস্তগত হয়, তবে তাহা একেবারেই গিয়াছে স্থির করিতে হইবে। যদি বা তাহা পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহা আর পূর্ব্বমত পাওয়া যায় না, ভ্রষ্ট নষ্ট, অথবা মর্দ্দিত অবস্থায় হস্তগত হয়।

পরহস্তগতং ধনং

পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

পুস্তকলিখিত অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যায় এবং পরহস্তগত ধনে কার্য্যকালে কোনই ফল পাওয়া যায় না; তখন সে বিদ্যা বিদ্যা বলিয়া এবং সে ধন ধন বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।

পরোপকারজং পুণ্যং ন স্যাৎ ক্রতুশতৈরপি।

পরোপকারে যে পুণ্য হয়, তাহা শত শত যজ্ঞ সম্পাদনেও হয় না।

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।
ধর্ম্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কস্যচিত্তু মহাত্মনঃ॥

পরকে উপদেশ দিবার সময়ে সকল লোকেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে, এবং তাহা করাও সহজ, কিন্তু নিজের ধর্ম্মানুষ্ঠান কোন কোন মহাত্মারই দৃষ্ট হয়।

পশ্চাৎ তু ঝন্‌ঝনায়তে

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ তু ঝন্‌ঝনায়তে

কোন ব্যক্তি শণ গাছ রোপণ করিয়া পরে বলিয়াছিল, ইহার সোণার মত ফুল দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, ইহার ফলে নিশ্চয়ই রত্ন জন্মিবে; এই আশায় যত্নের সহিত বৃক্ষটীকে পালন করিলাম, কিন্তু অবশেষে ফলে কেবলমাত্র ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল।

পাণৌ পয়সা দগ্ধে তক্রং ফুৎকৃত্য পামরাঃ পিবন্তি।

উষ্ণ দুগ্ধে হস্ত দগ্ধ হইলে নির্ব্বোধ লোকেরা ঘোলেও ফুঁ দিয়া খায়।

পাপাত্মনাং পাপশতেন কিং বা

গোমূত্রযোগেন পয়ো বিনষ্টং
তক্রস্য গোমূত্রশতেন কিং বা।
অত্যল্পপাপৈর্বিপদঃ শুচীনাং
পাপাত্মনাং পাপশতেন কিং বা॥

দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্রের সংযোগ হইলেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তক্র অর্থাৎ ঘোলে শত শত বিন্দু গোমূত্র দিলেও তাহার আর কোন ক্ষতি হয় না। এইরূপ সাধু ব্যক্তিরা অল্পমাত্র পাপের সংস্পর্শেই বিপন্ন হইয়া পড়েন, কিন্তু পাপীদের শত শত পাপের অনুষ্ঠানেও কোনই ভয় নাই।

পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ।

এই জগৎ প্রমোদরূপ মোহকরী সুরা পান করিয়া উন্মাদ হইয়া রহিয়াছে।

প্রণামান্তঃ সতাং কোপঃ।

প্রণত হইলেই সাধুদিগের ক্রোধের নিবৃত্তি হয়।

প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ

হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

এক ব্রাহ্মণের চারি জামাতা ছিল। তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম হরি, মধ্যমের নাম মাধব, তৃতীয়ের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, এবং চতুর্থের নাম ধনঞ্জয়। এই চারি জামাতা এক সময়ে শ্বশুরালয়ে বহুদিন বাস করায় শ্যালকগণ বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। পরে একদিন আহারকালে ঘৃত না দেওয়ায় জ্যেষ্ঠ হরি অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু অন্য তিন জন গেল না। তখন অন্যদিন ভোজনকালে আসন না দেওয়ায় মধ্যম মাধব চলিয়া গেল। আর একদিন কদর্য্য অন্ন দেওয়ায় তৃতীয় পুণ্ডরীকাক্ষ প্রস্থান করিল, কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই গেল না। তখন শ্যালকেরা একদিন তাহাকে রীতিমত প্রহার করায় সে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিল।

প্রাণিনাং হি নিকৃষ্টাপি জন্মভূমিঃ পরা প্রিয়া।

জন্মভূমি অতি নিকৃষ্ট হইলেও তাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত প্রিয়। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

প্রাণেভ্যোঽপি হি ধীরাণাং প্রিয়া শত্রুপ্রতিক্রিয়া।

ধীরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের শত্রুতার প্রতিকার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর।

প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদা লতাশ্চ
যঃ পার্শ্বতো ভবতি তং পরিবেষ্টয়ন্তি।

রাজা, স্ত্রীজাতি এবং লতা, ইহারা যে পার্শ্বে থাকে প্রায়ই তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে

প্রায়েণ সাধুবৃত্তানামস্থায়িন্যো বিপত্তয়ঃ।

সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের বিপদ্ প্রায়ই স্থায়ী হয় না।

প্রাপ্তকালো ন জীবতি

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণৈব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সময় না হইলে শত শত বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেও কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে কুশাগ্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও মারা যায়।

ফ

ফলেন পরিচীয়তে

একবৃন্তভয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে॥

একই ক্ষেত্রে শালিধান ও শ্যামা ধান জন্মে; উভয়েরই দল, কাণ্ড প্রভৃতি একরূপ, কিন্তু ফলের দ্বারাই উভয়ের প্রভেদ জানিতে পারা যায়।

ব

বকঃ পরমদারুণঃ

ন জানাসি রাঘব ত্বং বকঃ পরমদারুণঃ।
নির্জীবভক্ষকো গৃধ্রঃ সজীবভক্ষকো বকঃ॥

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে রাঘব! বক ধার্ম্মিক নয়, সাতিশয় নিষ্ঠুর; কারণ গৃধ্র নির্জীব জীবকে ভক্ষণ করে, কিন্তু বক সজীব প্রাণীকেই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন, হে লক্ষ্মণ! এই পম্পা সরোবরে দেখ, জীবহত্যার আশঙ্কায় বক অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করিতেছে, অতএব বোধ হইতেছে, বক পরম ধার্ম্মিক।

বক্রে বিধৌ বদ কথং ব্যবসায়সিদ্ধিঃ।

বিধাতা বাম হইলে কিরূপে কার্য্যসিদ্ধি হইবে?

বত্তাশ্রিতানুরোধেন কিং ন কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।

আশ্রিত ব্যক্তির জন্য সাধুগণ কি না করিতে পারেন।

বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনসুখম্।

ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও ভাল, তথাপি পরের ধন লওয়া ভাল নয়।

বরং রামাদ্ রাবণাৎ

রামাদপি চ মর্ত্তব্যং মর্ত্তব্যং রাবণাদপি।
উভাভ্যাং যদি মর্ত্তব্যং বরং রামান্ন রাবণাৎ॥

লঙ্কেশ্বর রাবণ যখন মারীচকে মায়ামৃগরূপে পঞ্চবটীতে যাইবার আদেশ দেন, তখন মারীচ তাহাতে অসম্মত হয়। ইহাতে দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে মারীচ মনে মনে ভাবিল, মৃগরূপে রামচন্দ্রের নিকটে গেলেও মরিতে হইবে, এবং না গেলেও রাবণের হাতে মরিতে হইবে। অতএব যখন দুইদিকেই মৃত্যুর সম্ভাবনা, তখন রামের হাতে মরাই ভাল, রাবণের হাতে মরিয়া ফল কি?

বরং হি মানিনো মৃত্যুর্ন দৈন্যং স্বজনাগ্রতঃ।

মানী ব্যক্তির মৃত্যুও ভাল, তথাপি স্বজনের নিকট দৈন্য প্রকাশ ভাল নয়।

বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

অগ্নি দ্বিজগণের গুরু বলিয়া কথিত; ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই গুরু; স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র গুরু, এবং অতিথি সকলেরই গুরু।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

ছাগলের যুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে এবং প্রাতঃকালে মেঘের আড়ম্বরে, আর পতিপত্নীর কলহের আরম্ভকালে যথেষ্ট আড়ম্বর থাকিলেও শেষে কাজ খুব কমই হয়।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধনাগম হয়, কৃষিকার্য্যের দ্বারা তাহার অর্দ্ধেক পাওয়া যায়, রাজসেবা অর্থাৎ চাকরী দ্বারা তাহারও অর্দ্ধেক লব্ধ হয়, কিন্তু ভিক্ষায় কিছুমাত্র লাভ হয় না, হয় না।

বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ।

হাতী বিক্রয় হইয়া গেলে, তাহার অঙ্কুশ লইয়া বিবাদে ফল কি?

বিদেশে বন্ধুলাভো হি মরাবমৃতনির্ঝরঃ।

বিদেশে বন্ধুলাভ, মরুভূমিতে অমৃতনির্ঝর প্রাপ্তির ন্যায় প্রীতিপ্রদ।

বিদ্যাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা।

বিদ্যালাভার্থ ব্যাকুল ব্যক্তির সুখানুরাগ বা নিদ্রা থাকে না।

বিদ্যারত্নং মহাধনম্

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥

জ্ঞাতিগণ যাহাকে ভাগ করিয়া লইতে পারে না, চোর যাহাকে হরণ করিতে পারে না, এবং দান করিলেও যাহার ক্ষয় হয় না, সেই বিদ্যা-রত্ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন।

বিদ্যা ভয়স্য নিষ্ফলা।

যে কথা কহিতে ভয় পায় তাহার বিদ্যা নিষ্ফল হয়।

বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে

বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

বিদ্যাবত্তা ও নৃপত্ব কখনও সমান হয় না; কারণ রাজা কেবল নিজের দেশেই সম্মানার্হ, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র পূজ্য।

বিনা যুদ্ধেন কেশব

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন বিভজ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥

পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন

দুর্য্যোধনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন, তখন দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! অতিতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণ মৃত্তিকা ভেদ হয়, আমি বিনা যুদ্ধে তাহার অর্দ্ধেক ভূমিও পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিব না।

বিলাসিনী হি সর্ব্বস্য সন্ধ্যেব ক্ষণরাগিণী।

সন্ধ্যার রক্তরাগের ন্যায় বেশ্যার অনুরাগ ক্ষণস্থায়ী।

বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥

হে বৎস! হীনলোকের সহিত সহবাসে মতি হীন হয়, সমানের সহিত সহবাসে মতি সমভাবে থাকে, এবং সাধুলোকের সহবাসে মতি সৎস্বভাবাপন্না হয়।

বিষকুম্ভং পয়োমুখম্

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং বন্ধুং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥

যে অসাক্ষাতে কার্য্যহানি করে এবং সম্মুখে থাকিলে প্রিয়বাক্য বলে, সেরূপ বিষকুম্ভ পয়োমুখ মিত্রকে পরিত্যাগ করিবে।

বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নেত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥

ব্রহ্মার বরে তারকাসুর দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলে তাহার নিধনার্থ দেবগণ ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেন। ইহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, আমার নিকট হইতেই বরলাভ করিয়া সেই দৈত্য উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমার দ্বারা তাহার বিনাশ উচিত হয় না। কারণ, বিষবৃক্ষকেও বর্দ্ধিত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে ছেদন করা অনুচিত।

বিষস্য বিষমৌষধম্

দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্॥

মহাকবি কালিদাস কোন সময়ে এক যুবতী রমণীকে রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন, হে মৃগনয়নে! তুমি একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করায় আমার প্রাণ অতীব ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব তুমি আর একবার ফিরিয়া চাও। কেননা শুনা যায়, বিষই বিষের ঔষধ।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ॥

কোন বনে এক সিংহ বাস করিত। বনের অন্যান্য পশুদের সহিত তাহার এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, প্রত্যহ এক একটা পশু তাহার ভোজনার্থ প্রেরিত হইবে। এই নিয়মানুসারে একদিন এক বৃদ্ধ শশকের পালা পড়িল। সে চতুরতা করিয়া অনেক বিলম্বে সিংহের নিকটে উপস্থিত হইল। ইহাতে সিংহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় শশক বলিল, প্রভো, এই বনে আর এক সিংহ আসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া প্রচার করিয়াছে। সে আমাকে আটক করিয়াছিল, কিন্তু আমি পুনরায় তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। সিংহ ইহা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল, এবং কহিল, সে দুর্ব্বৃত্ত কোথায়? তখন শশক তাহাকে সঙ্গে লইয়া এক গভীর কূপের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কূপমধ্যে সিংহ লুক্কায়িত আছে বলিল। সিংহ কূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার নিজের প্রতিবিম্ব কূপের জলে পড়িল। ঐ প্রতিবিম্বকে বিপক্ষজ্ঞানে সিংহ কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, এবং অচিরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই জন্য কথিত হইয়াছে, যাহার বুদ্ধি আছে সেই অধিক বলবান, নির্ব্বোধ ব্যক্তির শারীরিক বল থাকিলেও তাহা কিছুই নয়। কারণ দেখ, মহাবলবান সিংহও বুদ্ধিমান শশকের কৌশলে বিনষ্ট হইল।

বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্

"অজীর্ণে ভোজনং বিষং" দেখ।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈবং বিচারে তু ভোজনেঽপ্যপ্রবর্ত্তনম্॥

বিপৎকালে বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিন্তু সর্ব্বত্র এইরূপে বৃদ্ধের মত গ্রহণ করিলে আহার কার্য্যও হইবে না। [কারণ স্বীয় পরিপাক-শক্তির অল্পতা হেতু বৃদ্ধ সকলকেই ভোজন হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া থাকেন]।

বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী

অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী॥

তস্কর চৌরকার্য্যে অক্ষম হইলে সাধু হয়, রমণী রূপহীনা হইলে পতিব্রতা হয়, মনুষ্য রোগী হইলেই দেবতার প্রতি ভক্তিমান্ হয়, এবং বেশ্যা বৃদ্ধা হইলেই ধর্ম্মানুরাগিণী হয়।

বৈশাখে নরবানরৌ

অশীতান্তরবো মাঘে ফাল্গুনে পশুপক্ষিণৌ।
চৈত্রে জলচরাঃ সর্ব্বে বৈশাখে নরবানরৌ॥

মাঘমাসে বৃক্ষসকলের শীত যায়, ফাল্গুন মাসে পশুপক্ষীদের শীত যায়, জলচর জীবগণ চৈত্রমাসে শীতহীন হয়, এবং বৈশাখ মাসে মানুষ ও বানর জাতির শীত দূর হয়।

ব্যাঘ্রস্য চোপবাসস্য পারণং পশুমারণম্।

ব্যাঘ্র ব্রতাদি জন্য উপবাস করিলে পশু হত্যা করিয়া উপবাসের পারণ করে। দুর্জ্জন ব্যক্তি ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিলে পরের রক্ত শোষণ করিয়া তাহার পূরণ করে।

ভ

ভক্ষ্যমাণো নিরুদয়ঃ সুমেরুরপি হীয়তে।

অর্জ্জন না করিয়া সঞ্চিত অর্থ খাইতে থাকিলে সুমেরুর ন্যায় সঞ্চয়ও ফুরাইয়া যায়।

ভগবান্ ভূতত্বাং গতঃ

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥

কোন দেশে ভগবান্ নামক এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তায় রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। অমাত্যেরা ইহা দেখিয়া ভগবানের হিংসা করিত, এবং কিরূপে তাহাকে দূরীভূত করিবে, তাহারই পরামর্শ করিত। একদা তাহারা চক্রান্ত করিয়া দ্বারবানকে বলিয়া দিল, রাজার আদেশ—ভগবানকে আর বাটীতে প্রবেশ করিতে দিও না। দ্বারবান্ সেই মত কার্য্য করিল। এদিকে রাজা ভগবান্‌কে না দেখিয়া চঞ্চল হইলেন, এবং সভাসদ্‌বর্গকে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সকলেই বলিল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; রাজবৈদ্যও ইহার সাক্ষ্য দিল। রাজা অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে একদিন রাজা নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন দেখিয়া ভগবান্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বহু অনুচরের জনতা ভেদ করিয়া রাজার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি এক বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আমি সেই ভগবান্ পণ্ডিত।" রাজা ইহা শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পারিষদবর্গ বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! ভগবান্ পণ্ডিত ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই বৃক্ষে বসিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছে; অতএব সত্বর এ পথ পরিত্যাগ করুন।" রাজা ইহাতে বিশ্বাস করিয়া অন্য পথে চলিয়া গেলেন। তখন ভগবান্ পণ্ডিত দুঃখ করিয়া বলিলেন, কেবল রাজসেবা করিলেই কোন ফল হয় না, তাহার সহিত চক্রেরও অর্থাৎ জনমণ্ডলীরও সেবা করিতে

হয় অহো! আজি চক্রের মাহাত্ম্যে অর্থাৎ দশচক্রে পড়িয়া ভগবান্‌কে ভূত হইতে হইল।

ভগ্নেঽপি হি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ।

মৃণালকে ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড করিলেও তাহাদের সূত্র সকল পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকে। সাধুদের বন্ধুত্ব ভঙ্গ হইলেও স্নেহ যায় না।

ভজন্তি বৈতসীং বৃত্তিং রাজানঃ কালবেদিনঃ।

সময়জ্ঞ রাজা বেতসী লতার বৃত্তি অবলম্বন করেন, অর্থাৎ সময় বুঝিয়া শত্রুর নিকট নত হন, আবার সময় বুঝিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ান।

ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥

বিধাতা সুন্দর বস্তু সৃষ্টির কল্পনা করিয়া প্রথমে পদ্মের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, দিবাশেষে পদ্ম মলিন হইয়া যায়। তখন তিনি চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু রাত্রিশেষ হইলেই চন্দ্রের জ্যোতি ক্ষীণ হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া বিধাতা দিবা ও রজনীতে সমপ্রফুল্ল রমণীবদন সৃষ্টি করিলেন। মনুষ্য কার্য্য করিতে করিতে ক্রমশঃ অধিক বিজ্ঞ হইয়া থাকে।

ভবত্যাদয়কালে হি সংকল্যাণপরম্পরাঃ।

উন্নতির সময়ে পরের পর কল্যাণকর ব্যাপারসমূহ স্বতই আসিয়া থাকে।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র

সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্॥

সমুদ্র-মন্থনকালে হরি লক্ষ্মীকে লাভ করিলেন, এবং শিবের ভাগ্যে বিষ লাভ হইল। অতএব ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলে, বিদ্যা বা পৌরুষ কিছুই ফলদানে সমর্থ নহে।

ভিক্ষুকো ভিক্ষুকং দৃষ্ট্বা শ্বানবৎ গুর্গুরায়তে।

কুকুর যেমন অপর কুকুরকে দেখিলে গর্জ্জন করে, ভিক্ষুকও তদ্রূপ অন্য ভিক্ষুককে দেখিলে গর্জ্জন করিতে থাকে।

ভুক্তে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভুক্তে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ॥

রাজা কর্ণ দ্বারা অর্থাৎ চরমুখে বার্ত্তা প্রাপ্তি দ্বারা দর্শন করেন, পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন, পশুগণ গন্ধ দ্বারা দর্শন করে, অর্থাৎ ঘ্রাণ দ্বারা সমস্ত জানিতে পারে, এবং মূর্খেরা কোন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে তবে দেখিতে পায়, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাবে তাহারা কোন্ কার্য্যের ফল কি হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলিতে পারে না।

ভেকো মকমকায়তে

দিব্যং চূতরসং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥

কোকিল দিব্য আম্রফল ভক্ষণ করিয়াও গর্ব্বিত হয় না, কিন্তু ভেক কর্দ্দমযুক্ত জল পান করিয়া গর্ব্বে মক্ মক্ শব্দ করিতে থাকে।

মতিরেব বলাদ্ গরীয়সী।

বুদ্ধি বল হইতে শ্রেষ্ঠ।

মধুরেণ সমাপয়েৎ

কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং দধ্যন্তং ন কদাচন।
লবণাম্লকটূনি বিদাহীনি চ যাতি তু।
অন্ত্যেষু হৃষ্টু মাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ॥

দুগ্ধ সেবন করিয়া ভোজন শেষ করিতে হয়, দধি পান করিয়া আহার শেষ করিবে না; কারণ লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য শেষে খাইলে উদরের জ্বালা জন্মে, এই জন্য ঐ সমস্ত দোষনিবারণের নিমিত্ত মধুর ভোজন দ্বারা আহার শেষ করিবে।

মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ

যবাভাবে তু গোধূমং মুদ্গাভাবেঽপি মাষকম্।
মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ ঘৃতাভাবে তু তৈলকম্॥

যবের অভাবে গোধূম অর্থাৎ গম, মুগের অভাবে মাষকলায়, মধুর অভাবে গুড়, এবং ঘৃতের অভাবে তৈল দেওয়া যাইতে পারে।

মনঃপূতং সমাচরেৎ

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

উত্তমরূপে দেখিয়া পা ফেলিতে হয়, কাপড়ে ছাঁকিয়া জল খাইতে হয়, সত্য বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, এবং মনের পবিত্রতাজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

মনই মানুষের সংসারে বন্ধন ও মুক্তির কারণ।

মনস্বী কার্য্যার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখম্।

মনস্বী ব্যক্তি কার্য্যকালে সুখদুঃখ গ্রাহ্য করে না।

মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ।

দুর্জ্জন লোকের মনের ভাব জানিতে বোধ হয় বিধাতাও সমর্থ নহেন।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

শ্রুতি বেদ এবং স্মৃতি সকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, এবং এমন মুনি দেখি না, যাঁহার মত ভিন্ন নহে; সুতরাং ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহামধ্যে বিলীন, অর্থাৎ অতি নিগূঢ় রহস্যে সমাচ্ছন্ন; অতএব মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথেরই অনুসরণ করা বিধেয়।

মহানপি প্রসঙ্গেন নীচং সেবিতুমিচ্ছতি।

মহৎ ব্যক্তিও কার্য্যানুরোধে নীচের তোষামোদ করিয়া থাকেন।

মহান্ মহত্যেব করোতি বিক্রমম্।

মহৎ ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তির নিকটেই বিক্রম প্রকাশ করেন।

মহীপতীনাং বিনয়ো হি ভূষণম্।

রাজাদের বিনয়ই ভূষণস্বরূপ।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব পরিত্যাগ কর; কারণ কাল এক মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সমস্ত হরণ করিয়া লইতে পারে। অতএব এই মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হও।

মানে ম্লানে কুতঃ সুখম্।

মান মলিন হইলে অর্থাৎ মর্য্যাদা নষ্ট হইলে আর সুখ কি?

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা।

পরিমিত এবং সসার বাক্যকথনই প্রকৃত বাগ্মিতা।

মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

বিবাহকালে কন্যা বরের রূপ ইচ্ছা করে, মাতা বরের ধন এবং পিতা বরের বিদ্যাবত্তা ইচ্ছা করেন। বান্ধবগণ প্রার্থনা করেন, বর সৎকুলজ হউক; এবং অন্যান্য লোকে মিষ্টান্নের প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ

জিহ্বা টলতি ধীরস্য পাদস্খলতি হস্তিনঃ।
ধীরস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥

ধীর ব্যক্তিরও জিহ্বা কখন কখন বিচলিত হয়, হস্তীরও সময়ে সময়ে পদস্খলন

হয়, ভীষ্মেরও কখন কখন রণে ভঙ্গ হয়, এবং মুনিদিগেরও কোন না কোন সময়ে মতিভ্রম হইয়া থাকে।

মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা

কুগ্রামবাসো কুজনস্য সেবা

কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।

মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা

বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরম্।

কুগ্রামে বাস, অসদ্ব্যক্তির সেবা, মন্দ আহার, ক্রোধপরায়ণা ভার্য্যা, মূর্খ পুত্র এবং বিধবা কন্যা, এইগুলি অগ্নি ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করে।

মূর্খস্য কিং শাস্ত্রকথাপ্রসঙ্গঃ।

মূর্খের নিকট শাস্ত্রকথার আলোচনা নিষ্ফল।

মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ

নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।

ব্যাধির্ভেষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈ বিষম্

সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥

জলের দ্বারা অগ্নি, ছত্রের দ্বারা বৃষ্টি ও রৌদ্র, শাণিত অঙ্কুশের দ্বারা গজরাজ, দণ্ড দ্বারা গো এবং গর্দ্দভ, ঔষধ দ্বারা ব্যাধি, এবং মন্ত্র দ্বারা বিষ নিবারিত হয় এইরূপে সকলেরই শাস্ত্রীয় ঔষধ আছে কিন্তু মূর্খের কোন ঔষধ নাই।

মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ

সসর্পে চ গৃহে বাসঃ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।

অসচ্চরিত্রা ভার্য্যার সহিত, শঠ মিত্রের সহিত, উত্তরদাতা ভৃত্যের সহিত এবং সর্প পূর্ণ গৃহে বাস করিলেই নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে

মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ

বরং রামশরো গ্রাহ্যো ন চ বৈভীষণং বচঃ

অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ

রাবণ বলিয়াছিলেন, বরং রামের বাণে আঘাত সহ্য করা যায়, কিন্তু বিভীষণে বাক্য সহ্য হয় না। কারণ জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য মেঘমুক্ত রৌদ্রের ন্যায় নিতান্ত অসহ্য।

মৌনিনঃ কলহো নাস্তি।

মৌনী ব্যক্তির কাহারও সহিত কলহ হয় না।

য

যঃ পলায়তি স জীবতি

চিরকালং বনে বাসশ্চলন্ কো ন দৃশ্যতে।

অবিচারপুরীদোষাৎ যঃ পলায়তি স জীবতি

এক ব্যাধ কপোত ধরিবার জন্য গাছের ডালপালায় দেহ আচ্ছন্ন করিয়া জাল হস্তে অগ্রসর হইতেছিল; ইহা দেখিয়া এক বৃদ্ধ কপোত বলিল, আমি বহুদিন এই বনে বাস করিতেছি, কিন্তু কখনও চলন্ত গাছ দেখি নাই; সুতরাং অবিচার-পুরীদোষ হেতু যে পলায়ন করে, সেই রক্ষা পায়।

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মঃ যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন, যাঁহাদের পক্ষে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থান করিতেছেন, সেই পাণ্ডুপুত্রগণেরই জয় হইবে; কারণ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেই খানে ধর্ম্ম বিরাজমান; আবার যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানে জয়ও অবশ্যম্ভাবী।

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

যত্ন করিলেও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয় তাহা হইলে আর দোষ কি?

যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।

সৌম্য আকৃতির মধ্যে নিশ্চয়ই সদ্গুণ-সমূহ থাকে।

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-

র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

ধর্ম্ম কি তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ, আমি অবশ্যভাবে তাহাই সম্পাদন করিতেছি।

যথাবৃক্ষস্তথা ফলম্।

যেমন গাছ তেমনই ফল হয়।

যথারণ্যং তথা গৃহম্

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।

অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্।

যাহার গৃহে মাতা নাই, এবং পত্নী নিষ্ঠুরভাষিণী, তাহার বনে গমন করাই উচিত, কেননা তাহার নিকট বন ও গৃহ দুইই সমান।

যদন্নং ভক্ষয়েন্নিত্যং জায়তে তাদৃশী প্রজা।

নিত্য যেমন অন্ন ভক্ষণ করিবে, তেমনই সন্তান জন্মিবে।

যদ্ধাত্রা নিজভালপট্টলিখিতং তৎ প্রোজ্ঝিতুং কঃ ক্ষমঃ।

বিধাতা কপালে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নয়।

যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষঃ

আদৌ তাতো বরং পশ্চাত্ততো বিত্তং ততঃ কুলম্।

যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ কিং ধনেন কুলেন কিম্।

কন্যার বিবাহকালে পিতা অগ্রে বরকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন; পরে সম্পত্তি ও বংশমর্য্যাদা দেখিবেন। কারণ যদি বরে কিছু দোষ থাকে, তাহা হইলে তাহার ধনেই বা কি হইবে এবং কুলেই বা কি হইবে।

যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।

ফলং পুনস্তদেব স্যাৎ যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।

নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিরন্তর যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাহার ফল বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

যশস্তু রক্ষ্যং পরতো যশোধনৈঃ।

যশঃপ্রিয় ব্যক্তিরা পরের আক্রমণ হইতে যশ রক্ষা করিবে।

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ

ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নে যোনৌ কলিঙ্গকে।

ওড়ে ভ্রাতৃবধূভোগে গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে।

দুহিতুর্মাতুলস্যাপি বিবাহে দ্রাবিড়ে তথা।

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যং বিধীয়তে।

মগধদেশে মদ্যপানে দোষ নাই; কলিঙ্গে অন্নবিচার বা যোনিবিচার নাই; উড়িষ্যায় ভ্রাতৃবধূ উপভোগে দোষ নাই; গৌড়ে মৎস্য ভক্ষণে দোষ নাই; এবং দ্রাবিড় দেশে মাতুলকন্যা বিবাহে আপত্তি নাই; অতএব যে দেশে যেরূপ আচার পরম্পরা-সিদ্ধ, তথায় সেইরূপ আচরণ করিতে হয়।

যাচনান্তং হি গৌরবম্।

যাচ্ঞা করিলেই গৌরব নষ্ট হয়।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

দেবতা, তীর্থক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, দৈবজ্ঞ, ঔষধ এবং গুরু ইঁহাদিগকে যে যেমন কামনা করিয়া চিন্তা করে, সে তেমনই ফল পায়।

যান্তি ন্যায়প্রবৃত্তস্য তির্য্যঞ্চোঽপি সহায়তাম্।

ন্যায়সঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পশু-পক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জাতিরাও সহায়তা করে।

যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাবজনিতা কেনাপি ন ত্যজ্যতে।

যাহা যাহার প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহা কোনরূপেই সে ত্যাগ করে না।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক, সে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে।

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

যুক্তি না করিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে কোন কার্য্য করিবে না। কারণ, যুক্তিশূন্য বিচারে ধর্ম্মনাশ হইয়া থাকে।

যুদ্ধস্য বার্ত্তা রম্যা স্যাৎ।

যুদ্ধের সংবাদ লোকের নিকট রমণীয় হয়।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে

ভার্য্যা মে নটকী চেয়মহঞ্চ যবনাধমঃ।
জামাতা হড্ডিকশ্চৈব যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে॥

এক যবনের সহিত এক নটীর প্রণয় হয়। তখন উভয়ে বিদেশে গিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করে, এবং জনৈক ব্রাহ্মণের আলয়ে বাস করিতে থাকে। কালক্রমে ঐ যবনের ঔরসে নটীর গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে যবন তাহার বিবাহার্থ পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু অন্যত্র মনোমত পাত্র না পাওয়ায় যে ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতেছিল, তাহারই পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিল। ঐ ব্রাহ্মণের পুত্রও বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহে, ব্রাহ্মণের রক্ষিতা হাড়িজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাহার জন্ম। বিবাহের কিছুদিন পরে একদা উভয় বৈবাহিক বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময়ে সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় ছদ্মবেশী যবন সন্ধ্যাহ্নিকের কথা জানাইয়া বৈবাহিকের নিকট হইতে বিদায় চাহিল। তখন ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিল, বৈবাহিক মহাশয়! আর তোমার সন্ধ্যাহ্নিকে প্রয়োজন কি? তুমি জাতিচ্যুত হইয়াছ, কারণ আমার যে পুত্রকে তুমি কন্যাদান করিয়াছ, সে হাড়িনীর গর্ভজাত। বৈবাহিকের কথা শুনিয়া যবন হাসিয়া বলিল, বেহাই মহাশয়! এ চতুরতায় আপনিই পরাজিত হইয়াছেন; আর যোগ্যের সহিত যোগ্যের সম্মিলন হইয়াছে। আমার ভার্য্যা নটী, আমি স্বয়ং যবন, এক্ষণে আমার জামাতা হাড়ি হইল; সুতরাং বিধাতা উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত উপযুক্ত পাত্রের মিলন করিয়া দিয়াছেন।

র

রত্নাকরে যুজ্যত এব রত্নম্।

রত্নাকরেই রত্ন থাকা সম্ভব।

রসমূলা হি ব্যাধয়ঃ।

রসই সকল ব্যাধির মূল।

রিপুষ্বপি হি ভীতেষু সানুকম্পা মহাশয়াঃ।

মহাশয় ব্যক্তিগণ ভয়ার্ত্ত শত্রুর প্রতিও কৃপালু হন।

ল

লঙ্কেশ্বরো হরতি দাশরথেঃ কলত্রং
প্রাপ্নোতি বন্ধনমথ দক্ষিণসিন্ধুরাজঃ।

রাবণ রামের ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিল, আর দক্ষিণ সমুদ্র বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।"

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দেবোঽপি তং
বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি॥

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াই অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ব্রাহ্মণ এজন্য নানাবিধ শান্তিস্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই উহার শান্তি না হওয়ায় নরপতিকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন। বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের দুঃখকাহিনী শুনিয়া বলিলেন, অতঃপর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ষষ্ঠদিনে সূতিকা-ষষ্ঠীপূজার পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ দিবেন। যথাকালে ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ ষষ্ঠদিনে রাজাকে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বিক্রমাদিত্য তথায় গিয়া সূতিকাগৃহের দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন। গভীর রাত্রিতে বিধাতা ঐ বালকের অদৃষ্টলিপি লিখনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং গৃহপ্রবেশের পথ না পাইয়া রাজাকে দ্বার ত্যাগ করিতে বলিলেন। বিক্রমাদিত্য বলিলেন, আপনি এই শিশুর অদৃষ্টে যাহা লিখিবেন, তাহা প্রত্যাগমনসময়ে বলিয়া যাইবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে দ্বার ছাড়িতে পারি। বিধাতা তাহাই স্বীকার করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং শিশুর অদৃষ্টের ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন সময়ে বলিলেন, এই শিশুর পরমায়ু এক বৎসর মাত্র। ইহা শুনিয়া রাজা বিধাতাকে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া শিশুর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিলে বিধাতা বলিলেন, আমি একটী শ্লোকের এক পদ বলিয়া যাইতেছি; কেহ ইহার অপর তিনপাদ পূরণ করিতে পারিলে এই বালক পুনর্জ্জীবিত হইয়া দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইবে। এই শ্লোকের এক পাদ এই—"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ।" বিধাতা চলিয়া গেলেন। রাজা প্রভাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণকে প্রবোধদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বৎসর গতে ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হইল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া তথায় আগমন করিলেন, এবং ব্রাহ্মণপুত্রের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই "লব্ধব্যমর্থং" এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি অন্য এক রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিকট তদ্দেশের রাজপুত্রী, মন্ত্রিপুত্রী, সাধুপুত্রী এবং প্রহরিকন্যা অধ্যয়ন করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ স্বীয় যুবা পুত্রের উপর তাহাদের অধ্যাপনার ভার দিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। বিপ্রপুত্র সেইদিন ছাত্রীগণকে অধ্যয়ন করাইয়া বলিলেন, তোমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। ছাত্রীরা দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন, তোমরা চারিজনেই আমাকে পতিত্বে বরণ কর। কন্যাগণ ইহা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইল, কিন্তু পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হওয়ায় অগত্যা বলিল, আপনি অদ্য রাত্রিকালে অমুক মন্দিরে উপস্থিত থাকিবেন, আমরা তথায় গিয়া আপনার গলে মালা দিব। এইরূপ স্থির করিয়া কন্যাগণ প্রস্থান করিল। ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্য অদূরে বসিয়া সমস্তই শুনিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া এক গৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এদিকে বিক্রমাদিত্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে মন্দিরে গিয়া রহিলেন। যথাকালে রাজকন্যা উপস্থিত হইয়া সম্বোধন করিলে রাজা কেবল হুঁ বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। রাজকন্যাও নির্বিচারে তাঁহার গলায় মালা দিলেন। তখন বিক্রমাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "লব্ধব্যমর্থম্।" রাজকন্যা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু আর উপায় কি? তখন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "লব্ধব্যমর্থং

লভতে মনুষ্যঃ।" অতঃপর মন্ত্রিকন্যা আসিয়া মাল্য অর্পণ করিলে রাজা বলিলেন, "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ।" মন্ত্রিকন্যা কহিলেন, "দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।" এইরূপে সাধুকন্যা আসিয়া মাল্য দিলে রাজা উক্ত দুইপাদ আবৃত্তি করিলেন, সাধুকন্যা বলিলেন, "অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে।" কিয়ৎক্ষণ পরে প্রহরিকন্যা আসিয়া মালা দিল। রাজা ঐ তিনপাদ কবিতা আবৃত্তি করিলেন। তখন প্রহরি-কন্যা বলিলেন, "ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি।" এইরূপে শ্লোকের শেষপাদ পূর্ণ হইবামাত্র মৃত ব্রাহ্মণপুত্র বাঁচিয়া উঠিল। তখন রাজা আত্মপরিচয়প্রদানপূর্ব্বক পত্নী-গণকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে যাহার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা ঘটিবেই; দৈবও তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না, অতএব ইহাতে শোক বা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই, ললাটলিপি কিছুতেই খণ্ডিত হয় না।

['স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং' দেখ]

লাভঃ পরং গোবধঃ

শুণ্ঠীগোক্ষুরয়োর্বিচার্য্য
মনসা কঙ্কাশনং যত্নয়া
উক্তস্তদ্বিপরীতকং কৃতমহো
গোক্ষুরমাত্রং দদৌ।
নার্থো মূর্খজনালয়ে ন চ সুখং
নো বা যশো লভ্যতে
সদ্বৈদ্যে কবিভূপতৌ হরিহরে
লাভঃ পরং গোবধঃ॥

কোন বৈদ্য এক মূর্খ রোগীকে শুণ্ঠী ও গোক্ষুরের পাচন সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। মূর্খ রোগী একটী গোহত্যা করিয়া তাহার ক্ষুর লইয়া পাচন সেবন করিল। বৈদ্য পরে ইহা জানিতে পারিয়া দুঃখসহকারে বলিলেন, আমি শুণ্ঠী ও গোক্ষুরবৃক্ষের পাচনের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার বিপরীত করিলে, অর্থাৎ গোহত্যা করিয়া তাহার ক্ষুর সেবন করিলে; সুতরাং মূর্খের নিকট কি অর্থ, কি সুখ, কি যশঃ কিছুরই লাভের প্রত্যাশা নাই। আমি হরিহর নামক সদ্বৈদ্য ও শ্রেষ্ঠচিকিৎসক, লাভের মধ্যে আমাকে গোহত্যা পাপে পাপী হইতে হইল।

লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ।

লোভী ব্যক্তিকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিবে।

লুব্ধানাং যাচকঃ শত্রুঃ।

লুব্ধ ব্যক্তির ভিক্ষুক শত্রুস্বরূপ।

শ

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ

স্বর্ণমুদ্রা ভবেত্তাম্রং বণিক্‌পুত্রশ্চ মর্কটঃ।
সারল্যং সরলে কুর্য্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ॥

যে ব্যক্তি সরল ব্যবহার করে, তাহার সহিত সরল ব্যবহারই করিবে, এবং যে ব্যক্তি শঠ, তাহার সহিত শঠতাচরণ করিবে

কোন ব্রাহ্মণের সহিত জনৈক বণিকের বন্ধুত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ এক সময়ে তীর্থদর্শনের অভিলাষ করিলেন। তাঁহার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল। ব্রাহ্মণ তাহা বন্ধু বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থে যাইতে মনস্থ করি-লেন, এবং সঞ্চিত অর্থ সহ বণিকের নিকট উপস্থিত হইলেন। বণিক বলিল, "আপনি উহা ঐ পেটিকায় চাবি দিয়া রাখিয়া যাউন, আবার ফিরিয়া আসিয়া লইবেন। আমি উহা স্পর্শও করিব না।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন পরে বণিক্ ঐ পেটিকা উন্মোচন করিয়া দেখিল উহা স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ। বণিক্ লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি আত্মসাৎ করিল, এবং তদনুরূপ তাম্রমুদ্রা দ্বারা পেটিকা পূর্ণ করিয়া রাখিল। পরে ব্রাহ্মণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বন্ধুর নিকট হইতে পেটিকা লইলেন, এবং উহা খুলিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। পরে ব্রাহ্মণ বণিক্‌কে এই ব্যাপার জ্ঞাপন করিলে বণিক্ বলিল, "আমি উহার কিছুই জানি না, আপনি যেমন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তেমনই রহিয়াছে।" ব্রাহ্মণ আর কিছু বলিলেন না, এবং বণিকের সহিত কোন-রূপ বিবাদ না করিয়া বরং উত্তরোত্তর বন্ধুত্ব বাড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে ব্রাহ্মণ একদা বণিকের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ একটী বানর পুষিয়া তাহাকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বণিক্‌পুত্রকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার অলঙ্কারাদি ঐ বানরকে পরাইয়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। পরে সন্ধ্যা-সমাগমে বণিক্ স্বীয় পুত্রের অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ভাই, বলিব কি, তোমার পুত্র আমার গৃহে আসিয়া বানরে পরিণত হইয়াছে। ঐ দেখ তোমার বানররূপী পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।" বণিক্ মহাক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন, এবং শেষে বিচারালয়ে ব্রাহ্মণের নামে অভিযোগ আনয়ন করিলেন।

বিচারক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ব্রাহ্মণ বানরসহ বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী পাঠ করিলেন। উহার অর্থ এই যে, পেটিকাবদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা যেরূপে তাম্রমুদ্রা হয়, সেইরূপে বণিক্‌পুত্রও বানর হইয়াছে। যে সরল ব্যবহার করে, তাহার সহিত সরলতা করিবে, এবং যে শঠতা করে তাহার সহিত শঠতাচরণ করাই বিধেয়।

অতঃপর বিচারক, ব্রাহ্মণের মুখে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বণিক্‌কে শঠতার জন্য দণ্ডপ্রদান করিলেন। পরে ব্রাহ্মণের অর্থ ব্রাহ্মণকে, এবং বণিকের পুত্র বণিক্‌কে প্রত্যর্পণ করাইলেন।

শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্

শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈঃ কর্ম্ম চ ধর্ম্মশ্চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

পথ অতিক্রম, কন্থা (কাঁথা), পর্ব্বত-লঙ্ঘন, কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম এই পাঁচটী কার্য্য ক্রমে ক্রমে সাধিত হয়।

শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্

পরোপকার সচ্চর্য্যা-
জ্ঞানং যত্র ন ভাবরম্।
বৃথ বহতি তজ্জাবঃ
শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্॥

হনুমান্ সীতাদেবীর অনুসন্ধানার্থ যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় গমন করিতে-ছিলেন, তখন সমুদ্রমধ্যস্থ মৈনাকগিরি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, হে পবননন্দন! তুমি সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, সুতরাং কিয়ৎকাল আমার উপর বিশ্রাম করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর; কারণ যে দেহে পরোপকার এবং সদাচার জ্ঞানের বিকাশ না হয়, সে দেহ ধারণ করাই নিষ্ফল; যেহেতু এই দেহ যাবতীয় ব্যাধির আধারমাত্র।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং
জলান্যপি স্নানবিধিক্ষমাণি তে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে
শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।

মহাদেবকে পতিকামনা করিয়া পার্ব্বতী যখন হিমাদ্রিশিখরে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন মহাদেব জটিল ব্রহ্মচারীর বেশে তথায় আগমনপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার ক্রিয়াসাধন সমিৎ ও কুশ দুষ্প্রাপ্য হয় নাই তো? তোমার স্নানবিধির জলও তো যথেষ্ট পাওয়া যায়? এবং তুমি নিজশক্তি অনুসারে তপস্যাচরণ কর তো, অর্থাৎ ক্ষমতার অতিরিক্ত তপ-স্যায় প্রবৃত্ত হও নাই তো? কেননা শরীরই

ধর্ম্মসাধনের মূল, অর্থাৎ দেহ সুস্থ থাকিলেই তবে ধর্ম্মাচরণ হয়।

শস্তশ্চ গৃহমাগতম্

জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাম্।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্তঞ্চ গৃহমাগতম্॥

যে অন্ন ভোজন করিলে সহজে জীর্ণ হইয়া যায় তাদৃশ অন্নই প্রশংসনীয়; যে পত্নী সৎপথে থাকিয়া যৌবন অতিবাহিত করিয়াছে সেই পত্নীই প্রশংসার্হা; যে বীর যুদ্ধ জয় করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছে সেই বীরই প্রশংসার পাত্র, এবং যে শস্য ক্ষেত্র হইতে গৃহে আনীত হইয়াছে সেই শস্যই প্রশংসনীয়।

শাপাদপি শরাদপি

অগ্রতো মে চতুর্ব্বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ।
উভাভ্যাঞ্চ সমর্থোঽহং শাপাদপি শরাদপি॥

সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়া রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে পরশুরাম উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে রাম! আমার সম্মুখে চারি বেদ এবং পৃষ্ঠদেশে সশর শরাসন রহিয়াছে; অতএব শাপপ্রয়োগ এবং বাণপ্রয়োগ এই উভয় দ্বারাই তোমাকে পরাজয় করিতে পারি।

শীলং হি বিদুষাং ধনম্।

চরিত্রই পণ্ডিতদিগের ধনস্বরূপ।

শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ

বীর, কৃতজ্ঞ এবং দৃঢ় বন্ধুত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট লক্ষ্মী স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া বাসের জন্য যান।

শূরা হি প্রণতিপ্রিয়াঃ

বীর্য্যশালী ব্যক্তিগণ প্রণতিপ্রিয়, অর্থাৎ প্রণত হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

শ্যালকো গৃহনাশায়।

শ্যালক গৃহনাশের হেতু, অর্থাৎ বাড়ীতে শ্যালক থাকিলে সে সংসারে নানা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

শ্রবণসুখসীমা হরিকথা।

হরিকথা শ্রবণই কর্ণের চরম সুখ।

শ্রেয়সি কেন তৃপ্যতে।

মঙ্গল লাভ করিয়া কে তৃপ্ত হয়? অর্থাৎ যত ভাল হউক আরও ভাল চায়।

ষ

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রস্তথা প্রাপ্তশ্চ বার্ত্তয়া।
ইতি মন্ত্রিদ্বিতীয়েন মন্ত্রঃ কার্য্যো মহীভুজা।

মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণগত হইলে, অর্থাৎ তিনজনে শুনিলে উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং উহার বার্ত্তা প্রাপ্তি হইলেও মন্ত্র ভেদ হইয়া যায়। অতএব রাজা একমাত্র মন্ত্রীকে লইয়া মন্ত্রণা করিবেন।

স

সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।

সংসর্গ হইতেই দোষ বা গুণ হয়।

সকলগুণভূষা চ বিনয়ঃ।

বিনয়ই সকল গুণের ভূষণস্বরূপ।

সঙ্কটে হি পরীক্ষ্যন্তে প্রাজ্ঞাঃ শূরাশ্চ সঙ্গরে।

বিপদে বিজ্ঞের এবং সংগ্রামে বীরের পরীক্ষা হয়।

সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ

শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥

চন্দ্র রাত্রিকালের প্রদীপস্বরূপ, প্রভাতে সূর্য্য প্রদীপক, ধর্ম্ম ত্রিভুবনের দীপতুল্য, এবং সৎপুত্র বংশের প্রদীপসদৃশ।

সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্।

সত্যবাক্য কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
অপ্রিয়স্যাহিতস্যাপি প্রিয়স্যাপি হিতং বদেৎ॥

সর্ব্বদা সত্য অথচ প্রিয় বাক্য বলিবে, সত্যবাক্য যদি অপ্রিয় হয়, তবে তাহা বলা উচিত নয়; প্রিয় ব্যক্তিকে—অপ্রিয় ও অহিত জ্ঞান করিলেও হিতবাক্য বলিবে।

সন্তোষ এব পুরুষস্য পরং নিধানম্।

সন্তোষই পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধন।

স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ

আশাং দত্ত্বা ন দদ্যাদ্ যো দাতারং প্রতিষেধকঃ।
স্বয়ং দত্ত্বা হরেদ্‌যস্তু স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ।

এক রাক্ষস পাটনীবেশধারণপূর্ব্বক গঙ্গায় নৌকা বাহন করিত, এবং কোন পারার্থী ব্রাহ্মণ আসিলে তাহাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নদীর মধ্যস্থলে গিয়া একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে সে সেই ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিত। সে জিজ্ঞাসা করিত, "আমি নৌকায় আরোহণ করাইয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে আনিয়া বহু ব্রাহ্মণকে হত্যাপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছি। অতএব আমার অপেক্ষা পাপিষ্ঠ আর কে আছে?" একদা এক ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আশা দিয়া তাহার পূরণ না করে, কেহ দান করিতে গেলে যে তাহাকে বাধা দেয়, এবং যে নিজে দান করিয়া নিজে কাড়িয়া লয়, সে তোমার অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ।

সফরী ফর্ফরায়তে

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফর্ফরায়তে॥

রোহিত মৎস্য অগাধ জলে বাস করিয়াও কিছুমাত্র বিকারী অর্থাৎ অহঙ্কৃত হয় না, কিন্তু পুঁটিমাছ গণ্ডূষ পরিমিত জলে থাকিয়াই ফর্‌ফর্ করিয়া বেড়ায়।

সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং

বিফলান্যন্যশাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥

অন্য সকল শাস্ত্রই বিফল, কারণ তাহাদের মধ্যে কেবল বিরোধ বর্ত্তমান। একমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রই সফল, কেননা চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদিত হইয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সমূলস্তু বিনশ্যতি

সর্পস্য বিরোধেন পয়োদরনিবাসিনঃ।
শিংশপামূলপত্রাভ্যাং সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

একদা এক রাজপুত্র নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে এক সূক্ষ্মতম সর্প সূত্রাকারে তাঁহার নাসারন্ধ্র দিয়া উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে রাজপুত্রের উদর ক্রমেই স্ফীত ও শরীর কৃশ হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা উদরীরোগ জ্ঞানে নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন রাজপুত্র জীবনে হতাশ হইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। একদা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তিনি এক শিংশপা বৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই বৃক্ষের মূলদেশস্থ গর্ত্তে এক সর্প বাস করিত। সে রাজপুত্রকে নিদ্রিতাবস্থায় রাজপুত্রের উদরস্থ সর্পকে রূঢ়ভাবে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, ওরে মন্দমতি, তুই নির্দ্দোষ রাজপুত্রের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া ইঁহার জীবননাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্; কিন্তু রাজকুমার যদি এই শিংশপা বৃক্ষের মূল ও পত্রের রস পান করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তোর জীবন বিনষ্ট হয়। গর্ত্তস্থ সর্পের কথা শুনিয়া উদরস্থ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ওরে দুর্ব্বুদ্ধি! রাজপুত্র যদি এই শিংশপা পত্রের রস তোর গর্ত্তমধ্যে ঢালিয়া দেন, তাহা হইলে তুইও সবংশে বিনষ্ট হইবি। রাজপুত্র সর্পদ্বয়ের এইরূপ বিসংবাদ শ্রবণে হৃষ্টমনে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং শিংশপার মূল ও পত্রের রস ভক্ষণ করিয়া ঐ রস গর্ত্তমধ্যেও ঢালিয়া দিলেন। ইহাতে উদরস্থ সর্প এবং গর্ত্তস্থ

সর্প উভয়েই বিনষ্ট হইল। রাজপুত্র আরোগ্য লাভ করিলেন, এবং বৃক্ষমূল খননপূর্ব্বক গর্ত্তস্থ ধনরত্ন লইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। অতএব দেখ, মর্ম্মজ্ঞের বিবাদে অর্থাৎ আত্মকলহে গর্ত্তস্থ ও উদরস্থ সর্প শিংশপা পত্রের রস দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হইল।

সম্পূর্ণকুম্ভো ন করোতি শব্দম্।

• কলস পূর্ণ থাকিলে আর শব্দ করে না।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।

যশস্বী ব্যক্তির অপযশ মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কষ্টকর।

সরসা বিরসায়তে

কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমাণা চেৎ সরসা বিরসায়তে॥

কবিতা এবং বনিতা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং আগমন করে, তাহা হইলেই উহারা প্রীতিকর হয়; কিন্তু যদি বলপূর্ব্বক টানিয়া আনা হয়, তাহা হইলে সরস হইলেও রসহীন হইয়া পড়ে।

স রামঃ কিং করিষ্যতি

লঙ্কা দগ্ধা বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ।
যৎ কৃতং রামদূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি॥

লঙ্কাবাসীরা হনুমানের বীরত্ব দেখিয়া বলিয়াছিল, যে রামের দূত আসিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিল, মধুবন ভগ্ন করিল, এবং সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিল, সেই রাম স্বয়ং আসিয়া যে কি করিবে, তাহা বলা যায় না।

সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।

অতিথি সকল দেবতার স্বরূপ।

সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্॥

অতি দর্প হেতু লঙ্কার রাক্ষসকুল ধ্বংস হইয়াছে, অতি অভিমান হেতু কুরুগণের নিপাত হইয়াছে, এবং অতি দান হেতু বলি পাতালে বন্দী হইয়াছে; সুতরাং কোন কাজেরই অতিশয় পরিণামে অতীব দুঃখজনক।

বারিচর মোদতে

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥

•বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের অষ্টম ভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে শাকান্নও ভোজন করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখী।

সেমিরা।

জনৈক রাজপুত্র অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া মৃগের অনুসরণে একা গভীর অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পথ হারাইয়া ফেলেন। পরে সন্ধ্যাসমাগমে রাত্রিযাপনার্থ এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ভল্লুক ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিল। তদ্দৃষ্টে রাজপুত্র সাতিশয় শঙ্কিত হইলে ভল্লুক তাঁহাকে অভয় দিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিল। গভীর রজনীতে এক প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র ঐ বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার আহার্য্য বহু ঊর্দ্ধে থাকায় সে বৃক্ষমূলে বসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে একজন জাগিবে ও একজন ঘুমাইবে এই নিয়ম করিয়া রাজপুত্র ভল্লুকের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। নীচে হইতে ব্যাঘ্র তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু ভল্লুক তাহাতে কর্ণপাত করিল না। রাত্রিশেষে রাজপুত্র জাগরিত হইলেন, ভল্লুক ঘুমাইতে লাগিল। এই সময়ে ব্যাঘ্রের প্রলোভন ও ভীতিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজপুত্র ভল্লুককে ঠেলিয়া দিলেন, কিন্তু ভল্লুক নীচে পড়িল না, মধ্যে একটা ডাল ধরিয়া আত্মরক্ষা করিল। প্রভাতে ব্যাঘ্র প্রস্থান করিলে রাজপুত্র গাছ হইতে নামিলেন। তখন ভল্লুক 'স-সে-মি-রা' বলিয়া তাঁহার গণ্ডদেশে চারিটী চপেটাঘাত করিল। ইহাতে রাজপুত্রের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল। তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু নিয়ত 'সসেমিরা' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বৈদ্যেরা উন্মাদ রোগ স্থির করিয়া বহু চিকিৎসা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন রাজার সভাসদ্ জনৈক পণ্ডিত আসিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। পণ্ডিত সভাস্থলে রাজপুত্রকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার আপনার কি হইয়াছে?" রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "সসেমিরা।" তখন পণ্ডিত বলিলেন,—

"সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কে কুমারমারোপ্য হত্বা কিন্নাম পৌরুষম্॥"

অর্থাৎ বন্ধুত্বহেতু যে তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাকে বঞ্চনা করার ফল কি? শিশুকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া হত্যা করিলে তাহাতে কি পৌরুষ আছে? পণ্ডিতের কথা শুনিয়া রাজপুত্র 'স' অক্ষর ছাড়িয়া 'সেমিরা' বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন, "শুনুন রাজকুমার!"—

"সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুক্তি॥"

অর্থাৎ সেতুবন্ধ, সমুদ্র, গঙ্গাসাগরসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও পাপ হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর মুক্তি নাই। রাজপুত্র দ্বিতীয় অক্ষরও ছাড়িয়া দিয়া 'মিরা' বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন—

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তিষ্ঠন্তি নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

অর্থাৎ মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তি, এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক, তাহারা চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভীষণ নরকে অবস্থান করে। রাজপুত্র এবার কেবল 'রা' বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন,—

"রাজাঽসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥"

অর্থাৎ হে রাজন্, আপনি এবং হে রাজপুত্র, আপনি যদি মঙ্গলকামনা করেন, তবে দান ও দেবপূজাদি কার্য্য করুন। রাজপুত্র সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন।

সাধারণতঃ এই প্রবাদটী মন্দ অবস্থা জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয়। যেমন "কেমন আছ হে?" উত্তর—"অমনিই সসেমিরা গোছ আছি।"

সানুকূলে জগন্নাথে বিপিদঃ সুপ্রিয়ো ভবেৎ।

ঈশ্বর অনুকূল থাকিলে অনিষ্ট হইতেও ইষ্ট লাভ হয়।

সিধ্যন্তি কৃত সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ।

শ্রম ব্যতীত সৎকার্য্য সিদ্ধ হয় না।

সিন্দুরবিন্দুর্বিধবাললাটে

কো ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং
কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ বিধত্তে শশিনং মহেশঃ
সিন্দুরবিন্দুর্বিধবাললাটে॥

প্রশ্ন—রমণীগণের ললাটে কি শোভা পায়? উত্তর—সিন্দুরবিন্দু। প্রশ্ন—কোন্ স্ত্রী বসন্তকালের রজনীতে কাতরা হইয়া রোদন করে? উত্তর—বিধবা। প্রশ্ন—মহাদেব কোন্ অঙ্গে চন্দ্রকে ধারণ করেন? উত্তর—ললাটে।

সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্।

সুতপ্ত জলও অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে।

সেবকাঃ পুরাতনে

নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্।
সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নে পুরাতনে।

নূতন বস্ত্র, নূতন ছত্র, নবীনা স্ত্রী, নূতন গৃহ প্রভৃতি নূতন সকলই প্রশস্ত, কিন্তু ভৃত্য ও অন্ন পুরাতনই ভাল।

স্তোত্রং কস্য ন তুষ্টয়ে।

স্তুতিবাদ করিলে কে না সন্তুষ্ট হয়?

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং

গুরোশ্চ পুত্রে বরমাল্যদানে
দিষ্ট্যা প্রদত্তং খলু কার্ত্তিকায়।
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥

এক রাজকুমারী জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলে ব্রাহ্মণের পুত্র রাজকুমারীকে পড়াইতে আসিলেন অধ্যয়ন করিতে করিতে দৈবাৎ রাজকুমারীর হাত হইতে কলমটা পড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণপুত্র তাহা কুড়াইয়া দিলেন। ইহাতে রাজকুমারী গুরুপুত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে গুরুপুত্র বলিলেন, যদি আমা হইতে তোমার কোন উপকার হইয়া থাকে, তবে আমার কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার কর। রাজকুমারী ইহাতে প্রতিশ্রুত হইলে গুরুপুত্র বলিলেন, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। অগত্যা রাজকুমারী ইহাতেই স্বীকৃত হইলেন, এবং বলিলেন, অদ্য রাত্রিতে আপনি হরমন্দিরে গিয়া অপেক্ষা করিবেন, তথায় গিয়া আমি আপনাকে মাল্যদান করিব। অধ্যাপকের ভৃত্য কার্ত্তিক অদূরে থাকিয়া সকল কথাই শুনিল, এবং অধ্যাপক সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া দিল। অধ্যাপক কৌশলে পুত্রকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এদিকে কার্ত্তিক হরমন্দিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, এবং রাজকুমারী আসিয়া গুরুপুত্রকে আহ্বান করিলে সে 'হুঁ' বলিয়া উত্তর দিল। রাজকুমারী তাহার গলে বরমালা অর্পণ করিয়া শেষে যখন পরিচয় পাইলেন, তখন সাতিশয় দুঃখিতভাবে বলিলেন, আমি গুরুপুত্রকে বরমাল্য দিতে আসিয়া শেষে ভৃত্য কার্ত্তিকের গলায় মালা দিলাম। অতএব বুঝিলাম, স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও বুঝিতে অক্ষম।

স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
পুত্রাস্তু স্থবিরে কালে স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা।

স্ত্রীলোককে বাল্যকালে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনকালে স্বামী রক্ষা করেন, এবং বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করেন। অতএব কোনকালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

স্ত্রী পুংবচ্চ প্রভবতি যদা তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্।

যে গৃহে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে, সে গৃহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

স্ত্রীবচঃপ্রত্যয়ো হন্তি বিচারং মহতামপি।

স্ত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিলে মহতেরও বিচারবুদ্ধি লোপ পায়।

স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী

আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥

আপনার বুদ্ধি কল্যাণকরী, বিশেষতঃ গুরুবুদ্ধি অতিশয় মঙ্গলদাত্রী; পরের বুদ্ধি বিনাশের কারণ, এবং স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়কারিণী।

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকের নিকট হইতেও শ্রদ্ধাসহকারে উত্তমা বিদ্যা গ্রহণ করিবে, অন্ত্যজ জাতির নিকট হইতেও ধর্ম্মশিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, এবং অসদ্বংশ হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবে।

স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ

জানামাহং সর্প তব প্রভাবং
কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥

গরুড় ভ্রমণ করিতে করিতে একদা শিবসমীপে উপস্থিত হইলে, শিবের কণ্ঠস্থিত সর্প তাঁহাকে দেখিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গরুড় বলিলেন, রে সর্প! তোমার ক্ষমতা আমি বিলক্ষণ জানি, শিবের কণ্ঠে আছ বলিয়াই তুমি গর্জ্জন করিতেছ। অতএব স্থানই প্রধান, বল প্রধান নহে; স্থানবিশেষে বাস করিলে কাপুরুষেও সিংহের ন্যায় পরাক্রম দেখায়।

স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে চ মূর্খতা॥

বিজ্ঞ ব্যক্তি অপমানকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থাৎ অপমান স্বীকার করিয়া, এবং মানকে পশ্চাতে রাখিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবে, কারণ কার্য্য নষ্ট হইলে কেবল মূর্খতা প্রকাশ পায়।

স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী

বিদ্যয়া পূজ্যতে লোকে বিদ্যয়া সুখমশ্নুতে।
বিদ্যা শুভকরী কিন্তু স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী॥

বিদ্যা দ্বারা লোকে সম্মান লাভ করে, বিদ্যা দ্বারা লোকে সুখভোগ করিয়া থাকে, বিদ্যা অতিশয় শুভকরী; কিন্তু স্বল্প বিদ্যা (সামান্য জ্ঞান) অতীব ভয়ানক।

(১) কোন গ্রামে এক হাতুড়ে কবিরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পঠিত বিদ্যা কিছু ছিল না, কেবল পৈতের বচন দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন। পৈতের একস্থানে লিখিত ছিল, "নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা কটিং দহেৎ।" অর্থাৎ নেত্ররোগ জন্মিলে কাণ দুইটি কাটিয়া দিয়া কটিদেশ পোড়াইয়া দিবে। ইহা অশ্বচিকিৎসার ব্যবস্থা, কিন্তু কবিরাজ তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। একবার তাঁহার নিকট জনৈক নেত্ররোগী উপস্থিত হইলে তিনি তাহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে হিতে বিপরীত ফল হইল।

(২) এক গ্রামে জনৈক বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। তিনি কখনও কোন অধ্যাপকের টোলে পদার্পণ করেন নাই, কেবল নানাস্থান হইতে কতকগুলি বচন সংগ্রহ করিয়া আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতেন। গ্রামের সকলেই নিরক্ষর কৃষক, সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই গ্রামের মধ্যে একজন মহাপণ্ডিত, ও ব্যবস্থাদাতা। একদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, একটী বচনে লেখা আছে—

"কন্দুপক্বানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥"

অর্থাৎ বিনা জলসেকে তৈলে ভর্জ্জিত দ্রব্য, পায়স, দধি ও ছাতু, এই সকল দ্রব্য শূদ্র গৃহে কৃত হইলেও ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিতে পারে। এস্থলে ক্লীবলিঙ্গান্ত পায়স শব্দে ঘনীভূত দুগ্ধ (ক্ষীর); পায়স শব্দ পুংলিঙ্গান্ত হইলে তাহার অর্থ পরমান্ন। কিন্তু ব্রাহ্মণের এতটা জ্ঞান ছিল না; সুতরাং তিনি ব্যবস্থা দিলেন, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের গৃহে পরমান্ন ভোজন করিতে পারে। ব্যবস্থানুসারে কার্য্যও হইল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণেরা ইহা জানিতে পারিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পতিত করিলেন। শেষে তিনি শূদ্রান্ন-ভক্ষণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ

হতমশ্রোত্রিয়ে দানং হতং সৈন্যমনায়কম্।
হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ॥

শ্রোত্রিয়কে দান না করিলে সে দান বিফল হয়; সেনাপতিবিহীন সৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়; রূপবতী নারী বন্ধ্যা হইলে তাহার রূপ বৃথা হয়; এবং দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ বিফল হইয়া থাকে।"

হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।

হিতকর অথচ মনোহর অর্থাৎ প্রিয় বাক্য জগতে দুর্লভ।

সরল বাঙ্গালা অভিধান

পঞ্চম ভাগ।

প্রবাদ ও প্রবচন

যে জাতির পুরাতত্ত্ব নাই, সে জাতি জাতিই নহে; আর যে ভাষায় প্রবাদ ও প্রবচন নাই, সে ভাষা ভাষামধ্যে পরিগণিত হয় না; উভয়েই আধুনিক। প্রবাদ-প্রবচন বহুকালাগত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বাক্য। পুরাতন হইলেও বা পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইলেও ইহার রসহানি ঘটে না; এইটিই ইহার বিশেষত্ব। প্রবাদ ও প্রবচন জাতীয় অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। ইহার রচনাকাল বা রচয়িতার নাম নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। তবে ইহা কোন্ শ্রেণী কর্ত্তৃক বা কোন্ কার্য্য পরিদর্শনে রচিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। "হালে পানি পায় না"—এটি নৌকার মাঝির উক্তি; "তার পোয়া বার"—এটি পাশা খেলা হইতে গৃহীত; "হাতের পাঁচ"—এটি তাসখেলা হইতে উৎপন্ন। প্রবাদ জনসাধারণের উক্তি, এই জন্য ইহার ভাষা সরল; ইহার উদ্দেশ্য স্থায়িভাবে সাধারণ হৃদয়ে অবস্থান করিবে, এই জন্য ইহার রচনা সরল; ইহা সহজেই স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, এই জন্য ইহার ভাষা সংক্ষিপ্ত। তোমার প্রতিবেশী তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, তুমিও তাহার প্রতি তদ্রূপ করিবে—এই সুদীর্ঘ উপদেশটা "আরশীতে মুখ দেখা" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিহিত আছে। মোট কথা, প্রবাদ সংক্ষিপ্ত, সরল, সরস, অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপদেশবাক্য।

সকল দেশেই প্রবাদ ও প্রবচনের প্রচলন আছে, আর সেই প্রবাদ-প্রবচন তত্তদ্দেশীয় উপকরণেই গঠিত। সভ্য এবং অভিজ্ঞ জাতিদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতি ও বিষয়কার্য্যনীতি প্রায়ই সমভাবাপন্ন, তবে অভিব্যক্তির আকার জাতীয় ভাবের অনুরূপ। "তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না"—এইটি হিন্দু জাতির উক্তি; "Cowls do not make monks"—এইটি রোমান্ ক্যাথলিক খ্রীষ্টানের উক্তি। উভয়েরই ভাবার্থ বাহ্য আড়ম্বরে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, আন্তরিক ভক্তি ও নিষ্ঠা আবশ্যক।

কোন প্রবচনের আক্ষরিক অনুবাদ করিলে অনূদিত বাক্যটি বাস্তব পক্ষে প্রবচন বলিয়া পরিগণিত হয় না। "To kill two birds with one stone" এক ঢিলে দুইটি পাখী মারা"—বস্তুতঃ এই বাক্যটি উপরি উক্ত ইংরাজী প্রবাদের ভাষান্তরমাত্র; "এথ দেখা ও কথা বেচা"—এইটিই উহার অনুরূপ বাঙ্গালা প্রবাদ। "বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর" এই প্রবাদটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিলে "The Brahmin has gone home, now hold up the plough". এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু এটি প্রবচন হইল না; ইংরাজেরা ইহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। "When the cat is away, the mice are at play"—এইটি বলিলে উহারা উপরি উক্ত বাঙ্গালা প্রবচনের অর্থ সহজেই অবগত হইবে।

উচ্চাঙ্গ সাহিত্যে প্রবচনের স্থান অল্প। তবে পাঠকের বা শ্রোতার মনে ভাববিশেষ দৃঢ় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে উপযোগী প্রবচনের ব্যবহার দোষাই নহে। সামাজিক বা পারিবারিক কথোপকথনে প্রবচন বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, অথচ, অনেকেই উহার মূল, এবং কেহ কেহ উহার ভাবার্থও অবগত নহেন। তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে বর্ণমালানুসারে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রচলিত বহুসংখ্যক প্রবাদ ও প্রবচন ব্যাখ্যা বা ভাবার্থ সহিত, এবং স্থানে স্থানে অনুরূপ ইংরাজী বা সংস্কৃত প্রবচনসহ প্রদত্ত হইল।

অ

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত।

আকাশে মেঘ নাই, ঝড় বৃষ্টির কোন লক্ষণ নাই, এমন সময়ে বজ্রাঘাত হইল। অপ্রত্যাশিতভাবে কোন বিপদ্ সংঘটন হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"A bolt from the blue."

অকাল কুষ্মাণ্ড।

অসময়ের কুষ্মাণ্ড, ঐ কুমড়া কোন কাজেই আসে না। অপদার্থ, গোঁয়ার, মূর্খ ব্যক্তি।

অকাল গেল সুকাল এল খেয়ে কাঁটালের কোষ, এখন কি ব'লে পালাবে বোন্‌পো, দিলে মাসীর দোষ।

দুর্ভিক্ষের সময়ে ভগ্নীপুত্র মাসীর ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল, এবং মাসীর গাছের কাঁটাল খাইয়া দিন কাটাইল। পরে দুর্ভিক্ষের উপশম হইলে সে মাসীর নানাপ্রকার মিথ্যা দোষ ধরিয়া চলিয়া গেল। অসময়ে উপকার পাইয়া সময়ে তাহা অস্বীকার করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

অকালে কি না খায়।

দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকে না। তখন লোকে যাহাই সম্মুখে পায় তাহাই আহার করিতে বাধ্য হয়।

"Necessity knows no law."

অকালে না নোয় বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ।

অসময়ে অর্থাৎ পাকিয়া গেলে বাঁশকে নোয়ান যায় না, নোয়াইতে গেলে কট্ কট্ শব্দ করে। শিশুকাল হইতে নীতিশিক্ষা না দিলে, উত্তরকালে সহস্র উপদেশ

দিলেও কোন ফল হয় না। "Train up a child in the way he should go" "As the sprig is bent, the tree is inclined."

অকালে বাদলা
কোন বিষয় অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হইলে, তজ্জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এই অর্থেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অকালের তাল বড় মিষ্ট।
যে দ্রব্যটি যে সময়ে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেটি সেই সময়ে পাইলে বড়ই আনন্দ হয়।

অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়।
যে বউ গৃহকর্ম্ম করিতে বিশেষ পটু নয়, সে লাউ কোটার মত অতি সহজ কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। কঠিন কাজ ফেলিয়া সহজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অগস্ত্য যাত্রা।
সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্য ভ্রমণ করে দেখিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বত সূর্য্যকে বলিল;— তুমি সুমেরুকে যেরূপে প্রদক্ষিণ কর, আমাকেও সেইরূপে প্রদক্ষিণ করিবে। সূর্য্য ইহাতে অসম্মত হইলে বিন্ধ্যপর্ব্বত অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যের গমনাগমন পথ রুদ্ধ করিল। তখন বিন্ধ্য সূর্য্যকিরণকে আচ্ছন্ন করাতে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। জগৎস্থ প্রাণিগণ কল্পান্তকাল উপস্থিত হইল বিবেচনা করিয়া বিন্ধ্যের অনেক উপাসনা করিলেও বিন্ধ্য কিছুতেই স্বীয় দেহ সঙ্কুচিত না করাতে সকল লোক একত্র হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুরু অগস্ত্যের নিকট যাইয়া ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিল। সকলের উপকারের নিমিত্ত অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলে পর্ব্বত মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তখন অগস্ত্য বলিলেন, ওহে বিন্ধ্যগিরি, আমি যাবৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে না ফিরি, তাবৎ তুমি এই ভাবে অবস্থিতি কর, এই বলিয়া অগস্ত্য গমন করিলেন, এবং পুনর্ব্বার আর কখন উত্তরদিকে আসিলেন না। সুতরাং বিন্ধ্যগিরিও আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিল না। ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে মুনি বিন্ধ্যাচলের নিকট হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মাসের প্রথম দিন মাত্রেই "অগস্ত্য যাত্রা" বলিয়া খ্যাত। এই যাত্রার পর তিনি আর প্রত্যাগত হন নাই বলিয়া এই দিনে যাত্রা নিষেধ।

অঘটির (বা অদেখলের) ঘটি হ'ল,
জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।
যার কখন ঘটি ছিল না, বা যে কখন ঘটি দেখে নাই, সে যদি কোন সূত্রে একটা ঘটি পায়, তাহা হইলে সে ক্রমাগতই জল খাইতে থাকে। যে কখন কোন বিষয় উপভোগ করিবার সুযোগ পায় নাই, সে সুযোগ পাইয়া সেই বিষয়ের অত্যধিক ব্যবহার করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অঙ্গার হাজার ধুইলেও ময়লা ছাড়ে না।
কুলোক কখন তাহার কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

অজগরের দাতা রাম।
অজগর সর্প নিশ্চলভাবে এক স্থানে পড়িয়া থাকে। তাহার মুখের কাছে কোন প্রাণী উপস্থিত হইলে তবে সে ভক্ষণ করিতে পায়। রামই তাহার আহার যোগাইয়া দেন। ভগবানই দীন-দুঃখীর রক্ষক, এই প্রবাদে ইহাই সূচিত হইতেছে।

অজাত পুত্রের নামকরণ।
যে পুত্র জন্মে নাই, তাহার নামকরণ করিবার ব্যবস্থা। "গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল," "কালনেমির লঙ্কাভাগ," "রাম না হতে রামায়ণ" ইত্যাদি প্রবাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

অজার যুদ্ধে আঁটুনী সার।
ছাগল অনেক দূর হইতে লম্ফ দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসে, কিন্তু নিকটে আসিয়াই আর তাহার সে ভাব থাকে না। "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।" "Much ado about nothing." "The mountain in labour producing a mouse."

অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে হরে।
সজ্ঞানে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।
অজ্ঞান অবস্থায় কোন ব্যক্তি পাপ করিলে, জ্ঞান হইলে সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপ কখনই খণ্ডিত হয় না।

অজ্ঞানে বাপান্ত করে, জ্ঞানবানে তাই কি ধরে।
অজ্ঞ লোক যদি একটা অপকর্ম্ম করে, জ্ঞানী তাহার অপরাধ গ্রহণ করেন না। "নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"

অজ্ঞানের কালে জ্ঞানে না;
অমানুষের কালে মানে না।
শিশু জানে না বলিয়াই অপকর্ম্ম করে, আর অমানুষ (মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি) সে অপকর্ম্মকে অপকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে না।

অতিথি সর্ব্বময় গুরু।
অতিথি গুরুর ন্যায় পূজ্য। "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।"

অতি দর্পে হতা লঙ্কা।
অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিলেই পতন নিশ্চয়। রাবণ সাতিশয় দর্পী ছিল বলিয়া তাহার বিনাশ ঘটিয়াছিল। "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।"

অতিদানে বলির পাতালে হোল ঠাঁই।
অত্যধিক দানশীল ছিল বলিয়া, ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা উপলক্ষে বামন অবতারে হরি তাহাকে পাতালে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্"। [বলি বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র। তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমে ইনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইয়া উঠেন। ত্রিলোক জয়-কামনায় ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গে গমনপূর্ব্বক সমরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। দেবগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু দেবগণের উপকারার্থে কশ্যপের ঔরসে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর বলি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বামনদেব তথায় উপস্থিত হইয়া বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি দান প্রার্থনা করেন। বলি দানপ্রদানে সম্মত হইলে বামন দুই পদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অবরোধ করিয়া নাভিনির্গত তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান নির্দ্দেশ করিতে বলেন। বলি তখন স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া তদুপরি পদস্থাপন করিতে অনুরোধ করেন বামন তাহাই করিয়া ইঁহাকে রসাতলে প্রেরণ করেন]।

অতি প্রণয় যেখানে, নিত্য যাবে না সেখানে;
যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটা কীর্ত্তি।
যেখানে খুব ভালবাসা থাকে, সেখানে নিয়ত যাওয়া আসা করিবে না; করিলে কোন একটা কলহ বা বিরোধ ঘটিয়া থাকে।

অতি প্রেমে অমিত বিচ্ছেদ।
যেখানে ভালবাসার বাড়াবাড়ি, সেখানে বিচ্ছেদের তীব্রতা অধিক। "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা"।

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর,
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।
যে স্ত্রীলোক বাল্যকাল হইতেই গৃহিণীপনায় সুদক্ষ হয়, সে প্রায়ই স্বামীর ঘর করিতে পায় না। আর অতিশয় সুন্দরীর অদৃষ্টে প্রায়ই ভাল বর জুটে না। কোন বিষয়ে অনন্যসাধারণ হইলে, সকল সময়ে তাহার উপযোগী বস্তু মিলিবার সুবিধা হয় না।

অতি বাড় বেড় নাকো ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে;
অতি ছোট হোয়ো নাকো ছাগলে মুড়াবে।
গাছ যদি খুব বড় হয়, তাহা হইলে তাহা ঝড়ে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, আর যদি খুব ছোট হয়, তাহা হইলে ছাগলাদি জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারে। অতিশয়

গর্ব্ব বা অতিরিক্ত নম্রতা ভাল নয়, সকল বিষয়ে মাঝামাঝি থাকা ভাল। "Observe the golden mean."

অতি বাড় ভাল নয়।
"অত্যুচ্চঃ পতনায় চ।"

অতি বুদ্ধির গলায় (বা হাতে) দড়ি।
অতিবুদ্ধি লোক বেশী চালাকী করিতে গিয়া শেষে নিজেই ঠকিয়া যায়।

অতি বুদ্ধির হা ভাত।
যে বেশী মাত্রায় চতুরতা করিতে যায়, তাহার অন্ন যোটে না।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
চোরের মনে দুরভিসন্ধি থাকে, কিন্তু মুখে অতিশয় ভক্তি দেখাইয়া লোকের মন মুগ্ধ করে, এবং এমন ভাব দেখায় যে, সে যেন সাধু পুরুষ। দুষ্ট লোকে তাহাদের দুরভিসন্ধি গোপন করিবার উদ্দেশ্যে অতিশয় ভক্তির ভাণ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। কেহ অসঙ্গত মাত্রায় ভক্তি প্রকাশ বা আনুগত্য স্বীকার করিলে তাহার সদভিপ্রায় সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ হয়।

অতি মন্থনে বিষ উঠে।
ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনকালে প্রথমে অমৃত উঠে। কিন্তু দেবাসুরে অমৃত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, পুনর্ব্বার সমুদ্র মন্থন করা হয়, তাহার ফলে বিষ উঠিয়াছিল। কোন ভাল কথা লইয়াও বেশী আন্দোলন করিলে তাহা মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।
"নেবু চট্‌কাতে চট্‌কাতে তিত হইয়া যায়।"

অতি মেঘে অনাবৃষ্টি।
খুব বেশী মেঘের আড়ম্বর হইলে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। অধিক আড়ম্বরে কাজ ভাল হয় না।

অতির কিছুই ভাল নয়।
দান, দয়া, ধর্ম্ম, মান, অহঙ্কার প্রভৃতি কোন বিষয়েরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।
"Too much of a good thing is good for nothing."

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।
এক রাজার একটী গাভী ছিল। গাভী একদিন দুধ দিতে দুরন্তপণা করায় রাজা রাগিয়া বলিলেন, কাল সকালে উঠিয়া যাহাকে দেখিতে পাইব তাহাকেই গাইটা বিলাইয়া দিব। এক তাঁতী পথ দিয়া যাইতে যাইতে রাজার কথা শুনিতে পাইল। শুনিয়া সে স্থির করিল, কাল অতি প্রত্যুষে আসিয়া রাজাকে দেখা দিতে হইবে, তাহা হইলে আমিই গাভীটা পাইব। এই ভাবিতে ভাবিতে সে ঘরে গেল। ঘরে গিয়া ভাবিয়া দেখিল গাই আনিতে হইলে দড়ি চাই। ঘরে কাপড় বুনিবার সূতা ছিল; সেই সূতা সমস্ত পাকাইয়া সে মোটা দড়ি প্রস্তুত করিল। বুড়া মা ছিল, পাছে দুধ দেখিয়া বুড়ীর লোভ হয় এই আশঙ্কায় তাঁতী মায়ের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল। এইরূপ করিয়া সে পর দিন অতি প্রত্যুষে রাজার বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকালে রাজা বাটীর বাহির হইয়াই তাঁতীকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁতী আপনার অভিপ্রায় জানাইল শুনিয়া রাজা ক্রোধে দ্বারবান্ দ্বারা তাহাকে প্রহার করাইয়া তাড়াইয়া দিলেন। তাঁতী লোভে পড়িয়া মার খাইল, অধিকন্তু তাহার সম্বল সূতাগুলিও গেল।
বেশী লাভ করিবার দুরাশা করিলে, মূল ধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

অতি সোদর হয়, গালে তুলে দেয়,
ঢিক্‌লেত (গিল্‌লেত) হয়।
তোমাকে কেহ না হয় সহোদর ভাইয়ের মত যত্ন করিয়া কোন দ্রব্য খাওয়াইয়া দিল, কিন্তু তোমার গিলিবার শক্তি না থাকিলে কোন ফল হইবে না। ব্যবহার করিতে না জানিলে, কোন বস্তু লইয়া লাভ নাই।

অদন্তের দাঁত হলো,
কামড় খেতে খেতে প্রাণ গেল।
যে শিশুর সবে মাত্র দাঁত উঠিয়াছে, তাহার মুখের কাছে আঙ্গুল লইয়া গেলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা কামড়াইয়া দিবে। কেহ কোন নূতন বস্তু পাইয়া তাহার অত্যধিক ব্যবহার করিলে এই প্রবাদ প্রয়োগ হয়।

অদন্তের হাসি, দেখ্‌তে ভালবাসি।
যাহার দাঁত নাই অর্থাৎ যে নিতান্ত শিশু, তাহার হাসি বড়ই মধুর। পতিতদন্ত বৃদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রবাদটি বিদ্রূপস্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

অদৃষ্টে করলা ভাতে বীচি কচ্‌কচ্ করে তাতে,
পড়লো বীচি বুড়োর পাতে।
অদৃষ্টে করলা ভাতে মাত্র জুটিয়াছে, তাহারও পাকা বীচি কচ্‌কচ্ করিতেছে। যার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নয়, তার কোন সুখ হয় না।

অধর্ম্মের পথ বড়ই সরল।
ধর্ম্মপথে চলিতে গেলে, অনেক অসুবিধাভোগ বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; অবশ্য পরিশেষে সুফল লাভ হয়। কিন্তু আপাতমনোরম অধর্ম্মপথে লোকে সহজেই চলিতে পারে।

অধিকন্তু ন দোষায়।
বেশীতে দোষ কিছুই নাই। (সুকার্য্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য)।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
শিবের গাজনে অনেক বেশী সন্ন্যাসী হইলে তাহাদের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া শেষে গাজন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে এক কাজে নিযুক্ত হইলে গোলমালে সেই কাজ পণ্ড হয়। "Too many cooks spoil the broth".

অনটনের তিন গুণ ব্যয়।
কতকগুলি দ্রব্য একসঙ্গে কিনিতে পারিলে দরে সস্তা হয়, কিম্বা সেই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থাভাববশতঃ পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পৃথক্ পৃথক দরে কিনিতে হইলে, সেই সকল দ্রব্যের জন্য অধিক ব্যয় হইয়া যায়।

অনটনের সংসারে দুন ব্যয়।
অভাবগ্রস্তের দুন অর্থাৎ দ্বিগুণ খরচ হয়।

অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে।
যাহার চন্দনের ফোঁটা পরা অভ্যাস নাই, তাহাকে চন্দন পরাইয়া দিলে চন্দন যত শুকাইতে থাকে ততই তাহার কপাল চড় চড় করিতে থাকে। যে যেকাজে অভ্যস্ত নয় তাহাকে সেরূপ কাজে লাগাইলে। সে কাজ খুব ভাল হইলেও) সে কষ্ট বোধ করে।

অনাথের দেব সখা।
হরিই দীন বন্ধু।

অনাহ্বানের নিমন্ত্রণ না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
অনাহূত ব্যক্তি যতক্ষণ না নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে আহার করিয়া আঁচায়, ততক্ষণ সে বিশ্বাস করিতে পারে না যে সেখানে নির্ব্বিঘ্নে তাহার আহার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কার্য্য শেষ না হইলে বুঝা যায় না যে কাহারও প্রার্থনা বা আশা পূরণ হইল। "There's many a slip twixt the cup and lip".

অনেক কালের ছিল পাপ,
বড় ছেলে সতীনের বাপ।
পাপের প্রতিফল কোন না কোন সময়ে পাইতেই হইবে।

অনেক খাবে ত অল্প খাও।
যদি দীর্ঘকাল বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে মিতাহারী হও।

অনেক গর্জ্জনের পর এক ফোঁটা বৃষ্টি।
"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"। "Much ado about nothing." "The mountain in labour producing a mouse".

অনেক জলের মাছ।
যে সকল মাছ গভীর জলে থাকে, তাহারা বেশী লাফালাফি করে না। অবিচলিত-চিত্ত গম্ভীর-স্বভাব ব্যক্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' দেখ।
"Too many cooks spoil the broth".

অন্ধকারে ঢিল ছোড়া (বা মারা)।

অন্ধকারে ঢিল ছুড়িলে তাহা কাহাকেও লাগিতেও পারে, না লাগিতেও পারে। কি ফল হইবে তাহা না জানিয়া আন্দাজে কোন কাজ করা।

অন্ধকে দর্পণ দেখান।

অন্ধের সম্মুখে দর্পণ ধরিলে সে কিছুই দেখিতে পায় না। নিষ্ফল কার্য্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

অন্ধ জাগো, না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

অন্ধের পক্ষে দিবা রাত্রি দুইই সমান। যে অন্ধের কার্য্যের ফলভাগী হইতে অক্ষম, বা যাহার কষ্টের অবস্থা অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়

অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।

অন্ধ যে সে দিবাভাগেই কি আর রাত্রিতেই কি কোন সময়েই দেখিতে পায় না। সকল অবস্থাই যাহার পক্ষে তুল্য-মূল্য, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযোজ্য।

অন্ধের যষ্টি (বা নড়ি)।

অন্ধ লাঠির সাহায্যব্যতিরেকে এক পাও চলিতে পারে না। অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন।

অন্নচিন্তা চমৎকারা,
ঘরে ভাত নাই জীয়ন্তে মরা।

অন্নচিন্তার ন্যায় আর চিন্তা নাই। যার অন্নের সংস্থান নাই সে একপ্রকার জীবন্মৃত

অন্নদানের পরে আর দান নাই।

অন্নদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।

ভাল চাউলের ভাতে ঘি দিলে তবে খাইতে সুস্বাদ হইবে, ভাল পাত্রে কন্যা দান করিলে তবে সে সুখ লাভ করিবে।

অন্ন নাই ঘরে তার মানে কিবা করে।

যার ঘরে অন্নের সংস্থান নাই, বাহিরে তার মান মর্য্যাদা সকলই বৃথা।

অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া।

অন্নাভাবে দুরবস্থা।

অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।

খুদী চিনির পরিবর্ত্তে "ভুরা" (গুড়ের নিকৃষ্টাংশ) দিয়া খরিদদারকে ঠকায়, কিন্তু আমি সেয়ানা বলিয়া আমাকে ঠকাইতে পারে না। (ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের হীরা মালিনী উপরিউক্ত বাক্যটি বলিয়াছিল)।

অপব্যয় করো না, অভাবও হবে না।

আয় অল্প হইলেও অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। "Waste not, want not."

অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে।

বৃথা ব্যয় করিলে শীঘ্রই ধনহীন হইতে হয়।

অবলার মুখেই বল।

স্ত্রীজাতি সাতিশয় কলহ-পটু; শারীরিক বল না থাকিলেও তাহাদের বাক্য বল যথেষ্ট আছে।

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।

অবস্থা যেরূপ তাহা বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করা। "Cut your coat according to your cloth."

অবাক্ (কাল) কলি ভবি অম্বলে দিলি আদা।

অম্বলে আদা দেওয়া রন্ধনশাস্ত্রে নিষেধ। যাহা কর্ত্তব্য নয় তাহা করিয়া কার্য্য নষ্ট করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অবিয়স্তীর ঠুন্‌কোর ব্যথা।

যে স্ত্রী সন্তান প্রসব করে নাই তাহার স্তনে "ঠুন্‌কো" হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহা হইবার নয় তাহা হইলেই এই প্রবাদ লোকে ব্যবহার করে। "না বিইয়ে কানায়ের মা।"

অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে;
ঢেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।

যে বুঝিতে পারিবে না, তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা নিষ্ফল; সে কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। ঢেঁকিকে যতই বুঝাও সে ধান ভানা কাজ ছাড়িতে পারিবে না।

অবোধের গোবধে আনন্দ।

নির্ব্বোধের দুষ্কর্ম্মে আনন্দ, অজ্ঞানের পাপ পুণ্য বোধ নাই।

অবোধের সাত খুন মাপ।

অজ্ঞানের কৃত গুরুতর অপরাধও মার্জ্জনীয়।

অবোলা চলে বড়, অফলা ফলে বড়।

যে পথ চলিবার সময় অপরের সহিত কথা না কহিয়া সময় নষ্ট না করে, সে অনেকটা পথ চলিতে পারে; আর যে গাছে ফল জন্মায় না, সে গাছে ফল ধরিলে, ফলগুলি সংখ্যায় অনেক হয়।

অভত্রা বরষা কাল,
হরিণী চাটে বাঘের গাল।
শোন রে হরিণি তোরে কই,
সময় গুণে সবই সই।

ঘোরতর বর্ষায় বাঘ আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, হরিণী গিয়া তাহার গাল চাটিতেছে। তখন বাঘ দুঃখ করিয়া বলিতেছে—ওগো হরিণি, তুমি আমার খাদ্য হইলেও এখন আসিয়া স্বচ্ছন্দে আমার গাল চাটিতেছ, সময় মন্দ হওয়ায় আমিও তাহা সহ্য করিতেছি। প্রবল ব্যক্তি বিপদে পড়িলে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তাহার সম্মুখীন হইয়া অপমান করিতে সাহসী হয়।

অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

সাগর শুকাইয়া যাইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব; কিন্তু অভাগা লোক সেই প্রচুর জলের অধিপতি সাগরের নিকট জলপ্রার্থনা করিলে তাহাও শুকাইয়া যায়। যাহার অদৃষ্ট মন্দ, সে সৌভাগ্যশালীর নিকট গিয়াও নিরাশ হয়।

অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের মাগ মরে।

যার ঘোড়া মরে সে অভাগা, অর্থাৎ তাহার অর্থহানি ঘটিল, কিন্তু যার স্ত্রী মরে সে ভাগ্যবান্—পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সে অর্থ ও নূতন গৃহিণী লাভ করিতে পারিবে।

অভাগার নাই যম।

যে মন্দভাগ্য যমও তাহার প্রতি নির্দ্দয়, নতুবা সে শীঘ্র তাহাকে লয় না কেন। শীঘ্র তাহাকে লইলেই ত তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়।

অভাগিনীর দুটো পুৎ,
একটা দানা একটা ভূত।

মন্দভাগিনীর পুত্রভাগ্যও ভাল হয় না। তাহার দুইটা পুত্র—একটি দানবপ্রকৃতি ও একটা ভূতপ্রকৃতি।

অভাবে স্বভাব নষ্ট।

অভাব উপস্থিত হইলে লোকের সৎস্বভাবও নষ্ট হইয়া যায়। সাধুও অভাবে পড়িয়া অসাধুর কার্য্য করে।

অভিমানী দুয়ো নেটি পেটি সুয়ো।

লোকের দুইটি স্ত্রী থাকিলে যেটি "সুয়ো" সে স্বামি-সোহাগিনী হয়, কাজে কাজেই "দুয়ো" স্ত্রীটি অভিমানপূর্ণা হইয়া পড়ে।

অভিমানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই।

বড় দাতা ছিল বলিয়া বলির অভিমান ছিল, তাই বামনরূপী হরি তাহাকে পাতালে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ["অতি দানে বলির পাতালে হ'ল ঠাঁই" দেখ]।

অভিমানে বাজির দত্ত খান গড়াগড়ি।

"দত্ত কারও ভৃত্য নয় শুন মহীপাল।
একত্রে বসতি মোরা করি চিরকাল।"

এই কথা দত্তবংশের জনৈক প্রতিনিধি বল্লালসেনকে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ঘোষ, বসু, মিত্রের ন্যায় কৌলীন্য-মর্য্যাদা পাইলেন না।—অতিরিক্ত অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া অসম্মানিত ভাবে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

অভেদাত্মা হরিহর।

দুইটি বন্ধু যদি সমধর্ম্মী হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি "হরিহরাত্মা" এই পদটা প্রযুক্ত হয়, কারণ হরি ও হর অভেদাত্মা বলিয়া পুরাণে বর্ণিত।

অমাবস্যার চাঁদ।

অমাবস্যায় চন্দ্র উদিত হয় না; পূর্ণিমাতেই

চন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে। অসম্ভব ঘটনা বর্ণন স্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অমাবস্যার প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করে।
অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক যেমন বিশেষ কার্য্যকর নয়, সেইরূপ ঘোর বিপদে বা শোকে লোকের ক্ষীণ সান্ত্বনা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

অমৃত যে কি পদার্থ খেয়ে দেখি না জল।
অমৃত অতি সুস্বাদু পদার্থ বলিয়াই ধারণা ছিল, ইহা পান করিয়া বুঝিলাম যে, ইহা জল ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে বস্তু কখন ব্যবহৃত হয় নাই, মনে হয় ব্যবহার করিলে না জানি কতই সুখী হইব। পরে ব্যবহারের সময় দেখা যায় সে বস্তু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ।

অমৃতে অরুচি কার।
অমৃত পান করিতে কাহার অরুচি হইবে না? মনোরম বিষয় কখনই অতৃপ্তিকর হয় না।

অরণ্যে রোদন।
বিপদে পড়িয়া ঘোর অরণ্যে রোদন করিলে কেহই শুনিতে পায় না, সুতরাং কাহারও সাহায্যার্থে আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। নিষ্ফল প্রয়াসের উদাহরণ স্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অর্ রাঁধুনীর হাতে প'ড়ে কই (রুই) মাছ কাঁদে।
না জানি রাঁধুনী আমায় কেমন করে রাঁধে।
কই মাছ বেশ সুস্বাদু মাছ; কিন্তু রাঁধুনী ভাল না হইলে তাহাও বিস্বাদ হইয়া যায়। উপযুক্ত লোকের হাতে না পড়িলে উত্তম বস্তুর সদ্ব্যবহার হয় না।

অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল,
বর্ষার ছাতি, ভট্টাচার্য্যের পুঁথি।
অরুচির অবস্থায় অম্বল খুব প্রীতিকর হয়; শীতকালে কম্বল লোকের অত্যন্ত প্রিয়; বর্ষাকালে ছাতা বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং অধ্যাপক পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপাদির জন্য পুঁথি সর্ব্বদাই আবশ্যক। অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয়সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

অরগুণ নেই বরগুণ আছে।
ভিতরে কোন গুণ নাই, বাহিরেই কেবল আস্ফালন। "শিমুলের ফুল যথা বাহিরে সুন্দর।" অরগুণ—অন্তর্গুণ। বরগুণ—বহির্গুণ।

অর্থই অনর্থের মূল।
সংসারে অর্থের জন্যই সকল অনর্থ ঘটিয়া থাকে। "Money is the root of all evil."

অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষুধা।
যে লক্ষ্মীছাড়া ও অন্নহীন, তাহারই ক্ষুধা প্রবল।

অলভ্যের বাণিজ্য, কচ্‌কচিই সার।
যে কাজে লাভ নাই সে কাজ করিতে গেলে ঝগড়া বিবাদ ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না।

অল্প জলের পুঁটি মাছ ফর্ ফর্ করে।
"শফরী ফর্‌ফরায়তে"। ক্ষুদ্রপ্রাণ পুঁটি মাছ সামান্য জলে লাফালাফি করিয়া বেড়ায়। যাহার জ্ঞান অল্প, সেই বেশী অহঙ্কার করিয়া থাকে।

অল্প জলের মাছ।
চঞ্চল-প্রকৃতি, অসার ব্যক্তি।

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।
সামান্য বিদ্যা বড় ভয়ানক; তাহাতে লোকের মনে অহঙ্কারাদি প্রবৃত্তি সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। "A little learning is a dangerous thing."

অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়;
বেশী বৃষ্টিতে সাদা হয়।
অল্প বৃষ্টিতে যেমন কাদা হয়, এবং বেশী বৃষ্টিতে যেমন সব ধুইয়া গিয়া পরিষ্কার হয়, তেমনি শোকে অল্প ক্রন্দনে শোক বৃদ্ধি হয়, এবং অপ্রতিহতভাবে ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করিলে, শোকের অনেকটা লাঘব হয়।

অল্প শোকে কাতর,
অধিক শোকে পাথর।
সামান্য দুঃখে লোকে হাহুতাশ করে, ছট্‌ফট্ করে, শোকপ্রকাশ করে। কিন্তু গভীর দুঃখ পাইলে লোকে সে শোক প্রকাশ করিতে না পারিয়া পাথরের ন্যায় নীরব নির্ব্বাক্ নিঃসাড় থাকে।

অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপন মরণে।
এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, অশ্বতরী (কাঁকড়া) গর্ভবতী হইলে প্রসব করিবার সময় যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইচ্ছা করিয়া যে বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।
যখন দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে পুত্র অশ্বত্থামার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "অশ্বত্থামা হত"; কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা হইল জানিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "ইতি গজ," অর্থাৎ অশ্বত্থামা নামে একটি হাতী মরিয়াছে। দ্রোণাচার্য্য কিন্তু বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রই মরিয়াছে। পরিষ্কার করিয়া কোন কথা না বলা; কতকটা প্রকাশ আর কতকটা গোপন করা, এইরূপ স্থলেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অশ্বত্থের ছায়াই ছায়া।
অশ্বত্থ গাছ দীর্ঘজীবী ও সুবৃহৎ এবং তাহার ছায়াও সুশীতল। মহতের আশ্রয়ই বাঞ্ছনীয়।

অসৎ কার্য্যের বিপরীত ফল।
অসৎ কার্য্যের ফল কখনই শুভ হয় না।

অসারে জলসার।
যখন আর কিছুমাত্র আশা নাই, তখন কোন সামান্য উপায় অবলম্বনে কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা।

অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার।
কাপুরুষ বা দুর্ব্বলচেতা লোক কেবল হাঁকডাক করিতেই মজবুত; তাহার দ্বারা কোন কাজই হয় না। যে মেঘ খুব ডাকে, তাতে বৃষ্টি হয় না। যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, সে কামড়ায় না। "His bark is worse than his bite."

অসৈরণ সইতে নারি,
সিকের পোঁদ দিয়ে ঝুলে মরি।
অসহ্য ব্যাপার সহ্য না হওয়ায় সিকায় বসিয়া ঝুলিতেছি। অসহনীয় ঘটনা বর্ণনে প্রযোজ্য।

অহঙ্কার করিলেই ধ্বংস হয়।
অহঙ্কারে পতন নিশ্চয়।

অহঙ্কারে ছারখার।
"Pride goeth before destruction."

অহঙ্কারে পথ দেখ্‌তে পায় না।
অহঙ্কারী লোক গর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া চলে, সুতরাং সে নীচের দিকে না চাওয়ায় পথ দেখিতে পায় না।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।
কাহারও হিংসা বা অনিষ্ট না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এখানে অহিংসা শব্দটী জীবহিংসা ও মনুষ্য সম্বন্ধে অসূয়া হইতে বিরতি এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

আ

আঁটকুড়ের পুত।
আঁটকুড়ের পুত্র হওয়া অসম্ভব। গালাগালিসূচক বাক্য।

আঁটি চোষা।
পদার্থের সার অংশে বঞ্চিত হওয়া।

আঁটুনি কস্‌নী সার।
কেবল "সব গরম কর"; কাজে কিছুই নয়।

আঁত পাওয়া ভার।
অন্ত পাওয়া কঠিন; বড় চাপা লোক।

আঁতে ঘা দেওয়া।
মর্ম্মপীড়া দেওয়া।

আকালে কিনা খায়; পাগলে কিনা কয়?
আকালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময় লোকে সকলই খাইয়া থাকে, খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না, পাগলও সেইরূপ বাচ্য অবাচ্য সকলই বলে। কোন অজ্ঞান লোকের

অনুচিত কথা ধর্তব্য না করিবার জন্য লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করে।

আকালের ভাত যুগের খোঁটা।
আকালের সময় খাইতে দিয়া তাহাকে চিরকাল সেজন্য খোঁটা দেওয়া। অসময়ে কোন উপকার করিয়া পরে তাহার উল্লেখ করিয়া খোঁটা দিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আকাশে ধুলো ছুড়লে, আপন চোখে পড়ে।
শূন্যে ধুলা ছুড়িলে তাহা আসিয়া নিজের চোখেই পড়ে। আত্মীয়সম্পর্কীয়গণের গ্লানি করিলে তাহাতে আপনাকেই হীন হইতে হয়।

আকাশে ফাঁদ পেতে বনের পাখী ধরা।
শূন্যে ফাঁদ পাতিয়া বনের পাখী ধরা যায় না। বৃথা চেষ্টা সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

আকাশে ফেলিলে ছেপ নিজের গায়ে পড়ে।
উপর দিকে থুতু ফেলিলে তাহা নিজের গায়ে পড়ে।

আক্কেল গুড়ুম্।
'অবাক্" হইয়া যাওয়া।

আক্কেল সেলামী।
নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ড দান। "বকমারীর মাসুল"।

আগ নাংলা (নাঙ্গলে) যে দিকে যায়,
পাছ নাংলা (নাঙ্গলে) সেই দিকে যায়।
একই জমিতে দুই তিনখানা লাঙ্গল দিয়া চাষ দিবার সময় যে আগে লাঙ্গল দিতেছে সে যেদিকে যাইবে, পিছনের লাঙ্গলগুলিও ঠিক সেই দিকেই যাইবে। অন্ধভাবে অন্যের কার্য্যের অনুকরণ করা।

আগাছার বাড় বড়।
আগাছা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে। অপ্রয়োজনীয় বস্তুরই প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়।

আগুন কি কাপড়ে ঢেকে রাখা যায়।
আগুন কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যায় না; কাপড় পুড়িয়া গিয়া আগুন বাহির হইয়া পড়ে। গুণ বা পাপ কখন চাপা থাকে না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে।

আগুন নেকড়া চাপা থাকে না।
গুণ ফুটিয়া বাহির হইবেই হইবে।

আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সহ্য করতে হয়।
কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে সুখ লাভ হয় না। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" "No rose without thorns."

আগুনের কাছে ঘি।
আগুনের নিকট ঘি থাকিলে গলিবেই গলিবে। প্রবলের নিকট দুর্ব্বল পরাভূত হয়, ইহাই এই প্রবাদের অর্থ।

আগে আপন সামাল কর,
শেষে গিয়ে পরকে ধর।
আগে আপনাকে সামলাইয়া অর্থাৎ নিরাপদ্ করিয়া পরে অন্যকে নিরাপদ করিবার চেষ্টা করিবে। Physician! heal thyself."

আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে (বা নির্ব্বংশের বেটা)।
পিছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে (বা নির্ব্বংশের বেটা)॥
অগ্রবর্ত্তী হইলেও গালাগালি, আর পশ্চাতে থাকিলেও গালাগালি। যেখানে কোন অবস্থাতেই প্রশংসা লাভের আশা নাই, পরন্তু নিন্দাভাজন হইতে হয়।

আগে গেলে বাঘে খায়,
পাছে গেলে সোনা পায়।
পথে যে আগে যায়, বাঘ আসিয়া আক্রমণ করিলে তাহাকেই ধরিয়া থাকে, কিন্তু যে পশ্চাতে যায়, সে নির্ভয়ে চারিদিক্ দেখিয়া যাইতে পারে, সুতরাং পথে কোথাও সোনা রূপা পড়িয়া থাকিলে সে কুড়াইয়া পায়। দলের আগে থাকিতে নাই। "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ"।

আগে জামাই কাঁঠাল খান না,
শেষে জামাই ভোঁতাও পান না।
'যাচ্লে জামাই কাঁঠাল খান না' দেখ।

আগে তেঁত, শেষে মিঠে।
বৈদ্যক শাস্ত্রমতে তিক্ত দ্রব্য দিয়া আহার আরম্ভ করিবে, মিষ্ট খাইয়া আহার শেষ করিবে। অপর অর্থ—যাহা অগ্রে অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়, শেষে তাহাই আনন্দ প্রদান করে।

আগে দর্শনধারী (বা ডালি),
শেষে গুণবিচারী।
আগে দেখিতে ভাল হইলে তবে সে আদর পায়; তাহার গুণাগুণ পরে বিচার করা হয়। লোকে চটক্ দেখিয়াই প্রথমে ভুলে। বাহ্য চাকচিক্য না থাকিলে কেবল গুণে আকৃষ্ট হইতে কিছু সময়ের আবশ্যক করে।

আগে দুঃখ পরে সুখ।
প্রথমে দুঃখ ভোগ করিলে পরে সুখ হয়। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।

আগে দেও কড়ি, তবে দিব বড়ি।
"রোকা কড়ি, চোকা মাল।" "ফেল কড়ি মাখ তেল।" নগদ দাম দাও, তবে জিনিষ দিব।

আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি।
জিনিস পছন্দ করিয়া আগে হস্তগত করিবে, তার পরে তার দাম দিবে। নতুবা জিনিস দেখাশুনা না করিয়া দাম দিলে তোমাকে ঠকিতে হইবে।

আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে,
পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের ঝোরে।
যৌবনের অহঙ্কারে ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া কাজ করিলে পরে সে জন্য দুঃখে বা অনুতাপে কাঁদিতে হয়।

আগে ভাল ছিল জেলে জালদড়া বুনে,
কি কাজ করিল জেলে এঁড়ে গরু কিনে।
জেলে যখন জাল বুনিয়া মাছ ধরিয়া কাটাইত, তখন বেশ সুখে ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার চাষ করিতে ইচ্ছা হইল। সে জাল বেঁচিয়া এঁড়ে গরু কিনিয়া চাষ আরম্ভ করিল। কিন্তু চাষে অজন্মা হইল, এঁড়ে গরুও মরিয়া গেল; এদিকে জাল দড়াও নাই, সুতরাং তাহার আর দিনপাতের উপায় রহিল না। চিরাভ্যস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া যে অনভ্যস্ত অপর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার মঙ্গল হয় না। লোভবশতঃ পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। "খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করলে তাঁতী এঁড়ে গরু কিনে।" "চাষ করে খাচ্ছিল আবদুল ছিল ভাল, চৌকিদারীর কাজ নিয়ে আবদুল পরাণে ম'ল।"

আগে হাটে পাঁঠা কাটে,
প্রদীপ উস্কোয়, দই বাঁটে।
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামন,
যশ পায় না এই সাত জন।
ইহারা ঠিক ঠিক কাজ করিলে কোন প্রশংসাই পায় না, কিন্তু একটু বেঠিক হইলেই বহুলভাবে নিন্দাভাজন হয়।

আগে হলেম আমি, পিছে হলো মা
হাসতে হাসতে দাদা হলো, বাবা হোল না।
অর্থহীন হেঁয়ালী—অসম্ভব কথা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

আঙুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া।
ক্ষুদ্র চেষ্টায় বৃহৎ কর্ম্ম করিবার প্রয়াস পাইলে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

আঠার মাসে বৎসর।
বার মাসেই বৎসর হয়, আঠার মাসে বৎসর হয় না। দীর্ঘসূত্রতা সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত।

আগে পিঠে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড়।
যদি লাফাইতে, তাল সামলাইতে, আছাড় খাইতে শক্তি থাকে, তবেই ঘোড়ার পিঠে চড়িবে। কোন কঠিন কার্য্য করিবার সম্যক্‌ভাবে উপযুক্ত হইলে তবে সেই কার্য্যে অগ্রসর হইবে, নতুবা সে কার্য্য ত সাধন করিতে পারিবেই না, পরন্তু তাহাতে বিপদে পড়িবে।

আড়াই আঙুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি।
সামান্য উপায় দ্বারা বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা।

আড়ে হাতে লাগা।
প্রাণপণ চেষ্টা বা ভয়ানক শত্রুতা করা।

আতি চোর, পাতি চোর,
হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর।
সামান্য সামান্য দুষ্কর্ম করিতে করিতে লোকে শেষে গুরুতর অপকর্ম করিয়া ফেলে।

আত্ম রেখে ধর্ম্ম তবে পিতৃকর্ম্ম।
আগে আপনার রক্ষার উপায় করিবে, পরে পৈতৃক কার্য্য করিবে। "আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" "আত্মানং সততং রক্ষেৎ।" স্বার্থপরতার উদাহরণ স্বরূপে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।
আদর করিয়া ভোজন করাইলেই খুব তৃপ্তি হয়; ইহাতে ব্যঞ্জন না হইলেও চলে। প্রীতিতেই পেট ভরে ইহাই ভাবার্থ। "Better is dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith." এ সম্বন্ধে দাশরথি-রায়-সংক্রান্ত একটী উপাখ্যান আছে। একদা এক দরিদ্র ব্যক্তি দাশরথি রায়কে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আয়োজন অতি সামান্য—শাকান্ন মাত্র। তবে মাননীয় অতিথিকে সমাদর করিয়া গৃহস্বামী সুখাদ্যের অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহিণী স্বয়ং রন্ধন করিয়াছিলেন, গৃহস্বামী স্বয়ং পরিবেষণ করিতে করিতে সামান্য আয়োজনের জন্য ত্রুটী স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছিলেন। দাশরথি রায়ও অন্ন হইতে পরমান্ন পর্য্যন্ত সকল জিনিসের এবং রন্ধন পারিপাট্যের অজস্র প্রশংসা করিতেছিলেন। এক ধনী ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, দাশরথি কখনও ভাল জিনিস খায় নাই, তাই এই সামান্য জিনিস খাইয়া এত প্রশংসা করিতেছে। অতএব একদিন উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বহুমূল্য উৎকৃষ্ট জিনিস খাওয়াইলে অবশ্যই ইহার অপেক্ষা অনেক অধিক প্রশংসা করিবে। এই ভাবিয়া তিনি দাশরথিকে নিমন্ত্রণ করিলেন, দাশরথিও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নির্দ্ধারিত দিনে নির্দ্ধারিত সময়ে দাশরথি ঐ ধনীর বাড়ীতে গিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। ধনী ব্যক্তি নিকটে একটী চেয়ারে বসিয়া আলবোলায় তামাক টানিতে লাগিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেষণ করিতে লাগিল। দাশরথি নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। ধনী ব্যক্তি দাশরথির মুখে প্রশংসা শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া তাঁহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন; কিন্তু দাশরথি কোন কথাই বলেন না—তিনি নির্ব্বাকভাবে আহার করিতেছেন। অবশেষে ধনী ব্যক্তি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি সে দিন অমুক ব্যক্তির গৃহে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া তাঁহার প্রদত্ত অতি সামান্য খাদ্যের শতমুখে প্রশংসা করিতেছিলেন; আর আমি আজ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দুর্লভ সামগ্রী সকল আপনার আহারার্থ সংগ্রহ করিয়াছি; অথচ আপনি কোন কথা বলিতেছেন না কেন?" দাশরথি বলিলেন, "আপনি যে সকল আহার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই মূল্যবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লুচি যতই উৎকৃষ্ট ঘৃত ও ময়দায় প্রস্তুত করা হউক না কেন, তাহাতে ময়ান না দিলে তাহা আহার করা যায় না। আপনার একটুখানি ত্রুটী হইয়াছে; সেই গৃহস্থ ব্যক্তির সামান্য খাদ্যে প্রেম ময়ান দেওয়া ছিল; তাই তাহা অত ভাল লাগিয়াছিল। আপনার এখানে সেই প্রেম ময়ানের অভাবেই সব মাটি হইয়াছে।"

আদা কাঁচকলা সম্বন্ধ (আদা কাঁচকলায় সম্বন্ধ)।
আদা কাঁচকলা একত্র থাকিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। Hammer and tongs. কেহ কেহ এই প্রবাদের অন্যরূপ অর্থও করেন,—"আধা কাঁচকলার সম্বন্ধ" অর্থাৎ জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ। যাহার সহিত একটা কাঁচকলাও "আধ" খানা করিয়া বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। এই হেতু অনেক ক্ষেত্রেই জ্ঞাতি বিরোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই শত্রুতা বুঝাইতে, পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষের ভাব বুঝাইতে এই প্রবাদটা প্রচলিত আছে।

আদা জল খেয়ে লাগা।
কষ্ট স্বীকার করিয়া একমনে কার্য্য-সিদ্ধি-কল্পে নিযুক্ত হওয়া।

আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ (বা রাজা)।
বুনো গাঁয়ে শৃগালই বাঘের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বিদ্বান লোক যেখানে নাই সেখানে স্বল্পবিদ্য লোকই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খপর কেন।
আদা জাহাজে করিয়া বিদেশে রপ্তানী হয় না; স্থানীয় হাটে বাজারেই খরিদ বিক্রয় হয়। সেইজন্য আদা ব্যবসায়ীর জাহাজের খবর জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। অনধিকারচর্চ্চাস্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "The cobbler must stick to his last."

আদা শুকালেও ঝাল যায় না।
আদা কাঁচা অবস্থায় ঝাল—শুকাইয়া গেলেও সে ঝাল যায় না। স্বাভাবিক ধর্ম্ম কোন কালেই লোপ পায় না। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" "যার যে রীত, ছাড়ে কদাচিৎ।" মহৎ লোকে হীনাবস্থ হইলেও তাহার মহত্ব তিরোহিত হয় না। দুষ্ট লোক দমিত হইলেও তাহার দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ করে না।

আদি (বা আদ্যি) কহিলে মানুষ রুষ্ট।
কাহারও "কুলের কথা" ভাল লাগে না। অপ্রীতিকর কথায় সকলেই বিরক্ত হয়।

আদুরে গোপাল
"আদর" দিয়া যাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট করা হইয়াছে। "আলালের ঘরের দুলাল।"

আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খসখসে।
আপনার দোষ না দেখিয়া পরের দোষ দেখা। "চালুনী বলে ধুচুনী তায় তুমি বড় ফুটো।" "The pot calls the kettle black."

আন্ কাপাস, নে তুলো।
আগে কাপাস আনিলে পরে তুলা পাওয়া যায়। আগে উপাদান সংগ্রহ কর, তার পর উপাদান-গঠিত বস্তু পাইবে।

আন্ মাগীর আন্ চিন্তে,
ভুয়ো মাগীর পতি চিন্তে।
অন্যান্য রমণীর সাংসারিক অনেক প্রকার ভাবনা আছে; কিন্তু যে রমণীর সতীন থাকে এবং তজ্জন্য পতির অপ্রিয় হয়, সে সকল কাজের মধ্যেই স্বামীর ভাবনা ভাবিয়া থাকে।

আন্ সতীনে নাড়ে চাড়ে,
বুন সতীনে পুঁড়িয়ে মারে।
অন্য সতীনে কেবল ঝগড়াঝাটি করে, কিন্তু আপনার ভগিনী যদি সতীন হয়, সে অন্য সতীন অপেক্ষা বেশী যন্ত্রণা দেয়। আপনার লোকেই অধিক পরিমাণে অনিষ্ট করে। "নিম তেঁত নিসিন্দে তেঁত, তেঁত মাকাল ফল, তার চেয়ে তেঁত কন্যে বুন সতীনের ঘর।"

আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই।
করায়ত্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে লইয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা যায়।

আপন কোলে ঝোল (বা সবাই) টানে।
স্বার্থসিদ্ধির দিকেই লোক বেশী দৃষ্টি রাখে। পরার্থে দৃষ্টি কাহারও থাকে না।

আপন গ্রামে কুকুর রাজা।
নিজের গণ্ডীর মধ্যে সামান্য লোকও নিজেকে বড় মনে করে।

আপন ঘরে সবাই রাজা।
নিজের ঘরে লোকে যেরূপ প্রভুত্ব করিতে পারে, অন্য স্থানে সেরূপ করিতে পারে না।

আপন ঘোল কেউ টক বলে না।
নিজের জিনিষকে কেহ নিন্দা করিয়া তাহার মূল্য হ্রাস করিতে ইচ্ছা করে না।

আপন চরকায় তেল দাও।
চরকায় তেল দিলে তাহা সহজে ঘুরিবে এবং তাহাতে বেশী সুতা কাটা হইলে বেশী লাভ হইবে। ভাবার্থ—আপনার কার্যে মনোযোগী হও। অনধিকারচর্চা বা পরচর্চা করিবে না।

আপন চেয়ে পর ভাল, পর চেয়ে জঙ্গল ভাল।
অনেক সময় পরমাত্মীয়ের নিকট হইতে উপকার বা সাহায্যের পরিবর্তে উপেক্ষা, অনাদর ও অবজ্ঞা মাত্র লাভ হইয়া থাকে, পরন্তু অনাত্মীয়ের নিকট হইতে যথেষ্টই সাহায্য পাওয়া যায়।

আপন ছাগল বেঁধে রাখি,
পরের ছাগল হাততালি দি।
হাততালি দিলে ছাগল দৌড়িয়া পলায়, এবং তাহাকে ধরিতে কষ্ট পাইতে হয়। নিজে সাবধান হইয়া পরের অনিষ্ট চেষ্টা।

আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে।
আপন দোষ কেহই দেখে না। লোকে কেবল পরের দোষই দেখিয়া বেড়ায়।
"ছুঁচ বলে চালুনী তোর পিছে কেন ছ্যাঁদা।"
"The pot calls the kettle black."

আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।
খাঁদা নাক দর্শন যাত্রাপক্ষে অশুভ। একজন আপনার নাক কাটিয়া অপরের বিদেশ যাত্রায় বাধা দেওয়া। নিজের অনিষ্ট করিয়াও পরের অনিষ্ট চেষ্টা।
"Cutting off one's nose to spite the face."

আপন পাঁজি পরকে দিয়ে,
দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।
জ্যোতিষী নিজের পঞ্জিকা অন্যের হস্তে দিয়া শেষে দিন দেখিবার জন্য মাথায় হাত দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু পরের হাতে দিয়া কার্য্যকালে অনেক অসুবিধা ভোগ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আপন পাঁঠা লেজে কাটি।
আপনার পাঁঠাকে মাথার দিকে না কাটিয়া লেজের দিকে কাটিলেও কাহারও কিছু বলিবার অধিকার থাকে না। আপনার বিষয় সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারা যায়, তাহাতে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই।

আপন পায়ে (আপনি) কুড়াল মারা।
আপনি আপনার পায়ে কুড়ালির আঘাত করিলে সে জন্য কেহ দোষী নয়। জানিয়া শুনিয়া নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ নিজের ক্ষতি করা।

আপন বুদ্ধিতে তর, পরের বুদ্ধিতে মর।
আপনার বুদ্ধি অনুসারে বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, আর পরের বুদ্ধিতে চলিলে কার্য্য নষ্ট হয়। [সকল স্থলে এই প্রবাদের সার্থকতা নাই]।

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই,
পরের বুদ্ধিতে বাদসা নই।
এমন অনেক লোক আছে যে নিজের "গোঁ" অনুসারে চলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবে, তবুও অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিবে না।

আপন বেলা আঁটি সাটি,
পরের বেলা দাঁতকপাটি।
আপনার স্বার্থের দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে পরের মঙ্গল সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন।

আপন বেলা চাপন চোপন,
পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন।
অনেকে ধান চাল মাপিবার সময় যখন নিজেরা, তখন মাপিবার পাত্রে বেশ চাপিয়া মাপিয়া লয়। আর পরকে দিবার সময় আলগা আলগা মাপিয়া দেয়। আপনার দিকে বেশ টানে, অপরকে সামান্যমাত্র দেয়।

আপন ভাল পাগলেও বুঝে।
যার সামান্যমাত্র জ্ঞান আছে, সেও নিজের স্বার্থ বেশ বুঝে।

আপন মান আপনি রাখ,
কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাক।
কোন দুষ্কর্মের জন্য কাণ কাটা গেলে সেই কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া আপনার মানসম্ভ্রম আপনি রক্ষা কর। ঘরের কুৎসা বাহিরে প্রকাশ করিতে নাই
"Don't wash your dirty linen before the public."

আপন মুখ আপনি দেখ।
আপনার মুখ সুন্দর কি কুৎসিত তাহা আরসিতে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। নিজের কি দোষ আছে, তাহা অনুসন্ধান কর।

আপন হাত জগন্নাথ।
কাহাকেও কিছু দিতে হইলে জগন্নাথের ন্যায় হস্তহীন (ঠুঁটো) হওয়া। খুব কৃপণতায় লে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আপনার আপনি, ডোর আর কোপ্‌নী।
ডোর কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর ন্যায়, অন্য লোকের সম্বন্ধে ভাবনারহিত হওয়া। কেবল আপনার জন্যই চিন্তা করা।

আপনার কাজের মত আর কাজ নাই।
নিজের কর্ত্তব্য পালনই শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।
সংসারে আপনার বলিতে কেহ বা কিছুই নাই, কারণ জগৎ মায়াপূর্ণ।

আপনার চরকায় তেল দেওয়া।
'আপন চরকায় তেল দাও' দেখ।

আপনার ছাগল লেজের দিক থেকে কাটি।
'আপন পাঁটা লেজে কাটি' দেখ।

আপনার ছেলেটি খায় এতটি,
জেড়ায় যেন লাটিমটি (কিম্বা ঠাকুরটি);
পরের ছেলেটা খায় এতটা,
বেড়ায় যেন বাঁদরটা।
আপনার ছেলেটা অতি অল্পমাত্রায় খায়, এবং ঘুর ঘুর করিয়া লাটিমটির ন্যায় বেড়াইয়া কেমন আনন্দ দেয়, আর অপরের ছেলেটা রাক্ষসের মত যেমন বেশী খায়, বাঁদরের মত তেমনই লাফালাফি করিয়া বেড়ায়। মন্দ হইলেও নিজের বস্তুটি আপন চক্ষে ভাল দেখায়, ভাল হইলেও পরের বস্তুটি আপনার চক্ষে মন্দ দেখায়।

আপনারটা সবাই বড় দেখে।
নিজের বস্তু আপনার চক্ষে অন্যের বস্তু অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ মনে হয়।

আপনার টাকা থাক, পরের বিকিয়ে যাক্।
পরের অনিষ্ট হয় হউক, নিজের স্বার্থ বজায় থাকিলেই হইল। ("তোর টাকা থাক, মোর বিকিয়ে যাক" দেখ)

আপনার ধন পরকে দিয়ে,
দৈবজ্ঞ মরে এঁটো পাত কুড়িয়ে।
প্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে ছাড়িয়া দিয়া উত্তরকালে কষ্ট পাওয়া।

আপনার নয় ঠাকুর পরে কি করিবে?
আপনার লোকে অনিষ্ট করিলে, পরে কি করিয়া রক্ষা করিবে?

আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।
নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের ক্ষতি করিতে যাওয়া। "আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা" দেখ।

আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা।
জানিয়া শুনিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করা।

আপনার বিড়াল পখ্যি পায় না।
যার আপনারই খাইবার সংস্থান নাই, তার পক্ষে পরের সাহায্য করা অসম্ভব।

আপনার বেলা পাঁচ কড়ায় গণ্ডা।
সাধারণতঃ চারি কড়ায় গণ্ডা হয়। কিন্তু নিজের হিসাব বুঝিয়া লইবার সময় পাঁচ কড়ায় গণ্ডা ধরা, অর্থাৎ বেশ করিয়া লওয়া। নিজের স্বার্থটি বিলক্ষণ বুঝা।

আপনার বেলায় ছ কড়ায় গণ্ডা,
পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।

নিজের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা, অপরের জন্য তদ্বিপরীত করা।

আপনার মত জগৎ দেখা।
আপনি যেমন জগতের সকল লোককে তেমনি দেখা। ভাল লোক সকলকেই ভাল মনে করে, যে মন্দ লোক সে মনে করে সকলেই বুঝি আমারই মতন। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।"

আপনার মান আপন হাতে (বা কাছে)।
যে আপনার মান রাখিয়া চলিতে পারে, সকলেই তাহাকে সম্মান করে, তদ্বিপরীতে সে সকলেরই অশ্রদ্ধাভাজন হয়।

আপনি গেলে ঘোল পায় না, চাকরকে পাঠায় দুধের তরে।
'মনিব গেলে ঘোল পায় না' দেখ।

আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।
যার নিজেরই খাইবার সংস্থান নাই, তার আবার খাইবার জন্য অপরকে ডাকা নির্বুদ্ধিতার কার্য্য।

আপনি বড় ভাল, তাই লোককে বলে কাল।
এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি সকলকে কালো বলিয়া নিন্দা করিত। ইহাতে জনৈক স্পষ্টবাদী একদিন বলিয়াছিল, বাবু নিজে কৃষ্ণবর্ণ, উনি আবার অপরকে কালো বলিয়া নিন্দা করেন। যে ব্যক্তি নিজের মন্দ স্বভাব জানিয়াও অপরের স্বভাবের নিন্দা করে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদটি বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত হয়।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
নিজে কোন উপায়ে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে পিতৃপুরুষের নাম বজায় থাকে। "আত্ম রেখে ধর্ম্ম।" "চাচা আপন বাঁচা।" "Self-preservation is the first law of Nature."

আপনি যেমন চেমন, জগৎ দেখি তেমন।
যে নিজে দুশ্চরিত্র, সে অপর সকলকেই দুশ্চরিত্র মনে করে। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।"

আপনি রইলেন ডুব পানিতে,
পোলারে পাঠালেন চর।
জনৈক পূর্ব্ববঙ্গবাসী পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া এক পুকুরে স্নান করিতে নামিয়াছিল। পুকুরের ঘাটের জলে কয়েকটা গাঙ্‌দাড়া মাছ ভাসিতেছিল। ঐ লোকটী তাহাদিগকে কুম্ভীরের বাচ্চা মনে করিয়া বলিল, আপনি অর্থাৎ কুম্ভীর নিজে গভীর জলে থাকিয়া ছেলেদের চর পাঠাইয়াছে, অর্থাৎ ঘাটে কেহ নামিয়াছে কি না দেখিতে পাঠাইয়াছে। সভয় কুম্ভীরের আগমনাশঙ্কায় লোকটী জলে না নামিয়া পলায়ন করিল।

আপনি শুতে জায়গা পায় না (বা ঠাঁই নাই) শঙ্করাকে ডাকে।
যার নিজেরই থাকিবার স্থান নাই, তার পক্ষে থাকিবার জন্য অপরকে ডাকা নির্বুদ্ধিতার কার্য্য।

আপ্‌ ভালা ত জগৎ ভালা।
নিজের মন ভাল হ'লে, সকলকেই ভাল বলিয়া বোধ হয়।

আপ্‌ রুচি খানা, পর রুচি পরনা (পিহনা)।
নিজের রুচি অনুসারে আহার করিবে, অন্যের রুচি অনুসারে বেশভূষা করিবে। (অন্যের চক্ষে যাহাতে ভাল দেখায় সেই ভাবে বেশ ভূষা করিবে)।

আবর তাঁতী গোবর খায়,
স্ত্রীর বাক্যে মরতে যায়।
প্রবাদ এইরূপ যে, পূর্ব্বে তন্তুবায় জাতি অতিশয় নির্ব্বোধ ছিল; এমন কি ইহাদের সাধারণ জ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না; ইহারা উলুখড়ের জঙ্গলকে জল মনে করিয়া তন্মধ্যে সাঁতার দিত, ইত্যাদি। এই জন্য এই প্রবাদটি নিতান্ত নির্বুদ্ধি লোক সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

আবাগের বেটা ভূত।
আবাগের—অভাগের, হতভাগের। বাক্যটি গালাগালিস্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

আবালে না নোয়ালে বাঁশ,
বাঁশ করে ট্যাঁস ট্যাঁস।
"কাঁচায় নয়না বাঁশ" দেখ।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি মজবুত হয় না। অপদার্থ বস্তু।

আমড়া গাছে আম হয় না।
আমড়া গাছে আমড়াই ফলে, আম ফলে না। যাহার স্বভাব মন্দ তাহার নিকট সদ্ব্যবহারের আশা করা যায় না "You cannot make a silk purse out of a sow's ear."

আমড়াতলায় আম পেলে,
আমতলায় কেবা যায়।
আমড়াতলাতেই যদি আম কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর কষ্ট করিয়া আম গাছের তলায় যাইবার আবশ্যকতা নাই। প্রয়োজন যে কোনরূপে হউক সিদ্ধ হইলেই হইল।

আম না পেয়ে আঁটি চোষা।
সার বস্তুর অভাবে অসার বস্তু উপভোগ করিতে বাধ্য হওয়া।

আম শুকালে আম্‌সী,
যৌবন ফুরালে কাঁদতে বসি।
আম শুকাইয়া আম্‌সী হইলে আমের যেমন আর তেমন আদর থাকে না, তেমনই স্ত্রীলোকের যৌবন কাল অতীত হইলে তাহার আর সেইরূপ আদর থাকে না।

আমার আমার যত কর, চিনির বলদ বয়ে মর।
বলদ কেবল চিনির বস্তা বহিয়া থাকে, চিনি খাইতে পায় না; সংসারী কেবল সংসারের ভারই বহিয়া থাকে, সংসারের সুখ উপভোগ করিতে পায় না।

আমার নাম নিতাই, এক খাই এক খিতাই।
নিতাই নামক কোন ব্যক্তি এক দিকে খাইতেছে, অপর দিকে ভবিষ্যতে খাইবার জন্য সংস্থানও করিয়া লইতেছে। যে আপাততঃ কোন অভীষ্ট বস্তু পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাহা পাইবার চেষ্টা করে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

আমার বুদ্ধি শোন,
ঘর দোর ভেঙ্গে ফেলে নটে শাক বোন।
সকলেই আপনার বুদ্ধিকে প্রধান বলিয়া মনে করে। যে নিতান্ত নির্ব্বোধ, আপনার ভালমন্দ বুঝিতে পারে না, সে অপরকে পরামর্শ দিয়া সেই অনুসারে চলিতে বলিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আমিও ফকির হলেম, দেশেও অকাল (বা মন্বন্তর) এল।
এক ব্যক্তি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য উপায় না দেখিয়া শেষে ফকিরী গ্রহণ করিল; আশা, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইবে। কিন্তু ফকিরী গ্রহণের পরই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহার ভিক্ষা পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিল। কোনও কার্য্যে অসম্ভাবিতরূপে বাধা পাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

আমি কি নাচ্‌তে জানিনে,
মাজার ব্যথায় সে পারিনে।
আমি নাচিতে জানি, কিন্তু কোমরে ব্যথা বলিয়াই নাচিতে পারি না। মিছা ওজর করিয়া নিজের অপারগতা গোপন করা।

আমি কি নেড়ি ভেড়ি,
আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ী।
একজনকে গরীব বলিয়া উপহাস করিলে সে দম্ভপ্রকাশ করিয়া আপনার সম্পদের প্রমাণ দিবার জন্য বলিয়াছিল, আমি যে সে লোক নই, আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ীতে কাচিতে গিয়াছে। কিছু না থাকিলেও বড়াই করিয়া নিজের সম্পদের প্রমাণ দেওয়া।

আমে দুধে এক হয়,
আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়।
আম ও দুধ দুইই উৎকৃষ্ট বস্তু। আমের রস নিঙড়াইয়া দুধে দিলে তাহা দুধের সঙ্গে মিশিয়া যায়, কিন্তু তাহার অসার আঁটি আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যোগ

যোগ্যের সহিত মিলিত হয়; নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু পরিত্যক্ত হয়।

আমে ধান, তেঁতুলে বান।
যে বৎসর আম বেশী জন্মে, সে বৎসরে ধানও বেশী জন্মে, যে বৎসর তেঁতুল বেশী জন্মে, সে বৎসর বর্ষার আধিক্য হয় ও বান ডাকে।

আয় বুঝে ব্যয়।
"Cut your coat according to your cloth," "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

আর কি নেড়া বেল তলায় যায়।
একবার নেড়া বেলতলা দিয়া যাইবার কালে মাথায় বেল পড়ায় বিলক্ষণ আঘাত পাইয়াছিল, সেইজন্য সে আর কখনও বেলতলা দিয়া যাইতে সম্মত হইত না। যে একবার ঠকিয়াছে, সে ভবিষ্যতে সাবধান হয়।

আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না ত খাব কি, গাবের মত আছে কি. একদা গাব ফল খাইবার সময় গাবের আঁটি এক কাকের গলায় লাগিয়া গিয়াছিল। কাক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সেই সময় প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও গাব খাইব না—এমন কি গাবগাছের তলা দিয়াও যাইব না। কিছুক্ষণ পরে গাবের আঁটি গলা হইতে উঠিয়া যাওয়াতে কাকের যেমনই যন্ত্রণার অবসান হইল, অমনি বলিল, যদি গাবই না খাইলাম, তবে আর খাইব কি? গাবের ন্যায় ভাল জিনিস ত আর দেখিতে পাই না। সংসারে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ বা ক্ষণিক সুখের তৃপ্তিসাধন জন্য কোন কর্ম করিয়া বিষম বিপন্ন হয়; এবং সেই বিপদ্ ভোগ করিবার সময় প্রতিজ্ঞা করে—এই কর্ম আর কখনও করিব না; পরে কিন্তু বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাহা করিয়া থাকে।

আরসুলাও পাখী, মুন্সেফও হাকিম।
ডানা থাকিলেও আরসুলাকে পাখী বলা যায় না; বিচারকার্য্য করিলেও মুন্সেফকে হাকিম বলা যায় না। কেননা তিনি জজের ভয়ে সদাই সশঙ্ক থাকেন। এবং কাগজ পত্র নাড়া চাড়া ছাড়া তাঁহার দণ্ড দিবার কোন ক্ষমতা নাই।

আরের দাঁত, আর ছিরে বুড়োর দাড়ী।
অপর লোকে দন্ত দ্বারা যে কার্য্য সাধন করিতে পারে, বৃদ্ধ শ্রীরাম সে কার্য্য দাড়ীর দ্বারাই সম্পন্ন করে। অপরে বহু আয়াসে বা সুবিধাযোগে যে কাজ করিতে পারে, ব্যক্তিবিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও সে কাজ অনায়াসে করিতে সমর্থ হয়।

আরের মন আর দিকে, চোরের মন বোঁচকার দিকে।
আর আর লোকের মন নানাদিকে রহিয়াছে, কিন্তু চোরের মন কোন দিকে নাই, তাহার মনটী লোকের অর্থপূর্ণ বোঁচকার দিকেই পড়িয়া আছে। কোন লোক কেবল আপনার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

আলস্য হেন ধন থাক্‌তে দুঃখের আবার অভাব?
অলস লোকে দুঃখ ভোগ করে ইহা সুনিশ্চিত।

আলালের ঘরের দুলাল।
"আদুরে গোপাল"। যে যুবক বাল্যকাল হইতে অযথা আদর পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হয়।

আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়।
আলোচাল ভেড়ার অতি প্রিয়খাদ্য। সে ইহা দেখিতে পাইলে খাইবার জন্য দড়িদড়া ছিঁড়িতে থাকে। অভিপ্রেত বস্তু দর্শনে যাহার লালসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আলোর পরই আঁধার।
আলোকের পরই অন্ধকার আসিয়া থাকে, সুখের পরই দুঃখ আসে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

আশা আর ফুঁ আছে, দুধ আর বাটি নাই।
গরম দুগ্ধ ফুঁ দিয়া খাইবার প্রবল ইচ্ছা আছে, কিন্তু দুগ্ধ নাই ও দুগ্ধের বাটিটি পর্য্যন্তও নাই। ইচ্ছা আছে কিন্তু প্রাপ্ত বস্তুরই অভাব হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।
আশা হইতে চেষ্টা, আর চেষ্টা হইতে সাফল্য। কিন্তু যতটা আশা করা যায়, ততটা সফলতা লাভ হয় না। তাই আশার পরিমাণ অধিক হইলে বেশী পরিমাণে সাফল্য লাভ করা যায়। বাসা বড় হইলে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়।

আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্য পরম সুখ।
যতক্ষণ আশা থাকে, ততক্ষণ তাহার সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া লোকে দুঃখ ভোগ করে; আবার একটী আশা পূর্ণ হইলে আর একটী আশা জন্মে; কাজেই সুখ ভোগ আর হয় না। আশা ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখলাভ হয়। "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।"

আশা করেছেন কাও, পাকলে খাবেন ডেও।
কাও—কাক, ডেও—ডাঁফল। কাক আশা করিয়া বসিয়া আছেন, ডাঁফল পাকিলেই তিনি খাইবেন। খুব দূরবর্ত্তী আশা যাহারা করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

আশা বৈতরণী নদী।
আশা বৈতরণী নদীর ন্যায়; অপর পারে যাওয়া কষ্ট ও সময়সাধ্য।

আশায় জল সেঁচা।
আশায় জল সেচন করা। ক্ষেত্রে জল সেচন করিলে ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে শস্য পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ লাভের জন্য বর্ত্তমানে চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহার হয়।

আশায় মরে চাষা।
চাষা প্রচুর ফসল পাইবার আশায় চাষ করে, কিন্তু যদি সুবৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ফসল জন্মে না, চাষীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

আশার অর্দ্ধেক ফল।
যতটা আশা করা যায় তাহা সম্পূর্ণভাবে না পাইলে আংশিক ফলেই সন্তুষ্ট হইতে হয়। "যথা লাভ।"

আশার শেষ নাই।
দরিদ্র শতপতি হইতে চায়, শতপতি সহস্রপতি হইবার বাসনা করে, সহস্রপতি লক্ষপতি হইতে কামনা করে, লক্ষপতি কোটিপতির ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে, কোটিপতি রাজা হইতে চায়, রাজা সম্রাট্ হইবার ইচ্ছা করে। পরন্তু আশার শেষ নাই।

আশ্বিন মাসে কুঠে পাঁঠাতেও কাড়।
দুর্গাপূজার সময়ে বলির নিমিত্ত বিস্তর পাঁঠার প্রয়োজন; সে সময়ে ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে সকল প্রকার পাঁঠাই চড়া দরে বিক্রীত হয়। উপযুক্ত সময়েই লোকে লাভবান্ হয়। দরকার পড়িলে, মন্দ জিনিসও ভাল জিনিসের দরে বিক্রীত হয়।

আষাঢ়ে গল্প।
কল্পনামূলক অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য গল্প। "Traveller's Tales." "Stories of Baron Mounchasen."

আষাঢ়ে না হলে সুত, হা সুত যো সুত।
ষোলতে না হলে পুত, হা পুত যো পুত। আষাঢ় মাসের দিবাকাল দীর্ঘ, সে মাসে যদি সুত কাটা না হইল, তাহা হইলে সুতার জন্যে কষ্ট পাইতে হয়; আর ষোল বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের যদি পুত্র না জন্মে, তাহা হইলে আর তার পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প। উপযুক্ত সময়ে কোন কার্য্য না হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি।
লোকের যখন দুর্দ্দশা ঘটে, তখন সে সুবুদ্ধির কাজ করিতে পারে না। লোকের অবস্থা শোচনীয় হইলে তাহার কার্য্যকলাপও দুর্ব্বুদ্ধিপ্রসূত হইয়া থাকে।

আসমান জমী তফাৎ।

আকাশে ও পাতালে যত তফাৎ, তত তফাৎ।

আসর ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।

"ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন।" আমোদপ্রমোদের আসরে আলো জ্বালিবার সঙ্গতি নাই, অথচ ঢেঁকিশালায় চাঁদোয়া খাটাইয়া বড়মানুষী দেখাইতেছে।

আসল চেয়ে সুদ মিষ্টি।

মহাজনেরা আসল অপেক্ষা সুদকেই অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করে, এবং তাহারা খাতকের নিকট হইতে সুদটাই আগে আদায় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কোন আসল জিনিষ অপেক্ষা তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তু অধিক প্রীতিদায়ক হয়। পুত্র অপেক্ষা পৌত্র অধিক স্নেহভাজন হয়।

আসলে খোঁজ নেই, তার সুদের খবর।

কর্জ্জ দেওয়া আসল টাকা ফিরিয়া পাইবার আশা নাই, কিন্তু সেই টাকার সুদ পাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়া। বৃহৎ ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রে দৃষ্টি।

আসেন লক্ষ্মী, যান বালাই।

যাহার উপস্থিতিতেও লাভ নাই, গেলেও ক্ষতি নাই, তাহার সম্বন্ধে বলা হয়।

আস্কে খায় তার ফোঁড় গণে না।

আস্কে পিঠের ভিতর দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, কিন্তু খাইবার সময় লোকে কতগুলি ছিদ্র আছে তাহা গণিয়া খায় না। খায় দায়, বেড়ায়, কিন্তু কোথা হইতে খাওয়া দাওয়া চলিতেছে, কিসে কি হইবে এসকল খোঁজ যে রাখে না, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

আসতেও একা, যেতেও একা,
কার সঙ্গে বা কার দেখা।

লোকে জন্মগ্রহণ কালে একাই আসে, এবং মৃত্যুকালে একাই চলিয়া যায়, সুতরাং পৃথিবীতে তার কারও সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। "তুমি কার কে তোমার, কারে বল রে আপন" ইহাই এই প্রবাদের অর্থ।

আহার নিদ্রা ভয়, যত বাড়াও তত হয়।

আহার, নিদ্রা ও ভয় ইহাদিগকে যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে।

আহ্লাদে আটখানা, লেজা মুড়ো নিয়ে দশখানা।

যে সামান্য বিষয় উপলক্ষে অযথা আনন্দ প্রকাশ করে, তাহার সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

আহ্লাদে পুতুল।

কেবল আমোদপ্রমোদে রত দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোককে 'আহ্লাদে পুতুল' বলা হয়।

ই

ইঁচোড়ে পাকা।

কাঁঠাল এঁচোড় অবস্থায় কোনরূপে পাকিয়া গেলে তাহার স্বাদগন্ধ কিছুই থাকে না, তাহা খাইতে অতি বিশ্রী হয়। সেইরূপ যে ছেলে অল্প বয়সে বিজ্ঞ সাজে, এবং বিজ্ঞের মত কথা কয় তাহাকে ইঁচোড়ে পাকা বলে। তাহার দ্বারা কোন কাজ হয় না।

ইচ্ছা থাকে যার, উপায় হয় তার।

মনে যদি কাজ করিবার প্রকৃত ইচ্ছা থাকে, তবে কাজ যতই দুরূহ হউক, তাহার একটা না একটা উপায় হইয়া থাকে। "Where there is a will, there is a way."

ইচ্ছার ভার বোঝা বোধ হয় না।

যে কাজ করিবার ইচ্ছা থাকে, সে কাজ করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না।

ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

কাহাকেও ইট ছুঁড়িয়া মারিলে সে পাটকেল ছুঁড়িয়া মারে। অপকার করিলেই প্রত্যপকার পাইতে হয়। "Tit for tat."

ইটে নাই, ভিটে নাই, বাহিরে মর্দ্দানী।

ইটে অর্থাৎ ঘরের ইট বা ভিত নাই, ভিটে পর্য্যন্ত নাই, অথচ বাহিরে বড় মানুষী চাল দেখান। "কতো নবাবী।" "বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন।"

ইল্লৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় মলে।

কোন জিনিষ বা স্থান অপরিষ্কার হইলে ধুইলে তাহা পরিষ্কার হয়, কিন্তু হাজার ধোয়া মোছাতেও স্বভাবের দোষ যায় না, মরিলে তবে স্বভাবের দোষ দূর হয়। "যার যা রীত, ছাড়ে কদাচিৎ।" "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ।

মুচির কাজ জুতা সেলাই হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কাজ চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত করিতে পারে। সামান্য বা নীচ কার্য্য হইতে মহৎ কাজ পর্য্যন্ত করিতে পারিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ঈ

ঈশ্বর যদি করেন কর্ত্তা যদি মরেন,
তবে ঘরে বসে কীর্ত্তন শুনবো।

কোন মুখরা স্ত্রীলোক অপরের বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিল। কিন্তু বসিবার স্থান লইয়া সেখানে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাহার ঝগড়া বাধিল। তখন ঐ মুখরা স্ত্রীলোক রাগিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া বলিল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের কর্ত্তা (স্বামী) মারা যান, তাহা হইলে আমি তখন নিজের ঘরে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিব। ক্ষুদ্র অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের বৃহৎ অনিষ্ট সহ্য করিবার ইচ্ছা—এই প্রবাদে সূচিত হয়।

ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।

এক সময়ে কোন রাজার একটী অঙ্গুলী ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে রাজা কাতরতা প্রকাশ করিলে মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।" ইহাতে রাজা মনে মনে মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিন তিনি মন্ত্রিসমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। রাজা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্যসামন্তগণকে রাখিয়া মন্ত্রীর সহিত অরণ্যমধ্যে অগ্রসর হইলেন, এবং একটী শুষ্ক কূপ দেখিতে পাইয়া মন্ত্রীকে ঠেলিয়া তাহাতে ফেলিয়া দিলেন। মন্ত্রী বলিল, "এ কি মহারাজ?" রাজা উপহাস করিয়া উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।" অতঃপর রাজা ঘুরিতে ঘুরিতে একদল দস্যুর হাতে পড়িলেন। দস্যুরা তাঁহাকে কালীর নিকট বলি দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বলিদানের সময় রাজার অঙ্গুলীতে ক্ষত দেখিয়া ছাড়িয়া দিল। তখন রাজা মন্ত্রীর কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মন্ত্রীকে উদ্ধার করিলেন, এবং স্বীয় দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে কূপে ফেলিয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন, কূপের ভিতর থাকায় দস্যুরা আমাকে দেখিতে পায় নাই। আপনার অঙ্গে ক্ষত ছিল বলিয়া আপনি উদ্ধার পাইলেন, কিন্তু আমার অক্ষত শরীর, দস্যুরা আমাকে নিশ্চয়ই বলি দিত; সুতরাং ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।" ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমরা সকল সময়ে বুঝিতে না পারিলেও, মোটের উপর বোঝা উচিত যে, তাঁহার কার্য্যাবলী জগতের মঙ্গলেচ্ছাসম্ভূত।

উ

উই ইঁদুর কুজন, ভাল ভাঙ্গে তিন জন;
ছুঁচ সোহাগা সুজন, ভাল করে তিন জন।

উই, ইঁদুর এবং অসাধু লোক ইহারা ভাল ভাল জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলে। আর ছুঁচ, সোহাগা এবং সাধু ব্যক্তি সর্ব্বদা জগতের হিত করিয়া থাকে।

উঁচান বাড়ি বড় ভয়, পড়লে বাড়ি সয়ে যায়।

মারিতে উদ্যত লাঠি দেখিয়া কতই লাগিবে ভাবিয়া লোকে ভয় পায়, কিন্তু সেই লাঠি

মাথায় পড়িয়া গেলে আঘাত সহ্য হইয়া যায়। কাজ করিবার আগে ভয় হয়, কিন্তু করিতে আরম্ভ করিলে কঠিন কাজও সম্পন্ন হইয়া যায়।

উচিত কথায় আহাম্মুখ রুষ্ট।

"হক্‌" কথা বলিলে নির্ব্বুদ্ধি লোক রাগ করে।

উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট,

উচিত কথায় মানব রুষ্ট।

দেবতা বা দেবতুল্য সাধুগণ উচিত কথায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু মানুষকে উচিত কথা বলিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে।

উচিত কথায় বন্ধুও বিগ্‌ড়ায়।

হক্ কথা বলিলে বন্ধুও রুষ্ট হয়। অপ্রিয় সত্যও কাহাকে বলিবে না। "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।"

উঁচু হবে তো নীচু হও।

"বড় হবে ত ছোট হও।" নম্রতাই মহত্ত্বের লক্ষণ।

উচোট খেয়ে প্রণাম।

"হুচোট খেয়ে পদ্মনাভ!" ইচ্ছা করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা নয়—পড়িয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, কাজেই তখন প্রণাম স্বীকার করা। দায়ে পড়িয়া বাধ্যগতিকে কোন ভাল কাজ করা। "Making a virtue of necessity."

উচ্ছের কচি, পটোলের বিচি, ছাগের (বা শাকের) ছা, মাছের মা এইগুলো বেছে খা।

কচি উচ্ছে, পাকা পটোল, কচি পাঁঠার মাংস (বা কচি শাক) আর বড় মাছ—এইগুলি উপাদেয় খাদ্য।

উজাড় বনে শিয়াল রাজা।

যে বনে অন্য কোন বলবান্ জন্তু নাই, সেই বনে শিয়ালই আপনাকে রাজা জ্ঞান করিয়া থাকে। যেখানে বাধা দিবার উপরওয়ালা কেউ নাই, সেইখানে সামান্য লোকও বেশী কর্ত্তৃত্ব করে।

উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, বাড়া ভাত খেয়ে।

কোন অবিবাহিতা রমণী বাড়া ভাত খাইয়া বসিয়া আছে, তাহার বিবাহের কোনই কথাবার্ত্তা নাই। হঠাৎ তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গেল, এবং তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া হইল। কোন কথাবার্ত্তা বা সম্ভাবনা নাই, এরূপ কাজ হঠাৎ তাড়াতাড়ি করিতে হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

উঠন্ত বৃক্ষ পত্রেই চেনা যায়।

চারা গাছের পাতার আকার দেখিয়াই অনুমান করিতে পারা যায় যে, সে গাছ কিরূপ তেজী হইবে। কাজের আরম্ভ দেখিলেই সে কাজ কিরূপ হইবে বুঝা যায়।

উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায়।

কোন কার্য্যের পরিণাম কিরূপ, আরম্ভেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। "The childhood shows the man, as morning shows the day." "Coming events cast their shadows before."

উঠে পড়ে লাগা।

বাধা অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য যেমন করিয়া হউক সম্পাদন করিতে চেষ্টা করা।

উড়্‌তে না পেরে পোষ মানা।

পোষা পাখী উড়িতে পারে না, কাজেই পোষ মানিয়াছে, খাঁচা হইতে বাহির করিলেও পলায় না। নিরুপায় হইয়া কোন কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়া।

উড়তে পারে না ফুর্‌ফুর্ করে।

উড়িবার শক্তি নাই, তবু উড়িবার চেষ্টা করিয়া ফুর্‌ফুর্ করিতে থাকে। কাজ করিবার শক্তি নাই, তথাপি কাজ করিতে যাওয়া।

উড়ে এসে যুড়ে বসা।

যাহার কোন দাবী বা সম্বন্ধ নাই, তাহার কোন স্থান অধিকার বা কোন কার্য্য করিবার চেষ্টা।

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

বাতাসে খৈ উড়িয়া যাইতেছে, তাহা আর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই দেখিয়া সেইগুলি গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিল। অবস্থায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া কোন সৎকার্য্য করা। "Making a virtue of necessity."

উদ্ খেতে খুদ নেই, নেইলে বাঁড়ায় শিঙ্গে।

উদ—উদক, জল। এক মুঠা খুদ মুখে দিয়া জল খাইবে, এমন সম্বল নাই, অথচ বাঁশী ফুঁকিয়া বেড়ায়। যার খাবার সংস্থান নাই, তার বাহ্য আস্ফালন।

উদর চিরলে ক বেরোয় না।

গণ্ডমূর্খ। "ক অক্ষর গোমাংস।"

উদর সর্ব্বস্ব।

যে কেবল আহারের চেষ্টা লইয়া আছে। ঘোর পেটুক।

উদুখলে ক্ষুদ নাই, চাটগাঁয় বরাত।

যার ঘরে অন্নসংস্থান নাই, সে আবার অপর লোককে অন্য স্থানে টাকা লইবার বরাত দেয়।

উদে (উদবিড়ালে) মাছ ধরে,

পটাশে তিন ভাগ করে।

উদবিড়ালে কষ্ট করিয়া মাছ ধরিয়া আনিল, আর পটাশ আসিয়া তাহাতে ভাগ বসাইল। একের পরিশ্রমের ফল অপরে উপভোগ করে।

উদোর পোঁটা (বা পিণ্ডি) বুধোর ঘাড়ে।

একের দায়িত্ব বা দোষ অপরের ঘাড়ে চাপান।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভাল।

ভাল করিবার উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা ভাল কাজ করিয়া সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই ভাল। "Example is better than precept."

উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করিতে নাই।

অন্ন পাইবার আশায় প্রস্তুত অন্ন ত্যাগ করিয়া গেলে সেদিন অদৃষ্টে প্রায় অন্ন জোটে না। বর্ত্তমান সুযোগ কখন পরিত্যাগ করিবে না।

"There is a tide in the affairs of men,
Which taken at the flood, leads on to fortune".

উপর থেকে প'ড়ে গেল জন পাঁচ সাত,

যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।

পাঁচ সাতজন লোক কোন উঁচু জায়গা হইতে নীচে পড়িয়া গেলে কেহ অপরের আহত স্থানে হাত বুলায় না, যাহার যেখানে ব্যথা লাগিয়াছে, সে সেইখানেই হাত বুলায়। লোকে স্বার্থটাই আগে দেখে।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা।

ঢেঁকির মত জিনিষ কখন গেলা যায় না। তথাপি অনুরোধে পড়িয়া তাহা গিলিবার চেষ্টা করা। অনুরোধে দুঃসাধ্য কাজ করিতে যাওয়া।

উপবাসে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ।

ঘরে কোন সংস্থান না থাকিলে উপবাস দিলে একটা দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু ধার করিয়া দিন চালাতে গেলে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ঋণগ্রস্ত হইয়া উদর পূর্ণ করিবে না।

উপোসের কেউ নয়, পারণার গোঁসাই।

উপবাস করিতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু পারণের সময় উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া উদর পূর্ণ করিতে অগ্রসর। কষ্ট করিবে না, অথচ ফল উপভোগ করিতে যত্নবান্।

উভয় সঙ্কট।

এদিকে গেলেও বিপদ, ওদিকে গেলেও বিপদ্, এইরূপ অবস্থা। "রামেও মারবে, রাবণেও মারবে।" "না যাইলে রাজা বধে, যাইলে ভুজঙ্গ, রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।" "The horns of a dilemma."

উকুন বেয়ে রক্ত পড়ে, চোক গেলরে বাবা।

একের সহিত অন্যের কোন সম্বন্ধ নাই। অসম্বদ্ধ বাক্য সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়। [সমগ্র বাক্যটী এইরূপ;—এখান হ'তে মারুলেম তীর লাগলো কলাগাছে, উকুন বেয়ে রক্ত পড়ে চোক গেলরে বাবা]।

উলুবনে মুক্তো ছড়ান।

উলু ঘাসের জঙ্গলে মুক্তা ছড়াইয়া দিলে মুক্তার জ্যোতি বা সৌন্দর্য্য কিছুই দেখা যায় না। যে যাহার আদর করিতে জানে না বা মূল্য বুঝে না, তাহার সমক্ষে সেই বস্তু বা বিষয়ের উপস্থাপন করা "Casting pearls before swine," "বানরের গলায় মুক্তার হার।"

উলুবনে সাঁতার দেওয়া

নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করা। কথিত আছে, এক 'হাবা" তাঁতী জ্যোৎস্না রাত্রিতে উলুবনকে জল মনে করিয়া তাহাতে সাঁতার দিয়াছিল।

উলোর মেয়ের কুঁদুলী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাত নাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা॥

যথাক্রমে উপরি উক্ত বিষয়ের জন্য, উপরি উক্ত চারিটি স্থানের স্ত্রীলোকের প্রসিদ্ধি ছিল।

উল্টা বুঝলি রাম।

হিন্দুস্থানী গল্প হইতে এই প্রবাদের সৃষ্টি। ঘটনাক্রমে যখন বিপরীত কার্য্য হইয়া পড়ে, তখন এইপ্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

উল্টে চোরা মশান গায়।

মশান = শ্রীমন্তের মশানের পালা। চোর অপরাধ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ধর্ম্ম-কাহিনী শুনাইতে উদ্যত।

উস্কো মাটীতে বিড়াল হাগে।

বিড়াল উস্কো খুস্কো মাটী দেখিলেই তথায় বিষ্ঠাত্যাগ করে। নরম লোক পাইলে সকলে তাহার উপর আধিপত্য প্রকাশ করে।

ঊ

ঊন পাঁজুরে বরা খুরে (লক্ষ্মী ছাড়া বা শকুন-খোর)।

দুশ্চরিত্র অন্নহীনকে এই উক্তিটি দ্বারা গালা-গালি দেওয়া হয়।

ঊন বর্ষায় দুনো শীত।

যে বৎসরে বর্ষা কম, সেই বৎসরে শীত বেশী হয়।

ঊন ভাতে দুন বল, ভরা ভাতে রসাতল।

পরিমিত আহারে শক্তি বৃদ্ধি হয়; অপরি-মিত আহারে নানা রোগ জন্মে, বলক্ষয় হয়, এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে।

এ

এই ডুমুরের গরব কর, পাকলে ডুমুর পড়ে মর।

যে ডুমুর ফলের জন্য গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে, সেই ডুমুর পাকিলে ঝরিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়; সুতরাং সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব করা বৃথা।

এই বিড়াল বনে গেলে বন-বিড়াল হয়।

বিড়াল পোষা অবস্থায় যখন, ঘরে থাকে, তখন বেশ শান্তস্বভাব। কিন্তু সেই বিড়াল কিছুদিন বনে বাস করিলে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বন বিড়াল হইয়া উঠে। অবস্থান্তর ঘটিলে স্বভাবেরও বিকৃতি ঘটে। "যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।"

এই মানুষ বনে গেলে বন-মানুষ হয়।

দুষ্ট সমাজ সংস্পর্শে ও শিক্ষার বিকৃতি গুণে মানুষ দুষ্টভাবাপন্ন হয়।

এঁচোড়ে পাকা। দেখ।

'ইঁচোড়ে পাকা' দেখ।

এঁচোড়ে পাকিলে শীঘ্রই গোল্লায় যায়।

ছেলে বয়সে "জেঠিয়ে" গেলে তার আর উন্নতি ঘটে না।

এঁড়ে ধরলে চিঁ চিঁ করে,
ছেড়ে দিলে লম্ফ মারে।

ভীরু লোকে কায়দায় পড়িলে জব্দ হয়, আবার স্বাধীনতা পাইলেই মহা আস্ফালন করে।

এঁটো খায় মিঠার লোভে,
যদি এঁটো মিঠা লাগে।

এঁটো জিনিষ মিষ্ট হইলেই লোকে এঁটো খায়, কিন্তু মিষ্ট না হইলে খায় না। লাভ না থাকিলে লোকে নীচ কর্ম্ম করে না।

এঁটো (বা আঁস্তাকুড়ের) পাতা কখন স্বর্গে যায় না।

এঁটো পাতা আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলে তাহা শুকাইয়া ঝড়ে উড়িয়া উপর দিকে উঠে; কিন্তু উপরে উঠিলেও তাহা বেশী দূর যাইতে পারে না, কিছুদূর উঠিয়াই নীচে পড়িয়া যায়। নীচ কখন উচ্চপদ লাভের উপযুক্ত হয় না।

এঁড়ে গরু, না ঢেনে দো।

কোন ব্যক্তির দুধের দরকার হওয়ায় একটা গরু দেখিয়া সে একজনকে উহার দুধ দুহিতে বলিল। লোকটা গরুর কাছে গিয়া বলিল, 'মশায়, এ যে এঁড়ে গরু।' পূর্ব্বোক্ত লোকটা বলিল, "তা হোক্, তুই ঢেনে দো।" যাহা অসম্ভব তাহা করিতে যাওয়া। "চাউল নাই, তবে ভাতে ভাত রাঁধ।"

এক আঁচড়ে চেনা যায়।

সামান্য চিহ্নেই বস্তু বা ব্যক্তির গুণাগুণ বুঝা যায়। কৃপণ লোকে পয়সা খরচের ভয়ে তেল মাখে না, তার গায়ে একটি আঁচড় দিলেই গায়ের খড়ি দেখা যায়।

এক ওয়াকিব্ হাল, সাত নাবালিন্দা।

একজন পারদর্শী সাতটি শিক্ষানবীশের তুল্য। সাতজন শিক্ষানবীশ যাহা করিতে অক্ষম, একজন বিশেষজ্ঞ তাহা করিতে সমর্থ।

এক কলসী জল তুলে কাঁকালে দিলে হাত,
এই মুখে খাবে তুমি বাগ্দিনীর ভাত।

কথিত আছে, এক সময়ে মহাদেব কৃষি-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি কুচুনী পাড়ায় আসিয়া চাষ আরম্ভ করিলেন, বহুদিন কৈলাসে গেলেন না। তখন ভগবতী বাগ্দীর মেয়ের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বাগ্-দিনীকে দেখিয়া মহাদেব মুগ্ধ হইয়া পড়ি-লেন। তখন ভগবতী প্রস্তাব করিলেন, যদি তুমি আমার সহিত সমভাবে কাজ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া প্রতিপালন করিতে পারি। মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইলেন। এদিকে ভগবতীর মায়ায় জমির জল সব শুকাইয়া গেল, বৃষ্টিও নাই, মহাদেব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবতী বলিলেন, "এস কলসী করিয়া জমিতে জল তুলিয়া দিই।" মহাদেব কলসী লইয়া জল তুলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুই এক কলসী জল তুলিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবতী শ্লেষ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এক কলসী জল তুলিয়াই তুমি কোমরে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলে, আর এই ক্ষমতা লইয়া তুমি বাগ্দিনীর ভাত খাইতে চাও?" কার্য্যে পুরুষের অক্ষমতা সম্বন্ধে এই প্রবাদটি স্ত্রীলোক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা।

দুধে চোনা অর্থাৎ গোমূত্র পড়িলে কলসীর দুধ কাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। অনেক ভাল কাজ করিয়া শেষে একটী মন্দ কাজ করিলে ভাল কাজের জন্য সব সুনাম নষ্ট হয়।

এক কাটে ভারে, এক কাটে ধারে।

কাটারী খাঁড়া প্রভৃতি অস্ত্রে ভাল ধার না থাকিলেও তাহা যদি খুব ভারী হয়, তবে সেই ভারে জিনিষ কাটিয়া যায়; আর ভারে কম হইলে যদি ধার থাকে তাহা হইলেও কাটে। কিন্তু ধার ও ভার দুই না থাকিলে কাটে না। সেইরূপ মানুষের এক পয়সার জোরে লোকে বাধ্য হয়, আর এক বিনয়াদি গুণে বাধ্য হয়, কিন্তু গুণ বা পয়সার কিছু না থাকিলে কেহ বাধ্য হয় না। 'ধারে কাটে আর ভারে কাটে' দেখ।

এক কাণ কাটা সহরের বার দে যায়,
দুকাণ কাটা সহরের ভিতর দে যায়।

যাহার একটা কাণ কাটা গিয়াছে, সে লজ্জাবশতঃ সহরের বাহির দিয়া যায়, আর যাহার দুই কাণ কাটা গিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র লজ্জা নাই, সে অনায়াসে সহরের মধ্য দিয়া যায়। যে অল্পমাত্রায় "বেহায়া",

তার কতকটা লজ্জাভয় আছে, সে আত্ম-গোপন করিয়া লোকনয়নের বহির্ভূত থাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যে পূর্ণমাত্রায় "বেহায়া" তাহার লজ্জাভয় কিছুই নাই, ইহাই এই উক্তির অর্থ।

এক কাণে শুনে, অন্য কাণে বেরোয়।
এক কাণ দিয়া শুনিতেছে, আর অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, কথাতে কিছুই মনোযোগ দিতেছে না। যে উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করে না, তাহারই সম্বন্ধে এ উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এককে আর, বেথবে বেগার।
বেগার ধরিয়া কাজ করাইলে কাজ প্রায় ঠিক হয় না, এককে আর হইয়া যায়।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান।
সকলেরই এক দশা। "All tarred with the same brush."

এক গাঁয়ে (বা দেশে) ঢেঁকি পড়ে, আর (বা অন্য) গাঁয়ে (বা দেশে) মাথা ব্যথা।
এক গাঁয়ে ঢেঁকিতে চাল কুটা হইতেছে, সে শব্দে অন্য গাঁয়ের লোকের মাথা ধরিতেছে। অনধিকারচর্চ্চা সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

এক গাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না।
যতই কেন চেষ্টা কর না, এক গাছের ছাল কিছুতেই অন্য গাছে জোড়া লাগিবে না। পর কখনও আপনার হয় না।

এক গুলে (বা গুলতিতে) দুই পাখী মারা।
একটি গুলতি দ্বারা দুইটি পাখী বধ করা। এক কার্য্য করিবার উপলক্ষে সেই সঙ্গে অপর একটি কার্য্য সম্পন্ন করা। "Killing two birds with one stone (or shot)."

এক চিরে পাঁচ দু চিরে হ'ল,
সোণার সিংহাসনে তাল বসিল।
সপত্নী আগমনে প্রথমা স্ত্রীর আক্ষেপোক্তি। স্বামী বিভক্ত হইয়া দুই স্ত্রীর হইল, এবং প্রথমা স্ত্রীর প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হইল—এই ভাব সূচিত হইয়াছে।

এক চোখে কাঁদা, এক চোখে হাসা।
কপটাচারীরা এক চোখে কাঁদে, অন্য চোখে হাসে, অর্থাৎ বাহিরে খুব কাতরতা প্রকাশ করে, কিন্তু মনে মনে হাসিতে থাকে। কিম্বা হরিষে বিষাদ। একই সময়ে একটা সুসংবাদ ও আর একটা দুঃসংবাদ পাইলেও এইরূপ অবস্থা হয়।

এক ছেলে তার কুলের শত্রু।
পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শত্রু।
যার একটি মাত্র পুত্র, সে ছেলেকে অনেক আদর যত্নে রাখে, কিন্তু অনেকগুলি সন্তান জন্মিলে ছেলেদের আর তেমন আদর থাকে না।

এক ঝিকরে মাছ বেঁধেনা সেই বা কেমন বঁড়শী।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না সেই বা কেমন পড়শী।
এক টান বা খেঁচ দিলে যে বঁড়শীতে মাছ বেঁধে না, তাহা ভাল বঁড়শী নয়। আর যে প্রতিবাসী একবার ডাকিলেই সাড়া দেয় না, সে সৎপ্রতিবেশী নয়। উভয়েই উপকারে আসে না।

একটি ক্ষুদ্র নবাব।
আর্থিক বা সামাজিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া যে বাহিরে "ভড়ং" দেখায়, তাহাকে এই অভিধা দেওয়া হয়।

এক দোর বন্ধ, হাজার দোর খোলা।
যে পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহার নিকট একজনের বাড়ীর দরজা বন্ধ হইলেও শত শত লোকের দরজা খোলা থাকে, অর্থাৎ একজন সাহায্য না করিলেও, অনেক লোক আছে যাহারা সাহায্য করিতে পারে।

এক পয়সা নাই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় গলিতে।
এ দিকে অন্নের সংস্থান নাই, কিন্তু বাহিরে খুব "সরগরম" করা আছে।

এক পাঁঠা তিনবার কাটা।
"এক মুর্গী সাত জায়গায় জবাই।" যেমন, একখানি পুস্তক রচনা করিয়া একাধিক ব্যক্তিকে পৃথক্‌ভাবে উৎসর্গ করা, বা একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক সভায় পাঠ করা।

এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা।
একটা পাগলেই লোককে অস্থির করিয়া তুলে, তাহার উপর সাতটা পাগল একত্র জুটিলে আর রক্ষা থাকে না। একটি বিরক্তিকর বস্তুই যথেষ্ট, তাহার উপর আবার অপর বিরক্তিকর বস্তু উপস্থিত হইলে সমধিক জ্বালা সহ্য করিতে হয়।

এক পা জলে, এক পা স্থলে।
"দু নৌকায় পা।" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া। দুইটি পরস্পর বিরোধী কার্য্য এক সময়ে সম্পন্ন করিবার প্রয়াস করা।

এক পুতের আশা, আর নদীর তীরে বাসা।
নদীতীরস্থিত গৃহ কখন্ যে নদীর স্রোতে ভাঙ্গিয়া যাইবে সেই ভাবনায় গৃহস্বামী যেমন সর্ব্বদাই অভিভূত থাকে, সেইরূপ একটি মাত্র পুত্রের পিতামাতাকে কখন্ যে সেই পুত্রটির লোকান্তর গমনে অপুত্রক হইতে হইবে এই দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হয়।

এক পুত্রের আশ, নদীকূলে বাস,
ভাবনা বার মাস।
(পূর্ব্ব বাক্যের ব্যাখ্যা দেখ)।

'একবরে' ভাতারের মাগ চিংড়ীমাছের খোসা,
'দোজবরে' ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা,
'তেজবরে' ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়,
'চারবরে' ভাতারের মাগ কাঁধে চ'ড়ে যায়।

এক বরের স্ত্রী তেলাতোলা,
দোজবরের স্ত্রী গলার মালা।
দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী প্রথম পক্ষের পত্নীর অপেক্ষা স্বামীর অধিকতর আদরণীয়া হয়।

একবারের রোগী আর বারের রোজা।
যে একবার রোগ ভোগ করিয়াছে, সে অন্যবারে সেই রোগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়। লোক একবার কোন বিষয়ে ঠকিলে পরের বারে তাহাতে সাবধান হইয়া থাকে।

এক ব্যঞ্জন ভাত তাও আবার মুখে বিষ।
কেবল একটি ব্যঞ্জন দিয়া ভাত খাইতে হইলে, সেই ব্যঞ্জন যদি অধিক লবণসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে আহার করা কষ্টকর হয়। একটিমাত্র পুত্র যদি দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে পিতার কষ্টের আর অবধি থাকে না।

এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।
দুইটা জিনিস আছে, তাহার একটা ছাই, অপরটা অতি অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং কোন্‌টিকে ভাল আর কোন্‌টাকে মন্দ বলিব। দুইই সমান দোষী হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Six of one and half a dozen of other."

এক মন হলে সমুদ্র শুকায়।
একতা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে সমুদ্রের অপরিমিত জল শুকাইতে পারা যায়। সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে অসাধ্যও সাধিত হয়, প্রবল শত্রুও বলহীন হয়।

এক মাঘে শীত যায় না।
এক বৎসরের মাঘ মাস গত হইলে যে শীত আর কখন আসিবে না, তাহা নয়; আবার মাঘ আসিলে শীতও সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। একটি বিপদ হইতে মুক্তি পাইলে যে আর বিপদ্ ঘটিবে না, এটি মনে করিবে না।

এক মাণিক সাত রাজার ধন।
সাত রাজার ধন একত্র করিলে যত মূল্য হয়, একটি মাণিক্যের মূল্য তত। মাণিক (বৃহদাকার চুনী) বড়ই মূল্যবান্ রত্ন। প্রিয়পুত্র বা অপর স্নেহপাত্রকে "সাত রাজার ধন মাণিক" বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত।
একমাত্র পুত্র অত্যধিক আদর পাইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে।

এক মুখে দুই কথা।

এক মুখে দুই প্রকার কথা। যে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করে না, বা সাক্ষাৎ ভাবে তাহা অস্বীকার করে, তৎসম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এক মুর্গী কথার জবাই?

"এক পাঁটা তিনবার কাটা" দেখ।

এক যাত্রায় পৃথক্ ফল।

এক সঙ্গে একই কার্য্য আরম্ভ করিয়া একজন যদি পুরস্কৃত এবং অপর জন যদি তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল বলা হয়।

এক রত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি।

ক্ষুদ্র সলিতা সহযোগে প্রজ্বালিত প্রদীপ সমস্ত ঘরকেই আলোকিত করে। বস্তু সামান্য হইলেও কার্য্যকর হয়।

এক লাউএর বিচি, কেউ কচে কচর কচর
কেউ বা আছে কচি।

একটা লাউএরই কতকটা অংশ পাকিয়া গিয়া বিচি কচ কচ করিতেছে, আবার কতক অংশ কচি আছে। এক মাতা পিতার সন্তানেরা বিভিন্ন প্রকৃতির হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

একলা ঘরের গিন্নি হব,
চাবিকাটি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।

কোন প্রভুত্বাভিলাষিণী রমণীর উক্তি—এমন ঘরে বিবাহ হইবে যে, শাশুড়ী ননদ প্রভৃতি কেহ থাকিবে না, আমি স্বয়ং গৃহিণী হইব, সুতরাং বাক্স সিন্দুকের চাবিও আমার আঁচলে ঝুলিবে। একাধিপত্য করিবার ও ঐশ্বর্য্য দেখাইবার অভিলাষ এই উক্তিটিতে সূচিত করে।

একা ঘরের একা ভাই খেতে বড় সুখ,
মারতে গেলে ধরতে নাই তাই বড় দুখ।

বাড়ীর এক ছেলে হইলে আর ভাইয়ের সঙ্গে বখরা করিয়া খাইতে হয় না বটে, কিন্তু কেহ মারিতে উদ্যত হইলে রক্ষা করিবার কেহ থাকে না। একান্নবর্ত্তিতা প্রথার অনুকূলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

একা রামে রক্ষা নাই দোসর লক্ষ্মণ
(কিংবা সুগ্রীব দোসর)।

একা রামের বিক্রমই সহ্য করা যায় না, তাহার উপর সঙ্গে লক্ষ্মণ আছে। যে একাই কাজ করিতে পারে, অপরকে তাহার সহায় হইতে দেখিলে লোকে এই প্রবাদের ব্যবহার করিয়া থাকে।

একি ছেলের হাতের পিঠে?

ছেলের হাতের পিঠে যে কেহ ভুলাইয়া লইতে পারে। কোন পাকা লোকের নিকট হইতে কেহ কিছু ভুলাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

একি মোর জ্বালা, মেয়ে চামকাটা ডালা,
কাণে দু'টা ঝুরঝুরে গলায় মতির মালা।

মেয়ে দেখিতে চামকাটা ডাইনীর মত; সে আবার কাণে ঝুরঝুরে এবং গলায় মতির মালা পরিয়া দেহের শোভা বাড়াইয়াছে। অসহনীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

একুশ কোড়া গুণে খান,
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান।

কথিত আছে, যে কোন রাজকন্যা তাহার উপপতির দারুণ প্রহার সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু স্বামী যদি তার গায়ে একটি ফুল ছুঁড়িয়া মারিত, অমনই তাহার আঘাতে মূর্চ্ছিত হইত। অত্যধিক "সুখী শরীরের" (delicacy of health) বা অভিমানীর (Sensitiveness) ভাণ সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এ কুল ও কুল দু'কুল গেল।

"ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ" এদিকও নষ্ট হইল ওদিকও নষ্ট হইল; কোন দিকেই কোন উপায় রহিল না।

একেও পাপ শতেও কি তা

একটী পাপকার্য্য করিলেও তাহা পাপ আর একশত পাপকার্য্য করিলেও তাহা পাপ। একটা মন্দ কাজ করিয়া যাহারা আরও পাঁচটা পাপ করিতে উদ্যত হয়, তাহারাই এই প্রবাদের ব্যবহার করিয়া থাকে।

একে মনসা তাতে ধুনার গন্ধ।

কথিত আছে, মনসাদেবী সাতিশয় কোপন-স্বভাবা, আর ধুনার গন্ধ তাঁহার অপ্রীতি-কর। স্বভাবতঃই কোপনপ্রকৃতি ব্যক্তি সামান্য উত্তেজনা পাইলেই অধিকতরভাবে ক্রোধান্বিত হয়।

একে কণ্ দণ্ দুইয়ে পাঠ,
তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট।

ইহা অধ্যয়ন বিষয়ক প্রবাদ। একটী ছাত্র একা পড়িতে বসিলে তাহার পড়ায় ভাল মন যায় না, কণ্ দণ্ করে; দুই জনে বসিলে পরস্পরের সাহায্যে ভাল পড়া হয়। কিন্তু তিন জন হইলে গোলমাল হয়; আর চারি জন একত্র মিলিত হইলে গল্প ও খেলায় হাট বসিয়া যায়, পড়া আদৌ হয় না।

এখন না শুনলে বঁধু যৌবনের ভরে,
পশ্চাতে কাঁদিতে হবে অঝঝরে।

এখন যৌবনের গর্ব্বে তুমি হিত উপদেশ শুনিলে না, কিন্তু পরিণামে তোমাকে চোখের জলে ভাসিতে হইবে। কেহ কথা না শুনিয়া কষ্ট পাইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

এগুনে দর্শনধারী পশ্চাৎ গুণবিচারী।

লোকে প্রথমেই প্রিয়দর্শন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসে, তারপর গুণ বিচার করিয়া দেখে। ("আগে দর্শনধারী" দেখ)।

এগুলেও নির্ব্বংশের বেটা (কিংবা তেড়ের তেড়ে)
পেছুলেও নির্ব্বংশের বেটা।

এদিকে গেলেও মন্দ, ও দিকে গেলেও মন্দ, এইরূপ উভয়সঙ্কট অবস্থা। প্রাণপণে কার্য্য করিয়াও কিছুতেই অপরের সন্তোষ উৎপাদন করিতে না পারা।

এঁড়ে যায়, ব্যাঙ যায়,
গোলসে বলে আমিও লাফ দি।

চ্যাং মাছ ও ব্যাঙকে লাফাইতে দেখিয়া গোলসে মাছও সেইরূপ লাফ দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। যে যে কাজ করিতে অক্ষম, সমর্থ অপরের অনুকরণ করিতে গিয়া সে সকলের হাস্যভাজন হয়।

এড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।

কোন সুযোগ একবার চলিয়া গেলে তাহা ধরিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

এত সুখ যদি তোর কপালে,
তবে কেন তোর কাঁথা বগলে?

তুমি সুখে বাস কর বেশ সুখে আছ, কিন্তু বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া ত তাহা মনে হয় না। কাহারও অযথা আত্ম গৌরব বর্ণনায় অবি-শ্বাস—এই প্রবাদটি সূচিত করে।

এত মুলো বাড়ী নয়, এ যে বেগুন বাড়ী।

মুলোর চাষ বৎসরে একবার হয়, এবং একবার উপড়াইয়া লইলেই ফুরাইয়া যায়। আর বেগুনের চাষ বার মাসই হয়। এবং বার মাসই কিছু কিছু ফল পাওয়া যায়। যেস্থানে এক সময়ে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়, সেই স্থানকে মুলোবাড়ী বলা যায়; যেস্থানে অল্প পরিমাণে হইলেও সর্ব্বদাই সাহায্য পাওয়া যায়, সে স্থানকে বেগুন-বাড়ী বলা যায়।

এত সূক্ষ্ম যে নাই বলিলেও হয়।

ইহার বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম যে নাই বলিলেও হয়। বুদ্ধিহীন লোক সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এনে দাও কাছে মারি,
বাপের পুণ্যে নড়তে নারি।

কাছে আনিয়া দিলে মারিতে বা লইতে পারি, কিন্তু উঠিয়া যাইতে পারি না। অলস ব্যক্তি সম্বন্ধে এই উক্তিটী প্রযোজ্য।

এবারকার রোগী, সেবারকার রোজা।

'একবারের রোগী, আরবারের রোজা' দেখ। আজ যে সাহায্যপ্রার্থী কাল সে সাহায্য দিতে পারে এরূপ অর্থও হয়।

এভি যায়েগা।

ইহাও যাইবে। সুখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়।

এমনি যায় না মাস, আবার দুদিন বেশী।
এমনই ত্রিশ দিন যাওয়া কষ্টকর, তারপর আবার ৩২শে মাস। কষ্টের উপর আরও কষ্ট আসিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

এয়সা দিন নেহি রহেগা।
এমন দিন চিরকাল থাকিবে না। কি সুখ, কি দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কথিত আছে, কোন বাদশার অঙ্গুরীয়ের উপরে এই প্রবাদটি খোদিত ছিল। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

এলো শ্রাদ্ধের গুঁতো দক্ষিণা।
বিশৃঙ্খল শ্রাদ্ধের দক্ষিণা গুঁতো অর্থাৎ প্রহার লাভ হইয়া থাকে। যে কাজে কোন শৃঙ্খলা নাই, সেখানে লাভ না হইয়া লোকসানই হয়।

ও

ওঝার ঘাড়ে বোঝা।
ওঝা ভূত ছাড়ায়, কিন্তু ভূত যদি ওঝার ঘাড়েই চাপে তাহা হইলে ঘোর বিপদ্। যে ব্যক্তি যে বিপদের প্রতিকার করে, তাহারই বিপদ্‌প্রাপ্ত হওয়া।

ওঝার বেটা বনগরু।
পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে (নেকড়ায় আগুন দিয়ে)।
'উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' দেখ।

ওল, কচু, মান, তিনই সমান।
সকলগুলিই মুখ-রোচক বা খাইলে মুখ কুট্ কুট্ করে। সকলগুলিই তুল্য-মূল্য।

ঔ

ঔষধ ধ'রেছে।
যাহা বলা হইয়াছে বা অপর সম্বন্ধে যাহা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ঔষধার্থে সুরাপান।
ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, সুরাপান নিষিদ্ধ, তবে প্রাণরক্ষার্থে উহার ব্যবহারে দোষ নাই। বিশেষ সঙ্কটে পড়িলে অবৈধ কার্য্য অনিবার্য্য।

ক

কংস রাজার বদ্ (বধ) ফরমাস্।
কংস বালক কৃষ্ণকে মারিবার জন্য পুতনাদির প্রতি যেরূপ শিশুবধের আদেশ দিয়াছিলেন তদ্রূপ আদেশ। অন্যায় ও অসম্ভব আদেশ সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ক অক্ষর গোমাংস।
ক অক্ষর গোমাংস স্বরূপ অর্থাৎ গোমাংস যেরূপ অস্পৃশ্য, সেইরূপ বর্ণমালাও যাহার নিকট অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। ঘোর মূর্খ—বর্ণপরিচয়ও হয় নাই।

কইতে জানলে ঠকি না, বসতে জানলে উঠি না।
যে বুঝিয়া শুঝিয়া ঠিক মত কথা কহিতে পারে, তাহাকে ঠকিতে হয় না, এবং যে বিবেচনা করিয়া ঠিক স্থানে বসিতে পারে, তাহাকে আর উঠিতে হয় না। বুঝিয়া কাজ করিলে ঠকিতে হয় না।

কই মাছের প্রাণ।
কই মাছ সহজে মরে না। উনুনে চাপাইবার পরও লাফায়।

কখনও খেওনা তালে আর ঘোলে;
কখনও ভুলোনা ঢেমনের বোলে।
তালের সহিত ঘোল কখনও খাইও না (বিরুদ্ধ ভোজন) এবং লম্পটের কথাতেও কখনও বিশ্বাস করিও না।

কচি খুকি, কুলোয় শুয়ে ভুলোয় দুধ খান।
নির্ব্বুদ্ধি বয়স্থা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আঁতুড়ে ছেলে বা মেয়েকে কুলোয় শুইয়ে রৌদ্রে দেয় ও ভুলোয় দুধ মাখাইয়া মুখে ধরে।

কচি পাঁঠা, পাকা মেষ,
দইয়ের আগা ঘোলের শেষ;
এইগুলো খেতে বেশ।

কচু পোড়া খাও।
গালাগালিস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। কচু পোড়াইয়া কেহ খায় না—ভাতে দিয়াই খায়।

কচুবনের কালাচাঁদ।
কালাচাঁদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে বাঁশী বাজাইয়া গোপীগণের মনোহরণ করিতেন। সেইরূপ যে লম্পট-স্বভাব ব্যক্তি রমণীদিগকে ভুলাইবার জন্য কচুগাছের জঙ্গলে লুকাইয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে কচুবনের কালাচাঁদ কহে।

কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়ের ত মান।
কচুজাতীয় মূলের মধ্যে মানই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কচু যদি খুব বাড়ে তবে জোর মানের মত হইতে পারে, তাহার বেশী আর কিছু হইতে পারে না। নীচ যতই বড় হউক, তাহাকে নীচই থাকিতে হইবে।

কটি ছেলে, না পুড়িয়ে খাব।
অসঙ্গত উত্তর। একজন বধিরকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "যাচ্ছ কোথায়?" সে উত্তর দিল "চাঁপা কলা"; আবার জিজ্ঞাসা করা হইল "হাতে কি?" সে উত্তর করিল "শ্যামবাজার।"

কড়ি দিয়ে কাণা গরু কেনা।
অজ্ঞতাবশতঃ অর্থ ব্যয় করিয়া প্রবঞ্চিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কড়ি দিয়ে কিনবো দই,
গোয়ালিনী মোর কিসের সই?
যদি পয়সা দিয়া কাহারও নিকট কিছু কিনিতে হইল, তবে সে কিসের আত্মীয়?

কড়ি দিয়ে খাই দই,
কি ক'রবে মোর পরলা সই।
পয়সা দিয়া দই কিনিয়া খাই, গোয়ালিনীর কোন কথার ধার ধারি না। যে কোন বিষয়ে কাহারও নিকট বাধ্য নহে, সে এই প্রবাদের ব্যবহার করিয়া থাকে।

কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার হওয়া।
অর্থকে অর্থ গেল, অথচ আপনাকে পরিশ্রম করিতে হইল।

কড়ি নেবে গুণে, পথ চলবে জেনে।
টাকা পয়সা কাহারও নিকট হইতে লইবার সময় গণিয়া লইতে হয়, এবং পথের কোথায় কি আছে জানিয়া পথ চলিতে হয়।

কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কই।
পয়সা দিলে চিঁড়েও মিলে, দইও মিলে। অর্থেই সব পাওয়া যায়—অর্থের তুল্য বন্ধু নাই।

কড়ির জিনিষ পড়িস্ না।
মূল্যবান্ বস্তু সাবধানে রাখিতে হয়।

কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে।
বৃদ্ধের যে বিবাহ হয়, অর্থই তাহার মূল।

কড়ি হলে বাঘের দুধ মেলে।
বাঘের দুধ পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু পয়সা দিলে তাহাও পাওয়া যায়। অর্থ দ্বারে সকল কার্য্যই সম্পন্ন হয়।

কণ্টক বিনা কমল নাই, কলঙ্কশূন্য চন্দ্র নাই।
পদ্মের ডাঁটায় কাঁটা আছে, চাঁদে কলঙ্ক আছে। জগতে কিছুই নির্দ্দোষ নাই। "No rose without thorns."

কতই বা দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
যে অবস্থার অতিরিক্ত বেশভূষা করিয়া হাস্যাস্পদ হয়, তাহার প্রতি প্রযোজ্য।

কতই সাধ ছিলরে চিতে,
মলের আগে চুটকি দিতে।
কোন স্ত্রীলোকের উক্তি—মনে কতই সাধ ছিল, মলের আগে চুটকি পরিব (কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না)। নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তি।

কতই সাধ হয় চিতে,
ফোগ্‌লা দাঁতে মিশি দিতে।
যাহা হইবার নয় সে সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি।

কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?—
কবি কাশীরাম দাসের এই পংক্তিটি বাঙ্গালায় প্রবাদ বাক্যরূপে চলিতেছে। অর্থ স্পষ্ট।

কত জলে কত মুহুরি ভেজে দেখ!—
অর্থাৎ যাহা জানিতে না তাহা এখন অবগত হও।

কত ধানে কত চাল (জান না ?)
কত পরিমাণ ধান ভানিলে কত চাউল হয় তাহা জানে না। কোন কাজের হিসাব রাখে না।

কত শত গেল রথী, হাওড়াতলার চক্রবর্ত্তী।
বড় বড় লোকে যাহা করিতে পারিল না, সামান্য লোকে তাহা কি করিয়া করিতে পারিবে। অপারক ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

কথা টলার চেয়ে পা টলা ভাল।
কথা টলা অর্থাৎ কথার অন্যথা হওয়া অপেক্ষা পা টলিয়া পড়িয়া যাওয়া ভাল। অঙ্গীকার পালন করা প্রধান কর্ত্তব্য।

কথা বেচে খাওয়া।
লোককে ঠকাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা। "Living by one's wits."

কথায় কথা বাড়ে,
ভোজনে পেট বাড়ে।
তর্ক বা বিরোধ স্থলে যত বেশী কথা কহিবে, ততই তর্ক বা বিরোধ বাড়িয়া যাইবে। কথা বন্ধ করিলেই গোলযোগ মিটিয়া যায়। যত বেশী আহার করা যাইবে, আহারের স্পৃহা ততই বাড়িয়া যাইবে।

কথায় চিঁড়ে ভেজে না।
কেবল বাক্যব্যয়ে কোন কাজ হয় না। "Soft words butter no parsnips."

কথায় কথা, কাজের নহে।
বাজে কথা, উহার কোন মূল্য নাই।

কথার গুণে বার্ত্তা নষ্ট।
বলিবার দোষে উদ্দিষ্ট বিষয় ফলদায়ক হয় না।

কথার নাই মাথা, বেঙে খায় চিঁড়ে দই।
বেঙ দই চিঁড়া খাইতেছে বলিলে সে কথার কোন মূল্য নাই বলিয়া বুঝা যায়। নিতান্ত অবিশ্বাস্য কথা।

কথা শুনে পেটের ভাত চাল হয়ে যায়।
এমন কথা যে তাহা শুনিলে ভয়ে বা চিন্তায় পেটের ভাত হজম হয় না। ভয়ের বা বিপদের সংবাদসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কথা শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল।
নিতান্ত অশ্রদ্ধের কথা।

কদম গাছের কানাই।
কথিত আছে যে, কৃষ্ণ প্রায় কদমতলায় বা কদমগাছে বসিয়া বাঁশী বাজাইয়া গোপীদিগকে ভুলাইতেন। লম্পট ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী।
কনের বাড়ীতে মাসীরূপে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, আবার বরের বাড়ীতে পিসীরূপে গিয়া কর্ত্তৃত্ব দেখাইতেছে। দুই পক্ষে যোগ দিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলী বাঁধে।
কন্যা বিক্রয়স্থলে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাইবে বলিয়া মেয়ের মা কাঁদিতেছে, আর এদিকে জামাতার নিকট প্রাপ্ত টাকার পুঁটুলী বাঁধিতেছে। একদিকে শোক, অপর দিকে অর্থলালসা প্রকাশ পাইলে এই বাক্যের প্রয়োগ হয়।

কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু হৃদে ছুরী।
কপট প্রণয়স্থলে লুকোচুরি ভাব থাকে; সেখানে মুখে মিষ্ট কথা বলে, কিন্তু অন্তরে ছুরী থাকে, অর্থাৎ মনে মনে অনিষ্ট চেষ্টা করে।

কপাল ছাড়া পথ নাই।
যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা ঘটিবেই।

কপাল ভাঙ্গলে জোড়া লাগে না।
অদৃষ্ট একবার অপ্রসন্ন হইলে শীঘ্র আর সে উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

কপাল সঙ্গে সঙ্গে যায়।
যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার কোন স্থানেই সুখ নাই।

কপালে নাইকো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি।
অদৃষ্টে ঘি খাওয়া নাই, শুধু ভাঁড় লইয়া ঘাঁষিয়া ঠক্ ঠক্ করিলে কি হইবে? যাহা অদৃষ্টে নাই, তাহা শত চেষ্টায়ও পাইবে না।

কপালের এমনি ফের, যাব বিয়ে করতে কাটি শঙ্কর ঘোষের বেড়।
অদৃষ্ট মন্দ হইলে, আনন্দের কার্য্য করিতে গিয়া পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয়।

কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।
অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবেই।

কম্বলের লোম বাছলে থাকে কি ?
কম্বল লোমেই প্রস্তুত; তাহার লোম বাছিয়া ফেলিয়া দিলে কম্বলের আর কিছুই থাকে না। যেখানে সকলেই মন্দ, সেখানে মন্দ লোক বাছা চলে না। "ঠক্ বাছতে গাঁ উজাড়।"

কয়লা না ছাড়ে ময়লা।
কয়লাকে যতই ধৌত কর, সে কৃষ্ণবর্ণই থাকে। দুষ্ট লোককে যতই উপদেশ দাও, সে মন্দ স্বভাব ছাড়ে না।

কর্ গোবিন্দ বাপের শ্রাদ্ধ,
আরও বামুন আছে।
বাপের শ্রাদ্ধ কর, পুরোহিতের অভাব হইবে না।

কর যদি তাড়াতাড়ি, ভুলের হবে বাড়াবাড়ি।
তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ সারিতে গেলেই কাজে বেশী ভুল হয়। "The more haste, the less speed."

কষ্ট করে যেই, কষ্ট পায় সেই।
গুণী দুঃখী অগুণীই সুখী।

কর্ত্তা মুগের ডাল খান না।
কেন খান না ? না,পান না তাই খান না। দুষ্প্রাপ্য জিনিসে বৈরাগ্য প্রকাশ। "Grapes are sour".

কর্ত্তা যে ঘি খান, তা এক আঁচড়েই মালুম।
যে ঘি খায় তাহার শরীর চক্‌চকে হয়, আঁচড় কাটিলে খড়ি ফুটে না। কিন্তু যাহার গায়ে আঁচড়ে খড়ি ফুটে যে নিশ্চয়ই ঘি খায় না বলিয়া বুঝা যায়। পরীক্ষাতেই মিথ্যা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, উলুবনে কীর্ত্তন।
যাঁহার হাতে কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হইয়া থাকে। তিনি যদি উলুবনে কীর্ত্তন করাইতে চান,তবে তাহাই হয়, তাহাতে অপরের প্রতিবাদ বৃথা হয়।

কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁপেতে রাজপুত।
চিকিৎসক চিনে পারি যার ঔষধ মজবুত।
কলমে অর্থাৎ লেখার কায়দা দেখিয়া কায়স্থ চেনা যায়; গোঁফের বহর দেখিয়াই রাজপুত জাতি চিনিতে পারা যায়; আর যাহার ঔষধে রোগ আরাম হয়, তাহাকেই চিকিৎসক বলিয়া চেনা যায়।

কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কত থাকে।
কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে ফুরাইয়া যায়। যদি আয় না থাকে, তবে পূর্ব্বসঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে করিতে শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়।

কলার ভেলায় সমুদ্র পার।
জাহাজ ষ্টীমার দ্বারাই সমুদ্র পার হওয়া যায়, কলার ভেলায় সমুদ্র পার হওয়া যায় না। সামান্য উপায়ে বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের বৃথা চেষ্টা করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কলুর ছেলে, গোয়ালার গাই ; গৃহস্থকে পুষতে নাই।
কলুর ছেলে কেবল ঘানিগাছে বসিয়া থাকিতে পারে, অন্য কাজ পারে না, গোয়ালার গাভীও রাত্রে চোরা খায়, অন্য খাবার পছন্দ করে না, সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে উহা অসুবিধাজনক।

কলুর বলদ।
কলুর বলদের চক্ষু ঢাকা থাকে সে কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই কার্য্য করিতে জানে। যে নিজের ভালমন্দ না বুঝিয়া কেবল পরের উপদেশমত কাজ করে, তাহার সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

কল্লার (বা দুষ্টের) ঘাড় বোল্লায় (বা বোলতায়) ভাঙ্গে।
দুষ্টের শাস্তি আছেই।

কলে যন্ত্র মেলে রত্ন।
যত্ন করিয়া কার্য্য করিলে, রত্ন পাওয়া যায় অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধি ঘটে।

কষ্ট দিয়ে দান, আর পিত্তি মেরে ভোজন।
পিত্তি পড়িলে আর ভোজনে সুখ বা রুচি থাকে না; অনেক কষ্ট দিয়া দান করিলে গ্রহীতার মনে সুখ হয় না। উভয়ই দুঃখপ্রদ।

কষ্ট বই ইষ্ট নাই।
কষ্ট না করিলে ইষ্টলাভ হয় না। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" "No pain, no gain".

কষ্ট বিনা কৃষ্ণ মিলে না।
কৃষ্ণকে অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করিতে অনেক কষ্ট বা সাধনা করিতে হয়। ঐকান্তিক যত্ন বা সাধনা না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

ক'সুতে ক'সুতে বাঁধন ছেঁড়ে।—অধিক টানে বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়, এজন্য কোন কিছুর আধিক্যের কুফল বুঝাইতে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কাঁচপোকায় আরশুলা ধরা।
কাঁচপোকায় আরশুলা ধরিলে আরশুলা আর কোন মতেই তাহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পায় না। এমন অবস্থায় পড়া যে যখন তাহা হইতে আর নিষ্কৃতি লাভের আশা থাকে না।

কাঁচা গাঁথুনীর দুনো খাটুনী।—গাঁথিবার সময় একবার পরিশ্রম করিতে হয়, এবং শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় এজন্য সেগুলি সরাইবার জন্য আবার পরিশ্রম করিতে হয়।

কাঁচা গাঁথুনীর নাই আঁটুনী।—কাঁচা গাঁথুনীর আঁট নাই, অর্থাৎ মজবুত কম।

কাঁচা গুয়ে ঢিল মারা।
কাঁচা বিষ্ঠায় যে ঢিল ছুঁড়ে, তাহার গায়ে ছিট্‌কাইয়া লাগে। অপ্রীতিকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে, নিজেরই অনিষ্ট হয়।

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা।
অপরিণত বয়সেই চরিত্রহীন হওয়া।

কাঁচা মাটিতে পা দেওয়া।
কাঁচা মাটিতে পা দিলে পা বসিয়া যায়। যাহার ভিত্তি দৃঢ় নহে, তাহার উপর নির্ভর করিলে ইষ্টলাভ হয় না।

কাঁচায় নয়না (নমনীয়) বাঁশ, পাক্‌লে করে ট্যাঁস ট্যাঁস।
বাঁশ কাঁচা অবস্থায় নমনীয় থাকে, তখন তাহাকে ইচ্ছামত আকার দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পাকিলে তাহাকে আর নোয়ান যায় না, নোয়াইতে গেলে ট্যাঁস ট্যাঁস শব্দ করে। বাল্যকালে শিক্ষা না দিলে সন্তান দুর্নীত হয়, উত্তরকালে তাহাকে আর সংশোধন করিতে পারা যায় না।

কাঁটা গাছের তলায় থাকা।
সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও অসুখী থাকা।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কাঁটা দিয়াই তাহা তুলিতে হয়। শত্রু দ্বারাই শত্রুকে শাসন করিতে হয়।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব।
আমের সত্ত্বকেই আমসত্ত্ব বলা যায়, কাঁঠালের সত্ত্বকে আমসত্ত্ব বলা যায় না। অসম্ভব বস্তু বা ব্যাপার। যেমন, "সোণার পাথর-বাটি।"

কাড়ান চালে তিন ঘা পাড়।
যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পরিশ্রম করা নিষ্প্রয়োজন। পাড়=ঢেঁকির আঘাত।

কাঁধে কুড়ুল, বনময় খোঁজা।
এমন লোক আছে যে কাণে কলম রাখিয়া ঘরময় খুঁজিয়া বেড়ায়। যাহা আপনার কাছেই আছে, অপর স্থানে তাহার অন্বেষণ করিলে ইহা প্রযোজ্য।

কাক ও কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।
কাকও কালো, কোকিলও কালো, কিন্তু উভয়ের কণ্ঠস্বর পৃথক্ পৃথক্। সাধু ও অসাধু আকৃতিতে চেনা যায় না, কাজে চেনা যায়।

কাক খায় কাঁঠাল বকের মুখে আঠা।
কাক চুরি করিয়া কাঁঠাল খাইয়া শাস্তি পাইবার ভয়ে বকের মুখে আঠা লাগাইয়া দিল। যাহার কাঁঠাল সে বকের মুখে আঠা দেখিয়া বককে উত্তম-মধ্যম প্রহার করিল। একজন অপরাধী, অপরে তার জন্য শাস্তি পাইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কাক ধূর্ত্ত।
কাক বড় সেয়ানা বলিয়া মনে মনে অভিমান করে।

কাক মনে করে আমি বড় সেয়ানা।
প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। লোকেরাই আপনাকে বড় সেয়ানা বলিয়া জানে।

কাক মরলো ঝড়ে, পেঁচা বলে আমার শাপ লাগলো হাড়ে হাড়ে।
কাক ঝড়ে প্রাণ হারাইল, তাহাতে পেঁচার কিছুই বীরত্ব নাই, কিন্তু পেঁচা বলিতে লাগিল যে, আমার শাপেই কাক মরিল। কাক চিরকালই পেঁচার শত্রু। যে কারণেই ঘটুক না কেন, শত্রু নিপাত হওয়াতে পেঁচা আপনার বীরত্বের ও ক্ষমতার আস্ফালন করিতে লাগিল। কোন প্রবল ব্যক্তি বিপদে পড়িলে অত্যাচারিত দুর্ব্বল ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার অভিসম্পাতেই প্রবল এইরূপ বিপন্ন হইয়াছে।

কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেহ খায় না।
প্রবঞ্চক সকলকেই ঠকায়, তাহাকে কেহ ঠকাইতে পারে না।

কাকে নিলে গেল কাণ, কাকের পিছনে পিছনে ছোট।
একজন অপরকে বলিল, ওহে, কাকে তোমার কাণ লইয়া পলাইয়াছে। সে আপনার কাণে হাত দিয়া না দেখিয়া কাকের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। নিজে বিবেচনা না করিয়া অপরের কথায় উত্তেজিত হওয়া।

কাকের ডিমও সাদা হয়, বিদ্বানের ছেলেও গাধা হয়।
কাকের ডিম শ্বেতবর্ণ হইলেও তৎপ্রসূত শাবক কৃষ্ণবর্ণ হয়; বিদ্বানের ঔরসজাত সন্তানও মূর্খ হইতে পারে।

কাকের পাছে (বা পিছে) ফিঙ্গে লাগা।
ফিঙ্গে পাখী যেমন কাকের পিছনে লাগিয়া তাহাকে উত্ত্যক্ত করে, তেমনই কাহাকেও অনবরত উত্ত্যক্ত করা।

কাকের মাংস কাকে খায় না।
কাকের মাংস কাকের অখাদ্য। সমধর্ম্মী ব্যক্তিরা পরস্পরের অনিষ্ট করে না।

কাকের লুকানো।
কাক কোন খাদ্যাদি লইয়া গিয়া এমন জায়গায় লুকাইয়া রাখে যে, একটু পরে সে তাহা আর খুঁজিয়া পায় না।

কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে ডাকে রা।
কাকের বাসায় কোকিল-শাবক প্রতিপালিত হইলেও, কাকের ন্যায় তাহার ডাক হয় না, কোকিলের ন্যায়ই হয়। কেহ আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করে না।

কাঙ্গলা আপনা সামলা।
অগ্রে আপনাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরে পরোপকার।

কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নাই।
কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে সে নিত্যই তাহাতে লোভ করিবে। যাহাতে লোকের লোভ বাড়ে, এমন কাজ করিতে নাই।

কাঙ্গালী মেরে কাছারী গরম।
গরীবকে মারিয়া আসর সরগরম করা।

কাঙ্গালের কথা বাসি হলেই খাটে।
সামান্য লোকের উপদেশ কেহ প্রথমে গ্রহণ করে না, পরে ঠেকিয়া বুঝে যে, তাহার উপদেশ অনুসারে চলিলে বিপদ ঘটিত না।

কাঙ্গালের (বা কাঙ্গাল-পুতের) ঘোড়া রোগ।
কাঙ্গাল আপনি খাইতে পায় না তাহার আবার ঘোড়া রাখিবার বাসনা। যে যাহার অধিকারী নয়, তাহা পাইবার জন্য অযথা আকাঙ্ক্ষা করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কাঙ্গালের ঠাকুর ব্যাধি।

যে খাইতে পায় না, তাহার বাড়ীতে ঠাকুর রাখিয়া সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা। অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করিলে এই প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

কাঙ্গালের মরণ বিট্‌কেল।

কাঙ্গাল সুখে মরিতে পায় না, অনেক কষ্ট পাইয়া মরে।

কাঙ্গালের মুড়কীই সন্দেশ।

গরীবের সন্দেশ কিনিয়া খাইবার পয়সা নাই, সুতরাং সে মুড়কীকেই সন্দেশের ন্যায় উপাদেয় মিষ্টান্ন জ্ঞান করে। আপনার অবস্থায় যাহা সম্ভবপর তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া। "গরীবের রাঙ্‌ তাই সোণা।"

কাঙ্গালের রাঙ্‌ তাই সোণা।

আপনার অবস্থায় যাহা পাওয়া সম্ভব, তাহাই মূল্যবান্ জ্ঞান করা।

কাচে কাঁকিনে সমান।

মুড়ি মিছরীর এক দর। কোন্‌টা অল্পমূল্য, কোন্‌টা বহুমূল্য তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই; কিংবা সংসার-বিরাগী—যাহার পক্ষে কাচুন কাঞ্চন সমানভাবেই উপেক্ষণীয়।

কাছা খুল্‌তে দেরী হয়,

তবু কপাল খুল্‌তে দেরী হয় না।

কাছা খুল্‌তে যত দেরী হয়, সময়ে সময়ে কপাল খুলিতে তত দেরী হয় না, অর্থাৎ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবার হইলে, নিমেষমধ্যেই হয়।

কাছা দিতে কোঁচা আঁটে না।

আর কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।

কাছা দিতে গেলে কোঁচার কাপড় কমিয়া যায়, আবার কোঁচা দিতে হইলে কাছার কাপড় কম পড়িয়া যায়। কিছুতেই ব্যয় সঙ্কুলন হয় না, এমন স্থলে এই বাক্যপ্রয়োগ করা হয়। "Cannot make both ends meet."

কাজ আট্‌কালে বুদ্ধি যোগায়।

যখন কাজ আটকায়, তখন কাজ সম্পন্ন করিবার বুদ্ধি আপনা হইতেই আসে। গল্পে আছে, এক কাক কলসীতে জল খাইতে গিয়া দেখিল যে, জল এত অল্প আছে যে মুখ বাড়াইয়া পাওয়া যায় না। তখন সে কলসীতে কতকগুলা নুড়ী ফেলিয়া দিলে জল উপরে উঠিল; কাক এই উপায়ে জল খাইয়া তৃষ্ণা দূর করিল। "Necessity is the mother of invention."

কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।

হাতের কাজ শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতে হয়, এবং শত্রু নিপাত করিয়া তবে হাসিতে হয়। "He laughs best who laughs last."

কাজির কাছে হিঁদুর পরব।

কাজি মুসলমান, সে হিন্দুর পরব মানে না। ভিন্নমতাবলম্বীর নিকটে স্বীয় মতের পোষকতা পাওয়া যায় না।

কাজির বিচার।

তোমার অর্দ্ধেক আমার অর্দ্ধেক। মাঝামাঝি রকম সামঞ্জস্য করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কাজে কম, খেতে যম।

যে ভৃত্য অধিক খায় অথচ কাজ অল্প করে তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কাজে কুঁড়ে, খেতে দেড়ে,

বচনে মারে তেড়ে ফুঁড়ে।

কাজে কিছুই নয় বটে, কিন্তু রীতিমত খায় এবং কটু বচন ব্যবহার করিয়া মানুষকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারে।

কাজের বেলা পায় না খুঁজে, খাবার বেলা আগে।

যখন কাজ পড়ে, তখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু খাইবার সময় আর খুঁজিতে হয় না, তখন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরিশ্রমে বিমুখ, কিন্তু ভোজনে অগ্রগামী ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য।

কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি।

কাহারও দ্বারা স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া পরে তাহাকে অগ্রাহ্য করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ।

কার্য্যের মধ্যে কৃষিকার্য্য অতিশয় কষ্টকর কার্য্য, এবং রোগের মধ্যে কাশ রোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।

দুইটা কাজ আছে, একটা খাওয়া আর একটা শোওয়া। অলস ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তিটা ব্যবহৃত হয়।

কাটুতে কাটুতে নিমূল।

("ছিল ঢেঁক" দেখ)।

কাটা কইয়ের ন্যায় ছট্ ফট্ করা।

দ্বিখণ্ডিত হইলে কইমাছ যেমন ছট্ ফট্ করিতে থাকে, সেইরূপ সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করা।

কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাকি।

'আপনার মান' দেখ।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

কাটা ঘায়ের জ্বালায় অস্থির, তাহার উপর নুনের ছিটে পড়িলে আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়। কষ্টের উপর কষ্ট।

কাটিলে রক্ত নাই, কুটিলে মাংস নাই।

নিতান্ত সারহীন পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

কাঠ খায় আঙ্গরা হাগে।

উনান কাঠ খায়, অঙ্গার মলরূপে নিঃসারণ করে। যে মন্দ কাজ করিবে, সে মন্দ ফল পাইবে।

কাঠ বিড়ালের সাগর বাঁধা।

অতি সামান্য ব্যক্তিও বৃহৎ কার্য্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে পারে। কথিত আছে, রামচন্দ্র যখন সাগরে সেতু বন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন, ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়ালীরাও স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে সে কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল।

কাঠের বিড়াল হউক না, ইঁদুর ধরলেই হ'ল।

ইঁদুর মারিবার জন্যই প্রধানতঃ লোকে বিড়াল পোষে। রক্তমাংসের বিড়াল না হইয়া কাঠের হইলেও যদি সে ইঁদুর ধরিতে পারে, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। উপায় যেমন তেমন হউক না কেন, কার্য্য সিদ্ধ হইলেই হইল।

কাঠের ভিতর পিঁপড়ে বলে, চিনি নইলে খাবুনি,

চিন্তামণি চিন্তা করে যোগান তারে অমনি।

কাঠের ভিতর থাকিয়া পিঁপড়া বলিল, চিনি না হইলে আমি খাইতে পারিব না। ভগবান ইহা জানিতে পারিয়া পিপীলিকার আহারের জন্য সেইখানে চিনি রাখিলেন। অপ্রত্যাশিত স্থলেও ভগবান্ লোকের অভিলাষ পূর্ণ করেন।

কাণ কাঁদেন সোণারে সোণা কাঁদেন কাণরে।

'কাণ চায় সোণারে' দেখ।

কাণ চায় সোণারে, সোণা চায় কাণেরে।

সোণা পরিলে কাণের শোভা হয়, সুতরাং কাণ সোণাকে চায়; আবার সোণাও কাণে থাকিতে চায়, কেন না, কাণে গেলে তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে। পরস্পর অনুরক্ত লোকে পরস্পরের সান্নিধ্য অভিলাষ করে।

কাণ টানলে মাথা আপনি আসে।

কাণ টানিলে মাথা আপনিই আসিবে, মাথা টানিবার আর কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। এক বিষয়ে চাপ দিলে, অপরে অন্য বিষয় সম্বন্ধেও অধীনতা স্বীকার করে।

কাণ নিয়ে গেল কাকে,

কাকের পাছে পাছে ছোটা।

('কাকে নিয়ে গেল কাণ' দেখ)

কাণা (বা অন্ধ) ক'বার নড়ি হারায়।

অন্ধ তাহার অবলম্বন-যষ্টি একবার হারাইয়া ফেলিতে পারে, বার বার হারায় না। যাহা যাহার একমাত্র অবলম্বন তৎসম্বন্ধে সে সাতিশয় সতর্ক থাকে।

কাণা, কুঁজো, খোঁড়া, তিন অসতের গোড়া।

কথিত আছে, এই তিন প্রকার লোক সৎপ্রকৃতিক হয় না।

কাণা, খোঁড়ার একগুণ বাড়া।

কথিত আছে, সাধারণ লোকের যেরূপ

চরিত্র হয়, ইহাদের চরিত্র তাহা হইতে কতকটা স্বতন্ত্র।

কাণা গরু বামুনকে দান।
লোকে কাণা বা অকর্মণ্য গরুই প্রায় ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকে। তাহাতে গো-দানের পুণ্য লাভ হয় অথচ তাদৃশ আর্থিক ক্ষতিও হয় না। অপ্রয়োজনীয় বস্তু দান করিয়া পুণ্যলাভের চেষ্টা।

কাণা গরুর ভিন্ন মাঠ (বা গোঠ)।
'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ।' স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোকের সকলই অন্যের অননুরূপ।

কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন।
যাহার চক্ষু নাই, তাহার নাম রাখা হইয়াছে পদ্মলোচন (যাহার চক্ষু পদ্মের ন্যায় সুন্দর)। যাহার যে গুণ নাই, তাহা সেই লোকে আরোপিত হইলে এই উক্তিটা ব্যবহৃত হয়।

কাণা পুতে পোষে, রাজার বউ শোষে।
পুত্র কাণা অর্থাৎ নিতান্ত অকর্মণ্য হইলেও, পিতামাতাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, আর কন্যা রাজার স্ত্রী হইলেও অর্থাৎ খুব বড় মানুষের ঘরে পড়িলেও পিতামাতাকে প্রতিপালন করা দূরে থাক্, তাঁহাদের নিকট হইতে নানা রকমে নানা দ্রব্য চাহিয়া লইয়া থাকে।

কাণা পুতের নানা রোগ।
যে স্বভাবতঃই ক্লিষ্ট, তাহার নানা কষ্ট উপস্থিত হয়।

কাণা মেঘের বৃষ্টি, সর্ব্বত্র নহে দৃষ্ট।
কাণা মেঘ যেখানে দাঁড়ায়, কেবল সেইখানেই বৃষ্টি হয়, অপর স্থানে বৃষ্টি হয় না; খামখেয়ালী বড় লোকের নজর যাহার উপর পড়ে, সেই অর্থলাভ করে—সর্ব্বসাধারণে উপকৃত হয় না।

কানায়ে ভাগিনা।
শ্রীকৃষ্ণ আয়ান ঘোষের ভাগিনা, সুতরাং রাধা তাঁর মামী। সেই রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম—মামী ভাগনের প্রেম। লম্পট আত্মীয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই।
কৃষ্ণলীলাই কীর্ত্তন সঙ্গীতের প্রাণ বা একমাত্র বিষয়। যে সকল প্রসঙ্গেই একই কথার উত্থাপন করে, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তিটী প্রযুক্ত হয়।

কাপড় হলে পচা, আঙ্গুল হয় খোঁচা।
কাপড় যখন পচিয়া যায়, তখন নিজের আঙ্গুলই খোঁচা হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ আঙ্গুল একটু লাগিলেই কাপড় ছিঁড়ে। অদৃষ্টে যাহার ক্ষতি আছে, সামান্য উপলক্ষেও তাহা ঘটিয়া থাকে; তখন মিত্রও শত্রুতে পরিণত হয়।

কাপড়ে আগুন ঢাকা।
কাপড় দিয়া আগুন ঢাকিয়া রাখা যায় না। পাপকে মিথ্যার আবরণে চাপা দিবার চেষ্টা।

কামলা আপনি সামলা।
কামলা—রোগবিশেষ (Jaundice)
"Physician! Heal thyself."

কামাতে পারে না নাপিত, খাসা ভরা ক্ষুর।
কামাতে কামাতে যায় রঘুনাথ পুর।
নাপিত কামাইতে জানে না, কিন্তু ভাঁড়ভরা ক্ষুর আছে। কাজ জানে না, শুধু কথা শিখিয়া রাখিয়াছে।

কামারকে ইস্পাত ফাঁকি।
কামারকে অস্ত্র গড়িতে দিয়া ইস্পাতের বদলে যদি লোহা দেওয়া যায়, তবে তাহা কামারকে ফাঁকি দেওয়া হয় না, আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। কেন না, কামার সেই লোহাতেই অস্ত্র গড়িয়া দিলে, সে অস্ত্রে ধার হয় না।

কামারের কাছে ছুঁচ বেচিতে আসা।
চতুর লোকের কাছে চালাকী করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

কামার বুড়ুলে লোহা শক্ত হয়।
শক্তিহীন বৃদ্ধ কামার লোহা পিটিতে অসমর্থ হইয়া বলে লোহা শক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক তা হয় না।

কামারের কাছে লোহা চুরি।
কামার লোহার অন্ধিসন্ধি সব জানে, তাহার কাছে লোহা চুরি করা যায় না। যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাহাকে সে বিষয়ে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করা।

কামারের কাছে লোহা জব্দ।
লোহা কাহারও কাছে জব্দ নয়, কেবল কামারের কাছেই জব্দ। কামার লোহাকে পিটিয়া নানা আকারের করে। বলবান্‌ই বলবান্‌কে দমন করিতে পারে, ইহাই এই বাক্যের অর্থ।

কামারের কুমোর বৃত্তি।
যে যে কাজে অপটু, সে সে কাজ করিতে গেলে সকলকাম হয় না।

কায়েতের ঘরে বিড়ালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে।
কায়স্থ ঘরে সকলেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে। 'কায়েতের ঘরের মূর্খ' গালাগালি স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। কায়েত প্রায়ই মূর্খ হয় না।

কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত।
লেখাপড়া করিয়া কায়স্থ অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ।
কায়স্থ মূর্খ হইলে সাক্ষীর নির্ব্বুদ্ধি হয়।

কারও ঘর পোড়ে, কেহ আগুন পোহায়।
কাহারও ঘরে আগুন লাগিয়া সর্ব্বনাশ হইতেছে, আর কেহ সেই আগুন সেবা করিয়া শীত নিবারণ করিতেছে। কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস। একের বিপদে অপরে সুখভোগ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কারও শাকে বালি, কারও দুধে চিনি।
অদৃষ্ট দোষে কেহ শাক খাইয়া দিন কাটাইতে যাইতেছে, কিন্তু শাকে এমন বালি মিশিয়াছে যে খাওয়া দুষ্কর। আবার ভাগ্যবলে কেহ বা দুধের সঙ্গে চিনি মিশাইয়া খাইতেছে। কাহারও প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিঘ্ন, কাহারও প্রয়োজনীয় বিষয়ের অতিরিক্তও বিদ্যমান।

কার কপালে কেবা খায়।
সকলেই নিজ নিজ অদৃষ্টানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে।

কারণ বই কার্য্য নাই।
সকল কার্য্যের কারণ থাকিবেই থাকিবে। "No smoke without fire."

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে,
খোলা কেটে বামন মরে।
যাহার কার্য্য সে মনোযোগী নয়, অপরে তাহার জন্য বৃথা খাটিয়া মরে। বিশৃঙ্খল অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

কার সাধ্য কেবা মারে খোদা যারে রাজি।
ঈশ্বর সুপ্রসন্ন থাকিলে অপরে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

কারুর ঘর পোড়ে কেউ খোঁয়া খায়।
"কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষ মাস।"

কারু দুধে চিনি, কারু শাকে বালি।
'কারও শাকে বালি' দেখ।

কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষ মাস।
কাহারও সর্ব্বনাশ হইতেছে, কিন্তু তাহাতে আর একজনের লাভ হওয়ায় সে আনন্দিত হইয়াছে।

কারে পড়লে আল্লার নাম।
বিপদের সময়ই লোকে ভগবানের নাম করে, সম্পদের সময় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে।

কাল কাপড় রুখু মাথা,
লক্ষ্মী বলেন থাকবো কোথা।
"ছেঁড়া কাপড় রুখু মাথা" দেখ।

কালনেমির লঙ্কাভাগ।
অতিরিক্ত আশা করিয়া নিরাশ হওয়া; যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প, তাহা ঘটিবে বলিয়াই স্থির করা। [রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া পড়িলে মহাবীর হনুমান্ যৎকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনিতে গমন করেন, সেই সময়ে কালনেমি রাবণের আদেশে ও লঙ্কার

অর্দ্ধেক রাজ্য প্রাপ্তির প্রলোভনে পড়িয়া গন্ধমাদনে যাইয়া হনুমানকে ভুলাইবার চেষ্টা করে এবং অবশেষে তাহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়]" "Building castles in the air."

কাল বামন, কটা শূদ্র, বেঁটে মুসলমান,
ঘর জামাই, পোষ্য পুত্র, পাঁচ জনাই সমান।
কথিত আছে, এই পাঁচ প্রকার লোক প্রায় কখনই ভাল হয় না।

কাল যাই, না জল যায়।
জলস্রোতের ন্যায় সময় শীঘ্র শীঘ্রই চলিয়া যায়।

কাল রাম রাজা হবে, না আজ রামের বনবাস।
আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপদ; আশায় নৈরাশ্য ঘটিলে এই বাক্য লোকে প্রয়োগ করিয়া থাকে।

কাল হাঁড়ী কিয়া পাত, তবে দেখ্‌বি জগন্নাথ।
যখন পুরী রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই, তখন লোককে হাঁটাপথে জগন্নাথ দর্শনে যাইতে হইত। পথের স্থানে স্থানে চটী ছিল, সেই চটীতে ঐ দেশের কালো রঙের হাঁড়ীতে রাঁধিয়া খাইয়া কেয়াবনের ভিতর দিয়া পথিকদিগকে পথ অতিবাহন করিতে হইত। এইরূপ কষ্ট করিয়া যাইতে পারিলে জগন্নাথ দেখা হইত।

কালা পুরুত, তোতলা যজমান।
যদি পুরোহিত কালা, আর যজমান তোতলা হয়, তবে মন্ত্র পড়াইবার সময় বিষম ব্যাপার উপস্থিত হয়। এইরূপ মণি-কাঞ্চন-যোগে কাজ কিছুতেই এগোয় না।

কালা বলে গায় ভাল, অন্ধ বলে নাচে ভাল।
কালা বলিল, আহা! কি মধুর সঙ্গীত, কর্ণে যেন অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে। অন্ধ বলিল, আহা! কি সুন্দর নৃত্য করিতেছে, নৃত্য দেখিয়া চক্ষুঃতৃপ্তিলাভ করিল। কালার সঙ্গীত শ্রবণ করা যেমন অসম্ভব, অন্ধের নৃত্য দেখাও সেরূপ সম্ভাবিত নহে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অনধিকারী, সে যদি সেই বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে, তবে এই প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

কালা শুনে ঢাকের বাদ্যি,
কালা বলে মোর বিয়ের বাদ্যি।
অন্য কোন কারণে ঢাক বাজিতেছে, কিন্তু কালা বলিল, ইহা আমার বিয়ের বাদ্য বাজিতেছে। অপরের কোন কার্য্যে নিজের কার্য্য আরোপ করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কালি কলম পাত, যেমন তেমন হাত।
যদি কালি কলম ও লিখিবার তাল বা কলা পাত ভাল হয় তাহা হইলে কাঁচা হাতেও ভাল লেখা হয়। উত্তম উপায় ও উপকরণ হইলে কার্য্যও উত্তম হয়।

কালি কলম মন, লেখে তিন জন।
কালি ও কলম ভাল হইলে, এবং মনঃসংযোগ করিলে তবে লেখা সুন্দর হয়।

কালি ছিলাম বসে স্বর্ণপিঁড়ে,
আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে।
কাল সোণার আসনে বসিয়া ছিলাম, আজ কিন্তু আঁস্তাকুড়ে আসিয়া বসিতে হইয়াছে। অবস্থার বিপর্য্যয় সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি। সুখের পর দুঃখ।

কালির অক্ষর নাইকো পেটে,
চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।
মূর্খের চণ্ডীপাঠ। বিশেষতঃ কালীঘাটে চণ্ডী পাঠের একটা দুর্নাম আছে।

কালি রাম রাজা হবে, আজি বনবাস।
আনন্দে নিরানন্দ। আশায় নৈরাশ্য।

কালীঘাটের কাঙ্গালী।
"নাছোড়বান্দা" কাঙ্গালীকে কালীঘাটের কাঙ্গালী বলে।

কালীঘাটের চণ্ডীপা (যে দেয় পয়সা তারই শিরে)।
আগে কোন কোন ব্যবসাদার ব্রাহ্মণ কালীঘাটে চণ্ডীপাঠ করিতে বসিত এবং যাত্রীরা দুই চারি পয়সা দিলে তাহার পয়সা অনুযায়ী দুই চারি শ্লোক পড়িয়া দিত।

কালে আবজায় তুলে বেচে,
তার বাড়া কি ফসল আছে?
উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিয়া যথোপযুক্ত সময়ে শস্য কাটিয়া বিক্রয় করিলে প্রচুর লাভ হয়। অসময়ে চাষ করিলে শস্য উৎপন্ন হয় না।

কালে কালে কতই হ'ল, পুলি পিঠের লেজ বেরুল (বা বেগুনের হাড় হ'ল)।
অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য্যজনক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

কালের আবার কালাকাল।
যম কালাবিচার করিয়া আসে না; মৃত্যু কখন্ ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

কালোয় কালোয় ধলো হয় না।
কালোতে কালোতে মিশাইলে শুভ্র হয় না, সেই কালোই থাকে। সমজাতীয় বা সমধর্ম্মীর মিশ্রণে ভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। "Two blacks do not make a white."

কাশীতে ভূমিকম্প।
কথিত আছে, কাশী শিবের ত্রিশূলের উপরে অবস্থিত, সুতরাং ভূকম্পন ক্রিয়ার বহির্ভূত। অসম্ভব ঘটনা স্থলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস।
'কার সর্ব্বনাশ কার পৌষ মাস' দেখ।

কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, মা তেঁত ছা মিষ্টি।
ভগবানের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি। পলতা তিক্ত, কিন্তু পলতা গাছে যে পটোল হয়, তাহা কেমন মিষ্টি। কু হইতে সু উৎপন্ন হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কি দিব কি দিব খোঁটা;
গয়ায় ম'রেছে বাপ-বেটা।
খোঁটা দেওয়া অর্থাৎ নিন্দা করিবার অন্য কিছুই নাই; কেবল গয়ায় পিতৃকৃত্য করিতে যাইয়া পিতা এবং পুত্র উভয়েই মরিয়াছে, এইরূপ বলিয়াই নিন্দা প্রচার করা।

কিনতে ছাগল, বেচতে পাগল।
জিনিস কিনিবার সময় ছাগলের ন্যায় তাড়াতাড়ি কেনা। আর বিক্রয় করিবার সময় তাহা লইয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

কি বলবো ভাসুর ঘরে;
নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে?
ভাসুরের সম্মুখে বাহির হইব না, তাই তোর ছেলে আমার ছেলেকে মারিয়া রক্ষা পাইল। অথচ উহা এত চীৎকার সহকারে বলা হইতেছে যে, ভাসুর সবই শুনিতেছেন। ইহা কোন কোন্দলকারিণী পল্লী-মহিলার উক্তি।

কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।
"বয়সে না বড় হয়, বড় হয় জ্ঞানে।"
বয়সের ছোট বড়য় কিছু আসে যায় না, যে বুদ্ধিমান্ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

কিসে নাই কি, (তার) পান্তা ভাতে ঘি।
পান্তা ভাতে ঘি দিয়া খাওয়া রীতিবিরুদ্ধ ও হাস্যজনক।

কিসের নাই কি, বেগুন পোড়ায় ঘি।
বেগুন পোড়া তেল মাখিয়াই খাইতে হয়; ঘি মাখিয়া খাইলে অযথা বড়মানুষি দেখাইয়া হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অপর বিষয়ে অর্থব্যয় নাই, অযথা অপব্যয়।

কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

কীচক বধ।
কীচক অসদভিপ্রায়ে দ্রৌপদীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে ভীম নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহার অঙ্গবিকৃতি করিয়া দেন। ভয়ানকরূপে প্রহৃত হইয়া অঙ্গবিকৃতি ঘটিলে কীচক বধ বলে।

কীল খেয়ে কীল চুরি করা।
নীরবে অপমান সহ্য করা ও অপরের গোচরে না আনা।

কাঁদিয়ে কাঁঠাল পাকান।
উপযুক্ত সময় আসিবার পূর্ব্বে কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করা।

কুঁজো, না ঐ খুঁজি।
যে যাহা ভালবাসে তাহা পাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

কুঁজোর কি অনিচ্ছা যে চিৎ হয়ে শোয়।
কুঁজোর কি ইচ্ছা হয় না যে সে চিৎ হইয়া শুইয়া আরাম ভোগ করে। কিন্তু কেবল ইচ্ছা হইলে কি হইবে, চিৎ হইয়া শুইবার তাহার উপায় নাই। সামর্থ্যহীনতার জন্য অভিলাষ পূর্ণ না হইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

কুঁড়ে গরুর এঁটুলী সার।
অলস ব্যক্তি মুখেই আস্ফালন করে—কাজে কিছু করিবার সামর্থ্য নাই।

কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ।
['কাণা গরু' দেখ]।

কুঁড়ে ঘরে বাস, খাট পালঙ্কের আশ।
কুঁড়ে ঘরে বাস করিয়া কুঁড়ে ঘরের মত আশা করিলেই ভাল হয়, খাট পালঙ্কের আশা করা শোভা পায় না। আপনার যাহা অবস্থার উপযুক্ত, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য।

কুঁড়ো খেয়ে ভুঁড়ো।
কুঁড়ো=চাউলের অংশবিশেষ, ভুঁড়ো=মোটা-পেট।

কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।
কুঁদ এক প্রকার যন্ত্র; ইহাতে ফেলিলে বাঁকা কাঠও সোজা কাটা হইয়া যায়, শক্ত লোকের হাতে দুষ্ট লোক সোজা হয়।

কুকুরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে (বা উঠে)।
কুকুরকে আদর দিলে সে ক্রমে মাথায় উঠিতে যায়। নীচকে অযথা প্রশ্রয় দিলে তাহাতে প্রশ্রয়দাতার অনিষ্ট হয়।

কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে।
শত্রুর শক্তি যে কত নগণ্য তাহা বুঝাইবার জন্য এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেন না কুকুর ক্ষুদ্র জীব, সে যত ক্রোধেই দংশন করুক, তাহা কখনই হাঁটুর উপর হইবে না।

কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না।
ঘি খাইলে কুকুরের পেটের পীড়া হয়। যে যাহাতে অভ্যস্ত নয়, ভাল জিনিষ হইলেও তাহা তাহার প্রীতিকর হয় না।

কুকুরের মুগের (বা ঘি) পথ্যি,
কুকুর বলে আমার একি বিপত্তি।
মুগের পথ্য অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। কিন্তু কুকুর এই উৎকৃষ্ট খাদ্য পাইলে আপনাকে বিপন্ন বোধ করে, এই খাদ্য তাহার পক্ষে প্রীতিকর হয় না। যাহা যাহার অভ্যস্ত, তাহা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট বস্তু তাহাকে দিলে সে তাহা উপভোগ করিতে কষ্ট বোধ করে।

কুকুরের লেজে ঘি দিলে সোজা হয় না।
ঘি দিয়া মালিস করিলেও কুকুরের লেজ বাঁকাই থাকে। বহু চেষ্টাতেও স্বভাব অতিক্রম করা যায় না।

কুজনের নাহি লাজ নাহি অপমান।
সুজনের এক কথা মরণ সমান।
বেহায়ার কিছুতেই লজ্জা অপমান বোধ নাই, ভদ্রলোককে সামান্য কটু কথা বলিলেও সে মৃতবৎ হয়।

কুটুম্বের মধ্যে শালা, গহনার মধ্যে বালা।
উভয়েই আদরণীয় বা শ্রেষ্ঠ।

কুঠে মুর্গীর ঠোঁটে বল।
যাহার শারীরিক শক্তি নাই, সে কেবল বচনসর্বস্ব।

কুড়ি হইলেই বুড়ী।
স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

কুড়ে কৃষাণ অমাবস্যা পোঁজে।
অমাবস্যার দিন কৃষকেরা লাঙ্গল চষে না। এজন্য কুড়ে কৃষাণ অর্থাৎ অলস কৃষিমজুর অমাবস্যার অনুসন্ধান করে।

কুড়ে পাটুনীর মুখে আঁটুনি।
যাহারা পার করে, তাহাদিগকে পাটুনী বলে। অকর্মণ্য পাটুনীর মুখের কথাই সর্বস্ব। "বচন-বাগীশ!"

কুড়ের পাতে ব'সে খেও,
বেয়োর কাছেও না যেও।
বেয়ো, বাও অর্থাৎ উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি। উপদংশের ভীষণতা বুঝাইবার জন্য এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

কুড়েরে বলে কুড়ে—
আমি ঘুমাই তুই দোর তাড়া দে।
কুড়েরে কুড়ে, বায় বয়,
না, দোরটা দিলে ভাল হয়।
উভয়েই এমনই অলস যে, কেহই একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া উঠিয়া দোর বন্ধ করিয়া উভয়কেই ঠাণ্ডা বাতাস হইতে রক্ষা করিবে না।
["পি পু ফি শু", "পোঁক-পেজুরে" দেখ]।

কুড়ে বাকো মরি পুড়ে।
কুড়ে লোক কাজ কিছু করিতে পারে না, কেবল বসিয়া বসিয়া কথায় কথায় রাজা বাদসা মারে। উহা বড়ই বিরক্তিকর।

কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথে।
অলস ও পরিশ্রম-বিমুখ লোকে তীর্থস্থানে গিয়া ভিক্ষার জীবিকানির্বাহ করে।

কু-পুত্র যদ্যপি হয়, কু-মাতা কখন নয়।
পুত্র মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও, মাতা পুত্রের প্রতি কখন স্নেহ-শূন্যা হন না।

কুব্জার মন্ত্রণা।
কুব্জা দাসী মন্থরা কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দিয়া রামের বনবাস সংঘটন করিয়াছিল। এই হইতে দুষ্ট মন্ত্রণাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কুমীরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করা।
জলে কুমীরের আধিপত্য, সুতরাং তাহার সহিত বিবাদ করিয়া জলে বাস করা একান্ত অসম্ভব। যে যেখানে প্রবল, তাহার সহিত বিবাদ করিয়া সেখানে থাকা চলে না।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।
"আমি যেন ছয়মাস কাল ক্রমাগত নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়া একদিনমাত্র ভোজন করিতে পারি" কুম্ভকর্ণ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর লাভ করে। কেহ অত্যন্ত বেশী ঘুম-কাতুরে হইলে, তাহাকে সহজে জাগাইতে না পারা গেলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।
কেহ কোন প্রয়োজনীয় কাজে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়া সহসা তাহাতে অবহিত হইলে লোকে বলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

কুয়ো জয়, আমের ভয়;
তাল তেঁতুলের কিছুই নয়।
কুজ্ঝটিকায় আমের মুকুলই নষ্ট হয়; তাল বা তেঁতুলের কোন অনিষ্টই হয় না।

কুশো, কেশে, বেণা; অভাবে সোনা।
টাকা পয়সা কড়ি; অভাবে গড়াগড়ি।
এক স্বর্ণকারের পুরোহিত স্বর্ণকারের পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে আসিয়া সেখানে কুশ বা কাশ কিছুই না পাইয়া কৃত্রিম "কুশকুশ" এর জন্য বচন আওড়াইলেন,—"কুশো, কেশে, বেণা, অভাবে সোনা।" সুতরাং সোনা বা চিমটা হাতে করিয়াই স্বর্ণকার তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিল। তা'রপর দক্ষিণা দানের সময় সে পুরোহিতকে ধরিয়া আছাড় দিল; পুরোহিত উঠানে গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেন? দক্ষিণার টাকা চাই, অভাবে পয়সা চাই।" যজমান কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "প্রভু, যে শাস্ত্রে লেখা আছে, 'কুশো, কেশে, বেণা; অভাবে সোনা,' সেই শাস্ত্রেই লেখা আছে, "টাকা পয়সা কড়ি; অভাবে গড়াগড়ি।"

কুসংবাদ বাতাসের আগে ধায়।
সুসংবাদ অপেক্ষা কুসংবাদ শীঘ্রই লোকের শ্রুতিগোচরে আসে। "Evil news speeds best."

কৃপণের ধন বর্বরেই খায়।
কৃপণের ধন কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না, অসৎলোকেই প্রতারণা করিয়া ইহা উপভোগ করে।

কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে।
কথিত আছে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু নামক ভ্রাতৃদ্বয়

এক সময়ে শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া কলিকাতায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। "একজন গণনীয় ব্যক্তি" এই ভাব প্রকাশিত করিতে এই প্রবাদ লোকে ব্যবহার করে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুল।
মাটী খুঁড়িয়া কেঁচো বাহির করা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল। সামান্য বিষয় হইতে গুরুতর বিষয়ের উদ্ভব হইলে এই বাক্য প্রয়োগ করা হয়।

কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।
বঁড়শীতে কেঁচোর টোপ বিদ্ধ করিয়া কাতলা মাছ টানিয়া তোলা। সামান্য উপকরণে বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলে অথবা একজনের সাহায্যে অপরের অনিষ্ট সাধন করিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য। "Making a cat's paw of one."

কে আঁটেগো পুতাস্থ ; স্নান করগে রটন্তী।
রটন্তী চতুর্দ্দশীতে গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে, অর্থাৎ এস্নানে পুত্রের কল্যাণ হয়।

কেউ মরে, কেউ হরি হরি বলে।
একের দুঃখে অন্যের আনন্দপ্রকাশ।

কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।
কেহ কষ্ট করিয়া বিল ছেঁচিল, অন্য জন কই মাছ ধরিয়া মজা করিয়া সেই মাছ খাইল। একের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করিলে ইহা প্রয়োগ করা হয়।

কে জানে তা'র লেখা জোখা ;
তিন চাঁড়ালের তিন টাকা।
মৎস্যজীবী চাঁড়ালেরা অতি নিরীহ জাতি। কোন শঠ নদী পার হইবার সময় তিনজন চাঁড়ালকে মাছ ধরিতে দেখিয়া বলিল, "কেবল মাছই ধরিবি, খাজনা দিবিনা?" মৎস্যজীবী তিন জন ভয়ে ভয়ে বলিল, "আজ্ঞা, কত দিতে হবে?" শঠ রুক্ষভাবে উত্তর দিল, "তিন জনের তিন সিকে।" তাহাদের শিকেতে (টাকা রাখিবার গেঁজে) টাকা ছিল, তাহারা ভাবিল, যদি শিকে নিয়ে যায় তবে ত সব টাকাই যাইবে। তাই তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল তিন শিকেতে কাজ নেই ; তিনজনে তিনটে টাকাই দেওয়া যাউক, আর হাতে পায়ে ধরা যাউক। তখন তা'দের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি করযোড়ে নিবেদন করিল,—"কে জানে তা'র লেখাজোখা ; তিন চাঁড়ালের তিন টাকা!"

কেমন ভালবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা।
জবাই করিয়া খাইবার উদ্দেশ্যেই মুসলমানেরা যত্ন করিয়া মুরগী পুষিয়া থাকে। স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে যত্ন করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কোঁদলে জাত নষ্ট।
বিবাদই সকল অনিষ্টের মূল।

কোকিল বঁধু, ছেলে ধরতে জানেন না।
কোকিল সন্তান প্রতিপালন করিতে জানে না। যে "স্বাকামী" করে, তাহার উদ্দেশে প্রযোজ্য।

কোথাকার জল কোথায় মরে ;
সূচনাতেই কোন কাজের পরিণাম জানা যায় না।

কোথায় রাম রাজা হবেন না বনবাস।
অপ্রত্যাশিত শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইলে বা সুখের কল্পনা ভাঙ্গিয়া গাইলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কোন কালে নাইক গাই,
চালুনী নিয়ে দুইতে যাই।
কোন কালে এক জনের গাই ছিল না। পরে একবার যখন তাহার গাই হইল, তখন সে দুগ্ধ দোহন করিয়া রাখিবার জন্য চালুনী ব্যবহার করিতে উদ্যত হইল। ... জানার জন্য কোন কাজে হাস্যাস্পদ হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "কোন জন্মে ছিল না ডুলি, আগে তুই পা তুলি।"

কোনকালে বা চুরি করেছি ;
ঘরে ভাত নেই তাই এসেছি।
একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়া ঐ কথা বলিয়াছিল। যে যা' না করিয়াছে, তাহাকে তা' করিতে দেখিলে লোকে এই প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করে।

কোন্ কালে (বা জন্মে) হবে পো
নেকড়া-কানি তুলে থো।
কবে ছেলে হইবে তাহার ঠিক নাই, এখন হইতে তাহার জন্য নেকড়া গুছান বৃথা। দূর ভবিষ্যতে যে কার্য্য হইবে তাহার জন্য উদ্যোগ করা।

কোন্ বা বিয়ে তার দু পায় আলতা।
বিবাহ অতি সামান্য ভাবে হইতেছে কোনরূপ সমারোহ বা আড়ম্বর নাই, এক রকম দায় উদ্ধার হওয়া। সেই বিবাহের কনেকে দু পায়ে আলতা পরাইয়া সাজাইবার আবশ্যকতা নাই। সামান্য কাজ বিনা আড়ম্বরে করিতে হয়।

কোল টানা ছ।
"ছ" অক্ষরটি লিখিতে গেলে কোলের দিকে একটি রেখাপাত করিতে হয়। আপনার দিকে টানা।

কোলে মরে ত পোষানী দেয় না।
নিজের প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ অপরকেও প্রতিপালন করিতে দিবে না। অথবা স্নেহাধিক্যবশতঃ কেহ প্রাণ থাকিতে সন্তানকে অপরের হস্তে দেয় না।

ক্ষুধা পেলে দু হাতে খেতে চায়।
ক্ষুধার জ্বালা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে।

ক্ষুধার চোটে পাটকিলে কামড়।
ক্ষুধার জ্বালায় অভক্ষ্যও খাইতে বাধ্য হইতে হয়।

ক্ষুরের ধার ছুঁতে কাটে।
ক্ষুরধার বস্তু স্পর্শ করিবামাত্রেই কাটে।

ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।
ক্ষেতের কাজে দুঃখ দূর হয়।

ক্ষেপে হারে, জনম হারেনা।
ক্ষেপ অর্থাৎ পর্য্যায়, বার ; যেমন এক ক্ষেপ, একবার, তিন ক্ষেপ তিনবার ইত্যাদি। প্রবাদটির ভাবার্থ এই যে, মানুষ একবারই ঠকে, সমস্ত জীবনটাই ঠকিয়া কাটায় না।

খ

খঞ্জনের নৃত্য দেখে চড়াই নৃত্য করে।
সুন্দর খঞ্জন পাখীকে নাচিতে দেখিয়া চড়াই পাখীর নাচিবার সাধ হয়। উৎকৃষ্টের অনুকরণ চেষ্টায় নিকৃষ্ট হাস্যভাজন হইলে এ বাক্য প্রয়োগ করা হয়।

খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গা পার।
অসাধ্য সাধনের প্রয়াস।

খড়ের আগুন
খড়ের আগুন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া অল্পকাল পরেই নিবিয়া যায়। যে লোকের প্রথমদিকে খুব উৎসাহ, সোরগোল, হৈ চৈ দেখা যায় ; কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয়।

খয়ের খাঁ
যে প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য অপরের সর্ব্ববিধ অনিষ্ট করিতে প্রস্তুত, তাহার উদ্দেশে এই বাক্যটি প্রযুক্ত হয়। (খয়ের খাঁ অর্থে প্রভুর হিতৈষী)।

খল পায় রসাতল।
খলের পরিণাম কখনই ভাল হয় না।

খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা।
করায়ত্তপূর্ব্বক শক্তিহীন করিয়া তাহার উপরে অত্যাচার করা।

খাঁদা নাকে তিলক পরা
নাক খাঁদা হইলে তাহাতে তিলক পরা সাজে না।

খাঁদা নাকে নথ, আর গোদা পায় মল।
বড় বিশ্রী, বেমানান। যাহাকে যাহা সাজে না, তাহা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

খাই দাই কাঁসি বাজাই
কাপড়ের ধার ধারি না।
"ভাত খাই ঢাক বাজাই" দেখ।

খাই দাই ভুলিনি, তত্ত্ব কথা ছাড়িনি।
সংসারে থাকিয়াও ধর্ম্মচর্চ্চা করা যাইতে

পারে। অথবা, আমাকে যত খাওয়াও পরাও না কেন, তাতে আমি ভুলি না, আমার যাহা ঈপ্সিত,তাহা আমি ছাড়িব না।

খাওয়াবে হাতির ভোগে,
দেখিবে বাঘের চোখে।
ছেলেকে ভালবাসিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইবে, কিন্তু প্রশ্রয় দিবে না, সর্ব্বদা কঠোর শাসনে রাখিবে।

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে,
কাল করলে এঁড়ে (গরু) কিনে।
এক তাঁতী তাঁত বুনিয়া এক রকমে সংসার চালাইতেছিল। একদিন সে হাটে কাপড় বেচিয়া ফিরিবার সময় সস্তায় পাইয়া একটা এঁড়ে গরু কিনিয়া আনিল। গরু আনিয়া তাঁতী যুক্তি করিল, চাষের কাজে খুব লাভ; যখন গরু আছে তখন ভাবনা কি, আমি চাষ করিব। এই স্থির করিয়া সে তাঁত সূতা সব বেচিয়া আর একটি গরু কিনিয়া চাষ আরম্ভ করিল। চাষের কাজ তাহার এই প্রথম; সুতরাং চাষে লাভ না হইয়া যথেষ্ট লোকসান হইল, শেষে সে দেনদার হইয়া পড়িল। যে যে বিষয়ে পারদর্শী, তাহা ত্যাগ করিয়া অপর অজ্ঞাত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহার ক্ষতিই হইয়া থাকে। "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।" "যখন চাষবাস ক'রে খাচ্ছিল আবদুল তখন ছিল ভাল,চৌকীদারীর কাজ নিয়ে আবদুল জানে মারা গেল।"

খাট্ ভাঙ্‌লে ভূমিশয্যা।
খাট ভাঙ্গিলে ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে। যখন যে অবস্থায় পড়িবে,সেইরূপেই চলিতে হইবে।

খাটে খাটায় সোণার ক্ষিতি (বা লাভের গাঁতি),
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি,
ঘরে বসে পুছে বাত,
তার কপালে হা ভাত।
যে চাষীকে দিয়া চাষ করায় এবং নিজেও সেই সঙ্গে চাষ করে, সে পূর্ণভাবে লাভবান্ হয়; যে নিজে খাটে না, কেবল ছাতা মাথায় দিয়া কাজ দেখে, সে অপেক্ষাকৃত অল্প লাভ করে; যে ক্ষেত্রে আদৌ যায় না, কেবল ঘরে বসিয়া সংবাদ লয়, তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

খাবনা খাবনা অনিচ্ছে,
তিন রেক চেলে একটা উচ্ছে।
প্রথমে ক্ষুধা নাই বলিয়া খাইতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া, শেষে একটি উচ্ছে ভাতে দিয়াই তিন রেক চাউলের ভাত খাইয়া ফেলিল।

খাবার বেগুন আর বেচবার বেগুন।
ঘরে খাবার জন্যে ছোট বেগুন রাখিবে, তাহাতে খাওয়া চলিবে, আর বড় বেগুন বেচিয়া লাভ হইবে।

খাবার বেলা দেবার মা,
উলু দেবার বেলা মুখে ঘা।
খাইতে বিলক্ষণ প্রস্তুত, কিন্তু কাজে সহায়তা করিতে বিমুখ।

খাবার সময় শোবার (শুইবার) চিন্তা।
যখনকার যেটি তখনকার সেইটিই চিন্তনীয়। তদ্বিপরীত করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

খায় না খায় সকালে নায়,
হয় না হয় তিনবার যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়।
আহার হউক না হউক যে সকাল সকাল স্নান করে, বাহ্যের বেগ থাকুক না থাকুক দিনে তিনবার পায়খানায় যায়, তাহার শরীর কখন অসুস্থ হয় না, বৈদ্যও তাহার নিকট পয়সা পায় না। "আঁতে খালি দাঁতে নুন, পেটের ভরে তিন কোণ, ভুসক্যে বাহ্যে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?"

খায় না দেয় না পাপী সঞ্চয় করে,
তার ধন খায় চোরে আর পরে।
কৃপণের ও পাপীর ধন নিজের ভোগে আসে না; তার ধন চোরে কিংবা পরে প্রবঞ্চনা করিয়া লয়।

খায় মালসাট মেরে, উঠে হাঁটু ধরে।
এত খায় যে সহজে উঠিতে পারে না, হাঁটু ধরিয়া উঠিতে হয়। পেটুকের লক্ষণ।

খাল কেটে কুমীর আনা।
নদী হইতে খাল কাটিয়া পুকুরে যোগ করিয়া দিলে নদীর কুমীর পুকুরে আসিয়া ঢুকে। বাহিরের বিপদ ঘরে আনা।

খাল (বা নদী) পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখান।
বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কাহাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

খিচুড়ী পাকান।
চাল ডালে নানাপ্রকার মশলা মিশাইয়া খিচুড়ী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। কোন কার্য্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপস্থাপিত করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

খিড়কী দিয়ে হাতী গলে, সদরে বাধে ছুঁচ।
পশ্চাৎ ভাগ দিয়া বৃহৎ ব্যাপারও চলিয়া যায়; কিন্তু প্রকাশ্যে সামান্যও দেওয়া কষ্টকর!

খুঁট-আঁপুরে গাঁয়ের বালাই।
"খুঁট-আঁপুরে", যাহারা খুঁটিয়া খুড়িয়া অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়া অক্ষর লিখিতে পারে, অর্থাৎ অল্প লেখাপড়া জানে; তাহারা "লেখাপড়া জানি" এইরূপ অহঙ্কারে গ্রামের মধ্যে অনেক প্রকার অশান্তির সৃষ্টি করে।

খুঁটি না থাকলে ঘর আপনি পড়ে।
সহায় না থাকিলে সংসারে দাঁড়ান যায় না।

খুঁড়িয়ে বড় হওয়া।
বড় নয়, কিন্তু বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া বড় দেখাইবার চেষ্টা করা। নিম্ন অবস্থার লোকের উচ্চাবস্থের সমকক্ষ হইবার নিষ্ফল প্রয়াস।

খুচরো কাজের মুজরো নাই।
সামান্য সামান্য কাজের হিসাব দেওয়া যায় না এবং তাহাতে বিশেষ লাভ হয় না।

খুদের কাউ পায় না ক্ষীরের জন্য কাঁদে।
অবস্থা এত মন্দ যে, ক্ষুদের জাউও খাইতে পায় না, অথচ ক্ষীর খাইতে ইচ্ছা করে। দরিদ্রের উচ্চাভিলাষ স্থলে ব্যবহৃত।

খুন করিল গুনে, পরের কথা শুনে।
অর্থলোভে অপরের অনুজ্ঞায় ব্যবসায়ী ঘাতক নরহত্যা করে।

খেজুর গাছ তেলপানা হয়েছে।
এক কথক একস্থানে কথকতা করিতেছিল। নরকবর্ণনের সময় সে ইহার ভীষণত্ব বর্ণন করিয়া বলিল, পাপীদিগের সেখানে অনন্ত দুর্গতি হইয়া থাকে। সেখানে কর্কশ খেজুর বৃক্ষের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার সময় পাপীর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। সেখানে কথকের একজন রক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিল; সে নরকে পাপীদিগের যন্ত্রণার কথা শুনিয়া রাত্রিকালে কথককে বলিল,আমি আর পাপ কর্ম্ম করিব না; উঃ! খেজুর গাছের উপর দিয়া যখন টানিয়া লইয়া যাইবে, তখন কি যন্ত্রণা! কথক তখন প্রমাদ ভাবিয়া বলিল, ওরে পাগলি, খেজুর গাছ কি আর এখন সেইরূপ আছে, সত্যযুগ থেকে পাপীদিগকে টানিতে টানিতে "খেজুর গাছ এখন তেলপানা হইয়াছে।"

খেতে পায়না পচা পুঁটি
হাতে পরে হীরের আংটী।
পচা পুঁটি কিনিয়া খাইবার সংস্থান যাহার নাই, সে আবার হাতে হীরা-বসান আংটী পরিয়াছে। দরিদ্র ব্যক্তি বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

খেতে পেলে শুতে চায়।
দয়া করিয়া খাইতে দিলে সে আবার শয়ন করিয়া আরাম করিতে ইচ্ছা করে। একটা উপকার পাইয়া কেহ আরও উপকার পাইতে ইচ্ছা করিলে লোকে ইহার ব্যবহার করে।

খেদাই না, তোর উঠান চষি।
তোমাকে তাড়াইয়া দিব এ কথা বলি না, কিন্তু তোমার উঠানে চাষ করিব। কাজেই

তোমাকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইবে। মুখে কিছু না বলিয়া কার্য্যতঃ লোকের অনিষ্ট করা।

খেয়ার কড়ি দিয়ে, ডুব দিয়ে পার হওয়া।
পার হইবার জন্ম নৌকার পয়সা দিলাম, অথচ আপনাকেই ডুব দিয়া নদী পার হইতে হইল। যে পরিশ্রম লাঘবের জন্ম অর্থব্যয় করিলাম, কার্য্যতঃ সেই পরিশ্রমই করিতে হইল—অথচ অর্থব্যয়ও হইল।

খেয়ে দেয়ে যায় শুতে,
বিধাতা নে যায় মুলো চুরি করতে।
খাওয়া দাওয়া করিয়া একটী লোক শুইতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার জনৈক সঙ্গী আসিয়া মুলা চুরির পরামর্শ দিল। চুরি করিতে গিয়া সে ধরা পড়িল, এবং শেষে জেলে গেল। এইরূপ লোকের আক্কেল পোক্তি।

খেলতে জানলে কাণা কড়ি দিয়েও খেলা যায়।
যে কড়ি-খেলায় সুদক্ষ, সে কাণা অর্থাৎ ভাঙ্গা কড়ি দিয়াও খেলিতে পারে। যে কার্য্যে পারগ সে উপায়হীনতার জন্ম চিন্তা করে না; উপস্থিত উপাদানেই কার্য্য সমাধা করে।

খেয়ে বন্ধনে পড়া।
কথিত আছে, জনৈক হাবা তাঁতী দুই হাত দিয়া একটি থাম বেষ্টন করে; পরে দুই হস্তে অঞ্জলি মিলিত করিয়া একজন লোকের প্রদত্ত খৈ তাহাতে ধারণ করে। পরে হস্ত দুইটি খুলিবার সময়ে বিপদে পড়ে—হাত খুলিতে গেলে খৈগুলি পড়িয়া যায়। শেষে নাকি 'চাঁই' (প্রধান) আসিয়া থাম ভাঙ্গিয়া তাহার হাত মুক্ত করিয়াছিল। নির্বুদ্ধিতার জন্ম কষ্টে পড়িলে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে।
খোঁটার বলে পাড়ল খুঁধে।
খোঁটা শক্ত করিয়া পোঁতা থাকিলে মেড়া তাহার জোরে লড়াই করিতে পারে; খোঁটা আলগা হইলে লড়িতে পারে না। পৃষ্ঠপোষক বা কোন প্রকার সহায় থাকিলে গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী ব্যক্তির সম্বন্ধে এই প্রবাদ উক্ত হয়।

খোঁড়ার পা খানায় (বা খালে) পড়ে।
যাহার পা খোঁড়া হইয়াছে, তাহার সেই ভাঙ্গা পা-ই আগে খানা খন্দে পড়ে, তাহাতে আরও বেশী চোট লাগে। যে যে বিপদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহার সেই বিপদই ঘটে।

খোদাকে কে দেখেছে; আক্কেলে মালুম হয়।
অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই কর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

খোদা যা' ক'রবেন, তা' মনে মনেই জানেন।
অর্থাৎ কর্ম্ম কিরূপ হইবে, তা' কর্ম্মকর্ত্তাই জানেন।

খোদার উপর খোদকারী।
ভগবানের সৃষ্টিকে নূতন রূপ দেওয়ার হাস্যকর উদাহরণ।

খোদার খাসী।
মুসলমানে খোদার নামে উৎসর্গ করিয়া যে খাসী পালন করে, তাহাকে প্রচুর আহার দিয়া অতি যত্নে রাখে। হৃষ্টপুষ্ট লোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

খোদার না দোয়ায় চলে।
অর্থাৎ জগদীশ্বরের নৌকা তাঁহার কৃপাতেই চলিয়া যায়।

খোষ খবরের ঝুটাও ভাল।
সুসংবাদ মিথ্যা হইলেও তাহা আপাততঃ শুনিতে সুখ জনক।

খোসে তেল নাই, কলাবড়ার সাধ।
খোসে লাগাইবার মত তেলও নাই, অথচ তেলে ভাজিয়া কলার বড়া খাইতে সাধ যায়। যে বিষয়ে অভাব আছে তাহা অবস্থায় কুলায় না, তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা করাই অন্যায়।

গ

গঙ্গা গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গ চঙ্গা।
যে কখন গঙ্গা দেখে নাই, সে দূর হইতে গঙ্গার সুখ্যাতি ও মাহাত্ম্য শুনিয়া মনে করে, না জানি গঙ্গা কি অপূর্ব্ব নদী কিন্তু কাছে আসিলে দেখিতে পায় যে, গঙ্গা সাধারণ নদী ছাড়া আর কিছুই নয়। অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু বড় সুন্দর বলিয়া লোকের ধারণা থাকে। "অমৃত যে কি পদার্থ খেয়ে দেখি না দল।"

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।
কোনরূপ আয়াস বা অর্থব্যয় স্বীকার না করিয়া অপরের অর্থে অপরের উপকার। "মাছের তেলে মাছ ভাজা।"

গঙ্গা মড়া আনেন না।
গঙ্গায় যতই মড়া ভাসাইয়া দাও, গঙ্গা বলেন না যে, আর আমি সহিতে পারি না। যাহা দাও তাহাই স্বীকার করিয়া লয়, কার্য্যে অক্ষমতা জানায় না।

গঙ্গার ময়লা ফেললে গঙ্গার মাহাত্ম্য যায় না।
নিন্দাবাদে মহতের মহত্ত্ব নষ্ট হয় না।

গঙ্গার জল গঙ্গায় রৈল,
পিতৃপুরুষ উদ্ধার হ'ল।
পিতৃতর্পণকালে গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আবার গঙ্গাতেই ফেলিতে হয়। ইহাতে গঙ্গাজলেরও লোকসান নাই, পিতৃলোকেরও তৃপ্তি হয়। বিনা প্রয়াসে কার্য্যসিদ্ধি।

গঙ্গার দুকূল ভাঙে না।
স্পষ্ট অর্থ।

গজ কচ্ছপী।
ঘোরতর যুদ্ধ। পুরাণে গজকচ্ছপে ঘোরতর যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে।

গড্ডলিকা-প্রবাহ।
ভেড়ার দল। দলের একটা ভেড়া দিকে যায়, ভাল মন্দ বিচার না করি সকলগুলিই সেই দিকে গিয়া থাবে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা না করি অন্ধভাবে অপরের অনুসরণ।

গতর নাই চোপায় দড়,
মেঙ্গে খায় তার পালি বড়।
অলস অথচ কলহ করিতে মজবুত; ভি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, অথচ পালিতে চাউল ভিক্ষা করিবে সেটি ছে নয়।

গতর পোষা।
গতর অর্থাৎ শরীর পোষণ করা। পরি না করিয়া শরীরকে তোয়াজ করা, অল ভাবে কালযাপন করা।

গদাই লস্করী চাল।
করছি কর্ব্বো, হচ্চে হবে, যাচ্ছি যাব, এ রূপ ভাব। ক্ষিপ্রকারিতা রাহিত্য।

গব্য থাক্‌লে আগে পাছে;
কি ক'র্‌বে তা'র শাকে মাছে?
ভোজনকালে প্রথমে ঘৃত ও শেষে দুগ্ধ দধি যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে শা মাছ প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজনই হয় না ("যদি থাকে আগাপাছা" দেখ)।

গভীর জলের মীন।
স্থিরবুদ্ধি চাঞ্চল্যহীন ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

গয়ার পাপ (বা ভূত) বিদায় করা।
গয়ায় পাপ করিলে তাহার খণ্ডন সহজে হ না। গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃলো প্রেতযোনি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে সুতরাং গয়ায় যে ভূত উদ্ধার লাভ করে না তাহার উদ্ধার সুকঠিন। যাহাকে সহ তাড়াইতে পারা যায় না, তাহাকে তাড়ান

গরজ বড় বালাই।
গরজ পড়িলে লোকে অপকর্ম্ম করি কুণ্ঠিত হয় না।

গরজে গয়লা ঢেকা বয়।
গয়লার বাঁকে যদি একদিকে দুধের হাঁ থাকে, তাহা হইলে ভার সমান রাখিবা জন্ম অপর দিকে ইট বা অন্য ভারি জিনি চাপাইতে হয়। আবশ্যক পড়িলে পরিশ্রম সাধ্য অনাবশ্যক কার্য্য করিতে হয়।

গরব কর যৌবনের ভরে,
কাঁদতে হবে অন্ধকার ঘোরে।
লোকে যৌবনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অনে

দুষ্কার্য্য করে; কিন্তু যৌবন গত হইলে সেই দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে হয়।

গরীবের কথা বাসী হলে ভাল লাগে (বা ফলে)।
লোকে সামান্য ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে না, পরে কিন্তু বুঝিতে পারে যে, তাহার পরামর্শ শুনিলে ভাল হইত।

গরীবের ঘোড়া রোগ।
"কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ" দেখ।

গরীবের রাং (বা রাংতাই) সোণা।
গরীব রাংতাকেই সোণা বলিয়া মনে করে যাহার যাহা আছে, তাহার পক্ষে তাহাই মূল্যবান্।

গরু, জরু, ধান, রাখ বিদ্যমান।
গরু, স্ত্রী এবং ধান্য এই তিনটাকে আপনার তত্ত্বাবধানে রাখিবে। পরের হাতে পড়িলেই ইহারা নষ্ট হইয়া যায়।

গরু মেরে বামুনকে জুতা দান।
গোবধ করিয়া পাপক্ষালনার্থ গোচর্ম্মে নির্ম্মিত জুতা ব্রাহ্মণকে দান করা। পাপ কার্য্যের সাহায্যে পুণ্যসঞ্চয়ের চেষ্টা।

গরু যার, গোবর তার।
অর্থ স্পষ্ট।

গর্ত্তের সাপ খুঁচিয়ে বা'র করা।
সাপ গর্ত্তের মধ্যে ছিল, বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাহাকে খোঁচাইয়া বাহির করিয়া আনিয়া বিপদ্ ঘটান। অনুপস্থিত বিপদকে ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়।
বয়স এত অল্প যে, এখনও গলা টিপিলে দুধ বাহির হয়। শিশুর মুখে বুড়োর ন্যায় কথা শুনিলে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

গলা নেই গান গায়,
মাগ নেই শ্বশুরবাড়ী যায়।
যাহার গলা নাই তাহার গান গাওয়া বৃথা, এবং যাহার স্ত্রী নাই, তাহার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া বৃথা। উভয় কার্য্যই হাস্যাস্পদ।

গলায় কাঁটা ফুটলে, বিড়ালের পায়ে পড়ে।
অর্থাৎ বিপদে পড়িলে ছোট লোকেরও সাহায্য নিতে হয়।

গলায় গলায় পিরীত।
অতিমাত্রায় প্রীতি বা প্রণয়। (বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত)।

গলার নীচে গেলে আর মনে থাকে না।
গলায় কাঁটা বিঁধিলে লোকে যন্ত্রণা পাইয়া দেবতার "মানত" করে, কিন্তু যখন সে কাঁটা নামিয়া যায়, তখন আর সে "মানতের" কথা মনে থাকে না। কার্য্য উদ্ধার হইলে লোকে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে বিরত হয়। অকৃতজ্ঞ লোক সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়। "যে ফুকলে তাঁদলায় আপি।"

গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া,
নাক নাই তার নাক নাড়া।
একটা ক্ষুদ্রগ্রামে মাঝের পাড়া, পাশের পাড়া থাকে না, যাহার নাক নাই বা খাঁদা নাক, তাহার নাক নাড়া দেওয়া সাজে না। ক্ষুদ্র বৃহতের ন্যায় আস্ফালন প্রকাশ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
গ্রামের লোকসকল আপনাদের অপেক্ষা যাহাকে বড় বিবেচনা করে, সেই মোড়লের পদে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গাঁয়ের লোক যাহাকে মানে না, সে স্বয়ং আপনাকে মোড়ল বলিয়া মনে করে। অপরের উপর অযাচিতভাবে কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা হলে ইহার প্রয়োগ হয়।

গাঁয়ের গুণে গ'ড়ে গরু বিকায়।
গ'ড়ে গরু অর্থাৎ অলস গরু। গ্রাম একযোগে থাকিলে অলস গরুও কর্ম্মঠ গরু বলিয়া বিক্রয় হয়।

গাই ছিল না হ'ল গাই
চালুনি নিয়ে দুইতে যাই।
অজ্ঞতার উদাহরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ("কোন কালে ছিল না গাই" দেখ)।

গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।
গান গাইতে গাইতেই লোক গায়ক, এবং বাজাতে বাজাতেই বাদক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। "Practice makes perfect."

গাই নাই ত বলদ দুয়ে দে
যেমন করিয়া হউক খাটাইয়া লওয়া পারিশ্রমিক দেওয়া, তা সে কাজ সঙ্গত হউক বা নাই হউক।

গাই নেবে দুয়ে, বলদ নেবে বেয়ে।
গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধ দেখিয়া ও বলদ লাঙ্গল বা গাড়ী জুড়িয়া দেখিয়া গ্রহণ করিবে।

গাই বাছুরে পীরিত থাকলে মাঠে গিয়ে দুধ দেয়।
অনেক গরু দুইবার সময় সবটা দুধ পাওয়া যায় না, গাভী দুগ্ধ লুকাইয়া রাখে। পরে বৎসসহ মাঠে চরিতে গিয়া বাছুরকে দুধ খাওয়ায়।

গাঙ্গে গাঙ্গে দেখা হয় ত
বোনে বোনে দেখা হয় না।
বহুদূর ব্যবহিত নদীদ্বয়ের মিলন বরং সম্ভবপর, কিন্তু সহোদরা ভগিনীদ্বয়ের মিলন সম্ভবপর নয়। ('রাজায় রাজায়' দেখ)।

গাছ থেকে ফল ভারী নয়।
গাছের সরু ডালে খুব বড় ভারী ফল ঝুলিলেও ফলের ভারে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে না। যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে গুরু নয়। "The whole is greater than the part"

গাছ থেকে প'ড়ে গেল জন পাঁচ সাত,
যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।
"উপর হ'তে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত" দেখ। "The wearer exactly knows where the shoe pinches."

গাছে উঠতে পারে না, বড় ছানাটি আমার।
নিজের গাছে উঠিবার সামর্থ্য নাই, অপরে উঠিয়া পাখীর ছানা পাড়িয়া দিবে; অথচ সে বড় ছানাটী লইবে। অতিরিক্ত আবদার।

গাছে ওঠে প'ড়তে; আর জামিন হয় ম'রতে।
গাছে উঠলে প্রায়ই পড়িবার ভয় থাকে এবং পরের টাকার জামিন হইলে প্রায়ই দণ্ড দিবার ভয় থাকে।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
কাঁঠাল এখনও গাছে রহিয়াছে, অথচ তাহা খাইতে গেলে পাছে গোঁফে আটা লাগে এই ভয়ে গোঁফে তেল দিতেছে। যাহা পাইব কি না কিছুই স্থিরতা নাই, তৎসম্বন্ধে কৃত-নিশ্চয় হওয়া। "কালনেমির লঙ্কাভাগ।" "Building castles in the air."

গাছে গরু চরান, মুখে ধান শুকান।
গাছে গরু চরান আর মুখে ধান শুকান সমান কথা। চড় বড় করিয়া দেখা থাকলে তাহাকে মুখে ধান শুকান বলে।

গাছে তুলতে সবাই আছে, নামাতে কেউ নাই।
বিপজ্জনক কার্য্য করিতে উৎসাহ দানে সকলেই তৎপর, কিন্তু বিপদ্ ঘটিলে রক্ষা করিতে কেহই অগ্রসর হয় না।

গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া।
বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া উদ্ধারের উপায় হইতে বঞ্চিত করা।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।
গাছে উঠিলে তবে ফলের কাঁদি পাওয়া যায়; কিন্তু গাছে উঠিবার উপক্রম করিতেই এক কাঁদি পাওয়া গেল। কাজের আরম্ভেই কতক ফল পাওয়া।

গাছের খায় তলারও কুড়ায়।
গাছে যেটা আছে সেটাও ভোগ করিবে, আর তলায় যাহা পড়িয়াছে তাহাও লইবে। সকল রকমেই লাভের চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

গাছের পাড়া, তলার কুড়ান।
(উপরের প্রবাদটি দেখ)।

গাজনের নেই ঠিকানা,
শুধুই বলে ঢাক বাজানা।
গাজনের কোনই উদ্যোগ আয়োজন নাই, কেবল ঢাকীকে ঢাক বাজাইতে বলিতেছে।

কোথাও কিছুই নাই কেবল "সরগরম" করা।

গাড়িকাপর না, নাকাপর গাড়ি।
কখন গাড়ির উপর দিয়া নৌকা যায়, কখন বা নৌকার উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যায়। অবস্থা সব সময়ে সমান থাকে না।

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা।
যে স্বভাবতঃই নির্ব্বুদ্ধি, তাহাকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি করা (সুকঠিন)।

গাধা সকল বইতে পারে,
ভাতের কাটি বইতে নারে।
প্রবাদ এইরূপ যে, গাধা সকল ভার বহিতে পারে, কিন্তু ভাতের কাঠী চাপাইলেই সে শুইয়া পড়ে। যে খুব বেশী শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারে, সে একটা সামান্য কাজে অপারগতা দেখাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "The last straw breaks the camel's back."

গায়ে উড়ে খড়ি, কলপ দেওয়া দাড়ি।
তেলের অভাবে গায়ে খড়ি উড়িতেছে, এদিকে দাড়িতে কলপ লাগাইয়াছে। ভিতরে অবস্থা মন্দ, কিন্তু বাহিরে আড়ম্বর প্রদর্শন।

গায়ে গু মাখলে যমে ছাড়েনা।
যতই চেষ্টা কর না কেন, যমের হাত এড়াইবার উপায় নাই। বিপদ্ এড়াইবার যতই চেষ্টা কর না, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। অদৃষ্ট ফলিবেই।

গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ান।
নির্ভাবনায় বাবুয়ানা ও স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ান।

গায়ের কালি ধু'লে যায়;
মনের কালি ম'লে যায়।
অর্থাৎ মনের কালি চিরজীবন থাকে।

গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলেল তেল।
গায়ে এত দুর্গন্ধ যে তাহার গন্ধে ভূত পলাইয়া যায়; এদিকে আবার মাথায় ফুলেল তেল মাখিয়া বাবুয়ানী দেখাইতেছে অবস্থার বিপরীত কাজ করা।

গাল বাড়ায়ে চড় খাওয়া।
সখ্ করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা; জানিয়া শুনিয়া বা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ অপমানিত হওয়া।

গিন্নির উপর গিন্নিপনা, ভাঙ্গাপিঁড়ের আলপনা।
ভাঙ্গা পিঁড়েয় আলপনা যেমন সাজে না, তেমনই গিন্নির কাজের উপর কথা কহিতে যাওয়াও সাজে না। অনধিকারীর কর্ত্তার উপরে কর্ত্তৃত্ব ফলান।

গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট।
গৃহিণী অকর্ত্তব্য কার্য্য করিলে সংসার শুভের হয় না। ('রাজার পাপে' দেখ)

গিন্নির হাতে রাঙ্গা পলা,
বৌয়ের হাতে সোণার বালা।
গিন্নির হাতে গহনার অভাবে রাঙ্গা [illegible] রহিয়াছে, অথচ বৌয়ের হাতে সোণার বালা দেওয়া হইয়াছে। [illegible] করা।

গুটি পোকা গুটি করে,
নিজের ফাঁদে নিজে মরে।
গুটি পোকা গুটি পাকাইতে পাকাইতে নিজের জালে নিজে বদ্ধ হয়। [illegible] ফাঁদে আপনি পড়া। "The [illegible] hoisted with his own petard."

গুড় অন্ধকারেও মিষ্ট লাগে।
গুড় আলোতে খাইতে যেমন, অন্ধকারে খাইতে ঠিক সেইরূপ মিষ্ট। যাহা ভাল তাহা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই ভাল।

গুড় দিয়ে খেলে ওলচচ্চড়ও মিষ্ট লাগে।
মনুষ্যের অখাদ্য [illegible] ভরিয়া [illegible] রাঁধিলে খাইতে সুস্বাদ হয়। ভালর সংযোগে মন্দও ভাল হয়।

গুড়-ব্যাঘ্র।
সরল ভাষাকে সাধুভাষার আবরণে উপস্থিত করা। কথিত আছে, "কোথায় যাইতেছ" এই প্রশ্ন জনেক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল 'বৃাল গ্রামে' (অর্থাৎ "বালি" গ্রামে)। "কাহার বাড়ীতে" উত্তর—নামটি মনে আসিতেছে না, নামটাতে মিষ্টত্ব ও ভয়ানকত্ব আছে—[illegible] "গুড় ব্যাঘ্র" ভবনে (অর্থাৎ মধু সেনের বাড়ীতে)।

গুণে কাড় জলে ফোল, সেও ভাল।
কাজ বুঝিয়া লওয়াই উচিত।

গুণে নুন দিতে নাই।
নিগুণ ব্যক্তি সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত হয়।

গুণের ঘাট নাই।
ঘাট = ঘাটতি, কমতি, হ্রাস। [illegible] ব্যক্তি বা যে কোন অপকর্ম্ম করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে প্রযোজ্য।

গুয়ের এপিঠ ও পিঠ।
গুয়ের দুপিঠই সমান। উভয়েই অপকৃষ্ট বিষয়ে তুল্যমূল্য।

গুয়ে বলে গোবর দাদা,
তোর গায়ে কেন গন্ধ।
বিষ্ঠা গোবরকে বলিতেছে, ভাই গোবর! তোর গায়ে বড় দুর্গন্ধ। নিজের বেশ দোষ সত্ত্বেও পরের সামান্য দোষ দেখা। "চালুনী বলে ছুঁচ তোর কেন ছেঁদা।" "The pot calls the kettle black."

গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে,
সে জন নরকে মজে।
গুরু ছাড়িয়া স্বয়ং গোবিন্দকে ভজনা করিলেও পুণ্য লাভ হয় না; ইষ্ট গুরু সর্ব্বপ্রথমে পূজ্য।

গুরু-মারা বিদ্যে।
যাহার নিকট শিক্ষালাভ করা যায় তাহারই অনিষ্ট করা, বা বিদ্যায় শিক্ষককে অতিক্রম করা। (বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত)।

গুরু মোতে দাঁড়িয়ে,
ত' শিষ্য মোতে পাক দিয়ে।
অর্থ স্পষ্ট। অর্থাৎ মূল অপেক্ষা শাখা প্রবল। "বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়" দ্রষ্টব্য।

গুরুর কথা না শুনে কাণে,
প্রাণ যায় তার হেঁচকা টানে।
গুরুজনের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে বিপদে পড়িতে হয়।

গৃহ স্থির আগে করে,
গৃহিণীর স্থির তার পরে।
আগে গৃহ স্থির করিবে, পরে বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিবে। পূর্ব্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া কোন কাজ করিবে না।

গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না।
যোগী একশ্রেণীর ভিক্ষাজীবী জাতি। গ্রামের যোগীকে লোকে ভিক্ষা দিতে চাহে না। স্বদেশে বা স্বজন মধ্যে গুণশালী ব্যক্তিরও আদর নাই। "A prophet is not without honour save in his own country."

গেরস্ত কাওরা খেবে কড়ি।
কাওরা জাতীয় গৃহস্থ শূকরব্যবসায়েও লাভবান্ হয়।

গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ।
গোঁগা=যে মূক স্পষ্টভাবে কথা কহিতে পারে না,"গোঁ" "গোঁ" করিয়া ইঙ্গিতে মনের ভাব জানায়। যে ছেলে কথা কহিতেই পারে না, তাহার নাম রাখা হইয়াছে তর্কবাগীশ (তর্কে সুদক্ষ)। "কাণাপুতের নাম পদ্মলোচন।" (বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত)।

গোঁপ (গোঁফ) খেজুরে।
এক কুঁড়ে গাছে উঠিয়া খেজুর পাড়িতে পরিশ্রম হইবে বিবেচনা করিয়া গাছতলায় পড়িয়া রহিল। আশা এইযে, যদি দৈবক্রমে এক আধটা খেজুর তাহার মুখে আসিয়া পড়ে। অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর একটা খেজুর তাহার গোঁফের উপর আসিয়া পড়িল। হাতটা বাহির করিয়া খেজুরটা মুখের মধ্যে দিলে খাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু অত পরিশ্রম করিতে গোঁফ-খেজুরে কাতর। সেই সময় সেইখান দিয়া এক ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়া কুঁড়ে বলিল,ভাই, যদি দয়া করিয়া পা দিয়া খেজুরটা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দাও, তবে বড় উপকার করা হয়। অত্যন্ত অলস ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য

করিয়া ইহা ব্যবহৃত হয়। ['পি পু ফি শু' দেখ]।

গোঁফ নাইকো কোনকালে,
দাড়ী রেখেছেন তোবড়া গালে।
ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়।

গোঁয়ার গোবিন্দ।
হঠকারী "ষণ্ডামার্ককে" গোঁয়ার গোবিন্দ বলে।

গোঁয়ারের মরণ গাছের আগায়।
"বেদের মরণ সাপের হাতে"; হঠকারীর বিপদ্ গোঁয়ার্তুমিতে হয়।

গোকুলের ষাঁড়।
বৃন্দাবনে ষাঁড়ের বড় মান্য, অপরাধ করিলেও দণ্ডিত হয় না। সে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া নির্ভাবনায় বিচরণ করে, এবং অপরের অনিষ্ট করিলেও শাস্তি পায় না, তাহার সম্বন্ধেই ইহা প্রয়োগ করা হয়।

গোজন্ম ঘুচে গন্ধর্বজন্ম হ'ল।
দুরবস্থা হইতে অপ্রত্যাশিত সুখের অবস্থা প্রাপ্তি।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।
গাছের মূল কাটিয়া দিয়া তাহাকে সজীব রাখিবার জন্য তাহার আগায় জল ঢালা; কাহারও সর্বনাশ করিয়া পরে তাহার সামান্য উপকার করিতে যাওয়া।

গোড়ায় গলদ।
প্রথমেই ত্রুটি।

গোণা গরু বাঘে ধরে (বা নেয়) না।
যে গোঠের গরু ঠিক গণা আছে, সে গোঠের গরু হারায় না; সুরক্ষিত দ্রব্য নষ্ট হয় না। "সাবধানের বিনাশ নাই।"

গোদা পায়ে আল্তা।
সৌন্দর্যের জন্যই পায়ে আল্তা পরে; কিন্তু যাহার পা গোদা, তাহার পায়ে আল্তা পরিলে অতি বিশ্রী দেখায়।

গোদা পায়ের লাথি।
গোদা পা মোটা, সে পায়ের লাথি বড়ই লাগিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়, কিন্তু বাস্তবিক লাগিবার কোন ভয় নাই। অমূলক ভয়।

একজনের স্ত্রীর পায়ে ছিল মস্ত বড় গোদ; আর স্বামী ছিল গোবেচারী ভালমানুষ। স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বদাই শাসন করিত—লাথি মারবো। স্বামীর মনে বড় ভয় ছিল যে, অত বড় গোদা পায়ের লাথি, না জানি কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাই হইবে। একদিন স্ত্রী ক্রোধ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বামীকে সত্য সত্যই লাথি মারিল। স্বামী তখন দেখিল, "ও হরি! যন্ত্রণা দূরে থাক, এই মাংসপিণ্ডের আঘাত যে পরম আরাম-দায়ক! তাই তার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল; সে পুনঃ পুনঃ স্ত্রীর বিরক্তিকর কার্য্য করিতে লাগিল।

গোদা বাড়ি ছাঁদন দড়ি, এখন তুমি কার,
যখন যার কাছে থাকি, তখন আমি তার।
ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, পরের তোষামোদ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, এইরূপ লোক সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

গোদের উপর বিষফোঁড়া।
গোদই কষ্টদায়ক, তাহার উপর আবার বিষফোঁড়া হইলে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হয়। বিপদের উপর বিপদ্।

গোপাল সিংহের বেগার।
বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। তিনি রাজ্যমধ্যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ১৮ বৎসর বয়সের অধিক স্ত্রী পুরুষ সকলকেই প্রভাতে ও সন্ধ্যায় হরিনাম করিতে হইবে, না করিলে দণ্ড পাইবে। একদা জনৈক সূত্রধর সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া শুইয়া পড়িল। অনেক রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিবার পর সে তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে জাগাইয়া বলিল, "শীঘ্র মালাছড়াটা দাও, গোপাল সিংহের বেগারটা খাটিয়া দি। নতুবা রাজার কাণে গেলে আর রক্ষা নাই।" রাজার অনেক গুপ্তচর ঘুরিয়া বেড়াইত; তাহাদের দ্বারা কথাটা রাজার কাণে উঠিল। তখন রাজদরবারে সূত্রধরের তলব হইল। সূত্রধর কাঁপিতে কাঁপিতে সভায় গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "মহারাজ, আমি নিতান্ত দরিদ্র, সংসার প্রতিপালনের জন্য আমাকে দিনরাত খাটিতে হয়। ভগবানও আমাকে নাম করিবার সময় দেন না। এই জন্যই আপনার আদেশ পালনকে বেগার খাটা বলিয়া ফেলিয়াছি।" গোপাল সিংহ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বার্ষিক এক শত টাকা আয়ের জমি দিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বেগার খাটিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

গোবর-গণেশ।
স্থূলবুদ্ধি লোককে গোবর গণেশ বলে।

গোবর দিয়ে ঘাস এলান।
গোবর মাখা ঘাস গরুতে খায় না। মুখে কিছু না বলিয়া কার্য্যের দ্বারা অনিষ্ট করা। "খেদাই না, উঠান চষি।"

গোবরে পদ্মফুল।
গোবর অতি জঘন্য বস্তু। তাহাতে পদ্মফুল ফুটিতে পারে না; যদিই ফুটে, তবে তাহা অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। নীচ বংশে ভাল লোকের আবির্ভাব দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। যেমন "দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।" "A primrose in the dung-hill."

গোবরে পোকার পদ্মমধু খেতে সাধ।
ভ্রমরই পদ্মমধু খাইবে, গোবরে পোকা গোবরেই থাকিবে। নীচের উচ্চাভিলাষ স্থলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

গোভাগ্য নাই, এঁটুলী ভাগ্য আছে।
এঁটুলী=গরুর গায়ে উৎপন্ন কীটবিশেষ। ভাগ্যে গরু টেঁকে না, শুধু গোয়ালে এঁটুলীর উপদ্রব আছে। লোকে ভাল অংশ না পাইয়া মন্দ অংশ পাইলে তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

গো মড়কে মুচির পার্ব্বণ।
দেশে গো-মড়ক উপস্থিত হইলে মুচিদের খুব আনন্দ হয়; কেন না, মরা গরুর চামড়ায় তাহাদের খুব লাভ হয়। "কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস।"

গোলা ভ'খা ডালা।
বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে অনিষ্ট হইতে না দেখিয়া "তিতুমীর" তাহার মূর্খ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিল "গোলা ভ'খা ডালা!" তদবধি এটা প্রবাদ বাক্যরূপে চলিয়া আসিতেছে।

গোলেমালে চণ্ডীপাঠ।
যখন গোল হয়, তখন চণ্ডীপাঠ ঠিক হইতেছে কি না তাহা কেহ ধরিতে পারে না। কাজে ফাঁকি দেওয়া।

গোলে হরিবোল।
কাজে ফাঁকি দেওয়া; অপরের সঙ্গে যোগ দিয়া গোলমাল করিয়া কাজ সারা।

গৌর হ'তে বাকী অনেক দিন।
তোমার পক্ষে পুণ্যাত্মা হওয়া সুকঠিন।

গ্রহণ লাগলে সবাই দেখে।
গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যের বিপদ্, কিন্তু লোকে তাহা উল্লাসের সহিত দেখে। লোকে বিপদে পড়িলে সকলেই তাহাতে আমোদ দেখায়।

গ্রহণের চাঁদ।
সকলেরই লক্ষ্য।

গ্রামের নাম তেঘরে,
তার উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া।
তেঘরে—যেখানে তিনটি মাত্র গৃহস্থের বাস আছে। অতি ক্ষুদ্র বস্তুর বিভাগ করা চলে না।

ঘ

ঘটকালী করতে গিয়ে বিয়ে করে এল।
অপরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে গিয়া নিজে বিবাহ করিয়া আসিল। অপরের কাজ করিতে গিয়া নিজের কাজ হাসিল করা।

ঘট গড়তে পারে না মেটের বায়না নেয়।
ক্ষুদ্র কার্য্যে অক্ষম লোকের বৃহৎ কার্য্য করিতে চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

ঘটি কেনা গঙ্গাস্নান।
অনেকে গঙ্গাস্নানে পুণ্যসঞ্চয় করিতে যায়, আবার সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য্যও সম্পন্ন করিয়া আইসে। দুই কাজ একসঙ্গে সারা। "রথ দেখা কলা বেচা"। "Killing two birds with one stone."

ঘটিরাম ডেপুটি।
নির্ব্বুদ্ধি বিচারক। (ঘটিরাম ডেপুটীর চিত্র সধবার একাদশীতে চিত্রিত হইয়াছে।)

ঘটীর তলায় দিয়ে আটা;
যোগে যাগে কাল কাটা।
অভীব জন্য ফুটা ঘটীতে আটা লিপ্ত করিয়া কোনপ্রকারে কাল কাটান।

ঘড়িকে ঘোড়া ছোটা।
এক মুহূর্ত্তে ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতে পারে। মুহূর্ত্ত মধ্যে মত পরিবর্ত্তন।

ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইথু পুজোয় ঢাক।
দুর্গোৎসব বড় উৎসব, তাহাতে ঘণ্টা বাজান, আর ইথু পুজা ছোট পুজা, তাহাতে ঢাক বাজান। যেমন কার্য্য তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা না করিয়া বিপরীত ব্যবস্থা করা।

ঘন দুধের ফোঁটা, বড় মাছের কাঁটা।
ঘন দুধ একটু হইলেও তাহা খাওয়া ভাল, জলো দুধ বেশী খাওয়াও কিছু নয়; আর বড় মাছের কাঁটাও মিষ্ট, ছোট মাছের রাশিও ভাল নয়। উৎকৃষ্ট বস্তুর অল্পও প্রার্থনীয়।

ঘরও ঢোকে, পা'ও কাঁপে।
লোভ বশতঃ পরগৃহে প্রবেশও করিতে যায়, আবার ভয়ে পা'ও কম্পিত হইতে থাকে। অর্থাৎ লোভও সংবরণ করিতে পারে না, ভয়েও অস্থির হয়।

ঘরচোরকে পেরে (বা এঁটে) উঠা দায়।
বাড়ীর লোক চোর হইলে তাহার হাত হইতে কোন মতেই নিস্তার পাওয়া যায় না। আপনার লোক অনিষ্টকারী হইলে সে অনিষ্ট নিবারণ করা সুকঠিন।

ঘরজামায়ের পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।
ঘরজামাই ঘৃণ্য জীব, তাহার মরা বাঁচা সমান।

ঘরজ্বালানে, পর ভুলানে।
যে ঘরের লোকসান করে, কিন্তু পরের ভাল করিয়া মন রাখে।

ঘর থাকতে বাবুই ভিজে।
বাবুই পাখীর বাসা আছে, কিন্তু বৃষ্টির সময়ে সে সেখানে প্রবেশ করে না। নির্ব্বোধেরা উপায় থাকিতে কষ্ট ভোগ করে।

ঘর নেই দোর বাঁধে,
মাগ নাই ছেলের জন্য কাঁদে।
ঘরই নাই, অথচ আগে দাওয়া বাঁধিতেছে; স্ত্রী নাই, অথচ সন্তান লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছে। নিষ্ফল কার্য্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।
যে গরুর গোয়ালে একবার আগুন লাগিয়াছে, সে সিঁদুরে মেঘ উঠিতে দেখিলেই আগুন লাগিয়াছে মনে করিয়া ভয় পায়। যে একবার ঠেকেছে, সে সেই কাজে আর দ্বিতীয়বার এগোয় না। "A burnt child dreads the fire."

ঘর পোড়ার কাঠ।
আগুনে ঘর পুড়িবার সময় তাহা হইতে যা কিছু বাহির করিতে পারা যায় তাহাই লাভ। যেখানে সবই যাইতেছে, সেখানে যাহা কিছু আসে তাহাই যথেষ্ট।

ঘর ফাঁদলে দড়ি, বিয়ে ফাঁদলে কড়ি।
ঘর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেই দড়ির প্রয়োজন হয়। আর বিবাহের উদ্যোগ করিলেই টাকার দরকার।

ঘর বাঁধবে ছাইবে না,
ধার নিবে চাইবে না।
নির্ব্বোধ লোকই ঘর তৈরী করিয়া তাহার চাল ছায় না, এবং টাকা ধার দিয়া তাগাদা করে না।

ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট।
রাবণ প্রবল প্রতাপশালী ছিল, কিন্তু বিভীষণের সহিত বিরোধ হওয়াতেই তাহার কৌশলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। গৃহশত্রুই বিনাশের কারণ।

ঘরমুখো বাঙ্গালী, রণমুখো সিপাই।
প্রবাসী বাঙ্গালী যখন ঘরমুখো হয় অর্থাৎ বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না; আর সিপাহী যখন রণমুখো হয় অর্থাৎ যুদ্ধে অগ্রসর হয় তখন কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

ঘরসন্ধানী বিভীষণ।
রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ রামচন্দ্রের সহিত যোগদান করিয়া রাবণকে নষ্ট করে। গৃহশত্রুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।
রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ রামচন্দ্রকে রাবণ সম্বন্ধে গুপ্ত সংবাদ দিয়া নষ্ট করিয়াছিল। গৃহশত্রুই বিনাশের মূল।

ঘরামীর ঘর ভেঁদা (বা ঘরে জল পড়ে)।
ঘরামী অপরের ঘর সারিয়া বেড়ায়, কিন্তু নিজের ঘর সারিবার সময় পায় না।

ঘরামীর মট্‌কা আদুল।
ঘরামী ঘর প্রস্তুত করে, অথচ তাহার ঘরের মট্‌কাই ফাঁক। নিজের কাজে অমনোযোগিতা বুঝাইবার জন্য বলা হয়।

ঘরে ঘরে চুরি, তাই প্রাণ ধরি।
কেবল আমার ঘরে নয়, সকল ঘরেই চুরি হইতেছে, এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি। সকলের একই রূপ দুরবস্থা, তাই সান্ত্বনা।

ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন।
ঘরের এমন দুরবস্থা যে দিন রাত ছুঁচো কিচ্‌মিচ্‌ করিয়া বেড়াইতেছে, অথচ সে বাহিরে লম্বা কোঁচা ঝুলাইয়া বাবুয়ানী দেখাইতেছে। গৃহে অন্ন-সংস্থান নাই, বাহিরে "লম্বাই চওড়াই" দেখান।

ঘরে থাকতে নানা নিধি,
খেতে দেয় না দারুণ বিধি।
ঘরে নানা আহারীয় বস্তু আছে, কিন্তু এমন দুরদৃষ্ট যে, কিছুই খাইবার উপায় নাই। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না থাকিলে কোন সুখই ভোগ হয় না।

ঘরে নাই অন্নবস্ত্র, বাহিরে কোঁচা লম্বা।
গৃহে অন্ন নাই, বাহিরে খুব "সরগরম"। "ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন।"

ঘরে নাই ঘটী-বাটী;
কোমরে মেলাই চাবিকাঠি।
যাহার ঘরে রক্ষণীয় দ্রব্যাদি না থাকিলেও, লোক দেখাইবার জন্য কতকগুলো চাবি বহন করিয়া বেড়ায়; অর্থাৎ যাহার যাহা নাই তাহার আড়ম্বরে অপরের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের সম্বন্ধে বলা হয়।

ঘরে নাই দশাট, পথে পথে ফষ্টি।
যার ঘরে দেখিবার কেহ নাই সে নিশ্চিন্তমনে বাহিরে আনন্দ করিয়া বেড়াইতে পারে। অথবা ঘরে দশ কড়ার সংস্থান নাই, বাহিরে অবস্থা গোপন করিয়া "ফুর্ত্তি" করিয়া বেড়ান।

ঘরে নাই ভাত, কোঁচা তিন হাত।
অন্নহীনের বাহিরে আস্ফালন।

ঘরে নাই ভাঙ্‌ (বা ভাজা) ভুজা,
নিত্য করেন গোঁসাই পূজা।
যাহার অন্ন নাই, তাহার পক্ষে ব্যয় করা সুকঠিন।

ঘরে বসে রাজা উজীর মারা।
ঘরে বসেই বাহ্বাস্ফোট করা, অপরের সম্মুখে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই। কাপুরুষতা লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইনী বলা।
বাহিরে কাহারও কুৎসা করিবার সাহস

নাই। অপরের অগোচরে তাহার কুৎসা করিতে সকলেই পারে—কারণ তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

ঘরে বসিয়ে মাহিনে দেয়;
এমন মনিব কোথায় পায়।
কাজ না করাইয়া ঘরে বসে বেতন দেয় এমন মনিব কোথায় পাওয়া যায়। অর্থলাভ করিতে হইলে, পরিশ্রম করিতে হইবে।

ঘরে বাহিরে একমন, তবে হয় কৃষ্ণভজন।
অন্তরে ও বাহিরে এক হইতে না পারিলে প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা হয় না।

ঘরে ভাত না থাক্‌লে শালগ্রামের সোণা বেচে খায়।
অর্থাৎ "অভাবে স্বভাব নষ্ট!" অভাবে প'ড়লে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

ঘরে ভাত নেই, যত্নে ঘাট নেই।
ঘরে ভাত নাই, অথচ আগন্তুককে খাওয়াইবার জন্য যথেষ্ট যত্ন করা হইতেছে। মৌখিক যত্ন লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ইঁদুর বাস কাটিলে ধরে রাখে কে?
ঘরের ইঁদুর কাপড় কাটিলে তাহা সহজে নিবারণ করা যায় না। আপনার লোকে অনিষ্ট করিলে, তাহা নিবারণ করা সুকঠিন।

ঘরের কড়ি দিয়ে নায় ডুবে মরা।
ঘরের পয়সা দিয়া নৌকা ভাড়া করিলাম, অবশেষে নৌকায় আসিয়া জলে ডুবিয়া মরিলাম। অর্থও গেল, প্রাণান্তও হইল।

ঘরের কত সুখ,
পৌষ মাস দেখে ভাতের দুখ।
পৌষমাসে চাষার অবস্থা সচ্ছল হয়; কিন্তু সে মাসে যে ভাতের কষ্ট পায়, তাহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।
পারিশ্রমিক না লইয়া কোন পরিশ্রম করা নিজের কোন লাভ নাই, এমন কাজ করা।

ঘরের গাছা পেটের বাছা।
বাড়ীতে তরিতরকারীর গাছ রোপণ করিলে তাহা হইতে নিত্যই কিছু কিছু তরকারী পাওয়া যায়; আর পেটের সন্তান চিরকাল ভাত কাপড় দিয়া পালন করে। ইহাদের মত হিতকারী কেহ নাই।

ঘরের ঢেঁকিই কুমীর।
ঘরে যে ঢেঁকি ছিল, সেই অবশেষে কুমীর হইয়া আমায় জলে টানিয়া লইয়া গেল। গৃহশত্রুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ভাত খেয়ে বিলের মহিষ তাড়ান।
যাহাতে কোন লাভ নাই এমন কাজে লিপ্ত থাকা। "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।"

ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে,
গোয়ালের গরু টেঁকে যসে।
ঘরের ভাত খাওয়াইয়া শকুনিকে প্রতিপালন করা গেল, অথচ সেই শকুনি গোয়ালের গরুগুলি কবে মরিবে ও সে তাহাদের মাংস খাইবে ইহাই লক্ষ্য করিয়া আছে। কুলোক যত্নপালিত হইলেও সে অনিষ্ট করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে বিমুখ হয় না।

ঘরের মধ্যে তিনজন, হেগে গেল কোন্ জন।
তিনজনের মধ্যে অবশ্য একজন এ কাজ করেছে। যাহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়, তৎসম্বন্ধে বিতণ্ডা করা নিষ্ফল।

ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।
ইচ্ছা করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করা।

ঘরের ষাঁড়ে পেট ফাড়ে।
ঘরে পোষা ষাঁড় শিঙের আঘাতে পেট চিরিয়া দিয়াছে। আত্মীয় লোক দ্বারা অনিষ্ট হওয়া।

ঘরে শাক সিজানা, বাইরে বাবুয়ানা।
সিজানা = সিদ্ধ করা। ঘরে শাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া বাহিরে বাবুগিরি দেখান। "ঘরে অষ্টরম্ভা বাহিরে কোঁচা লম্বা।"

ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে পাথরও ক্ষয়ে যায়।
ক্রমাগত ঘর্ষণে পাথরও ক্ষয় পায়। নিয়ত অভ্যাস করিতে করিতে স্থূল বুদ্ধিও সূক্ষ্ম হয়। "Much rain wears the marble."

ঘষে মেজে রূপ, ধরে বেঁধে সোহাগ।
স্বাভাবিক রূপ যদি না থাকে, তবে যতই ঘষ না কেন, সুন্দর হইবে না; হইলেও তাহা স্থায়ী নয়। আর যদি মনে আন্তরিক অনুরাগ না থাকে, তবে জোর করিয়া প্রণয় হইবে না। হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী।

ঘাটের নৌকা ঘাটে রেল,
কাণ্ডারী কোথায় পালিয়ে গেল।
ঘাটের নৌকা ঘাটেই রহিয়াছে, যে নৌকা চালাইবে, সেই কাণ্ডারী কিন্তু কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোন কার্য্যে কাহাকেও প্রবৃত্ত করিয়া তাহাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা।

ঘাড়ে ভূত চেপেছে।
কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।
জ্বর ছাড়িবার পূর্ব্বে ঘাম হয়, ঘাম বাহির হইবার পরেই জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি লাভ।

ঘায়েই মাছি বসে।
মাছি দেহের অক্ষত স্থানে বসে না, যেখানে ঘা আছে সেইখানেই বসে। কোন কুকার্য্য করিলে লোকের দৃষ্টি তাহাতেই আকৃষ্ট হয়।

ঘা শুকালে চিহ্ন থাকে।
ঘা শুকাইলে আরাম হইয়া যায়, কিন্তু চিহ্ন রাখিয়া যায়। কাহারও নিকট মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলে তাহার স্মৃতি চিরকাল থাকে।

ঘি আদুড়, ঘোল ঢাকা।
মূল্যবান্ ঘৃতকে অনাবৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে, আর অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের ঘোল ঢাকা দিয়া রাখা হইয়াছে। কৃপণের মূল্যবান্ বিষয়ে মনোযোগ নাই, আর সামান্য বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়। "কাকে খবরদার!" "Penny wise, pound foolish."

ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাতা,
তবু না যায় তার জাতের জাতা।
নিম পাতাকে ঘি দিয়া ভাজিলেও তাহার তিক্তস্বাদ যায় না। যত চেষ্টা কর স্বভাব কখন পরিবর্ত্তিত হয় না। "স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।"

ঘি ভাত খেতে ঠোঁট পুড়লো।
গরম ভাতে ঘি মাখিয়া খাইতে ঠোঁটে ছেঁকা লাগিল। এই জন্যই তাহা ছাড়িয়া পলাইল। সুখের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দুঃখ ভোগ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ঘুঁটে (ঘসি) কুড়ুনির বেটা পদ্ম মোড়ল
বা চন্দনবিলেস।
আত্মসম্মানের আধিক্য প্রচার করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার পূর্ব্ব কথা উল্লেখ করিয়া লোকে এইরূপ উক্তি করে।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
তোমার একদিন আছে শেষে।
ঘুঁটে পুড়িতেছে, আর গোবর হাসিতেছে। গোবর ভুলিয়া গিয়াছে যে, গোবরকেও একদিন ঘুঁটে হইয়া পুড়িতে হইবে। কোন লোক অপরে যন্ত্রণাভোগ করিতেছে দেখিয়া—যে যন্ত্রণা কিছুক্ষণ পরে তাহাকেও ভোগ করিতে হইবে,—আনন্দ প্রকাশ করিলে ইহা প্রযোজ্য। "He laughs best who laughs last."

ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।
কেবল ঘুঘুই দেখিয়াছ, কিন্তু ঘুঘু যে ফাঁদে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করে সে ফাঁদ দেখ নাই। কার্য্যের প্রথম অংশের সুখ অনুভব করিয়াছ, কিন্তু পরিণাম যে কিরূপ ক্লেশদায়ক, তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই।

ঘুম নাই যোগীর, আর রোগীর।
যোগী যোগ সাধন করে, তাহার ঘুম নাই; আর রোগী রোগের যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারে না। উভয়েই নিদ্রাশূন্য।

ঘুমন্ত বাঘকে চিইও না।
নিদ্রিত ব্যাঘ্রের চৈতন্য সম্পাদন করিও না।

প্রবল শত্রুকে উত্তেজিত করিবে না। "Do not rouse the sleeping lion."

ঘুমন্ত শৃগালে শিকার ধরে না।
অলস লোকে কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না। "The sleeping cat catches no mice."

ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট।
কর্ম্মচারী ঘুষ পাইলেই সন্তুষ্ট হয়।

ঘোড়া চিনি কাণে, দাতা চিনি দানে,
মানুষ চিনি হালে, আর মণি চিনি জলে।
কাণ দেখিয়া ঘোড়ার শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা নিরূপিত হয়; দানকার্য্যেই দাতাকে চেনা যায়; অবস্থা দেখিয়া মানুষ চেনা যায়; আর হীরকাদি রত্ন স্বচ্ছ জলের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

ঘোড়া চিনি কাণে, রাজা চিনি দানে,
মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাসে।
কাণ দেখিয়া ঘোড়ার উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা স্থির করা যায়; দানশক্তি দেখিয়াই রাজার মহত্ব জানা যায়; হাসি দেখিয়া স্ত্রীলোকের চরিত্র বুঝা যায়, এবং গলার আওয়াজ শুনিয়া পুরুষের স্বভাব নিরূপণ করা যায়।

ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া।
যাহার সহায়তায় অপরের নিকট কোন কার্য্যসাধন জন্য প্রার্থী হইয়াছ, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সাক্ষাৎভাবে সেই অপরের নিকট ফললাভের চেষ্টা করা।

ঘোড়া থাক্‌লে চাবুকের ভাবনা।
ঘোড়া পাওয়া গেলে আর চাবুকের জন্য ভাবনা করিতে হয় না। বেশীটা পাওয়া গেলে, অল্পটার জন্য ভাবনা নাই।

ঘোড়া দেখ্‌লেই খোঁড়া।
বেশ হাঁটিয়া যাইতেছে, যেইমাত্র একটা ঘোড়া দেখিতে পাইল, অমনই খোঁড়া হওয়ার ভাণ করিয়া সেটি চড়িয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। বিলাসপ্রিয় অলসের উদ্দেশে প্রযুক্ত।

ঘোড়া ভেড়ার একদর।
"মুড়ি মিছরীর একদর"। শ্রেষ্ঠতার আদর নাই।

ঘোড়ার কামড় ছাড়তে জানে না।
শরীরের কোন স্থানে ঘোড়া কামড়াইলে, সে স্থান হইতে সে শীঘ্র দাঁত তুলিয়া লয় না। "নাছোড়বান্দা" উদ্দেশে কথিত।

ঘোড়শাল গোয়ালে ভেড়া ঢোকা।
শ্রেষ্ঠের সহিত নিকৃষ্টের মিলনস্থলে ব্যবহৃত।

ঘোড়ার ঘাস কাটা।
বৃথা কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করা।

ঘোড়ার ডিম।
কিছুই নয়। "আকাশ কুসুম।" "A mare's nest."

ঘোড়ার পেট, গাধার পিট,
খালি থাকে কদাচিৎ।
ঘোড়ার জঠরানল বড়ই তীব্র; সুতরাং সর্ব্বদাই ইহাকে আহার দিতে হয় ("As hungry as a horse"). গাধার ভার বহিবার বিরাম নাই।

ঘোড়া হলে চাবুক আটকায় না।
বড়টা হইলে, ছোটটার জন্য ভাবিতে হয় না—সেটা সহজেই হয়।

ঘোমটার মধ্যে (বা ভিতরে) খেমটা নাচ।
ঘোমটা লজ্জার চিহ্ন, কিন্তু সেই ঘোমটা মুখে দিয়া তাহার ভিতর নানারূপ লজ্জাজনক আচরণ সাধন। গোপনে কুৎসিত আচরণ।

ঘোর কলিকাল।
(পাপাচারীর উদ্দেশে ব্যবহৃত)।

ঘোল কুল কলা, তিনে নষ্ট গলা।
ঘোল, কুল ও কলা এই তিনটী দ্রব্য খাইলে গলা খারাপ হইয়া যায়। গায়কের পক্ষে এই তিনটি দ্রব্যের ব্যবহার অনিষ্টকর।

ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণ,
কড়ি দিবেন কালী (বা নিধি)।
একজনের সুখের জন্য অপরকে অর্থব্যয় করিতে হইলে এই প্রবাদটি তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

ঘোল মাগ্‌তে গিয়ে পিছনে ভাঁড়।
ঘোল যখন চাইতেই যাওয়া হয়েছে, তখন লজ্জায় ভাঁড় পশ্চাতে গোপন রাখিলে চলিবে কেন? অর্থাৎ যাহা করিতে হইবে তাহা প্রকাশ্যে করাই ভাল।

চক্ চক্ করলেই সোণা হয় না।
বাহ্য দৃশ্যে কোন বিষয় সঠিক বোঝা যায় না। "All that glitters is not gold." "Appearances are not to be trusted".

চক্ষু থাকিতে কাণা (বা অন্ধ)।
চক্ষু আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ বুঝিবার সামর্থ্য নাই। "None is so blind as will not see."

চক্ষুলজ্জার মাথা খাওয়া।
একেবারে লজ্জাহীন হইয়া কোন কথা বলা বা কোন কাজ করা।

চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।
যতক্ষণ চোখের সামনে থাকে ততক্ষণই ভালবাসা; চক্ষুর অগোচরে গেলে আর মনে থাকে না। অস্থায়ী প্রণয়।

চক্ষে দেখ্‌লে শুন্‌তে চায়,
এমন নির্ব্বোধ আছে কোথায়।

যে উপস্থিত চাক্ষুষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া শোনা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে চায়, সে অতি নির্ব্বোধ।

চক্ষে সরিষার ফুল দেখা।
বিপদে একেবারে উপায়হীন হইয়া স্তম্ভিত হওয়া। "To see stars."

চখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হয়।
দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলে আর মনে থাকে না। মৌখিক ভালবাসা। "Out of sight is out of mind."

চখের বালি।
যে বিরক্তি উৎপাদন করে। "An eye-sore".

চড় মেরে গড়।
ইচ্ছা করিয়া লাথি মারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা।

চড় মেরে চড় খাওয়া।
ইচ্ছা করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা।

চড়কে হাসি।
যে বুক পিঠ ফুঁড়িয়া চড়কগাছে পাক খাইতেছে, সে নিশ্চয়ই যন্ত্রণা পাইতেছে, সুতরাং তাহার হাসি কেবলমাত্র লোক দেখান। "কাঠ হাসি।"

চড়কে বাতিক।
চড়কে পাক খাওয়ার লোভে সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছা।

চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়োয়, রামা চড়ে ঘোড়া!
"লেখা পড়া যেমন তেমন" দেখ।

চতুরের কাছে চতুরালী।
"সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি।" "Greek meets a Greek."

চতুরের চতুর।
অতিমাত্রায় চতুর হইলে তাহাকে অবসন্ন হইতে হয়।

চড়তে গুরু নড়তে শিষ্য।
যেমন গুরু তেমনই শিষ্য; উভয়েই সমান।

চন্দ্রসূর্য্য অস্ত গেল জোনাকী ধরে বাতি;
মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল পার্শী পড়ে তাঁতী।
চন্দ্রসূর্য্য যখন থাকে না, তখন জোনাকী পোকা নিজের ক্ষুদ্র আলোকে অন্ধকার দূর করিতে যায়; মোগল পাঠান দূরে গেল, তাঁতী পারশী ভাষা পড়িতে লাগিল। মহতের অভাব ক্ষুদ্র পূর্ণ করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

চম্পট দেওয়া।
সরিয়া পড়া।

চরণামৃত চরণামৃত, না জানি কি অমৃত;
খেয়ে দেখি, না জল।
ঠাকুরের চরণামৃত অমৃতের ন্যায় না জানি কি সুস্বাদই হইবে। কিন্তু খাইয়া দেখিলাম, তাহা জল ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরিচিত বস্তু বা ব্যক্তিকে খুব বড় বলিয়া ধারণা

থাকে ; কিন্তু পরিচয় হইলে দেখা যায় তাহা ঠিক সাধারণেরই মত।

চল্‌তে না জান্‌লেই উঠান বাঁকা।
নিজের চলিবার দোষে পা টলিল, কিন্তু নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য বলিল, উঠানটা বাঁকা। কোন কাজে অকৃতকার্য্য হইয়া অপরের দোষ দেওয়া। "A bad workman quarrels with his tools."

চল্‌তে পারে না তার বন্দুক ঘাড়ে।
একটি সামান্য কাজ করিতে যে অসমর্থ, তাহাকে শক্তিসাপেক্ষ অপর কাজ করিতে দেওয়া।

চলেছ যদি বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে
সুখী হইবার জন্য বঙ্গদেশে যাইতেছ বটে, কিন্তু জানিও তোমার অদৃষ্ট ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। যেখানেই যাওনা কেন, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। "অভাগা যায় বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে"—পাঠান্তর।

চল্লেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চল্লেই হতবুদ্ধি।
যখন শুভাদৃষ্টবশতঃ কাজ চলে, তখন নানারূপ ফন্দী ফিকির বাহির হয়, আর সব ফন্দী ফিকিরেই কিছু না কিছু কাজ হয় ; আর যখন দুরদৃষ্টের সঞ্চার হয়,তখন কোন ফন্দীই কাজে আসে না,সব কাজেই বিফল হইয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়।

চাঁদে কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক।
জগতে নির্দ্দোষ কিছুই নাই। "No rose without thorns."

চাঁদের কাছে জোনাকী পোকা।
চাঁদের আলোর কাছে জোনাকী পোকার আলো অতি নগণ্য। "ঢাকের কাছে ট্যাম্‌টেমী।"

চাঁদের হাট বাজার।
রূপের ছড়াছড়ি। (রূপসী স্ত্রীলোকের সমষ্টি)।

চাকরী মেঘের (বা তালপাতার) ছায়া,
মিছা তার কর মায়া।
মেঘের বা তালপাতার ছায়া যেমন এই আছে এই নাই, সেইরূপ চাকরী কখন্ আছে কখন্ নাই ; উহার উপর নির্ভর করিতে নাই।

চাচা আপন,চাচী পর ; চাচীর মেয়ে বিয়ে কর।
মুসলমান সমাজের প্রবাদ ; অর্থ স্পষ্ট।

চাচা আপন বাঁচা।
আগে আপনাকে রক্ষা কর,তারপর পরের জন্য ভাবিও। "Self-preservation is the first law of Nature."

চাচা বল কাকা বল কলাটি পাঁচ কড়া।
ক্রেতা কলার দর কমাইবার জন্য বিক্রেতাকে চাচা বলিয়া সম্বোধন করিল। কিন্তু বিক্রেতা বলিল, চাচাই বল আর কাকাই বল, পাঁচ কড়ার কমে কলা পাইবে না। যতই আত্মীয়তা কর না কেন, আমার আপনার স্বার্থ ছাড়িব না।

চাপ পড়লেই বাপ।
কায়দায় পড়িলেই লোক বশ্যতা স্বীকার করে।

চামচিকে আবার পাখী।
পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইলেও চামচিকা ঠিক পাখী নয়। বাহ্য আকার বড়র মত দেখাইলেই বড় হয় না।

চাল নাই তার ধুচুনী নাড়া।
ধুচুনীতে চাল নাই, শুধু দৈন্য গোপন জন্য শূন্য ধুচুনী নাড়া দেওয়া।

চাল নাই, ধান নাই, গোলাভরা ইঁদুর।
গোলায় চাল ধান কিছুই নাই, শুধু ইঁদুরে ভরিয়া আছে। অন্তঃসারশূন্যতা।

চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো।
বিধাতা করেছে দোর খুলো খুলো।
বাসস্থান নাই, অন্নের সংস্থান নাই, গৃহস্থের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কিছুই নাই। শুধু পরের দোরে দোরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পেট চালায়।

চালের দর কত ? না মামার ভাতে আছি।
একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ওহে,এখন চালের দর কত ? সে উত্তর করিল, মামার ভাতে আছি, অর্থাৎ মামার ভাত খাই, ঘুরিয়া বেড়াই, জিনিষের দরের সন্ধান রাখি না। খায় দায় স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়, সংসারের কিসে কি হইতেছে হিসাব রাখে না, এরূপ লোক সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

চালুনী ক'রে ঘোল বিলান।
অসম্ভব।

চালুনী বলে ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছেঁদা।
নিজের বহু দোষ দেখিতে পায় না, অথচ অপরের সামান্য দোষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।
"The pot calls the kettle black."

চালুনী বলে ধুচুনী ভাই তুমি বড্ড ফুটো।
নিজের বড় দোষ না দেখিয়া পরের ছোট দোষ দেখা।

চালে খড় নাই, ঘরে বাতি।
ঘরের চালে খড় দিবার সামর্থ্য নাই, অথচ ঘরে বাতি জ্বালিয়াছে। "এ দিক নাই, ও দিক আছে।"

চালের বাতায় মাণিক থুয়ে, উলুবনে হাতড়ান।
আপনার নিকটে যাহা আছে, তাহার জন্য অপর স্থানে অন্বেষণ করা। "হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার।"

চাষা কি জানে মদের স্বাদ।
যে যাহার অধিকারী নহে, সে তদ্বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম। নীচ কখন উচ্চ বিষয় বুঝিতে পারে না।

চাষার পক্ষে কাস্তের ঠোকর।
চাষা লোক আদর করিতে হইলে কাস্তের খোঁচা মারিয়া আদর করে। যাহার যেমন শিক্ষা তাহার ব্যবহারও সেইরূপ।

চাষার চাষ দেখে চাষ ক'র্‌লে গোয়াল ;
ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই, বোঝা বোঝা পোয়াল।
অব্যবসায়ী কর্ত্তৃক কার্য্যের সুফল পাওয়া যায় না, ইহা বুঝাইবার জন্য এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

চাষার মুখ না আখার মুখ।
আখা—উনান। উনান যেমন অবিচারিতভাবে সকল দ্রব্যই ভস্ম করে,চাষা সেইরূপ যা পায়, তাই উদরসাৎ করে।

চাহিলেন জিরা, পাইলেন হীরা।
সামান্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অপ্রত্যাশিত মূল্যবান্ বস্তু লাভ হইলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

চিঁড়ে কাঁচকলা
এই দুইটি দ্রব্য একসঙ্গে কখন ব্যবহৃত হয় না। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবের কোন সম্ভাবনা নাই।

চিঁড়ের বাইশ ফের।
দাঁড়িপাল্লায় প্রথমে একটা করিয়া চিঁড়া রাখিবে, পরে দুই দিকের দুইটী চিঁড়াই বাম দিকের পাল্লায় দিয়া ডান দিকের পাল্লায় তাহার ওজনে আর দুইটী চিঁড়া দাও। পুনরায় ঐ দুইটী চিঁড়া বাম পাল্লায় রাখিলে মোট চারিটা হইল ; এবার ডান দিকের পাল্লায় ঐ ওজনে চারিটী চিঁড়া দাও। আবার ঐ চারিটা বাম পাল্লায় রাখিলে মোট আটটী হইল। এবার ডান দিকে উহার ওজনে আটটী চিঁড়া রাখ। এইরূপে ফিরাইয়া ফিরাইয়া বাইশ বার ওজন করিলে মোট চিঁড়ার সংখ্যা হয় ৪১৯৪৩০৩, এবং উহার ওজন প্রায় দুই তিন মণ হয়। ইহারই নাম চিঁড়ার বাইশ ফের। সহজ বিষয় ক্রমে জটিল হইয়া পড়িলে তাহাকে চিঁড়ার বাইশ ফের বলা হয়।

চিংড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট।
সামান্য বস্তুর লোভে পুণ্য সঞ্চয়ে বঞ্চিত হওয়া। "জাতও গেল, পেটও ভরিল না।"

চিৎপাতের কড়ি, উৎপাতে যায়।
বেশ্যাবৃত্তিতে উপার্জ্জিত অর্থ অপব্যয় হইয়া থাকে।

চিনির পুতুল।
যাহারা সামান্যমাত্র পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

চিনির বলদ।
বলদ পিঠে করিয়া চিনি বহিয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু তাহার আস্বাদনের অধিকারী

নহে। কেবল ভারবাহী, কিন্তু ফলভাগী নহে।

চিন্তের মায়ের চিন্তে হাটের লোক শোয় কোথা?
চিন্তামণির মা হাটে গিয়া হাটের লোক দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, হাটের এত লোক কোথায় শুইয়া থাকে? বৃথা চিন্তা সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

চিরকাল সমান যায় না।
"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

চিলকে বিল দেখান ভাল নয়।
বিলে মাছের লোভ পাইলে চিল মাছ নিঃশেষ না করিয়া বিল ছাড়ে না। আপনার অনিষ্ট ডাকিয়া আনিবে না।

চিল পড়লে কুটাটাও নিয়ে উঠে (বা যায়)।
শত্রু বা লোভী কিছু না কিছু ক্ষতি না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।
চুরি বিদ্যা অর্থ সংগ্রহের অন্যতম উপায়; কিন্তু ধরা পড়িলেই গোল।

চুলকে ঘা করা (বা ব্রণ তোলা)।
ইচ্ছা করিয়া বিপদ্ ডাকা।

চুল চিরে ভাগ করা।
অতি সূক্ষ্মাংশও ভাগ করা। "Splitting hairs."

চুল থাকে ত বাঁধি, গুণ থাকে ত কাঁদি।
মাথায় চুল থাকিলেই তাহা বাঁধিবার প্রয়োজন হয়; চুল না থাকিলে মাথা বাঁধার দরকার হয় না। লোকের গুণ থাকিলেই সেই সদ্গুণ স্মরণে তাহার জন্য কাঁদিতে হয়, কিন্তু গুণ না থাকিলে কাঁদিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

চুলোমুখো দেবতার ঘুঁটের ছাই নৈবেদ্য।
ভালর জন্য ভাল এবং মন্দের জন্য মন্দ দ্রব্যই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

চুলোর উপর ক্ষীর, মন নহে স্থির।
উনানের উপর ক্ষীর ফুটিতেছে দেখিয়া মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না। লোভীর নিকট লোভের বস্তু থাকিলে মন অস্থির হয়।

চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা।
সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য। মণিকাঞ্চন যোগ।

চুণ খেয়ে গাল পুড়েছে, দই দেখ্‌লে ভয় হয়।
চুণ খাইয়া যাহার গাল পুড়িয়াছে সে দই দেখিলেও তাহাকে চুণ বলিয়া ভয় পায়। কারণ উভয়ই সমান। "A burnt child dreads the fire." "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লে ভয় পায়।"

চেটায় (বা ছেঁড়া কাঁথায়) শুয়ে লক্ষ টাকার স্বপন দেখা।
গরীব সামান্য চেটাইয়ে বা ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে, যেন সে লক্ষ টাকার মালিক হইয়াছে। গরীবের উচ্চাভিলাষ।

চেতনেতে অচেতন,
প্রেমে টানে যার মন।
প্রেমের আবেগে লোকে জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞ হইয়া পড়ে।

চেনা বামনের পৈতায় কাজ কি?
পৈতা দেখিয়াই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চেনা যায়। কিন্তু পরিচিত ব্রাহ্মণের পৈতা দেখিয়া চিনিবার দরকার হয় না। বাহ্য প্রমাণ দেখাইয়া পরিচিতকে স্বীয় পরিচয় দান করিতে হয় না।

চেরাগের নীচেই অন্ধকার।
প্রদীপ সমস্ত ঘর আলোকিত করে; কিন্তু ঠিক নীচেই অন্ধকার থাকে। যে অপর সকলকে উপদেশ দেয়, তাহার নিজের ব্যাপারেই অব্যবস্থা।

চৈতে কুয়ো, ভাদ্রে বান,
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যা'ন।
চৈত্র মাসে কুজ্ঝটিকা ও ভাদ্র মাসে বন্যা হইলে দেশে মড়ক উপস্থিত হয়।

চোখ বুজলেই অন্ধকার।
মরিলেই সব ফুরায়।

চোখে ধুলা দেওয়া।
জুয়াচোরেরা অনেক সময় চোখে ধূলা ছড়াইয়া দেয়। লোক চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জুয়াচোর তাহার টাকাকড়ি লইয়া পলায়। ক্ষমতা সত্ত্বেও এমন কৌশলে ঠকান যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সময় পায় না।

চোখে তেলকি লাগা।
মোহাচ্ছন্ন হওয়া। ভ্রমে পতিত হওয়া।

চোখের দোষে সব হলদে।
চোখের নেবা রোগ জন্মিলে সকল জিনিষই হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। যাহার মন খারাপ, সে সকলকেই খারাপ দেখে। "All appear yellow to the jaundiced eye."

চোরকে বলে চুরি করতে,
গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা চোরকে চুরি করিবার সন্ধান বলিয়া দেয়, আবার গৃহস্থকেও সতর্ক হইয়া থাকিতে উপদেশ দেয়। দুই দিক বজায় রাখা। "Hunting with the hound and running with the hare."

চোর খোঁজে অন্ধকার।
সকলেই আপনার সুবিধা খোঁজে।

চোর চায় ছেঁচা বেড়া।
ছেঁচা বাঁশের বেড়া সহজে ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করা যায়। তাহাতে চুরির সুবিধা হয়। অন্যায় কার্য্যের সুযোগ অন্বেষণ করা।

চোর ছেঁচড় চোপায় দড়,
আগে দৌড়ে ঠাকুর ঘড়।
চোর ও ছেঁচড়া লোকেরা মন্দ কাজ করিয়াও মুখে খুব সাফাই দেখায়, এবং তাহারা শপথ করিবার জন্য আগেই ঠাকুরঘরে ছুটিয়া যায়।

চোর ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলে রয়।
জমা থাকিলে চোর ডাকাতে লইতে পারে, এজন্য পেটে পুরিয়া ফেল অর্থাৎ খাইয়া ফেল। উদরসর্ব্বস্বের প্রতি প্রযুক্ত।

চোর ধরিতে চোরকে নিযুক্ত করা।
চোর চুরির সব সন্ধান জানে, সুতরাং তাহার দ্বারা অনুসন্ধান করাইলে সহজে চোর ধরা যায়। "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা"। "Set a chief to catch a thief."

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
চোর যখন চুরি করিতেছিল তখন তাহাকে ধরিবার কোন বুদ্ধিই বাহির হইল না, আর যখন পলাইল, তখন নানারূপ ফন্দী বাহির হইতে লাগিল। কার্য্যকালে উপস্থিত বুদ্ধির অভাবস্থলে ব্যবহৃত। "Locking up the stable-door after the horse is stolen."

চোর ভাল ত বেকুব ভাল না।
চোর বরং ভাল, তবু অতি-বড় বোকা ভাল নয়। একটু সাবধান থাকিলে চোরের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, কিন্তু বেকুব যে কখন কি বিপদ্ ঘটাইয়া বসিবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই।

চোর মজে সাত ঘর মজিয়ে।
চোর ধরা পড়িলে অনেক নির্দ্দোষ লোক না জানিয়া তাহার সহিত সংস্রব রাখার দরুণ শান্তিরক্ষকের হস্তে অযথা নিগ্রহ ভোগ করে।

চোরা গরুর সঙ্গে (বা অপরাধে) কপিলার বন্ধন।
দোষীর সংসর্গে থাকিলে নিরপরাধ ব্যক্তিও তাহাদের সঙ্গে কষ্ট পায়। [ইন্দ্রদেব সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকট রাখিয়া আসেন। অশ্বরক্ষকগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে ইঁহার নিকট অশ্ব দেখিয়া ইঁহাকে অশ্বচোর মনে করিয়া ইঁহার লাঞ্ছনা করে]।

চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।
ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া চোর আপনার চুরিবৃত্তি ছাড়ে না। দুষ্প্রবৃত্তি লোকে সৎপরামর্শ শুনে না।

চোরে কামারে দেখা নাই, সিঁধকাটি গড়া।
কথিত আছে, চোরে কামারে সাক্ষাৎ হয়

না, অথচ কামার চোরের জন্ম সিঁধকাঠি প্রস্তুত করিয়া দেয়। চোর খানিকটা লোহা রাত্রিকালে কামারশালে ফেলিয়া দিয়া যায়, প্রাতঃকালে কামার সেই লোহা দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, চোর সিঁধকাঠি প্রস্তুত করিবার জন্ম ইহা রাখিয়া গিয়াছে। তখন কামার তাহার সিঁধকাঠি গড়িয়া রাত্রিকালে সেইখানে রাখিয়া দেয়; চোর যথাসময়ে আসিয়া সেইখান হইতে সিঁধকাঠি লইয়া কামারের পারিশ্রমিক সেখানে রাখিয়া দেয়। পরস্পর অজ্ঞাতভাবে কার্য্যসাধন হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

চোরে চায় ভাঙ্গা বেড়া।

চোর কেবল ভাঙ্গা বেড়া খুঁজে, কেননা সেই ভাঙ্গা জায়গা দিয়া তাহার ভিতরে ঢুকিবার সুবিধা হইবে। দুষ্ট লোকে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করে।

চোরে চোরে মাস্তুত ভাই।

একদা একদল চোর গৃহস্থালীর অনেক জিনিষপত্র চুরি করে। ভোর হওয়ায় অসুবিধা দেখিয়া নিকটবর্ত্তী এক আস্তাবলের এক সইসের খাটিয়া লইয়া তাহার উপর চোরাই বাসন রাখিয়া চাদর ঢাকা দিল এবং চারিজনে খাটিয়া কাঁধে করিয়া যাইতে লাগিল এবং "বল হরি হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—যেন মড়া পোড়াইতে যাইতেছে। পথে এক পাকা চোরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বলিয়া উঠিল, ঐ যে নল দেখা যায়। তখন চোরেরা দেখিল, একটা গাড়ুর নল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধরা পড়িবার ভয়ে তাহারা নলের উপর চাদর ঢাকা দিয়া চোরকে বলিল, ভাগ নেবে ত এস; অর্থাৎ চোরাই মালের ভাগ লইবে এস, অপর পক্ষে শব বহনের ভাগ লও অর্থাৎ কাঁধ দাও। চোর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'কবে মরেছে মেসো', এবং আসিয়া কাঁধ দিল। সেই হইতে চোরে চোরে মাস্তুত ভাই প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছে।

চোরের আবার পুরুত।

দু'জন ব্রাহ্মণ রাত্রে প্রতিবেশীর গাছে কাঁটাল চুরি করিতে গিয়াছে। কাঁটাল ফলগুলি কিছু উচ্চে থাকায় গাছে উঠিবার প্রয়োজন হওয়ায় ১ম ব্রাহ্মণ ২য় ব্রাহ্মণকে বলিল, "তুমি আমার কাঁধে উঠে ঐ ডাল ধ'রে গাছে চড় এবং কাঁটাল পাড়।" তা'তে ২য় ব্রাহ্মণ উত্তর করিল "তুমি আমার কাঁধে চড়। তোমার কাঁধে আমি উঠিতে পারিব না, কেননা তুমি যে আমার পুরোহিত।" তাহা শুনিয়া ১ম ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "চোরের আবার পুরুত!" এই চীৎকারে প্রতিবেশী জাগিল, সুতরাং তাহাদের আর কাঁটাল চুরি করা হইল না।

চোরের উপর বাটপাড়ী।

চোর চুরি করিয়া চোরাই মাল লুকাইয়া রাখিয়াছে; সন্ধান পাইয়া অপরে তাহা লইয়া পলাইল। একজন অপরকে ঠকাইয়া লইল, কিন্তু তাহাকে ঠকাইয়া আবার কেহ যদি লয় তাহা হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "Diamond cuts diamond." "The biter bit."

চোরের উপর রাগ করিয়া ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।

চোরে বাসনপত্র চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেইজন্ম চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া। যাহার উপর রাগ করা হইল তাহার কোন ক্ষতি নাই, অথচ নিজেরই ক্ষতি হইল ইহাই এই প্রবাদের তাৎপর্য্য।

চোরের গরু গোয়ালে বাঁধা।

অপরের দোষ আপনার ঘাড়ে পড়া। অথবা, অপহৃত দ্রব্য গোপন করিয়া রাখা।

চোরের দশদিন গৃহস্থের এক দিন।

চোর দশদিন চুরি করিতেছে, কিন্তু এক দিন না একদিন সে গৃহস্থের হাতে ধরা পড়িবেই। পাপকর্ম্ম কখনও ছাপা থাকে না। "Murder will out."

চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।

'চোরের উপর বাটপাড়ী' দেখ।

চোরের মন পুঁই আদাড়ে (বা বোচকার দিকে)।

চোর (লুকাইবার জন্ম) কেবল আদাড় জায়গার দিকে লক্ষ্য রাখে। সকলেই আপনার স্বার্থের চিন্তা করে, বা স্বার্থসিদ্ধির অবসর অন্বেষণ করে।

চোরের মন বোচকার ভিতর।

চোর কেবল পুঁটলির দিকেই লক্ষ্য রাখে। আপনার স্বার্থের দিকে সকলেরই দৃষ্টি।

চোরের মার কান্না।

চোর চুরি করিতে গিয়া এমন মার খাইল যে গৃহে আসিয়া শয্যাগত হইল। চোরের মা ইহাতে খুব কষ্ট অনুভব করিল বটে, কিন্তু চেঁচাইয়া কাঁদিতে পারিল না, কেননা সেরূপ করিলে চোরের চুরি ধরা পড়ে। কোনরূপ বিশেষ বিপদে পড়িয়া ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, অথচ সেই কষ্ট চাপিয়া রাখিতে হইতেছে, কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, প্রকাশ করিলে অধিকতর বিপন্ন হইবে, এইরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

চোরের রাত কুরকুটি, অন্ধকার ঘুরঘুটি।

অন্ধকারেই চুরি করিবার সুবিধা, সুতরাং চোরের মা অন্ধকারেই আনন্দ উপভোগ করে।

চোরের মার বড় গলা, খেতে চায় দুধ কলা।

চৌর্য্যলব্ধ ধনে চোরের মার আস্ফালন ও সুখ ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি পায়।

চোরের রাত্রিবাসই লাভ।

চোর গৃহস্থবাড়ীতে চুরি করিতে গেল, কিন্তু গৃহস্থ সজাগ থাকাতে কিছুই চুরি করিতে পারিল না, কেবল সেখানে রাত্রিতে বাস করিতে পাইল, ইহাই যা সামান্য লাভ। কোন বিশেষ লাভের প্রত্যাশায় গিয়া অল্প পরিমাণে লাভ হইলে প্রযুক্ত হয়।

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

গাঁটকাটা লোকেই চোরের সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, ভাললোকে দেয় না। "শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।"

চৌকিদারী কি ঝকমারী,
মার খেতে প্রাণ গেল।

লাভ সামান্য, কষ্টই বেশী, সেই স্থলে ব্যবহৃত।

চৌষরী মাত দেখান।

দাবাবড়ে খেলায় ব্যবহৃত। বিষম সঙ্কটে ফেলা।

চৌদ্দশাকের মধ্যে ওল পরামাণিক।

এদেশে ভূতচতুর্দ্দশীর দিনে চৌদ্দ শাক খাওয়ার রীতি আছে। তাহাতে চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওলের পাতা দেওয়া হয়। কতকগুলি প্রীতিকর একজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ভিন্নজাতীয় দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ছকড়া নকড়া করা।

ছকড়া বা নকড়া কড়ি অতি সামান্য, কেহ গ্রাহ্য করে না। সাতিশয় তাচ্ছিল্য প্রদর্শন স্থলে ব্যবহৃত।

ছল ক'রে জল আনা।

ব্রজধামে গোপীগণ যেমন কৃষ্ণদর্শনের জন্যই যমুনায় জল আনিতে যাইত, সেইরূপ এক কার্য্যসাধনের জন্ম অন্য কার্য্যের অভিনয় করা।

ছাঁচের জলে খাবি খায়, সমুদ্র পার হতে যায়

খড়ো ঘরের ছাঁচা বাহিয়া যে জল পড়ে সেই সামান্য জলেই হাবুডুবু খায়, অথচ সমুদ্র পার হইতে পারিবে বলিয়া আস্ফালন করে। যে সামান্য কার্য্যে অশক্ত, তার বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা।

ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ী,
যে আমার আমি তারি।
যখন যে আদর যত্ন করে, তখন তারই অধীন। দৃঢ় নীতিজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি।

ছাঁদা ঘটী চোরা গাই, চোর পড়্‌সী ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট, এই কয়টী বড় কষ্ট।
ঘটী ছেঁদা হইলে বড় কষ্টকর, জল রাখিলে পড়িয়া যায়, জল খাইতে গেলে গায়ে পড়ে। যে গাই দুধ দুহিবার সময় দুধ চুরি করে সে গাইকে প্রতিপালন করা কষ্টকর। প্রতিবাসী চোর হইলে জিনিস পত্র চুরি যায়, আবার মাঝে মাঝে পুলিসের নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। নিজের ভাই ধূর্ত্ত, ছেলে মূর্খ এবং স্ত্রী দুশ্চরিত্র হইলে তাহা নিতান্ত কষ্টের বিষয় হইয়া থাকে।

ছাইচাপা আগুন।
আগুনে ছাই চাপা থাকিলে ভিতরে আগুন থাকে, কিন্তু উপরে তাহা দেখা যায় না। যাহার ভিতরে তেজ আছে, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় না তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ছাইতে ম..নে গোড় চিনি।
কাজটা যদিও নিজ হাতে করিতে অসমর্থ, কিন্তু অপরকৃত কাজটা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার আমার বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে।

ছাই পায় না, মুড়কী জলপান।
যাহার যৎসামান্য পাইবারও আশা নাই, তাহার পক্ষে উচ্চতর বিষয়ে অভিলাষ হাস্যজনক।

ছাই পেতে (বা পাঁশ পেড়ে) কাটা।
মাটীতে ছাই পাতিয়া তাহার উপর কাটিলে মাটীতে রক্তের দাগ লাগে না। নির্দ্দয়ভাবে বৈরনির্য্যাতন করা।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।
ভাঙ্গা কুলো থাকিলে গৃহস্থের মেয়েরা তাহা দিয়াই ছাই ফেলে। দোষ করুক বা না করুক, কোন নিরীহ ব্যক্তির ঘাড়ে সকল দোষ চাপান।

ছাগল দিয়ে যব মাড়ান।
গরু দিয়াই যব মাড়া (গাছ হইতে শস্য পৃথক্ করা) যায়, ছাগলের দ্বারা হয় না। কোন বৃহৎ কাজ অক্ষম ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করাইবার চেষ্টা।

[ছা]গল বলে আলুনী খেলাম;
গৃহস্থ বলে প্রাণে ম'লাম।
যাহাদের তৃপ্তির জন্য অর্থব্যয় করা হয়; তাহাদেরই তৃপ্তি সাধন না হইলে, অথবা কৌন কর্ম্মে অপযশ হইলে, এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ছাগলে কি না খায়; পাগলে কি না কয়।
ছাগল যেমন সমস্ত লতাপাতাই ভক্ষণ করে, পাগলও তেমনই বাচ্য অবাচ্য অনেক কথাই বলে।

ছাতা দিয়া মাথা রাখা.
উপকার করা। (সামান্য উপকার সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত)।

ছাতার বলে গাঁ আমার।
ছাতার পাখী পাখীদিগের মধ্যে নিকৃষ্ট; কিন্তু সে আপন অবস্থা ভুলিয়া বৃথা অহঙ্কার প্রযুক্ত গাঁ আমার অর্থাৎ সমস্ত আমার বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিলে যেমন অসম্ভব উক্তি হয়, তদ্রূপ।

ছাতারে কীর্ত্তন।
ছাতার পাখীর দল যেখানে বসে সেইখানেই কিচির কিচির শব্দে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলে কাজে কিছু নাই, কেবল গোলমাল।

ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া।
বাড়ি পড়া—লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া। ছাতুপূর্ণ হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্ত ছাতু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; লণ্ড ভণ্ড হওয়া।

ছায়া আর কায়া।
দেহের সহিত ছায়ার অভিন্ন সম্বন্ধ; দেহ যেখানে ছায়াও সেখানে। এইরূপ ভালবাসা বা সম্বন্ধ।

ছায়াতে ভূত দেখা।
অনেক লোক রাত্রিকালে নিজের ছায়া দেখিয়া ভূত বলিয়া ভয় পায়। অমূলক আশঙ্কা করা।

ছারপোকার বিয়েন।
প্রবাদ এইরূপ যে, ছারপোকা দিনে সাত-বার ও প্রসব করে; বহুসংখ্যক সন্তান-প্রসব স্থলে ব্যবহৃত।

ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম।
এত ক্ষীণ ও রুগ্ন কুকুর যে তাহার গায়ের ছাল উঠিয়া গিয়াছে, এদিকে তাহার নাম কিন্তু বাঘা। "কাণাপুতের নাম পদ্ম লোচন"। অযোগ্যকে আতিরিক্ত সম্মানসূচক আখ্যা দেওয়া।

ছিঁড়লো দড়া ত ছুটলো ঘোড়া।
ঘোড়া একবার দড়া ছিঁড়িতে পারিলেই ছুটিতে থাকে, তখন তাহাকে ধরা দুঃসাধ্য। শাসন অতিক্রম করিতে পারিলে লোকে অদম্য হইয়া উঠে।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনী, পুড়ে-ঝুড়ে রাঁধুনী।
কেহ একেবারে ভাল সূতা কাটিতে পারে না; শিখিবার সময় কত সূতা ছিঁড়িয়া নষ্ট করে, তবে সে সূতাকাটুনী হয়; আর রন্ধন অভ্যাসকালে প্রথমে ভাত তরকারী পুড়ে, হাত পুড়িয়া যায়; এইরূপ করিতে করিতে তবে রাঁধুনী হয়। অভ্যাসেই অভিজ্ঞ হয়। "Practice makes perfect."

ছিকলি (শিকলি) কাটা টিয়া।
টিয়া পাখী একবার শিকলি কাটিলে আর তাহাকে পোষ মানান যায় না। যে একবার শাসন বন্ধন অতিক্রম করিয়াছে, তাহাকে আবার অধীনে আনা সুকঠিন।

ছিল ঢেঁকি হলো শূল (বা তুল),
কাটতে কাটতে নির্ম্মূল।
বৃহদাকার ঢেঁকিকে কাটিয়া শূলের বা তুলডাঁটির আকারে পরিণত করা হইল। ক্রমে কাটিতে কাটিতে সে নির্ম্মূল হইয়া গেল। বড় জিনিস কাটিতে কাটিতে ক্রমশঃ ছোট হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ছিল না কথা দিলে গাল,
আজ না হয় ত হবে কাল।
আগে কথাই কহিত না, এখন তবু গাল দিয়াছে (তাহা হইলেই কথা কহিয়াছে), আরও কিছু দিন পরে মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে। যাহা একেবারে অপ্রাপ্য ছিল, তাহার কতকটা হস্তগত হইয়াছে, বাকীটাও আসিতে পারে (গৃহস্থ কুলবধূকে বিপথে আনিবার জন্য লম্পটের চেষ্টা ও আশ্বাস)।

ছিলাম রোগী হলাম রোজা।
লোকে ঠেকিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করে।

ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।
প্রবেশ করিবার সময় ছুঁচের মত সূক্ষ্ম হইয়া অর্থাৎ বন্ধুত্ব দেখাইয়া শেষে ফালের মত হইয়া অর্থাৎ ভয়ানক অনিষ্ট করিয়া বাহির হওয়া।

ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ।
ছুঁচোকে মারিলে বিশেষ প্রশংসা নাই, কেবল হাতে গন্ধ হয়। যে কাজে লাভ নাই, অথচ অখ্যাতি হয়, সেইরূপ কার্য্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ছুঁচোর যদি আতর মাখে,
তবু কি তার গন্ধ ঢাকে?
ছুঁচো আতর মাখিলেও তাহার গায়ের দুর্গন্ধ ঢাকা পড়ে না। দুষ্ট লোক সাধু সাজিয়া স্বভাব গোপন করিবার শত চেষ্টা করিলেও, মন্দ স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়িবেই।

ছুঁচোর গু ঔষধে লাগে,
ছুঁচো গিয়ে পর্ব্বতে হাগে।
ছুঁচোর বিষ্ঠা কোন কাজের জন্য যদি দরকার হয়, তাহা হইলে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নীচ লোকের নিকট সামান্য উপকার চাহিলেও সে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উপকার করিতে চায় না।

র গু পর্ব্বত।

ছোটকে বড় করিয়া তোলা, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র ছুঁচোর বিষ্ঠাকে পর্ব্বত প্রমাণ প্রচার করা।

র গোলাম চামচিকে,
তার মাইনে চোদ্দ সিকে।

ছুঁচোই নগণ্য, তাহার চাকর চামচিকা আরও নগণ্য; তাহার আবার চোদ্দ সিকা মাহিনা! অতি ঘৃণ্যের সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক উক্তি।

ড়া কচুর পাত,
এক মাগকে ভাত দেয় না আবার মাগের সাধ।

এক স্ত্রীকেই ভাত দিবার ক্ষমতা নাই, আবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা। উপস্থিত কাজ শেষ করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ আবার একটা কাজ করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে,
লাখ টাকার স্বপন দেখে।

দরিদ্রের উচ্চাভিলাষ।

ছেঁড়া কাপড় রুখু মাথা,
দুঃখ বলে যাব কোথা।

সর্ব্বদা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া এবং রুখু মাথা করিয়া অর্থাৎ অপরিষ্কৃত ভাবে থাকিলে তাহাকে দুঃখ জড়াইয়া ধরে।

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা (বা বিউনী গাঁথা)।

নিজের চুল নাই, পরের ছেঁড়া চুল লইয়া খোঁপা বাঁধিলে সে খোঁপা ভাল হয় না, অধিকন্তু বিরক্তিকর হয়। পরের স্বার্থে কাজে জড়াইয়া পড়া।

ছেঁড়া বস্তায় (বা খুকড়ীর ভিতর) বাসা চাল।

ছেঁড়া বস্তা দেখিতে বিশ্রী হইলেও তাহার ভিতর ভাল চাল থাকিতে পারে। কুদর্শন হইলেও তাহার গুণ থাকিতে পারে।

ছেঁদো কথা, মাথার জটা;
খুলতে গেলেই বিষম ল্যাঠা!

মাথার জট যেমন সহজে খোলা যায় না, অসরল বাক্যও তেমনই সহজে বোধগম্য হয় না।

ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।

সুযোগ হারাইয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবার প্রয়াস।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

আমি আর উপকার চাই না,—তোমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই আমি ধন্য হই।

ছেলে আমার তোতা পাখী।

যে অপ্রয়োজনীয় অধিক কথা কয়, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। তোতা পাখী —যে অর্থ না বুঝিয়া পাঠ বা অপর কথিত বাক্য কণ্ঠস্থ করে।

ছেলে নষ্ট হাটে, বৌ নষ্ট ঘাটে।

ছেলে হাটে বাজারে যাইয়া নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া দুষ্টস্বভাব হয়, আর বৌ ঘাটে নানারূপ লোকের সহিত কথা কহিয়া অনেক রকম দুষ্টামি শিখে।

ছেলে মারে কাপড় ছেঁড়ে,
আপনার ক্ষতি আপনি করে।

যে রাগ করিয়া আপনার ছেলেকে মারে, বা আপনার কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলে, সে কেবল আপনারই অনিষ্ট করে।

ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী।

মূল অপেক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যাপার অধিকতর কঠিন বা ব্যয়সঙ্কুল স্থলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

ছেলের হাতে মোয়া।

ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিবে। প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান্ লোককে যে প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করে, তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ছোট মুখে বড় কথা।

লোকের মর্য্যাদা রাখিয়া কথা না বলা।

ছোট শরাটি ভেঙ্গে গেছে, বড় শরাটি আছে,
নাচ কোঁদো কেন বৌ, আমার হাতের আন্দাজ (বা আটকাল) আছে।

"বৌ কাটকি" শাশুড়ী সম্বন্ধে ব্যবহৃত। শাশুড়ী একটি ছোট শরায় রোজ রোজ বৌকে ভাত দিত। সেটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বৌ মনে করিল, আজ থেকে বড় শরায় বেশী ভাত পাইব। তাহাতে শাশুড়ী বলিল —সে তোমার বৃথা আনন্দ, কারণ আমার হাতের আন্দাজ আছে, যে পরিমাণে ভাত পাইয়া আসিতেছ, তাহার বেশী কিছুই পাইবে না।

জ

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে,
পালিয়ে বাঁচ্‌বি কোথা?

যমের হাত কেহই এড়াইতে পারে না।

জগতে ভাল কে,
যার মনে লাগে যে।

সংসারে যে যাহাকে প্রিয় জ্ঞান করে সেই তাহাকে ভাল দেখে, অন্যের পক্ষে নয়। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"।

জগন্নাথে গেলে হাড়ীর ঝাঁটা খেতে হয়।

কথিত আছে, যাহারা প্রথমে জগন্নাথ দেখিতে যায়, তাহারা হাড়ীর ঝাঁটা খাইলে পরে তবে ঠাকুর দেখিতে পায়। অপমান বা কষ্ট স্বীকার না করিলে ইষ্ট লাভ হয় না।

জগা খিচুড়ি।

বহু আবশ্যক ও অনাবশ্যক দ্রব্যের দ্বারা পাক করা, যাহার স্বাদ ভাল হয় না।

জঙ্গলা কখন পোষ না মানে,
সদা মন তার কেওড়া বনে।

বন্য জীব কখন পোষ মানে না, সে বনে যাইবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক হয়। যার যা অভিলাষ, সেই দিকেই তার টান।

জড় ভরত।

কথিত আছে যে, মহারাজ ভরত বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রমে যাইয়া এক হরিণের মায়ায় পতিত হওয়া হরিণজন্ম প্রাপ্ত হন। পরে তিনি এক ব্রাহ্মণের গৃহে জাতিস্মর রূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ভগবদারাধনার ব্যাঘাত আশঙ্কায় কাহারও সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেন না, কোন কায়িক চেষ্টাও করিতেন না, কেবল জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। এজন্য তাঁহাকে লোকে জড় ভরত বলিত। কার্য্যে অপটু জড়প্রায় লোককে জড় ভরত বলা হয়।

জন জামাই ভাগ্‌না, তিন নহে আপনা।

জন অর্থাৎ মজুর, জামাতা এবং ভাগিনেয় এই তিন জনের যতই উপকার কর না কেন, ইহারা কখনই আপনার হইবে না।

জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডাইন!

ডাইনীরা ছেলে খায় বলিয়া প্রবাদ। আজন্ম ছেলে খাইয়া আসিতেছে, কেহ কিছু বলে নাই, আর আজ ডাইন বলিয়া অপবাদ দেয়। যে কাজ আজীবন করিয়া আসিলেও কেহ দোষ দিল না, সেই কাজে কেহ দোষ দিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।

এই তিনটি ঘটনা বিধাতার অর্থাৎ নিয়তির নির্দ্দেশে ঘটিয়া থাকে; এই তিন স্থলে মানুষের নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ হয় না।

জন্মে দেখেনি লোহার মুখ
কোদালকে বলে গুণছুঁচ (বা সূচ)।

অজ্ঞাত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর (বা নিমাইয়ের)
চৈত্র মাসে রাস।

কথিত আছে, নিমু গোঁসাই বাৎসরিক পর্ব্বের মধ্যে চৈত্রমাসে এক রাসযাত্রার অনুষ্ঠান করিতেন। যে একটীমাত্র কার্য্য করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে, বিদ্রূপচ্ছলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

জপতপ কর কি, মরতে জানলে হয়।

কেহ সমস্ত জীবন তপজপ করিল, নিত্য গঙ্গাস্নান করিল, কিন্তু মরিবার সময় বাড়ীতে মরিল। আর কেহ তপজপ কাহাকে বলে জানে না, গঙ্গা কোন মুখে তাহার সংবাদ রাখে না, মৃত্যুকালে হয়ত তাহার গঙ্গালাভ ঘটিল।

জপ নেই, তপ নেই, ভস্ম মাখা গায়।
জপের সঙ্গে খোঁজ নেই ফটিকে রাঙ্গা খোপ।
এই দুইটি প্রবাদ ধর্ম্মের ভাণ বা বাহ্য আড়ম্বর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। ফটিক=জপের মালা।
জমী (বা ভূঁই) অভাবে উঠান চষা।
প্রয়োজনীয় কার্য্য না থাকিলে, অপ্রয়োজনীয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়া।
জিয়কেতে।
বিজয়ীর পক্ষ অবলম্বন করা। যখন যার নিকট স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা, তখন অপর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তাহার দিকে কা' হওয়া বা ঢলিয়া পড়া অর্থাৎ তাহারই জয় গান করা।
জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়।
তৃষ্ণা হইলে জল আগাইয়া আসে না, যাহার তৃষ্ণা সেই জলের নিকট ছুটিয়া যায়। যাহার প্রয়োজন সেই অগ্রসর হইবে, অভিলষিত বস্তু অগ্রসর হয় না।
জল খেয়ে জলের বিচার।
জল খাইয়া পরে তাহার ভাল মন্দ বিচারে কোন ফল নাই, খাইবার আগে বিচার করিবে। কাজ করিবার আগে তাহার দোষগুণ বিবেচনা করিবে।
জল খেয়ে জাতি জিজ্ঞাসা করা।
আগের কাজ পরে করা। অপরের হাতে জল খাইয়া তাহার পরে সে জল-আচরণীয় কি না জিজ্ঞাসা করায় ফল নাই। "Putting the cart before the horse"
জল জল বৃষ্টির (বা ইন্দ্রের) জল,
বল বল বাহুর বল।
বৃষ্টির জলের তুল্য জল নাই, ছেঁচা জলে বেশীক্ষণ কাজ চলে না। নিজের বলই শ্রেষ্ঠ, পরের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলে কাজ হয় না।
জল, জোলাপ, জুয়াচুরি,
তিন নিয়ে ডাক্তারি।
ডাক্তারেরা এই তিনটী বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া কথিত।
জল দিয়ে জল বার করা।
কাণে জল গেলে জল প্রবেশ করাইয়া তাহা বাহির করিতে হয়। শত্রুকে দিয়া শত্রুর গুপ্ত মন্ত্রণা জানিতে হয়। "কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা।" "Similia Similibus curantur."
জল নেড়ে জোঁকের বল বুঝা।
জলে জোঁক থাকিলে জল নাড়িলেই তাহারা রক্ত খাইবার জন্য ছুটিয়া আসে। কথার আভাস দিয়া অন্যের মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা? "বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা।"
জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ,
যে পারে সে ভাঙ্গে ঘাড়।
জলে থাকিলে কুমীরে ধরিবে, ডাঙ্গায় উঠিলে বাঘে খাইবে। উভয় দিকেই বিপদ্ উভয় সঙ্কট।
"On the horns of a dilemma."
"Between the devil and the deep sea."
জলে জল বাধে।
জমিতে এক আধটু জল থাকিলে, সামান্য বৃষ্টিতেও জল দাঁড়ায়; শুক্‌না জমিতে সহজে জল জমে না। যাহার কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি আছে, তাহারই অর্থাগম হয়। পয়সায় পয়সা আসে। "It never rains but pours."
জলে জল মিশে (যায়)।
সমপ্রকৃতি বস্তুরই মিলন হয়।
জলে তেলে মিশ খায় না।
বিষম-প্রকৃতি বস্তুর মিশ্রণ সম্ভবপর নহে।
জলে পাথর পচে না।
শক্তিশালীর বিনাশ সহজে ঘটে না।
জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ।
জলে থাকিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ করিলে বেশীক্ষণ বাঁচা যায় না। যাহার অধীনে থাকিতে হয়, তাহার সহিত বিবাদ করিলে চলে না। "To live at Rome and strive with the pope."
জলের আলপনা।
জলের আলপনা দিলে তখনই শুকাইয়া যায় ও তাহার কোন চিহ্নই থাকে না। "কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে"। নশ্বর বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য।
জলের কুমীর ডাঙ্গায় এলো।
অপ্রত্যাশিত বিপদ্ সম্বন্ধে ব্যবহৃত।
জলের গতি নীচের দিকে।
জল নীচুদিকেই যায়। স্নেহ নিম্নগামী।
জলের ছিটে দিয়া লগীর গুঁতো খাওয়া।
সামান্য অনিষ্ট করিয়া বিষম শাস্তি পাওয়া। লগী দিয়া সাল্‌তি বাহিবার সময় একজন বাহকের অসাবধানতায় যদি অপরের গায়ে জলের ছিটে লাগে, তা'হলে দ্বিতীয় বাহক তাকে "লগী পেটা" করে।
জলের তিলক।
যাহার কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না, অথবা যাহা অতি অল্পকালমাত্র স্থায়ী।
জলের রেখা খলের পিরীত।
জলের রেখা যেমন অতি অল্পক্ষণস্থায়ী, খলের প্রীতিও সেইরূপ।
জলের শত্রু পানা, মানুষের শত্রু কাণা।
অর্থ স্পষ্ট।
জহুরী না হলে জহর চিন্তে পারে না।
প্রকৃত গুণগ্রাহীই গুণীর গুণ বুঝিতে সমর্থ, অন্যে নহে।
জাগন্ত ঘরে চুরি নাই।
সাবধানের বিনাশ নাই।
জাতও গেল পেটও ভর্‌ল না।
পেট পুরিয়া খাওয়া হইবে বলিয়া বিজাতির ঘরে খাওয়া গেল; তাহাতে জাতি নষ্ট হইল, এ দিকে পেট ভরিয়া খাওয়াও হইল না। ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইষ্ট লাভ হইল না।
জাত খোয়ালেই বৈষ্ণব। অর্থাৎ বৈষ্ণবের কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, সকল জাতিই বৈষ্ণব হইতে পারে।
জাত গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ।
গোয়ালা দুধ খায় না আমানি খায়; যে যাহার ব্যবসায় করে, সে তাহা উপভোগ করিতে পায় না।
জাত ত বাক্সের ভিতর।
অর্থেই সকলে বশীভূত হয়। "অর্থস্য পুরুষো দাসঃ"। একদা এক বড়লোক কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলে একজন তাঁহাকে জাতিনাশের ভয় দেখাইল। তখন বড় লোক নিজের সম্মুখস্থ একটী অর্থপূর্ণ বাক্স চাপড়াইয়া বলিল, "জাত ত আমার এই বাক্সর ভিতর।"
জানিনি, পারিনি, নেইক ঘরে,
এ তিনকে দেবতা হারে।
জানিনা, পারিনা বা ঘরে নাই এইরূপ উত্তর শুনিবার পরে আর কোন কথা বা তর্ক বিতর্ক চলে না।
জামাইয়ের জন্য মারে হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস।
জামাই আসিয়াছে বলিয়া তাহার খাওয়ার জন্য হাঁস মারা হইল, কিন্তু বাড়ীর সকলেই হাঁসের মাংস খাইল। একজনের নামে কাজ করিয়া সকলে তাহার ফল উপভোগ করা।
জামিন হয় দিতে, গাছে ওঠে মরতে।
কাহারও টাকাকড়ি সম্বন্ধে জামিন হইলে আসামী না দিলে জামিনদারকেই টাকা দিতে হয়; গাছে উঠিলে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মরার সম্ভাবনা। উভয় কার্য্যেই অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে।
জাল ছেঁড়া পলো ভাঙ্গা।
এমন অনেক মাছ আছে, তাহারা জাল ছিঁড়িয়া পলায়, পলো দিয়া চাপা দিলে পলো ভাঙ্গিয়া পলায়। খুব ধড়িবাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।
জাহাজের পাছে নঙ্গর।
জাহাজ যেখানেই যাউক তাহার পিছনদিকে নঙ্গরটা ঝুলিতে থাকে। অপরিহার্য্য সঙ্গী সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

জাহাজের সঙ্গে জালি বোট।

জালি বোট=jolly boat, একের সঙ্গে অপরটি থাকিবেই।

জিয়ন্ত মাছে পোকা পড়ান।

মাছ পচিলেই তাহাতে পোকা হয়, জীয়ন্ত মাছে হয় না। মিথ্যা গ্লানি করিয়া সুচরিত্রে কালিমা প্রদান।

জিয়ন্তে মরা।

দুঃখে কষ্টে জীবন্মৃত।

জিলিপির পেঁচ (বা পাক)।

অসরল মন; "পেঁচোয়া" বুদ্ধিকে "অমৃতি জিলিপি" বা "জিলিপির পেঁচ" বলে।

জিব পুড়লো আপন দোষে,
কি করবে আমার হরিহর দাসে।

নিজের দোষে কষ্ট পাইলে, অপরে কি করিতে পারিবে।

জিবে দাঁতে সম্বন্ধ।

জিব ও দাঁত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকে, কিন্তু দাঁত সুযোগ পাইলেই জিবের অনিষ্ট করে। দাঁতের কোন অসুখ হইলে, জিব সেইখানে স্বতঃই যায়, কিন্তু সময় পাইলে সেই দাঁতই জিবকে কামড়ায়।

জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।

যিনি জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহার আহারের উপায় করিয়া দিবেন। অদৃষ্ট-বাদ। "Take no thought for the morrow."

জুতো মেরেছে, অপমান ত করেনি।

নির্লজ্জের উক্তি।

জুয়াচোরের বাড়ী ফলার,
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

জুয়াচোর লোকের বাড়ীতে ফলারের নিমন্ত্রণ হইলে যতক্ষণ খাইয়া আঁচান না যায় ততক্ষণ সে খাওয়াইবে কি না বিশ্বাস হয় না। "Seeing is believing" "There is many a slip betwixt the cup and the lip."

জেলের পাছায় টেনা, নিকারির কানে সোণা।

জেলে মাছ ধরে, কিন্তু তাহার দারিদ্র্য যায় না; কিন্তু ঐ মাছ লইয়া যাহারা বিক্রয় করে, তাহারা ধনবান্ হয়।

জো পেলে জোলায় বোনে।

১। জোলা অর্থাৎ নীচুজমি, যেখানে শস্যবপনের সুবিধা হয় না; যদি জো অর্থাৎ জমির শস্যবপনোপযোগী অবস্থা হয় তাহা হইলে কৃষক জোল জমিতেও শস্য বপন করে।

২। জোলা বস্ত্র বয়ন করে, চাষ করে না; কিন্তু যদি জমির জো হয়, তবে সেও বয়নের কাজ রাখিয়া বপন করিতে যায়।

জোর যার, মুলুক তার।

বলবানই দেশাধিপতি হয়। "Might is right"

জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে, চোরের মায়ের বুকটি ফাটে।

জ্যোৎস্না রাত্রে চোরের মা পুত্রের ধৃত হইবার ভয়ে চিন্তিতা হয়।

জ্বলন্ত আগুনে ঘি দেওয়া (বা পড়া)।

অধিকতর উত্তেজিত করা। "Adding fuel to fire."

জ্বালা দিতে নাই ঠাঁই,
জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।

একে সতীনের জ্বালায় অস্থির, তাহার উপর আবার সতীনের ভাই আসিয়া জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জ্বালার উপর জ্বালা। "One woe treads upon another's heals."

ঝ

ঝকমারীর মাশুল।

বুদ্ধির দোষে কোন অন্যায় কাজ করিয়া তজ্জন্য যে ক্ষতিপূরণ বা দণ্ড দিতে হয়। "আক্কেল সেলামী"। নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ড।

ঝড়ে কাক মলো, ফকিরের কেরামত বাড়লো।

এক ফকির আস্ফালন করিতেছিল যে, সে এমন অলৌকিক ক্ষমতাবান্ যে, ইচ্ছা করিলে (সামনে বৃক্ষশাখায় এক কাককে দেখাইয়া) মন্ত্রপ্রয়োগে কাকটাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। দৈবক্রমে ঝড় উঠিয়া কাকটা বৃক্ষশাখার আঘাতে মরিয়া গেল। ফলে লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল যে, হাঁ, ফকির শক্তিমান্ বটে।

ঝড়ো কাক।

ঝড়ে কাকের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, তদ্রূপ দুর্দ্দশা-প্রাপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যাক্।

জনৈক গোস্বামী রাগী ভৃত্য সহ শিষ্য বাড়ী গিয়াছিল। শিষ্য বড় বড় ডিমওয়ালা কই মাছ আনিয়া গুরুদেবের আহারের উদ্যোগ করিয়া দিল। গোস্বামী রন্ধন করিয়া আপনার ভাত বাড়িলেন এবং এক পাশে ভৃত্যকেও ভাত দিলেন। ভৃত্য দেখিল, গোঁসাই আট দশটা বড় বড় মাছ লইয়াছেন, আর তাহাকে একটা ডিমশূন্য ছোট কই দিয়াছেন। ভৃত্য রাগিয়া মাছটা তুলিয়া লইল, এবং ঝাঁকের কই ঝাঁকে যাক বলিয়া গোস্বামীর ঝোলের পাত্রে তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। ইহার ফলে ভৃত্যের অদৃষ্টেই সব মাছগুলা জুটিল।

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায় (বা মিশে)।

কই মাছ প্রায় ঝাঁক বাঁধিয়া থাকে। ঝাঁক হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহারা খুঁজিয়া আবার ঝাঁকে মিশে। সমপ্রকৃতি লোকেরা একত্র থাকিতে ভালবাসে। "Birds of a feather flock together."

ঝাড়ের দোষ।

বংশের বা আকরের দোষ।

ঝাড়ের বাঁশ পড়ে না।

ঝাড়ের ভিতর যে সকল বাঁশ পরস্পর জড়াজড়ি ভাবে থাকে, খুব ঝড়েও তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে না, যাহারা বাহিরে আশপাশে থাকে, তাহারাই ভাঙ্গিয়া পড়ে। অনেকে মিলিয়া থাকিলে বিপদ্ ঘটে না।

ঝাল দেখেছ, না কড়ি দেখেছ।

এক সময়ে জনৈক ধনী পুকুর কাটাইবার জন্য জল সেঁচতেছিলেন। কিন্তু তাহার ঝাল (যে স্থানে সেচনী দিয়া জল তুলিয়া ফেলা যায়) এত উঁচু ছিল যে, মজুরেরা তত দূরে জল ছেঁচিতে পারিত না। ইহাতে ধনী প্রতি সেচনীতে পাঁচ গণ্ডা কড়ি স্বীকার করিলেন। এক দরিদ্র মজুরের স্ত্রী ইহা শুনিয়া স্বামীকে যাইবার জন্য তাড়না করিলে মজুর বলিল, ঝাল দেখেছ, না কড়ি দেখেছ, অর্থাৎ সিউনী প্রতি পাঁচ গণ্ডা কড়ি শুনিয়াছ, কিন্তু ঝাল কিরূপ ভয়ানক তাহা তো দেখ নাই। কষ্ট না বুঝিয়া কেবল লাভ দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ঝিকে মেরে বৌকে শিখান।

কন্যাকে শাসন করিয়া বৌকে শিক্ষাদান। ইঙ্গিতে কার্য্য সাধন।

ঝি জব্দ কিলে, বৌ জব্দ শিলে,
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।

প্রহারে কন্যা, বাটনা বাটিতে হইলে বৌ, আর সাক্ষাৎভাবে দোষ দেখাইয়া দিলে প্রতিবেশী জব্দ হয়।

ঝিনুকমাত্রেই কি মুক্তা থাকে?

সকল ঝিনুকের ভিতর মুক্তা হয় না। "All is not gold that glitters."

ঝির ঝি, করবে কি?

কন্যাই বড় উপকার করিল, তা আবার নাতিনী উপকার করিবে। ঝির ঝি= কন্যার কন্যা অর্থাৎ নাতিনী।

ঝোপ বুঝে কোপ।

অবসর বুঝিয়া কার্য্য-সাধন চেষ্টা।

ঝোলে অম্বলে এক করা।

ঝোলও ভাল জিনিষ, অম্বলও সুখাদ্য। কিন্তু দুই একত্র মিশাইলে অখাদ্য হয়। যাহা পৃথক্ থাকা উচিত, তাহা অপরের সহিত মিশ্রিত করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

টক্ টেঁসো আঁটিসারা, শস্যশূন্য আঁস ভরা,
এই আম বিলাবার ধারা।
বিতরণার্থে নিকৃষ্ট দ্রব্যই ব্যবহৃত হয়।

টকের জ্বালায় দেশ ছাড়িলাম,
তেঁতুল তলায় বাসা। অর্থ স্পষ্ট।

টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? পিরীত যথা;
আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে।
যখন প্রণয় থাকে তখন টাকা ধার দেওয়া হয়; কিন্তু আদায়ের সময় প্রায় আর প্রণয় থাকে না, তখন ঝগড়া বিবাদ হয়।

টাকা দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।
যে নারী অর্থের প্রলোভনে মুগ্ধা হয় না এবং যে পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রকৃত সৎ ও সতী।

টাকায় টাকা আনে।
জলে জল বাধে। "Money begets money."

টাকা যার, মামলা তার।
যে বেশী টাকা খরচ করিতে পারে, মকদ্দমায় তারই জয় হয়।

টাক প্রকৃতি গোদ, মরণে হয় শোধ।
টাক, স্বভাব, আর পায়ের গোদ, কিছুতেই শোধরায় না। মরণ পর্যন্ত থাকে।

টায় টায় মিলয়ে দেওয়া।
যেমন তেমন করিয়া গোঁজামিল দেওয়া। "ঘোড়াটাও টা সয়াটাও টা"।

টিকে ধরাবার জামীন চাই।
নিঃসম্বল অবিশ্বাস্য ব্যক্তির উদ্দেশে ব্যবহৃত।

টিপ্পনি কাটা।
সকল বিষয়েই "খুঁত" ধরা।

টেনে বুনতে কুলায় না।
অভাবের সংসার, একদিকে আনিতে অন্যদিকে খরচ হয়।

টোপ ফেলিলে খায় না, সেই বা কেমন বঁড়সী,
ইসারায় বোঝে না, সেই বা কেমন পড়সী।
উভয়েই কোন উপকারে আসে না।

ঠ

ঠক বাছতে গাঁ উজোড় (বা শূন্য)।
গ্রামের সকলেই ঠক অর্থাৎ প্রবঞ্চক, সুতরাং তাহাদিগকে বাছিয়া পৃথক্ করিতে গেলে গ্রাম শূন্য হইয়া যায়। সকলেই এক দলের।

ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা,
নৈবিদ্যি নে ছুটে পালা।
প্রবঞ্চনা করা।

ঠাকুর ঘরে কে, না আমি ত কলা খাই নে।
এক লোভী ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া কলা খাইতেছিল। সাড়া পাইয়া বাহির হইতে একজন বলিল, ঠাকুর ঘরে কে? লোভী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আমি তো কলা খাই নাই। অন্য কথার উত্তর দিতে যাইয়া আপনার দুষ্ট মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "He who excuses himself accuses himself."

ঠাকুরে করিলে হেলা, রাখালে মারে ঢেলা।
ভগবান্ বিমুখ হইলে, সামান্য লোকেও অপমান করিতে পারে।

ঠাট ঠমকে বিকায় ঘোড়া।
বাহিরের ভড়ং দেখিয়াই লোকে ভুলে।

ঠুঁটো জগন্নাথ।
যে কাজ করে না, হস্তহীন জগন্নাথের সঙ্গে তাহার তুলনা দেওয়া হয়।

ঠেঁটা লোকের মুখে আঁটি,
বাহিরে থেকে কাটে গাঁট।
ধূর্ত লোক মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া প্রবঞ্চনা করে।

ঠেকে শিখে আর দেখে শিখে।
বুদ্ধিমান্ অপরের অজ্ঞতার ফল দেখিয়া নিজে সাবধান হয়; মূর্খ নিজে কষ্ট পাইবার পর বুঝিতে পারে।

ঠেলায় প'ড়ে ঢেলায় সেলাম।
একজন অপরকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলে, অপর একজন বলিল, "আহা পড়িয়া গেলে?" সে উত্তর করিল, "পড়িব কেন ঢেলাকে সেলাম করিলাম!" প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা।

ঠেলার নাম বাবাজী।
"সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

ঠোক কাটা কাক।
যে সকল বিষয়েই "ঠোক" কাটিয়া বা "খুঁত" ধরিয়া থাকে।

ড

ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই।
আয় অল্প, কিছুতেই সংকুলন হয় না।

ডাইনের মায়া বুঝা ভার।
কপটীর কপটতা ভেদ করা সুকঠিন।

ডাইনের হাতে পো (বা পুত্র) সমর্পণ।
প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ডাইনরা ছেলে খায়; সুতরাং তাহার কাছে বিশ্বাস করিয়া ছেলে রাখা যায় না। যে ব্যক্তি হইতে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন।

ডাকলে ডাক, বসলে ক্রোশ,
পথ বলে মোর কিসের দোষ।
পথে চলিবার সময় কেহ ডাকিয়া কথা কহিলে এক ডাক পথ যাওয়ার সময় নষ্ট হয় (চীৎকার করিয়া ডাকিলে যতদূর হইতে শব্দ শুনা যায় ততটা এক ডাক পথ); আর একবার বসিলে এক ক্রোশ পথ দূরে পড়িতে হয়।

ডাঙ্গাতে বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর।
উভয় সঙ্কট। "Between the devil and the deep sea."

ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।
দুর্দান্ত লোকেরই প্রায় অপঘাত মৃত্যু হইয়া থাকে।

ডানা কাটা পরী।
কুরূপা রমণীর উদ্দেশে বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত।

ডাল ছাড়া বাঁদর।
বানর যতক্ষণ ডালে থাকে, ততক্ষণই তাহার লাফালাফি, ডাল ছাড়িলে তাহার বিক্রম থাকে না। "জল ছাড়া মৎস্য।"

ডালভাঙা ক্রোশ।
এই ক্রোশের মাপ খুব দীর্ঘ। গাছের একটী ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যে স্থানে ঐ ডাল শুষ্ক হইবে, সেই স্থান পর্যন্ত এক ক্রোশ, এরূপ পরিমাণ করা।

ডুব দিয়ে খাই পানি, আল্লা জানে আর আমি জানি।
রোজার দিনে ডুব দিয়ে গোপনে জল খাওয়ার মত, যাহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিষিদ্ধ কর্ম করে, তাহাদের উদ্দেশে বলা হয়।

ডুব দিয়ে জল খেলে,
শিবের বাপেও জানতে পারে না।
শিবের গাজনে সন্ন্যাসীদিগকে উপবাস দিতে হয়। কিন্তু যে সন্ন্যাসী স্নান করিতে গিয়া ডুব দিয়া জল খায়, তাহার জল খাওয়া কেহই জানিতে পারে না। গোপনে কোন কাজ করিয়া তাহা গুপ্ত রাখিতে পারিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূর।
যদি ডুবেছি ত' পাতাল দেখি, অর্থাৎ শেষ সীমা পর্যন্ত যাই।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া।
অপরের অগোচরে কোন গোপনীয় কু-কার্য্য করা।

ডুমুরের ফুল।
ডুমুরের ফুল দেখা যায় না। যে বস্তু কচিৎ দেখা যায়, যাহার দর্শন পাওয়া সুকঠিন, তাহার সম্বন্ধে ব্যবহৃত।

ডেকে শাল নেওয়া।
সখের বিপদ; ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়া।

ঢোল ভরা আশা, কুলো ভরা ছাই।
আশা অনেক, কিন্তু সফল হয় না।

ঢ

ঢাক ঢাক গুড় গুড়।
প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবার চেষ্টা।

ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন।
ঠাকুরের প্রতিমা বিসর্জন দিবার সময় ঢাকীকে পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া দেওয়া। সমূলে বিনাশ। "Throwing the rope after the bucket."

ঢাকের কড়িতে মনসা বিকানো।
মনসা পূজার ঢাক বাজানর খরচ দিবার জন্য মনসাকে বিক্রয় করা। প্রধান কার্য্যে ব্যয় অপেক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যয় অধিক।

ঢাকের কাছে ট্যামটেমি।
ট্যামটেমি অতি ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র। ঢাকের কাছে তাহা বাজাইলে তাহার অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না। বড়র কাছে ক্ষুদ্র কিছুই নয়। "চাঁদের কাছে জোনাকির আলো।" "Holding a rush-light before the Sun."

ঢাকের বাঁয়া।
ঢাকের বাঁয়া বাদিত হয় না। অনাবশ্যক বস্তু।

ঢাকের বাজনা থামলে মিষ্টি।
ঢাকের বাদ্যে কর্ণজ্বালা উপস্থিত হয়, সুতরাং উহা থামিলেই মিষ্ট লাগে অর্থাৎ আরাম হয়।

ঢাল নাই তরওয়াল নাই,
খাম্দিরাম (বা নিধিরাম) সর্দ্দার।
নিধিরাম নামক এক ব্যক্তি আপনাকে খেলোয়াড় বা পালোয়ান দলের সর্দ্দার বলিয়া বেড়াইত। একদিন গ্রামে ডাকাতি হইয়া গেল। ডাকাতির পর একজন জিজ্ঞাসা করিল, কিহে সর্দ্দার, তুমি থাকিতে ডাকাতি হইয়া গেল? নিধিরাম সংকোচে উত্তর দিল, কি করি বল, ঢাল তরোয়াল পেলে দেখ্‌তাম ওরা কেমন ডাকাত। তদবধি প্রবাদ হইল, "ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দ্দার।" ('ধন নেই কড়ি নেই নিধিরাম পোদ্দার' দেখ)। বড় নাম বা বড় কাজের উপযোগী কিছু দেখা না গেলে বা অসমর্থের আস্ফালন দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
কাহারও অনিষ্ট করিলেই তাহার নিকট হইতে অনিষ্ট পাইতে হয়। "Tit for tat."

ঢিল দিয়ে টেনে আনা।
আগে আল্‌গা দিয়া পরে তাহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা। "ছেড়ে দিয়ে ধেড়ে ধরা।"

ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গা।
"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।" "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।"

ঢেঁকশেলে যদি মাণিক পাই,
তবে কেন পর্ব্বতে যাই।
ঘরে বসিয়া সুখলাভ ঘটিলে, বাহিরে সুখাম্বেষণে যাইবার প্রয়োজন নাই।

ঢেঁকি অবতার।
নির্ব্বোধ।

ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লে হলো।
আপনার কাজ হইলেই হইল; যে আমার কাজ করিবে সে আর যাহাই করুক না কেন, আমার কাজের সময় তাহাকে পাইলেই যথেষ্ট।

ঢেঁকি ভ'জে স্বর্গে যাওয়া।—অসম্ভব।
ভগবান্‌কে ভজনা করেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু ঢেঁকি ভজনা করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না।

ঢেঁকির কচকচি আর ঢাকের বাদ্যি
চুপ করলেই ভাল।
"ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি।" কলহ বিবাদ মিটিয়া গেলেই ভাল।

ঢেঁকির তমুলি।
ঢেঁকির মধ্যবর্ত্তী কীলক। ইহা যেমন একদিকে আঘাত পাইলে অপরদিকে যায়, এবং সেইদিকে আঘাত করিলে এদিকে আসে, সেইরূপ যাহারা কখন এদিক কখন ওদিক অর্থাৎ দুদিকের মন রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করে, তাহাদের সম্বন্ধে বলা হয়।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
ঢেঁকি মর্ত্তেও ধান ভানে, স্বর্গেও ধান ভানে। সেখানে যে সে বসিয়া থাকিতে পায়, তা নয়। অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই যায়।

ঢেঁশকেল দিয়ে কটক যাওয়া।
সহজ কার্য্য সরলভাবে না করিয়া জটিল পথে যাওয়া।

ঢেউ দেখে না ডুবিও না।
ঢেউএর বহর দেখিয়াই যেন ভয়ে হাল ছাড়িয়া নৌকা ডুবাইয়া দিও না। বিপদে হতবুদ্ধি হইবে না, তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবে। না=নৌকা।

ঢের দেখেছি চুরি করতে,
এমন দেখিনি ধুকড়ী পরতে।
অনেক চোর দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ধুকড়ীপরা অর্থাৎ যার খাইছে মজবুত চোর আর কখনও দেখি নাই। অতিশয় নির্লজ্জ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ঢোলের পাছে কাঁসি।
ঢোলের সঙ্গে একটী কাঁসি থাকিবেই। এইরূপ অপরিহার্য্য সঙ্গী।

ঢাকায় আগে চলা।
ধাক্কা দিবার আগেই যাওয়া ভাল।

ত

তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।
গরম হইলেও জলের স্বাভাবিক শৈত্যগুণ নষ্ট হয় না। ঠাণ্ডা লোকে ক্রুদ্ধ হইলেও বিশেষ কোন অনিষ্ট করে না।

তপ্ত ভাতে ঘি ঢালা।
শাস্তি দিবার ছলে উপকার করা; অপকার করিবার ভাণ করিয়া উপকার করা।

তাঁতীকুলও গেল, বৈষ্ণবকুলও গেল।
এক তাঁতী তাঁত বোনায় আর সুখ নাই দেখিয়া এবং বৈষ্ণব হইলে বেশ আরামে বসিয়া খাওয়া যায় ভাবিয়া বৈষ্ণবের ভেক্ লইল। ভেক লইবার পর আখড়ার মোহান্ত তাহাকে ভিক্ষায় পাঠাইয়া দিল। তাঁতী দেখিল মহা বিপদ্। ঘরে বসিয়া তাঁত বোনা ছিল ভাল, এবার দোরে দোরে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে। সে ভিক্ষায় আপনার অপারকতা জানাইলে তাহার নাম কাটিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। এদিকে ভেক লওয়ায় তাঁতিসমাজেও তাহার আর স্থান হইল না। তাহার দুই কুলই গেল। একবার একাজ, একবার ওকাজ করিয়া সকল দিক্ নষ্ট করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

তাঁতী রাগে কাপড় ছেঁড়ে।
আপনার ক্ষতি আপনি করে।
কাপড় বুনিতে বুনিতে রাগ হইলে তাঁতী যদি কাপড় ছেঁড়ে, তবে তাহার নিজেরই ক্ষতি হয়। নির্ব্বোধ লোক রাগে আপনারই অনিষ্ট করে।"

তাঁর খোলা কামাই নেই।
তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। "He has too many irons on the fire."

তাত সয় তবু বাত সয় না।
উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায়, তবু বাত অর্থাৎ শীতল বাতাস সহ্য হয় না।

তাবিজে কি করে, মুদোয় প্রাণ কেড়ে নেয়।
আসল বস্তুর অপেক্ষা আনুষঙ্গিক বস্তু অধিক আকর্ষক হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

তালগাছের আড়াই হাত।
তালগাছকে এক হাত পরিমাণ ধরিয়া, তাহার আড়াই হাত খুব লম্বা ও উচ্চ।

তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আঁধার।
তাল, তেঁতুল ও মাদার গাছ ভিটায়

থাকিলে, শীঘ্রই সে ভিটা নিষ্প্রদীপ অর্থাৎ অন্ধকার হইয়া থাকে।

তালপাতার ছায়া।
অল্পক্ষণস্থায়ী এবং শীতলতা দানে অসমর্থ।

তালপাতার সেপাই।
কৃশ, বলহীন ব্যক্তি।

তালপুকুর নামে ঘটি বোড়ে না।
নাম ডাক খুব আছে, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই।

তালপ্রমাণ বাড়ে, তিল প্রমাণ কমে।
বিপদ্ বা রোগ বেশী মাত্রায় বাড়িয়া যায়, আর অল্প অল্প করিয়া কমিতে থাকে।

তাল বাড়ে ঝোপে, খেজুর বাড়ে কোপে।
তালগাছ ঝোপে থাকিয়া অর্থাৎ পাতা ও ভুঁটা না কাটিলে বেশ বাড়িতে থাকে; আর খেজুর গাছের পাতা মাঝে মাঝে কাটিয়া দিলে তবে সে বাড়ে।

তাস তামাক পাশা, তিন কর্ম্মনাশা।
যাহারা তাস বা পাশা খেলার ভক্ত বা সর্ব্বদা তামাক খাইতে ব্যস্ত, তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করিয়া আপন কার্য্যের ক্ষতি করে।

তিন কাল গেছে, এক কালে ঠেকেছে।
বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ় কাল গত হইয়াছে। এখন শেষ কাল অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত

তিন নকলে আসল খাস্তা।
একটা জিনিষের বার বার নকল করিতে গেলে ক্রমে তাহাতে আর আসলের কিছু দেখা যায় না, তাহা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া যায়।

তিন বামুন এক শূদ্র, কোথা যাও নির্ব্বংশের পুত্র!
তিন বামুন ও এক শূদ্র মিলিয়া কোথাও যাইতে নাই।

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।
"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।" কোন বৃদ্ধ লোক যদি "উবু" হইয়া বসে, তাহা হইলে তাহার দুই হাটু হেঁট মাথার ঠিক দুই পাশে থাকে, যেন তিন মাথা দেখায়।

তিলক কাটিলেই বৈষ্ণব হয় না।
বাহ্যাড়ম্বরে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। আন্তরিক ভক্তির প্রয়োজন। "Cows do not make monks."

তিল কুড়িয়ে তাল।
অর্থাৎ ক্ষুদ্রের সমষ্টিই বৃহৎ। যেমন "রাই কুড়িয়ে বেল।"

তিলকে তাল্ করা।
সামান্য বিষয়কে গুরুতর করিয়া তোলা। "Making a mountain of a mole-hill."

তিল পড়লে তাল পড়ে।
তুমি যদি সামান্যও অনিষ্ট কর, তোমার উপরে গুরুতর অনিষ্টপাত হইতে পারে। "Tit for tat."

তীর্থের কাকের মত বসে থাকা।
তীর্থযাত্রীরা কিছু আহার্য্য দিবে এই প্রত্যাশায় কাক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। পরপ্রত্যাশী হওয়া।

তুঁষের আগুন।
যে আগুন বা ক্রোধ সহজে নির্ব্বাপিত বা প্রশমিত হয় না, ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিয়া থাকে।

তুক্ তাক্ ছয় মাস, কপালে যা বার মাস।
চেষ্টাচরিত্র করিয়া দিনকতক সচ্ছলভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, কিন্তু অদৃষ্ট যদি মন্দ হয়, তাহা হইলে চিরকালই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

তুফানে ছেড় না হাল,
নৌকা হবে বানচাল।
তুফানের সময় নৌকার হাল ছাড়িয়া দিও না, নৌকা ডুবিয়া যাইবে। বিপদে অধীর হইয়া চেষ্টা ত্যাগ করিও না, তাহা হইলে বিপদের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে।

তুফানেতে হাল ধরে না,
সেই বা কেমন নেয়ে,
কথা পড়িলে বুঝে না,
সেই বা কেমন মেয়ে।
নদীতে তুফান উপস্থিত হইলে যে হাল ছাড়িয়া দেয় সে কিরূপ মাঝি (অর্থাৎ সে নিতান্ত আনাড়ি মাঝি)। আর কোন কথা পাড়িলে তাহার অর্থগ্রহ করিতে পারে না, সেই বা কিরূপ স্ত্রীলোক।

তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
একজন অপরের নিকট আপনার দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া বলিল, আমি ভাঁড়ে জল খাই। ইহা শুনিয়া অপরে বলিল, তোমার অপেক্ষাও আমি দরিদ্র; ভাঁড় কিনিবারও আমার সামর্থ্য নাই, ঘাটে গিয়া জল খাই।

তুমি ফের ডালে ডালে,
আমি ফিরি পাতায় পাতায়।
তুমি গাছের ডালে ডালে বেড়াও, কিন্তু আমি গাছের পাতার উপর দিয়া বেড়াই। তোমা অপেক্ষাও আমি চতুর।

তুলো ধোনা করা।
তুলা ধোনার ন্যায় নির্দ্দয় প্রহার করা; বিপর্য্যস্ত করা।

তৃষ্ণা এগোয়, না জল এগোয়।
কোন অভিলষিত বস্তু যত্ন করিয়া অন্বেষণ না করিলে, সে আপনা হইতেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় না।

তেল তামাক ময়দা, যত রগড়াও তত ফয়দা।
এই তিনটী দ্রব্য যত রগড়াইবে বা পিষিবে, ততই কার্য্যকর হইবে।

তেল থাক, খালি পেলেই বাঁচি।
"ভিক্ষা দিয়া কাজ নাই, কুকুরে ফিরিয়ে লও।" "সমূলে বিনাশ, বা ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন" এই ভাব।

তেল দাও, সিঁদূর দাও, ভবি ভোল্‌বার নয়।
যতই খোষামোদ কর না কেন, যতই প্রলোভন দেখাও না কেন, সে কিছুতেই প্রলুব্ধ হইবে না।

তেলা পোকা আবার পাখী,
তেরেণ্ডা আবার গাছ।
উভয়েই নগণ্য (অবজ্ঞাসূচক উক্তি)। "আরসুলা আবার পাখী, ডেপুটী আবার হাকিম।" (সধবার একাদশী)।

তেলা মাথায় ঢাল তেল;
রুখু মাথায় ভাঙ্গ বেল।
যাহার অভাব নাই, তাহাকেই লোকে দান করে, আর যাহার অভাব আছে, তাহার অভাব পূরণ করা দূরের কথা, বেলের ন্যায় কঠিন দ্রব্যও তাহার মস্তকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ পীড়ন করা হয়।

তেলা মাথায় তেল দিতে সবাই পারে।
প্রকৃত অভাবগ্রস্তের অভাবমোচনে কেহই চেষ্টা করে না। যাহার আছে, তাহাকে আরও অধিক দেয়; যাহার আদৌ কিছু নাই, তাহাকে কিছুমাত্র দেয় না।

তেলে জলে মিশ খায় না।
অ সমপ্রকৃতিগণের মধ্যে মিল হয় না।

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা।
হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠা।

তৈয়ারী খানা ছোড় মৎ।
তৈয়ারী ভাত ছাড়িতে নাই। উপস্থিত ত্যাগ করিতে নাই।
"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি।"

তোমায় দেখিয়া দুঃখে মোর বুক ফাটে,
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
তোমার জন্য আমি সাতিশয় দুঃখিত; কিন্তু কি করিব, তোমার অপেক্ষাও আমার অবস্থা শোচনীয়।

তোমার পীর সিন্নি খেয়েছে।
তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে।

তোমার যেমন ভালবাসা,
মোসলমানের তেমন মুর্গী পোষা।
জবাই করিয়া খাইবার উদ্দেশ্যেই মুসলমানেরা যত্নপূর্ব্বক মুর্গী পুষিয়া থাকে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভালবাসার ভাণ।

তোমারে মারিবে যে; গোকুলে বাড়িছে সে।
কংসের প্রতি যোগমায়ার ইঙ্গিত উল্লেখে, ইহা ব্যবহার করা হয়।

তোর ঢেকে রাখ, মোর বিকিয়ে যাক।
তোমার বিক্রেয় দ্রব্য ঢাকা দিয়া রাখ,

আমার জিনিষটা আগে বিকাইয়া যাউক অপরকে চাপিয়া রাখিয়া নিজের লাভ কামনা করা।

তোর পায়ে গড়,না তোর কাজের পায়ে গড়।
আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি না, তোমার কাজের পায়ে ধরিতেছি, অর্থাৎ কাজের জন্যই তোমার খোসামোদ করিতেছি।

তোর লেগে মরি না, তোর গুণের লেগে মরি।
ব্যক্তিগত হিসাবে আমি তোমাকে প্রশংসা করি না, কিন্তু তোমার গুণেই আমি মুগ্ধ হইয়া আছি।

তোর শীল, তোর নোড়া,
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।
তোমার দ্রব্য দিয়াই, তোমার অনিষ্ট করিব। তোমারই অবলম্বিত যুক্তি দ্বারা তোমাকে পরাভূত করিব।

তোরে যেনে কুমীরে খাক,
আমার শালুক তুলে দে।
শালুক তুলিতে গেলে তোমাকে কুমীরে খায় খাক, তথাপি তুমি আমাকে শালুক তুলিয়া দাও। তুমি সঙ্কটে পড়িয়াও আমার কার্য্য করিয়া দাও। (স্বার্থপরতা সম্বন্ধে প্রযুক্ত)।

থ

থাক্ মান, যাক্ প্রাণ।
প্রাণ যায় যাউক, কিন্তু মান বজায় থাক্। "Death before dishonor."

থাকরে কুকুর আমার আশে,
ভাত দিব তোরে পৌষ মাসে।
পৌষ মাসে কৃষকের অবস্থা সচ্ছল হয়, সুতরাং (কৃষক কুকুরকে বলিল), তুমি আমার আশায় থাক, আমি পৌষ মাসে তোমাকে ভাত খাইতে দিব। অনির্দ্দিষ্ট বা সুদূর কাল পর্য্যন্ত কাহাকেও আশা দিয়া রাখা।

থাকলে তালুয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,
না থাকলে আপনার বাপের শ্রাদ্ধ হয় না।
অর্থ থাকিলে অপ্রয়োজনীয় কার্য্যও সম্পন্ন করা যাইতে পারে, না থাকিলে অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যও করা হয় না।

থাকে যদি চূড়ো বাঁশী,
মিলবে রাধা হেন কত দাসী।
কৃষ্ণের উক্তি—রাধা রাগ করে করুক, আমার চূড়া আর বাঁশী বজায় থাক, ইহা-দের গুণে রাধার মত কত দাসী পাওয়া যাইবে। ভাবার্থ—আমার নিজের গুণ থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। "ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই।"

থালির মধ্যে হাতী পোরা।
থালির ভিতর হাতী ঢোকান যায় না। অসম্ভব কার্য্য করিতে চেষ্টা করা।

থিয়ে ভল যাবে, তবু শুয়ে ডুব দিবে না :
"ভাঙ্গবে ত মচ্‌কাবে না।" "Break but not bend." বরং অবসন্ন হইবে, তবু হীনতা স্বীকার করিবে না।

থুতু দিয়ে ছাতু গোলা—অসম্ভবের উদাহরণ।
ছাতু গুলিতে অধিক জলের প্রয়োজন; থুতুদ্বারা সে কার্য্য কখনই হইতে পারে না।

থোঁতা মুখ ভোঁতা হল।
উপযুক্ত শাস্তি হইল।

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।
প্রত্যহ একই প্রকার তরকারি, থোড় বড়ি আর খাড়া, আর না হয় তাহাকেই উল্টা-ইয়া খাড়া বড়ি থোড়। বৈচিত্র্যাভাব। একঘেয়ে।

ব্যাপার।
প্রজাপতি দক্ষ জামাতা শিবকে অবমানিত করিবার উদ্দেশ্যে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দক্ষের কন্যা সতী অনিমন্ত্রিত হইয়াও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে দক্ষ শিবের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব ক্রোধে বীরভদ্রের সৃষ্টি করিয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন এবং দক্ষের শিরশ্ছেদন করেন। কোন বৃহৎ কার্য্য মহতী বাধা দ্বারা কোন প্রকারে পণ্ড হইয়া গেলে তাহাকে লোকে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার কহে।

দক্ষযজ্ঞের চেয়েও অধিক
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধের সময় মহাসমারোহ হইয়াছিল। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিমন্ত্রিত হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র শিব-চন্দ্রকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠান। শিবচন্দ্র আসিলে গঙ্গাগোবিন্দ সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া শ্রাদ্ধের বিরাট আয়োজন দেখাইলেন। দেখিয়া শুনিয়া শিব-চন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, এ যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার গঙ্গাগোবিন্দ! উত্তরে বলিলেন, আজ্ঞে দক্ষযজ্ঞের চেয়েও অধিক। শিবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম? গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই; আমার এই যজ্ঞে স্বয়ং শিবের (শিবচন্দ্রের) আগমন হইয়াছে।

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা,
পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা;
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই,
উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।
ঘরের দরজা দক্ষিণমুখী হইলে ঘরে প্রীতি-মত আলোক ও বাতাস পাওয়া যায়; এজন্য দক্ষিণদ্বারী ঘর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বদ্বারী ঘরে আলোক পাওয়া গেলেও বাতাস ভাল আসে না বলিয়া উহা দক্ষিণদ্বারী ঘর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশ্চিমদ্বারী ঘরে মধ্যাহ্নের পর হইতে সূর্য্যের তাপ লাগায় উহা বড় গরম হয়, ভাল বাতাস পাওয়া যায় না, তাহার উপর বৃষ্টির সময়ে পশ্চিমে ঝাপ্‌টায় ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত জল যায়, এজন্য পশ্চিমদ্বারী ঘর নিকৃষ্ট। উত্তরদ্বারী ঘরে আলোক ও বাতাসের অভাব; অধিকন্তু শীতকালে 'উত্তুরে' বাতাসে ভয়ানক ঠাণ্ডা বোধ হয়; একারণ কেহ সহজে উত্তরদ্বারী ঘর করিতে চায় না। কথিত আছে নিকৃষ্টতার দরুণ নবাবী আমলে উত্তরদ্বারী ঘরের খাজনা লওয়া হইত না।

দধির অগ্র ঘোলের শেষ।
দধির পাত্রের উপরিভাগেই সার পদার্থ থাকে, এজন্য তাহা খাইতে অতিশয় সুস্বাদ; আর ঘোলের উপরে জলীয়াংশ, নীচে সার ভাগ থাকে, এ কারণ উহার নীচের অংশই সুমিষ্ট।

দয়া করে দেয় নুণ, ভাত মারে দশ গুণ।
এক কৃপণ গৃহস্থ অনেক ভিক্ষুকের সকাতর অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া তাহাকে ভাত খাইতে দিল। কিন্তু ব্যঞ্জনের অভাবে ভিক্ষুক ভাতগুলিকে উদরস্থ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া গৃহিণী দয়াবশতঃ তাহাকে একটু লবণ দিলেন। ভিক্ষুক সে লবণসংযোগে পাত্রস্থ ভাতগুলি ত খাইলই, তদ্ব্যতীত সে আরও ভাত চাহিয়া লইয়া উদর পূর্ণ করিল। ইহা দেখিয়া গৃহস্থ ক্রোধে পূর্ব্বোক্ত বাক্যটী বলিয়াছিল। —কেহ একটু প্রশ্রয় পাইয়া অধিকতর লাভের প্রত্যাশী হইলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে। "Give him an inch, and he will ask for an ell."

দয়ার পর ধর্ম্ম নাই, হিংসার পর পাপ নাই।
দয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, এবং হিংসা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ।

দরকার পড়লে খোঁড়াও লাফায়।
দরকার উপস্থিত হইলে যে খোঁড়া—যে জোরে চলিতে পারে না, সেও লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, অর্থাৎ নিজের গরজ পড়িলে খুব অকেজো ব্যক্তিও তখন কিছু কাজ করিবার চেষ্টা করে।

দরিদ্রদোষে গুণরাশি নাশে।
বহুতর গুণসত্বেও দরিদ্র হইলে তাহার কোন গুণই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না; অপিচ অভাবের তাড়নায় তাহার গুণসকল একে একে নষ্ট হইয়া যায়।

দরিদ্রের ধন।

দরিদ্র ব্যক্তি সহসা ধন লাভ করিলে তাহা পরম যত্নে রক্ষা করে। কেহ কোন বস্তুর প্রতি অত্যধিক যত্ন প্রকাশ করিলে লোকে তাহাকে 'দরিদ্রের ধন' বলিয়া থাকে।

দর্পণে মুখ দেখা।

দর্পণে মুখ দেখিবার সময় যেমন মুখভঙ্গী করিবে, দর্পণেও অবিকল তদ্রূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। লোকের সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, লোকের নিকট অবিকল তেমন ব্যবহার পাইবে।

দর্পহারী ভগবান্ (মধুসূদন)।

ঈশ্বর সকলেরই দর্প চূর্ণ করেন।

দল ভাঙ্গলে যে, কৈ খাবে সে।

যে কষ্ট করিয়া পুকুরের জঞ্জাল সাফ করিল, সেই কৈ মাছ খাবে। যে পরিশ্রম করিল, সেই পরিশ্রমের ফল পাইবে।

দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

দশজনের বড়্‌যন্ত্রে জীবিত ভগবান্ নামক পণ্ডিতকে ভূত হইতে হইয়াছিল [সংস্কৃত প্রবাদ—"ভগবান্ ভূততাং গতঃ" দেখ]। দশ জনে কাহারও বিরুদ্ধে বড়্‌যন্ত্র করিলে সে যেমনই লোক হউক না কেন, তাহাকে নানারূপ নির্যাতন পাইতে হইবে।

দশ দিন চোরের, এক দিন সাধের।

চোর চুরি করিয়া দশ দিন ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু তাহাকে এক দিন সাধুর হাতে ধরা পড়িতেই হইবে।

দশ পুত্র সম কন্যা যদি সুপাত্রে পড়ে।

কন্যাকে যদি সুপাত্রে দান করা যায়, তবে সেই এক কন্যা হইতেই দশ পুত্রের কাজ হয়।

দশ-মুখে ধর্ম্ম।

দশ জনে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয়।

দশ যেখানে, ধর্ম্ম সেখানে।

যেখানে দশজন মিলিত হইয়া কাজ করে, সেখানে অন্যায় হয় না।

দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাই লাজ।

দশ জনে মিলিয়া কোন কাজ করিলে, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহাতে লজ্জা নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকল কাজই দশ জনের পরামর্শ বা সাহায্য লইয়া করা উচিত।

দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কি?

দশ জনে যাহার নিন্দা করে, তাহার জীবনধারণ বৃথা।

দশের মুখে জয়, দশের মুখেই ক্ষয়।

দশ জনে অর্থাৎ সাধারণে যাহার প্রশংসা কীর্ত্তন করে, সেই যশস্বী হয়; আবার দশ জনে যাহার দোষকীর্ত্তন করে, সে প্রকৃত গুণবান্ হইলেও নিন্দিত হইয়া থাকে। অতএব দশ জনকে মানিয়া চলা উচিত।

দশের লাড়ি (লাঠি) একের বোঝা।

দশ জনের দশ খান লাঠি যদি একজনকে বহিতে হয়, তবে তাহা তাহার পক্ষে একটা ভারী বোঝা হইয়া পড়ে। কিন্তু দশ জনে যদি এক একখান লাঠি হাতে করিয়া লয়, তবে কাহারও ভার বোধ হয় না।

দশে লাগে ভূত ভাগে।

দশ জনে লাগিলে ভূতও ভয়ে পলাইয়া যায়। ভাবার্থ—দশ জনে মিলিয়া চেষ্টা করিলে অতি দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য হইয়া থাকে।

দাঁড়ালে পোয়া, বস্‌লে ক্রোশ,
পথ বলে মোর কিসের দোষ।

পথ চলিতে চলিতে একবার দাঁড়াইয়া কাহারও সহিত কথা কহিলে এক পোয়া (প্রায় আধ মাইল) পথের ফেরে পড়িতে হয়, অর্থাৎ এক পোয়া পথ চলিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় নষ্ট হয়। আর যদি বসা যায়, তবে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার সময় কাটিয়া যায়।

দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙ্গে ডুবে মরা।

যে দাঁড় টানে, তাহাকে যদি মাঝি (যে হাল ধরে) করিয়া নৌকা চালান যায়, তাহা হইলে মাঝ নদীতে গিয়া নৌকাডুবি হইয়া মরিতে হয়। যে যে কাজে অনভ্যস্ত, তাহার উপর সেই কার্য্যের ভার দিলে কাজ পণ্ড হইয়া যায়।

দাঁত আর ভাই, বিকল হইলে মন্দ।

দাঁত যতদিন না নড়ে ততদিন বড়ই উপকারী; কিন্তু একবার নড়িলে আর রক্ষা নাই, তাহা তখন ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হয়। এইরূপ ভাইয়ের সহিত যতদিন ভাব ভালবাসা থাকে ততদিন খুবই ভাল, কিন্তু একবার মনোমালিন্য ঘটিলে তখন ভাই ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

দাঁত গেলে জাঁত গেল।

যতদিন দাঁত থাকে, ততদিন ইচ্ছামত সকল জিনিস খাইয়া উদরের তৃপ্তিসাধন করা যায়; কিন্তু দাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে আর ইচ্ছামত জিনিষ খাইয়া উদরপূর্ত্তিরূপ সুখ লাভ করিতে পারা যায় না।

দাঁত থাকৃতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।

যতদিন দাঁত থাকে ততদিন বুঝা যায় না দাঁত আমাদের কিরূপ উপকারী। কিন্তু দাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে এ কথা বেশ বুঝা যায়। সংসারে আমাদের এমন উপকারী লোক অনেক আছে, যাহাদের জীবিত কালে আমরা বুঝিতে পারি না যে, তাহাদের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইতেছি; কিন্তু তাহারা মরিয়া গেলে যখন সেই সাহায্যের অভাব হয়, তখন ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

দাঁত দেখি তোর বয়স কত!

দন্ত দেখিয়া গবাদি পশুর বয়স নির্ণয় করা হয় বলিয়া, কোন ব্যক্তিকে বয়সের বিষয়ে ব্যঙ্গ করিয়া বলা হয়।

দাঁতে দড়ি দিয়া পড়ে থাকা।

অনাহারে পড়িয়া থাকা। অনাহারে থাকিলে দাঁত নাড়িতে হয় না, সুতরাং যেন দড়ি দিয়া দাঁতকে বাঁধিয়া পড়িয়া থাকা হয়।

দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপা।

ধাত্রীর কাছে গর্ভ গোপন রাখা অসম্ভব।

দাওয়া মাড়া যতদিন,
বাপ খুড়া ততদিন।

এমন অনেক লোক আছে, তাহাদিগকে যতদিন দিতে থুতে পারিবে, তাহারা ততদিন বাবা, খুড়া প্রভৃতি সম্বোধনে আপ্যায়িত করিবে। কিন্তু দিতে থুতে না পারিলে আর ওরূপে আপ্যায়িত করিবে না, পরন্তু তখন হয়ত ইহার বিপরীত সম্বোধনে অভিহিত করিবে। "Fair weather friends."

দা-কুমড়া সম্বন্ধ।

দার সহিত কুমড়ার ছেদ্য-ছেদক সম্বন্ধ। দা ছেদক, কুমড়া ছেদ্য। কুমড়ার সহিত দায়ের সংস্পর্শ হইলেই কুমড় কাটিয়া যায়। এইরূপ অতিশয় শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের তুলনায় এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

দাতা কর্ণ।

অঙ্গাধিপতি মহাবীর কর্ণ সাতিশয় দাতা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের প্রার্থনায় স্বীয় অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল কাটিয়া তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন; অতিথি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সংকারার্থ স্বহস্তে স্বীয় পুত্রকে কাটিয়াছিলেন। এইজন্য অতিশয় দানশীল ব্যক্তিকে লোকে 'দাতা কর্ণ' এই আখ্যায় অভিহিত করে।

দাতা দান করে,
বখিলের মুখ শুকায় (বুক ফাটে)।

দাতাকে দান করিতে দেখিলে কৃপণের মুখ শুকাইয়া যায়; অথবা এত অর্থ নষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাহার বুক যেন ফাটিয়া যায়।

দাতার চেয়ে বখিল ভাল, ত্বরিত জবাব দেয়।

যে দাতা দিব বলিয়া আশ্বাস দেয়, অথচ শেষে দেয় না, সেরূপ দাতা অপেক্ষা কৃপণকে ভাল বলা যায়; কারণ, সে এক

বাকেই দিব না বলিয়া জবাব দেয়, বৃথা আশ্বাসে রাখিয়া কষ্ট দেয় না।

দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।

দাতা ব্যক্তি নারিকেল গাছ রোপণ করে। নারিকেল গাছের ফলের অধিকাংশই পরের ভোগে যায়, অল্পমাত্রই নিজের ভোগে আইসে। আর কৃপণ বাঁশ গাছ রোয়। বাঁশের কিছুই অপরের ভোগ করিবার নাই, অপিচ একখান বাঁশ পুঁতিলে তাহা হইতে বহুতর বাঁশ জন্মিয়া আয়ের পথ প্রশস্ত করে।

দাদ ভাল করিতে শেষে কুষ্ঠকুড়ি হলো।

দাদ আরাম করিবার জন্ম ঔষধ দেওয়া গেল, কিন্তু ঔষধের দোষে শেষে কুষ্ঠপ্রভৃতি ঘৃণিত রোগের উৎপত্তি হইল; সামান্য বিষয়ের প্রতিকার করিতে গিয়া শেষে একটা ভয়ানক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দাদা বলেছে চষ্‌তে, তাই চষ্‌তেই আছি।

দাদা জমিতে চাষ দিতে বলিয়াছে, সুতরাং চাষই দিতেছি, আর চাষ দেওয়া প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয় তাহা আমি দেখিব না। কাহারও আদেশানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া কেবল কাজ করিয়া গেলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

দাদারও চিঁড়ের ফলার।

এক গুলিখোর কোন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়া পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করিয়াছিল। এত খাইয়াছিল যে, সে পথ চলিতে অশক্ত হইয়া এক নদীর ধারে শুইয়া পড়িল; তাহার উদরগত দধিমিশ্রিত চিপিটকরাশি ফুলিয়া উদরটাকে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করিয়া দিল। এদিকে নদীতে জোয়ার আসিল। জোয়ারের জল তাহার পায়ে আসিয়া লাগিল, কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই। জোয়ারের জলে একটা মড়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া তাহার গায়ে ঠেকিল। মড়ার পেটটাও খুব ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তখন গুলিখোর সেই মড়ার পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "দেখিতেছি দাদারও চিঁড়ের ফলার।" সমাবস্থ ব্যক্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদটী ব্যবহৃত হয়।

দাদা হজম।

একবার এক গুলিখোর অন্য গুলিখোরদের কাছে পাতি লেবুর হজমী শক্তির প্রশংসা করিল। তাহা শুনিয়া অন্য এক গুলিখোর ইহার সমর্থন করিয়া বলিল, "একবার পেট ফাঁপায় কবিরাজের উপদেশমত পাতি লেবুর রস খাইতে গিয়া যেমন ছুরী দিয়া লেবুটী কাটিতে গেলাম, আর ছুরী নাই।" একজন জিজ্ঞাসা করিল "ছুরী কি হইল?" উত্তরে গুলিখোর বলিল, "ছুরী হজম।" তাহার কথায় সকলেই স্তম্ভিত হইল। তখন আর এক গুলিখোর বলিতে লাগিল, "একটা ঘটনা শুন। একবার আমার দাদার বদ্‌হজম হয়। দাদা সকাল সকাল স্নান করিয়া, পাতিলেবুর রস খাইয়া জামাটী গায়ে দিয়া বিছানায় শুইলেন, এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন। মধ্যাহ্ন কালে দাদাকে ভাত খাইতে ডাকিতে গিয়া দেখি, বিছানায় জামাখানি পড়িয়া আছে, দাদা নাই।" এক শ্রোতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার কি হইল?" বক্তা বলিল, "দাদা হজম।" অত্যুক্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদটী ব্যবহৃত হয়।

দান যেমন, দক্ষিণাও তেমন।

যেরূপ দান, তদনুরূপই দক্ষিণা হইয়া থাকে। কেহ একটা মেটে কলসী দান করিয়া তাহার দক্ষিণা পাঁচ টাকা দেয় না, আবার একটা স্বর্ণ কলস দান করিয়া তাহার দক্ষিণা পাঁচ পয়সা দেয় না। যেমন কাজ, তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিকই হইয়া থাকে।

দামাল, সদাই সামাল।

শিশু যখন হাতে পায়ে ভর দিয়া চলিতে পারে, কিম্বা অল্প অল্প হাঁটিতে পারে, সেই বয়সে তাহাকে দামাল ছেলে বলে। ঐ শিশুকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতে হয়, কারণ অসাবধান হইলে শিশু তাহার শরীরেরই ক্ষতিকর কোন কার্য্য করিতে পারে। যেমন আগুনে হাত দেওয়া, হিংস্র কীটাদি ধৃত করা, ইত্যাদি।

দায় ঠেকিলে, শালগ্রামের পৈতা বেচে খায়।

নিতান্ত দায়ে পড়িলে লোকে শালগ্রামের পৈতা অর্থাৎ ঠাকুরের গহনা বেচিয়াও দিন চালায়। দায় উপস্থিত হইয়া ন্যায়ান্যায় বোধ রহিত হইলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

দায় পড়্‌লে বাবা বলে।

লোকে বিপদে পড়িলেই যাহার নিকট সাহায্য প্রত্যাশা করে, তাহাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে। বিপদ্‌ কাটিয়া গেলে আর বলে না।

দায় যোদ্দায় রাজি, কি করবেন কাজি?

বাদী প্রতিবাদীতে মিল হইয়া গেলে, বিচারক আর কি করিতে পারেন?

দায়ে কাটা কুমড়া যেন।

দায়ে কাটা কুমড়া অর্থাৎ বলিদানের কুমড়া। তাহা রন্ধনার্থ ব্যবহৃত হয় না। তাহাতে আর কোনই কাজ হয় না। অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য।

দায়ে বালি, কুড়ুলে শিল।

দা শাণাইতে হইলে বালি দিয়া শাণ দিবে, এবং কুড়ুল শাণাইতে হইলে শিলে ঘষিয়া শাণাইবে।

দিও কিঞ্চিৎ না ক'রো বঞ্চিত।

যাচককে অধিক না পার যৎসামান্যও দিও, একেবারে বঞ্চিত করিও না।

দিনগত পাপক্ষয়।

দিবসকৃত পাপনাশার্থ কৃতকর্ম্ম। কিছুমাত্র মন না দিয়া অবহেলার সহিত কোন কার্য্য কৃত হইলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

দিন গেল আলে ডালে,
রাত হ'লে চেরাগ্‌ জ্বালে।

দিবাভাগ আলস্যে কাটাইয়া দিয়া রাত্রিতে কার্য্যের জন্ম আলো জ্বালিল। সময়ে কোন কাজ সম্পন্ন না করিয়া অসময়ে সেই কাজ করিতে নিযুক্ত হওয়া।

দিন থাকতে বাঁধে আল,
তবে খায় নানা শাল।

পূর্ব্ব হইতে জমিতে আলি বাঁধিলে তবে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল থাকিবে, এবং তাহা হইলেই নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইবে। সময়ে কাজ কর, তবে তাহার ফল পাইবে। অসময়ে কাজ করিলে পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল পাইবে না।

দিন যাবে রবে না।

সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, সম্পদেই হউক বা বিপদেই হউক, দিন চলিয়া যাইবে, তাহা কাহারও জন্ম অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না। "Time and tide wait for no man."

দিন যায় কথা থাকে।

কাহাকেও কোন রূঢ় মর্ম্মভেদী কথা বলিলে দিন চলিয়া যায়, কিন্তু সেই কথাটা তাহার চিরকাল মনে অঙ্কিত থাকে।

দিন যায় ত ক্ষণ যায় না।

ভাবী কোন বিষয়ের জন্ম অত্যন্ত উৎকণ্ঠা থাকিলে ব্যবহিত দিনগুলি কোন প্রকারে কাটিয়া যায়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই এক একটি মুহূর্ত্ত যেন কাটিতে চায় না।

দিনে কেন সিঁধ?
গরজ বড় বালাই।

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অসময়েও উপার্জ্জনের আশায় কার্য্য করে।

দিনে ডাকাতি।

দস্যুরা রাত্রিতেই লুণ্ঠনকার্য্য করিয়া থাকে, লোক-চক্ষুর সম্মুখে তাহা করিতে পারে না। কিন্তু কেহ লোক-চক্ষুর সম্মুখে ছলে বলে কাহারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলে তাহাকে দিনে ডাকাতি বলে।

দিনে তারা দেখা।
দিবসে সূর্য্যের কিরণে তারা দেখা যায় না। যাহা হইতে পারে না, এমন কোন বিষয়ের সহিত তুলনা দিতে হইলে লোকে এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়া থাকে।

দুই নৌকায় পা দেওয়া।
দুইটী চলনশীল নৌকায় দুই পা দিয়া থাকিলে নৌকা একটু সরিলেই জলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ দুই দিক্‌ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহা সফল হয় না, অধিকন্তু পরিণামে বিপদ্‌ ঘটে। "শ্যাম ও কুল দুই বজায় থাকে না।"

দুই সতীনে ঘরকন্না,
ঘরের গিন্নী ভাত পান না।
দুই সতীনের ঘর হইলে সেখানে নিয়তই কলহ বিবাদ চলিতে থাকে। সে কলহে পরস্পরের আড়িতে রন্ধনাদির ব্যাপারও বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং ঘরের গিন্নী (শাশুড়ী প্রভৃতি) তাহাদের কলহের ফলে ভাত পান না।

দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।
যাহার দুই বিবাহ, তাহাকে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কেননা দুই সতীনের ঝগড়ায় তাহাকে নিয়ত জ্বালাতন হইতে হয়।

দুই হাঁড়ী একত্র থাকলেই ঠোকাঠুকি লাগে।
দুইটি হাঁড়ী এক জায়গায় থাকিলে একটু নাড়াচাড়া পাইলেই পরস্পর ঠোকাঠুকি লাগে। এইরূপ এক ঘরে দুই জন লোক থাকিলেই মধ্যে মধ্যে এক আধটু ঝগড়া হইয়া থাকে।

দুঃখী যায় সুখীর কাছে,
দুঃখ যায় তার পাছে পাছে।
দুঃখীর অদৃষ্টে কোথাও সুখ মিলে না। সে যদি সুখীর নিকটেও যায়, তথাপি কোথা হইতে একটা আকস্মিক দুঃখ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। "অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।"

দুঃখের উপর টনকের ঘা।
কষ্টের উপর আরও অধিক কষ্ট।

দুঃখের ভাত সুখ করে খাওয়া।
কষ্টে সৃষ্টে যাহা কিছু উপার্জ্জন করা যায়, তদ্দারাই শান্তিতে থাকিয়া খাওয়া পরা।

দুঃখে শাল কুকুর কাঁদে।
এত দুঃখ যে, তাহা দেখিয়া মানুষের কথা দূরে থাকুক, শেয়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তুও কাঁদিতে থাকে। অতি দুঃখ ভোগ করিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করে।

দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত।
হিংসকের সহিত যতই সদ্ব্যবহার কর না কেন, তাহাতে তাহার হিংসা বাড়িবে বই কমিবে না। সর্পকে যতই দুধ কলা খাওয়াও, ততই তাহার বিষ বাড়িতে থাকিবে। খলের যতই উপকার কর, সে কিছুতেই খলতা ত্যাগ করিবে না।

দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা।
সাপকে দুধ কলা খাওয়াইয়া পুষিলেও সে সুযোগ পাইলে নিশ্চয়ই দংশন করিবে। হিংসকের যতই উপকার কর, সে অবসর পাইলেই অনিষ্ট করিবে।

দুধকে দুধ জলকে জল।
ভূরিভাগ জলমিশ্রিত দুগ্ধ দুগ্ধের ন্যায় দেখায়, আবার জলেরও কার্য্য করে। কপটী লোক যে যেমন, তাহার কাছে তেমন কথা কয়। "All things to all men."

দুধ ম'রে ক্ষীরটুকু।
শেষ বয়সে প্রথম বয়সের দোষগুণের পরিচয় দিবার জন্য বলা হয়।

দুধ রাখলেই পঞ্চামৃত।
এক দুধ সঞ্চয় করিতে পারিলেই ঘৃত, দধি, নবনীত প্রভৃতি পঞ্চামৃত পাওয়া যায়। লোকের সহিত এক ভালবাসা রাখিলেই সকল প্রকার উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

দুধের মাছি।
মাছি ভাল মন্দ সকল জিনিষেই বসিয়া থাকে। যখন যাহা পায়, তখন তাহাই খায়। কিন্তু কতকগুলি মাছি কেবল দুধ সর ক্ষীর ননীই খায়। যে সকল লোক কাহারও সুখের সময়ে আত্মীয়তা করে, পরন্তু তাহার দুঃখ উপস্থিত হইলে সরিয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "Fair weather friend."

দুধের সাধ (তৃষ্ণা) কি ঘোলে মিটে?
দুধ খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে দুধের অভাবে যদি ঘোল পাওয়া যায়, তবে তাহাতে কি দুধ খাইবার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়? দুধ হইতেই ঘোলের উৎপত্তি বটে, কিন্তু তাহাতে দুধের স্বাদ বা গুণ কিছুই নাই। নকলে আসলের সুখ পাওয়া যায় না। ঘোলে দুধের স্বাদ পাওয়া যায় না।

দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়।
ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোক্তার তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে, বধ্যভূমিতে তাহাকে টাকা দিলে, ফাঁসি রহিত করাইতে পারিবেন। ফাঁসির দিন বধ্যভূমিতে দণ্ডিত ব্যক্তির আত্মীয় যখন মোক্তার বাবুকে চুক্তির টাকা গণিয়া দিলেন, তখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসির মঞ্চে লওয়া হইয়াছে। মোক্তার বাবু টাকা লইয়া বলিলেন, "আমি তোমার ফাঁসি রদের জন্য চলিলাম, তুমি আপাততঃ দুর্গা বলে ঝুলে পড়।"

দুর্জ্জনেরে পরিহরি, দূরে থেকে নমস্কার করি।
দুর্জ্জনকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে; দুষ্ট লোকের নিকটে যাইবে না। "দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যঃ।"

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।
দুর্ভিক্ষ অল্প দিন থাকে, কিন্তু সে সময়ের কষ্টের কথা চিরদিন মনে থাকে। বিপদ্‌ চিরকাল থাকে না, কিন্তু বিপৎকালে যে যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা চিরকাল স্মরণ থাকে। "দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়।"

দুষ্ট গরু চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
দুষ্ট গরু থাকা অপেক্ষা মোটেই গরু না থাকা মঙ্গল; তাহাতে গোয়াল শূন্য হইলেও ক্ষতি নাই। দুষ্ট লোক থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। "বরং শূন্যা শালা নচ খলু বরং দুষ্টবৃষভঃ।"

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা,
ঘুনিয়ে বসে পাশে (কাছে);
কথা দিয়ে কথা লয়,
প্রাণে বধে শেষে (পাছে)।
দুষ্ট লোক মিষ্ট কথা বলিয়া কাছ ঘেঁসিয়া বসে, এবং মিষ্ট কথায় মুগ্ধ করিয়া মনের কথা বাহির করিয়া লয়; পশ্চাৎ সেই কথা প্রকাশ করিয়া বিপন্ন করিয়া থাকে।

দুষ্টের আঠারগাছি পথ।
দুষ্ট লোক নানাপ্রকার ছল জানে।

দূরের কেশ ঘন দেখায়।
দূর হইতে দেখিলে পাতলা চুলও ঘন দেখায়। যাহার সহিত ব্যবহার করা হয় নাই, মন্দ হইলেও তাহাকে ভাল লোক বলিয়া বোধ হয়। "যে শোলটা পালিয়ে যায়, সেইটেই মস্ত হয়।"

দেঁতোর হাসি।
আন্তরিকতাশূন্য মৌখিক হাসি। "Sardonic Smile."

দেখ্‌ছি কত দেখ্‌বো আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছি, আর পরেও কত দেখিব; হীন জন্তু ছুঁচোও গলায় চন্দ্রহার পরিয়াছে। কেহ ক্ষমতার অতীত আড়ম্বর দেখাইলে লোকে বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেখ্‌তে কাল, খেতে ভাল।
এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা দেখিতে কাল অর্থাৎ বিশ্রী হইলেও খাইতে সুস্বাদ। এমন অনেক লোক আছে, যে বাহিরে দেখিতে কুৎসিত, কিন্তু ভিতরে গুণসম্পন্ন।

দেখ্‌তে খেঁকশিয়ালি, যুদ্ধের সময় বাঘ।
দেখিতে খেঁকশিয়ালের মত ক্ষীণ, কিন্তু

যুদ্ধের সময় ব্যাঘ্রের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ কার্য্যকালে সাহসী।

দেখ্‌তে পেলে শুন্‌তে চায় না।
কেহ কোন ঘটনা যদি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তবে তাহা কেবল লোকমুখে শুনিয়া তৃপ্ত হইতে ইচ্ছা করে না। "Seeing is believing."

দেখ্‌ তোর, না দেখ্‌ মোর।
যদি দেখিতে পাও, তবেই তোমার জিনিস, নতুবা ইহা আমার। অর্থাৎ তোমার জিনিস তুমি যদি চোখে চোখে রাখিতে পার, তবেই তোমার রহিল, নতুবা ইহা আমি চুরি করিব (অনেক লোক আছে, যাহারা একটু ফাঁক পাইলেই পরের জিনিস আত্মসাৎ করে। ইহা তাহাদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য)।

দেখ্‌ব কত কালে কালে,
গোঁফ রেখেছে তোব্‌ড়া গালে।
কালে কালে কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যাইবে; বৃদ্ধ হওয়ায় গাল তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে; তাহার উপর আবার গোঁফ রাখা হইয়াছে। অসঙ্গত আচরণসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাস।
একজন চাষ আরম্ভ করিয়াছে দেখিলেই সকলে চাষের কাজে প্রবৃত্ত হয়। একজন ভাল ঘরবার করিয়াছে দেখিলেই সকলে ভাল ঘরবার করিতে ইচ্ছা করে, অথবা একজন একস্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করিলে সকলেই ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে।

দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম।
অসম্ভব ঘটনা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া যাওয়া।

দেখে শুনে পেটের পিলে চমকায়।
অদ্ভুত বা ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে উদরস্থ প্লীহাও চমকিত হইয়া উঠে।

দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে।
কেহ কোন ঘটনা দেখিয়া শিক্ষালাভ করে। আবার কেহ কেবল দেখিয়া শিখে না, নিজে সেইরূপ ঘটনাচক্রে পড়িলে তবে শিক্ষা লাভ করে। বুদ্ধিমান্ দেখিয়া শিখে, আর নির্ব্বোধ ঠেকিয়া শিখে। "দৃষ্টে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।"

দেদোর মর্ম্ম দেদোর জানে।
দাদের যে কি যন্ত্রণা, তাহা যাহার দাদ হইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। "কত জ্বালা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

দেনার চেয়ে পাপ নাই।
ঋণের অপেক্ষা ভয়ানক পাপ আর নাই।

দেবতার বেলা লীলা খেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।
দেবতারা অনেক নিন্দিত কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহাদের লীলা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আর মানুষে যদি সেইরূপ কাজ করে, তবে মানুষের আর রক্ষা নাই, তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। বড়লোকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু গরীবে সে কাজ করিতে গেলে দোষাবহ হয়।

দেবর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ স্বীয় ভ্রাতৃজায়া জানকীর প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন। এজন্য কেহ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি তাদৃশ ভক্তি বা আনুগত্য প্রকাশ করিলে তাহাকে 'দেবর লক্ষ্মণ' বলা হয়।

দেবো ধন বুঝ্‌বো মন,
কেড়ে নিতে কতক্ষণ।
ধন দিয়া গ্রহীতার মন পরীক্ষা করিব; যদি বুঝি সে অপাত্র, তবে ধন কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ লাগে? কেহ কাহাকেও কিছু দান করিয়া তাহার অসদাচরণ দেখিলে যদি দত্তবস্তু কাড়িয়া লয়, তবে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

দেয় থোয় রাখে মান,
তারে বলি যজমান।
যে পুরোহিতকে যথেষ্ট দান ধ্যান করে, এবং পুরোহিতের সম্মান রাখিয়া চলে, তাহাকেই প্রকৃত যজমান বলা যায়।

দেশগুণে বেশ।
যদি দেশপ্রচলিত হয়, তবে নিন্দিত কার্য্যও তথায় প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।" "Do in Rome, as Rome does."

দেশে নাই যা, ছেলে চায় তা।
গাঁয়ে দেশে পাওয়া যায় না, ছেলে এমন জিনিস লইতে চায়। কেহ অতিরিক্ত আবদার করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দৈ খাবে মেধো, কড়ি দেবে সেধো।
মেধো দৈ খাইবে, আর সেধো সেই দৈয়ের দাম দিবে। একজন লাভ করিবে, আর একজন তাহার জন্য বেগার খাটিবে।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।
দেবদ্বেষী দৈত্যকুলে হরিভক্ত প্রহ্লাদ জন্মিয়াছিলেন। এজন্য নীচগৃহে অর্থাৎ যে গৃহে ধর্ম্মকর্ম্মাদির সেইরূপ আদর নাই, সেই গৃহে ভাল লোক জন্মিলে তাহাকে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলা হয়। "গোবর গাদায় পদ্ম ফুল।"

দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক,
তবে কেন মাগে ভিক্‌।
দৈবজ্ঞ যদি গণনা করিয়া অদৃষ্টের কথা বলিতে পারিত, তবে সে নিজে কেন ভিক্ষুকের মত বেড়াইত? সে নিজের অদৃষ্ট নিজে গণিয়া ভবিষ্যতের উপায় করিতে পারিত।

দোদেল বান্দা কলমা চোর,
না পায় ভেস্তেহ্‌, না পায় গোর।
দ্বিমনা ব্যক্তি অর্থাৎ সংশয়ী এবং মন্ত্রচোর স্বর্গও পায় না এবং গোরও পায় না; অর্থাৎ ইহাদের দুই দিক্ নষ্ট হইয়া অধোগতি হয়।

দোয়া গাইয়ের চাঁট সই।
যে গাভী দুগ্ধদান করে, দোহন করিবার সময় তাহার চাঁট অর্থাৎ পদাঘাত সহ্য করি। যেমন, "গরজে গোয়ালা ঢেলা বয়।"

দ্বিজ বলে দেওয়ান ও বাত কহ কাকে।"
ব্রাহ্মণ বলিল, ফকির! ও কথা কাহাকে বল; তোমার অপেক্ষা আমার অবস্থা আরও মন্দ; এবং তোমার অপেক্ষা আমি আরও বেশী ভুগিয়াছি।

ধ

ধন জন পরিবার,
কেহ নহে আপনার।
ধনই বল, লোকবলই বল, আর স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনবর্গ বল, উহারা কেহই আপনার নয়; মৃত্যুর পর কেহই সঙ্গে যাইবে না, একাই যাইতে হইবে।

ধন জন যৌবন জোয়ারের জল।
ধন, পরিজন এবং যৌবন, এ সকলই জোয়ারের জলের ন্যায় অস্থায়ী।

ধন থাক্‌লেই সিঁধের ভয়।
যাহার ধন আছে, তাহারই চোর ডাকাতের ভয় হয়; ধন না থাকিলে সে ভয় নাই। "নেংটাকে নেই বাটপাড়ের ভয়।"

ধন দিয়ে মন বুঝে,
যৌবন দিয়ে আক্কেল বুঝে।
টাকাকড়ি দিয়া মন বুঝিয়া লয়, এবং যৌবন দান করিয়া বিবেচনা জানিয়া লয়।

ধন নাই কড়ি নাই
নিধিরাম পোদ্দার।
পোদ্দারেরা প্রায় পরের ধন লইয়া নাড়া চাড়া করে। ধন কড়ি না থাকিলেও সেই জন্য নিধিরামের পোদ্দারী করিতে আটকায় না।

ধন পরিবাদও ভাল।
ধন না থাকিলেও যদি ধন আছে বলিয়া অপবাদ ঘোষিত হয়, তাহা মন্দ নহে। কেন না, ধনী বলিয়া লোকে সমাদর করে।

ধন বড় না ধর্ম্ম বড় ?

ধনের মাহাত্ম্য অধিক, না ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অধিক ? ধন অপেক্ষা ধর্ম্মের মাহাত্ম্যই অধিক।

ধনসোহাগী মরেন কুঁড়োর যাউ খেয়ে।

ধনের প্রতি অত্যন্ত মমতাপরায়ণ ব্যক্তি কুঁড়োর যাউ খাইয়া দিন কাটায়; পয়সা খরচের ভয়ে ভাল খায় দায় না।

ধনীর চিন্তা ধন ধন নিরেনব্বুইএর ধাক্কা।

যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা। ধনী ব্যক্তি নিরেনব্বুইএর ধাক্কায় পড়িয়া ["নিরেনব্বুইএর ধাক্কা" দেখ] কেবল ধনের চিন্তা করেন; যোগী কেবল ঈশ্বরচিন্তা করেন, এবং ফকির কবে মক্কা যাইবেন এই চিন্তায় নিরত থাকেন। যাহার যাহাতে অনুরাগ, সে তাহারই চিন্তা করে। "Every one to his taste."

ধনীর মাথায় ধর ছাতি,
নির্ধনের (কুলের) মাথায় মার লাথি।

ধনবানের মাথায় ছাতি ধর, এবং দরিদ্রের মাথায় লাথি মার, অর্থাৎ ধনীকে সমাদর কর, এবং যাহার ধন নাই, তাহাকে অনাদর কর। অথবা বংশের মাথায় লাথি মারিয়া অর্থাৎ বংশমর্য্যাদা বিবেচনা না করিয়া ধন থাকিলেই তাহাকে সম্মান কর।

ধনুক ভাঙ্গা পণ।

রাজর্ষি জনক পণ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি হরধনুতে গুণ যোজনা করিতে পারিবে, তাহারই হস্তে তিনি কন্যা সীতাকে সমর্পণ করিবেন। অনেক রাজা মহারাজ, অনেক বড় বড় বীর ধনুক ভাঙ্গিতে আসিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শেষে রামচন্দ্র ধনু ভাঙ্গিয়া সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ দৃঢ় ও ভীষণ প্রতিজ্ঞাকে 'ধনুক ভাঙ্গা পণ' কহে।

ধনে অহঙ্কার নহে, অহঙ্কার মনে।

ধনের মধ্যে যে অহঙ্কার আছে তাহা নহে, মনেই অহঙ্কার জন্মে।

ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে।

যাহার ধন আছে তাহারই আরও ধনাগম হয়, এবং যাহার পুত্র আছে তাহারই আবার পুত্র জন্মে। "জলেই জল বাঁধে।" "It never rains but pours."

ধনে সুখ নয়, মনে সুখ।

ধন থাকিলেই যে সুখী হওয়া যায় তাহা নহে; যদি মনে সুখ থাকে, তবেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়।

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।

যদি মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হয়, তবে সে দেশের রাজা পুণ্যাত্মা, এবং দেশও পুণ্যময়। মাঘের শেষে বৃষ্টি হইলে যদি সেই সময়ে জমিতে চাষ দেওয়া যায়, তবে তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মে; লোকে বলে— "মাঘের মাটি, সারের পাটি।" এই জন্যই মাঘের শেষের বৃষ্টির এত প্রশংসা।

ধর্ কাছি ত ধরেই আছি।

কাছি ধরিতে বলিয়াছে, সুতরাং তাহা ধরিয়াই আছি, টানিতেছি না, ছাড়িয়াও দিতেছি না। কাহারও আদেশানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মন না দিয়া কেবল দায়ে পড়ার গোছে কাজে হাত দিয়া থাকিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ধর মাছ ভাগ আছে।

তুমি জলে নামিয়া কষ্ট করিয়া মাছ ধর, আমি তাহার ভাগ লইব। তুমি প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম কর, আমি সেই পরিশ্রমলব্ধ ফলের অংশ গ্রহণ করিব।

ধরলে চিঁ চিঁ, ছেড়ে দিলে সিংহী।

এমন অনেক লোক আছে, যাহাদিগকে চাপিয়া ধরিলেই কাকুতি মিনতি করে, আবার ছাড়িয়া দিলেই বাহিরে গিয়া সিংহের ন্যায় আস্ফালন করে এবং বিয়াল্লিশ লাফ ছাড়িতে থাকে।

ধরাকে সরা জ্ঞান।

অহঙ্কারে পৃথিবীকে একটী ছোট সরার মত দেখা; অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য না করা।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

মাছ ধরি, কিন্তু জল ছুঁই না। যাহাতে কিছুমাত্র বেগ না পাইতে হয়, এমন কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ করা।

ধ'রে আনতে বল্লে বেঁধে আনে।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা একটু আদেশ পাইলে আদেশের অতিরিক্ত কাজও করিয়া থাকে। প্রভু আদেশ করিলেন, রামা গোয়ালাকে ধরিয়া আন। ভৃত্য তাহাকে বাঁধিয়া আনিয়া হাজির করিল।

ধরেছ ত ছেড় না।

যে কাজে হাত দিবে, তাহা সিদ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না।

ধরেছে তরকারি আপনার গুণ।

এক ব্যক্তি ওলের গুণের খ্যাতি শুনিয়া ওলের তরকারি খাইতেছিল। প্রথমে বেশ খাইতে লাগিল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মুখ কুট্ কুট্ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সে নীরবে বসিয়া মনে মনে ওলের গুণকীর্ত্তনকারীর মস্তক ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল, খাইতেছ না যে? সে ব্যক্তি তখন গম্ভীরস্বরে বলিল, ধরেছে তরকারি আপনার গুণ।—মন্দপ্রকৃতির লোক সংসর্গ বা উপদেশের গুণে ভাল কাজ করিতে করিতে হঠাৎ স্বীয় নীচ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ধ'রে বেঁধে পিরীত, মেজে ঘসে রূপ।

জোর জবরদস্তি করিয়া প্রণয় সংস্থাপন এবং মাজা ঘসা করিয়া রূপ বাড়ান, দুইই সমান; ইহার কোনটাই সফল হয় না।

ধরে ভগ্ন ঘটান।

জোর জবরদস্তি করিয়া কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাল কাজ করান। ইহা নিষ্ফল। "You cannot make a man honest by an Act of Parliament."

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি মিথ্যা, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছিলেন। এইজন্য ধার্ম্মিকের উদাহরণস্থলে তাঁহার নাম উল্লিখিত হয়। আবার কোন কোন স্থলে অতিশয় অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেও এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে (চলে)।

ধর্ম্মের এমনই কৌশল যে, পাপ কর্ম্ম যতই গোপনে কর না কেন, তাহা কিছুতেই অপ্রকাশিত থাকে না। এই জন্যই লোকে বলে,—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

ধর্ম্মের ঘরে কুটের (কুড়ের) অভাব নাই।

ধার্ম্মিকসমাজেও কপটীর অসদ্ভাব নাই। "Every fold has its black sheep."

ধর্ম্মের ঘরে পাপ সয় না।

যে বংশে চিরকাল ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সে বংশে কেহ পাপ কার্য্য করিলে তাহা সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গেই পাপের ফল ফলিয়া যায়।

ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

ধর্ম্ম কার্য্য করিলে তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী, এবং পাপানুষ্ঠান করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মের ঢাক (ভেরী) আপনি বাজে।

ধর্ম্মের ঢাক বা ভেরী কাহাকেও বাজাইতে হয় না, তাহা আপনা হইতেই বাজিয়া উঠে। এই জন্য পাপ কার্য্য গোপনে অনুষ্ঠিত হইলে অথবা অনুষ্ঠাতার ইচ্ছাক্রমে পুণ্যকর্ম্ম কিছুকাল অপ্রকাশিত থাকিলেও একদিন তাহা আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। "Murder will out."

ধর্ম্মের ভরা ভেসে উঠে, পাপের ভরা তল যায়।

যাহার সহিত ধর্ম্মের সংস্রব আছে, তাহা মাঝ নদীতে ডুবিয়া গেলেও ভাসিয়া উঠে, আর পাপের সংস্রব থাকিলে তাহা তলাইয়া যায়। ধার্ম্মিক বিপদে পড়ে বটে, কিন্তু

উদ্ধার পায়, পরন্তু পাপী বিপদে পড়িলে তাহার ধ্বংস নিশ্চয়।

ধর্ম্মের ষাঁড়।
ধর্ম্মার্থ শ্রাদ্ধাদিতে উৎসৃষ্ট ষাঁড় সকলের অনিষ্ট করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, অথচ কেহ তাহাকে বাধা দেয় না। এইরূপ ভাবাপন্ন পরের অনিষ্টকারী স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল লোককে ধর্ম্মের ষাঁড় কহে।

ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি।
ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, তাহা যে কিরূপভাবে চালিত হইয়া কোথা হইতে সুফল প্রদান করে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না [সংস্কৃত প্রবাদ—'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ' দেখ]।

ধাইয়ের কাছে কোঁক ছাপা।
ধাই প্রসব করায় বলিয়া রমণীর গুহ্যস্থান সকলই জানে; সুতরাং তাহার কাছে কুক্ষি গোপন করা বৃথা। এইরূপ যে ভিতরের সকল রহস্যই জানে, তাহার নিকট কোন কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ধান একগুণ, তৃণ শতগুণ।
ধানগাছ দুই চারিটী, কিন্তু ঘাস তাহার শতগুণ বেশী। গুণ ও গুণী অল্প, দোষ ও দোষী বিস্তর।

ধান গাছের কড়ি।
একজন সহরে লোক কখনও ধান গাছ দেখে নাই। একজন পল্লীবাসী তাহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য বলিল,—ধান গাছ, ওঃ, সে মস্ত বড় গাছ। তা থেকে কড়িকাঠ হয়। নির্ব্বোধ সহরে লোক তাহাই বিশ্বাস করিল। সেই হইতে এই প্রবাদ উৎপন্ন হইল।

ধান নাই চাল নাই, আন্দিরাম মহাজন।
বাঁকুড়া জেলায় আন্দিরাম (আনন্দরাম) নামে এক সামান্য অবস্থাপন্ন লোক ছিল। সে দেখিল, ধানচালের মহাজনীতে যথেষ্ট সমাদর আছে। তখন তাহার খেয়াল হইল, আমিও মহাজনী করিব। কিন্তু মহাজনীর মূলধন কোথায় পাইবে? তখন সে অপর এক মহাজনের নিকট গিয়া আপনার সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। উক্ত মহাজন রঙ্গ করিবার উদ্দেশে তাহাকে আশ্বাস দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, "তোমার নিকট যত খাতক আসিবে, তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও, আমি তাহাদের প্রয়োজনমত ধান চাল সরবরাহ করিব।" আন্দিরাম মহাহ্লাদে ঘরে ফিরিল, এবং আপনাকে একজন মহাজন বলিয়া প্রকাশ করিল। তখন দলে দলে খাতক আসিতে লাগিল; আন্দিরাম তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত মহাজনের নিকট পাঠাইয়া দিতে থাকিল। উক্ত মহাজন খাতকদিগকে ধান চাল দিলেন, তিনি অবশ্য নিজের নামেই দিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। আন্দিরামের আর আনন্দের সীমা নাই, সে একজন মহাজন হইয়াছে ভাবিয়া বুক ফুলাইয়া চলিত, খাতকের নিকট তাগাদা ও তম্বী করিত। এই ঘটনা হইতে উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি।

ধান নাই তার মান ত বড়।
পল্লীগ্রামে যাহার ঘরে ধান বাঁধা থাকে, সে সকলের নিকটেই সঙ্গতিপন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যাহার ঘরে ধান থাকে না, তাহাকে কেহই মানে না, কেন না, সে বড় হতভাগ্য, ঘরে লক্ষ্মী নাই।

ধান ভানতে শিবের (মহীপালের) গীত।
কোন বিশেষ কথাবার্ত্তার মধ্যে অন্য অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থিত করিলে তাহাকে ধান ভানতে শিবের গীত, বা ধান ভানতে মহীপালের গীত বলে। [মহীপাল বাঙ্গালার রাজা ও একজন পুণ্যকর্ম্মা লোক ছিলেন। বিক্রমপুরের নিকট তাঁহার রাজধানী ছিল; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহীপাল দীঘী এখনও বর্ত্তমান]।

ধানের আগে উড়ি ফুলে।
উড়ি একপ্রকার ধান, ইহা জমিতে আপনা হইতে জন্মে, এবং ফলিয়া আপনিই ঝরিয়া যায়। ধান ফুলিবার আগেই এই উড়ি ধানের গাছ ফুলিয়া থাকে। ভিতরে সার নাই, তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিতে চায়, এমন মানুষের সম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধান্য বৃক্ষ চেনেন না।
ধান্য বঙ্গদেশের প্রধান শস্য, সুতরাং ধানের গাছ চেনে না এরূপ বাঙ্গালী অতি বিরল। যদি কোন বাঙ্গালী বলে ধানগাছ আমি চিনি না, তবে লোকে বুঝে যে, সে জানিয়া শুনিয়া ন্যাকা সাজিতেছে। এইরূপ কোন বিষয় জানিয়া শুনিয়া তাহাতে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ধামাধরা মানুষ।
অত্যন্ত খোসামুদে। বক্তা যাহা বলিবে, তাহা ন্যায়ই হউক বা অন্যায়ই হউক, যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাতে সায় দেয়, তাহাকে ধামাধরা মানুষ কহে।

ধার করব তার বেলা কেন?
যখন ধার করিয়াই খাইতে হইবে, তখন বেলা করিয়া ফল কি। সকাল সকাল ধার করিয়া সকাল সকাল খাওয়াই ভাল। যে ধার করিতে এবং ধার করিয়া শোধ দিতে ভয় পায় না, পরন্তু নিশ্চিন্ত মনে ধার করিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ধার ক'রে কাণে সোণা।
যাহারা কর্জ্জ করিয়া বাবুগিরি করে তাহাদের প্রতি এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। ঋণ করিয়া সোণার গহনা কিনিয়া কাণে দুলাইলে শেষে দেনার দায়ে তাহা বিকাইয়া যায়। এইরূপ ঋণ করিয়া বাবুগিরি করিলে শেষে দেনার দায়ে যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে হয়।

ধার ক'রে হাতী কেনা।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা ধারে পাইলে দামী বড় বড় জিনিষ স্বচ্ছন্দে কিনিয়া ফেলে, কিন্তু কিরূপে যে ধার শোধ করিবে, তাহা ভাবে না। শেষে ধার শোধের সময় তাহাদিগকে বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

ধারে কাটে আর ভারে কাটে।
অস্ত্রে খুব ধার থাকিলে সহজে কাটিয়া যায়, অথবা বেশী ধার না থাকিলেও যদি তাহা ভারী হয়, তাহা হইলেও কাটিয়া যায়। এইরূপ যদি অর্থবল থাকে, তাহা হইলে কথা চলে বা সম্মান পাওয়া যায়, অথবা অর্থ না থাকিলেও যদি ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলেও কথা চলে বা সম্মান পাওয়া যায়।

ধীর পানি পাথর কাটে।
উপর হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকিলে তাহাতে অতি কঠিন পাথরও কাটিয়া যায়। এইরূপ ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে থাকিলে অতি দুষ্কর কার্য্যও সিদ্ধ হয়। "Much rain wears the marble."

ধীরে জ্বাল ঘন কাটি,
তারে বলি দুধ আওটি।
ভাল রকমে দুধ আওটাইতে হইলে মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে হয়, এবং কাটি দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে হয়।

ধীরে ধীরে বোনে, তাঁতী সকল জিনে।
তাঁতী ধীরে ধীরে কাপড় বুনিয়া বৃহৎ কাপড় প্রস্তুত করে, এবং প্রচুর লাভ পায়।

ধুপড়ির ভিতর খাসা চাল।
চট প্রভৃতি অতি বিশ্রী আবরণের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট চাউল থাকে। অনেক জিনিষ বাহিরে দেখিতে বিশ্রী হইলেও তাহার ভিতরে সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য থাকে। কোন কোন লোক বাহিরে দেখিতে অতি কুৎসিত, কিন্তু তাহার ভিতরে উৎকৃষ্ট গুণ বিদ্যমান।

ধুলো মুঠা ধর্‌তে কড়ি (সোণা) মুঠা হয়।
অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে এক মুঠা ধূলা হাতে করিলেও তাহা এক মুঠা কড়ি বা এক মুঠা সোণা হইয়া যায়। যাহার কপালের জোর

থাকে, সে যে কাজে হাত দেয়, তাহাতেই প্রচুর লাভবান্ হয়।

ধেয়ে ধেপে বার, বসে খায়ে তের।

যে দৌড়ধাপ করিয়া, কার্য্যসিদ্ধি করিল, সে বার পাইল, কিন্তু যে বসিয়াছিল, সে তের পাইল। একজন পরিশ্রম করিয়া যদি কম পায়, এবং অন্যে পরিশ্রম না করিয়াও যদি বেশী পায়, তবে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে, আগুনে পুড়ে মলুম।

ধোঁয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য এমন স্থানে পলাইয়া গেলাম যে, সেখানে আগুনে পুড়িয়া মরিলাম। সামান্য বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়া যদি কেহ বেশী বিপদে পড়ে, তবে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "From the frying pan to the fire."

ধোপা-ভাঁড়ারী।

ধোপার ভাণ্ডার পরের কাপড়েই পূর্ণ; তাহার নিজের কিছুই নাই। যেমন, "চিনির বলদ।"

ধোপার গাধা ভাতের কাটি বয় না।

ধোপার গাধা খুব ভারী ভারী বোঝা বহিয়া থাকে, কিন্তু প্রবাদ এইরূপ যে, সে ভাতের কাটি কিছুতেই বহিবে না। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা অনেক বড় বড় দুষ্কর্ম অম্লানবদনে সমাধা করিবে, কিন্তু একটী ছোট দুষ্কর্মে কিছুতেই অগ্রসর হইবে না। "Straining at a gnat and swallowing a camel."

ন

নখদর্পণে আছে।

সকল কথাই উত্তমরূপে জানা আছে। নখ-রূপ দর্পণের ভিতর সকল বিষয়ই রহিয়াছে. তাহার দিকে একবার চাহিলেই সকল বিষয় যেন স্পষ্ট দেখা যায়, এবং সকল কথা বলা যায়। "At one's fingers' ends."

নখের ছিদ্রে কুড়াল লাগান।

নখের ছিদ্রে কিছু ফুটিলে তাহা নরুণ দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত, কুড়াল দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। এইরূপ একটা সামান্য কার্য্যসিদ্ধির জন্য একটা বৃহৎ ব্যাপার আনিয়া উপস্থাপিত করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "মশা মারতে কামান পাতা।" "To break a butter-fly on the wheel."

ন গাঁ মাগিলে যা, সাত গাঁ মাগিলেও তা।

৯টা গ্রামে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিলে যাহা পাওয়া যায়, ৭টা গ্রামে ভিক্ষা করিলেও তাহা পাওয়া যায়। অধিক পরিশ্রম এবং অল্প পরিশ্রমের ফল একরূপ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নটে খেটে আড়ায়ে, সজনে বারমেসে।

নটে, খেটে প্রভৃতি শাক অল্পদিনের জন্য হয়, অল্পদিন পরেই তাহা ফুরাইয়া যায়। কিন্তু সজিনা শাক বারমাসই থাকে। সংসারে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা সুখদ বটে, কিন্তু দুই চারি দিনের জন্য আমাদের উপভোগে আইসে; আবার কোন কোন জিনিষ তত সুখদ না হইলেও তাহা আমাদের চিরসহচর।

নড়তে পারে না, কামান ঘাড়ে।

এত দুর্ব্বল যে নড়িতে পারে না, সে আবার কামান ঘাড়ে লইয়া যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত। ক্ষমতার অতীত কাজ করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নড়া দাঁত পড়া ভাল।

দাঁত নড়িলে তাহা থাকা অপেক্ষা পড়িয়া যাওয়া ভাল; কেননা তাহা থাকিলে বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হয় মাত্র। আত্মীয়ের সহিত মনোমালিন্য হইলে তাহার সহিত সংশ্রব ত্যাগই মঙ্গল, নতুবা কাছে থাকিলে তাহার দ্বারা অনেক অনিষ্ট ঘটিবে।

নড়ির হাতে শালগ্রামের বিনাশ।

লাঠির কাছে শালগ্রামও ধ্বংস হইয়া যান। নীচ লোকের দ্বারা মহতের অপমান সঙ্ঘটিত হইলে লোকে এই প্রবাদের ব্যবহার করিয়া থাকে।

নদী এক কূল ভাঙ্গে আর এক কূল গড়ে।

নদীর স্বভাব এই যে, তাহা এক এক সময় এক এক দিকের তটভূমি ভাঙ্গিতে থাকে; একদিকের তীর ভাঙ্গিয়া যেমন নদী গত হয়, তেমনই অন্য দিকের তীরে চড়া পড়িয়া ভরাট হইতে থাকে। সংসারের গতিও এইরূপ। একদিকে একজন উন্নতিলাভ করিতেছে, অপরদিকে একজন অবনত হইতেছে।

নদীকূলে বাস, ভাবনা বারমাস।

নদীর তীরে বাস করিলে, নদীর জল বাড়িয়া কখন্ যে ঘর ভাসাইয়া দিবে, তাহার স্থিরতা নাই। এজন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতে হয়।

নদী নারী শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি।

নদী, স্ত্রীলোক এবং শিংবিশিষ্ট জন্তু, এই তিনকে বিশ্বাস নাই। নদীতে কখন্ জল বাড়ে কমে, এবং তাহার কোথায় কিরূপ জলজন্তু আছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি লঘু, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলিলে সে তাহা গোপনে রাখিতে পারে না। যাহার শিঙ্ আছে, সে জন্তু ইচ্ছা করিলেই গুঁতাইয়া দিতে পারে, সুতরাং তাহাকে বিশ্বাস করা ভাল নয়।

"নদীনাং চ নখীনাং চ শৃঙ্গীণাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥"

নদীর মুখে বালির বাঁধ।

নদীর স্রোতঃ যখন বেগে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার সম্মুখে বালির বাঁধ দিলে তাহা টিকে না, তৎক্ষণাৎ স্রোতের মুখে ভাসিয়া যায়। এইরূপ কোন ঘটনা ঘটনাস্রোতের সম্মুখে সামান্য বাধা দিতে যাইয়া নিষ্ফল হইলে এই প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

নদী শুকুলেও রেখা থাকে।

ধনী লোকের অবস্থা খারাপ হইলেও তাহার বংশগত চালচলন, আচার অনুষ্ঠান একেবারে নষ্ট হয় না।

নদের গোরাচাঁদ।

নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ। সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

ননদেরও ননদ আছে।

ননদ ভ্রাতৃজায়াকে অনেক যন্ত্রণা দেয় ইহা প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই ননদ যখন নিজের শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন তাহাকেও আবার ননদের নিকট নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। যে শাসন করে তাহারও শাসক আছে, এই অর্থে উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "বাবারও বাবা আছে।"

ননীর পুতুল নয় যে, রোদে গ'লে যাবে।

ননী (নবনীত) দ্বারা পুতুল প্রস্তুত করিয়া তাহাকে রৌদ্রে রাখিলেই গলিয়া যায়। অনেকে সন্তানসন্ততিকে এত আদর দেয় যে, লোকে তাহাদিগকে "ননীর পুতুল" আখ্যা দেয়। এই অত্যধিক আদরের বিরুদ্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ছেলেটী ননী দিয়া গড়া পুতুল নয় যে, একটু তাপ পাইলেই গলিয়া যাইবে।

নব কার্ত্তিক।

কার্ত্তিক সাতিশয় বিলাসী বাবু বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতিরিক্ত বিলাসী লোককে লোকে নব কার্ত্তিক অর্থাৎ কার্ত্তিকের এক নূতন সংস্করণ বলিয়া থাকে।

নবাব আর কি?

মুসলমান রাজত্বকালে নবাবেরা প্রায়ই অত্যন্ত বিলাসী, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইতেন, এবং যখন যাহা আদেশ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালিত হইত। যে ব্যক্তি উক্ত-রূপ আচরণ করিতে যায়, তাহার প্রতিই লোকে এই প্রবাদ প্রয়োগ করিয়া থাকে।

নবাবপুত্র।

অত্যন্ত বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারপরায়ণ

ব্যক্তিকে লোকে "নবাবপুত্র" বলিয়া থাকে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা আর কি ?

এইরূপ জনশ্রুতি যে, বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌলা অত্যন্ত বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত অত্যাচারে বাধা দিবার কেহ ছিল না, যখন যাহা মনে করিতেন তাহাই করিয়া ফেলিতেন। এক্ষণে কেহ উক্তরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইলে তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নবাবি চাল।

মুসলমান রাজত্বকালে নবাবেরা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। শুনা যায়, তাঁহারা বহুমূল্য অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন, মুক্তাভস্মের চূণ দিয়া পাণ খাইতেন, প্রতিবারে গোলাপজলে ফরসী ফিরাইয়া তাহাতে আশি টাকা সেরের তামাকু সেবন করিতেন, ইত্যাদি। এক্ষণে কেহ অত্যন্ত বিলাসিতা দেখাইলে তাহাকে 'নবাবি চাল' বলা হয়। "সিমুরের নবাব বাবু।"

নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

কোন সহরে রাধানাম্নী এক সুন্দরী নর্তকী ছিল। ঐ সহরে এক বাবু বাস করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিতেছিল। তথাপি তিনি বাবু। তাঁহার অনেকগুলি পারিষদ ছিল। পারিষদবর্গের উত্তেজনায় বাবুকে নিত্য নূতন আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিতে হইত। ইহাতে তাঁহার অবস্থা ক্রমেই হীনতর হইয়া পড়িল। এই সময়ে জনৈক পারিষদ একদা প্রস্তাব করিল, রাধার নৃত্য দেখিতে হইবে। বাবুও তাহাতে সম্মতি দিলেন। রাধার নিকট লোক গেল। রাধা বাবুকে চিনিত। সে বলিল, "নৃত্যের রাত্রিতে বাবু যদি নয় মণ তেল পোড়াইতে পারেন, অর্থাৎ নয় মণ তৈল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইতে পারেন তবেই আমি নাচিব।" লোক আসিয়া সংবাদ দিল। শুনিয়া বাবু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, তাহাই হইবে; সুবিধামত একদিন ইহার আয়োজন করা হইবে। পারিষদবর্গ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন জনৈক স্পষ্টভাষী পারিষদ বলিয়া উঠিল, "বৃথা আনন্দ; নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।" বাস্তবিকই তাহাই ঘটিয়াছিল। যাহা ঘটা সম্ভব নয়, এরূপ কার্য্যের উদাহরণস্বরূপে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নরক গুলজার।

জনৈক ব্রাহ্মণ এক মদ্যপায়ীকে বলিলেন, বাবু মদ ছাড়িয়া দাও; শাস্ত্রে আছে মদ খাইলে নরকে যাইতে হয়। মদ্যপায়ী উত্তর করিল, "রাম বাবু যে মদ খায়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে নরকে যাইবে।" প্রঃ—শ্যাম বাবু যে মদ খায়। উঃ—সেও নরকে যাইবে। প্রঃ।—যদু বাবু ত মদ খায়। উঃ।—যাহারা মদ খায়, তাহারা সকলেই নরকে যাইবে। প্রঃ।—আর কি করিলে নরকে যায়? উঃ।—মিথ্যা বলিলে, চুরি করিলে, প্রবঞ্চনা করিলে, পরস্ত্রীতে গমন করিলে। প্রঃ।—বেশ্যা সৌদামিনীর কি গতি হইবে। উঃ।—সেও নরকে যাইবে। প্রঃ।—সকল বেশ্যাই কি নরকে যাইবে? উঃ।—হাঁ। প্রঃ।—যাহারা বেশ্যালয়ে যায়? উঃ।—তাহারাও নরকে যাইবে। মদ্যপায়ী সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "তবে ত 'নরক গুলজার'! যাও ঠাকুর, আমি আরও মদ খাইব।"

নরম মাটী পেলে বিড়ালে আঁচড়ায়।

যে জায়গায় মাটী আল্‌গা, বিড়াল বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার জন্য সেই জায়গার মাটীই আঁচড়াইয়া থাকে, শক্ত মাটীর কাছে যায় না। লোকে কোমলচিত্ত দেখিলে তাহাকে পাইয়া বসে, শক্ত লোকের কাছে ঘেঁসে না।

নরমের যম, গরমের শিয়াল।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা দুর্ব্বল লোক দেখিলে তাহার নিকট মহা বিক্রম প্রকাশ করে, আর বলবান্ লোক দেখিলে একেবারে নত হইয়া যায়।

নরমের যম।

দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারকারী, কিন্তু প্রবলের নিকট শান্ত।

নরুণে তাল গাছ কাটা।

নরুণ দিয়া তাল গাছ কাটা যায় না। ক্ষুদ্র উপায়ে বৃহৎ কার্য্যসাধনে উদ্যত হওয়া।

নরের মন নারায়ণ জানেন।

মানুষের মনের ভিতর যে কি আছে, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই বলিতে পারেন, আর কেহ পারে না।

না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

যেরূপ লোক যদি খাইবার নিমন্ত্রণ করে, তবে খাইয়া না আঁচাইলে তাহার নিমন্ত্রণে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। সন্দিগ্ধ কার্য্যের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নাই এর ঘরে খাই খাই।

যাহার ঘরে খাদ্যদ্রব্যের অভাব, তাহারই ক্ষুধার উদ্রেক বেশী হয়, এবং সর্ব্বদা খাই-খাই রব উঠিতে থাকে।

নাই কাজ ত খৈ (ধান) ভাজ।

প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবে অপ্রয়োজনীয় সামান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সময় ও শক্তি নাশ করা।

নাই ঘরে খাই বড়।

ঘরে খাদ্যদ্রব্য না থাকিলে ক্ষুধার উপদ্রব কিছু বেশী হয়।

নাই দিলে কুকুর কাঁধে চড়ে।

কুকুরকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে সে ক্রমে কাঁধে উঠিয়া থাকে। ছোটলোক প্রশ্রয় পাইলে ক্রমে সে মাথায় উঠিতে চায়, এই ভাবকে উদ্দেশ করিয়া প্রবাদটী ব্যবহৃত হয়।

নাই ধন ত যাও বন।

ধন না থাকিলে কাহারও নিকট সম্মান পাওয়া যায় না, এমন কি স্ত্রীপুত্রাদিও তাহাকে গ্রাহ্য করে না, সুতরাং তাহার বনে যাওয়াই ভাল।

নাই বল্লে সাপের বিষও থাকে না।

সাধারণতঃ লোকের সংস্কার এইরূপ যে, কোনও জিনিষ 'নাই' বলিতে নাই, কথাটা বড় অমঙ্গলসূচক; নাই বলিলে, অন্য জিনিষের কথা দূরে থাকুক, সাপের বিষ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই গৃহিণীরা নাই কথার স্থলে 'বাড়ন্ত' বলিয়া থাকেন।

নাই ভাত নুণ দিয়ে খাব।

ঘরে ভাত নাই, অথচ বলিতেছে কেবল নুণ দিয়াই ভাত খাইব, তরকারীর প্রয়োজন নাই। যাহা ঘটা অসম্ভব, অথচ তাহার প্রত্যাশা করিতেছে, এরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "চাল নাই, তাতে ভাত রাঁধ।" "এঁড়ে গরু, না টেনে দো।"

নাই বাপ নাই পুত, বেড়ায় যেন যমের দূত।

স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কেবল আপনি খাইয়া দাইয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। যাহার কেহ কোথাও নাই, যে কেবল গুণ্ডামি, মাতলামি প্রভৃতি করিয়া বেড়ায়, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।

একেবারে মামা না থাকা অপেক্ষা যদি একজন কাণা মামাও থাকে, তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল। একেবারে কিছু না পাওয়া অপেক্ষা যদি কিঞ্চিৎও পাওয়া যায়, তাহাও মন্দের ভাল। "Half a loaf is better than none."

না উঠতেই এক কাঁদি।

গাছে উঠিতে না উঠিতে এক কাঁদি ফল পাওয়া গেল। কাজে হাত দিতে না দিতে তাহার কিঞ্চিৎ ফল পাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "গাছে না উঠতেই, এক কাঁদি।"

নাও পর গাড়ী, গাড়ী পর নাও।

কখন নৌকার উপর গাড়ী যায়, কখন বা গাড়ীর উপর নৌকা যায়। আর একজন প্রবল হইয়া একজনের উপর অত্যাচার

করিতেছে, কাল আবার হয় ত ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তি প্রবল হইয়া অত্যাচারীর উপর অত্যাচার করিতে পারে। "চিরদিন কখনও সমান না যায়।"

না কথার বালাই নাই।
'না' কথাটির মধ্যে কোন বিপদ্ নাই। জানি না বলিলে আর কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ হয় না বা কোনরূপ বেগও পাইতে হয় না। "বোবার শত্রু নাই।" "Speech is silver, silence is gold."

নাক না থাকলে গু খায়।
অবোধ ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

নাকফোঁড়া বলদ।
নাকফোঁড়া বলদকে যে দিকে চালাইবে, সেই দিকেই চলিবে। যে লোক অপরের অত্যন্ত বশীভূত, হুকুমে উঠে, হুকুমে বসে, তাহাকে নাকফোঁড়া বলদ বলে।

নাকে কাজ না নিশ্বাসে কাজ?
অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য নিশ্বাসই প্রয়োজনীয়, নাক নয়। অপকৃষ্ট উপাদান দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিবার স্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমান।
নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইলে গাঢ় নিদ্রা হয়। যে ব্যক্তি উদ্বেগের কারণ সত্ত্বেও বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া কাল কাটাইতে থাকে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত।

না খেলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ।
একদিন না খাইলেও দিন কাটিয়া যায়; কিন্তু ধার করিয়া খাইলে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়।

না গজাতে ঘুণ ধরে, না উঠ্‌তে আছাড়।
বাসরেতে পতি মরে, বাসি বে'তে রাঁড়।
গাছ না গজাইতেই ঘুণ ধরিল; উঠিয়া না দাঁড়াইতেই আছাড় খাইল। বাসর ঘরেই পতির মরণ হইল, বাসি-বিবাহের দিনে বিধবা হইল। কোন কাজে হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বাধা দ্বারা কার্য্য নষ্ট হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নাচতে জানিনি আমায় ধরে এনেছে,
যদি বা নাচি, আমার ছেলে নেবে কে?
বাধার উপর বাধা, ওজরের উপর ওজর। কাজ না করিবার ফন্দী।

নাচ্‌তে জানে না, উঠানের দোষ (উঠান বাঁকা)।
কেহ নাচিতে পারিল না, কিন্তু বলিল, উঠানটা খারাপ বলিয়া বা উঠানটা বাঁকা বলিয়া নাচ ভাল হইল না। কেহ কোন কাজে প্রবৃত্ত এবং অক্ষমতার জন্য তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া যদি অকৃতকার্য্যতার জন্য একটা বাজে দোষ দেখায়, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "A bad workman quarrels with his tools."

নাচ্‌তে দাঁড়িয়ে ঘোম্‌টা টানা।
নাচিবার জন্য আসরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় মুখে ঘোমটা দেওয়া। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর লজ্জাবশতঃ ইতস্ততঃ বা সঙ্কোচ বোধ করা।

না চাইতে ছাতাটা পাই,
চাইলে বুঝি ঘোড়াটা পাব।
এক অশ্বারোহী মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিল। তাহার হাতে একটা ছাতা ছিল। ঘোড়ায় চড়িয়া ছাতা মাথায় দেওয়া কষ্টকর বোধ হওয়ায় এবং ছাতাটী বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অসুবিধা বোধ করায় অশ্বারোহী এক পথিক চাষাকে ছাতাটা দিয়া চলিয়া গেল। চাষা ভাবিল, আমি না চাহিতেই যখন ছাতাটা পাইলাম, তখন চাহিলে বোধ হয় ঘোড়াটা পাইতাম। এই ভাবিয়া চাষা ঘোড়ার পিছনে ছুটিল। কিছু দূর গিয়া অশ্বারোহী ফিরিয়া দেখিল যে, চাষা পাছু পাছু ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহী ঘোড়া থামাইল, এবং চাষা নিকটে আসিলে তাহার ছুটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন চাষা বলিল, "মহাশয়, দেখিতেছি আপনি বড়ই দয়ালু, আমাকে ঘোড়াটা দিন।" অশ্বারোহী ঘোড়ার পরিবর্তে তাহাকে এক ঘা চাবুক মারিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

নাচুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ।
যে নাচিতেছে তাহার লজ্জা হইতেছে না, কিন্তু যে নাচ দেখিতেছে সে লজ্জিত হইতেছে। যে কুৎসিত কার্য্য করিতেছে, তাহার কোন সঙ্কোচ নাই, কিন্তু যে তাহা দেখিতেছে, তাহার লজ্জাবোধ হইতেছে। "হাগুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ।"

নাচে ভাল পাক দেয় মন্দ।
সুন্দর নাচে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে যে এক একটী পাক দেয়, তাহা মন্দ। সরল ব্যবহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে কুটিল আচরণ করা অথবা মিষ্ট কথার মধ্যে এক একটী মর্ম্মভেদী কথা বলা।

নাচের পা থামে না।
নৃত্য পূর্ণবেগে চলিতে থাকিলে, পা আর থামিতে চায় না। কেহ কোন কার্য্য পূর্ণোদ্যমে করিতে করিতে সহজে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নাড়া বনে কীর্ত্তন।
অনাবশ্যক স্থানে কার্য্য।

নাড়ীনক্ষত্র টেনে বাহির করা।
জন্ম নক্ষত্র টানিয়া বাহির করা। কৌশলে ভিতরের সমস্ত গুহ্য বৃত্তান্ত জানিয়া লওয়া।

না ডুব্‌সনে; না ভাল মনে ক'রেছিস্।
নিষেধসূচক কথাতেই প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া। যেমন "পাগলা সাঁকো নাড়িস্‌নে; ভাল মনে করেছিস্।"

নাতির নাতি স্বর্গে বাতি।
দীর্ঘজীবী ভিন্ন পৌত্রের পৌত্র দেখিতে পায় না। দীর্ঘজীবীরাই পুণ্যবান্; সুতরাং এইরূপ লোকই স্বর্গভোগের অধিকারী।

নাতোয়ানের দুনা মালগুজারি।
যে প্রজা নিয়মমত খাজানা দিতে পারে না, তাহাকে নাতোয়ান প্রজা বলে। নাতোয়ান প্রজা যথাসময়ে খাজানা দিতে না পারায় তাহাকে দ্বিগুণ মালগুজারি অর্থাৎ জমিদারের খাজানা দিতে হয়। অর্থাৎ তাহাকে পরে সুদ সমেত খাজানার ডবল টাকা দিতে হয়। যাহার অর্থের অভাব, তাহাকেই দ্বিগুণ ব্যয়ভার বহন করিতে হয়।

না দেখে চলে যায়, পায় পায় হোঁচট খায়।
রাস্তার দিকে না চাহিয়া চলিলে প্রতি পদে হোঁচট খাইতে হয়। বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়।

নানা মুনির নানা মত।
শাস্ত্রকার মুনিগণের প্রায় সকল মতই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, দুইজন মুনির প্রায় এক মত দেখা যায় না। লোকসকলের পরস্পর মত ভিন্ন ভিন্ন হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।"

না পড়াবি পো; ত' সহবতে নিয়ে থো!
পুত্রকে লেখাপড়া শিখান উচিত। যদি সে সুবিধা না হয়, তাহা হইলে সভ্যতা শিখাইবার জন্য সভ্য সমাজে রাখা উচিত।

না প'ড়ে পণ্ডিত।
বিদ্যাশিক্ষা না করিয়াই পণ্ডিত। যে বিষয় জানে না, সে বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে যাওয়া।

নাপিত দেখলে নখ বাড়ে।
নাপিত দেখিলেই নখ বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ নখ কাটিয়া লইতে অগ্রসর হয়। প্রয়োজন না থাকিলেও প্রয়োজনীয় বস্তু দেখিলেই সকলের তাহাতে দরকার হয়। "ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।"

নাপিতের আসি, ধোপার বাসি।
নাপিত যদি 'এখনই আস্‌ছি' বলিয়া যায়, তবে বহুক্ষণ পরেও তাহার দেখা পাওয়া যায় না। ধোপা কাপড় বাসি করিতে লইয়া গেলে তাহা আজ কাল করিয়া বহুদিন পরে তবে দেয়।

নাপিতের বোল চুঙ্গা বুদ্ধি।
নাপিত বড় ধূর্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। "নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ।"

না বিয়ায়ে কানায়ের মা।
যশোদা কৃষ্ণকে প্রসব না করিয়াও তাহার মা হইয়াছিলেন। কোন রমণী পরের সন্তানের উপর নিজের ছেলের মত দাবী করিলে তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

না বিয়েলেক মা, বিয়েলেক ঝি ;
ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়াপড়শী।
মা প্রসব করিল না, ঝি অর্থাৎ কন্যা সন্তান প্রসব করিল, এবং তজ্জন্য প্রতিবেশীরা ঝাল খাইয়া সারা হইল। যাহার জিনিস তাহার অপেক্ষা অপরের সেই জিনিষের উপর অধিক সহানুভূতি প্রকাশ।

না বুঝে ছিলাম ভাল,
আধেক বুঝে পরাণ গেল।
কোন বিষয়ের আধাআধি জ্ঞান অপেক্ষা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকাই ভাল। Little learning is a dangerous thing.

না মরতেই ভূত।
লোকে মরিয়াই ভূত হয়, মরিবার আগে ভূত হইতে পারে না। কারণ না থাকিলেও কার্য্যের সম্ভাবনা দেখিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ।
নামে মাত্র গোয়ালা, কিন্তু দুধের সহিত সম্পর্ক নাই, আমানি খাইয়া দিন কাটায়। নামের অনুযায়ী কার্য্য না দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নামে ডাকে গগন ফাটে।
নামে ডাকে অর্থাৎ সুখ্যাতিতে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু ভিতরে অসার। নাম ডাক খুব, কিন্তু কাজে কিছুই নয়।

নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।
শুধু তালপুকুর নামই আছে, কিন্তু জল এত অল্প যে ঘটি ডোবে না। বড়লোকের বংশ বটে, কিন্তু এখন এক পয়সারও সংস্থান নাই।

নায়কের ইচ্ছা উলুবনে গোড়।
কর্ত্তার যখন ইচ্ছা, তখন উলুবনেই গোড় হউক। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম", "কর্ত্তার ইচ্ছায় উলুবনে কীর্ত্তন।" কর্ত্তার খামখেয়ালি কার্য্য সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

না'র উপর গাড়ী, গাড়ীর উপর না।
নদী পার হইবার সময় নৌকার উপর গাড়ী তুলিতে হয় ; আবার স্থলপথে নৌকা লইয়া যাইতে হইলে, গাড়ীর উপর নৌকা তুলিতে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

না রাম না গঙ্গা।
রামও বলে না, গঙ্গাও বলে না। কোন কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিলে এই প্রবাদটী প্রযুক্ত হয়।

নালা কেটে লোণা জল (কুমীর) আনা।
লোণা জল বা কুমীর আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু নিজে নালা কাটিয়া সেই লোণা জল বা কুমীর আসিবার পথ করিয়া দেওয়া হইল। বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে বিপন্ন হইতে হইল।

নাস্তিকের মুখে ধর্ম্মকথা।
যে কখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না, সেও আবার সময়ে ধর্ম্মোপদেশ দিতে যায়।

নিকামায়ে দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে।
দরজী বেকার বসিয়া থাকিলে নিজের ছেলের মুখ সেলাই করিতে থাকে। অর্থাৎ লোকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, ভাল হউক মন্দ হউক, একটা কাজ লইয়া থাকে। "নিষ্কর্ম্মা লোক খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করে।"

নিকুলে চুকুলে ঘর,
কামালে জমালে বর।
ঘর লেপা মোছা করিলে বেশ পরিষ্কার দেখায়। আর বর কামাইলে এবং সাজিলে গুজিলে বেশ সুন্দর দেখায়।

নির্গোসাইয়ের খোদাই রক্ষক।
যাহাকে দেখিবার কোন লোক নাই, ঈশ্বরই তাহাকে দেখেন। ঈশ্বরই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

নিজে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।
আপনার পাইবার সম্ভাবনা নাই, আবার সঙ্গী শঙ্করাকে পাইবার জন্য ডাকে। কোথাও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে যদি কেহ আত্মীয় দুই এক জনকেও পাওয়াইয়া দিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া যায়, এবং প্রাপ্তির আশায় সন্দেহ থাকে, তবে লোকে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে। "আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।"

নিজের কুচ্ছ নিজে গাওয়া।
আপনার কলঙ্কের কথা, বা নিজের ঘরের দোষের কথা নিজে বলিয়া বেড়ান। "Washing one's dirty linen before the public."

নিজের কোলে ঝোল টানা।
স্বার্থপর ব্যক্তি কেবল আপনার দিকেই টানে, পরের মুখের দিকে চাহে না। "Looking after number one." "Each one for himself."

নিজের খোল কেউ টক বলে না।
নিজের জিনিস মন্দ হইলেও কেহ তাহাকে মন্দ বলিতে চায় না। "His geese are swans."

নিজের চরকায় তেল দাও।
কেহ নিজের কাজ ফেলিয়া পরের কাজের দোষগুণের বিচার করিতে গেলে লোকে বলে, নিজের চরকায় তেল দাও, অর্থাৎ আপনার কাজ গুছাইয়া লও, অনধিকার চর্চ্চায় আবশ্যক কি। "Paddle your own canoe."

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।
গন্নাখাঁদা বা ছিন্ন-নাসিক ব্যক্তির দর্শন যাত্রাকালে অমঙ্গলসূচক। আপনার অনিষ্ট স্বীকার করিয়াও পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে। "সতীনের বাটীতে গু গুলে খাওয়া।" "To cut off the nose to spite the face."

নিজের পাঁটা ল্যাজে কাটি।
অর্থাৎ নিজের জিনিস, যাহা ইচ্ছা করিতে পারি।

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।
বুদ্ধিদোষে নিজের অনিষ্ট নিজে করা।

নিজের বোন ভাত পায় না,
শালীর তরে মোণ্ডা।
নিজের ভগ্নী এক মুঠা ভাতের জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু স্ত্রীর ভগ্নীর জন্য মোণ্ডার বরাদ্দ হইয়াছে। নিকটসম্পর্কীয় লোকের মুখের দিকে না চাহিয়া দূরসম্পর্কীয় লোকের সাহায্য করিতে যাওয়া।

নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি না,
বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা পরের জিনিষ পাইলে তাহা স্বচ্ছন্দে লইতে বা খাইতে পারে, কিন্তু নিজের একটু জিনিষ পরকে দিতে পারে না ; পরকে পাঁচ কথা বলিতে পারে, কিন্তু পরের একটী কথাও সহ্য করিতে পারে না।

নিত্য চাষার ঝি,
বেগুন ক্ষেত দেখে বলে এ আবার কি ?
নিত্য নামক এক চাষার কন্যার দৈবক্রমে বড়লোকের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। সেখানে থাকিবার সময় মেয়েটি আপনাকে বড়লোকের কন্যা বলিয়া জানাইতে চেষ্টা করিত। একদিন সে বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাগানে বেড়াইতেছিল। বাগানের একপার্শ্বে বেগুন ক্ষেত ছিল। মেয়েটি যেন কখন বেগুনগাছ দেখে নাই এইরূপ ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"এগুলা কি?" এক দাসীর ইহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হওয়ায় উক্ত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিল। কেহ জানিয়া শুনিয়া কেবল আপনার মান বাড়াইবার জন্য যদি অজ্ঞতার ভাণ করে, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "শাস্তিরাম সিংহের বউ ধানগাছ চেনেন না।"

নিত্য রোগীকে দেখে কে?
নিত্য নাই তার দেয় কে?
যাহার নিত্যই রোগ লাগিয়া আছে, তাহার সেবা কে করিতে পারে? আর যাহার নিত্যই অভাব, তাহাকে কে কত দিয়া সাহায্য করিবে? চিররগ্নের সেবা ও নিত্য অভাবগ্রস্তের সাহায্য করিতে সকলেই বিরক্ত হয়।

নিদানের বিধান নাই।
অর্থাৎ পরমায়ু শেষে আর কোন ব্যবস্থা নাই।

নিদেনকালে হরিনাম (রসসিন্দুর)।
সমস্ত জীবনে ঈশ্বরকে না ডাকিয়া মৃত্যুকালে ডাকিবার চেষ্টা করা বৃথা। অথবা মৃত্যুকালে রসসিন্দুর প্রয়োগে কোন ফল নাই. পূর্ব্বে তাহা প্রয়োগ করিলে ফল হইতে পারিত। সময়ে কার্য্য না করিয়া অসময়ে চেষ্টা করা।

নিদ্রা নাই নির্ধনীর, নিদ্রা নাই শোকীর।
দরিদ্রের অর্থচিন্তা হেতু নিদ্রা হয় না, এবং শোকাতুরের শোক জন্য নিদ্রা হয় না। "ঘুম নাই যোগীর, আর ঘুম নাই রোগীর।"

নিবান আগুন আর জেলো না।
যে আগুন নিবিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর প্রজ্বলিত করিও না। কাহারও কোন অতীত ভয়ানক শোকদুঃখের কথা উত্থাপন করিলে সে উহা তুলিতে নিষেধ করিবার উদ্দেশে বলে, নিবন্ত আগুন আর জেলো না।

নিমতলা দিয়া যাও নাই, নিমফল কি খাও নাই?
কোন্ কু-কার্য্যের কি রকম কু-ফল, তাহা কি জান না?

নিম তেতো নিসিন্দে তেতো,
তেতো মাকাল ফল;
তার চেয়ে অধিক তেতো,
বোন-সতীনের ঘর।
নিম, নিসিন্দা এবং মাকাল ফল ভয়ানক তেতো। কিন্তু যে ঘরে দুই ভগিনী সতীন ভাবে থাকে, সে ঘর ইহা অপেক্ষাও বেশী তেতো, অর্থাৎ দুই বোন সতীনের সর্ব্বদা কলহে সে ঘরে কেহ টিকিতে পারে না।

নিম নিসিন্দা যেথা,
মানুষ কি মরে সেথা?
নিম ও নিসিন্দা গাছের হাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং রোগনাশক। এইজন্য যেখানে এই দুই প্রকার গাছ থাকে, সেখানে রোগ খুব কম হয়, সুতরাং মানুষও সেখানে মরে না।

নিরাখালের খোদা রাখাল।
যাহার রাখাল নাই, ঈশ্বরই তাহার রাখাল, অর্থাৎ যে অসহায়, তাহার সহায় ঈশ্বর।

নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা।
এক গ্রামে এক ছুতার বাস করিত। সে প্রত্যহ কাঠের কাজ করিয়া এক টাকা দেড় টাকা উপায় করিত। কিন্তু প্রত্যহ যাহা উপায় করিত, প্রত্যহ তাহা খাইয়া ফেলিত, পরদিনের জন্য এক পয়সাও সঞ্চয় করিয়া রাখিত না। ইহাতে তাহাদের স্ত্রীপুরুষের ভোজনব্যাপারটা যে উত্তমরূপেই চলিত, তাহা বলা বাহুল্য। ছুতারের সহিত এক সুবর্ণবণিকের বন্ধুত্ব ছিল। ঐ বণিকের পুকুরে ছুতারের স্ত্রী প্রত্যহ স্নান করিতে ও জল আনিতে যাইত। ঘাটে বণিকের পত্নীর সহিত সাংসারিক গল্প চলিত। তাহাতে বণিকের পত্নী প্রত্যহ ইহাদের ভোজনের পারিপাট্যের কথা শুনিত, কিন্তু লজ্জায় আপনাদের শাকান্নের কথা ব্যক্ত করিত না। অপিচ সে প্রত্যহ বাটীতে আসিয়া বণিককে ভৎসনা করিত। ছুতার রোজ আনে রোজ খায়, তাহার এত আহারের পারিপাট্য, আর তাহাদের এত অর্থ থাকিতেও শাকান্নভোজন! স্ত্রীর তিরস্কারে জ্বালাতন হইয়া বণিক্ ভাবিল, ইহার একটা প্রতীকার করিতে হইবে, নতুবা বাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইল। এই ভাবিয়া একদিন বণিক্ সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বেড়াইতে বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইল। ছুতার মহা আনন্দিত হইয়া বন্ধুকে বসাইল এবং জলযোগাদি করাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বণিক্ চলিয়া গেলে ছুতার দেখিল, বিছানার এক পাশে একটা টাকার তোড়া পড়িয়া আছে। বন্ধুই ইহা ফেলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া ছুতার তোড়া লইয়া বণিকের বাটীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু বণিক্ উহা নিজের বলিয়া স্বীকার করিল না। তখন ছুতার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তোড়া খুলিয়া দেখিল, উহাতে ৯৯টী টাকা রহিয়াছে। ছুতার ভাবিল, আমি তো কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই, এক্ষণে ঈশ্বর আমাকে এই টাকাগুলি দিয়াছেন। কাল আর একটি টাকা দিয়া ইহাকে পুরা এক শত করিব। পর দিবস ছুতার যাহা উপার্জ্জন করিল, তাহা হইতে একটী টাকা সঞ্চয় করিয়া বাকী কয় আনার মধ্যে আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিল। তারপর সেই একশত টাকাকে দুইশতে পরিণত করিবার জন্য তাহার বাসনা হইল এবং প্রত্যহ কিছু কিছু সঞ্চয় করায় তাহা ক্রমে চারিশত হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন তাহার সে ভোজনের পারিপাট্য আর নাই। এখন বণিকের যে দশা, তাহারও সেই দশা। বণিক্ ইহা শুনিয়া একদিন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাই এবার আমাকে সেই নিরেনব্বুইটা টাকা ফিরাইয়া দাও।" ছুতার বলিল, "সে কিরূপ?" তখন বণিক্ সকল কথা খুলিয়া বলিয়া কহিল, "তোমাকে নিরেনব্বুয়ের ধাক্কায় ফেলিবার জন্যই আমি স্বেচ্ছায় তোড়াটি ফেলিয়া গিয়াছিলাম।" ছুতার বন্ধুর টাকাগুলি ফেরত দিল, কিন্তু তাহাকে এই নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা সামলাইতে আজীবন পরিশ্রম করিয়া অনেক টাকা জমাইতে হইয়াছিল।

নির্গুণ পুরুষের (আদার) তিনগুণ ঝাল।
যেমন পচা আদার ঝাল বেশী, সেইরূপ যে পুরুষের কোন গুণ নাই, তাহার ক্রোধের মাত্রা অন্যের অপেক্ষা তিনগুণ বেশী হইয়া থাকে।

নির্দ্ধনের ধন, অথর্ব্বের যৌবন।
নির্দ্ধন ব্যক্তি হঠাৎ ধনী হইলে এবং অথর্ব্ব অর্থাৎ যে দাঁড়াইতে বা চলিতে অশক্ত, তাহার যৌবন হইলে গর্ব্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

নির্দ্ধনের ধন হ'লে দিনে দেখে তারা।
নির্দ্ধন ব্যক্তি হঠাৎ ধনী হইলে সে দিনের বেলা আকাশে তারা দেখে, অর্থাৎ সে অহঙ্কারে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

নির্ব্বিষ সাপের কুলোপানা চক্র।
যে সাপের বিষ নাই, অথচ কুলোর মত তাহার বৃহৎ ফণাটী আছে। যে পুরুষের কোন গুণ নাই, অথচ যথেষ্ট ক্রোধ আছে, অথবা যাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু মুখে বড়াই আছে।

নীচ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।
নীচ লোক উঁচু কথা বলিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। ইতর লোকে কোন অপমানজনক বাক্য প্রয়োগ করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে কাণ দেন না; কারণ সেই কথা লইয়া ছোটলোকের সহিত বাদানুবাদ করিলে তাহাতে ভদ্রলোকেরই অপমান এবং ছোট লোককে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

নুণ আনতে পান্তা ফুরায়।
কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে পান্তা ভাত দিয়া

ভাতে মাখিবার জন্ত নুণ আনিতে আনিতে সে ভাতগুলি শেষ করিয়া দিল। কোন কাজের উত্তোগ করিতে করিতে কার্য্যের প্রয়োজন ফুরাইল। "সাজ করিতে দোল ফুরাইল।"

নুণ খাই যার, গুণ গাই তার।
যাহার নুণ খাই, অর্থাৎ যাহার নিকট উপকার পাই বা যদ্দারা প্রতিপালিত হই, তাহারই গুণকীর্ত্তন করি। উপকারকের পক্ষ হইয়া কথা কহিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নুণ খেয়ে নিমকহারামি।
মুসলমান ধর্ম্মে যাহার নুণ খাওয়া যায়, তাহার অনিষ্ট করিলে তাহাকে নিমকহারামি বলে ; ইহা অতিশয় পাপ।

নুণ খেলে গুণ মানে।
যাহার নুণ খাওয়া যায়, তাহার গুণ স্বীকার করিতে হয়। যাহার নিকট উপকার পাওয়া যায়, তাহার উপকারের চেষ্টা করিতে হয়।

নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি,
পুরোনো হলে আতায় বাতায় গুঁজি।
নূতন অবস্থায় আদর ; পুরাতন হইয়া গেলে অনাদর। Familiarity breeds contempt.

নূতন নূতন ন'কড়া,
পুরান হ'লে ছ'কড়া।
নূতন অবস্থায় যাহার দাম নয় কড়া, পুরাতন হইয়া গেলে তাহার দাম ছয় কড়া হয়। সকল জিনিষেরই নূতনের দাম বেশী। নূতনে যেমন আদর থাকে, পুরাতনে তেমন আদর থাকে না।

নূতন যোগীর ভিক্ষা নাই।
যে নূতন যোগী সাজিয়াছে, সে সহজে ভিক্ষা পায় না ; কারণ সে পুরাতন যোগীর স্থায় তখনও বাক্‌চাতুরীতে অভ্যস্ত হয় নাই। কোন কার্য্য নূতন আরম্ভ করিলে তাহাতে প্রথম প্রথম তেমন ফল পাওয়া যায় না।

নেকড়ার আগুন।
নেকড়ার স্তূপে আগুন লাগিলে তাহা ধীরে ধীরে বহু সময় ব্যাপিয়া পুড়িতে থাকে। তাহার ভিতর আগুন থাকে, সহজে নিবে না। কোন কার্য্য ধীরে ধীরে বহুদিন ধরিয়া হইতে থাকিলে এবং কোন রাগ যে সময়ের মধ্যে থামিয়া যাওয়া উচিত সে সময়ের মধ্যে না থামিয়া মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিলে তাহাকে নেকড়ার আগুন বলা হয়।

নেকা আদুরে চাল্‌যে কানা,
জল বলে খায় চিনির পানা।
ন্যাকা আবদারে চাল্‌যে ধরা লোক জল বলিয়া চিনির পানা খাইয়া ফেলে। যদি কোন লোক জানিয়া শুনিয়াও প্রয়োজনীয় জিনিষের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিষ লয় এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে ভুলিয়া লইয়াছি, তবে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নেংটার গলায় মতির মালা।
যাহার পরণে বস্ত্র নাই—উলঙ্গ, তাহার গলায় মতির মালা দিলে কিছুমাত্র শোভা হয় না, বরং অতি বীভৎস দেখায়। যাহার যাহা সাজে না তাহাকে সেই বস্তু দিয়া সাজান।

নেংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।
যে উলঙ্গ, তাহার বাটপাড়ের ভয় নাই। কারণ বাটপাড়ে তাহার কি লইবে? যে নির্লজ্জ, তাহার লোকনিন্দার ভয় নাই। সাধারণতঃ নির্লজ্জ লোককে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নেংটে ইঁদুর পাহাড় কাটে।
নেংটে ইঁদুর অতি ক্ষুদ্র জীব হইলেও সে পাহাড় কাটিয়া ফেলে ; অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারাও অতি বৃহৎ কার্য্য বা ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে।

নেটী পেটী সো, অভিমানে দো।
যে নেটীপেটী অর্থাৎ সর্ব্বদা কাছে কাছে ঘুরে, সেই সুয়োরাণী হইয়া আদর পায়, আর যে অভিমান করিয়া থাকে, সে দুয়োরাণী হইয়া অনাদৃত হয়। যে সর্ব্বদা কাছে থাকে, সেই বেশী আদর পায়, যে দূরে থাকে, সে আদর পায় না।

নেড়া আর কবার (কি) বেলতলায় যায়?
এক মুণ্ডিত-মস্তক ব্যক্তি বেলগাছের নীচে দিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে একটা পাকা বেল খসিয়া তাহার মাথায় পড়িল। নেড়া মাথা বলিয়া আঘাতটা বড়ই বেশী লাগিল। তদবধি সে আর বেল তলা দিয়া যাইত না। যে একবার যে কাজে ঠকিয়াছে, সে আর সেই কাজে হাত দেয় না।

নেড়া খুঁজে ইদ পরব।
নীচশ্রেণীর মুসলমান কেবল ইদ পরব কবে হবে তাহাই খুঁজিয়া থাকে। কেন না ঐ পরবে অনেক গরু কোর্ব্বানি করায় তাহার ভোজনের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। যাহার যাহাতে বিশেষ আমোদ আছে, সে তাহা খুঁজিয়া বেড়াইলে উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নেড়া মাথায় খোঁচার ভয়।
মাথায় চুল না থাকিলে খোঁচার আঘাত লাগিবার বেশী ভয় হইয়া থাকে। কাহারও কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকিলে সে সেই ত্রুটির জন্ত শঙ্কিত হইয়া থাকে।

নেবু কচলালে তেত হয়।
নেবু খুব ভাল ও সুস্বাদ জিনিষ বটে, কিন্তু তাহাকে চট্‌কাইলেই তাহা তেতো হইয়া যায়। ভাল কথারও বার বার আন্দোলন করিলে তাহা বিরক্তিকর হইয়া থাকে।

নেয়ের এক নৌকা,
নিনেয়ের শতেক নৌকা।
যাহার নৌকা আছে, সে তাহার সেই নৌকাখানিই ব্যবহার করিতে পায় ; কিন্তু যাহার নিজের নৌকা নাই, তাহার শত নৌকা আছে, অর্থাৎ সে ভাড়া দিয়া অথবা চাহিয়া চিন্তিয়া লইয়া অনেক নৌকা ব্যবহার করিতে পারে।

নেশাতে বুক ফাটে, কুকুরে মুখ চাটে।
নেশা না করিলে নেশার জন্ত বুক ফাটিতে থাকে, আবার নেশা করিলেও কুকুর আসিয়া মুখ চাটিতে থাকে। নেশাখোর হওয়া এমনই দোষ।

ন্যাকা, বোকা, চল্‌চলে কাছা,
তিনে প্রত্যয় ক'রো না বাছা।
ন্যাকা অর্থাৎ যে জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহাকে প্রত্যয় করিতে নাই। যে বোকা কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহাকে প্রত্যয় করিতে নাই। প্রত্যয় করিলে বুদ্ধির দোষে কখন্ কি বিপদে ফেলিবে। আর যাহার কাছা চল্‌চলে অর্থাৎ সকল বিষয়েই আলগা বা শৃঙ্খলাশূন্য তাহাকেও প্রত্যয় করিতে নাই। প্রত্যয় করিলে কখন্ যে কি বিশৃঙ্খলা আনিয়া উপস্থিত করিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

প

পক্ষীর মধ্যে ওঁচা, নাম কাদাখোঁচা।
কাদাখোঁচা নামক পক্ষী পক্ষিজাতির মধ্যে অতি নিকৃষ্ট।

পচা আদা ঝালের গাদা।
ভাল আদা অপেক্ষা পচা আদায় ঝাল বেশী। মন্দ প্রকৃতির লোক মরিতে বসিলেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, পরন্তু তাহা আরও অধিক মন্দ হইয়া থাকে।

পচা শামুকে পা কাটে।
শামুক পচিয়া গেলে তাহার খোলায় পা কাটিয়া যায়।

পটল তোলা।
সাধারণতঃ পটল তোলা বলিলে মৃত্যু বুঝায়। কারণ, গাছ হইতে পটল নিঃশেষে তুলিয়া লইলে গাছ মরিয়া যায়। সেইজন্ত পটল দুই চারিটি করিয়া তুলিতে হয়। "Kicking the bucket."

পট্টবস্ত্রে গুঞ্জফল মূল্য নাহি হয় ;
ছিন্ন বস্ত্রে মতির মূল্য নাহি হয় ক্ষয়।

গুণবান অর্থাৎ কুঁচ যদি মহামূল্য পট্টবস্ত্রের মধ্যেও থাকে, তথাপি তাহা দামী হয় না; আর মতি যদি ছেঁড়া কাপড়েও থাকে, তথাপি তাহার মূল্য কমে না। গুণহীন ব্যক্তি বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইলেও সম্মান পায় না, আর বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকিলেও লোকে তাহাকে আদর করে।

পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন পড়শী;
ছিপ ফেলে মাছ খায় না, সেই বা কেমন বঁড়শী।

কথা উপস্থিত হইলে ইঙ্গিতে যে তাহা বুঝিয়া লইতে পারে না, সে কিরূপ প্রতিবেশী? কথা পড়িলে প্রতিবেশী অর্থাৎ যে নিকটে নিকটে বাস করে তাহার সকল কথাই বুঝা উচিত। ছিপ ফেলিলেই মাছ খায়, কিন্তু যে ছিপে মাছ খায় না সে কিরূপ বঁড়শী? বঁড়শী ভাল হইলে মাছ পড়িবেই পড়িবে।

পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে;
হাল নাই কাছি নাই, সেই বা কেমন নেয়ে।

কথা পড়িলে যে তাহা বুঝিয়া লইতে পারে না, সে কিরূপ স্ত্রীলোক? স্ত্রীলোক মাত্রেই চতুরা, এবং ইঙ্গিতে কথা বুঝিয়া লইতে পারে; কিন্তু যে পারে না, সে অতি নির্বোধ স্ত্রীলোক। যে মাঝির নৌকায় হাল নাই, কাছি নাই, সে কিরূপ মাঝি? মাঝি হইলেই তাহার নৌকায় এ সকল থাকা আবশ্যক।

পড়লো কথা সভার মাঝে,
যার কথা তার গায়ে বাজে।

সভামধ্যে কোন দোষের আলোচনা উপস্থিত হইলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যে দোষী, তাহার মনেই আঘাত লাগিয়া থাকে। পাঁচজনে মিলিয়া কোন দোষের আলোচনা স্থলে যদি একজন তাড়াতাড়ি তাহার প্রতিবাদ বা তাহাতে ক্রোধ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে দোষী বলিয়া স্থির করা যায়।

পড়্‌লো ফাগুন ত উঠ্‌লো আগুন।

ফাল্গুন মাস আসিলেই গরম পড়িতে থাকে। আর বসন্তকাল বলিয়া এই সময়ে বিরহী ও বিরহিনীদের হৃদয় সন্তাপিত হয়।

পড়শী না বঁড়শী।

কুটিল বঁড়শী বিদ্ধ হইলে যেমন যন্ত্রণাদায়ক হয়, প্রতিবেশী কুটিল হইলে তেমনি যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

পড়শীর মুখ না আর্শির মুখ।

আর্শির সম্মুখে মুখের যেমন ভঙ্গী করিবে, আর্শিতেও ঠিক তেমনই দেখিতে পাইবে। প্রতিবেশীর সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, প্রতিবেশীর নিকট তেমনই ব্যবহার পাইবে।

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙ্গে হীরার ধার।

হীরা বহুমূল্য ও সকলের আদরণীয় বস্তু, কিন্তু ভেড়ার শিঙ্গের কাছে তাহার কোনই আদর নাই; ভেড়ার শৃঙ্গের আঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া যায় (ভেড়ার শিঙ ব্যতীত হীরা আর কোন জিনিসে ভাঙ্গে না)। বড়ই গুণবান্ লোক হউক, নীচের নিকট তাহার আদর নাই, অধিকন্তু সম্মান হারাইতে হয়।

পড়ুক বা না পড়ুক পো, সভায় নে গে থো।

ছেলে লেখাপড়া শিখুক বা না শিখুক, তাহাকে ভদ্রসমাজের মধ্যে রাখিয়া দিবে। কারণ লেখাপড়া না শিখিলেও কেবল ভদ্রসমাজে থাকিলেও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। "লিখতে না পারে পো, তো, সভায় নিয়ে থো" (পাঠান্তর।)

পড়েছি মোগলের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।

মোগলের হাতে পড়িয়াছি, এখন পাছে খানা খাইতে হয়; কারণ, এখন তাহারা ইচ্ছা করিলেই বলপূর্ব্বক খানা খাওয়াইতে পারে। কিন্তু মোগলের হাতে যখন পড়া গিয়াছে তখন খানা না খাইয়া নিস্তার নাই। দুষ্টলোকের চক্রে পড়িলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

পড়ে পাওয়া টাকা, চৌদ্দ আনাই লাভ।

টাকা কুড়াইয়া পাইলে তাহা হইতে যদি চৌদ্দ আনাও পাওয়া যায়, তবে তাহাকেই লাভ বিবেচনা করিতে হইবে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কিছু পাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পড়ে পাশা ত জিতে চাষা।

যদি পাশার পড়্‌তা পড়ে, তবে চাষাও খেলায় জিতিতে পারে। যদি কপাল ফেরে, তবে যাহার কোন গুণ নাই, সেও বড়লোক হইতে পারে।

পণেক খেলে ক্ষণেক গায়,
কাহনেক খেলে সারাদিন গায়।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সামান্য উপকার পাইলে তাহা দুই চারিদিন মাত্র মনে রাখে, আর কিছু বেশী উপকার পাইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পণ্ডিত শিখে দেখে, মূর্খ শিখে ঠেকে।

পণ্ডিত লোক কোন বিষয় দেখিয়াই তাহা শিক্ষা করে, কিন্তু মূর্খ যতক্ষণ না সেইরূপ দায়ে পড়ে, ততক্ষণ শিক্ষালাভ করে না।

পতি ম'লো ভাল হ'লো,
দুই সতীনে পিরীত হ'লো।

স্বামীকে লইয়াই দুই সতীনের মধ্যে বিরোধ হয়; স্বামী যদি মারা গেল, তাহা হইলে আর বিরোধের কোন কারণ না থাকায় দুই সতীনে ভাব হইয়া যায়। কোন একটা বিষয়ের জন্য দুইজনে বিরোধ উপস্থিত হইলে, এবং সেই বিষয়ের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ মিটিয়া গেলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পতির পায়ে থাকে মতি, তবে তারে বলি সতী।

যে রমণীর কেবল পতিপদে মন থাকে, অন্য পুরুষের চিন্তা করে না; তাহাকেই সতী বলা যায়।

পতির মরণে সতীর মরণ।

যে রমণী সতী হয় সে রমণী পতির মৃত্যুতে আপনাকেও মৃতার ন্যায় জ্ঞান করে।

পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গুণে।

আগে পথের বিষয় জানিয়া তবে সে পথে চলিবে। টাকা কড়ি লইবার সময় তাহা গণিয়া লইবে। "Look before you leap."

পথে পেলাম কামার, দা পড়ে দে আমার।

পথের মাঝে কামারের দেখা পাইলে লোকে তাহাকে দা পড়িয়া দিতে অনুরোধ করে। কাজের লোককে দেখিলেই লোকে তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতে চায়।

পথের গু রথে যায়।

পথের মাঝে বিষ্ঠা থাকিলে, সেখান দিয়া রথ গেলে চাকার সহিত বিষ্ঠা রথে যায়।

পথে হাগে আর চোখ রাঙ্গায়।

পথের মাঝে বিষ্ঠাত্যাগ করে, আবার বলিলে রাগ প্রকাশ করে। যে দোষ করে, অথচ তাহা বলিলে রাগ দেখায়, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পয়সা দিয়ে খাই দই,
কি করবে পয়লা সই।

পয়সা দিয়া কিনিয়া দই খাই, সুতরাং পয়লা সই আমার কি করিবে? যে ধার করিয়া খায়, তাহারই ভয়, যে নগদ পয়সা দিয়া জিনিস কেনে, সে কাহারও কথার ধার ধারে না।

পয়সায় বাঘের দুধ মিলে।

পয়সা খরচ করিলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়, অর্থাৎ পয়সা থাকিলে কোন জিনিসই অপ্রাপ্য থাকে না।

পর আর পরমেশ্বর।

যাহার আত্মীয় কেহ নাই, তাহার পর এবং পরমেশ্বর সহায়।

পর কখন আপন হয় না।

পরকে যতই যত্ন কর, সে কখন আপনার হয় না, সে পরই থাকে।

পর কি বুঝে পরের ব্যথা ?

যাহার ব্যথা সেই তাহা বুঝিতে পারে, অন্যে তাহা অনুভব করিতে পারে না।

পরনিন্দা অধোগতি।

পরের নিন্দা করা মহাপাপ ; তাহাতে অধোগতি হয়।

পরপ্রত্যাশী দুপোর উপোসী।

পরে কখন্ খাইতে দিবে এই প্রত্যাশায় যে থাকে, তাহাকে দুই প্রহর পর্য্যন্ত উপবাস করিতে হয়।

পরপ্রত্যাশী নর, গাছে উঠে মর।

পরপ্রত্যাশী লোককে গাছে উঠিয়া পড়িয়া মরিতে হয়। অর্থাৎ যে সকল কাজেই পরের সাহায্য প্রত্যাশা করে, তাহার কোন কাজই সিদ্ধ হয় না।

পরভাতী ভাল, পরঘরী কিছু নয়।

পরের অন্নে যদি প্রতিপালিত হইতে হয় তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু পরের ঘরে থাকা কিছু নয়। পরে একদিন না খাইতে দিলেও কোনরূপে দিন কাটান যায়, কিন্তু নিজের ঘর না থাকিলে একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতে হয়!

পর রেখে ঘর নষ্ট।

পরকে ঘরে রাখিলে তাহার মন্ত্রণায় পরিজনবর্গ বিরূপ হইয়া গৃহের সুখশান্তি নষ্ট করে।

পরশুরামের কুঠার।

পরশুরাম স্বীয় কুঠার দ্বারা পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সর্ব্বসংহারক অস্ত্র।

পরহিংসা নরকে বাস।

পরের হিংসা করিলে নরকে যাইতে হয়.

পরিচয়ে সতীর কুল নষ্ট।

এমন অনেক সতী আছে, যাহাদের মনের কথা প্রকাশ হইলে তাহাদিগকে অসতী বলিয়া বুঝা যায়, সুতরাং তাহাদের বংশের মর্য্যাদাও নষ্ট হয়। গুহ্য কথা প্রকাশ হইলে মর্য্যাদা নষ্ট হইতে পারে।

পরিতে হবে শাঁখা,

তবে কেন মুখ বাঁকা।

যখন শাঁখা পরিবার সাধ আছে, তখন পরিবার কষ্টের জন্য মুখ বিকৃত কর কেন? ভাল জিনিস দেখিয়া তাহা পাইবার ইচ্ছা করা, অথচ সেজন্য পরিশ্রমে কাতর হওয়া। "No gains, without pains."

পরে তসর খায় ঘি, তার আবার খরচ কি?

যে ব্যক্তি তসর কাপড় পরে, এবং ঘি খায়, তাহার খরচ নাই বলিলেই হয় ; কারণ, সেকালে এই দুই বস্তু প্রায় বিনামূল্যেই সংগৃহীত হইত। অন্য খাদ্য বা অন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে বরং কিছু ব্যয় স্বীকার করিতে হইত। এখন অবস্থা ঠিক উল্টা দাঁড়াইয়াছে।

পরে দিবে চেয়ে, পেট ভরবে খেয়ে?

পরে মুখ চাহিয়া খাইতে দিবে, এবং তাহা খাইয়া কি পেট ভরিবে? আত্মীয়স্বজন যেমন মুখ চাহিয়া দেয়, পরে সেরূপ দেয় না।

পরে পরে মড়ক কাটালাম!

বহু দিন অন্তে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ। এক বন্ধু অপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, কিহে কেমন আছ, খবর কি? দ্বিতীয় বন্ধু আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল, আছি ভালই ; ভাগ্যও খুব প্রসন্ন। পরে পরে মড়ক কাটালাম! প্রথম বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, সে কি রকম? দ্বিতীয় বন্ধু বলিল, বেটার বিয়ে দিলুম, বৌ মলো, মেয়ের বিয়ে দিলাম জামাই মলো, মড়কটা পরের উপর দিয়াই গেল। ইহা সৌভাগ্য নয় ত কি? প্রথম বন্ধু অবাক্!

পরের কথায় লাথি চড়,

নিজের কথায় ভাত কাপড়।

পরের চর্চ্চা লইয়া থাকিলে কেবল ঝগড়া বিবাদ ও অপমানাদি সহ্য করিতে হয়, আর আপনার চর্চ্চায় থাকিলে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়।

পরের কাপড়ে ধোপার নাট।

ধোপা পরের কাপড় কাচিতে আনিয়া তাহা পরিয়া বাবুগিরি করে। যে পরের জিনিষ হাতে পাইয়া বাবুগিরি করে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পরের গোয়ালে গোদান।

পরের গোয়ালের গরু লইয়া গোদান করা। অর্থাৎ পরের ধন দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করা। "Robbing Peter to pay Paul."

পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার।

অন্যের কাঁধের উপর বন্দুক রাখিয়া শিকার। ইহাতে বন্দুক বহন করিবার পরিশ্রম সহ্য করিতে হয় না। যদি লক্ষ্য বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে লাভ হইল, আর যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে গুলি পিছু হটে বা বন্দুকের চোঙ ফাটে, তবে তাহাকে অপরেই মরিবে, নিজের কোন অনিষ্ট হইবে না। যে ব্যক্তি পরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নিজের কোন বিপৎপূর্ণ কার্য্য সিদ্ধ করিতে চায়, তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Making a cat's paw of one."

পরের ঘি পেলে, প্রদীপে দেয় ঢেলে।

পরের ঘি সামনে থাকিলে লোকে প্রদীপে তেলের বদলে সেই ঘি জ্বালিয়া দেয়। পরের জিনিষ পাইলে যে তাহার যথেচ্ছ অপব্যয় করে, তৎসম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "পরের জিনিস পায় হেগো পোঁদে থায়।" অথবা "কোম্পানীকা মাল দরিয়ামে ঢাল।"

পরের চাউল পরের ডাউল, নদে করেন বিয়ে।

নদে বা নবদ্বীপ নামক এক ব্যক্তি কোন গৃহস্থের বাটীতে কাজ করিত। তাহার নিজের ঘরদ্বার কিছু ছিল না। কিছুদিন পরে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। গৃহস্থ তাহার বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিবাহের সময় নবদ্বীপ আপনার পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ঘোর ঘটা করিয়া তুলিল। গৃহস্থ বিরক্ত হইলেও অগত্যা তাহাকে নিমন্ত্রিতগণের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে হইল। নিমন্ত্রিতগণ পরম পরিতৃপ্ত হইয়া, নদের বিবাহে যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গেল। ইহা শুনিয়া অনেক প্রতিবেশী উক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল। পরের ধনে আড়ম্বর সহকারে নিজের কাজ সম্পন্ন করিতে যাওয়া।

পরের ছেলে খায়, আর বন পানে চায়।

পরের ছেলেকে যতই খাওয়াও, বা যত্ন কর, সে কেবল বনের দিকে চায়, অর্থাৎ খাইবার পর পলাইবার অবসর খুঁজে।

পরের ছেলেটা, খায় এতটা,

বেড়ায় যেন বাঁদরটা ;

নিজের ছেলেটি, খায় একটি।

বেড়ায় যেন লাটিমটি।

পরের সকলই মন্দ, নিজের সকলই ভাল। পরের ছেলেটা রাশীকৃত খাবার খায়, আর বাঁদরের মত যেন লাফাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ; কিন্তু নিজের ছেলেটি একটি অর্থাৎ খুব কম খায়, এবং লাটিমের মত সুন্দর ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। পরের ছেলে সুন্দর হইলেও কুৎসিত, আর নিজের ছেলে কুৎসিত হইলেও সুন্দর।

পরের জন্য গর্ত্ত খোড়ে,

আপনি তা'তে মরে প'ড়ে।

পরকে মারবার জন্য গর্ত্ত খুঁড়লে আপনাকেই সেই গর্ত্তে পড়িয়া মরিতে হয়। পরের অনিষ্টচেষ্টা করিলে আগে নিজেরই অনিষ্ট হয়। "Hoist with one's own petard."

পরের জন্য ফাঁদ পাতে,

আপনি প'ড়ে মরে তা'তে।

পরের অনিষ্ট করিবার জন্য ফাঁদ পাতিলে আপনাকে সেই ফাঁদে পড়িয়া মরিতে হয়। পরকে বিপন্ন করিবার জন্য কৌশল করিলে আপনাকে সেই কৌশলে বিপন্ন হইতে হয়।

পরের জিনিষ পায়, হেগো পোঁদে খায়।
পরের জিনিষ পাইলে লোকে তাহা অত্যন্ত অশুচি অবস্থাতেও খাইতে উদ্যত হয়। পরের জিনিষ পাওয়া গেলে লোকে তাহাকে যতদূর পারে, হস্তগত করিবার চেষ্টা করে।

পরের তেলে কাপড় নষ্ট।
পরের তেল পাইয়া তাহা বেশী পরিমাণে মাখিলে শেষে তাহাতে নিজের কাপড় নষ্ট হয়, অর্থাৎ কাপড়ে দাগ ধরে। পরের জিনিষ পাইলেও, তাহা পরিমাণাতীতরূপে ব্যবহার করিতে নাই।

পরের মুখে দিয়ে ফুঁ,
পুড়িয়ে এলেন আপন মু।
পরের গরম মুখে ফুঁ দিয়ে লাভ কেবল মুখ পুড়িয়ে আসা। অর্থাৎ পরের কাজে ব্যস্ত থাকিয়া নিজের কর্ম্ম নষ্ট করা।

পরের দেখে তোলো হাই,
যা আছে তাও নাই।
পরের উন্নতি দেখিয়া হাই তুলিলে অর্থাৎ হিংসা করিলে নিজের যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। পরহিংসা নিজের মহা অনিষ্টকর।

পরের ধন আপন ছালা,
যত ইচ্ছা ভরে ফেলা।
পরের জিনিষ, আর নিজের ছালা (যে থলি প্রভৃতিতে জিনিষ পুরিয়া গরু বা ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া লইয়া যাওয়া যায় তাহাকে ছালা বলে), যতদূর পারা যায়, ততদূর ভর্ত্তি করিয়া ফেলা। পরের জিনিষ পাইয়া তাহা বেশী লইতে ইচ্ছা করা।

পরের ধন আপন পরমায়ু,
কেহই অল্প দেখে না।
কেহই পরের ধন এবং নিজের পরমায়ু কম দেখে না। সকলেই পরের ধন বেশী দেখে, এবং নিজের পরমায়ুও অনেক বেশী মনে করিয়া থাকে।

পরের ধনে পোদ্দারগিরি,
লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।
পরের ধন লইয়া পোদ্দারগিরি করে অর্থাৎ লোককে দেয় থোয় ও খরচ করে, আর লোকে তাহাকে লক্ষ্মীমন্ত বলিয়া থাকে, অথচ সে ধন তাহার নহে, এবং সে নিজের জন্যও খরচ করিতেছে না। পরের জিনিষ, বা টাকাকড়ি পরের জন্যই খরচ করিতে করিতে নিজে একটু উঁচু চাল দেখান।

পরের ধনে বরের বাপ।
বরপণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে বরের বাপ কন্যা পক্ষ হইতে অর্থ আদায় করিয়া পুত্রের বিবাহে সমারোহ ব্যাপার করিয়া তুলে। নিজেকে খরচ করিতে হইলে হয়ত নম-নম করিয়া পুত্রের বিবাহ সারিতে হইত।

পরের পিঠে, বড় মিঠে।
পরের পিষ্টক খাইতে বড় মিষ্ট লাগে। পরের জিনিষ ভোগ করিতে খুব ভাল লাগে।

পরের পুতে বরের বাপ।
পরের ছেলের বিবাহে বরকর্ত্তা সাজা। পরের ধনের উপর কর্ত্তৃত্ব করা।

পরের বিড়াল খায়,
আর বন পানে চায়।
পরের বিড়াল খাইতে খাইতে বনের দিকে এক একবার চায়, অর্থাৎ পলায়নের সুযোগ খুঁজে। পরকে যতই যত্ন কর, সে সময় পাইলেই চলিয়া যায়।

পরের বেদন কি পরে জানে?
পরের ব্যথা পরে বুঝিতে পারে না। যাহার ব্যথা সেই বুঝে। "The wearer only knows where the shoe pinches.

পরের ভাতে কুকুর পোষা।
পরের ভাত খাওয়াইয়া কুকুর পুষিবার সখ মিটান। পরের পয়সায় নিজের সখ মিটান।

পরের ভাতে বেগুন পোড়া।
পরের ভাত বেগুন পোড়া দিয়া মিষ্ট করিয়া খাওয়া। পরের জিনিষ পাইয়া তাহাকে আবার মনোমত করিয়া ব্যবহার করা।

পরের মন আঁধার কোণ।
ঘরের অন্ধকারময় কোণ যেরূপ, সেখানে কোন জিনিষ থাকিলে তাহা দেখা যায় না, পরের মনও সেইরূপ, তাহাতে কি আছে বুঝা যায় না।

পরের মন্দ করতে গেলে,
আপনার মন্দ আগে হয়।
পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে আগে নিজের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

পরের মাথা কেটে নাপিত।
নাপিত প্রথম কামান শিখিবার সময় লোকের মাথা কামাইতে গিয়া আগে অনেক কাটাকুটি করিয়া ফেলে; এবং এইরূপ করিতে করিতে সে ভাল নাপিত হয়। ইহাতে অপরের কষ্ট হয়, কিন্তু নাপিতের শিক্ষালাভ হয়। পরের ক্ষতি করিয়া কোন কাজ শিক্ষা করা।

পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে
কোষ কেড়ে খাওয়া।
অন্যের মাথায় কাঁটাল রাখিয়া তাহার কোষ কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করা। কাঁটাল ভাঙ্গার দরুণ আঘাতের যন্ত্রণা পরে সহ্য করুক—নিজেকে যেন সহ্য করিতে না হয়। অপরকে ঠকাইয়া নিজে তাহার ফল ভোগ করা।

পরের মাথায় দিয়ে হাত,
কিরা করে নির্ঘাত।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা অপরের মাথায় হাত দিয়া যথেচ্ছ কিরা অর্থাৎ শপথ করে। ইহাতে যদি সে শপথ পালন না করে, তবে যাহার মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়াছে তাহারই অনিষ্ট হইবে, তাহার নিজের কোন ক্ষতি নাই।

পরের মাথায় হাত বুলান।
পরের জিনিষ আত্মসাৎ করা।

পরের লেজে পা পড়লে
তুলো পানা ঠেকে;
নিজের লেজে পা পড়লে
কেঁক ক'রে ডাকে।
পরের লেজে পা দিলে তাহা তুলায় পা দেওয়ার ন্যায় আরামজনক বলিয়া বোধ হয়; আর নিজের লেজে অন্যের পা পড়িলে কেঁক করিয়া ডাকিয়া উঠে। যে পরের উপর দৌরাত্ম্য বা অন্যায় আচরণ করিতে ভালবাসে, অথচ তাহার নিজের উপর একটু দৌরাত্ম্য হইলে অন্যায় আচরণ বলিয়া চীৎকার করে ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

পরের সোণা দিও না কাণে,
কেড়ে নেবে হেঁচ্‌কা টানে।
(কিংবা, কাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে)। পরের সোণা লইয়া কাণে পরিও না, কারণ পর এক সময়ে আসিয়া হেঁচ্‌কা মারিয়া কাড়িয়া লইবে। পরের জিনিষ লইয়া ব্যবহার করিও না, কারণ, সে এক সময় আসিয়া দুই কথা শুনাইয়া দিয়া তাহা কাড়িয়া লইতে পারে।

পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।
পরের নিকট যদি নিজেরও ধন গচ্ছিত থাকে, তবে তাহা পাইতে অনেক বিলম্ব হয় এবং প্রায়ই প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। সে ধনের ভরসায় কোন কাজ করা অনুচিত।

পর্ব্বতের আড়ালে আছি।
পাহাড়ের আড়ালে থাকিলে যেমন ঝড় ঝাপ্টা নিজেকে লাগে না, যাহা কিছু পাহাড়ের উপর দিয়াই যায়, সেইরূপ পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকের অধীনে থাকিলে সংসারে কোন বেগ পাইতে হয় না; যাহা কিছু বেগ, তাঁহারাই সহ্য করেন।

পর্ব্বতের মূষিক প্রসব।
বিরাট আড়ম্বরের তুচ্ছ পরিণাম।

পলকে প্রলয়।
এক পল সময়ের মধ্যে বা চোখের পাতা ফেলিতে ফেলিতে প্রলয় ব্যাপার ঘটা। এক মুহূর্ত্তে একটা ভীষণ কাণ্ড হওয়া।

পল্‌তা গাছে পটোল ফলেছে।

যে গাছে পটোল ফলে তাহারই নাম পল্‌তা গাছ, পল্‌তা তিক্ত, কিন্তু উহার ফল পটোল মিষ্ট। কুবংশে সুসন্তান দুষ্ট হইলে, তৎ সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পাঁকাল মাছের গায়ে পাঁক লাগে না।

পাঁকাল মাছ পাঁকের ভিতরেই থাকে, অথচ তাহার গায়ে কাদা লাগে না। সাধুলোক সংসারে থাকিলেও তাঁহারা সংসারে লিপ্ত হন না। নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কাজ করেন।

পাঁকের গোঁজ।

পাঁকে খুঁটো পোতা থাকিলে তাহা সহজে তোলা যায় না, তুলিতে গেলে পাঁকে পা বসিয়া যায়, জোর পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে সহজে দমন করা যায় না, দমন করিতে গেলে নিজের মানহানি হইতে পারে।

পাঁচ আঙুল সমান নয়।

হাতের পাঁচটা অঙ্গুলি সমান নয়, সকলেই এক আধটু ছোট বড়। সকল লোক এক প্রকৃতির নয়, সকলেরই প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

পাঁচদিন চোরের, একদিন সাধুর।

চোর ক্রমাগত চুরিই করে, ধরা পড়ে না; কিন্তু সাধু একদিন তাহাকে ধরিবেই।

পাঁচ পাগলের ঘর।

গৃহস্থের সকলেই সমান নয়, পাঁচজন পাঁচ রকমের হইয়া থাকে।

পাঁচ ফুলে সাজি ভরা।

পাঁচ রকমের ফুল দিয়া সাজি পূর্ণ করা। পাঁচ রকমের পাঁচটা জিনিষ বা বিষয় দিয়া একটা বিষয়কে প্রদর্শনযোগ্য করা।

পাঁচ শ জুতা গুণে খায়,

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।

পাঁচ শত জুতার আঘাত অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু একটি ফুলের আঘাত লাগিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কোন কোন লোক সময়ে সময়ে লোকের কটু গালাগালি অকাতরে সহ্য করে, কিন্তু এক সময়ে একজন একটা কড়া কথা বলিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়।

পাঁশ পেড়ে কাটি, ফুঁয়ে না রক্ত পড়ে।

পাঁশের উপর রাখিয়া কোন জীবকে কাটিলে মাটিতে রক্ত পড়ে না, সমস্ত রক্ত পাঁশে শুষিয়া লয়। যাহার উপর খুব বেশী রাগ থাকে, তাহার প্রতিই এই কথা প্রয়োগ করা যায়।

পাকা আম দেখলে কাকে ঠোকরায়।

গাছে আম পাকিয়া রহিয়াছে দেখিলে কাকে তাহাতে ঠোকর মারে; খাইতে না পারিলেও ঠোকরাইতে ছাড়ে না। ভাল জিনিষ দেখিলে সকলেরই লোভ হয়; তাহা লইতে পারুক বা না পারুক, লইবার একটু চেষ্টাও করে।

পাকা ধানে মই (দেওয়া)।

ক্ষেতে ধান পাকিয়া উঠিয়াছে, কাটিয়া ঘরে আনিলেই হয়, এমন সময়ে যদি কেহ তাহার উপর মই চালাইয়া দেয়, তবে সমস্ত ধানই ঝরিয়া যায়, একটী ধানও আদায় হয় না। যে জিনিষ ভোগের উপযুক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া, বা যে কাজ প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পণ্ড করিয়া দেওয়া।

পাখী উড়ে যায় তার পালক গুণে।

পাখী উড়িবার সময় তাহার পালক গণা যায় না। যে চতুর ব্যক্তি অসম্ভব কাজও সিদ্ধ করিতে পারে, তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পাখী পড়ার মত পড়ান।

পাখীকে বহুবার এক কথা বলিলে তবে সে তাহা বলিতে পারে। সেইরূপ কাহাকেও এক বিষয়ে বার বার উপদেশ দেওয়া।

পাখী মারার ঘরে চড়ুয়ের বাস।

যে পাখী মারিয়া বেড়ায়, তাহার ঘরে চড়ুই পাখী বাসা করিলে সে যেমন তৎক্ষণাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলে, সেইরূপ যাহার যে ব্যবসায়, সেই কাজে তাহাকে ঠকাইতে যাওয়া।

পাগল কি গাছে ফলে,

আক্কেলেতে পাগল বলে।

পাগল গাছে ফলে না, পাগলের মত কাজ করিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া থাকে।

পাগল না ছাগল।

পাগল ও ছাগল দুইই সমান; উভয়েরই কোন জ্ঞান বা খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই।

পাগলে আর মজা নাই,

পিরীতে আর সুখ নাই।

এক ব্যক্তি প্রকৃত পাগল না হইলেও পাগলামির ভাণ করিয়া বেড়াইত, এবং নানাপ্রকারে লোকের উপর অত্যাচার করিত। লোকে পাগল বলিয়া তাহাকে কিছু বলিত না। শেষে অত্যাচার যখন বেশী মাত্রায় উঠিল, তখন সকলে তাহাকে প্রহার দিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাকে অগত্যা পাগলামি ছাড়িতে হইল। আর এক লম্পট গৃহস্থ রমণীগণের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় ফিরিত। দুই এক স্থানে সে কৃতকার্য্যও হইল। কিন্তু শেষে লোক-জানাজানি হওয়ায় তাহাকে এমন প্রহার খাইতে হইল যে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়া এ কুপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া স্থির বাধ্য হইল। এক-দিন পূর্ব্বোক্ত পাগলের সহিত ঐ লম্পটের সাক্ষাৎ হইলে লম্পট পাগলকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে, তোমার পাগলামি কোথায় গেল?" পাগল উত্তর করিল, "পাগলে আর মজা নাই।" তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিরীত কেমন চলিতেছে?" লম্পট বলিল, "পিরীতে আর সুখ নাই।"

পাগলে কি না বলে,

ছাগলে কি না খায়।

পাগলের মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া থাকে, তাহার কোনরূপ লজ্জা সঙ্কোচ নাই; আর ছাগলে যাহা সম্মুখে পায় তাহাই খায়, তাহার আর বিচার নাই।

পাগলের ছাট, তেলের কাট।

সম্পূর্ণ পাগল হইলে বরং রক্ষা আছে, কিন্তু যদি একটু পাগলের ছিট্ থাকে, তবে তাহাকে শান্ত করা কঠিন। তেল কোথাও লাগিলে তাহা পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু তেলের কাট লাগিলে তাহা পরিষ্কার করা সহজ নহে।

পাগলা ভাত খাবি,

না হাত ধোব কোথায়?

পাগলকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে সে ভাত খাইবে কি না, কিন্তু পাগল একেবারে খাইতে বসিতে উদ্যত হইয়া বলিল—কোথায় হাত ধুইব, অর্থাৎ জল দাও, হাত ধুইয়া খাইতে বসি। কাহারও নিকট কোন কার্য্যের প্রস্তাব করিবামাত্র সেই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

পাগ্‌লা সাঁকো নাড়িস্ নে,

মনে ছিল না, ভাল মনে করে দিলি।

এক অর্দ্ধভগ্ন বাঁশের সাঁকোর ধারে এক পাগল দাঁড়াইয়া থাকিত, এবং কেহ সেই সাঁকো পার হইতে গেলেই সাঁকো নাড়িয়া পারার্থীকে ভয় দেখাইত। একদা সে ঐ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু অন্যমনস্ক। অপর দিক্ হইতে এক ব্যক্তি সেই সাঁকোয় উঠিয়া ভাবিল, পাগল যদি সাঁকো নাড়ে তাহা হইলেই বিপদ্। এই ভাবিয়া সে পাগলকে বলিল, "পাগ্‌লা, সাঁকো নাড়িস্ নে।" পাগলের সাঁকো নাড়িবার কথাটা মনেই আসে নাই, কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথায় তাহার সাঁকো নাড়িবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল; বলিল, "ও কথাটা আমার মনেই ছিল না, ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ।" এই বলিয়া সে সাঁকো নাড়িতে আরম্ভ করিল। যাহার যাহাতে আনন্দ, তাহাকে সেই কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে অনেক সময় তাহার সেই প্রবৃত্তি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। যাহার যে কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহাকে নিষেধ

করিতে গিয়া তাহার সেই প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া।

পাছায় গু চড়্‌বড়্‌ করে; আলোচা'লের হবিষ্য মারে।
অনাচারীর বাহ্য শুদ্ধি দেখান।

পা জটে।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কার্য্যোদ্ধারের জন্য লোকের পায়ে ধরে, আবার কাজ ফুরাইলেই মাথায় উঠে, অর্থাৎ আর গ্রাহ্য করে না, তাহাদিগকে 'পা জটে' বলে।

পাড়াপড়শীর গুণে, বেঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায়।
প্রতিবাসীরা পাঁচ জনে যদি ভাল বলে, তবে বেঁড়ে গরু—যাহার বিক্রয়ের সম্ভাবনা ছিল না, তাহাও বিক্রীত হইয়া যায়। প্রতিবেশীরা সহায়তা করিলে কোন কাজই আটকায় না।

পাত কাটিতে দেরী সহে না।
এত বেশী ক্ষুধা যে, ভাত দিবার জন্য পাতা কাটিয়া আনিবার দেরীও সহ্য হয় না। কোন কাজে অতিমাত্র ব্যস্ত হওয়া।

পাততাড়ি গুটান।
পাঠশালার ছেলেরা ছুটী হইলেই পাততাড়ি গুটাইয়া ঘরে চলিয়া যায়। কাজ সারিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে পাততাড়ি গুটান বলে।

পাতা চাপা কপাল, আর পাথর চাপা কপাল।
কোন জিনিষে পাতা চাপা থাকিলে তাহা একটু বাতাসেই উড়িয়া যায়, আর পাথর চাপা থাকিলে সহজে তাহা খোলে না। একটু চেষ্টাতেই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে তাহাকে পাতা চাপা কপাল কহে, আর বহু চেষ্টাতেও অদৃষ্ট ভাল না হইলে তাহাকে পাথর চাপা কপাল বলা হয়।

পাতের কুকুর নাই পেলে মাথায় উঠে।
যে কুকুর পাতের ভাত খাইয়া প্রতিপালিত হয়, সে প্রশ্রয় পাইলেই মাথায় উঠিয়া থাকে। পায়ের কাছে থাকিবার যোগ্য লোকের আদর পাইয়া মাথায় রাখিবার যোগ্য লোকের ন্যায় ব্যবহার করা।

পাতের ভাত যে পুষ্‌লো যোগী,
উল্‌টে বলে পরবাস কি?
পাতের ভাত দিয়া যে যোগীকে প্রতিপালন করা গেল, সে এখন সময় পাইয়া বলে, পরের আশ্রয়ে বাস করা, সে আবার কিরূপ? বিপদের সময় যথেষ্ট উপকার পাইয়া সম্পৎকালে তাহা অস্বীকার করা।

পাথরে ঘুণ ধরে না।
বাঁশ কাঠ প্রভৃতিতেই ঘুণ ধরে, কিন্তু পাথরে ঘুণ ধরে না। যাহার হৃদয়ে সার আছে, এরূপ বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে কুপ্রবৃত্তি বা পরের কুমন্ত্রণা স্থান পায় না।

পাথরে পাঁচ কিল।
পাথরের উপর পাঁচটা কিল মারিলে পাথরের কিছুই হয় না, তাহা অটুট থাকে যাহার কপাল খুব ভাল, কোন দিক্‌ দিয়াই কেহ তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।

পান পান্তা ভক্ষণ,
ঐ তো পুরুষের লক্ষণ;
আমি অভাগী তপ্ত খাই,
কোন্‌ দিন বা মরে যাই।
কোন কৃষকের স্ত্রী তাহার স্বামীকে প্রত্যহ পান্তা ভাত খাইতে দিত, এবং নিজে রাঁধিয়া তপ্ত ভাত খাইত। এক প্রতিবেশিনী কয়েকদিন এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া একদিন কৃষকপত্নীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে কৃষকপত্নী বলিল, পান খাওয়া এবং পান্তা ভাত খাওয়াই পুরুষের লক্ষণ, অর্থাৎ পুরুষ মানুষের এই দুইটি জিনিষ প্রিয়; আর আমি পোড়াকপালী তপ্ত ভাত খাইতেছি, সুতরাং রোগে পড়িয়া কোন্‌ দিন মরিয়া যাইব। কেহ নিজে ভাল জিনিষ খাইয়া পরকে মন্দ জিনিষ দিয়া ভালর ভাণ করিলে তাহার প্রতি এই শ্লেষোক্তি প্রযুক্ত হয়।

পান হ'তে চুণ খসে না।
যাহার কাজে একটুও ত্রুটি হইবার যো নাই, তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়।

পা না ভিজ্‌লো যার, বড় কৈ তার।
যে আদৌ জলে নামিল না, তাহার ভাগে বড় কৈ মাছ, আর যে জলে নামিয়া মাছ ধরিল, তাহার ভাগে ছোট কৈ। একটুও না খাটিয়া বেশী ভাগ লইতে যাওয়া।

পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।
পান্তা ভাতে ঘি মাখিলে সে ঘি বৃথা নষ্ট হয়, তাহাতে কোন ফল হয় না, আর মেয়েছেলে বাপের বাড়ীতে থাকিলে শাসন না থাকায় নানাপ্রকারে তাহার স্বভাব মন্দ হইয়া যায়।

পান্তা ভাতে নুণ যোটে না, বেগুন পোড়ায় বিষ্ণুতেল।
পান্তা ভাতে যাহার লবণ খাইবারও সঙ্গতি নাই, এমন দরিদ্র, বড়লোক বলিয়া পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষায়, বিষ্ণুতেল মাখে কি খায় তাহা না জানিয়াই—বেগুন পোড়ায় মাখিবার জন্য বিষ্ণুতেল চাহিয়া বসিল। অজ্ঞের বিজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা; দরিদ্রের ধনবান পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা।

পাপও লুকায় না, সাগরও শুকায় না।
পাপ কাজ কখনও ছাপা থাকে না, এবং সমুদ্রের জলও কখন শুকাইয়া যায় না। সমুদ্র শুকাইয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, পাপ কাজ গোপন থাকাও তেমনি অসম্ভব।

পাপ করলেই ভুগতে হয়, ইহা যেন মনে রয়।
পাপ কাজ করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

পাপ করিলেই যমের ভয়।
পাপ কাজ করিলেই যমের ভয় হইয়া থাকে, কেননা মৃত্যুর পর যমের নিকট শাস্তি পাইতে হইবে।

পাপ কর্ম্ম ছাপা থাকে না।
পাপ কাজ কখনও গোপন থাকে না, তাহা কোনরূপে প্রকাশ হইয়া যায়। "Murder will out."

পাপ মনে বড় ভয়।
পাপ কাজ করিলে মনে সর্ব্বদাই ভয় থাকে, কখন্‌ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।
পাপ কাজ করিয়া ধন সঞ্চয় করিলে তাহা ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তেই খরচ হইয়া যায়; সে ধন কখনও ভোগে আসে না। ("চিৎপাতের কড়ি উৎপাতে যায়" দেখ।)

পাপের বোঝা বড় ভার।
পাপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভারী বোঝা। পাপ কাজ করিলে মনের মধ্যে সর্ব্বদাই যেন গুরুতর ভার চাপিয়া থাকে।

পাপের লেশ, সুখের শেষ।
বিন্দুমাত্র পাপের সঞ্চয় হইতেই সুখের অবসান হইয়া থাকে। অথবা একটু পাপের সঞ্চার হইলেই ক্রমে নানা পাপে জড়াইয়া পড়িতে হয়; আর সুখের যখন শেষ হয়, তখন দেখিতে দেখিতে সকল সুখ ফুরাইয়া যায়, গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হয়।

পাবার আশে পুরুত ঘেঁসে।
প্রাপ্তির আশা থাকিলেই পুরোহিত ঘন ঘন যাতায়াত করে।

পায় ঠেলা।
কোন বিষয়কে উপেক্ষা করিলে তাহাকে পায় ঠেলা বলে।

পায় না পচা পুঁটি,
খেতে চায় ঘি রুটি।
পচা পুঁটি মাছ খাইবার সঙ্গতি নাই, আর ঘি-মাখা রুটি খাইতে চায়। যাহার যেমন অবস্থা, তদপেক্ষা উচ্চাশা করা।

পায় পায় শত্রু।
চারিদিকে অনেক শত্রু থাকিলে তাহাকে পায় পায় শত্রু বলে।

পায়ের জুতা মাথায় উঠেছে।
জুতা পায়েই থাকে, কিন্তু জুতা পায় দিয়া যাইতে যাইতে পথে কোথাও জল থাকিলে কেহ কেহ অগত্যা জুতা খুলিয়া তাহাকে

বুচ্‌কির মধ্যে বাঁধে, এবং বুচ্‌কি মাথায় করিয়া জল পার হয়। কোন কারণবশতঃ নীচলোককে সম্মান প্রদর্শন করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পায়ের পয়জার, মাথায় চড়ে।
কোনও নীচ ব্যক্তি উচ্চ ব্যক্তির অসম্মান করিলে ইহা বলা হয়।

পায়ের যোগ্য মানুষ নয়,
গায়ে হাত দিয়ে কথা কয়।
যে পায়ের কাছে থাকিবারও উপযুক্ত নয়, সে আবার গায়ে হাত দিয়া কথা বলে। নীচপদস্থ লোকের উঁচু কথা বলা।

পার হ'লে পাটনি শালা (কে)।
যতক্ষণ না নদী পার হওয়া যায়, ততক্ষণ খেয়া ঘাটের মাঝিকে বাপু বাছা বলে, আর পার হইয়া গেলে পয়সা দিবার সময় হয়ত তাহাকে শালা বলিয়া থাকে। অথবা পার হইয়া গেলে তাহাকে আর গ্রাহ্যই করে না। যতক্ষণ না কার্য্যোদ্ধার হয়, ততক্ষণ লোকে সাহায্যকারীকে স্তবস্তুতি করে, কাজ সিদ্ধ হইয়া গেলে আর তাহাকে গ্রাহ্য করে না, হয়ত তাহাকে কটু কথাই বলিয়া থাকে। "কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরুলে পাজি।"

পারা আর পাপে, কার সাধ্য ছাপে।
কাঁচা পারা খাইলে তাহাকে কেহই ছাপিয়া রাখিতে পারে না, এক সময়ে না এক সময়ে তাহা গা দিয়া ফুটিয়া বাহির হইবে। পাপ কাজও ছাপিয়া রাখিবার শক্তি কাহারও নাই, এক সময়ে না এক সময়ে তাহা প্রকাশিত হইবেই হইবে।

পারের কর্ত্তা হরি, দিবেন চরণতরি।
ঈশ্বরই এই সংসাররূপ সাগরের পারের কর্ত্তা; তাঁহাকে একমনে ডাকিলে তিনিই চরণরূপ নৌকা দ্বারা পার করিয়া দিবেন।

পালাতে না পেরে পোষ মানা।
কোন উপায়ে পলাইতে না পারিয়া শেষে বশীভূত হওয়া। কোন কোন লোক অনিষ্ট করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হয়, তখন অগত্যা অনুগত হইয়া থাকে।

পালাতে না পেরে মোড়লের বেহাই।
একজন লোক ভিন্ন গ্রামে গিয়া কোন মন্দ কাজ করিলে গ্রামের লোকেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সে প্রথমতঃ পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে বলিল, "আমি মোড়লের বেহাই।" মোড়ল গ্রামের মধ্যে মাননীয় ব্যক্তি, তাহার বেহাই হইলে আর কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। কোন একটা দোহাই দিয়া ফাঁদ কাটাইবার চেষ্টা করা।

পালাব না ত কি ভয় করব?
ভয় না করিলে কেহ পালায় না। কিন্তু এমন নির্ব্বোধ লোক আছে, যাহারা পলায়নকেও একটা সাহসের কাজ মনে করে। তাহাদেরই এই উক্তি। কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া সেই অকৃতকার্য্যতার জন্যই আবার শ্লাঘা প্রকাশ করা।

পালে পালে মিশে গেছে।
সমান দলের সহিত সমান দল মিলিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর সহিত তৎসমশ্রেণীর মিলন হইলে এই কথা বলা হয়। "Birds of a feather flock together."

পালের গরু পালে মিশেছে।
'পালে পালে মিশে গেছে' দেখ।

পালের গোদা।
দলের সর্দ্দার, যাহার কথায় দলের সকলে চলে।

পাশা, কপালপাশা।
পাশাখেলায় কেবল কপাল নষ্ট করে।

পাষণ্ডের নাই পাপ ভয়।
যে ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তার আর পাপ করিতে ভয় হয় না।

পাষাণে মাথা ঠোকা।
পাথরের উপর মাথা ঠুকিলে নিজের মাথাতেই লাগে, পাথরের কিছুই হয় না। নির্দ্দয় লোকের নিকট উপকারের জন্য বা অপকার না করিবার জন্য যতই কেন প্রার্থনা কর না তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় হইবে।

পেঁড়োয় বসে পেঁড়োর খবর।
ঘরে বসিয়া কোথাও কখনও না যাইয়া অথবা প্রকৃতরূপে কোন সংবাদ না রাখিয়া দুনিয়ার সকল ব্যাপারের বিষয় বর্ণনা করা। "ঘরে বসিয়া কেল্লা মারা।"

পিঠে করেছি কুলো, কাণে দিয়েছি তুলো।
("মার আর ধর" দেখ।)

পিঠে খায় পিঠের কোঁড় গণে না।
লোকে আগ্রহে পিঠে খায়, কিন্তু তাহার ভিতর যে কোঁড় বা ছিদ্রসকল থাকে, তাহা গণিয়া দেখে না। খায় দায় বেড়ায়, সংসারের কাজের দিকে লক্ষ্য রাখে না অথবা কিছুমাত্র ভাবে না, অথচ কার্য্যের ফলভোগ করে, কিন্তু কিরূপে সে কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখে না।

পিঠে পায় মিঠের লোভে, যদি পিঠে মিঠে লাগে।
যদি পিঠে মিষ্ট হয়, তবেই লোক সেই মিষ্টতার লোভে পিঠে খায়, নতুবা খায় না। যদি কাজে লাভ থাকে, তবেই সেই লাভের আশায় লোকে কাজ করে, নতুবা করে না।

পিণ্ডী পায় না কীর্ত্তন গায়।
পিণ্ড পায় কি না সন্দেহ, সে শ্রাদ্ধে আবার কীর্ত্তন শুনিতে চায়। মূল কাজ সিদ্ধ হয় কি না সন্দেহ, সে স্থলে আনুষঙ্গিক আড়ম্বর ইচ্ছা করা।

পিতল সরা জাঁকে ভরা।
পিতলের সরায় কাজ যত হউক না হউক, তাহার শব্দ খুব আছে। কাজে কম, কিন্তু কথায় বেশী জাঁক দেখান।

পিতলের কাটারি।
পিতলের কাটারি দেখিতে অতি সুন্দর বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা কিছু কাটা যায় না, তাহার কেবল চাক্‌চিক্যই সার। বাহিরে চাক্‌চিক্যশালী, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য।

পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।
পিতার পুণ্যবল থাকিলেই পুত্রের উন্নতি হইয়া থাকে।

পিতার বয়সে কল্মা নাই, পোলাভরা দাড়ি।
বাপ কখন কল্মা (কোরাণের মন্ত্রবিশেষ) পড়ে নাই, আর ছেলের মুখভরা দাড়ি, অর্থাৎ ছেলে দাড়ি রাখিয়া আপনাকে মোল্লা বলিয়া পরিচয় দেয়। বাপ পিতামহ অপেক্ষা বেশী গুণপনা দেখাইতে যাওয়া।

পিতৃদত্তা কন্যা আর রাজদত্ত ভূম।
পিতাই কন্যাকে দান করিবার একমাত্র অধিকারী, আর রাজাই ভূমি দান করিবার একমাত্র কর্ত্তা।

পিপাসার অন্ত নাই।
আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। একটী আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইলে অমনই আর একটী আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়।

পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।
পিপীলিকার পাখা উঠিলে তাহারা উড়িতে থাকে, আর উড়িবার সময় পাখীতে তাহাদিগকে ধরিয়া খায়; সুতরাং মরিবার জন্যই তাহাদের পাখা থাকে। পতনের পূর্ব্বে অধিক বাড় বাড়িয়া উঠা।

পি পু ফি শু।
দুইজন কুড়ে এক ঘরে একত্র বাস করিত। একদিন রাত্রিতে ঘটনাক্রমে সেই ঘরে আগুন লাগিয়াছে আগুন ক্রমশঃই অধিকমাত্রায় জ্বলিতে থাকিলে প্রথম কুড়ের পিঠে উত্তাপ লাগিতে লাগিল। প্রথম কুড়ে কথা কহিয়া পরিশ্রান্ত হইবার ভয়ে অতি সংক্ষেপে দ্বিতীয় কুড়েকে বলিল, পি পু অর্থাৎ পিঠ পুড়িয়া গেল। দ্বিতীয় কুড়ে তখন সংক্ষেপে বলিল, ফি শু অর্থাৎ ফিরিয়া শোও, তাহা হইলে আর উত্তাপ লাগিবে না। কিন্তু অগ্নি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই অধিকতর যাতনাদায়ক হওয়াতে প্রথম কুড়ে মনে করিল,

বোধ করি সকাল হইয়া গিয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে, সূর্য্যেরই উত্তাপ পিঠে আসিয়া লাগিতেছে। তখন সে দ্বিতীয় কুড়েকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখত ভাই কত রবি জ্বলে।" দ্বিতীয় কুড়ে, চাহিয়া দেখিবা কে এখন অত পরিশ্রম করে এই ভাবিয়া বলিল, "কেবা আঁখি মেলে।" বাদসা কুড়েকে পি পু ফি শু বলে (গোপালভাঁড়ের দেখ)।

পিয়াদাবাবু পাগ বেঁধেছেন,
যেন সরু ধানের চিঁড়ে।

সরু ধানের চিঁড়ের দুই দিগের মুখ সরু, মাঝখানটা চেপ্টা। পিয়াদা বাবুও সেই রকম সূক্ষ্ম পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়াছেন।

পিয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী।

পিয়াদাকে মনিবের হুকুম তামিল করিতে নিয়ত ছুটিয়া বেড়াইতে হয়; তাহার ছুটী বা আমোদপ্রমোদের অবসর নাই; সুতরাং তাহার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। যাহার এত কাজ যে একটুও ফুরসৎ নাই, তাহার আমোদপ্রমোদের কথা উঠিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পিসী বল মাসী বল, মার বাড়া নাই;
পিঠে বল মিঠে বল, ভাতের বাড়া নাই।

পিসীই হউক বা মাসীই হউক, মায়ের মত স্নেহ কেহই করিতে পারে না। পিঠেই হউক বা মিষ্টান্নই হউক, ভাত খাইলে যেমন তৃপ্তি হয়, তেমন তৃপ্তি কিছুতেই হয় না।

পীর বরাবর নেড়ে, সোণার খুরে এঁড়ে।

নীচশ্রেণীর মুসলমান যদি পীরের নাম লইয়াও শপথ করে, তথাপি তাহাকে বিশ্বাস নাই; আর এঁড়ে গরুর খুর যদি সোণা দিয়াও বাঁধান হয়, তথাপি তাহাকে বিশ্বাস নাই; ইহাদের উভয়ের কাছে যাইতে নাই।

পীরিত বিনে সুহৃদ্ নাই।

প্রণয় ব্যতীত আর বন্ধু নাই। প্রণয়ই সকল সময়ে বন্ধুত্বের কাজ করে।

পীরিত যেখানে, বিচ্ছেদ সেখানে।

প্রণয় থাকিলেই বিচ্ছেদ থাকে; বিচ্ছেদশূন্য প্রণয় নাই। অবিমিশ্র সুখ কোথাও পাওয়া যায় না। "গোলাপেও কাঁটা থাকে, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে।"

পীরিতের নৌকা পাহাড়ে চলে।

ভালবাসার টান থাকিলে পাহাড়ের উপর দিয়াও নৌকা চালান যায়; অর্থাৎ প্রণয় থাকিলে পর্ব্বততুল্য বাধাকেও তৃণজ্ঞান হয়।

পীরিতের পেত্নী ভাল।

ভালবাসার কাছে কুৎসিতাও সুন্দরী।

পীরের কাছে মাম্‌দো বাজি।

পীরের নিকট মাম্‌দো (মুসলমান ভূত) আর কি ভৌতিক ক্রীড়া দেখাইবে। অতি বুদ্ধিমানের সহিত চালাকি করা। ("সাত গেঁয়ের কাছে মামদোবাজী" পাঠান্তর)।

পীরের সঙ্গে মুখ বাঁকানি।

পীরকে মুখ ভেঙ্গাইতে গেলে পীরের কোপে পড়িয়া বিপন্ন হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির বলবানের সহিত লাগিতে যাওয়া।

পুঁজিপাটা সব ফুরাল।

যাহা কিছু সম্বল ছিল, সকলই ফুরাইয়া গেল

পুঁজি ভেঙ্গে খেতে ভাল, ভেটেন গাঙে যেতে ভাল; যত কষ্ট উজুতে, আর বুঝতে।

মূলধন ভাঙ্গিয়া খাওয়া আপাততঃ খুব সুখের, কেননা কোন কষ্টই নাই, এইরূপ নদীর ভাটিতে নৌকা চালানও খুব সহজ, পরিশ্রম কিছুই নাই; কিন্তু ঐ ভাটির পর যখন উজান আসিতে হয়, তখন এবং যখন মূলধন ভাণ্ডারে হিসাব দিতে হয় তখনই বিশেষ কষ্ট।

পুঁজির উপর একটী।

অতিরিক্ত বা ফাজিল চালাক। "Thirteen to the dozen."

পুঁটি মাছের প্রাণ।

পুঁটি মাছকে একটু টিপিলেই মরিয়া যায়। যাহার ক্ষমতা অল্প।

পুঁটি মাছের ফর্‌ফরানি।

অতি ক্ষীণপ্রাণ পুঁটি মাছ একটু মাত্র জলেই ফর্ ফর্ করিয়া বেড়ায়। অল্পবিত্ত বা অল্পবিদ্য ব্যক্তি আপনাকে বিদ্বান বা ধনী ভাবিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিলে ইহা প্রযোজ্য। "গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফর্ফরায়তে।"

পুঁড়ের মেয়ে বেগুন চেনে না।

পুঁড় এক কৃষিজীবী জাতি; সেই জাতির মেয়ে যে বেগুন চেনে না ইহা অসম্ভব; তথাপি সে যদি চেনে না বলে, তবে ইহাই বুঝিতে হয় যে, সে কোন কারণে আপনাকে চাষার মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক।

পুঁথিগত বিদ্যা।

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহা হৃদয়স্থ না করিলে তাহাকে পুঁথিগত বিদ্যা বলে। পরহস্তগত ধনের ন্যায় সেরূপ বিদ্যায় কোন উপকার হয় না।

পুকুর কাত।

অনেক ধনীর এক মোসাহেব ছিল। এক দিন ধনী বেড়াইতে বেড়াইতে এক পুকুরের ধারে গেলেন, এবং বলিলেন, "পুকুরের উত্তর দিকের অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের জলটা যেন অনেক নীচু বলিয়া বোধ হইতেছে।" মোসাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "হাঁ তাহাই বটে।" ধনী বলিলেন, "কিন্তু এরূপ হইবার কারণ কি?" মোসাহেব বলিল, "দেখিতেছেন না, পুকুরটা এদিকে কতকটা কাত হইয়া রহিয়াছে।" পুকুর কাত বলিলে অত্যন্ত খোষামুদে বুঝায়। "স্থল উঁচু, জল নীচু।"

পুকুর কেটে নাওয়া।

কেহ পুকুরে স্নান করিতে গিয়া বহু বিলম্বে ফিরিলে 'পুকুর কেটে নাওয়া' বলে। অর্থাৎ সে যেন একটা নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে।

পুকুর চুরি।

লোকে পুকুরের মাছ, জল প্রভৃতি চুরি করিতে পারে, একেবারে পুকুরটাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। কোন বস্তু বা বিষয় একেবারে সমূলে ফাঁকি দিয়া লইলে উহাকে পুকুর চুরি বলে।

পুড়লো মেয়ে উড়লো ছাই, তবে তার গুণ গাই।

স্ত্রীলোকের চরিত্র ক্ষণভঙ্গুর, একটুতেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; অতএব স্ত্রীলোক চিতার আগুনে পুড়িয়া ছাই হওয়া পর্য্যন্ত যদি নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে, তবেই তাহার গুণ ঘোষণা করা যায়।

পুড়ে পুড়ে রাঁধুনী, ছিঁড়ে ছুঁড়ে কাটুনী।

আগুনে বা গরম জিনিসে অনেকবার হাত পা পুড়িলে তবে সে পাকা রাঁধুনী হয়; আর চরকায় সূতা কাটিবার প্রথমাবস্থায় অনেক সূতা ছিঁড়িয়া যায়; এইরূপ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ক্রমে ভাল সূতা-কাটুনী হইতে পারে। কোন বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা করিতে হইলে অনেক বাধাবিঘ্ন সহ্য না করিলে তাহাতে অভিজ্ঞ হওয়া যায় না।

পুত নয় ভূত।

দুরন্ত ছেলে ঠিক ভূতের মত অস্থিরপ্রকৃতি, কখন কি করে ঠিক নাই।

পুতুল যেমন পুতুল নাচে,
যেমন নাচায় তেমনি নাচে।

একজন আড়ালে থাকিয়া অন্যকে চালিত করা।

পুতের মুতে কড়ি।

বেটাছেলে মূত্রত্যাগ করিলেও তাহাতে কড়ি পাওয়া যায়; অর্থাৎ পুরুষ মানুষ নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে।

পুনকে শত্রু বড় আপদ্।

অতি ক্ষুদ্র শত্রুকে পুনকে (অর্থাৎ ১৬ ভাগের ১ ভাগ) শত্রু কহে। এরূপ শত্রু বড় ভয়ানক। শত্রু প্রবল হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুর সহিত যুদ্ধও চলে না, অথচ তাহা দ্বারা চোরাগোপ্তাভাবে অনেক সময় আক্রান্ত হইতে হয়।

পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে,
পুরাতন ঘিয়ে মাথা ছাড়ে।

পুরাতন চাউলের ভাত নূতন চাউলের ভাত অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। মাথা ধরিলে রগে পুরাতন ঘি মালিশ করিলে মাথা ধরা সারিয়া যায়। প্রাচীন ব্যক্তি বা পুরাতন বিষয় বা পুরাতন ভৃত্য হইতে বেশী উপকার পাওয়া যায়।

পুরান পাপী।
পূর্ব্বে যে বহু পাপকার্য্য করিয়াছে, এক্ষণে সাধু সাজিয়াছে, তাহাকে 'পুরান পাপী' বলা যায়। "Hoary sinner."

পুরান বসন জাতি, অবলাজনের জাতি।
পুরাতন কাপড় এবং স্ত্রীলোকের জাতি সমান। পুরাতন কাপড়কে যেমন অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়, একটু অসতর্ক হইলেই ছিঁড়িয়া যায়, স্ত্রী-লোকের জাতি বা ধর্ম্মকেও সেইরূপ সাবধানে রক্ষা করিতে হয়; উহা সামান্য ত্রুটিতেই নষ্ট হইতে পারে, এবং একটুতেই কলঙ্ক জন্মে।

পুরী যাক্, পুরুষ থাক্।
পুরী নষ্ট হইয়া যায় যাউক, কিন্তু পুরুষ বাঁচিয়া থাকুক। কারণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিলে আবার পুরী হইতে পারিবে।

পুরুষের দশ দশা, কখন হাতী কখন মশা।
পুরুষের জীবনে দশ প্রকার অর্থাৎ বহুবিধ অবস্থা উপস্থিত হয়। তাহাকে কখন হাতী, আবার কখন বা মশা হইতে হয়, অর্থাৎ সে কখন সাতিশয় সুখ, কখন বা যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করে। পুরুষের অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

পূজায় মন নাই, নৈবিদ্যে মন।
পুরোহিত পূজা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূজায় তত মনোযোগ নাই, কেবল নৈবেদ্যটা কিরূপ হইয়াছে, সেই দিকেই বেশী দৃষ্টি, কেননা নৈবেদ্যটা তাঁহার প্রাপ্য। কাজের দিকে মন না দিয়া কেবল লাভের দিকে লক্ষ্য রাখা।

পূজার সঙ্গে খোঁজ নাই, কপাল জোড়া ফোঁটা।
পূজা যত করুক বা না করুক, কপালে খুব লম্বা চওড়া ফোঁটা আছে। কাজে পটু না হইলেও আপনাকে কাজের লোক জানাইবার জন্য বাহ্য আড়ম্বর প্রকাশ করা

পূতনা রাক্ষসী।
পূতনা রাক্ষসী কৃষ্ণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে স্তনে বিষ মাখাইয়া গিয়াছিল, এবং অতিশয় আদর দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মনে মনে হিংসা পোষণ করিয়া বাহিরে স্নেহ মমতা প্রকাশ করিয়া ডাইনীর মায়া দেখাইলে তাহাকে পূতনা রাক্ষসী বলে।

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।
বাড়ীর পূর্ব্বদিকে হাঁস চরিবে অর্থাৎ সে দিকে পুকুর থাকিবে; পশ্চিমে বাঁশগাছ রোপণ করিবে; উত্তরদিকে কলাগাছ দিবে, এবং দক্ষিণদিকে ফাঁকা জায়গা রাখিবে।

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে,
বাড়ী করগে পোতা জুড়ে।
বাড়ীর পূর্ব্বদিকে পুকুর, পশ্চিমে বাঁশগাছ, এবং দক্ষিণে খোলা জায়গা রাখিয়া উত্তর-দিক্ ব্যাপিয়া সমগ্র বাস্তু যেরিয়া বাড়ী করিবে।

পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হ'লো।
এক ব্যক্তি পেঁয়াজের ক্ষেতে ঢুকিয়া পেঁয়াজ চুরি করিতেছিল। এমন সময় ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে পাদুকা দ্বারা রীতিমত প্রহার করিয়া ও পেঁয়াজগুলি কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল। তখন সে মনের দুঃখে বলিয়াছিল, আমার পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হ'লো। পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল না, অধিকন্তু অপমানিত হইতে বা আরও অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইল।

পেঁয়াজ পয়জার দুই হ'লো।
"পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হ'লো।"—দেখ।

পেগের বড়াই মেগের কাছে।
পাগ অর্থাৎ পাইক—লাঠিখেলার ওস্তাদ। একজন পাগ বড় দুর্ব্বল, লাঠি খেলিতে জানিত না বা পারিত না। সেজন্য সে অন্যান্য পাইকদের কাছে ঘেঁসিত না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে গিয়া খুব আস্ফালন করিত।

পেট খুঁজলে ক অক্ষর পাওয়া যায় না।
অতি মূর্খ।

পেট জ্বলে ভাতে, সোনার আঙটী হাতে।
ভাতের অভাবে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, কিন্তু হাতে সোনার আংটী পরিয়া বাহার দিতেছে। ভিতরে সারশূন্য, কিন্তু বাহিরে আড়ম্বরযুক্ত।

পেট পেট করে খেলি দই,
পাছা বাড়ল বাহা কই ?
—স্বামীর উক্তি।
তখনই ত বলেছিলুম দিজে,
বেরাল পোষ,
ইঁদুরেতে ছেলে খেলে আমার
কি দোষ ?
—স্ত্রীর উক্তি।

পেট ভরলে আনন্দ, জয় রামগোবিন্দ।
পেট ভরা থাকিলেই আমোদপ্রমোদ ক

যায়, এবং ঈশ্বরকে ডাকা যায়, কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলিলে কিছুই ভাল লাগে না।

পেট ভরলে পায়সে গন্ধ।
যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে, ততক্ষণ বেশ খাওয়া যায়; কিন্তু পেট ভরিয়া উঠিলে তখন নানা প্রকার ওজর উপস্থিত হয়; আর কিছু বোধ না থাওয়া গেলেও ভাতের পায়সটাতে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

পেট ভরলে ভাজা মাছ ঘসি ঘসি লাগে।
পেট ভরিয়া উঠিলে তখন ভাজা মাছও ঘসির ন্যায় বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়।

পেট ভরলে মোণ্ডা তেতো।
ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে অতি সুস্বাদ মোণ্ডাও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইলে ভাল জিনিসও মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

পেট ভরলে মোণ্ডার খোসা ছাড়ায়।
পেট ভরিয়া উঠিলে তখন মোণ্ডারও খোসা ছাড়াইতে থাকে। আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেলে দুর্লভ জিনিসও গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে।

পেট ভরে ত নজর ভরে না।
পেট যদিও ভরিয়া উঠে, তথাপি আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। ইহাকে দৃষ্টিক্ষুধা বলে। প্রয়োজন পূর্ণ হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না।

পেট ভাল নয়, চাউল ভাজা খায়।
পেটের অবস্থা ভাল নয়, অর্থাৎ আহারের একটু তারতম্যেই পেটের অসুখ হয়, অথচ চালভাজা খাইতে সাধ। যাহা সহ্য হইতে পারে না বা যাহা লইলে বিপদ্ ঘটিতে পারে তাহা লইতে উদ্যত হওয়া।

পেট ভাল নয়, ডাল রাঁধব কার তরে ?
পেটের অবস্থা ভাল নয়, অর্থাৎ উদরাময় রোগ আছে, সুতরাং কাহার জন্য ডাউল রাঁধিব ? ডাউল খাইলেই পেটের অসুখ বাড়িবে। যাহার জন্য কাজ করিব, সেই যদি সে কাজের বিরোধী হয়, তবে কিজন্য সে কাজে হাত দিব ?

পেট-ভেতো চাকর।
যাহাকে বেতন দিতে হয় না, শুধু খোরাক দিলেই কাজ পাওয়া যায়।

পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ।
পেটে যথেষ্ট ক্ষুধা আছে, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়। কোন জিনিষ লইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু লজ্জা-বশতঃ তাহা গ্রহণ করা যাইতেছে না।

পেটে খেলে পিঠে সয়।
পেটে যদি খাইতে পাওয়া যায়, তবে পিঠে দু'ঘা মার সহ্য হয়। লাভ থাকিলে কষ্ট সহ্য করিতে পারা যায়।

পেটে ক খ গজ গজ করে।

যে লেখাপড়া জানে না তাহার প্রতি শ্লেষ

পেটে ভাত নাই, দাঁতে মিশি (ঠোঁটে আল্‌তা)।

পেটে ভাত জুটে না এমনই অবস্থা, কিন্তু এদিকে দাঁতে মিশি বা ঠোঁটে আল্‌তা দিয়া বাহার দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু বাহিরে লম্বা চাল।

পেটে ভাত নাই, ফোঁটার ঘড়।

পেটে ভাত জুটে না, কিন্তু বাহিরে লম্বা ফোঁটা-কাটা হইয়াছে।

পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে।

ক্ষুধানলের এমনই আধিক্য যে, তাহাতে বেগুন পোড়ান যায়। অতিশয় ক্ষুধার্ত, কিন্তু অন্নাভাবগ্রস্ত।

পেটের বাছা, বাড়ীর গাছা।

গর্ভজাত সন্তান এবং বাড়ীতে রোপিত ফলের গাছ এই দুই হইতে নিয়ত উপকার পাওয়া যায়, এ উপকারের শেষ নাই।

পেটের ভাত, গেঁটের সোনা।

যাহাকে পেটের ভাতের জন্য ভাবিতে হয় না, এবং কিঞ্চিৎ গহনাপত্র বা অর্থ সংস্থান আছে, তাহার কোন চিন্তা নাই।

পেটের ভাত চাল হয়।

বেশী চিন্তা করিলে কিংবা ভীত হইলে ভুক্ত অন্নাদির পরিপাক হয় না, বোধ হয় যেন উদরস্থ ভাতগুলা আবার চাউলরূপে পরিণত হইল। এজন্য অত্যধিক ভয় বা চিন্তার কারণ উপস্থিত হইলে উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পেটের ভিতরে হাত পা সেঁধোয়।

অতিশয় অদ্ভুত বা অযাচিত ব্যাপার দর্শন বা শ্রবণ করিলে এমনই হতবুদ্ধি হইতে হয় যে হাত পা প্রভৃতি অবশ হইয়া যায়, মনে হয় যেন উহারা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।

পেটের শত্রু মুড়ি, বাড়ীর শত্রু বুড়ি।

মুড়ি পেটের আপদ, কেননা মুড়ি খাইলে পেটের অসুখ হয়। আর বুড়ী বাড়ীর আপদ, কারণ সে কোন কাজ করিতে না পারায় কেবল বসিয়া থাকে, আর বসিয়া বসিয়া বাড়ীর সকলের কাজের খুঁটিনাটি লইয়া নিয়ত সকলকে জ্বালাতন করে।

পেত্নীর হাতে রাঙা শাঁখা।

পেত্নীর চেহারা অতি কুৎসিত বলিয়া প্রসিদ্ধ; সে হাতে রাঙা শাঁখা পরিলে আরও কুৎসিত দেখায়। কুৎসিতা রমণীর সাজ সজ্জাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা ব্যবহৃত হয়।

পৈতা পুড়িয়ে সন্ন্যাসী (ব্রহ্মচারী)।

দণ্ডী সন্ন্যাসীরা পৈতা পুড়াইয়া ফেলে। যে বুদ্ধিদোষে সকল দিক্ নষ্ট করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

পোড়া কপালে সুখ নাই,

বিয়ে বাড়ীতে ভাত নাই।

যাহার কপাল মন্দ, বিবাহবাড়ীতে গেলেও সে ভাত পায় না। অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে যেখানেই যাও দুঃখভোগ করিতে হয়। "অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।"

পোয়া বার।

পাশা খেলায় পোয়া বার একটী ভাল দান। ইহাতে দুইটী ছক ছয় ছয় করিয়া পড়ে। আর একটীতে পোয়া অর্থাৎ এক পড়ে। অদৃষ্টে লাভের সম্ভাবনা থাকিলে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়।

পোর নামে পোয়াতি বর্তায়।

ছেলেকে পো বলে। কোন কোন স্থলে ছেলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রসূতিরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। একজনকে উপলক্ষ করিয়া আর একজন নিজের কাজ করিয়া লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পৌষের শীত মোষের গায়,

মাঘের শীত বাঘের গায়।

পৌষমাসের শীতে মহিষ কাতর হয়, কিন্তু মাঘ মাসের শীতে বাঘ পর্য্যন্ত জড়সড় হইয়া থাকে। মাঘের শীত অতি দুঃসহ।

প্রজাপতির নির্বন্ধ।

বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান। বিধাতা যাহার সহিত বিবাহ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার সহিতই তাহার বিবাহ ঘটিবেই ঘটিবে।

প্রতি গ্রাসে মুড়া।

রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছের একটী মাত্র মুড়া পাওয়া যায়, কিন্তু যে চুনো পুঁটি মাছ খায়, সে প্রত্যেক গ্রাসে এক একটী মুড়া পায়।

প্রতি ডুবে কি শালুক উঠে?

শালুক তুলিবার জন্য ডুব দিতে থাকিলে প্রত্যেক ডুবেই এক একটী শালুক উঠে না, কোন ডুবে উঠে, কোন ডুবে নাও উঠে। প্রত্যেক উদ্যমেই ফল পাওয়া যায় না; কোন উদ্যমে ফললাভ হয়, কোন উদ্যম নিষ্ফল হয়।

প্রদীপের কোলে অন্ধকার।

প্রদীপের আলোয় সমগ্র ঘর আলোকিত হয়, কিন্তু প্রদীপের ঠিক নীচে আলো পড়ে না, সেখানে অন্ধকার থাকে। এমন অনেক বিজ্ঞ লোক আছেন, তাঁহাদের উপদেশে অনেকের দোষ সংশোধিত হয়, কিন্তু তাঁহারা নিজের মনের দোষটুকু দেখিতে বা সংশোধন করিতে পারেন না। "Darkness under the lamp." "চিরাগ্‌কা নীচু আঁধেরা।"

ফ

ফকিরে ফকিরে ভাই ভাই,

ফকিরের রাজত্ব সর্ব্ব ঠাঁই।

ফকিরের সহিত ফকিরের ভ্রাতৃভাব, কেননা সংসারস্পৃহা না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন হিংসা দ্বেষ নাই। আর ফকিরের সাংসারিক কোন বন্ধন না থাকায় সে যেখানে থাকে, সেইখানেই রাজার ন্যায় সুখানুভব করে; বৃক্ষতলেই হউক বা অট্টালিকাতেই হউক, সর্ব্বত্র তাহার সমান সুখ।

ফতো বাবু।

যাহার ভিতরে নিজের সম্বল নাই, কিন্তু বাহিরে বাবুগিরি আছে, তাহাকে 'ফতো বাবু' বলে।

ফরসা কাপড়ে মান বাড়ে।

কাপড়চোপড় বেশ ফরসা হইলে সকলেই একটু সম্মান করে। কাপড়চোপড় ময়লা হইলে লোকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। লোকের নিকট সম্মান পাইতে হইলে বাহিরে একটু চাকচিক্য আবশ্যক। "The apparel oft proclaims the man."

ফল ধর।

বনবাসকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে "ফল ধর" বলিয়া ফল দিতেন, কিন্তু 'খাও' না বলায় লক্ষ্মণ তাহা খাইতেন না, তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। কোন লোককে যতটুকু বলিবে ততটুকুই করিবে, তাহার বেশী একটুও করিবে না, এইরূপ স্থলে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়।

ফল ফল কদলীর ফল,

মেয়ে নারী আর বৃষ্টির জল।

ফলের মধ্যে কদলী ফলই শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রাপ্য। মেয়ে বিষয়ে রমণীই শ্রেষ্ঠ, এবং জলের মধ্যে বৃষ্টির জলই প্রধান; নদী পুষ্করিণীতে যতই জল থাকুক, বৃষ্টির জল না হইলে দেশ রক্ষা হয় না, ফসল জন্মে না।

ফলের মধ্যে আম্রফল,

সুন্দরী নারী আর গঙ্গাজল।

ফলের মধ্যে আম্রফলই শ্রেষ্ঠ; স্ত্রীজাতির মধ্যে সুন্দরী রমণীই মনোহারিণী; এবং জলের মধ্যে গঙ্গাজলই উৎকৃষ্ট, ইহা যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনই পাপনাশক।

ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা।

ফল্গুনদীর উপরিভাগ শুষ্ক, বালুকাময়, কিন্তু বালির নীচে দিয়া উহার স্রোত বহিতেছে। অনেকে দেখিতে বেশ শান্ত শিষ্ট ভালমানুষ, কিন্তু মনের ভাব অন্যরূপ, অথবা মনের ভাব মুখে প্রকাশ করে না।

ফাঁক পেলে সবাই চোর।
অনেক লোক সুবিধা না পাওয়ায় চুরি করিতে পারে না, কিন্তু সুবিধা পাইলে তাহারাও চুরি করিয়া ফেলে। মন্দ কার্য্যের সুবিধা না পাওয়ায় অনেকেই সাধু হইয়া থাকে, কিন্তু সুবিধা পাইলে অনেকেই মন্দ কাজ করিতে ছাড়ে না। "সন্ন্যাসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়।" "Opportunity makes the thief."

ফাঁকা আওয়াজ।
বন্দুকে গুলি না দিয়া ছুড়িলে তাহাতে কেবল একটা শব্দ হয় মাত্র, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় না, ইহারই নাম ফাঁকা আওয়াজ। মুখে খুব ডাক হাঁক, কিন্তু কাজে কিছু না হওয়া "A flash in the pan." "Empty bluster."

ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়্‌তে হয়।
কাহাকেও ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিলে আপনাকেও ফাঁকিতে পড়িতে হয়।

ফাঁদ পেতে ফাঁদে পড়া।
পরের মন্দের জন্য ফাঁদ পাতিলে আপনাকে সেই ফাঁদে জড়াইয়া পড়িতে হয়। "Hoist with one's own petard."

ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়।
ঢেঁকির ভিতরটা ফাঁপা হইলে তাহার শব্দ বড় বেশী হয়, নিরেট ঢেঁকির এত শব্দ হয় না। যাহার ভিতরে গুণ না থাকে তাহার বাহিরে গর্জ্জন বেশী হয়। "Empty vessels sound much."

ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি,
বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।
ফাল্গুনমাসে বাঁশের পাতা সব ঝরিয়া পড়ে, সেই সময় তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে হয় চৈত্র মাসে বাঁশের গোড়ায় মাটি দিতে হয়, এবং নূতন বাঁশকে রাখিয়া বাঁশের পিতামহকে অর্থাৎ দুই বৎসরের পুরাতন বাঁশকে কাটিতে হয়। এইরূপ করিলে বাঁশ খুব বাড়ে।

ফিকিরে ফকির।
ভণ্ড ফকির। যে ফকির নানা রকম ফন্দি ফিকির করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

ফুটুনির মামা, ভিতরে কপ্নি উপরে জামা।
যে কথায় চালাকি করিয়া বেড়ায়, তাহার মামা ভিতরে কপ্নি আর উপরে জামা পরিয়াছে। যাহার ঘরে ভাত জোটে না, কিন্তু বাহিরে লম্বা কোঁচা।

ফুটলো কেশে, ফুরালো বর্ষে।
শরৎকালে কেশে ফুল ফুটে, সুতরাং উহা ফুটিলেই বুঝা যায় যে, বর্ষাকাল শেষ হইয়াছে।

ফুললো আর মলো।
দুই বন্ধু—একজন সেয়ানা, একজন বোকা। দুইজনে পরামর্শ করিয়া বোকা বন্ধুর পয়সায় কাঁটাল কিনিয়া খাইতে বসিল। সেয়ানা বন্ধু বোকা বন্ধুকে অন্যমনস্ক রাখিয়া নিজে বেশী কাঁটাল খাইবার লোভে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ভাই, তোর মা কি রকম করে মরল? বোকা বন্ধু মাতার পীড়ার আদি অন্ত, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মস্ত গল্প বলিতে বসিল। সেই অবসরে সেয়ানা বন্ধু কাঁটালটা প্রায় সাবাড় করিয়া ফেলিল। গল্প শেষ হইলে বোকা বন্ধু কাঁটাল খাইতে গিয়া দেখে কেবল ভোতাটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সে ঠকিয়াছে দেখিয়া মনে মনে মতলব করিতে লাগিল, কি উপায়ে প্রতিশোধ লওয়া যায়। পরে আর একদিন দুইবন্ধু বাজার হইতে কাঁটাল কিনিয়া আনিল—এবার সেয়ানের পয়সায়। বোকা জিজ্ঞাসা করিল, ভাই তোর মা কি করিয়া মরিল। সেয়ানা বন্ধু বলিল, ফুললো আর মলো। এই বলিয়া গল্প শেষ করিয়া কাঁটাল খাইতে লাগিল। বোকা বন্ধুর প্রতিশোধ লওয়া আর হইল না।

ফুলে নাই গন্ধ, চোক থাকতে অন্ধ।
যে ফুলে গন্ধ নাই সে ফুল বৃথা, আর যে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, সে চক্ষু বৃথা।

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।
ফুলের আঘাত অতি কোমল, তাহাতে মূর্চ্ছা যাইতে পারে না। যে লোক সামান্য একটু কারণেই অস্থির হইয়া পড়ে।

ফুলের মধ্যে মালা,
বাসনের মধ্যে থালা,
কুটুম্বের মধ্যে শালা।
ফুলের মালারই বেশী আদর; বাসনের মধ্যে থালাই বেশী প্রয়োজনীয়, এবং কুটুম্বের মধ্যে স্ত্রীর ভ্রাতাই অধিক আদরণীয়।

ফুলের শোভা ভোমরা,
গাইয়ের শোভা চোমরা।
ফুলে ভোমরা বসিলেই ফুলের বেশী শোভা হয়; গাভীর লেজ চোমরা হইলেই সুন্দর দেখায়।

ফুলের সোহাগে ছোটার আদর।
ছোটা (সোটা) অতি অপ্রয়োজনীয় ও হেয় বস্তু; কিন্তু তাহাতে ফুল গাঁথা থাকে বলিয়াই লোকে ফুলের সহিত তাহাকেও গলায় পরে। প্রয়োজনীয় বস্তুর সহিত অপ্রয়োজনীয় বস্তু থাকিলে, প্রয়োজনীয় বস্তুর অনুরোধেই অপ্রয়োজনীকেও আদর করে। পুষ্পের সহিত কীট দেবতার মাথায় উঠিয়া থাকে।

ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই;
যেটে হুঁকায় তামাক খায় গুড়গুড়িটা কই।
ফেন রাখিয়া ভাত খায়, কিন্তু গল্প করিবার সময় বলে দই মাখিয়া ভাত খাইয়াছি; মেটে হুঁকায় তামাক খায়, কিন্তু মুখে বলে, গুড়গুড়িটা কোথায় গেল। যে কাজে কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু মুখে আপনার বাহাদুরি প্রকাশ করে।

ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?
নগদ পয়সা দাও, দিয়া তেল লইয়া মাখ। কাজ কর, তাহার পারিশ্রমিক লও।

ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বড়।
'ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়' দেখ।

ফোঁড়ার উপর বিস্ফোটক।
ফোঁড়ার যাতনায় অস্থির, তাহার উপর আবার বিষফোঁড়া উঠিয়াছে। একটা কষ্টের উপর আবার একটা কষ্ট।

ফোঁপোল দালালি।
যে অযাচিত ভাবে মধ্যস্থতা করিতে উদ্যত হয় অথচ কেহই তাহাকে মানে না, তাহাকে ফোঁপোল দালাল বলে।

ফোড়ন দেওয়া।
কোন দুইজনের মধ্যে বচসা হইতেছে। এমন সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া এমন দুই চারিটি কথা বলিল, যাহাতে বচসা বৃদ্ধি পাইল।

ফোতো বাবুর গালগল্প সার।
ফোতো বাবু কেবল মুখেই লাখ পঞ্চাশ মারে, কাজেই কিছুই করিতে পারে না ('ফতো বাবু' দেখ)।

ব

বউ উঠতে স্থান পায় না, উঠানযোড়া দাদী।
বউ উঠিয়া দাঁড়াইবার জায়গা পায় না, এদিকে দাসীতে উঠান পরিপূর্ণ।

বউ গিন্নি হ'লে তার বড় ফরফরানি,
মেঘভাঙ্গা রদ্দুর হ'লে বড় চড়চড়ানি।
বউ গিন্নি হইলে তাহার অত্যন্ত ফরফরানি হয়, অর্থাৎ সে বেশী রকম গিন্নিপণা দেখায়; আর মেঘ সরিয়া গেলে যে রৌদ্র বাহির হয়, তাহা বড়ই তীব্র হইয়া থাকে।

বউ জব্দ কিলে, ঝি জব্দ শিলে;
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে।
বউকে প্রহার দিলে তবে সে শাসনে থাকে, মেয়েকে বাটনা বাটিতে দিলে তবে সে জব্দ হয়; আর প্রতিবাসীদের চোখে আঙুল দিয়া কথা কহিলে অর্থাৎ স্পষ্ট কথা বলিলে তবে তাহারা জব্দ হয়।

বউ ভাংলে সরা, গেল পাড়া পাড়া ;
গিন্নি ভাংলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা।
বউ যদি একখানা সরা ভাঙ্গে, তবে তাহা গিন্নি পাড়াময় রাষ্ট্র করে ; আর গিন্নি যদি একটা কলসী ভাঙ্গে, তবে তাহাও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কর্ত্তার নিজের বড় দোষও গণ্য হয় না, কিন্তু অপরের সামান্য দোষও বেশী বলিয়া বোধ হয়।

বউয়ের রাগ বিড়ালের উপর,
বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর।
বোয়ের বিড়ালের উপর রাগ, কেননা বিড়ালে মাছ খাওয়ায় তাহাকে তিরস্কার খাইতে হয় ; আর বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর, কারণ, বেড়া থাকাতেই মাছ খাইয়া সে তাড়াতাড়ি পলাইতে পারে না, মার খায়।

বক ধার্ম্মিক।
যে বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করে, কিন্তু মনে মনে পরের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহাকে "বক ধার্ম্মিক" বলে। বক মাছ খাইবার আশায় বিলের ধারে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকে যেন কতই ধার্ম্মিক। কিন্তু মাছ ভাসিলেই অমনি ছোঁ মারে।

বকবিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী।
ভণ্ড ধার্ম্মিক। বক ও বিড়াল উভয়েই মৎস্যাশী, কিন্তু বাহ্য আচরণে মনের ভাব গোপন রাখে।

বগলে কাপ্তে দেশময় খোঁজে।
বগলে কাপ্তে রাখিয়া দেশময় কাপ্তে খুঁজিয়া বেড়ায়। কোন জিনিষ আপনার কাছে থাকিতে ভ্রমবশতঃ চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়ান। এমন অনেক লোক আছে, কাণে কলম রাখিয়া চতুর্দ্দিক্ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছে।

বচনসর্ব্বস্ব।
কেবল কথায় পণ্ডিত। যে মুখে নানা কথা বলে, কিন্তু কাজে কিছুই করে না, তাহাকে বচনসর্ব্বস্ব বলে।

বচনে জগৎ তুষ্ট।
কথায় জগৎ সন্তুষ্ট হয় ; মিষ্ট কথা বলিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
বজ্রের ন্যায় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া শেষে আল্‌গা গেরো দেওয়া। একদিকে খুব আঁটাআঁটি করিয়া অন্য দিকে শিথিলতা দেখাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "কড়াকড় চৌকী আইন খারাপ, সদর বন্ধ খিড়কী ফাঁক।" "Spare at the spiggot and spill at the bung."

বজ্রাঘাতে রামনাম।
যখন বাজ পড়ে, তখন ভয়ে রাম নাম বলা। যাহাকে অন্য সময়ে উপেক্ষা করে, বিপদে পড়িয়া তাহার শরণাপন্ন হওয়া।

বড় কেও নয়, বড় কেটাও নয়।
বড় অবজ্ঞার বিষয় নয়।

বড় ক্ষুধায় পাটকেলে কামড়।
বেশী ক্ষুধার জ্বালা হইলে অন্য খাবারের অভাবে লোকে পাটকেল কামড়াইয়া খাইতে চায়। বেশী প্রয়োজনের সময় ভালমন্দ যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই লওয়া।

বড় গাঁ তার মাঝের পাড়া।
গ্রাম ত যথেষ্ট বড়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র গ্রাম তাহাতে আবার মাঝের পাড়া থাকিবে বৃহৎ কার্য্যে যাহা থাকা সম্ভব, ক্ষুদ্র কার্য্যে তাহা দেখাইতে যাওয়া।

বড় গাছেই ঝড় লাগে।
বনের মধ্যে যে গাছ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহাতেই ঝড়ের বেগ আগে পড়ে। যিনি কর্ত্তা তাঁহাকেই বিপদ্ আপদের দায় ভোগ করিতে হয়।

বড় গাছে কাছি (দড়া) বাঁধা।
বড় গাছে নৌকা প্রভৃতির কাছি বন্ধন করা। বড় গাছে কাছি বাঁধিলে তাহা ভাঙ্গিবার বা উপড়াইবার ভয় থাকে না। বড়লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নির্ভয় হওয়া যায়।

বড় গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্ব্বনাশ।
বড়লোকের আশ্রয়ে বাস করিলে, যে কোন দিন তাঁহার ভালবাসা হারাও, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে।

বড় ঘরের বড় কথা।
গরীবের ছেঁড়া কাঁথা।
গরীবের ঘরে ছোট ছোট ব্যাপারই ঘটে, কিন্তু বড়লোকের ঘরে বড় বড় ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে, সামান্য ব্যাপারও তথায় বৃহৎ আকার ধারণ করে।

বড় নাক তার গোঁফের বাহার।
যাহার নাক খাঁদা, সে গোঁফ রাখিলে বিশ্রী দেখায়, এবং সে আবার গোঁফের শোভা বাড়াইতে গেলে আরও কুৎসিত হয়। যাহার যাহা সাজে না, তাহা করিতে যাওয়া।

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
লঙ্কা ডিঙ্গাতে সবে মাথা করে হেঁট।
বড় বড় বানরের খুব উঁচু উঁচু পেট ; কিন্তু সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া লঙ্কায় যাইতে বলায় সকলেই মাথা হেঁট করিল। দেখিতে শুনিতে যাহারা বড়লোক, কোন দুরূহ কার্য্যে তাহাদের পশ্চাৎপদ হওয়া।

বড় বড় হাতী গেল তল,
বেটে ঘোড়া বলে কত জল।
যে জলে নামিয়া বড় বড় হাতী তলাইয়া গেল, খর্ব্বকায় ঘোড়া আসিয়া সেই জলের পরিমাণ স্থির করিতে উদ্যত হইল। শক্তিশালী লোকেরা যাহাতে পরাভূত, শক্তিহীন লোক সেই কার্য্যে অগ্রসর। "Fools rush in where angels fear to tread."

বড় বাড় ভাল নয়।
অত্যন্ত বাড়িয়া উঠা ভাল নয় ; কেননা বেশী বাড়িলেই পড়িতে হয়। "অত্যুচ্চঃ পতনায়তে।"

বড় বাড়ী তার চৌকশালা।
বাড়ী ত এতটুকু, তাহাতে আবার চৌকশালা কোথায় থাকিবে ?

বড় বিয়ে তার দু' পায়ে আল্‌তা।
বিবাহ ত ভারী জাঁকজমকের, তাহাতে আবার দুই পায়ে আল্‌তা পরিবে। এক পায়ে আল্‌তা পরিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। যাহা বৃহৎ কার্য্যে থাকিতে পারে, সামান্য কার্য্যে তাহা দেখিবার আশা করা।

বড় মাছের কাঁটা,
আর ঘন দুধের ফোঁটা।
বড় মাছের যদি একটু কাঁটাও পাওয়া যায়, তাহাও ভাল, আর ঘন দুধ যদি এক ফোঁটাও খাওয়া যায়, তাহাতেও উপকার আছে। ভাল জিনিষের একটুও ভাল, মন্দের বেশীও কিছু নয়।

বড় মাছের কাঁটাও ভাল।
বড় মাছের যদি একটু কাঁটা পাওয়া যায় তাহা খাইয়াও সুখ আছে, ছোট মাছের বেশীও কিছু নয়। বড়লোকের এক কথায় দ্বারাও উপকার পাওয়া যায়।

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।
বড়লোকের ভালবাসা বালির বাঁধের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। তাঁহারা ক্ষণপূর্ব্বে আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দেন, আবার ক্ষণপরেই হাতে দড়ি দেন, অর্থাৎ একটু প্রসন্ন হইলেই কত উন্নতির আশা দেখান, আবার একটু রুষ্ট হইলেই প্রাণ লইয়া টানাটানি করেন।

বড়লোকে কথা কয়, সবে বলে জয় জয়।
বড়লোকে যেমনই কথা বলুক, সকলে তাহাতে সায় দিয়া থাকে, অর্থাৎ সে কথায় বাহবা দেয়।

বড়লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল।
"মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল" দেখ।

বড় হবে ত ছোট হও।
বড় হইতে ইচ্ছা থাকিলে ছোট অর্থাৎ বিনয়ী হও।

বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা।
যে গ্রাম বনে পূর্ণ, সেখানে শিয়ালই রাজা।

হয়, কেননা মানুষ সেখানে বাস করিতে পারে না। যেখানে ভাল লোক নাই, সেখানে সামান্য লোকেই প্রাধান্য স্থাপন করে। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

বন থেকে বেরুল টিয়ে,
সোণার টোপর মাথায় দিয়ে।
টিয়ে পাখী সোণার টোপর মাথায় দিয়া বন হইতে বাহির হইল, অর্থাৎ আনারসের সবুজ ডাঁটা মাথায় সোণার টোপরের স্থায় আনারস মাথায় দিয়া পাতার ভিতর হইতে বাহির হইল। পাকা লঙ্কা সম্বন্ধেও এই হেঁয়ালীটি ব্যবহৃত হয়।

বন পোড়ে সবাই দেখে,
মন পোড়ে কেউ দেখে না।
বন পুড়লে সকলেই তাহা দেখিতে পায়, কিন্তু শোক দুঃখে মন পুড়লে তাহা কেহই দেখিতে পায় না।

বন মানুষের হাড়।
কথিত আছে,বনমানুষের হাড় লইয়া ভেল্কি খেলে। কেহ কাহাকে কুহকে ফেলিয়া প্রতারিত করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বন-রক্ষক শিব, শিব-রক্ষক বন।
শিব বনকে রক্ষা করেন, আবার বনও শিবকে রক্ষা করে। পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে রক্ষিত হওয়া। "বনের রক্ষক বাঘ, বাঘের রক্ষক বন।"

বনেদী ঘরের আঁস্তাকুড়ও ভাল।
"মহতের আঁস্তাকুড়" দেখ।

বন্ধ্যা নারী প্রসববেদনার কষ্ট জানে কি?
যে নারী বন্ধ্যা, সে প্রসববেদনা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা জানে না। অভিজ্ঞ ব্যতীত অপরে কেহ কোন বিষয়ের মর্ম বুঝিতে পারে না। কষ্টের তীক্ষ্ণতা ভুক্তভোগীই বুঝে। "None but the wearer knows where the shoe pinches."

বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চাঁদ দেখিতে পায়।
নিতান্ত অসম্ভব স্থলেই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। বন্ধ্যা নারীর পুত্রই ত হইতে পারে না, তাহার উপর অন্ধ পুত্রের চাঁদ দেখিবারও সম্ভাবনা নাই।

বন্ধ্যা নারীর পুত্র-শোক
যাহার পুত্র নাই, সে পুত্র শোক পাইবে কিরূপে? অসম্ভব কল্পনা।

বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।
বয়স বেশী হইলেই যে লোক বিজ্ঞ হয় তাহা নহে, জ্ঞান লাভ হইলেই লোকে বিজ্ঞ হইয়া থাকে, তাহাতে বয়সের বিচার নাই।

বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ।
বয়সে নবীন অর্থাৎ অল্পবয়স্ক বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে বিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে।

বয়সের গাছ পাথর নাই।
এত অধিক বয়স যে, তাহার জন্মের সময় যে সকল গাছ পাথর হইয়াছিল, তাহারাও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অত্যধিক বয়সের উল্লেখ করিতে হইলে লোকে এই বাক্যের ব্যবহার করে।

বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী।
যিনি বরের ঘরের মাসী, তিনিই আবার কনের ঘরের পিসী। একই ব্যক্তির দুই-পক্ষে যোগ দেওয়া। "Hunting with the hound and running with the hare."

বর্ণচোরা আম।
আম পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়, কিন্তু অনেক আম আছে তাহারা পাকিলেও সবুজ বর্ণ থাকে; ইহাদিগকে 'বর্ণচোরা আম' কহে। এমন অনেক লোক আছে, তাহাদের বয়সে আকৃতির বিশেষ বৈষম্য হয় না, তাহাদিগকেও বর্ণচোরা আম বলা হয়। কপটী লোককেও "বর্ণচোরা আম" বলা হইয়া থাকে।

বর্ষণ নেই গর্জ্জন সার।
কাজের চেয়ে আড়ম্বর অধিক। অথবা আড়ম্বর আছে, কাজ নাই।

বর্ষাকালে নদী, বুড়ো হ'লে সতী।
বর্ষাকালে সকল নদীই কুলে কুলে পূর্ণ হইয়া উঠে, আর যৌবন বিগত হইলে নষ্ট স্ত্রীলোকও আপনাকে সতী বলায়। গ্রীষ্মকালেও যে নদী জলপূর্ণ থাকে, তাহাই প্রশস্ত নদী, আর যৌবনে যে রমণী সতী থাকিতে পারে, সেই যথার্থ সতী।

বল বুদ্ধি (বৃদ্ধি) ভরসা, তিন বিরেশে ফরসা।
বল, বুদ্ধি অথবা বৃদ্ধি অর্থাৎ বাড় এবং সাহস, এই তিনটি ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহার পর ক্রমশঃ কমিয়া যায়। "A man at forty is either a physician or a fool."

বল বল আপনার বল, জল জল ইন্দ্রের জল।
নিজের বলই যথার্থ বল, তাহাই কাজে লাগে, অন্যের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিলে তাহা প্রায়ই বিফল হয়; আর বৃষ্টির জলই প্রকৃত জল, সেই জলেই শস্যাদি বর্দ্ধিত হয়; সেঁচা জলের উপর নির্ভর করিলে শস্য রক্ষা দুষ্কর হয়। "বল বল বাহুবল"। "Might is right."

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
যাহার কোন দিকেই কোন আশ্রয় বা উপায় নাই, সেই ব্যক্তিই বলিয়া থাকে, "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

বলা সহজ, করা কঠিন।
সকল বিষয়ই মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু কাজে তাহা করা বড়ই শক্ত। "Easier said than done."

বলীর ঘাম নির্বলীর ঘুম।
বলবান্ লোকের বেশী ঘাম হয়, আর দুর্ব্বল লোকের বেশী ঘুম হয়।

বলে আরে মোর তুমি,
তোমার জন্য চাল ভিজিয়ে খেয়ে মরি আমি।
তুমি আমার বড় আপনার; তোমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আমি চাল ভিজাইয়া খাই। যেখানে ভালবাসা কেবল মৌখিক, আন্তরিক নয়, সেইস্থলে ব্যবহৃত হয়।

বলে না হয় ছলে।
যে কাজ বলে সিদ্ধ হয় না, তাহা কৌশলে সিদ্ধ করিতে হয়।

বলিতে গেলে জাত থাকে না।
সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে জাতিচ্যুত হইতে হয়। কোন গুপ্ত পাপ-কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বল্লে মা মার খায়, না বল্লে বাপ এঁটো খায়।
এক ব্যক্তি খাইতে বসিয়াছিল। তাহার ভাতে পূর্ব্বে বিড়ালে মুখ দিয়াছিল, এবং তাহার ছেলেটি উহা দেখিয়াছিল। কিন্তু গৃহিণী অন্য ভাতের অভাবে তাড়াতাড়ি সেই ভাতগুলিই খাইতে দিয়াছিল। তখন ছেলেটি ভাবিল, যদি সত্য কথা বলি, তাহা হইলে মাকে বাবার হাতে মার খাইতে হয়, আর যদি না বলি, তাহা হইলে বাবাকে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাইতে হয়, সুতরাং উভয় সঙ্কট। যেখানে কথা বলিলেও দোষ, না বলিলেও দোষ।

ব'সে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরায়।
বসিয়া বসিয়া খাইলে যদি কুবেরের ভাণ্ডারের ন্যায় প্রচুর অর্থ থাকে, তাহাও ফুরাইয়া যায়। উপার্জ্জন না করিয়া কেবল সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিলে তাহা শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়।

ব'সে খেলে কুলায় না,
ক'রে খেলে ফুরায় না।
উপার্জ্জন না করিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া খাইলে যতই ধন থাক, তাহাতে কুলায় না, আর উপার্জ্জন করিয়া খাইলে সে অর্থ ফুরায় না।

ব'সে না থাকি বেগার যাই।
বসিয়া থাকা অপেক্ষা কাহারও বেগার খাটিতে যাওয়া ভাল। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা লাভহীন কার্য্যেও পরিশ্রম করা ভাল,তাহাতে অন্ততঃ শরীরের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

ব'সে ব'সে লেজ নাড়া।
উঠিবার শক্তি নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া

লেজ নাড়া দেয়। কাজে হাত না দিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া কাজের সমালোচনা করা।

বসতে জানলে উঠতে হয় না।

উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া বসিতে পারিলে আর উঠিতে হয় না, নতুবা যেখানে সেখানে বসিলে কাহারও দরকার পড়িলেই সেখান হইতে উঠিতে হয়।

বসতে জায়গা পেলে, শোবার স্থান মিলে।

যদি বসিবার একটু জায়গা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্রমে শুইবার জায়গাও পাওয়া যায়। কাজের একটু সূত্র পাইলে ক্রমে তাহার সকল উপায়ই আয়ত্ত করা যায়।

বসতে পেলে শুতে চায়।

লোকে বসিবার একটু স্থান পাইলে ক্রমে তথায় শুইতে ইচ্ছা করে। একটু আশ্রয় পাইয়া ক্রমে অধিক আবদার করা। "Give one an inch, and he asks for an ell."

বসবি ত ছেলে ধর, উঠবি ত কাঠ কাট।

যদি বসিয়া থাকিবে, তাহা হইলে ছেলে লইয়া থাক, আর যদি উঠিবে, তাহা হইলে কাঠ কাট। বিশ্রাম না দিয়া সকল অবস্থাতেই একটা না একটা কাজের ফরমাস করা।

বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

গাজনে অনেক সন্ন্যাসী হইলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হইয়া শেষে গাজন নষ্ট হইয়া যায়। অনেক লোক মিলিয়া কোন কাজ করিতে গিয়া কাজ পণ্ড করা। "Too many cooks spoil the broth."

বাঁচলে কত দেখব আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার;
বিড়ালের কপালে টীকে,
বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে।

বাঁচিয়া থাকিলে কালে কালে আরও কত মজাই দেখিব; ছুঁচো গলায় চন্দ্রহার পরিয়াছে, বিড়ালের কপালে রাজটীকা দেওয়া হইয়াছে, এবং বানর হলুদ মাখিয়া বেড়াইতেছে। যাহার যাহা সাজে না, সে সেইরূপ কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাঁজা জানে না প্রসববেদনা।

বন্ধ্যা রমণী প্রসববেদনার কষ্ট বুঝিতে পারে না। "None but the wearer knows where the shoe pinches."

বাঁজার পুত্রকে হাঁচির ঘা সয় না।

বন্ধ্যার যদি পুত্র হয়, তবে সে অত্যন্ত আদুরে হইয়া থাকে; কেহ হাঁচিলে সেই শব্দেই সে মূর্চ্ছা যায়।

বাঁদরকে কলা দেখান।

বাঁদরকে কলা দেখাইয়া প্রলুব্ধ করা। কাহাকেও লোভ দেখাইয়া নিজের কাজ সম্পন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে ফাঁকি দেওয়া।

বাঁদী পরের পা ধোয়াতে পারে,
নিজের পা ধোয় না।

বাঁদী পরের পা ধোয়াইয়া দেয়, কিন্তু সে নিজের পা ধোয় না। পরের যে কাজ করিতে পারে, নিজের সে কাজ না করা।

বাঁদী মারতে মঙ্গলবার।

বাঁদীকে মারিবে, তাহার আবার দিনের ভালমন্দ বিচারে কাজ কি? অতি নগণ্য কাজ করিতে গিয়া তাহার শুভাশুভ বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

বাঁধা দেবে না বেচে খাবে,
উকীল পাঠাবে না আপনি যাবে।

যেখানে কোন জিনিষ বাঁধা দিলে তাহা ছাড়াইবার আশা অল্প থাকে সেখানে বাঁধা না দিয়া তাহা বেচিয়া ফেলিবে। আর যেখানে নিজে যাইলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা, সেখানে প্রতিনিধি না পাঠাইয়া নিজেই যাইবে।

বাঁশতলায় ছিল গাছ,
সেই সম্পর্কে মামাত ভাই।

মামাদের বাঁশতলায় উহাদের গাছ জন্মিয়াছিল, সেই সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি মামাত ভাই হয়। সম্পর্কহীন ব্যক্তি।

বাঁশ বনে ডোম কাণা।

বাঁশ বনে গিয়া ডোম কাণা হইয়া যায়, অর্থাৎ সে অনেক বাঁশকেই নিজের কার্য্যোপযোগী মনে করে, অথচ কোন্‌টাকে ছাড়িয়া কোন্‌টাকে লইবে তাহা স্থির করিতে পারে না।

বাঁশ বাকস বামন, তিন জমি নেবার যম।

বাঁশ গাছ, বাকস গাছ ও ব্রাহ্মণ এই তিনই জমি লইবার যমস্বরূপ। কোন স্থানে বাঁশ গাছ বসাইলে ক্রমে তাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়; বাকস গাছও এইরূপ। ব্রাহ্মণ যেখানে বাস করে, তাহার আশে পাশে জমিগুলি ক্রমে ক্রমে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, অথচ ব্রাহ্মণ বলিয়া ভয়ে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না।

বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে বুলে।

বাঁশে ফুল হইলেই সে বাঁশ মরিয়া যায় আর মানুষ কেবল ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলে মারা যায়।

বাঁশ যদি পড়ে জলে, কি করতে পারে তালে?

বাঁশকে শুকাইয়া যদি জলে পচান যায়, তবে তাহা তালের কাঁড় অপেক্ষাও শক্ত হয়।

বাঁশি হারালে শিঙের ফুঁ।

বাঁশী হারাইয়া ফেলিয়া শেষে বাজাইবার জন্য শিঙের ফুঁ দেওয়া। প্রধান সম্বল নষ্ট করিয়া শেষে সামান্য উপায়ের উপর নির্ভর করা।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

বাঁশের অপেক্ষা তাহার কঞ্চি শক্ত। বাপের অপেক্ষা ছেলে অথবা গুরুর অপেক্ষা শিষ্য অধিক চতুর বা দক্ষ।

বাউলের ঘরে গরু।

বাউল এক প্রকার উদাসীন সম্প্রদায়, তাহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; সুতরাং সে কিরূপে গরু পুষিবে?

বাকস বামন বাঁশ, তিনে বাস্তু নাশ।

"বাঁশ বাকস বামন" দেখ।

বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তুলাকার।

কথা কহিবার সময় পর্ব্বতের ন্যায় বিস্তর গুরুতর কথা বলে, কিন্তু কার্য্যকালে তুলার ন্যায় হয়, অর্থাৎ অতি সামান্যমাত্র কার্য্য করে। বেশী কথা বলিয়া কাজে অল্পমাত্র করা। "Great cry and little wool."

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

বাঘে একটু কামড়াইলে বা আঁচড়াইলে আঠার জায়গায় ঘা হয়। এমন অনেক বিষয় আছে, তাহাতে একবার জড়িত হইলে নানা দিক দিয়া নানা বিপদ্ উপস্থিত হয়।

বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়।

বাঘ বলদকে দেখিলেই মারিয়া ফেলে, কিন্তু রাজা বা অন্য কেহ অতিশয় প্রতাপশালী হইলে তাহার ভয়ে উভয়ে এক ঘাটে একত্র জলপান করে, অথচ কেহ কাহারও হিংসা করে না। অতিশয় প্রতাপের পরিচয়রূপে ব্যবহৃত।

বাঘে মহিষে যুদ্ধ হয়, নল খাগড়ার প্রাণ যায়।

বাঘ মহিষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহাদের চাপে মাঝে হইতে নল খাগড়াগুলি মারা যায়। প্রবলে প্রবলে বিবাদ উপস্থিত হইলে মাঝে যে সকল দুর্ব্বল থাকে, তাহাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়।

বাঘের আড়ি।

বাঘের আড়ি হইলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। কেহ কিছুতেই শত্রুতা ত্যাগ না করিলে এবং প্রতি পদে অনিষ্টচেষ্টা করিলে তাহাকে বাঘের আড়ি কহে।

বাঘের আবার গোবধ।

বাঘ নিয়ত গরু মারিয়া খায়, গরু তাহার খাদ্য, সুতরাং তাহার গোহত্যারূপ পাপের ভয় থাকিতে পারে না। দুষ্কর্ম্ম যাহার অভ্যাস, তাহার পাপকার্য্যে ভয় থাকে না

বাঘেরও চক্ষুলজ্জা আছে।
কথিত আছে, বাঘ কোন লোককে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যদি তাহার উপর চাহিয়া থাকে, এবং সেই লোকও যদি সেই সময়ে বাঘের চোখের উপর নিজের দৃষ্টি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করে, তাহা হইলে বাঘ তাহাকে আক্রমণ না করিয়া সরিয়া যায়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জাবিহীন ব্যক্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।
ঘোগ এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু, বাঘ তাহাকে পাইলেই খাইয়া ফেলে; সুতরাং সে বাঘের ঘরে বাস করিতে গেলে বাঘের কোন অনিষ্ট হয় না, তাহারই প্রাণ যায়। বলবানের নিকট দুর্ব্বল ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে বা অতি চতুরের সহিত চাতুরী করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাঘের দেখা, সাপের লেখা।
বাঘের নজরে পড়িলেই মরিতে হয়, আর অদৃষ্টে লেখা থাকিলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়।

বাঘের পাছায় ঘা।
বাঘের পাছায় ঘা হইলে সেই ঘা যত সুড়সুড় করে, বাঘ ততই তাহাকে গাছে ঘষিতে থাকে, এবং এইরূপে ঘা ক্রমেই বড় হইয়া পড়ে। সামান্য বিপদ্‌কে নিজের দোষে বেশী করিয়া ফেলা।

বাঘের পেছনে ফেউ।
বাঘ লোকালয়ে প্রবেশ করিলে ফেউ অর্থাৎ ছোট ছোট শিয়াল (খেঁকশিয়াল) সকল এক প্রকার শব্দ করিতে করিতে পিছনে পিছনে যায়। বাঘ বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে মারিতে যায়, কিন্তু তাহারা কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া আবার পিছু লয়, কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। কাহারও পশ্চাতে লাগিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি উৎপাদন করা।

বাঘের ভয় যেখানে, সন্ধ্যা হয় সেখানে।
"যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয়" দেখ।

বাঘের মাসী।
বিড়ালকে লোকে বাঘের মাসী বলে এবং এসম্বন্ধে একটা এইরূপ গল্প বলে, বিড়াল "মাসি" বলিয়া বাঘের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছে আর যায় নাই। এজন্য কাহারও প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিলে এই প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

বাঘের যোগ্য বাঘিনী।
যেমন বাঘ তাহার উপযুক্ত বাঘিনী। ভীষণস্বভাব পতির ভীষণস্বভাবা পত্নী হইলে উদাহরণস্বরূপে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বাছার আমার এত বাড়,
ছ' আনার কাপড়ে ন' আনার পাড়।
বাছার এতদূর বাড়াবাড়ি যে, ছয় আনা দামের কাপড়ে নয় আনার পাড় বসাইয়াছে। অল্প দামের জিনিষে বেশী দামের উপকরণ দিয়া সাজান।

বাজাতে বাজাতে বা'ন, গাইতে গাইতে গা'ন।
বাজাইতে বাজাইতে ক্রমে ভাল বায়েন (বাদক) হওয়া যায়, এবং গাহিতে গাহিতে ক্রমে ভাল গায়েন (গায়ক) হয়।

বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘর মানে না।
বাজারে আগুন লাগিলে তাহার মধ্যে যদি পীরের ঘর থাকে, তবে তাহাও ভস্মীভূত হইয়া যায়, দেবতার ঘর বলিয়া তাহা এড়াইয়া যায় না। অসতের দলে পড়িলে সাধুকেও শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

বাজি ভোর।
খেলায় বাজির হার জিত হইয়া যাওয়া।

বাজি মাত।
দাবা খেলায় রাজার চাল বন্ধ করিতে পারিলে তাহাকে 'মাত' বলে। কার্য্যে জয়লাভ করিলে তাহাকে 'বাজি মাত' বলা হয়।

বাড়া ভাতে ছাই।
খাইবার জন্য যে ভাত বাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, ছাই পড়িয়া তাহা নষ্ট হইলে তাহাকে বাড়া ভাতে ছাই কহে। কার্য্য সিদ্ধ হইয়া ভোগের সময়ে নষ্ট হইয়া যাওয়া।

বাড়া ভাতে নেড়া গিন্নী।
ভাত প্রস্তুত করিয়া বাড়া হইলে নেড়া গিন্নী আসিয়া আপনার গিন্নিপণা জাহির করে। কাজ সিদ্ধ হইবার পর কেহ আসিয়া তাহার ফলভোগে বা তৎসম্বন্ধে প্রশংসালাভে উদ্যত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাড়া ভাতে শত্রু বাড়ে।
ভাত বাড়া থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ খাওয়া উচিত, নতুবা নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আহারের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। "There's many a slip, twixt the cup and the lip."

বাড়ীতে পায় না শাক সজিনা,
ডাক দিয়ে বলে ঘি আন না।
বাড়ীতে সজিনা শাক খাইতে পায় না, আর অন্যত্র গেলে বলে ঘি লইয়া এস। নিজের বাড়ীতে ভাত জুটে না, কিন্তু পরের বাড়ীতে গিয়া বাবুগিরি প্রকাশ করা।

বাড়ীর আপদ্ বুড়ি, পেটের আপদ্ মুড়ি।
বুড়ি বাড়ীর আপদ্‌স্বরূপ, কেননা তাহার স্বভাব খিটখিটে হওয়ায় সকলের সহিত ঝগড়া করে; আর মুড়ি পেটের আপদ্‌স্বরূপ, কেননা বেশী মুড়ি খাইলে পেটের অসুখ হয়।

বাড়ীর কাছে কামার, দা গড়ে দে আমার।
বাড়ীর কাছে কামার থাকিলে নিয়তই দা গড়াইতে চায়। কাজের লোককে কাছে পাইলে তাহাকে দিয়া সকলে কাজ সারিয়া লইতে চায়। "পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার।"

বাড়ীর গাছা, পেটের বাছা।
বাড়ীতে তরকারির গাছ থাকিলে, আর পেটের ছেলে থাকিলে তাহা হইতে সময়ে অসময়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

বাড়ীর মধ্যে এক ঘর, তার আবার সদর অন্দর।
বাড়ীতে মোটে একটা ঘর, তাহাতে আবার সদর বা অন্দর কি? স্বল্পমাত্র সম্বলের নানারূপে বিভাগ করা।

বাড়ীর শত্রু কাণা, পুকুরের শত্রু পানা।
কাণা লোক বাড়ীর শত্রুস্বরূপ, এবং পানা পুকুরের শত্রুস্বরূপ। কাণা অন্ধ কোথাও যাইতে না পারায় কেবল বাড়ীতে বসিয়া কোন্দল কিচাকিচি করে, আর পানায় পুকুরের জল ও মাছ নষ্ট করে।

বাণিজ্য করিতে গেল দারিয়ার কুল,
কেউ করলে দুনো লাভ, কেউ হারালে মূল।
বাণিজ্য করিবার জন্য অনেকে মিলিয়া সমুদ্রের পারে গেল; কেহ বাণিজ্যে লাভবান্ হইয়া দ্বিগুণ ধন পাইল, আর কেহ বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মূলধনও হারাইল। অনেকে এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ লাভবান্, কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।
ব্যবসায়কার্য্যে লক্ষ্মী বাস করেন, অর্থাৎ ব্যবসায়কার্য্য করিলে প্রচুর ধনাগম হয়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।"

বাতাসে ফাঁদ পাতা।
অতিশয় চতুর লোকের আশ্চর্য্যজনক কৌশলকে বাতাসে ফাঁদ পাতা বলে; যাহা হওয়া অসম্ভব, তাহাকে সম্ভব করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা।
বিবাদের কোন সূত্র না থাকিলে বিবাদপ্রিয় লোক বাতাসকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করে, এবং তাহার কার্য্যের খুঁটিনাটি ধরিয়া তাহাকে গালাগালি দিয়া ঝগড়া বাধায়।

বাদল বামুন বান, দক্ষিণে পেলে যান।
বাদল, ব্রাহ্মণ ও বন্যা দক্ষিণা পাইলেই প্রস্থান করে। দক্ষিণা বাতাস বহিলে বাদল থামিয়া যায়, দক্ষিণদিকে পথ পাইলে বন্যার হ্রাস হয়, আর পুরোহিত ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলেই স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

বাদুড়চোষা তাল।

বাদুড়ে যে তাল খায়, তাহাতে আর কিছুমাত্র রস থাকে না। কেহ কোন জিনিষ একেবারে নীরস করিয়া ত্যাগ করিলে তাহাকে বাদুড়চোষা তাল বলে।

বাধা মানে না গাধা।

যে শুভাশুভ বিচার করে না, তাহাকে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিবার জন্য এই বাক্য প্রযুক্ত হয়। যে বাধা মানিয়া চলে না, সে সাতিশয় নির্ব্বোধ।

বানরের গলায় মুক্তার মালা।

বানর মুক্তার মর্য্যাদা কিছুই বুঝে না, তাহার গলায় মুক্তার মালা দিলে সে তাহা দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। কোন মূল্যবান্ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞতাবশতঃ তাহা নষ্ট করা। "Casting pearls before swine."

বানরের সম্পত্তি গালে।

বানরের কোন সঞ্চয় নাই, সে যাহা পায়, তাহাই গালে তুলিয়া দেয়, সুতরাং গালের ভিতরেই তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি। যে সঞ্চয় না করিয়া যাহা পায় সকলই খরচ করে।

বানরের হাতে খন্তা।

বানর হাতে খন্তা পাইলে যাহা পায় তাহাই খুঁড়িতে থাকে। কেহ হাতে কোন অস্ত্র পাইয়া যাহা কাছে পায় তাহাই কাটিতে থাকিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

বামুরে বুদ্ধি।

বানরের কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই, তাহারা বুদ্ধিদোষে নিজের কাজে নিজেকে বিপন্ন করিয়া থাকে। মানুষের এইরূপ বুদ্ধি দৃষ্ট হইলে তাহাকে "বামুরে বুদ্ধি" বলা হয়।

বানের আগে জেলে ডিঙ্গি।

নদীতে যখন বান ডাকে, তখন তাহার সম্মুখে ক্ষুদ্র জেলে ডিঙ্গি তাহার স্রোতের মুখে ভাসিয়া যায়। প্রবল বাধার সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রতীকার টিকে না।

বাপ্‌কা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া;
কুচ নেহি ত থোড়া থোড়া।

যেমন বাপ তেমনই ছেলে হয়, এবং যেমন সিপাহী, ঘোড়াও সেইরূপে শিক্ষিত হয়; বাপের ও সিপাহীর সমগ্র ভাব ছেলে ও ঘোড়াতে দেখা না গেলেও কতকটা ভাব দেখা যাইবেই যাইবে। "A chip of the old block."

বাপ গুণে পো, মা গুণে ঝি।

প্রায়ই ছেলে বাপের গুণ পায়, এবং মেয়ে মায়ের গুণ লাভ করে।

বাপ গুণে বেটা, সেপাই গুণে ঘোড়া।

'বাপ্‌কা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া' দেখ।

বাপ জানে না, মা জানে না, ভোগল বনে বিয়ে।

যাহারা বিবাহ দিবার কর্ত্তা, সেই বাপ মা জানিতে পারিল না, অথচ ভোগল বনে বিবাহ হইয়া গেল।

বাপ জানে না সুরতী খেলা, বেটা তীরন্দাজ।

বাপ সামান্য সুরতী খেলাও জানে না, আর তাহার ছেলে তীরন্দাজ হইয়াছে। বাপের অপেক্ষা ছেলের অধিক বাহাদুরি প্রকাশ করিতে যাওয়া।

বাপ বলবার নাম নাই, চ'রে শুঁড়ীর নাতি।

বাপের নাম বলিতে পারে না, চ'রে শুঁড়ীর নাতি বলিয়া পরিচয় দেয়।

বাপ মা মরা দায়।

বাপ মা মারা গেলে যতদিন না শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, ততদিন হিন্দুগণ আপনাদিগকে সমাজের নিকট দায়গ্রস্ত জ্ঞান করে, এবং সমাজের অনুগ্রহ না পাইলে সে দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারে না। এজন্য সমাজের সকল লোকের নিকটেই হীনতা স্বীকার করিয়া দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হয়। কোন কার্য্যে লোকের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাপের উপরোধে সংমার পায়ে গড়।

সংমা (বিমাতা) প্রায়ই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয় না, ইহা সকলেই জানে। জানিলেও কেবল বাপের মন রাখিবার জন্যই তাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়। কোন লোকের বা কোন কার্য্যের অনুরোধে কোন কাজ করিতে বাধ্য হওয়া।

বাপের কালে নাইকো চাষ,
কার ধান কাটতে যাস্।

তোমার বাপ কখন জীবনে চাষ করে নাই, আর তুমি কাহার ধান কাটিতে যাইতেছ?

বাপের গাঁতি না ধাপের গাঁতি;
যে রেখে খেতে পারে তারই গাঁতি।

পৈতৃক ধন ধনই নয়, পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধনই যথার্থ ধন; আর যে তাহা রাখিয়া খাইতে পারে অর্থাৎ পরিমিতরূপে তাহা খরচ করিয়া সঞ্চয় করিতে পারে, সেই ব্যক্তি ধন ভোগ করিতে পারে।

বাপের জন্মে চাড়নি ডুলি,
ভেঙ্গে গেল মোর পাছার খুলি,
নামা ডুলি, নামা ডুলি।

জীবনে কখন ডুলিতে চড়ি নাই, এখন ডুলিতে চড়িয়া আমার পাছার হাড় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সুতরাং ডুলি নামাও নামাও, আমি নামিয়া যাই। অনভ্যাস বশতঃ কেহ কোন ভাল জিনিষ ব্যবহারেও কষ্ট বোধ করে। "অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড় চড় করে।"

বাপের জন্মে নাইকো চাষ,
ধানকে বলে দুর্ব্বাঘাস।

বাপ জীবনে কখন চাষ করে নাই, সুতরাং ছেলেও তাহার কিছু জানে না; এজন্য সে ধান দেখিয়া তাহাকে দুর্ব্বাঘাস বলে। কোন ব্যবহার্য্য জিনিষ নূতন দেখিয়া চিনিতে না পারা।

বাপের বাড়ী ঝি, পান্তাভাতে ঘি।

অর্থাৎ স্বামীর ঘরই নারীর গৌরবের স্থান। যৌবনে পিতৃগৃহে বাস, পান্তাভাতে ঘৃতের মতই বিস্বাদ।

বাপের বোন পিসি, ভাতকাপড় দিয়ে পুষি;
মা'র বোন মাসি, কাদায় ফেলে হাসি।

তখন সমাজে কৌলীন্যের জন্য পিসিরই আদর অধিক ছিল। কেননা পিসিকে প্রায়ই শ্বশুরঘর করিতে হইত না, যেহেতু তিনি বহু বিবাহিত কুলীনের পত্নী। সুতরাং মাসির আদর পিসির অপেক্ষা অল্প।

বাবাজীকে বাবাজী, তরকারীকে তরকারী।

বেগুনের মাথায় টিকী (বোঁটা) থাকায় উহা বাবাজী অর্থাৎ বৈষ্ণবও হয়, আবার তরকারীর কাজও করে। কাহারও দ্বারা দুই জাতীয় কাজ সম্পন্ন হওয়া।

বাবা পেটে মা হাঁটে,
আমি তখন বছর আটে।

বাবা যখন তাঁহার মার পেটে ছিলেন, এবং মা সবেমাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছিলেন, আমার বয়স তখন আট বৎসর হইবে। অসম্ভাবিত কৌতুককর বিষয়ের উল্লেখে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাবারও বাবা আছে।

যিনি আমার বাবা, তাঁহারও বাবা আছেন। বড়র উপরেও বড় বা প্রবলের উপর প্রবল আছে।

বাবার কালে নাইকো গাই,
চালুনী নিয়ে দুইতে যাই।

যাহার বাপ কখন গরু পুষে নাই, সে কেমন করিয়া গাইএর দুধ দুইতে হয় তাহা জানে না, সুতরাং সে চালুনী লইয়া গাই দুহিতে যায়। কোন নূতন জিনিষ পাইয়া ব্যবহার করিতে না জানায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়া।

বাবু মরেন শীতে আর ভাতে।

গ্রীষ্মকালে সহজে অল্পখরচে বাবুগিরি করা যায়, কিন্তু শীতকালে শাল-দোশালা প্রভৃতি মূল্যবান্ শীতবস্ত্র না হইলে বাবুগিরি হয় না। আর ভাত খাইবার সময়েও তাঁহারা মারা যান, কেননা বাহিরে বাবুগিরি করিলেও ভিতরে কিছুই নাই, সুতরাং শাকভাত খাইতে হয়।

বামন হ'য়ে চাঁদে হাত।

বামন অর্থাৎ অতি খর্ব্বকায় ব্যক্তি হইয়া চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়ান। ক্ষুদ্র হইয়া অতিশয় উচ্চ আশা করা।

বাম শেয়ালী।

যাত্রাকালে বামদিকে শিয়াল থাকিলে যাত্রা শুভ ও কার্য্যসিদ্ধি হয়।

বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর।

কোন কৃষাণ ব্রাহ্মণের জমিতে লাঙ্গল করিতেছিল; ব্রাহ্মণ যতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়াছিল ততক্ষণ বেশ চাপিয়া লাঙ্গল করিতেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ যেমনই ঘরে চলিয়া গেল, অমনই লাঙ্গল তুলিয়া আলগা চাষ দিতে লাগিল। কর্ত্তা সরিয়া গেলে অধীন লোকেরা যথেচ্ছভাবে কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "When the cat is away, the mice are at play."

বামুন চোষা কলকে, কায়েত চোষা গাঁ।

ব্রাহ্মণ তামাক খাইলে সে কলকেয় আর কিছুমাত্র তামাক থাকে না, আর কায়স্থ যে গাঁয়ে বাস করে, সে গাঁয়েরও কাহারও কিছু থাকে না, যত ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পণ্ডিত প্রভৃতি জমি সব সে নিজের করিয়া লয়।

বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলে যান।

"বাদল বামন বান" দেখ।

বামুনে মন্ত্র পড়ে, পাঁঠার কলায় শুনে।

ছাগ উৎসর্গ করিবার সময় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করে, কিন্তু ছাগ তাহার কিছুই শুনে না; যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, সে তাহাতে কর্ণপাত না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

**বামুনের গরু, খায় অল্প নাদে বেশী,
দুধ দেয় কলসী কলসী।**

ব্রাহ্মণ এমন গরু পোষে, যে অল্প খাইবে, বেশী নাদিবে, তাহাতে বেশী সার বা জ্বালানী ঘুঁটে হইবে, আর কলসী কলসী দুধ দিবে। অল্প শ্রমে বা অল্প ব্যয়ে অধিক কাজ পাইতে ইচ্ছা করা।

বামুনের হাতে আছে।

ব্রাহ্মণের প্রায় চাষের কাজ থাকে না। সুতরাং ব্রাহ্মণের ঘরে চাকর থাকিলে তাহাকে বেশী খাটিতে হয় না, এবং বেশ সুখে খায় দায়।

**বার করলাম ব্রত করলাম স্বর্গে দিলাম বাতি;
যুবাকালে পাপ ক'রে বৃদ্ধকালে সতী।**

বিস্তর বার ব্রত করিয়া স্বর্গে বাতি দিলাম, অর্থাৎ স্বর্গের পথ আলোকিত করিলাম; আমি যৌবনে পাপকার্য্য করিয়া এখন বৃদ্ধ বয়সে সতী হইয়াছি। কেহ যৌবনে পাপ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ধার্ম্মিক সাজিলে তৎপ্রতি এই বাক্য প্রযোজ্য।

**বার কাঁদি নারিকেল তের কাঁদি কলা;
আজ রাণীর উপবাসের পালা।**

রাণী নামে এক রমণী ব্রত করিয়াছিল; ব্রতে ফল ব্যতীত অন্য কিছু খাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং রাণী বার কাঁদি নারিকেল ও তের কাঁদি কলা খাইল, তথাপি সে উপবাসে উঠিতে পারে না দেখিয়া তাহার জনৈক আত্মীয় এই কথাগুলি বলিয়াছিল। অন্যান্য দ্রব্য প্রচুরপরিমাণে খাইয়া কেবল অন্নাহার করে নাই বলিয়া আপনাকে উপবাসী মনে করা।

বার নারিকেলে তের বামুনের ঘাড় ভাঙ্গে।

তের জন ব্রাহ্মণ কোন স্থানে গিয়া ১২টী নারিকেল পাইয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে এক একটী নারিকেল হাতে করিয়া লইলে সকলেই নারিকেলগুলি চলিয়া যাইত; কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা সেই বারটী নারিকেল একসঙ্গে বাঁধিয়া এক এক জনে ঘাড়ে করিয়া বহিতে লাগিল। সে ভারী বোঝায় ১৩ জন ব্রাহ্মণেরই ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল।

**বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান;
এইবার তোমার আমি বধিব পরাণ।**

এক ঘুঘু প্রত্যহ এক গৃহস্থের ধান খাইয়া পলাইত; শেষে গৃহস্থ একদিন ঘুঘুটীকে কৌশলে ধরিয়া বলিল, তুমি বার বার ধান খাইয়া পলাও, কিন্তু এইবার যখন তোমায় ধরিয়াছি, তখন তোমার আর রক্ষা নাই, এবার তোমায় মারিয়া ফেলিব। কেহ বার বার ক্ষতি করিয়া পলাইলে শেষে তাহাকে যখন হাতে পাওয়া যায়, তখন তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বার মাসে তের পর্ব্ব।

হিন্দুদের বার মাসের ভিতর তেরটী পর্ব্ব অর্থাৎ উৎসব হইয়া থাকে।

**বার রজপুত তের হাঁড়ী,
কেউ খায় না কারো বাড়ী।**

এক স্থানে বার জন রজপুত থাকিলে তাহা দের তেরটী হাঁড়ী থাকে, অর্থাৎ তাহারা সকলেই পৃথক পৃথক হাঁড়ীতে রাঁধিয়া খায়, কেহ কাহারও ঘরে খায় না। পাঁচ জন লোকের সাত প্রকার মত হওয়া অর্থাৎ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়া।

বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচী।

কাঁকুড়টী বার হাত, কিন্তু তাহার ভিতর কার বিচী তের হাত লম্বা। মূল বিষয় অপেক্ষা তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় বৃহৎ হওয়া।

বার হাত কাপড়ের তের হাত দশী।

কাপড় বার হাত লম্বা, কিন্তু তাহার দশী অর্থাৎ ছিলার সূতা তের হাত (পূর্ব্ববৎ)।

বার হাত পুকুরে তের হাত মাছ।

বার হাত পুকুর, কিন্তু তাহাতে তের হাত লম্বা মাছ (পূর্ব্ববৎ)।

**বারোটা ঝাড়লুম তেরটা মোলো,
তুই না মরে অপযশ হ'লো।**

বার জন রোগীকে ঝাড়ফুঁক করিলাম, তাহাতে তেরটা রোগী মারা গেল; তোকেও ঝাড়িলাম, কিন্তু তুই না মরায় আমার অখ্যাতি হইল। নিতান্ত হাতুড়ে কবিরাজের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

বালকেই চাঁদ ধরিতে চায়।

ছেলে মানুষেই চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে; নির্ব্বোধ লোকেই দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

বালির বাঁধ।

বালি দিয়া বাঁধ প্রস্তুত করিলে তাহা বেশী ক্ষণ থাকে না, একটু জল লাগিলেই গলিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা একটু বাধা পাইলেই নষ্ট হইয়া যায় তাহাকে "বালির বাঁধ" বলা হয়। "A rope of sands."

**বালির বাঁধ শঠের প্রীতি,
এ দু'য়ের একই রীতি।**

বালির বাঁধ এবং শঠের ভালবাসা এই দুই টাই একই প্রকার। বালির বাঁধ যেমন অস্থায়ী শঠের ভালবাসাও সেইরূপ অস্থায়ী।

**বাস করবে গাঁয়ের মাঝে,
জমি করবে যার মা বাপ আছে।**

গ্রামের মধ্যস্থলে বাস করিবে, এবং যাহার মা বাপ আছে এরূপ জমি চাষ করিবে, অর্থাৎ যে জমিতে গ্রাম-ধোয়া জল গিয়া পড়ে, এবং যাহার পাশে জলাশয় আছে এইরূপ জমি চাষ করিবে।

বাস করবো নগরে, মরবো গিয়ে সাগরে।

নগরের মধ্যে বাস করিব, এবং সকল তীর্থ জলের সঙ্গমস্থান গঙ্গাসাগরে গিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিব। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ব্রতশেষে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে।

বাসনার অর্দ্ধেক ফল।

যতদূর কামনা করা যায়, ততদূর ফল পাওয়া যায় না, চেষ্টা দ্বারা তাহার অর্দ্ধেক ফল হয়। "আশার অর্দ্ধেক ফল।"

বাস্তু ঘুঘু।

ঘুঘুরা নির্জ্জন স্থান ভিন্ন চরে না। ঘুঘু চরিলে বুঝিতে হয় বাস্তু জনশূন্য হইয়াছে। বাড়ীর লোকেরা হয় মরিয়াছে, না হয় গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এমন অনেক লোক আছে, তাহারা 'প্রথমে

সুহৃদরূপে আসিয়া শেষে কৌশলে লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেয়। তাহারা যেখানে একবার প্রবেশ করিতে পায়, সে গৃহের আর কিছুতেই ভদ্রস্থতা থাকে না। ইহাদিগকে "বাস্তু ঘুঘু" বলা হয়।

বাহাত্তুরে।

বুদ্ধিহীন। অতিবৃদ্ধের বুদ্ধিনাশ।

বাহিরে দেখ্‌তে সাদা সাজ,
ঢাকা আছে ঢাকাই কাজ।

বাহিরে দেখিতে সাদাসিধা, কিন্তু ভিতরে ঢাকার শিল্পকার্য্য ঢাকা রহিয়াছে। যাহার বাহিরে কোন আড়ম্বর নাই, ভিতরে কিন্তু যথেষ্ট সৌন্দর্য্য বা গুণ আছে।

বাহিরের জামাই মধুসূদন,
ঘরের জামাই মধো ;
ভাত খাওসে মধুসূদন,
ভাত খেসেরে মধো।

এক ব্যক্তির মধুসূদন নামে দুই জামাতা ছিল। তন্মধ্যে এক জামাতা ঘর-জামাই হইয়াছিল। এক সময়ে দুই জামাতাই উপস্থিত ছিল। তখন ঐ ব্যক্তি আহারের জন্য বাহিরের জামাতাকে ডাকিয়া বলিল 'মধুসূদন ভাত খাইবে আইস।' আর ঘর জামাইকে বলিল, 'ওরে মধো, ভাত খাবি আয়।' ঘর-জামাই হইলে তাহার কিছুমাত্র আদর থাকে না, ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

বাহিরে হাসিখুসি, অন্তরে গরলরাশি।

এমন অনেক লোক আছে, তাহারা বাহিরে বেশ হাসিখুসি দেখায়, কিন্তু তাহাদের মনের ভিতর হিংসারূপ গরল রহিয়াছে। ইহাদিগকেই 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' বলে।

বিকারী রোগীর জলপান।

রোগীর বিকার উপস্থিত হইলে সে মুহুর্মুহুঃ জল খায়, কিন্তু যতই জল খাউক, তাহার তৃষ্ণার আর নিবৃত্তি হয় না। জীব মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া সংসারে নানাবিধ সুখের কামনা করে, কিন্তু সে যতই সুখভোগ করুক, তাহার কামনা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না।

বিক্রমপুর পাঠান।

কোন জিনিষ বিক্রয় কিংবা ধ্বংস করা।

বিচার ক'রে দেখ ভাই ; একছাড়া দুই নাই।

এই প্রবাদ খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, জ্ঞান সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয়েই প্রয়োজন মত এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বিড়াল-তপস্বী।

যাহার বাহিরে তপস্বীর আকার, কিন্তু ভিতরে কামক্রোধাদি রিপুগণ সম্পূর্ণ প্রবল, তাহাকে বিড়াল তপস্বী কহে।

বিড়াল-বৈরাগ্য।

বিড়াল মার খাইলেই সে স্থান হইতে পলাইয়া যায়, কিন্তু ক্ষণপরেই আবার তথায় উপস্থিত হয়। এই জন্য যে বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী, অর্থাৎ একবার বৈরাগ্য হয়, আবার ক্ষণপরেই তাহা কোথায় চলিয়া যায়, তাহাকে "বিড়াল বৈরাগ্য" বলে।

বিড়ালের আড়াই পা।

বিড়াল দোষের জন্য মার খায়, কিন্তু মার খাইবার পর আড়াই পা চলিলেই মারের কথা ভুলিয়া যায়, এবং আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই দোষ করে। যে অল্পসময় মধ্যেই স্বীয় অপমানাদি বিস্মৃত হয়।

বিড়ালের ভাগ্যে সিকা ছেঁড়া।

সিকায় কোন জিনিস তোলা থাকিলে বিড়াল তাহা খাইতে পারে না, কিন্তু তাহার ভাগ্যক্রমে সিকা ছিঁড়িয়া গেলে সে তাহা খাইতে পায়। যাহা পাইবার কিছুমাত্র আশা নাই, দৈবক্রমে তাহা প্রাপ্ত হওয়া।

বিদুরের খুদ।

বিদুর রাজ-আত্মীয় হইলেও অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌরব পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনার্থ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধার্ম্মিক বিদুরের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, নিঃস্ব বিদুরের গৃহে তিনি ভক্তিপ্রদত্ত খুদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য ভক্তিসহকারে কোন সামান্য বস্তু প্রদত্ত হইলে তাহাকে "বিদুরের খুদ" বলা হয়।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য।

দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য-বংশজাত নিরক্ষর ব্রাহ্মণও আপনাদিগকে ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচয় দেন। যে বিষয়ের অধিকারী হইলে সে নাম ধারণ করা যায়, সেই বিষয়ের অভাবেও সেই নাম ধারণ করা।

বিধবার একাদশী।

বিধবাকে একাদশী করিতেই হয়। তাহাদের একাদশী করায় কোন পুণ্য হয় না, বরং না করিলে পাপ হয়। যে কার্য্য করিলে লাভ বা যশ নাই, না করিলে ক্ষতি বা অযশ আছে, তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত।

বিধাতার বাজী,
কেউ খায় পোলাও ভাত কেউ খায় কাজী।

বিধাতার কৌশল অত্যদ্ভুত; তাঁহার কৌশলে কেহ পোলাও ভাত খায়, আবার কেহ বা আমানি খাইয়া দিন কাটায়।

বিধি বাদী সমান।

শত্রুও অপকার চেষ্টা করিতেছে, বিধাতাও কার্য্য নিষ্ফল করিয়া দিতেছেন। সকল দিকেই কার্য্যে বাধা পাইলে এই প্রবাদের ব্যবহার হয়।

বিধি যদি করে মন, পুত বিয়োতে কতক্ষণ।

বিধাতার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পুত্র প্রসব করিতে কতক্ষণ লাগে! বিধাতার ইচ্ছা হইলে সকলই সম্ভব হইতে পারে।

বিধির নির্ব্বন্ধ।

বিধাতার বিধান। অদৃষ্ট-লিপিকে বিধির নির্ব্বন্ধ কহে।

বিধির লিপি কপাল যোড়া।

অদৃষ্টবাদীর উক্তি।

বিধির লেখা চর্ম্মে ঢাকা,
ফল্‌বে হ'বে কালে কালে।

কথিত আছে যে, বিধাতা জীবের কপালে তাহার শুভাশুভ ফল লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন ; উহা চর্ম্মের ভিতর ঢাকা থাকে। কিন্তু ঐ ফল যথাসময়ে ফলিয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হয় না।

বিধির বিপাক।

দৈবদুর্ঘটনা। সহসা কোন বাধা উপস্থিত হইয়া আরব্ধ কার্য্যকে নষ্ট করিয়া দিলে তাহাকে "বিধির বিপাক" কহে।

বিধির মনেতে যা',
নিশ্চয় ঘটিবে তা'।

বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক, বিধাতা যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহার অন্যথা হয় না।

বিনা দানে মথুরা পার।

দান অর্থাৎ পারের মাশুল না দিয়া মথুরা পার হইয়া যাওয়া। শ্রীকৃষ্ণ নৌকার মাঝি সাজিয়া দধি-বিক্রয়াভিলাষিণী ব্রজগোপীদিগকে দান লইয়া পার করিতেন। বিনা ব্যয় বা আয়াসে কার্য্যসাধন করা।

বিনা বজ্রপাতে কেহ রামনাম লয় না।

বজ্রাঘাত না পড়িলে সহজ অবস্থায় কেহ রামনাম উচ্চারণ করে না। সম্পৎকালে না মানিয়া বিপদে পড়িয়া দোহাই দিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "চাপ পড়লেই বাপ।" "সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না।

বাতাস না বহিলে গাছের পাতা কখন নড়ে না। যাহার একেবারে মূল নাই এমন কথা প্রচারিত হয় না, যাহা প্রচারিত হয়, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকে। কারণ বিনা কার্য্য হয় না। "No smoke without fire."

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

মেঘ হইলেই তাহা হইতে বজ্রাঘাত হয়,

কিন্তু মেঘ না থাকিলেও বজ্রাঘাত হইয়াছে। অপ্রত্যাশিত কোন দুর্ঘটনা সহসা উপস্থিত হওয়া। "A bolt from the blue."

বিনা মেঘে বর্ষণ।
মেঘ হইলেই বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু মেঘ না থাকিলেও বৃষ্টি হইতেছে। কারণ না থাকিলেও কার্য্য উপস্থিত হওয়া।

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।
মরণকাল উপস্থিত হইলে বিপরীত বুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন ভাল কাজকে মন্দ ও মন্দ কাজকে ভাল বলিয়া মনে হয়। উৎসন্ন-প্রায় লোকের বুদ্ধি মন্দের দিকেই যায়। "আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ।"

বিনা সম্বলে পথ চলতে নাই।
কিছু পাথেয় না লইয়া পথ চলিতে নাই, কারণ পথে কখন্ কি দরকার পড়ে তাহার ঠিক নাই, অথচ পথের মাঝে দরকার পড়িলে কোথাও কিছু পাইবার উপায় নাই।

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।
ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল জমিতে জমিতে একটা পুকুর তৈয়ার হইয়া যায়। অল্প অল্প সঞ্চয়ে প্রচুর অর্থ জমিতে পারে। "ছাই কুড়িয়ে বেল।" "Little drops make the ocean."

বিপত্তে মধুসূদন।
বিপদে পড়িলেই লোকে মধুসূদনকে স্মরণ করে, সম্পৎ কালে কিন্তু ডাকে না। বিপদ্ উপস্থিত হইলেই লোকে অপর মানুষের শরণাপন্ন হয়, সম্পদে হয় না।

বিপদ্ একা আসে না।
বিপদ্ কখন একা উপস্থিত হয় না, একটা বিপদ্ উপস্থিত হইলে চারিদিক্ হইতে নানা বিপদ্ আসিয়া থাকে। "Misfortune comes not alone."

বিপদ্‌কালে ছাগলেও চাট্ মারে।
যখন বিপদে পড়া যায়, তখন ক্ষুদ্র ছাগলেও চাট্ মারিয়া থাকে। বিপদ্ উপস্থিত হইলে সামান্য লোকেও পাঁচ কথা শুনাইয়া দেয়।

বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা।
বিপৎকালেই বন্ধুর পরীক্ষা হয়, অর্থাৎ বিপদেও যে বন্ধু পরিত্যাগ করে না, সেই প্রকৃত বন্ধু। "A friend in need is a friend indeed."

বিপদে শিবের গোঁড়া,
সম্পদে শিব ত নোড়া।
বিপদে পড়িলেই শিবের ভক্ত হয়, আর সম্পৎকালে শিবকে নুড়ি বলিয়া উপহাস করে। যে বিপদে পড়িলে আসিয়া পায়ে পড়ে, এবং বিপদ্ কাটিয়া গেলে আর মানে না, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

"The devil was sick, the devil a monk would be,
The devil is well, the devil a monk is he."

বিপাকে পড়ে রাম নাম।
সঙ্কটে পড়িয়া রাম নাম উচ্চারণ। সম্পদে যাহাকে অবজ্ঞা করা যায়, বিপদে পড়িয়া তাহার দোহাই দেওয়া। "চাপ পড়লেই বাপ।"

বিবাদের টেরা কথা, জ্বরের মাথা ব্যথা।
জ্বর হইলে যেমন মাথা ব্যথা করে, জ্বর ছাড়িলে মাথা ব্যথা থাকে না, তেমনই বিবাদের সময়ে উভয় পক্ষই কটুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, বিবাদ ভঞ্জন [illegible] গেলে, কটুভাষার ব্যবহার আর থাকে না।

বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সেটা কেবল পিত্তিরক্ষে।
তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করা কেবল পিত্তরক্ষা করা। পিত্ত পড়িবে বলিয়া যেমন একটু কিছু মুখে দিয়া পিত্তরক্ষা করা হয়, তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করাও সেইরূপ। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর নিকট ভালবাসা বা আদর যত্ন কিছুই পাওয়া যায় না, অধিকন্তু তাহার মন যোগাইতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

বিবি যখন বড় হবে, মিঞা তখন কবর লবে।
বিবি অর্থাৎ পত্নী বড় হইতে হইতে মিঞা অর্থাৎ স্বামী মরিয়া কবরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অধিক বয়সে অল্পবয়স্কাকে বিবাহ করিলে বা বহু বিলম্বে কার্য্যের ফলভোগের সম্ভাবনা থাকিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বিমাতা বিষের ঘর।
সৎমা বিষপূর্ণ গৃহতুল্য। অর্থাৎ সৎমা প্রায়ই সপত্নীপুত্রের হিংসা করিয়া থাকে।

বিয়ে ক'র্‌তে কড়ি,
ঘর ছাইতে দড়ি।
বিবাহ করিতে অর্থের প্রয়োজন, এবং ঘর ছাইবার জন্য দড়ির প্রয়োজন।

বিয়ে ফুরুলে ছাঁদনায় লাথি।
যতক্ষণ না বিবাহ হয়, ততক্ষণই ছাঁদনা-তলার আদর, বিবাহ শেষ হইয়া গেলেই সকলে তাহার উপর পা দিয়া চলিয়া যায়। কাজ ফুরাইলেই যাহার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে আর কেহ গ্রাহ্য করে না। "কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরালে পাজী।"

বিয়ে ফুরুলে বাজনা,
আর কিস্তি ফুরুলে খাজনা।
দু'টাই অশোভন ও অপ্রয়োজনীয়।

বিয়ের সময় ক'নে বলে হাগব।
ঠিক বিবাহের সময় ক'নে বাহ্যে করিতে চায়। নির্দ্ধারিত কাজের সময় কেহ অন্য কোন কাজ করিতে চাহিলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।
বিবাহ শুভকার্য্য, সে সময়ে বিভীষিকাজনক বলিদানের মন্ত্র বলা। শুভকার্য্যের মধ্যে কোন অশুভ ঘটনার উপস্থিতি।

বিয়ে হ'লে ঘর চলে না।
বিবাহ হইলে নববধূ ভিন্ন আর গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন হয় না। যাহার অভাবে পূর্ব্বে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে পাইবার পর তদ্দ্বারা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে যাওয়া।

[illegible] শেষে কার্য্যসিদ্ধি।
কেহ কোন কাজে গিয়া বিলম্ব করিলে [illegible] কাজ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা [illegible] ধরিয়া কার্য্য করিলে সে কার্য্য সিদ্ধ হয়। "সবুরে মেওয়া ফলে।"

বিল শুকাবে যখন, বকের আমোদ তখন।
যখন বিল শুকাইয়া যাইবে, তখন বকের আমোদ হইবে, অর্থাৎ অল্পজলে সে অনা-য়াসে মৎস্য ধরিয়া খাইতে পারিবে।

বিশ্বকর্ম্মা যত কারিকর,
তা' জগন্নাথদেবে প্রকাশ।
বিশ্বকর্ম্মা কিরূপ কারিকর, তাহা জগ-ন্নাথকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিশ্বকর্ম্মা ভাল কারিকর নহে। কার্য্য দেখিয়া কাহারও অক্ষমতা বুঝিতে পারা।

বিশ্বকর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশ কর্ম্মা।
বাপ অপেক্ষা বেটা অধিক বাহাদুরী দেখাইতে গেলে ব্যঙ্গচ্ছলে তৎসম্বন্ধে ব্যবহৃত।

বিশ্বকর্ম্মার সূঁচ গড়া।
বড়কে দিয়া সামান্য কাজ করিয়া লওয়া।

বিশ্বাসেই সিদ্ধি।
দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায়।

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।
বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরকে সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু তর্ক করিলে তাঁহাকে সহজে পাওয়া যায় না। বিশ্বাসে যাহা সুলভ, তর্কে তাহা দুর্লভ হয়।

বিষকুম্ভং পয়োমুখং।
সংস্কৃত প্রবাদ দেখ। "Beneath the rose lies the serpent."

বিষ খেয়ে বিষহর।
মহাদেব বিষপান করিয়া বিষহর হইয়া আছেন। যে নানা শোকদুঃখ সহ্য করিয়া স্থিরভাবে থাকে, অথবা যাহা প্রকাশ করিবার নয়, এমন কথা অন্তরে গোপন

করিয়া গম্ভীরভাবে থাকে তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বিষদাঁত ভাঙ্গা।
সাপের সম্মুখে দুই দিকে দুইটী দাঁত আছে, এই দাঁত ফাঁপা; এবং ইহার নীচেই বিষের থলি থাকে। এই দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে সাপের আর কোন তেজ থাকে না, এবং সে কামড়াইলেও আর কোন অপকার হয় না। যে যে শক্তি প্রভাবে অনিষ্ট করে, তাঁহার সেই শক্তি নষ্ট হওয়াকে "বিষদাঁত ভাঙ্গা" কহে।

বিষ নাই কুলোপানা চক্র।
বিষ নাই, কেবল কুলোর মত ফণা আছে; ক্ষমতাহীন ব্যক্তি আস্ফালন করিলে ইহা প্রযোজ্য।

বিষয় বুঝে ব্যবস্থা।
সকল বিষয়ের একরূপ ব্যবস্থা হয় না; যে যেমন বিষয় তাহার সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

বিষস্য বিষমৌষধং।
সংস্কৃত প্রবাদ দেখ। "Cunning out-winning cunning."

বিষহারা ঢোঁড়া, গর্জ্জন মুলুকজোড়া।
বিষশূন্য ঢোঁড়াসাপের দেশব্যাপী গর্জ্জন আছে। ক্ষমতাহীন লোকের মৌখিক আস্ফালন বেশী থাকে।

বিষে বিষক্ষয়।
বিষের দ্বারা বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। শরীরে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে চিকিৎসকেরা বিষ খাওয়াইয়া তাহার প্রতীকার করেন। কোন মন্দ কার্য্য দ্বারা অপকার হইলে, সেইরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার প্রতীকার করা। "Like cures like" "বিষস্য বিষমৌষধং।"

বিষ্ঠায় ঢেলা মারলে
নিজের গায়ে ছিট্‌কে পড়ে।
বিষ্ঠার উপর ঢিল মারিলে সে বিষ্ঠা ছিট্‌কাইয়া নিজের গায়েই লাগে। নীচ লোকের সহিত বিবাদ করিতে গেলে আপনাকেই অপমানিত হইতে হয়।

বিসমোল্লায় গলদ।
ঈশ্বরেই দোষ। যাহার ঈশ্বর নিরূপণেই দোষ থাকে, সে ধর্ম্ম বৃথা হয়। কোন কার্য্যের মূল দোষযুক্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বিস্তর বাড়ে পতন।
বেশী বাঁড়িয়া উঠিলে শেষে তাহাকে পড়িতে হয়। অতিশয় গর্ব্বে ধ্বংস অনিবার্য্য। "অত্যুচ্চঃ পতনায়তে।" "Pride goeth before destruction."

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
পৃথিবী বীরগণেরই উপভোগ্যা। যাহার ক্ষমতা বেশী, সেই রাজা হইয়া পৃথিবী অধিকার করে। "যার লাঠি তার মাটি।"

বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।
বুক ফাটিয়া যায়, তথাপি যে জন্য বুক ফাটিতেছে, সে কথা মুখ দিয়া বাহির হয় না।

বুকে ব'সে দাড়ি উপড়ান।
যাহার বুকে বসা হইয়াছে, তাহারই দাড়ি উপড়ান হইতেছে। যাহার আশ্রয়ে থাকা যায়, তাহারই অনিষ্ট করা।

বুকের পাটা পাঁচ হাত।
ছাতি বেশী প্রশস্ত হইলে লোক সাহসী হয়। অতিরিক্ত সাহস দেখান।

বুঝে আয়, কর ব্যয়।
আয় বুঝিয়া ব্যয় কর। যেমন আয়, সেইরূপ খরচ কর। "Ask thy purse what thou shouldst buy."

বুঝতে নারি সেক্‌রার ঠার,
বলে এক করে আর।
সেক্‌রার ঠার অর্থাৎ সঙ্কেত বুঝা যায় না, সে মুখে এক রকম বলে, কিন্তু কাজে অন্যরূপ করে।

বুঝলাম তোমার গিন্নীপণা,
তেল থাকে ত নুণ থাকে না।
কোন নূতন গিন্নীকে সম্বোধন করিয়া কেহ বলিতেছে,তোমার গিন্নীপণা খুব বুঝিয়াছি, গিন্নীকে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, কিন্তু তোমার তেল থাকে ত নুণ থাকে না। কাহাকেও কোন কাজের ভার দিলে সে যদি সে কাজ সুশৃঙ্খলে চালাইতে না পারে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বুড় দাদাকে গায়ত্রী শেখান।
বৃদ্ধ দাদামহাশয়কে নাতির গায়ত্রী শিখাইতে যাওয়া। যে বহুদিন হইতে সে কাজে অভ্যস্ত, অল্পদিনের অভ্যস্ত কোন লোকের তাহাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা শিখাইতে বা উপদেশ দিতে যাওয়া।

বুড় দিয়ে জরা শোধ।
বৃদ্ধের দ্বারা জরার ধার শোধ করা। বৃদ্ধ ত জরাগ্রস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহার উপরেই জরাকে অধিকার করিতে বলা। যাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,এমন উপায়ে প্রতিজ্ঞা রাখা।

বুড় বয়সে চূড়াকরণ।
বালকেরই চূড়াকরণ সংস্কার হয়, বৃদ্ধের আর চূড়াকরণ হয় না। বেশী বয়সে অল্প বয়সোচিত কার্য্য করিতে যাওয়া।

বুড় বয়সে ধেড়ে রোগ।
বুড় বয়সে বালকোচিত কার্য্য করা।

বুড় মেরে খুনের দায়।
বৃদ্ধের শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে, সে মরিয়াই আছে, তাহার উপর তাহাকে দুই ঘা মারিলেই সে মরিয়া যায়, সুতরাং তখন খুন করার দায়ে পড়িতে হয়।

বুড় হ'লে বক চিনে না।
বৃদ্ধ হইলে লোকের ভ্রম হইয়া থাকে, সুতরাং তখন বক দেখিয়া তাহাকে বক বলিয়া চিনিতে পারে না। বেশী বয়সে সাধারণ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা।

বুড়ার বুড়ার কথা, প্রতি কথায় কাসি;
যুবার যুবার কথা, প্রতি কথায় হাসি।
বুড়ার সহিত বুড়ার কথোপকথনের কালে তাহারা প্রতি কথায় কাসিয়া থাকে; আর যুবার সহিত যুবার কথাবার্ত্তায় তাহারা প্রত্যেক কথাতেই হাস্য করে। বার্দ্ধক্য ও যৌবনের পার্থক্য প্রদর্শন। বুড়া বয়সে কাস রোগে কাতর; আর যুবক-জীবন উদ্দাম আশা-ভরসা-আনন্দময়।

বুড়া শালিক পোষ মানে না।
বেশী বয়সের শালিক পাখী ধরিলে সে আর পোষ মানে না। ছেলেবেলা হইতে প্রতিপালন করিলে সকলেই বাধ্য হয়,কিন্তু অধিকবয়স্ক লোককে প্রতিপালন করিয়া সহজে বাধ্য করা যায় না।

বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।
ছোট শালিক পাখীরই ঘাড়ে রোঁয়া উঠিয়া থাকে, বুড়া হইলে তাহার ঘাড়ে আর রোঁয়া উঠে না। বৃদ্ধাবস্থায় যুবজনোচিত কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হওয়া।

বুড়া হইলে বায়াত্তুরে পায়।
মানুষ বুড়া হইলে তাহার বায়াত্তুরে অর্থাৎ ভীমরথী হয়, এই অবস্থায় মানুষের সাতিশয় ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।

বুড়ার নাই কাজ, ভাঙ্গে আর বাঁধে;
বুড়ীর নাই কাজ, চালধান ফেলে আর বাছে।
বৃদ্ধের অন্য কোন কাজ না থাকায় সে কেবল এক স্থানের বেড়াকে একবার ভাঙ্গে, আবার বাঁধে, আবার ভাঙ্গে, পুনরায় বাঁধে; এইরূপে সময় কাটায়। আর বুড়ীরও কোন কাজ না থাকায় সে চাল ধানকে একবার ফেলে, আবার বাছিয়া তোলে, আবার ফেলে আবার বাছে। বুড়াবুড়ী বাজে কাজে সময় কাটায়।

বুদ্ধিগুণে হা ভাত, বুদ্ধিগুণে খা ভাত।
লোকের বুদ্ধি মন্দ হইলে হা অন্ন যো অন্ন করিয়া বেড়ায়, আবার বুদ্ধি ভাল হইলেই সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করে।

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।
দেবগুরু বৃহস্পতি সাতিশয় বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী হইলে তাহাকে তাঁহার সহিত তুলনা করা হয়।

নির্ব্বোধকে শ্লেষ করিয়াও এই বাক্য বলা যায়।

বুদ্ধি না থাকলে বাপের পুকুরে ডুবে মরে।

বুদ্ধি না থাকিলে বাপের খনিত পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরে, অর্থাৎ বুদ্ধিহীন ব্যক্তি আপনার কার্য্যে আপনি বিপন্ন হয়।

বুদ্ধি যার বল তার।

যাহার বুদ্ধি আছে, সে শারীরিক অবস্থায় যতই দুর্ব্বল হউক না, সেই সকল বলের অধিকারী হয়; কারণ বুদ্ধিপ্রভাবে সে অতি প্রবলকেও পরাভূত করে।

বুনলাম ধান হ'লো তিল,
ফল্‌লো রুদ্রাক্ষ খেলাম কিল।

জমিতে ধান বুনিলাম, তাহাতে তিল গাছ জন্মিল; সেই গাছে রুদ্রাক্ষ ফল ফলিল; শেষে কিল খাইলাম। একরূপ কাজ করিতে গিয়া তাহার ফল অন্যরূপ হওয়া।

বৃক্ষের পরিচয় ফলে।

ফল হইলেই কে কোন্ গাছ এবং কিরূপ গাছ তাহা জানা যায়। ফলের ভালমন্দ দেখিয়াই কার্য্যের ভালমন্দ বিচার করা যায়। "ফলেন পরিচীয়তে।"

বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।

সমস্ত জীবনটা পাপ কার্য্যে কাটাইয়া বৃদ্ধ বয়সে ধার্ম্মিক সাজা। "A young whore, a old saint."

বৃন্দে দূতী।

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার মিলনকল্পে বৃন্দা অনেক সাহায্য করিয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে বৃন্দা তথায় গমন করিয়া রাধিকার অনুযোগ জ্ঞাপন করিয়াছিল। এ জন্য কেহ কাহারও কথা পরস্পরের নিকট চালনা করিলে তাহাকে "বৃন্দে দূতী" বলে।

বৃহন্নলা সারথি যার, পরাভব কোথা তার।

অজ্ঞাতবাসকালে কঙ্ক নামধারী যুধিষ্ঠির পুত্রের জন্য চিন্তিত বিরাটরাজকে বলিয়াছিলেন, বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার পরাজয় অসম্ভব।

বেঁচে থাক্ আমার চূড়াবাঁশী,
মিলবে কত রাজরাণী দাসী।

আমার চূড়া ও বাঁশী কুশলে থাকুক, ইহার প্রভাবে কত রাজরাণী আসিয়া আমার দাসী হইবে। চূড়া ও বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে অনেক গোপী ভজনা করিত। আকর্ষণীশক্তি থাকিলে অনেকেই তাহাতে আকৃষ্ট হয়।

বেঁটে লোক হেঁট হয়।

যে লম্বা, তাহার পক্ষে হেঁট হওয়া কষ্টকর। বেঁটে লোকে সহজেই হেঁট হইতে পারে। যে বিনয়ী, সে সহজেই বিনয় দেখাইতে পারে।

বেঁড়েকে চমরা বলা।

বেঁড়ে অর্থাৎ লাঙ্গুলহীনকে চমরা অর্থাৎ সুন্দর লাঙ্গুলযুক্ত বলিলে তাহার অত্যন্ত গর্ব্ব হয়। নীচকে ভাল বলিয়া প্রশংসা করিলে সে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠে। কার্য্যসিদ্ধিকল্পে গুণহীনে গুণ আরোপ করিয়া খোসামোদ করা।

বেঁড়ে গরুর ওকড়া বনে ভয় কি?

যে গরুর লেজ আছে, সে ওকড়া বনে যাইতে ভয় করে, কেননা তাহার লেজে ওকড়া ফল জড়াইয়া যায়; কিন্তু যে গরু বেঁড়ে, অর্থাৎ লাঙ্গুলশূন্য, সে ওকড়া বনে যাইতে ভয় করে না। ভাল লোকেই কুস্থানে যাইতে ভয় করে, কিন্তু যে মন্দ লোক, যাহার দুর্নামের ভয় নাই, সে স্বচ্ছন্দে কুস্থানে যায়।

বেঁড়ে গরুর লেজ ধ'রে স্বর্গে যাওয়া।

বেঁড়ে গরু—যাহার লেজ নাই বলিলেই হয়, তাহার লেজ ধরিয়া স্বর্গে গমন করা। অকর্ম্মণ্যকে দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে যাওয়া।

বেঁধে মারে, সয় ভাল।

এক ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া প্রহার করা হইতেছে, কোন উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা সে চুপ করিয়া আছে। উপায়ান্তর না থাকায় কোন অসহনীয় বিষয় সহ্য করা।

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল।

অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকা অপেক্ষা অন্যের বেগার খাটা অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়া দেওয়া ভাল। কারণ অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিলে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আর বেগার খাটিতে পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্যেরও উপকার হয়। "বসে না থাকি বেগার খাটি" পাঠান্তর।

বেগম চেনে না বেগুন।

উচ্চপদস্থ লোকে সামান্য দ্রব্য জানে না—এইরূপ ভাণ করিয়া থাকে।

বেগার খাটলে ত বেকার থাকবে না।

কাহারও বেগার খাটিবে, তথাপি অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিবে না। তাহা হইলে কিছু না কিছু উপার্জ্জনও হইবে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে।

বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান।

একজন অপরের বেগারে কোন স্থানে গিয়াছিল; সেই স্থানে গঙ্গা ছিল, উক্ত ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। তাহার এই বেগারের কাজে আর কিছু লাভ না হইলেও গঙ্গাস্নান জন্য পুণ্য লাভ হইল। যে কাজ করিতেছে তাহাতে লাভ না থাকিলেও অন্য প্রকারে কিছু লাভ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বেগুন গাছে আঁকশী।

বেগুন গাছ অতি ক্ষুদ্র গাছ, তাহাতে আঁকশী দিয়া বেগুন পাড়িবার কোনই প্রয়োজন নাই। যে কাজ করিবার জন্য কোন উদ্যোগ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, সেই কাজ করিতে মহাড়ম্বর করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। ইহা শ্লিষ্ট প্রয়োগ। কোন ব্যক্তির অতিমাত্র ক্ষুদ্রত্ব বা নগণ্যত্ব প্রচার করা।

বেঙ দেখে পুকুর কেটেছে, মুতে ভাসাবার তরে।

বেঙের প্রস্রাবের জলে পুকুর ভরিয়া উঠিবে, এই আশায় পুকুর কাটিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অসম্ভব, এবং কেহ এরূপ আশাও করে না। কোন ক্ষুদ্র লোকে কোন ক্ষুদ্র কার্য্যে সহায়তা করিতে অসম্মত হইলে তাহার সাহায্যের আশাতেই কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বেঙ মারতে সোণার কাঁড়।

সামান্য বেঙ মারিবার জন্য সোণার তীরধনু বাহির করা। ক্ষুদ্র কার্য্যসিদ্ধির জন্য বৃহৎ উপায়ের আবশ্যকতা নাই। "মশা মারতে কামান পাতা।" "Breaking a butterfly on the wheel."

বেঙের আধুলি।

এক বেঙ একটা আধুলি কুড়াইয়া পাইয়াছিল। বেঙ সেই আধুলিটীর উপর সর্ব্বদা বসিয়া থাকিত, এবং পথ দিয়া যে যাইত, অহঙ্কারে তাহাকেই লাথি মারিত। একদিন একজন পথিককে এইরূপে লাথি মারায় পথিক ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিল যে, এই আধুলিটাই বেঙের গর্ব্বের কারণ এবং তজ্জন্যই সে সকলকে লাথি মারে। তখন পথিক বেঙ নিদ্রিত হইলে ঐ আধুলিটী চুরি করিয়া লইয়া চলিয়া গেল, বেঙও আর কাহাকেও লাথি মারিত না। সামান্য ধন পাইয়া কেহ অধিকতর গর্ব্বিত হইলে সেই ধনকে "বেঙের আধুলি" বলে।

বেঙের আবার সর্দ্দি।

বেঙ সর্ব্বদাই জলে থাকে, সুতরাং ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার সর্দ্দি হইতে পারে না। যে যে বিষয়ে অভ্যস্ত, তাহার সে বিষয়ে কোন কষ্ট হয় না।

বেঙের নাকে মিনের নোলক।

বেঙ নাকে মিনের নোলক পরিয়াছে। যাহার নাক খাঁদা তার নোলক পরা।

বেঙের মাথায় সোণার ছাতি।

বেঙের মাথার উপর সোণার ছাতা ধরা হইয়াছে। নীচ লোকের বড়মানুষি করা।

বেটার ভেক ত নয়,
ভাঙলে দুখানা যোক্‌নো হয়।

কোন ভিক্ষুক এমন এক ভিক্ষাপাত্র আনি-

রাছে যে, তাহা ভাঙ্গিলে দুইখানা বোক্‌নো হইতে পারে ; ভিক্ষুক নিজের দিন চলার মত ভিক্ষা করিবে, কিন্তু সে দশজনের মত ভিক্ষা পাইবার উপযুক্ত পাত্র লইয়া ফিরিতেছে। সামান্য প্রার্থীর অত্যুচ্চ আশা। "আতর নিতে বোক্‌নো আনা।"

বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা।
চোর চুরি করিতে আসিয়া প্রথমে বেড়া নাড়িয়া দেখে যে, গৃহস্থ সজাগ আছে কিনা। যদি কেহ সতর্ক থাকিয়া সাড়া দেয়, তবে সে ভাল মানুষের মত চলিয়া যায়, নতুবা চুরি করে। কাহারও কোন অনিষ্ট করিবার পূর্ব্বে কোন উপায়ে তাহার মন পরীক্ষা করা।

বেণের কাছে মেকি চালান।
বেণে সর্ব্বদাই টাকা নাড়াচাড়া করে, এবং সোণা রূপা হাতে পড়িলেই তাহা চিনিতে পারে। সুতরাং তাহার কাছে মেকি চালাইতে যাওয়া নিবুদ্ধিতা। যে যে কাজ ভাল জানে, তাহাকে সেই কাজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করা।

বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব লুণ।
বেদে জাতি কর্পূর কিরূপে চিনিবে? সুতরাং সে তাহা শুঁকিয়া শুঁকিয়া বলে, ইহা সৈন্ধব লুণ। সামান্য লোকে উচ্চ বস্তুর মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না, সে তাহাকে সামান্য বস্তুই মনে করে।

বেদে চিনে সাপের হাঁচি।
সাপে একটু হাঁচিলেও বেদে তাহা চিনিতে পারে, কেননা সে সাপের বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ। যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সে সেই বিষয়ের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম যে কোন একটু ঘটনা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারে।

বেদের ছেলের নলের আগায় ভাত।
বেদের ছেলে একগাছা নল পাইলে তদ্দ্বারা সে অন্নের সংস্থান করিতে পারে অর্থাৎ নলের দ্বারা পাখী মারিয়া তাহা বেচিয়া ভাতের যোগাড় করে।

বেনাবনে মুক্তা ছড়ান।
বেনাবনে মুক্তা ছড়াইলে তাহাতে কোন লাভ নাই, তাহাতে মুক্তার ঔজ্জ্বল্য জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া হ্রাস হইয়া যায়। অপাত্রে উপদেশ দেওয়া। "Casting pearls before swine." "বানরের গলায় মুক্তার মালা।"

বেনো জল ঢুকে সাবেক জল টেনে আনে।
জলাশয়ে বানের জল ঢুকিলেই পথ প্রশস্ত হয়, সুতরাং সেই প্রশস্ত পথে জলাশয়ের পূর্ব্বসঞ্চিত জলও বানের জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এজন্য কোন নূতন কাজের দ্বারা পুরাতন কাজের ক্ষতি হইলে, এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বেয়াই যত ঘি খায়, এক আঁচড়ে জেনেছি।
যে ঘি খায় তার গা চক্‌চকে হয়; তাহাতে নখের আঁচড় লাগিলে খড়ির ন্যায় সাদা সাদা দাগ বসে না। যদি দেখা যায় যে ঐরূপ দাগ বসিয়াছে, তখন সে যে ঘি খায় না, তাহা বুঝা যায়। পরীক্ষা করিয়া কাহারও অসারতা প্রমাণিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বেয়ানে বাদল বাদল নয়,
মায়ে ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।
বেয়ান—বিহান, প্রাতঃকাল। সকালে মেঘ করিয়া বাদল আরম্ভ হইলে তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, আর মায়ের সহিত কন্যার ঝগড়াও বেশীক্ষণ থাকে না; এই দুইএরই শীঘ্রই অবসান হইয়া যায়।

বেল পাক্‌লে কাকের কি?
বেল পাকিলে কাকের তাহাতে কোন লাভ নাই, কারণ বেলের খোলা এত শক্ত যে, কাকের তাহা ঠোঁট দিয়া ভাঙ্গিয়া খাইবার ক্ষমতা নাই। যাহাতে নিজের কোন উপকার নাই, এমন ব্যাপার ভালই হউক, বা মন্দই হউক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই।

বেল্লিকের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
বেল্লিক লোক আহারের নিমন্ত্রণ করিলে যতক্ষণ না খাইয়া আঁচান যায়, ততক্ষণ তাহার নিমন্ত্রণে বিশ্বাস নাই। যাহার কথার ঠিক নাই, সে কোন বিষয়ে আশা দিলে যতক্ষণ না তদনুরূপ কাজ শেষ হয় ততক্ষণ তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে নাই।

বেশ্যার দুয়ারে টক্কা টক্কা; গুরুর বেলায় নবডঙ্কা! অর্থ স্পষ্ট।

বেহায়ার নাই লাজ নাই অপমান;
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।
যে বেহায়া অর্থাৎ নিলর্জ্জ হয়, তাহাকে যতই তিরস্কার বা প্রহার কর, তাহার কিছুতেই লজ্জা বা অপমান বোধ হয় না। কিন্তু ভাল লোককে একটী মাত্র কড় কথা বলিলে তিনি তাহা মৃত্যুতুল্য জ্ঞান করেন।

বেহায়ার বালাই নাই।
বেহায়া লোকের বালাই অর্থাৎ মান অপমানাদি কোন আপদ্ নাই; সে মান, অপমান, তিরস্কার, গঞ্জনা কিছুতেই বিচলিত হয় না।

বৈদ্যনাথের ষাঁড় (এঁড়ে)।
বৈদ্যনাথের ষাঁড়ের কোন কাজ নাই, সে কেবল পরের খাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন লোক কাজকর্ম্ম কিছু না করিয়া কেবল পরের স্কন্ধে খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে তৎসম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হয়।

বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলে কড়ি।
কবিরাজের বড়ি খাওয়া হউক বা না হউক, তাহা স্পর্শ করিলেই পয়সা দিতে হয়।

বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে।
"রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে" দেখ।

বৈষ্ণব হ'তে বড় হয়েছিল সাধ,
তৃণাদপি শুনে মনে লেগে গেছে বাধ।
বৈষ্ণব হইলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যায় বলিয়া বৈষ্ণব হইতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু বৈষ্ণব হইলে আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও হীন মনে করিতে হয়, অর্থাৎ সকলের নিকটেই হীনতা স্বীকার করিতে হয়, ইহা শুনিয়া মনোমধ্যে বড়ই খটকা লাগিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব হইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইতেছে। কোন কার্য্যকে সুখকর জ্ঞানে অগ্রসর হইয়া পরে তাহার কষ্টের কথা শুনিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া। "সাধ হয় বৈষ্ণব হ'তে, পোঁদ ফাটে মোচ্ছব দিতে।"

বোঁচা কাণ চুল দে ঢাকা।
যাহার কাণ কাটা, সে লম্বা চুল দিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখে। নিজের কলঙ্কের কথা কোন উপায়ে গোপন করিতে চেষ্টা করা।

বোঝার উপর শাকের আঁটি।
একটা বড় বোঝার উপর এক আঁটি শাক চাপাইয়া দিলে বোঝার গুরুত্ব বিশেষ বর্দ্ধিত হয় না, যদি বোঝা বহা যায়, তবে তাহার সহিত শাকের আঁটিটাও অনায়াসে বহা যাইতে পারে। একটা বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র কার্য্যসাধনের ভার দেওয়া।

বোন সতীনের ঘর।
ভগ্নী যদি সতীন হয়, তবে তাহার সহিত ঘর করা বড় দায় হইয়া থাকে।

বোবার শত্রু নাই।
যে বোবা, সে কাহারও সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলিতে পারে না, সুতরাং কেহই তাহার শত্রু হয় না। পরের বিষয়ে কথা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কাহারও বিদ্বেষভাজন হইতে হয় না।

বোবার স্বপ্ন দেখা।
বোবা স্বপ্নদর্শনকালে স্বপ্নে কথাবার্ত্তা কহে, কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তাহার আর কথা কহিবার শক্তি থাকে না এবং স্বপ্নের কথা সে কাহাকেও জানাইতে পারে না। যে আশা কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না, কল্পনায় এমন আশাকে পূর্ণ হইতে দেখিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বোবা হলেই কালা হয়।
সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে, কেহ

বোবা হইলেই কালাও হইয়া থাকে; তাই লোকে এই প্রবচন ব্যবহার করে। কিন্তু এই উক্তি বিজ্ঞানসম্মত কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বৌ না বোবা, বৌ না বাবা।

বধূরা প্রথম প্রথম স্বামিগৃহে আসিয়া বোবার মত থাকে, বেশী কথা কয় না; শেষে একটু গৃহিণী হইয়া উঠিলে যখন ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করেন, তখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে।

ব্যথার ব্যথী।

যে দুঃখে কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাকে "ব্যথার ব্যথী" কহে।

ব্যাস-কাশী।

কাশীতে কালভৈরব কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া ব্যাসদেব তপঃপ্রভাবে দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং তথায় প্রাণত্যাগমাত্র জীব মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে এইরূপ বিধান করেন। শেষে ভগবতীর কৌশলে তথায় মরিলে গর্দ্দভ হইবে এইরূপ বিধান হইয়া যায়। ভাল কাজ করিতে গিয়া শেষে বুদ্ধিদোষে তাহাকে মন্দ কাজে পরিণত করা।

ব্রণ চুলকে ঘা করা।

ক্ষুদ্র ব্রণকে চুলকাইয়া তাহাকে বৃহৎ ঘায়ে পরিণত করা। একটা সামান্য ব্যাপারকে নাড়াচাড়া করিয়া অনিষ্টজনক ঘটনারূপে পরিণত করা।

ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, হাতী আর বিড়ালে।

শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত নিকৃষ্টজাতি চণ্ডালের, এবং বৃহৎকায় হস্তীর সহিত ক্ষুদ্রকায় বিড়ালের তুলনা হইতে পারে না। ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত বৃহৎ বস্তুর তুলনা করিলে উহা যে অসঙ্গত, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ভ

ভক্তিতে ভগবান্ তুষ্ট।

ভগবান্ ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

ভক্তিহীন ভজন, আর লবণহীন রন্ধন।

লবণহীন (আলোণা) ব্যঞ্জন যেমন অতি বিস্বাদ, ভক্তি না থাকিলে ঈশ্বর আরাধনাও সেইরূপ নিষ্ফল হয়।

ভক্তের ভগবান্।

ভগবান্ ভক্ত লোকেরই বাধ্য; ভক্তি থাকিলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়।

ভগবানের আসন বটপত্র।

পুরাণে কথিত আছে যে প্রলয়ান্তে ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়সলিলে বটপত্রের উপর শয়ন করিয়াছিলেন। কোন সম্ভ্রান্ত লোক আসিলে তাঁহাকে উপযুক্ত আসন দিতে না পারিয়া সামান্য আসনে বসাইতে হইলে লোকে এই কথা বলিয়া থাকে। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ যখন অনন্যোপায় হইয়া বটপত্রের উপর অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন আপনিও অনন্যোপায়ে এই ক্ষুদ্র আসনই গ্রহণ করুন।

ভগ্নগৃহে বাস, দুঃখ বারো মাস।

ভাঙ্গা ঘরে বাস করিলে বার মাসই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তাহাতে গ্রীষ্মে রোদের তাপ লাগে, বর্ষায় বৃষ্টির জল পড়ে, শীতে হিম আসে, ইত্যাদি।

ভজনের সঙ্গে খোঁজ নাই, ভোজন ছত্রিশ জেতে

ধর্ম্মের ভাণকারী সম্প্রদায়বিশেষের সম্বন্ধে বলা হয়। "হরিনামের সঙ্গে খোঁজ নাই, স্ফটিকের মালায় খোপ।"

ভট্টাচায্য খুঁটের খুঁট,

স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভুট।

খুঁট আঁখুরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এমনই স্বস্ত্যয়ন করিলেন যে, যজমান সবংশে নির্ব্বংশ হইয়া গেল। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়া কোন কাজ করাইতে গেলে সে কার্য্য পণ্ড হয়, অধিকন্তু অন্যান্য কার্য্যেরও ক্ষতি হয়।

ভট্টাচার্য্যের পত্র আড়াল।

(১) অনেক ভট্টাচার্য্যের নিকটে এক ব্যক্তি বিধান জানিতে আসিয়াছিল যে, কোন উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি নীচজাতীয়ের সহিত পাশাপাশি বসিয়া ভোজন করিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঐরূপে ভোজন করিয়াছিল, সে ইহার পূর্ব্বেই আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অধিকপরিমাণে তৈলবট দিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহার মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, ইহাতে বিশেষ কোন দোষ হয় নাই, কেননা, পাশাপাশি বসিলেও মধ্যে পত্র (ভোজনের পাতা) আড়াল ছিল। তদবধি উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহার সম্মুখে যে কাজ করিতে নাই, নামমাত্র আড়াল দিয়া তাহার সম্মুখে সেই কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

(২) এমন অনেক ভট্টাচার্য্য আছেন, যাঁহারা সাধারণসমক্ষে সাত্ত্বিকপ্রায় শুদ্ধাচারিতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু একটু আড়ালে গিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হন। এই ভাবেও উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভণ্ড তপস্বী।

যে বাহিরে ধার্ম্মিকতার ভাণ করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পাপকার্য্য সাধন করে, তাহাকে ভণ্ড তপস্বী বলে।

ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড়েও যদি আশ্রয় পাওয়া যায় তাহাও ভাল, কেননা তাহাতে মান আছে; কিন্তু ছোটলোকের আশ্রয়ে অট্টালিকায় থাকিলেও মান নাই।

ভবি ভুলবার নয়।

ভবি বা ভবানী নামে একটা বালিকা অন্যায় আব্দার ধরিয়াছিল। তাহার মাতাপিতা তাহাকে ভুলাইবার জন্য কত রকম জিনিস দিলেন, শেষে বিরক্ত হইয়া প্রহার পর্য্যন্ত করিলেন। তথাপি সে নিজের জেদ ছাড়িল না; বলিল, "তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবি ভুলবার নয়।" কেহ কোন জেদ ধরিলে বহু প্রলোভনে বা বহু বিঘ্ন-পাতেও তাহা পরিত্যাগ না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভবের বাজি ভোর।

সংসারের খেলা শেষ। মৃত্যু। "Laying the debts of Nature."

ভরা ডুবি।

বোঝাইপূর্ণ নৌকা ডুবিয়া যাওয়া; সকল দিক্ নষ্ট হওয়া।

ভরা ডুবির মুঠা লাভ।

যাহার বোঝাইপূর্ণ নৌকা মাঝ নদীতে ডুবিয়া যাইতেছে, সে যদি তাহা হইতে একমুঠা জিনিষও উদ্ধার করিতে পারে, তাহাই তাহার লাভ। যাহার সকল দিক্ নষ্ট হইতেছে, কোনরূপে তাহার একটা দিক্ রক্ষা করিতে পারা।

ভরা পেটে মোণ্ডা তেতো।

পেট ভরা থাকিলে তখন মোণ্ডাও খাইতে ভাল লাগে না। আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেলে ভাল জিনিষও মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

ভরা ভাতে বাগা দেওয়া।

প্রস্তুত অন্নভক্ষণে বাধা দেওয়া। যে কাজ প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, বাধা দিয়া সে কাজ নষ্ট করা।

ভরার মেয়ে।

পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে উচ্চবংশীয়দের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার ফলে কন্যা দুর্লভ বলিয়া নৌকাযোগে অন্য স্থান হইতে কন্যা আনাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাদের ভরার মেয়ে বলে। ইহাদের প্রকৃত জাতিকুল অজ্ঞাত থাকে; প্রায়ই ইহারা নীচজাতীয়া কন্যা হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে কন্যার জাতিকুলের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং তাহার স্বামী শ্বশুর প্রভৃতিকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। সেইজন্য ভরার মেয়ে বলিলে সামাজিক হীনতাই প্রকাশ পায়।

ভালুকের জ্বর।

ভালুকের প্রায়ই জ্বর হয়, কিন্তু সে জ্বর মুহূর্ত্তমাত্রস্থায়ী, অল্পক্ষণ পরে ভালুক

আবার দিব্য সুস্থ হয়। এইরূপ জ্বরকে ভল্লুক জ্বর বলে। ক্ষণস্থায়ী অসুস্থতা।

ভস্মে ঘি ঢালা।

অনল্প আগুনে ঘি দিলে তাহা পুড়িয়া আহুতির কাজ করে ; কিন্তু আগুন নিবিয়া গেলে ছাইএর উপর ঘি ঢালিলে তাহাতে কোন ফল নাই। কাজের সময়ে কাজ না করিয়া, কাজ নষ্ট হইয়া গেলে তজ্জন্য পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করা অথবা পরিশ্রম বা অর্থব্যয় সার্থক না হওয়া।

ভাঁড়ে নাই ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি?

ভাঁড়ে ঘি নাই, তাহাতে ঘিয়ের পলা ঘষিয়া বৃথা ঠক্ ঠক্ শব্দ করিলেই কি ঘি বাহির হইবে? ভিতরে সার নাই, অথচ তাহা দেখাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা।

ভাঁড়ে মা ভবানী।

কিছুমাত্র অর্থসংস্থান নাই—এই অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

ভাইয়ে ভাইয়ে প্রায়ই মিল থাকে না, বিবাদ করিয়া পরস্পর পৃথক্ হয়।

ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই।

ভ্রাতৃস্নেহ অপূর্ব্ব জিনিষ। হাজার বিবাদ থাকিলেও, এমন কি, ভাইকে মারিয়া গেলেও যাইতে যাইতে একবার পাছু ফিরিয়া দেখে, অর্থাৎ সহানুভূতি প্রকাশ করে। যতই বিবাদ থাকুক, এক ভাই বিপদে পড়িলে অপর ভাই কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। "Blood is thicker than water"

ভাইয়ের ভাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই।

ভাই পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিলে, নিজে পড়িবার সময় ভাইও বাঁ হাত বাড়াইয়া দিয়া রক্ষা করে। লোকের সাহায্য করিলেই লোকের নিকট সাহায্য পাইবে।

ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত।

কোন স্ত্রীলোককে ভ্রাতৃগৃহে বাস করিতে হইলে সে ভ্রাতার অন্ন খায় বটে, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার কর্তৃত্ব সহ্য করিতে হয়।

ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টনক্ নড়ে।

ভাগাড়ে মড়া পড়িলে শকুনি যেখানেই থাক্ না কেন, তাহার টনক্ নড়িয়া উঠে, অর্থাৎ তাহার মস্তিষ্কে ঐ ভাব জাগিয়া উঠে, সে উহা জানিতে পারে। কোন বিষয়ের আয়োজন হইলেই যদি তাহার গ্রাহক আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সেইস্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভাগের কড়ি সাজে বয়।

পয়সা কৌড়ি ভারী লাগিলেও লোকে তাহা নিজেই বহিয়া লইয়া যায়, অন্যের মাথায় সহজে চাপায় না। কিন্তু যে পয়সায় অন্যান্য অংশীদার আছে, তাহা স্বচ্ছন্দে ভারীর মাথায় চাপাইয়া লইয়া যায়; কেননা তাহা গেলে সকলেরই যাইবে, থাকে সকলেই পাইবে।

ভাগের ভাগ পেলে,
না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে।

লোকে ভাগের ভাগ কিছুতেই ছাড়ে না, তাহা খাইতে না পারিলে চিবাইয়া ফেলিয়া দিবে তাহাও স্বীকার, তথাপি ভাগ লইতে হইবে। প্রয়োজন না থাকিলেও ভাগীকে না দিয়া তাহা অন্যত্র ফেলিয়া দিবে।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

যাহারা দুই তিন ভাই, এবং যাহাদের মধ্যে পরস্পর মনোবাদ আছে, তাহাদের মার মৃত্যুকালে গঙ্গাযাত্রা হয় না। সকলেই মনে করে, আমার কি দায়, উহারও ত মা, ঐ লইয়া যাক্। এইরূপ ঠেলাঠেলি করিতে করিতে মায়ের পরলোকযাত্রা হয়, কিন্তু গঙ্গাযাত্রা ঘটিয়া উঠে না। ভাগের কোন কাজ থাকিলে কেহই তাহাতে আন্তরিক যত্ন না করায় সে কাজ নষ্ট হইয়া যায়। "What is every body's business is no body's business."

ভাগ্যমানের দু'টি পুত্র,
একটি বানর, একটি ভূত।

অর্থাৎ তিনি এমনই ভাগ্যবান্ যে, তাঁহার দুইটি পুত্রের মধ্যে একটি বানর, অন্যটি ভূত।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়।

যাহার ভাগ্য ভাল, ভগবান্ তাহার বোঝা বহিয়া দেন, অর্থাৎ তাহার কাজ সম্পন্ন করেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তির কাজ বিনা আয়াসে সিদ্ধ হয়।

ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না।

ভাঙ্গিয়া যাইবে, তথাপি নুইবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক প্রাণ দিবে, তথাপি সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মাথা নীচু করিবে না। "Break but not bend."

ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল।

যে গ্রাম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অর্থাৎ গ্রামের অধিকাংশ লোক গ্রামত্যাগ করিয়াছে, সেই গাঁয়ের উপর যে কর্তৃত্ব করে। নগণ্য লোক।

ভাঙ্গা ঘরে জোছনার আলো,
যে দিন যায় সে দিন ভাল।

ভাঙ্গা ঘরের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্না ঢুকিয়া যে দিন ঘরকে আলোকিত করে, সেই দিনই মঙ্গল, যে দিন আলো না আসে, সে দিন ত অন্ধকারে যাইবেই। দুঃখের সময়ে কষ্ট ত আছেই, তাহার মধ্যে যদি একটা দিন সুখে কাটে তাহাই ভাল।

ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা।

ভাঙ্গা ঘর পাইলেই ভূত আসিয়া তাহাতে বাস করে। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলেই তখন নানা রোগ আসিয়া দেহকে আশ্রয় করে।

ভাঙ্গা পা খালে (খানায়) পড়ে।

যে পা একটু ভাঙ্গা থাকে, পথ চলিবার সময় সেই পা টাই খালে পড়িয়া যায়। যে দিকে একটু ছিদ্র থাকে, সেই দিক্ দিয়াই আরও বিপদ্ ঘটে। ("খোঁড়ার পা ই খানায় পড়ে" পাঠান্তর।)

ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া।

মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গলদায়িকা বটে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাই নানা কুস্বপন দেখায়। ভাল লোকের প্রকৃতি মন্দ হইলে সেই তখন নানা অনর্থ ঘটায়।

ভাঙ্গা শাঁখা জোড়া লাগে না।

শাঁখা একবার ভাঙ্গিলে তাহাকে আর জোড়া যায় না। মন একবার বিকৃত হইলে আর তাহা ভাল হয় না। কিংবা সুনাম একবার কলঙ্কিত হইলে তাহার পুনরুদ্ধার হওয়া কষ্টসাধ্য।

ভাঙ্গা হাটে কাড়া দেওয়া।

হাট ভাঙ্গিয়া গেলে অনেক লোক চলিয়া যায়, তখন কোন কথা ঘোষণার জন্য কাড়া (ঢেঁড়্‌রা) দেওয়া বৃথা, তাহা সকলে শুনিতে পায় না। সভা ভাঙ্গিয়া গেলে সেখানে কোন কথা বলায় ফল নাই।

ভাজা খেতে সাধ হয়, তেলে বড় কড়ি।

ভাজা খাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বেশী পয়সার তেল খরচ হয় বলিয়া খাইতে পারা যায় না। ভাল জিনিষ খাইতে সাধ আছে, অথচ পয়সা খরচে কাতর।

ভাজা বল ভুজো বল, ভাতের সমান নয় ;
মাসী বল পিসী বল, মায়ের মত নয়।

ভাজা ভুজো জিনিষ যতই তৃপ্তিকর হউক না কেন, ভাতের মত কিছুই নহে। মাসী পিসী যতই আদর করুক না কেন, মায়ের মত স্নেহ কোথাও পাওয়া যায় না।

ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানে না।

ভাজা মাছটার অপর পিঠ উল্‌টাইয়া খাইতে হয় ইহা জানে না। যাহা সাধারণতঃ সকলেই জানে, এবং সকলের জানা উচিত, এইরূপ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা। ন্যাকামি। "Butter will not melt in his mouth."

ভাজে ঝিঙে ত বলে পটোল।

ঝিঙে ভাজিয়াছে, কিন্তু লোকের কাছে বলে, পটোল ভাজিয়াছি। একটু কাজ করিয়া লোকের কাছে তাহা তিন গুণ করিয়া বলা, বা এক রকম কাজ করিবার ইচ্ছা করিয়া অন্যরূপ বলা।

ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।
এক অলস ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া খাইত, তাহার স্ত্রী লোকের বাটীতে দাসী বৃত্তি করিয়া যাহা কিছু পাইত, তদ্দ্বারা নিজের ও স্বামীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিত। এ দিকে গুণধর স্বামী কিন্তু একটু ত্রুটি হইলেই স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তাড়না করিত। একদিন এক সামান্য ত্রুটীতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামী তাহার নাক কাটিতে উদ্যত হইল। তখন স্ত্রী তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, "ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।" অর্থাৎ উনি স্ত্রীকে ভাত কাপড় দিয়া প্রতিপালন করিতে পারিবেন না, কেবল নাক কাটিবার সময় স্বামিত্ব ফলাইতে আসিবেন। যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা পালন না করিয়া কেবল কর্ত্তৃত্বটুকু দেখাইতে যাওয়া।

ভাত খাই কাঁসী বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না।
এক ব্যক্তি কবির দলে ঢোলের সঙ্গে কাঁসী বাজাইত। একদিন একস্থানে কবি গাওনার পর জনৈক লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ হে, কাল নাকি চুলির সঙ্গে গায়েনের খুব রগড় বাধিয়াছিল?" সে উত্তর করিল, "আমি ভাত খাই, কাঁসী বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না" অর্থাৎ রগড়ের কিছু বুঝি না। নিজের কাজকর্ম্ম করে, পরের কোথায় কি হইতেছে তাহার খবর রাখে না, এরূপ লোক অপরের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?
ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব হয় না, চারিদিক্ হইতে কাক আপনি আসিয়া জুটে। পয়সা থাকিলে লোকের বা জিনিষের অভাব হয় না।

ভাত নাই যার, জাত (মান) নাই তার।
যাহার ঘরে ভাতের সংস্থান নাই, তাহার জাতি বা মান থাকে না, কেননা ভাতের জন্য তাহাকে সকলের নিকট গিয়া হীনতা স্বীকার করিতে হয়।

ভাত পায় না কুঁড়োর নাগর,
আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর।
কুঁড়ো-খেকো নাগর ভাত খাইতে পায় না, আমানি খাইয়া পেটটা মোটা করিয়াছে। পেটে ভাত নাই, অথচ মুখে ইয়ারকি চালায় এরূপ লোক।

ভাত পায় না টক্কা বুড়ি,
খাটা খেতে চায়।
টক্কা বুড়ি মোটে ভাতই পায় না, আবার অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চায়। ঘরে ভাত নাই, অথচ মুখে নানাপ্রকার খাদ্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করা।

ভাত পায় না ব্যঞ্জন (ছালুন) চায়।
ভাতই পায় কি না সন্দেহ, তাহার উপর আবার তরকারী পাইবার প্রত্যাশা করে। যাহা না হইলে চলিবে না তাহার প্রাপ্তি বিষয়েই সন্দেহ, তাহার উপর আবার আরও কিছু বেশী জিনিষ পাইবার ইচ্ছা করা। ব্যঞ্জনকে মুসলমানেরা "ছালুন" বলে।

ভাত পায় না ভাতার চায়,
থেকে থেকে আবার গয়না চায়।
মোটে ভাত খাইতে পায় না তাহার উপর আবার স্বামী পাইতে ইচ্ছা করে, এবং থাকিয়া থাকিয়া গায়ে গহনা পরিতে ইচ্ছা করে। পেটে খাইতে মিলে না, অথচ সুখের প্রত্যাশা করে। দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির প্রতি শ্লেষ। "পেটে নাইক ভাত, কাণে কেয়াপাত।"

ভাত পায় না মস্ পোরে কাঁদে।
ভাত খাইতে পায় না, মস পরিয়া বাহার দিয়া কাঁদিতে বসে।

ভাত রোচে না রোচে মোয়া,
চিঁড়ে রোচে পোয়া পোয়া।
ভাতে রুচি হয় না, কিন্তু মোয়ায় (লাড়ুতে) খুব রুচি হয়, আর পোয়া পোয়া চিঁড়া খাইতে পারে। যাহাতে ফল আছে এমন কাজ করিতে পারে না, কিন্তু বাজে কাজ খুব করিতে পারে।

ভাতের ক্ষুধা কি ভাজায় যায়?
ভাজা ভুজি খাইলে কি ভাতের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। "দুধের তৃষ্ণা কি ঘোলে মিটে?"

ভাতের চাউল চর্ব্বণে যায়।
ভাতের জন্য সংগৃহীত চাউল কাঁচা অবস্থাতেই চিবাইয়া খাইতে ফুরাইয়া যায়। যে কাজের জন্য যাহা আয়োজন করা হইয়াছে, কাজ আরম্ভের আগেই তাহা নিঃশেষ করা।

ভাতের দ্বিগুণ কোষ্ঠা শাক।
ভাত যতগুলি, তাহার দুইগুণ কোষ্ঠা শাক। প্রয়োজনীয় বিষয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয় বেশী।

ভাদ্রমাসের তাল।
ভাদ্রমাসে তাল পরিপুষ্ট লাভ করিয়া পাকিয়া আপনি পড়িয়া যায়। সে সময় তাল তলায় কেহ থাকিলে তাহার স্কন্ধে তাল পড়ে। কেহ অতর্কিতভাবে কাহারও পৃষ্ঠে প্রচণ্ড কীল মারিলে পিঠে ভাদ্র মাসের তাল পড়িল বলা হয়।

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
যখন প্রতিজ্ঞা করা যায়, তখনই সে কার্য্য সাধন করিতে পারা যাইবে কি না, তাহা ভাবা উচিত ছিল; প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সেজন্য ভাবিলে কি হইবে?

ভাবিলে ভাবনার ঘেরে।
যতই চিন্তা করিবে, ততই আরও চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

ভাবে ডগমগ (পদার্থ) তেলাকুচো,
হেসে ম'লো কাল ছুঁচো।
তেলাকুচো ফল দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু ভিতরে কোন গুণ নাই; তাহা পাকিলে যেন ভাবে ডগমগ হইতে থাকে; আর দুর্গন্ধময় কাল ছুঁচোও হাসিয়া অস্থির হয়। নির্গুণ ব্যক্তির আড়ম্বর। "রূপে ঢলঢল" দেখ।

ভাবের ঘরে চুরি।
অর্থাৎ মনে এক প্রকার, ব্যবহারে অন্য প্রকার।

ভায়ারও ফলার।
'দাদারও ফলার' দেখ।

ভারত ছাড়া কথা নাই।
মহাভারত গ্রন্থ সকল বিষয়ের আধার-স্বরূপ। ইহাতে ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, যোগ, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই কথা আছে; ইহাতে যে কথা নাই, সে কথার অস্তিত্বই নাই।

ভারী নইলে ভার বয় কে?
যে ভারবহনে সমর্থ, সে না হইলে অপরে ভার বহন করিতে পারে না; যে যে কাজে অভ্যস্ত, সেই সে কাজ করিতে পারে।

ভাল করতে পারি না,
মন্দ করতে পারি;
কি দিবি তা' দে।
আমি উপকার করিতে পারি না, কিন্তু অপকার করিতে পারি, অতএব আমাকে কি পুরস্কার দিবে দাও। উপকার করিলেই তবে পুরস্কারের উপর দাবী জন্মায়। এ ক্ষেত্রে দুর্দ্দান্ত লোকে অত্যাচার করিতে বিরত থাকিবে বলিয়া পুরস্কার দাবী করিতেছে।

ভাল ঘোড়াকে এক চাবুক,
ভাল লোককে এক কথা।
ভাল ঘোড়াকে একটি মাত্র চাবুক মারিলেই যথেষ্ট, তাহাকে আর কিছু বলিতে হয় না; আর ভাল লোককে একটী মাত্র কথা বলিলেই যথেষ্ট হয়, সে তাহাতেই মর্ম্মে মরিয়া যায়। "A word to the wise."

ভালবাসার এমনি গুণ,
পানের সঙ্গে যেমন চুণ;
কম হইলে লাগে ঝাল,
বেশী হইলে পোড়ে গাল।
ভালবাসা ঠিক পানের সঙ্গে চুণের মত। পানে চুণ একটু কম হইলে ঝাল লাগে,

আবার বেশী হইলে গাল পুড়িয়া যায়। ভালবাসাও একটু কম হইলে তাহা ভাল লাগে না, আবার অতিরিক্ত হইলেও তাহা হইতে শেষে অনর্থ উপস্থিত হয়। পাণের সঙ্গে পরিমিত চুণের ন্যায় পরিমিত ভালবাসাই ভাল।

ভালবাসার নাইক ভার।
ভালবাসা থাকিলে কোন কাজেই ভার বোধ হয় না; যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার জন্য সকল কাজই করিতে পারা যায়।

ভাল মানুষকে ভাল কথা বজ্জাতকে কীল।
ভাল লোককে ভাল কথা বলিয়া বাধ্য করিতে হয়, আর দুষ্ট লোককে প্রহার দিয়া বাধ্য করিতে হয়।

ভাল মানুষের বাপ আঁটকুড়ো।
নিতান্ত ভালমানুষ হইলে তাহার বাপকে আঁটকুড়ো অর্থাৎ অপুত্রক হইতে হয়। নিতান্ত ভালমানুষ হইলে সকলেই তাহার উপর উপদ্রব করিয়া থাকে। অথবা, ভাল মানুষ প্রায়ই জন্মগ্রহণ করে না, সুতরাং তাহার পিতা অপুত্রক।

ভালর ভাগী, মন্দের কেহ নয়।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সুখের সময় আত্মীয় হইয়া সুখের অংশী হয়, কিন্তু দুঃখের সময় ফিরিয়াও চাহে না। "সময়ে সকলে সখা অসময়ে চলে গেছে।" "সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কার নয়।" "সুখের পায়রা।" "Fair weather friends."

ভালর ভাল সবঠাঁই,
মন্দের ভাল কোথাও নাই।
ভাল লোক হইলে তাহার সকল স্থানে বা সকল বিষয়েই ভাল হয়, মন্দ লোকের কোন স্থানেই ভাল হয় না।

ভালর ভাল সর্ব্বকাল,
মন্দের ভাল আগে।
ভাল লোকের আগে পাছে শেষে সকল সময়েই ভাল হয়; আর মন্দ লোকের আগে ভাল হয়, কিন্তু শেষে মন্দ হইয়া থাকে।

ভাল লোকের কীল চুরি।
ভাল লোক কীল খাইলে তাহা চুরি করে, অর্থাৎ অপমানিত হইলেও লজ্জায় তাহা প্রকাশ করে না। "Pocket an insult."

ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।
এদেশে "ভাদ্রবধূ" (ভ্রাতৃবধূ) ভাসুরকে সাতিশয় লজ্জা করে; সে ভাসুরের সহিত কথা কহে না বা ভাসুরের ত্রিসীমায় যায় না; ভাসুরও ভ্রাতৃবধূর কাপড়টী পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। যাহার সহিত "ভাসুর ভাদ্রবৌ" সম্পর্ক হয়, তাহার সহিত উক্তরূপ ব্যবহার করা।

ভিক্ষার চাউল তার কাঁড়া আকাঁড়া।
ভিক্ষা করিয়া যে চাউল পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর কাঁড়া (ভাল ছাঁটা) বা আকাঁড়া (ভাল ছাঁটা নয়) বিচার করিলে চলে না। যাচ্ঞালব্ধ বস্তুর ভাল মন্দ বিচার করিতে যাওয়া।" A gift horse must not be looked in the mouth."

ভিক্ষুকের এক দোর বন্ধ, শত দোর খোলা।
যে ভিক্ষা করিয়া খায়, তাহার নিকট এক গৃহস্থের দরজা বন্ধ হইলেও শত গৃহস্থের দরজা খোলা থাকে, সুতরাং তাহার ভিক্ষা লাভের অভাব হয় না। যে পরের খাটিয়া খায়, তাহার পক্ষে একজন বিরূপ হইলেও সে অন্যান্য লোকের কাজ করিতে পারে।

ভিজলে কাঁথাও ভিজে, কম্বলও ভিজে।
জল পড়িলে কাঁথাও ভিজে, কম্বলও ভিজিয়া যায়। বিপদে পড়িলে সকলই নষ্ট হইয়া যায়, বিষয়ের ভেদাভেদ থাকে না।

ভিজে বেরাল।
বিড়াল জলে ভিজিলে অতিশয় দুর্ব্বল ও শান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু সে সময়েও সে সুযোগ পাইলে মাছ খাইতে ছাড়ে না। যে ব্যক্তি লোকের কাছে সাতিশয় শান্তশিষ্টের ন্যায় হইয়া থাকে, আর সুযোগ পাইলেই লোকের মন্দ করে অর্থাৎ ভালমানুষ দেখিতে, কিন্তু পেটে পেটে বজ্জাত, তাহাকে ভিজে বেরাল বলে।

ভিটায় ঘুঘু চরান।
ঘুঘু পাখী মাঠেই চরিয়া বেড়ায়, লোকের বাড়ীতে যায় না। কিন্তু বাড়ী ভাঙ্গিয়া মাঠ করিয়া দিলে সেখানে ঘুঘু পাখী চরিতে পারে। কাহারও যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া দিয়া বাড়ীকে মাঠে পরিণত করাকে ভিটায় ঘুঘু চরান বলে।

ভিটায় সরিষা বুনে খাওয়া।
বাড়ী ভাঙ্গিয়া মাঠ করিয়া তাহাতে সরিষা গাছ রোয়া, অর্থাৎ যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করা।

ভিটে মাটী চাটী করা।
যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া দিয়া বাস্তুকে মাঠে পরিণত করা।

ভিতরে গরল, বাহিরে সরল।
ভিতরে বিষ পোরা, কিন্তু বাহিরে অমায়িক। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ।"

ভিন্ন রোগের ভিন্ন ঔষধ।
যে যেরূপ রোগ, তাহার সেইরূপ ঔষধ। যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তদনুরূপ ফল দেওয়া। "Desperate diseases have desperate remedies."

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হল রথী,
চন্দ্রসূর্য্য অস্ত গেল জোনাকীর পাছে বাতী।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এক একজন মহাবীর, তাঁহারা যে যুদ্ধে হারিয়া গেলেন, সেই যুদ্ধে শল্য সেনাপতি হইল। চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকী পশ্চাদ্ভাগে আলো জ্বালিয়া অন্ধকার নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। বড় বড় ক্ষমতাবান্ লোকে যে কাজে হারিয়া যায়, কোন ক্ষুদ্র ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তির সেই কাজে অগ্রসর হওয়া। "Fools rush in where angels fear to tread."

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।
ভীষ্ম যখন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহার অন্যথা করেন নাই। এজন্য অবিচল প্রতিজ্ঞাকে লোকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বলে।

ভুঁইশূন্য রাজা ক্ষেত্রমোহন।
ক্ষেত্রমোহন নামক এক ব্যক্তিকে লোকে উপহাস করিয়া রাজা বলিত, কিন্তু তাহার এক কাঠাও নিজের জমি ছিল না। যাহার যে বিষয় নাই, তাহার আপনাকে সেই বিষয়ের অধিকারী বলিয়া পরিচয় দেওয়া।

ভূত দিয়া ভূত ছাড়ান।
কাহাকেও ভূতে পাইলে অন্য ভূতের আবেশ দ্বারা তাহাকে তাড়ান। কৌশলে শত্রু দ্বারা শত্রুর বিনাশ সাধন করা। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং।"

ভূতের আবার গঙ্গাস্নান।
অর্থাৎ মন্দের আবার সৎসংসর্গ।

ভূতের আবার জন্মদিন।
ভূতের জন্মদিন কবে, কে স্থির করিবে?

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।
এক সময়ে কতকগুলি ভূত মিলিত হইয়া স্থির করিল যে, মানুষেরা বাপের শ্রাদ্ধ করে, সুতরাং আমরাও করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা এক মাঠে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিল। শ্রাদ্ধ করিতে পুরোহিতের আবশ্যক। জনৈক ভট্টাচার্য্য সেই মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিল। ভূতেরা গিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিতে ধরিল। ব্রাহ্মণ ভয়ে অস্থির। শেষে সাহসে ভর করিয়া ভূতদের সহিত শ্রাদ্ধস্থানে গমন করিলেন, এবং কিরূপে ইহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভূতেরা শ্রাদ্ধের সকল আয়োজন উপস্থিত করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখন তোমাদের মধ্যে কাহার বাপের শ্রাদ্ধ হইবে বল।" ভূতেরা সকলেই বলিতে লাগিল, "আমার বাপের শ্রাদ্ধ, আমার বাপের শ্রাদ্ধ।" ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "একেবারে তো সকলেরই বাপের শ্রাদ্ধ হইতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যে

প্রধান, আজ তাহারই বাপের শ্রাদ্ধ হইতে পা'রে।" তখন সকলেই "আমি প্রধান" "আমি প্রধান" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে সে চীৎকার মারামারিতে পরিণত হইল; এক্ষণে প্রকৃতই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণও সেই অবকাশে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। অনেকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, এবং সেই কার্য্যের সকলেই কর্ত্তা হইতে গেলে কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

ভূতের বেগার খাটা।
যাহাতে কোনই লাভ নাই, এরূপ কার্য্যে পরিশ্রম করা।

ভূতের বোঝা বহা।
যাহাতে নিজের কোন সম্পর্ক বা লাভালাভ নাই, এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার স্বীকার করা।

ভূতের মুখে রামনাম।
অসম্ভব।

ভূষণ্ডী কাক।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে অর্জ্জুনের মনে আপনাকে মহাবীর বলিয়া গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল। একদা তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে এক সুবৃহৎ পক্ষীকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পক্ষী বলিল, "আমার নাম ভূষণ্ডী কাক। সত্যযুগ হইতে আমি পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি।" অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ভীষণ যুদ্ধ আর কখন দেখিয়াছে কি না। তদুত্তরে কাক বলিল, "সে দুঃখের কথা আর কি বলিব। সত্যযুগে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধকালে মুষলধারে রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল, আমি উপর দিকে হাঁ করিয়া পেট ভরিয়া রক্ত পান করিয়াছি। রাম রাবণের যুদ্ধে ততটা না হইলেও রক্তের নদী বহিয়াছিল, আমি ঘাড় নীচু করিয়া ইচ্ছামত রক্ত খাইয়াছি। কিন্তু এই লক্ষ্মীছাড়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঠোক্‌রাইয়া রক্ত খাইতে খাইতে আমার ঠোঁট ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।" কাকের কথায় অর্জ্জুনের গর্ব্ব দূর হইল।—সাধারণতঃ যে বসিয়া বসিয়া খায়, আর প্রাচীন আষাঢ়ে গল্প রচনা করিয়া বলে, এবং আত্মশ্লাঘা প্রকাশ ও বহুদর্শিতার ভাণ করে, তাহাকে লোকে ভূষণ্ডী কাক বলে।

ভেক্ না হইলে ভিক্ মিলে না।
ভিক্ষুকের উপযুক্ত সাজ না হইলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না। যে যে কাজ করে, তাহার সেই কাজের উপযোগী বেশভূষা না করিলে চলে না।

ভেটে লোক হেঁট হয়।
ভেট ঠিক ঘুষ না হইলেও ঐ জাতীয়ই বটে। ভেটে মাথাটা একটু হেঁট হয় অর্থাৎ ভেটগ্রহীতা ভেটদাতার নিকট বাধ্য না হইয়া থাকিতে পারে না, কিছু উপকারও ভেটদাতা পাইয়া থাকে।

ভেড়া করে রাখা।
ভেড়া বড় নিরীহ জন্তু; তাহাকে যে দিকে চালাও সেই দিকেই চলে। কেহ কাহারও একান্ত বশীভূত হইয়া থাকিলে উক্ত বাক্য ব্যবহৃত হয়।

ভেড়াকান্ত।
যে নির্ব্বোধের ন্যায় অন্যের বশে চলে, তাহাকে ভেড়াকান্ত কহে।

ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা।
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগিলে ভেড়া সকল পলাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল চীৎকার করিতে থাকে। কোন বিপত্তি দেখিলে তাহার প্রতীকারের উপায় চিন্তা না করিয়া কেবল কোলাহল করা।

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল।
ভেড়ার গোয়ালে বাছুর থাকিলে সেই তথায় প্রাধান্য করিয়া থাকে। গরুর দলে সে অতি তুচ্ছ হইলেও ভেড়ার দলে সেই প্রধান। যেখানে বিজ্ঞ লোক নাই, তথায় ক্ষুদ্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও অভিজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত হয়। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

ভেড়ার পাল।
ভেড়ার দলের মধ্যে একটা ভেড়া যে দিকে ছুটে, অন্য সকল ভেড়াই সেই দিকে ছুটিতে থাকে। যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে একজন যে পথ অবলম্বন করে অপর সকলে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সেই পথেই চলে, তাহাদিগকে ভেড়ার পাল কহে।

ভেড়ার সাধ্য যব মাড়া?
গরু বা মহিষই যব মাড়িতে পারে, ভেড়ার যব মাড়িবার শক্তি নাই। সমর্থ লোকের কার্য্য অক্ষম লোকে করিতে পারে না।

ভেবা গঙ্গারাম।
অতিশয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি।

ভেবা চাকা লাগা।
কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যাওয়া।

ভেবে করা আর ক'রে ভাবা।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করার ফল এক, আর কাজ করিয়া পরে ভাবার ফল অন্যবিধ। বুদ্ধিমান্ লোকে আগে ভাবিয়া কাজ করে, নির্ব্বোধ লোকে আগে কাজ করিয়া পরে তাহার ভাল মন্দ চিন্তা করে। "Marry in haste, repent at leisure."

ভেয়ের শত্রু ভেয়ে, নেয়ের শত্রু নেয়ে।
ভাইই ভায়ের শত্রু, এবং নৌকাওয়ালাই নৌকাওয়ালার শত্রু। সমশ্রেণী হইতেই অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। "Two of a trade can ne'er agree."

ভেরোমের টাটী।
সম্ভ্রম রক্ষার কুটীর। যাহা দ্বারা সম্ভ্রম কথঞ্চিৎ বজায় থাকে, তাহাকে ভেরোমের বা ভ্রমের টাটী কহে।

ভেলায় সাগর পার।—অসম্ভব।

ভেল্কীর খেলা, স্বপ্নের মিলন,
সত্য বটে যখন তখন।
ভেল্কী যতক্ষণ দেখান হয়, ততক্ষণ তাহাতে প্রদর্শিত ব্যাপারসমূহ বাস্তব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ভেল্কী শেষ হইয়া গেলে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট মিলন সত্য মনে হয়, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়।

ভোগের আগে প্রসাদ।
আগে দেবতাকে কোন দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিলে তবে তাহা প্রসাদ হয়, নিবেদনের পূর্ব্বে প্রসাদ হয় না। কোন বস্তু পাইবার বা লইবার আগেই কেহ তাহার প্রসাদস্বরূপ কিঞ্চিৎ পাইতে ইচ্ছা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ম

মগের মুলুক।
এক সময়ে আহম বা আসাম রাজ্য রাজহীন ও গৃহবিবাদে ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় ব্রহ্মদেশবাসী মগজাতীয় লোকেরা তথায় আসিয়া আধিপত্য স্থাপন ও যথেচ্ছ অত্যাচার করে। সে উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারে দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়, এবং কেহই তাহার প্রতিকারে সমর্থ হয় নাই। মগেরা বঙ্গদেশে আসিয়াও অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কেহ কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মঘা,—এড়াবি (সাম্‌লাবি) ক'খা।
মঘা নক্ষত্রে যাত্রা সাতিশয় বিপজ্জনক; ইহাতে যাত্রা করিলে একটা না একটা বিপদ্ ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা,
যথা ইচ্ছা তথা যা।
মঙ্গলবারের ঊষাকালে, যাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই বুধবার হইবে,' তাহাতে যাত্রা করিয়া যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাওয়া যায়; এই যাত্রা অতিশয় শুভকর।

মটরের চাপে মসুরি চেপ্টা।

মটর ও মসুর কলায় এক সঙ্গে থাকিলে, মটরের উপর চাপ পড়িলে সে চাপে মসুর একবারে চেপ্টা হইয়া অর্থাৎ থেত্‌লাইয়া যায়। প্রবলের সঙ্গে দুর্ব্বল থাকিলে প্রবলকে শাসন করিতে গেলে সে শাসনে দুর্ব্বল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

মড়া মেরে খুনের দায়।

যে মরিয়া গিয়াছে তাহাকে দুই ঘা মারিলে মড়ার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু শত্রুপক্ষ রটনা করিতে পারে যে, উহারই মারের চোটে লোকটা মরিয়াছে; তখন হয় ত খুনের দায়ে পড়িতে হয়। যে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহার উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে সুনাম ত হয়ই না, পরন্তু দুর্নাম ঘটিয়া থাকে।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

যে মরিয়া গিয়াছে তাহার শবদেহে অস্ত্রাঘাত করায় কোন ফলই নাই। যে কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাকে আরও কষ্ট দেওয়া। "Flogging a dead horse."

মণিকাঞ্চন যোগ।

সোণার উপর মণি বসাইলে সোণা ও মণি উভয়েরই ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত হয়। সকল দিকেই শুভকর, এরূপ যোগকে মণিকাঞ্চন যোগ বলা যায়।

মণিহারা ফণী।

প্রবাদ এইরূপ যে, সাপের মাথায় মণি থাকে। কেহ কোনরূপে সেই মণি অপহরণ করিলে সাপ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং খুঁজিয়া না পাইলে তাহার শোকে শেষে প্রাণত্যাগ করে।

মৎস্য চিনে গভীর গম্য,
পক্ষী চিনে ডাল ;
মা জানে পুতের দরদ,
ছাতি বিদরে যার।

মৎস্য জলে বাস করে, সুতরাং জলের কোন্ স্থান কত গভীর তাহা সে উত্তমরূপে জানে। পাখী গাছে থাকে, সুতরাং কোন্ গাছের কোন্ ডাল কিরূপ ভারসহ, তাহা সে বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকে। সন্তানের জন্য মাতার বুক ফাটে, সুতরাং সন্তানের ব্যথা একমাত্র মাতাই বুঝিতে পারেন।

মদ্দ বড় তেজী, ধরবেন বনের বৈঁজী।

পুরুষ খুব ক্ষমতাবান্, এজন্য তিনি বনের বৈঁজী ধরিতে যাইতেছেন। বৈঁজী ধরিতে বড় একটা ক্ষমতার দরকার হয় না, সুতরাং ইহা শ্লেষোক্তি। সামান্য কার্য্য সাধনের জন্য আস্ফালন করা।

মদ্দ বড় তেজী,
বাঁশ বনে হাগতে গেল তেড়ে এল কুঁজী।

পুরুষ ভয়ানক বলবান্; সে যখন বাঁশবনে বিষ্ঠাত্যাগ করিতে গিয়াছিল, তখন তাহাকে একটা কুঁজী তাড়াইয়া আসিয়াছিল, পুরুষ তাহার ভয়ে পলাইয়াছিল। ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় শ্লেষোক্তি।

মধুপান করতে পারি,
মাছির কামড় সইতে নারি।

মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু লইতে গেলে মাছির কামড় সহ্য করিতে হয়। কিন্তু আমি মধু খাইতে পারি, মাছির কামড় সহ্য করিতে পারি না। কাব্যের ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে পারে না। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"

মনকে চোখ ঠারা।

মনে জানিলেও মনকে তাহা গোপন করিবার জন্য ইসারা করা। জানিয়া শুনিয়া স্বেচ্ছায় কোন কাজ করিয়া পরে তজ্জন্য একটা তুচ্ছ অছিলা দেখাইয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া।

মন চলে ত চলে যা।

কার্য্য ভাল বা মন্দ, মন তাহা জানিতে পারে; সুতরাং মন নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ করিতে বলে, তাহা করিতে পার।

মন চাঙ্গা ত কেঠোয় গঙ্গা।

মনে দৃঢ় ভক্তি থাকিলে কেঠোর মধ্যে গঙ্গাজলের আবির্ভাব হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে, কোন এক চর্ম্মকারের দৃঢ়ভক্তিতে গঙ্গা তাহার কেঠোর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অপর জনশ্রুতি—দক্ষিণ দেশবাসিনী একজন মহিলা গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার অভিপ্রায়ে কাশীধামে যাত্রা করেন। বহু অনুনয় সত্বেও পুত্রবধূটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। মর্ম্মাহতা পুত্রবধূ গ্রহণের সময়ে গৃহে বসিয়া কেঠোয় স্নান করিবার সময়ে ভক্তিসহকারে বলিলেন—"মা গঙ্গা এই কেঠোয় তুমি আবির্ভূতা হও, এই জলকেই আমি গঙ্গাজল মনে করিয়া মনের সাধ মিটাই।" স্নানসময়ে সেই কেঠোর নিম্নদেশে একটি বহুমূল্য নথ দৃষ্ট হইল। বধূ সেই নথটিকে যত্নে রাখিয়া দিলেন। পরে শাশুড়ী দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সেই নথটী দেখাইলেন। শাশুড়ী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"এটি যে আমারই নথ গ্রহণ-স্নানকালে কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে জলে এটী হারাইয়া গিয়াছিল,—অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই।" বধূ বলিলেন—"আমার ঐকান্তিক প্রার্থনায় মা গঙ্গা কেঠোর জলে আবির্ভূতা হইয়া এটী আমাকে প্রমাণস্বরূপ দিয়াছেন।" মনে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে ঘরে বসিয়াই সকল তীর্থফল বা দেবদর্শনের ফল পাওয়া যায়।

মন চায় ধন, দেয় কোন্ জন।

মনে মনে ইচ্ছা খুব ধনবান্ হই, কিন্তু ধন কে দিবে! মনে মনে সুখী হইবার ইচ্ছা থাকিলেও অদৃষ্টে না থাকিলে সুখী হওয়া যায় না।

মন চায় বাদসা হ'তে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।

মন রাজা হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ঈশ্বর ভিক্ষা করিয়াও খাইতে দেন না, অর্থাৎ ভিক্ষা করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া যায় না। মনে মনে বড় হইবার ইচ্ছা থাকিলেও ঈশ্বর না বড় করিলে বড় হওয়া যায় না।

মন ছাড়া পাপ নাই,
মা ছাড়া বাপ নাই।

পাপ সকলকে লুকাইতে পারা যায়, কিন্তু মনকে তাহা লুকাইবার উপায় নাই, কোন্‌টী পাপ কোন্‌টী পুণ্য, মন তাহা ঠিক জানে। যথার্থ বাপ কে, মা তাহা ঠিক জানে, মায়ের কাছে তাহা লুকান থাকে না। ("মনের অগোচর পাপ নেই, মায়ের অগোচর বাপ নেই।" পাঠান্তর।)

মনটী সখের বটে,
হাতে কিন্তু পয়সা নাই ;
জোনাকী পোকার আলো দেখে,
গ্যাস বাতির সখ মিটাই।

মনে অনেক সখ করিবার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু হাতে পয়সা না থাকায় সে সব মিটাইতে পারা যায় না, অগত্যা জোনাকী পোকার আলো দেখিয়াই গ্যাসের আলোর সখ মিটাইতে হয়। মনে মনে বাবুগিরির ইচ্ছা আছে, কিন্তু হাতে পয়সা না থাকায় বাবুগিরি করিতে না পারা।

মন না মুড়া'লে মুড়া'লে কেশ,
গুরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ।

আগে মনকে সংযত না করিয়া মাথা মুড়াইয়া বৈষ্ণব সাজিলে তাহাতে কোনই ফল নাই; আগে গুরুর নিকট উপদেশ না লইয়া তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে তাহা বৃথা। আগে মনকে সংযত করিয়া তবে বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসী সাজিতে হয়, এবং আগে গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া তবে তীর্থভ্রমণ করিতে হয়।

মন ভাল নয় তীর্থ কর,
মিছে কাজে ঘুরে মর।

যাহার মন সংযত নয়, সে তীর্থ করিয়া বেড়াইলে তাহার বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান হয়।

মন যেন জিলিপির পাক।
যাহার মন কুটিল হয়,তাহার মনে জিলিপির পাকের ন্যায় অনেক পাক থাকে।

মনিব গেলে ঘোল পায় না,
বেঁশোকে পাঠায় দুধের তরে।
মনিব নিজে গিয়া চাইলে যেখানে একটু ঘোল পায় না, সেখানে চাকর বেঁশোকে দুধ চাহিতে পাঠায়। যেস্থলে নিজে ঘোল পায় না, সেস্থলে চাকর কি দুধ পাইতে পারে? যেখানে নিজের অনুরোধ রক্ষিত হয় না, সেখানে অপরকে অনুরোধ করিয়া পাঠান।

মনুষ্যের চিন্তাই জ্বর।
চিন্তা মানুষের ভয়ানক জ্বর; জ্বর হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু চিন্তা হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। "চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং।"

মনে করি করি করী, হয় বই হয় না।
মনে করি, হাতী করিয়া ফেলি, কিন্তু ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুই হয় না। মনে খুব বড় কাজ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু ছোট কাজ ভিন্ন বড় কাজ হইয়া উঠে না।

মনে করি খা'ব চিঁড়ে দই;
বিধাতা লিখেছেন ধানশুদ্ধ খৈ।
মনে যাহা করি বিধির বিধানে তাহা হয় না।

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ।
মনে মনে বড়ই ইচ্ছা যে, একবার বাঘের কাঁধে চড়িব। অসম্ভব আশা করা।

মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল।
উভয়ের মন সমান হইলে দৃঢ় প্রণয় সংস্থাপিত হয়।

মনে মনে লঙ্কা ভাগ।
লঙ্কা-সমরে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে হনুমান্ ঔষধ আনয়নার্থ যাত্রা করে। তাহাকে পথে কৌশলে মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত রাবণ মাতুল কালনেমিকে লঙ্কার অর্দ্ধাংশ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া প্রেরণ করে। কালনেমি ছদ্ম যোগিবেশে গিয়া হনুমানকে আপনার কুটীরে অতিথি হইতে অনুরোধ করে,এবং তাহাকে স্নানার্থ ভীষণ কুম্ভীরপূর্ণ কালীদহে পাঠাইয়া দেয়। তথা হইতে হনুমানের ফিরিতে বিলম্ব হইলে কালনেমি স্থির করে যে, সে মরিয়া গিয়াছে। তখন সে মনে মনে লঙ্কারাজ্যকে ভাগ করিতে থাকে, এবং সে কোন্ ভাগটী লইবে,কোন্ কোন্ বিষয়টা লইলে ভাল হইবে, তাহার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। এমন সময় হনুমান্ আসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। অনাগত বিষয়ের চিন্তাদ্বারা নিজের প্রাপ্য স্থির করিয়া লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Counting the chickens before they are hatched."

মনের অগোচর পাপ নাই।
মায়ের অগোচর বাপ নেই।
মনের নিকট কোন পাপ গোপন করা যায় না, মন তাহা জানিতে পারে। কুলটা স্ত্রীর সন্তানের জনক কে তাহা আর কেহ না জানিলেও তাহার জননী নিশ্চয় জানে।

মনের কথা ফুটলে লোকে বলে পাগল।
মনের মধ্যে যত কথার উদয় হয়, সে সকল কথা প্রকাশ করিলে লোকে পাগল বলিয়া থাকে।

মনের সুখেই সুখ।
মনে যদি সুখ থাকে, তবে তাহাই প্রকৃত সুখ; মনে সুখ না থাকিলে ধন জন কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না।

মন্ত্রিদোষে রাজ্য নষ্ট।
মন্ত্রী ভাল না হইলে বা কুমন্ত্রণা দিলে সে রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
হয় মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব, নতুবা তাহার সাধন করিতে করিতে দেহপাত করিব। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার উপমাস্থলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মন্দ কখন ভাল হয় না।
যে স্বভাবতঃ মন্দ, সে কিছুতেই ভাল হয় না। যতই চেষ্টা কর, নিম কখনই মধুর হয় না। "The leopard cannot change his spots."

মন্দ খবর মিথ্যা হয় না।
অশুভ সংবাদ প্রায়ই সত্য হইয়া থাকে।

মন্দ চিন্তিলে মন্দ হয়।
কেবল মন্দ চিন্তা করিলে মন্দই ঘটিয়া থাকে। "Evil to him who evil thinks."

মন্দের ভাল।
সম্পূর্ণ মন্দ না হইয়া কতকটা ভাল।

ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে,
খাঁচায় পোষে কাক।
ময়না ও টিয়া পাখী উড়াইয়া দিয়া সেই খাঁচায় কাক পোষে; অর্থাৎ গুণবান্‌কে ছাড়িয়া নির্গুণের আদর করে।

ময়রার ছেলে গুড় খায় না।
ময়রার গুড় লইয়াই কারবার, সুতরাং তাহার ছেলে গুড় খাইতে চায় না। যে নিয়ত যে কাজ করে, তাহার সে কাজে আর তত আসক্তি থাকে না। কিংবা ময়রার ছেলে গুড় খাইলে, বিক্রীর মাল খাইয়াই সাবাড় করিয়া দিবে, ব্যবসায় চলিবে না। কিন্তু ময়রার ছেলেকে নিমন্ত্রণ করিয়া গুড় খাইতে দিলে সে স্বচ্ছন্দে খাইবে। ("ময়রারা সন্দেশ খায় না" "শুঁড়িরা মদ খায় না" পাঠান্তর)।

ময়লা কাপড়ে ধোপার ভয়।
কাপড় ময়লা হইলেই ধোপার ভয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধোপার খোসামোদ করিবার ভয় হয়। মনে পাপ থাকিলেই আশঙ্কা জন্মে।

ময়ূরের নৃত্য দেখি,
লেজ নাড়া দেয় ছাতার পাখী।
ময়ূরকে পেখম ধরিয়া নাচিতে দেখিয়া ছাতার পাখী লেজ নাড়ে, অর্থাৎ সেইরূপ নাচিবার ইচ্ছা করে। সমর্থকে কোন কাজ করিতে দেখিয়া অসমর্থ তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "এ্যাও লাফায়, বেও লাফায়, খল্‌সে বলে আমিও লাফাই।"

ময়ূরের নৃত্য দেখে ছাতার পেখম ধরতে চায়।
ময়ূরকে নাচিতে দেখিয়া ছাতার পাখীও পেখম ধরিতে উদ্যত হয়। গুণীর গুণপণা দেখিয়া নির্গুণ তাহার অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করে।

মরণ কামড় দেওয়া।
মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া প্রাণপণে কামড়ান। অর্থাৎ নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া অনিষ্টকারীর অনিষ্ট সাধন। শেষ চেষ্টা করা।

মরণকালে গঙ্গাপানে পা।
হিন্দুরা গঙ্গাকে দেবতা জ্ঞান করে, সুতরাং তাহার দিকে পা বাড়ায় না; কিন্তু মৃত্যুকালে অন্তর্জ্জলীর সময় গঙ্গার দিকে পা রাখা হয়। বিনাশ দশা উপস্থিত হইলে লোকে দেবতার ন্যায় মাননীয় ব্যক্তিরও অসম্মান করিয়া থাকে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া; "এলে" দেওয়া।

মরণকালে জ্বরবিচ্ছেদ।
মৃত্যুকালে জ্বর ছাড়িয়া যায়, কিন্তু তাহাতে আর ফল কি? সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া শত্রুতা ত্যাগ করিলে কোন ফল নাই।

মরণকালে হরিনাম।
সমস্ত জীবন পাপকার্য্য করিয়া মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ করা বৃথা। কাজের সময় কাজ না করিয়া পরে উজ্জ্বগু চেষ্টা করায় কোন ফল নাই।

মরণ নাই কোন কালে,
গোঁফ রেখেছে তোব্‌ড়া গালে।
কখন যেন মরিতে হইবে না এই ভাবিয়া বৃদ্ধকালে তোবড়ান গালে গোঁফ রাখিয়াছে।

মরণ নাই মরবি কিসে,
আমার কাছে ঔষধ নিসে।
তোর যখন মরণ নাই তখন কিরূপে মরিবি? সুতরাং তুই আমার কাছ হইতে মরিবার ঔষধ লইয়া যা।

মরণবাড় বাড়া।
কেহ কেহ বিনাশকালে অতিরিক্ত অহঙ্কৃত হইয়া উঠে; তাহাকে মরণবাড় বাড়া কহে। "পিপীলিকার ডানা হয় মরণের তরে।" "Pride goeth before destruction."

মর্‌তে অবকাশ নাই।
বেশী কাজের ভিড় থাকিলে লোকে বলে, মর্‌তে অবকাশ নাই, অর্থাৎ এ সময়ে যদি মৃত্যুও উপস্থিত হয়, তথাপি কাজগুলা শেষ না করিয়া মরিতে পারা যাইবে না।

মরদ কা বাত, হাতী কা দাঁত।
পুরুষের কথা এবং হাতীর দাঁত উভয়েই তুল্য। হাতীর দাঁত যেমন সুদৃঢ় এবং বাহির হইলে আর মুখের ভিতর ঢোকে না, পুরুষের মুখের কথাও সেইরূপ সুদৃঢ়, এবং একবার বাহির হইলে তাহা আর প্রত্যাখ্যাত হয় না। যে ব্যক্তি যাহা বলে তাহাই করে, তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

মরদ বড় তেজী,
গাঙের কূলে খেল্‌তে গেলে তাড়িয়ে আসে বেজি।
এত বলবান্ ও সাহসী যে নদীর ধারে যখন খেলা করিতে গিয়াছিলেন, তখন ক্ষুদ্র বেজিতে তাঁহাকে তাড়া করিয়াছিল। ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত হয়।

মরবার ওষুদ গলায় বেঁধেছে।
অর্থাৎ যে কাজে অমঙ্গলের সম্ভাবনা, সেই কাজে অগ্রসর হইয়াছে।

মরবে মেয়ে উড়্‌বে ছাই,
তবে মেয়ের গুণ গাই।
স্ত্রীলোক মরিয়া চিতায় পুড়িয়া ছাই হওয়া পর্য্যন্ত যদি নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে, তবেই তাহার প্রশংসা করি।

মরা কাকের আবার চড়কের ভয়।
যে কাক মরিয়া গিয়াছে, তাহার আর বাজের ভয় নাই। যাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপদে ভয় কি?

মরা গরুতে ঘাস খায় না।
গরু মরিয়া গেলে সে আর ঘাস খায় না। নাস্তিকেরা বলে, মানুষ মরিয়া গেলে তাহার শ্রাদ্ধাদি করা বৃথা; কারণ যে মরিয়া গিয়াছে, সে আবার কিরূপে পিণ্ড ভক্ষণ করিবে?

মরা গরুর ঘাস কাটা।
যে গরু মরিয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত ঘাস কাটিয়া কি হইবে। কোন ব্যাপার শেষ হইয়া যাইবার পর তজ্জন্ত চেষ্টা করা।

মরা গাঙ্গ কুমীরে ভরা।
নদীতে বেশী জল না থাকিলেও তাহা কুমীরে পরিপূর্ণ। অবস্থাহীন হইলেও যাহার মনের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তিগুলি সমভাবেই বিদ্যমান থাকে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা।
বাঘ বড় ভয়ানক জন্তু। সে মারা গেলেও অনেক লোক তাহার মরা দেহের উপরেও দুই চারি ঘা মারিয়া থাকে। ভয়ানক অনিষ্টকারী শত্রু অতি হীনাবস্থ হইয়া পড়িলে তাহাকে শাসন করিতে যাওয়া।

মরা বিড়ালের দাঁতখামটী।
বিড়াল মরিয়া গিয়াছে, তথাপি সে দাঁত খিঁচাইয়া রহিয়াছে। শক্তি নাই, তথাপি আস্ফালন করিতে ছাড়ে না, এরূপ লোক।

মরা মালঞ্চে ফুট্‌ল ফুল,
টেকো মাথায় উঠ্‌লো চুল।
যে বাগানের গাছসকল শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে ফুল ফুটিল; আর যাহার মাথায় আজন্ম টাক, তাহার মাথায় চুল গজাইল অতি হীন অবস্থা হইতে সহসা ভাল অবস্থা হওয়া।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা
"মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দেখ।

মরার বাড়া গাল নাই,
সর্ব্বনাশের বাড়া দণ্ড নাই।
যত প্রকার গালাগালি আছে, মর্ গালি তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা কটু, ইহার অপেক্ষা কটু গালি আর নাই; এবং সর্ব্বস্বান্ত করা অপেক্ষা অধিক শাস্তি আর নাই।

মরা হাতী লাখ টাকা।
হাতী মরিয়া গেলেও তাহার লক্ষ টাকা দর হয়, অর্থাৎ তাহার চামড়া, হাড়, দাঁত প্রভৃতি হইতে বহুমূল্য দ্রব্যসকল প্রস্তুত হয় বলিয়া তাহা উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ক্ষমতাশালী বা গুণী লোক হীনাবস্থ হইয়া পড়িলেও তাহা হইতে অনেক কাজ পাওয়া যায়।

মরি তাহে খেদ নাই,
কাঁটা বন দিয়ে না টানে।
মরি, তাহাতে তত দুঃখ নাই, কিন্তু কাঁটা বন দিয়া মৃতদেহকে যদি টানিয়া লইয়া যায়, তবে তাহাই ভয়ানক দুঃখ হইবে। হারিয়া যাই তাহাতে তত কষ্ট নাই, কিন্তু নীচ লোকে পাঁচ কথা না শুনায়।

মশা (মাছি) মার্‌তে কামান পাতা।
মশা বা মাছি—যাহারা এক চাপড়েই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে মারিবার জন্ত কামান পাতা। ক্ষুদ্র কার্য্য সাধনের জন্ত বৃহৎ উদ্যোগ করা। "To break a butterfly on the wheel."

মশা মার্‌তে গালে চড়।
গালের উপর মশা বসিলে, তাহাকে মারিতে গেলে নিজের গালেই চড় পড়ে। অন্যের ক্ষতি করিতে গিয়া নিজের ক্ষতি করা।

মশা (মাছি) মেরে হাত কাল।
মশা বা মাছিকে মারিলে নিজের হাতে কাল দাগ হয়। দুর্ব্বল শত্রুকে বিনাশ করিলে যশ নাই, নিজের কলঙ্ক হয়

মশালের আগে চেরাগের আলো।
মশালের সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিলে তাহা মশালের উজ্জ্বল আলোকের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। অধিক গুণশালীর নিকট স্বল্পগুণশালী স্থাপিত হওয়া। "To hold a farthing-candle before the Sun."

মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল।
মহৎ ব্যক্তির আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানেও যদি আশ্রয় পাওয়া যায়, তাহাতেও মঙ্গল আছে।

মহতের বাত, হাতীর দাঁত,
পড়ে তবু নড়ে না।
মহতের কথা এবং হাতীর দাঁত, উভয়েই সমান। হাতীর দাঁত ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, তথাপি নড়ে না, আর মহৎ লোক জীবন দেন, তথাপি কথার অন্যথা করেন না।

মহিষের শিঙ্ বাঁকা, যুঝবার সময় একা।
মহিষের শিঙ্ বাঁকা অবস্থায় থাকে, কিন্তু যুদ্ধের সময় মহিষ এমনভাবে ঘাড় ঘুরায় যে, সেই বাঁকা শিঙ্ ঠিক সোজাভাবে কাজ করে। অন্য সময়ে মনোবাদ থাকিলেও শত্রুর সম্মুখে যাহারা ঠিক একমতাবলম্বী হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মা আইবড় থাক্‌তে বেটী শ্বশুরবাড়ী যায়।
মা এখনও অবিবাহিতা, কিন্তু তাহার মেয়ে বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরবাড়ী যায়। গুরুজনের উপর চাল চালিতে যাওয়া।

মাও মেরেছে, ঘরেও ভাত নাই।
মা মারিয়াছে বলিয়া দুঃখে ভাত খাইব না, এদিকে ঘরেও ভাতের অভাব, সুতরাং ভাত খাইবারও উপায় নাই। যে কাজ করিবার বেশ ইচ্ছা নাই, অথচ ইচ্ছা থাকিলেও ঘটনাচক্রে সে কাজ করিবার উপায় নাই, এইরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মাকড় মার্‌লে ধোকড় হয়।
জনৈক তাঁতী এক ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিয়া বলিল, সে একটা মাকড়সা মারিয়া ফেলিয়াছে। ভট্টাচার্য্য বিধান দিলেন, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাঁতী তাহাই করিল। একদিন উক্ত ভট্টাচার্য্যের পুত্র তাঁতীর সম্মুখে একটা মাকড়সা মারিয়া ফেলিল। তাঁতী তাড়াতাড়ি আসিয়া ভট্টাচার্য্যকে তাহা জানাইল। ভট্টাচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাতে আর

কি হয়েছে; মাকড় মারলে ধোকড় হয়।" অর্থাৎ মাকড়সা মারিলে কাপড় চোপড় লাভ হয়। অপরের জন্য যেরূপ কঠোর ব্যবস্থা, নিজের জন্য সেরূপ নয়। "Do what I say, but do not do what I do."

মাকাল ফল।
মাকাল ফলের উপর ভাগটা দেখিতে বেশ লাল টুকটুকে, কিন্তু তাহার ভিতরের অংশ অতি কদাকার। নির্গুণ লোক বাহিরে দেখিতে বেশ, কিন্তু তাহার অন্তরে কোন গুণই নাই।

মা খায় ভাচা ভেনে; বেটা খায় এলাচ কিনে।
মা পরের ধান ভানিয়া দিন চালায়; আর ছেলে এদিকে এলাচ কিনিয়া খায়। যাহার মা বাপ অতিকষ্টে দিনপাত করে, কিন্তু সে নিজে বেশ বাবুগিরি করিয়া বেড়ায়।

মা গুণে ঝি বাপ গুণে পো।
মায়ের স্বভাব যেরূপ, মেয়েও প্রায় সেইরূপ প্রকৃতির হয়, এবং বাপের স্বভাব যেরূপ, পুত্রও প্রায় সেইরূপ স্বভাব পায়।

মাগের কাছে পেগের বড়াই।
পাগ অর্থাৎ চৌকিদার এ দিকে দারোগা জমাদারের কাছে যথেষ্ট গালি ও প্রহার খাইয়া আইসে, কিন্তু ঘরে বসিয়া স্ত্রীর কাছে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে। বাহিরে অকর্ম্মণ্য, কিন্তু ঘরে বসিয়া জাঁক করে, এরূপ লোক।

মাঘের শীত বাঘের গায়,
ক্ষীণের শীত সর্ব্বদায়।
মাঘ মাসের দারুণ শীতে বাঘও কাতর হইয়া পড়ে; আর দুর্ব্বল ব্যক্তি সকল সময়েই শীতে কাতর হয়।

মাঙনার উপর টাকনা।
একজন যাহা মাগিয়া পাইয়াছে, তাহার কিছু ভাগ লওয়া।

মাঙ্গুড়ের স্ত্রী শুধু ভাত খায় না।
যাহার স্বামী মাগিয়া বেড়ায়, তাহার স্ত্রী শুধু ভাত খায় না; স্বামী লোকের নিকট মাগিয়া নানাবিধ জিনিস আনিয়া দেয়। পরের নিকট চাহিয়া খাওয়া যাহার অভ্যাস, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মাছ ধরতে গেলে গায়ে কাদা লাগে।
মাছ ধরিতে গেলেই গায়ে কাদা লাগিয়া থাকে। মন্দ কাজ করিতে গেলেই অপবাদগ্রস্ত হইতে হয়।

মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিঠে।
মাছ ধুইয়া পরিষ্কার করিলে মিষ্ট হয়, কিন্তু মাংস ধুইয়া পরিষ্কার করিতে গেলে তাহা শিঠে হইয়া যায়।

মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়।
মাছ ধরিতে না পারিয়া শেষে মাছের বদলে ছিপে কামড় দেয়। যে উদ্দেশ্যে কাজ করা, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে ক্রোধে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নষ্ট করিতে উদ্যত হওয়া।

মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে,
শান্ত করে বকে;
বেঙের শোকে সাঁতার-পানি
দেখি সাপের চোখে।
মাছ মরিয়াছে দেখিয়া তাহার শোকে বিড়াল কাঁদিতেছে, আর মৎস্যভোজী বক সহানুভূতি জানাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছে। বেঙ মরিয়াছে বলিয়া সাপ শোক প্রকাশ করিতেছে তাহার চোখের কোণ থেকে সাঁতার দিতে পারা যায় এত জল গড়াইতেছে। শত্রুর বিনাশে কপট শোক প্রকাশ করা।

মাছি মারা কেরাণী।
জনৈক কেরাণী একখানা খাতার নকল করিতেছিল। যে খাতা দেখিয়া নকল করিতেছিল, তাহার একস্থানে একটা মাছি মরিয়াছিল। ঐ খাতা লিখিবার সময় হয়তো তাহাতে একটা মাছি বসিয়াছিল, পরে খাতা উল্টাইয়া দেওয়ায় মাছিটা মরিয়া তাহাতে রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেরাণী ভাবিল, ঐ খাতায় যাহা আছে, এই খাতাতেও তাহাই থাকা উচিত। এই ভাবিয়া সে একটা মাছি মারিয়া নিজের খাতার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছিল। ভাল মন্দ কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া যাহা দেখে, অবিকল তাহাই নকল করে, এরূপ ব্যক্তিকে 'মাছিমারা কেরাণী' বলে।

মাছের কাঁটা গলায় বাধ্‌লে
বিড়ালের পায়ে গড়।
মাছের কাঁটা গলায় বাধিয়া গেলে লোকে বিড়ালকে নমস্কার করে, বিশ্বাস যে, তাহা হইলে কাঁটা নামিয়া যাইবে। বিপদে পড়িলে লোককে অতি নীচেরও তোষামোদ করিতে হয়।

মাছের টোপ গেলা।
ছিপ ফেলিলে মাছ টোপের নিকট আসিয়া একেবারে টোপটাকে গিলিয়া ফেলে। কাহাকেও বিপদে ফেলিবার জন্য লোভ দেখাইলে সেই লোক যদি লোভের বশীভূত হয়, তবেই বলা যায়, সে টোপ গিলিয়াছে; এইবার খেলাইয়া তুলিতে পারিলেই হয়।

মাছের তেলে মাছ ভাজা।
এমন কোন কোন মাছ আছে যে, তাহাকে ভাজিতে তেল খরচ করিতে হয় না, সেই মাছ হইতে যে তেল বাহির হয় তাহাতেই মাছ ভাজা হইয়া যায় (যথা—ইলিস মাছ)। কোন কাজের আনুষঙ্গিক লাভ হইতে খরচ চালাইয়া সেই কাজ সিদ্ধ করা।

মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই।
মাছের মধ্যে রুই মাছই খুব সুস্বাদ, এবং শাকের মধ্যে পুঁই শাকই খুব সুমিষ্ট।

মাছের মার পুত্রশোক।
মাছ ডিম প্রসব করিয়া আপনিই তাহা খাইয়া ফেলে; সুতরাং মাছের মার পুত্রশোক হওয়া অসম্ভব। যে কেবল লোকের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়, সে কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মাছের শোকে বিড়াল কাঁদে।
মাছ মরিয়াছে, তাহার শোকে মৎস্যভোজী বিড়াল কাঁদিতেছে। যাহাকে মারিতে পারিলেই আনন্দ, তাহার জন্য কপট শোক প্রকাশ করা।

মাজ ঘষ কর ক্ষয়,
কাল কি কখন গৌর হয়।
যতই মাজা ঘষা কর না কেন, কাল কখন গৌরবর্ণ হয় না। যতই চেষ্টা কর স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

মাটির মানুষ।
মাটী যেমন সকলই সহ্য করে, তেমনই যে ব্যক্তি সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকে, তাহাকে মাটির মানুষ কহে।

মাঠে ধান ভাত চড়াও।
মাঠে ধান রহিয়াছে, আর ভাত চড়াইতে বলিতেছে। মাঠ হইতে ধান আসিলে তাহা ঝাড়ামাড়া হইবে, পরে তাহা ঢেঁকিতে কুটিয়া চাউল বাহির করিলে তবে ভাত হইবে। কার্য্যসিদ্ধির বহু বিলম্ব থাকিলেও কার্য্যসিদ্ধির পর যাহা হইতে পারে তাহার উদ্যোগ করা।

মাঠে মারা গেল।
কাহারও সাহায্য না পাইয়া এবং কোন কাজে না লাগিয়া বৃথা নষ্ট হইয়া গেলে তাহাকে মাঠে মারা গেল কহে।

মা ডাক্‌লে খেলাম না,
বাপ ডাক্‌লে খেলাম না;
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে,
পান্তা খা, পান্তা খা।
একজন রাগ করিয়াছিল। তাহার মা খাইতে ডাকিল, বাপ খাইতে ডাকিল, কিন্তু তাহার রাগ গেল না। শেষে যখন ক্ষুধায় তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তখন ঢেঁকিতে ধান ভানা হওয়ায় একপ্রকার শব্দ হইতেছিল; সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া সে

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল। যাহাকে সাধাসাধি করিলে আসে না, কিন্তু পরে নিজেই আসিবার জন্য একটা অছিলা খুঁজিয়া বেড়ায়।

মাতঙ্গ পড়িলে দয়ে, পতঙ্গে প্রহার করে।
হাতী পাঁকে পড়িলে ফড়িঙও গিয়া তাহাকে পদাঘাত করে। প্রবল লোক বিপন্ন হইলে দুর্ব্বল সেই সুযোগে তাহাকে অপমানিত করে।

মাতার সমান নাই শরীরপোষিকা।
মাতার মত দেহপোষণকারিণী আর কেহই নাই।

মাতাল দাঁতালে বিশ্বাস নাই।
মাতালকে, এবং যাহার ধারাল দাঁত আছে এরূপ জন্তুকে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি করিয়া বসে।

মাতৃদোষে শিশু নষ্ট।
মাতার দোষেই ছেলে নষ্ট হয়, অর্থাৎ মা যদি সুশিক্ষা না দেয়, এবং শাসন না করে, তাহা হইলে সে ছেলে ক্রমে অসচ্চরিত্র হইয়া থাকে। "Spare the rod and spoil the child."

মাথা কাপুড়ে লোক।
স্ত্রীলোকের ন্যায় মাথায় কাপড় দেওয়া পুরুষ। ভীতি-পূর্ণ দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি।

মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা।
মোটে মাথাই নাই, তার আবার মাথাব্যথা হইবে কিরূপে? যাহার মূল নাই, এরূপ বিষয়ের জন্য চিন্তিত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।
ব্যভিচারাদি ঘৃণিত অপরাধে যে অপরাধীকে অন্য কায়িক দণ্ড দেওয়া যায় না, পূর্ব্বে তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেওয়া হইত, এবং সেই অবস্থায় তাহাকে নগরমধ্যে ঘুরান হইত। এক্ষণে কেহ কোন নিন্দিত কার্য্য করিলে লোকে তাহার উদ্দেশে উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।

মাথায় পা দেওয়া।
পূজনীয় ব্যক্তিকে অসম্মানসূচক কথা বলা, অথবা কাহাকেও সর্ব্বস্বান্ত করা।

মাথায় * মুখ বেয়ে পড়ে।
মাথায় প্রস্রাব করিলে তাহা কেবল মাথাতেই থাকে না, মুখ বহিয়া পড়িতে থাকে। অন্যের যে গুহ্য রহস্য প্রকাশে নিজেরও অসম্মানের আশঙ্কা থাকে, তাহা প্রকাশ করা।

মাথায় রাখলে উকুনে খাবে,
ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়েয় খাবে।
রাখিবার নিরাপদ স্থান নাই।

মাথার ঘাম পায়ে পড়া।
অবকাশহীন কঠোর পরিশ্রম করা। কঠোর পরিশ্রম করিলে কপালে ঘাম হয়; কিন্তু তাহা মুছিবার অবকাশ না থাকায় সেই ঘাম গড়াইয়া পায়ে পড়ে।

মাথায় ঘায়ে কুকুর পাগল।
কুকুরের দেহের অন্য কোন স্থানে ঘা হইলে কুকুর তাহা চাটিয়া আরাম করে, কিন্তু মাথায় ঘা হইলে চাটিতে না পারায় উহা সহজে ভাল হয় না, সুতরাং কুকুর উহার যন্ত্রণায় পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়। অপ্রতীকার্য্য বিপদে পতিত হইয়া ছুটিয়া বেড়ান।

মাথা হেঁট করা।
লোকসমাজে সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া। সম্ভ্রম নষ্ট হইলে তাহাকে মাথা নীচু করিতে হয়।

মা দেয় না চেয়ে, পেট ভরে না খেয়ে।
মা মুখ চাহিয়া খাইতে না দিলে খাইয়া পেট ভরে না। কারণ মায়ের মত স্নেহ যত্ন করিয়া কেহই খাওয়াইতে পারে না।

মা নয় যে তাড়িয়ে দেব,
বাপ নয় যে ভাত দেব না;
পরের মেয়ে রাখি কোথায়?
এক ব্যক্তি অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিল। তাহার স্ত্রী পরিজনবর্গের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিত, এবং পরিজনবর্গ আসিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট নানা অভিযোগ করিত। ইহাতে বিরক্ত হইয়া সে একদিন পরিজনবর্গকে বলিল, "মা যদি এরূপ করিত, তবে তাহাকে না হয় বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতাম; বাপ যদি হইত, তবে তাহাকে না হয় ভাত কাপড় দিতাম না; কিন্তু এ পরের মেয়ে, ইহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিব? ইহাকে তাড়াইয়া দিলে এ কোথায় যাইবে?"

মানব ঠাকুর দেব না,
আমার পিত্তেশ করো না।
ঠাকুর! দায়ে পড়িলে তোমাকে মানত করিব, কিন্তু পরে তাহা শোধ করিব না, সুতরাং তুমি আমার প্রত্যাশা করিয়া থাকিও না। কাহাকেও কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়া পরে তাহা না দেওয়া।

মা নাই যার, ঘাটে না নাই তার।
যাহার মা নাই, তাহার নদীর পার ঘাটে নৌকা নাই। ঘাটে নৌকা না থাকিলে যেমন নদীপার দুঃসাধ্য হয়, তেমনই মা না থাকিলে সংসারে জীবনধারণ ভয়ানক ক্লেশকর হইয়া থাকে।

মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে।
মানুষ মনে মনে একরূপ সঙ্কল্প করিয়া কাজ করে, কিন্তু বিধাতার বিধানে তাহার ফল অন্যরূপ হইয়া যায়। "Man proposes, God disposes."

মানুষ মরে বুলে, খটাশ মরে তেলে।
মানুষ বেশী ছুটাছুটি করিলে শীঘ্র শীঘ্র মারা যায়। আর গায়ে বেশী তেল অর্থাৎ চর্ব্বি হইলে খটাশ মরে।

মানুষে মানুষ চেনে, শূকরে চেনে ঘেঁচু।
মানুষ মানুষ দেখিলেই চিনিতে পারে, আর শূকর ঘেঁচু অর্থাৎ কচু দেখিলেই তাহা চিনিতে পারে, কেন না উহা তাহার প্রিয় খাদ্য। গুণবান্ ব্যক্তি গুণী লোক দেখিলেই তাহাকে চিনিয়া লইতে পারে, আর নির্গুণ লোক গুণবান্‌কে সহজে বুঝিতে পারে না, কিন্তু সে আত্মসদৃশ লোক দেখিলে তাহাকে অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপ প্রকৃতির লোক বা বস্তুকে সহজে বুঝিয়া লয়।

মানুষের কুটুম এলে গেলে,
গরুর কুটুম চাটলে চুটলে।
মানুষের ঘরে মানুষ বেশী যাওয়া আসা করিলেই তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপিত হয়; আর গরুরা পরস্পর গা চাটাচাটি করিলেই আত্মীয়তা জন্মে।

মানুষের বড় মান, তার ছেঁড়া দু'টো কাণ।
যে লোকের দুই কাণ কাটা, তাহার ত লোকসমাজে ভারী সম্মান। মানহীন ব্যক্তি আপনাকে মানী জ্ঞান করিয়া কোন কথা বলিলে তৎপ্রতি বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত।

মানুষের বাছা ছ' মাস পচা (বাঁচা);
গরুর বাছা তুলে নাচা।
মানুষের ছেলে হইলে তাহাকে ছয় মাস ধরিয়া অতি সন্তর্পণে লালন করিতে হয়, তবে তাহাকে তুলিয়া একটু বসান যায়, কিন্তু গরুর ছেলে হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সে উঠিয়া লাফালাফি করিতে থাকে।

মানে মানে থাকলে ভাল।
যাহার যেরূপ অবস্থা বা মর্য্যাদা, সে সেইরূপ অবস্থায় বা সেই মর্য্যাদানুযায়ী চলিলেই কোন গোলযোগ ঘটে না, কিন্তু অবস্থার বা মর্য্যাদার অতিরিক্ত চালে চলিতে গেলেই অপমানিত হইতে হয়।

মানে মানে বেঁচে আছি।
কোনরূপে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি।

মানের গোড়ায় ছাই।
মানগাছের গোড়ায় ছাই দিলে মান খুব ভাল হয়। কাহারও সম্মান নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে লোকে এই কথা বলিয়া থা

মান্ধাতার আমল।
মান্ধাতা সত্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। মান্ধাতার আমল বলিলে বহু প্রাচীনকাল বুঝায়। বহুকাল হইতে কিছু চলিয়া

আসিতেছে বুঝাইতে হইলে লোকে "মান্ধাতার আমল" বলিয়া থাকে ।

মা পায় না কাঁথা সেলাই করিবার সুতো,
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে চৌদ্দসিকের জুতো ।
মা ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করিয়া কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালায়, কিন্তু কাঁথা সেলাই করিবার সুতাটুকুও তাহার জোটে না; এদিকে ছেলে চোদ্দ সিকা দামের জুতা পায়ে দিয়া বাবুগিরি করিয়া বেড়ায় । ঘরে কিছু নাই, কেবল বাহিরে আড়ম্বর দেখান ।

মা বলেছে মাথা ধরেছে ।
যাহার মাথা ধরে সেই তাহা বুঝিতে পারে, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না । একবার একজন পাঠশালার ছেলে তাহার গুরুকে বলিয়াছিল, "মা বলেছে যে, তোর মাথা ধরেছে ।" সকলেই বুঝিল যে, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা । যাহা নিজে ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না, এমন বিষয়ে অপরের দোহাই দিয়া মিথ্যা বলা ।

মা বিয়োলো না বিয়োলো মাসী,
ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়া পড়শী ।
মা প্রসব করে নাই, মাসী তাহাকে প্রসব করিয়াছে; আর প্রতিবাসীরা,প্রসূতিকে যে ঝাল খাইতে হয় তাহা খাইয়াছে । নিজের জিনিষে আপনার অপেক্ষা পরে বেশী মনঃ দেখাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

মা বেচে খায় কলমী শাক,
বেটার মাথায় ফর্মেসে পাগ ।
মা কলমী শাক বেচিয়া পেট চালায়, আর তাহার ছেলে ফরমাস দিয়া পাগড়ী তৈয়ার করিয়া মাথায় দেয় । গরীবের ছেলে হইয়া উঁচু চাল দেখান ।

মা মরুক মাসী জীউক ।
মা যদিই মারা যায়,তবে মাসী যেন বাঁচিয়া থাকে, কেননা মাসীর নিকটেও মায়ের মত আদর পাওয়া যায় ।

মা ম'লে বাবা তালুই, ছেলে হয় বনের বাউই ।
ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুরকে তালুই বলে । মা মারা গেলে বাপ ছেলের প্রতি তালুইএর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং ছেলেও তখন বনের বাবুই পাখীর ন্যায় হয়,অর্থাৎ কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কি খায়, কিছুরই স্থিরতা থাকে না ।

মামা রাতকাণা,
আমি চ'খে দেখিনে ।
অর্থাৎ মামা কেবল রাত্রেই দেখে না । আমি সর্ব্বদাই দেখিনে ।

মামার ক্ষেতে বিউলো গাই,
সেই সম্পর্কে মামাত ভাই ।
মামার জমিতে উহার গাই প্রসব হইয়াছে, সেই ধরিয়াই উহার সহিত মামাত ভাই সম্পর্ক, নতুবা অন্য কোন সম্পর্ক নাই । সম্বন্ধহীন ব্যক্তির পরিচয়স্থলে এই শ্লেষোক্তি ব্যবহৃত হয় ।

মামার জয় ।
এক মহিষের সহিত এক বাঘের যুদ্ধ হইতেছিল । এক শৃগাল দূরে দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধ দেখিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে 'মামার জয়' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল । ঐ শৃগাল বাঘ ও মহিষ উভয়কেই মামা বলিত, এবং উহার উত্তেজনাতেই উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । শৃগালের জয়ধ্বনি শুনিয়া বাঘ ও মহিষ উভয়েই মনে করিতে লাগিল, শৃগাল আমারই হিতাকাঙ্ক্ষী । শৃগালও ভাবিয়াছিল, উভয়ের মধ্যে যাহারই জয় হউক না কেন, আমি তাহারই প্রীতিভাজন হইব । এইরূপে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে থাকিয়া উভয়েরই প্রীতি আকর্ষণ করা যাইতে পারে এরূপ কার্য্য করা । "জয়কেতে ।"

মামার বড় রস, মামীর বড় রস,
আমানি পাথর পাথর ভাত গণ্ডাদশ ।
মামাও বড় ভালবাসে, এবং মামীও বড় ভালবাসে; তাই পান্তাভাত খাইতে দিয়াছে; তাহাতে এক পাথর আমানি আর গণ্ডাদশেক মাত্র ভাত আছে । মুখে ভালবাসা জানাইয়া কার্য্যে অন্যথা করা ।

মামার শালা, পিসের ভাই,
তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই ।
মামার শ্যালক, এবং পিসার ভাই, ইহাদের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না, অর্থাৎ ইহাদের সহিত কোন সম্পর্কসূচক শব্দ ব্যবহার করা যায় না ।

মায়া কান্না ।
মিথ্যা ক্রন্দন । ক্রন্দনের অভিনয় ।

মায়ে খেদান বাপে তাড়ান ।
অতি দুর্ব্বৃত্ত সন্তান; যাহাকে মা দেখিলেই প্রহার করে ও বাপ দেখিতে পাইলেই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয় ।

মায়ে ঝিয়ে কোন্দল কোন্দল নয়;
সকালের বাদল বাদল নয় ।
মাতার সহিত কন্যার ঝগড়া হইলে তাহাকে ঝগড়ার মধ্যেই গণনা করা যায় না, কেননা সে ঝগড়া বেশীক্ষণ থাকে না । আর প্রাতঃকালে বাদল আরম্ভ হইলে সে বাদলও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না ।

মায়ের চেয়ে ব্যথিত বড়, তারে বলি ডাইনী ।
"মার চেয়ে" দেখ ।

মায়ের ছা রার বর্ত্তায় ।
ছেলের গলার স্বর শুনিলেই মা তাহা বুঝিতে পারেন ।

মায়ের নাম পোঁটাচুন্নি,
ছেলের নাম চন্দনবিলাস ।
মা বাজারে মাছের পোঁটা চুরি করিয়া বেড়ায় বলিয়া সকলে তাহাকে পোঁটাচুন্নি বলিয়া ডাকে; আর এদিকে ছেলে নিজের নাম চন্দনবিলাস বলিয়া পরিচয় দেয় । মা অতি কষ্টে পেট চালায়, কিন্তু ছেলে বাবুগিরি করিয়া বেড়ায়, এরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয় ।

মায়ের পেটে ভাত নাইকো, বোয়ের চন্দ্রহার ।
মা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, আর ছেলে এদিকে স্ত্রীর জন্য চন্দ্রহার গড়াইয়া দেয় ।

মায়ের পোড়ে না, মাসীর পোড়ে;
পাড়া পড়শীর ধবলা উড়ে ।
ছেলের আপৎ বিপদে মায়ের মনে দুঃখ হয় না, কিন্তু মাসীর মনে ভয়ানক দুঃখ হয়, আর প্রতিবেশীরা ধূলায় গড়াগড়ি দেয় । ছেলের কষ্টে মায়ের অপেক্ষা অপরে অধিক ব্যথা প্রকাশ করিলে শ্লেষস্বরূপে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয় । "মায়ের চেয়ে দরদী বড় তারে বলি ডান ।"

মার আর ধর আমি পিঠ করেছি কুলো,
বকো আর ঝকো আমি কাণে দিয়েছি তুলো ।
প্রহারে এবং তিরস্কারে সমান নির্ব্বিকারচিত্ত ।

মার গলায় দিয়ে দড়ী,
বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ী ।
মায়ের গলায় দড়ী বাঁধিয়া রাখিয়া অর্থাৎ মাকে ভাত কাপড় না দিয়া স্ত্রীকে ঢাকাই শাড়ী পরাই । অত্যন্ত স্ত্রৈণ ।

মার চেয়ে যে ভালবাসে, তারে বলি ডান ।
মায়ের অপেক্ষা যে বেশী ভালবাসা দেখায়, তাহাকে ডাইনী বলা যায় ।

মার পুত নয় শাশুড়ীর জামাই ।
মায়ের ছেলে নয়, শাশুড়ীর স্নেহপাত্র জামাই । মায়ের অপেক্ষা শাশুড়ী অধিক ভালবাসা দেখাইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয় । অথবা যে ব্যক্তি মাকে ত্যাগ করিয়া শাশুড়ীর অধিক অনুগত হয়, তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয় ।

মার পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই ।
সহোদর ভ্রাতার ন্যায় আত্মীয় আর কোথাও পাওয়া যাইবে না ।
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥

মার বোন মাসী, কাদায় ফেলে ঠাসী;
বাপের বোন পিসী, ভাত কাপড় দে পুষি ।
মাতার ভগ্নী মাসীকে প্রতিপালন করিবার আবশ্যকতা নাই; তাহাকে বাড়ী হইতে

তাড়াইয়া দিই; আর পিতার ভগ্নী পিসীকে ভাত কাপড় দিয়া প্রতিপালন করি।

মা'র মায়াই মায়া,
আর বটছায়াই ছায়া।
জননীর মায়া ও বটেরছায়ার তুলনা নাই।

মার মার পগার পার।
মার মার করিতে করিতে পগার (ভিটার সীমানা নালা) পার হইয়া পলায়ন করিল।

মা'র সোহাগে বাপের আদর।
মা'র ভালবাসার অনুরোধেই বাপ আদর যত্ন করে; নতুবা মা না থাকিলে বাপের আর সেরূপ ভালবাসা থাকে না।

মারা তীর ফেরে না।
তীর একবার ছুঁড়িয়া দিলে তাহাকে আর ফিরান যায় না। কথা একবার মুখ দিয়া বাহির হইলে আর তাহাকে আটক করা যায় না, এজন্য সাবধানে কথা কহা উচিত।

মারি ত হাতী (অথবা গণ্ডার) লুটি ত ভাণ্ডার।
যদি মারিতে হয় তবে হাতীকে মারিব, তাহাতে যশও আছে, আত্মগৌরবও আছে, সামান্য শৃগাল কুকুর মারিয়া কি ফল হইবে? আর যদি লুণ্ঠন করিতে হয়, তবে ধনাগার লুট করিব, তাহাতে প্রচুর লাভ আছে, অন্য স্থান লুটিয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভে কি হইবে? কাজ করিতে হয় ত বড় রকমের কাজই করিব।

মারীচের দশা।
সীতাহরণ কালে লঙ্কেশ্বর রাবণ মারীচকে মায়ামৃগের রূপ ধরিয়া রামের সম্মুখে যাইতে অনুরোধ করে; মারীচ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তখন মারীচ দেখিল, যদি সে মৃগরূপে রামের সম্মুখে যায়, তাহা হইলে রামের হাতে তাহাকে মরিতে হইবে, আর না গেলে ক্রুদ্ধ রাবণ তাহাকে বিনাশ করিবে, সুতরাং তাহার দুইদিকেই মৃত্যু। এদিকে গেলেও অনিষ্ট, ওদিকে গেলেও অনিষ্ট এই রূপ অবস্থা উপস্থিত হওয়া। "On the horns of a dilemma.""উভয় সঙ্কট।"

মায়ের চোটে ভূত পালায়।
রীতিমত প্রহার দিলে ভূতকেও পলাইতে হয়। উত্তমরূপে প্রহার করিলে সকলেই শাসিত হয়।

মারে হরি রাখে কে,
রাখে হরি মারে কে?
ঈশ্বর যদি মারেন অর্থাৎ বিরূপ হন, তাহা হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না; আর ঈশ্বর যদি রক্ষা করেন বা সদয় থাকেন, তবে কেহই তাহাকে মারিতে বা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

মা লক্ষ্মী ঘরে এস, অলক্ষ্মী দূর হও।
দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজায় এদেশে অলক্ষ্মী বিদায় করা হয়; সেই সময়ে লোকে উক্ত বাক্যটী বলিয়া থাকে।

মা লক্ষ্মী ভিক্ষা মাগে।
লক্ষ্মী—যিনি সকল সম্পদের অধীশ্বরী তিনি ভিক্ষা করিতেছেন। যাহার যে বস্তু প্রচুর আছে, অন্যের নিকট তাহার সেই বস্তু চাওয়া।

মাসামাসি গিয়াছে, মাঁজামাঁজি আছে।
নির্দ্দিষ্ট দিবসের বাকি সকল মাস চলিয়া গিয়াছে, কেবল একটী মাত্র অবশেষ আছে; এই দফা উত্তীর্ণ হইলেই নির্দ্দিষ্ট সময় আসিবে। কোন কাজ শেষ হইয়া একটুমাত্র বাকী থাকা।

মাসীর মায়ের বকুলফুলের,
বোনপো বোয়ের বোনঝি-জামাই।
যাহার সহিত আত্মীয়তাসূচক কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মিছরির ছুরি।
মিছরি মাখান ছুরির উপরিভাগ মিষ্টরসযুক্ত, কিন্তু ভিতরে প্রাণঘাতক শক্তি। যে ব্যক্তি মুখে মিষ্ট কথা বলিয়া মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহাকে মিছরির ছুরি বলা যায়। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ"।

মিছরির টুকরাও ভাল,
মুড়ির আড়িও কিছু নয়।
মিছরি যদি এক টুকরা পাওয়া যায় তাহাও ভাল, কিন্তু মুড়ি আড়ি-পরিমাণ পাইলেও তাহা ভাল নয়। ভাল জিনিসের অল্পও ভাল, মন্দ জিনিসের রাশিও কিছু নয়।

মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়?
মিথ্যা কথা বেশীক্ষণ টিকে না, একটু চাপাচাপিতেই সত্য বাহির হইয়া পড়ে। আর সেঁচা জলও বেশীক্ষণ থাকে না, তাহা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

মিছে কর আশা, যা' করেন জগদম্বা।
"আশা" অর্থে আকাঙ্ক্ষা। জগদম্বা যা করেন, তাই হইবে, মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা করিও না।

মিছে কাজে কাটনা কামাই।
বাজে কাজ করিতে গিয়া সূতাকাটা বন্ধ। বাজে কাজে আসল কাজের ক্ষতি হওয়া।

মিছে ডুমুর গুমর করে,
পাকলে ডুমুর খ'সে পড়ে।
ডুমুর যে গর্ব্বপ্রকাশ করে, তাহা বৃথা, কেননা পাকিলে সে আপনা হইতেই খসিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। পরে যাহার গর্ব্ব কিছুতেই থাকিবে না, তাহার গর্ব্ব প্রকাশ করা।

মিটমিটে ডাইন, ছেলে খাবার রাক্ষস (যম)।
যে ডাইনী মিটমিট করিয়া চায়, সে ছেলে ধরিয়া খাইতে অধিক নিপুণ (ডাইনীরা ছেলে ধরিয়া খায়, পূর্ব্বে লোকের এইরূপ সংস্কার ছিল, এখনও উহা একেবারে তিরোহিত হয় নাই)। বাহিরে মিট্ মিট্ করিয়া চায়, দেখিতে ভালমানুষ, এবং আস্তে আস্তে কথা কহিয়া সুহৃতা প্রকাশ করে, অথচ ভিতরে ভয়ানক দুষ্ট লোক।

মিঠে কথায় পেট ভরে না।
কেবল মিষ্ট কথা বলিলে লোকের পেট ভরে না, পেট ভরাইতে হইলে খাবার দিতে হয়। কেবল মিষ্ট কথা বলিয়া লোকের নিকট বার বার কাজ আদায় করা যায় না, সেজন্য তাহাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হয়। "Soft words butter no parsnips."

মিঠে কুল পেলে, আঁটি শুদ্ধ গিলে।
মিষ্ট কুল পাইলে কেহ কেহ তাহার আঁটিটী পর্য্যন্ত ফেলিতে চায় না, তাহাও গিলিতে ইচ্ছা করে। কোন ভাল জিনিস একসময় লইতে গেলে, অথবা লাভ দেখিয়া কোন একটা বৃহৎ কাজকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মিড়মিড়ে প্রদীপ আর লিড়বিড়ে বউ।
প্রদীপের আলো মিড়মিড়ে অর্থাৎ ক্ষীণ হইলে তাহা অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়; এবং বাড়ীর বউ লিড়বিড়ে অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রী (যে এক ঘণ্টার কাজ ৩ ঘণ্টায় করে) হইলে তাহাতে ভয়ানক বিরক্তি ও অসুবিধা জন্মে।

মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে,
মাগী যায় লড়ায়ে খেয়ে।
স্বামীর কোলে ছেলে গছাইয়া দিয়া স্ত্রী দলাদলি করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। অতিশয় প্রখরা স্ত্রী।

মিষ্ট আমেই পোকা ধরে।
যে আম বেশী মিষ্ট হয়, তাহাতেই পোকা ধরে, টক আমে পোকা ধরে না। ভাল লোক পাইলে লোকে তাহাকে ফাঁকি দিতে যায়, দুষ্ট লোকের কাছে যায় না।

মিষ্ট কথায় চিঁড়ে ভিজে না।
চিঁড়ে ভিজাইতে হইলে জলের দরকার, কেবল মিষ্ট কথায় চিঁড়ে ভিজান যায় না। কাজ করাইতে হইলে খরচ করিতে হয়, কেবল মিষ্ট কথায় কাজ হয় না। "Soft words butter no parsnips."

মিষ্ট কথায় মন ভিজে।
মিষ্ট কথা কহিলে মন ভিজিয়া যায়, অর্থাৎ খুব নরম হয়। মিষ্ট কথায় লোককে প্রলুব্ধ করিতে পারা যায়।

মিষ্ট হাসিতে সৃষ্টি নাশ।
মিষ্ট হাসি দ্বারা লোকে সৃষ্টি নাশ করে, অর্থাৎ অনেকে মিষ্ট হাসি হাসিয়া লোকের মন গলাইয়া দিয়া পরে তাহার সর্ব্বনাশ করে।

মিষ্টি পেলে কি আঁটি শুদ্ধ খায়?
অর্থাৎ যতটুকু লওয়া উচিত ততটুকুই লইবে। যেমন মিষ্ট আমের আঁটিও বর্জ্জনীয়।

মুখখানি যেন ক্ষুরের ধার।
ক্ষুরের ধার যেমন অতি তীক্ষ্ণ, যেখানে লাগে সেই স্থানই কাটিয়া যায়, তদ্রূপ মুখের কথা অত্যন্ত রুক্ষ ও মর্ম্মভেদী হওয়া।

মুখচোরা বামুন, কেসোরোগা চোর।
ব্রাহ্মণ মুখচোরা অর্থাৎ অত্যন্ত লাজুক হইলে তাহার ব্যবসায় চলে না, যজমানেরা তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ জ্ঞানে উপেক্ষা করে, এবং সে উপযুক্ত প্রাপ্যও পায় না। আর চোরের কাসির ব্যারাম থাকিলে তাহার চুরি করা চলে না। চুরি করিতে গিয়া কাসিয়া ফেলিলে ধরা পড়িয়া যায়।

মুখটি যেন ভাজ্‌না খোলা।
মুড়ি খৈ প্রভৃতি ভাজিবার খোলায় ধান চাউল দিবামাত্র যেমন চড়বড় করিয়া উঠে, তেমনই একটি কথা পড়িলেই সে চড়বড় করিয়া পাঁচ কথা বলে।

মুখ থাক্‌তে নাকে ভাত।
সকলেই মুখের ছিদ্রেই ভাত দেয়, নাকের ছিদ্রে কেহ ভাত দেয় না। যে কাজ যদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, তদ্দ্বারা সেই কাজ করিতে যাওয়া।

মুখ না থাকলে শেয়ালে খেত।
মুখটা আছে বলিয়াই মানুষ বলিয়া চেনা যায়, নতুবা মাংসপিণ্ড বলিয়া শিয়ালে খাইয়া ফেলিত। যে কেবল মুখসর্ব্বস্ব, কাজে কিছু নয়।

মুখ যেন তলোহাঁড়ী।
তলোহাঁড়ীর ন্যায় ভারী ও কৃষ্ণবর্ণ মুখ। কেহ মুখ ভার করিয়া থাকিলে এই কথা বলা হয়।

মুখ শুকিয়ে আমসী হ'লো।
কাঁচা আম শুকাইয়া যেরূপ আমসী হয়, মুখও সেইরূপ শুকাইয়া গিয়াছে।

মুখসর্ব্বস্ব।
যে কাজে কিছুই করিতে পারে না, কেবল মুখেই রাজা উজীর মারা কথা বলে, তাহাকে মুখসর্ব্বস্ব বলা যায়।

মুখে এক, মনে আর।
মুখে একরূপ কথা বলিতেছে, কিন্তু মনের ভাব অন্য প্রকার।

মুখে খুব মিঠে, নিম নিষিন্দে পেটে।
মুখে খুব মিষ্ট কথা বলে, কিন্তু পেটের ভিতর নিম নিষিন্দে থাকে, অর্থাৎ মনে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি থাকে। খল ব্যক্তিরাই এইরূপ হইয়া থাকে। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ"।

মুখে চূণকালি।
মন্দ কাজ করিয়া সম্ভ্রম নষ্ট করাকে বা সকলের হাস্যাস্পদ হওয়াকে মুখে চূণকালি দেওয়া বলে।

মুখেন মারিতং জগৎ
বাক্‌সর্ব্বস্ব লোকের প্রতি প্রযোজ্য।

মুখে মধু হৃদে ক্ষুর,
সেই ত হয় বিষম ক্রূর।
যাহার মুখে মধু অর্থাৎ মিষ্ট কথা, এবং হৃদয়ে ক্ষুর অর্থাৎ মনে মনে অনিষ্টচিন্তা, সেই ব্যক্তি ভয়ানক খল।

মুখের চোটে গগন ফাটে।
যাহার কাজ করিবার শক্তি নাই, কেবল মুখের কথায় আকাশ বিদীর্ণ হয়, অর্থাৎ মুখে খুব লম্বা চওড়া কথা আছে, তাহার উদ্দেশে কথিত।

মুখে রাম নাম বগলে ছুরি।
মুখে রাম নাম উচ্চারণ করিতেছে, কিন্তু বগলের ভিতর ছুরি লুকান আছে। যে মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, কিন্তু মনে মনে পরের অনিষ্টচিন্তা করে।

মুখে হরি বল, হাতে কাম্য কর।
সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও ভগবানের নাম লইতে, ভগবানকে স্মরণ করিতে বিরত থাকিও না।

মুচির নাই নাক, আর শুঁড়ির নাই কাণ।
মুচির নাক নাই, অর্থাৎ নিয়ত চামড়ার কাজ করায় চামড়ার দুর্গন্ধ তাহার নাকে লাগে না। আর শুঁড়ি মাতালের কটূকথা নিয়ত শুনিতে শুনিতে কটু কথা তাহার কাণে আর কটু বোধ হয় না।

মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে;
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।
নীচ জাতি মুচি যদি হরির ভজনা করে, তবে সেও পবিত্র হয়; আর পবিত্রজাতি ব্রাহ্মণাদি যদি হরিভজনা ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে মুচির ন্যায় অপবিত্র হইয়া থাকে।

মুড়া কোদালে দীঘি কাটা।
মুড়া অর্থাৎ ধারশূন্য কোদাল দিয়া বৃহৎ পুষ্করিণী কাটিতে চেষ্টা করা। বৃহৎ কার্য্য সাধনার্থ অনুপযোগী উপায় অবলম্বন করা।

মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি।
বেশী মুড়ি খাইলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়, এবং ভুঁড়ি অর্থাৎ স্থূলকায় লোকের সকল রোগ জন্মে। অথবা মুড়ি অর্থাৎ মাথা এবং ভুঁড়ির এই দুইটী বিকৃত হইলেই সকল রোগের উদ্ভব হয়।

মুড়ি মিছরির সমান দর।
মুড়ি ও মিছরির দর সমান, অর্থাৎ ভাল জিনিষ ও মন্দ জিনিষের একই রূপ আদর হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মুড়ি রেখে কোপ।
ছাগল বলিদান দিবার সময়ে ছাগলের মুড়ির দিকটা একটু বেশী রাখিয়া কাটার কোপ মারে, কারণ মুড়ির অংশটী উহার প্রাপ্য। নিজের স্বার্থের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলা।

মুণ্ডমালার দাঁতখামাটি।
কেবল দাঁত বাহির করিয়া থাকাই সার, কাজে কিছুই নয়। অর্থাৎ নিষ্ফল আড়ম্বর।

মুনির মন টলে।
এমন সুন্দর বা লোভজনক যে, জিতেন্দ্রিয় মুনির মনও বিচলিত হয়।

মুরদের নাই সীমে, পচা মাছে গিমে।
ক্ষমতার সীমা নাই, অর্থাৎ কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, কেবল আস্ফালন আছে, ইহা পচা মাছের সঙ্গে গিমেশাক মিশাইয়া রাঁধার মত অতি কুৎসিত। কিছুমাত্র শক্তি নাই, অথচ আস্ফালন করা।

মুরদের নাই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে।
নিমে নামক লোকটীর ক্ষমতা ত যথেষ্ট, সে আবার রথ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কেহ ক্ষমতাতীত কাজের কথা বলিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মুরগীর পোঁদে তেল হ'লে মোল্লার দোর দে' রাস্তা।
মুরগীর অহঙ্কার বাড়িয়া উঠিলে সে মোল্লার দরজা দিয়া যাতায়াত করে; তাহাকে যে মোল্লার হাতেই মরিতে হইবে, তাহা মনে করে না। যে ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বনাশ করিতে পারে, অহঙ্কারের ভরে তাহাকে অবজ্ঞা করা।

মুসলমানের মুরগী পোষা।
মুসলমান যত্নসহকারে মুরগী পুষিয়া শেষে তাহাকে জবাই করিয়া ভক্ষণ করে। এই ভক্ষণের উদ্দেশ্যেই সে মুরগী পোষে। স্বার্থসাধনের জন্য যাহাকে নষ্ট করিতে হইবে, তাহার প্রতি যত্ন প্রদর্শন করা।

মুস্কিলে আসান।
মুস্কিলে অর্থাৎ বিপদে আসান অর্থাৎ শান্তি।

মূর্খ পুত্র বিধবা কন্যা।
পুত্র মূর্খ হইলে এবং কন্যা বিধবা হইলে উভয়েই যথেষ্ট দুঃখের কারণ হয়।

মূর্খ পুত্র যম-সম।
সংহার করে বলিয়া যম যেমন অতি ভয়ানক, মূর্খ পুত্র হইতেও সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কা।

থাকায় সেইরূপ ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়।

মূর্খ বৈদ্য যম-সম।

মূর্খ চিকিৎসক যমের ন্যায় ভয়ানক। যম যেমন সকলকে সংহার করে, মূর্খ চিকিৎসকও সেইরূপ কুচিকিৎসায় অনেককে মারিয়া ফেলে।

মূর্খ লোকে কেনে বই
জ্ঞানবানে পড়ে।
ধনবানে কেনে ঘোড়া
বুদ্ধিমানে চড়ে।

মূর্খ লোকে লোকের কাছে পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য বই কেনে, যে, দেখ আমার এত ভাল ভাল বই, সুতরাং আমি কতবড় পণ্ডিত। কিন্তু সে সব বই তাহার পড়িবার সামর্থ্য নাই; তাই বিদ্বান্ প্রতিবাসী ও বন্ধুরা তাহার কাছে বই চাহিয়া লইয়া গিয়া পড়ে। আর ধনবানে ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য ঘোড়া কেনে, কিন্তু চড়িতে জানে না। সেই ঘোড়া অশ্বারোহণে দক্ষ বুদ্ধিমান্ লোকে চড়িয়া থাকে।

মূর্খেরও অভিমান, আমি বড় বুদ্ধিমান্।

মূর্খ ব্যক্তিও আপনাকে সাতিশয় বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া অহঙ্কারী হইয়া থাকে।

মূর্খের দোষ পদে পদে।

মূর্খ ব্যক্তি পদে পদে দোষজনক কার্য্য করিয়া থাকে। "মূর্খে দোষা হি কেবলং।"

মূলা চেয়ে খেড়ে মোটা।

মূলা অপেক্ষা তাহার পাতার ডাঁটা বেশী মোটা। প্রয়োজনীয় বিষয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আধিক্য।

মূলা চোরের ফাঁসী।

মূলা চুরি সামান্য অপরাধ, তাহাতে ফাঁসীর হুকুম হইলে অতি গুরুতর দণ্ড হয়। "লঘু পাপে গুরু দণ্ড।"

মূলে অশুদ্ধ, তিব্‌ড়িই গোবরু।

তিব্‌ড়ি—উনান। সমস্তই যখন অশুচি, তখন কেবল উনানে গোবর দিয়া শুদ্ধ করার ফল কি?

মূলে না হওয়ার চেয়ে, দেরীতে হওয়া ভাল।

একেবারে কিছু না হওয়া অপেক্ষা যদি বিলম্ব করিলে কিছু হয়, তাহাও ভাল।

মূলে নেই লক্ষ্মীপুজো,
একেবারে দশভুজো।

যে লক্ষ্মীপূজার ন্যায় ছোট পূজা করে না, সে একেবারে দুর্গাপূজা করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হয়।

মূলে মাগ নাই উত্তর শিয়র।

উত্তর শিয়রে শয়ন নিষিদ্ধ। কিন্তু যাহার স্ত্রী নাই অর্থাৎ যে সংসারীই নয়, তাহার আর উত্তর শিয়রে শুইতে ভয় কি? সংসারী না হইলে সাংসারিক অমঙ্গলচিন্তা বৃথা। যাহার যে বিষয়ে ভয়ের কোন কারণ নাই, তাহার তজ্জন্য চিন্তিত হওয়া।

মূলে মা রাঁধে নাই তপ্ত আর পান্তা

"মোটে মা রাঁধে নাই" দেখ।

মূলে স্ত্রী নাই ফুলশয্যা।

মোটে বিবাহই হয় নাই, তাহার আবার ফুলশয্যা কিরূপে হইবে? যাহার কোন মূল বিষয় নাই, তাহার তদ্বিষয়ের আনুষঙ্গিক কার্য্যও সম্ভাবিত হইতে পারে না।

মূলে হাবাত।

যাহার একেবারে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাকে "মূলে হাবাত" বলে।

মৃণালে কণ্টক আছে।

মৃণাল অতি কোমল বস্তু, কিন্তু তাহার ডাঁটাতেও কাঁটা আছে। জগতের সকল বস্তুরেই একটু না একটু দোষ আছে। "No rose without thorns."

মেও ধরে কে?

বিড়ালের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইন্দুরেরা একদা পরামর্শ করিল যে, বিড়ালের গলায় যদি একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিড়াল তাহাদের ধরিতে আসিলে ঘণ্টার শব্দ হইবে এবং সেই শব্দে ইন্দুরেরা সাবধান হইয়া পলাইতে পারিবে। এক বৃদ্ধ ইন্দুর বলিল পরামর্শটি বেশ, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? বিড়াল অর্থাৎ 'মেও'এর গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে হইলে তাহাকে ধরিতে হইবে? সে 'মেও' ধরিবে কে? কাজেই সুপরামর্শ বৃথা হইল। অনেকে মিলিয়া কোন কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে সেই কার্য্যের প্রধান দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে, এই অর্থে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Who will bell the cat?"

মেকি টাকার ঘন নিশান।

মেকি অর্থাৎ নকল টাকায় টাকার চিহ্নগুলি খুব ঘন করিয়া দেওয়া হয়, তাহার কারণ এই যে, উহাকে দেখিবামাত্র লোকে যেন আসল টাকা মনে করে। কেহ কাহারও অনুকরণ করিতে গেলে সে আসল অপেক্ষা আপনাকে অধিক সুন্দর করিতে চেষ্টা করে।

মেগে এনে বিলিয়ে খায়
হাতে হাতে স্বর্গে যায়।

ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহা পাঁচ জনকে দিয়া খাইলে সঙ্গে সঙ্গে মনে স্বর্গীয় আনন্দের উদ্ভব হয়।

মেঘ না চাইতে জল।

মেঘ চাহিতে না চাহিতে একেবারে জল আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় কোন উপায় অবলম্বন করা হইতেছিল, কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করিতে না করিতে যদি অভিপ্রেত বিষয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "না চাহিতে নীর অকালে উদয় কান্ত নব নীরধর।" "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

মেঘ হয়েছে কোদালে কাটা,
বাতাস দিচ্ছে লাটাপাটা;
কি কর শ্বশুর বাঁধগে আল,
বৃষ্টি হবে আজকাল।

কথিত আছে যে, খনার শ্বশুর বরাহ এক সময়ে চাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় গণনায় বসিয়াছিলেন; এমন সময়ে খনা আসিয়া বলিল, শ্বশুর মহাশয়, বৃথা কি গণনা করিতেছেন, আকাশে চাকা চাকা মেঘ হইয়াছে; একবার পূবে, একবার পশ্চিমে বাতাস দিতেছে; সুতরাং আপনি জমির আলি বাঁধিবার চেষ্টা করুন, আজই হউক বা কালই হউক নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

মেঘে মেঘে বেলা যায়,
কোণের বউ সাহবার খায়!

সকাল হইতে মেঘ করিয়া থাকিলে বেলা হইলেও মনে হয়, বেশী বেলা হয় নাই। কিন্তু এখন বাড়ীর ছোট ছোট বউরা সকাল আহারকার্য্য শেষ করিয়াছে।

মেঘের কোলে সৌদামিনী।

কৃষ্ণবর্ণ মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকাইলে তাহা দেখিতে অতি মনোহর হয়। এইজন্য কোন কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর পার্শ্বে উজ্জ্বল বস্তুর সৌন্দর্য্যের উদাহরণস্বরূপ এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মেঘের ছায়া।

মেঘজনিত ছায়া একস্থানে অধিকক্ষণ থাকে না, তাহা সরিয়া সরিয়া যায়। সুখসম্পদ চিরস্থায়ী নহে বলিয়া তাহাকে মেঘের ছায়ার সহিত তুলনা করা হয়।

মেঘে শীত না মাঘে শীত?
যত্র বায়ু তত্র শীত।

মেঘ হইলে শীত বেশী হয়, না মাঘ মাস হইলেই শীত বেশী হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মেঘ বা মাঘে শীত বেশী হয় না, যখন ঠাণ্ডা বাতাস বেশী বহিবে, তখনই বেশী শীত হইবে।

মেজে ঘসে কর ক্ষয়, কাল কভু ধলা নয়।

মাজা ঘষা করিয়া যতই ক্ষয় কর না কেন যে স্বভাবতঃ কাল, সে কখনই ফরসা হয় না।

মেজে ঘষে রূপ আর
ধরে বেঁধে পীরিত।

মাজা ঘষা করিলে রূপ বাড়ে না, এবং জোর করিয়া কাহারও ভালবাসা পাওয়া যায় না।

মেড়ার শিঙ্গে হীরা ভাঙ্গে মানীর অপমান।
অতি মূল্যবান্ ও আদরণীয় হীরা ভেড়ার শিঙের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়; মূর্খ লোকের নিকট মানীর সম্মান থাকে না।

মেনিমুখো।
যে কেবল ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে ভালবাসে, লোকের সাক্ষাতে বাহির হয় না, তাহাকে মেনিমুখো বলে।

মেয়ে মানুষের বাড়, কলাগাছের বাড়।
কলাগাছ যেমন শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, মেয়ে মানুষও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়।

মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে।
পূর্ব্বে যখন সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে পতির মৃত্যুর পর সহমরণাভিলাষিণী রমণী একটী আম্রপল্লব ভাঙ্গিয়া হস্তে ধারণ করিত। নববিধবা আম্রপল্লব ধারণ করিলেই তাহাকে সহমরণে কৃতসঙ্কল্প বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত। আম্রপল্লব ধারণ করিবার পর আর কিছুতেই সতীকে সহমরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইত না। কোন স্ত্রীলোক কোনবিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিলে এবং সেই কার্য্য হইতে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত না হইলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ।
মেয়ের মাকে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী হইতে অনেক তিরস্কার গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, এবং মেয়ের জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়; এজন্য বোধ হয়, যেন মেয়ের মায়ের প্রাণ একটা নয়—পাঁচটা; কারণ একটা প্রাণ হইলে কখনই এ সকল সহ্য করিয়া টিকিতে পারিত না।

মেরে তুলোধোনা করা।
তুলা ধুনিবার সময় তাহাকে একেবারে টুকরা টুকরা করিয়া তাহার উপর আঘাত করে। এজন্য কাহাকেও অতিরিক্ত প্রহার করিলে সেরূপ মারকে তুলোধোনার সহিত তুলনা করা হয়।

মেরে যায় ফিরে চায়, চিরকাল থাকে প্রণয়।
যে প্রহার করে, কিন্তু প্রহার করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ফিরিয়া চায় অর্থাৎ বেশী আঘাত হইল কিনা দেখে, তাহার সহিত চিরকাল প্রণয় থাকে। কারণ সে অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী নয়, দোষ দেখিলে মারে, আবার কষ্টে সহানুভূতিও প্রকাশ করে, সুতরাং সে আত্মীয়।

মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল,
ফার্সি পড়েন তাঁতী;
বাঘ পালাল বিড়াল এল
শিকার করতে হাতী।
মোগল পাঠান যাহা পড়িতে হারি মানিয়া গেল, তাঁতী এখন সেই ফার্সিভাষা পড়িতে যায়; বাঘ যাহার ভয়ে পলায়ন করিল, সেই হাতীকে শিকার করিতে বিড়াল আসিল। ক্ষমতাশালী লোকে যে কাজ করিতে পারিল না, অক্ষম লোক সেই কাজ করিতে উদ্যত হইলে বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মোটা ভাত মোটা কাপড়।
কোনরূপ বাবুয়ানা নাই, কেবল সাদাসিধে রকমে খাওয়া পরাকে "মোটা ভাত মোটা কাপড়" কহে।

মোটে মা রাঁধে নাই,
তার তপ্ত আর পান্ত।
মা মোটে রন্ধনই করে নাই, সুতরাং তাহাতে না তপ্ত না পান্ত কোন রকম কিছুই নাই। যেখানে কিছুই পাইবার আশা নাই, সেখানে অস্তিত্বহীন বস্তুর গুণাগুণের বিচার চলে না।

মোল্লার দৌড় মসজিদ্ পর্য্যন্ত।
মোল্লা মসজিদে নামাজ করে, সে মসজিদের অবধি খবর বলিতে পারে, ইহার বেশী কোথাও যায় না, সুতরাং তাহার খবরও বলিতে পারে না। কেহ কোন কাজে হাত দিয়া আপনার শক্তিমত কাজ করিয়া নিরস্ত হইলে, বা কোন কথার উত্তর দিতে গিয়া আপনার যতটুকু জ্ঞান তাহার অধিক বলিতে না পারিলে (অর্থাৎ কাহারও কথার সম্পূর্ণ জবাবে অসমর্থ হইলে) এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মোশালচি আপনি কাণা।
মোশালের আলোকে সকলেই পথ দেখিয়া চলে, কিন্তু যাহার হাতে মোশাল থাকে, সে নিজে কিছুই দেখিতে পায় না। যাহার উপদেশে লোক সৎপথাবলম্বী হয়, কিন্তু নিজে কোন্‌টা সৎপথ, কোন্‌পথটা অসৎ ঠিক করিতে পারে না, তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মোষের শিং বাঁকা,
লোঝবার সময় একা।
মহিষের শৃঙ্গ পরস্পর বিপরীত মুখে বাঁকা, কিন্তু যুদ্ধের সময় উভয় শিংই একমুখী হয়।

মৌতাত।
আফিং, গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনকারীর তাহা পাইবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে তাহাকে মৌতাত বলে।

যক্ষের চক্ষে ঘুম নাই।
যে টাকা আগুলিয়া বেড়ায়, সে ঘুমাইতে পারে না। কারণ তাহার ভয় আছে, ঘুমাইলে পাছে কেহ টাকাগুলি চুরি করে।

যক্ষের ধন।
প্রাচীনকালে কৃপণ ধনিগণ আপনাদের অর্থরাশিকে নিরাপদে রাখিবার জন্য ভূগর্ভে এক কুঠ নির্ম্মাণ করিত; এবং তথায় টাকার কলসীগুলি রাখিয়া অনেক বালককে লইয়া গিয়া পূজান্তে সেই কক্ষে রুদ্ধ করিয়া আসিত। বালক মরিয়া গিয়া যক্ষ বা যক হইত, এবং ঐ টাকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া বেড়াইত। তাহার এক কড়াও সে নিজে লইতে পারিত না। পরে যে যক দিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশমত উত্তরাধিকারীকে উহা প্রত্যর্পণ করিয়া এই প্রেতযোনি হইতে নিষ্কৃতি পাইত। এইরূপে যক্ষরক্ষিত ধনকে "যক্ষের ধন" কহে।

যখন আদর জুটে, ফুটকলাই দিয়ে ফুটে;
যখন আদর টুটে, ঢেঁকি দিয়ে কুটে।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা যখন কাহাকেও আদর করে, তখন ফুটকলাই যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি আদরে গলাইয়া দেয়; কিন্তু যখন আদর কমে, তখন তাহাকে ঢেঁকিতে রাখিয়া চাউলের ন্যায় কুটিতে থাকে।

যখন কপাল মন্দ হয়, বন্ধুলোকে মন্দ কয়।
যখন অদৃষ্ট মন্দ হয়, তখন বন্ধুলোকেও মন্দ কথা বলিয়া থাকে। অথবা বন্ধুলোকে ভাল কথা বলিলেও তাহা মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

যখনকার যা তখনকার তা।
যে সময়ের যাহা উপযোগী, সেই সময়ে সেইরূপ করিলে ভাল দেখায়।

যখন তখন করে পাপ, সময় বুঝে ফলে।
যে সময়ে পাপ করা যায়, সেই সময়েই তাহার ফল ফলে না, উপযুক্ত সময় আসিলেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়।

যখন বিধি মাপায়, তখন উপরি উপরিই চাপায়।
বিধাতা যখন দান করেন, তখন উপর্য্যুপরিই পাওয়া যায়।

যখন যার কপাল বাঁকে,
দুর্ব্বাবনে বাঘ থাকে।
যখন অদৃষ্ট মন্দ হয়, তখন দুর্ব্বাঘাসের ভিতর হইতেও বাঘ বাহির হইয়া প্রাণসংহার করে। অদৃষ্ট মন্দ হইলে যেখান হইতে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, সেখান হইতেও বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়।

যখন যার তখন তার।
এমন অনেক লোক আছে, তাহারা যখন যাহার নিকটে থাকে, তখন তাহারই মনের মত কথা কয়। "All things to all

যখন যার পড়্‌তা হয়,
ধুলামুঠা ধ'রে সোণামুঠা হয়।
যখন যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তখন সে একমুঠা ধুলা লইলেও তাহা একমুঠা সোণা হইয়া যায়, অর্থাৎ অদৃষ্ট ভাল হইলে অতিশয় ক্ষতিজনক কাজও লাভজনক হইয়া উঠে।

যখন যেমন তখন তেমন।
যখন যেরূপ অবস্থায় পড়িবে, তখন সেই অবস্থার উপযোগী কাজ করিবে।

যজমানে বামুনের হাজাশুকা নাই।
হাজা বা শুকা হইলে সকলেরই কষ্ট উপস্থিত হয়, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ যজমানের ঘরে পূজা অর্চ্চনা করে, তাহার কোনই কষ্ট হয় না, কারণ যজমান নিজে না খাইয়াও গৃহদেবতার সেবা নিয়মমত করে।

য' জীনে জাঁতা জানে, যে পিসে সেই জানে।
যব পিষিবার সময় যব বুঝিতে পারে, তাহার উপর কিরূপ চাপ পড়িতেছে; জাঁতা বুঝিতে পারে, তাহাকে কত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে; আর পেষণকারী বুঝিতে পারে, তাহার কিরূপ কঠিন পরিশ্রম। যাহারা কার্য্য সিদ্ধ করে, তাহারাই বুঝিতে পারে, কাজের জন্য কত পরিশ্রম করিতে হয়, অপরে বুঝিতে পারে না।

যজ্ঞের ঘোড়া।
পূর্ব্বকালে রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন; তাঁহারা যজ্ঞের পূর্ব্বে যজ্ঞীয় অশ্বকে উপযুক্ত রক্ষকসহ ছাড়িয়া দিতেন। অশ্ব ইচ্ছামত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হইত। সে অশ্বকে কেহ বাধা দিতে বা ধরিতে পারিত না, ধরিলে রক্ষকেরা তাহাকে বিনাশ করিত। কোন বাধা না মানিয়া নির্ভীকভাবে কেহ ছুটিয়া বেড়াইলে তাহাকে যজ্ঞের ঘোড়া বলে। "ধর্ম্মের ষাঁড়।"

যতই কর শিবসাধনা,
কলঙ্কিনী নাম যাবে না।
একবার নামে কলঙ্ক হইলে পরে যতই শিবপূজা কর, কলঙ্কিনী নাম কিছুতেই যাইবে না। একবার অপবাদ হইয়া গেলে পরে যতই চেষ্টা কর, সে অপবাদ আর কিছুতেই যায় না।

যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তর পা ধোও।
পথ চলিতে হইলে এক ক্রোশ চলিয়া একবার করিয়া পা ধুইতে হয়; তাহা হইলে পথশ্রম অনেকটা কমিয়া আসে। এইরূপ করিয়া অনেক ক্রোশ পথ চলা যায়।

যত কয় তত নয়।
কোন একটা কথা লোকের মুখে মুখে ক্রমশঃ অলঙ্কৃত হইয়া বেশী রটিয়া পড়ে; সুতরাং লোকের মুখে যতটা শুনা যায়, কাযতঃ ততটা নয়, ইহা বুঝিতে হইবে।

যত কর তাড়াতাড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগাড়ি।
এদিকে যতই তাড়াতাড়ি করিয়া যাও নদীর খেয়াঘাটে গিয়া কিন্তু গড়াগড়ি দিতে হইবে, অর্থাৎ সেখানে আর তাড়াতাড়ি চলিবে না, পাটনী যতক্ষণ না পার করিয়া দেয়, ততক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে। শীঘ্র কাজ শেষ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া মাঝে বাধা পাইয়া যদি বিলম্ব সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয় ("সকল পথ দৌড়াদৌড়ি খেয়াঘাটে গড়াগড়ি" পাঠান্তর)।

যত কর খুঁতখুঁত, তত হয় সোণায় খুঁত।
যতই খুঁতখুঁত কর অর্থাৎ পাছে নষ্ট হয় এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অধিক [illegible] ততই তাহা সোণার খুঁত হইয়া যায়, অর্থাৎ আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যায়। কোন বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা অনাবশ্যক।

যত ধুও আমের শাঁস, তাতেই তুলসীর [illegible] যত ধুও অর্থাৎ ধুলো হয়, ততই আমের খোসা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে তুলসীর গুণের কোনই অনিষ্ট হয় না। কোন বিষয়ে আগে ভাল না করিয়া মন্দ হইয়া থাকে, দুষ্ট লোকের সহিতে মন্দ হয় না।

যতক্ষণ ভোগ, ততক্ষণ রোগ।
যতক্ষণ শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।
যতক্ষণ নিশ্বাস থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবনের আশা ত্যাগ করা যায় না। কোন বিষয় একেবারে চেষ্টার অসাধ্য না হইলে তাহা ছাড়িতে নাই, যতক্ষণ একটুও উপায় থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। "While there is life, there is hope."

যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।
মেঘ যত ডাকে, তত বৃষ্টি হয় না। লোকে মুখে যত বলে, কাজে ততদূর হয় না।

যত ঘর, তত দ্বার।
যতই ঘর থাকুক না কেন, সকল ঘরেরই এক একটা দরজা থাকে। যেমনই কাজ হউক না কেন, তাহা সিদ্ধ করিবার কোন না কোন উপায় আছে; উপায়হীন কাজ নাই।

যত চতুর, তত ফতুর।
যে যত চালাক হয়, সে তত বেশী ফতুর অর্থাৎ নিঃস্ব হইয়া থাকে।

যত চিল উড়ে গেল, বেঁড়ে চিল ধরা পড়্‌ল।
অনিষ্টকারী আর সকল চিলই উড়িয়া পলাইল, কেবল বেঁড়ে অর্থাৎ লেজহীন চিলটাই দাগী বলিয়া ধরা পড়িল। অনেকে মিলিয়া কোন মন্দ কাজ করিয়া যদি সকলে আত্মগোপন করে, কেবল দলমধ্যস্থ এক ব্যক্তি (পূর্ব্বে কোন মন্দ কার্য্যের জন্য যাহার দুর্নাম ছিল) ধরা পড়ে, তাহা হইলে সেই স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যত ছিল নাড়াবুনে সবাই হ'ল কীর্ত্তুনে;
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ায় করতাল।
কোন কবিওয়ালা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কবিওয়ালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, দেশে যত চাষা ছিল, সকলেই এখন কীর্ত্তনওয়ালা হইয়াছে, এবং তাহারা কাস্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইয়া কীর্ত্তন গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন একটা হুজুগে যোগ্য অযোগ্য সকলেই সেই ব্যাপারে লিপ্ত হইতে যাওয়া।

যত তর্ক, তত নরক।
যত বেশী তর্ক, তত বেশী নরকভোগ। অধিক তর্ক বিতর্কে সত্যের নির্ণয় হয় না। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।"

যত দিন যায়, তত কাজ বাড়ে।
সকলেই ভাবে, এই কাজের পর অবকাশ হইলেই ভগবানকে ডাকিব, কিন্তু এমন করিয়া দিন চলিয়া যায়, কাজের অবকাশ আর হয় না। অবকাশ হওয়া দূরের কথা, কাজ যেন ক্রমে বৃদ্ধিই হয়।

যত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী।
নীলমণি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে [যশোদার] কত দুঃখের ধন, তাহা দিদি রোহিণীই জানে, অপরে কি বুঝিবে। একজন মাত্র তাহার ব্যথা জানে, অন্যে জানে না এই ভাবে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যতদূর পা ছড়াও ততদূর মাতুলা।
এক বাগ্দী তাহার কন্যার পাত্র দেখিতে গিয়াছিল; পরে সে ফিরিয়া আসিলে সকলে তাহাকে পাত্রের অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় সে সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিল, যতদূর পা ছড়াও ততদূর মাতুলা, অর্থাৎ তথায় যতদূর ইচ্ছা পা ছড়াইলে মাতুলাতেই পা পড়ে, মাটিতে পা পড়ে না। মাতুলা এক প্রকার মাদুর, ইহা হোগলার পাতায় প্রস্তুত হয়। বাগ্দীর নিজের ঘরে উক্ত বস্তুর অভাব থাকায় তাহাকে মাটিতে শুইতে হইত, সুতরাং তাহার মতে পাত্রের অবস্থা খুব ভাল।

যত দোষ নন্দ ঘোষ।
যে যেখানে যত দোষের কার্য্য করুক না, একজন নিরপরাধের উপরে সেই সমস্ত

দোষই আরোপিত হইলে, এই প্রবাদ বাক্য প্রযুক্ত হয়। "ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।"

যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।
যত্ন না করিলে কে কবে রত্ন লাভ করিতে পারে? অর্থাৎ কেহই পারে না। "No gains without pain." "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"

যতনেই রতন মেলে।
যত্ন করিলেই রত্ন লাভ হয়।
"সাধিলেই সিদ্ধি।"

যতনের মধু পিঁপড়ায় খায়,
অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।
যত্ন করিয়া যে মধু তুলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা পিঁপড়ায় খাইয়া ফেলিতেছে; আর যাহাকে যত্ন না করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা গড়াগড়ি যাইতেছে, পিঁপড়ায় খাইতেছে না। যাহাকে বেশী যত্ন করিবে, সকলে তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইবে, কিন্তু অযত্নের বস্তুর উপর কেহই দৃষ্টিপাত করে না।

যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।
গুরু লঘু বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে হয়; যাহা বলা অনুচিত এমন কথা বলা।

যত মত, তত পথ।
ভগবানকে পাইবার জন্য যতগুলি মত প্রচলিত আছে, সকলগুলিই এক একটি পথ, সেই সকল পথের যে কোন একটি অবলম্বন করিলেই যথাস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়।

যত রজপুত, তত হাঁড়ী,
কেউ খায় না কা'রো বাড়ী।
রজপুত জাতির খাওয়া দাওয়ার কঠিন নিয়ম; কেহ কাহারও হাতে খাইতে চায় না, এই জন্য সকলে পৃথক্ হাঁড়ীতে রাঁধিয়া খায়। এক দলের মধ্যস্থ লোকসকলের মত ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। "Many minds, many thoughts."

যত শেষ তত বেশ।
কাজ যত শেষ হইয়া আইসে, ততই ভাল লাগে। অনেক কাজের প্রথমটা বিরক্তিকর, শেষটাই ভাল বলিয়া মনে হয়।

যত সয় তত বয়।
যে যেরূপ ভার সহ্য করিতে পারে, সে সেইরূপ ভার বহন করে।

যত হাসি তত কান্না,
বলে গেছে রামশন্না (শর্ম্মা)।
আগে যত হাসিবে, শেষে তত কাঁদিতে হইবে, ইহা রামশর্ম্মা নামক জনৈক বিজ্ঞ বলিয়া গিয়াছেন। কেহ অতিরিক্ত হাসিলে বা আমোদপ্রমোদে আসক্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "He laughs best who laughs last." "After sweet-meat comes soar sauce."

যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ।
যত্ন করিয়া রাখিলে সামান্য তৃণ বা কাষ্ঠটাও এক যুগ কাল থাকে, কিন্তু যত্ন না করিলে স্থায়ী জিনিসও নষ্ট হইয়া যায়।

যত্র আয় তত্র ব্যয়।
যেমন আয়, তেমনি খরচ; যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহা সমস্তই ব্যয় হইয়া যায়।

যত্র যত্র ধূম, তত্র তত্র বহ্নি।
যেখানে ধোঁয়া দেখা যাইবে, সেইখানেই আগুন আছে বুঝিতে হইবে, কারণ আগুন না থাকিলে ধোঁয়া হইতে পারে না। কার্য্য থাকিলে অবশ্যই তাহার কারণ থাকে। "No smoke without fire."

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।
যেমন দেখিয়াছি, অবিকল তাহাই লিখিয়াছি। মূলে যেমন আছে, তাহারই অবিকল নকল করিয়া লিখিলে অনেকে শেষে এই কথা লিখিয়া থাকেন। মূলে ভুল থাকিলে নকল করণকালেও সেই ভুল রাখিলে, এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। ("যদৃষ্টং তল্লিখিতং" পাঠান্তর।)

যথা ধর্ম্ম তথা জয়, পাপ করলে ভুগতে হয়।
যে পক্ষে ধর্ম্ম থাকে, সেই পক্ষেরই জয় হয়, এবং পাপ করিলেই তাহার জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

যদি আছে কাজ, তবে সকাল সকাল সাজ।
যদি হাতে কাজ থাকে, তবে তাহা ফেলিয়া রাখিতে নাই, যত শীঘ্র পারা যায়, শেষ করিয়া ফেলিতে হয়। "Keep not for to-morrow what can be done to day."

যদি কাটে কাল সাপে,
কি করবে তার রোজার বাপে।
যদি কাল সাপে কামড়ায়, তাহা হইলে রোজার বাপও অর্থাৎ সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও তাহাকে ভাল করিতে পারে না। অপ্রতিকার্য্য বিপদ্ হইতে কাহাকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।

যদি থাকে আগে পাছে,
কি করে তার শাকে মাছে।
যাহার আহারের প্রথমে ঘি এবং শেষে দুধ থাকে, তাহার আর শাক মাছ প্রভৃতি তরকারীর কোনই প্রয়োজন নাই।

যদি দেখে আঁটা আঁটি,
কাঁদিয়া ভিজায় মাটি।
এমন অনেক লোক আছে, তাহারা প্রথমে খুব আস্ফালন করে, কিন্তু আঁটাআঁটি অর্থাৎ বিপদের সূচনা দেখিলেই কাঁদিয়া আকুল হয়।

যদি দেখে চাপাচাপ,
বলে বাপ ধর্ম্মবাপ।
এমন অনেক লোক আছে, তাহারা প্রথমে যাহাকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করে, শেষে একটু চাপ পড়িলেই অর্থাৎ বিপদ্ দেখিলেই তাহাকে ধর্ম্মবাপ বলিয়া থাকে। "চাপ পড়্‌লেই বাপ।"

যদি পড়ে পাশা, তবে জিতে চাষা।
যদি পাশার পড়তা পড়ে, তাহা হইলে চাষা অর্থাৎ যে খেলিতে জানে না সেও জিতিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভাল হইলে নিতান্ত নির্গুণ লোকও কাজ হাসিল করিয়া লাভবান্ হইতে পারে।

যদি পায় রাজ্য দেশ,
তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।
বৃহস্পতিবারের শেষ এক প্রহর বারবেলা; সুতরাং কোথাও রাজ্যলাভের আশা থাকিলেও সে সময়ে যাত্রা করিতে নাই, করিলে বিপদ্ ঘটে।

যদি বিপদ গেল, তবে সম্পদ্ এল।
যদি বিপদ্ কাটিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সম্পদ্ও আসিবে।

যদি শেওড়া তলায় আম পাই,
তবে আমতলায় কেন যাই।
যদি শেওড়া গাছের তলায় আম পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর কষ্ট করিয়া আম গাছের তলায় যাইবার প্রয়োজন কি? যে উপায়ে উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইবে, সেই উপায়ই অবলম্বনীয়।

যদি হবে খাঁটি, তবে হও মাটি।
যদি প্রকৃত ভাল লোক হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে মাটীর মত সহিষ্ণু হও অর্থাৎ মাটী যেমন জীবগণের সকল উপদ্রব নীরবে সহ্য করে, তেমনই সকলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া ক্ষমাশীল হও।

যদি হয় সুজন, এক ঘরে নয় জন;
যদি হয় কুজন, নয় ঘরে এক জন।
যদি সকলে ভাল লোক হয়, তাহা হইলে এক ঘরের মধ্যে নয় জন লোক থাকিলেও কোন গোলযোগ হয় না; কিন্তু মন্দ লোক হইলে নয়টা ঘরেও যদি একজন লোক থাকে, তাহা হইলেও গোলযোগ উপস্থিত হয়। ভাল লোকেরা অনেকে একসঙ্গে থাকিলেও কোন বিবাদ ঝগড়া হয় না, কিন্তু মন্দ লোক দুইজন একত্র হইলেই মারামারি উপস্থিত হয়।

যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় দু'জন।
ভাল লোক হইলে একটা ক্ষুদ্র তেঁতুল পাতাতেও দুইজনে সামঞ্জস্য করিয়া বসিতে বা খাইতে পারে, কিন্তু মন্দ লোকে তাহা পারে না।

যদি হয় সোণার ভাণ্ডারি,
তবু ধরে লোহার কাটারি।

জ্ঞাতি যদি সোণার মানুষও হয়, তথাপি বিষয় ভাগের সময় সে লোহার কাটারী ধরিয়া থাকে। জ্ঞাতি ভাল লোক হইলেও জ্ঞাতির হিংসা করিতে ছাড়ে না।

যদি হরিপদে থাকে মন,
তবে হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।

যদি শ্রীহরির পাদপদ্মে মতি থাকে, তাহা হইলে আপনার হৃদয়ই বৃন্দাবনসদৃশ হয়, অর্থাৎ হৃদয়েই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেজন্য বৃন্দাবনে যাইবার প্রয়োজন হয় না।

যদুবংশ।

কথিত আছে যে, যদুবংশ অতি বিস্তৃত বংশ হইয়াছিল, এই বংশে ছাপ্পান্ন কোটি পরিবার ছিল। এইজন্য বহু পরিজনবিশিষ্ট বংশকে লোকে "যদুবংশ" বলিয়া থাকে।

যম (জন) জামাই ভাগনা,
তিন নয় আপনা।

সংহারক যম অথবা জন অর্থাৎ মজুর জামাই ও ভাগিনেয়, ইহারা কখন আত্মীয় হয় না, অর্থাৎ ইহাদের জন্য যতই কর, ইহারা ঠিক আপনার লোকের মত ব্যবহার করে না।

যমের অরুচি।

অতিশয় দুষ্ট লোকের সকলেই মৃত্যুকামনা করে; তাদৃশ লোক অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে যমের অরুচি বলা হয়, অর্থাৎ যমেরও যেন তাহাকে লইতে রুচি হয় না।

যমের খাতায় তলব পড়া।

লোকের সংস্কার এইরূপ যে, কাহাকে কোন্ দিন কিরূপে মরিতে হইবে, সে সকল যমের খাতায় লেখা থাকে। যম খাতা দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই ব্যক্তিকে সংহার করেন। এজন্য মৃত্যুকাল আসন্নপ্রায় হইলে লোকে উক্ত প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

যমের দোসর।

যমের সঙ্গী দ্বিতীয় যমসদৃশ। অতি ভয়ানক ব্যক্তি বা জীবকে যমের দোসর বলা হয়।

যমের বাড়ীর পথ সকলেই চিনে।

কোন্ পথে যমালয়ে যাইতে হয় তাহা সকলেই জানে, কারণ সকলকেই মরিতে হয় এবং মৃত্যুর পর যমালয়ে যাইতে হয়।

যশোদা [illegible] পুত্রবতী,
পরের পুতে পুত্রবতী।

শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত পুত্র নহেন, কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আপনার পুত্র জানিয়া লালন পালন করিতেন, এবং আপনাকে পুত্রবতী বলিয়া পরিচয় দিতেন। কেহ অপরের পুত্রকে পালন করিলে বা পরের ধনে ধনী হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যাঁহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন।

যখন বায়ান্ন পর্য্যন্ত সহ্য হইয়াছে, তখন আর একটা বেশী তিপ্পান্নও সহ্য হউক। কোন কার্য্যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়া অল্পমাত্র থাকিতে ইতস্ততঃ করা, এবং যাহা হয় হউক এই ভাবিয়া পুনরায় অগ্রসর হওয়া। "In for a penny, in for a pound."

যাকে না দেখতে পারি, তার চলন বাঁকা।

যাহাকে দেখিতে পারা যায় না, তাহার চলনটাও বাঁকা বলিয়া বোধ হয়। যাহার প্রতি দ্বেষ থাকে, তাহার দোষশূন্য কার্য্যেও দোষোদ্ঘাটন করা।

যাকে বলে ছি, তার রৈল কি?

যাহাকে লোকে 'ছি' বলিয়া নিন্দা করে, তাহার আর অপমানের কি বাকী থাকে?

যাকে রাখ সেই রাখে।

যাহাকে যত্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইতেই সময়ে উপকার পাওয়া যায়; অতি সামান্য জিনিসকেও যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলে তাহা কোন না কোন সময়ে কাজে লাগে। "Keep thy shop and thy shop will keep thee."

যাক্ প্রাণ থাক মান।

প্রাণ যায় যাউক, কিন্তু মান রক্ষা হউক। মৃত্যু স্বীকার করিয়াও আপনার মান রক্ষিত হউক। "Death before dishonour."

যাচলে জামাই কাঁটাল খান না,
না যাচলে ভোঁতাটা পান না।

জামাইকে কাঁটাল খাইবার জন্য সাধাসাধি করিলে তিনি তাহা খাইতে চান না; কিন্তু সাধাসাধি না করিলে আবার ভোঁতাটা (উপরের অসার পদার্থ) খাইবার জন্য টানাটানি করেন। যাহাকে কোন জিনিস লইতে বা খাইতে সাধিলে 'না' বলে কিন্তু শেষে তাহা পাইবার জন্য উৎসুক হয়।

যাচলে জামাই খান না,
শেষে আমানিও পান না।

জামাইকে ভাত খাইবার জন্য সাধাসাধি করিলে ভাত খান না, কিন্তু শেষে অযাচিত রূপে একটু আমানি খাইবার জন্য লালায়িত হন।

যাচলে জামাই না খান পিঠে,
না যাচলে মরেন ঢেঁকিশাল চেটে।

পিঠে খাইবার জন্য সাধাসাধি করিলে জামাই পিঠে খান না, শেষে ঢেঁকিশালায় যে চাউল গুঁড়া পড়িয়া থাকে তাহাই চাটিতে আরম্ভ করেন। (পূর্ব্ববৎ)।

যাচলে মাণিক বিকায় না।

মাণিক বহুমূল্য বস্তু; কিন্তু তাহাকেও যাচিয়া বেচিতে গেলে কেহ লইতে চায় না, সকলেই তখন তাহাকে অগ্রাহ্য করে। যাচিয়া কোন জিনিস দিতে গেলে সে জিনিসের আদর থাকে না।

যাচলে সোণা রাঙ্ হয়।

যাচিয়া সোণা বিক্রয় করিতে গেলে তাহাকে লোকে রাঙ্ বলিয়া থাকে, অর্থাৎ রাঙের দামে লইতে চায়। যাচা জিনিসের আদর থাকে না।

যাচা ঘোলে ছেঁদা মালা।

যাচিয়া যদি কেহ ঘোল দেয়, লোকে তাহাকে ছেঁদা মালায় করিয়া লইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাকে অযত্নের সহিত গ্রহণ করে। বিনামূল্যে কোন জিনিস পাইয়া তাহার প্রতি অনাদর দেখান।

যাচা ভাত, কাচা কাপড়।

প্রস্তুত অন্ন খাইয়া যাইবার জন্য সাধিলে তাহা ছাড়িয়া যাইতে নাই; গেলে সেদিন প্রায়ই আর অন্ন জুটে না। কাচা কাপড় পাইলে আর ময়লা কাপড় পরিয়া যাইতে নাই।

যা ছিল আমানি পান্তা মায়ে ঝিয়ে খেনু,
ঘরজামাই রামের তরে ধান শুকাতে দিনু।

কোন স্ত্রীলোক কাহারও জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছিল, যে কিছু পান্তাভাত ও আমানি ছিল, তাহা কন্যার সহিত খাইয়াছি, আর ঘরজামাই রামের ভাতের জন্য ধান শুকাইতে দিয়াছি; সেই ধান শুকাইলে তাহাকে ঢেঁকিতে কুটিয়া যে চাউল হইবে, তাহাতে রামের জন্য ভাত রাঁধা হইবে। সুতরাং দিবসে যে রামের অদৃষ্টে ভাত জুটিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। ঘরজামাই হইলে তাহার অনাদরের সীমা থাকে না, ইহাই এই প্রবাদের তাৎপর্য্য।

যা' নাইকো দেশে পেতে,
তাই চায় ছেলেয় খেতে।

যে জিনিষ দেশে পাওয়া যায় না, ছেলে সেই জিনিষ খাইতে চায়। কোন দুর্লভ বস্তুর জন্য আবদার করা।

যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে।

মহাভারত অতি বিস্তৃত মহাকাব্য। ইহাতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি, রাজশাসন, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, সতীত্ব, ন্যায়পরতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উপযুক্ত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই লোকে বলে, যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে,

অর্থাৎ মহাভারতে যে বিষয়ের বর্ণনা নাই, ভারতবর্ষে অর্থাৎ পৃথিবীতে সেরূপ কোন কাধ্যাই নাই।

যাবৎ জীবন তাবৎ চেষ্টা।
যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ তাহার রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা।
রোগীর যতক্ষণ নিশ্বাস থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করাইতে হয়; আশা—এখনও বাঁচিলে বাঁচিতে পারে। কোন কার্য্যের যতক্ষণ একটুও আশা থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। "While there is life, there is hope."

যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ।
সীতা জীবনে কেবল দুঃখভোগই করিয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সহিত বনগামিনী হন; তথা হইতে রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়; রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করিয়া গৃহে আনিয়া সীতাকে আবার বনবাসে প্রেরণ করেন। স্বামিসহ পুনর্মিলিত হইয়াই পাতালে প্রবেশ করেন। সুতরাং সীতার যতদিন না মৃত্যু হইয়াছিল, ততদিন তাঁহাকে কেবল দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

যায় শত্রু পরে পরে।
অপরের দ্বারা শত্রুর উচ্ছেদ হওয়া।

যার আছে আগে পিছে,
কি করে তার শাকে মাছে।
যাহার ভোজনের প্রথমে ঘৃত এবং শেষে দুগ্ধ থাকে, তাহার আর শাক মাছ প্রভৃতি কোন তরকারীরই আবশ্যকতা হয় না।

যার আছে মাটী, তারে নাহি আঁটি।
যাহার মাটী অর্থাৎ ভূসম্পত্তি আছে, তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারা যায় না। কারণ টাকাকড়ি সহজে নষ্ট হইতে পারে কিন্তু ভূসম্পত্তি সহজে নষ্ট হয় না।

যার এক কাণ কাটা
সে যায় গাঁর বার দিয়ে;
যার দু'কাণ কাটা,
সে যায় গাঁর ভিতর দিয়ে।
যাহার এক কাণ কেহ কাটিয়া দিয়াছে, সে লজ্জায় গ্রামের বাহির দিয়া যাতায়াত করে, কিন্তু যাহার দুই কাণই কাটা গিয়াছে, সে স্বচ্ছন্দে গ্রামের ভিতর দিয়া যায়। যে ভাল লোক, সে কোন একটা মন্দ কাজ করিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু বেহায়া লোকে নিশুর মন্দ কাজ করিয়াও কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না।

যার কাজ তারে সাজে,
অন্য লোকের লাঠি বাজে।
যে যে কাজে দক্ষ, সেই সে কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির হাতে সে কাজের ভার পড়িলে সে তাহা ভার বোধ করে।

যার খাই তার গাই।
যাহার অন্ন খাই, তাহার গুণগান করি। যে যাহার দ্বারা প্রতিপালিত হয়, সে তাহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার গরু কাদায় পড়ে, তার দুনো বল হয়।
যার গরু পাঁকে পড়িয়া যায়, তাহার দ্বিগুণ বল হয়, অর্থাৎ গরুর উদ্ধারের জন্য সে দ্বিগুণ বল প্রকাশ করে। নিজের বিপদ উপস্থিত হইলে লোকের তাহা নিবারণ করিবার শক্তি বাড়ে।

যার গরু সে বলে বাঁজা,
পাড়া পড়শী বলে সাতবিয়েন।
যাহার গরু সে বলে আমার গরু বাঁজা; কিন্তু প্রতিবাসীরা বলে, গরুটার সাতটা বাছুর হইয়াছে। জিনিষের অধিকারী 'নাই' বলিয়া স্বীকার করিলে এবং অন্য লোকে তাহা 'খুব আছে' বলিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

যার গলা ধরে কাঁদি, তার চক্ষে নাহি পানি।
দুঃখে পড়িয়া যাহার গলা ধরিয়া কাঁদি, তাহার চক্ষে জল নাই, অর্থাৎ সে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে না।

যার গলায় ঘা, সে বলে বাঁচব;
যার পায়ে ঘা, সে বলে মরব।
যাহার গলায় ঘা, তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিলেও সে সাহস প্রকাশ করিয়া বলিতেছে, আমি বাঁচিব। কিন্তু যাহার পায়ে ঘা, তাহার মরিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও বলিতেছে, আমি মারা যাইব। কেহ বেশী বিপদে পড়িয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, আর কেহ সামান্য বিপন্ন হইয়াই মুহ্যমান হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

যার গোয়ালে গরু, তার কথা সরু।
যার গোয়ালে গরু আছে, অর্থাৎ যে সমৃদ্ধ সে মৃদুভাষী। যাহার ধনসম্পদ নাই, সে উদ্ধতভাবে কথা কহিয়া থাকে।

যার গোলায় ধান, তার কথায় টান
যাহার গোলায় ধান বাঁধা থাকে, সে অহঙ্কারে টান দিয়া কথা কয়।

যার ঘরে ভাত, তার ডোবায় মাছ।
যাহার ঘরে ভাত অর্থাৎ ধান বাঁধা থাকে, তাহার পুকুরে মাছও থাকে। ঘরে ভাত থাকিলে অন্যান্য উপকরণও থাকে, যাহার ভাত নাই, তাহার কিছুই নাই।

যার ছেলে কুমীরে খায়,
সে ঢেঁকি দেখলে ভয় পায়।
যাহার ছেলেকে কুমীরে খাইয়াছে, সে জলে ঢেঁকি ভাসিতে দেখিলেও তাহাকে কুমীর মনে করিয়া ভয় পায়। যে যেরূপ ঘটনায় একবার বিপন্ন হইয়াছে, সে তদনুরূপ ঘটনার সূচনা দেখিলেই বিপদের ভয়ে অস্থির হয়। "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়।" "A burnt child dreads the fire."

যার ছেলে যত খায়, তার ছেলে তত চায়।
যাহার ছেলে যত বেশী খাইতে পায়, তাহার ছেলে ততই বেশী লোভী হয়। "Avarice increases with wealth."

যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর।
যাহার ভালর জন্য চুরি করিলাম, শেষে সেই চোর বলিয়া নিন্দা করে। কাহারও মঙ্গলের জন্য কোন মন্দ কাজ করিলে যদি সেই ব্যক্তিই আবার মন্দকাজের নিন্দা করে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যা'র জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসী।
"যা'র জন্য চুরি করি সেই বলে চোর" দ্রষ্টব্য।

যার জন্য বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে।
যাহার জন্য আমার বুক ফাটে, অর্থাৎ যাহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, সে আমার মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহা কর্ত্তন করে, অর্থাৎ আমাকে ঘোরতর শত্রু জ্ঞান করে। যাহাকে ভালবাসা যায়, সে না ভালবাসিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার ঝি তার জামাই,
পাড়াপড়শীর কাটনা কামাই।
যাহার মেয়ে, তাহারই জামাই হয়; মাঝে হইতে প্রতিবাসীদের চরকা কাটা বন্ধ হয়, অর্থাৎ প্রতিবাসীরা বিবাহব্যাপারে যোগ দিয়া আপনাদের কাজের ক্ষতি করে। নিতান্ত আপনার লোকের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইলে সে গোলযোগ শীঘ্র মিটিয়া যায়, এবং তাহারা যেমন আত্মীয় ছিল তেমনই থাকে, মাঝে হইতে বাহিরের যাহারা আসিয়া মধ্যস্থতা করিতে বসে, তাহাদের নিজের কাজের ক্ষতি হয়।

যার ট্যাঁকে টাকা, তার কথা বাঁকা।
যাহার হাতে পয়সা থাকে, সে অহঙ্কারে বাঁকা বাঁকা কথা বলে। হাতে পয়সা থাকিলে লোকে অহঙ্কৃত হয়।

যা' রটে, তা' কতকটা বটে।
যে কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার সমস্তটা সত্য না হইলেও অন্ততঃ কিছু সত্য ঘটনা থাকে। একেবারে সম্পূর্ণ অমূলক কথা প্রায় প্রচারিত হয় না।

যা'র দৌলতে চুয়াচন্দন,
তা'রি পাকে খোলায় বান্ধন।

যাহার অর্থে উৎসব হয়, সে উৎসব-ক্ষেত্রে তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষিত না হইলে, এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার ধন তার ধন না, নেপো মারে দই।
একের অধিকৃত দ্রব্য তাহার উপভোগ্য না হইয়া অপরের উপভোগ্য হওয়া।

যার ধারি তার মরণ কর।
দুষ্ট লোকেরা পাছে ঋণ শোধ দিতে হয় এই ভয়ে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করে, হে ঠাকুর, আমি যাহার নিকট ধার করিয়াছি সে মরিয়া যাউক। তাহা হইলে আর ধার শুধিতে হইবে না।

যার নাই পুঁজিপাটা,
সে যাক্ বেলেঘাটা।
যাহার এক পয়সাও মূলধন নাই, সে বেলেঘাটায় যাউক। কলিকাতার নিকটস্থ বেলেঘাটায় ধান চাউলের বিস্তর আড়ত আছে; পূর্ব্বে নিঃসম্বল ব্যক্তিও এখানে গিয়া মহাজনদের শরণাপন্ন হইলে সকলেই তাহাকে কিছু কিছু মাল দিয়া একজন দোকানদাররূপে খাড়া করিয়া দিত, এবং সেই নিঃসম্বল ব্যক্তিও এইরূপে মূলধন পাইয়া ক্রমে আপনার উন্নতি করিয়া লইত। এইরূপেই উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

যার নাম বার বুড়ি, তারই নাম তিন পণ।
যাহাকে বার বুড়ি বলে, তাহাই তিন পণ, কারণ বার বুড়িতে তিন পণ হয়। যেখানে দুইটী বিষয়ের ফল একই, তথায় এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Six of one and half a dozen of the other."

যার নাম ভাজা চাল, তার নাম মুড়ি;
যার মাথায় পাকা চুল, তার নাম বুড়ি।
ভাজা চাল যাহাকে বলে, তাহাকেই মুড়ি বলে; আর যাহার মাথায় পাকা চুল থাকে, তাহাকেই বুড়ি বলা যায়। নামের পার্থক্য থাকিলেও বিষয়টী এক হওয়া।

যার নামে উপবাস, তার সঙ্গে প্রবাস।
যাহার নাম উচ্চারণ করিলে অন্ন জোটে না, উপবাসী থাকিতে হয়, তাহারই সঙ্গে বিদেশে বাস করিতে হইবে। সুতরাং বার মাসই বোধ হয় উপবাসে কাটাইতে হইবে যাহাকে দেখিতে পারা যায় না, তাহার সঙ্গে একত্র বাস করিতে বাধ্য হওয়া।

যার নারী স্বতন্ত্রা সে জীয়ন্তে মরা।
যাহার স্ত্রী স্বাধীনা, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইয়া থাকে।

যার নিয়তি যেখানে,
কে খণ্ডাবে সেখানে।
যাহার অদৃষ্টে যেখানে যাওয়া বা মরা আছে, তাহাকে সেখানে যাইতেই বা মরিতেই হইবে, কেহই অন্যথা করিতে পারিবে না।

যার নুন খাই, তার গুণ গাই।
যাহার নিকট হইতে সাহায্য পাই, তাঁহার গুণ গান করি।

যার পাঁঠা সে লেজের দিকে কাটবে।
লোকে পাঁঠার গলার দিকেই কাটে, কিন্তু পাঁঠার মালিক যদি তাহার লেজের দিকে কাটে, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই। যাহার জিনিষ, সে তাহার যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে।

যার বংশ না বাড়ে,
তার নাতি আগে মরে।
যাহার বংশ আর বাড়িবে না, অর্থাৎ সে নির্ব্বংশ হইবে, তাহার পৌত্র আগে মারা যায়। পুত্র মারা গেলে পৌত্র দ্বারা বংশ রক্ষা হইবে, সুতরাং তাহার বংশরক্ষার মূল আগে নষ্ট হয়।

যার বিয়ে তার দেখতে মানা।
বর যখন বিবাহ করিতে যায়, পথে অন্যে বর যাইতেছে দেখিলে মুখ ফিরাইতে বা চক্ষু বুজাইতে হয়। বরে বরে চোখাচোখি হইতে নাই।

যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়শীর ঘুম কামাই।
যাহার বিবাহ হইবে, তাহার বিবাহের কথা মনে নাই, কিন্তু প্রতিবেশীদের সেই বিবাহের আলোচনায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। যাহার কাজ তাহার কোন উদ্যোগ নাই, অন্য লোকে কিন্তু সেজন্য খুব উদ্যোগী, এইরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার বেটার বিয়ে,
তার পাতে ডাল নাই।
এক ব্যক্তির ছেলের বিবাহ। বিবাহের দিনে সে যখন খাইতে বসিয়াছিল, তখন পরিবেশনকারী দৈবক্রমে তাহাকে ডাউল দিতে ভুলিয়া যায়; ইহাতে সে রাগে চীৎকার করিয়া বলে, যার বেটার বিয়ে, তার পাতে ডাল নাই? যাহার কাজ, সে আপনার সম্বন্ধে কাহারও একটু ত্রুটি দেখিয়া রাগ প্রকাশ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যার বোঝা তার ঘাড়ে।
যাহার বোঝা, তাহারই ঘাড়ে উহা চাপান হইয়াছে। যাহার দায় সেই তাহা ভোগ করিবে।

যার ভাত নাই, তার জাত নাই।
যাহার ঘরে ভাত থাকে না, তাহার জাতিও থাকে না, কারণ তাহাকে ভাতের জন্য সকলের দ্বারস্থ হইতে হয়।

যার মনে যেবা লয়, দুধ বেচে মদ খায়।
যাহার যেমন রুচি, সে সেইরূপ কাজ করে। কোন কোন লোক উৎকৃষ্ট দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে নিকৃষ্ট মদ খায়। যাহার যাহাতে রুচি, সে তাহাকেই ভাল মনে করিয়া থাকে।

যার মরণ যেখানে,
নাও ভাড়া ক'রে যায় সেখানে।
যাহার যেখানে মৃত্যু অবধারিত আছে, সে নৌকা ভাড়া করিয়া সেখানে গিয়া মরে। যাহার যেরূপ নিয়তি, সে বাধ্য হইয়া সেইরূপ কাজ করে।

যার মাটি, তা'রে না আঁটি।
অর্থাৎ জমিদারকে কোন প্রকারেই আয়ত্ত করিতে পারা যায় না।

যার যখন কপাল ফেরে,
শুক্‌না ডাঙ্গায় ডিঙ্গী চলে।
যাহার যখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তখন শুক্‌না ডাঙ্গার উপর দিয়াও তাহার নৌকা চলিয়া যায়। অদৃষ্ট ভাল হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

যার যা' রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ।
যাহার যেরূপ স্বভাব, সে তাহা কখনও ছাড়িতে পারে না।

যার যে কথা নহে,
সে কেন কথা কহে।
যে যে বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকারী নয়, তাহার সে বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলা কর্ত্তব্য নয়।

যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।
যাহার যে অঙ্গে বেদনা থাকে, সে আগে সেইখানেই হাত দেয়। পাঁচ জনের মধ্যে কোন একটা কথা পড়িলে যাহার অবস্থার সহিত সেই কথার মিল থাকে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া না বলিলেও সে উহাকে নিজের সম্বন্ধে ভাবিয়া লয়।

যার যেমন মতি, তার তেমন গতি।
যার যেমন মন, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

যার যেমন মন, তার তেমন ধন।
যাহার মন যেরূপ সরল বা কুটিল, সে সেইরূপ ধন অর্থাৎ ফল পায়।

যার লাঠী তার মাটী।
যাহার লাঠীর জোর আছে, তাহারই ভূমি, অর্থাৎ যে শক্তিশালী, এই পৃথিবী তাহারই অধিকৃত হয়। "Might is Right."

যার শিল তার নোড়া,
তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।
যাহার শিল, তাহারই নোড়া, এবং সেই শিল নোড়া দ্বারা তাহারই দাঁত ভাঙ্গিয়া দিই। জিনিষের অধিকারীর নিকট হইতে কোন জিনিষ চাহিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহারই অনিষ্ট করিতে উদ্যত হওয়া।

যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাড়ী কিবা ডোম।

যাহার সহিত যাহার মনের মিলন হইয়া যায়, তাহার আর হাড়ী ডোম প্রভৃতি জাতিবিচার থাকে না।

যার হাতে খাই নাই সেই বড় রাঁধুনী;
যার সঙ্গে ঘর করিনে সেই বড় ঘরণী।
যাহার হাতের রান্না খাওয়া হইয়াছে, সে কিরূপ রাঁধুনী তাহা বুঝা গিয়াছে; কিন্তু যাহার রান্না খাওয়া হয় নাই, তাহাকে খুব ভাল রাঁধুনী বলিয়াই বোধ হয়। যাহার সহিত কখন গৃহস্থালীতে ব্যবহার হয় নাই, সে খুব পাকা গৃহিণী বলিয়া শুনা যায়। ব্যবহারের পূর্ব্বে সকলকেই ভাল লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ব্যবহার করিলে সে ভ্রম দূর হয়।

যারে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা।
যাহাকে দেখিতে পারা যায় না, তাহার চলনটাও বাঁকা বলিয়া বোধ হয়। যাহার উপর বিরক্তি থাকে, তাহার সামান্য সামান্য ত্রুটির প্রতিও লক্ষ্য করা। "Faults are thick where love is thin."

যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী।
যাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না, অর্থাৎ যে অব্রাহ্মণ, সে গায় নামাবলী দিয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়াছে।

যারে নাহি মারি হাতে,
তারে কিন্তু মারি ভাতে।
যাহাকে হাতে মারি না, তাহাকে ভাতে মারি। অর্থাৎ যাহাকে প্রহারাদি প্রকাশ্য দণ্ড না দেওয়া যায়, তাহার খোরাক বন্ধ করিয়া দিয়া শাসন করিতে হয়। হাতে মারা অপেক্ষা ভাতে মারা অধিক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

যারে বলে ছি, তার জীবনে কাজ কি?
যাহাকে লোকে 'ছি' বলিয়া নিন্দা করে, তাহার আর জীবন ধারণ করিয়া ফল কি?

যা শত্রু পরে পরে।
পরের দ্বারা শত্রু সংহার হয়, সেটাই প্রার্থনীয়।

যা হবার হবে, ভাবনা কেন তবে।
যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তবে আর সে জন্য চিন্তা করিয়া লাভ কি?

যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।
তুমি যাহাকে ভয় কর, আমি সেই দেবী। যে যাহা দেখিতে ইচ্ছা করে না, তাহার সম্মুখে সেই ঘটনা উপস্থিত হওয়া।

যিস্কো ন দে খোদা তালা,
উস্কো ন দে শকে আসফউদ্দৌলা।
অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা সাতিশয় দাতা ছিলেন। একদা তিনি নগর পরিভ্রমণকালে দেখিলেন, এক ফকির বলিতেছে, 'যিস্কো ন দে খোদাতালা, উস্কো দে আসফউদ্দৌলা।' অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে দেন না, আসফউদ্দৌলা তাহাকে দিয়া থাকেন। নবাব উক্ত ফকিরকে সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া গেলেন। যথাসময়ে ফকির তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নবাব তাহাকে একটী তরমুজ দিলেন। ফকির ভাবিল, হায় কপাল? এমন দাতা নবাব আমাকে একটী তরমুজ মাত্র দিলেন। ফকির সেই তরমুজটি লইয়া বাজারে গেল, এবং এক ফড়েকে তাহা বেচিয়া সেই পয়সায় চানা ভাজা কিনিয়া খাইল। পরদিন নবাব ফকিরকে ডাকাইয়া যখন শুনিলেন যে, ফকির ঐ তরমুজ বেচিয়া চানা ভাজা খাইয়াছে, তখন তিনি ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "হা হতভাগা, আমি কি তোমাকে সাধারণ তরমুজ দিয়াছিলাম? উহার ভিতর বহুমূল্য রত্নরাজি লুক্কায়িত ছিল।" ফকির মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তখন নবাব বলিলেন, "এখন হইতে এই কথা বলিবে, 'যিস্কো ন দে খোদাতালা, উস্কো ন দে শকে আসফউদ্দৌলা'। অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে দেন না, আসফউদ্দৌলাও তাহাকে দিতে পারে না।

যুগীর গানে ভণিতা কি?
যুগীর গান গানের মধ্যেই পরিগণিত নয়, তাহার আবার শেষে ভণিতা কি থাকিবে?

যুদ্ধের পর সেপাই হাজির।
যুদ্ধ হইয়া গেলে পর সেপাই আসিয়া উপস্থিত হইল। কার্য্য সমাধা হইবার পর সাহায্যকারী লোক উপস্থিত হওয়া।

যে আগুন খাবে, সে অঙ্গার বর্ষিবে।
যে আগুন খাইবে, সেই অঙ্গার বৃষ্টি করিবে যে পাপ করিবে, সেই তাহার ফলভোগ করিবে।

যে আসে বাড়ীর শত্রু, সেই যাক বরযাত্র।
পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বরযাত্র হওয়া বড় কষ্টকর। পথক্লেশ, বিবাহবাড়ীর অসুবিধা অনাদর ভোগ, বিদেশে রাত্রিযাপন, স্থান বিশেষে প্রহারাদি লাভ প্রভৃতি কষ্ট আছে। এজন্য প্রবাদ আছে যে, যে বাড়ীর শত্রুস্বরূপ, সেই বরযাত্র হইয়া যাউক।

যে আসে (যায়) লঙ্কায়,
সেই হয় রাবণ (রাক্ষস)।
যে লঙ্কায় আইসে বা গমন করে, সেই রাবণের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কেহ কোন স্থানে গিয়া তৎস্থানীয় লোকের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে ঋণ করে, সে দুঃখে মরে।
যে কেবল কর্জ্জ করে, সে চিরদিন দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

যে এল চষে, সে রইল ব'সে;
যে এল কোঁতপেড়ে তারে দাও ভাত বেড়ে।
যে চাষে খাটিয়া আসিল, সে বসিয়া থাক্; কিন্তু যে সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া কোঁত পাড়িয়া আসিল; তাহাকে আগে ভাত বাড়িয়া দাও। যে পরিশ্রম করে, তাহার যত্ন না করিয়া, যে বসিয়া খায় তাহার বেশী যত্ন করা।

যে কথা রটে, সে কথা বটে।
যে কথা চারিদিকে প্রচারিত হয়, তাহা একেবারে মিথ্যা হয় না, তাহার মধ্যে একটুও সত্য থাকে।

যে কথা সেই কাজ।
মুখে যেমন বলে, কাজেও সেইরূপ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "He is as good as his word."

যে কথা সেই কিরে।
মুখ দিয়া একবার যাহা উচ্চারিত হইবে, তাহাই শপথ বলিয়া এবং শপথের ন্যায় অবশ্য পালনীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে। স্বতন্ত্র শপথ বৃথা। "His word is as good as a bond." "মরদ কি বাত হাতী কা দাঁত।"

যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ;
তাতেও যে না ছাড়ে আশ,
তার হই দাসের দাস।
ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ নানাবিধ বিপদ্ উপস্থিত হয়; সেই বিপদেও অটল থাকিয়া যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার দাসের দাস হন, অর্থাৎ তাহার সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

যে করে দুঃখ ভোগ, তার হয় সুখ সম্ভোগ।
যে প্রথমে ধৈর্য্যসহকারে দুঃখ ভোগ করে, সে পরে সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

যে কহে বিস্তর, সে কহে বিস্তর।
যে "বিস্তর" কথা কহে, সে বিস্তর কথা "কহে" মাত্র—তাহার কথা কার্য্যে পরিণত হয় না। "Who talks too much talks in vain."

যে কাঁটায় মাপ, সেই কাঁটায় শোধ।
যে কাঁটায় মাপিয়া ধার লওয়া হয়, সেই কাঁটাতেই মাপিয়া শোধ করা হয়। অন্যের সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, অন্যের নিকট হইতে ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই পাইবে।

যে কাঠ খাবে, সেই আঙ্‌রা হাগ্‌বে।
যে কাঠ খাইবে, সেই ব্যক্তিই অঙ্গারময় বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। যে যেমন কাজ করে, সে তেমনই ফল পায়।

যে কাল বিশ্বে।
যখন যেমন অবস্থা, তখন সেইরূপ ভাবে চলা।

যে কাল যায় সে কাল ভাল।
যে সময়টা চলিয়া যায়, সেই সময়টাই লোকের নিকট বর্ত্তমান অপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হয়। হস্তগত বস্তু অপেক্ষা হস্তচ্যুত বস্তুর জন্যই লোকের অধিক আক্ষেপ হয়। "যে শোলটা পালিয়ে যায়, সেই শোলটাই বড় হয়।"

যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে,
সে কুকুর কামড়ায় না।
যে কুকুর মানুষ দেখিলেই ঘেউ ঘেউ শব্দে চীৎকার করিতে থাকে, সে কুকুর কখন কামড়ায় না, তাহার চীৎকারই সার। যে মারিব মারিব বলিয়া আস্ফালন করে, সে মারিতে পারে না। "Barking dogs seldom bite." "His bark is worse than his bite."

যেখানে আঁটা আঁটি, সেই খানেই লটপট।
যেখানে বেশী আঁটাআঁটি থাকে, সেই খানেই বেশী গোলযোগ উপস্থিত হয়।

যেখানে উৎপত্তি, সেইখানে নিবৃত্তি।
যেখান হইতে জন্ম, সেইখানে গিয়া শেষ যে ব্যাপার হইতে কোন গোলযোগের উৎপত্তি হয়, সেই ব্যাপার হইতেই তাহার নিবৃত্তি হয়।

যেখানে গুড়, সেখানে পিঁপড়ে।
যেখানে গুড় থাকে, সেইখানেই পিঁপড়ে সকল উপস্থিত হয়। যেখানে লাভের আশা থাকে, সেইখানেই সকলে যাতায়াত করিয়া থাকে।

যেখানে গৃহস্থের বাসা,
সেখানে অতিথির আশা।
যেখানে গৃহস্থ বাস করে, সেইখানেই অতিথিরা আতিথ্যলাভের আশা করিয়া থাকে।

যেখানে জল, সেখানে মাছ,
যেখানে পাখী সেখানে গাছ।
মাছ ছাড়া জলাশয় প্রায় দেখা যায় না, আর যেখানে পাখী থাকে সেখানে গাছও থাকে, গাছ না থাকিলে পাখী থাকিতে পারে না। আশ্রিত ও আশ্রয়স্থলের সম্বন্ধ বুঝাইবার স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যেখানেতে নাই মান,
সেখানে ছাড়ি পাকা ধান।
যেখানে গেলে মান থাকে না, সেখানে পাকা ধান থাকিলেও তাহা ছাড়িয়া দিই। মান না থাকিলে যথেষ্ট লাভের আশাও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কারণ প্রাণ অপেক্ষা মান শ্রেষ্ঠ।

যেখানে ধন, সেইখানে মন।
যেখানে ধনলাভের আশা আছে, লোকের মন সেই দিকেই ধাবিত হয়।

যেখানে নাই আসল মায়া,
সেখানেই বেশী আহা।
যেখানে প্রকৃত ভালবাসা নাই, সেইখানেই সহানুভূতিসূচক "আহা আহা" শব্দ বেশী শুনা যায়। আন্তরিক স্নেহ না থাকিলেই লোকে বেশী মৌখিক স্নেহ দেখাইয়া থাকে।

যেখানে না চলে সূঁচ,
সেখানে চালাই বেটে।
যেখান দিয়া একটী সরু সূঁচও চলে না, সেখান দিয়া কৌশলে মোটা বেটে দড়ি চালাইয়া দিই। যেখানে কাজ সিদ্ধ করিবার একটুও উপায় নাই, চতুর লোকের সেখানেও কৌশলে উপায়ের সৃষ্টি করিয়া কাজ সিদ্ধ করিয়া লয়।

যেখানে বসে, সেখানে কি চষে?
যে স্থানে বসিতে হয়, সে স্থানের মাটিতে কি চাষ দিতে আছে? তাহা হইলে বসিবার কষ্ট হয়। যেখান হইতে সাহায্য পাওয়া যায়, সে স্থানে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে নাই।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।
যেখানে বাঘের ভয় আছে, সেইখানে আসিতেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। যাহাকে ভয় করিয়া চলা যায়, তাহাই উপস্থিত হইবার উপক্রম হওয়া।

যেখানে বাসনা-রথ, সেখানে সিদ্ধির পথ।
যেখানে ইচ্ছারূপ রথ আছে, সেইখানে সিদ্ধিলাভের উপায়ও থাকে। প্রবল বাসনা থাকিলে কার্য্য সাধনের উপায় আপনা হইতে বাহির হয়। "Where there is a will, there is a way."

যেখানে ভাই ভাই, সেখানে ঠাঁই ঠাঁই।
যেখানে অনেক ভাই থাকে, সেইখানেই তাহাদিগকে পৃথক্ হইতে হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে প্রায়ই মিল থাকে না।

যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।
যেখানে যেমন ভাব দেখিবে সেখানে সেই ভাবে চলিবে। "All things to all men." "Do in Rome as Rome does."

যে খায় দুধে চিনি,
তার চিনি যোগান চিন্তামণি।
যাহার যাহা প্রয়োজন, ভগবান্ তাহাকে তাহাই দান করিয়া থাকেন।

যে খেয়েছে তার জন্য ভাত বাড়।
যাহার ভাত খাওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য ভাত বাড়, কিন্তু যাহাদের খাওয়া হয় নাই, তাহারা উপবাসী থাক। যে একবার পাইয়া আবার পাইবার আশা করে। "তেলা মাথায় তেল দেওয়া।"

যে খেলতে জানে,
সে কাণা কড়িতেও খেলে।
যে ভাল খেলিতে জানে, সে কাণা কড়ি লইয়াও খেলিতে পারে। যে, যে কাজে দক্ষ, সে একটু অবলম্বন পাইলেই সে কাজ সিদ্ধ করিতে পারে।

যে গরু দুধ দেয়, তার চাট্ সহ্য হয়।
যে গরু দুধ দেয়, সে লাথি মারিলেও তাহা অসহ্য বোধ হয় না। যাহার নিকট উপকার পাওয়া যায়, সে দু'কথা বলিলেও তাহাতে কষ্ট বোধ হয় না।

যেচে মান, কেঁদে সোহাগ।
যাচিয়া মানী হওয়া বা কাঁদিয়া ভালবাসা পাওয়া। মান পাইবার জন্য লোকের নিকট প্রার্থনা করিয়া যে মানী হয়, তাহার মানের কোন মূল্য নাই; আর কাঁদাকাটা করিয়া আদর পাওয়াতেও কোন ফল নাই।

যে ছা উড়ে, সে বাসায় ধড়ফড় করে।
যে পাখীর ছানা উড়িতে শিখিয়াছে, সে আর বাসায় থাকিতে চায় না, বাসায় বসিয়া থাকিতে হইলে সে ছটফট করিতে থাকে। যে কাজের লোক, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

যে জানে না উত্তর পুব,
তার মনে সদাই সুখ।
যে ব্যক্তি উত্তর পূর্ব্ব জানে না, তাহার মনে সকলই সুখ থাকে। অর্থাৎ যাহার ভাল মন্দ ভেদজ্ঞান নাই, সে সকল অবস্থাতেই সুখে থাকে।

যে জেতে সেই হাসে।
যে জয়লাভ করে, সেই হাস্য করিয়া থাকে। "He laughs best who laughs last."

যেটা বটে, সেটা বটে।
"যে কথা বটে সে কথা বটে" দেখ।

যে টিপ সেই ফোঁড়।
(সূচাদি দ্বারা) যাহাকে টিপ বলে, তাহাই নাম ফোঁড়। নামে পৃথক্, কিন্তু কাজে এক হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে ডাল ধরে, সে ডাল ভাঙ্গে।
কোন লোক গাছ হইতে পড়িবার সময় যে ডালটিকে ধরিতেছে সেই ডালটিই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বিপন্ন হইয়া যাহার আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাহারই বিপদ্ উপস্থিত হওয়া বা যে কাজেই হাত দেওয়া যায়, সেই কাজেই ক্ষতি হওয়া।

যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে।
নির্ব্বোধেরা যে ডালে বসিয়া আছে, সেই ডালেরই গোড়া কাটে; কাটা শেষ হইলে ডালের সঙ্গে তাহাকেও যে পড়িতে হইবে তাহা ভাবে না। যাহার নিকট সাহায্য পাওয়া যায়, তাহারই অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া।

যেতে ছাগল আসতে পাগল।
আসিবার জন্য লালায়িত, কিন্তু আসিয়াই আবার ফিরিয়া যাইবার জন্য ছাগলের মত ছটফট্ করা। অব্যবস্থিতচিত্ততা।

যে দাম (দল) টানে সে কৈ খায়।
যে পুকুরের দাম (ঝাঁজি) পরিষ্কার করে, পুকুর পরিষ্কার হইলে সেই ব্যক্তিই কৈ মাছ খাইতে পায়। যে পরিশ্রম করে, সেই তাহার ফল পায়।

যে দিকে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতা ধরে।
যে দিকে জল পড়িতেছে, সেই দিকেই জল নিবারণ জন্য ছাতা ধরিতেছে। যে দিক্ দিয়া যে বিপদ্ বা বাধা উপস্থিত হয়, সেই দিকে গিয়া তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করা।

যে দিন যায় সে দিন আসে না।
যে দিনটি একবার চলিয়া যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না।

যে দিল অন্তরে ব্যথা, তার সঙ্গে কিসের কথা?
যে কথা বা কার্য্য দ্বারা মনোবেদনা দিয়াছে, তাহার সহিত ভালই হউক বা মন্দই হউক, কি কথা কহিব? অর্থাৎ তাহার সহিত কোন কথা কহিব না।

যে দেখালে যো, তারেই দেখায় ভো।
যে যো অর্থাৎ উপায় দেখাইয়া দিল, শেষে তাহাকেই বুড়া আঙুল দেখান। যে কাজ শিক্ষা করিবার পথ দেখাইয়া দেয়, শেষে তাহাকেই ফাঁকি দেওয়া।

যে দেশে কাক নাই,
সে দেশে কি রাত পোহায় না?
রাত্রি পোহাইবার সময় কাকসকল কা কা শব্দে চীৎকার করে, তাহাতে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে বলিয়া লোকে জানিতে পারে। কিন্তু যে দেশে কাক নাই, সে দেশের লোকে কাকের রব না শুনিয়াও রাত্রি পোহাইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে না কি? যাহার দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, তাহার অভাব হইলে কি সংসার আর চলিবে না? অবশ্যই চলিবে।

যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ডই বৃক্ষ।
যে দেশে অন্য বড় গাছ নাই, সে দেশে এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) গাছকেই লোকে বড় গাছ মনে করে। যেখানে কৃতবিদ্য পণ্ডিত নাই, সেখানে খুঁট আঁখুরে লোকও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হয়। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে।"

যেন সতা সতীনের ঘর।
এক ঘরে দুই সতীন থাকিলে সেখানে নিয়ত কলহ বিবাদ হয়, এবং উভয়েই উভয়কে হিংসার চক্ষে দেখিয়া থাকে। এক বাড়ীতে দুইজন পরস্পরকে হিংসা করিলে এবং নিয়ত ঝগড়া বাধাইলে উদাহরণ স্বরূপে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে না ভাবে আগে পিছে,
সে আবাগের বাঁচা মিছে।
যে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে না অর্থাৎ পরিণাম বুঝিয়া কাজ করে না, তাহার বাঁচিয়া থাকাই বৃথা, কেননা তাহাকে পদে পদে কষ্টভোগ করিতে হয়।

যে নারী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।
যে রমণী সতীনের হাতে পড়ে, বিধাতা তাহাকে ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মাণ করেন; অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে ভিন্ন হয়। পাঠান্তর—"যে মেয়ে সতীনে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।"

যে পাতে খায়, সেই পাত ছিঁড়ে।
যে পাতে খাইতে হইবে, সেই পাতকে ছিঁড়িয়া নষ্ট করে। যাহার নিকট উপকার পায়, তাহারই অনিষ্ট করে।

যে পাতে খায়, সেই পাতে হাগে।
যে পাতে খায়, সেই পাতে বিষ্ঠাত্যাগ করে। (পূর্ব্ববৎ)।

যে বনে যাই, সেই ফল খাই।
যখন যে বনে যাই, তখন সেই বনে যে ফল পাওয়া যায় তাহাই খাই। যখন যেমন অবস্থা, তখন সেইরূপ চলিবে।

যে বিয়ের যে মন্ত্র।
বিবাহ যেমন মন্ত্রও তেমনি। কার্য্যের উপযুক্ত ফল।

যেমন উনুনমুখো দেবতা,
তেমন খুঁটের পাঁশের নৈবেদ্য।
দেবতাও যেমন উনুনমুখো, তেমনই খুঁটের পাঁশ দিয়া তাহার নৈবেদ্য দেওয়া হয়। যে যেমন লোক, তাহার তেমনই বস্তুতে রুচি।

যেমন কন্যা রেবতী,
তেমন পাত্র জোলাতাতী।
রেবতী যেমন সুন্দরী কন্যা, তেমনই জোলাতাঁতী তাহার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছে, অর্থাৎ কন্যাও যেমন কুরূপা, পাত্রও তেমনই কুৎসিত। কুৎসিতের সহিত কুৎসিতের মিলন।

যেমন কন্যা রেবতী
তেমনি পাত্র গদাহাতা (বলরাম)।
বলরামের পত্নীর নাম রেবতী।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মশা মারিতে গালে চড়।
যেমন কাজ তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিতে হয়। গালে মশা বসিলে সেই মশাকে মারিতে গেলে নিজের গালেই চড় পড়ে। কাহাকেও জব্দ করিতে গিয়া নিজে জব্দ হওয়া। "As you sow so you shall reap."

যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।
যেমন দুরন্ত কুকুর, তাহার উপযুক্ত মুগুরের আঘাত হইয়াছে। দুরন্ত লোক উপযুক্ত রূপ সাজা পাইলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যেমন ক্ষেপা, তেমনি ক্ষেপী।
নিজেও যেমন পাগল, স্ত্রীও সেইরূপ পাগলী,—উপযুক্তরূপ মিলিয়াছে। যে যেমন তাহার সহিত ঠিক সেইরূপ প্রকৃতির মিলন হওয়া। "Like father, like son." "Like master, like man."

যেমন পাওনা, তেমন পাওনা।
অর্থাৎ যেমন কাজ, তাঁর পারিশ্রমিকও সেইমত। "যেমন দাম তেমন দক্ষিণা।"

যেমন পাদন তেমনি নাদন।
যেমন রাশি রাশি খায়, তেমনি রাশীকৃত বিষ্ঠাত্যাগ করে।

যেমন গুরু, তেমনি চেলা।
(টক ঘোল, তার ছেঁদা মালা)।
গুরুর অনুরূপ শিষ্য। শিক্ষকের স্বভাবানুরূপ শিষ্য। যেমন নিকৃষ্ট টক ঘোল, তার বিতরণের ছেঁদা মালাও তেমনি। "Like master, like man." "Like priest, like people."

যেমন চুলোমুখো দেবতা,
তেমনি পাঁশের নৈবেদ্য।
দেবতা যেমন উনুনমুখো, তাহার জন্য তেমনিই পাঁশের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। যে যেমন লোক, তাহাকে সেইরূপ বস্তু দান। "Like saint, like offering."

যেমনটা যায়, তেমনটা হয় না।
যেরূপ সুযোগ বা বস্তু নষ্ট হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ সুযোগ বা বস্তু আর পাওয়া যায় না।

যেমন তেমন গড়, চুণ বালি দিয়ে মোড়।
যেমন করিয়াই ঘর তৈয়ার কর, তাহাতে চুণ ও বালির কাজ করিবে; ইহাতে মন্দ গাঁথুনিও অনেক দিন টিকে, আর ভাল গাঁথুনিতেও চুণ বালির কাজ না করিলে তাহা বেশী দিন টিকে না।

যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত।
সাধারণের সংস্কার এইরূপ যে, ছোট বড় যেমনই চাকরি হউক না কেন, তাহাতে ঘি ভাত চলে, অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া সুখে চলিয়া যায়। (এই সম্বন্ধেলে সংস্কারের দরুণ বাঙ্গালী জাতি যথার্থই গোলামের জাতি হইয়া উঠিতেছে।)

যেমন তেমন বিয়ে, তিরিশ টাকার ধাক্কা।
যেমন তেমন বিবাহ হইলেও অর্থাৎ কোন রূপে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গেলেও তিরিশ টাকা খরচ হইবেই হইবে। পূর্ব্বে এইরূপ ব্যয়েই বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত

যেমন দগ্ধানন দেবতা,
তেমনি ভস্মরাশি নৈবেদ্য।

দেবতা যেমন পোড়ামুখো, তাহার নৈবেদ্যও তেমনই রাশীকৃত ছাই। (পূর্ব্বে দেখ)।

যেমন দান তেমনি দক্ষিণা।

যেরূপ দান তদনুরূপ দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। কেহ সোণার কলস দান করিয়া এক পয়সা দক্ষিণা দিতে পারে না; আবার মাটীর কলস দিয়া এক টাকা দক্ষিণা দেয় না। যেমন কাজ, তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দান বিধেয়।

যেমন দেব তেমনি বাহন।

যেমন দেবতা, তাহার তদুপযুক্ত বাহন হয়। যে যেমন লোক, তাহার সেই অনুরূপ অনুচর হয়।

যেমন দেবা তেমনি দেবী।

যেমন দেব তাহার উপযুক্ত স্ত্রী। যেমন কুৎসিত স্বামী তেমনই কুরূপা স্ত্রী হইলে বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যেমন পাপ তেমনি প্রায়শ্চিত্ত।

যেমন পাপ, তাহার অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত; কোন মন্দ কাজ করিতে গিয়া তাহার উপযুক্ত ফল পাওয়া।

যেমন বাঁদী তেমনি চরকা।

যেমন বাঁদী অর্থাৎ দাসী, তাহার উপযুক্ত চরকা হইয়াছে।

যেমন বাপ তেমনি বেটা।

পুত্র পিতার ন্যায় গুণযুক্ত। "A chip of the old block." "বাপ্‌কা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া, কুছ্ না হোয়ত থোড়া থোড়া।"

যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

বুনো ওল যেমন কুটকুটে, তেমনি ভয়ানক টক্ তেঁতুল। তেঁতুলের টক্ রসে ওলের কুটকুটুনি নষ্ট করে। দুষ্টের উপর দুষ্টামি করিয়া তাহাকে জব্দ করা। "Desperate disease requires desperate remedies."

যেমন মতি তেমন গতি।

যাহার যেমন প্রবৃত্তি, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

যেমন মনিব তেমনি চাকর।

মনিব যে প্রকৃতির, চাকরের প্রকৃতিও ঠিক সেইরূপ। "Like master, like man."

যেমন মা তেমনি ছা।

মা যেরূপ, তাহার সন্তানও সেইরূপ।

যেমন মা তেমনি ঝি, তার বাড়া নাতিনীটী।

যেমনি মা, তাহার তেমনই মেয়ে; আবার মেয়ের মেয়েটী সকলের অপেক্ষা কিছু বেশী।

যেমন শিরা, তেমনি হাঁড়ী,
গ'ড়ে রেখেছে কুমারবাড়ী।

যেমন শরা, তাহার উপযুক্ত হাঁড়ী কুমারেরা গড়িয়া রাখিয়াছে। যেমন মেয়ে, তাহার অনুরূপ বর বিধাতা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

যেমন হাঁড়ী তেমনি শরা,
যেমন নদী তেমনি চড়া।

যেমন হাঁড়ী, তাহার উপযুক্ত শরা। নদীর উপযুক্ত চড়া। যোগ্য পাত্রের সহিত যোগ্য পাত্রের মিলন।

যে মরবে আপন দোষে,
কি করবে তার হরিহর দাসে।

যে নিজের দোষে নিজে মরিবে, বিখ্যাত কবিরাজ হরিহর দাসও তাহাকে ভাল করিতে পারে না। নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিলে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।

যে মাছটা পালায় সেই মাছটাই বড়।

যে মাছটা জাল হইতে পলাইয়া যায়, তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়। আয়ত্তের বাহির হইয়া গেলে অতি ক্ষুদ্র জিনিষকেও লোকে খুব বড় বা বেশী দরকারী মনে করে।

যে মুলটা বাড়ে,
তার এক পাতাতেই চেনা যায়।

যে মুলটা বাড়িবে, তাহার একটা পাতা উঠিলেই বুঝিতে পারা যায়। কার্য্যের আরম্ভ দেখিলেই তাহার পরিণাম বুঝিয়া লওয়া যায়। "উঠন্তি মুলা পত্তনেই চেনা যায়।"

যে মেয়ে সতীনে পড়ে, বিধি তারে ভিন্ন গড়ে।

'যে নারী সতীনে পড়ে' দেখ।

যে যত বড়, সে তত ছোট।

যে যত বড় হয়, সে তত ছোট অর্থাৎ নম্র হয়।

যে যা' খায়, তাই তাহার ঢেকুর উঠে।

যে যে জিনিষ খায়, তাহার সেই জিনিষেরই ঢেকুর উঠে। যে যেমন কাজ করে, তাহার আভাস অনেকটা তাহার চালচলনেই পাওয়া যায়।

যে যা' চায়, সে তা' পায়।

যে যাহা একাগ্রমনে প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়।

যে যা'তে রত, কহে তার মত।

যে যাহার প্রতি অনুরক্ত, সে তাহার পক্ষ হইয়া কথা কহে।

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।

যে লঙ্কায় যায়, সেই রাক্ষস হইয়া যায় অর্থাৎ রাক্ষসের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কেহ কোন স্থানে গিয়া সেই স্থানের অনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে যার সে তার।

যে যাহার আপনার লোক, যতই বিরোধ হউক না কেন, সে তাহার আপনারই হইয়া থাকে।

যে যারে দেখ্‌তে নারে
সে তারে হাঁটনায় খোঁড়ে।

অপ্রিয় ব্যক্তির চলনও দোষের বলিয়া মনে হয়।

যে যারে ধ্যায়, সে তারে পায়।

যে যাহাকে চিন্তা করে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" "Think of the devil, and he appears."

যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

যে রক্ষাকর্ত্তা সেই শেষে ভক্ষক হইল।

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?

যে মেয়ে রন্ধনকার্য্য করে, সে কি নিজের চুল বাঁধে না, অর্থাৎ নিজের চুলটা বাঁধিতেও অবকাশ পায় না? কেহ কোন একটা বড় কাজ করিতে গিয়া নিজের একটা ক্ষুদ্র কাজ সম্পন্ন না করিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে শোলটা পালায়, সেই শোলটা বড়।

যে শোল মাছটা জাল বা বঁড়শী ছিঁড়িয়া পলাইয়া যায়, সেই শোলটাকে বড় বলিয়া বোধ হয়। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার অপেক্ষা, যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহাকেই ভাল বলিয়া মনে হয়।

যে সয় তার পিঠে সবাই চাপায়।

যে সহ্য করে, তাহার পিঠেই সকলে বোঝা ভার চাপাইয়া দেয়। সহিষ্ণু ব্যক্তিকেই সকলে অধিক উৎপীড়ন করে। "A willing horse is worked the most."

যে সয় সেই রয়।

যে সহ্য করে সেই টিকিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুঃখকষ্টে আত্মহারা না হইয়া সহ্য করিয়া যায়, সেই পরে সুখভোগ করে।

যে সর্ষেতে ভূত ছাড়ে,
সেই সর্ষের ভিতর ভূত।

যে সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়ান হয়, সেই সরিষার ভিতরেই ভূত রহিয়াছে। যে উপায়ে বিপদের প্রতীকার করা যাইতে পারে, সেই উপায়ই বিপদ্‌পূর্ণ।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

সংস্কৃত প্রবাদ দেখ। "Like draws to like."

যো ঘরে আগুন লেগেছে।

যো অর্থাৎ জতু—গালা দাহ্য পদার্থ, তাহার ঘরে আগুন লাগিলে সে আগুন নির্ব্বাপিত করা যায় না। অত্যন্ত রাগী লোককে কেহ রাগাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যৌবন জোয়ারের জল (পানি)।

জোয়ারের জল যেমন ক্ষণস্থায়ী, একবার

বাড়িয়া অল্পক্ষণ পরেই কমিয়া যায়, মানুষের যৌবনকালও সেইরূপ অল্পকালস্থায়ী।

র

রক্ষকে ভক্ষণ করে,
কে রাখিতে পারে তারে।
যে রক্ষাকর্ত্তা, সেই যদি মারিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর কে রক্ষা করিতে পারে?

রঘু চৈয়া বলা, তিন কলির চেলা।
এক শ্রেণীর লোক বলেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, চৈতন্যদেব এবং বলরাম ভজা, এই তিনজন কলির চেলা (শিষ্য)। রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক নূতন মতের স্থাপন দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন; চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার দ্বারা এবং বলরাম ভজা এক নেড়া-নেড়ীর সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়া দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ "বলা" নামে বল্লালসেনকে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহাদের মতে বল্লালসেন কৌলীন্য-প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

রঙ থাকলে রঙে কড়ি,
রং না থাকলে গড়াগড়ি।
যে জিনিষের রং দেখিয়া মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহার যতক্ষণ রঙ থাকে, ততক্ষণই তাহা বিক্রয় হয়, আর রং না থাকিলে গড়াগড়ি যায়। যতক্ষণ রূপ থাকে ততক্ষণ আদর, রূপ না থাকিলে আর আদর থাকে না।

রণমুখো সেপাই,
ঘরমুখো বাঙ্গালী।
সিপাহীরা যখন যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তখন সম্মুখের কোন বাধাকেই গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। আর বাঙ্গালীরা নিজের ঘর খুব ভালবাসে। সকল বাধা-বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্যে অথবা গৃহের দিকে অগ্রসর হওয়া।

রণের ঘোড়া।
যুদ্ধের ঘোড়া যেমন যুদ্ধের বাজনা শুনিলেই নাচিয়া উঠে, এবং যুদ্ধাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে মনোমত কাজের কথা শুনিলেই আর স্থির থাকিতে পারে না, তাহাকে রণের ঘোড়া কহে।

রতনগর্ভের পেতন সন্তান।
যে গর্ভে রত্নের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্মে, সেই গর্ভে ভূতের ন্যায় সন্তান জন্মিয়াছে। প্রসূতি ও সন্তান উভয়েই কুৎসিত হইলে শ্লেষে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। অথবা, সুন্দরী রমণীর কদাকার সন্তান সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

রতনে রতন চিনে।
গুণী ব্যক্তিই গুণীর গুণ বুঝিতে পারে।

রত্নগর্ভা।
যে রমণীর গর্ভে সাধু সুপুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে রত্নগর্ভা কহে। কোন কোন স্থলে কুপুত্র-জননীকেও শ্লেষে 'রত্নগর্ভা' বলা হইয়া থাকে।

রথ দেখা কলা বেচা।
এক চাষা নিকটস্থ গ্রামে রথ দেখিতে গিয়াছিল। তাহার গাছে কতকগুলি কলা হইয়াছিল, সেগুলিও সঙ্গে লইয়া গেল। ঘরে ফিরিবার সময় এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে, রথ দেখা হ'ল।" সে উত্তর করিল, "হাঁ, রথ দেখা কলা বেচা দুইই হ'ল।" এক কার্য্যে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া। "Killing two birds with one stone."

রন্ধনের (ভাতের) চাউল চর্ব্বণে যায়।
রাঁধিবার নিমিত্ত সংগৃহীত চাউল চিবাইয়া খাইতে ফুরাইয়া যায়।

রসাতলে দেওয়া।
কোন কিছুকে একেবারে নষ্ট করা হইলে তাহাকে 'রসাতলে দেওয়া' বলে।

রসুন বলে কাঁচকলা ভাই তোমার বড় খোসা।
রসুন কেবল কতকগুলি খোসার সমষ্টি, খোসা ছাড়া তাহার আর কিছুই নাই। সেই রসুন কাঁচকলাকে বলিতেছে,—ভাই কাঁচকলা তোমার গায়ে বড় খোসা। যে নিজের পর্ব্বতপ্রমাণ দোষের দিকে না চাহিয়া অপরের তিলপ্রমাণ দোষের দিকে লক্ষ্য করে। "চালুনী বলে ছুঁচ তোর পিছে কেন ছেঁদা।" "The pot calls the kettle black."

রসের ঘরেই গৌর নাচে।
ঘরে রস থাকিলেই অর্থাৎ চর্ব্যচোষ্য লেহ্য-পেয়ের ব্যবস্থা থাকিলেই সেখানে গিয়া গৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তনে নৃত্য করেন, যেখানে রস নাই, সেখানে নৃত্য করেন না। হাতে পয়সা থাকিলেই 'ফুর্ত্তি' চলে, নতুবা চলে না।

রসের নাগর রূপের সাগর যদি ধন পাই,
আদর করে করি তারে বাপের জামাই।
অতিশয় রসিক ও রূপবান্ পুরুষ হইবে, অথচ তাহার ধন থাকিবে, এরূপ হইলে তাহাকে আদর করিয়া বাপের জামাই করি, অর্থাৎ নিজের পতিত্বে বরণ করি।

রাঁড়ের পুঁজি।
বিধবা বা বেশ্যার ধন অপরেরই ভোগ্য হয়।

রাঁধতে দেরি সয় বাড়তে দেরি সয় না।
রাঁধিবার দেরি সহ্য হয়, কিন্তু বাড়িয়া দিতে যে দেরি হয় তাহা আর সহ্য করা যায় না। কার্য্য সিদ্ধ হইতে বিলম্ব সহ্য যায়, কিন্তু কাজ হইয়া গেলে তাহার ফলভোগে বিলম্ব সহ্য হয় না।

রাঁধুনীর সঙ্গে ভাব থাকলে ভোজনেতে সুখ।
রাঁধুনীর সঙ্গে যদি ভাব থাকে, তাহা হইলে আহারের সুখ হয়, কারণ রাঁধুনীর হাতেই আহারীয়; সে ইচ্ছামত ভাল ভাল জিনিষ খাওয়ায়।

রাই কুড়িয়ে বেল।
এক একটি রাই (সরিষা) কুড়াইয়া তাহাকে বেল করা। অল্প অল্প সঞ্চয় করিয়া প্রভূত অর্থ জমাইলে তাহাকে রাই কুড়িয়ে বেল বলে। "Many a mickel makes a muckel" "Penny a day is a groat a year." "তিল কুড়িয়ে তাল।"

রাক্ষসের উপর খোক্কস।
রাক্ষসই সকলকে খায়, আবার খোক্কস সেই রাক্ষসকেও খায়। বলবানের উপর বল প্রয়োগ করিতে পারিলেই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রাখালের হাতে শালগ্রামের বিনাশ।
শালগ্রাম হিন্দুর পূজনীয় দেবতা; কিন্তু রাখাল তাহার মর্য্যাদা জানে না, সে তাহা পাইলেই নুড়ীজ্ঞানে তাহাকে লইয়া খেলা করিতে থাকে। মূর্খের হাতে পড়িলে গুণবান্ ব্যক্তিকে অপমানিত হইতে হয়। "Casting pearls before swine."

রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে।
ঈশ্বর যদি রক্ষা করেন, তাহা হইলে কেহই তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না; আর ঈশ্বর যাহাকে মারেন, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।

রাগ ক'রে নিজের ঘরে বেশী ক'রে খাবে।
যদি রাগ করে, তবে নিজের ঘরে গিয়া বেশী করিয়া ভাত খাইবে। যাহার রাগে নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার প্রতি উক্তি।

রাগটীও আছে, সুখটীও আছে।
একদা জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব যমুনাতীরে বালুকার উপর শুইয়াছিলেন। তিনি একখানি ইটকে উপাধানস্থানীয় করিয়াছিলেন। কতকগুলি স্ত্রীলোক জল আনিতে যাইতে যাইতে ইহা দেখিয়া বলিল, "বাবাজীর এখনও বালিশ মাথায় দিবার আশাটুকু আছে।" স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে বাবাজী ভাবিল, একখানা ইট মাথায় দিয়াছি, তাহাতেও লোকে আমার সুখের প্রত্যাশা দেখিতে পায়। দূর হউক, আর ইট মাথায় দিব না। বাবাজী ইটখানিকে ফেলিয়া দিয়া শুইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকেরা ফিরিবার সময় ইহা দেখিয়া বলিল, "বাবাজীর রাগটীও আছে, সুখটীও আছে।" অর্থাৎ

ইনি সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন, আবার কেহ তাহা বলিলে রাগও করিয়া থাকেন।

রাগ না চণ্ডাল।

রাগ অতি ভয়ানক শত্রু। চণ্ডালের যেমন হিতাহিত জ্ঞান নাই, রাগ হইলে লোকের সেইরূপ হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

রাঙ্গা মুলা।

রাঙ্গা মুলা বাহিরে দেখিতে বেশ, কিন্তু ভিতরে ভয়ানক ঝাল। যে বাহিরে দেখিতে রূপবান্, কিন্তু ভিতরে যাহার কোন গুণ নাই, তাহাকে রাঙ্গা মুলা বলে।

রাজা গেল পাটনে শূন্য হ'ল দেশ,
মাঝখানে বসে আছে নেড়া দরবেশ।

রাজা বিদেশে ভ্রমণে যাওয়ায় দেশ শূন্য হইয়াছে, কেবল দেশের মধ্যে নেড়া মুসলমান ফকির বসিয়া আছে।

রাজা তেজচন্দ্র।

বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র সাতিশয় সৌখীন ও দাতা ছিলেন। এজন্য কেহ অতিরিক্ত সৌখীন বা দাতা হইলে তাহাকে রাজা তেজচন্দ্র বলা হয়। কেহ অত্যন্ত দর্পী হইলেও তাহাকে "রাজা তেজচন্দ্র" বলা হয়।

রাজা থাকতে কোটালের দোহাই।

রাজা উপস্থিত থাকিতে কোটালের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা। প্রভু থাকিতে ভৃত্যের দোহাই দেওয়া।

রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী।

রাজাদের ঘোটকী একবার সন্তান প্রসব করিলেই বুড়ী হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাকে আর ব্যবহার করা হয় না। বড় লোকেরা কোন জিনিস একটু মন্দ হইলেই তাহা আর ব্যবহার করেন না।

রাজা মারে, দোহাই দিব কার?

রাজা যখন নিজেই মারিতেছেন, তখন আর কাহার দোহাই দিব? অন্যে অন্যায়াচরণ করিলে লোকে রাজার দোহাই দেয়, কিন্তু রাজা নিজে অন্যায়াচরণ করিলে আর কাহার দোহাই দিবে, এবং তাহার প্রতীকারেরই বা উপায় কোথায়?

রাজায় রাজায় দেখা হয়,
তবু বোনে বোনে দেখা হয় না।

বরং রাজায় রাজায় দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে, কিন্তু দুই ভগ্নীর পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট। কারণ উভয়ে শ্বশুরবাড়ীতে থাকে, এবং এক সময়ে উভয়ের পিত্রালয়ে আসা ঘটিয়া উঠে না।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে মাঝে হইতে সৈন্যদের চাপে নিরীহ উলুখড় এবং খড়িগাছ সকল মারা যায়। দুই বড় লোকে বিবাদ হইলে তাহাদের মধ্যে যে সকল গরীব লোক থাকে, তাহাদিগকে বিপন্ন হইতে হয়।

রাজারও রেয়ত নহে, সাধুরও খাতক নহে।

রাজার জমিতেও বাস করে না, এবং সাধুরও (মহাজনের) টাকা ধারে না। যে বিবাদশীল দুই দলের কাহারও কথায় থাকে না।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট,
স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট হয়, এবং স্ত্রীর দোষে স্বামী কষ্ট পায়।

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট,
গিন্নীর পাপে গৃহস্থের কষ্ট।

রাজা পাপ করিলে রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়, এবং বাড়ীর কর্ত্রী পাপ করিলে পরিবারবর্গ সকলে কষ্ট পায়।

রাজার ভালবাসা, গৃহস্থের খাসি পোষা।

গৃহস্থ যেমন খাসীকে সাদরে পালন করিয়া শেষে তাহাকে কাটিয়া খায়, রাজার ভালবাসাও সেইরূপ। রাজা আজ যাহাকে খুব ভালবাসেন, কাল হয়ত সামান্য ত্রুটিতে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

রাজার রাজপাট, গরীবের শাকভাত।

রাজা সিংহাসনে বসিয়া যেমন সুখ ভোগ করেন, গরীব লোক শাকভাত খাইয়াও তেমনই সুখ পায়।

রাজার রাজপাট, যোগীর ঝুলিকাঁথা।

রাজা রাজকার্য্য লইয়া সন্তুষ্ট, যোগী আপনার ঝুলিকাঁথা লইয়া সন্তুষ্ট।

রাজার রাণী, কাণার কাণী।

রাজার ভাগ্যে রাণী মিলে, আর কাণার ভাগ্যে কাণা স্ত্রীলোক মিলে। সকলেই আপনার উপযুক্ত বস্তু পায়। "Every jack has his jill."

রাজার সুখে অরণ্যে বাস।

রাজা যদি সুনিয়মে প্রজাপালন করেন, তাহা হইলে বনে বাস করিলেও সুখ আছে, নতুবা নগরে থাকিয়াও সুখ নাই।

রাজার হাল স্বর্গে বয়।

রাজার হাল অর্থাৎ লাঙ্গল স্বর্গে বাহিত হয় অর্থাৎ দেবতারা রাজার হাল চালাইয়া জমিতে শস্য উৎপাদন করিয়া দেন, রাজা বসিয়া বসিয়া তাহার ফল ভোগ করেন। ভাগ্যবানের কাজ আপনা হইতে সিদ্ধ হয়।

রাজ্যে নাই যা' ছেলে চায় তা'।

যে জিনিষ রাজ্য মধ্যে পাওয়া যায় না, ছেলে সেই জিনিষ পাইবার জন্য আবদার করে। কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাইবার জন্য আবদার করা।

রাত উপোসে হাতী পড়ে।

প্রত্যহ রাত্রিতে যদি উপবাসী থাকা যায়, তাহা হইলে হাতীকেও মারা যাইতে হয়, মানুষ কোন্ ছার।

রাতারাতি বাম্‌না হইল মহারাজ।

হঠাৎ অবস্থার উন্নতি হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রাতের বেলা ভূতের ভয়।

রাত্রিকালে অন্ধকারে ভূতের ভয় হইয়া থাকে।

রান্না খেয়ে কান্না পায়।

রান্না খাইলে চোখে জল আসে। অত্যন্ত খারাপ রান্না।

রাবণের চিতা।

প্রবাদ এইরূপ যে, রাবণের চিতা চিরদিন জ্বলিবে, তাহা কখনও নিভিবে না। যে শোকরূপ আগুন চিরকাল হৃদয়কে দগ্ধ করে, তাহাকে রাবণের চিতা কহে।

রাবণের দোষে সমুদ্রের বন্ধন।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আনিল, সেই দোষে সমুদ্রকে বন্ধন সহ্য করিতে হইল। একের দোষে অপরের কষ্ট।

রাবণের পুরী ছারখার।

রাবণের সোণার পুরী রামের শরে ছারখার হইয়া গিয়াছিল। কাহারও বৃহৎ বংশ অল্পকাল মধ্যে নির্ব্বংশ হওয়া।

রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।

রাবণ সীতাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে মারীচ রাক্ষসকে মৃগরূপে রাম সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করে। রামের সম্মুখে গেলে মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া মারীচ তাহাতে অস্বীকার করিলে রাবণ তাহাকে [illegible] উদ্যত হয়। তখন মারীচ উভয় দিকেই মৃত্যু দেখিয়া অগত্যা রাবণের প্রস্তাবে সম্মত হয়। কাহারও দুই দিকেই বিপদ্ উপস্থিত হওয়া।

রাম নামে ভূত পালায়।

কথিত আছে যে, রাম নাম করিলে ভূতযোনি ভয়ে পলাইয়া যায়।

রাম না হ'তে রামায়ণ।

কথিত আছে যে, রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ করিবার ষাটি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে সেই ভাবী ঘটনার বিবরণ ব্যক্ত করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রাম বলা খুতি তোলা দু'দিক্ কি সাজে?

দুইটি লোক এক নদী পার হইতেছিল। একজনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সে ভাবিল,

রাম নামে জলে শিলা ভাসে ও রাম নাম করিয়া ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়, আর আমি এই সামান্য নদী পার হইতে পারিব না? সে 'জয় রামচন্দ্র' বলিয়া জলে নামিল, এবং অনায়াসে নদী পার হইয়া গেল। নদীতে জল বেশী ছিল না, কিন্তু আশে পাশে অনেক খালখন্দ ছিল। প্রথম ব্যক্তিকে পার হইতে দেখিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিও 'রাম রাম' বলিয়া জলে নামিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং পাছে কাপড় ভিজে এই ভয়ে সে কাপড় তুলিয়া সন্তর্পণে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে পাশের খালে পা পড়ায় তাহার কাপড় চোপড় ভিজিয়া গেল। তখন প্রথম ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, রাম বলা এবং কাপড় তোলা দুই দিক্ চলে না। হয় রাম রাম বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে অগ্রসর হও, নতুবা আপনার বস্ত্রাদি সাবধান করিয়া আইস। মুখে এক জনের উপর নির্ভর করিয়া, তাহার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহে গোপনে বা মনে মনে অন্য চেষ্টা দেখা।

রাম ভক্তি কি রহিম ভক্তি।
ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচেতাকে উপলক্ষ করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে
রাবণ সীতাহরণ করিবার জন্য মারীচকে মৃগরূপ ধারণের আদেশ করিলে মারীচ ভাবিয়াছিল, রামের নিকট গেলেও মৃত্যু, না গেলে রাবণের হাতে মৃত্যু; রামে মারলেও মারবে, আর রাবণে মারলেও মারবে, আমার দুই দিকেই মরণ। উভয় সঙ্কটে পতিত হওয়া। "On the horns of a dilemma."

রামরাজ্য।
অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজাগণ পরম সুখে বাস করিয়াছিল। রামের প্রজাপালন গুণে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, অকাল মৃত্যু, রোগ, শোক, অন্যায়, অবিচার কিছুই ছিল না। এইজন্য যে রাজ্য সুনিয়মে পরিচালিত হয়, এবং যথায় প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে থাকে, তাহাকে রাম রাজ্য বলিয়া থাকে।

রাম লক্ষ্মণ দু'টি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই।
রাম ও লক্ষ্মণ এই উভয় ভ্রাতার যেরূপ ভ্রাতৃস্নেহ ছিল, সেরূপ ভ্রাতৃস্নেহ প্রায় দেখা যায় না। এরূপ ভ্রাতৃস্নেহের অধিকারী হইলে রথে চড়িয়া স্বর্গ গমনের সুখলাভ করা যায়।

রামের বাণে মরি সেও ভাল,
তবু বানরের দাঁত খিঁচুনি সহ্য হয় না।
লঙ্কাসমর কালে অনেক রাক্ষস বলিয়াছিল, রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহার বাণে মৃত্যু হয় সেও ভাল, কিন্তু এই বানরগুলার দাঁত খিঁচুনি সহ্য করা যায় না। ভাল লোকের হাতে মরণ হইলে তাহাও সহ্য করা যায়, কিন্তু নীচলোকের কথাও অসহ্য বোধ হয়।

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।
লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ রামের সাতিশয় অনুগত ছিলেন। এইজন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের অনুগত হইলে তাহাকে লক্ষ্মণের সহিত তুলনা করা হয়। কোন কোন স্থলে জ্যেষ্ঠের বিদ্বেষকারী কনিষ্ঠকেও শ্লেষ করিয়া রামের ভাই লক্ষ্মণ বলা যায়।

রামের হনুমান্।
হনুমান রামের সাতিশয় বাধ্য ও ভক্ত ছিল, এবং প্রাণপণ করিয়া রামের কার্য্য সাধন করিত। এই জন্য কোন ভৃত্য প্রভুর অতিশয় বাধ্য ও ভক্ত হইলে তাহাকে হনুমানের সহিত তুলনা করা যায়।

রাহুর দশা।
মানবের জন্মসময় হইতে যতগুলি গ্রহের দশা ভোগ হয়, তন্মধ্যে রাহুর দশা অতি ভয়ানক। এই দশায় মানুষ নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই জন্য মানুষ ভয়ানক কষ্টে পড়িলে তাহাকে 'রাহুর দশা' বলা হয়।

রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না, তেলা মাথায় তেল।
তৈলাভাবে যাহার মাথার চুল রুক্ষ, তাহার মাথায় কেহ বড় একটা তেল দেয় না, যাহার মাথায় তেল আছে, তাহার মাথাতেই তেল দেয়। যে একমুঠা অন্নের জন্য লালায়িত, তাহাকে কেহ পেট পূরিয়া ভাল করিয়া খাওয়ায় না, যাহার খাওয়ার অভাব নাই, সর্ব্বদাই উদর প্রায় পূর্ণ থাকে, লোকে তাহাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষরূপে খাওয়ায়। অভাবগ্রস্তকে না দিয়া যাহার অভাব নাই, তাহাকেই লোকে দান করে।

রুচে পুচে খা, মন চলে ত যা।
যদি রুচি থাকে, তাহা হইলে খাও, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, এবং যে কাজে মন টানে, সেই কাজ কর।

রুয়ের মুড়ো কাঠ মুড়ো, আমার পাতে;
আড়ের মুড়ো ঘৃত মুড়ো, দাও জামায়ের পাতে।
কোন জামাতা শ্বশুরবাড়ী গিয়া খাইতে বসিয়াছিল; তাহার সহিত শ্বশুরবাড়ীর এক ব্যক্তিও ভোজনে বসিয়াছিল। পরিবেশণের সময় একটা রুই মাছের মুড়ো এবং একটা আড় মাছের মুড়ো আসিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াছিল, রুই মাছের মুড়ো কেঠো মুড়ো, উহাতে কোন সার নাই, সুতরাং উহা আমার পাতে দাও, আর আড় মাছের মুড়োর ভিতর ঘি আছে, সুতরাং উহা জামাতার পাতে দাও। বস্তুতঃ ইহা শ্লেষোক্তি; কারণ রুই মাছের মুড়োতেই সার আছে, আর আড় মাছের মুড়ো অসার কাষ্ঠবৎ।

রূপ নিয়ে ধুয়ে খা।
কেবল রূপ থাকিলে, এবং গুণ না থাকিলে কোনই ফল নাই; সে স্থলে বলে, রূপ নিয়ে ধুয়ে খা, অর্থাৎ কেবল রূপ দেখ, এ রূপের দ্বারা কোন কাজ হইবে না।

রূপে ঢল ঢল গুণে পশরা,
কেঁদে মোলো যত কালো ছুঁচোরা।
রূপবান্ গুণবান্ ব্যক্তিকে দেখিয়া কুরূপ ব্যক্তিরা হিংসায় ফাটিয়া মরিল।

রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি।
কেবল রূপ থাকিলে, কোন গুণ না থাকিলে সে রূপে লাথি মারি, আর রূপ না থাকিলেও গুণ থাকিলে সে গুণের উপর ছাতা ধরি। গুণই আদরণীয়, কেবল রূপ আদরণীয় নহে।

রূপের বালাই নিয়ে মরি।
রূপের যদি কোন আপদ্ বিপদ থাকে, তাহা লইয়া মরিয়া যাই, এই রূপ নিরাপদে থাকুক। অতিশয় সুরূপ হইলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত। কোন কোন স্থলে কুরূপ সম্বন্ধেও শ্লেষে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।
রূপে লক্ষ্মীর ন্যায়, এবং গুণে সরস্বতীর মত; অতিশয় রূপ ও গুণবিশিষ্টা রমণী।

রেওর স্বর্গেও চিঁড়া দই।
রেও (রবাহূত) ভাটজাতীয় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; ইহারা সংবাদ পাইলেই অনাহূত হইয়া নিমন্ত্রণবাড়ীতে গমন করে, এবং অন্যের পক্ষে উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা থাকিলেও ইহাদিগকে চিঁড়া দই খাইতে হয়। বড় বড় নিমন্ত্রণবাড়ীতেও প্রায় এইরূপই ব্যবস্থা ঘটে। সুতরাং রেও স্বর্গে গেলেও তাহাকে চিঁড়া দই খাইতে হয়, উৎকৃষ্ট ভোজ্য তাহাদের ভাগ্যে নাই। "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" "বরাত সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।"

রেঁধে বেড়ে ম'লো দুয়ো,
হাত নেড়ে পর্শালো সুয়ো।
দুয়ো অর্থাৎ উপেক্ষিতা স্ত্রী রাঁধাবাড়া করিয়া খাটিয়া সারা হইল, আর সুয়ো অর্থাৎ স্বামীর আদরের পাত্রী স্ত্রী বসিয়া বসিয়া হাত নাড়িয়া সন্তান প্রসব করিল।

রোখা কড়ি চোখা মাল।
কড়িতে রোকশোধ, মালও সুন্দর। নগদ পয়সা দিয়া ভাল জিনিষ দেখিয়া লইব।

রোগ কেবল মুড়িতে আর ভুঁড়িতে।
মুড়ি অর্থাৎ মাথা এবং ভুঁড়ি অর্থাৎ পেট হইতেই যত রোগ জন্মে। এই দুইটি স্থানের বিকৃতি ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়।

রোগা চড়ুইয়ের মুলুক জুড়ে বাসা।
রোগা চড়ুইয়ের পক্ষে অতি অল্প স্থানই যথেষ্ট, কারণ সে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারে না, তাহার জন্য বিস্তৃত বাসার প্রয়োজন নাই। যাহার যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অধিক অধিকার করিতে উদ্যত হওয়া।

রোগী এখন তখন, ঔষধ ছয় মাসের পথ।
রোগীর মর মর অবস্থা, কিন্তু ঔষধ ছয় মাসের পথে রহিয়াছে। সুতরাং ঔষধ আসিবার পূর্বেই মৃত্যু নিশ্চয়। কাহারও হাঁতাহাতি পড়িলে কিন্তু তাহার উপায় দূরাগত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রোগী তুষ্ট অম্বলে, সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।
রোগী অম্বল খাইতে পাইলে খুব সন্তুষ্ট হয় আর সন্ন্যাসী কম্বল পাইলে অতিশয় আনন্দিত হয়।

রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ, আর ঋণের শেষ রাখতে নাই।
রোগ আরাম হইয়া আসিলে তাহার শেষটুকু রাখিতে নাই, কেননা, পরে তাহা আবার বাড়িয়া উঠিতে পারে; আগুন নিঃশেষে নির্বাপিত না হইলে আবার জ্বলিয়া উঠিয়া সর্বনাশ ঘটাইতে পারে; শত্রু দুর্বল বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিলে কালে সে পুনরায় প্রবল হইয়া সংহার মূর্তি ধরিতে পারে; আর ঋণের শেষ রাখিতে নাই। কারণ সামান্য ঋণ সুদে আবার বেশী হইয়া উঠে।

রোজার ঘাড়ে বোঝা।
চিকিৎসকের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়াছে। যে কোন বিষয়ের প্রতীকার করিবে, তাহারই আবার তদ্বিষয় লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়া।

রোজার ঘাড়ে ভূত।
যে রোজা ভূত ঝাড়াইবে, সেই ভূতগ্রস্ত। "Physician heal thyself."

রৌদ্রের তাপ সয়, বালির তাপ সয় না।
রৌদ্রের তাপ সহ্য হয়, কিন্তু রৌদ্রতপ্ত বালির তাপ সহ্য হয় না। বড় লোকের দুই ঘা প্রহারও সহা যায়, কিন্তু তাঁহার আশ্রিতের একটা কথাও অসহ্য বোধ হয়।

ল

লক বাটুল পক তীর, তবে হয় হাত স্থির।
এক লক্ষ বাটুল ছাড়িলে, এবং এক পক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন তীর ছোড়া অভ্যাস করিলে তবে হাতের নিশানা ঠিক হয়।

লক্ষ্মণের ফল ধরা।
রামচন্দ্র বনবাসকালে প্রত্যহ লক্ষ্মণকে 'ফল ধর' বলিয়া ফল দিতেন, লক্ষ্মণ তাহা না খাইয়া তুলিয়া রাখিতেন। পরে বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে লক্ষ্মণ সেই সকল ফল অযোধ্যের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাম তাহা না খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন "আপনি আমাকে 'ফল ধর' বলিয়া দিয়াছিলেন, 'ফল খাও' বলেন নাই, সুতরাং আমিও খাই নাই।" [illegible] কোন ব্যবহার্য সামগ্রী রাখিতে দিলে, [illegible] হার করিতে বলা হয় নাই বলিয়া সে [illegible] তাহা ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখে তাহা হইতে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লক্ষ্মণের মত দেবর হউক।
লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়া সীতার সাতিশয় প্রিয় ছিলেন, এইজন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার ন্যায় গুণবান দেবর প্রার্থনা করে।

লক্ষ্মী আসতে কি দুয়ারে আগড়।
লক্ষ্মী যখন কাহারও গৃহে আসিতে চাহেন তখন সে যদি দুয়ার বন্ধ করিয়া রাখে তাহাকে আসিতে না দেয় তাহা হইতে তাহাকে মূর্খ নির্বোধ বলিতে হয়। [illegible] কাহারও মঙ্গলার্থে কোন [illegible] অনুষ্ঠান করিলে সে যদি তাহা [illegible] [illegible] প্রযুক্ত হয়।

লক্ষ্মীছাড়ার ঝাড়।
[illegible] হয়।

লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ।
লক্ষ্মীছাড়া লোকের দাঁতে বিষ থাকে অর্থাৎ সে অত্যন্ত কটুভাষী হয়।

লক্ষ্মীছাড়ার ভক্তি বাড়া।
লক্ষ্মীছাড়া লোকের ক্ষুধা বড়ই বেশী হয়, সে সর্বদাই খাই খাই করিতে থাকে।

লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা।
কালপেঁচা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া [illegible] হয়। কাহারও ঘরে আসিলে অর্থনাশ [illegible] প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। লক্ষ্মীমন্তের [illegible] কালপেঁচা বাস করিলে তাহার অমঙ্গল উপস্থিত বুঝিতে হইবে।

লক্ষ্মীর পো ভিক্ষা মাগে।
যাঁহার মাতা ধনের অধীশ্বরী লক্ষ্মী, তিনি ভিক্ষা মাগিতেছেন। সম্পত্তিশালী লোকের আপনার অভাব জ্ঞাপন।

লক্ষ্মীর বরযাত্রী।
যাহারা সম্পদের সময় বন্ধুভাবে উপস্থিত হয়, কিন্তু দুঃখের সময় পলায়ন করে, তাহাদিগকে লক্ষ্মীর বরযাত্রী বলা হয়। "Fair weather friends." "Rats desert the sinking ship." "সুখের পায়রা।"

লক্ষ্মীর বেটী ফক্কি।
ধনবতীর কন্যা "ফক্কি" অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্যা। ধনবানের কৃপণ সন্তান।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।
ধনী ব্যক্তির ভাণ্ডারকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কহে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইতে যতই ব্যয় করা হউক, ভাণ্ডার শূন্য হয় না। "Horn of plenty."

লক্ষ্মী হ'য়ে ভিক্ষা মাগা।
"মাগা" অর্থাৎ প্রার্থনা করা। অসম্ভব অর্থে ব্যবহৃত হয়।

লক্ষ্মী হ'লেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী।
লক্ষ্মী লক্ষ্মীছাড়া অর্থাৎ দরিদ্রা হইয়াছেন, এবং মহাদেব— যিনি বিশ্বেশ্বর, তিনি ভিক্ষুক হইয়াছেন।

লঘুপাপে গুরুদণ্ড।
সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তির বিধান।

লঙ্কাকাণ্ড।
রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড রামরাবণের যুদ্ধরূপ তুমুল ব্যাপারে পূর্ণ। এই জন্য তুমুল ঘটনাকে লোকে লঙ্কাকাণ্ড বলিয়া থাকে।

লঙ্কা ভাগ করা।
"মনে মনে লঙ্কাভাগ" দেখ।

লঙ্কায় গেলেন হরিষে, এলেন বিরিয়া।
[illegible] লঙ্কায় গিয়া সোনা হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য জিনিস ফেলিয়া হলুদ লইয়া আসিলেন। ইহাতে তাহার মূর্খতাই প্রকাশ পাইল। যে যেরূপ অবস্থার লোক, সে সেই অবস্থার উপযোগী বস্তুকেই মূল্যবান জ্ঞান করে।

লঙ্কায় গিয়া [illegible] কোণা।
পূর্বে লঙ্কায় বাণিজ্য করিতে গিয়া লোকে প্রচুর ধনবান হইত, এবং সামান্য দ্রব্যের পরিবর্তে স্বর্ণ মুক্তা প্রভৃতি পাইত। কিন্তু [illegible] হয়, তাহা হইলে [illegible] কোণের ফসলে লঙ্কায় বাণিজ্য [illegible] লাভ পাওয়া যায়। কৃষি-[illegible] প্রতিপাদনার্থ এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো।
লঙ্কায় রাবণ মরিল, আর বেহুলা কাঁদিয়া বিধবা হইল। রাবণের সহিত বেহুলার কোনই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং রাবণের মৃত্যুতে তাহার কাঁদা বা বিধবা হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব ব্যাপারের উদাহরণ স্বরূপ এই

প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে এইরূপ ভাবের কবিতা আছে।

"আমার নাম হীরে মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলী, তুমি আমার কমলকলি,
শুনে কৃষ্ণ মেরে কীচক উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।"

ঈশ্বরগুপ্তের রচিত একটি গান আছে; তাহার আরম্ভ এইরূপ;—

"দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান ভার।
হোলো পূর্ণিমার দিন অমাবস্যা তের প্রহর অন্ধকার।"

লঙ্কায় সোণা সস্তা।

প্রবাদ এইরূপ যে, রাবণের লঙ্কা সোণা দিয়া প্রস্তুত, এবং তথায় কড়ির দামে সোণা কিনিতে পাওয়া যায়। সোণা পাওয়া গেলেও সমুদ্র পার হইয়া সেখানে যাওয়া অসম্ভব। দূরবর্ত্তী স্থানে কোন জিনিষ সস্তা হইলে, এবং সেখানে উহা সংগ্রহ করা সম্ভবপর না হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লজ্জা নাই যার, রাজা হারে তার।

যাহার কিছুমাত্র লজ্জা নাই, তাহার কাছে রাজাকেও হারি মানিতে হয়। কারণ, রাজা যতই দণ্ড দিন, লজ্জাহীন ব্যক্তি তাহাতে লজ্জিত না হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্য করে। নির্লজ্জ ব্যক্তিকে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

লম্বা কোঁচা ফতো জারি।

কোঁচা লম্বা করিয়া দিয়া অসার বাহাদুরি প্রকাশ। ভিতরে কিছু নাই, বাহিরে লম্বা কোঁচা করিয়া বাবুগিরি প্রকাশ করে, এইরূপ লোক।

লম্বা কোঁচায় নমস্কার।

লম্বা কোঁচা দেখিলে নমস্কার করে, অর্থাৎ বড় লোক দেখিলে তাহার পদানত হয়, গরীবকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

ললাটের লিখন কে করে খণ্ডন?

অদৃষ্টে যাহা লিখিত হইয়াছে, কেহই তাহার খণ্ডন করিতে পারে না। "অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।" "কপালং মূলং।"

লাউ শাকের বালি আর অন্তরের কালি।

লাউ শাকে বালি থাকিলে তাহা ধুইয়া পরিষ্কার করা বড় শক্ত; আর মনে ময়লা অর্থাৎ পাপ থাকিলে তাহা দূর করাও কঠিন ব্যাপার।

লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না।

অনেক জায়গায় বিবাহের কথাবার্ত্তা না হইলে, এবং অনেক কথা কাটাকাটি না হইলে প্রায়ই বিবাহ হয় না। এই জন্যই বলে, লাখ কথা না হইলে বিবাহ হয় না।

লাখ কথার উপর এক কথা।

বিস্তর তর্কবিতর্কের উপর মাঝে হইতে কেহ আসিয়া একটা যুক্তিসঙ্গত কথা বলিলে তাহাকে লাখ কথার উপর এক কথা বলে।

লাখ টাকার বামুন ভিখারী।

অর্থাৎ প্রতিগ্রহই যে ব্রাহ্মণের জাতীয় বৃত্তি, তাহারই পরিচয়।

লাখ টাকা লাখ টাকা, দু'কুড়ি দশ টাকা।

জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি একদা লাখ টাকা পাইলে সে কিরূপ ভাবে চলিবে, তাহাই বলিতেছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা লাখ টাকা কত বল দেখি। উক্ত ব্যক্তি অনেকক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিল, লাখ টাকা লাখ টাকা দু' কুড়ি দশ টাকা, অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা। কোন লোক কোন বিষয়ের ব্যয় সম্বন্ধে অতিরঞ্জন করিয়া বর্ণনা করিলে, শ্রোতা অবিশ্বাস করিয়া বলে— "হাঁ হাঁ, লাখ টাকা, লাখ টাকা, দু'কুড়ি দশ টাকা। তুমি লাখ টাকা ব্যয়ের কথা বলিতেছ, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ত যথেষ্ট হইয়াছে।"

লাখে টাকা দিবে গৌরী সেন।

সেকালে দেনার দায়ে যাহারা কারাবদ্ধ হইত, তাহাদের মুক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। যতদিন না ঋণ পরিশোধ হইত, ততদিন তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ থাকিতে হইত। আবার অনেকের জেলেই জীবন-লীলার অবসান হইয়া যাইত। বহরমপুরের (মতান্তরে হুগলীর) গৌরীসেন (গৌরীকান্ত সেন) এই সকল হতভাগ্যের ভরসাস্থল ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি অনেককেই ঋণদায় হইতে মুক্ত করিতেন। ইহা হইতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা আহিরীটোলায় এখনও গৌরীসেনের বৃহৎ অট্টালিকা আছে। কেহ ধনী আত্মীয়ের সাহায্য পাইবার আশায় নির্ভর করিয়া যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করিলে, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। (মূল অভিধানে "গৌরী সেন" দেখ)

লাগে তীর (তুক্) না লাগে তুকো।

যদি লক্ষ্যে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে উহা তীর হইল; আর যদি না লাগে, তাহা হইলে তুক হইল। তুক এক প্রকার তীর, ইহাতে ফলা নাই, অভ্যাসকালে ইহা ব্যবহৃত হয়। অন্ধকারে ঢিল মারা গোছ কাজ করিলে যদি অদৃষ্টগুণে উহা সফল হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃত কার্য্য হইল, আর নিষ্ফল হইলে উহা কেবল আমোদ বলিয়া পরিচিত হইল।

লাজের মাথায় পড়ুক বাজ,
সার দিয়ে আপন কাজ।

লজ্জার মাথায় বাজ পড়ুক, অর্থাৎ লজ্জা দূর হউক, আপনার কাজ সিদ্ধ কর। লজ্জা করিয়া আপনার কাজ নষ্ট করিতে নাই। ("ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়")

লাজে বউ ভাত খান না, চালতা হেন গ্রাস।

বউ লজ্জায় ভাত খাইতে পারিতেছেন না, কিন্তু চালতার মত এক একটী গ্রাস তুলিতেছেন। মুখে লজ্জা প্রকাশ করিয়া কার্য্যে তাহার বিপরীত ভাব দেখান।

লাট সাহেব।

লাট সাহেব দেশের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার মতেই দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। কেহ অতিরিক্ত প্রভুত্ব প্রকাশ করিলে তাহাকে যেন "লাট সাহেব" বলিয়া উপহাস করা হয়।

লাঠী যার মাটী তার।

"যার লাঠী তার মাটী" দেখ।

লাঠীর আগে ভূত ভাগে।

লাঠীর আঘাত বড় ভয়ানক; ইহার ভয়ে ভূতও পলাইয়া যায়, মূর্খও সিধা হয়। লাঠীর জোর থাকিলে সকলেই ভয় করে। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি।

লাথি চড়ে নাহি লাজ,
আমার নাম কবিরাজ।

লাথি যায় আর চড়ই যায়, আমার কিছুতেই লজ্জা নাই, আমি একজন কবিরাজ। হাতুড়ে কবিরাজদিগকে অনেক স্থানে প্রহার পর্য্যন্ত খাইতে হয়, তথাপি তাহারা কবিরাজী ছাড়ে না, ইহা হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি।

লাথির ঢেঁকি কি চড়ে উঠে?

পায়ের চাপ দিয়া যে ঢেঁকিকে তুলিতে হয়, সে ঢেঁকি কি হাতের চাপে উঠে? এমন অনেক লোক আছে যাহাদিগকে বাপু বাছা বলিলে কাজ পাওয়া যায় না, গাল মার দিলে তবে তাহারা কাজ করে, ইহাদের সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযোজ্য।

লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।

ঢেঁকিতে পায়ের চাপ দিলে সে উর্দ্ধে উঠে। যে নিতান্তই অবজ্ঞেয়, সে প্রশ্রয় পাইয়া যদি মাথায় চড়ে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লাথি মেরে পায়ে ধরা,
গোড়া কেটে জল ঢালা।

আগে লাথি মারিয়া পরে তাহার পায়ে ধরা, আর গাছের গোড়া কাটিয়া দিয়া আগায় জল ঢালা দুইই সমান। দুইটাই বৃথা প্রয়াস। "এক হাত গলায় একহাত পায়ে" সমশ্রেণীর প্রবচন।

লাথি মেরে বিষ্ণবে নমঃ।

সমবয়স্ক বা অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণের গায়ে

ব্রাহ্মণের পা লাগিলে "বিষ্ণবে নমঃ" বলা হয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক লাথি মারিয়া "বিষ্ণবে নমঃ" বলা বৃথা। ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এক মজলিসে অন্যান্য লোকের সঙ্গে দুই ব্রাহ্মণ পাশাপাশি বসিয়াছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তির পা অপর ব্যক্তির গায়ে লাগায় সে বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নমস্কার করিল। অল্পক্ষণ পরে প্রথম ব্যক্তির পা আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির গায়ে লাগায় এবারও সে ঐ বলিয়া নমস্কার করিল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ আরও পাঁচ সাত বার ঘটাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং প্রথম ব্রাহ্মণকে সজোরে পদাঘাত করিয়া যুক্ত কর স্বীয় কপালে ঠেকাইয়া কহিল, "এই বড় বিষ্ণবে নমঃ!" ইহার পর আর প্রথম ব্রাহ্মণের পা দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের গাত্রে লাগে নাই।

লাফিয়ে চাঁদ ধরা।

লাফাইয়া চাঁদ ধরা অসম্ভব। সম্ভবাতীত কার্য্যে অগ্রসর হইবার প্রয়াস।

লাভ লোকসান জেনে,
চাষ করে না বেণে।

সোণার বেণে অতিশয় হিসাবী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহারা সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে হিসাব করিয়া কাজ করে। চাষের কাজে কেবলই যে লাভ আছে এমন নয়, কখন কখন লোকসানও হয়। এই জন্য সোণার বেণে চাষের কাজে হাত দেয় না।

লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়।

একজন সামান্য মূলধনে গুড়ের ব্যবসায় করিয়াছিল। সে এক কলসী গুড় কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিল। বিক্রয়ে মূলধন উঠিয়া গেলে যে গুড়টুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহা নিজের লাভ বলিয়া রাখিয়া দিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখিল, সে লাভের গুড় পিঁপড়ায় সমস্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। একদিক্ দিয়া যে পরিমাণে লাভ হয়, অন্যদিক্ দিয়া সেই পরিমাণে লোকসান হওয়া।

লাভে লোভ বাড়ে।

যত বেশী লাভ হয়, ততই লোভও বাড়িতে থাকে।

লাভে লোহা বয়।

লাভের আশা থাকিলে লোহাও বহন করা যায়। লাভ পাইলে লোকে দুরূহ কার্য্যও সম্পাদন করে।

লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে,
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে।

লেখা পড়া করিতে গেলে গুরুমহাশয়ের তাড়নায় কেবল কষ্ট ভোগ করিব; তাহা না করিয়া মাছ ধরিলে সুখে থাকিতে পারিব। লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালককে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হয়।

লিখ্‌তে লিখ্‌তে সরে,
হাগ্‌তে হাগ্‌তে মরে।

নিয়ত লিখিতে লিখিতে ক্রমে লেখায় হাত সরিয়া যায়, অর্থাৎ হাতের লেখা ভাল হয়; আর লোকে নিয়ত বাহ্যে করিতে করিতে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়।

লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়।

লুকাইয়া কোন জিনিষ খাইলে তাহা হজম হইয়া যায়। ইহা রোগী বা বালকদিগের কুপথ্যসেবনে মনকে প্রবোধ দিবার কথা।

লেখা জোখায় ভুল নাই, ছেলে কেন ভাসে?

এক হিসাবনবীশ পাকা মুহুরী স্ত্রীপুত্রাদিসহ বিদেশে যাইতেছিল। তাহারা এক নদী তীরে উপস্থিত হইলে নদীতে জল কত তাহা স্থির করিবার জন্য মুহুরী অঙ্ক কষিতে লাগিল। অঙ্ক কষিয়া দেখিল, নদীতে যে জল আছে, তাহাতে ছেলেরাও হাঁটিয়া পার হইতে পারিবে। তখন সে ছেলেদিগকে পার হইতে বলিল। ছেলেরা জলে নামিয়া কিছু দূর গেলে বেশী জলে পড়িয়া ভাসিয়া চলিল। স্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিল "ওগো ছেলেরা যে ভেসে যায়।" মুহুরী বলিল, "সে কি কথা, লেখা জোখায় ভুল নাই ছেলে কেন ভাসে?" এই বলিয়া আঁকের কোথাও ভুল হইয়াছে কি না তাহা দেখিতে লাগিল, এদিকে ছেলেরা যে ভাসিয়া চলিল সেদিকে লক্ষ্য নাই। শেষে জনেক ধীবর এই ব্যাপার দেখিয়া ছেলে গুলিকে উদ্ধার করিয়া দিল।

লেখা পড়া করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।

যে বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া করে সে পরে বিদ্বান্ হইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে, এবং গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়।

লেখাপড়া যেমন তেমন,
কপাল মাত্র গোড়া;
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়,
রামা চড়ে ঘোড়া।

চণ্ডীচরণ ও রামচরণ নামে দুই সহোদর ছিল। চণ্ডীচরণ মনোযোগ সহকারে বিদ্যা শিক্ষা করিত, কিন্তু রামচরণ লেখাপড়ার দিক্ দিয়া যাইত না। সে তাস খেলিয়া, গাঁজা খাইয়া, ইয়ারকি দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমে চণ্ডীচরণ একজন কৃতবিদ্য লোক হইয়া উঠিল, কিন্তু রামচরণের কিছুই হইল না। এই সময়ে এক মুদ্দা-ফরাসের অনূঢ়া কন্যার সহিত রামচরণের প্রণয় সংঘটিত হয়। মুদ্দাফরাসজাতীয়া হইলেও মেয়েটী দেখিতে অতিশয় সুশ্রী ছিল। উহার পিতা প্রচুর ধনশালী, এবং তাহার ঐ এক কন্যা ব্যতীত অন্য সন্তান-সন্ততি ছিল না। রামচরণের সহিত ঐ মুদ্দা-ফরাসকন্যার বিবাহ হইল, এবং সে গৃহ-জামাতা হইয়া প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইল। কিছুকাল পরে রামচরণ একদা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যাইতে দেখিল যে, তাহার ভ্রাতা মলিনবেশে পদব্রজে যাইতেছে। তখন সে ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, লেখাপড়া যেমন তেমন কপাল মাত্র গোড়া, চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া। অর্থাৎ লেখাপড়ায় যেমনই হউক, একমাত্র কপালই সুখের মূল। সেই জন্য আজি বিদ্বান্ চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়াইতেছে, অর্থাৎ দরিদ্রাবস্থায় কালযাপন করিতেছে, আর মূর্খ রামা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে।

লেঙ্‌টার ঘরে চুরি।

যে লেঙ্‌টা অর্থাৎ উলঙ্গ থাকে, চুরি করিয়া চোরে তাহার কি পাইবে? "লেংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।"

লেফাফা দুরস্ত।

ভিতরে যাহাই থাকুক না, বাহ্য ব্যবহার ঠিক সমাজনীতি-সম্মত।

লেবু টেবু সব আছে।

এক চতুর ব্যক্তি বিদেশে যাইতে যাইতে পথে এক গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিল। গৃহস্থ প্রথমে অসম্মত হওয়ায় সে বলিল, আমার লেবু টেবু সব আছে, কেবল একটু জায়গা দাও। গৃহস্থ ভাবিল, যদি একটু জায়গা দিলেই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি, উহার কাছে রাঁধিবার সকল জিনিসই আছে। এই ভাবিয়া গৃহস্থ অতিথিকে ঢেঁকিশালে পাঠাইয়া দিল। আশ্রয় পাইয়া পথিক বলিল, আমার কাছে লেবু টেবু সব আছে, কেবল কিছু চাউল ও ডাউল দাও। অগত্যা গৃহস্থ তাহাই দিল। সে এইরূপে গৃহস্থের নিকট হইতে তরকারী, তেল, নুণ প্রভৃতি সমস্তই চাহিয়া লইল। শেষে আহারের সময় গৃহস্থ বলিল, বাপু, তুমি বলিলে আমার লেবু টেবু সব আছে, কিন্তু দেখিতেছি তোমার কিছুই নাই। পথিক সহাস্যে বলিল, মিথ্যা বলি নাই, এই দেখুন, এই বলিয়া সে পুঁটুলীর ভিতর হইতে একটা লেবু বাহির করিয়া খাইতে বসিল।

লেবু রগড়াইলে তিত।

লেবু যত রগড়াইবে, তাহা তত তিক্ত হইবে। এক কথার বার বার আলোচনা করিলে তাহা বিরক্তকর হয়।

লোকে বলে আছে ভাল,
শালুক খেয়ে দাঁত কাল।

লোকে ভিতরের অবস্থা না জানিয়া বলে, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে ; কিন্তু এদিকে অন্নাভাবে শালুকের ডাঁটা খাইয়া দাঁত কাল হইয়া গিয়াছে।

লোকে (গাঁয়ে) মানে না আপনি মোড়ল।

গাঁয়ের লোকে মোড়ল অর্থাৎ প্রধান বলে না, নিজেই নিজেকে প্রধান বলিয়া মনে করে। যাহাকে লোকে সামান্য জ্ঞান করে, কিন্তু নিজে আপনাকে বড়লোক বলিয়া ভাবে, তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

লোটোরে না বল লোটো,
উল্টে ধরবে চুলের মুঠো।

লোটো অর্থাৎ লম্পটকে লম্পট বলিলে সে তোমার উপর রাগ করিবে। স্পষ্ট কথা বলিলে বিপন্ন হইতে হয়।

লোভেতে পাপের বৃদ্ধি হয় নিতি নিতি ;
সময় পাইলে পাপ করে বিনষ্টি।

লোভের বশীভূত হইলে নানাপ্রকার অসৎ কার্য্য করিতে হয় ; তাহাতে নিত্যই পাপ বাড়িতে থাকে ; পরে উপযুক্ত সময়ে পাপের ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

লোভ জন্মিলেই সেই লোভের পূরণ জন্য পাপ কার্য্য করিতে হয়, এবং পাপ হইলে শেষে ধ্বংস হয়।

লোহা জব্দ কামারবাড়ী,
মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ী।

কামারের বাড়ীতে লোহা শাসিত হয়, কারণ কামারেরা তাহা পিটিয়া নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে ; আর মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে শাসিত হয়।

লোহা পাথরে যুদ্ধ করে,
শোলা দিদি পুড়ে মরে।

লোহা এবং চক্‌মাক পাথরে যুদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঠোকাঠুকি হয়, তাহা হইতে যে আগুন বাহির হয়, তাহাতে শোলা পুড়িয়া যায়। বলবানে বলবানে যুদ্ধ হইলে মাঝে যে দুর্ব্বল থাকে সে মারা যায়। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।"

লোহার কার্ত্তিক।

শান্তিপুরে কার্ত্তিক নামে এক বাগ্দীর ছেলে ছিল। সে দেখিতে যেমন জোয়ান, তেমনই ঘোর কাল। এক সময়ে চুরি অপরাধে তাহার জেল হইলে তাহার মাতা "ওগো আমার লোহার কার্ত্তিক কোথায় গেল গো" বলিয়া কাঁদিয়াছিল। তদবধি এই কথার প্রচলন হইয়াছে।

শ

শকুনি মামা।

দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনি অত্যন্ত অসৎ-প্রকৃতি ছিল ; তাহারই প্ররোচনায় ও পরামর্শে দুর্য্যোধন ধর্ম্মভীরু পাণ্ডবগণকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করে, ইহার ফলে দুর্য্যোধনের সর্ব্বনাশ হয় ; এই জন্য লোকে কুমন্ত্রণাদাতা সর্ব্বনাশকর ব্যক্তিকে "শকুনি মামা" বলিয়া থাকে।

শক্ত মাটিতে বিড়ালে আঁচড়ায় না ;
নরম না পেলে কেহ জোর করে না।

বিড়াল শক্ত মাটিতে আঁচড়ায় না, নরম মাটি পাইলেই আঁচড়ায় অর্থাৎ মাটি খোঁড়ে। নরম অর্থাৎ দুর্ব্বল লোক পাইলেই সকলে বল প্রকাশ করিয়া থাকে, প্রবলের কাছে যায় না।

শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ।

শক্ত লোকের কাছে কুকুরের মত অবনত হইয়া থাকে, আর নরমের কাছে বাঘের মত হয় ; যে প্রবলের নিকট নত হয়, আর দুর্ব্বল পাইলেই বল প্রকাশ করে।

শক্তের তিন কুল মুক্ত।

প্রবল ব্যক্তির তিন কুল মুক্ত থাকে, অর্থাৎ কেহ কোন দিক্ দিয়াই তাহার অনিষ্ট করিতে সাহসী হয় না।

শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

শক্ত লোকের অনুগত, আর নরম লোকের যমস্বরূপ ; যে প্রবলের অনুগত হইয়া থাকে, আর দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে।

শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে খেলে বাঘে,
অন্য লোক কোথায় লাগে।

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অতিশয় বলশালী ছিলেন ; তাহাকেই যদি বাঘে খায়, তা হলে "অন্যে পরে কা কথা।"

শড়নে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা ;
আমায় খোঁজ করে কেবল টানাটানির বেলা।

শড়নে শাক বলে, আমি সকল শাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু লোকের যখন টানাটানি পড়ে, আর কোন শাকই জুটে না, তখনই আমায় খুঁজিয়া লইয়া যায়। যাহাকে অন্য সময়ে হেয় জ্ঞান করা যায়, কিন্তু অসময়ে যখন কাহারই সাহায্য পাওয়া যায় না তখন তাহার সাহায্য লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

শজনে শাকে নুণ জুটে না, মসুর ডালে ঘি।

এত অভাব যে, শজনে শাক রাঁধিয়া খাইতে গেলেও তাহাতে একটু নুণ দিবার সঙ্গতি নাই, সে আবার মসুর ডাল রাঁধিতে গিয়া তাহাতে ঘি দিতে চায়। যে একেবারে সঙ্গতিশূন্য, অথচ আপনাকে সঙ্গতিশালী দেখাইতে চায়, তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

শঠের মায়া, তালের ছায়া।

শঠ লোকের ভালবাসা, এবং তালগাছের ছায়া একই প্রকার ; তালগাছের ছায়া অতি অল্পমাত্র, তাহাও আবার ক্ষণস্থায়ী ; শঠের ভালবাসাও এইরূপ।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

(সংস্কৃত প্রবাদ দেখ)।

"With foxes we must play the fox."

শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।

শত্রুর অবশেষ রাখিয়া দিতে নাই, কারণ কালে তাহা প্রবল হইয়া সর্ব্বনাশ করিতে পারে ; সুতরাং শত্রুকে নিঃশেষে বিনাশ করিতে হয়। "রোগের শেষ" দেখ।

শনিবারের মড়া দোসর চায়।

প্রবাদ এইরূপ যে, শনিবারে কেহ মরিলে সে আর কাহাকেও আপনার সঙ্গী করিতে চায়, অর্থাৎ আর একজন যাহাতে মরে, সেইরূপ চেষ্টা করে। অসৎ ব্যক্তি অপর ভাল লোককে আপনার দলে টানিতে চায়।

শনির দৃষ্টি হলে, পোড়া শোল পালায়।

শ্রীবৎস রাজা শনির কোপে পড়িয়া রাজ্যভ্রষ্ট ও পত্নী চিন্তার সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন। একদা তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একটি শোল মাছ পাইলেন, এবং তাহা দগ্ধ করিয়া ভোজন করিবেন স্থির করিলেন। পরে মৎস্যটিকে দগ্ধ করিয়া তাহার গাত্রলগ্ন অঙ্গারাদি ধৌত করিবার জন্য চিন্তা এক জলাশয়ে গেলেন, এবং যেমন সেই পোড়া মাছটাকে জলে রাখিয়া ধুইতে লাগিলেন, অমনই শনির কৌশলে পোড়া মাছ জীবিত হইয়া পলায়ন করিল। অদৃষ্ট মন্দ হইলে অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব হইয়া দুরদৃষ্টকে বিড়ম্বিত করে।

শনির সাত, মঙ্গলের তিন ;
আর সব দিন দিন।

শনিবারে আরম্ভ হইলে সাতদিন, মঙ্গলবারে আরম্ভ হইলে তিনদিন এবং অন্যবারে যে দিন আরম্ভ সেইদিন মাত্র বাদল স্থায়ী হয়।

শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম।

লঙ্কেশ্বর রাবণ যমকেও দমন করিয়াছিলেন ; আবার রামচন্দ্র সেই শমনদমনকারী রাবণকে দমন করিয়াছিলেন। যে যতই প্রবল হউক, তাহারও দমনকর্ত্তা আছে। "বাবারও বাবা আছে।"

শয়তান!

মন্দলোককে লোকে বলে "এ একজন শয়তান!"

শয়তানের মায়া বোঝা ভার।
যে মানবকে পাপপথে প্রবৃত্ত করাইয়া অধঃপাতিত করে, তাহাকে শয়তান কহে। তাহার মায়া বুঝিতে পারা যায় না। সে কোন্ ছলে কখন আসিয়া পাপে প্রলুব্ধ করে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না।

শরীরপাত কিংবা কর্ত্তব্যসাধন।
যে প্রকারেই হউক কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিব, অথবা তজ্জন্য দেহপাত করিব। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

শরীরের নাম মহাশয়, যা' সহাও তাই সয়।
এই দেহের নাম মহাশয়; মহাশয় লোক যেমন সকলই সহ্য করিতে পারেন, তেমনই এই দেহকে যাহা করাইবে, তাহাই সহিয়া যাইবে। ইহাকে বিলাসী করিয়া রাখিলে বিলাসী হইবে, আবার কষ্ট সহ্য করাইলে কষ্টসহিষ্ণু হইবে।

শব থাকতে কুশ-পুত্তুল।
মৃত দেহের অভাব হইলেই কুশ-পুত্তুল দাহ করিতে হয়, কিন্তু মৃত দেহ বর্ত্তমান থাকিতে কুশ পুত্তুল দাহ করিবার প্রয়োজন কি? মূল বস্তু সত্ত্বে নকলের দ্বারা কাজ করিতে যাওয়া।

শ ষ স হয়েছে, হ ক্ষ দেখ্‌ব।
শ ষ স হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বার বার তিনবার অত্যাচার সহ্য করা হইয়াছে, এক্ষণে পাপের পরিণাম কিরূপ হয়, তাহাই দেখিব।

শসা খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি ভায়ের বোনকে টান;
চিনি খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি বোনের ভাইকে টান।
শসা খাওয়ার পর যেমন জল খাইতে ইচ্ছা হয়, ভাইও তেমনি ভগ্নীকে ভালবাসে, অর্থাৎ শসা খাইলে জল খাইতে বড় একটা ইচ্ছা হয় না, ভাইও ভগ্নীকে বড় একটা ভালবাসে না। আবার চিনি খাইলে যেমন জল খাইতে ইচ্ছা হয়, ভগ্নীও সেইরূপ ভাইকে ভালবাসে, অর্থাৎ চিনি খাইলে জল খাইতে বড়ই ইচ্ছা হয়, ভগ্নীও ভাইকে অত্যন্ত ভালবাসে।

শসা বেচুনী বেচে শসা,
তার হয়েছে সুখের দশা।
শসা-বেচুনী চিরকাল শসা বেচিয়া বেড়াইয়াছে, আজ তাহার সুখের দশা আসিয়াছে, এবং সে তজ্জন্য অহঙ্কৃত হইয়াছে। চিরকালের গরীব হঠাৎ একটু বড় লোক হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

শাঁখাহাতী শাঁখা নাড়ে,
বিড়াল বসে ভাত বাড়ে।
শাঁখা-হাতে পরা স্ত্রীলোক হাতের শাঁখা নাড়িতেছে, সেই শব্দ [illegible] ভাবিতেছে, আমার জন্য [illegible] কেহ কাহারও নিকট [illegible] প্রত্যাশী হইলে যাহার নিকট প্র[illegible] করা যায়, সে যদি অন্য কার্য্যে লিপ্ত থাকে তবু প্রত্যাশী ভাবে যে, আমার [illegible] করি[illegible] তেছে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

শাঁখের করাত, আসতে কাটে যেতেও কাটে।
শাঁখ কাটিবার করাতে দুই দিকে ধার থাকে; উহা আগু হইবার সময়েও কাটে, আবার পিছাইবার সময়েও কা[illegible] বিষয় দুই দিক দিয়াই ক্ষতি করে [illegible] প্রযুক্ত।

শাক অম্বল পান্তা, তিন গুড়ের হন্তা।
শাক, অম্বল এবং পান্তাভাত, এই তিন জিনিষ ঔষধের গুণ নষ্ট ক[illegible] এইজন্য ঔষধ খাইলে এই তিনটি খাইতে নিষেধ করা হয়।

শাককে শাক পেলে মূলো
মূলা কিনিলে তাহার শাক [illegible] আবার নীচের মূলও পাওয়া যায় [illegible] কাজে দুই দিকে উপকার [illegible]

শাক-চোরকে শূল।
সামান্য শাক চুরির অপরাধে চোরকে শূলে দেওয়া। লঘু পাপে গুরুদণ্ড "মূলো চোরের ফাঁসী।"

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা
যাহাকে মাছ খাইতে নাই, সে মাছ খাইতে ছিল, এমন সময় কেহ হঠাৎ উপস্থিত হ[illegible] যায় সে তাড়াতাড়ি শাক দিয়া মাছ [illegible] ঢাকা দিল, এবং শাক দিয়া ভাত খাইতে লাগিল। পরে যখন শাক প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন মাছ বাহির হইয়া পড়িল যাহা লেখে টিকে না এমন [illegible] কোন বিষয় গোপন করিতে [illegible]

শানাইয়ের পোঁ
একজন শানাই বাজায়, আর একজন [illegible] ঠিক রাখিবার জন্য অপর একটি শানাইয়ে পোঁ ধরিয়া থাকে, এবং কোন [illegible] শব্দ ছাড়া আর কিছুই বলে না। এক জন কথা কহিলে অন্যে কেবল তাহার কথা বজায় রাখিয়া বা সায় দিয়া যাওয়া। "Playing the second fiddle."

শার্সির উপর বজ্রাঘাত।
শার্সি অতি ক্ষুদ্র পাত্র, সামান্য আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া যায়; উহাকে ভাঙ্গিবার জন্য বজ্রাঘাতের প্রয়োজন নাই। অতি ক্ষুদ্রকে সংহারের নিমিত্ত অতি ভীষণ আঘাত করা। "Breaking a butterfly on the wheel."

শাপে বর।
কোন কোন স্থলে শাপও বর হইয়া থাকে। অপুত্রক রাজা দশরথকে পুত্রশোকে অন্ধ মুনি শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্র-শোকে মৃত্যু হউক। পুত্র না থাকিলে পুত্র-শোকে মৃত্যু হইতে পারে না, সুতরাং প্রকারান্তরে দশরথ পুত্রলাভের বর প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ অনিষ্টের মধ্যেও ইষ্ট-লাভ হইলে তাহাকে "শাপে বর" কহে।

শামুক দিয়ে সাগর ছেঁচা।
ক্ষুদ্র শামুক দিয়া সমুদ্রের জল ছেঁচিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা। বৃহৎ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত অতি ক্ষুদ্র উপায় অবলম্বন।

শালগ্রাম পোড়ায়ে খেয়ে, নুড়ি দেখে ভয়।
আগে যে শালগ্রাম পোড়াইয়া খাইয়াছে, সে এক্ষণে নুড়ি দেখিয়া তাহাকে দেবতা বোধে ভয় করে। প্রথমে ভয়ানক ভয়ানক দুষ্কর্ম সাধন করিয়া পরে সামান্য কারণে পাপের ভয়।

শালগ্রামের শোওয়া বসা সমান।
শালগ্রামের আকার নুড়ির ন্যায়; তাহাকে শোওয়াইলে যে অবস্থায় থাকে, বসাইলেও সেই অবস্থাতেই থাকে। কোনরূপ পরিবর্ত্তনে যাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না।

শিং ভেঙ্গে বাছুরের পালে মেশা।
বড় গরুর শিং ভাঙ্গিয়া গেলে সে শৃঙ্গহীন বাছুরের দলে মিশে। অধিকবয়স্ক ব্যক্তির অল্পবয়স্কের সহিত মেশা।

শিকল কাটা টিয়া পোষ মানে না।
যে টিয়াপাখী শিকল কাটিতে শিখিয়াছে সে আর কিছুতেই পোষ মানে না। যে শাসনের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, তাহাকে আর বাধ্য করা যায় না।

শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়
যে বিড়াল শিকারী হয়, তাহার গোঁফের লোম খাড়া হইয়া থাকে; এজন্য গোঁফ দেখিলে বুঝা যায় যে বিড়াল শিকারী কি না। কাজের লোকের আকারপ্রকার দেখিলেই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়

শিখলি কোথা? না, দেখলুম যেথা।
বুদ্ধিমান্ লোক কোন ব্যাপার দেখিয়া সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করে।

শিখান কথা নিয়ে দরবারে যায়,
হাঁ' ফুরালে কি কয়?
শিখান কথা মুখস্থ করিয়া কোন সভায় গেলে সেই শিখান কথাগুলি বলা হইলে তাহার পর কি বলিবে খুঁজিয়া পায় না। কেবল শিখান কথা দ্বারা কোন কাজ হয় না।

শিখান কথায় কাঁদন চলে?
যে নিজে কোন কথা বলিতে পারে না

তাহাকে কথা শিখাইয়া কয়দিন বলাইতে পারা যায়? অর্থাৎ বেশীদিন পারা যায় না।

শিখেছ কোথায়? না, ঠেকেছি যেথায়?

প্রশ্ন:—ইহা কোথায় শিখিলে? উত্তর:—যেখানে এইরূপ ঘটনায় পড়িয়াছিলাম। অনেক লোক দায়ে ঠেকিলে শিক্ষা লাভ করে। "ঠেকে শিখা।"

শিঙ্গা ফোঁকা।

কেহ কোন সময়ে হয় ত শিঙ্গায় ফুঁ দিতে দিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তদবধি এই কথাটা মৃত্যু অর্থে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। "Kicking the bucket."

শিঙ্গে হারিয়ে কাঁকুড়ে ফুঁ।

শিঙ্গা হারাইয়া ফেলিয়া শেষে শিঙ্গার ন্যায় আকৃতিযুক্ত কাঁকুড়ে ফুঁ দেওয়া। আসল কাজ নষ্ট করিয়া শেষে বাজে কাজে ফললাভের চেষ্টা।

শিমুল ফুল।

শিমুল ফুল দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র গন্ধ নাই। বাহিরে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভিতরে কোন গুণ না থাকিলে তাহাকে শিমুলফুল বলা হয়। "মাকাল ফল"ও ঐরূপ।

শিয়রে রাজা, কোটালের দোহাই।

সম্মুখে রাজা থাকিতে আত্মরক্ষার জন্য কোটালের দোহাই দেওয়া। প্রধান লোক থাকিতে অপ্রধানের আশ্রয় গ্রহণ।

শিয়রে শমন।

মৃত্যু আসন্ন।

শিয়ানে শিয়ানে কোলাকুলি।

দুইজন চতুর লোক পরস্পরকে ঠকাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে শেষে পরস্পর কোলাকুলি করে। বাদী প্রতিবাদী উভয়েই বুদ্ধিমান্। "Greek meeting Greek."

শিয়ালের ডাক।

শিয়ালের স্বভাব এই যে, একটা শিয়াল ডাকিয়া উঠিলে সকল শিয়ালই ডাকিতে আরম্ভ করে। দলের একজনকে কোন কাজ করিতে দেখিয়া বা কোন মত প্রকাশ করিতে শুনিয়া সকলের সেইরূপ করা।

শিয়ালের যুক্তি।

কোন শিয়াল ক্ষুদ্র গর্ত্তে বাস করিত। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া প্রত্যূষে যখন গর্ত্তে ঢুকিতে যাইত, তখন উদরটা কিছু স্ফীত হওয়ায় গর্ত্তে ঢুকিতে কষ্ট হইত। তখন ভাবিত, কাল গর্ত্তটাকে বড় করিব। পরে সন্ধ্যাকালে যখন বাহির হইত, তখন সমস্ত দিনের অনাহারে শরীর ক্ষীণ হওয়ায় গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিতে কোন কষ্ট হইত না, সুতরাং গর্ত্ত বড় করিবার কথা ভুলিয়া যাইত। এইরূপে তাহার গর্ত্ত আর বড় করা হইল না। কেবল কোন কাজ করিবার পরামর্শ আঁটা এবং পরামর্শমত কাজ না করা।

শিরে করিলে সর্পাঘাত
তাগা বাঁধিবে কোথা?

দেহের কোন স্থানে সর্পাঘাত হইলে বিষ যাহাতে উপরে উঠিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে ক্ষত স্থানের উপরে কষিয়া তাগা বাঁধা হয়। কিন্তু মাথায় সর্পাঘাত হইলে আর কোথায় তাগা বাঁধিবে? যে একেবারে বিপদের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, সে আর বিপদের কি প্রতীকার করিবে?

শিরে সংক্রান্তি।

আসন্ন বিপদে কেহ মহাব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহার "শিরে সংক্রান্তি" বলা হয়।

শিবরক্ষক বন, বনরক্ষক শিব।

"বনরক্ষক শিব" দেখ।

শিব গড়্তে বানর।

শিব গড়িতে গিয়া শেষে গড়িবার দোষে বানর গড়া হইল। ভাল কাজ করিতে গিয়া তাহা মন্দ কাজে পরিণত হওয়া।

শিবের কন্যা শিবকে দান।

গাঁজাখোর বর বিবাহ করিতে যাইয়া দেখিল তাহার ভাবী শ্বশুর একটু নির্জ্জনে বসিয়া গাঁজা খাইবার আয়োজন করিতেছে। বর লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সেখানে যাইয়া ভাবী শ্বশুরের হাত হইতে গাঁজার কলিকা লইয়া ধূমপান করিল। ভাবী শ্বশুর ভাবী জামাতার এই গুণ দেখিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "বিবাহে রাজযোটক!—শিবের কন্যা শিবকে দান!"

শিবের সঙ্গে খোঁজ নাইকো,
গাজনের ঘটা ভারি।

শিব কোথায়, তাহার পূজাদি হইতেছে কি না, সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই, কিন্তু গাজনের খুব আড়ম্বর হইয়াছে। মূল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া আনুষঙ্গিক ব্যাপারেই মনোনিবেশ করা।

শাঁস দেখে এগোয়, কোঁৎকা দেখে পেছোয়।

শাঁস দেখিয়া তাহার লোভে অগ্রসর হয়, কিন্তু কোঁৎকা (টিপুনি) খাইতে হয় দেখিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়। লাভের আশায় অগ্রসর হইয়া পরিশ্রমের ভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া।

শুঁড়ীর নাই কাণ, মুচির নাই নাক।

"মুচির নাই নাক, শুঁড়ীর নাই কাণ" দেখ।

শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।

মাতাল লইয়াই শুঁড়ীর কারবার। সুতরাং তাহার কোন বিষয়ে সাক্ষীর প্রয়োজন হইলে সে মাতালকেই সাক্ষী মানে, এবং শুঁড়ী মদ যোগায় বলিয়া মাতাল তাহার দিকে টানিয়াই বলে। যে, যে প্রকৃতির লোক সে সেই প্রকৃতির লোককে সাক্ষী মানিলে এবং উক্তরূপে সাক্ষী তাহার দিকে টানিয়া বলিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। ইহার সম্পূর্ণ প্রবচনটি এই শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল; চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা; স্নানের সাক্ষী কোঁটা; ভোজনের সাক্ষী পেটমোটা।

শুকনা কাঠ ভাঙ্গলেও নোয় না।

শুকনা কাঠকে নোয়াইতে চেষ্টা করিলে কাঠ ভাঙ্গিয়া যাইবে, তথাপি নুইবে না। মূর্খ লোক আপনার সর্ব্বনাশ করিবে, তথাপি আপনার গোঁ ছাড়িবে না।

শুকনো কাঠে ব্রহ্মশাপ!

অর্থাৎ যে নিজেই মৃত তাহার আর ব্রহ্মশাপের ভয় কি?

শুকনো গাছে জল সেঁচা।

যে গাছ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে জল সেচন করা। যে কাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য চেষ্টা।

শুকনো ঘায় আকন্দের আঠা।

যে ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে আকন্দের আঠা লাগাইয়া আবার ঘা করা। যে বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, বুদ্ধিদোষে আবার সেই বিপদ্‌কে ডাকিয়া আনা।

শুকনো ডাঙ্গায় আছাড় খাওয়া।

যেখানে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, সেখানে বিপন্ন হওয়া।

শুকনো ডাঙ্গায় তরা ডুবি।

শুকনা ডাঙ্গায় নৌকা সহিত সর্ব্বস্ব ডুবিয়া যাওয়া। অসম্ভাবিতরূপে কোন বিপদ্ উপস্থিত হওয়া।

শুকনো পাছায় আকন্দের আটা।

বেদনাস্থানে আকন্দের আটা দিলে বেদনা-নিবৃত্তি হয়; কিন্তু বেদনাহীন স্থানে ঐ আটা লাগিলে ক্ষত উৎপন্ন হয়। যে পাছায় বেদনা নাই, সে পাছায় আকন্দের আটা লাগাইয়া ঘা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। বিনা প্রয়োজনে ঔষধ ব্যবহার।

শুধু কানাই নয়, দাদা বলাই।

একা কৃষ্ণ নয়, সঙ্গে আবার দাদা বলরামও আছেন। যেখানে একজনকেই আঁটিয়া উঠা ভার, সেখানে আবার সেইরূপ আর একজন থাকা।

শুধু গৌর নয় গৌরহরি।

কেবল গৌরাঙ্গ নয়, গৌরহরি উভয়ই (পূর্ব্ববৎ)।

শুধু হাঁড়ীতে পাত বাঁধা।

হাঁড়ীতে কিছুই নাই, অথচ তাহার মুখে

পাতা বাঁধিয়া হাঁড়ীতে কিছু আছে এইরূপ দেখান। মিথ্যা আড়ম্বর করা।

শুধু হাত মুখে উঠে না।

খালি হাত মুখে উঠে না, হাতে কিছু খাবার থাকিলে তবে হাত মুখে উঠে। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ হয় না, কিছু লাভ পাইলে তবে লোকে কাজ করিতে পারে।

শুনলে সাড়া ত ভাঙ্গলে (নিলে) পাড়া।

একটু গোলমালের শব্দ শুনিলেই পাড়াশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া সেইদিকে চলিল। অথবা দুর্জ্জন লোকে একটু সূত্র পাইলেই সোরগোল তুলিয়া পাড়া মাত্ করে।

শুষ্ককাষ্ঠে ব্রহ্মশাপ।

শুক্না কাঠের উপর ব্রহ্মশাপ আর কি করিবে? যে নিজেই মরার মত, তাহাকে নির্য্যাতন করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।" "Flogging a dead horse."

শুওরের গোঁ।

বন্য শূকরের গোঁ অর্থাৎ জেদ বড় ভয়ানক; সে গোঁ ধরিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলে কোন বাধাই মানে না, এবং সহজে নিবৃত্ত হয় না। অতিরিক্ত জেদী লোকের জেদকে "শুওরের গোঁ" বলে। "Pigheadedness."

শুওরের কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা।

শূকর বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, এবং অপবিত্র স্থানে সর্ব্বদা থাকে, সুতরাং তাহার কপালে গঙ্গামাটীর ফোঁটা দেওয়া বৃথা। অপবিত্র থাকাই যাহার স্বভাব, তাহাকে পবিত্র বস্ত্র ধারণ করান।

শুওরের পাল বিয়োনো।

এক একবারে শুওরের অনেক বাচ্চা হয় বলিয়া অধিকসংখ্যক সন্তানের জননীকে এই বলিয়া গালি দেওয়া হয়।

শূকর চেনে কচু আর ঘেঁচু।

শূকর কচু এবং ঘেঁচুই ভালরূপ চিনে, কেন না এই দুইটী জিনিষ তাহার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। মন্দ লোকে মন্দ জিনিষই ভাল চিনে, ভাল জিনিষ চিনে না।

শূন্য গোয়াল ভাল, দুষ্ট গরু কিছু নয়।

গোয়াল শূন্য হয় তাহাও ভাল, তথাপি দুষ্ট গরু দ্বারা গোয়াল পূর্ণ থাকা ভাল নয়। দল শূন্য হয় তাহাও মঙ্গল, তথাপি দলে মন্দ লোক থাকা ভাল নয়।

শেওড়া গাছের পেত্নী।

শেওড়া গাছ অতি কদর্য্য গাছ, তাহাতে অতি কদর্য্য পেত্নী বাস করে। এজন্য অতি কুৎসিত রমণীকে এই কথা বলা হয়।

শেয়াকুল কাঁটা।

শেয়াকুল কাঁটায় একবার কাপড় জড়াইলে সহজে ছাড়ান যায় না, এক দিক ছাড়াইতে আর দিক জড়াইয়া যায়। যে লোক একবার ধরিলে সহজে ছাড়িতে চায় না, তাহাকে শেয়াকুল কাঁটা বলে।

শেয়ান ঘুঘুর ছাঁ, ফাঁদে দেয় না পা।

সুচতুর ঘুঘুর ছানা সহজে ফাঁদে পা দেয় না। সহজে কৌশল দ্বারা আয়ত্ত হয় না এমন লোক।

শেয়ান ঠক্‌লে বাপকে বলে না।

চতুর লোক কোন কার্য্যে ঠকিলে তাহা অতি গোপনে রাখে, এমন কি বাপকেও সে কথা বলিতে লজ্জা বোধ করে।

শেয়ান পাগল।

যে পাগলামির ভাণ করে, অথচ নিজের কাজে বেশ চতুরতা দেখায়, তাহাকে শেয়ান পাগল বলে। "A cunning dolt."

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।

"শিয়ানে শিয়ানে কোলাকুলি" দেখ।

শেয়ানে ফাঁকি।

চতুরকে ফাঁকি দেওয়া।

শেষ বেশ।

যাহার শেষ পর্য্যন্ত ভাল হয়, তাহাকেই ভাল বলা যায়। "All's well that ends well."

শেষ রক্ষাই রক্ষা।

যে কোন কার্য্যের প্রথম বেশ চালান যায়, কিন্তু শেষ দিক্ রক্ষা করিতে পারিলেই তবে কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ পায়।

শেষ সুখই সুখ।

প্রথমে দুঃখ হইলেও যদি শেষে সুখ হয়, তবে তাহাই প্রকৃত সুখ; নতুবা প্রথমে সুখ হইয়া শেষে দুঃখ হইলে তাহাকে সুখ বলা যায় না, এবং তাহা বড়ই কষ্টকর হয়।

শোকে পাথর।

শোক ভোগ করিতে করিতে লোকের মন ক্রমে পাথরের ন্যায় কঠিন হইয়া যায়।

শোকে সাগর উথলে।

এত শোক যেন সমুদ্র উথলিয়া উঠে।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

রাধা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি? শ্যামকে রাখিতে গেলে কুলে কলঙ্ক হয়, আর কুল রাখিতে গেলে শ্যামকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু উভয়ই দুস্ত্যাজ্য। দুইটা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ঘটনাচক্রে পড়িয়া কোন্‌টীকে রাখিবে, এবং কোন্‌টীকে ছাড়িবে স্থির করিতে না পারা। "On the horns of a dilemma."

শ্রদ্ধার ছাই, হাত পেতে খাই।

শ্রদ্ধাসহকারে কেহ ছাই দিলেও তাহা হাত পাতিয়া লইয়া খাওয়া যায়। শ্রদ্ধা করিয়া সামান্য জিনিষ দিলেও তাহা ভাল লাগে।

শ্রাদ্ধ গড়ায়।

এক ব্যক্তির পিতার শ্রাদ্ধ উপস্থিত। পুরোহিত শ্রাদ্ধ করাইতে বসিয়াছেন। তিনি যজমানকে প্রথমে সাধারণভাবে উপদেশ দিলেন যে, আমি যাহা বলি, তুমিও তাহাই বলিবে। যজমান উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিল, আচ্ছা। পুরোহিত তখন মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, "বল, অমুকে মাসি অমুকে তিথৌ।" যজমান আবৃত্তি করিল "বল অমুকে মাসি অমুকে তিথৌ"। পুরোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আরে মূর্খ! আমি যা বলিব তুই কেবল তাহাই বলিবি!" যজমান আবৃত্তি করিল, "আরে মূর্খ! আমি যা বলিব, তুই কেবল তাহাই বলিবি।" পুরোহিত অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আরে কোথাকার বেল্লিক এটা—একটা কথা বোঝে না!" যজমানও অক্ষরে অক্ষরে পুরোহিতের কথার আবৃত্তি করিল। তখন পুরোহিত যজমানের বাপান্ত করিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। যজমানও ঠিক সেই সকল কথারই আবৃত্তি করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া পুরোহিত আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলে যজমানের সঙ্গে তাঁহার ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল। শেষে উভয়েই উঠানে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। এক বৃদ্ধা শ্রাদ্ধ দেখিতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া সে ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে গিয়া দৌড়াইতে লাগিল। একজন প্রতিবাসী তাহা দেখিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো! দৌড়ে কোথা যাচ্ছ? শ্রাদ্ধ কেমন হচ্ছে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "শ্রাদ্ধ এখন উঠানে গড়াগড়ি যাইতেছে!" কোন কার্য্যে গোলমাল ও কেলেঙ্কারী হইবার সূত্রপাত হইলে, লোকে বলে এইবার শ্রাদ্ধ "শ্রাদ্ধ গড়ায়।"

শ্রীঘর।

শ্রীঘরের অর্থ শ্রীসম্পন্ন গৃহ। কিন্তু শ্লেষোক্তি হেতু শ্রীঘর বলিতে অতি কুৎসিত কারাগৃহ বুঝায়।

শ্বশুরবাড়ী।

কারাগারকে শ্লেষ করিয়া "শ্বশুরবাড়ী" বলা হয়, কেননা সেখানে বিনাব্যয়ে আহার পাওয়া যায়।

শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী,

তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।

শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরীর ন্যায় মনোহর স্থান, কিন্তু তথায় তিন দিনের বেশী থাকিতে নাই, থাকিলে ঝাঁটা খাইতে হয়, অর্থাৎ

অপমানিত হইতে হয়। "One day a guest, two days a guest, three days a pest."

শ্বেত চামর আর কোষ্ঠা পাট।
শ্বেত চামর এবং কোষ্ঠা পাট উভয়ে দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ: শ্বেত চামর উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান, আর কোষ্ঠা পাট নিকৃষ্ট ও স্বল্পমূল্য। বহিঃসাদৃশ্য দেখিয়া উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া।

শ্বেত হস্তী পোষা।
শ্বেতহস্তী অতি দুর্লভ জীব। তাহাকে পুষিতে হইলে প্রচুর অর্থব্যয় করা আবশ্যক হয়। কোন পোষ্যের জন্য ব্যয়বাহুল্য ঘটলে লোকে এই উদাহরণ দিয়া থাকে।

ষট্কর্ণে মন্ত্রভেদ।
ছয় কাণ হইলেই অর্থাৎ তিনজনে শুনিলেই সে মন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে আর কোন কাজ হয় না। "ষট্কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ।"

ষড়্‌রিপু জয়ী বিশ্বজয়ী।
যে ব্যক্তি দেহস্থ কামক্রোধাদি ছয় রিপুকে জয় করিতে পারে, সে জগদ্বিজয়ী হয়।

ষণ্ডামার্ক গুরু।
গোঁয়ার মূর্খ গুরু। প্রহ্লাদের গুরু ষণ্ডামার্ক, তাহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করণ অভিপ্রায়ে তৎপ্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিল।

ষষ্ঠী রাগ করেন ত, ছেলে ধ'রে খাবেন।
ষষ্ঠী যদি রাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ছেলে ধরিয়া খাইবেন, পোয়াতির কিছু করিতে পারিবেন না। "ষষ্ঠীই ছেলেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

ষাঁড়ের গোবর।
বৃষোৎসর্গে উৎসৃষ্ট ষাঁড়ের গোবর কোন কাজেই লাগে না। তাহার গোবর স্থান পরিষ্কার করা বা ঘুঁটে প্রভৃতি জ্বালানী কাজে কিছুতেই লোকে ব্যবহার করে না। অতিশয় অকর্মণ্য লোককে "ষাঁড়ের গোবর" বলা হয়।

ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে।
ষাঁড়ের সহিত এক মহিষের শত্রুতা ছিল। একদিন ঐ মহিষের সহিত এক বাঘের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বাঘের হাতে মহিষ মারা পড়িল, ষাঁড় নিষ্কণ্টক হইল। একের শত্রু অপরের দ্বারা শাসিত বা বিনষ্ট হওয়া।

ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ।
প্রবলের সহিত প্রবলের সংঘর্ষণ। "Greek meeting Greek."

ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস।
ছোট ছেলে সম্বন্ধে কেহ কোন অশুভ কথা বলিলে, ছেলের মা স্নেহবশতঃ বলিয়া থাকে "ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস"—অর্থাৎ তাহার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। বয়স্ক ব্যক্তি সম্বন্ধেও ব্যঙ্গচ্ছলে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

ষোল আনাই ভুয়ো।
সমস্তটাই সারহীন।

ষোল কড়াই কাণা।
কেহ এক ব্যক্তিকে ষোল কড়া কড়ি দিয়াছিল। সে ঘরে গিয়া দেখিল যে, ষোল কড়াই কাণা কড়ি। সকলই ফাঁকি।

সংসার আনন্দময়,
যার মনে যা' লয়।
এই সংসার আনন্দময়; যাহার মনে আনন্দ সেই আনন্দ ভোগ করে, আর যাহার মনে নিরানন্দ সে ইহাকে দুঃখময় বোধ করিয়া থাকে। "There is nothing good or bad but thinking makes it so."

সকল ডিম পালালো,
বেঁড়ে ডিম ধরা পড়লো।
"সব ডিম উড়ে গেল, বেঁড়ে ডিম ধরা পড়লো" দেখ।

সকল চুলে চামর হয় না।
সকলের চুলে চামর প্রস্তুত হয় না; চমরী গরুর চুলেই চামর হয়। সকল লোক কাজ করিতে পারে না, কাজের লোক দ্বারাই কাজ হয়।

সকল দিন গায় ভেসে গেলে,
সন্ধ্যাবেলা বৌ কাপাস ডলে।
সমস্ত দিন আলস্যে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বৌ কাপাস ডলিতে আরম্ভ করিল। সময় নষ্ট করিয়া অসময়ে কাজে হাত দেওয়া। "দিন গেল বোয়ের হেসে খেলে, রাত হলে বৌ কাপাস ডলে" পাঠান্তর।

সকল নেবেতেই ঠোকর মারে।
সকল নেবেতেই এক একবার ঠোকরান কোন কাজ ভাল রূপে না করিয়া সকল কাজেই এক একবার হাত দেওয়া। "Jack of all trades and master of none." "Having one's finger in every pie."

সকল নোড়াই যদি শালগ্রাম হয়,
তবে হলুদ বাটি কিসে?
যত নুড়ি আছে সকলই যদি শালগ্রাম হইয়া যায়, তাহা হইলে কিসে হলুদ বাটিব? সকলেই যদি ধার্ম্মিক হইয়া পড়িল, তবে সংসারের কাজ কিরূপে চলিবে?

সকল পথ দৌড়াদৌড়ি,
খেয়া ঘাটে গড়াগড়ি।
"যত কর তাড়াতাড়ি, খেয়া ঘাটে গিয়ে গড়াগড়ি" দেখ।

সকল পথ মাড়িয়ে চলা।
অতি ধীরে ধীরে চলা। খুব ধীরে ধীরে চলিলে পথের সকল স্থানই মাড়াইয়া চলা হয়।

সকল পাখীতে মাছ খায়,
মাছরাঙ্গার কলঙ্ক।
প্রায় সকল পাখীতে মাছ খাইয়া থাকে, কিন্তু কেবল মাছরাঙ্গা পাখীর নামে কলঙ্ক হইয়াছে, অর্থাৎ সে মাছ খায় বলিয়া তাহার নাম মাছরাঙ্গা হইয়াছে। অনেকেই যে কাজ করে, সে কাজে কেবল একজনই দোষী বলিয়া প্রচারিত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সকল ব্রত করলে যশী,
বাকী আছে ভীম একাদশী।
যশী অর্থাৎ যশোদা নাম্নী রমণী সকল ব্রতই করিয়াছে, কেবল ভীম একাদশী করিতেই বাকী আছে। যে কোন কাজই করে না, অথচ একটা কাজের উল্লেখ করিয়া বলে, এই কাজটা করিতে পারিলেই অর্থাৎ এই কাজটা সম্পন্ন হইলেই যেন তাহার সকল কাজ সম্পন্ন হইল, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না।
ঝাড়ে যত বাঁশ থাকে, সকল বাঁশেই বংশলোচন হয় না, দুই একটা বাঁশেই হয়। সকল লোকই সাধু হয় না, অনেকের মধ্যে দুই একজন সাধু হয়।

সকল শিয়ালের এক ডাক।
সকল শিয়ালই এক রকম রব করিয়া থাকে। একজনের যে মত, সকলেই সেই মতে সায় দিয়া গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সকলেই আপনার কোলে ঝোল টানে।
সকল লোকই নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিয়া থাকে, অর্থাৎ সকলেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। "Looking after Number one."

সকলেই ত মেয়ে,
কেউ যাচ্ছে পাল্কী চড়ে কেউ রয়েছে চেয়ে।
সকলেই স্ত্রীলোক, তবে কেহ পাল্কী চড়িয়া যাইতেছে, আর কেহ তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে কেন? অদৃষ্ট অনুসারে কেহ সুখভোগ করে, আর কেহ দুঃখভোগ করে।

সখি লো সখি,
আপনার মান আপনি রাখি।
সখি, নিজের মান নিজে রাখিয়া থাকি।

নিজের মান নিজে বিবেচনা করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা মান থাকে না।

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

যাহার প্রাণে বেশী সখ থাকে, তাহার প্রাণ গড়ের মাঠের ন্যায় খোলা, অর্থাৎ তাহার প্রাণে অর্থব্যয়-জনিত দুঃখ বা অন্য কোন অন্তরাল নাই, যখন যাহা সখ হয় তাহাই করে।

সঙ্গ দোষে কিনা হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।

সঙ্গদোষে কিনা হইতে পারে, অর্থাৎ সকলই হইতে পারে; ছুঁচো ছুঁইলেই গায়ে দুর্গন্ধ হয়, অসৎসংসর্গে থাকিলেই অসৎ বলিয়া খ্যাত হইতে হয়।

সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট।

একজন অসতের সংসর্গে থাকিলে গ্রাম শুদ্ধ লোক নষ্ট হইয়া যায়। সংসর্গদোষ এমনই ভয়ানক। "One sickly sheep infects the flock." "A rotten apple injures its companions."

সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে।

লোক চোর না হইলেও চোরের সঙ্গে থাকিলে চোর হইয়া যায়, এবং সাধু না হইলেও যদি সাধুর সংসর্গে থাকে, তাহা হইলে সাধু হয়। মাণ্ডব্য মুনিরও এই কারণে শূলদণ্ড হইয়াছিল।

সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।

লোহা এত ভারী জিনিস যে, জলে পড়িলেই তাহা ডুবিয়া যায়; কিন্তু কাঠের সঙ্গে থাকিলে সেই লোহাও জলে ভাসিয়া থাকে।

সঙ্গী দেখে লোকের স্বভাব জানা যায়।

যে যেরূপ স্বভাবের লোক, সে সেইরূপ লোকের সহিত সঙ্গ করে, সুতরাং সঙ্গী দেখিলেই লোকের স্বভাব বুঝিতে পারা যায়। "A man is known by the company he keeps."

সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া।

অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়া।

সতী রমণীর পতি পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায় অচল অটল, সহজে সে কোন বিপদে পতিত হয় না; আর অসতী রমণীর পতি ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়ার ন্যায়, অর্থাৎ তাহার কোনই শক্তি নাই, অল্পেই নষ্ট হইয়া যায়।

সতীনের বাটীতে গু গুলে খাওয়া।

সতীন সতীনের বাটী অপবিত্র করিবার জন্য তাহাতে বিষ্ঠা গুলিয়া ভক্ষণ করে। তাহাতে সে যে নিজে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতেছে, তাহাতে তাহার লক্ষ্য নাই, সতীনকে যে বাটীটা ফেলিয়া দিতে হইবে ইহাই তাহার আনন্দ। নিজের অত্যন্ত অনিষ্ট স্বীকার করিয়াও অপরের যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্ট করা। "Cutting off the nose to spite the face."

সতীবাক্য রক্ষা হেতু বিধিবাক্য নড়ে।

সতী রমণীর কথা রাখিবার জন্য বিধাতার কথাও বিচলিত হয়। সতীত্বের এমনই প্রভাব। ইহা লক্ষহীরার কাহিনী। কোন সতী নারীর কুষ্ঠ ব্যাধিতে পঙ্গু স্বামী লক্ষহীরা নাম্নী বেশ্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; কিন্তু বেশ্যার গৃহে যাইবার তাহার সামর্থ্য ছিল না। পতিব্রতা স্ত্রী পতির অভিপ্রায় শুনিয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লক্ষহীরার বাটীতে রাখিয়া আসে। বেশ্যার তিরস্কারে স্বামীর চৈতন্যোদয় হইলে সে গৃহে ফিরিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। সতী স্ত্রী স্বামীকে লইয়া গৃহে ফিরিবার কালে তাহার অঙ্গস্পর্শে এক ধ্যানরত ঋষির ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি অভিশাপ দেন যে, যে আমার ধ্যানভঙ্গ করিল, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র যেন তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। সতীও প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি যদি যথার্থই সতী হই, তাহা হইলে সূর্য্যোদয় হইবে না, আমার স্বামীর মৃত্যুও হইবে না।" সতী বাক্য রক্ষা হেতু, নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলেও সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতে পারিলেন না। সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখিয়া দেবতারা মিলিত হইয়া সতীর সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, যে, ঋষিবাক্য রক্ষা হেতু সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইবে বটে, কিন্তু দেবতারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পুনরায় বাঁচাইয়া দিবেন। সতীকে বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। সতী তাহাতে সম্মত হইলে সৃষ্টি রক্ষা পাইল।

সতীর জন্য কোল; অসতীর জন্য কাঁদ।

সতী রমণীর জন্য সকলেই কোল পাতিয়া দেয়, অর্থাৎ সকলেই তাহাকে সমাদর করে, আর অসতীকে সকলেই কীল মারিয়া থাকে, অর্থাৎ অবজ্ঞা করে।

সতী সাবিত্রী।

সাবিত্রী অতিশয় সতী ছিলেন, তিনি সতীত্ব প্রভাবে মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এইজন্য লোকে সতী রমণীর দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া থাকে।

সৎপুত্র কুলপ্রদীপ।

সুপুত্র জন্মিলে কুল উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

সৎমার শ্রদ্ধা পাপ্পা ভাতে ঘি,

মাথাটী মুড়ায়ে এস তেল জল দি।

বিমাতার শ্রদ্ধা পান্তা ভাতে ঘিয়ের ন্যায়, সুমিষ্টও হয় না, পরন্তু অপকারী হয়; সৎমার ইচ্ছা সতীনপোর মাথা মুড়াইয়া তাহাতে তেল জল ঢালিয়া দেয়।

সত্যকথার ডালপালা নাই।

মিথ্যা কথা বলিতে হইলে তাহাকে ডালপালা দিয়া অর্থাৎ কল্পিত অনেক কথা দিয়া সাজাইতে হয়; কিন্তু সত্য কথা বলিলে তাহাতে ডালপালা দিতে হয় না।

সত্যবাদী দুই জন, মূর্খ ও বালকগণ।

মূর্খ ও বালক এই দুইজন সত্যবাদী; কারণ ইহারা স্বল্পবুদ্ধি ও অচতুর বলিয়া ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং সত্য কথা বলে।

সত্যের জয় সর্ব্বত্র।

সকল স্থানেই সত্যের জয় হয়, অর্থাৎ সত্য কথা বলিলে কখন কোন বিপদে পড়িতে হয় না। "সত্যমেব জয়তে।"

সত্যের দ্বারে আগড় নাই।

সত্যের দরজায় আগড় অর্থাৎ কোন আড়াল নাই, এজন্য সত্য আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সত্যের বাড়া ধর্ম্ম নাই,

মিথ্যার বাড়া পাপ নাই।

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, এবং মিথ্যা অপেক্ষা ভয়ানক পাপও আর নাই।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।

ন পাপমনৃতাৎ পরম্॥"

সৎসঙ্গে কাশীবাস (স্বর্গবাস),

অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।

সজ্জনের সংসর্গে থাকিলে কাশীবাসের ফল হয় (অথবা স্বর্গবাসের সুখ পাওয়া যায়), আর অসতের সহিত থাকিলে নিজের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

সদরেতে ছুঁচ চলে না, মফস্বলে হাতী চলে।

সদর দিয়া একটী ছুঁচও চালান যায় না, কিন্তু মফস্বল দিয়া হাতী চালান যায়। বাহিরে আঁটাআঁটি ও ভিতরে আলগা। "Straining at a gnat and swallowing a camel."

সদাশিব।

সর্ব্বদাই মঙ্গলকর বলিয়া, এবং সদা সন্তুষ্ট ও কিছুতেই বিরক্তি বা ক্রোধ নাই বলিয়া মহাদেবের একটী নাম সদাশিব। যে কাহারও ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট চিন্তা করে না, বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করে না, সদাই প্রফুল্ল থাকে, তাহাকে লোকে 'সদাশিব' বলিয়া থাকে।

সন্দেশওয়ালা মুড়ি খায়।

যে সন্দেশ বেচে, সে সন্দেশ খায় না, মুড়ি খায়। যে যে জিনিষ লইয়া ব্যবসায় করে, সে তাহা ভোগ করে না, করিলে তাহার ব্যবসায় চলে না।

সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া।

সন্দেশের খোসা নাই, কিন্তু ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত লোকে তাহার খোসা ফেলিয়া দিয়া খাইতে চায়।

সন্নিপাতের তৃষ্ণা।
সন্নিপাত উপস্থিত হইলে এমন তৃষ্ণা উপস্থিত হয় যে, সে তৃষ্ণা কিছুতেই নিবারিত হয় না, ফলতঃ এইরূপে সন্নিপাতের বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু ঘটে। বিনাশকালে লোকের সর্ব্বনাশকর বস্তুর প্রতি অধিক আগ্রহ দৃষ্ট হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। যে আকাঙ্ক্ষা উপভোগেও কিছুতে পূর্ণ করিতে পারা যায় না, তাহাকে "সন্নিপাতের তৃষ্ণা" বলা যায়।

সন্ন্যাসী চোর না, বোচ্‌কায় ঘটায়।
জনৈক সন্ন্যাসী এক গাছের তলায় জপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক চোর চুরি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে চুরির বোচ্‌কাটি সন্ন্যাসীর পাশে রাখিয়া সরিয়া গেল। পরে চৌকিদার আসিয়া সন্ন্যাসীর কাছে চোরাই মাল দেখিয়া তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিল। সন্ন্যাসী প্রকৃতপক্ষে চোর না হইলেও বোচ্‌কাটী তাঁহাকে চোর বলিয়া প্রতিপন্ন করাইল। যে প্রকৃত দোষী নয়, ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহার দোষী স্থির হওয়া।

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্ব্বজন :
শুভ্রবস্ত্রে মসীবিন্দু দেখায় যেমন।
লোকে কত দোষ করিতেছে, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, কিন্তু সাধুসন্ন্যাসী একটু দোষজনক কাজ করিলেই সকলের সেই দিকেই দৃষ্টি পড়ে, এবং লোকে তাহার আলোচনায় ব্যস্ত হয়। ময়লা কাপড়ে বিস্তর কালীর দাগ থাকিলেও তাহা কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু ফর্‌সা কাপড়ে এক ফোঁটা কালি পড়িলেই তাহা আগে সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

সন্ন্যাসীর তুম্ব নাড়া।
জনৈক চোর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া পরে সন্ন্যাসী হয়। কিন্তু পূর্ব্বের অভ্যাসবশতঃ নিজের তুম্বটিকে একবার এক স্থানে আর একবার অপর স্থানে সরাইয়া রাখিয়া চুরি করার অভিনয় করে। পূর্ব্বসংস্কার বা অভ্যাস পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন।

সন্ন্যাসীর রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে।
"রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে" দেখ।

সব করলে যশী, বাকী কেবল ভীম একাদশী।
"সকল ব্রত করলে যশী" দেখ।

সব চেয়ে চুপ ভাল।
অর্থ স্পষ্ট। মহাত্মাজির মত, কিন্তু মহাত্মার অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত।

সব ভাল যার শেষ ভাল।
যাহার শেষ পর্য্যন্ত ভাল হয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ ভাল বলা যায়। "All's well that ends well."

সব শরীরে ঘা, ওষুদ দিব কোথা ?
যাহার সর্ব্বাঙ্গেই ঘা হইয়াছে, সে আর কোথায় ঔষধ লাগাইবে ? যাহার সকলই দোষ, তাহার আর কোন্ দোষের সংশোধন করা যাইবে।

সব শিয়ালে খেলে কাঁটাল, বকের ঠোঁটে আঠা।
অনেক শিয়ালে মিলিয়া কাঁটাল খাইল, আর এক বক এক পাশ হইতে একটী ঠোকর মারায় তাহার ঠোঁটে আঠা জড়াইয়া গিয়াছিল বলিয়া সেই ধরা পড়িল। যাহারা প্রকৃত দোষী, তাহারা প্রমাণাভাবে অব্যাহতি পাইলে এবং যে দোষের সংস্পর্শে মাত্র আসিয়াছিল সে ধরা পড়িলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সব শিয়ালের এক রা।
"সকল শিয়ালের এক ডাক" দেখ।

সবাই কৃষ্ণের নাম করে,
আমি বল্লেই ধ'রে মারে।
সকলেই কৃষ্ণনাম করে, তাহাতে কেহ কিছু বলে না, কিন্তু আমি কৃষ্ণনাম করিলেই আমাকে ধরিয়া প্রহার করে। যে কাজ অনেকে করিয়া পরিত্রাণ পায়, সেই কাজের জন্য একজনকে শাস্তিভোগ করিতে হইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

সবাইকে পারা যায়,
পায়-পড়াকে পারা যায় না।
সকলকেই শাসন করিতে পারা যায়, কিন্তু যে কথায় কথায় আসিয়া পায়ে পড়ে, তাহাকে শাসন করা যায় না।

সবুরে মেওয়া ফলে।
সবুর করিতে পারিলে মেওয়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিলে শেষে সুফল লাভ হয়। "Patience has its reward." "In space comes a grace." "Tarry long brings much home."

সবে কলির সন্ধ্যা।
এইমাত্র কলির আরম্ভকাল, এখনও অনেক বাকী। কোন বিষয়ে আরম্ভেই অস্থির হইয়া পড়া।

সবে ধন নীলমণি।
নীলমণিই একমাত্র ধন, ইহা ছাড়া আর কোন ধন নাই। প্রিয়বস্তু একটী মাত্র হইলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সময় কাহারও নহে।
সময় কাহারও হাতধরা নয়, সে আপনি আসে আপনি চলিয়া যায়, কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। "Time and tide wait for no man."

সময়গুণে আপন পর, খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।
সময়গুণে আপনার লোক পর হয়, আবার পরও আপনার হয়; সময়ের গুণে খোঁড়া গাধাও ঘোড়ার দরে বিকাইয়া যায়।

সময়ে না কৈলে চাষ, তার দুঃখ বার মাস।
উপযুক্ত সময়ে যে জমিতে চাষ দেয় না, সে বার মাস দুঃখ ভোগ করে, অর্থাৎ সময়ে চাষ না করায় ভাল ফসল হয় না, সুতরাং তাহার দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী।

সময়ের এক কথা, অসময়ে শত।
অসময়ে একশত কথা বলিলে যে কাজ হয়, সময়ে একটী মাত্র কথায় সেই কাজ হইতে পারে।

সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।
সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়ের সমান অর্থাৎ অসময়ে দশগুণ পাইলে যে কাজ হয়, সময়ে একগুণ পাইলে সেই কাজ হয়। প্রয়োজন কালে অল্পেও কাজ হয়। "A stitch in time saves nine."

সময়ে সব বন্ধু হয়, অসময়ে কেহ নয়।
সময় ভাল হইলে সকলেই বন্ধু হইয়া থাকে, কিন্তু সময় মন্দ হইলে তখন আর কেহ বন্ধু থাকে না। "Fair weather friends."

সমানে সমানে।
"A row land for an oliver."

সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য।
সমুদ্রে একটু পাদ্য অর্ঘ্যের জল দিলে তাহাতে সমুদ্রের কি বৃদ্ধি হইবে। যেখানে প্রয়োজন অত্যধিক, সেখানে অত্যল্পমাত্র অভাব পূরণ ক'রতে গেলে ইহা প্রযোজ্য।

সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয়।
যে ব্যক্তি অসীম জলরাশি সমুদ্রের মধ্যে বাস করিতেছে, সামান্য শিশির বিন্দুতে তাহার আর ভয় কি ? যে বহু বিপদ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে, তাহার আর সামান্য বিপদে কি করিবে।

সমুদ্রে শয্যা তার শিশিরে কি ভয়।
"সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয়" দেখ।

সম্পদে বন্ধু লাভ, বিপদে পরীক্ষা।
সম্পৎকালে অনেক বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু বিপৎকালেই তাহাদের বন্ধুত্ব পরীক্ষা করা যায় ; কারণ বিপদ্ উপস্থিত হইলে কৃত্রিম বন্ধুরা সরিয়া পড়ে, কিন্তু যে প্রকৃত বন্ধু, কেবল সেই বন্ধুত্ব ত্যাগ করে না। "A friend in need is a friend indeed."

সম্মুখ দিয়া ছুঁচ গলে না,
পিছন দিয়া হাতী গলে যায়।
সম্মুখ দিয়া একটী ছুঁচও নষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু পিছন দিয়া হাতীর ন্যায় অর্থরাশিও নষ্ট হইয়া যায়। যে নিজে একটী পয়সা খরচ করিতে কাতর হয়, কিন্তু তাহার অগোচরে রাশ রাশ অর্থ অপব্যয়িত

হইয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য। "Straining at a gnat and swallowing a camel." "Penny wise pound foolish."

স'য়ে থাকলে র'য়ে যায়।

সংসারে যে সকল সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, সেই টিকিয়া যায়; যে অধীর হইয়া পড়ে, সে বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই।

সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া অপেক্ষা কঠিন দণ্ড আর নাই।

সর্ষেফুল।

সংস্কৃত দেখ।

সস্তার মাটী কেনা ভাল।

সস্তায় পাইলে মাটীও কিনিয়া রাখা ভাল; এক সময়ে তাহাই বিক্রয় করিয়া লাভ করা যায়। অতি সামান্য জিনিষও সস্তায় কিনিয়া রাখিতে পারিলে পরে তাহার দ্বারা লাভবান্ হওয়া যায়।

সস্তার তিন অবস্থা।

জিনিষ সস্তায় পাওয়া গেলে তাহার প্রতি তেমন আদর থাকে না, লোকে তাহাকে ফেলাছড়া করে। সস্তায় কেনা জিনিস ভাল হয় না, এবং শীঘ্রই অকার্য্যকর হয়, সুতরাং আবার সেই জিনিস কিনিবার প্রয়োজন হয়, এবং গৃহস্থের অর্থনাশের কারণ হয়। "Cheap goods are dear in the long run."

সহরে আগুন লাগ্‌লে পীরের ঘর বাঁচে না।

আগুন লাগিয়া যখন সহরশুদ্ধ পুড়িয়া যায়, তখন পীরের ঘর দেবতার ঘর বলিয়া রক্ষা পায় না, তাহাও পুড়িয়া যায়। অসতের দলে সাধু থাকিলে অসতের সঙ্গে তাঁহাকেও শাস্তিভোগ করিতে হয়, সাধু বলিয়া তিনি পরিত্রাণ পান না।

সহিলে সম্পত্তি, না সহিলে বিপত্তি।

দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলেই উন্নতিলাভ হয়, অল্প দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলে আরও বিপদ্ ঘটে।

সাঁতার দিয়ে সিন্ধু পার।

সাঁতার দিয়া অকূল সমুদ্র পার হওয়া। ক্ষুদ্র উপায়ে সুবৃহৎ কার্য্য সিদ্ধ করিতে যাওয়া।

সাঁতার না জানলে বাপের পুকুরে ডুবে মরে।

সাঁতার দিতে না জানিলে লোকে বাপের পুষ্করিণীতেও ডুবিয়া মারা যায়। কৌশল না জানিলে লোকে নিজের কাজে নিজে বিপন্ন হয়।

সাক্ষী গোপাল।

একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে পীড়িত হওয়া পড়ায় তাঁহার তীর্থসহচর তাঁহারই স্বগ্রামবাসী এক যুবক ব্রাহ্মণের সেবা-শুশ্রূষাগুণে, আরোগ্য লাভ করিয়া প্রতিশ্রুত হন যে গৃহে ফিরিয়া তিনি যুবকের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন। যুবক মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় তাঁহার পরামর্শানুসারে সপ্ত রোগমুক্ত কৃতজ্ঞচিত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়া দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া যুবকের হস্তে কন্যা অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুতি দান করেন। তীর্থ ভ্রমণান্তে উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, যুবক বৃদ্ধকে তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দেন। বৃদ্ধ কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা অস্বীকার করিলেন। তখন যুবক সেই শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা করিল যে, দেব! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার সমক্ষে আমাকে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও এখন তাহা অস্বীকার করিতেছেন। অতএব আপনাকে গিয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। গোপাল বিগ্রহ তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন তুমি অগ্রসর হও, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। তুমি পিছন দিকে ফিরিয়া চাহিও না, তাহা হইলে আমি আর যাইব না। আমার নূপুরধ্বনি শুনিলেই তুমি বুঝিবে যে, আমি ঠিক যাইতেছি। যুবক কিছুদূর গমন করিবার পর নূপুরধ্বনি শুনিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন কি না, দেখিবার জন্য যেমন পিছন ফিরিল, দেববিগ্রহ তখন পূর্ব্ব সঙ্কেত মত গতি স্থগিত করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিত হইলেন। যুবক বলিল, আমি আপনার নূপুরধ্বনি শুনিতে না পাইয়া পিছন ফিরিয়াছিলাম। কৃষ্ণ বলিলেন, বালুকাময় পথ দিয়া চলিতে চলিতে নূপুরের ভিতর বালুকা প্রবেশ করায় শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, তোমার ভাবনা চিন্তার কারণ নাই। তুমি ব্রাহ্মণকে এই ঘটনার কথা গিয়া বলিলেই সে আর অস্বীকার করিতে পারিবে না। হইলও তাহাই। যুবকের মুখে শুনিয়া দলে দলে লোক তথায় আসিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল; এবং লোকমতের প্রভাবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য হইলেন। পুরী যাইবার পথে সাক্ষী গোপালের মন্দির অবস্থিত।

সাগরও শুকায় না, পাপও লুকায় না।

সমুদ্র কখনও শুষ্ক হয় না, এবং পাপকার্য্যও কখন গোপনে থাকে না, এক সময়ে না এক সময়ে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সাগর সেঁচা মাণিক

সমুদ্রের জল সেঁচিয়া তাহার মধ্য হইতে উত্তোলিত মাণিক। বহু যত্নলব্ধ রত্ন।

সাজ্‌তে গুজ্‌তে দোল ফুরাল।

একজন দোল দেখিতে যাইবে বলিয়া সাজগোজ করিতেছিল। তাহার সাজসজ্জায় এত দেরী হয় যে, সাজগোজ করিতে করিতে এদিকে দোল শেষ হইয়া গেল। আয়োজন করিতে করিতে কাজ নষ্ট হইয়া যাওয়া।

সাজ্‌তে গুজ্‌তে ফিঙে রাজা।

কথিত আছে যে, এক সময়ে বিধাতা পক্ষীদিগকে বলিয়াছিলেন, কল্য প্রভাতে যে আমার নিকট অগ্রে উপস্থিত হইবে, তাহাকেই আমি পাখীদিগের রাজা করিব। শালিক প্রভৃতি পাখীরা প্রভাতের পূর্ব্ব হইতেই বিধাতার নিকট যাইবার জন্য আপনাদের দেহ সজ্জিত ও চিত্রিত করিতে লাগিল। কিন্তু চতুর ফিঙে পাখী কোনরূপ সাজসজ্জা না করিয়া কেবল সর্ব্বাঙ্গে মসী কালি তাড়াতাড়ি মাখিয়া বিধাতার নিকট উপস্থিত হইল। সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হওয়ায় সে পাখীদের রাজা হইল, অন্যান্য পাখীদের সাজসজ্জা বৃথা হইল। কার্য্যে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতে করিতে আর একজন বিনা আড়ম্বরে সেই কাজ হাত করিয়া লইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

সাঁঝার কাজ কেহ করে না।

সাঁঝার অর্থাৎ ভাগের কাজ কেহই করিতে চায় না, সকলেই পরস্পরের উপর ভার দিয়া বসিয়া থাকে। "ভাগের মা গঙ্গা পায় না।" "What is everybody's business is nobody's business." "Ass that is common property is always worse saddled."

সাঁঝার মা গঙ্গা পায় না।

"ভাগের মা গঙ্গা পায় না" দেখ।

সাত কথার উপর এক কথা।

"লাখ কথার উপর এক কথা" দেখ

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কার ভাৰ্য্যা।

সাত কাণ্ড রামায়ণ সমগ্র পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, সীতা কাহার ভার্য্যা? সমস্ত ব্যাপার আদ্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া শেষে তৎসম্বন্ধে কোন বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা।

সাত কুঁড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর।

ঘরের মধ্যে সাতজন, কিন্তু সকলেই অলস; সুতরাং কোন দায়ে পড়িলেই বলে, ভগবান্ রক্ষা কর। সকলেই কোন কাজে অলসতা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সাত খুন মাপ।

সাত খুন করিলেও মার্জ্জনা করা হয়। আদুরে ছেলে বা সাধারণের প্রিয় ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া দণ্ডিত না হওয়া।

সাতগেঁয়ের কাছে মামদো বাজী।

"সাতগেঁয়ে" অর্থাৎ সপ্তগ্রামনিবাসী একটি

ছুঁদ্বান্ত হিন্দুর প্রেতযোনি ছিল, তাহার নিকট "মামদো" (মুসলমানের প্রেতযোনি) ঘেঁসিতে পারিত না। কোন অল্পচতুর লোক অধিকতর চতুরকে ঠকাইবার চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা।
সাত ঘাট হইতে জল আনিয়া এক ঘাটে একত্র করা। অনেক কৌশলে কোন কাজ সিদ্ধ করিতে হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সাত ঘাটের জল খাওয়ান।
সাত জায়গা ছুটাছুটি করাইয়া সাতপুকুরের সাত ঘাটের জল খাওয়ান। কাহাকেও কোনরূপ দায়ে ফেলিয়া নানাস্থানে ছুটাছুটি করান।

সাত চড়ে মশা মারা।
একটি ক্ষুদ্র মশাকে সাত চড়ে মারা। সামান্য কাজে অত্যন্ত বেগ পাওয়া।

সাত চড়ে রা বেরোয় না।
সাত চড় মারিলেও মুখ দিয়া রা অর্থাৎ কথা বাহির হয় না। অতি নিরীহ ও লাজুক ব্যক্তি।

সাত চোঙ্গার বুদ্ধি এক চোঙ্গায় ঢুকোবে।
সাতটা চোঙ্গার বুদ্ধি আনিয়া একটা চোঙ্গার ভিতর প্রবেশ করাইবে। অনেকের বুদ্ধির সাহায্য লইয়া কাজ করিতে হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাত নকলে আসল খাস্তা।
কোন একটা জিনিষের কেহ নকল করিল, তাহা দেখিয়া আর একজন নকল করিল, আবার কেহ সেই নকলের নকল করিল। এইরূপে সাতবার নকল হইলে দেখা যায় যে, সেই নকলের সহিত আসলের আর কোন সাদৃশ্য নাই, তাহা আসল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইয়া গিয়াছে।

সাত পাঁচ থতিয়ে মনে,
চাষ করে না সোণার বেণে।
"লাভ লোকসান জেনে, চাষ করে না বেণে" দেখ।

সাত পাঁচ ভেবে কর্ম্ম করা।
অনেক প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা।

সাত পুরুষে বিয়ে নাই, শ্বশুরবাড়ী যায়।
সাতপুরুষের মধ্যে যাহার বিবাহ হয় নাই, সে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। কোন কালে যাহার যে বিষয় নাই, সেই বিষয় পাইতে ইচ্ছা করা।

সাত ভাই তাঁত বোনে,
আপন কোটে সবাই টানে।
সাত ভাই তাঁত বুনিতেছে, কিন্তু সকলেই আপনার দিকে টানিতেছে, অর্থাৎ আপনার বেশী লাভের চেষ্টা করিতেছে। সকলেই আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে।

সাত মণ তেলও পুড়বে না,
রাধাও নাচবে না।
"রাধাও নাচবে না, সাত মণ তেলও পুড়বে না।" দেখ। "If the sky falls we will catch larks."

সাত রাজার ধন এক মাণিক।
সাধারণের সংস্কার এইরূপ যে, একটা মাণিক্যের মূল্য সাতজন রাজার ধনের সমান। সাতিশয় প্রিয় ও মূল্যবান্ বস্তু।

সাত সতীনে নাড়চাড়,
বেড়া আগুনে পুড়ে মরি।
যে ঘরে সাত সতীন থাকে, সে ঘরে আগুন লাগিলেও তাহারা না পলাইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে, শেষে বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরে। যাহারা পরস্পরকে হিংসা করে, তাহারা বিপদ্ উপস্থিত হইলেও সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে করিতে শেষে সকলেই বিপন্ন হয়।

সাত সতীনের ঘরকন্না,
বাড়ীর গিন্নী ভাত পান না।
এক ব্যক্তির সাত স্ত্রী। সেই সাত সতীনের কলহে সংসারে এমন বিশৃঙ্খলা যে বাড়ীর গৃহিণীর অর্থাৎ তাহাদের শাশুড়ীর অন্ন জুটে না।

সাত সমুদ্র তের নদী পার।
সাত সমুদ্র ও তের নদীর পারে অবস্থিত। বহু দূরদেশে।

সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ।
কোন লোককে যদি বলা যায়, ইহা সাত নয়—পাঁচ, সে তাহাকেই হুঁ বলিয়া সায় দেয়; আবার যদি বলা যায়, না, ইহা পাঁচ নয়—সাত, তবে তাহাতেও হুঁ বলিয়া সায় দেয়। ন্যায় হউক অন্যায় হউক, কোন কথার প্রতিবাদ না করা।

সাদা মনে কালী দেওয়া।
সরল মনকে কুটিল করা। যাহার মনে কোন মারপেঁচ নাই, নানাপ্রকারে মন্ত্রণা দিয়া তাহার মনে কুটিলতা জন্মান।

সাদা মুলুকজাদা।
সাদা রং পৃথিবীর সকল রং অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সাদার উপর কালির দাগ।
সাদা জিনিষের উপর কালির দাগ দিলে তাহা সহজেই লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ভাল লোকে মন্দ কাজ করিলে সকলেই তাহা আগে লক্ষ্য করে।

সাধ কত ছিলরে চিতে,
মলের আগে চুটকি দিতে।
মলের বড়ই সাধ ছিল, মলের সামনে চুটকি পরিব; কিন্তু সে সাধ আর পূর্ণ হইল না। অযুক্তিসঙ্গত আশা।

সাধ করে বৈষ্ণব হ'তে,
প্রাণ যায় মচ্ছব দিতে।
বৈষ্ণব হইতে বড়ই ইচ্ছা হয়, কিন্তু মহোৎসব দিতে প্রাণ যায় অর্থাৎ ব্যয়বাহুল্য জন্য ভয়ানক কষ্টবোধ হয়। সুখকর জ্ঞানে কোন বিষয় পাইতে ইচ্ছা করিয়া, পরে তাহার কষ্টের কথা স্মরণে তাহাতে বিরত হওয়া।

সাধ করে সেকেন্দর হ'তে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।
বাদসাহ হইতে মনে মনে ইচ্ছা হয়, কিন্তু এদিকে ঈশ্বর মাগিয়া খাইতেও দেন না, অর্থাৎ ভিক্ষাও জুটে না। যে অশেষ উচ্চ আশা করে, কিন্তু ক্ষুদ্র আশাটীকেও পূর্ণ করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত।

সাধলে জামাই খান না,
না সাধলে পান না।
জামাইকে যখন খাইবার জন্য সাধাসাধি করা যায়, তখন তিনি খাইতে চাহেন না, আবার যখন না সাধা যায়, তখন তিনি নিজে সাধিয়া খাইতে পান না। কাহাকেও কোন কাজ করিতে সাধাসাধি করিলে সে যদি তাহা না করে, আবার পরে নিজেই সাধিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অকৃতকার্য্য হয়, সেই স্থলে প্রযুক্ত।

সাধ হয় বাদসা হ'তে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।
"সাধ করে সেকেন্দর হ'তে" দেখ।

সাধ হয় বৈষ্ণব হ'তে,
মুস্কিল বড় মোচ্ছব দিতে।
"সাধ করে বৈষ্ণব হ'তে" দেখ।

সাধিলেই সিদ্ধি, অর্জ্জিলেই নিধি।
সাধনা করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়, এবং চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করিতে পারিলেই রত্ন পাওয়া যায়।

সাধিলে জামাই কাঁঠাল খায় না,
শেষে জামায়ের ভোঁতায় আঁটে না।
"যাচলে জামাই খান না" দেখ।

সাধিলে মান বাড়ে।
কাহারও অভিমান হইলে তাহাকে যত সাধাসাধি করা যায় ততই তাহার অভিমান বাড়িয়া যায়।

সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়।
যাহার সঙ্কল্প ভাল, ঈশ্বর তাহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে সহায়তা করেন।

সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
ইচ্ছা করিয়া বাবা বলি না, প্রহারের চোটে বাধ্য হইয়া বাবা বলিতে হয়। বাধ্য হইয়া কোন কাজ করা।

সাধে বিঁধালাম কাণ, কাটি দিতে যায় প্রাণ।
মাকড়ি পরিব বলিয়া সাধ করিয়া কাণ বিঁধাইলাম কিন্তু মাকড়ি না জুটায় এখন কাণের ছেঁদায় কাটি দিতে দিতে প্রাণ যায়। সাধ করিয়া কোন কাজ করিয়া, শেষে তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া।

সাধের কমল তুল্‌তে গিয়ে, হাতে ফুটলো কাঁটা।
সাধ করিয়া পদ্মফুল তুলিতে গেলাম, পদ্ম তুলিতে পারিলাম না, লাভের মধ্যে হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল। সাধ করিয়া কোন সুখকর কাজ করিতে গিয়া শেষে তাহাতে কষ্ট উপস্থিত হওয়া।

সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হ'লো কাণা।
সাধ করিয়া কাজল পরিতে গিয়া শেষে চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। (পূর্ব্ববৎ)।

সানকীর উপর বজ্রাঘাত।
অর্থাৎ দুর্ব্বলের উপর প্রবল আঘাত। যেমন "মশা মারিতে কামান পাতা।"

সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।
এমন ভাবে সাপকে মারিতে হইবে যে, সাপও মরিবে, অথচ লাঠিও ভাঙ্গিবে না। কার্য্যও উদ্ধার হইবে, অথচ যাহার দ্বারা কাজ হইবে তাহার কোন বিপদ্ ঘটিবে না।

সাপকে মারিলেই শিবকে লাগে।
সাপ শিবের অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং সাপকে মারিতে গেলেই শিবকেও লাগিয়া থাকে। আশ্রিতকে মারিতে বা অবমানিত করিতে গেলে আশ্রয়দাতাকেও মারা বা অবমানিত করা হয়।

সাপ মলেই সোজা।
সাপ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়, আর মরিলেই সোজা হইয়া পড়ে। খল জীবিত থাকিতে কুটিলতা ত্যাগ করে না।

সাপ যেখানে নেউল সেখানে।
যেখানে সাপ থাকে, সেখানেই সাপ খাইবার জন্য নেউল গিয়া থাকে।

সাপ হ'য়ে কাটে, রোজা হ'য়ে ঝাড়ে।
সাপ হইয়া দংশন করে, আবার ওঝা হইয়া সাপের বিষ ঝাড়িতে আরম্ভ করে। যে শত্রুতাও করে, আবার মিত্রতাও দেখায়। "Hunting with the hound and running with the hare."

সাপ হ'য়ে কামড়ায়, রোজা হ'য়ে ঝাড়ে।
"সাপ হ'য়ে কাটে" দেখ।

সাপা ডরায় ব্যাঙ্গাকে, ব্যাঙ্গা ডরায় সাপাকে।
খাদ্য ও খাদক পরস্পরকে ভয় করে।

সাপে ছুঁচো ধরা।
সাপ ইন্দুরজ্ঞানে ছুঁচোকে ধরিলে দুর্গন্ধের জন্য তাহাকে খাইতে পারে না, আবার অন্ধ হইবার ভয়ে তাহাকে ছাড়িতেও পারে না (প্রবাদ এইরূপ যে, সাপে ছুঁচো ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে সাপ কাণা হইয়া যায়) যেখানে ছাড়িলেও বিপদ্, না ছাড়িলেও বিপদ্।

সাপে নেউলে।
সাপের সহিত নেউলের চির শত্রুতার উদাহরণস্বরূপে প্রযুক্ত হয়। "Cat and dog."

সাপের পাঁচ পা দেখেছে।
সাপের পা থাকে না, কিন্তু দৈবাৎ কেহ সাপের পা দেখিতে পাইলে সে অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে (প্রবাদ—সে রাজা হয়)। কেহ সাতিশয় উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচার প্রদর্শন করিলে তৎপ্রতি এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সাপের মুখে ঈষার মূল।
ঈষার মূলের তীব্র গন্ধ সাপেরা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য সাপের মুখের নিকট ঈষার মূল ধরিলে সে একেবারে অবনত হইয়া পড়ে। অতিশয় দুর্দ্দান্তপ্রকৃতির লোক কোন উপায়ে একেবারে নত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "জোঁকের মুখে নুণ।"

সাপের লেখা, বাঘের দেখা।
অদৃষ্টে লেখা থাকিলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়, আর বাঘের সহিত সাক্ষাৎ হইলে মৃত্যু নিশ্চিত।

সাপের লেজে বাড়ি মারা (পা দেওয়া)।
সাপের লেজে যষ্টি প্রহার করিলে কিংবা পা দিয়া মাড়াইলে সাপ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। কোন দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি লোকের অনিষ্টাচরণ করিয়া তাহাকে নিজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা।

সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে।
বেদেজাতিই সাপের হাঁচি চিনে অর্থাৎ ভাবভঙ্গী দ্বারা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে। যে যে বিষয়ে সুদক্ষ, সেই সেই বিষয়ের সামান্য সূত্র দেখিয়া তাহার অন্তর্গত ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ হয়।

সাবধানের বিনাশ নাই।
যে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকে, সে সহজে বিপন্ন হয় না। "A man forewarned is forearmed."

সারাদিন থাক্‌ব নায়, কখন্ দিব খড়ম পায়?
সমস্ত দিন নৌকাতেই বসিয়া রহিলাম, অর্থাৎ নৌকা চালাইতে থাকিলাম, সুতরাং কখন্ আর খড়ম পায় দিব? এক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া অন্য কার্য্যে অসমর্থ হওয়া।

সারাদিন বঁড়শী হাতে, সন্ধ্যাবেলা আমড়া ভাতে।
সারাদিন বঁড়শী হাতে ঘুরিয়া একটীও মাছ না পাওয়ায় শেষে সন্ধ্যার সময় আমড়া ভাতে ভাত খাইতে হইল। কোন কার্য্যকে উত্তমরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রমের পরেও তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়া।

সারাপথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।
সমস্ত পথ তাড়াতাড়ি আসিয়া পার হইতে অযথা বিলম্ব। এই ভাব প্রকাশ করিতে সর্ব্বত্রই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

সাহসের ভরা ডুবে না।
সাহস করিয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না।

সাহসে লক্ষ্মী।
সাহস করিয়া কাজ করিতে পারিলেই লক্ষ্মীর কৃপা লাভ হয়।

সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।
সিংহের জন্য যে ভাগ রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা শৃগালে খাইতেছে। ঘটনাচক্রে উত্তমের প্রাপ্য অধমে লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সিংহের মামা ভোম্বল দাস, বাঘ খেয়েছি পঞ্চা দশ।
এক বৃহৎকায় ছাগ বনের এক স্থানে চরিতেছিল। সহসা তাহার সম্মুখে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঘ এই দীর্ঘ দাড়ি ও শৃঙ্গযুক্ত পশুকে দেখিয়া সহসা আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে হে?" ছাগ সাহসে নির্ভর করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি সিংহের মামা, আমার নাম ভোম্বলদাস; আমি পঞ্চাশেক বাঘ খাইয়াছি, এক্ষণে আরও খাইবার ইচ্ছায় এই স্থানে ভ্রমণ করিতেছি।" নির্ব্বোধ বাঘ ইহা শুনিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। বৃথা গর্ব্বকারী।

সিকি পয়সার মা-বাপ।
ছেলে যেমন মা-বাপের মমতার বস্তু, তেমন সিকি পয়সার প্রতিও যাহার ভয়ানক মমতা, অর্থাৎ যে সিকি পয়সা খরচ করিতেও কাতর হয়, তাহাকে 'সিকি পয়সার মা-বাপ' কহে।

সিকেয় তোল।
রেখে দাও। ও কথায় আর প্রয়োজন নাই।

সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।
সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি বাড়িয়া থাকে, এবং গাঁজা খাইলে লক্ষ্মীছাড়া হইতে হয়।

সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি বাড়িবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না, বরং জ্ঞান লোপ হইতেই দেখা যায়। সুতরাং ইহা সিদ্ধিসেবীদের গাঁজাখোরের প্রতি বিদ্বেষোক্তি বলিয়া বোধ হয়, অথবা গাঁজা খাওয়া অপেক্ষা সিদ্ধি খাওয়া বরং ভাল, এই ভাবে ইহা রচিত হইয়াছে।

সিদ্ধির ঝুলি।
তপস্যা দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহার ঝুলি; ইহা লাভ হইলে যাহা ইচ্ছা বাহির করিতে পারা যায়। কোন একটা আধারে নানাপ্রকারের বস্তু থাকিলে তাহাকে সিদ্ধির ঝুলি বলিয়া থাকে।

সিধা আঙুলে ঘি ওঠে না।
আঙুল সোজা করিয়া ঘিয়ের পাত্র হইতে ঘি তোলা যায় না, আঙুল একটু বাঁকাইলে তবে তাহাতে ঘি উঠে। কেবল নরম হইলে কেহ বশীভূত হয় না, কড়া হইলে তবে লোকে বাধ্য হয়।

সিন্দুকের কাছে ধার করা।
কোন কৃপণ আপনার টাকার সিন্দুককে পর মনে করিত, এবং উহার মধ্যস্থিত টাকাগুলিতে সিন্দুকেরই অধিকার, তাহার কোন অধিকার নাই, ঐ টাকা লইলে পরস্ব গ্রহণ করা হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিত সে সহজে ঐ টাকা লইয়া পরস্বহরণরূপ পাপে লিপ্ত হইতে চাহিত না। যদি কখন কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিছু টাকা লইতেই হইত, তবে সে উহা সিন্দুকের নিকট ধার করিয়া লইত, এবং যত শীঘ্র সম্ভব, সুদসহ ঐ টাকা সিন্দুককে ফিরাইয়া দিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত করিত। ইহা হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

সিন্নি দেখে এগোয়,
কোঁৎকা দেখে পেছোয়।
"সিন্নি" অর্থাৎ পীরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মিষ্ট দ্রব্য পাইবার লোভে অগ্রগামী হয়; কিন্তু "কোঁৎকা" অর্থাৎ লাঠি দেখিয়া প্রহারের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকে।

সীতা সতী।
সীতা অত্যন্ত সতী ছিলেন; রাম তাঁহাকে অশেষপ্রকারে কষ্ট দিলেও তিনি কখনও পতির প্রতি বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। এজন্য সতীর উদাহরণস্থলে সীতার নাম সর্বাগ্রে গৃহীত হয়।

সীতা সাবিত্রী।
সীতা ও সাবিত্রী উভয়েই পরমা সতী ছিলেন। এজন্য সতী রমণীর উল্লেখস্থলে ইঁহাদের নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল।
ধন ঐশ্বর্যাদি অপেক্ষা যদি ধনহীন হইয়া শান্তিতে থাকা যায়, তবে তাহাও ভাল।

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।
সুখে অবস্থানকালে ভূতে আসিয়া কীল মারে। সুখে থাকিবার সুযোগ হইলেও নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটাইয়া দুঃখকে ডাকিয়া আনা।

সুখের ঘরে রূপের বাসা।
যেখানে সুখ থাকে, সেইখানেই রূপ বাস করে। সুখী পরিবারের প্রায় সকলকেই রূপবান্ হইতে দেখা যায়।

সুখের পায়রা।
লোকে সুখের অবস্থাতেই পায়রা পুষিয়া থাকে; দুঃসময় উপস্থিত হইলে খাদ্য ও যত্নের অভাবে পায়রাগুলি আপনা হইতেই একে একে কোথায় উড়িয়া যায়। যে সকল লোক সম্পৎকালে আসিয়া অনুগত হয়, এবং বিপৎকালে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে "সুখের পায়রা" বলে। "Fair weather friends." "Rats desert the sinking ship."

সুজনাপরীত সোণা ভেঙ্গে গড়া যায়;
কুজনাপরীত কাচ ভাঙ্গলে ফুরায়।
সুজনের সহিত প্রণয় ও সোণার গহনা, ইহা ভাঙ্গিলেও তাহাকে আবার গড়িয়া পূর্বের মত করা যায়, কিন্তু কুলোকের সহিত প্রণয় এবং কাচ একবার ভাঙ্গিলেই ফুরাইয়া গেল, তাহাকে আর পূর্বের মত করা যায় না।

সুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না।
কেবল কথায় কাজ হয় না। "Soft words butter no parsnips."

সুধু পলতা পায় না, ধনে পলতা চায়।
শুধু পলতাই পায় না, আবার ধনের সহিত পলতা পাইতে চায়। যাহা কোনরূপে কষ্টে সৃষ্টে পাইবার সম্ভাবনা, তাহার সহিত আরও কিছু পাইতে ইচ্ছা করা।

সুধু মেঘে মাটী ভিজে না।
কেবল মেঘ করিলেই মাটী ভিজে না, বৃষ্টি হইলে তবে মাটী ভিজে। কেবল কথার আড়ম্বরে কাজ হয় না।

সুন্দর বনে বাঁদর রাজা।
সুন্দর বনে মনুষ্যসমাগম নাই, সুতরাং সেখানে বাঁদরই রাজা বলিয়া পরিগণিত হয়। যেখানে ভাল লোক না থাকে, সেখানে হীনলোকেও প্রভুত্ব করিয়া থাকে। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

সুযোগ পেলে সাধুও চোর হয়।
চুরি করিবার সুবিধা পাইলে অনেক সাধুও চোর হইয়া থাকে "Opportunity make the thief." "Open doors will tempt saint."

সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।
যখন সময় ভাল থাকে, তখন অনেকেই বন্ধু হইয়া থাকে, কিন্তু অসময়ে কাহাকেও পাওয়া যায় না। "Fair weather friends."

সূঁচ গাড়তে পারে না,
বন্দুকের বায়না নেয়।
যে সূঁচ গাড়িতে পারে না, সে বন্দুক গাড়িয়া দিবে বলিয়া বায়না লয়। যে ক্ষুদ্র কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহার বৃহৎ কার্যের ভার গ্রহণ।

সূঁচ চলে না, বেটে চালায়।
যেখানে সরু ছুঁচ চালাইবার মত ছিদ্র নাই, চতুর লোক সেইখান দিয়া মোটা, বেটে চালায়। যেখানে অতি ক্ষুদ্র কাজও সম্পন্ন হইতে পারে না, সেখানে কৌশলে বৃহৎ কার্যসাধন।

সূঁচ সোহাগা সুজন,
ভাঙ্গা গড়ে তিনজন।
সূঁচ, সোহাগা এবং সুজন, ইহারা ভাঙ্গা জিনিষকে নূতন করে। সূঁচ ছেঁড়া কাপড়কে সেলাই করিয়া নূতন করে; সোহাগা ভাঙ্গা ধাতুপাত্রকে জুড়িয়া নূতন করে, এবং সাধু ব্যক্তি চরিত্রপ্রভাবে শত্রুকেও মিত্র করে।

সূঁচ হ'য়ে সেঁধিয়ে
ফাল হ'য়ে বের হওয়া।
প্রথমে সূঁচের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া প্রবেশ করিয়া, পরে ফালের ন্যায় স্থূল হইয়া বাহির হওয়া। কাহারও সহিত প্রণয় সংস্থাপনপূর্বক ভিতরের সকল কথা জানিয়া লইয়া পরে তাহার সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করা।

সেই এক দিন, আর এই এক দিন।
পূর্বে সেই এক কি মন্দ বা ভাল দিন গিয়াছে, আর এক্ষণে এই এক কি ভাল বা মন্দ দিন উপস্থিত হইয়াছে। সুখের সময় অতীত দুঃখের দিন বা দুঃখের সময় অতীত সুখের দিন স্মরণে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বৌ সুন্দর নয়।
সেই পয়সা খরচ হইল, তথাপি বৌ সুন্দর হইল না। অর্থব্যয় বা বিপুল পরিশ্রমের পর কাজ ভাল না হওয়া।

সেই গাধা সেই জল খায়,
তবু গাধা ঘুলিয়া খায়।
গাধা জল খাইতেছে, তথাপি জল ঘোলাইয়া খাইতেছে। অজ্ঞানের দোষ।

সেই ত মল খসালি,
তবে কেন লোক হাসালি?

সেই মল খুলিতে হইল, তবে এতদিন মল পরিয়া বৃথা কেন লোক হাসালি? আগে কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পরে লাঞ্ছনা ভোগের পর সেই কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সেই ধানে সেই চা'ল; গিন্নি বিনে আ'লথাল।
সেই পরিমাণ ধানে সেই পরিমাণ চাউলই হইতেছে; কিন্তু গৃহিণীর অভাবে সমস্তই বিশৃঙ্খল ভাবে নষ্ট হইতেছে।

সেই বুড়ী নাচে, কত কাচ কাচে।
বুড়ী শেষে সেই নাচিল, আর আগে নাচিতে বলায় কত ছল দেখাইল। প্রথমে কাহারও অনুরোধ না রাখিয়া পরে সেই কাজ করা।

সেকরা বাড়ীর বিড়াল,
ঠুকঠুক্‌নীতে ভয় পায় না।
সেকরার বাড়ীতে নিয়ত হাতুড়ীর ঠুক্‌ঠাক শব্দ হইতেছে, সুতরাং সেকরাবাড়ীর বিড়ালের তাহা সহ্য হইয়া যাওয়ায়, ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ শুনিয়া আর সে ভয় পায় না। যে যাহা নিয়ত দেখিতেছে বা ভোগ করিতেছে, সে তাহাতে আর ভীত বা বিস্মিত হয় না।

সেকরার ঠুক্‌ঠাক্, কামারের এক ঘা।
সেকরা ঠুক্‌ঠাক্ করিয়া হাতুড়ী পিটিয়া অনেকক্ষণে যে কাজ করে, কামারের এক আঘাতে সে কাজ হইয়া যায়। কেহ কাহারও একটু একটু অনিষ্ট করিতে থাকিলে শেষে অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি এক উদ্যমেই তাহার সর্বনাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।
যে অনেক অধিক কথা কয়, সে অনেক মিছা কথা বলে।

সে কাল গেছে ব'য়ে,
এ'টে কচু খেয়ে।
কচু এ'টে অর্থাৎ গেঁড় খাইয়া যখন দিন কাটাইতে হইয়াছিল, সে সময় এখন চলিয়া গিয়াছে। কেহ অবস্থার উন্নতিতে পূর্বের দুঃখের অবস্থা বিস্মৃত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সে গুড়ে বালি।
যে গুড় খাইবার আশা করা গিয়াছিল, বালি পড়িয়া সে গুড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে আশা করা গিয়াছে, সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সেধে পেড়ে ভাব, আর মেজে ঘষে রূপ।
সাধাসাধি করিয়া যে প্রণয়, আর ঘষা মাজার দ্বারা যে রূপ, তাহা বেশী দিন থাকে না।

সেধো ভাত খাবি?
না, হাত ধুয়ে ব'সে আছি।
কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা।

সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।
সে বড় কঠিন জায়গা, সেখানে গুরুশিষ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই। কোন স্থানে অতিশয় কড়াকড়ি থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয়।

সেরকে পঞ্চসের চুরি।
এক সের দিতে গিয়া পাঁচ সের চুরি করা একেবারে ঠকান।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।
যখন রামচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন অযোধ্যার সুখ সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। যাহার প্রভাবে যে স্থান বা যে বিষয় উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার অভাবে সেই স্থান বা সেই বিষয়ের অবনতি হইয়া পড়িলে তাহার পূর্বাবস্থা স্মরণে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরোয় না।
"সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠে না" দেখ

সোণাদানা দুধের বাটি,
দুয়ো মেগের ওড়লা মাটী।
সুয়ো স্ত্রীকে সোণা দানা পরান হয়, এবং বাটি ভরা দুধ খাইতে দেওয়া হয়, আর দুয়ো স্ত্রীকে ওড়লা মাটীতে ফেলিয়া রাখা হয়।

সোণা ব'লে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিত্তল হ'ল
আগে সোণা বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু কষিতে তাহা পিত্তল হইয়া গেল। আগে যাহাকে ভাল লোক বলিয়া জ্ঞান ছিল, কার্য্যব্যবহারের পর তাহার মন্দ প্রকৃতি জানিতে পারা।

সোণা বাহিরে (ফেলে) আঁচলে গিরো।
সোণাকে বাহিরে ফেলিয়া আঁচলে গিরা দেওয়া। যত্নের সামগ্রী ফেলিয়া অযত্নের সামগ্রীকে যত্ন করা।

সোণায় সোহাগা।
সোণাকে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে সোহাগা ফেলিয়া দিলে উভয়ে গলিয়া এক হইয়া যায়। যাহাদের দুইটির একীকরণে সম্পূর্ণ মিলন হইয়া যায়, তাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

সোণার অঙ্গ কালি হ'ল।
সোণার ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গ মলিন হইয়া গেল

সোণার উপর মিনের কাজ।
সোণার গহনার সৌন্দর্য্য ত আছেই, তাহার উপর যদি মিনের কাজ থাকে, তাহা হইলে সে গহনা আরও সুন্দর হয়। সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "মণিকাঞ্চন যোগ"

সোণার ওজন কুঁচের সহিত।
অতি তুচ্ছ পদার্থ কুঁচের সহিত সোণাকে ওজন করা। নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের তুলনা।

সোণার থালে ক্ষুদের জাউ।
সোণার থালে করিয়া ক্ষুদের জাউ খাওয়া সাজে না। উত্তম আধারে নীচ বস্তু শোভা পায় না।

সোণার দাঁড়ে কাক বসান।
সোণার দাঁড়ে হীরে ময়নাই শোভা পায়, কাক শোভা পায় না। উত্তম স্থানে নিকৃষ্টকে স্থাপন।

সোণার পাথরবাটি।
পাথরবাটি পাথরেই প্রস্তুত হয়, সোণায় সোণার বাটিই হইয়া থাকে, সোণার পাথরবাটি হইতে পারে না। যাহা হইতে পারে না এমন বিষয়ের উল্লেখ। "কাঁটালের আমসত্ত্ব।"

সোণার লঙ্কা ছারখার।
কথিত আছে যে, লঙ্কাপুরী স্বর্ণে নির্ম্মিত। রামচন্দ্র সেই সোণার লঙ্কাকে ছারখার করিয়া দিয়াছিলেন। সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ স্থানের সহসা বিনাশ।

সোণার হাতে যবের ছাতু।
সোণার হাতে যবের ছাতু সাজে না, উৎকৃষ্ট খাদ্যই তাহাতে শোভা পায়।

সোমে বুধে না দিও হাত, ধার ক'রে খেও ভাত।
বরং ধার করিয়া খাইবে, তথাপি সোমবার বা বুধবারে গোলায় হাত দিবে না, অর্থাৎ গোলা হইতে ধান পাড়িবে না।

সৌরভে ভ্রমর মজে।
পদ্মের সুবাসে ভ্রমর মুগ্ধ হইয়া তাহাতে বসে, পরে রাত্রিকালে পদ্ম মুদ্রিত হইলে ভ্রমর আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সুখের সাধ মিটাইতে গিয়া লোকে বিপন্ন হয়।

স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী।
ভার্য্যা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা।

স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে জন।
স্ত্রীর অদৃষ্টবল থাকিলে ধনলাভ হয়, আর পুরুষের অদৃষ্ট ভাল হইলে পুত্র জন্মে।

স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ।
লজ্জা স্ত্রীলোকের অলঙ্কারস্বরূপ।

স্নানের সাক্ষী ফোঁটা।
ভোজনের সাক্ষী পেটমোটা
"শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল" দেখ।

স্নেহ নিম্নগামী।
স্নেহ নিম্নগামী হয়, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কনিষ্ঠের উপরই অধিকতর স্নেহ হইয়া থাকে।

স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই।
অর্থ স্পষ্ট।

স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশের কুকুর।
স্বদেশে যিনি দেবতা জ্ঞানে পূজিত হন, বিদেশে গেলে তাঁহার সে সম্মান থাকে না.

পরম্ন অবমানিত হইয়া থাকেন। "Argus at home, but mole to abroad."

স্বপ্নেরও অগোচর।

স্বপ্নে নানা অসম্ভব ব্যাপারসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এমন ঘটনা যে, তাহা কখন স্বপ্নেও দেখিবার সম্ভাবনা নাই। অতি অসম্ভব ঘটনা।

স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে।

যাহার যে স্বভাব, তাহা মরিলেও যায় না; আর অপবিত্র বস্তু ধুইলেও পবিত্র হয় না।

স্বর্গে দাসত্ব অপেক্ষা নরকে রাজত্ব ভাল।

স্বর্গে গিয়া যদি দাসত্ব করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা নরকে থাকিয়া রাজত্ব করা ভাল। পরাধীন হইয়া সুখভোগ করা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া দুঃখভোগ করাও ভাল। "Better to reign in hell than serve in Heaven."

স্বর্গে বাতি দেওয়া।

উত্তম কার্য্য দ্বারা স্বর্গগমনের পথ আলোকিত করা।

স্বর্গের অপ্সরী।

স্বর্গের অপ্সরাগণ সাতিশয় সুন্দরী বলিয়া খ্যাত। এজন্য শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে "স্বর্গের অপ্সরী" বলা হয়।

স্বামী নাই পুত্র নাই কপালভরা সিঁদুর;
ধান নাই চাল নাই গোলা ভরা ইঁদুর।

স্বামী পুত্র কেহই নাই, এরূপ স্ত্রীলোক কপালভরা সিঁদুর পরিয়াছে, আর গোলায় ধান চাল কিছুই নাই, কেবল গোলাভরা ইঁদুর রহিয়াছে। ভিতরে সার নাই, কেবল বাহিরের আবরণ আছে।

স্বামীর কিবা সুখ, পৌষমাসে ভাতের দুঃখ।

এমন সুখদায়ক স্বামী পাওয়া গিয়াছে যে, পৌষমাসে, যখন ধান চাল ছড়াছড়ি যায়, তখনও অন্নকষ্ট ভোগ করিতে হয়।

স্বামীর মা শাশুড়ী তারে বড় মানি,
কোথা হ'তে এলেন আমার খুড়শেষ ঠাকুরাণী।

স্বামীর মা—নিজের শাশুড়ী, তাহাকেই গ্রাহ্য করি না, আর খুড়শ্বশুর ঠাকরুণ (স্বামীর খুড়ী) আমার নিকট কর্ত্রীত্ব জাহির করিতে আসিলেন। যাহার অনুগত থাকা উচিত, তাহাকেই যে মানে না, তাহার নিকট অনাত্মীয় কেহ সম্মান পাইবার আশা করিলে প্রবৃত্ত।

স্বামীর হাতে ধন থাকলে স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী।

স্বামীর হাতে যদি ধন থাকে, তাহা হইলে লোকে স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলিয়া থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীর গুণেই যেন স্বামী অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছে।

স্রোতে গা ঢালা।

স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া স্রোতের বশে যাওয়া। কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে 'যাহা হয় হউক' বলিয়া নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করা।

হউক না কেন কাঠের বিড়াল,
ইঁদুর ধরলেই হ'লো।

কাঠের বিড়াল হইয়াও যদি ইঁদুর ধরিতে পারে, তবে তাহাতে ক্ষতি কি? উপায় যেমনই হউক, কাজ সিদ্ধ হইলেই হইল।

হওয়া ভাতে কাটি।

ভাত যখন হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাতে কাটি দিতে যাওয়া। কাজ শেষ হইয়া গেলে তাহাতে সাহায্য করিতে আসা।

হক্ কথাতে আহাম্মক রুষ্ট।

আহাম্মক অর্থাৎ নির্ব্বোধ লোকই যথার্থ কথা বলিলে রাগ করে; ভাল লোক যথার্থ কথায় সন্তুষ্ট হয়।

হক্ কথা বলব, বন্ধু বেগড়ায় বেগড়াবে,
পেট ভরে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে।

হক্ কথার মা'র নেই।

সত্যকথার বিঘ্ন নাই।

হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী।

যেমন রাজা তেমনি তাহার নির্ব্বোধ মন্ত্রী। নির্ব্বোধ লোকে নির্ব্বোধের পরামর্শে কাজ করিয়া হাস্যাস্পদ বা বিপন্ন হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

হবু ছেলের অন্নপ্রাশন।

যে ছেলে এখনও গর্ভে আছে, তাহার অন্নপ্রাশনের উদ্যোগ। পরে কিরূপ ঘটিবে তাহা না জানিয়াই তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

হয়ত পুত, নয়ত ভূত।

ছেলে হয়ত পুত অর্থাৎ যথার্থ সুপুত্র হয়, নয়ত ভূত অর্থাৎ কুপুত্র হইয়া জ্বালাতন করে।

হ-য-ব-র-ল।

য র ল ব হ এইরূপ বলিলেই উহাদের পর পর উচ্চারণ হয়, কিন্তু হ য ব র ল বলিলে গোলমাল করিয়া ফেলা হয়। এইজন্য বিশৃঙ্খলা বা গোলমেলে ব্যাপারকে "হ-য-ব-র-ল" বলে।

হরিঘোষের গোয়াল।

বাস্তবিক ইহা গরুর গোয়াল নহে। হরিঘোষের একটী সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ছিল। শত শত নিষ্কর্ম্মা লোক দিবারাত্র সেইখানে বসিয়া খোসগল্প করিত, এবং গঞ্জিকা ও তামাকু সেবন করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। তাহাদের অন্নের চিন্তা ছিল না; হরিঘোষের অবারিত দ্বার ভোজনাগারে যে যখন আসিত, তখনই সে খাইতে পাইত। এইজন্য যেখানে অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক একত্র বসিয়া গোলমাল বা বৃথা গল্পে কালক্ষেপ করে, সেইখানে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়। কলিকাতায় হরিঘোষের ষ্ট্রীট আছে। সেইখানেই হরিঘোষের বাড়ী ছিল।

হরিণ শিঙ্গে মাছি বসে না।

হরিণ এত চঞ্চল যে, তাহার শিঙ্গে একটী মাছি বসিলেও সে লাফাইয়া উঠে, সুতরাং মাছিকে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইতে হয়।

হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর।

হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর এই দুইটী স্থান দুইটী বিভিন্ন দিকে বহুদূরে অবস্থিত। এজন্য বহুদূরবর্ত্তী অথচ বিপরীত দিক্‌স্থিত স্থান বুঝাইতে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হরিনামে খোঁজ নাই, স্ফটিকের রাঙ্গা খোপ।

মুখে কখন হরিনাম উচ্চারণ করে না, অথচ কতকগুলা স্ফটিকের খোপ ঝুলাইয়া সাধু সাজিয়াছে। কাজ করে না, কেবল কাজের লোক বুঝাইবার জন্য আড়ম্বর দেখান।

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়।

ঈশ্বর বড়ই দয়াময় ইহা মুখে বলা যায় বটে, কাজে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না (ইহা কোন অবিশ্বাসীর উক্তি)। কাহাকেও লোকে দয়ালু বলিলে, অথচ কাজে তাহার দয়ার পরিচয় না পাইলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

হরি বলে কাঁড়া চাল মেলে।

হরি বলিয়া গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইলে কাঁড়া চাউল ভিক্ষা পাওয়া যায়।

হরি বাঁচান প্রাণ, বৈদ্যের বাড়ে মান।

পীড়া হইলে ঈশ্বরই পীড়া আরোগ্য করিয়া দিয়া প্রাণ রক্ষা করেন, কিন্তু বৈদ্যের চিকিৎসায় প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া লোকে বৈদ্যকে সম্মান দেখায়, ইহাতে বৈদ্যের গৌরব বাড়ে। একজন কাজ করে, এবং অপরে তজ্জন্য সুখ্যাতি লাভ করে।

হরি মটর।

যে দিন আহার করিবার কোন দ্রব্যের সংস্থান নাই, উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে সেই দিন লোকে বলে আজ "হরি মটর" খাইয়া থাকিতে হইবে।

হরির খুড়ো মাধাই দাস।

নিঃসম্পর্কীয় অনধিকারচর্চ্চায় রত লোককে অবজ্ঞা করিয়া বলা হয় "কে হে তুমি হরির খুড়ো মাধাই দাস?"

হরিষে বিষাদ।

আনন্দজনক ব্যাপারের মধ্যে সহসা দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাকে "হরিষে বিষাদ" বলে।

হরিহর আত্মা।

বিষ্ণু ও শিব একাত্মা, ইঁহাদের মধ্যে

কোন ভেদ নাই। দুইজনে এক মন এক আত্মা এইরূপ প্রণয়।

হরে দরে হাঁটু জল।

কোন স্থানে হাঁটুর উপর জল, কোন স্থানে হাঁটুর নীচে জল, মোটের উপর ইহাকে হাঁটু জল বলা যায়। কখন কিঞ্চিৎ লাভ, কখন কিঞ্চিৎ ক্ষতি, মোটের উপর আয় সমান।

হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

সংহারক, অধ্যক্ষ, এবং বিধানকারী। যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্বের অধিকারী, তাঁহাকে "হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা" কহে।

হলুদ খেলে কি রাঙ্গা ছেলে হয়?

হলুদ খাইলেই হলুদের মত রাঙ্গা ছেলে হয় না। কারণ, ভক্ষিত দ্রব্যের সহিত বর্ণ সম্বন্ধে গর্ভস্থ সন্তানের কোন সম্বন্ধ থাকে না। বাহ্য উপায়ে আন্তরিক দোষ যায় না।

হলুদ জব্দ শীলে, বউ জব্দ কীলে,

পাড়াপড়শী জব্দ হয়, চোখে আঙ্গুল দিলে শীলে ফেলিয়া নোড়ার ঘা দিলে তবে হলুদ জব্দ হয়, বউকে শাসনে রাখিলে তবে সে জব্দ হইয়া থাকে, আর চোখে আঙ্গুল দিয়া কথা কহিলে অর্থাৎ স্পষ্ট কথা বলিলে তবে প্রতিবেশীরা জব্দ হয়।

হলুদের গুঁড়।

হলুদের গুঁড়া সকল তরকারিতেই লাগিয়া থাকে। যে লোক সকল কাজেই লাগে তাহাকে "হলুদের গুঁড়" বলা হয়।

হস্তিমূর্খ।

প্রকাণ্ড মূর্খ। হাতীর চোখ ছোট, সুতরাং তাহার দ্বারা সে নিজের শরীরের আয়তন দেখিতে পায় না। যে আপনার শক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না তাহাকে হস্তি মূর্খ বলা হয়।

হাঁ করলেই গাঁর উদ্দেশ পাওয়া যায়।

হাঁ করিলেই সকল সংবাদ বুঝা যায়। চতুর লোক একটা কথা শুনিলেই ব্যাপার বুঝিয়া লইতে পারে।

হাঁচি টিকটিকি বাধা,

যে না মানে সে গাধা।

যাত্রাকালে বা কোন কার্য্যের আরম্ভ-কালে হাঁচি বা টিকটিকি পড়িলে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে হয়, নতুবা তাহাতে বিপদ ঘটে, ইহাই হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস। যে এই বাধা না মানে, সে অতিশয় নির্ব্বোধ।

হাঁড়ীর ভাত, একটা টিপেই সবার খবর মেলে।

হাঁড়ীতে যখন ভাত রান্না হয়, তখন একটা ভাত টিপিয়াই যেমন অন্যগুলির অবস্থা অবগত হওয়া যায়; সেইরূপ একসমাজের একজনকে বুঝিলেই সমাজের সকলকে বোঝা যায়।

হাকিম ফেরে (নড়ে ত), হুকুম ফেরে (নড়ে) না

বিচারকের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু বিচারক যে হুকুম দেন, তাহার কিছুতেই অন্যথা হইতে পারে না।

হাগা (হেগো) নাড়ী (রোগী) মুখে [illegible]

উদরাময় রোগীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। কার্য্যে [illegible] বাক্‌সর্ব্বস্ব লোক সম্বন্ধে এই প্রবাদ [illegible] হয়।

হাগার নাই বাঘার ভয়।

কাহারও পেটের পীড়া উপস্থিত হইলে তখন আর তার বাঘেরও ভয় [illegible] সে বনে জঙ্গলে যেখানে [illegible] করিতে বসিয়া যায়।

হাগুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ

যে সম্মুখে বসিয়া বিষ্ঠাত্যাগ করিতেছে তাহার লজ্জা হইতেছে না, কিন্তু যাহারা সম্মুখে বসিয়াছে, তাহার তাহা দেখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। যে মন্দ কাজ করিতেছে তাহার লজ্জা নাই, কিন্তু যে তাহা [illegible] তাহার লজ্জা হয়।

হাট কাণা।

হাটে নানাপ্রকারের জিনিষ দেখিয়া কোন জিনিষ লইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারা। "বাঁশ বনে ডোম কাণা"

হাটে কলা নৈবিদ্যায় নমঃ।

এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজমানের বাড়ীতে তাড়াতাড়ি পূজা সারিতেছিল। যজমান বলিল, নৈবেদ্যে কলা দেওয়া হয় নাই হাট হইতে কলা আনিতে গিয়াছে। পুরোহিত বলিল, তার জন্য আর কি হইয়াছে এই বলিয়া 'হাটে কলা নৈবিদ্যায় নমঃ' [illegible] নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া দিল। [illegible] প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত না হইলেও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া ফেলা।

হাটে কি দর চাউল,

না, মামার ভাতে আছি।

একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এখন হাটে চাউলের দর কিরূপ? সে উত্তর করিল, আমি মামার ভাতে আছি। অর্থাৎ মামার ভাত খাই, সুতরাং হাটের চাউলের দর জানিবার আমার প্রয়োজন নাই। যে পরের উপর নির্ভর করে, যে জিনিষ ভোগ করে, তাহার ঐ জিনিষের প্রয়োজনীয়তা বা মহার্ঘতা জানিবার আবশ্যক নাই। 'চালের কি দর, না বামুনের ভাতে আছি।'

হাটে গেছলো গাঁর মা, সে দেখেছে বাঘের পা।

শ্রুতকথার যাথার্থ্য পরীক্ষা না করিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

হাটের দর আর পেটের ছেলে লুকান যায় না।

হাটের দর হাটের লোকের মুখে মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে, আর গর্ভস্থ ভ্রূণ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পেট বড় হওয়ায় তাহা প্রকাশ হইয়া থাকে। উভয়ের কোনটাই গোপন রাখা যায় না।

হাটের দুয়ারে আগড় নাই।

হাটের জিনিষের দর ছাপা থাকে না।

হাটের নেড়া হুজুগ চায়।

যে হাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে কেবল হুজুগ চায়; একটা হুজুগ উপস্থিত হইলে সকলে তাহা লইয়া পড়ে, আর তাহার চুরির সুবিধা হয়। যে কেবল গোলমাল খুঁজিয়া বেড়ায়।

হাটের মাঝে হাঁড়ী ভাঙ্গা।

হাটের মাঝখানে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সকলেই তাহা দেখিতে পায়। বহুলোকের সাক্ষাতে কোন গুপ্তকথা প্রকাশ করা।

হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই।

এমন জোরে আঘাত যে, তাহাতে হাড় হইতে মাংস খসিয়া পড়ে, সুতরাং হাড় ও মাংস দুই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়িয়া থাকে।

হাড় খাব মাস খাব,

চাম দিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাব।

কোন জন্তুকে মারিয়া তাহার হাড় ও মাস ভক্ষণ করিব, শেষে তাহার চামড়ায় ডুগ্‌ডুগি তৈয়ার করিয়া তাহা বাজাইব। কাহারও সর্ব্বস্ব একে একে আত্মসাৎ করণ।

হাড় গোড় ভাঙ্গা দ।

হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা বাঁকান যায়। দ অক্ষরের তিন দিকে বাঁক আছে, সুতরাং উহার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেহ নিস্পন্দভাবে প্রস্তুত হইলে লোকে বলে— উহাকে মারিয়া "হাড়গোড় ভাঙ্গা দ" করিয়া দিয়াছে।

হাড়পেকের বোঝা।

কষ্টকর কার্য্য।

হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে যায়।

হাড়ী জাতি ভয়ানক মদখোর; ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা সমস্তই মদে নষ্ট করে, সুতরাং হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে গিয়া থাকে। বৃথা অপব্যয় করা।

হাড়ীর লক্ষ্মী ছাড়ে, শূকরকে কাঁটা মারে।

হাড়ীজাতির শূকরই লক্ষ্মীস্বরূপ, কেননা উহার ব্যবসায়েই সে জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু যখন তাহার লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়, তখন সে শূকরকে কাঁটা মারে। যে যদ্দারা লাভবান্ হয়, তাহাকে অনাদর করা।

হাড়ীর হাল।

দীনাবস্থা-জ্ঞাপক।

হাড়ে দুর্ব্বো গজায়।
হাড় মাটীতে পড়িয়া ক্রমে মাটী হইয়া গেলে তাহার উপর দূর্ব্বাঘাস গজায়। এমন অবস্থায় মৃত্যু হইবে যে, দেহের সৎকারাদি হইবে না, এবং হাড় মাটীতে পড়িয়া মাটী হইলে তাহাতে দূর্ব্বা জন্মিবে।

হাড়ে নাড়ে জ্বালান।
চারিদিক দিয়া নানাপ্রকারে জ্বালাতন করাকে "হাড়ে নাড়ে জ্বালান" কহে।

হাড়ে ভেল্কি খেলে।
প্রবাদ এইরূপ যে, কোন কোন মানুষের হাড়ের দ্বারা বাজীকরেরা নানারূপ ভেল্কী দেখায়। অত্যন্ত চতুর লোকের সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ সে এত চতুর যে, তাহার একখানা হাড় থাকিলেও তাহা কত ভেল্কী দেখাইতে পারে।

হাত আলস্যে গোঁফ নষ্ট।
গোঁফে 'তা' দিলে তবে গোঁফ ভাল থাকে, কিন্তু আলস্য করিয়া যদি গোঁফে হাত না দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোঁফের বাহার নষ্ট হইয়া যায়। সামান্য পরিশ্রমের অভাবে কোন বিষয় নষ্ট হইয়া যাওয়া।

হাত করা।
কোন বস্তু বা ব্যাপারকে আয়ত্ত করা।

হাত ছোট, আম বড়।
যেখানে কর্ম্মশক্তি অপেক্ষা কর্ম্ম বড়, সেখানে কর্ম্মের দুষ্করতা বুঝাইতে এই বাক্য বলা হইয়া থাকে।

হাত ঝাড়িলে পর্ব্বত (বোঝা)।
শূন্য হাতটাও একবার ঝাড়িলে তাহা হইতে পর্ব্বত বা বোঝার ন্যায় বিস্তর পাওয়া যায়। যে কিছু নাই নাই বলিলেও যাহা দেয়, তাহা অন্যের পক্ষে প্রচুর, তৎসম্বন্ধে ব্যবহৃত।

হাত থাকতে মুখোমুখি কেন?
ঝগড়ার সময় পরস্পর বচসা করিলে বিদ্রূপ করিয়া বলা হয়, যখন হাত রহিয়াছে তখন মুখে গালাগালি কেন? হাতাহাতি লাগিয়া যাও।

হাত দিয়ে জল সরে (গলে) না।
হাতে জল লইলে হাতের ফাঁক দিয়া জল গলিয়া পড়ে না। অতি কৃপণ।

হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।
হাত দিয়া প্রকাণ্ডকায় হাতীকে ঠেলিতে যাওয়া। ক্ষুদ্র দ্বারা বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা।

হাতী আড় হ'লে চামচিকেও লাথি মারে।
হাতী পাঁকে আড় হইয়া পড়িয়া গেলে ক্ষুদ্র চামচিকা আসিয়াও তাহাকে লাথি মারিয়া যায়। প্রবল লোক বিপদে পড়িলে অতি দুর্ব্বলও তাহাকে অবমানিত করে।

হাতী গর্ত্তে পড়লে বেঙেও লাথি মারে।
হাতী গর্ত্তে পড়িয়া গেলে তখন ক্ষুদ্র বেঙ আসিয়াও তাহাকে লাথি মারিয়া যায় (পূর্ব্ববৎ)।

হাতী ঘোড়া গেল তল,
ভেড়া বলে কত জল।
যে অগাধ জলে হাতী ঘোড়া তলাইয়া গেল, ক্ষুদ্র ভেড়া আসিয়া সেই জলের পরিমাণ করিতে যায়। বড় বড় লোক যে কাজ করিতে পারিল না, ক্ষুদ্র আসিয়া সেই কাজ করিতে গেল। "Fools rush in where angels fear to tread."

হাতী চ'ড়ে ভিক্ষা করি,
ইচ্ছায় না দেও ঘর ভাঙ্গি।
হাতী চড়িয়া ভিক্ষা করি; যদি ইচ্ছা করিয়া ভিক্ষা না দেও, তাহা হইলে হাতীর দ্বারা ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিব। অনুগ্রহপ্রত্যাশী ব্যক্তি জোর করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

হাতী পড়েছে দকে;
ঠোকর দিচ্ছে বকে।
বলিষ্ঠ হস্তী কর্দ্দমে পতিত হইয়াছে, এজন্য দুর্ব্বল যে বক সেও তাহাকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিতেছে। অর্থাৎ প্রবল বিপন্ন হইলে দুর্ব্বলও তাহাকে পীড়া দেয়।

হাতী পাঁকে পড়লে, হাতীই উদ্ধার করে।
হাতী পাঁকে পড়িয়া গেলে হাতীই তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে, আর কেহ পারে না। প্রবলের বিপদ্ উপস্থিত হইলে প্রবলই তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

হাতী পোষা।
প্রচুর ব্যয়সাধ্য কার্য্যে রত হওয়া।

হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে।
হাতী যেমন অনেক খায়, তেমনি অনেক বিষ্ঠা ত্যাগ করে। বড় লোকের যেমন বেশী আয়, তেমনই বেশী খরচ।

হাতীর কাঁধে আসে যায়, হাম্বারবে মূর্চ্ছা যায়।
যে হাতীর কাঁধে চড়িয়া যাতায়াত করে, সে গরুর হাম্বারব শুনিয়া মূর্চ্ছা গেল। বড় কাজ নির্ভয়ে করিয়া ক্ষুদ্র কাজে ভয়।

হাতীর খোরাক।
হাতী যেমন প্রকাণ্ডকায় জন্তু, তেমনই বিস্তর খায়। কাহারও আহারে অধিক খরচ পড়িলে তাহাকে 'হাতীর খোরাক' বলে।

হাতীর গলায় ঘণ্টা।
বৃহৎকায় হাতীর গলায় একটা ক্ষুদ্র ঘণ্টা ঝুলান। বড়র সঙ্গে একটী ক্ষুদ্রকে যোগ করা।

হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে।
হাতী শুণ্ড বা দন্ত দ্বারা সকলই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু পাহাড় ভাঙ্গিতে পারে না, সুতরাং পাহাড়ের নিকট তাহার দর্প চূর্ণ হয়। অতি প্রবলের নিকট প্রবল পরাভূত হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাতীর [illegible] মিন, ঘোড়ার দৌড়।
ঘোড়া দৌড়িয়া যতদূর যায়, হাতী ধীরে ধীরে চলিয়াও ততদূর যায়। কেহ তাড়াতাড়ি করিয়া যে সময়ে কার্য্য সম্পন্ন করে, অন্যে ধীরে ধীরে সেই সময়ে সেইরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে যাই নীলাচল।
হাতে পয়সা এবং পায়ে যথেষ্ট বল থাকিলে তবে নীলাচল অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া যায়। পূর্ব্বে রেলপথ না থাকায় হাঁটিয়া জগন্নাথে যাইতে হইত, এবং প্রচুর অর্থব্যয়ও হইত; সেই সময়ে এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল।

হাতে কালি মুখে কালি,
বাছা আমার লিখে এলি।
ছেলে পাঠশালে যত লিখুক না লিখুক, হাতে মুখে কালি মাখিয়া আসিলে মা বাপ বুঝে ছেলে খুব লিখিয়া আসিয়াছে।

হাতে গোদ পায়ে গোদ গোদ কর্ণমূলে,
কোন্ পুরুষের ভাগ্যে গোদ ছিল না চুলে।
হাতে গোদ হইয়াছে, পায়ে গোদ হইয়াছে, কাণের গোড়ায় গোদ হইয়াছে, এখন পিতৃপুরুষের ভাগ্যক্রমে কেবল চুলেই গোদ হয় নাই।

হাতে জল গলে না।
"হাত দিয়ে জল সরে না" দেখ।

হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।
হাতে দই লাগিয়া আছে, পাতে দই রহিয়াছে, তথাপি বলিতেছে, দই কোথায়, দই ত খাই নাই। প্রমাণ বিদ্যমানেও দোষ অস্বীকার।

হাতে নাই কড়াকড়ি, ক'রে বেড়ায় বাড়াবাড়ি।
হাতে এক কড়া কড়ি সম্বল নাই, আর এদিকে আড়ম্বর করিয়া বেড়ান।

হাতে নাই কড়া বট, প্রাণ করে ছট ফট।
হাতে এক কড়া কড়ি নাই, সুতরাং পয়সার অভাবে প্রাণ ছটফট করিতেছে।

হাতে না মেরে ভাতে মারা।
প্রকাশ্যে হাতের দ্বারা না মারিয়া খোরাক বন্ধ করিয়া দেওয়া। প্রকাশ্য অনিষ্ট না করিয়া অন্নসংস্থানের উপায় নষ্ট করিয়া দেওয়া।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।
হাতে পাঁজি থাকিতে কবে মঙ্গলবার তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? পাঁজি খুলিয়া দেখিলেই যখন জানা যাইতে পারে তখন জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন কি? সম্মুখে উপায়

থাকিতে অন্যের নিকট উপায়ের পরামর্শ লইতে যাওয়া।

হাতে মাথা কাটা।

কেবল হাত দিয়া মাথা কাটা যায় না, সেজন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধিকতর ক্রোধ উপস্থিত হইলে তখন আর অস্ত্র লইতে বিলম্ব সহ্য হয় না, হাত দিয়াই যেন মাথাটা কাটিয়া ফেলিতে চায়। প্রবল অত্যাচারী সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

হাতে যদি নাই ধন, পাঁচে হও এক মন।

যদি হাতে পয়সা না থাকে, তবে পাঁচ জনে একমতাবলম্বী হও, তাহা হইলে পয়সা না থাকিলেও কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে।

হাতে যদি ফল পাই, তবে কি আঁকুসি চাই?

যদি হাত বাড়াইলে ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে আঁকুসির প্রয়োজন কি? সহজে কার্য্য সিদ্ধ হইলে কেহ কুটিল উপায় অবলম্বন করিতে চায় না।

হাতে হাতী ঠেলা যায় না।

"হাত দিয়ে হাতী ঠেলা" দেখ।

হাতের খাড়ু বেচে কিনে এনেছি বাঁদী;
সেই হ'লো গিন্নি আমি হলাম বাঁদী।

হাতের খাড়ু (গহনাবিশেষ) বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে যে দাসীকে কিনিয়া আনিয়াছি, আদর পাইয়া সেই দাসী এখন গিন্নী হইয়াছে, আর আমি তাহার দাসী হইয়াছি। যাহার জন্য ত্যাগস্বীকার করিলাম, সে আদর পাইয়া এক্ষণে অগ্রাহ্য করিল।

হাতের পাঁচ।

কেহ সৌভাগ্য লাভ করিলে, সে হাতের পাঁচ পাইয়াছে বলা হয়। প্রবাদটি তাস খেলা হইতে গৃহীত।

হাতের পাঁচটা অঙ্গুল সমান নয়।

হাতের পাঁচটা অঙ্গুলির কেহ ছোট কেহ বড়। ঘরের পাঁচজন লোক একরূপ হয় না, সকলেই গুণে বা দোষে কম বেশী হইয়া থাকে।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

যে লক্ষ্মী হাতে আসিয়াছিল, তাহাকে পা দিয়া ঠেলিয়া দেওয়া। সৌভাগ্যের সুযোগ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিদোষে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা।

হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা।

হাতের শাঁখা ইচ্ছা করিলেই দেখা যায়, তাহাকে আরসী দিয়া দেখিতে যাওয়া। যাহা সহজে সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য কুটিল উপায় অবলম্বন করা।

হাভাতে ফকির হ'ল, দেশেও মন্বন্তর এল।

হাভাতে লোকের অন্ন জুটে না বলিয়া ফকিরী গ্রহণ করিল, কারণ ফকিরকে সকলেই ভিক্ষা দেয়; কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ তাহার ফকিরী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে মন্বন্তর উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহার ভিক্ষা পাইবার উপায় রহিল না। কেহ দুঃখনিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করিলে সহসা যদি তাহার প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

হাভাতে অর্থাৎ লক্ষ্মীছাড়া লোক তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সমুদ্রে জল খাইতে গেলে সমুদ্রও শুকাইয়া যায়। দুর্ভাগ্যের কপালে কোথাও সুখ নাই।

হাভাতের ঘটি হ'ল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।

যে চিরদিন খাটে জল খাইয়া আসিয়াছে, সে যদি একটি ঘটি পায়, তাহা হইলে নিয়ত সেই ঘটিতে জল খাইতে থাকে। কোন নূতন জিনিষ—যাহা কাহারও পক্ষে দুর্লভ—পাইয়া নিয়ত তাহা নাড়াচাড়া করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

হাভাতের ভুলো প্রাণ।

লক্ষ্মীছাড়া লোকের প্রাণ অন্যের অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থাৎ কিছু পাইলে সে তাহা এক বারে খাইয়া ফেলিতে চায়।

হার ছোড়া, লেকেন কম্বল নেই ছোড়তা।

একটা ভল্লুক জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। ভল্লুককে একখানি কম্বল মনে করিয়া অনেক লোক সেইটাকে লইবার জন্য জলে নামিল। যেমন সে ভল্লুককে ধরিল, ভল্লুকও তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। শেষে লোকটির ডুবিয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া তীরস্থ অনেক বন্ধু তাহাকে বলিল—"তুমি কম্বলখানি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আইস"। লোকটি উত্তর দিল—"আমি ত কম্বলকে (কম্বলকে) ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু কম্বল যে আমাকে ছাড়িতেছে না।" কেহ কোন বিরক্তিকর বিষয় ত্যাগ করিলেও ঘটনাক্রমে সেই বিরক্তিকর বিষয় যদি পুনঃ পুনঃ জড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Catching a Tartar."

হায় রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।

এক ব্যক্তি পাকা আমড়ার বাহ্যশ্রী দেখিয়া ভাবিল, কি সুন্দর ফল! পরে খাইতে গিয়া দেখিল, উহাতে খোসা এবং বৃহৎ আঁটি ভিন্ন আর কিছুই নাই। বাহিরের চাকচিক্য দর্শনে কাহাকেও আদর করিয়া লইয়া শেষে তাহার অসারত্ব বুঝিতে পারা।

হারায়ে সারায়ে কাশ্যপ গোত্র।

যে গোত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, অথবা গোত্র মনে নাই, সে আপনার কাশ্যপ গোত্র বলে।

হারিলে ঘরের ভাত, জিতিলেও তাই।

খেলায় হারিয়া গেলেও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে হইবে, আর জিতিলেও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে হইবে। যে কার্য্যে জয় পরাজয়ে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

হাল ছেড়ে দেওয়া (বা বসে থাকা)।

জোর তুফান দেখিলে নৌকার হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকা। বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া কাজ ছাড়িয়া নিশ্চেষ্টভাবে থাকা।

হাল যদি ধরে ঠেসে,
যায় কি তরী তুফানে ভেসে?

যদি বলপূর্ব্বক ঠিক হাল ধরিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে নৌকা তুফানে ভাসিয়া যায় না। কর্ত্তা যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে কার্য্য বিফল হয় না।

হালে পানি পায় না।

নৌকার হালে জল ঠেকিতেছে না, তখন আর নৌকা চালাইবে কিরূপে? ক্ষমতায় না কুলাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

হালে বয় না, তেড়ে গুঁতোয়।

লাঙ্গলে জুড়িয়া দিলে লাঙ্গল বহিতে পারে না, কিন্তু তেড়ে গুঁতাইতে আইসে। কাজে কিছু নয়, এদিকে রাগও যথেষ্ট আছে।

হাসিতে হাসিতে কপাল ব্যথা।

অত্যধিক আনন্দও সহ্য হয় না। "অতি জ্ঞানের কোঁতা কপাল চড়চড় করে"

হাসিও পায় দুঃখও ধরে,
একথা আর বলি কা'রে?

কথাটা দুঃখেরও বটে আবার হাস্যকরও বটে, এমন অদ্ভুত কথা আর কাকে বলিব?

হাসিমুখে দান, হরে লয় প্রাণ।

হাসিমুখে দান করিলে যেন প্রাণ কাড়িয়া লয়, অর্থাৎ সাতিশয় মুগ্ধ করে।

হিংসা সব করতে পারে।

কেবল পুত বিয়োতে নারে।

হিংসায় সকল প্রকার কাজই করা যায়, কেবল পুত্র প্রসব করা যায় না, কেননা তাহা বিধাতার ইচ্ছাধীন।

হিতে বিপরীত।

হিত করিতে গিয়া শেষে অহিত হওয়া। ভাল করিতে গিয়া মন্দ হওয়া।

হিন্দুর গরু, মুসলমানের হারাম।

হিন্দুর পক্ষে গরু, এবং মুসলমানের পক্ষে হারাম অর্থাৎ শূকর। যাহা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পরিত্যাজ্য।

হিন্দুর ঘরের বিড়ালেও আড়াই অক্ষর পড়ে।

হিন্দুর ঘরের বিড়ালও শাস্ত্রের আড়াই অক্ষর পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ হিন্দুর ঘরের অতি মূর্খও কিছু না কিছু শাস্ত্র মর্ম্ম জানে।

হিসেবের গরু বাঘে খায় না।

গরু মাঠে চরাইতে লইয়া যাইবার সময় যদি গণিয়া লইয়া যাওয়া যায়, এবং ফিরিবার সময়ও যদি গণিয়া লইয়া আসা

হয়, তবে গরু হারায় না। হিসাব করিয়া কাজ করিলে পস্তাইতে হয় না।

হুকুমে হাকিম চলে।
হাকিমও হুকুম অনুসারে অর্থাৎ আইন-মতে চলিয়া থাকেন; তাঁহারও স্বেচ্ছায় চলিবার উপায় নাই।

হুজুরের মজুরও ভাল।
বড়লোকের অধীনে মজুরগিরি করাও ভাল।

হুর্গো দে সাগর ছাঁচে।
সামান্ত উপায়ে বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা "Stop the Atlantic with a mop."

হেগো রুগী মুখে টন্‌ক।
"হাগা নাড়ী মুখে টন্‌ক" দেখ।

হেলায় কার্য্যনাশ।
আলস্ত করিলে সকল কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায়; আলস্ত কার্য্যনাশের মূল।

হেলায় হারান।
আলস্ত বা অমনোযোগবশতঃ সুযোগ সত্ত্বেও কার্য্য সাধনে চেষ্টা না করিয়া তাহা-ফললাভে বঞ্চিত হওয়া।

হেলে ধর্‌তে পারে না, কেউটে ধর্‌তে যায়।
সামান্ত হেলে সাপ ধরিতে পারে না, আর বিষাক্ত কেউটে সাপ ধরিতে ছুটিয়া যায়। ক্ষুদ্র কাজ করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহার বৃহৎ কাজ করিতে অগ্রসর হওয়া।

হেলে যায় চষ্‌তে, বামুন যায় বস্‌তে।
কাজের লোক কাজ করিতে চায়, আর বামুন যায় বসিয়া বসিয়া চাষ করা দেখিতে—চাষী কাজে ফাঁকী না দেয়।

হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল নিয়ে।
চাষী লাঙ্গল লইয়া চাষ করিতে যায়, আর বিধাতা তাহাকে কিরূপ ফসল দিবে ঠিক করিবার জন্ত তুলদাঁড়ি লইয়া যায়। মানুষ চেষ্টা করে, কিন্তু কার্য্যের ফল বিধাতার ইচ্ছাধীন। "Man proposes, God disposes."

হেসে হেসে কথা কয়, এ মিন্‌সে ত পেয়াদা নয়।
পেয়াদা অতি রুক্ষপ্রকৃতির লোক, কিন্তু এই লোকটা যখন হাসিতে হাসিতে কথা কহিতেছে, তখন বোধ হয় এ পেয়াদা নয়। যাহার নিকট ভয়ের সম্ভাবনা, একটু মিষ্ট মুখ দেখিয়া তাহাকে ভয় না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

হেসে হেসে কথা কয়,
সে হাসি ত ভাল নয়।
দুষ্ট লোক যদি হাসিতে হাসিতে কথা কয়, তবে তাহার সে হাসিকে ভাল বলিয়া মনে করিতে নাই; কোন ভয়ানক উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই সে এইরূপে হাসিয়া থাকে।

হোঁচটে প'ড়ে পদ্মনাভ।
লোকে শয়ন করিয়া পদ্মনাভ স্মরণ করে। একজন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া 'পদ্মনাভ' 'পদ্মনাভ' বলিতে লাগিল। সে লোককে জানাইতে চায় যে, আমি পড়িয়া যাই নাই, ইচ্ছা করিয়াই শুইয়া পড়িয়াছি। দায়ে পড়িয়া কোন কাজকে আপনার ঈপ্সিত কাজ বলিয়া পরিচয় দেওয়া। 'Making a virtue of necessity.'

হোঁতা (খোঁতা) মুখ ভোঁতা হ'ল।
গর্ব্বিত মুখ ভোঁতা হইয়া গেল। গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

হোসেন সার আমল।
পাঠানবংশীয় হোসেন সা এক সময়ে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বহুকালের কথা।

হাঁপায় পড়ে স্রোতে ভাসা।
দম্‌বাজিতে পড়িয়া স্রোতে গা ভাসান দেওয়া। দায়ে পড়িয়া কোন কাজ করা।

১ম পরিশিষ্ট।

—:•:—

ভাষাবিচার

সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী। তবে পূর্ব্বকাল হইতে ইহার সহিত আদিম নিবাসীদের ভাষা এবং প্রাকৃত ভাষা হইতে অনেক শব্দ মিলিত হইয়াছে। মুসলমানদের রাজত্বকালে আরবী ও পারসী ভাষার অনেক শব্দ এবং অধুনা ইংরাজ-রাজত্বে বিস্তর ইংরাজী শব্দ ও তদানুষঙ্গিক ফরাসী, পর্টুগীজ প্রভৃতি ভাষারও অনেক শব্দ বাঙ্গালা শব্দের সহিত মিলিত হইয়াছে। বিজাতীয় শব্দের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা,—

আদিম নিবাসীদিগের ভাষাগত শব্দাবলী।

কুলো, কিচ্‌কিচ্‌, খামকা, খোকা, খুকি, চাকনি, চালাক, চাটে, চোক্রা, চেঙড়া, ছো, ঠেঁটা, ঠোক্রা, ঢেঁকি, ঢুঁদে, ধুচুনি, পো, ভুটে, মজা, মাঠ, মাঝি, মাল্লা, লেপ, বেঙ, বেঁটে, বেটে, বোকা, বোঁচা, বেদিনী, বালিশ, সড়্‌কি, সগড়ি, সেয়ান, হটে।

প্রাকৃত ভাষার অপভ্রষ্ট শব্দাবলী।

প্রাকৃত		অপভ্রষ্ট
অজ্জ	…	আজ
অত্থি	…	আছে
অহম্মি	…	আমি
কজ্জ	…	কাজ
ঘর্	…	ঘর
তুমম্		তুমি
পত্থর		পাথর
মিচ্ছা		মিছা
মজ্ঝ		মাঝ
লট্‌ঠ		লাঠি
বাহির্		বাহির
		বিজুলী
বড্‌ঢ		বুড়ো
বহু		বৌ

আরবী ও পারসী শব্দাবলী।

আইন, আমির, আখের, আতর, আদালত, আমলা, আমিন, আসল, আসামী, আমদানী, আবাদ, আস্তাবল, আরাম, আজি, আহালতম, আতুর, আবদার, আম্মানৎ।

ইমারত, ইজ্জত, ইস্তাহার, ইর্শাল, ইস্তফা, ইস্তক।

উকিল, উশুল, উমেদার, উজির। এলেকা, এজেহার, এত্তেলা। ওমরা, ওয়ারিস, ওয়াশীল, ওলদে।

কাছারি, কোমরবন্দ, কোমর, কব্জা, কৈফিয়ত, কয়েদ, কসুর, কাগজ, কিস্তি, কলম, কিসমিস, কাফ, কারীকর, কারখানা, কায়েমী, কোর্ফা, কবালা, কোরাণ, কবর, কিনারা।

খালাস, খোলসা, খত, খালি, খুসী, খাজানা, খিলান, খাজাঞ্চি, খোদাবন্দ, খোপসুরৎ, খোরাকী, খবরদার, খরচ, খরিদ, খরিদদার, খতিয়ান, খোরা, খাদ, খবর।

গমস্তা, গোয়েন্দা, গ্রেপ্তার, গরহাজির, গোলাপ।

চৌকীদার, চৌকি, চালাক, চাপরাস, চিঠা, চাপকান, চেহারা, চাপরাসী চৌহদ্দী, চসমা, চাবি, চোগা।

জবর, জেরা, জারি, জরিমানা, জমা, জরুর, জরু, জবাব, জানোয়ার, জেয়াদা, জিম্মা, জিদ, জমা, জাম, জমিদার, জবানবন্দী, জবান, জুলুম, জবরদস্ত, জমাওয়াশীল, জরিপ, জমবন্দী, জওজে।

তলব, তারিখ, তদারক, তামাসা, তকরার, তকীয়া, তদ্বির, তাকিদ, তক্‌শীল, তরফ, তাজা, তুফান, তরাজু, তাজ, তলোয়ার, তায়দাদ, তামাদি।

থানা।

দেওয়ান, দেওয়ানি, দাওয়াই; দুরস্ত, দারোগা, দোয়াত, দস্তুর, দাওয়া, দারা, দলীল, দায়ের, দায়, দাবি, দাখিল, দাখিলা, দাওয়াত, দেমাক, দাগা, দরওয়ান, দোকান, দালান, দোকানদার, দপ্তরী, দপ্তরখানা, দস্তরী, দরকার, দেরি, দস্তানা, দাবা।

নক্সা, নায়েব, লোকসান, নগদ, নজর, নালিশ, নরম, নহবৎ, নাবিক, নাজির, নীলাম, নকল, নকর, নিমক, নিমক্‌হারাম।

পত্তন, পাট্টা, পেয়াদা, পেস্কার, পেসদার, পাজী, পাইক, পরোয়ানা, পাহারাওয়ালা, পেশা, পাহারা, পহেলা, পর্দ্দা, পনীর, পুয়া, পিয়াণ, পিয়ালা, পয়মাল, পিকদানী, পাদানবীস, পোষ, পরগণা, পেস্তা।

ফরিয়াদী, ফানস, ফরাস, ফৌজ, ফৌত, ফেরার, ফয়সালা।

মোক্তার, মামলা, মাল, মুনিব, মাহিনা, মাসহরা, মোকর্দ্দমা, মিসিল, মদ্দারী, মজুদ, মহল, মতলব, মোকাবিলা, মজুর, মোরগ, মুর্গী, মর্দ্দ, মাৎ, মাশুল, মসজিদ, মহকুমা, মকুফ্, মুলতুবি, মজা, মজেদার, মজলিস, মুন্সি, মৌলবি, মুন্সেফ, মখমল, মুসাবিদা, মেজাজ, মক্কেল, মারফত, মোরব্বা, মক্কা, মেহমান, মাতব্বর, মালিক।

বকেয়া, বাদী, বদল, বার, বাহাদুর, বাবুর্চ্চি, বাজেয়াপ্ত, বাজার, বন্দোবস্ত, বাহাল, বরতরফ, বারর্দ্দারি, বালাখানা, বালাপোষ, বিঘা, বদ, বদনাম, বজ্জাত, বেয়ারাম, বেয়াকুব, বদমাস, বরখাস্ত, বেকসুর, বাদাম, বেদানা, বিবি, বাবর, বেয়াদব, বাদ্‌সা, বায়না।

রেস্তৎ, রং, রসিদ্, রোসনাই, রপ্তানি, রোখ, রদ্, রেহান্, রায়, রোবকারি, রুজু, রাজি, রায়ৎ, রোজগার, রোয়দাদ্।

হিন্দী শব্দাবলী।

আন্দাজ, আচ্ছা। এলেকা, একেলা। কয়লা, কোয়াসা। খাওয়া, খোজে, খোলা, খিলান, খাড়া, খুড়ী, খালি, খিল। গোলা, গাঁজা, গাল, গাধা।

চুক, চওড়া, চমক, চেহারা, চাষা, চাল। জোয়ার, জুয়া, জঙ্গল, জল্‌দি। ঝর্ণা, ঝাড়ু। টানা। ঠিক, ঠাট্টা, ঠাণ্ডা।

ডাল। ঢুলা, দস্তর। নাগা, নরম, নটকান, নাওয়া। পৌছান, পেটী, ফর্দ্দা, ফাটা, ফটক, ফুল, ফণা। ভাল, ভুল। মিশি, মাসী, মসকরা, মামী, মাদী। রোজ, বিকাল, বাগান, বাঁদর, বাদুড়, বাচ্ছা।

ইংরাজী শব্দাবলী।

অফিস, অনরারি, অয়েল। আপিল, আউট, আরদালি। ইঞ্জিনিয়ার, ইন্‌সল্‌ভেন্ট, ইন্‌কম্ টেক্স, ইন্‌স্পেক্টার, ইস্কু, ইয়ারিং, ইঞ্জিন। উইল, উল।

এটর্নি, একাউন্টেন্ট, এপ্রেন্টিশ, এসেসার্, এসিস্‌ট্যান্ট, এলোপ্যাথি, এজেন্ট, এসিড্, এঞ্জিন, একার, এগ্রিমেন্ট।

ওভারসিয়ার, ওয়ারেন্ট, ওয়েষ্টকোট।

কমিশনার, কালেক্টর, কন্‌ষ্টেবল, কলেজ, কোর্ট, কোশিয়ার, কন্‌ট্রাক্টর, ক্লার্ক, কপি,

কম্যাণ্ডার, কম্পাউণ্ডার, কমিটি, কার্পেট, কোট, কলার, কম্ফর্টার, কুইনাইন, ক্যাম্বিস, কড্লিভার, কলেরা, ক্রিকেট, ক্যাট্‌লেট্‌, কেক, কারি, ক্লাস্‌, কম্পাস, কেবিন, ক্লক, কমিশন।

গভর্ণর, গভর্ণমেণ্ট, গাউন, গ্লাস, গেলারি, গেট। চেয়ারম্যান, চেক্‌, চিফ, চার্চ্চ, চার্জ্জ, চেন।

জজ, জষ্টিস্‌, জেনারেল, জেল, জুডিশিয়াল, জ্যাকেট্‌, জিম্‌নাষ্টিক, জুবিলি, জুনিয়ার।

ট্রেজারি, টাউয়েল, টিংচার, টারপেনটাইন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ট্রেন, টিকেট, টিন, টাউন, টেবিল, টিফিন, ট্রাঙ্ক, টেপ।

ডেপুটী, ডিরেক্টর, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ডিক্রি, ডিস্মিস, ডাক্তার, ডিস্‌পেন্‌সারি, ডিপার্টমেণ্ট, ডিবিসন, ড্রেস, ডিপ্‌থেরিয়া। থিয়েটার। নম্বর, নুটিশ, নেটিব, নোট, নিব্‌।

পিন, পকেট, পার্শেল, পোষ্ট-অফিস, পেন, পেন্সিল, প্রিণ্টার, প্রাইমারি, পাশ, পুডিং, পেপার, পোষ্টকার্ড, প্যাসেঞ্জার, প্রেস, প্রাইজ, প্লীডার, পাউণ্ড, প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসর, পবলিক ওয়ার্কস্‌, পুলিস, পিয়ন, পার্লিয়ামেণ্ট, প্রেসি- কাউন্সিল, পুলটিস, পাউডার, প্রেসক্রিপসন্‌, পোমেটম।

ফেল, ফিক্চার-মিয়চার, ফেশান, ফটোগ্রাফ, ফ্রেম, ফেরি।

বাইবল, বোর্ড, বেঞ্চ, বার, ব্যারিষ্টার, বিশপ, ব্যারিং, বডি, বেণ্ট, ব্রাণ্ডি, বল, বোতল, ব্যাগ, বেলুন, ব্লটিং পেপার, বুট, বোট, বাক্স। ভাইস্‌ চেয়ারম্যান, ভোট।

ম্যাজিষ্ট্রেট, মাইনার, মাষ্টার, মেম্বর, মিউনিসিপ্যালিটী, ম্যানেজার, মনিব্যাগ, ম্যাপ, মার্ব্বল, মটন, মনুমেণ্ট, মাইল।

রোডসেস, রোলার, রেজিষ্টার, রেল, রিপোর্ট, রিটার্ণ, রেপার, রোষ্ট, রনার।

লেক্‌চার, লোক্যাল, লর্ডবিশপ, লাইসেন্স, লিভার, লেভেণ্ডার, লেমনেড, লিথোগ্রাফ, লেন, ল্যাম্প। শমন্‌, শ্লেট, শিলিং।

সব্‌ ইন্‌স্পেক্টর, স্কুল, সেক্রেটারী, স্কলারশিপ, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, সার্টিফিকেট, সার্জ্জন, সিভিলিয়ান, সার্ভে, ষ্টেশন, সিনেট, সিণ্ডিকেট, সারকুলার, সার্ট, সার্জ্জ, সীন, স্পিরিট, সোডা, সুপ, সিনিয়ার।

হাইকোর্ট, হোমিওপ্যাথি, হ্যাট, হিষ্টিরিয়া, হুপ, হোটেল, হল, হাওল, হাউস্‌।

ইংরাজী ভাষার সাহায্যে অপর ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। যথা;—

ফ্রেঞ্চ—জিন, জেইল, ফিরিঙ্গী, লেফ্‌টেন্যাণ্ট, ডিপো। প্রোগ্রাম, বন্‌বন্‌, বিস্কুট, ওডিকলন, পোর্টমেণ্ট।

স্পেনিশ—কর্ক, নিগ্রো, প্লেট, সেরি, টর্পেডো, মেক্সপো।

পর্ত্তুগীজ—বেহালা, ফিতা, সাবান, নীলাম, গীর্জ্জা, পাদরী, কেরাণী, চাবি, ইস্পাত, পেরু, বাতাবীলেবু, মর্ত্তমানকলা, প্রেমারা, পোর্ট, বারাণ্ডা, ইত্যাদি।

ডেনিশ—স্লুপ (চট্টগ্রামের নৌকা)।

ইট্যালিক্‌—পেণ্টালুন, ম্যালেরিয়া, গেজেট, সোডা, ব্রাস, ভেলভেট, কাপ্‌তান, কোম্পানী, পিত্তল ইত্যাদি।

চীন—সাটিন, চা, চিনি, লিচু।

ওলন্দাজ ডেক্‌, গ্যাশ।

আমেরিক্‌—তামাক, আল্‌পাখা, মেহীয়।

মালয়—সাগু।

হিব্রু—সয়তান।

গ্রীক—টেলিগ্রাফ, থিয়েটার।

২য় পরিশিষ্ট।

অর্থভেদে শব্দ-বিভাগ।

অর্থভেদে শব্দ সমস্ত চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে যথা—একার্থক, নানার্থক, ভিন্নার্থক, ও বিপরীতার্থক।

বর্ণগত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন একার্থক শব্দাবলী।

অগার ... আগার
অঙ্কুর ... অঙ্কর
অন্তরীক্ষ ... অন্তরিক্ষ
অহিতুণ্ডিক ... আহিতুণ্ডিক
উলূক ... উলুক
উষা ... ঊষা
ঋষ্টি ... রিষ্টি
কপাট ... কবাট
কপিল ... কবিল
কলস ... কলশ
কিশলয় ... কিসলয়
কুরুবক ... কুরবক
কুশীদ ... কুসীদ
কৃমি ... ক্রিমি
কৈকেয়ী ... কৈকয়ী
কোষ ... কোশ
কৌশল্যা ... কৌসল্যা
ক্ষুর ... খুর
গাণ্ডিব ... গাণ্ডীব
গুগ্‌গুলু ... গুগ্‌গুল
গুবাক ... গূবাক
জম্বুক ... জম্বূক
জামাতৃ ... যামাতৃ
তন্তুবায় ... তন্ত্রবায়
তরি ... তরী
তনু ... তনূ
দাশ ... দাস
দেবকী ... দৈবকী
ননন্দা ... ননান্দা
নারীকেল ... নারিকেল
নিমিষ ... নিমেষ
পদবী ... পদবি
পরিষদ্‌ ... পর্ষদ্‌
পরীক্ষিৎ ... পরিক্ষিৎ
পারাবার ... পারাপার
বন্ধুর ... বন্ধূর
ভগিনী ... ভগ্নী
মকুট ... মুকুট
মকুর ... মুকুর
মকুল ... মুকুল
মরীচ ... মরিচ
মসূর ... মসুর
মুষল ... মুষল
যবানী ... যমানী
রশনা ... রসনা

রুক্ষ	রূক্ষ
লক্ষ্মণ	লক্ষণ
বশিষ্ঠ	বসিষ্ঠ
বারাণসী	বানারসী
বাল্মীক	বল্মীক
বাষ্প	বাষ্প
বাহ্লিক	বাহ্লীক
বিষদ	বিশদ
শূকর	সূকর
শৃগাল	সৃগাল
শৈবাল	শৈবল
ষণ্ড	শণ্ড
সরযূ	সরয
শূর্পণখা	শূর্পণখা।
হনুমান্	হনূমান্।

নানার্থক শব্দাবলী।

গুণ—উৎকর্ষ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। বিনয়াদি। জ্ঞান। শীল। অপ্রধান। সূত্র। রজ্জু। জ্যা। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়। অভ্যাস। সন্ধি,বিগ্রহ প্রভৃতি রাজগুণ।

তত্ত্ব—ব্রহ্ম। স্বরূপ। পদার্থ। মূল প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

তন্ত্র—শাস্ত্রবিশেষ। বেদমন্ত্র। সিদ্ধান্ত। দৃঢ় প্রমাণ। ঔষধ। কারণ। প্রধান কার্য্য। উপায়। সৈন্য। রাজ্য। সূত্র। তাঁত।

ধর্ম্ম—শুভাদৃষ্ট। পুণ্য। স্বাভাবিক অবস্থা। গুণ। সৎকর্ম্ম। যম। রীতি। ভাব। শাস্ত্রানুযায়ী আচারব্যবহার।

রস—কটুতিক্তকষায় প্রভৃতি ছয় রস। শৃঙ্গার বীর করুণ প্রভৃতি নবরস। অভিপ্রায়। অনুরাগ। ভোগ্যবস্তু। যূষ। দ্রবদ্রব্য। গন্ধক। পারদ। স্বর্ণ। বিষ। আমোদ। শুক্রধাতু।

বেলা—সময়। সমুদ্রতীর। জলসীমা। জোয়ার ভাটা।

ভিন্নার্থক প্রায় সমোচ্চারণ শব্দাবলী।

অংশ	ভাগ
অংস	স্কন্ধ
অণু	ক্ষুদ্রতমাংশ
অনু	পশ্চাৎ
অনিল	বায়ু
অ-নীল	নীল নহে
অনিষ্ট	অপকার
অ-নিষ্ঠ	নিষ্ঠাবিহীন
অন্ন	খাদ্য
অন্য	অপর
অন্নদা	অন্নপূর্ণা
অন্যদা	অন্য সময়ে
অন্নপুষ্ট	আহার-পুষ্ট।
অন্যপুষ্ট	কোকিল
অবিহিত	নিন্দিত
অভিহিত	কথিত
অযুগ্ম	বিযোড়
অযোগ্য	অনুপযুক্ত
অর্ঘ	মূল্য
অর্ঘ্য	পূজ্য
অর্ত্তি	পীড়া
অর্থী	যাচক
অলিক	ললাট
অলীক	মিথ্যা
অবদ্য	অকথ্য, নিন্দিত
অবধ্য	বধের অযোগ্য
অশন	ভোজন
অসন	ক্ষেপণ
অশিত	ভক্ষিত
অসিত	কৃষ্ণ
অ-শীলতা	অভদ্রতা
অসি-লতা	তরবারি
অশক্ত	অসমর্থ
অসক্ত	অনাসক্ত
অশ্ম	প্রস্তর
অশ্ব	ঘোটক
আত্ত	গৃহীত
আর্ত্ত	পীড়িত
আপ্ত	বিশ্বস্ত
আত্ম	স্বয়ং
আদ্য	প্রথম
আধি	মনঃপীড়া
আধ্মান	স্ফীতি
আধ্যান	চিন্তা
আপণ	হট্ট
আপন	নিজ
আস্তিক	ঈশ্বরবাদী
আস্তীক	জরৎকারুপুত্র
আসক্তি	রতি
আসত্তি	সন্নিধি
আহুতি	হোম
আহূতি	আহ্বান
ইতি	সমাপ্তি, ইহা
ঈতি	ষড়্বিধ শস্যবিঘ্ন
ইষ	আশ্বিনমাস
ঈশ	স্বামী
উৎপত	পক্ষী
উৎপথ	কুপথ
উদ্ধত	ধৃষ্ট
উদ্যত	উদ্যুক্ত
উপধি	ষড়্যন্ত্র, কপট
উপাধি	পদবী
উপাদান	সমবায়ি-কারণ
উপাধান	বালিশ
ঋতি	গতি
রীতি	প্রণালী
ঋষ্টি	দ্বিধারখড়্গ
রিষ্টি	অশুভ
একদা	এককালে
একধা	এক প্রকারে
কতক	কিছু
কথক	বক্তা
কল্য	প্রত্যূষ
কল্ল	বধির
কুট	পর্ব্বত
কূট	গিরি-শৃঙ্গ
কুল	বংশ, গোষ্ঠী
কূল	নদ্যাদির তীর
কৃত	রচিত
ক্রীত	ক্রয় করা
কৃত্ত	ছিন্ন
কৃত্য	কার্য্য
কৃষ্ট	কর্ষিত
কৃষ্ণ	বাসুদেব
কোণ	বিদিক্
কোন	অনিশ্চিত
কটি	কোমর
কোটি	শতলক্ষ
কোমল	নরম
কমল	পদ্ম, জল
গড়ুর	কুব্জ
গরুড়	পক্ষিরাজ
গর্ভ	ভ্রূণ, কুক্ষি
গর্ব্ব	অহঙ্কার
গিরিশ	শিব
গিরীশ	হিমালয়, শিব
গুড়	মিষ্ট দ্রব্য
গূঢ়	সংবৃত
গোলক	বর্ত্তুল, আরক্ত
গোলোক	স্বর্গ
চতুর্	চারি
চতুর	কার্য্যদক্ষ
চাষ	কর্ষণ
চাস	নীলকণ্ঠ পক্ষী
চিৎ	চৈতন্য
চিত	সঞ্চিত
চিত্ত	মনঃ
চিত্য	অগ্নি
চির	বিলম্ব
চীর	বস্ত্রখণ্ড
চূত	আম্র

চ্যুত	স্খলিত
ছাত	ছিন্ন
ছাদ	আচ্ছাদন
জব	বেগ
যব	শস্য বা পরিমাণ-বিশেষ
জাত	উৎপন্ন, সমূহ
যাত	গত
জাল	পাশ
জ্বাল	অগ্নিশিখা
জিন	বুদ্ধ, বিষ্ণু
জীন	জীর্ণ, বৃদ্ধ
তত্ত্ব	ব্রহ্ম
তথ্য	যাথার্থ্য
তরণী	নৌকা
তরুণী	যুবতী
তুণ্ড	মুখ
তুন্দ	উদর
দ্বন্দ্ব	যুগ্ম
দণ্ড	লগুড়
দশন	দন্ত
দশন্	দংশ
দশাশ্ব	চন্দ্র
দশাস্য	রাবণ
দার	স্ত্রী
দ্বার	দুয়ার
দেহান্ত	মৃত্যু
দৃষ্টান্ত	উদাহরণ
দিন	দিবা
দীন	দরিদ্র
দ্বিপ	হস্তী
দ্বীপ	জলমধ্যস্থ স্থল
দ্বিকুল	দুই বংশ
দুকূল	ক্ষৌম বসন
দূত	চর
দ্যূত	পাশক ক্রীড়া
দুর্	নিন্দিত
দূর	অসন্নিকৃষ্ট
দেবত্ব	দেবভাব
দেবত্র	দেবদেবার্থ ভূমি
দেশ	রাজ্য
দ্বেষ	ঈর্ষ্যা
দোষ	অপরাধ
দোস্	বাহু
ধন	ঐশ্বর্য্য
ধ্বন	শব্দ
নাক	স্বর্গ
নাগ	হস্তী, সর্প
নার	জল
নাল	নল, ডাঁটা
নিরাশ	আশারহিত
নিরাস	দূরীকরণ
নির্জ্জর	দেবতা
নির্ঝর	ঝরণা
নিবার	নিবারণ
নীবার	উড়িধান
নিশাত	শাণিত
নিষাদ	চণ্ডাল
নিশিত	শাণিত
নিশীথ	অর্দ্ধরাত্র
নীড়	কুলায়
নীর	জল
পক্ষ	মাসার্দ্ধ
পক্ষ্ম	নেত্র-লোম
পদ্য	ছন্দোময় বাক্য
পদ্ম	কমল
পরশ্বঃ	পরদিন
পরস্ব	পরধন
পুষ্কর	পদ্ম
পুষ্কল	শ্রেষ্ঠ
পুৎ	নরকবিশেষ
পূত	পবিত্র
পৃষ্ট	জিজ্ঞাসিত
পৃষ্ঠ	পশ্চাদ্ভাগ
প্রতি	লক্ষ্য
প্রীতি	ভালবাসা
প্রোত	গ্রথিত
প্রোথ	অশ্বনাসিকা।
প্রকৃত	যথার্থ
প্রাকৃত	স্বাভাবিক
বন্ধ	বন্ধন
বন্ধ্য	নিষ্ফল
বলি	পূজোপহার
বলী	বলবান্
ভাণ	ছল
ভান	প্রকাশ
ভাষণ	কথন
ভাসন	দীপ্তি
মণ	চল্লিশ সের
মন, মনঃ	অন্তঃকরণ
মহিত	পূজিত
মোহিত	মোহপ্রাপ্ত
মূক	নির্ব্বাক্
মুখ	বদন
মেদ	মজ্জা
মেধ	যাগ
যজ্ঞ	যাগ
যোগ্য	উপযুক্ত
যতি	মুনি
জ্যোতিঃ	দীপ্তি
যাত	গত, গমন
জাত	উৎপন্ন
রত	ব্যাপৃত
রথ	স্যন্দন
রিক্ত	শূন্য
রিক্থ	দায়, ধন
রুক্ম	স্বর্ণ
রুক্ষ	কর্কশ
লক্ষ	শতসহস্র
লক্ষ্য	দ্রষ্টব্য, শরব্য
বর্জ্জ্য	ত্যাজ্য
বর্য্য	শ্রেষ্ঠ
বাণ	শর
বান	বন্যা
বিদুর	জ্ঞানী
বিদূর	অতি দূরস্থ
বিল্ল	আলবাল, হিং
বিল্ব	শ্রীফল
বিবৃতি	বিস্তৃতি
বিবৃত্তি	বিবর্ত্তন
বিশ	বৈশ্য
বিষ	গরল, মৃণাল
বিস	মৃণাল
বিস্মিত	চমৎকৃত
বিস্মৃত	আর্ত্ত
বিনা	ব্যতীত
বীণা	বাঁশী
বিত্ত	ধন
বৃত্ত	গোলক
বৃন্ত	বোঁটা
বৃন্দ	সমূহ
বৃষ্টি	বর্ষণ
বৃষ্ণি	যদুবংশ
বেদ	শ্রুতি
বেধ	গভীরতা
ব্যসন	বিপদ্
বসন	বস্ত্র
শকল	খণ্ড, শং
সকল	সমগ্র
শকৃৎ	বিষ্ঠা
সকৃৎ	একবার
শক্ত	সমর্থ
সক্ত	আসক্ত
শঙ্কর	শিব
সঙ্কর	মিশ্রণোৎপন্ন
শপ্ত	অভিশাপগ্রস্ত
সপ্ত	সপ্তসংখ্যা
শম্বর	হরিণ
সম্বর	সংবরণ
শবল	নানাবর্ণযুক্ত
সবল	বলবান্
শক্তি	ক্ষমতা
সক্তি	সংযোগ

সক্থি	…	উরু
শারদ	…	বৎসর
সারদ	…	শ্রেষ্ঠত্ব-দায়ক
সিত	…	শুক্লবর্ণ
শিতি	…	কৃষ্ণবর্ণ
শুক	…	পক্ষিবিশেষ
শূক	…	শস্যের সূক্ষ্মাগ্র
শূর	…	বীর
সুরা	…	সুধা
শৃত	…	পক্ব
শ্রিত	…	সেবিত
শ্বশ্রূ	…	শাশুড়ী
শ্মশ্রু	…	দাড়িকা
স্বত্ব	…	স্বামিত্ব
সত্য	…	যথার্থ
সত্ত্ব	…	প্রাণী
সত্র	…	যজ্ঞ
সত্বর	…	শীঘ্র
সম	…	সমান
শম	…	যম, শান্তি
শর	…	বাণ
স্বর	…	উদাত্তাদি
সরল	…	অকপট
শরল	…	পীতদারু
শব	…	মৃত
সব	…	প্রসব
সর্গ	…	সৃষ্টি
স্বর্গ	…	সুরলোক
সামি	…	অর্দ্ধাংশ
স্বামি	…	প্রভু, ভর্ত্তা
শারদা	…	দুর্গা
সারদা	…	সরস্বতী
সার্থ	…	বণিক্
স্বার্থ	…	নিজপ্রয়োজন
সিক্ত	…	আর্দ্রীভূত
সিক্থ	…	মোম
সুত	…	পুত্র
সূত	…	সারথি
সুদ	…	কুসীদ
সূদ	…	পাচক
স্কন্দ	…	কার্ত্তিকেয়
স্কন্ধ	…	অংস
শ্রবণ	…	শ্রোত
স্রবণ	…	ক্ষরণ
সহিত	…	সহ
স্বহিত	…	নিজমঙ্গল
হুতি	…	হোম
হূতি	…	আহ্বান

বিপরীতার্থক শব্দাবলী ।

অণু	…	বৃহৎ
অতিবৃষ্টি	…	অনাবৃষ্টি
অনুকূল	…	প্রতিকূল
অনুরাগ	…	বিরাগ
অনুলোম	…	বিলোম
অনৃত	…	সুনৃত
অন্তর্	…	বহিঃ
অন্ত্য	…	আদ্য
অর্থী	…	প্রত্যর্থী
অলস	…	শ্রমী
অলীক	…	সৎ
অন্ধকার	…	আলোক
অল্প	…	অধিক
আকর্ষণ	…	বিকর্ষণ
আগমন	…	গমন
আদি	…	অন্ত
আপদ্	…	সম্পদ্
আদান	…	প্রদান
আচার	…	অনাচার
আরম্ভ	…	শেষ
আলস্য	…	শ্রম
আবাহন	…	বিসর্জ্জন
আর্দ্র	…	শুষ্ক
আবির্ভাব	…	তিরোভাব
আবির্ভূত	…	তিরোহিত
আময়	…	সিদ্ধায়
আহার	…	অনাহার
ইতর	…	ভদ্র
ইহকাল	…	পরকাল
ঈষৎ	…	অধিক
উচ্চ	…	নীচ
উৎকর্ষ	…	অপকর্ষ
উৎকৃষ্ট	…	নিকৃষ্ট
উত্তম	…	অধম
উদয়	…	অস্ত
উন্নতি	…	অবনতি
উন্মীলিত	…	নিমীলিত
উপকার	…	অপকার
উষ্ণ	…	শীতল
ঊর্দ্ধ	…	অধঃ
ঋজু	…	বক্র
ঐহিক	…	পারত্রিক
কনিষ্ঠ	…	জ্যেষ্ঠ
কর্কশ	…	কোমল
কু	…	সু
কুটিল	…	সরল
কুৎসা	…	প্রশংসা
কৃতঘ্ন	…	কৃতজ্ঞ
কৃশ	…	স্থূল
কৃষ্ণ	…	শুক্ল
ক্রন্দন	…	হাস্য
ক্ষয়	…	বৃদ্ধি
খেদ	…	আহ্লাদ
গরল	…	অমৃত
গরিষ্ঠ	…	লঘিষ্ঠ
গুণ	…	দোষ
গুপ্ত	…	প্রকাশিত
গৃহী	…	সন্ন্যাসী
গৌরব	…	লাঘব
গ্রহণ	…	দান
ঘন	…	তরল
ঘাত	…	প্রতিঘাত
চঞ্চল	…	স্থির
জড়	…	চেতন
জাগরণ	…	নিদ্রা
জাগ্রৎ	…	সুষুপ্ত
জীব	…	নির্জীব
জ্বলন	…	নির্ব্বাণ
ঝটিতি	…	বিলম্ব
তরল	…	কঠিন
তস্কর	…	সাধু
তরুণ	…	বৃদ্ধ
তাপ	…	শৈত্য
তিমির	…	আলোক
তিরস্কার	…	পুরস্কার
তেজঃ	…	ক্ষমা
দক্ষিণ	…	বাম
দাতা	…	কৃপণ
দিন	…	রাত্রি
দীর্ঘ	…	হ্রস্ব
দুর্লভ	…	সুলভ
দুষ্কৃতি	…	সুকৃতি
ধনী	…	দরিদ্র
ধর্ম্ম	…	অধর্ম্ম
ধর্ম্মিষ্ঠ	…	পাপিষ্ঠ
পুণ্যবান্	…	পাপী
নিরত	…	বিরত
নির্দ্দয়	…	সদয়
নির্ম্মল	…	মলিন
নূতন	…	পুরাতন
নৈসর্গিক	…	কৃত্রিম
পরকীয়	…	স্বকীয়
পরুষ	…	কোমল
পাপ	…	পুণ্য
পুষ্ট	…	ক্ষীণ
প্রকৃতি	…	বিকৃতি
প্রফুল্ল	…	ম্লান
প্রভু	…	ভৃত্য
প্রবীণ	…	অপ্রবীণ, অর্ব্বাচীন
প্রশংসা	…	নিন্দা

প্রাংশু	… বামন	লঘু	গুরু	শুষ্ক	নরম
প্রাচীন	… নব্য	বর্দ্ধমান	হ্রসমান	শ্রম	বিরাম, বিশ্রাম
বন্ধন	… মুক্তি	বন্য	গৃহপালিত, গ্রাম্য	সংক্ষেপ	বাহুল্য
বন্ধু	… শত্রু	বাদ	প্রতিবাদ	সংযোগ	বিয়োগ
বন্ধুর	… মসৃণ	বাল্য	বার্দ্ধক্য	সত্য	মিথ্যা
বহু	… অল্প	বালক	বৃদ্ধ	সন্নিকৃষ্ট	বিপ্রকৃষ্ট
ভয়	… সাহস	বিনীত	উদ্ধত	সমাপ্ত	আরব্ধ
ভিক্ষুক	… দাতা	বিরল	গাঢ়	সরস	বিরস
মধুর	… তিক্ত, কটু	বিষ	অমৃত	সহযোগী	প্রতিযোগী
মরণ	… জীবন	বৃহৎ	ক্ষুদ্র	সার	অসার
মহৎ	… নীচ	ব্যর্থ	সার্থক	সুপ্ত	জাগরিত
মিত্রতা	… শত্রুতা	ব্যষ্টি	সমষ্টি	সৃষ্টি	প্রলয়
মিলন	… বিরহ	শত্রু	মিত্র	স্নিগ্ধ	রুক্ষ
মৃদু	… তীক্ষ্ণ	শান্ত	দুরন্ত	সঞ্চয়	ব্যয়
মিথ্যা	… সত্য	শিষ্য	গুরু	সম্পদ্	বিপদ্
যশঃ	… অপযশঃ	শীঘ্র	বিলম্ব	সুখ	দুঃখ
রুগ্ন	… সুস্থ	শীত	গ্রীষ্ম	সুরভি	পূতি
রোষ	… হর্ষ	শুভ্র	কৃষ্ণ	স্মৃতি	বিস্মৃতি
লঘিমা	… গরিমা	শোক	হর্ষ	স্থির	চঞ্চল

৩য় পরিশিষ্ট।

সচরাচর ব্যবহৃত অশুদ্ধ পদের তালিকা।

নিম্নে সচরাচর ব্যবহৃত কতকগুলি অশুদ্ধ পদ শুদ্ধ করিয়া লেখা হইল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি, অদ্যও	উৎকলরাজা	উৎকলরাজ	গুন …	গুণ
অধীনস্থ	অধীন	উদ্গীরণ	উদ্গিরণ	গৃহস্থিনী …	গৃহস্থা
অধীনী	অধীনা	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত, উপরে উক্ত	গৃহীতা (গ্রহণকর্ত্তা)	গ্রহীতা
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	গ্রাহ্যযোগ্য …	গ্রাহ্য, গ্রহণযো
অনাটন	অনটন	একত্রিত	একত্র বা একত্রীভূত	ঘনিষ্ট …	ঘনিষ্ঠ
অপমান হইবার	অপমানিত হইবার	ঐক্যতা	ঐক্য বা একতা	চক্ষুঃদ্বারা …	চক্ষুর্দ্বারা, চক্ষু দ্বারা
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	ঔৎকর্ষ	উৎকর্ষ	চর্ব্যচোষ্য …	চর্ব্ব্যচোষ্য
অপ্রতুলতা	অপ্রতুল	কত্রী	কর্ত্রী	চোষ্য …	চোষ্য বা চুষ্য
অস্তরণ	আস্তরণ	কম্পমান্	কম্পমান	জগবন্ধু …	জগদ্বন্ধু
অর্পন	অর্পণ	কর্ত্তাগণ	কর্ত্তৃগণ, কর্ত্তারা	জাগরুক …	জাগরূক
অলসপরতন্ত্র	আলস্যপরতন্ত্র	কালীদাস	কালিদাস	জাগ্রত …	জাগ্রৎ
আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন	আকণ্ঠ ভোজন, বা কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন	কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী	জাজ্জ্বল্যমান …	জাজ্বল্যমান
		কিম্বা	কিংবা	জীবাত্মাসংক্রান্ত …	জীবাত্মসংক্রান্ত
আতিশয্যতা	আতিশয্য	ক্রেতাগণ	ক্রেতৃগণ, ক্রেতারা	জ্ঞানমান্ …	জ্ঞানবান্
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত বা অধীন	খ্যাতাপন্ন	খ্যাত্যাপন্ন	তত্রাচ …	তত্রচ, তথাপি
আরক্তিম	আরক্ত	গগণ*	গগন	তাদৃশী অবস্থা দর্শনে	তাদৃশাবস্থাদর্শনে
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	গদগদ	গদ্গদ	তাদৃশী শোভাসম্পন্ন	তাদৃশ-শোভাসম্প
উচ্ছন্ন	উৎসন্ন	গন	গণ	তির্য্যক্‌ভাবে …	তির্য্যগ্‌ভাবে
উচ্ছসিত	উচ্ছ্বসিত	গুণীগণ	গুণিগণ, গুণীরা	তেজোময়ী ছটা …	তেজোময়চ্ছটা
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস			ত্রৈবার্ষিক …	ত্রিবার্ষিক
উচ্ছ্বলিত	উচ্ছলিত			দম্পতি …	দম্পতী
উজ্জল	উজ্জ্বল			দায়গ্রস্থ …	দায়গ্রস্ত
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা			দারিদ্রতা …	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা

* ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ। অর্থাৎ ফাল্গুন, গগন ও ফেন শব্দে মূর্খেরা 'ন' স্থলে 'ণ' ব্যবহার করিয়া থাকে।

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
দাশরথী	…	দাশরথি
দিগম্বরী	…	দিগম্বরা
দিবানিশি	…	দিবানিশ
দিবারাত্রি	…	দিবারাত্র
দুরাবস্থা	…	দুরবস্থা
দুর্ণাম	…	দুর্নাম
দ্বৈবাহিক	…	দ্বিবাহিক
ধনবান্‌গণ	…	ধনবদ্গণ, ধনবানেরা
ধর্ম্মাত্মাগণ	…	ধর্ম্মাত্মগণ, ধর্ম্মাত্মারা
ধৈর্য্যতা	…	ধৈর্য্য
নিন্দুক	…	নিন্দক
নিরপরাধিনী	…	নিরপরাধা
নিরপরাধী	…	নিরপরাধ
নিরাশা হইয়াছি	…	নিরাশ হইয়াছি
নিরোগী	…	নীরোগ
নির্দ্দোষী	…	নির্দ্দোষ
নিশি *	…	নিশা
নিস্তেজভাবাপন্ন	…	নিস্তেজোভাবাপন্ন
নূন্যাধিক	…	ন্যূনাধিক
পক্ক	…	পক্ব
পক্ষীগণ	…	পক্ষিগণ, পক্ষীরা
পন	…	পণ
পরমাত্মাবিষয়ক	…	পরমাত্মবিষয়ক
পরায়ন	…	পরায়ণ
পরিত্যাজ্য	…	পরিত্যাজ্য
পরিবেশন	…	পরিবেষণ
পরিস্কার	…	পরিষ্কার
পর্য্যাটক	…	পর্য্যটক
পশ্বাধম	…	পশ্বধম
পারিষদ্	…	পারিষদ
পার্ব্বতীয় প্রদেশ	…	পার্ব্বত্য বা পর্ব্বতীয় প্রদেশ
পিচাশসিদ্ধ	…	পিশাচসিদ্ধ
পিতামাতা	…	মাতাপিতা
পিতৃমাতৃবিয়োগনিবন্ধন		মাতাপিতৃবিয়োগ নিবন্ধন
পিতৃমাতৃহীন	…	মাতাপিতৃহীন
পুরষ্কার	…	পুরস্কার
পুস্প	…	পুষ্প
পৈত্রিক সম্পত্তি	…	পৈতৃক সম্পত্তি
প্রজ্জ্বলিত	…	প্রজ্বলিত
প্রত্যুতঃ	…	প্রত্যুত
প্রনাম	…	প্রণাম
প্রহারিত	…	প্রহৃত
প্রাহ্ন	…	প্রাহ্ণ
ফাল্গুণ		ফাল্গুন
ফেণ		ফেন

* অ[illegible] স্থলে 'নিশি' ব্যবহার করা যাইতে পারে, অন্ত স্থলে পারা যায় না।

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
বনিক্	…	বণিক
বাহুল্যতা	…	বাহুল্য, বহুলতা
বিধায়	..	তজ্জন্য, অতএব
ভদ্রস্থতা	…	ভদ্রতা
ভাগ্যমন্ত	…	ভাগ্যবন্ত
ভাগ্যমান্	…	ভাগ্যবান্
ভাবিত	…	ভাবনাগ্রস্ত বা চিন্তিত
ভুজঙ্গিনী	…	ভুজঙ্গী
ভ্রাতাগণ	…	ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতারা
মধ্যাহ্ণ	…	মধ্যাহ্ন
মনমোহিনী	…	মনোমোহিনী
মনহর	…	মনোহর
মনোকষ্ট	…	মনঃকষ্ট
মহতী মহিমা	…	মহান্ মহিমা
মহৎলোক	…	মহান্ লোক বা মহালোক
মহদুপকার	…	মহোপকার বা মহান্ উপকার
মহাত্মাগণ	…	মহাত্মগণ, মহাত্মারা
মহারাজা	…	মহারাজ
মহারাজ্ঞী	…	মহারাজ্ঞী
মহিমাসাগর	..	মহিমসাগর
মান্যনীয়	.	মান্য, মাননীয়
মান্যের	…	মানের
মৃণ্ময়	…	মৃন্ময়
মৈত্রতা	…	মিত্রতা, মৈত্রী, মৈত্র
যোগিন্দ্র	…	যোগীন্দ্র
যোগীগণ	…	যোগিগণ, যোগীরা
যোগীবর	…	যোগিবর
রক্তিমতা	…	রক্তিমা
রাজচক্রবর্ত্তীগণ	…	রাজচক্রবর্ত্তিগণ, রাজচক্রবর্ত্তীরা
রাজাগণ	…	রাজগণ, রাজারা
লক্ষ্মীমান্	…	লক্ষ্মীবান্
লাঘবতা	…	লাঘব, লঘুতা
বক্ষোপরি	…	বক্ষ উপরি বক্ষের উপরে
বয়ক্রম	…	বয়ঃক্রম
বয়ষ্ক	…	বয়স্থ, বয়ঃস্থ
বর্ণিতব্য	…	বর্ণয়িতব্য
বশম্বদ	…	বশংবদ
বান	…	বাণ
বারম্বার	…	বারংবার
বাহ্যিক	…	বাহ্য
বিদ্বান্	…	বিদ্বান্, বিদ্যাবান্,
বিদ্যামত্তা	…	বিদ্যাবত্তা
বিবিধ প্রকার	…	বিবিধ, নানাপ্রকার
ব্যবহার্য্যনীয়	…	ব্যবহার্য্য
শঙ্কট	…	সঙ্কট
শশীভূষণ	…	শশিভূষণ

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
শিরোশোভা	…	শিরঃশোভা
শৈশব ছিল	…	শিশু ছিল
শ্রীবান্	…	শ্রীমান্
ষষ্ঠম পাঠ	…	ষষ্ঠ পাঠ
সক্ষম (পারক)	…	ক্ষম
সখ্যতা	…	সখ্য
সত্তেও	…	সত্ত্বেও
সত্ব (স্বামিত্ব)	…	স্বত্ব
সত্বাধিকারী	…	স্বত্বাধিকারী
সম্মত	…	সম্মত
সম্মান	…	সম্মান
সম্মার্জ্জনী	…	সম্মার্জ্জনী
সম্মিলন	…	সম্মিলন
সম্মুখে	…	সম্মুখে
সন্ন্যাসী	…	সন্ন্যাসী
সমতুল্য	…	সম, বা তুল্য
সমুদয় পক্ষীগণ	…	পক্ষিগণ, সমুদয় পক্ষী, পক্ষীরা
সম্বরণ	…	সংবরণ
সম্ভ্রান্তশালী	…	সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রমশালী
সম্রাজ্ঞী	…	সম্রাজ্ঞী
সবিতাদেব	…	সবিতৃদেব
সবিনয়পূর্ব্বক	…	বিনয়পূর্ব্বক, সবিনয়
সশঙ্কিত	…	শঙ্কিত বা সশঙ্ক
সাদরপূর্ব্বক	…	আদরপূর্ব্বক, সাদরে
সাপরাধী	…	সাপরাধ
সাব্যস্ত হইয়াছে	…	স্থিরীকৃত হইয়াছে
সাবকাশ নাই	…	অবকাশ নাই
সাবধানপূর্ব্বক	…	সাবধান হইয়া বা সাবধানতাপূর্ব্বক
সাহায্যকৃত বিদ্যালয়	…	সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়
সাষ্টাঙ্গসহকারে	…	সাষ্টাঙ্গে, অষ্টাঙ্গ সহকারে
সিঞ্চন	..	সেচন
সিঞ্চিত	…	সিক্ত
সুবুদ্ধিমান্	…	সুবুদ্ধি বা বুদ্ধিমান্
সুরধনী (গঙ্গা)	..	সুরধুনী
সুলোচনী	…	সুলোচনা
সুস্পষ্ট	…	সুস্পষ্ট
সৃজন	…	সর্জ্জন, সৃষ্টি, সর্গ
সৌকার্য্যার্থে	…	সৌকর্য্যার্থে
সৌজন্যতা	…	সৌজন্য, সুজনতা
সৌন্দর্য্যতায় বিমূঢ়	…	সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ
সৌহৃদ্যতা	…	সৌহৃদ্য
স্থায়ীভাবে	…	স্থায়িভাবে
স্বরস্বতী	…	সরস্বতী
স্বীকৃত হইলাম	…	স্বীকার করিলাম
হরিণনয়নী	…	হরিণনয়না
হস্তীতুল্য	…	হস্তিতুল্য

৪র্থ পরিশিষ্ট।

হিন্দু-সঙ্গীত।

স্বরলিপি-সঙ্কেত।

স্বর।

শুদ্ধ স্বর।

নাম	অধিষ্ঠাতৃদেবতা	সাঙ্কেতিক চিহ্ন
ষড়্জ	... অগ্নি	... সা
ঋষভ	... ব্রহ্মা	... ঋ
গান্ধার	... সরস্বতী	... গ
মধ্যম	... মহাদেব	... ম
পঞ্চম	... বিষ্ণু	... প
ধৈবত	... গণেশ	... ধ
নিষাদ	... সূর্য্য	... নি

বিকৃতস্বর

কোমল ঋষভ—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
কোমল গান্ধার—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
কোমল ধৈবত—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
কোমল নিষাদ—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
তীব্র মধ্যম—স্বরের উপরে পতাকা।
অতিকোমল—স্বরের উপরে ত্রিকোণ ও তাহার মাথায় শূন্য।
অতিতীব্র—স্বরের উপরে পতাকা ও তাহার মাথায় শূন্য।

সপ্তক।

তারা সপ্তক—স্বরের উপরে বিন্দু।
উদারা সপ্তক—স্বরের নীচে বিন্দু।
মুদারা—বিন্দুশূন্য স্বর।

—•—

মাত্রা।

হ্রস্ব বা লঘু (একমাত্রা)—স্বরের মাথায় একটি ক্ষুদ্র দণ্ড।
দীর্ঘ * (দুই মাত্রা)—স্বরের মাথায় দুইটি ক্ষুদ্র দণ্ড।
প্লুত (তিন মাত্রা বা তাহার অধিক)—স্বরের মাথায় তিনটি বা তাহার অধিক ক্ষুদ্র দণ্ড।
অর্দ্ধ বা দ্রুত ($\frac{১}{২}$ মাত্রা)—স্বরের মাথায় চন্দ্রবিন্দু।
অনু বা অনুদ্রুত ($\frac{১}{৪}$ মাত্রা)—স্বরের মাথায় ডমরু।
এক মাত্রার $\frac{১}{৩}$ অংশ—স্বরের মাথায় বাণ।
এক মাত্রার $\frac{১}{৬}$ অংশ স্বরের মাথায় ত্রিশূল।
এক মাত্রার $\frac{১}{৮}$ অংশ—স্বরের মাথায় যব।
এক মাত্রার $\frac{১}{১৬}$ অংশ—স্বরের মাথায় নক্ষত্র।

একমাত্র কাল মধ্যে সমভাবে উচ্চার্য্য দুইটী বা তদধিক স্বরগুলি একটী বন্ধনী দ্বারা সংযত থাকে।
দুইটী স্বর বন্ধনীযুক্ত হইলে প্রত্যেকের উচ্চারণ কাল $\frac{১}{২}$
তিনটী স্বর বন্ধনীযুক্ত হইলে প্রত্যেকের উচ্চারণ কাল $\frac{১}{৩}$
চারিটী স্বর বন্ধনীযুক্ত হইলে প্রত্যেকের উচ্চারণ কাল $\frac{১}{৪}$
সম—মাত্রাচিহ্নের মাথায় পতঙ্গ।
আঘাত—মাত্রাচিহ্নের মাথায় (১)
বিরাম বা ফাঁক—মাত্রাচিহ্নের মাথায় (•)।

* একমাত্র কালের পর হইতে ত্রিমাত্রকালের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সমুদায়ই গুরু। সুতরাং দীর্ঘও গুরুর অন্তর্গত।

সেতার এস্‌রাজ প্রভৃতির জন্য বিশেষ সঙ্কেত।

স্পর্শ—মাত্রাচিহ্নের মাথায় তুলক।
কৃন্তন—মাত্রাচিহ্নের মাথায় ক্ষুদ্ররেখা।
স্পর্শ-কৃন্তন—মাত্রাচিহ্নের মাথায় তুলক ও ক্ষুদ্ররেখা।
বিক্ষেপ—মাত্রাচিহ্নের মাথায় দক্ষিণাভিমুখী কোণ।
উৎক্ষেপ—মাত্রাচিহ্নের মাথায় বামাভিমুখী কোণ।
গমক—মাত্রাচিহ্নের মাথায় গজকুম্ভ।
ঘর্ষণ (আশ)—স্বরের নীচে সরল রেখা।
মূর্চ্ছনা—স্বরের নীচে তরঙ্গিত রেখা।
সংযোগালঙ্কার (কর্ত্তৃ)—একসঙ্গে প্রকাশ্য স্বর গুলির উপরে ধনু।
পিতলের তারে আঘাত—মাত্রাচিহ্নের পার্শ্বে চতুষ্কোণ।
শ্রেষ্ঠালঙ্কার (ছেড়)—অতিরিক্ত রেখা টানিয়া ছেড়ের তারের স্বর লিখিতে হয়।
তালের একখণ্ড সমাপন—বিভাজক রেখা।
গীত বা গতের এক অংশ সমাপন—দুইটী বিভাজক রেখা।
গীত বা গতের সমাপন—পদ্ম।

—*—

তাল—অখণ্ড কালকে ছন্দের দ্বারা বিভাগ করা।
লয়—কালের অবিচ্ছেদ গতি।
তালের চারি অংশ—সম, বিষম, অতীত, অনাঘাত।
স্বরনিবন্ধনি—সেতারের "গৎ" বা এস্‌রাজের "লেহারা"।
সঙ্গত—কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতের সহিত মৃদঙ্গ, তবলা বা খোল ইত্যাদি বাদন।
ঠেকা—কেবলমাত্র ছন্দজ্ঞাপক বর্ণ সহকারে সঙ্গত।
বোল বা পরন—ঠেকার সহিত নানা অলঙ্কার সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ।

—*—

যন্ত্র—চারি জাতীয়।

তত—তন্ত্রবিশিষ্ট, যেমন সেতার, বীণা।
শুষির—বায়ুসংযোগে বাদিত, যেমন বংশী, শৃঙ্গ।
অবনদ্ধ—চর্ম্মাচ্ছাদিত, যেমন মৃদঙ্গ, ঢক্কা।
ঘন—ধাতুনির্ম্মিত, যেমন মন্দিরা, করতাল।
ইহা ব্যতীত উপাঙ্গ নামধেয় একপ্রকার যন্ত্র আছে, যেমন ন্যাসতরঙ্গ।

রাগ রাগিণী।

আদি রাগ—ছয়টী।

	নাম	কোন্ ঋতুতে গেয়
১।	শ্রী	... শিশির
২।	বসন্ত	... বসন্ত
৩।	ভৈরব	... গ্রীষ্ম
৪।	পঞ্চম	... শরৎ
৫।	মেঘ	... বর্ষা
৬।	নটনারায়ণ	... হেমন্ত

সদ্য, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান নামক মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে শ্রী, বসন্ত

ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘ রাগ যথাক্রমে নির্গত হইয়াছে। নটনারায়ণ রাগটী পার্ব্বতীর মুখ হইতে নির্গত বলিয়া উল্লিখিত।

জাতিভেদ।

১। শুদ্ধ	...	যে রাগে অন্য রাগের মিশ্রণ নাই।
২। সালঙ্ক বা ছায়ালগ		যে রাগ দুইটি রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন।
৩। সঙ্কীর্ণ	...	যে রাগ দুইটির অধিক রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন।

প্রকার-ভেদ।

১। ঔড়ব (ওড়ো)	...	যে রাগে পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হয়।
২। ষাড়ব (খাড়ো)	...	যে রাগে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হয়।
৩। সম্পূর্ণ (সম্পূরণ)	...	যে রাগে সাতটি স্বর ব্যবহৃত হয়।

বাদী (তান)	...	যে স্বরটি রাগবিশেষে বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়।
সম্বাদী	...	যে স্বরটি রাগবিশেষে বাদী স্বর অপেক্ষা কম এবং অন্য স্বরগুলি অপেক্ষা অধিক প্রযুক্ত হয়।
বিবাদী	...	যে স্বরটী রাগবিশেষে আদৌ প্রযুক্ত হয় না এবং প্রযুক্ত হইলে রাগটি ভ্রষ্ট হইয়া যায়।
অনুবাদী	...	রাগবিশেষে উল্লিখিত তিনটি স্বর ব্যতীত যে সকল স্বর প্রযুক্ত হয়।

[illegible]	...	রাগবিশেষে বাদী স্বর।
[illegible]	...	রাগবিশেষে যে স্বর হইতে আলাপ আরম্ভ করা হয়।
[illegible]	...	রাগবিশেষে যে স্বরে আলাপ সমাপন করা হয়।

আলাপ।

[illegible] রাগে নির্দ্দিষ্ট স্বরবিন্যাস করিয়া রাগের মূর্ত্তিপ্রকটন করাকে আলাপ কহে। আলাপ চারিভাগে বিভক্ত: যথা

আস্থায়ী (বা স্থায়ী)	...	আলাপের প্রথম অংশ।
অন্তরা	...	" দ্বিতীয় "
সঞ্চারী	...	" তৃতীয় "
আভোগ	...	" শেষ "

বীণা, সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রেই আলাপ বাদিত হয়। ধ্রুপদ গীতে আলাপের চারি অংশ, এবং খেয়াল ও টপ্পা গানে আলাপের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

শ্রুতি

স্বরের মধ্যগত সূক্ষ্মাংশকে শ্রুতি বলে। শ্রুতি ২২টি।

স্বর	সংখ্যা	নাম।
সা	৪	তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী।
ঋ	৩	দয়াবতী, রঞ্জনী, রক্তিকা।
গ	২	রৌদ্রী, ক্রোধী।
ম	৪	বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী।
প	৪	ক্ষিতী, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপিনী।
ধ	৩	মদন্তী, রোহিণী, রম্যা।
নি	২	উগ্রা, ক্ষোভিণী।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী।

আদি ছয় রাগের প্রত্যেকটির ছয়টি করিয়া ভার্য্যা কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে এই ছয়টি রাগ ও ছত্রিশটি রাগিণীর সঙ্গীত-দামোদর মতানুসারে মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল।

১। শ্রী—বিলাসবেশধারী দিব্যমূর্ত্তি শ্রী বধূসঙ্গে বনান্তরালে পুষ্পচয়ন করিতেছেন।

(ক) মালবশ্রী—রসালবৃক্ষতলে আসীনা লতাবয়বধারিণী মালবশ্রী হাস্যাস্যে হস্তস্থিত রক্তোৎপল প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিতেছেন।

(খ) ত্রিবেণী—রক্তাঙ্গী, পীতবসনা, হার ধারিণী ত্রিবেণী পতিসহ কদলীবৃক্ষতলে উপবিষ্টা আছেন।

(গ) গৌরী—গজমুক্তাগ্রথিত চিকুরভার পারাইতা, ময়ূরপুচ্ছাঙ্কিতবেশা, মালা ও অঙ্গুলেপনাঙ্কিতগাত্রা, পূর্ণেন্দুবদনা গৌরী বিরাজ করিতেছেন।

(ঘ) ভূপালী—সুশোভমানা, বরকামিনী, উল্লাসিতা, প্রেমময়াকুললোচনা ভূপালী স্বীয় নায়ককে পুষ্পভূষিত করিতেছেন।

(ঙ) বরাটী—সুকেশী, সুকঙ্কণা স্বরবৃক্ষপুষ্পাভরণকর্ণা, বরাঙ্গনা বরাটী চামরব্যজনে দয়িতের বিনোদন সম্পাদন করিতেছেন।

(চ) কল্যাণী—কবিগণ কল্যাণীকে কান্তানুরক্তা, মৃদুস্বভাবা, ঘূর্ণিতনয়না, গৌরবর্ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

২। বসন্ত—আম্রমুকুলভূষিতকর্ণ, ঘূর্ণমানরক্তপদ্মলোচন, পরিহিতপীতাম্বর, কাঞ্চনবর্ণদেহ বসন্ত রাগ যুবতীগণের প্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

(ক) হিন্দোলী—সুরূপা, কৃশাঙ্গী, শুদ্ধভাবসম্পন্না, চন্দ্র কিরণোজ্জ্বলদৃষ্টিপাতা, কপোতকান্তি ও কলকণ্ঠা বলিয়া পণ্ডিতেরা হিন্দোলীকে বর্ণিত করিয়াছেন।

(খ) গুর্জ্জরী—মন্মথভাবযুক্তা গুর্জ্জরী মৃদুপল্লবযুক্ত বিবিধ পুষ্পভূষিত শয্যায় উপবিষ্টা।

(গ) মালবী—প্রিয়বিরহকাতরা, ধূলিধূসরিতাঙ্গী, বিনিদ্রনেত্রা মালবী পতিচিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছেন।

(ঘ) পঠমঞ্জরী — রেণুধূসিতচারুদেহা, বিয়োগদুঃখানতচন্দ্রবদনা, প্রিয়ধ্যানরতা, সুদীনা পঠমঞ্জরী মুহুর্মুহুঃ শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

(ঙ) সাবেরী—গজমুক্তাগ্রথিত মাল্যভরণা, গৌরবর্ণা, বিচিত্রবেশধারিতা, কান্তিবদনা সাবেরী হস্তে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন।

(চ) কৌশিকী — দয়িতবক্ষেহবস্থিতা, লোহিতলোচনা, স্বেদযুক্তাননা, শ্যামা, সুবেশা, ললিতাঙ্গযষ্টি কৌশিকী মুহুর্মুহুঃ ভ্রমণ করিতেছেন।

৩। ভৈরব—গঙ্গাধর, শশিকলাতিলক, ত্রিনেত্র, সর্পবিভূষিত, গজকৃত্তিবাস, উজ্জ্বলশূল ও নৃমুণ্ডধারী, শুভ্রাম্বর ভৈরব জয়যুক্ত হইতেছেন।

(ক) ভৈরবী—জলাশয় মধ্যস্থিত স্ফাটিক-গৃহে বিশালনেত্রা, তারস্বরা ভৈরবী বিশুদ্ধ গীত সহযোগে পদ্ম দ্বারা ভৈরবের অর্চ্চনা করিতেছেন।

(খ) তোড়ী — তুষার-কুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টি, কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা তোড়ী বীণাবাদনে বনে হরিণীর বিনোদন করিতেছেন।

(গ) রামকিরী—স্বর্ণপ্রভা, উজ্জ্বলভূষণা,

ইন্দ্রনীলপরিহিতা রামকিরী কান্ত-পদপ্রান্তে অবস্থিতা হইয়াও মান-ভাবাবলম্বন করিয়াছেন।

(ঘ) গুণকিরী—দয়িতের দূরাবস্থান জন্য দীনদৃষ্টি, ধূলিধূসরিতগাত্রযষ্টি, আমুক্ত-কবরী, গুণকিরী মস্তক আনত করিয়া রহিয়াছেন।

(ঙ) বাঙ্গালী—কক্ষে পুষ্পকরণ্ডধৃতা, উজ্জ্বল ত্রিশূলহস্তা, জটাধারিণী, ভস্মলিপ্তদেহা, আরক্তলোচনা, তরুণতপনবর্ণা বাঙ্গালী শোভা পাইতেছেন।

(চ) সৈন্ধবী—ত্রিশূলকরা, রক্তাম্বরা, শিবভক্তিরক্তা, বন্ধুজীবভূষিতা, প্রচণ্ডকোপা, বীররসযুক্তা সৈন্ধবী ভৈরব রাগিণী বলিয়া কথিতা হইয়াছেন।

৪। পঞ্চম—রক্তাম্বর, রক্তবিশালনেত্র, তরুণ, মনস্বী, যোষিৎপ্রিয়, কোকিলমঞ্জুভাষী পঞ্চম শোভা পাইতেছেন।

(ক) দেবকিরী—কাদম্বিনীশ্যামতনু, সু-স্বভাবা, ভুজঙ্গনী, সুন্দরহারভূষিতা, চিত্রাম্বরা, মত্তচকোরনেত্রা ও মদালসা বলিয়া দেবকিরী কীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

(খ) ললিতা—প্রফুল্ল সুবর্ণপদ্ম ও সপ্ত-পর্ণমালাপরিহিতা, তুলনতায়নত্রা, নিদ্রালসলোচনা ললিতা প্রভাতে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন।

(গ) বিভাষা—নিদ্রালসা, বিলাসবেশা, পরিতৃপ্তকামা, রসভাবযুক্তা, তাণ্ডব-লাস্যরক্তা বিভাষা প্রাতঃ কালে জাগরিতা হইয়াছেন।

(ঘ) কর্ণাটী—ময়ূরকণ্ঠবর্ণা, চন্দ্রচূড়া, গজদন্তনির্ম্মিতভূষণকর্ণা, শুভ্রাম্বরা কর্ণাটী স্বীয় কণ্ঠস্বরে শ্রবণগণের পরিতোষ বিধান করিতেছেন।

(ঙ) বড়হংসিকা — হাস্যবদনা, চারু-বিলোলদৃষ্টি, বিলাসজনিত রোমা-ঞ্চিতদেহা বড়হংসিকা প্রিয়সঙ্গসুখে হৃষ্টচিত্তা বলিয়া খ্যাতা হইয়াছেন।

(চ) আভিরী—বাচালা কঙ্কণভূষিতা, প্রস্ফুটিত চম্পকবর্ণদেহা, চন্দ্রশুভ্র-গজমুক্তামালাপরিহিতা আভিরী শ্রীকণ্ঠ শৈলশিখরে বিরাজ করিতে-ছেন।

৫। মেঘ—গাঢ় নীলবর্ণ, পিঙ্গলনেত্র, গম্ভীরবাণী, বিহারশীল, কামিনী-প্রিয় মেঘ রাগ গজ আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন।

(ক) মধুমাধবী—প্রফুল্ল নীলনলিননেত্রা, কৃশাঙ্গী, নীলবসনাবৃতা, সতী মধুমাধবী তমাল তরুমূলে বেদি-কার উপর উপবিষ্টা আছেন।

(খ) মল্লারী—লম্বকর্ণা শরদিন্দুবর্ণা, কৌষেয়বাসা, পলিতকেশা, প্রশান্ত-চিত্তা বলিয়া মুনিগণ মল্লারীকে আখ্যাতা করিয়াছেন।

(গ) সৌরাটী—পীনোন্নতপয়োধরা, সুচারু-গৌরা, কর্ণপদ্মসন্নিহিতভ্রমরগুঞ্জন-শ্রবণরতা, স্নথবাহুলতা, সুশোভন-হারবিভূষিতা সৌরাটী প্রিয়সন্দর্শনে গমন করিতেছেন।

(ঘ) গান্ধারী—জটাধারিণী, মুদিতনয়না, নীলবসনা, নম্রপ্রশান্তমূর্ত্তি, মেঘ-পত্নী গান্ধারী যোগাসনে উপবিষ্টা আছেন।

(ঙ) হরশৃঙ্গারা — নানাগীত-কলাভিজ্ঞা, কৌতুকী, প্রিয়ংবদা, গৌরাঙ্গী বলিয়া মেঘপত্নী হরশৃঙ্গারিকা অভিহিতা হইয়াছেন।

(চ) সারঙ্গী—দৃঢ়বদ্ধকবরী, সুরঙ্গিণী, সারঙ্গী বীণা করে লইয়া সখা-সহিত কল্পতরুমূলে উপবিষ্টা আছেন।

৬। নট্টনারায়ণ—বর্ণপ্রভ, শো[illegible] তাম্রগাত্র, প্রতাপী, বীরমূর্ত্তি নারায়ণ অশ্বস্কন্ধে হস্ত রাখিয়া রণ ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

(ক) পাহাড়ী—রক্তবস্ত্রপরিহিতা, অতি সুন্দরী পাহাড়ী শ্রীনন্দন পর্ব্বতে কদম্বমূলে অবস্থান করিয়া বীণা সংযোগে গান করিতেছেন।

(খ) দেশী—গৌরবর্ণা, মনোজ্ঞা, শুক পুচ্ছধরা, রসপূর্ণচিত্তা দেশী নিদ্রা লস কান্তকে পরোক্ষভাবে জাগরি[illegible] করিতেছেন।

(গ) কেদারী—জটাধারিণী, শশিকলা-শোভিতমস্তকা, সর্পবিভূষিতাঙ্গী কেদারী যোগাসনে উপবিষ্টা হইয়া মহাদেবধ্যানবিমগ্নচিত্তা হইয়া আছেন।

(ঘ) কামোদী—সুবর্ণবর্ণা কামোদী ভর্ত্তৃ সহ জলকেলি ও পদ্মপুষ্প চয়ন করিতেছেন এবং পুষ্পসৌরভে মোদিতা হইতেছেন।

(ঙ) নাটিকা—কৃশাঙ্গী সালঙ্কৃতা সু-শাটিপরিহিতা নাটিকা রঙ্গমধ্যে গীত-তালে অবহিতচিত্তা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন।

(চ) হাম্বিরী—শ্যামাঙ্গী, পুষ্পচয়নতৎপরা হাম্বিরী সখীর হস্তধারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন।

মন্তব্য—এই পরিশিষ্ট প্রধানতঃ মিউজিক ডাক্তার রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত হইল।

৫ম পরিশিষ্ট

যাদব নামে একটি বালক ছিল তাহার বয়স আট বৎসর যাদবের পিতা প্রতি দিন তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখা পড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না।

সে, একদিনও, বিদ্যালয়ে যাইত না। পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত। বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে সকল বালক যখন বাড়ী যাইত। তাহার পিতামাতা মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া মিলাবে। এইরূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

একদিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। সে তাহাকে বলিল ভুবন, তুমি আজ পাঠশালায় যাইও না।

সংশোধিত প্রুফ।

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রতিদিন তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখাপড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে, একদিনও, বিদ্যালয়ে যাইত না; পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে সকল বালক যখন বাড়ী যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ী যাইত। তাহার পিতামাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া আসিল এইরূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

একদিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটী বালক বহি লইয়া পড়িতে যাইতেছে। সে তাহাকে বলিল "ভুবন, আজ তুমি পাঠশালায় যাইও না।"

সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। কর্তিত চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষরের পরিবর্তে পার্শ্বে লিখিত চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষর বসাও।

২। এই স্থানে পার্শ্বে লিখিত চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষর বসাও।

৩। শব্দ দুইটির মধ্যে অযথা ব্যবধান রহিয়াছে; সংযত কর।

৪। পরবর্তী শব্দ বা অক্ষর পূর্বে বসাও।

৫। ছোট বা বড় টাইপ বসিয়াছে; উপযুক্ত টাইপ দাও।

৬। অক্ষরটি উল্টা বসিয়াছে; সোজা করিয়া বসাও।

৭। শব্দ দুইটি অযথারূপে সংযত হইয়াছে; মধ্যে ফাঁক দাও।

৮। নূতন প্যারাগ্রাফ হইবে না; পূর্ববর্তী পদের পরই পরবর্তী পদ বসাও।

৯। এ চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষর থাকিবে না; তুলিয়া লও।

১০। এইখান হইতে নূতন প্যারাগ্রাফ হইবে; নিম্নের লাইনে বামে একটু ফাঁক রাখিয়া ইহাকে বসাও।

১১। উপরের লাইন ও নীচের লাইনের মধ্যে Space অল্প হইয়াছে; মধ্যে যথোপযোগী লেড্ বসাও।

১২। অনেকগুলি কথা বাদ পড়িয়াছে; কাপি দেখিয়া ঠিক করিয়া এইখানে বসাও।

১৩। যে শব্দের নীচে ....এইরূপ চিহ্ন আছে, তাহা ভুলক্রমে কাটা হইয়াছিল; শব্দটি যেমন ছিল, তেমনই থাকিবে।

১৪। টাইপ পরিবর্তন করিয়া উপযুক্ত টাইপ দাও।

১৫। Space উঠিয়া পড়িয়াছে; ঠিক করিয়া দাও।

১৬। একটু দক্ষিণ দিকে সরাইয়া বসাও; কারণ এখানে নূতন প্যারাগ্রাফ আরম্ভ হইয়াছে।

১৭। অক্ষর নামিয়া পড়িয়াছে; যথাস্থানে বসাও।

১৮। এই কথাগুলি কাপিতে ছিল না; এক্ষণে নূতন বসান হইল।

১৯। উদ্ধার-চিহ্ন আরম্ভ; অক্ষরের বামে উপর দিকে বসিবে।

২০। উদ্ধার-চিহ্ন শেষ; অক্ষরের দক্ষিণে উপর দিকে বসিবে।

২১। শব্দটি লাইনের বাহিরে পড়িয়াছে; সমান করিয়া বসাও।

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট।

—:•:—

ভিন্ন ভিন্ন টাইপের নাম ও আকৃতির পরিচয়।

বর্জাইস-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

স্মল পাইকা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পাইকা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ইংলিশ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

গ্রেট্—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

টুলাইন পাইকা-বিদ্যাসাগর।

ডবল গ্রেট্—বিদ্যাসাগর।